تفسير انوار القرآن

তাফসীরে আনওয়ারুল কুরআন

১

[১ম থেকে ৫ম পারা পর্যন্ত]

রচনা ও সংকলনে

মাওলানা মোহাম্মদ আবুল কালাম মাসূম

ফাযেলে দারুল উলূম দেওবন্দ, ভারত
তাফসীরে জালালাইন শরীফের অনুবাদক
লেখক ও সম্পাদক : ইসলামিয়া সম্পাদনা পর্ষদ

সম্পাদনায়

মাওলানা মোহাম্মদ মোস্তফা

প্রকাশনায়

ইসলামিয়া কুতুবখানা

৩০/৩২ নর্থব্রুক হল রোড, বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০

https://e-ilm.weebly.com/

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله رب العلمين والعاقبة للمتقين. والصلوة والسلام على سيد الانبياء والمرسلين وعلى اله واصحابه اجمعين امابعد! : فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم - "وانزلنا اليك الذكر لتبين للناس مانزل إليهم ولعلهم يتفكرون" وقال رحمة للعالمين ﷺ : تركت فيكم امرين ماتمسكتم بهما لن تضلوا بعدى أبدا : كتاب الله وسنتي -

প্রথমে আল্লাহ তা'আলার কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করছি, যিনি রহমান ও রহীম। যার দয়া অফুরন্ত ও অসীম। যিনি আমাদের উপর আপন অনুগ্রহে বেহিসাব নায-নিয়ামত দান করেছেন। বিশেষ করে অধম কে স্বীয় কালামে পাকের ব্যখ্যাগ্রন্থ 'তাফসীরে আনওয়ারুল কুরআন' রচনার তৌফিক দিয়েছেন।

আম্মা বাদ :

দুনিয়াবি ও উখরবি জিন্দেগিতে মানবতার শাশ্বত মুক্তির জন্য মহান আল্লাহ রাব্বুল আ'লামীন যুগে যুগে বহু নিদর্শনাবলি পাঠিয়েছেন। হযরত আদম (আ.) থেকে নিয়ে শুরু করে হযরত মুহাম্মদ ﷺ পর্যন্ত লক্ষাধিক নবী রাসূল প্রেরণ করেছেন। কখনো বা পৃথিবীবাসীকে অপার দয়া-রহমত আবার কখনো বেদনাদায়ক আজাব-শাস্তির স্বাদ চাখিয়েছেন। কখনো বা নিজ কুদরতের বহিঃপ্রকাশ ঘটিয়ে অতিপ্রাকৃত ঘটনাবলির অবলোকন করিয়েছেন। সময়ে সময়ে আদেশ-নিষেধ সম্বলিত সহীফা ও কিতাব অবতারণ করেছেন। এতসব কিছুর লক্ষ্য একটাই, মানুষের বিকার মস্তিষ্কে যেন বোধের উদয় ঘটে। দুনিয়া, নফস ও শয়তানের ফাঁদ এড়িয়ে এক ইলাহে বিশ্বাস স্থাপন করতে পারে। মহিয়ান গরিয়ান রাব্বুল আ'লামীনের মানশা অনুযায়ী জীবন পরিচালনা করে দুনিয়া ও আখেরাতে সিদ্ধকাম হতে পারে। কিন্তু কোনটি যে তামাম জাহানের প্রতিপালক আল্লাহ তা'আলার আদেশ ও নিষেধ– তা তো এই নগণ্য জিন ও ইনসান সম্প্রদায়ের পক্ষে অনুধাবন করা সম্ভব নয়! তাহলে এখন উপায় কী হবে? এরই ধারাবাহিকতায় আখেরি উম্মতের জন্য রাব্বানার পক্ষ থেকে উপঢৌকন স্বরূপ অবতীর্ণ করা হয় খোলাচিঠি 'আল-কুরআন'।

এই আল-কুরআনকে বলা হয় আদর্শ জীবন বিধান। এর মাঝে রয়েছে বৈচিত্রময় ও শতবাকধারী জীবনের পূর্ণাঙ্গ দিক-নির্দেশনা। বিশ্বাসগত, আধ্যাত্মিক, ব্যক্তিগত, পরিবারিক, সামাজিক, রাজনৈতিক, আন্তর্জাতিক– সকল বিষয়ে রয়েছে সর্বযুগের জন্য সমভাবে প্রযোজ্য মৌলিক নীতিমালা। এখানেই শেষ নয়, প্রতিটি যুগের সমসাময়িক সমস্যার সমাধানও তো কুরআনের মূলনীতি থেকেই উদ্ভাবিত হয়। তাছাড়া কুরআন তেলাওয়াত ও নামাজের মতো গুরুত্বপূর্ণ ইবাদতও কুরআন ছাড়া শুদ্ধ হয় না। শুধু তাই না কুরআনের অনুকরণ ছাড়া জিন্দেগির সফলতাও সম্ভব নয়। এ সম্পর্কে সারওয়ারে কায়েনাত হযরত মুহাম্মদ ﷺ বলেন– 'তোমাদের মাঝে আমি এমন দু'টি জিনিস রেখে যাচ্ছি, যা ধরে থাকলে আমার পরে কখনো তোমরা পথভ্রষ্ট হবে না। আর তা হলো আল্লাহর কিতাব ও আমার সুন্নত।' (মুসনাদে আহমাদ : ৪/৫০)

https://e-ilm.weebly.com/

- বলা বাহুল্য, আমল, আখলাক, কথাবার্তা, চাল-চলন তথা বৈষয়িক জীবনে অনুপম আদর্শে সাহাবায়ে কেরামের উত্তরোত্তর উৎকর্ষ সাধনের মূল হেতু কিন্তু এই আল কুরআনের অনুধাবন ও অনুকরণ। এ সম্পর্কে হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা.) বলেন–

كَانَ الرَّجُلُ مِنَّا إِذَا تَعَلَّمَ عَشْرَ آيَاتٍ لَمْ يُجَاوِزْهُنَّ حَتَّى يَعْرِفَ مَعَانِيَهُنَّ وَالْعَمَلَ بِهِنَّ

"আমাদের মাঝে কেউ যখন দশটি আয়াত শিখতেন, তখন তিনি সেগুলোর অর্থ অনুধাবন ও নিজের জীবনে বাস্তবায়ন ব্যতীত সেগুলোকে অতিক্রম করতেন না। (তাফসীরে তাবারী : ১/ ২৭; বৈরুত : দারুল মা'আরিফ, ১৪০৬ হিজরি)। সাহাবায়ে কেরাম তো আখেরি নবীর সোহবত পেয়ে ধন্য হয়েছেন। সময়ে সময়ে কুরআনের আয়াত অবতারণের প্রেক্ষাপট ও দৃশ্যপট আলোকন করেছেন। তার উপর আবার অবোধগম্য বিষয়াবলি নিয়ে হযরত মুহাম্মদ ﷺ-এর সাথে আলোচনা করে সমাধান করে নিতে পেরেছেন। কিন্তু আমরা কীভাবে কুরআনের মর্মবাণী অনুধাবন করব? সংকীর্ণ মেধাতে ইলাহী কালাম অনুধাবন করার সাধ্য কার? এর প্রেক্ষিতেই তাফসীর শাস্ত্রের বিকাশ। এর সূচনাটাও হয়েছে হযরত মুহাম্মদ ﷺ-এর মাধ্যমে। প্রথমত হযরত মুহাম্মদ ﷺ তো ছিলেন কুরআনেরই জীবন্ত ব্যাখ্যাপুরুষ। তাঁর পবিত্র জীবনে এই কুরআনই তো নিখুঁতভাবে চিত্রায়িত হয়েছিল। তাই তো উম্মুল মুমিনীন হযরত আয়েশা (রা.) সাহাবাদের প্রশ্নের জবাবে বলেছিলেন– 'তিনি তো সাক্ষাৎ কুরআন।' দ্বিতীয়ত ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ করে কুরআনকে মানুষের সামনে তুলে ধরা তো ছিল রাসূল ﷺ-এর গুরুদায়িত্বসমূহের অন্যতম। এ সম্পর্কে পবিত্র কুরআনে ইরশাদ হচ্ছে–

وَأَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ وَلَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ .

"আমি তোমার প্রতি এক স্মরণিকা (কিতাব) অবতীর্ণ করেছি, যেন তা তুমি মানুষের জন্য বয়ান তথা ব্যাখ্যা করে সুস্পষ্টভাবে বুঝিয়ে দাও, যা তাদের প্রতি অবতীর্ণ হয়েছে। (সূরা : নাহল; আয়াত : ৪৪; পারা : ১৪)

সারকথা, তাফসীর শাস্ত্রের উদ্ভব ও বিকাশ হযরত মুহাম্মদ ﷺ-এর মাধ্যমেই সূচিত হয়েছে এবং এটাও উপলব্ধ যে, তাফসীর হলো আল-কুরআনেরই বিশ্লেষিত রূপ। এই ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ ছাড়া কুরআনের মর্ম মর্মে অনুধাবন করা অতঃপর তদনুযায়ী অনুকরণ, অনুসরণ সম্ভব নয়। তাই তো আল্লামা যারকাশী (র.) আল-বুরহান ফী উলূমিল কুরআন (১/৩৩) গ্রন্থে তাফসীরের সংজ্ঞায় বলেন-

هُوَ عِلْمٌ يُعْرَفُ بِهِ فَهْمُ كِتَابِ اللّٰهِ الْمُنَزَّلِ عَلَى نَبِيِّهِ مُحَمَّدٍ ﷺ وَبَيَانُ مَعَانِيهِ وَاسْتِخْرَاجُ أَحْكَامِهِ وَحِكَمِهِ

অর্থাৎ, এটা এমন এক বিজ্ঞানের নাম, যার দ্বারা মুহাম্মদ ﷺ-এর উপর অবতীর্ণ আল্লাহর কিতাব অনুধাবন, তার অর্থের ব্যাখ্যা ও আয়াতের বিধি-বিধান এবং এর রহস্য জানা যাবে।

আর ড. মুহাম্মদ হুসাইন যাহাবী (র.) আত-তাফসীর ওয়াল মুফাসসিরূন (১/১৫-১৬; কায়রো : মাকতাবা ওয়াহাবা; ১৪১৬ হি.) গ্রন্থে তাফসীরের সংজ্ঞায় বলেন– بَيَانُ كَلَامِ اللّٰهِ أَوْ أَنَّهُ الْمُبَيِّنُ لِأَلْفَاظِ الْقُرْآنِ وَمَفْهُومَاتِهِ অর্থাৎ (এটা) আল্লাহর কালামের ব্যাখ্যা অথবা এটা কুরআনের শব্দমালা ও ভাবসমূহের সুস্পষ্টকারী।

উপরিউক্ত আলোচনা থেকে আমরা এ সিদ্ধান্তে উপনীত হতে পারি যে, মানব জীবনে দু'জাহানের শান্তি-সুখ ও সফলতা লাভের জন্য যতটুকু প্রয়োজন আল-কুরআনের, ঠিক তেমনি কুরআন অনুধাবনের জন্য তাফসীর শাস্ত্রে প্রয়োজন।

- ইসলামিয়া কুতুবখানা -এর উদ্যোগে ইতঃপূর্বে আনওয়ারুল কুরআন নামক পবিত্র কুরআনের একটি ব্যাখ্যাগ্রন্থ প্রকাশিত হয়েছে। সূরা বাকারা, নিসা, মায়িদা, আন'আম, আ'রাফ, আনফাল ও তাওবা -এর ন্যায় গুরুত্বপূর্ণ বেশকিছু সূরার সরল অনুবাদ, শাব্দিক অনুবাদ, ব্যাখ্যামূলক অনুবাদ এবং শানে নুযূলসহ প্রয়োজনীয় ব্যাখ্যা ও বিশ্লেষণ এর আঙ্গিকে গ্রন্থটি সাজানো হয়েছিল। সহজ ও সরল পাঠে প্রয়োজনীয় তবে নির্ভুল তত্ত্বে উপস্থাপিত ব্যাখ্যাগ্রন্থ আনওয়ারুল কুরআন পাঠক মহলে ব্যাপকভাবে সমাদৃত হয়। তাদের আকুতি, হৃদয়ের অনুভূতি ও অভিব্যক্তিকে কেন্দ্র করে কুরআনের একটি যুগোপযোগী তাফসীর গ্রন্থ রচনার বিষয়টি সামনে আসে। এরই প্রেক্ষিতে ইসলামিয়া কুতুবখানার সত্ত্বাধিকারী আলহাজ্জ মাওলানা মোস্তফা সাহেব (দা. বা.) কুরআনের খেদমত করার মনস্থ করত আমাকে আনওয়ারুল কুরআনের আদলে একটি তাফসীর গ্রন্থ রচনার অনুরোধ জানান। কিন্তু কুরআনের এত বড় খেদমত

https://e-ilm.weebly.com/

করতে গিয়ে না জানি কলঙ্কের ছোঁয়া লাগে– এই ভয়ে আমি অনুরোধে সাড়া দিচ্ছিলাম না। কিন্তু মাওলানা সাহেবও খেদমত করার সুযোগ হাতছাড়া করার ব্যক্তি নন। অবশেষে তাঁর অনুরোধকে আমি শ্রদ্ধার সাথে স্বাগত জানালাম। মূলত তাঁর দিলের তড়পেই আমি এ খেদমতে হাত লাগালাম। তাফসীর গ্রন্থটি রচনার ক্ষেত্রে আনওয়ারুল কুরআনের রচনা কাঠামোর আলোকে রচনার প্রয়াস চালানো হয়েছে। অনুবাদের ক্ষেত্রে আশরাফ আলী থানবী (র.) -এর তরজমার অনুকরণ করা হয়েছে। এক আয়াতের সাথে অন্য আয়াতের পূর্বাপর সম্পর্ক স্থাপনের ক্ষেত্রে ইদ্রিস কান্দেলভী (র.) এর মা'আরিফুল কুরআন কে অনুসরণ করা হয়েছে। আর তাফসীরের ক্ষেত্রে মুফতী মুহাম্মদ শফী (র.) -এর মা'আরিফুল কুরআনকে সামনে রাখা হয়েছে। এছাড়াও তাফসীরে নূরুল কুরআন, তাফসীরে বায়যাভী, তাফসীরে জালালাইন, তাফসীরে বয়ানুল কুরআন, তাফসীরে কুরতুবী, তাফসীরে মাজেদী, ইবনে কাছীর ও তাফসীরে মাজহারীর গুরুত্বপূর্ণ তাত্ত্বিক আলোচনাও সমভাবে উপাস্থ হয়েছে। দীর্ঘদিনের মেহনতের বদৌলতে তাফসীরে আনওয়ারুল কুরআন আজ প্রকাশের পথে, তাই এ আনন্দঘন মুহূর্তে আল্লাহ রাব্বুল আ'লামীনের দরবারে কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করছি। পাশাপাশি পাবলিকেশনের জগতে অনুকরণীয় আদর্শ আলেমে দীন আলহাজ মাওলানা মোস্তাফা সাহেব (দা. বা.) -এর জন্য দোয়া করি– 'আল্লাহ! হযরতকে সিহহাত ও আফিয়াতের সাথে দীর্ঘায়ু দান করুন। তাঁর সমস্ত দীনি খেদমত ও প্রকাশনী প্রতিষ্ঠানকে কবুল করুন।' এবং যারা আমাকে বিভিন্ন দিক-নির্দেশনা, মূল্যবান পরামর্শ, উৎসাহ-উদ্দীপনা ও আন্তরিকতা দিয়ে সহযোগিতা করেছেন তাদের জন্যও দোয়া করি– 'হে আল্লাহ! তাদেরকে উত্তম জাযা ও খায়ের দান করুন এবং এই তাফসীর গ্রন্থের ভুল-ভ্রান্তি ও ত্রুটি-বিচ্যুতি ক্ষমা করে দিয়ে সর্বস্তরের পাঠক মহলে ব্যাপকভাবে কবুল করে নিন।' পরিশেষে কবিতার চরণে ইতি টানছি–

ওফাতের পরে আমি, জাহানের একক স্বামী,
তোমারি আদালতে, হাজির হব যবে।
হিসেবের খাতায় লিখে, রেখো গো যতন করে,
অধমের গ্রন্থখানি, হে দয়াময়! তবে।

মোহাম্মাদ আবুল কালাম মাসূম
৪১১দক্ষিণ, মনিপুর
মিরপুর, ঢাকা
২৩/০৭/২০১৩ ইং
১৩ রমাজানুল মুবারক

https://e-ilm.weebly.com/

যাদের নিরলস প্রচেষ্টায়
এ আনওয়ারুল কুরআনটি আলোর মুখ দেখেছে

মাওলানা মোহাম্মদ মোস্তফা এম. এম
ব্যবস্থাপনা পরিচালক, ইসলামিয়া কুতুবখানা, ঢাকা

মাওলানা মোহাম্মদ আনওয়ারুল হক
সিনিয়র সম্পাদক, ইসলামিয়া কুতুবখানা, ঢাকা।

মাওলানা আব্দুল আলীম
উস্তাদ, আল-জামিয়াতুল ইসলামিয়া ইদারাতুল উলূম, আফতাব নগর, ঢাকা

মাওলানা মোহাম্মদ আকবর হুসাইন
ফাযেলে দারুল উলূম হাটহাজারী চট্টগ্রাম।

মাওলানা রফিকুল ইসলাম সিরাজী
ফাযেলে দারুল উলূম দেওবন্দ, ভারত।
সাবেক উস্তাদ, জামিয়া ইসলামিয়া দারুল উলূম মাদানিয়া
৩১২ দক্ষিণ যাত্রাবাড়ী, ঢাকা

মাওলানা মোহাম্মদ মাহমূদ হাসান
উস্তাদ, মাদরাসা উলূমে শরী'আহ, যাত্রাবাড়ী, ঢাকা।

মাওলানা মোহাম্মদ এনামুল হাসান
উস্তাদ, মাদরাসা নূরুল কুরআন, ভিক্টোরিয়া পার্ক, ঢাকা।

মাওলানা মোহাম্মদ সালাউদ্দিন
মুহাদ্দিস, জামিয়া ইসলামিয়া মোহাম্মাদিয়া মোহাম্মদনগর, ঢাকা।

মাওলানা মোহাম্মদ কামরুল হাসান
ফাযেলে দারুল কুরআন শামসুল উলূম চৌধুরী পাড়া, ঢাকা।

মাওলানা মোহাম্মদ মাহবুবুল হাসান
ফাযেলে জামেয়া আরাবিয়া ফরিদাবাদ, ঢাকা

মাওলানা হাফেজ ইমাম উদ্দীন
ফাযেলে জামেয়া আরাবিয়া ফরিদাবাদ, ঢাকা

মাওলানা মোহাম্মদ মোবারক হুসাইন
সাবেক শিক্ষক, আল ফারুক ইসলামিয়া একাডেমি চাটখিল, নোয়াখালী

https://e-ilm.weebly.com/

সূচিপত্র

https://e-ilm.weebly.com/

https://e-ilm.weebly.com/

https://e-ilm.weebly.com/

https://e-ilm.weebly.com/

সূচিপত্র

https://e-ilm.weebly.com/

https://e-ilm.weebly.com/

https://e-ilm.weebly.com/

https://e-ilm.weebly.com/

সূচিপত্র

https://e-ilm.weebly.com/

https://e-ilm.weebly.com/

https://e-ilm.weebly.com/

https://e-ilm.weebly.com/

সূচিপত্র

https://e-ilm.weebly.com/

পারা : ১৭, পৃষ্ঠা : ১৫৮-২৬৫

সূরা আম্বিয়া—১৫৮

সূরা হাজ্জ—২১৫

পারা : ১৮, পৃষ্ঠা : ২৬৬-৪১২

সূরা মু'মিনূন

https://e-ilm.weebly.com/

সূরা নূর—৩১০

সূরা ফুরকান—৪০২

পারা : ১৯, পৃষ্ঠা : ৪১৩-৫৩১

https://e-ilm.weebly.com/

সূরা শু'আরা—৪৪৮

সূরা নামল—৪৯৯

পারা : ২০, পৃষ্ঠা : ৫৩২–৬৩৬

সূরা কাসাস—৫৫৯

সূরা আনকাবূত—৬১২

সূচিপত্র

https://e-ilm.weebly.com/

সূরা সাবা– ২০৭

সূরা ফাতির–২৪৯

সূরা ইয়াসীন–২৮১

পারা– ২৩ : ২৯৩-৪৩৩

https://e-ilm.weebly.com/

https://e-ilm.weebly.com/

সূরা মু'মিন-৪৫৫

সূরা হা-মীম সাজদাহ-৫০৪

পারা- ২৫ : ৫৩৭-৬৪৮

সূরা শূরা-৫৪১

সূরা যুখরুফ-৫৭৭

সূরা দুখান-৬১৫

সূরা জাছিয়াহ-৬৩২

https://e-ilm.weebly.com/

সূচিপত্র

https://e-ilm.weebly.com/

পারা : ২৮, ৩০১–৪৫২

https://e-ilm.weebly.com/

https://e-ilm.weebly.com/

https://e-ilm.weebly.com/

কুরআন পরিচিতি

কুরআন কি?

কুরআন বিশ্ব মানবতার মুক্তির সনদ ও মহান আল্লাহ তা'আলার পক্ষ হতে মানব জাতির পথনির্দেশের জন্য প্রেরিত সর্বশেষ ও সর্বশ্রেষ্ঠ গ্রন্থ। এটি মুসলমানদের পবিত্র ধর্মগ্রন্থ। ইসলামি জীবন ব্যবস্থার মূল উৎস। পবিত্র কুরআনের উপরেই ইসলামের পরিপূর্ণ কাঠামো ভিত্তিশীল। ইসলামের মূলনীতি ও নিয়ম কানুন সংক্রান্ত যে কোনো আলোচনায় কুরআনপাক চূড়ান্ত দলিল বলে স্বীকৃত। আল্লাহ তা'আলার আদেশে হযরত জিবরাঈল (আ.)-এর মাধ্যমে হযরত মুহাম্মদ ﷺ-এর নিকট প্রেরিত নির্দেশাবলির সংকলনই হচ্ছে– 'কুরআন'।

'কুরআন' শব্দের আভিধানিক অর্থ : আরবি কুরআন (قُرْآن) শব্দটি قَرَأَ يَقْرَأُ -এর ক্রিয়া মূল (مَصْدَر)। সে হিসেবে قُرْآن অর্থ পাঠ করা। শব্দটি مَفْعُوْل তথা مَقْرُوْءٌ [পঠিত] অর্থেও ব্যবহৃত হয়। তাই একে কুরআন (قُرْآن) বলে নামকরণ করা হয়েছে।

কুরআনের পারিভাষিক অর্থ : পরিভাষায় কুরআনের সংজ্ঞা হলো নিম্নরূপ–

اَلْكِتَابُ الْمُنَزَّلُ عَلٰى رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ الْمَكْتُوْبُ فِى الْمَصَاحِفِ الْمَنْقُوْلُ عَنْهُ نَقْلًا مُتَوَاتِرًا بِلَا شُبْهَةٍ -

অর্থাৎ, কুরআন ঐ কিতাবকে বলা হয় যা রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর প্রতি নাজিল করা হয়েছিল এবং যা গ্রন্থাকারে লিপিবদ্ধ রয়েছে। আর যা "তাওয়াতুর" (تَوَاتُرْ) -এর সাথে অর্থাৎ, সন্দেহাতীতভাবে বর্ণিত হয়ে আসছে। –[নূরুল আনওয়ার, পৃ. ৯ ও ১০]

নামকরণ : কুরআন মানে পাঠ, পাঠ করা হয়েছে বা পঠিত। যেহেতু কুরআন অন্যান্য গ্রন্থের ন্যায় এক সাথে অবতীর্ণ হয়নি; বরং পূর্ণ ২৩ [তেইশ] বৎসরে আল্লাহর পক্ষ হতে হযরত জিবরাঈল (আ.) তাঁরই নির্দেশে হযরত মুহাম্মদ ﷺ-এর নিকট প্রয়োজন অনুসারে পাঠ করে শুনিয়েছেন। আর রাসূলুল্লাহ ﷺ তা মানুষকে পাঠ করে শুনিয়েছেন, যা অদ্যাবধি মানুষ পাঠ করছে এবং কিয়ামত পর্যন্ত পাঠ করতে থাকবে। তাই এর নামকরণ করা হয়েছে 'কুরআন'।

কুরআন মাজীদের নামসমূহ :

১. اَلْقُرْآنُ : ইরশাদ হয়েছে– نَحْنُ نَقُصُّ عَلَيْكَ أَحْسَنَ الْقَصَصِ بِمَآ أَوْحَيْنَآ إِلَيْكَ هٰذَا الْقُرْآنَ -
   এরূপভাবে কুরআন মাজীদের আরো ৬৫ স্থানে এই قُرْآن কুরআন শব্দটি ব্যবহৃত হয়েছে।
২. اَلْكِتَابُ : ইরশাদ হয়েছে– اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِيْٓ أَنْزَلَ عَلٰى عَبْدِهِ الْكِتَابَ وَلَمْ يَجْعَلْ لَّهٗ عِوَجًا
৩. اَلذِّكْرُ : ইরশাদ হয়েছে– إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهٗ لَحٰفِظُوْنَ
৪. اَلْفُرْقَانُ বা সত্য-মিথ্যার পার্থক্যকারী। যথা– هُوَ الَّذِيْ نَزَّلَ الْفُرْقَانَ
৫. اَلنِّعْمَةُ বা নিয়ামত, বিশেষ দান। যথা– وَمَنْ يُّبَدِّلْ نِعْمَةَ اللّٰهِ مِنْۢ بَعْدِ
৬. كَلَامُ اللّٰهِ বা আল্লাহর বাণী। যথা– حَتّٰى يَسْمَعَ كَلَامَ اللّٰهِ
৭. اَلنُّوْرُ বা আলোকবর্তিকা। যথা– وَأَنْزَلْنَآ إِلَيْكُمْ نُوْرًا مُّبِيْنًا
৮. اَلْكَرِيْمُ বা সম্মানিত। যথা– إِنَّهٗ لَقُرْآنٌ كَرِيْمٌ
৯. اَلْحِكْمَةُ বা তত্ত্বজ্ঞান। যথা– وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ

https://e-ilm.weebly.com/

১০. اَلْحُكْمُ বা বিচার। যথা– أَلَا لَهُ الْحُكْمُ وَهُوَ أَسْرَعُ الْحَاسِبِيْنَ

১১. اَلصِّرَاطُ বা পথ। যথা– وَهٰذَا صِرَاطُ رَبِّكَ مُسْتَقِيْمًا

১২. اَلْحَقُّ বা সত্য, সঠিক। যথা– إِنَّ هٰذَا لَهُوَ الْقَصَصُ الْحَقُّ

১৩. اَلتَّنْزِيْلُ বা প্রত্যাদেশ, অবতীর্ণ। যথা– إِنَّهُ لَتَنْزِيْلُ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ

১৪. اَلْمَوْعِظَةُ বা উপদেশ বা নসিহত। যথা– قَدْ جَائَتْكُمْ مَّوْعِظَةٌ مِّنْ رَّبِّكُمْ

১৫. أَحْسَنُ الْحَدِيْثِ বা সর্বোত্তম বাণী। যথা– اَللّٰهُ نَزَّلَ أَحْسَنَ الْحَدِيْثِ

১৬. اَلْهُدٰى বা হেদায়েত, পথ প্রদর্শক। যথা– هُدًى لِّلْمُتَّقِيْنَ

১৭. اَلرُّوْحُ বা আত্মা। যথা– يُنَزِّلُ الْمَلٰئِكَةَ بِالرُّوْحِ مِنْ أَمْرِهِ

১৮. اَلشِّفَاءُ বা নিরাময়কারী। যথা– وَشِفَاءٌ لِّمَا فِى الصُّدُوْرِ

১৯. اَلْعِلْمُ বা জ্ঞান। যথা– مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ

২০. اَلْحَبْلُ বা রশি। যথা– وَاعْتَصِمُوْا بِحَبْلِ اللّٰهِ جَمِيْعًا

২১. اَلْاَمْرُ বা আদেশ। যথা– ذٰلِكَ أَمْرُ اللّٰهِ أَنْزَلَ إِلَيْكُمْ ;

২২. اَلْمُبِيْنُ বা প্রকাশ্যমান। যথা– حٰمٓ وَالْكِتَابِ الْمُبِيْنِ

২৩. اَلرَّحْمَةُ বা দয়া, করুণা। যথা– وَرَحْمَةً لِّلْمُتَّقِيْنَ

২৪. اَلْوَحْيُ বা প্রত্যাদেশ। যথা– إِنَّمَا أُنْذِرُكُمْ بِالْوَحْيِ

২৫. اَلْبَشِيْرُ বা সুসংবাদদাতা। যথা– بَشِيْرًا وَّنَذِيْرًا فَأَعْرَضَ أَكْثَرُهُمْ فَهُمْ لَا يَسْمَعُوْنَ

২৬. اَلنَّذِيْرُ বা ভয় প্রদর্শনকারী। যথা– إِنَّآ أَرْسَلْنٰكَ بِالْحَقِّ بَشِيْرًا وَّنَذِيْرًا

২৭. اَلْعَزِيْزُ বা মহাপরাক্রমশালী। যথা– وَإِنَّهُ لَكِتَابٌ عَزِيْزٌ

২৮. اَلْقَوْلُ বা কথা। যথা– إِنَّهُ لَقَوْلٌ فَصْلٌ

২৯. اَلْمُكَرَّمَةُ বা সম্মানিত। যথা– فِىْ صُحُفٍ مُّكَرَّمَةٍ

কুরআন অবতরণের সময় ও পদ্ধতি

মহাগ্রন্থ 'কুরআন' নিছক একটি ধর্মগ্রন্থ নয়; বরং এটা মুসলমানদের ধর্মীয়, সামাজিক, রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক জীবনব্যবস্থা সম্বলিত একটি ঐশী গ্রন্থ। কুরআনপাক লাওহে মাহফূযে সুরক্ষিত। এ সম্পর্কে কুরআনে ইরশাদ হয়েছে– بَلْ هُوَ قُرْاٰنٌ مَّجِيْدٌ فِىْ لَوْحٍ مَّحْفُوْظٍ অর্থাৎ, বরং এ মহিমান্বিত কুরআন লাওহে মাহফূযে সুরক্ষিত। লাওহে মাহফূয হতে পবিত্র রমজান মাসে 'লায়লাতুল কদর' বা মহিমান্বিত রাতে সর্বপ্রথম সম্পূর্ণ কুরআন পৃথিবীর প্রথম আকাশে অবতীর্ণ হয়েছে। এ কুরআন রাসূলুল্লাহ ﷺ এর নিকট ওহীর মাধ্যমে ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে ক্রমান্বয়ে অবতীর্ণ হতো।

ওহীর অর্থ : ওহী শব্দের আভিধানিক অর্থ হলো– গোপনে সংবাদ দেওয়া। অন্তঃকরণে কোনো ভাব সৃষ্টি এবং ইঙ্গিত দান করাকেও ওহী বলে।

ইসলামি শরিয়তের পরিভাষায় ওহী হচ্ছে– هُوَ كَلَامُ اللّٰهِ الْمُنَزَّلُ عَلٰى أَنْبِيَائِهِ অর্থাৎ, নবীদের উপর আল্লাহ তা'আলার পক্ষ হতে অবতারিত বাণীকে ওহী বলে।

https://e-ilm.weebly.com/

ওহীর গুরুত্ব ও প্রয়োজনীয়তা

আল্লাহ তা'আলা মানব জাতিকে তাঁর প্রতিনিধি হিসেবে পৃথিবীতে প্রেরণ করেছেন। আর পৃথিবী হলো মানব জাতির জন্য পরীক্ষাগার। কেননা এখানে মানুষকে আল্লাহ তা'আলার নিয়ামতরাজি উপভোগে তাঁরই ইচ্ছা-অনিচ্ছা এবং আদেশ-নিষেধের অনুসরণে সাবধানে চলতে হয়। আল্লাহর খলিফা হিসেবে তাকে পৃথিবীর মোহাচ্ছন্নতা ও শয়তানের প্ররোচনা থেকে দূরে থাকতে হয়, তাই তাকে জানতে হয় কোনটি আল্লাহর সন্তুষ্টির পথ এবং কোনটিতে রয়েছে তাঁর অসন্তুষ্টি। মানুষ সাধারণত তিনটি মাধ্যমে কোনো কিছু জানতে পারে। যথা– ১. পঞ্চেন্দ্রিয়, ২. জ্ঞান ও ৩. ওহীর মাধ্যমে পঞ্চেন্দ্রিয় ও জ্ঞানের মাধ্যমে যা জানা যায় তা অত্যন্ত সীমাবদ্ধ। এই সীমাবদ্ধ জ্ঞান দ্বারা কোনটি তার চলার সঠিক পথ, কোনটি সুখ-শান্তি ও কল্যাণের পথ, কোনটি আল্লাহ তা'আলার সন্তুষ্টির পথ তা সে পরিপূর্ণভাবে জানতে সক্ষম হয় না। তাই সিরাতে মুস্তাকীমের নির্দেশনা পেতে হলে তাকে ওহীর জ্ঞান জানা অত্যাবশ্যক। কেননা ইন্দ্রিয় জ্ঞানের সীমা যেখানে শেষ সেখানেই ওহীর জ্ঞানের শুরু। বিবেকবুদ্ধি ও যুক্তি যেখানে এসে তিমিরাচ্ছন্নতায় থমকে দাঁড়ায় ওহী সেখানে আলোর পথ দেখায়। ওহী অস্বীকার করা আল্লাহকে অস্বীকার করার নামান্তর। তাই পৃথিবীর পরীক্ষাগার হতে উত্তীর্ণ হয়ে মানযিলে মাকসূদে পৌঁছতে হলে ওহীর জ্ঞান অপরিহার্য।

ওহীর প্রকারভেদ

ওহী বা ঐশী প্রত্যাদেশ সাধাণত দুই প্রকার। যথা– ১. ওহীয়ে মাতলূ বা পঠিত ওহী ২.ওহীয়ে গায়রে মাতলূ বা অপঠিত ওহী। যে ওহীর ভাব ও ভাষা উভয়ই আল্লাহর পক্ষ হতে হযরত জিবরাঈল (আ.)-এর মাধ্যমে রাসূল ﷺ-এর প্রতি অবতীর্ণ হয়েছে তাকে ওহীয়ে মাতলূ বলে। আর যে ওহীর মর্মার্থ আল্লাহর, কিন্তু ভাষা রাসূল ﷺ-এর তাকে ওহীয়ে গায়রে মাতলূ বলে। তাই পবিত্র কুরআন হলো ওহীয়ে মাতলূ এবং হাদীস শরীফ বা সুন্নাহ হলো ওহীয়ে গায়রে মাতলূ।

ওহী অবতরণের পদ্ধতি

সত্যের জ্ঞানের প্রধান উৎস ওহী। আল্লাহ তা'আলা মহানবী ﷺ-এর উপর বিভিন্ন সময় বিভিন্নভাবে ওহী অবতীর্ণ করেছেন। হাদীশাস্ত্র পর্যালোচনা করে ওহী অবতরণের যে সকল পদ্ধতি পরিলক্ষিত হয় তা হচ্ছে–

(১) ঘণ্টাধ্বনির মতো এক ধরনের ওহী। ঘণ্টা যেমন বিরতিহীনভাবে বাজতে থাকে, ওহী-এর ঘণ্টাও তেমনি। এ ধরনের ওহী নাজিল হলে রাসূল ﷺ অত্যন্ত কষ্ট অনুভব করতেন, ওহী নাজিলের সকল পদ্ধতির মধ্যে এটিই ছিল সর্বাধিক কষ্টকর।

(২) কখনো কখনো রাসূল ﷺ-এর ঘুমন্ত বা তন্দ্রাচ্ছন্ন অবস্থায় ওহী নাজিল হতো। আর রাসূল ﷺ-এর স্বপ্ন সাধারণ লোকের জাগ্রত অবস্থায় বাস্তব ঘটনা স্বচক্ষে দেখার চেয়েও সত্য।

(৩) কখনো কখনো হযরত জিবরাঈল (আ.) মানুষের আকৃতিতে ওহী নিয়ে আসতেন। যেমন– রাসূল ﷺ ইরশাদ করেছেন– হযরত জিবরাঈল (আ.) অধিকাংশ সময় হযরত দিহইয়াতুল কালবী (প্রখ্যাত সাহাবী)-এর আকৃতিতে আমার নিকট ওহী নিয়ে আসতেন

(৪) কখনো কখনো হযরত জিবরাঈল (আ.) তাঁর প্রকৃত আকৃতিতে ওহী নিয়ে আসতেন।

(৫) কোনো কোনো সময় পর্দার আড়াল হতে আল্লাহ তা'আলা সরাসরি রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সাথে কথা বলেছেন। এ প্রকারের ওহীতে তাঁদের মাঝে কোনো মধ্যস্থতাকারী ছিল না।

(৬) মাঝে মাঝে রাসূল ﷺ-এর অন্তরে আল্লাহর পক্ষ হতে সরাসরি ওহীর উদয় হতো। রাসূল ﷺ আল্লাহ প্রদত্ত এ ওহীকে তাঁর নিজস্ব ভাষায় প্রকাশ করতেন।

(৭) হযরত জিবরাঈল (আ.)-এর মাধ্যম ছাড়া সরাসরি আল্লাহর সাথে রাসূল ﷺ কথা বলতেন। এ পদ্ধতিতে মি'রাজের রাতে মহানবী ﷺ ওহী লাভ করেছিলেন। তা ছাড়া কোনো কোনো সময় হযরত জিবরাঈল (আ.)-এর পরিবর্তে হযরত ইসরাফীল (আ.) ও মহানবী ﷺ-এর নিকট ওহী নিয়ে আসতেন।

https://e-ilm.weebly.com/

ওহী লেখকদের নাম

রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর ওহী লেখার কাজ যাঁরা আঞ্জাম দিয়েছেন, তাঁদের সংখ্যা কোনো কোনো মুফাসসির চল্লিশ পর্যন্ত উল্লেখ করেছেন। তন্মধ্যে প্রসিদ্ধ কয়েকজন হলেন হযরত আবূ বকর সিদ্দীক, হযরত ওমর, হযরত উসমান, হযরত আলী, হযরত যুবায়ের, হযরত আমের ইবনে ফুহাইরা, আমর ইবনে আস, উবাই ইবনে রাবী, মুগীরা ইবনে শু'বা, আব্দুল্লাহ ইবনে রাওয়াহা, খালেদ ইবনে ওয়ালিদ, সাঈদ ইবনে আস, মুয়াবিয়া ইবনে আবি সুফিয়ান, যায়েদ ইবনে সাবেত, তালহা ইবনে ওবায়দিল্লাহ, সা'দ ইবনে আবি ওয়াক্কাস, মু'আইকিব দাউসী, হুজায়ফা ইবনে ইয়ামান ও হুয়াইতিব ইবনে আবদিল ওজ্জা (র.)।

কুরআন অবতীর্ণ হওয়ার ইতিহাস : কুরআন মাজীদ মূলত আল্লাহর কালাম। এজন্য যে কুরআন কারীম লাওহে মাহফূযে সংরক্ষিত ছিল। যেমন– কুরআনে আছে– بَلْ هُوَ قُرْآنٌ مَّجِيدٌ فِي لَوْحٍ مَّحْفُوظٍ "বরং এটাতো সম্মানিত কিতাব যা লাওহে মাহফূযে সংরক্ষিত" অতঃপর বিশুদ্ধ ও প্রসিদ্ধ বর্ণনা অনুযায়ী পুরো কুরআনে কারীমকে কদরের রজনীতে লাওহে মাহফূয থেকে প্রথম আকাশে বায়তুল ইজ্জত নামক ঘরে অবতীর্ণ করা হয়। বাইতুল ইজ্জতকে বাইতুল মা'মূরও বলে, যা কা'বা শরীফের ঠিক বরাবর প্রথম আসমানে অবস্থিত। এটি ফেরেশতাদের ইবাদতগাহ। অতঃপর হযরত জিবরাঈল (আ.) বাইতুল ইজ্জত থেকে প্রয়োজন অনুসারে অল্প অল্প নিয়ে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর খেদমতে উপস্থিত হতেন। যার ধারাবাহিকতা ২৩ বছর পর্যন্ত চলতে থাকে।

কুরআন সংকলন করা ও তার হেফাজতের ইতিহাস

এ কুরআন কারীম লিখে একত্র করা হয়েছে প্রথমবার রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর যুগে। দ্বিতীয়বার হযরত আবূ বকর (রা.) -এর যুগে। তৃতীয়বার হযরত উসমান (রা.)-এর যুগে।

রাসূলের যুগে কুরআন হেফাজতের পদ্ধতি : কুরআন কারীম যেহেতু একসাথে অবতীর্ণ হয়নি; বরং বিভিন্ন সময়ে প্রয়োজন অনুসারে অল্প অল্প করে অবতীর্ণ হয়েছে, তাই কিতাব আকারে লি'খ সংরক্ষণ করা সম্ভব ছিল না। তাই রাসূল ﷺ-এর সময়ে কুরআন কারীমের হেফাজত ও সংরক্ষণের জন্য কুরআনে কারীম মুখস্ত করে নেওয়ার উপর গুরুত্ব দেওয়া হতো। প্রাথমিক পর্যায়ে যখন ওহী অবতীর্ণ হতো, তখন রাসূল ﷺ সাথে সাথে তা বার বার পড়তে থাকতেন, যাতে করে মুখস্থ হয়ে যায়। এ কারণে সূরায়ে কিয়ামায় আল্লাহ তা'আলা রাসূল ﷺ কে বলেন, ওহী অবতীর্ণ হওয়ার সময় কুরআন মুখস্থ করার জন্য বারবার পড়ার দরকার নেই; বরং আমি নিজেই তা মুখস্থ করিয়ে দিব, এবং আপনার হৃদয়ে গেঁথে দিব। অর্থাৎ, আপনাকে এমন মুখস্থ শক্তি দান করা হবে যে, একবার ওহী অবতীর্ণ হওয়ার পর আপনি তা কখনো ভুলবেন না। সুতরাং তাই হলো। একদিকে রাসূল ﷺ -এর উপর ওহী অবতীর্ণ হতো, অন্য দিকে রাসূল ﷺ-এর তা মুখস্থ হয়ে যেত এভাবে রাসূল ﷺ-এর পবিত্র সীনা মুবারকে পুরা কুরআনে কারীম সংরক্ষিত হয়ে গিয়েছিল। আর রাসূল ﷺ সাহাবায়ে কেরামকে কুরআন কারীম মুখস্থ করিয়ে দিতেন। কুরআন মুখস্থ করার উৎসাহ উদ্দীপনা এমন ছিল যে, কোনো কোনো মহিলা নিজের স্বামীর কাছ থেকে মহর গ্রহণ করার পরিবর্তে কুরআন কারীম মুখস্থ করিয়ে দেওয়াকেই মহর হিসেবে গ্রহণ করতেন। শতশত সাহাবায়ে কেরাম তাদের জিন্দেগী কুরআন কারীমের পিছনে বিলীন করে দিয়েছেন। হযরত উবাদা (রা.) বলেন, যখন কোনো ব্যক্তি হিজরত করে মদিনায় আসত তখন তাকে রাসূল ﷺ আমাদের একজনের কাছে পাঠিয়ে দিতেন কুরআন শিখিয়ে দেওয়ার জন্য, এভাবে অল্প সময়ের মধ্যে সাহাবায়ে কেরাম -এর এক বিশাল জামাত কুরআন কারীমের হাফেজ হয়ে গেলেন। যাঁদের মধ্যে খুলাফায়ে রাশেদীন ছাড়াও হযরত তালহা, হযরত সা'আদ, হুযায়ফা, সালিম, আবূ হুরায়রা, আমর ইবনে আস, কা'ব, আব্দুল্লাহ ইবনে আমর, আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ, আব্দুল্লাহ ইবনে ওমর, আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস, আব্দুল্লাহ ইবনে যুবায়ের, আয়েশা, হাফসা, উম্মে সালামা (রা.) প্রমুখের নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।

https://e-ilm.weebly.com/

কুরআন কারীমকে হেফজ করা ছাড়াও রাসূলুল্লাহ ﷺ তা লেখকদের মাধ্যমে লিখিয়ে রাখতেন হযরত যায়েদ ইবনে ছাবেত (রা.) বলেন, আমি রাসূল ﷺ -এর ওহী লেখার কাজ করতাম এছাড়া খেলাফায়ে রাশেদীন, হযরত উবাই ইবনে কা'ব, হযরত হোযায়ফা, হযরত মুয়াবিয়া ইবনে সুফিয়ান, হযরত মুগিরা ইবনে শু'বা, হযরত খালেদ ইবনে ওয়ালীদ, হযরত ছাবেত ইবনে কায়েস, হযরত শুরাহবীল ও হাসানা (রা.)-এর নাম কাতেবে ওহী হিসেবে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য ছিল। হযরত উসমান (রা.) বলেন, রাসূল ﷺ -এর অভ্যাস ছিল, যখন কুরআনের কোনো আয়াত নাজিল করা হতো তখন তিনি কাতেবে ওহীদেরকে বলতেন, যে এই আয়াতটিকে অমুক পারার অমুক সূরার অমুক আয়াতের সাথে লেখ। সেই যুগে আরবদের নিকট যেহেতু কাগজের প্রচলন খুবই কম ছিল। এ কারণে কুরআনে কারীমের বেশির ভাগ আয়াত পাথরের উপর, চামড়ার উপর, খেজুর গাছের খোলের উপর, বাঁশের উপর এবং জানোয়ারের হাড়ের উপর লেখা হতো। এভাবে রাসূল ﷺ -এর জমানাতেই রাসূল ﷺ -এর তত্ত্বাবধানে কুরআনে কারীমের একটি খণ্ড লিপিবদ্ধ হয়ে যায়। যদিও তা পুস্তক আকারে বিন্যস্ত ছিল না।

হযরত আবূ বকর (রা.)-এর যুগে কুরআনের সংকলন

যেহেতু রাসূল ﷺ -এর জমানায় কুরআন কারীম কিতাব আকারে সংকলিত ছিল না এবং সাদা পাথরের টুকরায়, চামড়ার উপর, বাঁশের উপর এবং খেজুর গাছের ডালের মধ্যে লিপিবদ্ধ ছিল তাই ঐ সময় কুরআন কারীম হেফাজত করতে বেশি নির্ভর করা হতো হাফেজে কুরআনদের উপর। হযরত আবূ বকর সিদ্দীক (রা.)-এর খেলাফত কালে যখন নবুয়তের মিথ্যাদাবিদার مُسَيْلَمَةُ الْكَذَّابُ [মুসাইলাতুল কাযযাব]-এর বিরুদ্ধে ইয়ামামার যুদ্ধ সংঘটিত হলো, তখন ইয়ামামার যুদ্ধে অনেক সাহাবী শহীদ হলেন। যার মধ্যে ৭০ জন্য হাফেজে কুরআন সাহাবীও ছিলেন।

হাফেজ সাহাবীদের শহাদাতের কারণে হযরত ওমর (রা.) এই ভেবে চিন্তিত হয়ে পড়লেন যে, যদি এভাবে হাফেজ সাহাবীরা শহীদ হতে থাকেন তাহলে কুরআনের বিরাট একটি অংশ আমাদের থেকে হাত ছাড়া হয়ে যাবে। অতএব কুরআন এভাবে শুধু হেফজের উপরে ছেড়ে দেওয়া যায় না; বরং পুরা কুরআনে কারীমকে গ্রন্থাকারে নিয়ে আসা উচিত। তাই তিনি হযরত আবূ বকর সিদ্দীক (রা.)-এর নিকট ব্যাখ্যা ভিত্তিক প্রস্তাব পেশ করলেন। হযরত আবূ বকর (রা.) হযরত ওমর (রা.)-এর প্রস্তাব এই বলে প্রত্যাখ্যান করলেন,

"আমি এমন কাজ করব না যা রাসূল ﷺ করেননি।" কিন্তু হযরত ওমর (রা.) বারবার পীড়াপীড়ি করতে লাগলেন এবং উক্ত কাজটির উপকারিতা হযরত আবূ বকর সিদ্দীক (রা.) কে ভালোভাবে বুঝাতে লাগলেন। হযরত আবূ বকর সিদ্দীক (রা.) বরাবরই তা প্রত্যাখ্যান করতে লাগলেন। এক পর্যায়ে হযরত আবূ বকর (রা.) অনেক ভেবে চিন্তে হযরত ওমর (রা.)-এর প্রস্তাব গ্রহণ করলেন, এবং বললেন–

شَرَحَ اللّٰهُ صَدْرِىْ عَلٰى مَا قَالَ عُمَرُ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ "ওমরের প্রস্তাবের উপর আল্লাহ আমার দিলকে খুলে দিলেন।" অর্থাৎ, ওমরের প্রস্তাবের যথার্থতা আল্লাহ আমার দিলে ঢেলে দিলেন। অতএব হযরত ওমর (রা.)-এর যে অভিপ্রায় আমারও সেই অভিপ্রায়। সমস্ত সাহাবায়ে কেরাম হযরত ওমর (রা.)-এর প্রস্তাবে একমত হয়ে গেলেন। অতঃপর এ কাজের জন্য كَاتِبُ الْوَحْىِ [ওহী লেখক] হযরত যায়েদ ইবনে ছাবেত (রা.)-কে দায়িত্ব দেওয়া হলো। হযরত আবূ বকর সিদ্দীক (রা.) যয়েদ ইবনে ছাবেত (রা.)-কে ডেকে বললেন, হে যায়েদ! তুমি একজন যুবক, বুদ্ধিমান ও সচেতন মানুষ। তুমি রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর সামনে ওহী লেখার গুরুদায়িত্ব আঞ্জাম দিয়েছ। অতএব তুমি কুরআনে কারীমের আয়াতগুলো সংগ্রহ করে জমা করে দাও। হযরত যায়েদ (রা.) -ও এই প্রস্তাবকে হযরত আবূ বকর সিদ্দীক (রা.)-এর ন্যায় প্রত্যাখ্যান করেন, কিন্তু তাঁদের উভয়ের পীড়াপীড়িতে অবশেষে এ গুরুদায়িত্ব নিজের কাধে তুলে নেন।

https://e-ilm.weebly.com/

হযরত যায়েদ ইবনে ছাবেত (রা.) কিভাবে কুরআন মাজীদ সংকলন করেছিলেন?

হযরত যায়েদ ইবনে ছাবেত (রা.) নিজে হাফেজ ছিলেন। তিনি ইচ্ছা করলে নিজে নিজের স্মৃতিশক্তির উপর নির্ভর করে পুরা কুরআন লিখতে পারতেন। এছাড়া শত শত হাফেজে কুরআন উপস্থিত ছিলেন। তাঁদের সকলকে নিয়ে কুরআন মাজীদ লিখতে পারতেন। তাছাড়া রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর যুগে যে নুসখা লেখা ছিল হযরত যায়েদ ইবনে ছাবেত (রা.) ঐ নুসখার দ্বারা পুরা কুরআন সংকলন করতে পারতেন; কিন্তু তিনি সতর্কতা অবলম্বন করে কোনো একটি পদ্ধতি গ্রহণ করেননি; বরং তিনি সমস্ত পদ্ধতিকে সামনে রেখে কুরআনে কারীম সংকলন করেছেন। হযরত যায়েদ ইবনে ছাবেত (রা.) তার নুসখার মধ্যে ততক্ষণ পর্যন্ত কোনো আয়াত লিখতেন না। যতক্ষণ পর্যন্ত উক্ত আয়াতটি مُتَوَاتِرْ হওয়ার উপরে মৌখিক কিংবা লিখিত সাক্ষী না পাওয়া যেত। তাছাড়া রাসূল ﷺ-এর যুগে যে নুসখা লেখা হয়েছিল তা বিভিন্ন সাহাবায়ে কেরামের নিকট সংরক্ষিত ছিল। হযরত যায়েদ ইবনে ছাবেত (রা.) সে সমস্ত নুসখাকে একত্র করলেন এবং সাহাবায়ে কেরামের মধ্যে যাঁর কাছে যতটুকু কুরআন কারীম ছিল, হযরত যায়েদ ইবনে ছাবেত সেগুলোকে একত্র করে নিলেন। যখন কোনো সাহাবী তাঁর কাছে কোনো লিখিত আয়াত নিয়ে আসতেন, তখন তিনি তা চার পদ্ধতিতে যাচাই করতেন।

১. সর্বপ্রথম তিনি দেখতেন তিনি যেভাবে মুখস্থ করেছেন তার সাথে মিল আছে কিনা?
২. অতঃপর তিনি উক্ত আয়াতটি হযরত ওমর (রা.) কে দিয়ে সত্যায়ন করাতেন। কারণ হযরত ওমর (রা.) হাফেজ ছিলেন।
৩. লিখিত কোনো আয়াতকে ততক্ষণ পর্যন্ত গ্রহণ করতেন না যতক্ষণ পর্যন্ত এ আয়াতের সত্যায়নের উপর দুজন নির্ভরযোগ্য ব্যক্তি সাক্ষ্য না দিত যে, তা রাসূলের সামনেই লেখা হয়েছিল।
৪. অতঃপর সে আয়াতকে অন্যান্য সাহাবায়ে কেরামের লিখিত আয়াতের সাথে মিলানো হতো। এভাবে হযরত যায়েদ ইবনে ছাবেত (রা.) অত্যন্ত সতর্কতার সাথে কুরআনের একটি নুসখা তৈরি করলেন, কিন্তু নুসখাটির আয়াতগুলো রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর তারতীব অনুযায়ী লিখা হলেও সূরাগুলো রাসূল ﷺ-এর তারতীব অনুযায়ী বিন্যস্ত ছিল না এবং এ নুসখার মধ্যে কুরআনের সাত কেরাতকেও জমা করা হয়েছিল। হযরত যায়েদ ইবনে ছাবেত (রা.)-এর প্রস্তুতকৃত নুসখাটি হযরত আবূ বকর (রা.)-এর নিকট ছিল, তাঁর ইন্তেকালের পর হযরত ওমর (রা.)-এর নিকট ছিল এবং তাঁর ইন্তেকালের পর উম্মুলমুমিনীন হযরত হাফসা (রা.)-এর নিকট রাখা ছিল, তাঁর ইন্তেকালের পর মারওয়ান ইবনে হাকাম সেই নুসখাটি বিলুপ্ত করে দেন। কারণ, তখন হযরত উসমান (রা.)-এর তৈরিকৃত নুসখাই চলছিল।

হযরত উসমান (রা.)-এর যুগে কুরআন সংকলন

যখন হযরত উসমান (রা.) খলিফা হলেন তখন ইসলাম আরব থেকে রূম ও ইরান পর্যন্ত পৌঁছে গিয়েছিল। এ দিকে আজারবাইজান, খোরাসান, বুখারা, সমরকান্দ, তাশখন্দ, তুর্কিস্থান, উজবেকিস্তান, বেলুচিস্তান, আফগানিস্তান, কাযাকিস্তান, কিরগিজিস্তান, সিজিস্তান, তাজিকিস্তানসহ পৃথিবীর বিভিন্ন স্থান মুসলমানরা জয় করতে লাগল এবং এসব এলাকার লোকেরা যখন মুসলমান হতে লাগল তখন তারা বিভিন্ন সাহাবায়ে কেরাম থেকে বিভিন্ন কেরাত অনুযায়ী কুরআন শিখতে লাগল, আর প্রত্যেক সাহাবী তার শাগরেদকে ঐ কেরাত অনুযায়ী কুরআন পড়াতেন যে কেরাত তিনি নিজে রাসূল ﷺ-এর কাছে পড়েছেন। এভাবে কেরাতগুলোর اِخْتِلَافْ দূর দূরান্তে পৌঁছে গেল। আর যতক্ষণ পর্যন্ত মানুষ এ বিষয়ে অবগত ছিল যে, কুরআন সাত কেরাতের উপর নাজিল হয়েছে, ততক্ষণ পর্যন্ত তাদের মাঝে কেরাতের ভিন্নতার কারণে কোনো প্রকারের সমস্যা সৃষ্টি হয়নি। পরবর্তীতে কেরাতের ভিন্নতা যখন দূর দূরান্তে পৌঁছে গেল এবং লোকেরা কুরআন সাত কেরাতের উপর অবতীর্ণ হওয়ার বিষয়টি পুরোপুরিভাবে অবগত ছিল না বিধায় তাদের মাঝে পরস্পর ঝগড়া বিবাদ শুরু হয়ে গেল, তখন কিছু লোক নিজের কেরাতকে সহীহ এবং অন্যের কেরাতকে ভুল বলতে লাগল। এ ঝগড়ার দ্বারা লোকেরা একদিকে

https://e-ilm.weebly.com/

কুরআনের مُتَوَاتِرْ তথা ধারাবাহিক কেরাতগুলোকে ভুল গণ্য করার অপরাধে লিপ্ত হতে লাগল। অন্য দিকে তা যাচাই করার মতো কোনো সুযোগও ছিল না। কারণ হযরত যায়েদ ইবনে ছাবেত (রা.)-এর প্রস্তুতকৃত নুসখা শুধু মদিনাতেই ছিল। এছাড়া কুরআনের নির্ভরযোগ্য কোনো নুসখা ছিল না।

শামের লোকেরা উবাই ইবনে কা'ব (রা.)-এর কেরাত অনুযায়ী কুরআন পড়ত আর ইরাকের লোকেরা হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা.) -এর কেরাত অনুযায়ী কুরআন পড়ত। যেহেতু শামের লোকেরা হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদের কেরাতের ব্যাপারে অনভিজ্ঞ ছিল, সে কারণে তারা ইরাকের লোকদেরকে কাফের বলতে লাগল। মদিনাতেও এ ধরনের ঘটনা সংঘটিত হতে লাগল। এ পরিপ্রেক্ষিতে হযরত উসমান (রা.) বড় বড় সাহাবায়ে কেরামকে ডেকে পরামর্শ করলেন। পরামর্শে এ সিদ্ধান্ত হলো যে, সকলে মিলে কুরআনের এমন একটি নুসখা তৈরি করবে যা সকলে পড়বে ও পড়াবে এবং সাত লুগাতের ছয় লুগাতকেই বাদ দিয়ে শুধু লুগাতে কোরাইশের উপরই কুরআনকে সংকলন করা হবে। এ সিদ্ধান্ত অনুযায়ী হযরত উসমান (রা.) আব্দুর রহমান ইবনে আউফ এবং অন্যান্য জলীলুল কদর সাহাবীদেরকে নিয়ে একটি টিম গঠন করলেন এবং তাদেরকে দায়িত্ব দিলেন যে, হযরত হাফসা (রা.)-এর কাছে রাখা হযরত আবূ বকর (রা.)-এর প্রস্তুতকৃত নুসখা থেকে এমন একটি নুসখা তৈরি করবে যার মধ্যে সূরাগুলো সঠিক ধারাবাহিকতায় থাকবে এবং কুরআন শুধু লুগাতে কুরাইশের উপরই বহাল থাকবে। এভাবে কুরআনের একটি কপি তৈরি হলো।

হযরত উসমান (রা.)-এর যুগে কুরআনের তৈরি নুসখার বৈশিষ্ট্যসমূহ

১. হযরত উসমান (রা.)-এর যুগে প্রস্তুতকৃত নুসখার মধ্যে সূরাগুলো তারতীব অনুযায়ী ছিল। যা হযরত আবূ বকর সিদ্দীক (রা.)-এর জমানায় প্রস্তুতকৃত নুসখার মধ্যে ছিল না।
২. কুরআন কারীমের আয়াতগুলো এমন এক তারতীবে লেখা ছিল যে, লেখার ভিতরে কোনো হরফের নুকতাও ছিল না, এমনকি যের, যবর ও পেশ কিছুই ছিল না।
৩. হযরত উসমান (রা.)-এর যুগে প্রস্তুতকৃত নুসখাটি পুরো উম্মতের সম্মিলিত সত্যায়নের মাধ্যমে প্রস্তুত করা হয়েছিল। উক্ত নুসখার সংখ্যা ছিল ৫টি, আবার কেউ কেউ বলেন ৭টি। ৭টি নুসখার সংক্ষিপ্ত বিবরণ নিম্নে দেওয়া হলো–

১. একটি নুসখা মক্কায়, এ নুসখাটি ৬৫৭ হিজরি পর্যন্ত মক্কায় ছিল। মা'মার ইবনে জুবায়ের আন্দালুসী ৫৭৯ হিজরিতে তা দর্শন করেছিলেন। আল্লামা শিবলী নুমানী (র.) লিখেন, যে যুগে তিনি সফর করেছিলেন, তখন এ নুসখাটি জামে দিমাশক-এর মধ্যে বিদ্যমান ছিল। কাশশাফুল মাহদি ১৫৭ পৃষ্ঠায় বর্ণিত আছে, সুলতান আব্দুল হামিদ খান যিনি ১৮৭৬ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত ক্ষমতায় আসীন ছিলেন এবং আনুমানিক ৩০ বৎসর পর্যন্ত ক্ষমতা পরিচালনা করেন, তাঁর যুগে একবার মসজিদে জামে দিমাশকে আগুন লেগে যায়, তখন ঐ নুসখাটি পুড়ে যায়।
২. একটি নুসখা ছিল শামে, বিশিষ্ট ঐতিহাসিক আল্লামা আহমদ মুকরী ৩৭৫ হিজরিতে এ নুসখাটি দর্শন করেছিলেন। এ নুসখাটি পরে সালাতীনে আন্দালুস, অতঃপর সালাতীনে মুহিদ্দীন অতঃপর সালাতীনে বনী মুরীনের হস্তগত হয় এবং জামে কুরতুবার মধ্যে সংরক্ষিত থাকে। পরবর্তীতে কুরতুবাবাসী এ নুসখাটি সুলতান আব্দুল মুমিনকে দিয়ে দেন। পরবর্তীতে আব্দুল মুমিনের নির্দেশে ইবনে শাকুরী রাজধানী মারাকেশে নিয়ে যান। সম্ভবত স্থানান্তরটি ১১ শাওয়াল ৫৫২ হিজরিতে সংঘটিত হয়েছিল। ৬৪৫ হিজরিতে খলিফা মুতাযিদ আলী ইবনে মামুনের কাছে ছিল। ঐ বৎসর খলিফা তালেমান আক্রমণ করেন। ঐ যুদ্ধে তিনি ইন্তেকাল করেন এবং যুদ্ধের মধ্যে নুসখাটি হারিয়ে যায়। পরবর্তীতে যেকোনোভাবে নুসখাটি তালেমানের শাহী খাজানায় পাওয়া যায় সেখান থেকে একজন ব্যবসায়ী ক্রয় করে পাছ শহরে নিয়ে আসেন যা এখনো পাছের মধ্যেই আছে।
৩. একটি নুসখা ছিল ইয়েমেনে, ঐতিহাসিকদের মতে এ নুসখাটি মিশরের কুতুবখানা জামে কায়রোর মধ্যে রয়েছে।

https://e-ilm.weebly.com/

৪. একটি নুসখা ছিল বাহরাইনে, ঐতিহাসিকদের মতে এ নুসখাটি ফ্রান্সের কুতুবখানায় রয়েছে।

৫. একটি নুসখা ছিল বসরায় এ নুসখাটি মিশরের খাদিও নামক কুতুবখানায় ছিল তা সুলতান সালাউদ্দিন আইউবীর উজির ৫৭৫ হিজরিতে ৩০ হাজার আশরাফী দিয়ে ক্রয় করে নেন।

৬. একটি নুসখা ছিল কুফায়, এ নুসখাটি কুস্তুনতুনিয়ার কুতুবখানায় রয়েছে।

৭. একটি নুসখা ছিল মদিনায়। এই নুসখাটি জীবনের শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত হযরত উসমান (রা.)-এর নিকট ছিল। পরে হযরত আলী (রা.)-এর হস্তগত হয়। হযরত আলী (রা.)-এর পর হযরত মুয়াবিয়া (রা.) খলিফা হওয়ার পর তার হস্তগত হয়। সেখান থেকে আন্দালুস চলে যায়। সেখান থেকে মারাকেশের রাজধানী পাছে চলে যায়। সেখান থেকে আবার মদিনায় ফিরে আসে। প্রথম মহাযুদ্ধে গভর্নর ফখরী পাসা অন্যান্য বরকতময় জিনিসের সাথে এ নুসখাটি কুস্তুনতুনিয়ায় নিয়ে যান। এখনো সেখানে আছে বলে ঐতিহাসিকগণ মনে করেন। এছাড়া হযরত উসমান (রা.)-এর আরো ৩টি নুসখা ছিল একটি কায়রোর জামে সাইয়েদিনা হুসাইন (রা.)-এর মধ্যে রয়েছে। দ্বিতীয়টি জামেয়া মিল্লিয়া দিল্লিতে ছিল। যদি ভারত বিভক্তির সময় নষ্ট বা ধ্বংস না হয়ে থাকে তাহলে এখনো থাকতে পারে। তৃতীয়টি ইণ্ডিয়া অফিস লন্ডন কুতুবখানায় রয়েছে। তার উপর লেখা ছিল কাতাবাহু উসমান ইবনে আফ্ফান। এ নুসখাটি মোগল সম্রাটের কাছে ছিল। তার উপর বাদশাহ আকবর এর সিল মোহর লাগানো আছে। ১৮৪৫ খ্রিস্টাব্দে মেজর রাওনাস তার সন্ধান পান। পরে তিনি তা ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর কুতুবখানায় দিয়ে দেন। এটি এখনো ইণ্ডিয়া অফিসের কুতুবখানায় রয়েছে।

–[সূত্র– আল্লামা শামসুল হক আফগানীর লিখিত উলূমুল কুরআনের ১১৮-১১৯ পৃষ্ঠা]

উক্ত নুসখাগুলো তৈরি হওয়ার পর হযরত উসমান (রা.) ছোট ছোট যত নুসখা সাহাবায়ে কেরামের কাছে সংরক্ষিত ছিল সবগুলোকে বিলুপ্ত ঘোষণা করে দিলেন এবং হযরত উসমান (রা.)-এর প্রস্তুতকৃত নুসখার উপর সমস্ত উম্মত একমত হয়ে গেল যে, কুরআন কারীমকে রুসমে উসমানীতে তথা হযরত উসমান (রা.)-এর লিপির বিপরীত অন্য কোনো পদ্ধতি লিপির লেখা জায়েজ নেই।

কুরআনকে সাত লুগাতে অবতীর্ণ করার তাৎপর্য

আল্লাহ তা'আলা কুরআনে কারীমকে সাতটি গোত্রের ভাষায় নাজিল করেছেন। যাতে করে কুরআন তেলাওয়াতের ক্ষেত্রে কোনো অসুবিধা সৃষ্টি না হয় এবং সহজেই তেলাওয়াত করা যায়। এজন্য উম্মতে মুহাম্মদীকে কুরআনের শব্দকে বিভিন্ন পদ্ধতিতে পড়ার অনুমতি দেওয়া হয়েছে। কারণ অনেক সময় অনেক মানুষ কোনো শব্দকে অন্যের মতো একইভাবে পড়তে পারে না। তাই তেলাওয়াতের সুবিধার্থে আল্লাহ তা'আলা উম্মতে মুহাম্মদীকে সাতটি পদ্ধতিতে পড়ার অনুমতি দিয়েছেন। যেমন হাদীস শরীফে এসেছে أُنْزِلَ الْقُرْآنُ عَلٰى سَبْعَةِ أَحْرُفٍ "কুরআন কারীমকে সাত কেরাত এর উপর অবতীর্ণ করা হয়েছে।" অতএব এই সাত পদ্ধতির যে কোনো পদ্ধতি তোমাদের কাছে সহজ মনে হয় সে পদ্ধতিতে পড়।

সাত পদ্ধতি কি কি?

১. اِخْتِلَافُ الْاَسْمَاءِ এ এখতেলাফের মধ্যে- مُفْرَدْ، تَثْنِيَة، جَمْع، تَذْكِيْر، تَانِيْث -এর পার্থক্য শামিল রয়েছে। যেমন এক কেরাত এর মধ্যে تَمَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ অথচ অন্য কেরাতের মধ্যে আছে تَمَّتْ كَلِمَاتُ رَبِّكَ

২. اِخْتِلَافُ الْاَفْعَالِ এ এখতেলাফের মধ্যে যেমন এক কেরাতে রয়েছে صِيْغَةُ الْمُضَارِعِ অথচ অন্য কেরাতের মধ্যে আছে صِيْغَةُ الْاَمْرِ আবার অন্য কেরাতে আছে صِيْغَةُ الْمَاضِىْ যেমন : رَبَّنَا بَاعِدْ بَيْنَ اَسْفَارِنَا অথচ অন্য কেরাতে আছে بَاعِدْ بَيْنَ اَسْفَارِنَا

৩. اِخْتِلَافُ وُجُوْهِ الْاَعْرَابِ অর্থাৎ যার মধ্যে اِعْرَابُ -এর পার্থক্য রয়েছে। যেমন এক কেরাতে আছে لَا يُضَارَّ كَاتِبٌ অন্য কেরাতে আছে لَا يُضَارُّ كَاتِبٌ

https://e-ilm.weebly.com/

৪. اِخْتِلَافُ قِلَّةِ الْاَلْفَاظِ وَكَثْرَتِهَا শব্দের কম বেশির اِخْتِلَافُ অর্থাৎ এক কেরাতের মধ্যে কোনো لَفْظ কম আছে আর অন্য কেরাতের মধ্যে কোনো শব্দ বেশি আছে। যেমন– এক কেরাতে আছে تَجْرِىْ مِنْ تَحْتِهَا الْاَنْهٰرُ অন্য কেরাতে আছে تَجْرِىْ تَحْتَهَا الْاَنْهٰرُ

৫. اِخْتِلَافُ تَقْدِيْمِ الْاَلْفَاظِ وَتَاْخِيْرِهَا অর্থাৎ, শব্দের আগে পরের পার্থক্য। যেমন, এক কেরাতের মধ্যে একটি لَفْظ আগে আছে। আরেক কেরাতের মধ্যে পরে আছে। যেমন এক কেরাতের মধ্যে আছে وَجَاءَتْ سَكْرَتُ الْمَوْتِ بِالْحَقِّ অন্য কেরাতের মধ্যে আছে وَجَاءَتْ سَكْرَتُ بِالْحَقِّ الْمَوْتِ

৬. اِخْتِلَافُ تَبْدِيْلِ الْاَلْفَاظِ অর্থাৎ, এক কেরাতের মধ্যে একটি لَفْظ আছে। অন্য কেরাতের মধ্যে এর পরিবর্তে অন্য لَفْظ আছে যেমন এক কেরাতে আছে نُنْشِزُهَا অন্য কেরাতের মধ্যে আছে نُنْشِرُهَا

৭. اِخْتِلَافُ اللَّهْجَةِ অর্থাৎ এর মধ্যে لَفْظ-এর পরিবর্তন হয় না। কিন্তু পড়ার পদ্ধতি ভিন্ন হয়ে যায়। যেমন এক কেরাতে আছে مُوْسٰى আর এক কেরাতে আছে مُوْسٰى

কুরআন কারীমের তারতীব

কুরআন মাজীদ এর বর্তমান তারতীব লাওহে মাহফূয -এর তারতীব অনুযায়ী, নাজিল হওয়ার তারতীব অনুযায়ী নয়। অর্থাৎ শুরুতেই যখন কুরআনে কারীম লাওহে মাহফূয থেকে সামায়ে দুনিয়াতে অবতীর্ণ হলো তখন লাওহে মাহফূয -এর তারতীব অনুযায়ী অবতীর্ণ হয়েছে, অতঃপর সামায়ে দুনিয়া থেকে আল্লাহ তা'আলার নির্দেশ অনুযায়ী হযরত জিবরাঈল (আ.) তারতীব ছাড়াই প্রয়োজন অনুসারে কিছু কিছু করে নিয়ে অবতীর্ণ হন। কিন্তু রাসূলুল্লাহ ﷺ যখন সাহাবায়ে কেরামকে লিখিয়ে দিতেন বা ইয়াদ করিয়ে দিতেন তখন লাওহে মাহফূয এর তারতীব অনুযায়ী ইয়াদ করিয়ে দিতেন বা লিখিয়ে দিতেন। স্বয়ং রাসূল ﷺ প্রত্যেক রমজান মাসে হযরত জিবরাঈল (আ.)-এর সাথে দাওর করতেন এবং জীবনের শেষ রমজানেও হযরত জিবরাঈল (আ.)-এর সাথে দাওর করেছিলেন। উদ্দেশ্যে ছিল যাতে করে কুরআনের তারতীব লাওহে মাহফূয এর তরতীব অনুযায়ী হয়ে যায়। সুতরাং বর্তমান কুরআনের তারতীব লাওহে মাহফূয -এর তারতীব অনুযায়ী আছে এবং ভবিষ্যতেও থাকবে ইনশাআল্লাহ।

কুরআন ধীরে ধীরে অবতীর্ণ হওয়ার হেকমত বা রহস্য

এ ব্যাপারে মুফাসসিরে কেরাম কয়েকটি জবাব পেশ করেছেন–

১. কুরআন কারীম যদি এক সাথে অবতীর্ণ হতো তাহলে কুরআন মুখস্থ করা ও আয়ত্ব করা কঠিন হয়ে যেত।

২. কুরআন যদি এক সাথে অবতীর্ণ হতো তাহলে কুরআনের হুকুম আহকাম জানা কঠিন হয়ে যেত।

৩. যেহেতু কাফেররা রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে অনেক কষ্ট দিতো, তাই হযরত জিবরাঈল (আ.)-এর বারবার আসা রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সান্ত্বনার কারণ হতো এবং রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর জন্য কষ্টের মোকাবিলায় ধৈর্য ধারণ করা সহজ হতো এবং তাঁর ঈমানী শক্তি বৃদ্ধি পেত।

৪. কুরআনের একটি বিরাট অংশ বিভিন্ন ঘটনা ও প্রশ্ন প্রসঙ্গে অবতীর্ণ হয়েছে। সুতরাং সমীচীন হলো যখন ঘটনা বা প্রশ্ন আসবে তখনই আয়াত নাজিল হবে। যাতে করে মানুষ সময় উপযোগী শিক্ষা গ্রহণ করতে পারে। –[সূত্র : তাফসীরে কাবীর, ২ : ৩৩৬]

https://e-ilm.weebly.com/

কুরআনকে ত্রিশ পারায় ভাগ করা : কুরআনকে ত্রিশ পারায় ভাগ করাটা অর্থের দিক থেকে করা হয়নি; বরং বাচ্চাদের পড়ার সুবিধার্থে কুরআনকে ত্রিশ পারায় বন্টন করা হয়েছে। হযরত উসমান (রা.) সর্বপ্রথম কুরআনকে ত্রিশ পারায় ভাগ করেন।

কুরআন মাজীদের হরফের সংখ্যা

১. হযরত মুজাহিদ (র.) বলেন কুরআনের حَرْف সংখ্যা হলো– ৩ লক্ষ ২১ হাজার ৬ শত একাশি।
২. হযরত ফজল বিন আতা বিন ইয়াছার বলেন, কুরআনের حَرْف সংখ্যা হলো– ৩ লক্ষ ২৩ হাজার পনেরটি।
৩. হাজ্জাজ বিন ইউসূফ তৎকালীন সমস্ত হাফেজ, কারী ও কাতেবদেরকে ডেকে কুরআনের হরফ সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করলেন। তারা ভালো করে গুণে সর্বসম্মতভাবে রায় দিলেন যে, কুরআনে হরফ সংখ্যা হলো ৩ লক্ষ ৪০ হাজার ৭ শত ৪ সংখ্যা হলো–

ا -এর সংখ্যা ৪৮ হাজার ৪ শত ৭২টি
ب -এর সংখ্যা ১১ হাজার ২০০টি।
ت -এর সংখ্যা ১ হাজার ১ শত ৯২টি।
ث -এর সংখ্যা ১ হাজার ২ শত ৭৬টি।
ج -এর সংখ্যা ৩ হাজার ২ শত ৭৬টি।
ح -এর সংখ্যা ৩ হাজার ৩ শত ৭৩টি।
خ -এর সংখ্যা ২ হাজার ৪ শত ১৬টি।
د -এর সংখ্যা ৫ হাজার ৬ শত ৪২টি।
ذ -এর সংখ্যা ৪ হাজার ৬ শত ৯৭টি।
ر -এর সংখ্যা ১১ হজার ৭ শত ৯৩টি।
ز -এর সংখ্যা ১ হাজার ৫ শত ৯০টি।
س -এর সংখ্যা ৫ হাজার ৮ শত ৯১টি।
ش -এর সংখ্যা ২ হাজার ২ শত ৫৩টি।
ص -এর সংখ্যা ২ হাজার ১৩টি।
ض -এর সংখ্যা ১ হাজার ৬ শত ৩৭টি।
ط -এর সংখ্যা ১ হাজার ২ শত ৭৪টি।
ظ -এর সংখ্যা ৮ শত ৪৬টি।
ع -এর সংখ্যা ৯২ হাজার ২ শতটি।
غ -এর সংখ্যা ২ হাজার ২ শত ৮টি।
ف -এর সংখ্যা ৮ হাজার ৪ শত ৯৯টি।
ق -এর সংখ্যা ৬ হাজার ৮ শত ১৩টি।
ك -এর সংখ্যা ৯ হাজার ৫ শত ২২টি।
ل -এর সংখ্যা ৩ হাজার ৪ শত ৩২টি।
م -এর সংখ্যা ২৬ হাজার ৫ শত ৩৫টি।
ن -এর সংখ্যা ২৬ হাজার ৫ শত ৬০টি।
و -এর সংখ্যা ২৫ হাজার ৫ শত ৩৬টি।
ه -এর সংখ্যা ১৯ হাজার ৭০টি।
ء -এর সংখ্যা ৪ হাজার ১ শত ১৫টি।

https://e-ilm.weebly.com/

পবিত্র কুরআনের লাম আলিফের সংখ্যা ৩ হাজার ৭ শত ২৫টি। ى -এর সংখ্যা হলো ২৫ হাজার ৯ শত ১৯টি। উল্লিখিত তথ্য আল্লামা আবূ নায়েছ সমরকান্দি তার কিতাব বুস্তানী মুহাদ্দিসাতে তাঁর উস্তাদ আব্দুল আজীজ ইবনে আব্দুল্লাহর থেকে বর্ণনা করেছেন।

হরকতের সংখ্যা : কুরআনের মধ্যে হরকত অর্থাৎ যবর, যের, পেশ এবং দুই যবর, দুই যের ও দুই পেশের চিহ্ন সর্বপ্রথম আবুল আসওয়াদ দুয়ালী (র.) লাগিয়েছেন; কিন্তু তার লাগানো হরকত বর্তমানে আমাদের সামনে যে হরকত রয়েছে এ আকৃতিতে ছিল না; বরং যবর বুঝানোর জন্য হরফের উপরে এক নুকতা; যের বুঝানোর জন্য হরফের নিচে এক নুকতা আর পেশ বুঝানোর জন্য হরফের সামনে এক নুকতা এবং দুই যবর দুই যের দুই পেশ বুঝানোর জন্য অন্য চিহ্ন ব্যবহার করা হতো। বর্তমানে আমাদের সামনে যে হরকতের চিহ্ন রয়েছে তা হাজ্জাজ ইবনে ইউসূফ-এর নির্দেশে হযরত ইয়াহ ইবনে ইয়ামার, হাসান বসরী, হযরত নছর ইবনে আসিম, হযরত লাইছী (র.) সম্মিলিতভাবে লাগিয়েছেন।

عُلُوْمُ الْقُرْاٰنِ لِلْاَفْغَانِىْ -এর বর্ণনা মতে এবং বিখ্যাত আলেম সুপ্রশিদ্ধ ফকীহ আল্লামা আবুল লাইছ সামারকান্দী (র.)-এর অভিমত অনুসারে اَلْقُرْاٰنُ। এর যবর-এর সংখ্যা ৫৩ হাজার ২ শত ৪২ টি বা ৪৩ টি; যের -এর সংখ্যা ৪৯ হাজার ৫ শত ৮২টি; পেশ এর সংখ্যা ৮ হাজার ৮ শত ৪টি।

تَشْدِيْد وَهَمْزَه হযরত আহমদ ইবনে খলিল (র.) ১৭০ হিজরিতে লাগিয়েছিলেন। আবু লাইছ সামারকান্দির মতানুসারে কুরআনের তাশদীদ এর সংখ্যা ১ হাজার ২ শত ৫২ টি। এবং হামযা -এর সংখ্যা ৪ হাজার ১ শত ১৫টি عُلُوْمُ الْقُرْاٰنِ لِلْاَفْغَانِىْ তেও এরূপ বর্ণনা রয়েছে।

আরববাসীদের মধ্যে হরফের উপর নুকতা লাগানোর কোনো নিয়ম ছিল না। পরবর্তীকালে যখন অনারবীরা ইসলামে দিক্ষিত হতে লাগল; তখন তারা কুরআন কারীম ভুল পড়তে লাগল। তাই অনারবীদের সুবিধার্থে কুরআনের হরফের উপর নুকতা লাগানো হয়েছে। তবে সর্বপ্রথম কে নুকতা লাগিয়েছেন, সে ব্যাপারে মতভেদ রয়েছে।

১. কারো কারো মতে হযরত আবুল আসওয়াদ আদ দুয়ালী (র.) হযরত আলী (রা.)-এর নির্দেশে সর্বপ্রথম কুরআনে নুকতা লাগিয়েছেন।
২. আবার কেউ কেউ বলেন কুফার গভর্নর যিয়াদ ইবনে আবী সুফিয়ান এ কাজটি করেছেন।
৩. আবার কেউ কেউ বলেন, হাজ্জাজ ইবনে ইউসুফের নির্দেশে হযরত হাসান বসরী, ইয়াহইয়াহ ইবনে ইয়ামার, নছর ইবনে বনূ আসিম লাইছি এ কাজটি করেছেন।

আল্লামা লাইছির অভিমত অনুসারে কুরআনের নুকতার সংখ্যা ১ লক্ষ ৫ হাজার ৬ শত ৮১ টি অথবা ১ লক্ষ ৫ হাজার ১ শত ৮৪টি আবার কেউ বলে ১ লক্ষ ৫ হাজার ৬ শত ৪৮টি, আবার কেউ বলেন ১ লক্ষ ৫ হাজার ৬ শত ৮২টি।

মদের সংখ্যা : কুরআনের মদের সংখ্যা হলো ১ হাজার ৭ শত ৭১টি

কুরআনের জ্ঞাতব্য কিছু বিষয়

কুরআন নাজিল করেছেন আল্লাহ তা'আলা; পবিত্র কুরআনে 'আল্লাহ' শব্দটি ২ হাজার ৫ শত ৮৪ বার এসেছে।

কুরআন নাজিল হয়েছে মুহাম্মদ ﷺ-এর উপর। পবিত্র কুরআনে 'মুহাম্মদ' শব্দটি ৪ বার এসেছে এবং আহমদ শব্দটি ১বার এসেছে।

কুরআন নাজিল হয়েছে হযরত জিবরাঈল (আ.)-এর মাধ্যমে। পবিত্র কুরআনে হযরত জিবরাঈল (আ.)-কে রুহুল আমিন, রুহুল কুদুস বলে সম্বোধন করা হয়েছে।

https://e-ilm.weebly.com/

সর্বপ্রথম কুরআন নাজিল হওয়ার সময় ও স্থান

কুরআন সর্বপ্রথম ১৭ই রমজান ৬১০ খ্রিস্টাব্দে ১৭ই আগস্ট রোজ সোমবার হেরা গুহায় রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর উপর নাজিল হয়। পুরা কুরআন নাজিল হতে সময় লেগেছে ২২ বছর ৫ মাস ১৪ দিন। পবিত্র কুরআন সংরক্ষিত আছে লাওহে মাহফূযে। পবিত্র কুরআনের হেফাজতকারী স্বয়ং আল্লাহ তা'আলা।

কখন কোন সূরা নাজিল হয়েছে

১. নবুয়ত প্রাপ্তির প্রথম বৎসর : সূরা আলাক, আল কলম, আল মুয্যাম্মিল ও আল মুদ্দাসসির।
২. নুবয়তের ২য় বৎসর : আল-আ'লা, আত তাকভীর, আল ক্বিয়ামাহ, আল ইখলাস, আল ফীল, কুরাইশ, আল ফজর, আত ত্বীন, আল লাহাব, আল ফালাক, আন নাস।
৩. নবুয়তের ৩য় বৎসর : আশ শামস, আল লাইল, আদ দুহা, আল ইনশিরাহ, আল বালাদ, আত্ব ত্বারিক, আল বুরূজ, আবাসা, আল ফাতিহা, আশ শু'আরা, আত্ব তূর, আয যারিয়াত, ক্বাফ, আল গাশিয়াহ, আল আদিয়াত, আত তাকাসূর।
৪. নবুয়তের ৪র্থ বৎসর : আল ফুরকান, আন নামল, সাবা, ফাত্বির, আন নাজম, আল কামার, আর রহমান, আল ওয়াকিয়াহ, আল মুলূক, আল হাক্কাহ, আল মা'আরিজ।
৫. নবুয়তের ৫ম বৎসর : আল মুরসালাত, আদ্দাহর, নূহ, সা'দ, ত্বা-হা, মারইয়াম, আলমাউন, আল কাউসার, আস সাফ্ফাত, হা-মীম সাজদা।
৬. নবুয়তের ৬ষ্ঠ বৎসর : ইয়াসীন, আননাবা, আল আসর, আত তাত্বফীফ, আল ইনফিতার, আল কাফিরূন
৭. নবুয়তের ৬ষ্ঠ ও ৭ম বৎসর : আন নাযি'আত, আল ইনশিকাক, আর রূম, আল ক্বারিআহ, আল আম্বিয়া।
৮. নবুয়তের ৮ম বৎসর : আল কদর, আল বায়্যিনাহ, আল হুমাযা।
৯. নবুয়তের ৯ম বৎসর : আল আনকাবূত, আস সাজদাহ, লুকমান, আয যিলযাল।
১০. নবুয়তের ১০ম বৎসর : আন নামল, আল মুমিনূন, আশ শূরা, আয যুখরুফ, আদ দুখান, আল জাসিয়া, আল জিন।
১১. নবুয়তের ১০/১১ম বৎসর : আল আহকাফ।
১২. নবুয়তের একাদশ বৎসর : আল মুমিনূন, আল আন'আম, ইউনুস, হূদ, ইউসুফ, আর রা'দ, ইবরাহীম, আল হাজার।
১৩. নবুয়তের একাদশ-দ্বাদশ : আয যুমার, আল আ'রাফ।
১৪. নবুয়তের দ্বাদশ : বনী ইসরাঈল, আল কাহাফ, আল কাসাস, আংশিক হা-মীম আস সাজদা।
১৫. নবুয়তের ত্রয়োদশ বৎসর হিজরি ১ম সন : আল হাজ, আত তাগাবুন, মুহাম্মদ।
১৬. হিজরি ১-২য় সন : আল বাকারা, আল ইনফি'তাল।
১৭. হিজরি ২য়-৩য় সন : আল ইমরান।
১৮. হিজরি ৩য় সন : আন নিসা, আল মায়েদা, আস সাফ।
১৯. হিজরি ৩য়-৪র্থ সন : আল জুমুআ।
২০. হিজরি ৪র্থ সন : আল আশার।
২১. হিজরি ৫ম বৎসর : আল মুনাফিকুন, আল আহযাব, আন নূর।
২২. হিজরি ৬ষ্ঠ বৎসর : আত তালাক, আল ফাতহ, আল মুজাদালা।
২৩. হিজরি ৭ম সন : আত তাহরীম, আংশিক আহযাব।
২৪. হিজরি ৮ম সন : আল মুমতাহিনা, আল হাদীদ।
২৫. হিজরি ৯ম সন : আত তওবা, আল হুজুরাত।
২৬. হিজরি ১০ম সন : আন নাস, ও اَلْيَوْمَ اَكْمَلْتُ لَكُمْ دِيْنَكُمْ وَاَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِىْ وَرَضِيْتُ لَكُمُ الْاِسْلَامَ دِيْنًا

https://e-ilm.weebly.com/

আয়াতের শ্রেণি বিন্যাস

قَالَ الدَّانِيُّ : اَجْمَعُوا عَلَى اَنَّ عَدَدَ اٰيٰتِ الْقُرْاٰنِ سِتَّةُ الْاٰفِ اٰيَةٍ. ثُمَّ اخْتَلَفُوا فِيْمَا زَادَ عَلٰى ذٰلِكَ. فَمِنْهُمْ مَنْ لَمْ يَزِدْ. وَمِنْهُمْ مَنْ قَالَ : وَمِئَتَا اٰيَةٍ وَاَرْبَعُ اٰيٰتٍ. وَقِيْلَ وَاَرْبَعَ عَشْرَةَ. وَقِيْلَ . وَتِسْعَ عَشْرَةَ. وَقِيْلَ : وَخَمْسٌ وَّعِشْرُوْنَ. وَقِيْلَ : وَسِتٌّ وَّثَلَاثُوْنَ. (بِمُعْجَمِ اٰيٰتِ الْقُرْاٰنِ الدُّكْتُوْرِ حُسَيْنِ تَصَّارٍ فِى الْمُقَدِّمَةِ)

প্রথম ও শেষ বিবিধ আলোচনা

১. নাজিলকৃত সর্বপ্রথম শব্দ হলো اِقْرَاْ
২. মক্কায় সর্বপ্রথম নাজিল হয়েছে সূরায়ে আলাকের প্রথম ৫ আয়াত।
৩. মক্কাবতীর্ণ সর্বশেষ সূরা সম্পর্কে তিনটি বর্ণনা আছে। কেউ বলেন, সূরায়ে আনকাবূত, কেউ বলেন, সূরায়ে মুমিন, কেউ বলেন, সূরায়ে তাখফীফ।
৪. মদিনায় সর্বপ্রথম নাজিলকৃত সূরা হলো সূরায়ে বাকারা।
৫. সর্বশেষ সূরা হলো সূরায়ে মায়েদা।
৬. সমষ্টিগতভাবে সূরা আলাক -এর প্রথম পাঁচ আয়াত সর্বপ্রথম নাজিল হয় এবং সর্বশেষ وَاتَّقُوْا يَوْمًا تُرْجَعُوْنَ فِيْهِ اِلَى اللّٰهِ নাজিল হয়।
৭. তবে পূর্ণাঙ্গ সূরা হিসেবে সর্বপ্রথম সূরায়ে ফাতেহা নাজিল হয়।
৮. কুরআনের সর্বপ্রথম হাফেজ হলেন হযরত মুহাম্মদ ﷺ।
৯. কুরআনের সর্বপ্রথম আয়াত বর্ণনাকারী হযরত আয়েশা সিদ্দীকা (রা.)।
১০. আল কুরআনের সর্বপ্রথম পূর্ণাঙ্গ অনুবাদ করেছিলেন রবার্ট ক্যাটেনেনিছা।
১১. সর্বপ্রথম বাংলায় অনুবাদ করেন মাওলানা আমীরুদ্দীন বশুনিয়া আংশিক ১৮০৮ ঈসায়ী সালে এবং মৌলভী নঈমুদ্দীন পূর্ণাঙ্গ।
১২. সর্বপ্রথম পুস্তক আকারে অনুবাদ করে প্রকাশ করে গিরিশ চন্দ্র সেন ১৮৮৬ খ্রিস্টাব্দে। অনেক ঐতিহাসিকগণ লিখেছেন, কুরআনের অনুবাদ মূল গিরিশ চন্দ্র সেন করেননি; বরং অনুবাদ করেছেন মৌলভী আব্দুর রহীম। কিন্তু পুস্তক আকারে প্রকাশ করার জন্য তার কাছে পর্যাপ্ত টাকা পয়সা ছিল না। যার কারণে তিনি সহযোগিতা পাওয়ার জন্য তৎকালীন ইংরেজদের রাজধানী কলকাতায় গেলেন ইংরেজদের কাছ থেকে কিছু সহযোগিতা নেওয়ার জন্য। কিন্তু ইংরেজরা মৌলভী আব্দুর রহীম থেকে কুরআনের পাণ্ডুলিপি জোর করে ছিনিয়ে নেয়। অতঃপর মৌলভী আব্দুর রহীম অনেক অনুনয় করার পরেও কুরআনের পাণ্ডুলিপি ফেরত না পেয়ে ভারাক্রান্ত হৃদয় নিয়ে রিক্ত হস্তে বাড়িতে ফিরে আসেন। এদিকে ইংরেজরা কুরআনের পাণ্ডুলিপি গিরিশচন্দ্র সেন -এর হাতে তুলে দেয়। গিরিশচন্দ্র সেন অনেকখানি পরিবর্তন ও পরিবর্ধন করে নিজের নামে প্রকাশ করে। ১৫১৫ সাল থেকে ১৯৮০ সাল পর্যন্ত কুরআন সবচেয়ে বেশি উর্দূ ভাষায় অনূদিত হয়। যার সংখ্যা ৭৭০ টি। এ পর্যন্ত ১২০ ভাষায় কুরআনের অনুবাদ হয়। ছাপার অক্ষরে কুরআনের সর্বপ্রথম তাফসীর গ্রন্থ হলো مَوَاهِبُ الْوَهِيَّةِ যা তাফসীরে হোসাইনী নামে ১৮৩৭ খ্রিস্টাব্দে কলিকাতা থেকে মুদ্রিত হয়।

https://e-ilm.weebly.com/

কুরআনের সবচেয়ে বড় সূরা হলো সূরায়ে বাকারা। আর সবচেয়ে ছোট সূরা হলো সূরায়ে কাউছার। কুরআনের সবচেয়ে বড় আয়াত হলো اٰيَةُ الدَّيْنِ অর্থাৎ সূরায়ে বাকারার ৩৮ নম্বর আয়াত। কুরআনের সবচেয়ে ছোট আয়াত হলো– وَالْفَجْرِ وَالضُّحٰى ইত্যাদি।

স্থান ও কাল হিসেবে আয়াতের প্রকারভেদ

স্থান ও কাল হিসেবে আয়াত কয়েক প্রকার :

১. اٰيَات حَضَرِىٌّ [আয়াতে হাজারী] অর্থাৎ সমস্ত আয়াত বাড়িতে নাজিল হয়েছে তাকে আয়াতে হাজারী বলে।

২. اٰيَات سَفَرِىٌّ [আয়াতে সাফারী] অর্থাৎ যে সমস্ত আয়াত সফর অবস্থায় নাজিল হয়েছে তাকে আয়াতে সাফারী বলে। আল্লামা সুয়ূতী (র.) এর ধরনের আয়াতের সংখ্যা ৪০ পর্যন্ত বর্ণনা করেছেন। –[সূত্র : ইতকান– ১ : ১৯-২১]

৩. اٰيَات نَهَارِىٌّ [আয়াতে নাহারী] অর্থাৎ দিনে অবতীর্ণ আয়াতসমূহকে আয়াতে নাহারী বলা হয়। অধিকাংশ আয়াত এ প্রকারেরই অন্তর্ভুক্ত।

৪. اٰيَات لَيْلِىٌّ [আয়াতে লাইলী] অর্থাৎ যে সমস্ত আয়াত রাতে নাজিল হয়েছে তাকে আয়াতে লাইলী বলে। যেমন সূরায়ে আলে ইমরানের শেষ আয়াত– اِنَّ فِىْ خَلْقِ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ الخ

৫. اٰيَات صَيْفِىٌّ [আয়াতে সাইফী] অর্থাৎ যে সমস্ত আয়াত গরমকালে নাজিল হয়েছে তাকে আয়াতে সাইফী বলে। যেমন সূরায়ে নিসার শেষ আয়াত– يَسْتَفْتُوْنَكَ قُلِ اللّٰهُ يُفْتِيْكُمْ فِى الْكَلٰلَةِ

৬. اٰيَات شِتَائِىٌّ [আয়াতে শিতায়ী] অর্থাৎ যে সমস্ত আয়াত শীতকালে নাজিল হয়েছে তাকে আয়াতে শিতায়ী বলে। যেমন– সূরায়ে নূরের আয়াত– اِنَّ الَّذِيْنَ جَاۤءُوْا بِالْاِفْكِ

৭. آيَات فِرَاشِىٌّ [আয়াতে ফেরাশী] অর্থাৎ যে সমস্ত আয়াত বিছানায় থাকাকালীন অবস্থায় নাজিল হয়েছে তাকে আয়াতে ফেরাশী বলে। যেমন– اَللّٰهُ يَعْصِمُكَ مِنَ النَّاسِ –[সূত্র : ইতকান– ১ : ১২-২১]

৮. نَوْمِىٌّ যেগুলো নিদ্রা অবস্থায় নাজিল করা হয়েছে।

৯. سَمَاوِىٌّ যেগুলো মে'রাজের সময় আকাশে অবস্থানকালে নাজিল করা হয়েছে।

১০. فَضَائِىٌّ শূন্যে অবতীর্ণ আয়াত। –[প্রাগুক্ত ৬৪-৬৬]

حِزْب وَمَنْزِلٌ **মানযিল বা হিযব :** সাহাবায়ে কেরাম (রা.) এবং তাবেয়ীগণ সপ্তাহে কমপক্ষে একবার কুরআন মাজীদ খতম [শেষ] করতেন। আর এ উদ্দেশ্যে তাঁরা দৈনন্দিন তেলাওয়াতের একটা পরিমাণ নির্ধারণ করেছিলেন, যাকে মানযিল বা হিযব বলা হয়। তাই তাঁরা পাঠের সুবিধার্থে পবিত্র কুরআনকে ৭ মানযিলে বিভক্ত করেছেন–

প্রথম মানযিল : সূরা ফাতিহা হতে সূরা আননিসা -এর শেষ পর্যন্ত

দ্বিতীয় মানযিল : সূরা মায়িদা হতে সূরা আত তাওবা -এর শেষ পর্যন্ত

তৃতীয় মানযিল : সূরা ইউনূস হতে সূরা আন নাহল -এর শেষ পর্যন্ত

চতুর্থ মানযিল : সূরা বনী ইসরাঈল হতে সূরা আল ফুরকান -এর শেষ পর্যন্ত

পঞ্চম মানযিল : সূরা আশ-শুআরা হতে সূরা ইয়াসীন -এর শেষ পর্যন্ত

ষষ্ঠ মানযিল : সূরা আস্‌সাফফাত হতে সূরা আল হুজুরাত -এর শেষ পর্যন্ত

সপ্তম মানযিল : সূরা কাফ হতে শেষ সূরা পর্যন্ত।

https://e-ilm.weebly.com/

جُزْء বা পারা : পবিত্র কুরআনে ত্রিশটি অংশে বিভক্ত যাকে ত্রিশ পারা বলা হয়। পারার এই বিভক্তি অর্থের প্রতি লক্ষ্য রেখে করা হয়নি: বরং পড়তে যাতে সহজ হয় সেদিকে লক্ষ্য রেখে সমান অংশে কুরআনে কারীমকে বিভক্ত করা হয়েছে। নিশ্চিতভাবে বলা কঠিন যে, ত্রিশ পারার এই বিভক্তি সর্বপ্রথম কে করেছেন? তবে কারো কারো ধারণা এটা নবী জামাতা হযরত উসমান (রা.) মাসহাফ অনুকপি করানোর সময় পৃথক পৃথক ত্রিশটি পারায় [সহীফায়] লিপিবদ্ধ করিয়েছেন। কিন্তু আল্লামা তকী উসমানী [দা.বা.] বলেন, পূর্ববর্তী ওলামায়ে কেরামের কিতাবে আমি -এর কোনো দলিল এ পর্যন্ত পাইনি।

আল্লামা বদরুদ্দীন যারকাশী (র.) বলেন, কুরআনের ত্রিশ পারার এই নিয়ম প্রসিদ্ধভাবে ধারাবাহিকতার সাথে চলে আসছে এবং মাদরাসাসমূহের কুরআনী নুসখায়ও এটা প্রচলিত রয়েছে। বাহ্যত মনে হয় যেন এই বণ্টনধারা সাহাবা পরবর্তী যুগে শিক্ষাদানের সুবিধার্থে করা হয়েছে।

اَخْمَاسْ وَ اَعْشَارْ খুমুস এবং আ'শার : প্রথম যুগের কুরআনি নুসখায় আরেকটি প্রচলন ছিল, তা হলো– পাঁচ আয়াতের পরে হাশিয়াতে খামছ বা خ এবং দশ আয়াত শেষে আ'শার বা ع লেখা হতো।

প্রথম প্রকারের চিহ্নকে اَخْمَاسْ এবং দ্বিতীয় প্রকারের চিহ্নকে اَعْشَارْ বলে। –[মানাহিলুল ইরফান, খ. ১ম, পৃ. ৪০৩] পূর্ববর্তী ওলামায়ে কেরামের মাঝে এ ব্যাপারে মতবিরোধ পরিলক্ষিত হয়। কেউ কেউ বলেন, এই আলামতগুলো জায়েজ, আবার কেউ কেউ বলেন, এগুলো মাকরূহ। –[আল ইতকান, খ. ২য়, পৃ. ১/১৭]

عَنْ مَسْرُوْقٍ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ اَنَّهُ كَرِهَ التَّعْشِيْرَ فِى الْمُصْحَفِ

অর্থাৎ হযরত মাসরূক (রা.) বলেন, হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা.) পাণ্ডুলিপির মাঝে اَعْشَارْ সংযোজন করাকে অপছন্দ করতেন। –[মুসান্নাফে ইবনে আবি শায়বা,খ. ২য়, পৃ. ৪৯৭]-এর দ্বারা প্রতীয়মান হয় যে, আশার সাহাবা যুগে প্রচলিত ছিল।

رُكُوْع রুকূ' : আরেকটি চিহ্ন হচ্ছে রুকূ'। যার প্রবর্তন পরবর্তীকালে করা হয়েছে এবং এ যাবত প্রচলিত রয়েছে। রুকূ' গঠনে সাধারণত আলোচ্য বিষয়ের প্রতিও লক্ষ্য রাখা হয়েছে। অর্থাৎ, যেখানে এক ধরনের আলোচনা শেষ হয়, সেখানেই হাশিয়াতে রুকূ' এর চিহ্ন দেওয়া হয়। আর তার সংকেত হচ্ছে (ع)। উলূমুল কুরআনের প্রণেতা হযরত মাওলানা তাকী ওসমানী [দা. বা.] বলেন, আমি যথেষ্ট খোজাখুঁজি করেও নির্ভরযোগ্যভাবে জানতে পারিনি যে, কে কবে রুকূ'র সূচনা করেন। [তারিখুল কুরআন, পৃ. ৮১] কারো কারো ধারণা হচ্ছে, হযরত ওসমান (রা.)-এর সময়েই রুকূ' নির্ধারণ করা হয়। মাওলানা তাকী উসমানী [দা.বা.] বলেন, রেওয়ায়েতে এর কোনো প্রমাণ আমি পাইনি।

অবশ্য একথা প্রায় নিশ্চিত যে, এই আলামতের উদ্দেশ্য হচ্ছে আয়াতের এমন একটি পরিমাণ নির্ণয় করা যা নামাজের এক রাকাতে পাঠ করা যায়। এই চিহ্নগুলোকে রুকূ' এই জন্য বলা হয় যে, নামাজে এই স্থানে পৌছে রুকূ' করা হয়।

رُمُوْز اَوْقَاف বিরাম চিহ্ন : কুরআন তেলাওয়াত ও তাজবীদের সহজীকরণের নিমিত্তে আরেকটি উপকারী কাজ এটা করা হয়েছে যে, বিভিন্ন বাক্যের শেষে এমন কিছু চিহ্ন দেওয়া হয়েছে, যার দ্বারা বুঝা যাবে যে, এই স্থানে ওয়াকফ করাটা কেমন? এই চিহ্নগুলোকে রুমূযে আওকাফ বলে। এর অন্যতম উদ্দেশ্য হলো একজন অনারবী ব্যক্তি যখন কুরআন মাজীদ তেলাওয়াত করবে, তখন যেন সে যথাস্থানে ওয়াক্ফ করতে পারে এবং ভুল স্থানে শ্বাস ত্যাগ করার কারণেও যেন অর্থের মাঝে কোনোরূপ পরিবর্তন সাধিত না হয়। এ ধরনের অধিকাংশ চিহ্নের প্রণেতা হলেন আবূ আব্দুল্লাহ মুহাম্মদ ইবনে তাইফুর সাজাওয়ান্দী (র.)।

https://e-ilm.weebly.com/

পবিত্র কুরআনের বিরামচিহ্নসমূহ নিম্নরূপ :

○ : বাক্যের শেষে এই চিহ্ন থাকে। এটা ওয়াকফ তাম -এর সংক্ষেপ। বিরতির চিহ্ন। একটি আয়াতের সমাপ্তি বুঝায়। কিন্তু এর উপরে অন্য কোনো চিহ্ন থাকলে সে অনুযায়ী আমল করতে হবে।

ط : এটা ওয়াকফ মুতলাকের সংক্ষিপ্তরূপ। এর উদ্দেশ্য হলো এখানে ধারাবাহিক আলোচনা বা কথার মিল সমাপ্ত হয়েছে। তাই এরূপ চিহ্নিত স্থানে বিরতি করা উত্তম।

ج : এটা ওয়াকফ জায়িজ -এর চিহ্ন। এ চিহ্নিত স্থানে থামা না থামা উভয়েরই অনুমতি আছে। তবে থামাই ভালো।

ز : ওয়াকফে মুযাওয়াযের এটা সংক্ষিপ্তরূপ। এরূপ চিহ্নিত স্থানে থামা না থামা উভয়েরই অনুমতি আছে। তবে এখানে না থামাই ভালো।

ص : এটা ওয়াকফে মুলাখখাসের চিহ্ন। এরূপ চিহ্নিত স্থানে না থেমে মিলিয়ে পড়া ভালো। তবে যেহেতু বাক্য দীর্ঘকার বা প্রলম্বিত হয়েছে সেহেতু নিঃশ্বাস রাখা সম্ভব না হলে বিরতি করা যায়।

م : এটা ওয়াক্‌ফে লাযেম -এর সংকেত। এরূপ চিহ্নিত স্থানে যদি ওযাকফ করা না হয়, তবে কোনো কোনো ক্ষেত্রে আয়াতের অর্থ বিকৃত হওয়ার আশঙ্কা থাকে। সুতরাং এ স্থানে বিরতি করা [ওয়াকফ্ করা] অতি উত্তম। কেউ কেউ একে ওয়াকফে ওয়াজিব নামেও অভিহিত করেছেন।

তবে এখানে ওয়াজিব বলতে পারিভাষিক ওয়াজিব বুঝানো হয়নি, যা না করলে গুনাহ হয়; বরং এখানে ওয়াজিব বলতে বুঝানো হয় যে, মাঝে মাঝে এই স্থানে ওয়াক্‌ফ করা অধিক উত্তম।

لا : এটা لَا تَقِفْ -এর সংক্ষেপ। অর্থ এখানে থেমো না। কিন্তু এর অর্থ এ নয় যে, এখানে ওয়াক্‌ফ করা নাজায়েজ; বরং এর অনেক স্থান এমন আছে, যেখানে ওয়াক্‌ফ করলে কোনো অসুবিধা নেই। এরূপ চিহ্নিত স্থানে যদি ওয়াক্‌ফ করতে হয় তবে উত্তম হলো একে পুনরায় মিলিয়ে পড়া। উপরোল্লিখিত বিরাম চিহ্নসমূহ সম্পর্কে বিশুদ্ধতম অভিমত হলো এর প্রবর্তনকারী হলেন আল্লামা সাজাওয়ান্দী (র.)।

سكتة : এটা সাকতার চিহ্ন। এ স্থানে পড়া ক্ষান্ত করে কিঞ্চিত থামতে হয়; কিন্তু নিঃশ্বাস ছাড়া যায় না। এটা সাধারণত এমন স্থানে আনা হয়, যেখানে মিলিয়ে পড়লে অর্থের মাঝে ভুল হওয়ার আশঙ্কা থাকে। কুরআনের ৪ স্থানে এটা আছে।

قف : এ ধরনের চিহ্নিত স্থানে সাকতার থেকে সামান্য দীর্ঘ বিরতি করতে হয়। এ ধরনের স্থানে নিঃশ্বাস ত্যাগ করা যাবে না।

ق : এটা قِيلَ عَلَيْهِ -এর সংক্ষেপ। এখানে থামার ব্যাপারে মতভেদ রয়েছে। কারো কারো মতে এরূপ চিহ্নিত স্থানে বিরতি হবে, আর অন্যান্যদের মতে বিরতি হবে না।

وقف : এর অর্থ থেমে যাও। এরূপ চিহ্নিত স্থানে থামা উচিত।

صل : এটা [قَدْ يُوْصَلُ] কাদইউসালু -এর সংক্ষেপ। এরূপ স্থানে থামা না থামা উভয়টাই সঠিক তবে থামাই ভালো।

صلى : এটা اَلْوَصْلُ اَوْلٰى -এর সংক্ষিপ্ত রূপ। অর্থাৎ মিলিয়ে পড়া উত্তম এই অর্থ প্রকাশ করে।

مع – مُعَانَقَة এটা মু'আনাকা নামে অভিহিত। আয়াতের বা শব্দের ডানে বা বামে উক্ত তিন বিন্দু অথবা مَعَ - এর চিহ্ন থাকে অথবা বলা হয় এক আয়াতের দুটো তাফসীর যেখানে সম্ভব, সেখানে এই চিহ্ন লেখা হয়েছে। এক তাফসীর অনুযায়ী এক স্থানে ওয়াক্‌ফ হবে এবং অন্য তাফসীর অনুযায়ী অন্য স্থানে ওয়াক্‌ফ হবে।

তবে এ দুয়ের মাঝে যেকোনো এক স্থানেও ওয়াক্‌ফ করতে পারে; কিন্তু যদি এক স্থানে বিরতি করে তাহলে অন্য স্থানে ওয়াকফ করা জায়েজ নেই। –[উলূমূল কুরআন, পৃ.২০০] একে مُقَابَلَة নামেও অভিহিত করা হয়।

https://e-ilm.weebly.com/

وَقْفُ النَّبِيِّ : কোনো কোনো রেওয়ায়েত মুতাবিক হযরত মুহাম্মদ ﷺ এখানে ওয়াকফ করেছিলেন।

وَقْفُ جِبْرَائِيْل : এরূপ চিহ্নিত স্থানে থামলে বরকত লাভ হয় বলে বর্ণিত আছে.

وَقْفُ غُفْرَانْ : এর চিহ্নিত স্থানে ওয়াকফ করলে গুনাহ মাফ হওয়ার আশা করা যায়।

اَلرُّبُعُ : এক চতুর্থাংশ অর্থাৎ পারার এক চতুর্থাংশ।

اَلنِّصْفُ : অর্ধাংশ অর্থাৎ পারার অর্ধাংশ।

اَلثُّلُثُ : তিন চতুর্থাংশ অর্থাৎ পারার তিন চতুর্থাংশ। –[প্রাগুক্ত : ১৯৩–২০১]

কুরআনের আয়াত ও সূরাসমূহের তারতীব ও ধারাবাহিকতা : কুরআন শরীফের শুরু হতে শেষ পর্যন্ত সকল আয়াত ও সূরা যে তারতীবে আমাদের সম্মুখে বিদ্যমান রয়েছে, মূলত সেটাই আল্লাহ তা'আলার মনোনীত একমাত্র তরতিব। হযরত জিবরাঈল (আ.)-এর মারফত রাসূল ﷺ-এর প্রতি ওহী প্রেরণ করে তিনি কুরআনের এই ধারাক্রম নির্ধারণ করে দিয়েছেন। অতঃপর হুজুর ﷺ সাহাবায়ে কেরামকেও এই তরতিবে কুরআন শিক্ষা দিয়েছেন। সুতরাং এ কথা স্পষ্ট যে, কুরআনে বর্তমান তরতিব একান্তই ওহীগত একটি বিষয়। এ বিষয়ে আল্লামা সুয়ূতী (র.) মুসলিম উম্মাহর ইজমা উল্লেখ করে লিখেন–

"কুরআনের প্রত্যেক সূরা ও আয়াতসমূহের তরতিব আল্লাহর পক্ষ থেকে রাসূল ﷺ-কে অবগত করানোর পর সুবিন্যস্ত হয়েছে। এ সম্পর্কে গোটা মুসলিম উম্মাহর মধ্যে কোনো দ্বিমত নেই। –[হাশিয়াতুল জামাল, খ. ১., পৃ. ১২]

কুরআনের প্রথম ৭টি সূরা বড়। পরিভাষায় এগুলোকে سَبْعِ طِوَالْ বলা হয়। সূরা বাকারা হতে তওবা পর্যন্ত। তার পর কম বেশি একশত আয়াত সম্বলিত বৃহৎ সূরাগুলো রয়েছে। পরিভাষায় এগুলোকে مِئِيْن [মিঈন] বলা হয়। এরূপ সূরা সূরা ইয়াসীন থেকে সূরা কাফ পর্যন্ত ২৪টি। তারপর রয়েছে শতের কম আয়াত সম্বলিত সূরাসমূহকে এসব। বলা হয় مَثَانِى [মাছানী]। এ সূরাগুলোতে ঘটনাবলি ও উপদেশসমূহের পুনরুক্তি রয়েছে, তাই এগুলোকে মাছানী বলে নামকরণ করা হয়েছে। তারপর রয়েছে ছোট সূরাগুলো। এগুলোকে বলা হয় مُفَصَّلْ মুফাসসাল। সূরা হুজুরাত থেকে শেষ পর্যন্ত সূরাগুলোকে মুফাসসাল বলে।

মুফসসাল সূরাগুলো আবার তিনভাগে বিভক্ত :

১. طِوَال مُفَصَّلْ : সূরা হুজুরাত থেকে সূরা বুরূজ পর্যন্ত সূরাগুলোকে তিওয়ালে মুফাসসাল বলা হয়। এতে মোট ৩০টি সূরা রয়েছে।

২. اَوْسَط مُفَصَّلْ : সূরা বুরুজ থেকে সূরা বায়্যিনাহ [সূরা লাম ইয়াকুন] পর্যন্ত সূরাগুলোকে আওসাতে মুফাসসাল বলা হয়। এতে মোট ১৩টি সূরা রয়েছে।

৩. قِصَار مُفَصَّلْ : সূরা বায়্যিনাহ [লাম ইয়াকুন] থেকে সূরা নাস পর্যন্ত সূরাগুলোকে কিসারে মুফাসসাল বলা হয়। এতে মোট ১৭টি সূরা রয়েছে। –[তাফসীর শাস্ত্র পরিচিতি : ই. ফা. বা]

কুরআন পাকের বিষয়বস্তু

পবিত্র কুরআন হলো মহান আল্লাহর অমিয় বাণী যা আশরাফুল মাখলুকাত ও আল্লাহর খলিফা মানব জাতিকে হেদায়েতের সরল-সঠিক পথের দিকনির্দেশনা দেওয়ার জন্য অবতীর্ণ হয়েছে। মানুষকে লক্ষ্য করেই পবিত্র কুরআনের সকল আলোচনা কেন্দ্রীভূত। তাই পবিত্র কুরআনের কেন্দ্রীয় আলোচ্য বিষয় হলো, মানুষ এবং মানুষের পার্থিব ও পরকালীন জীবন। কুরআনের বিষয়বস্তু নিম্নোক্ত পাঁচটি শ্রেণিতে বিভক্ত। যথা–

https://e-ilm.weebly.com/

(১) عِلْمُ الْمُحَاكَمَةِ **বা শরিয়তের বিধি-বিধান সম্পর্কিত জ্ঞান** : মানব জীবনের অত্যাবশ্যকীয় হুকুম-আহকাম ও বিধি-নিষেধ পবিত্র কুরআনের গুরুত্বপূর্ণ আলোচ্য বিষয়। ফরজ, ওয়াজিব, হালাল, হারাম ইত্যাদি সম্পর্কে এতে আলোচিত হয়েছে। যেমন আল্লাহ তা'আলা বলেন– وَاَقِيْمُوا الصَّلٰوةَ وَاٰتُوا الزَّكٰوةَ অর্থাৎ 'তোমরা সালাত প্রতিষ্ঠা করো এবং জাকাত আদায় করো।

(২) عِلْمُ الْمُخَاصَمَةِ **বা ভ্রান্তপন্থীদের আকিদা খণ্ডন ও তাদের সাথে বিতর্কের জ্ঞান** : সমকালীন বিশ্বে ইসলামের সাথে সাংঘর্ষিক আদর্শ যেমন– ইহুদি, খ্রিস্টান এবং কাফের, মুশরিক ও নাস্তিক্যবাদী ইত্যাদি মতবাদের সকল প্রশ্নের জবাব এতে দেওয়া হয়েছে। আল্লাহ তা'আলা কুরআন কারীমে বলেন– وَاللّٰهُ خَلَقَكُمْ وَمَا تَعْمَلُوْنَ অর্থাৎ আল্লাহ তোমাদেরকে সৃষ্টি করেছেন এবং তোমরা যা করছ সব কিছু।

(৩) عِلْمُ التَّذْكِيْرِ بِاَيَّامِ اللّٰهِ **পূর্ববর্তী জাতিসমূহের ঘটনাবলি** : পবিত্র কুরআন ইতিহাসশাস্ত্রের শ্রেষ্ঠতম নির্ভরযোগ্য গ্রন্থ। অসংখ্য ঐতিহাসিক কাহিনী এতে বর্ণনা করার মাধ্যমে নৈতিক উপদেশ প্রদান করা হয়েছে।

(৪) عِلْمُ التَّذْكِيْرِ بِاٰلَاءِ اللّٰهِ **[আল্লাহর নিয়ামতরাজি ও নিদর্শনাবলি সংক্রান্ত জ্ঞান]** পৃথিবীতে মহান আল্লাহর অসংখ্য নিয়ামত ছড়িয়ে আছে। এসব নিয়ামতরাজির উল্লেখ করে পবিত্র কুরআনে আল্লাহর কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। যেমন আল্লাহ বলেন– يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا كُلُوْا مِنْ طَيِّبٰتِ مَا رَزَقْنٰكُمْ وَاشْكُرُوْا لِلّٰهِ اِنْ كُنْتُمْ اِيَّاهُ تَعْبُدُوْنَ. অর্থাৎ, হে ঈমানদারগণ, আমি তোমাদেরকে যে সকল পাবিত্র বস্তু জীবিকারূপে দান করেছি, তা হতে ভক্ষণ কর এবং আল্লাহর কৃতজ্ঞতা প্রকাশ কর। যদি তোমরা একান্তভাবেই তাঁরই ইবাদত কর।

(৫) عِلْمُ التَّذْكِيْرِ بِمَا بَعْدَ الْمَوْتِ **[মৃত্যু পরবর্তীকালীন যাবতীয় বিষয় সম্পর্কে জ্ঞান]** মানুষের জন্য পৃথিবীর এই জীবনই শেষ নয়; বরং মৃত্যুর মাধ্যমে শুরু হবে তার প্রকৃত জীবন পরকাল বা আখেরাত। এতে আখেরাতের বিভিন্ন পর্যায়– কবর, হাশর, পুনরুত্থান, হিসাব-নিকাশ ও জান্নাত-জাহান্নাম ইত্যাদি বিষয়ের আলোচনা করা হয়েছে। যেমন– কুরআন কারীমে ইরশাদ হয়েছে– فَالْيَوْمَ لَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا وَّلَا تُجْزَوْنَ اِلَّا مَا كُنْتُمْ تَعْمَلُوْنَ অর্থাৎ, আজ (হাশরের দিন) কারো প্রতি একবিন্দু জুলুম করা হবে না। আর তোমাদেরকে তেমন প্রতিফল দেওয়া হবে, যেমন তোমরা আমল করেছিলে। وَبَشِّرِ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَعَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ اَنَّ لَهُمْ جَنّٰتٍ تَجْرِيْ مِنْ تَحْتِهَا الْاَنْهٰرُ অর্থাৎ, হে মুহাম্মদ! আপনি তাদেরকে সুসংবাদ প্রদান করুন যারা ঈমান এনেছে এবং সৎকর্ম করেছে। নিশ্চয়ই তাদের জন্য রয়েছে জান্নাত, যার তলদেশে দিয়ে ঝরনাসমূহ প্রবাহিত।

চিত্রে পবিত্র কুরআনের গুরুত্বপূর্ণ কয়েকটি বিষয়ের পরিসংখ্যান

সূরা	১১৪	যবর	৫৩২৪২
রুকূ'	৫৪০	যের	৩৯৫৮২
মদনী আয়াত	৩২১৪	পেশ	৮৮০৪
মক্কী আয়াত	৩২২১	মাদ্দ	১৭৭১
বসরী আয়াত	৬২২৫	তাশদীদ	১২৫২
শামী আয়াত	৬২২৬	নোক্তা	১৫৬৮৪
মোট শব্দ	৭৭,৪৩৯	হরফ	৩,৬৪,২১৯

https://e-ilm.weebly.com/

https://e-ilm.weebly.com/

১৬	সূরা লাইল	২১	"
১৭	সূরা কলম	৫২	"
১৮	সূরা বালাদ	২০	"
১৯	সূরা ফিল	৫	"
২০	সূরা কুরাইশ	৪	"
২১	সূরা কদর	৫	"
২২	সূরা আত্তারেক	১৭	"
২৩	সূরা আশ্শামস	১৫	"
২৪	সূরা আবাসা	৪২	"
২৫	সূরা আ'লা	১৯	"
২৬	সূরা আত্তীন	৮	"
২৭	সূরা আসর	৩	"
২৮	সূরা বুরূজ	২২	"
২৯	সূরা কারিয়া	১১	"
৩০	সূরা যিলযাল	৮	"
৩১	সূরা ইনফিতার	১৯	"
৩২	সূরা তাকভীর	২৯	"
৩৩	সূরা ইনশিকাক	২৫	"
৩৪	সূরা আদিয়াত	১১	"
৩৫	সূরা নাজি'আত	২৪	"
৩৬	সূরা মুরসালাত	৫০	"
৩৭	সূরা নাবা	৪০	"
৩৮	সূরা গাশিয়া	২৩	"
৩৯	সূরা ফাজর	৩০	"
৪০	সূরা কিয়ামা	৪০	"
৪১	সূরা মুত্বাফফিফীন	৩৬	"
৪২	সূরা আল-হা-ককা	৫২	"
৪৩	সূরা জারিয়াত	৬০	"
৪৪	সূরা তূর	৪৯	"
৪৫	সূরা ওয়াকিয়া	৯৬	"

https://e-ilm.weebly.com/

৪৬	সূরা নজম	৬২	"
৪৭	সূরা মা'আরিজ	৪৪	"
৪৮	সূরা আর রহমান	৭৮	"
৪৯	সূরা কমর	৫৫	"
৫০	সূরা সাফ্ফাত	১৮২	"
৫১	সূরা নূহ	২৮	"
৫২	সূরা দাহর	৩১	"
৫৩	সূরা দুখান	৫৯	"
৫৪	সূরা কাফ	৪৫	"
৫৫	সূরা তোয়াহা	১৩৫	"
৫৬	সূরা শুয়ারা	২২৭	"
৫৭	সূরা হিজর	৯৯	"
৫৮	সূরা মারইয়াম	৯৮	"
৫৯	সূরা ছোয়াদ	৮৮	"
৬০	সূরা ইয়াসীন	৮৯	"
৬১	সূরা যুখরুফ	৮৯	"
৬২	সূরা জিন	১৮	"
৬৩	সূরা মুলক	৩০	"
৬৪	সূরা মুমিনূন	১১৮	"
৬৫	সূরা আম্বিয়া	১১৩	"
৬৬	সূরা ফুরকান	৭৭	"
৬৭	সূরা বনী ইসরাঈল	১১১	"
৬৮	সূরা নমল	৯৩	"
৬৯	সূরা কাহফ	১১০	মদিনা শরীফ
৭০	সূরা সিজদা	৫৪	"
৭১	সূরা হামীম-আস সিজদা	৫৪	"
৭২	সূরা জাসিয়া	৩৭	"
৭৩	সূরা নাহল	১২৮	"
৭৪	সূরা রূম	৬০	"
৭৫	সূরা হূদ	১২৩	"

https://e-ilm.weebly.com/

৭৬	সূরা ইবরাহীম	৫২	"
৭৭	সূরা ইউসুফ	১১১	"
৭৮	সূরা মুমিন	৮৫	"
৭৯	সূরা কাসাস	৮৮	"
৮০	সূরা যুমার	৭৫	"
৮১	সূরা আনকাবুত	৬৯	"
৮২	সূরা লোকমান	৩৪	"
৮৩	সূরা শুরা	৫৩	"
৮৪	সূরা ইউনুস	১০৯	"
৮৫	সূরা সাবা	৫৪	"
৮৬	সূরা ফাতির	৪৫	"
৮৭	সূরা আ'রাফ	২০৬	"
৮৮	সূরা আহকাফ	৩৫	"
৮৯	সূরা আন'আম	১৬৬	"
৯০	সূরা রা'দ	৪৩	"
৯১	সূরা বাকারা	২৮৬	"
৯২	সূরা বাইয়্যিনা	৮	"
৯৩	সূরা তাগাবুন	১৮	"
৯৪	সূরা জুমা	১১	"
৯৫	সূরা আনফাল	৭৫	"
৯৬	সূরা মুহাম্মদ	৩৮	"
৯৭	সূরা আলে ইমরান	২০০	"
৯৮	সূরা সফ্	১৪	"
৯৯	সূরা হাদীদ	২৯	"
১০০	সূরা নিসা	১৭৭	"
১০১	সূরা তালাক	১২	"
১০২	সূরা হাশর	২৪	"
১০৩	সূরা আহযাব	৭৩	"
১০৪	সূরা মুনাফিকুন	১১	"

https://e-ilm.weebly.com/

১০৫	সূরা নূর	৬৪	"
১০৬	সূরা মুজাদালা	২২	"
১০৭	সূরা হজ্জ	৭৮	"
১০৮	সূরা ফাত্হ	২৯	"
১০৯	সূরা তাহরীম	১২	"
১১০	সূরা মুমতাহিনা	১৩	"
১১১	সূরা নাসর	৩	"
১১২	সূরা হুজুরাত	১৮	"
১১৩	সূরা তওবা	১২৯	"
১১৪	সূরা মায়েদা	১২০	"

মাক্কী সূরার বৈশিষ্ট্য

১১৪ সূরার মধ্যে ৮৬ টি সূরা মক্কী ২৮ টি সূরা মদনী।

১. মাক্কী সূরাগুলো অধিকাংশই সংক্ষিপ্ত হয়ে থাকে। ভাষা জোরালো ও আবেগপূর্ণ।
২. মাক্কী সূরাগুলোতে সাধারণত তাওহীদ, রিসালাত, ইবাদত, কুফর, শিরক, আখেরাত, বেহেশ্ত, দোজখ, সৃষ্টি কৌশল এবং পূর্ববর্তী নবী রাসূলগণের বর্ণনা রয়েছে।
৩. যে সকল সূরায় كَلَّا শব্দ ব্যবহৃত হয়েছে, সেগুলো মক্কী।
৪. (হানাফী মাযহাব মতে) যে সকল সূরায় সেজদার আয়াত এসেছে সেগুলো মক্কী।
৫. সূরা বাকারা ব্যতীত যে সকল সূরায় হযরত আদম (আ.) ও ইবলীসের ঘটনা বর্ণিত হয়েছে সেগুলো মক্কী।
৬. মক্কী সূরাগুলোতে সাধারণত يَاَيُّهَا النَّاسُ দ্বারা সম্বোধন হয়েছে।
৭. মক্কী সূরাগুলোর বর্ণনারীতি সাধারণত অত্যন্ত অলঙ্কার বহুল এবং এগুলোতে উপমা-উৎপেক্ষা অত্যন্ত বর্ণাঢ্য ভঙ্গিতে উপস্থাপন করা হয়েছে। অধিকন্তু এ সকল সূরায় অত্যন্ত সমৃদ্ধ শব্দ সম্ভারের সমাবেশ ঘটানো হয়েছে।

মদনী সূরার বৈশিষ্ট্য

১. যে সকল সূরাতে ইসলামি শরিয়তের হুকুম-আহকাম বিস্তারিত আলোচিত হয়েছে সেগুলো মদনী সূরা।
২. মদনী সূরাগুলো সাধারণত দীর্ঘ ও ভাবগম্ভীর।
৩. মদনী সূরা সালাত, জাকাত, হজ, হিবা, উশর ইত্যাদি সম্পর্কে বর্ণিত হয়েছে।
৪. মদনী সূরাগুলো অধিক ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণমূলক।
৫. এ সূরাগুলোতে ব্যক্তিগত, সামাজিক, জাতীয়, রাষ্ট্রীয়, আন্তর্জাতিক, অর্থনৈতিক, যুদ্ধ, সন্ধি ইত্যাদি বিষয় আলোচিত হয়েছে।
৬. সূরা 'আনকাবূত' ব্যতীত যে সকল সূরায় মুনাফিকদের আলোচনা বিদ্যমান সেগুলো মদনী।
৭. মদনী সূরাসমূহে আহলে কিতাব এবং জিম্মিদের সাথে আচরণ ও সন্ধির বিধান বর্ণিত হয়েছে।
৮. জিহাদ, গনিমত, ফাই, জিযিয়া ইত্যাদি সম্পর্কে যে সূরায় আলোচিত হয়েছে তা মদনী।

পবিত্র কুরআনের বৈশিষ্ট্য

১. পবিত্র কুরআনই একমাত্র গ্রন্থ, যা সুস্পষ্ট ভাষায় ঘোষণা করে আমি আল্লাহ পাকের কালাম, আল্লাহ পাকের পক্ষ থেকে অবতীর্ণ।

https://e-ilm.weebly.com/

২. পবিত্র কুরআন সে গ্রন্থ, যা বিশ্ববাসীর সম্মুখে এমন এক ব্যক্তি নিয়ে এসেছেন, যিনি সর্বকালের শ্রেষ্ঠতম মানুষ, সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ ব্যক্তিত্বের অধিকারী, সর্বাধিক সম্মানিত, যাঁর জীবনের প্রতিটি মুহূর্ত পবিত্র এবং সকলের নিকট সুস্পষ্ট, যাঁর প্রশংসায় সকলেই পঞ্চমুখ।

৩. পবিত্র কুরআনই সে গ্রন্থ, যা গোমরাহীর ঘন অন্ধকারে আচ্ছন্ন বিশ্বমানবের ইতিহাসে এক অভূতপূর্ব ইনকিলাব এনেছে, মূর্খতার বদলে জ্ঞান এবং জুলুম অত্যাচারের স্থলে সুবিচার কায়েম করার মহান শিক্ষা পেশ করেছে।

৪. পবিত্র কুরআনই সে গ্রন্থ, যা সকল সৎকাজের নির্দেশ দেয় এবং যাবতীয় মন্দ কাজের উপর নিষেধাজ্ঞা আরোপ করে।

৫. পবিত্র কুরআনই সে গ্রন্থ, যা বিগত চৌদ্দশ' বছর ধরে বিশ্ববাসীকে তার মোকাবিলার জন্য চ্যালেঞ্জ দিয়ে আসছে। কিন্তু কুরআনের একটি ক্ষুদ্র সূরার মোকাবিলা করতেও বিশ্ববাসী সক্ষম হয়নি।

৬. পবিত্র কুরআনই একমাত্র গ্রন্থ, যা ভাষার অলংকারে, ভাবের উচ্ছ্বাসে, শব্দ চয়নে, এককথায় সব ব্যাপারেই অনন্য-সাধারণ, অদ্বিতীয়, যার কোনো দৃষ্টান্ত খুঁজেও পাওয়া যায় না।

৭. পবিত্র কুরআন একমাত্র কিতাব, যা বিগত চৌদ্দশ' বছর ধরে সম্পূর্ণ সংরক্ষিত, যুগের আবর্তন-বিবর্তন তাতে কোনো প্রকার পরিবর্তন করতে পারেনি, এমনকি একটি যের যবরেরও পরিবর্তন হয়নি।

৮. পবিত্র কুরআন এমনি এক গ্রন্থ, যার পূর্ণ ইতিহাস সম্পূর্ণ সংরক্ষিত।

৯. পবিত্র কুরআন এমনি একটি গ্রন্থ, যা সর্বদা এবং সর্বত্র পাঠ করা হয়, সারা পৃথিবীতে সর্বাধিক লোক পাঠ করে থাকে।

১০. পবিত্র কুরআন এমনি একটি গ্রন্থ, যা লক্ষ লক্ষ মানুষ সকল যুগে মুখস্থ করে রাখে, এতদ্ব্যতীত আর কোনো গ্রন্থ এভাবে হেফজ করা হয় না।

১১. পবিত্র কুরআন এমনি একটি গ্রন্থ যার অনুবাদ, ব্যাখ্যা বা তাফসির পৃথিবীর প্রায় সকল বিখ্যাত ভাষায় করা হয়েছে।

১২. পবিত্র কুরআন এমনি একটি গ্রন্থ, যা বারে বারে পাঠ করলেও কোনো দিন পুরাতন মনে হয় না।

১৩. পবিত্র কুরআন এমনি একটি গ্রন্থ, যার তাফসীরে সকল যুগের ওলামায়ে কেরাম আজীবন সাধনা করেছেন।

১৪. পবিত্র কুরআন এমনি একটি গ্রন্থ, যার মধ্যে গবেষণা করে তত্ত্বজ্ঞানী আলেমগণ লক্ষ লক্ষ মাসআলা প্রমাণ করেছেন। শুধু আমাদের ইমাম আবূ হানীফা (র.) পবিত্র কুরআন থেকে ১৩ লক্ষ মাসআলা বের করেছেন। একবার ইমাম শাফেয়ী (র.) তাঁর শিষ্য ইমাম আহমদ (র.)-এর মেহমান ছিলেন, তাঁর শয়নকক্ষে তাহাজ্জুদের নামাজের অজুর জন্য পানি রাখা হয়েছিল, ফজরের নামাজের সময় দেখা গেল যথাস্থানে অজুর পানি রয়েছে। ইমাম শাফেয়ী (র.) তাহাজ্জুদের নামাজ পড়েন না, এ কথা সম্পূর্ণ অচিন্তনীয়। ইমাম আহমদ (র.) তাঁর উস্তাদের মেজাজ পুরসী করে জিজ্ঞাসা করলেন, 'হুজুর রাতে কি আপনার শরীর খারাপ হয়েছিল? তিনি বললেন, "না, তবে শয়নকালে পবিত্র কুরআনের একখানি আয়াত মনে হয়েছিল, তা বারবার পাঠ করছিলাম এবং আয়াতের মর্মার্থ সম্পর্কে চিন্তা করছিলাম। এরই মধ্যে ফজেরর আজান শ্রবণ করলাম, অবশ্য এ আয়াত দ্বারা আল্লাহ পাক একশত একটি মাসআলা প্রমাণ করার তৌফিক দান করেছেন।" মূলতঃ এটি শুধু আল্লাহ পাকের কালামেরই বৈশিষ্ট্য।

১৫. পবিত্র কুরআন এমনি একটি গ্রন্থ, যার বিধি-নিষেধের উপর সর্বদা সর্বত্র আমল করা হয় এবং কিয়ামত পর্যন্ত আমল করা হবে।

১৬. পবিত্র কুরআন এমনি একটি গ্রন্থ, যার হেফাজতের দায়িত্ব আল্লাহ পাক স্বয়ং গ্রহণ করেছেন।

১৭. পবিত্র কুরআন এমনি একটি গ্রন্থ, যার মহান শিক্ষা মানুষের স্বভাব মোতাবেক এবং যুক্তিপূর্ণ, বাস্তবের অগ্নিপরীক্ষায় শতবার পরীক্ষিত।

১৮. পবিত্র কুরআন এমনি একটি গ্রন্থ, যা দ্বারা একজন মহাজ্ঞানী ব্যক্তি এবং একজন সাধারণ মানুষ উভয়ই উপকৃত হতে পারেন।

https://e-ilm.weebly.com/

১৯. পবিত্র কুরআন এমনি একটি গ্রন্থ, যাতে রয়েছে দেওয়ানী ও ফৌজদারী আইন, ব্যবসা-বাণিজ্যের নিয়ম-কানুন তথা অর্থনৈতিক যাবতীয় সমস্যার সমাধান, সমাজ জীনের দায়িত্ব ও অধিকার, ইবাদত-বন্দেগী, আচার-ব্যবহার, আকিদা-বিশ্বাস এক কথায় মানব জীবনের সকল সমস্যার সমাধান, সকল প্রশ্নের উত্তর পবিত্র কুরআনে রয়েছে। ব্যক্তিগত, সামাজিক এবং রাষ্ট্রীয় জীবনের সকল নিয়ম-কানুন এক কথায় মানব জীবনের চরম সাফল্য এবং চিরশান্তি লাভের পথ-নির্দেশ করেছে পবিত্র কুরআন।

২০. পবিত্র কুরআনই সে গ্রন্থ, যা নারী সমাজে অধিকার অক্ষুণ্ন রাখার এবং মর্যাদা প্রতিষ্ঠা করার তাগিদ করেছে

২১. পবিত্র কুরআনই সে গ্রন্থ, যা ক্রীতদাসের মুক্তি লাভের পথ-নির্দেশ করেছে।

২২. পবিত্র কুরআন এমনি একটি গ্রন্থ, যার প্রশংসায় অন্য ধর্মাবলম্বী লোকেরাও পঞ্চমুখ।

২৩. পবিত্র কুরআন এমনি একটি গ্রন্থ, যা রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থায় পরস্পরের পরামর্শের বিধান কায়েম করেছে।

২৪. পবিত্র কুরআন এমনি একটি গ্রন্থ, যার বৈশিষ্ট্য এবং সৌন্দর্য বর্ণনাতীত এমনকি কল্পনাতীত, এর সবই অলৌকিক, সবই বিস্ময়কর, সবই অনুকরণীয়, অনুসরণীয়। –[তাফসীরে নূরুল কুরআন– পৃ. ৮৭-৮৯]

কুরআন সম্পর্কীয় কতিপয় সন ও তারিখ

১. হিজরি ১০ সনে আরজায়ে আখির অর্থাৎ শেষ শুনানী অনুষ্ঠিত হয়; যাতে সূরার ধারাবাহিকতা আয়াত বিন্যাস এবং লুগাতে কুরাইশ নির্ধারণের কাজ সুস্পষ্টভাবে সুসম্পন্ন করা হয়।

২. হিজরি ১০ সনে সফর মাসে কুরআন অবতরণ সমাপ্ত করা হয়।

৩. হিজরি ১২ সনে সিদ্দিকী যোগে সর্বসুধিজন স্বীকৃত পূর্ণ কপি প্রস্তুত হয়।

৪. হিজরি ১৫ সনে ফারুকী আমলে তারাবীর নামাজে বিরাট জামাতে পূর্ণ কুরআন খতমের সুন্নতের প্রচলন হয়।

৫. হিজরি ২০ সনের উসমানী যুগে সর্ব সম্মতিক্রমে ৬ষ্ঠ লুগাত রহিত এবং কুরাইশী লুগাত বহাল রাখা হয় এবং ঐ বৎসরেই কুরাইশী লুগাতে কুরআনের আসমানি অনুলিপি প্রস্তুত হয়।

৬. হিজরি ৭৫ সনে সহজে বুঝার জন্য পুরা কুরআনে কারীমকে ৩০ পারা এবং প্রত্যেক পারা ثلث، نصف ربع অংশের চিহ্নিত করা হয়।

৭. হিজরি ৭৫ সনে তৎকালীন ইরাকী শাসনকর্তা হাজ্জাজ বিন ইউসুফ আজমী বা অনারবী মুসলমানদেরকে পড়ার সুবিধার্থে কয়েকজন বুযুর্গের সাহায্যে কুরআনে কারীমের মধ্যে হরকত এবং নুকতার ব্যবস্থ করেন।

পৃথিবীর বিভিন্ন ভাষায় কুরআনের তরজমা

কুরআন একমাত্র গ্রন্থ, যা বহু ভাষায় তরজমা করা হয়। এতেই কুরআনের জনপ্রিয়তা উপলব্ধি করা যায়। সর্ব প্রথম ১১৪৬ সালে লেটিন, ভাষায় কুরআনের তরজমা করা হয় তার পরবর্তীতে জার্মান, গ্রীক, পেলিস, ইটালিয়া, ইস্পেলিস, বেনজারী, ফ্রোজো, পরতুগিজ, সার্ভিয়া, হলাণ্ড, ইন্দোচীন, ডেনমার্ক, রোমানিস, আর্মেনিয়, অস্ট্রেলিয়া, বুলগেরিয়, জাপানী, বহেলী, চীনা, সুইডিস, আফগানী, পাবী, তামীল, সিন্দি, গুজরাটী, জাভা, পস্তু, তুর্কি, হিন্দী, বার্মিজ, তেলেগু, মারহাটি, পূর্ব আফ্রিকা, উর্দু, বাংলা ও ইংরেজি ইত্যাদি ভাষায় কুরআনের অনুবাদ করা হয়।

কুরআনে উল্লিখিত কতিপয় নবীর নাম

১. হযরত আদম (আ.) ২. হযরত নূহ (আ.) ৩.হযরত ইদরীস (আ.) ৪. হযরত হূদ (আ.) ৫. হযরত সালেহ (আ.) ৬. হযরত ইবরাহীম (আ.) ৭. হযরত ইসমাঈল (আ.) ৮. হযরত ইসহাক (আ.) ৯. হযরত লূত (আ.) ১০. হযরত ইয়াকূব (আ.) ১১. হযরত ইউসুফ (আ.) ১২. হযরত মূসা (আ.) ১৩. হযরত হারূন (আ.) ১৪. হযরত শুআইব ১৫. হযরত ইউনুস (আ.) ১৬. হযরত ইলিয়াস (আ.) ১৭. হযরত আলইয়াসা (আ.) ১৮. হযরত যুলকিফল (আ.) ১৯. হযরত দাউদ (আ.) ২০. হযরত সুলাইমান (আ.) ২১. হযরত আইউব (আ.) ২২. হযরত ইয়াহইয়াহ (আ.) ২৩. হযরত জাকারিয়া (আ.) ২৪. হযরত উযাইর (আ.) ২৫. হযরত ঈসা (আ.) ২৬ হযরত মুহাম্মদ ﷺ। কুরআনে সবচেয়ে বেশি উচ্চারিত হয়েছে হযরত মূসা (আ.)-এর নাম, তার নাম কুরআনের মধ্যে ১৩৫ বার এসেছে আর মুহাম্মদ (সা.) শব্দটি ৪ বার এসেছে আর আহমদ শব্দটি ১ বার এসেছে।

https://e-ilm.weebly.com/

أَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيْمِ

অনুবাদ : 'আমি আল্লাহ তা'আলার নিকট অভিশপ্ত শয়তান হতে আশ্রয় প্রার্থনা করছি।'

শাব্দিক অনুবাদ : أَعُوْذُ আমি আশ্রয় প্রার্থনা করছি بِاللّٰهِ আল্লাহ তা'আলার নিকট مِنَ হতে الشَّيْطَانِ। শয়তান الرَّجِيْمِ। অভিশপ্ত।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

শানে নুযূল : হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা.) রাসূলুল্লাহ ﷺ হতে বর্ণনা করেন, হযরত জিবরাঈল (আ.) যখন রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর নিকট ওহী নিয়ে আসেন, তখন তিনি রাসূল ﷺ-কে বলেন, আপনি পাঠ করুন– أَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيْمِ অতঃপর বিস্‌মিল্লাহ্ পড়তে বলেন।

তখন রাসূল ﷺ প্রথমে আ'উযুবিল্লাহ ও পরে বিস্‌মিল্লাহ পাঠ করেন। অতঃপর اِقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّكَ الخ অবতীর্ণ হয়।

تَعَوُّذُ -এর নামকরণ : تَعَوُّذُ অর্থাৎ আ'উযুবিল্লাহ বাক্যটি কুরআন পকের অংশ নয়; বরং এটি একটি কুরআন পাকের নির্দেশিত বাণী। تَعَوُّذُ পাঠের দ্বারা অভিশপ্ত ও বিতাড়িত শয়তানের অনিষ্ট, ক্ষতি ও প্ররোচনা হতে সর্বশক্তিমান আল্লাহ তা'আলার নিকট আশ্রয় প্রার্থনা করা হয়। তাই এ পবিত্র বাক্যটি تَعَوُّذُ অর্থাৎ, আশ্রয় প্রার্থনা বাক্য নামে অভিহিত।

تَعَوُّذُ পাঠের নিয়ম : পবিত্র কুরআনে ইরশাদ হয়েছে, فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْاٰنَ فَاسْتَعِذْ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطٰنِ الرَّجِيْمِ যখন কুরআন পাঠ করো, তখন শয়তানের প্রতারণা হতে আল্লাহ তা'আলার নিকট আশ্রয় চাও। দ্বিতীয়ত কুরআন পাঠের প্রাক্কালে أَعُوْذُ بِاللّٰهِ পাঠ করা সুন্নত। এ পাঠ চাই নামাজের মাধ্যেই হোক বা নামাজের বাইরেই হোক। কুরআন তেলাওয়াত ব্যতীত অন্যান্য কাজে শুধু বিস্‌মিল্লাহ পাঠ করা সুন্নত, আ'উযুবিল্লাহ নয়। যখন কুরআন তেলাওয়াত আরম্ভ করা হয়, তখন আ'উযুবিল্লাহ ও বিস্‌মিল্লাহ উভয়টিই পাঠ করা সুন্নত। তেলাওয়াতকালে একটি সূরা শেষ করে অন্য সূরা আরম্ভ করতে (সূরা তাওবা ব্যতীত) শুধু বিস্‌মিল্লাহ পাঠ করতে হয়। তেলাওয়াতকালে সূরা তাওবা মাঝখানে আসলে তখন বিস্‌মিল্লাহ পড়া নিষেধ। কিন্তু প্রথম তেলাওয়াতই যদি সূরা তওবা দ্বারা আরম্ভ করতে হয়, তাহলে আ'উযুবিল্লাহ ও বিস্‌মিল্লাহ উভয়টি পাঠ করতে হবে। তেলাওয়াতের মাঝখানে যদি কোনো কারণবশত বিরতি দিতে হয়, তাহলে পুনঃ আরম্ভ করতে হলে 'আউযুবিল্লাহ পাঠ করা জরুরি।

اَللّٰهُ শব্দের বিশ্লেষণ : اَللّٰهُ শব্দটি মহান আল্লাহর জাতিবাচক নাম এবং ইসমে আযম। এ পবিত্রতম নামটি বচনগত পার্থক্য থেকে মুক্ত। জগতের কোনো ভাষায়, শব্দে অথবা প্রতিশব্দে এর অনুবাদও হতে পারে না। اَللّٰهُ। বলতে অনাদি, অনন্ত, অদ্বিতীয় সর্বশক্তিমান সৃষ্টিকর্তাকেই বুঝায়। যিনি সমস্ত সৃষ্টির স্রষ্টা ও পালনকর্তা। এ নামে অন্য কোনো কিছুকে আখ্যা দেওয়া হয়নি এবং হবেও না।

আবার কোনো কোনো তাফসীরকারকদের মতে اَللّٰهُ শব্দটি اَلْإِلٰهُ শব্দ হতে নিষ্পন্ন হয়েছে। এটি একটি গুণবাচক শব্দ। ইসলামের পূর্বে এ শব্দ দ্বারা প্রকৃত ও কল্পিত উভয়বিধ উপাস্যকে বুঝানো হতো। পরে শরিয়তে اَللّٰهُ। শব্দটিকে প্রকৃত ও একক উপাস্য বিশ্ব স্রষ্টার জন্যই নির্ধারিত করা হয়েছে। পরবর্তীতে ইসমে জাত হিসাবে পরিগণিত হয়েছে। তবে প্রথমোক্ত মতই নির্ভরশীল ও গ্রহণীয়।

https://e-ilm.weebly.com/

اَلشَّيْطَانِ **শব্দের বিশ্লেষণ :** شَيْطَانٌ শব্দটি شَطَنٌ বা شَيْطٌ মূলধাতু হতে নিষ্পন্ন। এর অর্থ হচ্ছে দূরীভূত, বিতাড়িত ও পথভ্রষ্ট। এ জন্য সরল, সঠিক পথ হতে বিচ্ছিন্নকারী প্রত্যেক জীবকে 'শয়তান' বলে আখ্যা দেওয়া হয়।

رَجِيْمِ **শব্দের বিশ্লেষণ :** رَجِيْم শব্দটি رَجْمٌ ধাতু হতে নির্গত। এর অর্থ হচ্ছে অভিশপ্ত, দূরীভূত, বিতাড়িত। যেহেতু শয়তান আল্লাহর আদেশ অমান্য করে অভিশপ্ত হয়ে জান্নাত হতে ফেরেশতাদের দ্বারা নক্ষত্রের ঢিলে বিতাড়িত হয়েছিল তাই তাকে اَلشَّيْطَانِ الرَّجِيْمِ বা বিতাড়িত শয়তান নামে আখ্যায়িত করা হয়।

শব্দ বিশ্লেষণ

اَعُوْذُ : সীগাহ واحد متكلم বহছ اِثْبَات فِعْل مُضَارِعْ مَعْرُوْف বাব نَصَرَ মাসদার اَلْعَوْذُ শব্দমূল (ع - و - ذ) জিনসে اجوف واوى অর্থ– আমি আশ্রয় প্রার্থনা করছি।

رَجِيْمٌ : এ শব্দটি فَعِيْلٌ এর ওজনে اِسْم فَاعِل مُبَالَغَة -এর সীগাহ। অর্থ– অত্যধিক অভিশপ্ত।

বাক্য বিশ্লেষণ

اَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطٰنِ الرَّجِيْمِ : اَعُوْذُ ফে'ল, এতে اَنَا যমীর ফায়েল, بَاء শব্দটি হরফে জার, اللّٰهِ শব্দটি মাজরূর/ জার ও মাজরূর মিলে মুতা'আল্লিক। مِنَ হরফে জার الشَّيْطَانِ মাওসূফ, الرَّجِيْمِ সিফাত; মাওসূফ ও সিফাত মিলে মাজরূর। জার ও মাজরূর মিলে দ্বিতীয় মুতা'আল্লিক। ফে'ল, ফায়েল ও উভয় মুতা'আল্লিক মিলে জুমলায়ে ফে'লিয়াহ গঠিত হয়েছে।

https://e-ilm.weebly.com/

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

সরল অনুবাদ : পরম করুণাময়, অতি দয়ালু আল্লাহর নামে শুরু করছি।

শাব্দিক অনুবাদ : بِسْمِ اللّٰهِ আল্লাহর নামে (শুরু করছি) الرَّحْمٰنِ (যিনি) পরম করুণাময় الرَّحِيْمِ অতি দয়ালু।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ **-এর বিশ্লেষণ :** সকল মুসলমান এতে একমত যে, এ আয়াতটি কুরআনে কারীমের সূরা নামল-এর একটি আয়াতের অংশ। আর এতেও একমত যে, সূরা তাওবা ব্যতীত সকল সূরার প্রথমে بِسْمِ اللّٰهِ লেখা হয়। এটি কি সূরা ফাতিহার অংশ না সকল সূরারই অংশ তা নিয়ে ইমামগণ বিভিন্ন মত পোষণ করেন। ইমাম আবূ হানীফা (র.) বলেন, بِسْمِ اللّٰهِ সূরা নামল ব্যতীত অন্য কোনো সূরার অংশ নয়। তবে এমন একটি স্বয়ংসম্পূর্ণ আয়াত, যা প্রত্যেক সূরার প্রথমে লিখা হয়েছে (সূরা তাওবা ব্যতীত) এবং দু'টি সূরার মধ্যে পার্থক্য করার জন্য অবতীর্ণ হয়েছে।

এ আয়াতকে تَسْمِيَة বলা হয়। এর মর্মার্থ আল্লাহর নাম উচ্চারণ করা। যেহেতু কোনো কাজের শুরুতে আল্লাহ তা'আলার নাম উচ্চারণের উদ্দেশ্যে এটি পঠিত হয় তাই একে তাসমিয়া বলা হয়।

এ কল্যাণময় বাক্যে আল্লাহ তা'আলার তিনটি মহিমান্বিত নামের সমাবেশ ঘটেছে, আর তা হচ্ছে আল্লাহ্, রাহমান ও রাহীম। এ আয়াতটির মধ্যে একটি ক্রিয়াপদ উহ্য রয়েছে। ক্রিয়া পদটি উহ্য থাকার তাৎপর্য হচ্ছে যে, মুসলমানের যাবতীয় শুভ কাজের সূচনা এ কল্যাণময় বাক্য দ্বারা করবে।

بِسْمِ اللّٰهِ **এর ব্যাখ্যা :** ভাষার নিয়ম অনুযায়ী بِسْمِ اللّٰهِ-এর بَاء বর্ণটি আল্লাহর নামের পূর্বে اِسْم শব্দের শুরুতে ব্যবহৃত হয়েছে। এ ব্যাপারে মাসহাফে উসমানীতে সাহাবীগণের সম্মিলিত অভিমত উদ্ধৃত করে মন্তব্য করা হয়েছে যে, بَاء বর্ণটি আলিফের সঙ্গে মিলিয়ে এবং اِسْم শব্দটি পৃথকভাবে লেখা উচিত ছিল। এমতাবস্থায় শব্দের রূপ হতো بِاسْمِ اللّٰهِ কিন্তু মাসহাফে উসমানীর লিখন পদ্ধতিতে 'হামযাহ; বর্ণটি উহ্য রেখে بَاء বর্ণটিকে سِيْن-এর সাথে যুক্ত করে লিখে بَاء কে اِسْم-এর অংশ করে দেওয়া হয়েছে। যাতে অর্থ হয় আল্লাহর নামে আরম্ভ। একই কারণে অন্যত্র الف-কে উহ্য রাখা হয়নি, যেমন– اِقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّكَ الَّذِيْ خَلَقَ এতে الف-কে- بَاء-এর সাথে লিখা হয়েছে। মোটকথা, বিস্‌মিল্লাহর বেলায় বিশেষ এক পদ্ধতি অনুসরণ করেই بَاء বর্ণকে اِسْم-এর সঙ্গে মিলিত করে লিখার নিয়ম নির্ধারণ করা হয়েছে।

الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ **শব্দদ্বয়ের বিশ্লেষণ :** رَحْمٰن শব্দটি فَعْلَانٌ-এর ওযনে এবং رَحِيْم শব্দটি فَعِيْل-এর ওযনে رَحْمٌ মাসদার হতে নির্গত। رَحْمٰن-এর অর্থে এমন আধিক্য বিদ্যমান, যা رَحِيْم শব্দে নেই।

ইবনুল হিসারসহ অনেক ভাষাবিদের মতে الرَّحْمٰنِ শব্দটি اَلرَّحْمَةُ হতে নিষ্পন্ন। অর্থাৎ এমন দয়াপরায়ণ সত্তা যার দয়ার কোনো তুলনা নেই।

https://e-ilm.weebly.com/

رَحْمٰن ও رَحِيْم উভয়টি মহান আল্লাহর গুণবাচক নাম। রাহমান অর্থ– সাধারণ ও ব্যাপক রহমতের অধিকারী এবং রাহীম অর্থ– পরিপূর্ণ ও বিশেষ রহমতের অধিকারী। رَحْمٰن শব্দটি আল্লাহ তা'আলার 'যাতের' সাথে নির্দিষ্ট, তাই কোনো সৃষ্টিকে রাহমান বলা যায় না। কারণ, আল্লাহ ছাড়া এমন কোনো সত্তা নেই, যার রহমত বা দয়া সমগ্র বিশ্বচরাচরে সমভাবে বিস্তৃত হতে পারে। তাই আল্লাহ শব্দের ন্যায় রাহমান শব্দেরও বচনভেদ হয় না। কেননা শব্দটি একক সত্তার সাথে সম্পৃক্ত। –[কুরতুবী]

اَلرَّحْمٰن ও اَلرَّحِيْم শব্দদ্বয়ের তুলনামূলক বিশ্লেষণ তিনভাবে হতে পারে। যথা–

১. اَلرَّحْمٰن ও اَلرَّحِيْم উভয় শব্দই পৃথিবীর ক্ষেত্রে প্রযোজ্য। অর্থাৎ আল্লাহ এই পৃথিবীতে মুসলিম, কাফের, মুশরিক, ইহুদি, খ্রিস্টান নির্বিশেষে সকল মানুষের উপর তাঁর দয়া বর্ষণ করেন, সে হিসেবে তিনি اَلرَّحْمٰن আবার এ পৃথিবীতে তিনি মুসলমানদের উপর বিশেষ রহমত বর্ষণ করেন, তাই তিনি রাহীম।

২. اَلرَّحْمٰن দ্বারা মহান আল্লাহ যে ইহ ও পরজগতে রহমত বর্ষণকারী তা বুঝানো হয়েছে। পক্ষান্তরে اَلرَّحِيْم দ্বারা তিনি যে বিশ্বাসী মুসলমানদের প্রতি পরকালীন রহমত বর্ষণকারী সে দিকে ইঙ্গিত করা হয়েছে।

৩. اَلرَّحْمٰن দ্বারা শুধু পরকালীন রহমত এবং اَلرَّحِيْم দ্বারা ইহকালীন রহমতকে বুঝানো হয়েছে। এ অর্থ অনুযায়ী اَلرَّحْمٰن শব্দের অর্থে আধিক্য বিদ্যমান। কারণ পরকালীন নিয়ামতের তুলনায় ইহকালীন নিয়ামত অতি তুচ্ছ। –[কাশশাফ]

اَلرَّحْمٰن কে اَلرَّحِيْم -এর পূর্বে নেওয়ার কারণ : اَلرَّحْمٰن ও اَلرَّحِيْم উভয় শব্দই আধিক্যের অর্থপ্রকাশক এবং স্থায়ী গুণবাচক শব্দ। اَلرَّحْمٰن কে اَلرَّحِيْم -এর পূর্বে আনার কারণ হলো–

(ক) اَلرَّحْمٰن দ্বারা মহান আল্লাহ যে, এ পৃথিবীতে মু'মিন, কাফের নির্বিশেষে সকল সৃষ্টজীবের প্রতি রহমত বর্ষণকারী তা বুঝানো হয়েছে। আর اَلرَّحِيْم দ্বারা তিনি যে পরকালে মু'মিনদের প্রতি দয়াপরবশ হবেন তার প্রতি ইঙ্গিত করা হয়েছে। সুতরাং পৃথিবীর নিয়ামত ও রহমত আখেরাতের পূর্বে বিধায় اَلرَّحْمٰن -কে পূর্বে আনা হয়েছে।

(খ) اللّٰه শব্দটি যেমন মহান সত্তা ব্যতীত অন্য কারো ক্ষেত্রে ব্যবহৃত হয় না তেমনি اَلرَّحْمٰن শব্দটিও অন্য কারো ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হয় না। এ দিক দিয়ে শব্দ দু'টির মাঝে মিল রয়েছে। তাই এ শব্দ দু'টিকে পাশাপাশি উল্লেখপূর্বক اَلرَّحِيْم -কে পরে নেওয়া হয়েছে।

প্রত্যেক বৈধ কাজে বিসমিল্লাহ বলার রহস্য

জাহিলিযুগে লোকদের অভ্যাস ছিল, তারা তাদের প্রত্যেক কাজ উপাস্য দেব-দেবীর নামে শুরু করতো। এ প্রথা রহিত করার জন্য হযরত জিবরাঈল (আ.) পবিত্র কুরআনের সর্বপ্রথম যে বাণী নিয়ে এসেছেন তাতে ইরশাদ হয়েছে– اِقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّكَ অর্থাৎ, পাঠ করুন আপনার প্রতিপালকের নামে। অতঃপর বিসমিল্লাহ অবতীর্ণ হওয়ার পর ইসলামে সর্বকালের জন্য বিসমিল্লাহ বলে যাবতীয় বৈধ কাজ শুরু করার নিয়ম প্রবর্তিত হয়েছে।

https://e-ilm.weebly.com/

মুসলিম ব্যক্তি তার প্রতিটি কাজ 'বিসমিল্লাহ' বলে শুরু করার মাধ্যমে আল্লাহমুখী হয়ে উঠে। বারবার আল্লাহর নামে কাজ শুরু করার মাধ্যমে সে প্রতি মুহূর্তেই আনুগত্যের স্বীকারোক্তির নবায়ন করে যে, আমার অস্তিত্ব ও আমার যাবতীয় কাজ-কর্ম এক আল্লাহর ইচ্ছা ও সাহায্য ব্যতীত সম্পাদিত হতে পারে না। এ নিয়তের ফলে তার উঠা-বসা, চলা-ফেরা, লেখা-পড়া, খাওয়া-দাওয়া ও চাকরি-ব্যবসাসহ পার্থিব জীবনের সকল কাজ-কর্ম ইবাদতে পরিণত হয়ে যায়।

বিসমিল্লাহ বলে কাজ শুরু করতে যেমন সময়ের কোনো অপচয় ঘটে না তেমনি কষ্টও হয় না; বরং এতে তার প্রতিটি কাজ দীনের কাজে রূপান্তরিত হয় এবং সে উন্নত ও শ্রেষ্ঠ মর্যাদা লাভে সক্ষম হয়।

বিসমিল্লাহর ফজিলত

হাদীস শরীফে এসেছে– যেসব ভালোকাজ বিসমিল্লাহ দ্বারা আরম্ভ করা হয়নি তা লেজকাটা অর্থাৎ অপূর্ণাঙ্গ থেকে যায়। রাসূল ﷺ আরো বলেছেন– যে কাজ বিসমিল্লাহ ব্যতীত শুরু করা হয়, তাতে কোনো বরকত থাকে না। তাফসীরকারগণ বলেন, বিসমিল্লাহর মধ্যে ১৯ টি হরফ রয়েছে, জাহান্নামের ফেরেশ্‌তাও উনিশ জন। যে ব্যক্তি বিসমিল্লাহ পড়বে, তার জন্য এর বরকতে এক এক ফেরেশতা দূরে সরে যাবে। যদি মা-বাবা কবরে আজাবে নিপতিত থাকে আর সন্তান মক্তবে বিসমিল্লাহ পড়ে, তখন মা-বাবার আজাব হালকা হয়ে যায়। বিসমিল্লাহ ছাড়া জবাইকৃত পশু ভক্ষণ করা হালাল হয় না।

বিসমিল্লাহ পাঠের বিধান : বিসমিল্লাহ যেহেতু কুরআন কারীমের একটি পূর্ণাঙ্গ আয়াত, তাই এর বিধান পবিত্র কুরআনের অনুরূপ। অন্যান্য আয়াতের মতো এ আয়াতটিরও সম্মান করা ওয়াজিব। অজু ছাড়া এটি স্পর্শ করা জায়েজ নয়। গোসল ফরজ হয় এরূপ অপবিত্র অবস্থায় তেলাওয়াতরূপে পাঠ করাও নাজায়েজ। তবে কোনো কাজ শুরু করার পূর্বে দোয়া রূপে পাঠ করা সর্বাবস্থায় জায়েজ ও ছওয়াবের কাজ।

বাক্য-বিশ্লেষণ

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ : بَاء হরফে জার, اِسْمِ টি মুযাফ, اللّٰهِ মাওসূফ, الرَّحْمٰنِ এবং الرَّحِيْمِ উভয়টি সিফাত, মাওসূফ ও উভয় সিফাত মিলে মোযাফ ইলাইহ, মুযাফ ও মুযাফ ইলাইহ মিলে মাজরূর; জার মাজরূর মিলে মুতা'আল্লিক হলো اَبْتَدِاُ উহ্য ফে'ল -এর, اَبْتَدِاُ ফে'ল তাতে اَنَا যমীর ফায়েল ও মুতা'আল্লিক মিলে জুমলায়ে ফে'লিয়া হলো।

https://e-ilm.weebly.com/

سُوْرَةُ الْفَاتِحَةِ
সূরা ফাতিহা

মক্কায় অবতীর্ণ, আয়াত–৭, রুকূ–১

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

পরম করুণাময়, অতি দয়ালু আল্লাহর নামে শুরু করছি

অনুবাদ : (১) সমস্ত প্রশংসা আল্লাহ তা'আলারই উপযোগী- যিনি সমস্ত বিশ্বের প্রতিপালক	اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ (١)
(২) যিনি পরম করুণাময়, অতি দয়ালু।	الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ (٢)
(৩) যিনি প্রতিফল-দিবসের [কিয়ামত-দিবসের] মালিক।	مٰلِكِ يَوْمِ الدِّيْنِ (٣)
(৪) আমরা আপনারই ইবাদত করছি এবং আপনারই নিকট সাহায্য প্রার্থনা করছি।	اِيَّاكَ نَعْبُدُ وَاِيَّاكَ نَسْتَعِيْنُ (٤)
(৫) আমাদেরকে সরল পথ প্রদর্শন করুন।	اِهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيْمَ (٥)
(৬) ঐ লোকদের পথ, যাদের প্রতি আপনি অনুগ্রহ করেছেন।	صِرَاطَ الَّذِيْنَ اَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ (٦)
(৭) তাদের পথ নয়, যাদের প্রতি আপনার গজব বর্ষিত হয়েছে, আর না তাদের পথ, যারা পথভ্রষ্ট হয়ে গেছে।	غَيْرِ الْمَغْضُوْبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّآلِّيْنَ (٧)

শাব্দিক অনুবাদ

(১.) اَلْحَمْدُ সমস্ত প্রশংসা لِلّٰهِ আল্লাহ তা'আলারই উপযোগী رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ যিনি সমস্ত বিশ্বের প্রতিপালক

(২) الرَّحْمٰنِ যিনি পরম করুণাময় الرَّحِيْمِ অতি দয়ালু।

(৩) مٰلِكِ যিনি মালিক يَوْمِ الدِّيْنِ প্রতিফল দিবসের।

(৪) اِيَّاكَ نَعْبُدُ আমরা আপনারই ইবাদত করছি وَاِيَّاكَ نَسْتَعِيْنُ এবং আপনারই নিকট সাহায্য প্রার্থনা করছি।

(৫) اِهْدِنَا আমাদেরকে প্রদর্শন করুন الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيْمَ সরল পথ।

(৬) صِرَاطَ الَّذِيْنَ ঐ লোকদের পথ اَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ যাদের প্রতি আপনি অনুগ্রহ করেছেন।

(৭) غَيْرِ তাদের পথ নয় الْمَغْضُوْبِ عَلَيْهِمْ যাদের প্রতি আপনার গজব বর্ষিত হয়েছে وَلَا আর না তাদের পথ الضَّآلِّيْنَ যারা পথভ্রষ্ট হয়ে গেছে।

https://e-ilm.weebly.com/

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

যোগসূত্র : পবিত্র কুরআনের সূরাসমূহের মধ্যে সূরা ফাতিহাই সর্বপ্রথম স্থান লাভ করেছে। এটি কেবল সংকলনগত বিন্যাসেই নয়; বরং নাজিল হওয়ার দিক দিয়েও পূর্ণাঙ্গ সূরা হিসেবে এ সূরাটিই প্রথম।

নামকরণ : ফাতিহা শব্দের অর্থ হচ্ছে– আরম্ভিকা, অবতরণিকা, উদ্বোধনী, উপক্রমণিকা ইত্যাদি। বাংলায় একে ভূমিকা বা মুখবন্ধ বলে। রাসূলুল্লাহ ﷺ এ সূরাটিকে فَاتِحَةُ الْكِتَابِ বা 'গ্রন্থের সূচনা' বলে অভিহিত করেছেন।

প্রসঙ্গ : রাসূল ﷺ-এর নবুয়ত প্রাপ্তির পর এ সূরাটি পূর্ণাঙ্গ সূরা হিসেবে সর্বপ্রথম নাজিল হয়েছে। এটি পবিত্র কুরআনের সর্বাগ্রে সন্নিবেশিত হয়েছে। এতে সূরাটির অধিক গুরুত্ব বিশেষভাবে ফুটে উঠেছে।

এ সূরার অন্যান্য নামসমূহ : উপরিউক্ত নামটি ছাড়াও হাদীসে এ সূরাকে আরো কতিপয় তাৎপর্যবহ নামে অভিহিত করা হয়েছে। যেমন–

২. উম্মুল কুরআন (কুরআনের উৎস)।
৩. উম্মুল কিতাব (কিতাবের মূল)। কেননা পূর্ণাঙ্গ কুরআন এ সূরাটির স্থূল বিষয়সমূহের বিস্তৃত বিবরণ।
৪. আল-কানয (সর্বজ্ঞানাধার)। কেননা এতে সূক্ষ্মভাবে যাবতীয় জ্ঞানের প্রতি দিক নির্দেশনা দেওয়া হয়েছে।
৫. আল-কাফিয়া (স্বয়ংসম্পূর্ণ)। কেননা এতে রীতি-নীতি থেকে কর্ম-নীতি পর্যন্ত সব কিছুর জন্য সংক্ষেপিত দিক নির্দেশনা রয়েছে।
৬. আসাসুল কুরআন (কুরআনের ভিত্তি)। কেননা এতে কুরআনের মৌলিক বিষয়গুলোর সংক্ষিপ্ত বিবরণ রয়েছে।
৭. আসসাব'উল-মাছানী (নিত্যপাঠ্য বাণী সপ্তক)। কেননা নামাজে এ সূরাটি পুনঃ পুনঃ পঠিত হয়ে থাকে।
৮. সূরাতুল হামদ (প্রশংসাসূচক সূরা)। কেননা এ সূরাটির সূচনা আল-হামদু দ্বারা করা হয়েছে।
৯. সূরাতুস সালাত (নামাজের সূরা)। কেননা এ সূরাটি ছাড়া নামাজ পূর্ণাঙ্গতা লাভ করে না।
১০. আদইয়াউল মাসআলা (যাচনার সূরা)। কেননা এতে আল্লাহর প্রতি বান্দার বিনয় প্রকাশ ও জীবনের মুখ্য বিষয়ের প্রার্থনা রয়েছে।
১১. সূরাতুশ-শিফা (রোগমুক্তির সূরা)। কেননা মর্মার্থসহ এ সূরাটি তেলাওয়াত করলে মানসিক ও দৈহিক রোগমুক্তি লাভ হয়।
১২. সূরাতুল ওয়াফিয়া (পূর্ণাঙ্গ সূরা); কেননা এ সূরাটি স্থূলভাবে জীবনের সর্ববিষয়ের ধারক ও বাহক।
১৩. সূরাতুল মুনাজাত (প্রার্থনার সূরা); কেননা এ সূরাটিতে আল্লাহর সমীপে প্রয়োজনীয় প্রার্থনার বচন রয়েছে।
১৪. সূরাতুল তাফবীয (আত্মসমর্পণের সূরা); কেননা এ সূরার মর্মকথা হলো, নিজেকে আল্লাহর হাতে ন্যস্ত করা।
১৫. সূরাতুর রুকইয়া (রক্ষা কবচমূলক সূরা); কারণ এতে মানসিক ক্লেদ মুক্তি ও দৈহিক জ্বরা মুক্তির গুণাবলি রয়েছে।
১৬. সূরাতুশ-শুকর; কেননা এ সূরাটি দ্বারা আল্লাহর অবদানসমূহের কৃতজ্ঞতা প্রকাশ পায়।
১৭. সূরাতুন নূর; কেননা এ সূরাটি মন-মানসিকতার পরিচ্ছন্নতার জন্য আলোকবর্তিকা স্বরূপ।

সূরার বিষয়বস্তু : মূলত এ সূরা একটি প্রার্থনার পদ্ধতি মাত্র। এ সূরার প্রথমার্ধে আল্লাহর প্রশংসা ও তাঁর বিশেষ গুণগান প্রার্থনার পদ্ধতি বর্ণিত হয়েছে। আল্লাহর প্রতি অনুগত প্রত্যেক ব্যক্তিকেই আল্লাহ তা'আলা এ প্রার্থনা পদ্ধতি শিক্ষা দিয়েছেন। এ সূরার প্রারম্ভে রয়েছে সর্বগুণাধার আল্লাহ নামের মহত্ত্বের স্বীকৃতি ও তাঁর বন্দনা। অতঃপর ইহলোক ও পরলোকে তাঁর অনন্যতম গুণবত্তার স্বীকৃতি। তৎপর তাঁর সাথে পরম আত্মীয়তার সূত্রে তাঁর দাসত্বের স্বীকৃতি ও সর্ববিষয়ে তাঁর সাহায্যের প্রার্থনা। অতঃপর জীবনের মুখ্য উদ্দেশ্য মহামনীষীদের অনুসৃত সরল পথ প্রাপ্তির আবেদন এবং পরিশেষে অভিশপ্ত জাতিগুলোর বিকৃত পথ হতে রক্ষা করার আকুল মিনতি। মূলত এগুলোই কুরআনের সারবস্তু।

এ সূরায় প্রার্থনা করা হয়– হে আল্লাহ! আমরা সর্ববিষয়ে একমাত্র আপনার দাসত্ব স্বীকার করি এবং একমাত্র আপনার নিকটই সাহায্য প্রার্থনা করি। হে আল্লাহ! আমাদেরকে আপনার প্রিয় বান্দাদের অনুসৃত সত্য ও সঠিক পথ দেখান এবং অভিশপ্ত জাতির বিকৃত পথ থেকে আমাদেরকে দূরে রাখুন। এরই পরিপ্রেক্ষিতে আল্লাহ তা'আলা পূর্ণ কুরআন মানুষের সম্মুখে জীবনবিধান রূপে পেশ করে পরবর্তী সূরার শুরুতেই "এ কিতাবের মধ্যে কোনো সন্দেহ নেই, এটা সত্য অনুসন্ধানকারীদের জন্য একমাত্র জীবন-বিধান" একথা বলে দেওয়া হয়েছে।

সূরার মাহাত্ম্য : রাসূল ﷺ বলেন, এ সূরার তুল্য তাওরাত, ইনজিল ও কুরআনে কোনো সূরা নেই। কুরআন মাজীদ সব স্বর্গীয় গ্রন্থের মূল, আর সূরা ফাতিহা কুরআন মাজীদের মূল। যে ব্যক্তি ফাতিহা পাঠ করল সে যেন সমগ্র তাওরাত, যাবূর

https://e-ilm.weebly.com/

ইনজিল ও কুরআন মাজীদ পাঠ করল এবং যে ব্যক্তি সূরা ফাতিহার তাফসীর জানল, সে যেন সমগ্র কুরআন মাজীদের তাফসীর অবগত হলো, রাসূলুল্লাহ ﷺ আরো বলেন, সূরা ফাতিহার কল্যাণে সর্বপ্রকার বিষ বিনষ্ট হয়ে যায়। উক্ত সূরা কুরআন মাজীদের মূল এবং সব রকমের পীড়ায় আরোগ্যপ্রার্থীদের মহৌষধ। হযরত জাফর সাদিক (রা.) বলেন, "আলহামদু শরীফ চল্লিশবার পাঠ করে পানিতে ফুঁ দিয়ে রোগীর মুখে ছিটিয়ে দাও. ইনশাআল্লাহ রোগমুক্ত হবে।"

রাসূলুল্লাহ ﷺ ফেরেশতা কর্তৃক সংবাদপ্রাপ্ত হয়েছেন যে, তিনি আল্লাহ তা'আলার নিকট হতে দু'টি উজ্জ্বল জ্যোতি প্রাপ্ত হয়েছেন, যা তাঁর পূর্ববর্তী কোনো নবীকে দেওয়া হয়নি। তা হতে একটি সূরা ফাতিহা, অপরটি হলো সূরা বাকারার শেষ কয়েকটি আয়াত। –[ইবনে কাছীর, খাযিন]

হাদীস শরীফে বর্ণিত আছে যে, সূরা ফাতিহা তিনভাগে বিভক্ত। প্রথম তিনটি আয়াত আল্লাহর জন্য নিবেদিত ও শেষের তিনটি আয়াত বান্দার জন্য বিশেষিত। আর إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ আয়াতটি আল্লাহ এবং বান্দা উভয়ের মধ্যে বিভক্ত। অর্থাৎ إِيَّاكَ نَعْبُدُ আল্লাহর জন্য নিবেদিত। আর وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ বান্দার জন্য বিশেষিত। কারণ সাহায্য প্রার্থনা করাটাই হলো বান্দার নিজের জন্য নির্ধারিত। এ সূরাটি দোয়া কবুল হওয়া এবং বিভিন্ন বিপদ-মসিবত দূরীভূত হওয়ার জন্য অধিক কার্যকর।

সূরার শানে নুযূল : আল্লামা ওয়াহিদী কর্তৃক বর্ণিত 'আসবাবুন নুযূল' গ্রন্থে এবং আল্লামা ছা'লাবী তাঁর তাফসীর গ্রন্থে বর্ণনা করেন, হযরত আলী (রা.) থেকে বর্ণিত রয়েছে যে, সূরায়ে ফাতেহা আরশের তলদেশ থেকে মক্কায় অবতীর্ণ হয়েছে। মুজাহিদ (র.) হযরত আবূ হুরায়রা (রা.) হতে বর্ণনা করেন যে, সূরায়ে ফাতিহা যখন নাজিল হয়, তখন ইবলিস কেঁদেছিল। আর তা মদিনায় অবতীর্ণ হয়েছে। কোনো কোনো মুফাসসিরগণ উভয় বর্ণনা যথাস্থানে সঠিক বলেই মত পোষণ করেছেন। তাঁরা বলেন যে, সূরায়ে ফাতিহা দু'বার নাজিল হয়েছে। একবার মক্কায় দ্বিতীয়বার মদিনায় অবতীর্ণ হয়। সূরা আল-ফাতিহা হযরত মুহাম্মদ ﷺ -এর নবুয়ত লাভের প্রাথমিক পর্যায়ে মক্কায় অবতীর্ণ হয়। অধিকাংশ তাফসীরকারের মতে রাসূল ﷺ -এর উপর একটি পূর্ণাঙ্গ সূরা হিসেবে এটাই সর্বপ্রথম অবতীর্ণ হয়। এর পূর্বে শুধু কয়েকটি খণ্ড আয়াত অবতীর্ণ হয়েছিল যা সূরা আল-আলাক, মুযযাম্মিল ও মুদ্দাস্‌সিরের অন্তর্ভুক্ত।

একদা রাসূল ﷺ নির্জন প্রান্তরের মধ্য দিয়ে যাচ্ছিলেন। হঠাৎ তিনি শুনতে পেলেন, হে মুহাম্মদ! তিনি উপরে দিকে তাকিয়ে দেখলেন আকাশ ও জমিনের মাঝে একজন জ্যোতির্ময় পুরুষ দাঁড়িয়ে আছেন। এতে তিনি ভীত-সন্ত্রস্ত হয়ে ঘরে ফিরে আসেন। এ ঘটনার পুনরাবৃত্তি ঘটতে থাকলে তিনি হযরত খাদীজা (রা.)-কে তা জানান। হযরত খাদীজা বহুশাস্ত্রবিদ জ্ঞানী ওয়ারাকা ইবনে নওফলের নিকট রাসূল ﷺ-কে নিয়ে গেলেন। তিনি ঘটনা শুনে বলে উঠলেন– কুদ্দূসুন, কুদ্দূসুন (শুভ শুভ) তিনি আল্লাহর বাণীবাহক হযরত জিবরীল (আ.)।

অতঃপর তিনি বললেন, আবার এরূপ অদৃশ্য বাণী শুনলে আপনি ভীত না হয়ে তা শ্রবণ করবেন। পরামর্শ অনুসারে রাসূল ﷺ পুনরায় প্রান্তরের মাঝে দিয়ে যাওয়ার প্রাক্কালে যখন 'ইয়া মুহাম্মদ' ধ্বনি শুনতে পেলেন তখন তিনি 'লাব্বায়েক' (উপস্থিত) বলে সাড়া দিলেন। তখন হযরত জিবরাঈল (আ.) তাঁর নিকট এসে বললেন, হে মুহাম্মদ! আপনি মানব জাতির জন্য আল্লাহর মনোনীত নবী এবং আমি তাঁর প্রেরিত ফেরেশতা জিবরাঈল। তখন তিনি বললেন, বলুন! বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহীম। অতঃপর 'আলহামদু লিল্লাহি রাব্বিল আলামীন' থেকে শুরু করে 'ওয়ালাদ দোয়াল্লীন' (আমীন) পর্যন্ত সূরা ফাতিহা তেলাওয়াত করেন। –[দালায়েলে বায়হাকী, ইতকান]

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ : حَمْدٌ শব্দের অর্থ হচ্ছে প্রশংসা, তবে বিশেষ প্রশংসাকে হামদ বলে, আর সাধারণ প্রশংসাকে মাদাহ বলা হয়। তবে হাম্‌দ দ্বারা পৃথিবীতে যত ধরনের (সৃষ্টি নৈপুণ্যের) প্রশংসা রয়েছে সকল ধরনের প্রশংসা একমাত্র মহান আল্লাহ রাব্বুল আলামীনের জন্য।

দুনিয়াতে যে কোনো স্থানে যে কেনো বস্তুর প্রশংসা করা হয়, বাস্তবে তা আল্লাহরই প্রশংসা। কেননা বিশ্বচরাচরে অসংখ্য মনোরম দৃশ্যাবলি, অসংখ্য মনোমুগ্ধকর সৃষ্টিরাজি আর সীমাহীন উপকারী বস্তুসমূহ সর্বদাই মানব মনকে আল্লাহ তা'আলার প্রতি আকৃষ্ট করতে থাকে এবং তাঁর প্রশংসার প্রতি উদ্বুদ্ধ করতে থাকে। একটু গভীরভাবে চিন্তা করলেই বুঝা যায় যে, সকল বস্তুর অন্তরালেই এক অদৃশ্য সত্তার নিপুণ হাত সদা সক্রিয় রয়েছে।

https://e-ilm.weebly.com/

যখন পৃথিবীর কোথাও কোনো বস্তুর প্রশংসা করা হয়, তখন প্রকৃতপক্ষে তা উক্ত বস্তুর সৃষ্টিকর্তার প্রতিই গিয়ে বর্তায়। আমাদের সামনে যা কিছু রয়েছে এ সব কিছুই একটি একক সত্তার সাথে জড়িত এবং সকল প্রশংসাই যে অনন্ত অসীম শক্তির। اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ -এর মধ্যে অতি সূক্ষ্মতার সাথে বর্ণনা করা হয়েছে যে, সকল সৃষ্ট বস্তুর উপাসনা রহিত করা হলো। তা ছাড়া এর দ্বারা অত্যন্ত আকর্ষণীয় পদ্ধতিতে একত্ববাদের শিক্ষাও দেওয়া হয়েছে। কুরআনের এ ক্ষুদ্র বাক্যটিতে একদিকে আল্লাহ তা'আলার প্রশংসা করা হয়েছে এবং অপর দিকে প্রাকৃতিক সৌন্দর্যে নিমগ্ন মানব মনকে এক অতি বাস্তবের দিকে আকৃষ্ট করত যাবতীয় সৃষ্ট বস্তুর পূজা অর্চনাকে চিরতরে রহিত করা হয়েছে।

حَمْد এবং شُكْر ও مَدْح -এর মধ্যে পার্থক্য: حَمْد এবং مَدْح -এর মধ্যে আম ও খাস মুতলাকের সম্পর্ক। হাম্‌দ হলো খাস আর মাদ্‌হ হলো আম। হাম্‌দ হলো কারো স্বেচ্ছাকৃত বিষয়ের প্রশংসা করা, চাই তার পক্ষ থেকে সেটা কোনো নিয়ামত হোক বা অন্য কিছু হোক। আর মাদ্‌হ বলা হয় সাধারণত কারো কোনো উত্তম বিষয়ের প্রশংসা করা, চাই তা ঐ ব্যক্তির স্বেচ্ছাকৃত হোক বা খোদা-প্রদত্ত হোক। অতএব, حَمِدْتُ خَالِدًا عَلٰى خُطْبَتِهٖ বলা বৈধ। কিন্তু حَمِدْتُهٗ عَلٰى طُوْلِهٖ বলা বৈধ নয়। কেননা خُطْبَة (বক্তৃতাদান) স্বেচ্ছাকৃত বিষয় আর طُوْل (লম্বা হওয়া) স্বেচ্ছাকৃত নয়। তবে مَدَحْتُهٗ عَلٰى طُوْلِهٖ বলা বৈধ; شُكْر অর্থ হচ্ছে, কারো অনুগ্রহের পরিবর্তে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ বা সম্মান প্রদর্শন করা চাই তা বক্তব্যের মাধ্যমে হোক বা কর্মের মাধ্যমে হোক, অথবা বিশ্বাসের মাধ্যমে হোক।

আল্লামা যামাখশারীর মতে مَدْح এবং حَمْد -এর মধ্যে কোনো পার্থক্য নেই। উভয়ই সমার্থক শব্দ। حَمْد এবং مَدْح -এর বিপরীত ذَمّ আর شُكْر -এর বিপরীতে كُفْر ব্যবহৃত হয়।

رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ : رب শব্দের আভিধানিক অর্থ হচ্ছে– প্রতিপালক। প্রতিপালন বলতে কোনো বস্তুকে তার সমস্ত মঙ্গলামঙ্গলের প্রতি লক্ষ্য রেখে ধীরে ধীরে বা পর্যায়ক্রমে সামনে অগ্রসর করে উন্নতির চরম শিখরে পৌঁছে দেওয়াকে বুঝায়। এ শব্দটি একমাত্র আল্লাহ তা'আলার জন্য নির্দিষ্ট। তবে সম্বন্ধ পদরূপে অন্যের জন্যও ব্যবহার করা চলে, সাধারণভাবে নয়। কেননা প্রত্যেকটি প্রাণী বা সৃষ্টিই প্রতিপালিত হওয়ার মুখাপেক্ষী, তাই সে অন্যের প্রকৃত প্রতিপালনের দায়িত্ব নিতে পারে না।

اَلْعٰلَمِيْنَ শব্দটি اَلْعَالَمُ শব্দের বহুবচন। এতে পৃথিবীর যাবতীয় সৃষ্টিই অন্তর্ভুক্ত। যথা–আকাশ-বাতাশ, চন্দ্র-সূর্য, তারকা-নক্ষত্ররাজি, ফেরেশ্‌তাকুল, জিন, জমিন এবং এতে যা কিছু সৃষ্টি হয়েছে সব কিছুই এর অন্তর্ভুক্ত।

অতএব رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ অর্থ হচ্ছে– আল্লাহ তা'আলা সমস্ত সৃষ্টির প্রতিপালক! সৃষ্টিকুলের মধ্যে যা কিছু আমাদের সৃষ্টিগোচর হয় এবং যা আমরা দেখি না, সে সবগুলোই এক একটা আলম। তা ছাড়া আরো কোটি কোটি সৃষ্টি রয়েছে, যা সৌরজগতের বাইরে, যা আমরা দেখতে পাই না। সে জগতের সংখ্যা কেউ বলে চল্লিশ হাজার, আবার কেউ বলে আশি হাজার। এ ছোট বাক্যটির প্রতি লক্ষ্য করলে বুঝা যায় যে, আল্লাহ তা'আলা তাঁর সৃষ্ট জগতের লালন-পালন ও রক্ষণাবেক্ষণের জন্য কত সুদৃঢ় ও কত অচিন্তনীয় ব্যবস্থা করে রেখেছেন। এ সকল জগতের ব্যবস্থাপনার অতি প্রাজ্ঞ পরিচালক একমাত্র মহান স্রষ্টা আল্লাহ তা'আলা।

اَلرَّحْمٰن ও اَلرَّحِيْم -এর মধ্যকার পার্থক্য : اَلرَّحْمٰن ও اَلرَّحِيْم শব্দ দু'টি رَحْمٌ ধাতু হতে নির্গত। রাহমান শব্দটি আল্লাহর জন্য খাস, অন্য কারো জন্য ব্যবহার করা হয় না এবং এর স্ত্রীলিঙ্গও হয় না। বাংলা ভাষায়-এর অর্থ হয় দয়াময়। রাহীম শব্দের অর্থ–বিশেষ দয়ালু। আল্লাহর দয়া দু' প্রকার। এক প্রকার দয়া যা সকলে পাচ্ছে বা ভোগ করছে। এ দয়া হতে কাফের, নাস্তিক, অন্যান্য কাউকেই বঞ্চিত করা হয় না। এ প্রকারের দয়া চিরস্থায়ী থাকে না। শুধু ইহজগতের সাথে সম্পৃক্ত। দ্বিতীয় প্রকারের দয়া আল্লাহর খাস দয়া, যা ইহলোকে ও পরলোকে চিরস্থায়ী হবে। এ প্রকারের দয়া শুধু তারাই পাবে যারা আল্লাহর প্রেরিত পুরুষের আনুগত্য স্বীকার করবে এবং তাদের আদেশ-নিষেধ মানবে, তারাই হলো মুসলিম। এরাই পরলোকে মুক্তি পাবে, জান্নাত লাভ করবে। তাই আল্লাহ তা'আলা সকলের জন্য দয়ালু, অনুগ্রহদাতা, বিশেষভাবে মুসলমানদের প্রতি পরম দয়াশীল, অনুগ্রহশীল ও স্থায়ী নিয়ামতদাতা।

مٰلِكِ يَوْمِ الدِّيْنِ -এর অর্থ : এর আভিধানিক অর্থ 'প্রতিদান দিবসের স্বত্বাধিকারী, একচ্ছত্র অধিপতি'। সাধারণ ব্যবহারে 'ইয়াওম' বলে এক সূর্যোদয় হতে পরবর্তী সূর্যোদয়ের পূর্ব পর্যন্ত সময়কে। আবার আরবি ভাষায় ইয়াওম শব্দটি সাধারণ সময় বা কাল অর্থেও ব্যবহৃত হয়। আবার সুবিশাল সময়কেও ইয়াওম বলা হয়। এখানে সুদীর্ঘ সময় অর্থই সামঞ্জস্যপূর্ণ।

https://e-ilm.weebly.com/

কারণ কর্মফলের সময়টা দ্বিতীয়বার উত্থান-বিষাণে ফুঁক দেওয়ার সময় হতে আরম্ভ করে মানব সৃষ্টির আদি হতে মহাপ্রলয় পর্যন্ত সমস্ত লোকের হিসাব হয়ে জান্নাতে বা জাহান্নামে প্রবেশ করার হুকুম পর্যন্ত স্থায়ী হবে।

مَالِكِ এবং مَلِكِ-এর মধ্যকার পার্থক্য : এ শব্দটি মীমের পরে আলিফ এবং আলিফ ছাড়া উভয়ভাবেই পড়া যায়। মক্কা ও মদীনার লোকেরা আলিফ ছাড়া পড়েন। আবার অনেকের মতে আলিফ দিয়ে পড়া উত্তম। اَلْمَلِكُ বলতে বুঝায়, اَلَّذِىْ يُدَبِّرُ اَعْمَالَ رَعِيَّتِهِ الْعَامَّةِ অর্থাৎ যে ব্যক্তি তার প্রজা-সাধারণের কাজকর্ম নিয়ন্ত্রণ ও পরিচালনা করেন, অথচ তাদের ব্যক্তিগত বিশেষ কাজ ও ব্যাপারে কোনোরূপ হস্তক্ষেপ করতে পারেন না। কিন্তু মালিক (مَالِكُ) সর্ববিষয়ের নিয়ন্তা। এতে একটি অক্ষর বেশি হওয়াতে এর অর্থ অধিকতর ব্যাপক ও সর্বাত্মক হয়েছে।

প্রতিদান দিবসের স্বরূপ ও তার প্রয়োজনীয়তা : প্রথমতঃ প্রতিদান দিবস কাকে বলে এবং এর স্বরূপ কি? দ্বিতীয়তঃ সমগ্র সৃষ্টির উপর প্রতিদান দিবসে যেমনিভাবে আল্লাহ তা'আলার একক অধিকার থাকবে, তদরূপভাবে আজও সকল কিছুর উপর তাঁরই তো একক অধিকার রয়েছে, সুতরাং প্রতিদান দিবসের বৈশিষ্ট্য কোথায়?

প্রথম প্রশ্নের উত্তর হচ্ছে, প্রতিদান দিবস সে দিনই বলা হয়, যেদিন আল্লাহ তা'আলা ভালো মন্দ সকল কাজকর্মের প্রতিদান দিবেন বলে ঘোষণা করেছেন। রোযে-জাযা শব্দ দ্বারা বুঝানো হয়েছে যে, দুনিয়া ভালো মন্দ কাজ কর্মের প্রকৃত ফলাফল পাওয়ার স্থান নয়; বরং এটি হলো কর্মস্থল: কর্তব্য ও দায়িত্ব পালনের জায়গা। যথার্থ প্রতিদান বা পুরস্কার গ্রহণেরও স্থান এটা নয়। এতে একথাও বুঝা যাচ্ছে যে, পৃথিবীতে কারো অর্থ সম্পদের আধিক্য ও সুখ শান্তির ব্যাপকতা দেখে বলা যাবে না যে, এ লোক আল্লাহর দরবারে মকবুল হয়েছেন বা তিনি আল্লাহর প্রিয়পাত্র। অপর পক্ষে কাউকে বিপদাপদে পতিত দেখেও বলা যাবে না যে, তিনি আল্লাহর অভিশপ্ত। যেমনি করে কর্মস্থলে বা কারখানার কোনো কোনো লোককে তার দায়িত্ব ও কর্তব্য পালনে ব্যস্ত দেখে কোনো বুদ্ধিমান ব্যক্তি তাকে বিপদগ্রস্ত বলে ভাবে না; বরং সে এ ব্যস্ততাকে জীবনের সাফল্য বলেই গণ্য করে এবং যদি কেউ অনুগ্রহ করে তাকে এ ব্যস্ততা থেকে রেহাই দিতে চায়, তবে তাকে সে সবচেয়ে বড় ক্ষতি বলে মনে করে। সে তার এ ত্রিশ দিনের পরিশ্রমের অন্তরালে এমন এক আরাম দেখতে পায়, যা তার বেতনস্বরূপ সে লাভ করে।

এ জন্যই নবীগণ এ দুনিয়ার জীবনে সর্বাপেক্ষা বেশি বিপদাপদে পতিত হয়েছেন এবং তারপর ওলী-আউলিয়াগণ সবচেয়ে অধিক বিপদে পতিত হন। কিন্তু দেখা গেছে, বিপদের তীব্রতা যত কঠিনই হোক না কেন, দৃঢ়পদে তাঁরা তা সহ্য করেছেন। এমনকি আনন্দিত চিত্তেই তাঁরা তা মেনে নিয়েছেন। মোটকথা, দুনিয়ার আরাম-আয়েশকে সত্যবাদিতা ও সঠিকতা এবং বিপদাপদকে খারাপ কাজের নির্দশন বলা যায় না।

অবশ্য কখনো কোনো কোনো কর্মের সামান্য ফলাফল দুনিয়াতেও প্রকাশ করা হয় বটে, তবে তা সে কাজের পূর্ণ বদলা হতে পারে না। এগুলো সাময়িকভাবে সতর্ক করার জন্য একটু নিদর্শন মাত্র।

مٰلِكِ يَوْمِ الدِّيْنِ : বাক্যটিতে লক্ষ্যণীয় বিষয় হচ্ছে এই যে, বুদ্ধিমান ব্যক্তিমাত্রই একথা জানেন যে, সেই একক সত্তাই প্রকৃত মালিক, যিনি সমগ্র জগতকে সৃষ্টি করেছেন এবং এর লালন-পালন ও বর্ধনের দায়িত্ব গ্রহণ করেছেন এবং যাঁর মালিকানা পূর্ণরূপে প্রত্যেক বস্তুর মধ্যেই সর্বাবস্থায় পরিব্যাপ্ত। অর্থাৎ প্রকাশ্যে, গোপনে জীবিতাবস্থায় ও মৃতাবস্থায় এবং যার মালিকানার আরম্ভ নেই, শেষও নেই। এ মালিকানার সাথে মানুষের মালিকানা তুলনাযোগ্য নয়। কেননা মানুষের মালিকানা আরম্ভ ও শেষের চৌহদ্দিতে সীমাবদ্ধ। এক সময় তা ছিল না; কিছু দিন পরেই তা থাকবে না। অপরদিকে মানুষের মালিকানা হস্তান্তরযোগ্য। বস্তুর বাহ্যিক দিকের উপরই বর্তায়; গোপনীয় দিকের উপর নয়। জীবিতের উপর বর্তায়, মৃতের উপর নয়। এজন্যই প্রকৃত প্রস্তাবে আল্লাহ তা'আলার মালিকানা বিশেষভাবে প্রতিদান দিবসের এ কথা বলার তাৎপর্য কি? কুরআনের অন্য আয়াতের প্রতি লক্ষ্য করলেই বুঝা যায় যে, যদিও দুনিয়াতেও প্রকৃত মালিকানা আল্লাহ তা'আলারই, কিন্তু তিনি দয়াপরশ হয়ে আংশিক বা ক্ষণস্থায়ী মালিকানা মানবজাতিকেও দান করেছেন এবং পার্থিব জীবনের আইনে এ মালিকানার প্রতি সম্মানও দেখানো হয়েছে। বিশ্বচরাচরে মানুষ ধন-সম্পদ, জায়গা-জমি, বাড়ি-ঘর এবং আসবাব-পত্রের ক্ষণস্থায়ী মালিক হয়েও এত একেবারে ডুবে রয়েছে। আল্লাহ তা'আলা مٰلِكِ يَوْمِ الدِّيْنِ এ কথা ঘোষণা করে এ অহংকারী ও নির্বোধ-সমাজকে সতর্ক করে দিয়েছেন যে, তোমাদের এ মালিকানা, আধিপত্য ও সম্পর্ক মাত্র কয়েক দিনের এবং ক্ষণিকের। এমন দিন অতি সত্বরই আসছে, যেদিন কেউই জাহেরী মালিকও থাকবে না, কেউ কারো দাস বা কেউ কারো সেবা পাওয়ার উপযোগীও থাকবে না। সমস্ত বস্তুর মালিনা এক ও একক সত্তার হয়ে যাবে।

https://e-ilm.weebly.com/

সূরা ফাতিহার প্রথমে বর্ণনা করা হয়েছে যে, এ সূরার প্রথম তিন আয়াতে আল্লাহর প্রশংসা ও তা'রীফের বর্ণনা করা হয়েছে এবং এর তাফসীরে এ কথা সুস্পষ্ট হয়েছে যে, তা'রীফ ও প্রশংসার সাথে সাথে ঈমানের মৌলিক নীতি ও আল্লাহর একত্ববাদের বর্ণনাও সূক্ষ্মভাবে দেওয়া হয়েছে।

اَلدِّيْن -এর অর্থ : সাধারণ ব্যবহারে দীন অর্থ– ধর্ম, কর্মফল, আইন ইত্যাদি। এখানে কর্মফল অর্থটিই সামঞ্জস্যপূর্ণ। তাই আয়াতের অর্থ দাঁড়ায়– আল্লাহ তা'আলা কর্মফল দিবস তথা বিচার দিনের মালিক। আল্লাহ শুধু রাহমান-রাহীমই নন, অনুগ্রহকারী আর মেহেরবানই নন, সুবিচারকও বটে। তিনি এমন অপ্রতিদ্বন্দ্বী বিচারক ও কর্তৃত্ব সম্পন্ন যে, সেদিন তাঁর অনুমতি ব্যতীত আর কারো একটি বাক্যও উচ্চারণ করার ক্ষমতা থাকবে না, এটাই হবে শেষ বিচার দিবস। ঐ দিনের ফয়সালাই বেহেশত বা দোজখের চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত।

اِيَّاكَ نَعْبُدُ وَاِيَّاكَ نَسْتَعِيْنُ উক্তিতে মাফউলকে ফে'লের পূর্বে নেওয়ার কারণ: এবং اِيَّاكَ نَعْبُدُ এবং اِيَّاكَ نَسْتَعِيْنُ এ উক্তি দু'টোতে اِيَّاكَ মাফউলকে ফে'ল-এর উপর مُقَدَّمٌ করা হয়েছে। অথচ নিয়ম হলো ফে'লকে পূর্বে উল্লেখ করা এবং মাফউল পরে আনা। এরূপ করা হয় اِخْتِصَاصٌ -এর উদ্দেশ্যে অর্থাৎ, ফে'লটিকে ঐ মাফউলের সাথে নির্দিষ্ট করে দেওয়া উদ্দেশ্য হয়। অতএব অর্থ দাঁড়ায়– হে আল্লাহ! "আমরা তোমারই জন্য ইবাদত করি (ইবাদত একমাত্র তোমারই জন্য খাস)। আর তোমারই নিকট সাহায্য প্রার্থনা করি।" অর্থাৎ তুমি ছাড়া আর কারো কাছে সাহায্য চাই না।

اَلْعِبَادَةُ -এর অর্থ : اَلْعِبَادَةُ (ইবাদত) শব্দটি عَبْدٌ -এর ক্রিয়ামূল। আবদ বলা হয় দাস ও বান্দাকে। এটারই ক্রিয়ামূল হলো ইবাদত অর্থাৎ বন্দেগি বা দাসত্ব করা। কথাটির মর্ম নিম্নরূপ–

১. যে বন্দেগী স্বীকার করে সে বান্দা ছাড়া আর কিছু নয়। বান্দা হওয়া ও বান্দা হয়ে থাকাই তার সঠিক মর্যাদা।
২. সৃষ্টির মূলে এমন এক নেতা আছেন যাঁর বন্দেগি করা অপরিহার্য।
৩. যাঁর বন্দেগী করা হবে, তাঁর তরফ হতে নিয়ম ও আইন-বিধান নাজিল হলে যে ব্যক্তি বন্দেগি করবে সে তাঁকে স্বীকার করার সঙ্গে সঙ্গে তাঁর বিধানকেও পুরোপুরি মেনে নিতে হবে।
৪. কাউকে মা'বূদ বলে স্বীকার করা এবং তাঁর দেওয়া আইন-কানুন পালন করে চলার একটি অনিবার্য ফলাফল রয়েছে, যে ফলাফলের দিকে লক্ষ্য রেখেই এ বন্দেগির কাজ করা হবে।

عِبَادَةٌ শব্দ থেকেই عُبُوْدِيَّةٌ শব্দ ব্যবহার করা হয়। এর অর্থ দাসত্বের স্বীকৃতি তথা অধীনতা স্বীকার করা, সর্ববিধ আদেশ-নিষেধ মেনে নেওয়ার জন্য প্রস্তুত থাকা। এর আর এক অর্থ مَا يَجْمَعُ كَمَالَ الْمَحَبَّةِ وَالْخُضُوْعِ وَالْخَوْفِ অর্থাৎ পরিপূর্ণ ভালোবাসা, বিনয় ও ভীতি এসব ক'টি ভাবধারা যাতে সমন্বিত হয় তাই عُبُوْدِيَّةٌ নামে অভিহিত হয়।

মানবের প্রধানতম কর্তব্য হচ্ছে আল্লাহর ইবাদত করা। মূলত আল্লাহ এ জন্যই মানবকূলকে সৃষ্টি করেছেন; কিন্তু দুর্বল মানসিকতা সম্পন্ন মানবের পক্ষে এ কর্তব্য যথাযথভাবে পালন করে চলা সম্ভবপর হয়ে উঠে না। তাই ইবাদতের অঙ্গীকারের সঙ্গে সঙ্গে বান্দার ভাষায় ব্যক্ত করা হচ্ছে– হে আমাদের পরওয়ারদিগার! এ কর্তব্য পালনের জন্য তোমারই সাহায্য প্রার্থনা করছি। এতে আল্লাহর পক্ষ হতে এ ইঙ্গিত রয়েছে যে, বান্দা ইবাদতের জন্য দৃঢ়সংকল্প হোক, নিজের সাধ্যমতো এ কর্তব্য পালন করে যাক, আর আমার কাছে সাহায্য প্রার্থনা করতে থাকুক, আমি তাকে শক্তি-সামর্থ্য প্রদান করব।

اَلْاِسْتِعَانَةُ -এর অর্থ : اَلْاِسْتِعَانَةُ মানে طَلَبُ الْمَعُوْنَةِ অর্থাৎ, সাহায্য প্রার্থনা করা। কুরআন ও হাদীসের ভাষ্য মতে বান্দার কোনো কাজ আল্লাহর معونة ছাড়া অস্তিত্ব লাভ করা অসম্ভব। কিন্তু বান্দাদের মধ্যে পারস্পরিক مَعُوْنَةٌ দু'প্রকার। যথা– ضَرُوْرِيَّةٌ এবং غَيْر ضَرُوْرِيَّةٌ অর্থাৎ, যা ছাড়া কোনো কিছু করা সম্ভব হয় না তাকে ضَرُوْرِيَّةٌ বলা হয়। আর যা ছাড়া কাজ করা যায়; তবে কষ্ট হয়; সহজভাবে করা যায় না তাকে غَيْر ضَرُوْرِيَّةٌ বলে। এখানে اِسْتِعَانَةٌ বলে উভয় প্রকার مَعُوْنَةٌ -কে বুঝানো হয়েছে।

مَعْنَى الْهِدَايَةِ [হেদায়েতের অর্থ] : هِدَايَةٌ শব্দের ব্যবহারিক অর্থ– পথ প্রদর্শন করা, অথবা পথের শেষ মঞ্জিল পর্যন্ত পৌঁছে দেওয়া। মানুষকে এ হেদায়েত চারটি দিক দিয়ে দেওয়া হয়েছে। প্রথমত স্বভাবজাত জ্ঞান হতে কাজের পথ জেনে নেওয়ার সুব্যবস্থা গ্রহণ করা; দ্বিতীয়ত মানুষের অন্তর্নিহিত চেতনা ও ইন্দ্রিয় শক্তির সাহায্যে জীবন পথের জ্ঞান অর্জন করা তৃতীয়ত স্বাভাবিক জ্ঞান-বুদ্ধির পথনির্দেশ লাভ করা এবং চতুর্থত দীন হতে পথ নির্দেশনা লাভ করা।

https://e-ilm.weebly.com/

প্রথমোক্ত তিন ধরনের হেদায়েত সাধারণভাবে সমস্ত সৃষ্টির মধ্যে রয়েছে; কিন্তু এ স্বভাবজাত হেদায়েত দ্বারা মানুষের জীবনের ব্যাপক, জটিল ও গুরুত্বপূর্ণ প্রয়োজনসমূহ কিছুতেই পূরণ হতে পারে না। জীবনকে সুষ্ঠুরূপে পরিচালিত করতে হলে দীন ভিত্তিক হেদায়েত একান্ত আবশ্যক যা মানুষের কাছে আসে আল্লাহর পক্ষ হতে ওহীর মাধ্যমে এবং যা বাস্তবায়ন করেন রাসূলগণ।

اَلصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيْمَ-এর অর্থ : اَلصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيْمَ-এর বিভিন্ন অর্থ দেখা যায়। যথা– (১) সিরাতে মুস্তাকীম হলো কিতাবুল্লাহ, (২) ইসলাম, (৩) আবুল আলিয়ার মতে হযরত মুহাম্মদ (সা.), আবূ বকর ও ওমর (রা.)-এর আদর্শ উদ্দেশ্য, (৪) সাহ্‌ল বলেন, সুন্নাতে রাসূল ও সুন্নাতে সাহাবা উদ্দেশ্য, (৫) ইমাম মুযানী (র.) বলেন, রাসূল ﷺ-এর তরিকাকে সিরাতে মুস্তাকীম বলা হয়েছে এবং (৬) আল্লামা যামাখশারী (র.) বলেন, সত্য পথ ও দীন ইসলামকে বুঝানো হয়েছে।

اَلْاِسْتِقَامَةُ-এর অর্থ : اِسْتِقَامَةٌ শব্দের অর্থ– সোজা, সরল হওয়া, সুদৃঢ় হওয়া, اِعْتِدَالٌ তথা সমান্তরাল হওয়া ইত্যাদি। সূরা ফাতিহায় اِسْتِقَامَةٌ বলতে সরল-সোজা পথকে বুঝানো হয়েছে। যেহেতু ইসলাম সরল সোজা পথ তথা নির্ভেজাল জীবন ব্যবস্থা, সেহেতু এখানে ইসলামকেই সিরাতে মুস্তাকীম বলা হয়েছে।

اَلَّذِيْنَ اَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ দ্বারা উদ্দেশ্য : যারা আল্লাহর পুরস্কারে পুরস্কৃত হয়েছে তাদের বর্ণনা সূরা নিসার ৯ম রুকূ'তে নিম্নরূপ প্রদান করা হয়েছে– اَلَّذِيْنَ اَنْعَمَ اللّٰهُ عَلَيْهِمْ مِّنَ النَّبِيّٖنَ وَالصِّدِّيْقِيْنَ وَالشُّهَدَاۤءِ وَالصّٰلِحِيْنَ অর্থাৎ আল্লাহ যাদেরকে পুরস্কৃত করেছেন তারা হলেন, নবীগণ, সিদ্দীকগণ, শহীদগণ এবং সৎকর্মশীলগণ। উল্লিখিত ব্যক্তিগণ আল্লাহর অনুগ্রহপ্রাপ্তদের অন্তর্গত। কুরআনের এক আয়াত অন্য আয়াতের ব্যাখ্যা ও সম্পূরক বিবরণ হিসেবে অনুগ্রহ প্রাপ্তদের উল্লিখিত প্রকার اَلَّذِيْنَ اَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ উক্তির নির্ভরযোগ্য ব্যাখ্যা এবং এরাই উক্তিটির মুখ্য ব্যক্তিত্ব।

اَلْمَغْضُوْبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّيْنَ দ্বারা উদ্দেশ্য : اَلْمَغْضُوْبِ عَلَيْهِمْ বলে ইহুদিদেরকে উদ্দেশ্য করা হয়েছে। আল্লাহ তা'আলা তাদের ব্যাপারে ইরশাদ করেন– وَغَضِبَ اللّٰهُ عَلَيْهِمْ وَلَعَنَهُمْ অর্থাৎ, আল্লাহ তাদের উপর গজব এবং অভিশাপ অবতরণ করেছেন। –(ইবনে কাসীর)

اَلضَّالِّيْنَ বলতে নাসারা তথা খ্রিস্টানদের বুঝানো হয়েছে। কেননা আল্লাহ তা'আলা তাদের প্রসঙ্গে বলেছেন– قَدْ ضَلُّوْا مِنْ قَبْلُ وَاَضَلُّوْا كَثِيْرًا অর্থাৎ 'তারা নিজেরা পূর্বেই ভ্রষ্ট হয়েছে এবং অনেক লোককে ভ্রষ্ট করেছে।'

অথবা, مَغْضُوْبٌ এবং ضَالِّيْنَ বলে মুনাফিক উদ্দেশ্য, অথবা مَغْضُوْبٌ দ্বারা ফাসিক অর্থাৎ কবীরা গুনাহে লিপ্ত উদ্দেশ্য আর ضَالِّيْنَ দ্বারা মন্দ আকিদা পোষণকারীদেরকে উদ্দেশ্য করা হয়েছে।

সূরা ফাতিহা পঠনান্তে اٰمِيْن বলা প্রসঙ্গ: আমীন শব্দটি কুরআন মাজীদের আয়াত বা অংশ নয়। তবে সূরা ফাতিহা সমাপ্ত করে আমীন বলা মোস্তাহাব। হাদীসে এসেছে, হযরত ওয়ায়েল ইবনে হুজ্র (রা.) বলেন, আমি রাসূল ﷺ-কে غَيْرِ الْمَغْضُوْبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّيْنَ বলে আমীন বলতে শুনেছি এবং তিনি এতে স্বর দীর্ঘায়িত করেছিলেন। আবূ দাউদে এসেছে যে, রাসূল ﷺ اٰمِيْن শব্দ উচ্চৈঃস্বরে বলতেন।

হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) রাসূল ﷺ-এর নিকট اٰمِيْن শব্দের অর্থ জিজ্ঞেস করলে তিনি বলেন, 'আয় আল্লাহ! তুমি কবুল করো।' জাওহারী বলেন, এর অর্থ 'এরূপ হোক'। ইমাম তিরমিযী বলেন, এর অর্থ 'আমাদের নিরাশ করো না'। ওলামায়ে কেরামের অধিকাংশ বলেন, সাধারণভাবে এর অর্থ 'আয় আল্লাহ! তুমি আমাদের দোয়া কবুল করো"; কিন্তু ক্ষেত্র বিশেষে অন্যান্য অর্থও গৃহীত হয়েছে, রাসূল (সা.) বলেছেন, সূরা ফাতিহা সমাপ্ত করার পর হযরত জিবরাঈল (আ.) আমাকে আমীন বলতে শিখিয়েছেন। তিনি আরো বলেছেন, চিঠিপত্রে যেরূপ সীলমোহর লাগানো হয়, তদ্রূপ সূরা ফাতিহার জন্য আমীন সীলমোহর স্বরূপ। যখন বান্দা সূরা ফাতিহা পাঠ করে আমীন বলে, তখন ফেরেশতাগণও আমীন বলে থাকেন এবং এরই অসিলায় আল্লাহ তা'আলা পূর্বাপর সকল গুনাহ মাফ করে দেন।

মোটকথা : সূরা ফাতিহা কুরআন মাজীদের সর্বপ্রকার বিষয়বস্তুর সার, এর বিস্তারিত বিবরণ হলো পূর্ণ কুরআন মাজীদ।

https://e-ilm.weebly.com/

শব্দ বিশ্লেষণ

اَلْحَمْدُ : এখানে ال টি استغراقى সমস্ত বুঝানোর জন্য ব্যবহৃত আর حَمْدٌ শব্দটি বাবে سَمِعَ -এর মাসদার, মূলবর্ণ (ح ـ م ـ د) জিনস صحيح অর্থ– সকল প্রশংসা, যাবতীয় প্রশংসা।

رَبِّ : শব্দটি একবচন, বহুবচন أَرْبَابٌ সীগাহ واحد مذكر বহছ صفت مشبه বাব نَصَرَ মাসদার رَبًّا، رَبَابَةٌ মূলবর্ণ (ر ـ ب ـ ب) জিনস مضاعف ثلاثى অর্থ– প্রতিপালক।

اَلْعٰلَمِيْنَ : এ শব্দটি বহুবচন, একবচনে عَالَمٌ শব্দগত جمع مذكر سالم এবং অর্থগত جمع قلت কিন্তু جمع كثرت -এর অর্থে ব্যবহৃত হয় অর্থ– সমস্ত বিশ্বজগত।

اَلرَّحْمٰنِ : এ শব্দটি رَحْمَةٌ ধাতু হতে নির্গত, সিফাতের সীগাহ, মূলবর্ণ (ر ـ ح ـ م) জিনস صحيح অর্থ– পরম দয়ালু।

مٰلِكِ : এ শব্দটি একবচন, বহুবচন مِلَاكٌ ـ مُلَّكٌ অর্থ– মনিব, কর্তা।

اَلدِّيْنِ : এ শব্দটি একবচন, বহুবচন اديان অর্থ– কর্মফল।

نَعْبُدُ : সীগাহ جمع متكلم বহছ فعل مضارع معروف বাবে نَصَرَ মাসদার اَلْعِبَادَةُ মূলবর্ণ (ع ـ ب ـ د) জিনসে صحيح অর্থ– আমরা উপাসনা করি, আমরা ইবাদত করি।

نَسْتَعِيْنُ : সীগাহ جمع متكلم বহছ فعل مضارع معروف বাব اِسْتِفْعَالٌ মাসদার اَلْاِسْتِعَانَةُ মূলবর্ণ (ع ـ و ـ ن) জিনস اجوف واوى অর্থ– আমরা সাহায্য প্রার্থনা করি।

اِهْدِنَا : এখানে نا শব্দটি যমীরে মানসূবে মুত্তাসিল, সীগাহ واحد مذكر حاضر বহছ امر حاضر معروف বাব ضَرَبَ মাসদার اَلْهِدَايَةُ মূলবর্ণ (ه ـ د ـ ى) জিনস ناقص يائى অর্থ– আমাদেরকে পথ প্রদর্শন করুন।

الصِّرَاطَ : এ শব্দটি একবচন, বহুবচন صُرُطٌ অর্থ– রাস্তা, পথ।

الْمُسْتَقِيْمَ : সীগাহ واحد مذكر বহছ اسم فاعل বাব اِسْتِفْعَالٌ মাসদার اَلْاِسْتِقَامَةُ মূলবর্ণ (ق ـ و ـ م) জিনস اجوف واوى অর্থ– সরল, সোজা, সঠিক।

اَنْعَمْتَ : সীগাহ واحد مذكر حاضر বহছ فعل ماضى معروف বাব اِفْعَالٌ মাসদার اَلْاِنْعَامُ মূলবর্ণ (ن ـ ع ـ م) জিনস صحيح অর্থ– আপনি অনুগ্রহ দান করেছেন।

الْمَغْضُوْبِ : সীগাহ واحد مذكر বহছ اسم مفعول বাব سَمِعَ মাসদার اَلْغَضَبُ মূলবর্ণ (غ ـ ض ـ ب) জিনস صحيح অর্থ– অভিশপ্ত। এখানে اَلْمَغْضُوْبِ এর ال টি اَلَّذِىْ অর্থে যারা অর্থাৎ ইহুদিরা।

الضَّآلِّيْنَ : শব্দটি বহুবচন, একবচন ضَالٌّ অর্থ– পথভ্রষ্ট, যারা ইচ্ছাকৃত ও অনিচ্ছাকৃত পথভ্রষ্ট হয়েছে।

বাক্য বিশ্লেষণ

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ : اَلْحَمْدُ মুবতাদা, لِ হরফে জার, اللّٰهِ মাওসূফ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ মুযাফ ও মুযাফ ইলাইহি মিলে সিফাত; মাওসূফ ও সিফাত মিলে মাজরূর; জার ও মাজরূর মিলে মুতা'আল্লিক হলো ثَابِتٌ শিবহে ফে'ল -এর। শিবহে ফে'ল তার ফায়েল ও মুতা'আল্লাক মিলে শিবহে জুমলা হয়ে খবর। মুবতাদা ও খবর মিলে জুমলায়ে ইসমিয়া হলো।

اِهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيْمَ : اِهْدِنَا ফে'ল যমীর ফায়েল, نَا টি মাফঊলে বিহী الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيْمَ মাওসূফ ও সিফাত মিলে মাফঊলে বিহী ছানী। অবশেষে ফে'ল, ফায়েল, ও উভয় মাফঊলে বিহী মিলে জুমলায়ে ফে'লিয়ায়ে ইনশাইয়্যা হলো।

https://e-ilm.weebly.com/

سُوْرَةُ الْبَقَرَةِ
সূরা বাকারা

মদিনায় অবতীর্ণ, আয়াত– ২৮৬, রুকূ'– ৪০

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

পরম করুণাময়, অতি দয়ালু আল্লাহর নামে শুরু করছি

অনুবাদ (১) আলিফ-লাম-মীম। [আল্লাহ তা'আলাই এর অর্থ সম্পর্কে সম্যক অবগত]	الٓمّٓ (١)
(২) এই কিতাব এমন যার মধ্যে কোনো সন্দেহ নেই, [এটা] আল্লাহভীরুগণের জন্য পথপ্রদর্শক।	ذٰلِكَ الْكِتٰبُ لَا رَيْبَ ۛ فِيْهِ ۛ هُدًى لِّلْمُتَّقِيْنَ (٢)
(৩) ঐ আল্লাহভীরুগণ এমন যে, বিশ্বাস স্থাপন করে অদৃশ্য বস্তুসমূহের প্রতি এবং নামাজ কায়েম/ প্রতিষ্ঠা রাখে, আর আমি তাদেরকে যা প্রদান করেছি, তা হতে ব্যয় করে।	الَّذِيْنَ يُؤْمِنُوْنَ بِالْغَيْبِ وَيُقِيْمُوْنَ الصَّلٰوةَ وَمِمَّا رَزَقْنٰهُمْ يُنْفِقُوْنَ (٣)
(৪) এবং তারা এমন যে, বিশ্বাস স্থাপন করে এই কিতাবের প্রতিও যা আপনার প্রতি অবতীর্ণ হয়েছে আর ঐ সমস্ত কিতাবের প্রতিও যা আপনার পূর্বে অবতীর্ণ হয়েছিল এবং আখেরাতের প্রতিও তারা দৃঢ় বিশ্বাস রাখে।	وَالَّذِيْنَ يُؤْمِنُوْنَ بِمَآ اُنْزِلَ اِلَيْكَ وَمَآ اُنْزِلَ مِنْ قَبْلِكَ ۚ وَبِالْاٰخِرَةِ هُمْ يُوْقِنُوْنَ (٤)

শাব্দিক অনুবাদ

(১) الٓمّٓ আলিফ লাম মীম [আল্লাহ তা'আলাই এর অর্থ সম্পর্কে সম্যক অবগত।]

(২) ذٰلِكَ الْكِتٰبُ এই কিতাব এমন لَا رَيْبَ فِيْهِ যার মধ্যে কোনো সন্দেহ নেই هُدًى [এটা] পথ প্রদর্শক لِّلْمُتَّقِيْنَ আল্লাহভীরুগণের জন্য,

(৩) الَّذِيْنَ ঐ আল্লাহভীরুগণ এমন যে, يُؤْمِنُوْنَ বিশ্বাস স্থাপন করে بِالْغَيْبِ অদৃশ্য বস্তুসমূহের প্রতি وَيُقِيْمُوْنَ এবং কায়েম/প্রতিষ্ঠা রাখে الصَّلٰوةَ নামাজ وَمِمَّا رَزَقْنٰهُمْ আর আমি তাদেরকে যা প্রদান করেছি তা হতে يُنْفِقُوْنَ তারা ব্যয় করে,

(৪) وَالَّذِيْنَ এবং তারা এমন যে, يُؤْمِنُوْنَ বিশ্বাস স্থাপন করে بِمَآ এই কিতাবের প্রতিও যা اُنْزِلَ اِلَيْكَ আপনার প্রতি অবতীর্ণ হয়েছে وَمَآ اُنْزِلَ আর ঐ সমস্ত কিতাবের প্রতিও যা অবতীর্ণ হয়েছিল مِنْ قَبْلِكَ আপনার পূর্বে وَبِالْاٰخِرَةِ هُمْ এবং আখেরাতের প্রতিও তারা يُوْقِنُوْنَ দৃঢ় বিশ্বাস রাখে।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

যোগসূত্র : সূরা 'আল-ফাতিহা'য় হেদায়েতের পথে পরিচালিত করার জন্য মহান রাব্বুল আলামীনের দরবারে প্রার্থনা করা হয়েছিল। আর সূরা 'আল-বাক্বারা'য় উক্ত প্রার্থনা মহান রাব্বুল আলামীনের দরবারে গৃহীত হওয়ার সুসংবাদ দান প্রসঙ্গে বলা হচ্ছে যে, 'এটা সেই কিতাব, যাতে কোনোই সন্দেহ নেই'। সুতরাং সেটার অনুসরণ কর : এ দৃষ্টিকোণ থেকে সূরাদ্বয়ের পরস্পরের সম্পর্ক (রবত) সুস্পষ্ট।

https://e-ilm.weebly.com/

নামকরণ : اَلْبَقَرَةُ শব্দটি একবচন, বহুবচন بَقَرَاتٌ অর্থ-গাভী। এ সূরা ৬৭ হতে ৭১ আয়াত পর্যন্ত বনী ইসরাঈলের প্রতি গাভী জবাইয়ের আদেশ এবং তাদের অবাধ্যতা সংক্রান্ত ঘটনা বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে। যদিও এ সূরায় বহুবিধ উন্নত আলোচনা ও হেদায়েতপূর্ণ বিষয়বস্তু সন্নিবেশিত হয়েছে, তথাপি নামকরণের জন্য সাধারণ সম্পর্ক বা যোগসূত্রই যথেষ্ট।

উল্লিখিত بَقَرَة শব্দ অবলম্বনে অত্র সূরার নামকরণ করা হয়েছে اَلْبَقَرَةُ (আল-বাক্বারা)। নবী করীম ﷺ মহান আল্লাহর নির্দেশে শিরোনামের পরিবর্তে প্রত্যেকটি সূরার নাম নির্ধারণ করেছেন। সূরার নামকরণ 'আল-বাক্বারাহ' করার অর্থ এই নয় যে, এতে শুধু গাভী সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে; বরং অপরাপর বিষয়ের মধ্যে গাভী সম্পর্কিত আলোচনাও এতে বর্ণিত হয়েছে।

সূরা বাকারার ফজিলত : এ সূরা বহু আহকাম সম্বলিত সবচেয়ে বড় সূরা। নবী করীম ﷺ ইরশাদ করেছেন, সূরা বাক্বারা পাঠ করো। কেননা এর পাঠে বরকত লাভ হয় এবং পাঠ না করা অনুতাপ ও দুর্ভাগ্যের কারণ। যে ব্যক্তি এ সূরা পাঠ করে তার উপর কোনো اَهْلِ بَاطِلْ তথা জাদুকরের জাদু কখনও প্রভাব বিস্তার করতে পারে না।

নবী করীম ﷺ এ সূরাকে سَنَامُ الْقُرْآنِ (সিনামুল কুরআন) ও ذُرْوَةُ الْقُرْآنِ (যারওয়াতুল কুরআন) বলে উল্লেখ করেছেন। سَنَامٌ ও ذُرْوَةٌ বস্তুর উৎকৃষ্ট ও উঁচু অংশকে বলা হয়।

সূরাতুল বাক্বারায় اٰيَةُ الْكُرْسِىِّ নামের একটি আয়াত রয়েছে; তা কুরআন মাজীদের অন্যান্য সকল আয়াত থেকে উত্তম। –[ইবনে কাছীর]

হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা.) বলেছেন, এ সূরায় এমন দশটি আয়াত রয়েছে, কোনো ব্যক্তি যদি সেগুলো নিয়মিত পাঠ করে তবে শয়তান সে ঘরে প্রবেশ করতে পারবে না এবং সে রাতের মতো সকল বালা-মসিবত, রোগ-শোক, দুশ্চিন্তা ও দুর্ভাবনা থেকে নিরাপদে থাকবে।

তিনি আরো বলেছেন, যদি বিকৃত মস্তিষ্ক লোকের উপর এ দশটি আয়াত পাঠ করে দম করা হয়, তবে সে ব্যক্তি সুস্থতা লাভ করবে। আয়াত দশটি হচ্ছে– সূরার প্রথম চার আয়াত, মধ্যের তিনটি তথা আয়াতুল কুরসী ও তার পরের দু'টি আয়াত এবং শেষের তিনটি আয়াত।

আহকাম ও মাসায়েল : আহকাম ও মাসায়েলের দিক দিয়েও সূরা বাক্বারা সমগ্র কুরআনে অনন্য বৈশিষ্ট্য ও মর্যাদার অধিকারী। এ সূরায় এক হাজার আদেশ, এক হাজার নিষেধ, এক হাজার হিকমত এবং এক হাজার সংবাদ ও ঘটনাবলি রয়েছে। –[মা'আরিফুল কুরআন]

বিষয়বস্তু : সূরা 'আল-বাক্বারা' পবিত্র কুরআনের সর্ববৃহৎ ও দীর্ঘতম সূরা। এতে ২৮৬ টি আয়াত ও ৪০টি রুকূ' রয়েছে এ সূরায় শরিয়তের আহ্কাম, রীতি-নীতি, আদেশ-নিষেধ যত অধিক বর্ণিত হয়েছে, তত অধিক অন্য কোনো সূরায় বর্ণিত হয়নি। –[মা'আরিফুল কুরআন]

এ সূরার শুরুতে বলা হয়েছে– 'এটা সেই কিতাব, যাতে কোনো সন্দেহ ও সংশয়ের অবকাশ নেই। এটা মুত্তাকীদের জন্য পথ প্রদর্শনকারী।' অতঃপর মু'মিন, কাফের ও মুনাফেকদের পরিচিতি বর্ণনা করে– মু'মিনগণ কিভাবে মহান আল্লাহর আদেশ মান্য করে, আর কাফের ও মুনাফেকরা কিভাবে অমান্য করে, তা বর্ণিত হয়েছে। জীবন, মৃত্যু, পুনর্জীবন, পৃথিবীর সবকিছু মানুষের জন্য সৃষ্টি, খলিফা নিয়োগের সংকল্প, হযরত আদম (আ.)-এর সৃষ্টি, পৃথিবীতে অবতরণ ও মার্জনা লাভ, বনী ইসরাঈলের প্রতি আল্লাহ তা'আলার বিভিন্ন অনুগ্রহ, তাদের অঙ্গীকার গ্রহণ ও প্রতিশ্রুতি দান এবং তাদের অবাধ্যতা ও পরিণাম প্রসঙ্গে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে। অতঃপর আহলে কিতাবদের বাকবিতণ্ডা এবং কিভাবে আহলে কিতাবরা নিজেদের ধর্মের বিরুদ্ধাচারণ করেছে এবং গর্ব ও অহঙ্কার শেষে রাসূল ﷺ-কে অস্বীকার করে, তা বিস্তারিত ও সুবিন্যস্ত ভাবে আলোচনা করা হয়েছে।

অতঃপর হযরত ইব্রাহীম ও হযরত ইসমাঈল (আ.)-এর পবিত্র কা'বা ঘর নির্মাণ প্রসঙ্গ এবং একে পবিত্রকরণ, সার্বজনীন ধর্ম স্থাপন এবং হযরত ইব্রাহীম (আ.)-এর বিনীত প্রার্থনা সংক্ষেপে ও সুন্দরভাবে বর্ণিত হয়েছে। অতঃপর 'বাইতুল মাকদিস-এর পরিবর্তে পবিত্র কা'বাকে কেবলা নির্ধারণ করে একে উপাসনার কেন্দ্র নির্দেশ করা হয়েছে এবং তার কারণে আহলে কিতাবদের অন্তরে যে দ্বিধা-দ্বন্দ্ব সৃষ্টি হয়েছে, তা আলোচনা করা হয়েছে। এরপর ইসলামি সমাজ প্রতিষ্ঠা করার পর শরিয়তের হুকুম-আহকাম, খাদ্য, পানীয়, সালাত, সাওম, জাকাত, হজ, কিসাস, অসিয়ত, জিহাদ, বিয়ে, তালাক, মহরানা, ঈলা, খুলা, রাজা'আত, ক্রয়-বিক্রয়, সুদ, বন্ধক, মদ, জুয়া, অনাথ, এতিম, ঋণ আদান-প্রদান ইত্যাদি প্রসঙ্গে আলোচনা করা হয়েছে।

https://e-ilm.weebly.com/

অতঃপর মহান আল্লাহ তা'আলার পথে জিহাদ, প্রাণ ও ধন উৎসর্গ, আধ্যাত্মিক এবং দৈহিক যোগ্যতা, জ্ঞানবল-বাহুবলই যে জাতীয় নেতৃত্বের অন্যতম মানদণ্ড তা বিবৃত হয়েছে। অতঃপর মু'মিনদেরকে জিহাদে উদ্বুদ্ধ করার জন্য তালূত-জালূত ও হযরত দাউদ (আ.)-এর প্রসঙ্গ বর্ণনা করা হয়েছে। রাসূলগণের পরস্পরের বিশেষত্ব ও শ্রেষ্ঠত্ব বর্ণনা, আল্লাহ তা'আলার একত্ববাদ ঘোষণা, হযরত ইব্রাহীম (আ.)-এর সাথে নমরূদের বিতর্কের ঘটনা আলোচিত হয়েছে। অতঃপর আল্লাহ তা'আলার পথে দান, দানের নামে নির্যাতনের পরিণাম, লেনদেনে সাক্ষী ইত্যাদির বিস্তারিত বর্ণনা করা হয়েছে। সবশেষে মহান আল্লাহ তা'আলার প্রভুত্ব এবং কাফেরদের বিপক্ষে সফলতা অর্জনে মু'মিনদের দোয়া শিক্ষা দেওয়ার মাধ্যমে সূরাটি শেষ করা হয়েছে।

অবতীর্ণের সময়কাল : সূরা 'আল-বাক্বারা'-এর বেশিরভাগ আয়াত নবী করীম ﷺ-এর মাদানী জীবনের প্রথম যুগে অবতীর্ণ হয়। কারো কারো মতে মদীনায় অবতীর্ণ সূরাসমূহের মধ্যে এ সূরাটি প্রথম। শুধুমাত্র وَاتَّقُوا يَوْمًا تُرْجَعُونَ فِيهِ إِلَى اللَّهِ মহানবী ﷺ -এর জীবনের শেষ দিকের আয়াত এবং সুদের আয়াতগুলোও তাঁর জীবনের শেষ দিকে অবতীর্ণ হয়েছে।

সূরা ফাতেহার সাথে সূরা বাকারার সম্পর্ক

সূরা ফাতেহার সাথে সূরা বাকারার সম্পর্ক এই, সূরা ফাতেহাতে বান্দা আল্লাহ পাকের মহান দরবারে সিরাতুল মুস্তাকীম বা সরল সঠিক পথের জন্য আরজি পেশ করেছে, তারই জবাবে আল্লাহ পাক পবিত্র কুরআন নাজিল করেছেন। তাই সূরা বাকারার শুরুতেই ইরশাদ হয়েছে– لَا رَيْبَ فِيهِ هُدًى لِلْمُتَّقِينَ

"এই কিতাব, এতে বিন্দুমাত্রও সন্দেহ নেই, এই কিতাব পথ প্রদর্শক আল্লাহভীরু লোকদের জন্য।

অতএব সূরায়ে ফাতেহায় হেদায়েতের যে দরখাস্ত করা হয়েছে তা মঞ্জুর হওয়ার খোশখবরী রয়েছে সূরা বাকারার প্রারম্ভে।

قَوْلُهُ الٓمّٓ .... هُمُ الْمُفْلِحُونَ الخ **আয়াতের শানে নুযূল :** উক্ত আয়াতসমূহ মালেক ইবনে সাইফ ইহুদি প্রসঙ্গে নাজিল হয়েছে। সে মুমিনদের অন্তরে সংশয় সৃষ্টির মানসে বলত– 'এ কুরআন সেই কিতাব নয়, যার সুসংবাদ পূর্ববর্তী কিতাবে দেওয়া হয়েছে। তখন মহান রাব্বুল আলামীন সর্বপ্রথম তাদের বিভ্রান্তিকর উক্তির সন্দেহ দূর করেন। অতঃপর চারটি আয়াত মুমিনদের প্রশংসায়, দুটি আয়াত কাফেরদের অসৎ চরিত্র বর্ণনা এবং পরবর্তী আয়াতটি মুনাফিকদের নিন্দায় নাজিল করেন। –[লুবানুন নুকূল]

❖ কেউ কেউ বলেন, মহান রাব্বুল আলামীন রাসূলুল্লাহ ﷺ -কে শুভ সংবাদ রূপে এ ঘোষণা দিয়েছিলেন যে, 'আমি আপনার উপর অতি সুন্দর ও অতুলনীয় গ্রন্থ নাজিল করব। যখন পবিত্র কুরআন নাজিল হতে শুরু করে, তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ আল্লাহ তা'আলার দরবারে আরজ করেন– 'হে প্রতিপালক! এটাই কি সেই কিতাব, যার সংবাদ আপনি পূর্বে দিয়েছিলেন? তখন মহান রাব্বুল আলামীন স্বীয় রাসূলের ইচ্ছা ও প্রশ্নের উত্তরে অত্র আয়াতগুলো নাজিল করেন।

❖ নবী করীম ﷺ প্রিয় জন্মভূমি মক্কা ছেড়ে মদীনায় হিজরত করার পর যখন তথাকার অধিবাসীগণ ইসলামের ছায়াতলে আসতে থাকে এবং ইসলাম ধর্মের গৌরব ও শক্তি বৃদ্ধি পেতে থাকে, তখন ইহুদিরা তার নবুয়ত, রিসালাত ও পবিত্র কুরআনকে সত্য বলে অস্বীকার করে এবং জনমনে সন্দেহ সৃষ্টির অপকৌশল অবলম্বন শুরু করে। তখন তার প্রতিবাদে এ আয়াতসমূহ অবতীর্ণ হয়।

الٓمّٓ এর বিশ্লেষণ : পবিত্র কুরআনের বহু সংখ্যক সূরার শুরুতে এ ধরনের 'হরফ বা বর্ণ রয়েছে। এসব হরফ বা বর্ণকে حُرُوفُ الْمُقَطَّعَات বলা হয়। এগুলোর সঠিক অর্থ মানুষের জ্ঞানের অগম্য। মহান আল্লাহ ও তাঁর রাসূল ﷺ -এর মধ্যবর্তী এ রহস্য অন্যের নিকট অপ্রকাশ্য। কেউ কেউ এগুলোর তাফসীরও করেছেন; কিন্তু তাদের এ তাফসীরে অনেক পার্থক্য দেখা যায়।

❖ হযরত ইবনে আসলাম (রা.) বলেন, এগুলো সূরার নাম।

❖ আল্লামা যামাখশারী (র.) বলেন, এগুলো পবিত্র কুরআনের নামের মধ্যে অন্যতম।

❖ আবার কেউ কেউ বলেন, এগুলো আল্লাহ্র নাম।

❖ প্রখ্যাত মুফাস্সির হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা.) বলেন, الم এটা আল্লাহর নাম।

❖ অন্য এক রেওয়ায়াতে এসেছে, এটা আল্লাহর কসম এবং তাঁর নাম।

https://e-ilm.weebly.com/

- হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা.) হতে এটাও বর্ণিত আছে যে, الٓمٓ অর্থ– اَنَا اللّٰهُ اَعْلَمُ আমিই অভিজ্ঞ আল্লাহ।
- কোনো কোনো মুফাস্সির বলেন, 'আলিফ অর্থ– আনা, আহাদ, আযালী, আবাদী, আওয়াল ও আখির অর্থাৎ আমি, অদ্বিতীয়, অসীম, অনন্ত, আদি ও অন্ত; আর 'লাম অর্থ– আল্লাহ লাতীফুন– সূক্ষ্মদর্শী আল্লাহ; 'মীম অর্থ– মিন্নী, মাজীদ, মা'বুদ ও মালিক। এরূপ আরো অনেক অর্থ মুফাস্সিরগণ করেছেন। গ্রহণযোগ্য ও সঠিক অভিমত হলো, এর অর্থ একমাত্র আল্লাহ তা'আলাই জানেন। সর্বসাধারণের জন্য এর অর্থ উদ্ধারের চেষ্টা করা অনুচিত।

ذٰلِكَ হলো اِسْمُ اِشَارَهٗ لِلْبَعِيْدِ বা দূরজ্ঞাপক। তবে আরবি সাহিত্যের সাধারণ ব্যবহারে ذٰلِكَ 'ইহা এবং 'উহা উভয় অর্থে ব্যবহৃত। তাই প্রখ্যাত মুফাস্সির হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা.) বলেন, এখানে ذٰلِكَ অর্থ হচ্ছে هٰذَا এ দু'টো اِسْمُ اِشَارَةٍ একটি অন্যটির স্থলে ব্যবহৃত হয়। আল্লামা যামাখশারী (র.) বলেন, এটা দ্বারা নির্দেশ করা হয়েছে الٓمٓ -এর প্রতি। অধিকাংশ তাফসীরকারকের মতে ذٰلِكَ দ্বারা সেই কিতাবের প্রতি ইঙ্গিত করা হয়েছে, যার ওয়াদা আল্লাহ তা'আলা রাসূল ﷺ-এর সাথে ইতঃপূর্বে اِنَّا سَنُلْقِىْ عَلَيْكَ قَوْلًا ثَقِيْلًا-এর মাধ্যমে করেছিলেন।

অথবা, এখানে ذٰلِكَ অর্থাৎ দূরজ্ঞাপক ইসমে ইশারাহ সম্মানার্থে ব্যবহৃত হয়েছে। কারো কারো মতে এখানে 'লাওহে মাহফূয-এর প্রতি ইঙ্গিত করা হয়েছে।

কুরআন নিঃসন্দেহে আল্লাহর বাণী

ذٰلِكَ الْكِتٰبُ لَا رَيْبَ فِيْهِ **এর ব্যাখ্যা :** এ কুরআন আল্লাহ তা'আলার কালাম হওয়ার ব্যাপারে কোনো সন্দেহ নেই। পবিত্র কুরআনের সাবলীল ভাষা, বর্ণনার মাধুর্য, অকাট্য যুক্তি ও বিজ্ঞানময় বক্তব্য তার যথার্থতা প্রমাণ করে। কিন্তু কেউ যদি অবাস্তব সন্দেহ-সংশয় পোষণ করে, তাতে পবিত্র কুরআনের বাস্তবতা বিনষ্ট হবে না; বরং এতে সত্য বিমুখতাই প্রমাণিত হবে। এ জন্য পবিত্র কুরআনে সন্দেহের অস্তিত্ব অস্বীকার করা হলেও সন্দেহকারীর অস্তিত্ব অস্বীকার করা হয়নি।

اَلْكِتٰبُ **দ্বারা উদ্দেশ্য :** কিতাব অর্থ লিখিত পুস্তক, অবশ্য পালনীয় ব্যবস্থা। এখানে কিতাব দ্বারা উদ্দেশ্য কুরআনুল কারীম। কালামুল্লাহর অংশবিশেষকে কিতাব বলা হয়। কিতাবের সংজ্ঞা বা পরিচিতি প্রদানে ওলামায়ে কেরাম বলেন,

اَمَّا الْكِتَابُ فَالْقُرْاٰنُ الْمُنَزَّلُ عَلَى الرَّسُوْلِ عَلَيْهِ السَّلَامُ الْمَكْتُوْبُ فِى الْمَصَاحِفِ الْمَنْقُوْلُ عَنْهُ نَقْلًا مُتَوَاتِرًا بِلَا شُبْهَةٍ۔

অর্থাৎ কিতাব হলো কুরআন যা নবী করীম ﷺ -এর উপর অবতীর্ণ ও মাসাহেফে লিখিত এবং নবী করীম ﷺ হতে এমনভাবে ধারাবাহিক পদ্ধতিতে বর্ণিত হয়েছে, যাতে কোনোরূপ সন্দেহ-সংশয়ের অবকাশ নেই।

لَا رَيْبَ فِيْهِ **-এর অর্থ :** কুরআন নিঃসন্দেহে আল্লাহর বাণী, কুরআন সম্পর্কে অপবাদজনিত কোনো প্রকার সংশয়ের অবকাশ নেই। কোনো কালাম বা বক্তব্যে সন্দেহ ও সংশয় দু'কারণে হতে পারে। (১) কালাম ভুল, আর কুরআনের ক্ষেত্রে এ কারণ অসম্ভব। কেননা বিধর্মীরা এটা প্রমাণ করতে পূর্বেই অপারগ হয়েছে। (২) কালাম নির্ভুল, তবে কারো বুদ্ধিমত্তার স্বল্পতার দরুন সন্দেহ উপস্থিত হতে পারে। যার উল্লেখ কুরআনের অন্যত্র রয়েছে– وَاِنْ كُنْتُمْ فِىْ رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلٰى عَبْدِنَا الخ যদি তোমরা এতে সন্দেহ পোষণ করো। ...... (বস্তুত বুদ্ধির স্বল্পতা হেতু করো)। তাই মনে সন্দেহ-সংশয় সৃষ্টি হওয়া সত্ত্বেও এরূপ বলা ন্যায়সঙ্গত যে, এ কিতাবে কোনো প্রকার সন্দেহের অবকাশ নেই। কেননা পবিত্র কুরআন সত্য তথ্যসম্বলিত গ্রন্থ যা আল্লাহর পক্ষ হতে অবতারিত।

ঈমানের অর্থ : অভিধানে اِيْمَانٌ অর্থ হলো تَصْدِيْقٌ বা সত্যতা জ্ঞাপন করা, যেমন আল্লাহর বাণী– وَمَآ اَنْتَ بِمُؤْمِنٍ لَّنَا অর্থাৎ بِمُصَدِّقٍ لَّنَا - اِيْمَانٌ শব্দটি اَمْنٌ মূলধাতু থেকে উদ্ভূত হয়েছে।

ফাতহুল মুলহিম-এর গ্রন্থকার ইমাম গাযালী (র.)-এর উদ্ধৃতি দিয়ে বলেন, শরিয়তের পরিভাষায় ঈমান হলো–تَصْدِيْقٌ এবং اِعْتِقَادٌ অর্থাৎ সে সকল আহকামকে সত্যতা জ্ঞাপন এবং বিশ্বাস করা, যেগুলো মহানবী ﷺ থেকে সুস্পষ্টভাবে জানা গেছে। ইমাম বায়যাভী (র.)-এর অভিমতও এরূপ।

ইমাম গাজ্জালী (র.) তাঁর ফায়সালাতুত তাফরেকাহ গ্রন্থে আরও বলেন– اَلْاِيْمَانُ تَصْدِيْقُ النَّبِىِّ بِجَمِيْعِ مَا جَاءَ بِهِ النَّبِىُّ ﷺ। অর্থাৎ মহানবী ﷺ যে সকল আসমানি প্রত্যাদেশ নিয়ে এসেছেন সেগুলোর প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করা। ইমাম রাযী (র.)ও এই অভিমত পোষণ করেন।

https://e-ilm.weebly.com/

غَيْب -এর মর্মার্থ : غَيْب -এর আভিধানিক অর্থ হচ্ছে অদৃশ্য হওয়া, অনুপস্থিত, মানুষের জ্ঞান এবং অনুভূতির উপরে হওয়া। ঐ সমস্ত জিনিস, যা মানুষের জ্ঞান-বুদ্ধি এবং অনুভূতির নাগালের বাইরে; যার জ্ঞান নবীদের বলা ব্যতীত লাভ করা যায় না। নবীদের কাছে আগত ওহী, অদৃশ্য জ্ঞান- এ সমস্ত অর্থেই কুরআন মাজীদে غَيْب -এর ব্যবহার হয়েছে। غَيْب শব্দটি পবিত্র কুরআনে نكرة [অনির্দিষ্ট] হিসেবে ব্যবহার হয়নি। আবার ب -এর উপর যবর, পেশ ও যের তিন রূপেই ব্যবহার হয়েছে। কিন্তু প্রত্যেক স্থানেই معرفة হিসেবে ব্যবহার হয়েছে। পবিত্র কুরআনে মোট ৪৯ বার শব্দটি এসেছে। মাত্র এক জায়গায় এটি اضافت হয়েছে সর্বনামের দিকে। অবশিষ্ট ৪৮ স্থানে একে ال যোগে معرفة করা হয়েছে এবং প্রথম ইসমের দিকে اضافت হয়েছে। আমরা এখন উদাহরণ স্বরূপ ইমাম রাগেবের ব্যাখ্যা অনুসারে প্রথম কয়েকটি আয়াতের ব্যাখ্যা উপস্থিত করব। عَالِمُ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ যে সমস্ত জিনিস তোমরা দেখ এবং যা সম্বন্ধে তোমরা জান আর যে সমস্ত জিনিস সম্বন্ধে তোমরা কিছুই জান না, আল্লাহ সবকিছু জানেন। তোমরা কিছুই জান না আল্লাহ ঐ সবকিছুই জানেন। –[সূরা হাশর : ২৩] اِطَّلَعَ الْغَيْبَ [সূরা মারইয়াম : ৭৮] যে সমস্ত জিনিস চক্ষু এবং দিব্য জ্ঞানের সীমার উপরে, যে পর্যন্ত কল্পনা ও দৃষ্টি পৌঁছাতে পারে না। সে কি তার দিকে ঝুঁকে দেখেছে? তার কি সেই বিষয় জ্ঞান লাভ হয়েছে? لَا يَعْلَمُ مَنْ فِى السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ الْغَيْبَ اِلَّا اللّٰهُ যে সমস্ত বস্তু মানুষের অনুভূতি এবং জ্ঞানের সীমার বাইরে রয়েছে তা আল্লাহ ব্যতীত আসমান জমিনের কেউ জানে না। –[সূরা নামল : ৬৫]

مَا كَانَ اللّٰهُ لِيُطْلِعَكُمْ عَلَى الْغَيْبِ –[সূরা আলে ইমরান : ১৭৯] যে সমস্ত বস্তু তোমাদের কাছে প্রকাশ করা যাবে না এবং যা তোমাদের দৃষ্টি ও জ্ঞানের আওতায় নয়, সে সমস্ত বিষয় আল্লাহ তোমাদেরকে অবহিত করবেন না। এখানে غيب-এর অর্থ ওহীও হতে পারে। অর্থাৎ আল্লাহ তা'আলা এমন নন যে, তোমাদের কাছে সরাসরি ওহী পাঠিয়ে তোমাদেরকে সেই সমস্ত বিষয় অবহিত করবেন। اِنَّكَ اَنْتَ عَلَّامُ الْغُيُوْبِ [সূরা মায়েদা : ১০৯] যা সত্য যা সন্দেহাতীত, মানুষের জ্ঞান যেখানে পৌঁছতেও পারে না, আল্লাহ সে সম্বন্ধে ভালো করেই জানেন। وَعِنْدَهٗ مَفَاتِحُ الْغَيْبِ [সূরা আন'আম : ৫৯] যে সমস্ত রহস্য তালাবদ্ধ রয়েছে, যে পর্যন্ত মানুষের জ্ঞান পৌঁছতে পারে না আল্লাহর কাছেই রয়েছে তা খোলার চাবি।

لَا يَعْلَمُ الْغَيْبَ اِلَّا هُوَ এর অর্থও তাই। رَجْمًا بِالْغَيْبِ –[সূরা কাহাফ : ২৩] যা তারা দেখেনি এবং যা তারা জানে না, সেটার প্রতি তারা তীর চালায়।

يُؤْمِنُوْنَ بِالْغَيْبِ [সূরা বাকারা : ২] যার সঠিক জ্ঞান ওহী ব্যতীত লাভ হয় না, তার প্রতি তারা ঈমান আনে। অনুভূতিরও বুদ্ধি-জ্ঞান যেখানে পৌঁছায় না, নবীগণকে ওহী দ্বারা তার জ্ঞান দান করেন। যেমন, আল্লাহ আ'আলার জাত এবং সিফাত, হাশর-নশর, জান্নাত এবং বিশ্বাস করে। অথবা বলা যায়, যখন সে মুসলমানদের নিকট হতে আলাদা হয়ে যায় সেই সময়ও এই সবের উপর বিশ্বাস করে। অর্থাৎ তাঁর ঈমান খাঁটি।

لَهٗ غَيْبُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ الَّذِيْنَ يَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ بِالْغَيْبِ [সূরা আম্বিয়া : ৪৯] যারা আল্লাহ তা'আলাকে ভয় করে। আকাশ এবং পৃথিবীতে যা তোমাদের অজ্ঞাত তার জ্ঞান কেবল আল্লাহরই আছে। আল্লাহই তার খালিক, মালিক এবং তাতে হস্তক্ষেপকারী। حَافِظَاتٌ بِالْغَيْبِ [সূরা নিসা : ৩০] তারা [স্ত্রীরা] স্বামীদের অনুপস্থিতিতে নিজের ইজ্জত এবং স্বামীর মালের হেফাজত করে। এখানে غَيْب এর অর্থ দেহের অঙ্গও হতে পারে, যা লোকদের সামনে প্রকাশ করা নিষিদ্ধ। مَنْ يَخَافُهٗ بِالْغَيْبِ [সূরা মায়েদা : ১৯৩] যে একাকী অবস্থায় আল্লাহকে ভয় করে। لَمْ اَخُنْهُ بِالْغَيْبِ [সূরা ইউসুফ : ৫২] তার আযীযের অনুপস্থিতিতে তাঁর আমানতে খেয়ানত করিনি।

فَلَا يُظْهِرُ عَلٰى غَيْبِهٖ اَحَدًا [সূরা জিন : ২৭] আল্লাহ ওহীর কথা নবী ব্যতীত অন্য কারো কাছে প্রকাশ করেন না। وَمَا هُوَ عَلَى الْغَيْبِ بِضَنِيْنٍ [সূরা তাকরীম : ২৪] আল্লাহর রাসূল ﷺ ওহীর ব্যাপারে কোনো প্রকার কৃপণতা করেন না। অর্থাৎ আল্লাহ যে ওহী প্রেরণ করেন নবী ﷺ -এর উপর তিনি তা যথাযথভাবে মানুষের কাছে পৌঁছে দেন। তিনি তা গোপন রাখতেন না। ذٰلِكَ مِنْ اَنْبَاۤءِ الْغَيْبِ [সূরা আলে ইমরান : ৪৩] প্রাচীনকালের যেসব খবরসমূহ তোমাদের অজ্ঞানা ছিল। সে সব গোপন খবরের অন্তর্ভুক্ত সেগুলো। وَمَا كُنَّا لِلْغَيْبِ حٰفِظِيْنَ [সূরা ইউসুফ : ৬১] আমরা অদৃশ্য বিপদ হতে বাঁচাতে পারতাম না। অথবা ভবিষ্যতে যা ঘটবে তার সম্বন্ধে আমাদের কোনো জ্ঞান নেই। উপরিউক্ত আয়াতসমূহ হতে প্রতীয়মান হয় غَيْب শব্দটি ছয়টি অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে।

https://e-ilm.weebly.com/

(১) غَيْبٌ ঐ জিনিস যার নিকট অনুভূতি এবং আকলের হেদায়েত পৌছতে পারে না। নবীদের কথা ব্যতীত সেগুলো সম্বন্ধে কেউ কিছু জানতেও পারে না। (২) লোকদের নিকট হতে আলাদা হয়ে যখন নিভৃতে সময় কাটায়। (৩) ওহী (৪) কোনো কোনো অতীতকালীন ঘটনা (৫) ভবিষ্যতে সংঘটিতব্য বিষয়সমূহ। (৬) গুপ্তাঙ্গ বা গুপ্ত বস্তু প্রকাশ করে দেওয়া।

ঈমান ও ইসলামের মধ্যে পার্থক্য : আভিধানিক অর্থে কোনো বস্তুতে আন্তরিক বিশ্বাস স্থাপনকে ঈমান এবং কারো অনুগত হওয়াকে ইসলাম বলে। ঈমানের আধার হলো অন্তর। ইসলামের আধার অন্তরসহ সকল অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ। কিন্তু শরিয়তে ঈমান ব্যতীত ইসলাম এবং ইসলাম ব্যতীত ঈমান কোনোটিই গ্রহণযোগ্য নয়। আল্লাহ তা'আলা ও তাঁর নবীর উপর আন্তরিক বিশ্বাস ততক্ষণ পর্যন্ত গ্রহণযোগ্য নয়, যতক্ষণ পর্যন্ত এ বিশ্বাসের মৌখিক স্বীকৃতির সাথে সাথে কর্মের দ্বারা আনুগত্য ও তাঁবেদারী প্রকাশ করা না হয়। ظَاهِرًا তথা প্রকাশ্য আনুগত্যের সাথে যদি ঈমান তথা অন্তরের বিশ্বাস না থাকে তবে কুরআনের ভাষায় এটাকে نِفَاقٌ (নেফাক) বলে। এটাকে কুফর হতেও জঘন্য অন্যায় সাব্যস্ত করা হয়েছে। ঈমান ও ইসলামের ক্ষেত্র এক, কিন্তু সূচনা ও সমাপ্তির মধ্যে কিছুটা পার্থক্য বিদ্যমান। অর্থাৎ ঈমান যেমন অন্তর থেকে শুরু হয় এবং প্রকাশ্য আমলে পৌছে পূর্ণতা লাভ করে, তদ্রূপ ইসলামও প্রকাশ্য আমল থেকে শুরু হয় এবং অন্তরে পৌছে তা পূর্ণতা লাভ করে। অন্তরের বিশ্বাস প্রকাশ্য আমল পর্যন্ত না পৌছলে তা গ্রহণযোগ্য হয় না। অনুরূপ প্রকাশ্য আমলও তাঁবেদারী আন্তরিক বিশ্বাসে না পৌছলে গ্রহণযোগ্য হয় না। ইমাম গাযালী (র.)-ও এ মত পোষণ করেন।
মোদ্দাকথা হলো, ইসলামি শরিয়তে ঈমানবিহীন ইসলাম এবং ইসলামবিহীন ঈমান গ্রহণযোগ্য নয়।

هِدَايَةٌ-এর অর্থ : আয়াতে ব্যবহৃত هِدَايَةٌ শব্দটি মাসদার। আল্লামা যামাখশারী (র.)-এর মতে هُدًى এমন পথ যা اِيْصَالٌ اِلَى الْمَطْلُوْبِ বা গন্তব্যে পৌছে দেয়। গন্তব্যে না পৌছালে ঐ পথকে هِدَايَةٌ বলা হবে না। কেননা পবিত্র কুরআনে হেদায়েতের বিপরীতে ضَلَالٌ বা ভ্রষ্টতা ব্যবহৃত হয়েছে।
আল্লামা কুরতুবী (র.) বলেন, هِدَايَةٌ দু'প্রকার। যথা– (ক) পথ দেখানো। যা নবী রাসূলগণের দায়িত্ব ছিল وَلِكُلِّ قَوْمٍ هَادٍ অর্থাৎ প্রত্যেক জাতির জন্য পথপ্রদর্শক রয়েছে। আল্লাহর বাণী– وَإِنَّكَ لَتَهْدِيْ إِلٰى صِرَاطٍ مُّسْتَقِيْمٍ আপনি সরল পথের দিকে আহ্বান করবেন। এখানে আল্লাহ তা'আলা هِدَايَةٌ-এর অর্থ 'পথ দেখানো এবং রাস্তার দিকে আহ্বান করা বুঝিয়েছেন। (খ) هُدًى -এর দ্বিতীয় অর্থ– অন্তরে ঈমান সৃষ্টি করা বা চূড়ান্তভাবে সঠিক পথে আনয়ন করা। এটা একমাত্র আল্লাহর জন্য। আল্লাহ তা'আলার ঘোষণা إِنَّكَ لَا تَهْدِيْ مَنْ أَحْبَبْتَ আপনার পছন্দমতো আপনি কাউকে হেদায়েত দিতে পারবেন না। অর্থাৎ কাউকে মুমিন বানিয়ে ফেলতে পারবেন না। –[ফাতহুল কাদীর]

মুত্তাকীদের পরিচয় : আলোচ্য আয়াতে মুত্তাকীদের তিনটি গুণের কথা আলোচিত হয়েছে। তা হলো, যারা অদৃশ্যে বিশ্বাস স্থাপন করে, নামাজ প্রতিষ্ঠা করে এবং স্বীয় জীবিকা থেকে সৎপথে ব্যয় করে তারাই মুত্তাকী।
হযরত হাসান বসরী (র.) বলেন, মুত্তাকী তারাই যারা হারাম কাজ হতে বিরত থাকে এবং ফরজ কাজসমূহ নিষ্ঠার সাথে পালন করেন।
কালবী (র.) বলেন, মুত্তাকী তারাই আয়াতে যাদের পরিচয় দেওয়া হয়েছে।
মুফাসসিরকুল শিরোমণি হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) বলেন, মুত্তাকী তারাই যারা ঈমান আনার পর شِرْك তথা অংশীদারিত্ব, كَبَائِرٌ তথা কবীরা গুনাহ, فَوَاحِشٌ তথা অশ্লীলতা থেকে বিরত থাকেন এবং মহান আল্লাহর আদেশ নিষেধাবলি যথাযথ মেনে চলেন।
একদা হযরত মু'আয ইবনে জাবাল (রা.)-কে মুত্তাকীদের পরিচয় সম্পর্কে প্রশ্ন করা হলে তিনি প্রত্যুত্তরে বলেন যে, যারা শিরক ও মূর্তিপূজা থেকে দূরে রয়েছে এবং একমাত্র আল্লাহর ইবাদত করে তারাই মুত্তাকী।
প্রখ্যাত হাদীস ব্যাখ্যাগ্রন্থ ফাতহুল কাদীরে মহানবী ﷺ -এর একটি হাদীস উদ্ধৃত আছে যে, মহানবী ﷺ ইরশাদ করেন, কোনো বান্দা মুত্তাকী হতে পারবে না যতক্ষণ সে 'অসুবিধা নেই এমন বস্তুকে ছেড়ে দেয় এই ভয়ে যে, অসুবিধা আছে এমন কোনো কাজে জড়িয়ে যেতে পারে।

সূরার প্রথমে الٓمٓ উল্লেখের কারণ : পবিত্র কুরআনের বিভিন্ন সূরার শুরুতে حُرُوْفٌ مُقَطَّعَاتٌ ব্যবহারের প্রকৃত কারণ একমাত্র আল্লাহ তা'আলাই ভালো জানেন। কিন্তু তাফসীরকারগণ এর কিছু কিছু হিকমত উল্লেখ করার প্রয়াস পেয়েছেন। যেমন–

- আল্লাহ রাব্বুল আলামীন প্রবল ক্ষমতাবান। এ ধরনের শব্দাবলির প্রকৃতার্থ তিনি ব্যতীত অন্য কেউ না জানাটা তাঁর ক্ষমতার অন্তর্ভুক্ত, অতএব এতে তাঁর ক্ষমতার প্রকাশ ঘটে।
- الٓمٓ অক্ষরগুলো মানুষের অক্ষমতার প্রতি ইঙ্গিত করার উদ্দেশ্যে আল্লাহ সূরার প্রথমে উল্লেখ করেছেন।

https://e-ilm.weebly.com/

- দু'ধরনের বাক্য দিয়ে সবাই কথা বলেন, কিন্তু আল্লাহ বলেছেন– এতে চ্যালেঞ্জ করা হয়েছে যে, যদি সম্ভব হয় এমন করে বল।
- শ্রবণকারী কথাটার আওয়াজ শ্রবণ মাত্রই অনুধাবন করতে পারে যে, এর সমকক্ষ কোনো শব্দ দ্বারা তাদের পক্ষে কথা বলা সম্ভব নয়।
- এ অক্ষরগুলো স্বয়ং মু'জিযা। এটা এমন নবীর মুখ থেকে নিঃসৃত, যিনি কস্মিনকালেও শিক্ষকের দ্বারস্থ হননি। তাঁর মুখ থেকে প্রকাশ পাওয়ার অর্থই হলো এগুলো তাঁর নিজের বানানো নয়, এগুলো আল্লাহর পক্ষ থেকে ওহী হিসেবে এসেছে।

هُدًى لِّلْمُتَّقِيْنَ বলার কারণ : পবিত্র কুরআন একমাত্র মুত্তাকীদের জন্য হেদায়েতের উৎস স্বরূপ। মূলত এটা সমগ্র মানবজাতির জন্যই হেদায়েতের পথ দেখায়। কিন্তু যারা কুরআন থেকে হেদায়েত গ্রহণ করে না তারা খোদাভীরু নয়। খোদাভীরুগণই এটা থেকে হেদায়েত গ্রহণ করে।

আল্লামা সুয়ূতী (র.) আয়াতের অনুবাদ করেছেন এভাবে– যারা খোদাভীরু হতে চেয়েছেন তাদের জন্যই কুরআন পথপ্রদর্শক। শব্দটি রূপক অর্থে ব্যবহৃত, প্রকৃতার্থে নয়।

নামাজ প্রতিষ্ঠার তাৎপর্য : ইকামাতে সালাত বলতে শুধু নামাজ আদায় করাকেই বুঝায় না; বরং নামাজকে তার আহকাম-আরকানসহ যথানিয়মে সঠিক সময়ে আদায় করার নাম ইকামাতে সালাত।

তাফসীরকারগণ ইকামাতে সালাতের কয়েকটি ব্যাখ্যা উল্লেখ করেছেন। যথা–

- আহকাম আরকান সহ যথাযথভাবে নামাজ আদায় করা।
- রীতিমতো একনিষ্ঠভাবে নামাজ আদায় করা।
- একনিষ্ঠভাবে নামাজ আদায় করার জন্য সার্বিক দিক থেকে প্রস্তুতি গ্রহণ করে তৈরি থাকা, যেন কোনো প্রকারে নামাজ ছুটে না যায়।

اِنْفَاقٌ দ্বারা উদ্দেশ্য : اِنْفَاقٌ অর্থ– আল্লাহর পথে ব্যয় করা। এখানে ফরজ জাকাত, ওয়াজিব সদকা এবং নফল দান-খয়রাত প্রভৃতি যা আল্লাহর রাস্তায় ব্যয় করা হয় সেসব কিছুই বুঝানো হয়েছে।

পবিত্র কুরআনে সাধারণত اِنْفَاقٌ শব্দ নফল দান-খয়রাতের অর্থেই ব্যবহৃত রয়েছে। যেখানে ফরজ জাকাত উদ্দেশ্য সেখানে زَكٰوة (যাকাত) শব্দ ব্যবহৃত হয়েছে।

مِمَّا رَزَقْنٰهُمْ সংক্ষিপ্ত বাক্যটিতে গভীরভাবে চিন্তা ফিকির করলে বুঝা যায় যে, আল্লাহর রাস্তায় অর্থ ব্যয় করার একটা প্রবল আকাঙ্ক্ষা প্রত্যেক সৎ মানুষের মধ্যে বিশেষভাবে জাগরিত করাই এ আয়াতের উদ্দেশ্য। একজন সুস্থ বিবেক সম্পন্ন ব্যক্তি চিন্তা করবে যে, আমাদের নিকট যা কিছু রয়েছে তা সবই আল্লাহর দান ও আমানত। যদি এগুলো তার পথে ব্যয় করি তবেই মাত্র এ নিয়ামতের হক আদায় করা হবে।

শুধু সালাত ও ব্যয়কে উল্লেখ করার কারণ : আয়াতে কারীমাতে মূল ইবাদতসমূহের উল্লেখ প্রয়োজন ছিল, শুধু নামাজ ও ব্যয় পর্যন্ত সীমাবদ্ধ রাখার কারণ কি? এর উত্তরে বলা যায় যে, যত রকমের আমল রয়েছে তা ফরজ হোক বা ওয়াজিব হোক সবই মানুষের দেহ বা ধন-দৌলতের সাথে সম্পর্কযুক্ত। ইবাদতে বদনী তথা শারীরিক ইবাদতের মধ্যে নামাজ সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ। তাই এখানে নামাজের বর্ণনা এনেছেন এবং যেহেতু আর্থিক ইবাদত সবই اِنْفَاقٌ-এর অন্তর্ভুক্ত, সুতরাং এ উভয় প্রকার ইবাদতের বর্ণনার মধ্যেই প্রকৃতপক্ষে যাবতীয় ইবাদতের বর্ণনা অন্তর্ভুক্ত হয়ে গেছে।

রিজিক বলতে যা বুঝায় : رِزْقٌ অর্থ– অংশ, رِزْقٌ বলা হয় ঐ অংশকে যা বান্দার জন্য নির্দিষ্ট হয়। কেউ বলেন, رزق ঐ বস্তুকে বলে যা ভক্ষণ করা হয় অথবা ব্যবহার করা হয়। আবার কেউ বলেন, যা মালিকানায় আছে তা-ই রিজিক। এ দু'টি মতোই ঠিক নয়। কেননা মালিকানায় নেই এমন বস্তুকেও রিজিক বলা হয়। যেমন– اَللّٰهُمَّ ارْزُقْنِىْ وَلَدًا صَالِحًا (হে আল্লাহ আমাকে নেক সন্তান দান করো।) আর খাদ্যবস্তুকে এ জন্য রিজিক বলা ঠিক নয় যে, রিজিক খরচ করার জন্য বলা হয়েছে, আর ভক্ষিত বস্তু খরচ করা সম্ভব নয়। আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাতের অধিকাংশ আলেমের মতে, যা দ্বারা কল্যাণ পাওয়া যায় তাই রিজিক, চাই তা হালাল হোক বা হারাম হোক। আল্লাহর পক্ষ থেকে দুনিয়াতে মাখলুকের জন্য যা কিছু দেওয়া হয়েছে সব কিছুই রিজিকের অন্তর্ভুক্ত।

يَقِيْن-এর অর্থ : يَقِيْن-এর অর্থ হলো সন্দেহের পর কোনো বিষয়ের এমন জ্ঞান অর্জন করা যার মাধ্যমে উক্ত সন্দেহ দূরীভূত হয়ে যায়। আর এ কথা বলা যায় না যে, تَيَقَّنْتُ اَنَّ السَّمَاءَ فَوْقِىْ কেননা আকাশ যে উপরে এ ব্যাপারে কারো কোনো সন্দেহ নেই। তবে যদি কোনো বিষয়ে সন্দেহ না থাকা সত্ত্বেও কেউ সন্দেহ করে, তারপর বিভিন্ন প্রমাণাদির মাধ্যমে এর সত্যতা উদঘাটিত হয়, তাহলে يَقِيْن ব্যবহার করা যাবে। যেমন– تَيَقَّنْتُ اَنَّ الْاِلٰهَ وَاحِدٌ

https://e-ilm.weebly.com/

আখেরাত বলতে যা বুঝায় : আখেরাত শব্দের অর্থ হলো– পরে আগত বস্তু, পিছনে আসা। এ শব্দটি সর্বদাই স্ত্রীলিঙ্গ হিসেবে ব্যবহৃত হয়। এটা اَلدُّنْيَا-এর বিপরীত শব্দ। পরিভাষায় আখেরাতের সংজ্ঞা প্রদানে বলা হয়– اَلْحَيَاةُ الْاُخْرَوِيَّةُ بَعْدَ انْقِضَاءِ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا অর্থাৎ দুনিয়াবী জীবন শেষ হবার পর পরবর্তী যে জীবন শুরু হয় তাকে আখেরাত তথা পরকাল বলা হয়।

وَمَا اُنْزِلَ مِنْ قَبْلِكَ**-এর তাৎপর্য :** আল্লাহ তা'আলা هُدًى لِّلْمُتَّقِيْنَ يُؤْمِنُوْنَ بِالْغَيْبِ বলে মুসলমানদের মর্যাদা দান করেছেন। আর আহলে কিতাবদের মধ্যে যারা ঈমান গ্রহণ করেছিল, যেমন আব্দুল্লাহ ইবনে সালাম ও তার সাথীরা, তাদের মর্যাদা দিতে গিয়ে আল্লাহ তা'আলা বলেন– اَلَّذِيْنَ يُؤْمِنُوْنَ بِمَآ اُنْزِلَ اِلَيْكَ وَمَآ اُنْزِلَ مِنْ قَبْلِكَ এতে তাদের সম্মানকে বিশেষভাবে উল্লেখ করা হয়েছে ; যদ্দারা বাকি আহলে কিতাবদের উৎসাহিত করা হয়েছে।

পূর্ববর্তী কিতাবসমূহের উপর ঈমানের গুরুত্ব

পূর্ববর্তী কিতাবসমূহের প্রতি ঈমান আনয়ন দ্বারা পূর্ব শরিয়তের উপর আমল করার প্রয়োজন নেই। কেননা اِيْمَانٌ শব্দের অর্থ تَصْدِيْقٌ ; কিন্তু আমল করা স্বতন্ত্র বিষয়। পূর্ববর্তী নবীদের উপর ঈমান আনা ফরজ এবং এটা ঈমানের একটা মৌলিক শর্ত। এ প্রসঙ্গটিকে বুঝতে হবে এভাবে যে, আল্লাহ তা'আলা উক্ত কিতাবগুলো যে নাজিল করেছেন এটা বাস্তব সত্য, এতে কোনো সন্দেহ নেই। স্বার্থপর এবং দুর্ভাগা লোকেরা উক্ত কিতাবসমূহের মধ্যে যে পরিবর্তন পরিবর্ধন করেছে তা ভ্রান্তিপূর্ণ। আমলের ব্যাপারে বক্তব্য হলো– আমল শুধু কুরআনের আহকাম অনুযায়ী হবে। কেননা কুরআন অবতীর্ণ হওয়ার সাথে সাথে পূর্বের কিতাবসমূহের আহকাম مَنْسُوْخٌ বা রহিত হয়ে গেছে।

শব্দ বিশ্লেষণ

هُدًى : শব্দটি মাসদার, বাব ضَرَبَ মূলবর্ণ (ه ـ د ـ ى) জিনস ناقص يائى এখানে هَادٍ ইসমে ফায়েলের অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। অর্থ– পথপ্রদর্শক, হেদায়েতকারী।

يُؤْمِنُوْنَ : সীগাহ جمع مذكر غائب বহছ فعل مضارع معروف বাব اِفْعَالٌ মাসদার اَلْاِيْمَانُ মূলবর্ণ (ا ـ م ـ ن) জিনস مهموز فاء অর্থ– তারা বিশ্বাস স্থাপন করে।

يُقِيْمُوْنَ : সীগাহ جمع مذكر غائب বহছ فعل مضارع معروف বাব اِفْعَالٌ মাসদার اَلْاِقَامَةُ মূলবর্ণ (ق ـ و ـ م) জিনস اجوف واوى অর্থ– তারা প্রতিষ্ঠা করে।

اُنْزِلَ : সীগাহ واحد مذكر غائب বহছ فعل ماضى مجهول বাব اِفْعَالٌ মাসদার اَلْاِنْزَالُ মূলবর্ণ (ن ـ ز ـ ل) জিনসে صحيح অর্থ– নাজিলকৃত, অবতারিত।

يُوْقِنُوْنَ : সীগাহ جمع مذكر غائب বহছ فعل مضارع معروف বাব اِفْعَالٌ মাসদার اَلْاِيْقَانُ মূলবর্ণ (ى ـ ق ـ ن) জিনস مثال يائى অর্থ– তারা দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করে।

رَبّ : শব্দটি একবচন, বহুবচন ارباب এটা اسم فاعل مبالغة অর্থ– প্রতিপালক।

اَلْمُفْلِحُوْنَ : সীগাহ جمع مذكر বহছ اسم فاعل বাব اِفْعَالٌ মাসদার اَلْاِفْلَاحُ মূলবর্ণ (ف ـ ل ـ ح) জিনস صحيح অর্থ– তারা সফলকাম।

বাক্য বিশ্লেষণ

الٓمّٓ ذٰلِكَ الْكِتٰبُ : الٓمّٓ শব্দটি هذه মুবতাদা محذوف-এর খবর। আর ذٰلِكَ الْكِتٰبُ দ্বিতীয় খবর অথবা بدل (বদল)।

অথবা الم হলো مبتدأ আর উহ্য متحدى বা معجزة খবর।

অথবা, এভাবে বলা হয় الم প্রথম مبتدأ আর ذلك দ্বিতীয় مبتدأ আর الكتاب খবর। অতঃপর বাক্যটি প্রথম মুবতাদার খবর।

وَاُولٰٓئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُوْنَ : এখানে واو হলো حرف عطف আর اُولٰٓئِكَ হলো اول مبتدأ এবং هُمْ হলো ثانى مبتدأ আর اَلْمُفْلِحُوْنَ হলো উভয় মুবতাদার খবর। অতএব, مبتدأ ও خبر মিলে جملة اسمية অতঃপর এটা معطوف হলো। معطوف ও معطوف عليه মিলে جملة عاطفة:

https://e-ilm.weebly.com/

أُولَٰئِكَ عَلَىٰ هُدًى مِّن رَّبِّهِمْ ۖ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ (٥)

অনুবাদ : (৫) তারাই রয়েছে তাদের প্রভু হতে প্রাপ্ত হেদায়েতের উপর এবং তারাই পূর্ণ সফলকাম।

إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا سَوَاءٌ عَلَيْهِمْ أَأَنذَرْتَهُمْ أَمْ لَمْ تُنذِرْهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ (٦)

(৬) নিশ্চয় যারা কাফের হয়ে গেছে, তাদের জন্য উভয়ই সমান, আপনি তাদরেকে ভয় দেখান বা না দেখান। তারা ঈমান আনবে না।

خَتَمَ اللَّهُ عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ وَعَلَىٰ سَمْعِهِمْ ۖ وَعَلَىٰ أَبْصَارِهِمْ غِشَاوَةٌ ۖ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ (٧)

(৭) আল্লাহ তা'আলা মোহর মেরে দিয়েছেন তাদের অন্তরসমূহের উপর ও তাদের কর্ণসমূহের উপর; এবং তাদের চক্ষুসমূহের উপর পর্দা রয়েছে। আর তাদের জন্য রয়েছে গুরুতর শাস্তি।

وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُم بِمُؤْمِنِينَ (٨)

(৮) আর মানুষের মধ্যে কতক এমন লোক রয়েছে যারা বলে আমরা ঈমান এনেছি আল্লাহ তা'আলার প্রতি এবং শেষ দিবসের প্রতি, অথচ তারা মোটেই ঈমানদার নয়।

يُخَادِعُونَ اللَّهَ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَمَا يَخْدَعُونَ إِلَّا أَنفُسَهُمْ وَمَا يَشْعُرُونَ (٩)

(৯) তারা চালবাজী করে আল্লাহ এবং মুমিনদের সাথে; বস্তুত তারা কারো সাথে চালবাজী করে না নিজের ব্যতীত, অথচ তারা এ সম্বন্ধে বোধই রাখে না।

فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ فَزَادَهُمُ اللَّهُ مَرَضًا ۖ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ بِمَا كَانُوا يَكْذِبُونَ (١٠)

(১০) তাদের অন্তরসমূহে রয়েছে কঠিন পীড়া, পরন্তু আল্লাহ তাদের পীড়া আরো বাড়িয়ে দিয়েছেন, আর তাদের জন্য রয়েছে যন্ত্রণাময় শাস্তি, এ কারণে যে, তারা মিথ্যা বলত।

শাব্দিক অনুবাদ :

(৫) أُولَٰئِكَ তারাই عَلَىٰ هُدًى রয়েছে হেদায়েতের উপর مِّن رَّبِّهِمْ তাদের প্রভু হতে প্রাপ্ত وَأُولَٰئِكَ هُمُ এবং তারাই الْمُفْلِحُونَ পূর্ণ সফলকাম।

(৬) إِنَّ الَّذِينَ নিশ্চয় যারা كَفَرُوا কাফের হয়ে গেছে سَوَاءٌ عَلَيْهِمْ তাদের জন্য উভয়ই সমান أَأَنذَرْتَهُمْ আপনি তাদেরকে ভয় দেখান বা أَمْ لَمْ تُنذِرْهُمْ না দেখান لَا يُؤْمِنُونَ তারা ঈমান আনবে না।

(৭) خَتَمَ اللَّهُ আল্লাহ তা'আলা মোহর মেরে দিয়েছেন عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ তাদের অন্তরসমূহের উপর وَعَلَىٰ سَمْعِهِمْ ও তাদের কর্ণসমূহের উপর وَعَلَىٰ أَبْصَارِهِمْ এবং তাদের চক্ষুসমূহের উপর রয়েছে غِشَاوَةٌ পর্দা وَلَهُمْ আর তাদের জন্য রয়েছে عَذَابٌ عَظِيمٌ গুরুতর শাস্তি।

(৮) وَمِنَ النَّاسِ আর মানুষের মধ্যে কতক এমন লোকও রয়েছে مَن يَقُولُ যারা বলে آمَنَّا আমরা ঈমান এনেছি بِاللَّهِ আল্লাহ তা'আলার প্রতি وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ এবং শেষ দিবসের প্রতি وَمَا هُم بِمُؤْمِنِينَ অথচ তারা মোটেই ঈমানদার নয়।

(৯) يُخَادِعُونَ তারা চালবাজী করে اللَّهَ আল্লাহ وَالَّذِينَ آمَنُوا এবং মুমিনদের সাথে وَمَا يَخْدَعُونَ বস্তুত তারা কারো সাথে চালবাজী করে না إِلَّا أَنفُسَهُمْ নিজের ব্যতীত وَمَا يَشْعُرُونَ অথচ তারা এ সম্বন্ধে বোধই রাখে না।

(১০) فِي قُلُوبِهِم তাদের অন্তরসমূহে রয়েছে مَّرَضٌ কঠিন পীড়া, فَزَادَهُمُ اللَّهُ مَرَضًا পরন্তু আল্লাহ তাদের পীড়া আরো বাড়িয়ে দিয়েছেন وَلَهُمْ আর তাদের জন্য রয়েছে عَذَابٌ أَلِيمٌ যন্ত্রণাময় শাস্তি بِمَا كَانُوا يَكْذِبُونَ এ কারণে যে, তারা মিথ্যা বলত।

https://e-ilm.weebly.com/

অনুবাদ : (১১) আর যখন তাদেরকে বলা হয়, তোমরা ফ্যাসাদ সৃষ্টি করো না ভূপৃষ্ঠে, তখন তারা বলে, আমরা তো শুধু শান্তিই স্থাপনকারী।	وَاِذَا قِيْلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوْا فِى الْاَرْضِ ۙ قَالُوْٓا اِنَّمَا نَحْنُ مُصْلِحُوْنَ (١١)
(১২) সাবধান! নিশ্চয়,এরাই ফ্যাসাদ সৃষ্টিকারী; কিন্তু এ সম্বন্ধে বোধই রাখে না।	اَلَآ اِنَّهُمْ هُمُ الْمُفْسِدُوْنَ وَلٰكِنْ لَّا يَشْعُرُوْنَ (١٢)
(১৩) আর যখন তাদেরকে বলা হয়, তদ্রূপ ঈমান আন যেরূপ ঈমান এনেছে অন্যান্য লোক, তখন তারা বলে, আমরা কি ঈমান আনব যেরূপ ঈমান এনেছে এ নির্বোধেরা? মনে রাখুন! তারাই নির্বোধ কিন্তু তারা বুঝতে পারতেছে না।	وَاِذَا قِيْلَ لَهُمْ اٰمِنُوْا كَمَآ اٰمَنَ النَّاسُ قَالُوْٓا اَنُؤْمِنُ كَمَآ اٰمَنَ السُّفَهَآءُ ؕ اَلَآ اِنَّهُمْ هُمُ السُّفَهَآءُ وَلٰكِنْ لَّا يَعْلَمُوْنَ (١٣)
(১৪) আর যখন মুনাফেকরা মুমিনদের সাথে সাক্ষাৎ করে, তখন তারা বলে, আমরা ঈমান এনেছি, আর যখন তারা গোপনে মিলিত হয় নিজ দুষ্ট নেতাদের সাথে, বলে নিশ্চয় আমরা তোমাদের সঙ্গে আছি, আমরা তো শুধু ঠাট্টা করে থাকি।	وَاِذَا لَقُوا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا قَالُوْٓا اٰمَنَّا ۚ وَاِذَا خَلَوْا اِلٰى شَيٰطِيْنِهِمْ ۙ قَالُوْٓا اِنَّا مَعَكُمْ ۙ اِنَّمَا نَحْنُ مُسْتَهْزِءُوْنَ (١٤)
(১৫) আল্লাহই তাদের সাথে ঠাট্টা করছেন এবং তাদেরকে ঢিল দিয়ে যাচ্ছেন, ফলে তারা নিজেদের অবাধ্যতার মধ্যে উদভ্রান্ত হয়ে বেড়াচ্ছে।	اَللّٰهُ يَسْتَهْزِئُ بِهِمْ وَيَمُدُّهُمْ فِىْ طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُوْنَ (١٥)

শাব্দিক অনুবাদ

(১১) وَاِذَا قِيْلَ لَهُمْ আর যখন তাদেরকে বলা হয় لَا تُفْسِدُوْا তোমরা ফ্যাসাদ সৃষ্টি করো না فِى الْاَرْضِ ভূপৃষ্ঠে قَالُوْٓا তখন তারা বলে اِنَّمَا نَحْنُ مُصْلِحُوْنَ আমরা তো শুধু শান্তিই স্থাপনকারী।

(১২) اَلَآ সাবধান! اِنَّهُمْ هُمُ الْمُفْسِدُوْنَ নিশ্চয় তারাই ফ্যাসাদ সৃষ্টিকারী وَلٰكِنْ কিন্তু এ সম্বন্ধে لَا يَشْعُرُوْنَ বোধই রাখে না।

(১৩) وَاِذَا قِيْلَ لَهُمْ আর যখন তাদেরকে বলা হয়, اٰمِنُوْا তদ্রূপ ঈমান আন كَمَآ اٰمَنَ النَّاسُ যেরূপ ঈমান এনেছে অন্যান্য লোক قَالُوْٓا তখন তারা বলে اَنُؤْمِنُ আমরা কি ঈমান আনব كَمَآ اٰمَنَ السُّفَهَآءُ যেরূপ ঈমান এনেছে এ নির্বোধেরা? اَلَآ মনে রাখুন! اِنَّهُمْ هُمُ السُّفَهَآءُ তারাই নির্বোধ وَلٰكِنْ কিন্তু لَا يَعْلَمُوْنَ তারা বুঝতে পারছে না।

(১৪) وَاِذَا لَقُوْا আর যখন মুনাফিকরা সাক্ষাৎ করে الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا মুমিনদের সাথে قَالُوْٓا তখন তারা বলে اٰمَنَّا আমরা ঈমান এনেছি وَاِذَا خَلَوْا আর যখন তারা গোপনে মিলিত হয় اِلٰى شَيٰطِيْنِهِمْ নিজ দুষ্ট নেতাদের সাথে قَالُوْٓا বলে اِنَّا مَعَكُمْ নিশ্চয় আমরা তোমাদের সঙ্গে আছি اِنَّمَا نَحْنُ আমরা তো শুধু مُسْتَهْزِءُوْنَ ঠাট্টা করে থাকি।

(১৫) اَللّٰهُ يَسْتَهْزِئُ بِهِمْ আল্লাহই তাদের সাথে ঠাট্টা করছেন وَيَمُدُّهُمْ এবং তাদেরকে ঢিল দিয়ে যাচ্ছেন فِىْ طُغْيَانِهِمْ ফলে তারা নিজেদের অবাধ্যতার মধ্যে يَعْمَهُوْنَ উদভ্রান্ত হয়ে বেড়াচ্ছে।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

(৬)– اِنَّ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا سَوَآءٌ عَلَيْهِمْ الخ **আয়াতের শানে নুযূল :** এই আয়াতটি আবূ জাহল, আবূ লাহাব, উতবা, শাইবা এ ধরনের নির্দিষ্ট কিছু কাফেরের ব্যাপারে নাজিল হয়েছে। যাদের ব্যাপারে আল্লাহর ইলম ছিল যে, তারা কুফরি অবস্থায় মৃত্যুবরণ করবে; তারা কখনো ইসলাম গ্রহণ করবে না, সবার ব্যাপারে নয়। কারণ এ কথা তো দিবালোকের ন্যায় স্পষ্ট যে, এই আয়াত নাজিল হওয়ার পরেও অনেক কাফের মুসলমান হয়েছে ভবিষ্যতেও হবে। ইনশাআল্লাহ।

https://e-ilm.weebly.com/

(৮)– وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَّقُوْلُ اٰمَنَّا بِاللّٰهِ وَبِالْيَوْمِ الْاٰخِرِ الخ **আয়াতের শানে নুযূল :** হযরত আলী (রা.) থেকে বর্ণিত আছে, তিনি একবার মুনাফিক নেতা আব্দুল্লাহ ইবনে উবাই ইবনে সালূল মুতাজির ইবনে কুশাইরকে লক্ষ্য করে বলেন, আল্লাহকে ভয় কর, নেফাক ছেড়ে দাও। উপরে একরকম ভিতরে অন্য রকম থাকা উচিত নয়। তখন তারা বলল, আশ্চর্য তো আপনি আমাদের মুসলমানদেরকে কাফের বলছেন, তাদের এই দাবির পরিপ্রেক্ষিতে আল্লাহ তা'আলা উপরের আয়াত নাজিল করেন।

(১৪) وَاِذَا لَقُوا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا قَالُوْا اٰمَنَّا الخ **আয়াতের শানে নুযূল :** হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা.) বলেন, আব্দুল্লাহ ইবনে উবাই ইবনে সালূল এবং তার অনুচরদের ব্যাপারে এই আয়াতটি নাজিল হয়েছে : ঘটনাটি হলো এই, একবার আব্দুল্লাহ ইবনে উবাই ইবনে সালূল ও তার অনুচররা দেখল, এক জায়গায় হযরত আবূ বকর, হযরত ওমর ও হযরত আলী (রা.) দাঁড়িয়ে আছেন। তখন সে তার অনুচরদেরকে বলল, দেখ আমি তাদের সাথে কিভাবে মজা করি। সে প্রত্যেকের হাত ধরে আলাদা আলাদা প্রশংসা করলো। সে হযরত আবূ বকর সিদ্দীক (রা.) কে লক্ষ্য করে বলল,

مَرْحَبًا لِلشَّيْخِ وَالصِّدِّيْقِ وَلِعُمَرَ مَرْحَبًا بِالْفَارُوْقِ الْقَوِيِّ فِىْ دِيْنِهٖ وَلِعَلِيٍّ يَا ابْنَ عَمِّ النَّبِىِّ ﷺ

"ধন্যবাদ হে প্রবীণ ও সিদ্দীক, হযরত ওমর (রা.)-কে লক্ষ্য করে বলল, ধন্যবাদ হে ফারূক! আপনি ন্যায়ের পথে নিজ ধর্মে অটল, হযরত আলী (রা.)-কে লক্ষ্য কর বলল, ধন্যবাদ হে রাসূলের চাচাতো ভাই! তখন হযরত আলী (রা.) তাকে বললেন, আল্লাহকে ভয় কর, মুনাফেকী করো না। সে মুহূর্তে সে বলল, আপনি একি বললেন! আমার ঈমান তো আপনাদের ঈমানের অনুরূপই। পরে সে তার সাথীদেরকে বলল, দেখলে কিভাবে মজা করলাম। মুসলমানদেরকে দেখলে তোমরাও এরূপ মজা করবে। পরবর্তীতে সাহাবায়ে কেরাম রাসূল ﷺ কে এ ঘটনাটি জানালেন। তখন উক্ত আয়াত নাজিল হয়।

قوله اِنَّ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا **দ্বারা কাদেরকে বুঝানো হয়েছে :** হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা.) বলেন, এ আয়াতে كَفَرُوْا দ্বারা আবূ জাহ্‌ল, আবূ লাহাব, ওয়ালীদ ইবনে মুগীরা, শায়বা, উতবা ও তাদের মতো মক্কার কাফেরদেরকে বুঝানো হয়েছে।

كُفْر -এর অর্থ : كُفْر শব্দটির আভিধানিক অর্থ– আচ্ছাদন করা, আবৃত করা, ঢেকে দেওয়া, গোপন করা। এর মর্মার্থ হলো, অবিশ্বাস ও অস্বীকার করা। অধর্ম ধর্মকে, অসত্য সত্যকে, অনাচার সদাচরকে, অকৃতজ্ঞতা কৃতজ্ঞতাকে আচ্ছাদিত করে বলেই كُفْر কে كُفْر বলা হয়। শরিয়তের পরিভাষায় اِنْكَارُ مَا جَاءَ بِهِ النَّبِىُّ ﷺ যে ব্যক্তি আল্লাহ তা'আলা, নবী-রাসূলগণ, ধর্মগ্রন্থসমূহ, বেহেশ্‌ত, দোজখ, পরকাল, ফেরেশ্‌তা, তাকদীর ইত্যাদির প্রতি অবিশ্বাস করে, তাকেই অবিশ্বাসী বা كَافِرٌ বলা হয়।

اَلْكُفْرُ -এর প্রকারভেদ : কুফর চার প্রকার। যথা–

(১) كُفْرُ الْاِنْكَارِ **(কুফরে ইনকার) :** মুখে এবং অন্তরে কোনো জিনিসকে ইনকার বা অস্বীকার করা।

(২) كُفْرُ الْجُحُوْدِ **(কুফরে জুহূদ) :** সত্যকে নিজের অন্তর দিয়ে বুঝা, কিন্তু মুখে অস্বীকার করা। যেমন– ইবলিসের অস্বীকার। এ প্রসঙ্গে আল্লাহর বাণী– فَلَمَّا جَاۤءَهُمْ مَّا عَرَفُوْا كَفَرُوْا بِهٖ

(৩) كُفْرُ الْمُعَانَدَةِ **(কুফরে মু'আনাদাহ) :** সত্যকে অন্তর দিয়ে বুঝা, মুখে বলা, কিন্তু গ্রহণ না করা এবং হককে দীন হিসেবে মেনে না নেওয়া। যেমন হযরতের চাচা আবূ তালেবের কুফরি।

(৪) كُفْرُ النِّفَاقِ **(কুফরে নেফাক্ব) :** মুখে বলা, কিন্তু অন্তরে অস্বীকার করা।

ঈমান ও কুফরির পরিণতি : ঈমান ও ইসলামের দ্বারা ব্যক্তির মনে নূর বিচ্ছুরিত হয়। মানুষ দৈনন্দিন একমাত্র আল্লাহ তা'আলাকেই তার সকল নির্ভরযোগ্য আশ্রয় বলে মনে করে। ফলশ্রুতিতে সকল মুমিন পরস্পরে ভ্রাতৃ বন্ধনে আবদ্ধ হয়, একে অপরের কল্যাণকামী হয়। তাদের এই আত্মীক সম্পর্ককেই আল্লাহ তা'আলা এভাবে বর্ণনা করেন, رُحَمَاۤءُ بَيْنَهُمْ তাদের জন্যই রয়েছে জান্নাতের পরম শান্তি যা হবে– جَنّٰتٍ تَجْرِىْ مِنْ تَحْتِهَا الْاَنْهٰرُ

অপরদিকে কুফরি হলো এক ভ্রান্ত মতবাদ। বিশ্বপ্রতিপালকের অস্বীকৃতিরূপ অন্ধকার তাকে গ্রাস করে ফেলে। পরিণতিতে সমস্ত অন্ধকার এবং দুর্বলতা তাদেরকে কাপুরুষে পরিণত করে। তখন সমসৃষ্ট মানুষও তাদের জন্য ভয়ের কারণ হয় ঈমানের ন্যায় মূল্যবান সম্পদকে অস্বীকার করার কারণে; একদিক তাদের ব্যক্তিসত্তা সম্পূর্ণভাবে ঢাকা পড়ে যায়। তাই পরকালে তারা নিক্ষিপ্ত হবে অন্ধকার আগুনে। অন্ধকার আত্মাকে অন্ধকার আগুন দিয়েই পুরস্কৃত করা হবে।

https://e-ilm.weebly.com/

قَوْلُهُ سَوَاءٌ عَلَيْهِمْ -এর ব্যাখ্যা : 'আপনি তাদেরকে সতর্ক করুন, আর না-ই করুন, তাদের পক্ষে উভয়ই সমান' । এর দ্বারা রাসূল ﷺ -কে ভয় প্রদর্শন হতে বিরত থাকার আদেশ দেওয়া হয়নি । কেননা ইসলাম প্রচারের কাজে যদি কোনো পক্ষেরই উপকার না হতো, তবে তা থেকে বিরত থাকার নির্দেশ দেওয়া হতো । এখানে কাফেরদেরকে উপদেশ দিলে তাদের কোনো উপকার হোক বা না হোক রাসূল ﷺ তো দাওয়াতি কাজের ছওয়াব অবশ্যই পাবেন? ; কাফেরদের হেদায়েত গ্রহণ একমাত্র আল্লাহর হাতে । তা কোনো নবী অথবা পীরের হাতে নয় ।

এনযার শব্দের অর্থ : 'এনযার' শব্দের অর্থ হচ্ছে এমন সংবাদ দেওয়া যাতে ভয়ের সঞ্চার হয় । আর اِبْشَارٌ এমন সংবাদকে বলা হয়, যা শুনে আনন্দ লাভ হয় ; সাধারণ অর্থে এনযার বলতে ভয় প্রদর্শন করা । কিন্তু প্রকৃতপক্ষে শুধু ভয় প্রদর্শনকে 'এনযার' বলা হয় না; বরং শব্দটি দ্বারা এমন ভয় প্রদর্শন বুঝায়, যা দয়ার ভিত্তিতে হয়ে থাকে । যেভাবে মা সন্তানকে আগুন, সাপ, বিচ্ছু এবং হিংস্র জীবজন্তু হতে ভয় দেখিয়ে থাকেন ; 'নাযির' বা ভয় প্রদর্শনকারী ঐ সমস্ত ব্যক্তি যাঁরা অনুগ্রহ করে মানবজাতিকে যথার্থ ভয়ের খবর জানিয়ে দিয়েছেন । এজন্যই নবী রাসূলগণকে খাসভাবে নাযীর বলা হয় । কেননা তাঁরা দয়া ও সতর্কতার ভিত্তিতে অবশ্যম্ভাবী বিপদ হতে ভয় প্রদর্শন করার জন্যই প্রেরিত হয়েছেন । নবীগণের জন্য 'নাযীর' শব্দ ব্যবহার করে একদিকে ইঙ্গিত করা হয়েছে যে, যাঁরা তাবলীগের দায়িত্ব পালন করবেন, তাঁদের কর্তব্য হচ্ছে– সাধারণ মানুষের প্রতি যথার্থ মমতা ও সমবেদনা সহকারে কথা বলা ।

এ আয়াতে রাসূলুল্লাহ ﷺ -কে সান্ত্বনা দেওয়ার জন্য বলা হয়েছে যে, এ সমস্ত জেদী অহংকারী লোক, যারা সত্যকে জেনে শুনেও কুফরি ও অস্বীকৃতির উপর দৃঢ় অনড় হয়ে আছে, অথবা অহঙ্কারের বশবর্তী হয়ে কোনো সত্য কথা শুনতে কিংবা সুস্পষ্ট দলিল প্রমাণ দেখতেও প্রস্তুত নয়, তাদের পথে এনে ঈমানের আলোকে আলোকিত করার উদ্দেশ্যে রাসূলুল্লাহ ﷺ যে বিরামহীন চেষ্টা করেছেন তা ফলপ্রসু হওয়ার নয় ; এদের ব্যাপারে চেষ্টা করা না করা একই কথা ।

পাপের শাস্তি পার্থিব সামর্থ্য থেকে বঞ্চিত হওয়া : এ দুটি আয়াতের দ্বারা বুঝা গেল যে, কুফর ও অন্যান্য সব পাপের আসল শাস্তি তো পরকালে হবেই, তবে কোনো কোনো পাপের আংশিক শাস্তি দুনিয়াতেও হয়ে থাকে । দুনিয়ার এ শাস্তি ক্ষেত্রবিশেষ নিজের অবস্থা সংশোধন করার সামর্থ্যকে ছিনিয়ে নেওয়া হয় ; শুভবুদ্ধি লোপ পায় ।

মানুষ আখেরাতের হিসাব-নিকাশ সম্পর্কে গাফেল হয়ে গোমরাহীর পথে এমন দ্রুততার সাথে এগুতে থাকে, যাতে অন্যায়ের অনুভূতি পর্যন্ত তাদের অন্তর থেকে দূরে চলে যায় । এ সম্পর্কে কোনো কোনো বুযুর্গ মন্তব্য করেছেন যে, পাপের শাস্তি এরূপও হয়ে থাকে যে, একটি পাপ অপর একটি পাপকে আকর্ষণ করে, অনুরূপভাবে একটি নেকীর বদলায় অপর একটি নেকী আকৃষ্ট হয় ।

হাদীসে আছে, মানুষ যখন কোনো একটি গুনাহের কাজ করে, তখন তার অন্তরে একটি কালো দাগ পড়ে । সাদা কাপড়ে হঠাৎ কালো দাগ লাগার পর যেমন তা খারাপ লাগে, তেমনি প্রথমাবস্থায় অন্তরে পাপের দাগও অস্বস্তির সৃষ্টি করে । এ অবস্থায় যদি সে তওবা না করে , আরো পাপ করতে থাকে, তবে পর পর দাগ পড়তে পড়তে অন্তঃকরণ দাগে পরিপূর্ণ হয়ে যায় । এমতাবস্থায় তার অন্তর থেকে ভালো মন্দের পার্থক্য সম্পর্কিত অনুভূতি পর্যন্ত লুপ্ত হয়ে যায় ।

উপদেশ দান করা সর্বাবস্থায় উপকারী : এ আয়াতে সনাতন কাফেরদের প্রতি রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর নসিহত করা না করার সমান বলে ঘোষণা করা হয়েছে । এর সাথে عَلَيْهِمْ -এর বাধ্যবাধকতা আরোপ করে জানিয়ে দেওয়া হয়েছে যে, এ সমতা কাফেরদের জন্য, রাসূলের জন্য নয়, তবে তাদেরকে জানানোর এবং সংশোধন করার চেষ্টা করা ছওয়াব অবশ্যই পাওয়া যাবে ; তাই সমগ্র কুরআনের কোনো আয়াতেই এমনসব লোককে ঈমান ও ইসলামের দিকে দাওয়াত দেওয়া হতে নিষেধ করা হয়নি । এতে বুঝা যাচ্ছে, যে ব্যক্তি ঈমান ও ইসলামের দাওয়াত দেওয়ার কাজে নিয়োজিত, তা ফলপ্রসু হোক বা না হোক, সে এ কাজের ছওয়াব পাবেই ।

একটি সন্দেহের নিরসন : এ আয়াতের বিষয়বস্তুর অনুরূপ ভাষা সূরায়ে মুতাফফিফীনের এক আয়াতেও উল্লিখিত হয়েছে যথা– كَلَّا بَلْ سكة رَانَ عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ مَّا كَانُوا يَكْسِبُونَ

অর্থাৎ এমন নয়; বরং তাদের অন্তরে তাদের কর্মের মরিচা গাঢ় হয়ে গেছে । তাতে বুঝানো হয়েছে যে, তাদের মন্দকাজ ও অহংকারই তাদের অন্তরে মরিচার আকার ধারণ করেছে । এ মরিচাকে আলোচ্য আয়াতে 'সীলমোহর' বা আবরণ শব্দের

https://e-ilm.weebly.com/

দ্বারা উল্লেখ করা হয়েছে। তাই এরূপ সংশয় সৃষ্টি হওয়া অস্বাভাবিক কিছু নয় যে, যখন আল্লাহই তাদের অন্তরে সীলমোহর এঁটে দিয়েছেন, এবং গ্রহণ ক্ষমতাকে রহিত করেছেন, তখন তারা কুফরি করতে বাধ্য। কাজেই তাদের শাস্তি হবে কেন? এর জওয়াব হচ্ছে যে, তারা নিজেরাই অহংকার ও বিরুদ্ধাচরণ করে নিজেদের যোগ্যতা হারিয়ে ফেলেছে, তাই এজন্য তারাই দায়ী। যেহেতু বান্দাদের সকল কাজের সৃষ্টি আল্লাহই করেছেন, তিনি এস্থলে সীলমোহরের কথা বলে জানিয়ে দিয়েছেন যে, তারা নিজেরাই যখন সত্য গ্রহণের ক্ষমতাকে রহিত করতে উদ্যত হয়েছে, তখন আমি আমার কর্মপদ্ধতি অনুযায়ী তাদের এ খারাপ যোগ্যতার পরিবেশ তাদের অন্তরে সৃষ্টি করে দিয়েছে।

قوله خَتَمَ اللّٰهُ عَلٰى قُلُوْبِهِمْ **-এর ব্যাখ্যা :** 'আল্লাহ তা'আলা তাদের (কাফেরদের) অন্তঃকরণে কুফরির মোহর মেরে দিয়েছেন। এ আয়াতের অর্থ এই নয় যে, আল্লাহ তা'আলার কারণেই তারা ঈমান গ্রহণ করতে পারেনি; বরং এর অর্থ হলো, তারা যখন ঈমানের মৌলিক বিষয়গুলো প্রত্যাখ্যান করেছে এবং নিজেদের জন্য কুরআনের উপস্থাপিত পথের পরিবর্তে অন্য পথ বেছে নিয়েছে, তা থেকে তাদেরকে নিয়ে আসা যাবে না। কিন্তু যেহেতু মানুষের যাবতীয় কার্যসমূহ তাদের ইচ্ছাকৃত হলেও সমস্ত কিছুরই সৃষ্টিকর্তা আল্লাহ তা'আলা, তাই তিনি আয়াতে নিজেকে উক্ত কার্যসমূহের স্রষ্টা বলে প্রকাশ করেছেন। যখন তারা নিজেরাই নিজেদের সর্বনাশের কর্তা হলো এবং সেই সর্বনাশকে স্বেচ্ছায় গ্রহণ করতে উদ্যত হলো, তখন আল্লাহ তা'আলাও এরূপ অবস্থায় তাদের অন্তর এবং অন্যান্য ইন্দ্রিয়ের মধ্যে সৃষ্টি করে দিলেন। সুতরাং তাদের কৃতকর্মই অন্তরের উপর মোহরাঙ্কনের কারণ হলো।

অন্তঃকরণে মোহর মারার অর্থ : অন্তঃকরণে মোহর মারার অর্থ হলো, হক সম্পর্কে অনবহিত থাকা। আল্লাহ তা'আলার নির্দেশের প্রতি ভ্রূক্ষেপ না করা এবং আল্লাহ তা'আলার নিদর্শনাবলির উপর চিন্তা-গবেষণা না করা। বরং তাদের এমন অবস্থা প্রকাশিত হওয়া যা দ্বারা বুঝা যায় যে, তারা সত্য সম্পর্কে কোনো চিন্তাই করে না। মনে হয় যেন তাদের অন্তঃকরণে সত্যের কোনো স্থানই নেই।

কানে মোহর মারার অর্থ : কানে মোহর মারার অর্থ হচ্ছে, তারা হক বা সত্য কথা শুনতে রাজি থাকে না। যদিও শোনে; কিন্তু আমল বা বাস্তবে রূপ দেওয়ার চিন্তা করে না। পবিত্র কুরআনের আয়াত তাদের সামনে পঠিত হয় বটে; কিন্তু তারা তা বুঝতে চেষ্টাও করে না। সত্যের পথে ডাকা হলে কর্ণপাতও করে না। মনে হয়, তাদের কানে মোহর মেরে দেওয়া হয়েছে।

وَعَلٰى اَبْصَارِهِمْ **-এর ব্যাখ্যা :** 'এবং তাদের চক্ষুসমূহে আবরণ পড়ে আছে। আল্লাহ তা'আলা মানুষকে সৃষ্টি করার পর দৃষ্টিশক্তি দান করেছেন, যেন তারা সৃষ্টি জগতের প্রতি তাকিয়ে স্রষ্টার খোঁজ করে। প্রত্যেকটি দৃষ্টি যেন হয় স্রষ্টার পরিচায়ক। কিন্তু নির্বোধ মুশরিক ও কাফেররা সৃষ্টি জগতের প্রতি তাকায়, তবে শিক্ষার নিয়তে তাকায় না, হেদায়েতের আশায় দৃষ্টি দেয় না। ফলে আল্লাহ তা'আলা তাদের দৃষ্টির অবস্থা এরূপ করে দিয়েছেন।

তিনটি ইন্দ্রিয়কে উল্লেখ করার কারণ : এ তিনটি ইন্দ্রিয় দ্বারা আল্লাহ তা'আলাকে চেনা ও জানা অতি সহজ। কেননা অন্তর অনুধাবনযোগ্য, কান শ্রবণযোগ্য এবং চক্ষু দৃষ্টিযোগ্য। এ তিন স্তরের মাধ্যমে বস্তুর প্রকৃত পরিচয় ঘটে। তাই এগুলো আল্লাহকে চেনা ও জানার মাধ্যম।

أَنْذَرْتَهُمْ **-এর কেরাত ঃ** أَأَنْذَرْتَهُمْ -এর এখানে পাঁচটি কেরাত রয়েছে– (১) উভয় همزه -কে ঠিক রেখে পড়া। (২) উক্ত দু'টো همزه -এর মধ্যখানে একটি الف যুক্ত করে পড়া। (৩) উভয় همزه -কে সহজ করে পড়া (تَسْهِيْل) (৪) تَسْهِيْل -এর মধ্যখানে الف যুক্ত করে পড়া। (৫) দ্বিতীয় همزه -কে الف দ্বারা পরিবর্তন করে পড়া।

مِنَ النَّاسِ **দ্বারা কাদেরকে বুঝানো হয়েছে :** প্রখ্যাত মুফাস্সির সাহাবী হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা.)-এর বর্ণনানুযায়ী আহলে কিতাব, যেমন– আব্দুল্লাহ ইবনে উবাই, ইবনে কুশাইর এবং ইবনে কায়েস প্রমুখকে বুঝানো হয়েছে। অপর বর্ণনায় সাধারণ মুনাফিকদের বুঝানো হয়েছে।

اَلْيَوْمِ الْاٰخِرِ **-এর অর্থ :** اَلْيَوْمِ الْاٰخِرِ শেষদিন বা পরকাল। اَلْيَوْمِ الْاٰخِرِ বলতে ঐ সময়কে বুঝানো হয়েছে, যার কোনো সীমা নেই, যা অনন্ত, কোনো সময়েই তা শেষ হবার নয়।

https://e-ilm.weebly.com/

কেউ কেউ বলেন, কবর থেকে উঠার পর হতে জান্নাতী জান্নাতে আর দোজখী দোজখে প্রবেশ করা পর্যন্ত সময়কে اَلْيَوْمِ الْاٰخِرِ বলা যেতে পারে।

نِفَاقٌ -এর প্রকারভেদ : নিফাক দু'ভাগে বিভক্ত। যথা- (১) نِفَاقٌ اِعْتِقَادِيٌّ (২) نِفَاقٌ عَمَلِيٌّ

১. نِفَاقٌ اِعْتِقَادِيٌّ হলো, বিশ্বাসের দিক থেকে নিফাক। কুরআনের ভাষায় এদের শাস্তি হলো- اِنَّ الْمُنَافِقِيْنَ فِى الدَّرْكِ الْاَسْفَلِ مِنَ النَّارِ অর্থাৎ মুনাফেকরা জাহান্নামের সর্বনিম্ন স্তরের অধিবাসী।

২. نفاق عملى হলো, আমলের দিক থেকে নিফাক, কার্যত এরাও প্রকৃত মুনাফিক। এটা কবীরা গুনাহ। হাদীস শরীফে বর্ণিত এদের কতিপয় নিদর্শন নিম্নরূপ- (১) اِذَا حَدَّثَ كَذَبَ যখন কথা বলে মিথ্যা বলে। (২) وَاِذَا اؤْتُمِنَ خَانَ যখন তাদের কাছে আমানত রাখা হয় তারা খেয়ানত করে। (৩) اِذَا وَعَدَ اَخْلَفَ যখন অঙ্গীকার করে তখন তা পূর্ণ করে না। নিফাক প্রকটভাবে মদীনার যুগে পরিলক্ষিত হয়েছিল। কেননা মদীনায় মুসলমানদের শক্তি বৃদ্ধি ঘটেছিল তাই তারা বাহ্যিকভাবে ইসলামের অনুকূলে কথা বলতো, আর অলক্ষ্যে আগোচরে ইসলামের শত্রুদের সাথে শলা-পরামর্শে লিপ্ত হতো।

يَقُوْلُ -কে একবচন, আর مُؤْمِنِيْنَ বহুবচন ব্যবহারের কারণ : يَقُوْلُ ফে'লের পূর্বে مَنْ ইসমে মাওসূল রয়েছে, যা অর্থের দিক দিয়ে বহুবচন, আর শব্দের দিক দিয়ে একবচন। সুতরাং مَنْ -এর শব্দের দিকে লক্ষ্য রেখে يَقُوْلُ একবচন বলা হয়েছে, আর من -এর অর্থের দিকে লক্ষ্য রেখে مُؤْمِنِيْنَ বহুবচন ব্যবহার করা হয়েছে।

قوله يُخٰدِعُوْنَ اللّٰهَ -এর ব্যাখ্যা : তারা আল্লাহ তা'আলা ও ঈমানদারদের সাথে প্রতারণা করে। এখানে মুনাফিকদের কথা বলা হয়েছে। মুনাফিক হলো যারা মুখে যা বলে, অন্তরে তার বিপরীত বিশ্বাস গোপন রাখে। তারা মুসলমানদের নিকট নিজেদেরকে মুসলমান বলে দাবি করতো, আবার কাফেরদের নিকটে গিয়ে মুসলমানদেরকে বোকা ও নির্বোধ বলে হাসি-তামাশা করতো। তারা মনে করত যে, তারা মুসলমান ও তাদের প্রভুকে ধোঁকা দিচ্ছে। তাদের এ ভ্রান্ত ধারণাকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করে আল্লাহ ইরশাদ করেছেন, প্রকৃতপক্ষে তারাই নিজেদের ধোঁকা দিচ্ছে। তাদের এ কপটতা ও প্রতারণা তাদের নিজেদেরই সাথে আত্মপ্রতারণায় পরিণত হয়। অথচ তারা নিজেদের এ আচরণ সম্পর্কে একটুও ভেবে দেখে না।

মুনাফেকরা কিভাবে আল্লাহ ও ঈমানদারদেরকে ধোঁকা দেয় : মুনাফেকরা আল্লাহ ও ঈমানদারদেরকে ধোকা দেয়। এখানে প্রশ্ন হয়, কিভাবে এরা ধোঁকা দেয়। আল্লাহ তা'আলাকে ধোঁকা দেওয়া সম্ভব নয়। ধোঁকা তো ঐ ব্যক্তিকে দেওয়া যায়, যে ঐ বিষয় সম্পর্ক জানে না। অথচ আল্লাহ তা'আলা সমস্ত গোপন, অতীত ও ভবিষ্যৎ ভালোভাবে জানেন। তাঁকে ধোঁকা দেওয়া তো কোনো প্রকারেই সম্ভব নয়। এ প্রশ্নের উত্তর এভাবে দেওয়া হয়েছে যে, (১) এখানে মুনাফেকরা আল্লাহকে ধোঁকা দেয়, তা নয়; বরং তারা রাসূল ﷺ -কে ধোঁকা দেয়। রাসূল ﷺ -এর মর্যাদা বৃদ্ধি করার জন্য আল্লাহ তা'আলা রাসূল ﷺ -এর স্থানে নিজেকে উল্লেখ করেছেন। সুতরাং বুঝা গেল, মুনাফেকরা যখন রাসূল ﷺ -কে ধোঁকা দেয়, প্রকারান্তরে তারা আল্লাহকেই ধোঁকা দেয়। (২) অথবা, তাদের বাহ্যিক অবস্থা দ্বারা বুঝা যায় যে, তারা আল্লাহ তা'আলাকে ধোকা দেয়। ধোকাবাজ যেমন স্বীয় বিশ্বাসকে গোপন করে অন্য বিষয়কে প্রকাশ করে, তেমনি মুনাফেকরা আল্লাহর সামনে ঈমান প্রকাশ করে কুফরি লুকিয়ে রাখে। তখন তারা মনে করে যে, আল্লাহকে ঈমানের মধ্যে ফাঁকি দিয়েছি। তাই আমরা কাফের হওয়া সত্ত্বেও তিনি আমাদেরকে মু'মিন ভেবে আহকাম নাজিল করেছেন।

قوله فَزَادَهُمُ اللّٰهُ -এর ব্যাখ্যা : আল্লাহ তা'আলা তাদের ব্যাধিকে আরো বাড়িয়ে দিয়েছেন- এ আয়াতের বিশ্লেষণ এই যে, তারা ইসলাম ও মুসলমানদের উন্নতি দেখে জ্বলে-পুড়ে দিন দিন ছাই হতে থাকে। আল্লাহ তা'আলা তো দিন দিন তার দীনের উন্নতি দিয়েই যাচ্ছেন।

مَرَضٌ শব্দের ব্যাখ্যা : আয়াতে বর্ণিত مَرَضٌ শব্দের ব্যাখ্যায় বিভিন্ন মত পাওয়া যায়-

- مَرَضٌ শব্দের অর্থ- রোগ-ব্যাধি।
- হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা.) বলেন, এখানে مَرَضٌ শব্দ দ্বারা সন্দেহ-দ্বিধা বুঝানো হয়েছে।
- হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা.)-এর অপর এক বর্ণনায় مَرَضٌ -এর অর্থ- 'নিফাক করা হয়েছে।
- হযরত যায়েদ ইবনে আসলাম (রা.) বলেন, এখানে مَرَضٌ দ্বারা দীনি রোগ বুঝানো হয়েছে, শারীরিক রোগ নয়। তাদের অন্তরে ইসলাম সম্পর্কে সন্দেহের রোগ ছিল। তারা সর্বদাই মুসলিম বিদ্বেষী চিন্তায় লিপ্ত থাকতো।

https://e-ilm.weebly.com/

https://e-ilm.weebly.com/

কষ্টিপাথর। যার নিরিখে অবশিষ্ট সকল উম্মতের ঈমান পরীক্ষা করা হয়। এ কষ্টিপাথরের পরীক্ষায় যে ঈমান সঠিক প্রমাণিত না হয়, তাকে ঈমান বলা যায় না এবং অনুরূপ ঈমানদারদেরকে মুমিন বলা চলে না। এর বিপরীতে যত ভালো কাজই হোক না কেন, আর তা যত নেক নিয়তেই করা হোক না কেন, আল্লাহর নিকট তা ঈমানরূপে স্বীকৃতি পায় না। সে যুগের মুনাফিকরা সাহাবীদেরকে বোকা বলে আখ্যায়িত করেছে। বস্তুতঃ এ ধরনের গোমরাহী সর্বযুগেই চলে আসছে। যারা ভ্রষ্টকে পথ দেখায়, তাদের ভাগ্যে সাধারণতঃ বোকা, অশিক্ষিত, মূর্খ প্রভৃতি আখ্যাই জুটে থাকে। কিন্তু কুরআন পরিষ্কার ভাষায় ঘোষণা করেছে যে, এসব লোক নিজেরাই বোকা। কেননা এমন উজ্জ্বল ও প্রকাশ্য নিদর্শনাবলি থাকা সত্ত্বেও তাতে বিশ্বাস স্থাপন করার মতো জ্ঞান-বুদ্ধি তাদের হয়নি।

১৪ নং আয়াতে মুনাফিকদের কপটতা ও দ্বিমুখী নীতির বর্ণনা দেওয়া হয়েছে যে, তারা যখন মুসলমানদের সাথে মিলিত হয়, তখন বলে আমরা মুসলমান হয়েছি, ঈমান এনেছি। আর যখন তাদের দলের কাফেরদের সাথে মিলিত হয়, তখন বলে, আমরা তোমাদের সাথেই রয়েছি। মুসলমানদের সাথে উপহাস করার উদ্দেশ্যে এবং তাদের বোকা বানাবার জন্য মিশেছি।

১৫ নং আয়াতে তাদের এ বোকামির উত্তর দেওয়া হয়েছে। তারা মনে করে, আমরা মুসলমানদেরকে বোকা বানাচ্ছি। অথচ বাস্তবে তারা নিজেরাই বোকা সাজছে। আল্লাহ তা'আলা তাদেরকে একটু ঢিল দিয়ে উপহাসের পাত্রে পরিণত করেছেন। প্রকাশ্যে তাদের কোনো শাস্তি না হওয়াতে তারা আরো গাফলতিতে পতিত হয়েছে। আল্লাহ তা'আলা তাদের উপহাস ও ঠাট্টার প্রত্যুত্তরে তাদের প্রতি এরূপ আচরণ করেছেন বলেই একে উপহাস বা বিদ্রূপ বলা হয়েছে।

মুনাফিকরা যাদের সাথে ঠাট্টা করতো : মুনাফিকরা মু'মিনদের সাথে ঠাট্টা-বিদ্রূপ করতো। সাধারণ মুমিনদের সামনে বড় বড় সাহাবীদের প্রশংসা করতো। আর বড় বড় সাহাবীদের মর্যাদা উল্লেখ করে সাধারণ মুমিনদের থেকে মর্যাদাবান বলে আলোচনা করতো, অথচ তাদের অন্তরে মুমিনদের জন্য সামান্যতম মর্যাদাবোধও ছিল না; বরং হিংসা-বিদ্বেষে ভরপুর ছিল।

اِسْتِهْزَاء **শব্দটির অর্থ** : اِسْتِهْزَاء অর্থ– اِسْتِخْفَاف বা কাউকে তুচ্ছ সাব্যস্ত করা। سُخْرِيَّة বা হাসি-ঠাট্টা করা। ইমাম গাযালীর (র.) -এর মতে اِسْتِهْزَاء অর্থ– অপমান করা, হালকা মনে করা, দোষ-ত্রুটির ব্যাপারে হাস্য ভরে সম্বোধন করা। এটা ব্যক্তির কাজ বা কথার দ্বারাও হতে পারে আবার ইশারা-ইঙ্গিতের মাধ্যমেও হতে পারে।

আল্লাহ তা'আলার ঠাট্টার ধরন : আল্লাহ তা'আলার জন্য ঠাট্টা-বিদ্রূপ মানায় না। তদুপরি আয়াতে উল্লেখ আছে হেতু মুফাস্সিরগণের পক্ষ থেকে বিভিন্ন জবাব পাওয়া যায়। যেমন–

(১) আল্লাহ তাদের প্রতিফল দান করবেন।

(২) মুমিনদের সাথে ঠাট্টার প্রতিফল তাদের উপরই আপতিত হবে। তারা মুমিনদের কোনো ক্ষতি করতে পারবে না।

(৩) তাদের ঠাট্টা-বিদ্রূপের কারণে তারা অপমানিত ও লাঞ্ছিত হওয়ার উপযুক্ত হয়েছে। এখানে ঠাট্টা হলো سَبَبٌ আর আল্লাহর পক্ষ থেকে লাঞ্ছনা হলো مُسَبَّبٌ

(৪) আল্লাহ উভয় জাহানে তাদের সাথে ঠাট্টাকারীর ন্যায় আচরণ প্রদর্শন করবেন। দুনিয়ার ঠাট্টার ধরন হলো, তারা নিফাক গোপন করার আপ্রাণ চেষ্টা করেছে। আর আল্লাহ তা'আলা স্বীয় রাসূলের মাধ্যমে তা উদ্ঘাটন করে দিয়েছেন। পরকালের ঠাট্টা হবে এমন যে, মুনাফিকরা জান্নাতের দরজা উন্মুক্ত পেয়ে তাতে প্রবেশের জন্য এগিয়ে আসবে: তখনি তাদের সামনে দরজা বন্ধ হয়ে যাবে। (অর্থাৎ আল্লাহ বিদ্রূপকারীর ন্যায় ব্যবহার করবেন।)

(৫) অথবা, আল্লাহ তা'আলা ভালো জানেন তিনি কিভাবে ঠাট্টা করবেন। আমরা বাহ্যিক শব্দের উপর ঈমান আনব, تَاوِيل করার প্রয়োজন নেই।

https://e-ilm.weebly.com/

https://e-ilm.weebly.com/

বাক্য বিশ্লেষণ

قوله خَتَمَ اللهُ عَلٰى قُلُوْبِهِمْ : এখানে خَتَمَ ফে'ল اللهُ হলো فاعل আর على হলো حرف جار এবং قُلُوْبِ হলো مضاف আর هِمْ হলো مضاف اليه অতএব مضاف ও مضاف اليه মিলে مجرور হয়েছে। অতঃপর جار ও مجرور মিলে متعلق হলো خَتَمَ ফে'লের সাথে। ফে'ল ফায়েল ও متعلق মিলে جُمْلَة فِعْلِيَّة خَبَرِيَّة হয়েছে।

قوله وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيْمٌ : এখানে وَلَهُمْ-এর واو শব্দটি হলো حرف عطف আর ل শব্দটি حرف جار এবং هم শব্দটি مجرور অতএব جار এবং مجرور মিলে متعلق হয়েছে ثابت শিবহে ফে'ল -এর সাথে। এখন শিবহে ফে'ল তার متعلق -কে নিয়ে شبه جملة হয়ে خَبَر مُقَدَّم হয়েছে। আর عَذَابٌ শব্দটি موصوف এবং عَظِيْمٌ শব্দটি صفت অতঃপর موصوف ও صفت মিলে مُبْتَدَأ مُؤَخَّرْ হয়েছে। অতএব, مبتدأ ও خبر মিলে جُمْلَة اِسْمِيَّة خَبَرِيَّة হয়েছে।

قوله وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِيْنَ : এখানে ما পদটি مشبه بليس আর هم যমীর اسم ما আর بِمُؤْمِنِيْنَ হলো খবর।

قوله فِيْ قُلُوْبِهِمْ مَرَضٌ এখানে فِيْ قُلُوْبِهِمْ হলো خبر مقدم আর مَرَضٌ হলো مُبْتَدَأ مُؤَخَّرْ

قوله اِنَّهُمْ هُمُ الْمُفْسِدُوْنَ : এখানে ان হলো حرف مشبه بالفعل আর هم যমীর ان-এর اسم আর هُمُ الْمُفْسِدُوْنَ হলো خبر অতঃপর ان তার ইসম ও খবর নিয়ে جملة اسمية হয়েছে।

قوله فَزَادَهُمُ اللهُ مَرَضًا : এখানে زَادَ ফে'ল هُمْ যমীর مفعول به اول আর اَللّٰهُ হলো ফা'য়েল, مَرَضًا দ্বিতীয় মাফউল। ফে'ল, ফা'য়েল এবং উভয় মাফউল মিলে جُمْلَة فِعْلِيَّة خَبَرِيَّة

قوله نَحْنُ مُصْلِحُوْنَ : এখানে نَحْنُ যমীর مبتدأ আর مُصْلِحُوْنَ হলো خبر:

https://e-ilm.weebly.com/

أُولَٰٓئِكَ الَّذِينَ اشْتَرَوُا الضَّلٰلَةَ بِالْهُدٰى ۖ فَمَا رَبِحَتْ تِّجَارَتُهُمْ وَمَا كَانُوا مُهْتَدِينَ (١٦)

অনুবাদ : (১৬) তারা ঐ সমস্ত লোক যারা গ্রহণ করেছে গোমরাহী হেদায়েতের পরিবর্তে; সুতরাং তাদের এই ব্যবসা লাভজনক হয়নি এবং তারা ঠিক পথে চলেনি।

مَثَلُهُمْ كَمَثَلِ الَّذِى اسْتَوْقَدَ نَارًا ۚ فَلَمَّآ اَضَآءَتْ مَا حَوْلَهٗ ذَهَبَ اللّٰهُ بِنُوْرِهِمْ وَتَرَكَهُمْ فِىْ ظُلُمٰتٍ لَّا يُبْصِرُوْنَ (١٧)

(১৭) তাদের অবস্থা ঐ ব্যক্তির অবস্থার ন্যায়, যে কোথাও আগুন জ্বালিয়ে অতঃপর যখন আগুন তার চারদিকের সবকিছু আলোকিত করল, এমতাবস্থায় আল্লাহ তা'আলা ছিনিয়ে নিলেন তাদের আলো এবং তাদেরকে ফেললেন অন্ধকারে, তারা কিছুই দেখতে পায় না।

صُمٌّ بُكْمٌ عُمْىٌ فَهُمْ لَا يَرْجِعُوْنَ (١٨)

(১৮) বধির, মূক, অন্ধ- কাজেই তারা আর ফিরবে না।

اَوْ كَصَيِّبٍ مِّنَ السَّمَآءِ فِيْهِ ظُلُمٰتٌ وَّرَعْدٌ وَّبَرْقٌ ۚ يَجْعَلُوْنَ اَصَابِعَهُمْ فِىْٓ اٰذَانِهِمْ مِّنَ الصَّوَاعِقِ حَذَرَ الْمَوْتِ ؕ وَاللّٰهُ مُحِيْطٌۢ بِالْكٰفِرِيْنَ (١٩)

(১৯) অথবা এ মুনাফিকদের অবস্থা এরূপ যেমন আসমান হতে প্রচণ্ড বৃষ্টিপাত হয়, তাতে অন্ধকারও আছে আর বজ্র ধ্বনি এবং বিদ্যুৎও আছে, এমতাবস্থায় যারা পথ চলে তারা গুজে দেয় নিজেদের অঙ্গুলিসমূহ নিজেদের কর্ণকুহরে, বজ্রনিনাদে মৃত্যুর ভয়ে; আল্লাহ ঘিরে রেখেছেন কাফেরদেরকে সবদিক হতে।

يَكَادُ الْبَرْقُ يَخْطَفُ اَبْصَارَهُمْ ؕ كُلَّمَآ اَضَآءَ لَهُمْ مَّشَوْا فِيْهِ ۙ وَاِذَآ اَظْلَمَ عَلَيْهِمْ قَامُوْا ؕ وَلَوْ شَآءَ اللّٰهُ لَذَهَبَ بِسَمْعِهِمْ وَاَبْصَارِهِمْ ؕ اِنَّ اللّٰهَ عَلٰى كُلِّ شَىْءٍ قَدِيْرٌ (٢٠)

অনুবাদ : (২০) মনে হয় যেন বিদ্যুৎ এখনই তাদের দৃষ্টিশক্তি কেড়ে নেয়; যখনই তাদের উপর বিদ্যুৎ প্রদীপ্ত হয়, তখন তার আলোকে তারা চলতে থাকে, আর যখন অন্ধকার তাদেরকে আচ্ছন্ন করে ফেলে তখন তারা দাঁড়িয়ে থাকে; আর যদি আল্লাহ ইচ্ছা করতেন তবে তাদের কর্ণ ও চক্ষু সমস্তই কেড়ে নিতেন; নিশ্চয় আল্লাহ সমস্ত বস্তুর উপর ক্ষমতাবান।

শাব্দিক অনুবাদ

(১৬) أُولَٰٓئِكَ الَّذِينَ তারা ঐ সমস্ত লোক যারা اشْتَرَوُا গ্রহণ করেছে الضَّلٰلَةَ গোমরাহী بِالْهُدٰى হেদায়েতের পরিবর্তে; فَمَا رَبِحَتْ সুতরাং লাভজনক হয়নি تِّجَارَتُهُمْ তাদের এই ব্যবসা وَمَا كَانُوا مُهْتَدِينَ এবং তারা ঠিক পথে চলেনি।

(১৭) مَثَلُهُمْ তাদের অবস্থা كَمَثَلِ الَّذِى ঐ ব্যক্তির অবস্থার ন্যায়, اسْتَوْقَدَ نَارًا যে কোথাও আগুন জ্বালিয়ে فَلَمَّآ اَضَآءَتْ অতঃপর যখন আগুন আলোকিত করল مَا حَوْلَهٗ তার চারদিকের সবকিছু ذَهَبَ اللّٰهُ এমতাবস্থায় আল্লাহ তা'আলা ছিনিয়ে নিলেন بِنُوْرِهِمْ তাদের আলো وَتَرَكَهُمْ এবং তাদেরকে ফেললেন فِىْ ظُلُمٰتٍ অন্ধকারে لَّا يُبْصِرُوْنَ তারা কিছুই দেখতে পায় না।

(১৮) صُمٌّ বধির بُكْمٌ মূক عُمْىٌ অন্ধ فَهُمْ لَا يَرْجِعُوْنَ কাজেই তারা আর ফিরবে না।

(১৯) اَوْ অথবা এ মুনাফিকদের অবস্থা এরূপ كَصَيِّبٍ যেমন প্রচণ্ড বৃষ্টিপাত হয় مِّنَ السَّمَآءِ আসমান হতে فِيْهِ ظُلُمٰتٌ তাতে অন্ধকারও আছে وَّرَعْدٌ আর বজ্র ধ্বনি وَّبَرْقٌ এবং বিদ্যুৎও আছে يَجْعَلُوْنَ এমতাবস্থায় যারা পথ চলে তারা গুজে দেয় اَصَابِعَهُمْ নিজেদের অঙ্গুলিসমূহ فِىْٓ اٰذَانِهِمْ নিজেদের কর্ণকুহরে مِّنَ الصَّوَاعِقِ বজ্রনিনাদে حَذَرَ الْمَوْتِ মৃত্যুর ভয়ে; وَاللّٰهُ مُحِيْطٌ আল্লাহ ঘিরে রেখেছেন সবদিক হতে بِالْكٰفِرِيْنَ কাফেরদেরকে।

(২০) يَكَادُ الْبَرْقُ মনে হয় যেন বিদ্যুৎ يَخْطَفُ এখনই তাদের কেড়ে নেয় اَبْصَارَهُمْ দৃষ্টিশক্তি كُلَّمَآ যখনই اَضَآءَ لَهُمْ তাদের উপর বিদ্যুৎ প্রদীপ্ত হয়, مَّشَوْا فِيْهِ তখন তার আলোকে তারা চলতে থাকে وَاِذَآ اَظْلَمَ عَلَيْهِمْ আর যখন অন্ধকার তাদেরকে আচ্ছন্ন করে ফেলে قَامُوْا তখন তারা দাঁড়িয়ে থাকে وَلَوْ شَآءَ اللّٰهُ আর যদি আল্লাহ ইচ্ছা করতেন لَذَهَبَ তবে কেড়ে নিতেন بِسَمْعِهِمْ وَاَبْصَارِهِمْ তাদের কর্ণ ও চক্ষু সমস্তই اِنَّ اللّٰهَ নিশ্চয় আল্লাহ عَلٰى كُلِّ شَىْءٍ সমস্ত বস্তুর উপর قَدِيْرٌ ক্ষমতাবান।

https://e-ilm.weebly.com/

يٰٓاَيُّهَا النَّاسُ اعْبُدُوْا رَبَّكُمُ الَّذِىْ خَلَقَكُمْ وَالَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُوْنَ (٢١)

(২১) হে মানবজাতি! তোমরা ইবাদত কর, তোমাদের প্রতিপালকের যিনি সৃষ্টি করেছেন তোমাদেরকে এবং তাদেরকে যারা তোমাদের পূর্বে অতীত হয়েছে, আশ্চর্য নয় তোমরা দোজখ হতে মুক্তি পাবে।

الَّذِىْ جَعَلَ لَكُمُ الْاَرْضَ فِرَاشًا وَّالسَّمَآءَ بِنَآءً ۖ وَّاَنْزَلَ مِنَ السَّمَآءِ مَآءً فَاَخْرَجَ بِهٖ مِنَ الثَّمَرٰتِ رِزْقًا لَّكُمْ ۚ فَلَا تَجْعَلُوْا لِلّٰهِ اَنْدَادًا وَّاَنْتُمْ تَعْلَمُوْنَ (٢٢)

(২২) তিনি এমন, যিনি করেছেন জমিনকে তোমাদের জন্য বিছানাস্বরূপ এবং আসমানকে ছাদ স্বরূপ, আর আসমান হতে পানি বর্ষণ করেছেন, উৎপন্ন করেছেন তা দ্বারা ফলসমূহ তোমাদের খাদ্যরূপে, অতএব, তোমরা কাউকেও আল্লাহর প্রতিদ্বন্দ্বী স্থির করো না, তোমরা তো জান, বুঝ।

وَاِنْ كُنْتُمْ فِىْ رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلٰى عَبْدِنَا فَاْتُوْا بِسُوْرَةٍ مِّنْ مِّثْلِهٖ ۖ وَادْعُوْا شُهَدَآءَكُمْ مِّنْ دُوْنِ اللّٰهِ اِنْ كُنْتُمْ صٰدِقِيْنَ (٢٣)

(২৩) আর যদি তোমরা সন্দিহান হও, আমার খাস বন্দার প্রতি অবতারিত কিতাবে, তবে তোমরা অনুরূপ একটি সূরা রচনা কর এবং ডেকে নাও, তোমাদের সাহায্যকারীদের, যারা আল্লাহ হতে পৃথক; যদি তোমরা সত্যবাদী হও।

শাব্দিক অনুবাদ

(২১) يٰٓاَيُّهَا النَّاسُ হে মানবজাতি! اعْبُدُوْا তোমরা ইবাদত কর, رَبَّكُمْ তোমাদের প্রতিপালকের الَّذِىْ خَلَقَكُمْ যিনি সৃষ্টি করেছেন তোমাদেরকে وَالَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِكُمْ এবং তাদেরকে যারা তোমাদের পূর্বে অতীত হয়েছে لَعَلَّكُمْ تَتَّقُوْنَ আশ্চর্য নয় তোমরা দোজখ হতে মুক্তি পাবে।

(২২) الَّذِىْ جَعَلَ তিনি এমন, যিনি করেছেন لَكُمْ তোমাদের জন্য الْاَرْضَ জমিনকে فِرَاشًا বিছানাস্বরূপ وَّالسَّمَآءَ এবং আসমানকে بِنَآءً ছাদ স্বরূপ وَّاَنْزَلَ আর বর্ষণ করেছেন مِنَ السَّمَآءِ আসমান হতে مَآءً পানি فَاَخْرَجَ بِهٖ উৎপন্ন করেছেন তা দ্বারা مِنَ الثَّمَرٰتِ ফলসমূহ رِزْقًا لَّكُمْ তোমাদের খাদ্যরূপে। فَلَا تَجْعَلُوْا অতএব তোমরা কাউকেও স্থির করো না لِلّٰهِ اَنْدَادًا আল্লাহর প্রতিদ্বন্দ্বী وَّاَنْتُمْ تَعْلَمُوْنَ তোমরা তো জান, বুঝ।

(২৩) وَاِنْ كُنْتُمْ আর যদি তোমরা হও فِىْ رَيْبٍ সন্দিহান مِّمَّا نَزَّلْنَا অবতারিত কিতাবে عَلٰى عَبْدِنَا আমার খাস বন্দার প্রতি فَاْتُوْا তবে তোমরা রচনা কর بِسُوْرَةٍ مِّنْ مِّثْلِهٖ অনুরূপ একটি সূরা وَادْعُوْا এবং ডেকে নাও شُهَدَآءَكُمْ তোমাদের সাহায্যকারীদের مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ যারা আল্লাহ হতে পৃথক اِنْ كُنْتُمْ যদি তোমরা হও صٰدِقِيْنَ সত্যবাদী।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

১৯- قوله اَوْ كَصَيِّبٍ مِّنَ السَّمَآءِ فِيْهِ ظُلُمٰتٌ الخ **আয়াতের শানে নুযূল :** মদিনা হতে দুজন মুনাফিক পলায়ন করে মক্কার দিকে চলে যাচ্ছিল। পথিমধ্যে প্রবল বৃষ্টির বজ্র, গর্জন এবং বিদ্যুৎ তাদেরকে ঘিরে ফেলেছে। ভীষণ অন্ধকারে আচ্ছন্ন হয়ে উভয়ই ভীত-সন্ত্রস্ত হয়। বিদ্যুৎ চমকালে তারা কিছুদুর অগ্রসর হতো, আবার অন্ধকার হলে দাঁড়িয়ে যেতো। বজ্রের ভীষণ গর্জনে মৃত্যুর ভয়ে কর্ণ-কুহরে অঙ্গুলি প্রবেশ করাতো। অবশেষে ভীত হয়ে বলতে লাগল, যদি সকাল হয় এবং মেঘমালা চলে যায়, তবে আমরা মুহাম্মদ ﷺ-এর দরবারে উপস্থিত হয়ে তাঁর অনুগত হয়ে যাব। কথামতো সকাল হতেই তারা হুজুর ﷺ-এর দরবারে উপস্থিত হয়ে তাদের ঈমান নবায়ন করে নেয় এবং খাঁটি মুসলমান হয়ে যায়। তাদের বর্ণনায় উপরিউক্ত আয়াত নাজিল হয়েছে।

https://e-ilm.weebly.com/

১৬ নং আয়াতে মুনাফিকদের সে অবস্থার বর্ণনা রয়েছে যে, তারা ইসলামকে কাছে থেকে দেখেছে এবং তার স্বাদও পেয়েছে, আর কুফরিতে তো পূর্ব থেকেই লিপ্ত ছিল। অতঃপর ইসলাম ও কুফর উভয়কে দেখে-বুঝেও তাদের দুনিয়ার ঘৃণ্য উদ্দেশ্য হাসিলের জন্য ইসলামের পরিবর্তে কুফরকে গ্রহণ করেছে। তাদের এ কাজকে ব্যবসায়ের সাথে তুলনা করে জানানো হয়েছে যে, তাদের ব্যবসায়ের কোনো যোগ্যতাই নেই। তারা উত্তম ও মূল্যবান বস্তু ঈমানের পরিবর্তে নিকৃষ্ট ও মূল্যহীন বস্তু কুফর খরিদ করেছে।

১৭-২০ এই চার আয়াতে দুটি উদাহরণ দিয়ে মুনাফিকদের কার্যকলাপকে ঘৃণ্য আচরণ বলে চিহ্নিত করা হয়েছে। মুনাফিকদের দু'শ্রেণির লোকের পরিপ্রেক্ষিতেই এখানে পৃথক দু'টি উদাহরণ পেশ করা হয়েছে।

মুনাফিকদের একশ্রেণির লোক হচ্ছে তারা, যারা কুফরিতে সম্পূর্ণরূপে নিমগ্ন থাকা সত্ত্বেও মুসলমানদের কাছে থেকে আর্থিক স্বার্থ উদ্ধারের লক্ষ্যে মুখে ঈমানের কথা প্রকাশ করতো। দ্বিতীয় শ্রেণির লোক হচ্ছে তারা, যারা ইসলামের সত্যতায় প্রভাবিত হয়ে কখনো প্রকৃত মুমিন হতে ইচ্ছা করতো, কিন্তু দুনিয়ার উদ্দেশ্যে তাদেরকে এ ইচ্ছা থেকে বিরত রাখতো। এভাবে তারা কিংকর্তব্যবিমূঢ় অবস্থায় দিনাতিপাত করতো।

আলোচ্য আয়াতগুলোর মধ্যে তাদেরকে এই বলে সতর্ক করা হয়েছে যে, তারা আল্লাহর নাগালের উর্ধ্বে নয়। সব সময়, সর্বাবস্থায় আল্লাহ তা'আলা তাদের ধ্বংসও করতে পারেন। এমনকি তাদের দৃষ্টিশক্তি ও শ্রবণশক্তিকে পর্যন্ত রহিত করে দিতে পারেন। এই তেরটি আয়াতে মুনাফিকদের অবস্থার পূর্ণ বর্ণনা দেওয়া হয়েছে। এতে অনেক আহকাম ও মাসআলা এবং গুরুত্বপূর্ণ হেদায়েত বা উপদেশ রয়েছে। যথা–

কুফর ও নেফাক সে যুগেই ছিল, না এখনো আছে : আলোচ্য আয়াতগুলোতে আমরা জানতে পারি যে, মুনাফিকদের কপটতা নির্ধারণ করা এবং তাদেরকে মুনাফিক বলে চিহ্নিত করার দুটি পদ্ধতি রয়েছে। প্রথমতঃ আল্লাহ তা'আলা ওহীর মাধ্যমে তাঁর রাসূলকে জানিয়ে দিয়েছেন যে, অমুক ব্যক্তি আন্তরিকভাবে মুসলমান নয়; বরং মুনাফিক। দ্বিতীয়তঃ এই যে, তাদের কথা-বার্তা ও কার্যকলাপে ইসলাম ও ঈমানবিরোধী কোনো কাজ প্রকাশ পাওয়া।

রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর তিরোধানের পর ওহী বন্ধ হওয়ার প্রথম পদ্ধতি মুনাফিকদের সনাক্ত করার পথ বন্ধ হয়ে গেছে। কিন্তু দ্বিতীয় পদ্ধতিটি এখনো রয়েছে। যে ব্যক্তি কথা-বার্তায় ঈমান ও ইসলামের দাবিদার, কিন্তু কার্যকলাপে তার বিপরীত, তাকে মুনাফিক বলা হবে।

ঈমান ও কুফরের তাৎপর্য

আলোচ আয়াতে চিন্তা করলে ঈমান ও ইসলামের পূর্ণ তাৎপর্যটি পরিষ্কার হয়ে যায়। অপরদিকে কুফরের হাকিকতও প্রকাশ পায়। কেননা এ আয়াতগুলোতে মুনাফিকদের ঈমানের দাবি آمَنَّا بِاللَّهِ এবং কুরআনের পক্ষ হতে এই দাবির খণ্ডনে ঘোষিত وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ বাক্যে উল্লেখ করা হয়েছে।

এখানে আরো কিছু বিশেষ চিন্তা-ভাবনার অপেক্ষা রাখে : যে সমস্ত মুনাফিকের বর্ণনা কুরআনে দেওয়া হয়েছে, সাধারণতঃ তারা ছিল ইহুদি। আল্লাহ তা'আলার অস্তিত্ব ও রোজ কিয়ামতে বিশ্বাস করা তাদের ধর্ম মতেও প্রমাণিত ছিল, তাদেরকে রাসূল ﷺ -এর রিসালাত ও নবুয়তের প্রতি ঈমান আনার কথা এখানে বলা হয়নি; বরং মাত্র দু'টি বিষয়ে ঈমান আনার কথা বলা হয়েছে। তা হচ্ছে, আল্লাহর প্রতি ও শেষবিচার দিনের প্রতি। এতে তাদেরকে মিথ্যাবাদী বলা চলে না। তা সত্ত্বেও কুরআন কর্তৃক তাদেরকে মিথ্যাবাদী এবং তাদের ঈমানকে অস্বীকার করার কারণ কি? আসল কথা হচ্ছে যে, কোনো না কোনো প্রকারে নিজ নিজ ধারণা ও ইচ্ছা মাফিক আল্লাহ এবং পরকাল স্বীকার করাকে ঈমান বলা যায় না। কেননা মুশরিকরাও তো কোনো না কোনো দিক দিয়ে আল্লাহকে মেনে নেয় এবং কোনো একটি নিয়ামক সত্তাকে সবচাইতে বড় একক ক্ষমতার অধিকারী বলে স্বীকার করে। আর ভারতের মুশরিকগণ 'পরলোক' নাম দিয়ে আখেরাতের একটি ধারণাও পোষণ করে থাকে। কিন্তু কুরআনের দৃষ্টিতে একেও ঈমান বলা যায় না; বরং একমাত্র সে ঈমানই গ্রহণযোগ্য, যাতে আল্লাহর প্রতি তাঁর নিজের বর্ণনাকৃত সকল গুণাগুণসহ যে ঈমান আনা হয় এবং পরকালের ব্যাপারে আল্লাহ ও রাসূলের বর্ণনাকৃত অবস্থা ও গুণাগুণের সাথে যে বিশ্বাস স্থাপন করা হয়।

কুফর ও ঈমানের সংজ্ঞা

কুরআনের ভাষায় ঈমানের তাৎপর্য বলতে গিয়ে সূরা বাকারার ত্রয়োদশতম আয়াতে বলা হয়েছে آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ যাতে বুঝা যাচ্ছে যে, ঈমানের যথার্থতা যাচাই করার মাপকাঠি হচ্ছে সাহাবীগণের ঈমান। এ পরীক্ষায় যা সঠিক বলে প্রমাণিত না হবে, তা আল্লাহ ও রাসূলের নিকট ঈমান বলে স্বীকৃতি লাভ করতে পারে না।

যদি কোনো ব্যক্তি কুরআনের বিষয়কে কুরআনের বর্ণনার বিপরীত পথে অবলম্বন করে বলে যে, আমি তো এ আকীদাকে মানি, তবে তা শরিয়তে গ্রহণযোগ্য নয়। যথা– আজকাল কাদিয়ানীরা বলে বেড়ায় যে, আমরা তো খতমে নুবয়্যতে বিশ্বাস

https://e-ilm.weebly.com/

https://e-ilm.weebly.com/

https://e-ilm.weebly.com/

এ ক্ষেত্রে 'রব' শব্দের পরিবর্তে 'আল্লাহ বা তাঁর গুণবাচক নামসমূহের মধ্যে থেকে অন্য যে কোনো একটি ব্যবহার করা যেতে পারতো, কিন্তু তা না করে 'রব' শব্দ ব্যবহার করে বুঝানো হয়েছে যে, এখানে দাবির সাথে দলিলও পেশ করা হয়েছে। কেননা ইবাদতের যোগ্য একমাত্র সে সত্তাই হতে পারে, যে সত্তা তাদের লালন পালনের দায়িত্ব গ্রহণ করেছেন; যিনি বিশেষ এক পালননীতির মাধ্যমে সকল গুণে গুণান্বিত করে মানুষকে প্রকৃত মানুষে পরিণত করেছেন এবং পার্থিব জীবনে বেঁচে থাকার স্বাভাবিক সকল ব্যবস্থাই করে দিয়েছেন।

মানুষ যতই মূর্খই হোক না কেন নিজের জ্ঞান বুদ্ধি ও দৃষ্টিশক্তি যতই হারিয়ে থাকুক না কেন, একটু চিন্তা করলেই বুঝতে পারবে যে, পালনের সকল দায়িত্ব নেওয়া আল্লাহ ব্যতীত অন্য কারো পক্ষেই সম্ভব নয়। আর সাথে সাথে একথাও উপলব্ধি করতে পারবে যে, মানুষকে এ অগণিত নিয়ামত না পাথর-নির্মিত কোনো মূর্তি দান করেছে, না অন্য কোনো শক্তি। আর তারা করবেই বা কিরূপে? তারা তো নিজেদের অস্তিত্ব রক্ষার বা বেঁচে থাকার জন্য নিজেরাই সে মহাশক্তি ও সত্তার মুখাপেক্ষী। যে নিজেই অন্যের মুখাপেক্ষী সে অন্যের অভাব কি করে দূর করবে? যদি কেউ বাহ্যিক অর্থে কারো প্রতিপালন করেও, তবে তাও প্রকৃতপ্রস্তাবে সে সত্তার ব্যবস্থাপনার সাহায্য ছাড়া সম্ভব নয়।

এর সারমর্ম এই যে, যে সত্তার ইবাদতের জন্য দাওয়াত দেওয়া হয়েছে, তিনি ব্যতীত অন্য কোনো সত্তা আদৌ ইবাদতের যোগ্য নয়।

আমল নাজাত ও বেহেশত পাওয়ার নিশ্চিত উপায় নয় : لَعَلَّكُمْ تَتَّقُوْنَ বাক্যটিতে لَعَلَّ শব্দ আশা অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। এটি এমন ক্ষেত্রে বলা হয়, যেখানে কোনো কাজ হওয়া নিশ্চিত হয়ে থাকে। ঈমান তাওহীদের পরিণাম নাজাত সম্বন্ধে আল্লাহর ওয়াদা নিশ্চিত, কিন্তু সে বস্তুকে আশারূপে বর্ণনা করার তাৎপর্য এই যে, মানুষের কোনো কাজই মুক্তি ও বেহেশতের মূল্য বা বিনিময় হতে পারে না; বরং একমাত্র আল্লাহর মেহেরবানিতেই মুক্তি সম্ভব। ঈমান আনা ও আমল করার তৌফিক হওয়া আল্লাহর মেহেরবানির নমুনা, কারণ নয়।

তাওহীদের বিশ্বাসই দুনিয়াতে শান্তি ও নিরাপত্তার জামিন : ইসলামের মৌলিক আকীদা তাওহীদ বিশ্বাস শুধু একটি ধারণা বা মতবাদমাত্রই নয়; বরং মানুষকে প্রকৃত অর্থে মানুষরূপে গঠন করার একমাত্র উপায়ও বটে। যা মানুষের যাবতীয় সমস্যার সমাধান দেয়, সকল সংকটে আশ্রয় দান করে এবং সকল দুঃখ দুর্বিপাকের মর্মসাথী। কেননা তাওহীদ বিশ্বাসের সারমর্ম হচ্ছে এই যে, সৃষ্ট সকল বস্তুর পরিবর্তন-পরিবর্ধন একমাত্র একক সত্তার ইচ্ছাশক্তির অনুগত এবং তাঁর কুদরতের প্রকাশ। এ দুটি আয়াতে এমন এক কালাম পেশ করা হচ্ছে, যা আল্লাহ ব্যতীত অন্য কারোই হতে পারে না। ব্যক্তিগত মেধা কিংবা দলগত উদ্যোগের দ্বারাও এ কালামের অনুরূপ রচনা করা সম্ভব নয়। সমগ্র মানবজাতির এ অপারগতার আলোকেই এ সত্য প্রমাণিত যে, এ কালাম আল্লাহ ছাড়া অন্য কারো নয়। এ আয়াতে আল্লাহ তা'আলা সমগ্র বিশ্বের মানুষকে উদ্দেশ করে চ্যালেঞ্জ করেছেন যে, যদি তোমরা এ কালামকে আল্লাহ ব্যতীত অন্য কোনো মানুষের কালাম বলে মনে কর, তবে যেহেতু তোমরাও মানুষ, তোমাদেরও অনুরূপ কালাম রচনা করার ক্ষমতা ও যোগ্যতা থাকা উচিত। কাজেই সমগ্র কুরআন নয়; বরং এর ক্ষুদ্রতম একটি সূরাই রচনা করে দেখাও। এতে তোমাদেরকে আরো সুযোগ দেওয়া যাবে যে, একা না পারলে সমগ্র পৃথিবীর মানুষ মিলে , যারা তোমাদের সাহায্য-সহায়তা করতে পারে এমন সব লোক নিয়েই ছোট একটি সূরা রচনা করে দেখাও। কিন্তু না, তা পারবে না। অন্য আয়াতে বলা হয়েছে, তোমাদের সে যোগ্যতাই নেই। তারপর বলা হয়েছে, কিয়ামত পর্যন্ত চেষ্টা করেও যখন পারবে না। তখন দোজখের আগুন ও শাস্তিকে ভয় কর। কেননা এতে পরিষ্কারভাবে প্রমাণিত হয়েছে যে, এটা মানব রচিত কালাম নয়; বরং এমন অসীম শক্তিশালী সত্তার কালাম যা মানুষের ধরা-ছোঁয়া ও নাগালের ঊর্ধ্বে। যাঁর শক্তি সকলের ঊর্ধ্বে এমন এক মহা সত্তা ও শক্তির কালাম। সুতরাং তাঁর বিরোধিতা থেকে বিরত থেকে দোজখের কঠোর শাস্তি হতে আত্মরক্ষা কর।

মোটকথা, এ দুটি আয়াতে কুরআনুল কারীমকে রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর সর্বাপেক্ষা বড় মু'জিযা হিসেবে অভিহিত করে তাঁর রিসালাত ও সত্যবাদিতার দলিল হিসেবে পেশ করা হয়েছে। রাসূল ﷺ -এর মু'জিযার তো কোনো শেষ নেই এবং প্রত্যেকটিই অত্যন্ত বিস্ময়কর। কিন্তু তা সত্ত্বেও এস্থলে তাঁর জ্ঞান ও বিদ্যার মু'জিযা অর্থাৎ কুরআনের বর্ণনায় সীমাবদ্ধ রেখে ইঙ্গিত দেওয়া হয়েছে যে, তাঁর সর্বশ্রেষ্ঠ মু'জিযা হচ্ছে কুরআন এবং মু'জিযা অন্যান্য নবী রাসূলগণের সাধারণ মু'জিযা অপেক্ষা স্বতন্ত্র। কেননা আল্লাহ তা'আলা তাঁর কুদরতে রাসূল প্রেরণের সাথে সাথে কিছু মু'জিযাও প্রকাশ করেন। আর এসব মু'জিযা যে সমস্ত রাসূলের মাধ্যমে প্রকাশিত হয়েছে। সেগুলো তাঁদের জীবন কাল পর্যন্তই শেষ হয়ে গেছে। কিন্তু কুরআনই এমন এক বিচিত্র মু'জিযা যা কিয়ামত পর্যন্ত বাকি থাকবে।

قَوْلُهٗ وَاِنْ كُنْتُمْ فِىْ رَيْبٍ : رَيْب শব্দের অর্থ সন্দেহ, সংশয়। কিন্তু ইমাম রাগেব ইসফাহানীর মতে رَيْب এমন সন্দেহ ও ধারণাকে বলা হয়, যা সম্পূর্ণ ভিত্তিহীন, সামান্য একটু চিন্তা করলেই যে সন্দেহ দূরীভূত হয়ে যায়। এজন্য কুরআনে অমুসলিম জ্ঞানী সমাজের পক্ষেও رَيْب -এ পতিত হওয়া স্বাভাবিক নয় বলে উল্লেখ করা হয়েছে।

কুরআন একটি গতিশীল ও কিয়ামত পর্যন্ত স্থায়ী মু'জিযা

অন্যান্য সমস্ত নবী ও রাসূলগণের মু'জিযাসমূহ তাঁদের জীবন পর্যন্তই মু'জিযা ছিল। কিন্তু কুরআনের মু'জিযা রাসূল ﷺ-এর তিরোধানের পরও পূর্বের মতোই মু'জিযা সুলভ বৈশিষ্ট্যসহই বিদ্যমান রয়েছে। আজ পর্যন্ত একজন সাধারণ মুসলমানও দুনিয়ার যে কোনো জ্ঞানগুণীকে চ্যালেঞ্জ করে বলতে পারে যে, কুরআনের সমতুল্য কোনো আয়াত ইতঃপূর্বেও কেউ তৈরি করতে পারেনি, এখনো কেউ পারে না, আর যদি সাহস থাকে তবে তৈরি করে দেখাও।

সুতরাং কুরআনের রচনাশৈলী, যার নমুনা আর কোনোকালেই কোনো জাতি পেশ করতে পারেনি, সেটাও একটি চলমান দীর্ঘস্থায়ী মু'জিযা। রাসূল ﷺ-এর যুগে যেমন এর নজির পেশ করা যায়নি, অনুরূপভাবে আজও তা কেউ পেশ করতে পারেনি, ভবিষ্যতেও সম্ভব হবে না।

অনন্য কুরআন : উপরিউক্ত সাধারণ আলোচনার পরিপ্রেক্ষিতে এ বিষয়টিও পরিষ্কার হওয়া প্রয়োজন যে, কিসের ভিত্তিতে কুরআনকে আর কি কারণে কুরআন শরীফ সর্বযুগে অনন্য ও অপরাজেয় এবং সারা বিশ্ববাসী কেন এর নজির পেশ করতে অপারগ?

দ্বিতীয়ত : মুসলমানদের এ দাবি যে, চৌদ্দশত বৎসরের এ দীর্ঘ সময়ের মধ্যে কুরআনের এ চ্যালেঞ্জ সত্ত্বেও কেউ কুরআনের বা এর একটি সূরার অনুরূপ কোনো রচনাও পেশ করতে পারেনি, ঐতিহাসিক দৃষ্টিকোণ থেকে এ দাবির যথার্থতা কতটুকু এ দুটি বিষয়ই দীর্ঘ আলোচনা সাপেক্ষ।

কুরআনের মু'জিযা হওয়ার অন্যান্য কারণসমূহ : প্রথম কথা হচ্ছে যে, কুরআনকে মু'জিযা বলে অভিহিত করা হলো কেন, আর কি কি কারণে সারা বিশ্ব এর নজির পেশ করতে অপারগ হয়েছে। এ বিষয়ে প্রাচীনকাল থেকেই আলেমগণ বহু গ্রন্থ রচনা করেছেন। আর প্রত্যেক মুফাসসিরই স্ব স্ব বর্ণনা ভঙ্গিতে এর বিবরণ দিয়েছেন। এখানে অতি সংক্ষেপে কয়েকটি প্রয়োজনীয় বিষয় বর্ণনা করা হলো।

সর্বপ্রথম লক্ষণীয় বিষয় হচ্ছে, এ আশ্চর্য এবং সর্ববিধ জ্ঞানের আধার মহান গ্রন্থটি কোন পরিবেশে এবং কার উপর অবতীর্ণ হয়েছিল। আরো লক্ষ্য করার বিষয় হচ্ছে যে, সে যুগের সমাজ পরিবেশ কি এমন কিছু জ্ঞানের উপকরণ বিদ্যমান ছিল, যার দ্বারা এমন পূর্ণাঙ্গ একটি গ্রন্থ রচিত হতে পারে, যাতে সৃষ্টির আদি থেকে অন্ত পর্যন্ত সর্ববিধ জ্ঞান-বিজ্ঞানের যাবতীয় উপকরণ সন্নিবেশিত করা স্বাভাবিক হতে পারে? সমগ্র মানব সমাজের ব্যক্তিগত ও সমষ্টিগত জীবনের সকল দিক সম্বলিত নির্ভুল পথ নির্দেশ ও গ্রন্থে সন্নিবেশিত করার মতো কোনো সূত্রের সন্ধান কি সে যুগের জ্ঞান ভাণ্ডারে বিদ্যমান ছিল, যা দ্বারা মানুষের দৈহিক ও আত্মিক উভয় দিকেরই সুষ্ঠু বিকাশের বিধানাবলি থেকে শুরু করে পারিবারিক নিয়ম শৃঙ্খলা, সমাজ সংগঠন রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থাপনা তথা দেশ পরিচালনার ক্ষেত্রেও সর্বোত্তম ও সর্বযুগে সমভাবে প্রযোজ্য আইন-কানুন বিদ্যমান থাকতে পারে?

যে ভূ-খণ্ডে এবং যে মহান ব্যক্তির প্রতি এ গ্রন্থ অবতীর্ণ হয়েছে, এর ভৌগলিক ও ঐতিহাসিক অবস্থা জানতে গেলে সাক্ষাৎ ঘটবে এমন একটা ওজর শুষ্ক মরুময় এলাকার সাথে যা ছিল বাতহা বা মক্কা নামে পরিচিত। যে এলাকার ভূমি না ছিল কৃষিকাজের উপযোগী, না ছিল এখানে কোনো কারিগরি শিল্প। আবহাওয়াও এমন স্বাস্থ্যকর ছিল না, যা কোনো বিদেশী পর্যটককে আকৃষ্ট করতে পারে। রাস্তা-ঘাটও এমন ছিল না, যেখানে সহজে যাতায়াত করা যায়। সেটি ছিল অবশিষ্ট দুনিয়া থেকে প্রায় বিচ্ছিন্ন এমন একটি মরুময় উপদ্বীপ, যেখানে শুষ্ক পাহাড়-পর্বত এবং ধু-ধু বালুকাময় প্রান্তর ছাড়া আর কিছুই নজরে পড়তো না। কোনো জনবসতি বা বৃক্ষলতার অস্তিত্বও বড় একটা দেখা যেত না।

এ বিরাট ভূ-ভাগটির মধ্যে কোনো উল্লেখযোগ্য শহরেরও অস্তিত্ব ছিল না। মাঝে মধ্যে ছোট ছোট গ্রাম এবং তার মধ্যে উট ছাগল প্রতিপালন তো দূরের কথা, নামেমাত্র যে কয়টি শহর ছিল, সেগুলোতেও লেখাপড়ার কোনো চর্চাই ছিল না। না ছিল কোনো স্কুল কলেজ, না ছিল কোনো বিশ্ববিদ্যালয়। শুধুমাত্র ঐতিহ্যগতভাবে আল্লাহ তা'আলা তাদেরকে এমন একটা সুসমৃদ্ধ ভাষাসম্পদ দান করেছিলেন, যে ভাষা গদ্য ও পদ্য বাক-রীতিতে ছিল অনন্য। আকাশের মেঘ গর্জনের মতো সে ভাষার মাধুরী অপূর্ব সাহিত্যরসে সিক্ত হয়ে তাদের মুখ থেকে বেরিয়ে আসতো। অপূর্ব রসময় কাব্যসম্ভার বৃষ্টিধারার মতো আবৃত হতো পথে প্রান্তরে। এ সম্পদ ছিল এমনি এক বিস্ময় আজ পর্যন্তও যার রসাস্বাদন করতে গিয়ে যে কোনো সাহিত্য প্রতিভা হতবাক হয়ে যায়। কিন্তু এটি ছিল তাদের স্বভাবজাত এক সাধারণ উত্তরাধিকার। কোনো মক্তব-মাদরাসার মাধ্যমে এ ভাষাজ্ঞান অর্জন করার রীতি ছিল না। অধিবাসীদের মধ্যে এ ধরনের কোনো আগ্রহও পরিলক্ষিত হতো না। যারা শহরে বাস করতো, তাদের জীবিকার প্রধান অবলম্ব ছিল ব্যবসা-বাণিজ্য। পণ্যসামগ্রী একস্থান থেকে অন্যস্থানে আমদানি-রপ্তানিই ছিল তাদের একমাত্র পেশা।

https://e-ilm.weebly.com/

সে দেশেই সর্বপ্রাচীন শহর মক্কার এক সম্ভ্রান্ত পরিবারে সে মহান ব্যক্তিত্বের আবির্ভাব, যাঁর প্রতি আল্লাহর পবিত্রতম কুরআন নাজিল করা হয়। প্রসঙ্গতঃ সে মহামানবের অবস্থা সম্পর্কেও কিছুটা আলোচনা করা যাক।

ভূমিষ্ঠ হওয়ার আগেই তিনি পিতৃহারা হন, জন্মগ্রহণ করেন অসহায় এতিম হয়ে। মাত্র সাত বছর বয়সেই মাতৃবিয়োগ ঘটে; মাতার স্নেহ-মমতার কোলে লালিত-পালিত হওয়ার সুযোগও তিনি পাননি। পিতৃ-পিতামহগণ ছিলেন এমন দরাজদিল যার ফলে পারিবারিক সূত্র থেকে উত্তরাধিকাররূপে সামান্য সম্পদও তাঁর ভাগ্যে জুটেনি যার দ্বারা এ অসহায় এতিমের যোগ্য লালন-পালন হতে পারতো। পিতৃ-মাতৃহীন অবস্থায় নিতান্ত কঠোর দারিদ্র্যের মাঝে লালিত পালিত হন। যদি তখনকার মক্কায় লেখাপড়ার চর্চা থাকতো তবুও এ কঠোর দারিদ্র্যপূর্ণ জীবনে লেখাপড়া করার কোনো সুযোগ গ্রহণ করা তাঁর পক্ষে কোনো অবস্থাতেই সম্ভবপর হতো না। আগেই উল্লেখ করা হয়েছে যে, তদানীন্তন আরবে লেখাপড়ার কোনো চর্চাই ছিল না, যে জন্য আরব জাতিকে উম্মী তথা নিরক্ষর জাতি বলা হতো। কুরআন পাকেও এ জাতিকে উম্মী জাতি নামেই উল্লেখ করা হয়েছে। এ অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতেই সে মহান ব্যক্তি বাল্যকালবধি যে কোনো ধরনের লেখাপড়া থেকে সম্পূর্ণ সম্পর্কহীন রয়ে যান। সে দেশে তখন এমন কোনো জ্ঞানী ব্যক্তিরও অস্তিত্ব ছিল না, যাঁর সহচর্যে থেকে এমন কোনো জ্ঞান-সূত্রের সন্ধান পাওয়া সম্ভব হতো, যে জ্ঞান কুরআন পাকে পরিবেশন করা হয়েছে। যেহেতু একটা অনন্য সাধারণ মু'জিযা প্রদর্শনই ছিল আল্লাহ তা'আলার উদ্দেশ্য, তাই মামূলী একটু অক্ষর জ্ঞান যা দুনিয়ার যে কোনো এলাকার লোকই কোনো না কোনো উপায়ে আয়ত্ব করতে পারে, তাও আয়ত্ব করার কোনো সুযোগ তাঁর জীবনে হয়ে উঠেনি। অদৃশ্য শক্তির বিশেষ ব্যবস্থাতেই তিনি এমন নিরক্ষর উম্মী রয়ে গেলেন যে, নিজের নামটুকু পর্যন্ত দস্তখত করতে তিনি শিখেননি।

তদানীন্তন আরবের সর্বাপেক্ষা জনপ্রিয় বিষয় ছিল কাব্য চর্চা। স্থানে স্থানে কবিদের জলসা-মজলিস বসতো। এসব মজলিসে অংশগ্রহণকারী চারণ ও স্বভাব কবিগণের মধ্যে পারস্পরিক প্রতিযোগিতা হতো। প্রত্যেকেই উত্তম কাব্য রচনা করে প্রাধান্য অর্জন করার চেষ্টা করতো। কিন্তু তাঁকে আল্লাহ তা'আলা এমন রুচি দান করেছিলেন যে, কোনো দিন তিনি এধরনের কবি জলসায় শরিক হননি। জীবনেও কখনো একছত্র কবিতা রচনা করারও চেষ্টা করেননি।

উম্মী হওয়া সত্ত্বেও ভদ্রতা-নম্রতা, চরিত্রমাধুর্য ও অত্যন্ত প্রখর ধীশক্তি এবং সত্যবাদিতা ও আমানতদারীর অসাধারণ গুণ বাল্যকাল থেকেই তাঁর মধ্যে পরিলক্ষিত হতো, ফলে আরবের ক্ষমতাদর্পী বড়লোকগুলোও তাঁকে শ্রদ্ধা ও সম্মানের চোখে দেখতো সমগ্র মক্কা নগরীতে তাঁকে আল-আমীন বলে অভিহিত করা হতো।

এ নিরক্ষর ব্যক্তি চল্লিশ বছর বয়স পর্যন্ত মক্কা নগরীতে অবস্থান করেছেন। ভিন্ন কোনো দেশে ভ্রমণেও যাননি। যদি এমন ভ্রমণও করতেন, তবুও ধরে নেওয়া যেত যে, তিনি সেসব সফরে অভিজ্ঞতা ও বিদ্যার্জন করেছেন। মাত্র সিরিয়ায় দুটি বাণিজ্যিক সফর করেছেন, যাতে তাঁর কোনো কর্তৃত্ব ছিল না। তিনি দীর্ঘ চল্লিশ বছর পর্যন্ত মক্কায় এমনভাবে জীবনযাপন করেছেন যে, কোনো পুস্তক বা লেখনী স্পর্শ করেছেন বলেও জানা যায় না, কোনো মক্তবেও যাননি, কোনো কবিতা বা ছড়াও রচনা করেননি। ঠিক চল্লিশ বছর বয়সে তাঁর মুখ থেকে সে বাণী নিঃসৃত হতে লাগল, যাকে কুরআন বলা হয়। যা শাব্দিক ও অর্থের গুণগত দিক দিয়ে মানুষকে স্তম্ভিত করতো। সুস্থ বিবেকবান লোকদের জন্য কুরআনের এ গুণগত মান মু'জিযা হওয়ার জন্য যথেষ্ট ছিল। কিন্তু তা এই তো শেষ নয়; বরং এ কুরআন সারা বিশ্ববাসীকে বারংবার চ্যালেঞ্জ সহকারে আহবান করেছে যে, যদি একে আল্লাহর কালাম বলে বিশ্বাস করতে তোমাদের কোনো সন্দেহ থাকেত, তবে এর নজির পেশ করে দেখাও।

একদিকে কুরআনের আহবান অপরদিকে সমগ্র বিশ্বের বিরোধী শক্তি যা ইসলাম ও ইসলামের নবীকে ধ্বংস করার জন্য স্বীয় জান-মাল শক্তি-সামর্থ্য ও মান-ইজ্জত তথা সবকিছু নিয়োজিত করে দিন-রাত চেষ্টা করেছিল। কিন্তু এ সামান্য চ্যালেঞ্জের সম্মুখীন হতে কেউ সাহস করেনি। ধরে নেওয়া যাক, এ গ্রন্থ যদি অদ্বিতীয় ও অনন্য সাধারণ নাও হতো, তবু একজন উম্মী লোকের মুখে এর প্রকাশই কুরআনকে অপরাজয়ের বলে বিবেচনা করতে যে কোনো সুস্থবিবেক সম্পন্ন লোকই বাধ্য হতো। কেননা একজন উম্মী লোকের পক্ষে এমন একটা গ্রন্থ রচনা করতে পারা কোনো সাধারণ ঘটনা বলে চিন্তা করা যায় না।

দ্বিতীয় কারণ : পবিত্র কুরআন ও কুরআনের নির্দেশাবলি সমগ্র বিশ্ববাসীর জন্য অবতীর্ণ হয়েছে। কিন্তু এর প্রথম সম্বোধন ছিল প্রত্যক্ষভাবে আরব জনগণের প্রতি। যাদের অন্য কোনো জ্ঞান না থাকলেও ভাষা শৈলীর উপর ছিল অসাধারণ বুৎপত্তি। এদিক দিয়ে আরবরা সারাবিশ্বে এক শ্রেষ্ঠ স্থান অধিকার করেছিল। কুরআন তাদেরকে লক্ষ্য করে চ্যালেঞ্জ করেছে যে, কুরআন যে আল্লাহর কালাম তাতে যদি তোমরা সন্দিহান হয়ে থাক, তবে তোমরা এর অনুরূপ একটি সাধারণ সূরা রচনা করে দেখাও। যদি আল কুরআনের এ চ্যালেঞ্জ শুধু এর অন্তর্গত গুণ, নীতি, শিক্ষাগত তথা এবং নিগূঢ় তত্ত্ব পর্যন্ত সীমাবদ্ধ রাখা হতো, তবে হয়তো এ উম্মী জাতির পক্ষে কোনো অজুহাত পেশ করা যুক্তিসঙ্গত হতে পারতো, কিন্তু ব্যাপার তা নয়; বরং রচনা শৈলীর আঙ্গিক সম্পর্কেও এতে বিশ্ববাসীকে চ্যালেঞ্জ করা হয়েছে। এ চ্যালেঞ্জ গ্রহণ করার জন্য অন্যান্য জাতির চাইতে আরববাসীরাই ছিল বেশি উপযুক্ত। যদি এ কালাম মানব ক্ষমতার উর্ধ্বে কোনো অলৌকিক শক্তির রচনা না হতো, তবে অসাধারণ ভাষাজ্ঞান সম্পন্ন আরবদের পক্ষে এর মোকাবিলা কোনো মতেই অসম্ভব হতো না; বরং এর চাইতেও উন্নতমানের কালাম তৈরি করা তাদের পক্ষে সহজ ছিল। দু একজনের পক্ষে তা সম্ভব না হলে,

https://e-ilm.weebly.com/

কুরআন তাদেরকে সম্মিলিত প্রচেষ্টায় এমনটি রচনা করারও সুযোগ দিয়েছিল। তা সত্ত্বেও সমগ্র আরববাসী একেবার নিশ্চুপ রয়ে গেল কয়েকটি বাক্যও তৈরি করতে পারল না।

আরবের নেতৃস্থানীয় লোকগুলো কুরআন ও ইসলামকে সম্পূর্ণ উৎখাত এবং রাসূল ﷺ-কে পরাজিত করার জন্য যেভাবে সর্বশক্তি নিয়োগ করেছিল, তা শিক্ষিত লোকমাত্রই অবগত। প্রাথমিক অবস্থায় হযরত রাসূলে কারীম ﷺ এবং তাঁর স্বল্পসংখ্যক অনুসারীর প্রতি নানা উৎপীড়নের মাধ্যমে ইসলাম থেকে সরিয়ে আনার চেষ্টা করেছিল। কিন্তু এতে ব্যর্থ হয়ে তারা তোমাদের পথ ধরলো। আরবের বড় সরদার ওতবা ইবনে রাবী'আ সকলের প্রতিনিধিরূপে হুজুর ﷺ-এর দরবারে উপস্থিত হয়ে নিবেদন করলো, আপনি ইসলাম প্রচার থেকে বিরত থাকুন। আপনাকে সমগ্র আরবের ধন সম্পদ, রাজত্ব এবং সুন্দরী মেয়ে দান করা হবে। তিনি এর উত্তরে কুরআনের কয়েকটি আয়াত পাঠ করে শোনালেন। এ প্রচেষ্টা সফল না হওয়ায় তারা যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হলো। হিজরতের পূর্বে ও পরে সর্বশক্তি নিয়োগ করে যুদ্ধে অবতীর্ণ হলো। কিন্তু কেউই কুরআনের চ্যালেঞ্জ গ্রহণ করতে অগ্রসর হলো না। তারা কুরআনের অনুরূপ একটি সূরা এমনকি ছত্রও তৈরি করতে পারল না। ভাষাশৈলী ও পাণ্ডিত্যের মাধ্যমে কুরআনের মোকাবিলা করার ব্যাপারে আরবদের এহেন নীরবতাই প্রমাণ করে যে, কুরআন মানবরচিত গ্রন্থ নয়; বরং তা আল্লাহরই কালাম। মানুষ তো দূরের কথা, সমগ্র সৃষ্টিজগত মিলেও এ কালামের মোকাবিলা করতে পারে না।

আরববাসীরা যে এ ব্যাপারে শুধু নির্বাকই রয়েছে তাই নয়, তাদের একান্ত আলোচনায় এরূপ মন্তব্য করতেও তারা কুণ্ঠিত হয়নি যে, এ কিতাব কোনো মানুষের রচনা হতে পারে না। আরবদের মধ্যে এরূপ স্বীকৃতির সাথে সাথে স্বতঃস্ফূর্তভাবে অনেকেই ইসলাম গ্রহণও করেছে। এরূপ স্বীকৃতির পর কেউ কেউ পৈত্রিক ধর্মের প্রতি অন্ধ আবেগের কারণে অথবা বনী আবদে মুনাফের প্রতি বিদ্বেশবশতঃ কুরআনকে আল্লাহর কালাম বলে স্বীকার করেও ইসলাম গ্রহণ থেকে বিরত রয়েছে।

কুরাইশদের ইতিহাসই সে সমস্ত ঘটনার সাক্ষী। তারই মধ্য থেকে এখানে কয়েকটি ঘটনার উল্লেখ করা হচ্ছে, যাতে অতি সহজে বুঝা যাবে যে, সমগ্র আরববাসী কুরআনকে অদ্বিতীয় ও নজিরবিহীন কালাম বলে স্বীকার করেছে এবং এর নজির পেশ করার ব্যর্থ প্রচেষ্টায় অবতীর্ণ হওয়ার ঝুঁকি নিতে সচেতনভাবে বিরত রয়েছে।

রাসূলুল্লাহ ﷺ এবং কুরআন নাজিলের কথা মক্কার গণ্ডী ছাড়িয়ে হেজাযের অন্যান্য এলাকায় ছড়িয়ে পড়ার পর বিরুদ্ধবাদীদের অন্তরে এরূপ সংশয়ের সৃষ্টি হলো যে, আসন্ন হজের মওসুমে আরবের বিভিন্ন এলাকা থেকে হাজীগণ যখন মক্কায় আগমন করবে, তখন তারা রাসূল ﷺ-এর কথাবার্তা শুনে প্রভাবান্বিত না হয়ে পারবে না। এমতাবস্থায় এরূপ সম্ভাবনার পথ রুদ্ধ করার পন্থা নিরূপণ করার উদ্দেশ্যে মক্কার সম্ভ্রান্ত কুরাইশরা একটি বিশেষ পরামর্শসভার আয়োজন করলো। এ বৈঠকে আরবের বিশিষ্ট সরদারগণও উপস্থিত ছিলেন। তাদের মধ্যে ওলীদ ইবনে মুগীরা বয়সে ও বিচক্ষণতায় ছিলেন শীর্ষস্থানীয়। সবাই তার নিকট এ সমস্যার কথা উত্থাপন করল। তারা বলল, এখন চারদিক থেকে মানুষ আসবে এবং মুহাম্মদ ﷺ সম্পর্কে আমাদের জিজ্ঞেস করবে। তাদের সেসব প্রশ্নের জবাবে আমরা কি বলব? আপনি আমাদেরকে এমন একটি উত্তর দিন, যেন আমরা সবাই একই কথা বলতে পারি।

অনেক ভাবনা চিন্তার পর তিনি উত্তর দিলেন, যদি তোমাদের কিছু বলতেই হয়, তবে তাঁকে জাদুকর বলতে পার। লোকদেরকে বল যে, এ লোক জাদু-বলে পিতা-পুত্র ও স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে বিভেদ সৃষ্টি করেন। সমবেত লোকেরা তখনকার মতো প্রস্তাবে একমত ও নিশ্চিন্ত হয়ে গেল। তখন থেকেই তারা আগন্তুকদের নিকট একথা বলতে আরম্ভ করল, কিন্তু আল্লাহর জ্বালানো প্রদীপ কারো ফুৎকারে নির্বাপিত হওয়ার নয়। আরবের বিভিন্ন অঞ্চল থেকে সাধারণ লোকদের অনেকেই কুরআনের অমীয় বাণী শুনে মুসলমান হয়ে গেল। ফলে মক্কার বাইরেও ইসলামের বিস্তার সূচিত হলো। – [খাসায়েসে কুবরা]

এমনিভাবে বিশিষ্ট কুরাইশ সরদার নযর ইবনে হারেস তার স্বজাতিকে লক্ষ্য করে বলেছিলেন, আজ তোমরা এমন এক বিপদের সম্মুখীন হয়েছে, যা ইতঃপূর্বে কখনো দেখা যায়নি। মুহাম্মদ ﷺ তোমাদেরই মধ্যে যৌবন অতিবাহিত করেছেন, তোমরা তাঁর চরিত্রমাধুর্যে বিমুগ্ধ ছিলে, তাঁকে তোমরা সবার চাইতে সত্যবাদী বলে বিশ্বাস করতে, আমানতদার বলে অভিহিত করতে। কিন্তু যখন তাঁর মাথার চুল সাদা হতে আরম্ভ করেছে, আর তিনি আল্লাহর কালাম তোমাদেরকে শোনাতে শুরু করেছেন, তখন তোমরা তাঁকে জাদুকর বলে অভিহিত করছ। আল্লাহর কসম! তিনি জাদুকর নন। আমি বহু জাদুকর দেখেছি, তাদের পরীক্ষা-নিরীক্ষা করেছি, তাদের সঙ্গে মেলামেশা করেছি, কিন্তু মুহাম্মদ ﷺ কোনো অবস্থাতেই তাদের মতো নন। তিনি সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র ব্যক্তিত্ব। আরো জেনে রেখ, আমি অনেক জাদুকরের কথাবার্তা শুনেছি, কিন্তু তাঁর কথাবার্তা জাদুকরের কথাবার্তার সাথে কোনো বিচারেই সামঞ্জস্যপূর্ণ নয়। তোমরা তাঁকে কবি বল, অথচ আমি অনেক কবি দেখেছি, এ বিদ্যা আয়ত্ত্ব করেছি, অনেক বড় বড় কবির কবিতা শুনেছি, অনেক কবিতা আমার মুখস্থও আছে, কিন্তু তাঁর কালামের সাথে কবিদের কবিতার কোনো সাদৃশ্য আমি খুঁজে পাইনি। কখনো কখনো তোমরা তাঁকে পাগল বল, তিনি পাগলও নন।

https://e-ilm.weebly.com/

আমি অনেক পাগল দেখেছি, তাদের পাগলামিপূর্ণ কথাবার্তাও শুনেছি ; কিন্তু তাঁর মধ্যে তাদের মতো কোনো লক্ষণই পাওয়া যায় না। হে আমার জাতি! তোমরা ন্যায়নীতির ভিত্তিতে এ ব্যাপারে চিন্তা কর, সহজে এড়িয়ে যাওয়ার মতো ব্যক্তিত্ব তিনি নন।

হযরত আবূ যর (রা.) বলেছেন, আমার ভাই আনীস একবার মক্কায় গিয়েছিলেন, তিনি ফিরে এসে আমাকে বলেছিলেন যে, মক্কায় এক ব্যক্তি নিজেকে আল্লাহর রাসূল বলে দাবি করেছেন। আমি জিজ্ঞেস করলাম, সেখানকার মানুষ এ সম্পর্কে কি ধারণা পোষণ করে? তিনি উত্তর দিলেন, তাঁকে কেউ কবি, কেউ পাগল, কেউ বা জাদুকর বলে। আমার ভাই আনীস একজন বিশিষ্ট কবি এবং বিভিন্ন বিষয়ে বিজ্ঞ লোক ছিলেন ; তিনি আমাকে বললেন, আমি যতটুকু লক্ষ্য করেছি, মানুষের এসব কথা ভুল ও মিথ্যা। তাঁর কালাম কবিতাও নয়, জাদুও নয়, আমার ধারণায় সে কালাম সত্য।

হযরত আবূ যর (রা.) বলেন, ভাইয়ের কথা শুনে আমি মক্কায় চলে এলাম। মসজিদে হারামে অবস্থান করলাম এবং ত্রিশ দিন শুধু অপেক্ষা করেই অতিক্রম করলাম। এ সময় যমযম কূপের পানি ব্যতীত আমি অন্য কিছুই পানাহার করিনি। কিন্তু এতে আমার ক্ষুধার কষ্ট অনুভব হয়নি। দুর্বলতাও উপলব্ধি করিনি। শেষ পর্যন্ত কা'বা প্রাঙ্গন থেকে বের হয়ে লোকের নিকট বললাম, আমি রোম ও পারস্যের বড় বড় জ্ঞানী-গুণী লোকদের অনেক কথা শুনেছি, অনেক জাদুকর দেখেছি, কিন্তু মুহাম্মদ ﷺ-এর বাণীর মতো কোনো বাণী আজও পর্যন্ত কোথাও শুনিনি। কাজেই সবাই আমার কথা শোন এবং তাঁর অনুসরণ কর।

ইসলাম ও হযরতের সবচাইতে বড় শত্রু আবূ জাহল, এবং আখনাস ইবনে শোরাইকা ও লোকচক্ষুর অগোচরে কুরআন শুনত, কুরআনের অসাধারণ বর্ণনাভঙ্গি এবং অন্যান্য রচনারীতির প্রভাবে প্রভাবান্বিত হতো। কিন্তু গোত্রের লোকেরা যখন তাদেরকে বলতো যে, তোমরা যখন এ কালামের গুণ সম্পর্কে এতই অবগত এবং একে অদ্বিতীয় কালামরূপে বিশ্বাস কর, তখন কেন তা গ্রহণ করছ না? প্রত্যুত্তরে আবূ জাহল বলতো, তোমরা জান যে, বনী আবদে মুনাফ এবং আমাদের মধ্যে পূর্ব থেকেই বিরামহীন শত্রুতা চলে আসছে, তারা যখন কোনো কাজে অগ্রসর হতে চায়, তখন আমরা তার প্রতিদ্বন্দ্বিরূপে বাধা দেই। উভয় গোত্রই সমপর্যায়ের। এমতাবস্থায় তারা যখন বলছে যে, আমাদের মধ্যে এমন এক নবীর আবির্ভাব হয়েছে, যাঁর নিকট আল্লাহর বাণী আসে, তখন আমরা কিভাবে তাদের মোকাবিলা করব, তাই আমার চিন্তা। আমি কখনো তাদের একথা মেনে নিতে পারি না।

মোটকথা কুরআনের এ দাবি ও চ্যালেঞ্জে সারা আরববাসী যে পরাজয় বরণ করেই ক্ষান্ত হয়েছে তাই নয়; বরং একে অদ্বিতীয় ও অনন্য বলে প্রকাশ্যভাবে স্বীকারও করেছে। যদি কুরআন মানব রচিত কালাম হতো, তবে সমগ্র আরববাসী তথা সমগ্র বিশ্ববাসী অনুরূপ কোনো না কোনো একটি ছোট সূরা রচনা করতে অপরাগ হতো না এবং এ কিতাবের অনন্য বৈশিষ্ট্যের কথা স্বীকারও করতো না। কুরআন ও কুরআনের বাহক পয়গম্বরের বিরুদ্ধে জান মাল, ধন-সম্পদ, মান-ইজ্জত সবকিছু ব্যয় করার জন্য তারা প্রস্তুত ছিল, কিন্তু কুরআনের চ্যালেঞ্জ গ্রহণ করে দুটি শব্দও রচনা করতে কেউ সাহসী হয়নি। এর কারণ এই যে, যে সমস্ত মানুষ তাদের মূর্খতাজনিত কার্যকলাপ ও আমল সত্ত্বেও কিছুটা বিবেকসম্পন্ন ছিল মিথ্যার প্রতি তাদের একটা সহজাত ঘৃণ্যবোধ ছিল। কুরআন শুনে তারা যখন বুঝতে পারল যে, এমন কালাম রচনা আমাদের পক্ষে আদৌ সম্ভব নয়, তখন তারা কেবল একগুয়েমীর মাধ্যমে কোনো বাক্য রচনা করে তা জনসমুক্ষে তুলে ধরা নিজেদের জন্য লজ্জার ব্যাপার বলে মনে করতো। তারা জানত যে, আমরা যদি কোনো বাক্য পেশ করিও, তবে সমগ্র আরবের শুদ্ধভাষী লোকেরা তুলনামূলক পরীক্ষায় আমাদেরকে অকৃতকার্যই ঘোষণা করবে এবং এজন্য অনর্থক লজ্জিত হতে হবে। এজন্য সমগ্র জাতিই চুপ করে ছিল। আর যারা কিছু ন্যায় পথে চিন্তা করেছে, তারা খোলাখুলিভাবে স্বীকার করে নিতেও কুণ্ঠিত হয়নি যে, এটা আল্লাহর কালাম।

এসব ঘটনার মধ্যে একটি হচ্ছে, আরবের একজন সরদার আস'আদ ইবনে যেরার হযরতের চাচা আব্বাস (রা.)-এর নিকট স্বীকার করেছেন যে, তোমরা অনর্থক মুহাম্মদ ﷺ-এর বিরুদ্ধাচরণ করে নিজেদের ক্ষতি করছ এবং পারস্পরিক সম্পর্কচ্ছেদ করছ ; আমি দৃঢ় বিশ্বাসের সাথে বলতে পারি যে, নিশ্চয়ই তিনি আল্লাহর রাসূল এবং তিনি যে কালাম পেশ করেছেন তা আল্লাহর কালাম এতে বিন্দুমাত্রও সন্দেহ নেই।

তৃতীয় কারণ : তৃতীয় কারণ হচ্ছে এই যে, কুরআন কিছুই গায়বি সংবাদ এবং ভবিষ্যতে ঘটবে এমন অনেক ঘটনার সংবাদ দিয়েছে, যা হুবহু সংঘটিত হয়েছে। যথা– কুরআন ঘোষণা করেছে, রোম ও পারস্যের যুদ্ধ প্রথমতঃ পারস্যবাসী জয়লাভ করবে এবং দশ বছর যেতে না যেতেই পুনরায় রোম পারস্যকে পরাজিত করবে। এ আয়াত নাজিল হওয়ার পর মক্কার সরদারগণ হযরত আবূ বকর সিদ্দীক (রা.)-এর সাথে এ ভবিষ্যদ্বাণী অনুযায়ী রোম জয়লাভ করল, এবং কাজীর

https://e-ilm.weebly.com/

শর্তানুযায়ী যে মাল দেওয়ার কথা ছিল, তা তাদের দিতে হলো। রাসূলুল্লাহ ﷺ অবশ্য এ মাল গ্রহণ করেননি। কেননা এরূপ বাজী ধরা শরিয়ত অনুমোদন করে না। এমন আরো অনেক ঘটনা কুরআনে উল্লিখিত রয়েছে, যা গায়েবের সাথে সম্পর্কযুক্ত এবং নিকট অতীতে হুবহু ঘটেছেও।

চতুর্থ কারণ : চতুর্থ কারণ হচ্ছে, কুরআন শরীফে পূর্ববর্তী উম্মত, শরিয়ত ও তাদের ইতিহাস এমন পরিস্কারভাবে উল্লেখ করা হয়েছে যে, সে যুগের ইহুদি-খ্রিস্টানদের পণ্ডিতগণ, যাদেরকে পূর্ববর্তী আসমানি কিতাবসমূহের বিজ্ঞ লোক মনে করা হতো, তারাও এতটা অবগত ছিল না। রাসূল ﷺ -এর কোনো প্রতিষ্ঠানগত শিক্ষা ছিল না। কোনো শিক্ষিত লোকের সাহায্যও তিনি গ্রহণ করেননি। কোনো কিতাব কোনোদিন স্পর্শও করেননি। এতদসত্ত্বেও দুনিয়ার প্রথম থেকে তাঁর যুগ পর্যন্ত সমগ্র বিশ্ববাসীর ঐতিহাসিক অবস্থা এবং তাদের শরিয়ত সম্পর্কে অতি নিখুঁতভাবে বিস্তারিত আলোচনা করা আল্লাহর কালাম ব্যতীত কিছুতেই তাঁর পক্ষে সম্ভব হতে পারে না। প্রকৃতপক্ষে আল্লাহ তা'আলাই যে তাঁকে এ সংবাদ দিয়েছেন এতে সন্দেহের অবকাশ নেই।

পঞ্চম কারণ : পঞ্চম কারণ হচ্ছে, কুরআনের বিভিন্ন আয়াতে মানুষের অন্তর্নিহিত বিষয়াদি সম্পর্কিত যেসব সংবাদ দেওয়া হয়েছে পরে সংশ্লিষ্ট লোকদের স্বীকারোক্তিতে প্রমাণিত হয়েছে যে, এ সব কথাই সত্য। এ কাজও আল্লাহ তা'আলারই কাজ, তা কোনো মানুষের পক্ষে সম্ভব ছিল না।

ষষ্ঠ কারণ : ষষ্ঠ কারণ হচ্ছে, কুরআনে এমন সব আয়াত রয়েছে যাতে কোনো সম্প্রদায় বা কোনো ব্যক্তি সম্পর্কে ভবিষ্যদ্বাণী করা হয়েছে যে, তাদের দ্বারা অমুক কাজ হবে না; তারা তা করতে পারবে না। ইহুদিদের সম্পর্কে বলা হয়েছে, যদি তারা নিজেদেরকে আল্লাহর প্রিয় বান্দা বলেই মনে করে, তবে তারা নিশ্চয় তাঁর নিকট যেতে পছন্দ করবে। সুতরাং এমতাবস্থায় তাদের পক্ষে মৃত্যু কামনা করা অপছন্দনীয় হতে পারে না এ প্রসঙ্গে ইরশাদ হচ্ছে। وَلَنْ يَّتَمَنَّوْهُ اَبَدًا (তারা কখনো তা চাইবে না।)

মৃত্যু কামনা করা তাদের পক্ষে কঠিন ছিল না। বিশেষ করে ঐ সমস্ত লোকদের জন্য যারা কুরআনকে মিথ্যা বলে অভিহিত করতো। কুরআনের ইরশাদ মোতাবেক তাদের মৃত্যু কামনা করার ব্যাপারে ভয় পাওয়ার কোনো কারণ ছিল না। ইহুদিদের পক্ষে মৃত্যু কামনার [মোবাহালা] এ চ্যালেঞ্জ গ্রহণ করে মুসলমানদেরকে পরাজিত করার অত্যন্ত সুবর্ণ সুযোগ ছিল। কুরআনের দাবির পরিপ্রেক্ষিতে সঙ্গে সঙ্গেই তাতে সম্মত হওয়া তাদের পক্ষে উচিত ছিল। কিন্তু ইহুদি ও মুশরিকরা মুখে কুরআনকে যতই মিথ্যা বলুক না কেন, তাদের মন জানতো যে, কুরআন সত্য, তাতে কোনো সন্দেহের অবকাশ নেই। সুতরাং মৃত্যু কামনার চ্যালেঞ্জ গ্রহণ করতে সাহস পায়নি এবং একটি বারের জন্যও মুখ দিয়ে মৃত্যুর কথা বলেনি

সপ্তম কারণ : কুরআন শরীফ শ্রবণ করলে মুমিন, কাফের, সাধারণ অসাধারণ নির্বিশেষে সবার উপর দু'ধরনের প্রভাব সৃষ্টি হতে দেখা যায়। যেমন, হযরত জুবাইর ইবনে মুত'ইম (রা.) ইসলাম গ্রহণের পূর্বে একদিন হুজুর ﷺ -কে মাগরিবের নামাজে সূরা তূর পড়তে শুনেন। হুজুর ﷺ যখন শেষ আয়াতে পৌঁছলেন, তখন হযরত জুবাইর (রা.) বলেন যে, মনে হলো, যেন আমার অন্তর উড়ে যাচ্ছে। তাঁর কুরআন পাঠ শ্রবণের এটাই ছিল প্রথম ঘটনা। তিনি বলেন, সেদিনই কুরআন আমার উপর প্রভাব বিস্তার করে ফেলেছিল। আয়াতটি হচ্ছে–

اَمْ خُلِقُوْا مِنْ غَيْرِ شَيْءٍ اَمْ هُمُ الْخٰلِقُوْنَ اَمْ خَلَقُوا السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضَ بَلْ لَّا يُوْقِنُوْنَ - اَمْ عِنْدَهُمْ خَزَائِنُ رَبِّكَ اَمْ هُمُ الْمُصَيْطِرُوْنَ

অর্থাৎ তারা কি নিজেরাই সৃষ্ট হয়েছে, না তারাই আকাশ ও জমিন সৃষ্টি করেছে? কোনো কিছুতেই ওরা ইয়াকীন করছে না। তাদের নিকট কি আমার পালনকর্তার ভাণ্ডারসমূহ গচ্ছিত রয়েছে, না তারাই রক্ষক?

অষ্টম কারণ : অষ্টম কারণ হচ্ছে, কুরআনকে বারংবার পাঠ করলেও মনে বিরক্তি আসে না। বরং যতিই বেশি পাঠ করা যায়, ততই তাতে আগ্রহ বাড়তে থাকে। দুনিয়ার যত ভালো ও আকর্ষণীয় পুস্তকই হোক না কেন, বড় জোড় দু চারবার পাঠ করার পর তা আর পড়তে মন চায় না, অন্যে পাঠ করলেও তা শুনতে ইচ্ছে হয় না। কিন্তু কুরআনের এ বৈশিষ্ট্য রয়েছে যে, যত বেশি পাঠ করা হয়, ততই মনের আগ্রহ আরো বাড়তে থাকে। অন্যের পাঠ শুনতেও আগ্রহ জন্মে।

নবম কারণ : নবম কারণ হচ্ছে, কুরআন ঘোষণা করেছে যে, কুরআনের সংরক্ষণের দায়িত্ব স্বয়ং আল্লাহ গ্রহণ করেছেন। কিয়ামত পর্যন্ত এর মধ্যে বিন্দুবিসর্গ পরিমাণ পরিবর্তন-পরিবর্ধন না হয়ে তা সংরক্ষিত থাকবে। আল্লাহ তা'আলা এ ওয়াদা এভাবে পূরণ করেছেন যে, প্রত্যেক যুগে লক্ষ লক্ষ মানুষ ছিলেন এবং রয়েছেন, যারা কুরআনকে এমনভাবে স্বীয় স্মৃতিপটে ধারণ করেছেন যে, এর প্রতিটি যের-যবর তথা স্বরচিহ্ন পর্যন্ত অবিকৃত রয়েছে। নাজিলের সময় থেকে চৌদ্দ শতাধিক বছর অতিবাহিত হয়েছে: এ দীর্ঘসময়ের মধ্যেও এ কিতাবে কোনো পরিবর্তন পরিবর্ধন পরিলক্ষিত হয়নি। প্রতি যুগেই স্ত্রী

https://e-ilm.weebly.com/

পুরুষ, শিশু, বৃদ্ধ নির্বিশেষে কুরআনের হাফেজ ছিলেন ও রয়েছেন। বড় বড় আলেম যদি একটি যের-যবর বেশ-কম করেন, তবে ছোট বাচ্চারাও তাঁর ভুল ধরে ফেলে। পৃথিবীর কোনো ধর্মীয় কিতাবের এমন সংরক্ষণ ব্যবস্থা সে ধর্মের লোকেরা এক দশমাংশও পেশ করতে পারবে না। আর কুরআনের মতো নির্ভুল দৃষ্টান্ত বা নজির স্থাপন করা তো অন্য কোনো গ্রন্থ সম্পর্কে কল্পনাও করা যায় না। অন্যকে ধর্মীয় গ্রন্থ সম্বন্ধে এটা স্থির করাও মুশকিল যে, এ কিতাব কোনো ভাষায় অবতীর্ণ হয়েছিল এবং তাতে কয়টি অধ্যায় ছিল।

গ্রন্থাকারে প্রতি যুগে কুরআনে যত প্রচার ও প্রকাশ হয়েছে, অন্য কোনো ধর্ম গ্রন্থের ক্ষেত্রে তা হয়নি। অথচ ইতিহাস সাক্ষী যে, প্রতি যুগেই মুসলমানদের সংখ্যা কাফের মুশরিকদের তুলায় কম ছিল এবং প্রচার মাধ্যমও অন্যান্য ধর্মাবলম্বী লোকদের তুলনায় কম ছিল। এতদসত্ত্বেও কুরআনের প্রচার ও প্রকাশের তুলনায় অন্য কোনো ধর্মগ্রন্থের এত প্রচার ও প্রকাশনা সম্ভব হয়নি। তারপরেও কুরআনের সংরক্ষণ আল্লাহ তা'আলা শুধু গ্রন্থ ও পুস্তকেই সীমাবদ্ধ রাখেননি যা জ্বলে গেলে বা অন্য কোনো কারণে নষ্ট হয়ে গেলে আর সংগ্রহ করার সম্ভাবনা থাকে না। তাই স্বীয় বান্দাগণের স্মৃতিপটেও সংরক্ষিত করে দিয়েছেন। আল্লাহ না করুন সারা বিশ্বে দাঁড়িয়ে থাকা কুরআনের লিখিত সবগুলো কপিও যদি কোনো কারণে ধ্বংস হয়ে যায়, তবুও এ গ্রন্থ পূর্বের ন্যায়ই সংরক্ষিত থাকবে। কয়েকজন হাফেজ একত্রে বসে কয়েক ঘন্টার মধ্যেই তা লিখে দিতে পারবেন। এ অদ্ভুত সংরক্ষণও আল কুরআনেরই বিশেষত্ব এবং এ যে আল্লাহরই কালাম তার অন্যতম উজ্জ্বল প্রমাণ। যেভাবে আল্লাহর সত্তা সর্বযুগে বিদ্যমান থাকবে, তাতে কোনো সৃষ্টির হস্তক্ষেপের কোনো ক্ষমতা নেই, অনুরূপভাবে তাঁর কালাম সকল সৃষ্টির রদ-বদলের উর্ধ্বে এবং সর্বযুগে বিদ্যমান থাকবে। কুরআনের এই ভবিষ্যদ্বাণীর সত্যতা বিগত চৌদ্দশত বছরের অভিজ্ঞতা থেকে প্রমাণিত হয়েছে এবং কিয়ামত পর্যন্ত বিদ্যমান থাকবে। এ প্রকাশ্য মু'জিযার পর কুরআন আল্লাহর কালাম হওয়াতে কোনো সন্দেহ-সংশয় থাকতে পারে না।

দশম কারণ : কুরআনে ইলম ও জ্ঞানের যে সাগর পুঞ্জীভূত করা হয়েছে, অন্য কোনো কিতাবে আজ পর্যন্ত তা করা হয়নি। ভবিষ্যতেও তা হওয়ার সম্ভাবনা নেই। এই সংক্ষিপ্ত ও সীমিত শব্দসম্ভারের মধ্যে এত জ্ঞান ও বিষয়বস্তুর সমাবেশ ঘটেছে যে, তাতে সমগ্র সৃষ্টির সর্বপ্রকারের প্রয়োজন এবং মানবজীবনের প্রত্যেক দিক পরিপূর্ণভাবে আলোচিত হয়েছে। আর বিশ্বপরিচালনার সুন্দরতম নিয়ম এবং ব্যক্তিগত ও সমষ্টিগত ছাড়া মাথার উপরে ও নিচে যত সম্পদ রয়েছে সে সবের প্রসঙ্গ ছাড়াও জীব-বিজ্ঞান, উদ্ভিদ বিজ্ঞান এমনকি রাজনীতি, অর্থনীতিও সমাজনীতির সকল দিকের পথনির্দেশ সম্বলিত এমন সমাহার বিশ্বের অন্য কোনো আসমানি কিতাবে দেখা যায় না।

শুধু আপাতঃদৃষ্টিতে পথনির্দেশই নয়, এর নমুনা পাওয়া এবং সেসব নির্দেশ একটা জাতির বাস্তব জীবনে অক্ষরে অক্ষরে প্রতিফলিত হয়ে তাদের জীবন ধারা এমনকি ধ্যান-ধারণা, অভ্যাস এবং রুচিরও এমন বৈপ্লবিক পরিবর্তন সাধন দুনিয়ার অন্য কোনো গ্রন্থের মাধ্যমে সম্ভব হয়েছে এমন নজির আর একটা খুঁজে পাওয়া যায় না। একটা নিরক্ষর উম্মী জাতিকে জ্ঞানে, রুচিতে, সভ্যতায় ও সংস্কৃতিতে এত অল্পকালের মধ্যে এমন পরিবর্তিত করে দেওয়ার নজিরও আর দ্বিতীয়টি নেই। সংক্ষেপে এই হচ্ছে কুরআনের সেই বিস্ময় সৃষ্টিকারী প্রভাব, যাতে কুরআনকে আল্লাহর কালাম বলে প্রতিটি মানুষ স্বীকার করতে বাধ্য হয়েছে। যাদের বুদ্ধি-বিবেচনা বিদ্বেষের কালিমায় সম্পূর্ণ কলুষিত হয়ে যায়নি, এমন কোনো লোকই কুরআনের এ অনন্য সাধারণ মু'জিযা সম্পর্কে অকুণ্ঠ স্বীকৃতি প্রদান করতে কার্পণ্য করেনি। যারা কুরআনকে জীবনবিধান হিসেবে গ্রহণ করেছেন, এমন অনেক অমুসলিম লোকও কুরআনের এ নজিরবিহীন মু'জিযার কথা স্বীকার করেছেন। ফ্রান্সের বিখ্যাত মনীষী ডা. মারড্রেসকে ফরাসী সরকারের পক্ষ থেকে কুরআনের বাষট্টিটি সূরা ফরাসী ভাষায় অনুবাদ করার জন্য নিয়োগ করা হয়েছিল। তাঁর স্বীকারোক্তিও এ ব্যাপারে প্রণিধানযোগ্য। তিনি লিখেছেন– 'নিশ্চয় কুরআনের বর্ণনাভঙ্গি সৃষ্টিকর্তার বর্ণনাভঙ্গিরই স্বাক্ষর। একথা নিঃসন্দেহে বলা যায় যে, কুরআনের যেসব তথ্যাদি বর্ণিত হয়েছে, আলাহর বাণী ব্যতীত অন্য কোনো বাণীতে তা থাকতে পারে না।

এতে সন্দেহ পোষণকারীরাও যখন এর অনন্যসাধারণ প্রভাব লক্ষ্য করে, তখন তারাও এ কিতাবের সত্যতা স্বীকারে বাধ্য হয়। বিশ্বের সর্বত্র শতাধিক কোটি মুসলমান ছড়িয়ে রয়েছে, তাদের মধ্যে কুরআনের বিশেষ প্রভাব দেখে খ্রিস্টান মিশনগুলোতে কর্মরত সকলেই একবাক্যে স্বীকার করতে বাধ্য হয়েছে, তাদের মধ্যে একটি লোকও ধর্মত্যাগী মুরতাদ হয়নি।

মোটকথা, কুরআনের অনন্য বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে যথাযোগ্য বিস্তারিত আলোচনা সম্ভব না হলেও সংক্ষিপ্তভাবে যতটুকু বলা হলো, এতেই সুস্থ বিবেকসম্পন্ন ব্যক্তিমাত্রই একথা স্বীকার করতে বাধ্য হবে যে, কুরআন আল্লাহরই কালাম এবং রাসূলে মাকবুল ﷺ -এর একটি সর্বশ্রেষ্ঠ মু'জিযা।

শব্দ বিশ্লেষণ

مُهْتَدِيْنَ : সীগাহ جمع مذكر বহছ اسم فاعل বাব اِفْعَالٌ মাসদার اَلْاِهْتِدَاءُ মূলবর্ণ (ه . د . ى) জিনস ناقص يائى অর্থ– হেদায়েতপ্রাপ্তগণ সঠিক রাস্তায় চলে যারা এটি كَانُوْا ফে'লের خبر হওয়াতে নসবের হালতে হয়েছে।

مَثَلُهُمْ : مَثَلٌ মুযাফ هُمْ যমীর مضاف اليه শব্দটি একবচন, বহুবচন اَمْثَالٌ অর্থ– তাদের মতো।

اسْتَوْقَدَ : সীগাহ واحد مذكر غائب বহছ اثبات فعل ماضى معروف বাব اِسْتِفْعَالٌ মাসদার اَلْاِسْتِيْقَادُ মূলবর্ণ (و . ق . د) অর্থ– সে আগুন প্রজ্বলিত করল। সে আগুন জ্বালালো।

اَضَاءَتْ : সীগাহ واحد مؤنث غائب বহছ اثبات فعل ماضى معروف বাব اِفْعَالٌ মাসদার اَلْاِضَاءَةُ মূলবর্ণ (ض . و . ء) অর্থ তার চারপাশে আলোকিত করল। এটি লাযেম ও মুতা'আদ্দী উভয় অর্থে ব্যবহার হয়।

رَعْدٌ : গর্জন। অধিকাংশ মুফাসসিরদের মতে رَعْدٌ এক ফেরেশতাদের নাম। যিনি মেঘকে হাঁকিয়ে নিয়ে যান। [মাযহারী]।

بَرْقٌ : বিজলী, বিদ্যুৎ চমক। বহুবচন بُرُوْقٌ আসে। অধিকাংশ মুফাসসিরদের মত হলো, আগুনের কড়ার চমক যার দ্বারা রা'দ ফেরেশতা মেঘমালা হাঁকায়। –[মাযহারী]

الصَّوَاعِقِ : শব্দটি বহুবচন, একবচন صَاعِقَةٌ; অর্থ– গর্জন। বিজলীর শব্দ। বজ্রধ্বনি।

مُحِيْطٌ : সীগাহ واحد مذكر বহছ اسم فاعل বাব اِفْعَالٌ মাসদার اَلْاِحَاطَةُ মূলবর্ণ (ح . و . ط) জিনস اجوف واوى অর্থ– বেষ্টনকারী।

الْكٰفِرِيْنَ : সীগাহ جمع مذكر বহছ اسم فاعل বাব نَصَرَ মাসদার اَلْكُفْرُ মূলবর্ণ (ك . ف . ر) জিনস صحيح অর্থ– কাফের।

يَكَادُ : এটি একটি فعل ناقص আর সীগাহ واحد مذكر غائب বহছ اثبات فعل مضارع معروف বাব كَادَ . يَكَادُ ফা فعل يفعل -এর ওজন মাসদার اَلْكَوْدُ মূলবর্ণ (ك . و . د) জিনস اجوف واوى অর্থ– নিকট হয়েছে।

تَتَّقُوْنَ : সীগাহ جمع مذكر حاضر বহছ اثبات فعل مضارع معروف বাব اِفْتِعَالٌ মাসদার اَلْاِتِّقَاءُ মূলবর্ণ (و . ق . ى) জিনস لفيف مفروق অর্থ– তোমরা [জাহান্নাম] থেকে বেঁচে যাবে।

فَأْتُوْا : فَأْتُوْا -এর মধ্যে فاء টি حرف جزائية ; اِئْتُوْا সীগাহ جمع مذكر حاضر বহছ امر حاضر معروف বাব ضَرَبَ মাসদার اَلْاِتْيَانُ অর্থ– তোমরা নিয়ে আস। باء দ্বারা متعدى হওয়ার কারণে অর্থ হয়েছে নিয়ে আসা।

ادْعُوْا : সীগাহ جمع مذكر حاضر বহছ امر حاضر معروف বাব نَصَرَ মাসদার اَلدُّعَاءُ মূলবর্ণ (د . ع . و) অর্থ– ডাকা, আহবান করা।

বাক্য বিশ্লেষণ

قوله مَثَلُهُمْ كَمَثَلِ الَّذِى اسْتَوْقَدَ نَارًا الخ : এখানে مَثَلُهُمْ হলো مبتدأ আর كَمَثَلِ الخ হলো خبر আর لما হলো حرف شرط আর اَضَاءَتْ ফে'ল, ফায়েল, ও মাফউল মিলে শর্ত।

قوله ذَهَبَ اللّٰهُ بِنُوْرِهِمْ : ذَهَبَ ফে'ল, اللّٰهُ ফায়েল بِنُوْرِهِمْ হলো متعلق ফে'ল, ফায়েল ও متعلق মিলে جواب شرط হয়েছে।

قوله صُمٌّ بُكْمٌ عُمْىٌ : এখানে শব্দগুলো مرفوع হয়েছে। প্রত্যেকটি এক هُمْ উহ্য মুবতাদার তিন খবর হয়েছে। যথা– هُمْ صُمٌّ بُكْمٌ عُمْىٌ

قوله فَهُمْ لَا يَرْجِعُوْنَ : এখানে ف টি عطف -এর জন্য আর هُمْ যমীর مبتدأ আর لَا يَرْجِعُوْنَ জুমলা হয়ে خبر, অতঃপর مبتدأ ও خبر মিলে جملة اسمية হয়ে معطوف হয়েছে।

قوله اِنَّ اللّٰهَ عَلٰى كُلِّ شَىْءٍ قَدِيْرٌ : এখানে اِنَّ হলো حرف مشبه بالفعل আর اللّٰه হলো اسم ان আর عَلٰى হলো حرف جار আর كُلِّ شَىْءٍ হলো مجرور অতঃপর জার মাজরূর মিলে قَدِيْرٌ -এর متعلق আর قَدِيْرٌ হলো خبر এখানে اِنَّ তার اسم ;خبر ও متعلق মিলে جُمْلَةٌ اِسْمِيَّةٌ خَبَرِيَّةٌ হয়েছে।

قوله حَذَرَ الْمَوْتِ : এটা يَجْعَلُوْنَ -এর مفعول له হয়েছে।

قوله يَكَادُ الْبَرْقُ يَخْطَفُ اَبْصَارَهُمْ : এখানে يَكَادُ ফে'ল الْبَرْقُ হলো اسم আর يَخْطَفُ اَبْصَارَهُمْ টি جملة হয়ে خبر অতঃপর جُمْلَةٌ اِسْمِيَّةٌ خَبَرِيَّةٌ হয়েছে।

https://e-ilm.weebly.com/

فَإِنْ لَّمْ تَفْعَلُوْا وَلَنْ تَفْعَلُوْا فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِيْ وَقُوْدُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ ۚ أُعِدَّتْ لِلْكٰفِرِيْنَ (٢٤)

অনুবাদ : (২৪) অনন্তর যদি তোমরা তা করতে না পার এবং তোমরা কখনো তা করতে পারবে না, তবে তোমরা আত্মরক্ষা কর দোজখ হতে যার ইন্ধন হবে মানুষ এবং পাথর, [তা] প্রস্তুত রাখা হয়েছে কাফেরদের জন্য।

وَبَشِّرِ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَعَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ أَنَّ لَهُمْ جَنّٰتٍ تَجْرِيْ مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهٰرُ ؕ كُلَّمَا رُزِقُوْا مِنْهَا مِنْ ثَمَرَةٍ رِّزْقًا ۙ قَالُوْا هٰذَا الَّذِيْ رُزِقْنَا مِنْ قَبْلُ ۙ وَأُتُوْا بِهٖ مُتَشَابِهًا ؕ وَلَهُمْ فِيْهَا أَزْوَاجٌ مُّطَهَّرَةٌ ۙ وَّهُمْ فِيْهَا خٰلِدُوْنَ (٢٥)

(২৫) আর আপনি সুসংবাদ দিন তাদেরকে যারা ঈমান এনেছে এবং নেক কাজ করেছে, নিশ্চয় তাদের জন্য এমন জান্নাত রয়েছে তার তলদেশ দিয়ে প্রবাহিত হচ্ছে নহরসমূহ; যতবারই তাদেরকে উক্ত জান্নাত হতে কোনো ফল খেতে দেওয়া হবে, ততবারই তারা বলবে- এটা তো সেই খাদ্য যা ইতঃপূর্বে আমাদেরকে খেতে দেওয়া হয়েছিল, বস্তুত প্রত্যেকবারই তাদেরকে সাদৃশ্যপূর্ণ ফল দেওয়া হবে; আর তাদের জন্য সেখানে থাকবে পাক-সাফ বিবিগণ। তারা তথায় অনন্তকাল থাকবে।

إِنَّ اللهَ لَا يَسْتَحْيِيْ أَنْ يَّضْرِبَ مَثَلًا مَّا بَعُوْضَةً فَمَا فَوْقَهَا ؕ فَأَمَّا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا فَيَعْلَمُوْنَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَّبِّهِمْ ۚ وَأَمَّا الَّذِيْنَ كَفَرُوْا فَيَقُوْلُوْنَ مَاذَا أَرَادَ اللهُ بِهٰذَا مَثَلًا ۘ يُضِلُّ بِهٖ كَثِيْرًا وَّيَهْدِيْ بِهٖ كَثِيْرًا ؕ وَمَا يُضِلُّ بِهٖ إِلَّا الْفٰسِقِيْنَ (٢٦)

(২৬) নিশ্চয় আল্লাহ লজ্জাবোধ করেন না যেকোনো উপমা বর্ণনা করতে- মশা-ই হোক বা তদপেক্ষা [ক্ষুদ্রতায়] অধিক হোক সুতরাং যারা ঈমান এনেছে, যা-ই হোক না কেন তারা তো এটাই স্থির বিশ্বাস করবে যে, এ উপমা খুবই স্থানোপযোগী হয়েছে তাদের প্রভুর পক্ষ থেকে, আর যারা কাফের হয়েছে, সর্বাবস্থায় তারা এ কথাই বলবে, "এ সমস্ত নগণ্য বস্তুর উপমা দ্বারা আল্লাহর মতলবই বা কি?" তিনি বিপথগামী করে থাকেন এটা দ্বারা অনেককে এবং এটা দ্বারা হেদায়েত করেন অনেককে এবং এটা দ্বারা তিনি বিপথগামী করেন কেবল ফাসেকদেরকে।

শাব্দিক অনুবাদ

(২৪) فَإِنْ لَّمْ تَفْعَلُوْا অনন্তর যদি তোমরা তা করতে না পার। وَلَنْ تَفْعَلُوْا এবং তোমরা কখনো তা করতে পারবে না। فَاتَّقُوْا তবে তোমরা আত্মরক্ষা কর النَّارَ দোজখ হতে الَّتِيْ وَقُوْدُهَا যার ইন্ধন হবে النَّاسُ মানুষ وَالْحِجَارَةُ এবং পাথর أُعِدَّتْ তা প্রস্তুত রাখা হয়েছে لِلْكٰفِرِيْنَ কাফেরদের জন্য।

(২৫) وَبَشِّرِ আর আপনি সুসংবাদ দিন। الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا তাদেরকে যারা ঈমান এনেছে وَعَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ এবং নেক কাজ করেছে أَنَّ لَهُمْ নিশ্চয় তাদের জন্য جَنّٰتٍ এমন জান্নাত রয়েছে تَجْرِيْ প্রবাহিত হচ্ছে مِنْ تَحْتِهَا তার তলদেশ দিয়ে الْأَنْهٰرُ নহরসমূহ; كُلَّمَا যতবারই رُزِقُوْا তাদেরকে খেতে দেওয়া হবে مِنْهَا উক্ত জান্নাত হতে مِنْ ثَمَرَةٍ কোনো ফল। قَالُوْا ততবারই তারা বলবে- هٰذَا الَّذِيْ এটা তো সেই খাদ্য رُزِقْنَا যা আমাদেরকে খেতে দেওয়া হয়েছিল مِنْ قَبْلُ ইতঃপূর্বে وَأُتُوْا بِهٖ বস্তুত প্রত্যেকবারই তাদেরকে ফল দেওয়া হবে; مُتَشَابِهًا সাদৃশ্যপূর্ণ وَلَهُمْ فِيْهَا আর তাদের জন্য সেখানে থাকবে أَزْوَاجٌ مُّطَهَّرَةٌ পাক-সাফ বিবিগণ। وَهُمْ فِيْهَا خٰلِدُوْنَ তারা তথায় অনন্তকাল থাকবে।

(২৬) إِنَّ اللهَ নিশ্চয় আল্লাহ لَا يَسْتَحْيِيْ লজ্জাবোধ করেন না أَنْ يَّضْرِبَ বর্ণনা করতে مَثَلًا যে কোনো উপমা مَا بَعُوْضَةً মশা-ই হোক বা فَمَا فَوْقَهَا তদপেক্ষা [ক্ষুদ্রতায়] অধিক হোক। فَأَمَّا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا সুতরাং যারা ঈমান এনেছে فَيَعْلَمُوْنَ যা-ই হোক না কেন তারা তো এটাই স্থির বিশ্বাস করবে যে, أَنَّهُ الْحَقُّ এ উপমা খুবই স্থানোপযোগী হয়েছে مِنْ رَّبِّهِمْ তাদের প্রভুর পক্ষ থেকে। وَأَمَّا الَّذِيْنَ كَفَرُوْا আর যারা কাফের হয়েছে فَيَقُوْلُوْنَ সর্বাবস্থায় তারা এ কথাই বলবে مَاذَا أَرَادَ اللهُ আল্লাহর মতলবই বা কি? بِهٰذَا مَثَلًا এ সমস্ত নগণ্য বস্তুর উপমা দ্বারা يُضِلُّ بِهٖ তিনি বিপথগামী করে থাকেন এটা দ্বারা। كَثِيْرًا অনেককে وَيَهْدِيْ بِهٖ এবং এটা দ্বারা হেদায়েত করেন। كَثِيْرًا অনেককে وَمَا يُضِلُّ بِهٖ এবং এটা দ্বারা তিনি বিপথগামী করেন না إِلَّا الْفٰسِقِيْنَ তবে কেবল ফাসেকদেরকে।

https://e-ilm.weebly.com/

الَّذِيْنَ يَنْقُضُوْنَ عَهْدَ اللّٰهِ مِنْ بَعْدِ مِيْثَاقِهٖ ۪ وَيَقْطَعُوْنَ مَآ اَمَرَ اللّٰهُ بِهٖٓ اَنْ يُّوْصَلَ وَيُفْسِدُوْنَ فِي الْاَرْضِ ؕ اُولٰٓئِكَ هُمُ الْخٰسِرُوْنَ (٢٧)

অনুবাদ : (২৭) যারা আল্লাহর সঙ্গে দৃঢ়ভাবে অঙ্গীকারাবদ্ধ হওয়ার পর তা ভঙ্গ করে এবং ছিন্ন করে ঐ সব সম্বন্ধ যা অবিচ্ছিন্ন রাখতে আল্লাহ আদেশ দিয়েছেন এবং ফ্যাসাদ সৃষ্টি করে ভূপৃষ্ঠে: তারাই পূর্ণ ক্ষতিগ্রস্ত।

كَيْفَ تَكْفُرُوْنَ بِاللّٰهِ وَكُنْتُمْ اَمْوَاتًا فَاَحْيَاكُمْ ۚ ثُمَّ يُمِيْتُكُمْ ثُمَّ يُحْيِيْكُمْ ثُمَّ اِلَيْهِ تُرْجَعُوْنَ (٢٨)

(২৮) কেমন করে তোমরা আল্লাহর না-শোকরী করছ অথচ তোমরা ছিলে নির্জীব, তৎপর তিনি তোমাদেরকে জীবন দান করেছেন, আবার তিনি তোমাদের মৃত্যু ঘটাবেন, আবার তোমাদেরকে জীবিত করবেন, শেষে তোমরা তাঁরই সমীপে নীত হবে।

هُوَ الَّذِيْ خَلَقَ لَكُمْ مَّا فِي الْاَرْضِ جَمِيْعًا ۗ ثُمَّ اسْتَوٰٓى اِلَى السَّمَآءِ فَسَوّٰىهُنَّ سَبْعَ سَمٰوٰتٍ ؕ وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيْمٌ (٢٩) ٣ ع ٢

(২৯) তিনি এমন যিনি তোমাদের হিতের জন্য সৃষ্টি করেছেন দুনিয়ার সবকিছু, অতঃপর মনঃসংযোগ করেন আসমানের প্রতি এবং তাকে যথাযথভাবে নির্মাণ করেন সাত আসমানরূপে; তিনি তো সর্ববিষয়ে জ্ঞাত।

শাব্দিক অনুবাদ

(২৭) الَّذِيْنَ যারা يَنْقُضُوْنَ ভঙ্গ করে عَهْدَ اللّٰهِ আল্লাহর সঙ্গে কৃত অঙ্গীকার مِنْ بَعْدِ مِيْثَاقِهٖ তা দৃঢ়ভাবে অঙ্গীকারাবদ্ধ হওয়ার পর وَيَقْطَعُوْنَ এবং ছিন্ন করে ঐ সব সম্বন্ধ مَآ اَمَرَ اللّٰهُ بِهٖٓ যা আল্লাহ আদেশ দিয়েছেন اَنْ يُّوْصَلَ অবিচ্ছিন্ন রাখতে وَيُفْسِدُوْنَ এবং ফ্যাসাদ সৃষ্টি করে فِي الْاَرْضِ ভূপৃষ্ঠে اُولٰٓئِكَ هُمُ الْخٰسِرُوْنَ তারাই পূর্ণ ক্ষতিগ্রস্ত।

(২৮) كَيْفَ কেমন করে تَكْفُرُوْنَ তোমরা না-শোকরী করছ بِاللّٰهِ আল্লাহর وَكُنْتُمْ অথচ তোমরা ছিলে اَمْوَاتًا নির্জীব فَاَحْيَاكُمْ তৎপর তিনি তোমাদেরকে জীবন দান করেছেন ثُمَّ يُمِيْتُكُمْ আবার তিনি তোমাদের মৃত্যু ঘটাবেন ثُمَّ يُحْيِيْكُمْ আবার তোমাদেরকে জীবিত করবেন ثُمَّ اِلَيْهِ শেষে তাঁরই সমীপে تُرْجَعُوْنَ তোমরা নীত হবে।

(২৯) هُوَ الَّذِيْ তিনি এমন যিনি خَلَقَ لَكُمْ তোমাদের হিতের জন্য সৃষ্টি করেছেন مَا فِي الْاَرْضِ جَمِيْعًا দুনিয়ার সবকিছু ثُمَّ اسْتَوٰٓى অতঃপর মনঃসংযোগ করেন اِلَى السَّمَآءِ আসমানের প্রতি فَسَوّٰىهُنَّ এবং তাকে যথাযথভাবে নির্মাণ করেন سَبْعَ سَمٰوٰتٍ সাত আসমানরূপে وَهُوَ তিনি তো بِكُلِّ شَيْءٍ সর্ববিষয়ে عَلِيْمٌ জ্ঞাত।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

٢٦- قوله اِنَّ اللّٰهَ لَا يَسْتَحْيٖٓ اَنْ يَّضْرِبَ مَثَلًا مَّا بَعُوْضَةً فَمَا فَوْقَهَا الخ **আয়াতের শানে নুযূল :** আলোচ্য আয়াত কাফেরদের একটি সন্দেহজনক প্রশ্নোত্তর প্রসঙ্গে অবতীর্ণ হয়। কুরআন মাজীদে اَلنَّحْلُ (মধুমক্ষিকা), اَلْعَنْكَبُوْتَ (মাকড়সা), اَلنَّمْلُ (পিপীলিকা) ইত্যাদি সাধারণ নিকৃষ্ট প্রাণীর উল্লেখের কি প্রয়োজন ছিল? কুরআন যেহেতু আল্লাহর পক্ষ থেকে অবতারিত। আর আল্লাহ যেহেতু মহান, সেহেতু তাঁর উপমাগুলোও উঁচু মানের হওয়া বাঞ্ছনীয়। এমনি সাধারণ দৃষ্টান্তসমূহ আল্লাহর পক্ষে দেওয়া যথোপযুক্ত হয়নি। এই ছিল কাফেরদের প্রশ্ন। অতঃপর আল্লাহ তা'আলা বলেন, ছোট বস্তুর উপমা কুরআনের বৈশিষ্ট্যকে বিনষ্ট করে না; বরং তা কালামের ফাসাহাত বা বাকশৈলীতাকে আরো বৃদ্ধি করে। তবে এ সকল উপমায় কাফেরদের সম্মানের ব্যাঘাত ঘটায় হেতু তারা বিদ্রূপাত্মক প্রশ্নাবলি উত্থাপন করে থাকে। হযরত ইবনে আব্বাস

https://e-ilm.weebly.com/

(রা.) বলেন, আয়াতে মূর্তিগুলোকে মাকড়সার জালের সাথে তুলনা করা হয়েছে। তা অবতীর্ণ হলে ইহুদিরা বলতে শুরু করল যে, এত ক্ষুদ্র জিনিস উপমার যোগ্য নয়। অপরদিকে اَلظُّلُمٰتُ اَلرَّعْدُ وَالْبَرْقُ ও اَلنَّاسُ এবং সম্বলিত আয়াত অবতীর্ণ হলে আরবের মুশরিকরা প্রশ্ন উত্থাপন করতে আরম্ভ করল : হযরত ইবনে মাসউদ ও কাতাদা (রা.) হতেও এরূপ বর্ণিত আছে। ফলকথা আলোচ্য আয়াতটি ইহুদি, কাফির এবং মুশরিকদের বিদ্রূপাত্মক প্রশ্নোত্তরে অবতীর্ণ হয়।

اَلَّذِيْنَ يَنْقُضُوْنَ عَهْدَ اللّٰهِ مِنْ بَعْدِ مِيْثَاقِهٖ দ্বারা ইহুদিদের চুক্তিভঙ্গের প্রতি ইঙ্গিত করা হয়েছে। তাওরাত ও ইঞ্জিলে তাওহীদ এবং রিসালাতের সত্যতার উপর তাদের নিকট হতে অঙ্গীকার আদায় করা হয়েছিল, কিন্তু রাসূল ﷺ প্রেরিত হলে তারা অঙ্গীকার ভঙ্গ করে। যেমন আল্লাহ তা'আলা বলেন– فَلَمَّا جَآءَهُمْ نَذِيْرٌ مَّا زَادَهُمْ اِلَّا نُفُوْرًا অথচ তাদেরকে বলা হয়েছিল যে, وَاِذْ اَخَذَ اللّٰهُ مِيْثَاقَ الَّذِيْنَ اُوْتُوا الْكِتٰبَ لَتُبَيِّنُنَّهٗ لِلنَّاسِ وَلَا تَكْتُمُوْنَهٗ এ ছাড়াও তারা আত্মীয়তার সম্পর্কও ছিন্ন করত। يَقْطَعُوْنَ مَآ اَمَرَ اللّٰهُ بِهٖ اَنْ يُّوْصَلَ দ্বারা এর প্রতি ইঙ্গিত করা হয়েছে। অন্যত্র আরো বলা হয়েছে যে, فَهَلْ عَسَيْتُمْ اِنْ تَوَلَّيْتُمْ اَنْ تُفْسِدُوْا فِي الْاَرْضِ وَتُقَطِّعُوْٓا اَرْحَامَكُمْ কিন্তু এ কাফেররা এসব ওয়াদা-অঙ্গীকারের প্রতি ভ্রূক্ষেপ করেনি; বরং উল্টো আল্লাহর জমিনে ঝগড়া বিবাদ সৃষ্টি করেছে।

আয়াতে বর্ণিত حِجَارَةُ -এর অর্থ : حِجَارَةُ শব্দের অর্থ পাথর। এখানে حِجَارَةُ শব্দের অর্থ সম্পর্কে হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা.) বলেন, আয়াতে حِجَارَةُ দ্বারা গন্ধকের কঠিন কালো বড় বড় দুর্গন্ধময় পাথর বুঝানো হয়েছে, যার আগুন তীব্র হয়ে থাকে। হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা.) বলেন, এ পাথরগুলো আসমান-জমিন সৃষ্টির সাথে সাথে প্রথম আকাশে সৃষ্টি করে রাখা হয়েছে। কেউ কেউ বলেন, সর্বপ্রকার পাথর বুঝানো হয়েছে।

তাফসীরে রূহুল মা'আনীতে বর্ণিত হয়েছে যে, حِجَارَةُ দ্বারা সেসব মূর্তিকে বুঝায়, যেগুলো কাফেররা পূজা করতো। যেমন আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেন– اِنَّكُمْ وَمَا تَعْبُدُوْنَ مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ حَصَبُ جَهَنَّمَ অর্থাৎ 'আল্লাহ ব্যতীত তোমরা যার উপাসনা কর, সেগুলো দোজখের ইন্ধন, আল্লামা যামাখশারী (র.)-এর মতে حِجَارَةُ দ্বারা স্বর্ণ-রৌপ্য বুঝায়।

মানুষ ও পাথর উভয় দোজখের জ্বালানী হওয়ার কারণ : আয়াতে اَلنَّاسُ শব্দের অর্থ মানুষ। আর حِجَارَةُ শব্দের অর্থ– পাথর। মানুষ ও পাথরের মাঝে পার্থক্য হলো, মানুষ বুদ্ধি-বিবেচনা সম্পন্ন সচল প্রাণী, আর পাথর নির্জীব তথা জড় পদার্থ। এখন প্রশ্ন হলো মানুষের সাথে পাথরকে দোজখের জ্বালানী হিসেবে নির্দিষ্ট করার কারণ কি? এর জবাবে তাফসীরকারগণ বলেন–

১. যেহেতু মুশরিকরা পাথরকে নিজেদের পাশাপাশি রেখে ইবাদত করতো সেহেতু মানুষের সাথে পাথর উল্লিখিত হয়েছে।
২. মুশরিকরা পাথরের মূর্তি তৈরি করে প্রভু জ্ঞানে তার পূজা করতো। আর পাথর যে তাদেরকে আজাব হতে রক্ষা করতে পারবে না তা প্রমাণের জন্যই আল্লাহ ঐ সব মুশরিকের সাথে পাথরের মূর্তিও জাহান্নামে নিক্ষেপ করবেন।
৩. অথবা, পাথর জ্বলন্ত অগ্নিকে আরো প্রজ্বলিত ও দীর্ঘস্থায়ী করবে। তাই মানুষের সাথে পাথরকেও জাহান্নামে পাঠানো হবে।
৪. হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) বলেন, পাথরের অগ্নির তীব্রতা বেশি, তাই কাফেরদের অধিক শাস্তির প্রতি দিক নির্দেশ করে পাথরের কথা উল্লেখ করা হয়েছে।
৫. অথবা, মুশরিকরা পাথরের তৈরিকৃত মূর্তিকে আল্লাহর সমকক্ষ মনে করতো, তাদের ধারণাকে ভুল প্রমাণের জন্য মানুষের সাথে পাথরের উল্লেখ করা হয়েছে।

তবে এতে পাথরের কোনো আজাব বা কষ্টও হবে না এবং পাথরের উপর অন্যায়ও করা হবে না।

حِجَارَةُ -কে নির্দিষ্ট করণের কারণ : পাথর নির্দোষ হওয়া সত্ত্বেও তা দ্বারা তৈরি মাবুদকে এদের পূজারীদের সামনে জ্বালানীর মাধ্যমে সেগুলোর অসারতা প্রমাণের উদ্দেশ্যে এদের জ্বালানো হবে। অথবা, পাথরকে জ্বালানীরূপে ব্যবহার করলে আগুন অধিক প্রজ্বলিত হবে বিধায় তা করা হবে। আর এর দ্বারা পাথরের উপর অন্যায় করা হবে না।

بَشِّرْ দ্বারা কাকে সম্বোধন করা হয়েছে : بَشِّرْ হলো واحد مذكر حاضر বহছ امر حاضر معروف এখানে আল্লাহ তা'আলা মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে সম্বোধন করেছেন। অথবা, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে সম্বোধন করার মাধ্যমে সকলকে অন্তর্ভুক্ত করেছেন।

https://e-ilm.weebly.com/

تَبْشِيْر অর্থ : সুসংবাদ, এটা সাধারণত খুশির ব্যাপারে হয়ে থাকে, তবে কোনো কোনো সময় দুঃসংবাদের ক্ষেত্রেও تَبْشِيْر শব্দটি ব্যবহার করা হয়। যেমন- فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ اَلِيْمٍ তবে এক্ষেত্রে শর্ত হলো, খারাপের দিক সাথে সাথে উল্লেখ করতে হবে।

اَلْجَنَّةُ -এর অর্থ : اَلْجَنَّةُ একবচন; বহুবচন اَلْجَنَّاتُ ও اَلْجِنَانُ অর্থ- জান্নাত, উদ্যান। আরবদের মতে ঘন ছায়াদার খেজুর ও অন্যান্য বৃক্ষরাজির সমষ্টি যেখানে রয়েছে, তাকে جَنَّة বলে। اَلْجَنَّةُ শব্দের অপর অর্থ হচ্ছে اَلسَّتْرُ ঢাকা বা আবৃত। তাই গাছপালা এবং লতাপাতা দ্বারা আবৃত স্থানকে اَلْجَنَّةُ বলে।

جنة -এর শ্রেণিবিভাগ : জান্নাত মোট আটটি (১) ফিরদাউস (২) আদন (৩) জান্নাতুল মাওয়া (৪) জান্নাতুল খুলদ (৫) দারুস সালাম (৬) দারুল মাকাম (৭) দারুল কারার।

واتوا به متشابها -এর মর্মার্থ : আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেন, জান্নাতবাসীগণ সাদৃশ্যপূর্ণ ফল প্রাপ্ত হবে। এর অর্থ এই যে, এদের প্রত্যেকটি বাহ্যত পূর্বটির অনুরূপ হবে এবং জান্নাতবাসীগণ মনে করবেন, এগুলো তো পূর্বেকার ফলের মতোই। বস্তুত জান্নাতীদের অত্যধিক স্বাদ ও তৃপ্তি পরিবর্তনের জন্যই এরূপ করা হবে। কেননা প্রকৃতপক্ষে এ ফলসমূহের রস-স্বাদ পূর্ববর্তী ফলসমূহ হতে ভিন্ন রকমের হবে, যদিও সেগুলোর আকার-প্রকার একই ধরনের হবে। কাজেই এতে জান্নাতীদের জন্য নিত্য-নতুন উপভোগের আস্বাদ দ্বিগুণভাবে বর্ধিত হবে।

اَزْوَاجٌ مُّطَهَّرَةٌ -এর মর্মার্থ : اَزْوَاجٌ শব্দটি বহুবচন, একবচন زَوْجٌ অর্থ- জোড়, স্ত্রী ও স্বামী উভয়ের জন্যই এ শব্দ ব্যবহার হতে পারে। স্বামীর পক্ষে স্ত্রী যাওজ এবং স্ত্রীর পক্ষে স্বামী যাওজ। জান্নাতে এ স্বামী-স্ত্রী পবিত্র সম্পর্কযুক্ত হবে, তবে উভয়কেই ঈমানদার ও সত্যবাদী হতে হবে। এ শব্দটি হুর-এর ক্ষেত্রে ব্যবহার হয়।

مُطَهَّرٌ দ্বারা বুঝানো হয়েছে যে, তারা মাসিক স্রাব, পায়খানা, প্রস্রাব, কফ ও থুথু ইত্যাদি হতে পবিত্রা। সাথে সাথে তারা এমন অবস্থা হতেও পবিত্র, যা স্ত্রীদের মধ্যে খারাপ ও দূষণীয় মনে করা হয়।

উপমার ক্ষেত্রে কোনো তুচ্ছ ও নগণ্য বস্তুর উল্লেখ দূষণীয় নয় :

اِنَّ اللّٰهَ لَا يَسْتَحْيٖۤ اَنْ يَّضْرِبَ مَثَلًا مَّا بَعُوْضَةً এ আয়াত দ্বারা প্রমাণ করা হয়েছে যে, কোনো প্রয়োজনীয় বিষয়ের বিশ্লেষণ প্রসঙ্গে কোনো নিকৃষ্ট, নগণ্য ও ঘৃণ্য বস্তুর উল্লেখ কোনো ত্রুটি বা অপরাধ নয় কিংবা বক্তার মহান মর্যাদার পরিপন্থিও নয়। কুরআন, হাদীস এবং প্রথম যুগের ওলামায়ে কেরাম ও প্রখ্যাত ইসলাম বিশেষজ্ঞগণের বাণী ও রচনাবলিতে এ ধরনের বহু উপমার সন্ধান মিলে, যা সাধারণভাবে একেবারেই তুচ্ছ ও নগণ্য বলে মনে হয়। কুরআন হাদীস এসব তথাকথিত লজ্জা ও সম্ভ্রমের তোয়াক্কা না করে প্রকৃত উদ্দেশ্যের প্রতি লক্ষ্য রেখে এরূপ উপমা বর্জন মোটেও বাঞ্ছনীয় বলে মনে করেনি।

يَنْقُضُوْنَ عَهْدَ اللّٰهِ [আল্লাহর সঙ্গে কৃত অঙ্গীকার ভঙ্গ করে–] এতে প্রমাণিত হয় যে, কোনো অঙ্গীকার ভঙ্গ করা বা চুক্তি লঙ্ঘন করা জঘন্য অপরাধ। এর পরিণতিতে সে যাবতীয় পুণ্য থেকে বঞ্চিতও হয়ে যেতে পারে।

وَيَقْطَعُوْنَ مَاۤ اَمَرَ اللّٰهُ بِهٖۤ اَنْ يُّوْصَلَ [এবং আল্লাহ পাক যে সব সম্পর্ক অটুট রাখতে বলেছেন, তারা তা ছিন্ন করে]। এতে বুঝা যায়, যে সব সম্পর্ক শরিয়ত আচ্ছন্ন রাখতে বলেছে, তা বজায় রাখা একান্ত আবশ্যক এবং তা ছিন্ন করা সম্পূর্ণ হারাম। গভীরভাবে চিন্তা করলে বুঝা যাবে যে, একজন মানুষের প্রতি আল্লাহর এবং অন্যান্য মানুষ তথা সমগ্র সৃষ্টিকুলের অধিকার ও প্রাপ্য আদায় করার নির্ধারিত পদ্ধতি ও তৎসংশ্লিষ্ট সীমা ও বাঁধনের সমষ্টির নামই দীন বা ধর্ম। বিশ্বের শান্তি ও অশান্তি এসব সম্পর্ক যথাযথভাবে বজায় রাখা বা না রাখার উপরই নির্ভরশীল। এজন্য وَيُفْسِدُوْنَ فِي الْاَرْضِ [তারা ভূপৃষ্ঠে অশান্তির সৃষ্টি করে] বাক্যাংশের মাধ্যমে উল্লিখিত সম্পর্ক ক্ষুণ্ন করাকেই বিশ্বশান্তি বিঘ্নিত হওয়ার একমাত্র কারণ বলে বর্ণনা করা হয়েছে। বস্তুতঃ এ হলো যাবতীয় অশান্তি ও কলহের মূল কারণ। اُولٰٓئِكَ هُمُ الْخٰسِرُوْنَ [তারাই প্রকৃত প্রস্তাবে ক্ষতিগ্রস্ত।] এ বাক্যের মাধ্যমে যারা উল্লিখিত নির্দেশাবলি অমান্য করবে, তাদেরকে প্রকৃত ক্ষতিগ্রস্ত বলে ইঙ্গিত করা হয়েছে যে, পরকালের ক্ষতিই প্রকৃত ক্ষতি। সে তুলনায় পার্থিব ক্ষতি উল্লেখযোগ্য কোনো বিষয় নয়।

আলোচ্য আয়াত দ্বারা আল্লাহ তা'আলার করুণা ও অনুগ্রহসমূহ বর্ণনার পর বিস্ময় প্রকাশ করে বলা হয়েছে যে, আল্লাহর অগণিত দয়া ও সুখ সম্পদে পরিবেষ্টিত থাকা সত্ত্বেও কেউ তাঁর বিরুদ্ধাচরণ ও অবাধ্যতা প্রদর্শনে কিভাবে লিপ্ত থাকতে পারে। এতে বিশেষ জোর দিয়ে বলা হয়েছে যে, এসব প্রমাণাদি সম্পর্কে নির্দিষ্ট চিন্তা করার জন্য প্রয়োজনীয় কষ্টটুকু

https://e-ilm.weebly.com/

স্বীকার কতে তারা যদি প্রস্তুত না থাকে, তবে অন্ততঃ দাতার দানের স্বীকৃতি এবং তার প্রতি যথাযোগ্য ভক্তি-শ্রদ্ধা ও আনুগত্য প্রদর্শন করা তো প্রত্যেক সভ্য ও রুচিজ্ঞানসম্পন্ন মানুষের স্বাভাবিক ও অবশ্য কর্তব্য।

প্রথম আয়াতে সেসব বিশেষ বিশেষ অনুগ্রহাদির বর্ণনা রয়েছে, যা মানুষের মূল সত্তার সাথে সম্পর্কযুক্ত এবং যা প্রত্যেক মানুষের অভ্যন্তরে উপস্থিত। যথা– প্রথমাবস্থায় সে ছিল নিষ্প্রাণ অণুকণা, পরে তাতে আল্লাহ পাক প্রাণ সঞ্চার করেছেন।

দ্বিতীয় আয়াতে সেসব সাধারণ অনুগ্রহের বিবরণ রয়েছে, যা দ্বারা সমগ্র মানবজাতি ও গোটা সৃষ্টি যথাযথভাবে উপকৃত হয় এবং যা মানুষের টিকে থাকার জন্য একান্ত আবশ্যক এসবের মধ্যে প্রথমে ভূমি ও তার উৎপন্ন ফসলের আলোচনা রয়েছে, যার সাথে মানুষের সম্পর্ক অত্যন্ত নিবিড়। অতঃপর যে আসমানসমূহের সাথে ভূমির সজীবতা ও উৎপাদন ক্ষমতা ওতপ্রোতভাবে জড়িত, সেগুলোর আলোচনা করা হয়েছে।

وَجْهُ نَصْبِ بَعُوْضَةً : بَعُوْضَةً নসববিশিষ্ট হওয়ার কয়েকটি কারণ রয়েছে। যথা–

(১) مَا অতিরিক্ত এবং بَعُوْضَةً বদল হয়েছে مَثَلًا হতে। (২) مَا টি نكرة এটি مَثَلًا হতে বদল হয়ে মানসূব হয়েছে। (৩) আর بَعُوْضَةً পূর্ববর্তী مَا -এর সিফাত হওয়ায় মানসূব হয়েছে। (৪) يَضْرِبُ ক্রিয়াটি يَجْعَلُ -এর অর্থ দেয়। এমতাবস্থায় بَعُوْضَةً শব্দটি مفعول ثانى

فَمَا -এর মধ্যকার فَاء ও مَا -এর অর্থ : فَاء টি এখানে اِلٰى অথবা حَتّٰى অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। আর ما এখানে অতিরিক্ত। অথবা, فَاء তারতীব অর্থে, আর مَا আতফ হয়েছে بَعُوْضَةً -এর উপর। তখন ইসম হিসেবে ব্যবহৃত হবে। অথবা, مَا কে موصولة বা موصوفة উভয় প্রকার বলা যায়।

فَمَا فَوْقَهَا -এর অর্থ : فَمَا فَوْقَهَا -এর দু'টি অর্থ হতে পারে। যথা–

ক. পরিমাণের দিক থেকে এর চেয়ে বড়। যেমন– মাছি, মাকড়সা। কেননা সমকালীন কাফেররা উক্ত বস্তুসমূহের উপমাকে অস্বীকার করেছিল।

খ. মশার চেয়ে অধিক ছোট। এ অর্থটি এখানে বেশি যুক্তিযুক্ত। কেননা উপমা উপস্থাপন দ্বারা প্রতিমাগুলোর অপমান উদ্দেশ্য। তাই مشبه به যত ছোট এবং নিকৃষ্ট হবে উদ্দেশ্য তত বেশি ফলপ্রসূ হবে।

وَمَا يُضِلُّ بِهٖٓ اِلَّا الْفٰسِقِيْنَ -এর মর্মার্থ : فَتْحُ الْقَدِيْرِ গ্রন্থকারের মতে يُضِلُّ -এর অর্থ হলো يُخْذِلُ অর্থাৎ বিভিন্ন ছোট ছোট উদাহরণ দ্বারা আল্লাহ তা'আলা ফাসিকদেরকেই নিরাশ করেন বা পরিত্যাগ করেন।

কারো মতে ضَلَالٌ -এর অর্থ ঠিক থাকবে। তবে অর্থ হবে এভাবে, যেহেতু আল্লাহ প্রত্যেক কর্মের سبب সেহেতু ضَلَالٌ -এর নিসবত তার প্রতি করা হয়েছে। মূলত তিনি কাউকেও বিপথগামী করেন না; বরং তাদের হঠকারী মনোবৃত্তি ও আল্লাহর নির্দেশের রীতিমতো লঙ্ঘনের দ্বারা সত্য উপলব্ধি ও তার গ্রহণের যোগ্যতাই হারিয়ে ফেলেছে, ফলে তারা নিজেরাই ভ্রষ্টতা ও বিপথগামিতার মধ্যে পড়ে গেছে।

اِلَّا الْفٰسِقِيْنَ -এর মর্মার্থ : اَلْفَاسِقِيْنَ শব্দটি فِسْقٌ থেকে নির্গত। শব্দটির মূল অর্থ হচ্ছে اَلْخُرُوْجُ عَنِ الْقَصْدِ মিতাচারিতা থেকে বের হয়ে যাওয়া। যেমন কবি রাউবাহ -এর উক্তি– فَوَسَقَا عَنْ قَصْدِهَا جَوَائِرًا অর্থাৎ 'আলোচিত রমণীরা চরিত্রগত মিতাচারিতা-বহির্ভূত ও সীমালঙ্ঘনকারিণী।

শরিয়তের পরিভাষায় فَاسِقٌ বলা হয়– اَلْخَارِجُ عَنْ اَمْرِ اللّٰهِ بِارْتِكَابِ الْكَبَائِرِ অর্থাৎ কবীরা গুনাহে লিপ্ত হওয়ার মাধ্যমে আল্লাহর বিধানের গণ্ডি থেকে বহির্ভূত ব্যক্তি। এর তিনটি স্তর রয়েছে। যথা–

(ক) دَرَجَةُ التَّغَابِىْ তথা কবীরা গুনাহকে মন্দ জেনে করতে থাকে, প্রায়ই তা করা।

(খ) دَرَجَةُ الْاِنْهِمَاكِ তথা বেপরোয়াভাবে কবীরা গুনাহ করতে থাকা।

(গ) دَرَجَةُ الْجُحُوْدِ তথা কবীরা গুনাহকে সঠিক জেনে তা করতে থাকা।

প্রথম দু'টি স্তরে ব্যক্তি ঈমানের গণ্ডি থেকে বের হয় না। কিন্তু তৃতীয় স্তরে পৌঁছলে ব্যক্তি কাফের হয়ে যায়। আলোচ্য আয়াতে তৃতীয় স্তরকেই বুঝানো হয়েছে, তাই এর তাফসীরে বলা হয়েছে– اَلْخَارِجُ عَنِ الْاِيْمَانِ অর্থাৎ ঈমানের গণ্ডি থেকে বহির্ভূত ব্যক্তিগণ। যেমন– আল্লাহ তা'আলা মুনাফেকদের ব্যাপারে বলেছেন– اِنَّ الْمُنٰفِقِيْنَ هُمُ الْفٰسِقُوْنَ

–বায়যাবী

https://e-ilm.weebly.com/

عَهْدَ اللهِ দ্বারা উদ্দেশ্য : عَهْد শব্দের অর্থ হলো–দৃঢ় অঙ্গীকার। আয়াতে عَهْد দ্বারা কোন অঙ্গীকারকে বুঝানো হয়েছে, সে সম্পর্কে তাফসীরকারগণ বলেন–

১. এখানে عَهْد দ্বারা আল্লাহর পক্ষ হতে মানুষকে প্রদত্ত জ্ঞান দ্বারা গৃহীত অঙ্গীকারকে বুঝানো হয়েছে। আর এ জ্ঞানলব্ধ অঙ্গীকার বান্দার উপর আল্লাহর অস্তিত্ব, একত্ববাদ এবং তাঁর প্রেরিত রাসূলের সত্যতার ব্যাপারে প্রমাণ। এদিকে ইঙ্গিত করে পবিত্র কুরআনে বলা হয়েছে– وَاَشْهَدَهُمْ عَلٰى اَنْفُسِهِمْ

২. অথবা, রাসূলগণের মাধ্যমে স্ব স্ব উম্মত থেকে গৃহীত সেই অঙ্গীকারকে বুঝানো হয়েছে যে, পরবর্তীতে তাদের নিকট যে কোনো নবী সত্য নিয়ে আগমন করবেন, তাঁকে যেন বিশ্বাস করে এবং তাঁর অনুসরণ করে। তবে পবিত্র কুরআনের নিম্নোক্ত বাণীটি এ দিকেই ইঙ্গিত করে– وَاِذْ اَخَذَ اللّٰهُ مِيْثَاقَ الَّذِيْنَ اُوْتُوا الْكِتٰبَ

৩. কেউ কেউ বলেন, আল্লাহ তা'আলার প্রতি প্রদত্ত অঙ্গীকার তিন প্রকার :

(ক) আলমে আরওয়াহে তথা আধ্যাত্মিক জগতে সমস্ত আদম সন্তান কর্তৃক আল্লাহকে প্রতিপালক হিসেবে স্বীকৃতি প্রদানের অঙ্গীকার। (খ) আল্লাহ তা'আলা কর্তৃক নবীদের থেকে দীন প্রতিষ্ঠার ব্যাপারে গৃহীত অঙ্গীকার। (গ) আল্লাহ কর্তৃক ওলামায়ে কেরাম থেকে সত্যকে বর্ণনা করার এবং গোপন না করার ব্যাপারে গৃহীত অঙ্গীকার।

وَيَقْطَعُوْنَ مَاۤ اَمَرَ اللّٰهُ بِهٖۤ اَنْ يُّوْصَلَ দ্বারা উদ্দেশ্য : মহান আল্লাহ যোগসূত্র রক্ষার আদেশ করেছেন। তা ছিন্ন করার অর্থ এমন সব সম্পর্ক ছিন্ন করা যা আল্লাহ পছন্দ করেন না। যেমন– মানবতা ভিত্তিক সম্পর্ক ছিন্ন করা, মুমিনদের পারস্পরিক বন্ধুত্ব থেকে অনীহা পোষণ করা, নবীদের মাঝে পার্থক্য সৃষ্টি করা, কিতাবসমূহের বিশ্বাসে পার্থক্য করা, মু'মিনদের দল ত্যাগ করা ইত্যাদি।

অথবা, আয়াতটির অর্থ হচ্ছে, এমন অন্যায়মূলক আচরণ করা যা আল্লাহ ও বান্দার মধ্যকার সম্পর্ক ক্ষুণ্ন করে।

مِيْثَاق দ্বারা উদ্দেশ্য : কসম সম্বলিত অঙ্গীকার বা সুদৃঢ় চুক্তি। مِيْثَاقٌ শব্দটি اَلْوَثَاقَةُ থেকে নির্গত। যার অর্থ–দৃঢ়ভাবে বাঁধা বা গিট দেওয়া। এখানে সুদৃঢ় অঙ্গীকার অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে।

কোন বস্তুর সাথে মিল রাখার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে : নিম্নোক্ত বিষয়ে যোগসূত্র রক্ষার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। যেমন– (১) আত্মীয়তার সম্পর্ক অক্ষুণ্ন রাখা। (২) কথা ও কাজের মিল রাখা। তথাপিও তারা কথা ও কাজের সামঞ্জস্য রক্ষা করেনি; বরং তারা মুখে বলে বেড়াতো, কিন্তু কাজে বাস্তবায়িত করতো না। (৩) কারো মতে تصديق তথা সত্যায়ন করাকে সকল নবীদের সাথে মিলানোর নির্দেশ। কিন্তু তারা কিছু নবীর সত্যায়ন করে আর কিছু নবীকে অস্বীকার করেছে। (৪) কারো মতে এর দ্বারা আল্লাহর দীন এবং জমিনে তাঁর ইবাদত প্রতিষ্ঠার প্রতি ইঙ্গিত করা হয়েছে। এটা জমহুর ওলামায়ে কেরামের অভিমত।

خَاسِرِيْنَ দ্বারা উদ্দেশ্য : হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) বলেন, خُسْرَانٌ শব্দটি যখন অমুসলিমদের ক্ষেত্রে ব্যবহার করা হয় তখন তার অর্থ হবে কুফর। আর যখন মুসলমানের প্রতি নিসবত করা হয় তখন পাপ বা অন্যায় অর্থ গ্রহণ করা হয়। ইবনে জারীর বলেন, اَلْخَاسِرِيْنَ শব্দটি خَاسِرٌ-এর বহুবচন। আল্লাহ তা'আলার অবাধ্যতার মাধ্যমে যারা নিজেদের নফসের অধিকারকে নষ্ট করে ফেলে তাদেরকে اَلْخَاسِرُوْنَ বলা হয়। যেমন কোনো ব্যক্তি ব্যবসায় ক্ষতিগ্রস্ত হলে خَاسِرٌ বলা হয়। এমনিভাবে মুনাফিক এবং কাফের আল্লাহর রহমত ও অনুগ্রহ থেকে বঞ্চিত হয়ে ক্ষতিগ্রস্ত হবে। –ইবনে কাছীর

عَهْد ও مِيْثَاقٌ -এর মধ্যকার পার্থক্য ঃ কোনো বিষয়ে দু'পক্ষের পারস্পরিক অঙ্গীকারের ভিত্তিতে কোনো সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়াকে عهد বলে। আর এ কৃত চুক্তি যথাযথ পালনের মাধ্যমে সুদৃঢ় করাকে مِيْثَاقٌ বলে।

قوله وَكُنْتُمْ اَمْوَاتًا فَاَحْيَاكُمْ : এখানে তোমরা ছিলে নিষ্প্রাণ। অতঃপর তিনিই তোমাদেরকে প্রাণ দিয়েছেন। এখানে اَمْوَاتٌ শব্দটি مَيْتٌ-এর বহুবচন। মৃত ও নিষ্প্রাণ বস্তুকে مَيْتٌ বলা হয়। আয়াতের মর্ম এই যে, মানুষ তার সৃষ্টির মূল উৎস সম্পর্কে নিবিষ্ট মনে চিন্তা করলে বুঝতে পারবে যে, সৃষ্টির সূচনা ঐ নিষ্প্রাণ অণুকণাসমূহ থেকেই হয়েছে, যা আংশিকভাবে জড়বস্তুর আকৃতিতে, আংশিকভাবে প্রবহমান বস্তুর আকৃতিতে এবং আংশিকভাবে খাদ্যের আকৃতিতে সারা বিশ্বে ছড়িয়ে আছে। মহান আল্লাহ সেসব ইতস্তত: বিক্ষিপ্ত নিষ্প্রাণ অণুকণাসমূহকে বিভিন্ন স্থান থেকে একত্র করেছেন। অবশেষে সেগুলোতে প্রাণ সংযোগ করে জীবন্ত মানুষে রূপান্তরিত করেছেন। এ হলো মানব সৃষ্টির সূচনাপর্বের কথা।

قوله ثُمَّ يُمِيْتُكُمْ ثُمَّ يُحْيِيْكُمْ [অনন্তর তোমাদের মৃত্যু ঘটাবেন আবার পুনরুজ্জীবিত করবেন।] অর্থাৎ যিনি তোমাদের ইতস্তঃ বিক্ষিপ্ত অসংখ্য অণুকণা সমন্বয়ে তাতে প্রাণ সঞ্চার করেছেন, তিনিই মরজগতে তোমাদের আয়ুর নির্ধারিত কাল পেরিয়ে গেলে তোমাদের জীবনশিখা নিভিয়ে দিবেন এবং এক নির্ধারিত সময়ের পর কিয়ামতের দিন তোমাদের দেহের নিষ্প্রাণ বিক্ষিপ্ত কণাগুলোকে আবার সমন্বিত করে তোমাদেরকে পুনরুজ্জীবিত করবেন।

https://e-ilm.weebly.com/

প্রথম মৃত্যু হলো তোমাদের সৃষ্টিধারায় সূচনাপর্বের, নিষ্প্রাণ ও জড় অবস্থা যা থেকে আল্লাহ পাক তোমাদেরকে জীবন দান করেছেন : আর দ্বিতীয় মৃত্যু হলো মরজগতে মানুষের আয়ু শেষ হয়ে যাওয়াকালীন মৃত্যু। বস্তুতঃ তৃতীয়বার জীবন লাভ হবে কিয়ামতের দিন।

মৃত্যু ও পুনরুজ্জীবনের মধ্যবর্তী সময় : আলোচ্য আয়াতে ইহলৌকিক জীবন ও মৃত্যুর পরবর্তী এমন এক জীবনের বর্ণনা রয়েছে, যার সূচনা হবে কিয়ামতের দিন থেকে। কিন্তু যে কবরদেশের প্রশ্নোত্তর এবং পুরস্কার ও শাস্তির কথা কুরআনে পাকের বিভিন্ন আয়াতে এবং বিশুদ্ধ ও নির্ভরযোগ্য হাদীস দ্বারা প্রমাণিত– এখানে তার কোনো উল্লেখ নেই, মানুষ ইহকালে যে জীবন লাভ করে এবং পরকালে যে জীবন লাভ করবে, কবরের জীবন অনুরূপ কোনো জীবন নয়; বরং তা কল্পনাময় স্বাপ্নিক জীবনের মতোই এক মধ্যবর্তী অবস্থা। একে ইহলৌকিক জীবনের পরিসমাপ্তি এবং পারলৌকিক জীবনের প্রারম্ভও বলা যেতে পারে। সুতরাং এটি এমন স্বতন্ত্র জীবন নয়, পৃথকভাবে যার আলোচনা করার প্রয়োজন থাকতে পারে।

قوله هُوَ الَّذِي خَلَقَ لَكُمْ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا : [তিনিই সে মহান আল্লাহ, যিনি তোমাদের উপকারার্থে পৃথিবীর যাবতীয় বস্তুসামগ্রী সৃষ্টি করেছেন] এখানে এমন এক সাধারণ ও ব্যাপক অনুগ্রহের বর্ণনা দেওয়া হয়েছে, যা শুধু মানুষের জন্য সীমাবদ্ধ নয়; বরং সমগ্র প্রাণীজগত সমভাবে এর দ্বারা উপকৃত। এ জগতে মানুষ যত অনুগ্রহই লাভ করেছে, বা করতে পারে সংক্ষেপে তা এই একটি শব্দের মাধ্যমে ব্যক্ত করা হয়েছে। কেননা মানুষের আহার-বিহার, পোশাক-পরিচ্ছদ, ঔষধ-পত্র বসবাস ও সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যের জন্য প্রয়োজনীয় যাবতীয় উপকরণ এ মাটি থেকেই উৎপন্ন ও সংগৃহীত হয়ে থাকে।

জগতের কোনো বস্তুই অহেতুক নয় : বিশ্বের সব কিছুই যে মানুষের কল্যাণের উদ্দেশ্যে সৃষ্ট, আলোচ্য আয়াতে এ তথ্যের প্রতিই ইঙ্গিত করা হয়েছে। এর দ্বারা বুঝা যায় যে, পৃথিবীতে এমন কোনো বস্তু নেই, যা প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে মানুষের উপকার সাধন করে না।– তা সে উপকার ইহলৌকিক হোক, বা পরকাল সম্পর্কিত উপদেশ ও শিক্ষা গ্রহণ সংক্রান্ত হোক। অনেক জিনিস সরাসিরি মানুষের আহার ও ঔষধ হিসেবে ব্যবহৃত হয় বলে সেগুলোর উপকার সহজেই অনুধাবনযোগ্য। আবার এমনও অগণিত বস্তু রয়েছে, যার আবেদন ও উপকারিতা মানুষ অলক্ষ্যে ভোগ করে যাচ্ছে। অথচ তা অনুভব করতে পারছে না। এমনকি বিষাক্ত দ্রব্যাদি, বিষধর জীবজন্তু প্রভৃতি যেসব বস্তু দৃশ্যতঃ মানুষের পক্ষে ক্ষতিকর বলে মনে করা হয়, গভীরভাবে চিন্তা করলে বুঝা যায়, সেগুলোও কোনো না কোনো দিক দিয়ে মানুষের জন্য কল্যাণকরও বটে। যেসব জন্তু একদিকে মানুষের জন্য হারাম, অপরদিকে তা দ্বারা তারা উপকৃত হয়ে চলেছে।

প্রখ্যাত সাধক, আরিফ বিল্লাহ ইবনে আ'তা এ আয়াতের ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে ইরশাদ করেন যে, আল্লাহ পাক সারা বিশ্বকে এ উদ্দেশ্যে সৃষ্টি করেছেন যেন জগতের যাবতীয় বস্তু তোমাদের কল্যাণে নিয়োজিত থাকে, আর তোমরা যেন সর্বতোভাবে আল্লাহর আরাধনায় নিয়োজিত থাক। তবেই যেসব বস্তু তোমাদের জন্য সৃষ্টি করা হয়েছে। তোমরা তা নিঃসন্দেহে লাভ করবে। সুতরাং বুদ্ধিমানের কাজ হবে সেসব বস্তুর অন্বেষণে ও সাধন চিন্তায় নিয়োজিত থেকে সে মহান সত্তাকে ভুলে না বসা, যিনি এগুলোর একক স্রষ্টা।

سَبْعَ سَمٰوٰتٍ তথা সপ্ত আকাশের নাম : সপ্ত আকাশের সাতটি স্তরের নাম নিম্নে প্রদত্ত হলো–

১। رَقِيْع (রাকী') এটা সবুজ যমরুদ পাথর দ্বারা নির্মিত।

২। اَرْفَلُوْن (আরফালুন) এটা সাদা রৌপ্য দ্বারা নির্মিত।

৩। قَيْدُوْم (কায়দূম) এটা লাল ইয়াকুত পাথরের তৈরি।

৪। مَاعُوْن (মাউন) এটা সাদা রৌপ্যের তৈরি।

৫। رِبْقَاء (রাবকা) এটা লাল স্বর্ণের তৈরি।

৬। وَقْنَاء (ওয়াকানা) এটা হলুদ ইয়াকুত পাথরের তৈরি।

৭। عَرُوْبَاء (আরুবা) এটা উজ্জ্বল নূরের তৈরি।

خَلَقَ ও جَعَلَ -এর পার্থক্য : خَلَقَ শব্দের অর্থ : আল্লাহ তা'আলা কর্তৃক পৃথিবীর যে কোনো জিনিসের সৃষ্টি। সুতরাং خَلَقَ শব্দটি আল্লাহ তা'আলার সৃষ্টির সাথে خَاصّ, আর جَعَلَ শব্দের অর্থ করা, সৃষ্টি করা। এ শব্দটি عَامّ কেননা خَلَقَ সৃষ্টিগত অর্থ ছাড়া অন্য কোনো অর্থে ব্যবহৃত হয় না। তবে جَعَلَ অন্য অর্থেও ব্যবহৃত হয়।

اِسْتَوٰى -এর অর্থ : আল্লাহ তা'আলা বলেন, ثُمَّ اسْتَوٰى اِلَى السَّمَاءِ অর্থাৎ অতঃপর তিনি মনোযোগ দেন আকাশের প্রতি। اِسْتَوٰى -এর আভিধানিক অর্থ হলো– اَلْاِعْتِدَالُ বা মধ্যমপন্থা অবলম্বন করা, اَلْاِسْتِقَامَةُ বা দৃঢ় থাকা, সোজা হয়ে দাঁড়ানো। তাছাড়া এ শব্দটি اِرْتِفَاعٌ তথা উঁচু বা ঊর্ধ্বে তুলে ধরা, اَلْعُلُوُّ বা কোনো বস্তুর উপর আরোহণ করা ইত্যাদি অর্থে ব্যবহৃত হয়।

কারো মতে, এ শব্দটি مُتَشَابِهَاتٌ -এর অন্তর্ভুক্ত।

ওলামায়ে কেরামের মতে, এ ধরনের আয়াতগুলোর ব্যাখ্যাতে লিপ্ত হওয়া ঠিক নয়; বরং শুধু ঈমান রাখবে যে এগুলো আল্লাহর পক্ষ থেকে এসেছে।–[ফাতহুল কাদীর]

ইমাম মালেক (র.) বলেন, اِسْتِوَاءٌ অর্থ তো জানা আছে, কিন্তু كَيْفِيَّتْ (ধরন বা প্রকার) জানা নেই। এ ব্যাপারে প্রশ্ন উত্থাপন করা বিদ'আত। ঈমান আনা ওয়াজিব।

https://e-ilm.weebly.com/

তবে কেউ বলেছেন, স্থানভেদে অর্থ পরিগ্রহণ করা হবে। অতএব কোথাও ইচ্ছা করা, কোথাও স্থান গ্রহণ করা কোথাও কায়েম হওয়া, কোথাও নিজ নিয়ন্ত্রণে নেওয়া, কেথাও কিছুর উপর আরোহণ করা ইত্যাদি অর্থ নিতে হবে।

শব্দ বিশ্লেষণ

أُوْتُوْا : সীগাহ جمع مذكر غائب বহছ اثبات فعل ماضى مجهول বাব ضَرَبَ মাসদার اَلْاِتْيَانُ অর্থ– তাদেরকে দেওয়া হয়েছে।

مُتَشَابِهًا : সীগাহ واحد مذكر বহছ اسم فاعل বাব تَفَاعُلٌ মাসদার اَلتَّشَابُهُ মূলবর্ণ (ش ـ ب ـ ه) জিনস صحيح অর্থ– অবিকল। যা সাদৃশ্য রাখে।

أَزْوَاجٌ : শব্দটি বহুবচন, একবচন زَوْجٌ; অর্থ স্ত্রীগণ زَوْج শব্দ স্বামী-স্ত্রীর উভয়ের জন্য ব্যবহার হয়।

مُطَهَّرَةٌ : সীগাহ واحد مؤنث বহছ اسم مفعول বাব تَفْعِيْل মাসদার اَلتَّطْهِيْرُ মূলবর্ণ (ط ـ ه ـ ر) জিনস صحيح অর্থ– প্রত্যেক প্রকারের নারীসুলভ, দৈহিক এবং আত্মিক অপবিত্রতা হতে যাকে পবিত্র করা হয়েছে যাকে।

خٰلِدُوْنَ : সীগাহ جمع مذكر বহছ اسم فاعل বাব نَصَرَ মাসদার اَلْخُلُوْدُ মূলবর্ণ (خ ـ ل ـ د) জিনস صحيح অর্থ– চিরস্থায়ীগণ, যারা সর্বদা বর্তমান।

كَفَرُوْا : সীগাহ جمع مذكر غائب বহছ اثبات فعل ماضى معروف বাব نَصَرَ মাসদার اَلْكُفْرُ মূলবর্ণ (ك ـ ف ـ ر) জিনস صحيح অর্থ– তারা কুফরি করেছে।

يَقُوْلُوْنَ : সীগাহ جمع مذكر غائب বহছ اثبات فعل مضارع معروف বাব نَصَرَ মাসদার اَلْقَوْلُ মূলবর্ণ (ق ـ و ـ ل) জিনস اجوف واوى অর্থ– তারা বলে, তারা বলবে, তারা বলত ইত্যাদি।

اَرَادَ : সীগাহ واحد مذكر غائب বহছ اثبات فعل ماضى معروف বাব اِفْعَالٌ মূলবর্ণ (ر ـ و ـ د) মাসদার اَلْاِرَادَةُ জিনস اجوف واوى অর্থ– সে চেয়েছে, ইচ্ছা করেছে।

يَهْدِىْ : সীগাহ واحد مذكر غائب বহছ اثبات فعل مضار معروف বাব ضَرَبَ মাসদার اَلْهِدَايَةُ মূলবণ (ه ـ د ـ ى) জিনস ناقص يائى অর্থ– হেদায়েত করেন।

اَلْفٰسِقِيْنَ : সীগাহ جمع مذكر سالم বহছ اسم فاعل বাব نَصَرَ মাসদার اَلْفِسْقُ মূলবর্ণ (ف ـ س ـ ق) জিনস صحيح অর্থ– নাফরমান লোকগণ, অবাধ্যতাকারী লোকজন।

يُوْصَلَ : সীগাহ واحد مذكر غائب বহছ اثبات فعل مضارع مجهول বাব اِفْعَالٌ মূলবর্ণ (و ـ ص ـ ل) মাসদার اَلْاِيْصَالُ জিনস مثال واوى অর্থ– অক্ষুণ্ন রাখা হয়, যে সম্পর্ক জোড়া লাগানো হয়।

يُفْسِدُوْنَ : সীগাহ جمع مذكر غائب বহছ اثبات فعل مضارع معروف বাব اِفْعَالٌ মূলবর্ণ (ف ـ س ـ د) মাসদার اَلْاِفْسَادُ জিনস صحيح অর্থ– তারা সন্ত্রাস ছড়ায়, ধ্বংস ক্রিয়া চালায়।

يُمِيْتُكُمْ : সীগাহ واحد مذكر غائب বহছ اثبات فعل مضارع معروف বাব اِفْعَالٌ মূলবর্ণ (م ـ و ـ ت) মাসদার اَلْاِمَاتَةُ জিনস اجوف واوى অর্থ– আল্লাহ তা'আলা তোমাদেরকে মৃত্যু দিবেন।

يُحْيِيْكُمْ : সীগাহ واحد مذكر غائب বহছ اثبات فعل مضارع معروف বাব اِفْعَالٌ মূলবর্ণ (ح ـ ي ـ ي) মাসদার اَلْاِحْيَاءُ জিনস لفيف مقرون অর্থ– তিনি তোমাদেরকে জীবন দান করেন।

https://e-ilm.weebly.com/

تُرْجَعُوْنَ : সীগাহ جمع مذكر حاضر বহছ اثبات فعل مضارع مجهول বাব ضَرَبَ মাসদার اَلرُّجُوْعُ মূলবর্ণ (ر ـ ج ـ ع) জিনস صحيح অর্থ- তোমাদেরকে ফিরিয়ে দেওয়া হবে, তোমরা প্রত্যাবর্তিত হবে।

اِسْتَوٰى : সীগাহ واحد مذكر غائب বহছ اثبات فعل ماضى معروف বাব اِفْتِعَالٌ মাসদার اَلْاِسْتِوَاءُ মূলবর্ণ (س ـ و ـ ى) জিনস لفيف مقرون অর্থ- মনঃসংযোগ করেন।

سَوّٰهُنَّ : সীগাহ واحد مذكر غائب বহছ اثبات فعل ماضى معروف বাব تَفْعِيْلٌ মাসদার اَلتَّسْوِيَةُ মূলবর্ণ- (س ـ و ـ ى) জিনস لفيف مقرون অর্থ- তিনি তাকে সঠিকভাবে সৃষ্টি করেছেন। যথাযথ সৃষ্টি করেছেন।

বাক্য বিশ্লেষণ

قوله وَبَشِّرِ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا : এখানে وَبَشِّرِ ফে'ল ফা'য়েল الَّذِيْنَ ইসমে মাওসূল اٰمَنُوْا ও عَمِلُوْا সিলাহ। موصول ও صله মিলে مفعول হলো بَشِّرِ -এর। ফে'ল, ফা'য়েল ও مفعول মিলে جُمْلَةً فِعْلِيَّةً خَبَرِيَّةً হয়েছে।

قوله وَلَهُمْ فِيْهَا اَزْوَاجٌ مُّطَهَّرَةٌ : এখানে وَلَهُمْ হলো خبر مقدم আর اَزْوَاجٌ হলো موصوف আর مُّطَهَّرَةٌ হলো صفة এবার موصوف ও صفة মিলে مبتدأ مؤخر হয়েছে। আর فِيْهَا উহ্য ফে'লের সাথে متعلق হয়ে خبر مقدم হয়েছে। আবার কেউ বলেছেন, حال হয়েছে। এবার خبر مقدم ও مبتدأ مؤخر মিলে جملة اسمية خبرية হয়েছে।

قوله وَهُمْ فِيْهَا خٰلِدُوْنَ : এখানে هُمْ যমীর مبتدأ আর فِيْهَا হলো متعلق আর خَالِدُوْنَ হলো خبر অতঃপর مبتدأ ও خبر মিলে جملة اسمية خبرية হয়েছে।

قوله اِنَّ اللهَ لَا يَسْتَحْيِيْ اَنْ يَّضْرِبَ مَثَلًا مَّا بَعُوْضَةً الخ : এখনে اِنَّ পদটি حرف مشبه بالفعل আর الله পদটি اسم ان আর لَا يَسْتَحْيِيْ বাক্য হয়ে خبر اِنَّ আর اَنْ يَّضْرِبَ তার পরবর্তী অংশসহ يَسْتَحْيِيْ এর مفعول به যদি তা সরাসরি متعدى হয়, আর যদি তা منصوب بنزع الخافض হয়, তাহলে مَثَلًا পদটি اَنْ يَّضْرِبَ-এর مفعول বিধায় মানসূব হয়েছে। مَثَلًا مَّا بَعُوْضَةً الخ আয়াতে প্রথম مَا টি نكره এর পরবর্তী শব্দ দ্বারা তার صفة আনা হয়। তাবে পরবর্তী صفة কখনো جملة হয়ে থাকে। فَمَا فَوْقَهَا- কে- بَعُوْضَةً-এর উপর عطف করা হয়েছে। এই مَا টি مَا موصوفة- ও হতে পারে আবার مَا موصولة ও হতে পারে। এটা محلا منصوب হয়েছে।

قوله اِلَيْهِ تُرْجَعُوْنَ : এখানে اِلَيْهِ জার মাজরূর মিলে تُرْجَعُوْنَ-এর সাথে متعلق مقدم অতঃপর تُرْجَعُوْنَ ফে'ল, ফা'য়েল ও متعلق মিলে جُمْلَةً فِعْلِيَّةً خَبَرِيَّةً হয়েছে।

قوله فَسَوّٰهُنَّ سَبْعَ سَمٰوٰتٍ : এখানে فَا হলো حرف عطف আর سَوّٰى ফে'ল-ফা'য়েল, هُنَّ হলো مفسر, سَبْعَ سَمٰوٰتٍ হলো তাফসীর। তাফসীর ও মুফাস্সার মিলে মাফঊল। ফে'ল ফা'য়েল ও মাফঊল মিলে جُمْلَةً فِعْلِيَّةً خَبَرِيَّةً হয়েছে। আর এ তারকীবটি এভাবেও করা যায়- سَوّٰى যদি خَلَقَ অর্থে হয়, তাহলে سَبْعَ سَمَاوَاتٍ হবে حال আর যদি صر অর্থে হয়, তাহলে হবে مفعول ثانى [اِعْرَابُ الْقُرْاٰنِ]

قوله وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيْمٌ : এখানে واو হরফে আতফ, هو হলো مبتدأ আর بِكُلِّ شَيْءٍ মুতা'আল্লিকে মুকাদ্দাম হলো عَلِيْمٌ শিবহে ফে'লের সাথে। عَلِيْمٌ শিবহে ফে'ল ও মুতা'আল্লিক মিলে خبر অতঃপর মুবতাদা আর খবর মিলে جُمْلَةً اِسْمِيَّةً خَبَرِيَّةً হয়েছে।

https://e-ilm.weebly.com/

https://e-ilm.weebly.com/

وَاِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلٰٓئِكَةِ اِنِّىْ جَاعِلٌ فِى الْاَرْضِ خَلِيْفَةً ؕ قَالُوْٓا اَتَجْعَلُ فِيْهَا مَنْ يُّفْسِدُ فِيْهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَآءَ ۚ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ ؕ قَالَ اِنِّىْٓ اَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُوْنَ ﴿٣٠﴾

অনুবাদ : (৩০) আর যখন বললেন আপনার প্রভু ফেরেশতগণকে, নিশ্চয় আমি বানাব ভূপৃষ্ঠে একজন প্রতিনিধি; তারা বলল, আপনি কি সৃষ্টি করবেন জমিনে এমন লোক যারা তাতে ফ্যাসাদ করবে ও রক্তারক্তি করবে? পরন্তু আমরা সর্বদা তাসবীহ পাঠ করছি আপনার প্রশংসার সাথে এবং আপনার পবিত্রতা বর্ণনা করে আসছি; আল্লাহ বললেন, আমি তা জানি যা তোমরা জান না।

وَعَلَّمَ اٰدَمَ الْاَسْمَآءَ كُلَّهَا ثُمَّ عَرَضَهُمْ عَلَى الْمَلٰٓئِكَةِ ۙ فَقَالَ اَنْۢبِـُٔوْنِىْ بِاَسْمَآءِ هٰٓؤُلَآءِ اِنْ كُنْتُمْ صٰدِقِيْنَ ﴿٣١﴾

(৩১) আর আল্লাহ জ্ঞান দিলেন আদমকে সকল বস্তুর নামের। অনন্তর পেশ করলেন তা ফেরেশতাদের সামনে এবং বললেন, তোমরা আমার নিকট এ সমস্ত বস্তুর নাম বল, যদি তোমরা সত্যবাদী হও।

قَالُوْا سُبْحٰنَكَ لَا عِلْمَ لَنَآ اِلَّا مَا عَلَّمْتَنَا ؕ اِنَّكَ اَنْتَ الْعَلِيْمُ الْحَكِيْمُ ﴿٣٢﴾

(৩২) ফেরেশতারা বলল, আপনি অতি পবিত্র, আমাদের জ্ঞান নেই, কেবল ততটুকুই আছে যা আপনি আমাদেরকে শিখিয়েছেন, নিশ্চয় আপনি মহাজ্ঞানী– বড় হিকমতময়।

قَالَ يٰٓاٰدَمُ اَنْۢبِئْهُمْ بِاَسْمَآئِهِمْ ۚ فَلَمَّآ اَنْۢبَاَهُمْ بِاَسْمَآئِهِمْ ۙ قَالَ اَلَمْ اَقُلْ لَّكُمْ اِنِّىْٓ اَعْلَمُ غَيْبَ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ ۙ وَاَعْلَمُ مَا تُبْدُوْنَ وَمَا كُنْتُمْ تَكْتُمُوْنَ ﴿٣٣﴾

(৩৩) আল্লাহ বললেন, হে আদম! বলে দাও তাদেরকে ঐ সমস্ত জিনিসের নাম, অনন্তর যখন আদম তাদেরকে সমস্ত জিনিসের নাম বলে দিলেন তখন আল্লাহ বললেন, আমি কি তোমাদেরকে বলিনি যে, নিশ্চয় আমি অবগত আছি সমস্ত অদৃশ্য বিষয় আসমান ও জমিনের এবং জ্ঞাত আছি যা তোমরা ব্যক্ত কর আর যা অন্তরে গোপন রাখ তাও।

শাব্দিক অনুবাদ

(৩০) وَاِذْ قَالَ আর যখন বললেন رَبُّكَ আপনার প্রভু لِلْمَلٰٓئِكَةِ ফেরেশতগণকে اِنِّىْ جَاعِلٌ নিশ্চয় আমি বানাব فِى الْاَرْضِ ভূপৃষ্ঠে خَلِيْفَةً একজন প্রতিনিধি قَالُوْٓا তারা বলল اَتَجْعَلُ আপনি কি সৃষ্টি করবেন فِيْهَا জমিনে مَنْ يُّفْسِدُ فِيْهَا এমন লোক যারা তাতে ফ্যাসাদ করবে وَيَسْفِكُ الدِّمَآءَ ও রক্তারক্তি করবে? وَنَحْنُ نُسَبِّحُ পরন্তু আমরা সর্বদা তাসবীহ পাঠ করছি بِحَمْدِكَ আপনার প্রশংসার সাথে وَنُقَدِّسُ لَكَ এবং আপনার পবিত্রতা বর্ণনা করে আসছি قَالَ আল্লাহ বললেন اِنِّىْٓ اَعْلَمُ আমি জানি مَا لَا تَعْلَمُوْنَ যা তোমরা জান না।

(৩১) وَعَلَّمَ আর আল্লাহ জ্ঞান দিলেন اٰدَمَ আদমকে الْاَسْمَآءَ كُلَّهَا সকল বস্তুর নামের ثُمَّ عَرَضَهُمْ অনন্তর পেশ করলেন তা عَلَى الْمَلٰٓئِكَةِ ফেরেশতাদের সামনে فَقَالَ এবং বললেন اَنْۢبِـُٔوْنِىْ তোমরা আমার নিকট বল بِاَسْمَآءِ هٰٓؤُلَآءِ এ সমস্ত বস্তুর নাম اِنْ كُنْتُمْ صٰدِقِيْنَ যদি তোমরা সত্যবাদী হও।

(৩২) قَالُوْا ফেরেশতারা বলল سُبْحٰنَكَ আপনি অতি পবিত্র لَا عِلْمَ لَنَآ আমাদের জ্ঞান নেই اِلَّا مَا عَلَّمْتَنَا কেবল ততটুকুই আছে যা আপনি আমাদেরকে শিখিয়েছেন اِنَّكَ اَنْتَ الْعَلِيْمُ নিশ্চয় আপনি মহাজ্ঞানী– الْحَكِيْمُ বড় হিকমতময়।

(৩৩) قَالَ আল্লাহ বললেন يٰٓاٰدَمُ হে আদম! اَنْۢبِئْهُمْ বলে দাও তাদেরকে بِاَسْمَآئِهِمْ ঐ সমস্ত জিনিসের নাম فَلَمَّآ অনন্তর যখন اَنْۢبَاَهُمْ আদম তাদেরকে বলে দিলেন بِاَسْمَآئِهِمْ সমস্ত জিনিসের নাম قَالَ তখন আল্লাহ বললেন اَلَمْ اَقُلْ لَّكُمْ আমি কি তোমাদেরকে বলিনি যে اِنِّىْٓ اَعْلَمُ নিশ্চয় আমি অবগত আছি غَيْبَ সমস্ত অদৃশ্য বিষয় السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ আসমান ও জমিনের وَاَعْلَمُ এবং জ্ঞাত আছি مَا تُبْدُوْنَ যা তোমরা ব্যক্ত কর وَمَا كُنْتُمْ تَكْتُمُوْنَ আর যা অন্তরে গোপন রাখ তাও।

অনুবাদ : (৩৪) আর আমি যখন হুকুম দিলাম ফেরেশতাদেরকে সেজদায় পতিত হও আদমের সামনে, তখন সকলেই সেজদায় পতিত হলো ইবলীস ব্যতীত: সে অমান্য করল, অহংকৃত হলো এবং কাফেরদের অন্তর্ভুক্ত হলো।	وَاِذْ قُلْنَا لِلْمَلٰٓئِكَةِ اسْجُدُوْا لِاٰدَمَ فَسَجَدُوْٓا اِلَّآ اِبْلِيْسَ ؕ اَبٰى وَاسْتَكْبَرَ ٭ۗ وَكَانَ مِنَ الْكٰفِرِيْنَ ﴿٣٤﴾
(৩৫) আর হুকুম দিলাম, হে আদম! বাস কর তুমি এবং তোমার স্ত্রী বেহেশতে এবং খাও উভয়ে তা হতে স্বচ্ছন্দে ও যথেচ্ছা, আর যেও না এ বৃক্ষের কাছে, অন্যথা তোমরাও পরিগণিত হবে জালেমদের মধ্যে।	وَقُلْنَا يٰٓاٰدَمُ اسْكُنْ اَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ وَكُلَا مِنْهَا رَغَدًا حَيْثُ شِئْتُمَا ۠ وَلَا تَقْرَبَا هٰذِهِ الشَّجَرَةَ فَتَكُوْنَا مِنَ الظّٰلِمِيْنَ ﴿٣٥﴾
(৩৬) অনন্তর পদস্খলিত করল শয়তান আদম ও হাওয়াকে ঐ বৃক্ষের কারণে, অতঃপর বহিষ্কৃত করে ছাড়ল তাদেরকে সে সুখ-শান্তি হতে যাতে তারা ছিলেন, অনন্তর আমি বললাম, নিচে নেমে যাও, তোমাদের কতিপয় কতিপয়ের শত্রু থাকবে, আর ভূপৃষ্ঠে তোমাদের কিছুকাল অবস্থান করতে হবে এবং ফায়েদা উঠাতে হবে এক নির্দিষ্টকাল পর্যন্ত।	فَاَزَلَّهُمَا الشَّيْطٰنُ عَنْهَا فَاَخْرَجَهُمَا مِمَّا كَانَا فِيْهِ ۠ وَقُلْنَا اهْبِطُوْا بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ ۚ وَلَكُمْ فِى الْاَرْضِ مُسْتَقَرٌّ وَّمَتَاعٌ اِلٰى حِيْنٍ ﴿٣٦﴾
(৩৭) অতঃপর আদম (আ.) লাভ করলেন স্বীয় প্রভু হতে [ক্ষমা প্রার্থনাসূচক] কতিপয় বাক্য তখন আল্লাহ কৃপা-দৃষ্টি করলেন তার প্রতি; নিশ্চয় তিনি বড় তওবা কবুলকারী পরম দয়ালু।	فَتَلَقّٰٓى اٰدَمُ مِنْ رَّبِّهٖ كَلِمٰتٍ فَتَابَ عَلَيْهِ ؕ اِنَّهٗ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيْمُ ﴿٣٧﴾

শাব্দিক অনুবাদ

(৩৪) وَاِذْ قُلْنَا আর আমি যখন হুকুম দিলাম لِلْمَلٰٓئِكَةِ ফেরেশতাদেরকে اسْجُدُوْا সেজদায় পতিত হও لِاٰدَمَ আদমের সামনে, فَسَجَدُوْٓا তখন সকলেই সেজদায় পতিত হলো اِلَّآ اِبْلِيْسَ ইবলীস ব্যতীত اَبٰى সে অমান্য করল وَاسْتَكْبَرَ অহংকৃত হলো وَكَانَ مِنَ الْكٰفِرِيْنَ এবং কাফেরদের অন্তর্ভুক্ত হলো।

(৩৫) وَقُلْنَا আর হুকুম দিলাম يٰٓاٰدَمُ হে আদম! اسْكُنْ বাস কর اَنْتَ তুমি وَزَوْجُكَ এবং তোমার স্ত্রী الْجَنَّةَ জান্নাতে وَكُلَا এবং খাও উভয়ে مِنْهَا তা হতে رَغَدًا স্বচ্ছন্দে حَيْثُ شِئْتُمَا ও যথেচ্ছা, وَلَا تَقْرَبَا আর কাছে যেও না هٰذِهِ الشَّجَرَةَ এ বৃক্ষের فَتَكُوْنَا অন্যথা তোমরাও পরিগণিত হবে مِنَ الظّٰلِمِيْنَ জালেমদের মধ্যে।

(৩৬) فَاَزَلَّهُمَا الشَّيْطٰنُ অনন্তর পদস্খলিত করল শয়তান আদম ও হাওয়াকে عَنْهَا ঐ বৃক্ষের কারণে فَاَخْرَجَهُمَا অতঃপর বহিষ্কৃত করে ছাড়ল তাদেরকে مِمَّا كَانَا فِيْهِ সে সুখ-শান্তি হতে যাতে তারা ছিলেন وَقُلْنَا অনন্তর আমি বললাম اهْبِطُوْا নিচে নেমে যাও بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ তোমাদের কতিপয় কতিপয়ের থাকবে, عَدُوٌّ শত্রু وَلَكُمْ আর তোমাদের করতে হবে فِى الْاَرْضِ ভূপৃষ্ঠে مُسْتَقَرٌّ কিছুকাল অবস্থান وَّمَتَاعٌ এবং ফায়েদা উঠাতে হবে اِلٰى حِيْنٍ এক নির্দিষ্টকাল পর্যন্ত।

(৩৭) فَتَلَقّٰٓى اٰدَمُ অতঃপর আদম (আ.) লাভ করলেন مِنْ رَّبِّهٖ স্বীয় প্রভু হতে [ক্ষমা প্রার্থনাসূচক] كَلِمٰتٍ কতিপয় বাক্য فَتَابَ তখন আল্লাহ কৃপা-দৃষ্টি করলেন عَلَيْهِ তার প্রতি اِنَّهٗ নিশ্চয় তিনি هُوَ التَّوَّابُ বড় তওবা কবুলকারী الرَّحِيْمُ পরম দয়ালু।

https://e-ilm.weebly.com/

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

৩৪- قوله وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَٰئِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ الخ **আয়াতের শানে নুযূল :** মহান রাব্বুল আ'লামীন তাঁর আহকাম কার্যকর করানোর জন্য তাঁর প্রতিনিধি হিসেবে হযরত আদম (আ.)-কে সৃষ্টি করে তাঁর মর্যাদা সাব্যস্ত করার লক্ষ্যে ফেরেশতাদেরকে সেজদা করার নির্দেশ দেন। কিন্তু ফেরেশতাগণ সবাই সেজদা করলেও ইবলীস অহংকার করে হযরত আদম (আ.)-কে সেজদা করেনি. সেজন্য আল্লাহ তা'আলা ইবলীসকে অভিশপ্ত অবস্থায় বেহেশত থেকে বের করে দিলেন। তখন থেকেই ইবলীস হযরত আদম (আ.)-এর সাথে শত্রুতা পোষণ করার প্রতিজ্ঞা করল যে, সে হযরত আদম (আ.)-কে বেহেশতে থাকতে দেবে না। এমনকি সে আল্লাহ তা'আলার নিকট দরখাস্ত করে কিয়ামত পর্যন্ত জীবিত থাকার সুযোগ গ্রহণ করল। অতঃপর আল্লাহ তা'আলা হযরত আদম (আ.) সম্পর্কে কি ব্যবস্থা গ্রহণ করলেন এবং ইবলীস হযরত আদম (আ.)-কে বিভ্রান্ত করার জন্য কি পদ্ধতি নিল এবং ফল কি দাঁড়ালো ইত্যাদি বর্ণনা প্রসঙ্গে উল্লিখিত আয়াতসমূহ অবতীর্ণ হয়েছে।

হযরত আদম ও হাওয়া (আ.)-এর সৃষ্টি প্রসঙ্গ ও ইবলিসের ঘটনা

আল্লাহ তা'আলা আসমান জমিন সৃষ্টির পর পৃথিবীতে জিন জাতিকে বসবাস করতে দেন। ফেরেশতাকুলের আবাস নির্ধারিত হয় আসমানে। জিন জাতি হাজার হাজার বছর যাবৎ পৃথিবীতে বসবাস করে। ক্রমান্বয়ে তাদের মধ্যে ঝগড়া, ফ্যাসাদ, কলহ আরম্ভ হয়। পরিণতিতে শুরু হয় রক্তপাত।

আল্লাহ তা'আলা ফেতনা সৃষ্টিকারীদের কবল থেকে পৃথিবীকে মুক্ত করার নিমিত্তে ইবলিসের নেতৃত্বে একদল ফেরেশতাকে প্রেরণ করেন। ইবলিস ফেরেশতাদের সাথে নিয়ে জিন জাতিকে মেরে; পিটিয়ে সাগরে ও পাহাড়ে তাড়িয়ে দেয়। অতঃপর ফেরেশতারা বসবাস করতে শুরু করে।

যখন আদম সৃষ্টির কথা তারা অবগত হয়, তখন জিন জাতির অবস্থা অনুমান করে বলতে থাকে আপনি কি এমন কাউকে সৃষ্টি করবেন যারা পৃথিবীতে রক্তপাত ঘটাবে? আমরা তো আপনার প্রশংসা ও পবিত্রতা বর্ণনা করছি। তখন আল্লাহ তা'আলা বলেন "আমি যা জানি তোমরা তা জান না।"

অতঃপর আল্লাহ তা'আলা তার চারটি মৌলিক বস্তুর সমন্বয়ে (আগুন, পানি, মাটি, বাতাস) স্বীয় প্রতিনিধিত্বের যোগ্যতম আকৃতিতে আদম দেহ নির্মাণ করে তাতে আত্মার সঞ্চারিত করেন। এতে হযরত আদম (আ.) জীবিত হয়ে উঠলেন। অতঃপর হযরত আদম (আ.)-কে জাগতিক সকল জিনিসের নাম শিক্ষা প্রদান করতঃ উক্ত জিনিসগুলো ফেরেশতাদের সম্মুখে পেশ করলেন এবং সেগুলোর নাম বলতে নির্দেশ দিলেন। ফেরেশতাগণ লজ্জিত হয়ে আল্লাহর নিকট আত্মসমর্পণ পূর্বক বললেন, হে প্রভু আপনি যা শিক্ষা দিয়েছেন তদ্ব্যতীত আমাদের আর কোনো জ্ঞান নেই। তখন আল্লাহ তা'আলা আদম (আ.)-কে ঐ বস্তুগুলোর নাম বলতে আদেশ করলেন। হযরত আদম (আ.) সবগুলোর নাম বলে দিলেন।

তখন আল্লাহ তা'আলা ফেরেশতাদেরকে আদম (আ.)-এর শ্রেষ্ঠত্ব স্বীকার করে তাকে সম্মানসূচক সেজদা করার নির্দেশ প্রদান করেন। একমাত্র ইবলিস ব্যতীত বাকি সবাই আল্লাহর আদেশ পালন করলেন।

আগুনের তৈরি ইবলিস মাটির তৈরি আদমকে সেজদা করতে অহংকারের সাথে অস্বীকার করল এবং তা অমান্য করার কারণে অভিশপ্ত ও বিতাড়িত শয়তানে রূপান্তরিত হলো।

আল্লাহ তা'আলা হযরত আদম (আ.)-এর সুখ শান্তি বর্ধনের জন্য তদীয় বাম পাঁজর থেকে বিবি হাওয়া (আ.)-কে সৃষ্টি করে উভয়ের বিবাহ দেন। বেহেশতে শর্তসাপেক্ষে তাদের থাকার নির্দেশ জারি করেন। শর্ত হলো ঐ বৃক্ষের নিকটবর্তী হওয়া যাবে না। হযরত আদম ও হাওয়া (আ.)-এর সুখ শান্তি দর্শনে ইবলিস তাদের পেছনে লেগে নানারকম প্রতারণা ও প্রবঞ্চনা করার ফন্দি আঁটে এবং আদম ও হাওয়া (আ.)-কে ঐ নিষিদ্ধ বৃক্ষের ফল ভক্ষণ করতে প্ররোচনা দেয়। শয়তানের দীর্ঘ দিনের চেষ্টার ফলে প্রথমে বিবি হাওয়া (আ.) প্ররোচিত হয়ে হযরত আদম (আ.)-কেও সে প্ররোচনায় জড়িয়ে ফেলেন। হযরত আদম (আ.) প্রথমে অস্বীকৃতি জানালেও পরে আল্লাহর কসম মিথ্যা হতে পারে না ভেবে ঐ ফল ভক্ষণ করেন। এ ভ্রমের ফলে আল্লাহ তা'আলা তাদেরকে জান্নাতী আবরণ থেকে মুক্ত করেন এবং শর্ত মোতাবেক দুনিয়াতে পাঠিয়ে দেন। পৃথিবীতে তাদের জন্য একটা নির্দিষ্ট সময় অবস্থিতি এবং ভোগ সম্পদ নির্ধারিত করলেন। হযরত আদম (আ.) যারপর নাই অনুশোচনা ও অনুতাপানলে দগ্ধ হয়ে সদা অশ্রু বিসর্জনপূর্বক তার দরবারে ক্ষমাপ্রার্থনা করতে থাকেন। দয়াময় আল্লাহ তার অপার করুণায় আদম ও হাওয়া (আ.)-এর অপরাধ মার্জনা করে দেন; কিন্তু সে বেহেশতে আর স্থান দেওয়া হয় নি।

https://e-ilm.weebly.com/

مَلَائِكَة দ্বারা উদ্দেশ্য : مَلَائِكَة শব্দটি বহুবচন, একবচন مَلَكٌ শব্দটির অর্থ– বাণীবাহক। শাব্দিক অর্থ হলো ফেরেশতা। আল্লাহ রাব্বুল আলামীনের আদি সৃষ্টির অন্তর্ভুক্ত চিরানুগত এক সম্প্রদায়। তারা নূর বা জ্যোতি থেকে সৃষ্টি। তাদের দেহাকৃতি উজ্জ্বল। বায়বীয় আহার, নিদ্রা অথবা শয়তানের প্ররোচনাজনিত কোনো ক্রোধ, লোভ হতে সম্পূর্ণ মুক্ত, সর্বদা মহান আল্লাহর প্রশংসা, কীর্তন ও বিশ্বজগত পরিচালনের তাঁর আদেশ নির্দেশের অনুসরণই তাদের কাজ।

خَلِيْفَةً দ্বারা উদ্দেশ্য : খলীফা অর্থ নায়েব বা প্রতিনিধি। এখানে খলীফা দ্বারা হযরত আদম (আ.)-কে বুঝানো হয়েছে। যেহেতু তিনি আল্লাহর হুকুম-আহকাম প্রতিষ্ঠার ব্যাপারে তাঁর প্রতিনিধি।

অথবা, خَلِيْفَة অর্থ– পরিবর্তন, যেহেতু হযরত আদম (আ.) জিন জাতির পরিবর্তে পৃথিবীতে স্থলাভিষিক্ত হয়েছেন।

অথবা, আদম সন্তানরা একে অন্যের স্থলবর্তী হবে, এজন্য তাদেরকে খলীফা বলা হয়েছে। মূলকথা হলো যেহেতু আদম (আ.) শরিয়তের হুকুম আহকাম প্রতিষ্ঠা ও শাস্তি নির্ধারণে আল্লাহর প্রতিনিধি, সেহেতু তাকে خَلِيْفَة বলা হয়েছে।

خَلِيْفَةً শব্দের তাৎপর্য : خَلِيْفَة তাকে বলা হয়, যে অন্য কারো মালিকানায় তারই প্রদত্ত ক্ষমতা এখতিয়ার ব্যবহার করে। খলীফা কখনো মালিক হতে পারে না। প্রকৃত মালিকের ইচ্ছা ও বাসনা পূরণই তার কর্তব্য হয়। এমতাবস্থায় সে নিজে যদি মালিক হওয়ার দাবি করে বসে এবং মালিক প্রদত্ত ক্ষমতাসমূহের অপব্যবহার করতে শুরু করে, কিংবা প্রকৃত মালিককে বাদ দিয়ে অন্য কাউকে মালিক মনে করে, আর তারই ইচ্ছা বাসনার অনুসরণ ও আদর্শ বাস্তবায়নে তৎপর হয়, তবে তা হবে বিদ্রোহ এবং বিশ্বাস ঘাতকতামূলক পদক্ষেপ।

آدَمَ শব্দের অর্থ : শব্দটি أُدْمَةُ الْأَرْضِ অথবা أُدْمِيّ থেকে مُشْتَق এর অর্থ ভূপৃষ্ঠ বা গন্দম বর্ণ। হযরত আদম (আ.) গন্দমবর্ণ মৃত্তিকা হতে সৃষ্ট এবং গন্দম বর্ণবিশিষ্ট ছিলেন বলেই তিনি آدَم নামে অভিহিত হয়েছেন।

اَلْأَرْضِ দ্বারা উদ্দেশ্য : আয়াতে ব্যবহৃত اَلْأَرْضِ শব্দ দ্বারা পূর্ব থেকে পশ্চিম গোটা জমিনকেই বুঝানো হয়েছে। জমিনের কোনো অংশ বাদ নেই।

কারো মতে, শুধুমাত্র মক্কার ভূমিকেই বুঝানো হয়েছে।

قوله قَالُوْٓا اَتَجْعَلُ فِيْهَا مَنْ يُّفْسِدُ فِيْهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَآءَ আয়াতাংশের তাৎপর্য : আল্লাহ তা'আলা কুরআনের অন্যত্র ফেরেশতাদের প্রশংসায় বলেছেন, لَا يَسْبِقُوْنَهٗ بِالْقَوْلِ অথচ এখানে তারা আল্লাহর পক্ষ থেকে খলীফা বানানোর প্রস্তাবের সাথে সাথে মন্তব্য করল– اَتَجْعَلُ فِيْهَا مَنْ يُّفْسِدُ فِيْهَا

এ জটিল সন্দেহের উত্তরে বলা হয় যে, যখন তারা খলীফা خَلِيْفَة শব্দ শুনতে পেয়েছে, তখনই তারা বুঝতে পেরেছে যে, খলীফার কাজ হলো তাদের মধ্যে একটি দল ফ্যাসাদে লিপ্ত হলে সে তার মীমাংসা করবে। কিন্তু বর্ণনার সময় তারা সাধারণভাবে সকলের প্রতি ফ্যাসাদ-এর নিসবত করে দিয়েছে। পরে আল্লাহ বর্ণনা দিলেন যে, তোমাদের এ ধারণা ভুল; বরং তাদের মধ্যে কিছু সংখ্যক লোক হবে ফ্যাসাদ সৃষ্টিকারী আর কিছু সংখ্যক হবে অনুগত।

কারো মতে, ফেরেশতাগণ জিন জাতি কর্তৃক সৃষ্ট ফ্যাসাদ-বিপর্যয় ইত্যাদি উচ্ছৃঙ্খল অবস্থা দেখেছিল। তাই তারা মানুষের ব্যাপারে এই মন্তব্য করেছেন।

ইবনে যায়েদ বলেন– আল্লাহ তাদেরকে জানিয়েছেন যে, একজন খলীফা নিযুক্ত করব, যার বংশধরদের মধ্যে একদল ফ্যাসাদ সৃষ্টিকারী হবে, তখন তারা এই বক্তব্য পেশ করেছিল।

ফেরেশতাদের সাথে আল্লাহর পরামর্শের তাৎপর্য : আল্লাহ সর্বশক্তিমান। তিনি কারো পরামর্শের মুখাপেক্ষী নন তবুও তিনি এ পৃথিবীতে তাঁর খলীফা প্রেরণের প্রাক্কালে ফেরেশতাদের কাছ থেকে পরামর্শ নিলেন কেন? এর তাৎপর্য বর্ণনায় মুফাসসিরগণ বলেন–

- এখানে পরামর্শ নেওয়া উদ্দেশ্য নয়, বরং বিষয়টি তাদেরকে অবহিতকরণই মূল উদ্দেশ্য।
- অথবা, এর দ্বারা বান্দাকে সকল সংকর্মে পরামর্শ গ্রহণের নীতি শিক্ষা দেওয়া উদ্দেশ্য।
- অথবা, এখানে পরামর্শ নেওয়া মানে তাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করা।
- অথবা, এর দ্বারা সৃষ্ট খলীফার মর্যাদা বুঝানো উদ্দেশ্য।
- অথবা, ইবাদতের উপর عِلْم -এর প্রাধান্য দেওয়া উদ্দেশ্য।

https://e-ilm.weebly.com/

اَلْاَسْمَاءَ দ্বারা উদ্দেশ্য : اَلْاَسْمَاءَ -এর অর্থের ব্যাপারে মুফাসসিরীনে কেরামের মাঝে মতপার্থক্য পরিলক্ষিত হয়। যেমন– ১। হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস, ইকরামা ও কাতাদা (রা.) প্রমুখের মতে, দুনিয়ার ছোট বড় সকল বস্তুর নাম আল্লাহ তা'আলা হযরত আদম (আ.)-কে শিক্ষা দিয়েছেন।

২। আল্লামা তাহাবী (র.) বলেন– اَلْاَسْمَاءَ দ্বারা ফেরেশতাদের নাম উদ্দেশ্য।

৩। হযরত ইবনে যায়েদ (র.) বলেন– اَلْاَسْمَاءَ বলতে সকল বংশধরদের নাম উদ্দেশ্য।

৪। রাবী ইবনে খাইসাম (র.) বলেন, এখানে বিশেষ করে ফেরেশতাদেব নাম উদ্দেশ্য।

ফেরেশতাদের ছাড়া হযরত আদম (আ.)-কে শিক্ষাদানের কারণ : আয়াতের বর্ণনা ভঙ্গির আলোকে বুঝা যায়, বস্তুসমূহের প্রকৃতি ও নাম শিক্ষা দেওয়ায় হযরত আদম (আ.) বিশেষ শিক্ষায় শিক্ষিত করা হতো তবে তারাও বিশেষভাবে জ্ঞানী এবং প্রতিনিধিত্বের যোগ্যতা লাভ করত।

এ প্রশ্নের আলোকে বলা যায় যে, মানুষকে সৃষ্টিগতভাবে কিছু বিশেষ জ্ঞানের যোগ্যতা প্রদান করা হয়েছে, কিন্তু ফেরেশতাদের সে যোগ্যতা প্রদান করা হয়নি। মনুষ্য প্রকৃতি বুঝতে হলে মানবসুলভ প্রকৃতির অধিকারী হওয়া অত্যাবশ্যক ছিল। আর তা হয়েছেও বটে। ফেরেশতাকুলের মধ্যে সে মানবিক গুণাবলি অনুপস্থিত। অতএব যে প্রকৃতির জন্য যেরূপ জ্ঞান উপযোগী হয় আল্লাহ তাকে সেরূপ জ্ঞানই দান করে থাকেন।

اَنْبِئُوْنِىْ দ্বারা উদ্দেশ্য : আল্লাহ তা'আলা ফেরেশতাকুলকে উদ্দেশ্য করে বললেন, اَنْبِئُوْنِىْ তোমরা আমাকে বলে দাও বা খবর দাও, অথচ এ ব্যাপারে ফেরেশতাদের কোনো عِلْم ছিল না। মূলতঃ এটা তাদের শক্তির বাইরে تَكْلِيْف বা কষ্ট দেওয়া উদ্দেশ্য নয়; বরং তারা যে আল্লাহ তা'আলার শক্তি ও পরিকল্পনার সামনে সম্পূর্ণ অক্ষম তা বুঝানো উদ্দেশ্য। এটা দ্বারা এদিকে ইঙ্গিত করা হয়েছে যে, খেলাফতের সকল কাজ পরিচালনা করতে হলে সকল বিষয় সম্পর্কে ধারণা থাকতে হবে। এ যোগ্যতা আল্লাহ তা'আলা ফেরেশতাদের দেননি। একথা প্রমাণ করাই এখানে উদ্দেশ্য।

ফেরেশতারা কি করে জানল যে, খলীফা জমিনে ফ্যাসাদ সৃষ্টি করবে : আলোচ্য আয়াতে মানুষ জমিনে ফেতনা ফ্যাসাদে লিপ্ত হবে বলে ফেরেশতাদের মন্তব্যের বহিঃপ্রকাশ ঘটে।

এর কারণ, তারা ইতিপূর্বে জিন জাতির শাসনামল দেখেছে। তারা অবলোকন করেছে যে, ওরা করেনি এমন কোনো কাজ নেই। অতএব হয়তোবা মানুষও এমন করতে পারে।

কোনো কোনো তাফসীরবিদের মতে, মূলতঃ এখানে কিছু ইবারত উহ্য আছে। যেমন– اِنِّىْ جَاعِلٌ فِى الْاَرْضِ خَلِيْفَةً يَفْعَلُ كَذَا كَذَا এর পরিপ্রেক্ষিতে তারা বলেছিল– اَتَجْعَلُ فِيْهَا مَنْ يُّفْسِدُ فِيْهَا

ফেরেশতাদের তাসবীহ ও তাহমীদ : হযরত ইবনে মাসউদ ও ইবনে আব্বাস (রা.)-এর মতে, তাসবীহ দ্বারা নামাজ উদ্দেশ্য। কারো মতে, تَسْبِيْح অর্থ-উচ্চৈঃস্বরে জিকির করা। হযরত কাতাদাহ (রা.) বলেন, তাদের تَسْبِيْح হলো سُبْحَانَ اللّٰهِ হযরত আব্দুর রহমান বিন কুরত বলেন, নবী করীম ﷺ মে'রাজের সময় উর্ধ্ব আকাশে তাসবীহ শুনেছিলেন, তা ছিল, سُبْحَانَهُ الْعُلَى الْاَعْلٰى سُبْحَانَهُ وَتَعَالٰى আর তাহমীদ হলো উপযুক্ত গুণাবলির দ্বারা আল্লাহর প্রশংসা করা। যেমন– اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ الْكَبِيْرِ الْعُلَى الْعَزِيْزِ

قوله يُّفْسِدُ فِيْهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَآءَ বাক্যটি দ্বারা খলীফাদের উপর অপবাদ : যেহেতু ফেরেশতারা গায়েব জানে না সেহেতু ফেরেশতাদের পক্ষ থেকে আদম বা তার সন্তানদের উপর এটা বড় ধরনের অপবাদ। এ প্রেক্ষিতে এ কথাই বলা যায় যে, প্রশ্নকারীর এতটুকু অধিকার রয়েছে যে, সে যেন কোনো বিষয় ও ব্যাপার সম্পর্কে প্রশ্ন করতে পারে। তাছাড়া ফেরেশতাগণ ইতিপূর্বে জিনদের অবস্থা দেখেছিল।

হযরত আদম (আ.)-এর সন্তানদের আকৃতিগত বিভিন্নতার কারণ

তাফসীরকারদের বিভিন্ন আলোচনা থেকে প্রতীয়মান হয় যে, আল্লাহ রাব্বুল আলামীন হযরত আদম (আ.)-কে আগে ফেরেশতাদের মাধ্যমে দুনিয়ার বিভিন্ন এলাকা থেকে ষাট রং ও প্রকারের মাটি একত্র করে এবং বিভিন্ন প্রকারের পানি মিশিয়ে নরম করতঃ তা দিয়ে হযরত আদম (আ.)-এর অবয়ব তৈরি করেন। অবশ্য আদম সৃষ্টির মৌলিক উপাদান হিসেবে আগুন এবং বায়ুও স্থান পায়। সে দেহাবয়বটিতে দীর্ঘ দিন পর প্রাণ সঞ্চারিত করা হয়। মৌলিক উপাদানের বিভিন্নতার প্রেক্ষিতে আদম সন্তানের আকৃতিগত এবং চরিত্রগত পার্থক্য হয়ে থাকে।

https://e-ilm.weebly.com/

وَجْهُ تَسْمِيَةِ آدَمَ হযরত আদম (আ.) -এর নামকরণের কারণ : آدَمُ শব্দটি আনারবী নাম। যেমন কুরআনে উল্লিখিত آزَرَ নাম। কেউ কেউ শব্দটিকে আরবি আখ্যায়িত করে বলেন যে, آدَمُ শব্দটি أَدَمَةٌ (যবর যোগে) বা الْأُدْمَةُ (পেশ যোগে) শব্দ থেকে নির্গত। এর অর্থ الْأُسْوَةُ (আদর্শ)। অথবা أَدِيْمُ الْأَرْضِ থেকে নির্গত অর্থ ভূ-পৃষ্ঠ। অথবা الادم ও الادمة থেকে নির্গত। যার অর্থ الْأُلْفَةُ (ভালোবাসা)। তবে শব্দটি তাওরাত ও ইঞ্জীল গ্রন্থে উল্লিখিত "এডাম" শব্দের অপভ্রংশ রূপ। অনারবী হওয়াই বিশুদ্ধ। –[বায়যাবী]

ফেরেশতাদের উপর আদম (আ.)-এর সম্মান লাভের ক্ষেত্রে বৈষম্য জ্ঞাপক ধারণার সমাধান : যদি কেউ প্রশ্ন উত্থাপন করে যে, যেভাবে হযরত আদম (আ.)-কে সমস্ত বস্তুর বৈশিষ্ট্য ও নামসমূহ শিক্ষা দেওয়ার ফলে তিনি বিশেষ জ্ঞান লাভ করেছেন এবং প্রতিনিধিত্বের যোগ্যতা অর্জন করেছেন। যদি ফেরেশতাগণও এরূপ শিক্ষা পেতেন, তবে তারাও ঐ বিশেষ জ্ঞান ও প্রতিনিধিত্বের যোগ্যতা লাভ করতেন; এটা বাহ্যতঃ বৈষম্য আচরণ বুঝায়।

উত্তরে বলা যায় যে, হযরত আদম (আ.) পার্থিব উপাদান থেকে সৃষ্ট বিধায় পৃথিবীর যাবতীয় বস্তু ও বিষয়ের জ্ঞান ধারণ করার যোগ্যতা তাঁর মধ্যে স্বভাবগতভাবেই উপস্থিত ছিল। তাই সৃষ্টির অভিযাত্রাতেই তাকে নামগুলো শিক্ষা দেওয়ার সাথে সাথে তিনি স্বভাবগত জ্ঞানের মাধ্যমে ঐগুলো আয়ত্ত করে ফেলেন। এ বস্তুগুলো বহু পূর্ব থেকেই ফেরেশতাদের দেখা-শোনা বস্তু ছিল; কিন্তু তারা অতি প্রাকৃতিক সৃষ্টি বিধায় এ প্রাকৃতিক বস্তুনিচয়ের নামগুলো আয়ত্ত করতে পারেন নি। এ নামগুলো শিক্ষা দিলেও একই কারণে তাদের আয়ত্ত করা সম্ভব ছিল না। তাই দেখা-শোনার ভিত্তিতে তাদের কাছে নাম বলার প্রশ্ন রাখা হয়েছে। অতএব, এখানে বৈষম্যের ধারণা অবান্তর।

قوله إِنِّيْ أَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُوْنَ -এর ব্যাখ্যা : আয়াতটির ব্যাখ্যায় মুফাসসিরগণের কয়েকটি বক্তব্য পরিদৃষ্ট হয়। যথা–

১. আমি আকাশ ও পৃথিবীর সকল গোপনীয় বিষয় সম্পর্কে সুপরিজ্ঞাত।

২. কেউ কেউ বলেন, এখানে غَيْبَ السَّمٰوٰتِ দ্বারা হযরত আদম ও হাওয়া (আ.)-এর নিষিদ্ধ বৃক্ষের ফল ভক্ষণকে বুঝানো হয়েছে। আর غَيْبَ السَّمٰوٰتِ দ্বারা আদম পুত্র কাবিল কর্তৃক হাবিলকে হত্যা করা বুঝানো হয়েছে।

৩. কেউ কেউ বলেন, غَيْبَ السَّمٰوٰتِ দ্বারা লওহে মাহফূযে রক্ষিত তাকদীর, আর غَيْبَ السَّمٰوٰتِ দ্বারা জিন ও মানব জাতির সংঘটিতব্য পার্থিব কার্যকলাপ বুঝানো হয়েছে।

قوله وَأَعْلَمُ مَا تُبْدُوْنَ وَمَا كُنْتُمْ تَكْتُمُوْنَ -এর ব্যাখ্যা : আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেন, তোমরা যা প্রকাশ করছ এবং যা গোপন করছ, সব কিছু সম্পর্কে আমি অবগত। এখানে প্রকাশিত বিষয় দ্বারা মানব জাতির প্রতি ফেরেশতাদের উক্তি "মানুষেরা দুনিয়াতে দাঙ্গা-হাঙ্গামা ও রক্তপাত করবে" এ মন্তব্যটি উদ্দেশ্য। আর গোপনকৃত বিষয় দ্বারা তাদের উক্তি نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ -এর মধ্যে প্রচ্ছন্নভাবে নিজেদের যোগ্যতার যে দাবি ছিল যে, আমাদের মতো অনুগত কোনো সৃষ্টি নেই।" এটাই তাদের গোপনকৃত মনোভাব।

কারো কারো মতে গোপনকৃত বিষয় দ্বারা ফেরেশতাদের আনুগত্য ও ইবলিসের নাফরমানিমূলক আচরণ উদ্দেশ্য। –[বায়যাবী]

হযরত আদম (আ.)-কে সেজদার নির্দেশের কারণ

আল্লাহ তা'আলার ইচ্ছা হলো হযরত আদম (আ.)-কে খলীফা নিযুক্ত করবেন। এ মর্মে তাকে খেলাফতের যোগ্য প্রমাণিত হওয়ার জন্য প্রয়োজনীয় সকল ইলমও দান করলেন এবং ফেরেশতাদের সামনে তা প্রমাণও করলেন। তবে তার জ্ঞানের কোনো কোনো অংশ ফেরেশতাদের মধ্যেও ছিল। কিন্তু জিন জাতি সে সকল ইলমের নগণ্য অংশই লাভ করতে সক্ষম হয়েছে। যেহেতু হযরত আদম (আ.)-এর মাঝে ফেরেশতা ও জিন সম্প্রদায়ের যাবতীয় জ্ঞানের সমাহার ঘটেছে, সুতরাং উভয় সম্প্রদায়ের উপর তাঁর শ্রেষ্ঠত্ব সুবিদিত।

অতএব আল্লাহ তা'আলা বিষয়টি কার্যকরভাবে প্রকাশ করতে ইচ্ছা পোষণ করলেন, এ মর্মে ফেরেশতা এবং জিনদের দ্বারা হযরত আদম (আ.)-এর প্রতি এমন বিশেষ ধরনের সম্মান প্রদর্শন করানোর ব্যবস্থা করলেন, যদ্দারা কার্যত স্পষ্ট হয়ে যায় যে, বস্তুতঃ তিনিই তাদের উভয় দল থেকে শ্রেষ্ঠতর। এজন্য সেজদার নির্দেশ প্রদান করা হয়েছে।

https://e-ilm.weebly.com/

سَجْدَة -এর অর্থ এবং এখানে তা দ্বারা উদ্দেশ্য : সেজদার অর্থ হলো আনুগত্য করা. ইসলামি শরিয়তের পরিভাষায় وَضْعُ الْجَبْهَةِ عَلَى الْأَرْضِ بِقَصْدِ الْعِبَادَةِ অর্থাৎ ইবাদতের উদ্দেশ্যে আনুগত্যের সাথে জমিনের উপর কপাল রাখাকে সেজদা বলে. ইসলামের বিধান মোতাবেক সেজদা আল্লাহ ব্যতীত অন্য কাউকেও করা জায়েজ নয়। অতএব এখানে সেজদার ব্যাপারে তাফসীরকারদের মতপার্থক্য দেখা যায়। যেমন–

১. কোনো কোনো তাফসীরকার বলেন, আল্লাহ ব্যতীত যখন অন্য কাউকে সেজদা করতে বলা হবে তখন অর্থ হবে সেবা, আনুগত্য, আদেশ পালন, শ্রেষ্ঠত্ব স্বীকার প্রভৃতি। এটাই আধুনিক তাফসীরকারদের অভিমত।
২. কেউ কেউ বলেন, যদিও আল্লাহকে ছাড়া অন্য কাউকে সেজদা করা জায়েজ নেই; কিন্তু এখানে আল্লাহই নির্দেশ করেছেন। এ নির্দেশ অবশ্য পালনীয়।

তাফসীরে ইবনে কাছীরের রেওয়ায়াত দ্বারা বুঝা যায়. , কোনো মানুষের সম্মানার্থে শির নত বা সেজদা করা পূর্ববর্তী উম্মতের জন্য জায়েজ ছিল। যেমন হযরত ইউসুফ (আ.)-কে তার ভাইয়েরা সেজদা করেছিল। আমাদের শরিয়তে তা মানসূখ হয়ে গেছে এখানে ফেরেশতাদেরকে সেজদার নির্দেশ এজন্যই দেওয়া হয়েছে, যেন হযরত আদম (আ.)-এর মর্যাদা ও শ্রেষ্ঠত্ব প্রমাণিত হয়।

সেজদার নির্দেশ কি জিনদের প্রতিও ছিল : এ আয়াতে বাহ্যতঃ যে কথা বর্ণনা করা হয়েছে তা হলো, হযরত আদম (আ.)-কে সেজদা করার হুকুম ফেরেশতাদেরকে দেওয়া হয়েছিল। কিন্তু পরে যখন এ কথা বলা হলো যে, ইবলিস ব্যতীত সবাই সেজদা করল; তখন তাতে প্রমাণিত হলো যে, সেজদার নির্দেশ সকল বিবেকসম্পন্ন সৃষ্টি প্রতিই ছিল। সকল ফেরেশতাও এর অন্তর্ভুক্ত। কিন্তু নির্দেশ প্রদান করতে গিয়ে শুধু ফেরেশতাদের উল্লেখ এজন্য করা হয়েছে যে, তারাই ছিল তখন সর্বোত্তম ও সর্বশ্রেষ্ঠ যখন তাদের হযরত আদম (আ.)-এর প্রতি সম্মান প্রদর্শনের নির্দেশ দেওয়া হলো তাতে জিন জাতি অতি উত্তমরূপে এ নির্দেশের অন্তর্ভুক্ত বলে জানা গেল.

ইসলামে সেজদার বিধান : এ আয়াতে আদম (আ.)-কে সেজদা করতে ফেরেশতাদের নির্দেশ প্রদান করা হয়েছে। সূরা ইউসুফে হযরত ইউসুফ (আ.)-কে তার পিতা মাতা ও ভাইগণ মিসর পৌঁছার পর সেজদা করেছিলেন বলে উল্লেখ রয়েছে। এটা সুস্পষ্ট যে, এ সেজদা ইবাদতের উদ্দেশ্যে হতে পারে না। কেননা আল্লাহ ব্যতীত অন্য কারো উপাসনা শিরক ও কুফরি। কোনো কালে কোনো শরিয়তে এরূপ কাজের বৈধতার কোনো প্রমাণ নেই। প্রাচীনকালের সেজদা আমাদের কালের সালাম, মুসাফাহা, মুআনাকার সমার্থক ও সমতুল্য ছিল।

ইমাম জাস্সাস আহকামুল কুরআন গ্রন্থে বর্ণনা করেন, পূর্ববর্তী নবীদের শরিয়তে বড়দের প্রতি সম্মানজনক সেজদা করা বৈধ ছিল। শরিয়তে মুহাম্মদীতে তা রহিত হয়ে গেছে। রুকূ'-সেজদা এবং নামাজের মতো করে হাত বেঁধে দাঁড়ানোকে অবৈধ বলে ঘোষণা করা হয়েছে। তবে এখানে প্রশ্ন থেকে যায় যে, سَجْدَةُ تَعْظِيْمِىْ রহিত হওয়ার দলিল কি? যেহেতু এর বৈধতার প্রমাণ কুরআনে রয়েছে। জবাবে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর অনেক مُتَوَاتِرْ ও মাশহুর হাদীস দ্বারা سَجْدَهْ تَعْظِيْمِىْ হারাম বলে প্রমাণিত হয়। রাসূল ﷺ ইরশাদ করেছেন, যদি আমি আল্লাহকে ছাড়া অন্য কাউকে সেজদা করা জায়েজ মনে করতাম, তবে প্রত্যেক স্ত্রীর স্বামীকে সেজদা করার জন্য নির্দেশ দিতাম। কিন্তু এ শরিয়তে سَجْدَهْ تَعْظِيْمِىْ সম্পূর্ণ হারাম বলে কাউকে সেজদা করা কারো পক্ষে জায়েজ নয়। (এ হাদীসটি বিশজন সাহাবী থেকে বর্ণিত)।

اُسْجُدُوْا لِاٰدَمَ -এর ব্যাখ্যা : আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেন, 'তোমরা আদমকে সেজদা কর।' 'সেজদা' শব্দের অর্থ নতশির হওয়া, আনুগত্য স্বীকার করা, বিশেষ প্রণিপাত ইত্যাদি। ইসলামি বিধান অনুযায়ী আল্লাহ তা'আলা ছাড়া আর কাউকে সেজদা করা বৈধ নয়। এ কারণেই আয়াতের অর্থ সম্পর্কে তাফসীর কারকদের মধ্যে মতভেদ পরিলক্ষিত হয়। কেউ কেউ বলেন, আল্লাহ তা'আলা ফেরেশ্তাদের প্রতি হযরত আদম (আ.)-কে যে সেজদা দানের আদেশ করেছিলেন, সেই সেজদা ইবাদত নয়; বরং তা ছিল سَجْدَةُ تَعْظِيْمٍ বা সম্মান প্রদর্শন করা। কেননা আল্লাহ তা'আলা ব্যতীত অন্য কাউকে সেজদা করা বৈধ নয়।

প্রাচীন মুফাস্সিরগণ বলেন, ফেরেশ্তা হযরত আদম (আ.)-কে 'কিবলা'স্বরূপ সম্মুখে রেখে মূলতঃ আল্লাহ তা'আলাকেই সেজদা করেছিলেন। আবার কেউ কেউ বলেন, ফেরেশ্তাগণ আল্লাহ তা'আলার নির্দেশে হযরত আদম (আ.)-কে সেজদা করেছিলেন। সুতরাং এতে কোনো অসুবিধা নেই। উল্লেখ্য যে, কোনো মানুষের সম্মানার্থে নতশির বা সেজদা করা পূর্ববর্তী উম্মতগণের জন্য বৈধ ছিল। যেমন, হযরত ইউসুফ (আ.)-কে তাঁর ভ্রাতাগণ সেজদা করেছিলেন। আমাদের শরিয়তে এটা রহিত করা হয়েছে।

اِبْلِيْس শব্দটি اِبْلَاسٌ থেকে নির্গত, যার অর্থ– দূরীভূত, নিরাশ অথবা বিতাড়িত। এ আয়াতে اِبْلِيْس দ্বারা অভিশপ্ত শয়তানকে বুঝানো হয়েছে। اِبْلِيْس জিন ছিল, না ফেরেশ্তা ছিল, এ ব্যাপারে মতভেদ রয়েছে। এক রেওয়ায়াতে বর্ণিত আছে যে, শয়তান অগ্নি থেকে সৃষ্ট জিন সম্প্রদায়ের ইমাম ছিল। কিন্তু বহুকাল একাগ্র চিত্তে আল্লাহ তা'আলার ইবাদত করতে করতে সে ফেরেশতা পদে উন্নীত হয়। কথিত আছে যে, এ ধরাধামে ইবলীসের মতো কেউ-ই এতো ইবাদত

https://e-ilm.weebly.com/

করতে পারেনি। কিন্তু সে অহংকার করে হযরত আদম (আ.)-কে সেজদা না করায় আল্লাহ তা'আলার আদেশ লঙ্ঘনপূর্বক অভিশপ্ত শয়তান হয়ে যায়। ইবলীস ফেরেশতা ছিল না। যেহেতু সে ফেরেশতাদের মধ্যে ছিল, সেহেতু مُعَلِّمُ الْمَلَائِكَةِ পদে উন্নীত হওয়ার কারণে فَسَجَدُوْا إِلَّا إِبْلِيْسَ বলা হয়েছে। মহান রাব্বুল আ'লামীন যখন হযরত আদম (আ.)-কে সেজদা করার জন্য ইবলীসকে আদেশ করলেন, তখন সে সরাসরি এ যুক্তি দেখিয়ে তা প্রত্যাখ্যান করল যে, আমি হলাম আগুনের তৈরি আর আদম (আ.) হলো মাটির তৈরি। আগুনের ধর্ম হলো উপরের দিকে উঠা। আর মাটির ধর্ম হলো নিচের দিকে নামা। সুতরাং উপরের বস্তু নিচের বস্তুকে কিরূপ সেজদা করতে পারে। এটাই ছিল ইবলীসের হযরত আদম (আ.)-কে সেজদা না করার কারণ। তাই আল্লাহ তাকে চির অভিশপ্ত করে ছেড়ে দিয়েছেন।

هٰذِهِ الشَّجَرَةَ -এর পরিচয় : নিষিদ্ধ বৃক্ষটির সঠিক জ্ঞান আল্লাহ তা'আলা ব্যতীত আর কারো নেই। তবে কেউ কেউ বলেন, সেটা ছিল আঙ্গুর লতা; কেউ বলেন, ডুমুর গাছ। আবার কেউ বলেন, এ গাছের ফল ভক্ষণে মানবিক প্রয়োজন তথা প্রসাব-পায়খানা দেখা দিত, যা বেহেশতের অনুপযুক্ত। এজন্য আল্লাহ তা'আলা হযরত আদম (আ.) ও হাওয়া (আ.)-কে এ গাছের ফল খেতে নিষেধ করেছিলেন।

اُسْكُنْ একবচন কিন্তু كُلَا দ্বিবচন ব্যবহারের কারণ : আলোচ্য আয়াতে আল্লাহ তা'আলা اُسْكُنْ একবচনের শব্দ ব্যবহার করেছেন। অথচ তারপরে كُلَا দ্বিবচনের শব্দ ব্যবহার করেছেন। এর রহস্য বা হিকমত সম্পর্কে তাফসীরকারগণ বলেন, এ ভঙ্গিতে আয়াতের শব্দ চয়নের দ্বারা নারী-পুরুষের পরস্পরের অধিকার নির্ণয় করা উদ্দেশ্য। اُسْكُنْ اَنْتَ وَزَوْجُكَ দ্বারা বুঝা যাচ্ছে যে, সংসার নির্বাহ ও পরিচালনার দিক হতে নারী-পুরুষ উভয়ে সমান নয়; বরং নারী পুরুষের পরিচালনাধীন থাকবে। পরিচালনা ও নির্বাহের দায়িত্ব পুরুষের, এজন্য সম্বোধন সরাসরি اَنْتَ তথা আদমকে করা হয়েছে। আর তার পরেই স্ত্রীর কথা বলা হয়েছে।

তবে ভোগের ও সুযোগ-সুবিধা প্রাপ্তির ব্যাপারে নারী-পুরুষ সমানভাবে ভোগ করবে এবং সমান সুযোগ প্রাপ্ত হবে। তাই كُلَا দ্বিবচনের শব্দ ব্যবহার করা হয়েছে।

رَغَدًا -এর অর্থ : আরবি অভিধানানুযায়ী সে সব নিয়ামত ও আহার্য বস্তুকে رَغَدًا বলা হয়, যা লাভ করতে কোনো শ্রম বা সাধনার প্রয়োজন পড়ে না এবং এত পর্যাপ্ত ও ব্যাপক পরিমাণে লাভ হয় যে, তাতে হ্রাসপ্রাপ্তি বা নিঃশেষ হয়ে যাওয়ার কোনো আশঙ্কাই থাকে না। আদম ও হাওয়াকে বলা হলো যে, তোমরা জান্নাতের ফলমূল পর্যাপ্ত পরিমাণে ভক্ষণ করতে থাক। এগুলো লাভ করতে হবে না এবং তা হ্রাস পাবে কিংবা শেষ হয়ে যাবে এমন কোনো চিন্তাও করতে হবে না।

اسكن -এর অর্থ : সকল মুফাস্সিরের ঐকমত্যে শয়তান আল্লাহর রহমত থেকে বঞ্চিত হয়েছে একমাত্র তার কুফরির কারণে। সে বেহেশত থেকেও বহিষ্কৃত হয়েছে। এরপর আল্লাহ আদমকে বলেন, اُسْكُنْ অর্থাৎ এখানে প্রশান্তিতে থাক। এটা প্রশান্তির স্থান। ইহা বাবে نَصَرَ থেকে। اَلسَّكَنُ বলা হয় যেখানে প্রশান্তি পাওয়া যায়, নড়া-চড়ার প্রয়োজন হয় না। اُسْكُنْ اَنْتَ وَزَوْجُكَ -এর মধ্যে اَنْتَ অতিরিক্ত নেওয়ার কারণ ঃ মূলতঃ اُسْكُنْ وَزَوْجُكَ বললেই হতো, মাঝখানে اَنْتَ নেওয়া হয়েছে তাকিদের জন্য। কেননা اسم ظاهر -কে ضمير مرفوع متصل -এর উপর عطف করা বৈধ নয়। ضمير مرفوع متصل -এর উপর عطف কাতে হলে সমার্থক একটি ضمير مرفوع منفصل -তাকিদ হিসেবে নিতে হয়।

আয়াতে لَا تَاْكُلَا না বলে لَا تَقْرَبَا (নিকট বর্তী হয়ো না) বলার রহস্য : আলোচ্য আয়াতে لا تاكلا অর্থাৎ, 'তোমরা ভক্ষণ করো না' না বলে لَا تَقْرَبَا বলা হয়েছে। অথচ মূলতঃ নিষিদ্ধ হলো ভক্ষণ করা। আর ভক্ষণ করা, নিকটবর্তী হওয়া এক কথা নয়। তা সত্ত্বেও এরূপ বলার রহস্য হলো–পৃথিবীতে বসবাসের নির্দিষ্ট স্থানে খলিফা হিসেবে প্রেরিত হওয়ার পূর্বে তাদেরকে পরীক্ষা ও তাদের ঝোঁক প্রবণতা যাচাই করার নিমিত্তে কিছু সময়ের জন্য বেহেশতে থাকতে দেওয়া হয়েছিল, যেহেতু নিকটবর্তী হলেই যে বস্তুর উপর আকর্ষণ সৃষ্টি হয় এবং আগ্রহ জাগা ও পরে তাতে লিপ্ত হওয়ার আশঙ্কা থাকে। তাই مُقَدِّمَةُ الْقَبِيْحِ হিসেবে গাছের নিকটে যেতেও নিষেধ করা হয়েছে, যাতে তাদের মধ্যে ভক্ষণের আগ্রহ উদয় না হয়। قَبِيْحٌ

قوله الظّالمين -এর মর্মার্থ : ظَالِمِيْنَ শব্দটি ظَالِمٌ শব্দের বহুবচন। اَلظُّلْمُ ধাতু থেকে গঠিত। ظُلْم হচ্ছে وَضْعُ الشَّيْءِ فِيْ غَيْرِ مَحَلِّهِ তথা বস্তুকে তার অপাত্রে প্রতিস্থাপন করা। সহজ ভাষায় অন্যের অধিকারের অস্বীকৃতিকে জুলুম বলে। আর অন্যের অধিকার অস্বীকারকারীকে ظَالِمٌ বলে ظُلْم -এর সর্বোর্ধ্ব স্তর হচ্ছে كُفْر। অত্র আয়াতে ظَالِمٌ দ্বারা আল্লাহর আদেশ অমান্যকারীকে বুঝানো হয়েছে। অর্থাৎ, তোমরা গাছটির ফল ভক্ষণ করলে আল্লাহর আদেশ অমান্যকারীদের অন্তর্ভুক্ত হবে এবং বেহেশতে অবস্থানের যোগ্যতা হারিয়ে ফেলবে।

https://e-ilm.weebly.com/

মাধ্যমসমূহ নিষিদ্ধ হওয়ার বিষয় : لَا تَقْرَبَا هٰذِهِ الشَّجَرَةَ; অর্থাৎ, 'এ গাছের ধারে কাছেও যেও না।' এ নিষেধাজ্ঞার ফলে এ কথা সুস্পষ্ট বুঝা যায় যে, সে বৃক্ষের ফল না খাওয়া ছিল এই নিষেধাজ্ঞার প্রকৃত উদ্দেশ্য। কিন্তু সাবধানতা-সূচক নির্দেশ ছিল এই যে, সে গাছের কাছেও যেও না এর দ্বারাই ফিকহশাস্ত্রের কারণ উপকরণের নিষিদ্ধতার মাসআলাটি প্রমাণিত হয়। অর্থাৎ কোনো বস্তু নিজ স্বভাবে অবৈধ বা নিষিদ্ধ না হলেও যখন তাতে এমন আশঙ্কা থাকে যে, ঐ বস্তু গ্রহণ করলে অন্য কোনো হারাম ও অবৈধ কাজে জড়িয়ে পড়ার সম্ভাবনা দেখা দিতে পারে, তখন ঐ বৈধ বস্তুও নিষিদ্ধ করে দেওয়া হয়। যেমন, গাছের কাছে যাওয়া আর ফল-ফসল খাওয়ার কারণও হতে পারতো। সেজন্য তাও নিষিদ্ধ করে দেওয়া হয়েছে। একে ফিকহশাস্ত্রের পরিভাষায় উপকরণের নিষিদ্ধতা বলা হয়।

নবীগণ নিষ্পাপ হওয়া : এ বর্ণনার দ্বারা হযরত আদম (আ.)-কে বিশেষ গাছ বা তার ফল খেতে নিষেধ করা হয়েছিল এবং এ ব্যাপারেও সাবধান করে দেওয়া হয়েছিল যে, শয়তান তোমাদের শত্রু। কাজেই সে যেন তোমাদেরকে পাপে লিপ্ত করে না দেয়। এতদসত্ত্বেও হযরত আদম (আ.)-এর তা খাওয়া বাহ্যিকভাবে পাপ বলে গণ্য। অথচ নবীগণ পাপ থেকে বিমুক্ত ও পবিত্র। সঠিক তথ্য এই যে, নবীগণের যাবতীয় পাপ থেকে মুক্ত ও পরিশুদ্ধ থাকার কথা যুক্তি-বুদ্ধির দ্বারা এবং লিখিত ও বর্ণনাগতভাবে প্রমাণিত। চার ইমাম ও উম্মতের সম্মিলিত অভিমতেও নবীগণ ছোট-বড় যাবতীয় পাপ থেকে মুক্ত ও পবিত্র। কারণ নবীগণ (আ.)-কে গোটা মানব জাতির অনুসরণীয় আদর্শ হিসেবে প্রেরণ করা হয়েছে। যদি তাদের দ্বারা আল্লাহর পাকের ইচ্ছার পরিপন্থি ছোট বড় কোনো পাপ কাজ সম্পন্ন হতো, তবে নবীগণের বাণী ও কার্যাবলির উপর আস্থা ও বিশ্বাস উঠে যেত। যদি নবীগণের উপর আস্থা ও বিশ্বাস না থাকে, তবে দীন ও শরিয়তের স্থান কোথায়? অবশ্য কুরআন পাকের বহু আয়তে অনেক নবী (আ.) সম্পর্কে এ ধরনের ঘটনার বর্ণনা রয়েছে, যাতে প্রতীয়মান হয় যে, তাঁদের দ্বারাও পাপ সংঘটিত হয়েছে এবং আল্লাহ পাকের পক্ষ থেকে এজন্য তাঁদেরকে সতর্ক করে দেওয়া হয়েছে। হযরত আদম (আ.)-এর ঘটনাও এ শ্রেণিভুক্ত।

এ ধরনের ঘটনাবলি সম্পর্কে উম্মতের সর্বসম্মত অভিমত এই যে, কোনো ভুল বুঝাবুঝি বা অনিচ্ছাকৃত কারণে নবীদের দ্বারা এ ধরনের কাজ সংঘটিত হয়ে থাকবে কোনো নবী (আ.) জেনে শুনে কিংবা ইচ্ছাকৃতভাবে আল্লাহ পাকের হুকুমের পরিপন্থি কোনো কাজ করেননি। এ ত্রুটি ইজতেহাদগত ও অনিচ্ছাকৃত এবং তা ক্ষমার যোগ্য। শরিয়তের পরিভাষায় একে পাপ বলা চলে না এবং এ ধরনের ভ্রান্তিজনক ও অনিচ্ছাকৃত ত্রুটি সেসব বিষয়ে হতেই পারে না, যার সম্পর্ক শিক্ষা-দীক্ষা এবং শরিয়তের প্রচারের সাথে রয়েছে; বরং তাঁদের ব্যক্তিগত কাজ-কর্মে এ ধরনের ভুলত্রুটি হতে পারে।

কিন্তু যেহেতু আল্লাহ পাকের দরবার নবীগণের স্থান ও মর্যাদা অত্যন্ত উচ্চে এবং যেহেতু মহান ব্যক্তিবর্গের দ্বারা ক্ষুদ্র ত্রুটি বিচ্যুতি সংঘটিত হলেও তাকে অনেক বড় মনে করা হয়, সেহেতু কুরআন হাকীমে এ ধরনের ঘটনাবলিকে অপরাধ ও পাপ বলে অভিহিত করা হয়েছে, যদিও প্রকৃতপক্ষে সেগুলো আদৌ পাপ নয়।

হযরত আদম (আ.)-এর ঘটনা সম্পর্কে তাফসীরবিদগণ বহু কারণ বর্ণনা করেছেন এবং বিভিন্ন ব্যাখ্যা দিয়েছেন।

১. হযরত আদম (আ.)-কে যখন নিষেধ করা হয়েছিল, তখন এক নির্দিষ্ট গাছের প্রতি ইঙ্গিত করেই তা করা হয়েছিল। কিন্তু তাতে শুধুমাত্র সে গাছটিই উদ্দেশ্য ছিল না; বরং সে জাতীয় যাবতীয় গাছই এর অন্তর্ভুক্ত ছিল। যেমন, হাদীসে বর্ণিত আছে যে, একদিন রাসূলুল্লাহ ﷺ এক খণ্ড রেশমী কাপড় ও একখণ্ড স্বর্ণ হাতে নিয়ে ইরশাদ করলেন, এ বস্তু দুটি আমার উম্মতের পুরুষদের জন্য হারাম। এ কথা সুস্পষ্ট যে, ঐ বিশেষ কাপড় ও স্বর্ণখণ্ডের ব্যবহারই শুধু হারাম ছিল না, যে দুটি হুজুর ﷺ -এর হাতে ছিল; বরং যাবতীয় রেশমী কাপড় ও স্বর্ণ সম্পর্কেই ছিল এ হুকুম। কিন্তু এখানে হয়তো এ ধারণাও হতে পারে যে, এ নিষেধাজ্ঞার সম্পর্ক সেই বিশেষ কাপড় ও স্বর্ণখণ্ডের মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল। যেগুলো সে সময় তাঁর হাতে ছিল। অনুরূপভাবে যে গাছের প্রতি ইঙ্গিত করে নিষেধ করা হয়েছিল, এ নিষেধের সম্পর্ক ঐ বিশেষ গাছটিতেই সীমাবদ্ধ। শয়তান এ ধারণা তাঁর অন্তরে সঞ্চার করে বদ্ধমূল করে দিয়েছিল এবং কসম খেয়ে খেয়ে বিশ্বাস জন্মালো যে, 'আমি তোমাদের হিতাকাঙ্ক্ষী, তোমাদেরকে এমন কোনো কাজের পরামর্শ দিচ্ছি না, যা তোমাদের পক্ষে ক্ষতিকর হতে পারে। যে গাছ সম্পর্কে নিষেধ করা হয়েছে সেটি অন্য গাছ।'

তাছাড়া এমনও হতে পারে যে, শয়তান এ প্রবঞ্চনা তাঁর অন্তঃকরণে সঞ্চারিত করেছিল যে, এ গাছ সম্পর্কিত নিষেধাজ্ঞা আপনার সৃষ্টির সূচনা পর্বের সাথে সম্পৃক্ত ছিল যেমন, সদ্যজাত শিশুকে জীবনের প্রথম পর্যায়ে শক্ত ও গুরুপাক আহার থেকে রবিরত রাখা হয়। কিন্তু সময় ও শক্তি বৃদ্ধির সাথে সাথে সব ধরনের আহার্য গ্রহণেরই অনুমতি দিয়ে দেওয়া হয়। সুতরাং আপনি এখন শক্ত-সমর্থ হয়েছেন; এখন সে বিধি-নিষেধ কার্যকর নয়।

আবার এ সম্ভাবনাও রয়েছে যে, শয়তান যখন হযরত আদম (আ.)-কে সে গাছের উপকারিতা ও গুণাবলির বর্ণনা দিচ্ছিল, যেমন সে গাছের ফল খেলে আপনি অনন্তকাল নিশ্চিন্তে জান্নাতের নিয়ামতাদি ও সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যে ভোগ করতে পারবেন, তখন তাঁর সৃষ্টির প্রথম পর্বে সে গাছ সম্পর্কে আরোপিত নিষেধাজ্ঞার কথা তাঁর মনে ছিল না। কুরআন মাজীদে فَنَسِيَ وَلَمْ نَجِدْ لَهُ عَزْمًا [অর্থাৎ আদম (আ.) ভুলে গেলেন এবং আমি তাঁর মধ্যে [সংকল্পের] দৃঢ়তা পাইনি।] আয়াতও এ সম্ভাব্যতা সমর্থন করে।

https://e-ilm.weebly.com/

যাহোক, এ ধরনের বহু সম্ভাবনা থাকতে পারে। তবে সারকথা এই যে, হযরত আদম (আ.) বুঝে শুনে, ইচ্ছাকৃতভাবে এ হুকুম অমান্য করেননি; বরং তাঁর দ্বারা ভুল হয়ে গিয়েছিল বা ইজতেহাদগত বিচ্যুতি ঘটেছিল, যা প্রকৃতপক্ষে কোনো পাপ নয়। কিন্তু হযরত আদম (আ.)-এর শানে নবুয়ত এবং আল্লাহর নৈকট্য লাভের ক্ষেত্রে তাঁর উচ্চ মর্যাদার পরিপ্রেক্ষিতে এই বিচ্যুতিকেও যথেষ্ট বড় মনে করা হয়েছিল। আর কুরআন মাজীদ সেজন্যই একে পাপ বলে অভিহিত করেছে। অবশ্য আদম (আ.)-এর তওবা ও ক্ষমা প্রার্থনার পর তা মাফ করে দেওয়ার বর্ণনা দেওয়া হয়েছে।

تَلَقّٰى শব্দের অর্থ আগ্রহ ও উৎসাহসহ কাউকে সংবর্ধনা জানানো এবং তাকে গ্রহণ করা। এর মর্ম এই যে, আল্লাহ পাকের পক্ষ থেকে যখন তাদেরকে তওবার বাক্যগুলো শিখিয়ে দেওয়া হলো, তখন হযরত আদম (আ.) যথোচিত মর্যাদা ও গুরুত্বসহ তা গ্রহণ করলেন।

كَلِمٰتٍ তথা যে সব বাক্য হযরত আদমকে তওবার উদ্দেশ্যে বলে দেওয়া হয়েছিল, তা কি ছিল? এ সম্পর্কে মুফাসসির সাহাবাগণের কয়েক ধরনের রেওয়ায়েত রয়েছে। হযরত ইবনে আব্বাসের অভিমতই এক্ষেত্রে সর্বাধিক প্রসিদ্ধ, যা কুরআন মাজীদের অন্যত্র বর্ণনা করা হয়েছে। رَبَّنَا ظَلَمْنَآ اَنْفُسَنَا وَاِنْ لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُوْنَنَّ مِنَ الْخٰسِرِيْنَ

অর্থাৎ হে আমাদের পরওয়ারদেগার! আমরা আমাদের নিজেদের উপর অত্যাচার করেছি। যদি আপনি আমাদেরকে ক্ষমা না করেন এবং আমাদের প্রতি দয়া না করেন, তবে আমরা নিশ্চয় ক্ষতিগ্রস্তদের মধ্যে পরিগণিত হয়ে যাব।

تَوْبَةٌ - تَابَ [তওবা] এর প্রকৃত অর্থ, ফিরে আসা। যখন তওবার সম্বন্ধ মানুষের সঙ্গে হয়, তখন তার অর্থ হবে তিনটি বস্তুর সমষ্টি : ১. কৃত পাপকে পাপ মনে করে সেজন্য লজ্জিত ও অনুতপ্ত হওয়া। ২. পাপ সম্পূর্ণভাবে পরিহার করা। ৩. ভবিষ্যতে আবার এরূপ না করার দৃঢ়সংকল্প গ্রহণ করা।

এ তিনটি বিষয়ের যে কোনো একটির ভাব থাকলে তওবা হবেনা। সুতরাং মৌখিকভাবে 'আল্লাহ তওবা' বা অনুরূপ শব্দ উচ্চারণ করা নাজাত লাভের জন্যে যথেষ্ট নয়। فَتَابَ عَلَيْهِ এর মধ্যে তওবার সম্বন্ধ আল্লাহর সাথে। এর অর্থ তওবা গ্রহণ করা।

প্রথম যুগের কোনো কোনো মনীষীর কাছে জিজ্ঞাসা করা হয়েছিল যে, কারো দ্বারা পাপ সংঘটিত হলে সে কি করবে? উত্তরে বলা হয়েছিল যে, তাই করবে যা আদি পিতা-মাতা হযরত আদম ও হাওয়া (আ.) করেছিলেন। অনুরূপভাবে হযরত মূসা (আ.) নিবেদন করেছিলেন رَبِّ اِنِّىْ ظَلَمْتُ نَفْسِىْ فَاغْفِرْلِىْ [হে আমার পরওয়ারদেগার! আমি আমার নফসের উপর অত্যাচার করেছি। আপনি আমাকে ক্ষমা করুন,] হযরত ইউনুস (আ.) পদস্খলনের পর নিবেদন করেন- لَآ اِلٰهَ اِلَّآ اَنْتَ سُبْحٰنَكَ اِنِّىْ كُنْتُ مِنَ الظّٰلِمِيْنَ অর্থাৎ হে আল্লাহ! তুমি ছাড়া অন্য কোনো উপাস্য নেই। তুমি অতি পবিত্র। আমি অত্যাচারীদের অন্তর্ভুক্ত হয়ে পড়েছি।

তওবা গ্রহণের অধিকার আল্লাহ ব্যতীত অন্য কারো নেই

এ আয়াতের দ্বারা প্রতীয়মান হয় যে, তওবা গ্রহণের অধিকারী আল্লাহ পাক ব্যতীত অন্য কেউ নয়। খ্রিস্টান ও ইহুদিগণ এক্ষেত্রে মারাত্মক ভুলে পড়ে আছে। তারা পাদ্রী পুরোহিতদের কাছে কিছু হাদিয়া উপঢৌকনের বিনিময়ে পাপ মোচন করিয়ে নেয় এবং মনে করে যে, তার মাফ দিলেই আল্লাহর নিকটে মাফ হয়ে যায়। বর্তমান বহু মুসলমানও এ ধরনের ভ্রান্ত বিশ্বাস পোষণ করে। অথচ কোনো পীর বা আলেম কারো পাপ মোচন করিয়ে দিতে পারেন না; তাঁর বড়জোর দোয়া করতে পারেন।

তওবার অর্থ ঃ تَوْبَةٌ-এর প্রকৃত অর্থ ফিরে আসা। যখন তওবার নিসবত মানুষের দিকে হয় তখন তার অর্থ হবে তিনটি বস্তুর সমষ্টি। যথা-(১) কৃত পাপকে মনে করে সেজন্য লজ্জিত ও অনুতপ্ত হওয়া। (২) পাপ সম্পূর্ণভাবে পরিহার করা। (৩) ভবিষ্যতে আবার এরূপ না করার দৃঢ়সংকল্প ব্যক্ত করা। এ তিনটি বিষয়ের যে কোনো একটির অভাব থাকলে তওবা গ্রহণযোগ্য হবে না। সুতরাং মৌখিকভাবে "তওবা" বা অনুরূপ শব্দ উচ্চারণ নাজাত লাভের জন্য যথেষ্ট নয়। فَتَابَ عَلَيْهِ - এর মধ্যে تَوْبَةٌ-এর সম্বন্ধ আল্লাহর সাথে হয়েছে-এর অর্থ তওবা গ্রহণ করা।

তায়েব ও তাওয়াব-এর মধ্যে পার্থক্য : আল্লামা ইমাম কুরতুবীর মতে تَوْبَةٌ শব্দের নিসবত মানুষের সঙ্গেও হতে পারে। যেমন- اِنَّ اللّٰهَ يُحِبُّ التَّوَّابِيْنَ নিশ্চয়ই আল্লাহ তা'আলা তওবাকারীদের পছন্দ করেন।

আবার আল্লাহর সাথেও হতে পারে। যেমন- هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيْمُ তিনিই মহান, তওবা কবুলকারী, অতীব দয়ালু। যখন শব্দটি মানুষের ক্ষেত্রে ব্যবহৃত হয় তখন এর অর্থ হয় পাপ থেকে পুণ্য ও আনুগত্যের প্রতি প্রত্যাবর্তন করা। আর যখন আল্লাহর ক্ষেত্রে ব্যবহৃত হয় তখন অর্থ হয় তওবা কবুল করা। অর্থাৎ- তওবাকারীর প্রতি দয়াপরবশ হওয়া। সমার্থবোধক অপর تَائِبٌ-এর ব্যবহার আল্লাহ তা'আলার ক্ষেত্রে জায়েজ নয়, যদিও আভিধানিক অর্থে ভুল নয়। কিন্তু আল্লাহ তা'আলা সম্পর্কে শুধু গুণবাচক শব্দ ও উপাধির ব্যবহারই বৈধ, যেগুলো কুরআন ও হাদীসে উল্লেখ রয়েছে। অন্যান্য শব্দ যদিও অর্থগতভাবে ঠিক কিন্তু আল্লাহ তা'আলার জন্য তার ব্যবহার বৈধ নয়।

https://e-ilm.weebly.com/

https://e-ilm.weebly.com/

لَاتَقْرَبَا : সীগাহ تثنيه مذكر حاضر বহছ نهى حاضر معروف বাব سَمِعَ মাসদার اَلْقُرْبُ মূলবর্ণ– (ق ـ ر ـ ب) জিনস صحيح অর্থ– তোমরা কাছে যেয়ো না।

اِهْبِطُوْا : সীগাহ جمع مذكر حاضر বহছ امر حاضر معروف বাবে ضَرَبَ মাসদার اَلْهُبُوْطُ মূলবর্ণ (ه ـ ب ـ ط) জিনস صحيح অর্থ– তোমরা নিচে নাম।

مُسْتَقَرٌّ : মাসদারে মীমী হলো অর্থ হবে, অবস্থান করা আর জরফ হলে অর্থ হবে, অবস্থানস্থল। বাব اِسْتِفْعَالٌ থেকে মাসদার اِسْتِقْرَارٌ

مَتَاعٌ : উপকৃত হওয়া। উপকৃত হওয়ার সমাগ্রী। প্রত্যেক এমন সামগ্রী যার দ্বার সামান্য উপকৃত হওয়া যায়। অতঃপর তা ধ্বংস হয়ে যায়। মাসদার হিসেবে উপকৃত হওয়া কিংবা উপকৃত হওয়ার সামগ্রী। বহুবচন اَمْتِعَةٌ ;

বাক্য বিশ্লেষণ

قوله وَاِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلٰٓئِكَةِ اِنِّىْ جَاعِلٌ : এখানে اِذْ উহ্য ফে'লের مفعول به, قَالَ ফে'ল, رَبُّكَ মুযাফ-মুযাফ ইলাইহি মিলে فاعل আর لِلْمَلَائِكَةِ হলো متعلق আর اِنِّىْ جَاعِلٌ বাক্যটি مفعول। অতএব, ফে'ল-ফা'য়েল مفعول ও متعلق মিলে جُمْلَةٌ فِعْلِيَّةٌ خَبَرِيَّةٌ হয়েছে।

قوله وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ : এখানে نَحْنُ হলো مبتدأ, تَسْبِيْحٌ ফে'ল ফা'য়েল, আর بِحَمْدِكَ হলো متعلق অতএব ফে'ল ও ফা'য়েল ও متعلق মিলে جُمْلَةٌ فِعْلِيَّةٌ হয়ে খবর এখন মুবতাদা ও খবর মিলে جُمْلَةٌ اِسْمِيَّةٌ হয়েছে।

قوله قَالَ اِنِّىْ اَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُوْنَ : এখানে قَالَ ফে'ল ফা'য়েল, আর اِنِّىْ اَعْلَمُ الخ হলো مفعول به مفعوله অতঃপর ফে'ল ফা'য়েল ও مفعول به মিলে جُمْلَةٌ فِعْلِيَّةٌ خَبَرِيَّةٌ হয়েছে।

قوله وَعَلَّمَ اٰدَمَ الْاَسْمَآءَ كُلَّهَا : এখানে عَلَّمَ ফেল ফা'য়েল, اٰدَمَ প্রথম مفعول আর اَلْاَسْمَاءَ كُلَّهَا দ্বিতীয় مفعول অতএব, ফে'ল ফা'য়েল ও উভয় مفعول মিলে جُمْلَةٌ فِعْلِيَّةٌ خَبَرِيَّةٌ হয়েছে।

قوله اسْكُنْ اَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ : এখানে اُسْكُنْ ফে'ল فاعل আর اَنْتَ যমীরে تاكيد মা'তুফ আলাই, আর واو হলো حرف عطف আর زَوْجُكَ মুযাফ ও مضاف اليه মিলে معطوف এখন معطوف عليه ও معطوف মিলে فاعل-এর تاكيد হয়েছে। আর اَلْجَنَّةَ হলো مفعول فيه অতঃপর ফে'ল ও فاعل ও مفعول মিলে جُمْلَةٌ فِعْلِيَّةٌ خَبَرِيَّةٌ হয়েছে।

قوله وَلَا تَقْرَبَا هٰذِهِ الشَّجَرَةَ : এখানে لَا تَقْرَبَا হলো فعل আর الف হলো فاعل আর هٰذِهِ الشَّجَرَةَ হলো مفعول অতঃপর ফে'ল ও فاعل ও মাফউল মিলে جُمْلَةٌ فِعْلِيَّةٌ خَبَرِيَّةٌ হয়েছে।

قوله فَتَلَقّٰى اٰدَمُ مِنْ رَّبِّهٖ كَلِمٰتٍ : এখানে فا হলো حرف عطف আর تَلَقّٰى ফে'ল اٰدَمُ হলো ফা'য়েল مِنْ رَّبِّهٖ হলো تَلَقّٰى ফে'লের متعلق আর كَلِمَاتٍ হলো مفعول به অতঃপর ফে'ল, ফা'য়েল, متعلق ও مفعول به মিলে جُمْلَةٌ فِعْلِيَّةٌ হয়েছে।

https://e-ilm.weebly.com/

قُلْنَا اهْبِطُوْا مِنْهَا جَمِيْعًا ۚ فَاِمَّا يَاْتِيَنَّكُمْ مِّنِّىْ هُدًى فَمَنْ تَبِعَ هُدَاىَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُوْنَ (٣٨)

অনুবাদ : (৩৮) বললাম, নিচে নেমে যাও তোমরা সকলে জান্নাত হতে, অতঃপর যদি তোমাদের নিকট আসে আমার পক্ষ হতে কোনো হেদায়েত, তবে যারা অনুসরণ করবে আমার ঐ হেদায়েত, তাদের উপর কোনো ভয় আসবে না এবং তারা সন্তপ্তও হবে না।

وَالَّذِيْنَ كَفَرُوْا وَكَذَّبُوْا بِاٰيٰتِنَآ اُولٰٓئِكَ اَصْحٰبُ النَّارِ ۚ هُمْ فِيْهَا خٰلِدُوْنَ (٣٩)

(৩৯) আর যারা কুফরি করবে এবং মিথ্যা প্রতিপন্ন করবে আমার আহকামকে, তারা হবে দোজখী, তারা তাতে অনন্তকাল থাকবে।

يٰبَنِىْٓ اِسْرَآءِيْلَ اذْكُرُوْا نِعْمَتِىَ الَّتِىْٓ اَنْعَمْتُ عَلَيْكُمْ وَاَوْفُوْا بِعَهْدِىْٓ اُوْفِ بِعَهْدِكُمْ ۚ وَاِيَّاىَ فَارْهَبُوْنِ (٤٠)

(৪০) হে বনী ইসরাঈল! স্মরণ কর আমার সেই ইহসানগুলো যা আমি তোমাদের প্রতি করেছিলাম এবং তোমরা পূর্ণ কর আমার অঙ্গীকার, আমি পূর্ণ করব তোমাদের অঙ্গীকার, আর শুধু আমাকেই ভয় কর।

وَاٰمِنُوْا بِمَآ اَنْزَلْتُ مُصَدِّقًا لِّمَا مَعَكُمْ وَلَا تَكُوْنُوْٓا اَوَّلَ كَافِرٍۢ بِهٖ ۖ وَلَا تَشْتَرُوْا بِاٰيٰتِىْ ثَمَنًا قَلِيْلًا ۚ وَّاِيَّاىَ فَاتَّقُوْنِ (٤١)

(৪১) আর ঈমান আন ঐ কিতাবের প্রতি যা আমি নাজিল করেছি এমনভাবে যে, তা সত্যতা প্রমাণকারী ঐ কিতাবের যা তোমাদের সঙ্গে রয়েছে, আর হয়ো না তোমরা সকলের মধ্যে ঐ কুরআনের সর্বপ্রথম অবিশ্বাসী, আর গ্রহণ করো না আমার আহকামের পরিবর্তে তুচ্ছ বিনিময় এবং আমাকেই পূর্ণরূপে ভয় কর।

وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ وَتَكْتُمُوا الْحَقَّ وَاَنْتُمْ تَعْلَمُوْنَ (٤٢)

(৪২) আর মিশ্রিত করো না সত্যকে অসত্যের সাথে এবং গোপন করো না সত্যকে যখন তোমরা অবগতও আছ।

শাব্দিক অনুবাদ

(৩৮) قُلْنَا বললাম اِهْبِطُوْا নিচে নেমে যাও তোমরা جَمِيْعًا সকলে مِنْهَا জান্নাত হতে فَاِمَّا অতঃপর যদি يَاْتِيَنَّكُمْ তোমাদের নিকট আসে مِّنِّىْ আমার পক্ষ হতে هُدًى কোনো হেদায়েত, فَمَنْ তবে যারা تَبِعَ অনুসরণ করবে هُدَاىَ আমার ঐ হেদায়েত فَلَا خَوْفٌ কোনো ভয় আসবে না عَلَيْهِمْ তাদের উপর وَلَا هُمْ يَحْزَنُوْنَ এবং তারা সন্তপ্তও হবে না।

(৩৯) وَالَّذِيْنَ كَفَرُوْا আর যারা কুফরি করবে وَكَذَّبُوْا এবং মিথ্যা প্রতিপন্ন করবে بِاٰيٰتِنَآ আমার আহকামকে اُولٰٓئِكَ তারা হবে اَصْحٰبُ النَّارِ দোজখী هُمْ فِيْهَا خٰلِدُوْنَ তারা তাতে অনন্তকাল থাকবে।

(৪০) يٰبَنِىْٓ اِسْرَآءِيْلَ হে বনী ইসরাঈল! اذْكُرُوْا স্মরণ কর نِعْمَتِىَ আমার সেই ইহসানগুলো الَّتِىْٓ اَنْعَمْتُ যা আমি করেছিলাম عَلَيْكُمْ তোমাদের প্রতি وَاَوْفُوْا এবং তোমরা পূর্ণ কর بِعَهْدِىْٓ আমার অঙ্গীকার اُوْفِ আমি পূর্ণ করব بِعَهْدِكُمْ তোমাদের অঙ্গীকার وَاِيَّاىَ আর শুধু আমাকেই فَارْهَبُوْنِ ভয় কর।

(৪১) وَاٰمِنُوْا আর ঈমান আন ঐ কিতাবের প্রতি بِمَآ اَنْزَلْتُ যা আমি নাজিল করেছি এমনভাবে যে, مُصَدِّقًا তা সত্যতা প্রমাণকারী لِّمَا مَعَكُمْ ঐ কিতাবের যা তোমাদের সঙ্গে রয়েছে وَلَا تَكُوْنُوْٓا আর হয়ো না তোমরা اَوَّلَ كَافِرٍۢ بِهٖ সকলের মধ্যে ঐ কুরআনের সর্বপ্রথম অবিশ্বাসী وَلَا تَشْتَرُوْا আর গ্রহণ করো না بِاٰيٰتِىْ আমার আহকামের পরিবর্তে ثَمَنًا قَلِيْلًا তুচ্ছ বিনিময় وَّاِيَّاىَ فَاتَّقُوْنِ এবং আমাকেই পূর্ণরূপে ভয় কর।

(৪২) وَلَا تَلْبِسُوا আর মিশ্রিত করো না الْحَقَّ সত্যকে بِالْبَاطِلِ অসত্যের সাথে وَتَكْتُمُوا এবং গোপন করো না الْحَقَّ সত্যকে وَاَنْتُمْ تَعْلَمُوْنَ যখন তোমরা অবগতও আছ।

https://e-ilm.weebly.com/

https://e-ilm.weebly.com/

وَاَقِيْمُوا الصَّلٰوةَ وَاٰتُوا الزَّكٰوةَ وَارْكَعُوْا مَعَ الرّٰكِعِيْنَ (٤٣)

অনুবাদ : (৪৩) আর তোমরা কায়েম কর নামাজ এবং দাও জাকাত, আর বিনয় প্রকাশ কর বিনয়ীদের সাথে।

اَتَاْمُرُوْنَ النَّاسَ بِالْبِرِّ وَتَنْسَوْنَ اَنْفُسَكُمْ وَاَنْتُمْ تَتْلُوْنَ الْكِتٰبَ ؕ اَفَلَا تَعْقِلُوْنَ (٤٤)

(৪৪) কি আশ্চর্য! আদেশ কর অন্যকে সৎকাজের আর নিজেদের সম্বন্ধে বেখবর অথচ তোমরা কিতাব [তাওরাত] পাঠ করে থাক; তবে কি তোমরা এতটুকুও বুঝ না?

وَاسْتَعِيْنُوْا بِالصَّبْرِ وَالصَّلٰوةِ ؕ وَاِنَّهَا لَكَبِيْرَةٌ اِلَّا عَلَى الْخٰشِعِيْنَ (٤٥)

(৪৫) আর সাহায্য নাও ধৈর্য ও নামাজ দ্বারা এবং নিশ্চয় নামাজ কঠিন কাজ; কিন্তু খুশুওয়ালাদের [বিনয়ী লোকদের] জন্য নয়।

الَّذِيْنَ يَظُنُّوْنَ اَنَّهُمْ مُّلٰقُوْا رَبِّهِمْ وَاَنَّهُمْ اِلَيْهِ رٰجِعُوْنَ ۠ (٤٦) ركوع

(৪৬) খুশুওয়ালা তারাই যারা ধারণা করে যে, নিশ্চয় তারা সাক্ষাতকারী স্বীয় প্রভুর সাথে আর এটাও ধারণা করে যে, তারা আপন প্রভুর নিকট প্রত্যাবর্তনকারী।

يٰبَنِيْٓ اِسْرَآءِيْلَ اذْكُرُوْا نِعْمَتِيَ الَّتِيْٓ اَنْعَمْتُ عَلَيْكُمْ وَاَنِّيْ فَضَّلْتُكُمْ عَلَى الْعٰلَمِيْنَ (٤٧)

(৪৭) হে বনী ইসরাঈল! স্মরণ কর– তোমরা আমার ঐ নিয়ামত যা আমি তোমাদের পুরস্কার স্বরূপ দিয়েছি আর এটাও যে, আমি তোমাদেরকে ফজিলত দান করেছি সমগ্র বিশ্ববাসীর উপর।

وَاتَّقُوْا يَوْمًا لَّا تَجْزِيْ نَفْسٌ عَنْ نَّفْسٍ شَيْئًا وَّلَا يُقْبَلُ مِنْهَا شَفَاعَةٌ وَّلَا يُؤْخَذُ مِنْهَا عَدْلٌ وَّلَا هُمْ يُنْصَرُوْنَ (٤٨)

(৪৮) আর সে দিনকে ভয় কর যেদিন কেউ কারো পক্ষ হতে কোনো দাবি পরিশোধ করতে পারবে না এবং কবুল হবে না কোনো ব্যক্তি হতে কোনো সুপারিশও এবং গৃহীত হবে না কোনো ব্যক্তি হতে কোনো বিনিময়ও আর তাদের প্রতি চলতে পারবে না কোনো পক্ষপাতিত্বও।

শাব্দিক অনুবাদ

(৪৩) وَاَقِيْمُوْا আর তোমরা কায়েম কর الصَّلٰوةَ নামাজ وَاٰتُوا الزَّكٰوةَ এবং দাও জাকাত وَارْكَعُوْا আর বিনয় প্রকাশ কর مَعَ الرّٰكِعِيْنَ বিনয়ীদের সাথে।

(৪৪) اَتَاْمُرُوْنَ النَّاسَ কি আশ্চর্য! আদেশ কর অন্যকে بِالْبِرِّ সৎকাজের وَتَنْسَوْنَ اَنْفُسَكُمْ আর নিজেদের সম্বন্ধে বেখবর وَاَنْتُمْ অথচ তোমরা تَتْلُوْنَ পাঠ করে থাক الْكِتٰبَ কিতাব [তাওরাত] اَفَلَا تَعْقِلُوْنَ তবে কি তোমরা এতটুকুও বুঝ না?

(৪৫) وَاسْتَعِيْنُوْا আর সাহায্য নাও بِالصَّبْرِ ধৈর্য وَالصَّلٰوةِ ও নামাজ দ্বারা وَاِنَّهَا لَكَبِيْرَةٌ এবং নিশ্চয় নামাজ কঠিন কাজ; اِلَّا কিন্তু عَلَى الْخٰشِعِيْنَ খুশুওয়ালাদের [বিনয়ী লোকদের] জন্য নয়।

(৪৬) الَّذِيْنَ খুশুওয়ালা তারাই يَظُنُّوْنَ যারা ধারণা করে যে اَنَّهُمْ নিশ্চয় তারা مُّلٰقُوْا সাক্ষাতকারী رَبِّهِمْ স্বীয় প্রভুর সাথে وَاَنَّهُمْ আর এটাও ধারণা করে যে, তারা اِلَيْهِ رٰجِعُوْنَ আপন প্রভুর নিকট প্রত্যাবর্তনকারী।

(৪৭) يٰبَنِيْٓ اِسْرَآءِيْلَ হে বনী ইসরাঈল! اذْكُرُوْا স্মরণ কর– তোমরা نِعْمَتِيَ আমার ঐ নিয়ামত الَّتِيْٓ اَنْعَمْتُ عَلَيْكُمْ যা আমি তোমাদের পুরস্কারস্বরূপ দিয়েছি وَاَنِّيْ فَضَّلْتُكُمْ আর এটাও যে, আমি তোমাদেরকে ফজিলত দান করেছি عَلَى الْعٰلَمِيْنَ সমগ্র বিশ্ববাসীর উপর।

(৪৮) وَاتَّقُوْا يَوْمًا আর সে দিনকে ভয় কর যেদিন لَّا تَجْزِيْ পরিশোধ করতে পারবে না نَفْسٌ عَنْ نَّفْسٍ কেউ কারো পক্ষ হতে شَيْئًا কোনো দাবি وَّلَا يُقْبَلُ এবং কবুল হবে না مِنْهَا কোনো ব্যক্তি হতে شَفَاعَةٌ কোনো সুপারিশও وَّلَا يُؤْخَذُ مِنْهَا এবং গৃহীত হবে না কোনো ব্যক্তি হতে عَدْلٌ কোনো বিনিময়ও وَّلَا هُمْ يُنْصَرُوْنَ আর তাদের প্রতি চলতে পারবে না কোনো পক্ষপাতিত্বও। [তারা কোনো রকম সাহায্যও পাবে না।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

৪৪- قوله تَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبِرِّ وَتَنْسَوْنَ أَنْفُسَكُمْ الخ **আয়াতের শানে নুযূল– ১** : ইহুদিরা মানুষকে দান খয়রাত করার আদেশ করত; কিন্তু এ কাজ তারা নিজেরা করত না। তখন এ আয়াত অবতীর্ণ হয়। –[বায়জাবী]

হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা.) হতে বর্ণিত যে, ইহুদি আলেমগণ তাদের আত্মীয় মুসলমানদেরকে বলত, তোমরা রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর ধর্মের উপর বহাল থাক। কারণ এটা সত্য ধর্ম। অথচ তারা ঈমান গ্রহণ করত না। তাদের এ আচরণ সম্পর্কে এ আয়াত নাজিল হয়েছে।

শানে নুযূল– ২ : হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন যে, আলোচ্য আয়াত মদিনার ইহুদি সম্প্রদায় সম্পর্কে নাজিল হয়েছে। ঘটনার বিস্তারিত বিবরণ হচ্ছে এই যে, তাদের মধ্য থেকেই এক ব্যক্তি নিজ শ্বশুরকে বলেছিল কিংবা তার কোনো নিকট আত্মীয়কে বলেছিল যে, তোমরা যে ধর্ম মেনে চলছ তাতে অটল থেক এবং এ ব্যক্তি অর্থাৎ মুহাম্মদ ﷺ তোমাদেরকে যে নির্দেশ দিবেন, তা অতি সত্য। তারা ঈমান গ্রহণ না করে অন্যদেরকে সৎ উপদেশ দান করত। সে পরিপ্রেক্ষিতে আলোচ্য আয়াত অবতীর্ণ হয়েছে। –[ফাতহুল কাদীর– ১ : ৭৯]

আসবাবুননুযূল গ্রন্থে হযরত ইবনে আব্বাস (রা.)-এর বরাত দিয়ে আল্লামা ওয়াহিদী বর্ণনা করেন যে, আলোচ্য আয়াত ওলামায়ে ইয়াহুদ সম্পর্কে নাজিল হয়েছে। তারা নিজেদের মুসলমান স্বজনদেরকে বলত যে, তোমরা দীনে মুহাম্মদীর উপর অটল থাক। তা অতি সত্যধর্ম। তাদের এহেন উপদেশ করার পরিপ্রেক্ষিতে আলোচ্য আয়াত নাজিল হয়েছে। –[তাফসীরে জালালাইন : ৯]
হযরত আনাস (রা.) হতে বর্ণিত রয়েছে, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেন যে, আমি মেরাজের রজনীতে একদল লোককে দেখতে পেলাম, আগুনের কেঁচি দ্বারা তাদের ঠোঁট কর্তন করা হচ্ছে। যখনই তাদের ঠোঁটগুলো কর্তন করা হয়, সাথে সাথেই তা পূর্বাবস্থায় হয়ে যায়। তখন আমি হযরত জিবরাঈল (আ.) -কে জিজ্ঞিস করলাম, ওরা কারা? হযরত জিবরাঈল জবাবে বললেন যে, ওরা হচ্ছে আপনার উম্মতের বক্তা বা ওয়ায়েজগণ। এরা মানুষদেরকে সদুপদেশ করেছিল, কিন্তু নিজেদের ব্যাপারে তারা ছিল উদাসীন। সে আমলহীন বক্তাদের সম্পর্কে আল্লাহ তা'আলা আলোচ্য আয়াত নাজিল করেন। –[ফাতহুল কাদীর– ১ : ৮০]

হযরত আদম (আ.)-এর পৃথিবীতে অবতরণ শাস্তিস্বরূপ নয় : قُلْنَا اهْبِطُوا مِنْهَا جَمِيعًا [তোমরা জান্নাত থেকে নেমে যাও।]-এর পূর্ববর্তী আয়াতেও জান্নাত থেকে পৃথিবীতে অবতরণের নির্দেশ ছিল। এখানে পুনরায় এর উল্লেখ করার মাঝে সম্ভবত এ উদ্দেশ্যই নিহিত রয়েছে যে, প্রথম আয়াতে পৃথিবীতে অবতরণের হুকুম ছিল শাস্তিমূলক। সেজন্যই তার সাথে সাথে মানবের পারস্পরিক শত্রুতারও বিবরণ দেওয়া হয়েছে। এখানে পৃথিবীতে অবতরণের নির্দেশ বিশেষ উদ্দেশ্যে নিহিত রয়েছে। আর তা হলো বিশ্বে খোদায়ী খেলাফতের পূর্ণতা সাধন। এজন্য এর সাথে হেদায়েত প্রেরণের উল্লেখও রয়েছে, যা খোদায়ী খেলাফতের সম্বন্ধীয় কর্তব্যের অন্তর্ভুক্ত। এতে বুঝা গেল যে, পৃথিবীতে অবতরণের প্রথম নির্দেশটি যদিও শাস্তিমূলক ছিল, কিন্তু পরবর্তী সময়ে যখন অপরাধ ক্ষমা করে দেওয়া হলো, তখন অন্যান্য মঙ্গল ও হেকমতসমূহের বিবেচনায় পৃথিবীতে প্রেরণের হুকুমের রূপ পরিবর্তন করে মূল হুকুম বহাল রাখা হলো এবং তাদের অবতরণ হলো বিশ্বের শাসক খলীফা হিসেবে।

শোক-সন্তাপ থেকে শুধু তারাই মুক্তি পেতে পারে যারা আল্লাহর বাধ্য ও অনুগত : فَمَنْ تَبِعَ هُدَايَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ [যারা আমার হেদায়েতের অনুসরণ করবে; তাদের আশঙ্কা নেই এবং কোনো চিন্তাও করতে হবেনা।] এ আয়াতের আসমানি হেদায়েতের অনুসারীগণের জন্য দু'ধরনের পুরস্কার ঘোষণা করা হয়েছে। প্রথমতঃ তাদের কোনো ভয় থাকবে না এবং দ্বিতীয়ঃ তারা চিন্তাগ্রস্ত হবে না।

خَوْف আগত দুঃখ–কষ্টজনিত আশঙ্কার নাম। আর حُزْن বলা হয়, কোনো উদ্দেশ্য সফল না হওয়ার কারণে সৃষ্ট গ্লানি ও দুশ্চিন্তাকে। লক্ষ্য করলে বুঝা যাবে যে, এ দুটি শব্দে যাবতীয় সুখ স্বাচ্ছন্দকে এমনভাবে কেন্দ্রীভূত করে দেওয়া হয়েছে যে, স্বাচ্ছন্দ্যের একবিন্দুও এর বাইরে নেই। অতঃপর এ দুটি শব্দের মধ্যে তত্ত্বগত ব্যবধানও রয়েছে। এখানে فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ এর ন্যায় لَا حُزْنَ عَلَيْهِمْ না বলে ক্রিয়াবাচক শব্দ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ এর ব্যবহারের মধ্যে এ ইঙ্গিতই রয়েছে যে, কোনো উদ্দেশ্য সফল না হওয়া জনিত গ্লানি ও দুশ্চিন্তা থেকে শুধু তাঁরাই মুক্ত থাকতে পারেন। যাঁরা আল্লাহর ওলীর স্তরে পৌছতে পেরেছেন। যাঁরা আল্লাহর প্রদত্ত হেদায়েতসমূহের পূর্ণ অনসূরণকারী, তাঁরা ব্যতীত অন্য কোনো মানুষ এ দুশ্চিন্তা থেকে মুক্ত থাকতে পারে না। তা সে সারা বিশ্বের রাজাধিরাজই হোক, বা সর্বোচ্চ ধনী ব্যক্তিই হোক। কেননা এদের মধ্যে

https://e-ilm.weebly.com/

কেউই এমন নয়, যার স্বভাব এ ইচ্ছাবিরুদ্ধ কোনো অবস্থার সম্মুখীন হবে না এবং সেজন্য দুশ্চিন্তায় লিপ্ত হবে না। অপরপক্ষে আল্লাহর ওলীগণ নিজের ইচ্ছা-আকাঙ্ক্ষাকে আল্লাহর ইচ্ছার মাঝে বিলীন করে দেন। এজন্য কোনো ব্যাপারে তাঁরা সফলকাম না হলে মোটেও বিচলিত হন না। কুরআন মাজীদের অন্যত্র একথা প্রমাণ করা হয়েছে যে, বিশিষ্ট জান্নাতবাসীগণের অবস্থা হবে এই যে, তাঁরা জান্নাতে পৌছার পর আল্লাহর সেসব নিয়ামতের জন্য শুকরিয়া আদায় করবেন, যার দ্বারা তিনি তাঁদের সন্তাপ ও দুশ্চিন্তা দূর করে দিয়েছেন।

আয়াতে هُدًى -এর অর্থ ঃ আয়াতে هُدًى বলতে কি বুঝানো হয়েছে, এ প্রসঙ্গে মুফাসসিরগণের বিভিন্ন মতামত পরিলক্ষিত হয়। যেমন–

(১) ইমাম সুদ্দী বলেন, هُدًى বলতে কিতাবুল্লাহ উদ্দেশ্য। (২) কেউ কেউ বলেন, هُدًى অর্থ হলো হেদায়েতের তাওফীক প্রদান করা। (৩) একদলের মতে هُدًى বলে সে দূতসমূহকে বুঝানো হয়েছে, যে দূত আদমের কাছে ফেরেশতা এবং তাঁর সন্তানদের কাছে মানব হিসেবে আগমন করেছে। –[কুরতুবী]

خَوْف এবং حُزْن -এর মধ্যে পার্থক্য : জ্ঞাতব্য যে, অতীতের কোনো কাজ করার পরিণতির কথা ভেবে মনে ভবিষ্যতের জন্য যে দুর্বলতার সৃষ্টি এবং শাস্তি ভোগের চিন্তা হয় তাকে خَوْف বলা হয়। আর ভবিষ্যতের ব্যাপারে মনে যে চিন্তা ও অনুসূচনা হয় তাকে حُزْن বলা হয়।

اٰيٰت -এর অর্থ : اٰيٰت শব্দটি বহুবচন, একবচন اٰيَةٌ; এর অর্থ এমন চিহ্ন বা নিদর্শন যা বিশেষ কোনো জিনিসের দিকে ইঙ্গিত করে। কুরআনে এ শব্দটি চারটি বিভিন্ন অর্থে ব্যবহৃত হয়ে থাকে। যেমন–(১) কোথাও এর অর্থ হচ্ছে চিহ্ন বা নিদর্শন। (২) কোথাও প্রাকৃতিক দিকদর্শনসমূহকে আল্লাহ তা'আলার আয়াত বলা হয়েছে। (৩) কোথাও নবীদের মু'জিযাসমূহকে আয়াত বলা হয়েছে। (৪) কোনো কোনো স্থানে কুরআনের বাণীখণ্ডকে আয়াত বলা হয়েছে। আয়াত অর্থ কোথায় কি নিতে হবে তা সর্বত্র প্রত্যেকটি ভাষণের পূর্বাপর অবস্থা হতে সহজেই বুঝা যায়। এখানে আসমানি সকল কিতাব এবং নবীদের মু'জিযার কথা বুঝানো হয়েছে।

হেদায়েত অনুসরণের প্রভাব : পৃথিবীতে মানব আগমনের সূচনার পূর্বেই আল্লাহ তা'আলা অনাগত ভবিষ্যতের মানবকুলকে এ কথা বলে সাবধান করে দিয়েছেন যে, তোমাদের নিকট যখন আমার পক্ষ থেকে নবী-রাসূলদের মাধ্যমে হেদায়েত আসবে, তখন তোমরা তা অনুসরণ করবে। যারা অনুসরণ করবে ইহ-পরকালে তাদের কোনোই ভয়ভীতি ও দুঃখ-চিন্তা থাকবে না। কিন্তু যারা আমাকে এবং নবী রাসূলকে অস্বীকার করবে বা আমার সাথে কাউকে শরিক করবে এবং আমার প্রদত্ত হেদায়েতের অনুসরণ থেকে বিরত থাকবে তারা জঘন্যতর অপরাধে অপরাধী হবে। তাদের শাস্তি হলো তারা চিরকাল আগুনের জ্বালাময়ী শাস্তি ভোগ করবে। আল্লাহর এ ঘোষণা চিরন্তন। এটা পৃথিবীতে মানুষের আগমন লগ্নের ঘোষণা।

اَصْحٰبُ النَّارِ -এর পরিচয় : উপরিউক্ত আয়াতে চিরন্তন জাহান্নামী হওয়ার কথাটি কেবল তাদের ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য যাদের অন্তঃরণে আদৌ ঈমানের লেশমাত্র থাকবে না। তবে যেসব ঈমানদার লোকদের জাহান্নামে শাস্তি ভোগের কথা বলা হয়েছে তাদের ক্ষেত্রে এ ঘোষণা প্রযোজ্য নয়; বরং তারা নিজেদের অপরাধ মাফিক শাস্তি ভোগ করার পর অথবা নবী অলীদের সুপারিশে কিংবা আল্লাহর ক্ষমার কারণে জাহান্নাম থেকে মুক্তি পেয়ে ঈমানের কারণে জান্নাতে প্রবেশ করবে। তারা চিরন্তন জাহান্নামী হবে না।

বনী ইসরাঈলের পরিচিতি : اِسْرَائِيْل শব্দটি হিব্রু ভাষার। এর অর্থ- عَبْدُ اللّٰهِ বা আল্লাহর বান্দা। এটা হযরত ইয়াকূব (আ.)-এর অপর নাম। তিনি এ নামেই পরিচিত ছিলেন। ওলামায়ে কেরামের মতানুসারে মহানবী (সা.) ব্যতীত অন্য কোনো নবীর একাধিক নাম নেই। কেবল হযরত ইয়াকূব (আ.)-এর দুটি নাম রয়েছে। ইয়াকূব এবং ইসরাঈল। আর তার বংশধরদেরকেই বনী ইসরাঈল বলা হয়। পবিত্র কুরআনে এ ক্ষেত্রে তাঁর বংশধরকে بَنِيْ يَعْقُوْبَ বলে সম্বোধন না করে بَنِيْ اِسْرَائِيْل ব্যবহার করেছে। এর তাৎপর্য এই যে, স্বয়ং নিজেদের নাম ও উপাধি থেকেই যেন বুঝতে পারে তারা আব্দুল্লাহ –আল্লাহর বান্দা এবং তাঁর বংশধর এবং তাঁরই পদাঙ্ক অনুসরণ করে চলা উচিত। হযরত ইয়াকূব (আ.) ছিলেন হযরত ইসহাক (আ.)-এর পুত্র এবং হযরত ইবরাহীম (আ.)-এর পৌত্র। হযরত ইয়াকূব (আ.)-এর এক পুত্রের নাম ছিল 'ইয়াহুদ'। তার নামানুসারে বনী ইসরাঈল ইহুদি নামেও খ্যাত হতে থাকে। এই বংশে হযরত মূসা, হারূন, দাউদ, সুলাইমান (আ.) সহ আরো অসংখ্য নবী রাসূল জন্মগ্রহণ করেন। –[হাক্কানী, ইবনে কাছীর]

https://e-ilm.weebly.com/

نِعْمَة দ্বারা উদ্দেশ্য : نِعْمَة দ্বারা পার্থিব সুখ সমৃদ্ধি, উন্নতি, পারলৌকিক কল্যাণ, মর্যাদা ইত্যাদি বুঝায়। এগুলো সাধারণ নিয়ামত, সবার জন্যই উন্মুক্ত। তারা বিশেষ যে নিয়ামত পেয়েছিল। তা হলো, কঠিন মরু প্রান্তরে পাথরের মধ্য হতে ঝর্ণা প্রবাহিত করা, মান্না ও সালওয়ার অবতারণ, ফেরাউনের জুলুম থেকে নিষ্কৃতি। তাদের বংশ থেকে নবী রাসূল প্রেরণ। তাদেরকে রাজত্ব ও বাদশাহী প্রদান। চলার সময় মেঘের ছায়া প্রদান ইত্যাদি।

বনী ইসরাঈলের অঙ্গীকার : এ আয়াতে বলা হয়েছে, وَاَوْفُوْا بِعَهْدِيْٓ اُوْفِ بِعَهْدِكُمْ "এবং তোমরা আমার অঙ্গীকার পূর্ণ কর।" হযরত কাতাদাহ (র.) -এর মতে, তাওরাতে বর্ণিত সে অঙ্গীকারের কথাই কুরআনের এ আয়াতে বর্ণনা করা হয়েছে। وَلَقَدْ اَخَذَ اللّٰهُ مِيْثَاقَ بَنِيْٓ اِسْرَآءِيْلَ وَبَعَثْنَا مِنْهُمُ اثْنَيْ عَشَرَ نَقِيْبًا অর্থাৎ, নিশ্চয়ই আল্লাহ তা'আলা বনী ইসরাঈল থেকে অঙ্গীকার গ্রহণ করেছিলেন এবং আমি তাদের মাঝ থেকে (১২) বার জনকে দলপতি নিযুক্ত করে পাঠিয়ে ছিলাম– (সূরা মায়েদাহ ৩য় রুকূ)। সকল রাসূলগণের উপর ঈমান আনার সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ অঙ্গীকারও এর অন্তর্ভুক্ত ছিল। যাদের মধ্যে আমাদের নবী করীম ﷺ ও বিশেষভাবে অন্তর্ভুক্ত রয়েছেন।

এছাড়া নামাজ, জাকাত এবং অন্যান্য সদকা খায়রাতও এ অঙ্গীকারাভুক্ত। যার মূল মর্ম হলো রাসূলে কারীম ﷺ -এর উপর ঈমান ও তার পুরোপুরি অনুসরণ। এজন্যই হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) বলেছেন, অঙ্গীকারের মূল অর্থই হলো মুহাম্মদ ﷺ -এর অনুসরণ।

اَلْعَهْدُ -এর হুকুম : এ আয়াতের বর্ণনা দ্বারা বুঝা যায় যে, অঙ্গীকার ও চুক্তির শর্তাবলি পালন করা আবশ্যক আর তা লঙ্ঘন করা হারাম। আল্লাহ অন্যত্র বলেন– اَوْفُوْا بِالْعُقُوْدِ -তোমরা কৃত চুক্তি পূর্ণ কর। রাসূল ﷺ ইরশাদ করেছেন, অঙ্গীকার ভঙ্গকারীদের নির্ধারিত শাস্তির পূর্বে এ শাস্তি দেওয়া হবে যে, হাশরের ময়দানে যখন পূর্ববর্তী সকল মানবজাতি সমবেত হবে তখন অঙ্গীকার লঙ্ঘনকারীদের মাথার উপর নির্দশন স্বরূপ একটা পতাকা উত্তোলন করে দেওয়া হবে এবং যত বড় অঙ্গীকার ভঙ্গকারী হবে তা ততো উঁচু হবে, এভাবে তাদেরকে হাশরের ময়দানে লজ্জিত ও অপমানিত করা হবে।

ثَمَنًا قَلِيْلًا -এর অর্থ : ثَمَنًا قَلِيْلًا -এর অর্থ হচ্ছে সামান্য মূল্য। এর দ্বারা নগণ্য পার্থিব স্বার্থ ও সুবিধার কথা বলা হয়েছে যা পাবার জন্য আল্লাহ তা'আলার বিধি নিষেধ অমান্য ও আল্লাহ প্রদত্ত বিধানকে প্রত্যাখ্যান করেছিল। অথচ পার্থিব জগত ও রিপুর ইচ্ছা বাসনা হচ্ছে হীন তুচ্ছ।

হযরত হাসান (র.)-এর কাছে ثَمَنًا قَلِيْلًا সম্পর্কে জিজ্ঞেস করা হলে তিনি বলেন, এর দ্বারা দুনিয়া এবং তার বস্তুসমূহের কথা বুঝানো হয়েছে।

সাঈদ ইবনে যুবায়ের বলেন, بِاٰيٰتِيْ দ্বারা তাদের প্রতি নাজিলকৃত কিতাবসমূহ এবং ثَمَنًا قَلِيْلًا দ্বারা দুনিয়া ও রিপুর ইচ্ছা কামনা বাসনার কথা বুঝানো হয়েছে।

কুরআন শিখিয়ে পারিশ্রমিক গ্রহণ করা জায়েজ : এখানে প্রশ্ন থেকে যায়, আল্লাহ তা'আলার আয়াতসমূহ ঠিক ঠিকভাবে শিক্ষা দিয়ে বা ব্যক্ত করে পারিশ্রমিক গ্রহণ করা সঙ্গত কিনা? এই প্রশ্নটির সম্পর্ক উল্লিখিত আয়াতের সঙ্গে নয়। স্বয়ং এ মাসআলাটি বিশেষভাবে প্রণিধানযোগ্য ও পর্যালোচনা সাপেক্ষ। কুরআন শিক্ষা দিয়ে বিনিময় বা পারিশ্রমিক গ্রহণ করা জায়েজ কিনা? এ সম্পর্কে ফিকহশাস্ত্রবিদগণের মধ্যে মতভেদ রয়েছে। ইমাম মালেক, শাফেয়ী ও আহমদ ইবনে হাম্বল জায়েজ বলে মত প্রকাশ করেছেন। কিন্তু ইমাম আযম আবূ হানীফা (র.) প্রমুখ কয়েকজন ইমাম তা নিষেধ করেছেন। কেননা রাসূলে কারীম ﷺ কুরআনকে জীবিকা অর্জনের মাধ্যমে পরিণত করতে বারণ করেছেন।

অবশ্য পরবর্তী হানাফী ইমামগণ বিশেষভাবে পর্যবেক্ষণ করে দেখলেন যে, পূর্বে কুরআনের শিক্ষকমণ্ডলীর জীবনযাপনের ব্যয়ভার ইসলামি বায়তুলমাল [ইসলামি ধনভাণ্ডার] বহন করত, কিন্তু বর্তমানে ইসলামি শাসন ব্যবস্থার অনুপস্থিতিতে এ শিক্ষকমণ্ডলী কিছুই লাভ করতে পারে না। ফলে যদি তাঁরা জীবিকার অন্বেষণে চাকরি-বাকরি, ব্যবসা-বাণিজ্য বা অন্য পেশায় আত্মনিয়োগ করেন, তবে ছেলেমেয়েদের কুরআন শিক্ষার ধারা সম্পূর্ণরূপে বন্ধ হয়ে যাবে। এজন্য কুরআন শিক্ষার বিনিময়ে প্রয়োজনানুপাতে পারিশ্রমিক গ্রহণ করা জায়েজ বলে সাব্যস্ত করা হয়েছে। অনুরূপভাবে ইমামতি, আজান, হাদীস ও ফিকহ শিক্ষাদান প্রভৃতি যে সব কাজের উপর দীন ও শরিয়তের স্থায়িত্ব ও অস্তিত্ব নির্ভর করে সেগুলোকেও কুরআন শিক্ষাদানের সাথে সংযুক্ত করে প্রয়োজন মতো এগুলোর বিনিময়েও বেতন বা পরিশ্রমিক গ্রহণ করার অনুমতি দেওয়া হয়েছে। –[দুররে মুখতার, শামী]

https://e-ilm.weebly.com/

ঈসালে ছওয়াব উপলক্ষে খতমে-কুরআনের বিনিময় পারিশ্রমিক গ্রহণ করা সর্বসম্মতভাবে না জায়েজ : আল্লামা শামী 'দুররে মুখতারের শরাহ' এবং 'শিফাউল আলীল' নামক গ্রন্থে বিস্তারিতভাবে এবং অকাট্য দলিলাদিসহ একথা প্রমাণ করেছেন যে, কুরআন শিক্ষাদান বা অনুরূপ অন্যান্য কাজের বিনিময়ে পারিশ্রমিক গ্রহণের যে অনুমতি পরবর্তীকালের ফকীহগণ দিয়েছেন, তার কারণ এমন এক ধর্মীয় প্রয়োজন যে, তাতে বিচ্যুতি দেখা দিলে গোটা শরিয়তের বিধান ব্যবস্থার মূলে আঘাত আসবে। সুতরাং এ অনুমতি এ সব বিশেষ প্রয়োজনের ক্ষেত্রেই সীমাবদ্ধ রাখা একান্ত আবশ্যক। এ জন্য পারিশ্রমিকের বিনিময়ে কুরআন পড়া হারাম, সুতরাং যে পড়বে এবং যে পড়াবে, তারা উভয়ই গুনাহগার হবে বস্তুতঃ যে পড়েছে সেই যখন কোনো ছওয়াব পাচ্ছে না, তখন মৃত আত্মার প্রতি সে কি পৌঁছাবে? কবরের পাশে কুরআন পড়ানো বা পারিশ্রমিকের বিনিময়ে কুরআন খতম করানো রীতি সাহাবী, তাবেয়ীন, এবং প্রথম যুগের উম্মতগণের দ্বারা কোথাও বর্ণিত বা প্রমাণিত নেই। সুতরাং এগুলো নিঃসন্দেহে বিদ'আত।

সত্য গোপন করা এবং তাতে সংযোজন ও সংমিশ্রণ হারাম : وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ [সত্যকে অসত্যের সাথে মিশ্রিত করো না।] এ আয়াত দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, শ্রোতা ও সম্বোধিত ব্যক্তিকে বিভ্রান্ত করার উদ্দেশ্যে সত্যকে মিথ্যার সাথে মিশ্রিত করে উপস্থাপন করা সম্পূর্ণ নাজায়েজ। অনুরূপভাবে কোনো ভয় বা লোভের বশবর্তী হয়ে সত্য গোপন করাও হারাম।

জ্ঞাতব্য : সাধারণ ধৈর্য ধারণ করার জন্য কেবল অপ্রয়োজনীয় কামনা বাসনাগুলোই পরিহার করতে হয়। কিন্তু নামাজের ক্ষেত্রে অনেকগুলো কাজ সম্পন্ন করতে হয় এবং বহু বৈধ কামনাও সাময়িকভাবে বর্জন করতে হয়। যেমন– পানাহার, কথাবার্তা, চলাফেরা এবং অন্যান্য মানবীয় প্রয়োজনাদি যেগুলো শরিয়তানুসারে বৈধ ও অনুমোদিত, সেগুলোও নামাজের সময় বর্জন করতে হয়। তাও নির্ধারিত সময়ে দিন রাতে পাঁচবার করতে হয়। এ জন্য কিছু সংখ্যক নির্দিষ্ট কার্যাবলি সম্পন্ন করা এবং নির্ধারিত সময়ে যাবতীয় বৈধ ও অবৈধ বস্তু থেকে ধৈর্য ধারণ করার নাম নামাজ।

মানুষ অপ্রয়োজনীয় কামনাসমূহ বর্জন করতে সংকল্পবদ্ধ হলে কিছু দিন পর তার স্বাভাবিক চাহিদাও লোপ পেয়ে যায়, কোনো প্রতিবন্ধকতা ও জটিলতা থাকে না। কিন্তু নামাজের সময়সূচির অনুসরণ এবং তৎসম্পর্কিত যাবতীয় শর্তাবলি যথাযথভাবে পালন এবং এসব প্রয়োজনীয় আশা-আকাঙ্ক্ষা থেকে বিরত থাকা প্রভৃতি মানব স্বভাবের পক্ষে অত্যন্ত কঠিন ও আয়াসসাধ্য। এজন্য এখানে সন্দেহের উদ্ভব হতে পারে যে, ঈমানকে সহজলব্ধ করার জন্য ধৈর্য ও নামাজরূপ ব্যবস্থাপত্রের যে প্রস্তাব করা হয়েছে, তার অনুশীলন কঠিন ব্যাপার। বিশেষ করে নামাজ সম্পর্কিত শর্তাবলি ও নিয়ামবলি পালন ও অনুসরণ করা নামাজ সংক্রান্ত এসব জটিলতার প্রতিবিধান প্রসঙ্গে ইরশাদ হয়েছে, নিঃসন্দেহে নামাজ কঠিন ও আয়াসসাধ্য কাজ। কিন্তু যাদের অন্তঃকরণে বিনয় বিদ্যমান, তাদের পক্ষে এটা মোটেও কঠিন কাজ নয়। এতে নামাজকে সহজসাধ্য করার ব্যবস্থা প্রদান করা হয়েছে।

নামাজ কঠিন বোধ হওয়ার কারণ সম্পর্কে চিন্তা করলে বুঝা যাবে যে, মানবমন কল্পনারাজ্যে স্বাধীনভাবে বিচরণ করতে অভ্যস্ত। আর মানুষের যাবতীয় অঙ্গ-প্রত্যঙ্গও মনেরই অনুসরণ করে। কাজেই যাবতীয় অঙ্গ প্রত্যঙ্গ মনেরই অনুসরণে মুক্তভাবে বিচরণ করতে প্রয়াসী। নামাজ এরূপ স্বাধীনতার সম্পূর্ণ পরিপন্থি। না বলা, না হাসা, না খাওয়া, না চলা প্রভৃতি নানাবিধ বাধ্যবাধকতার ফলে মন অতিষ্ঠ হয়ে উঠে এবং মনের অনুগত অঙ্গ-প্রত্যঙ্গও এ থেকে কষ্ট বোধ করতে থাকে।

সারকথা : নামাজের মধ্যে ক্লান্তি ও শ্রান্তি বোধের একমাত্র কারণ হচ্ছে মনের বিচ্ছিন্ন চিন্তাধারার অবাধ বিচরণ। এর প্রতিবিধান মনের স্থিরতার দ্বারাই হতে পারে। خُشُوْع বা বিনয়ের অর্থ মূলতঃ سُكُوْن قَلْب বা মনের স্থিরতা। কাজেই বিনয়কে নামাজ সহজসাধ্য হওয়ার কারণরূপে বর্ণনা করা হয়েছে। এখন প্রশ্ন উঠে যে, মনের স্থিরতা অর্থাৎ বিনয় কিভাবে লাভ করা যায়? একথা অভিজ্ঞতার দ্বারা প্রমাণিত যে, যদি কোনো ব্যক্তি তার অন্তরে বিচিত্র চিন্তাধারা ও নানাবিধ কল্পনাকে তার মন থেকে সরাসরি দূরীভূত করতে চায়, তবে এতে সফলতা লাভ করা প্রায় অসম্ভব; বরং এর প্রতিবিধান এই যে, মানবমন যেহেতু একই সময়ে বিভিন্ন দিকে ধাবিত হতে পারে না, সুতরাং যদি তাকে একটি মাত্র চিন্তায় মগ্ন ও নিয়োজিত করে দেওয়া যায়। তবে অন্যান্য চিন্তা ও কল্পনা আপনা থেকেই বেরিয়ে যাবে। এজন্য خُشُوْع বা বিনয়ে বর্ণনার পর এমন এক চিন্তার কথা ব্যক্ত করা হয়েছে, যাতে নিমগ্ন থাকলে অন্যান্য চিন্তা ও কল্পনা প্রদমিত ও বিলুপ্ত হয়ে যাবে এবং এগুলো দমে যাওয়ার ফলে হৃদয়ের অস্থিরতা দূর হয়ে স্থিরতা জন্মাবে। স্থিরতার দরুন নামাজ অনায়াসলব্ধ হবে এবং নামাজের উপর স্থায়িত্ব লাভ হবে। আর নামাজের নিয়মানুবর্তিতা দরুন গর্ব অহঙ্কার ও যশ-খ্যাতির মোহও হ্রাস পাবে। তাছাড়া ঈমানের পথে যেসব বাধা-বিপত্তি রয়েছে, তা দূরীভূত হয়ে পূর্ণ ঈমান লাভ সম্ভব হবে।

https://e-ilm.weebly.com/

https://e-ilm.weebly.com/

আমলহীন উপদেশ প্রদানকারীর নিন্দা : أَتَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبِرِّ وَتَنْسَوْنَ أَنْفُسَكُمْ [তোমরা অন্যকে সৎকাজের নির্দেশ দাও, অথচ নিজেদেরকে ভুলে বস।] এ আয়াতে ইহুদি আলেমদেরকে সম্বোধন করা হয়েছে। এতে তাদেরকে ভর্ৎসনা করা হচ্ছে যে, তারা তো নিজেদের বন্ধু-বান্ধব ও আত্মীয় স্বজনকে মুহাম্মদ ﷺ -এর অনুসরণ করতে এবং ইসলামের উপর স্থির থাকতে নির্দেশ দেয়। [এ থেকে বুঝা যায়, ইহুদি আলেমগণ দীন ইসলামকে নিশ্চিতভাবে সত্য বলে মনে করত। নিজেরা প্রবৃত্তির কামনার দ্বারা এমনভাবে প্রভাবিত ছিল যে, ইসলাম গ্রহণ করতে কখনো প্রস্তুত ছিল না। কিন্তু যারাই অপরকে পুণ্য ও মঙ্গলের প্রেরণা দেয়, অথচ নিজের ক্ষেত্রে তা কার্যে পরিণত করে না, এ শ্রেণির লোকদের সম্পর্কে হাদীসে করুণ পরিণতি ও ভয়ঙ্কর শাস্তির প্রতিশ্রুতি রয়েছে। হযরত আব্বাস (রা.) থেকে বর্ণিত আছে, হুজুর ﷺ ইরশাদ করেন, মি'রাজের রাতে আমি এমন কিছুসংখ্যক লোকের পাশ দিয়ে অতিক্রম করলাম, যাদের জিহ্বা ও ঠোঁট আগুনের কাঁচি দ্বারা কাটা হচ্ছিল। আমি হযরত জিবরাঈল (আ.)-কে জিজ্ঞেস করলাম, এরা কারা? হযরত জিবরাঈল (আ.) বললেন, এরা আপনার উম্মতের পার্থিব স্বার্থপূজারী উপদেশদানকারী– যারা অপরকে তো সৎকাজের নির্দেশ দিত, কিন্তু নিজের খবর রাখত না। –[কুরতুবী]

নবী করীম ﷺ ইরশাদ করেছেন, কপিতপয় জান্নাতবাসী কতক নরকবাসীকে অগ্নিদগ্ধ হতে দেখে জিজ্ঞেস করবেন যে, তোমরা কিভাবে দোজখে প্রবেশ করলে, অথচ আল্লাহর কসম, আমরা তো সেসব সৎকাজের দৌলতেই জান্নাত লাভ করেছি, যা তোমাদেরই কাছে শিখেছিলাম? দোজখবাসীরা বলবে, আমরা মুখে অবশ্য বলতাম কিন্তু নিজে তা কাজে পরিণত করতাম না।

পাপী ওয়ায়েজ উপদেশ প্রদান করতে পারে কিনা? উল্লিখিত বর্ণনা থেকে একথা যেন বুঝা না হয় যে, কোনো আমলহীন বিরুদ্ধাচারীর পক্ষে অপরকে উপদেশ দান করা জায়েজ নয় এবং কোনো ব্যক্তি যদি কোনো পাপে লিপ্ত থাকে, তবে সে অপরকে উক্ত পাপ থেকে বিরত থাকার উপদেশ দিতে পারে না। কারণ সৎকাজের জন্য ভিন্ন নেকী ও সৎকাজের প্রচার-প্রসারের জন্য পৃথক ও স্বতন্ত্র নেকী। আর এটা সুস্পষ্ট যে, এক নেকী পরিহার করলে অপর নেকীও পরিহার করতে হবে এমন কোনো কথা নেই। যেমন, কোনো ব্যক্তি নামাজ না পড়লে অপরকেও নামাজ পড়তে বলতে পারবে না, এমন কথা নয়। অনুরূপভাবে কোনো ব্যক্তি নামাজ না পড়লে রোজাও রাখতে পারবে না, এমন কোনো কথা নেই। তেমনিভাবে কোনো অবৈধ কাজে লিপ্ত হওয়া ভিন্ন পাপ এবং নিজের অধীনস্থ লোকদেরকে ঐ অবৈধ কাজ থেকে বারণ না করা পৃথক পাপ। একটি পাপ করেছে বলে অপর পাপও করতে হবে এমন কোনো বাধ্য বাধকতা নেই।

যদি প্রত্যেক মানুষ নিজে পাপী বলে সৎকাজের নির্দেশ দান ও অসৎ কাজ থেকে বাধাদান করা ছেড়ে দেয় এবং বলে যে, যখন সে নিজে নিষ্পাপ হতে পারবে, তখনই অপরকে উপদেশ দিবে, তাহলে ফল দাঁড়াবে এই যে, কোনো তাবলীগকারই অবশিষ্ট থাকবে না। কেননা এমন কে আছে, যে পরিপূর্ণ নিষ্পাপ? হযরত হাসান (র.) ইরশাদ করেছেন– শয়তান তো তাই চায় যে, মানুষ এ ভ্রান্ত ধারণার বশবর্তী হয়ে তাবলীগের দায়িত্ব পালন না করে বসে থাক।

মূলকথা এই যে, أَتَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبِرِّ وَتَنْسَوْنَ أَنْفُسَكُمْ [তোমরা কি অপরকে সৎকাজের নির্দেশ দাও এবং নিজেদেরকে ভুলে বস?] আয়াতের অর্থ এই যে, উপদেশদানকারী [ওয়ায়েজকে] আমলহীন থাকা উচিত নয়। এখন প্রশ্ন হতে পারে, ওয়ায়েজ কিংবা ওয়ায়েজ নয় এমন কারো পক্ষেই যখন আমলহীন থাকা জায়েজ নয়, তাহলে এখানে বিশেষভাবে ওয়ায়েজের কথা উল্লেখ করার প্রয়োজনীয়তা কি? উত্তর এই যে, বিষয়টি উভয়ের জন্য নাজায়েজ, কিন্তু ওয়ায়েজ বহির্ভূতদের তুলনায় ওয়ায়েজের অপরাধ অধিক মারাত্মক। কেননা ওয়ায়েজ অপরাধকে অপরাধ মনে করে জেনে শুনে করছে। তার পক্ষে এ ওজর গ্রহণযোগ্য নয় যে, এটা যে অপরাধ তা আমার জানা ছিল না। অপরপক্ষে ওয়ায়েজ বহির্ভূত মূর্খদের অবস্থা সম্পূর্ণ বিপরীত। এ ছাড়া ওয়ায়েজ ও আলেম যদি কোনো অপরাধ করে, তবে তা হয় ধর্মের সাথে এক প্রকারের পরিহাস। হযরত আনাস (রা.) থেকে বর্ণিত আছে, রাসূলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেন, কিয়ামতের দিন আল্লাহ পাক অশিক্ষিত লোকদেরকে যত ক্ষমা করবেন, শিক্ষিতদেরকে তত ক্ষমা করবেন না।

দুটি মানসিক ব্যাধি ও তার প্রতিকার : সম্পদ-প্রীতির ও যশ-খ্যাতির মোহ এমন ধরনের দুটি মানসিক ব্যাধি যদ্দরুন ইহলৌকিক ও পারলৌকিক উভয় জীবনই নিষ্প্রভ ও অসার হয়ে পড়ে। গভীরভাবে চিন্তা করলে বুঝা যাবে যে, মানবেতিহাসে এ যাবৎ যতগুলো মানবতা বিধ্বংসী যুদ্ধ সংঘটিত হয়েছে এবং যত বিশৃঙ্খলা ও অশান্তি বিস্তার লাভ করেছে, সেগুলোর উৎপত্তিই হয়েছিল উল্লিখিত এ দুটি ব্যাধি থেকে।

https://e-ilm.weebly.com/

সম্পদ প্রাপ্তির পরিণতি ও ফলাফল :

১. অর্থগৃধ্নুতা ও কৃপণতার অন্যতম জাতীয় ক্ষতির দিক হলো এই যে, তার সম্পদ জাতির কোনো উপকারে আসে না। দ্বিতীয় ক্ষতিটি তার ব্যক্তিগত। এ প্রকৃতির লোককে সমাজে কখনো সু-নজরে দেখা হয় না।

২. **স্বার্থপরতা ও আত্মকেন্দ্রিকতা :** তার সম্পদলিপ্সা পূরণার্থে জিনিসে ভেজাল মেশানো, মাপে কম দেওয়া , মজুদদারী, মুনাফাখোরী, প্রবঞ্চনা-প্রতারাণা প্রভৃতি ঘৃণ্য পন্থা অবলম্বন তার মজ্জাগত হয়ে যায়। স্বার্থ চরিতার্থ করতে গিয়ে সে অপরের রক্ত নিংড়ে নিতে চায়। পরিশেষে পুঁজিপতি ও মজুরদের পারস্পরিক বিবাদের উপৎপত্তি হয়।

৩. এমন লোক যত সম্পদই লাভ করুক, কিন্তু আরো অধিক উপার্জনের চিন্তা তাকে এমনভাবে পেয়ে বসে যে, অবকাশ ও অবসর বিনোদনের সময়েও তার একই ভাবনা থাকে যে, কিভাবে তার পুঁজি আরো বৃদ্ধি পেতে পারে। ফলে যে সম্পদ তার সুখ-সাচ্ছন্দ্যের মাধ্যমে পরিণত হতে পারত, তা পরিণামে তার জীবনের জন্য কাল হয়ে দাঁড়ায়।

৪. সত্য কথা যত উজ্জ্বল হয়েই সামনে উদ্ভাসিত হোক না কেন, তার এমন কোনো কথা মেনে নেওয়ার সৎসাহস থাকে না, যাকে সে তার উদ্দেশ্য সাধন ও সম্পদলাভের পথে প্রতিবন্ধক বলে মনে করে। এসব বিঘ্ন পরিশেষে গোটা সমাজের শান্তি ও স্বস্তি বিঘ্নিত করে।

গভীরভাবে চিন্তা করলে যশ–খ্যাতির মোহের অবস্থাও প্রায় একই রকম বলে পরিলক্ষিত হবে। এর ফলশ্রুতিস্বরূপ অহঙ্কার, স্বার্থান্বেষা, অধিকার হরণ, ক্ষমতা লিপ্সা এবং পরিণতিতে রক্তক্ষয়ী যুদ্ধ ও অনুরূপ আরো অগণিত অমানবিক সমাজবিরোধী ও নৈতিকতা বিবর্জিত দাঙ্গা-হাঙ্গামার উপৎপত্তি ঘটে, যা পরিণামে গোটা বিশ্বকে নরকে পরিণত করে দেয়। এই উভয় ব্যাধির প্রতিকার কুরআন পাক এভাবে উপস্থাপন করেছে– বলা হয়েছে– وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلٰوةِ [তোমরা ধৈর্য ও নামাজের মাধ্যমে সাহায্য প্রার্থনা কর] অর্থাৎ, ধৈর্য ধারণ করে ভোগ-বিলাস ও প্রবৃত্তির কামনা-বাসনাকে বশীভূত করে ফেল। তাতে সম্পদপ্রীতি হ্রাস পাবে। কেননা সম্পদ বিভিন্ন আস্বাদ ও কামনা-বাসনা চরিতার্থ করার মাধ্যম বলেই ধন-প্রেমের উদ্ভব হয়। যখন এসব আস্বাদ ও কামনা বাসনার অন্ধ অনুসরণ পরিহার করতে দৃঢ় সংকল্প হবে, তখন প্রাথমিক অবস্থায় খানিকটা কষ্ট বোধ হলেও ধীরে ধীরে এসব কামনা যথোচিত ও ন্যায়সঙ্গত পর্যায়ে নেমে আসবে এবং ন্যায় ও মধ্যমপন্থা তোমাদের স্বভাব ও অভ্যাসে পরিণত হবে। তখন আর সম্পদের প্রাচুর্যের কোনো আবশ্যকতা থাকবে না। সম্পদের প্রাচুর্যের কোনো আবশ্যকতা থাকবে না। সম্পদের মোহও এতে প্রবল হবে না যে, নিজস্ব লাভ-ক্ষতির বিবেচনা ও নেশা তোমাকে অন্ধ করে দিবে।

আর নামাজ দ্বারা যশ–খ্যাতির আকর্ষণও দমে যাবে। কেননা নামাজের মধ্যে আভ্যন্তরীণ ও বাহ্যিক সব ধরনের বিনয় ও নম্রতাই বিদ্যমান। তখন সর্বক্ষণ আল্লাহ পাকের সামনে নিজের অক্ষমতা ও ক্ষুদ্রতার ধারণা বিরাজ করতে থাকবে। ফলে অহঙ্কার, আত্মম্ভরিতা ও মান মর্যাদার মোহ হ্রাস পাবে।

বিনয়ের নিগূঢ় তত্ত্ব : اِلَّا عَلَى الْخٰشِعِيْنَ : [কিন্তু বিনয়ীদের পক্ষে মোটেও কঠিন নয়] কুরআন ও সুন্নাহয় যেখানে خُشُوْع বা বিনয়ের প্রতি উৎসাহ প্রদানের বর্ণনা রয়েছে, সেখানে এর অর্থ অক্ষমতা ও অপরাগতাজনিত সেই মানসিক অবস্থাকেই বুঝানো হয়েছে, যা আল্লাহ পাকের মহত্ত্ব ও শ্রেষ্ঠত্ব এবং তাঁর সামনে নিজের ক্ষুদ্রতা ও দীনতার অনুভূতি থেকে সৃষ্টি হয়। এর ফলে ইবাদত উপাসনা সহজতর হয়ে যায়। কখনো এর লক্ষণাদি দেহেও প্রকাশ পেতে থাকে। তখন সে শিষ্টাচারসম্পন্ন বিনম্র ও কোমলমন বলে পরিদৃষ্ট হয়। যদি হৃদয়ে খোদাভীতি ও নম্রতা না থাকে, মানুষ বাহ্যিকভাবে যতই শিষ্টাচারের অধিকারী ও বিনম্র হোক না কেন, প্রকৃত প্রস্তাবে সে বিনয়ের অধিকারী হয় না। বিনয়ের লক্ষণাদি ইচ্ছাকৃতভাবে প্রকাশ করাও বাঞ্ছনীয় নয়।

হযরত ওমর (রা.) একবার এক যুবককে নতশিরে বসে থাকতে দেখে বললেন, 'মাথা উঠাও, বিনয় হৃদয়ে অবস্থান করে।'

হযরত ইবরাহীম নাখায়ী (র.) বলেন, মোটা কাপড় পরা, মোটা খাওয়া নত করে থাকার নামই বিনয় নয়।

خُشُوْع বা বিনয় অর্থ حَقّ বা অধিকারের ক্ষেত্রে ইতর–ভদ্র নির্বিশেষে সবার সঙ্গে একই রকম ব্যবহার করা এবং আল্লাহ পাক তোমার উপর যা ফরজ করে দিয়েছেন তা পালন করতে গিয়ে হৃদয়কে শুধু তার জন্য নির্দিষ্ট ও কেন্দ্রিভূত করে নেওয়া।

সারকথা ইচ্ছাকৃতভাবে কৃত্রিম উপায়ে বিনয়ীদের রূপ ধারণ করা শয়তান ও প্রবৃত্তির প্রতারণা মাত্র। আর তা অত্যন্ত নিন্দনীয় কাজ। অবশ্য যদি অনিচ্ছাকৃতভাবে এ অবস্থার সৃষ্টি হয়, তবে তা ক্ষমার্হ।

https://e-ilm.weebly.com/

জ্ঞাতব্য : خُشُوْع-এর সাথে সাথে অপর একটি শব্দ خُضُوْع ও ব্যবহৃত হয়। কুরআনে কারীমের বিভিন্ন জায়গায় তা রয়েছে। এ শব্দ দুটি প্রায় সমার্থক। কিন্তু خُشُوْع শব্দ মূলত কণ্ঠ ও দৃষ্টির নিম্নমুখিতা ও বিনয় প্রকাশার্থে ব্যবহৃত হয়- যখন তা কৃত্রিম হবে না: বরং অন্তরের ভীতি ও নম্রতার ফলশ্রুতিস্বরূপ হবে। কুরআন কারীমে আছে- وَخَشَعَتِ الْأَصْوَاتُ [শব্দ নীচু হয়ে গেল] এবং خُضُوْع শব্দে দৈহিক ও বাহ্যিক বিনয় ও ক্ষুদ্রতাকে বুঝায়। কুরআন কারীমে আছে فَظَلَّتْ أَعْنَاقُهُمْ لَهَا خٰضِعِيْنَ [অতঃপর তাদের কাঁধ তার সামনে ঝুঁকিয়ে দিল।]

নামাজে বিনয়ের ফিকহগত মর্যাদা : নামাজে خُشُوْع বিনয়ের তাকিদ বার বার এসেছে। ইরশাদ হয়েছে وَأَقِمِ الصَّلٰوةَ لِذِكْرِىْ [আমার স্মরণে নামাজ প্রতিষ্ঠা কর]। এবং একথা স্পষ্ট যে, غَفْلَتْ অমনোযোগিতা স্মরণের পরিপন্থি। যে ব্যক্তি আল্লাহ থেকে غَافِلْ [অমনোযোগী] সে আল্লাহকে স্মরণ করার দায়িত্ব পালন করতে সক্ষম নয়। এক আয়াতে ইরশাদ হয়েছে, وَلَا تَكُنْ مِّنَ الْغٰفِلِيْنَ [এবং অমনোযোগীদের অন্তর্ভুক্ত হয়ো না।] রাসূলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন- নামাজ বিনয় ও ক্ষুদ্রতা প্রকাশ ছাড়া কিছুই নয়। অন্য কথায়, অন্তরে বিনয় ও ক্ষুদ্রতাবোধ না থাকলে তা নামাজই নয়। অপর এক হাদীসে আছে যার নামাজ তাকে অশ্লীলতা ও গর্হিত কাজ থেকে বিরত না রাখে, সে আল্লাহর রহমত থেকে দূরে সরে যেতে থাকে। আর গাফেল বা অমনোযোগীর নামাজ তাকে অশ্লীলতা ও গর্হিত কাজ থেকে বিরত রাখতে পারে না। এ থেকে বুঝা গেল, যে লোক অন্যমনস্ক হয়ে নামাজ পড়ে, সে আল্লাহর রহমত থেকে দূরে সরে যেতে থাকে। ইমাম গাযালী (র.) উল্লিখিত আয়াত ও রেওয়ায়েতসমূহ এবং অন্যান্য প্রমাণাদির উদ্ধৃতি দিয়ে ইরশাদ করেছেন, এগুলোর দ্বারা বুঝা যায়, خُشُوْع বা বিনয় নামাজের শর্ত এবং নামাজের বিশুদ্ধতা এরই উপর নির্ভরশীল। হযরত মু'আয ইবনে জাবাল (রা.) সুফিয়ান ছাওরী ও হাসান বসরী (রা.) প্রমূখের অভিমত এই যে, খুশু বা বিনয় ব্যতীত নামাজ আদায় হয় না: বরং তা ভঙ্গ হয়ে যায়।

কিন্তু ইমাম চতুষ্টয় এবং অধিকাংশ ফকীহগণের মতে 'খুশু' নামাজের শর্ত না হলেও তাঁরা একে নামাজের রূহ বা আত্মা বলে মন্তব্য করে এ শর্ত আরোপ করেন যে, তাকবীরে তাহরীমরার সময় বিনয়সহ মনের একাগ্রতা বজায় রেখে আল্লাহর উদ্দেশ্যে নামাজের নিয়ত করতে হবে। পরে যদি খুশু বিদ্যমান না থাকে তবে যদিও সে নামাজের অতটুকু অংশের ছওয়াব লাভ করবে না যে অংশে খুশু উপস্থিত ছিল না। তবে ফিকহ অনুযায়ী তাকে নামাজ পরিত্যাগকারীও বলা চলবে না এবং নামাজ পরিত্যাগকারীর উপর যে শাস্তি প্রযোজ্য, তার জন্য সে শাস্তিবিধানও করা যাবে না।

খুশুহীন নামাজও সম্পূর্ণ নিরর্থক নয় : সবশেষে 'খুশু' র এ অসাধারণ গুরুত্ব সত্ত্বেও মহান পরওয়ারদেগারের দরবারে আমাদের এই কামনা যে অন্যমনস্ক ও গাফেল নামাজিও সম্পূর্ণভাবে নামাজ পরিত্যাগকারীর পর্যায়ভুক্ত না হয়। কেননা যে অবস্থায়ই হোক সে অন্ততঃ ফরজ আদায়ের পদক্ষেপ নিয়েছে এবং সামান্য সময়ের জন্য হলেও অন্তরকে যাবতীয় আকর্ষণ থেকে মুক্ত করে আল্লাহর প্রতি নিয়োজিত করেছে। কমপক্ষে নিয়তের সময় শুধু সে আল্লাহ পাকের ধ্যানে নিমগ্ন ছিল। এ ধরনের নামাজে অন্ততঃ এতটুকু উপকার অবশ্যই হবে যে, তাদের নাম অবাধ্য ও বেনামাজিদের তালিকা-বহির্ভূত থাকবে।

জ্ঞাতব্য : আলোচ্য আয়াতে যে দিনের কথা বলা হয়েছে, সেটি হলো কিয়ামতের দিন। দাবি আদায় করে দেওয়ার অর্থ- যেমন, কেউ নামাজ-রোজা সংক্রান্ত হিসাবের সম্মুখীন হলে, তখন অপর কেউ যদি বলে যে, আমার নামাজ-রোজার বিনিময়ে তাকে হিসাবমুক্ত করে দেওয়া হোক, তবে তা গৃহীত হবে না। বিনিময় অর্থ, টাকা-পয়সা বা ধন-সম্পদের বিনিময়ে দায়মুক্ত করে দেওয়া। এ দুটির কোনোটিই গ্রহণ করা হবে না। ঈমান ব্যতীত সুপরিশ গৃহীত না হওয়ার কথা কুরআনের অন্যান্য আয়াত দ্বারাও বুঝা যায় প্রকৃত প্রস্তাবে এদের পক্ষে কোনো সুপারিশই হবে না। ফলে তা গ্রহণ করার কোনো প্রশ্নই উঠবে না।

মোটকথা, দুনিয়াতে সাহায্য করার যত পদ্ধতি আছে ঈমান ব্যতীত সেগুলোর কোনোটিই আখেরাতে কার্যকর হবে না।

https://e-ilm.weebly.com/

শব্দ বিশ্লেষণ

جَمِيْعًا : অর্থ– সকলে, সবাই। جَمْعٌ হতে مَجْمُوْعٌ অর্থে। جَمِيْعٌ এবং جَمِيْعًا উভয়ভাবে পবিত্র কুরআনের বহু জায়গায় ব্যবহার হয়েছে।

هُدًى : মাসদার। এখানে اسم فاعل তথা هَادٍ এর অর্থে এসেছে। হেদায়েতকারী, পথ প্রদর্শনকারী। বাব ضَرَبَ অর্থ– পথ প্রদর্শন করা।

يَحْزَنُوْنَ : সীগাহ جمع مذكر غائب বহছ اثبات فعل مضارع معروف বাব سَمِعَ মাসদার اَلْحُزْنُ মূলবর্ণ (ح ـ ز ـ ن) জিনস صحيح অর্থ– না তারা চিন্তিত হবে, না তাদের কোনো ভয় থাকবে।

كَذَّبُوْا : সীগাহ جمع مذكر غائب বহছ اثبات فعل ماضى معروف বাব تَفْعِيْل মাসদার اَلتَّكْذِيْبُ মূলবর্ণ (ك ـ ذ ـ ب) জিনস صحيح অর্থ– তারা অস্বীকার করল, মিথ্যারোপ করল।

اَصْحٰبُ : শব্দটি বহুবচন, একবচন صَاحِبٌ ; কখনো কখনো মালিককে صَاحِبٌ বলা হয়।

النَّارِ : শব্দটি একবচন, বহুবচন نِيْرَانٌ অর্থ– আগুন।

خٰلِدُوْنَ : সীগাহ جمع مذكر বহছ اسم فاعل বাব نَصَرَ মাসদার اَلْخُلُوْدُ মূলবর্ণ (خ ـ ل ـ د) জিনস صحيح অর্থ– চিরস্থায়ীগণ, যারা সর্বদা বর্তমান।

وَاَوْفُوْا : সীগাহ جمع مذكر غائب বহছ امر حاضر معروف বাব اِفْعَالٌ মূলবর্ণ (و ـ ف ـ ى) মাসদার اَلْاِيْفَاءُ জিনস لفيف مفروق অর্থ– তোমরা পুরা কর।

عَهْدِ : শব্দটি একবচন, বহুবচন عُهُوْدٌ অর্থ– দৃঢ় অঙ্গীকার। দৃঢ় প্রতিজ্ঞা।

ارْهَبُوْنِ : সীগাহ جمع مذكر غائب বহছ امر حاضر معروف বাব فَتَحَ মাসদার اَلرَّهْبُ মূলবর্ণ (ر ـ ه ـ ب) জিনস صحيح অর্থ– তোমরা ভয় কর।

اٰمِنُوْا : সীগাহ جمع مذكر غائب বহছ امر حاضر معروف বাব اِفْعَالٌ মূলবর্ণ (ا ـ م ـ ن) মাসদার اَلْاِيْمَانُ জিনস مهموز فاء অর্থ– তোমরা ঈমান আন

اَنْزَلْتُ : সীগাহ واحد متكلم বহছ اثبات فعل ماضى معروف বাব اِفْعَالٌ মূলবর্ণ (ن ـ ز ـ ل) মাসদার اَلْاِنْزَالُ জিনস صحيح অর্থ– আমি নাজিল করেছি।

مُصَدِّقًا : সীগাহ واحد مذكر বহছ اسم فاعل বাব تَفْعِيْل মাসদার اَلتَّصْدِيْقُ মূলবর্ণ (ص ـ د ـ ق) জিনস صحيح অর্থ– যে সত্য বলে, স্বীকৃতিদানকারী।

لَاتَشْتَرُوْا : সীগাহ جمع مذكر حاضر বহছ نهى حاضر معروف বাব اِفْتِعَالٌ মূলবর্ণ (ش ـ ر ـ ى) মাসদার اَلْاِشْتِرَاءُ জিনস ناقص يائى অর্থ তোমরা ক্রয় করো না।

اٰيٰتِ : শব্দটি বহুবচন, একবচন اٰيَةٌ অর্থ– আয়াত, নিদর্শন, নিশান, আহকাম।

اِتَّقُوْا : সীগাহ جمع مذكر غائب বহছ امر حاضر معروف বাব اِفْتِعَالٌ মাসদার اَلْاِتِّقَاءُ মূলবর্ণ– (و ـ ق ـ ى) জিনস لَفِيْف مَفْرُوْق অর্থ– তোমরা ভয় কর।

https://e-ilm.weebly.com/

اَقِيْمُوْا : সীগাহ جمع مذكر غائب বহছ امر حاضر معروف বাব اِفْعَالٌ মূলবর্ণ (ق ـ و ـ م) মাসদার اَلْاِقَامَةُ জিনস اجوف واوى অর্থ– তোমরা কায়েম কর।

اٰتُوْا : সীগাহ جمع مذكر حاضر বহছ امر حاضر معروف বাব اِفْعَالٌ মূলবর্ণ (ا ـ ت ـ ى) মাসদার اَلْاِيْتَاءُ জিনস ناقص يائى ও مهموز فاء অর্থ– তোমরা আদায় কর, দাও।

اِرْكَعُوْا : সীগাহ جمع مذكر حاضر বহছ امر حاضر معروف বাব فَتَحَ মূলবর্ণ– (ر ـ ك ـ ع) মাসদার اَلرُّكُوْعُ জিনস صحيح অর্থ– তোমরা রুকূ কর, ঝুঁকে পড়, মাথা নত কর।

رٰكِعِيْنَ : সীগাহ جمع مذكر বহছ اسم فاعل বাব فَتَحَ মাসদার اَلرُّكُوْعُ মূলবর্ণ (ر ـ ك ـ ع) জিনস صحيح অর্থ– রুকূকারীগণ, কাকুতি-মিনতি কারীগণ।

اِسْتَعِيْنُوْا : সীগাহ جمع مذكر حاضر বহছ فعل امر حاضر معروف বাব اِسْتِفْعَالٌ মাসদার اَلْاِسْتِعَانَةُ মূলবর্ণ (ع ـ و ـ ن) জিনস اجوف واوى অর্থ– তোমরা সাহায্য কামনা কর।

لَكَبِيْرَةٌ : كَبِيْرَةٌ শব্দটি একবচন, বহুবচন اكبر। অর্থ– বড়, মহান।

يَظُنُّوْنَ : সীগাহ جمع مذكر غائب বহছ اثبات فعل مضارع معروف বাব نَصَرَ মাসদার اَلظَّنُّ মূলবর্ণ (ظ ـ ن ـ ن) জিনস مضاعف ثلاثى অর্থ– তারা বিশ্বাস রাখে।

مُلٰقُوْا : সীগাহ جمع مذكر বহছ اسم فاعل বাব مفاعلة মাসদার اَلْمُلَاقَاةُ মূলবর্ণ (ل ـ ق ـ ى) জিনস ناقص يائى অর্থ– সাক্ষাতকারীগণ

لَاتَجْزِىْ : সীগাহ واحد مؤنث غائب বহছ نفى فعل مضارع معروف বাব ضَرَبَ মাসদার اَلْجَزَاءُ মূলবর্ণ (ج ـ ز ـ ى) জিনস ناقص يائى অর্থ– সে পরিশোধ করতে পারবে না।

বাক্য বিশ্লেষণ

قوله وَاَوْفُوْا بِعَهْدِىْٓ اُوْفِ بِعَهْدِكُمْ : এখানে اَوْفُوْا ফে'ল فاعل আর بِعَهْدِىْ হলো متعلق অতঃপর ফে'ল فاعل ও متعلق মিলে شرط আর اُوْفِ بِعَهْدِكُمْ হলো جواب شرط অতঃপর উভয় মিলে جملة شرطية হয়েছে।

قوله وَاَقِيْمُوا الصَّلٰوةَ وَاٰتُوا الزَّكٰوةَ : এখানে اَقِيْمُوْا ফে'ল ফা'য়েল আর الصَّلٰوةَ হলো مفعول অতঃপর ফে'ল فاعل ও مفعول মিলে جُمْلَةً فِعْلِيَّةً হয়ে معطوف عليه , واو হলো حرف عطف আর وَاٰتُوْا جُمْلَةً عَاطِفَةً হলো معطوف তৎপর معطوف عليه আর معطوف মিলে الزَّكٰوةَ

قوله وَاَنْتُمْ تَتْلُوْنَ الْكِتٰبَ : এখানে واو حاليه, اَنْتُمْ হলো مُبْتَدَأٌ, تَتْلُوْنَ হলো ফে'ল ও ফা'য়েল, আর اَلْكِتَابَ হলো مفعول به অতঃপর ফে'ল-ফা'য়েল ও মাফউল মিলে جملة فعلية হয়ে خبر হলো اَنْتُمْ -এর। অতঃপর مبتدأ ও خبر মিলে جُمْلَةً اِسْمِيَّةً خَبَرِيَّةً হয়ে مَحَلًّا مَنْصُوْبٌ হয়েছে।

قوله وَاَنَّهُمْ اِلَيْهِ رٰجِعُوْنَ : এখানে اَنَّ হলো حرف مشبهة بالفعل, هُمْ যমীর اسم ان, আর اِلَيْهِ হলো متعلق মুকাদ্দাম, رَاجِعُوْنَ পরবর্তী শিবহে ফে'লের। অতঃপর رَاجِعُوْنَ স্বীয় متعلق مقدم এর সাথে মিলে خَبَرُ اَنَّ অতঃপর ان স্বীয় اسم ও خَبَرٌ মিলে جُمْلَةً اِسْمِيَّةً خَبَرِيَّةً হয়েছে।

https://e-ilm.weebly.com/

https://e-ilm.weebly.com/

وَاِذْ قَالَ مُوْسٰى لِقَوْمِهٖ يٰقَوْمِ اِنَّكُمْ ظَلَمْتُمْ اَنْفُسَكُمْ بِاتِّخَاذِكُمُ الْعِجْلَ فَتُوْبُوْٓا اِلٰى بَارِئِكُمْ فَاقْتُلُوْٓا اَنْفُسَكُمْ ؕ ذٰلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ عِنْدَ بَارِئِكُمْ ؕ فَتَابَ عَلَيْكُمْ ؕ اِنَّهٗ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيْمُ (٥٤)

অনুবাদ : (৫৪) আর যখন মূসা বলল, নিজ কওমকে, হে আমার কওম! নিশ্চয় তোমরা নিজেদের ভয়ানক ক্ষতি করলে এই বাছুর [পূজা] সাব্যস্ত করণ দ্বারা, সুতরাং এখন তোমরা তওবা কর নিজেদের স্রষ্টার সমীপে, তৎপর তোমরা হত্যা কর একে অন্যকে; এটা তোমাদের জন্য হিতকর হবে তোমাদের স্রষ্টার সমীপে; অতঃপর আল্লাহ তোমাদের তওবা কুবল করলেন; নিশ্চয় তিনি এরূপই যে, তওবা কবুল করে থাকেন এবং করুণা বর্ষণ করেন।

وَاِذْ قُلْتُمْ يٰمُوْسٰى لَنْ نُّؤْمِنَ لَكَ حَتّٰى نَرَى اللّٰهَ جَهْرَةً فَاَخَذَتْكُمُ الصّٰعِقَةُ وَاَنْتُمْ تَنْظُرُوْنَ (٥٥)

(৫৫) আর যখন তোমরা বললে, হে মূসা! আমরা কখনো ঈমান আনব না তোমার কথায়, যাবৎ না আল্লাহকে দেখতে পাই প্রকাশ্যে, অতঃপর তোমাদের উপর বাজ পড়ল এবং তোমরা দেখছিলে।

ثُمَّ بَعَثْنٰكُمْ مِّنْ بَعْدِ مَوْتِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُوْنَ (٥٦)

(৫৬) অনন্তর তোমাদের জীবিত করলাম তোমাদের মৃত্যুর পর, যাতে তোমরা শোকর করবে।

وَظَلَّلْنَا عَلَيْكُمُ الْغَمَامَ وَاَنْزَلْنَا عَلَيْكُمُ الْمَنَّ وَالسَّلْوٰى ؕ كُلُوْا مِنْ طَيِّبٰتِ مَا رَزَقْنٰكُمْ ؕ وَمَا ظَلَمُوْنَا وَلٰكِنْ كَانُوْٓا اَنْفُسَهُمْ يَظْلِمُوْنَ (٥٧)

(৫৭) আর ছায়া স্বরূপ করলাম তোমাদের উপর মেঘকে এবং পাঠালাম তোমাদের নিকট মান্না ও সালওয়া; তোমরা খাও, তার উৎকৃষ্ট বস্তুসমূহ হতে যা কিছু আমি তোমাদেরকে দান করেছি; আর তারা আমার কোনো অনিষ্ট করেনি পরন্তু নিজেদেরই অনিষ্ট করছিল।

শাব্দিক অনুবাদ

৫৪. وَاِذْ قَالَ مُوْسٰى আর যখন মূসা বলল لِقَوْمِهٖ নিজ কওমকে يٰقَوْمِ হে আমার কওম! اِنَّكُمْ ظَلَمْتُمْ নিশ্চয় তোমরা ভয়ানক ক্ষতি করলে اَنْفُسَكُمْ নিজেদের بِاتِّخَاذِكُمُ الْعِجْلَ এই বাছুর [পূজা] সাব্যস্ত করণ দ্বারা فَتُوْبُوْٓا সুতরাং এখন তোমরা তওবা কর اِلٰى بَارِئِكُمْ নিজেদের স্রষ্টার সমীপে فَاقْتُلُوْٓا اَنْفُسَكُمْ তৎপর তোমরা হত্যা কর একে অন্যকে ذٰلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ এটা তোমাদের জন্য হিতকর হবে عِنْدَ بَارِئِكُمْ তোমাদের স্রষ্টার সমীপে فَتَابَ عَلَيْكُمْ অতঃপর আল্লাহ তোমাদের তওবা কুবল করলেন اِنَّهٗ নিশ্চয় هُوَ التَّوَّابُ তিনি এরূপই যে, তওবা কবুল করে থাকেন الرَّحِيْمُ এবং করুণা বর্ষণ করেন।

৫৫. وَاِذْ قُلْتُمْ আর যখন তোমরা বললে, يٰمُوْسٰى হে মূসা! لَنْ نُّؤْمِنَ لَكَ আমরা কখনো ঈমান আনব না তোমার কথায় حَتّٰى نَرَى اللّٰهَ যাবৎ না আল্লাহকে দেখতে পাই جَهْرَةً প্রকাশ্যে فَاَخَذَتْكُمُ الصّٰعِقَةُ অতঃপর তোমাদের উপর বাজ পড়ল وَاَنْتُمْ تَنْظُرُوْنَ এবং তোমরা দেখছিলে।

৫৬. ثُمَّ بَعَثْنٰكُمْ অনন্তর তোমাদের জীবিত করলাম مِّنْ بَعْدِ مَوْتِكُمْ তোমাদের মৃত্যুর পর لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُوْنَ আশা ছিল যে, তোমরা শোকর করবে।

৫৭. وَظَلَّلْنَا আর ছায়া স্বরূপ করলাম عَلَيْكُمُ তোমাদের উপর الْغَمَامَ মেঘকে وَاَنْزَلْنَا عَلَيْكُمُ এবং পাঠালাম তোমাদের নিকট الْمَنَّ وَالسَّلْوٰى মান্না ও সালওয়া كُلُوْا তোমরা খাও مِنْ طَيِّبٰتِ তার উৎকৃষ্ট বস্তুসমূহ হতে مَا رَزَقْنٰكُمْ যা কিছু আমি তোমাদেরকে দান করেছি; وَمَا ظَلَمُوْنَا আর তারা আমার কোনো অনিষ্ট করেনি وَلٰكِنْ كَانُوْٓا اَنْفُسَهُمْ يَظْلِمُوْنَ পরন্তু নিজেদেরই অনিষ্ট করছিল।

https://e-ilm.weebly.com/

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

آلِ فِرْعَوْنَ -এর পরিচয় : আমালেকা বংশোদ্ভূত এককালীন মিসরীয় নৃপতিদের فِرْعَوْنَ উপাধি ছিল। যেমন রোমের বাদশার উপাধি কায়সার, পারস্যের বাদশার উপাধি কিসরা, ইয়েমেনের বাদশাহের উপাধি তুব্বা এবং হাবশার বাদশাহের উপাধি ছিল নাজ্জাশী। দ্বিতীয় রেমিসিস ছিল হযরত মূসা (আ.)-এর সমসাময়িক ফেরাউন। আরবীয়দের কাছে সে ওয়ালীদ ইবনে মাস'য়াব ইবনে রাইয়ান নামে পরিচিত ছিল। কেউ কেউ বলেন, সাম'য়াব ইবনে রাইয়ান। এখানে فِرْعَوْنَ দ্বারা হযরত মূসা (আ.)-এর সময়কালীন ফেরাউনসহ তার প্রজাপুঞ্জকে বুঝানো হয়েছে। এখানে آلَ فِرْعَوْنَ উক্তিতে فِرْعَوْنَ অগ্রাধিকার ভিত্তিতে অন্তর্ভুক্ত। –[ইবনে কাছীর]

কেউ কেউ বলেন, آلَ فِرْعَوْنَ -এর অর্থ شَخْصِيَّة তথা ফিরাউনের নিজ ব্যক্তিত্ব। এ ক্ষেত্রে তার কথা উল্লেখের স্থলে তার অনুসারীদের উল্লেখ করণকে যথেষ্ট মনে করা হয়েছে। –[বায়যাবী]

قوله يُذَبِّحُوْنَ اَبْنَآءَكُمْ وَيَسْتَحْيُوْنَ نِسَآءَكُمْ আয়াতের সংশ্লিষ্ট ঘটনা : হযরত মূসা (আ.)-এর জন্মের পূর্বে ইসরাঈল বংশের চরম অবনতি ঘটেছিল। ফেরাউন গোষ্ঠী তাদেরকে দাসরূপে পরিণত করেছিল। তদুপরি একদা ফেরাউন স্বপ্নে দেখে যে, বায়তুল মাকদিসের দিক হতে অগ্নি প্রজ্বলিত হয়ে মিশরের প্রত্যেক কিবতীদের ঘরে প্রবেশ করছে কিন্তু ইসরাঈল বংশের কারো ঘরে তা প্রবেশ করছে না। তার স্বপ্নটির এরূপ তাবীর করা হয়েছিল যে, ইসরাঈল বংশে একে মহান ব্যক্তি জন্মগ্রহণ করবেন যাঁর হাতে তার প্রভুত্ব ও অহংকারের অবসান ঘটবে। তিনি তার 'খোদা' দাবির উপযুক্ত শাস্তি দিবেন। তাই অভিশপ্ত ফেরাউন অধ্যাদেশ জারি করে যে, বনী ইসরাঈলের মধ্যে যেসব মহিলা গর্ভবতী হবে তাদের সরকারিভাবে দেখাশোনা করা হবে। যদি পুত্র সন্তান জন্মগ্রহণ করে তবে তৎক্ষণাৎ তাকে হত্যা করতে হবে। আর কন্যা সন্তান জন্মিলে তাকে জীবিত রাখতে হবে। তার আদেশ অনুসারে বনী ইসরাঈলের ১২০০ শিশুকে হত্যা করা হয়েছিল। ফেরাউনের এটাও আদেশ ছিল যে, বনী ইসরাঈলকে বিনা পারিশ্রমিকে কঠিন কাজে নিযুক্ত করতে হবে; দুঃসাধ্য কাজ তাদের উপর চাপিয়ে দিতে হবে।

আল্লামা সুয়ূতীসহ আরো অনেকের মতে এমন মহান ব্যক্তিত্বের জন্মের সংবাদ ফেরাউনকে কতক জ্যোতিষী দিয়েছিল।

হযরত মূসা (আ.)-এর জন্ম : বনী ইসরাঈলদের ভীষণ দুর্দিনে হযরত মূসা (আ.) জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পিতার নাম ইমরান ইবনে মা'ছান অথবা ইমরান ইবনে কামাত। মাতার নাম ইউকাবাদ। তাঁর বংশ পরম্পরা ৫ম পুরুষে গিয়ে হযরত ইয়াকূব (আ.) -এর সাথে মিলিত হয়। তাঁর জন্মের পর তিন মাস পর্যন্ত তিনি আপন মাতা কর্তৃক গোপনে লালিত পালিত হন। অতঃপর ইলহামের মাধ্যমে তাঁকে একটি বাক্সে পুরে নদীতে ভাসিয়ে দেন। মহান আল্লাহর অপার মহিমায় বাক্সটি স্রোতের তালে তাল মিলিয়ে ফেরাউনের প্রসাদ সম্মুখস্থ নদীর ঘাটে গিয়ে উপনীত হয়। ফেরাউনের স্ত্রী মহিয়সী আছিয়া বা তার পরিবারস্থ কেউ হযরত মূসা (আ.)-কে বাক্স থেকে উদ্ধার করে সযত্নে প্রতিপালন করেন। ঘটনাক্রমে হযরত মূসার মাতাই তাঁর ধাত্রী নিযুক্ত হন। ফেরাউনের প্রাসাদেই হযরত মূসা (আ.) প্রতিপালিত ও বয়োঃপ্রাপ্ত হওয়ার পর তাঁর অন্তরে স্বজাতি প্রীতি উদ্দীপ্ত হয়ে উঠে। একদা মূসা জনৈক কিবতীকে কোনো এক ইসরাঈলীর প্রতি অত্যাচার করতে দেখে উত্তেজিত হয়ে কিবতীকে চপেটাঘাত করেন, এতে হতভাগ্য কিবতী মৃত্যুবরণ করে। আরেক দিন অনুরূপ ঘটনার পুনরাবৃত্তি ঘটলে হযরত মূসা ইসরাঈলী ব্যক্তিটিকে প্রথমে ভর্ৎসনা করে অতঃপর কিবতীর প্রতি হাত বাড়াতেই ইরাঈলী ব্যক্তিটি মনে করল যে, মূসা হয়তো বিরক্ত হয়ে আজ আমাকেই হত্যা করবে। তাই সে ভয়ে চিৎকার দিয়ে বলতে থাকে যে, তুমি আমায় হত্যা করো না, যেমনটি কাল এক কিবতীকে হত্যা করেছিলে। ফেরাউনের দরবারের এক শুভাকাঙ্ক্ষী পদস্থ ব্যক্তির মাধ্যমে মূসা (আ.) তাঁর প্রাণ দণ্ডের আদেশ শুনে লোকটির পরামর্শ মোতাবেক মিসর ত্যাগ করে মাদইয়ান শহরে হিজরত করেন। তথায় হযরত শুয়াইব (আ.)-এর কন্যা হযরত সফুরাকে বিবাহ করে দশ বছর সেখানে অবস্থান করেন। –[কাসাসুল কুরআন]

https://e-ilm.weebly.com/

হযরত মূসা (আ.)-এর নবুয়ত প্রাপ্তি ও পরবর্তী ঘটনা

হযরত মূসা (আ.) মাদইয়ান থেকে মিসর প্রত্যাবর্তনকালে পথিমধ্যে তূরে সাইনা পর্বত চূড়ায় খোদায়ী জ্যোতি দর্শন পূর্বক আল্লাহর প্রত্যক্ষ বাণী ও করুণা লাভ করে আপন সহোদর ভ্রাতা হারুনসহ নবুয়ত লাভ করেন এবং আল্লাহর নির্দেশক্রমে ফেরাউন গোষ্ঠীর নির্যাতন থেকে ইসরাঈল জাতির মুক্তির জন্য মিসর প্রত্যাগমন করেন . অতঃপর ভ্রাতা হারুনকে নিয়ে ফেরাউনের দরবারে উপস্থিত হয়ে সত্য ধর্মের দাওয়াত প্রদান করেন এবং বনী ইসরাঈলকে মুক্তি প্রদানের দাবি পেশ করেন; কিন্তু তা গৃহীত না হওয়ায় তিনি আল্লাহর প্রত্যাদেশানুযায়ী নবুয়তের মু'জিযা স্বরূপ নিজ হাতের আলোক প্রতিফলনের অলৌকিক শক্তি এবং বিস্ময়কর শুভ্রোজ্জ্বল জ্যোতি প্রদর্শন করেন। ফেরাউন তা দর্শনে চমৎকৃত হয়ে এটাকে জাদুচক্র মনে করতঃ মিসরের প্রধান জাদুকরদেরকে একত্র করে হযরত মূসা (আ.)-এর সাথে প্রতিযোগিতা করার আহবান জানায়। হযরত মূসা (আ.) নবুয়তী শক্তির মাধ্যমে জাদুকরদের প্রদর্শিত খেলা মুহূর্তের মধ্যে ধ্বংস করে দিলে সমস্ত জাদুকর তাঁর আনুগত্য স্বীকার করে এবং সত্যধর্ম গ্রহণ করে। এতে ফেরাউনের হিংসা ও আক্রোশ আরো বৃদ্ধি পায়। সে ইসরাঈল সম্প্রদায়ের প্রতি আরো কঠোর হয়। তখন হযরত মূসা (আ.) অলৌকিক শক্তি বলে ফেরাউনের সাথে অত্যাচারী মিসরিদের শাস্তি প্রদান করেন। সে শাস্তি ছিল অতি বিস্ময়কর। কখনো মিসরের নদ-নদী ও জলাশয়সমূহে রক্তস্রোত বয়ে যেত, কখনো ব্যাঙ, জোঁক, মশা, মাছি প্রভৃতি নানা জাতীয় ছোট জীব ও কীট পতঙ্গের উপদ্রবে দেশবাসী অস্থির হয়ে উঠত। কখনো নানা রোগ ব্যাধিতে মিসরের জনগণ আক্রান্ত হয়ে পড়ত। তথাপিও ফেরাউনের ধর্মদ্রোহীতা কমলো না। বনী ইসরাঈলকে দাসত্ব হতে মুক্তি দিতেও সে রাজি হলো না। তারপর আরো ভয়াবহ শাস্তি অবতীর্ণ হতে লাগল-বিষাক্ত ধূলিঝড়, গাঢ় অন্ধকার, বজ্র বিদ্যুৎ, শিলা বৃষ্টি, ব্যাপক হারে আকস্মিক মৃত্যু, সংক্রামক ব্যাধি পরিবেশকে বিভীষিকাময় করে তুলল। কিন্তু বনী ইসরাঈল এ সকল বিপদ থেকে নিশ্চিতভাবে নিরাপদে ছিল। উপর্যুপরি বিপদে যখন মিসর রাজ্য ধ্বংসের-সম্মুখীন, তখন দেশবাসীর অভিযোগ ও ফরিয়াদে ফেরাউন হযরত মূসা (আ.) কে বনী ইসরাঈলসহ মিসর ত্যাগ করার আদেশ জারি করে। হযরত মূসা (আ.) বনী ইসরাঈলকে নিয়ে মিসর ত্যাগ করে কেনানের দিকে যাত্রা করলে ফেরাউনের অন্তরে প্রতি হিংসার দাবানল দাউ দাউ করে জ্বলে উঠে এবং স্বসৈন্যে তাদের পশ্চাদ্ধাবন করে।

বনী ইসরাঈলের মুক্তি ও ফেরাউনের ধ্বংস : আমর ইবনে মাইমূন আওদী (র.) বলেন, যখন হযরত মূসা (আ.) বনী ইসরাঈলকে নিয়ে ফেরাউনের জুলুম হতে আত্মরক্ষার জন্য কিনানের উদ্দেশ্যে বের হন এবং এ সংবাদ ফেরাউন জানতে পারে, তখন সে ঘোষণা করে দেয় যে, প্রত্যুষে যখন মোরগ ডাকবে সঙ্গে সঙ্গে তোমরা সকলে বের হয়ে তাদেরকে ধরে হত্যা করবে। আল্লাহর ইচ্ছায় সেদিন ভোর পর্যন্ত মোরগ ডাকে নি। রাত্রি শেষে মোরগের আওয়াজ শোনার পর ফেরাউন একটি বকরি জবাই করে, ঘোষণা করল যে, আমার এ বকরির কলিজা খাওয়া শেষ হওয়ার পূর্বে অস্ত্র-সজ্জিত ছয় লক্ষ্য কিবতী সৈন্য আমার নিকট উপস্থিত হওয়া চাই। কথামতো সৈন্য হাজির হয়। এ বিরাট বাহিনীসহ ফেরাউন শান-শওকতে বের হয়। তারা নীল নদ বা জর্দান নদীর তীরে বনী ইসরাঈলের কাছাকাছি পৌছে যায়। তখন বনী ইসরাঈলের জন্য বিরাট সংকট। পশ্চাদপসরণ করলে ফিরাউনের তলোয়ারের আঘাতে মরতে হবে; সামনে অগ্রসর হলে সমুদ্রে নিমজ্জিত হয়ে প্রাণ বিসর্জন দিতে হবে।

তখন হযরত মূসা (আ.)-এর প্রতি ওহীর মাধ্যমে আদশে এলো যে, তুমি স্বীয় লাঠি দ্বারা নদী পৃষ্ঠে আঘাত হান। লাঠি দ্বারা আঘাত হানা মাত্র নদীর তলদেশ দিয়ে বারটি রাস্তা হয়ে গেল। হযরত মূসা (আ.) তাঁর অনুসারীদেরসহ সেই পথ ধরে পার হয়ে গেলেন। ফেরাউন ও তাঁর অনুসারীরা যখন তাদেরকে পার হতে দেখল তারা সে পথে ঘোড়া চালিয়ে দিল। যখন তারা মাঝপথে আসল, আল্লাহ তা'আলা পানিকে মিলিত হয়ে যাওয়ার হুকুম করলেন, তখন সেখানে তাদের সবার সলিল-সমাধি ঘটলো। বনী ইসরাঈল আল্লাহর কুদরতের এ দৃশ্য কিনারায় দাঁড়িয়ে প্রত্যক্ষ করে আনন্দিত হলো। আল্লাহ তা'আলার فَأَنْجَيْنٰكُمْ وَأَغْرَقْنَا آلَ فِرْعَوْنَ وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ এ ঘটনার দিকেই ইঙ্গিত করে। –[হাক্কানী, ইবনে কাসীর]

قوله وَفِيْ ذٰلِكُمْ بَلَاءٌ **-এর ব্যাখ্যা :** পুত্র সন্তানদেরকে হত্যা করা মহা হৃদয় বিদারক কাজ। এর মধ্যে রয়েছে বিরাট ধৈর্যের পরীক্ষা। পাশাপাশি যখন কন্যা সন্তানকে জীবিত রাখা হয় তখন তাতে থাকে ইজ্জত-সম্ভ্রম রক্ষার পরীক্ষা। বয়োঃপ্রাপ্ত হয়ে তারা তখন সতীত্ব রক্ষায় ব্যস্ত হয়ে পড়ে। আর বিপদ-মসিবত থেকে মুক্তি দান মানুষের জন্য আল্লাহর পক্ষ থেকে বিরাট অনুগ্রহ ও নিয়ামত। এর মধ্যে রয়েছে আল্লাহ তা'আলার প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশের পরীক্ষা।

https://e-ilm.weebly.com/

مَعْنَى الْبَلَاءِ (بَلَاءٌ-এর অর্থ) : بَلَاءٌ শব্দটি একবচন, বহুবচন بَلَايَا । আল্লামা আশরাফ আলী থানভী (র.) বলেন, بَلَاءٌ শব্দের অর্থ পরীক্ষা। কিন্তু হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) মুজাহিদ, ইবনে আবূ আলিয়া এবং সুদ্দী (র.) বলেন, এ আয়াতে بَلَاءٌ শব্দের অর্থ নিয়ামত প্রদান, মেহেরবানি, অনুগ্রহ। আল্লামা বায়যাভী (র.) বলেন, ذَٰلِكُمْ ইসমে ইশারা দ্বারা যদি ফেরাউন সম্প্রদায়ের নির্যাতনমূলক কাজের দিকে ইঙ্গিত করা হয় তখন তার অর্থ হবে পরীক্ষা। আর যদি نَجَاةٌ - এর দিকে ইঙ্গিত করা হয় তখন উহার অর্থ হবে নিয়ামত তথা অনুগ্রহ।

قوله وَأَغْرَقْنَا آلَ فِرْعَوْنَ -এর ব্যাখ্যা : আল্লাহ তা'আলা বনী ইসরাঈলকে মুক্তি দিলেন, আর ফেরাউন বংশধরকে ডুবিয়ে মারলেন। হযরত মূসা (আ.) আল্লাহ তা'আলার আদেশে স্বীয় দলসহ সাগরের পানি ফাঁকাকৃত রাস্তা দিয়ে পর হয়ে গেলেন। তাদের পশ্চাদ্ধাবন করে ফেরাউন তার দলসহ উক্ত পথে নেমে পড়লে উভয়দিক থেকে পানি এসে তাদেরকে ডুবিয়ে দিল।

قوله وَإِذْ وَٰعَدْنَا مُوسَىٰٓ أَرْبَعِينَ لَيْلَةً -এর ব্যাখ্যা : যখন আল্লাহ তা'আলা ফেরাউন সম্প্রদায়কে সমুদ্রে নিমজ্জিত করে বনী ইসরাঈলকে তার কবল থেকে নিষ্কৃতি প্রদান করলেন, তখন আল্লাহ তা'আলা হযরত মূসা (আ.)-কে আসমানি গ্রন্থ তাওরাত দানের অঙ্গীকার প্রদান করেন এবং এর জন্য একটি সময়ও নির্ধারণ করেন। তা ছিল পূর্ণ জিলকাদ মাস ও জিলহজ মাসের প্রথম দশ দিন। মোট চল্লিশ দিন। অধিকাংশ তাফসীর বিশারদ وَاعَدْنَا শব্দকে বাব مُفَاعَلَةٌ থেকে পড়েছেন। কেননা আল্লাহ তা'আলা হযরত মূসা (আ.)-কে কিতাব প্রদানের অঙ্গীকার করেছিলেন, হযরত আর মূসা (আ.) আল্লাহর সাথে তূর পাহাড়ে ৪০ দিন অবস্থানের অঙ্গীকার করেছিলেন।

আর আয়াতে أَرْبَعِينَ لَيْلَةً দ্বারা পূর্ণ চল্লিশ দিন ও চল্লিশ রাত্রি উদ্দেশ্য। আরবি মাসের প্রারম্ভ রাত্রি হতে ধরা হয় এ কারণে أَرْبَعِينَ يَوْمًا না বলে أَرْبَعِينَ لَيْلَةً বলা হয়েছে। –[বায়যাবী]

قوله اتَّخَذْتُمُ الْعِجْلَ দ্বারা উদ্দেশ্য : হযরত মূসা (আ.) তূর পাহাড়ে অবস্থান কালে সামেরী কতৃক গো-বৎস তৈরিকরণ ও জাতির পক্ষ থেকে উহার পূজা-অর্পণের ঘটনার প্রতি আয়াতটি ইঙ্গিত করে। তবে এখানে সমস্ত বনী ইসরাঈল উদ্দেশ্য নয়, বরং হযরত হারুন (আ.)-এর বার হাজার সঙ্গী অথবা হযরত মূসা (আ.)-এর সাথে যে ৭০ জন তূর পাহাড়ে গিয়েছিলেন তারা ব্যতীত অন্যান্য বনী ইসরাঈল উদ্দেশ্য। –[রুহুল মা'আনী]

গো-বৎসের ঘটনা : যখন হযরত মূসা (আ.) স্বীয় সম্প্রদায়কে ফেরাউনের দাসত্ব থেকে মুক্ত করে দিলেন, তখন আল্লাহ তা'আলার নির্দেশে হযরত মূসা (আ.) এক মাসের ওয়াদা করে তাঁর সম্প্রদায়ের নিকট স্বীয় ভাই হযরত হারূন (আ.)-কে স্থলাভিষিক্ত করে 'তূরে সীনা' যান। হযরত মূসা (আ.) এক মাসের মধ্যে ফিরে না আসায় ক্ষীণ বিশ্বাসী ইহুদিরা বিচলিত হয়ে পড়ে। এ সুযোগ 'সামিরী' নামক জনৈক গো-বৎস পূজারী সুকৌশলে ইহুদিদের নিকট থেকে সোনা-গয়না সংগ্রহ করে সেগুলো দ্বারা সুদর্শনীয় গো-বৎস প্রতিমূর্তি তৈরি করে। সে একজন সুনিপুণ স্বর্ণকার হিসেবে এ কাজটি অনায়াসে ও চমৎকাররূপে সম্পাদন করে। কথিত আছে যে, উক্ত 'সামিরী' হযরত জিবরাঈল (আ.)-এর ঘোড়ার পদদলিত সামান্য মৃত্তিকা পূর্ব থেকে সংগ্রহ করে রেখেছিল। সেগুলো উক্ত গো-বৎস প্রতিমূর্তির ভেতর ঢুকিয়ে দিলে সেটা হাম্বা-হাম্বা ডাকতে থাকে। তখন সে ইহুদিদেরকে এই বলে প্ররোচিত করে যে, উক্ত গো-বৎসের মধ্যে স্বয়ং আল্লাহ তা'আলা আবির্ভূত হয়েছেন। আর এদিকে গুজব ছড়িয়ে দিয়েছে যে, হযরত মূসা (আ.) আল্লাহ তা'আলার সাক্ষাৎ পাননি এবং তিনি তথায় ইন্তেকাল করেছেন। ফলে ইহুদিরা বিভ্রান্ত হয়ে পড়ে এবং হযরত হারূন (আ.)-এর বাধা উপেক্ষা করে গো-বৎস পূজা আরম্ভ করে দিল।

অতঃপর হযরত মূসা (আ.) চল্লিশ দিন পর মহান রাব্বুল আলামীনের আদেশে 'তাওরাত' গ্রন্থ লাভ করে স্বীয় সম্প্রদায়ের নিকট ফিরে আসেন। হযরত মূসা (আ.) নিজের সম্প্রদায়ের গো-বৎস পূজা দেখে রাগান্বিত হলেন। অতঃপর তিনি গো-বৎসটি আগুনে পুড়িয়ে সেটার ছাই নদীতে ভাসিয়ে দেন। এতে বনী ইসরাঈল লজ্জিত হয় এবং ক্ষমা প্রার্থনা করেন।

https://e-ilm.weebly.com/

বনী ইসরাঈলকে ক্ষমা ঘোষণা : হযরত মূসা (আ.) সমগ্র জাতির মধ্য হতে ৭০ ব্যক্তিকে বেছে নেন এবং বলেন, 'তোমরা গোসল করে পাক-পবিত্র হয়ে নাও, আমি তোমাদেরসহ আল্লাহর নিকট যাব এবং তোমাদের আবেদন তাঁর নিকটই পেশ করব।' তারা হযরত মূসার সাথে তূর পর্বতে গমন করার পর তিনি আল্লাহর নিকট আরজ করেন— 'হে আল্লাহ! বনী ইসরাঈলরা গো-বৎস পূজা হতে তওবা করেছে, আপনি তাদের ঐ গুনাহের শাস্তি ঠিক করে দিন।' হুকুম হলো—'একে অপরকে হত্যা করতে হবে।' গো-বৎস পূজারীগণ এবং যারা নীরব ছিল, তারা ঘর হতে বের হয়ে একটি মাঠে গর্দান পেতে দিল। যারা গো-পূজা হতে নিষেধ করেছিল তারা তলোয়ার নিয়ে দাঁড়াল; কিন্তু এতে আত্মীয়তার বন্ধনের কারণে একে অন্যকে হত্যা করতে পারছিল না।

এ জন্য আল্লাহ তা'আলার পক্ষ হতে অন্ধকার নেমে এলো, যাতে একে অন্যকে দেখতে না পায়। তখন পিতা পুত্রকে, ভাই ভাইকে হত্যা করতে আরম্ভ করে। এ অবস্থায় সকাল হতে সন্ধ্যা পর্যন্ত সত্তর হাজার লোক নিহত হয়ে গেল। তখন বনী ইসরাঈলের বিবি, বাচ্চা এবং হযরত মূসা ও হারূন (আ.) সবাই ক্রন্দন করতে আরম্ভ করেন, আর আল্লাহ তা'আলার নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করেন। অতঃপর আল্লাহ তা'আলা নিহতদের ক্ষমা করে দেন এবং বাকিদের তওবা কবুল করে নেন। উল্লিখিত আয়াতে আল্লাহ তা'আলা এ ঘটনার প্রতি ইঙ্গিত করেছেন।

قوله وَاَنْتُمْ ظٰلِمُوْنَ -এর মধ্যকার ظُلْم দ্বারা উদ্দেশ্য : وَاَنْتُمْ ظٰلِمُوْنَ বাক্যে ظُلْم দ্বারা শিরক উদ্দেশ্য। কেননা বনী ইসরাঈল গো-বৎস পূজার মাধ্যমে ইবাদতকে যথাস্থান থেকে পরিবর্তন করেছিল। আর ظُلْم বলা হয় وَضْعُ الشَّيْئِ فِيْ غَيْرِ مَحَلِّهٖ তথা কোনো বস্তুকে অপাত্রে রাখা।

কারো মতে সামেরীর কাজে তাদের বাধা প্রদান না করাকেই আয়াতে ظُلْم বলা হয়েছে।

فُرْقَانْ ও كِتَابْ দ্বারা উদ্দেশ্য : আলোচ্য আয়াতে كِتَابْ দ্বারা তাওরাত কিতাব উদ্দেশ্য। আর فُرْقَانْ দ্বারা কি উদ্দেশ্য, তা নিয়ে তাফসীরবিশারদদের একাধিক অভিমত পরিলক্ষিত হয়। যথা—

১. অধিকাংশ তাফসীরকার বলেন, فُرْقَانْ দ্বারা তাওরাত উদ্দেশ্য। তাওরাতকে কিতাব ও ফুরকান বলা হয়েছে। কেননা এটা আল্লাহর পক্ষ থেকে অবতারিত গ্রন্থ যা হক ও বাতিলের মাঝে পার্থক্য নির্ণয়কারী উজ্জ্বল প্রমাণ।
২. ইবনে বারা বলেন, এর দ্বারা হালাল ও হারামের মাঝে পার্থক্য নির্ণয়কারী শরিয়ত উদ্দেশ্য।
৩. মুজাহিদ (র.) বলেন, فُرْقَانْ দ্বারা হক ও বাতিল অথবা কুফর ও ঈমানের মাঝে পার্থক্য নির্ণয়কারী মূসা (আ.)-এর মু'জিযাসমূহ উদ্দেশ্য।
৪. হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) বলেন, এটা দ্বারা আল্লাহর পক্ষ থেকে এমন সাহায্য উদ্দেশ্য যদ্দারা শত্রু এবং বন্ধুর মাঝে পার্থক্য সূচিত হয়। এ জন্যই বদরের দিনকে يَوْمَ الْفُرْقَانِ বলা হয়েছে।
৫. কেউ কেউ বলেন, কুরআন উদ্দেশ্য।
৬. কারো কারো মতে এখানে مُحَمَّدًا শব্দটি উহ্য রয়েছে, মূল ইবারত ছিল এরূপ— اٰتَيْنَا مُوْسَى الْكِتَابَ وَمُحَمَّدًا الْفُرْقَانَ

قوله فَتُوْبُوْٓا اِلٰى بَارِئِكُمْ -এর ব্যাখ্যা : তওবা মৌলিকভাবে আল্লাহ তা'আলার দরবারেই হয়ে থাকে। তদুপরি اِلٰى بَارِئِكُمْ বলার কারণ হচ্ছে, তওবার মধ্যে একাগ্রতার সৃষ্টি করা এবং আল্লাহ তা'আলার সৃষ্টির প্রতি লক্ষ্য করা যে, তিনি তোমাদেরকে নিষ্কলুষভাবে সৃষ্টি করেছেন এবং অবস্থা ও আকৃতির মধ্যে পরস্পরের মাঝে পার্থক্য সৃষ্টি করেছেন। কেননা بَارِئٌ শব্দটি بَرَاءٌ থেকে নিষ্পন্ন। যার অর্থ নিষ্কলুষ করা, সুঠাম আকৃতিতে তৈরি করা। এ শব্দটি দ্বারা রিয়া তথা লৌকিকতার ভাব থেকে তওবাকে মুক্ত রাখার দিকেও ইঙ্গিত করা হয়েছে। কেননা তওবার মধ্যে রিয়া থাকা তওবার পরিপন্থি। —[বায়যাবী]

https://e-ilm.weebly.com/

قوله فَاقْتُلُوْا اَنْفُسَكُمْ -এর ব্যাখ্যা : বনী ইসরাঈল গো-বৎস পূজা করে যে পাপে নিমজ্জিত হয়েছিল তা থেকে তওবা প্রসঙ্গে আল্লাহর পক্ষ থেকে নির্দেশ আসল যে, তোমরা নিজেদেরকে নিজেরই হত্যা করো। কেননা বনী ইসরাঈলের জন্য পাপের প্রায়শ্চিত্ত হিসেবে একে অপরকে হত্যা করাই ছিল তওবা।

কারো মতে এখানে বাস্তবিক হত্যা উদ্দেশ্য নয়; বরং আমিত্ব নষ্ট করে আল্লাহর ইবাদতে মশগুল হওয়া এবং কু প্রবৃত্তির দাসত্ব পরিত্যাগ করা উদ্দেশ্য। কেউ কেউ বলেন, যারা গো-বৎসের পূজায় লিপ্ত হয়নি তাদেরকে পূজারীদের হত্যা করার জন্য নির্দেশ দেওয়া হয়েছিল।

كَيْفِيَّةُ الْقَتْلِ (হত্যার ধরন) : আল্লামা বায়যাবী বলেন, বর্ণিত আছে যে, বনী ইসরাঈল আল্লাহর নির্দেশানুসারে পরস্পরকে হত্যা করার জন্য মাঠে একত্রিত হয়েছিল; কিন্তু একে অন্যকে দেখে আত্মীয়তার সম্পর্কের কারণে হত্যা করতে পারছিল না। এমতাবস্থায় আল্লাহ তা'আলা ঘনঘটার অন্ধকারে তাদেরকে অন্ধকারাচ্ছন্ন করে দিলেন, যেন তারা পরস্পরকে দেখতে না পায়। অতঃপর তারা সকাল থেকে সন্ধ্যা পর্যন্ত হত্যাযজ্ঞ চালিয়ে গেল। অবশেষে হযরত মূসা ও হারুন (আ.)-এর দোয়ার বরকতে অন্ধকার দূরীভূত হয়ে গেল এবং তাদের তওবা কবুল হলো। এদিন তাদের সত্তর হাজার লোক নিহত হয়েছিল।

ইমাম যুহরী (র.) বলেন, তারা দু'সারিতে দাঁড়িয়ে এক সারি অন্য সারিকে হত্যা করা শুরু করেছিল।
কেউ কেউ বলেন, হযরত মূসা (আ.)-এর সত্তর জন সাথী তাদেরকে হত্যা করেছিল।

دَفْعُ التَّعَارُضِ بَيْنَ اَرْبَعِيْنَ وَثَلٰثِيْنَ (ত্রিশ ও চল্লিশের দ্বন্দ্ব নিরসন): وَاِذْ وٰعَدْنَا مُوْسٰى اَرْبَعِيْنَ لَيْلَةً কালামটি প্রমাণ করে যে, সর্বপ্রথম ওয়াদা চল্লিশ দিনের ছিল। অথচ সূরা আ'রাফে ইরশাদ হয়েছে– وَاِذْ وٰعَدْنَا مُوْسٰى ثَلٰثِيْنَ لَيْلَةً وَاَتْمَمْنٰهَا بِعَشْرٍ এ ভাষ্যটি প্রমাণ করে যে, সর্বপ্রথম ওয়াদা ছিল ত্রিশ দিনের, সুতরাং এ পরস্পর বিরোধ নিরসন হবে কিরূপে?

এর উত্তরে হযরত হাসান বসরী (র.) বলেন, প্রাথমিকভাবে ওয়াদা মূলত ত্রিশ দিনেরই ছিল, পরে আবার দশ দিনের ওয়াদা করা হয়েছে। অতএব, উভয় ওয়াদা একত্রিতভাবে চল্লিশ দিনেরই হয়ে যায়। যেমন হয়েছে–

ثَلٰثَةِ اَيَّامٍ فِى الْحَجِّ وَسَبْعَةٍ اِذَا رَجَعْتُمْ تِلْكَ عَشَرَةٌ كَامِلَةٌ

قوله لَنْ نُّؤْمِنَ لَكَ حَتّٰى نَرَى اللّٰهَ جَهْرَةً আয়াতের ঘটনা : হযরত মূসা (আ.) তূর পর্বত হতে তাওরাত আনয়ন করে বনী ইসলাঈলের নিকট উপস্থিত হয়ে বলেন, 'এটা আল্লাহর অবতারিত কিতাব'। তাদের মধ্য হতে কোনো কোনো দুষ্টলোক তৎক্ষণাৎ বলে উঠল, 'যদি আল্লাহ স্বয়ং না বলে তাবে আমরা এটা মেনে নেব না, তখন হযরত মূসা (আ.) আল্লাহ তা'আলার অনুমতি নিয়ে তাদেরকে বলেন, তোমরা তূর পর্বতে চল, তোমাদের এ বাসনাও পূর্ণ হবে। বনী ইসরাঈল এ কাজের জন্য ৭০ জন লোক নির্বাচন করে, তাদেরকে হযরত মূসা (আ.)-এর সাথে তূর পর্বতে পাঠায়। তারা তথায় আল্লাহর বাণী শ্রবণ করে। কিন্তু তখন তারা হযরত মূসা (আ.)-এর নিকট ধৃষ্টতা প্রদর্শন করে বলতে লাগল যে, আমাদের তো বাণী শ্রবণে তৃপ্তি লাভ হয় না, কে বলছে তা আমরা জানি না; যদি আল্লাহকে দেখতে পাই তবে নিঃসন্দেহে মেনে নেব।'

যেহেতু পার্থিব জগতের আল্লাহকে দেখার সামর্থ্য কারো নেই। কাজেই এ ধরনের ধৃষ্টতা প্রদর্শনের জন্য তাদের উপর বজ্রপাত হলো এবং তারা সকলে মৃত্যুমুখে পতিত হলো। তখন হযরত মূসা (আ.) আরজ করলেন– "হে আল্লাহ! আমি বনী ইসরাঈলের নিকট কি জবাব দেব? এরা তো তাদের মধ্যে নেতৃস্থানীয়, যদি আপনার এ ইচ্ছাই ছিল, তবে তাদের পূর্বে আমাকে ধ্বংস করতেন। হে আল্লাহ! আহমকদের অন্যায়ের কারণে আমাকে অভিযুক্ত করবেন না।" তাঁর এ প্রার্থনা কবুল করা হয় এবং তাঁকে জানিয়ে দেওয়া হয় যে, এরাও মূলত গো-বৎস পূজকদের অন্তর্ভুক্ত ছিল। তাদের শাস্তি হয়ে গেল। তারপর তাদেরকে পরপর একের সামনে অপরকে জীবিত করলেন। এ ঘটনার প্রতিই উপরিউক্ত আয়াতে ইঙ্গিত করা হয়েছে। (বায়ানুল কুরআন, ইবনে কাছীর)

https://e-ilm.weebly.com/

বর্ণিত ঘটনা দ্বারা প্রতীয়মান হয় যে, এটা গো-বৎস পূজাজনিত অপরাধের তওবায় সংঘটিত হত্যাযজ্ঞের পূর্বেকার ঘটনা। অন্য এক বর্ণনায় বলা হয়েছে যে, এটা কতলের পরবর্তী ঘটনা। অর্থাৎ যারা নিহত হয়নি তারাই আল্লাহকে দেখতে চেয়েছিল, ফলে হযরত মূসা (আ.) তাদের বিশেষ বিশেষ সত্তর জনকে তূর পর্বতে নিয়ে গিয়েছিলেন। তবে আয়াতে এমন কোনো নির্দিষ্ট ইঙ্গিত নেই যে, ঘটনাটি কখন সংঘটিত হয়েছিল এবং উল্লিখিত সত্তর জন গো-বৎস পূজারী ছিল কি-না। কিন্তু এ কথা সুস্পষ্ট যে, এ সত্তর জনের মৃত্যুর সাথে হযরত মূসা (আ.) -এর মৃত্যু হয়নি। দুটি কারণে–
(১) আল্লাহ এবং মূসা (আ.)- মুখোমুখি কথাবার্তা হচ্ছিল। (২) মূসা (আ.) সম্পর্কে فَلَمَّا أَفَاقَ বলা হয়েছে। আর ইফাকাহ অর্থ বক্তৃতা অবস্থা থেকে হুঁশে ফিরে আসা, মৃত্যুবরণ থেকে নয়।

اَلصَّاعِقَةُ -এর মর্মার্থ : صَاعِقَةٌ শব্দের কয়েকটি অর্থ রয়েছে–
(১) হযরত ইবনে জারীর (র.) রবী ইবনে আনাস থেকে বর্ণনা করেন যে, صَاعِقَةٌ অর্থ হচ্ছে– জিবরাঈল (আ.)-এর হুঙ্কার ধ্বনি।
(২) ইবনে জারীর (র.) সা'দী থেকে বর্ণনা করেন, আকাশ হতে যে অগ্নি অবতারিত হয়ে বনী ইসরাঈলের সত্তর জনকে জ্বালিয়ে দিয়েছিল একেই صَاعِقَةٌ বলা হয়েছে। –[বায়যাবী]

لَنْ نُّؤْمِنَ لَكَ এ কথা কারা কাকে বলেছিল? প্রসিদ্ধ মতানুসারে বাক্যটি ঐ সত্তরজন লোকের যারা তাওরাত গ্রহণের সময় মূসা (আ.)-এর সাথে তূর পাহাড়ে গিয়েছিল। কেউ কেউ বলেন, হযরত মূসা (আ.)-এর স্বগোত্রে ফিরে আসার পর, এমনকি গো-বৎস পূজকদের হত্যা ও গো-বৎসকে জ্বালিয়ে দেওয়ার পর কতিপয় ব্যক্তি এ উক্তি করেছিল। কারো কারো মতে এ উক্তিকারকদের সংখ্যা ছিল দশ হাজার। কেউ কেউ বলেন, সকল বনী ইসরাঈলই এ উক্তি করেছিল। –[রূহুল মা'য়ানী]

قوله ثُمَّ بَعَثْنٰكُمْ مِّنْ بَعْدِ مَوْتِكُمْ -এর ব্যাখ্যা : এ উক্তিটির সরলার্থ হচ্ছে, "আমি তোমাদের মৃত্যুর পর তোমাদেরকে পুনর্জীবিত করেছি।" এখানে مَوْتٌ শব্দ দ্বারা স্পষ্ট বুঝা যায় যে, তারা বজ্রপাতের ফলে মৃত্যুবরণ করেছিল। পুনরায় জীবিত করার ঘটনা এই যে, বনী ইসলাঈলের প্রেরিত ৭০ জন প্রতিনিধি বজ্রপাতে মৃত্যুবরণ করার পর হযরত মূসা (আ.) আল্লাহর দরবারে আবেদন করলেন যে, "হে আল্লাহ! আমার জাতি এমনিতেই আমার প্রতি বিরূপ ধারণা পোষণ করে আসছে। এখন তো তারা বলবে যে, আমি তাদের প্রতিনিধিদেরকে কোথাও নিয়ে কোনো উপায়ে ধ্বংস করে দিয়েছি। সুতরাং আমাকে তাদের এ অপবাদ হতে পরিত্রাণ প্রদান করুন।" আল্লাহ তাঁর আবেদন মঞ্জুর করে তাদেরকে এক এককে অপরের সামনে জীবিত করে দিলেন। এটাকেই আয়াতে بَعْثٌ বলা হয়েছে। এ উক্তি দ্বারা কিয়ামতের পুনরুত্থান উদ্দেশ্য নয়। কোনো কোনো সময় بَعْثٌ নিদ্রা থেকে জাগ্রত হওয়াকেও বলা হয়। যেমন আসহাবে কাহফের ব্যাপারে নিদ্রোত্থিত হওয়াকে বলা হয়েছে।

سَبَبُ الصَّاعِقَةِ (বজ্রপাতের কারণ) : বনী ইসরাঈলের প্রতিনিধি দল যখন হযরত মূসা (আ.) কে বলেছিল, আমরা আল্লাহকে প্রত্যক্ষভাবে দেখা ব্যতীত আপনার আনীত এ কিতাবকে বিশ্বাস করতে পারি না। অথচ আল্লাহকে প্রত্যক্ষ দেখা কস্মিনকালেও সম্ভব নয়। অন্যদিকে মু'জিযা প্রদর্শনের পর বিশ্বাস করা ফরজ হয়ে গিয়েছিল। তাদের এ ধৃষ্টতা ও হঠকারিতার কারণে আল্লাহ তা'আলা আকাশ হতে অবতারিত অগ্নিবান অথবা জিবরাঈল (আ.)-এর ভয়ংকর হুঙ্কার দ্বারা তাদেরকে সাময়িকভাবে ধ্বংস করে দিয়েছে।

وَظَلَّلْنَا عَلَيْكُمُ الْغَمَامَ -এর সংশ্লিষ্ট ঘটনা : এ আয়াতটি দ্বারা তীহ প্রান্তরের ঘটনার প্রতি ইঙ্গিত করা হয়েছে। ঘটনার বিবরণ এই যে, বনী ইসরাঈলের আদি বাস ছিল শাম, বর্তমান সিরিয়া অঞ্চল। এ সময় 'আমালেকা' নামক এক শক্তিশালী জাতি শাম অঞ্চলে আধিপত্য বিস্তার করে। ফেরাউনের থেকে মুক্তিদানের পর আল্লাহ তা'আলা বনী ইসরাঈলকে তাদের আদি নিবাস পবিত্র ভূমি শামকে আমালেকাদের আধিপত্য থেকে মুক্ত করার আদেশ প্রদান করেন। এ উদ্দেশ্যে তারা শামের দিকে যাত্রা করে। পথিমধ্যে সমুদ্র পাড়ি দিয়ে তারা যখন শামের উপকণ্ঠে পৌঁছে, তখন ১২ জন প্রতিনিধির মাধ্যমে তারা আমালেকা সম্প্রদায়ের শৌর্য বীর্য ও বীরত্বের কথা শ্রবণ করে মনোবল হারিয়ে ফেলে এবং জিহাদের অংশগ্রহণে অস্বীকৃতি জ্ঞাপন করত হযরত মূসা (আ.)-কে লক্ষ্য করে বলে, "তুমি এবং তোমার প্রভু গিয়ে তাদের সাথে যুদ্ধ করো। আমরা

https://e-ilm.weebly.com/

https://e-ilm.weebly.com/

শব্দ বিশ্লেষণ

نَجَّيْنٰكُمْ : সীগাহ جمع متكلم বহছ اثبات فعل ماضى معروف বাব تَفْعِيل মাসদার اَلتَّنْجِيَةُ অর্থ আমরা নাজাত দিয়েছি, আমরা রক্ষা করেছি। এখানে كُمْ টি ضمير منصوب متصل

اَبْنَآءَ : শব্দটি বহুবচন, একবচন اِبْنٌ অর্থ সন্তানগণ।

يَسْتَحْيُوْنَ : সীগাহ جمع مذكر غائب বহছ اثبات فعل مضارع معروف বাব اِسْتِفْعَالٌ মাসদার اَلْاِسْتِحْيَاءُ মূলবর্ণ (ح ـ ى ـ ى) জিনস لفيف مقرون অর্থ– তারা জীবিত ছেড়ে দিত।

نِسَآءَ : শব্দটি বহুবচন, একবচন اِمْرَأَةٌ এ বহুবচনকে جَمْعٌ مِنْ غَيْرِ لَفْظٍ বলে। অর্থ– নারীগণ, স্ত্রীগণ।

فَرَقْنَا : সীগাহ جمع متكلم বহছ اثبات فعل ماضى معروف বাব نَصَرَ মাসদার اَلْفَرْقُ মূলবর্ণ (ف ـ ر ـ ق) জিনস صحيح অর্থ– আমরা বিদীর্ণ করে দিলাম।

التَّوَّابُ : এটি فَعَّالٌ-এর ওজনে মোবালাগার সীগাহ। । বাব نَصَرَ মাসদার تَوْبَةٌ মূলবর্ণ (ت ـ و ـ ب) জিনস اجوف واوى অর্থ– অধিক তওবা কবুলকারী, ক্ষমাশীল تَوَّابٌ আল্লাহর মোবারক নাম।

نَرَى : সীগাহ جمع مذكر غائب বহছ اثبت فعل مضارع معروف বাব فَتَحَ মাসদার اَلرُّوْيَةُ মূলবর্ণ (ر ـ أ ـ ى) জিনস মুরাক্কাব ناقص يائى ও مهموز عين অর্থ– আমরা দেখতে পাব।

جَهْرَةً : শব্দটি বাব فَتَحَ এর মাসদার । অর্থ– প্রকাশ্য।

الصّٰعِقَةُ : শব্দটি একবচন, বহুবচন صَوَاعِقُ অর্থ– বিজলী, বিদ্যুৎ।

تَنْظُرُوْنَ : সীগাহ جمع مذكر غائب বহছ اثبات فعل مضارع معروف বাব نَصَرَ মূলবর্ণ (ن ـ ظ ـ ر) মাসদার اَلنَّظْرُ জিনস صحيح অর্থ– তোমরা দেখছ।

ظَلَّلْنَا : সীগাহ جمع متكلم বহছ اثبات فعل ماضى معروف বাব تَفْعِيل মূলবর্ণ (ظ ـ ل ـ ل) মাসদার اَلتَّظْلِيْلُ জিনস مضاعف ثلاثى অর্থ– আমরা তোমাদের উপর মেঘমালার ছায়া দান করে দিয়েছি।

الْغَمَامَ : শব্দটি বহুবচন, একবচন غَمَامَةٌ অর্থ– মেঘ।

كُلُوْا : সীগাহ جمع مذكرحاضر বহছ امر حاضر معروف বাব نَصَرَ মাসদার اَلْاَكْلُ মূলবর্ণ– (أ ـ ك ـ ل) জিনস مهموز فاء অর্থ– তোমরা খাও।

বাক্য বিশ্লেষণ

قوله نَجَّيْنٰكُمْ مِّنْ اٰلِ فِرْعَوْنَ : এখানে نَجَّيْنَا ফে'ল এবং ফা'য়েল كُمْ যমীর مفعول আর مِنْ اٰلِ فِرْعَوْنَ হলো متعلق অতঃপর ফে'ল ও ফা'য়েল, مفعول ও متعلق মিলে جملة فعلية হয়েছে।

قوله وَفِيْ ذٰلِكُمْ بَلَآءٌ مِّنْ رَّبِّكُمْ عَظِيْمٌ : এখানে بَلَاءٌ শব্দটি মওসূফ عَظِيْمٌ হলো তার صفت। অতঃপর مبتدأ مؤخر আর فِىْ ذٰلِكُمْ হলো خبر مقدم, অতঃপর مبتدأ ও خبر মিলে جملة اسمية خبرية.

قوله فَتُوْبُوْٓا اِلٰى بَارِئِكُمْ : এখানে تُوْبُوْا ফে'ল+ফা'য়েল, اِلٰى হলো حرف جار আর بَارِئِكُمْ হলো مجرور অতঃপর جار ও مجرور মিলে متعلق হলো تُوْبُوْا এর সাথে। অতঃপর ফে'ল+ফা'য়েল ও متعلق মিলে جملة فعلية خبرية হয়েছে।

قوله وَاَنْتُمْ ظٰلِمُوْنَ : এখানে واو হালিয়া, اَنْتُمْ হলো مبتدأ, আর ظٰلِمُوْنَ হলো خبر অতঃপর مبتدأ এবং خبر মিলে جملة اسمية অতঃপর এ জুমলাটি اِتَّخَذْتُمْ হতে حال হয়ে محلا منصوب হয়েছে।

https://e-ilm.weebly.com/

وَاِذْ قُلْنَا ادْخُلُوْا هٰذِهِ الْقَرْيَةَ فَكُلُوْا مِنْهَا حَيْثُ شِئْتُمْ رَغَدًا وَّادْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا وَّقُوْلُوْا حِطَّةٌ نَّغْفِرْ لَكُمْ خَطٰيٰكُمْ ۭ وَسَنَزِيْدُ الْمُحْسِنِيْنَ (٥٨)

অনুবাদ : (৫৮) আর যখন আমি বললাম, প্রবেশ কর এই জনপদে অতঃপর খেতে থাক তা হতে স্বচ্ছন্দে যেখানে তোমাদের ইচ্ছা হয় এবং দ্বারদেশে প্রবেশ কর নতশিরে আর বলতে থাক, "তওবা", [ক্ষমা চাই] আমি মাফ করে দিব তোমাদের ভুল ভ্রান্তিসমূহ এবং অতিসত্ত্বরই তদতিরিক্ত আরো দান করব আন্তরিকতার সাথে নেক আমলকারীদেরকে।

فَبَدَّلَ الَّذِيْنَ ظَلَمُوْا قَوْلًا غَيْرَ الَّذِىْ قِيْلَ لَهُمْ فَاَنْزَلْنَا عَلَى الَّذِيْنَ ظَلَمُوْا رِجْزًا مِّنَ السَّمَآءِ بِمَا كَانُوْا يَفْسُقُوْنَ (٥٩) ع

(৫৯) অনন্তর পরিবর্তন করল এই জালেমরা তাদের প্রতি আদিষ্ট শব্দটি তার বিপরীত অপর একটি শব্দ দ্বারা, অতএব আমি নাজিল করেছি সে জালেমদের প্রতি এক আসমানি বিপদ, এজন্য যে, তারা হুকুম অমান্য করছিল।

وَاِذِ اسْتَسْقٰى مُوْسٰى لِقَوْمِهٖ فَقُلْنَا اضْرِبْ بِّعَصَاكَ الْحَجَرَ ۭ فَانْفَجَرَتْ مِنْهُ اثْنَتَا عَشْرَةَ عَيْنًا ۭ قَدْ عَلِمَ كُلُّ اُنَاسٍ مَّشْرَبَهُمْ ۭ كُلُوْا وَاشْرَبُوْا مِنْ رِّزْقِ اللّٰهِ وَلَا تَعْثَوْا فِى الْاَرْضِ مُفْسِدِيْنَ (٦٠)

(৬০) আর যখন মূসা পানি প্রার্থনা করল নিজ কওমের জন্য, তখন আমি বললাম, আঘাত কর তোমার লাঠি দ্বারা অমুক পাথরটিতে; তখনই বের হলো তা হতে বারটি প্রস্রবণ; প্রত্যেকেই জেনে নিল নিজ নিজ পান করার স্থান; খাও এবং পান কর আল্লাহর রিজিক হতে এবং সীমালঙ্ঘন করো না দুনিয়াতে ফ্যাসাদ করে।

শাব্দিক অনুবাদ

৫৮. وَاِذْ قُلْنَا আর যখন আমি বললাম ادْخُلُوْا প্রবেশ কর هٰذِهِ الْقَرْيَةَ এই জনপদে فَكُلُوْا مِنْهَا অতঃপর খেতে থাক তা হতে حَيْثُ شِئْتُمْ যেখানে তোমাদের ইচ্ছা হয় رَغَدًا স্বচ্ছন্দে وَّادْخُلُوْا এবং প্রবেশ কর الْبَابَ দ্বারদেশে سُجَّدًا নতশিরে وَّقُوْلُوْا আর বলতে থাক حِطَّةٌ "তওবা" [ক্ষমা চাই] نَّغْفِرْ لَكُمْ আমি মাফ করে দিব خَطٰيٰكُمْ তোমাদের ভুল ভ্রান্তিসমূহ وَسَنَزِيْدُ এবং অতিসত্ত্বরই তদতিরিক্ত আরো দান করব الْمُحْسِنِيْنَ আন্তরিকতার সাথে নেক আমলকারীদেরকে।

৫৯. فَبَدَّلَ অনন্তর পরিবর্তন করল الَّذِيْنَ ظَلَمُوْا এই জালেমরা قَوْلًا তাদের প্রতি আদিষ্ট শব্দটি غَيْرَ الَّذِىْ قِيْلَ لَهُمْ তার বিপরীত অপর একটি শব্দ দ্বারা فَاَنْزَلْنَا অতএব আমি নাজিল করেছি عَلَى الَّذِيْنَ ظَلَمُوْا সে জালেমদের প্রতি رِجْزًا مِّنَ السَّمَآءِ এক আসমানি বিপদ بِمَا كَانُوْا يَفْسُقُوْنَ এজন্য যে, তারা হুকুম অমান্য করছিল।

৬০. وَاِذِ اسْتَسْقٰى আর যখন মূসা পানি প্রার্থনা করল لِقَوْمِهٖ নিজ কওমের জন্য فَقُلْنَا তখন আমি বললাম اضْرِبْ আঘাত কর بِّعَصَاكَ তোমার লাঠি দ্বারা الْحَجَرَ অমুক পাথরটিতে فَانْفَجَرَتْ مِنْهُ তখনই বের হলো তা হতে اثْنَتَا عَشْرَةَ বারটি عَيْنًا প্রস্রবণ قَدْ عَلِمَ জেনে নিল كُلُّ اُنَاسٍ প্রত্যেকেই مَّشْرَبَهُمْ নিজ নিজ পান করার স্থান كُلُوْا وَاشْرَبُوْا খাও এবং পান কর مِنْ رِّزْقِ اللّٰهِ আল্লাহর রিজিক হতে وَلَا تَعْثَوْا এবং সীমালঙ্ঘন করো না فِى الْاَرْضِ দুনিয়াতে مُفْسِدِيْنَ ফ্যাসাদ করে।

https://e-ilm.weebly.com/

وَاِذْ قُلْتُمْ يٰمُوْسٰى لَنْ نَّصْبِرَ عَلٰى طَعَامٍ وَّاحِدٍ
فَادْعُ لَنَا رَبَّكَ يُخْرِجْ لَنَا مِمَّا تُنْۢبِتُ الْاَرْضُ
مِنْۢ بَقْلِهَا وَقِثَّآئِهَا وَفُوْمِهَا وَعَدَسِهَا وَبَصَلِهَا
ؕ قَالَ اَتَسْتَبْدِلُوْنَ الَّذِيْ هُوَ اَدْنٰى بِالَّذِيْ هُوَ
خَيْرٌ ؕ اِهْبِطُوْا مِصْرًا فَاِنَّ لَكُمْ مَّا سَاَلْتُمْ ؕ
وَضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الذِّلَّةُ وَالْمَسْكَنَةُ ۚ وَبَآءُوْ
بِغَضَبٍ مِّنَ اللّٰهِ ؕ ذٰلِكَ بِاَنَّهُمْ كَانُوْا يَكْفُرُوْنَ
بِاٰيٰتِ اللّٰهِ وَيَقْتُلُوْنَ النَّبِيّٖنَ بِغَيْرِ الْحَقِّ ؕ
ذٰلِكَ بِمَا عَصَوْا وَّكَانُوْا يَعْتَدُوْنَ (٦١)

অনুবাদ : (৬১) আর যখন তোমরা বললে, হে মূসা! আমরা একই রকমের খাদ্যের উপর কখনো থাকব না আপনি আমাদের জন্য আপনার প্রভুর নিকট প্রার্থনা করুন, যেন পয়দা করেন আমাদের জন্য এমন খাদ্য যা জমিনে উৎপন্ন হয়– শাক, কাঁকুড়, গম, মসূর এবং পেঁয়াজ, তিনি বললেন, তোমরা কি নিতে চাও নিকৃষ্ট বস্তুসমূহকে উৎকৃষ্ট বস্তুসমূহের বদলে? অবতরণ কর কোনো শহরে, অবশ্য পাবে তোমরা তোমাদের প্রার্থিত দ্রব্যগুলো, আর স্থায়ী হলো তাদের উপর লাঞ্ছনা ও অধঃপতন, আর যোগ্য হয়ে পড়ল তারা আল্লাহর গজবের; তা এজন্য যে, তারা অমান্য করে যাচ্ছিল আল্লাহর হুকুমসমূহ এবং হত্যা করেছিল নবীগণকে অন্যায়ভাবে; আর তা এ কারণে যে, তারা অবাধ্য হয়েছিল এবং বারংবার সীমালঙ্ঘন করেছিল।

শাব্দিক অনুবাদ

৬১. وَاِذْ قُلْتُمْ আর যখন তোমরা বললে يٰمُوْسٰى হে মূসা! لَنْ نَّصْبِرَ আমরা কখনো থাকব না عَلٰى طَعَامٍ وَّاحِدٍ একই রকমের খাদ্যের উপর فَادْعُ لَنَا আপনি আমাদের জন্য প্রার্থনা করুন رَبَّكَ আপনার প্রভুর নিকট يُخْرِجْ لَنَا যেন পয়দা করেন আমাদের জন্য এমন খাদ্য مِمَّا تُنْۢبِتُ الْاَرْضُ যা জমিনে উৎপন্ন হয়– مِنْۢ بَقْلِهَا শাক وَقِثَّآئِهَا কাঁকুড় وَفُوْمِهَا গম وَعَدَسِهَا মসূর وَبَصَلِهَا এবং পেঁয়াজ قَالَ তিনি বললেন اَتَسْتَبْدِلُوْنَ তোমরা কি নিতে চাও الَّذِيْ هُوَ اَدْنٰى নিকৃষ্ট বস্তুসমূহকে بِالَّذِيْ هُوَ خَيْرٌ উৎকৃষ্ট বস্তুসমূহের বদলে? اِهْبِطُوْا অবতরণ কর مِصْرًا কোনো শহরে فَاِنَّ لَكُمْ অবশ্য পাবে তোমরা مَّا سَاَلْتُمْ তোমাদের প্রার্থিত দ্রব্যগুলো وَضُرِبَتْ আর স্থায়ী হলো عَلَيْهِمُ তাদের উপর الذِّلَّةُ লাঞ্ছনা وَالْمَسْكَنَةُ ও অধঃপতন وَبَآءُوْ আর যোগ্য হয়ে পড়ল তারা بِغَضَبٍ مِّنَ اللّٰهِ আল্লাহর গজবের ذٰلِكَ بِاَنَّهُمْ তা এজন্য যে তারা كَانُوْا يَكْفُرُوْنَ অমান্য করে যাচ্ছিল بِاٰيٰتِ اللّٰهِ আল্লাহর হুকুমসমূহ وَيَقْتُلُوْنَ এবং হত্যা করেছিল النَّبِيّٖنَ নবীগণকে بِغَيْرِ الْحَقِّ অন্যায়ভাবে ذٰلِكَ بِمَا আর তা এ কারণে যে عَصَوْا তারা অবাধ্য হয়েছিল وَّكَانُوْا يَعْتَدُوْنَ এবং বারংবার সীমালঙ্ঘন করেছিল।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

জ্ঞাতব্য : শাহ আব্দুল কাদের (র.) -এর বক্তব্যানুসারে এ ঘটনা তীহ উপত্যকায় বসবাসকালে সংঘটিত হয়েছিল। যখন বনী ইসরাঈলের একটানা 'মান্না ও সালওয়া' খেতে খেতে বিস্বাদ এসে গেল এবং স্বাভাবিক খাবারের জন্য প্রার্থনা করল, [যেমন, পরবর্তী চতুর্থ আয়াতে বর্ণিত হয়েছে], তখন তাদেরকে এমন এক নগরীতে প্রবেশ করতে হুকুম দেওয়া হলো, যেখানে পানাহারে জন্য সাধারণভাবে ব্যবহার্য দ্রব্যাদি পাওয়া যাবে। সুতরাং এ হুকুমটি সে নগরীতে প্রবেশ করা সম্পর্কিত। এখানে নগরীতে প্রবেশকালে কর্মজনিত ও বাক্যজনিত দুটি আদবের বর্ণনা দেওয়া হয়েছে। ['তওবা তওবা' বলে প্রবেশ করার মধ্যে বাক্যজনিত এবং প্রণত মস্তকে প্রবেশ করার মধ্যে কার্যজনিত আদব]। এ প্রসঙ্গে বড় জোর একথা বলা যাবে যে, ঘটনার পরের অংশটি আগে এবং আগের অংশটি পরে বর্ণিত হয়েছে। এক্ষেত্রে জটিলতা তখনই হতো, যখন কুরআন মাজীদের ঘটনাই মূখ্য উদ্দেশ্য হতো। কিন্তু যখন ফলাফল বর্ণনাই মূল লক্ষ্য, তখন যদি একটি ঘটনার বিভিন্ন অংশের মধ্যে প্রত্যেক অংশের ফলাফল ভিন্ন ভিন্ন হয় এবং ফলাফলগুলোর কোনো প্রতিক্রিয়া ও প্রভাবের কথা বিবেচনা করা হয়, তবে এতে কোনো অংশকে পরে এবং পরের অংশকে আগে বর্ণনা করা হয়, তবে এতে কোনো দোষের কারণ নেই এবং কোনো আপত্তিরও কারণ থাকতে পারে না।

https://e-ilm.weebly.com/

অন্যান্য তাফসীরকারদের মতে এ হুকুম ঐ নগরী সংক্রান্ত ছিল, যেখানে তাদেরকে জিহাদের নির্দেশ দেওয়া হয়েছিল। তীহ উপত্যকায় তাদের অবস্থানকাল শেষ হওয়ার পর আবার সেখানে জিহাদ সংঘটিত হয়েছিল এবং সে নগরীর উপর তাদের অধিকার প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। সে সময় হযরত ইউশা (يُوشَعُ) (আ.) নবী ছিলেন। সে নগরীতে জিহাদের হুকুমটি তাঁরই মাধ্যমে এসেছিল।

প্রথম অভিমত অনুসারে 'মান্না' ও 'ছালওয়া' বর্জন করে সাধারণ খাবার সংক্রান্ত বনী ইসরাঈলের আবেদনকেও পূর্ববর্তী অপরাধগুলোর অন্তর্ভুক্ত করে নেওয়া উচিত। তখন মর্ম দাঁড়াবে এই যে, আবেদনটি তো ধৃষ্টতাপূর্ণই ছিল, কিন্তু তবুও তারা যদি এ শিষ্টাচার [আদব] ও নির্দেশ পালন করেন, তবে তাদেরকে ক্ষমা করে দেওয়া হবে। এই উভয় অভিমত অনুযায়ী এ ক্ষমা সকল বক্তার জন্য তো সাধারণভাবে প্রযোজ্য হবে। তদুপরি যারা নিষ্ঠা ও ঐকান্তিকতার সাথে সৎকার্যাবলি সম্পন্ন করবে, তাদের জন্য এছাড়াও অতিরিক্ত পুরস্কার থাকবে।

বাক্যের শব্দগত পরিবর্তনের ক্ষেত্রে শরিয়তের বিধান : এ আয়াত দ্বারা জানা গেল যে, বনী ইসরাঈলকে উক্ত নগরীতে حِطَّةٌ বলতে বলতে প্রবেশ করার নির্দেশ দেওয়া হয়েছিল। তারা দুষ্টামী করে সে শব্দের পরিবর্তে حِنْطَةٌ বলতে থাকে। ফলে তাদের উপর আসমানি শাস্তি অবতীর্ণ হলো। এই শব্দগত পরিবর্তন এমন ছিল– যাতে শুধু শব্দই পরিবর্তিত হয়ে যায়নি; বরং অর্থও সম্পূর্ণভাবে পাল্টে গিয়েছিল। حِطَّةٌ অর্থ তওবা ও পাপ বর্জন করা। আর حِنْطَةٌ অর্থ গম। এ ধরনের শব্দগত পরিবর্তন, তা নিঃসন্দেহে এবং সর্ববাদিসম্মতভাবে হারাম। কেননা এটা এক ধরনের تَحْرِيف তথা শব্দগত ও অর্থগত বিকৃতিসাধন।

এখন রইল এই যে, অর্থ ও উদ্দেশ্য পুরোপুরি রক্ষা করে নিছক শব্দগত পরিবর্তন সম্পর্কে কি হুকুম? ইমাম কুরতুবী এ সম্পর্কে মন্তব্য করেন, কোনো কোনো বাক্যাংশে বা বক্তব্যে শব্দই উদ্দেশ্য হয়ে থাকে এবং মর্ম ও ভাব প্রকাশের জন্য শব্দই অপরিহার্য বলে বিবেচিত হয়। এ ধরনের উক্তি ও বাণীর ক্ষেত্রে শব্দগত পরিবর্তনও জায়েজ নয়। যেমন, আজানের জন্য নির্ধারিত শব্দের স্থলে সমার্থবোধক অন্য কোনো শব্দ পাঠ করা জায়েজ নয়। অনুরূপবাবে নামাজের মাঝে নির্দিষ্ট দোয়াসমূহ। যেমন, ছানা, আত্তাহিয়্যাতু, দোয়ায়ে কুনূত, ও রুকূ-সেজদার তাসবীহসমূহ। এগুলোর অর্থ সম্পূর্ণভাবে ঠিক রেখেও কোনো রকম শব্দগত পরিবর্তন জায়েজ নয়। তেমনিভাবে সমগ্র কুরআন মাজীদের শব্দাবলিরও একই হুকুম। অর্থাৎ কুরআন তেলাওয়াতের সঙ্গে যেসব হুকুম সম্পর্কযুক্ত, তা শুধু ঐ শব্দাবলিতেই তেলাওয়াত করতে হবে, যাতে কুরআন নাজিল হয়েছে। যদি কোনো ব্যক্তি এসব শব্দাবলির অনুবাদ অন্য এমন সব শব্দের দ্বারা করে পাঠ করতে থাকে, যাতে অর্থ পুরোপুরিই ঠিক থাকে, তবে একে শরিয়তের পরিভাষায় কুরআন তেলাওয়াত বলা যাবে না। কুরআন পাঠ করার জন্য যে ছওয়াব নির্দিষ্ট রয়েছে, তাও লাভ করতে পারবে না। কারণ কুরআন শুধু অর্থের নাম নয়; বরং অর্থের সাথে সাথে যে শব্দাবলিতে তা নাজিল হয়েছে, তার সমষ্টির নামই কুরআন। আলোচ্য আয়াতের ভাষ্যে দৃশ্যতঃ বুঝা যায় যে, তাদেরকে তওবার উদ্দেশ্যে যে শব্দটি বাতলে দেওয়া হয়েছিল, তার উচ্চারণও করণীয় ছিল; সেগুলোতে পরিবর্তন সাধন ছিল পাপ। আর তারা যে পরবর্তন করেছিল তা ছিল শব্দের সাথে সাথে অর্থেরও পরিপন্থি। কাজেই তারা আসমানি আজাবের সম্মুখীন হয়েছিল।

কিন্তু যে উক্তি ও বাক্যাংশে অর্থই মূল উদ্দেশ্য শব্দ নয়, যদি সেগুলোতে শব্দগত এমন পরিবর্তন করা হয় যাতে অর্থের ক্ষেত্রে কোনো প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি করে না, তবে অধিকাংশ মুহাদ্দিসীন ও ফুকাহার মতে এ পরিবর্তন জায়েজ। ইমাম মালেক, শাফেয়ী ও ইমাম আযম (র.)-থেকে ইমাম কুরতুবী উদ্ধৃত করেন যে, হাদীসের অর্থভিত্তিক বর্ণনা জায়েজ, কিন্তু শর্ত হচ্ছে এই যে, বর্ণনাকারীকে আরবি ভাষায় পারদর্শী হতে হবে এবং হাদীস বর্ণনার স্থান-কাল পাত্র সম্পর্কে পুরোপুরি জ্ঞাত থাকতে হবে– যাতে তার ভুলের কারণে অর্থের ক্ষেত্রে কোনো পার্থক্য সৃষ্টি না হয়।

উল্লিখিত ৬০ তম আয়াতে বলা হয়েছে, হযরত মূসা (আ.) নিজ সম্প্রদায়ের প্রয়োজনে পানির জন্য দোয়া করলে আল্লাহ পাক পানির ব্যবস্থা করে দিলেন। পাথরের উপর লাঠির আঘাতের সাথে সাথে প্রস্রবণ প্রবাহিত হয়ে পড়ল। এতে বুঝা গেল যে, এস্তেসকা [পানির জন্য প্রার্থনা]-এর মূল হলো দোয়া করা। এ দোয়া কোনো কোনো সময়ে ইস্তেসকার নামাজের আকারেও করা হয়েছে। যেমন এস্তেসকার নামাজের উদ্দেশ্যে হুজুর ﷺ -এর ঈদগাহতে তশরিফ নেওয়া এবং সেখানে

https://e-ilm.weebly.com/

নামাজ, খুৎবা ও দোয়া করার কথা বিশুদ্ধ হাদীসে বর্ণিত রয়েছে। আবার কখনো নামাজ বাদ দিয়ে শুধু বাহ্যিক অর্থে দোয়া করেই ক্ষান্ত করেছেন। যেমন, বুখারী ও মুসলিম শরীফে বর্ণিত আছে যে, হুজুর ﷺ জুমার খুৎবায় পানির জন্য দোয়া করেন– ফলে আল্লাহ পাক বৃষ্টি বর্ষণ করেন।

এ কথা সর্ববিধিসম্মত যে, এস্তেসকা নামাজের আকারে হোক বা দোয়া রূপে হোক তা ক্রিয়াশীল ও গুরুত্ববহ হওয়ার জন্য পাপ থেকে তওবা, নিজের দীনতা-হীনতা ও দাসত্বসূলভ আচরণের অভিব্যক্তি একান্ত আবশ্যক। পাপে অটল এবং আল্লাহর অবাধ্যতায় অনড় থেকে দোয়া করলে তা ক্রিয়াশীল হবে বলে আশা করার অধিকার কারো নেই।

وَاِذِ اسْتَسْقٰى এ আয়াতের সংশ্লিষ্ট ঘটনা : এ আয়াত সংশ্লিষ্ট ঘটনা 'তীহ' প্রান্তে সংঘটিত হয়েছে। ঘটনার বিবরণ এই যে, বনী ইসরাঈলরা যখন অত্যধিক পিপাসায় কাতর হয়ে পড়ে, তখন তারা হযরত মূসা (আ.)-এর নিকট পানির জন্য আবেদন করে। তখন হযরত মূসা (আ.) এ ব্যাপারে আল্লাহ তা'আলার দরবারে প্রার্থনা করেন, ফলে আল্লাহ তা'আলা হযরত মূসা (আ.)-কে স্বীয় লাঠি দ্বারা পাথরে আঘাত করার জন্য নির্দেশ দেন। অতঃপর হযরত মূসা (আ.) উক্ত পাথরে আঘাত করার সাথে সাথে বারোটি প্রস্রবণ সৃষ্টি হয়। বনী ইসরাঈলের বারোটি গোত্রের জন্য পৃথক পৃথক ঝরনা সৃষ্টি করা হয়। এটা মহান রাব্বুল 'আলামীনের অফুরন্ত শক্তির বহিঃপ্রকাশ। আর হযরত মূসা (আ.)-এর জীবন্ত মু'জিযা বা অলৌকিক ঘটনা। এরূপ ঘটনাকে মু'জিযা বা অলৌকিক ঘটনা বলে। এরূপ ঘটনাকে অবিশ্বাস করার কোনো কারণ নেই। পর্যটকদের মুখ থেকে শোনা যায় যে, এ পাথরটি এখনো 'সিনাই' উপদ্বীপে রয়েছে। পাথরের গায়ে এখনো প্রস্রবণের উৎস মুখের গর্তগুলো পরিলক্ষিত হয়।

اَلْحَجَرُ-এর পরিচয় : اَلْحَجَرُ একবচন, বহুবচন اَلْاَحْجَارُ অর্থ– পাথর। হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা.) বলেন, এটা একটা চৌকোণা পাথর ছিল, যা হযরত মূসা (আ.)-এর সাথে ছিল। হযরত মূসা (আ.) এর উপর মহান রাব্বুল আলমীনের হুকুমে আঘাত করেছিলেন। এটা এক হাত লম্বা ও এক হাত চওড়া ছিল। কোনো কোনো মুফাস্‌সির বলেন, ঐ পাথর ছিল, যার উপর কাপড় রেখে হযরত মূসা (আ.) গোসল করতেন। অথবা যে কোনো পাথর।

আল্লামা যামাখ্‌শারী (র.) বলেন, নির্দেশ ছিল যে কোনো একটি পাথরের উপর আঘাত করার। নির্দিষ্ট কোনো পাথরের উপর আঘাত করা নয়। কাযী বায়যাবী (র.) বলেন, এ পাথরটি হযরত আদম (আ.) বেহেশত হতে সাথে করে করে নিয়ে এসেছিলেন। কালের পর কাল হাত পরিবর্তন হতে হতে হযরত মূসা (আ.) পর্যন্ত এসে পৌঁছেছিল। অথবা হযরত মূসা (আ.) গোসল করার জন্য যে পাথরের উপর দিগম্বর হয়ে কাপড় রাখতেন। আর আল্লাহর নির্দেশ হযরত মূসা (আ.) প্রতি ইহুদিদের আরোপিত অণ্ডকোষ স্ফীতির অপবাদ দূর করার জন্য পাথরটি তার কাপড় নিয়ে পলায়ন করেছিল এটা সেই পাথর।

قوله لَنْ نَّصْبِرَ عَلٰى طَعَامٍ وَّاحِدٍ -এর সংশ্লিষ্ট ঘটনা : এখানেও বনী ইসরাঈলদের ঘটনা বর্ণনা করা হয়েছে, যা 'তীহ' প্রান্তরে সংঘটিত হয়েছিল। মহান রাব্বুল আলামীনের অনুগ্রহ স্বরূপ বনী ইসরাঈলদের প্রতি প্রেরিত সুস্বাদু ও পুষ্টিকর খাদ্য 'মান্না' ও 'সালওয়া' ভক্ষণ করতে করতে ইহুদিরা যখন সুস্থ ও সবল হয়ে উঠল, তখন তারা নিজেদের প্রকৃতিগত অবাধ্যতা অবলম্বন করে হযরত মূসা (আ.)-কে বলল, একই প্রকার খাদ্যে আমাদের তৃপ্তি হচ্ছে না। অতএব, আপনি আপনার প্রতিপালকের নিকট বলুন, তিনি যেন আমাদের জন্য মিশরবাসীদের খাদ্যের ন্যায় নানাপ্রকার খাদ্য উৎপাদন করেন। উত্তরে হযরত মূসা (আ.) বলেন, উৎকৃষ্ট খাদ্যদ্রব্যের পরিবর্তে নিকৃষ্ট দ্রব্যসমূহ যদি তোমাদের লোভনীয় হয়, তবে কোনো শহরে চলে যাও। সেখানে তোমাদের পার্থিব দ্রব্যসমূহ পাবে। অনন্তর ইহুদিরা সেখানে গিয়ে অবাধ্যতা ও ব্যভিচারে লিপ্ত হওয়ায় তাদের উপর আল্লাহ তা'আলার শাস্তি অবতীর্ণ হয়।

মান্না-সালওয়া এবং তাদের যাচিত বস্তুর মধ্যে মর্যাদার পর্যালোচনা :

এ কথা নিশ্চিতভাবে বলা যায় যে, مَنّ ও سَلْوٰى বনী ইসরাঈলদের যাচিত বস্তু থেকে অনেক উত্তম। কেননা কুরআনের সাক্ষ্যে বলা হয়েছে– اَتَسْتَبْدِلُوْنَ الَّذِيْ هُوَ اَدْنٰى بِالَّذِيْ هُوَ خَيْرٌ

নিম্নে মান্না ও সালওয়ার মর্যাদার বিভিন্ন দিক তুলে ধরা হলো–

(১) মান্না-সালওয়া ছিল আল্লাহর পক্ষ থেকে এমন উত্তম নিয়ামত, যা লাভ করতে কোনো কষ্ট করতে হতো না। লাঙ্গল, জোয়াল চালানো, কৃষি কাজ ও শ্রমের প্রয়োজন ছিল না।

(২) এটা ছিল অত্যন্ত সুস্বাদু।

https://e-ilm.weebly.com/

(৩) মান্না-সালওয়াতে আল্লাহর নির্দেশ পালন হতো, তাঁর নিয়ামতের কৃতজ্ঞতা প্রকাশের বহিঃপ্রকাশ ঘটতো, যা পরকালের পুণ্য হিসেবে জমা হতো।

(৪) যেহেতু উহা সরাসরি আল্লাহর পক্ষ হতে অবতীর্ণ হতো, সেহেতু তা হালাল হওয়ার ব্যাপারে কোনোরূপ সন্দেহ ছিল না। কিন্তু চাষাবাদের মাধ্যমে যা উৎপন্ন হয়, তা হালাল হওয়ার ব্যাপারে কিছুটা সন্দেহ থেকে যায়। কেননা বীজ এবং জমিন ক্রয়-বিক্রয় হয়ে থাকে। তাতে কিয়ৎ পরিমাণ হলেও হের-ফের থাকতে পারে। একে অন্যের নিকট হতে জবর দখলেরও সম্ভাবনা থাকতে পারে। –[কুরতুবী]

أَتَسْتَبْدِلُونَ কথাটি কাকে বলেছিলেন? এ বাক্যটি جملة مستأنفة যা উহ্য প্রশ্নের উত্তরে বলা হয়েছে। প্রশ্নটি হলো "বনী ইসরাঈলদের কৃষিজাত পণ্য সরবরাহের আবেদনের জবাবে হযরত মূসা (আ.) তাদেরকে কি বললেন?" তখন উত্তরে বলা হলো اَتَسْتَبْدِلُوْنَ الخ। এ বাক্যটির قَالَ তথা প্রবক্তা হলেন স্বয়ং আল্লাহ, তিনি হযরত মূসা (আ.)-এর মাধ্যমে এ বক্তব্য পেশ করেন।

অথবা, হযরত মূসা (আ.) নিজেই এর প্রবক্তা। আয়াতের বাচনভঙ্গি দ্বারা এটাই বেশি গ্রহণযোগ্য বলে প্রতীয়মান হয়। [বায়যাবী]

مصر দ্বারা উদ্দেশ্য : مِصْر বলতে এখানে অনির্দিষ্টভাবে যে কোনো নগর বা লোকালয়কে বুঝানো হয়েছে। কারো মতে ফেরাউনের মিসর অঞ্চলকে বুঝানো হয়েছে। কেননা আল্লাহ তা'আলা পরবর্তীতে ইহুদিদেরকে মিসরের অধিকারী করে দিয়েছেন। কেউ বলেন, এ অঞ্চলটির পূর্ব নাম ছিল مِصْرَاتَم (মিসরাতাম) আরবিতে একে مِصْر বলা হয়েছে। –[বায়যাবী]

قوله وَضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الذِّلَّةُ وَالْمَسْكَنَةُ **-এর ব্যাখ্যা :** এ আয়াতে আল্লাহ তা'আলা ইহুদিদের চিরন্তন শাস্তি ইহকাল ও পরকালে তাঁর গজবের কথা বর্ণনা করেছেন। আল্লামা ইবনে কাছীর (র.) বলেন, এ আয়াতের অর্থ– তারা যত ধন-সম্পদের অধিকারীই হোকনা কেন, বিশ্ব সম্প্রদায়ের মধ্যে তুচ্ছ ও নগণ্য বলে বিবেচিত হবে। যারা তাদের সংস্পর্শে আসবে, তারাই তাদেরকে অপমানিত করবে এবং তাদেরকে দাসত্বের শৃঙ্খলে আবদ্ধ রাখবে।

اَلذِّلَّةُ ও اَلْمَسْكَنَةُ -এর অর্থ : اَلذِّلَّةُ শব্দের অর্থ– অপমান, লাঞ্ছনা। হযরত হাসান বসরী (র.) এবং হযরত কাতাদাহ (রা.) বলেন– اَلذِّلَّةُ হলো জিযিয়া, কর নির্ধারণ। اَلْمَسْكَنَةُ শব্দের অর্থ– দরিদ্রতা। কেউ কেউ বলেন, এর অর্থ হলো, নম্রতা ও অনুনয়-বিনয় প্রকাশ করা। এটা اَلسُّكُوْنُ থেকে গৃহীত।

يَكْفُرُوْنَ بِاٰيٰتِ اللّٰهِ **-এর ব্যাখ্যা :** এখানে اٰيٰتِ اللّٰهِ বলতে আল্লাহ তা'আলার কিতাব উদ্দেশ্য। অথবা, নবীগণের মু'জিযা বা অলৌকিক ঘটনা উদ্দেশ্য। বনী ইসরাঈল বিভিন্নভাবে এগুলোর সাথে কুফরি করেছে– (১) মহান রাব্বুল আলামীন প্রদত্ত শিক্ষাবলি হতে যে বিষয়টি নিজেদের চিন্তা-ভাবনা, ধ্যান-ধারণা ও আশা-আকাঙ্ক্ষার বিরোধী পেয়েছে, তাকে মেনে নিতে অস্বীকৃতি জানিয়েছে। (২) কোনো বিষয় আল্লাহ তা'আলার বাণী জানার পরও পূর্ণ দাম্ভিকতা, নির্লজ্জতা ও বিদ্রোহাত্মক মনোভাব সহকারে এর বিরুদ্ধাচরণ করেছে এবং আল্লাহ তা'আলার নির্দেশের কোনো পরোয়া করেনি। (৩) মহান আল্লাহ তা'আলার বাণীর অর্থ ও উদ্দেশ্য ভালোভাবে জানা ও বুঝার পরও নিজেদের ইচ্ছানুযায়ী এতে পরিবর্তন করেছে।

قوله وَيَقْتُلُوْنَ النَّبِيّٖنَ بِغَيْرِ الْحَقِّ **দ্বারা উদ্দেশ্য :** বনী ইসরাঈলরা কোনো এক সকালে তিনশত নবীকে হত্যা করেছিল এবং বিকেলে স্বাচ্ছন্দ্যে তরি-তরকারির হাট বাজার করেছিল। উক্ত আয়াতাংশ দ্বারা আল্লাহ তা'আলা তাদের এহেন জঘন্যতম কাজের বর্ণনা দিয়ে তাদের জন্য চিরস্থায়ী শাস্তির ঘোষণা দেন।

অপর এক বর্ণনায় রয়েছে, ইহুদিরা হযরত যাকারিয়া ও ইয়াহইয়া (আ.)-কে অনর্থক অন্যায়ভাবে হত্যা করেছিল। হযরত ঈসা (আ.)-কে হত্যা করতে চেয়েছিল। তা ছাড়া বনী ইসরাঈল একদিনে ৪০ জন নবীকে হত্যা করেছিল। পরবর্তীকালে হযরত মুহাম্মদ (সা.)-কে হত্যার ষড়যন্ত্রে লিপ্ত ইহুদিরা নিজের স্বরূপ প্রকাশ করে দিয়েছিল। তাই আল্লাহ তা'আলা তাদেরকে সীমালঙ্ঘনকারী ও অভিশপ্ত জাতি বলে উল্লেখ করেছেন। –[তাফসীরে হাক্কানী, কাশ্শাফ]

https://e-ilm.weebly.com/

بِغَيْرِ الْحَقِّ **উল্লেখের ফায়দা :** এ কথা নিশ্চিত পরিজ্ঞাত যে, নবীদেরকে হত্যা করা অন্যায়, তথাপি بِغَيْرِ الْحَقِّ বলার প্রয়োজন এজন্য যে, মানুষ কখনো না জেনে বা সন্দেহ হওয়ার কারণে অন্যায় করে বসে, আবার কখনো অন্যায় জেনেও তা করে থাকে। আর এ বিষয়টি অত্যন্ত মারাত্মক। নবীদের হত্যা করা জঘন্য অন্যায় এটা জেনেও তারা নবীদের হত্যা করেছে।

ইহুদিদের চিরস্থায়ী লাঞ্ছনার অর্থ, বর্তমান ইসরাঈল রাষ্ট্রের ফলে, উদ্ভূত সন্দেহ ও তার উত্তর :উল্লিখিত আয়াতসমূহ ইহুদিদের শাস্তি, ইহকালে চিরস্থায়ী লাঞ্ছনা-গঞ্জনা এবং ইহকাল ও পরকালে খোদায়ী গজব ও রোষের বিষয় বর্ণনা করা হয়েছে। বিশিষ্ট তাফসীরকারগণ, সাহাবায়ে কেরাম ও তাবেয়ীনের বর্ণনানুসারে ওদের স্থায়ী লাঞ্ছনা-গঞ্জনার প্রকৃত অর্থ, কুরআনের প্রখ্যাত ভাষ্যকার আল্লামা ইবনে কাছীরের ভাষায় : "তারা যত ধন-সম্পদের অধিকারীই হোক না কেন, বিশ্ব সম্প্রদায়ের মাঝে তুচ্ছ ও নগণ্য বলে বিবেচিত হবে। যার সংস্পর্শে আসবে সেই তাদেরকে অপমানিত করবে এবং তাদেরকে দাসত্বের শৃঙ্খলে জড়িয়ে রাখবে।"

বিশিষ্ট তাফসীরকার ইমাম যাহ্হাকের ভাষায় এ লাঞ্ছনা-অবমাননার অর্থ- ইহুদিরা সর্বদা প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে অপরের দাসত্বের শৃঙ্খলে আবদ্ধ থাকবে।

একই মর্মে সূরা 'আলে ইমরানের' এক আয়াতে রয়েছে : ضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الذِّلَّةُ أَيْنَ مَا ثُقِفُوا إِلَّا بِحَبْلٍ مِّنَ اللَّهِ وَحَبْلٍ مِّنَ النَّاسِ "আল্লাহ প্রদত্ত ও মানব প্রদত্ত মাধ্যম ব্যতীত, তারা যেখানে যাবে সেখানেই তাদের জন্য লাঞ্ছনা ও অবমাননা পুঞ্জীভূত হয়ে থাকবে।" আল্লাহ প্রদত্ত ও মানব প্রদত্ত মাধ্যমের অর্থ এই যে, যাদেরকে আল্লাহ তা'আলা নিজের বিধান অনুসারে আশ্রয় ও অভয় দিয়েছেন। যেমন অপ্রাপ্ত বয়স্ক বালকগণ বা রমণীকুল বা এমন সাধক ও উপাসক যে মুসলমানদের সাথে যুদ্ধে অবতীর্ণ হয় না, তারা নিরাপদে থাকবে। আর মানবপ্রদত্ত মাধ্যম অর্থ শান্তিচুক্তি। যার একটি রূপ এও হতে পারে যে, মুসলমানদের সাথে শান্তিচুক্তির মাধ্যমে বা অমুসলিম সংখ্যালঘু হিসেবে জিযিয়া কর প্রদানের প্রতিশ্রুতিতে তাদের দেশে বসবাসের সুযোগ লাভ করবে। কিন্তু কুরআনের আয়াতে مِنَ النَّاسِ বলা হয়েছে مِنَ الْمُسْلِمِيْنَ বলা হয়নি। সুতরাং এমন হওয়ারও সম্ভাবনা রয়েছে যে, অন্যান্য অমুসলিমদের সাথে শান্তিচুক্তির মাধ্যমে তাদের আশ্রয়াধীন হয়ে সাময়িক শান্তিতে বসবাস করতে পারবে।

সারকথা, ইহুদিরা উপরিউক্ত দু অবস্থা ব্যতীত সর্বত্র ও সর্বদাই লাঞ্ছিত ও অপমানিত হবে। ১. আল্লাহর প্রদত্ত ও অনুমোদিত আশ্রয়ের মাধ্যমে, যার ফলে তাদের অপ্রাপ্ত বয়স্ক সন্তান-সন্ততি, নারী প্রভৃতি এই লাঞ্ছনা ও অবমাননা থেকে অব্যাহতি পাবে। কিংবা ২. শান্তিচুক্তির মাধ্যমে নিজেদেরকে এ অবমাননা থেকে মুক্ত রাখতে পারবে। এ চুক্তি মুসলমানদের সাথেও হতে পারে। কিংবা অন্যান্য মুসলিম জাতির সাথেও হতে পারে।

এমনিভাবে সূরা 'আলে ইমরানের' আয়াত দ্বারা সূরা বাকারা আয়াতের বিশদ বিশ্লেষণ হয়ে যায়। অধুনা ফিলিস্তীনে ইসরাঈল রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার ফলে মুসলমানদের মধ্যে যে সন্দেহের অবতারণা হয়েছে, এ দ্বারা তাও দূরীভূত হয়ে যায়। তা এই যে, কুরআনের আয়াত থেকে বুঝা যায় যে, ইহুদিদের রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা কখনও সম্ভব হবে না। অথচ বাস্তবে দেখা যায়, ফিলিস্তীনে তাদের রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। উত্তর সুস্পষ্ট- কেননা, ফিলিস্তীনে ইহুদিদের বর্তমান রাষ্ট্রের গূঢ়তত্ত্ব সম্পর্কে যারা সম্যক অবগত, তারা ভালোভাবেই জানেন যে, এ রাষ্ট্র প্রকৃত প্রস্তাবে ইসরাঈলের নয়; বরং আমেরিকা ও বৃটেনের একটি ঘাঁটি ছাড়া অন্য কিছু নয়। এ রাষ্ট্র নিজস্ব সম্পদ ও শক্তির উপর নির্ভর করে একমাসও টিকে থাকতে পারবে কিনা সন্দেহ। পাশ্চাত্যের খ্রিস্টান শক্তি ইসলামি বিশ্বকে দুর্বল করার উদ্দেশ্যে তাদের মাঝখানে ইসরাঈল নাম দিয়ে একটি সামরিক ঘাঁটি প্রতিষ্ঠা করেছে। এ রাষ্ট্র আমেরিকা-ইউরোপীয়দের দৃষ্টিতে একটা অনুগত আজ্ঞাবহ ষড়যন্ত্র কেন্দ্র ছাড়া অন্য কোনো গুরুত্ব বহন করে না। এ যেন কুরআনের বাণী بِحَبْلٍ مِّنَ النَّاسِ এরই বাস্তব রূপ। পাশ্চাত্য শক্তিবলয়, বিশেষ করে আমেরিকার সাথে নানা ধরনের প্রকাশ্য ও গোপন চুক্তি সম্পাদনের মাধ্যমে তাদের পক্ষপুষ্ট ও আশ্রিত হয়ে নিছক ক্রীড়নক রূপে নিজেদের অস্তিত্ব টিকিয়ে রেখেছে। তাও অত্যন্ত লাঞ্ছনা ও অবমাননার ভিতর দিয়ে। সুতরাং বর্তমান ইসরাঈল রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার দরুন কুরআনের কোনো আয়াত সম্পর্কে সামান্যতম সন্দেহেরও অবকাশ সৃষ্টি হতে পারে না।

https://e-ilm.weebly.com/

শব্দ বিশ্লেষণ

اِسْتَسْقٰى : সীগাহ واحد مذكر غائب বহছ اثبات فعل ماضى معروف বাব اِسْتِفْعَالٌ মাসদার اَلْاِسْتِسْقَاءُ মূলবর্ণ (س . ق . ى) জিনস ناقص يائى অর্থ– পানি চাইলেন [তার জাতির জন্য]

اِنْفَجَرَتْ : সীগাহ واحد مؤنث غائب বহছ اثبات فعل ماضى معروف বাব اِنْفِعَالٌ মাসদার اَلْاِنْفِجَارُ মূলবর্ণ– (ف . ج . ر) জিনস صَحِيْحٌ অর্থ–পানি বের হলো।

مَشْرَبَهُمْ : সীগাহ واحد مذكر বহছ اسم ظرف বাব سَمِعَ মাসদার اَلشُّرْبُ মূলবর্ণ (ش . ر . ب) জিনস صحيح অর্থ– পানি পানের স্থান।

وَلَا تَعْثَوْا : সীগাহ جمع مذكر حاضر বহছ نهى حاضر معروف বাব ضَرَبَ ও سمع মাসদার اَلْعَثْىُ মূলবর্ণ– (ع . ث . ى) জিনস ناقص يائى অর্থ– তোমরা ফ্যাসাদ করো না।

لَنْ نَّصْبِرَ : সীগাহ جمع متكلم বহছ نفى تاكيد بلن در فعل مستقبل معروف বাব ضرب মাসদার اَلصَّبْرُ মূলবর্ণ (ص . ب . ر) জিনস صحيح অর্থ– আমরা কখনো ধৈর্যধারণ করব না।

وَاحِدٍ : সীগাহ واحد مذكر বহছ اسم فاعل বাব سَمِعَ মাসদার اَلْوَحْدَةُ মূলবর্ণ (و . ح . د) জিনস مثال واوى অর্থ– একক, একা।

اُدْعُ : সীগাহ واحد مذكر حاضر বহছ امر حاضر معروف বাব نَصَرَ মাসদার اَلدَّعْوَةُ মূলবর্ণ (د . ع . و) জিনস ناقص واوى অর্থ– তুমি চাও, প্রার্থনা কর, দোয়া কর।

يُخْرِجْ : সীগাহ واحد مذكر غائب বহছ اثبات فعل مضارع معروف বাব اِفْعَالٌ মাসদার اَلْاِخْرَاجُ মূলবর্ণ– (خ . ر . ج) জিনস صحيح অর্থ– সে বের করেছে।

تُنْبِتُ : সীগাহ واحد مؤنث غائب বহছ اثبات فعل مضارع معروف বাব اِفْعَالٌ মাসদার اَلْاِنْبَاتُ মূলবর্ণ– (ن . ب . ت) জিনস صحيح অর্থ– সে উপণ্ন করেছে।

بَقْلٌ : শব্দটি একবচন, বহুবচন بُقُوْلٌ ; অর্থ– তরকারি।

قِثَّائِ : শব্দটি বহুবচন, একবচন قِثَّاءَةٌ; অর্থ– কাকড়ি।

فُوْمٌ : শব্দটি একবচন, বহুবচন فُوْمَانٌ ; অর্থ– গম।

عَدَسٌ : শব্দটি বহুবচন, একবচন عَدَسَةٌ; অর্থ– ডাল, মসুরী।

بَصَلٌ : শব্দটি একবচন, বহুবচন بُصُوْلٌ ; অর্থ– পেঁয়াজ।

تَسْتَبْدِلُوْنَ : সীগাহ جمع مذكر حاضر বহছ اثبات فعل مضارع معروف বাব اِسْتِفْعَالٌ মাসদার اَلْاِسْتِبْدَالُ মূলবর্ণ (ب . د . ل) জিনস صحيح অর্থ– তোমরা পরিবর্তন করে নিবে।

اِهْبِطُوْا : সীগাহ جمع مذكر حاضر বহছ امر حاضر معروف বাব نَصَرَ মাসদার اَلْهُبُوْطُ মূলবর্ণ (ه . ب . ط) জিনস صحيح অর্থ– তোমরা নেমে যাও।

https://e-ilm.weebly.com/

ضُرِبَتْ : সীগাহ واحد مؤنث غائب বহছ اثبات فعل ماضى مجهول বাব ضَرَبَ মাসদার اَلضَّرْبُ মূলবর্ণ (ض . ر . ب) জিনস صحيح অর্থ– তাদের উপর লাঞ্ছনা ও পরমুখাপেক্ষিতা আরোপ করা হলো।

بَآءُوْا : সীগাহ جمع مذكر غائب বহছ اثبات فعل ماضى معروف বাব نَصَرَ মাসদার اَلْبَوْءُ মূলবর্ণ (ب . و . ء) জিনস মুরাক্কাব مهموز لام ও اجوف واوى অর্থ– তারা ফিরল।

كَانُوْا يَكْفُرُوْنَ : সীগাহ جمع مذكر غائب বহছ اثبات فعل ماضى استمرارى معروف বাব نَصَرَ মাসদার اَلْكُفْرُ মূলবর্ণ (ك . ف . ر) জিনস صحيح অর্থ– তারা অস্বীকার করছিল।

كَانُوْا يَعْتَدُوْنَ : সীগাহ جمع مذكر غائب বহছ اثبات فعل ماضى استمرارى معروف বাব اِفْتِعَالٌ মাসদার اَلْاِعْتِدَاءُ মূলবর্ণ (ع . د . و) জিনস ناقص واوى অর্থ– তারা সীমালঙ্ঘন করছিল।

বাক্য বিশ্লেষণ

قوله ادْخُلُوْا هٰذِهِ الْقَرْيَةَ : এখানে اُدْخُلُوْا ফে'ল, ফা'য়েল, আর هٰذِهِ হলো اسم اشارة, আর الْقَرْيَةَ হলো مشار اليه. অতঃপর اسم اشاره ও مشار اليه মিলে مفعول. অতঃপর ফে'ল, ফায়েল, ও مفعول মিলে جملة فعلية خبرية হয়েছে।

قوله وَادْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا : এখানে اُدْخُلُوْا ফে'ল. ضمير হচ্ছে ذو الحال; الْبَابَ হলো مفعول আর سُجَّدًا হলো حال এখন ذو الحال ও حال মিলে হচ্ছে فاعل অতঃপর ফে'ল, ফা'য়েল ও مفعول মিলে جملة فعلية হয়েছে।

قوله لَنْ نَّصْبِرَ عَلٰى طَعَامٍ وَّاحِدٍ : এখানে لَنْ نَّصْبِرَ ফে'ল ও ফা'য়েল عَلٰى হরফে জার, طَعَامٍ হলো موصوف আর واحد হলো صفة, অতঃপর موصوف ও صفت মিলে مجرور, তারপর جار ও مجرور মিলে متعلق অতঃপর ফে'ল ফা'য়েল ও متعلق মিলে جملة فعلية خبرية হয়েছে।

https://e-ilm.weebly.com/

إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَالَّذِينَ هَادُوا وَالنَّصَارَىٰ وَالصَّابِئِينَ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَعَمِلَ صَالِحًا فَلَهُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ (٦٢)

অনুবাদ : (৬২) সুনিশ্চিত যে, মুসলমান, ইহুদি, নাসারা এবং সাবেয়ীন সম্প্রদায় যারা বিশ্বাস রাখে আল্লাহর এবং কিয়ামতের প্রতি আর নেককাজ করে, তাদের জন্য পুরস্কারও রয়েছে তাদের প্রভুর নিকট, তাদের কোনো প্রকার ভয়ও নেই, তারা শোকান্বিতও হবে না।

وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ بِقُوَّةٍ وَاذْكُرُوا مَا فِيهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ (٦٣)

(৬৩) আর যখন আমি তোমাদের অঙ্গীকার নিলাম এবং তূর পাহাড়কে উঠিয়ে ধরলাম তোমাদের উপর [এবং বলেছিলাম] গ্রহণ কর যে কিতাবটি আমি তোমাদেরকে দান করেছি, দৃঢ়ভাবে এবং স্মরণ রাখ যে, সমস্ত হুকুম তাতে রয়েছে, আশা করা যায় যে, তোমরা মুত্তাকী হতে পারবে।

ثُمَّ تَوَلَّيْتُمْ مِنْ بَعْدِ ذَٰلِكَ فَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ لَكُنْتُمْ مِنَ الْخَاسِرِينَ (٦٤)

(৬৪) অতঃপর তোমরা ফিরে গেলে সেই অঙ্গীকারের পরেও, তখন যদি তোমাদের উপর আল্লাহর দয়া ও তাঁর রহমত না হতো, তবে অবশ্যই তোমরা বিনাশপ্রাপ্ত হতে।

وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ الَّذِينَ اعْتَدَوْا مِنْكُمْ فِي السَّبْتِ فَقُلْنَا لَهُمْ كُونُوا قِرَدَةً خَاسِئِينَ (٦٥)

(৬৫) আর তোমরা অবগতই আছ ঐ সমস্ত লোকের অবস্থা যারা তোমাদের মধ্যে হতে শনিবার সম্বন্ধীয় আদেশ অমান্য করেছিল, সুতরাং আমি তাদেরকে বলে দিলাম, তোমরা হয়ে যাও লাঞ্ছিত বানর।

শাব্দিক অনুবাদ

৬২. إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا সুনিশ্চিত যে, মুসলমান وَالَّذِينَ هَادُوا ইহুদি وَالنَّصَارَىٰ নাসারা وَالصَّابِئِينَ এবং সাবেয়ীন সম্প্রদায় مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ যারা বিশ্বাস রাখে আল্লাহর প্রতি وَالْيَوْمِ الْآخِرِ এবং কিয়ামতের প্রতি وَعَمِلَ صَالِحًا আর নেককাজ করে فَلَهُمْ أَجْرُهُمْ তাদের জন্য পুরস্কারও রয়েছে عِنْدَ رَبِّهِمْ তাদের প্রভুর নিকট وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ তাদের কোনো প্রকার ভয়ও নেই وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ তারা শোকান্বিতও হবে না।

৬৩. وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ আর যখন আমি তোমাদের অঙ্গীকার নিলাম وَرَفَعْنَا এবং উঠিয়ে ধরলাম فَوْقَكُمُ তোমাদের উপর الطُّورَ তূর পাহাড়কে خُذُوا [এবং বলেছিলাম] গ্রহণ কর مَا آتَيْنَاكُمْ যে কিতাবটি আমি তোমাদেরকে দান করেছি بِقُوَّةٍ দৃঢ়ভাবে وَاذْكُرُوا এবং স্মরণ রাখ مَا فِيهِ যে সমস্ত হুকুম তাতে রয়েছে لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ আশা করা যায় যে, তোমরা মুত্তাকী হতে পারবে।

৬৪. ثُمَّ تَوَلَّيْتُمْ অতঃপর তোমরা ফিরে গেলে مِنْ بَعْدِ ذَٰلِكَ সেই অঙ্গীকারের পরেও فَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ তখন যদি আল্লাহর দয়া না হতো عَلَيْكُمْ তোমাদের উপর وَرَحْمَتُهُ ও তাঁর রহমত لَكُنْتُمْ তবে অবশ্যই তোমরা হতে مِنَ الْخَاسِرِينَ বিনাশপ্রাপ্ত।

৬৫. وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ আর তোমরা অবগতই আছ الَّذِينَ اعْتَدَوْا ঐ সমস্ত লোকের অবস্থা যারা অমান্য করেছিল مِنْكُمْ তোমাদের মধ্যে হতে فِي السَّبْتِ শনিবার সম্বন্ধীয় আদেশ فَقُلْنَا لَهُمْ সুতরাং আমি তাদেরকে বলে দিলাম كُونُوا তোমরা হয়ে যাও قِرَدَةً বানর خَاسِئِينَ লাঞ্ছিত।

https://e-ilm.weebly.com/

فَجَعَلْنٰهَا نَكَالًا لِّمَا بَيْنَ يَدَيْهَا وَمَا خَلْفَهَا
وَمَوْعِظَةً لِّلْمُتَّقِيْنَ (٦٦)

(৬৬) অনন্তর আমি তাকে করলাম একটি শিক্ষণীয় বিষয় তৎকালীনদের জন্যও এবং পরবর্তীদের জন্যও আর উপদেশ স্বরূপ করলাম মুত্তাকীদের জন্য।

وَاِذْ قَالَ مُوْسٰى لِقَوْمِهٖۤ اِنَّ اللّٰهَ يَاْمُرُكُمْ اَنْ
تَذْبَحُوْا بَقَرَةً ؕ قَالُوْۤا اَتَتَّخِذُنَا هُزُوًا ؕ قَالَ
اَعُوْذُ بِاللّٰهِ اَنْ اَكُوْنَ مِنَ الْجٰهِلِيْنَ (٦٧)

(৬৭) আর যখন মূসা স্বীয় সম্প্রদায়কে বললেন, আল্লাহ আদেশ করতেছেন তোমাদের একটি বলদ জবাই কর: তারা বলল, আপনি কি আমাদেরকে উপহাস্য বানাচ্ছেন? মূসা বললেন, আমি আল্লাহর আশ্রয় প্রার্থনা করছি এরূপ মুর্খ লোকদের ন্যায় কাজ করা হতে।

قَالُوا ادْعُ لَنَا رَبَّكَ يُبَيِّنْ لَّنَا مَا هِيَ ؕ قَالَ اِنَّهٗ
يَقُوْلُ اِنَّهَا بَقَرَةٌ لَّا فَارِضٌ وَّلَا بِكْرٌ ؕ
عَوَانٌۢ بَيْنَ ذٰلِكَ ؕ فَافْعَلُوْا مَا تُؤْمَرُوْنَ (٦٨)

(৬৮) তারা বলল, আপনি প্রার্থনা করুন, আমাদের জন্য আপনার প্রভুর নিকট তিনি যেন আমাদেরকে বলে দেন তা কি কি গুণবিশিষ্ট হওয়া চাই: মূসা বললেন, আল্লাহ বলতেছেন যে, তা এমন বলদ হওয়া চাই যা একেবারে বৃদ্ধও নয় একেবারে বাচ্চাও নয়: এতদুভয়ের মধ্যবর্তী জোয়ান, অতএব, এখন আদেশ অনুযায়ী করে ফেল।

قَالُوا ادْعُ لَنَا رَبَّكَ يُبَيِّنْ لَّنَا مَا لَوْنُهَا ؕ قَالَ اِنَّهٗ
يَقُوْلُ اِنَّهَا بَقَرَةٌ صَفْرَآءُ ۙ فَاقِعٌ لَّوْنُهَا تَسُرُّ
النّٰظِرِيْنَ (٦٩)

(৬৯) তারা বলল, প্রার্থনা করুন, আমাদের জন্য আপনার প্রভুর নিকট তিনি যেন আমাদেরকে বলে দেন তার রং কি? তিনি বললেন, আল্লাহ বলেন, তা একটি হলদে রঙ্গের বলদ, তীব্র হলদে তার রং দর্শকদেরকে আনন্দ দেয়।

শাব্দিক অনুবাদ

৬৬. فَجَعَلْنٰهَا অনন্তর আমি তাকে করলাম نَكَالًا একটি শিক্ষণীয় বিষয় لِّمَا بَيْنَ يَدَيْهَا তৎকালীনদের জন্যও وَمَا خَلْفَهَا এবং পরবর্তীদের জন্যও وَمَوْعِظَةً আর উপদেশ স্বরূপ করলাম لِّلْمُتَّقِيْنَ মুত্তাকীদের জন্য।

৬৭. وَاِذْ قَالَ مُوْسٰى আর যখন মূসা বললেন لِقَوْمِهٖ স্বীয় সম্প্রদায়কে اِنَّ اللّٰهَ يَاْمُرُكُمْ আল্লাহ আদেশ করতেছেন তোমাদের اَنْ تَذْبَحُوْا بَقَرَةً একটি বলদ জবাই কর قَالُوْا তারা বলল اَتَتَّخِذُنَا আপনি কি আমাদেরকে বানাচ্ছেন? هُزُوًا উপহাস্য قَالَ মূসা বললেন اَعُوْذُ بِاللّٰهِ আমি আল্লাহর আশ্রয় প্রার্থনা করছি اَنْ اَكُوْنَ مِنَ الْجٰهِلِيْنَ এরূপ মুর্খ লোকদের ন্যায় কাজ করা হতে।

৬৮. قَالُوْا তারা বলল ادْعُ لَنَا আপনি প্রার্থনা করুন আমাদের জন্য رَبَّكَ আপনার প্রভুর নিকট يُبَيِّنْ لَّنَا তিনি যেন আমাদেরকে বলে দেন مَا هِيَ তা কি কি গুণবিশিষ্ট হওয়া চাই قَالَ মূসা বললেন اِنَّهٗ يَقُوْلُ আল্লাহ বলতেছেন যে اِنَّهَا بَقَرَةٌ তা এমন বলদ হওয়া চাই لَّا فَارِضٌ যা একেবারে বৃদ্ধও নয় وَّلَا بِكْرٌ একেবারে বাচ্চাও নয় عَوَانٌۢ بَيْنَ ذٰلِكَ এতদুভয়ের মধ্যবর্তী জোয়ান فَافْعَلُوْا অতএব, কাজ করে ফেল مَا تُؤْمَرُوْنَ আদেশ অনুযায়ী

৬৯. قَالُوْا তারা বলল ادْعُ لَنَا প্রার্থনা করুন আমাদের জন্য رَبَّكَ আপনার প্রভুর নিকট يُبَيِّنْ لَّنَا তিনি যেন আমাদেরকে বলে দেন مَا لَوْنُهَا তার রং কি? قَالَ তিনি বললেন اِنَّهٗ يَقُوْلُ আল্লাহ বলেন اِنَّهَا بَقَرَةٌ তা একটি বলদ صَفْرَآءُ হলদে রঙ্গের فَاقِعٌ لَّوْنُهَا তীব্র হলদে তার রং تَسُرُّ النّٰظِرِيْنَ দর্শকদেরকে আনন্দ দেয়।

https://e-ilm.weebly.com/

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

৬২ قوله إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَالَّذِينَ هَادُوا وَالنَّصَارَىٰ الخ **আয়াতের শানে নুযূল– ১ :** হযরত সালমান ফারসী (রা.) বলেন, আমি নবী করীম ﷺ-এর দরবারে হাজির হওয়ার পূর্বে যেসব দীনদারদের সাথে মিলিত হয়েছিলাম, তাদের নামাজ-রোজা সম্পর্কে হুজুর ﷺ-এর নিকট বর্ণনার পর বলেছিলাম যে, এ সমস্ত নামাজি ও রোজাদারগণ আপনার আগমনের বিশ্বাসী। তখন নবী করীম ﷺ বলেন, তারা জাহান্নামী। এতে হযরত সালমান (রা.) দুঃখিত হন। তখন উপরিউক্ত আয়াত অবতীর্ণ হয়। –[ইবনে কাছীর]

শানে নুযূল– ২ : হযরত সালমান ফারসী (রা.)-এর সঙ্গী-সাথীদের সম্পর্কে অবতীর্ণ হয়েছে। একদা তিনি জনাব নবী করীম ﷺ-এর সাথে আলোচনা করছিলেন। এই মধ্যে যখন তাঁর সঙ্গী-সাথীদের সম্পর্কে আলোচনা করা হয়। তখন তিনি তাদের সম্পর্কে বর্ণনা দিয়ে বলেন যে, তারা নামাজ আদায় করত, রোজা রাখত, আপনার প্রতি তাদের বিশ্বাসও ছিল, এবং তারা সাক্ষী প্রদান করত যে, আপনি নবী হয়ে প্রেরিত হবেন। অতঃপর সালমান ফারসী (রা.) তাদের বৈশিষ্ট্যতা বর্ণনা করে শেষ করার পর নবী করীম ﷺ তাকে বললেন, হে সালমান! তারা হাবে জাহান্নামী। একথা হযরত সালমান ফারসী (রা.)-এর নিকট অত্যন্ত পীড়াদায়ক অনুভব হলো এবং তার পদতল হতে মাটি সরে যাচ্ছিল বলে অনুভব করেছিলেন। তখন সে হতাশাগ্রস্থ অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে আল্লাহ তাঁকে সান্ত্বনা দেওয়ার জন্য আলোচ্য আয়াত অবতীর্ণ করেন। হযরত সালমান ফারসী (রা.) বললেন যে, এ আয়াত শুনে আমি বর্ণনাতীত আনন্দিত হলাম। –[ইবনে কাছীর– ১ :১০৩]

৬৫- قوله وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ الَّذِينَ اعْتَدَوْا مِنكُمْ الخ **আয়াতের শানে নুযূল :** হযরত মূসা (আ.) ইবাদতের জন্য জুমার দিন নির্দিষ্ট করেন; কিন্তু বনী ইসরাঈল তাঁর বিরোধিতা করে এবং শনিবার দিন ইবাদতের জন্য পছন্দ করে। তারা যুক্তি দেখিয়ে বলল, আল্লাহ তা'আলা আসমান জমিনকে ছয়দিনে সৃষ্টি করেছেন, শনিবার দিন কোনো কাজ করেননি। আমরাও ঐ দিন কোনো কাজ করব না। কাজেই তাদেরকে বলা হলো ঠিক আছে তোমরা ঐ দিন ইবাদত করবে, কোনো কাজ করবে না, এমনকি মাছও শীকার করবে না। ঐ সকল লোক যেহেতু ঈলা নামক চরের নদীর তীরে বাস করতো। পরীক্ষার উদ্দেশ্যে শনিবার দিন ঐ নদীর কিনারায় সকল প্রকার মাছ ভিড় করত। শেষ পর্যন্ত তারা কৌশল অবলম্বন করে, নদীর তীরে গর্ত খোদাই করে নদীর নালার সাথে নালা করে দেয়, এতে শনিবার মাছ একত্রিত হতো, আর রবিবার দিন তারা সে মাছ শিকার করতো। আর বলত আমরা শনিবার দিন মাছ শিকার করিনি। সে ঘটনা আলোচনা প্রসঙ্গে উক্ত আয়াত অবতীর্ণ হয়।

يَهُودِيٌّ ، نَصَارَىٰ ও صَابِئِينَ **-এর পরিচয় :** يَهُودِيٌّ (ইহুদি) : 'ইহুদি' হচ্ছে হযরত ইয়াকুব (আ.)-এর বড় পুত্র 'ইয়াহুদ'-এর বংশধর। আর এজন্যই এদেরকে 'ইহুদি' বলা হতো। কেউ কেউ বলেন, এসব লোক তাওরাত পড়ার সময় হেলত-দুলত, এজন্যাই এদেরকে 'ইহুদি' বলা হয়। আবার কেউ কেউ বলেন, هَادُوا শব্দের অর্থ– প্রত্যাবর্তন করল। যেহেতু ইহুদিরা গো-বৎস পূজা থেকে প্রত্যাবর্তন করেছিল, সেহেতু এদেরকে يَهُودِيٌّ বলা হয়।

نَصَارَىٰ **(নাসারা) :** যখন হযরত ঈসা (আ.)-এর নবুয়তের সময় আসে, তখন বনী ইসরাঈলদের উপর তার নবুয়তের প্রতি বিশ্বাস এবং তাঁর আদেশের আনুগত্য ওয়াজিব হয়, তখন তাদের নাম نَصَارَىٰ (নাসারা) রাখা হয়। কেননা তারা পরস্পর সাহায্য-সহযোগিতাও করেছিল। কেউ কেউ বলেন, এসব লোক যে স্থানে বাস করতো, তার নাম ছিল নাসেরা, তাই তাদেরকে نَصَارَىٰ বলা হতো।

الصَّابِئِينَ **(সাবি'য়ীন) :** এটা বহুবচন, একবচন صَابِئَةٌ, অর্থ– যে নিজের দীন ত্যাগ করে অন্য দীন গ্রহণ করে। তৎকালে প্রচলিত দীনসমূহ হতে তাদের পছন্দ মতো কিছু কিছু বিষয় তারা গ্রহণ করে নিয়েছিল। তারা তারকারাজি ও ফেরেশতাদের পূজা ও উপাসনা করতো। হযরত ওমর (রা.) এদের কিতাবীদের অন্তর্ভুক্ত বলে উল্লেখ করেছেন।

قوله وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ **-এর ব্যাখ্যা :** হযরত মূসা (আ.) আল্লাহ প্রদত্ত 'তাওরাত' কিতাব 'তূর' পর্বত থেকে গ্রহণ করার সময় বনী ইসরাঈলদের ৭০ জন নির্বাচিত লোককে সাক্ষীরূপে নিয়েছিলেন। তারা সিরিয়া এসে কওমের নিকট সাক্ষ্য

https://e-ilm.weebly.com/

প্রদান করবে যে, আল্লাহ তা'আলা বলে দিয়েছেন, তোমরা যতটুকু পার, আমল করো এবং যা না পার, তা ক্ষমার যোগ্য। ইহুদিরা তাদের স্বভাবগত দুষ্টমিবশত এবং নির্বাচিত লোকদের মিথ্যা সংযোগের কারণে সুযোগ পেয়ে পরিষ্কার বলে দিল, 'আমরা কিছুতেই এ কিতাব অনুযায়ী আমল করতে পারব না। তখন আল্লাহ তা'আলা ফেরেশতাদেরকে 'তূর' পাহাড়ের একাংশ তাদের মাথার উপর ধরতে বলেন। অবশেষে নিরুপায় হয়ে তারা মেনে নিল। এটাই হলো 'তূর' পাহাড় উত্তোলনের ঘটনা।

يَوْمُ السَّبْتِ-এর ঘটনা : ইহুদি ধর্মে সপ্তাহের শনিবার দিন আল্লাহ তা'আলার ইবাদতের জন্য নির্দিষ্ট ছিল। এ দিনে দুনিয়ার কাজকর্ম নিষিদ্ধ ছিল। এর অমান্যকারীর শাস্তি ছিল হত্যা। লোহিত সাগরের উপকূলবর্তী 'ঈলা' নামক স্থানের অধিবাসীরা এ দিনে মৎস শিকার করে আল্লাহ তা'আলার আদেশ লঙ্ঘন করায় আল্লাহ তা'আলা এদের উপর শাস্তি অবতীর্ণ করেছিলেন।

ঘটনার বিস্তারিত বিবরণ এই যে, ইহুদিদের ইবাদত করার জন্য আল্লাহ তা'আলা শনিবার দিনকে নির্দিষ্ট করেছিলেন। মূলত এ দিনে সমুদ্রে মৎস শিকার করা তাদের জন্য সম্পূর্ণরূপে নিষিদ্ধ ছিল। কিন্তু তারা তাদের চিরাচরিত অভ্যাস অনুযায়ী আল্লাহ তা'আলার আদেশ অমান্য করার জন্য নানাবিধ কৌশল অবলম্বন শুরু করে তারা শনিবার দিন জালে মাছ আটকিয়ে পরদিন সেগুলো উঠিয়ে নিয়ে ভক্ষণ করতো এ ব্যাপারে ধার্মিক ও আল্লাহভীরু লোকদের বাঁধাদানে ভ্রুক্ষেপ করতো না। শেষ পর্যন্ত ধার্মিক লোকেরা তাদের এহেন আল্লাহদ্রোহী আচরণে অতিষ্ঠ হয়ে তাদের সমাজচ্যুত করে বস্তির মধ্যখানে দেয়াল নির্মাণ করে তাদের থেকে সম্পূর্ণ পৃথক বসবাস করতো এবং দেয়ালে একটি মাত্র ফটক রাখে। একদিন ভোরবেলায় আল্লাহভীরু লোকেরা লক্ষ্য করল, বেলা অনেক হয়ে গেছে, অথচ এরা এখনো দরজা খোলেনি। তখন তাঁরা দরজা খুলে দেখতে পেল যে, এরা সবাই বানরে পরিণত হয়েছে। কিন্তু এদের প্রত্যেককে যথারীতি চেনা যাচ্ছে। এভাবে তিনদিন কেটে যাওয়ার পর এরা সবাই মৃত্যুবরণ করে। ঐশী আদেশ না মানার কারণে এভাবে এদের ধ্বংস হয়েছে।

قوله كُوْنُوْا قِرَدَةً خٰسِئِيْنَ দ্বারা যারা সম্বোধিত : বনী ইসরাঈলের এ ঘটনাটি হযরত দাউদ (আ.)-এর আমলে সংঘটিত হয়। তারা ছিল আয়লা নগরীর অধিবাসী। আল্লাহর নির্দেশ পালনে অবাধ্যতা প্রদর্শনের কারণে আল্লাহ তা'আলা তাদের আকৃতি বিকৃতির শাস্তি প্রদান করেন। অতএব, كُوْنُوْا যে'লে আমর দ্বারা আয়লা নগরীর অবৈধ মাছ শিকারিদেরকে সম্বোধন করা হয়েছে।

قِرَدَةً দ্বারা উদ্দেশ্য : হযরত মুজাহিদ (র.) বলেন, قِرَدَةً দ্বারা প্রকৃত বানর উদ্দেশ্য নয়, বরং এর অর্থ হচ্ছে– আল্লাহ তা'আলা তাদের অন্তরকে রূপান্তরিত করেছেন। তাদের ধ্যান-ধারণা সব কিছু বানরের ধ্যান-ধারণায় রূপান্তরিত হয়ে গিয়েছিল। তাই তাদরেকে বানরের সাথে তুলনা দেওয়া হয়েছে। যেমন এক আয়াতে আল্লাহ তা'আলা আমলবিহীন আলিমকে গাধার সাথে তুলনা দিয়েছেন।

ইরশাদ হয়েছে– كَمَثَلِ الْحِمَارِ يَحْمِلُ اَسْفَارًا।

অধিকাংশ মুফাস্সিরের মতে قِرَدَةً দ্বারা প্রকৃত বানরই উদ্দেশ্য। আল্লাহ তা'আলা তাদেরকে প্রকৃত বানরেই রূপান্তরিত করেছিলেন। তিন দিন পর এরা সবাই মৃত্যুবরণ করে।

হযরত কাতাদা (র.) বলেন, তাদের যুবকরা বানরে আর বৃদ্ধরা শূকরে পরিণত হয়েছিল। তারা নিজ নিজ আত্মীয়-স্বজনকে চিনতে পারতো। তাদের কাছে এসে অশ্রু বিসর্জন করতো। কাপড় নাকের কাছে নিয়ে গন্ধ শুঁকত। আত্মীয়রা বলত, পূর্বে কি আমরা তোমাদেরকে নিষেধ করিনি? বানররা ও শূকররা তখন মাথা নেড়ে হ্যাঁ সূচক উত্তর দিতো।

মুক্তিপ্রাপ্ত দল ও ধ্বংসপ্রাপ্ত দল : পবিত্র কুরআনের আলোকে বুঝা যায় যে, ঐ ঘটনায় বনী ইসরাঈলরা তিন দলে বিভক্ত ছিল। একটি দল যারা আল্লাহ তা'আলার নির্দেশ লঙ্ঘন করে শনিবারে মাছ ধরেছিল। দ্বিতীয় দল যারা এ কাজে বাধা দিয়েছিল। এমনকি তৃতীয় দল দ্বিতীয় দলকে বলেছিল, এদেরকে নিষেধ করে কোনো লাভ নেই। আল্লাহ এদের ব্যাপারে যে সিদ্ধান্ত নিবেন তাই করবেন।

এ তিন দলের মধ্যে দ্বিতীয় দল সম্পর্কে বলা হয়েছে اَنْجَيْنَا الَّذِيْنَ يَنْهَوْنَ অতএব, তারা মুক্তি পেয়েছে। আর প্রথম দল সম্পর্কে বলা হয়েছে। اَخَذْنَا الَّذِيْنَ ظَلَمُوْا অতএব, তারা ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়েছে। আর তৃতীয় দল সম্পর্কে কিছু বলা

https://e-ilm.weebly.com/

হয়নি। যেহেতু তারা ভালো কাজ করেনি, যা দ্বারা প্রশংসারযোগ্য হতে পারে। আবার খারাপ কাজও করেনি যা দ্বারা তিরস্কারের যোগ্য হতে পারে। এতদসত্ত্বেও তৃতীয় দল সম্পর্কে মতভেদ রয়েছে। অধিকাংশ তাফসীরকারের মতে এরা ধ্বংসপ্রাপ্তদের অন্তর্ভুক্ত ছিল। আর কেউ কেউ বলেন, এরা ধ্বংস হয়নি।

قوله بَيْنَ يَدَيْهَا وَمَا خَلْفَهَا দ্বারা উদ্দেশ্য : بَيْنَ يَدَيْهَا দ্বারা চেহারা রূপান্তরিত লোকদের সমসাময়িক অন্যান্য পৃথিবীবাসী উদ্দেশ্য। আর وَمَا خَلْفَهَا দ্বারা তাদের পরবর্তী সকল লোক উদ্দেশ্য।

অথবা, بَيْنَ يَدَيْهَا দ্বারা আয়লা নগরীর অধিবাসী, যারা ঘটনাস্থলে উপস্থিত ছিল, তারা উদ্দেশ্য। আর وَمَا خَلْفَهَا দ্বারা যারা উপস্থিত ছিল না, তারা উদ্দেশ্য।

অথবা, আয়াতটির অর্থ হচ্ছে لِأَجْلِ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذُنُوبِهِمْ وَمَا تَأَخَّرَ مِنْهَا অর্থাৎ তাদের পূর্বাপর গুনাহসমূহের কারণে এ শাস্তিকে দৃষ্টান্ত স্বরূপ করা হয়েছে। -[বায়যাবী]

মুত্তাকীন দ্বারা উদ্দেশ্য ও তাদেরকে বিশেষিত করার কারণ : অত্র আয়াতে مُتَّقِيْنَ তথা খোদাভীরু বলতে চেহারা রূপান্তরিতদের গোত্রীয় মুত্তাকীগণকে বুঝানো হয়েছে। অথবা যে সমস্ত মুত্তাকীরা এ ঘটনা শ্রবণ করেছেন, তারা উদ্দেশ্য। -[বায়যাভী]

উপদেশকে মুত্তাকীদের সাথে খাস করার কারণ সম্পর্কে ইমাম মাওয়ারদী বলেন, যেহেতু উপদেশ গ্রহণে মুত্তাকীরাই এগিয়ে আসে, সেহেতু তাদের কথাই উল্লেখ করা হয়েছে।

فَجَعَلْنٰهَا -এর মধ্যকার ها এর مَرْجِعْ : (১) ها সর্বনাম قِرَدَةً -এর দিকে প্রত্যাবর্তিত। অর্থাৎ, আমি ঐ বানরকে নসিহতের দৃষ্টান্ত বানিয়েছি। (২) অথবা, তা حِيْتَانٌ -এর দিকে প্রত্যাবর্তিত, অর্থাৎ ঐ মাছগুলো। (৩) অথবা, তা عُقُوْبَةٌ -এর দিকে প্রত্যাবর্তিত, অর্থাৎ ঐ শাস্তিকে। (৪) অথবা, তা قَرْيَةٌ -এর দিকে প্রত্যাবর্তিত, অর্থাৎ ঐ বস্তিকে আমি তাদের সমসাময়িক এবং পরবর্তীদের জন্য দৃষ্টান্ত হিসেবে নির্ধারণ করেছি। আল্লামা ইবনে কাছীর (র.) বলেন, هٰ সর্বনামকে قَرْيَةٌ -এর দিকে প্রত্যাবর্তিত করাই সহীহ।

বনী ইসরাঈল ও ইহুদির মাঝে পার্থক্য : এ যাবৎ আলোচনা চলে আসছিল বনী ইসরাঈল নামের এক বিশেষ বংশ-গোষ্ঠী সম্পর্কে। তাদের ইতিহাসের গুরুত্বপূর্ণ দৃশ্য উপস্থাপন করা হয়েছে। এখন তাদের ধর্মমত এবং আকিদা-বিশ্বাস সম্পর্কে আলোচনা করা হচ্ছে। এই প্রথমবারের মতো الَّذِيْنَ هَادُوْا শব্দ ব্যবহার করা হয়েছে। বনী ইসরাঈল একটা বংশগত নাম। একটি গোত্র-বংশ বা একটি জাতির নাম। উচ্চ বংশ মর্যাদার জন্য তারা গর্ব করতো। নিজেদের পূর্বপুরুষ সাধু-সজ্জন ছিল বলে তারা মহা আনন্দিত ছিল। ইতিহাস পুনরাবৃত্তিকালে এ বংশগত নাম নেওয়া প্রয়োজনীয় ছিল। এখন তাদের ধর্মমত ও তাদের বিশ্বাসগত অবস্থার আলোচনা শুরু করা হচ্ছে। এখন এমন নাম নেওয়া প্রয়োজন, যাতে কোনো গুণ-পরিচয় প্রকাশ পায় যাতে বংশ গোত্র পরিবারের পরিবর্তে ধর্মমত ও ধর্মবিশ্বাসের পরিচয় পাওয়া যায়। الَّذِيْنَ هَادُوْا সে প্রয়োজন পূরণ করছে। কুরআনে আলংকারিক বৈশিষ্ট্যের কার্যকারণ অসংখ্য-অগণিত। সেগুলোর মধ্যে একটি এই যে, প্রায় কাছাকাছি কিন্তু একে অপর থেকে ভিন্ন অর্থের জন্য কুরআন মাজীদ ভিন্ন ভিন্ন শব্দ ব্যবহার করে শব্দদ্বয়ের মধ্যকার সূক্ষ্ম পার্থক্যের প্রতিও লক্ষ্য রাখে।

আরবে এমন অনেক গোত্র ছিল, যারা জন্মগত এবং বংশগতভাবে ইহুদি ছিল না; বরং তারা ছিল আরব বা বনী ইসমাঈল হযরত ইসমাঈল (আ.)-এর বংশধর। কিন্তু ইহুদিদের সংসর্গ-সান্নিধ্যে প্রভাবিত এবং তাদের জ্ঞান-গরিমা দ্বারা চমৎকৃত হয়ে তারা প্রথমে ওদের আচার-আচরণ এবং পরে আকিদা-বিশ্বাস অবলম্বন করে নেয়। আর এভাবে ধীরে ধীরে তারাও ইহুদি জনগোষ্ঠীর অন্তর্ভুক্ত হতে থাকে। اَلْيَهُوْدُ না বলে اَلَّذِيْنَ هَادُوْا বলার একটা সূক্ষ্ম রহস্য এই যে, এতে তাদের আকিদা-বিশ্বাস যে মৌলিক নয়; বরং পরবর্তীকালে গ্রহণ করা, সে কথা ভালোভাবে বুঝা যায়।

قَوْلُهُ النَّصَارٰى : বহুবচন, একবচন نَصْرَانِيٌّ শাম দেশে বর্তমান ফিলিস্তীনে Nazareth বা নাছেরা নামে একটা গোত্র আছে। বায়তুল মুকাদ্দাস থেকে ৭০ মাইল উত্তরে রোম সাগরের ২০ মাইল পূর্বে গ্যালিলী অঞ্চলে। হযরত ঈসা (আ.)-এর নিবাস এ অঞ্চলে অবস্থিত। এ কারণে তাকে ইয়াসূ নাছেরী বলা হয়। আরবি উচ্চারণে নাসেরাকে নাসরানও বলা হয়। এ অঞ্চলের সাথে সম্পৃক্ততার কারণে নাসরানী বলা হয়।

https://e-ilm.weebly.com/

ইমাম রাগেব (র.) (سُمُّوا بِذَالِكَ اِنْتِسَابٌ اِلَى قَرْيَةٍ يُقَالُ لَهَا نَصْرَانُ (رَاغِبْ সাহাবী হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) থেকেও নাসারাদের নামকরণের কারণ সংক্রান্ত একটি বর্ণনা পাওয়া যায়–

سُمِّيَتِ النَّصَارٰى لِاَنَّ قَرْيَةَ عِيْسَى بْنِ مَرْيَمَ كَانَتْ تُسَمّٰى نَاصِرَةً وَكَانَ اَصْحَابُ يُسَمُّوْنَ النَّاصِرِيْنَ (ابْنُ حَجَرْ)

ইমাম কুরতুবী (র.) বলেন– سَمُّوْا بِذَالِكَ الْقَرْيَةِ تُسَمّٰى نَصْرَةَ كَانَ يَنْزِلُهَا عِيْسٰى فَلَمَّا يُنْسَبُ اَصْحَابُهُ اِلَيْهِ قِيْلَ النَّصَارٰى (قُرْطُبِىْ)

কেউ কেউ একে আরবি শব্দ মনে করে তা نَصَرَتْ থেকে নিষ্পন্ন বলে মত প্রকাশ করেছেন। আবার কেউ বলেছেন, যেহেতু তারা বলেছিল– نَحْنُ اَنْصَارُ اللّٰهِ তাই তাদেরকে নাসারা বলা হয়। কিন্তু পূর্বোক্ত উক্তিই ঠিক। –[তাফসীরে মাজেদী খ. ১, পৃ. ১২৩]

قَوْلُهُ الصَّابِئِيْنَ : সাবী-এর শাব্দিক অর্থ হলো– যে কেউ নিজের দীন ত্যাগ করে অপরের দীন গ্রহণ করে, বা অপরের দীনের দিকে ঝুঁকে পড়ে। পরিভাষায় صَابِئُوْنَ [Sabians] নামে একটা ধর্মীয় ফেরকা ছিল, যারা আরবের উত্তর-পূর্ব দিকে শাম ও ইরাকের সীমান্তে বসবাস করতো। এরা তাওহীদ-রিসালাতে বিশ্বাসী ছিল। কারণ মূলত আহলে কিতাব ছিল। এরা নিজেদেরকে নাসারা-ই ইয়াহইয়া বলতো। যেমন এরা ছিল হযরত ইয়াহইয়া (আ.)-এর উম্মত। হযরত ওমর (রা.)-এর মতো বিজ্ঞ খলিফা এবং হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা.)-এর মতো সত্যসন্ধানী সাহাবীও সাবেয়ীদেরকে আহলে কিতাবদের অন্তর্ভুক্ত মনে করতেন। আর হযরত ওমর (রা.) তো তাদের জবাই করা পশু হালাল মনে করতেন।

قَالَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ وَابْنُ عَبَّاسٍ هُمْ قَوْمٌ مِنْ اَهْلِ الْكِتٰبِ وَقَالَ عُمَرُ تَحِلُّ ذَبَائِحُهُمْ مِثْلَ ذَبَائِحِ اَهْلِ الْكِتٰبِ (مَعَالِمْ)

বেশ বড় বড় কয়েকজন তাবেয়ীও তাদেরকে আহলে কিতাব বা তাওহীদবাদী মনে করতেন। যেমন ইবনে জারীর (র.) বলেন– هُمْ طَائِفَةٌ مِنْ اَهْلِ الْكِتَابِ (ابْنُ جَرِيْرٍ عَنِ السُّدِّىْ)

ইবনে যায়েদ (র.) তাদেরকে তাওহীদবাদী মনে করতেন। হযরত কাতাদাহ এবং হাসান বসরী (র.) থেকে তো এও বর্ণিত আছে যে, তারা কিতাবধারী এবং পাঁচ ওয়াক্ত সালাত আদায় করতো –[ইবনে জারীর]। আমাদের ইমাম আবূ হানীফা (র.) নিজেও ছিলেন ইরাকী। এ কারণে সাবেয়ীদের সম্পর্কে সরাসরি জানার তার সুযোগ ছিল। তার ফতোয়া এই যে, তাদের হাতে জবাই করা পশু হালাল এবং এদের নারীদের সাথে বিয়েও জায়েজ।

গাভী জবাইয়ের ঘটনা : হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা.) এবং অন্যান্য মুফাস্সিরগণের মতে, বনী ইসরাঈলদের মধ্যে একটি হত্যাকাণ্ড সংঘটিত হয়েছিল, যার বর্ণনায় উল্লিখিত আয়াতসমূহ অবতীর্ণ হয়।

ঘটনার বিবরণ ঃ বনী ইসরাঈলের মধ্যে 'আদিল' নামে বিপুল সম্পদের অধিকারী ও ধনী ব্যক্তি ছিল। তার কোনো পুত্র-সন্তান ছিল না। একমাত্র কন্যা ও এক ভাতিজা ছিল। ভাতিজা স্বত্ব পাওয়ার লালসায় এবং একমাত্র কন্যাকে বিয়ের উদ্দেশ্য তাকে হত্যা করতে ইচ্ছা করে এবং হত্যার রক্তপণ অন্যের ঘাড়ে চাপিয়ে দেওয়ার চেষ্টা করে। তাই একদিন সুযোগ মতো চাচাকে হত্যা করে রাস্তার মোড়ে রেখে আসে এবং হযরত মূসা (আ.)-এর নিকট এসে বলল যে, কে তাদের চাচাকে হত্যা করেছে, তারা জানে না। অথবা, মৃতদেহের নিকটস্থদের নিকট থেকে রক্তমূল্য দাবি করে। তখন হযরত মূসা (আ.) আল্লাহ তা'আলার নির্দেশে তাদেরকে একটি গরু জবাই করতে আদেশ দিলেন এবং জবাইকৃত গরুর একাংশ মতান্তরে লেজ বা মেরুদণ্ড কিংবা রান মৃত ব্যক্তির গায়ে স্পর্শ করলে সে জীবিত হয়ে বলে দেবে, কে তাকে হত্যা করেছে। তারা যে কোনো একটি গরুকে জবাই করে সেটার অংশ দ্বারা মৃত ব্যক্তিকে স্পর্শ করলে হত্যাকারীর সন্ধান পাওয়া যেতো। কিন্তু তাদের চিরাচরিত অভ্যাস ও প্রকৃতি অনুযায়ী নানাপ্রকার বাদানুবাদের অবতারণা করতে থাকলে আল্লাহ তা'আলা শর্ত করে দিলেন যে, নিখুঁত, নির্মল, কাজে অব্যবহৃত, গাঢ় রংয়ের একটি মধ্যবয়সী গরু জবাই করতে

https://e-ilm.weebly.com/

হবে। অবশেষে তারা এরূপ একটি গরু বহুমূল্যে ক্রয় করে জবাই করে তার একাংশ দ্বারা মৃত ব্যক্তির দেহে স্পর্শ করলে সে জীবিত হয়ে বলে দিল যে, তার ভাতিজা ধন-সম্পদের লোভে বা কন্যাকে বিয়ের লালসায় তাকে হত্যা করেছে। এতটুকু বলে সে আবার মৃত্যুমুখে পতিত হলো। ফলে হত্যাকারীর সন্ধান পাওয়া গেল এবং বনী ইসরাঈলের মধ্যকার রক্তক্ষয়ী সংঘর্ষও এড়ানো সম্ভব হলো।

গাভী জবাইয়ের ঘটনাটি বর্ণনার কারণ : আল্লাহ তা'আলা বনী ইসরাঈলকে গাভী জবাইয়ের এ ঐতিহাসিক ঘটনাটি স্মরণ করিয়ে দু'টি বিষয়ের প্রতি মনোযোগ আকর্ষণ করেছেন।

১. এ ঘটনাটি পরলোক অবিশ্বাসীদের জন্য একটি শিক্ষণীয় বিষয় যে, বনী ইসরাঈলের মধ্যে সংঘটিত এ ঘটনাটি মৃতকে পুনরুজ্জীবিত করণের উপর একটি ঐতিহাসিক সাক্ষী রূপে বিদ্যমান রয়েছে। অতএব, আল্লাহ তা'আলা তখন মৃতদেরকে জীবিত করে যেভাবে নিজের কুদরত প্রদর্শন করেছেন, তোমরা বুঝে লও যে, কেয়ামতের দিনও এরূপে মৃতকে তিনি জীবিত করবেন। وَكَذٰلِكَ يُحْيِ اللّٰهُ الْمَوْتٰى

২. এ ঘটনার মাধ্যমে বনী ইসরাঈলকে একথা জানিয়ে দেওয়া যে, আল্লাহ তা'আলা তোমাদেরকে অর্থাৎ তোমাদের এবং তোমাদের পূর্ব পুরুষদেরকে এত অধিক সংখ্যায় স্বীয় কুদরত প্রদর্শন করেছেন যে, যদি অন্য কোনো কাওমের সম্মুখে এসব কুদরত প্রদর্শন করা হতো, তবে তারা চিরতরে আল্লাহ তা'আলার ফরমাবরদার হয়ে যেতো। তাদের অন্তরে এক মুহূর্তের জন্যও তাঁর নাফরমানির কল্পনা উদিত হতো না। কিন্তু তোমাদের এবং তোমাদের পূর্ব পুরুষদের মধ্যে তো এর কোনো প্রতিক্রিয়া হলো না। আর যদি হয়েই থাকে তাহলে তা নিতান্ত অস্থায়ী ও নিষ্ক্রিয়ই প্রমাণিত হয়েছে। আজও যদি তোমরা হযরত মুহাম্মদ ﷺ -এর বিরোধিতা করো, তবে তা হবে তোমাদের জন্মগত ও স্বভাবগত একগুয়েমী এবং মূর্খতারই ফল।

গাভীটি নির্দিষ্ট না অনির্দিষ্ট : কারো কারো মতে নির্দিষ্ট গাভী জবাই করার নির্দেশ ছিল। তবে তা ছিল অস্পষ্ট। আবার কারো মতে গাভী নির্দিষ্ট ছিল না, যে কোনো একটি গাভী জবাই করার নির্দেশ ছিল। অনুরূপ কারণেই তারা প্রকৃত ব্যাপার জানতে পারতো; কিন্তু তারা হঠকারিতা প্রদর্শনের কারণে আল্লাহ পাক তাদের উপর কাঠিন্য আরোপ করেন।

أَتَتَّخِذُنَا هُزُوًا বলার কারণ : বনী ইসরাঈল মূসা (আ.)-এর নিকট নিহত ব্যক্তির হন্তা নির্ধারণের আবেদন করেছিল, এ পরিপ্রেক্ষিতে তিনি গাভী জবাইয়ের নির্দেশ দিয়েছিলেন। তাদের নিবেদিত বিষয় আর গরু জবাইয়ের মধ্যে সামঞ্জস্য না থাকায় তারা ধারণা করেছিল যে, তিনি তাদের সাথে বিদ্রূপাচরণ করছেন। অথচ গাভী জবাই করে উহার কিছু অংশ দ্বারা মৃত ব্যক্তিকে আঘাত করলে সে জীবিত হয়ে হত্যাকারীর কথা বলে দেবে এ কথা তিনি তাদেরকে বলেননি। তাই তারা ধরে নিয়েছিল যে, এ আদেশটি বিদ্রূপাত্মক।

অথবা, মূল কথাটি বলার পরেও তা তাদের অতি আশ্চর্যের বিষয় মনে হওয়ায় তারা এ মন্তব্য করে।

قوله أَعُوْذُ بِاللّٰهِ أَنْ أَكُوْنَ مِنَ الْجٰهِلِيْنَ -এর মর্মার্থ : হযরত মূসা (আ.) স্বীয় সম্প্রদায়কে গাভী জবাইয়ের আদেশ দিলে তারা তাকে বলল, হে মূসা! তুমি কি আমাদের সাথে উপহাস করছ? তখন তাদের জবাবে মূসা (আ.) বললেন, উপহাস করা মূর্খদের কাজ, আমি উপহাস করে মূর্খদের অন্তর্ভুক্ত হওয়া থেকে আল্লাহর নিকট আশ্রয় প্রার্থনা করি। বিদ্রূপ করা মূর্খতা বলেই মূসা مِنَ الْمُسْتَهْزِئِيْنَ না বলে مِنَ الْجٰهِلِيْنَ বলেছেন। অথবা কখনো কখনো স্বয়ং বিদ্রূপকেই মূর্খতা বলা হয়। তাই তিনি مِنَ الْجٰهِلِيْنَ বলেছেন।

https://e-ilm.weebly.com/

শব্দ বিশ্লেষণ

هَادُوْا : সীগাহ جمع مذكر غائب বহছ اثبات فعل ماضى معروف বাব نَصَرَ মাসদার اَلْهَوْدُ মূলবর্ণ (ه ـ و ـ د) জিনস اجوف واوى অর্থ– তারা ইহুদি হলো। হযরত মূসা (আ.)-এর অনুসারীদেরকে ইহুদি বলা হয়।

وَالنَّصٰرٰى : শব্দটি বহুবচন, একবচন نَصْرَانٌ বা نَصْرَانِىٌّ অর্থ– নাসারা। হযরত ঈসা (আ.)-এর অনুসারীদেরকে নাসারা বলা হয়।

وَالصّٰبِئِيْنَ : শব্দটি বহুবচন, একবচন صَابِئَةٌ অর্থ– এক ধর্ম থেকে অন্য ধর্মে প্রত্যাবর্তনকারী। ইবনে খাত্তাব ও হযরত আব্দুল্লাহ্ ইবনে আব্বাস (রা.) বলেন, صَابِئِيْنَ আহলে কিতাবের একটি গোত্র। হযরত কাতাদাহ (রা.) থেকে বর্ণিত আছে, صَابِئِيْنَ বলা হয়, যারা ফেরেশাতাদের ইবাদত করেন, যাবূর তেলাওয়াত করে এবং কেবলামুখি হয়ে নামাজ পড়ে। –[মাযহারী]

خُذُوْا : সীগাহ جمع مذكر حاضر বহছ امر حاضر معروف বাব نَصَرَ মাসদার اَلْاَخْذُ মূলবর্ণ– (ا ـ خ ـ ذ) জিনস مهموز فاء অর্থ– তোমরা লও। তোমরা ধর।

اذْكُرُوْا : সীগাহ جمع مذكر حاضر বহছ امر حاضر معروف বাব نَصَرَ মাসদার اَلذِّكْرُ মূলবর্ণ– (ذ ـ ك ـ ر)জিনস صحيح অর্থ– তোমরা স্মরণ কর।

تَتَّقُوْنَ : সীগাহ جمع مذكر حاضر বহছ اثبات فعل مضارع معروف বাব اِفْتِعَالٌ মাসদার اَلْاِتِّقَاءُ মূলবর্ণ (و ـ ق ـ ى) জিনস لفيف مفروق অর্থ– তোমরা ভয় কর, তোমরা ভয় করতে থাক, তোমরা বিরত থাক।

تَوَلَّيْتُمْ : সীগাহ جمع مذكر حاضر বহছ اثبات فعل ماضى معروف বাব تَفَعُّلٌ মাসদার اَلتَّوَلِّىْ মূলবর্ণ (و ـ ل ـ ى) জিনস لفيف مفروق অর্থ– তোমরা মুখ ফিরিয়ে নিয়েছ। তোমরা বিমুখ হয়েছ।

اعْتَدَوْا : সীগাহ جمع مذكرغائب বহছ اثبات فعل ماضى معروف বাব اِفْتِعَالٌ মাসদার اَلْاِعْتِدَاءُ মূলবর্ণ (ع ـ د ـ ى) জিনস ناقص يائى অর্থ– তারা সীমালঙ্ঘন করল।

قِرَدَةً : শব্দটি বহুবচন, একবচনে قِرْدٌ অর্থ– বানর।

الْخٰسِرِيْنَ : সীগাহ جمع مذكر বহছ اسم فاعل বাব سَمِعَ মাসদার اَلْخَسْئُ মূলবর্ণ (خ ـ س ـ أ) জিনস مهموز لام অর্থ– লাঞ্ছিত।

مُتَّقِيْنَ : সীগাহ جمع مذكر বহছ اسم فاعل বাব اِفْتِعَالٌ মাসদার اَلْاِتِّقَاءُ মূলবর্ণ (و ـ ق ـ ى) জিনস لفيف مفروق অর্থ– পরহেজগারগণ, মুত্তাকীগণ।

تَذْبَحُوْا : সীগাহ جمع مذكر حاضر বহছ اثبات فعل مضارع معروف বাব فَتَحَ মাসদার اَلذَّبْحُ মূলবর্ণ (ذ ـ ب ـ ح) জিনস صحيح অর্থ– তোমরা জবাই কর।

https://e-ilm.weebly.com/

بَقَرَةٌ শব্দটি একবচন, বহুবচন بَقَرَاتٌ অর্থ– গরু।

تَتَّخِذُ : সীগাহ واحد مذكر حاضر বহছ اثبات فعل مضارع معروف বাব اِفْتِعَالٌ মাসদার اَلْاِتِّخَاذُ মূলবর্ণ (أ۔خ۔ذ) জিনস مهموز ف অর্থ– আপনি আমাদের সাথে উপহাস করছেন।

اُدْعُ : সীগাহ واحد مذكر حاضر বহছ امر حاضر معروف বাব نَصَرَ মাসদার اَلدَّعْوَةُ মূলবর্ণ– (د۔ع۔و) জিনস ناقص واوى অর্থ– তুমি চাও, প্রার্থনা কর, দোয়া কর।

يُبَيِّنْ : সীগাহ واحد مذكر غائب বহছ اثبات فعل مضارع معروف বাব تَفْعِيْلٌ মাসদার اَلتَّبْيِيْنُ মূবর্ণ (ب۔ى۔ن) জিনস اجوف يائى অর্থ– স্পষ্টভাবে বিবৃত করে।

فَارِضٌ : শব্দটি একবচন, বহুবচন فَوَارِضُ অর্থ– বৃদ্ধ।

بِكْرٌ : শব্দটি একবচন, বহুবচন اَبْكَارٌ ; অর্থ– কুমারী।

عَوَانٌ : শব্দটি বহুবচন, একবচন عون ; অর্থ– মধ্য বয়স্ক, বার্ধক্য ও যৌবনের মাঝামাঝি বয়স।

تُؤْمَرُوْنَ : সীগাহ جمع مذكر غائب বহছ اثبات فعل مضارع مجهول ; বাব نَصَرَ মাসদার اَلْاَمْرُ মূলবর্ণ (أ۔م۔ر) জিনস مهموز فاء অর্থ– তোমাদেরকে হুকুম দেওয়া হয়েছে।

বাক্য বিশ্লেষণ

قوله فَقُلْنَا لَهُمْ كُوْنُوْا قِرَدَةً خٰسِئِيْنَ : এখানে فاء টি হরফে আতফ, قُلْنَا ফে'ল তার نَحْنُ যমীর ফা'য়েল, لَهُمْ জার ও মাজরূর মিলে متعلق ; অতঃপর فعل ও فاعل এবং متعلق মিলে জুমলা হয়ে قول আর كُوْنُوْا ফে'লে নাকিস, اَنْتُمْ যমীরে ইসমে নাকিস, قِرَدَةً خَاسِئِيْنَ শব্দদ্বয় صفت ও موصوف মিলে خبر হয়েছে। তৎপর فعل ناقص তার اسم ও خبر মিলে জুমলা হয়ে مقولة হয়েছে। এক্ষণে قول ও مقولة মিলে جملة فعلية قولية গঠিত হয়েছে।

قوله فَجَعَلْنٰهَا نَكَالًا: এখানে جَعَلْنَا ফে'ল, যমীরে نَحْنُ তার ফা'য়েল, هَا যমীরটি مفعول اول আর نَكَالًا শব্দটি مفعول ثانى অতঃপর فعل ও فاعل এবং উভয় مفعول মিলে جملة فعلية خبرية গঠিত হয়েছে।

قوله وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّوْرَ : এখানে رَفَعْنَا ফে'ল, ফা'য়েল, فَوْقَكُمْ হলো مضاف ও مضاف اليه মিলে ظرف, আর الطُّوْرَ হলো مفعول به অতঃপর ফে'ল ও ফা'য়েল, ظرف এবং مفعول به মিলে جملة فعلية خبرية গঠিত হয়েছে।

قوله اَعُوْذُ بِاللّٰهِ اَنْ اَكُوْنَ مِنَ الْجٰهِلِيْنَ : এখানে اَعُوْذُ ফে'ল, ফা'য়েল, بِاللّٰهِ হলো متعلق , আর اَنْ اَكُوْنَ مِنَ الْجٰهِلِيْنَ, جملة فعلية হয়ে مفعول হয়েছে, অতঃপর ফে'ল, ফা'য়েল, متعلق মিলে جملة فعلية خبرية গঠিত হয়েছে।

https://e-ilm.weebly.com/

قَالُوا ادْعُ لَنَا رَبَّكَ يُبَيِّنْ لَّنَا مَا هِيَ ۙ إِنَّ الْبَقَرَ تَشَابَهَ عَلَيْنَا ۖ وَإِنَّا إِنْ شَاءَ اللَّهُ لَمُهْتَدُونَ (۷۰)

অনুবাদ : (৭০) তারা বলল, আমাদের জন্য প্রার্থনা করুন আপনার প্রভুর নিকট তিনি যেন বলে দেন তা কি কি গুণসম্পন্ন হওয়া চাই, কেননা এ বলদ সম্বন্ধে আমাদের সংশয় হচ্ছে; এবং নিশ্চয় আমরা ইনশাআল্লাহ ঠিক বুঝতে পারব।

قَالَ إِنَّهُ يَقُولُ إِنَّهَا بَقَرَةٌ لَّا ذَلُولٌ تُثِيرُ الْأَرْضَ وَلَا تَسْقِي الْحَرْثَ ۚ مُسَلَّمَةٌ لَّا شِيَةَ فِيهَا ۚ قَالُوا الْآنَ جِئْتَ بِالْحَقِّ ۚ فَذَبَحُوهَا وَمَا كَادُوا يَفْعَلُونَ (۷۱)

(৭১) মূসা বললেন, আল্লাহ বলেন, তা এমন বলদ যা না জমি কর্ষণে ব্যবহৃত হয়, না কৃষি ক্ষেতে পানি সেচনে, নিখুঁত, তাতে কোনো দাগ থাকবে না, তারা বলল, এখন আপনি পূর্ণ বর্ণনা দিলেন, অনন্তর তা জবাই করল; কিন্তু করবে বলে মনে হচ্ছিল না।

وَإِذْ قَتَلْتُمْ نَفْسًا فَادَّارَأْتُمْ فِيهَا ۖ وَاللَّهُ مُخْرِجٌ مَّا كُنْتُمْ تَكْتُمُونَ (۷۲)

(৭২) আর যখন তোমরা এক ব্যক্তিকে খুন করলে এবং তার জন্য একে অন্যকে দায়ী করতে লাগলে আর আল্লাহ এই বিষয়টি প্রকাশ করতে ইচ্ছুক ছিলেন যা তোমরা গোপন রাখতে চেয়েছিলে।

فَقُلْنَا اضْرِبُوهُ بِبَعْضِهَا ۚ كَذَٰلِكَ يُحْيِي اللَّهُ الْمَوْتَىٰ وَيُرِيكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ (۷۳)

(৭৩) অনন্তর আমি বললাম, তাকে এর কোনো একে টুকরা দ্বারা স্পর্শ কর, এরূপেই আল্লাহ জীবিত করবেন মৃতকে এবং তোমাদেরকে দেখান স্বীয় নিদর্শন এই আশায় যে, তোমরা বুদ্ধি প্রয়োগ করবে।

রুকু ৮

শাব্দিক অনুবাদ

৭০. قَالُوا তারা বলল ادْعُ لَنَا আমাদের জন্য প্রার্থনা করুন رَبَّكَ আপনার প্রভুর নিকট يُبَيِّنْ لَّنَا তিনি যেন বলে দেন مَا هِيَ তা কি কি গুণসম্পন্ন হওয়া চাই إِنَّ الْبَقَرَ কেননা এ বলদ সম্বন্ধে تَشَابَهَ عَلَيْنَا আমাদের সংশয় হচ্ছে; وَإِنَّا إِنْ شَاءَ اللَّهُ এবং নিশ্চয় আমরা ইনশাআল্লাহ لَمُهْتَدُونَ ঠিক বুঝতে পারব।

৭১. قَالَ মূসা বললেন إِنَّهُ يَقُولُ আল্লাহ বলেন إِنَّهَا بَقَرَةٌ তা এমন বলদ لَّا ذَلُولٌ تُثِيرُ الْأَرْضَ যা না জমি কর্ষণে ব্যবহৃত হয় وَلَا تَسْقِي الْحَرْثَ না কৃষি ক্ষেতে পানি সেচনে مُسَلَّمَةٌ নিখুঁত لَّا شِيَةَ فِيهَا তাতে কোনো দাগ থাকবে না قَالُوا তারা বলল الْآنَ এখন جِئْتَ بِالْحَقِّ আপনি পূর্ণ বর্ণনা দিলেন فَذَبَحُوهَا অনন্তর তা জবাই করল وَمَا كَادُوا يَفْعَلُونَ কিন্তু করবে বলে মনে হচ্ছিল না।

৭২. وَإِذْ قَتَلْتُمْ আর যখন তোমরা খুন করলে نَفْسًا এক ব্যক্তিকে فَادَّارَأْتُمْ فِيهَا এবং তার জন্য একে অন্যকে দায়ী করতে লাগলে وَاللَّهُ مُخْرِجٌ আর আল্লাহ এই বিষয়টি প্রকাশ করতে ইচ্ছুক ছিলেন مَا كُنْتُمْ تَكْتُمُونَ যা তোমরা গোপন রাখতে চেয়েছিলে।

৭৩. فَقُلْنَا অনন্তর আমি বললাম اضْرِبُوهُ بِبَعْضِهَا তাকে এর কোনো একে টুকরা দ্বারা স্পর্শ কর كَذَٰلِكَ এরূপেই يُحْيِي اللَّهُ আল্লাহ জীবিত করবেন الْمَوْتَىٰ মৃতকে وَيُرِيكُمْ এবং তোমাদেরকে দেখান آيَاتِهِ স্বীয় নিদর্শন لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ এই আশায় যে, তোমরা বুদ্ধি প্রয়োগ করবে।

https://e-ilm.weebly.com/

ثُمَّ قَسَتْ قُلُوْبُكُمْ مِّنْۢ بَعْدِ ذٰلِكَ فَهِيَ كَالْحِجَارَةِ اَوْ اَشَدُّ قَسْوَةً ۚ وَاِنَّ مِنَ الْحِجَارَةِ لَمَا يَتَفَجَّرُ مِنْهُ الْاَنْهٰرُ ۚ وَاِنَّ مِنْهَا لَمَا يَشَّقَّقُ فَيَخْرُجُ مِنْهُ الْمَآءُ ۚ وَاِنَّ مِنْهَا لَمَا يَهْبِطُ مِنْ خَشْيَةِ اللّٰهِ ۗ وَمَا اللّٰهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُوْنَ (٧٤)

অনুবাদ : (৭৪) এমন এমন ঘটনার পর তোমাদের হৃদয় তবুও শক্তই রয়ে গেল, তার দৃষ্টান্ত পাথরের ন্যায় বা আরো বেশি কঠিন, আর কতক পাথর তো এমন আছে, যা হতে নহরসমূহ উথলিয়ে প্রবাহিত হয়, আর তার মধ্যে কতক এমনও আছে যা ফেটে যায় এবং তা হতে পানি বের হয়, আর তাদের কতক এমনও আছে যা আল্লাহর ভয়ে উপর হতে নিচের দিকে গড়িয়ে পড়ে; এবং আল্লাহ বে-খবর নন তোমাদের কার্য সম্বন্ধে।

اَفَتَطْمَعُوْنَ اَنْ يُّؤْمِنُوْا لَكُمْ وَقَدْ كَانَ فَرِيْقٌ مِّنْهُمْ يَسْمَعُوْنَ كَلٰمَ اللّٰهِ ثُمَّ يُحَرِّفُوْنَهٗ مِنْۢ بَعْدِ مَا عَقَلُوْهُ وَهُمْ يَعْلَمُوْنَ (٧٥)

(৭৫) তোমরা কি এখনো আশা রাখ যে, তোমাদের কথায় তারা ঈমান আনবে? অথচ তাদের মধ্যে কতক এমন লোকও গত হয়েছে যারা আল্লাহ তা'আলার কালাম শুনত, অতঃপর তাকে বিকৃত করত তাকে বুঝবার পর অথচ তারা জানত।

وَاِذَا لَقُوا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا قَالُوْٓا اٰمَنَّا ۚ وَاِذَا خَلَا بَعْضُهُمْ اِلٰى بَعْضٍ قَالُوْٓا اَتُحَدِّثُوْنَهُمْ بِمَا فَتَحَ اللّٰهُ عَلَيْكُمْ لِيُحَآجُّوْكُمْ بِهٖ عِنْدَ رَبِّكُمْ ۗ اَفَلَا تَعْقِلُوْنَ (٧٦)

(৭৬) আর যখন তারা মিলিত হয় মুমিনদের সাথে, বলে– আমরা ঈমান এনেছি, আর যখন গোপনে যায় তাদের কেউ ইহুদির নিকট, তখন তারা বলে, তোমরা কি মুসলমানদের বলে দাও আল্লাহ তোমাদের নিকট যা প্রকাশ করেছেন, পরিণামে তারা তোমাদেরকে তর্কে পরাজিত করবে [এই বলে] যে, এই বিষয়টি আল্লাহর নিকট [হতে তোমাদের কিতাবে] রয়েছে; তোমরা কি বুঝ না?

শাব্দিক অনুবাদ

৭৪. ثُمَّ قَسَتْ তবুও শক্তই রয়ে গেল, قُلُوْبُكُمْ তোমাদের হৃদয় مِنْۢ بَعْدِ ذٰلِكَ এমন এমন ঘটনার পর فَهِيَ كَالْحِجَارَةِ তার দৃষ্টান্ত পাথরের ন্যায় اَوْ اَشَدُّ قَسْوَةً বা আরো বেশি কঠিন وَاِنَّ مِنَ الْحِجَارَةِ আর কতক পাথর তো এমন আছে لَمَا يَتَفَجَّرُ مِنْهُ الْاَنْهٰرُ যা হতে নহরসমূহ উথলিয়ে প্রবাহিত হয় وَاِنَّ مِنْهَا আর তার মধ্যে কতক এমনও আছে لَمَا يَشَّقَّقُ যা ফেটে যায় فَيَخْرُجُ مِنْهُ الْمَآءُ এবং তা হতে পানি বের হয় وَاِنَّ مِنْهَا আর তাদের কতক এমনও আছে لَمَا يَهْبِطُ যা উপর হতে নিচের দিকে গড়িয়ে পড়ে مِنْ خَشْيَةِ اللّٰهِ আল্লাহর ভয়ে وَمَا اللّٰهُ بِغَافِلٍ এবং আল্লাহ বে-খবর নন عَمَّا تَعْمَلُوْنَ তোমাদের কার্য সম্বন্ধে।

৭৫. اَفَتَطْمَعُوْنَ তোমরা কি এখনো আশা রাখ اَنْ يُّؤْمِنُوْا لَكُمْ যে তোমাদের কথায় তারা ঈমান আনবে وَقَدْ كَانَ فَرِيْقٌ مِّنْهُمْ অথচ তাদের মধ্যে কতক এমন লোকও গত হয়েছে يَسْمَعُوْنَ যারা শুনত كَلٰمَ اللّٰهِ আল্লাহ তা'আলার কালাম ثُمَّ يُحَرِّفُوْنَهٗ অতঃপর তাকে বিকৃত করত مِنْۢ بَعْدِ مَا عَقَلُوْهُ তাকে বুঝবার পর وَهُمْ يَعْلَمُوْنَ অথচ তারা জানত।

৭৬. وَاِذَا لَقُوا আর যখন তারা মিলিত হয় الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا মুমিনদের সাথে قَالُوْٓا বলে– اٰمَنَّا আমরা ঈমান এনেছি وَاِذَا خَلَا আর যখন গোপনে যায় بَعْضُهُمْ اِلٰى بَعْضٍ তাদের কেউ ইহুদির নিকট قَالُوْٓا তখন তারা বলে اَتُحَدِّثُوْنَهُمْ তোমরা কি মুসলমানদের বলে দাও بِمَا فَتَحَ اللّٰهُ عَلَيْكُمْ আল্লাহ তোমাদের নিকট যা প্রকাশ করেছেন لِيُحَآجُّوْكُمْ بِهٖ পরিণামে তারা তোমাদেরকে তর্কে পরাজিত করবে [এই বলে] যে, عِنْدَ رَبِّكُمْ এই বিষয়টি আল্লাহর নিকট [হতে তোমাদের কিতাবে] রয়েছে; اَفَلَا تَعْقِلُوْنَ তোমরা কি বুঝ না?

https://e-ilm.weebly.com/

https://e-ilm.weebly.com/

٧٦- قوله وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا الخ **আয়াতের শানে নুযূল– ১** : কোনো কোনো মুনাফিক ইহুদি মুসলমানদের খবরাখবর পরিজ্ঞাত হওয়ার জন্য কপটভাবে ইসলাম গ্রহণ করত। তারা সকালে ইসলামের দাবি করার পর মুসলমানদের সাথে মিলিত হতো এবং নিজেদের মর্যাদা বৃদ্ধির মানসে তাওরাত খুলে হযরত মুহাম্মদ (সা.)-এর প্রশংসা দেখাত। সন্ধ্যা বেলা ফিরে এলে মনুষ্য শয়তান ইহুদি নেতা উবাই, কা'ব ইবনে আশরাফ প্রমূখদের নিকট বসত। তখন তারা তাদেরকে নিন্দা করে বলত, আহমকের দল! তোমরা কেন নিজেদের জ্ঞান ও কিতাব দ্বারা মুসলমানদের প্রমাণ দিচ্ছ? এগুলো দ্বারা মুসলমানগণ কিয়ামত দিবসে ঝগড়া করবে যে, তারা আমাদের নবীর প্রশংসা তাওরাতে দেখিয়েছিল। তখন এ আয়াত অবতীর্ণ হয়। –[কাবীর]

শানে নুযূল– ২ : একবার রাসূল ﷺ কুরাইজা দুর্গ অবরোধকালে দূর্গের নিচে দাঁড়িয়ে ইহুদিদেরকে লক্ষ্য করে বললেন, হে বানরের সন্তানেরা! যেহেতু কোনো এক সময় ইহুদিরা বানর হয়ে গিয়েছিল। আর এই ইহুদিরা ছিল তাদেরই বংশধর। তাই রাসূল ﷺ তাদেরকে বানরের সন্তান বলেছেন। নবীজির মুখে এরকম গালি শুনে তারা আশ্চর্য হয়ে গেল। কারণ তাদের ধারণা ছিল যে, আমাদের পূর্ব পুরুষের এই কলংকের খবর কেউ জানে না, তাহলে মুহাম্মদ ﷺ জানলো কি করে? নিশ্চয়ই আমাদের মধ্যে কেউ এই গোপন তথ্য গোমর ফাঁস করে দিয়েছে। তাই তারা পরস্পর বলাবলি করতে লাগল তোমরা এই ঘনাটি বলে দিচ্ছ নাকি? তাহলে তারা তোমাদের বিরুদ্ধে আল্লাহর দরবারে অভিযোগ করার সুযোগ পেয়ে যাবে। তারই পরিপ্রেক্ষিতে এই আয়াত নাজিল হয়।

গাভীর যে অংশ দ্বারা আঘাত করা হয়েছিল : নিহত ব্যক্তিকে গরুর কোন অংশ দ্বারা আঘাত করা হয়েছিল, এ ব্যাপারে মুফাসসিরগণের মধ্যে মতভেদ পরিলক্ষিত হয়। কেউ কেউ বলেন, নিহত ব্যক্তিকে গরুর জিহবা দ্বারা আঘাত করা হয়েছিল। কেউ বলেন, গরুর রান দ্বারা আর কেউ বলেন মেরুদণ্ড দ্বারা, আবার কেউ কেউ বলেন, গরুর কোনো একটি অংশ দ্বারা নিহত ব্যক্তিকে আঘাত করা হয়েছিল। এ ক্ষেত্রে আল্লামা ইবনে কাছীর (র.) বলেন, গরুর কোন অংশ দ্বারা নিহত ব্যক্তিকে আঘাত করা হয়েছিল তা সঠিকভাবে জানা যায়নি।

قوله وَإِنَّ مِنَ الْحِجَارَةِ **-এর বিশ্লেষণ** : মহান রাব্বুল আ'লামীন এ আয়াতে জড় পদার্থ পাথরের তিনটি অবস্থা বর্ণনা করেছেন– (১) পাথর হতে ঝর্ণা প্রবাহিত হওয়া (২) পাথর বিদীর্ণ হয়ে উহা হতে স্বল্প পানি নির্গত হওয়া। (৩) আল্লাহ তা'আলার ভয়ে নিচে গড়িয়ে পড়া। এ তৃতীয় অবস্থাটি কারো কারো অজানা থাকতে পারে। কারণ পাথরের কোনোরূপ জ্ঞান অনুভূতি নেই। কিন্তু জানা উচিত যে, ভয় করার জন্য জ্ঞানের প্রয়োজন নেই। জন্তু-জানোয়ারের জ্ঞানের প্রয়োজন নেই, কিন্তু আমরা তাদের মধ্যে ভয়-ভীতি প্রত্যক্ষ করি। তবে চেতনার প্রয়োজনও অবশ্য আছে। জড় পদার্থের মধ্যে এতটুকু প্রাণ নেই বলে কেউ প্রমাণ দিতে পারবে না। কারণ চেতনা প্রাণের উপর নির্ভরশীল। খুব সম্ভব জড় পদার্থের মধ্যে এমন সূক্ষ্ম প্রাণ আছে যা আমরা অনুভব করতে পারি না। উদাহরণ বহু পণ্ডিত মস্তিষ্কের চেতনা শক্তি অনুভব করতে পারে না। তারা একমাত্র যুক্তির ভিত্তিতেই এর প্রবক্তা। সুতরাং ধারণা প্রসূত প্রমাণাদির চেয়ে কুরআনি আয়াতের যৌক্তিকতা কোনো অংশে কম নয়। সুতরাং নিচে গড়িয়ে পড়ার অন্য কোনো কারণও থাকতে পারে। তন্মধ্যে একটি হলো আল্লাহ তা'আলার ভয়।

قوله فَهِيَ كَالْحِجَارَةِ أَوْ أَشَدُّ قَسْوَةً **-এর ব্যাখ্যা** : আল্লাহ তা'আলা বনী ইরাঈলীদের অন্তরকে জড় পদার্থ পাথরের সাথে তুলনা করেছেন। কেননা পাথর কোনো কথা শুনেনা, তার উপর কোনো কিছুর প্রভাব পড়ে না। কারো আনুগত্য তার মধ্যে নেই। এমনিভাবে বনী ইসরাঈলীদের অন্তর এত কঠিন হয়ে গিয়েছে যে, কোনো হক বা সত্য তারা গ্রহণ করতে পারে না; কোনো উপদেশ-ধমক তাদের উপর কোনো প্রভাব বিস্তার করতে পারে না। তাই আল্লাহ তা'আলা এ আয়াতে তাদের অন্তরকে জড় পদার্থ পাথরের সাথে তুলনা করেছেন।

https://e-ilm.weebly.com/

إِدَّارَأْتُمْ-এর অর্থ : إِدَّارَأْتُمْ শব্দটির কয়েকটি অর্থ বর্ণিত হয়েছে ।

(১) তোমরা নিহত ব্যক্তির ব্যাপারে পরস্পর মতবিরোধ ও ঝগড়া করছিলে । (২) তোমাদের প্রত্যেকেই হত্যার ব্যাপারে নিজেকে মুক্ত রেখে অন্যকে দোষারোপ করছিলে । (৩) তোমরা একে অপরের প্রতি অপবাদ আরোপ করছিলে ।

قوله وَإِنَّ مِنَ الْحِجَارَةِ لَمَا يَتَفَجَّرُ مِنْهُ الْأَنْهَارُ দ্বারা উদ্দেশ্য : আল্লাহ তা'আলা এখানে বনী ইসরাঈলের হঠকারিতা কঠিন অন্তরের অধিকারী হওয়ার বর্ণনা দিচ্ছেন । পাথর শক্ত ও কঠিন হওয়া সত্ত্বেও মানুষের উপকার করে । এটা থেকে ঝর্ণা ধারার সৃষ্টি হয় । কিন্তু ইসরাঈলীদের অন্তর এমন যে, তারা না সত্য গ্রহণ করে, না তাদের অন্তর একটু বিগলিত হয়, না তাদের দ্বারা মানবকুলের কোনো উপকার সাধিত হয় ।

قوله وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَشَّقَّقُ فَيَخْرُجُ مِنْهُ الْمَاءُ দ্বারা উদ্দেশ্য : আল্লাহ তা'আলা ইসরাঈল জাতির অবস্থা বর্ণনা করে বলেন যে, তাদের অন্তরগুলো কিছুমাত্রও বিগলিত হয় না । আল্লাহ তা'আলার নির্দেশ উপদেশে তাদের অন্তরে বিন্দুমাত্র প্রভাব সৃষ্টি করে না । অথচ কঠিন প্রস্তর আল্লাহর ভয়ে ফেটে যায় এবং তা হতে পানি প্রবাহিত হয় । তারা পাথরের চেয়ে নিকৃষ্টতর ।

قوله وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَهْبِطُ مِنْ خَشْيَةِ اللهِ দ্বারা উদ্দেশ্য : বনী ইসরাঈল যে পাথরের চেয়ে কঠিন এবং সত্য পরিত্যাগে অনড় এখানে তার বর্ণনা রয়েছে । অনেক পাথর এমন আছে যে, আল্লাহর ভয়ে কাঁপতে কাঁপতে উপর থেকে নিচে পড়ে যায় । জড় পদার্থ হলেও আল্লাহর ভয় তাদের মাঝে বিদ্যমান । কিন্তু বনী ইসরাঈল বুদ্ধি বিবেক সম্পন্ন হওয়া সত্ত্বেও তারা পাথরের চেয়েও নিকৃষ্ট এবং অবাধ্য ।

পাথর কর্তৃক আল্লাহভীতির ধরন : প্রস্তর মহান আল্লাহর এক কঠিন সৃষ্টি । তাদের জ্ঞান নেই, অনুভূতি নেই, নেই তাদের ভাব প্রকাশ করার কোনো ক্ষমতা । কিভাবে সে আল্লাহকে ভয় করে? এর উত্তরে বলা যায়, ভয় করতে কোনো জ্ঞানের দরকার হয় না । বিবেকহীন জ্ঞানহীন প্রাণীর মধ্যেও সাধারণ ভয়ের চিহ্ন পরিলক্ষিত হয় । তবে ভয় করার জন্য অনুভূতির প্রয়োজন রয়েছে । আর অনুভূতির জন্য জীবনের প্রয়োজন । অতএব এমনও হতে পারে যে, পাথরের মধ্যে বৃক্ষরাজির ন্যায় এক সূক্ষ্ম জীবন রয়েছে, যা একমাত্র আল্লাহই ভালো জানেন ।

এখানে তিন রকমের পাথরের কথা উল্লেখ করতে গিয়ে অত্যন্ত সূক্ষ্ম ও সাবলীল ভঙ্গিতে এদের শ্রেণিবিন্যাস ও উদ্দেশ্য ব্যক্ত করা হয়েছে । কতক পাথরের প্রভাবান্বিত হওয়ার ক্ষমতা এত প্রবল যে, তা থেকে নদী-নালা প্রবাহিত হয়ে যায় এবং তাদ্বারা সৃষ্ট জীবের উপকার সাধিত হয় । কিন্তু ইহুদিদের অন্তর এমন নয় যে, সৃষ্ট জীবের দুঃখ-দুর্দশায় অশ্রুসজল হবে । কতক পাথরের মধ্যে প্রভাবান্বিত হওয়ার ক্ষমতা কম । ফলে সেগুলোর দ্বারা উপকারও কম হয় । এ ধরনের পাথর প্রথম ধরনের পাথরের তুলনায় কম নরম হয় । কিন্তু ইহুদিদের অন্তর এ দ্বিতীয় ধরনের পাথর অপেক্ষাও বেশি শক্ত ।

কতক পাথরের মধ্যে উপরিউক্তরূপ প্রভাব না থাকলেও এতটুকু প্রভাব অবশ্যই আছে যে, আল্লাহর ভয়ে নিচে গড়িয়ে পড়ে । এ পাথর উপরিউক্ত দুই প্রকার পাথরের তুলনায় অধিক দুর্বল । কিন্তু ইহুদিদের অন্তর এর দুর্বলতম প্রভাব থেকেও মুক্ত ।

أَفَتَطْمَعُونَ দ্বারা সম্বোধন : تَطْمَعُونَ দ্বারা সেসব লোকদের সম্বোধন করা হয়েছে যারা ঈমানদার । মূলতঃ আয়াতটি এভাবে ছিল : أَفَتَطْمَعُونَ أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ -হে মুমিনগণ তোমরা কি আশা কর? কারো মতে, সকল সাহাবীদেরকে বুঝানো হয়েছে । কারো মতে, রাসূল ﷺ -এবং তাঁর সকল সাথী উদ্দেশ্য ।

يُحَرِّفُونَ-এর অর্থ : تَحْرِيف অর্থ- বিকৃত করা । এর দ্বারা আয়াতে উদ্দেশ্য হলো বনী ইসরাঈলের তরফ থেকে তাওরাতের হুকুম আহকাম পরিবর্তন করা । অর্থাৎ কোনো কোনো বাক্য অথবা ব্যাখ্যা অথবা উভয়টিকে ইহুদিরা পরিবর্তন করেছিল । পরিবর্তনের ধরন এমনও হতে পারে– স্বগোত্রের কাছে প্রসঙ্গক্রমে এরূপ বর্ণনা করা যে, আল্লাহ তা'আলা উপসংহারে বলে দিয়েছেন, তোমরা যে সব আদেশে নিষেধ পালন ও বর্জন করতে সমর্থ না হও তবে তা মাফ ।

https://e-ilm.weebly.com/

অথবা, নিজেদের ইচ্ছামত হালাল হারাম ও বৈধ অবৈধের মধ্যে পরিবর্তন পরিবর্ধন ও বিকৃত করেছে। যেমন মুহাম্মদ ﷺ -এর বৈশিষ্ট্য বা গুণাবলিগুলো এবং তাদের মধ্যে বড় লোকদের উপর থেকে শাস্তির আইন রহিতকরণ উল্লেখযোগ্য।

قوله لَقُوا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا **দ্বারা কারা উদ্দেশ্য :** এখানে ইহুদিদের ঐ সম্প্রদায় উদ্দেশ্য, যারা নবী করীম (সা.)-এর যুগে অবস্থান করছিল। কারো মতে, ইহুদিদের মধ্য হতে যারা মুনাফিক ছিল তারাই উদ্দেশ্য।

قوله لِيُحَاجُّوْكُمْ بِهٖ عِنْدَ رَبِّكُمْ **দ্বারা কারা উদ্দেশ্য :** يُحَاجُّوْكُمْ -এর অর্থ হলো– তাহলে তারা এটা নিয়ে তোমাদের প্রতিপালকের সামনে বিতর্ক করবে। অর্থাৎ ইহুদি নেতারা কপট বিশ্বাসীদের বলছে যে, তোমরা তাওরাত খুলে মুসলমানদের সুযোগ করে দিচ্ছ। মুসলমানরা তোমাদেরকে বলবে যে, মুহাম্মদ ও তার আনীত দীনকে সত্য বলে জেনেও তোমরা কুফরি করছ। –[কুরতুবী]

অথবা, তারা বলে যে, আমাদের মহান গ্রন্থাবলিতে উল্লিখিত যে সব আয়াত ও হেদায়েতের দ্বারা আমাদের বর্তমান ভূমিকার দোষ প্রমাণিত হয় তা মুসলমানদের নিকট প্রকাশ কর না। অন্যথায় তারা তোমাদের আল্লাহর নিকট তোমাদেরই বিরুদ্ধে এসব কথা প্রমাণ হিসেবে পেশ করবে।

عِنْدَ رَبِّكُمْ **-এর অর্থ :** এর অর্থ–তোমাদের প্রতিপালকের সামনে। এটা হবে কিয়ামত দিবসে। যেমন অন্য আয়াতে আছে– ثُمَّ اِنَّكُمْ يَوْمَ الْقِيٰمَةِ عِنْدَ رَبِّكُمْ تَخْتَصِمُوْنَ কেউ কেউ বলেন–عِنْدَ رَبِّكُمْ –অর্থ عِنْدَ ذِكْرِ رَبِّكُمْ অর্থাৎ, তোমাদের প্রতিপালকের কথা স্মরণ করার সময়। কারো মতে, عِنْدَ অর্থ فِىْ অর্থাৎ لِيُحَاجُّوْكُمْ بِهٖ عِنْدَ رَبِّكُمْ তাহলে তারা তোমাদের রবের ব্যাপারে বিতর্ক করবে। –[কুরতুবী]

শব্দ বিশ্লেষণ

لَاتَسْقِىْ : সীগাহ واحد مذكر غائب বহছ اثبات فعل مضارع معروف বাব ضَرَبَ মাসদার اَلسَّقْىُ মূলবর্ণ– (س ـ ق ـ ى) জিনস ناقص يائى অর্থ– সে পানি সেচে।

مُسَلَّمَةٌ : সীগাহ واحد مؤنث বহছ اسم مفعول বাব تَفْعِيْل মাসদার اَلتَّسْلِيْمُ মূলবর্ণ (س ـ ل ـ م) জিনস صحيح অর্থ– সুস্থ, সবল।

لَاشِيَةَ : এর মধ্যে لا হচ্ছে لانى نفى جنس ; شِيَةٌ তার ইসম। অর্থ নিষ্কলঙ্ক।

مَاكَادُوْا : সীগাহ جمع مذكر غائب বহছ نفى فعل ماضى معروف বাব كَرُمَ আর كَادَ يَكَادُ যা فَعَلَ يَفْعَلُ এর ওজনে, মাসদার اَلْكَوْدُ মূলবর্ণ– (ك ـ و ـ د) জিনস اجوف واوى অর্থ– না করতে পারার নিকটবর্তী হয়েছিল, তারা নিকটবর্তী হয়নি।

فَادّٰرَءْتُمْ : সীগাহ جمع مذكر حاضر বহছ اثبات فعل ماضى معروف বাব تَفَاعُلٌ মূলবর্ণ (د ـ ر ـ ء) মাসদার اَلتَّدَارُءُ জিনস مهموز لام অর্থ– অতঃপর তোমরা একে অপরের উপর অপবাদ দিতে লাগলে। একে অপরকে অভিযুক্ত করলে। فَادَّارَأْتُمْ মূলতঃ تَدَارَءْتُمْ ছিল। ت কে د দিয়ে পরিবর্তন করে ইদগাম করা হয়েছে এবং শুরুতে একটি همزة وصل যুক্ত করা হয়েছে।

يُحْيِىْ : সীগাহ واحد مذكر غائب বহছ اثبات فعل مضارع معروف বাব اِفْعَالٌ মূলবর্ণ (ح ـ ى ـ ى) মাসদার اَلْاِحْيَاءُ জিনস مضاعف ثلاثى অর্থ– আল্লাহ তা'আলা জীবিত করবেন।

https://e-ilm.weebly.com/

https://e-ilm.weebly.com/

اَوَلَا يَعۡلَمُوۡنَ اَنَّ اللّٰهَ يَعۡلَمُ مَا يُسِرُّوۡنَ وَمَا يُعۡلِنُوۡنَ (٧٧)

অনুবাদ : (৭৭) তারা কি জানে না যে, আল্লাহ সবই অবগত আছেন যা তারা গুপ্ত রাখে এবং তাও যা প্রকাশ করে।

وَمِنۡهُمۡ اُمِّيُّوۡنَ لَا يَعۡلَمُوۡنَ الۡكِتٰبَ اِلَّاۤ اَمَانِىَّ وَاِنۡ هُمۡ اِلَّا يَظُنُّوۡنَ (٧٨)

(৭৮) আর তাদের মধ্যে বহু মূর্খ আছে যারা মনভুলানো কথা ভিন্ন কিতাবের আর কিছুরই জ্ঞান রাখে না, তারা আর কিছুই নয়– শুধু অলীক কল্পনাসমূহ রচনা করে থাকে।

النصف

فَوَيۡلٌ لِّلَّذِيۡنَ يَكۡتُبُوۡنَ الۡكِتٰبَ بِاَيۡدِيۡهِمۡ ثُمَّ يَقُوۡلُوۡنَ هٰذَا مِنۡ عِنۡدِ اللّٰهِ لِيَشۡتَرُوۡا بِهٖ ثَمَنًا قَلِيۡلًا ؕ فَوَيۡلٌ لَّهُمۡ مِّمَّا كَتَبَتۡ اَيۡدِيۡهِمۡ وَوَيۡلٌ لَّهُمۡ مِّمَّا يَكۡسِبُوۡنَ (٧٩)

(৭৯) অতএব, অত্যন্ত অমঙ্গল হবে তাদের যারা লিখে নেয় কিতাব নিজেদের হাতে, অতঃপর বলে, এটা আল্লাহর তরফ হতে , উদ্দেশ্য এটা দ্বারা সামান্য অর্থ উপার্জন করবে, সুতরাং তাদের ভীষণ সর্বনাশ হবে তাদের হাত যাকিছু লিখে নিত তদ্দরুন, তাদের আরো ভীষণ সর্বনাশ হবে যা কিছু তারা উপার্জন করত তদ্দরুন।

وَقَالُوۡا لَنۡ تَمَسَّنَا النَّارُ اِلَّاۤ اَيَّامًا مَّعۡدُوۡدَةً ؕ قُلۡ اَتَّخَذۡتُمۡ عِنۡدَ اللّٰهِ عَهۡدًا فَلَنۡ يُّخۡلِفَ اللّٰهُ عَهۡدَهٗۤ اَمۡ تَقُوۡلُوۡنَ عَلَى اللّٰهِ مَا لَا تَعۡلَمُوۡنَ (٨٠)

(৮০) আর ইহুদিরা বলল, কখনো অগ্নি আমাদেরকে স্পর্শ করবে না গণনীয় কয়েক দিন ব্যতীত; আপনি বলুন, তোমরা কি আল্লাহ হতে কোনো ওয়াদা নিয়েছ? যাতে আল্লাহ তাঁর ওয়াদা খেলাফ করবেন না। অথবা আল্লাহর উপর এমন বাক্য আরোপ করছ যার কোনো জ্ঞান-প্রসূত প্রমাণ তোমাদের নিকট নেই।

بَلٰى مَنۡ كَسَبَ سَيِّئَةً وَّاَحَاطَتۡ بِهٖ خَطِيۡٓـــَٔتُهٗ فَاُولٰٓـئِكَ اَصۡحٰبُ النَّارِ ۚ هُمۡ فِيۡهَا خٰلِدُوۡنَ (٨١)

অনুবাদ : (৮১) হ্যাঁ, যে ব্যক্তি স্বেচ্ছায় দুষ্কার্য করে এবং তাকে তার পাপসমূহ ঘিরে ফেলে, বস্তুত এরূপ লোকই দোজখী হয়, তারা তথায় অনন্তকাল থাকবে।

শাব্দিক অনুবাদ

৭৭. اَوَلَا يَعۡلَمُوۡنَ তারা কি জানে না যে, اَنَّ اللّٰهَ يَعۡلَمُ আল্লাহ সবই অবগত আছেন مَا يُسِرُّوۡنَ যা তারা গুপ্ত রাখে وَمَا يُعۡلِنُوۡنَ এবং তাও যা প্রকাশ করে।

৭৮. وَمِنۡهُمۡ اُمِّيُّوۡنَ আর তাদের মধ্যে বহু মূর্খ আছে لَا يَعۡلَمُوۡنَ الۡكِتٰبَ যারা কিতাবের কিছুরই জ্ঞান রাখে না اِلَّاۤ اَمَانِىَّ মনভুলানো কথা ভিন্ন وَاِنۡ هُمۡ তারা আর কিছুই নয়– اِلَّا يَظُنُّوۡنَ শুধু অলীক কল্পনাসমূহ রচনা করে থাকে।

৭৯. فَوَيۡلٌ অতএব অত্যন্ত অমঙ্গল হবে তাদের لِّلَّذِيۡنَ يَكۡتُبُوۡنَ যারা লিখে নেয় الۡكِتٰبَ কিতাব بِاَيۡدِيۡهِمۡ নিজেদের হাতে ثُمَّ يَقُوۡلُوۡنَ অতঃপর বলে هٰذَا এটা مِنۡ عِنۡدِ اللّٰهِ আল্লাহর তরফ হতে لِيَشۡتَرُوۡا بِهٖ উদ্দেশ্য এটা দ্বারা উপার্জন করবে ثَمَنًا قَلِيۡلًا সামান্য অর্থ فَوَيۡلٌ لَّهُمۡ সুতরাং তাদের ভীষণ সর্বনাশ হবে مِّمَّا كَتَبَتۡ اَيۡدِيۡهِمۡ তাদের হাত যা কিছু লিখে নিত তদ্দরুন وَوَيۡلٌ لَّهُمۡ তাদের আরো ভীষণ সর্বনাশ হবে مِّمَّا يَكۡسِبُوۡنَ যা কিছু তারা উপার্জন করত তদ্দরুন।

৮০. وَقَالُوۡا আর ইহুদিরা বলল لَنۡ تَمَسَّنَا النَّارُ কখনো অগ্নি আমাদেরকে স্পর্শ করবে না اِلَّاۤ اَيَّامًا مَّعۡدُوۡدَةً গণনীয় কয়েক দিন ব্যতীত قُلۡ আপনি বলুন اَتَّخَذۡتُمۡ তোমরা কি নিয়েছ? عِنۡدَ اللّٰهِ আল্লাহ হতে عَهۡدًا কোনো ওয়াদা فَلَنۡ يُّخۡلِفَ اللّٰهُ যাতে আল্লাহ খেলাফ করবেন না عَهۡدَهٗۤ তাঁর ওয়াদা । اَمۡ تَقُوۡلُوۡنَ অথবা এমন বাক্য আরোপ করছ عَلَى اللّٰهِ আল্লাহর উপর مَا لَا تَعۡلَمُوۡنَ যার কোনো জ্ঞান-প্রসূত প্রমাণ তোমাদের নিকট নেই।

৮১. بَلٰى হ্যাঁ مَنۡ كَسَبَ سَيِّئَةً যে ব্যক্তি স্বেচ্ছায় দুষ্কার্য করে وَّاَحَاطَتۡ بِهٖ خَطِيۡٓـــَٔتُهٗ এবং তাকে তার পাপসমূহ ঘিরে ফেলে فَاُولٰٓـئِكَ বস্তুত এরূপ লোকই اَصۡحٰبُ النَّارِ দোজখী হয় هُمۡ فِيۡهَا তারা তথায় خٰلِدُوۡنَ অনন্তকাল থাকবে।

https://e-ilm.weebly.com/

وَالَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَعَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ اُولٰٓئِكَ اَصْحٰبُ الْجَنَّةِ ۚ هُمْ فِيْهَا خٰلِدُوْنَ (٨٢)

অনুবাদ : (৮২) আর যারা ঈমান আনে এবং নেক কাজ করে এই শ্রেণির লোকই জান্নাতবাসী হয়, তারা তথায় অনন্তকাল থাকবে।

وَاِذْ اَخَذْنَا مِيْثَاقَ بَنِيْٓ اِسْرَآءِيْلَ لَا تَعْبُدُوْنَ اِلَّا اللّٰهَ ۗ وَبِالْوَالِدَيْنِ اِحْسَانًا وَّذِي الْقُرْبٰى وَالْيَتٰمٰى وَالْمَسٰكِيْنِ وَقُوْلُوْا لِلنَّاسِ حُسْنًا وَّاَقِيْمُوا الصَّلٰوةَ وَاٰتُوا الزَّكٰوةَ ؕ ثُمَّ تَوَلَّيْتُمْ اِلَّا قَلِيْلًا مِّنْكُمْ وَاَنْتُمْ مُّعْرِضُوْنَ (٨٣)

(৮৩) আর যখন আমি নিলাম প্রতিশ্রুতি বনী ইসরাঈল হতে যে, [কারো] ইবাদত করো না আল্লাহ ব্যতীত। আর উত্তমরূপে মাতা-পিতার খেদমত করবে এবং আত্মীয়দেরও, এতিমদেরও, মিসকিনদেরও, আর সর্বসাধারণের সাথে সুন্দররূপে কথা বলবে, আর কায়েম করবে নামাজ ও আদায় করতে থাকবে জাকাত, অনন্তর তোমরা সকলেই তা ভঙ্গ করলে অল্প কয়েজন ব্যতীত, আর অঙ্গীকার ভঙ্গ করা তো তোমাদের চিরাচরিত অভ্যাস।

শাব্দিক অনুবাদ

৮২. وَالَّذِيْنَ اٰمَنُوْا আর যারা ঈমান আনে وَعَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ এবং নেক কাজ করে اُولٰٓئِكَ এই শ্রেণির লোকই اَصْحٰبُ الْجَنَّةِ জান্নাতবাসী হয় هُمْ فِيْهَا তারা তথায় خٰلِدُوْنَ অনন্তকাল থাকবে।

৮৩. وَاِذْ اَخَذْنَا আর যখন আমি নিলাম مِيْثَاقَ প্রতিশ্রুতি بَنِيْٓ اِسْرَآءِيْلَ বনী ইসরাঈল হতে যে لَا تَعْبُدُوْنَ [কারো] ইবাদত করো না اِلَّا اللّٰهَ আল্লাহ ব্যতীত। وَبِالْوَالِدَيْنِ আর মাতা-পিতার খেদমত করবে اِحْسَانًا উত্তমরূপে وَّذِي الْقُرْبٰى এবং আত্মীয়দেরও وَالْيَتٰمٰى এতিমদেরও وَالْمَسٰكِيْنِ মিসকিনদেরও وَقُوْلُوْا আর কথা বলবে لِلنَّاسِ সর্বসাধারণের সাথে حُسْنًا সুন্দররূপে وَاَقِيْمُوا الصَّلٰوةَ আর কায়েম করবে নামাজ وَاٰتُوا الزَّكٰوةَ ও আদায় করতে থাকবে জাকাত ثُمَّ تَوَلَّيْتُمْ অনন্তর তোমরা সকলেই তা ভঙ্গ করলে اِلَّا قَلِيْلًا مِّنْكُمْ অল্প কয়েজন ব্যতীত وَاَنْتُمْ مُّعْرِضُوْنَ আর অঙ্গীকার ভঙ্গ করা তো তোমাদের চিরাচরিত অভ্যাস।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

قوله وَمِنْهُمْ اُمِّيُّوْنَ لَا يَعْلَمُوْنَ الْكِتٰبَ اِلَّآ اَمَانِيَّ وَاِنْ هُمْ اِلَّا يَظُنُّوْنَ الخ -٧٨ **আয়াতের শানে নুযূল– ১ :** হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) হতে বর্ণিত, বাহ্যিক দৃষ্টিকোণ থেকে বুঝা যায়, উপরোল্লিখিত ইহুদি সম্প্রদায় সম্পর্কে আলোচ্য আয়াত নাজিল করা হয়েছে। কারো মতে মাজুস বা অগ্নিপূজারীদের সম্পর্কে আলোচ্য আয়াত নাজিল করা হয়েছে। হযরত আলী (রা.)ও এ মতে একমত পোষণ করেছেন। কারো মতে আলোচ্য আয়াত ইহুদি ও মুনাফিক সম্প্রদায় সম্পর্কে নাজিল করা হয়েছে।

শানে নুযূল – ২ : ইকরিমা ও যাহহাক (র.) বলেন, আরবের আনসারীদের সম্পর্কে আলোচ্য আয়াত নাজিল হয়েছে, যারা লেখাপড়া জানত না। কারো মতে আহলে কিতাবদের একটি দল সম্পর্কে নাজিল হয়েছে, যারা তাদের কৃত গুনাহের জন্য কিতাব উত্তোলন করেছিল বিধায় তারা উম্মি হয়ে যায়।

শানে নুযূল– ৩ : কারো মতে আলোচ্য আয়াত এমন এক জাতি সম্পর্কে নাজিল করা হয়েছে, যারা কোনো কিতাব ও রাসূলের প্রতি ঈমান আনেনি। সুতরাং তারা নিজেরাই কিতাব লিখে বলেছিল যে, এটা আল্লাহর কিতাব; ফলে তারা কিতাবকে অস্বীকার করার কারণে, তাদেরকে উম্মি বলে আখ্যা দেওয়া হয়; বস্তুতঃ তারা হলো একটি নির্বোধ জাতি, প্রথমোক্ত মতামতই স্থান বিশেষে অধিক প্রযোজ্য।–[বাহরে মুহীত : ৪৪২]

https://e-ilm.weebly.com/

৭৯. قوله فَوَيْلٌ لِّلَّذِيْنَ يَكْتُبُوْنَ بِأَيْدِيْهِمْ الخ **আয়াতের শানে নুযূল– ১ :** আলোচ্য আয়াত ইহুদি পণ্ডিতদের সম্পর্কে নাজিল করা হয়েছে। ঘটনা প্রবাহ হচ্ছে যে, ইহুদিদের মধ্য থেকে একটি দল, যারা তাদের কিতাবসমূহে রাসূল ﷺ -এর বর্ণিত গুণাবলি ও চরিত্রের বর্ণনাসমূহকে পরিবর্তন করে ফেলে, রাসূল ﷺ -এর গঠন-আকৃতি বর্ণনা করতে গিয়ে তাঁকে লম্বাকৃতিতে একজন আদম সন্তান রূপে পরিচিতি দান করে। অতঃপর তাদের অনুসারীদেরকে বলত যে, দেখ সর্বশেষে যে আদর্শে নবী আগমন করবেন, হযরত মুহাম্মদ ﷺ-এর মাঝে সে চরিত্র ও গুণ নেই। এমন কি ইহুদি পণ্ডিতদের ভয় ছিল যে, নবীর গুণাবলি ও পরিচিতি বর্ণনা যদি যথাস্থানে থেকে যায়, তাহলে তাদের হাদিয়া তোহফা বন্ধ হয়ে যাবে। সে জন্য নবীর গুণাবলির বর্ণনা পরিবর্তন করে দেয়। তাদের পক্ষ থেকে সত্যকে গোপন করার ভয়াবহ পরিণতির বর্ণনা করা সম্পর্কে আলোচ্য আয়াত নাজিল করা হয়েছে।

শানে নুযূল– ২ : কারো মতে যে সকল মানুষেরা কোনো নবীর কিতাবের প্রতি ঈমান আনেনি; বরং তারা স্বহস্তে কিতাব রচনা করে তাতে তাদের ইচ্ছানুযায়ী হালাল ও হারাম বিষয়াবলি নির্ধারণ করে বলে দিত যে, এ হচ্ছে আল্লাহর গ্রন্থ আসমানি কিতাব। তাদের সম্পর্কে আলোচ্য আয়াত নাজিল হয়েছে।

আবূ সালেক বলেন যে, বনু আমের নিলুই (মৃত্যু ৩৭ হিঃ) গোত্রের আব্দুল্লাহ বিন সা'দ বিন আবূ সুরাহ আল কুরাইশী নবী করীম ﷺ-এর সাথে সন্ধি করেছিল, অতঃপর সে নিজেই তা ভঙ্গ করে মুরতাদ বা ধর্মদ ত্যাগী হয়ে যায়। তার এহেন হঠকারিতামূক কাজের পরিণতি সম্পর্কে হুশিয়ারি করে আল্লাহ তা'আলা আলোচ্য আয়াত নাজিল করেন। –[বাহরে মুহিত : ৪৪৩/১, ইবনে কাছীর : ১১৭/১]

আয়াতে أُمِّيُّوْنَ দ্বারা উদ্দেশ্য : أُمِّيُّوْنَ শব্দটি أُمِّيٌّ -এর বহুবচন। أُمٌّ বা أُمَّةٌ -এর প্রতি নিসবাত করে أُمِّيٌّ বলা হয়। أُمِّيٌّ হলো– মানুষ তো মাতৃগর্ভ থেকে লেখাপড়াবিহীন আসে, এ অবস্থায় যারা সারা জীবন বহাল থাকে, তারা না লেখা জানে আর না পড়া জানে। যেমন নবী করীম ﷺ বলেন– اَنَا أُمَّةٌ أُمِّيَّةٌ لَا نَكْتُبُ وَلَا نَحْسِبُ

আবূ উবায়দার মতে, أُمُّ الْكِتَابِ -এর প্রতি নিসবত করে أُمِّيٌّ বলা হয়ে থাকে। অর্থাৎ, তাদের উপর কিতাব নাজিল হয়েছিল বিধায় তাদেরকে أُمِّيٌّ বলা হয়েছে।

أُمِّيٌّ দ্বারা উদ্দেশ্য : أُمِّيٌّ বলতে ঐ ব্যক্তিকে বুঝায় যে না কোনো কিতাবের স্বীকৃতি দেয়, না কোনো রাসূলের উপর বিশ্বাস করে। অন্য তাফসীরকার বলেন, যে লেখতে এবং পড়তে জানে না তাকে উম্মী বলে। আয়াতে দ্বিতীয় অর্থটি প্রযোজ্য। কেননা ইহুদিরা কিতাব ও রাসূলের স্বীকৃতি দিত। তদুপরি আল্লাহর রাসূল ﷺ বলেন যে, نَحْنُ أُمَّةٌ أُمِّيَّةٌ لَا نَكْتُبُ -আমরা উম্মী জাতি লিখতে জানি না। أُمَّةٌ শব্দের প্রতি নিসবত করে أُمِّيَّةٌ ব্যবহৃত হয়েছে। ইকরামা ও দাহহাক বলেন, তারা হলো আরবের খ্রিস্টান সম্প্রদায়। হযরত আলী (রা.) বলেন, তারা হলো অগ্নিপূজক। –[কুরতুবী]

إِلَّا أَمَانِيَّ এর অর্থ : اماني শব্দটি أُمْنِيَّةٌ -এর বহুবচন, অর্থ– তেলাওয়াত। তখন আয়াতের অর্থ হবে, তারা কিতাব সম্পর্কে জানে না, জানে শুধু তেলাওয়াত।

অথবা أَمَانِيُّ অর্থ– اَكَاذِيْبُ তথা ভ্রান্ত, মিথ্যা ও বানোয়াট বক্তব্য অর্থাৎ তারা মনগড়া কিছু প্রত্যাশা নিয়ে বসে আছে। কিতাব সম্পর্কে তাদের কোনো জ্ঞান নেই, বরং কিছু মিথ্যা বানোয়াট বক্তব্য উপস্থাপন করছে মাত্র।

হযরত কাতাদা (রা.) বলেন, এর অর্থ এমন আশা যা তাদের জন্য নয়। অতএব তারা আল্লাহর কাছে এমন কিছুর আশা করে যা লাভের যোগ্য তারা নয়। কেউ কেউ বলেন, নির্ধারিত কিছুকে أَمَانِيُّ বলা হয়।

হাত দিয়ে কিতাব লেখার অর্থ : ইহুদিরা নিজের হস্তে কিতাব লিখে, এর অর্থ হলো তারা কিতাবকে পরিবর্তন করে ফেলে। যেখানে মহানবী ﷺ -এর আলোচনা ছিল, সেখানেই তারা কলম ধরে বিকৃত বা সম্পূর্ণ পরিবর্তন করে লোকসমাজে প্রচার করে যে, এটাই আল্লাহর কিতাব। এখানে সঠিক ও নিখুঁতভাবে লেখার কথা বলা হয়নি।

https://e-ilm.weebly.com/

قوله ثُمَّ يَقُوْلُوْنَ هٰذَا مِنْ عِنْدِ اللّٰهِ -এর তাৎপর্য : মূলতঃ তাওরাতে বিশদভাবে নবী করীম ﷺ-এর পরিচয় তুলে ধরা হয়েছে; কিন্তু ইহুদি জ্ঞানপাপীরা এতে পরিবর্তন করে। মুহাম্মদ ﷺ-এর গুণাবলি লোক চক্ষুর আড়ালে রাখার জন্য তারা অবিকৃত কপি গোপন করে হস্তলিখিত কপি প্রকাশ করে বলে যে, এটা আল্লাহর পক্ষ থেকে অবতারিত তাওরাত কিতাব।

কিভাবে তারা স্বল্প মূল্যে ক্রয় করল? ইহুদিরা কিতাব বিকৃত করার মাধ্যমে দুনিয়ার ক্ষণস্থায়ী সম্পদ তথা নেতৃত্ব ও অন্যান্য ভোগ বিলাসের প্রত্যাশী হয়েছে। যদিও তা অনেক বড়। কিন্তু পরকালের কঠিন শাস্তির মোকাবিলায় তা অত্যন্ত নগণ্য। তারা স্থায়ী শান্তি থেকে বঞ্চিত হয়েছে। তাদের জন্য কঠিন পীড়াদায়ক শাস্তি অপেক্ষা করছে।

وَيْلٌ কি? : وَيْلٌ -এর অর্থ নিরূপণে তাফসীরকারদের মতভেদ দেখা যায়। হযরত উসমান (রা.) মহানবী ﷺ থেকে বর্ণনা করেন, وَيْلٌ হলো আগুনের পাহাড়। হযরত আবূ সাঈদ বর্ণনা করেন, وَيْلٌ হলো জাহান্নামে অবস্থিত দু'পাহাড়ের মধ্যবর্তী উপত্যকা যাতে পতিত ব্যক্তি ৪০ বছর পর্যন্ত অবিরত পড়তেই থাকবে।

সুফিয়ান ইবনে আতা ইবনে ইয়াসার হতে বর্ণিত আছে যে, আয়াতে উল্লিখিত وَيْلٌ বলতে ঐ স্থানকে বুঝায়, যা জাহান্নামের চতুষ্পার্শ্বে হবে এবং ঐ স্থান দিয়ে জাহান্নামীদের পূঁজ প্রবাহিত হবে। যাহরাভী বলেন যে, وَيْلٌ হলো জাহান্নামের একটি দরজা। হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) বলেন, وَيْلٌ হলো কষ্টদায়ক শাস্তি। খলীল বলেন, জঘন্য খারাপকে وَيْلٌ বলা হয়।

কলম দ্বারা প্রথম লেখক : হযরত আবূ যর (রা.) থেকে বর্ণিত। সৃষ্টির মধ্যে সর্বপ্রথম কলম দ্বারা লিখেছেন হযরত ইদ্রীস (আ.)। কেউ বলেন, হযরত আদম (আ.)-কে লেখার শক্তি দান করা হয়েছে। তার নিকট থেকে বনী আদম লেখার উত্তরাধিকারী হয়। –[কুরতুবী]

بِاَيْدِيْهِمْ বলার উদ্দেশ্য : একথা সর্বজনবিদিত যে, মানুষ হাত দ্বারা লিখে, তথাপি আল্লাহ তা'আলা بِاَيْدِيْهِمْ উল্লেখ করেছেন, তাকিদের জন্য। যেমন– وَلَا طَائِرٍ يَّطِيْرُ بِجَنَاحَيْهِ কেউ কেউ বলেন, এটা দ্বারা আল্লাহর সাথে হঠকারিতা এবং প্রকাশ্যে অন্যায় করাকে বুঝানো উদ্দেশ্য। অর্থাৎ, স্বয়ং হাত দ্বারা গর্হিত কাজ করে। তাদের এ অন্যায়ের মধ্যে কোনো প্রকার কুণ্ঠাবোধ নেই। তারা একে স্বাভাবিক মনে করে। –[কুরতবী]

এখানে عَهْد দ্বারা উদ্দেশ্য : আয়াতে عَهْد বলে وَعْد উদ্দেশ্য। وَعْد -এর স্থলে عَهْد ব্যবহারের উদ্দেশ্য হলো মানব জাতিকে আল্লাহর এই عَهْد শুনিয়ে নিশ্চিত করা।

اَيَّام দ্বারা উদ্দেশ্য : তাফসীরকারগণ اَيَّامٌ -এর দু'টি তাফসীর করেন যেমন–

ক. اَيَّامٌ তিন থেকে দশের ভেতরের সংখ্যাকে বুঝায়। দশের বাইরের সংখ্যাকে বুঝায় না। অতএব خَمْسَةَ اَيَّامٍ বলা যায় না। একদল মুফাস্সির বলেন– اَيَّامٌ বলতে সাত দিন বুঝানো হয়েছে।

খ. তাফসীরে কাবীরের গ্রন্থকার হযরত ইবনে আব্বাস (রা.)-এর উদ্ধৃতি দিয়ে বলেন, اَيَّامٌ দ্বারা চল্লিশ দিন উদ্দেশ্য। কেননা, তিনি বলেন– বনী ইসরাঈল চল্লিশ দিন গো-বৎস পূজা করেছিল।

قوله وَاَحَاطَتْ بِهٖ خَطِيْئَتُهٗ -এর মর্মার্থ : اَحَاطَتْ শব্দের অর্থ হলো, ঘিরে ফেলা। অতএব, আয়াতাংশের অর্থ হলো তাকে তার পাপসমূহ ঘিরে ফেলেছে। অর্থাৎ তার কোনো পুণ্য নেই। এ অর্থ কেবলমাত্র কাফেরদের বেলায় প্রযোজ্য। কেননা কুফরির কারণে তাদের কোনো ভালো কাজ আল্লাহর দরবারে গ্রহণযোগ্য নয়; বরং কুফরির পূর্বে কোনো নেক আমল থাকলেও তা পণ্ড হয়ে গেছে। এজন্য কাফেরদের আমলনামায় কেবল পাপই অবশিষ্ট থাকে। পক্ষান্তরে ঈমানদারদের মূল ঈমানই একটি শ্রেষ্ঠতম সম্পদ ও সৎকাজ। তদুপরি বহুমুখী শাখাবিশিষ্ট অন্যান্য আমল তাদের আমলনামায় শামিল করা হয়। এজন্যই ঈমানদারগণ সম্পূর্ণ নেকীশূন্য হতে পারে না, অতএব মুমিনদের ক্ষেত্রে اِحَاطَةٌ শব্দটি উপরিউক্ত অর্থে প্রযোজ্য নয়। –[বয়ানুল কুরআন]

https://e-ilm.weebly.com/

قوله أَصۡحٰبُ النَّارِ দ্বারা উদ্দেশ্য : أَصۡحٰبُ النَّارِ বলে এখানে কাফেরদের ব্যাপারে এমন একটি চিরন্তন বক্তব্য পেশ করা হয়েছে যদ্দারা তাদের চির আবাস দোজখ হবে বলে সাব্যস্ত হয়ে গেছে। হযরত মূসা (আ.)-কে ইহুদিরা নবী মানে, কিন্তু তাঁর পরের দুজন নবীকে তারা নবী মান্য করে না। তাই তারা কাফের ও চিরদিনের জন্য জাহান্নামী। কাজেই তাদের অল্প কয়েক দিন মাত্র দোজখের শাস্তি ভোগ করার দাবি অকাট্য প্রমাণ দ্বারা বাতিল সাব্যস্ত হয়েছে।

শাস্তির আয়াতের পর পুরস্কারের আয়াত উল্লেখের কারণ : কুরআনে কারীমের যেখানেই শাস্তির কথা উল্লেখ হয়েছে সেখানেই পাশাপাশি পুরস্কারের কথাও উল্লেখ হয়েছে। এর কয়েকটি কারণ রয়েছে। যথা– (১) এটা আল্লাহ তা'আলার ন্যায়বিচারের নমুনা। কাফেরদের চরম চূড়ান্ত শাস্তির পাশাপাশি মুমিনদের চূড়ান্ত নাজাত-এর ঘোষণা দেওয়াই ইনসাফ-এর কথা। (২) ভয় আর আশা তথা আশা নিরাশার মাঝে অবস্থান করাই উত্তম। মুমিনদের ভয় আর প্রত্যাশা হবে সমান শাস্তির আয়াত দ্বারা ভয় আর পুরস্কারের আয়াত দ্বারা প্রত্যাশা এ দু' জিনিসের মাঝেই মুমিন জীবনের ভারসাম্যতা। (৩) পুরস্কার দ্বারা আল্লাহর পূর্ণ রহমত আর শাস্তি দ্বারা তাঁর হিকমতের পূর্ণতা প্রকাশ পায়। –[কাবীর]

سَيِّئَةً দ্বারা উদ্দেশ্য : سَيِّئَةً বলতে সকল প্রকার কবীরা গুনাহ উদ্দেশ্য। কিন্তু অধিকাংশ তাফসীরকারের মতে, شِرْك উদ্দেশ্য। কেননা আয়াতের শেষের দিকে চিরকাল জাহান্নামে থাকার কথা বলা হয়েছে। কবীরা গুনাহ দ্বারা চিরস্থায়ী শাস্তি হবে না; বরং তাদেরকে শাস্তির পর বেহেশতে নিয়ে আসা হবে।

قوله مِيثَاقَ بَنِيٓ إِسۡرَآءِيلَ -এর বর্ণনা : বনী ইসরাঈল থেকে যে সব অঙ্গীকার আল্লাহ তা'আলা গ্রহণ করেছিলেন সেগুলো নিম্নরূপ– (ক) আল্লাহ ব্যতীত অন্য কারো ইবাদত করা যাবে না। (খ) মাতা-পিতার প্রতি সদয় ব্যবহার করতে হবে। (গ) আত্মীয়-স্বজনদের সাথে ভালো ব্যবহার করতে হবে। (ঘ) এতিম মিসকিনদের সাথেও আচরণ করতে হবে। (ঙ) সর্বস্তরের মানুষের সাথে সুন্দর আচরণ করতে হবে। (চ) সম্মিলিতভাবে সালাতের পরিবেশ তৈরি করতে হবে। (ছ) জাকাত প্রদান করবে। (জ) নিজেদের মধ্যে পরস্পর রক্তপাত করবে না। (ঝ) অন্যকে ঘর-বাড়ি হতে বিতাড়িত করবে না।

আল্লাহর ইবাদতের পর পিতা-মাতার সাথে সদ্ব্যবহারের কথা উল্লেখের কারণ : আল্লাহ তা'আলা সর্বপ্রথম বনী ইসরাঈল থেকে তাঁর ইবাদত করার অঙ্গীকার নিয়েছেন। অতঃপর পিতামাতার সাথে সদাচরণের অঙ্গীকার গ্রহণ করেছেন, এর কারণ নিম্নরূপ–

১. আল্লাহর অনুগ্রহ অসীম, সদা বর্ষিত ও সর্বোৎকৃষ্ট বিধায় সকল শুকরিয়ার পূর্বে তাঁর শুকরিয়া আদায় করা ওয়াজিব। তাঁর অনুগ্রহের পরেই প্রত্যেক ব্যক্তির প্রতি তদীয় পিতা-মাতার অনুগ্রহ উল্লেখযোগ্য। তাঁরা হচ্ছেন সন্তানের মূল উৎস ও অস্তিত্ব লাভের মাধ্যম।

২. মানব অস্তিত্বে আসার আসল এবং মূল প্রভাবশালী হলেন আল্লাহ, আর বাহ্যিক হলেন পিতা-মাতা।

৩. আল্লাহ বান্দা থেকে তাঁর প্রদত্ত অনুগ্রহের বিনিময় চান না। তদ্রূপ পিতা-মাতাও সন্তান থেকে তাঁদের অনুগ্রহের বিনিময় চান না।

৪. বান্দা অপরাধ করলেও আল্লাহ তদীয় নিয়ামত থেকে বান্দাকে বঞ্চিত করেন না। তদ্রূপ পিতা-মাতাও শত অপরাধ সত্ত্বেও সন্তান থেকে বাৎসল্য প্রত্যাহার করেন না।

قوله قَلِيلًا দ্বারা যাদের বুঝানো হয়েছে : যারা তাওরাতের পুরোপুরি অনুসরণ করত قَلِيلًا দ্বারা কেবল তাদেরকেই বুঝানো হয়েছে। তাওরাত রহিত হওয়ার পূর্বে তারা হযরত মূসা (আ.)-এর আনীত শরিয়তের পুরোপুরি অনুসারী ছিল। আর তাওরাত রহিত হওয়ার পর তারা ইসলামি শরিয়তের অনুসারী হয়ে যায়।

يَتِيم -এর অর্থ : يَتِيم শব্দটি একবচন, বহুবচন أَيْتَام ও يَتَامٰى -যে সন্তানের পিতা মারা যায়, প্রাপ্ত বয়স্ক হওয়া পর্যন্ত তাকে يَتِيم বলা হয়, তবে প্রাপ্ত বয়স্ক হওয়ার পর এতিম বলা হয় না। তবে যার মাতা মারা যায় তাকে এতিম বলা হয় না। ইমাম যুজাজ (র.) বলেন, এ নীতি মানুষের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য, অন্য জীবের কোনো বাচ্চার মা মারা গিয়ে নিঃসঙ্গ হয়ে গেলে তাকেও يَتِيم বলা হয় না। একই ঝিনুকে একটি মাত্র মুক্তা সৃষ্টি হলে তাকে دُرَّ يَتِيم বলে।

https://e-ilm.weebly.com/

https://e-ilm.weebly.com/

শব্দ বিশ্লেষণ

اُمِّيُّوْنَ : শব্দটি বহুবচন, একবচন اُمِّىٌّ অর্থ– নিরক্ষর লোক। এখানে মূর্খ ইহুদিরা উদ্দেশ্য।

اَمَانِىَّ : শব্দটি বহুবচন, একবচন اُمْنِيَّةٌ অর্থ আশা আকাঙ্ক্ষা।

يَظُنُّوْنَ : সীগাহ جمع مذكر غائب বহছ مضارع معروف বাব نَصَرَ মাসদার اَلظَّنُّ মূলবর্ণ (ظ . ن . ن) জিনস مضاعف ثلاثى অর্থ তারা বিশ্বাস করে।

وَيْلٌ : শব্দটি اِسْمٌ অর্থ– দোজখের একটি উপত্যকার নাম। আজাবের কষ্ট।

يَشْتَرُوْا : সীগাহ جمع مذكر غائب বহছ مضارع معروف বাব اِفْتِعَالٌ মাসদার اَلْاِشْتِرَاءُ মূলবর্ণ (ش . ر . ى) জিনস ناقص يائى অর্থ– তারা বিনিময় লাভ করতে পারে।

اتَّخَذْتُمْ : সীগাহ جمع مذكر حاضر বহছ ماضى معروف বাব اِفْتِعَالٌ মাসদার اَلْاِتِّخَاذُ মূলবর্ণ (ا . خ . ذ) জিনস مهموز فاء অর্থ– তোমরা অঙ্গীকার করেছ।

اَحَاطَتْ : সীগাহ واحد مؤنث غائب বহছ ماضى معروف বাব اِفْعَالٌ মাসদার اَلْاِحَاطَةُ মূলবর্ণ (ح . و . ط) জিনস اجوف واوى অর্থ– তারা বেষ্টন করে নিয়েছে।

مِيْثَاقَ : শব্দটি একবচন, বহুবচন مَوَاثِيْقُ অর্থ– অঙ্গীকার, শপথ, কথা, ওয়াদা।

حُسْنًا : সীগাহ واحد مؤنث বহছ فعل تفضيل অর্থ– ভালো উত্তম।

اَقِيْمُوْا : সীগাহ جمع مذكر حاضر বহছ امر حاضر معروف বাব اِفْعَالٌ মাসদার اَلْاِقَامَةُ মূলবর্ণ (ق . و . م) জিনস اجوف واوى অর্থ– তোমরা কায়েম কর। তোমরা প্রতিষ্ঠিত কর।

تَوَلَّيْتُمْ : সীগাহ جمع مذكر حاضر বহছ ماضى معروف বাব تَفَعُّلٌ মাসদার اَلتَّوَلِّىْ মূলবর্ণ (و . ل . ى) জিনস لفيف مفروق অর্থ– তোমরা পিঠ ফিরিয়ে নিয়েছ।

مُعْرِضُوْنَ : সীগাহ جمع مذكر বহছ اسم مفعول বাব اِفْعَالٌ মাসদার اَلْاِعْرَاضُ মূলবর্ণ (ع . ر . ض) জিনস صحيح অর্থ– বিমুখ লোকজন।

বাক্য বিশ্লেষণ

قوله وَمِنْهُمْ اُمِّيُّوْنَ لَا يَعْلَمُوْنَ الْكِتٰبَ : এখানে مِنْهُمْ শব্দটি خبر مقدم আর اُمِّيُّوْنَ হলো موصوف আর لَا يَعْلَمُوْنَ الْكِتَابَ বাক্য হয়ে صفة, এবার صفت ও موصوف মিলে مبتدأ مؤخر তারপর مبتدأ ও خبر মিলে جملة اسمية গঠিত হয়ে গেছে।

قوله وَاِذْ اَخَذْنَا مِيْثَاقَ بَنِىْٓ اِسْرَآءِيْلَ : এখানে اَخَذْنَا ফে'ল ও ফা'য়েল مِيْثَاقَ بَنِىْٓ اِسْرَائِيْلَ মাফউল। ফে'ল, ফা'য়েল ও মাফউল মিলে جملة فعلية গঠিত হয়েছে। قوله اِحْسَانًا পদটি উহ্য اَحْسِنُوْا এর মাফউল হেতু মানসূব হয়েছে। قوله حُسْنًا পদটি উহ্য قَوْلًا -এর সিফাত আর قَوْلًا হলো قُوْلُوْا -এর মাফউলে মুতলাক।

https://e-ilm.weebly.com/

وَاِذْ اَخَذْنَا مِيْثَاقَكُمْ لَا تَسْفِكُوْنَ دِمَآءَكُمْ وَلَا تُخْرِجُوْنَ اَنْفُسَكُمْ مِّنْ دِيَارِكُمْ ثُمَّ اَقْرَرْتُمْ وَاَنْتُمْ تَشْهَدُوْنَ (٨٤)

অনুবাদ : (৮৪) আর যখন আমি তোমাদের থেকে এ প্রতিশ্রুতি নিলাম যে, তোমরা পরস্পর রক্তপাত করবে না এবং বিতাড়িত করবে না স্বগোত্রীয় লোকদেরকে নিজ দেশ হতে, অতঃপর তোমরা অঙ্গীকারও করলে এবং অঙ্গীকারও এরূপ যেন তোমরা সাক্ষ্য দিচ্ছ।

ثُمَّ اَنْتُمْ هٰٓؤُلَآءِ تَقْتُلُوْنَ اَنْفُسَكُمْ وَتُخْرِجُوْنَ فَرِيْقًا مِّنْكُمْ مِّنْ دِيَارِهِمْ ۫ تَظٰهَرُوْنَ عَلَيْهِمْ بِالْاِثْمِ وَالْعُدْوَانِ ؕ وَاِنْ يَّاْتُوْكُمْ اُسٰرٰى تُفٰدُوْهُمْ وَهُوَ مُحَرَّمٌ عَلَيْكُمْ اِخْرَاجُهُمْ ؕ اَفَتُؤْمِنُوْنَ بِبَعْضِ الْكِتٰبِ وَتَكْفُرُوْنَ بِبَعْضٍ ۚ فَمَا جَزَآءُ مَنْ يَّفْعَلُ ذٰلِكَ مِنْكُمْ اِلَّا خِزْىٌ فِى الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا ۚ وَيَوْمَ الْقِيٰمَةِ يُرَدُّوْنَ اِلٰٓى اَشَدِّ الْعَذَابِ ؕ وَمَا اللّٰهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُوْنَ (٨٥)

(৮৫) অতঃপর তোমাদের অবস্থা হলো এই- পরস্পর হত্যাকাণ্ডে লিপ্ত আছ এবং বের করে দিতেছ একদল অন্য দলকে নিজেদের দেশ হতে, ঐ সমস্ত স্বজনদের বিরুদ্ধে সহায়তা করছ পাপ ও অন্যায়মূলক; আর যদি তাদের মধ্য হতে কেউ তোমাদের নিকট বন্দী হয়ে আসে, তবে মুক্তিপণ দিয়ে তাদেরকে মুক্ত করিয়ে দাও, অথচ তাদেরকে নিজ দেশ হতে বিতাড়িত করাও তোমাদের জন্য নিষিদ্ধ; তবে কি তোমরা ঈমান রাখ কিতাবের কোনো কোনো অংশের প্রতি এবং অবিশ্বাস কর কোনো কোনো অংশকে? সুতরাং কি শাস্তি হতে পারে তার যে তোমাদের মধ্য হতে এরূপ করে, পার্থিব জীবনে লাঞ্ছনা এবং কিয়ামত দিবসে ভীষণ আজাবে নিক্ষিপ্ত হওয়া ব্যতীত? আর আল্লাহ তা'আলা বে-খবর নন, তোমাদের কার্যকলাপ সম্বন্ধে।

শাব্দিক অুনাবদ

৮৪. وَاِذْ اَخَذْنَا আর যখন আমি নিলাম مِيْثَاقَكُمْ তোমাদের থেকে এ প্রতিশ্রুতি যে لَا تَسْفِكُوْنَ دِمَآءَكُمْ তোমরা পরস্পর রক্তপাত করবে না وَلَا تُخْرِجُوْنَ এবং বিতাড়িত করবে না اَنْفُسَكُمْ স্বগোত্রীয় লোকদেরকে مِنْ دِيَارِكُمْ নিজ দেশ হতে ثُمَّ اَقْرَرْتُمْ অতঃপর তোমরা অঙ্গীকারও করলে وَاَنْتُمْ تَشْهَدُوْنَ এবং অঙ্গীকারও এরূপ যেন তোমরা সাক্ষ্য দিচ্ছ।

৮৫. ثُمَّ اَنْتُمْ هٰٓؤُلَآءِ অতঃপর তোমাদের অবস্থা এই হলো تَقْتُلُوْنَ اَنْفُسَكُمْ পরস্পর হত্যাকাণ্ডে লিপ্ত আছ وَتُخْرِجُوْنَ فَرِيْقًا এবং বের করে দিচ্ছ একদল অন্য দলকে مِنْ دِيَارِهِمْ নিজেদের দেশ হতে تَظٰهَرُوْنَ عَلَيْهِمْ ঐ সমস্ত স্বজনদের বিরুদ্ধে সহায়তা করছ بِالْاِثْمِ وَالْعُدْوَانِ পাপ ও অন্যায়মূলক وَاِنْ يَّاْتُوْكُمْ আর যদি তাদের মধ্য হতে কেউ তোমাদের নিকট আসে اُسٰرٰى বন্দী হয়ে تُفٰدُوْهُمْ তবে মুক্তিপণ দিয়ে তাদেরকে মুক্ত করিয়ে দাও وَهُوَ مُحَرَّمٌ عَلَيْكُمْ অথচ তোমাদের জন্য নিষিদ্ধ اِخْرَاجُهُمْ তাদেরকে নিজ দেশ হতে বিতাড়িত করাও اَفَتُؤْمِنُوْنَ তবে কি তোমরা ঈমান রাখ بِبَعْضِ الْكِتٰبِ কিতাবের কোনো কোনো অংশের প্রতি وَتَكْفُرُوْنَ এবং অবিশ্বাস কর بِبَعْضٍ কোনো কোনো অংশকে فَمَا جَزَآءُ সুতরাং কি শাস্তি হতে পারে তার مَنْ يَّفْعَلُ ذٰلِكَ যে এরূপ করে مِنْكُمْ তোমাদের মধ্য হতে اِلَّا خِزْىٌ লাঞ্ছনা ব্যতীত فِى الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا পার্থিব জীবনে وَيَوْمَ الْقِيٰمَةِ এবং কিয়ামত দিবসে يُرَدُّوْنَ নিক্ষিপ্ত হওয়া اِلٰٓى اَشَدِّ الْعَذَابِ ভীষণ আজাবে وَمَا اللّٰهُ بِغَافِلٍ আর আল্লাহ তা'আলা বে-খবর নন عَمَّا تَعْمَلُوْنَ তোমাদের কার্যকলাপ সম্বন্ধে।

https://e-ilm.weebly.com/

أُولَٰئِكَ الَّذِينَ اشْتَرَوُا الْحَيَاةَ الدُّنْيَا بِالْآخِرَةِ ۖ فَلَا يُخَفَّفُ عَنْهُمُ الْعَذَابُ وَلَا هُمْ يُنْصَرُونَ (٨٦)

অনুবাদ : (৮৬) এরাই তারা যারা দুনিয়াকে গ্রহণ করেছে আখেরাতের বদলে, সুতরাং তাদের আজাবও কম হবে না, কেউ তাদের সহায়তাও করতে পারবে না।

وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَقَفَّيْنَا مِنْ بَعْدِهِ بِالرُّسُلِ ۖ وَآتَيْنَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ الْبَيِّنَاتِ وَأَيَّدْنَاهُ بِرُوحِ الْقُدُسِ ۗ أَفَكُلَّمَا جَاءَكُمْ رَسُولٌ بِمَا لَا تَهْوَىٰ أَنْفُسُكُمُ اسْتَكْبَرْتُمْ فَفَرِيقًا كَذَّبْتُمْ وَفَرِيقًا تَقْتُلُونَ (٨٧)

(৮৭) আর আমি দান করলাম মূসাকে কিতাব এবং তাঁর পর ক্রমান্বয়ে পাঠালাম বহু পয়গম্বর, আর দান করলাম ঈসা ইবনে মারইয়ামকে প্রকাশ্য দলিলসমূহ আর তাঁকে রূহুল কুদুস দ্বারা সাহায্য করলাম। এটা কি বিস্ময়কর নয় যে, যখনই তোমাদের নিকট আনলেন কোনো রাসূল তোমাদের অবাঞ্ছিত আহকাম [তখনই] তোমরা অহংকার করতে লাগলে, ফলে কাউকেও মিথ্যাবাদী বললে, আর কাউকেও তো হত্যাই করে ফেলতে।

وَقَالُوا قُلُوبُنَا غُلْفٌ ۚ بَلْ لَعَنَهُمُ اللَّهُ بِكُفْرِهِمْ فَقَلِيلًا مَا يُؤْمِنُونَ (٨٨)

(৮৮) আর তারা বলে, আমাদের অন্তঃকরণ সংরক্ষিত; বরং তাদের কুফরির কারণে তাদের উপর আল্লাহর লা'নত রয়েছে এবং তারা অতি সামান্য পরিমাণেই ঈমান রাখে।

শাব্দিক অনুবাদ

৮৬. أُولَٰئِكَ الَّذِينَ এরাই তারা যারা اشْتَرَوُا গ্রহণ করেছে الْحَيَاةَ الدُّنْيَا দুনিয়াকে بِالْآخِرَةِ আখেরাতের বদলে فَلَا يُخَفَّفُ সুতরাং কম হবে না عَنْهُمُ তাদের الْعَذَابُ আজাবও وَلَا هُمْ يُنْصَرُونَ কেউ তাদের সহায়তাও করতে পারবে না।

৮৭. وَلَقَدْ آتَيْنَا আর আমি দান করলাম مُوسَى الْكِتَابَ মূসাকে কিতাব وَقَفَّيْنَا এবং ক্রমান্বয়ে পাঠালাম مِنْ بَعْدِهِ তাঁর পর بِالرُّسُلِ বহু পয়গম্বর وَآتَيْنَا আর দান করলাম عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ ঈসা ইবনে মারইয়ামকে الْبَيِّنَاتِ প্রকাশ্য দলিলসমূহ وَأَيَّدْنَاهُ আর তাঁকে সাহায্য করলাম بِرُوحِ الْقُدُسِ রূহুল কুদুস দ্বারা أَفَكُلَّمَا جَاءَكُمْ এটা কি বিস্ময়কর নয় যে, যখনই তোমাদের নিকট আনলেন رَسُولٌ কোনো রাসূল بِمَا لَا تَهْوَىٰ أَنْفُسُكُمُ তোমাদের অবাঞ্ছিত আহকাম اسْتَكْبَرْتُمْ [তখনই] তোমরা অহংকার করতে লাগলে فَفَرِيقًا كَذَّبْتُمْ ফলে কাউকেও মিথ্যাবাদী বললে وَفَرِيقًا تَقْتُلُونَ আর কাউকেও তো হত্যাই করে ফেলতে।

৮৮. وَقَالُوا আর তারা বলে قُلُوبُنَا غُلْفٌ আমাদের অন্তঃকরণ সংরক্ষিত; بَلْ বরং لَعَنَهُمُ اللَّهُ তাদের উপর আল্লাহর লা'নত بِكُفْرِهِمْ তাদের কুফরির কারণে فَقَلِيلًا مَا يُؤْمِنُونَ এবং তারা অতি সামান্য পরিমাণেই ঈমান রাখে।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

৮৪. قوله وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ لَا تَسْفِكُونَ دِمَاءَكُمْ الخ **আয়াতের শানে নুযূল :** ১. পরস্পর খুনাখুনি করবে না। ২. কেউ কাউকে বহিষ্কার করবে না। ৩. নিজেদের মধ্যে কেউ বন্দি হলে তাকে মুক্তিপণ দিয়ে ছাড়িয়ে আনবে। এই তিনটি নির্দেশের মধ্যে প্রথম দুটি তারা লঙ্ঘন করত। কিন্তু তৃতীয়টি মানার ব্যাপারে ছিল তৎপর। ঘটনাটির মূল বিবরণ হলো এই মদিনাতে দুটি আনসার গোত্র বাস করত আউস এবং খাজরাজ। আউস এবং খাজরাজের মাঝে দ্বন্দ্ব লেগেই থাকত। কখনো কখনো এ দ্বন্দ্ব যুদ্ধের পর্যায়ে চলে যেত। পাশাপাশি সেখানে দুটি ইহুদি গোত্র বাস করত। বনী কুরাইজা ও বনী নজীর। বনী কুরাইজা ছিল আউসের বন্ধু আর বনী নজীর ছিল খাজরাজের বন্ধু। ফলে আউস এবং খাজরাজের লড়াই যখন শুরু হতো, তখন বনী কুরাইজা ও বনী নজীরও তাদের বন্ধুদের পক্ষ নিয়ে যুদ্ধে অংশ গ্রহণ করত, তাতে আউস এবং খাজরাজের লোক যেমন মারা যেত তেমনি বনী নজীর ও বনী কুরাইজার লোকও মারা যেত। একে অপরকে দেশান্তর করত; কিন্তু তাদের একটি আচরণ ছিল অদ্ভুত। যখন তাদের কেউ প্রতিপক্ষের হাতে বন্দী হতো তখন মুক্তিপণ দিয়ে ছাড়িয়ে আনত। তাদের এহেন দৃষ্টান্তপূর্ণ আচরণ -এর জবাবে আল্লাহ পাক এই আয়াতগুলো নাজিল করেন। আর তাদেরকে যখন জিজ্ঞাসা করা হতো আপনারা বন্দীদেরকে মুক্তিপণ দিয়ে ছাড়িয়ে আনেন কেন? তখন তারা বলে এটা আল্লাহর নির্দেশ। তাহলে যুদ্ধ করেন কেন? আমাদের মিত্ররা হেরে যাবে এই লজ্জায়।

https://e-ilm.weebly.com/

৮৭. قوله وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتٰبَ وَقَفَّيْنَا مِنْ بَعْدِهٖ بِالرُّسُلِ الخ **আয়াতের শানে নুযূল :** উল্লিখিত আয়াতে বনী ইসরাঈলদের গর্ব-অহংকার ইচ্ছা ও কামনাপূজারী হওয়ার বিবরণ বর্ণিত হয়েছে। তারা তাওরাত পরিবর্তন ও পরিবর্ধন করছিল। হযরত মূসা (আ.)-এর পরে অপরাপর যত নবী আগমন করেছিলেন তাদের বিরোধিতা করেছিল। বনী ইসরাঈলদের মধ্যে নবী প্রেরণের ধারাবাহিকতা শেষ হয় হযরত ঈসা (আ.)-এর আগমনের মাধ্যমে। তিনি আসমানি কিতাব ইঞ্জিল প্রাপ্ত হন। যার কোনো কোনো আহকাম তাওরাতের বিপরীত ছিল। তাকে নতুন নতুন মু'জিযাও প্রদান করা হয়েছিল। যেমন মৃতকে আল্লাহর হুকুমে জীবিত করা, মাটির তৈরি পাখির মধ্যে ফুঁক দিয়ে আল্লাহর হুকুমে উড়িয়ে দেওয়া, রুগীকে ফুঁক দ্বারা আল্লাহর হুকুমে আরোগ্য করা, গায়েব অবগত করা ইত্যাদি। এতদসত্ত্বেও তাঁকে রূহুল কুদুস অর্থাৎ, হযরত জিবরাঈল (আ.) দ্বারা সাহায্য করেছিলেন। কিন্তু বনী ইসরাঈলের মিথ্যা প্রতিপাদন ও অহংকার আরো বেড়ে চলে। তাদের সে পুরনো ইতিহাস স্মরণ করিয়ে তা থেকে শিক্ষা গ্রহণ করার জন্য উপরোক্ত আয়াতসমূহ নাজিল হয়।

وَإِذْ أَخَذْنَا مِيْثَاقَكُمْ **দ্বারা সম্বোধন :** وَإِذْ أَخَذْنَا مِيْثَاقَكُمْ বাক্য দ্বারা যদিও মহানবী (সা.)-এর সমসাময়িক ইহুদিদেরকে সম্বোধন করা হয়েছে, কিন্তু তাদের পূর্ব-পুরুষদের আচরণ ও ক্রিয়াকলাপ তুলে ধরে তাদের ঘটনা স্মরণ করিয়ে উপদেশ দেওয়া উদ্দেশ্য। ৮৪ নং আয়াতে অঙ্গীকারের বিষয়বস্তু উল্লেখ করে পরবর্তী আয়াতসমূহে তাদের আচরণ ও ক্রিয়াকলাপ যে সে অঙ্গীকারের বিপরীত কর্ম তা বর্ণনা করা হয়েছে। অতএব তাদের কর্ম দ্বারা অঙ্গীকার ভঙ্গ হচ্ছে। কেননা তখন আল্লাহ তো বর্তমান এবং অনাগত ভবিষ্যতে ইহুদিদের জন্যই অঙ্গীকার পেশ করেছিলেন। আর তারাই অঙ্গীকার করেছিল সকল ইহুদিদের পক্ষে। সুতরাং মহানবীর সমসাময়িক ইহুদিরাও অঙ্গীকারের মধ্যে শামিল এবং তারাই নিজ অঙ্গীকারের বিপরীত কর্ম করে যাচ্ছে।

পূর্ববর্তীদের সম্বোধন এবং পরবর্তীদের তিরস্কার করা হয়েছে। অতএব, وَإِذْ أَخَذْنَا مِيْثَاقَكُمْ -এর অর্থ হবে– أَمَرْنَاكُمْ وَاَكَّدْنَا الْأَمْرَ فَاَقْرَرْتُمْ بِلُزُوْمِهٖ وَوُجُوْبِهٖ অর্থাৎ আমি তোমাদের নির্দেশ দিয়েছি আর সে নির্দেশকে অবশ্য পলনীয় করেছি, অতঃপর তোমরা তা অবশ্যই পালনীয় করবে বলে স্বীকৃতি দিয়েছ। –[কাবীর]

قَوْلُهٗ فَمَا جَزَاءُ مَنْ يَّفْعَلُ ذٰلِكَ الخ **-এর বিশ্লেষণ :** এ স্থানে ইহুদিদের দু'টি শাস্তির উল্লেখ করা হয়েছে। একটি পার্থিব অবমাননা ও লাঞ্ছনা। তাদের এই শাস্তি হুজুর ﷺ-এর জীবিতকালেই মুসলমানদের সাথে চুক্তি ভঙ্গ করার অপরাধে বনী কুরাইযা ধৃত ও নিহত হয়, আর বনী নাযীর অপরিসীম লাঞ্ছনার সাথে শাম দেশের দিকে বর্তমান সিরিয়ার দিকে বিতাড়িত হয়। আর দ্বিতীয় শাস্তি আখেরাতের আজাব। –[বয়ানুল কুরআন]

হযরত হাসান বসরী (র.) বলেন, দুনিয়ার জীবনে লাঞ্ছিত হওয়ার অর্থ হচ্ছে জিযিয়া কর প্রদান এবং অপমানিত হওয়া। এ মতটি দুর্বল। কেননা তাদের শরিয়তে জিযিয়া কর ছিল কিনা তা পরিষ্কার নয়, তবে যদি তা মহানবী (সা.)-এর সময়কার ধরা হয় তাহলে কোনো অসুবিধা হয় না।

কঠোর তিরস্কার এবং চরম অবমাননা ঐ সকল ব্যক্তিবর্গের জন্য নির্ধারিত হবে, যারা যে কোনো যুগে এবং যে কোনো অবস্থাতে আল্লাহর নির্দেশের কিছু মানবে আর কিছু প্রত্যাখ্যান করবে। এ মতটিই গ্রহণযোগ্য। –[কাবীর]

قَفَّيْنَا **দ্বারা উদ্দেশ্য :** قَفَّيْنَا সীগাহটি تَقْفِيَةٌ হতে নির্গত। এর অর্থ– পর্যায়ক্রমে আসা। একটি অপরটি অনুকরণ করা। تَقْفِيَةٌ মূলতঃ اَلْقَفَا হতে নির্গত। যার অর্থ ঘাড়ের পেছনের অংশ। যখন কারো পেছন থেকে আসা হয় তখন বলা হয়, اِسْتَقْفَيْتُهٗ। এ ছাড়া যখন কাব্যে একটির সাথে অপরটির ছন্দ মিল ও অর্থ মিল পরিলক্ষিত হয় তখন বলা হয়, قَافِيَةُ الشِّعْرِ -এখানে উদ্দেশ্য হলো আল্লাহ তা'আলা হযরত মূসা (আ.)-এর পর অনেক রাসূল প্রেরণ করেছেন। যারা তাঁর অনুসরণ অনুগমন করেছেন, তারা ছিল বনী ইসরাঈলের নবী। –[ফাতহুল কাদীর]

بَيِّنَاتٌ **দ্বারা উদ্দেশ্য :** بَيِّنَاتٌ দ্বারা এখানে مُعْجِزَةٌ উদ্দেশ্য। হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) বলেন, بَيِّنَاتٌ হলো মৃতকে জীবিত করা, শ্বেত (ধবল) রোগ মুক্ত করা, অদৃশ্যের সংবাদ দান, হযরত জিবরাঈলকে দিয়ে সহযোগিতা প্রদান ইত্যাদি।

কাফেরদের অহংকারের খণ্ডন : নবী ও রাসূলগণের সাথে অহংকারের অর্থ হলো–তাদের ডাকে সাড়া না দেওয়া এবং তাদের রিসালাত প্রাপ্তিকে অসম্ভব বলে উড়িয়ে দেওয়া। সমাজের এতিম, অসহায় ব্যক্তি হতে পারে না, আল্লাহ তার রিসালাত প্রদানের জন্য ভালো লোক কি খুঁজে পাননি? এ সকল উক্তিই তাদেরকে অহংকারী বানিয়ে দিয়েছে।

https://e-ilm.weebly.com/

ইহুদিদের ঈমানের অর্থ : কয়েকটি বিষয়ে অন্যদের বিশ্বাসের সাথে ইহুদিদের বিশ্বাসের মিল রয়েছে। যেমন–আল্লাহর অস্তিত্ব স্বীকার করা, কিয়ামতকে বিশ্বাস করা। এসব তারাও স্বীকার করে, কিন্তু মুহাম্মদ ﷺ-এর নবুয়ত ও কুরআনকে অস্বীকার করে। ফলে তাদের ঈমান পূর্ণাঙ্গ হয় না। এ আংশিক ঈমানকে আভিধানিক দৃষ্টিকোণ থেকে ঈমান বলা হয়েছে। যার অর্থ– সাধারণ বিশ্বাস। শরিয়তের পরিভাষায় একে ঈমান বলা যায় না। শরিয়তে ঐ ঈমানই স্বীকৃত, যা شَارِعْ তথা শরিয়ত প্রবর্তক বর্ণিত সকল বিষয়কে বিশ্বাস করার মাধ্যমে হয়ে থাকে।

অস্বীকৃত ও নিহত নবী : বনী ইসরাঈল একদল নবীকে অস্বীকার করেছে আর একদলকে হত্যা করেছে। অস্বীকৃত নবীগণের মধ্যে হযরত ঈসা (আ.) ও হযরত মুহাম্মদ ﷺ এবং নিহত নবীদের মধ্যে হযরত ইয়াহইয়া ও যাকারিয়া (আ.) উল্লেখযোগ্য।

قوله قُلُوْبُنَا غُلْفٌ -এর মর্মার্থ : এর কয়েকটি অর্থ হতে পারে। যেমন– (১) غُلْفٌ শব্দটি اَغْلَفُ -এর বহুবচন اَغْلَفُ তাকে বলা হয় যা غِلَافٌ বা আবরণীর ভেতরে থাকে। অর্থাৎ আমাদের অন্তর পর্দা দিয়ে ঘেরা, সেখানে তোমার দাওয়াত পৌছবে না। (২) কোনো কোনো মুফাস্সির বলেন যে, আমাদের অন্তর বিদ্যা (عِلْم) দ্বারা পরিবেষ্টিত এবং হিকমত দ্বারা পরিপূর্ণ, অতএব মুহাম্মদের শরিয়তের কোনো প্রয়োজন নেই। (৩) অথবা, আমাদের অন্তর খালি গিলাফের মতো। ভেতরে কিছুই নেই। অন্তর পরিষ্কার, কারো জন্য কোনো শত্রুতা নেই।

قوله فَقَلِيْلًا مَّا يُؤْمِنُوْنَ -এর ব্যাখ্যা : তাফসীরকারগণ এর তিনটি ব্যাখ্যা উল্লেখ করেছেন। যথা– (১) قَلِيْل শব্দটি مُؤْمِنٌ -এর সিফাত। অর্থাৎ তাদের মধ্য হতে অত্যন্ত কম সংখ্যক লোকই মু'মিন হবে, বিশ্বাস করবে। (২) قَلِيْل শব্দটি مُؤْمِنٌ এর সিফাত অর্থাৎ তারা কিছু বিষয়ে ঈমান আনে। কেননা তারা আল্লাহকে বিশ্বাস করে। কিন্তু রাসূল ﷺ-কে বিশ্বাস করে না। (৩) তারা মূলেই ঈমান আনে না। না কম - না বেশি।

لعنت শব্দের অর্থ : لَعْنٌ শব্দের মূল অর্থ– তাড়ানো বা দূরে নিক্ষেপ করা। আল্লাহর লা'নত অর্থ তার রহমত থেকে বিতাড়িত হওয়া। করুণা হতে বঞ্চিত হলে গজবের উপযুক্ত হওয়াই স্বাভাবিক।

قوله بِرُوْحِ الْقُدُسِ -এর মর্ম : আল্লাহ তা'আলা ঈসা (আ.)-কে رُوْحُ الْقُدُسْ দ্বারা সাহায্য করেছেন। এখানে "রূহুল কুদুস" দ্বারা নিম্নোক্ত বিষয় উদ্দেশ্য। যথা–(ক) তাঁর পবিত্র আত্মা যা স্বয়ং আল্লাহর কালিমা। (খ) ওহীর জ্ঞান। (গ) ইসমে আযম যদ্দারা তিনি মৃতকে জীবিত করতেন এবং জন্মান্ধ ও কুষ্ঠ রোগীদের চিকিৎসা করতেন। (ঘ) কিংবা ইঞ্জিল কিতাব। (ঙ) হযরত জিবরাঈল।

সর্বশেষ মতটি অধিক যুক্তিযুক্ত। কারণ অপরাপর যাবতীয় বিষয় اَلْبَيِّنَاتُ -এর অন্তর্ভুক্ত রয়েছে।

শব্দ বিশ্লেষণ

اَقْرَرْتُمْ : সীগাহ جمع مذكرحاضر বহছ ماضى معروف বাব اِفْعَالٌ মাসদার اَلْاِقْرَارُ মূলবর্ণ (ق . ر . ر) জিনস مضاعف ثلاثى অর্থ– তোমরা স্বীকার করেছ।

تَشْهَدُوْنَ : সীগাহ جمع مذكر حاضر বহছ مضارع معروف বাব سَمِعَ মাসদার اَلشَّهَادَةُ মূলবর্ণ (ش . ه . د) অর্থ– তোমরা সাক্ষ্য দিচ্ছ।

تَقْتُلُوْنَ : সীগাহ جمع مذكر حاضر বহছ مضارع معروف বাব نَصَرَ মাসদার اَلْقَتْلُ মূলবর্ণ (ق . ت . ل) জিনস صحيح অর্থ– তোমরা হত্যা কর, করবে।

وَتُخْرِجُوْنَ : সীগাহ جمع مذكر حاضر বহছ مضارع معروف বাব اِفْعَالٌ মাসদার اَلْاِخْرَاجُ মূলবর্ণ (خ . ر . ج) জিনস صحيح অর্থ– তোমরা বের কর, বের করে দাও, বের করে দিবে।

وَالْعُدْوَانِ : জুলুম, অবিচার। عَدَا يَعْدُوْا عَدْوًا বাব نَصَرَ হতে অর্থ– অন্যায় করা। অবিচার করা।

اُسٰرٰى : শব্দটি বহুবচন, একবচন اَسِيْر অর্থ– কয়েদীগণ।

تُفٰدُوْهُمْ : সীগাহ جمع مذكر حاضر বহছ مضارع معروف বাব مُفَاعَلَةٌ মাসদার اَلْمُفَادَاةُ মূলবর্ণ (ف . ى . د) জিনস اجوف يائى অর্থ– তোমরা মালের বিনিময়ে তাদের মুক্ত করেছ।

https://e-ilm.weebly.com/

مُحَرَّمٌ : সীগাহ جمع مذكر বহছ اسم مفعول বাব تَفْعِيْل মাসদার اَلتَّحْرِيْمُ মূলবর্ণ (ح . ر . م) জিনস صحيح অর্থ– আল্লাহর পক্ষ হতে যা হারাম করা হয়েছে।

تُؤْمِنُوْنَ : সীগাহ جمع مذكر حاضر বহছ مضارع معروف বাব اِفْعَالٌ মাসদার اَلْاِيْمَانُ মূলবর্ণ (ا . م . ن) জিনস مهموز فاء অর্থ– তোমরা ঈমান আনবে।

تَكْفُرُوْنَ : সীগাহ جمع مذكر حاضر বহছ مضارع معروف বাব نَصَرَ মাসদার اَلْكُفْرُ মূলবর্ণ (ك . ف . ر) অর্থ– তোমরা কুফরি কর, তোমরা কুফরি করবে।

خِزْىٌ : এটি মাসদার, অর্থ– অবমাননা, জিল্লতি, লাঞ্ছনা।

اَلْحَيٰوةِ : এটি মাসদার, অর্থ– জীবন, বেঁচে থাকা।

اَلدُّنْيَا : সীগাহ واحد مؤنث বহছ اسم تفضيل বাব نَصَرَ মাসদার اَلدَّانِيَةُ মূলবর্ণ (د . ن . و) জিনস ناقص واوى অর্থ– দুনিয়া, পৃথিবী, জগত, বহু নিকট, খুব নিকৃষ্ট।

كَذَّبْتُمْ : সীগাহ جمع مذكر حاضر বহছ اثبات فعل ماضى معروف বাব تَفْعِيْل মাসদার اَلتَّكْذِيْبُ মূবর্ণ (ك . ذ . ب) জিনস صحيح অর্থ– তোমরা অস্বীকার করেছ।

বাক্য বিশ্লেষণ

قوله تَقْتُلُوْنَ اَنْفُسَكُمْ : এখানে اَنْتُمْ হচ্ছে মুবদাতা আর এটার خبر এর মধ্যে তিনটি নিয়ম আছে।

১. تَقْتُلُوْنَ পদ خبر এই অবস্থায় هؤلاء-এর মধ্যে দু'টি অবস্থা হতে পারে। একটি হলো هٰؤُلَاءِ পদ اَعْنِىْ উহ্য ফে'ল-এর مفعول হিসেবে منصوب হবে। আর দ্বিতীয়টি হলো هٰؤُلَاءِ পদটি ياء হরফে নেদা-এর মোনাদা। আর হরফে নেদা হওয়ার প্রক্রিয়াটি سيبويه নাবহীর মতে জায়েজ নেই। কেননা, هٰؤُلَاءِ পদটি مُبْهَمْ এর সাথে উহ্য থাকতে পারে না।

২. অথবা هٰؤُلَاءِ পদটি اَلَّذِيْنَ-এর অর্থে হয়ে خبر হবে। আর هٰؤُلَاءِ تَقْتُلُوْنَ অর্থ اَلَّذِيْنَ এর صلة তারকীবের এই প্রক্রিয়াটিও দুর্বল। কেননা بصريين এর মাযহাব হচ্ছে هٰؤُلَاءِ পদটি اَلَّذِيْنَ এর স্থলে হতে পারে না। আর كوفيين এটা জায়েজ রাখে।

৩. এখানে هٰؤُلَاءِ পদটি مِثْلُ পদ উহ্য مضاف এর مضاف اليه এখন مضاف এবং مضاف اليه মিলিত হয়ে انتم-এর خبر হবে। আর এই অবস্থায় تَقْتُلُوْنَ পদটি حال যার উপর আমল করবে معنى تشبيه ;

قوله وَيَوْمَ الْقِيٰمَةِ يُرَدُّوْنَ اِلٰٓى اَشَدِّ الْعَذَابِ : واو টি হরফে আতফ يَوْمَ الْقِيَامَةِ মাফউলে ফীহি মুকাদ্দাম يُرَدُّوْنَ ফে'ল তার যমীর নায়েব ফা'য়েল, اِلٰٓى اَشَدِّ الْعَذَابِ তার মুতায়াল্লিক। ফে'ল, নায়েব ফায়েল ও মুতায়াল্লাক মিলে جملة فعلية গঠিত হলো।

قوله وَلَقَدْ اٰتَيْنَا مُوْسَى الْكِتٰبَ: اتينا ফে'ল ও ফা'য়েল مُوْسٰى প্রথম মাফউল, اَلْكِتَابَ দ্বিতীয় মাফউল। ফে'ল ফা'য়েল ও উভয় মাফউল মিলে جملة فعلية গঠিত হয়েছে।

قوله وَقَفَّيْنَا مِنْۢ بَعْدِهٖ بِالرُّسُلِ: قَفَّيْنَا ফে'ল ও ফা'য়েল مِنْ بَعْدِهٖ তার মুতাআল্লিক بِالرُّسُلِ মাফউল, ফে'ল, ফা'য়েল, মুতাআল্লেক ও মাফউল মিলে جملة فعلية হয়েছে।

قوله وَقَالُوْا قُلُوْبُنَا غُلْفٌ : قَالُوْا ফে'ল ও ফা'য়েল মিলে قول হয়ে জুমলা হলো قُلُوْبُنَا মুবতাদা غُلْفٌ খবর, বাক্য হয়ে মাকূলা।

قوله لَعَنَهُمُ اللّٰهُ : لعن ফে'ল هُمْ মাফউল اَللّٰهُ ফা'য়েল। ফে'ল ফা'য়েল ও মাফউল মিলিত হয়ে جملة فعلية হয়েছে।

قوله فَقَلِيْلًا مَّا يُؤْمِنُوْنَ : এর قَلِيْلًا পদটি উহ্য اِيْمَانٌ এর সিফাত হেতু منصوب হয়েছে।

https://e-ilm.weebly.com/

وَلَمَّا جَآءَهُمْ كِتٰبٌ مِّنْ عِنْدِ اللّٰهِ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَهُمْ ۙ وَكَانُوْا مِنْ قَبْلُ يَسْتَفْتِحُوْنَ عَلَى الَّذِيْنَ كَفَرُوْا ۚ فَلَمَّا جَآءَهُمْ مَّا عَرَفُوْا كَفَرُوْا بِهٖ ۡ فَلَعْنَةُ اللّٰهِ عَلَى الْكٰفِرِيْنَ (٨٩)

(৮৯) আর যখন তাদের নিকট এমন কিতাব আসল আল্লাহর পক্ষ থেকে যা তাদের সঙ্গীয় কিতাবের সত্যতা প্রমাণকারী; অথচ ইতঃপূর্বে তারা তার বর্ণনা করত কাফেরদের নিকট, অতঃপর যখন তাদের নিকট আসল সেই পরিচিত কিতাব, তখন তারা তাকে অস্বীকার করে বসল, সুতরাং আল্লাহর লা'নত হোক এরূপ কাফেরদের উপর।

بِئْسَمَا اشْتَرَوْا بِهٖۤ اَنْفُسَهُمْ اَنْ يَّكْفُرُوْا بِمَآ اَنْزَلَ اللّٰهُ بَغْيًا اَنْ يُّنَزِّلَ اللّٰهُ مِنْ فَضْلِهٖ عَلٰى مَنْ يَّشَآءُ مِنْ عِبَادِهٖ ۚ فَبَآءُوْ بِغَضَبٍ عَلٰى غَضَبٍ ؕ وَلِلْكٰفِرِيْنَ عَذَابٌ مُّهِيْنٌ (٩٠)

(৯০) নিতান্ত জঘন্য সেই অবস্থাটি যা অবলম্বন করে তারা নিজেদের মুক্ত করতে চায় অর্থাৎ অমান্য করে এমন জিনিস যা আল্লাহ তা'আলা নাজিল করেছেন, শুধু [এই] হঠকারিতায় যে, আল্লাহ তা'আলা নিজ দয়ায় তাঁর বাঞ্ছিত বান্দার উপর [কিছু] নাজিল করেন, সুতরাং তারা গজবের উপর গজবের যোগ্য হয়েছে; আর কাফেরদের জন্য আছে লাঞ্ছনাময় শাস্তি।

وَاِذَا قِيْلَ لَهُمْ اٰمِنُوْا بِمَآ اَنْزَلَ اللّٰهُ قَالُوْا نُؤْمِنُ بِمَآ اُنْزِلَ عَلَيْنَا وَيَكْفُرُوْنَ بِمَا وَرَآءَهٗ ۗ وَهُوَ الْحَقُّ مُصَدِّقًا لِّمَا مَعَهُمْ ؕ قُلْ فَلِمَ تَقْتُلُوْنَ اَنْۢبِيَآءَ اللّٰهِ مِنْ قَبْلُ اِنْ كُنْتُمْ مُّؤْمِنِيْنَ (٩١)

(৯১) আর যখন তাদের বলা হয়, তোমরা ঈমান আন ঐ সব কিতাবের উপর যা আল্লাহ তা'আলা নাজিল করেছেন, তখন বলে, আমরা ঈমান আনব [শুধু] আমাদের প্রতি অবতারিত কিতাবের উপর, তদ্ব্যতীত আর সবগুলোকে তারা অস্বীকার করে, অথচ সেগুলোও [বাস্তবিকপক্ষে] সত্য, অধিকন্তু তাদের সঙ্গীয় কিতাবের সত্যতাও প্রমাণকারী; আপনি বলুন, তবে কেন হত্যা করছিলে আল্লাহর নবীগণকে ইতঃপূর্বে যদি তোমরা মুমিন ছিলে?

শাব্দিক অনুবাদ

৮৯. وَلَمَّا جَآءَهُمْ আর যখন তাদের নিকট আসল كِتٰبٌ কিতাব مِّنْ عِنْدِ اللّٰهِ আল্লাহর পক্ষ থেকে مُصَدِّقٌ যা সত্যতা প্রমাণকারী
لِّمَا مَعَهُمْ তাদের সঙ্গীয় কিতাবের وَكَانُوْا مِنْ قَبْلُ; অথচ ইতঃপূর্বে তারা يَسْتَفْتِحُوْنَ তার বর্ণনা করত عَلَى الَّذِيْنَ كَفَرُوْا
কাফেরদের নিকট فَلَمَّا جَآءَهُمْ অতঃপর যখন তাদের নিকট আসল مَّا عَرَفُوْا সেই পরিচিত কিতাব كَفَرُوْا بِهٖ তখন তারা
তাকে অস্বীকার করে বসল فَلَعْنَةُ اللّٰهِ সুতরাং আল্লাহর লা'নত হোক عَلَى الْكٰفِرِيْنَ এরূপ কাফেরদের উপর।

৯০. بِئْسَمَا اشْتَرَوْا بِهٖ নিতান্ত জঘন্য সেই অবস্থাটি যা অবলম্বন করে মুক্ত করতে চায় তারা اَنْفُسَهُمْ নিজেদের اَنْ يَّكْفُرُوْا
অমান্য করে এমন জিনিস بِمَآ اَنْزَلَ اللّٰهُ যা আল্লাহ তা'আলা নাজিল করেছেন بَغْيًا শুধু [এই] হঠকারিতায় যে اَنْ يُّنَزِّلَ اللّٰهُ
আল্লাহ তা'আলা নাজিল করেন مِنْ فَضْلِهٖ নিজ দয়ায় عَلٰى مَنْ يَّشَآءُ مِنْ عِبَادِهٖ তাঁর বাঞ্ছিত বান্দার উপর فَبَآءُوْ সুতরাং তারা
যোগ্য হয়েছে بِغَضَبٍ عَلٰى غَضَبٍ গজবের উপর গজবের وَلِلْكٰفِرِيْنَ আর কাফেরদের জন্য আছে عَذَابٌ مُّهِيْنٌ লাঞ্ছনাময় শাস্তি।

৯১. وَاِذَا قِيْلَ لَهُمْ আর যখন তাদের বলা হয় اٰمِنُوْا তোমরা ঈমান আন بِمَآ اَنْزَلَ اللّٰهُ ঐ সব কিতাবের উপর যা আল্লাহ
তা'আলা নাজিল করেছেন قَالُوْا তখন বলে, نُؤْمِنُ আমরা ঈমান আনব بِمَآ اُنْزِلَ عَلَيْنَا [শুধু] আমাদের প্রতি অবতারিত
কিতাবের উপর وَيَكْفُرُوْنَ তারা অস্বীকার করে بِمَا وَرَآءَهٗ তদ্ব্যতীত আর সবগুলোকে وَهُوَ الْحَقُّ অথচ সেগুলোও সত্য
مُصَدِّقًا অধিকন্তু সত্যতাও প্রমাণকারী لِّمَا مَعَهُمْ তাদের সঙ্গীয় কিতাবের قُلْ আপনি বলুন فَلِمَ تَقْتُلُوْنَ তবে কেন হত্যা
করছিলে اَنْۢبِيَآءَ اللّٰهِ আল্লাহর নবীগণকে مِنْ قَبْلُ ইতঃপূর্বে اِنْ كُنْتُمْ مُّؤْمِنِيْنَ যদি তোমরা মুমিন ছিলে?

https://e-ilm.weebly.com/

وَلَقَدْ جَآءَكُمْ مُّوْسٰى بِالْبَيِّنٰتِ ثُمَّ اتَّخَذْتُمُ الْعِجْلَ مِنْۢ بَعْدِهٖ وَاَنْتُمْ ظٰلِمُوْنَ (٩٢)

(৯২) আর মূসা আনলেন তোমাদের নিকট জ্বলন্ত প্রমাণসমূহ, তবুও তোমরা তাঁর পর বাছুরকে সাব্যস্ত করলে, আর তোমরা ছিলে অনাচারী।

وَاِذْ اَخَذْنَا مِيْثَاقَكُمْ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّوْرَ ؕ خُذُوْا مَآ اٰتَيْنٰكُمْ بِقُوَّةٍ وَّاسْمَعُوْا ؕ قَالُوْا سَمِعْنَا وَعَصَيْنَا ۗ وَاُشْرِبُوْا فِىْ قُلُوْبِهِمُ الْعِجْلَ بِكُفْرِهِمْ ؕ قُلْ بِئْسَمَا يَاْمُرُكُمْ بِهٖۤ اِيْمَانُكُمْ اِنْ كُنْتُمْ مُّؤْمِنِيْنَ (٩٣)

(৯৩) আর যখন তোমাদের ওয়াদা নিলাম এবং তুলে ধরলাম তোমাদের উপর তূর পর্বত; গ্রহণ কর যা কিছু আমি তোমাদেরকে দিতেছি সাহসের সাথে এবং শোন, তারা বলল, শুনলাম; কিন্তু আমল করতে পারব না, আর মিশে গিয়েছিল, তাদের হৃদয়ে সেই বাছুর তাদের কুফরির কারণে; আপনি বলুন, অত্যন্ত নিন্দনীয় যা কিছু আদেশ করতেছে তোমাদের ঈমান, যদি তোমরা মুমিন হয়ে থাক।

শাব্দিক অনুবাদ

(৯২) وَلَقَدْ جَآءَكُمْ আর আনলেন তোমাদের নিকট مُوْسٰى মূসা بِالْبَيِّنٰتِ জ্বলন্ত প্রমাণসমূহ ثُمَّ اتَّخَذْتُمُ তবুও তোমরা সাব্যস্ত করলে الْعِجْلَ বাছুরকে مِنْۢ بَعْدِهٖ তাঁর পর وَاَنْتُمْ ظٰلِمُوْنَ আর তোমরা ছিলে অনাচারী।

(৯৩) وَاِذْ اَخَذْنَا আর যখন নিলাম مِيْثَاقَكُمْ তোমাদের ওয়াদা وَرَفَعْنَا এবং তুলে ধরলাম فَوْقَكُمُ তোমাদের উপর الطُّوْرَ তূর পর্বত। خُذُوْا গ্রহণ কর مَآ اٰتَيْنٰكُمْ যা কিছু আমি তোমাদেরকে দিতেছি بِقُوَّةٍ সাহসের সাথে। وَّاسْمَعُوْا এবং শোন। قَالُوْا তারা বলল। سَمِعْنَا শুনলাম وَعَصَيْنَا কিন্তু আমল করতে পারব না। وَاُشْرِبُوْا আর মিশে গিয়েছিল فِىْ قُلُوْبِهِمُ তাদের হৃদয়ে الْعِجْلَ সেই বাছুর بِكُفْرِهِمْ তাদের কুফরির কারণে; قُلْ আপনি বলুন بِئْسَمَا يَاْمُرُكُمْ بِهٖ অত্যন্ত নিন্দনীয় যা কিছু আদেশ করছে اِيْمَانُكُمْ তোমাদের ঈমান اِنْ كُنْتُمْ مُّؤْمِنِيْنَ যদি তোমরা মুমিন হয়ে থাক।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

৮৯ قوله وَلَمَّا جَآءَهُمْ كِتٰبٌ مِّنْ عِنْدِ اللّٰهِ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَهُمْ الخ **আয়াতের শানে নুযূল :** মদিনার আনসারদের সম্পর্কে আলোচ্য আয়াত নাজিল করা হয়েছে. ঘটনার বিবরণ হচ্ছে যে, ইবনে ইসহাক ও ইবনে জারীর আসেম বিন ওমর বিন কাতাদাহ আনসারীর বরাত দিয়ে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন, আমাদের বড়রা আমার নিকট বর্ণনা করেছেন, তিনি বলেন, রাসূল ﷺ সম্পর্কে আমাদের অপেক্ষা কোনো আরবিই বেশি জানত না। এর কারণ ছিল, আমাদের সাথে একত্রে অধিবাসী ছিল ইহুদিদের, ওরা ছিল আহলে কিতাব। আর আমরা ছিলাম মূর্তিপূজারী। আমাদের দ্বারা তারা যখনই কোনো আঘাত পেত, তখন তারা বলত যে, নবী তো এ যুগেই আগমন করবেন, তাঁর সাথে থেকে যুদ্ধ করে তোমাদেরকে আ'দ ছামূদের ন্যায় ধ্বংস করে দিব। অতঃপর রাসূল ﷺ যখন প্রেরিত হলেন, তখন আমরা তাঁর অনুসরণ করলাম, আর তারা তাঁকে অমান্য করল। সুতরাং রাসূল ﷺ আমাদের পক্ষেই আছেন। এ সকল আনসারীদের সাফল্য এবং ইহুদিদের দাম্ভিকতা পূর্ণ পিঠ টান দেওয়ার স্বরূপ বর্ণনা এবং তাদের ভয়াবহ পরিণতি বর্ণনা দান সম্পর্কে আলোচ্য আয়াত নাজিল করা হয়েছে। –[ফাতহুল কাদীর : ১১৩/১, দুররে মানছুর : ৮৭/১, ইবনে কাছীর : ১২৪/১]

জ্ঞাতব্য : কুরআনকে তাওরাতের 'মুসাদ্দিক' [সত্যায়নকারী] বলা হয়েছে। এ কারণ এই যে, তাওরাতে মুহাম্মদ ﷺ-এর আবির্ভাব ও কুরআন অবতরণের যেসব ভবিষ্যদ্বাণী করা হয়েছিল, কুরআনের মাধ্যমেও সেগুলোর সত্যতা প্রমাণিত হয়েছে। সুতরাং যারা তাওরাতকে স্বীকার করে, তারা কিছুতেই কুরআন ও মুহাম্মদ ﷺ-কে অস্বীকার করতে পারে না। তা করতে গেলে প্রকারান্তে তাওরাতকেই অস্বীকার করা হয়।

https://e-ilm.weebly.com/

https://e-ilm.weebly.com/

একটি প্রশ্ন ও তার উত্তর : এ ক্ষেত্রে প্রশ্ন দেখা দিতে পারে যে, তারা যখন সত্যকে সত্য বলেই জানত, তখন তাদেরকে ঈমানদার বলাই উচিত, কাফের বলা হলো কেন?

এর উত্তর এই যে, শুধু জানাকেই ঈমান বলা যায় না। শয়তানের সত্যজ্ঞান সবার চাইতে বেশি। তাই বলে সে ঈমানদার হয়ে যাবে কি? জানা সত্ত্বেও অস্বীকার করার কারণে কুফরের তীব্রতাই বৃদ্ধি পেয়েছে। পরবর্তী আয়াতে তাদের শত্রুতাকে কুফরের কারণ বলে অভিহিত করা হয়েছে।

এখানে এক ক্রোধ কুফরের কারণে এবং অপর ক্রোধ হিংসার কারণে। এ জন্যই ক্রোধের উপর ক্রোধ বলা হয়েছে। শাস্তির সাথে অপমানজনক শব্দ যোগ করে বলা হয়েছে যে, এ শাস্তি কাফেরদের জন্যই নির্দিষ্ট। কেননা পাপী ঈমানদারকে যে শাস্তি দেওয়া হবে, তা হবে, তাকে পাপমুক্ত করার উদ্দেশ্যে, অপমান করার উদ্দেশ্যে নয়। পরবর্তী আয়াতে তাদের যে উক্তি উদ্ধৃত হয়েছে তা থেকে কুফর প্রমাণিত হয় এবং হিংসাও বুঝা যায়।

'আমরা শুধু তাওরাতের প্রতিই ঈমান আনব, অন্যান্য গ্রন্থের প্রতি ঈমান আনব না, ইহুদিদের এ উক্তি সুস্পষ্ট কুফর। সেই সাথে তাদের উক্তি 'যা [তাওরাতে] আমাদের প্রতি নাজিল করা হয়েছে।' এ থেকে প্রতিহিংসা বুঝা যায়। এর পরিষ্কার অর্থ হচ্ছে এই যে, অন্যান্য গ্রন্থ যেহেতু আমাদের প্রতি নাজিল করা হয়নি, কাজেই আমরা সেগুলোর প্রতি ঈমান আনব না। আল্লাহ তা'আলা তিন পন্থায় তাদের এ উক্তি খণ্ডন করেছেন।

প্রথমতঃ অন্যান্য গ্রন্থের সত্যতা ও বাস্তবতা যখন অকাট্য দলিল দ্বারা প্রমাণিত, তখন সেগুলো অস্বীকার করার কোনো কারণ থাকতে পারে না। অবশ্য দলিলের মধ্যে কোনো আপত্তি থাকলে তারা তা উপস্থিত করে দূর করে নিতে পারত। অহেতুক অস্বীকারের কোনো অর্থ হয় না

দ্বিতীয়তঃ অন্যান্য গ্রন্থের মধ্যে একটি হচ্ছে কুরআন মাজীদ, যা তাওরাতেরও সত্যায়ন করে। সুতরাং কুরআন মাজীদকে অস্বীকার করলে তাওরাতের অস্বীকৃতিও অপরিহার্য হয়ে পড়ে।

তৃতীয়তঃ সকল খোদায়ী গ্রন্থের মতেই পয়গম্বরদের হত্যা করা কুফর। তোমাদের সম্প্রদায়ের লোকেরা কয়েকজন পয়গম্বরকে হত্যা করেছে। অথচ তারা বিশেষভাবে তাওরাতের শিক্ষাই প্রচার করতেন। তোমরা সেসব হত্যাকারীকেই নেতা ও পুরোহিত মনে করছ। এভাবে কি তোমরা তাওরাতের সাথেই কুফরি করনি? সুতরাং তাওরাতের প্রতি তোমাদের ঈমান আনার দাবি অসার প্রমাণিত হয়ে যায়। মোটকথা, কোনো দিক দিয়েই তোমাদের কথা ও কাজ শুদ্ধ ও সামঞ্জস্যপূর্ণ নয়।

পরবর্তী আয়াতে আরো কতিপয় যুক্তি দ্বারা ইহুদিদের দাবি খণ্ডন করা হয়েছে।

ঘটনাটি ঘটে তাওরাত অবতরণের পূর্বে। তখন হযরত মূসা (আ.)-এর নবুয়তের সত্যতা প্রমাণ করার জন্য যেসব যুক্তি প্রমাণ প্রতিষ্ঠিত ছিল, আয়াতে بَيِّنٰتٌ বলে সেগুলোকেই বুঝানো হয়েছে। যেমন, লাঠি, জ্যোতির্ময় হাত, সাগর দ্বি-খণ্ডিত হওয়া ইত্যাদি। ইহুদিদের দাবির খণ্ডনে আয়াতে বলা হয়েছে যে, তোমরা একদিকে ঈমানের দাবি কর, অন্যদিকে প্রকাশ্য শিরকে লিপ্ত হও। ফলে শুধু হযরত মূসা (আ.)-কেই নয়, আল্লাহকেও মিথ্যা প্রতিপন্ন করে চলেছ। কুরআন অবতরণের সময় হযরত মুহাম্মদ ﷺ -এর আমলে যেসব ইহুদি ছিল, তারা গোবৎসকে উপাস্য নির্ধারণ করেনি সত্য; কিন্তু তারা নিজেদের পূর্ব-পুরুষদের সমর্থক ছিল। অতএব তারাও মোটামুটিভাবে এ আয়াতের লক্ষ্য।

আয়াতে বর্ণিত কারণ ও ঘটনাসমূহের সারমর্ম এই যে, ভূমধ্যসাগর পাড়ি দেওয়ার পর তারা একটি কুফরি বাক্য উচ্চারণ করে। পরে হযরত মূসা (আ.)-এর শাসানোর ফলে যদিও তওবা করে নেয়, কিন্তু তওবারও বিভিন্ন স্তর রয়েছে। উচ্চস্তরের তওবার অভাবে তাদের অন্তরে কুফরের কালিমা থেকেই যায়। পরে সেটাই বেড়ে গিয়ে গোবৎস পূজার কারণ হয়ে দাঁড়ায়। কোনো কোনো টীকাকারের বর্ণনা মতে গোবৎস পূজা থেকে তওবা করতে গিয়ে তাদের কিছু লোককে হত্যা বরণ করতে হয় এবং কিছু লোক ক্ষমা প্রাপ্ত হয়। এদের তওবাও সম্ভবতঃ দুর্বল ছিল। এছাড়া যারা গোবৎস পূজায় জড়িত ছিল না, তারাও অন্তরে গোবৎস পূজারীদের প্রতি প্রয়োজনীয় ঘৃণা পোষণ করতে পারেনি। ফলে তাদের অন্তরে শিরকের প্রভাব কিছু না কিছু অবশিষ্ট ছিল। মোটকথা, তওবার দুর্বলতা ও শিরকের প্রতি প্রয়োজনীয় ঘৃণার অভাব এতদুভয়ের প্রতিক্রিয়ায় তাদের অন্তরে ধর্মের প্রতি শৈথিল্য দানা বেঁধে উঠেছিল। এ কারণেই অঙ্গীকার নেওয়ার জন্য তূর পর্বতকে তাদের মাথার উপর ঝুলিয়ে রাখার প্রয়োজন দেখা দেয়।

قوله وَإِذَا قِيْلَ لَهُمْ -এর মর্ম : এখানে قِيْلَ لَهُمْ -এর মধ্যে لَهُمْ দ্বারা আখেরী নবী মুহাম্মদ (সা.)-এর সময়কার ইহুদিদের বুঝানো হয়েছে। তাদেরকে পবিত্র কুরআন ও নবী হযরত মুহাম্মদ ﷺ -এর প্রতি ঈমান আনার কথা বললে তারা তা প্রত্যাখ্যান করে।

قوله لِمَ تَقْتُلُوْنَ -এর ব্যাখ্যা : বনী ইসরাঈলের লোকেরা অনেক নবীকে হত্যা করেছিল। কিন্তু হযরত মুহাম্মদ ﷺ-এর সময়ে যে সকল ইহুদিরা ছিল, তারা মূলতঃ হত্যাকারী নয় হত্যাকারী ছিল তাদের পূর্বপুরুষেরা। এখন প্রশ্ন হতে পারে যে, لِمَ تَقْتُلُوْنَ বলে হত্যাকারী নয় এমন ইহুদিদের উদ্দেশ্য করার কারণ কি? এর উত্তরে মুফাসসিরীনে কেরাম বলেছেন যে, এ সময়কার ইহুদিরা তাদের পূর্ব পুরুষদের আদর্শে বিশ্বাসী ছিল এবং তাদের পূর্ব পুরুষরা নবীগণকে যে অন্যায়ভাবে হত্যা করেছে, তা তারা অপরাধ মনে করেনি। ফলে তারাও তাদের পূর্ব পুরুষদের মতোই হিংস্র ও পাপী। তাই তাদেরকে উদ্দেশ্য করে বলা হয়েছে لِمَ تَقْتُلُوْنَ اَنْبِيَآءَ اللّٰهِ আলোচ্য আয়াতে। اٰمَنُوْا দ্বারাও তাদেরকে সম্বোধন করা হয়েছে।

قوله بِالْبَيِّنٰتِ -এর মর্ম : অধিকাংশ তাফসীরকারের মতে এখানে اَلْبَيِّنٰتُ দ্বারা হযরত মূসা (আ.)-এর মু'জিযাসমূহ উদ্দেশ্য। যেমন, কপট জাতির উপর আপতিত পঙ্গপাল, তাঁর হাতের লাঠি, বনী ইসরাঈলের জন্য সমুদ্রের জলরাশির মাঝে পথ তৈরি, মান্না সালওয়া অবতারণ, ব্যাঙ, রক্ত ও উকুনের ভয়ানক উপদ্রব সৃষ্টি করা, হযরত মূসা (আ.) আল্লাহর সাথে কথা বলা, হাতের শুভ্রতা, বনী ইসরাঈলের উপর তূর পাহাড় উত্তোলন এবং পাহাড় থেকে পানির ঝরনা বের হওয়া ইত্যাদি। কারো কারো মতে, তাওরাতও اَلْبَيِّنٰتُ-এর মধ্যে অন্তর্ভুক্ত রয়েছে।

قوله بِمَآ اَنْزَلَ اللّٰهُ -এর মর্ম : এখানে بِمَآ اَنْزَلَ اللّٰهُ দ্বারা দু'টি উদ্দেশ্য হতে পারে।

ক. অধিকাংশ তাফসীরকারের মতে, اَلْقُرْاٰنُ উদ্দেশ্য।

খ. কতিপয়ের মতে, مَا শব্দটি عُمُوْم -এর অর্থে আসে. কাজেই এখানে بِمَآ اَنْزَلَ اللّٰهُ দ্বারা সকল আসামানি কিতাব উদ্দেশ্য। কারণ, ঈমান সকল কিতাবের উপর আনাই আবশ্যক।

قوله وَهُوَ الْحَقُّ مُصَدِّقًا لِّمَا مَعَهُمْ -এর ব্যাখ্যা : আল্লাহর বাণী وَهُوَ الْحَقُّ مُصَدِّقًا لِّمَا مَعَهُمْ -এর মধ্যে هُوَ যমীর দ্বারা দু'টি উদ্দেশ্য হতে পারে।

(১) اَلْقُرْاٰنُ যেহেতু পবিত্র কুরআনই তাদের কিতাব তাওরাতের সত্যায়নকারী।

(২) نَبِيُّ اللّٰهِ مُحَمَّدٌ ﷺ [আল্লাহর নবী মুহাম্মদ ﷺ] কেননা, তিনি পূর্ববর্তী সকল কিতাবের সত্যায়নকারী। –[কাবীর]

قوله سَمِعْنَا وَعَصَيْنَا -এর ব্যাখ্যা : আল্লাহ তা'আলা বনী ইসরাঈলকে যখন বললেন, خُذُوْا مَآ اٰتَيْنٰكُمْ بِقُوَّةٍ وَّاسْمَعُوْا তখন উত্তরে তারা বলেছিল, سَمِعْنَا وَعَصَيْنَا অর্থাৎ শুনলাম এবং অমান্য করলাম। আল্লামা সাইয়েদ কুতুব বলেন, ইহুদিরা سَمِعْنَا বলেছিল; তারা عَصَيْنَا বলেনি। তবে কুরআনের বাহ্যিক ভাষ্য দেখে মনে হয় তারা سَمِعْنَا وَعَصَيْنَا উভয়টিই বলেছিল। প্রকৃত কথা হলো, আল্লাহর কথার প্রেক্ষিতে তারা سَمِعْنَا বললেও কার্যতঃ তা ছিল عَصَيْنَا বলারই নামান্তর। কারণ তারা মুখে سَمِعْنَا বললেও বাস্তবে তারা আল্লাহর নির্দেশ অমান্য করে যাচ্ছিল। কাজেই তারা মুখে মুখে যতই বলুকনা কেন سَمِعْنَا উক্তিতে মূলতঃ তাদের অবস্থা ছিল عَصَيْنَا বলার বাস্তব নমুনা। তাই তাদের বাস্তবানুগ অবস্থার প্রেক্ষিতে আল্লাহ তা'আলা سَمِعْنَا উক্তির সাথে عَصَيْنَا শব্দ জুড়ে দিয়েছেন। –[আত্‌তাফসীর ফি যিলালিল কুরআন]

قوله وَاُشْرِبُوْا فِىْ قُلُوْبِهِمُ الْعِجْلَ -এর মর্ম : اَلْعِجْلُ শব্দের অর্থ– গরুর বাচ্চা। গরুর বাচ্চা কঠিন বস্তু বিধায় তা পান করানো যায় না। অথচ আয়াতের সরল অনুবাদ দাঁড়ায়–"তাদের অন্তরে গো-বৎস পান করানো হয়েছিল, যা বাস্তবানুগ নয়। তবে এর রূপক অর্থ হবে, তাদের অন্তরে গো-বৎস মোহ এমনভাবে সৃষ্টি করে দেওয়া হয়েছিল যেমন মদ্যপায়ীর মনে মদের মোহ সৃষ্টি করা হয়, তারাও গো-বৎস পূজার প্রতি মদ্যপায়ীর মদের প্রতি মোহাবিষ্ট হওয়ার মতো দারুণভাবে আবিষ্ট হয়ে পড়েছিল।

ঈমাম সুদ্দী থেকে একটি বর্ণনা পাওয়া যায় যে, হযরত মূসা (আ.) গো-বৎস মূর্তিটি ঘৃণাভরে পানিতে ফেলে দেন এবং পূজারীদের তিরস্কার স্বরূপ বলেন, এর ধোয়া পানি পান কর। অতঃপর তারা সেই পানি পান করে। এদিকেই আয়াতের মধ্যে ইঙ্গিত করা হয়েছে। অনেকের মতে এ বর্ণনাটির কোনো ভিত্তি নেই। –[তাফসীরে রূহুল মা'আনী

মৃত্যু কামনার নির্দেশের কারণ : ইহুদিরা দাবি করত যে, পরকালের সুখ ভোগে তাদেরই একচেটিয়া অধিকার রয়েছে। এরই সত্যতা প্রমাণের নিমিত্তে আল্লাহ তা'আলা তাদের মৃত্যু কামনা করতে বলেন। কেননা তাদের কৃত দাবি পরকালের ব্যাপারে আন্তরিকই যদি হয়, তবে মৃত্যু কামনার ব্যাপারে তারা ইতস্ততঃ করবে না। কারণ মৃত্যু ব্যতীত তাদের পরকালে প্রবেশের কোনো পথ নেই। পরকালে গিয়ে আল্লাহর নৈকট্য বা মুক্তির আশায় ইহুদিদেরই সর্বাগ্রে মৃত্যু কামনা করা উচিত ছিল; কিন্তু তারা তা না করায় একথা প্রমাণিত হয় যে, তাদের দাবি আন্তরিক নয়।

https://e-ilm.weebly.com/

মৃত্যু কামনা করার বিধান : মৃত্যু কামনা করা শরিয়তে বৈধ নয়। হাদীস শরীফে মৃত্যু কামনা করার ব্যাপারে কঠোর নিষেধাজ্ঞা রয়েছে। আয়াতে মৃত্যু কামনার নির্দেশ পাওয়া যাচ্ছে। অতএব বলা হবে মূলতঃ এখানে মৃত্যু কামনার নির্দেশ নয়; বরং এখানে দলিল পেশ করাই উদ্দেশ্য এবং তারা যে তাদের দাবিতে মিথ্যাবাদী একথা প্রমাণই উদ্দেশ্য।

যে সকল হাদীসে মৃত্যু কামনা করা নিষিদ্ধ বলে উল্লেখ করা হয়েছে সেস্থলে কোনো বিপদ অবতীর্ণ হওয়ার কারণে মৃত্যু কামনা নিষিদ্ধ হওয়াই বুঝায়।

قوله قُلْ بِئْسَمَا يَأْمُرُكُمْ بِهِ **-এর মর্মার্থ :** অর্থাৎ প্রকৃত তথ্যে বলা যায় যে, তোমরা তাওরাতের প্রতি ঈমানদার নও। যদিও তোমরা বলে থাক আমাদের উপর যা অবতীর্ণ হয়েছে তাতে আমরা বিশ্বাস করি। অথচ এ কথার পেছনে কুফরি লুক্কায়িত আছে। তাই তারা বলেছিল শুনলাম, মানলাম না।

যদি তোমরা সত্যিকাররূপে তাওরাতের উপর সম্পূর্ণ বিশ্বাসী হতে তাহলে তোমরা তাওরাতে ভবিষ্যদ্বাণী কৃত শেষনবী ও তার আনীত আল-কুরআনকে অমান্য করতে পারতে না, বরং তোমাদের ঈমান তোমাদেরকে বর্বরোচিত আচরণ এবং অবাধ্যতার প্রতিই উদ্বুদ্ধ করে। তাই মনে হয় তোমরা তাওরাতকেও প্রকৃতভাবে মান্য করছ না। দাবি যা করছ তা হলো শঠতাপূর্ণ দাবি। ঈমানের দাবি যা করছ তা মৌখিক মাত্র।

শব্দ বিশ্লেষণ

مُصَدِّقٌ : সীগাহ واحد مذكر اسم فاعل বহছ تَفْعِيْل বাব اَلتَّصْدِيْقُ মাসদার (ص . د . ق) মূলবর্ণ صحيح জিনস অর্থ– সত্যবাদী, সমর্থনকারী।

كَانُوْا يَسْتَفْتِحُوْنَ : সীগাহ جمع مذكر غائب বহছ ماضى استمرارى معروف বাব اِسْتِفْعَالٌ মাসদার اَلْاِسْتِفْتَاحُ মূলবর্ণ (ف . ت . ح) জিনস صحيح অর্থ– তারা মীমাংসা কামনা করছিল।

اِشْتَرَوْا : সীগাহ جمع مذكر غائب বহছ ماضى معروف বাব اِفْتِعَالٌ মাসদার اَلْاِشْتِرَاءُ মূলবর্ণ (ش . ر . ء) জিনস مهموز لام অর্থ– তারা ক্রয় করল, তারা বিক্রয় করল।

يَكْفُرُوْنَ : সীগাহ جمع مذكر غائب বহছ مضارع معروف বাব نَصَرَ মাসদার اَلْكُفْرُ মূলবর্ণ (ك . ف . ر) জিনস صحيح অর্থ– তারা অস্বীকার করেছে।

بَغْيًا : বাব ضرب-এর মাসদার, অর্থ হঠকারিতা বশতঃ, জিদের কারণে,

يُنَزِّلُ : সীগাহ واحد مذكر غائب বহছ مضارع معروف বাব تَفْعِيْل মাসদার اَلتَّنْزِيْلُ মূলবর্ণ (ن . ز . ل) জিনস صحيح অর্থ– তিনি অবতীর্ণ করেন, নাজিল করেন।

بَاءُوْا : সীগাহ جمع مذكر غائب বহছ ماضى معروف বাব نَصَرَ মাসদার اَلْبَوْءُ মূলবর্ণ (ب . و . ء) জিনস مهموز لام ও اجوف واوى অর্থ– তারা অর্জন করেছে।

اُشْرِبُوْا : সীগাহ جمع مذكر غائب বহছ ماضى مجهول বাব سَمِعَ মাসদার اَلشُّرْبُ মূলবর্ণ (ش . ر . ب) জিনস صحيح অর্থ– তাদের পান করানো হয়েছিল।

يَأْمُرُكُمْ : সীগাহ واحد مذكر غائب বহছ مضارع معروف বাব نَصَرَ মাসদার اَلْاَمْرُ মূলবর্ণ (ا . م . ر) জিনস مهموز فاء অর্থ– সে আদেশ করে। সে আদেশ দান করে।

বাক্য বিশ্লেষণ

قوله وَلَمَّا جَاءَهُمْ كِتٰبٌ مِّنْ عِنْدِ اللّٰهِ مُصَدِّقٌ : لَمَّا হরফে শর্ত, جَاءَ ফে'ল هُمْ মাফউল كِتَابٌ মাওসূফ مِنْ عِنْدِ اللّٰهِ প্রথম সিফাত مُصَدِّقٌ দ্বিতীয় সিফাত। এটা সম্পূর্ণ মিলে ফা'য়েল হয়ে শর্ত আর জাযাটি উহ্য অর্থাৎ قَوْلُهٗ كَفَرُوْا
بَغْيًا পদটি مفعول له হেতু منصوب হয়েছে।

قوله وَهُوَ الْحَقُّ : বাক্যটি হলো قوله مُصَدِّقًا দ্বিতীয় হালে মুয়াক্কাদা, وقوله وَرَفَعْنَا الخ বাক্যটিও হাল।

https://e-ilm.weebly.com/

قُلْ إِنْ كَانَتْ لَكُمُ الدَّارُ الْآخِرَةُ عِنْدَ اللّٰهِ خَالِصَةً مِّنْ دُوْنِ النَّاسِ فَتَمَنَّوُا الْمَوْتَ إِنْ كُنْتُمْ صٰدِقِيْنَ (٩٤)

অনুবাদ : (৯৪) আপনি বলে দিন, যদি শুধুমাত্র তোমাদেরই জন্য নির্ধারিত হয়ে থাকে পরজগতের উপভোগ আল্লাহর নিকট অন্য কারো অংশ গ্রহণ ব্যতীত, তবে তোমরা মৃত্যু কামনা করে দেখিয়ে দাও, যদি তোমরা সত্যবাদী হয়ে থাক।

وَلَنْ يَّتَمَنَّوْهُ أَبَدًا بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيْهِمْ ۗ وَاللّٰهُ عَلِيْمٌ بِالظّٰلِمِيْنَ (٩٥)

(৯৫) আর নিশ্চয় তারা কখনো তা কামনা করবে না তাদের স্বহস্তকৃত আমলসমূহের দরুন, আর আল্লাহ তা'আলা সবিশেষ অবগত আছেন এ সমস্ত জালেম সম্বন্ধে।

وَلَتَجِدَنَّهُمْ أَحْرَصَ النَّاسِ عَلٰى حَيٰوةٍ ۚ وَمِنَ الَّذِيْنَ أَشْرَكُوْا ۚ يَوَدُّ أَحَدُهُمْ لَوْ يُعَمَّرُ أَلْفَ سَنَةٍ ۚ وَمَا هُوَ بِمُزَحْزِحِهٖ مِنَ الْعَذَابِ أَنْ يُّعَمَّرَ ۗ وَاللّٰهُ بَصِيْرٌ بِمَا يَعْمَلُوْنَ (٩٦)

(৯৬) আর অবশ্যই আপনি তাদেরকে পাবেন [পার্থিব] জীবনের প্রতি অন্যান্য লোক অপেক্ষা অধিক লালায়িত এবং মুশরিকদের চেয়েও, তাদের এক একজন এই লালসায় রয়েছে যে, তার আয়ু যেন সহস্র বৎসরের হয়ে যায়, আর এটা তাকে তো আমার আজাব হতে রক্ষা করতে পারবে না। অর্থাৎ দীর্ঘায়ু হলেও, আর আল্লাহর দৃষ্টিগোচরে রয়েছে তাদের আমলসমূহ।

قُلْ مَنْ كَانَ عَدُوًّا لِّجِبْرِيْلَ فَإِنَّهٗ نَزَّلَهٗ عَلٰى قَلْبِكَ بِإِذْنِ اللّٰهِ مُصَدِّقًا لِّمَا بَيْنَ يَدَيْهِ وَهُدًى وَّبُشْرٰى لِلْمُؤْمِنِيْنَ (٩٧)

(৯৭) আপনি বলুন, যে ব্যক্তি শত্রুতা রাখে জিবরাঈল-এর সাথে [সে রাখুক], তিনি পৌছিয়েছেন এই কুরআনকে আপনার অন্তঃকরণ পর্যন্ত আল্লাহর হুকুমে, যে অবস্থায় তা স্বীয় পূর্ববর্তী কিতাবসমূহের সত্যতা প্রমাণ করছে। আর হেদায়েত করছে ও সুসংবাদ দিচ্ছে মুমিনদেরকে।

শাব্দিক অনুবাদ

৯৪. قُلْ আপনি বলে দিন إِنْ كَانَتْ لَكُمُ যদি শুধুমাত্র তোমাদেরই জন্য নির্ধারিত হয়ে থাকে الدَّارُ الْآخِرَةُ পরজগতের উপভোগ عِنْدَ اللّٰهِ আল্লাহর নিকট خَالِصَةً مِّنْ دُوْنِ النَّاسِ অন্য কারো অংশ গ্রহণ ব্যতীত فَتَمَنَّوُا الْمَوْتَ তবে তোমরা মৃত্যু কামনা করে দেখিয়ে দাও إِنْ كُنْتُمْ صٰدِقِيْنَ যদি তোমরা সত্যবাদী হয়ে থাক।

৯৫. وَلَنْ يَّتَمَنَّوْهُ أَبَدًا আর নিশ্চয় তারা কখনো তা কামনা করবে না بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيْهِمْ তাদের স্বহস্তকৃত আমলসমূহের দরুন وَاللّٰهُ عَلِيْمٌ আর আল্লাহ তা'আলা সবিশেষ অবগত আছেন بِالظّٰلِمِيْنَ এ সমস্ত জালেম সম্বন্ধে।

৯৬. وَلَتَجِدَنَّهُمْ আর অবশ্যই আপনি তাদেরকে পাবেন أَحْرَصَ النَّاسِ অন্যান্য লোক অপেক্ষা অধিক লালায়িত عَلٰى حَيٰوةٍ [পার্থিব] জীবনের প্রতি وَمِنَ الَّذِيْنَ أَشْرَكُوْا এবং মুশরিকদের চেয়েও يَوَدُّ أَحَدُهُمْ তাদের এক একজন এই লালসায় রয়েছে যে لَوْ يُعَمَّرُ أَلْفَ سَنَةٍ তার আয়ু যেন সহস্র বৎসরের হয়ে যায় وَمَا هُوَ আর এটা بِمُزَحْزِحِهٖ তাকে তো রক্ষা করতে পারবে না مِنَ الْعَذَابِ আমার আজাব হতে أَنْ يُّعَمَّرَ দীর্ঘায়ু হলেও وَاللّٰهُ بَصِيْرٌ আর আল্লাহর দৃষ্টিগোচরে রয়েছে بِمَا يَعْمَلُوْنَ তাদের আমলসমূহ।

৯৭. قُلْ আপনি বলুন مَنْ كَانَ عَدُوًّا যে ব্যক্তি শত্রুতা রাখে لِّجِبْرِيْلَ জিবরাঈল-এর সাথে فَإِنَّهٗ نَزَّلَهٗ তিনি পৌছিয়েছেন এই কুরআনকে عَلٰى قَلْبِكَ আপনার অন্তঃকরণ পর্যন্ত بِإِذْنِ اللّٰهِ আল্লাহর হুকুমে مُصَدِّقًا যে অবস্থায় তা সত্যতা প্রমাণ করছে لِّمَا بَيْنَ يَدَيْهِ স্বীয় পূর্ববর্তী কিতাবসমূহের وَهُدًى আর হেদায়েত করছে وَّبُشْرٰى ও সুসংবাদ দিচ্ছে لِلْمُؤْمِنِيْنَ মুমিনদেরকে।

https://e-ilm.weebly.com/

مَنْ كَانَ عَدُوًّا لِلّٰهِ وَمَلٰٓئِكَتِهٖ وَرُسُلِهٖ وَجِبْرِيْلَ
وَمِيكٰلَ فَاِنَّ اللّٰهَ عَدُوٌّ لِّلْكٰفِرِيْنَ (٩٨)

অনুবাদ : (৯৮) যে ব্যক্তি শত্রু হয় আল্লাহর এবং তাঁর ফেরেশতাগণের, তার রাসূলগণের, জিবরাঈলের এবং মিকাঈলের, আল্লাহ এরূপ কাফেরদের শত্রু।

وَلَقَدْ اَنْزَلْنَآ اِلَيْكَ اٰيٰتٍۭ بَيِّنٰتٍ ۚ وَمَا يَكْفُرُ
بِهَآ اِلَّا الْفٰسِقُوْنَ (٩٩)

(৯৯) আর আমি তো আপনার প্রতি বহু স্পষ্ট প্রমাণ নাজিল করেছি এবং এটা কেউই অবিশ্বাস করে না হুকুম অমান্যে অভ্যস্তগণ ব্যতীত।

اَوَكُلَّمَا عٰهَدُوْا عَهْدًا نَّبَذَهٗ فَرِيْقٌ مِّنْهُمْ ؕ
بَلْ اَكْثَرُهُمْ لَا يُؤْمِنُوْنَ (١٠٠)

(১০০) তবে কি, আর যখনই তারা যে কোনো অঙ্গীকার করে থাকে, তাকে তাদের মধ্যে কোনো না কোনো দল প্রত্যাখ্যান করে থাকে? পরন্তু তাদের মধ্যে বেশির ভাগই তো ঈমান রাখে না।

وَلَمَّا جَآءَهُمْ رَسُوْلٌ مِّنْ عِنْدِ اللّٰهِ مُصَدِّقٌ لِّمَا
مَعَهُمْ نَبَذَ فَرِيْقٌ مِّنَ الَّذِيْنَ اُوْتُوا الْكِتٰبَ ۙ
كِتٰبَ اللّٰهِ وَرَآءَ ظُهُوْرِهِمْ كَاَنَّهُمْ لَا يَعْلَمُوْنَ (١٠١)

(১০১) আর যখন তাদের নিকট একজন রাসূল আসলেন আল্লাহর পক্ষ থেকে যিনি সত্যতাও প্রমাণ করতেছেন ঐ কিতাবের যা তাদের নিকট আছে, তখন ফেলে দিল আহলে কিতাবদের একদল আল্লাহর এ কিতাবকেই তাদের পিছনের দিকে, যেন তারা কিছুই জানে না।

শাব্দিক অনুবাদ

৯৮. مَنْ كَانَ عَدُوًّا যে ব্যক্তি শত্রু হয় لِلّٰهِ আল্লাহর وَمَلٰٓئِكَتِهٖ এবং তাঁর ফেরেশতাগণের وَرُسُلِهٖ তার রাসূলগণের وَجِبْرِيْلَ জিবরাঈলের وَمِيكٰلَ এবং মিকাঈলের فَاِنَّ اللّٰهَ عَدُوٌّ আল্লাহ শত্রু لِّلْكٰفِرِيْنَ এরূপ কাফেরদের।

৯৯. وَلَقَدْ اَنْزَلْنَآ আর আমি তো নাজিল করেছি اِلَيْكَ আপনার প্রতি اٰيٰتٍۭ بَيِّنٰتٍ বহু স্পষ্ট প্রমাণ وَمَا يَكْفُرُ بِهَآ এবং এটা কেউই অবিশ্বাস করে না اِلَّا الْفٰسِقُوْنَ হুকুম অমান্যে অভ্যস্তগণ ব্যতীত।

১০০. اَوَكُلَّمَا তবে কি, আর যখনই عٰهَدُوْا عَهْدًا তারা যে কোনো অঙ্গীকার করে থাকে نَّبَذَهٗ তাকে প্রত্যাখ্যান করে থাকে فَرِيْقٌ مِّنْهُمْ তাদের মধ্যে কোনো না কোনো দল بَلْ اَكْثَرُهُمْ পরন্তু তাদের মধ্যে বেশির ভাগই তো لَا يُؤْمِنُوْنَ ঈমান রাখে না

১০১. وَلَمَّا جَآءَهُمْ আর যখন তাদের নিকট আসলেন رَسُوْلٌ একজন রাসূল مِّنْ عِنْدِ اللّٰهِ আল্লাহর তরফ থেকে مُصَدِّقٌ যিনি সত্যতাও প্রমাণ করছেন لِّمَا مَعَهُمْ ঐ কিতাবের যা তাদের নিকট আছে نَبَذَ তখন ফেলে দিল فَرِيْقٌ একদল مِّنَ الَّذِيْنَ اُوْتُوا الْكِتٰبَ আহলে কিতাবদের كِتٰبَ اللّٰهِ আল্লাহর এ কিতাবকেই وَرَآءَ ظُهُوْرِهِمْ তাদের পিছনের দিকে كَاَنَّهُمْ لَا يَعْلَمُوْنَ যেন তারা কিছুই জানে না।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

৯৪- قوله قُلْ إِنْ كَانَتْ لَكُمُ الدَّارُ الْآخِرَةُ عِنْدَ اللّٰهِ خ **আয়াতের শানে নুযূল :** –হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) বর্ণনা করেন, ইহুদিরা যখন দাবি করতে থাকে যে, তারাই একমাত্র আল্লাহর প্রিয় পাত্র হিসেবে বেহেশত লাভের একক হকদার ও উত্তরাধিকারী তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ তাদেরকে চ্যালেঞ্জ দিয়ে বলেন– আচ্ছা তোমরা যদি তোমাদের দাবি সম্পর্কে নিঃসন্দেহ এবং সত্যবাদী হও তবে আস, আমরা উভয়ে একত্রে আল্লাহর নিকট দোয়া করি, যেন আল্লাহ আমাদের মধ্যে যে মিথ্যাবাদী তাদের ধ্বংস করে দেন। কিন্তু তারা রাসূলুল্লাহর ﷺ-এর এ প্রস্তাবে সম্মত হয়নি। কারণ তারা ভালো করেই জানত যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ সত্য, সত্যই আল্লাহর প্রেরিত রাসূল। বস্তুতঃ তারা যদি মহানবী ﷺ-এর উক্ত চ্যালেঞ্জ গ্রহণ করে দোয়ার জন্য জমায়েত হতো তবে আল্লাহ তাদের সকলকে ধ্বংস করে দিতেন এবং দুনিয়ার বুকে একজন ইহুদিও বেঁচে থাকত না। এ প্রসঙ্গে আল্লাহ তা'আলা উক্ত আয়াতগুলো নাজিল করেন অথবা বেহেশতে ইহুদিরা ভিন্ন অন্য কেউ যেতে পারবে না। তাদের এ দাবি খণ্ডনে অত্র আয়াতগুলো নাজিল হয়।

https://e-ilm.weebly.com/

৯৫- قوله وَلَن يَتَمَنَّوْهُ أَبَدًا بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ الخ আয়াতের শানে নুযূল : পূর্ববর্তী আয়াত নাজিল হবার পর রাসূল ﷺ ইহুদিদের লক্ষ্য করে বললেন যে, তোমাদের [ইহুদি ও নাসারাদের জন্য জান্নাত নির্ধারিত] দাবিতে তোমরা যদি সত্যবাদি হয়ে থাক, তাহলে তোমরা আল্লাহর নিকট এভাবে প্রার্থনা করবে, হে আল্লাহ! যার হাতে আমার প্রাণ, তুমি আমাদের মৃত্যু দান কর। তোমাদের থেকে কেউই এ প্রার্থনা করবেনা; বরং একজন তাকে থুথু দেয় ফলে সেখানেই সে মৃত্যু বরণ করে ফলে তারা এমনভাবে প্রার্থনা করতে অপছন্দ ও অস্বীকার করল। তখন সে পরিপ্রেক্ষিতে আলোচ্য আয়াত নাজিল হয়। -[দুররুল মানছুর ৯৮/১]

৯৮- قوله مَن كَانَ عَدُوًّا لِّلَّهِ وَمَلَائِكَتِهِ وَرُسُلِهِ وَجِبْرِيلَ الخ **আয়াতের শানে নুযূল :** আয়াত দু'টি নাজিলের কারণ সম্পর্কে নিম্নোক্ত বর্ণনাসমূহ পাওয়া যায়। ১. বর্ণিত আছে যে, একদা ইহুদি পণ্ডিত ইবনে সূরিয়া রাসূল ﷺ -কে জিজ্ঞেস করল, আপনার নিকট কে ওহী নিয়ে আসে? রাসূল ﷺ বললেন, জিবরাঈল ওহী নিয়ে আসেন। তখন সে বলল, জিবরাঈল আমাদের শত্রু। বহুবার আমাদের সাথে শত্রুতা করেছে। সব চেয়ে বেদনাদায়ক শত্রুতা ছিল এই যে, একদা আমাদের সমকালীন নবীর কাছে ওহী আসল যে, মেসোপটেমিয়ার অধিপতি নেবুজরদ এক সময় বায়তুল মাকদাস নগরী ধ্বংস করে দিবে। তখন আমাদের পূর্ব পুরুষরা তাকে হত্যা করার জন্য এক গুপ্ত ঘাতক পাঠায়; কিন্তু জিবরাঈল তাকে ধরে দিয়ে নেবুজরদকে বাঁচিয়ে দেয়। অতঃপর নেবুজরদ পবিত্র নগরী ধ্বংস করে ৭০ হাজার ইহুদিকে হত্যা করে এবং ৭০ হাজারকে বন্দী করে নিয়ে যায়। এ পরিপ্রেক্ষিতে উক্ত আয়াত দু'টি নাজিল হয়।

২. অন্য বর্ণনায় আছে, একদা হযরত ওমর (রা.) ইহুদিদের মাদরাসায় গমন করে তাদের শিক্ষকদের কাছে হযরত জিবরাঈল সম্পর্কে জানতে চান। তারা বলল, জিবরাঈল আমাদের শত্রু। সে মুহাম্মদ ﷺ -কে আমাদের সব গোপন কথা বলে দেয় এবং আমাদের সব আজাব সেই আনতো; বরং মীকাঈল আমাদের বন্ধু। হযরত ওমর জিজ্ঞেস করলেন, আল্লাহর কাছে তাদের মর্যাদা কেমন? তখন তারা বলল, জিবরাঈল আল্লাহর ডানে বসে এবং মীকাঈল বামে বসে। তবে তারা পরস্পর ঘোর শত্রু। হযরত ওমর (রা.) বললেন, যদি তাদের অবস্থান এমনি হয়, তবে তারা শত্রু হতে পারে না। হযরত ওমর (রা.) তাদের কাছ থেকে ফিরে আসার আগেই হযরত জিবরাঈল এ আয়াত দু'টি নিয়ে হাজির হন।

৩. একদা ইবনে সূরিয়ার নেতৃত্বে একদল ইহুদি রাসূল ﷺ -এর নিকট তিনটি প্রশ্নের উত্তর চাইল এবং বলল, আপনি সঠিক উত্তর দিতে পারলে আমরা ঈমান আনব। তাদের প্রথম প্রশ্ন ছিল, হযরত ইয়াকূব (আ.) তাঁর নিজের জন্য কি কি জিনিস হারাম করে ছিলেন?

উত্তরে নবীজী বললেন, হযরত ইয়াকূব (আ.) "ইরকুন্নিসা" নামক এক প্রকার মারাত্মক রোগে ভোগছিলেন। এই রোগ থেকে মুক্তির জন্য তিনি মানত করেছিলেন, 'আল্লাহ যদি আমাকে এই রোগ থেকে মুক্তি দেন তাহলে আমি আমার প্রিয় খাদ্য 'উটের গোশত, চর্বি, দুধ খাব না।' এ মানতের পর তিনি রোগমুক্তি লাভ করেন এবং বাকি জীবন আর উটের গোশত, চর্বি ও দুধ খাননি।

দ্বিতীয় প্রশ্ন ছিল যে, স্ত্রী ও পুরুষের বীর্যের মধ্যে পার্থক্য কি এবং কখন পুত্র সন্তান হয়, আর কখন কন্যা সন্তান হয়?

মহানবী ﷺ বললেন, পুরুষের বীর্য সাদা ও গাঢ় হয়, আর স্ত্রীদের বীর্য খানিকটা লালচে ও হালকা হয়ে থাকে। যৌন মিলনের পর ডিম্বকোষে স্ত্রীর বীর্য প্রাধান্য পেলে কন্যা এবং পুরুষের বীর্য প্রাধান্য পেলে ছেলে সন্তান হয়ে থাকে।

তাদের তৃতীয় প্রশ্ন ছিল, তাওরাতে যে উম্মী নবীর ব্যাপারে সংবাদ দেওয়া হয়েছে তাঁর বিশেষত্ব কি এবং তাঁর নিকট কোন্ ফেরেশতা ওহী নিয়ে আসে?

নবী করীম ﷺ বললেন, তিনি যখন নিদ্রা যান তখন তার অন্তর জাগ্রত থাকে, আর জিব্রাঈল ফেরেশতা তাঁর নিকট ওহী নিয়ে আসেন, যে ফেরেশতা সকল নবীদের নিকট ওহী নিয়ে আসতেন।

একথা শুনার পর তারা বলল, আপনার সব উত্তরই সঠিক; তবে যেহেতু জিবরাঈল আমাদের শত্রু; সে শাস্তি, নির্মমতা, হত্যা ইত্যাদি নিয়ে আসে তাই আমরা তাকে মানি না। একই কারণে আমরা আপনাকেও মানব না। হাঁ, হযরত মীকাঈল আমাদের বন্ধু। তিনি রহমতের বৃষ্টি, রিজিক ইত্যাদি নিয়ে আসেন। তিনি যদি আপনার নিকট ওহী নিয়ে আসতেন তবে আমরা আপনার উপর ঈমান আনতাম। এই বলে তারা চলে গেলে আল্লাহ তা'আলা উল্লিখিত আয়াত দু'টি অবতীর্ণ করেন।

৯৯- قوله وَلَقَدْ أَنزَلْنَا إِلَيْكَ آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ الخ **আয়াতের শানে নুযূল :** একদা ইবনে সূরিয়া নামের এক ইহুদি পণ্ডিত হুযূর (সা.)-এর দরবারে এসে বলতে থাকে, হে মুহাম্মদ! তাওরাতের মাধ্যমে নবীর যে সমস্ত নিদর্শন আমাদের জানা রয়েছে সেগুলোর মধ্য হতে কোনো একটি নিদর্শনও তোমার মধ্যে পাওয়া যাচ্ছে না এবং আল্লাহ তা'আলাও তোমার নবী হওয়ার ব্যাপারে কোনো প্রমাণ পেশ করেননি। তখন উপরিউক্ত আয়াত নাজিল হয়।

https://e-ilm.weebly.com/

قوله وَلَمَّا جَآءَهُمْ رَسُوْلٌ مِّنْ عِنْدِ اللّٰهِ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَهُمْ الخ -١٠٠ **আয়াতের শানে নুযূল :** তাওরাত ও ইনজীলে নবী করীম ﷺ -এর আগমনের পর ইহুদি ও খ্রিস্টানদের নবীজীর উপর ঈমান আনার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। রাসূল ﷺ ইহুদি সর্দার মালেক ইবনে সায়েফকে তাওরাতের সেই প্রতিশ্রুতির কথা স্মরণ করে দেন। তখন সে শপথ করে অস্বীকার করে, আর বলে, মুহাম্মদ ﷺ সম্পর্কে আমাদের নিকট হতে কোনো ওয়াদা নেওয়া হয়নি। তখন উক্ত আয়াত অবতীর্ণ হয়।

প্রকৃতপক্ষে ইসলাম যে সত্যধর্ম, তা প্রমাণ করার জন্য এ ঘটনাটি যথেষ্ট। এখানে আরো দুটি বিষয় উল্লেখযোগ্য :

প্রথমতঃ নবী করীম ﷺ -এর আমলে বিদ্যমান ইহুদিদের সঙ্গে উপরিউক্ত যুক্তির অবতারণা করা হয়েছিল। যারা তাঁকে নবী হিসেবে চেনার পরেও শত্রুতা ও হঠকারিতাবশতঃ অস্বীকার করেছিল, সকল যুগের ইহুদিদের সঙ্গে নয়।

দ্বিতীয়তঃ এখানে এরূপ সন্দেহ করা ঠিক নয় যে, মন ও জিহ্বা উভয়টি দ্বারাই কামনা হতে পারে। ইহুদিরা সম্ভবত মনে মনে মৃত্যুর কামন করেছে, উত্তর এই যে, প্রথমতঃ আল্লাহর উক্তি وَلَنْ يَّتَمَنَّوْهُ [কস্মিনকালেও তারা মৃত্যু কামনা করবে না] এ সম্ভাবনাকে নাকচ করে দিচ্ছে। দ্বিতীয়তঃ তারা মনে মনে মৃত্যু কামনা করে থাকলে, তা অবশ্যই মুখেও প্রকাশ করত। কারণ, এতে তাদেরই জয় হতো এবং নবী করীম ﷺ কে মিথ্যা প্রতিপন্ন করার একটা সুযোগ পেয়ে যেত।

এরূপ সন্দেহও অমূলক যে, বোধ হয় তারা কামনা করেছে, কিন্তু তার প্রচার হয়নি। কারণ, সর্বযুগেই ইসলামের শত্রু ও সমালোচকদের সংখ্যা ইসলামের মিত্র ও শুভাকাঙ্ক্ষীদের সংখ্যার চাইতে বেশি ছিল। এরূপ কোনো ঘটনা ঘটে থাকলে তারা কি একে ফলাও করে প্রচার করত না যে, দেখ, তোমাদের নির্ধারিত সত্যের মাপকাঠিতেও আমরা পুরোপুরি উত্তীর্ণ হয়েছি।

আরবের মুশরিকরা পরকালে বিশ্বাসী ছিল না। তাদের মতে বিলাস-ব্যসন ও সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য সবই ছিল পার্থিব। একারণে তারা দীর্ঘায়ু কামনা করলে তা মোটেই আশ্চর্যের বিষয় ছিল না। কিন্তু ইহুদিরা শুধু পরকালে বিশ্বাসীই ছিল না; বরং তাদের ধারণা মতে পারকালের যাবতীয় আরাম আয়েম ও নিয়ামতরাজি তাদেরই প্রাপ্য ছিল। এরপরও তাদের পৃথিবীতে দীর্ঘায়ু কামনা করা বিস্ময়কর ব্যাপার নয় কি?

সুতরাং পরকালে বিশ্বাস সত্ত্বেও তাদের দীর্ঘায়ু কামনা থেকে প্রতীয়মান হয় যে, পারলৌকিক নিয়ামত সম্পর্কিত তাদের দাবি সম্পূর্ণ অন্তঃসারশূণ্য। প্রকৃত ব্যাপার তাদেরও ভালোভাবে জানা রয়েছে যে, সেখানে পৌঁছলে জাহান্নামই হবে তাদের আবাসস্থল। তাই যতদিন বেঁচে থাকা যায়, ততদিনই মঙ্গল।

قوله وَلَنْ يَّتَمَنَّوْهُ اَبَدًا الخ **এর ব্যাখ্যা :** যেহেতু ইহুদিরা ইহজীবনে বহুবিধ অন্যায় অবিচারে লিপ্ত আছে এবং তজ্জন্য তাদের পরিণতি কি হতে পারে তাও তারা অবহিত নয়। তাই তারা যদিও মুখে দাবি করে বেড়াচ্ছে যে, তারাই একমাত্র বেহেশতের একক উত্তরাধিকারী কিন্তু মনে মনে খোদায়ী শাস্তিকে ভয় করে এবং সে কারণে মৃত্যুকে অত্যাধিক ভয় করে। তা হতে বেঁচে থাকতে চায়। অথচ আল্লাহ তাদের এ সকল স্বজ্ঞান পাপাচারিতা সম্পর্কে সবিশেষ পরিজ্ঞাত হেতু একদিন তাদেরকে স্বীয় কৃত-কর্মের চরমদণ্ড ভোগ করতে হবে এবং সেদিন আল্লাহ তা'আলা তাদেরকে তাদের যাবতীয় পাপাচারিতার যথার্থ প্রতিফল দিবেন।

وَمَا هُوَ -এর মধ্যকার هُوَ -এর প্রত্যাবর্তনস্থল : وَمَا هُوَ -এর মধ্যকার هُوَ কোন্ দিকে ফিরেছে- এ ব্যাপারে তিনটি মত ব্যক্ত করা হয়েছে। যথা-(১) পেছনে উল্লিখিত اَحَدُهُمْ -এর দিকে প্রত্যাবর্তিত হয়েছে। (২) সামনে উল্লিখিত يُعَمَّرُ -এর মাসদারের প্রতি প্রত্যাবর্তিত। এমতাবস্থায় اَنْ يُّعَمَّرَ -এর মাসদার (تَعْمِيْر) হতে بَدْل হয়েছে। (৩) অথবা, هُوَ -কে যমীরে মুবহাম বলা যায়। اَنْ يُّعَمَّرَ সে মুবহামকে বর্ণনা করে দিয়েছে। -[কাবীর]

قوله وَلَتَجِدَنَّهُمْ اَحْرَصَ النَّاسِ عَلٰى حَيٰوةٍ الخ : আয়াতে عَلٰى حَيٰوةٍ বলা হয়েছে এর অর্থ কোনো না কোনো ভাবে বেঁচে থাকা, তা যে কোনো ধরনের বেঁচে থাকা হোক না কেন, সম্মানের ও মর্যাদার বা লাঞ্ছনা অবমানার জীবনই হোক না কেন তার প্রতিই ইহুদিদের লোভ।

قوله نَزَّلَهٗ عَلٰى قَلْبِكَ **-এর মর্মার্থ :** এর অর্থ "সে আপনার অন্তরে ওহী নাজিল করেছে" এ উক্তিটি থেকে বুঝা যায় যে, জিবরাঈল রাসূলকে ওহী শুধু পড়ে শুনাতেন না হৃদয়ের মাঝে ঢেলেও দিতেন। আর হৃদয় যা ধারণ করে তা শব্দ নয়; অর্থ। তাহলে কি একথা বলা হবে যে, ওহী শুধু অর্থের নাম, শব্দ ওহী নয়? এর জবাবে হযরত আশরাফ আলী থানবী (র.) বলেন, অন্তর যেমন অর্থ বুঝে, তেমন শব্দও বুঝে। অন্তর মূলত উপলব্ধির কেন্দ্রস্থল, অন্যান্য অঙ্গ তার সাহায্যকারী মাত্র। যেমন- চোখে চশমার ভূমিকা, যদিও চশমার দেখার কোনো ক্ষমতা নেই। বিশেষ করে ওহী নাজিলের সময় বাহ্য-চেতনা শূন্যতা বশত পঞ্চেন্দ্রিয় অকেজো হয়ে পড়লে তখন ওহী সরাসরি অন্তরে প্রবেশ করে। কারণ রাসূল ﷺ -এর অন্তর ঘুমে, জাগরণে সর্বাবস্থায় সচেতন ছিল। এ কারণেই বলা হয়েছে نَزَّلَهٗ عَلٰى قَلْبِكَ -[বায়ানুল কুরআন]

https://e-ilm.weebly.com/

جِبْرِيْلَ وَمِيْكَالَ -এর পরিচয় : আল্লাহ তা'আলা اَلْمَلٰئِكَةُ তথা সকল ফেরেশতা উল্লেখ করার পর আবার পৃথকভাবে জিব্রাঈল ও মীকাঈলের নাম উল্লেখ করার কারণ কি? অথচ তারাও মালাইকা শব্দের মধ্যে শামিল। এ ব্যাপারে মুফাসসিরীনে কিরামের দৃষ্টিভঙ্গি নিম্নরূপ–

- জিব্রাঈল ও মিকাঈল যেহেতু ফেরেশতাদের মধ্যে প্রধান ও অধিক মর্যদার অধিকারী, তাই তাঁদেরকে আলাদাভাবে উল্লেখ করা হয়েছে। এতে তাঁদের বিশেষ মর্যদার বিষয়টি স্পষ্ট হয়ে গেছে। উসূলে ফিকহের ভাষায় একে ذِكْرُ الْخَاصِّ بَعْدَ الْعَامِّ বলা হয়।
- মূল আলোচনাটাই যেহেতু জিবরাঈল ও মিকাঈলকে কেন্দ্র করে সেহেতু তাদের নাম পৃথকভাবে উল্লেখের দাবি রাখে। নতুবা বিষয়টি কেমন যেন অস্পষ্ট থেকে যায়।

قوله مَنْ كَانَ عَدُوًّا لِّجِبْرِيْلَ الخ উক্তিটির মর্মার্থ : ইহুদিরা হযরত জিব্রাঈল (আ.)-এর প্রতি শত্রু ভাবাপন্ন ছিল। কারণ ইহুদি গোষ্ঠীর উপর প্রাচীন কাল থেকে যত আজাব নাজিল হয়েছিল, সবই আল্লাহর আদেশ জিবরাঈলের মাধ্যমে হয়েছিল। অথচ জিবরাঈল ছিলেন একজন আদিষ্ট ফেরেশতা, তাঁর অন্যথা করার উপায় ছিল না। কিন্তু এ আহমকরা তা বুঝতে চেষ্টা করত না, অনর্থক শত্রুতা পোষণ করত। এ পরিপ্রেক্ষিতে আল্লাহ বলেন, যারা জিব্রাঈলকে শত্রু ভাববে, তারা তাদের ক্ষোভ নিয়ে মরুক। এটা তাদের একটি হেঁয়ালী কাজ কারবার।

জিব্রাঈল মীকাঈল থেকে উত্তম : কয়েকটি দিক থেকে জিব্রাঈল (আ.)-এর ফজিলত দেখা যায়। যথা–

- আয়াতে তাঁর নাম উল্লেখ করা হয়েছে।
- তিনি ওহী, কুরআন ও ইলম নিয়ে আসেন, যা অন্তরের খোরাক, আর মীকাঈল বৃষ্টি নিয়ে আসেন যা শরীরের খোরাক।
- কুরআনে হযরত জিব্রাঈল (আ.)-এর বৈশিষ্ট্য উল্লেখ করা হয়েছে– مُطَاعٍ ثَمَّ اَمِيْنٍ : –[কাবীর]

جِبْرِيْل -এর উচ্চারণের কয়েকটি নিয়ম : جِبْرِيْل শব্দে দশটি নিয়ম দেখা যায়। যথা– (১) আহলে হিজায– جِيْم -কে যের দিয়ে। (২) ইবনে কাছীর جَبْرِيْل (بفتح الجيم) جِيْم (بكسر الجيم) -কে যবর সহকারে। (৩) جَبْرَئِيْل আহলে কূফা, جَبْرَئِيْل জীমে যবর এবং رَاء -এর পর হামযাহ। (৪) আসেম (র.) جَبْرَئِلُ জীমে যবর কিন্তু হামযার পরে يَاء নেই। (৫) ইয়াহিয়া ইবনে ইয়া'মূর ৪নং-এর মতো, তবে ل -এর মধ্যে তাশদীদ। যেমন– جَبْرَئِلُّ (৬) ইকরামা جَبْرَائِيْلُ অর্থাৎ رَاء -এর পরে الف ও همزة সহ। (৭) جَبْرَائِيْلُ হামযার পর يَاء যুক্ত করে। (৮) جَبْرَئِيْيل দুটি يَاء যুক্ত করে। (৯) جَبْرَئِيْنُ জীমে যবর এবং শেষে নূন যোগে। (১০) جِبْرِيْنُ জীমে যের এবং হামযা বাদ দিয়ে।

مِيْكَال -এর মধ্যে বিভিন্ন কেরাত : এখানে ছয়টি কেরাত দেখা যায়। যথা– (১) كَافٌ -এর পরে هَمْزَة যোগ করে। যেমন– مِيْكَائِيْلُ পড়েন। (২) نَافِعْ দুই يَاءْ দ্বারা مِيْكَائِيْلُ পড়েন। (৩) হিজাযবাসী مِيْكَالُ হামযাহ ও يَاء ছাড়া পড়েন। (৪) ইবনে মুহাইসেন مِيْكَئِيْلُ অর্থাৎ كَاف -এর পড়ে الف ছাড়া পড়েন। (৫) আ'মাশ مِيْكَائِلُ হামযার উপর যবর দিয়ে পড়েন। (৬) مِيْكَائِلُ হামযার পরে يَاء বাদ এবং হামযার মধ্যে যের সহকারে পড়া।

اَلْفَرْقُ بَيْنَ الْكُفْرِ وَالْفِسْقِ (কুফর ও ফিস্‌কের মধ্যকার পার্থক্য) : اَلْكُفْرُ -এর আভিধানিক অর্থ– ঢেকে রাখা, গোপন করা, অস্বীকার করা ইত্যাদি। আর اَلْفِسْقُ -এর আভিধানিক অর্থ সীমালজ্ঘন করা, পাপ করা ইত্যাদি।

- আল্লাহর প্রেরিত নবী-রাসূল, তাঁর কিতাব ও তাঁর কোনো গুণাবলির প্রতি অবিশ্বাস, কিংবা অস্বীকার করার নাম কুফর। আর কবীরা গুনাহে লিপ্ত হওয়াই فِسْق (ফিসক)।
- اَلْكُفْرُ শব্দটি عَامٌّ এবং فِسْق শব্দটি خَاصٌّ কাজেই বলা হবে كُلُّ كَافِرٍ فَاسِقٌ কিন্তু لَيْسَ كُلُّ فَاسِقٍ بِكَافِرٍ; ফাসেক তার ঈমানের কারণে জাহান্নাম থেকে মুক্তি পেতে পারে, তবে কাফের অনন্তকাল জাহান্নামে থাকবে।

https://e-ilm.weebly.com/

قوله فَإِنَّهُ نَزَّلَهُ : مرجع : এখানে ، যমীর দুটির মারজি' এর- نَزَّلَهُ -এর- ه এর- فَإِنَّهُ -এর মধ্যে- ه এর মারজি' জিবরাঈল এবং ه এর মারজি' কুরআন কিংবা ওহী। বাক্যটি এমন হবে- فَإِنَّ جِبْرِيلَ نَزَّلَ الْقُرْآنَ أَوِ الْوَحْيَ কারো মতে فَإِنَّهُ -এর ه -এর যমীরের মারজি' হবে اللّٰه বাক্যটি এমন হবে فَإِنَّ اللّٰهَ نَزَّلَ الْقُرْآنَ তবে প্রথম অভিমত অধিক যুক্তিযুক্ত। –[কাশশাফ]

بُشْرَىٰ . هُدًى . مُصَدِّقًا -এর মহল্লে ই'রাব : তিনটি শব্দই مَنْصُوبٌ হয়েছে। কারণ– (ক) এগুলো نَزَّلَهُ -এর ه যমীর থেকে حال হয়েছে। (খ) অথবা ه থেকে مُصَدِّقًا শব্দটি حال হয়েছে এবং بُشْرَىٰ ও هُدًى শব্দ দুটি যেহেতু مُصَدِّقًا -এর উপর عطف হয়েছে। তাই তারাও منصوب কারণ معطوف ও معطوف عليه -এর একই اعراب হয়।

শব্দ বিশ্লেষণ

فَتَمَنَّوُا : সীগাহ جمع مذكر حاضر বহছ امر حاضر معروف বাব تَفَعُّلٌ মাসদার اَلتَّمَنِّيْ মূলবর্ণ (م . ن . ى) জিনস ناقص يائى অর্থ– তোমরা মৃত্যু কামনা কর।

لَتَجِدَنَّهُمْ : সীগাহ واحد مذكر حاضر বহছ فعل مستقبل معروف در لام تاكيد با نون تاكيد ثقيلة বাব ضَرَبَ মাসদার اَلْوُجْدَانُ মূলবর্ণ (و . ج . د) জিনস مثال واوى অর্থ– তুমি নিশ্চয় পাবে।

يُعَمَّرُ : সীগাহ واحد مذكر غائب বহছ مضارع مجهول বাব تَفْعِيلٌ মাসদার اَلتَّعْمِيْرُ মূলবর্ণ (ع . م . ر) জিনস صحيح অর্থ– তাদের দেওয়া হয়।

مُزَحْزِحٌ : সীগাহ واحد مذكر বহছ اسم فاعل বাব فَعْلَلَةٌ মাসদার اَلْمُزَحْزَحَةُ মূলবর্ণ (ز . ح . ز . ح) জিনস مضاعف رباعى অর্থ– রক্ষাকারী, দূর কারী।

فٰسِقُوْنَ : সীগাহ جمع مذكر বহছ اسم فاعل বাব نَصَرَ মাসদার اَلْفِسْقُ মূলবর্ণ (ف . س . ق) জিনস صحيح অর্থ– ফাসেকগণ।

عٰهَدُوا : সীগাহ جمع مذكر غائب বহছ اثبات فعل ماضى معروف বাব مُفَاعَلَةٌ মাসদার اَلْمُعَاهَدَةُ মূলবর্ণ– (ع . ه . د) জিনস صحيح অর্থ– তারা অঙ্গীকার করেছে।

ظُهُوْرِ : শব্দটি বহুবচন, একবচন ظَهْرٌ : অর্থ– পিঠসমূহ।

বাক্য বিশ্লেষণ

مُصَدِّقًا . هُدًى ও بُشْرَىٰ পূর্বে উল্লিখিত نَزَّلَهُ -এর ه যমীর থেকে حال হওয়ার কারণে منصوب হয়েছে।

قوله أَكْثَرُهُمْ لَا يُؤْمِنُوْنَ এখানে أَكْثَرُ হলো مضاف আর هُمْ যমীর مضاف اليه অতঃপর مضاف ও مضاف اليه মিলে مبتدأ আর لَا يُؤْمِنُوْنَ ফে'ল ও ফা'য়েল মিলে جملة হয়ে خبر হয়েছে। সুতরাং مبتدأ এবং خبر মিলে جملة اسمية হয়েছে।

https://e-ilm.weebly.com/

وَاتَّبَعُوْا مَا تَتْلُوا الشَّيٰطِيْنُ عَلٰى مُلْكِ سُلَيْمٰنَ ۚ
وَمَا كَفَرَ سُلَيْمٰنُ وَلٰكِنَّ الشَّيٰطِيْنَ كَفَرُوْا
يُعَلِّمُوْنَ النَّاسَ السِّحْرَ ۗ وَمَآ اُنْزِلَ عَلَى
الْمَلَكَيْنِ بِبَابِلَ هَارُوْتَ وَمَارُوْتَ ۗ وَمَا يُعَلِّمٰنِ
مِنْ اَحَدٍ حَتّٰى يَقُوْلَآ اِنَّمَا نَحْنُ فِتْنَةٌ فَلَا
تَكْفُرْ ۗ فَيَتَعَلَّمُوْنَ مِنْهُمَا مَا يُفَرِّقُوْنَ بِهٖ بَيْنَ
الْمَرْءِ وَزَوْجِهٖ ۗ وَمَا هُمْ بِضَآرِّيْنَ بِهٖ مِنْ اَحَدٍ
اِلَّا بِاِذْنِ اللّٰهِ ۗ وَيَتَعَلَّمُوْنَ مَا يَضُرُّهُمْ وَلَا
يَنْفَعُهُمْ ۗ وَلَقَدْ عَلِمُوْا لَمَنِ اشْتَرٰىهُ مَا لَهٗ فِى
الْاٰخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ ۗ وَلَبِئْسَ مَا شَرَوْا بِهٖٓ
اَنْفُسَهُمْ ۗ لَوْ كَانُوْا يَعْلَمُوْنَ (١٠٢)

وَلَوْ اَنَّهُمْ اٰمَنُوْا وَاتَّقَوْا لَمَثُوْبَةٌ مِّنْ عِنْدِ
اللّٰهِ خَيْرٌ ۗ لَوْ كَانُوْا يَعْلَمُوْنَ (١٠٣) ع ١٢

অনুবাদ : (১০২) আর তারা অনুসরণ করল এমন কাজের যার চর্চা করত শয়তানরা সুলাইমানের রাজত্বকালে, আর সুলাইমান কুফরি করেননি, কিন্তু শয়তানরা [জাদু মন্ত্রের কথায় ও কাজে] কুফরি করছিল, মানুষকেও জাদুবিদ্যা শিক্ষা দিচ্ছিল, আর [অনুসরণ করল] ঐ জাদুরও যা নাজিল করা হয়েছে বাবেলে হারূত ও মারূত ফেরেশতাদ্বয়ের উপর, আর তারা শিক্ষা দিতেন না কাউকেও যে পর্যন্ত না বলে দিতেন যে, আমাদের অস্তিত্ব পরীক্ষামূলক, সুতরাং তোমরা কাফের হয়ো না; অতঃপর লোকে শিখত তাদের থেকে এমন জাদুবিদ্যা যা দ্বারা বিচ্ছেদ ঘটাত কোনো পুরুষ ও তার স্ত্রীর মধ্যে; বস্তুত তারা কোনো ক্ষতি করতে পারবে না তা দ্বারা কারও আল্লাহর হুকুম ব্যতীত, আর শিখত এমন বিষয় যা তাদের জন্য ক্ষতিকর মঙ্গলজনক নয়, আর তারা অবশ্যই জানে, যে ব্যক্তি এটা অবলম্বন করবে, আখেরাতে তার কোনো অংশ নেই; আর নিশ্চিত মন্দ তা যার বিনিময়ে তারা নিজেদের প্রাণ দিচ্ছে, হায়! যদি তাদের বিবেক-বুদ্ধি থাকত।

(১০৩) আর যদি তারা ঈমান আনত এবং পরহেজগারী করত, তবে আল্লাহর তরফ হতে ছওয়াব উৎকৃষ্ট ছিল। হায়, যদি তাদের বুদ্ধি থাকত।

শাব্দিক অনুবাদ

১০২. وَاتَّبَعُوْا আর তারা অনুসরণ করল এমন কাজের مَا تَتْلُوا الشَّيٰطِيْنُ যার চর্চা করত শয়তানরা عَلٰى مُلْكِ سُلَيْمٰنَ সুলাইমানের রাজত্বকালে وَمَا كَفَرَ سُلَيْمٰنُ আর সুলাইমান কুফরি করেননি وَلٰكِنَّ الشَّيٰطِيْنَ كَفَرُوْا কিন্তু শয়তানরা [জাদু মন্ত্রের কথায় ও কাজে] কুফরি করেছিল يُعَلِّمُوْنَ النَّاسَ মানুষকেও শিক্ষা দিচ্ছিল السِّحْرَ জাদুবিদ্যা وَمَآ اُنْزِلَ عَلَى الْمَلَكَيْنِ আর ঐ জাদুরও যা নাজিল করা হয়েছে ফেরেশতাদ্বয়ের উপর بِبَابِلَ বাবেলে هَارُوْتَ وَمَارُوْتَ হারূত ও মারূত وَمَا يُعَلِّمٰنِ আর তারা শিক্ষা দিতেন না مِنْ اَحَدٍ কাউকেও حَتّٰى يَقُوْلَآ যে পর্যন্ত না বলে দিতেন যে اِنَّمَا نَحْنُ فِتْنَةٌ আমাদের অস্তিত্ব পরীক্ষামূলক فَلَا تَكْفُرْ সুতরাং তোমরা কাফের হয়ো না فَيَتَعَلَّمُوْنَ অতঃপর লোকে শিখত مِنْهُمَا তাদের থেকে مَا يُفَرِّقُوْنَ بِهٖ এমন জাদুবিদ্যা যা দ্বারা বিচ্ছেদ ঘটাত بَيْنَ الْمَرْءِ وَزَوْجِهٖ কোনো পুরুষ ও তার স্ত্রীর মধ্যে وَمَا هُمْ بِضَآرِّيْنَ بِهٖ বস্তুত তারা কোনো ক্ষতি করতে পারবে না তা দ্বারা مِنْ اَحَدٍ কারও اِلَّا بِاِذْنِ اللّٰهِ আল্লাহর হুকুম ব্যতীত وَيَتَعَلَّمُوْنَ আর শিখত مَا يَضُرُّهُمْ এমন বিষয় যা তাদের জন্য ক্ষতিকর وَلَا يَنْفَعُهُمْ মঙ্গলজনক নয় وَلَقَدْ عَلِمُوْا আর তারা অবশ্যই জানে لَمَنِ اشْتَرٰىهُ যে ব্যক্তি এটা অবলম্বন করবে مَا لَهٗ فِى الْاٰخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ আখেরাতে তার কোনো অংশ নেই وَلَبِئْسَ مَا شَرَوْا بِهٖ আর নিশ্চিত মন্দ তা যার বিনিময়ে তারা দিচ্ছে اَنْفُسَهُمْ নিজেদের প্রাণ لَوْ كَانُوْا يَعْلَمُوْنَ হায়! যদি তাদের বিবেক-বুদ্ধি থাকত।

১০৩. وَلَوْ اَنَّهُمْ اٰمَنُوْا আর যদি তারা ঈমান আনত وَاتَّقَوْا এবং পরহেজগারী করত لَمَثُوْبَةٌ তবে ছওয়াব مِّنْ عِنْدِ اللّٰهِ আল্লাহর পক্ষ থেকে خَيْرٌ উৎকৃষ্ট ছিল لَوْ كَانُوْا يَعْلَمُوْنَ হায়, যদি তাদের বুদ্ধি থাকত।

https://e-ilm.weebly.com/

(১০৪) হে মুমিনগণ! তোমরা 'রায়েনা' বলো না; বরং 'উনযুরনা' বলো এবং শুনে নাও, কাফেরদের জন্য রয়েছে যন্ত্রণাময় শাস্তি।	يٰاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَا تَقُوْلُوْا رَاعِنَا وَقُوْلُوا انْظُرْنَا وَاسْمَعُوْا ۚ وَلِلْكٰفِرِيْنَ عَذَابٌ اَلِيْمٌ ﴿١٠٤﴾
(১০৫) মোটেই পছন্দ করে না এই কাফেররা কিতাবীই হোক আর মুশরিক হোক, তোমাদের উপর অবতারিত হওয়া তোমাদের প্রভুর তরফ হতে কোনো কল্যাণ; আর আল্লাহ নির্দিষ্ট করে নেন তাঁর রহমতের সাথে যাকে ইচ্ছা; আর আল্লাহ মহা করুণাময়।	مَا يَوَدُّ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا مِنْ اَهْلِ الْكِتٰبِ وَلَا الْمُشْرِكِيْنَ اَنْ يُّنَزَّلَ عَلَيْكُمْ مِّنْ خَيْرٍ مِّنْ رَّبِّكُمْ ۚ وَاللّٰهُ يَخْتَصُّ بِرَحْمَتِهٖ مَنْ يَّشَآءُ ۚ وَاللّٰهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيْمِ ﴿١٠٥﴾

শাব্দিক অনুবাদ

১০৪. يٰاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا হে মুমিনগণ! لَا تَقُوْلُوْا رَاعِنَا তোমরা 'রায়েনা' বলো না; وَقُوْلُوا انْظُرْنَا বরং 'উনযুরনা' বলো وَاسْمَعُوْا এবং শুনে নাও وَلِلْكٰفِرِيْنَ আর কাফেরদের জন্য রয়েছে عَذَابٌ اَلِيْمٌ যন্ত্রণাময় শাস্তি।

১০৫. مَا يَوَدُّ মোটেই পছন্দ করে না الَّذِيْنَ كَفَرُوْا এই কাফেররা مِنْ اَهْلِ الْكِتٰبِ কিতাবীই হোক وَلَا الْمُشْرِكِيْنَ আর মুশরিক হোক اَنْ يُّنَزَّلَ عَلَيْكُمْ তোমাদের উপর অবতারিত হওয়া مِّنْ خَيْرٍ কোনো কল্যাণ مِّنْ رَّبِّكُمْ তোমাদের প্রভুর পক্ষ থেকে; وَاللّٰهُ يَخْتَصُّ আর আল্লাহ নির্দিষ্ট করে নেন بِرَحْمَتِهٖ তাঁর রহমতের সাথে مَنْ يَّشَآءُ যাকে ইচ্ছা وَاللّٰهُ আর আল্লাহ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيْمِ মহা করুণাময়।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

(১০২) قوله وَاتَّبَعُوْا مَا تَتْلُو الشَّيٰطِيْنُ عَلٰى مُلْكِ سُلَيْمٰنَ الخ **আয়াতের শানে নুযূল– ১ :** হযরত সুলায়মান (আ.)-এর রাজত্বকালে জিনেরা জাদুর প্রক্রিয়া সম্বলিত একটি গ্রন্থ জনসাধারণের মধ্যে প্রচার করে দিল। হযরত সুলায়মান (আ.) উক্ত গ্রন্থটি একটি সিন্দুকে আবদ্ধ করে মাটিতে পুঁতে ফেলেন। হযরত সুলায়মান (আ.)-এর মৃত্যুর পর জিনেরা তা বের করে লোক সমাজে বলতে থাকে, সুলায়মান এ কিতাবের বলে রাজত্ব করেছেন। ফলে ইহুদিরা সুলায়মান (আ.)-কে জাদুকর বলতে থাকে। নবী করীম (সা.) যখন সুলায়মান (আ.)-কে নবী হিসেবে সম্মানের সাথে নামোল্লেখ করেন, তখন তারা বলতে থাকে, মুহাম্মদ তো সত্য-মিথ্যা মিশ্রিত করে ফেলেছেন। এ অবস্থার প্রেক্ষিতে উক্ত আয়াত নাজিল হয়।

শানে নুযূল – ২ : আবূ হাতেম বলেন, আসেফ ছিলেন সুলাইমান (আ.)-এর কেরানী। তিনি ইসমে আজম জানতেন। তিনি সব কিছুই সুলাইমান (আ.)-এর আদেশক্রমে লিখতেন। আবার তা হযরত সুলাইমান (আ.)-এর আদেশক্রমে লিখতেন। আর তা সুলাইমান (আ.)-এর সিংহাসনের নিচে পুঁতে রাখতেন। পরবর্তীতে সুলাইমান (আ.) যখন ইন্তেকাল করলেন, তখন শয়তানেরা তা বের করে প্রতি দু'লাইনে লেখার ফাঁকে ফাঁকে জাদু ও কুফরি বাক্য লিখে রাখে। আর তারা বলতে লাগল যে, সুলাইমান যা আমল করতেন তা হলো এগুলো। তখন অজ্ঞ ও মূর্খ মানুষেরা তাঁকে কুফরির অভিযোগে অভিযুক্ত করে এবং তাঁকে ভর্ৎসনাও করে। সে সাথে তাদের ওলামারাও একসাথে তাল মিলায়। সুতরাং অজ্ঞ ইহুদিরা হযরত সুলাইমান (আ.)-কে ভর্ৎসনা করতে থাকে। তাদের অপকৌশলের পরিপ্রেক্ষিতে শয়তানের চক্রান্ত এবং হযরত সুলাইমান (আ.)-এর নিষ্কলুষতা লোক সমাজে বর্ণনা করার পক্ষে আল্লাহ তা'আলা আলোচ্য আয়াত নাজিল করেন। –[ফাতহুল কাদীর : ১২২/১]

الشَّيٰطِيْنُ দ্বারা উদ্দেশ্য : الشَّيٰطِيْنُ দ্বারা দুষ্ট প্রকৃতির জিন ও মানব জাতি উভয়ই হতে পারে। এখানে আয়াতে উভয়ের কথাই বলা হয়েছে। অর্থাৎ সরল পথ থেকে বিভ্রান্তকারী সকলকেই শয়তান বলা হয়।

https://e-ilm.weebly.com/

হযরত সুলায়মান (আ.) সংক্রান্ত ঘটনা

হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা.) বর্ণনা করেন, হযরত সুলায়মান (আ.)-এর নিকট একটি আংটি ছিল। যখন তিনি পায়খানা প্রশ্রাবখানায় যেতেন তখন উক্ত আংটি তাঁর স্ত্রী যুবায়দার নিকট রেখে যেতেন। এক সময় যখন হযরত সুলায়মান (আ.)-এর পরীক্ষার সময় উপস্থিত হলো তখন এক জিন শয়তান তাঁর আকৃতি ধারণ করে যুবায়দার নিকট এসে তা চেয়ে নিয়ে যায়. সে আংটিটি হাতে পরে হযরত সুলায়মান (আ.)-এর তখতে বসে পড়ে এবং যথারীতি রাজত্ব শুরু করে দেয়। এদিকে হযরত সুলায়মান (আ.) ফিরে এসে স্ত্রীর নিকট আংটি চাইলে স্বয়ং সুলায়মান (আ.) আংটিটি নিয়েছেন স্ত্রী কর্তৃক এই উত্তর শুনে তাঁর বুঝতে বাকি রইলো না যে, এটি একটি আল্লাহর পক্ষ থেকে পরীক্ষা। সেই সময় শয়তানরা জাদু-মন্ত্র, জ্যোতি-বিজ্ঞান, কাব্য-কবিতা ও গায়েবের সত্য মিথ্যা সম্বন্ধীয় একটি পুস্তক লিখে হযরত সুলায়মান (আ.)-এর তখতের নিচে পুঁতে রাখে। খোদায়ী পরীক্ষার মেয়াদ উত্তীর্ণ হয়ে গেলে তিনি আংটিটি ফিরে পান ও পুনরায় তখতে সমাসীন হন। বার্ধক্যে পৌছলে তিনি ইন্তেকাল করেন। অতঃপর শয়তানরা সেই পুস্তকের কথা জনসাধারণের নিকট প্রচার করে এবং আরো প্রচার করে যে, এর সাহায্যেই তিনি মানব দানবসহ সকল সৃষ্টির উপর কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। যেহেতু জিনেরা তখতে সুলায়মানের নিকট যেতে পারতো না, তাই কিছু লোক গিয়ে তখতের নিচে খোদাই করে তা উদ্ধার করে আনে। তখন লোকেরা হযরত সুলায়মান (আ.)-এর নবুয়ত অস্বীকার করে বসে এবং তাঁকে একজন জাদুকর হিসেবে বিশ্বাস করে। মহানবী ﷺ তাদের এসব ভ্রান্ত চিন্তা ধারার অপনোদন করেন এবং আল্লাহর ঘোষণা অবতীর্ণ হয় যে, যাদু-মন্ত্র শয়তান কর্তৃক শিক্ষা প্রদত্ত ও প্রচারিত, হযরত সুলায়মান (আ.) তা থেকে মুক্ত ও নিষ্কলঙ্ক ছিলেন।

হারূত ও মারূতের ঘটনা

হারূত ও মারূত দু'জন ফেরেশ্তার নাম। আল্লাহ তা'আলা তাদেরকে মানুষের আকৃতি ও প্রকৃতি দিয়ে পৃথিবীতে পাঠিয়ে ছিলেন। তাদের সম্পর্কে দু'টি বর্ণনা পাওয়া যায়।

১. এক সময় বাবেল শহরে জাদুবিদ্যার ব্যাপক প্রসার ঘটে। জাদুবিদ্যা এতটা উৎকর্ষিত হয়েছিল যে, লোকেরা মু'জিযা ও জাদুর মধ্যে তফাত করতে পারত না। ফলে অনেক জাদুকরকেও তারা নবী মনে করতে থাকে। এমন পরিস্থিতিতে আল্লাহ তা'আলা হারূত ও মারূত নামের দুই ফেরেশতাকে মানুষের পরীক্ষার জন্য পৃথিবীতে বাবেল শহরে প্রেরণ করেন। তারা পৃথিবীতে এসে মানুষকে জাদু শিক্ষা দেওয়ার কথা ঘোষণা দিলে লোকেরা তাদের কাছে জড়ো হয়। তখন লোকদের উদ্দেশ্যে তারা বলে, "দেখ জাদু শিক্ষা করা কুফরি। আর আল্লাহ আমাদেরকে পৃথিবীতে পাঠিয়েছেন তোমাদের পরীক্ষা করার জন্য। কাজেই তোমরা জাদু শিখে কুফরি করো না।" এ কথা বলার পরও যারা জাদু শিখতে চাইতো, তারা তাদেরকে জাদু শিখাত, তবে তারা মানুষের কোনো ক্ষতি করতো না।

২. ইমাম ইবনে কাসীর এ ব্যাপারে সম্পূর্ণ ভিন্ন রকম ঘটনার উল্লেখ করেছেন। তিনি বলেছেন যে, হযত আদম (আ.)-এর মৃত্যুর পর তাঁর সন্তানগণ পৃথিবীর নানান জায়গায় ছড়িয়ে পড়ে। তারা ধন সম্পদ ও নারী ভোগের কুহকে পড়ে খুনখারাবি শুরু করে। ফলে ফেরেশ্তাদের কেউ কেউ বলে উঠল, 'দেখো, আদম সন্তানরা কত নাফরমান, আল্লাহর নাফরমানি করছে। আমরা যদি তাদের মর্যাদার থাকতাম তাহলে আদৌ এমনটি করতাম না। এই মন্তব্য শুনে ফেরেশতাদের উদ্দেশ্যে আল্লাহ তা'আলা বললেন, 'হ্যাঁ, তোমাদের কথাই যদি সত্যি হয় তবে তোমাদের মধ্য হতে দু'জনকে নির্বাচন করো। আমি তাদের মাঝে মানুষের মতো যাবতীয় জৈবিক চাহিদা দিয়ে পৃথিবীতে প্রেরণ করি। তারপর তোমরা দেখো, তারা সেখানে গিয়ে কি করে।' কথামতো হারূত ও মারূত নামে দুই ফেরেশ্তাকে নির্বাচিত করা হয়। পৃথিবীতে পাঠানোর পূর্বে আল্লাহ তাদেরকে ৩টি উপদেশ প্রদান করেন। যথা– (১) আমি তোমাদের সম্পর্কে বলছি যে, পৃথিবীতে গিয়ে তোমরা আমার সাথে কাউকেও শরিক করো না, (২) জেনা করো না, (৩) এবং মদ্যপান করো না।

বাবেলে আসার পর কিছু দিন যেতে না যেতেই তারা যোহরা নামের এক সুন্দরী রমণীর ফাঁদে পা দেয়। আল্লাহ তাদের পরীক্ষা করার জন্য এই রমণীকে তাদের সাহচর্যে প্রেরণ করেন। তারা এই সুন্দরীকে দেখে অবিচল থাকতে পারেনি। তারা তাকে যৌন সম্ভোগের প্রস্তাব দেয়। কিন্তু মহিলা শর্ত জুড়ে দেয়। সে বলে, "তোমরা যদি শিরক করতে পারো, তাহলে আমি এই প্রস্তাবে রাজি আছি।" এ শর্তে তারা অস্বীকৃতি জানালে সে চলে যেতে থাকে এবং আবার ফিরে এসে বলে, "তোমরা যদি ঐ ছেলেটাকে হত্যা করতে পার, তবে আমি রাজি আছি। এ শর্তেও তারা রাজি হলো না। ফলে সেই রমণী বলল, 'তোমরা যদি মদ পান করো তবে আমি তোমাদের ইচ্ছা পূরণ করতে পারি। এ শর্তে তারা রাজি হয়ে যায়। তারা মদ পানকে ছোট অপরাধ মনে করে এতে সম্মত হয়। মদ পান করে তারা মত্ত অবস্থায় ঐ রমণীর সাথে জেনা করে এবং ঐ ছেলেটিকেও হত্যা করে। চেতনা ফিরে এলে ঐ রমণী তাদেরকে বলল, তোমরা যা করতে অস্বীকার করেছিলে এখনতো তাও করলে।" তখন তারা তাদের কৃত কর্মের জন্য লজ্জিত ও অনুতপ্ত হয়। আল্লাহ তাদেরকে ইহকাল, কিংবা পরকালে শাস্তি গ্রহণের ইখতিয়ার প্রদান করেন। তারা ইহকালের শাস্তিকেই বেছে নেয়। –[ইবনে কাসীর]

https://e-ilm.weebly.com/

তবে আল্লামা বায়যাবী (র.) তার তাফসীর গ্রন্থে এ আয়াতের ব্যাখ্যায় উপরিউক্ত উপাখ্যানটিকে পৌরাণিক কাহিনী এবং ইসরাঈলী বর্ণনা বলে অভিহিত করেছেন। অর্থাৎ, এই ঘটনার কোনো নির্ভরযোগ্যতা নেই। –[তাফসীরে বায়যাবী]

জাদুর বিবরণ : اَلسِّحْرُ শব্দের বাংলা জাদু, ইংরেজিতে তাকে magic বলা হয়। ম্যাজিক অর্থ সম্মোহন, যা এক প্রকার অদৃশ্য ক্রিয়ার প্রভাব মাত্র। দার্শনিকদের মতে اَلسِّحْرُ -এর কার্যকারণ একটি সূক্ষ্ম বিষয়। ব্যাপারটি সম্পূর্ণ শয়তানের সাহচর্যের মাধ্যমে অন্তরের নোংড়ামি প্রসূত বিষয়। যেমন কোনো বিশেষ মন্ত্র পড়লে এরূপ জাদু সংঘটিত হয়ে থাকে। ব্যাপারটি বহিরাগত কোনো শক্তির প্রভাবও হতে পারে। যেমন দূর থেকে জিন ও শয়তানের প্রভাব। তবে এটা প্রচণ্ড কল্পনা শক্তির প্রভাবও হতে পারে যাকে মেসমেরিজম বলা হয়।

ইমাম শাফেয়ী (র.) বলেন, اَلسِّحْرُ হচ্ছে ধোকাবাজি।

সর্বসাধারণের চোখে যে সকল কাজ মানুষের সাধ্যের বাইরে, বিশেষ কোনো কৌশলে তা সাধন করে প্রদর্শন করাকেই اَلسِّحْرُ বলা হয়। হ্যাঁ, এই প্রকার কাজ যদি নবীদের থেকে ঘটে তবে তাকে মু'জিযা এবং ওলীদের থেকে প্রকাশিত হলে তাকে কারামত বলা হয়

ইংরেজি অভিধানে اَلسِّحْرُ এর সংজ্ঞায় বলা হয়েছে– The art of warking by poewr over the hidden forces of nature. অর্থাৎ, প্রকৃতিতে লুক্কায়িত অতিন্দ্রীয় শক্তির ব্যবহারের মাধ্যমে কোনো কিছু সংঘটিত করার শিল্পকে জাদু বলে।

জাদুর বিধান : জাদু যদি ভেলকিবাজি হয়, কিংবা কুফরি কালামের সাহায্যে হয় তবে এ প্রকার জাদু মানুষের কল্যাণকর হোক, আর ক্ষতিকর হোক সর্বাবস্থায় হারাম।

আর যদি তা শরিয়ত সম্মত মন্ত্রের মাধ্যমে হয় এবং মানুষের জন্য ক্ষতিকর না হয় তবে বৈধ। একে জাদু বলা হয় না, বরং এটাকে আযীমত বা তাবীলাত বলা হয়। –[বায়ানুল কুরআন]

জাদুকরের বিধান : পবিত্র কুরানের ভাষায় জাদু করা কুফরি। কাজেই কেউ যদি জেনে বুঝে জাদু করে তবে তো সে কুফরি করল। জাদুকরের শাস্তির ব্যাপারে দু'রকম কথা পাওয়া যায়।

১. কোনো মুমিন যদি কুফরি কালামের সাহায্যে জাদু করে; কিংবা অন্য মুমিনের ক্ষতি সাধনের নিমিত্তে জাদু করে, তার তওবা গ্রহণযোগ্য হবে না, তাকে হত্যা করতে হবে। তবে এ দায়িত্ব ইসলামি রাষ্ট্রের সরকারের।
   ইমাম আবূ হানীফা, আহমদ, আবূ ছাওর, ইসহাক ও ইমাম শাফেয়ী (র.) এই মতকে সমর্থন করেন। তাঁদের দলিল হলো, নবীজীর বাণী– حَدُّ السَّاحِرِ ضَرْبَةٌ بِالسَّيْفِ অর্থাৎ "জাদুকরের দণ্ড বিধান হলো, তাকে তরবারি দ্বারা হত্যা করা।"
২. আর যদি জাদুতে কুফরি কালাম না থাকে, তবে জাদুকরকে হত্যা করা যাবে না। তিনি হযরত আয়েশা (রা.)-এর হাদীস দিয়ে দলিল পেশ করেন যে, "হযরত আয়েশা (রা.) একজন জাদুকর দাসী হত্যা না করে বিক্রি করে দিয়েছিলেন।"
৩. তবে জাদু কুফরি কালামের দ্বারা হোক, আর বৈধ মন্ত্রের দ্বারাই হোক, জাদুগ্রস্ত ব্যক্তি মারা গেলে অবস্থাবেধে জাদুকরের কাছ থেকে قِصَاصٌ বা دِيَةٌ গ্রহণ করা হবে। –[কুরতুবী]

قوله بِبَابِلَ **-এর দ্বারা উদ্দেশ্য :** আল্লাহ তা'আলা হারূত মারূতকে বাবেল শহরে পাঠিয়ে দিলেন। কিন্তু বাবেল শহর কোনটি তা নিয়ে মতভেদ আছে। যেমন–(১) হীরা রাজ্য ও তৎকালীন কূফা নগরীর অদূরবর্তী একটি নগরী। কেননা ইবনে মাসঊদ কূফাবাসীদের উদ্দেশ্যে বলেছিলেন, "তোমরা হীরা ও বাবেলের মধ্যবর্তী অঞ্চলের লোক।" এ কথাটি দ্বারা বাবেল নগরী কূফার অদূরে বুঝায়। (২) কেউ কেউ বলেন : বাবেল বলে, ইরাক ও তার পার্শ্ববর্তী অঞ্চলকে বুঝানো হয়েছে। (৩) কেউ কেউ বলেছেন, বাবেল বলতে নাহওয়ান্দ পর্বত উদ্দেশ্য। (৪) কেউ কেউ মনে করেন বাবেল বলে ঐতিহাসিক বেবিলন নগরীকে বুঝানো হয়েছে যা এক সময় নেনেভা রাজ্যের রাজধানী ছিল। নমরূদ এ রাজ্যের অধিশ্বর, এটাকে মেসোপটেমিয়াও বলা হয়। –[তাফসীরে কুরতুবী ও অন্যান্য]

উল্লিখিত আয়াতসমূহের তাফসীর ও শানে নুযূল প্রসঙ্গে অনেক অসমর্থিত ইসরাঈলী রেওয়ায়েত বর্ণিত হয়। সেসব রেওয়ায়েত পাঠ করে অনেক পাঠকের মনে নানা প্রশ্ন দেখা দেয়। হাকীমুল উম্মত মাওলানা আশরাফ আলী থানভী (র.) সুস্পষ্ট ও সহজভঙ্গিতে এসব প্রশ্নের উত্তর দান করেছেন। তার বর্ণনাকে যথেষ্ট মনে করে এখানে হুবহু উদ্ধৃত করে দিলাম।

১. নির্বোধ ইহুদিরাই হযরত সুলায়মান (আ.)-কে জাদুকর বলে আখ্যায়িত করত, তাই আল্লাহ তা'আলা আয়াতের মাঝখানে তার নিষ্কলুষতাও প্রকাশ করে দিয়েছেন।

https://e-ilm.weebly.com/

২. বর্ণিত আয়াতসমূহে ইহুদিদের নিন্দা করাই উদ্দেশ্য। কারণ তাদের মধ্যে জাদুবিদ্যার চর্চা ছিল। এসব আয়াত সম্পর্কে পরামাসুন্দরী যোহরার একটি মুখরোচক কাহিনীও সুবিদিত রয়েছে। কাহিনীটি কোনো নির্ভরযোগ্য রেওয়ায়েত দ্বারা সমর্থিত নয়। শরিয়তের নীতি বিরুদ্ধ মনে করে অনেক আলেম কাহিনীটিকে নাকচ করে দিয়েছেন। আবার কেউ কেউ একে সদর্থে ব্যাখ্যা করা শরিয়ত বিরুদ্ধ মনে না করে নাকচ করেননি। বাস্তবে কাহিনীটি সত্য কি মিথ্যা, এখানে তা আলোচনা করা আমাদের উদ্দেশ্য নয়। তবে এটা ঠিক যে, আয়াতগুলোর ব্যাখ্যা কাহিনীর উপর নির্ভরশীল নয়।

৩. সবকিছু জানা সত্ত্বেও ইহুদিরা আমল বা কাজ করত, 'ইলম' বা জানার বিপরীতে এবং এ ব্যাপারে তারা মোটেও বিচক্ষণতার পরিচয় দিত না। তাই আয়াতে প্রথমে তাদের জানার সংবাদ দেওয়া হয়েছে। এবং পরিশেষে 'যদি তারা জানত।' বলে না জানার কথাও বলা হয়েছে। কারণ, যে জানার সাথে তদনুরূপ কাজ ও বিচক্ষণতা যুক্ত হয় না, তা না জানারই শামিল।

৪. ঠিক কখন, সে সম্পর্কে সুনিশ্চিত তথ্য জানা না থাকলেও এক সময়ে পৃথিবীতে বিশেষ করে বাবেল শহরে জাদু বিদ্যার যথেষ্ট প্রচলন ছিল। জাদুর অত্যাশ্চার্য ক্রিয়া দেখে মূর্খ লোকদের মধ্যে জাদু ও পয়গম্বরগণের মু'জিযার স্বরূপ সম্পর্কে বিভ্রান্তি দেখা দিতে থাকে, কেউ কেউ জাদুকরদেরও সজ্জন এবং অনুসরণ যোগ্য মনে করতে থাকে, এই বিভ্রান্তি দূর করার উদ্দেশ্যে আল্লাহ তা'আলা বাবেল শহরে হারূত ও মারূত নামে দুজন ফেরেশতা প্রেরণ করেন। তাদের কাজ ছিল জাদুর স্বরূপ ও ভেল্কিবাজি সম্পর্কে জনগণকে অবহিত করা– যাতে বিভ্রান্তি দূর হয় এবং জাদুর আমল ও জাদুকরদের অনুসরণ থেকে তারা বিরত থাকতে পারে। পয়গম্বরগণের নবুয়তকে যেমন মু'জিযা ও নির্দশনাদি দ্বারা প্রমাণ করে দেওয়া হয়, তেমনি হারুত ও মারুত যে ফেরেশতা তার উপর যুক্তি প্রমাণ খাড়া করে দেওয়া হলো, যাতে তাদের নির্দেশাবলি জনগণের কাছে গ্রহণযোগ্য হয়।

এ কাজে পয়গম্বরগণকে নিযুক্ত না করার কারণ এই যে, প্রথমতঃ এতে পয়গম্ব ও জাদুকরদের মধ্যে পার্থক্য ফুটিয়ে তোলা উদ্দেশ্য ছিল। এদিক দিয়ে তারা যেন ছিলেন একটি পক্ষ। কাজেই উভয়পক্ষকে বাদ দিয়ে তৃতীয় পক্ষকে বিচারক নিযুক্ত করাই বিধেয়।

দ্বিতীয়তঃ জাদুর বাক্যাবলি মুখে উচ্চারণ ও বর্ণনা ব্যতীত এ কাজ সম্পন্ন করা সম্ভবপর ছিল না। যদিও 'কুফরে'র বর্ণনা কুফর নয়, এই স্বীকৃত নীতি অনুযায়ী পয়গম্বরগণ তা করতে পারতেন, তথাপি হেদায়েতের প্রতীক হওয়ার কারণে এ কাজে তাঁদের নিযুক্তি সমীচীন মনে করা হয়নি। সুতরাং এ কাজের জন্য ফেরেশতাই মনোনীত হন। কারণ সৃষ্টি জগতে ফেরেশতাদের দ্বারা এমন কাজও নেওয়া হয়, যা সামগ্রিক উপযোগিতার দিক দিয়ে ভালো, কিন্তু অনিষ্টের কারণে স্বতন্ত্র দৃষ্টিতে মন্দ। যেমন, কোনো হিংস্র ও ইতর প্রাণীর লালন-পালন ও দেখাশুনা করা। সৃষ্টিগত দৃষ্টিভঙ্গিতে এ কাজ সঠিক ও প্রশংসনীয়, কিন্তু জাগতিক কল্যাণ আইনের দৃষ্টিতে অঠিক ও নিন্দনীয়। পক্ষান্তরে পয়গম্বরগণকে শুধু জাগতিক কল্যাণমূলক আইন তদারকের কাজেই নিযুক্ত করা হয়– যা সাধারণতঃ ভালো কাজেই হয়ে থাকে। উপরিউক্ত জাদুর উচ্চারণ ও বর্ণনা উদ্দেশ্যের দিক দিয়ে জাগতিক কল্যাণমূলক কাজ হলেও জাদুর আমলে লিপ্ত হয়ে পড়ার [যেমন, বাস্তবে হয়েছে] ক্ষীণ সম্ভাবনার পরিপ্রেক্ষিতে পয়গম্বগরগণকে এ থেকে দূরে রাখাই পছন্দ করা হয়েছে।

জাদু ও মু'জিযার পার্থক্য : পয়গম্বরদের মু'জিযা ও ওলীদের কারামত দ্বারা যেমন অস্বাভাবিক ও অলৌকিক ঘটনাবলি প্রকাশ পায়, জাদুর মাধ্যমেও বাহ্যত তেমনি প্রতিক্রিয়া লক্ষ্য করা যায়। ফলে মূর্খ লোকেরা বিভ্রান্তিতে পতিত হয়ে জাদুকরদেরকেও সম্মানিত ও মাননীয় মনে করতে থাকে। এ কারণে এতদুভয়ের পার্থক্য বর্ণনা করা দরকার।

বলাবাহুল্য, প্রকৃত সত্তার দিক দিয়ে এবং বাহ্যিক প্রতিক্রিয়ার দিক দিয়ে এতদুভয়ের মধ্যে পার্থক্য রয়েছে। সত্তার পার্থক্য এই যে, জাদুর প্রভাবে সৃষ্ট ঘটনাবলিও কারণের আওতাবহির্ভূত নয়। পার্থক্য শুধু কারণটি দৃশ্য কিংবা অদৃশ্য হওয়ার মধ্যে। যেখানে কারণ দৃশ্যমান, সেখানে ঘটনাকে কারণের সাথে সম্পৃক্ত করে দেওয়া হয় এবং ঘটনাকে মোটেই বিস্ময়কর মনে করা হয় না; কিন্তু যেখানে কারণ অদৃশ্য, সেখানেই ঘটনাকে অদ্ভুত ও আশ্চর্যজনক মনে করা হয়। সাধারণ লোক 'কারণ' না জানার দরুন এ ধরনের ঘটনাকে অলৌকিক মনে করতে থাকে। অথচ বাস্তবে তা অন্যান্য অলৌকিক ঘটনার মতো। কোনো দূরপ্রাচ্য থেকে আজকের লেখা পত্র হঠাৎ সামনে পড়লে দর্শকমাত্রই সেটাকে অলৌকিক বলে আখ্যায়িত করবে। অথচ জিন ও শয়তানরা এ জাতীয় কাজের ক্ষমতাপ্রাপ্ত হয়েছে। মোটকথা এই যে, জাদুর প্রভাবে দৃষ্ট ঘটনাবলিও প্রাকৃতিক কারণের অধীন। তবে কারণ অদৃশ্য হওয়ার দরুন মানুষ অলৌকিকতার বিভ্রান্তিতে পতিত হয়।

মু'জিযার অবস্থা এর বিপরীত। মু'জিযা প্রত্যক্ষভাবে আল্লাহ তা'আলার কাজ। এতে প্রাকৃতিক কারণে কোনো হাত নেই হযরত ইবরাহীম (আ.)-এর জন্য নমরূদের জ্বালানো আগুনকে আল্লাহ তা'আলাই আদেশ করেছিলেন, 'ইবরাহীমের জন্য সুশীতল হয়ে যাও।' কিন্তু এতটুকু শীতল নয় যে, হযরত ইবরাহীম কষ্ট অনুভব করে।' আল্লাহর এই আদেশের ফলে আগুন শীতল হয়ে যায়।

ইদানিং কোনো কোনো লোক শরীরে ভেষজ প্রয়োগ করে আগুনের ভিতরে চলে যায়। এটা মু'জিযা নয়; বরং ভেষজের প্রতিক্রিয়া। তবে ভেষজটি অদৃশ্য, তাই মানুষ একে অলৌকিক বলে ধোকা খায়।

https://e-ilm.weebly.com/

স্বয়ং কুরআনের বর্ণনা দ্বারা বুঝা যায় যে, মু'জিযা সরাসরি আল্লাহর কাজ। বলা হয়েছে– وَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ وَلَٰكِنَّ اللَّهَ رَمَىٰ অর্থাৎ আপনি যে একমুষ্ঠি কঙ্কর নিক্ষেপ করেছিলেন, প্রকৃতপক্ষে তা আপনি নিক্ষেপ করেননি, আল্লাহ নিক্ষেপ করেছিলেন। অর্থাৎ এক মুষ্টি কঙ্কর যে সমবেত সবার চোখে পৌঁছে গেল, এতে আপনার কোনো হাত ছিল না। এটা ছিল একান্তভাবেই আল্লাহর কাজ এই মু'জিযাটি বদর যুদ্ধে সংঘটিত হয়েছিল। রাসূলুল্লাহ ﷺ এক মুষ্টি কঙ্কর কাফের বাহিনীর প্রতি নিক্ষেপ করেছিলেন যা সবার চোখেই পড়েছিল।

মু'জিযা প্রাকৃতিক কারণ ছাড়াই সরাসরি আল্লাহর কাজ, আর জাদু অদৃশ্য প্রাকৃতিক কারণের প্রভাব। এ পার্থক্যটিই মু'জিযা ও জাদুর স্বরূপ বুঝার পক্ষে যথেষ্ট। কিন্তু তা সত্ত্বেও এখানে একটি প্রশ্ন থেকে যায় যে, সাধারণ লোক এই পার্থক্যটি কিভাবে বুঝবে? কারণ, বাহ্যিক রূপ উভয়েরই এক। এ প্রশ্নের উত্তর এই যে, সাধারণ লোকদের বুঝার জন্যও আল্লাহ তা'আলা কয়েকটি পার্থক্য প্রকাশ করেছেন।

প্রথমতঃ মু'জিযা ও কারামত এমন ব্যক্তিবর্গের দ্বারা প্রকাশ পায়, যাঁদের আল্লাহভীতি, পবিত্রতা, চরিত্র ও কাজকর্ম সবার দৃষ্টির সামনে থাকে। পক্ষান্তরে জাদু তারাই প্রদর্শন করে, যারা নোংরা, অপবিত্র এবং আল্লাহর জিকির হতে দূরে থাকে। এসব বিষয় চোখে দেখে প্রত্যেকেই মু'জিযা ও জাদুর প্রার্থক্য বুঝতে পারে।

দ্বিতীয়তঃ আল্লাহর চিরাচরিত রীতি এই যে, যে ব্যক্তি মু'জিযা ও নবুয়ত দাবি করে জাদু করতে চায়, তার জাদু প্রতিষ্ঠা লাভ করতে পারে না। অবশ্য নবুয়তের দাবি ছাড়া জাদু করলে, তা প্রতিষ্ঠা লাভ করে।

পয়গম্বরগণের উপর জাদু ক্রিয়া করে কি না? এ প্রশ্নের উত্তর হবে 'ইতিবাচক। কারণ, পূর্বেই বর্ণিত হয়েছে যে, জাদু প্রকৃতপক্ষে প্রাকৃতিক কারণের প্রভাব। পয়গম্বগণ প্রাকৃতিক কারণের প্রভাবে প্রভাবান্বিত হন। এটা নবুয়তের মর্যাদার পরিপন্থি নয়। সবাই জানেন, বাহ্যিক কারণ দ্বারা প্রভাবান্বিত হয়ে পয়গম্বরগণ ক্ষুধা-তৃষ্ণায় কাতর হন, রোগাক্রান্ত হন এবং আরোগ্য লাভ করেন। তেমনিভাবে জাদুর অদৃশ্য কারণ দ্বারাও তারা প্রভাবান্বিত হতে পারেন। সহীহ হাদীস দ্বারা প্রমাণিত রয়েছে যে, ইহুদিরা রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর উপর জাদু করেছিল এবং সে জাদুর কিছু প্রতিক্রিয়াও প্রকাশ পেয়েছিল। ওহীর মাধ্যমে তা জানা সম্ভব হয়েছিল এবং জাদুর প্রভাব দূরও করা হয়েছিল। হযরত মূসা (আ.)-এর জাদুর প্রভাবে প্রভাবান্বিত হওয়া কুরআনেই উল্লিখিত রয়েছে– يُخَيَّلُ إِلَيْهِ مِنْ سِحْرِهِمْ أَنَّهَا تَسْعَىٰ এবং فَأَوْجَسَ فِي نَفْسِهِ خِيفَةً مُّوسَىٰ জাদুর কারণেই হযরত মূসা (আ.)-এর মনে ভীতির সঞ্চার হয়েছিল।

(১০৩) قوله وَمَا كَفَرَ سُلَيْمَانُ وَلَٰكِنَّ الشَّيَاطِينَ كَفَرُوا الخ **আয়াতের শানে নুযূল :** আলোচ্য আয়াতে হযরত সুলাইমান (আ.)-এর প্রতি ইহুদিদের আরোপিত কুফরির অভিযোগ থেকে তাঁর নিষ্কলুষ করার জন্য আল্লাহ তা'আলা এ আয়াতাংশ নাজিল করেন। বর্ণিত আছে রাসূল ﷺ ইরশাদ করেন যে, সুলাইমান (আ.) কে যখন নবীগণের অন্তর্ভুক্ত বলে উল্লেখ করা হলো, তখন এক শ্রেণির ইহুদিরা বলতে লাগল, তোমরা মুহাম্মদের প্রতি লক্ষ্য কর! তিনি হযরত সুলাইমানকে নবীগণের মধ্যে গণ্য করেছেন অথচ তিনি ছিলেন কেবল মাত্র একজন জাদুকর। ইহুদিদের এহেন মিথ্যা অভিযোগ থেকে হযরত সুলাইমান (আ.)-এর নিষ্কলুষতার বর্ণনা করার জন্য আল্লাহ তা'আলা আলোচ্য আয়াতাংশ অবতীর্ণ করেন –[বাহরে মুহিত : ৪৯৫/১, জালালাইন : ১৫]

(১০৪) قوله يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَقُولُوا رَاعِنَا الخ **আয়াতের শানে নুযূল :** নবী করীম ﷺ-এর সাথে সালাম বিনিময় ও কতাবার্তা ইত্যাদিতে ইহুদিরা সম্ভাব্য সকল উপায়ে দুর্ব্যবহারের চেষ্টা চালাত। তাই তারা নবী করীম ﷺ-কে কখনো "একটু থামুন, কথাটিগুলো আমাদেরকে ভালো করে বুঝতে দিন।" বলার প্রয়োজন হলে তারা বলত "রায়িনা'। এ কথাটির স্বাভাবিক অর্থ হচ্ছে– আমাদের প্রতি লক্ষ্য রাখুন বা আমাদের কথা শুনুন। কিন্তু এর আরো কয়েকটি অর্থ হতে পারে। যেমন– হিব্রু ভাষায় এর অর্থ হচ্ছে "শোন তুই বধির হয়ে যা" হিব্রু ভাষায় এর অপর অর্থ হতে পারে– নির্বোধ ও মূর্খ। এ শব্দটি কথা বার্তার মাঝে বলা হলে তার অর্থ হয়, "তুমি যদি আমাদের কথা শোনো তবে আমরাও তোমাদের কথা শুনব"। তাছাড়া এই শব্দ উচ্চারণের সময় খানিকটা দীর্ঘ করা হলে "রায়েনার" পরিবর্তে "রায়িনা উচ্চারণ হয় যার অর্থ হয়, "হে আমাদের রাখাল"। ইহুদিদের মুখে শব্দটি শুনে মুসলমানরা এর স্বাভাবিক অর্থ লক্ষ্য করে শব্দটি প্রয়োজন মতো ব্যবহার করতেন, এ সম্পর্কে ইহুদিদের দুষ্ট মনোভাব সম্পর্কে মুসলমানরা বেখবর ছিলেন। ইহুদিদের দুষ্ট ভাবধারা থাকার কারণে মুসলমানদেরকে এ শব্দটি ব্যবহার করতে একেবারেই নিষেধ করে দেওয়া হয়েছে এবং এর পরিবর্তে "উনজুরনা" বলতে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। এর অর্থ– "আমাদের দেখুন। আমাদের প্রতি লক্ষ্য রাখুন বা আমাদের কথা বলার সুযোগ দিন।" এ শব্দটিতে অন্য কোনো অর্থের অবকাশ নেই। এ প্রসঙ্গে এ আয়াতটি নাজিল হয়। ফলে ইহুদিদের 'রায়িনা' বলার আর কোনো সুযোগ রইল না।

https://e-ilm.weebly.com/

لَا تَقُوْلُوْا رَاعِنَا **বলার কারণ :** আল্লাহ তা'আলা মু'মিনদেরকে رَاعِنَا বলতে নিষেধ করার কারণ হচ্ছে رَاعِنَا শব্দটি গঠনগতভাবে দ্ব্যর্থবোধক অর্থাৎ এ শব্দটি ভালো এবং মন্দ উভয় অর্থের সম্ভাবনা রাখে যেমন– رَاعِنَا শব্দটি যদি مُرَاعَاةٌ মাসদার থেকে أَمْرٌ-এর সীগাহ হিসেবে ব্যবহার করা হয়, তবে অর্থ হবে আমাদের প্রতি লক্ষ্য করুন। আবার رَاعِنَا শব্দটি যদি رَعْىٌ মাসদার থেকে اسم فاعل হিসেবে ব্যবহার করা হয় তবে এর অর্থ হবে, হে আমাদের রাখাল! আর رَاعِنَا শব্দটি যদি رَعُوْنَةٌ মাসদার থেকে اسم فاعل রূপে গ্রহণ করা হয়, তবে উহার অর্থ হবে– হে আমাদের কুলক্ষণের ব্যক্তিটি! এরূপ দ্ব্যর্থবোধক শব্দ আল্লাহর রাসূলের শানে মানায় না। সুযোগ বুঝে এ শব্দটি নোংড়া অর্থে ব্যবহার করে ইহুদিরা নবীজীকে খাটো করার চেষ্টা করত। তাই সাহাবীগণ যদি رَاعِنَا বলা থেকে বিরত থাকে তবে ইহুদিরাও এই শব্দটি ব্যবহার করতে সাহস পাবে না। এ সকল কারণে আল্লাহ মু'মিনদের رَاعِنَا বলতে নিষেধ করেছেন।

শব্দ বিশ্লেষণ

تَبِعُوْا : সীগাহ جمع مذكر غائب বহছ ماضى معروف বাব اِفْتِعَالٌ মাসদার اَلْاِتِّبَاعُ মূলবর্ণ (ت . ب . ع) জিনস صحيح অর্থ– তারা অনুসরণ করল।

تَتْلُو : সীগাহ واحد مؤنث غائب বহছ مضارع معروف বাব نَصَرَ মাসদার اَلتِّلَاوَةُ মূলবর্ণ (ت . ل . و) জিনস ناقص واوى অর্থ– সে পাঠ করে।

مَايُعَلِّمَانِ : সীগাহ تثنية مذكر غائب বহছ نفى فعل مضارع معروف বাব تَفْعِيْلٌ মাসদার اَلتَّعْلِيْمُ মূলবর্ণ (ع . ل . م) জিনস صحيح অর্থ– তারা শিখাতেন না।

فِتْنَةٌ : শব্দটি একবচন, বহুবচন فِتَنٌ অর্থ– পরীক্ষা।

يُفَرِّقُوْنَ : সীগাহ جمع مذكر غائب বহছ مضارع معروف বাব تَفْعِيْلٌ মাসদার اَلتَّفْرِيْقُ মূলবর্ণ (ف . ر . ق) জিনস صحيح অর্থ– তারা পৃথক করত, তারা বিচ্ছেদ সৃষ্টি করত।

اَلْمَرْءِ : শব্দটি একবচন, বহুবচন "رِجَالٌ" مِنْ غَيْرِ لَفْظِ অর্থ– লোক, পুরুষ।

زَوْجٌ : শব্দটি একবচন, বহুবচন ازواج অর্থ– স্ত্রী।

ضَآرِّيْنَ : সীগাহ جمع مذكر বহছ اسم فاعل বাব نَصَرَ মাসদার اَلضَّرُّ মূলবর্ণ (ض . ر . ر) জিনস مضاعف ثلاثى অর্থ– ক্ষতিকারকগণ।

مَثُوْبَةٌ : ছওয়াব, প্রতিদান, বিনিময়।

বাক্য বিশ্লেষণ

قوله لَمَثُوْبَةٌ مِنْ عِنْدِ اللهِ خَيْرٌ : এখানে لام টি তাকীদের জন্য এসেছে مَثُوْبَةٌ হলো مبتدا আর مِنْ عِنْدِ اللّٰهِ জার মাজরুর হয়ে مَثُوْبَةٌ এর সাথে متعلق আর خير হলো خبر অতঃপর مبتدا ও خبر মিলে جملة اسمية خبرية হয়েছে।

قوله لَا تَقُوْلُوْا رَاعِنَا : এখানে لَا تَقُوْلُوْا ফে'ল اَنْتُمْ যমীরে মুসতাতির فاعل অতঃপর فعل ও فاعل মিলে قول হয়েছে। তৎপর رَاعِ ফে'ল اَنْتَ যমীর فاعل এবং نَا মাফউলে বিহী, এবার فعل এবং فاعل ও مفعول به মিলে جملة فعلية হয়ে مقولة হয়েছে। পরিশেষে قول ও مقوله মিলে جملة فعلية হয়েছে।

قوله وَاللّٰهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيْمِ : এখানে و হরফে আতফ اَللّٰهُ শব্দটি মুবতাদা, ذُوْ মুযাফ, اَلْفَضْلِ الْعَظِيْمِ মাওসূফ ও সিফাত মিলে مضاف اليه এবার مضاف ও مضاف اليه মিলে خبر পরিশেষে مبتدا ও خبر মিলে جملة اسمية হলো।

https://e-ilm.weebly.com/

مَا نَنْسَخْ مِنْ اٰيَةٍ اَوْ نُنْسِهَا نَاْتِ بِخَيْرٍ مِّنْهَآ اَوْ مِثْلِهَا ؕ اَلَمْ تَعْلَمْ اَنَّ اللّٰهَ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ (١٠٦)

অনুবাদ : (১০৬) আমি কোনো আয়াতের হুকুম রহিত করলে কিংবা আয়াতটিকেই বিস্মৃত করে দিলে তদপেক্ষা উত্তম বা তদানুরূপ আনয়ন করি; তুমি কি জান না যে, আল্লাহ সকল বিষয়ের উপরই ক্ষমতাবান।

اَلَمْ تَعْلَمْ اَنَّ اللّٰهَ لَهٗ مُلْكُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ ؕ وَمَا لَكُمْ مِّنْ دُوْنِ اللّٰهِ مِنْ وَّلِيٍّ وَّلَا نَصِيْرٍ (١٠٧)

(১০৭) তুমি কি জান না যে, আসমানসমূহ ও জমিনের আধিপত্য একমাত্র আল্লাহরই; আর আল্লাহ ব্যতীত তোমাদের অন্য কোনো বন্ধুও নেই এবং সাহায্যকারীও নেই।

اَمْ تُرِيْدُوْنَ اَنْ تَسْـَٔلُوْا رَسُوْلَكُمْ كَمَا سُئِلَ مُوْسٰى مِنْ قَبْلُ ط وَمَنْ يَّتَبَدَّلِ الْكُفْرَ بِالْاِيْمَانِ فَقَدْ ضَلَّ سَوَآءَ السَّبِيْلِ (١٠٨)

(১০৮) তোমরা কি চাও যে, তোমাদের রাসূলের নিকট আবেদন করবে যেমন ইতঃপূর্বে [হঠকারিতাবশতঃ এরূপ বহু নিরর্থক] আবেদন করা হয়েছিল মূসার নিকট, আর যে ব্যক্তি ঈমানের পরিবর্তে কুফরি অবলম্বন করে, নিশ্চয় সে সঠিক পথ হতে দূরে সরে পড়ে।

وَدَّ كَثِيْرٌ مِّنْ اَهْلِ الْكِتٰبِ لَوْ يَرُدُّوْنَكُمْ مِّنْ بَعْدِ اِيْمَانِكُمْ كُفَّارًا ۚ حَسَدًا مِّنْ عِنْدِ اَنْفُسِهِمْ مِّنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُمُ الْحَقُّ ۚ فَاعْفُوْا وَاصْفَحُوْا حَتّٰى يَاْتِيَ اللّٰهُ بِاَمْرِهٖ ؕ اِنَّ اللّٰهَ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ (١٠٩)

(১০৯) কায়মনে চায় কিতাবীদের মধ্য হতে অনেকেই তোমাদের ঈমান আনয়নের পর আবার তোমাদেরকে কাফের করে ফেলে, শুধু তাদের অন্তরে নিহিত হিংসার দরুন, তাদের নিকট সত্য প্রকাশিত হওয়ার পর, যা হোক ক্ষমা করতে থাক, উপেক্ষা করতে থাক, যতক্ষণ না আল্লাহ তা'আলা তাঁর হুকুম পাঠান; নিশ্চয় আল্লাহ প্রত্যেক বস্তুর উপর ক্ষমতাবান।

শাব্দিক অনুবাদ

১০৬. مَا نَنْسَخْ مِنْ اٰيَةٍ আমি কোনো আয়াতের হুকুম রহিত করলে اَوْ نُنْسِهَا কিংবা আয়াতটিকেই বিস্মৃত করে দিলে نَاْتِ আনয়ন করি بِخَيْرٍ مِّنْهَا তদপেক্ষা উত্তম اَوْ مِثْلِهَا বা তদানুরূপ: اَلَمْ تَعْلَمْ তুমি কি জান না যে, اَنَّ اللّٰهَ নিশ্চয় আল্লাহ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ সকল বিষয়ের উপরই قَدِيْرٌ ক্ষমতাবান।

১০৭. اَلَمْ تَعْلَمْ তুমি কি জান না যে, اَنَّ اللّٰهَ لَهٗ একমাত্র আল্লাহরই مُلْكُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ আসমানসমূহ ও জমিনের আধিপত্য وَمَا لَكُمْ আর তোমাদের নেই مِّنْ دُوْنِ اللّٰهِ আল্লাহ ব্যতীত مِنْ وَّلِيٍّ অন্য কোনো বন্ধুও وَّلَا نَصِيْرٍ এবং সাহায্যকারীও নেই।

১০৮. اَمْ تُرِيْدُوْنَ তোমরা কি চাও যে, اَنْ تَسْـَٔلُوْا আবেদন করবে رَسُوْلَكُمْ তোমাদের রাসূলের নিকট كَمَا سُئِلَ যেমন আবেদন করা হয়েছিল مُوْسٰى মূসার নিকট مِنْ قَبْلُ ইতঃপূর্বে وَمَنْ আর যে ব্যক্তি يَّتَبَدَّلِ অবলম্বন করে الْكُفْرَ কুফরি بِالْاِيْمَانِ ঈমানের পরিবর্তে, فَقَدْ ضَلَّ নিশ্চয় সে দূরে সরে পড়ে سَوَآءَ السَّبِيْلِ সঠিক পথ হতে।

১০৯. وَدَّ কায়মনে চায় كَثِيْرٌ مِّنْ اَهْلِ الْكِتٰبِ কিতাবীদের মধ্য হতে অনেকেই لَوْ يَرُدُّوْنَكُمْ আবার তোমাদেরকে করে ফেলে, مِّنْ بَعْدِ اِيْمَانِكُمْ তোমাদের ঈমান আনয়নের পর كُفَّارًا কাফের حَسَدًا শুধু হিংসার দরুন مِّنْ عِنْدِ اَنْفُسِهِمْ তাদের অন্তরে নিহিত مِّنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُمُ الْحَقُّ তাদের নিকট সত্য প্রকাশিত হওয়ার পর فَاعْفُوْا যা হোক ক্ষমা করতে থাক وَاصْفَحُوْا উপেক্ষা করতে থাক حَتّٰى يَاْتِيَ اللّٰهُ যতক্ষণ না আল্লাহ তা'আলা পাঠান بِاَمْرِهٖ তাঁর হুকুম اِنَّ اللّٰهَ নিশ্চয় আল্লাহ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ প্রত্যেক বস্তুর উপর قَدِيْرٌ ক্ষমতাবান

https://e-ilm.weebly.com/

(১১০) এবং যথারীতি নামাজ পড় ও জাকাত দাও; আর যে নেক কাজই নিজ কল্যাণের জন্য সঞ্চয় করতে থাকবে তা আল্লাহর নিকট পাবে; কেননা আল্লাহ তোমাদের সকল কৃতকর্মের প্রতি দৃষ্টি রাখছেন।	وَاَقِیْمُوا الصَّلٰوةَ وَاٰتُوا الزَّكٰوةَ ؕ وَمَا تُقَدِّمُوْا لِاَنْفُسِكُمْ مِّنْ خَیْرٍ تَجِدُوْهُ عِنْدَ اللّٰهِ ؕ اِنَّ اللّٰهَ بِمَا تَعْمَلُوْنَ بَصِیْرٌ (۱۱۰)
(১১১) আর ইহুদি, নাসারাগণ বলে বেহেশতে কেউই কখনো যেতে পারবে না তারা ব্যতীত যারা ইহুদি কিংবা নাসারা হয়েছে; এটা তাদের আত্ম-সান্ত্বনামূলক উক্তি; আপনি বলে দিন, নিজ নিজ দলিল আন- যদি তোমরা সত্যবাদী হও।	وَقَالُوْا لَنْ یَّدْخُلَ الْجَنَّةَ اِلَّا مَنْ كَانَ هُوْدًا اَوْ نَصٰرٰی ؕ تِلْكَ اَمَانِیُّهُمْ ؕ قُلْ هَاتُوْا بُرْهَانَكُمْ اِنْ كُنْتُمْ صٰدِقِیْنَ (۱۱۱)
(১১২) নিশ্চয় অন্যরাও যাবে, যে কোনো ব্যক্তিই নিজের চেহারা আল্লাহর দিকে ঝুঁকাবে এবং সে অকপটও হয়, তবে এরূপ ব্যক্তি তার বিনিময় পাবে তার প্রতিপালকের নিকট পৌঁছে, আর না তাদের কোনো ভয় আছে এবং না তারা চিন্তান্বিতও হবে।	بَلٰی ۚ مَنْ اَسْلَمَ وَجْهَهٗ لِلّٰهِ وَهُوَ مُحْسِنٌ فَلَهٗۤ اَجْرُهٗ عِنْدَ رَبِّهٖ ۪ وَلَا خَوْفٌ عَلَیْهِمْ وَلَا هُمْ یَحْزَنُوْنَ (۱۱۲) ع

শাব্দিক অনুবাদ

১১০. وَاَقِیْمُوا الصَّلٰوةَ এবং যথারীতি নামাজ পড় وَاٰتُوا الزَّكٰوةَ ও জাকাত দাও; وَمَا تُقَدِّمُوْا আর যে সঞ্চয় করতে থাকবে لِاَنْفُسِكُمْ নিজ কল্যাণের জন্য مِّنْ خَیْرٍ নেক কাজই تَجِدُوْهُ তা পাবে; عِنْدَ اللّٰهِ আল্লাহর নিকট اِنَّ اللّٰهَ কেননা আল্লাহ بِمَا تَعْمَلُوْنَ তোমাদের সকল কৃতকর্মের প্রতি بَصِیْرٌ দৃষ্টি রাখছেন।

১১১. وَقَالُوْا আর ইহুদি, নাসারাগণ বলে لَنْ یَّدْخُلَ الْجَنَّةَ বেহেশতে কেউই কখনো যেতে পারবে না اِلَّا مَنْ كَانَ তারা ব্যতীত যারা হয়েছে هُوْدًا اَوْ نَصٰرٰی ইহুদি কিংবা নাসারা تِلْكَ اَمَانِیُّهُمْ এটা তাদের আত্ম-সান্ত্বনামূলক উক্তি; قُلْ আপনি বলে দিন, هَاتُوْا بُرْهَانَكُمْ নিজ নিজ দলিল আন- اِنْ كُنْتُمْ صٰدِقِیْنَ যদি তোমরা সত্যবাদী হও।

১১২. بَلٰی নিশ্চয় অন্যরাও যাবে, مَنْ اَسْلَمَ যে কোনো ব্যক্তিই ঝুঁকাবে وَجْهَهٗ নিজের চেহারা لِلّٰهِ আল্লাহর দিকে وَهُوَ مُحْسِنٌ এবং সে অকপটও হয়, فَلَهٗ اَجْرُهٗ তবে এরূপ ব্যক্তি তার বিনিময় পাবে عِنْدَ رَبِّهٖ তার প্রতিপালকের নিকট পৌঁছে, وَلَا خَوْفٌ عَلَیْهِمْ আর না তাদের কোনো ভয় আছে وَلَا هُمْ یَحْزَنُوْنَ এবং না তারা চিন্তান্বিতও হবে।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

(১০৬) قوله مَا نَنْسَخْ مِنْ اٰیَةٍ اَوْ نُنْسِهَا الخ **আয়াতের শানে নুযূল-১ :** যখন কেবলা পরিবর্তন হলো তখন ইহুদিরা তিরস্কার করে বলতে লাগল, মুহাম্মদ অস্থিরমনা মানুষ আজ তার সাথীদেরকে এক নির্দেশ দেয় আবার আগামীকাল তা থেকে নিষেধ করে। তখন এই আয়াত নাজিল হয়।

শানে নুযূল-২ : কুরআন শরীফের এক আয়াত অপর আয়াত দ্বারা রহিত হওয়া দেখে ইহুদিরা অভিযোগ আরোপ করল যে, পূর্ববর্তী আয়াত ও তার হুকুমের মধ্যে খারাপ ও সঙ্গত দিক কোনটি দেখা দিল, পূর্ববর্তী আয়াত যাদ্বরূণ রহিত করা হলো। পূর্ববর্তী নির্দেশে যদি কোনো প্রকারের অসঙ্গত ছিলই, তাহলে সে নির্দেশ দেওয়া হলো কেন যাকে রহিত কতে হলো? কোনো কোনো সময় এমন হতো যে, রাতে ওহী নাজিল হতো ভোর বেলায় তা রহিত হয়ে যেত। ফলে ইহুদিরা বিভিন্ন প্রকারের সমালোচনা করত। এরই পরিপ্রেক্ষিতে আল্লাহ তা'আলা আলোচ্য আয়াত নাজিল করেন। -[নূরুল কুলূব]

হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবী করীম ﷺ -এর উপর রাতের বেলায় যে ওহী নাজিল হতো। দিনের বেলায় কোনোংশ ভুলিয়ে দেওয়া হতো, তখন এমন অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে আলোচ্য আয়াত নাজিল হয়। -[ফাতহুল কাদীর : ১২৭/১]

https://e-ilm.weebly.com/

(১০৮) قوله اَمْ تُرِيْدُوْنَ اَنْ تَسْـَٔلُوْا رَسُوْلَكُمْ الخ আয়াতের শানে নুযূল–২ : একবার মক্কার কাফেররা রাসূলে কারীম (সা.)-কে বললেন, আমাদের জন্য ওহুদ পাহাড়কে স্বর্ণ বানিয়ে দিন। রাসূল ﷺ প্রতিউত্তরে বললেন, আমি স্বর্ণ বানাতে পারি, তবে শর্ত হলো এরপর যদি তোমরা নাফরমানি কর তাহলে তোমাদের উপর আজাব আসবে। ঐ আজাব আসবে যা বনী ইসরাঈলের উপর এসেছিল। একথা বলার পর তারা হুজুর ﷺ-এর কাছে থেকে চলে গেল। কুরাইশদের অযৌক্তিকভাবে এ দাবি করার পরিপ্রেক্ষিতে আলোচ্য আয়াত নাজিল হয়।

শানে নুযূল– ২ : কারো মতে ইহুদি ও কতিপয় মুশরিকদের সম্পর্কে নাজিল হয়েছে, তাদের কারো এ দাবি ছিল আসমান থেকে পূর্ণ কিতাব এক সাথে নিয়ে আস। হযরত মূসা (আ.) যেমনভাবে একসাথে পূর্ণ তাওরাত নিয়ে এসেছিলেন। কারো দাবি ছিল যে, আসমান থেকে আমাদের নিকট একটি পত্র নিয়ে আস, যাতে লিখা থাকবে রাব্বুল আলামীনের নিকট থেকে আব্দুল্লাহ বিন উমাইয়ার প্রতি। আমি মুহাম্মদকে মানুষের প্রতি রাসূল বানিয়ে প্রেরণ করেছি। কারো দাবি ছিল যতক্ষণ না পর্যন্ত আমাদের মুখামুখি আল্লাহ ও ফেরেশতাদেরকে উপস্থিত করবেন, ততক্ষণ পর্যন্ত আপনার প্রতি আমরা ঈমান আনব না। এ সকল উদ্ভট দাবির পরিপ্রেক্ষিতে আল্লাহ তা'আলা আলোচ্য আয়াত নাজিল করেন।

(১০৯) قوله وَدَّ كَثِيْرٌ مِّنْ اَهْلِ الْكِتٰبِ لَوْ يَرُدُّوْنَكُمْ الخ আয়াতের শানে নুযূল–১ : ইসলামের চির শত্রু আখতারের দুই ছেলে ইহুদি নেতা হুআই এবং আরেক ভাই সব সময় প্রাণপণে চেষ্টা করত মুসলমানদেরকে কুফরির দিকে ফিরিয়ে আনার জন্য। তাদের এই নোংরা চেষ্টার পরিপ্রেক্ষিতে এই আয়াত নাজিল হয়।

শানে নুযূল –২ : নাহাস বিন আযূরা, যায়েদ বিন কায়েস ও ইহুদিদের একটি জামাত, হুযাইফা ও আম্মারকে ধর্মান্তরিত করতে চেষ্টা করে। তাদের এহেন চক্রান্তের প্রতি মুসলমানদের সচেতন ও সতর্ক করার জন্য আলোচ্য আয়াত নাজিল করা হয়। –[বাহরে মুহীত : ৫১৭-১৮/১]

(১১১) قوله وَقَالُوْا لَنْ يَّدْخُلَ الْجَنَّةَ اِلَّا مَنْ كَانَ هُوْدًا اَوْ نَصٰرٰى الخ আয়াতের শানে নুযূল : একবার হুজুর ﷺ-এর দরবারে নাজরানের কিছু খ্রিস্টান এবং মদিনার কিছু ইহুদি উপস্থিত হলো। তারা এক পর্যায়ে উভয় গ্রুপ তর্কে লিপ্ত হলো। ইহুদিরা দাবি করতে লাগল যে, জান্নাতে একমাত্র ইহুদিরাই প্রবেশ করবে। আর নাসারাও দাবি করলো যে, জান্নাতে একমাত্র নাসারাই প্রবেশ করবে। তাদের এই হাস্যকর দাবির পরিপ্রেক্ষিতে এই আয়াত নাজিল হয়।

مَا نَنْسَخْ مِنْ اٰيَةٍ اَوْ نُنْسِهَا –এই আয়াতে কুরআনি আয়াত রহিত হওয়ার সম্ভাব্য সকল প্রকারই সন্নিবেশিত রয়েছে। অভিধানে 'নস্খ' শব্দের অর্থ হলো দূর করা, লিখা। সমস্ত মুসলিম টীকাকার এ বিষয়ে একমত যে, আয়াতে 'নসখ' শব্দ দ্বারা বিধি-বিধান দূর করা– অর্থাৎ, রহিত করাকে বুঝানো হয়েছে। এ কারণেই হাদীস ও কুরআনের পরিভাষায় এক বিধানের স্থলে অন্য বিধান প্রবর্তন করাকে 'নস্খ' বলা হয়। 'অন্য বিধানটি' কোনো বিধানের বিলুপ্তি ঘোষণাও হতে পারে, আবার এক বিধানের পরিবর্তে অপর বিধান প্রবর্তনও হতে পারে।

আল্লাহর বিধানে নস্খের স্বরূপ : জগতের রাষ্ট্র ও আইন আদালতে এক নির্দেশকে রহিত করে অন্য নির্দেশ জারি করার ব্যাপারটি সর্বজনবিদিত। রচিত আইনে 'নস্খ' বিভিন্ন কারণে হয়ে থাকে।

১. ভুল ধারণার উপর নির্ভর করে প্রথমে স্বরূপ উদঘাটিত হলে পূর্বেকার আইন পরিবর্তন করা হয়। ২. ভবিষ্যত অবস্থার গতি-প্রকৃতি জানা না থাকার কারণে কোনো কোনো সময় সাময়িক আইন জারি করা হয়। পরে অবস্থার পরিবর্তনের সাথে সাথে সে আইনও পরিবর্তন করা হয়। কিন্তু এ ধরনের নস্খ আল্লাহর আইনে হতে পারে বলে ধারণাও করা যায় না।

তৃতীয় প্রকার 'নসখ' এরূপ : আইন রচয়িতা আগেই জানে যে, অবস্থার পরিবর্তন হবে এবং তখন এই আইন আর উপযোগী থাকবে না' অন্য আইন জারি করতে হবে। এরূপ জানার পর সাময়িকভাবে এই আইন জারি করে দেন, পরে পূর্বজ্ঞান অনুযায়ী যখন অবস্থার পরিবর্তন ঘটে, তখন পূর্বসিদ্ধান্ত অনুযায়ী আইনও পরিবর্তন করেন। উদাহরণতঃ রোগীর বর্তমান অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে চিকিৎসক ব্যবস্থাপত্র দেন। তিনি জানেন যে, এই ঔষধ দু'দিন সেবন করার পর রোগীর অবস্থার পরিবর্তন হবে এবং তখন অন্য ব্যবস্থাপত্র দিতে হবে। অবস্থার এহেন পরিবর্তন জানার ফলেই চিকিৎসক প্রথম দিন এক ঔষধ এবং পরে অন্য ঔষধ দেন।

অভিজ্ঞ চিকিৎসক প্রথম দিনেই পরিবর্তনসহ চিকিৎসার পূর্ণ প্রোগ্রাম কাগজে লিখে দিতে পারে যে, দুদিন এই ঔষধ, তিনি দিন অন্য ঔষধ এবং এক সপ্তাহ পর অমুক ঔষধ সেব্য। কিন্তু এরূপ করা হলে রোগীর পক্ষে জটিলতার সম্মুখীন হওয়ার সম্ভাবনা থাকে এবং এতে ভুল বুঝাবুঝির কারণে ত্রুটিরও আশঙ্কা থাকে। তাই ডাক্তার প্রথম দিনেই পূর্ণ বিবরণ প্রকাশ করেন না।

https://e-ilm.weebly.com/

আল্লাহর আইনে এবং আসমানি গ্রন্থসমূহে শুধুমাত্র তৃতীয় প্রকার নসখই হতে পারে এবং হয়ে থাকে। প্রতিটি নবুয়ত ও প্রতিটি আসমানি গ্রন্থ পূর্ববর্তী নবুয়ত ও আসমানি গ্রন্থের বিদান নসখ তথা রহিত করে নতুন বিধান জারি করেছে। এমনিভাবে একই নবুয়ত ও শরিয়ত এমন রয়েছে যে, এক বিধান কিছু দিন প্রচলিত থাকার পর আল্লাহর হেকমত অনুযায়ী সেটি পরিবর্তন করে তদস্থলে অন্য বিধান প্রবর্তন করা হয়েছে। সহীহ মুসলিমের হাদীসে আছে لَمْ تَكُنْ نُبُوَّةٌ قَطُّ إِلَّا تَنَاسَخَتْ –অর্থাৎ এমন নবুয়ত কখনও ছিল না, যাতে নসখ ও পরিবর্তন করা হয়নি।–[কুরতুবী] [বিধান পরিবর্তন সংক্রান্ত বিস্তারিত জানার জন্য উসূলে ফিকহ দ্রষ্টব্য]

এখানে 'অন্যায় আবদার' বলার কারণ এই যে, প্রতিটি কাজেই আল্লাহ তা'আলার হেকমত ও উপযোগিতা নিহিত থাকে। তাতে পন্থা নির্দেশ করার কোনো অধিকার বান্দার নেই যে, সে বলবে, একাজটি এভাবে করা হোক।

জ্ঞাতব্য : তখনকার অবস্থানুযায়ী ক্ষমার নির্দেশই ছিল বিধেয়। পরবর্তীকালে আল্লাহ স্বীয় প্রতিশ্রুতি পূর্ণ করেন এবং জিহাদের আয়াতসমূহ অবতীর্ণ হয়। অতঃপর ইহুদিদের প্রতি আইন বলবৎ করা হয় এবং অপরাধের ক্রমানুপাতে দুষ্টদের হত্যা, নির্বাসন, জিযিয়া আরোপ ইত্যাদি শাস্তি দেওয়া হয়।

আলোচ্য আয়াতসমূহে আল্লাহ তা'আলা ইহুদি ও খ্রিস্টানদের পারস্পরিক মতবিরোধের উল্লেখ করে তাদের নির্বুদ্ধিতা ও মতবিরোধের কুফল বর্ণনা বর্ণনা করেছেন। অতঃপর আসল সত্য উদঘাটন করেছেন। এসব ঘটনায় মুসলমানদের জন্য গুরুত্বপূর্ণ হেদায়েত [পথনির্দেশ] নিহিত রয়েছে যা পরে বর্ণিত হবে।

খ্রিস্টান ও ইহুদি উভয় সম্প্রাদয়ই ধর্মের প্রকৃত সত্যকে উপেক্ষা করে ধর্মের নাম ভিত্তিক জাতীয়তা গড়ে তুলেছিল এবং তারা প্রত্যেকেই স্বজাতিকে জান্নাতি ও আল্লাহর প্রিয় পাত্র বলে দাবি করত এবং তাদের ছাড়া অন্যান্য সমস্ত জাতিকে জাহান্নামী ও পথভ্রষ্ট বলে বিশ্বাস করত।

এ অযৌক্তিক মতবিরোধের ফলশ্রুতিতেই মুশরিকরাএকথা বলার সুযোগ পেল যে, খ্রিস্টধর্ম ও ইহুদিধর্ম উভয়টিই মিথ্যা ও বানোয়াট এবং ওদের মূর্তি পূজাই একমাত্র সত্য ও বিশুদ্ধ ধর্ম।

আল্লাহ তা'আলা উভয় সম্প্রদায়ের মূর্খতা সম্পর্কে মন্তব্য করেছেন যে, এরা উভয় জাতিই জান্নাতে যাওয়ার প্রকৃত কারণ সম্পর্কে উদাসীন, তারা শুধু ধর্মের নাম ভিত্তিক জাতীয়তার অনুসরণ করে। বস্তুতঃ ইহুদি-খ্রিস্টান অথবা ইসলাম যে কোনো ধর্ম হোক, সবগুলোর প্রাণ হচ্ছে দু'টি বিষয়ঃ

এক. বান্দা মনে-প্রাণে নিজেকে আল্লাহর কাছে সমর্পণ করবে। তাঁর আনুগত্যকেই নিজের মত ও পথ মনে করবে। এ উদ্দেশ্যটি যে ধর্মে অর্জিত হয় তা-ই প্রকৃত ধর্ম। ধর্মের প্রকৃত স্বরূপকে পিছনে ফেলে ইহুদি অথবা খ্রিস্টান জাতীয়তাবাদের ধবজা ধরে থাকা ধর্ম সম্পর্কে অজ্ঞতারই পরিচায়ক।

দুই. যদি কেউ মনে প্রাণে আল্লাহ তা'আলার আনুগত্যের সংকল্প গ্রহণ করে কিন্তু আনুগত্য ও ইবাদত নিজ খেয়াল খুশিমতো মনগড়া পন্থায় সম্পাদন করে, তবে তাও জান্নাতে যাওয়ার জন্য যথেষ্ট নয়; বরং এক্ষেত্রেও আনুগত্য ও ইবাদতের সে পন্থাই অবলম্বন করতে হবে, যা আল্লাহ তা'আলা রাসূলের মাধ্যমে বর্ণনা ও নির্ধারণ করেছেন।

প্রথম বিষয়টি بَلٰى مَنْ أَسْلَمَ বাক্যাংশের মাধ্যমে এবং দ্বিতীয় বিষয়টি وَهُوَ مُحْسِنٌ বাক্যাংশের মাধ্যমে ব্যক্ত হয়েছে। এতে জানা গেল যে, পারলৌকিক মুক্তি ও জান্নাতে প্রবেশের জন্য আনুগত্যের সংকল্পই যথেষ্ট নয়; বরং সৎকর্মও প্রয়োজন। বস্তুতঃ কুরআন ও রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সুন্নাহর সাথে সামঞ্জস্যশীল শিক্ষা ও পন্থাই সৎকর্ম।

مَا مَعْنَى النَّسْخِ বা 'নসখ' অর্থ কি? اَلنَّسْخُ শব্দটি বাব فَتَحَ -এর মাসদার। এর আভিধানিক অর্থ–

- বিদূরিত করা, রহিত করা। যেমন– نَسَخَتِ الرِّيحُ آثَارَ الدِّيَارِ অর্থাৎ ঝড় বাড়ি-ঘরের চিহ্ন বিদূরিত করেছে।
- বাতিল করে দেওয়া। যেমন– বলা হয় نَسَخَ الْحَاكِمُ الْحُكْمَ অর্থাৎ বিচারক তাঁর সিদ্ধান্ত বাতিল করলেন।
- মিটিয়ে দেওয়া। যেমন– نَسَخَ الشَّيْبُ الشَّبَابَ অর্থাৎ যৌবন বার্ধক্যকে মিটিয়ে দিয়েছে।
- ইংরেজিতে نَسْخٌ মানে To cancel. To abrogate ইত্যাদি।

اَلنَّسْخُ -এর পারিভাষিক সংজ্ঞা : اَلنَّسْخُ هُوَ انْتِهَاءُ التَّعَبُّدِ بِقِرَاءَةِ الْآيَةِ أَوِ الْحُكْمِ الْمُسْتَفَادِ مِنْهَا أَوْ بِهِمَا অর্থাৎ কোনো আয়াতের পঠন, অথবা এর বিধান, অথবা উভয়ের ইবাদত স্বরূপ আমলের পরিসমাপ্তি ঘটাকে نَسْخ বলে। حُكْمًا অর্থাৎ, কোনো আয়াতের বিধান বহাল থেকে পঠন পরিসমাপ্ত হওয়া, অথবা পঠন বহাল থেকে বিধান পরিসমাপ্ত হওয়া অথবা পঠন ও বিধান উভয় পরিসমাপ্ত হওয়াকে نَسْخ বলা হয়

https://e-ilm.weebly.com/

কোনো আয়াতের পঠন বা বিধান যে আয়াতের মাধ্যমে নসখ করা হয় তাকে نَاسِخٌ বলে এবং যে ঘোষিত আয়াতকে নসখ করা হয় তাকে مَنْسُوخٌ বলে। চাই এ مَنْسُوخٌ التِّلَاوَةِ টা مَنْسُوخُ الْحُكْمِ হোক কিংবা مَنْسُوخٌ হোক।

যেমন– لَا إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ قَدْ تَبَيَّنَ الرُّشْدُ এ আয়াতটির বিধান– আল্লাহর বাণী قوله تعالى فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدْتُمُوهُمْ দ্বারা مَنْسُوخٌ হয়ে গেছে। সুতরাং প্রথম আয়াতটি مَنْسُوخٌ এবং দ্বিতীয়টি نَاسِخٌ হয়েছে।

أَقْسَامُ النَّسْخِ (নসখের প্রকারভেদ) : নাসেখ ও মানসূখের বিচারে শরিয়তে প্রচলিত نَسْخٌ প্রধানত ৪ প্রকার যথা– (১) نَسْخُ الْكِتَابِ بِالْكِتَابِ অর্থাৎ কুরআন দ্বারা কুরআনের অন্য আয়াতের বিধান বা পঠন রহিত করা। যেমন– উপরের দৃষ্টান্তটি। (২) نَسْخُ السُّنَّةِ بِالْكِتَابِ অর্থাৎ কুরআন দ্বারা হাদীসের হুকুম রহিত করা। যেমন– নবীজী প্রথমে খেজুর গাছের তা'বীর করতে নিষেধ করেন, কিন্তু পরে এ হুকুম রহিত করে তা'বীরের অনুমতি প্রদান করেন। (৩) نَسْخُ السُّنَّةِ بِالسُّنَّةِ অর্থাৎ হাদীস দ্বারা হাদীসের হুকুম রহিত করা। যেমন– عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ (رض) قَالَ كَانَ اٰخِرُ الْأَمْرَيْنِ مِنْ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ تَرْكُ الْوُضُوْءِ مِمَّا مَسَّتِ النَّارُ অর্থাৎ, হুজুর ﷺ-এর শেষ আমল ছিল আগুনে স্পর্শ করা জিনিস আহার করার পর অজু না করা। হুজুর ﷺ প্রথমে অজুর হুকুম দিয়েছিলেন পরে তা রহিত করে দিয়েছেন। (৪) نَسْخُ الْكِتَابِ بِالسُّنَّةِ অর্থাৎ হাদীসের মাধ্যমে কুরআনের বিধানকে রহিত করা। অনেকেই বলেছেন যে, নিকটাত্মীয় তথা পিতা-মাতার জন্য অসিয়তের আয়াতটি নবীজীর বাণী– لَا وَصِيَّةَ لِلْوَالِدَيْنِ দ্বারা مَنْسُوخٌ হয়ে গেছে। তবে ইমাম শাফেয়ীসহ আরো অনেকের মতে ৪র্থ প্রকার نَسْخٌ জায়েজ নেই। এতে কিতাবুল্লাহর উপর সুন্নাতে নববীর প্রাধান্য এসে যায়, যা বৈধ নয়।

كَيْفِيَّةُ النَّسْخِ (রহিত করার পদ্ধতি) : তাফসীরের কিতাব থেকে জানা যায়, তিন পদ্ধতিতে نَسْخٌ তথা রহিতকরণ হতে পারে। যথা– (১) আয়াত ও হুকুম উভয়ই রহিত হওয়া। যেমন– رَضَاعَتٌ-এর আয়াত সংশ্লিষ্ট হযরত আয়েশার পঠিত عَشْرُ رَضَعَاتٍ অংশটি। (২) হুকুম রহিত, তবে তেলাওয়াত বাকি থাকা। যেমন– فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِيْنَ حَيْثُ وَجَدْتُمُوْهُمْ এ আয়াতটির তেলাওয়াত বাকি আছে; কিন্তু হুকুম রহিত।

(৩) তেলাওয়াত রহিত, কিন্তু হুকুম বহাল থাকা। যেমন– বৃদ্ধা ও বৃদ্ধের জেনার শাস্তি সংক্রান্ত আয়াত اَلشَّيْخُ وَالشَّيْخَةُ إِذَا زَنَيَا فَارْجُمُوْهُمَا এ আয়াতটির তেলাওয়াত রহিত; কিন্তু হুকুম বহাল।

নসখের হিকমত : মহান আল্লাহ তা'আলা মানুষের অতীত, বর্তমান ও ভবিষ্যত সম্পর্কে সর্বজ্ঞাত। কাজেই বান্দার জন্য কোথায়, কখন, কোন ব্যক্তির জন্য কি প্রয়োজন, তা তিনিই ভালো জানেন। যেমন– শরীরের পুষ্টি সাধনের জন্য ডাক্তারগণ দুধ খেতে বলেন, কিন্তু সে একই লোক যদি ডায়রিয়ায় আক্রান্ত হয় তখন একই ডাক্তার তাকে দুধ খেতে বারণ করেন। ঠিক এমনিভাবে একই জাতির জন্য এবং তাদের প্রত্যেক ব্যক্তির জন্য একটি বিধান সর্বাবস্থায় সমানভাবে প্রযোজ্য নাও হতে পারে। এ জন্যই তিনি হুকুমের রদবদল করে থাকেন। এটাই نَسْخٌ-এর মূল রহস্য। যেমন– আল্লাহ "মদ" একবারে হারাম করতে পারতেন। কিন্তু বান্দার জন্য তা মান্য করা হতো ভীষণ কঠিন। তাই তিনি মদের হুকুম সময়ান্তরে অবস্থাভেদে পুনঃ পুনঃ রদ-বদল করে ৪র্থ বারে সম্পূর্ণ হারাম করেছেন। এটা তাঁর অজ্ঞাত নয়; বরং এটা তাঁর চরম বিজ্ঞতারই পরিচায়ক।

হাসাদ শব্দের অর্থ : اَلْحَسَدُ শব্দের বাংলা হলো, হিংসা, বিদ্বেষ, শত্রুতা ইত্যাদি। ইংরেজিতে اَلْحَسَدُ -কে বলা হয় To envy. To hate. কাজেই اَلْحَسَدُ-এর সংজ্ঞায় বলা যায়– اَلْحَسَدُ رَجَاءُ الْمَرْءِ هَلَاكَ الْغَيْرِ وَضَرَرَهُ مَا لَا أَوْ حَالًا سَوَاءٌ كَانَ قَصَدَ مِنْهُ شَيْئٌ أَمْ لَا.

অর্থাৎ, اَلْحَسَدُ হলো কোনো ব্যক্তি কর্তৃক অন্যের সম্পদ অথবা তার অবস্থা ধ্বংস হওয়া কিংবা ক্ষতিগ্রস্ত হওয়ার কামনা করা। এতে সে কিছু আশা করুক আর নাই করুক। এ প্রকারের حَسَدٌ সম্পূর্ণ হারাম।

أَقْسَامُ الْحَسَدِ : হালাল হারামের বিচারে حَسَدٌ-কে দু'ভাগে ভাগ করা যায়। যথা–

(ক) **حَسَدٌ مَذْمُوْمٌ (শরিয়ত নিন্দিত হিংসা) :** এটা হলো অন্যের উন্নতি ও কল্যাণ দেখে গা জ্বালা করলে তার ধ্বংস কামনা করা। এতে হিংসুক নিজে কিছু পাক আর না-ই পাক, এ প্রকারের হিংসা مَذْمُوْمٌ এবং হারাম। যেমন–

https://e-ilm.weebly.com/

قَوْلُهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ وَلَا تَحَاسَدُوْا وَلَا تَبَاغَضُوْا وَلَا تَدَابَرُوْا وَكُوْنُوْا عِبَادَ اللّٰهِ اِخْوَانًا (১)

قَوْلُهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ اِيَّاكُمْ وَالْحَسَدَ فَاِنَّ الْحَسَدَ يَاْكُلُ الْحَسَنَاتِ الخ (২)

(খ) حَسَدٌ مَحْمُوْدٌ (প্রশংসনীয় ঈর্ষা) : আরবিতে এই প্রকারের حَسَدٌ অর্থে গ্রহণ করা হয় না, বরং এটা দ্বারা غِبْطَةٌ উদ্দেশ্য করা হয়। যেমন হাদীসে নববীতে এসেছে–

لَا حَسَدَ اِلَّا فِيْ اِثْنَيْنِ رَجُلٌ اٰتَاهُ اللّٰهُ الْقُرْاٰنَ فَهُوَ يَقُوْمُ بِهٖ اٰنَاءَ اللَّيْلِ وَاٰنَاءَ النَّهَارِ وَرَجُلٌ اٰتَاهُ اللّٰهُ مَالًا فَهُوَ يُنْفِقُهُ اٰنَاءَ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ ـ

অর্থাৎ দু'টি বিষয় ছাড়া অন্য কোনো ব্যাপারে ঈর্ষা করা যাবে না। বিষয় দু'টি হলো–

১. কোনো ব্যক্তি, আল্লাহ তাকে কুরআন প্রদান করেছেন, আর সে সকাল-সন্ধ্যা কুরআন অনুযায়ী চলে।
২. কোনো ব্যক্তি, আল্লাহ তাকে ধন-সম্পদ দিয়েছেন, তাই সে সকাল-সন্ধ্যা এই মাল (আল্লাহর রাহে) খরচ করে। মোট কথা হলো অন্যের অনিষ্ট কামনা করা যাবে না। –[কুরতুবী]

হিংসার কারণসমূহ : দার্শনিক ইমাম গাযালী (র.) হিংসার কতগুলো কার্যকর কারণ বর্ণনা করেছেন। তা নিম্নে উল্লেখ করা হলো।

শত্রুতা : কোনো কারণে কারোর শত্রুতা জন্মালে ঐ শত্রুতা থেকে জন্ম নেয় حَسَدٌ বা হিংসা।

- كُوْنُوْا مُكَرَّمًا فِيْ عُيُوْنِ الْعَامَّةِ কোনো ব্যক্তি সর্ব সাধারণের চোখে সম্মানিত হওয়া তাঁর সমসাময়িকরা চায় না সে তাদের ওপরে উঠে যাক, ফলে হিংসার শুরু হয়।
- خَادِمًا لِلْاُمَّةِ জাতীয় সেবক হওয়া। কারণ সেবার ফলে সবাই তাকে ভালোবাসবে। কিন্তু উর্ধ্বতন ব্যক্তিবর্গ আদৌ চায় না যে, লোকেরা তাকে ভালোবাসুক। তাই হিংসার সৃষ্টি হবে।
- مَانِعًا فِيْ حُصُوْلِ الْمَقْصَدِ উদ্দেশ্য হাসিলে বাধা হয়ে দাঁড়ানো। কেউ যদি কোনো কিছু পেতে চায় এবং সেখানে অন্য কেউ হাত দেয়, তবেই জন্ম নেয় হিংসা।
- حِرْصُ السِّيَادَةِ নেতৃত্বের লোভ। এটা হিংসার একটি অন্যতম উৎস। তাছাড়াও ছোট-খাটো অনেক কারণ রয়েছে যেগুলো থেকে হিংসা নামক নাশকতামূলক চরিত্র জন্ম নেয়। এই চরিত্র যে ব্যক্তি কিংবা সমাজে ঢুকে, ওটাকে খান খান করে নিঃশেষ করে দেয়। আমরা এই নাশক পোকার আক্রমণ থেকে আল্লাহর কাছে আশ্রয় চাই।

تِلْكَ দ্বারা উদ্দেশ্য : تِلْكَ দ্বারা কোন দিকে ইঙ্গিত করা হয়েছে এ ব্যাপারে দু'টি মত পরিলক্ষিত। যথা–

ক. ইতঃপূর্বে ইহুদি ও খ্রিস্টানদের মনের অবাস্তব বাসনা ও আকাঙ্ক্ষা উল্লিখিত হয়েছে। সব কটির দিকে تِلْكَ দ্বারা ইঙ্গিত করা হয়েছে। ঐ গুলোর মধ্য হতে একটি হলো তারা ব্যতীত কেউ বেহেশতে প্রবেশ করবে না। আর একটি হলো ৪০ দিনের বেশি তারা দোজখে থাকবে না।

খ. কারো মতে تِلْكَ দ্বারা শুধু তাদের একটি বাসনার প্রতি ইঙ্গিত করা হয়েছে যা উক্ত আয়াতে উল্লিখিত হয়েছে। আর তা হলো তারা ছাড়া কেউ বেহেশতে প্রবেশ করবে না।

اَمَانِيُّ এর অর্থ : اَمَانِيُّ শব্দটি اُمْنِيَّةٌ এর বহুবচন। اُمْنِيَّةٌ-এর অর্থ– তেলাওয়াত। অর্থাৎ এটা তাদের মুখে উচ্চারণ করা পাঠমাত্র। اَمَانِيُّ-এর অন্য অর্থ اَكَاذِيْبُ তথা মিথ্যা বক্তব্য। যেমন হযরত উসমান (রা.) বলেন– مَا تَمَنَّيْتُ مُنْذُ اَسْلَمْتُ অর্থাৎ ইসলাম গ্রহণের পর আমি মিথ্যা বলিনি। হযরত কাতাদা বলেন, তার জন্য যা নয় তা কামনা করাটাই اُمْنِيَّةٌ –[কুরতুবী]

هُوْدًا-এর উদ্দেশ্য : هُوْدًا বলতে ইহুদিদেরকে বুঝানো হয়েছে। অতিরিক্ত হরফ বাদ দেওয়া হয়েছে। অথবা, هُوْدًا শব্দটি هَائِدٌ-এর বহুবচন।

قَوْلُهُ هَاتُوْا بُرْهَانَكُمْ দ্বারা উদ্দেশ্য : এর অর্থ "তোমরা তোমাদের প্রমাণ উপস্থিত করো" এ কথা দ্বারা আল্লাহ তা'আলা বুঝাতে চান যে, কেউ কোনো কিছুর দাবি পেশ করুক বা কোনো বিষয় প্রত্যাখ্যান করুক উভয়াবস্থাতেই দলিল উপস্থাপন করতে হবে। দলিল ব্যতীত কোনো কথা গ্রহণযোগ্য নয়। এ কথা দ্বারা আল্লাহ তা'আলা অন্ধ অনুসরণকে চরমভাবে নিষ্ক্রিয় করে দিয়েছেন। –[কাবীর]

https://e-ilm.weebly.com/

قوله بَلٰى مَنْ اَسْلَمَ وَجْهَهٗ لِلّٰهِ -এর ব্যাখ্যা : পবিত্র কুরআনের বিভিন্ন হুশিয়ারী সত্ত্বেও অনেক মুসলমান ইহুদি ও খ্রিস্টানদের ভ্রান্ত আকীদার শিকার হয়ে পড়ছে। তারা আল্লাহ তা'আলা, রাসূল, ইহকাল ও পরকালের ব্যাপারে উদাসীন হয়ে বংশগত মুসলমান হওয়াকেই যথেষ্ট মনে করতে শুরু করছে। কুরআন ও হাদীসের ইহলৌকিক ও পারলৌকিক সাফল্য সম্পর্কে মুসলমানদের সাথে যে সব অঙ্গীকার করা হয়েছে তারা নিজেদেরকে সেগুলোর যোগ্য হকদার মনে করে– সেগুলো পূর্ণ হওয়ার অপেক্ষা করছে। অতঃপর সেগুলো পূর্ণ হওয়ার লক্ষণ দেখতে না পেয়ে কুরআন ও হাদীসের অঙ্গীকার সম্পর্কে সন্দিহান হয়ে পড়েছে। তারা লক্ষ্য করে না যে, পবিত্র কুরআন নিছক বংশগত মুসলমানদের সাথে কোনো অঙ্গীকার করেনি– যতক্ষণ না তারা নিজের ইচ্ছাকে আল্লাহ তা'আলা ও তাঁর রাসূল (সা.)-এর ইচ্ছার অধীন করে দেয়। এই হলো بَلٰى مَنْ اَسْلَمَ وَجْهَهٗ لِلّٰهِ আয়াতের ব্যাখ্যা বা সারমর্ম।

শব্দ বিশ্লেষণ

نُنْسِهَا : সীগাহ جمع متكلم বহছ مضارع معروف বাব اِفْعَالٌ মাসদার اَلْاِنْسَاءُ মূলবর্ণ (ن . س . ى) জিনস ناقص يائى অর্থ– ভুলিয়ে দেওয়া, বিস্মৃতি ঘটানো।

نَأْتِ : সীগাহ جمع متكلم বহছ مضارع معروف বাব ضَرَبَ মাসদার اَلْاِتْيَانُ মূলবর্ণ (ء . ت . ى) জিনস মোরাক্কাব, مهموز فاء ও ناقص يائى অর্থ– আমরা আসি, আমরা আনয়ন করি।

يَتَبَدَّلِ : সীগাহ واحد مذكر غائب বহছ اثبات فعل مضارع معروف বাব تَفَعُّلٌ মাসদার اَلتَّبَدُّلُ মূলবর্ণ (ب . د . ل) জিনস صحيح অর্থ– সে পরিবর্তন করে।

اعْفُوْا : সীগাহ جمع مذكر حاضر বহছ امر حاضر معروف বাব نَصَرَ মাসদার الْعَفْوُ মূলবর্ণ (ع . ف . و) জিনস ناقص واوى অর্থ– তোমরা মাফ কর।

اصْفَحُوْا : সীগাহ جمع مذكر حاضر বহছ امر حاضر معروف বাব فَتَحَ মাসদার اَلصَّفْحُ মূলবর্ণ (ص . ف . ح) জিনস صحيح অর্থ– তোমরা ক্ষমা কর।

تُقَدِّمُوْا : সীগাহ جمع مذكر حاضر বহছ مضارع معروف বাব تَفْعِيْلٌ মাসদার اَلتَّقْدِيْمُ মূলবর্ণ (ق . د . م) জিনস صحيح অর্থ– তোমরা সামনে অগ্রসর হবে। তোমরা সামনে পাঠাবে।

تَجِدُوْا : সীগাহ جمع مذكر حاضر বহছ اثبات فعل مضارع معروف বাব ضَرَبَ মাসদার اَلْوِجْدَانُ মূলবর্ণ– (و . ج . د) জিনস مثال واوى অর্থ– তোমরা পাবে।

فَأْتُوْا : সীগাহ جمع مذكر حاضر বহছ امر حاضر معروف বাব اِفْعَالٌ মাসদার اَلْاِيْتَاءُ মূলবর্ণ (ا . ت . ى) জিনস মোরাক্কাব; مهموز فاء ও ناقص يائى অর্থ– তোমরা নিয়ে আস।

বাক্য বিশ্লেষণ

قوله وَدَّ كَثِيْرٌ مِّنْ اَهْلِ الْكِتٰبِ : এখানে ود ফে'ল, كَثِيْرٌ হলো فاعل আর مِنْ اَهْلِ الْكِتٰبِ অংশটি জার মাজরূর হয়ে ود -এর সাথে متعلق অতঃপর فعل فاعل ও مفعول মিলে جملة فعلية হয়েছে।

قوله اِنَّ اللّٰهَ بِمَا تَعْمَلُوْنَ بَصِيْرٌ : এখানে اِنَّ হলো حرف مشبهة بالفعل আর اَللّٰهَ শব্দটি হলো اسم ان আর ب হলো حرف جار ও مَا تَعْمَلُوْنَ মাওসূল ও সেলা একত্রিত হয়ে مجرور হলো, অতঃপর جار ও مَجْرُور মিলে متعلق হলো بَصِيْرٌ -এর সাথে। আর بَصِيْرٌ স্বীয় متعلق ও فاعل মিলে خبر ان অতঃপর مقدم ও اسم ان খবর ان মিলে جملة اسمية خبرية হয়েছে।

https://e-ilm.weebly.com/

https://e-ilm.weebly.com/

بَدِيۡعُ السَّمٰوٰتِ وَالۡاَرۡضِ ؕ وَاِذَا قَضٰۤی اَمۡرًا فَاِنَّمَا یَقُوۡلُ لَهٗ کُنۡ فَیَکُوۡنُ (١١٧)

(১১৭) তিনি আবিষ্কর্তা আসমানসমূহ এবং জমিনের, আর যখন কোনো কাজ সমাধা করতে চান, শুধু তাকে বলেন, 'হয়ে যাও' তখনই তা হয়ে যায়।

وَقَالَ الَّذِیۡنَ لَا یَعۡلَمُوۡنَ لَوۡلَا یُکَلِّمُنَا اللّٰهُ اَوۡ تَاۡتِیۡنَاۤ اٰیَۃٌ ؕ کَذٰلِکَ قَالَ الَّذِیۡنَ مِنۡ قَبۡلِهِمۡ مِّثۡلَ قَوۡلِهِمۡ ؕ تَشَابَهَتۡ قُلُوۡبُهُمۡ ؕ قَدۡ بَیَّنَّا الۡاٰیٰتِ لِقَوۡمٍ یُّوۡقِنُوۡنَ (١١٨)

(১১৮) আর মুর্খরা বলে– কেন আমাদের সাথে কথা বলেন না আল্লাহ; অথবা আমাদের নিকট কোনো অন্য প্রমাণ আসে না; এরূপ তাদের পূর্ববর্তীগণও তাদের ন্যায় উক্তি করে আসতেছিল; তাদের সকলের অন্তরই পরস্পর সদৃশ; আমি তো বহু স্পষ্ট দলিল বর্ণনা করেছি দৃঢ় বিশ্বাসকামীদের জন্য।

اِنَّاۤ اَرۡسَلۡنٰکَ بِالۡحَقِّ بَشِیۡرًا وَّنَذِیۡرًا ۙ وَّلَا تُسۡـَٔلُ عَنۡ اَصۡحٰبِ الۡجَحِیۡمِ (١١٩)

(১১৯) আমি আপনাকে একটি সত্য ধর্ম দিয়ে পাঠিয়েছি যেন সুসংবাদ শুনাতে থাকেন এবং ভীতি প্রদর্শন করতে থাকেন, অনন্তর আপনার নিকট কৈফিয়ত তলব করা হবে না দোজখীদের সম্বন্ধে।

শাব্দিক অনুবাদ

(১১৭) بَدِيۡعُ তিনি আবিষ্কর্তা السَّمٰوٰتِ وَالۡاَرۡضِ আসমানসমূহ এবং জমিনের وَاِذَا قَضٰۤی اَمۡرًا আর যখন কোনো কাজ সমাধা করতে চান فَاِنَّمَا یَقُوۡلُ لَهٗ তখন শুধু তাকে বলেন, کُنۡ 'হয়ে যাও' فَیَکُوۡنُ তখনই তা হয়ে যায়।

(১১৮) وَقَالَ الَّذِیۡنَ لَا یَعۡلَمُوۡنَ আর মুর্খরা বলে– لَوۡلَا یُکَلِّمُنَا اللّٰهُ আল্লাহ; কেন আমাদের সাথে কথা বলেন না اَوۡ تَاۡتِیۡنَاۤ اٰیَۃٌ অথবা আমাদের নিকট অন্য কোনো প্রমাণ আসে না کَذٰلِکَ قَالَ এরূপ উক্তি করে আসতেছিল الَّذِیۡنَ مِنۡ قَبۡلِهِمۡ তাদের পূর্ববর্তীগণও مِّثۡلَ قَوۡلِهِمۡ তাদের ন্যায় تَشَابَهَتۡ قُلُوۡبُهُمۡ তাদের সকলের অন্তরই পরস্পর সদৃশ قَدۡ بَیَّنَّا الۡاٰیٰتِ আমি তো বহু স্পষ্ট দলিল বর্ণনা করেছি لِقَوۡمٍ یُّوۡقِنُوۡنَ দৃঢ় বিশ্বাসকামীদের জন্য।

(১১৯) اِنَّاۤ اَرۡسَلۡنٰکَ আমি আপনাকে পাঠিয়েছি بِالۡحَقِّ একটি সত্য ধর্ম দিয়ে بَشِیۡرًا যেন সুসংবাদ শুনাতে থাকেন وَّنَذِیۡرًا এবং ভীতি প্রদর্শন করতে থাকেন وَّلَا تُسۡـَٔلُ অনন্তর আপনার নিকট কৈফিয়ৎ তলব করা হবে না عَنۡ اَصۡحٰبِ الۡجَحِیۡمِ দোজখীদের সম্বন্ধে।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

(১১৩) قوله وَقَالَتِ الۡیَهُوۡدُ لَیۡسَتِ النَّصٰرٰی عَلٰی شَیۡءٍ الخ **আয়াতের শানে নুযূল– ১ :** ইহুদি সম্প্রদায় তাওরাত এবং খ্রিস্টানরা ইনজীল পাঠ ও আলোচনা করে উভয় কিতাবের মধ্যেই উভয় কিতাবের এবং উভয় রাসূলের সত্যতামূলক বর্ণনা রয়েছে। অথচ ইহুদি সম্প্রদায় বলে, নাসারাদের ধর্ম কোনো ভিত্তির উপর স্থাপিত নয়, অনুরূপভাবে নাসারাও বলে ইহুদিদের ধর্ম কোনো ভিত্তির ওপর স্থাপিত নয় কিতাবীদের পরস্পরের এরূপ উক্তি শ্রবণ করে আরবদের কাফেররাও নিজেদের বড়ত্ব প্রকাশ করতে বলত, ইহুদি ও নাসারাদের উভয় ধর্মই ভিত্তিহীন, বরং আমরা সত্যের উপর রয়েছি। তাদের এহেন উক্তির প্রতিবাদে আল্লাহ তা'আলা এ আয়াত নাজিল করেন।

শানে নুযূল – ২ : অপর বর্ণনা মতে আলোচ্য আয়াত নাজরানের খ্রিস্টান ও ইহুদি নেতাদের সম্পর্কে নাজিল হয়েছে। হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন যে, নাজরানের নাসারা গোষ্ঠী যখন রাসূল ﷺ -এর নিকট আসল, তখন তাঁর কাছে ইহুদি দলপতিরাও আসল। ফলে তারা পরস্পরে রাসূল (সা.)-এর সামনেই তর্কে লেগে গেল। সুতরাং রাফে' বিন হারমালা বলল, তোমরা তো কোনো ধর্মেই নেই; এমনকি হযরত ঈসা (আ.)-এর নবুয়ত এবং তাওরাতকেও অস্বীকার করল। অথচ ইহুদিদের কিতাবে হযরত ঈসা (আ.)-এর সমর্থন এবং নাসারাদের কিতাবে হযরত মূসা (আ.)-এর সমর্থন যে রয়েছে, সে সম্পর্কে বর্ণনা দিয়ে আল্লাহ তা'আলা আলোচ্য আয়াত নাজিল করেন। –[ফাতহুল কাদীর : ১৩০/১, ইবনে কাছীর : ১৫৫/১]

https://e-ilm.weebly.com/

(১১৪) قوله وَمَنْ اَظْلَمُ مِمَّنْ مَّنَعَ مَسٰجِدَ اللهِ اَنْ يُّذْكَرَ فِيْهَا اسْمُهٗ الخ **আয়াতের শানে নুযূল :** এই আয়াতের শানে নুযূল সম্পর্কে দু'ধরনের বর্ণনা রয়েছে।

১. ইহুদিরা যখন হযরত ইয়াহইয়া (আ.)-কে হত্যা করল তখন খ্রিস্টানরা তার বদলা নেওয়ার জন্য উঠে পড়ে লাগল। এক পর্যায়ে তারা ইরাকের অগ্নিপূজক বাদশাহর নেতৃত্বে সিরিয়ার বাদশাহ তাইতাশের নেতৃত্বাধীনদের উপরে আক্রমণ করল। তারা বহু ইহুদিদেরকে হত্যা করল এমন কি মসজিদে আকসার উপরও আক্রমণ করল। মসজিদে আকসার ভিতরে শুকর ও আবর্জনা ফেলে মসজিদকে নাপাক করে দিল। তাদের ব্যাপারেই এই আয়াত নাজিল হয়।

২. কেউ কেউ বলেন, এই আয়াতটির সম্পর্ক হুদায়বিয়ার সাথে। অর্থাৎ রাসূল ﷺ যখন ওমরার উদ্দেশ্যে সাহাবায়ে কেরামের কাফেলা নিয়ে মক্কার দিকে রওয়ানা হন তখন কাফেররা হুদায়বিয়া নমক স্থানে রাসূল ﷺ -কে মক্কায় প্রবেশ করতে বাধা দেন। যার বিস্তারিত ঘটনা হাদীস ও ইতিহাসের কিতাবে বর্ণিত আছে। এই ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে এই আয়াতটি নাজিল হয়।

(১১৫) قوله وَلِلّٰهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ الخ **আয়াতের শানে নুযূল–১ :** এ আয়াতটি সম্পর্কে মুফাসসিরগণ লিখেন, যখন রাসূল ﷺ মক্কাতে ছিলেন, তখন বায়তুল্লাহ শরীফের দিকে ফিরে নামাজ পড়তেন। ইহুদিরা মনে প্রাণে চাইতো রাসূল ﷺ যেন মসজিদে আকসার দিকে ফিরে নামাজ পড়েন। কেননা আকসা ইহুদিদের কেবলা। কিছুদিন পর রাসূল ﷺ হিজরত করে মদিনায় ফিরে যান তখন আল্লাহর নির্দেশে ষোল কিংবা সতের মাস মসজিদে আকসার দিকে ফিরে নামাজ পড়েন। তাতে ইহুদিরা খুব আনন্দিত হলো আর পরস্পর বলাবলি করতে লাগল, মুহাম্মদ যখন আমাদের কেবলা অনুসরণ করেছেন। নিশ্চয় কিছুদিন পর আমাদের ধর্মও অনুসরণ করবেন। কিন্তু রাসূল ﷺ মনে প্রাণে চাইতেন যাতে রাসূল ﷺ -এর কেবলা বায়তুল্লাহর দিকে করে দেওয়া হয়। পরে ষোল সতের মাস পর আল্লাহ তা'আলা তাঁকে বায়তুল্লাহর দিকে ফিরে নামাজ পড়ার নির্দেশ দিলেন। যখন কেবলা পরিবর্তন হয়ে গেল তখন ইহুদিরা তিরস্কার করে বলতে লাগল মুহাম্মদ ﷺ -এর কেবলারই ঠিক নেই। তাদের এই তিরস্কারের জওয়াবে এই আয়াত নাজিল হয়।

শানে নুযূল– ২ : আসেম বিন আব্দুল্লাহ বিন আব্দুল্লাহ বিন আমের বিন রাবি'আ বর্ণনা করেন, তাঁর পিতা হতে বর্ণনা করেন যে, একদা অবন্ধকার রজনীতে আমরা রাসূল ﷺ -এর সাথে ছিলাম। ফলে আমরা কোনো এক স্থানে অবস্থান করলাম। তখন এক ব্যক্তি পাথর রেখে একটি মসজিদের আকৃতি বানায় এতে নামাজ আদায় করা হয়। অতঃপর যখন ভোর হলো তখন কেবলা ছাড়া অন্য দিকে নামাজ আদায় করেছি বলে বুঝতে পেলাম। সুতরাং আমরা বললাম, হে আল্লাহর রাসূল! আমরা তো কেবলা ছাড়া অন্য দিকে নামাজ আদায় করেছি। তখন আলোচ্য আয়াত নাজিল হয়েছে।
–[ফাতহুল কাদীর : ১৩২/১, ইবনে কাছীর : ১৫৮/১]

(১১৮) قوله وَقَالَ الَّذِيْنَ لَا يَعْلَمُوْنَ لَوْلَا يُكَلِّمُنَا اللهُ الخ **আয়াতের শানে নুযূল :** ইহুদি খ্রিস্টান বা মুশরিকরা নবী করীম ﷺ -এর নবুয়তের সত্যতা প্রমাণকারী সুস্পষ্ট প্রমাণাদি প্রত্যক্ষ করার পরও তাঁর প্রতি ঈমান আনায় অনীহা প্রদর্শন করে এবং তাদের স্বভাবগত হঠকারিতার বশবর্তী হয়ে তারা বলে যে, আল্লাহ তা'আলা যদি সরাসবি আমাদেরকে বলে দিতেন যে, আপনি তার রাসূল। তবে আমাদের আপনাকে মান্য করতে আপত্তি থাকতো না। কিংবা তিনি যদি আমাদের উদ্দেশ্যে বিশেষ নিদর্শন প্রেরণ করতেন, তবে আমরা আপনাকে মান্য করতাম। আল্লাহ তা'আলা তাদের এহেন মূর্খতাপূর্ণ আবদারের উত্তরে উক্ত আয়াত নাজিল করেন।

(১১৯) قوله اِنَّا اَرْسَلْنٰكَ بِالْحَقِّ بَشِيْرًا وَّنَذِيْرًا الخ **আয়াতের শানে নুযূল :** কাফের মুশরিকদের ঈমান আনয়নে অনীহা ও দীনে হকের বিরোধিতার কারণে রাসূল (সা.) বিশেষভাবে চিন্তান্বিত হয়ে পড়েন। তখন আল্লাহ তা'আলা তার প্রিয় রাসূলকে সান্ত্বনা দিয়ে বলেন, হে রাসূল! আমি আপনাকে সত্য দীনসহ হেদায়েতের পথযাত্রীদের প্রতি বেহেশতের সুসংবাদদাতা ও হেদায়েত বিমূখ কাফেরদের প্রতি দোজখের ভয় প্রদর্শনকারীরূপে প্রেরণ করেছি। এ হেদায়েত পৌঁছে দেওয়াই আপনার দায়িত্ব। কে হেদায়েত গ্রহণ করছে বা করছে না তার হিসেব রাখা আপনার দায়িত্ব নয়। আর দোজখবাসীদের ব্যাপারে আপনি জিজ্ঞাসিতও হবেন না।

হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা.) বলেন, একবার রাসূল ﷺ নিজ পরলোকগত পিতা-মাতা সম্পর্কে চিন্তা করতে থাকেন যে, তারা কোথায় অবস্থান করছেন, বেহেশতে না দোজখে? এ বিষয়ে তিনি বেশ দুশ্চিন্তার শিকার হয়ে পড়েন। তখন আল্লাহ তা'আলা উক্ত আয়াত নাজিল করে তাকে এরূপ চিন্তা করতে বারণ করে দেন।

https://e-ilm.weebly.com/

قوله وَهُمْ يَتْلُوْنَ الْكِتٰبَ -এর ব্যাখ্যা : ইহুদি নাসারারা পরস্পর বিপরীত বক্তব্য পেশ করছে। অথচ তাদের অবস্থা হলো এই যে, তাদের নিকট ইলম রয়েছে এবং তারা কিতাব পাঠ করছে। তাওরাত এবং ইনজীলের অনুসারীদের জন্য দায়িত্ব হলো তারা নিজেদের কিতাবদ্বয়ের প্রত্যেকটি পরস্পরের স্বীকৃতি দানকারী এবং উভয়টিতে মৌলিক বক্তব্য একই ধরনের। তাওরাত হযরত ঈসা (আ.)-এর নবুয়ত এবং ইনজীল হযরত মূসা (আ.)-এর নবুয়তের সত্যায়ন করে। তাই উভয়টির সত্যতা প্রদান করাই সকল ইহুদি ও খ্রিস্টানদের কর্তব্য ছিল।

قوله قَالَ الَّذِيْنَ لَا يَعْلَمُوْنَ -এর উদ্দেশ্য : আলোচ্য আয়াতাংশটি দ্বারা ঐ সকল আহলে কিতাব উদ্দেশ্য যারা আলেম পর্যায়ের ছিল না। তারা উত্তরাধিকারসূত্রে ইহুদি এবং খ্রিস্টান তথা আহলে কিতাব বলে দাবি করত। মূলত কিতাবের কোনো জ্ঞান তাদের ছিল না। মা বাবা আহলে কিতাব বলেই তারা আহলে কিতাব। বর্তমানে যারা নিজেদেরকে ইহুদি নাসারা তথা আহলে কিতাব বলে পরিচয় দেয় তারা সবাই এই শ্রেণিভুক্ত।

قوله فَاللّٰهُ يَحْكُمُ بَيْنَهُمْ -এর অর্থ : আল্লাহ তাদের মাঝে মীমাংসা করে দিবেন। এ বাক্যটির চারটি অর্থ হতে পারে, যথা–
১. হযরত হাসান বসরী (র.) বলেন– আল্লাহ সবাইকে মিথ্যাবাদী প্রমাণ করে জাহান্নামে পাঠাবেন।
২. আল্লাহ মিথ্যাবাদী জালিম থেকে মাজলুমের ন্যায্য হক ও অধিকার দিয়ে দেবেন।
৩. তিনি এটা দেখিয়ে দেবেন যে, কে সরাসরি বেহেশতে প্রবেশ করছে, আর কে দোজখে প্রবেশ করছে।
৪. তিনি হক ও বাতিলের দাবিদারদের মধ্যে মতানৈক্যের বিষয়াদি ফয়সালা করবেন। –[কবীর, রুহুল মা'আনী]

قوله مِثْلَ قَوْلِهِمْ -এর উদ্দেশ্য : আল্লাহর বাণী– مِثْلَ قَوْلِهِمْ-এর هُمْ দ্বারা ঐ সকল আহলে কিতাবদের উদ্দেশ্য করা হয়েছে যারা ছিল তাওরাত ও ইনজীলের আলেম। অথচ তাদের একদল বলতো ইহুদিরা সঠিক দীনের উপর নেই। আর ইহুদিরা বলত, খ্রিস্টানরা সঠিক দীনের উপর নেই। قَوْلِهِمْ দ্বারা আসলে আহলে কিতাবীদের এই বক্তব্যই উদ্দেশ্য।

قوله مِمَّنْ مَّنَعَ الخ -এর মর্মার্থ : আল্লাহর বাণী– وَمَنْ اَظْلَمُ مِمَّنْ مَّنَعَ مَسٰجِدَ اللّٰهِ-এর মধ্যে مِمَّنْ-এর مَنْ দ্বারা কাদের বুঝানো হয়েছে তা নিয়ে কয়েকটি মতামত পাওয়া যায়। যথা–
ক. নবীজীর আগমনের পূর্বে অত্যাচারী বাদশাহ বুখতে নসর বায়তুল মাকদাস ধ্বংস করে দিয়েছিল। ইহুদিদেরকে সেখানে ইবাদত করতে দেয়নি। এখানে مَنْ দ্বারা তাকেই বুঝানো হয়েছে।
খ. অথবা, সিরিয়ার অগ্নিপূজক বাদশাহ তাইতাসকে বুঝানো হয়েছে। সে ইহুদিদের ওপর আক্রমণ চালিয়ে অবিচারে হত্যা করে এবং বায়তুল মাকদাসে ময়লা নিক্ষেপ পূর্বক সেখানে শূকর ছেড়ে দেয়। –[মা'আরিফুল কুরআন]
গ. অথবা, মক্কার কাফেররা উদ্দেশ্য। কারণ মক্কা বিজয়ের প্রাক্কালে নবীজী তাঁর সঙ্গী-সাথীদের নিয়ে কা'বা ঘরে ওমরা পালনে এলে তারা মুসলমানদের কা'বা এলাকায় ঢুকতে বাধা দেয় এবং সেখানে ওমরা ও যাবতীয় কার্যকলাপ করতে বারণ করে দেয়।
ঘ. বর্তমান কালের ইসলামি চিন্তাবিদদের মতে مَنْ দ্বারা এমন প্রত্যেক ব্যক্তি উদ্দেশ্য, যে মসজিদে ইবাদত করতে বাধা দেয়; তা অতীতে, বর্তমানে, কিংবা ভবিষ্যতে যখনই হোকনা কেন। আয়াতটি যদিও একটি বিশেষ প্রেক্ষাপটে অবতীর্ণ হয়েছে তথাপি এর হুকুম সর্বকালীন।

قوله مَسٰجِدَ اللّٰهِ -এর উদ্দেশ্য : এখানে مَسَاجِدَ (মাসজিদ) দ্বারা কয়েকটি উদ্দেশ্য হতে পারে। যথা–
ক. বায়তুল মাকদিস। নবীজীর আগমনের পূর্বে তা ধ্বংস করা হয়েছিল।
খ. কারো মতে মসজিদে নববী ও মসজিদে হারাম উদ্দেশ্য।
গ. কারো মতে মসজিদে আবূ বকর (রা.) উদ্দেশ্য, যা হিজরতের পূর্বে মক্কাতে ছিল। মুশরিকরা তা ভেঙ্গে ফেলে।
ঘ. বর্তমানের আলেমগণের মতে مَسَاجِدَ দ্বারা পৃথিবীর সকল মসজিদ উদ্দেশ্য। যদিও আয়াতটি বিশেষ প্রেক্ষিতে অবতীর্ণ হয়েছে

حُكْمُ دُخُوْلِ الْكُفَّارِ فِى الْمَسْجِدِ : কাফেররা মসজিদে প্রবেশ করতে পারবে কিনা? এ ব্যাপারে ইমামগণ মতানৈক্য প্রকাশ করেছেন। যেমন– (ক) ইমাম আবূ হানীফা (র.)-এর মতে কাফেরদের মসজিদে প্রবেশ করা না জায়েজ নয়। (খ) ইমাম মালেক (র.)-এর মতে, জায়েজ নেই। (গ) ইমাম শাফেয়ী (র.)-এর মতে, হেরেম শরীফ ও মসজিদে হারাম ছাড়া অন্যসব মসজিদে প্রবেশ করতে পারবে। (ঘ) এ ব্যাপারে পবিত্র কুরআনের ভাষ্য হলো–

١. اِنَّمَا يَعْمُرُ مَسَاجِدَ اللّٰهِ مَنْ اٰمَنَ. الخ
٢. اِنَّمَا الْمُشْرِكُوْنَ نَجَسٌ فَلَا يَقْرَبُوْهَا الخ
٣. مَا كَانَ لَهُمْ اَنْ يَّدْخُلُوْهَا اِلَّا خَآئِفِيْنَ.

তবে কথা হলো, কাফেরদের মসজিদে প্রবেশ সমীচীন নয়। হ্যাঁ, একান্ত যদি প্রবেশ না করলেই নয় তাহলে প্রবেশ করতে পারবে। هٰذَا مَا عِنْدِىْ وَعِنْدَ اللّٰهِ الصَّوَابُ

https://e-ilm.weebly.com/

মহল্লে ই'রাবের বর্ণনা : أَنْ يُذْكَرَ فِيهَا اسْمُهُ এ বাক্যটি مَنَعَ ফে'ল -এর مَفْعُولٌ بِهٖ হিসেবে মহল্লান مَنْصُوبٌ হয়েছে।

وَهُمْ يَتْلُوْنَ الْكِتٰبَ এ বাক্যটির প্রথমে وَاوْ বর্ণটি حَالِيَةٌ পুরো বাক্যটি পূর্বোক্ত الْيَهُوْدُ وَالنَّصٰرٰى হতে হাল হিসেবে মহল্লান مَنْصُوبٌ হয়েছে।

এ আয়াত থেকে কতিপয় প্রয়োজনীয় মাসআলা এবং বিধানও প্রমাণিত হয়।

প্রথমত : শিষ্টতা প্রদর্শনের ক্ষেত্রে বিশ্বের সকল মসজিদ একই পর্যায়ভুক্ত। বায়তুল মাকদিস, মসজিদে হারাম ও মসজিদ নববীর অবমাননা যেমনি বড় জুলুম, তেমনি অন্যান্য মসজিদের বেলায়ও তা সমভাবে প্রযোজ্য। তবে এই তিনটি মসজিদের বিশেষ মাহাত্ম্য ও সম্মান স্বতন্ত্রভাবে স্বীকৃত মসজিদে হারামে এক রাকাত নামাজের ছওয়াব এক লক্ষ রাকাত নামাজের সমান এবং মসজিদে নববী ও বায়তুল মাকদিসে পঞ্চাশ হাজার রাকাত নামাজের সমান এই তিন মসজিদে নামাজ পড়ার উদ্দেশ্যে দূর-দূরান্ত থেকে সফর করে সেখানে পৌছা বিরাট ছওয়াব ও বরকতের বিষয়। কিন্তু অন্য কোনো মসজিদে নামাজ পড়া উত্তম মনে করে দূর দূরান্ত থেকে সফর করে আসতে বারণ করা হয়েছে।

দ্বিতীয়তঃ মসজিদে জিকির ও নামাজে বাধা দেওয়ার মতো যত পন্থা হতে পারে সে সবগুলোই হারাম। তন্মধ্যে একটি প্রকাশ্য পন্থা এই যে, মসজিদে গমন করতে অথবা সেখানে নামাজ ও তেলাওয়াত করতে পরিস্কার ভাষায় নিষেধাজ্ঞা প্রদান। দ্বিতীয় পন্থা এই যে, মসজিদে হট্টগোল করে অথবা আশে-পাশে গান-বাজনা করে মুসল্লীদের নামাজ ও জিকিরে বিঘ্ন সৃষ্টি করা।

এমনিভাবে নামাজের সময় যখন মুসল্লিরা নফল নামাজ, তাসবীহ, তেলাওয়াত ইত্যাদিতে নিয়োজিত থাকেন, তখন মসজিদে সরবে তেলাওয়াত ও জিকির করা এবং নামাজিদের নামাজে বিঘ্ন সৃষ্টি করাও বাধা প্রদানেরই নামান্তর। এ কারণেই ফিকহবিদগণ একে না-জায়েজ বলে আখ্যা দিয়েছেন। তবে, মসজিদে যখন মুসল্লি না থাকে, তখন সরবে জিকির অথবা তেলাওয়াত করায় কোনো দোষ নেই।

এ থেকে আরো বুঝা যায় যে, যখন মুসল্লিরা নামাজ, তাসবীহ, ইত্যাদিতে ব্যস্ত থাকে, তখন মসজিদে নিজের জন্যে অথবা কোনো ধর্মীয় কাজের জন্য চাঁদা সংগ্রহ করাও নিষিদ্ধ।

তৃতীয়তঃ মসজিদ জনশূন্য করার জন্য সম্ভবপর যত পন্থা হতে পারে সবই হারাম। খোলাখুলিভাবে মসজিদকে বিধ্বস্ত করা ও জনশূন্য করা যেমনি এর অন্তর্ভুক্ত তেমনিভাবে এমন কারণ সৃষ্টি করাও এর অন্তর্ভুক্ত, যার ফলে মসজিদ জনশূন্য হয়ে পড়ে। মসজিদ জনশূন্য হওয়ার অর্থ এই যে, সেখানে নামাজ পড়ার জন্য কেউ আসে না কিংবা নামাজির সংখ্যা দিন দিন হ্রাস পায়।

মোটকথা, وَلِلّٰهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ আয়াতটিতে কেবলামুখী হওয়ার পূর্ণ স্বরূপ বর্ণনা করে দেওয়া হয়েছে যে, এর উদ্দেশ্য [নাউযুবিল্লাহ] বায়তুল্লাহ অথবা বায়তুল মাকদিসের পূজা করা নয়, কিংবা এ দুটি স্থানের সাথে আল্লাহর পবিত্র সত্তাকে সীমিত করে নেওয়াও নয়। তাঁর সত্তা সমগ্র বিশ্বকে বেষ্টন করে রেখেছে এবং সর্বত্রই তাঁর মনোযোগ সমান। এরপরও বিভিন্ন তাৎপর্যের কারণে বিশেষ স্থান অথবা দিককে কেবলা নির্দিষ্ট করা হয়েছে।

আয়াতের এই বিষয়বস্তুকে সুস্পষ্ট ও অন্তরে বদ্ধমূল করার উদ্দেশ্যেই সম্ভবত হুজুরে আকরাম ﷺ ও সাহাবায়ে কেরামকে হিজরতের প্রথম দিকে ষোল সতের মাস পর্যন্ত বায়তুল মোকাদ্দাসের দিকে মুখ করে নামাজ পড়ার আদেশ দেওয়া হয়। এভাবে কার্যতঃ বলে দেওয়া হয় যে, আমার মনোযোগ সর্বত্র রয়েছে। নফল নামাজসমূহের এক পর্যায়ে এই নির্দেশ অব্যাহত রাখা হয়েছে। সফরে কোনো ব্যক্তি উট, ঘোড়া ইত্যাদি যানবাহনে সওয়ার হয়ে পথ চললে তাকে তদবস্থায় ইশারায় নফল নামাজ পড়ার অনুমতি দেওয়া হয়েছে। তার জন্য যানবাহন যেদিকে চলে সেদিকে মুখ করাই যথেষ্ট।

কোনো কোনো মুফাসসির فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللّٰهِ আয়াতকে এই নফল নামাজেরই বিধান বলে সাব্যস্ত করেছেন। কিন্তু স্মরণ রাখা উচিত যে, এই বিধান সে সমস্ত যানবাহনের ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য, যাতে সওয়ার হয়ে চলার সময় কেবলার দিকে মুখ করা কঠিন। পক্ষান্তরে যেসব যানবাহনে সওয়ার হলে কেবলার দিকে মুখ করা কঠিন নয়, যেমন রেলগাড়ি, সামুদ্রিক জাহাজ, উড়োজাহাজ ইত্যাদিতে নফল নামাজেও কেবলার দিকেই মুখ করতে হবে। তবে নামাজরত অবস্থায় রেলগাড়ি অথবা জাহাজের দিক পরিবর্তন হয়ে গেলে এবং আরোহীর পক্ষে কেবলার দিকে মুখ ফিরিয়ে নেওয়ার অবকাশ না থাকলে তদবস্থায়ই নামাজ পূর্ণ করবে।

https://e-ilm.weebly.com/

এমনিভাবে কেবলার দিক সম্পর্কে নামাজির জানা না থাকলে, রাত্রির অন্ধকারে দিক নির্ণয় করা কঠিন হলে এবং বলে দেওয়ার লোক না থাকলে সেখানেও নামাজি অনুমান করে যেদিকেই মুখ করবে, সেদিকই তার কেবলা বলে গণ্য হবে নামাজ আদায় করার পর যদি দিকটি ভ্রান্তও প্রমাণিত হয়, তবুও তার নামাজ শুদ্ধ হয়ে যাবে। পুনরায় পড়তে হবে না।

জ্ঞাতব্য : ১. বিশেষ বিশেষ কাজের জন্য বিশেষ ফেরেশতা নিযুক্ত করা যেমন, বৃষ্টিবর্ষণ ও রিজিক পৌঁছানো ইত্যাদি কোনো না কোনো রহস্যের উপর নির্ভরশীল। বিভিন্ন উপকরণ ও শক্তিকে কাজে লাগানোও তেমনি। এর কোনোটিই এজন্য নয় যে, মানুষ এগুলোকে ক্ষমতাশালী স্বীকার করে তাদের কাছে সাহায্য চাইবে।

২. ইমাম বায়যাভী (র.) বলেন, পূর্ববর্তী শরিয়তসমূহে আদি কারণ হওয়ার দরুন আল্লাহকে পিতা বলা হতো। একেই মূর্খেরা জন্মদাতা অর্থে বুঝে নিয়েছে। ফলে এরূপ বিশ্বাস করা অথবা বলা কুফর সাব্যস্ত হয়েছে. অনিষ্টের ছিদ্রপথ বন্ধ করার লক্ষ্যে বর্তমানেও এ জাতীয় শব্দ ব্যবহারের অনুমতি নেই।

জ্ঞাতব্য : ইহুদি ও খ্রিস্টানরা ছিল আসমানি কিতাবের অধিকারী। তাদের মধ্যে শিক্ষিত লোকও ছিল। তা সত্ত্বেও আল্লাহ তা'আলা তাদের মূর্খ বলে অভিহিত করেছেন। এর কারণ এই যে, প্রচুর অকাট্য ও শক্তিশালী নিদর্শন প্রতিষ্ঠিত করা সত্ত্বেও সেগুলো অস্বীকার মূর্খতা ছাড়া আর কিছুই নয়। এ কারণেই আল্লাহ তাদেরকে মূর্খ বলে অভিহিত করেছেন।

حُكْمُ الصَّلَاةِ إِلَى غَيْرِ الْقِبْلَةِ নামাজের সময় কেবলার প্রতি মুখ করে দাঁড়ানো ফরজ। ইচ্ছা করে যদি কেউ কেবলা ছাড়া অন্য দিকে মুখ করে নামাজ পড়ে, তবে তার নামাজ বাতিল বলে গণ্য হবে। এ ব্যাপারে উম্মতে মুসলিমাহ একমত। তবে কেউ যদি ভুল বশতঃ কিংবা কোনো অসুবিধার কারণে অন্য দিকে ফিরে নামাজ পড়ে ফেলে তাহলে তার নামাজ হবে কি না এ ব্যাপারে তিনটি মত পাওয়া যায়। যথা–(ক) ইমাম আযম আবূ হানীফা (রা.) বলেন, এমতাবস্থায় তার নামাজ শুদ্ধ হবে। পুনরায় পড়তে হবে না। (খ) ইমাম মালেকের মতে, সময় থাকলে নামাজ পুনরায় পড়ে নেওয়া মোস্তাহাব। (গ) ইমাম শাফেয়ীর মতে, নামাজ পুনরায় পড়তে হবে। কারণ, কিবলামুখী হওয়া ফরজ। –[কুরতুবী]

قوله وَجْهُ اللهِ -এর উদ্দেশ্য : এখানে وَجْهُ اللهِ -এর দুটি অর্থ হতে পারে। যথা–

(ক) হাকীকী : وَجْهٌ অর্থ মুখমণ্ডল। তখন মুখমণ্ডল বলে আল্লাহর অস্তিত্ব উদ্দেশ্য হবে। এটাকে মানতেকের ভাষায় تَسْمِيَةُ الْجُزْءِ بِإِرَادَةِ الْكُلِّ বলে এখন প্রশ্ন হতে পারে, আল্লাহ তো নিরাকার, তাহলে তাঁর মুখমণ্ডল হবে কি করে? এর উত্তর হলো, আল্লাহ নিরাকার নয়। তাঁর আকার অবশ্যই আছে। তবে তা আমরা জানিনা যে, তাঁর আকার কিরূপ। এমনিভাবে তাঁর وَجْهٌ আছে। এ ব্যাপারে সালফে সালেহীনদের বক্তব্যই যুক্তিযুক্ত। তারা বলেন– اَلْوَجْهُ لَهُ مَعْلُوْمٌ وَكَيْفِيَّتُهُ مَجْهُوْلٌ وَالسُّؤَالُ عَنْهُ بِدْعَةٌ وَالْاِيْمَانُ بِهِ وَاجِبٌ۔

(খ) মাজাযী : অর্থাৎ, وَجْهُ اللهِ অর্থ হবে رِضَى اللهِ আল্লাহর সন্তুষ্টি। তখন আয়াতের অর্থ দাঁড়াবে তোমরা যে দিকেই ফিরে নামাজ পড়না কেন, সর্বাবস্থায় আল্লাহর সন্তুষ্টি রয়েছে।

قوله وَقَالُوا اتَّخَذَ اللهُ ... كُلٌّ لَهُ قَانِتُوْنَ : বর্ণিত আছে যে, ইহুদিরা বলত, হযরত ওযায়ের (আ.) ছিলেন اِبْنُ اللهِ তথা আল্লাহর পুত্র। খ্রিস্টানরা বলত, ঈসা (আ.) ছিলেন اِبْنُ اللهِ তথা 'আল্লাহর পুত্র'। অন্য দিকে একদল বর্বর মুশরিক মনে করত ফেরেশতাগণ আল্লাহর কন্যা। বস্তুতঃ আল্লাহ তা'আলা কাউকে জন্ম দেননি এবং তিনি জন্মগ্রহণও করেন নি। জন্ম দেওয়া নেওয়া থেকে তিনি সম্পূর্ণ পবিত্র। এ কথার স্বপক্ষে আলোচ্য আয়াতগুলো অবতীর্ণ হয়। –[রূহুল মা'আনী]

قوله بَدِيْعُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ الخ **-এর ব্যাখ্যা :** আলোচ্য আয়াতে بَدِيْعٌ শব্দটি خَالِقٌ বা خَلِيْقٌ অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। بَدِيْعٌ মূলতঃ بَدْعٌ ক্রিয়ামূল থেকে اِسْمُ فَاعِلٍ-এর সীগাহ। بَدْعٌ অর্থ সৃষ্টি করা। এমন সৃষ্টিকে بَدْعٌ বলা হয় যার পূর্বে কোনো অস্তিত্বই ছিল না। মূলতঃ আসমান ও জমিনের কোনো আকার আয়তন কিছুই ছিল না। আল্লাহ তা'আলা এসব সৃষ্টি করেছেন। তাই আল্লাহকে بَدِيْعُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ বলা হয়েছে। তেমনিভাবে দীনে ইসলামিতে যদি কেউ এমন কোনো ইবাদত প্রচলিত করে যার নমুনা ইতঃপূর্বে ছিল না তাকে مُبْتَدِعٌ এবং ইবাদতটিকে بِدْعَةٌ বলা হয়। –[কুরতুবী ও অন্যান্য

https://e-ilm.weebly.com/

https://e-ilm.weebly.com/

শব্দ বিশ্লেষণ

يَتْلُوْنَ : সীগাহ جمع مذكر غائب বহছ مضارع معروف বাব نصر মাসদার اَلتِّلَاوَةُ মূলবর্ণ– (ت ـ ل ـ و) জিনস ناقص واوى অর্থ– তারা তেলাওয়াত করে, পাঠ করে।

سَعٰى : সীগাহ واحد مذكر غائب বহছ ماضى معروف বাবে سَمِعَ মাসদার اَلسَّعْىُ মূলবর্ণ (س ـ ع ـ ى) জিনস ناقص يائى অর্থ– সে চেষ্টা করেছে।

يَدْخُلُوْ : সীগাহ جمع مذكر غائب বহছ مضارع معروف বাব نَصَرَ মাসদার اَلدُّخُوْلُ মূলবর্ণ (د ـ خ ـ ل) জিনস صحيح অর্থ– তারা প্রবেশ করে।

خَآئِفِيْنَ : সীগাহ جمع مذكر বহছ اسم فاعل বাব سَمِعَ মাসদার اَلْخَوْفُ মূলবর্ণ (خ ـ و ـ ف) জিনস اجوف واوى অর্থ– ভয়কারীগণ।

خِزْىٌ : বাব ضرب-এর মাসদার অর্থ– অবমাননা, লাঞ্ছনা।

اَلْمَغْرِبُ : সীগাহ واحد مذكر বহছ ظرف زمان ومكان অর্থ– সূর্যাস্তের স্থান এবং সূর্যাস্তের সময়, সূর্যাস্তের দিক।

تُوَلُّوْا : সীগাহ جمع مذكر حاضر বহছ مضارع معروف বাব تَفْعِيْل মাসদার اَلتَّوَلِّىْ মূলবর্ণ (و ـ ل ـ ى) জিনস لفيف مفروق অর্থ– তোমরা যে দিকেই মুখ কর।

عَلِيْمٌ : علم মাসদার হতে مبالغة-এর সীগাহ। শব্দটি একবচন, বহুবচন عُلَمَاءُ অর্থ– জ্ঞানী।

قٰنِتُوْنَ : সীগাহ جمع مذكر বহছ اسم فاعل বাব نَصَرَ মাসদার اَلْقُنُوْتُ মূলবর্ণ– (ق ـ ن ـ ت) জিনস صحيح অর্থ– তারা সকলেই তাঁর আজ্ঞাধীন।

تَشَابَهَتْ : সীগাহ واحد مؤنث غائب বহছ ماضى معروف বাব تَفَاعُلٌ মাসদার اَلتَّشَابُهُ মূলবর্ণ (ش ـ ب ـ ه) জিনস صحيح অর্থ– তাদের অন্তর একে অপরের সাদৃশ্য হয়ে গেছে।

قَدْ بَيَّنَّا : সীগাহ جمع متكلم বহছ ماضى قريب معروف বাব تَفْعِيْل মাসদার اَلتَّبْيِيْنُ মূলবর্ণ (ب ـ ي ـ ن) জিনস اجوف يائى অর্থ– আমরা বয়ান করে দিয়েছি।

يُوْقِنُوْنَ : সীগাহ جمع مذكر غائب বহছ مضارع معروف বাব اِفْعَالٌ মাসদার اَلْاِيْقَانُ মূলবর্ণ (ى ـ ق ـ ن) জিনস مثال يائى অর্থ– তারা বিশ্বাস করে।

بَشِيْرًا : সীগাহ واحد مذكر বহছ صفت مشبه অর্থ– সুসংবাদদাতা। [রাসূল (সা.)-এর একটি গুণবাচক নাম।]

বাক্য বিশ্লেষণ

قوله وَهُمْ يَتْلُوْنَ الْكِتٰبَ : এখানে واو হলো حالية আর هُمْ হলো مبتدأ এবং يَتْلُوْنَ الْكِتَابَ জুমলা হয়ে خبر অতঃপর مبتدأ ও خبر মিলে جملة اسمية হয়েছে।

قوله وَلَهُمْ فِى الْاٰخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيْمٌ : এখানে لَهُمْ ও فِى الْاٰخِرَةِ উভয়টি ثابت উহ্য ফে'লের সাথে متعلق হয়ে خبر مقدم আর عذاب হলো موصوف এবং عَظِيْمٌ হলো তার صفت। صفت ও موصوف মিলে مبتدأ مؤخر অতঃপর خبر مقدم ও مبتدأ مؤخر মিলে جملة اسمية হয়েছে।

قوله وَلِلّٰهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ : এখানে لِلّٰهِ জার মাজরুর মিলে خبر مقدم আর اَلْمَشْرِقُ হলো معطوف عليه এবং المغرب হলো معطوف : অতঃপর معطوف عليه ও معطوف মিলে مبتدأ مؤخر এবং خبر ও مبتدأ مؤخر মিলে جملة اسمية خبرية مقدم হয়েছে

قوله اِنَّ اللّٰهَ وَاسِعٌ عَلِيْمٌ : এখানে اِنَّ হলো حرف مشبه بالفعل আর لفظ اللّٰه হলো اسم اِنَّ এবং وَاسِعٌ عَلِيْمٌ হলো خبر اِنَّ অতঃপর اِنَّ স্বীয় اسم ও خبر মিলে جملة اسمية خبرية হয়েছে।

https://e-ilm.weebly.com/

وَلَنْ تَرْضٰى عَنْكَ الْيَهُوْدُ وَلَا النَّصٰرٰى حَتّٰى تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ ۗ قُلْ اِنَّ هُدَى اللّٰهِ هُوَ الْهُدٰى ۗ وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ اَهْوَآءَهُمْ بَعْدَ الَّذِىْ جَآءَكَ مِنَ الْعِلْمِ ۙ مَا لَكَ مِنَ اللّٰهِ مِنْ وَّلِىٍّ وَّلَا نَصِيْرٍ (١٢٠)

অনুবাদ : (১২০) আর কখনো আপনার উপর সন্তুষ্ট হবে না ইহুদিরাও এবং নাসারারাও যাবৎ না আপনি তাদের ধর্মের অনুসারী হবেন, আপনি বলুন! বস্তুত আল্লাহর নির্দেশিত রাস্তাই হেদায়েতের রাস্তা; আর যদি আপনি অনুসরণ করেন তাদের ভ্রান্ত ধারণাসমূহের আপনার নিকট জ্ঞান আসার পর, তবে আপনার জন্য আল্লাহ হতে রক্ষাকারী কোনো বন্ধুও থাকবে না, কোনো সাহায্যকারীও না

اَلَّذِيْنَ اٰتَيْنٰهُمُ الْكِتٰبَ يَتْلُوْنَهٗ حَقَّ تِلَاوَتِهٖ ؕ اُولٰٓئِكَ يُؤْمِنُوْنَ بِهٖ ؕ وَمَنْ يَّكْفُرْ بِهٖ فَاُولٰٓئِكَ هُمُ الْخٰسِرُوْنَ (١٢١)

(১২১) যাদেরকে আমি দান করেছি কিতাব আর তারা তা তেলাওয়াত করতেছে যথোচিতভাবে; এরূপ লোকেই তার প্রতি ঈমান আনে, আর যারা তা অমান্য করবে তারা নিজেরাই ক্ষতিগ্রস্ত হবে।

يٰبَنِىْٓ اِسْرَآءِيْلَ اذْكُرُوْا نِعْمَتِىَ الَّتِىْٓ اَنْعَمْتُ عَلَيْكُمْ وَاَنِّىْ فَضَّلْتُكُمْ عَلَى الْعٰلَمِيْنَ (١٢٢)

(১২২) হে বনী ইসরাঈল! আমার সেই নিয়ামতগুলো স্মরণ কর, যা আমি তোমাদেরকে দিয়েছি, আর এটাও যে, আমি শ্রেষ্ঠত্ব দিয়েছি তোমাদেরকে বহু লোকের উপর।

وَاتَّقُوْا يَوْمًا لَّا تَجْزِىْ نَفْسٌ عَنْ نَّفْسٍ شَيْـًٔا وَّلَا يُقْبَلُ مِنْهَا عَدْلٌ وَّلَا تَنْفَعُهَا شَفَاعَةٌ وَّلَا هُمْ يُنْصَرُوْنَ (١٢٣)

(১২৩) আর তোমরা এমন দিনকে ভয় কর- যেদিন আদায় করতে পারবে না কেউ কারো পক্ষ হতে কোনো দাবি আর না কারো পক্ষ হতে কোনো বিনিময় গৃহীত হবে আর না কারো পক্ষে কোনো সুপারিশও ফলপ্রদ হবে, আর না তাদেরকে কেউ রক্ষা করতে পারবে।

শাব্দিক অনুবাদ

১২০. وَلَنْ تَرْضٰى আর কখনো সন্তুষ্ট হবে না عَنْكَ আপনার উপর الْيَهُوْدُ ইহুদিরাও وَلَا النَّصٰرٰى এবং নাসারারাও حَتّٰى যাবৎ না تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ আপনি তাদের ধর্মের অনুসারী হবেন قُلْ আপনি বলুন! اِنَّ هُدَى اللّٰهِ বস্তুত আল্লাহর নির্দেশিত রাস্তাই هُوَ الْهُدٰى হেদায়েতের রাস্তা وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ আর যদি আপনি অনুসরণ করেন اَهْوَآءَهُمْ তাদের ভ্রান্ত ধারণাসমূহের بَعْدَ الَّذِىْ جَآءَكَ مِنَ الْعِلْمِ আপনার নিকট জ্ঞান আসার পর مَا لَكَ তবে আপনার জন্য থাকবে না مِنَ اللّٰهِ আল্লাহ হতে রক্ষাকারী مِنْ وَّلِىٍّ কোনো বন্ধুও, وَّلَا نَصِيْرٍ আর কোনো সাহায্যকারীও না।

১২১. اَلَّذِيْنَ اٰتَيْنٰهُمُ যাদেরকে আমি দান করেছি الْكِتٰبَ কিতাব يَتْلُوْنَهٗ আর তারা তা তেলাওয়াত করতেছে حَقَّ تِلَاوَتِهٖ যথোচিতভাবে اُولٰٓئِكَ এরূপ লোকেই يُؤْمِنُوْنَ بِهٖ তার প্রতি ঈমান আনে وَمَنْ يَّكْفُرْ بِهٖ আর যারা তা অমান্য করবে فَاُولٰٓئِكَ هُمُ الْخٰسِرُوْنَ তারা নিজেরাই ক্ষতিগ্রস্ত হবে।

১২২. يٰبَنِىْٓ اِسْرَآءِيْلَ হে বনী ইসরাঈল! اذْكُرُوْا স্মরণ কর نِعْمَتِىَ আমার সেই নিয়ামতগুলো الَّتِىْٓ اَنْعَمْتُ عَلَيْكُمْ যা আমি তোমাদেরকে দিয়েছি وَاَنِّىْ فَضَّلْتُكُمْ আর এটাও যে, আমি শ্রেষ্ঠত্ব দিয়েছি তোমাদেরকে عَلَى الْعٰلَمِيْنَ বহু লোকের উপর।

১২৩. وَاتَّقُوْا يَوْمًا আর তোমরা এমন দিনকে ভয় কর- لَّا تَجْزِىْ যেদিন আদায় করতে পারবে না نَفْسٌ কেউ عَنْ نَّفْسٍ কারো পক্ষ হতে شَيْـًٔا কোনো দাবি وَّلَا يُقْبَلُ আর না কারো পক্ষ হতে গৃহীত হবে عَدْلٌ কোনো বিনিময় وَّلَا تَنْفَعُهَا আর না কারো পক্ষে কোনো ফলপ্রদ হবে شَفَاعَةٌ সুপারিশও وَّلَا هُمْ يُنْصَرُوْنَ আর না তাদেরকে কেউ রক্ষা করতে পারবে

https://e-ilm.weebly.com/

وَاِذِ ابْتَلٰٓى اِبْرٰهٖمَ رَبُّهٗ بِكَلِمٰتٍ فَاَتَمَّهُنَّ ؕ قَالَ اِنِّىْ جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ اِمَامًا ؕ قَالَ وَمِنْ ذُرِّيَّتِىْ ؕ قَالَ لَا يَنَالُ عَهْدِى الظّٰلِمِيْنَ (١٢٤)

(১২৪) আর যখন পরীক্ষা করলেন, ইবরাহীমকে তাঁর প্রভু কয়েকটি বিষয়ে, তিনি তা পূর্ণরূপে সমাধা করলেন। আল্লাহ বললেন, আমি আপনাকে মানুষের ইমাম বানাব, তিনি বললেন, আর আমার বংশধরগণ হতেও, আল্লাহ বললেন, আমার [এই] পদ অবাধ্য লোকেরা পাবে না।

وَاِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَثَابَةً لِّلنَّاسِ وَاَمْنًا ؕ وَاتَّخِذُوْا مِنْ مَّقَامِ اِبْرٰهٖمَ مُصَلًّى ؕ وَعَهِدْنَآ اِلٰٓى اِبْرٰهٖمَ وَاِسْمٰعِيْلَ اَنْ طَهِّرَا بَيْتِىَ لِلطَّآئِفِيْنَ وَالْعٰكِفِيْنَ وَالرُّكَّعِ السُّجُوْدِ (١٢٥)

(১২৫) আর যখন আমি কা'বা গৃহকে মানুষের ইবাদতের স্থান এবং নিরাপত্তার স্থান করলাম এবং [বললাম] মাকামে ইবরাহীমকে নামাজ পড়ার স্থান বানিয়ে নাও; আর আমি ইবরাহীম ও ইসমাঈলকে আদেশ করলাম আমার ঘরটিকে খুব পবিত্র রেখ বহিরাগত ও স্থানীয় লোকদের জন্য এবং রুকূ' ও সেজদাকারীদের জন্য।

وَاِذْ قَالَ اِبْرٰهٖمُ رَبِّ اجْعَلْ هٰذَا بَلَدًا اٰمِنًا وَّارْزُقْ اَهْلَهٗ مِنَ الثَّمَرٰتِ مَنْ اٰمَنَ مِنْهُمْ بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ الْاٰخِرِ ؕ قَالَ وَمَنْ كَفَرَ فَاُمَتِّعُهٗ قَلِيْلًا ثُمَّ اَضْطَرُّهٗٓ اِلٰى عَذَابِ النَّارِ ؕ وَبِئْسَ الْمَصِيْرُ (١٢٦)

(১২৬) আর যখন ইবরাহীম বললেন, হে প্রভু! এটাকে একটি নিরাপত্তাময় শহরে পরিণত করুন এবং এর অধিবাসীর মধ্যে তাদেরকে ফলাদি দ্বারা অনুগৃহীত করুন যারা আল্লাহর প্রতি এবং কিয়ামত দিবসের প্রতি ঈমান রাখে। আল্লাহ বললেন, আর যে কাফের তাকেও, বস্তুত এরূপ ব্যক্তিকে তো অল্পদিন খুব আরাম দান করব, অতঃপর তাকে হেঁচড়িয়ে হেঁচড়িয়ে দোজখের আজাবে পৌঁছিয়ে দিব, আর সেই পৌঁছার স্থান তো অত্যন্ত মন্দ।

শাব্দিক অনুবাদ

১২৪. وَاِذِ ابْتَلٰٓى আর যখন পরীক্ষা করলেন اِبْرٰهٖمَ ইবরাহীমকে رَبُّهٗ তাঁর প্রভু بِكَلِمٰتٍ কয়েকটি বিষয়ে فَاَتَمَّهُنَّ তিনি তা পূর্ণরূপে সমাধা করলেন قَالَ আল্লাহ বললেন اِنِّىْ جَاعِلُكَ আমি আপনাকে বানাব لِلنَّاسِ اِمَامًا মানুষের ইমাম, قَالَ তিনি বললেন وَمِنْ ذُرِّيَّتِىْ আর আমার বংশধরগণ হতেও قَالَ আল্লাহ বললেন لَا يَنَالُ পাবে না عَهْدِى আমার [এই] পদ الظّٰلِمِيْنَ অবাধ্য লোকেরা।

১২৫. وَاِذْ جَعَلْنَا আর যখন আমি করলাম الْبَيْتَ কাবা গৃহকে مَثَابَةً لِّلنَّاسِ মানুষের ইবাদতের স্থান وَاَمْنًا এবং নিরাপত্তার স্থান وَاتَّخِذُوْا এবং বানিয়ে নাও مِنْ مَّقَامِ اِبْرٰهٖمَ মাকামে ইবরাহীমকে مُصَلًّى নামাজ পড়ার স্থান; وَعَهِدْنَآ আর আমি আদেশ করলাম اِلٰٓى اِبْرٰهٖمَ وَاِسْمٰعِيْلَ ইবরাহীম ও ইসমাঈলকে اَنْ طَهِّرَا খুব পবিত্র রেখ بَيْتِىَ আমার ঘরটিকে لِلطَّآئِفِيْنَ বহিরাগত وَالْعٰكِفِيْنَ ও স্থানীয় লোকদের জন্য وَالرُّكَّعِ السُّجُوْدِ এবং রুকূ' ও সিজদাকারীদের জন্য।

১২৬. وَاِذْ قَالَ اِبْرٰهٖمُ আর যখন ইবরাহীম বললেন رَبِّ হে প্রভু! اجْعَلْ هٰذَا পরিণত করুন এটাকে بَلَدًا اٰمِنًا একটি নিরাপত্তাময় শহরে وَّارْزُقْ اَهْلَهٗ এবং এর অধিবাসীর মধ্যে তাদেরকে অনুগৃহীত করুন مِنَ الثَّمَرٰتِ ফলাদি দ্বারা مَنْ اٰمَنَ مِنْهُمْ যারা ঈমান রাখে بِاللّٰهِ আল্লাহর প্রতি وَالْيَوْمِ الْاٰخِرِ এবং কিয়ামত দিবসের প্রতি قَالَ আল্লাহ বললেন وَمَنْ كَفَرَ আর যে কাফের তাকেও فَاُمَتِّعُهٗ قَلِيْلًا বস্তুত এরূপ ব্যক্তিকে তো অল্পদিন খুব আরাম দান করব ثُمَّ اَضْطَرُّهٗٓ অতঃপর তাকে হেঁচড়িয়ে হেঁচড়িয়েপৌঁছিয়ে দিব اِلٰى عَذَابِ النَّارِ দোজখের আজাবে وَبِئْسَ الْمَصِيْرُ আর সেই পৌঁছার স্থান তো অত্যন্ত মন্দ।

https://e-ilm.weebly.com/

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

(১২০) قوله وَلَنْ تَرْضٰى عَنْكَ الْيَهُوْدُ وَلَا النَّصٰرٰى الخ **আয়াতের শানে নুযূল– ১ :** এ আয়াতের শানে নুযূল সম্পর্কে মুফাসসিরগণ লিখেন, মদিনার ইহুদি ও নাজরানের নাসারাগণ মনে প্রাণে চাইতো যে, রাসূল ﷺ যেন তাদের কেবলা অনুসরণ করেন। যখন বায়তুল্লাহকে কেবলা বানিয়ে দেওয়া হলো তখন তাদের মন ভেঙ্গে গেল। তারা যে আশা করেছিল রাসূল আমাদের ধর্ম অনুসরণ করবেন সে আশাও ভেঙ্গে গেল তখনই এই আয়াত নাজিল হলো।

শানে নুযূল– ২ : ইহুদি ও খ্রিস্টানরা রাসূল ﷺ -এর সাথে কোনো কোনো বিষয়ে সমঝোতা করতে চেয়েছিল। তাদের কামনা ছিল তিনি যদি তাদের মতাদর্শ মেনে নেয়, তাহলে তারাও কিছু কিছু বিষয়ে মেনে নিবে। ইহুদি ও খ্রিস্টানদের সেই ধর্ম নিরপেক্ষা তার দিকে নবী করীম ﷺ -কে দাওয়াত দেওয়ার পরিপ্রেক্ষিতে আল্লাহ তা'আলা আলোচ্য আয়াত নাজিল করেন। –[ফাতহুল কাদীর : ১৩৬/১, মা'আরেফুন নুযূল : ৯৭/১]

(১২১) قوله اَلَّذِيْنَ اٰتَيْنٰهُمُ الْكِتٰبَ يَتْلُوْنَهٗ حَقَّ تِلَاوَتِهٖ الخ **আয়াতের শানে নুযূল :** এই আয়াতটি নাজিল হয় নাজ্জাশীর কিছু সাথীদের ব্যাপারে যারা মূলত আহলে কিতাবী ছিল। তারা হাবশা থেকে রাসূল ﷺ -এর দরবারে আসেন এবং মুসলমান হয়ে যান। তাদের ব্যাপারে এই আয়াতটি নাজিল হয়।

(১২৫) قوله وَاِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَثَابَةً لِّلنَّاسِ الخ **আয়াতের শানে নুযূল– ১ :** হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) বলেন যে, জাফর বিন আবূ তালেবের সাথে নৌকায় আরোহণ করে আগত নাসারাদের সম্পর্কে আলোচ্য আয়াত নাজিল হয়েছে। ঘটনা প্রবাহ হচ্ছে যে, তারা ৩২ জন ছিল আবিসিনিয়ার [বর্তমান ইথিওপয়া] অধিবাসী এবং সিরিয়ার ৮ জন সংসার ত্যাগি রাহেব। মতান্তরে তাদের কতিপয় নাজরান অধিবাসী, কতিপয় আবেসিনিয়া এবং কতিপয় ছিল রোমীয়। আর ৮ জন ছিল নৌকার মাঝি মাল্লা। তারা সকলেই জাফর বিন আবূ তালেবের সাথে এসেছিল। যাহ্হাক বলেন, তারা হলেন, সে সকল ইহুদি, যারা ঈমান গ্রহণ করেছিলেন আব্দুল্লাহ বিন সালাম, ইবনে সূরিয়া ও ইবনে ইয়ামিন প্রমূখ। এ সকল ঈমানদারগণের ফাজায়েল ও মর্যাদা বর্ণনা করা সম্পর্কে আলোচ্য আয়াত নাজিল হয়েছে।

শানে নুযূল– ২ : এই আয়াত সম্পর্কে বুখারী শরীফে বর্ণিত আছে, হযরত ওমর (রা.) একদা রাসূল ﷺ -কে বললেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! মাকামে ইবরাহীম কে নামাজের স্থান বানিয়ে নিলে ভালো হতো তখন এই আয়াত নাজিল হয়। তাই তো হযরত ওমর (রা.) বলেন, আমার তিনটি সিদ্ধান্ত আল্লাহর তিনটি সিদ্ধান্তের সাথে মিলে গেছে। ১. আমি রাসূলূল্লাহ ﷺ -এর কাছে মাকামে ইবরাহীমকে নামাজের স্থান বানানোর আবেদন করেছিলাম। সাথে সাথে আল্লাহ তা'আলা মাকামে ইবরাহীমকে নামাজের স্থান ঘোষণা করেন। ২. আমি রাসূল ﷺ -কে বলেছিলাম, আপনার বিবিদের কাছে ভালোমন্দ উভয় ধরনের লোক যায়। অতএব তাদেরকে পর্দার আড়াল থেকে কথা বলার নির্দেশ দিলে ভালো হয় তখন এই পর্দার আয়াত নাজিল হয়। ৩. যখন রাসূল ﷺ -এর বিবি আত্মমর্যাদার দাবি করল তখন আমি বললাম عَسٰى رَبُّهٗۤ اِنْ طَلَّقَكُنَّ তখন আল্লাহ হুবহু আমার একথাটি নাজিল করেন।

قوله وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ الخ **-এর ব্যাখ্যা :** হযরত মুহাম্মদ ﷺ আল্লাহর পক্ষ থেকে প্রেরিত নবী। ইহুদি নাসারাদের খেয়ালিপনার অনুসরণ তিনি করতে পারেন না। এতদসত্ত্বেও তাঁকে وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ اَهْوَآءَهُمْ بَعْدَ الَّذِيْ جَآءَكَ مِنَ الْعِلْمِ مَا لَكَ مِنَ اللّٰهِ مِنْ وَّلِيٍّ وَّلَا نَصِيْرٍ বলে ধমক দেওয়ার হেতু কি? এর দু'টি উত্তর হতে পারে। যথা– (ক) এখানে যদিও اتَّبَعْتَ বলে রাসূল ﷺ -কে বুঝানো হয়েছে, তবুও এর মূল লক্ষ্য হচ্ছে সমগ্র উম্মতকে সতর্ক করা। (খ) অথবা, যেহেতু নবীজী ﷺ কোনো কোনো ক্ষেত্রে তাদের ইচ্ছার পক্ষে রায় প্রদান করেছেন, তাদেরকে দীনের প্রতি আকৃষ্ট করার জন্য। মূলতঃ এমনটি করা আল্লাহর নিকট পছন্দনীয় হয়নি; ফলে আল্লাহ তা'আলা এ কর্ম থেকে তাঁকে সতর্ক করে দিয়েছেন এবং বলে দিয়েছেন যে, সতর্ক করার পর যেন এমনটি আর কখনো না হয়। যদি হয় তাহলে আল্লাহর কোনো সাহায্য সহযোগিতা তার জন্য থাকবে না। কাজেই এই সতর্কবাণী নবীজীর ক্ষেত্রেও হতে পারে। –[তাফসীরে বায়যাবী]

قوله اَلَّذِيْنَ اٰتَيْنٰهُمُ الْكِتٰبَ يَتْلُوْنَهٗ **-এর উদ্দেশ্য :** আল্লাহর বাণী– 'আমরা যাদেরকে কিতাব প্রদান করেছি' এ বাক্যে اَلَّذِيْنَ দ্বারা দু'টি উদ্দেশ্য হতে পারে। যথা–(ক) মুমিনগণ, কারণ তাদেরকে কুরআন দেওয়া হয়েছে। তারা যথাযথভাবে তা পাঠ করে এবং এর প্রতি ঈমান রাখে। (খ) অথবা, ঐ সকল আহলে কিতাব যারা ঈমান এনেছিল। কারণ পূর্ব থেকেই আহলে কিতাবদের আলোচনা চলে আসছে। –[তাফসীরে কাবীর]

https://e-ilm.weebly.com/

قوله الكتاب -এর উদ্দেশ্য : আলোচ্যাংশে اَلْكِتٰبَ দ্বারা দু'টি উদ্দেশ্য হতে পারে। যথা-(ক) আল-কুরআন অথবা, (খ) তাওরাত ও ইঞ্জিল। তখন يُؤْمِنُوْنَ -এর , যমীর দ্বারা রাসূল ﷺ উদ্দেশ্য হবে। ইবারত এভাবে হতে পারে- اُولٰئِكَ يُؤْمِنُوْنَ بِالرَّسُوْلِ কারণ পূর্ববর্তী এই কিতাবে নবীজীর নবুয়তের প্রমাণাদি বর্ণিত ছিল। আর যারা যথার্থভাবে তা পাঠ করেছে তারাই নবীজীর প্রতি ঈমান এনেছে।

قوله حق تلاوته -এর ব্যাখ্যা : حَقَّ تِلَاوَتِهٖ দ্বারা নিম্নোক্ত উদ্দেশ্য হতে পারে। যথা- (ক) অর্থ বুঝে তেলাওয়াত করা, (খ) পড়ে আমল করা, (গ) তাজভিদসহ তেলাওয়াত করা, (ঘ) তাহরীফ না করে পড়া, এর সব কটি অর্থই একসাথে উদ্দেশ্য হতে পারে।

বনী ইসরাঈল কারা ? بَنِىْ শব্দটি মূলে ছিল بَنُوْنَ ইযাফতের কারণে ن বর্ণটি বিলুপ্ত করা হয়েছে। শব্দটি مُنَادٰى مُضَافٌ হওয়াতে مَنْصُوْبٌ হয়েছে। তাই بَنِىْ হয়ে গেছে। অর্থ পুত্রগণ। এখানে বংশধর অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। اِسْرَائِيْل শব্দের অর্থ আল্লাহর বান্দা। আর ইসরাঈল দ্বারা হযরত ইয়াকূব (আ.)-কে বুঝানো হয়েছে।

قوله اتقوا يوما -এর উদ্দেশ্য : সকল মুফাসসির একমত যে, এখানে يَوْمًا দ্বারা يَوْمُ الْحِسَابِ তথা বিচার দিবস উদ্দেশ্য। অর্থাৎ পুণরুত্থানের পর যেদিন আল্লাহ বলবেন, وَامْتَازُوا الْيَوْمَ اَيُّهَا الْمُجْرِمُوْنَ "হে পাপিষ্ঠের দল তোরা আজ পৃথক হয়ে যা," সেদিনকে يَوْمَ الْحِسَابِ -ও বলা হয়। পবিত্র কুরআনে উহাকে يَوْمَ الْقِيَامَةِ ও বলা হয়েছে। সেদিন প্রত্যেকে তার পাপ পুণ্যের হিসেব হাতের কাছে পাবে। তখন আল্লাহ বলবেন, اِقْرَاْ كِتٰبَكَ كَفٰى بِنَفْسِكَ الْيَوْمَ عَلَيْكَ حَسِيْبًا

সেদিন যার পাপের বোঝা ভারি হবে তার বাসস্থান হবে জাহান্নাম। আল্লাহ তা'আলা বলেন,

وَاَمَّا مَنْ خَفَّتْ مَوَازِيْنُهٗ فَاُمُّهٗ هَاوِيَةٌ وَمَاۤ اَدْرٰىكَ مَا هِيَهْ نَارٌ حَامِيَةٌ এসব কারণেই আল্লাহ অত্র দিবসের ব্যাপারে সর্তক থাকার নির্দেশ প্রদান করেছেন।

আলোচ্য আয়াতে আল্লাহ তা'আলা কর্তৃক পয়গম্বর হযরত ইবরাহীম (আ.)-এর বিভিন্ন পরীক্ষা, তাতে তাঁর সাফল্য এবং পুরস্কার ও প্রতিদানের বিষয় বর্ণিত হয়েছে। হযরত খলীলুল্লাহ যখন স্নেহপরবশ হয়ে স্বীয় সন্তান-সন্ততির জন্যও এ পুরস্কারের প্রার্থনা জানালেন, তখন পুরস্কার লাভের জন্য একটি নিয়ম-নীতিও বলে দেওয়া হলো, এতে হযরত খলীলুল্লাহর প্রার্থনাকে শর্তসাপেক্ষে মঞ্জুর করে বলা হয়েছে যে, আপনার বংশধরগণও এই পুরস্কার পাবে, তবে তাদের মধ্যে যারা অবাধ্য ও জালেম হবে, তারা এ পুরস্কার পাবে না।

হযত খলীলুল্লাহর পরীক্ষাসমূহ ও পরীক্ষার বিষয়বস্তু : এখানে কয়েকটি বিষয় প্রণিধানযোগ্য।

প্রথমতঃ যোগ্যতা যাচাইয়ের উদ্দেশ্যেই সাধারণত পরীক্ষা গ্রহণ করা হয়। কিন্তু আল্লাহ তা'আলা সর্বজ্ঞ। কারো কোনো অবস্থা অথবা গুণ-বৈশিষ্ট্যই তাঁর অজানা নয়। এমতাবস্থায় এই পরীক্ষার উদ্দেশ্য কি ছিল?

দ্বিতীয়তঃ কি কি বিষয়ে পরীক্ষা নেওয়া হয়েছে?

তৃতীয়তঃ কি ধরনের সাফল্য হয়েছে?

চতুর্থতঃ কি পুরস্কার দেওয়া হলো?

পঞ্চমতঃ পুরস্কারের জন্য নির্ধারিত নিয়ম-পদ্ধতির কিছু ব্যাখ্যা ও বিবরণ। এই পাঁচটি প্রশ্নের বিস্তারিত উত্তর আলোচনা করা হলো।

প্রথমতঃ পরীক্ষার উদ্দেশ্য কি ছিল? কুরআনের একটি শব্দ رَبُّهٗ [তার পালনকর্তা] এ প্রশ্নের সমাধান করে দিয়েছে। এতে বলা হয়েছে যে, এ পরীক্ষার পরীক্ষক স্বয়ং আল্লাহ তা'আলা। আর তার 'আসমায়ে হুসনার' মধ্য থেকে এখানে 'রব' [পালনকর্তা] নামটি ব্যবহার করে রবুবিয়্যাতের [পালনকর্তৃত্বের] দিকে ইঙ্গিত করা হয়েছে। এর অর্থ কোনো বস্তুকে ধীরে ধীরে পূর্ণত্বের স্তর পর্যন্ত পৌছানো।

হযরত ইবরাহীম (আ.)-এর এই পরীক্ষা কোনো অপরাধের সাজা হিসেবে কিংবা অজ্ঞাত যোগ্যতা যাচাইয়ের উদ্দেশ্যে ছিল না; বরং এর উদ্দেশ্য ছিল পরীক্ষার মাধ্যমে স্বীয় বন্ধুর লালন করে তাঁকে পূর্ণত্বের স্তর পর্যন্ত পৌছানো। অতঃপর আয়াতে কর্মকে পূর্বে এবং কারককে পরে উল্লেখ করে হযরত ইবরাহীম (আ.)-এর মহত্ত্বকে আরও ফুটিয়ে তোলা হয়েছে।

দ্বিতীয়তঃ কি কি বিষয়ে পরীক্ষা নেওয়া হয়েছে? এ সম্পর্কে কুরআনে শুধু كَلِمٰتٍ [বাক্যসমূহ] শব্দ ব্যবহৃত হয়েছে। এর ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে সাহাবী ও তাবেয়ীদের বিভিন্ন উক্তি বর্ণিত হয়েছে। কেউ খোঁদায়ী বিধানসমূহের মধ্য থেকে দশটি, কেউ ত্রিশটি এবং কেউ কমবেশি অন্য বিষয় উল্লেখ করেছেন। বাস্তব ক্ষেত্রে এতে কোনো বিরোধ নেই; বরং সবগুলোই ছিল হযরত ইবরাহীম খলীলুল্লাহর পরীক্ষার বিষয়বস্তু। প্রখ্যাত তাফসীরকার ইবনে জারীর ও ইবনে কাসীরের অভিমতও তাই।

https://e-ilm.weebly.com/

আল্লাহর কাছে সূক্ষ্মদর্শিতার চাইতে চারিত্রিক দৃঢ়তার মূল্য বেশি : পরীক্ষার এসব বিষয়বস্তু পাঠশালায় অধীত জ্ঞান-অভিজ্ঞতার যাচাই কিংবা তৎসম্পর্কে তথ্যানুসন্ধান ছিল না; বরং তা ছিল চারিত্রিক মূল্যবোধ এবং কর্মক্ষেত্রে দৃঢ়তা যাচাই করা। এতে বুঝা যায় যে, আল্লাহর দরবারে যে বিষয়ের মূল্য বেশি, তা শিক্ষাবিষয়ক সূক্ষ্মদর্শিতা নয়; বরং কার্যগত ও চরিত্রগত শ্রেষ্ঠত্ব।

এ ধরনের পরীক্ষার বিষয়বস্তু মধ্যে কয়েকটি গুরুত্বপূণ বিষয় এই–

আল্লাহ তা'আলার ইচ্ছা ছিল হযরত ইবরাহীম (আ.) কে স্বীয় বন্ধুত্বের বিশেষ মূল্যবান পোশাক উপহার দেওয়া। তাই তাঁকে বিভিন্ন রকম কঠোর পরীক্ষার সম্মুখীন করা হয়। সমগ্র জাতি, এমন কি তাঁর আপন পরিবারের সবাই মূর্তি পূজায় লিপ্ত ছিল। সবার বিশ্বাস ও রীতিনীতির বিপরীত একটি সনাতন ধর্ম তাঁকে দেওয়া হয়; জাতিকে এ ধর্মের দিকে আহ্বান জানানোর গুরুদায়িত্ব তাঁর কাঁধে অর্পণ করা হয়। তিনি পয়গম্বরসূলভ দৃঢ়তা ও সাহসিকতার মাধ্যমে নির্ভয়ে জাতিকে এক আল্লাহর দিকে আহ্বান জানান। বিভিন্ন পন্থায় তিনি মূর্তি পূজার নিন্দা ও কুৎসা প্রচার করেন। সমগ্র জাতি তাঁর বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে উদ্যত হয়। বাদশাহ নমরূদ ও তার পরিষদবর্গ তাঁকে অগ্নিকুণ্ডে নিক্ষেপ করে জীবন্ত পুড়ে মারার সিদ্ধান্ত নেয়। আল্লাহর খলীল প্রভুর সন্তুষ্টির জন্য এসব বিপদাপদ সত্ত্বেও হাসিমুখে নিজেকে আগুনে নিক্ষেপের জন্য পেশ করেন। অতঃপর আল্লাহ তা'আলা স্বীয় বন্ধুকে পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হতে দেখে আগুনকে নির্দেশ প্রদান করলেন।

قُلْنَا يَا نَارُ كُونِي بَرْدًا وَسَلَامًا عَلَى إِبْرَاهِيمَ

অর্থাৎ আমি হুকুম দিলাম : হে অগ্নি! ইবরাহীমের উপর সুশীতল ও নিরপত্তার কারণ হয়ে যাও।

নমরূদের আগুন সম্পর্কিত এ নির্দেশের মধ্যে ভাষা ছিল ব্যাপক। বস্তুতঃ কোনো বিশেষ স্থানের আগুনকে নির্দিষ্ট করে এ নির্দেশ দেওয়া হয়নি। এ কারণে সমগ্র বিশ্বে যেখানেই আগুন ছিল, এ নির্দেশ আসা মাত্রই স্ব স্ব স্থানে সব ঠাণ্ডা হয়ে গেল। নমরূদের আগুনও এর আওতায় পড়ে শীতল হয়ে গেল।

কুরআনে। بَرْدًا [শীতল] শব্দের সাথে سَلٰمًا [নিরাপদ] শব্দটি যুক্ত করার কারণ এই যে, কোনো বস্তু সীমাতিরিক্ত শীতল হয়ে গেলে তাও বরফের ন্যায় শীতল হয়ে কষ্টদায়ক; বরং মারাত্মক হয়ে দাঁড়ায়। سَلٰمًا বা না হলে আগুন বরফের ন্যায় শীতল হয়ে কষ্টদায়কও হয়ে যেতে পারত।

এ পরীক্ষা সমাপ্ত হলে জন্মভূমি ত্যাগ করে সিরিয়ায় হিজরত করার পর দ্বিতীয় পরীক্ষা নেওয়া হয়। হযরত ইবরাহীম (আ.) আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভের আশায় স্বগোত্র ও মাতৃভূমিকেও হাসিমুখে ত্যাগ করে পরিবার-পরিজনসহ সিরিয়ায় হিজরত করলেন। মাতৃভূমি ও স্বজাতি ত্যাগ করে সিরিয়ায় অবস্থান শুরু করতেই নির্দেশ এল, বিবি হাজেরা (রা.) ও তাঁর দুগ্ধপোষ্য শিশু হযরত ইসমাঈল (আ.) কে সঙ্গে নিয়ে এখান থেকেও স্থানান্তর গমন করুন। –[ইবনে কাসীর]

হযরত জিবরাঈল (আ.) আগমন করলেন এবং তাঁদের সাথে নিয়ে রওয়ানা হলেন। পথিমধ্যে কোনো শস্যশ্যামল বনানী আসলেই হযরত খলীল (আ.) বলতেন, এখানে অবস্থান করানো হোক। হযরত জিবরাঈল (আ.) বলতেন, এখানে অবস্থানের নির্দেশ নেই, গন্তব্যস্থল সামনে রয়েছে। চলতে চলতে যখন শুষ্ক পাহাড় ও উত্তপ্ত বালুকাময় প্রান্তর এসে গেল। [যেখানে ভবিষ্যতে বায়তুল্লাহ নির্মাণ ও মক্কা নগরী আবাদ করা লক্ষ্য ছিল,] তখন সেখানেই তাঁদের থামিয়ে দেওয়া হলো। আল্লাহর বন্ধু স্বীয় পালনকর্তার মহব্বতে মত্ত হয়ে এই জনশূন্য তৃণলতাহীন প্রান্তরেই বসবাস আরম্ভ করলেন। কিন্তু পরীক্ষার এখানেই শেষ হলো না। অতঃপর হযরত ইবরাহীম (আ.) নির্দেশ পেলেন যে, বিবি হাজেরা ও শিশুকে এখানে রেখে নিজে সিরিয়ায় ফিরে যাও। আল্লাহর বন্ধু নির্দেশ পাওয়া মাত্রই তা পালন করতে তৎপর হলেন এবং সিরিয়ার দিকে রওয়ানা হয়ে গেলেন। 'আল্লাহর নির্দেশ মোতাবেক আমি চলে যাচ্ছি' বিবিকে এতটুকু কথা বলে যাওয়ার দেরিও তিনি সহ্য করতে পারলেন না। হযরত হাজেরা তাঁকে চলে যেতে দেখে কয়েকবার ডেকে অবশেষে কাতরকণ্ঠে জিজ্ঞেস করলেন, আপনি এ জন-মানবহীন প্রান্তরে আমাদের একা ফেলে রেখে কোথায় যাচ্ছেন? কিন্তু হযরত ইবরাহীম (আ.) নির্বিকার– কোনো উত্তর নেই। অবশ্য হাজেরাও ছিলেন খলিলুল্লাহর সহধর্মিনী ব্যাপার বুঝে গেলেন ডেকে বললেন, আপনি কি আল্লাহর কোনো নির্দেশ পেয়েছেন? হযরত ইবরাহীম (আ.) বললেন, হ্যাঁ! খোদায়ী নির্দেশের কথা জানতে পেরে হযরত হাজেরা খুশিমনে বললেন, যান। যে প্রভু আপনাকে চলে যেতে বলেছেন, তিনি আমাদের ধ্বংস হতে দিবেন না।

অতঃপর হযরত হাজেরা দুগ্ধপোষ্য শিশুকে নিয়ে জন-মানবহীন প্রান্তরে কালাতিপাত করতে থাকেন। এক সময় দারুন পিপাসা তাকে পানির খোঁজে বের হতে বাধ্য করল। তিনি শিশুকে উন্মুক্ত প্রান্তরে রেখে 'সাফা' ও 'মারওয়া' পাহাড়ে বার বার ওঠানামা করতে লাগলেন। কিন্তু কোথাও পানির চিহ্নমাত্র দেখলেন না এবং এমন কোনো মানুষ দৃষ্টিগোচর হলো না, যার কাছ থেকে কিছু তথ্য জানতে পারেন। সাত বার ছোটাছুটি করার পর তিনি নিরাশ হয়ে শিশুর কাছে ফিরে এলেন। এ

https://e-ilm.weebly.com/

ঘটনাকে স্মরণীয় করার উদ্দেশ্যেই 'সাফা' ও 'মারওয়া' পাহাড়দ্বয়ের মাঝখানে সাত বার দৌড়ানো কেয়ামত পর্যন্ত ভবিষ্যৎ বংশধরদের জন্য হজের বিধি-বিধানে অত্যাবশ্যকীয় করা হয়েছে। হযরত হাজেরা যখন দৌড়াদৌড়ি শেষ করে নিরাশ হয়ে শিশুর কাছে ফিরে এলেন, তখন আল্লাহর রহমত নাজিল হলো। হযরত জিবরাঈল (আ.) আগমন করলেন এবং শুষ্ক মরুভূমিতে পানির একটি ঝর্ণাধারা বইয়ে দিলেন। বর্তমানে এ ধারার নামই যমযম। পানির সন্ধান পেয়ে প্রথমে জীব-জন্তু আগমন করল। জীব-জন্তু দেখে মানুষও এসে সেখানে আস্তানা গাড়ল। এভাবে মক্কায় জনপদের ভিত্তি রচিত হয়ে গেল। জীবন ধারণের প্রয়োজনীয় কিছু আসবাবপত্রও সংগৃহীত হলো।

হযরত ইসমাঈল (আ.) নামে খ্যাত এই সদ্যজাত শিশু লালিত-পালিত হয়ে কাজ-কর্মের উপযুক্ত হয়ে গেলেন। হযরত ইবরাহীম (আ.) আল্লাহর ইঙ্গিতে মাঝে মাঝে এসে বিবি হাজেরা ও শিশুকে দেখে যেতেন। এ সময় আল্লাহ তা'আলা স্বীয় বন্ধুর তৃতীয় পরীক্ষা নিতে চাইলেন। বালক ইসমাঈল অসহায় ও দীন-হীন অবস্থায় বড় হয়েছিলেন এবং পিতার স্নেহ-বাৎসল্য থেকেও বঞ্চিত ছিলেন। এমতাবস্থায় পিতা খোলাখোলি নির্দেশ পেলেন, এ ছেলেকে নিজ হাতে জবাই করে দাও। কুরআনে বলা হয়েছে–

فَلَمَّا بَلَغَ مَعَهُ السَّعْيَ قَالَ يَا بُنَيَّ إِنِّي أَرَىٰ فِي الْمَنَامِ أَنِّي أَذْبَحُكَ فَانْظُرْ مَاذَا تَرَىٰ ۚ قَالَ يَا أَبَتِ افْعَلْ مَا تُؤْمَرُ ۖ سَتَجِدُنِي إِنْ شَاءَ اللَّهُ مِنَ الصَّابِرِينَ

'বালক যখন পিতার কাজে কিছু সাহায্য করার যোগ্য হয়ে উঠল, তখন হযরত ইবরাহীম (আ.) তাকে বললেন, হে বৎস! আমি স্বপ্নে তোমাকে জবাই করতে দেখেছি। এখন বল! তোমার কি অভিপ্রায়? পিতৃভক্ত বালক আরজ করলেন, পিতা! আপনি যে আদেশ পেয়েছেন, তা পালন করুন। আপনি আমাকেও ইনশাআল্লাহ এ ব্যাপারে ধৈর্যশীল পাবেন।'

এর পরবর্তী ঘটনা সবাই জ্ঞাত আছেন যে, হযরত খলীল (আ.) পুত্রকে জবাই করার উদ্দেশ্যে মিনা প্রান্তরে নিয়ে গেলেন। অতঃপর আল্লাহর আদেশ পালনে নিজের পক্ষ থেকে যা করণীয় ছিল, তা পুরোপুরিই সম্পন্ন করলেন। কিন্তু প্রণিধানযোগ্য যে, এখানে উদ্দেশ্য পুত্রকে জবাই করানো ছিল না; বরং পুত্রবৎসল পিতার পরীক্ষা নেওয়া উদ্দেশ্য ছিল। স্বপ্নের ভাষা সম্পর্কে চিন্তা করলে দেখা যায় যে, হযরত ইবরাহীম (আ.) স্বপ্নে 'জবাই করে দিয়েছেন' দেখেননি; বরং জবাই করেছেন, অর্থাৎ জবাই করার কাজটি দেখেছেন। অতঃপর হযরত ইবরাহীম (আ.) তা-ই বাস্তবে পরিণত করেছিলেন। প্রত্যক্ষ করার মাধ্যমে কাজটি দেখানো হয়েছে। এ কারণেই قَدْ صَدَّقْتَ الرُّؤْيَا বলা হয়েছে অর্থাৎ স্বপ্নে যা দেখেছিলেন আপনি তা পূর্ণ করে দিয়েছেন। হযরত ইবরাহীম (আ.) যখন এ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হলেন, তখন আল্লাহ তা'আলা বেহেশত থেকে এর পরিপুরক নাজিল করে তা কুরবানি করার আদেশ দিলেন। এ রীতিটিই পরে ভবিষ্যতের জন্য একটি চিরন্তন রীতিতে পরিণতি লাভ করে।

এগুলো ছিল বড়ই কঠিন পরীক্ষা, যার সম্মুখীন হযরত খলীলুল্লাহকে করা হয়। এর সাথে সাথেই আরও অনেকগুলো কাজ এবং বিধি-বিধানের বাধ্যবাধকতাও তাঁর উপর আরোপ করা হলো। তন্মধ্যে দশটি কাজ খাসায়েলে ফিতরত [প্রকৃতিসুলভ অনুষ্ঠান] নামে অভিহিত। এগুলো হলো শারীরিক পরিস্কার-পরিচ্ছন্নতা সম্পর্কিত। ভবিষ্যত উম্মতের জন্যও এগুলো স্থায়ী বিধি-বিধানে পরিণত হয়েছে। সর্বশেষ পয়গম্বর হযরত মুহাম্মদ (সা.) ও তাঁর উম্মতকে এসব বিধি-বিধান পালনের জোর তাকিদ দিয়েছেন।

ইবনে কাসীর হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা.) থেকে বর্ণিত একটি রেওয়ায়েত উদ্ধৃত করেছেন। এতে বলা হয়েছে, সমস্ত ইসলাম ত্রিশটি অংশে সীমাবদ্ধ। তন্মধ্যে দশটি সূরা বারাআতে, দশটি সূরা আহযাবে এবং দশটি সূরা মু'মিনূনে বর্ণিত হয়েছে। হযরত ইবরাহীম (আ.) এগুলো পূর্ণরূপে পালন করেছেন এবং সব পরীক্ষায়ই উত্তীর্ণ হয়েছেন।

সূরা বারাআতে মুমিনদের গুণাবলি বর্ণনা প্রসঙ্গে মুসলমানের দশটি বিশেষ লক্ষণ ও গুণ এভাবে বর্ণিত হয়েছে–

"তারা হলেন তওবাকারী, ইবাদতকারী, প্রশংসাকারী, রোজাদার, রুকূ-সিজদাকারী, সৎকাজের আদেশকারী, অসৎকাজে বাধা-দানকারী, আল্লাহর নির্ধারিত সীমার হেফাজতকারী– এহেন ঈমানদারদের সুসংবাদ শুনিয়ে দিন।"

সূরা মুমিনুনে বর্ণিত দশটি গুণ হলো এই–

"নিশ্চিতরূপেই ঐসব মুসলমান কৃতকার্য, যারা নামাজে বিনয় ও নম্রতা অবলম্বন করে, যারা অনর্থক বিষয় থেকে দূরে সরে থাকে, যারা নিয়মিত জাকাত প্রদান করে, যারা স্বীয় লজ্জাস্থানের রক্ষণাবেক্ষণ করে, কিন্তু আপন স্ত্রী ও যাদের উপর বিধিসম্মত অধিকার রয়েছে তাদের ব্যতীত। কারণ, এ ব্যাপারে তাদের অভিযুক্ত করা হবে না। যারা এদের ছাড়া অন্যকে তালাশ করে, তারাই সীমালঙ্ঘনকারী। যারা স্বীয় আমানত ও অঙ্গীকারের প্রতি লক্ষ্য রাখে, যারা নিয়মানুবর্তিতার সাথে নামাজ পড়ে, এমন লোকেরাই উত্তরাধিকারী হবে। তারা হবে জান্নাতুল ফেরদাউসের উত্তরাধিকারী। সেখানে তারা অনন্তকাল বাস করবে।"

https://e-ilm.weebly.com/

সূরা আহযাবে বর্ণিত দশটি গুণ হলো—

"নিশ্চয় মুসলিম পুরুষ ও মুসলিম নারী, ঈমানদার পুরুষ ও ঈমানদার নারী, আনুগত্যশীল পুরুষ ও আনুগত্যশীলা নারী, সত্যবাদী পুরুষ ও সত্যবাদিনী নারী, ধৈর্যশীল পুরুষ ও ধৈর্যশীলা নারী, বিনয় অবলম্বনকারী পুরুষ ও বিনয় অবলম্বনকারিনী নারী, খয়রাতকারী পুরুষ ও খয়রাতকারিনী নারী, রোজাদার পুরুষ ও রোজাদার নারী, লজ্জাস্থানের রক্ষণা-বেক্ষণকারী পুরুষ ও লজ্জাস্থানের রক্ষণা-বেক্ষণকারিনী নারী, অধিক পরিমাণে আল্লাহর জিকিরকারী পুরুষ ও জিকিরকারিণী নারী, তাদের সবার জন্য আল্লাহ তা'আলা মাগফেরাত ও বিরাট পুরস্কার প্রস্তুত করে রেখেছেন।"

কুরআনের তাফসীর বিশারদ হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা.) -এর উপরোল্লিখিত উক্তির দ্বারা বুঝা গেল যে, মুসলমানদের জন্য যেসব জ্ঞান এবং কর্মগত ও নৈতিক গুণ অর্জন করা দরকার, তার সবই এ তিনটি সূরার কয়েকটি আয়াতে সন্নিবেশিত হয়েছে। এগুলোই কুরআনোক্ত كَلِمَاتٍ যেসব বিষয়ে হযরত খলীলুল্লাহর পরীক্ষা নেওয়া হয়েছে। وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ আয়াতের ইঙ্গিতও এসব বিষয়ের দিকেই।

এ পর্যন্ত আয়াত সম্পর্কিত পাঁচটি প্রশ্নের মধ্যে দু'টির উত্তর সম্পন্ন হলো।

তৃতীয় প্রশ্ন ছিল এ পরীক্ষায় হযরত ইবরাহীম (আ.)-এর সাফল্যের প্রকার ও শ্রেণি সম্পর্কে। এর উত্তর এই যে, স্বয়ং কুরআনই বিশেষ ভঙ্গিতে তাঁকে সফল্যের স্বীকৃতি ও সনদ প্রদান করেছে:

وَإِبْرَاهِيمَ الَّذِي وَفَّىٰ আর ইবরাহীম পরীক্ষায় পরিপূর্ণ সাফল্য অর্জন করেছে। অর্থাৎ, প্রতিটি পরীক্ষায় সম্পূর্ণ ও একশ' ভাগ সাফল্যের ঘোষণা আল্লাহ দিয়েছেন।

চতুর্থ প্রশ্ন ছিল, এই পরীক্ষার পুরস্কার কি পেলেন? এরও বর্ণনা এই আয়াতেই রয়েছে— বলা হয়েছে : إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا পরীক্ষার পর আল্লাহ বলেন— "আমি তোমাকে মানব সমাজের নেতৃত্বদান করব।"

এ আয়াত দ্বারা একদিকে ইঙ্গিত করা গেল যে, হযরত খলীল (আ.)-কে সাফল্যের প্রতিদান মানবসমাজের নেতৃত্ব দেওয়া হয়েছে, অপরদিকে মানবসমাজের নেতা হওয়ার জন্য যে পরীক্ষা দরকার, তা পার্থিব পাঠশালা বা বিদ্যালয়ের পরীক্ষার অনুরূপ নয়। পার্থিব পাঠশালাসমূহের পরীক্ষায় কতিপয় বিষয়ে তথ্যানুসন্ধান ও চুলচেরা বিশ্লেষণকেই সাফল্যের মাপকাঠি বিবেচনা করা হয়। কিন্তু নেতৃত্ব লাভের পরীক্ষায় আয়াতে বর্ণিত ত্রিশটি নৈতিক ও কর্মগত গুণে পুরোপুরি গুণান্বিত হওয়া শর্ত। কুরআনের অন্য এক জায়গায় বিষয়টি এভাবে বর্ণিত হয়েছে—

"যখন তারা শরিয়তবিরুদ্ধ কাজে সংযমী হলো এবং আমার নিদর্শনাবলিতে বিশ্বাসী হলো, তখন আমি তাদেরকে নেতা করে দিলাম, যাতে আমার নির্দেশ অনুযায়ী মানুষকে পথ প্রদর্শন করে।"

এই আয়াতে صَبْر [সংযম] ও يَقِين [বিশ্বাস] শব্দদ্বয়ের মধ্যে পূর্বোক্ত ত্রিশটি গুণ সন্নিবেশিত করে দেওয়া হয়েছে। صَبْر হলো শিক্ষাগত ও বিশ্বাসগত পূর্ণতা আর يَقِين কর্মগত ও নৈতিক পূর্ণতা।

পঞ্চম প্রশ্ন ছিল এই যে, পাপাচারী ও জালেমকে নেতৃত্বলাভের সম্মান দেওয়া হবে না বলে ভবিষ্যত বংশধরদের নেতৃত্বলাভের জন্য যে বিধান ব্যক্ত হয়েছে, তার অর্থ কি?

এর ব্যাখ্যা এই যে, নেতৃত্ব এক দিক দিয়ে আল্লাহ তা'আলার খেলাফত তথা প্রতিনিধিত্ব। আল্লাহর অবাধ্য ও বিদ্রোহীকে এ পদ দেওয়া যায় না। এ কারণেই আল্লাহর অবাধ্য ও বিদ্রোহীকে স্বেচ্ছায় নেতা বা প্রতিনিধি নিযুক্ত না করা মুসলমানদের অবশ্য কর্তব্য।

হযরত খলীলুল্লাহর মক্কায় হিজরত ও কা'বা নির্মাণের ঘটনা : এই আয়াতে কা'বা গৃহের ইতিহাস, হযরত ইবরাহীম (আ.) ও হযরত ইসমাঈল (আ.)কর্তৃক কা'বা গৃহের পুনঃনির্মাণ, কা'বা ও মক্কার কতিপয় বৈশিষ্ট্য এবং কা'বা গৃহের প্রতি সম্মান প্রদর্শন সম্পর্কিত বিধি-বিধান উল্লিখিত হয়েছে। এ বিষয়টি কুরআনের অনেক আয়াতে বিভিন্ন সূরায় ছড়িয়ে রয়েছে।

হরম সম্পর্কিত মাসায়েল

১. مَثَابَةً শব্দ থেকে বুঝা যায় যে, আল্লাহ তা'আলা কা'বা গৃহকে বিশেষ মর্যাদা দান করেছেন। ফলে তা সর্বদাই মানবজাতির প্রত্যাবর্তনস্থল হয়ে থাকবে এবং মানুষ বরাবর তার দিকে ফিরে যেতে আকাঙ্ক্ষী হবে। হযরত মুজাহিদ (র.) বলেন لَا يَقْضِي أَحَدٌ مِنْهَا وَطَرًا অর্থাৎ কোনো মানুষ কা'বা গৃহের জেয়ারত করে তৃপ্ত হয় না; বরং প্রতিবারই জেয়ারতের অধিকতর বাসনা নিয়ে ফিরে আসে। কোনো কোনো আলেমের মতে কা'বা গৃহ থেকে ফিরে আসার পর আবার সেখানে যাওয়ার আগ্রহ হজ কবুল হওয়ার অন্যতম লক্ষণ। সাধারণভাবে দেখা যায়, প্রথমবার কা'বাগৃহ জিয়ারত করার যতটুকু আগ্রহ থাকে দ্বিতীয়বার তা আরো বৃদ্ধি পায় এবং যতবারই জিয়ারত করতে থাকে, এ আগ্রহ উত্তরোত্তর ততই বেড়ে যেতে থাকে। এ বিস্ময়কর ব্যাপারটি একমাত্র কা'বারই বৈশিষ্ট্য। নতুন জগতের শ্রেষ্ঠতম

https://e-ilm.weebly.com/

মনোরম দৃশ্যও এক দু'বার দেখেই মানুষ পরিতৃপ্ত হয়ে যায়। পাঁচ সাতবার দেখলে আর দেখার ইচ্ছাই থাকে না; অথচ এখানে না আছে কোনো মনোমুগ্ধকর দৃশ্যপট, না এখানে পৌঁছা সহজ এবং না আছে ব্যবসায়িক সুবিধা, তা সত্ত্বেও এখানে পৌঁছার আকুল আগ্রহ মানুষের মনে অবিরাম ঢেউ খেলতে থাকে। লক্ষ্য লক্ষ্য টাকা ব্যয় করে অপরিসীম দুঃখ-কষ্ট সহ্য করে এখানে পৌঁছার জন্য মানুষ ব্যাকুল আগ্রহ নিয়ে অপেক্ষা করতে থাকে।

২. এখানে اَمْنًا শব্দের অর্থ مَأْمَن অর্থাৎ শান্তির আবাসস্থল। بَيْت শব্দের অর্থ শুধু কা'বাগৃহ নয়; বরং সম্পূর্ণ হরম। অর্থাৎ কা'বা গৃহের পবিত্র প্রাঙ্গন। কুরআনে بَيْتُ اللّٰهِ ও كَعْبَة শব্দ বলে যে সম্পূর্ণ হরমকে বুঝানো হয়েছে, তার আরো বহু প্রমাণ রয়েছে। যেমন, এক জায়গায় বলা হয়েছে– هَدْيًا بٰلِغَ الْكَعْبَةِ এখানে كَعْبَة বলে সমগ্র হরমকে বুঝানো হয়েছে। কারণ এতে কুরবানির কথা আছে। কুরবানি কা'বা গৃহের অভ্যন্তরে হয় না এবং যেখানে কুরবানি করা বৈধও নয়। কাজেই আয়াতের অর্থ হবে যে, 'আমি কা'বার হরমকে শান্তির আলয় করেছি।' শান্তির আলয় করার অর্থ মানুষকে নির্দেশ দেওয়া যে, এ স্থানকে সাধারণ হত্যা ও যুদ্ধ-বিগ্রহ ইত্যাদি অশান্তিজনিত কার্যকলাপ থেকে মুক্ত রাখতে হবে। –[ইবনে আরাবী]

৩. وَاتَّخِذُوْا مِنْ مَّقَامِ اِبْرٰهِيْمَ مُصَلًّى –এখানে মাকামে ইবরাহীমের অর্থ– ঐ পাথর, যাতে মু'জিযা হিসেবে হযরত ইবরাহীম (আ.)-এর পদচিহ্ন অঙ্কিত হয়ে গিয়েছিল। কা'বা নির্মাণের সময় এ পাথরটি তিনি ব্যবহার করেছিলেন। –[সহীহ বুখারী] হযরত আনাস (রা.) বলেন, ঐ পাথরে আমি হযরত ইবরাহীম (আ.)-এর পদচিহ্ন দেখেছি জেয়ারতকারীদের উপর্যুপরি স্পর্শের দরুন চিহ্নটি এখন অস্পষ্ট হয়ে পড়েছে। –[কুরতুবী]

হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা.) থেকে মাকামে ইবরাহীমের ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে বর্ণিত রয়েছে যে, সমগ্র হরমটিই মাকামে ইবরাহীম। এর অর্থ বোধ হয় এই যে, তওয়াফের পর যে দু'রাকাত নামাজ মাকামে ইবরাহীমে পড়ার নির্দেশ আলোচ্য আয়াতে রয়েছে, তা হরমের যে কোনো অংশে পড়লেই চলে। অধিকাংশ ফিকহ শাস্ত্রবিদ এ ব্যাপারে একমত।

৪. আলোচ্য আয়তে মাকামে ইবরাহীমকে নামাজের জায়গা করে নিতে বলা হয়েছে। স্বয়ং রাসূলুল্লাহ ﷺ বিদায় হজের সময় কথা ও কর্মের মাধ্যমে এর ব্যাখ্যা করে দিয়েছেন। তিনি তওয়াফের পর কা'বা গৃহের সম্মুখে অনতিদূরে রক্ষিত মাকামে ইবরাহীমের কাছে আগমন করলেন এবং এ আয়াতটি পাঠ করলেন وَاتَّخِذُوْا مِنْ مَّقَامِ اِبْرٰهِيْمَ مُصَلًّى অতঃপর মাকামে ইবরাহীমের পিছনে এমনভাবে দাঁড়িয়ে দু'রাকাত নামাজ পড়লেন যে, কা'বা ছিল তাঁর সম্মুখে এবং কা'বা ও তাঁর মাঝখানে ছিল মাকামে ইবরাহীম। –[সহীহ মুসলিম] এ কারণেই ফিকহশাস্ত্রবিদগণ বলেছেন– যদি কেউ মাকামে ইবরাহীমের পিছনে সংলগ্ন স্থানে জায়গা না পায়, তবে মাকামে-ইবরাহীম ও কা'বা উভয়টিকে সামনে রেখে যে কোনো দূরত্বে দাঁড়িয়ে নামাজ পড়লে নির্দেশ পালিত হবে।

৫. আয়াত দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, তওয়াফ পরবর্তী দুই রাকাত নামাজ ওয়াজিব। –[জাস্‌সাস, মোল্লা আলী ক্বারী] তবে এ দু' রাকাত নামাজ বিশেষভাবে মাকামে ইবরাহীমের পিছনে পড়া সুন্নত। হরমের অন্যত্র পড়লেও আদায় হবে। কারণ রাসূলুল্লাহ (সা.) এ দু' রাকাত নামাজ কা'বা গৃহের দরজা সংলগ্ন স্থানে পড়েছেন বলেও প্রমাণিত রয়েছে। হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (আ.) ও তাই করেছেন বলে বর্ণিত আছে। –[জাস্‌সাস]। মোল্লা আলী ক্বারী মানাসেক গ্রন্থে বলেছেন, এ দু' রাকাত মাকামে ইবরাহীমের পিছনে পড়া সুন্নত। যদি কোনো কারণে সেখানে পড়তে কেউ অক্ষম হয়, তবে হরম অথবা হরমের বাইরে যে কোনোখানে পড়ে নিলে ওয়াজিব আদায় হয়ে যাবে।

৬. وَطَهِّرْ بَيْتِيَ এখানে কা'বা গৃহকে পাক-সাফ করার নির্দেশ বর্ণিত হয়েছে। বাহ্যিক অপবিত্রতা ও আবর্জনা এবং আত্মিক অপবিত্রতা উভয়টিই এর অন্তর্ভুক্ত। যেমন, কুফর, শিরক, দুশ্চরিত্রতা, হিংসা, লালসা, কুপ্রবৃত্তি, অহঙ্কার, রিয়া, নাম-যশ ইত্যাদির কলুষ থেকেও কা'বা গৃহকে পবিত্র রাখার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। এ নির্দেশে بَيْتِيَ শব্দ দ্বারা ইঙ্গিত করা হয়েছে যে, এ আদেশ যে কোনো মসজিদের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য। কারণ সব মসজিদই আল্লাহর ঘর। কুরআনে বলা হয়েছে– فِيْ بُيُوْتٍ اَذِنَ اللّٰهُ اَنْ تُرْفَعَ হযরত ফারূকে আজম (রা.) মসজিদে এক ব্যক্তিকে উচ্চৈঃস্বরে কথা বলতে শুনে বললেন, তুমি কোথায় দাঁড়িয়ে আছে, জান না? [কুরতুবি] অর্থাৎ, মসজিদের প্রতি সম্মান প্রদর্শন করা উচিত, এতে উচ্চৈঃস্বরে কথা বলা উচিত নয়। মোটকথা, আলোচ্য আয়াতে কা'বা গৃহকে যেমন যাবতীয় বাহ্যিক ও আত্মিক অপবিত্রতা থেকে মুক্ত রাখতে বলা হয়েছে, তেমনি অন্যান্য মসজিদকেও পাক-পবিত্র করে মসজিদে প্রবেশ করা কর্তব্য। রাসূলুল্লাহ ﷺ পেঁয়াজ, রসুন ইত্যাদি দুর্গন্ধযুক্ত বস্তু খেয়ে মসজিদে প্রবেশ করতে বারণ করেছেন। তিনি ছোট শিশু এবং পাগলদেরও মসজিদে প্রবশে করতে বারণ করেছেন। কারণ তাদের দ্বারা মসজিদ অপবিত্র হওয়ার আশঙ্কা থাকে।

https://e-ilm.weebly.com/

৭. لِلطَّائِفِينَ وَالْعَاكِفِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ আয়াতের শব্দগুলো থেকে কতিপয় বিধি-বিধান প্রমাণিত হয়। **প্রথমতঃ** কা'বাগৃহ নির্মাণের উদ্দেশ্য তওয়াফ এ'তেকাফ ও নামাজ। **দ্বিতীয়তঃ তওয়াফ** আগে আর নামাজ পরে। [হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) -এর অভিমত তাই]। **তৃতীয়তঃ** বিশ্বের বিভিন্ন কোণ থেকে আগমনকারী হাজীদের পক্ষে নামাজের চাইতে তওয়াফ উত্তম। চতুর্থতঃ ফরজ হোক অথবা নফল কা'বা গৃহের অভ্যন্তরে যে কোনো নামাজ পড়া বৈধ। –[জাস্সাস]

مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ -এর পরিচয় : مَقَامٌ শব্দের বাংলা হলো দাঁড়াবার জায়গা; মাকামে ইবরাহীম তথা ইবরাহীম (আ.)-এর দাঁড়াবার জায়গা বলতে কি বুঝানো হয়েছে এ ব্যাপারে কয়েকটি মত পাওয়া যায়। যেমন–

- বর্ণিত আছে যে, কা'বা নির্মাণের সময় হযরত ইবরাহীম (আ.) একটি পাথরের উপর দাঁড়াতেন। ফলে পাথরটিতে তাঁর উভয় পায়ের চিহ্ন বসে যায়। ঐ পাথরটিকে مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ বলা হয়।
- কেউ কেউ বলেন, হযরত ইব্রাহীম (আ.) যখন হযরত ইসমাঈল (আ.) -এর স্ত্রীকে দেখতে আসেন তখন ঘোড়া থেকে অবতরণের সুবিধার্থে হযরত ইসমাঈল (আ.)-এর স্ত্রী একটি পাথর এগিয়ে দেন এবং ঐ পাথরের উপর হযরত ইবরাহীম (আ.) অবতরণ করেন। ঐ পাথরটিকে مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ বলা হয়েছে।
- অথবা, যে পাথরের উপর দাঁড়িয়ে হযরত ইব্রাহীম (আ.) বিশ্ববাসীকে হজের জন্য আহবান করেছিলেন, সে পাথরকে مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ বলা হয়েছে।
- অথবা, কা'বা গৃহের কাছে যে স্থানে ঐ পাথর আজ অব্দি রাখা আছে সেই স্থানকে مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ বলা হয়েছে। -[তাফসীরে রূহুল মা'আনী]

মাকামে ইবরাহীমের মাঝে নামাজ পড়া যায় কি? মাকামে ইব্রাহীম মূলতঃ একটি ছোট পাথর যার উপর সর্বোচ্চ একজন লোক দাঁড়াতে পারে। এর মাঝে নামাজ পড়া সম্ভব নয়। তবে এখানে مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ বলে যদিও একটি পাথর উদ্দেশ্য তবুও مُصَلًّى বলতে ঐ পাথরের আশ পাশের প্রশস্ত জায়গাকে বুঝানো হয়েছে। যেমন মসজিদে নববী বললে এর আশ পাশের এলাকাও মসজিদের অন্তর্ভুক্ত বুঝায়। –[বয়ানুল কুরআন]

কা'বা ঘরের ভিতরে নামাজের বিধান : কা'বা ঘর নামাজের জন্য কিবলা। এর চারপাশে নামাজ আদায় করা হয়। কিন্তু কা'বা ঘরের ভিতরে নামাজ পড়া বৈধ কি না এ ব্যাপারে সালফে সালেহীনদের মাঝে মতানৈক্য দেখা গেছে।

- ইমাম আ'জম আবূ হানিফা (র.)-এর মতে, কা'বার ভিতরে কি ছাদে, ফরজ কি নফল সকল প্রকার নামাজ পড়া বৈধ হবে।
- ইমাম মালেক (র.) বলেন, কা'বার ভিতরে ফরজ পড়া যাবে না। তবে নফল পড়া যাবে। কেউ যদি ফরজ পড়ে ফেলে তাহলে পুনরায় নামাজ পড়তে হবে।
- ইমাম শাফেয়ী (র.) বলেন, কা'বা ঘরের ভিতরে যদি কেউ দেয়ালের দিকে মুখ করে নামাজ পড়ে তবে শুদ্ধ হবে। আর যদি কা'বার খোলা দরোজার দিকে মুখ করে কিংবা ছাদে উঠে নামাজ পড়ে তাহলে নামাজ শুদ্ধ হবে না। কারণ তার নামাজ اِسْتِقْبَالُ الْقِبْلَةِ হয়নি।

উল্লেখ্য, এখানে ইমাম আজমের কথাই অধিক যুক্তিযুক্ত। –[কুরতুবী]

قوله أَنْ طَهِّرَا بَيْتِيَ -এর মর্ম : আল্লাহ তা'আলা হযরত ইবরাহীম ও ইসমাঈল (আ.)-কে লক্ষ্য করে বলেন, "তোমরা আমার ঘরকে পবিত্র কর।" এই কথাটির কয়েকটি অর্থ হতে পারে। যথা–

- মুশরিকদের রাখা মূর্তি মুক্ত করা,
- তাতে নিক্ষেপিত ময়লা-আবর্জনা থেকে পাক-সাফ করা।
- উলঙ্গ নারী-পুরুষের তওয়াফ থেকে মুক্ত করা।
- অপবিত্রা নারীদের প্রবেশ থেকে মুক্ত রাখা।
- সব রকমের অপবিত্রতা থেকে মুক্ত করা। –[রূহুল মা'আনী]

قوله قَالَ وَمَنْ كَفَرَ فَأُمَتِّعُهُ -এর উদ্দেশ্য : প্রশ্ন হলো قَالَ وَمَنْ كَفَرَ فَأُمَتِّعُهُ বাক্যে قَالَ -এর قَائِلٌ কে? এর দু'টি উত্তর পাওয়া যায়। যেমন–

- ইবনে আব্বাস, মুজাহিদ ও কাতাদাহ (রা.)-এর ভাষ্যমতে قَالَ -এর قَائِلٌ হলেন হযরত ইবরাহীম (আ.)। তখন فَأُمَتِّعُهُ ও أَضْطَرُّهُ এর সীগাহ দু'টি শব্দ ধরা হবে।

https://e-ilm.weebly.com/

৮ উবাই ইবনে কা'ব ও ইবনে ইসহাক বলেন قَالَ -এর قَائِلُ আল্লাহ স্বয়ং; এবং فَأُمَتِّعُهُ ও أَضْطَرُّهُ -এর সীগাহগুলো وَاحِدٌ مُتَكَلِّمٌ হবে। —[কুরতুবী]

قوله اجعل هذا بلدا امنا -এর ব্যাখ্যা : হযরত ইবরাহীম (আ.) দোয়া করলেন, হে আমার রব, আপনি এই মক্কা নগরীকে নিরাপদ নগরীতে পরিণত করে দিন। আল্লাহ তা'আলা তাঁর দোয়া কবুল করেছেন। তবে যারা খোদাদ্রোহী তাদের জন্য পৃথিবীর কোনো স্থানই নিরাপদ নয়। তাই কোনো সীমালঙ্ঘনকারী যদি হেরেমে আশ্রয় গ্রহণ করে তবে, যে কোনো পন্থায় তাকে হেরেমের বাইরে এনে তার ওপর হদ কায়েম করতে হবে। এখানে একটি প্রশ্ন থেকে যায় যে, মক্কা নগরী কি ইবরাহীম (আ.)-এর দোয়ার পর থেকে নিরাপদ হয়েছে না, পূর্ব থেকেই নিরাপদ ছিল? এ ব্যাপারে অনেকেই মতানৈক্য করেছেন।

মক্কা নগরী পৃথিবী সৃষ্টির পর থেকেই হারাম বা পবিত্র নগরী ছিল। তাদের দলিল নবী করীম (সা.)-এর এই বাণী—

إِنَّ هٰذَا الْبَلَدَ حَرَّمَهُ اللّٰهُ يَوْمَ خَلَقَ السَّمٰوَاتِ وَالْأَرْضَ فَهُوَ حَرَامٌ بِحُرْمَةِ اللّٰهِ إِلٰى يَوْمِ الْقِيَامَةِ

অর্থাৎ, আসমান ও জমিন সৃষ্টির দিন থেকে আল্লাহ এই নগরীকে পবিত্র বলে ঘোষণা করেছেন, কাজেই কিয়ামত পর্যন্ত এটি পবিত্র নগরী হিসেবে বহাল থাকবে।"

একদল আলেম মনে করেন— এটা ইবরাহীম (আ.)-এর দোয়ার বরকতে হারাম নগরীতে পরিণত হয়েছে। যেমন— নবীজীর দোয়ার বরকতে মদিনা হারাম নগরীতে পরিণত হয়েছে। তারা নিম্নোক্ত হাদীস দ্বারা তাদের মতের স্বপক্ষে দলিল পেশ করেছেন, قَالَ عَلَيْهِ السَّلَامُ إِنَّ إِبْرَاهِيْمَ حَرَّمَ مَكَّةَ وَدَعَا لِأَهْلِهَا

ইবনে আতিয়া বলেন, উভয় মতের মধ্যে মৌলিক কোনো বিরোধ নেই। প্রথম মতে, মক্কা নগরী হারাম হওয়ার ব্যাপারটি আল্লাহর ইলমে ছিল, দ্বিতীয় মতের ভিত্তিতে হযরত ইবরাহীমের দোয়ার বরকতে তা বাস্তবে রূপায়িত হয়েছে। ইমাম তাবারী অনুরূপ মত পোষণ করেন। —[কুরতুবী]

কা'বা নির্মাণ কাহিনী

কা'বা পৃথিবীর প্রথম ঘর। এর পূর্বে পৃথিবীতে কোনো ঘর ছিল না। এ প্রসঙ্গে আল্লাহ তা'আলা বলেন, إِنَّ أَوَّلَ بَيْتٍ وُضِعَ لِلنَّاسِ لَلَّذِي بِبَكَّةَ مُبَارَكًا الخ প্রাচীন ধর্ম গ্রন্থ ও ইতিহাস থেকে জানা যায় যে, এ ঘর আদম (আ.)-কে সৃষ্টি করার পূর্বে সর্বপ্রথম ফেরেশতাদের দ্বারা তৈরি করা হয়েছিল। তখন থেকে অদ্যাবধি এই ঘরের পুনঃনির্মাণ ও পুনঃসংস্কার প্রায় ১০ বার সংঘটিত হয়।

১. প্রথমতঃ স্বয়ং আল্লাহ ফেরেশতাদের মাধ্যমে এ ঘর তৈরি করেন। আদম সৃষ্টির প্রায় দু'হাজার বছর পূর্বে এই নির্মাণ কাজ অনুষ্ঠিত হয়। কালক্রমে তা মাটি চাপা পড়ে যায়।
২. তারপর আদম (আ.)-কে পৃথিবীতে প্রেরণের পর তিনি এই ঘর পুনঃনির্মাণ করেন।
৩. অতঃপর হযরত আদম (আ.)-এর সন্তানরা এর সংস্কার সাধন করে।
৪. হযরত নূহ (আ.)-এর যুগে প্লাবনের সময় এ ঘর ধ্বসে যায়। বহুকাল পর আল্লাহর নির্দেশে ইবরাহীম (আ.) ও তদীয় পুত্র ইসমাঈল (আ.) যৌথভাবে এ ঘর পুনঃনির্মাণ করেন।
৫. দীর্ঘ দিনের ব্যবধানে কা'বা ঘর পুনরায় জীর্ণশীর্ণ হয়ে পড়লে আরবের আমালেকা গোত্র তা পুনঃসংস্কার করে।
৬. এর দীর্ঘদিন পর হযরত ইসমাঈল (আ.)-এর শ্বশুর গোষ্ঠী জুরহাম গোত্রের লোকেরা পুনঃসংস্কার করে।
৭. এরপর কুসাই ইবনে কিলাব গোত্র তা পুনঃসংস্কার করে।
৮. মহানবীর নবুয়ত প্রাপ্তির পূর্বে তাঁর কিশোর বয়সে মক্কার কুরাইশগণ কা'বা গৃহকে সম্পূর্ণ ভেঙ্গে দিয়ে পুনরায় নতুন করে নির্মাণ করে। মদিনার জিন্দেগীতে নবীজী তা মাকামে ইবরাহীমের উপর পুনঃনির্মাণের ইচ্ছা ব্যক্ত করলেও আর সময় পাননি। ফলে কুরাইশরা যে ভিত্তির উপর কা'বা নির্মাণ করেছিল আজ অব্দি সেই ভিত্তির উপরই রয়ে গেল।
৯. পরবর্তীতে আব্দুল্লাহ ইবনে যুবাইর উমাইয়া শাসনামলে হযরত আয়েশা (রা.) থেকে শ্রুত একটি হাদীস মোতাবেক মাকামে ইবরাহীমী সহ কা'বা গৃহ পুনঃ সংস্কার করেন।
১০. তারপর খলিফা আব্দুল মালিকের শাসনামলে হাজ্জাজ ইবনে ইউসুফ কা'বা গৃহের উল্লেখযোগ্য সংস্কার সাধন করেন। যা আজ পর্যন্ত বহাল আছে।

https://e-ilm.weebly.com/

অতঃপর হিজরি ১৪০ সালে তুর্কী বাদশাহ মুরাদখান কুরাইশদের ভিত্তির উপর পুনঃনির্মাণ করেন এবং প্রথম কা'বাকে গেলাফ আবৃত করেন। তারপর থেকে সৌদি বাদশাহগণ বিভিন্ন সময় এর সংস্কার সাধন করেছেন। বিশেষ করে বাদশাহ ফাহাদ ইবনে আব্দুল আজিজের সময়ে এর প্রভূত উন্নতি সাধিত হয়। মূলতঃ কা'বা গৃহের নির্মাণ কাজ ফেরেশতা, হযরত আদম, হযরত ইবরাহীম ও কুরাইশ গোত্রের দ্বারা সংঘটিত হয়েছিল। বাকিগুলো সব সংস্কার কাজ ছিল।

শব্দ বিশ্লেষণ

اتَّقُوْا : সীগাহ جمع مذكر حاضر বহছ امر حاضر معروف বাব اِفْتِعَالٌ মাসদার اَلْاِتِّقَاءُ মূলবর্ণ– (و . ق . ى) জিনসে لفيف مفروق অর্থ– তোমরা ভয় কর, পরহেজগারী অবলম্বন কর।

تَجْزِىْ : সীগাহ واحد مؤنث غائب বহছ مضارع معروف বাব ضَرَبَ মাসদার اَلْجَزَاءُ মূলবর্ণ– (ج . ز . ى) জিনসে ناقص يائى অর্থ– তা যথেষ্ট হবে, তা বদলা হবে, তা কাজে আসবে।

نَفْسٌ : শব্দটি একবচন, বহুবচনে اَنْفُسٌ. نُفُوْسٌ ; অর্থ– প্রাণ, প্রাণী, ব্যক্তি।

ابْتَلٰى : সীগাহ واحد مذكر غائب বহছ ماضى معروف বাব اِفْتِعَالٌ মাসদার اَلْاِبْتِلَاءُ মূলবর্ণ– (ب . ل . و) জিনসে ناقص واوى অর্থ– সে লিপ্ত হয়েছে।

لَايَنَالُ : সীগাহ واحد مذكر غائب বহছ نفى فعل ماضى معروف বাব سَمِعَ মাসদার اَلنَّيْلُ মূলবর্ণ (ن . ى . ل) জিনসে اجوف يائى অর্থ– সে পাবে না।

مَثَابَةً : সীগাহ واحد مؤنث বহছ اسم ظرف مؤنث অর্থ– লোকদের জন্য সম্মিলিত স্থান।

اتَّخِذُوْا : সীগাহ جمع مذكر حاضر বহছ امر حاضر معروف বাব اِفْتِعَالٌ মাসদার اَلْاِتِّخَاذُ মূলবর্ণ (أ . خ . ذ) জিনসে مهموز فاء অর্থ– তুমি বানাও, তুমি গ্রহণ কর।

مُصَلًّى : সীগাহ واحد مذكر বহছ اسم ظرف مكان বাব تَفْعِيْلٌ মাসদার اَلتَّصْلِيَةُ মূলবর্ণ (ص . ل . ى) জিনসে ناقص يائى অর্থ– নামাজ পড়ার স্থান।

طَائِفِيْنَ : সীগাহ جمع مذكر বহছ اسم فاعل বাব نَصَرَ মাসদার اَلطَّوَافُ মূলবর্ণ (ط . و . ف) জিনসে اجوف واوى অর্থ– তওয়াফকারীগণ।

الرُّكَّعِ : শব্দটি বহুবচন, একবচন راكع অর্থ– রুকূ' করা। ঝুঁকা।

اُمَتِّعُه : সীগাহ واحد متكلم বহছ مضارع معروف বাব تَفْعِيْلٌ মাসদার اَلتَّمْتِيْعُ মূলবর্ণ (م . ت . ع) জিনস صحيح অর্থ– আমি ফায়েদা ভোগ করার সুযোগ দিব।

বাক্য বিশ্লেষণ

قوله اِنِّىْ جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ اِمَامًا : এখানে اِنَّ হলো حرف مشبه بالفعل আর ىْ হলো তার اسم আর جَاعِلُ হলো شبه فعل আর كَ হলো مفعول আর لِلنَّاسِ হলো متعلق আর اِمَامًا হলো مفعول ثانى অতঃপর جَاعِلُكَ জুমলা হয়ে خبر ان অতঃপর اِنَّ তার اسم ও خبر মিলে جملة اسمية خبرية হয়েছে।

قوله لَا يَنَالُ عَهْدِى الظّٰلِمِيْنَ : এখানে لَا يَنَالُ ফে'ল আর عَهْدِىْ শব্দটি مضاف و مضاف اليه মিলে فاعل আর الظّٰلِمِيْنَ হলো مفعول এবং ফে'ল, ফা'য়েল ও مفعول মিলে جملة فعلية خبرية হয়েছে।

قوله وَارْزُقْ اَهْلَهٗ مِنَ الثَّمَرٰتِ : এখানে اُرْزُقْ ফে'ল ও ফা'য়েল اَهْلَهٗ শব্দটি مضاف ও مضاف اليه মিলে مفعول আর مِنَ الثَّمَرَاتِ হলো متعلق অতএব, ফে'ল, ফা'য়েল ও مفعول ও متعلق মিলে جملة فعلية خبرية হয়েছে।

https://e-ilm.weebly.com/

وَاِذْ يَرْفَعُ اِبْرٰهِيْمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَاِسْمٰعِيْلُ ؕ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا ؕ اِنَّكَ اَنْتَ السَّمِيْعُ الْعَلِيْمُ ﴿١٢٧﴾

(১২৭) আর যখন নির্মাণ করছিলেন ইবরাহীম কাবাগৃহের প্রাচীর এবং [সহায়করূপে] ইসমাঈলও [বললেন] হে আমাদের প্রভু! আমাদের পক্ষ হতে কবুল করুন, নিঃসন্দেহে আপনি খুব শ্রবণকারী মহাজ্ঞানী।

رَبَّنَا وَاجْعَلْنَا مُسْلِمَيْنِ لَكَ وَمِنْ ذُرِّيَّتِنَآ اُمَّةً مُّسْلِمَةً لَّكَ ۪ وَاَرِنَا مَنَاسِكَنَا وَتُبْ عَلَيْنَا ۚ اِنَّكَ اَنْتَ التَّوَّابُ الرَّحِيْمُ ﴿١٢٨﴾

(১২৮) হে আমাদের প্রভু! আর আমাদেরকে আপনার আরো অধিক অনুগত বানিয়ে নিন এবং আমাদের বংশধর হতেও আপনার অনুগত একদল লোক পয়দা করুন আর আমাদেরকে আমাদের হজের আহকামও বলে দিন এবং আমাদের অবস্থার প্রতি [কৃপা] দৃষ্টি রাখুন, আর প্রকৃতপক্ষে আপনিই বিশেষ যত্নবান এবং মেহেরবান।

رَبَّنَا وَابْعَثْ فِيْهِمْ رَسُوْلًا مِّنْهُمْ يَتْلُوْا عَلَيْهِمْ اٰيٰتِكَ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتٰبَ وَالْحِكْمَةَ وَيُزَكِّيْهِمْ ؕ اِنَّكَ اَنْتَ الْعَزِيْزُ الْحَكِيْمُ ﴿١٢٩﴾

(১২৯) হে আমাদের প্রভু! তাদের মধ্য হতে এমন এক রাসূল নির্দিষ্ট করে দিন যিনি তাদেরকে আপনার আয়াতসমূহ পড়ে শুনাবেন এবং তাদেরকে কিতাব ও হিকমত শিক্ষা দিবেন এবং তাদেরকে পবিত্র করবেন; নিশ্চয় আপনিই প্রবল ক্ষমতাবান পূর্ণ সংবিধানকারী।

وَمَنْ يَّرْغَبُ عَنْ مِّلَّةِ اِبْرٰهِيْمَ اِلَّا مَنْ سَفِهَ نَفْسَهٗ ؕ وَلَقَدِ اصْطَفَيْنٰهُ فِي الدُّنْيَا ۚ وَاِنَّهٗ فِي الْاٰخِرَةِ لَمِنَ الصّٰلِحِيْنَ ﴿١٣٠﴾

(১৩০) ইবরাহীমী ধর্ম হতে ঐ ব্যক্তিই মুখ ফিরাবে যে মূলেই নির্বোধ, আর আমি তাঁকে দুনিয়ায় নির্বাচিত করেছি এবং তিনি আখেরাতে অতি মহৎ লোকদের মধ্যে পরিগণিত।

শাব্দিক অনুবাদ

১২৭. وَاِذْ يَرْفَعُ আর যখন নির্মাণ করছিলেন اِبْرٰهِيْمُ ইবরাহীম الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ কাবাগৃহের প্রাচীর وَاِسْمٰعِيْلُ এবং ইসমাঈলও رَبَّنَا হে আমাদের প্রভু تَقَبَّلْ مِنَّا আমাদের পক্ষ থেকে কবুল করুন اِنَّكَ اَنْتَ নিঃসন্দেহে আপনি السَّمِيْعُ খুব শ্রবণকারী الْعَلِيْمُ মহাজ্ঞানী।

১২৮. رَبَّنَا হে আমাদের প্রভু! وَاجْعَلْنَا আর আমাদেরকে বানিয়ে নিন مُسْلِمَيْنِ لَكَ আপনার আরো অধিক অনুগত وَمِنْ ذُرِّيَّتِنَآ এবং আমাদের বংশধর হতেও اُمَّةً مُّسْلِمَةً لَّكَ আপনার অনুগত একদল লোক সৃষ্টি করুন وَاَرِنَا আর আমাদেরকে বলে দিন مَنَاسِكَنَا আমাদের হজের আহকামও وَتُبْ عَلَيْنَا এবং আমাদের অবস্থার প্রতি [কৃপা] দৃষ্টি রাখুন اِنَّكَ اَنْتَ আর প্রকৃতপক্ষে আপনিই التَّوَّابُ বিশেষ যত্নবান الرَّحِيْمُ এবং মেহেরবান।

১২৯. رَبَّنَا হে আমাদের প্রভু! وَابْعَثْ فِيْهِمْ নির্দিষ্ট করে দিন رَسُوْلًا مِّنْهُمْ তাদের মধ্য হতে এমন এক রাসূল يَتْلُوْا عَلَيْهِمْ যিনি তাদেরকে পড়ে শুনাবেন اٰيٰتِكَ আপনার আয়াতসমূহ وَيُعَلِّمُهُمُ এবং তাদেরকে শিক্ষা দিবেন الْكِتٰبَ وَالْحِكْمَةَ কিতাব ও হিকমত وَيُزَكِّيْهِمْ এবং তাদেরকে পবিত্র করবেন اِنَّكَ اَنْتَ নিশ্চয় আপনিই الْعَزِيْزُ প্রবল ক্ষমতাবান الْحَكِيْمُ পূর্ণ সংবিধানকারী।

১৩০. وَمَنْ يَّرْغَبُ আর ঐ ব্যক্তিই মুখ ফিরাবে عَنْ مِّلَّةِ اِبْرٰهِيْمَ ইবরাহীমী ধর্ম হতে اِلَّا مَنْ سَفِهَ نَفْسَهٗ যে মূলেই নির্বোধ وَلَقَدِ اصْطَفَيْنٰهُ আর আমি তাকে নির্বাচিত করেছি فِي الدُّنْيَا দুনিয়ায় وَاِنَّهٗ فِي الْاٰخِرَةِ এবং তিনি আখেরাতে لَمِنَ الصّٰلِحِيْنَ অতি মহৎ লোকদের মধ্যে পরিগণিত।

https://e-ilm.weebly.com/

https://e-ilm.weebly.com/

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

(১৩০) قوله وَمَنْ يَّرْغَبُ عَنْ مِّلَّةِ إِبْرٰهِيمَ إِلَّا مَنْ سَفِهَ نَفْسَهُ الخ **আয়াতের শানে নুযূল :** এ আয়াতটির শানে নুযূল সম্পর্কে মুফাসসিরগণ লিখেন যে, একবার হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে সালাম (রা.) তাঁর দুই ভাতিজা সালামা এবং মুহাজিরকে এই বলে ইসলামের দিকে দাওয়াত দিলেন দেখ, হযরত মুহাম্মদ ﷺ সত্য নবী। এবং কুরআন সত্য কিতাব আর তোমরা এটাও জান যে, তাওরাতের মধ্যে শেষ নবীর সম্পর্কে ভবিষ্যদ্বাণী করা হয়েছে। অতএব তোমরা ইসলাম গ্রহণ কর। তখন সালামা ইসলাম গ্রহণ করলেন কিন্তু মুহাজির ইসলাম গ্রহণ করল না। তাদের ব্যাপারেই এই আয়াত নাজিল হয়।

(১৩৩) قوله أَمْ كُنْتُمْ شُهَدَآءَ إِذْ حَضَرَ يَعْقُوبَ الخ **আয়াতের শানে নুযূল :** এই আয়াতের শানে নুযূল সম্পর্কে মুফাসসিরীনে কেরাম লিখেন, একবার ইহুদিরা বলতে লাগল যে, হযরত ইয়াকূব (আ.) ইন্তেকালের সময় তাঁর সন্তানদেরকে ইহুদি হওয়ার অসিয়ত করেছিল। তাদের এই অমূলক দাবির পরিপ্রেক্ষিতে আলোচ্য আয়াত নাজিল হয়।

হযরত ইবরাহীম (আ.)-এর দোয়া : رَبِّ শব্দ দ্বারা দোয়া আরম্ভ করেছেন। এর অর্থ– 'হে আমার পালনকর্তা।' তিনি এই শব্দের মাধ্যমে দোয়া করার রীতি শিক্ষা দিয়েছেন। কারণ এ জাতীয় শব্দ আল্লাহর রহমত ও কৃপা আকৃষ্ট করার ব্যাপারে খুবই কার্যকর ও সহায়ক। হযরত ইবরাহীম (আ.)-এর প্রথম দোয়া এই: "তোমার নির্দেশে আমি এই জনমানবহীন প্রান্তরে নিজ পরিবার-পরিজনকে রেখে যাচ্ছি। তুমি একে একটি শান্তিপূর্ণ শহর বানিয়ে দাও– যাতে এখানে বসবাস করা আতঙ্কজনক না হয় এবং জীবনধারণের প্রয়োজনীয় আসবাবপত্র সহজলভ্য হয়।"

হযরত ইবরাহীম (আ.)-এর দ্বিতীয় দোয়ায় বলা হয়েছে– পরওয়ারদেগার! শহরটিকে শান্তিধাম করে দাও। অর্থাৎ হত্যা, লুণ্ঠন, কাফেরদের অধিকার স্থাপন, বিপদাপদ থেকে সুরক্ষিত ও নিরাপদ রাখ।

হযরত ইবরাহীমের এই দোয়া কবুল হয়েছে। মক্কা মুকাররমা শুধু একটি জনবহুল নগরীই নয়, সারা বিশ্বের প্রত্যাবর্তনস্থলও বটে। বিশ্বের চার দিক থেকে মুসলমানগণ এ নগরীতে পৌঁছাকে সর্ববৃহৎ সৌভাগ্য মনে করে। নিরাপদ ও সুরক্ষিতও এতটুকু হয়েছে যে, আজ পর্যন্ত কোনো শত্রুজাতি অথবা শত্রুসম্রাট এর উপর অধিকার প্রতিষ্ঠা করতে পারেনি। 'আসহাবে-ফীলের' ঘটনা স্বয়ং কুরআনে উল্লিখিত রয়েছে। তারা কা'বা ঘরের উপর আক্রমণের ইচ্ছা করতেই সমগ্র বাহিনীকে নিশ্চিহ্ন করে দেওয়া হয়েছিল।

এ শহরটি হত্যা ও লুটতরাজ থেকেও সর্বদা নিরাপদ রয়েছে। জাহেলিয়াত যুগে আরবরা অগণিত আনাচার, কুফর ও শিরকে লিপ্ত থাকা সত্ত্বেও কা'বা ঘর ও তার পার্শ্ববর্তী হরমের প্রতি সম্মান প্রদর্শনকে ধর্মীয় কর্তব্য বলে মনে করত। তারা প্রাণের শত্রুকে হাতে পেয়েও হরমের মধ্যে পাল্টা হত্যা অথবা প্রতিশোধ গ্রহণ করত না। এমনকি, হরমের অধিবাসীদের প্রতি শ্রদ্ধা প্রদর্শনের রীতি সমগ্র আরবে প্রচলিত ছিল। এ কারণেই মক্কাবাসীরা বাণিজ্যব্যাপদেশে নির্বিঘ্নে সিরিয়া ও ইয়ামানে যাতায়াত করত। কেউ তাদের কেশাগ্রও স্পর্শ করত না।

আল্লাহ তা'আলা হরমের চতুঃসীমায় জীব-জন্তুকেও নিরাপত্তা দান করেছেন। এই এলাকায় শিকার করা জায়েজ নয়। জীব-জন্তুর মধ্যেও স্বাভাবিক নিরাপত্তাবোধ জাগ্রত করে দেওয়া হয়েছে। ফলে তারা সেখানে শিকারী দেখলেও ভয় পায় না।

হযরত ইবরাহীমের তৃতীয় দোয়া এই যে, এ শহরের অধিবাসীদের উপজীবিকা হিসেবে যেন ফল-মূল দান করা হয়। মক্কা মুকাররমা ও পার্শ্ববর্তী ভূমি কোনোরূপ বাগ-বাগিচার উপযোগী ছিল না। দূর-দূরান্ত পর্যন্ত ছিল না পানির নাম-নিশানা। কিন্তু আল্লাহ তা'আলা ইবরাহীমের দোয়া কবুল করে নিয়ে মক্কার অদূরে 'তায়েফ' নামক একটি ভূখণ্ড সৃষ্টি করে ছিলেন। তায়েফে যাবতীয় ফলমূল প্রচুর পরিমাণে উৎপন্ন হয় যা মক্কার বাজারেই বেচা-কেনা হয়।

হযরত খলীলুল্লাহ (আ.)-এর সাবধানতা: আলোচ্য আয়াতে মুমিন ও কাফের নির্বিশেষে সমগ্র মক্কাবাসীর জন্য শান্তি ও সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যের দোয়া করা হয়েছে। ইতঃপূর্বে এক দোয়ায় যখন হযরত খলীল স্বীয় বংশধরে মুমিন ও কাফের নির্বিশেষে সবাইকে অন্তর্ভুক্ত করেছিলেন, তখন আল্লাহ তা'আলার পক্ষ থেকে বলা হয়েছিল যে, মুমিনদের পক্ষে এ দোয়া কবুল হলো, জালেম ও মুশরিকদের জন্য নয়। সে দোয়াটি ছিল নেতৃত্ব লাভের দোয়া। হযরত খলীলুল্লাহ (আ.) ছিলেন আল্লাহর বন্ধুত্বের মহান মর্যাদায় উন্নীত ও খোদাভীতির প্রতীক। তাই এ ক্ষেত্রে সে কথাটি মনে পড়ে গেল এবং তিনি দোয়ার শর্ত যোগ করলেন যে, আর্থিক সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য ও শান্তির এ দোয়া শুধু মুমিনদের জন্য করেছি। আল্লাহর পক্ষ থেকে এ ভয় ও

https://e-ilm.weebly.com/

সাবধানতার মূল্য দিয়ে বলা হয়েছে: وَمَنْ كَفَرَ অর্থাৎ পার্থিব সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য আমি সমস্ত মক্কাবাসীকেই দান করব, যদিও তারা কাফের, মুশরিক হয়। তবে মুমিনদেরকে ইহকাল ও পরকালসর্বত্রই তা দান করব, কিন্তু কাফেররা পরকালে শাস্তি ছাড়া আর কিছুই পাবে না।

স্বীয় সৎকর্মের উপর ভরসা না করা ও তুষ্ট না হওয়ার শিক্ষা : হযরত ইবরাহীম (আ.) আল্লাহর নির্দেশে সিরিয়ার সুজলা-সুফলা সুদর্শন ভূখণ্ড ছেড়ে মক্কার বিশুষ্ক পাহাড়সমূহের মাঝখানে স্বীয় পরিবার-পরিজনকে এনে রাখেন এবং কা'বা গৃহের নির্মাণে সর্বশক্তি নিয়োগ করেন। এরূপ ক্ষেত্রে অন্য কোনো আত্মত্যাগী সাধকের অন্তরে অহংকার দানা বাঁধতে পারত এবং সে তাঁর ক্রিয়াকর্মকে অনেক মূল্যবান মনে করতে পারত; কিন্তু এখানে ছিলেন আল্লাহর এমন এক বন্ধু যিনি আল্লাহর প্রতাপ ও মহিমা সম্পর্কে যথার্থভাবে অবহিত। তিনি জানতেন, আল্লাহর উপযুক্ত ইবাদত ও আনুগত্য কোনো মানুষের পক্ষেই সম্ভব নয়। প্রত্যেকেই নিজ নিজ শক্তি সামর্থ্য অনুযায়ী কাজ করে। তাই আমল যত বড়ই হোক সেজন্য অহংকার না করে কেঁদে কেঁদে এমনি দোয়া করা প্রয়োজন যে, হে পরওয়ারদেগার! আমার এ আমল কবুল কর। কা'বা গৃহ নির্মাণের আমল প্রসঙ্গে হযরত ইবরাহীম (আ.) তাই বলেছেন, رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا হে পরওয়ারদেগার! আমাদের এ আমল কবুল করুন। কেননা, আপনি শ্রোতা, আপনি সর্বজ্ঞ।

رَبَّنَا وَاجْعَلْنَا مُسْلِمَيْنِ لَكَ –এ দোয়াটিও হযরত ইবরাহীম (আ.)-এর আল্লাহ সম্পর্কিত জ্ঞান ও খোদাভীতিরই ফল, আনুগত্যের অদ্বিতীয় কীর্তি স্থাপন করার পরও তিনি এরূপ দোয়া করেন যে, আমাদের উভয়কে তোমার আজ্ঞাবহ কর। কারণ মা'রেফাত তথা আল্লাহ সম্পর্কিত জ্ঞান যার যত বৃদ্ধি পেতে থাকে সে ততবেশি অনুভব করতে থাকে যে, যথার্থ আনুগত্য তার দ্বারা সম্ভব হচ্ছে না।

وَمِنْ ذُرِّيَّتِنَا – এ দোয়াতেও স্বীয় সন্তান-সন্ততিকে অন্তর্ভুক্ত করেছেন। এতে বুঝা যায় যে, তিনি আল্লাহর প্রেমিক, আল্লাহর পথে নিজের সন্তান-সন্ততিকে বিসর্জন দিতেও এতটুকু কুণ্ঠিত নন। তিনিও সন্তানদের প্রতি কতটুকু মহব্বত ও ভালোবাসা রাখেন। কিন্তু এই ভালোবাসার দাবিসমূহ কয়জন পূর্ণ করতে পারে? সাধারণ লোক সন্তানদের শুধু শারীরিক সুস্থতা ও আরামের দিকেই খেয়াল রাখে। তাদের যাবতীয় স্নেহ-মমতা এ দিকটিকে কেন্দ্র করেই। কিন্তু আল্লার প্রিয় বান্দারা শারীরিকের চাইতে আত্মিক এবং জাগতিকের চাইতে পারলৌকিক আরামের জন্য চিন্তা করেন অধিক। এ কারণেই হযরত ইবরাহীম (আ.) দোয়া করলেন: "আমাদের সন্তানদের মধ্য থেকে একটি দলকে পূর্ণ আনুগত্যশীল কর।" সন্তানদের জন্য এ দোয়ার মধ্যে আরো একটি তাৎপর্য নিহিত রয়েছে। অভিজ্ঞতা সাক্ষ্য দেয় যে, সমাজে যারা গণ্য মান্য, তাদের সন্তানরা পিতার পথ অনুসরণ করলে সমাজে তাদের জনপ্রিয়তা বৃদ্ধি পায়। তাদের যোগ্যতা জনগণের যোগ্যতা বৃদ্ধিতে সহায়ক হয়। –[বাহরে মুহীত]

হযরত খলীলুল্লাহ (আ.)-এর এ দোয়াটিও কবুল হয়েছে। তাঁর বংশধরের মধ্যে কখনো সত্যধর্মের অনুসারী ও আল্লাহর আজ্ঞাবহ আদর্শ পুরুষের অভাব হয়নি। জাহেলিয়াত আমলে আরবে যখন সর্বত্র মূর্তিপূজার জয়-জয়কার, তখনও ইবরাহীমের বংশধরের মধ্যে কিছু লোক একত্ববাদ ও পরকালে বিশ্বাসী এবং আল্লাহর আনুগত্যশীল ছিলেন। যেমন যায়েদ ইবনে আমর, ইবনে নওফল এবং কুস ইবনে সায়েদা প্রমুখ। রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর পিতামহ আব্দুল মুত্তালিব ইবনে হাশেম সম্পর্কেও বর্ণিত আছে যে, মূর্তিপূজার প্রতি তাঁরও অশ্রদ্ধা ছিল। –[বাহরে মুহীত]

يَتْلُوْا عَلَيْهِمْ اٰيٰتِكَ –তেলাওয়াতের আসল অর্থ– অনুসরণ করা। কুরআন ও হাদীসের পরিভাষায় এ শব্দটি কুরআন ও অন্যান্য আসমানি কিতাব পাঠ করার ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য। কারণ যে লোক এসব কালাম পাঠ করে, এর অনুসরণ করাও তার অবশ্য কর্তব্য। আসমানি গ্রন্থ ঠিক যেভাবে আল্লাহর পক্ষ থেকে অবতীর্ণ হয়, হুবহু তেমনিভাবে পাঠ করা জরুরি। নিজের পক্ষ থেকে তাতে কোনো শব্দ অথবা স্বরচিহ্নটিও পরিবর্তন পরিবর্ধন করার অনুমতি নেই। ইমাম রাগেব ইস্পাহানী 'মুফরাদাতুল কুরআন' গ্রন্থে বলেন: "আল্লাহর কালাম ছাড়া অন্য কোনো গ্রন্থ অথবা কালাম পাঠ করাকে সাধারণ পরিভাষায় তেলাওয়াত বলা যায় না।"

وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتٰبَ وَالْحِكْمَةَ –এখানে কিতাব বলে আল্লাহর কিতাব বুঝানো হয়েছে। 'হিকমত' শব্দটি আরবি অভিধানে একাধিক অর্থে ব্যবহৃত হয়ে থাকে। যথা– সত্যে উপনীত হওয়া, ন্যায় ও সুবিচার, জ্ঞান ও প্রজ্ঞা ইত্যাদি। –[কামুস]

https://e-ilm.weebly.com/

ইমাম রাগেব ইস্পাহানী লিখেন : এ শব্দটি আল্লাহর জন্য ব্যবহৃত হলে এর অর্থ হয় সকল বস্তুর পূর্ণজ্ঞান এবং সুদৃঢ় উদ্ভাবন। অন্যের জন্য ব্যবহৃত হয়, বিদ্যমান বস্তুরসমূহের বিশুদ্ধ জ্ঞান এবং সৎকর্ম। বিশুদ্ধ জ্ঞান, সৎকর্ম, ন্যায়, সত্য কথা ইত্যাদি। –[কামুস ও রাগেব]

এখন লক্ষ্য করা দরকার যে, আয়াতে হেকমতের কি অর্থ? তাফসীরকার সাহাবীগগণ হুজুরে আকরাম ﷺ-এর কাছ থেকে শিখে কুরআনের ব্যাখ্যা করতেন। এখানে হেকমত শব্দের অর্থে তাঁদের ভাষা ভিন্ন ভিন্ন হলেও সবগুলোর মর্মই এক। অর্থাৎ রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর সুন্নাহ। ইবনে কাসীর ও ইবনে জারীর কাতাদাহ থেকে এ ব্যাখ্যাই উদ্ধৃত করেছেন। হেকমতের অর্থ কেউ কুরআনের তাফসীর, কেউ ধর্মে গভীর জ্ঞান, কেউ শরিয়তের বিধি-বিধানের জ্ঞান, কেউ এমন বিধি-বিধানের জ্ঞান অর্জন বলেছেন, যা শুধু রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর বর্ণনা থেকেই জানা যায়। নিঃসন্দেহে এসব উক্তির সারমর্ম হলো রাসূল ﷺ-এর সুন্নাহ।

وَيُزَكِّيهِمْ – زَكٰوة শব্দ থেকে উদ্ভৃত। এর অর্থ পবিত্রতা। বাহ্যিক ও আত্মিক সর্বপ্রকার পবিত্রতার অর্থেই এ শব্দটি ব্যবহৃত হয়।

উপরিউক্ত ব্যাখ্যার দ্বারা আয়াতের মর্ম সুস্পষ্ট হয়ে গেছে। হযরত ইবরাহীম (আ.) ভবিষ্যত বংশধরের মধ্যে একজন পয়গম্বর প্রেরণ করুন– যিনি আপনার আয়াতসমূহ তাদের তেলাওয়াত করে শোনাবেন, কুরআন ও সুন্নাহর শিক্ষা দিবেন এবং বাহ্যিক ও আত্মিক অপবিত্রতা থেকে তাদের পবিত্র করবেন। দোয়ায় নিজের বংশধরের মধ্য থেকেই পয়গম্বর হওয়ার কথা বলা হয়েছে। এর কারণ প্রথমতঃ এই যে, এটা তাঁর সন্তানদের জন্য গৌরবের বিষয়। দ্বিতীয়তঃ এতে তাদের কল্যাণও নিহিত রয়েছে। কারণ স্বগোত্র থেকে পয়গম্বর হলে তাঁর চাল-চলন ও অভ্যাস-আচরণ সম্পর্কে তারা উত্তমরূপে অবগত থাকবে। ধোঁকাবাজি ও প্রবঞ্চনার সম্ভাবনা থাকবে না। হাদীসে বলা হয়েছেঃ প্রত্যুত্তরে হযরত ইবরাহীম (আ.)-কে আল্লাহর পক্ষ থেকে বলে দেওয়া হয় যে, আপনার দোয়া কবুল হয়েছে এবং কাঙ্ক্ষিত পয়গম্বরকে শেষ জমানায় প্রেরণ করা হবে।' –[ইবনে জারীর, ইবনে কাসীর]

রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর জন্মের বৈশিষ্ট্য : মুসনাদে আহমদ গ্রন্থে উদ্ধৃত এক হাদীসে বর্ণিত আছে যে, মহানবী ﷺ বলেন: 'আমি আল্লাহর কাছে তখনও পয়গম্বর ছিলাম, যখন হযরত আদম (আ.) ও পয়দা হননি; বরং তাঁর সৃষ্টির জন্য উপাদান তৈরি হচ্ছিল মাত্র। আমি আমার সূচনা বলে দিচ্ছিঃ আমি পিতা হযরত ইবরাহীম (আ.)-এর দোয়া, হযরত ঈসা (আ.)-এর সুসংবাদ এবং স্বীয় জননীর স্বপ্নের প্রতীক। হযরত ঈসা (আ.)-এর সুসংবাদের অর্থ তাঁর এ উক্তি وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِي مِنْ بَعْدِي اسْمُهُ أَحْمَدُ আমি এক পয়গম্বরের সুসংবাদদাতা, যিনি আমার পরে আসবেন। তাঁর নাম আহমদ। তাঁর জননী গর্ভাবস্থায় স্বপ্নে দেখেন যে, তাঁর পেট থেকে একটি নুর বের হয়ে সিরিয়ার প্রাসাদাসমূহ আলোকজ্জ্বল করে তুলেছে। কুরআনে হুজুর (সা.)-এর আবির্ভাবের আলোচনা প্রসঙ্গে দু' জায়গায় সূরা আলে-ইমরানের ১৬৪ তম আয়াতে এবং সূরা জুমায় ইবরাহীমের দোয়ায় উল্লিখিত ভাষারই পুনরাবৃত্তি করা হয়েছে। এভাবে ইঙ্গিত করা হয়েছে যে, হযরত ইবরাহীম (আ.) যে পয়গম্বরের জন্য দোয়া করেছিলেন, তিনি হচ্ছেন হযরত মুহাম্মদ মোস্তফা ﷺ।

পয়গম্বর প্রেরণের অর্থ তিনটি : সূরা বাকারার আলোচ্য আয়াতে এবং সূরা আলে- ইমরান ও সূরা জুমার বিভিন্ন আয়াতে হুজুর ﷺ সম্পর্কে একই বিষয়বস্তু অভিন্ন ভাষায় বর্ণিত হয়েছে। এসব আয়াতে মহানবী ﷺ -এর পৃথিবীতে পদার্পণ ও তাঁর রেসালাতের তিনটি লক্ষ্য বর্ণিত হয়েছে। প্রথমতঃ কুরআন তেলাওয়াত, দ্বিতীয়তঃ আসমানি গ্রন্থ ও হেকমতের শিক্ষাদান এবং তৃতীয়তঃ মানুষের চরিত্রশুদ্ধি।

প্রথম উদ্দেশ্য কুরআন তেলাওয়াত : এখানে সর্বপ্রথম প্রণিধানযোগ্য যে, তেলাওয়াতের সম্পর্ক শব্দের সাথে এবং শিক্ষাদানের সম্পর্ক অর্থের সাথে। তেলাওয়াত ও শিক্ষাদান পৃথক পৃথকভাবে বর্ণিত হওয়ার মর্মার্থ এই যে, কুরআনে অর্থসম্ভার যেমন উদ্দেশ্য, শব্দসম্ভারও তেমনি একটি লক্ষ্য। এসব শব্দের তেলাওয়াত ও হেফাজত ফরজ ও গুরুত্বপূর্ণ ইবাদত। এখানে আরো একটি প্রণিধানযোগ্য বিষয় এই যে, যাঁরা মহানবী ﷺ-এর প্রত্যক্ষ শিষ্য ও সম্বোধিত ছিলেন তাঁরা শুধু আরবি ভাষা সম্পর্কেই ওয়াকিফহাল ছিলেন না; বরং অলঙ্কার পূর্ণ আরবি ভাষার একজন বাগ্মী কবিও ছিলেন।

https://e-ilm.weebly.com/

তাঁদের সামনে কুরআন পাঠ করাই বাহ্যতঃ তাঁদের শিক্ষাদানের জন্য যথেষ্ট ছিল, পৃথকভাবে অনুবাদ ও ব্যাখ্যার উল্লেখ করার কোনো প্রয়োজন ছিল না। এমতাবস্থায় কুরআন তেলাওয়াতকে পৃথক উদ্দেশ্য এবং গ্রন্থ শিক্ষাদানকে পৃথক উদ্দেশ্য সাব্যস্ত করার কি প্রয়োজন ছিল? অথচ কার্যক্ষেত্রে উভয় উদ্দেশ্যই এক হয়ে যায়। চিন্তা করলে এ থেকে দুটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ের উদ্ভব হয়। প্রথম এই যে, কুরআন অপরাপর গ্রন্থের মতো নয়– যাতে শুধু অর্থসম্ভারের উপর আমল করাই উদ্দেশ্য হয়ে থাকে এবং শব্দসম্ভার থাকে দ্বিতীয় পর্যায়ে; শব্দে সামান্য পরিবর্তন পরিবর্ধন হয়ে গেলেও ক্ষতির কারণ মনে করা হয় না। অর্থ না বুঝে এসব গ্রন্থের শব্দ পাঠ করা একেবারেই নিরর্থক, কিন্তু কুরআন এমন নয়। কুরআনের শব্দের সাথে বিশেষ বিশেষ বিধি-বিধান সম্পৃক্ত রয়েছে। ফিকহশাস্ত্রের মূলনীতিসংক্রান্ত গ্রন্থসমূহে কুরআনের সংজ্ঞা এভাবে هو النظم والمعنى جميعا বর্ণিত হয়েছে। অর্থাৎ শব্দ সম্ভার ও অর্থসম্ভার উভয়ের সমন্বিত গ্রন্থের নামই কুরআন। এতে বুঝা যায়, কুরআনের অর্থসম্ভারকে অন্য শব্দ অথবা অন্য ভাষায় লিপিবদ্ধ করা হলে তাকে কুরআন বলা যাবে না, যদিও বিষয়বস্তু একেবারে নির্ভুল ও ত্রুটিমুক্ত হয়। কুরআনের বিষয়বস্তুকে পরিবর্তিত শব্দের মাধ্যমে কেউ নামাজে পাঠ করলে তার নামাজ হবে না। এমনিভাবে কুরআন সম্পর্কিত অপরাপর বিধি-বিধান ও এর প্রতি প্রযোজ্য হবে না। এ কারণেই ফিকহশাস্ত্রবিদগণ কুরআনের মূল শব্দ বাদ দিয়ে শুধু অনুবাদ লিখতে ও মুদ্রিত করতে নিষেধ করেছেন। সাধারণ পরিভাষায় এ জাতীয় অনুবাদকে 'উর্দু কুরআন, বাংলা কুরআন অথবা ইংরেজি কুরআন' বলা হয়। কারণ ভাষান্তরিত কুরআন প্রকৃতপক্ষে কুরআন বলে কথিত হওয়ারই যোগ্য নয়।

অর্থ না বুঝে কুরআনের শব্দ পাঠ করা নিরর্থক নয়– ছওয়াবের কাজ :

একথা বলা কিছুতেই সঙ্গত নয় যে, অর্থ না বুঝে তোতাপাখীর মতো শব্দ পাঠ করা অর্থহীন। বিষয়টির প্রতি বিশেষ জোর দেওয়ার কারণ এই যে, আজকাল অনেকেই কুরআনকে অন্যান্য গ্রন্থের সাথে তুলনা করে মনে করে যে, অর্থ না বুঝে কোনো গ্রন্থের শব্দাবলি পড়া ও পড়ানো বৃথা কালক্ষেপণ বৈ কিছুই নয়। কুরআন সম্পর্কে তাদের এ ধারণা ঠিক নয়। কারণ, শব্দ ও অর্থ উভয়টির সমন্বিত আসমানি গ্রন্থের নামই কুরআন। কুরআনের অর্থ হৃদয়ঙ্গম করা এবং তার বিধি-বিধিন পালন করা যেমন ফরজ ও উচ্চস্তরের ইবাদত, তেমনিভাবে তার শব্দ তেলাওয়াত করাও একটি স্বতন্ত্র ইবাদত ও ছওয়াবের কাজ। কেননা মহানবী ﷺ ইরশাদ করেছেন : اَفْضَلُ الْعِبَادَةِ تِلَاوَةُ الْقُرْاٰنِ "কুরআন শরীফ তেলাওয়াত সর্বোত্তম ইবাদত"।

দ্বিতীয় উদ্দেশ্য গ্রন্থ শিক্ষাদান : রাসূলুল্লাহ ﷺ ও সাহাবায়ে কেরাম কুরআনের অর্থ সম্পর্কে সমধিক জ্ঞাত ছিলেন। কিন্তু উপরিউক্ত কারণেই তাঁরা শুধু অর্থ বুঝে ও তা বাস্তবায়ন করাকেই যথেষ্ট মনে করেননি। বুঝা এবং আমল করার জন্য একবার পড়ে নেওয়াই যথেষ্ট ছিল, কিন্তু তাঁরা সারা জীবন কুরআন তেলাওয়াতকে 'অন্ধের যষ্টি' মনে করেছেন। কতক সাহাবী দৈনিক একবার কুরআন খতম করতেন, কেউ দু'দিনে এবং কেউ তিন দিনে কুরআন খতমে অভ্যস্ত ছিলেন। প্রতি সপ্তাহে কুরআন খতম করার রীতি মুসলমানদের মধ্যে ব্যাপকভাবে প্রচলিত ছিল। কুরআনের সাত মনজিল এই সাপ্তাহিক তেলাওয়াত রীতিরই চিহ্ন। রাসূলুল্লাহ ﷺ ও সাহাবায়ে কেরামের এ কার্যধারাই যেমন ইবাদত, তেমনিভাবে শব্দ তেলাওয়াত করাও স্বতন্ত্র দৃষ্টিতে একটি উচ্চস্তরের ইবাদত এবং বরকত, সৌভাগ্য ও মুক্তির উপায়। এ কারণেই রাসূলুল্লাহ ﷺ কর্তব্যসমূহের মধ্যে কুরআন তেলাওয়াতকে একটি স্বতন্ত্র মর্যাদা দিয়েছেন। উদ্দেশ্য এই যে, যে মুসলমান আপাততঃ কুরআনের অর্থ বুঝে না, শব্দের ছওয়াব থেকেও বঞ্চিত হওয়া তার পক্ষে উচিত নয়। বরং অর্থ বুঝার জন্য চেষ্টা অব্যাহত রাখা জরুরি, যাতে কুরআনের সত্যিকারের নূর ও বরকত প্রত্যক্ষ করতে পারে এবং কুরআন অবতরণের প্রকৃত উদ্দেশ্য সিদ্ধ হয়। [মা'আযাল্লাহ] কুরআনকে তন্ত্র-মন্ত্র মনে করে শুধু ঝাড়-ফুঁকে ব্যবহার করা উচিত নয় এবং আল্লামা ইকবালের ভাষায় 'সূরা ইয়াসীন সম্পর্কে শুধু এরূপ ধারণা করা সঙ্গত নয় যে, এ সূরা পাঠ করলে মরণোন্মুখ ব্যক্তির আত্মা সহজে নির্গত হয়।'

তৃতীয় উদ্দেশ্য পবিত্রকরণ : মহানবী ﷺ-এর তৃতীয় কর্তব্য হচ্ছে পবিত্রকরণ। এর অর্থ বাহ্যিক ও আত্মিক নাপাকী থেকে পবিত্র করা বাহ্যিক না-পাকী সম্পর্কে সাধারণ মুসলমানরাও ওয়াকিফহাল। আত্মিক নাপাকী হচ্ছে কুফর, শিরক, আল্লাহ ব্যতীত অন্যের উপর পুরোপুরি ভরসা করা, অহংকার, হিংসা, শত্রুতা দুনিয়া প্রীতি ইত্যাদি। কুরআন ও সুন্নাহতে

https://e-ilm.weebly.com/

এসব বিষয়ের বর্ণনা রয়েছে। পবিত্রকরণকে রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর পৃথক কর্তব্য সাব্যস্ত করে ইঙ্গিত করা হয়েছে যে, কোনো শাস্ত্র পুঁথিগতভাবে শিক্ষা করলেই তার প্রয়োগ ও পূর্ণতা অর্জিত হয় না। প্রয়োগ ও পূর্ণতা অর্জন করতে হলে গুরুজনের শিক্ষাধীনে থেকে তাঁর অনুশীলনের অভ্যাসও গড়ে তুলতে হয়। সুফীবাদে কামেল পীরের দায়িত্বও তাই। তিনি কুরআন ও সুন্নাহ থেকে অর্জিত শিক্ষাকে কার্যক্ষেত্রে অনুশীলন করে অভ্যাসে পরিণত করার চেষ্টা করেন।

হেদায়েত ও সংশোধনের দু'টি ধারা : আল্লাহর গ্রন্থ ও রাসূল : এ প্রসঙ্গে আরো দু'টি বিষয় প্রণিধানযোগ্য। প্রথম এই যে, আল্লাহ তা'আলা সৃষ্টির আদিকাল থেকে শেষ নবী মুহাম্মদ ﷺ পর্যন্ত মানুষের হেদায়েত ও সংশোধনের জন্য দু'টি ধারা অব্যাহত রেখেছেন। একটি খোদায়ী গ্রন্থসমূহের ধারা এবং অপরটি রাসূলগণের ধারা। আল্লাহ তা'আলা শুধু গ্রন্থ নাজিল করাই যেমন যথেষ্ট মনে করেননি, তেমনি শুধু রাসূল প্রেরণ করেও ক্ষান্ত হননি; বরং সর্বদা উভয় ধারা অব্যাহত রেখেছেন। এতদুভয় ধারা সমভাবে প্রবর্তন করে আল্লাহ তা'আলা একটি বিরাট শিক্ষার দ্বার উন্মুক্ত করে দিয়েছেন। তা এই যে, মানুষের নির্ভুল শিক্ষা ও প্রশিক্ষণের জন্য শুধু গ্রন্থ কিংবা শুধু শিক্ষাই যথেষ্ট নয়; বরং একদিকে খোদায়ী হেদায়েত ও খোদায়ী সংবিধানেরও প্রয়োজন, যাকে কুরআন বলা হয় এবং অপরদিকে একজন শিক্ষাগুরুরও প্রয়োজন, যিনি স্বীয় শিক্ষা ও প্রশিক্ষণের মাধ্যমে সাধারণ মানুষকে খোদায়ী হেদায়েতে অভ্যস্ত করে তুলবেন। কারণ মানুষই মানুষের প্রকৃত শিক্ষাগুরু হতে পারে। কোনো ফেরেশতা বা গ্রন্থ কখনো গুরু বা অভিভাবক হতে পারে না। তবে শিক্ষা-দীক্ষায় সহায়ক অবশ্যই হতে পারে।

ইসলামের সূচনা একটি গ্রন্থ ও একজন রাসূলের মাধ্যমে হয়েছে। এ দু'য়ের সম্মিলিত শক্তিই জগতে একটি সুষ্ঠু ও উচ্চস্তরের আদর্শ সমাজ প্রতিষ্ঠিত করেছে। এমনিভাবে ভবিষ্যত বংশধরদের জন্যও একদিকে পবিত্র শরিয়ত ও অন্যদিকে কৃতি পুরুষগণ রয়েছেন। কুরআনও নানাস্থানে এ সম্পর্কে নির্দেশ দিয়েছে। এক জায়গায় বলা হয়েছে : 'হে মুমিনগণ! আল্লাহকে ভয় কর এবং সত্যবাদীদের সঙ্গে থাক।'

সমগ্র কুরআনের সারমর্ম হলো সূরা ফাতেহা। আর সূরা ফাতেহার সারমর্ম হলো সিরাতে-মুস্তাকীমের হেদায়েত। এখানে সিরাতে মুস্তাকীমের সন্ধান দিতে গিয়ে কুরআনের পথ, রাসূলের পথ অথবা সুন্নাহর পথ বলার পরিবর্তে কিছু প্রভুভক্তের সন্ধান দেওয়া হয়েছে যে, তাদের কাছ থেকে সিরাতে মুস্তাকীমের সন্ধান জেনে নাও। বলা হয়েছে–

'সিরাতে মুস্তাকীম হলো তাদের পথ, যাদের প্রতি আল্লাহর নিয়ামত বর্ষিত হয়েছে। তাদের পথ নয়, যারা গজবে পতিত ও গোমরাহ হয়েছে।' অন্য এক জায়গায় নিয়ামত প্রাপ্তদের আরো ব্যাখ্যা করা হয়েছে–

فَأُولَٰٓئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِم مِّنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَآءِ وَالصَّٰلِحِينَ

–এমনিভাবে রাসূলুল্লাহ ﷺ -ও পরবর্তীকালের জন্য কিছুসংখ্যক লোকের নাম নির্দিষ্ট করে তাদের অনুসরণ করার নির্দেশ দিয়েছেন। যেমন– তিরমিযীর রেওয়ায়েতে বলা হয়েছে–

'হে মানবজাতি! আমি তোমাদের জন্য দু'টি বস্তু ছেড়ে যাচ্ছি। এতদুভয়কে শক্তভাবে আঁকড়ে থাকলে তোমরা পথভ্রষ্ট হবে না। একটি আল্লাহর কিতাব এবং অপরটি আমার সন্তান ও পরিবার-পরিজন। সহীহ বুখারীতে বর্ণিত হাদীসে রয়েছে– 'আমার পরে তোমরা আবূ বকর ও ওমরের অনুসরণ করবে।' অন্য এক হাদীসে আছে, 'আমার সুন্নত ও খোলাফায়ে রাশেদীনের সুন্নত অবলম্বন করা তোমাদের কর্তব্য।'

মোটকথা, কুরআনের উপরিউক্ত নির্দেশ ও রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর শিক্ষা থেকে একথা দিবালোকের মতো স্পষ্ট হয়ে উঠেছে যে, মানুষের হেদায়েতের জন্য সর্বকালেই দু'টি বস্তু অপরিহার্য। ১. কুরআনের হেদায়েত এবং ২. তা হৃদয়ঙ্গম করার উদ্দেশ্যে ও আমলের যোগ্যতা অর্জনের জন্য শরিয়ত-বিশেষজ্ঞ ও আল্লাহ-ভক্তদের শিক্ষা ও প্রশিক্ষণ গ্রহণ। শিক্ষা ও প্রশিক্ষণের এ রীতি শুধু ধর্মীয় শিক্ষার বেলাতেই প্রযোজ্য নয়; বরং যে কোনো বিদ্যা ও শাস্ত্র নিখুঁতভাবে অর্জন করতে হলে এ রীতি অপরিহার্য। একদিকে শাস্ত্রসম্বন্ধীয় উৎকৃষ্ট গ্রন্থাদি থাকতে হবে এবং অন্যদিকে থাকতে হবে শাস্ত্রবিদের শিক্ষা ও প্রশিক্ষণ ব্যবস্থা। প্রত্যেক শাস্ত্রের উন্নতি ও পূর্ণতার এ দু'টি অবলম্বন থেকে উপকার লাভের ক্ষেত্রে বহু মানুষ ভুল পন্থার আশ্রয় নেয়; ফলে উপকারের পরিবর্তে অপকার এবং মঙ্গলের পরিবর্তে অমঙ্গলই ঘটে বেশি।

কেউ কেউ কুরআনে প্রতি উপেক্ষা প্রদর্শন করে শুধু ওলামা ও মাশায়েখকেই সবকিছু মনে করে বসে। তারা শরিয়তের অনুসারী কি না, তারও খোঁজ নেয় না। এ রোগটি আসলে ইহুদি ও খ্রিস্টানদের থেকেই সংক্রামিত হয়েছে। কুরআন বলে– اتَّخَذُوا أَحْبَارَهُمْ وَرُهْبَانَهُمْ أَرْبَابًا مِّن دُونِ اللَّهِ অর্থাৎ, 'তারা আল্লাহকে ছেড়ে তাদের ওলামা ও মাশায়েখকে

https://e-ilm.weebly.com/

স্বীয় উপাস্য বানিয়ে নিয়েছে।' এটা নিঃসন্দেহে শিরক ও কুফরের রাস্তা। লক্ষ লক্ষ মানুষ এ রাস্তায় বের হয়েছে এবং হচ্ছে। পক্ষান্তরে এমন কিছু লোক রয়েছে; যারা কুরআন ও হাদীসের শিক্ষা অর্জনের জন্য কোনো উস্তাদ ও অভিভাবকের প্রয়োজনই মনে করে না। তারা বলে– 'আল্লাহর কিতাব কুরআনই আমাদের জন্য যথেষ্ট' এটাও আরেক পথভ্রষ্টতা। এর ফল হচ্ছে ধর্মচ্যুত হয়ে মানবীয় প্রবৃত্তির শিকারে পরিণত হওয়া। কেননা বিশেষজ্ঞদের সাহায্য ব্যতিরেকে শাস্ত্র অর্জন মানুষের স্বভাববিরুদ্ধ কাজ। এরূপ ব্যক্তি অবশ্যই ভুল বুঝাবুঝির শিকারে পরিণত হয়। এ ভুল বুঝাবুঝি কোনো কোনো সময় তাকে ধর্মচ্যুতও করে দেয়।

কুরআন সম্পর্কে বলা হয়েছে– إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحٰفِظُوْنَ অর্থাৎ, 'আমিই কুরআন নাজিল করেছি এবং আমিই এর হেফাজত করব।'

এ ওয়াদার ফলেই কুরআনের প্রতিটি যের ও যবর পর্যন্ত সম্পূর্ণ সংরক্ষিত রয়েছে এবং কেয়ামত পর্যন্ত থাকবে। সুন্নাহর ভাষা যদিও এভাবে সংরক্ষিত নয়, কিন্তু সমষ্টিগতভাবে সুন্নাহ এবং হাদীসও সংরক্ষিত রয়েছে। যখনই কোনো পক্ষ থেকে এতে কোনো বাধা সৃষ্টি অথবা মিথ্যা রেওয়ায়েত সংমিশ্রিত করা হয়েছে, তখনই হাদীস বিশেষজ্ঞরা এগিয়ে এসেছেন এবং দুধ ও পানিকে পৃথক করে দিয়েছেন। কেয়ামত পর্যন্ত এ কর্মধারা অব্যাহত থাকবে। রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন, আমার উম্মতে কিয়ামত পর্যন্ত সত্যপন্থি এমন একদল আলেম থাকবেন, যারা কুরআন ও হাদীসকে বিশুদ্ধ অবস্থায় সংরক্ষিত রাখবেন এবং সকল বাধা-বিপত্তির অবসান ঘটাবেন।

মোটকথা, কুরআন বাস্তবায়নের জন্য রাসূলের শিক্ষা অপরিহার্য। কুরআনের বাস্তবায়ন কেয়ামত পর্যন্ত ফরজ। কাজেই রাসূলের শিক্ষাও কেয়ামত পর্যন্ত সংরক্ষিত থাকা অবশ্যম্ভাবী। অতএব, উল্লিখিত আয়াতে কেয়ামত পর্যন্ত রাসূলের শিক্ষা সংরক্ষিত হওয়ারও ভবিষ্যদ্বাণী রয়েছে। আল্লাহ তা'আলা সাহাবায়ে কেরামের জমানা থেকে নিয়ে আজ পর্যন্ত একে হাদীস বিশারদ ওলামা ও বিশুদ্ধ গ্রন্থাদির মাধ্যমে সংরক্ষিত রেখেছেন। সাম্প্রতিককালে কিছু লোক ইসলামি বিধি-বিধান থেকে গা বাঁচানোর উদ্দেশ্যে একটি অজুহাত আবিষ্কার করেছে যে, হাদীসের বর্তমান ভাণ্ডার সংরক্ষিত ও নির্ভরযোগ্য নয়। উপরিউক্ত বক্তব্যের মাধ্যমে তাদের ধর্মদ্রোহিতার স্বরূপই ফুটে উঠেছে। তাদের বুঝা উচিত যে, হাদীসের ভাণ্ডার থেকে আস্থা উঠে গেলে কুরআনের উপরও আস্থা রাখার উপায় থাকে না।

সংশোধনের নিমিত্ত বিশুদ্ধ শিক্ষাই যথেষ্ট নয়, চারিত্রিক প্রশিক্ষণও আবশ্যক : পবিত্রকরণকে একটি স্বতন্ত্র কর্তব্য সাব্যস্ত করার মধ্যে ইঙ্গিত দান করা হয়েছে যে, শিক্ষা যতই বিশুদ্ধ হোক না কেন, প্রশিক্ষণ প্রাপ্ত মুরুব্বীর অধীনে কার্যতঃ প্রশিক্ষণ লাভ না করা পর্যন্ত শুধু শিক্ষা দ্বারাই চরিত্র সংশোধিত হয় না। কারণ শিক্ষার কাজ হলো প্রকৃতপক্ষে সরল ও নির্ভুল পথ প্রদর্শন। এ কথা সুস্পষ্ট যে, পথ জানা থাকাই গন্তব্যস্থলে পৌঁছার জন্য যথেষ্ট নয়। এ জন্য সাহস করে পা বাড়াতে হবে এবং চলতেও হবে। সাহসী বুজুর্গদের সংসর্গ ও আনুগত্য ছাড়া সাহস অর্জিত হয় না। যে সব সৌভাগ্যবান ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সামনে শিক্ষা অর্জন করেছেন, শিক্ষার সাথে সাথে তাঁদের আত্মিক পরিশুদ্ধিও সম্পন্ন হয়েছে। এভাবে তাঁর প্রশিক্ষণাধীনে সাহাবীগণের যে একটি দল তৈরি হয়েছিল, একদিকে তাঁদের জ্ঞান-বুদ্ধির গভীরতা ছিল বিস্ময়কর, বিশ্বের দর্শন তাঁদের সামনে হার মেনেছিল এবং অন্যদিকে তাঁদের আত্মিক পবিত্রতা, আল্লাহর সাথে সম্পর্ক এবং আল্লাহর উপর ভরসাও ছিল অভাবনীয়। স্বয়ং কুরআন তাদের প্রশংসায় বলে– وَالَّذِيْنَ مَعَهٗٓ اَشِدَّآءُ عَلَى الْكُفَّارِ رُحَمَآءُ بَيْنَهُمْ تَرٰهُمْ رُكَّعًا سُجَّدًا يَّبْتَغُوْنَ فَضْلًا مِّنَ اللّٰهِ وَرِضْوَانًا

'যারা পয়গম্বরের সঙ্গে রয়েছে, তারা কাফেরদের প্রতি কঠোর এবং পরস্পর সদয়। তুমি তাদের রুকূ'-সেজদা করতে দেখবে। তারা আল্লাহর কৃপা ও সন্তুষ্টি অন্বেষণ করে।' –[সূরা ফাতাহ : ২৯]

এ কারণেই তাঁরা যে দিকে পা বাড়াতেন, সাফল্য ও কৃতকার্যতা তাঁদের পদচুম্বন করত এবং আল্লাহর সাহায্য ও সমর্থন তাঁদের সাথে থাকত। তাঁদের বিস্ময়কর কীর্তিসমূহ আজও জাতিধর্ম নির্বিশেষে সবার মস্তিষ্ককে মোহাচ্ছন্ন করে রেখেছে। বলাবাহুল্য, এগুলো শিক্ষা ও প্রশিক্ষণেরই ফল। বর্তমান পৃথিবীতে শিক্ষার মনোন্নয়নের লক্ষ্যে পাঠ্যসূচি পরিবর্তনের চিন্তা সবাই করেন। কিন্তু শিক্ষার প্রাণ সংশোধনের দিকে মোটেই মনোযোগ দেওয়া হয় না। অর্থাৎ, শিক্ষক ও শিক্ষাগুরুর চারিত্রিক সংশোধন এবং সংস্কারক সুলভ প্রশিক্ষণের উপর জোর দেওয়া হয় না। ফলে হাজারো চেষ্টা যত্নের পরও এমন কৃতি পুরুষের সৃষ্টি হয় না, যার চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য ও বলিষ্ঠতা অন্যের উপরও প্রভাব বিস্তার করতে পারে এবং অন্যকে প্রশিক্ষণ দিতে পারে।

https://e-ilm.weebly.com/

একথা অনস্বীকার্য যে, শিক্ষকবর্গ যে ধরনের জ্ঞানগরিমা ও চরিত্রের অধিকারী হবেন, তাদের শিক্ষাধীন ছাত্রসমাজও বেশির চেয়ে বেশি তাদের মতোই হতে পারবে। এ কারণে শিক্ষাকে কল্যাণকর ও উন্নত করতে হলে পাঠ্যসূচির পরিবর্তন-পরিবর্ধনের চাইতে শিক্ষকদের শিক্ষাগত, কর্মগত ও চরিত্রগত অবস্থার প্রতি অধিক নজর দেওয়া আবশ্যক।

এ পর্যন্ত নবুয়ত ও রিসালাতের তিনটি উদ্দেশ্য বর্ণিত হলো। পরিশেষে সংক্ষেপে আরো জানা প্রয়োজন যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর উপর অর্পিত তিনটি কর্তব্য তিনি কতদুর বাস্তবায়িত করেছেন, এ ব্যাপারে তাঁর সাফল্য কতটুকু হয়েছে? এর জন্য এতটুকু জানাই যথেষ্ট যে, তাঁর তিরোধানের সময় সমগ্র আরব উপত্যকার ঘরে ঘরে কুরআন তেলাওয়াত হতো। হাজার হাজার হাফেজ ছিলেন। শত শত লোক দৈনিক অথবা প্রতি তৃতীয় দিনে কুরআন খতম করতেন। কুরআন ও হিকমত শিক্ষার ব্যবস্থা ছিল প্রচুর।

বিশ্বের সমগ্র দর্শন কুরআনের সামনে নিষ্প্রভ হয়ে গিয়েছিল। তাওরাত ও ইঞ্জিলের বিকৃত সংকলনসমূহ গল্প-কাহিনীতে পর্যবসিত হয়েছিল, কিন্তু কুরআনের নীতিমালাকে সম্মান ও শিষ্টাচারের মানদণ্ড গণ্য করা হতো। অপরদিকে 'তাযকিয়া' তথা পবিত্রকরণ ও চরম উৎকর্ষ লাভ করেছিল। এককালের দুশ্চরিত্র ব্যক্তিরাও চরিত্র-দর্শনের শ্রেষ্ঠ গুরুর আসনে আসীন হয়েছিলেন। চরিত্রহীনতার রোগীরা শুধু রোগমুক্তই হয়নি, সফল চিকিৎসকের পর্যায়ে উন্নীত হয়েছিল। যারা দস্যু ছিল তারা পথপ্রদর্শক হয়ে গেল। মূর্তিপূজারীরা মূর্তমান ত্যাগ ও সহানুভূতি হয়ে গিয়েছিল। কঠোরতা ও যুদ্ধলিপ্সার স্থলে নম্রতা ও পারস্পরিক শান্তি বিরাজমান ছিল। এক সময় ডাকাতিই যাদের পেশা ছিল, তারাই মানুষের ধন-সম্পদের রক্ষকে পরিণত হয়েছিল।

মোটকথা, হযরত খলীলুল্লাহ (আ.)-এর দোয়ার ফলে যে তিনটি কর্তব্য রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর উপর অর্পিত হয়েছিল, তাতে তিনি স্বীয় জীবদ্দশায়ই পরিপূর্ণ সাফল্য অর্জন করেছিলেন। তাঁর তিরোধানের পর তাঁর সহচরগণ এগুলোকে পূর্ব থেকে পশ্চিমে, দক্ষিণ থেকে উত্তরে তথা সারা বিশ্বে সম্প্রসারিত করে দিয়েছিলেন।

আলোচ্য আয়াতসমূহে সন্তানদের ধর্মীয় ও আধ্যাত্মিক প্রশিক্ষণের প্রতি পয়গম্বরগণের বিশেষ মনোযোগের কথা বর্ণিত হয়েছে। প্রথমত আয়াতে ইবরাহীমী দীনের শ্রেষ্ঠত্ব এবং এর দৌলতেই ইহকাল ও পরকালে হযরত ইবরাহীম (আ.)-এর সম্মান লাভের কথা বর্ণনা করে বলা হয়েছে যে, যে ব্যক্তি এ ধর্ম থেকে বিমুখ হয়, সে নির্বোধদের স্বর্গে বাস করে।

وَمَنْ يَّرْغَبُ عَنْ مِّلَّةِ اِبْرٰهٖمَ اِلَّا مَنْ سَفِهَ نَفْسَهٗ অর্থাৎ ইবরাহীমী ধর্ম থেকে সে ব্যক্তিই মুখ ফিরিয়ে নিতে পারে, যার বিন্দুমাত্রও বোধশক্তি নেই। কারণ, এ ধর্মটি হুবহু স্বভাব-ধর্ম। কোনো সুস্থস্বভাব ব্যক্তি এ ধর্মকে অস্বীকার করতে পারে না। পরবর্তী আয়াতে এর কারণ বর্ণনা প্রসঙ্গে বলা হয়েছে। এতেই এ ধর্মের সম্মান ও শ্রেষ্ঠত্ব বুঝা যায় যে, আল্লাহ তা'আলা এ ধর্মের দৌলতেই হযরত ইবরাহীম (আ.)-কে ইহকালে সম্মান ও মাহাত্ম্য দান করেছেন এবং পরকালেও। ইহলৌকিক সম্মান ও মাহাত্ম্য সারা বিশ্বই প্রত্যক্ষ করেছে। নমরূদের মতো পরাক্রমশালী সম্রাট ও তার পরিষদবর্গ একা এই মহাপুরুষের বিরুদ্ধে অবতীর্ণ হয়েছে, ক্ষমতার যাবতীয় কলা-কৌশল তাঁর বিরুদ্ধে প্রয়োগ করেছে এবং সর্বশেষে ভয়াবহ অগ্নিকুণ্ডে তাঁকে নিক্ষেপ করেছে, কিন্তু জগতের যাবতীয় উপাদান ও পরিকল্পনাকে ধুলিস্মাৎ করে দিলেন। আল্লাহ তা'আলা প্রচণ্ড আগুনকেও তাঁর বন্ধুর জন্য পুষ্পোদ্যানে পরিণত করে দিলেন। ফলে বিশ্বের সমগ্র জাতি তাঁর অপরিসীম মাহাত্ম্যের সামনে মাথা নত করতে বাধ্য হলো। বিশ্বের সমস্ত মুমিন ও কাফের, এমনকি পৌত্তলিকেরাও এ মূর্তিসংহারকের প্রতি সম্মান প্রদর্শন অব্যাহত রেখেছে। আরবের মুশরিকরা আর যাই হোক, হযরত ইবরাহীমেরই সন্তান-সন্ততি ছিল। এ কারণে মূর্তিপূজা সত্ত্বেও হযরত ইবরাহীম (আ.)-এর সম্মান ও মাহাত্ম্য মনে-প্রাণে স্বীকার করত এবং তাঁরই ধর্ম অনুসরণের দাবি করত। ইবরাহীমী ধর্মের কিছু অস্পষ্ট চিহ্ন তাদের কাজে কর্মেও বিদ্যমান ছিল। হজ, ওমরা, কুরবানি ও অতিথি পরায়ণতা এ ধর্মেরই নিদর্শন। তবে তাদের মূর্খতার কারণে এগুলো বিকৃত হয়ে পড়েছিল। বলাবাহুল্য, এটা ঐ নিয়ামতেরই ফলশ্রুতি– যার দরুন খলীলুল্লাহ (আ.)-কে 'মানব নেতা' উপাধি দেওয়া হয়েছিল– اِنِّیْ جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ اِمَامًا

হযরত ইবরাহীম (আ.)ও তাঁর ধর্মের অপ্রতিরোধ্য প্রাধান্য ছাড়াও এ ধর্মের জনপ্রিয়তা ও স্বভাবধর্ম হওয়ার বিষয়টি সারা দুনিয়ার সামনে প্রতিভাত হয়ে গেছে। ফলে যার মধ্যে এতটুকুও বোধশক্তি ছিল, সে এ ধর্মের সামনে মাথা নত করেছিল। এই ছিল হযরত ইবরাহীম (আ.)-এর ইহলৌকিক সম্মান ও মাহাত্ম্যের বর্ণনা। পারলৌকিক ব্যাপারটি আমাদের সামনে উপস্থিত নেই, কিন্তু হযরত ইবরাহীম (আ.)এর মর্যাদা কুরআনের সে আয়াতেই ফুটে উঠেছে, যাতে বলা হয়েছে যে, আল্লাহ তা'আলা ইহকালে তাঁকে যেমন সম্মান ও শ্রেষ্ঠত্ব দান করেছেন, তেমনি পরকালেও তাঁর উচ্চাসন নির্ধারিত রয়েছে।

https://e-ilm.weebly.com/

ইবরাহীমী ধর্মের মৌলনীতি আল্লাহর আনুগত্য শুধু মাত্র ইসলামেই সীমাবদ্ধ : অতঃপর দ্বিতীয় আয়াতে ইবরাহীমী ধর্মের ইবরাহীমী মূলনীতি বর্ণিত হয়েছে। তাতে বলা হয়েছে– إِذْ قَالَ لَهُ رَبُّهُ أَسْلِمْ قَالَ أَسْلَمْتُ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ

অর্থাৎ, 'ইবরাহীম (আ.) কে যখন তাঁর পালনকর্তা বললেন, আনুগত্য অবলম্বন কর, তখন তিনি বললেন, আমি বিশ্বপ্রতিপালকের আনুগত্য অবলম্বন করলাম।' এ বর্ণনা-ভঙ্গিতে একটি বিষয় প্রণিধানযোগ্য। আল্লাহ তা'আলার أَسْلِمْ আনুগত্য অবলম্বন কর। সম্বোধনের উত্তরে সম্বোধনের ভঙ্গিতে أَسْلَمْتُ لَكَ [আমি আপনার আনুগত্য অবলম্বন করলাম] বলা যেত, কিন্তু হযরত খলীলুল্লাহ (আ.) এ ভঙ্গি ত্যাগ করে বলেছেন, أَسْلَمْتُ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ অর্থাৎ, আমি বিশ্বপ্রতিপালকের আনুগত্য অবলম্বন করলাম। কারণ প্রথমতঃ এতে শিষ্টাচারের প্রতি লক্ষ্য রেখে আল্লাহর স্থানোপযোগী গুণকীর্তনও করা হয়েছে যে, আমি আনুগত্য অবলম্বন করে কারো প্রতি অনুগ্রহ করিনি; বরং এমন করাই ছিল আমার জন্য অপরিহার্য। কারণ তিনি রাব্বুল আলামীন তথা সারা জাহানের পালনকর্তা। তাঁর আনুগত্য না করে বিশ্ব তথা বিশ্ববাসীর কোনোই গত্যন্তর নেই। যে আনুগত্য অবলম্বন করে, সে স্বীয় কর্তব্য পালন করে লাভবান হয়। এতে আরো জানা যায় যে, ইবরাহীমী ধর্মের মৌলনীতির যথার্থ স্বরূপ ও এক 'ইসলাম' শব্দের মধ্যেই নিহিত– যার অর্থ আল্লাহর আনুগত্য। ইবরাহীম (আ.)-এর ধর্মের সারমর্মও তাই। ঐসব পরীক্ষার সারমর্মও তাই, যাতে উত্তীর্ণ হয়ে আল্লাহর এ দোস্ত মর্যাদার উচ্চ শিখরে পৌঁছেছেন। ইসলাম তথা আল্লাহর আনুগত্যের খাতিরেই সমগ্র সৃষ্টি। এরই জন্য পয়গম্বরগণ প্রেরিত হয়েছিলেন এবং আসমানি গ্রন্থসমূহ নাজিল করা হয়েছে। এতে আরো বুঝা যায় যে, ইসলামই সমস্ত পয়গম্বরের অভিন্ন ধর্ম এবং ঐক্যের কেন্দ্রবিন্দু। হযরত আদম (আ.) থেকে শুরু করে শেষ নবী হযরত মুহাম্মদ ﷺ পর্যন্ত আগমনকারী সমস্ত রাসূল ইসলামের দিকেই মানুষকে আহ্বান করেছেন এবং তাঁরা এরই ভিত্তিতে নিজ নিজ উম্মতকে পরিচালনা করেছেন। কুরআন স্পষ্টভাষায় বলেছে–

إِنَّ الدِّينَ عِنْدَ اللَّهِ الْإِسْلَامُ

وَمَنْ يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْهُ

'ইসলামই আল্লাহর মনোনীত ধর্ম'। 'যে ব্যক্তি ইসলাম ছাড়া অন্য ধর্মান্বেষণ করে, তার পক্ষ থেকে তা কখনো কবুল করা হবে না'।

জগতে পয়গম্বরগণ যত ধর্ম এনেছেন, নিজ নিজ সময়ে সে সবই আল্লাহর কাছে মকবুল ছিল। সুতরাং নিঃসন্দেহে সেসব ধর্মও ছিল ইসলাম– যদিও সেগুলো বিভিন্ন নামে অভিহিত হতো। যেমন, হযরত মূসা (আ.)-এর ধম, হযরত ঈসা (আ.)-এর ধর্ম, তথা ইহুদি ধর্ম, খ্রিস্টান ধর্ম ইত্যাদি। কিন্তু সবগুলো সরূপ ছিল ইসলাম, যার মর্ম আল্লাহর আনুগত্য। তবে এ ব্যাপারে ইবরাহীমী ধর্মের একটি বৈশিষ্ট্য ছিল এই যে, তিনি নিজ ধর্মের নাম 'ইসলাম' রেখেছিলেন এবং স্বীয় উম্মতকে 'উম্মতে মুসলিমা' নামে অভিহিত করেছিলেন। তিনি দোয়া প্রসঙ্গে বলেছিলেন–

رَبَّنَا وَاجْعَلْنَا مُسْلِمَيْنِ لَكَ وَمِنْ ذُرِّيَّتِنَا أُمَّةً مُسْلِمَةً لَكَ অর্থাৎ, 'হে আমাদের পালনকর্তা, আমাদের উভয়কে [ইবরাহীম ও ইসমাঈলকে] মুসলিম [অর্থাৎ, আনুগত্যশীল] কর এবং আমাদের বংশধর থেকেও এক দলকে আনুগত্যকারী কর।' হযরত ইবরাহীম (আ.) তাঁর সন্তানদের প্রতি অসিয়ত প্রসঙ্গে বলেছেন– فَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ 'তোমরা মুসলমান হওয়া ছাড়া অন্য ধর্মের উপর মৃত্যুবরণ করো না।

হযরত ইবরাহীম (আ.)-এর পর তাঁরই প্রস্তাবক্রমে হযরত মুহাম্মদ ﷺ-এর উম্মত এ বিশেষ নাম লাভ করেছে। ফলে এ উম্মতের নাম হয়েছে 'মুসলমান'। এ উম্মতের ধর্মও 'মিল্লাতে ইসলামিয়াহ' নামে অভিহিত। কুরআনে বলা হয়েছে– مِلَّةَ أَبِيكُمْ إِبْرَاهِيمَ هُوَ سَمَّاكُمُ الْمُسْلِمِينَ مِنْ قَبْلُ وَفِي هَٰذَا 'এটা তোমাদের পিতা ইবরাহীমের ধর্ম। তিনিই ইতঃপূর্বে তোমাদের 'মুসলমান' নামকরণ করেছেন এবং এতেও [অর্থাৎ কুরআনেও] এ নামই রাখা হয়েছে।'

ধর্মের কথা বলতে গিয়ে ইহুদি, খ্রিস্টান এবং আরবের মুশরিকরাও বলে যে, তারা ইবরাহীমী ধর্মের অনুসারী, কিন্তু এসব তাদের ভুল ধারণা অথবা মিথ্যা দাবি মাত্র। বাস্তবে মুহাম্মদী ধর্মই শেষ যমানায় ইবরাহীমী ধর্ম তথা স্বভাব-ধর্মের অনুরূপ।

https://e-ilm.weebly.com/

মোটকথা, আল্লাহ তা'আলার পক্ষ থেকে যত পয়গম্বর আগমন করেছেন, এবং যত আসমানি গ্রন্থ ও শরিয়ত অবতীর্ণ হয়েছে, সে সবগুলোর প্রাণ হচ্ছে ইসলাম তথা, আল্লাহর আনুগত্য। এ আনুগত্যের সারমর্ম হলো রিপুর কামনা-বাসনার বিপরীতে আল্লাহর নির্দেশের আনুগত্য এবং স্বেচ্ছাচারিতার অনুসরণ ত্যাগ করে হেদায়েতের অনুসরণ করা।

পরিতাপের বিষয়, আজ ইসলামের নাম উচ্চারণকারী লক্ষ লক্ষ মুসলমান এ সত্য সম্পর্কে অজ্ঞ। তারা ধর্মের নামেও স্বীয় কামনা-বাসনারই অনুসরণ করতে চায়। কুরআন ও হাদীসের এমন ব্যাখ্যাই তাদের কাছে পছন্দ, যা তাদের কামনা-বাসনার সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ। তারা শরিয়তের পরিচ্ছদকে টেনে ছিন্ন-বিচ্ছিন্ন করে নিজেদের কামনার মূর্তিতে পরিয়ে দেওয়ার চেষ্টা করে– যাতে বাহ্যদৃষ্টিতে শরিয়তেরই অনুসরণ করছে বলে মনে হতে পারে, কিন্তু প্রকৃতপক্ষে তা কামনারই অনুসরণ।

গাফেলরা জানে না যে, এসব অপকৌশল ও অপব্যাখ্যার দ্বারা সৃষ্টিকে প্রতারিত করা গেলেও স্রষ্টাকে ধোঁকা দেওয়া সম্ভব নয়; তাঁর জ্ঞান প্রতিটি অণু-পরমাণুতে পরিব্যাপ্ত। তিনি মনের গোপন ইচ্ছা ও ভেদকে পর্যন্ত দেখেন ও জানেন। তাঁর কাছে খাঁটি আনুগত্য ছাড়া কোনো কিছুই গ্রহণীয় নয়।

এখন আলোচ্য আয়াতসমূহে আরো একটি বিষয় প্রণিধানযোগ্য যে, ইবরাহীমের ধর্ম বলুন, আর ইসলামই বলুন, তা সমগ্র জাতি বরং সমগ্র বিশ্বের জন্যই এক অনন্য নির্দেশনামা। এমতাবস্থায় আয়াতে যে বিশেষভাবে হযরত ইবরাহীম ও ইয়াকূব (আ.) কর্তৃক সন্তানদের সম্বোধন করার কথা বলা হয়েছে এবং উভয় মহাপুরুষ অসিয়তের মাধ্যমে স্বীয় সন্তানদেরকে যে ইসলামে সুদৃঢ় থাকার নির্দেশ দিয়েছেন বলে উল্লেখ করা হয়েছে, এর কারণ কি?

উত্তর এই যে, এতে বুঝা যায় যে, সন্তানের ভালোবাসা ও মঙ্গলচিন্তা রেসালাত এমনকি বন্ধুত্বের স্তরেরও পরিপন্থি নয়। আল্লাহর বন্ধু যিনি এক সময় পালনকর্তার ইঙ্গিতে স্বীয় আদরের দুলালকে কুরবানি করতে কোমর বেঁধেছিলেন, তিনিই অন্য সময় সন্তানের ইহলৌকিক ও পারলৌকিক মঙ্গলের জন্য তাঁর পালনকর্তার দরবারে দোয়াও করেন এবং দুনিয়া থেকে বিদায় নেওয়ার সময় সন্তানকে এমন বিষয় দিয়ে যেতে চান, যা তাঁর দৃষ্টিতে সর্ববৃহৎ নিয়ামত অর্থাৎ, ইসলাম। উল্লিখিত আয়াত وَوَصّٰى بِهَآ اِبْرٰهٖمُ بَنِيْهِ وَيَعْقُوْبُ আর আয়াত اِذْ حَضَرَ يَعْقُوْبَ الْمَوْتُ اِذْ قَالَ لِبَنِيْهِ مَا تَعْبُدُوْنَ مِنْ بَعْدِىْ এর সারমর্মও তাই। পার্থক্য এতটুকু যে, সাধারণ মানুষের দৃষ্টিতে নিয়ামত ও ধন-সম্পদ হচ্ছে দুনিয়ার ধ্বংসশীল ও নিকৃষ্ট বস্তু নিশ্চয়। অথচ পয়গম্বরগণের দৃষ্টি অনেক উর্ধ্বে। তাঁদের কাছে প্রকৃত ঐশ্বর্য হচ্ছে ঈমান ও সৎকর্ম তথা ইসলাম।

সাধারণ মানুষ মৃত্যুর সময় সন্তানকে বৃহত্তম ধন-সম্পদ দিয়ে যেতে চায়। আজকাল একজন বিত্তশালী কামনা করে, তার সন্তান মিল-ফ্যাক্টরীর মালিক হোক, আমদানি ও রফতানীর বড় বড় লাইসেন্স লাভ করুক, লক্ষ লক্ষ এবং কোটি কোটি টাকার ব্যাংক-ব্যালেন্স গড়ে তুলুক। একজন চাকুরীজীবী চায়, তার সন্তান উচ্চপদ ও মোটা বেতনে চাকুরী করুক। অপরদিকে একজন শিল্পপতি মনে-প্রাণে কামনা করে, তার সন্তান শিল্পক্ষেত্রে চূড়ান্ত সাফল্য অর্জন করুক। সে স্তানকে সারা জীবনে অভিজ্ঞতালব্ধ কলা-কৌশল বলে দিতে চায়।

এমনিভাবে পয়গম্বর এবং তাঁদের অনুসারী ওলীগণের সর্ববৃহৎ বাসনা থাকে, যে বস্তুকে তাঁরা সত্যিকার চিরস্থায়ী এবং অক্ষয় সম্পদ মনে করেন, তা সন্তানরাও পুরোপুরিভাবে লাভ করুক। এজন্যই তাঁরা দোয়া করেন এবং চেষ্টাও করেন। অন্তিম সময়ে এরই জন্য অসিয়ত করেন।

ধর্ম ও নৈতিকতার শিক্ষা, সন্তানের জন্য বড় সম্পদ : পয়গম্বরগণের এই বিশেষণ আচরণের মধ্যে সাধারণ মানুষের জন্যও একটি নির্দেশ রয়েছে। তা এই যে, তারা যেভাবে সন্তানদের লালন-পালন ও পার্থিব আরাম-আয়েশের ব্যবস্থা করে, সেভাবে; বরং তার চাইতেও বেশি তাদের কার্যকলাপ ও চরিত্র সংশোধনের ব্যবস্থা করা দরকার। মন্দ পথ ও মন্দ কার্যকলাপ থেকে বাঁচিয়ে রাখার জন্য আপ্রাণ চেষ্টা করা আবশ্যক। এরই মধ্যে সন্তানদের সত্যিকার ভালোবাসা ও প্রকৃত শুভেচ্ছা নিহিত। এটা কোনো বুদ্ধিমানের কাজ নয় যে, সন্তানকে রৌদ্রের তাপ থেকে বাঁচাবার জন্য সর্বশক্তি নিয়োগ করবে, কিন্তু চিরস্থায়ী অগ্নি ও আজাবের কবল থেকে রক্ষা করার প্রতি ভ্রুক্ষেপও করবে না। সন্তানের দেহ থেকে কাঁটা বের করার জন্য সর্ব প্রযত্নে চেষ্টা করবে, কিন্তু তাকে বন্দুকের গুলি থেকে রক্ষা করবে না।

https://e-ilm.weebly.com/

পয়গম্বরদের কর্মপদ্ধতি থেকে আরো একটি মৌলিক বিষয় জানা যায় যে, সর্বপ্রথম সন্তানদের মঙ্গল চিন্তা করা এবং এর পর অন্য দিকে মনেযোগ দেওয়া পিতা-মাতার কর্তব্য। পিতা-মাতার নিকট থেকে এটাই সন্তানদের প্রাপ্য। এতে দু'টি রহস্য নিহিত রয়েছে– প্রথমতঃ প্রকৃতিক ও দৈহিক সম্পর্কের কারণে তারা পিতা-মাতার উপদেশ সহজে ও দ্রুত গ্রহণ করবে। অতঃপর সংস্কার প্রচেষ্টায় ও সত্য প্রচারে তারা পিতামাতার সাহায্যকারী হতে পারবে।

দ্বিতীয়তঃ এটাই সত্য প্রচারের সবচেয়ে সহজ ও উপযোগী পথ যে, প্রত্যেক পরিবারের দায়িত্বশীল ব্যক্তি আপন পরিবার-পরিজনের সংশোধনের কাজে মনে-প্রাণে আত্মনিয়োগ করবে। এভাবে সত্য প্রচার ও সত্য শিক্ষার ক্ষেত্র সংকুচিত হয়ে পরিবারের দায়িত্বশীল ব্যক্তিদের মধ্যেই সীমাবদ্ধ হয়ে যায়। ফলে পরিবারের লোকজনের শিক্ষার মাধ্যমে সমগ্র জাতিরও শিক্ষা হয়ে যায়। এ সংগঠন-পদ্ধতির প্রতি লক্ষ্য করেই কুরআন বলে– يَاأَيُّهَا الَّذِيْنَ آمَنُوْا قُوْا أَنْفُسَكُمْ وَأَهْلِيْكُمْ نَارًا 'হে মুমিনগণ! নিজেকে এবং পরিবার-পরিজনকে আগুন থেকে রক্ষা কর।'

মহানবী ﷺ ছিলেন সারা বিশ্বের রাসূল। তাঁর হেদায়েত কিয়ামত পর্যন্ত সবার জন্য ব্যাপক। তাঁকেও সর্বপ্রথম নির্দেশ দেওয়া হয়েছে– وَأَنْذِرْ عَشِيْرَتَكَ الْأَقْرَبِيْنَ অর্থাৎ, নিকট আত্মীয়দেরকে আল্লাহর শাস্তির ভয় প্রদর্শন করুন। আরো বলা হয়েছে– وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلٰوةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا অর্থাৎ, পরিবার-পরিজনকে নামাজ পড়ার নির্দেশ দিন এবং নিজেও নামাজ অব্যাহত রাখুন। মহানবী ﷺ ও সর্বদাই এ নির্দেশ পালন করেছেন।

তৃতীয়তঃ আরো একটি রহস্য এই যে, কোনো মতবাদ ও কর্মসূচিতে পরিবারের লোকজন ও নিকটবর্তী আত্মীয়-স্বজন সহযোগী ও সমমনা না হলে সে মতবাদ অন্যের উপর প্রভাব বিস্তার করতে পারে না। এ কারণেই প্রাথমিক যুগে মহানবী ﷺ -এর প্রচারকার্যের জওয়াবে সাধারণ লোকদের উত্তর ছিল যে, প্রথমে আপনি নিজ পরিবার কোরায়েশকে ঠিক করে নিন; এরপর আমাদের কাছে আসুন। হুজুর ﷺ -এর পরিবারে যখন ইসলাম বিস্তার লাভ করল এবং মক্কা বিজয়ের সময় তা পরিপূর্ণ রূপ পরিগ্রহ করল, তখন এর প্রতিক্রিয়া কুরআনের ভাষায় এরূপ প্রকাশ পেল– يَدْخُلُوْنَ فِيْ دِيْنِ اللّٰهِ أَفْوَاجًا অর্থাৎ, মানুষ দলে দলে ইসলাম গ্রহণ করতে থাকবে।

আজকাল ধর্মহীনতার যে সয়লাব শুরু হয়েছে, তার বড় কারণ এই যে, পিতামাতা ধর্মজ্ঞানে জ্ঞানী ও ধার্মিক হলেও সন্তানদের ধার্মিক হওয়ার বিষয়ে চিন্তা করে না। সাধারণভাবে আমাদের দৃষ্টি সন্তানের পার্থিব ও স্বল্পকালীন আরাম-আয়েশের প্রতিই নিবদ্ধ থাকে এবং আমরা এর ব্যবস্থাপনায়ই ব্যতিব্যস্ত থাকি। অক্ষয় ধন-সম্পদের দিকে মনোযোগ দেই না। আল্লাহ তা'আলা আমাদের সবাইকে তৌফিক দিন, যাতে আমরা আখেরাতের চিন্তায় ব্যাপৃত হই এবং নিজের ও সন্তানদের জন্য ঈমান ও নেক আমলকে সর্ববৃহৎ পুঁজি মনে করে তা অর্জনে সচেষ্ট হই।

বাপ-দাদার কৃতকর্মের ফলাফল সন্তানরা ভোগ করবে না : لَهَا مَا كَسَبَتْ আয়াত থেকে বুঝা যায় যে, বাপ-দাদার সৎকর্ম সন্তানদের উপকারে আসে না– যতক্ষণ না তারা নিজেরা সৎকর্ম সম্পাদন করবে। এমনিভাবে বাপ-দাদার কুকর্মের শাস্তিও সন্তানরা ভোগ করবে না, যদি তারা সৎকর্মশীল হয়। এতে বুঝা যায় যে, মুশরিকদের সন্তান-সন্ততি সাবালক হওয়ার পূর্বে মারা গেলে পিতা-মাতার কুফর ও শিরকের কারণে তারা শাস্তি ভোগ করবে না। এতে ইহুদিদের সে দাবিও ভ্রান্ত প্রমাণিত হয় যে, আমরা যা ইচ্ছা তা'ই করব, আমাদের বাপ-দাদার সৎকর্মের দ্বারাই আমাদের মাগফেরাত হয়ে যাবে। কিন্তু বাস্তব তা নয়।

কুরআন এ বিষয়টি বারবার বিভিন্ন ভঙ্গিতে বর্ণনা করেছে। এক আয়াতে বলা হয়েছে:

'প্রত্যেকের আমলের দায়িত্ব তাকেই বহন করতে হবে।' অন্য এক আয়াতে আছে– 'কিয়ামতের দিন একজনের বোঝা অন্যজন বহন করবে না।' রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন– "হে বনী হাশেম! এমন যেন না হয় যে, কিয়ামতের দিন অন্যান্য লোক নিজ নিজ সৎকর্ম নিয়ে আসবে আর তোমরা আসবে সৎকর্ম থেকে উদাসীন হয়ে শুধু বংশ গৌরব নিয়ে এবং আমি বলব যে, আল্লাহর আজাব থেকে আমি তোমাদের বাঁচাতে পারব না। অন্য এক হাদীসে আছে "আমল যাকে পিছনে ফেলে দেয়, বংশ তাকে এগিয়ে নিতে পারে না।"

https://e-ilm.weebly.com/

শব্দ বিশ্লেষণ

اَلْقَوَاعِدَ : শব্দটি বহুবচন, একবচনে قاعدة অর্থ- প্রাচীর।

تَقَبَّلْ : সীগাহ واحد مذكر حاضر বহছ امر حاضر معروف বাব تَفَعُّلْ মাসদার اَلتَّقَبُّلُ মূলবর্ণ (ق . ب . ل) জিনসে صحيح অর্থ তুমি কবুল কর।

اَرِنَا : সীগাহ واحد مذكر حاضر বহছ امر حاضر معروف বাব اِفْعَالْ মাসদার اَلْاِرَاءَةُ মূলবর্ণ (ر . ا . ى) জিনসে মোরাক্কাব, مهموز عين, ناقص يائى অর্থ- আমাদেরকে দেখিয়ে দিন [শিখিয়ে দিন]

اِبْعَثْ : সীগাহ واحد مذكر حاضر বহছ امر حاضر معروف বাব فَتَحَ মাসদার اَلْبَعْثُ মূলবর্ণ (ب . ع . ث) জিনসে صحيح অর্থ- তুমি পাঠাও।

اصْطَفَيْنٰهُ : সীগাহ جمع متكلم বহছ مضارع معروف বাব اِفْتِعَالْ মাসদার اَلْاِصْطِفَاءُ মূলবর্ণ (ص . ف . و) জিনসে ناقص واوى অর্থ- আমরা নির্বাচিত করেছি।

لَاتَمُوْتُنَّ : সীগাহ جمع مذكر حاضر বহছ نهى حاضر معروف বাব نَصَرَ মাসদার اَلْمَوْتُ মূলবর্ণ (م . و . ت) জিনসে اجوف واوى অর্থ- তোমরা মরো না।

شُهَدَآءَ : শব্দটি বহুবচন, একবচন شَهِيْدٌ অর্থ- উপস্থিত, বিদ্যমান।

كَسَبَتْ : সীগাহ واحد مؤنث غائب বহছ ماضى معروف বাব ضَرَبَ মাসদার اَلْكَسْبُ মূলবর্ণ (ك . س . ب) জিনসে صحيح অর্থ- সে আমল করল।

لَاتُسْئَلُوْنَ : সীগাহ جمع مذكر حاضر বহছ نفى فعل مضارع مجهول বাব فَتَحَ মাসদার اَلسُّؤَالُ মূলবর্ণ (س . أ . ل) জিনসে مهموز عين অর্থ- তোমাদেরকে জিজ্ঞাসা করা হবে না।

বাক্য বিশ্লেষণ

قوله اِنَّكَ اَنْتَ السَّمِيْعُ الْعَلِيْمُ : এখানে اِنَّ হলো حرف مشبه بالفعل আর كَ যমীর হলো اسم এবং اَنْتَ হলো যমীরে فاصل আর اَلسَّمِيْعُ الْعَلِيْمُ হলো اِنَّ এর خبر এভাবে ان স্বীয় اسم ও خبر মিলে جملة اسمية خبرية হয়েছে।

قوله وَابْعَثْ فِيْهِمْ رَسُوْلًا مِّنْهُمْ : এখানে اِبْعَثْ হলো فعل ও اَنْتَ যমীর فاعل আর فِيْهِمْ হলো জার মাজরূর হয়ে متعلق আর رَسُوْلًا হলো مفعول অতএব, مفعول ـ فاعل ـ فعل ও متعلق মিলে جملة فعلية خبرية হয়েছে।

قوله وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتٰبَ : এখানে يُعَلِّمُ হলো ফে'ল هُوَ যমীর فاعل আর هُمْ যমীর مفعول এবং اَلْكِتَابَ হলো مفعول ثانى অতএব, فعل , فاعل ও উভয় مفعول মিলে جملة فعلية خبرية হয়েছে।

قوله اَسْلَمْتُ لِرَبِّ الْعٰلَمِيْنَ: এখানে اَسْلَمْتُ ফে'ল ও ফা'য়েল আর ل হলো حرف جار এবং رب হলো مضاف ও العلمين হলো مضاف اليه অতঃপর مضاف ও مضاف اليه মিলে مجرور এবং جار ও مجرور মিলে متعلق হলো অতঃপর فعل ـ فاعل ও متعلق মিলে جملة فعلية হয়েছে।

قوله وَاَنْتُمْ مُّسْلِمُوْنَ : এখানে اَنْتُمْ হলো مبتدأ আর مُسْلِمُوْنَ হলো خبر ও مبتدأ খবর মিলে جملة اسمية خبرية হয়েছে।

وَقَالُوْا كُوْنُوْا هُوْدًا اَوْ نَصٰرٰى تَهْتَدُوْا ؕ قُلْ بَلْ مِلَّةَ اِبْرٰهٖمَ حَنِيْفًا ؕ وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِيْنَ (١٣٥)

অনুবাদ : (১৩৫) আর তারা বলে, তোমরা ইহুদি হও কিংবা নাসারা হও, তোমরাও সৎপথ পাবে, আপনি বলুন, আমরা তো ইবরাহীমী ধর্মের উপর থাকব যাতে বক্রতার নামও নেই; আর ইবরাহীম মুশরিকও ছিলেন না।

قُوْلُوْٓا اٰمَنَّا بِاللّٰهِ وَمَآ اُنْزِلَ اِلَيْنَا وَمَآ اُنْزِلَ اِلٰٓى اِبْرٰهٖمَ وَاِسْمٰعِيْلَ وَاِسْحٰقَ وَيَعْقُوْبَ وَالْاَسْبَاطِ وَمَآ اُوْتِيَ مُوْسٰى وَعِيْسٰى وَمَآ اُوْتِيَ النَّبِيُّوْنَ مِنْ رَّبِّهِمْ ۚ لَا نُفَرِّقُ بَيْنَ اَحَدٍ مِّنْهُمْ ۖ وَنَحْنُ لَهٗ مُسْلِمُوْنَ (١٣٦)

(১৩৬) [হে মুসলমনাগণ!] বলে দাও যে, আমরা ঈমান রাখি আল্লাহর প্রতি আর যা আমাদের প্রতি অবতারিত হয়েছে, আর তার [বিধানের] প্রতিও যা নাজিল হয়েছে ইবরাহীম, ইসমাঈল, ইসহাক, ইয়াকূব এবং তাঁর আওলাদের প্রতি, আর তার প্রতিও যা মূসা ও ঈসাকে প্রদান করা হয়েছে, আর তার উপরও যা অন্যান্য নবীগণকে প্রদান করা হয়েছে তাঁদের রবের পক্ষ থেকে, এভাবে যে, আমরা তাদের মধ্যে কাউকেও কোনো পার্থক্য করি না, এবং আমরা আল্লাহর অনুগত।

فَاِنْ اٰمَنُوْا بِمِثْلِ مَآ اٰمَنْتُمْ بِهٖ فَقَدِ اهْتَدَوْا ۚ وَاِنْ تَوَلَّوْا فَاِنَّمَا هُمْ فِيْ شِقَاقٍ ۚ فَسَيَكْفِيْكَهُمُ اللّٰهُ ۚ وَهُوَ السَّمِيْعُ الْعَلِيْمُ (١٣٧)

(১৩৭) অতঃপর তারাও যদি ঐরূপ ঈমান আনে যেরূপ তোমরা এনেছ, তবে তারাও সঠিক পথ পাবে, আর যদি তারা মুখ ফিরিয়ে নেয়, তবে তারা তো বিরোধিতায় লেগেই আছে, তবে শীঘ্রই আল্লাহ আপনার পক্ষ হতে তাদের সাথে পূর্ণ বুঝাপড়া করবেন, আর আল্লাহ শুনতেছেন, জানতেছেন।

শাব্দিক অনুবাদ

১৩৫. وَقَالُوْا আর তারা বলে كُوْنُوْا তোমরা হও هُوْدًا اَوْ نَصٰرٰى ইহুদি কিংবা নাসারা تَهْتَدُوْا তোমরাও সৎপথ পাবে قُلْ আপনি বলুন بَلْ مِلَّةَ اِبْرٰهٖمَ বরং আমরাই তো ইবরাহীমী ধর্মের উপর থাকব حَنِيْفًا যাতে বক্রতার নামও নেই وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِيْنَ আর ইবরাহীম মুশরিকও ছিলেন না।

১৩৫. قُوْلُوْٓا [হে মুসলমনাগণ!] বলে দাও যে, اٰمَنَّا بِاللّٰهِ আমরা ঈমান রাখি আল্লাহর প্রতি وَمَآ اُنْزِلَ اِلَيْنَا আর যা আমাদের প্রতি অবতারিত হয়েছে وَمَآ اُنْزِلَ আর. তার [বিধানের] প্রতিও যা নাজিল হয়েছে اِلٰٓى প্রতি اِبْرٰهٖمَ ইবরাহীম وَاِسْمٰعِيْلَ ইসমাঈল وَاِسْحٰقَ ইসহাক وَيَعْقُوْبَ ইয়াকূব وَالْاَسْبَاطِ এবং তাঁর আওলাদের وَمَآ اُوْتِيَ আর তার প্রতিও যা প্রদান করা হয়েছে مُوْسٰى وَعِيْسٰى মূসা ও ঈসাকে وَمَآ اُوْتِيَ النَّبِيُّوْنَ আর তার উপরও যা অন্যান্য নবীগণকে প্রদান করা হয়েছে مِنْ رَّبِّهِمْ তাঁদের রবের তরফ হতে لَا نُفَرِّقُ এভাবে যে, আমরা কোনো পার্থক্য করি না بَيْنَ اَحَدٍ مِّنْهُمْ তাদের মধ্যে কাউকেও وَنَحْنُ لَهٗ مُسْلِمُوْنَ এবং আমরা আল্লাহর অনুগত।

১৩৭. فَاِنْ اٰمَنُوْا অতঃপর তারাও যদি ঐরূপ ঈমান আনে بِمِثْلِ مَآ اٰمَنْتُمْ بِهٖ যেরূপ তোমরা ঈমান এনেছ فَقَدِ اهْتَدَوْا তবে তারাও সঠিক পথ পাবে وَاِنْ تَوَلَّوْا আর যদি তারা মুখ ফিরিয়ে নেয় فَاِنَّمَا هُمْ فِيْ شِقَاقٍ তবে তারা তো বিরোধিতায় লেগেই আছে فَسَيَكْفِيْكَهُمُ اللّٰهُ তবে শীঘ্রই আল্লাহ আপনার পক্ষ হতে তাদের সাথে পূর্ণ বুঝাপড়া করবেন وَهُوَ السَّمِيْعُ الْعَلِيْمُ আর আল্লাহ শুনতেছেন, জানতেছেন।

https://e-ilm.weebly.com/

صِبْغَةَ اللّٰهِ ۚ وَمَنْ اَحْسَنُ مِنَ اللّٰهِ صِبْغَةً ۫ وَّنَحْنُ لَهٗ عٰبِدُوْنَ (١٣٨)

(১৩৮) আমরা সেই রঙ্গেই থাকব যে রঙ্গে আল্লাহ তা'আলা রঞ্জিত করেছেন, আর এমন কে আছে যার রঞ্জন আল্লাহ অপেক্ষা অধিক সুন্দর হবে? আর আমরা তাঁরই দাসত্বে দৃঢ় আছি।

قُلْ اَتُحَآجُّوْنَنَا فِی اللّٰهِ وَهُوَ رَبُّنَا وَرَبُّكُمْ ۚ وَلَنَآ اَعْمَالُنَا وَلَكُمْ اَعْمَالُكُمْ ۚ وَنَحْنُ لَهٗ مُخْلِصُوْنَ (١٣٩)

(১৩৯) আপনি বলুন, তোমরা কি তর্ক জুড়েছ আমাদের সাথে আল্লাহর সম্বন্ধে? অথচ তিনি আমাদেরও প্রভু, তোমাদেরও প্রভু, আর আমরা পাব আমাদের কর্মফল এবং তোমরা পাবে তোমাদের কর্মফল, আর আমরা শুধু আল্লাহর জন্য নিজেদেরকে খাঁটি করে রেখেছি।

اَمْ تَقُوْلُوْنَ اِنَّ اِبْرٰهٖمَ وَاِسْمٰعِيْلَ وَاِسْحٰقَ وَيَعْقُوْبَ وَالْاَسْبَاطَ كَانُوْا هُوْدًا اَوْ نَصٰرٰی ؕ قُلْ ءَاَنْتُمْ اَعْلَمُ اَمِ اللّٰهُ ؕ وَمَنْ اَظْلَمُ مِمَّنْ كَتَمَ شَهَادَةً عِنْدَهٗ مِنَ اللّٰهِ ؕ وَمَا اللّٰهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُوْنَ (١٤٠)

(১৪০) অথবা তোমরা কি বলছ যে, ইবরাহীম, ইসমাঈল, ইসহাক, ইয়াকূব এবং ইয়াকূবের বংশধর ইহুদি বা নাসারা ছিলেন? আপনি বলে দিন, তোমরাই কি অধিক ওয়াকিফ, না আল্লাহ? আর কে হবে অধিক জালেম সেই ব্যাক্তি হতে যে গোপন করে আল্লাহর নিকট হতে প্রাপ্ত সাক্ষ্য : আর আল্লাহ তোমাদের কৃত-কর্ম সম্বন্ধে বে-খবর নন।

تِلْكَ اُمَّةٌ قَدْ خَلَتْ ۚ لَهَا مَا كَسَبَتْ وَلَكُمْ مَّا كَسَبْتُمْ ۚ وَلَا تُسْـَٔلُوْنَ عَمَّا كَانُوْا يَعْمَلُوْنَ (١٤١) ع ١٦

(১৪১) তা ছিল একটি জামাত, যা অতীত হয়েছে, তাদের কৃত-কর্ম তাদের কাজে আসবে এবং তোমাদের কৃত-কর্ম তোমাদের কাজে আসবে। আর তাদের কৃত-কর্ম সম্বন্ধে তোমরা জিজ্ঞাসিতও হবে না।

শাব্দিক অনুবাদ

১৩৮. صِبْغَةَ اللّٰهِ আমরা সেই রঙ্গেই থাকব যে রঙ্গে আল্লাহ তা'আলা রঞ্জিত করেছেন وَمَنْ اَحْسَنُ আর এমন কে আছে অধিক সুন্দর হবে? مِنَ اللّٰهِ আল্লাহ অপেক্ষা صِبْغَةً রাঙ্গানোর বেলায় وَّنَحْنُ لَهٗ عٰبِدُوْنَ আর আমরা তাঁরই দাসত্বে দৃঢ় আছি।

১৩৯. قُلْ আপনি বলুন اَتُحَآجُّوْنَنَا তোমরা কি তর্ক জুড়েছ আমাদের সাথে فِی اللّٰهِ আল্লাহর সম্বন্ধে? وَهُوَ رَبُّنَا অথচ তিনি আমাদেরও প্রভু وَرَبُّكُمْ আর তোমাদেরও প্রভু وَلَنَآ اَعْمَالُنَا আর আমরা পাব আমাদের কর্মফল وَلَكُمْ اَعْمَالُكُمْ এবং তোমরা পাবে তোমাদের কর্মফল وَنَحْنُ لَهٗ مُخْلِصُوْنَ আর আমরা শুধু আল্লাহর জন্য নিজেদেরকে খাঁটি করে রেখেছি।

১৪০. اَمْ تَقُوْلُوْنَ অথবা তোমরা কি বলছ যে, اِنَّ اِبْرٰهٖمَ ইবরাহীম وَاِسْمٰعِيْلَ ইসমাঈল وَاِسْحٰقَ ইসহাক وَيَعْقُوْبَ ইয়াকূব وَالْاَسْبَاطَ এবং ইয়াকূবের বংশধর كَانُوْا هُوْدًا اَوْ نَصٰرٰی ইহুদি বা নাসারা ছিলেন? قُلْ আপনি বলে দিন ءَاَنْتُمْ اَعْلَمُ তোমরাই কি অধিক ওয়াকিফ اَمِ اللّٰهُ না আল্লাহ? وَمَنْ اَظْلَمُ আর কে হবে অধিক জালেম مِمَّنْ كَتَمَ সেই ব্যাক্তি হতে যে গোপন করে شَهَادَةً সাক্ষ্য عِنْدَهٗ مِنَ اللّٰهِ আল্লাহর নিকট হতে প্রাপ্ত: وَمَا اللّٰهُ بِغَافِلٍ আর আল্লাহ বে-খবর নন عَمَّا تَعْمَلُوْنَ তোমাদের কৃত-কর্ম সম্বন্ধে।

১৪১. تِلْكَ اُمَّةٌ তা ছিল একটি জামাত قَدْ خَلَتْ যা অতীত হয়েছে لَهَا مَا كَسَبَتْ তাদের কৃত-কর্ম তাদের কাজে আসবে وَلَكُمْ مَّا كَسَبْتُمْ এবং তোমাদের কৃত-কর্ম তোমাদের কাজে আসবে وَلَا تُسْـَٔلُوْنَ আর তোমরা জিজ্ঞাসিতও হবে না। عَمَّا كَانُوْا يَعْمَلُوْنَ তাদের কৃত-কর্ম সম্বন্ধে।

https://e-ilm.weebly.com/

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

(১৩৫) قوله وَقَالُوا كُونُوا هُودًا اَوْ نَصٰرٰى تَهْتَدُوْا الخ **আয়াতের শানে নুযূল :** প্রচলিত ইহুদি ও খ্রিস্টান ধর্মে শিরক থাকায় তা গ্রহণ যোগ্য নয়। অথচ তারা মিল্লাতে ইব্রাহীম পালনীয় খৎনা, হজ ইত্যাকার কোনো কোনো কাজ করার কারণে নিজেদেরকে মিল্লাতে ইব্রাহীম অনুসারী বলে মনে করত। তেমনিভাবে মুশরিকরাও এ ধরনের কিছু কাজের জন্য নিজেদের ইব্রাহীম (আ.)-এর অনুসারী হওয়ার দাবি করত। তাই ইহুদি ও নাসারাদের সাথে আরব মুশরিকদেরও প্রতিবাদে বলা হলো তোমাদেরও হযরত ইব্রাহীমের মধ্যে যখন শিরক ও তাওহীদের পার্থক্য রয়েছে। তখন কেবল কোনো কোনো আনুষ্ঠানিক কার্য পালন করেই তোমরা কি মিল্লাতে ইব্রাহীমের দাবি করতে পার? এ প্রসঙ্গে এ আয়াত নাজিল হয়।

(১৩৮) قوله صِبْغَةَ اللهِ وَمَنْ اَحْسَنُ مِنَ اللهِ صِبْغَةً الخ **আয়াতের শানে নুযূল :** খ্রিস্টানরা পুত্র– সন্তান জন্মের পর সপ্তম দিবসে হলুদ বর্ণের পানিতে গোসল করায়। একে তারা বাপ্তাইজম বা বাপ্তাইষ্ট করা বলে। আর বলে সে এবার খাঁটি খ্রিস্টান হয়ে গেছে। খ্রিস্টানদের ঐ কুসংস্কারের প্রতি ইঙ্গিত করে বলা হয়েছে যে অনুষ্ঠানের যথার্থতা কি? কারো যদি রং ধারণ করতে হয়, তবে সে যেন আল্লাহর রং ধারণ করে। এ ব্যাপারে এ আয়াত অবতীর্ণ হয়।

(১৩৯) قوله قُلْ اَتُحَآجُّوْنَنَا فِى اللهِ وَهُوَ رَبُّنَا وَرَبُّكُمْ الخ **আয়াতের শানে নুযূল :** ইহুদিরা মুসলমানগণকে বলত যে, আমরা প্রথম আহলে কিতাব, আমাদের কিবলাও তোমাদের কিবলা হতে পূর্বের। অতএব, বনী ইসরাঈল ব্যতীত আরবদের মধ্য হতে কোনো নবী হতে পারে না। হযরত মুহাম্মদ ﷺ যদি নবী হতেন, তবে আমাদের মধ্য হতেই হতেন। তাদের উল্লিখিত ধারণা বাতিল করার জন্য উল্লিখিত আয়াতটি নাজিল হয়।

কুরআন হযরত ইয়াকূব (আ.)-এর বংশধরকে اَسْبَاطٌ শব্দ দ্বারা ব্যক্ত করেছে। এটা سِبْطٌ-এর বহুবচন। এর অর্থ গোত্র ও দল। তাদের سِبْطٌ বলার কারণ এই যে, হযরত ইয়াকূব (আ.)-এর ঔরসজাত পুত্রদের সংখ্যা ছিল বার জন। পরে প্রত্যেক পুত্রের সন্তানরা এক-একটি গোত্রে পরিণত হয়। আল্লাহ তা'আলা তাঁর বংশে বিশেষ বরকত দান করেছিলেন। তিনি যখন হযরত ইউসুফ (আ.)-এর কাছে মিসরে যান, তখন সন্তান ছিল বার জন। পরে ফেরাউনের সাথে মোকাবিলার পর হযরত মূসা (আ.) যখন মিসর থেকে বনী ইসরাঈলকে নিয়ে বের হলেন, তখন তাঁর সাথে হযরত ইয়াকূব (আ.)-এর সন্তানদের মধ্য থেকে প্রত্যেক ভাইয়ের সন্তান দ্বারা হাজার হাজার সদস্যের সমন্বয়ে একটি গোত্র ছিল। তাঁর বংশে আল্লাহ তা'আলা আরো একটি বরকত দান করেছেন এই যে, দশজন নবী ছাড়া সব নবী ও রাসূল হযরত ইয়াকূব (আ.)-এর বংশধরের মধ্যেই সৃষ্টি হয়েছেন। বনী ইসরাঈল ছাড়া অবশিষ্ট পয়গম্বরগণ হলেন, হযরত আদম (আ.)–এর পর হযরত নূহ, শোয়াইব, হূদ, সালেহ, লূত, ইবরাহীম, ইসহাক, ইয়াকূব, ইসমাঈল, ও মুহাম্মদ মুস্তফা (সা.)।

فَاِنْ اٰمَنُوْا بِمِثْلِ مَآ اٰمَنْتُمْ بِهٖ (যদি তারা তদ্রূপ ঈমান আনে, যেরূপ তোমরা ঈমান এনেছ) সূরা বাকরার প্রথম থেকে এ পর্যন্ত ঈমানের স্বরূপ কোথাও সংক্ষেপে এবং কোথাও বিস্তারিতভাবে বর্ণিত হয়েছে। এ আয়াতের বর্ণনা সংক্ষিপ্ত হলেও তাতে বিশদ বিবরণ ও ব্যাখ্যার প্রতি ইঙ্গিত নিহিত রয়েছে। কেননা, 'তোমরা ঈমান এনেছ' বাক্যে রাসূলুল্লাহ (সা.) ও সাহাবায়ে কেরামকে সম্বোধন করা হয়েছে। আয়াতে তাঁদের ঈমানকে আদর্শ ঈমানের মাপকাঠি সাব্যস্ত করে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে যে, আল্লাহর কাছে গ্রহণযোগ্য ও স্বীকৃত ঈমান হচ্ছে সে রকম ঈমান, যা রাসূলুল্লাহ ﷺ-আর সাহাবায়ে কেরাম অবলম্বন করেছেন। যে ঈমান ও বিশ্বাস এ থেকে চুল পরিমাণও ভিন্ন, তা আল্লাহর কাছে গ্রহণযোগ্য নয়।

এর ব্যাখ্যা এই যে, যে সব বিষয়ের উপর তাঁরা ঈমান এনেছেন, তাতে হ্রাস-বৃদ্ধি হতে পারবে না। তাঁরা যেরূপ নিষ্ঠা ও আন্তরিকতার সাথে ঈমান এনেছেন, তাতেও প্রভেদ থাকতে পারবে না। নিষ্ঠায় পার্থক্য হলে তা 'নিফাক' তথা কপট বিশ্বাসে পর্যবসিত হবে। আল্লাহর সত্তা, গুণাবলী, ফেরেশতা, নবী রাসূল, আল্লাহর কিতাব ও এ সবের শিক্ষা

https://e-ilm.weebly.com/

সম্বন্ধে যে ঈমান ও বিশ্বাস রাসূলুল্লাহ ﷺ অবলম্বন করেছেন, একমাত্র তাই আল্লাহর কাছে গ্রহণযোগ্য। এ সবের বিপরীত ব্যাখ্যা করা অথবা ভিন্ন অর্থ নেওয়া আল্লাহর কাছে গ্রহণযোগ্য নয়। রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর উক্তি ও কর্মের মাধ্যমে ফেরেশতা ও নবী রাসূগণের যে মর্তবা, মর্যাদা ও স্থান নির্ধারিত হয়েছে, তা হ্রাস করা অথবা বাড়িয়ে দেওয়াও ঈমানের পরিপন্থি।

এ ব্যাখ্যার ফলে কতিপয় ভ্রান্ত সম্প্রদায়ের ঈমানের ত্রুটি সুস্পষ্ট হয়ে উঠেছে। তারা ঈমানের দাবিদার, কিন্তু ঈমানের স্বরূপ সম্পর্কে সম্পূর্ণ অজ্ঞ। ঈমানের মৌখিক দাবি মূর্তিপূজক, মুশরিক, ইহুদি, খ্রিস্টানরাও করত এবং প্রতিটি যুগে ধর্মভ্রষ্ট বিপথগামীরাও করেছে। যেহেতু আল্লাহ, রাসূল, ফেরেশতা, কিয়ামত-দিবস ইত্যাদির প্রতি তাদের ঈমান তেমন নয়, যেমন রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর ঈমান, এ কারণে আল্লাহর কাছে তা ধিকৃত ও গ্রহণের অযোগ্য সাব্যস্ত হয়ে যায়।

ইহুদি ও খ্রিস্টানদের কোনো কোনো দল পয়গম্বরদের অবাধ্যতা করেছে। এমনকি কোনো কোনো পয়গম্বরকে হত্যাও করেছে। পক্ষান্তরে কোনো কোনো দল পয়গম্বরদের সম্মান ও মহত্ত্ব বৃদ্ধি করতে গিয়ে তাঁদেরকে 'আল্লাহ' অথবা 'আল্লাহর পুত্র' অথবা আল্লাহর সমপর্যায়ে নিয়ে স্থাপন করেছে। এ উভয় প্রকার ত্রুটি ও বাড়াবাড়িকেই পথভ্রষ্টতা বলে অভিহিত করা হয়েছে– بِمِثْلِ مَا آمَنتُم আয়াতে।

ইসলামি শরিয়তে রাসূলের মহত্ত্ব ও ভালোবাসা ফরজ তথা অপরিহার্য কর্তব্য। এর অবর্তমানে ঈমানই শুদ্ধ হয় না। কিন্তু রাসূলকে ইলম, কুদরত ইত্যাদি গুণে আল্লাহর সমতুল্য মনে করা একান্তই পথভ্রষ্টতা ও শিরক। আজকাল কোনো কোনো মুসলমান রাসূলুল্লাহ ﷺ -কে 'আলেমুল-গায়েব' 'আল্লাহর মতোই সর্বত্র বিরাজমান' 'উপস্থিত ও দর্শক' [হাজির ও নাজির] বলেও বিশ্বাস করে। তারা মনে করে যে, এভাবে তারা মহানবী ﷺ-এর মহত্ত্ব ও মহব্বত ফুটিয়ে তুলছে। অথচ এটা স্বয়ং রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর নির্দেশে ও আজীবন সাধনার প্রকাশ্য বিরোধিতা। আলোচ্য আয়াতে এসব মুসলমানের জন্যও শিক্ষা রয়েছে। আল্লাহর কাছে মহানবী (সা.)-এর মহত্ত্ব ও মহব্বত এতটুকু কাম্য যতটুকু সাহাবায়ে কেরামের অন্তরে তাঁর প্রতি ছিল। এতে ত্রুটি করাও অপরাধ এবং একে বাড়িয়ে দেওয়াও বাড়াবাড়ি ও পথভ্রষ্টতা।

নবী ও রাসূলের যেকোনো রকম মনগড়া প্রকারভেদই পথভ্রষ্টতা : এমনিভাবে কোনো কোনো সম্প্রদায় খতমে নবুয়ত অস্বীকার করে নতুন নবীর আগমনের পথ খুলে দিতে চেয়েছে। তারা কুরআনের সুস্পষ্ট বর্ণনা 'খাতামুন্নাবিয়্যিন' [সর্বশেষ নবী]-কে উদ্দেশ্য সাধনের পথে প্রতিবন্ধক মনে করে নবী ও রাসূলের অনেক মনগড়া প্রকার আবিষ্কার করেছে। এসব প্রকারের নাম রেখেছে 'নবী-যিল্লী' [ছায়া-নবী] 'নবী-বুরুযী' [প্রকাশ্য নবী] ইত্যাদি। আলোচ্য আয়াতটি তাদের অবিমৃশ্যকারিতা ও পথভ্রষ্টতার মুখোশটিকেও উন্মোচিত করে দিয়েছে। কারণ রাসূলুল্লাহ ﷺ রাসূলগণের উপর যে ঈমান এনেছেন, তাতে 'যিল্লী-বুরুযী' বলে কোনো নাম-গন্ধও নেই। সুতরাং এটা পরিষ্কার ধর্মদ্রোহিতা।

আখেরাতের উপর ঈমান সম্পর্কে কোনো অপব্যাখ্যা গ্রহণযোগ্য নয় : কিছুসংখ্যক লোকের মস্তিষ্ক ও চিন্তা-ভাবনা শুধু বস্তু ও বস্তুবাচক বিষয়াদির মধ্যেই নিমজ্জিত। অদৃশ্যজগত ও পরজগতের বিষয়াদি তাদের মতে অবাস্তব ও অযৌক্তিক। তারা এসব ব্যাপারে নিজে থেকে নানাবিধ ব্যাখ্যা করতে প্রবৃত্ত হয় এবং একে দীনের খেদমত বলে মনে করে। তারা এসব জটিল বিষয়কে বোধগম্য করে দিয়েছে বলে মনে করে গর্বও করে। কিন্তু এসব ব্যাখ্যা بِمِثْلِ مَا آمَنتُم بِهِ উক্তির পরিপন্থি হওয়ার কারণে বাতিল ও অগ্রহণযোগ্য। আখেরাতের অবস্থা ও ঘটনাবলি কুরআন ও হাদীসে যেভাবে বর্ণিত হয়েছে, বিনা দ্বিধায় ও বিনা ব্যাখ্যায় তা বিশ্বাস করাই প্রকৃতপক্ষে ঈমান। হাশরের দিন পুনরুত্থানের পরিবর্তে আত্মিক পুনরুত্থান স্বীকার করা এবং আজাব, ছওয়াব, আমল, ওজন ইত্যাদি বিষয়ে নিজের পক্ষ থেকে ব্যাখ্যা বর্ণনা করা সবই গোমরাহী ও পথভ্রষ্টতার কারণ।

https://e-ilm.weebly.com/

ইখলাসের তাৎপর্য : وَنَحْنُ لَهُ مُخْلِصُونَ : বাক্যটিতে মুসলিম সম্প্রদায়ের বৈশিষ্ট্য বর্ণনা করা হয়েছে যে, তারা আল্লাহর ব্যাপারে নিষ্ঠাবান। নিষ্ঠা বা ইখলাসের অর্থ হযরত সায়ীদ ইবনে যুবায়ের (রা.)-এর বর্ণনা মতে ধর্মে নিষ্ঠাবান হওয়া। অর্থাৎ আল্লাহর সাথে কাউকে অংশীদার না করা এবং একমাত্র আল্লাহর জন্য সৎকর্ম করা, মানুষকে দেখানোর জন্য অথবা মানুষের প্রশংসা অর্জনের জন্য নয়।

قوله وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِيْنَ -এর ব্যাখ্যা : আল্লাহর বাণী "তিনি তথা ইবরাহীম মুশরিক ছিলেন না।" এ কথার মাধ্যমে ইহুদিদের একটি দাবি খণ্ডন করা হয়েছে। তারা নিজেদেরকে মিল্লাতে ইবরাহীমের খাঁটি অনুসারী বলে দাবি করত। অথচ তারা প্রত্যক্ষ শিরকে লিপ্ত ছিল। তারা নবী উযায়িরকে اِبْنُ اللّٰهِ অথবা আল্লাহর পুত্র বলত। অথচ ইবরাহীম (আ.) ছিলেন শিরক মুক্ত। কাজেই তাদের দাবির সাথে বাস্তবতার কোনো মিল নেই। একথা প্রমাণ করার জন্য বলা হয়েছে– وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِيْنَ

অনেকের মতে নাসারা এবং মুশরিকদেরও অনুরূপ বিশ্বাস ছিল।

قوله لَا نُفَرِّقُ بَيْنَ اَحَدٍ مِّنْهُمْ-এর ব্যাখ্যা : মুমিনদের বক্তব্য নবীদের কারোর মাঝে 'আমরা পার্থক্য করি না।' এর কয়েকটি ব্যাখ্যা হতে পারে।

(ক) আমরা সকল নবীকেই নবী মনে করি। ইহুদিরা হযরত সুলায়মান (আ.)-কে জাদুকর আর হযরত উযায়ের (আ.)-কে আল্লাহর পুত্র মনে করে। আমরা এমনটি করি না।

(খ) আমরা সকল নবীকে সত্য পথের দায়ী মনে করি, এতে কোনো পার্থক্য করি না।

(গ) বংশ বিবেচনা পূর্বক ইহুদি নাসারাদের মতো আমরা নবীদের মর্যাদার ব্যাপারেও কোনো পার্থক্য করি না।

(ঘ) তাছাড়া প্রত্যেক নবী একই দাওয়াত প্রদান করেছেন, এ ব্যাপারেও আমরা দ্বিমত করি না। বরং মূলগতভাবে সবাই মানুষকে আল্লাহর পথেই ডেকেছেন। যেমন আল্লাহর বাণী– شَرَعَ لَكُمْ مِنَ الدِّيْنِ مَا وَصّٰى بِهٖ نُوْحًا وَّالَّذِيْٓ اَوْحَيْنَآ اِلَيْكَ وَمَا وَصَّيْنَا بِهٖٓ اِبْرٰهِيْمَ وَمُوْسٰى وَعِيْسٰٓى اَنْ اَقِيْمُوا الدِّيْنَ وَلَا تَتَفَرَّقُوْا فِيْهِ۔

قوله اَتُحَآجُّوْنَنَا–এর মর্ম : তোমরা কি আমাদের সাথে ঝগড়া করবে?" এ বাক্যের مخاطِب ও مخاطَب কে ও কারা তা নিম্নে প্রদত্ত হলো–

➢ বাক্যটি مُخَاطِبْ বা সম্বোধনকারী হলেন, রাসূলুল্লাহ (সা.)।

➢ আলোচ্য বাক্যের مُخَاطَبْ হলো মদিনার ইহুদি ও খ্রিস্টান সম্প্রদায়। কারণ, ঝগড়াটি ছিল তাদের সাথে।

➢ কারো মতে, مُخَاطَبْ হলো সমুদয় মুশরিক জাতি।

➢ কারো মতে, ইহুদি, খ্রিস্টান ও মুশরিক সকলেই এই বাক্যের مُخَاطَبْ

তবে আয়াতের বাচনভঙ্গি ও বর্ণনার ধরন থেকে মনে হয় প্রথম অভিমত অধিক গ্রহণ যোগ্য। –[তাফসীরে কাবীর]

قوله مِمَّنْ كَتَمَ شَهَادَةً عِنْدَهٗ مِنَ اللّٰهِ-এর ব্যাখ্যা : ইহুদিরা তাদের হস্তগত আল্লাহর সাক্ষ্যকে গোপন করেছিল বলেই আল্লাহ তাদেরকে اَظْلَمُ অধিক অত্যাচারী বলে তিরস্কার করেছেন। এখানে شَهَادَةً দ্বারা কয়েকটি উদ্দেশ্য হতে পারে। যথা–

➢ তাওরাতে প্রমাণ ছিল যে, আহমদ নামে আখেরী নবী আসবে এবং তাঁর বৈশিষ্ট্যাবলিও উল্লেখ ছিল। তা তারা গোপন করেছে।

➢ হযরত ইবরাহীম, ইসমাঈল, ইসহাক, ইয়াকূব (আ.) প্রমুখ নবী রাসূলগণ যে ইহুদি ছিলেন তার প্রমাণ ও তাদের কাছে ছিল যা তারা গোপন করেছে। সুতরাং বলা যায় যে, شَهَادَةً দ্বারা আল্লাহর পক্ষ থেকে প্রাপ্ত তাওরাত ও ইহুদিদের নিকট সংরক্ষিত পরবর্তীদের অসিয়তসমূহ উদ্দেশ্য হতে পারে।

https://e-ilm.weebly.com/

ঝগড়ার বিষয়

ইহুদিরা যে বিষয়ে ঝগড়া করছিল তা নিম্নে উল্লেখ করা হলো–

- মুসলমানগণ নয় বরং তারাই হকের উপর আছে।
- অথবা, আরবের মুশরিক অপেক্ষা ইহুদিরাই উত্তম।
- তারা ব্যতীত অন্য কেউ বেহেশতে যাবে না।
- অথবা, ইহুদি ধর্ম বর্তমান থাকতে ইসলাম ধর্মের প্রয়োজন নেই।

ইত্যাদি বিষয়ে বিভিন্ন সময়ে ইহুদিদের সাথে মু'মিনদের ঝগড়া হয়েছে বটে, তবে এখানে ঝগড়ার বিষয়বস্তু ছিল নবুয়ত বনী ইসরাঈল ছাড়া অন্য কোনো গোত্র বা সম্প্রদায় থেকে হতে পারে না। –[তাফসীরে কবীর]

قوله صِبْغَةَ اللهِ -এর ব্যাখ্যা : صِبْغَةَ শব্দের অর্থ مَا يُصْبَغُ بِهٖ অর্থাৎ, যার মাধ্যমে রঙ্গিন হয়। صِبْغَةٌ শব্দটি বাব فَتَحَ -এর مَصْدَرٌ অর্থ– রঙ্গিন করা। যেমন– صَبَغَ الثَّوْبَ সে কাপড় রঙ্গিন করল। صِبْغَةٌ-এর বহুবচন صِبَغٌ কিন্তু এখানে صِبْغَةَ اللّٰهِ অর্থ হলো اَلْفِطْرَةُ الَّتِىْ خَلَقَ اللّٰهُ عَلَيْهَا النَّاسَ অর্থাৎ, ঐ দীন বা স্বভাব যার ওপর আল্লাহ মানুষকে সৃষ্টি করেছেন।

অথবা صِبْغَةَ اللهِ অর্থ হলো– اَلدِّيْنُ الَّذِيْ شَرَعَهُ اللّٰهُ لَهُمْ (ঐ দীন যা আল্লাহ মানুষের জন্য শরিয়ত করে দিয়েছেন)। কাজেই صِبْغَةَ اللهِ -এর অর্থ দাঁড়াবে আল্লাহর প্রদত্ত দীনের আদর্শে নিজেকে আদর্শবান করা।

শব্দ বিশ্লেষণ

نَصٰرٰى : শব্দটি একবচন, বহুবচন نَصْرَانٌ. نَصْرَانِىٌّ অর্থ– খ্রিস্টান, ইসায়ী, হযরত ঈসা (আ.) -এর অনুসারী।

تَهْتَدُوْا : সীগাহ جمع مذكر حاضر বহছ مضارع معروف বাব اِفْتِعَالٌ মাসদার اَلْاِهْتِدَاءُ মূলবর্ণ– (ه . د . ى) জিনসে ناقص يائى অর্থ– তোমরা হেদায়েত পাবে।

النَّبِيُّوْنَ শব্দটি বহুবচন, একবচন اَلنَّبِىُّ অর্থ– নবীগণ বা পয়গম্বরগণ।

لَانُفَرِّقُ : সীগাহ جمع متكلم বহছ نفى فعل مضارع معروف বাব تَفْعِيْل মাসদার اَلتَّفْرِيْقُ মূলবর্ণ (ف . ر . ق) জিনসে صحيح অর্থ– আমরা পার্থক্য করি না।

https://e-ilm.weebly.com/

২য় পারা

سَيَقُوْلُ السُّفَهَآءُ مِنَ النَّاسِ مَا وَلّٰهُمْ عَنْ قِبْلَتِهِمُ الَّتِىْ كَانُوْا عَلَيْهَا ؕ قُلْ لِّلّٰهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ ؕ يَهْدِىْ مَنْ يَّشَآءُ اِلٰى صِرَاطٍ مُّسْتَقِيْمٍ (١٤٢)

অনুবাদ (১৪২) এখন তো নির্বোধেরা বলবেই যে, তারা [মুসলমান] যে দিকে পূর্বে মুখ করত, নিজেদের কেবলা হতে তাদেরকে এখন কিসে ফিরিয়ে দিল? আপনি বলে দিন, মাশরেক এবং মাগরেব আল্লাহরই অধিকারে রয়েছে, আল্লাহ যাকে ইচ্ছা করেন সরল পথ প্রদর্শন করেন।

وَكَذٰلِكَ جَعَلْنٰكُمْ اُمَّةً وَّسَطًا لِّتَكُوْنُوْا شُهَدَآءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُوْنَ الرَّسُوْلُ عَلَيْكُمْ شَهِيْدًا ؕ وَمَا جَعَلْنَا الْقِبْلَةَ الَّتِىْ كُنْتَ عَلَيْهَآ اِلَّا لِنَعْلَمَ مَنْ يَّتَّبِعُ الرَّسُوْلَ مِمَّنْ يَّنْقَلِبُ عَلٰى عَقِبَيْهِ ؕ وَاِنْ كَانَتْ لَكَبِيْرَةً اِلَّا عَلَى الَّذِيْنَ هَدَى اللّٰهُ ؕ وَمَا كَانَ اللّٰهُ لِيُضِيْعَ اِيْمَانَكُمْ ؕ اِنَّ اللّٰهَ بِالنَّاسِ لَرَءُوْفٌ رَّحِيْمٌ (١٤٣)

(১৪৩) আর এরূপে আমি তোমাদেরকে এমন এক সম্প্রদায় করেছি যারা মধ্য পন্থার ভিত্তিতে সুপ্রতিষ্ঠিত, যেন তোমরা অন্য লোকের প্রতিপক্ষে সাক্ষী হও, আর রাসূল হবেন তোমাদের সাক্ষী, আর যে কেবলার দিকে আপনি ছিলেন তা তো শুধু এজন্য ছিল, যেন আমার নিকট প্রকাশ পায়– কে রাসূলকে অনুসরণ করে আর কে পশ্চাৎপদ হয়, আর এই কেবলা পরিবর্তন বড়ই দুরূহ ব্যাপার হয়ে দাঁড়াল, কিন্তু যাদেরকে আল্লাহ হেদায়েত করেছেন [তাদের ব্যতীত] আর আল্লাহ এমন নন যে, তোমাদের ঈমান বিনষ্ট করবেন, বাস্তাবিকই আল্লাহ মানুষের প্রতি খুবই স্নেহশীল, করুণাময়।

শাব্দিক অনুবাদ

১৪২. سَيَقُوْلُ এখন তো বলবেই السُّفَهَآءُ مِنَ النَّاسِ নির্বোধেরা مَا وَلّٰهُمْ তাদেরকে কিসে ফিরিয়ে দিল عَنْ قِبْلَتِهِمُ নিজেদের কেবলা হতে الَّتِىْ كَانُوْا عَلَيْهَا তারা [মুসলমান] যে দিকে পূর্বে মুখ করত قُلْ আপনি বলে দিন لِّلّٰهِ আল্লাহরই অধিকারে রয়েছে الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ মাশরেক এবং মাগরেব يَهْدِىْ مَنْ يَّشَآءُ আল্লাহ যাকে ইচ্ছা করেন প্রদর্শন করেন اِلٰى صِرَاطٍ مُّسْتَقِيْمٍ সরল পথ।

১৪৩. وَكَذٰلِكَ আর এরূপে جَعَلْنٰكُمْ আমি তোমাদেরকে করেছি اُمَّةً এমন এক সম্প্রদায় وَّسَطًا যারা মধ্য পন্থার ভিত্তিতে সুপ্রতিষ্ঠিত لِّتَكُوْنُوْا شُهَدَآءَ যেন তোমরা সাক্ষী হও عَلَى النَّاسِ অন্য লোকের প্রতিপক্ষে وَيَكُوْنَ الرَّسُوْلُ আর রাসূল হবেন عَلَيْكُمْ شَهِيْدًا তোমাদের সাক্ষী وَمَا جَعَلْنَا الْقِبْلَةَ الَّتِىْ كُنْتَ عَلَيْهَآ আর যে কেবলার দিকে আপনি ছিলেন তা তো শুধু এজন্য ছিল اِلَّا لِنَعْلَمَ যেন আমার নিকট প্রকাশ পায়– مَنْ يَّتَّبِعُ الرَّسُوْلَ কে রাসূলকে অনুসরণ করে مِمَّنْ يَّنْقَلِبُ عَلٰى عَقِبَيْهِ আর কে পশ্চাৎপদ হয়, وَاِنْ كَانَتْ لَكَبِيْرَةً আর এই কেবলা পরিবর্তন বড়ই দুরূহ ব্যাপার হয়ে দাঁড়াল اِلَّا عَلَى الَّذِيْنَ هَدَى اللّٰهُ কিন্তু যাদেরকে আল্লাহ হেদায়েত করেছেন [তাদের ব্যতীত] وَمَا كَانَ اللّٰهُ আর আল্লাহ এমন নন যে, لِيُضِيْعَ اِيْمَانَكُمْ তোমাদের ঈমান বিনষ্ট করবেন اِنَّ اللّٰهَ বাস্তাবিকই আল্লাহ بِالنَّاسِ মানুষের প্রতি لَرَءُوْفٌ খুবই স্নেহশীল رَّحِيْمٌ করুণাময়।

https://e-ilm.weebly.com/

قَدْ نَرٰى تَقَلُّبَ وَجْهِكَ فِي السَّمَآءِ ۚ فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضٰىهَا ۪ فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ ؕ وَحَيْثُ مَا كُنْتُمْ فَوَلُّوْا وُجُوْهَكُمْ شَطْرَهٗ ؕ وَاِنَّ الَّذِيْنَ اُوْتُوا الْكِتٰبَ لَيَعْلَمُوْنَ اَنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَّبِّهِمْ ؕ وَمَا اللّٰهُ بِغَافِلٍ عَمَّا يَعْمَلُوْنَ (١٤٤)

অনুবাদ : (১৪৪) আমি আকাশের দিকে বারংবার আপনার মুখমণ্ডল উঠাতে দেখছি, তাই আপনাকে আমি ফিরিয়ে দিব সেই কেবলার দিকে যা আপনি পছন্দ করেন, তবে আপনার চেহারা [নামাজে] মসজিদে-হারামের [কাবার] দিকে ফিরিয়ে নিন, আর তোমরা যেখানেই থাক স্বীয় চেহারা ঐদিকেই ফিরাও; আর এই আহলে কিতাবরাও দৃঢ়রূপে জানে যে, এটা খুবই সত্য তাদের প্রভুরই পক্ষ থেকে, আর আল্লাহ তাদের এসব কার্যকলাপ হতে মোটেই বেখবর নন।

وَلَئِنْ اَتَيْتَ الَّذِيْنَ اُوْتُوا الْكِتٰبَ بِكُلِّ اٰيَةٍ مَّا تَبِعُوْا قِبْلَتَكَ ۚ وَمَاۤ اَنْتَ بِتَابِعٍ قِبْلَتَهُمْ ۚ وَمَا بَعْضُهُمْ بِتَابِعٍ قِبْلَةَ بَعْضٍ ؕ وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ اَهْوَآءَهُمْ مِّنْۢ بَعْدِ مَا جَآءَكَ مِنَ الْعِلْمِ ۙ اِنَّكَ اِذًا لَّمِنَ الظّٰلِمِيْنَ (١٤٥)

(১৪৫) আর যদি আপনি আহলে কিতাবদের সম্মুখে যাবতীয় প্রমাণাদিও উপস্থিত করেন, তবু তারা আপনার কেবলাকে গ্রহণ করবে না, আর আপনিও তাদের কেবলাকে গ্রহণ করতে পারেন না, এবং তাদের কোনো দলই অন্য দলের কেবলাকে গ্রহণ করে না, আর যদি আপনি তাদের আত্ম-প্রবৃত্তিকে গ্রহণ করেন– আপনার নিকট জ্ঞান আসার পর, তবে নিশ্চয় আপনি জালেমদের মধ্যে পরিগণিত হবেন।

اَلَّذِيْنَ اٰتَيْنٰهُمُ الْكِتٰبَ يَعْرِفُوْنَهٗ كَمَا يَعْرِفُوْنَ اَبْنَآءَهُمْ ؕ وَاِنَّ فَرِيْقًا مِّنْهُمْ لَيَكْتُمُوْنَ الْحَقَّ وَهُمْ يَعْلَمُوْنَ (١٤٦)

(১৪৬) যাদেরকে আমি কিতাব দিয়েছি, তারা রাসূলকে এরূপ চিনে যেরূপ তারা আপন পুত্রগণকে চিনে থাকে, আর নিশ্চয়, তাদের কেউ কেউ বাস্তব সত্যকে ভালোভাবে জানা সত্ত্বেও গোপন করছে।

শাব্দিক অনুবাদ

১৪৪. قَدْ نَرٰى আমি দেখেছি تَقَلُّبَ وَجْهِكَ বারংবার আপনার মুখমণ্ডল উঠাতে فِي السَّمَآءِ আকাশের দিকে فَلَنُوَلِّيَنَّكَ তাই আপনাকে আমি ফিরিয়ে দিব قِبْلَةً সেই কেবলার দিকে تَرْضٰىهَا যা আপনি পছন্দ করেন فَوَلِّ وَجْهَكَ তবে আপনার চেহারা ফিরিয়ে নিন [নামাজে] شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ মসজিদে-হারামের [কা'বার] দিকে وَحَيْثُ مَا كُنْتُمْ আর তোমরা যেখানেই থাক فَوَلُّوْا وُجُوْهَكُمْ স্বীয় চেহারা ফিরাও شَطْرَهٗ ঐদিকেই وَاِنَّ الَّذِيْنَ اُوْتُوا الْكِتٰبَ আর এই আহলে কিতাবরাও لَيَعْلَمُوْنَ দৃঢ়রূপে জানে যে اَنَّهُ الْحَقُّ এটা খুবই সত্য مِنْ رَّبِّهِمْ তাদের প্রভুরই পক্ষ হতে وَمَا اللّٰهُ بِغَافِلٍ আর আল্লাহ মোটেই বেখবর নন عَمَّا يَعْمَلُوْنَ তাদের এসব কার্যকলাপ হতে।

১৪৫. وَلَئِنْ اَتَيْتَ আর যদি আপনি উপস্থিত করেন الَّذِيْنَ اُوْتُوا الْكِتٰبَ আহলে কিতাবদের সম্মুখে بِكُلِّ اٰيَةٍ যাবতীয় প্রমাণাদিও مَا تَبِعُوْا তবু তারা গ্রহণ করবে না قِبْلَتَكَ আপনার কেবলাকে وَمَاۤ اَنْتَ আর আপনিও بِتَابِعٍ গ্রহণ করতে পারেন না قِبْلَتَهُمْ তাদের কেবলাকে وَمَا بَعْضُهُمْ এবং তাদের কোনো দলই بِتَابِعٍ গ্রহণ করে না قِبْلَةَ بَعْضٍ অন্য দলের কেবলাকে وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ আর যদি আপনি গ্রহণ করেন– اَهْوَآءَهُمْ তাদের আত্ম-প্রবৃত্তিকে مِنْۢ بَعْدِ مَا جَآءَكَ مِنَ الْعِلْمِ আপনার নিকট জ্ঞান আসার পর اِنَّكَ اِذًا لَّمِنَ الظّٰلِمِيْنَ তবে নিশ্চয় আপনি জালেমদের মধ্যে পরিগণিত হবেন।

১৪৬. اَلَّذِيْنَ اٰتَيْنٰهُمُ الْكِتٰبَ যাদেরকে আমি কিতাব দিয়েছি يَعْرِفُوْنَهٗ তারা রাসূলকে এরূপ চিনে كَمَا يَعْرِفُوْنَ اَبْنَآءَهُمْ যেরূপ তারা আপন পুত্রগণকে চিনে থাকে وَاِنَّ فَرِيْقًا مِّنْهُمْ আর নিশ্চয় তাদের কেউ কেউ لَيَكْتُمُوْنَ الْحَقَّ বাস্তব সত্যকে গোপন করছে وَهُمْ يَعْلَمُوْنَ ভালোভাবে জানা সত্ত্বেও।

https://e-ilm.weebly.com/

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

(১৪২) قوله سَيَقُولُ السُّفَهَاءُ مِنَ النَّاسِ مَا وَلَّاهُمْ الخ আয়াতের শানে নুযূল : উল্লিখিত আয়াত দ্বারা রাসূলে মাকবুল ﷺ-কে 'গায়েব' সম্পর্কে জানানো হয়েছে। মক্কায় অবস্থান কালে কা'বা শরীফের দিকে ফিরে মুসলমানগণ নামাজ আদায় করতেন। হিজরতের পর বায়তুল মাকদিসের দিকে ফেরার নির্দেশ দেওয়া হয়। এভাবে ষোল বা সতের মাস অতিক্রমের পর পুনরায় কা'বা শরীফের প্রতি প্রত্যাবর্তনের হুকুম প্রদান করা হয়। এই শেষ নির্দেশের পর মক্কার ও মদীনার অমুসলিম সমাজ যে নানা ধরনের বিরূপ মন্তব্য করবে সে সম্পর্কে আল্লাহ তা'আলা পূর্বেই তাঁর নবীকে জানিয়ে উল্লিখিত আয়াতটি অবতীর্ণ করেন। –[তাফসীরে বায়জাবী, তাফসীরে জালালাইন]

(১৪৩) قوله وَكَذٰلِكَ جَعَلْنٰكُمْ اُمَّةً وَّسَطًا لِّتَكُوْنُوْا شُهَدَآءَ عَلَى النَّاسِ الخ আয়াতের শানে নুযূল : বর্ণিত আছে, ইহুদি নেতারা কেবলা পরিবর্তনের পর বিশিষ্ট সাহাবী মু'য়ায ইবনে জাবালকে লক্ষ্য করে বলে, "হে মু'য়ায! আমাদের কেবলা বায়তুল মাকদিস বিগত সকল নবীদের কেবলা। আর মুহাম্মদ ﷺ এ কথা জানেন যে, আমরা পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ জাতি। তবুও সে হিংসা ও বিদ্বেষ বশতঃ আমাদের কেবলা ত্যাগ করেছে। উত্তরে হযরত মু'য়ায (রা.) বললেন, হে দুর্ভাগা জাতি! সকল জাতির উপর তোমাদের শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিষ্ঠিত হলো কিভাবে? শ্রেষ্ঠত্ব আর মর্যাদা তো কেবল উম্মতে মুহাম্মদীর জন্য। তখন মহান আল্লাহ মু'য়াযের কথার সমর্থনে উল্লিখিত আয়াতটি অবতীর্ণ করেন।

(১৪৩) قوله وَمَا كَانَ اللّٰهُ لِيُضِيْعَ اِيْمَانَكُمْ الخ আয়াতের শানে নুযূল : কেবলা পরিবর্তনের পর মুসলমানদের বিভ্রান্ত করার লক্ষ্যে হুয়াই ইবনে আখতাবসহ অন্যান্য ইহুদিরা মুসলমানদের বলতে শুরু করে, "হে মুসলমানগণ! আমাদের কেবলা যদি সঠিক না-ই হয়ে থাকে আর যদি কা'বা ঘরই প্রকৃত কেবলা হয়ে থাকে, তবে ইতোপূর্বে যারা বায়তুল মাকদিসের দিকে ফিরে নামাজ পড়েছে এবং মৃত্যুবরণ করেছেন, তাদের পরিণতি কি হবে? তারা কি জান্নাত পাবে, না জাহান্নামে যাবে? তাদের এরূপ প্রশ্নে মুসলমানদের মনেও সংশয় দেখা দেয়। তখন তাদের সংশয় নিরসনের জন্য আল্লাহ তা'আলা আলোচ্য আয়াতাংশটি অবতীর্ণ করেন।

(১৪৪) قوله قَدْ نَرٰى تَقَلُّبَ وَجْهِكَ فِي السَّمَآءِ الخ আয়াতের শানে নুযূল : মক্কার কাফেরদের অত্যাচারে অতিষ্ঠ হয়ে নবী করীম ﷺ মদিনায় হিজরত করেন। মদিনায় ইহুদি সম্প্রদায় বাস করত। তাদের কেবলা হলো বায়তুল মাকদিস। আল্লাহ তা'আলা তাদের মন জয় করার লক্ষ্যে নবী করীম ﷺ-কে সেদিকে ফিরে নামাজ আদায়ের নির্দেশ দেন। অবশ্য তা কুরআন শরীফে বিবৃত হয়নি। মুসলমানরা ষোল বা সতের মাস এভাবে নামাজ আদায় করেন। কিন্তু রাসূল ﷺ-এর ঐকান্তিক কামনা ছিল কেবলায়ে ইব্রাহীমী কা'বা কেবলা হিসেবে পুনঃ নির্ধারণ করা। এ সম্পর্কিত নির্দেশ নিয়ে হযরত জিবরাঈল (আ.) নবীজীর নিকট আগমন করবেন, এই আশায় তিনি বারবার আকাশের দিকে দৃষ্টিপাত করতেন। আল্লাহ তা'আলা তাঁর মনোবাসনা পূর্ণ করে এই হুকুম নাজিল করেন, কা'বা শরীফকে সব সময়ের জন্য মুসলিম উম্মাহর কেবলা হিসেবে নির্ধারণ করেন। হিজরি দ্বিতীয় সনের রজব বা শা'বান মাসে এই নির্দেশ অবতীর্ণ হয়। এ সম্পর্কে ঐতিহাসিক ইবনে সা'দ বর্ণনা করেন, নবী করীম ﷺ এই নির্দেশ অবতীর্ণ হওয়ার সময় বিন বনূ সালামা গোত্রের হযরত বিশর ইবনে বারারাহ (রা.)-এর ঘরে নিমন্ত্রিত হয়েছিলেন। খাওয়া-দাওয়ার পর সে এলাকার মসজিদে যুহরের নামাজ আদায়কালে এই নির্দেশ আসে। তখন তাঁরা নামাজের তৃতীয় রাকাতে ছিলেন। নির্দেশ আসার সাথে সাথে রাসূল ﷺ নামাজের মাঝেই কা'বা শরীফের দিকে ঘুরে যান। এজন্য ঐ মসজিদটিকে 'মসজিদে যুল কিবলাতাইন'বা দুই কিবলার স্মৃতিবাহী মসজিদ' বলা হয়। ইহুদি জ্ঞান-পাপীরা তখন নানা ধরনের কটূক্তি করতে শুরু করে। তারা বলতে থাকে, নবীজী শিরকের প্রতি আসক্তি বশতঃ ও মুশরিকদের সন্তোষ কামনায় কা'বা শরীফকে কেবলা নির্ধারণ করেছেন। এর জবাবে মহান আল্লাহ তা'আলা বলে দেন যে, তারা ইচ্ছাকৃতভাবে এই অন্যায় প্রচারণা চালাচ্ছে। নতুবা নবীজীর কেবলা-পরিবর্তনের বিষয়টি তাদের কিতাবেও উল্লিখিত হয়েছে। তাই, এটি আপত্তি করার বিষয় নয়, বরং নবীজীর সত্যতারই এক সুস্পষ্ট নিদর্শন বৈকি।

(১৪৫) قوله وَلَئِنْ اَتَيْتَ الَّذِيْنَ اُوْتُوا الْكِتٰبَ الخ আয়াতের শানে নুযূল : বর্ণিত আছে, মদিনার ইহুদি ও নাজরানের খ্রিস্টানরা মহানবী ﷺ-কে বলেছিল, পূর্ববর্তী নবীদের মতো আপনিও নিদর্শন নিয়ে আসুন। তখন আল্লাহ তা'আলা এই আয়াত অবতীর্ণ করেন। তবে মূলতঃ এই আয়াতটি কিবলা পরিবর্তনের ঘটনার সাথে সম্পৃক্ত, নতুন কোনো কারণে তা অবতীর্ণ হয়নি।

https://e-ilm.weebly.com/

https://e-ilm.weebly.com/

(১৪৬) قوله الَّذِينَ آتَيْنَاهُمُ الْكِتَابَ يَعْرِفُونَهُ الخ **আয়াতের শানে নুযূল :** মদিনায় হিজরতের পর যখন নবী করীম ﷺ বায়তুল মাকদিসের দিকে ফিরে নামাজ পড়তে থাকেন, তখন মদিনার ইহুদিরা বলতে থাকে, ইনি নিজেকে শেষ নবী দাবি করেন এবং কা'বা শরীফের পরিবর্তে এখন বায়তুল মাকদিসকে কেবলা হিসেবে গ্রহণ করেছেন। তাই আমাদের দীন যে সত্য তা প্রমাণিত হলো। আর সে জন্যই তিনি একটু একটু করে আমাদের ধর্মের দিকে এগিয়ে আসছেন। কিন্তু যখন নবীজী ﷺ আবার কা'বা শরীফের দিকে ফিরে নামাজ পড়তে শুরু করেন, তখন তারা নানা রকম কটু-কাটব্য করতে থাকে। এমন কথা-বার্তা বলতে থাকে যেন তারা রাসূল ﷺ সম্পর্কে কিছু জানেই না। অথচ, তাওরাত ও ইনজীলে নবীজীর যাবতীয় বিষয় বিস্তারিতভাবে আলোচিত হয়েছে, এমনকি কেবলা পরিবর্তনের কথাও বিবৃত হয়েছে। তাই আল্লাহ তা'আলা উল্লিখিত আয়াত নাজিল করে তাদের চরিত্র সুস্পষ্টভাবে চিত্রায়িত করে দিলেন যে, তারা নবীজীকে নিজ সন্তানের ন্যায় পরিষ্কারভাবে চিনে, কিন্তু তথাপি না চেনার ভান করে সত্যকে গোপন রাখে।

قوله سَيَقُولُ **-এর হিকমত :** এখনো কেবলা পরিবর্তিত হয়নি। নির্বোধরাও কোনো প্রকার মন্তব্য করেনি। অথচ আল্লাহ তা'আলা নবীজীকে এর পূর্বে নির্বোধ লোকেরা কি বলবে তা জানিয়ে দিলেন। এর কতিপয় হিকমত রয়েছে। যথা–(১) নির্বোধদের মনের কথা নবীজী যদি পূর্বেই বলে দেন তাহলে তারা এটাকে মু'জিযা হিসেবে ধরে নিবে যা হবে তাঁর নবুয়তের সত্যতার সাক্ষ্য। (২) কেবলা পরিবর্তনের ফলে নির্বোধদের অশালীন বিদ্রূপাত্মক কথা থেকে নবীজী যেন মনে কষ্ট অনুভব না করেন তাই সেই কথাগুলো আগাম জানিয়ে দেওয়া হয়েছে। (৩) নির্বোধদের অবান্তর প্রশ্নের জবাবে নবীজী কি উত্তর প্রদান করবেন তা আগাম জানিয়ে দেওয়া হয়েছে, যাতে তিনি নিজেকে প্রস্তুত রাখতে পারেন। –[তাফসীরে কাবীর]

قوله يَهْدِي مَنْ يَشَاءُ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ **-এর ব্যাখ্যা :** صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ হলো আল্লাহ প্রদত্ত রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম প্রদর্শিত পথ। মক্কী জীবনে যারা কা'বাকে কেবলা করে নামাজ পড়েছেন তারাই আবার মদিনা জীবনে এসে দীর্ঘ সতের মাস বায়তুল মাকদিসকে কেবলা করে নামাজ পড়েছেন। কারণ রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যা করেন তাঁর অনুসরণ করাই তাদের কর্তব্য।

পুনরায় কা'বাকে কেবলা ঘোষণা করে আল্লাহ মূলতঃ পরীক্ষা করতে চেয়েছেন যে, কারা রাসূলের প্রকৃত অনুসারী আর কারা আত্মপূজারী। কাজেই এই পরিবর্তনকে যারা মনে প্রাণে মেনে নিয়েছে তারাই صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ পেয়েছে। আর আল্লাহ তাদেরকেই صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ এ চালিত করেছেন।

قوله وَكَذَٰلِكَ **-এর মর্ম :** وَكَذَٰلِكَ "আর এমনিভাবে" কথাটির উদ্দেশ্য এই হতে পারে–

- তোমাদের কেবলাকে যেমন পৃথিবীর মধ্যস্থানে করে দিলাম, এমনিভাবে তোমাদেরকে সকল জাতির মধ্যে মধ্যস্থতাকারী উম্মত করে দিলাম।
- কা'বা যেমন পৃথিবীর মধ্যস্থানে অবস্থিত, তোমরাও তেমনি নবী এবং অন্যান্য উম্মতের মধ্যভাগে অবস্থিত। অর্থাৎ, তোমরা নবীদের নিচে এবং অন্যান্য জাতির উপরে। –[তাফসীরে কুরতুবী]
- অথবা, কথাটির অর্থ এ হতে পারে যে, কা'বাকে পুনরায় কেবলা করে যেমন বিশ্ববাসীর মধ্যমণিতে পরিণত করেছি তেমনি তোমাদেরকেও সকল জাতির মধ্যমপন্থি জাতি বানিয়েছি। কারণ মধ্য বিন্দুকে কেন্দ্র করেই বাকিরা ঘুরে।

قوله أُمَّةً وَسَطًا **-এর মর্মার্থ :** أُمَّةً وَسَطًا অর্থ মধ্যমপন্থি জাতি, উত্তম, ন্যায়পরায়ণ জাতি। এর দ্বারা এমন উন্নত ও উৎকৃষ্ট মানব গোষ্ঠীকে বুঝায়, যারা ন্যায় নীতি ও মধ্যমপন্থা অনুসরণের উপর প্রতিষ্ঠিত, যারা বিশ্বের জাতিসমূহের নেতা, পরিচালক, বিচারক ও কর্তা হওয়ার যোগ্যতা রাখে।

মাদারেক প্রণেতা বলেন, وسط শব্দের অর্থ হলো উত্তম; যেহেতু প্রতিবেশীরা দোষ-ত্রুটি নিয়ে উম্মতে মুহাম্মদীর কাছে আসে তাই তারা প্রশংসিত ও ন্যায়পরায়ণ। তারা প্রতিবেশীদের মধ্যে কারো পক্ষপাতিত্ব করে না।

অথবা, أُمَّةً وَسَطًا দ্বারা "মধ্যস্থতাকারী জাতি" অর্থও হতে পারে। কারণ যারা মানুষের মাঝে মধ্যস্থতা করে তারাই সমাজের নেতা, পরিচালক ও বিচারক।

মুসলমানদেরকে أُمَّةً وَسَطًا বলার কারণ : তারা আল্লাহর হুকুম পালনে কমও করে না বেশিও করে না। তারা সর্বদা মধ্যম পন্থা অবলম্বন করে।

- ইহুদি ও খ্রিস্টানরা হযরত ঈসা (আ.)-এর ব্যাপারে বাড়াবাড়ি করেছে। খ্রিস্টানরা তাঁকে আল্লাহর পুত্র বলেছে আর ইহুদিরা তাকে অবৈধ সন্তান বলেছে। এক্ষেত্রে উম্মতে মুহাম্মদী মধ্যম পন্থা অবলম্বন করেছে। অর্থাৎ যা হক তাই বলেছে।
- তাছাড়া মুসলমানদেরকে সৃষ্টি করা হয়েছে মানুষের মাঝে মধ্যস্থতা ও বিচারকার্য পরিচালনা করার জন্য। যেমন আল্লাহ তা'আলা বলেন, كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ এ সকল কারণে মুসলমানদেরকে أُمَّةً وَسَطًا বলা হয়েছে। أُمَّةً وَسَطًا কেই অন্যত্র خَيْرَ أُمَّةٍ বলা হয়েছে।

মধ্যপন্থার রূপরেখা, তার গুরুত্ব ও কিছু বিবরণ : (১) মধ্যপন্থার অর্থ ও তাৎপর্য কি? (২) মধ্যপন্থার এত গুরুত্বই বা কেন যে, এর উপরই শ্রেষ্ঠত্বকে নির্ভরশীল করা হয়েছে? (৩) মুসলিম সম্প্রদায় যে মধ্যপন্থি, বাস্তবতার নিরীখে এর প্রমাণ কি? ধারাবাহিকভাবে এ তিনটি প্রশ্নের উত্তর :

১. اِعْتِدَالٌ [ভারসাম্য]-এর শাব্দিক অর্থ সমান হওয়া। عَدْلٌ মূলধাতু থেকে এর উৎপত্তি, আর عَدْلٌ -এর অর্থও সমান হওয়া।

২. যে গুরুত্বের কারণে ভারসাম্যকে সম্মান ও শ্রেষ্ঠত্বের মাপকাঠি সাব্যস্ত করা হয়েছে তা একটু ব্যাখ্যা সাপেক্ষ। বিষয়টি প্রথমে একটি স্থূল উদাহরণ দ্বারা বুঝুন। ইউনানী, আয়ুর্বেদিক, এলোপ্যাথিক, হোমিওপ্যাথিক ইত্যাদি যত নতুন ও পুরাতন চিকিৎসা-পদ্ধতি পৃথিবীতে প্রচলিত রয়েছে, সে সবই এ বিষয়ে একমত যে, 'মেজাযে'র বা স্বভাবের ভারসাম্যের উপরই মানবদেহের সুস্থতা নির্ভরশীল। ভারসাম্যের ত্রুটিই মানবদেহে রোগ-বিকার সৃষ্টি করে। বিশেষতঃ ইউনানী চিকিৎসা পদ্ধতির মূলনীতিই মেজায-পরিচয়ের উপর নির্ভরশীল। এ শাস্ত্র মতে মানবদেহ চারটি উপাদান-রক্ত, শ্লেষ্মা, অম্ল ও পিত্ত দ্বারা গঠিত। এ চারটি উপাদান থেকে উৎপন্ন চারটি অবস্থা শৈত্য, উষ্ণতা, আর্দ্রতা ও শুষ্কতা মানবদেহে বিদ্যমান থাকা জরুরি। এ চারটি উপাদানের ভারসাম্যই মানবদেহের প্রকৃত সুস্থতা নিশ্চিত করে। পক্ষান্তরে যে কোনো একটি উপাদান মেজাযের চাহিদা থেকে বেড়ে অথবা কমে গেলেই তা হবে রোগ-ব্যাধি। চিকিৎসা দ্বারা এর প্রতিকার না করলে এক পর্যায়ে তাই মৃত্যুরকারণ হবে।

এই স্থূল উদাহরণের পর এখন আধ্যাত্মিকতার দিকে আসুন। আধ্যাত্মিকতায় ভারসাম্যের নাম আত্মিক সুস্থতা এবং ভারসাম্যহীনতার নাম আত্মিক ও চারিত্রিক অসুস্থতা। এ অসুস্থতার চিকিৎসা করে ভারসাম্য ফিরিয়ে আনা না হলে পরিণামে আত্মিক মৃত্যু ঘটে। চক্ষুষ্মান ব্যক্তি মাত্রই জানে যে, যে উৎকৃষ্টতার কারণে মানুষ সমগ্র সৃষ্টিজীবের সেরা, তা তার দেহ অথবা দেহের উপাদান ও অবস্থার ক্ষেত্রে দুনিয়ার অন্যান্য জীব-জন্তুও মানুষের সমপর্যায়ভুক্ত; বরং তাদের মধ্যে ক্ষেত্র বিশেষ এসব উপাদান মানুষের চাইতেও বেশি থাকে।

যে বৈশিষ্ট্যের কারণে মানুষ 'আশরাফুল–মাখলুকাত' তথা সৃষ্টির সেরা বলে গণ্য হয়েছে, তা নিশ্চিতই তার রক্ত-মাংস চর্ম এবং তাপ শৈত্যের উর্ধ্বে অন্য কোনো বিষয় যা মানুষের মধ্যে পুরোপুরি বিদ্যমান- অন্যান্য সৃষ্টজীবের মধ্যে ততটুকু নেই। এ বস্তুটি নির্দিষ্ট ও চিহ্নিত করাও কোনো সূক্ষ্ম ও কঠিন কাজ নয়। বলাবাহুল্য, তা হচ্ছে মানুষের আত্মিক ও চারিত্রিক পরাকাষ্ঠা বা পরিপূর্ণতা।

আত্মিক ও চারিত্রিক পরাকাষ্ঠাই যখন মানুষের সম্মান ও শ্রেষ্ঠত্বের মাপকাঠি, মানবদেহের মতো মানবাত্মাও যখন ভারসাম্য ও ভারসাম্যহীনতার শিকার হয় এবং মানবদেহের সুস্থতা যখন মেজায ও উপাদানের ভারসাম্য আর মানবাত্মার সুস্থতা যখন আত্মা ও চরিত্রের ভারসাম্য, তখন কামেল মানব একমাত্র তিনিই হতে পারেন, যিনি দৈহিক ভারসাম্যের সাথে সাথে আত্মিক ও চারিত্রিক ভারসাম্যেরও অধিকারী হবেন। এবং আমাদের রাসূল ﷺ তা সর্বাধিক পরিমাণে প্রাপ্ত হয়েছিলেন। এ কারণে তিনি সর্বপ্রধান কামেল মানব।

আলোচ্য আয়াতে পয়গম্বর প্রেরণ ও গ্রন্থ অবতরণের রহস্য বর্ণনা প্রসঙ্গে বলা হয়েছে যে, এগুলোর মাধ্যমে মানুষের মধ্যে চারিত্রিক ভারসাম্য সৃষ্টি করা হবে এবং লেন-দেন ও পারস্পরিক আদান প্রদানে বৈষয়িক ভারসাম্য প্রতিষ্ঠিত করার জন্য মানদণ্ড নাজিল করা হয়েছে। মানদণ্ড অর্থ প্রত্যেক পয়গম্বরের শরিয়ত হতে পারে। শরিয়ত দ্বারা সত্যিকার ভারসাম্য জানা যায় এবং ইনসাফ ও সুবিচার প্রতিষ্ঠা করা যায়।

উপরিউক্ত বর্ণনা থেকে বুঝা যায় যে, মানবমণ্ডলীকে আত্মিক ও চারিত্রিক ভারসাম্যের উপর সুপ্রতিষ্ঠিত করাই পয়গম্বর ও আসমানি গ্রন্থ প্রেরণের প্রকৃত উদ্দেশ্য। বলা বাহুল্য, এটাই মানব মণ্ডলীর সুস্থতা।

https://e-ilm.weebly.com/

মুসলিম সম্প্রদায়ের মধ্যেই সর্বপ্রকার ভারসাম্য নিহিত : মুসলিম সম্প্রদায়ের শ্রেষ্ঠত্ব বর্ণনা প্রসঙ্গে বলা হয়েছে– كَذٰلِكَ جَعَلْنٰكُمْ اُمَّةً وَّسَطًا অর্থাৎ, আমি তোমাদেরকে ভারসাম্যপূর্ণ সম্প্রদায় করেছি। উপরিউক্ত বর্ণনা থেকেই অনুমান করা যায় যে, وَسَطٌ শব্দটি উচ্চারণ ও লেখায় একটি সাধারণ শব্দ হলেও তাৎপর্যের দিক দিয়ে কোনো সম্প্রদায় অথবা ব্যক্তির মধ্যে যত পরাকাষ্ঠা থাকা সম্ভব, সে সবগুলোকে পরিব্যাপ্ত করেছে।

আয়াতে মুসলিম সম্প্রদায়কে মধ্যপন্থি, ভারসাম্যপূর্ণ সম্প্রদায় বলে অভিহিত করে বলা হয়েছে যে, মানবীয় মর্যাদা ও শ্রেষ্ঠত্ব তাদের মধ্যে পরিপূর্ণভাবে বিদ্যমান। যে উদ্দেশ্য সাধনের লক্ষ্যে নভোমণ্ডল ও ভূমণ্ডলের যাবতীয় কর্মধারা অব্যাহত রয়েছে এবং পয়গম্বর ও আসমানি গ্রন্থসমূহ প্রেরিত হয়েছে, তাতে এ সম্প্রদায় অপরাপর সম্প্রদায় থেকে স্বাতন্ত্র্যের অধিকারী ও শ্রেষ্ঠ।

কুরআন বিভিন্ন আয়াতে বিভিন্নভাবে মুসলিম সম্প্রদায়ের এ শ্রেষ্ঠত্বের কথা বর্ণনা করেছে। সূরা আ'রাফের শেষভাগে এ সম্প্রদায় সম্পর্কে বলা হয়েছে– وَمِمَّنْ خَلَقْنَآ اُمَّةٌ يَّهْدُوْنَ بِالْحَقِّ وَبِهٖ يَعْدِلُوْنَ অর্থাৎ, আমি যাদের সৃষ্টি করেছি তাদের মধ্যে এমন একটি সম্প্রদায় রয়েছে, যারা সৎপথ প্রদর্শন করে এবং তদানুযায়ী ন্যায়বিচার করে।

এতে মুসলিম সম্প্রদায়ের আত্মিক ও চারিত্রিক ভারসাম্য বিধৃত হয়েছে যে, তারা ব্যক্তিগত স্বার্থ ও কামনা-বাসনা বিসর্জন দিয়ে আসমানি গ্রন্থের নির্দেশ অনুযায়ী নিজেরাও চলে এবং অন্যদেরকেও চালাবার চেষ্টা করে। কোনো ব্যাপারে কলহবিবাদ সৃষ্টি হলে তার মীমাংসাও তারা গ্রন্থের সাহায্যেই করে, যাতে কোনো ব্যক্তি বা সম্প্রদায়ের স্বার্থপরতার কোনো আশঙ্কা নেই। সূরা আলে ইমরানে মুসলিম সম্প্রদায়ের আত্মিক ভারসাম্য এভাবে বর্ণিত হয়েছে– كُنْتُمْ خَيْرَ اُمَّةٍ اُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُوْنَ بِالْمَعْرُوْفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَتُؤْمِنُوْنَ بِاللّٰهِ অর্থাৎ, তোমরাই সে শ্রেষ্ঠ উম্মত, মানবজাতির কল্যাণের জন্য যাদের সৃষ্টি করা হয়েছে। তোমরা ভালো কাজের আদেশ করবে, মন্দকাজের নিষেধ করবে এবং আল্লাহর উপর ঈমান রাখবে।

অর্থাৎ, মুসলমানরা যেমন সব পয়গম্বরের শ্রেষ্ঠতম পয়গম্বর প্রাপ্ত হয়েছে, সব গ্রন্থের সর্বাধিক পরিব্যাপ্ত ও পূর্ণতার গ্রন্থ লাভ করেছে, তেমনি সমস্ত সম্প্রদায়ের মধ্যে সুস্থ মেজায এবং ভারসাম্যও সর্বাধিক পরিমাণে প্রাপ্ত হয়েছে। ফলে তারাই সকল সম্প্রদায়ের শ্রেষ্ঠ সম্প্রদায় সাব্যস্ত হয়েছে। তাদের সামনে জ্ঞানবিজ্ঞান ও তত্ত্ব-রহস্যের দ্বার উন্মুক্ত করা হয়েছে। ঈমান, আমল ও আল্লাহভীতির সমস্ত শাখা-প্রশাখা তাদের ত্যাগের দৌলতে সজীব ও সতেজ হয়ে উঠবে। তারা কোনো বিশেষ দেশ ও ভৌগলিক সীমার বন্ধনে আবদ্ধ থাকবে না। তাদের কর্মক্ষেত্র হবে সমগ্র বিশ্ব এবং জীবনের সকল শাখায় পরিব্যাপ্ত। তাদের অস্তিত্বই অন্যের হিতাকাঙ্ক্ষা ও তাদের বেহেশতের দ্বারে উপনীত করার কাজে নিবেদিত। اُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ বাক্যাংশে ইঙ্গিত করা হয়েছে যে, এ সম্প্রদায়টি গণ মানুষের হিতাকাঙ্ক্ষা ও উপকারের নিমিত্তই সৃষ্ট। তাদের কর্তব্য ও জাতীয় পরিচয় এই যে, তারা মানুষকে সৎকাজের দিকে পথ দেখাবে এবং মন্দকাজ থেকে বিরত রাখবে।

বাস্তব দৃষ্টিকোণ থেকে মুসলিম সম্প্রদায়ের ভারসাম্যপূর্ণ সম্প্রদায় হওয়ার প্রমাণ কি? এখন এ প্রশ্নটি আলোচনাসাপেক্ষ। এর বিস্তারিত বিবরণ দিতে হলে বিশ্বের সকল সম্প্রদায়ের বিশ্বাস, কর্ম, চরিত্র ও কীর্তিসমূহ যাচাই করা একান্ত প্রয়োজন। নিম্নে নমুনাস্বরূপ কতিপয় বিষয় উল্লেখ করা হচ্ছে–

বিশ্বাসের ভারসাম্য : সর্বপ্রথম বিশ্বাসগত ভারসাম্য নিয়েই আলোচনা করা যাক। পূর্ববর্তী সম্প্রদায়গুলোর মধ্যে একদিকে দেখা যায়, তারা পয়গম্বরগণকে আল্লাহর পুত্র মনে করে তাদের উপাসনা ও আরাধনা করতে শুরু করেছে। যেমন, এক আয়াতে রয়েছে– "ইহুদিরা বলেছে ওযায়ের আল্লাহর পুত্র এবং খ্রিস্টানরা বলেছে, মসীহ আল্লাহর পুত্র।" অপরদিকে এসব সম্প্রদায়েরই অনেকে পয়গম্বরের উপর্যুপরি মু'জিযা দেখা সত্ত্বেও তাদে পয়গম্বর যখন তাদেরকে কোনো ন্যায়যুদ্ধে আহ্বান করেছেন, তখন পরিষ্কার বলে দিয়েছে, "আপনি এবং আপনার পালনকর্তাই যান এবং শত্রুদের সাথে যুদ্ধ করুন। আমরা এখানেই বসে থাকব।" আবার কোথাও পয়গম্বরগণকে স্বয়ং তাদের অনুসারীদের হাতেই নির্যাতিতও হতে দেখা গেছে।

পক্ষান্তরে মুসলিম সম্প্রদায়ের অবস্থা তা নয়। তারা একদিকে রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর প্রতি এমন আনুগত্য ও মহব্বত পোষণ করে যে, এর সামনে জান-মাল, সন্তান-সন্ততি, ইজ্জত-আবরু সবকিছু বিসর্জন দিতেও কুণ্ঠিত হয় না। অপরদিকে রাসূলকে রাসূল এবং আল্লাহকে আল্লাহ মনে করে। এত সব পরাকাষ্ঠা ও শ্রেষ্ঠত্ব সত্ত্বেও রাসূলুল্লাহ ﷺ -কে তারা আল্লাহর দাস ও রাসূল বলেই বিশ্বাস করে এবং মুখেও প্রকাশ করে। তাঁর প্রশংসা ও গুণকীর্তন করতে গিয়েও তারা একটা সীমার ভিতরে থাকে।

https://e-ilm.weebly.com/

কর্ম ও ইবাদতের ভারসাম্য : বিশ্বাসের পরই শুরু হয় আমল ও ইবাদতের পালা। এক্ষেত্রেও পূর্ববর্তী সম্প্রদায়গুলোর মধ্যে একদিকে দেখা যায়, তারা শরিয়তের বিধি-বিধানকে কানাকড়ির বিনিময়ে বিক্রি করে দেয়, ঘুষ, উৎকোচ নিয়ে আসমানি গ্রন্থকে পরিবর্তন করে অথবা মিথ্যা ফতোয়া দেয়, বাহানা ও অপকৌশলের মাধ্যমে ধর্মীয় বিধান পরিবর্তন করে এবং ইবাদত থেকে গা বাঁচিয়ে চলে। অপরদিকে তাদের উপাসনালয়সমূহে এমন লোকও দেখা যায়, যারা সংসারধর্ম ত্যাগ করে বৈরাগ্য অবলম্বন করেছে। তারা আল্লাহ প্রদত্ত হালাল নিয়ামত থেকেও নিজেদের বঞ্চিত রাখে এবং সহ্য করাকেই ছওয়াব ও ইবাদত বলে মনে করে।

পক্ষান্তরে মুসলিম সম্প্রদায় একদিকে বৈরাগ্যকে মানবতার প্রতি জুলুম বলে মনে করে এবং অপরদিকে আল্লাহ ও রাসূলের বিধি-বিধানের জন্য জীবন বিসর্জন দিতেও কুণ্ঠাবোধ করে না। তারা রোম ও পারস্য সম্রাটের সিংহাসনের অধিপতি ও মালিক হয়েও বিশ্বকে দেখিয়ে দিয়েছে যে, ধর্মনীতি ও রাজনীতির মধ্যে কোনো বৈরিতা নেই এবং ধর্ম মসজিদ ও খানকায় আবদ্ধ থাকার জন্য আসেনি; বরং হাট-ঘাট, মাঠ-ময়দান, অফিস-আদালত এবং মন্ত্রণালয়সমূহে এর সাম্রাজ্য অপ্রতিহত। তারা বাদশাহীর মাঝে ফকিরী এবং ফকিরীর মাঝে বাদশাহী শিক্ষা দিয়েছে।

সামাজিক ও সাংস্কৃতিক ভারসাম্য : এর পর সমাজ ও সংস্কৃতির প্রতি লক্ষ্য করুন। পূর্ববর্তী উম্মতসমূহের মধ্যে একদিকে দেখা যায়, তারা মানবাধিকারের প্রতি পরওয়াও করেনি; ন্যায়-অন্যায়ের তো কোনো কথাই নেই। নিজেদের স্বার্থের বিরুদ্ধে কাউকে যেতে দেখলে তাকে নিপীড়ন-নির্যাতন, হত্যা ও লুণ্ঠন করাকেই বড় কৃতিত্ব মনে করেছে। জনৈক বিত্তশালীর চারণভূমিতে অপরের উট প্রবেশ করে কিছু ক্ষতিসাধন করায় সম্প্রদায়ে সম্প্রদায়ে শতাব্দীব্যাপী যুদ্ধ সংঘটিত হয়ে যায়। এতে কত মানুষ যে নিহত হয়, তার কোনো ইয়ত্তা নেই। মহিলাদের মানবাধিকার দান করা তো দূরের কথা, তাদের জীবিত থাকার অনুমতি পর্যন্ত দেওয়া হতো না। কোথাও প্রচলিত ছিল শৈশবেই তাদের জীবন্ত সমাহিত করার প্রথা এবং কোথাও মৃত স্বামীর সাথে স্ত্রীকে দাহ করার প্রথা। অপরদিকে এমন নির্বোধ দয়ার্দ্রতারও প্রচলন ছিল যে, পোকা-মাকড় হত্যা করাকেও অবৈধ জ্ঞান করা হতো। জীব-হত্যাকে তো দস্তুর মতো মহাপাপ বলে সাব্যস্ত করা হতো। আল্লাহর হালাল করা প্রাণীর গোশত ভক্ষণকে মনে করা হতো অন্যায়।

কিন্তু মুসলিম সম্প্রদায় ও তাদের শরিয়ত এসব ভারসাম্যহীনতার অবসান ঘটিয়েছে। তারা একদিকে মানুষের সামনে মানবাধিকারকে তুলে ধরেছে। শুধু শান্তি ও সন্ধির সময়ই নয়, যুদ্ধক্ষেত্রেও শত্রুর অধিকার সংরক্ষণে সচেতনতা শিক্ষা দিয়েছে। অপরদিকে প্রত্যেক কাজের একটা সীমা নির্ধারণ করেছে, যা লঙ্ঘন করাকে অপরাধ সাব্যস্ত করেছে। নিজ অধিকারের ব্যাপারে ক্ষমা, মার্জনা ও ত্যাগের দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছে এবং অপরের অধিকার প্রদানে যত্নবান হওয়ার পদ্ধতি শিক্ষা দিয়েছে।

অর্থনৈতিক ভারসাম্য : এরপর অর্থনীতির প্রতি লক্ষ্য করুন, এটাও বিশ্বের একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। এক্ষেত্রেও অপরাপর সম্প্রদায়ের মধ্যে বিস্তর ভারসাম্যহীনতা পরিলক্ষিত হয়। একদিকে রয়েছে পুঁজিবাদী অর্থ ব্যবস্থা। এতে হালাল-হারাম এবং অপরের সুখ-শান্তি ও দুঃখ-দুরবস্থা থেকে চক্ষু বন্ধ করে অধিকতর ধন-সম্পদ সঞ্চয় করাকেই সর্ববৃহৎ মানবিক সাফল্য গণ্য করা হয়। অপরদিকে রয়েছে সমাজতান্ত্রিক অর্থ ব্যবস্থা। এতে ব্যক্তি মালিকানাকেই অপরাধ সাব্যস্ত করা হয়। চিন্তা করলে বুঝা যায় যে, উভয় অর্থব্যবস্থার সারমর্মই হচ্ছে ধন-সম্পদের উপাসনা, ধন-সম্পদকেই জীবনের একমাত্র লক্ষ্য ও মূল উদ্দেশ্য জ্ঞান করা এবং এরই জন্য যাবতীয় চেষ্টা-সাধনা নিয়োজিত করা।

মুসলিম সম্প্রদায় ও তাদের শরিয়ত এক্ষেত্রেও ভারসাম্যপূর্ণ অভিনব অর্থব্যবস্থা প্রবর্তন করেছে। ইসলামি শরিয়ত একদিকে ধন-সম্পদকে জীবনের লক্ষ্য মনে করতে বারণ করেছে এবং সম্মান, ইজ্জত ও কোনো পদমর্যাদা লাভকে এর উপর নির্ভরশীল রাখেনি; অপরদিকে সম্পদ বণ্টনের নিষ্কলুষ নীতিমালা প্রণয়ন করে দিয়েছে যাতে কোনো মানুষ জীবন ধারণের প্রয়োজনীয় উপায়-উপকরণ থেকে বঞ্চিত না থাকে এবং কেউ সমগ্র সম্পদ কুক্ষিগত করে না বসে। এছাড়া সম্মিলিত মালিকানাভুক্ত বিষয়-সম্পত্তিকে যৌথ ও সাধারণ ওয়াকফের আওতায় রেখেছে। বিশেষ বস্তুর মধ্যে ব্যক্তিমালিকানার প্রতি সম্মান দেখিয়েছে। হালাল মালের শ্রেষ্ঠত্ব বর্ণনা করেছে এবং তা রাখার ও ব্যবহার করার পদ্ধতি শিক্ষা দিয়েছে।

https://e-ilm.weebly.com/

সাক্ষ্যদানের জন্য ন্যায়ানুগ হওয়া শর্ত : لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ মুসলিম সম্প্রদায়কে ভারসাম্যপূর্ণ তথা ন্যায়ানুগ করা হয়েছে যাতে তারা সাক্ষ্যদানের যোগ্য হয়। এতে বুঝা যায়, যে ব্যক্তি আদেল বা ন্যায়ানুগ নয়, সে সাক্ষ্যদানেরও যোগ্য নয়। আদেলের অর্থ সাধারণতঃ 'নির্ভরযোগ্য' করা হয়। এর সম্পূর্ণ শর্ত ফিকহ গ্রন্থসমূহে উল্লিখিত রয়েছে।

ইজমা শরিয়তের দলিল : ইমাম কুরতুবী (র.) বলেন, ইজমা [মুসলিম ঐকমত্য] যে শরিয়তের একটি দলিল, আলোচ্য আয়াতটি তার প্রমাণ। কারণ আল্লাহ তা'আলা এ সম্প্রদায়কে সাক্ষ্যদাতা সাব্যস্ত করে অপরাপর সম্প্রদায়ের বিপক্ষে তাদের বক্তব্যকে দলিল করে দিয়েছে। এতে প্রমাণিত হয় যে, এ সম্প্রদায়ের ইজমা বা ঐকমত্যও একটি দলিল এবং তা পালন করা ওয়াজিব। সাহাবীগণের ইজমা তাবেয়ীগণের জন্য এবং তাবেয়ীগণের ইজমা তাঁদের পরবর্তীদের জন্যে দলিল স্বরূপ।

তাফসীরে মাযহারীতে বর্ণিত আছে– এ আয়াতের দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, এ সম্প্রদায়ের যেসব ক্রিয়াকর্ম সর্বসম্মত, তা আল্লাহর কাছে প্রশংসনীয় ও গ্রহণীয়। কারণ যদি মনে করা হয় যে, তারা ভ্রান্ত বিষয়ে একমত হয়েছে, তবে তাদের নির্ভরযোগ্য সম্প্রদায় বলার কোনো অর্থ থাকে না।

ইমাম জাস্‌সাস (র.) বলেন– এই আয়াতের দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, প্রত্যেক যুগের মুসলমানদের ইজমাই আল্লাহর কাছে গ্রহণীয়। 'ইজমা শরিয়তের দলিল' এ কথাটি প্রথম শতাব্দী অথবা বিশেষ কোনো যুগের সাথে বিশেষভাবে সম্পৃক্ত নয়। কারণ আয়াতে সমগ্র সম্প্রদায়কেই সম্বোধন করা হয়েছে। যারা আয়াত নাজিলের সময়ে বিদ্যমান ছিলেন, তাঁরাই শুধু মুসলিম সম্প্রদায় নন; বরং কিয়ামত পর্যন্ত যত মুসলমান আসবে, তারা সবাই মুসলিম সম্প্রদায়ভুক্ত। সুতরাং প্রতি যুগের মুসলমানই 'আল্লাহর সাক্ষ্যদাতা'। তাদের উক্তি দলিল। তারা কোনো ভুল বিষয়ে একমত হতে পারে না।

কা'বা শরীফ সর্বপ্রথম কখন নামাজের কেবলা হয় : হিজরতের পূর্বে মক্কা মোকাররমায় যখন নামাজ ফরজ হয়, তখন কা'বা গৃহই নামাজের জন্য কেবলা ছিল, না বায়তুল- মাকদিস ছিল এ প্রশ্নে সাহাবী ও তাবেয়ীগণের মধ্যে মতভেদ রয়েছে। হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা.) বলেন– ইসলামের শুরু থেকেই কেবলা ছিল বায়তুল মাকদিস। হিজরতের পরও ষোল/সতের মাস পর্যন্ত বায়তুল মোকাদ্দাসই কেবলা ছিল। এরপর কা'বাকে কেবলা করার নির্দেশ আসে। তবে রাসূলুল্লাহ ﷺ মক্কায় অবস্থানকালে হাজরে-আসওয়াদ ও রোকনে-ইয়ামীনের মাঝখানে দাঁড়িয়ে নামাজ পড়তেন যাতে কা'বা ও বায়তুল মোকাদ্দাস উভয়টিই সামনে থাকে। মদিনায় পৌঁছার পর এরূপ করা সম্ভবপর ছিল না। তাই তাঁর মনে কেবলা পরিবর্তনের বাসনা দানা বাঁধতে থাকে।–[ইবনে কাসীর]

অন্যান্য সাহাবী ও তাবেয়ীগণ বলেন– মক্কায় নামাজ ফরজ হওয়ার সময় কা'বা গৃহই ছিল মুসলমানদের প্রাথমিক কেবলা। কেননা হযরত ইবরাহীম ও ইসমাঈল (আ.)-এর কেবলাও তাই ছিল। মহানবী ﷺ মক্কায় অবস্থানকালে কা'বাগৃহের দিকে মুখ করেই নামাজ পড়তেন। মদিনায় হিজরতের পর তাঁর কেবলা বায়তুল মাকদিস সাব্যস্ত হয়। তিনি মদিনায় ষোল/সতের মাস পর্যন্ত বায়তুল মাকদিসের দিকে মুখ করে নামাজ পড়েন। এরপর প্রথম কেবলা অর্থাৎ, কা'বাগৃহের দিকে মুখ করার নির্দেশ অবতীর্ণ হয়।

বনূ-সালামার মুসলমানগণ জোহর অথবা আসরের নামাজ থেকেই কেবলা পরিবর্তনের নির্দেশ কার্যকর করে দেন। কিন্তু কোবার মসজিদে এ সংবাদ পরদিন ফজরের নামাজে পৌঁছালে তারাও নামাজের মধ্যেই বায়তুল মাকদিসের দিক থেকে কা'বার দিকে মুখ করে নেন।–[ইবনে কাসীর, জাস্‌সাস]

قوله وَمَا كَانَ اللّٰهُ لِيُضِيعَ إِيمَانَكُمْ –এখানে ঈমান শব্দ দ্বারা ঈমানের প্রচলিত অর্থ নেওয়া হলে আয়াতের মর্ম হবে এই যে, কেবলা পরিবর্তনের ফলে নির্বোধরা মনে করতে থাকে যে, এরা ধর্ম ত্যাগ করেছে কিংবা এদের ঈমান নষ্ট হয়ে গেছে। উত্তরে বলা হয়েছে যে, আল্লাহ তা'আলা তোমাদের ঈমান নষ্ট করবেন না। কাজেই তোমরা নির্বোধদের কথায় কর্ণপাত করো না।

কোনো কোনো হাদীসে এবং মনীষীদের উক্তিতে এখানে ঈমানের অর্থ করা হয়েছে নামাজ। মর্মার্থ এই যে, সাবেক কেবলা বায়তুল মাকদিসের দিকে মুখ করে যেসব নামাজ পড়া হয়েছে, আল্লাহ তা'আলা সেগুলো নষ্ট করবেন না; বরং তা শুদ্ধ ও মকবুল হয়েছে।

https://e-ilm.weebly.com/

সহীহ্ বুখারীতে হযরত ইবনে আ'যেব (রা.) এবং তিরমিযীতে হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) থেকে বর্ণিত রয়েছে, কা'বাকে কেবলা করার পর অনেকেই প্রশ্ন করে যে, যেসব মুসলমান ইতোমধ্যেই ইন্তেকাল করেছেন, তাঁরা বায়তুল মাকদিসের দিকে নামাজ পড়ে গেছেন– কা'বার দিকে নামাজ পড়ার সুযোগ পাননি, তাঁদের কি হবে? এ প্রশ্নের প্রেক্ষিতেই আলোচ্য আয়াত নাজিল হয়। এতে নামাজকে 'ঈমান' শব্দ দ্বারা ব্যক্ত করে স্পষ্ট করে বলে দেওয়া হয়েছে যে, তাদের সব নামাজই শুদ্ধ ও গ্রহণীয়। তাদের ব্যাপারে কেবলা পরিবর্তনের কোনো প্রতিক্রিয়া হবে না।

আলোচ্য ১৪৪ তম আয়াতের প্রথম বাক্যে কা'বার প্রতি রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর আকর্ষণ এবং এর বিভিন্ন কারণ বর্ণিত হয়েছে। এসব কারণের মধ্যে কোনো বিরোধ নেই। সবই সম্ভবপর। উদাহরণত মহানবী ﷺ ওহী অবতরণ ও নবুয়তপ্রাপ্তির পূর্বে স্বীয় স্বভাবগত ঝোঁকে দীনে ইবরাহীমীর অনুসরণ করতেন। ওহী অবতরণের পর কুরআনও তাঁর শরিয়তকে দীনে ইবরাহীমের অনুরূপ বলেই আখ্যা দিয়েছেন। হযরত ইবরাহীম ও হযরত ইসমাঈল (আ.)-এর কেবলাও কা'বাই ছিল।

আরো কারণ ছিল এই যে, আরব গোত্রগুলো মৌখিকভাবে হলেও দীনে ইবরাহীমী স্বীকার করত এবং নিজেদেরকে তার অনুসারী বলে দাবি করত। ফলে কা'বা মুসলমানদের কেবলা হয়ে গেলে তারা ইসলামের প্রতি আকৃষ্ট হতে পারত। সাবেক কেবলা বায়তুল মাকদিস দ্বারা আহলে কিতাবদের আকৃষ্ট করা উদ্দেশ্য ছিল। কিন্তু ষোল/সতের মাসের অভিজ্ঞতার পর সে উদ্দেশ্য ব্যর্থ হয়ে যায়। কারণ মদিনার ইহুদিরা এর কারণে ইসলামের নিকটবর্তী হওয়ার পরিবর্তে দূরেই সরে যাচ্ছিল।

মোটকথা, কা'বা মুসলমানদের কেবলা সাব্যস্ত হোক– এটাই ছিল মহানবী ﷺ -এর আন্তরিক বাসনা। তবে আল্লাহর নৈকট্যশীল পয়গম্বরগণ কোনো দরখাস্ত ও বাসনা পেশ করার অনুমতি আছে বলে, না জানা পর্যন্ত আল্লাহর দরবারে কোনো দরখাস্ত ও বাসনা পেশ করেন না। এতে বুঝা যায় যে, মহানবী ﷺ এ দোয়া করার অনুমতি পূর্বাহ্নেই পেয়েছিলেন। এজন্য তিনি কেবলা পরিবর্তনের দোয়া করেছিলেন এবং তা কবুল হবে বলে আশাবাদীও ছিলেন। এ কারণেই তিনি বারবার আকাশের দিকে চেয়ে দেখতেন যে, ফেরেশতা নির্দেশ নিয়ে আসছে কিনা। আলোচ্য আয়াতে এ দৃশ্যটি বর্ণনা করার পর প্রথমে দোয়া কবুল করার ওয়াদা করা হয়– فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضٰهَا অর্থাৎ আমি আপনার চেহারা মোবারক সেদিকেই ফিরিয়ে দিব, যেদিকে আপনি পছন্দ করেন। অতঃপর তৎক্ষণাৎ সে দিকে মুখ করার আদেশ নাজিল করা হয়, যথা, فَوَلِّ وَجْهَكَ এর বর্ণনা পদ্ধতিটি বিশেষ আনন্দদায়ক। এতে প্রথমে ওয়াদার আনন্দ ও পরে ওয়াদা পূরণের আনন্দ একই সাথে উপভোগ করা যায়।

নামাজে কেবলামুখি হওয়ার মাসআলা : পূর্বে বর্ণিত হয়েছে যে, আল্লাহ রাব্বুল আলামীনের কাছে সর্বদিকই সমান। قُلْ لِّلّٰهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ পূর্ব -পশ্চিম আল্লাহরই মালিকানাধীন। কিন্তু উম্মতের স্বার্থে সারা বিশ্বের মুসলমানদের জন্য একটি দিককে কেবলা হিসেবে নির্দিষ্ট করে সবার মাঝে ধর্মীয় ঐক্য প্রতিষ্ঠিত করা হয়েছে। তবে এ দিকটি বায়তুল মাকদিসও হতে পারত। কিন্তু মহানবী ﷺ -এর আন্তরিক বাসনার কারণে কা'বাকে কেবলা সাব্যস্ত করে আলোচ্য আয়াতে এ নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। এখানে فَوَلِّ وَجْهَكَ اِلَى الْكَعْبَةِ অর্থাৎ, 'কা'বার দিকে মুখ করে অথবা বায়তুল্লার দিকে মুখ কর' বলার পরিবর্তে شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ [অর্থাৎ মসজিদে হারামের দিকে] বলা হয়েছে। এতে কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ মাসআলা স্পষ্ট হয়ে গেছে।

প্রথমত : যদিও আসল কেবলা বায়তুল্লাহ তথা কা'বা; কিন্তু কা'বার দিকে মুখ করা সেখান পর্যন্তই সম্ভব, যেখান থেকে তা দৃষ্টিগোচর হয়। যারা সেখান থেকে দূরে এবং কা'বা তাদের দৃষ্টিগোচর থাকে, তাঁদের উপরও হুবহু কা'বার দিকে মুখ করার কড়াকড়ি আরোপ করা হলে, তা পালন করা খুবই কঠিন হতো। বিশেষ যন্ত্রপাতি ও অঙ্কের মাধ্যমেও নির্ভুল দিক নির্ণয় করা দূরবর্তী অঞ্চলসমূহে অনিশ্চিত হয়ে পড়তো। অথচ শরিয়ত সহজ-সরল ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত। এ কারণে বায়তুল্লাহ অথবা কা'বা শব্দের পরিবর্তে মসজিদুল হারাম শব্দ ব্যবহার করা হয়েছে।

বায়তুল্লাহ অপেক্ষা মসজিদুল হারাম অনেক বেশি স্থান জুড়ে বিস্তৃত। এ বিস্তৃত স্থানের দিকে মুখ করা দূর-দূরান্তের মানুষের জন্যও সহজ।

https://e-ilm.weebly.com/

সংক্ষিপ্ত শব্দ إِلَى -এর পরিবর্তে شَطْرَ শব্দটি ব্যবহার করায় কেবলার দিকে মুখ করার ব্যাপারটি আরো সহজ হয়ে গেছে। شَطْرَ দু' অর্থে ব্যবহৃত হয়– বস্তুর অর্ধাংশ ও বস্তুর দিক। আলোচ্য আয়াতে এর অর্থ হচ্ছে বস্তুর দিক। এতে বুঝা যায় যে, দূরবর্তী দেশসমূহে বা অঞ্চলে বিশেষভাবে মসজিদে হারামের দিকে মুখ করাও জরুরি নয়; বরং মসজিদে-হারাম যেদিকে অবস্থিত সে দিকের প্রতি মুখ করাই যথেষ্ট। –[বাহরে মুহীত]

وَمَا أَنْتَ بِتَابِعٍ قِبْلَتَهُمْ– আয়াতে ঘোষণা করা হয়েছে যে, খানায়ে কা'বা কিয়ামত পর্যন্ত আপনার কেবলা থাকবে। এতে ইহুদি-নাসারাদের সে মতবাদের খণ্ডন করাই ছিল উদ্দেশ্য যে, মুসলমানদের কেবলার কোনো স্থিতি নেই: ইতঃপূর্বে তাদের কেবলা ছিল খানায়ে কা'বা, পরিবর্তিত হয়ে বায়তুল মাকদিস হলো, আবার তাও বদলে গিয়ে পুনরায় খানায়ে কা'বা হলো। আবারও হয়তো বদলে বায়তুল মাকদিসকেই কেবলা বানিয়ে নিবে। –[বাহরে মুহীত]

وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ এখানে অসম্ভবকে সম্ভব ধরে নিয়ে হুজুর ﷺ-কে সম্বোধন করা হয়েছে। প্রকৃতপক্ষে বিষয়টির দ্বারা উম্মতে মুহাম্মদীকে অবহিত করাই উদ্দেশ্য যে, উল্লিখিত নির্দেশের বিরুদ্ধাচরণ এতই কঠিন ব্যাপার যে, স্বয়ং রাসূলে কারীম -ও যদি এমনটি করেন, [অবশ্য তা অসম্ভব], তবে তিনিও সীমা লঙ্ঘনকারী বলে সাব্যস্ত হবেন।

اَلَّذِيْنَ اٰتَيْنٰهُمُ الْكِتَابَ يَعْرِفُوْنَهٗ كَمَا الخ : নং আয়াতে রাসূলে কারীম ﷺ-কে রাসূল হিসেবে চেনার উদাহরণ সন্তানদের চেনার সাথে দেওয়া হয়েছে। অর্থাৎ, এরা যেমন কোনোরকম সন্দেহ-সংশয়হীনভাবে নিজেদের সন্তানদেরকে জানে, তেমনিভাবে তাওরাত ও ইঞ্জিলে বর্ণিত রাসূলে কারীম ﷺ-এর সুসংবাদ, প্রকৃষ্ট লক্ষণ ও নিদর্শনাবলির মাধ্যমে তাঁকেও সন্দেহাতীতভাবেই চেনে। কিন্তু তাদের যে অস্বীকৃতি তা একান্তভাবেই হঠকারিতা ও বিদ্বেষপ্রসূত।

এখানে লক্ষণীয় বিষয় এই যে, পরিপূর্ণভাবে চেনার উদাহরণ পিতা-মাতাকে চেনার সাথে না দিয়ে সন্তান-সন্ততিকে চেনার সাথে দেওয়া হয়েছে। অথচ মানুষ স্বভাবতঃ পিতা-মাতাকেও অত্যন্ত ভালো করেই জানে। এহেন উদাহরণ দেওয়ার কারণ হলো এই যে, পিতা-মাতার নিকট সন্তানাদির পরিচয় সন্তানের নিকট পিতা-মাতার পরিচয় অপেক্ষা বহুগুণ বেশি হয়ে থাকে। কারণ পিতা-মাতা জন্মলগ্ন থেকে সন্তান-সন্ততিকে স্বহস্তে লালন-পালন করেন। তাদের শরীরের এমন কোনো অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ নেই, যা পিতা-মাতার দৃষ্টির অন্তরালে থাকতে পারে। পক্ষান্তরে পিতা-মাতার গোপন অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ সন্তানরা কখনো দেখে না।

কা'বার প্রতি রাসূল ﷺ-এর ভালোবাসার কারণ : কা'বা ঘরকে মুসলমানদের কেবলা করা হোক, এটা নবীজী মনে মনে আকাঙ্ক্ষা করতেন। এমনকি এ জন্য তিনি আল্লাহর কাছে দোয়াও করতেন। কা'বার প্রতি নবীজীর এ ভালোবাসার কিছু কারণ অনুমান করা হয়। যথা–

সহজাত প্রবৃত্তি : নবীজী কা'বার পাশে জন্ম গ্রহণ করেন। জন্মের পর দাদা আব্দুল মুত্তালিব তাঁকে কা'বার ভিতরে নিয়ে যান এবং সেখানেই তার নাম মুহাম্মদ রাখেন। তাছাড়া পরিণত বয়সে নবুয়ত প্রাপ্তির পর প্রথমত কা'বা-ই ছিল তাঁর কেবলা। এসব আনুসাঙ্গিকতার ফলে কা'বার সহজাত প্রবৃত্তির প্রতি টান ছিল অনেক।

বংশীয় টান : নবীজীর দাদা আব্দুল মুত্তালিব, চাচা আব্বাস, আবূ তালিব প্রমূখ ছিলেন কা'বার সংস্কারক ও প্রতিনিধি। তাছাড়া নবীজী নিজেও কা'বা সংস্কারে অংশ নিয়েছেন। নিজ হাতে স্থাপন করেছেন মূল্যবান হাজরে আসওয়াদ। এরূপ সংশ্লিষ্টতার কারণে কা'বার প্রতি তাঁর বংশীয় টান কিছুটা বেশি থাকাই স্বাভাবিক।

ইবরাহীম (আ.)-এর প্রতি ভক্তি : নবীজী প্রথম থেকেই মিল্লাতে ইবরাহীমের ভক্ত ছিলেন। পরবর্তীতে পবিত্র কুরআনে তাঁকে মিল্লাতে ইবরাহীমের উপর অটল থাকার পক্ষে স্বীকৃতি দেওয়া হয়। আর হযরত ইবরাহীম (আ.)-এর কেবলা ছিল কা'বা ঘর। তাই স্বভাবতই তিনি ইবরাহীমের কিবলা তাঁর উম্মতের কিবলা হোক এটাই চাচ্ছিলেন।

মক্কার মুশরিকদের ইসলামের প্রতি আকৃষ্ট করণ : মক্কার মুশরিকরা নিজেদেরকে হযরত ইবরাহীম (আ.)-এর অনুসারী বলে দাবি করত এবং কা'বা ঘরকে তারা কেবলা মানত। নবীজী ﷺ ভাবলেন কা'বা কে যদি কেবলা বানানো হয় তবে মুশরিকরা হয়তো খুশি হয়ে ইসলাম ধর্ম মেনে নেবে।

ভৌগলিক কারণ : অবস্থানের দিক দিয়ে বায়তুল মাকদিসের তুলনায় কা'বাঘর ছিল মুসলমাদের জন্য অনুকূলে। সর্বোপরি বলা যায় যে, কা'বাকে কেবলা বানানো আল্লাহর ইচ্ছা ছিল, তাই নবীজীর মনে-এর প্রতি আকর্ষণ সৃষ্টি করে দেওয়া হয়েছিল।

https://e-ilm.weebly.com/

مَسْجِد حَرَامْ -এর পরিচয় : "কা'বা"কে সাধারণতঃ بَيْتُ اللّٰهِ বলা হয়। বায়তুল্লাহ্‌কে ঘিরে চারপাশে নামাজের জন্য যে বিস্তৃর্ণ জায়গা রয়েছে তাকে مَسْجِد حَرَامْ বলা হয়। بَيْتُ اللّٰهِ মসজিদে হারামের অন্তর্ভুক্ত। এখানে মসজিদকে হারাম বলার কারণ : (১) حَرَامْ শব্দের অর্থ যদি ধরা হয় নিষিদ্ধ। তবে এর কারণ হবে এই বায়তুল্লাহর সীমানার ভিতর যুদ্ধ বিগ্রহ, উচ্চ-বাচ্য, আচার-বিচার, হত্যা-খুন, গাল-মন্দ, পশু-পাখী শিকার, এমনকি গাছের পাতা ছেড়াও নিষিদ্ধ। তাই এই মসজিদকে মসজিদে হারাম বলা হয়। (২) আর حَرَامْ অর্থ যদি ধরা হয় সম্মানিত। তবে তো কারণ খোঁজার কোনো প্রয়োজন পড়ে না। সম্মানিত হওয়ার জন্য আল্লাহর ঘর حَرَامْ হিসেবে স্বীকৃতি পাওয়াই যথেষ্ট। তাছাড়া এর বিশেষ সম্মানের কারণেই এর সীমানায় উল্লিখিত অন্যায় আচরণসমূহ নিষিদ্ধ করা হয়েছে।

কেবলা পরিবর্তনের মূল সময় : কেবলা পরিবর্তন সংক্রান্ত উপরিউক্ত আয়াতগুলো হলো মূল প্রত্যাদেশ। দ্বিতীয় হিজরি সালের রজব কিংবা শা'বান মাসে এ নির্দেশ অবতীর্ণ হয়। ইবনে সা'দ বর্ণনা করেছেন– নবী করীম ﷺ বনূ সালামা গোত্রের বিশর ইবনে বাররাহ ইবনে মারুর-এর গৃহে আমন্ত্রিত হয়েছিলেন, সেখানে সে এলাকার মসজিদে যোহরের নামাজের সময় এ আয়াত নাজিল হয়। সাথে সাথে নবী করীম ﷺ ও সাহাবাগণ বায়তুল মাকদিসের দিক হতে মুখ ফিরিয়ে কা'বা গৃহের দিকে মুখ করে দাঁড়ান। এ কারণে এ মসজিদটিকে "মসজিদুল কিবলাতাইন" নামে অভিহিত করা হয়।

বায়তুল মাকদিসের দিকে তাকানো কি ফরজ ছিল? মদিনার জীবনে বায়তুল মাকদিসের দিকে মুখ করে নামাজ আদায় করা ফরজ ছিল কিনা ? এ ব্যাপারে মতভেদ দেখা যায়। রাবী ইবনে আনাস (রা.) বলেন– তাঁর জন্য কা'বা এবং বায়তুল মাকদিসকে কেবলা গ্রহণের ব্যাপারে স্বাধীনতা ছিল। হযরত ইবনে আব্বাস -এর মতে, বায়তুল মাকদিসের দিকে তাকানো ছিল ফরজ।

◈ ইবনে আনাসের দলিল হলো– فَاَيْنَمَا تُوَلُّوْا فَثَمَّ وَجْهُ اللّٰهِ
◈ ইবনে আব্বাস -এর মতে দলিল হলো– فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضٰهَا

বার বার আকাশের দিকে তাকানোর কারণ : কা'বা মুসলমানদের কেবলা হোক এটাই ছিল রাসূল ﷺ-এর আন্তরিক কামনা। তবে নবীগণ কোনো দরখাস্ত পেশ করার অনুমতি আছে বলে না জানা পর্যন্ত আল্লাহর দরবারে কোনো দরখাস্ত পেশ করতেন না। এতে বুঝা যায় যে, মহানবী ﷺ এ দোয়া করার অনুমতি পূর্বাহ্নেই পেয়েছিলেন। এজন্য তিনি কিবলা পরিবর্তনের জন্য দোয়া করছিলেন এবং তা কবুল হবে বলে আশাবাদীও ছিলেন। এ কারণেই তিনি বার বার আকাশের দিকে তাকিয়ে দেখতেন ফেরেশতা জিবরাঈল (আ.) এ সম্পর্কে কোনো ওহী নিয়ে আসছে কি-না। আলোচ্য আয়াতে এ দৃশ্যটি বর্ণনা করার পর প্রথমে দোয়া কবুল করার ওয়াদা করা হয়। فَلَنُوَلِّيَنَّكَ অর্থাৎ আমি আপনার চেহারা মোবারক সে দিকেই ফিরিয়ে দেব যে দিকে আপনি পছন্দ করেন। অতঃপর তৎক্ষণাৎ সেদিকে মুখ করার আদেশ নাজিল করা হয় যে, فَوَلِّ وَجْهَكَ এর বর্ণনা পদ্ধতিটি বিশেষ আনন্দদায়ক। এতে প্রথমে ওয়াদার আনন্দ ও পরে ওয়াদা পূরণের আনন্দ একই সাথে উপভোগ করা যায়। –[কুরতুবী]

কা'বাকে মসজিদুল হারাম বলা : কা'বা নির্দিষ্টভাবে আল্লাহর ঘরের নাম। কা'বা শব্দটি বায়তুল্লাহর পার্শ্ববর্তী হেরেমকে শামিল করে না। মসজিদে হারাম বললে পূর্ণ হেরেমকে বুঝায়, যেখানে কা'বাও শামিল। যা দ্বারা এ কথার প্রতি ইঙ্গিত রয়েছে যে, নামাজে দিক রক্ষা করা ওয়াজিব। হুবহু কা'বাকে সামনে রাখা ওয়াজিব নয়।– আয়াতুল আহকাম

কুরআনে মসজিদে হারাম দ্বারা উদ্দেশ্য ঃ اَلْمَسْجِدُ الْحَرَامُ -এর উল্লেখ কুরআনের বিভিন্ন আয়াত ও হাদীসে রয়েছে। এর দ্বারা কয়েকটি অর্থ উদ্দেশ্য করা হয়েছে। যেমন–

(১) اَلْمَسْجِدُ الْحَرَامُ অর্থ কা'বা। আল্লাহ বলেন– فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ অর্থাৎ جِهَةَ الْكَعْبَةِ তথা কা'বার দিকে আপনার চেহারা ফিরিয়ে নিন।

(২) اَلْمَسْجِدُ الْحَرَامُ অর্থ পূর্ণ মসজিদ। যেমন নবী করীম ﷺ বলেন,

صَلٰوةٌ فِيْ مَسْجِدِيْ هٰذَا خَيْرٌ مِنْ اَلْفٍ فِيْمَا سِوَاهُ اِلَّا الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ

(৩) তৃতীয় অর্থ– মক্কা শরীফ। যেমন আল্লাহ্ বলেন–

سُبْحٰنَ الَّذِيْ اَسْرٰى بِعَبْدِهٖ لَيْلًا مِّنَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ اِلَى الْمَسْجِدِ الْاَقْصٰى

(৪) চতুর্থ অর্থ হলো পূর্ব হেরেম। যেমন আল্লাহ্ বলেন–

اِنَّمَا الْمُشْرِكُوْنَ نَجَسٌ فَلَا يَقْرَبُوا الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ بَعْدَ عَامِهِمْ هٰذَا

এখানে অমুসলিমদের হেরেমে প্রবেশের উপর নিষেধাজ্ঞা জারি করা হয়েছে।

https://e-ilm.weebly.com/

يَعْرِفُوْنَهٗ -এর , সর্বনামের প্রত্যাবর্তনস্থল : অধিকাংশ ওলামার মতে , সর্বনাম দ্বারা রাসূলে আকরাম ﷺ-কে বুঝানো হয়েছে। তাওরাত ও ইনজীলে রাসূল ﷺ-এর যাবতীয় বৈশিষ্ট্য এতে সুস্পষ্টভাবে উল্লেখ করা হয়েছে যে, তারা হুজুরকে ঠিক তেমনিভাবে চিনতে পেরেছে যেমনভাবে পিতা তার সন্তানকে চিনতে পারে। হাজার ছেলের ভীড়েও পিতা তার ছেলেকে সনাক্ত করতে ও চিনে নিতে মোটেই ভুল করে না। তাদেরও নবী পরিচিতি এ পর্যায়েই ছিল।

ইবনে আব্বাস, কাতাদা, রাবী প্রমুখের মতে , সর্বনামটি اَمْرُ الْقِبْلَةِ বুঝাতে এসেছে। অর্থাৎ কেবলা পরিবর্তনের বিষয়টি যে সত্য ও আল্লাহর পক্ষ হতে প্রত্যাদিষ্ট, এ বিষয়টি নিজ সন্তানকে চেনার ন্যায় সুস্পষ্টভাবে তারা জানে ও বুঝে, যদিও তারা তা স্বীকার করে না।

قَوْلُهٗ لَيَكْتُمُوْنَ الْحَقَّ "তারা حَقَّ গোপন করে।" এখানে حَقَّ দ্বারা দু'টি উদ্দেশ্য হতে পারে।

(ক) মুজাহিদ, কাতাদাহ প্রমুখের মতে اَلْحَقُّ দ্বারা মুহাম্মদ ﷺ-এর নবুয়তের যাবতীয় নিদর্শন ও প্রমাণাদী উদ্দেশ্য।

(খ) কারো মতে কেবলা পরিবর্তনের বিষয়টিকে اَلْحَقُّ বলা হয়েছে। তবে প্রথম অভিমতটি অগ্রগণ্য।

শব্দ বিশ্লেষণ

وَلّٰى : সীগাহ وَاحِدْ مُذَكَّرْ غَائِبْ বহছ مَاضِىْ مَعْرُوْف বাব تَفْعِيْل মাসদার اَلتَّوْلِيَةُ মূলবর্ণ (و . ل . ى) জিনস لَفِيْف مَفْرُوْق অর্থ– সে মুখ ফিরিয়ে নিল।

يَشَاءُ : সীগাহ وَاحِدْ مُذَكَّرْ غَائِبْ বহছ مُضَارِعْ مَعْرُوْف বাব فَتَحَ মাসদার اَلْمَشِيْئَةُ মূলবর্ণ (ش . ى . أ) জিনস মোরাক্কাব مَهْمُوْز لَامْ ও اَجْوَف يَائِىْ অর্থ– সে চাইবে।

صِرَاط : শব্দটি একবচন, বহুবচনে صُرُطٌ অর্থ– রাস্তা, উদ্দেশ্য দীন ইসলাম।

مُسْتَقِيْم : সীগাহ وَاحِدْ مُذَكَّرْ বহছ اِسْم فَاعِلْ বাব اِسْتِفْعَالْ মাসদার اَلْاِسْتِقَامَةُ মূলবর্ণ (ق . و . م) জিনস اجوف وَاوِىْ অর্থ– সোজা।

يَتَّبِعُ : সীগাহ وَاحِدْ مُذَكَّرْ غَائِبْ বহছ مُضَارِعْ مَعْرُوْف বাব اِفْتِعَالْ মাসদার اَلْاِتِّبَاعُ মূলবর্ণ (ت . ب . ع) জিনস صَحِيْح অর্থ– সে অনুসরণ করে।

لَا يُضِيْعُ : সীগাহ وَاحِدْ مُذَكَّرْ غَائِبْ বহছ نَفِى فِعْل مُضَارِعْ مَعْرُوْف বাব اِفْعَالْ মূলবর্ণ (ض . ى . ع) মাসদার اَلْاِضَاعَةُ জিনস اَجْوَف يَائِىْ অর্থ– তিনি নষ্ট করেন না।

قَدْ نَرٰى : সীগাহ جَمْع مُتَكَلِّمْ বহছ مُضَارِعْ مَعْرُوْف বাব فَتَحَ মাসদার اَلرُّؤْيَةُ মূলবর্ণ (ر . أ . ى) জিনস মোরাক্কাব, نَاقِص يَائِىْ ও مَهْمُوْز عَيْن অর্থ– আমরা দেখতে পাই।

لَنُوَلِّيَنَّكَ : সীগাহ جَمْع مُتَكَلِّمْ বহছ مُسْتَقْبِلْ مَعْرُوْف دَرْ فِعْل تَاكِيْد بَا نُوْن تَاكِيْد ثَقِيْلَة لَام বাব تَفْعِيْل মাসদার اَلتَّوْلِيَةُ মূলবর্ণ (و . ل . ى) জিনস لَفِيْف مَفْرُوْق অর্থ– অবশ্যই অবশ্যই আমি পরিবর্তন করে দিব।

تَرْضٰهَا : সীগাহ وَاحِدْ مُذَكَّرْ حَاضِرْ বহছ مُضَارِعْ مَعْرُوْف বাব سَمِعَ মাসদার اَلرِّضْوَانُ মূলবর্ণ (ر . ض . و) জিনস نَاقِص وَاوِىْ অর্থ– তুমি পছন্দ করবে, তুমি রাজি হবে।

وَلِّ : সীগাহ وَاحِدْ مُذَكَّرْ حَاضِرْ বহছ اَمْر حَاضِرْ مَعْرُوْف বাব تَفْعِيْل মাসদার اَلتَّوْلِيَةُ মূলবর্ণ (و . ل . ى) জিনস لَفِيْف مَفْرُوْق অর্থ– তুমি মুখ ফিরাও।

وَلُّوْا : সীগাহ جَمْع مُذَكَّرْ حَاضِرْ বহছ اَمْر حَاضِرْ مَعْرُوْف বাব تَفْعِيْل মাসদার اَلتَّوْلِيَةُ মূলবর্ণ (و . ل . ى) জিনসে لَفِيْف مَفْرُوْق অর্থ– তারা মুখ ফিরিয়ে নিল।

https://e-ilm.weebly.com/

أَتَيْتَ সীগাহ وَاحِدْ مُذَكَّر حَاضِرْ বহছ إِثْبَاتْ فِعْل مَاضِيْ مَعْرُوْف বাব ضَرَبَ মাসদার اَلْإِتْيَانُ অর্থ– তুমি এসেছ।

أَتْبَعْتَ সীগাহ وَاحِدْ مُذَكَّر حَاضِرْ বহছ مَاضِيْ مَعْرُوْف বাবে اِفْتِعَالْ মাসদার اَلْإِتْبَاعُ মূলবর্ণ– (ت . ب . ع) জিনসে صَحِيْح অর্থ– তুমি অনুসরণ করতে।

বাক্য বিশ্লেষণ

سَيَقُوْلُ السُّفَهَاۤءُ : এখানে سَيَقُوْلُ হলো فِعْل আর السُّفَهَاۤءُ তার فَاعِلْ আর مِنَ হলো حَرْف جَارّ এবং النَّاسِ তার مَجْرُوْر অতএব جَارّ ও مَجْرُوْر মিলে مَحْذُوْف-এর সাথে مُتَعَلِّقْ হয়ে السُّفَهَاۤءُ থেকে حَالْ হয়েছে। এখন فِعْل তার فَاعِلْ সহ جُمْلَة فِعْلِيَّة হয়েছে।

مَا وَلّٰهُمْ عَنْ قِبْلَتِهِمُ الَّتِىْ كَانُوْا عَلَيْهَا : এখানে مَا অর্থ اَىُّ شَيْءٍ যা مُبْتَدَا আর وَلّٰى হলো فِعْل তাতে ضَمِيْر هُوَ টি উহ্য থেকে فَاعِلْ এই ضَمِيْر-এর مَرْجِعْ হলো مَا আর هُمْ হলো مَفْعُوْل আর عَنْ হলো حَرْف جَارّ আর قِبْلَةِ শব্দটি مُضَافْ ও هِمْ হচ্ছে مُضَاف اِلَيْه এই বাক্যটি مُرَكَّب اِضَافِىْ হয়ে مَوْصُوْف আর الَّتِىْ হলো اِسْم مَوْصُوْل এবং كَانُوْا হলো فِعْل তাতে ضَمِيْر هُمْ হলো তার فَاعِلْ এবং عَلٰى হচ্ছে حَرْف جَارّ ও هَا তার مَجْرُوْر এখন جَارّ ও مَجْرُوْر মিলে كَانُوْا-এর সাথে مُتَعَلِّقْ; এভাবে كَانُوْا তার فَاعِلْ ও مُتَعَلِّقْ মিলে جُمْلَة فِعْلِيَّة হয়ে صِلَة; এখন الَّتِىْ তার صِلَة সহ صِفَتْ এখন مَوْصُوْف ও صِفَتْ একত্রিত হয়ে عَنْ হরফে জারের مَجْرُوْر; এখন حَرْف جَارّ তার مَجْرُوْر মিলে وَلّٰى-এর সাথে مُتَعَلِّقْ এভাবে وَلّٰى তার فَاعِلْ ও مُتَعَلِّقْ সহ جُمْلَة فِعْلِيَّة হয়ে خَبَرْ হয়েছে, مُبْتَدَا ও خَبَرْ একত্রিত হয়ে جُمْلَة اِسْمِيَّة اِنْشَائِيَّة হয়েছে।

لِلّٰهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ : এখানে لِلّٰه শব্দটি جَار ও مَجْرُوْر মিলে ثَابِتٌ শিবহে فِعْل-এর সাথে مُتَعَلِّقْ হয়ে خَبَر مُقَدَّمْ এবং الْمَشْرِقُ হলো مَعْطُوف عَلَيْه আর وَاوْ হলো حَرْف عَطْف ও الْمَغْرِبُ হলো مَعْطُوْف এখন مَعْطُوْف তার مَعْطُوف عَلَيْه সহ مُبْتَدَا مُؤَخَّرْ এখন مُبْتَدَا ও خَبَرْ একত্রিত হয়ে جُمْلَة اِسْمِيَّة হয়েছে।

وَكَذٰلِكَ جَعَلْنٰكُمْ : كَذٰلِكَ-এর মুশাব্বাহ বিহীটি উহ্য, মূল ইবারত হলো

كَمَآ اَنْعَمْنَا عَلَيْكُمْ بِالْهِدَايَةِ كَذٰلِكَ جَعَلْنٰكُمْ اُمَّةً وَسَطًا

جَعَلْنٰكُمْ اُمَّةً وَسَطًا : বাক্যটিতে جَعَلْنَا ফে'ল ও ফা'য়েল كُمْ প্রথম মাফউল اُمَّةً দ্বিতীয় মাফউল এবং وَسَطًا হলো حَالْ; দ্বিতীয় মাফউলটি তার ذُو الْحَالِ; এবং لِتَكُوْنُوْا-এর لِ এর পর اَنْ উহ্য থেকে নসব দিচ্ছে। তাই تَكُوْنُوْا হয়েছে, لِ টি كَىْ-এর অর্থে গৃহীত, তাই মূল বাক্যটি ছিল, لِاَنْ تَكُوْنُوْا شُهَدَاۤءَ; تَكُوْنُوْا-এর خَبَرْ

وَاِنْ كَانَتْ لَكَبِيْرَةً : বাক্যাংশে اِنْ প্রকৃতপক্ষে اِنَّ ছিল। তাখফীফ করে اِنْ করা হয়েছে।

وَيَكُوْنَ الرَّسُوْلُ عَلَيْكُمْ شَهِيْدًا : বাক্যটিতে يَكُوْنَ ফে'লে নাকেস. الرَّسُوْلَ তার اِسْم ও شَهِيْدًا তার خَبَرْ; এবং جَارّ ও مَجْرُوْر মিলে شَهِيْدًا এর সাথে مُتَعَلِّقْ;

https://e-ilm.weebly.com/

https://e-ilm.weebly.com/

اَلۡحَقُّ مِنۡ رَّبِّكَ فَلَا تَكُوۡنَنَّ مِنَ الۡمُمۡتَرِيۡنَ ﴿١٤٧﴾

অনুবাদ : (১৪৭) এই বাস্তব সত্য আপনার প্রভুর নিকট হতে সুতরাং আপনি কখনো সংশয়ীদের মধ্যে পরিগণিত হবেন না।

وَلِكُلٍّ وِّجۡهَةٌ هُوَ مُوَلِّيۡهَا فَاسۡتَبِقُوا الۡخَيۡرٰتِ اَيۡنَ مَا تَكُوۡنُوۡا يَاۡتِ بِكُمُ اللّٰهُ جَمِيۡعًا ؕ اِنَّ اللّٰهَ عَلٰى كُلِّ شَىۡءٍ قَدِيۡرٌ ﴿١٤٨﴾

(১৪৮) আর প্রত্যেক [ধর্মাবলম্বী] ব্যক্তির জন্য এক একটি কেবলা রয়েছে যার দিকে সে মুখ করে থাকে, সুতরাং তোমরা নেক কাজের দিকে ধাবিত হও। তোমরা যেখানেই থাক না কেন আল্লাহ তোমাদের সকলকে হাজির করবেন, নিশ্চয় আল্লাহ সর্ববিষয়ে পূর্ণ শক্তিমান।

وَمِنۡ حَيۡثُ خَرَجۡتَ فَوَلِّ وَجۡهَكَ شَطۡرَ الۡمَسۡجِدِ الۡحَرَامِ ؕ وَاِنَّهٗ لَلۡحَقُّ مِنۡ رَّبِّكَ ؕ وَمَا اللّٰهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعۡمَلُوۡنَ ﴿١٤٩﴾

(১৪৯) আর যেখান হতে আপনি বাইরে যান স্বীয় চেহারা [নামাজে] মসজিদে হারামের দিকে রাখবেন আর নিশ্চয় এটা সম্পূর্ণ ঠিক আপনার প্রভুর পক্ষ থেকে, আর আল্লাহ তোমাদের আমল সম্বন্ধে মোটেই বেখবর নন।

وَمِنۡ حَيۡثُ خَرَجۡتَ فَوَلِّ وَجۡهَكَ شَطۡرَ الۡمَسۡجِدِ الۡحَرَامِ ؕ وَحَيۡثُ مَا كُنۡتُمۡ فَوَلُّوۡا وُجُوۡهَكُمۡ شَطۡرَهٗ ۙ لِئَلَّا يَكُوۡنَ لِلنَّاسِ عَلَيۡكُمۡ حُجَّةٌ ۙ اِلَّا الَّذِيۡنَ ظَلَمُوۡا مِنۡهُمۡ ۚ فَلَا تَخۡشَوۡهُمۡ وَاخۡشَوۡنِىۡ ۚ وَلِاُتِمَّ نِعۡمَتِىۡ عَلَيۡكُمۡ وَلَعَلَّكُمۡ تَهۡتَدُوۡنَ ﴿١٥٠﴾

(১৫০) আর যেখান হতেই আপনি বাইরে যান, নিজের চেহারা মসজিদে হারামের দিকে রাখবেন, আর তোমরা যেখানেই থাক তোমাদের চেহারা এর দিকেই রাখবে যেন লোকের জন্য তোমাদের বিরুদ্ধে সমালোচনা করার সুযোগ না থাকে, তাদের মধ্যে অবিচারীরা ব্যতীত। অতএব, তোমরা এরূপ লোকদেরকে ভয় করো না; বরং আমাকে ভয় করতে থাক, আর তোমাদের প্রতি আমার প্রদত্ত নিয়মাত যেন পূর্ণ করে দিতে পারি, আর যেন তোমরা সঠিক পথে থাক।

শাব্দিক অনুবাদ

১৪৭. اَلۡحَقُّ এই বাস্তব সত্য مِنۡ رَّبِّكَ আপনার প্রভুর নিকট হতে فَلَا تَكُوۡنَنَّ সুতরাং আপনি কখনো পরিগণিত হবেন না مِنَ الۡمُمۡتَرِيۡنَ সংশয়ীদের মধ্যে।

১৪৮. وَلِكُلٍّ আর প্রত্যেক [ধর্মাবলম্বী] ব্যক্তির জন্য وِّجۡهَةٌ এক একটি কেবলা রয়েছে هُوَ مُوَلِّيۡهَا যার দিকে সে মুখ করে থাকে فَاسۡتَبِقُوا الۡخَيۡرٰتِ সুতরাং তোমরা নেক কাজের দিকে ধাবিত হও। اَيۡنَ مَا تَكُوۡنُوۡا তোমরা যেখানেই থাক না কেন يَاۡتِ بِكُمُ اللّٰهُ جَمِيۡعًا আল্লাহ তোমাদের সকলকে হাজির করবেন اِنَّ اللّٰهَ নিশ্চয় আল্লাহ عَلٰى كُلِّ شَىۡءٍ সর্ববিষয়ে قَدِيۡرٌ পূর্ণ শক্তিমান।

১৪৯. وَمِنۡ حَيۡثُ خَرَجۡتَ আর যেখান হতে আপনি বাইরে যান فَوَلِّ وَجۡهَكَ স্বীয় চেহারা রাখবেন [নামাজে] شَطۡرَ الۡمَسۡجِدِ الۡحَرَامِ মসজিদে হারামের দিকে وَاِنَّهٗ لَلۡحَقُّ আর নিশ্চয় এটা সম্পূর্ণ ঠিক مِنۡ رَّبِّكَ আপনার প্রভুর পক্ষ থেকে وَمَا اللّٰهُ بِغَافِلٍ আর আল্লাহ মোটেই বেখবর নন عَمَّا تَعۡمَلُوۡنَ তোমাদের আমল সম্বন্ধে।

১৫০. وَمِنۡ حَيۡثُ خَرَجۡتَ আর যেখান হতেই আপনি বাইরে যান فَوَلِّ وَجۡهَكَ নিজের চেহারা রাখবেন شَطۡرَ الۡمَسۡجِدِ الۡحَرَامِ মসজিদে হারামের দিকে وَحَيۡثُ مَا كُنۡتُمۡ আর তোমরা যেখানেই থাক فَوَلُّوۡا وُجُوۡهَكُمۡ তোমাদের চেহারা রাখবে شَطۡرَهٗ এর দিকেই لِئَلَّا يَكُوۡنَ যেন না থাকে لِلنَّاسِ লোকের জন্য عَلَيۡكُمۡ তোমাদের বিরুদ্ধে حُجَّةٌ সমালোচনা করার সুযোগ اِلَّا الَّذِيۡنَ ظَلَمُوۡا مِنۡهُمۡ তাদের মধ্যে অবিচারীরা ব্যতীত فَلَا تَخۡشَوۡهُمۡ অতএব, তোমরা এরূপ লোকদেরকে ভয় করো না وَاخۡشَوۡنِىۡ বরং আমাকে ভয় করতে থাক وَلِاُتِمَّ نِعۡمَتِىۡ عَلَيۡكُمۡ আর তোমাদের প্রতি আমার প্রদত্ত নিয়মাত যেন পূর্ণ করে দিতে পারি وَلَعَلَّكُمۡ تَهۡتَدُوۡنَ আর যেন তোমরা সঠিক পথে থাক।

كَمَآ اَرْسَلْنَا فِيْكُمْ رَسُوْلًا مِّنْكُمْ يَتْلُوْا
عَلَيْكُمْ اٰيٰتِنَا وَيُزَكِّيْكُمْ وَيُعَلِّمُكُمُ
الْكِتٰبَ وَالْحِكْمَةَ وَيُعَلِّمُكُمْ مَّا لَمْ تَكُوْنُوْا
تَعْلَمُوْنَ ۚ (١٥١)

অনুবাদ : (১৫১) যেমন আমি প্রেরণ করেছি তোমাদের মধ্যে একজন রাসূল তোমাদের মধ্য হতে, তিনি পাঠ করে শুনাচ্ছেন তোমাদেরকে আমার আয়াতসমূহ এবং তোমাদেরকে [কুপ্রথা থেকে] নির্মল করছেন, আর তোমাদেরকে কিতাব ও জ্ঞানের বিষয় শিখাচ্ছেন, আর শিখাচ্ছেন তোমাদেরকে এমন বিষয় যার কিছুই তোমরা জানতে না।

فَاذْكُرُوْنِيْٓ اَذْكُرْكُمْ وَاشْكُرُوْا لِيْ وَلَا
تَكْفُرُوْنِ (١٥٢) ع ١٨

(১৫২) অতএব, [এ নিয়ামতের দরুন] তোমরা আমাকে স্মরণ কর আমিও তোমাদেরকে স্মরণ রাখব, আর আমার শোকর কর এবং আমার না-শোকরি করো না।

يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوا اسْتَعِيْنُوْا بِالصَّبْرِ
وَالصَّلٰوةِ ۭ اِنَّ اللّٰهَ مَعَ الصّٰبِرِيْنَ

(১৫৩) হে মুমিনগণ! তোমরা ধৈর্য ও নামাজ দ্বারা আশ্রয় গ্রহণ কর; নিশ্চয় আল্লাহ ধৈর্যশীলদের সঙ্গে থাকেন।

وَلَا تَقُوْلُوْا لِمَنْ يُّقْتَلُ فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ اَمْوَاتٌ
ۭ بَلْ اَحْيَاۗءٌ وَّلٰكِنْ لَّا تَشْعُرُوْنَ

(১৫৪) আর যারা আল্লাহর পথে নিহত হয় তাদের সম্বন্ধে এরূপ বলো না যে, তারা মৃত; বরং তারা জীবিত কিন্তু তোমরা অনুভব করতে পার না।

শাব্দিক অনুবাদ

(১৫১) كَمَآ اَرْسَلْنَا যেমন আমি প্রেরণ করেছি فِيْكُمْ তোমাদের মধ্যে رَسُوْلًا একজন রাসূল مِّنْكُمْ তোমাদের মধ্য হতে, يَتْلُوْا عَلَيْكُمْ তিনি পাঠ করে শুনাচ্ছেন তোমাদেরকে اٰيٰتِنَا আমার আয়াতসমূহ وَيُزَكِّيْكُمْ আর তোমাদেরকে নির্মল করছেন وَيُعَلِّمُكُمُ এবং তোমাদেরকে শিখাচ্ছেন الْكِتٰبَ وَالْحِكْمَةَ কিতাব ও জ্ঞানের বিষয় وَيُعَلِّمُكُمْ আর শিখাচ্ছেন তোমাদেরকে مَّا لَمْ تَكُوْنُوْا تَعْلَمُوْنَ এমন বিষয় যার কিছুই জানতে না।

(১৫২) فَاذْكُرُوْنِيْٓ অতএব, [এ নিয়ামতের দরুন] তোমরা আমাকে স্মরণ কর اَذْكُرْكُمْ আমিও তোমাদেরকে স্মরণ রাখব وَاشْكُرُوْا لِيْ আর আমার শোকর কর وَلَا تَكْفُرُوْنِ এবং আমার না-শোকরি করো না।

(১৫৩) يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوا হে মুমিনগণ! اسْتَعِيْنُوْا তোমরা আশ্রয় গ্রহণ কর بِالصَّبْرِ وَالصَّلٰوةِ ধৈর্য ও নামাজ দ্বারা اِنَّ اللّٰهَ নিশ্চয় আল্লাহ مَعَ الصّٰبِرِيْنَ ধৈর্যশীলদের সঙ্গে থাকেন।

(১৫৪) وَلَا تَقُوْلُوْا আর এরূপ বলো না যে لِمَنْ يُّقْتَلُ যারা নিহত হয় فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ আল্লাহর পথে اَمْوَاتٌ তারা মৃত بَلْ اَحْيَاۗءٌ বরং তারা জীবিত وَّلٰكِنْ لَّا تَشْعُرُوْنَ কিন্তু তোমরা অনুভব করতে পার না।

https://e-ilm.weebly.com/

(১৫৫) আর আমি তোমাদেরকে পরীক্ষা করব কিঞ্চিৎ ভয় দ্বারা, আর উপবাস দ্বারা এবং ধনের ও প্রাণের ও ফল-শস্যের স্বল্পতা দ্বারা, আর সুসংবাদ শুনিয়ে দিন এমন ধৈর্যশীলদেরকে।

وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوْعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْاَمْوَالِ وَالْاَنْفُسِ وَالثَّمَرٰتِ ۭ وَبَشِّرِ الصّٰبِرِيْنَ (۱۵۵)

(১৫৬) যখন তাদের উপর কোনো মসিবত আসে, তখন বলে, আমরা তো আল্লাহরই আয়ত্তে, আর আমরা সকলে আল্লাহরই সমীপে প্রত্যাবর্তনকারী।

الَّذِيْنَ اِذَآ اَصَابَتْهُمْ مُّصِيْبَةٌ ۙ قَالُوْٓا اِنَّا لِلّٰهِ وَاِنَّآ اِلَيْهِ رٰجِعُوْنَ (۱۵٦)

শাব্দিক অনুবাদ

১৫৫. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ আর আমি তোমাদেরকে পরীক্ষা করব بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ কিঞ্চিৎ ভয় দ্বারা وَالْجُوْعِ আর উপবাস দ্বারা وَنَقْصٍ এবং স্বল্পতা দ্বারা مِّنَ الْاَمْوَالِ وَالْاَنْفُسِ ধনের ও প্রাণের وَالثَّمَرٰتِ ও ফল-শস্যের وَبَشِّرِ الصّٰبِرِيْنَ আর সুসংবাদ শুনিয়ে দিন এমন ধৈর্যশীলদেরকে।

১৫৬. الَّذِيْنَ اِذَآ اَصَابَتْهُمْ যখন তাদের উপর মসিবত আসে قَالُوْٓا তখন বলে اِنَّا لِلّٰهِ আমরা তো আল্লাহরই আয়ত্তে وَاِنَّآ اِلَيْهِ رٰجِعُوْنَ আর আমরা সকলে আল্লাহরই সমীপে প্রত্যাবর্তনকারী।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

(১৫৩) قوله وَلَا تَقُوْلُوْا لِمَنْ يُّقْتَلُ فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ اَمْوَاتٌ الخ **আয়াতের শানে নুযূল :** দ্বিতীয় হিজরিতে ঐতিহাসিক বদর প্রান্তরে যে বদরের যুদ্ধ অনুষ্ঠিত হয়, তাতে মুসলমানদের মাঝে আটজন আনসার ও ছয়জন মুহাজির মোট চৌদ্দজন সাহাবী মারা যান। তখন ইসলামের শত্রুরা বলাবলি করতে শুরু করে, যারা মুহাম্মদের কথায় এভাবে মারা গেল তারা কত দুর্ভাগা ও বোকা! অযথা ধর্মের নামে প্রাণ বিসর্জন দিল! আল্লাহ তা'আলা আলোচ্য আয়াত নাজিল করে সকলকে জানিয়ে দিলেন যে, যারা দীনের জন্য এভাবে প্রাণ-বিসর্জন দেয়, তারা দুর্ভাগা নয়; বরং তারা বড়ই ভাগ্যবান এবং তারা আল্লাহর নিকট বিশেষ মর্যাদার অধিকারী।

আলোচ্য আয়াতে কেবলা পরিবর্তনের বিষয়টি বলতে গিয়ে فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ বাক্যটি তিনবার এবং وَحَيْثُ مَا كُنْتُمْ فَوَلُّوْا وُجُوْهَكُمْ شَطْرَهٗ বাক্যটি দু'বার করে পুনরাবৃত্তি করা হয়েছে। এর একটি সাধারণ কারণ এই যে, কেবলা পরিবর্তনের নির্দেশটি বিরোধীদের জন্য তো এক হৈ-চৈয়ের ব্যাপার ছিলই, স্বয়ং মুসলমানদের জন্যও তাদের ইবাদতের ক্ষেত্রে ছিল একটা বৈপ্লবিক ঘটনা। কাজেই এই নির্দেশটি যদি যথার্থ তাকীদ ও গুরুত্ব সহকারে ব্যক্ত করা না হতো, তাহলে মনের প্রশান্তি অর্জন হয়তো যথেষ্ট সহজ হতো না। আর সেজন্যই নির্দেশটিকে বারবার পুনরাবৃত্তি করা হয়েছে, তদুপরি এতে এরূপ ইঙ্গিতও রয়েছে যে, কেবলার এই যে পরিবর্তন, এটাই সর্বশেষ পরিবর্তন। এরপর পুনঃপরিবর্তনের আর কোনো সম্ভাবনাই নেই। প্রথমবারের নির্দেশ" :

"অতঃপর তুমি তোমার মুখমণ্ডল মসজিদুল হারামের দিকে ফিরাও এবং যেখানেই তুমি থাক না কেন, এরপর থেকে তুমি তোমার চেহারা সেদিকেই ফিরাবে।" এ নির্দেশটি মুকীম অবস্থায় থাকার সময়ের। অর্থাৎ যখন আপনি আপনার স্থায়ী বাসস্থানে অবস্থান করেন, তখন নামাজে মসজিদুল হারামের দিকে মুখ করে দাঁড়াবেন। এরপর সমগ্র উম্মতকে লক্ষ্য করে বলা হচ্ছে যে وَحَيْثُ مَا كُنْتُمْ নিজের দেশে বা সফরে যেখানেই থাক না কেন, নামাজে বায়তুল্লাহর দিকেই মুখ ফিরাবে, এ নির্দেশ শুধু মসজিদে নববীতে নামাজ পড়ার বেলাতেই নয়; বরং যে কোনো স্থানের লোকেরা নিজ নিজ শহরে যখন নামাজ পড়বে, তখন তারা মসজিদুল হারামকেই কেবলা বানিয়ে নামাজ পড়বে।

https://e-ilm.weebly.com/

এ নির্দেশ দ্বিতীয়বার পুনরুল্লেখ করার পূর্বে وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ অর্থাৎ, "যেখানেই তুমি বের হয়ে যাও না কেন" কথাটা যোগ করে বুঝানো হয়েছে যে, নিজ নিজ বাসস্থানে মুকীম থাকা অবস্থায় যেমন তোমরা মসজিদুল হারামের দিকে মুখ করে নামাজ পড়বে, তেমনি কোথাও সফরে বের হলেও নামাজের সময় মসজিদুল হারামের দিকে মুখ করেই দাঁড়াবে।

তৃতীয়বারের পুনরুল্লেখের যৌক্তিকতা বর্ণনায় এও বলা হয়েছে যে, বিরোধীরা যাতে এ কথা বলতে না পারে যে, তাওরাত এবং ইঞ্জিলে উল্লিখিত নির্দেশসমূহের মধ্যে আখেরী জমানার প্রতিশ্রুত নবীর কেবলা মসজিদুল হারাম হওয়ার কথা বলা হয়েছিল, কিন্তু রাসূল ﷺ এ কা'বার পরিবর্তে বায়তুল মুকাদ্দাসকে কেবলা করে নামাজ পড়ছেন কেন?

وَلِكُلٍّ وِجْهَةٌ هُوَ مُوَلِّيهَا শব্দটিতে وِجْهَةٌ শব্দটির আভিধানিক অর্থ এমন বস্তু, যার দিকে মুখ করা হয়। হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা.) বলেন, এর অর্থ কেবলা। এক্ষেত্রে হযরত উবাই ইবনে কা'ব– وِجْهَةٌ -এর স্থলে قِبْلَةٌ ও পড়েছেন বলে বর্ণিত রয়েছে।

তাফসীরের ইমামগণের সম্মিলিত সিদ্ধান্ত মোতাবেক আয়াতের অর্থ দাঁড়ায় এই, প্রত্যেক জাতিরই ইবাদতের সময় মুখ করার জন্য একটা নির্ধারিত কেবলা চলে আসছে। সে কেবলা আল্লাহর পক্ষ হতে নির্ধারিত করে দেওয়া হয়েছে, অথবা তারা নিজেরাই তা নির্ধারণ করে নিয়েছে। মোটকথা, ইবাদতের ক্ষেত্রে প্রত্যেক জাতিই কোনো না কোনো দিকে মুখ করে দাঁড়ায়। এমতাবস্থায় আখেরী নবীর উম্মতগণের জন্য যদি কোনো একটা বিশেষ দিককে কেবলা নির্ধারণ করে দেওয়া হয়ে থাকে, তবে তাতে আশ্চর্যান্বিত হওয়ার কি আছে?

এ পর্যন্ত কেবলা পরিবর্তনসংক্রান্ত আলোচনা চলে আসছিল। এখানে বিষয়টিকে এমন এক পর্যায়ে এনে সমাপ্ত করা হয়েছে, যাতে এ বিষয়টির ভূমিকায় কা'বা নির্মাতা হযরত ইবরাহীমের দোয়ার বিষয়টিও প্রাসঙ্গিকভাবে আলোচিত হয়ে গেছে। অর্থাৎ হযরত ইবরাহীম (আ.)-এর বংশধরদের মধ্যে এক বিশেষ মর্যাদায় মহানবী ﷺ -এর আবির্ভাব। এতে এ বিষয়েও ইঙ্গিত করা হয়েছে যে, রাসূলে কারীম ﷺ -এর আবির্ভাবে কা'বা নির্মাতার দোয়ারও একটা প্রভাব রয়েছে। কাজেই তাঁর কেবলা যদি কা'বা শরীফকে সাব্যস্ত করা হয়, তাহলে তাতে বিস্ময়ের কিংবা অস্বীকারের কিছুই নেই।

كَمَا أَرْسَلْنَا –বাক্যে উদাহরণসূচক যে, ك (কাফ) বর্ণটি ব্যবহার করা হয়েছে, তার একটি ব্যাখ্যা তো উল্লিখিত তাফসীরের মাধ্যমেই বুঝা গেছে। এছাড়াও আরেকটি বিশ্লেষণ রয়েছে, যা কুরতুবী গ্রহণ করেছেন। তা হলো এই যে, 'কাফ' এর সম্পর্ক হলো পরবর্তী আয়াত فَاذْكُرُونِي এর সাথে। অর্থাৎ, আমি যেমন তোমাদের প্রতি কেবলাকে একটি নিয়ামত হিসেবে দান করেছি এবং অতঃপর দ্বিতীয় নিয়ামত দিয়েছি রাসূলের আবির্ভাবের মাধ্যমে, তেমনি আল্লাহর জিকিরও আরেকটি নিয়ামত। এসব নিয়ামতের শুকরিয়া আদায় কর, যাতে এসব নিয়ামতের অধিকতর প্রবৃদ্ধি হতে পারে। কুরতুবী (র.) বলেন, এখানে كَمَا أَرْسَلْنَا এর 'কাফ'টির ব্যবহার ঠিক তেমনি, যেমনটি সূরা আনফালের كَمَا أَخْرَجَكَ এবং সূরা হিজরের كَمَا أَنْزَلْنَا عَلَى الْمُقْتَسِمِينَ -এর মধ্যে ব্যবহৃত হয়েছে।

فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ এতে 'জিকির' এর অর্থ হলো স্মরণ করা, যার সম্পর্ক হলো অন্তরের সাথে। তবে জিহ্বা যেহেতু অন্তরের মুখপাত্র, কাজেই মুখে স্মরণ করাকেও 'জিকির' বলা যায়। এতে বুঝা যায় যে, সে মৌখিক জিকিরই গ্রহণযোগ্য, যার সাথে মনে মনেও আল্লাহর স্মরণ বিদ্যমান থাকবে।

তবে এতদসঙ্গে একথাও মনে রাখা প্রয়োজন যে, কোনো লোক যদি মুখে তাসবীহ জপে ব্যস্ত থাকে, কিন্তু তার মন যদি অনুপস্থিত থাকে অর্থাৎ, জিকিরে না লাগে, তবুও তা একেবারে ফায়দাহীন নয়। হযরত আবূ উসমান (র.) এর কাছে জনৈক ভক্ত এমনি অবস্থায় অভিযোগ করেছিল যে, মুখে মুখে জিকির করি বটে, কিন্তু অন্তরে তার কোনোই মাধুর্য অনুভব করতে পারি না। তখন তিনি বললেন, তবুও আল্লাহর শুকরিয়া আদায় কর যে, তিনি তোমার একটি অঙ্গ জিহ্বাকে তো অন্ততঃ তাঁর জিকিরে নিয়োজিত করেছেন। –[কুরতুবী]

জিকিরের ফজিলত : জিকিরের ফজিলত অসংখ্য। তন্মধ্যে এটাও কম ফজিলত নয় যে, বান্দা যদি আল্লাহকে স্মরণ করে, তাহলে আল্লাহ তাকে স্মরণ করেন। হযরত আবূ উসমান মাহদী (র.) বলেছেন যে, আমি সে সময়টির কথা জানি, যখন আল্লাহ তা'আলা আমাদেরকে স্মরণ করেন। উপস্থিত লোকেরা জিজ্ঞেস করল, আপনি কেমন করে জানতে পারেন? বললেন, তা এজন্য যে, কুরআনে কারীমের ওয়াদা অনুসারে যখন কোনো মুমিন বান্দা আল্লাহকে স্মরণ করে, তখন আল্লাহ নিজেও তাকে স্মরণ করেন। কাজেই বিষয়টি জানা সবার জন্যই সহজ যে, আমরা যখন আল্লাহর স্মরণে আত্মনিয়োগ করব, আল্লাহ তা'আলাও আমাদের স্মরণ করবেন।

https://e-ilm.weebly.com/

আর আয়াতের অর্থ হলো এই যে, তোমরা যদি আমাকে আমার হুকুমের আনুগত্যের মাধ্যমে স্মরণ কর, তাহলে আমিও তোমাদেরকে ছওয়াব ও মাগফেরাত দানের মাধ্যমে স্মরণ করব।

হযরত সায়ীদ ইবনে জুবাইর (র.) 'জিকরুল্লাহ'র তাফসীর প্রসঙ্গে বলেছেন যে, জিকিরের অর্থই হচ্ছে আনুগত্য এবং নির্দেশ মান্য করা। তাঁর বক্তব্য হচ্ছে– "যে ব্যক্তি আল্লাহর নির্দেশের আনুগত্য করে না, সে আল্লাহর জিকিরই করে না; প্রকাশ্যে যত বেশি নামাজ এবং তাসবীহই সে পাঠ করুক না কেন।"

জিকিরের তাৎপর্য : মুফাসসির কুরতুবী ইবনে খোয়াইয (র.)-এর আহকামুল কুরআনের বরাত দিয়ে এ সম্পর্কিত একখানা হাদীসও উদ্ধৃত করেছেন। হাদীসটির মর্মার্থ হচ্ছে, রাসূল ﷺ বলেন, যে ব্যক্তি আল্লাহ তা'আলার আনুগত্য করে, যদি তার নফল নামাজ রোজা কিছু কমও হয়, সেই আল্লাহকে স্মরণ করে। অন্যদিকে যে ব্যক্তি আল্লাহর নির্দেশাবলির বিরুদ্ধাচারণ করে, সে নামাজ রোজা, তাসবীহ-তাহলীল প্রভৃতি বেশি করে করলেও প্রকৃতপক্ষে সে আল্লাহকে স্মরণ করে না।

হযরত যুননুনে মিসরী (র.) বলেন: "যে ব্যক্তি প্রকৃতই আল্লাহকে স্মরণ করে সে অন্যান্য সব কিছুই ভুলে যায়। এর বদলায় স্বয়ং আল্লাহ তা'আলাই সবদিক দিয়ে তাকে হেফাজত করেন এবং সব কিছুর বদলা তাকে দিয়ে দেন।"

হযরত মু'আয (রা.) বলেন, "আল্লাহর আজাব থেকে মুক্ত করার ব্যাপারে মানুষের কোনো আমলই জিকরুল্লাহর সমান নয়।" হযরত আবূ হুরায়রা (রা.) হতে বর্ণিত এক হাদীসে-কুদসীতে আছে, আল্লাহ তা'আলা বলেন, "বান্দা যে পর্যন্ত আমাকে স্মরণ করতে থাকে বা আমার স্মরণে যে পর্যন্ত তার ঠোঁট নড়তে থাকে, সে পর্যন্ত আমি তার সাথে থাকি।

ধৈর্য ও নামাজ যাবতীয় সংকটের প্রতিকার : اسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلٰوةِ "ধৈর্য ও নামাজের মাধ্যমে সাহায্য প্রার্থনা কর," –এ আয়াতে বলা হয়েছে যে, মানুষের দুঃখ-কষ্ট, যাবতীয় প্রয়োজন ও সমস্ত সংকটের নিশ্চিত প্রতিকার দু'টি বিষয়ের মধ্যেই নিহিত। একটি 'সবর' বা ধৈর্য এবং অন্যটি সালাত বা 'নামাজ'। বর্ণনারীতির মধ্যে اسْتَعِينُوا শব্দটিকে বিশেষ কোনো বিষয়ের সাথে সংশ্লিষ্ট না করে ব্যাপক অর্থে ব্যবহার করার ফলে এখানে যে মর্মার্থ দাঁড়ায় তা এই যে, মানব জাতির যে কোনো সংকট বা সমস্যার নিশ্চিত প্রতিকারই ধৈর্য ও নামাজ। যে কোনো প্রয়োজনেই এ দু'টি বিষয়ের দ্বারা মানুষ সাহায্য লাভ করতে পারে। তাফসীরে মাযহারীতে শব্দ দু'টির ব্যাপক অর্থে ব্যবহারের তাৎপর্য এভাবেই বর্ণিত হয়েছে। প্রসঙ্গতঃ স্বতন্ত্রভাবে দু'টি বিষয়েরই তাৎপর্য অনুধাবন করা যেতে পারে।

সবর-এর তাৎপর্য : 'সবর' শব্দের অর্থ হচ্ছে সংযম অবলম্বন ও নফসের উপর পূর্ণ নিয়ন্ত্রণ লাভ।

কুরআন ও হাদীসের পরিভাষায় 'সবর' এর তিনটি শাখা রয়েছে। এক. নফসকে হারাম এবং নাজায়েজ বিষয়াদি থেকে বিরত রাখা। দুই. নফসকে ইবাদত ও আনুগত্যে বাধ্য করা এবং তিন. যে কোনো বিপদ ও সংকটে ধৈর্যধারণ করা। অর্থাৎ, যে সব বিপদ-আপদ এসে উপস্থিত হয় সেগুলোকে আল্লাহর বিধান বলে মেনে নেওয়া এবং এর বিনিময়ে আল্লাহর পক্ষ থেকে প্রতিদান প্রাপ্তির আশা রাখা। অবশ্য কষ্টে পড়ে যদি মুখ থেকে কোনো কাতর শব্দ উচ্চারিত হয়, তবে তা 'সবর' -এর পরিপন্থি নয়। –[ইবনে কাসীর, সায়ীদ ইবনে জুবায়ের থেকে]

'সবর'-এর উপরিউক্ত তিনটি শাখাই প্রত্যেক মুসলমানের অবশ্য পালনীয় কর্তব্য। সাধারণ মানুষের ধারণায় সাধারণতঃ তৃতীয় শাখাকেই সবর হিসেবে গণ্য করা হয়। প্রথম দুটি শাখা যে এক্ষেত্রে সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ, সে ব্যাপারে মোটেও লক্ষ্য করা হয় না। এমনকি এ দু'টি বিষয়ও যে 'সবর' এর অন্তর্ভুক্ত এ ধারণাও যেন অনেকের নেই। কুরআন হাদীসের পরিভাষায় ধৈর্যধারণকারী বা 'সাবের' সে সমস্ত লোককেই বলা হয়, যারা উপরিউক্ত তিন প্রকারেই 'সবর' অবলম্বন করে। কোনো কোনো বর্ণনায় রয়েছে, হাশরের ময়দানে ঘোষণা করা হবে, "ধৈর্যধারণকারীরা কোথায়?" এ কথা শোনার সঙ্গে সঙ্গে সেসব লোক উঠে দাঁড়াবে, যারা তিন প্রকারেই সবর করে জীবন অতিবাহিত করে গেছেন। এসব লোককে প্রথমেই বিনা হিসেবে বেহেশতে প্রবেশ করার অনুমতি দেওয়া হবে। 'ইবনে কাসীর' এ বর্ণনা উদ্ধৃত করে মন্তব্য করেছেন যে, কুরআনের অন্যত্র– إِنَّمَا يُوَفَّى الصّٰبِرُوْنَ اَجْرَهُمْ بِغَيْرِ حِسَابٍ অর্থাৎ, সবরকারী বান্দাগণকে তাদের পুরস্কার বিনা হিসেবে প্রদান করা হবে– এ আয়াতে সেদিকেই ইশারা করা হয়েছে।

নামাজ : মানুষের যাবতীয় সমস্যা ও সংকট দূর করা এবং যাবতীয় প্রয়োজন মেটানোর ক্ষেত্রে দ্বিতীয় পন্থাটি হচ্ছে নামাজ। 'সবর' এর তাফসীর প্রসঙ্গে বলা হয়েছে যে, প্রকৃতপক্ষে সর্বপ্রকার ইবাদতই সবরের অন্তর্ভুক্ত। কিন্তু এরপরেও নামাজকে পৃথকভাবে উল্লেখ করার কারণ হচ্ছে, নামাজ এমনই একটি ইবাদত, যাতে 'সবর' তথা ধৈর্যের পরিপূর্ণ নমুনা বিদ্যমান। কেননা নামাজের মধ্যে একাধারে যেমন নফস তথা রিপুকে আনুগত্যে বাধ্য রাখা হয়, তেমনি যাবতীয় নিষিদ্ধ কাজ, নিষিদ্ধ

https://e-ilm.weebly.com/

চিন্তা এমনকি অনেক হালাল ও মোবাহ বিষয় থেকেও সরিয়ে রাখা হয়। সে মতে নিজের 'নফস' এর উপর পরিপূর্ণ নিয়ন্ত্রণ লাভ করে সর্বপ্রকার গুনাহ ও অশোভন আচার-আচরণ থেকে নিজেকে দূরে সরিয়ে রাখা এবং ইচ্ছার বিরুদ্ধে হলেও নিজেকে আল্লাহর ইবাদতে নিয়োজিত রাখার মাধ্যমে 'সবর' এর যে অনুশীলন করতে হয়, নামাজের মধ্যেই তার একটা পরিপূর্ণ নমুনা ফুটে উঠে।

যাবতীয় প্রয়োজন পূর্ণ করা এবং সর্বপ্রকার বিপদাপদ থেকে মুক্তিলাভ করার ব্যাপারে নামাজের একটা বিশেষ 'তাছীর' বা প্রভাবও লক্ষ্য করা যায়। বিশেষ বিশেষ রোগে কোনো কোনো ওষধী গুল্ম-লতা ও ডাল-শিকড় গলায় ধারণ করায় বা মুখে রাখায় যেমন বিশেষ ফল লক্ষ্য করা যায়, লোহার প্রতি চুম্বকের বিশেষ আকর্ষণ যেমন স্বাভাবিক; কিন্তু কেন এরূপ হয়, তা যেমন সবিস্তারে ব্যাখ্যা করে বলা যায় না, তেমনি বিপদ মুক্তি এবং যাবতীয় প্রয়োজন মিটানোর ক্ষেত্রে নামাজের তাছীরও ব্যাখ্যা করা যায় না; তবে এটা পরীক্ষিত সত্য যে, যথাযথ আন্তরিকতা ও মনোযোগ সহকারে নামাজ আদায় করলে যেমন বিপদমুক্তি অবধারিত, তেমনি যেকোনো প্রয়োজন পূরণের ব্যাপারেও এতে সুনিশ্চিত ফল লাভ হয়।

হুজুর -এর পবিত্র অভ্যাস ছিল, যখনই তিনি কোনো কঠিন সমস্যার সম্মুখীন হতেন, তখনই নামাজ আরম্ভ করতেন। আর আল্লাহ তা'আলা সে নামাজের বরকতেই তাঁর যাবতীয় বিপদাপদ দূর করে দিতেন। হাদীস শরীফে বর্ণিত রয়েছে– إِذَا حَزَبَهُ أَمْرٌ فَزَعَ إِلَى الصَّلَاةِ অর্থাৎ, মহনবী -কে যখনই কোনো বিষয় চিন্তিত করে তুলত, তখনই তিনি নামাজ পড়তে শুরু করতেন।

আল্লাহর সান্নিধ্য : 'নামাজ' এবং 'সবরে'র মাধ্যমে যাবতীয় সংকটের প্রতিকার হওয়ার কারণ হচ্ছে এই যে, এ দু'পন্থায়ই আল্লাহ তা'আলার প্রকৃত সান্নিধ্য লাভ হয়। إِنَّ اللّٰهَ مَعَ الصّٰبِرِيْنَ বাক্যের দ্বারা এদিকে ইশারা করা হয়েছে যে, নামাজি এবং সবরকারীগণের সাথে আল্লাহর সান্নিধ্য তথা আল্লাহর শক্তির সমাবেশ ঘটে, সেখানে দুনিয়ার কোনো শক্তি কিংবা কোনো সংকটই যে টিকতে পারে না, তা বুঝিয়ে বলার প্রয়োজন করে না। বান্দা যখন আল্লাহর শক্তিতে শক্তিমান হয়, তখন তার গতি অপ্রতিরোধ্য হয়ে যায়। তার অগ্রগমন ব্যাহত করার মতো শক্তি কারো থাকে না। বলাবাহুল্য, মাকসুদ হাসিল করা এবং সংকট উত্তরণের নিশ্চিত উপায় একমাত্র আল্লাহর শক্তিতে শক্তিমান হওয়াই হতে পারে।

আলমে-বরযখে নবী এবং শহীদগণের হায়াত : ইসলামি রেওয়ায়েত মোতাবেক প্রত্যেক মৃতব্যক্তি আলমে-বরযখে বিশেষ ধরনের এক হায়াত বা জীবন প্রাপ্ত হয় এবং সে জীবনে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি কবরের আজাব বা ছওয়াব অনুভব করে থাকে। এই জীবন-প্রাপ্তির ব্যাপারে মুমিন কাফের এবং পুণ্যবান ও গুনাগারের কোনো পার্থক্য নেই। তবে বরযখের এ জীবনের বিভিন্ন স্তর রয়েছে। এক স্তরে সর্বশ্রেণির লোকই সমানভাবে শরিক। কিন্তু বিশেষ এক স্তর নবী-রাসূল এবং বিশেষ নেক্কার বান্দাদের জন্য নির্ধারিত। এ স্তরেও অবশ্য বিশেষ পার্থক্য এবং পরস্পরের বৈশিষ্ট্য রয়েছে।

যেসব লোক আল্লাহর রাস্তায় নিহত হন তাঁদেরকে শহীদ বলা হয়। সাধারণভাবে অবশ্য তাঁদের মৃত বলাও জায়েজ। তবে তাঁদের মৃত্যুকে অন্যান্যদের মৃত্যুর সমপর্যায়ভুক্ত মনে করতে নিষেধ করা হয়েছে। কেননা মৃত্যুর পর প্রত্যেকেই বরযখের জীবন লাভ করে থাকে এবং সে জীবনের পুরস্কার অথবা শাস্তি ভোগ করতে থাকে। কিন্তু শহীদগণকে সে জীবনে অন্যান্য মৃতের তুলনায় একটা বিশেষ বৈশিষ্ট্যপূর্ণ মর্যাদা দান করা হয়। তাহলো অনুভূতির বৈশিষ্ট্য, অন্যান্য মৃতের তুলনায় তাঁদের বেশি অনুভূতি দেওয়া হয়। যেমন, মানুষের পায়ের গোঁড়ালী ও হাতের আঙ্গুলের অগ্রভাগ, উভয় স্থানেই অনুভূতি থাকে, কিন্তু গোঁড়ালীর তুলনায় আঙ্গুলের অনুভূতি বেশি তীক্ষ্ণ। তেমনি, সাধারণ মৃতের তুলনায় শহীদগণ বরযখের জীবনে বহুগুণ বেশি অনুভূতিপ্রাপ্ত হয়ে থাকেন। এমনকি শহীদের এ জীবনানুভূতি অনেক ক্ষেত্রে তাঁদের মরদেহেও এসে পৌঁছে থাকে। অনেক সময় তাঁদের হাড়-মাংসের দেহ পর্যন্ত মাটিতে বিনষ্ট হয় না, জীবিত মানুষের দেহের মতোই অবিকৃত থাকতে দেখা যায়। হাদীসের বর্ণনা এবং বহু প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতায় এর যথার্থতা প্রমাণিত হয়েছে। এ কারণেই শহীদগণকে জীবিত বলা হয়েছে। তবে সাধারণ নিয়মে তাঁদেরকেও মৃতই ধরা হয় এবং তাঁদের পরিত্যক্ত সম্পদ ওয়ারিশগণের মধ্যে বন্টিত হয়, তাঁদের বিধবাগণ অন্যের সাথে পুর্নবিবাহ করতে পারে।

এ হায়াতের ক্ষেত্রে নবী-রাসূলগণ শহীদগণের চাইতেও অনেক বেশি মর্তবার অধিকারী হয়ে থাকেন। তাঁদের পবিত্র দেহ সম্পূর্ণ অবিকৃত অবস্থায় থাকার পরও বাহ্যিক হুকুম, আহকামে আর কিছু প্রভাব অবশিষ্ট থাকে। যথা, তাঁদের পরিত্যক্ত কোনো সম্পদ বন্টন করার রীতি নেই। তাঁদের স্ত্রীগণ দ্বিতীয়বার বিবাহ বন্ধনেও আবদ্ধ হতে পারেন না।

https://e-ilm.weebly.com/

মোটকথা, বরযখের এ জীবনে সর্বাপেক্ষা শক্তিসম্পন্ন হচ্ছেন নবী-রাসূলগণ, অতঃপর শহীদগণ এবং তার পর অন্যান্য সাধারণ মৃত ব্যক্তিবর্গ। অবশ্য কোনো কোনো হাদীসের দ্বারা জানা যায় যে, ওলী-আউলিয়া এবং নেক্কার বান্দাগণের অনেকেই বরযখের হায়াতের ক্ষেত্রে শহীদগণের সমপর্যায়ভুক্ত হয়ে থাকেন। কেননা আত্মশুদ্ধির সাধনায় রত অবস্থায় যাঁরা মৃত্যুবরণ করেন, তাঁদের মৃত্যুকেও শহীদের মৃত্যু বলা যায়। ফলে তাঁরাও শহীদগণেরই পর্যায়ভুক্ত হয়ে যান। আয়াতের মর্মার্থ অনুযায়ী নিঃসন্দেহে অন্যান্য নেক্কার সালেহগণের তুলনায় শহীদগণের মর্যাদায় বেশি।

যদি কোনো শহীদের লাশ মাটিতে নষ্ট হতে দেখা যায়, তাহলে এমন ধারণা করা যেতে পারে যে, আল্লাহর পথে সে নিহত হয়েছে সত্য, তবে হয়তো নিয়ত বিশুদ্ধ না থাকায় তার সে মৃত্যু যথার্থ শহীদের মৃত্যু হয়নি। কিন্তু এমন কোনো শহীদের লাশ যদি মাটির নিচে বিনষ্ট অবস্থায় পাওয়া যায়, আল্লাহর পথে শহীদ হওয়ার ব্যাপারে যার নিষ্ঠায় কোনো সন্দেহ নেই, তবে সেক্ষেত্রে অবশ্য এমন ধারণা করা উচিত হবে না যে, তিনি শহীদ নন অথবা কুরআনের আয়াতের মর্মার্থ এখানে টিকছে না। কেননা মানুষের লাশ যে কেবলমাত্র মাটিতেই বিনষ্ট হয় তাই নয়। অনেক সময় ভূমিস্থ অন্যান্য ধাতু কিংবা অন্য কোনো কিছুর প্রভাবেও জড়দেহ বিনষ্ট হওয়া সম্ভব। নবী রাসূল ও শহীদগণের লাশ মাটিতে ভক্ষণ করে না বলে হাদীসে যে বর্ণনা রয়েছে, তাতে একথা বুঝা যায় না যে, মাটি ছাড়া তাদের লাশ অন্য কোনো ধাতু কিংবা রাসায়নিক প্রভাবেও বিনষ্ট হতে পারে না।

নবী রাসূলগণের পবিত্র দেহও যে সাধারণ মানব দেহের মতো বিভিন্ন উপকরণের দ্বারাই সৃষ্টি হয়েছে একথার প্রমাণ পাওয়া যায়। সুতরাং তাঁদের দেহও অস্ত্রের আঘাত কিংবা ওষুধের প্রভাবে স্বাভাবিকভাবেই প্রভাবান্বিত হয়েছে। এটা অত্যন্ত স্বাভাবিক ব্যাপার যে, নবী রাসূলগণের মৃত্যু পূর্ববর্তী জীবনের তুলনায় এবং শহীদগণের মৃত্যু পূর্ববর্তী জীবনের তুলনায় বেশি শক্তিসম্পন্ন হতে পারে না। নবী-রাসূলগণের জীবিত দেহে অস্ত্র এবং অন্যান্য ক্ষতিকর উপাদানের বিরূপ প্রতিক্রিয়ার নির্ভরযোগ্য প্রমাণ রয়েছে। সুতরাং মাটির সাথে মিশ্রিত অন্য কোনো রাসায়নিক পদার্থ কিংবা অন্য কোনো উপাদানের প্রভাবে যদি শহীদের লাশে কোনো প্রকার বিকৃতি ঘটে যায়, তবে এর দ্বারা 'মাটি শহীদের লাশে বিকৃতি ঘটাতে পারে না'– এ হাদীসের যথার্থতা বিঘ্নিত হয় না।

সাধারণ মৃতের তুলনায় শহীদের লাশ অধিককাল পর্যন্ত মাটির দ্বারা প্রভাবান্বিত না হওয়াকে তাদের একটা অনন্য বৈশিষ্ট্য বলা যেতে পারে। সাধারণ নিয়মের ব্যতিক্রম দু'অবস্থাতেই হতে পারে। প্রথমতঃ চিরকাল মরদেহ অবিকৃত থাকার মাধ্যমে এবং দ্বিতীয়তঃ অন্যান্যের তুলনায় অনেক বেশিদিন অবিকৃত থাকার মাধ্যমে। যদি বলা হয় যে, তাঁদের দেহও সাধারণ লোকের দেহের তুলনায় আশ্চর্যজনকভাবে বেশিদিন অবিকৃত থাকে এবং হাদীসের দ্বারা এ কথাই বুঝানো হয়েছে, তবে তাও অবাস্তব হবে না। যেহেতু বরযখের অবস্থা মানুষের সাধারণ পঞ্চেন্দ্রিয়ের মাধ্যমে অনুভব করা যায় না, সেহেতু কুরআনে শহীদের সে জীবন সম্পর্কে لَّا تَشْعُرُوْنَ [তোমরা বুঝতে পার না,] বলা হয়েছে। এর মর্মার্থ হলো এই যে, সে জীবন সম্পর্কে অনুভব করার মতো অনুভূতি তোমাদের হয়নি।

বিপদে ধৈর্যধারণ : আল্লাহ তা'আলার পক্ষ থেকে বান্দাদের যে পরীক্ষা নেওয়া হয়, তার তাৎপর্য وَاِذِ ابْتَلٰى اِبْرٰهٖمَ رَبُّهٗ আয়াতের তাফসীরে বর্ণিত হয়েছে। কোনো বিপদে পতিত হওয়ার আগেই যদি সে সম্পর্কে সংবাদ দিয়ে দেওয়া হয়, তবে সে বিপদে ধৈর্যধারণ সহজতর হয়ে যায়। কেননা হঠাৎ করে বিপদ এসে পড়লে পেরেশানি অনেক বেশি হয়। যেহেতু আল্লাহ তা'আলা সমগ্র উম্মতকে লক্ষ্য করেই পরীক্ষার কথা বলেছেন, সেহেতু সবার পক্ষেই অনুধাবন করা উচিত যে, এ দুনিয়া দুঃখ-কষ্ট সহ্য করারই স্থান। সুতরাং এখানে যেসব সম্ভাব্য বিপদ-আপদের কথা বলা হয়েছে, সেগুলোকে অপ্রত্যাশিত কিছু মনে না করলেই ধৈর্যধারণ করা সহজ হতে পারে। পরীক্ষায় সমগ্র উম্মত সমষ্টিগতভাবে উত্তীর্ণ হলে সমষ্টিগতভাবেই তার পুরস্কার দেওয়া হবে; এছাড়াও সবরের পরীক্ষায় ব্যক্তিগত পর্যায়ে যারা যতটুকু উত্তীর্ণ হবেন, তাদের ততটুকু বিশেষ মর্যাদাও প্রদান করা হবে।

বিপদে 'ইন্নালিল্লাহ' পাঠ করা : আয়াতে সবরকারীগণের বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে বলা হয়েছে যে, তারা বিপদের সম্মুখীন হলে– "ইন্না লিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজিউন" পাঠ করে। এর দ্বারা প্রকৃতপক্ষে শিক্ষা দেওয়া হচ্ছে যে, কেউ বিপদে পড়লে যেন এ দোয়াটি পাঠ করে। কেননা এরূপ বলাতে একাধারে যেমন অসীম ছওয়াব পাওয়া যায়, ঠিক তেমনি যদি অর্থের প্রতি যথাযথ লক্ষ্য রেখে পাঠ করা হয়, তবে বিপদে আন্তরিক শান্তিলাভ এবং তা থেকে উত্তরণও সহজতর হয়ে যায়।

https://e-ilm.weebly.com/

শব্দ বিশ্লেষণ

لَاتَكُوْنَنَّ : সীগাহ واحد مذكر حاضر বহছ نهى حاضر معروف با نون ثقيلة বাব نَصَرَ মাসদার اَلْكَوْنُ মূলবর্ণ (ك ـ و ـ ن) জিনস اجوف واوى অর্থ– তোমরা কখনো হয়ো না।

مُوَلِّيْهَا : সীগাহ واحد مذكر বহছ اسم فاعل বাব تَفْعِيْل মাসদার اَلتَّوْلِيَةُ মূলবর্ণ (و ـ ل ـ ى) জিনস لفيف مفروق অর্থ– মুখকারী।

اِسْتَبِقُوْا : সীগাহ جمع مذكر حاضر বহছ امر حاضر معروف বাব اِفْتِعَالٌ মাসদার اَلْاِسْتِبَاقُ মূলবর্ণ (س ـ ب ـ ق) জিনস صحيح অর্থ– তোমরা অগ্রসর হও, প্রতিযোগিতা কর।

يَأْتِ : সীগাহ واحد مذكر غائب বহছ مضارع معروف বাব ضَرَبَ মাসদার اَلْاِتْيَانُ অর্থ– সে আসে।

حُجَّةٌ : শব্দটি একবচন, বহুবচন حجج অর্থ– দলিল, প্রমাণ।

تَهْتَدُوْنَ : সীগাহ جمع مذكر غائب বহছ مضارع معروف বাব اِفْتِعَالٌ মাসদার اَلْاِهْتِدَاءُ মূলবর্ণ (ه ـ د ـ ى) জিনস ناقص يائى অর্থ– তোমরা রাস্তা পাও, পাবে।

يُزَكِّيْ : সীগাহ واحد مذكر غائب বহছ مضارع معروف বাব تَفْعِيْل মাসদার اَلتَّزْكِيَةُ মূলবর্ণ– (ز ـ ك ـ و) অর্থ– তিনি পবিত্র করেন।

বাক্য বিশ্লেষণ

قوله لِئَلَّا يَكُوْنَ لِلنَّاسِ الخ : আলোচ্য আয়াতাংশে حُجَّةٌ হচ্ছে يَكُوْنَ-এর ইসম ও لِلنَّاسِ হলো جار ও مجرور মিলে তার খবর।

اَمْوَاتٌ : শব্দটি خبر হয়েছে। আর তার مبتدأ হলো উহ্য هُمْ এবং اَحْيَاءٌ শব্দটিও خبر হয়েছে, তার مبتدأ হলো উহ্য هم এবং اَحْيَاءٌ ও اَمْوَاتٌ কে لَا تَقُوْلُوْا-এর معمول বানানো সহীহ নয়।

قوله وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ الخ : আয়াতটিতে لَنَبْلُوَنَّ ফে'ল উহ্য যমীর نَحْنُ হলো فاعل ও كم হলো مفعول আর بِشَيْءٍ টি جار ও مجرور মিলে উহ্য ثابت-এর সাথে متعلق কিন্তু مِنَ الْخَوْفِ টি جار ও مجرور মিলে فعل-এর متعلق হয়েছে। ثَابِتٌ শব্দটি شَيْءٌ-এর صفة আর পরবর্তী مِنَ الْاَمْوَالِ الخ টি جار ও مجرور মিলে نَقْصٌ-এর সাথে متعلق হয়েছে। অতঃপর فعل তার فاعل, مفعول ও متعلق মিলে جُمْلَة فِعْلِيَّة হয়েছে।

https://e-ilm.weebly.com/

أُولَٰئِكَ عَلَيْهِمْ صَلَوَاتٌ مِّن رَّبِّهِمْ وَرَحْمَةٌ ۖ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ (١٥٧)

অনুবাদ : (১৫৭) তাদের প্রতি [বর্ষিত] হবে বিশেষ বিশেষ করুণাসমূহ তাদের প্রভুর পক্ষ থেকে এবং সাধারণ করুণাও। আর এরাই এমন লোক যারা [তত্ত্বজ্ঞানে] পৌঁছেছে।

إِنَّ الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ مِن شَعَائِرِ اللَّهِ ۖ فَمَنْ حَجَّ الْبَيْتَ أَوِ اعْتَمَرَ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِ أَن يَطَّوَّفَ بِهِمَا ۚ وَمَن تَطَوَّعَ خَيْرًا فَإِنَّ اللَّهَ شَاكِرٌ عَلِيمٌ (١٥٨)

(১৫৮) নিশ্চয় সাফা এবং মারওয়া আল্লাহর স্মৃতি-নিদর্শনের অর্ন্তভুক্ত, অতএব, যে ব্যক্তি বায়তুল্লাহর হজ করে কিংবা ওমরা করে, তার কোনোই গুনাহ নেই, যাতায়াত করতে- এতদুভয়ের মধ্যে, আর যে ব্যক্তি স্বেচ্ছায় কোনো নেক কাজ করে, তবে আল্লাহ তা'আলা সমুচিত মূল্য প্রদান করেন, খুব ভালোরূপে জানেন।

إِنَّ الَّذِينَ يَكْتُمُونَ مَا أَنزَلْنَا مِنَ الْبَيِّنَاتِ وَالْهُدَىٰ مِن بَعْدِ مَا بَيَّنَّاهُ لِلنَّاسِ فِي الْكِتَابِ ۙ أُولَٰئِكَ يَلْعَنُهُمُ اللَّهُ وَيَلْعَنُهُمُ اللَّاعِنُونَ (١٥٩)

(১৫৯) নিশ্চয়, যারা গোপন করে আমার অবতারিত বিষয়গুলোকে যা উজ্জ্বল ও সুপথ প্রদর্শনকারী, আমি ঐগুলোকে সর্বসাধারণের জন্য কিতাবে প্রকাশ করে দেওয়ার পর, তাদেরকে লা'নত করেন আল্লাহও, আর লা'নতকারীগণও তাদেরকে লা'নত করেন।

إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا وَأَصْلَحُوا وَبَيَّنُوا فَأُولَٰئِكَ أَتُوبُ عَلَيْهِمْ ۚ وَأَنَا التَّوَّابُ الرَّحِيمُ (١٦٠)

(১৬০) কিন্তু যারা তওবা করে এবং সংশোধন করে নেয়, আর ব্যক্ত করে দেয়, তবে তাদের প্রতি আমি দৃষ্টি করি, আর আমি তো তওবা কবুল করায় এবং অনুগ্রহ করায় খুবই অভ্যস্ত।

শাব্দিক অনুবাদ

১৫৭. أُولَٰئِكَ عَلَيْهِمْ তাদের প্রতি [বর্ষিত] হবে صَلَوَاتٌ বিশেষ বিশেষ করুণাসমূহ مِّن رَّبِّهِمْ তাদের প্রভুর পক্ষ থেকে وَرَحْمَةٌ এবং সাধারণ করুণাও وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ আর এরাই এমন লোক যারা [তত্ত্বজ্ঞানে] পৌঁছেছে।

১৫৮. إِنَّ الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ নিশ্চয় সাফা এবং মারওয়া مِن شَعَائِرِ اللَّهِ আল্লাহর স্মৃতি-নিদর্শনের অর্ন্তভুক্ত فَمَنْ حَجَّ الْبَيْتَ অতএব, যে ব্যক্তি বায়তুল্লাহর হজ করে أَوِ اعْتَمَرَ কিংবা ওমরা করে فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِ তার কোনোই গুনাহ নেই أَن يَطَّوَّفَ بِهِمَا যাতায়াত করতে- এতদুভয়ের মধ্যে وَمَن تَطَوَّعَ خَيْرًا আর যে ব্যক্তি স্বেচ্ছায় কোনো নেক কাজ করে فَإِنَّ اللَّهَ তবে আল্লাহ তা'আলা شَاكِرٌ সমুচিত মূল্য প্রদান করেন عَلِيمٌ খুব ভালোরূপে জানেন।

১৫৯. إِنَّ الَّذِينَ يَكْتُمُونَ নিশ্চয়, যারা গোপন করে مَا أَنزَلْنَا আমার অবতারিত বিষয়গুলোকে مِنَ الْبَيِّنَاتِ যা উজ্জ্বল وَالْهُدَىٰ ও সুপথ প্রদর্শনকারী مِن بَعْدِ مَا بَيَّنَّاهُ আমি ঐগুলোকে প্রকাশ করে দেওয়ার পর لِلنَّاسِ সর্বসাধারণের জন্য فِي الْكِتَابِ কিতাবে أُولَٰئِكَ يَلْعَنُهُمُ اللَّهُ তাদেরকে লা'নত করেন আল্লাহও وَيَلْعَنُهُمُ اللَّاعِنُونَ আর লা'নতকারীগণও তাদেরকে লা'নত করেন।

১৬০. إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا কিন্তু যারা তওবা করে وَأَصْلَحُوا এবং সংশোধন করে নেয় وَبَيَّنُوا আর ব্যক্ত করে দেয় فَأُولَٰئِكَ أَتُوبُ عَلَيْهِمْ তবে তাদের প্রতি আমি দৃষ্টি করি وَأَنَا আর আমি তো খুবই অভ্যস্ত التَّوَّابُ তওবা কবুল করায় الرَّحِيمُ এবং অনুগ্রহ করায়।

https://e-ilm.weebly.com/

অনুবাদ : (১৬১) অবশ্য যারা ইসলাম গ্রহণ করে না এবং এ কাফের অবস্থায় মারা যায়, তাদের প্রতি লা'নত আল্লাহর, ফেরেশতাদের এবং মানবেরও [অর্থাৎ উভয় কুলের লানতকারীরও]।	إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا وَمَاتُوا وَهُمْ كُفَّارٌ أُولَٰئِكَ عَلَيْهِمْ لَعْنَةُ اللَّهِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ (١٦١)
(১৬২) তারা অনন্তকাল তাতেই থাকবে, তাদের না আজাব হালকা হবে, আর না তাদেরকে অবকাশ দেওয়া হবে।	خَالِدِينَ فِيهَا ۖ لَا يُخَفَّفُ عَنْهُمُ الْعَذَابُ وَلَا هُمْ يُنْظَرُونَ (١٦٢)
(১৬৩) আর যিনি তোমাদের মাবুদ হওয়ার যোগ্য তিনি তো একই মা'বুদ, তিনি ব্যতীত অন্য কানো মা'বুদ নেই, পরম দয়ালু করুণাময়।	وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ ۖ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ الرَّحْمَٰنُ الرَّحِيمُ (١٦٣)
(১৬৪) নিশ্চয় আসমানসমূহ ও পৃথিবী সৃজনে এবং পর্যায়ক্রমে দিবা ও রাত্রির আগমনে এবং জাহাজসমূহে যা সমুদ্রে চলাচল করে মানুষের লাভজনক পণ্যদ্রব্য নিয়ে, আর পানিতে যা আল্লাহ আসমান হতে বর্ষণ করেন। অতঃপর সরস সতেজ করেন তা দ্বারা জমিনকে তা অনুর্বর হওয়ার পর, আর সর্বপ্রকারের জীবজন্তু তাতে ছড়িয়ে দিয়েছেন। আর বায়ুরাশির পরিবর্তনে এবং মেঘমালায়– যা আসমান ও জমিনের মধ্যস্থলে আবদ্ধ থাকে, প্রমাণসমূহ আছে সেই লোকদের জন্য যারা জ্ঞান রাখে।	إِنَّ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاخْتِلَافِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَالْفُلْكِ الَّتِي تَجْرِي فِي الْبَحْرِ بِمَا يَنْفَعُ النَّاسَ وَمَا أَنْزَلَ اللَّهُ مِنَ السَّمَاءِ مِنْ مَاءٍ فَأَحْيَا بِهِ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا وَبَثَّ فِيهَا مِنْ كُلِّ دَابَّةٍ وَتَصْرِيفِ الرِّيَاحِ وَالسَّحَابِ الْمُسَخَّرِ بَيْنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ (١٦٤)

ع ٢

শাব্দিক অনুবাদ

(১৬১) إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا অবশ্য যারা ইসলাম গ্রহণ করে না وَمَاتُوا وَهُمْ كُفَّارٌ এবং এ কাফের অবস্থায় মারা যায় أُولَٰئِكَ عَلَيْهِمْ لَعْنَةُ اللَّهِ তাদের প্রতি লা'নত আল্লাহর وَالْمَلَائِكَةِ ফেরেশতাদের وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ এবং মানবেরও [অর্থাৎ উভয় কুলের লানতকারীরও]।

(১৬২) خَالِدِينَ فِيهَا তারা অনন্তকাল তাতেই থাকবে لَا يُخَفَّفُ عَنْهُمُ الْعَذَابُ তাদের না আজাব হালকা হবে وَلَا هُمْ يُنْظَرُونَ আর না তাদেরকে অবকাশ দেওয়া হবে।

(১৬৩) وَإِلَٰهُكُمْ আর যিনি তোমাদের মাবুদ হওয়ার যোগ্য إِلَٰهٌ وَاحِدٌ তিনি তো একই মা'বুদ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ তিনি ব্যতীত অন্য কানো মা'বুদ নেই الرَّحْمَٰنُ পরম দয়ালু الرَّحِيمُ করুণাময়।

(১৬৪) إِنَّ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ নিশ্চয় আসমানসমূহ ও পৃথিবী সৃজনে وَاخْتِلَافِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ এবং পর্যায়ক্রমে দিবা ও রাত্রির আগমনে وَالْفُلْكِ এবং জাহাজসমূহে الَّتِي تَجْرِي যা চলাচল করে فِي الْبَحْرِ সমুদ্রে بِمَا يَنْفَعُ النَّاسَ মানুষের লাভজনক পণ্যদ্রব্য নিয়ে وَمَا أَنْزَلَ اللَّهُ আর যা আল্লাহ বর্ষণ করেন مِنَ السَّمَاءِ আসমান হতে مِنْ مَاءٍ পানিতে فَأَحْيَا بِهِ الْأَرْضَ অতঃপর সরস সতেজ করেন তা দ্বারা জমিনকে بَعْدَ مَوْتِهَا তা অনুর্বর হওয়ার পর وَبَثَّ فِيهَا আর তাতে ছড়িয়ে দিয়েছেন مِنْ كُلِّ دَابَّةٍ সর্বপ্রকারের জীবজন্তু وَتَصْرِيفِ الرِّيَاحِ আর বায়ুরাশির পরিবর্তনে وَالسَّحَابِ এবং মেঘমালায়– الْمُسَخَّرِ بَيْنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ যা আসমান ও জমিনের মধ্যস্থলে আবদ্ধ থাকে لَآيَاتٍ প্রমাণসমূহ আছে لِقَوْمٍ সেই লোকদের জন্য يَعْقِلُونَ যারা জ্ঞান রাখে।

https://e-ilm.weebly.com/

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

(১৫৮) قوله إِنَّ الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ مِنْ شَعَائِرِ اللهِ الخ আয়াতের শানে নুযূল : সাফা ও মারওয়া কা'বা ঘরের নিকটবর্তী দু'টি পাহাড়, এ দু'টি পাহাড়ের মাঝে হযরত হাজেরা (আ.) পানি অন্বেষণে দৌড়েছিলেন। আল্লাহ তা'আলা তার এ দৌড়ানোকে অত্যন্ত পছন্দ করেন এবং সাফা ও মারওয়ার মাঝে সাত বার প্রদক্ষিণ করাকে হজ্জ ও ওমরার অংশ নির্ধারণ করে দেন। জাহেলিয়াতের যুগে মক্কার মুশরিকরা সাফা পাহাড়ের চূড়ায় 'ইসাফ' নামের এক নরমূর্তি ও মারওয়ার পাহাড়ের চূড়ায় 'নায়েলা' নামের এক নারীমূর্তি স্থাপন করে তারা নিজস্ব নিয়মে হজ্জ পালনকালে সাফা ও মারওয়ার মাঝে প্রদক্ষিণ করত এবং পাহাড়ের চূড়ায় উঠে মূর্তিগুলোকে স্পর্শ করত চুম্বন করত এবং এগুলোর পাশে দোয়া করত। তাই ইসলামের প্রথম যুগে মুসলমানগণ দু'টি পাহাড়ের মাঝে প্রদক্ষিণ করাকে গর্হিত ও পরিত্যাজ্য হওয়ার ধারণা করেন। তাদের এ ধারণা দূর করার জন্য আল্লাহ তা'আলা এ আয়াত নাজিল করেন।

(১৫৯) قوله إِنَّ الَّذِيْنَ يَكْتُمُوْنَ مَا أَنْزَلْنَا مِنَ الْبَيِّنٰتِ الخ আয়াতের শানে নুযূল : ইবনে আব্বাস (রা.) বর্ণনা করেন, একবার সাহাবায়ে কেরামের এক দল ইহুদি পণ্ডিতের নিকট তাওরাতের কয়েকটি বিধান সম্পর্কে জানতে চাইলে তারা যথাযথ উত্তর প্রদান করেনি। ইহুদিদের মধ্য হতে যারা মুসলমান হয়েছিলেন তারা এবং মুসলমানদের মধ্য হতে যারা তাওরাত পড়তে পারতেন তারা এ ভুল ধরিয়ে দিতে সক্ষম হন।

নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের বিভিন্ন বৈশিষ্ট্য তাওরাতে বর্ণিত থাকলেও তারা নবীর আত্মপ্রকাশের পর তা রদবদল করে বর্ণনা করতে শুরু করে। অথচ হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে সালাম (রা.) বলেন, আমি তাওরাতে বর্ণিত আলামতের দ্বারা নবীজীকে সঠিকভাবে চিনে নিতে সক্ষম হই, এমনকি আমি আমার ছেলেকে চেনার চেয়েও তাঁকে সঠিকভাবে সনাক্ত করতে পারি।

ইহুদিদের মধ্যে বিবাহিত নর ও নারী ব্যভিচারে ধরা পড়ে। ইহুদিরা নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের নিকট এলে তিনি তাওরাতের শাস্তি প্রয়োগ করার নির্দেশ দেন। তাওরাতে এর শাস্তি কুরআনের বিধানের অনুরূপ প্রস্তরাঘাতে হত্যা করা, হুজুর ﷺ তা জানতেন। তারা কিতাব এনে বিধান লেখা স্থানটি হাতে ঢেকে পড়তে শুরু করে এবং অন্য বিধান বর্ণনা করার প্রয়াস চালায়। তখন উপস্থিত সাহাবীদের মাঝে যারা তাওরাত পড়া জানতেন তারা হাতে ঢাকা স্থান হতে হাত সরিয়ে পড়তে বললেন। এমতাবস্থায় তারা তাওরাতের বিধান গোপন রাখতে ব্যর্থ হলো।

উল্লিখিত সবগুলো ঘটনাই এ আয়াতসমূহের শানে নুযূল হতে পারে।

(১৬৪) قوله إِنَّ فِيْ خَلْقِ السَّمٰوٰتِ وَالْأَرْضِ وَاخْتِلَافِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ الخ আয়াতের শানে নুযূল : যখন পূর্ববর্তী আয়াত وَإِلٰهُكُمْ إِلٰهٌ وَّاحِدٌ নাজিল করা হয়, তখন কাফেররা বলতে শুরু করে, এত বিশাল ব্রহ্মাণ্ডের জন্য এক ইলাহ, কিভাবে তা সম্ভব? নিশ্চয় আরো ইলাহ রয়েছে। তখন মহান আল্লাহ ক্ষমতায় সার্বভৌমত্ব ও একত্ব প্রকাশ করতে উক্ত আয়াত অবতীর্ণ করেন।

কুরাইশরা বিভিন্ন সময় বিভিন্ন নিদর্শন দাবি করত। তারা বলত, যদি এই কাজটি করতে পারেন, তাহলে করে দেখান। কিন্তু তা দেখানোর পর তারা সেটিকে জাদু বা ইত্যাকার কোনো শব্দ দ্বারা বিশেষিত করত, কিন্তু ঈমান আনত না। যেমন একবার এক কুরইশী যুবক এসে নবীজীকে বলে, আপনি যদি সাফা পাহাড়টিকে স্বর্ণের দ্বারা পরিবর্তন করে দিতে পারেন তাহলে আমাদের দারিদ্র্য দূর হয়ে যাবে। তখন আমরা আপনাকে নবী মেনে নিতে কোনো দ্বিধা করব না। শুনে হুজুর আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তার নিকট এই মর্মে দৃঢ় প্রতিজ্ঞা আদায় করলেন। এরপর নবীজীর দোয়ার প্রেক্ষিতে হযরত জিবরাঈল (আ.) এসে হুজুরের সমীপে উপস্থিত হন এবং বলেন, আপনার পক্ষ থেকে এ মু'জিযা দেখাবার পরও তারা ঈমান আনবে না। আর আল্লাহর নিয়ম হলো মু'জিযা দেখানোর পরও যদি ঈমান না আনে, তাহলে তিনি কাফেরদের নির্মূল করে দেন। সেই নিয়মে তিনি আপনার উম্মতকেও নিশ্চিহ্ন করে দিবেন। এ কথা শুনে হুজুর আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কেঁপে উঠলেন এবং বললেন, "তাদের কাঙ্ক্ষিত মু'জিযা দেখানোর কোনো প্রয়োজন নেই। বরং আমি দাওয়াত দিতে থাকব, হয়তো তাতেই তারা ঈমান আনতে থাকবে।' তখন এই আয়াত নাজিল হয়। তাতে আল্লাহর নিদর্শন হিসাবে যে সকল বিষয়ের বর্ণনা রয়েছে, সত্যান্বেষীদের জন্য তাই কি কম? তাই কি যথেষ্ট নয়? অবশ্যই যথেষ্ট ও অধিক। –[ইবনে কাসীর]

قوله شَعَائِرِ اللهِ-এর অর্থ : شَعَائِر শব্দটি شَعِيْرَةٌ-এর বহুবচন। এর শাব্দিক অর্থ চিহ্ন ও নিদর্শন। شَعَائِرِ اللهِ বলতে সেই সব কাজ কর্ম ও ইবাদতকে বুঝায় যে গুলোকে আল্লাহ তা'আলা দীনের নির্দশন হিসেবে চিহ্নিত করেছেন। আল্লাহর নির্দেশিত সকল নিদর্শন, যেমন আযান, জামাতে নামাজ আদায় করা ইত্যাদি এবং ইবাদতের সকল স্থান যেমন কা'বাঘর, আরাফাত, মুযদালিফা ও মিনার প্রান্তর ইত্যাদিকে شَعَائِرِ اللهِ বলে।

https://e-ilm.weebly.com/

حَجّ ও عُمْرَة -এর অর্থ : حَجّ -এর শাব্দিক অর্থ উদ্দেশ্য স্থির করা ও সংকল্প গ্রহণ করা। কুরআন ও সুন্নাহর পরিভাষায় زِيَارَةُ بَيْتِ اللّٰهِ فِىْ وَقْتِ الْحَجِّ مَعَ اَدَاءِ الْوَاجِبِ بِالطَّرِيْقَةِ الْمَسْنُوْنَةِ ইবাদতের সংকল্প গ্রহণ করে মক্কা নগরীতে গমন এবং নির্দিষ্ট সময়ের মাঝে বিশেষ ধরনের কয়েকটি কার্য সম্পাদন করাকে হজ্জ বলে।

عُمْرَة -এর আভিধানিক অর্থ : জিয়ারত করা, আবাদ করা বা দর্শন করা। শরিয়তের পরিভাষায়, কা'বা ঘর তওয়াফ করা, সাফা ও মারওয়ার মাঝে প্রদক্ষিণ করা এবং এগুলো করার জন্য ইহরাম বাঁধাকে ওমরা বলে। ওমরার শেষে হজ্জের ন্যায় মাথা কামাতে হয়।

فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِ বলার কারণ : فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِ কথাটি সন্দেহভাজন করতে এভাবে বলা হয়েছে। নয়তো কাজটি পূর্ণতাই ছওয়াবের এবং ইবাদত হিসেবে হজ্জ ও ওমরার অংশ। আল্লাহ তা'আলা হযরত ইবরাহীম (আ.) কে হজ্জের যাবতীয় বিধান শিক্ষা দেন। তন্মধ্যে সাফা ও মারওয়ার মাঝে সা'ঈ (প্রদক্ষিণ) করা অন্তর্ভুক্ত ছিল। কিন্তু জাহেলী যুগে মক্কার মুশরিকরা সাফা ও মারওয়ার শীর্ষদেশে ইসাফ ও নায়েলা নামের দু'টি প্রতিমা স্থাপন করে এবং সা'ঈ করার সময় এই গুলোকে তারা সম্মান প্রদর্শন করতে থাকে। ফলে ইসলামের প্রথমযুগে মুসলমানদের সন্দেহ জাগে যে, সাফা ও মারওয়ার মাঝে সা'ঈ করা সম্ভবত অনৈসলামিক কাজ এবং তাতে নিশ্চয় ছওয়াবের পরিবর্তে গুনাহ হবে। এ অবস্থায় আল্লাহ তা'আলা এ সন্দেহ দূর করার জন্য এ আয়াত নাজিল করেন যে, সা'ঈ করায় কোনো গুনাহ হবে না।

সা'ঈর হুকুম : সাফা-মারওয়ার মাঝে সা'ঈ করা ইমাম আহমদ বিন হাম্বল (র.)-এর মতে সুন্নত। ইমাম মালেক ও ইমাম শাফেয়ী (র.)-এর মতে ফরজ এবং ইমাম আবূ হানীফা (র.)-এর মতে ওয়াজিব।

হজ্জ ও ওমরার ফরজ ও ওয়াজিব : হজ্জের ফরজ তিনটি যথা–(১) ইহরাম বাঁধা, (২) যিলহজ্জের নয় তারিখে আরাফার ময়দানে অবস্থান ও (৩) তওয়াফে জিয়ারত।

হজ্জের ওয়াজিব পাঁচটি যথা–[১] মুযদালিফায় অবস্থান [২] তওয়াফে জিয়ারতের পর সাফা ও মারওয়ার মাঝে সা'ঈ করা (প্রদক্ষিণ) [৩] কঙ্কর নিক্ষেপ করা, [৪] মক্কার বাইরের লোকদের জন্য তওয়াফে বিদা এবং [৫] মাথা কামানোর মাধ্যমে ইহরাম ভঙ্গ করা।

ওমরার ফরজ দু'টি যথা–(১) ইহরাম বাঁধা ও (২) কা'বাঘর তওয়াফ করা।

ওমরার ওয়াজিব তিনটি যথা (১) তওয়াফের পর মাকামে ইবরাহীমের নিকটে দু'রাকাত নামাজ আদায় করা। (২) সাফা-মারওয়ার মাঝে সাতবার প্রদক্ষিণ করা এবং (৩) মাথা কামিয়ে ইহরাম ভঙ্গ করা।

হজ্জ ও ওমরার মাঝে পার্থক্য : হজ্জ ও ওমরার মাঝে পার্থক্য হলো– (১) হজ্জ ফরজ, কিন্তু ওমরাহ ফরজ নয়। (২) হজ্জ বছরের কয়েকটি নির্দিষ্ট দিনে আদায় করতে হয়, কিন্তু ওমরাহ যিলহজ্জের পাঁচ দিন (৯ হতে ১৩ তারিখ) ব্যতীত অন্য যে কোনো দিন আদায় করা যায়।

(৩) ওমরার তুলনায় হজ্জের কাজ অনেক বেশি, ওমরা হতে তওয়াফ ও সা'ঈ করতে হয় হজ্জে এগুলো ছাড়াও আরাফাতে অবস্থান, মুযদালিফায় অবস্থান, মিনায় কঙ্কর নিক্ষেপ ও কুরবানি ইত্যাদি কাজগুলো সম্পাদন করতে হয়।

হজ্জের حُكْم ও তার দলিল : হজ্জ মানব জীবনে বিভিন্ন শর্তসাপেক্ষে একবার ফরজ। চাই পুরুষ হোক আর মহিলা হোক। এটা কুরআন, হাদীস ও ইজমা দ্বারা প্রমাণিত সত্য। কুরআন যেমন– وَلِلّٰهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ اِلَيْهِ سَبِيْلًا হাদীস যেমন– بُنِيَ الْاِسْلَامُ عَلٰى خَمْسٍ .... الخ আর ইজমা যেমন–সকল ওলামায়ে উম্মত হজ্জকে ফরজ হিসেবে মেনে নিয়েছেন, কেউ এর বিরোধিতা করেননি।

সাফা-মারওয়ার প্রদক্ষিণের হুকুম : ফিকহবিদগণ সাফা-মারওয়ার মাঝে প্রদক্ষিণ করার হুকুম সম্পর্কে মতভেদ করেছেন। যেমন– (১) ইমাম শাফেয়ী, মালেক ও আহমদের (র.) একটি মত হলো– এটা হজ্জের রোকন যে সা'ঈ বাদ দেবে তার হজ্জ হবে না।

(২) ইমাম আযম (র.)-এর মতে সা'ঈ ওয়াজিব; রোকন নয়, কেউ যদি বাদ দেয় তাহলে دَم ওয়াজিব হবে।

(৩) ইমাম আহমদের দ্বিতীয় মত হলো–এটা সুন্নত, বাদ পড়লে কিছুই ওয়াজিব হবে না।

https://e-ilm.weebly.com/

উভয় পক্ষের দলিল : প্রথম পক্ষ নবী করীম -এর হাদীস إِسْعَوْا فَإِنَّ اللّٰهَ كَتَبَ عَلَيْكُمُ السَّعْيَ -কে দলিল হিসেবে পেশ করেন। দ্বিতীয় পক্ষ বলেন, আল্লাহ তা'আলা বলেছেন– فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِ أَنْ يَطَّوَّفَ بِهِمَا অর্থাৎ সা'ঈ করলে কোনো গুনাহ নেই। গুনাহ রহিত করার দ্বারা বুঝা যায় যে, এটা রোকন নয়। তবে নবী কারীম অন্যান্য কাজের মতো তা আদায় করেছেন বিধায় وَاجِبٌ বলা যায়। তৃতীয় পক্ষ দলিল হিসেবে বলেন, আল্লাহ তা'আলা وَمَنْ تَطَوَّعَ বলেছেন, ওয়াজিব বলেননি।

হজ্জের শর্তসমূহ : হজ কিছু শর্তসাপেক্ষে জীবনে একবার ফরজ। এ শর্তগুলোর অনুপস্থিতে হজ ফরজ হবে না। চাই সে পুরুষ হোক বা নারীই হোক। প্রধান শর্তগুলো নিম্নরূপ– (১) মুসলমান (২) বালেগ (৩) বুদ্ধিমান (৪) স্বাধীন হওয়া (৫) রাস্তা নিরাপদ থাকা (৬) إِسْتِطَاعَتْ তথা সক্ষমতা ও সামর্থ্য থাকা ইত্যাদি।

ইলমে দীনের প্রকাশ ও প্রচার করা ওয়াজিব এবং গোপন করা হারাম : উল্লিখিত আয়াতে বলা হয়েছে যে, আল্লাহর, সমস্ত প্রকৃষ্ট হেদায়েত অবতীর্ণ হয়েছে, সেগুলো মানুষের কাছে গোপন করা এত কঠিন হারাম ও মহাপাপ, যার জন্য আল্লাহ তা'আলা নিজেও লা'নত বা অভিশ্পাত করে থাকেন এবং সমগ্র সৃষ্টিও অভিসম্পাত করে। এতে কয়েকটি বিষয় জানা যায় :

প্রথমতঃ যে জ্ঞানের প্রচার ও প্রসার বিশেষ জরুরি, তা গোপন করা হারাম। রাসূলে কারীম ইরশাদ করেছেন– 'যে লোক দীনের কোনো বিধানের বিষয় জানা সত্ত্বেও তা জিজ্ঞেস করলে গোপন করবে, কিয়ামতের দিন আল্লাহ তা'আলা তার মুখে আগুনের লাগাম পরিয়ে দিবেন।' হাদীসটি হযরত আবূ হুরায়রা ও আমর ইবনে আস (রা.) থেকে ইবনে মাজাহ বর্ণনা করেছেন।

ফিকহবিদগণ বলেছেন, এ অভিসম্পাত আরোপিত হবে তখনই, যখন অন্য কোনো লোক সেখানে উপস্থিত থাকবে না। যদি অন্যান্য আলেম লোকও সেখানে উপস্থিত থাকেন, তবে একথা বলে দেওয়া যেতে পারে যে, অন্য কোনো আলেমকে জিজ্ঞেস করে নাও। –[কুরতুবী, জাস্সাস]

দ্বিতীয়তঃ জানা যায় যে, 'জ্ঞানকে গোপনা করার' অভিসম্পাত সে সমস্ত জ্ঞান ও মাসআলা গোপন করার ব্যাপারেই প্রযোজ্য, যা কুরআন ও সুন্নাহতে পরিষ্কারভাবে উল্লেখ রয়েছে এবং যার প্রকাশ ও প্রচার করা কর্তব্য। পক্ষান্তরে এমন সূক্ষ্ম ও জটিল মাসআলা সাধারণ্যে প্রকাশ না করাই উত্তম, যা দ্বারা সাধারণ লোকদের মধ্যে ভুল বুঝাবুঝি ও বিভ্রান্তি সৃষ্টি হতে পারে। তখন তা كِتْمَانِ عِلْمٍ বা জ্ঞানকে গোপন করার হুকুমের আওতায় পড়বে না। উল্লিখিত আয়াতে مِنَ الْبَيِّنٰتِ وَالْهُدٰى বাক্যের দ্বারাও তেমনি ইঙ্গিত পাওয়া যায়। তেমনিভাবে মাসআলা-মাসায়েল সম্পর্কে হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে মাসঊদ (রা.) বলেছেন, 'তোমরা যদি সাধারণ মানুষকে এমন সব হাদীস শোনাও যা তারা পরিপূর্ণভাবে হৃদয়ঙ্গম করতে পারে না, তবে তাদেরকে ফেতনা-ফ্যাসাদেরই সম্মুখীন করবে।–[কুরতুবী]

সহীহ বুখারীতে হযরত আলী (রা.) থেকে উদ্ধৃত রয়েছে, তিনি বলেছেন, 'সাধারণ মানুষের সামনে ইলমের শুধুমাত্র ততটুকু প্রকাশ করবে, যতটুকু তাদের জ্ঞান-বুদ্ধি ধারণ করতে পারে। মানুষ আল্লাহ ও রাসূলকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করুক; তোমরা কি এমন কামনা কর? কারণ, যেকথা তাদের বোধগম্য নয়, তাতে তাদের মনে নানারকম সন্দেহ-সংশয় সৃষ্টি হবে এবং তাতে করে তারা আল্লাহ ও রাসূলকে অস্বীকারও করে বসতে পারে।

কোন কোন পাপের জন্য সমগ্র সৃষ্টি লা'নত করে : وَيَلْعَنُهُمُ اللّٰعِنُوْنَ –আয়াতে কুরআনে কারীম লা'নত বা অভিসম্পাতকারীদের নির্দিষ্টভাবে চিহ্নিত করেনি। তাফসীর শাস্ত্রের ইমাম হযরত মুজাহিদ ও ইকরিমা (রা.) বলেছেন, এভাবে বিষয়টি অনির্ধারিত রাখাতে ইঙ্গিত পাওয়া যাচ্ছে যে, দুনিয়ার প্রতিটি বস্তু এবং প্রতিটি সৃষ্টিই তাদের উপর অভিসম্পাত করে থাকে। এমনিক জীব-জন্তু, কীট-পতঙ্গও তাদের প্রতি অভিসম্পাত করে। কারণ তাদের অপকর্মের দরুন সেসব সৃষ্টিরও ক্ষতিসাধিত হয়। হযরত বা'রা ইবনে আযেব (রা.) হতে বর্ণিত এক হাদীসেও তার সমর্থন পাওয়া যায়। তাতে রাসূলে কারীম বলেছেন, اَللّٰعِنُوْنَ -এর অর্থ হলো সমগ্র পৃথিবীতে বিচরণশীল সমস্ত প্রাণী। –[কুরতুবী]

https://e-ilm.weebly.com/

কোনো নির্দিষ্ট ব্যক্তির প্রতি লা'নত করা ততক্ষণ পর্যন্ত জায়েজ নয় যতক্ষণ না তার কাফের অবস্থায় মৃত্যুবরণের বিষয় নিশ্চিত হওয়া যায় : وَمَاتُوا وَهُمْ كُفَّارٌ –বাক্যাংশের দ্বারা জাসসাস ও কুরতুবী প্রমুখ উদ্ভাবন করেছেন যে, যে কাফের কুফর অবস্থায় মৃত্যুবরণ করেছে বলে নিশ্চিত নয়, তার প্রতি লা'নত করা বৈধ নয়। আর আমাদের পক্ষে যেহেতু কারো শেষ পরিণতির [মৃত্যুর] নিশ্চিত অবস্থা সম্পর্কে অবগত হওয়ার কোনো উপায় নেই, সেহেতু কোনো কাফেরের নাম নিয়ে তার প্রতি লা'নত বা অভিসম্পাত করাও জায়েজ নয়। বস্তুতঃ রাসূলে কারীম ﷺ যে সমস্ত কাফেরের নামোল্লেখ করে লা'নত করেছেন, কুফর অবস্থায় তাদের মৃত্যু সম্পর্কে আল্লাহ তা'আলার পক্ষ থেকে তিনি অবহিত হয়েছিলেন। অবশ্য সাধারণ কাফের ও জালেমদের প্রতি অনির্দিষ্টভাবে লা'নত করা জায়েজ।

এতে একথাও প্রতীয়মান হয়ে যায় যে, লা'নতের ব্যাপারটি যখন এতই কঠিন ও নাযুক যে, কুফর অবস্থায় মৃত্যু সম্পর্কে নিশ্চিত না হয়ে কোনো কাফেরের প্রতিও লা'নত করা বৈধ নয়, তখন কোনো মুসলমান কিংবা কোনো জীব-জন্তুর উপর কেমন করে লা'নত করা যেতে পারে? পক্ষান্তরে সাধারণ মানুষ, বিশেষতঃ আমাদের নারী সম্প্রদায় একান্ত গাফলতিতে পড়ে আছে। তারা কথায় কথায় নিজেদের আপনজনদের প্রতিও অভিসম্পাত বা লা'নত বাক্য ব্যবহার করতে থাকে এবং শুধু লা'নত বাক্য ব্যবহার করেই সন্তুষ্ট হয় না; বরং তার সমার্থক যে সমস্ত শব্দ জানা থাকে সেগুলোও ব্যবহার করতে কসূর করে না। লা'নতের প্রকৃত অর্থ হলো, আল্লাহর রহমত থেকে দূরে সরিয়ে দেওয়া। কাজেই কাউকে 'মরদুদ', 'আল্লাহর অভিশপ্ত' প্রভৃতি শব্দে গালি দেওয়াই লা'নতেরই সমপর্যায়ভুক্ত।

আরবের মুশরিকরা যখন নিজেদের বিশ্বাসের পরিপন্থি আয়াত وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ শুনল, তখন বিস্মিত হয়ে বলতে লাগল, সারা বিশ্বেরই কি একজন মাত্র উপাস্য হতে পারে? যদি এ দাবি যথার্থ হয়ে থাকে, তবে তার কোনো প্রমাণ উপস্থাপন করা উচিত। সুতরাং আল্লাহ তা'আলা তারই প্রমাণ পেশ করেছেন আলোচ্য আয়াতে।

তাওহীদের মর্মার্থ : وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ বিভিন্নভাবেই আল্লাহ তা'আলার তাওহীদ বা একত্ববাদ সপ্রমাণিত রয়েছে। উদাহরণতঃ তিনি একক, সমগ্র বিশ্বে না আছে তাঁর তুলনা, না আছে কোনো সমকক্ষ। সুতরাং একক উপাস্য হওয়ার অধিকারও একমাত্র তাঁরই।

দ্বিতীয়ত : উপাস্য হওয়ার অধিকারেও তিনি একক। অর্থাৎ, তাঁকে ছাড়া অন্য আর কেউই ইবাদতের যোগ্য নয়।

তৃতীয়ত : সত্তার দিক দিয়েও তিনি একক। অর্থাৎ, অংশী বিশিষ্ট নন। তিনি অংশী ও অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ থেকে পবিত্র। তাঁর বিভক্তি কিংবা ব্যবচ্ছেদ হতে পারে না।

চতুর্থত : তিনি তাঁর আদি ও অনন্ত সত্তার দিক দিয়েও একক। তিনি তখনো বিদ্যমান ছিলেন, যখন অন্য কোনো কিছুই ছিল না এবং তখনো বিদ্যমান থাকবেন যখন কোনো কিছুই থাকবে না। অতএব, তিনিই একমাত্র সত্তা যাঁকে وَاحِدٌ বা 'এক' বলা যেতে পারে। وَاحِدٌ শব্দটিতে উল্লিখিত যাবতীয় দিকের একত্বই বিদ্যমান রয়েছে। –[জাসসাস]

তারপর আল্লাহ তা'আলার প্রকৃত একত্ব সম্পর্কে বাস্তব লক্ষণ ও প্রমাণাদি উপস্থাপিত করা হয়েছে, যা জ্ঞানী-নির্জ্ঞান নির্বিশেষে যে কেউই বুঝতে পারে। আসমান ও জমিনের সৃষ্টি এবং রাত ও দিনের চিরাচরিত বিবর্তন তাঁরই ক্ষমতার পরিপূর্ণতা ও একত্ববাদের প্রকৃত প্রমাণ।

তেমনিভাবে পানির উপর নৌকা ও জাহাজ তথা জলযানসমূহের চলাচলও একটি বিরাট প্রমাণ। পানিকে আল্লাহ তা'আলা এমন এক তরল পদার্থ করে সৃষ্টি করেছেন যে, একান্ত তরল ও প্রবহমান হওয়া সত্ত্বেও তার পিঠের উপর লক্ষ লক্ষ মণ ওজনবিশিষ্ট বিশালকায় জাহাজ বিরাট ওজনের চাপ নিয়ে পূর্ব থেকে পশ্চিমে চলাচল করে। তদুপরি এগুলোকে গতিশীল করে তোলার জন্য বাতাসের গতি ও নিতান্ত রহস্যপূর্ণভাবে সে গতির পরিবর্তন করতে থাকা প্রভৃতি বিষয়ও এদিকেই ইঙ্গিত করে যে, এগুলোর সৃষ্টি ও পরিচালনার পিছনে এক মহাজ্ঞানী ও মহাবিজ্ঞ সত্তা বিদ্যমান। পানীয় পদার্থগুলো তরল না হলে যেমন এ কাজটি চলতে পারতো না; তেমনি এগুলোর পক্ষে সুদীর্ঘ পথ অতিক্রম করাও সম্ভব হতো না। এ বিষয়টিই কুরআনে হাকীমে এভাবে উল্লেখ করেছে : إِنْ يَشَأْ يُسْكِنِ الرِّيحَ فَيَظْلَلْنَ رَوَاكِدَ عَلَىٰ ظَهْرِهِ অর্থাৎ "আল্লাহ ইচ্ছা করলে বাতাসের গতিকে স্তব্ধ করে দিতে পারেন এবং তখন এ সমস্ত জাহাজ সাগর পৃষ্ঠে ঠায় দাঁড়িয়ে যাবে।"

https://e-ilm.weebly.com/

بِمَا يَنْفَعُ النَّاسَ : শব্দের দ্বারা ইঙ্গিত করা হয়েছে যে, সামুদ্রিক জাহাজের মাধ্যমে এক দেশের মালামাল অন্য দেশে আমদানি রফতানি করার মাঝেও মানুষের এত বিপুল কল্যাণ নিহিত রয়েছে যা গণনাও করা যায় না। আর এ উপকারিতার ভিত্তিতেই যুগে যুগে, দেশে দেশে নতুন নতুন বাণিজ্যপন্থা উদ্ভাবিত হয়েছে।

এমনভিাবে আকাশ থেকে এভাবে পানিকে বিন্দু বিন্দু করে বর্ষণ করা, যাতে কোনোকিছুর ক্ষতিসাধিত না হয়। যদি এ পানি প্লাবনের আকারে আসত, তাহলে কোনো মানুষ, জীব-জন্তু কিংবা অন্যান্য জিনিসপত্র কিছুই থাকত না। অতঃপর পানি বর্ষণের পর ভূ-পৃষ্ঠে তাকে সংরক্ষণ করা মানুষের সাধ্যায়ত্ত ব্যাপার ছিল না। যদি তাদেরকে বলা হতো, তোমাদের সবাই নিজ নিজ প্রয়োজন মতো ছ' মাসের প্রয়োজনীয় পানি সংরক্ষণ করে রাখ, তাহলে তারা পৃথক পৃথকভাবে কি সে ব্যবস্থা করতে পারত? আর কোনোক্রমে রেখে দিলেও সেগুলোকে পচন কিংবা বিনষ্ট হওয়ার হাত থেকে কেমন করে রক্ষা করত? কিন্তু আল্লাহ রাব্বুল আলামীন নিজেই সে ব্যবস্থা করে দিয়েছেন। ইরশাদ হয়েছে– فَأَسْكَنَّهُ فِي الْأَرْضِ وَإِنَّا عَلَى ذَهَابٍ بِهِ لَقَادِرُونَ অর্থাৎ, "আমি পানিকে ভূমিতে ধারণ করিয়েছি, যদিও বৃষ্টির পানি পড়ার পর তাকে প্রবাহিত করেই নিঃশেষ করে দেওয়ার ক্ষমতা আমার ছিল।"

কিন্তু আল্লাহ তা'আলা পানিকে বিশ্ববাসী মানুষ ও জীব-জন্তুর জন্য কোথাও উন্মুক্ত খাল-খন্দে সংরক্ষিত করেছেন, আবার কোথাও ভূমিতে বিস্তৃত বিভিন্ন স্তরের মাধ্যমে ভূমির অভ্যন্তরে সংরক্ষণ করেছেন। তারপর এমন এক ফলগুধারা সমগ্র জমিনে বিছিয়ে দিয়েছেন, যাতে মানুষ যে কোনোখানে খনন করে পানি বের করে নিতে পারে। আবার এই পানিরই একটা অংশকে জমাট বাঁধা সাগর বানিয়ে তুষার আকারে পাহাড়ের চূড়ায় চাপিয়ে দিয়েছেন যা পতিত কিংবা নষ্ট হয়ে যাওয়ার ব্যাপারে একান্ত সংরক্ষিত; অথচ ধীরে ধীরে গলে প্রকৃতিক ঝর্ণাধারার মাধ্যমে সারা বিশ্বে ছড়িয়ে পড়ে। সারকথা, উল্লিখিত আয়াতে আল্লাহ তা'আলার পরিপূর্ণ ক্ষমতার কয়েকটি বিকাশস্থলের বর্ণনার মাধ্যমে তাওহীদ বা একত্ববাদই প্রমাণ করা হয়েছে।

শব্দ বিশ্লেষণ

حَجَّ : সীগাহ واحد مذكر غائب বহছ ماضى معروف বাব نَصَرَ মাসদার اَلْحَجُّ মূলবর্ণ (ح . ج . ج) জিনস مضاعف ثلاثى অর্থ– ইচ্ছা করা, হজ করা।

اعْتَمَرَ : সীগাহ واحد مذكر غائب বহছ ماضى معروف বাব اِفْتِعَالٌ মাসদার اَلْاِعْتِمَارُ মূলবর্ণ (ع . م . ر) জিনস صحيح অর্থ– সে ওমরা করে।

يَطَّوَّفَ : সীগাহ واحد مذكر غائب বহছ مضارع معروف বাব تَفَعُّلٌ মাসদার اَلتَّطَوُّفُ মূলবর্ণ (ط . و . ف) জিনস اجوف واوى অর্থ– সে তওয়াফ করে।

تَطَوَّعَ : সীগাহ واحد مذكر غائب বহছ مضارع معروف اثبات فعل বাব تَفَعُّلٌ মাসদার اَلتَّطَوُّعُ মূলবর্ণ (ط . و . ع) জিনস اجوف واوى অর্থ– সে নফল আমল করে।

يَلْعَنُ : সীগাহ সীগাহ واحد مذكر غائب বহছ مضارع معروف বাব فَتَحَ মাসদার اَللَّعْنُ মূলবর্ণ (ل . ع . ن) জিনসে صحيح অর্থ– সে লা'নত করে।

بَيَّنُوا : সীগাহ جمع مذكر غائب বহছ مضارع معروف বাব تَفْعِيل মাসদার اَلتَّبْيِيْنُ মূলবর্ণ (ب . ى . ن) জিনস اجوف يائى অর্থ– তারা বর্ণনা করেছে।

https://e-ilm.weebly.com/

تُوْبُ সীগাহ واحد متكلم বহছ مضارع معروف বাবে نَصَرَ মাসদার اَلتَّوْبَةُ মূলবর্ণ (ت . و . ب) জিনস اجوف واوى অর্থ– আমি তওবা কবুল করি।

বাক্য বিশ্লেষণ

قوله إِنَّ الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ : বাক্যটিতে الصَّفَا ও الْمَرْوَةَ শব্দ দু'টি إِنَّ এর اسم আর مِنْ شَعَائِرِ اللّٰهِ টি جار ও مجرور মিলে إِنَّ এর خبر পরবর্তী বাক্য فَمَنْ حَجَّ الخ শর্ত ও فَلَا جُنَاحَ الخ তার জবাব। তার পরবর্তী বাক্যে مَنْ تَطَوَّعَ টি শর্ত ও فَإِنَّ اللّٰهَ হলো جزاء বিধায় উভয় বাক্যের উপর فاء جزائية এসেছে।

قوله إِنَّ الَّذِيْنَ يَكْتُمُوْنَ الخ : এখানে إِنَّ হচ্ছে حرف مشبهة بالفعل আর الَّذِيْنَ মওসূল يَكْتُمُوْنَ ফে'ল, যমীর هم ফায়েল, مَا اَنْزَلْنَا বাক্যটি يَكْتُمُوْنَ এর মাফঊল مِنَ الْبَيِّنَاتِ وَالْهُدٰى বয়ান مِنْ بَعْدِ مَا بَيَّنَّا মুতা'আল্লাক হলো يَكْتُمُوْنَ-এর সাথে। এ সমস্ত মিলিত হয়ে صلة। صلة ও موصول মিলিত হয়ে ইসমে إِنَّ হলো اُولٰئِكَ মুবতাদা يَلْعَنُهُمُ الخ খবর। মুবতাদা ও খবর মিলিত হয়ে খবরে ان

قوله إِلَّا الَّذِيْنَ تَابُوْا وَاَصْلَحُوْا الخ : এখানে مستثنى متصل নসবের স্থলে অবস্থিত يَلْعَنُهُمْ-এর যমীর هم হলো مستثنى منه এবং الَّذِيْنَ كَفَرُوْا الخ ইসমে إِنَّ আর اُولٰئِكَ মুবতাদা عَلَيْهِمْ খবরে মুকাদ্দাম لَعْنَةُ اللّٰهِ মুবতাদা, মুবতাদা খবর মিলিত হয়ে খবরে إِنَّ হয়েছে وَهُمْ كُفَّارٌ হাল।

خٰلِدِيْنَ : হাল হলো عَلَيْهِمْ এর যমীর হতে لَا يُخَفَّفُ হাল হলো خَالِدِيْنَ এর যমীর হতে اِلٰهُكُمْ-এর মধ্যে اِلٰهٌ খবর وَاحِدٌ তার সিফাত।

قوله إِنَّ فِيْ خَلْقِ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ الخ : এখানে إِنَّ হলো حرف مشبهة بالفعل আর فِيْ خَلْقِ السَّمٰوٰتِ الخ এর খবর এবং لَاٰيٰتٍ হলো ইসম يَعْقِلُوْنَ বাক্য হয়ে قَوْمٍ-এর সিফাত।

https://e-ilm.weebly.com/

অনুবাদ (১৬৫) আর মানুষের মধ্যে এমনও কেউ আছে, যে আল্লাহ ব্যতীত অন্যকেও অংশী সাব্যস্ত করে, তাদেরকেও এমনভাবে ভালোবাসে, যেমন ভালোবাসা আল্লাহর সঙ্গে হওয়া আবশ্যক, আর যারা মুমিন তাদের ভালোবাসা আল্লাহর সঙ্গেই সুদৃঢ় রয়েছে; আর কতই না ভালো হতো যদি এই জালিমরা যখন কোনো বিপদ দেখে তখন এটা বুঝত যে, সমস্ত ক্ষমতা আল্লাহরই, আর আল্লাহর আজাব কঠোর হবে।	وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَّتَّخِذُ مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ اَنْدَادًا يُّحِبُّوْنَهُمْ كَحُبِّ اللّٰهِ ؕ وَالَّذِيْنَ اٰمَنُوْٓا اَشَدُّ حُبًّا لِّلّٰهِ ؕ وَلَوْ يَرَى الَّذِيْنَ ظَلَمُوْٓا اِذْ يَرَوْنَ الْعَذَابَ اَنَّ الْقُوَّةَ لِلّٰهِ جَمِيْعًا ۙ وَّاَنَّ اللّٰهَ شَدِيْدُ الْعَذَابِ (١٦٥)
(১৬৬) যখন মাতাব্বরগণ তাবেদারগণ হতে সম্পূর্ণ পৃথক হয়ে যাবে এবং সকলেই আজাব প্রত্যক্ষ্য করবে এবং তাদের যে পারস্পরিক সম্পর্ক ছিল তা বিচ্ছিন্ন হয়ে যাবে।	اِذْ تَبَرَّاَ الَّذِيْنَ اتُّبِعُوْا مِنَ الَّذِيْنَ اتَّبَعُوْا وَرَاَوُا الْعَذَابَ وَتَقَطَّعَتْ بِهِمُ الْاَسْبَابُ
(১৬৭) আর এই তাবেদারগণ বলবে, যদি আমরা একটু [দুনিয়ায়] ফিরে যেতে পারতাম, তবে আমরাও তাদের হতে সম্পূর্ণ পৃথক হতাম যেমন [আজ] তারা আমাদের হতে পরিষ্কার পৃথক হয়ে পড়েছে; আল্লাহ এরূপেই তাদেরকে তাদের কুকর্মগুলো নিষ্ফল আকাঙ্ক্ষারূপে দেখিয়ে দিবেন। আর তাদের দোজখ হতে বের হওয়া কখনো নছীবে ঘটবে না।	وَقَالَ الَّذِيْنَ اتَّبَعُوْا لَوْ اَنَّ لَنَا كَرَّةً فَنَتَبَرَّاَ مِنْهُمْ كَمَا تَبَرَّءُوْا مِنَّا ؕ كَذٰلِكَ يُرِيْهِمُ اللّٰهُ اَعْمَالَهُمْ حَسَرٰتٍ عَلَيْهِمْ ؕ وَمَا هُمْ بِخٰرِجِيْنَ مِنَ النَّارِ (١٦٧)
(১৬৮) হে মানব! যা জমিনে রয়েছে তা হতে হালাল পবিত্র জিনিসগুলো খাও, আর শয়তানের অনুসরণ করো না, বাস্তবিক সে তোমাদের প্রকাশ্য শত্রু।	يٰۤاَيُّهَا النَّاسُ كُلُوْا مِمَّا فِي الْاَرْضِ حَلٰلًا طَيِّبًا ۖ وَّلَا تَتَّبِعُوْا خُطُوٰتِ الشَّيْطٰنِ ؕ اِنَّهٗ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِيْنٌ (١٦٨)

শাব্দিক অনুবাদ

(১৬৫) وَمِنَ النَّاسِ আর মানুষের মধ্যে এমনও কেউ আছে مَنْ يَّتَّخِذُ যে সাব্যস্ত করে مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ আল্লাহ ব্যতীত অন্যকেও
اَنْدَادًا অংশী يُّحِبُّوْنَهُمْ তাদেরকেও এমনভাবে ভালোবাসে كَحُبِّ اللّٰهِ যেমন ভালোবাসা আল্লাহর সঙ্গে হওয়া আবশ্যক
وَلَوْ يَرَى الَّذِيْنَ ظَلَمُوْٓا আর যারা মুমিন اَشَدُّ حُبًّا لِّلّٰهِ তাদের ভালোবাসা আল্লাহর সঙ্গেই সুদৃঢ় রয়েছে وَالَّذِيْنَ اٰمَنُوْٓا আর
কতই না ভালো হতো যদি এই জালিমরা এটা বুঝত যে اِذْ يَرَوْنَ الْعَذَابَ যখন কোনো বিপদ দেখে তখন اَنَّ الْقُوَّةَ
সমস্ত ক্ষমতা لِلّٰهِ আল্লাহরই وَّاَنَّ اللّٰهَ شَدِيْدُ الْعَذَابِ আর আল্লাহর আজাব কঠোর হবে।
(১৬৬) اِذْ تَبَرَّاَ যখন সম্পূর্ণ পৃথক হয়ে যাবে الَّذِيْنَ اتُّبِعُوْا মাতাব্বরগণ مِنَ الَّذِيْنَ اتَّبَعُوْا তাবেদারগণ হতে وَرَاَوُا الْعَذَابَ এবং
সকলেই আজাব প্রত্যক্ষ্য করবে وَتَقَطَّعَتْ بِهِمُ الْاَسْبَابُ এবং তাদের যে পারস্পরিক সম্পর্ক ছিল তা বিচ্ছিন্ন হয়ে যাবে।
(১৬৭) وَقَالَ الَّذِيْنَ اتَّبَعُوْا আর এই তাবেদারগণ বলবে لَوْ اَنَّ لَنَا كَرَّةً যদি আমরা একটু [দুনিয়ায়] ফিরে যেতে পারতাম فَنَتَبَرَّاَ
مِنْهُمْ তবে আমরাও তাদের হতে সম্পূর্ণ পৃথক হতাম كَمَا تَبَرَّءُوْا مِنَّا যেমন [আজ] তারা আমাদের হতে পরিষ্কার
পৃথক হয়ে পড়েছে كَذٰلِكَ يُرِيْهِمُ اللّٰهُ আল্লাহ এরূপেই তাদেরকে দেখিয়ে দিবেন اَعْمَالَهُمْ তাদের কুকর্মগুলো حَسَرٰتٍ
عَلَيْهِمْ নিষ্ফল আকাঙ্ক্ষারূপে وَمَا هُمْ بِخٰرِجِيْنَ আর তাদের বের হওয়া কখনো নছীবে ঘটবে না مِنَ النَّارِ দোজখ হতে।
(১৬৮) يٰۤاَيُّهَا النَّاسُ হে মানব! كُلُوْا খাও مِمَّا فِي الْاَرْضِ যা জমিনে রয়েছে حَلٰلًا طَيِّبًا হালাল পবিত্র জিনিসগুলো। وَلَا تَتَّبِعُوْا আর
অনুসরণ করো না خُطُوٰتِ الشَّيْطٰنِ শয়তানের اِنَّهٗ لَكُمْ বাস্তবিক সে তোমাদের عَدُوٌّ مُّبِيْنٌ প্রকাশ্য শত্রু।

https://e-ilm.weebly.com/

اِنَّمَا يَاْمُرُكُمْ بِالسُّوْٓءِ وَالْفَحْشَآءِ وَاَنْ تَقُوْلُوْا عَلَى اللّٰهِ مَا لَا تَعْلَمُوْنَ (١٦٩)

অনুবাদ : (১৬৯) সে তো তোমাদেরকে তাই শিক্ষা দিবে যা মন্দ ও অশ্লীল, আর আল্লাহ সম্বন্ধে এমন উক্তি কর যার কোনো প্রমাণই তোমাদের নিকট নেই।

وَاِذَا قِيْلَ لَهُمُ اتَّبِعُوْا مَآ اَنْزَلَ اللّٰهُ قَالُوْا بَلْ نَتَّبِعُ مَآ اَلْفَيْنَا عَلَيْهِ اٰبَآءَنَا ؕ اَوَلَوْ كَانَ اٰبَآؤُهُمْ لَا يَعْقِلُوْنَ شَيْـًٔا وَّلَا يَهْتَدُوْنَ (١٧٠)

(১৭০) আর যখন কেউ তাদেরকে বলে, আল্লাহর প্রেরিত নির্দেশ অনুযায়ী চল, তখন তারা বলে, বরং আমরা তাতেই [ঐ পথেই] চলব যাতে আমাদের পূর্বপুরুষগণকে পেয়েছি, যদিও তাদের পূর্বপুরুষরা কোনো জ্ঞানই রাখত না এবং কোনো হেদায়েতপ্রাপ্তও ছিল না [তবুও?]।

وَمَثَلُ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا كَمَثَلِ الَّذِيْ يَنْعِقُ بِمَا لَا يَسْمَعُ اِلَّا دُعَآءً وَّنِدَآءً ؕ صُمٌّۢ بُكْمٌ عُمْیٌ فَهُمْ لَا يَعْقِلُوْنَ (١٧١)

(১৭১) আর এ কাফেরদের অবস্থা সেই [জন্তুর] অবস্থার অনুরূপ যে, কেউ এরূপ জন্তুর পিছনে চিৎকার করছে, যে শুধু আহ্বান ও চিৎকার ব্যতীত আর কিছুই শুনতে পায় না, এই কাফেররা বধির, বোবা ও অন্ধ, সুতরাং কিছুই বুঝে না।

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا كُلُوْا مِنْ طَيِّبٰتِ مَا رَزَقْنٰكُمْ وَاشْكُرُوْا لِلّٰهِ اِنْ كُنْتُمْ اِيَّاهُ تَعْبُدُوْنَ (١٧١)

(১৭২) হে মুমিনগণ! যে পবিত্র বস্তু আমি তোমাদেরকে দিয়েছি তা হতে খাও, আর আল্লাহর শোকরগুজারী কর যদি তোমরা খাছ তাঁরই সঙ্গে গোলামীর সম্পর্ক রেখে থাক।

শাব্দিক অনুবাদ

১৬৯. اِنَّمَا يَاْمُرُكُمْ সে তো তোমাদেরকে তাই শিক্ষা দিবে যা بِالسُّوْٓءِ وَالْفَحْشَآءِ মন্দ ও অশ্লীল وَاَنْ تَقُوْلُوْا عَلَى اللّٰهِ আর আল্লাহ সম্বন্ধে এমন উক্তি কর مَا لَا تَعْلَمُوْنَ যার কোনো প্রমাণই তোমাদের নিকট নেই।

১৭০. وَاِذَا قِيْلَ لَهُمْ আর যখন কেউ তাদেরকে বলে اتَّبِعُوْا مَآ اَنْزَلَ اللّٰهُ আল্লাহর প্রেরিত নির্দেশ অনুযায়ী চল قَالُوْا তখন তারা বলে بَلْ نَتَّبِعُ বরং আমরা তাতেই [ঐ পথেই] চলব مَآ اَلْفَيْنَا عَلَيْهِ اٰبَآءَنَا যাতে আমরা আমাদের পূর্বপুরুষগণকে পেয়েছি اَوَلَوْ كَانَ اٰبَآؤُهُمْ যদিও তাদের পূর্ব পুরুষরা لَا يَعْقِلُوْنَ شَيْـًٔا রাখত না কোনো জ্ঞানই وَّلَا يَهْتَدُوْنَ এবং কোনো হেদায়েতপ্রাপ্তও ছিল না [তবুও?]।

১৭১. وَمَثَلُ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا আর এ কাফেরদের অবস্থা كَمَثَلِ الَّذِيْ সেই [জন্তুর] অবস্থার অনুরূপ যে يَنْعِقُ কেউ এরূপ জন্তুর পিছনে চিৎকার করছে لَا يَسْمَعُ اِلَّا دُعَآءً وَّنِدَآءً যে শুধু আহ্বান ও চিৎকার ব্যতীত আর কিছুই শুনতে পায় না صُمٌّ এই কাফেররা বধির بُكْمٌ বোবা ও عُمْیٌ ও অন্ধ فَهُمْ لَا يَعْقِلُوْنَ সুতরাং তারা কিছুই বুঝে না।

১৭২. يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا হে মুমিনগণ! كُلُوْا খাও مِنْ طَيِّبٰتِ مَا رَزَقْنٰكُمْ যে পবিত্র বস্তু আমি তোমাদেরকে দিয়েছি তা হতে وَاشْكُرُوْا لِلّٰهِ আর আল্লাহর শোকরগুজারী কর اِنْ كُنْتُمْ اِيَّاهُ تَعْبُدُوْنَ যদি তোমরা খাছ তাঁরই সঙ্গে গোলামীর সম্পর্ক রেখে থাক।

https://e-ilm.weebly.com/

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

(১৬৮) قوله يٰٓاَيُّهَا النَّاسُ كُلُوْا مِمَّا فِي الْاَرْضِ حَلٰلًا طَيِّبًا الخ **আয়াতের শানে নুযূল :** হযরত ইবনে আব্বাস এবং ইবনে জারীর হতে বর্ণিত। এই সমস্ত আয়াত ছকীফ, খাযা'য়া, আমের ইবনে ছা'ছা' ও অন্যান্য আরব কাফেরদের প্রসঙ্গে অবতীর্ণ হয়েছে, যারা ষাঁড় ও অন্যান্যের মাংস হারাম মনে করত। –[ইবনে জারীর, রূহুল মা'আনী]

অথবা, আব্দুল্লাহ ইবনে সালাম এবং কয়েককজন নওমুসলিম সাহাবীদের সম্পর্কে অবতীর্ণ হয়েছে, যারা মুসলমান হওয়ার পরও উটের গোশ্‌ত নিজেদের উপর হারাম মনে করত। কেননা ইহুদি ধর্মে তা হারাম ছিল। তাদের প্রসঙ্গে উক্ত আয়াত অবতীর্ণ হয়েছে। –[রূহুল মা'আনী]

অথবা, যে সমস্ত লোক খেজুর, পনির ইত্যাদি সুস্বাদু খাদ্যসামগ্রী নিজেদের উপর হারাম করেছিল, তাদের প্রসঙ্গে উপরিউক্ত আয়াত অবতীর্ণ হয়। –[রূহুল মা'আনী]

(১৭০) قوله وَاِذَا قِيْلَ لَهُمُ اتَّبِعُوْا مَآ اَنْزَلَ اللّٰهُ الخ **আয়াতের শানে নুযূল :** হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা.) হতে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ ﷺ ইহুদিদের প্রতি ঈমান গ্রহণের আহবান জানালে, ইহুদিদের মধ্য হতে রাফে' ইবনে হারমালা এবং মালেক ইবনে আউফ বলল, আমরা আমাদের পিতৃ পুরুষদের পথেই চলব, তাদের পথ আমরা কখনো ছাড়তে পারব না। তাদের প্রসঙ্গে উল্লিখিত আয়াত অবতীর্ণ হয়। –[রূহুল মা'আনী]

অথবা, রাসূলুল্লাহ ﷺ মক্কার মুশরিকদেরকে তাদের পিতৃ পুরুষদের অবৈধ রীতি-নীতি ত্যাগ করে ইসলামের সুশীতল ছায়াতলে আশ্রয় গ্রহণের আহবান জানালে তারা তা প্রত্যাখান করে এবং বলে, আমরা ঐ পথেই চলব, যে পথে আমাদের বাপ-দাদাগণ চলতেন, তখন তাদের প্রসঙ্গে উপরিউক্ত আয়াত অবতীর্ণ হয়। –[বায়যাবী]

اَنْدَادًا **-এর অর্থ :** اَنْدَادًا শব্দটি نِدٌّ-এর বহুবচন। نِدٌّ অর্থ সমকক্ষ, সমপর্যায় বা শরিক। আয়াতে اَنْدَادًا দ্বারা কি উদ্দেশ্য? সে সম্পর্কে বিভিন্ন মত পাওয়া যায়–(১) ঐ সকল মূর্তি ও অবতার যেগুলোকে মুশরিকরা আল্লাহর নৈকট্য প্রাপ্তির জন্য মাধ্যম বলে ধারণা করত, তাদের পূজা-অর্চনা করত এবং তাদের পক্ষ থেকে ভালো-মন্দ প্রাপ্তির ভ্রান্ত বিশ্বাস রাখত। অধিকাংশ মুফাসসিরদের এটিই অভিমত। (২) ঐ সকল নেতা, পণ্ডিত ও পুরোহিত, মুশরিক ও কাফেররা যাদের অনুসরণ করে, যারা নিজ মর্জি মাফিক হুকুম-আহকাম প্রচার করে এবং বলে বেড়ায় যে, এগুলোই ধর্মীয় বিধান ও ঐশী নির্দেশ। আর এভাবেই তারা পার্থিব কিছু সম্পদ ও সম্মান অর্জন করে থাকে এটি আল্লামা সুদ্দীর অভিমত। (৩) সুফীদের মতে, যা কিছু মানুষকে আল্লাহ বিমুখ করে তাই نِدٌّ -

قوله يُحِبُّوْنَهُمْ كَحُبِّ اللّٰهِ **-এর মর্মার্থ :** আয়াতাংশের শাব্দিক অর্থ– আল্লাহকে ভালোবাসার ন্যায় তারা তাদেরকে ভালোবাসে। কাফের মুশরিকরা ইলাহ হিসেবে আল্লাহ ব্যতীত অন্য যেগুলোকে গ্রহণ করে তাদের প্রতি তারা কতটুকু ভালোবাসা পোষণ করে, আয়াতাংশে তা-ই উল্লেখ করা হয়েছে।

যদি কতক লোক দ্বারা মুশরিকদের বিবরণ দেওয়া হয়, তাহলে অর্থ হবে, তারা আল্লাহকে যতটুকু ভালোবাসে অন্য দেব-দেবীকেও ঠিক ততটুকুই ভালোবাসে। কিন্তু যদি কতক লোক দ্বারা কাফের ও নাস্তিক সমাজের কথা বলা হয়ে থাকে, তাহলে প্রশ্ন হয়, কাফের ও নাস্তিকরা তো আল্লাহকে স্বীকারই করে না, তাই আল্লাহকে ভালোবাসার কথাও তো এখানে অসামঞ্জস্য। তখন তার উত্তরে বলা হয় ঃ (১) হয়তো আয়াতাংশের অর্থ– كَحُبِّ الْمُؤْمِنِيْنَ لِلّٰهِ মু'মিনদের আল্লাহ তা'আলাকে ভালোবাসার সমতুল্য তাদের দেব-দেবীর প্রতি ভালোবাসা। অথবা, (২) আয়াতাংশের অর্থ, كَالْحُبِّ اللَّازِمِ عَلَيْهِمْ لِلّٰهِ আল্লাহর প্রতি তাদের যে পরিমাণ ভালোবাসা থাকা সমুচিত সে পরিমাণ ভালোবাসা তারা দেব-দেবীর জন্য নির্ধারণ করে নিয়েছে।

قوله وَالَّذِيْنَ اٰمَنُوْٓا اَشَدُّ حُبًّا لِّلّٰهِ الخ **-এর মর্মার্থ :** আল্লাহ তা'আলা মু'মিনেদের প্রতি সন্তোষ প্রকাশ করে বলছেন, যারা আল্লাহর প্রতি ঈমান রাখে তারা আল্লাহর প্রতি যে ভালোবাসা পোষণ করে তা জাগতিক অন্য সকল ভালবাসা থেকে দৃঢ়তম।

এ আয়াতাংশের অর্থ হতে পারে– মু'মিনগণ অন্য সকল কিছুর প্রতি যে পরিমাণ আন্তরিক আকর্ষণ ও ভালোবাসা পোষণ করে যেমন স্ত্রী, সন্তান ইত্যাদি তার তুলনায় আল্লাহর প্রতি অধিক ভালোবাসা পোষণ করে।

https://e-ilm.weebly.com/

অথবা, আয়াতাংশের অর্থ– অমুসলিম সমাজ নিজ নিজ মনগড়া দেব-দেবী বা নাস্তিক তার নিজ নিজ মনপ্রভুকে যতটুকু ভালোবাসে মু'মিন ব্যক্তি আল্লাহকে তার চেয়ে অধিক পরিমাণ ভালবাসে। অমুসলিমদের বিপরীতে মু'মিনদের এই বিবরণই এখানে অধিক সঙ্গত, তাই ওলামায়ে কেরাম এ অর্থটিকেই অধিক পছন্দ করেছেন।

অমুসলিমদের দেব-দেবীর প্রতি বা নেতা, পুরোহিতের প্রতি ভালোবাসা অনেক সময় উদ্দেশ্য প্রণোদিত হয়ে থাকে, অনেক সময় আন্তরিক হলেও তা বিপদাপদের মুহূর্তে উঠে যায়। অপরদিকে মুসলমানদের বিপদাপদে আল্লাহর প্রতি নির্ভরতা আরো বৃদ্ধি পায় এবং আল্লাহর প্রেমে সে এতটুকু আত্মহারা থাকে যে, আল্লাহর শত্রুর সাথে মোকাবিলায় নিজ প্রাণ উৎসর্গ করতেও তারা বিন্দুমাত্র কুণ্ঠা বোধ করে না।

قوله وَلَوْ يَرَى -এর رُؤْيَة -এর মর্মার্থ : وَلَوْ يَرَى -এর رُؤْيَة কোন অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে, তাতে তাফসীরকারকদের দু'টি অভিমত পাওয়া যায়।

১. رُؤْيَة অর্থ দেখা ও প্রত্যক্ষ করা। তখন আয়াতের অর্থ হবে– যদি জালিম সম্প্রদায় দুনিয়ায় থাকাকালেই আখেরাতের আজাব প্রত্যক্ষ করত তখন বুঝতে পারত যে সকল ক্ষমতা একমাত্র আল্লাহর।

২. رُؤْيَة অর্থ জানা। তখন আয়াতাংশের অর্থ হবে– যদি জালিম সম্প্রদায় দুনিয়ায় থাকা কালেই আখেরাতের আজাব সম্পর্কে জানত, তাহলে তারা বুঝতে পারত।

قوله تَقَطَّعَتْ بِهِمُ الْأَسْبَابُ -এর মর্মার্থ : এই আয়াতাংশের অর্থ– তাদের মধ্যকার সকল সম্পর্ক ছিন্ন হয়ে যাবে। যেহেতু কিয়ামত ও তার পরবর্তী জান্নাত বা জাহান্নামে অবস্থানের যাবতীয় অবস্থা অবশ্যই ঘটবে, তাই এ সকল অবস্থা বর্ণনায় مَاضِيْ -এর শব্দ ব্যবহার করা হয়েছে। যেন অতীতের ন্যায় এগুলো ঘটে গেছে তাই সন্দেহ করার কোনো সুযোগ নেই। মানুষের একে অপরের আত্মীয়তার সম্পর্ক থাকে, নতুবা বন্ধুত্বের। এক কামনা বা একই পেশাভুক্ত হওয়ার কারণে এই বন্ধুত্ব গড়ে উঠে। কিন্তু কিয়ামতের ভীষণ বিচার দিনের ভয়াবহতা প্রত্যক্ষ করে সেদিন সকল সম্পর্কই বিলুপ্ত হয়ে যাবে। একে অপরের সাথে কোনো প্রকার সম্পর্কের কথাই স্বীকার করবে না। কারণ এ কথাই অপর এক আয়াতে এভাবে বিবৃত হয়েছে– يَوْمَ يَفِرُّ الْمَرْءُ مِنْ أَخِيهِ وَأُمِّهِ وَأَبِيهِ وَصَاحِبَتِهِ وَبَنِيهِ –যেদিন লোক তার ভাই, মাতা, পিতা, স্ত্রী ও সন্তান থেকে পালাতে থাকবে। অথচ বন্ধুত্বের চেয়ে আত্মীয়তার সম্পর্কই থাকে দৃঢ়তর। তাই যেদিন আত্মীয়তাই বহাল থাকবে না। সেদিন বন্ধুত্বের সম্পর্ক তো প্রকাশিতই হবে না।

قوله فَنَتَبَرَّأَ مِنْهُمْ -এর মর্মার্থ : মুশরিক ও ভণ্ড নেতাদের অনুসারীরা বলবে, যদি তাদেরকে পুনরায় দুনিয়ায় প্রত্যাবর্তনের সুযোগ দেওয়া হতো, তাহলে তারা আল্লাহর নির্দেশের পূর্ণ অনুসরণ করত এবং অনুসৃতদের নিকট থেকে দূরে থাকত। মোদ্দাকথা, এগুলো দ্বারা তাদের আফসোসের মাত্রাই বৃদ্ধি পাবে, কোনো ফায়দা হবে না। –[রুহুল মা'আনী]

قوله كَمَا تَبَرَّءُوْا مِنَّا দ্বারা উদ্দেশ্য : ভ্রান্ত নেতা ও সমাজপ্রধান এবং তাদের অনুসারীদের পরিণতির কথা এখানে বিশেষভাবে উল্লেখ করা হয়েছে। পূর্ববর্তী উম্মতগণ যেভাবে ভুল-ভ্রান্তির মধ্যে লিপ্ত হয়ে সঠিক পথ হতে বিচ্যুত হয়েছে, মুসলমানদেরকে তা হতে সতর্ক করে দেওয়া এবং নেতা ও কর্তাদের মধ্যে পার্থক্য করার প্রয়োজনীয়তা শিক্ষা দেওয়াই এই আলোচনার উদ্দেশ্য। যেন তারা আল্লাহর দুশমন নেতাদের পশ্চাতে চলতে কোনো সময়ই প্রস্তুত না হয়।

لَوْ -এর জবাব : وَلَوْ يَرَى الَّذِيْنَ ظَلَمُوْا বাক্যে يَرَى ফে'ল, الَّذِيْنَ ظَلَمُوْا -ফায়েল, অতঃপর বাক্যটি শর্ত আর শর্তের জবাব উহ্য। অর্থাৎ لَعَلِمُوْا اَنَّ الْقُوَّةَ لِلّٰهِ

শব্দ বিশ্লেষণ : حَلَالًا طَيِّبًا - حَلَّ শব্দের প্রকৃত অর্থ হলো গিঠ খোলা। যেসব বস্তু সামগ্রীকে মানুষের জন্য হালাল বা বৈধ করে দেওয়া হয়েছে, তাতে যেন একটা গিঠই খুলে দেওয়া হয়েছে এবং সেগুলোর উপর থেকে বাধ্যবাধকতা সরিয়ে নেওয়া হয়েছে। হযরত সাহল ইবনে আব্দুল্লাহ (রা.) বলেন, মুক্তি বা পরিত্রাণ লাভ তিনটি বিষয়ের উপর নির্ভরশীল– ১. হালাল খাওয়া, ২. ফরজ আদায় করা এবং ৩. রাসূলে কারীম ﷺ -এর সুন্নতসমূহের আনুগত্য ও অনুসরণ করা। طَيِّبٌ শব্দের অর্থ পবিত্র। শরিয়তের দৃষ্টিতে হালাল এবং মানসিক দিক দিয়ে আকর্ষণীয় সমস্ত বস্তু-সামগ্রীও এরই অন্তর্ভুক্ত।

https://e-ilm.weebly.com/

خُطُوَاتٌ [খুতুওয়াত] خُطْوَةٌ [খুতওয়াতুন]-এর বহুবচন। خَطْوَة বলা হয় পায়ের দুই ধাপের মধ্যবর্তী ব্যবধানকে। সুতরাং خُطُوَاتِ الشَّيْطٰنِ এর অর্থ হচ্ছে শয়তানি কাজকর্ম।

بِالسُّوْٓءِ وَالْفَحْشَآءِ – سُوْء বলা হয় এমন বস্তু বা বিষয়কে যা দেখে রুচিজ্ঞানসম্পন্ন যে কোনো বুদ্ধিমান লোক দুঃখবোধ করে। فَحْشَاء অর্থ– অশ্লীল ও নির্লজ্জ কাজ। আবার অনেকে বলেন যে, এ ক্ষেত্রে سُوْء এবং فَحْشَاء-এর মর্ম যথাক্রমে ক্ষুদ্র ও বৃহৎ পাপ। অর্থাৎ, সাধারন গুনাহ এবং কবিরা গুনাহ। اِنَّمَا يَاْمُرُكُمْ এখানে শয়তানের নির্দেশ দান অর্থ হচ্ছে মনের মাঝে ওয়াসওয়াসা বা সন্দেহের উদ্ভব করা। যেমন, হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা.) হতে বর্ণিত এক হাদীসে রয়েছে, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন– আদম-সন্তানদের অন্তরে একাধারে শয়তানি প্রভাব এবং ফেরেশতার প্রভাব বিদ্যমান থাকে। শয়তানি ওয়াসওয়াসার প্রভাবে অসৎ কাজের কল্যাণ এবং উপকারিতাগুলো সামনে এসে উপস্থিত হয় এবং তাতে সত্যকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করার পথগুলো উন্মুক্ত হয়। পক্ষান্তরে ফেরেশতাদের এলহামের প্রভাবে সৎ ও নেক কাজের জন্য আল্লাহ তা'আলা যে কল্যাণ ও পুরস্কার দানের ওয়াদা করেছেন, সেগুলোর প্রতি আগ্রহ সৃষ্টি হয় এবং সত্য ও সঠিক পথে চলতে গিয়ে অন্তরে শান্তি লাভ হয়।

এ আয়াতের দ্বারা বাপ-দাদা, পূর্বপুরুষের অন্ধ অনুকরণ-অনুসরণের যেমন নিন্দা প্রমাণিত হয়েছে, তেমনি বৈধ অনুসরণের জন্য কতিপয় শর্ত এবং একটা নীতিও জানা যাচ্ছে। যেমন, দু'টি শব্দে বলা হয়েছে لَا يَعْقِلُوْنَ এবং لَا يَهْتَدُوْنَ এতে প্রতীয়মান হয় যে, বাপ-দাদা পূর্ব-পুরুষদের আনুগত্য ও অনুসরণ এ জন্য নিষিদ্ধ যে, তাদের মধ্যে না ছিল জ্ঞান-বুদ্ধি, না ছিল কোনো খোদায়ী হেদায়েত। হেদায়েত বলতে সে সমস্ত বিধি-বিধানকে বুঝায়, যা পরিষ্কারভাবে আল্লাহ তা'আলার পক্ষ থেকে নাজিল করা হয়েছে। আর জ্ঞান-বুদ্ধি বলতে সে সমস্ত বিষয়কে বুঝানো হয়েছে, যা শরিয়তের প্রকৃষ্ট 'নছ' বা নির্দেশ থেকে গবেষণা করে বের করা হয়।

অতএব, তাদের আনুগত্য ও অনুসরণ নিষিদ্ধ হওয়ার কারণটি সাব্যস্ত হলো এই যে, তাদের কাছে না আছে আল্লাহ তা'আলার পক্ষ থেকে নাজিলকৃত কোনো বিধি বিধান, না আছে তাদের মধ্যে আল্লাহ তা'আলার বাণীর পর্যালোচনা-গবেষণা করে তা থেকে বিধি-বিধান বের করে নেওয়ার মতো কোনো যোগ্যতা। এতে ইঙ্গিত পাওয়া যাচ্ছে যে, কোনো আলেমের ব্যাপারে এমন নিশ্চিত বিশ্বাস হলে যে, কুরআন ও সুন্নাহর জ্ঞানের সাথে সাথে তাঁর মধ্যে ইজতেহাদ [উদ্ভাবন]-এর যোগ্যতাও রয়েছে, তবে এমন মুজতাহিদ আলেমের আনুগত্য-অনুসরণ করা জায়েজ। অবশ্য এ আনুগত্য তাঁর ব্যক্তিগত হুকুম মানার জন্য নয়; বরং আল্লাহর এবং তাঁর হুকুম-আহকাম মানার জন্যই তা হতে হবে। যেহেতু আমরা সরাসরি আল্লাহর সম্পর্কে ওয়াকেফহাল হতে পারি না, সেহেতু কোনো মুজতাহিদ আলেমের অনুসরণ করি, যাতে করে আল্লাহর বিধি-বিধান অনুযায়ী আমল করা যায়।

অন্ধ অনুসরণের এবং মুজতাহিদ ইমামগণের অনুসরণের মধ্যে পার্থক্য : উপরিউক্ত বর্ণনার দ্বারা বুঝা যায় যে, যারা সাধারণভাবে মুজতাহিদ ইমামদের অুসরণের বিরুদ্ধে এ আয়াতটি উদ্ধৃত করেন, তারা নিজেরাই এ আয়াতের আসল প্রতিপাদ্য সম্পর্কে ওয়াকেফহাল নন।

এ আয়াতের বিশ্লেষণ প্রসঙ্গে ইমাম কুরতুবী লিখেছেন, এ আয়াতে যে পূর্বপুরুষের আনুগত্য ও অনুসরণের কথা নিষেধ করা হয়েছে, তার প্রকৃত মর্ম হলো ভ্রান্ত এবং মিথ্যা বিশ্বাস ও কার্যকলাপের ক্ষেত্রে বাপ-দাদা ও পূর্ব-পুরুষের অনুসরণ। যথার্থ ও সঠিক বিশ্বাস এবং সৎকর্মে তাদের অনুসরণ করা এর অন্তর্ভুক্ত নয়। যেমন, সূরা ইউসুফে হযরত ইউনুস (আ.)–এর সংলাপ বর্ণনা প্রসঙ্গে এ দু'টি বিষয়ের বিশ্লেষণ করা হয়েছে –

–'আমি সে জাতির ধর্মবিশ্বাসকে পরিহার করেছি, যারা আল্লাহর প্রতি বিশ্বাস করে না এবং যারা আখেরাতকে অস্বীকার করে। পক্ষান্তরে আমি অনুসরণ করেছি আমাদের পিতা ইবরাহীম, ইসহাক ও ইয়াকূব (আ.)-এর ধর্মবিশ্বাসের।'

এ আয়াতের দ্বারা প্রকৃষ্টভাবে প্রমাণিত হয়ে যায় যে, মিথ্যা ও ভ্রান্ত বিষয়ে বাপ-দাদাদের অনুসরণ করা হারাম, কিন্তু বৈধ ও সৎকর্মের বেলায় তা জায়েজ; বরং প্রশংসনীয়।

ইমাম কুরতুবী (র.) এ আয়াতের ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে মুজতাহিদ ইমামগণের আনুগত্য ও অনুসরণ সম্পর্কিত মাসআলা-মাসায়েল এবং অন্যান্য বিধি-বিধানেরও উল্লেখ করেছেন।

https://e-ilm.weebly.com/

হালাল খাওয়ার বরকত ও হারাম খাদ্যের অকল্যাণ : আলোচ্য আয়াতে যেমন হারাম খাওয়া নিষিদ্ধ করা হয়েছে, তেমনিভাবে হালাল ও পবিত্র বস্তু খেতে এবং তা খেয়ে শুকরিয়া আদায় করতে অনুপ্রাণিত করা হয়েছে। কারণ হারাম খেলে যেমন মন্দ অভ্যাস ও অস্বচ্চরিত্রতা সৃষ্টি হয়, ইবাদতের আগ্রহ স্তিমিত হয়ে আসে এবং দোয়া কবুল হয় না, তেমনিভাবে হালাল খানায় অন্তরে এক প্রকার নূর সৃষ্টি হয়। তা দ্বারা অন্যায় অস্বচ্চরিত্রতার প্রতি ঘৃণাবোধ এবং সততা ও সচ্চরিত্রতার প্রতি আগ্রহ বৃদ্ধি পায়, ইবাদত-বন্দেগীর প্রতি অধিকতর মনোযোগ আসে, পাপের কাজে মনে ভয় আসে এবং দোয়া কবুল হয়। এ কারণেই আল্লাহ তা'আলা তাঁর সমস্ত নবী-রাসূলগণের প্রতি হেদায়েত করেছেন যে– يٰۤاَيُّهَا الرُّسُلُ كُلُوْا مِنَ الطَّيِّبٰتِ وَاعْمَلُوْا صَالِحًا '(হে আমার রাসূলগণ! তোমরা পবিত্র খাদ্য গ্রহণ কর এবং নেক আমল কর)।'

এতে ইঙ্গিত করা হয়েছে যে, নেক আমলের ব্যাপারে হালাল খাদ্যের বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রয়েছে। অনুরূপ হালাল খাদ্য গ্রহণে দোয়া কবুল হওয়ার আশা এবং হারাম খাদ্যের প্রতিক্রিয়ায় তা কবুল না হওয়ার আশঙ্কাই বেশি। রাসূল ﷺ ইরশাদ করেছেন, বহু লোক দীর্ঘ সফর করে আসে এবং অত্যন্ত ব্যাকুলভাবে দু'হাত তুলে আল্লাহর দরবারে বলতে থাকে, ইয়া পরওয়ারদেগার! ইয়া রব!।' কিন্তু যেহেতু সে ব্যক্তির পানাহার সামগ্রী হারাম উপার্জনের, পরিধেয় পোশাক-পরিচ্ছেদ হারাম পয়সায় সংগৃহীত, এমতাবস্থায় তার দোয়া কি করে কবুল হতে পারে? –[মুসলিম, তিরমিযী, ইবনে কাছীর-এর বরাতে]

শব্দ বিশ্লেষণ

بَثَّ : সীগাহ واحد مذكر غائب বহছ ماضى معروف বাব نَصَرَ মাসদার اَلْبَثُّ মূলবর্ণ (ب . ث . ث) জিনস مضاعف ثلاثى অর্থ– সে ছড়িয়েছে।

يُحِبُّوْنَ : সীগাহ جمع مذكر غائب বহছ مضارع معروف বাব اِفْعَالٌ মাসদার اَلْاِحْبَابُ মূলবর্ণ (ح . ب . ب) জিনস مضاعف ثلاثى অর্থ– তারা বন্ধু মনে করে, ভালোবাসে।

اتُّبِعُوْا : সীগাহ جمع مذكر غائب বহছ ماضى مجهول বাব اِفْتِعَالٌ মাসদার اَلْاِتِّبَاعُ মূলবর্ণ (ت . ب . ع) জিনস صحيح অর্থ– যাদের অনুসরণ করা হয়েছে।

وَتَقَطَّعَتْ : সীগাহ واحد مؤنث غائب বহছ ماضى معروف বাব تَفَعُّلٌ মাসদার اَلتَّقَطُّعُ মূলবর্ণ (ق . ط . ع) জিনস صحيح অর্থ– সে ছিন্ন হয়ে গেল।

كَرَّةً : এটি বাব نَصَرَ-এর মাসদার অর্থ– প্রত্যাবর্তন করা।

حَسَرٰتٍ : শব্দটি বহুবচন, একবচন حَسْرَةٌ; অর্থ– আফসোস, দুঃখ, লজ্জা।

لَاتَتَّبِعُوْا : সীগাহ جمع مذكر حاضر বহছ نهى حاضر معروف বাব اِفْتِعَالٌ মাসদার اَلْاِتِّبَاعُ মূলবর্ণ (ت . ب . ع) জিনস صحيح অর্থ– তোমরা অনুসরণ করো না।

السُّوْءِ : শব্দটি একবচন, বহুবচনে اسواء অর্থ– খারাপ কাজ, মন্দ, দোষ, অন্যায়, পাপ।

اَلْفَيْنَا : সীগাহ جمع متكلم বহছ مضارع معروف বাব اِفْعَالٌ মাসদার اَلْاِلْفَاءُ মূলবর্ণ– (ا . ل . ف) জিনস مهموز فاء অর্থ– আমরা পেয়েছি।

يَنْعِقُ : সীগাহ واحد مذكر غائب বহছ مضارع معروف বাব فَتَحَ . ضَرَبَ মাসদার اَلنَّعْقُ . اَلنَّعِيْقُ . اَلنُّعَاقُ মূলবর্ণ (ن . ع . ق) অর্থ– সে ডেকেছে, সে চিৎকার করেছে।

https://e-ilm.weebly.com/

إِنَّمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةَ وَالدَّمَ وَلَحْمَ الْخِنْزِيرِ وَمَا أُهِلَّ بِهِ لِغَيْرِ اللَّهِ ۖ فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ ۚ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ (١٧٣)

(অনুবাদ : (১৭৩) আল্লাহ তো তোমাদের জন্য হারাম করেছেন শুধু মৃত জীব, রক্ত ও শূকরের গোশত, আর এমন জীব যা গায়রুল্লাহর নামে উৎসর্গ করা হয়েছে, অবশ্য যে ব্যক্তি অনন্যোপায় হয়ে পড়ে, ভোগকামী ও সীমা অতিক্রমকারী না হয়, তবে তার কোনো পাপ হবে না; বাস্তবিকই আল্লাহ বড় ক্ষমাশীল, করুণাময়।

إِنَّ الَّذِينَ يَكْتُمُونَ مَا أَنْزَلَ اللَّهُ مِنَ الْكِتَابِ وَيَشْتَرُونَ بِهِ ثَمَنًا قَلِيلًا ۙ أُولَٰئِكَ مَا يَأْكُلُونَ فِي بُطُونِهِمْ إِلَّا النَّارَ وَلَا يُكَلِّمُهُمُ اللَّهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَلَا يُزَكِّيهِمْ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ (١٧٤)

(১৭৪) নিঃসন্দেহে, যারা আল্লাহর অবতারিত কিতাব গোপন করে এবং তৎপরিবর্তে নগণ্য সম্পদ আদায় করে, তারা আর কিছুই নয় শুধু নিজেদের পেটে অগ্নি পুরছে, আর আল্লাহ কিয়ামতের দিন তাদের সঙ্গে কথাও বলবেন না এবং তাদেরকে নির্মলও করবেন না, আর তাদের যন্ত্রণাময় শাস্তি হবে।

أُولَٰئِكَ الَّذِينَ اشْتَرَوُا الضَّلَالَةَ بِالْهُدَىٰ وَالْعَذَابَ بِالْمَغْفِرَةِ ۚ فَمَا أَصْبَرَهُمْ عَلَى النَّارِ (١٧٥)

(১৭৫) তারা এমন লোক যারা [দুনিয়াতে] হেদায়েত ত্যাগ করে গোমরাহী আর [আখেরাতে] ক্ষমাপ্রাপ্তি ছেড়ে আজাব গ্রহণ করেছে, সুতরাং তারা দোজখের জন্য কত সাহসী।

ذَٰلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ نَزَّلَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ ۗ وَإِنَّ الَّذِينَ اخْتَلَفُوا فِي الْكِتَابِ لَفِي شِقَاقٍ بَعِيدٍ (١٧٦)

(১৭৬) এই শাস্তি এজন্য যে, আল্লাহ ঠিকভাবেই কিতাব নাজিল করেছেন, আর যারা [এই] কিতাব সম্বন্ধে বিপথ অবলম্বন করে- তা সুবিদিত যে, তারা সুদূরপ্রসারী বিরোধিতায় [লিপ্ত] হবে।

শাব্দিক অনুবাদ

(১৭৩) إِنَّمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ আল্লাহ তো তোমাদের জন্য হারাম করেছেন শুধু الْمَيْتَةَ মৃত জীব وَالدَّمَ রক্ত وَلَحْمَ الْخِنْزِيرِ ও শূকরের গোশত وَمَا أُهِلَّ بِهِ لِغَيْرِ اللَّهِ আর এমন জীব যা গায়রুল্লাহর নামে উৎসর্গ করা হয়েছে فَمَنِ اضْطُرَّ অবশ্য যে ব্যক্তি অনন্যোপায় হয়ে পড়ে غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ ভোগকামী ও সীমা অতিক্রমকারী না হয় فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ তবে তার কোনো পাপ হবে না; إِنَّ اللَّهَ বাস্তবিকই আল্লাহ غَفُورٌ বড় ক্ষমাশীল رَحِيمٌ করুণাময়।

(১৭৪) إِنَّ الَّذِينَ يَكْتُمُونَ নিঃসন্দেহে যারা গোপন করে مَا أَنْزَلَ اللَّهُ مِنَ الْكِتَابِ আল্লাহর অবতারিত কিতাব وَيَشْتَرُونَ بِهِ এবং তৎপরিবর্তে আদায় করে ثَمَنًا قَلِيلًا নগণ্য সম্পদ أُولَٰئِكَ مَا يَأْكُلُونَ তারা আর কিছুই না পুরছে فِي بُطُونِهِمْ নিজেদের পেটে إِلَّا النَّارَ তবে শুধু অগ্নি وَلَا يُكَلِّمُهُمُ اللَّهُ আর আল্লাহ তাদের সঙ্গে কথাও বলবেন না يَوْمَ الْقِيَامَةِ কিয়ামতের দিন وَلَا يُزَكِّيهِمْ এবং তাদেরকে নির্মলও করবেন না وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ আর তাদের যন্ত্রণাময় শাস্তি হবে।

(১৭৫) أُولَٰئِكَ الَّذِينَ তারা এমন লোক اشْتَرَوُا الضَّلَالَةَ [দুনিয়াতে] যারা গ্রহণ করেছে গোমরাহী بِالْهُدَىٰ হেদায়েত ত্যাগ করে وَالْعَذَابَ আর [আখেরাতে] আজাব গ্রহণ করেছে بِالْمَغْفِرَةِ ক্ষমাপ্রাপ্তি ছেড়ে فَمَا أَصْبَرَهُمْ সুতরাং তারা কত সাহসী عَلَى النَّارِ দোজখের জন্য।

(১৭৬) ذَٰلِكَ এই শাস্তি بِأَنَّ اللَّهَ نَزَّلَ এজন্য যে আল্লাহ নাজিল করেছেন الْكِتَابَ কিতাব بِالْحَقِّ ঠিকভাবেই وَإِنَّ الَّذِينَ اخْتَلَفُوا আর যারা বিপথ অবলম্বন করে فِي الْكِتَابِ কিতাব সম্বন্ধে لَفِي شِقَاقٍ بَعِيدٍ তা সুবিদিত যে, তারা সুদূরপ্রসারী বিরোধিতায় [লিপ্ত] হবে।

https://e-ilm.weebly.com/

لَيْسَ الْبِرَّ اَنْ تُوَلُّوْا وُجُوْهَكُمْ قِبَلَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ وَلٰكِنَّ الْبِرَّ مَنْ اٰمَنَ بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ الْاٰخِرِ وَالْمَلٰٓئِكَةِ وَالْكِتٰبِ وَالنَّبِيّٖنَ ۚ وَاٰتَى الْمَالَ عَلٰى حُبِّهٖ ذَوِي الْقُرْبٰى وَالْيَتٰمٰى وَالْمَسٰكِيْنَ وَابْنَ السَّبِيْلِ وَالسَّآئِلِيْنَ وَفِي الرِّقَابِ ۚ وَاَقَامَ الصَّلٰوةَ وَاٰتَى الزَّكٰوةَ ۚ وَالْمُوْفُوْنَ بِعَهْدِهِمْ اِذَا عٰهَدُوْا ۚ وَالصّٰبِرِيْنَ فِي الْبَاْسَآءِ وَالضَّرَّآءِ وَحِيْنَ الْبَاْسِ ؕ اُولٰٓئِكَ الَّذِيْنَ صَدَقُوْا ؕ وَاُولٰٓئِكَ هُمُ الْمُتَّقُوْنَ (١٧٧)

অনুবাদ (১৭৭) সকল পুণ্য এতেই নয় যে, তোমরা স্বীয় মুখকে পূর্বদিকে কর কিংবা পশ্চিম দিকে; বরং পুণ্য তো এটা যে কোনো ব্যক্তি ঈমান রাখে আল্লাহর প্রতি, কিয়ামত দিবসের প্রতি, ফেরেশতাদের প্রতি, কিতাব এবং নবীগণের প্রতি, আর মাল প্রদান করে আল্লাহর মহব্বতে, আত্মীয়-স্বজনকে এবং এতিমদেরকে এবং মিসকিনদেরকে এবং [রিক্তহস্ত] মুসাফিরদেরকে, আর ভিক্ষুকদেরকে এবং দাসত্ব মোচনে, আর নামাজের পাবন্দি করে এবং জাকাতও আদায় করে, আর যারা আপন প্রতিশ্রুতি পূর্ণকারী হয় যখন প্রতিজ্ঞা করে বসে, আর যারা ধীরস্থির থাকে, অভাব-অভিযোগে, অসুখে-বিসুখে এবং ধর্ম-যুদ্ধে; তারাই সত্যিকারের মানুষ এবং তারাই [সত্যিকারের] আল্লাহভীরু।

শাব্দিক অনুবাদ

(১৭৭) لَيْسَ الْبِرَّ সকল পুণ্য এতেই নয় যে اَنْ تُوَلُّوْا وُجُوْهَكُمْ তোমরা স্বীয় মুখকে কর قِبَلَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ পূর্বদিকে কিংবা পশ্চিম দিকে وَلٰكِنَّ الْبِرَّ বরং পুণ্য তো এটা যে مَنْ اٰمَنَ بِاللّٰهِ কোন ব্যক্তি ঈমান রাখে আল্লাহর প্রতি وَالْيَوْمِ الْاٰخِرِ কিয়ামত দিবসের প্রতি وَالْمَلٰٓئِكَةِ ফেরেশতাদের প্রতি وَالْكِتٰبِ وَالنَّبِيّٖنَ কিতাব এবং নবীগণের প্রতি وَاٰتَى الْمَالَ আর মাল প্রদান করে عَلٰى حُبِّهٖ আল্লাহর মহব্বতে ذَوِي الْقُرْبٰى আত্মীয়-স্বজনকে وَالْيَتٰمٰى এবং এতিমদেরকে وَالْمَسٰكِيْنَ এবং মিসকিনদেরকে وَابْنَ السَّبِيْلِ এবং [রিক্তহস্ত] মুসাফিরদেরকে وَالسَّآئِلِيْنَ আর ভিক্ষুকদেরকে وَفِي الرِّقَابِ এবং দাসত্ব মোচনে وَاَقَامَ الصَّلٰوةَ আর নামাজের পাবন্দি করে وَاٰتَى الزَّكٰوةَ এবং জাকাতও আদায় করে وَالْمُوْفُوْنَ بِعَهْدِهِمْ আর যারা আপন প্রতিশ্রুতি পূর্ণকারী হয় اِذَا عٰهَدُوْا যখন প্রতিজ্ঞা করে বসে وَالصّٰبِرِيْنَ আর যারা ধীরস্থির থাকে فِي الْبَاْسَآءِ অভাব-অভিযোগে وَالضَّرَّآءِ অসুখে-বিসুখে وَحِيْنَ الْبَاْسِ এবং ধর্ম-যুদ্ধে; اُولٰٓئِكَ الَّذِيْنَ صَدَقُوْا তারাই সত্যিকারের মানুষ وَاُولٰٓئِكَ هُمُ الْمُتَّقُوْنَ এবং তারাই [সত্যিকারের] আল্লাহভীরু।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

(১৭৩) قوله اِنَّمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةَ وَالدَّمَ وَلَحْمَ الْخِنْزِيْرِ الخ **আয়াতের শানে নুযূল :** হযরত জাবের (রা.) হতে বর্ণিত। জাহিলি যুগে আরবের লোকেরা বহু হালাল জিনিসকে হারাম মনে করত এবং বহু হারাম বস্তু ভক্ষণ করত, মৃত প্রাণীর গোশ্‌ত, প্রবাহিত রক্ত, শূকরের গোশ্‌ত ইত্যাদি ভক্ষণ করত। ইসলামের আবির্ভাব ঘটলে মুসলমানরা নবী করীম ﷺ-কে খাদ্যে বৈধতা সম্পর্কে জিজ্ঞাসাবাদ করলে, তাদের সে বর্বরোচিত কু-সংস্কারের অপনোদনে আল্লাহ তা'আলা অত্র আয়াত অবতীর্ণ করেন।

(১৭৪) قوله اِنَّ الَّذِيْنَ يَكْتُمُوْنَ مَآ اَنْزَلَ اللّٰهُ مِنَ الْكِتٰبِ الخ **আয়াতের শানে নুযূল :** ইহুদি পুরোহিতগণ সাধারণ লোকজন হতে মনগড়া ফতোয়া প্রদান করে হাদিয়া তোহফা গ্রহণ করত। তারা তাওরাত গ্রন্থ পাঠান্তে সত্যিকারভাবে জানত যে, হযরত মুহাম্মদ ﷺ-ই সত্য নবী। তারা আশাবাদী ছিল যে, আখেরী নবী তাদের মধ্য হতে আবির্ভূত হবেন, কিন্তু কুরাইশ বংশে তিনি জন্মগ্রহণ করাতে তাদের নেতৃত্ব বিলোপ হওয়া ও হাদিয়া তোহফা বন্ধ হওয়ার আশঙ্কা করে। তাই তারা তাওরাতে মহানবী ﷺ-এর প্রশংসা ও পরিচিতি সম্বলিত বাণীসমূহ সাধারণ লোকদের নিকট হতে গোপন রাখে। তাদের এ ঘৃণিত আচরণের নিন্দা করে উপরিউক্ত আয়াত অবতীর্ণ হয়।

(১৭৭) قوله لَيْسَ الْبِرَّ اَنْ تُوَلُّوْا وُجُوْهَكُمْ قِبَلَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ الخ **আয়াতের শানে নুযূল :** আলোচ্য আয়াত ইহুদি ও খ্রিস্টানদের উদ্দেশ্যে অবতীর্ণ হয়েছে। খ্রিস্টানরা পূর্বমুখী হয়ে নামাজ আদায় করত এবং ইহুদিরা পশ্চিমমুখী অর্থাৎ বায়তুল মাকদিসের

https://e-ilm.weebly.com/

দিকে মুখ ফিরিয়ে নামাজ আদায় করত। প্রত্যেক দলেই নিজ নিজ কেবলা নিয়ে গর্ব করত এবং কেবলার মধ্যেই সকল কল্যাণ নিহিত রয়েছে বলে মনে করত। তাদের এ ভ্রান্ত ধারণা খণ্ডন করে প্রকৃত কল্যাণের পথ নির্দেশের লক্ষ্যে এ আয়াত অবতীর্ণ হয়।

আলোচ্য আয়াতে যে বস্তু সামগ্রীকে হারাম হিসেবে চিহ্নিত করা হয়েছে, সেগুলোর সংখ্যা চার। যেমন, মৃত পশু, রক্ত, শূকরের গোশত এবং যেসব জানোয়ার আল্লাহ ব্যতীত অন্য কিছুর নামে উৎসর্গ করা হয়। উপরিউক্ত চিহ্নিত চারটি বস্তুর সাথে স্বয়ং কুরআনেরই অন্য আয়াতে এবং হাদীস শরীফে আরো কতিপয় বস্তুর উল্লেখ এসেছে। সুতরাং সেসব নির্দেশ একত্রিত করে চিহ্নিত হারাম বস্তুগুলো সম্পর্কে কিছু বিস্তারিত আলোচনা করা যেতে পারে।

মৃত : এর অর্থ যেসব প্রাণী হালাল করার জন্য শরিয়ত বিধান অনুযায়ী জবাই করা জরুরি, সেসব প্রাণী যদি জবাই ব্যতীত অন্য কোনো উপায়ে যেমন, আঘাতপ্রাপ্ত হয়ে, অসুস্থ হয়ে, কিংবা দম বন্ধ হয়ে মারা যায়, তবে সেগুলোকে মৃত বলে গণ্য করা হবে এবং সেগুলোর গোশত খাওয়া হারাম হবে।

তবে কুরআন শরীফের অন্য এক আয়াতে বলা হয়েছে– أُحِلَّ لَكُمْ صَيْدُ الْبَحْرِ 'তোমাদের জন্য সামুদ্রিক শিকার হালাল করা হলো।' এ আয়াতের মর্মানুযায়ী সামুদ্রিক জীব-জন্তুর বেলায় জবাই করার শর্ত আরোপিত হয়নি। ফলে এ গুলো জবাই ছাড়াই খাওয়া হালাল। অনুরূপ এক হাদীসে মাছ এবং টিড্ডি নামক পতঙ্গকে মৃত প্রাণীর তালিকা থেকে বাদ দেওয়া হয়েছে। রাসূল ইরশাদ করেছেন– আমাদের জন্য দু'টি মৃত হালাল মাছ এবং টিড্ডি। সুতরাং বুঝা গেল, জীব-জন্তুর মধ্যে মাছ এবং টিড্ডি নামক পতঙ্গ মৃতের পর্যায়ভুক্ত হবে না, এ দু'টি জবাই না করেও খাওয়া যাবে। তবে মাছ পানিতে মরে যদি পচে যায় এবং পানির উপর ভেসে উঠে, তবে তা খাওয়া যাবে না –[জাসসাস] অনুরূপ যেসব বন্য জীব-জন্তু ধরে জবাই করা সম্ভব নয়, সেগুলোকে বিসমিল্লাহ বলে তীর কিংবা অন্য কোনো ধারালো অস্ত্র দ্বারা আঘাত করে যদি মারা হয়, তবে সেগুলোও হালাল হবে, এমতাবস্থায়ও শুধু আঘাত দিয়ে মারলে চলবে না, কোনো ধারালো অস্ত্রের সাহায্যে আঘাত করা শর্ত, যাতে রক্ত বের হয়।

মাসআলা : ইদানিং এক রকম চোখা গুলি ব্যবহৃত হয়, এ ধরনের গুলি সম্পর্কে কোনো কোনো আলেম মনে করেন যে, এসব ধারালো গুলির আঘাতে মৃত জন্তুর হুকুম তীরের আঘাতে মৃতের পর্যায়ভুক্ত হবে। কিন্তু আলেমগণের সম্মিলিত অভিমত অনুযায়ী বন্দুকের গুলি চোখা এবং ধারালো হলেও তা তীরের পর্যায়ভুক্ত হয় না। কেননা তীরের আঘাত ছুরির আঘাতের ন্যায়, অপরপক্ষে বন্দুকের গুলি চোখা হলেও গায়ে বিদ্ধ হয়ে বারুদের বিস্ফোরণ ও দাহিকা শক্তির প্রভাবে জন্তুর মৃত্যু ঘটায়। সুতরাং এরূপ গুলির দ্বারা আঘাতপ্রাপ্ত জানোয়ারও জবাই করার আগে মারা গেলে তা খাওয়া হালাল হবে না।

মাসআলা : আলোচ্য আয়াতে 'তোমাদের জন্য মৃত হারাম' বলাতে মৃত জানোয়ারের গোশ্‌ত খাওয়া যেমন হারাম, তেমনি এগুলোর ক্রয়-বিক্রয়ও হারাম হিসেবে বিবেচিত হবে। যাবতীয় অপবিত্র বস্তু সম্পর্কে সে একই বিধান প্রযোজ্য।

অর্থাৎ, এগুলোর ব্যাবহার যেমন হারাম, তেমনি এগুলো ক্রয়-বিক্রয় কিংবা অন্য কোনো উপায়ে এগুলো থেকে যে কোনোভাবে লাভবান হওয়াও হারাম। এমনকি মৃত জীব-জন্তুর গোশ্‌ত নিজ হাতে কোনো গৃহপালিত জন্তুকে খাওয়ানোও জায়েজ নয়; বরং সেগুলো এমন কোনো স্থানে ফেলে দিতে হবে, যেন কুকুর-বিড়াল খেয়ে ফেলে। নিজ হাতে উঠিয়ে কুকুর-বিড়ালকে খাওয়ানোও জায়েজ হবে না। –[জাস্‌সাস, কুরতুবী]

মাসআলা : 'মৃত' শব্দটির অন্য কোনো বিশেষণ ছাড়া সাধারণভাবে ব্যবহার করাতে প্রতীয়মান হয় যে, হারামের হুকুমও ব্যাপক এবং তন্মধ্যে মৃত জন্তুর সমুদয় অংশই শামিল। কিন্তু অন্য এক আয়াতে عَلٰى طَاعِمٍ يَّطْعَمُهٗ শব্দ দ্বারা এ বিষয়টিও ব্যাখ্যা করে দেওয়া হয়েছে। তাতে বুঝা যায় যে, মৃত জন্তুর শুধু সে অংশই হারাম যেটুকু খাওয়ার যোগ্য। সুতরাং মৃত জন্তুর হাড়, পশম প্রভৃতি যেসব অংশ খাদ্য হিসেবে ব্যবহৃত হয় না, সেগুলো ব্যবহার করা হারাম নয়; সম্পূর্ণ জায়েজ। কেননা কুরআনের অন্য এক আয়াতে আছে– وَمِنْ اَصْوَافِهَا وَاَوْبَارِهَا وَاَشْعَارِهَا اَثَاثًا وَّمَتَاعًا اِلٰى حِيْنٍ
এতে হালাল জানোয়ারসমূহের পশম প্রভৃতির দ্বারা ফায়দা গ্রহণ করার কথা বলা হয়েছে, কিন্তু এখানে জবাই করার শর্ত আরোপ করা হয়নি। –[জাস্‌সাস]

চামড়ার মধ্যে যেহেতু রক্ত প্রভৃতি নাপাকীর সংমিশ্রণ থাকে, সেজন্য মৃত জানোয়ারের চামড়া শুকিয়ে পাক না করা পর্যন্ত নাপাক এবং ব্যবহার হারাম। কিন্তু পাক করে নেওয়ার পর ব্যবহার করা সম্পূর্ণ জায়েজ। সহীহ হাদীসে এ সম্পর্কিত আরো বিস্তারিত ব্যাখ্যা রয়েছে। –[জাস্‌সাস]

মাসআলা : মৃত জানোয়ারের চর্বি এবং তা দ্বারা তৈরি যাবতীয় সামগ্রীই হারাম। এসবের ব্যবহার কোনো অবস্থাতেই জায়েজ নয়। এমনকি এসবের ক্রয়-বিক্রয়ও হারাম।

https://e-ilm.weebly.com/

রক্ত : আলোচ্য আয়াতে যেসব বস্তু সামগ্রীকে হারাম করা হয়েছে, তার দ্বিতীয়টি হচ্ছে রক্ত। এ আয়াতে শুধু রক্ত উল্লিখিত হলেও সূরা আন'আমের এক আয়াতে أَوْ دَمًا مَّسْفُوْحًا অর্থাৎ 'প্রবহমান রক্ত' উল্লিখিত রয়েছে। রক্তের সাথে 'প্রবহমান' শব্দ সংযুক্ত করার ফলে শুধু সে রক্তকেই হারাম করা হয়েছে, যা জবাই করলে বা কেটে গেলে প্রবাহিত হয়। এ কারণেই কলিজা-জরুত প্রভৃতি জমাট বাঁধা রক্তে গঠিত অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ ফিকহবিদগণের সর্বসম্মত অভিমত অনুযায়ী পাক ও হালাল।

মাসআলা : যেহেতু শুধুমাত্র প্রবহমান রক্তই হারাম ও নাপাক, কাজেই জবাই করা জন্তুর গোশতের সাথে রক্তের যে অংশ জমাট বেঁধে থেকে যায়, সেটুকু হালাল ও পাক। ফিকহবিদ সাহাবী ও তাবেয়ীসহ সমগ্র আলেম সমাজ এ ব্যাপারে একমত। একই কারণে মশা-মাছি ও ছারপোকার রক্ত নাপাক নয়। তবে যদি রক্ত বেশি হয় এবং ছড়িয়ে যায়, তবে তা ধুয়ে ফেলা উচিত। –[জাস্‌সাস]

মাসআলা : রক্ত খাওয়া যেমন হারাম, তেমনি অন্য কোনো উপয়ে তা ব্যবহার করাও হারাম। অন্যান্য নাপাক রক্তের ন্যায় রক্তের ক্রয়-বিক্রয় এবং তা দ্বারা অর্জিত লাভালাভও হারাম। কেননা কুরআনের আয়াতে 'রক্ত' শব্দটি অন্য কোনো বিশেষণ ব্যতীতই ব্যবহৃত হওয়ার কারণে রক্ত বলতে যা বুঝায়, তার সম্পূর্ণটাই হারাম প্রতিপন্ন হয়ে গেছে।

রুগীর গায়ে অন্যের রক্ত দেওয়ার মাসআলা : এই মাসআলার বিশ্লেষণ নিম্নরূপ : রক্ত মানুষের শরীরের অংশ। শরীর থেকে বের করে নেওয়ার পর তা নাপাক। তদনুসারে প্রকৃত প্রস্তাবে একজনের রক্ত অন্যজনের শরীরে প্রবেশ করানো দু'কারণে হারাম হওয়া উচিত। প্রথমতঃ মানুষের যেকোনো অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ সম্মানিত এবং আল্লাহ কর্তৃক সংরক্ষিত। শরীর থেকে পৃথক করে নিয়ে তা অন্যত্র সংযোজন করা সে সম্মান ও সংরক্ষণ বিধানের পরিপন্থি। **দ্বিতীয়ত :** এ কারণে যে, রক্ত 'নাজাসাতে গলীযা' বা জঘন্য ধরনের নাপাকী। আর নাপাক বস্তুর ব্যবহার জায়েজ নয়।

তবে নিরুপায় অবস্থায় এবং চিকিৎসাক্ষেত্রে ইসলামি শরিয়ত যেসব সুযোগ-সুবিধা দিয়েছে, সেগুলোর ভিত্তিতে চিন্তা-ভাবনা করলে নিম্নোক্ত সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া যায়।

প্রথমতঃ রক্ত যদিও মানুষের শরীরেরই অংশ, তথাপি এটা অন্য মানুষের শরীরে স্থানান্তরিত করার জন্য যার রক্ত, তার শরীরে কোনো প্রকার কাটা-ছেঁড়ার প্রয়োজন হয় না, কোনো অঙ্গ কেটে পৃথক করতে হয় না। সুঁই-এর মাধ্যমে একজনের শরীর থেকে রক্ত বের করে অন্যের শরীরে প্রবেশ করিয়ে দেওয়া হয়। তদনুসারে রক্তকে দুধের সাথে তুলনা করা যেতে পারে, যা অঙ্গ কর্তন ব্যতিরেকেই একজনের শরীর থেকে বের হয়ে অন্যের শরীরের অংশে পরিগণিত হতে থাকে। শিশুর প্রয়োজনের প্রতি লক্ষ্য করেই ইসলামি শরিয়ত মানুষের দুধকে শিশু খাদ্য হিসেবে নির্ধারিত করেছে এবং স্বীয় সন্তানকে দুধ পান করানো মায়ের উপর ওয়াজিব সাব্যস্ত করে দিয়েছে।

"ঔষধ হিসেবে স্ত্রীলোকের দুধ পুরুষের পক্ষে নাকে প্রবেশ করানো কিংবা পান করায় দোষ নেই।" –[আলমগীরী]

ইবনে কুদামা রচিত 'মুগনী' গ্রন্থে এ মাসআলা সম্পর্কিত আরো বিস্তারিত ব্যাখ্যা দেওয়া হয়েছে। –[মুগনী, কিতাবুস সায়ীদ, ৮ম খ. ২০৬ পৃ.]

রক্তকে যদি দুধের সাথে তুলনা করা হয়, তবে তা সামঞ্জস্যহীন হবে না। কেননা দুধ রক্তেরই পরিবর্তিত রূপ এবং মানব-দেহের অংশ হওয়ার ব্যাপারেও একই পর্যায়ভুক্ত। পার্থক্য শুধু এতটুকু যে, দুধ পাক এবং রক্ত নাপাক। সুতরাং হারাম হওয়ার প্রথম কারণ অর্থাৎ, মানবদেহের অংশ হওয়ার ক্ষেত্রে তো নিষিদ্ধ হওয়ার ধারণা যুক্তিতে টেকে না। অবশিষ্ট থাকে দ্বিতীয় কারণ অর্থাৎ, নাপাক হওয়া। এক্ষেত্রেও চিকিৎসার বেলায় অনেক ফিকহবিদ রক্ত ব্যবহার করার অনুমতি দিয়েছেন।

এমতাবস্থায় মানুষের রক্ত অন্যের দেহে স্থানান্তর করার প্রশ্নে শরিয়তের নির্দেশ দাঁড়ায় এই যে, সাধারণ অবস্থায় এটা জায়েজ নয়। তবে চিকিৎসার্থে, নিরুপায় অবস্থায় ঔষধ হিসেবে ব্যবহার করা নিঃসন্দেহে জায়েজ। 'নিরুপায় অবস্থায়' অর্থ হচ্ছে রোগীর যদি জীবন-সংশয় দেখা দেয় এবং অন্য কোনো ঔষধ যদি তার জীবন রক্ষার জন্য কার্যকর বলে বিবেচিত না হয়, আর রক্ত দেওয়ার ফলে তার জীবন রক্ষার সম্ভাবনা যদি প্রবল থাকে, তবে সে অবস্থায় তার দেহে অন্যের রক্ত দেওয়া কুরআন শরীফের সে আয়াতের মর্মানুযায়ীও জায়েজ হবে, যে আয়াতে অনন্যোপায় অবস্থায় মৃত জন্তুর গোশত খেয়ে জীবন বাঁচানোর সরাসরি অনুমতি দেওয়া হয়েছে।

আর যদি অনন্যোপায় না হয় এবং অন্য ঔষধ ব্যবহারে চিকিৎসা করা সম্ভব হয়, তবে সে অবস্থায় রক্ত ব্যবহারের প্রশ্নে মতভেদ রয়েছে। কোনো কোনো ফিকহবিদ একে জায়েজ বলেছেন এবং কেউ কেউ না-জায়েজ বলেছেন। এ সম্পর্কিত বিস্তারিত বিবরণ ফিকহের কিতাবসমূহে 'হারাম বস্তুর দ্বারা চিকিৎসা' শীর্ষক আলোচনায় উল্লিখিত হয়েছে।

https://e-ilm.weebly.com/

শূকর হারাম হওয়ার বিবরণ : আলোচ্য আয়াতে তৃতীয় যে বস্তুটি হারাম করা হয়েছে, সেটি হলো শূকরের গোশত। এখানে শূকরের সাথে 'লাহম' বা গোশত শব্দ সংযুক্ত করে দেওয়া হয়েছে। ইমাম কুরতুবী (র.) বলেন, এর দ্বারা শুধু গোশত হারাম একথা বুঝানো উদ্দেশ্য নয়; বরং শূকরের সমগ্র অংশ অর্থাৎ হাড়, গোশত, চামড়া, চর্বি, রগ, পশম প্রভৃতি সবকিছুই সর্বসম্মতিক্রমে হারাম। তবে 'লাহম' তথা গোশত যোগ করে ইঙ্গিত করা হয়েছে যে, শূকর অন্যান্য হারাম জন্তুর ন্যায়, তাই এটি জবাই করলেও পাক হয় না। কেননা গোশত খাওয়া হারাম এমন অনেক জন্তু রয়েছে যাদের জবাই করার পর সেগুলোর হাড়, চামড়া প্রভৃতি পাক হতে পারে। কিন্তু জবাই করার পরেও শূকরের গোশত হারাম তো বটেই, নাপাকও থেকে যায়। কেননা এটি একাধারে যেমনি হারাম তেমনি 'নাজাসে আইন' বা সম্পূর্ণ নাপাক। শুধুমাত্র চামড়া সেলাই করার কাজে শূকরের পশম দ্বারা তৈরি সূতা ব্যবহার করা জায়েজ বলে হাদীসে উল্লিখিত হয়েছে। –[জাস্‌সাস, কুরতুবী]

আল্লাহ ছাড়া অন্য কোনো কিছুর নামে যা জবাই করা হয় : আয়াতে উল্লিখিত চতুর্থ হারাম বস্তু হচ্ছে সেসব জীব-জন্তু, যা আল্লাহ তা'আলা ব্যতীত অন্য কারো নামে জবাই করা হয় অথবা উৎসর্গ করা হয়। সাধারণতঃ এর তিনটি উপায় প্রচলিত রয়েছে : প্রথমতঃ আল্লাহ তা'আলা ব্যতীত অন্য কোনো কিছুর নৈকট্য লাভের উদ্দেশ্যে যা উৎসর্গ করা হয় এবং জবাই করার সময়ও সে নাম নিয়েই জবাই করা হয়, যে নামে তা উৎসর্গিত। এমতাবস্থায় জবাইকৃত জন্তু সমস্ত মত-পথের আলেম ও ফিকহবিদগণের দৃষ্টিতেই হারাম ও নাপাক। এর কোনো অংশের দ্বারাই ফায়দা গ্রহণ করা জায়েজ হবে না। কেননা وَمَا أُهِلَّ بِهِ لِغَيْرِ اللّٰهِ আয়াতে যে অবস্থার কথা বুঝানো হয়েছে এ অবস্থা এর সরাসরি নমুনা, যে ব্যাপারে কারো কোনো মতভেদ নেই।

দ্বিতীয় অবস্থা হচ্ছে, আল্লাহ ব্যতীত অন্য কোনো কিছুর সন্তুষ্টি বা নৈকট্য লাভের উদ্দেশ্যে যা জবাই করা হয়, তবে জবাই করার সময় তা আল্লাহর নাম নিয়েই জবাই করা হয়। যেমন, অনেক অজ্ঞ মুসলমান পীর-বুজুর্গগণের সন্তুষ্টি অর্জনের মানসে গরু, ছাগল, মুরগি ইত্যাদি মান্নত করে তা জবাই করে থাকে। কিন্তু জবাই করার সময় আল্লাহর নাম নিয়েই তা জবাই করা হয়। এ সুরতটিও ফকীহগণের সর্বসম্মত অভিমত অনুযায়ী হারাম এবং জবাইকৃত জন্তু মৃতের শামিল।

তবে দলিল গ্রহণের ক্ষেত্রে এ সুরতটি সম্পর্কে কিছুটা মত পার্থক্য রয়েছে। কোনো কোনো মুফাসসির এবং ফিকহবিদ এ সুরতটিকেও আয়াতে উল্লিখিত "আল্লাহ ব্যতীত অন্য কিছুর নামে জবাইকৃত জীবের" বিধানের অনুরূপ বিবেচনা করেছেন। যেমন, তাফসীরে বায়যাবীর টীকায় বলা হয়েছে–

'সে সমস্ত জন্তুই হারাম, যা আল্লাহ ছাড়া অন্য কোনো কিছুর নামে উৎসর্গ করা হয়। জবাই করার সময় তা আল্লাহর নামেই জবাই করা হোক না কেন। কেননা আলেম ও ফকীহগণ এ ব্যাপারে একমত যে, যদি কোনো জন্তুকে আল্লাহ ছাড়া অন্য কোনো কিছুর নৈকট্য হাসিল করার উদ্দেশ্যে কোনো মুসলমানও জবাই করে, তবে সে ব্যক্তি 'মুরতাদ' বা ধর্মত্যাগী হয়ে যাবে এবং তার জবাইকৃত পশুটি মুরতাদের জবাইকৃত পশু বলে বিবেচিত হবে।'

দুররে মুখতার -এর কিতাবুয-যাবায়েহ অধ্যায়ে বলা হয়েছে :

"যদি কোনো আমীরের আগমন উপলক্ষে তাঁরই সম্মানার্থে কোনো পশু জবাই করা হয়, তবে জবাই কৃত সে পশুটি হারাম হয়ে যাবে। কেননা এটাও তেমনি, আল্লাহ ছাড়া অন্য কোনো কিছুর নামে যা জবাই করা হয়।" এ আয়াতের নির্দেশের অন্তর্ভুক্ত। যদিও জবাই করার সময় আল্লাহর নাম নিয়েই তা জবাই করা হয়। আল্লামা শামী (র.) ও এ অভিমত সমর্থন করেছেন। –[দুররে মুখতার, ৫ খণ্ড, ২১৪ পৃ.]

কেউ কেউ অবশ্য উপরিউক্ত সুরতটিকে وَمَا أُهِلَّ بِهِ لِغَيْرِ اللّٰهِ আয়াতের সাথে সরাসরি সামঞ্জস্যপূর্ণ মনে করেন না। কেননা আয়াতের বর্ণনাভঙ্গি অনুসারে একেবারে সরাসরি তা বুঝায় না। তবে আল্লাহ ব্যতীত অন্য কোনো কিছুর নৈকট্য বা সন্তুষ্টি লাভের নিয়ত দ্বারা 'আল্লাহ ব্যতীত অন্য কোনো কিছুর উদ্দেশ্যে যা উৎসর্গ করা হয়,' সে আয়াতের প্রতি যথেষ্ট সামঞ্জস্যপূর্ণ বিধায় এ সুরতটিকেও হারাম করা হয়েছে। আমাদের বিবেচনায় এ যুক্তিই সর্বাপেক্ষা শুদ্ধ ও সাবধানতা প্রসূত।

উপরিউক্ত সুরতটি হারাম হওয়ার সমর্থনে কুরআনের অন্য আর একটি আয়াতও দলিল হিসেবে পেশ করা যায়। সে আয়াতটি হচ্ছে وَمَا ذُبِحَ عَلَى النُّصُبِ। বাতেলপন্থিরা যেসব বস্তুর পূজা করে থাকে, সেই সবকিছুকে نُصُبٌ বলা হয়। সেমতে আয়াতের অর্থ হয় সে সমস্ত পশু, যেগুলোকে বাতেল উপাস্যের উদ্দেশ্যে জবাই করা হয়েছে।

'আরবদের স্বভাব ছিল, যার উদ্দেশ্যে জবাই করা হতো, জবাই করার সময় তার স্বরে সেই নামই উচ্চারণ করতে থাকতো। ব্যাপকভাবে তাদের মধ্যে এ রেওয়াজ প্রচলিত ছিল। আলোচ্য আয়াতে আল্লাহ ছাড়া অন্য কোনো কিছুর সন্তুষ্টি ও নৈকট্য প্রত্যাশা যা সংশ্লিষ্ট পশু হারাম হওয়ার মূল কারণ, সেটাকে 'এহলাল' অর্থাৎ 'তার স্বরে নামোচ্চারণ' শব্দ দ্বারা বুঝানো হয়েছে।

https://e-ilm.weebly.com/

ইমাম মুসলিম তাঁর উস্তাদ ইয়াহইয়া ইবনে ইয়াহইয়ার সনদে হযরত আয়েশা সিদ্দীকা (রা.)-এর একটি দীর্ঘ হাদীস বর্ণনা করেছেন। সে হাদীসের শেষভাগে রয়েছে, একজন স্ত্রীলোক হযরত আয়েশা (রা.)-কে প্রশ্ন করেছিলেন, হে উম্মুল মুমিনীন! আজমী লোকদের মধ্যে আমাদের কিছুসংখ্যক দূর সম্পর্কের আত্মীয়-স্বজন রয়েছে। তাদের মধ্যে সব সময় কোনো না কোনো উৎসব লেগেই থাকে। উৎসবের দিনে কিছু হাদিয়া-তোহফা তারা আমাদের কাছেও পাঠিয়ে থাকে। আমরা তাদের পাঠানো সেসব সামগ্রী খাবো কিনা? জবাবে হযরত আয়েশা (রা.) বলেছিলেন–

'সে উৎসব দিবসের জন্যেই যেসব পশু জবাই করা হয়, সেগুলো খেয়ো না, তবে তাদের ফলমূল খেতে পার।' –[তাফসীরে কুরতুবী, ২য় খণ্ড, ২০৭ পৃ.]

মোটকথা দ্বিতীয় সুরতটি, যাতে নিয়ত থাকে আল্লাহ ছাড়া অন্য কোনো কিছুর নৈকট্য লাভ, কিন্তু জবাই করা হয় আল্লাহর নামেই, সেটি হারাম হওয়ার মূল কারণ হচ্ছে আল্লাহ ছাড়া অন্য কোনো কিছুর সন্তুষ্টি বা নৈকট্য অর্জন, এর মধ্যে সামঞ্জস্য থাকার দরুন وَمَآ اُهِلَّ بِهٖ لِغَيْرِ اللّٰهِ আয়াতের হুকুম দ্বিতীয় আয়াত وَمَا ذُبِحَ عَلَى النُّصُبِ -এরও প্রতিপাদ্য সাব্যস্ত হওয়ায় এ শ্রেণির পশুর গোশ্‌তও হারাম।

তৃতীয় সুরত হচ্ছে পশুর কান কেটে অথবা শরীরের অন্য কোথাও কোনো চিহ্ন অঙ্কিত করে কোনো দেব-দেবী বা পীর-ফকিরের নামে ছেড়ে দেওয়া হয়। সেগুলো দ্বারা কোনো কাজ নেওয়া হয়না, জবাই করাও উদ্দেশ্য থাকে না; বরং জবাই করাকে হারাম মনে করে। এ শ্রেণির পশু আলোচ্য দু'আয়াতের কোনোটিরই আওতায় পড়ে না। এ শ্রেণির পশুকে কুরআনের ভাষায় 'বাহীরা' বা 'সায়েবা' নামে অভিহিত করা হয়েছে। এ ধরনের পশু সম্পর্কে হুকুম হচ্ছে, এ ধরনের কাজ অর্থাৎ, কারো নামে কোনো পশু প্রভৃতি জীবন্ত উৎসর্গ করে ছেড়ে দেওয়া কুরআনের সরাসরি নির্দেশ অনুযায়ী হারাম। যেমন– বলা হয়েছে–

مَا جَعَلَ اللّٰهُ مِنْ بَحِيْرَةٍ وَّلَا سَآئِبَةٍ

"আল্লাহ তা'আলা বাহীরা বা 'সায়েবা' -এর প্রচলন করেননি। তবে এ ধরনের হারাম আমল কিংবা সংশ্লিষ্ট পশুটিকে হারাম মনে করার ভ্রান্ত বিশ্বাসের কারণেই সেটি হারাম হয়ে যাবে না; বরং হারাম মনে করাতেই তাদের একটা বাতিল মতবাদকে সমর্থন এবং শক্তি প্রদান করা হয়। তাই এরূপ উৎসর্গকৃত পশু অন্যান্য সাধারণ পশুর মতোই হালাল।"

শরিয়তের বিধান অনুযায়ী সংশ্লিষ্ট পশুর উপর তার মালিকের মালিকানা বিনষ্ট হয় না, যদিও সে ভ্রান্ত বিশ্বাসের ভিত্তিতে এরূপ মনে করে যে, এটি আমার মালিকানা থেকে বের হয়ে যে নামে উৎসর্গ করা হয়েছে তারই মালিকানায় পরিণত হয়েছে। কিন্তু শরিয়তের বিধানমতে যেহেতু তার সে উৎসর্গীকরণই বাতিল, সুতরাং সে পশুর উপর তারই পরিপূর্ণ মালিকানা কায়েম থাকে। সে মতে উৎসর্গকারী যদি সে পশু কারো নিকট বিক্রয় করে কিংবা অন্য কাউকে দান করে, তবে তা ক্রেতা ও দানগ্রীহতার জন্য হালাল। পৌত্তলিক সমাজের অনেকেই মন্দির বা দেব-দেবীর নামে পশু-পাখি উৎসর্গ করে সেগুলো পূজারী বা সেবায়েতদের হাতে তুলে দেয়। সেবায়েতরা সেসব পশু বিক্রয় করে থাকে। এরূপ পশু ক্রয় করা সম্পূর্ণ হালাল।

এক শ্রেণির কুসংস্কারগ্রস্ত মুসলমানকেও পীর-বুজুর্গের মাজারে ছাগল-মুরগি ইত্যাদি ছেড়ে আসতে দেখা যায়। মাজারের খাদেমরাই সাধারণতঃ উৎসর্গীকৃত সেসব জন্তু ভোগ-দখল করে। যেহেতু মূল মালিক খাদেমদের হাতে এগুলো ছেড়ে যায় এবং এগুলোর ব্যাপারে খাদেমদের পূর্ণ এখতিয়ার থাকে, সেহেতু এ শ্রেণির জীব-জন্তু ক্রয় করা, জবাই করে খাওয়া, বিক্রয় করে লাভবান হওয়া সম্পূর্ণ হালাল।

গুরুত্বপূর্ণ জ্ঞাতব্য বিষয় : এ ক্ষেত্রে কুরআনে কারীম মরণাপন্ন অবস্থায়ও হারাম বস্তু খাওয়াকে হালাল বা বৈধ বলেনি; বলেছে فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِ "তাতে তার কোনো পাপ নেই"। এর মর্ম এই যে, এসব বস্তু তখনও যথারীতি হারামই রয়ে গেছে। কিন্তু যে লোক খাচ্ছে তার অনন্যোপায় অবস্থার প্রেক্ষিতে হারাম খাদ্য গ্রহণের পাপ থেকে তাকে অব্যাহতি দেওয়া হয়েছে।

আলোচ্য আয়াতের দ্বারা বুঝা যাচ্ছে, যে ব্যক্তি ধন-সম্পদের লোভে শরিয়তের হুকুম-আহকাম পরিবর্তিত করে এবং তার বিনিময়ে যে হারাম ধন-সম্পদ গ্রহণ করে, তা যেন সে নিজের পেটে জাহান্নামের আগুন ভরে। কারণ এ কাজের পরিণতি তাই। কোনো কোনো বিজ্ঞ আলেমের মতে প্রকৃতপক্ষে হারাম মাল বা ধন-সম্পদ সবই দোজখের আগুন। অবশ্য তা যে আগুন, সে কথা-পার্থিব জীবনে উপলব্ধি করা যায় না, কিন্তু মৃত্যুর পর তার এসব কর্মই আগুনের রূপ ধরে উপস্থিত হবে।

মুসলমানদের কেবলা যখন বায়তুল মাকদিসের দিক থেকে পরিবর্তিত করে বায়তুল্লাহর দিকে নির্ধারণ করা হলো, তখন ইহুদি, খ্রিস্টান, পৌত্তলিক প্রভৃতি যারা সর্বদা মুসলমানদের মধ্যে দোষ ত্রুটি তালাশ করার ফিকিরে থাকত, তারা তৎপর হয়ে উঠলো এবং নানাভাবে রাসূলুল্লাহ ﷺ ও ইসলামের প্রতি অবিরাম নানা প্রশ্নবাণ নিক্ষেপ করতে শুরু করল। এসব প্রশ্নের জবাব পূর্ববর্তী আয়াতসমূহে অত্যন্ত বিস্তারিতভাবে দেওয়া হয়েছে।

আলোচ্য একটি আয়াতে বিশেষ বর্ণনাভঙ্গির মাধ্যমে এ বিতর্কের ইতি টেনে দেওয়া হয়েছে। যার সারমর্ম হচ্ছে, নামাজের পূর্বদিকে মুখ করে দাঁড়াতে হবে কি পশ্চিমদিকে, এ বিষয় নির্ধারণকেই যেন তোমরা দীনের একমাত্র লক্ষ্য স্থির করে নিয়েছ এবং এ ব্যাপারটিকে কেন্দ্র করেই তোমাদের যাবতীয় আলোচনা-সমালোচনা আবর্তিত হতে শুরু করেছে।

https://e-ilm.weebly.com/

মনে হয়, তোমাদের ধারণায় শরিয়তের অন্য কোনো হুকুম-আহকামই যেন আর নেই।
অন্য অর্থে এ আয়াতের লক্ষ্য মুসলমান, ইহুদি, নাসারা নির্বিশেষে সবাই হতে পারে, এমতাবস্থায় আয়াতের অর্থ দাঁড়াবে এই যে, প্রকৃত পুন্য বা নেকী আল্লাহ তা'আলার আনুগত্যের ভিতরেই নিহিত। যেদিকে মুখ করে তিনি নামাজে দাঁড়াতে নির্দেশ দেন, সেটাই শুদ্ধ ও পুণ্যের কাজে পরিণত হয়ে যায়। অন্যথা দিক হিসেবে পূর্ব-পশ্চিম, উত্তর-দক্ষিণের কোনো বৈশিষ্ট্য নেই। দিকবিশেষের সাথে কোনো পুণ্যও সংশ্লিষ্ট নয়। পুণ্য-একান্তভাবেই আল্লাহর প্রতি আনুগত্য প্রদর্শনের সাথে সম্পৃক্ত। তাই আল্লাহ তা'আলা যতদিন বায়তুল মাকদিসের প্রতি মুখ করে নামাজ পড়তে নির্দেশ দিয়েছেন, ততদিন সেদিকে মুখ করাই ছিল পুণ্য। আবার যখন মসজিদুল হারামের দিকে মুখ করে দাঁড়ানোর হুকুম হয়েছে, এখন এ হুকুমের আনুগত্য করাই পুণ্যে পরিণত হয়েছে।
আলোচ্য ১৭৭তম আয়াত থেকে সূরা বাকারার এক নতুন অধ্যায়ের সূচনা হচ্ছে। এ অধ্যায়ে মুসলমানদের জন্য বিভিন্ন বিষয়ে তা'লীম ও হেদায়েত প্রদানই মুখ্য উদ্দেশ্য। প্রসঙ্গত এতে বিরুদ্ধবাদীদের উত্থাপিত বিভিন্ন প্রশ্নের জবাবও দেওয়া হয়েছে। সে হিসেবে আলোচ্য এ আয়াতটিকে ইসলামের বিধি-বিধান বর্ণনার ক্ষেত্রে একটা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ও ব্যাপক অর্থবহ আয়াত বলে অভিহিত করা যায়।
অতঃপর সূরার শেষ পর্যন্ত বিভিন্নভাবে এ আয়াতেরই ব্যাখ্যা করা হয়েছে। আলোচ্য এ আয়াতে এ'তেকাদ বা বিশ্বাস, ইবাদত, মো'আমালাত বা লেনদেন এবং নৈতিকতা ও আখলাক সম্পর্কিত বিধি-বিধানের মূলনীতিসমূহের আলোচনা মোটামুটিভাবে এসে গেছে। প্রথম বিষয়– ই'তেকাদ বা মৌলবিশ্বাস সম্পর্কিত আলোচনা مَنْ اٰمَنَ بِاللّٰهِ শীর্ষক আয়াতে বিস্তারিতভাবে আলোচিত হয়েছে।
দ্বিতীয়তঃ গুরুত্বপূর্ণ বিষয় ইবাদত এবং মো'আমালাত সম্পর্কিত। তার মধ্যে ইবাদত সম্পর্কিত আলোচনা وَاٰتَى الزَّكٰوةَ পর্যন্ত উল্লিখিত হয়েছে। অতঃপর মো'আমালাতের আলোচনা وَالْمُوْفُوْنَ بِعَهْدِهِمْ শীর্ষক আয়াতে করা হয়েছে। এরপর আখলাক সম্পর্কিত আলোচনা وَالصّٰبِرِيْنَ থেকে বর্ণিত হয়েছে।
সবশেষে বলা হয়েছে যে, সে সমস্ত লোকই সত্যিকার মুমিন, যারা এসব নির্দেশাবলির পরিপূর্ণ অনুসরণ করে এবং এসব লোককেই প্রকৃত মুত্তাকী বলা যেতে পারে।
অতঃপর আলোচ্য আয়াতে প্রথমে ধন-সম্পদ ব্যয় করার দু'টি গুরুত্বপূর্ণ খাত বর্ণনা করে পরে জাকাতের কথা বলা হয়েছে। এতে বুঝা যায় যে, এ দু'টি খাত জাকাতের অন্তর্ভুক্ত নয়। প্রথমেই এ দু'টি খাতের কথা বর্ণনা করার পরে জাকাতের কথা বর্ণনা করার উদ্দেশ্য এমনও হতে পারে যে, সাধারণতঃ মানুষ আলোচ্য দু'টি খাতে অর্থ ব্যয় করার ব্যাপারে কুণ্ঠাবোধ করে, কিন্তু তা উচিত নয়।

মাসআলা : এ আয়াতের বর্ণনাভঙ্গির দ্বারা এ তথ্যও সাব্যস্ত হয়ে যায় যে, ধন-সম্পদের ফরজ শুধুমাত্র জাকাত প্রদানের মাধ্যমেই পূর্ণ হয় না, জাকাত ছাড়া আরো বহু ক্ষেত্রে সম্পদ ব্যয় করা ফরজ ও ওয়াজিব হয়ে থাকে। –[জাস্সাস, কুরতুবী] যেমন, রুজি-রোজগারে অক্ষম আত্মীয়-স্বজনের ব্যয়ভার বহন করা ওয়াজিব হয়ে যায়। কারো সামনে যদি কোনো দরিদ্র ব্যক্তির জীবন বিপন্ন হয়, তবে জাকাত প্রদান করার পরেও সে দরিদ্রের জীবন রক্ষার্থে অর্থ-সম্পদ ব্যয় করা ফরজ হয়ে পড়ে। অনুরূপ, যেসব স্থানে প্রয়োজন রয়েছে, সেখানে মসজিদ তৈরি করা এবং দীনি শিক্ষার জন্য মক্তব-মাদরাসা প্রতিষ্ঠা করাও আর্থিক ফরজের অন্তর্গত। পার্থক্য শুধু এতটুকু যে, জাকাতের একটা বিশেষ বিধান রয়েছে, সে বিধান অনুযায়ী যে কোনো অবস্থায় জাকাত প্রদান করতে হবে, কিন্তু অন্যান্য খরচের বেলায় প্রয়োজন দেখা দেওয়া শর্ত।
অতঃপর পূর্ববর্তী বর্ণনাভঙ্গি পরিবর্তন করে অতীতকাল বাচক শব্দের স্থলে وَالْمُوْفُوْنَ بِعَهْدِهِمْ বাক্যটিতে কারক পদ ব্যবহার করে ইঙ্গিত করা হয়েছে যে, মুমিন ব্যক্তির মধ্যে ওয়াদা-অঙ্গীকার পূর্ণ করার অভ্যাস সব সময়ের জন্য থাকতে হবে, ঘটনাচক্রে কখনো কখনো অঙ্গীকার পূরণ করলে চলবে না। কেননা এরূপ মাঝে-মধ্যে কাফের-গুনাহগাররাও ওয়াদা-অঙ্গীকার পূরণ করে থাকে। সুতরাং এটা ধর্তব্যের মধ্যে আসবে না।
তেমনিভাবে মো'আমালাতের বর্ণনায় শুধুমাত্র অঙ্গীকার পূরণ করার কথাই উল্লেখ করা হয়েছে। একটু চিন্তা করলেই দেখা যায় যে, ক্রয়-বিক্রয়, অংশীদারিত্ব ভাড়া-ইজারা প্রভৃতি বৈষয়িক দিকসমূহের সুষ্ঠুতা ও পবিত্রতাই অঙ্গীকার পূরণের উপর নির্ভরশীল।
এরপরই আখলাক বা মন মানসিকতার সুস্থতা বিধান সম্পর্কিত বিধি-বিধানের আলোচনায় একমাত্র, 'সবর' এর উল্লেখ করা হয়েছে। কেননা সবর এর অর্থ হচ্ছে মন-মানসিকতা তথা নফসকে বশীভূত করে অন্যায়-অনাচার থেকে সর্বতোভাবে সুরক্ষিত রাখা। একটু চিন্তা করলেই বুঝা যাবে যে, মানুষের হৃদয়-বৃত্তিসহ অভ্যন্তরীণ যত আমল রয়েছে, সবই সেসবের প্রাণস্বরূপ। এরই মাধ্যমে সর্বপ্রকার অন্যায় ও কদাচার থেকে মুক্তি পাওয়া সহজ হয়।

https://e-ilm.weebly.com/

শব্দ বিশ্লেষণ

بَاغٍ : সীগাহ واحد مذكر اسم فاعل বহছ باب ضَرَبَ মাসদার اَلْبَغْىُ মূলবর্ণ (ب ـ غ ـ ى) জিনস ناقص يائى অর্থ– অন্যায়কারী, বাড়াবাড়িকারী, বিদ্রোহী।

وَيَشْتَرُوْنَ : সীগাহ جمع مذكر غائب বহছ مضارع معروف বাব اِفْتِعَالٌ মাসদার اَلْاِشْتِرَاءُ মূলবর্ণ (ش ـ ر ـ ى) অর্থ– তারা বিনিময় গ্রহণ করে।

اشْتَرَوُا : সীগাহ جمع مذكر غائب বহছ ماضى معروف বাব اِفْتِعَالٌ মাসদার اَلْاِشْتِرَاءُ মূলবর্ণ (ش ـ ر ـ ى) অর্থ– তারা ক্রয় করেছে।

مَا اَصْبَرَهُمْ : এটি صَبْرٌ মাসদার থেকে مَا اَفْعَلَ-এর ওজনে فعل تعجب অর্থ– তারা কতইনা ধৈর্যশীল।

اَلْمَلٰٓئِكَةِ : শব্দটি বহুবচন, একবচন مَلَكٌ অর্থ– ফেরেশতাগণ।

اَلْمُوْفُوْنَ : সীগাহ جمع مذكر اسم فاعل বহছ বাব اِفْعَالٌ মাসদার اَلْاِيْفَاءُ মূলবর্ণ (و ـ ف ـ ى) জিনস لفيف مفروق অর্থ– তারা পূর্ণকারী।

বাক্য বিশ্লেষণ

قوله وَلَهُمْ عَذَابٌ اَلِيْمٌ : এখানে واو টি হরফে আতফ ل টি حرف جار ও هم টি مجرور জার ও মাজরূর মিলে হলো متعلق হয়ে شبه فعل-এর সাথে, এবার شبه فعل তার فاعل ও متعلق মিলে شبه جملة হয়ে موجود উহ্য مبتدأ খবর مقدم আর عَذَابٌ শব্দটি موصوف এবং اَلِيْمٌ শব্দটি صفت এবার موصوف ও صفت মিলে مؤخر তারপর মুবতাদা ও খবার মিলে جملة اسمية হয়েছে।

قوله وَاِنَّ الَّذِيْنَ اخْتَلَفُوْا فِى الْكِتٰبِ لَفِىْ شِقَاقٍ بَعِيْدٍ : এখানে اِنَّ টি حرف مشبهة بالفعل আর الَّذِيْنَ ইসমে মাওসূল। اخْتَلَفُوْا فعل এতে هم উহ্য সর্বনামটি তার ফা'য়েল, فِى الْكِتٰبِ জার ও মাজরূর মিলে متعلق ; এখন فعل ও فاعل আর متعلق মিলে جملة হয়ে صلة এবার موصول তার صلة মিলে ان-এর اسم; অতঃপর ل টি تاكيد এর জন্য হলো فى حرف جار আর شِقَاقٍ بَعِيْدٍ মাওসূফ ও সিফাত মিলে মাজরূর, জার ও মাজরূর মিলে متعلق হলো উহ্য مشغول شبه فعل-এর সাথে, شبه فعل তার فاعل ও متعلق মিলে شبه جملة হয়ে ان -এর خبر হলো ان তার اسم ও خبر মিলে جملة اسمية خبرية হয়েছে।

قوله لَيْسَ الْبِرَّ اَنْ تُوَلُّوْا وُجُوْهَكُمْ قِبَلَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ : لَيْسَ টি فعل ناقص আর اَلْبِرَّ হলো ليس-এর خبر এবং ان টি ناصبة, অতঃপর تُوَلُّوْا হলো فعل এতে انتم হলো فاعل , আর وجوهكم টি مضاف ও مضاف اليه মিলে مفعول به হয়েছে, قِبَلَ হলো مضاف আর اَلْمَشْرِقِ হলো معطوف عليه ও واو টি حرف عطف আর اَلْمَغْرِبِ হলো معطوف; এখন معطوف عليه ও معطوف মিলে مضاف اليه ; এখন مضاف ও مضاف اليه মিলে مفعول فيه এখন فعل . فاعل ও উভয় مفعول মিলে ليس এর اسم হয়েছে, ليس তার اسم ও خبر মিলে جملة فعلية হলো।

قوله وَاُولٰٓئِكَ هُمُ الْمُتَّقُوْنَ : এখানে اولـئك শব্দটি مبتدأ আর هم টি পুনঃ مبتدأ এবং اَلْمُتَّقُوْنَ হলো خبر; এখন مبتدأ ও خبر মিলে جملة اسمية মিলে বাক্য হয়ে পুনঃ خبر হলো اُولٰٓئِكَ মুবতাদর এর, مبتدأ ও خبر মিলে খবর হয়েছে।

https://e-ilm.weebly.com/

অনুবাদ (১৭৮) হে মুমিনগণ! তোমাদের উপর কেসাস ফরজ করা হয়েছে নিহত ব্যক্তিদের ব্যাপারে, আজাদ ব্যক্তির পরিবর্তে আজাদ ব্যক্তি, গোলামের পরিবর্তে গোলাম এবং নারীর পরিবর্তে নারী, পরন্তু যাকে স্বীয় প্রতিপক্ষের পক্ষ হতে কিছু মাফ করা হয়, তবে [বাকিটুকু] যেন ন্যায়সঙ্গতভাবে তাগাদা করে এবং [হত্যাকারী যেন] সদ্ভাবে তার নিকট পৌঁছিয়ে দেয়। এটা তোমাদের প্রভুর পক্ষ হতে সহজ ব্যবস্থা ও অনুগ্রহ, অতঃপর যে ব্যক্তি তার পর সীমালঙ্ঘন করে, তবে তার জন্য কঠিন যন্ত্রণাময় শাস্তি।	يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلٰى ؕ اَلْحُرُّ بِالْحُرِّ وَالْعَبْدُ بِالْعَبْدِ وَالْاُنْثٰى بِالْاُنْثٰى ؕ فَمَنْ عُفِيَ لَهٗ مِنْ اَخِيْهِ شَيْءٌ فَاتِّبَاعٌۢ بِالْمَعْرُوْفِ وَاَدَآءٌ اِلَيْهِ بِاِحْسَانٍ ؕ ذٰلِكَ تَخْفِيْفٌ مِّنْ رَّبِّكُمْ وَرَحْمَةٌ ؕ فَمَنِ اعْتَدٰى بَعْدَ ذٰلِكَ فَلَهٗ عَذَابٌ اَلِيْمٌ (١٧٨)
(১৭৯) আর হে জ্ঞানীগণ! এই কেসাসে [-র আইনে] তোমাদের জন্য প্রাণ রক্ষার [মহা ব্যবস্থা] রয়েছে, আশা করি, তোমরা [এরূপ শান্তিপূর্ণ আইনের বিরোধিতা হতে] বিরত থাকবে।	وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيٰوةٌ يّٰۤاُولِي الْاَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُوْنَ (١٧٩)
(১৮০) তোমাদের উপর ফরজ করা হচ্ছে যে, যখন কারো মৃত্যু নিকটবর্তী মনে হয়- যদি তার ত্যাজ্য সম্পত্তি থাকে, তবে পিতা-মাতা ও আত্মীয়-স্বজনের জন্য ন্যায়সঙ্গতভাবে কিছু অসিয়ত করবে, মুত্তাকীদের জন্য তা অবশ্য কর্তব্য।	كُتِبَ عَلَيْكُمْ اِذَا حَضَرَ اَحَدَكُمُ الْمَوْتُ اِنْ تَرَكَ خَيْرَا ۖۚ اَلْوَصِيَّةُ لِلْوَالِدَيْنِ وَالْاَقْرَبِيْنَ بِالْمَعْرُوْفِ ۚ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِيْنَ ؕ (١٨٠)

শাব্দিক অনুবাদ

(১৭৮) يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا হে মুমিনগণ! كُتِبَ عَلَيْكُمْ তোমাদের উপর ফরজ করা হয়েছে الْقِصَاصُ কেসাস فِي الْقَتْلٰى নিহত ব্যক্তিদের ব্যাপারে اَلْحُرُّ بِالْحُرِّ আজাদ ব্যক্তির পরিবর্তে আজাদ ব্যক্তি وَالْعَبْدُ بِالْعَبْدِ গোলামের পরিবর্তে গোলাম وَالْاُنْثٰى بِالْاُنْثٰى এবং নারীর পরিবর্তে নারী فَمَنْ عُفِيَ لَهٗ পরন্তু যাকে কিছু মাফ করা হয় مِنْ اَخِيْهِ স্বীয় প্রতিপক্ষের পক্ষ হতে فَاتِّبَاعٌۢ بِالْمَعْرُوْفِ তবে [বাকিটুকু] যেন ন্যায়সঙ্গতভাবে তাগাদা করে وَاَدَآءٌ اِلَيْهِ بِاِحْسَانٍ এবং [হত্যাকারী যেন] সদ্ভাবে তার নিকট পৌঁছিয়ে দেয়। ذٰلِكَ এটা تَخْفِيْفٌ সহজ ব্যবস্থা مِّنْ رَّبِّكُمْ তোমাদের প্রভুর পক্ষ হতে وَرَحْمَةٌ ও অনুগ্রহ فَمَنِ اعْتَدٰى অতঃপর যে ব্যক্তি সীমালঙ্ঘন করে بَعْدَ ذٰلِكَ তার পর فَلَهٗ عَذَابٌ اَلِيْمٌ তবে তার জন্য কঠিন যন্ত্রণাময় শাস্তি।

(১৭৯) وَلَكُمْ আর তোমাদের জন্য রয়েছে فِي الْقِصَاصِ এই কেসাসে [-র আইনে] حَيٰوةٌ প্রাণ রক্ষার [মহা ব্যবস্থা] يّٰۤاُولِي الْاَلْبَابِ হে জ্ঞানীগণ! لَعَلَّكُمْ تَتَّقُوْنَ আশা করি, তোমরা [এরূপ শান্তিপূর্ণ আইনের বিরোধিতা হতে] বিরত থাকবে।

(১৮০) كُتِبَ عَلَيْكُمْ তোমাদের উপর ফরজ করা হচ্ছে যে اِذَا حَضَرَ যখন নিকটবর্তী মনে হয়- اَحَدَكُمُ الْمَوْتُ কারো মৃত্যু اِنْ تَرَكَ خَيْرَا যদি তার ত্যাজ্য সম্পত্তি থাকে الْوَصِيَّةُ তবে কিছু অসিয়ত করবে لِلْوَالِدَيْنِ পিতা-মাতা وَالْاَقْرَبِيْنَ ও আত্মীয়-স্বজনের জন্য بِالْمَعْرُوْفِ ন্যায়সঙ্গতভাবে حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِيْنَ মুত্তাকীদের জন্য তা অবশ্য কর্তব্য।

https://e-ilm.weebly.com/

فَمَنْ بَدَّلَهٗ بَعْدَمَا سَمِعَهٗ فَاِنَّمَآ اِثْمُهٗ عَلَى الَّذِيْنَ يُبَدِّلُوْنَهٗ ۗ اِنَّ اللّٰهَ سَمِيْعٌ عَلِيْمٌ ﴿١٨١﴾

অনুবাদ (১৮১) অতঃপর যে ব্যক্তি শুনার পর এটা পরিবর্তন করবে, তবে এর পাপ তাদেরই হবে যারা এটাকে পরিবর্তন করে। আল্লাহ তো নিশ্চয় শুনেন জানেন।

فَمَنْ خَافَ مِنْ مُّوْصٍ جَنَفًا اَوْ اِثْمًا فَاَصْلَحَ بَيْنَهُمْ فَلَآ اِثْمَ عَلَيْهِ ۗ اِنَّ اللّٰهَ غَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ ﴿١٨٢﴾

(১৮২) হাঁ, তবে যার নিকট সাব্যস্ত হয় অসিয়তকারীর পক্ষ হতে কোনো প্রকার ত্রুটি কিংবা কোনো অন্যায় আচরণ, অনন্তর সে ব্যক্তি তাদের পরস্পরের মধ্যে আপস করিয়ে দেয়, তবে তার কোনো পাপ হবে না: বাস্তবিকই আল্লাহ তো ক্ষমাকারী, অনুগ্রহশীল।

يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُوْنَ ﴿١٨٣﴾

(১৮৩) হে মুমিনগণ! তোমাদের উপর রোজা ফরজ করা হয়েছে যেরূপ ফরজ করা হয়েছিল তোমাদের পূর্ববর্তীগণের উপর, আশা যে, তোমরা মুত্তাকী হবে।

اَيَّامًا مَّعْدُوْدٰتٍ ۗ فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَّرِيْضًا اَوْ عَلٰى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ اَيَّامٍ اُخَرَ ۗ وَعَلَى الَّذِيْنَ يُطِيْقُوْنَهٗ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِيْنٍ ۗ فَمَنْ تَطَوَّعَ خَيْرًا فَهُوَ خَيْرٌ لَّهٗ ۗ وَاَنْ تَصُوْمُوْا خَيْرٌ لَّكُمْ اِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُوْنَ ﴿١٨٤﴾

(১৮৪) অল্প কয়েক দিন মাত্র [রোজা রেখ], পরন্তু তোমাদের মধ্যে যে ব্যক্তি [এরূপ] অসুস্থ [রোজা রাখতে অক্ষম] হয়, কিংবা সফরে থাকে, তবে অন্য সময় গণনা [করে রোজা] রাখবে; আর যারা রোজা রাখতে সক্ষম তাদের জিম্মা ফিদিয়া একজন দরিদ্রের খোরাক [দেওয়া], আর যে ব্যক্তি স্বেচ্ছায় খায়ের করে [ফিদিয়া বেশি দেয়], তবে তার জন্য আরো উত্তম, আর তোমাদের জন্য রোজা রাখা খুবই উত্তম, যদি তোমরা [রোজার ফজিলতের] খবর রাখ।

শাব্দিক অনুবাদ

(১৮১) فَمَنْ بَدَّلَهٗ অতঃপর যে ব্যক্তি পরিবর্তন করবে بَعْدَ مَا سَمِعَهٗ এটা শুনার পর فَاِنَّمَآ اِثْمُهٗ তবে এটার পাপ হবে عَلَى الَّذِيْنَ তাদেরই যারা يُبَدِّلُوْنَهٗ এটাকে পরিবর্তন করে। اِنَّ اللّٰهَ নিশ্চয় আল্লাহ سَمِيْعٌ শুনেন عَلِيْمٌ জানেন।

(১৮২) فَمَنْ خَافَ হাঁ, তবে যার নিকট সাব্যস্ত হয় مِنْ مُّوْصٍ অসিয়তকারীর পক্ষ হতে جَنَفًا কোনো প্রকার ত্রুটি اَوْ اِثْمًا কিংবা কোনো অন্যায় আচরণ فَاَصْلَحَ بَيْنَهُمْ অনন্তর সে ব্যক্তি তাদের পরস্পরের মধ্যে আপস করিয়ে দেয় فَلَآ اِثْمَ عَلَيْهِ তবে তার কোনো পাপ হবে না اِنَّ اللّٰهَ বাস্তবিকই আল্লাহ غَفُوْرٌ ক্ষমাকারী رَّحِيْمٌ অনুগ্রহশীল।

(১৮৩) يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا হে মুমিনগণ! كُتِبَ عَلَيْكُمُ তোমাদের উপর ফরজ করা হয়েছে الصِّيَامُ রোজা كَمَا كُتِبَ যেরূপ ফরজ করা হয়েছিল عَلَى الَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِكُمْ তোমাদের পূর্ববর্তীগনের উপর لَعَلَّكُمْ تَتَّقُوْنَ আশা যে, তোমরা মুত্তাকী হবে।

(১৮৪) اَيَّامًا مَّعْدُوْدٰتٍ অল্প কয়েক দিন মাত্র [রোজা রেখ] فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ পরন্তু তোমাদের মধ্যে যে ব্যক্তি مَّرِيْضًا অসুস্থ [রোজা রাখতে অক্ষম] হয় اَوْ عَلٰى سَفَرٍ কিংবা সফরে থাকে فَعِدَّةٌ مِّنْ اَيَّامٍ اُخَرَ তবে অন্য সময় গণনা [করে রোজা] রাখবে وَعَلَى الَّذِيْنَ يُطِيْقُوْنَهٗ আর যারা রোজা রাখতে সক্ষম فِدْيَةٌ তাদের জিম্মা ফিদিয়া طَعَامُ مِسْكِيْنٍ একজন দরিদ্রের খোরাক [দেওয়া] فَمَنْ تَطَوَّعَ خَيْرًا আর যে ব্যক্তি স্বেচ্ছায় খায়ের করে [ফিদিয়া বেশি দেয়] فَهُوَ خَيْرٌ لَّهٗ তবে তার জন্য আরো উত্তম وَاَنْ تَصُوْمُوْا আর তোমাদের জন্য রোজা রাখা خَيْرٌ لَّكُمْ খুবই উত্তম اِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُوْنَ যদি তোমরা [রোজার ফজিলতের] খবর রাখ।

https://e-ilm.weebly.com/

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

(১৭৮) قوله يَاأَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلٰى الخ **আয়াতের শানে নুযূল :** ইসলাম ধর্ম প্রচলিত হওয়ার পূর্বে আরবের মধ্যে দুটি গোত্র ছিল। একটি আউস ও দ্বিতীয়টি খাযরাজ। উভয়ের মধ্যে ভীষণ লড়াই হয়েছিল। তাতে বিজয়ী গোত্র পরাজিত গোত্রের বহু দাস ও মহিলাকে হত্যা করেছিল। মহানবী -এর আবির্ভাবের পর তারা উভয় গোত্রই মুসলমান হয়। কিন্তু তাদের মধ্যে পূর্ববর্তী আক্রোশ পূর্ণ মনোভাব থেকে যায়। কেননা পরাজিত গোত্র অত্যন্ত প্রসিদ্ধ সম্ভ্রান্ত ও উচ্চ বংশীয় হিসেবে গণ্য ছিল। তাই তারা বিজয়ী গোত্রের লোকদেরকে উদ্দেশ্য করে বলে, তোমাদের মধ্য হতে একজন দাসের পরিবর্তে একজন স্বাধীন ব্যক্তি এবং একজন মহিলার পরিবর্তে একজন পুরুষকে হত্যা করব। তাদের এ অতিরঞ্জিত বক্তব্যের পরিপ্রেক্ষিতে কিসাস-এর বিধানের আয়াত অবতীর্ণ হয়।

(১৮০) قوله كُتِبَ عَلَيْكُمْ اِذَا حَضَرَ اَحَدَكُمُ الْمَوْتُ الخ **আয়াতের শানে নুযূল :** তদানীন্তন জাহেলিয়াতের যুগে নাম প্রচারের উদ্দেশ্যে মৃত্যুর সময় অন্যের জন্য নিজের সকল ধন-সম্পদের অসিয়ত করে যাওয়ার রীতি প্রচলিত ছিল। ফলে মা-বাবা, বন্ধু-বান্ধব, আত্মীয়-স্বজন, সন্তান-সন্ততি সবাই তার পরিত্যক্ত ধন-সম্পদ থেকে বঞ্চিত হয়ে পড়ত। ইসলামের আগমনের পর এ বঞ্চনামূলক ব্যবস্থার সংস্কার-সাধনে এ ধরনের আয়াত অবতীর্ণ হয়।

قوله الْقِصَاصُ : কিসাস এর শাব্দিক অর্থ হচ্ছে— সমপরিমাণ বা অনুরূপ করা, অর্থাৎ অন্যায় পরিমাণ প্রতিশোধ গ্রহণ করা। শরিয়তের পরিভাষায় কিসাসের অর্থ হলো হত্যা বা আঘাতের সমপরিমাণ শাস্তি প্রদান করা। হত্যার পরিবর্তে হত্যা করতে হবে, কিন্তু নিহত ব্যক্তিকে যেভাবে হত্যা করা হয়েছে ঠিক সেভাবে হত্যা করতে হবে তা নয়।

কিসাস (প্রতিশোধ গ্রহণ) সম্পর্কীয় বিধান : স্বেচ্ছা প্রণোদিত হত্যার পরিবর্তে বিপক্ষের এক জনকে সর্বসম্মতিক্রমে হত্যা করাকে শরিয়তে কিসাস রূপে নির্ধারণ করেছেন। তন্মধ্যে ইমামগণের মতপার্থক্য রয়েছে। ইমাম মালেক ও ইমাম শাফেয়ী (র.)-এর মতে ক্রীতদাসের পরিবর্তে একজন স্বাধীন ব্যক্তিকে এবং একজন মহিলার পরিবর্তে একজন পুরুষকে হত্যা করা যাবে না বলে প্রমাণ পেশ করেন। আর ইমাম আবূ হানীফা (র.)-এর মতে প্রয়োজনে পুরুষকে হত্যা করা যাবে বলে প্রমাণ পেশ করেন। তিনি দলিল পেশ করেন যে, "প্রাণের বিনিময়ে প্রাণ" ও "মুসলমানের রক্ত পরস্পরের সমান।" তিনি উপরিউক্ত ইমামদ্বয়ের যুক্তির উত্তরে বলেন– "আজাদ লোককে ক্রীতদাসের পরিবর্তে ও পুরুষকে স্ত্রীলোকের পরিবর্তে হত্যা করা যাবে না।" এ দলিল দ্বারা নিষেধাজ্ঞা আরোপ করা উদ্দেশ্য নয়; বরং দু'ক্রীতদাসের ক্ষেত্রে সীমালঙ্ঘন হতে বিরত রাখা এবং উভয়ের মধ্যে সমতা রক্ষা করাই উদ্দেশ্য। তাঁর (আবূ হানীফার) মাযহাব মোতাবেক হত্যাকারী যে-ই হোকনা কেন; হত্যার দায়ে তাকে প্রাণদণ্ড ভোগ করতেই হবে।

قوله فِي الْقِصَاصِ حَيٰوةٌ الخ **-এর বিশ্লেষণ :** কিসাসের বিধানের মধ্যে বিরাট জীবন রক্ষার উপায় নিহিত রয়েছে। কারণ হত্যাকারী যখন জানতে পারবে যে, সে হত্যার দায়ে প্রাণদণ্ডে দণ্ডিত হবে, তখন সে হত্যা হতে বিরত থাকবে। ফলে সে নিজেও বাঁচল এবং যাকে হত্যা করবে সেও বাঁচল। কিসাস গ্রহণের আদেশের ফলে এভাবে বহু লোকের জীবন রক্ষা পেল।

قَتْل **-এর প্রকারভেদ :** قَتْل **পাঁচ প্রকার :** (১) قَتْل عَمْد বা স্বেচ্ছা প্রণোদিত হত্যা (২) قَتْل شِبْه عَمْد বা স্বেচ্ছা প্রণোদিত হত্যার সাদৃশ্য হত্যা (৩) قَتْل خَطَأ বা ভুলক্রমে হত্যা (৪) قَتْل جَارِىْ مَجْرٰى خَطَأ বা ভুলের স্থলাভিষিক্ত হত্যা (৫) قَتْل سَبَبْ বা কারণিক হত্যা।

(১) স্বেচ্ছা প্রণোদিত হত্যা : কোনো ব্যক্তি ইচ্ছা করে কাউকে অস্ত্র অথবা অস্ত্রের সমতুল্য অন্য কিছু দ্বারা হত্যা করলে স্বেচ্ছা প্রণোদিত হত্যা বলে।

বিধান : এ ধরনের হত্যাকাণ্ডের দরুন হত্যাকারী গুনাহগার হবে এবং কিসাস ওয়াজিব হবে। তবে নিহত ব্যক্তির ওয়ারিশগণ যদি ক্ষমা করে দেয় তাহলে তার কোনো কাফফারা নেই।

(২) স্বেচ্ছা প্রণোদিত হত্যার সাদৃশ্য হত্যা : এমন কোনো জিনিস দ্বারা আঘাত করা, যার আঘাতে সাধারণত নিহত হয় না এ ধরনের হত্যাকে স্বেচ্ছা প্রণোদিত হত্যার সাদৃশ হত্যা বলে।

বিধান : সাহেবাইন -এর মতানুযায়ী এতে গুনাহ ও কাফফারা উভয়ই ওয়াজিব হবে। এতে কিসাস ওয়াজিব হবে না। তবে এতে عَاقِلَه قَاتِلْ -এর উপর রক্তপণ ওয়াজিব হবে।

https://e-ilm.weebly.com/

(৩) ভুলক্রমে হত্যা : ইচ্ছায় ভুল অথবা কাজের ভুলবশত হত্যা করা :

ইচ্ছায় ভুল : যেমন– শিকার মনে করে কোনো মানুষের প্রতি তীর অথবা গুলি ছুঁড়া।

কাজের ভুল : যেমন– কোনো লক্ষ্যবস্তুর প্রতি তীর ছুঁড়লে ভুলে তা কোনো মানুষের উপর পড়ে মৃত্যুবরণ করা।

বিধান ঃ এতে রক্তপণ ও কাফ্ফারা ওয়াজিব হবে। গুনাহ হবে না।

(৪) ভুলের স্থলাভিষিক্ত হত্যা : যেমন– ঘুমের ঘোরে পড়ে অন্য কোনো ঘুমন্ত ব্যক্তিকে মেরে ফেলল।

বিধান ঃ এর বিধান ভুলের বিধানের মতোই বর্তাবে।

(৫) কারণিক হত্যা : যেমন– কোনো ব্যক্তি খেতে পানি দেওয়ার জন্য ক্ষেতের কোণায় কূপ খনন করল, তার মধ্যে কেউ পড়ে মারা গেল।

বিধান ঃ হত্যাকারীর উপর রক্তপণ বর্তাবে। কাফ্ফারা ও কিসাস ওয়াজিব হবে না।

دِيَتٌ বা অর্থদণ্ডের বিধান : অনিচ্ছাকৃতভাবে কাউকে হত্যা করলে সে জন্য হত্যাকারীকে প্রাণদণ্ডে দণ্ডিত করা বিধেয় নয়। সে জন্য দিয়ত বা হত্যার বিনিময় প্রদানের ব্যবস্থা প্রবর্তিত হয়েছে। এর উদ্দেশ্য হচ্ছে নিহত ব্যক্তির মৃত্যুতে তার উত্তরাধিকারীগণ যেরূপ ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে তা সম্পন্ন করা। আর দিয়তের পরিমাণ হচ্ছে– মধ্যম আকৃতির একশতটি উট অথবা এক হাজার দীনার অথবা দশ হাজার দিরহাম। বর্তমান কালের প্রচলিত ওজন অনুপাতে এক দিরহাম সাড়ে তিন মাসা রৌপ্যের সমপরিমাণ। সে মতে পূর্ণ দিয়ত-এর পরিমাণ হচ্ছে দু'হাজার নয় শত তোলা আট মাসা রৌপ্য।

حُرٌّ কে عَبْدٌ-এর বিনিময়ে এবং মুসলিমকে ذِمِّى-এর বিনিময়ে হত্যার হুকুম : সকল কূফাবাসী, সুফিয়ান সাওরী, ইবনে আবী লায়লাসহ সকল আহনাফের মতে আজাদ ব্যক্তিকে দাসের বিনিময়ে এবং মুসলিমকে জিম্মির বিনিময়ে হত্যা করা যাবে। কেননা كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِى الْقَتْلٰى আয়াতে عَامٌ ভাবে বলা হয়েছে। এ ছাড়া জিম্মি, মুসলিমদের সাথে রক্তের দিক থেকে সমান। অধিকাংশের মতে حُرٌّ কে عَبْدٌ-এর বিনিময়ে হত্যা করা যাবে না। কেননা উভয়ের মাঝে সমতা নেই। দু'জন দু'প্রকারের। এছাড়া দাস বিক্রি করা যায় حُرٌّ-কে বিক্রি করা যায় না। স্বাধীন ব্যক্তি বিক্রি করে আর দাস-বিক্রি হয়।

পিতা পুত্রকে হত্যার বিধান : অধিকাংশ আলিমের মতে পুত্র হত্যার কারণে পিতা হতে কিসাস নেওয়া যাবে না। ইমাম মালেক (র.) বলেন, যদি ইচ্ছা করে হত্যা করে, তবে বিনিময়ে পিতাকে হত্যা করা হবে। আর যদি ছেলে পিতাকে হত্যা করে তবে ছেলেকে হত্যা করতে হবে। এ ব্যাপারে কোনো মতভেদ নেই।

একজনের কারণে একদলকে হত্যার হুকুম : ইমাম আহমদ ইবনে হাম্বল (র.) বলেন, একজনের বিনিময়ে একদলকে হত্যা করা যাবে না। কেননা একজন আর একদল সমান হয় না। অন্যান্যদের মতে হত্যা করা যাবে।

قوله فَاتِّبَاعٌ بِالْمَعْرُوْفِ -এর মর্মার্থ : প্রচলিত ন্যায়-নীতি অনুযায়ী রক্তপাতের প্রতিবিধান হওয়া আবশ্যক। এখানে মারূফ শব্দ ব্যবহৃত হয়েছে। এমনিভাবে এ শব্দটি কুরআনের বহু স্থানে ব্যবহৃত হয়েছে। মানুষ সাধারণত ও স্বভাবত যেসব সঠিক কাজ ও কর্মনীতির সাথে পরিচিত হয়ে থাকে, যাকে প্রত্যেক নিঃস্বার্থ ব্যক্তিই সত্য ও ইনসাফ এবং সঠিক কর্মনীতি বলে অভিহিত করে, এ শব্দ দ্বারা তাই বুঝানো হয়। সাধারণতঃ প্রচলিত আইনকেও ইসলামি পরিভাষায় উরফ কিংবা মারূফ বলা হয়। আর শরিয়ত যেসব বিষয় ও ব্যাপারে কোনো বিশেষ পদ্ধতি নির্ধারণ করেনি, সে সব ক্ষেত্রেও তা প্রযোজ্য হয়।

قوله فَمَنِ اعْتَدٰى -এর মধ্যকার সীমালঙ্ঘন : নিহত ব্যক্তির উত্তরাধিকারীগণ রক্তের বিনিময় গ্রহণ করার পরও যদি প্রতিশোধ গ্রহণের চেষ্টা করে কিংবা হত্যাকারী রক্তের বিনিময় প্রত্যার্পণ করতে টালবাহানা করে এবং হত্যাকারীর উত্তরাধিকারীগণ তার প্রতি যে নম্র ব্যবহার করেছে তার প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রদর্শন না করে, তবে এটাকে বাড়াবাড়ি বলা হবে।

মৃত্যু উপস্থিত হওয়ার অর্থ : মৃত্যু উপস্থিত হওয়ার অর্থ হলো মৃত্যুর নিদর্শন হিসেবে উপসর্গাদি দেখা দেওয়া। যেমন– বার্ধক্য, মারাত্মক ব্যাধি, বিচারে মৃত্যুদণ্ডপ্রাপ্ত ব্যক্তি ইত্যাদি।

https://e-ilm.weebly.com/

আয়াতে خَيْر -এর অর্থ : خَيْر শব্দের অনেক অর্থ রয়েছে। তার মধ্যে একটি হলো– ধন-সম্পদ। সকল মুফাসসিরের ঐকমত্যে আয়াতে خَيْر দ্বারা ধন-সম্পদকে বুঝানো হয়েছে। তবে এ ধন-সম্পদের পরিমাণ নিয়ে মতভেদ আছে যেমন– (ক) সাতশত দিনারের বেশি, (খ) এক হাজার দিনার, (গ) পাঁচশত দিনারের বেশি।

وَصِيَّة -এর অর্থ ও তার حُكْم : শাব্দিক অর্থে যে কোনো কাজ করার নির্দেশ প্রদানকে অসিয়ত বলা হয়। পরিভাষায় ব্যক্তি বিশেষের মৃত্যুর পরে কোনো হুকুম সম্পাদন করার জন্য মৃত্যুকালে যে নির্দেশ দেওয়া হয়; তাকেই অসিয়ত বলে।

হুকুম : ওলামায়ে কেরামের সর্বসম্মত মত হলো– যার উপর ঋণ, গচ্ছিত সম্পদ বা অন্য কোনো পাওনা রয়েছে সে যেন এ ব্যাপারে অসিয়ত করে যায়। এটা তার উপর ফরজ। অসিয়ত সম্পর্কে তিনটি মূলনীতি রয়েছে। যেমন– (১) মৃত্যু পথযাত্রী ব্যক্তির পরিত্যক্ত সম্পত্তিতে সন্তান-সন্ততি ছাড়া অন্যান্য নিকটাত্মীয়দের কোনো অংশ যেহেতু নির্ধারিত নেই, সুতরাং তাদের হক মৃতব্যক্তির অসিয়তের মাধ্যমে নির্ধারিত হবে।– (২) এ ধরনের নিকটাত্মীয়দের জন্য অসিয়ত করা মৃতের উপর ফরজ।–(৩) এক-তৃতীয়াংশ সম্পত্তির বেশি অসিয়ত করা জায়েজ নয়।
উপরিউক্ত তিনটি নির্দেশের মধ্যে প্রথম নির্দেশটি অধিকাংশ সাহাবী ও তাবেয়ীগণের মতে মিরাশের আয়াত অবতীর্ণ হওয়ার পর মানসূখ হয়ে গেছে। ইবনে কাছীর ও হাকেম প্রমুখ বর্ণনা করেন, হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা.)-এর মতে অসিয়ত সম্পর্কিত এ নির্দেশটি মিরাশের আয়াত দ্বারা মানসূখ করা হয়েছে। দ্বিতীয় নির্দেশটিও একাধারে কুরআনের মিরাশ সম্পর্কিত আয়াত দ্বারা রহিত করা হয়েছে। তেমনিভাবে বিদায় হজের সময় রাসূল ﷺ কর্তৃক ঘোষিত নির্দেশ إِنَّ اللّٰهَ اَعْطٰى لِكُلِّ ذِىْ حَقٍّ حَقَّهٗ فَلَا وَصِيَّةَ لِلْوَارِثِ -এর মাধ্যমে রহিত হয়ে গেছে। আর এক-তৃতীয়াংশ সম্পদের অসিয়ত সম্পর্কে আলিমদের সর্বসম্মত মতানুযায়ী মৃত্যুপথযাত্রী ব্যক্তিগণের পক্ষে এখনো তার মোট সম্পদের এক-তৃতীয়াংশ পরিমাণ আদায় করা জায়েজ। এমনকি উত্তরাধিকারীগণের অনুমতিক্রমে সমগ্র সম্পত্তিও অসিয়ত করা জায়েজ এবং গ্রহণযোগ্য।

অসিয়তের পরিমাণ : কতটুকু অসিয়ত করতে হবে এ ব্যাপারে আয়াতে কোনো ইঙ্গিত নেই। তবে হাদীস দ্বারা সম্পত্তির এক-তৃতীয়াংশ অসিয়তের কথা পাওয়া যায়। যেমন হযরত সা'দ (রা.) বলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমার যত সম্পদ রয়েছে তার উত্তরাধিকার রয়েছে একমাত্র মেয়ে, আমি আমার সম্পদের মধ্যে দুই-তৃতীয়াংশ কি অসিয়ত করব? নবী করীম ﷺ বললেন, না। তিনি বললেন, তাহলে অর্ধেক? নবী কারীম ﷺ বললেন, না। তিনি বললেন, তাহলে এক-তৃতীয়াংশ? মহানবী ﷺ বললেন– এক তৃতীয়াংশ, তাহলেও অনেক বেশি হয়ে যায়। তুমি তোমার ভবিষ্যৎ সন্তানদেরকে মানুষের দ্বারে ধর্ণা দেওয়ার অবস্থায় রাখার চেয়ে ধনী অবস্থায় রাখা অনেক উত্তম। কারো মতে এক-চতুর্থাংশ, কারো মতে এক-পঞ্চমাংশ।

মাতাপিতার জন্য অসিয়ত সম্পর্কে মতভেদ : এ ব্যাপারে ওলামায়ে কেরামের মধ্যে মতভেদ দেখা যায়। কেউ কেউ বলেন, এ আয়াতটি রহিত হয়ে গেছে। কেননা পিতামাতার জন্য অসিয়তের প্রয়োজন নেই। তাদের জন্য অংশ নির্ধারিত রয়েছে। মহানবী ﷺ বলেন– لَا وَصِيَّةَ لِلْوَارِثِ ওয়ারিশদের জন্য কোনো অসিয়ত নেই। একদল ওলামার মতে আয়াতের হুকুম এখনো বাকি আছে। তারা বলেছেন ঐ পিতামাতার জন্য অসিয়ত করতে হবে যারা وَارِثٌ নয়। যেমন– কাফের পিতামাতা।

قَوْلُهٗ اَلصِّيَامُ : صَوْم -এর আভিধানিক অর্থ হচ্ছে– সম্পূর্ণভাবে বিরত থাকা, আর শরিয়তের পরিভাষায় সুবহে সাদেক হতে সূর্যাস্ত পর্যন্ত নিয়তের সাথে পানাহার ও স্ত্রী সহবাস থেকে বিরত থাকাকে صَوْم বা রোজা বলে। দ্বিতীয় হিজরি সনের রমজান মাসে রোজা ফরজ হয়।

পূর্ববর্তী উম্মতগণের উপর রোজার হুকুম : মুসলমানদের প্রতি রোজা ফরজ হওয়ার নির্দেশটি একটি বিশেষ নবীর উল্লেখসহ দেওয়া হয়েছে। নির্দেশের সাথে সাথে এটাও উল্লেখ করা হয়েছে যে, রোজা শুধুমাত্র তোমাদের প্রতিই ফরজ করা হয়নি; বরং তোমাদের পূর্ববর্তী উম্মতগণের উপরও ফরজ করা হয়েছে। তেমনি মুসলমানদের এ মর্মে একটা সান্ত্বনাও দেওয়া হয়েছে যে, রোজা একটা কষ্টকর ইবাদত সত্য, তবে তা শুধুমাত্র তোমাদের উপরই ফরজ করা হয়নি, তোমাদের পূর্ববর্তী জাতিগুলোর উপরও ফরজ করা হয়েছিল। مِنْ قَبْلِكُمْ বলতে হযরত আদম (আ.) থেকে শুরু করে হযরত

https://e-ilm.weebly.com/

মুহাম্মদ (সা.) পর্যন্ত সকল উম্মত এবং শরিয়তকেই বুঝায়। এতে বুঝা যায় যে, নামাজের ইবাদত থেকে যেমন কোনো উম্মত বা শরিয়তই বাদ ছিল না, তেমনই রোজাও সবার জন্য ফরজ ছিল

রুগ্ণ ব্যক্তির রোজা : فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا বাক্যে উল্লিখিত রুগণ বলতে সে ব্যক্তিকে বুঝায়, রোজা রাখতে যার কষ্ট হয় অথবা রোগ মারাত্মকভাবে বেড়ে যাওয়ার আশঙ্কা থাকে। এমন রোগীর জন্য রোজা ভঙ্গ করার নির্দেশ রয়েছে।

মুসাফিরের রোজা : আয়াতাংশে أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ শব্দ ব্যবহার করে কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ের প্রতি ইঙ্গিত করা হয়েছে। যেমন– বাড়িঘর থেকে বের হয়ে কোথাও গেলেই রোজার ব্যাপারে অব্যাহতি পাওয়া যাবে না, সেখানে মুসাফিরের শর্ত বিদ্যমান থাকতে হবে। হাদীসে রাসূল ﷺ ও সাহাবীগণের আমলের উপর ভিত্তি করে ইমাম আবূ হানীফা (র.) এবং অন্যান্য ফিকহবিদগণের মতে এ সফর কমপক্ষে তিন মনযিল দূরত্বের হতে হবে। অর্থাৎ একজন লোক স্বাভাবিকভাবে পায়ে হেঁটে তিন দিনে যতটুকু দূরত্ব অতিক্রম করতে পারে ততটুকু দূরত্বের সফরকারীকে মুসাফির বলে উল্লেখ করেছেন। পরবর্তী যুগের আলিমগণ "মাইল" এর হিসেব অনুযায়ী ৪৮ (আটচল্লিশ) মাইল এবং বর্তমানে কিলোমিটার হিসেবে ৭৭ (সাতাত্তর) কিলোমিটার পথ অতিক্রম করলে এবং ১৫ দিন অথবা তার চেয়ে কম সময় অবস্থানের নিয়ত করলে তাকে মুসাফির বলে।

আর মুসাফিরের প্রতি রোজার ব্যাপারে সফর জনিত অব্যাহতি ততক্ষণই প্রযোজ্য হবে যতক্ষণ পর্যন্ত সে সফরের মধ্যে থাকে। সফরের মুদ্দত অতিবাহিত হলে সে ব্যক্তি আর "মুসাফির" এর গণ্ডির মধ্যে থাকে না, ফলে সে রোজার অব্যাহতি পাবে না।

রোজার কাজা : রুগ্ণ ব্যক্তি অসুস্থ অবস্থায় আর মুসাফির ব্যক্তি সফর অবস্থায় যে কয়টি রোজা রাখতে পারেনি সে কয়টি রোজা রমজান ব্যতীত অন্য সময়ে পূরণ করে নেওয়া তার উপর ওয়াজিব। রুগী সুস্থ হওয়ার পর এবং মুসাফির বাড়ি ফেরার পর রমজান মাস বহাল থাকলে তা যথাযথ পালন করবে। আর যদি সে সুস্থ হওয়ার বা বাড়ি ফেরার পূর্বেই মৃত্যুবরণ করে তাহলে তার কাজা কিংবা ফিদিয়ার জন্য অসিয়ত করা জরুরি নয়। ভাংতি রোজা এক সাথে ধারাবাহিকভাবে রাখা জরুরি নয়; বরং মাঝে মাঝে বিরতি দিয়ে রাখলেও চলবে। শুধু সংখ্যাগুলো পূরণ করলেই চলবে।

রোজার ফিদিয়া ও তার পরিমাণ : যারা অতিরিক্ত বার্ধক্য জনিত কারণে রোজা রাখতে অক্ষম অথবা দীর্ঘ কাল রোগ ভোগের দরুন দুর্বল হয়ে পড়েছে অথবা দুরারোগ্য রোগে আক্রান্ত হয়ে স্বাস্থ্য পুনরুদ্ধারের ব্যাপারে একেবারেই নিরাশ হয়ে পড়েছে। সেসব লোকের বেলায় রোজা না রেখে রোজার বদলায় "ফিদিয়া" দেওয়ার সুযোগ রয়েছে। তবে রোজা রাখতে পারলে তা হবে সব চেয়ে কল্যাণকর। আমাদের দেশে প্রচলিত আশি তোলায় সের হিসেবে অর্ধ "সা" পৌনে দু'সের পরিমাণ গম অথবা প্রচলিত বাজার মূল্য কোনো মিসকিনকে দান করে দিলে একটি রোজার ফিদিয়া আদায় হয়ে যায়। তবে এক রোজার "ফিদিয়া" একাধিক মিসকিনকে দেওয়া অথবা একাধিক রোজার ফিদিয়া একই সাথে এক ব্যক্তিকে দেওয়া জায়েজ।

রোজা ফরজ হওয়ার সময়কাল ও হুকুম : ইসলামের অন্যান্য হুকুম আহকামের ন্যায় রোজাও ক্রমান্বয়ে ফরজ করা হয়েছে। মহানবী ﷺ ইসলামের শুরুতে মুসলমানদেরকে প্রত্যেক মাসে শুধু তিন দিন রোজা রাখার নির্দেশ দিয়েছেন, কিন্তু প্রকৃতপক্ষে এ রোজা ফরজ ছিল না। দ্বিতীয় হিজরি সালের রমজান মাসে রোজা রাখার নির্দেশ জারি হয়, কিন্তু তাতেও লোকদের জন্য এতটুকু সুবিধা রাখা হয়েছিল যে, যারা রোজা রাখার সামর্থ্য থাকা সত্ত্বেও রাখতে ইচ্ছা করতো না, তারা প্রত্যেক রোজার পরিবর্তে একজন দরিদ্রকে খাদ্য দান করলেই রোজার দায়িত্ব হতে মুক্তি পাবে। পরবর্তী বছর দ্বিতীয় হুকুম নাজিল হয়। তাতে এ সাধারণ সুবিধাটি বাতিল হয়ে যায়। কিন্তু রুগ্ণ, যে রোজা রাখলে মৃত্যুর সম্ভাবনা থাকে বা রোগ বৃদ্ধির আশঙ্কা হয় অথবা শরয়ী মুসাফির ও গর্ভবতী কিংবা দুগ্ধপোষ্য শিশু ধাত্রী মহিলা এবং রোজা রাখার সামর্থ্যহীন বৃদ্ধ-বৃদ্ধার এ সুযোগ যথারীতি বহাল রাখা হয়।

রমজানের পূর্বে মুসলমানদের রোজা : أَيَّامًا مَعْدُودَاتٍ দ্বারা বুঝা যায় যে, মুসলমানদের উপর যে রোজা ফরজ হয়েছিল তা ছিল রমজানের দিনগুলোর রোজা। এটা অধিকাংশ মুফাসসিরের অভিমত।

হযরত কাতাদা এবং আতা (রা.) বলেন, প্রত্যেক মাসে মুসলমানদের উপর তিনটি করে রোজা ফরজ ছিল। তারপর তাদের উপর রমজানের রোজা ফরজ করা হয়েছিল। তাদের দলিল হলো– وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ কেননা এ আয়াতটি

https://e-ilm.weebly.com/

রোজাকে এমনভাবে وَاجِبٌ করে যা ব্যক্তির ইচ্ছাধীন। রোজা রাখতে পারে অথবা ফিদইয়া দিতে পারে। কিন্তু রমজানের রোজা এমনভাবে ওয়াজিব, যা রাখা ছাড়া গত্যন্তর নেই। সুতরাং ঐ রোজাগুলো রমজানের রোজা নয়।

অধিকাংশ আলেমের মতে, দলিল হলো– كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ আয়াতটি মুজমাল, তাতে এক, দুই বা অনেক দিনের রোজা হতে পারে। তাই أَيَّامًا مَّعْدُودَاتٍ দ্বারা এই মুজমালের তাফসীর করা হয়েছে এটা দ্বারাও সপ্তাহ বা মাসের রোজার সম্ভাবনা রয়েছে। তারপর شَهْرُ رَمَضَانَ -এর বর্ণনা এসেছে। অতএব বুঝা যায় যে, মুসলমানদের উপর প্রথম থেকেই রমজানের রোজা ফরজ করা হয়েছে। –[আয়াতুল আহকাম, ছাবূনী]

রোজা ভঙ্গের অনুমোদিত রোগের পরিমাণ : আল্লাহ তা'আলা রোগীর জন্য রোজা ভঙ্গ করার অনুমতি দিয়েছেন। এটা আল্লাহর পক্ষ থেকে বিরাট করুণা; কিন্তু কতটুকু রোগ হলে রোজা ভঙ্গ করা যাবে এ ব্যাপারে মতভেদ রয়েছে। আহলে জাওয়াহেরের মতে সাধারণত রোগ হলেই রোজা ভেঙ্গে ফেলার অনুমতি রয়েছে। যেমন– আঙ্গুলের ব্যথা
কারো নিকট এমন রোগ গ্রহণযোগ্য যাতে রোজা রাখলে কষ্ট বাড়ার সম্ভাবনা থাকে।
চার ইমামের মতে মারাত্মক রোগ যা রোজার কারণে বৃদ্ধি হতে পারে, অথবা মৃত্যুর ভয় আছে, অথবা সুস্থতা আসতে বিলম্ব ঘটতে পারে, তখন রোজা ভঙ্গ করা যাবে।

দলিল : আহলে জাওয়াহের দলিল হিসেবে فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَّرِيضًا আয়াতকে পেশ করেন। এখানে مَرَضٌ -কে সাধারণ হিসেবে ব্যবহার করা হয়েছে, বেশি-কমের কথা বলা হয়নি।

জমহুর ওলামা يُرِيدُ اللّٰهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ -আয়াতকে পেশ করেন। কেননা এর দ্বারা বুঝা যায় যে, অনুমতি কষ্ট এড়ানোর জন্য দেওয়া হয়েছে। অতএব, রোগ কম হলে কষ্ট অনুপস্থিত থাকে।

রোজা না রাখার অনুমোদিত সফরের পরিমাণ : সকল ফকীহ এ কথায় একমত যে, সফর দূরে হতে হবে। কিন্তু ঐ দূরত্ব কতটুকু তা নিয়ে মতভেদ রয়েছে। যেমন–

- আওযায়ীর মতে একদিনের পথ হতে হবে।
- ইমাম শাফেয়ী ও আহমদের মতে দু'দিন ও দু'রাতের পথ হতে হবে। এ হিসেবে ষোল ফরসখ বা ৪৮ মাইল হয়
- ইমাম আবূ হানীফা (র.) ও সুফিয়ান সাওরীর মতে তিন দিন ও তিন রাত্রির পথ হতে হবে। এ হিসেবে ২৪ ফরসখ অর্থাৎ ৭২ মাইল হয়। –[আয়াতুল আহকাম]

রোজা রাখা বা ভাঙ্গার মধ্যে কোন্‌টি উত্তম : ইমাম আবূ হানীফা, মালেক ও শাফেয়ী (র.)-এর মতে শক্তি থাকলে রোজা রাখাই উত্তম। আর শক্তিহীন দুর্বল ব্যক্তির জন্য রোজা না রাখাই উত্তম। কেননা শক্তিমানের ব্যাপারে আল্লাহ তা'আলা বলেন– وَأَنْ تَصُومُوا خَيْرٌ لَّكُمْ আর শক্তিহীন ব্যক্তির জন্য আল্লাহ বলেন– يُرِيدُ اللّٰهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ

ইমাম আহমদের মতে রোজা না রাখা উত্তম। কেননা আল্লাহ এ ব্যাপারে স্বাধীনতা দিয়েছেন, তা গ্রহণ করাই উত্তম। ওমর ইবনে আব্দুল আযীয (র.) -এর মতে যা সহজ তা গ্রহণ করাই উত্তম। রোজা রাখতে সক্ষম হলে রোজা রাখাই উত্তম, আর না রাখা সহজ হলে না রাখাই উত্তম।

গর্ভবতী ও দুগ্ধদায়িনীর হুকুম : গর্ভবতী এবং দুগ্ধদায়িনী মহিলা যদি নিজের জীবনের ভয় করে, অথবা সন্তানের ব্যাপারে ভয় করে, তবে রোজা ভাঙ্গতে পারবে, এমতাবস্থায় তারা রোগীর ন্যায়। তবে কাজার ব্যাপারে মতভেদ রয়েছে। ইমাম আবূ হানীফার মতে শুধু কাজা করতে হবে। ইমাম শাফেয়ী ও আহমদের মতে ফিদইয়াসহ কাজা করতে হবে।

রোজার ফিদিয়া : وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ আয়তের স্বাভাবিক অর্থ– দাঁড়ায়, যেসব লোক রোগজনিত কারণে কিংবা সফরের দরুন নয়; বরং রোজা রাখার পূর্ণ সামর্থ্য থাকা সত্ত্বেও রোজা রাখতে চায় না, তাদের জন্যও রোজা না রেখে রোজার বদলায় 'ফিদিয়া' দেওয়ার সুযোগ রয়েছে। কিন্তু সাথে সাথেই এতটুকু বলে দেওয়া হয়েছে যে, وَأَنْ تَصُومُوا خَيْرٌ لَّكُمْ অর্থাৎ, রোজা রাখাই হবে তোমাদের জন্য কল্যাণকর।

উপরিউক্ত নির্দেশটি ছিল ইসলামের প্রাথমিক যুগের, যখন লক্ষ্য ছিল ধীরে ধীরে লোকজনকে রোজায় অভ্যস্ত করে তোলা। এরপর অবতীর্ণ আয়াত فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ -এর দ্বারা প্রাথিমিক এ নির্দেশ সুস্থ-সবল লোকদের ক্ষেত্রে রহিত করা হয়েছে। তবে যেসব লোক অতিরিক্ত বার্ধক্যজনিত কারণে রোজা রাখতে অপারগ কিংবা দীর্ঘকাল রোগ ভোগের দরুন

https://e-ilm.weebly.com/

দুর্বল হয়ে পড়েছে, অথবা দুরারোগ্য রোগে আক্রান্ত হয়ে স্বাস্থ্য পুনরুদ্ধারের ব্যাপারে একেবারেই নিরাশ হয়ে পড়েছে, সেসব লোকের বেলায় উপরিউক্ত নির্দেশটি এখনো প্রযোজ্য রয়েছে। সাহাবী ও তাবেয়ীগণের সর্বসম্মত অভিমত তাই। –[জাসসাস, মাযহারী]

বুখারী, মুসলিম, আবূ দাউদ, নাসায়ী ও তিরমিযী প্রমুখ হাদীসের সমস্ত ইমামগণই সাহাবী হযরত সালামা ইবনুল আকওয়া (রা.)-এর সে বিখ্যাত হাদীসটি উদ্ধৃত করেছেন যাতে বলা হয়েছে, যখন وَعَلَى الَّذِيْنَ يُطِيْقُوْنَهُ শীর্ষক আয়াতটি নাজিল হয়, তখন আমাদেরকে এ মর্মে এখতিয়ার দেওয়া হয়েছিল যে, যার ইচ্ছা হয় সে রোজা রাখতে পারে এবং যে রোজা রাখতে না চায়, সে ফিদিয়া দিয়ে দিবে। এরপর যখন পরবর্তী আয়াত فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ নাজিল হলো, তখন ফিদিয়া দেওয়ার এখতিয়ার রহিত হয়ে সুস্থ-সমর্থ লোকদের উপর শুধুমাত্র রোজা রাখাই জরুরি সাব্যস্ত হয়ে গেল।

ফিদিয়ার পরিমাণ এবং আনুষাঙ্গিক মাসআলা : একটি রোজার ফিদিয়া অর্ধ সা' গম অথবা তার মূল্য। আমাদের দেশে প্রচলিত আশি তোলা সের হিসেবে অর্ধ সা' একসের সাড়ে বার ছটাক হয়। এই পরিমাণ গম অথবা নিকটবর্তী প্রচলিত বাজার দর অনুযায়ী তার মূল্য কোনো মিসকিনকে দান করে দিলেই একটি রোজার ফিদিয়া আদায় হয়ে যায়। ফিদিয়া কোনো মসজিদ বা মাদরাসায় কার্যরত কোনো লোকের খেদমতের পারিশ্রমিক হিসেবে দেওয়া জায়েজ নয়।

শব্দ বিশ্লেষণ

اَلْحُرُّ : শব্দটি একবচন, বহুবচন اَحْرَارٌ অর্থ– আজাদ, মুক্ত।

اعْتَدٰى : সীগাহ واحد مذكر غائب বহছ ماضى معروف বাব اِفْتِعَالٌ মাসদার اَلْاِعْتِدَاءُ মূলবর্ণ (ع ـ د ـ و) জিনসে ناقص واوى অর্থ– সে সীমালজ্ঘন করে।

مُوْصٍ : সীগাহ واحد مذكر বহছ اسم فاعل বাব اِفْعَالٌ মাসদার اَلْاِيْصَاءُ মূলবর্ণ (و ـ ص ـ ى) জিনসে لفيف مفروق অর্থ– অসিয়তকারী।

مَعْدُوْدَاتٍ : শব্দটি বহুবচন, একবচন مَعْدُوْدَةٌ অর্থ– গণিত, যা গণনা করা হয়। গণনা করা কয়েকটি দিন।

مَرِيْضًا : শব্দটি একবচন, বহুবচন اَمْرَاضٌ ; অর্থ– রোগী, অসুস্থ।

تَطَوَّعَ : সীগাহ واحد مذكر غائب বহছ ماضى معروف বাব تَفَعُّلٌ মাসদার اَلتَّطَوُّعُ মূলবর্ণ (ط ـ و ـ ع) জিনসে اجوف واوى অর্থ– স্বতঃস্ফূর্তভাবে কাজ করেছে।

বাক্য বিশ্লেষণ

قوله وَلَكُمْ فِى الْقِصَاصِ حَيٰوةٌ : এখানে و টি হরফে আতফ। আর لَ টি হরফে জার كُمْ টি মাজরূর, জার ও মাজরূর মিলে متعلق হলো موجود উহ্য شبه فعل এর সাথে। شبه فعل তার متعلق মিলে خبر مقدم হলো فِى তার شبه فعل হলো متعلق মিলে مجرور ও جار উভয়টি اَلْقِصَاصِ শিবহে ফে'ল এর সাথে حَيٰوةٌ হলো متعلق মিলে مبتدأ مؤخر হলো; অতঃপর خبر مقدم ও مبتدأ مؤخر মিলে جملة اسمية হলো।

يٰاُولِى الْاَلْبَابِ : এখানে يا টি حرف نداء আর اُولِى الْاَلْبَابِ উভয়টি مضاف ও مضاف اليه মিলে منادى হলো, এখন نداء ও منادى মিলে جُمْلَةٌ نِدَائِيَّةٌ হয়েছে।

قوله لَعَلَّكُمْ تَتَّقُوْنَ : এখানে لَعَلَّ শব্দটি حرف مشبهة بالفعل আর كُمْ টি لَعَلَّ-এর اسم এবং تَتَّقُوْنَ শব্দটি لعل - এর خبر অতঃপর لعل তার اسم ও خبر মিলে جُمْلَةٌ اِسْمِيَّةٌ হয়েছে।

https://e-ilm.weebly.com/

شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِيْٓ اُنْزِلَ فِيْهِ الْقُرْاٰنُ هُدًى لِّلنَّاسِ وَبَيِّنٰتٍ مِّنَ الْهُدٰى وَالْفُرْقَانِ ۚ فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ ۗ وَمَنْ كَانَ مَرِيْضًا اَوْ عَلٰى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ اَيَّامٍ اُخَرَ ۗ يُرِيْدُ اللّٰهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيْدُ بِكُمُ الْعُسْرَ وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا اللّٰهَ عَلٰى مَا هَدٰىكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُوْنَ (١٨٥)

وَاِذَا سَاَلَكَ عِبَادِيْ عَنِّيْ فَاِنِّيْ قَرِيْبٌ ۗ اُجِيْبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ اِذَا دَعَانِ ۙ فَلْيَسْتَجِيْبُوْا لِيْ وَلْيُؤْمِنُوْا بِيْ لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُوْنَ (١٨٦)

অনুবাদ (১৮৫) রমজান মাস, এ মাসে কুরআন নাজিল করা হয়েছে, এ কুরআন মানুষের জন্য হেদায়েত [-এর উপকরণ] ও উজ্জ্বল বিবরণদায়ক ঐ কিতাবসমূহের, যা হেদায়েত এবং মীমাংসাকারী, সুতরাং তোমাদের যে ব্যক্তি বর্তমান থাকে এই মাসে, তাকে অবশ্যই এই মাসে রোজা রাখতে হবে এবং যে ব্যক্তি পীড়িত বা মুসাফির হয়, তবে অন্য সময় গণনা [করে রোজা] রাখবে; আল্লাহ তোমাদের সাথে আছানির ইচ্ছা করেন এবং তোমাদের সাথে কঠোরতার ইচ্ছা করেন না, আর যেন তোমরা নির্দিষ্ট সংখ্যা পূর্ণ করতে পার, এবং তোমরা আল্লাহর শ্রেষ্ঠত্ব বর্ণনা কর– তোমাদেরকে হেদায়েত করার দরুন, আর যেন তোমরা শোকর কর।

(১৮৬) আর যখন আমার বান্দা আমার সম্বন্ধে আপনাকে জিজ্ঞাসা করে, তবে আমি তো নিকটেই আছি; আমি মঞ্জুর করি আবেদনকারীর আবেদন যখন আমার নিকট আবেদন করে, তাদেরও উচিত আমার বিধান মেনে নেওয়া আর আমার প্রতি দৃঢ় বিশ্বাস পোষণ করা, আশা যে, তারা সুপথ লাভ করতে পারবে।

শাব্দিক অনুবাদ

(১৮৫) شَهْرُ رَمَضَانَ রমজান মাস الَّذِيْٓ اُنْزِلَ فِيْهِ الْقُرْاٰنُ এ মাসে কুরআন নাজিল করা হয়েছে هُدًى لِّلنَّاسِ এ কুরআন মানুষের জন্য হেদায়েত [-এর উপকরণ] وَبَيِّنٰتٍ ও উজ্জ্বল বিবরণদায়ক ঐ কিতাবসমূহের مِّنَ الْهُدٰى وَالْفُرْقَانِ যা হেদায়েত এবং মীমাংসাকারী فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ সুতরাং তোমাদের যে ব্যক্তি বর্তমান থাকে এই মাসে فَلْيَصُمْهُ তাকে অবশ্যই এই মাসে রোজা রাখতে হবে وَمَنْ كَانَ এবং যে ব্যক্তি হয় مَرِيْضًا পীড়িত اَوْ عَلٰى سَفَرٍ বা মুসাফির فَعِدَّةٌ مِّنْ اَيَّامٍ اُخَرَ তবে অন্য সময় গণনা [করে রোজা] রাখবে; يُرِيْدُ اللّٰهُ আল্লাহ ইচ্ছা করেন بِكُمُ তোমাদের সাথে الْيُسْرَ আছানির وَلَا يُرِيْدُ بِكُمُ الْعُسْرَ এবং তোমাদের সাথে কঠোরতার ইচ্ছা করেন না وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ আর যেন তোমরা নির্দিষ্ট সংখ্যা পূর্ণ করতে পার وَلِتُكَبِّرُوا اللّٰهَ এবং তোমরা আল্লাহর শ্রেষ্ঠত্ব বর্ণনা কর– عَلٰى مَا هَدٰىكُمْ তোমাদেরকে হেদায়েত করার দরুন وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُوْنَ আর যেন তোমরা শোকর কর।

(১৮৬) وَاِذَا سَاَلَكَ আর যখন আপনাকে জিজ্ঞাসা করে عِبَادِيْ আমার বান্দা عَنِّيْ আমার সম্বন্ধে فَاِنِّيْ قَرِيْبٌ তবে আমি তো নিকটেই আছি اُجِيْبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ আমি মঞ্জুর করি আবেদনকারীর আবেদন اِذَا دَعَانِ যখন আমার নিকট আবেদন করে فَلْيَسْتَجِيْبُوْا لِيْ তাদেরও উচিত আমার বিধান মেনে নেওয়া وَلْيُؤْمِنُوْا بِيْ আর আমার প্রতি দৃঢ় বিশ্বাস পোষণ করা لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُوْنَ আশা যে, তারা সুপথ লাভ করতে পারবে।

https://e-ilm.weebly.com/

أُحِلَّ لَكُمْ لَيْلَةَ الصِّيَامِ الرَّفَثُ إِلَىٰ نِسَآئِكُمْ ۚ هُنَّ لِبَاسٌ لَّكُمْ وَأَنتُمْ لِبَاسٌ لَّهُنَّ ۗ عَلِمَ اللَّهُ أَنَّكُمْ كُنتُمْ تَخْتَانُونَ أَنفُسَكُمْ فَتَابَ عَلَيْكُمْ وَعَفَا عَنكُمْ ۖ فَالْـَٔانَ بَاشِرُوهُنَّ وَابْتَغُوا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَكُمْ ۚ وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّىٰ يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ ۖ ثُمَّ أَتِمُّوا الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ ۚ وَلَا تُبَاشِرُوهُنَّ وَأَنتُمْ عَٰكِفُونَ فِي الْمَسَٰجِدِ ۗ تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَقْرَبُوهَا ۗ كَذَٰلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ ءَايَٰتِهِۦ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ (١٨٧)

অনুবাদ : (১৮৭) তোমাদের জন্য হালাল করা হয়েছে রোজার রাত্রিতে স্বীয় স্ত্রীদের সঙ্গে প্রবৃত্ত হওয়া; কেননা তারা তোমাদের আবরণ এবং তোমরা তাদের আবরণস্বরূপ; আল্লাহ জানতেন যে, তোমরা বিশ্বাসঘাতকতার পাপে নিজেদেরকে লিপ্ত করছিলে; যা হোক তিনি তোমাদের প্রতি সদয় হয়েছেন এবং তোমাদের পাপ মোচন করেছেন, সুতরাং এখন তাদের সঙ্গে মেলামেশা কর এবং যা [অনুমতি প্রদানে] আল্লাহ পাক তোমাদের জন্য সাব্যস্ত করে দিয়েছেন, [অবাধে] তার প্রস্তুতি কর, আর খাও ও পান কর, যে পর্যন্ত না তোমাদের নিকট সুবহে সাদেকের সাদা রেখা পৃথক হয়ে যায় কালো রেখা হতে, অতঃপর রোজা পূর্ণ কর রাত্রি পর্যন্ত; আর পত্নীদের সঙ্গে স্বীয় শরীরও মিলতে দিওনা যখন তোমরা ইতেকাফকারী হও মসজিদে, এগুলো আল্লাহর বিধান, সুতরাং তা লঙ্ঘনের কাছেও যেয়োনা, তদ্রূপ আল্লাহ স্বীয় বিধানসমূহ মানুষের জন্য বর্ণনা করেন, আশা, তারা মুত্তাকী হবে।

শাব্দিক অনুবাদ

(১৮৭) أُحِلَّ لَكُمْ তোমাদের জন্য হালাল করা হয়েছে لَيْلَةَ الصِّيَامِ রোজার রাত্রিতে الرَّفَثُ إِلَىٰ نِسَآئِكُمْ স্বীয় স্ত্রীদের সঙ্গে প্রবৃত্ত হওয়া هُنَّ لِبَاسٌ لَّكُمْ কেননা তারা তোমাদের আবরণ وَأَنتُمْ لِبَاسٌ لَّهُنَّ এবং তোমরা তাদের আবরণস্বরূপ عَلِمَ اللَّهُ আল্লাহ জানতেন যে, أَنَّكُمْ كُنتُمْ تَخْتَانُونَ أَنفُسَكُمْ তোমরা বিশ্বাসঘাতকতার পাপে নিজেদেরকে লিপ্ত করছিলে; فَتَابَ عَلَيْكُمْ যা হোক তিনি তোমাদের প্রতি সদয় হয়েছেন وَعَفَا عَنكُمْ এবং তোমাদের পাপ মোচন করেছেন فَالْـَٔانَ সুতরাং এখন بَاشِرُوهُنَّ তাদের সঙ্গে মেলামেশা কর وَابْتَغُوا এবং তার প্রস্তুতি কর مَا كَتَبَ اللَّهُ لَكُمْ যা [অনুমতি প্রদানে] আল্লাহ পাক তোমাদের জন্য সাব্যস্ত করে দিয়েছেন وَكُلُوا وَاشْرَبُوا আর খাও ও পান কর, حَتَّىٰ يَتَبَيَّنَ لَكُمُ যে পর্যন্ত না তোমাদের নিকট পৃথক হয়ে যায় الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ সাদা রেখা مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ কালো রেখা হতে مِنَ الْفَجْرِ সুবহে সাদেকের ثُمَّ أَتِمُّوا الصِّيَامَ অতঃপর রোজা পূর্ণ কর إِلَى اللَّيْلِ রাত্রি পর্যন্ত وَلَا تُبَاشِرُوهُنَّ আর পত্নীদের সঙ্গে স্বীয় শরীরও মিলতে দিওনা وَأَنتُمْ عَٰكِفُونَ فِي الْمَسَٰجِدِ যখন তোমরা ইতেকাফকারী হও মসজিদে تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ এগুলো আল্লাহর বিধান فَلَا تَقْرَبُوهَا সুতরাং তা লঙ্ঘনের কাছেও যেয়োনা كَذَٰلِكَ তদ্রূপ يُبَيِّنُ اللَّهُ আল্লাহ বর্ণনা করেন ءَايَٰتِهِۦ স্বীয় বিধানসমূহ لِلنَّاسِ মানুষের জন্য لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ আশা, তারা মুত্তাকী হবে।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

(১৮৬) قوله وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ الخ **আয়াতের শানে নুযূল :** কতিপয় লোক মহানবী ﷺ-কে জিজ্ঞেস করেছিল, আমাদের প্রভু নিকটে না দূরে। যদি নিকটে হন তাহলে তাকে আমরা চুপি চুপি ডাকব। আর যদি দূরে হন তাহলে তাকে আমরা উচ্চ আওয়াজে ডাকব। এ প্রসঙ্গে আল্লাহ তা'আলা উপরিউক্ত আয়াত নাজিল করেন।

(১৮৭) قوله أُحِلَّ لَكُمْ لَيْلَةَ الصِّيَامِ الرَّفَثُ إِلَىٰ نِسَآئِكُمْ الخ **আয়াতের শানে নুযূল :** হযরত বারা ইবনে আযেব (রা.) বলেন, ইসলামের সূচনা লগ্নে নিয়ম ছিল ইফতারের পর শয্যা গ্রহণের আগ পর্যন্ত খাওয়া দাওয়া এবং স্ত্রী মিলন বৈধ। আর ঘুমানোর পর খাওয়া দাওয়া ও স্ত্রী মিলন নিষেধ ছিল পরের দিন ইফতার পর্যন্ত। তাতে অনেক সাহাবায়ে কেরাম ভীষণ সমস্যায় পতিত হলেন। একদিনের ঘটনা-হযরত কায়স ইবনে সিরমাহ (রা.) সারাদিন কাজ করে ইফতারের সময় বাড়ি

https://e-ilm.weebly.com/

ফিরলেন স্ত্রীর নিকট খাবারের কিছু আছে কিনা জানতে চাইলে না সূচক জবাব দিয়ে বলেন, একটু অপেক্ষা করুন। দেখি কোনো ব্যাবস্থা করতে পারি কিনা। এই বলে তিনি খাবার তালাশ করতে বের হলেন। এদিকে কায়স ইবনে সিরমাহ (রা.) সারা দিন কর্মজনিত ক্লান্তির কারণে ঘুমিয়ে পড়লেন স্ত্রী এসে তাকে ঘুমন্ত দেখে অবাক হয়ে বলেন তুমি একি কাজ করলে। এভাবে তিনি সারাদিন না খেয়ে পরের দিন রোজা রাখলেন দুপুর বেলায় তিনি ক্ষুধায় কাতর হয়ে বেহুশ হয়ে গেলেন। অনুরূপভাবে অনেক সাহাবী ঘুম ভাঙ্গার পর স্ত্রী মেলামেশা করে মানসিক কষ্টে পতিত হতেন। –[ইবনে কাছীর]
আরেক দিনের ঘটনা, একদিন হযরত ওমর (রা.) হুজুর ﷺ -এর দরবার থেকে বাড়িতে ফিরতে দেরি হয়ে গেল। বাড়িতে গিয়ে দেখে বিবি সাহেবা ঘুমিয়ে পড়েছেন। তিনি সহবাস করতে চাইলে বিবি বলে আমি তো ঘুমিয়ে পড়েছি। হযরত ওমর (রা.) বলেন, তুমি ঘুমিয়ে আছ আমি তো ঘুমাইনি। এই বলে তিনি সহবাস করলেন পরবর্তীতে অনুতপ্ত হয়ে তিনি হুজুর ﷺ -এর কাছে ঘটনাটি উল্লেখ করেন। এসব ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে এই আয়াত নাজিল হয়। –[ইবনে কাছীর]

(১৮৭) قوله وَلَا تُبَاشِرُوهُنَّ وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ الخ **আয়াতের শানে নুযূল :** ইসলামের সূচনালগ্নে ইতেকাফরত অবস্থায় স্ত্রী মেলামেশা বৈধ ছিল পরবর্তীতে আল্লাহ তা'আলা এই আয়াত নাজিল করে তা নিষিদ্ধ করে দেন।

কুরআন অবতীর্ণ প্রসঙ্গে : কুরআনে কারীমের অন্য এক আয়াতে রয়েছে যে, আমি কুরআন মাজীদকে "শবে ক্বদরে" নাজিল করেছি। আর আলোচ্য আয়াতে রমজানে নাজিল করার কথা বলছেন। অতএব, সে শবে ক্বদর রমজান মাসেই ছিল। তাই আয়াতদ্বয়ে কোনো বিরোধ নেই। সম্পূর্ণ কুরআন মাজীদ লাওহে মাহফূয হতে একবারেই রমজানের ক্বদর রাত্রে দুনিয়ার আকাশে অবতীর্ণ হয়েছিল। তারপর দুনিয়ার আসমান হতে ক্রমান্বয়ে তেইশ বৎসর ব্যাপী সমুদয় কুরআন মাজীদ প্রয়োজন অনুপাতে এক সূরা, দু'সূরা, এক আয়াত দু'আয়াত করে হুজুর ﷺ-এর উপর অবতীর্ণ হয়।
ইমাম আহমদ ও তাবারানী ওয়াসেলা ইবনুল আসকা'র বর্ণনায় হুজুর ﷺ-এর যে হাদীসটি বর্ণনা করেছেন যে, হযরত ইবরাহীম (আ.)-এর সহীফাগুলো রমজানের প্রথম রাত্রে, তাওরাত ষষ্ঠ রাত্রে, ইনজীল ত্রয়োদশ রাত্রে এবং কুরআন শরীফ চব্বিশতম রাত্রে নাজিল করা হয়েছিল।
এখানে লক্ষণীয় বিষয় হচ্ছে, অন্যান্য আসমানি গ্রন্থগুলো একসাথে এককালীন অবতীর্ণ হয়েছে, কিন্তু কুরআন মাজীদের বৈশিষ্ট্য হচ্ছে, যদিও শবে ক্বদরে একবারে প্রথম আকাশে অবতীর্ণ হয়, তবে তা পরে তেইশ বৎসরে রাসূলের নিকট প্রেরিত হয়।

মাহে রমজানের ফজিলত : পবিত্র কুরআন মাজীদ ও আসমানি অন্যান্য গ্রন্থসমূহ এই রমজান মাসেই অবতীর্ণ হয়েছিল। সে প্রেক্ষিতে মাহে রমজানের ফজিলত ও মর্যাদা অপরিসীম। পবিত্র কুরআনের সঙ্গে রমজান মাসের সুলভ ঘনিষ্ঠতা ও নিবিড় সম্পর্ক বিদ্যমান। তাই এ মাসে সিয়াম সাধনার মাধ্যমে আত্মশুদ্ধি ও আল্লাহর নৈকট্য লাভের জন্য পবিত্র কুরআনের খেদমত, তেলাওয়াত ইত্যাদিতে আত্মনিয়োগ করা পরম সৌভাগ্য ও মহান কর্তব্য।

রমজানের অর্থ : رَمَضَ الصَّائِمُ থেকে رَمَضَانُ শব্দটি নেওয়া হয়েছে। মারাত্মক ক্ষুধা তৃষ্ণায় পেট পুড়ে গেলে বলা হয় رَمَضَ الصَّائِمُ; আবার প্রচণ্ড গরমকে اَلرَّمْضَاءُ বলা হয়। জাওহারী বলেন, ভাষাবিদগণ যখন পুরাতন ভাষা থেকে মাসের নামসমূহ সংগ্রহ করেছিলেন তখন সময় এবং ঘটনাপ্রবাহকে সাক্ষী রেখেই মাসসমূহের নামকরণ করেছিলেন। রমজান মাসের নাম নির্ধারণ করার সময় প্রচণ্ড গরম থাকায় উক্ত নামই প্রযোজ্য হয়েছে।
কারো মতে এ মাসকে রমজান বলা হয়েছে এ কারণে যে, إِنَّهُ يَرْمِضُ الذُّنُوبَ –অর্থাৎ এ মাস পাপকে জ্বালিয়ে দেয়। এ মাসের সৎকাজের প্রভাব এত বেশি যে, এতে পাপ নিশ্চিহ্ন হয়ে যায়।

قوله فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ الخ **-এর ব্যাখ্যা :** তোমাদের মধ্যে যে লোক এ মাসে উপস্থিত থাকবে সে যেন এ মাসের রোজা রাখে। জমহুরের মতে, যখন ব্যক্তি সফরে থাকবে তখন তার জন্য রোজা না রাখার সুযোগ রয়েছে। আর যদি মুকীম অবস্থায় থাকে, তবে রোজা রাখতেই হবে, ছেড়ে দেওয়া কোনো প্রকারেই বৈধ হবে না।

أَيَّامًا مَعْدُودَاتٍ বাক্যটি ছিল সংক্ষিপ্ত। তারই ব্যাখ্যা করা হয়েছে এ আয়াতে যে, সে কতিপয় দিন হলো রমজান মাসের দিনগুলো। আর এর ফজিলত হলো এই যে, আল্লাহ তা'আলা এ মাসটিকে স্বীয় ওহী এবং আসমানি কিতাব নাজিল করার জন্য নির্বাচিত করেছেন। কুরআনও [প্রথম] এ মাসেই অবতীর্ণ হয়েছে। মুসনাদে আহমদ গ্রন্থে হযরত ওয়াসেলা ইবনে আসকা থেকে রেওয়ায়েত করা হয়েছে যে, রাসূলে কারীম ﷺ বলেছেন, হযরত ইবরাহীম (আ.)-এর সহিফা রমজান মাসের ১লা তারিখে নাজিল হয়েছিল। আর রমজানের ৬ তারিখে তাওরাত, ১৩ তারিখে ইঞ্জিল, এবং ২৪ তারিখে কুরআন নাজিল হয়েছে। হযরত জাবের (রা.)-এর রেওয়ায়েতে উল্লেখ রয়েছে যে, 'যাবূর' রমজানের ১২ তারিখে এবং ইঞ্জিল ১৮ তারিখে নাজিল হয়েছে। –[ইবনে কাসীর]

https://e-ilm.weebly.com/

উল্লিখিত হাদীসে পূর্ববর্তী কিতাবসমূহের অবতরণ সম্পর্কিত যেসব তারিখের কথা উল্লেখ করা হয়েছে, সেসব তারিখে সেসব কিতাব গোটাই নাজিল করে দেওয়া হয়েছিল। কিন্তু কুরআনের বৈশিষ্ট্য হলো এই যে, তা সম্পূর্ণভাবে রমজানের কোনো এক রাতে লওহে মাহফূজ থেকে পৃথিবীর আকাশে অবতীর্ণ করে দেওয়া হলেও হুজুর আকরাম ﷺ-এর উপর ধীরে ধীরে তেইশ বছরে তা অবতীর্ণ হয়।

فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ এই একটি মাত্র বাক্যে রোজা সম্পর্কিত বহু হুকুম-আহকাম ও মাসআলা-মাসায়েলের প্রতি ইঙ্গিত করা হয়েছে। شَهِدَ শব্দটি شُهُوْدٌ থেকে গঠিত। এর অর্থ উপস্থিত ও বর্তমান থাকা। আরবি অভিধানে اَلشَّهْرُ অর্থ মাস। এখানে অর্থ হলো রমজান মাস। কাজেই বাক্যটির অর্থ দাঁড়াল এই যে, 'তোমাদের মধ্য থেকে যে ব্যক্তি রমজান মাসে উপস্থিত থাকবে, অর্থাৎ বাড়িতে বর্তমান থাকবে, তার উপর গোটা রমজান মাসের রোজা রাখা কর্তব্য। ইতঃপূর্বে রোজার পরিবর্তে ফিদিয়া দেওয়ার যে সাধারণ অনুমতি ছিল এ বাক্যের দ্বারা তা মানসূখ বা রহিত করে দিয়ে রোজা রাখাকেই ওয়াজিব বা অপরিহার্য কর্তব্য করে দেওয়া হয়েছে।

মাসআলা : এ আয়াতের দ্বারা প্রতীয়মান হয় যে, রমজানের রোজা ফরজ হওয়ার জন্য রোজার যোগ্য অবস্থায় রমজান মাসের উপস্থিতি একটি শর্ত। এমতাবস্থায় যে লোক পূর্ণ রমজান মাসকে পাবে, তার উপর গোটা রমজান মাসের রোজা ফরজ হয়ে যাবে। যে লোক এ অবস্থায় কিছু কম সময় পাবে, তার উপর ততদিনই ফরজ হবে। কাজেই রমজান মাসের মাঝে যদি কোনো কাফের ব্যক্তি মুসলমান হয়, কিংবা কোনো নাবালেগ যদি বালেগ হয়, তবে তার উপর পরবর্তী রোজাগুলোই ফরজ হবে; বিগত দিনগুলোর রোজা কাজা করার প্রয়োজন হবে না। অবশ্য উন্মাদ ব্যক্তি মুসলমান ও বালেগ হওয়ার প্রেক্ষিতে যেহেতু ব্যক্তিগত যোগ্যতার অধিকারী হয়, সেহেতু সে যদি রমজানের কোনো অংশে সুস্থ হয়ে উঠে, তবে এ রমজানের বিগত দিনগুলোর কাজা করাও তার উপর অবশ্য কর্তব্য হয়ে পড়বে। তেমনিভাবে হায়েজ-নেফাসগ্রস্তা স্ত্রীলোক যদি রমজানের মাঝে পাক হয়ে যায় অথবা কোনো অসুস্থ লোক যদি সুস্থ হয়ে উঠে কিংবা কোনো মুসাফির যদি মুকিম হয়ে যায়, তবে বিগত দিনগুলোর রোজা কাজা করা তার পক্ষে জরুরি হবে।

মাসআলা : যেসব দেশে রাত ও দিন কয়েক মাস দীর্ঘ হয়ে থাকে সেসব দেশে ব্যহতঃ মাসের উপস্থিতি প্রত্যক্ষ করা যায় না। অর্থাৎ, রমজান মাসের প্রকাশ্য আগমন ঘটে না। কাজেই সে দেশের অধিবাসীদের উপর রোজা ফরজ না হওয়াই উচিত। হানাফী মাযহাব অবলম্বী ফিকহবিদগণের মধ্যে হালওয়ানী, কেবালী প্রমুখ নামাজের ব্যাপারেও এমনি ফতোয়া দিয়েছেন যে, তাদের উপর নিজেদের দিন-রাত অনুযায়ী নামাজের হুকুম বর্তাবে। অর্থাৎ, যে দেশে মাগরিবের সাথে সাথেই সুবহে-সাদেক হয়ে যায়, সেদেশে এশার নামাজ ফরজ হয় না। –[শামী]

এর তাকাযা হলো এই যে, যে দেশে ছয় মাসের দিন হয় সেখানে শুধু পাঁচ ওয়াক্তের নামাজ ফরজ হবে। রমজান আদৌ আসবে না। হযরত হাকীমুল উম্মত মাওলানা আশরাফ আলী থানবী (র.)-ও 'ইমদাদুল ফতোয়া' গ্রন্থে রোজা সম্পর্কে এ মতই গ্রহণ করেছেন।

وَمَنْ كَانَ مَرِيْضًا اَوْ عَلٰى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ اَيَّامٍ اُخَرَ –আয়াতে রুগ্‌ণ কিংবা মুসাফিরকে অব্যাহতি দেওয়া হয়েছে যে, সে তখন রোজা না রেখে; বরং সে সুস্থ হওয়ার পর অথবা সফর শেষ হওয়ার পর ততদিনের রোজা কাজা করে নিবে, এ হুকুমটি যদিও পূর্ববর্তী আয়াতেও উল্লেখ করা হয়েছিল, কিন্তু এ আয়াতে যেহেতু রোজার পরিবর্তে ফিদিয়া দেওয়ার ঐচ্ছিকতাকে রহিত করে দেওয়া হয়েছে। কাজেই সন্দেহ হতে পারে যে, হয়তো রুগ্‌ণ কিংবা মুসাফিরের বেলায়ও হুকুমটি রহিত হয়ে গেছে; সুতরাং এখানে তার পুনরুল্লেখ করা হয়েছে।

পূর্ববর্তী আয়াতগুলোতে রমজানের হুকুম-আহকাম বর্ণনা করা হয়েছে। তারপর একটি সুদীর্ঘ আয়াতে রোজা ও ই'তেকাফের বিবরণ বর্ণিত হয়েছে। এখানে মাঝখানে বর্তমান সংক্ষিপ্ত আয়াতটিকে বান্দাদের অবস্থার প্রতি মহান পরওয়ারদেগারের অনুগ্রহ এবং তাদের প্রার্থনা শ্রবণ ও কবুল করার বিষয় আলোচনা করে নির্দেশ পালনে উৎসাহিত করা হচ্ছে। কারণ রোজা-সংক্রান্ত ইবাদতে অবস্থাবিশেষে অব্যাহতি দান এবং বিভিন্ন সহজতা সত্ত্বেও কিছু কষ্ট বিদ্যমান রয়েছে। এ কষ্টকে সহজ করার উদ্দেশ্যে আল্লাহর বিশেষ অনুগ্রহের কথা উল্লেখ করে বলা হয়েছে যে, আমি আমার বান্দাদের সন্নিকটে রয়েছি, যখনই তারা আমার কাছে কোনো বিষয় প্রার্থনা বা দোয়া করে, আমি তাদের সে দোয়া কবুল করে নিই এবং তাদের বাসনা পূরণ করে দেই।

এমতাবস্থায় আমার হুকুম-আহকাম মেনে চলা বান্দাদেরও একান্ত কর্তব্য। তাতে কিছুটা কষ্ট হলেও তা সহ্য করা উচিত। ইমাম ইবনে কাছীর দোয়ার প্রতি উৎসাহদান সংক্রান্ত এই মধ্যবর্তী বাক্যটির তাৎপর্য বর্ণনা প্রসঙ্গে বলেছেন, এ আয়াতের দ্বারা রোজা রাখার পর দোয়া কবুল হওয়ার প্রতি ইঙ্গিত করা হয়েছে। সে জন্যই রোজার ইফতারের পর দোয়ার ব্যাপারে বিশেষ তৎপরতা অবলম্বন করা উচিত। মহানবী ﷺ ইরশাদ করেছেন– لِلصَّائِمِ عِنْدَ فِطْرِهِ دَعْوَةٌ مُّسْتَجَابَةٌ

অর্থাৎ, রোজার ইফতার করার সময় রোজাদারের দোয়া কবুল হয়ে থাকে। –[আবূ দাউদ]

সে জন্যই হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে ওমর (রা.) ইফতারের সময় বাড়ির সবাইকে সমবেত করে দোয়া করতেন।

https://e-ilm.weebly.com/

মাসআলা : এ আয়াতে فَاِنِّىْ قَرِيْبٌ [আমি নিকটেই রয়েছি] বলে ইঙ্গিত করা হয়েছে যে, ধীরে-সুস্থে ও নীরবে দোয়া করাই উত্তম, উচ্চৈঃস্বরে দোয়া করা পছন্দনীয় নয়।

সাহরী খাওয়ার শেষ সময়সীমা : حَتّٰى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْاَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْاَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ আয়াতে রাতের অন্ধকারকে কালো রেখা এবং ভোরের আলো ফোটাকে সাদা রেখার সাথে তুলনা করে রোজার শুরু এবং খানাপিনা হারাম হওয়ার সঠিক সময়টি বুঝিয়ে দেওয়া হয়েছে। অধিকন্তু এ সময়সীমার মধ্যে বেশ-কম হওয়ার সম্ভাবনা যাতে না থাকে সেজন্য حَتّٰى يَتَبَيَّنَ শব্দটিও যোগ করে দেওয়া হয়েছে এতে সুস্পষ্টভাবে বলে দেওয়া হয়েছে যে, সন্দেহপ্রবণ লোকদের ন্যায় সুবহে সাদেক দেখা দেওয়ার আগেই খানা-পিনা হারাম মনে করো না অথবা এমন অসাবধানতাও অবলম্বন করো না যে, সুবহে সাদেকের আলো ফুটে উঠার পরও খানাপিনা করতে থাকবে; বরং খানা-পিনা এবং রোজার মধ্যে সুবহে সাদেকের উদয় সঠিকভাবে নির্ণয়ই হচ্ছে সীমারেখা। এ সীমারেখা উদয় হওয়ার পূর্ব পর্যন্ত খানা-পিনা বন্ধ করা জরুরি মনে করা যেমন জায়েজ নয়, তেমনি সুবহে সাদেক উদয় হওয়ার ব্যাপারে একিন হয়ে যাওয়ার পর খানা পিনা করাও হারাম এবং রোজা নষ্ট হয়ে যাওয়ার কারণ, তা এক মিনিটের জন্য হলেও। সুবহে সাদেক উদয় সম্পর্কে একীন হওয়া পর্যন্তই সাহরীর শেষ সময়।

মাসআলা : উপরিউক্ত আলোচনাগুলো শুধুমাত্র, সেসব লোকের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য, যাদের নিজের চোখে 'সুবহে সাদেক' দেখে সময় নির্ধারণ করার সুযোগ রয়েছে। যেমন, আকাশ যদি পরিষ্কার থাকে এবং সময় সম্পর্কেও যদি তাদের সঠিক জ্ঞান থাকে। কিন্তু যাদের তেমন সুযোগ নেই অর্থাৎ, আকাশ ঠিকমতো দেখার সুযোগ নেই, সুবহে সাদেকের উদয় সম্পর্কে সঠিক ধারাণাও নেই, কিংবা আকাশ যদি মেঘাচ্ছন্ন থাকে, তবে এ ক্ষেত্রে সেসব লোকের পক্ষে অন্যান্য লক্ষণ কিংবা জ্যোতির্বিদ্যার সাহায্য নিয়ে সাহরী-ইফতারের সময় নির্ধারণ করতে হবে। অবশ্য এসব হিসেবের মধ্যেও এমন সময় আসতে পারে, যে সময় সীমার মধ্যে সুবহে সাদেকের উদয় হওয়ার ব্যাপারে একিন বা স্থির সিদ্ধান্তে পৌছা যায় না। এমতাবস্থায় সন্দেহযুক্ত সময়ে কি করা উচিত, এ সম্পর্কে ইমাম জাস্‌সাস 'আহকামুল কুরআন' গ্রন্থে বলেন– এরূপ ক্ষেত্রে নীতিগতভাবে খানাপিনা না করাই কর্তব্য। তবে এরূপ সন্দেহপূর্ণ সময়ের মধ্যে অর্থাৎ, সুবহে সাদেক উদয় হওয়ার পূর্বক্ষণে যদি কেউ প্রয়োজন বশত খানাপিনা করে ফেলে তবে সে গুনাহগার হবে না। কিন্তু পরে তাহকীক বা যাচাই করে যদি দেখা যায়, যে সময় সে খানা-পিনা করেছে সে সময় সুবহে সাদেক হয়ে গিয়েছিল, তবে তার পক্ষে সেদিনের রোজার কাজা করা ওয়াজিব হবে। যেমন, রমজানের এক তারিখে চাঁদ না দেখার কারণে লোকেরা রোজা রাখল না, কিন্তু পরে জানা গেল যে, ২৯ শে শাবানেই রমজানের চাঁদ উদিত হয়েছিল। তবে এমতাবস্থায় যারা সে দিনটিকে ৩০শে শাবান মনে করে রোজা রাখেনি, তারা গুনাগাহার হবে না, তবে তাদের এ দিনের রোজা সকল ইমামের মতেই কাজা করতে হবে। অনুরূপভাবে মেঘলা দিনে কেউ সূর্য অস্ত গেছে মনে করে ইফতার করে ফেলল, কিন্তু কিছুক্ষণ পরেই সূর্য দেখা দিল এমতাবস্থায় এ ব্যক্তি গুনাহগার হবে না সত্য, তবে তার উপর ঐ রোজা কাজা করা ওয়াজিব হবে।

ইমাম জাস্‌সাসের উপরিউক্ত বর্ণনার দ্বারা বুঝা যায় যে, কোনো ব্যক্তি যদি ঘুম ভাঙ্গার পর শুনতে পায় যে, ফজরের আজান হচ্ছে, তখন তার পক্ষে সুবহে সাদেক উদয় হওয়া সম্পর্কে নিঃসন্দেহে একীন হয়ে যায়। এরপরও যদি সে জেনে শুনে কিছু খেয়ে নেয়, তবে সে গুনাহগারও হবে এবং তার উপর সে রোজা কাজা করাও ওয়াজিব হবে। অপরপক্ষে যদি সে সন্দেহযুক্ত সময়ে খায় এবং পরে সুবহে সাদেক এ সময়েই উদিত হয়েছিল, বলে জানতে পারে, তবে তার উপর থেকে গুনাহ রহিত হয়ে যাবে বটে, কিন্তু রোজার কাজা করতে হবে।

ই'তিকাফ : ই'তিকাফ-এর শাব্দিক অর্থ কোনো একস্থানে অবস্থান করা। কুরআন সুন্নাহর পরিভাষায় কতগুলো বিশেষ শর্তসাপেক্ষে একটা নির্ধারতি সময়সীমার মধ্যে নির্দিষ্ট মসজিদে অবস্থান করাকে ই'তিকাফ বলা হয়। فِى الْمَسٰجِدِ বাক্যের দ্বারা বুঝা যায় যে, ই'তিকাফ যে কোনো মসজিদেই হতে পারে। কেননা এখানে মসজিদ শব্দটি ব্যাপক অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে।

শুধুমাত্র যেসব মসজিদে নিয়মিত জামাত হয়, সেসব মসজিদেই ই'তিকাফ করা বৈধ। অন্যান্য মসজিদ যেখানে নিয়মিত জামাত হয় না, সেগুলোতে ই'তিকাফ না হওয়ার ব্যাপারে ফিকহবিদগণ যে শর্ত আরোপ করে থাকেন, তা 'মসজিদ' শব্দের সংজ্ঞা থেকেই গ্রহণ করা হয়েছে। কেননা যেখানে নিয়মিত জামাতে নামাজ হয়, তাকেই কেবল মসজিদ বলা যেতে পারে। বাসস্থান বা দোকানপাট সর্বত্রই বিচ্ছিন্নভাবে নামাজ পড়া জায়েজ এবং তা হয়েও থাকে, কিন্তু তাই বলে সেগুলোকে মসজিদ বলা হয় না।

https://e-ilm.weebly.com/

মাসআলা : ই'তিকাফের অবস্থায় খানা-পিনার হুকুম সাধারণ রোজাদারদের প্রতি প্রযোজ্য নির্দেশেরই অনুরূপ তবে স্ত্রী-সহবাসের ব্যাপারে এ অবস্থায় পৃথক নির্দেশ দিয়ে বলা হয়েছে যে, ই'তিকাফ অবস্থায় এটা রাতের বেলায়ও জায়েজ নয় এ আয়াতে সে নির্দেশই ব্যক্ত হয়েছে।

রোজার ব্যাপারে সাবধানতা অবলম্বন করার নির্দেশ : সর্বশেষ আয়াত تِلْكَ حُدُوْدُ اللّٰهِ فَلَا تَقْرَبُوْهَا বলে ইশারা করা হয়েছে যে, রোজার মধ্যে খানা-পিনা এবং স্ত্রী-সহবাস সম্পর্কিত যেসব নিষেধাজ্ঞা রয়েছে, এগুলো আল্লাহ কর্তৃক নির্ধারিত সীমারেখা, এর ধারে-কাছেও যেয়ো না। কেননা কাছে গেলেই সীমালঙ্ঘনের সম্ভাবনা দেখা দিতে পারে। একই কারণে রোজা অবস্থায় কুলি করতে বাড়াবাড়ি করা, যদ্দরুন গলার ভিতরে পানি প্রবেশ করতে পারে, মুখের ভিতর কোনো ঔষধ ব্যবহার করা, স্ত্রীর অতিরিক্ত নিকটবর্তী হওয়া প্রভৃতি মাকরূহ। তেমনিভাবে সময় শেষ হওয়ার সম্ভাবনা এড়ানোর জন্য সময়ের কিছুটা আগেই সাহরী খাওয়া শেষ করে দেওয়া এবং ইফতার গ্রহণে দু'চার মিনিট দেরি করা উত্তম। এসব ব্যাপারে অসাবধানতা এবং শৈথিল্য প্রদর্শন আল্লাহর এই নির্দেশের পরিপন্থি।

শব্দ বিশ্লেষণ

أُجِيْبُ : সীগাহ واحد متكلم বহছ معروف مضارع বাব اِفْعَالٌ মাসদার اَلْإِجَابَةُ মূলবর্ণ– (ج . و . ب) জিনস اجوف واوى অর্থ– আমি দোয়া কবুল করি।

دَعْوَةَ : এটি বাব نَصَرَ-এর মাসদার। অর্থ– ডাকা, আহ্বান করা।

يَسْتَجِيْبُوْا : সীগাহ جمع مذكر غائب বহছ معروف مضارع বাব اِسْتِفْعَالٌ মাসদার اَلْإِسْتِجَابَةُ মূলবর্ণ (ج . و . ب) জিনস اجوف واوى অর্থ– তারাও আমার ডাকে সাড়া দিক, তারা যেন আমার হুকুম কবুল করে।

كُنْتُمْ تَخْتَانُوْنَ : সীগাহ جمع مذكر حاضر বহছ ماضى استمرارى معروف বাব اِفْتِعَالٌ মাসদার اَلْإِخْتِيَانُ মূলবর্ণ (خ . و . ن) জিনসে اجوف واوى অর্থ– তোমরা খেয়ানত করছিলে।

حُدُوْدُ : শব্দটি বহুবচন, একবচনে حَدٌّ অর্থ– সীমারেখা।

বাক্য বিশ্লেষণ

قوله شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِيْٓ اُنْزِلَ فِيْهِ الْقُرْاٰنُ هُدًى لِّلنَّاسِ وَبَيِّنٰتٍ مِّنَ الْهُدٰى وَالْفُرْقَانِ : এখানে شَهْرُ رَمَضَانَ হলো مضاف ও مضاف اليه মিলে موصوف উভয়টি فِيْهِ ও فعل مجهول হলো اُنْزِلَ আর اسم موصول হলো الَّذِيْ হয়েছে, ও شبه فعل হলো هُدًى لِّلنَّاسِ আর ذو الحال হলো اَلْقُرْاٰنُ হলো, متعلق মিলে مجرور ও جار مِّنَ আর شبه فعل মিলে متعلق হলো بَيِّنٰتٍ আর حرف عطف টি واو এবং : معطوف عليه হরফে জার اَلْهُدٰى মা'তূফ আলাইহি وَ হরফের আতফ اَلْفُرْقَانِ মা'তূফ এখন মা'তূফ ও মা'তূফ আলাইহি মিলে মাজরূর। জার ও মাজরূর মিলে متعلق হলো بينت-এর সাথে। শিবহে ফে'ল তার মুতা'আল্লিক মিলে মা'তূফ এখন معطوف عليه ও معطوف মিলে حال হয়েছে, অতঃপর ذو ও حال জুমলা ফি'লিয়্যা متعلق ও فعل مجهول ـ نائب فاعل মিলে نائب فاعل হয়েছে। এবার جُمْلَةٌ فِعْلِيَّةٌ মিলে الحال হয়ে صلة : তারপর صلة ও اسم موصول মিলে صفت হয়েছে شَهْرُ رَمَضَانَ মওসূফের। এবার موصوف ও صفت মিলে উহ্য মুবতাদার খবর হয়েছে। অতঃপর موصوف ও صفت মিলে উহ্য মুবতাদার খবর হয়েছে।

قوله اُحِلَّ لَكُمْ لَيْلَةَ الصِّيَامِ الرَّفَثُ اِلٰى نِسَآئِكُمْ : এখানে اُحِلَّ হলো فعل مجهول ও لكم টি جار ও مجرور মিলে متعلق হলো اُحِلَّ ফে'ল-এর সাথে। لَيْلَةَ الصِّيَامِ উভয়টি مضاف ও مضاف اليه মিলে مفعول فيه হয়েছে। اَلرَّفَثُ হলো شبه فعل আর اِلٰى হলো حرف جار ও نِسَآئِكُمْ উভয়টি مضاف ও مضاف اليه মিলে مجرور হলো। এবার جار ও مجرور মিলে متعلق হলো الرفث শিবহে فعل-এর সাথে। অবশেষে فعل مجهول তার نائب فاعل এবং شبه فعل ও متعلق মিলে نائب فاعل মিলে مفعول فيه ও متعلق মিলে جُمْلَةٌ فِعْلِيَّةٌ خَبَرِيَّةٌ হয়েছে।

https://e-ilm.weebly.com/

وَلَا تَأْكُلُوْٓا اَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوْا بِهَآ اِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوْا فَرِيْقًا مِّنْ اَمْوَالِ النَّاسِ بِالْاِثْمِ وَاَنْتُمْ تَعْلَمُوْنَ (۱۸۸)

অনুবাদ : (১৮৮) আর তোমরা একে অন্যের মাল অন্যায়ভাবে আত্মসাৎ করো না, এবং তা [-র মিথ্যা মকদ্দমা] -কে বিচারকদের নিকট দায়ের করো না এই উদ্দেশ্যে যে, [তার সাহায্যে] আত্মসাৎ করবে মানুষের সম্পত্তির অংশবিশেষ অন্যায়ভাবে অথচ তোমরা জানও।

يَسْـَٔلُوْنَكَ عَنِ الْاَهِلَّةِ ؕ قُلْ هِيَ مَوَاقِيْتُ لِلنَّاسِ وَالْحَجِّ ؕ وَلَيْسَ الْبِرُّ بِاَنْ تَاْتُوا الْبُيُوْتَ مِنْ ظُهُوْرِهَا وَلٰكِنَّ الْبِرَّ مَنِ اتَّقٰى ۚ وَاْتُوا الْبُيُوْتَ مِنْ اَبْوَابِهَا ۪ وَاتَّقُوا اللّٰهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُوْنَ (۱۸۹)

(১৮৯) তারা আপনাকে জিজ্ঞাসা করে চন্দ্রের [প্রাকৃতিক] অবস্থা সম্বন্ধে; আপনি বলে দিন, এই চন্দ্র সময়-নির্ধারক যন্ত্রবিশেষ, মানুষের [বিভিন্ন বিষয়ের] জন্য এবং হজের জন্য; আর তা কোনো পুণ্যের কাজ নয় যে, ঘরসমূহে তার পশ্চাৎ দিক হতে প্রবেশ কর; বরং হারাম কাজ হতে বিরত থাকাতেই পুণ্য, আর তোমরা ঘরসমূহে প্রবেশ কর তার দরজা দিয়েই, এবং আল্লাহকে ভয় কর, আশা, তোমরা সফলকাম হবে।

وَقَاتِلُوْا فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ الَّذِيْنَ يُقَاتِلُوْنَكُمْ وَلَا تَعْتَدُوْا ؕ اِنَّ اللّٰهَ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِيْنَ (۱۹۰)

(১৯০) আর তোমরা আল্লাহর পথে যুদ্ধ কর তাদের সঙ্গে, যারা [চুক্তি ভঙ্গ করে] তোমাদের সঙ্গে যুদ্ধে প্রবৃত্ত হয় এবং সীমালঙ্ঘন করো না নিশ্চয় আল্লাহ সীমালঙ্ঘনকারীদেরকে পছন্দ করেন না।

শাব্দিক অনুবাদ

(১৮৮) وَلَا تَأْكُلُوْا আর তোমরা আত্মসাৎ করো না اَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ একে অন্যের মাল بِالْبَاطِلِ অন্যায়ভাবে وَتُدْلُوْا بِهَا اِلَى
الْحُكَّامِ এবং তাকে বিচারকদের নিকট দায়ের করো না لِتَأْكُلُوْا এই উদ্দেশ্যে যে, আত্মসাৎ করবে فَرِيْقًا مِّنْ اَمْوَالِ
النَّاسِ মানুষের সম্পত্তির অংশবিশেষ بِالْاِثْمِ অন্যায়ভাবে وَاَنْتُمْ تَعْلَمُوْنَ অথচ তোমরা জানও।

(১৮৯) يَسْـَٔلُوْنَكَ তারা আপনাকে জিজ্ঞাসা করে عَنِ الْاَهِلَّةِ চন্দ্রের [প্রাকৃতিক] অবস্থা সম্বন্ধে; قُلْ আপনি বলে দিন هِيَ এই
চন্দ্র مَوَاقِيْتُ সময়-নির্ধারক যন্ত্রবিশেষ لِلنَّاسِ মানুষের [বিভিন্ন বিষয়ের] জন্য وَالْحَجِّ এবং হজের জন্য وَلَيْسَ الْبِرُّ
আর তা কোনো পুণ্যের কাজ নয় بِاَنْ تَاْتُوا الْبُيُوْتَ যে ঘরসমূহে প্রবেশ কর مِنْ ظُهُوْرِهَا তার পশ্চাৎ দিক হতে
وَلٰكِنَّ الْبِرَّ مَنِ اتَّقٰى বরং হারাম কাজ হতে বিরত থাকাতেই পুণ্য وَاْتُوا الْبُيُوْتَ আর তোমরা ঘরসমূহে প্রবেশ কর مِنْ
اَبْوَابِهَا তার দরজা দিয়েই وَاتَّقُوا اللّٰهَ এবং আল্লাহকে ভয় কর لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُوْنَ আশা, তোমরা সফলকাম হবে।

(১৯০) وَقَاتِلُوْا আর তোমরা তাদেরকে সঙ্গে যুদ্ধ কর فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ আল্লাহর পথে الَّذِيْنَ يُقَاتِلُوْنَكُمْ যারা [চুক্তি ভঙ্গ করে]
তোমাদের সঙ্গে যুদ্ধে প্রবৃত্ত হয় وَلَا تَعْتَدُوْا এবং সীমালঙ্ঘন করো না اِنَّ اللّٰهَ নিশ্চয় আল্লাহ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِيْنَ
সীমালঙ্ঘনকারীদেরকে পছন্দ করেন না।

https://e-ilm.weebly.com/

وَاقْتُلُوْهُمْ حَيْثُ ثَقِفْتُمُوْهُمْ وَاَخْرِجُوْهُمْ مِّنْ حَيْثُ اَخْرَجُوْكُمْ وَالْفِتْنَةُ اَشَدُّ مِنَ الْقَتْلِ ۚ وَلَا تُقٰتِلُوْهُمْ عِنْدَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ حَتّٰى يُقٰتِلُوْكُمْ فِيْهِ ۚ فَاِنْ قٰتَلُوْكُمْ فَاقْتُلُوْهُمْ ۚ كَذٰلِكَ جَزَآءُ الْكٰفِرِيْنَ (١٩١)

অনুবাদ : (১৯১) আর তাদের হত্যা কর যেখানে পাও অথবা তাদেরকে বহিষ্কৃত কর যে স্থান হতে তারা তোমাদেরকে বের হয়ে যেতে বাধ্য করেছিল, আর দুষ্কৃতি হত্যা অপেক্ষাও গুরুতর, এবং তাদের সঙ্গে মসজিদে হারামের নিকট যুদ্ধ করো না, যে পর্যন্ত না তারা তথায় তোমাদের সঙ্গে যুদ্ধে প্রবৃত্ত হয়, যদি তারাই তোমাদের সঙ্গে যুদ্ধ করতে অগ্রসর হয় তবে তোমরাও তাদেরকে হত্যা কর, এই প্রকৃতির কাফেরদের এরূপই শাস্তি।

فَاِنِ انْتَهَوْا فَاِنَّ اللّٰهَ غَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ (١٩٢)

(১৯২) অতঃপর যদি তারা বিরত থাকে [এবং ইসলাম গ্রহণ করে] তবে আল্লাহ তা'আলা ক্ষমা করবেন, অনুগ্রহ করবেন।

وَقٰتِلُوْهُمْ حَتّٰى لَا تَكُوْنَ فِتْنَةٌ وَّيَكُوْنَ الدِّيْنُ لِلّٰهِ ۚ فَاِنِ انْتَهَوْا فَلَا عُدْوَانَ اِلَّا عَلَى الظّٰلِمِيْنَ (١٩٣)

(১৯৩) এবং তাদের সঙ্গে ঐ পর্যন্ত যুদ্ধ কর যে পর্যন্ত না তাদের ভ্রান্ত-বিশ্বাসের অবসান হয় এবং [তাদের] ধর্ম [খাঁটিভাবে] আল্লাহরই হয়ে যায়; অতঃপর যদি তারা বিরত হয়, তবে কারো প্রতি কঠোরতা করা হয় না অনাচারীদের ব্যতীত।

শাব্দিক অনুবাদ

(১৯১) وَاقْتُلُوْهُمْ আর তাদের হত্যা কর حَيْثُ ثَقِفْتُمُوْهُمْ যেখানে পাও وَاَخْرِجُوْهُمْ অথবা তাদেরকে বহিষ্কৃত কর مِّنْ حَيْثُ اَخْرَجُوْكُمْ যে স্থান হতে তারা তোমাদেরকে বের হয়ে যেতে বাধ্য করেছিল وَالْفِتْنَةُ আর দুষ্কৃতি اَشَدُّ গুরুতর مِنَ الْقَتْلِ হত্যা অপেক্ষা وَلَا تُقٰتِلُوْهُمْ এবং তাদের সঙ্গে যুদ্ধ করো না عِنْدَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ মসজিদে হারামের নিকট حَتّٰى يُقٰتِلُوْكُمْ فِيْهِ যে পর্যন্ত না তারা তথায় তোমাদের সঙ্গে যুদ্ধে প্রবৃত্ত হয় فَاِنْ قٰتَلُوْكُمْ যদি তারাই তোমাদের সঙ্গে যুদ্ধ করতে অগ্রসর হয় فَاقْتُلُوْهُمْ তবে তোমরাও তাদেরকে হত্যা কর كَذٰلِكَ এরূপই جَزَآءُ الْكٰفِرِيْنَ এই প্রকৃতির কাফেরদের শাস্তি

(১৯২) فَاِنِ انْتَهَوْا অতঃপর যদি তারা বিরত থাকে فَاِنَّ اللّٰهَ তবে আল্লাহ তা'আলা غَفُوْرٌ ক্ষমা করবেন رَّحِيْمٌ অনুগ্রহ করবেন।

(১৯৩) وَقٰتِلُوْهُمْ এবং তাদের সঙ্গে ঐ পর্যন্ত যুদ্ধ কর حَتّٰى لَا تَكُوْنَ فِتْنَةٌ যে পর্যন্ত না তাদের ভ্রান্ত-বিশ্বাসের অবসান হয় وَّيَكُوْنَ الدِّيْنُ لِلّٰهِ এবং [তাদের] ধর্ম [খাঁটিভাবে] আল্লাহরই হয়ে যায় فَاِنِ انْتَهَوْا অতঃপর যদি তারা বিরত হয় فَلَا عُدْوَانَ তবে কারো প্রতি কঠোরতা করা হয় না اِلَّا عَلَى الظّٰلِمِيْنَ অনাচারীদের ব্যতীত।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

(১৮৮) قوله وَلَا تَأْكُلُوْٓا اَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوْا بِهَآ اِلَى الْحُكَّامِ الخ **আয়াতের শানে নুযূল :** আবদান ইবনে আশওয়া ইবনে হাযরামী নামের এক ব্যক্তি ইমরাউল কায়েস ইবনে আমের-এর উপর একটি জমির মালিকানার দাবি জানায়, অথচ তার কোনো সাক্ষী ছিল না। তখন রাসূল ﷺ বলেন, এমতাবস্থায় বিবাদীর শপথের উপর সিদ্ধান্ত নাও। তখন ইমরাউল কায়েস শপথ করার জন্য উদ্যত হলে উক্ত ঘটনার প্রেক্ষিতে উপরিউক্ত আয়াত নাজিল হয়। অতঃপর রাসূল ﷺ বলেন– আমি তোমাদের মতো একজন মানুষ। তোমাদের মধ্যে অনেক আছে ছল-চাতুর ব্যক্তি। অতঃপর যে ব্যক্তি আমার নিকট বানোয়াট দাবি নিয়ে ধোঁকা দ্বারা মিথ্যাকে সত্যরূপে প্রমাণ করবে, তাহলে আমি প্রকাশ্য প্রমাণানুযায়ী রায় দিব; কিন্তু তার জন্য তা হবে আগুনের টুকরা। এ প্রসঙ্গে উক্ত আয়াতটি নাজিল হয়। [বুখারী, মুসলিম, রূহুল মা'আনী]

https://e-ilm.weebly.com/

(১৮৯) قوله يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْأَهِلَّةِ قُلْ هِيَ مَوَاقِيتُ لِلنَّاسِ وَالْحَجِّ الخ **আয়াতের শানে নুযূল :** হযরত মুয়ায ইবনে জাবাল (রা.) ও হযরত সা'লাবা (রা.) উভয়ে আনসারী সাহাবী ছিলেন। তারা উভয়ে রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে জিজ্ঞাসা করলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আকাশে নতুন চাঁদ উদিত হলে প্রথমে সূতার ন্যায় চিকন দেখা যায়, অতঃপর তা বৃদ্ধি হতে হতে পূর্ণ গোলাকার হয়, আবার তা হ্রাস পেতে পেতে পূর্বাবস্থায় ফিরে আসে। এমন অবস্থা হওয়ার কারণ কি? তাদের প্রশ্নের জবাবে উপরিউক্ত আয়াত অবতীর্ণ হয়। –[রূহুল মা'আনী]

(১৮৯) قوله وَلَيْسَ الْبِرُّ بِأَنْ تَأْتُوا الْبُيُوتَ مِنْ ظُهُورِهَا الخ **আয়াতের শানে নুযূল :** হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা.) হতে বর্ণিত, হযরত হাসান বসরী (র.) বলেন, জাহিলিয় যুগে অধিকাংশ গোত্রের মধ্যে এমন প্রথা ছিল যে, তারা সফরে বের হলে, কোনো কারণে সফর অসমাপ্ত থাকলে তারা বাড়ি ফিরে ঘরের সম্মুখের দরজা দিয়ে ঘরে প্রবেশ করত না; বরং ঘরের পিছন দিক দিয়ে প্রবেশ করতো। আলোচ্য আয়াত অবতীর্ণ করে জাহিলিয় প্রথাকে নিষিদ্ধ করা হয়েছে।

ইমাম বুখারী (র.) হযরত বারা (রা.) হতে বর্ণনা করেন। জাহিলিয় যুগের লোকেরা ইহরাম বাঁধা অবস্থায় ঘরের পিছন দিক দিয়ে ঘরে ঢুকে তাদের স্ত্রীদের সাথে দেখা করে চলে যেত, সামনের দিক দিয়ে ঘরে ঢুকত না। এ ধরনের কু-প্রথাকে চিরতরে বন্ধ করার লক্ষ্যে উপরিউক্ত আয়াত অবতীর্ণ হয়।

(১৯০) قوله وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَكُمْ الخ **আয়াতের শানে নুযূল :** হযরত আবুল আলীয়া হতে বর্ণিত এ আয়াতটিই প্রথম আয়াত, যা মদিনার জীবনে যুদ্ধের ব্যাপারে প্রথম অবতীর্ণ হয়েছিল। এ আয়াত অবতীর্ণ হবার পর যারা মহানবী (সা.)-এর বিরুদ্ধে যুদ্ধ করত তাদের বিরুদ্ধে তিনিও যুদ্ধ করতেন। যারা বিরত থাকত তিনিও তাদের থেকে বিরত থাকতেন। এ অবস্থায় শেষ পর্যন্ত সূরায়ে তওবার আয়াতগুলো অবতীর্ণ হয়। –[তাফসীরে ইবনে কাসীর]

(১৯২) قوله فَإِنِ انْتَهَوْا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ الآية **আয়াতের শানে নুযূল :** সপ্তম হিজরি সনে যখন নবী করীম ﷺ হুদায়বিয়ার সন্ধিচুক্তির শর্তানুযায়ী বিগত বছরের ওমরার কাজা আদায়ের নিয়তে সাহাবীগণসহ মক্কাভিমুখে যাত্রা করার সিদ্ধান্ত নেন তখন তারা জানতেন যে, কাফেরদের কাছে চুক্তির কোনো মূল্যই নেই। এমনও হতে পারে তারা সন্ধির প্রতি ভ্রূক্ষেপ না করে যুদ্ধে প্রবৃত্ত হবে। তখন সে ক্ষেত্রে সাহাবীদের মনে এ আশঙ্কার উদ্ভব হয় যে, এতে হেরেম শরীফেও যুদ্ধ সংঘটিত হয়ে যেতে পারে, যা ইসলামি শরিয়তে নিষিদ্ধ। অপর আয়াতে সাহাবীগণের এ আশঙ্কার জবাব দেওয়া হয়েছে। হেরেম শরীফের প্রতি সম্মান প্রদর্শন মুসলমানদের জন্য অবশ্যই কর্তব্য। কিন্তু তারা যদি সেখানে আক্রান্ত হয়, তবে তার মোকাবিলায় প্রতিরোধমূলক যুদ্ধ করা জায়েজ।

সাহাবীদের মনে এ সন্দেহ ছিল যে, এটা জিলকদ মাস এবং এটা সে চার মাসেরই অন্তর্ভুক্ত যেগুলোকে আশহুরে হুরুম বা সম্মানিত মাস বলা হয়। এ মাসসমূহে কোথাও কারো সাথে যুদ্ধ করা জায়েজ নয়। এমতাবস্থায় যদি মক্কার মুশরিকরা আমাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ শুরু করে তবে আমরা এখানে তার প্রতিরোধকল্পে কিভাবে যুদ্ধ করব। তাদের এ দ্বিধা দূর করার জন্যই এ আয়াত নাজিল হয়। –[রূহুল মা'আনী]

আলোচ্য আয়াতে হারাম পন্থায় সম্পদ অর্জন এবং ভোগ করার নিষিদ্ধতা বর্ণিত হয়েছে। যেমন, ইতঃপূর্বে সূরা বাকারারই ১৬৮ তম আয়াতে হালাল পন্থায় সম্পদ অর্জন এবং ভোগ করার নির্দেশ দেওয়া হয়েছিল। পূর্ববর্তী সে আয়াতে বলা হয়েছিল।

"হে মানবমণ্ডলী! জমিনের মধ্যে যা কিছু রয়েছে, তা থেকে তোমরা হালাল ও পবিত্র বস্তুসমূহ খাও, আর শয়তানের পদাঙ্ক অনুসরণ করো না। কেননা সে তোমাদের প্রকাশ্য দুশমন।"

অনুরূপ সূরা নাহলে ইরশাদ হয়েছে–

"তোমাদেরকে আল্লাহ তা'আলা যে পবিত্র ও হালাল রুজি দান করেছেন, তা থেকে খাও এবং আল্লাহর নিয়ামতসমূহের শুকরিয়া আদায় কর, যদি তোমরা তাঁরই উপাসক হয়ে থাক।"

প্রথম আয়াতে সাহাবায়ে কেরাম (রা.)-এর একটি প্রশ্ন এবং আল্লাহ তা'আলার পক্ষ থেকে তার জওয়াবের কথা উল্লেখ করা হয়েছে। মুফাসসিরকুল শিরোমণি হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা.) বলেন, সাহাবায়ে কেরামের একটি প্রধান বৈশিষ্ট্য এই যে, তাঁরা রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর প্রতি সম্ভ্রম ও সমীহ বোধের কারণে খুব কমই প্রশ্ন করতেন। তাঁরা এক্ষেত্রে পূর্ববর্তী জমানার উম্মতদের ব্যতিক্রম ছিলেন। পূর্ববর্তী উম্মতগণ এ আদবের প্রতি সচেতন ছিল না। তারা সব সময় নানা অবান্তর প্রশ্ন করত। হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা.) বলেন, সাহাবীগণের যেসব প্রশ্নের উল্লেখ কুরআন মাজীদে বিদ্যমান রয়েছে, তা সংখ্যায় মাত্র চৌদ্দটি। এ চৌদ্দটি প্রশ্নের মধ্যে একটি প্রশ্ন وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي [যখন আমার বান্দাগণ আমার সম্পর্কে আপনার কাছে প্রশ্ন করে] দ্বিতীয় প্রশ্নটি আলোচ্য আয়াতে চন্দ্রের হ্রাস-বৃদ্ধি সম্পর্কিত। এই দু'টি প্রশ্ন ছাড়াও সূরা বাকারায় আরো ছয়টি প্রশ্নের উল্লেখ রয়েছে। বাকি ছয়টি প্রশ্ন পরবর্তী বিভিন্ন সূরায় বিদ্যমান।

https://e-ilm.weebly.com/

উল্লিখিত আয়াতে বর্ণিত হয়েছে যে, সাহাবায়ে কেরাম (রা.) হযরত রাসূলুল্লাহ ﷺ -কে 'আহিল্লাহ' বা নতুন চাঁদ সম্পর্কে প্রশ্ন করেছিলেন। কারণ চাঁদের আকৃতি-প্রকৃতি সূর্য থেকে ভিন্নতর। সেটা এক সময় সরু বাঁকা রেখার আকৃতি ধারণ করে অতঃপর ক্রমান্বয়ে বৃদ্ধি পেতে থাকে; অবশেষে সম্পূর্ণ গোলকের মতো হয়ে যায়। এরপর পুনরায় ক্রমান্বয়ে হ্রাসপ্রাপ্ত হতে থাকে। এই হ্রাস বৃদ্ধির মূল কারণ অথবা এর অন্তর্নিহিত উদ্দেশ্য, লক্ষ্য ও সুবিধা-অসুবিধা সম্পর্কে তাঁরা প্রশ্ন করেছিলেন। এই দুই প্রকার প্রশ্নেরই সম্ভাবনা ছিল। কিন্তু যে উত্তর প্রদান করা হয়েছে, তাতে এর অন্তর্নিহিত উদ্দেশ্য, লক্ষ্য ও সুবিধা-অসুবিধা সম্পর্কেই বর্ণিত হয়েছে। যদি প্রশ্নই এই হয়ে থাকে যে, চাঁদের হ্রাস-বৃদ্ধির উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য কি? তবে তো প্রশ্ন অনুযায়ী উত্তর হয়েই গেছে। আর যদি প্রশ্নে হ্রাস-বৃদ্ধির অন্তর্নিহিত রহস্য জানার উদ্দেশ্য থেকে থাকে, যা ছিল সাহাবায়ে কেরামের স্বভাববিরুদ্ধ, তবে চন্দ্রের হ্রাস-বৃদ্ধির মৌল-তত্ত্ব বর্ণনার পরিবর্তে তার উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য বর্ণনার দ্বারা এ বিষয়ের প্রতি ইঙ্গিত করা হয়েছে যে, আকাশের গ্রহ-উপগ্রহ ও নক্ষত্রমণ্ডলীর মৌলিক উপাদান সম্পর্কে জ্ঞান লাভ করা মানুষের ক্ষমতার উর্ধ্বে। আর মানুষের ইহলৌকিক বা পারলৌকিক কোনো বিষয়ই এই জ্ঞান লাভের উপর নির্ভরশীল নয়। কাজেই চন্দ্রের হ্রাস-বৃদ্ধির মূল কারণ সম্পর্কে প্রশ্ন করা নিরর্থক। এ প্রসঙ্গে জিজ্ঞাসা ও জবাব এই যে, চন্দ্রের এরূপ হ্রাস-বৃদ্ধি এবং উদায়াস্তের মধ্যে আমাদের কোন কোন মঙ্গল নিহিত? সেজন্য আল্লাহ তা'আলা প্রশ্নের উত্তরে রাসূলুল্লাহ ﷺ কে ওহীর মাধ্যমে বলে দিয়েছেন যে, আপনি তাদেরকে বলে দিন, চাঁদের সঙ্গে তোমাদের যেসব মঙ্গল ও কল্যাণ সম্পৃক্ত তা এই যে, এতে তোমাদের কাজ-কর্ম ও চুক্তির মেয়াদ নির্ধারণ এবং হজের দিনগুলোর হিসেব জেনে রাখা সহজতর হবে।

উত্তর প্রশ্নের অনুকূল নয় : উল্লিখিত আয়াতে বর্ণিত আছে যে, সাহাবায়ে কেরাম বিশ্বনবী ﷺ-কে নতুন চাঁদ সম্পর্কে প্রশ্ন করেছেন। প্রশ্ন দু'ধরনের হতে পারে। যথা– (১) চন্দ্র ছোট বড় হয় কেন? (২) চন্দ্রের উদ্দেশ্য কি?

যদি তাঁদের প্রশ্ন প্রথমটি হয়ে থাকে, তবে প্রশ্ন ও জবাবের মধ্যে মিল পাওয়া যায় না। তখন উত্তর এই হবে যে, এটা দ্বারা এই বিষয়ের প্রতি ইঙ্গিত করা হয়েছে যে, আকাশের গ্রহ, উপগ্রহ ও নক্ষত্ররাজির মৌলিক দিক সম্পর্কে জ্ঞান লাভ করা মানুষের ক্ষমতার উর্ধ্বে। আর মানুষের ইহলৌকিক বা পারলৌকিক কোনো বিষয়ই এ জ্ঞান লাভের উপর নির্ভরশীল নয়। কাজেই চন্দ্রের হ্রাসবৃদ্ধির মূল কারণ সম্পর্কে প্রশ্ন করা অবান্তর। তাই আল্লাহ তা'আলা প্রশ্নের উত্তরে মহানবী ﷺ-কে বলেছিলেন যে, আপনি তাদেরকে বলে দিন, চাঁদের সঙ্গে তোমাদের যেসব মঙ্গল ও কল্যাণ সম্পৃক্ত, তা হলো এতে তোমাদের কাজ-কর্ম ও চুক্তির মেয়াদ নির্ধারণ এবং হজের দিনগুলোর হিসেব জেনে রাখা সহজতর হবে। আর যদি দ্বিতীয় প্রশ্ন হয়ে থাকে তাহলে প্রশ্নের সাথে জবাবের পূর্ণ মিল দেখা যায়। –[মা'আরিফুল কুরআন]

اَهِلَّة -এর অর্থ : الْاَهِلَّةُ শব্দটি اَلْهِلَالُ -এর বহুবচন। প্রত্যেক মাসের চাঁদকে এক একটি মনে করে এখানে বহুবচনের শব্দ নেওয়া হয়েছে। মাসের প্রথমে এবং শেষে আকাশে প্রকাশিত সরু চাঁদকে هِلَالٌ বলা হয়। আসমায়ীর মতে পূর্ণ রূপে গোলাকার হওয়ার পূর্ব পর্যন্ত চন্দ্রকে هِلَالٌ বলা হয়। কারো মতে আকাশকে পূর্ণরূপে আলোকিত করার পূর্ব পর্যন্ত চন্দ্রকে هِلَالٌ বলা হয়। আর এ অবস্থা থাকে সাত দিন।

هلال -এর নামকরণ : চন্দ্রকে هِلَالٌ বলা হয়, هِلَالٌ অর্থ– উচ্চ শব্দ করা। যেহেতু নতুন চাঁদ দেখার সময় মানুষ সাধারণত উচ্চৈঃস্বরে শব্দ করতে থাকে। ছোট ছোট ছেলেমেয়েরা চিৎকার দিলে আরবিতে বলা হয়– اِسْتَهَلَّ الصَّبِيُّ

قوله مَوَاقِيْتُ لِلنَّاسِ -এর অর্থ : একথা দ্বারা চাঁদের হ্রাস ও বৃদ্ধির হিকমত বর্ণনা করা উদ্দেশ্য। مَوَاقِيْتُ শব্দটি مِيْقَاتٌ -এর বহুবচন। এর অর্থ– وَقْتٌ, বা সময়। মানুষ নিজেদের ইবাদত ও লেনদেনের সময় ঠিক রাখার জন্য চন্দ্রকে ব্যবহার করে থাকে। যেমন– রোজা, ফিতর, হজ, গর্ভধারণের সময়, ইদ্দত, বাড়ি ভাড়া, কসম ইত্যাদি। আল্লাহ তা'আলা বলেন– لِتَعْلَمُوْا عَدَدَ السِّنِيْنَ

قوله وَأْتُوا الْبُيُوْتَ مِنْ اَبْوَابِهَا দ্বারা উদ্দেশ্য : এ আয়াতাংশ দ্বারা বুঝা যায়, সকল প্রকার বিদ'আত, অপকর্ম, কুসংস্কার ইত্যাদি পরিহার করাই যথেষ্ট নয়; বরং সাথে সাথে ভালো কাজ এবং শরিয়ত নির্দেশিত কাজকে আমলে আনতে হবে।

কিতাল সম্পর্কিত বক্তব্য : ওলামায়ে কেরামের মতে হিজরতের পূর্বে কিতাল নিষিদ্ধ ছিল। সেখানে আল্লাহর নির্দেশ ছিল– فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاصْفَحْ وَاهْجُرْهُمْ هَجْرًا جَمِيْلًا তারপর যখন মহানবী ﷺ মক্কা থেকে মদিনায় হিজরত করেন, তখন দ্বিতীয় হিজরিতে আল্লাহ কিতালের নির্দেশ দিয়ে আয়াত অবতীর্ণ করেন। তা হলো– اُذِنَ لِلَّذِيْنَ يُقَاتَلُوْنَ بِاَنَّهُمْ ظُلِمُوْا

https://e-ilm.weebly.com/

وَلَا تَعْتَدُوْا -এর ব্যাখ্যা : আয়াতাংশের অর্থ– "আর তোমরা সীমালঙ্ঘন করো না"–এখানে সীমালঙ্ঘন বলতে নিম্নোক্ত বিষয় উদ্দেশ্য। যথা–

ক. অগ্রণী হয়ে অথবা বিনা কারণে হেরেমের সীমানায় বা অন্য কোথাও কাফেরদের উপর আক্রমণ করা।

খ. সন্ধি চুক্তিতে আবদ্ধ গোত্রের লোকদের হত্যা করা।

গ. কাফেররা যুদ্ধ থেকে বিরত হওয়ার পরও তাদেরকে হত্যা করা।

ঘ. নারী, শিশু ও যুদ্ধে অপারগ বৃদ্ধ ও বৃদ্ধাদের হত্যা করা।

ঙ. আল্লাহ যেমনটি করতে বলেছেন তার চেয়ে বেশি করা।

উল্লিখিত সবগুলো কাজই নৈতিক বিচারে সীমালঙ্ঘন। আল্লাহ তা'আলা এ সীমালঙ্ঘন না করতে কঠোরভাবে নির্দেশ দিয়েছেন।

কিতালের ক্ষেত্রে সীমালঙ্ঘনের স্বরূপ : যাদেরকে হত্যা না করতে বলা হয়েছে, তাদেরকে হত্যা করলে সীমালঙ্ঘন হবে। যেমন– মহিলা, ছোট শিশু এবং বৃদ্ধদের হত্যা করা, যুদ্ধস্থলের আশপাশের ফলদার গাছ কাটা, গাছপালায় আগুন লাগিয়ে দেওয়া, অকারণে বাড়ি-ঘরে আগুন দেওয়া সীমালঙ্ঘনের অন্তর্ভুক্ত।

قوله مِنْ حَيْثُ أَخْرَجُوْكُمْ **দ্বারা উদ্দেশ্য :** যেহেতু কাফেররা মহানবী ﷺ-কে মক্কা থেকে বের করে দিয়েছিল তাই এখানে আল্লাহর পক্ষ থেকে কাফেরদেরকে সে মক্কা থেকে বের করে দেওয়ার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। ইবনে জারীর বলেন, এখানে মুহাজিরদেরকে সম্বোধন করে বলা হয়েছে যে, যেহেতু তারা তোমাদেরকে মক্কা থেকে বের করে দিয়েছিল, সেহেতু তোমরাও তাদেরকে মক্কা থেকে বের করে দাও। আল্লাহর নবী তার প্রতিপালকের এই নির্দেশ পালন করেছিলেন যাতে একদিন মক্কা কাফের থেকে পবিত্র হয়ে গিয়েছিল। –[ফাতহুল কাদীর]

اَلْفِتْنَةُ **-এর অর্থ :** ফেতনা শব্দের অর্থ হলো– পরীক্ষা, যাচাই। এ পরীক্ষা মানুষের জীবনে বিভিন্নভাবে আসে। কোনো সময় অধিক সুখ দিয়ে পরীক্ষা করা হয়, আবার কখনো দুঃখের মাধ্যমে পরীক্ষা করা হয়। এতে মানুষ তাদের ধৈর্য ও কৃতজ্ঞতার মাধ্যমে আল্লাহর খাঁটি বান্দা হওয়ার উদাহরণ পেশ করে থাকে। অপর পক্ষে দিশেহারা মানুষ এতে অকৃতকার্য হয়ে আখেরাতের সকল সুযোগ থেকে বঞ্চিত হয়ে যায়।

اَلْفِتْنَةُ **দ্বারা উদ্দেশ্য :** কোনো কোনো তাফসীরবিদের মতে فِتْنَة দ্বারা شِرْك ও كُفْر উদ্দেশ্য। কেননা তাদের উদ্দেশ্য ছিল মু'মিনগণ আবার কুফরির দিকে ফিরে যাক। এ কুফরির দিকে ফিরে যাওয়া হত্যা থেকেও মারাত্মক।
কারো মতে মসজিদে হারাম থেকে মানুষকে বিরত রাখাই হলো বড় ফিতনা। আর এটা হত্যা থেকেও মারাত্মক। কারো মতে এখানে ফিতনা দ্বারা দীনের মধ্যে বিশৃঙ্খলা উদ্দেশ্য। আবূ মুসলিম খোরাসানীর মতে এখানে فِتْنَة অর্থ– ظُلْم বা অপরাধ।

قوله وَالْفِتْنَةُ أَشَدُّ مِنَ الْقَتْلِ **-এর মর্মার্থ :** হিজরতের পূর্বে মুসলমানদেরকে কাফেরদের মোকাবিলা করতে নির্দেশ দেওয়া হয়নি; বরং সর্বত্র ক্ষমা ও উদারতার শিক্ষা দেওয়া হয়েছে। কাজেই এ আয়াত অবতীর্ণের পর সাহাবীদের মধ্যে এই ধারণা হয়েছিল যে, হয়তো কোনো কোনো ক্ষেত্রে কাফেরদের হত্যা করাও নিষিদ্ধ ও দূষণীয় হয়ে থাকবে। এ ধারণার অপনোদন কল্পে ইরশাদ হচ্ছে– وَالْفِتْنَةُ أَشَدُّ مِنَ الْقَتْلِ অর্থাৎ এ কথাতো সর্বজনবিদিত ও সত্য যে, নরহত্যা নিকৃষ্ট কর্ম। কিন্তু মক্কার কাফেরদের কুফরি ও শিরকের উপর অটল থাকা এবং মুসলমানদের ইবাদতে বাধা সৃষ্টি করাকেই বুঝানো হয়েছে। –[কুরতুবী]

মসজিদে হারামে কিতালের হুকুম : এ ব্যাপারে ওলামায়ে কেরামের মাঝে মতভেদ রয়েছে। একদল আলেমের মতে, আয়াতটি মুহকাম, তাই মসজিদে হারামে কিতাল অবৈধ। তবে যদি কেউ সেখানে কিতালে লিপ্ত হয়ে যায় তাকে প্রতিহত করা যাবে। অন্যান্য ওলামায়ে কেরামের মতে আয়াতটির হুকুম রহিত হয়ে গেছে। মসজিদে হারামে কিতাল করা বৈধ। আল্লাহর রাসূল ﷺ ইবনে খাতালকে বায়তুল্লাহর গিলাফের সাথে ঝুলিয়ে থাকার পরও হত্যা করেছেন। কেননা আল্লাহ তা'আলা বলেছেন– فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِيْنَ حَيْثُ وَجَدْتُمُوْهُمْ মূলত প্রথম বক্তব্যটিকে অধিকাংশ ওলামায়ে কেরাম প্রাধান্য দিয়েছেন এবং বলেছেন যে, এটাই ঠিক। কেননা নবী করীম ﷺ বলেছেন, আমার পূর্বেই মসজিদে হারামে কিতাল হারাম ছিল। আমাকে দিনের একটি নির্দিষ্ট সময়ের জন্য কিতালের অনুমতি দেওয়া হয়েছিল। পরে পূর্বের হুকুম বহাল থেকে যায়। আয়াতটি যদিও عَامّ (আম), কিন্তু হাদীস দ্বারা তা খাছ করা যায়। এভাবে বলা যায় যে– فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِيْنَ حَيْثُ وَجَدْتُمُوْهُمْ إِلَّا الْحَرَمَ

https://e-ilm.weebly.com/

এই আয়াতে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে যে, মুসলমানগণ কেবলমাত্র সে সব কাফেরদের সঙ্গেই যুদ্ধ করবে যারা তাদের বিপক্ষে সম্মুখ-সমরে উপস্থিত হবে। এর অর্থ এই যে, নারী, শিশু, বৃদ্ধ, ধর্মীয় কাজে সংসারত্যাগী, উপাসনারত সন্ন্যাসী-পাদরী প্রভৃতি এবং তেমনিভাবে অন্ধ, খঞ্জ, পঙ্গু, অসমর্থ অথবা যারা কাফেরদের অধীনে মেহনত মজদুরি করে, কিন্তু তাদের সঙ্গে যুদ্ধে শরিক হয় না– সেসব লোককে যুদ্ধে হত্যা করা জায়েজ নয়। কেননা আয়াতের নির্দেশে কেবলমাত্র তাদেরই সঙ্গে যুদ্ধ করার হুকুম রয়েছে, যারা মুসলমানদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করে। কিন্তু উল্লিখিত শ্রেণির লোকদের কেউই যুদ্ধে যোগদানকারী নয়। এজন্য ফিকহশাস্ত্রবিদ ইমামগণ বলেন, যদি কোনো নারী, বৃদ্ধ অর্থ ধর্মপ্রচারক বা ধর্মীয় মিশনারীর লোক কাফেরদের পক্ষে যুদ্ধে অংশগ্রহণ করে অথবা কোনো প্রকারে যুদ্ধে তাদেরকে সাহায্য করতে থাকে, তবে তাদেরকেও হত্যা করা জায়েজ। কারণ তারাও اَلَّذِيْنَ يُقَاتِلُوْنَكُمْ 'যারা তোমাদের সঙ্গে যুদ্ধ করে' এই আয়াতের আওতাভুক্ত। –[মাযহারী, কুরতুবী ও জাস্‌সাস] যুদ্ধের সময় রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর পক্ষ থেকে মুজাহিদদেরকে যেসব উপদেশ দেওয়া হতো, সেগুলোর মধ্যে এ নির্দেশের বিস্তারিত উল্লেখ রয়েছে।

আয়াতের শেষাংশে وَلَا تَعْتَدُوْا [এবং সীমা অতিক্রম করো না]–বাক্যটির অর্থ অধিকাংশ তাফসীরকারের মতে এই যে, নারী ও শিশুদেরকে হত্যা করে সীমা অতিক্রম করো না।

وَاقْتُلُوْهُمْ حَيْثُ ثَقِفْتُمُوْهُمْ وَاَخْرِجُوْهُمْ مِّنْ حَيْثُ اَخْرَجُوْكُمْ –[আর তাদেরকে যেখানে পাও সেখানেই হত্যা কর, এবং যেখান থেকে তারা তোমাদেরকে বের করে দিয়েছে, তোমরাও তাদেরকে সেখান থেকে বের করে দাও।] হুদায়বিয়ার সন্ধি-চুক্তির শর্ত মোতাবেক হযরত রাসূলুল্লাহ ﷺ সাহাবায়ে কেরাম (রা.)-সহ সে ওমরার কাজা আদায়ের উদ্দেশ্যে যাত্রার নিয়ত করেন, আগের বছর মক্কার কাফেররা যে ওমরা উদযাপনে বাধা প্রদান করেছিল। কিন্তু সাহাবায়ে কেরামের মনে তখন সন্দেহের উদ্রেক হয় যে, কাফেররা হয়তো তাদের সন্ধি ও চুক্তির মর্যাদা রক্ষা করবে না। যদি তারা এ বছরও তাঁদেরকে বাধা দেয়, তবে তাঁরা কি করবেন? এ প্রসঙ্গেই উল্লিখিত আয়াতে অনুমতি প্রদান করা হলো যে, যদি তারা তোমাদের সঙ্গে যুদ্ধে প্রবৃত্ত হয়, তবে তোমরাও তার সমুচিত জবাব দেওয়ার অনুমতি থাকলো।

পুরো মক্কী জিন্দেগীতে মুসলমানদেরকে কাফেরদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার ব্যাপারে বাধা দান করা হয়েছিল এবং সর্বদা ক্ষমা ও উদারতার শিক্ষা প্রদান করা হয়েছিল। কাজেই এ আয়াত নাজিল হওয়ার পর সাহাবীগণের ধারণা হয়েছিল যে, হয়তো কোনো কোনো ক্ষেত্রে কাফেরদেরকে হত্যা করা নিষিদ্ধ ও দূষণীয় হয়ে থাকবে। এ ধারণার অপনোদনকল্পে ইরশাদ হলো– وَالْفِتْنَةُ اَشَدُّ مِنَ الْقَتْلِ –[এবং ফেতনা বা দাঙ্গা-হাঙ্গামা সৃষ্টি করা হত্যা অপেক্ষাও কঠিন অপরাধ]। অর্থাৎ, একথা তো অবশ্যই সত্য ও সর্বজনবিদিত যে, নরহত্যা নিকৃষ্ট কর্ম, কিন্তু মক্কার কাফেরদের কুফরি ও শিরকের উপর অটল থাকা এবং মুসলমানদেরকে ওমরা ও হজের মতো ইবাদতের পথে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করা অতি গুরুতর ও কঠিন অপরাধ। এরূপ প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করার কারণেই তাদেরকে হত্যা করার অনুমতি প্রদান করা হলো। আলোচ্য আয়াতে উল্লিখিত فِتْنَة [ফেতনা] শব্দটির দ্বারা কুফর, শিরক এবং মুসলমানদের ইবাদতে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করাকেই বুঝানো হয়েছে। –[জাস্‌সাস, কুরতুবী]

অবশ্য এ আয়াতের ব্যাপকতার দ্বারা বুঝা যায় যে, কাফেররা যেখানেই থাকুক না কেন, তাদেরকে হত্যা করা শরিয়তসিদ্ধ। আয়াতে এই ব্যাপকতাকে পরবর্তী বাক্যে এই বলে সীমিত করা হয়েছে– وَلَا تُقَاتِلُوْهُمْ عِنْدَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ حَتّٰى يُقَاتِلُوْكُمْ فِيْهِ অর্থাৎ, 'মসজিদুল হারামের পার্শ্ববর্তী এলাকায় তথা পুরো হরমে মক্কায় তোমরা তাদের সঙ্গে ততক্ষণ পর্যন্ত যুদ্ধ করো না, যতক্ষণ না তারা নিজেরাই তোমাদের উপর আক্রমণোদ্যত হয়।

মাসআলা : হরমে-মক্কার বা মক্কার সম্মানিত এলাকায় মানুষ তো দূরের কথা, কোনো হিংস্র পশু হত্যা করাও জায়েজ নয়। কিন্তু এই আয়াত দ্বারা জানা গেল যে, যদি কেউ অপরকে হত্যায় প্রবৃত্ত হয়, তখন তার প্রতিরোধকল্পে যুদ্ধ করা জায়েজ। এই মর্মে সমস্ত ফিকহবিদগণ একমত।

মাসআলা : এ আয়াত দ্বারা আরো বুঝা যাচ্ছে যে, প্রথম অভিযান আক্রমণ বা আগ্রাসন কেবলমাত্র মসজিদুল হারামের পার্শ্ববর্তী এলাকায় বা 'হরমে মক্কায়'-ই নিষিদ্ধ। অপরাপর এলাকায় যেমন প্রতিরোধমূলক যুদ্ধ অপরিহার্য, তেমনি প্রথম আক্রমণ বা অভিযানও জায়েজ।

সপ্তম হিজরি সনে যখন রাসূলুল্লাহ ﷺ হুদায়বিয়ার সন্ধি-চুক্তির শর্ত অনুযায়ী বিগত বছরের ওমরার কাজা আদায় করার নিয়তে সাহাবীগণ (রা.) সহ মক্কা অভিমুখে যাত্রা করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন, তখন হযরত ﷺ-এর সাহাবীগণ জানতেন যে, কাফেরদের চুক্তি ও সন্ধির কোনোই মর্যাদা নেই। এমনও হতে পারে, তারা সন্ধির প্রতি ভ্রুক্ষেপ না করে যুদ্ধে প্রবৃত্ত হবে। তখন সে ক্ষেত্রে সাহাবীগণের মনে এই আশঙ্কার উদ্ভব হয় যে, এতে করে হরম শরীফেও যুদ্ধ সংঘটিত হয়ে যেতে পারে, যা ইসলামি শরিয়তে নিষিদ্ধ। উপরের আয়াতে সাহাবীগণের এ আশঙ্কার জবাব দান প্রসঙ্গে বলা হয়েছে– মক্কার হরম শরীফের প্রতি সম্মান প্রদর্শন মুসলমানদের অবশ্যই অপরিহার্য কর্তব্য। কিন্তু যদি কাফেররা হরম-শরীফের এলাকায় মুসলমানদের সঙ্গে যুদ্ধে প্রবৃত্ত হয়, তবে তার মোকাবিলায় মুসলমানদের পক্ষেও যুদ্ধ করা জায়েজ।

https://e-ilm.weebly.com/

সাহাবীগণের মনে দ্বিতীয় সন্দেহ এই ছিল যে, এটা জিলকদ মাস এবং সে চার মাসেরই অন্তর্ভুক্ত, যেগুলো 'আশহুরে-হারাম' বা সম্মানিত মাস বলা হয়। এই মাসসমূহে কোথাও কারো সঙ্গে যুদ্ধ করা জায়েজ নয়। এমতাবস্থায় যদি মক্কার মুশরিকরা আমাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ শুরু করে, তবে আমরা এই মাসে তার প্রতিরোধকল্পে কিভাবে যুদ্ধ করব; তাঁদের এই দ্বিধা দূর করার জন্যই আয়াতটি নাজিল করা হয়েছে। অর্থাৎ, মক্কার হরম শরীফের সম্মানার্থে শত্রুর হামলা প্রতিরোধকল্পে যুদ্ধ করা যেমন শরিয়তসিদ্ধ, তেমনিভাবে হারাম মাসে [সম্মানিত মাসেও] যদি কাফেররা মুসলমানদের বিরুদ্ধে যুদ্ধে প্রবৃত্ত হয়, তবে তার প্রতিরোধকল্পে তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করাও জায়েজ।

শব্দ বিশ্লেষণ

تَدْلُوْا : সীগাহ جمع مذكر حاضر বহছ مضارع معروف বাব اِفْعَالٌ মাসদার اَلْاِدْلَاءُ মূলবর্ণ (د . ل . و) জিনস ناقص واوى অর্থ– তোমরা যাও।

يَسْئَلُوْنَكَ : সীগাহ جمع مذكر غائب বহছ مضارع معروف বাব فَتَحَ মাসদার اَلسُّؤَالُ মূলবর্ণ (س . أ . ل) জিনস مهموز عين অর্থ– তারা প্রশ্ন করে।

مَوَاقِيْتُ : শব্দটি বহুবচন, একবচন مِيْقَاتٌ অর্থ– নির্ধারিত সময়।

ظُهُوْرِ : শব্দটি বহুবচন, একবচন ظَهْرٌ অর্থ- পিঠসমূহ।

لَاتَعْتَدُوْا : সীগাহ جمع مذكر حاضر বহছ نهى حاضر معروف বাব اِفْتِعَالٌ মাসদার اَلْاِعْتِدَاءُ মূলবর্ণ (ع . د . و) জিনস ناقص واوى অর্থ– তোমরা সীমালঙ্ঘন করো না।

ثَقِفْتُمُوْ : সীগাহ جمع مذكر حاضر বহছ ماضى معروف বাব سَمِعَ মাসদার اَلثَّقْفُ মূলবর্ণ (ث . ق . ف) জিনস صحيح অর্থ– তোমরা পাও।

فِتْنَةٌ : শব্দটি একবচন, বহুবচন فتن অর্থ– ফেতনা।

اَشَدُّ : সীগাহ واحد مذكر বহছ اسم تفضيل বাব نَصَرَ মাসদার اَلشِّدَّةُ মূলবর্ণ (ش . د . د) জিনস مضاعف ثلاثى অর্থ– বেশি কঠিন।

عُدْوَانَ : এটি বাব نَصَرَ-এর মাসদার। অর্থ– জুলুম, অত্যাচার, জবরদস্তি।

বাক্য বিশ্লেষণ

قوله يَسْئَلُوْنَكَ عَنِ الْاَهِلَّةِ : এখানে يَسْئَلُوْنَ ফে'ল, এতে هُمْ উহ্য সর্বনামটি ফা'য়েল, ك টি مفعول ; عَنِ الْاَهِلَّةِ জার ও মাজরূর মিলে متعلق হলো। সর্বশেষে ফে'ল, ফা'য়েল ও متعلق মিলে جُمْلَة فِعْلِيَّة خَبَرِيَّة হয়েছে।

قوله اِنَّ اللهَ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِيْنَ : এখানে اِنَّ হরফে মুশাব্বাহ বিলফি'ল। اللّٰهَ শব্দটি ইসমে ইন্না لَا يُحِبُّ ফে'ল, এতে هُوَ উহ্য সর্বনামটি তার ফা'য়েল, اَلْمُعْتَدِيْنَ মাফউল। ফে'ল, ফা'য়েল ও মাফউল মিলে جُمْلَة فِعْلِيَّة হয়ে একক হিসেবে খবর। ইন্না তার ইসম ও খবর মিলে جُمْلَة اِسْمِيَّة خَبَرِيَّة হয়েছে।

قوله وَالْفِتْنَةُ اَشَدُّ مِنَ الْقَتْلِ : এখানে اَلْفِتْنَةُ শব্দটি মুবতাদা, اَشَدُّ শিবহে ফে'ল, مِنَ الْقَتْلِ জার ও মাজরূর মিলে متعلق ; শিবহে ফে'ল ও متعلق মিলে خبر হয়েছে, مبتدأ ও خبر মিলে جُمْلَة اِسْمِيَّة خَبَرِيَّة হয়েছে।

قوله فَاِنَّ اللهَ غَفُوْرٌ رَحِيْمٌ : এখানে اِنَّ হলো حرف مشبهة بالفعل আর اللّٰهَ টি اِنَّ এর اسم হয়েছে। غَفُوْرٌ ও رَحِيْمٌ প্রত্যেকটি اِنَّ এর خبر অবশেষে ان তার اسم ও خبر মিলে جُمْلَة اِسْمِيَّة خَبَرِيَّة হয়েছে।

https://e-ilm.weebly.com/

الشَّهْرُ الْحَرَامُ بِالشَّهْرِ الْحَرَامِ وَالْحُرُمٰتُ قِصَاصٌ ۚ فَمَنِ اعْتَدٰى عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُوْا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدٰى عَلَيْكُمْ ۚ وَاتَّقُوا اللّٰهَ وَاعْلَمُوْٓا اَنَّ اللّٰهَ مَعَ الْمُتَّقِيْنَ (١٩٤)

অনুবাদ (১৯৪) সম্মানিত মাস সম্মানিত মাসের বিনিময়ে আর এই সমস্ত সম্মান তো পারস্পরিক বিনিময়ের বস্তু; সুতরাং যে ব্যক্তি তোমাদের উপর উৎপীড়ন করে, তোমরাও তার প্রতি উৎপীড়ন করবে, যেরূপ সে তোমাদের প্রতি উৎপীড়ন করেছে, আর আল্লাহকে ভয় করতে থাক এবং বিশ্বাস রাখ যে, আল্লাহ তা'আলা আল্লাহভীরুদের সঙ্গে থাকেন।

وَاَنْفِقُوْا فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ وَلَا تُلْقُوْا بِاَيْدِيْكُمْ اِلَى التَّهْلُكَةِ ۚ وَاَحْسِنُوْا ۚ اِنَّ اللّٰهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِيْنَ (١٩٥)

(১৯৫) আর তোমরা [জ্ঞানের সঙ্গে মালও] ব্যয় কর আল্লাহর পথে এবং [এই উভয় কাজ ত্যাগ করে] নিজেদেরকে নিজেরা ধ্বংসের পথে নিক্ষেপ করো না, আর কাজ উত্তমরূপে সম্পন্ন কর, নিশ্চয় আল্লাহ ভালোবাসেন উত্তমরূপে কাজ সম্পাদনকারীদেরকে।

وَاَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلّٰهِ ۚ فَاِنْ اُحْصِرْتُمْ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْىِ ۚ وَلَا تَحْلِقُوْا رُءُوْسَكُمْ حَتّٰى يَبْلُغَ الْهَدْىُ مَحِلَّهٗ ۚ فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَّرِيْضًا اَوْ بِهٖٓ اَذًى مِّنْ رَّاْسِهٖ فَفِدْيَةٌ مِّنْ صِيَامٍ اَوْ صَدَقَةٍ اَوْ نُسُكٍ ۚ

অনুবাদ : (১৯৬) আর হজ ও ওমরা আল্লাহর উদ্দেশ্যে পূর্ণরূপে পালন কর, অতঃপর যদি [শত্রু-ভীতির বা অসুস্থতাহেতু] তোমরা বাধাপ্রাপ্ত হও, তবে কুরবানির জীব যা সহজসাধ্য হয় [যথারীতি জবাই করবে], এবং স্বীয় মস্তক মুণ্ডন করো না যে পর্যন্ত না পৌঁছে যায় কুরবানির জীব তার জবাইয়ের স্থানে; অবশ্য যদি তোমাদের মধ্যে কেউ অসুস্থ হয় অথবা তার মাথায় তাকলীফ থাকে, তবে ফিদিয়া দিবে রোজা অথবা সদকা অথবা জবাই দ্বারা,

শাব্দিক অনুবাদ

(১৯৪) اَلشَّهْرُ الْحَرَامُ সম্মানিত মাস بِالشَّهْرِ الْحَرَامِ সম্মানিত মাসের বিনিময়ে وَالْحُرُمٰتُ قِصَاصٌ আর এই সমস্ত সম্মান তো পারস্পরিক বিনিময়ের বস্তু; فَمَنِ اعْتَدٰى عَلَيْكُمْ সুতরাং যে ব্যক্তি তোমাদের উপর উৎপীড়ন করে فَاعْتَدُوْا عَلَيْهِ তোমরাও তার প্রতি উৎপীড়ন করবে بِمِثْلِ مَا اعْتَدٰى عَلَيْكُمْ যেরূপ সে তোমাদের প্রতি উৎপীড়ন করেছে وَاتَّقُوا اللّٰهَ আর আল্লাহকে ভয় করতে থাক وَاعْلَمُوْٓا এবং বিশ্বাস রাখ যে, اَنَّ اللّٰهَ مَعَ الْمُتَّقِيْنَ আল্লাহ তা'আলা আল্লাহভীরুদের সঙ্গে থাকেন।

(১৯৫) وَاَنْفِقُوْا আর তোমরা [জ্ঞানের সঙ্গে মালও] ব্যয় কর فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ আল্লাহর পথে وَلَا تُلْقُوْا بِاَيْدِيْكُمْ এবং নিজেদেরকে নিজেরা নিক্ষেপ করো না اِلَى التَّهْلُكَةِ ধ্বংসের পথে وَاَحْسِنُوْا আর কাজ উত্তমরূপে সম্পন্ন কর اِنَّ اللّٰهَ يُحِبُّ নিশ্চয় আল্লাহ ভালোবাসেন الْمُحْسِنِيْنَ উত্তমরূপে কাজ সম্পাদনকারীদেরকে।

(১৯৬) وَاَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلّٰهِ আর হজ ও ওমরা আল্লাহর উদ্দেশ্যে পূর্ণরূপে পালন কর فَاِنْ اُحْصِرْتُمْ অতঃপর যদি [শত্রু-ভীতির বা অসুস্থতাহেতু] তোমরা বাধাপ্রাপ্ত হও فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْىِ তবে কুরবানির জীব যা সহজসাধ্য হয় وَلَا تَحْلِقُوْا رُءُوْسَكُمْ এবং স্বীয় মস্তক মুণ্ডন করো না حَتّٰى যে পর্যন্ত না يَبْلُغَ الْهَدْىُ পৌঁছে যায় কুরবানির জীব مَحِلَّهٗ তার জবাইয়ের স্থানে فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَّرِيْضًا অবশ্য যদি তোমাদের মধ্যে কেউ অসুস্থ হয় اَوْ بِهٖٓ اَذًى مِّنْ رَّاْسِهٖ অথবা তার মাথায় তাকলীফ থাকে فَفِدْيَةٌ তবে ফিদিয়া দিবে مِّنْ صِيَامٍ রোজা اَوْ صَدَقَةٍ অথবা সদকা اَوْ نُسُكٍ অথবা জবাই দ্বারা

https://e-ilm.weebly.com/

فَإِذَآ أَمِنتُمْ فَمَن تَمَتَّعَ بِٱلْعُمْرَةِ إِلَى ٱلْحَجِّ
فَمَا ٱسْتَيْسَرَ مِنَ ٱلْهَدْيِ ۚ فَمَن لَّمْ يَجِدْ
فَصِيَامُ ثَلَٰثَةِ أَيَّامٍ فِى ٱلْحَجِّ وَسَبْعَةٍ إِذَا
رَجَعْتُمْ ۗ تِلْكَ عَشَرَةٌ كَامِلَةٌ ۗ ذَٰلِكَ لِمَن لَّمْ
يَكُنْ أَهْلُهُۥ حَاضِرِى ٱلْمَسْجِدِ ٱلْحَرَامِ ۚ وَٱتَّقُوا۟
ٱللَّهَ وَٱعْلَمُوٓا۟ أَنَّ ٱللَّهَ شَدِيدُ ٱلْعِقَابِ (١٩٦)

অনুবাদ : তারপর যখন তোমরা নিরাপদে থাক, তখন যে ব্যক্তি ওমরাকে হজের সাথে একত্রিত করে লাভবান হয়, তবে কুরবানির যে জীব সহজলভ্য হয় [জবাই করবে], অনন্তর যার জন্য কুরবানির জীব সহজলভ্য না হয়, তবে [সে] রোজা রাখবে তিন দিন হজের সময় আর সাত দিন [রোজা রাখবে] যখন হজ হতে তোমাদের প্রত্যাবর্তনের সময় আসবে; এই দশ পূর্ণ হলো, এটা ঐ ব্যক্তির জন্য যার পরিজনবর্গ মসজিদে হারামের নিকট অবস্থান না করে, আর আল্লাহকে ভয় করতে থাক এবং জেনে রাখ যে, নিশ্চয় আল্লাহ কঠোর শাস্তি প্রদান করেন।

ٱلْحَجُّ أَشْهُرٌ مَّعْلُومَٰتٌ ۚ فَمَن فَرَضَ فِيهِنَّ ٱلْحَجَّ
فَلَا رَفَثَ وَلَا فُسُوقَ وَلَا جِدَالَ فِى ٱلْحَجِّ ۗ وَمَا
تَفْعَلُوا۟ مِنْ خَيْرٍ يَعْلَمْهُ ٱللَّهُ ۗ وَتَزَوَّدُوا۟ فَإِنَّ خَيْرَ
ٱلزَّادِ ٱلتَّقْوَىٰ ۚ وَٱتَّقُونِ يَٰٓأُو۟لِى ٱلْأَلْبَٰبِ (١٩٧)

(১৯৭) হজের মাসগুলো সুবিদিত, অতএব, যে ব্যক্তি এই মাসগুলোর মধ্যে হজ করা স্থির করে নেয়, অতঃপর হজে না অশ্লীলতা আছে এবং না অসৎ কাজ এবং না ঝগড়া-বিবাদ, আর তোমরা যে নেককাজ করবে আল্লাহ তা অবগত হন, আর পাথেয় অবশ্যই সঙ্গে নিও, কেননা পাথেয়ের মধ্যে সবচেয়ে বড় কথা [ভিক্ষাবৃত্তি হতে] বেঁচে থাকা, আর হে জ্ঞানীগণ! আমাকে ভয় করতে থাক।

শাব্দিক অনুবাদ

فَإِذَا أَمِنتُمْ তারপর যখন তোমরা নিরাপদে থাক فَمَنْ تَمَتَّعَ তবে যে ব্যক্তি লাভবান হয় بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ ওমরাকে হজের সাথে একত্রিত করে فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ তবে কুরবানির যে জীব সহজলভ্য হয় [জবাই করবে] فَمَن لَّمْ يَجِدْ অনন্তর যার জন্য কুরবানির জীব সহজলভ্য না হয় فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ তবে [সে] রোজা রাখবে তিন দিন فِي الْحَجِّ হজের সময় وَسَبْعَةٍ إِذَا رَجَعْتُمْ আর সাত দিন যখন হজ হতে তোমাদের প্রত্যাবর্তনের সময় আসবে تِلْكَ عَشَرَةٌ كَامِلَةٌ এই দশ পূর্ণ হলো ذَٰلِكَ এটা لِمَن لَّمْ يَكُنْ أَهْلُهُ ঐ ব্যক্তির জন্য যার পরিজনবর্গ না করে حَاضِرِي الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ মসজিদে হারামের নিকট অবস্থান وَاتَّقُوا اللَّهَ আর আল্লাহকে ভয় করতে থাক وَاعْلَمُوا এবং জেনে রাখ যে أَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ নিশ্চয় আল্লাহ কঠোর শাস্তি প্রদান করেন।

(১৯৭) الْحَجُّ أَشْهُرٌ مَّعْلُومَاتٌ হজের মাসগুলো সুবিদিত فَمَن فَرَضَ অতএব, যে ব্যক্তি স্থির করে নেয় فِيهِنَّ الْحَجَّ এই মাসগুলোর মধ্যে হজ করা فَلَا رَفَثَ অতঃপর না অশ্লীলতা আছে وَلَا فُسُوقَ এবং না অসৎ কাজ وَلَا جِدَالَ এবং না ঝগড়া-বিবাদ فِي الْحَجِّ হজে وَمَا تَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ আর তোমরা যে নেককাজ করবে يَعْلَمْهُ اللَّهُ আল্লাহ তা অবগত হন وَتَزَوَّدُوا আর পাথেয় অবশ্যই সঙ্গে নিও فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ কেননা পাথেয়ের মধ্যে সবচেয়ে বড় কথা [ভিক্ষাবৃত্তি হতে] التَّقْوَىٰ বেঁচে থাকা وَاتَّقُونِ আর আমাকে ভয় করতে থাক يَا أُولِي الْأَلْبَابِ হে জ্ঞানীগণ!।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

(১৯৪) الشَّهْرُ الْحَرَامُ بِالشَّهْرِ الْحَرَامِ وَالْحُرُمَاتُ قِصَاصٌ الخ **আয়াতের শানে নুযূল :** হুদাইবিয়ার সন্ধি স্থাপন হওয়ার পরের বৎসর রাসূলুল্লাহ ﷺ যখন ওমরাহ-এর কাজা আদায় করতে মক্কায় যান তখন এ সংবাদ ছড়িয়ে পড়ল যে, কাফেরগণ মুসলমানদেরকে ওমরাহ আদায় করতে বাধা প্রদান করবে। তখন মুসলমানগণ এতে বিচলিত হয়ে পড়েন যে, কিভাবে নিষিদ্ধ মাসে তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ বিগ্রহ করবে? তখন উপরিউক্ত আয়াত অবতীর্ণ হয়।

https://e-ilm.weebly.com/

(১৯৫) وَأَنْفِقُوْا فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ وَلَا تُلْقُوْا إِلَى التَّهْلُكَةِ الخ **আয়াতের শানে নুযূল :** হযরত আবূ আইউব আনসারী (রা.) হতে বর্ণিত আছে, মক্কা বিজয়ের পর যখন আরবের সর্বত্র ইসলামের পতাকা উড্ডীন হয় এবং দিকে দিকে শিরক ও কুফর উৎখাত হয়ে ঈমানের জয় জয়কার ধ্বনি উত্থিত হয় তখন একদা তিনি আত্মতৃপ্তিতে বলেন, "এক্ষণে মহান আল্লাহ ইসলামকে সর্বত্র বিজয়ী করেছেন, ফলে মুসলিম সংখ্যা বৃদ্ধি পেয়েছে। আর আমরা শঙ্কাহীন হয়ে পরিবার-পরিজনের কাছে গৃহে ফিরে এসেছি। এমতাবস্থায় আমরা নির্বিঘ্নে গৃহে অবস্থান করতে পারব এবং এতদিনের অনুপস্থিতিতে এলোমেলো সংসার গুছিয়ে নিতে সুযোগ পাব"। এ উক্তির পরিপ্রেক্ষিতে উক্ত আয়াতটি নাজিল হয়। –[তাফসীরে ইবনে কাছীর]

(১৯৬) وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلّٰهِ فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ الخ **আয়াতের শানে নুযূল :** হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা.) হতে বর্ণিত। ষষ্ঠ হিজরিতে নবী করীম ﷺ সাহাবীদেরকে নিয়ে হজ পালনের উদ্দেশ্যে রওয়ানা হন। হুদাইবিয়া নামক স্থানে পৌছার পর মক্কার কাফেররা তাদেরকে বাঁধা প্রদান করে। তখন আলোচ্য আয়াতটি অবতীর্ণ হয়। –[কাশশাফ, বায়যাবী]

(১৯৭) اَلْحَجُّ أَشْهُرٌ مَعْلُوْمٰتٌ فَمَنْ فَرَضَ فِيْهِنَّ الْحَجَّ الخ **আয়াতের শানে নুযূল :** একসময়ে একটি ইয়েমেনী কাফেলা হজের উদ্দেশ্যে রওয়ানা করে এবং নিজেদেরকে আল্লাহর উপর ভরসাকারী হিসেবে ঘোষণা দিয়ে পথের খরচ ও পাথেয় ছাড়াই চলতে শুরু করে। মক্কায় পৌছে তারা যখন প্রয়োজনীয় কার্যাদি ও খাদ্য পানীয়ের অভাব মিটাতে চাইল, আর টাকার অভাবে তা করতে না পেরে ওরা লোকজনের কাছে হাত পাততে শুরু করল, তখন তাদেরকে লক্ষ্য করে আল্লাহ তা'আলা এ আয়াতগুলো নাজিল করেন। বলা হলো যে, হে বোধসম্পন্ন ব্যক্তিরা! তোমরা পাথেয় অর্জন করে প্রয়োজনীয় সম্বল সাথে নিয়ে হজের জন্য বের হবে, যাতে কারো গলগ্রহ হতে না হয়। অন্যথা তোমাদেরকে পরের নিকট হাত পাততে হবে, যা রীতিমতো تَقْوٰى -এর পরিপন্থি কাজ।

জিহাদে অর্থ ব্যয় : وَأَنْفِقُوْا فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ [এবং তোমরা আল্লাহর পথে খরচ কর]– এই আয়াতে স্বীয় অর্থ-সম্পদ থেকে প্রয়োজন মতো ব্যয় করা মুসলমানদের প্রতি ফরজ করা হয়েছে। এই আয়াত থেকে ফিকহশাস্ত্রবিদ আলেমগণ এই সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছেন যে, মুসলমানদের উপর ফরজ জাকাত ব্যতীত আরো এমন কিছু দায়-দায়িত্ব ও ব্যয় খাত রয়েছে, যেগুলো ফরজ; কিন্তু সেগুলো স্থায়ী কোনো খাত নয় বা সেগুলোর জন্য কোনো নির্ধারিত নেসাব বা পরিমাণ নেই; বরং যখন যতটুকু প্রয়োজন তখন ততটুকুই খরচ করা প্রত্যেক মুসলমানের উপর ফরজ। আর যদি প্রয়োজন না হয়; তবে কিছুই ফরজ নয়। জিহাদে অর্থ ব্যয়ও এই পর্যায়ভুক্ত।

قوله وَلَا تُلْقُوْا بِأَيْدِيْكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ [এবং স্বহস্তে নিজেকের ধ্বংসের মুখে ঠেলে দিও না] আয়াতাংশের শাব্দিক অর্থ অত্যন্ত দ্ব্যার্থহীন ও স্পষ্ট। এতে স্বেচ্ছায় নিজেকে ধ্বংসের মুখে নিক্ষেপ করতে বারণ করা হয়েছে। এখন কথা হলো যে, "ধ্বংসের মুখে নিক্ষেপ করা" বলতে এক্ষেত্রে কি বুঝানো হয়েছে? এ প্রসঙ্গে কুরআন মাজীদের ব্যাখ্যাদাতাগণের অভিমত বিভিন্ন প্রকার। ইমাম জাসসাস ও ইমাম রাযী (র.) বলেছেন, আয়াতের ব্যাখ্যায় বর্ণিত বিভিন্ন উক্তির মাঝে কোনো বিরোধ নেই। প্রত্যেকটি উক্তিই গৃহীত হতে পারে। হযরত আবূ আইয়ূব আনসারী (রা.) বলেন, এই আয়াত আমাদের সম্পর্কেই নাজিল হয়েছে। আমরা এর ব্যাখ্যা উত্তমরূপেই জানি। কথা হলো এই যে, আল্লাহ তা'আলা ইসলামকে যখন বিজয়ী ও সুপ্রতিষ্ঠিত করলেন, তখন আমাদের মধ্যে আলোচনা হলো যে, এখন আর জিহাদের কি প্রয়োজন? এখন আমরা আপন গৃহে অবস্থান করে বিষয়-সম্পত্তির দেখা-শোনা করি। এ প্রসঙ্গেই এই আয়াতটি নাজিল হলো। এতে স্পষ্ট বুঝা যাচ্ছে যে, 'ধ্বংসে'র দ্বারা এখানে জিহাদ পরিত্যাগ করাকেই বুঝানো হয়েছে। এর দ্বারা প্রমাণিত হচ্ছে, জিহাদ পরিত্যাগ করা মুসলমানদের জন্য ধ্বংসেরই কারণ। সেজন্যই হযরত আবূ আইয়ূব আনসারী (রা.) সারা জীবনই জিহাদ করে গেছেন। শেষ পর্যন্ত ইস্তাম্বুলে শহীদ হয়ে সেখানেই সমাহিত হয়েছেন।

হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা.), হুযায়ফা (রা.), কাতাদা (রা.) এবং মুজাহিদ ও যাহ্হাক (র.) প্রমুখ তাফসীর শাস্ত্রের ইমামগণের কাছ থেকেও এরূপই বর্ণিত হয়েছে।

হযরত বারা ইবনে আযেব (রা.) বলেছেন– পাপের কারণে আল্লাহর রহমত ও মাগফেরাত থেকে নিরাশ হওয়াও নিজ হাতে নিজেকে ধ্বংসের মুখে ঠেলে দেওয়ার নামান্তর। এজন্যই মাগফেরাত সম্পর্কে নিরাশ হওয়া হারাম।

ইমাম জাসসাস (র.)-এর ভাষ্য অনুযায়ী উপরিউক্ত সমস্ত নির্দেশই এ আয়াত থেকে গ্রহণ করা যেতে পারে।

https://e-ilm.weebly.com/

সুন্দর ও সুষ্ঠুভাবে কাজ করাকে কুরআন 'ইহসান' إِحْسَانٌ শব্দের দ্বারা প্রকাশ করেছে। ইহসান দু'রকম : ১. ইবাদতে ইহসান, ও ২. দৈনন্দিন কাজ-কর্ম, পারিবারিক ও সামাজিক ক্ষেত্রে ইহসান। ইবাদতের ইহসান সম্পর্কে স্বয়ং রাসূলুল্লাহ ﷺ 'হাদীসে জিবরাঈল' –এ ব্যাখ্যা দিয়েছেন যে, এমনভাবে ইবাদত কর, যেন তুমি আল্লাহকে স্বচক্ষে দেখছ। আর যদি সে পর্যায় পর্যন্ত পৌছতে না পার, তবে এ বিশ্বাস রাখা অপরিহার্য যে, স্বয়ং আল্লাহ তোমাকে দেখছেন।

وَأَحْسِنُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ –এই বাক্যে প্রত্যেক কাজই সুন্দর ও সুষ্ঠুভাবে সম্পাদনের জন্য উৎসাহ প্রদান করা হয়েছে।

এছাড়া দৈনন্দিন কাজকর্ম এবং পারিবারিক ও সামাজিক ব্যাপারে [মু'আমালাত ও মু'আশারাত] ইহসানের ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে হযরত মা'আয ইবনে জাবাল (রা.) হতে বর্ণিত মুসনাদে আহমদের এক হাদীসে হযরত রাসূলে কারীম ﷺ বলেছেন, "তোমরা নিজেদের জন্য যাকিছু পছন্দ কর, অন্যান্য লোকদের জন্যও তাই পছন্দ কর। আর যা তোমরা নিজেদের জন্য না-পছন্দ কর, অন্যের জন্যও তা না-পছন্দ করবে।" –[মাযহারী]

হজ সর্বসম্মতভাবে ইসলামের আরকানসমূহের মধ্যে একটি রুকন, এবং ইসলামের ফারায়েজ বা অবশ্য করণীয় বিষয়সমূহের একটি অতি গুরুত্বপূর্ণ ফরজ। কুরআনের বহু আয়াত এবং অসংখ্য হাদীসের মাধ্যমে এর প্রতি তাকীদ ও গুরুত্বারোপ করা হয়েছে।

অধিকাংশ ওলামায়ে কেরামের মতে হিজরি তৃতীয় বছর, যে বছর ওহুদের যুদ্ধ সংঘটিত হয়েছিল, সে বছরই সূরা আলে ইমরানের একটি আয়াতের মাধ্যমে হজ ফরজ করা হয়েছে। –[ইবনে কাছীর]

এ আয়াতেই হজ ফরজ হওয়ার শর্তসমূহ এবং মর্মার্থ ও ক্ষমতা থাকা সত্ত্বেও হজ না করার কঠিন পরিণতি সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে।

আলোচ্য আটটি আয়াতের প্রথম আয়াত وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ মুফাসসিরীনের ঐকমত্য অনুযায়ী হুদায়বিয়ার ঘটনা প্রসঙ্গে অবতীর্ণ হয়েছে। যা ৬ষ্ঠ হিজরি সালে সংঘটিত হয়েছে। এতে বুঝা যাচ্ছে, এ আয়াতের উদ্দেশ্য হজ ফরজ হওয়ার বিষয় বাতলানো নয়, তা পূর্বেই বাতলে দেওয়া হয়েছে; বরং এখানে উদ্দেশ্য হলো হজ ও ওমরার কিছু বিশেষ নির্দেশ বর্ণনা করা।

ওমরার আহকাম : সূরা আলে ইমরানের যে আয়াতের মাধ্যমে হজ ফরজ করা হয়েছে তাতে যেহেতু শুধুমাত্র হজের কথাই বলা হয়েছে, ওমরার কোনো আলোচনাই করা হয়নি, আর এই আয়াতে যাতে শুধু ওমরার কথাই আলোচনা করা হয়েছে, এর ফরজ কিংবা ওয়াজিব হওয়ার ব্যাপারে কোনো কথাই বলা হয়নি; বরং বলা হয়েছে যে, কোনো লোক যদি ইহরামের মাধ্যমে হজ অথবা ওমরা আরম্ভ করে, তাহলে তার পক্ষে তা সম্পাদন করা ওয়াজিব হয়ে যায়। যেমন– সাধারণ নফল নামাজ-রোজার ব্যাপারে এই হুকুম যে, তা আরম্ভ করলে সম্পাদন করা ওয়াজিব হয়ে পড়ে। কাজেই এই আয়াতের দ্বারা ওমরা ওয়াজিব কিনা তা বুঝায় না; বরং আরম্ভ করলে শেষ করতে হবে, তাই বুঝায়।

ইবনে কাছীর হযরত জাবের (রা.)-এর উদ্ধৃতি দিয়ে লিখেছেন যে, তিনি রাসূল ﷺ-কে জিজ্ঞেস করেছিলেন, হুজুর! ওমরা কি ওয়াজিব? তিনি বলেছিলেন, ওয়াজিব নয়, তবে যদি কর, খুবই ভালো। ইমাম তিরমিযী (র.) বলেছেন, এই হাদীসটি সহীহ ও হাসান। সুতরাং ইমাম আবূ হানীফা ও ইমাম মালেক (র.) প্রমূখ ওমরাকে ওয়াজিব বলেননি; সুন্নত বলে গণ্য করেছেন। আলোচ্য আয়াতে বলা হয়েছে যে, হজ অথবা ওমরা শুরু করলে তা আদায় করা ওয়াজিব। তবে প্রশ্ন উঠে, যদি কোনো ব্যক্তি ওমরা শুরু করার পর কোনো অসুবিধায় পড়ে তা আদায় করতে না পারে, তাহলে কি হবে? এর উত্তর পরবর্তী فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ বাক্যে দেওয়া হয়েছে।

এ আয়াতটি হুদায়বিয়ার ঘটনা প্রসঙ্গে অবতীর্ণ হয়েছে। তখন রাসূল ﷺ এবং সাহাবীগণ ইহরাম অবস্থায় ছিলেন, কিন্তু মক্কার কাফেররা তাঁদেরকে হরমের সীমায় প্রবেশ করতে দেয়নি। ফলে তাঁরা ওমরা আদায় করতে পারেননি। তখন আদেশ হলো, ইহরামের ফিদিয়াস্বরূপ একটি করে কুরবানি কর। কুরবানি করে ইহরাম ভেঙ্গে ফেল। কিন্তু সাথে সাথে পরবর্তী আয়াতে وَلَا تَحْلِقُوا رُءُوسَكُمْ -এ বলে দেওয়া হয়েছে যে, ইহরাম খোলার শরিয়তসম্মত ব্যবস্থা মাথা মুড়ানো ততক্ষণ পর্যন্ত জায়েজ নয়, যতক্ষণ না ইহরামকারীর কুরবানি নির্ধারিত স্থানে পৌছবে।

ইমাম আবূ হানীফা (র.)-এর মতে নির্ধারিত স্থানের সীমানা হচ্ছে হরমের এলাকায় পৌছে কুরবানির পশু জবাই করা। তা নিজে না পারলে, অন্যের দ্বারা জবাই করাতে হবে। এ আয়াতে অপারগতা অর্থ হচ্ছে– রাস্তায় কোনো শত্রু কর্তৃক বাধাপ্রাপ্ত হওয়া বা প্রাণনাশের আশঙ্কা থাকা। কিন্তু ইমাম আবূ হানীফা ও অন্যান্য কোনো কোনো ইমাম অসুস্থতাকেও অপারগতার আওতাভুক্ত করেছেন। তবে রাসূল ﷺ-এর আমল দ্বারাও প্রমাণিত হয়েছে যে, কুরবানি করেই ইহরাম ছাড়তে হবে। কিন্তু বাতিলকৃত হজ বা ওমরা কাজা করা ওয়াজিব। যেমন হুজুর ﷺ এবং সাহাবায়ে কেরাম হুদায়বিয়ার সন্ধির পরবর্তী বছর উল্লিখিত ওমরার কাজা আদায় করেছিলেন।

https://e-ilm.weebly.com/

এ আয়াতে মাথা মুণ্ডনকে ইহরাম ভঙ্গ করার নিদর্শনা বলে সাব্যস্ত করা হয়েছে। এতেই প্রমাণিত হয় যে, ইহরাম অবস্থায় মাথা মুণ্ডন বা চুল ছাঁটা অথবা কাটা নিষিদ্ধ। এ হিসেবে পরবর্তী নির্দেশে বলা হয়েছে যে, কেউ যদি হজ ও ওমরা আদায় করতে গিয়ে কোনো অসুবিধার সম্মুখীন নাও হয়, কিন্তু অন্য কোনো অসুবিধার দরুন মাথা মুণ্ডন করতে বা মাথার চুল কাটাতে বাধ্য হয়, তবে তাকে কি করতে হবে?

ইহরাম অবস্থায় কোনো কারণে মাথা মুণ্ডন করলে কি করতে হবে? فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ بِهِ أَذًى مِنْ رَأْسِهِ –আয়াতে বলা হয়েছে, যদি কোনো অসুস্থতার দরুন মাথা বা শরীরের অন্য কোনো স্থানের চুল কাটতে হয়, অথবা মাথায় উকুন হওয়াতে বিশেষ কষ্ট পায়, তবে এমতাবস্থায় মাথার চুল বা শরীরের অন্য কোনো স্থানের লোম কাটা জায়েজ। কিন্তু এর ফিদিয়া বা ক্ষতিপূরণ দিতে হবে। আর তা হচ্ছে রোজা রাখা বা সদকা দেওয়া বা কুরবানি করা। কুরবানির জন্য হরমের সীমারেখা নির্ধারিত রয়েছে। কিন্তু রোজা রাখা বা সদকা দেওয়ার জন্য কোনো বিশেষ স্থান নির্ধারিত নেই। তা যে কোনো স্থানে আদায় করা চলে। কুরআনের শব্দের মধ্যে রোজার কোনো সংখ্যা নির্ধারিত নেই এবং সদকারও কোনো পরিমাণ নির্দেশ করা হয়নি। কিন্তু রাসূলে কারীম ﷺ সাহাবী কা'ব ইবনে ওজরার এমনি অবস্থার প্রেক্ষিতে ইরশাদ করেছেন– তিনটি রোজা এবং ছয়জন মিসকিনকে মাথাপিছু অর্ধ সা' গম দিতে হবে। –[বুখারী]

হজ মৌসুমে হজ ও ওমরা একত্রে আদায় করার নিয়ম : ইসলাম পূর্বযুগে আরববাসীদের ধারণা ছিল, হজের মাস আরম্ভ হয়ে গেলে অর্থাৎ, শাওয়াল মাস এসে গেলে হজ ও ওমরা একত্রে আদায় করা অত্যন্ত পাপ।

এ আয়াতে তাদের এ ধারণার নিরসন করে বলা হয়েছে যে, মীকাতের অভ্যন্তরে বসবাসকারীদের জন্য এ সময়ের মধ্যে হজ ও ওমরা একত্রে সমাধা করা নিষেধ। কারণ তাদের পক্ষে হজের মাস অতিক্রান্ত হওয়ার পরও ওমরার জন্য দ্বিতীয়বার মীকাতে গমন করা তেমনি অসুবিধার ব্যাপার নয়। কিন্তু এ সীমারেখার বাইরে থেকে যারা হজ করতে আসে, তাদের জন্য দুটিকেই একত্রে আদায় করা জায়েজ করে দেওয়া হয়েছে। কেননা এত দূর-দূরান্ত থেকে ওমরার জন্য পৃথকভাবে ভ্রমণ করা খুবই কঠিন ও অসুবিধাজনক। সে সমস্ত নির্ধারিত স্থানসমূহকে মীকাত বলা হয়, যা সারা বিশ্বের হজ যাত্রীগণ যিনি যেদিক থেকে আগমন করেন, সেসব রাস্তার প্রত্যেকটিতে একটি স্থান আল্লাহ তা'আলার পক্ষ থেকে নির্ধারিত করে দেওয়া হয়েছে। যখনই মক্কায় আগমনকারীরা এ স্থানে আসবে, তখন হজ অথবা ওমরার নিয়তে ইহরাম করা আবশ্যক। ইহরাম ব্যতীত নির্ধারিত এ স্থান অতিক্রম করা গুনাহের কাজ। যেমন, বলা হয়েছে– لِمَنْ لَمْ يَكُنْ أَهْلُهُ حَاضِرِي الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ এর অর্থ তাই। অর্থাৎ যাদের পরিবার-পরিজন মীকাতের সীমারেখার অভ্যন্তরে বসবাস করে না, তাদের জন্য হজ ও ওমরা হজের মাসে একত্রে করা জায়েজ।

অবশ্য যারা হজের মৌসুমে হজ ও ওমরাকে একত্রে আদায় করে, তাদের উপর এ দুটি ইবাদতের শুকরিয়া আদায় করা ওয়াজিব। তা হচ্ছে, কুরবানি করার সামর্থ্য যাদের রয়েছে, তারা বকরি, গাভী, উট প্রভৃতি যা তাদের জন্য সহজলভ্য হয় তা থেকে কোনো একটি পশু কুরবানি করবে। কিন্তু যাদের কুরবানি করার মতো আর্থিক সঙ্গতি নেই তারা দশটি রোজা রাখবে। হজের ৯ তারিখ পর্যন্ত তিনটি আর হজ সমাপনের পর সাতটি রোজা রাখতে হবে। এ সাতটি রোজা যেখানে এবং যখন সুবিধা, তখনই আদায় করতে পারে। হজের মধ্যে যে ব্যক্তি তিনটি রোজা পালন করতে না পারে, ইমাম আবূ হানীফা (র.) এবং কিছুসংখ্যক বিশিষ্ট সাহাবীর মতে তাদের জন্য কুরবানি করাই ওয়াজিব। যখন সামর্থ্য হয়, তখন কারো মাধ্যমে হরম শরীফে কুরবানি আদায় করবে

তামাত্তু' ও কেরান : হজের মাসে হজের সাথে ওমরাকে একত্রিকরণের দুটি পদ্ধতি রয়েছে। একটি হচ্ছে, মীকাত হতে হজ ও ওমরার জন্য একত্রে ইহরাম করা। শরিয়তের পরিভাষায় একে 'হজ্জে কেরান' বলা হয়। এর ইহরাম হজের ইহরামের সাথেই ছাড়তে হয়, হজের শেষদিন পর্যন্ত তাকে ইহরাম অবস্থায়ই কাটাতে হয়। দ্বিতীয় পদ্ধতি হচ্ছে এই যে, মীকাত হতে শুধু ওমরার ইহরাম করবে। মক্কা আগমনের পর ওমরার কাজ-কর্ম শেষ করে ইহরাম খুলবে এবং ৮ই জিলহজ তারিখে মিনা যাওয়ার প্রাক্কালে হরম শরীফের মধ্যেই ইহরাম বেঁধে নিবে। শরিয়তের পরিভাষায় একে বলা হয় 'হজ্জে তামাত্তু' কিন্তু فَمَنْ تَمَتَّعَ এ সাধারণ অর্থেই ব্যবহৃত হয়েছে।

হজ ও ওমরার আহকামের বিরুদ্ধাচরণ এবং তাতে গাফলতি করা শাস্তিযোগ্য অপরাধ : শেষ আয়াতটিতে প্রথমে তাকওয়া অবলম্বন করার আদেশ দেওয়া হয়েছে, যার অর্থ এসব নির্দেশের বিরুদ্ধাচরণ থেকে বিরত, সতর্ক ও ভীত থাকা বুঝায়। অতঃপর বলা হয়েছে– /

https://e-ilm.weebly.com/

وَاعْلَمُوْٓا اَنَّ اللّٰهَ شَدِيْدُ الْعِقَابِ; অর্থাৎ, যে ব্যক্তি জেনে শুনে আল্লাহর নির্দেশাবলির বিরুদ্ধাচরণ করে, তার জন্য রয়েছে কঠোর শাস্তি। আজকাল হজ ও ওমরাকারীগণের অধিকাংশই এ সম্পর্কে অসতর্ক। তারা প্রথমতঃ হজ ও ওমরার নিয়মাবলি জানতেই চেষ্টা করে না। আর যদিও বা জেনে নেয়, অনেকেই তা যথাযথভাবে পালন করে না। অনেকেই দায়িত্বজ্ঞানহীন মোয়াল্লেম ও সঙ্গীদের পাল্লায় পড়ে অনেক ওয়াজিবও পরিত্যাগ করে। আর সুন্নত ও মোস্তাহাবের তো কথাই নেই। আল্লাহ সবাইকে নিজ নিজ আমল যথাযথভাবে পালন করার তৌফিক দান করুন।

হজসংক্রান্ত ৮টি আয়াতের মধ্যে দ্বিতীয় আয়াত ও তার মাসআলাসমূহ : اَلْحَجُّ اَشْهُرٌ مَّعْلُوْمٰتٌ 'আশহুরুন' শব্দটি শাহরুন শব্দের বহুবচন। এর অর্থ, মাস। পূববর্তী আয়াতে বলা হয়েছিল, যারা হজ অথবা ওমরা করার নিয়তে ইহরাম বাঁধে, তাদের উপর এর সকল অনুষ্ঠানক্রিয়াদি সম্পন্ন করা ওয়াজিব হয়ে পড়ে। এ দুটির মধ্যে, ওমরার জন্য কোনো সময় নির্ধারিত নেই। বছরের যে কোনো সময় তা আদায় করা যায়। কিন্তু হজের মাস এবং এর অনুষ্ঠানাদি আদায়ের জন্য সুনির্দিষ্ট তারিখ নির্ধারিত রয়েছে। কাজেই এ আয়াতের শুরুতেই বলে দেওয়া হয়েছে যে, হজের ব্যাপারটি ওমরার মতো নয়। এর জন্য কয়েকটি মাস রয়েছে সেগুলো প্রসিদ্ধ ও সুবিদিত। জাহেলিয়াতের যুগ থেকে ইসলামের আবির্ভাব পর্যন্ত এ মাসগুলোই হজের মাসরূপে গণ্য হয়ে আসছে। আর তা হচ্ছে শাওয়াল, জিলকদ ও জিলহজের দশ দিন। হযরত আবূ উমামাহ ও ইবনে ওমর (রা.) থেকে তাই বর্ণিত হয়েছে। –[মাযহারী]

হজের মাস শাওয়াল হতে আরম্ভ হওয়ার অর্থ হচ্ছে, এর পূর্বে হজের ইহরাম বাঁধা জায়েজ নয়। কোনো কোনো ইমামের মতে শাওয়ালের পূর্বে হজের ইহরাম করলে হজ আদায়ই হবে না। ইমাম আবূ হানীফা (র.) -এর মতে হজ অবশ্য আদায় হবে, কিন্তু মাকরূহ হবে।–[মাযহারী]

فَمَنْ فَرَضَ فِيْهِنَّ الْحَجَّ فَلَا رَفَثَ وَلَا فُسُوْقَ وَلَا جِدَالَ فِي الْحَجِّ – এ আয়াতে হজের ইহরামকারীদের জন্য নিষিদ্ধ কাজ-কর্মের কিছুটা বর্ণনা দেওয়া হয়েছে। ইহরাম অবস্থায় যেসব বিষয় থেকে বিরত থাকা একান্ত কর্তব্য ও ওয়াজিব তা হচ্ছে 'রাফাস' 'ফুসূক' ও 'জিদাল'। رَفَثٌ 'রাফাস' একটি ব্যাপক শব্দ, যাতে স্ত্রী-সহবাস ও তার আনুষাঙ্গিক কর্ম, স্ত্রীর সাথে ঘনিষ্ঠ মেলামেশা, এমনকি খোলাখুলিভাবে সহবাস সংক্রান্ত আলাপ-আলোচনাও এর অন্তর্ভুক্ত। ইহরাম অবস্থায় এ সবই হারাম। অবশ্য আকার-ইঙ্গিত দূষণীয় নয়।

فُسُوْقٌ 'ফুসূক'-এর শাব্দিক অর্থ বের হওয়া। কুরআনের ভাষায় নির্দেশ লঙ্ঘন বা নাফরমানি করাকে 'ফুসূক' বলা হয়। সাধারণ অর্থে যাবতীয় পাপকেই 'ফুসূক' বলে। তাই অনেকে এ স্থলে সাধারণ অর্থই নিয়েছেন। কিন্তু হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে ওমর (রা.) 'ফুসূক' শব্দের অর্থ করেছেন– সে সকল কাজ-কর্ম যা ইহরাম অবস্থায় নিষিদ্ধ। স্থান অনুসারে এই ব্যাখ্যাই যুক্তিযুক্ত। কারণ সাধারণ পাপ ইহরামের অবস্থাতেই শুধু নয়; বরং সব সময়ই নিষিদ্ধ।

যে সমস্ত বিষয় প্রকৃতপক্ষে না-জায়েজ ও নিষিদ্ধ নয়, কিন্তু ইহরামের জন্য নিষেধ ও না-জায়েজ- তা হচ্ছে– ছয়টি–

১. স্ত্রী-সহবাস ও এর আনুষাঙ্গিক যাবতীয় আচরণ, এমনকি খোলাখুলিভাবে সহবাস-সংক্রান্ত আলাপ-আলোচনা। ২. স্থলভাগের জীবজন্তু শিকার করা বা শিকারীকে বলে দেওয়া। ৩. নখ বা চুল কাটা। ৪. সুগন্ধি দ্রব্যের ব্যবহার। এ চারটি বিষয় স্ত্রী-পুরুষ নির্বিশেষে সকলের জন্য ইহরাম অবস্থায় হারাম বা নিষিদ্ধ।

অবশিষ্ট দু'টি বিষয় পুরুষের সাথে সম্পৃক্ত। ৫. সেলাই করা কাপড় পরিধান করা। ৬. মাথা ও মুখমণ্ডল আবৃত করা। অবশ্য মুখমণ্ডল আবৃত করা স্ত্রীলোকদের জন্যও না-জায়েজ।

আলোচ্য ছ'টি বিষয়ের মধ্যে স্ত্রী-সহবাস যদিও 'ফুসূক' শব্দের অন্তর্ভুক্ত, তথাপি একে 'রাফাস' শব্দের দ্বারা স্বতন্ত্রভাবে এজন্য ব্যক্ত করা হয়েছে যে, ইহরাম অবস্থায় এ কাজ হতে বিরত থাকা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। কেননা এর কোনো ক্ষতিপূরণ বা বদলা দেওয়ার ব্যবস্থা নেই। কোনো কোনো অবস্থায় এটা এত মারাত্মক যে, এতে হজই বাতিল হয়ে যায়। অবশ্য অন্যান্য কাজগুলোর কাফফারা বা ক্ষতিপূরণ দেওয়ার ব্যবস্থা রয়েছে। আরাফাতে অবস্থান শেষ হওয়ার পূর্বে স্ত্রী-সহবাস করলে হজ ফাসেদ হয়ে যাবে। গাভী বা উট দ্বারা এর কাফফারা দিয়েও পর বছর পুনরায় হজ করতেই হবে। এজন্যই فَلَا رَفَثَ শব্দ ব্যবহার করে একে স্বতন্ত্রভাবে বর্ণনা করা হয়েছে।

https://e-ilm.weebly.com/

https://e-ilm.weebly.com/

جِدَالٌ শব্দের অর্থ একে অপরকে পরাস্ত করার চেষ্টা করা। এজন্যই বড় রকমের বিবাদকে جِدَالٌ বলা হয়। এ শব্দটিও অতি ব্যাপক। কোনো কোনো মুফাসসির এ শব্দের ব্যাপক অর্থই গ্রহণ করেছেন, আবার অনেকে হজ ও ইহরামের সম্পর্কে হেতু এখানে 'জিদাল' এর অর্থ করেছেন যে, জাহেলিয়াতের যুগে আরবরা অবস্থানের স্থান নিয়ে মতানৈক্য করত; কেউ কেউ আরাফাতে অবস্থান করাকে অত্যাবশ্যকীয় মনে করত, আবার কেউ কেউ মুযদালিফায় অবস্থানকে অত্যাবশ্যকীয় মনে করত। তারা আরাফাতে যাওয়ার প্রয়োজন মনে করত না। পথিমধ্যে অবস্থিত একটি স্থানকেই হযরত ইবরাহীম (আ.)-এর নির্ধারিত অবস্থানস্থল বলে মনে করত। এমনিভাবে হজের সময় সম্পর্কেও তারা ভিন্ন ভিন্ন মত পোষণ করত। কেউ কেউ জিলহজ মাসে হজ করত, আবার কেউ কেউ জিলকদ মাসে। এসব ব্যাপারে তাদের মধ্যে ঝগড়া-বিবাদ হতে থাকতো এবং এ জন্য একে অপরকে পথভ্রষ্ট বলে অভিহিত করত। তাই কুরআনে কারীম وَلَا جِدَالَ বলে এসব বিবাদের মূলোৎপাটন করেছে। আর আরাফাতে অবস্থানকে ফরজ এবং মুযদালিফায় অবস্থানকে ওয়াজিব করা হয়েছে। এটাই হক ও সঠিক। উপরন্তু জিলহজ মাসের নির্ধারিত দিনগুলোতেই হজ আদায় করতে হবে, এ ঘোষণা করে এর বিরুদ্ধে ঝগড়া করাকে নিষিদ্ধ করে দিয়েছে। আবার কেউ কেউ এ স্থলে 'ফুসূক ও জিদাল' শব্দদ্বয়কে সাধারণ অর্থে ব্যবহার করে এ অর্থ নিয়েছেন যে, 'ফুসূক' ও 'জিদাল' সর্বক্ষেত্রেই পাপ ও নিষিদ্ধ, কিন্তু ইহরামের অবস্থায় এর পাপ গুরুতর। পবিত্র দিনসমূহে এবং পবিত্র স্থানে, যেখানে কেবল আল্লাহর ইবাদতের জন্য আগমন করা হয়েছে এবং 'লাব্বাইক লাব্বাইক' বলা হচ্ছে। ইহরামের পোশাক তাদেরকে সব সময় একথা স্মরণ করিয়ে দিচ্ছে যে, তোমরা এখন ইবাদতে ব্যস্ত, এমতাবস্থায় ঝগড়া-বিবাদ ইত্যাদি অত্যন্ত অন্যায় ও চরমতম নাফরমানির কাজ।

কুরআনের ভাষালঙ্কার : فَلَا رَفَثَ وَلَا فُسُوْقَ وَلَا جِدَالَ আয়াতের শব্দগুলো নেতিবাচক। হজের মধ্যে এসব বিষয় নেই, অথচ উদ্দেশ্য হচ্ছে এ সকল বিষয়ের প্রতি নিষেধাজ্ঞা জারি করা; যার জন্য لَا تَرْفُثُوْا وَلَا تَفْسُقُوْا وَلَا تُجَادِلُوْا শব্দ ব্যবহার করার কথা ছিল। কিন্তু এখানে নেতিবাচক শব্দ ব্যবহার করে ইঙ্গিত করা হয়েছে যে, হজের মধ্যে এসব বিষয়ের কোনো অবকাশ নেই। এমনকি এ সবের কল্পনাও হতে পারে না। وَمَا تَفْعَلُوْا مِنْ خَيْرٍ يَّعْلَمْهُ اللّٰهُ ইহরামকালে নিষিদ্ধ বিষয়াদি বর্ণনা করার পর উল্লিখিত বাক্যে হেদায়েত করা হচ্ছে যে, হজের পবিত্র সময়ে ও পুতঃ স্থানগুলোতে শুধু নিষিদ্ধ কাজ থেকে বিরত থাকাই যথেষ্ট নয়; বরং সুবর্ণ সুযোগ মনে করে আল্লাহর জিকির ও ইবাদত এবং সৎকাজে সদা আত্মনিয়োগ কর। তুমি যে কাজই কর না কেন, তা আল্লাহ তা'আলা জানেন; আর এতে তোমাদেরকে অতি উত্তম বখশিশও দেওয়া হবে।

قوله وَتَزَوَّدُوْا فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوٰى : এ আয়াতে ঐ সমস্ত ব্যক্তির সংশোধনী পেশ করা হয়েছে যারা হজ ও ওমরা করার জন্য নিঃস্ব অবস্থায় বেরিয়ে পড়ে। অথচ দাবি করে যে, আমরা আল্লাহর উপর ভরসা করছি। পক্ষান্তরে পথে ভিক্ষাবৃত্তিতে লিপ্ত হয়। নিজেও কষ্ট করে এবং অন্যকেও পেরেশান করে। তাদেরই উদ্দেশ্যে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে যে, হজের উদ্দেশ্যে সফর করার আগে প্রয়োজনীয় পাথেয় সাথে নেওয়া বাঞ্ছনীয়, এটা তাওয়াক্কুলের অন্তরায় নয়; বরং আল্লাহর উপর ভরসা করার প্রকৃত অর্থই হচ্ছে আল্লাহ প্রদত্ত আসবাবপত্র নিজ নিজ সামর্থ্য অনুযায়ী সংগ্রহ ও জমা করে নিয়ে আল্লাহর উপর ভরসা করা। হুজুর ﷺ থেকে তাওয়াক্কুলের এই ব্যাখ্যাই বর্ণিত হয়েছে। নিঃস্বতার নাম তাওয়াক্কুল বলা মুর্খতারই নামান্তর।

হজের অর্থ ও তার প্রকারভেদ :

হজের সংজ্ঞা : হজের আভিধানিক অর্থ-দৃঢ়সংকল্প করা। আর শরিয়তের পরিভাষায় বাইতুল্লাহ শরীফ ও অন্যান্য নির্দিষ্ট স্থানসমূহ নির্দিষ্ট সময়ে নির্ধারিত বিধান অনুযায়ী ইহরামের সাথে একমাত্র আল্লাহ তা'আলার সন্তুষ্টির লক্ষ্যে জেয়ারত করাকে হজ বলে।

হজ তিন প্রকার– (১) হজ্জে ইফরাদ (২) হজ্জে তামাত্তু' (৩) হজ্জে কিরান।

(১) হজ্জে ইফরাদ : নির্ধারিত স্থান (মীকাত) হতে শুধুমাত্র হজের নিয়তে ইহরাম বেঁধে, মক্কা শরীফে উপস্থিত হয়ে হজের যাবতীয় কার্যাবলি নির্ধারিত নিয়মে, নির্দিষ্ট স্থানে সমাধা করাকে হজ্জে ইফরাদ বলে। সাধারণত বদলী হজ যারা করেন, তাঁদেরকে ইফরাদ হজের নিয়ত করতে হয়। তবে হজে কিরান বা হজে তামাত্তু' করতে হলে যিনি হজ করাচ্ছেন বা অসিয়তকারীর অনুমতিক্রমে করতে পারেন। ইহরাম অর্থ–হারাম করা, নিষিদ্ধ করা। হাজীগণ যখন হজ

বা ওমরা অথবা উভয়ের দৃঢ় নিয়ত করে তালবিয়াহ পাঠ করতে থাকে তখন তার উপর কতিপয় হালাল ও মোবাহ বস্তু ও ইহরামের কারণে হারাম হয়ে যায়। যেমন নামাজের মধ্যে ও তাকবীরে তাহরীমা দ্বারা কতিপয় হালাল জিনিস ও হারাম হয়ে যায়। এ জন্য ইহরামকে ইহরাম বলা হয়।

(২) **হজ্জে তামাত্তু'** : তামাত্তু' -এর আভিধানিক অর্থ– উপকৃত হওয়া, লাভবান হওয়া, সুবিধা ভোগ করা। আর শরিয়তের পরিভাষায় হজের মাসসমূহের মধ্যে (অর্থাৎ শাওয়াল, যুলকাদাহ ও যুলহাজ্জার ১ম দশ দিনের মধ্যে) মীকাত হতে শুধু ওমরার ইহরাম বেঁধে ওমরার কার্যাবলি সমাধা করার পর মক্কা মুকাররামাহ পুনরায় হজের জন্য ইহরাম বেঁধে হজের কার্যাদি সম্পন্ন করাকে হজ্জে তামাত্তু' বলে।

(৩) **হজ্জে ক্বিরান** : হজ ও ওমরা উভয়টির একসঙ্গে ইহরাম বেঁধে প্রথমত ওমরার কার্যাবলি সমাধা করাকে হজ্জে ক্বিরান বলে। এখানে মীকাতের ব্যাখ্যা হতে জানা যায় যে, ক্বিরান হজ ও তামাত্তু'কারী বহিরাগত হবে, মক্কাবাসী হবে না। কেননা মক্কাবাসীদের জন্য ক্বিরান হজ ও তামাত্তু' হজ নেই।

হানাফী মাযহাব অনুযায়ী হজ্জে ক্বিরানই সবচেয়ে উত্তম হজ। তারপর তামাত্তু', অতঃপর ইফরাদ।

হজের ফরজসমূহ : হজের ফরজ তিনটি : (১) ইহরাম বাঁধা। (২) ৯ই যিলহিজ্জাহ তারিখের দ্বি-প্রহরের পর হতে পরবর্তী সুবহে সাদেকের মধ্যে আরাফার ময়দানে কিছু সময় অবস্থান করা। (৩) তওয়াফে জিয়ারত করা।

হজের ওয়াজিবসমূহ : হজের ওয়াজিব ৫টি ঃ (১) মুযাদালিফাহ নামক স্থানে অবস্থান করা। (২) রমী করা বা শয়তানকে কঙ্কর নিক্ষেপ করা। (৩) দমে শোকর বা হজের কুরবানি আদায় করা। (৪) মাথা মুণ্ডন করা বা মাথার চুল কাটা। (৫) সাফা ও মারওয়াহ পর্বতদ্বয়ের মধ্যে সায়ী করা।

ওমরার সংজ্ঞা ও প্রকারভেদ :

ওমরার সংজ্ঞা : ওমরা শব্দের অর্থ–মনস্থ করা, উপাসনা করা, ইসলামি শরিয়তের পরিভাষায় নির্দিষ্ট স্থানে নির্দিষ্ট কার্যাবলির দ্বারা অনির্দিষ্ট সময়ে মীকাত হতে ইহরাম বেঁধে যথারীতি তওয়াফ, সা'ঈ ও মাথা মুণ্ডন করাকে ওমরা বলে। সক্ষম ব্যক্তির জন্য জীবনে একবার ওমরা পালন করা সুন্নাতে মুয়াক্কাদাহ।

ওমরার প্রকার : ওমরাহ দু'প্রকার ঃ (১) হজের ওমরা এবং (২) নফল ওমরা।

ওমরার ফরজ : ওমরার ফরজ দু'টি ঃ (১) মীকাত হতে ইহরাম বাঁধা ও (২) ওমরা করার নিয়ত করা।

ওমরার ওয়াজিব : ওমরার ওয়াজিব দু'টি ঃ (১) সাফা ও মারওয়াহ পাহাড়দ্বয়ে সাত বার সা'ঈ করা। (২) মাথা মুণ্ডন করা বা চুল কাটা।

হজ ও ওমরার মধ্যে পার্থক্য :

(১) হজ أَمْرٌ مُطْلَقٌ -এর দ্বারা ফরজে আইন, পক্ষান্তরে ওমরা হচ্ছে সুন্নতে মুয়াক্কাদাহ। (২) হজের ফরজ তিনটি আর ওমরার ফরজ দু'টি। (৩) হজের জন্য সময় নির্দিষ্ট, আর ওমরার জন্য কোনো সময় নির্দিষ্ট নেই। (৪) হজের মধ্যে মিনা, মুযদালিফাহ ও আরাফায় অবস্থান করা রয়েছে কিন্তু ওমরাতে তা নেই। (৫) হজের মধ্যে তওয়াফে বিদা রয়েছে কিন্তু ওমরাতে তা নেই।

فَصِيَامُ ثَلٰثَةِ اَيَّامٍ -এর বিশ্লেষণ : হজের ইহরাম বাঁধার পর হালাল হওয়ার পূর্বে হজ কার্য পালন অবস্থায় তিনটি রোজা রাখবে। ইমাম আবূ হানীফা (র.)-এর মতে ইহরাম ও হালাল হওয়ার মধ্যবর্তীতে এ রোজা রাখবে। তবে উত্তম হচ্ছে জিলহজ মাসের ৭ম, ৮ম, ও ৯ম তারিখে রোজা রাখা। অধিকাংশ ওলামায়ে কেরামের মতে কুরবানির দিন ও আইয়ামে তাশরীকে এ রোজা রাখা জায়েজ নেই। আর বাকি সাতটি রোজা বাড়ি ফিরার পর আদায় করবে।

فِدْيَةٌ -এর পরিমাণ : আলোচ্য আয়াতে বলা হয়েছে, যদি কোনো ব্যক্তি অসুস্থার দরুন মাথা বা শরীরের অন্য কোনো খানের চুল কাটতে হয়, অথবা মাথায় উকুন হওয়াতে বিশেষ কষ্ট পায়, তাহলে এমতাবস্থায় মাথার চুল বা শরীরের অন্য কোনো স্থানের চুল কাটা জায়েজ। কিন্তু এর ফিদিয়া বা ক্ষতিপূরণ দিতে হবে। আর তা হচ্ছে রোজা রাখা অথবা সদকা দেওয়া অথবা কুরবানি করা। কুরবানির জন্য হেরেমের সীমা-রেখা নির্ধারিত হয়েছে। কিন্তু রোজা রাখা এবং সদকা

https://e-ilm.weebly.com/

দেওয়ার জন্য কোনো বিশেষ স্থান নির্ধারিত নেই ; তা যে কোনো স্থানে আদায় করা যেতে পারে। কুরআনের শব্দের মধ্যে রোজার কোনো সংখ্যা নির্ধারিত নেই এবং সদকারও কোনো পরিমাণ নির্দেশ করা হয়নি। কিন্তু রাসূলে কারীম ﷺ সাহাবী হযরত কা'ব ইবনে ওজরার এমনি অবস্থার প্রেক্ষিতে ইরশাদ করেছেন, তিনটি রোজা এবং ছয়জন মিসকিনকে মাথা পিছু অর্ধ সা অর্থাৎ পৌনে দু'সের গম দিতে হবে। আর একটি ছাগল বা দুম্বা কুরবানি করতে হবে। তবে উত্তম হলো গরু অথবা উট কুরবানি করা।

اِحْصَارٌ -এর অর্থ : اِحْصَارٌ শব্দের অর্থ আটক করা, অবরোধ করা, বাধা প্রাপ্ত হওয়া। আটককৃত ব্যক্তি কুরবানির জানোয়ার জবাই করে মাথা মুণ্ডিয়ে হালাল হতে পারে। শত্রুর কারণে বা রোগের কারণে বাধাপ্রাপ্ত হলেও একটি কুরবানি করতে হবে।

শব্দ বিশ্লেষণ

اعْتَدٰى : সীগাহ واحد مذكر غائب বহছ ماضى معروف বাব اِفْتِعَالٌ মাসদার اَلْاِعْتِدَاءُ মূলবর্ণ (ع . د . و) জিনস ناقص واوى অর্থ– সে অতিক্রম করে।

لَاتُلْقُوْا : সীগাহ جمع مذكر حاضر বহছ نهى حاضر معروف বাব اِفْعَالٌ মাসদার اَلْاِلْقَاءُ মূলবর্ণ (ل . ق . ى) জিনস ناقص يائى অর্থ– তোমরা নিক্ষেপ করো না।

اَتِمُّوْا : সীগাহ جمع مذكر حاضر বহছ امر حاضر معروف বাব اِفْعَالٌ মাসদার اَلْاِتْمَامُ মূলবর্ণ (ت . م . م) জিনস مضاعف ثلاثى অর্থ– তোমরা পূর্ণ কর।

اُحْصِرْتُمْ : সীগাহ جمع مذكر حاضر বহছ ماضى مجهول বাবে اِفْعَالٌ মাসদার اَلْاِحْصَارُ মূলবর্ণ (ح . ص . ر) জিনস صحيح অর্থ– তোমরা যদি বাধাগ্রস্ত হও।

اَمِنْتُمْ : সীগাহ جمع مذكر حاضر বহছ ماضى معروف বাব سَمِعَ মাসদার اَلْاَمْنُ মূলবর্ণ (ا . م . ن) জিনস مهموز ف অর্থ– তোমরা নিরাপদ হবে।

لَمْ يَجِدْ : সীগাহ واحد مذكر غائب বহছ نفى جحد بلم در فعل مستقبل معروف বাব ضَرَبَ মাসদার اَلْوَجْدُ মূলবর্ণ (و . ج . د) জিনস مثال واوى অর্থ– সে পায়নি।

لَمْ يَكُنْ : সীগাহ واحد مذكر غائب বহছ نفى جحد بلم در فعل مستقبل معروف বাব نَصَرَ মাসদার اَلْكَوْنُ ـ اَلْكَيْنُوْنَةُ মূলবর্ণ (ك . و . ن) জিনস اجوف واوى অর্থ– সে হয়নি।

اِتَّقُوْا : সীগাহ جمع مذكر حاضر বহছ امر حاضر معروف বাব اِفْتِعَالٌ মাসদার اَلْاِتِّقَاءُ মূলবর্ণ (و . ق . ى) জিনস لفيف مفروق অর্থ– তোমরা ভয় কর

বাক্য বিশ্লেষণ

قوله وَاعْلَمُوْا اَنَّ اللّٰهَ مَعَ الْمُتَّقِيْنَ : এখানে اِعْلَمُوْا ফে'ল যমীরে اسم ফায়েল, اَنَّ হরফে মোশাব্বাহ বিল ফে'ল, اَللّٰهُ শব্দটি اَنَّ-এর اسم আর مَعَ الْمُتَّقِيْنَ তার خبر ; অতঃপর اَنَّ তার اسم ও خبر নিয়ে جُمْلَةٌ اِسْمِيَّةٌ হয়ে مفعول অবশেষে فعل، فاعل ও مفعول মিলে جُمْلَةٌ فِعْلِيَّةٌ اِنْشَائِيَّةٌ হয়েছে।

https://e-ilm.weebly.com/

قوله وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ : এখানে لَا تُلْقُوا হলো فعل এবং انتم হলো فاعل আর بِاَيْدِيْكُمْ প্রথম متعلق আর اِلَى التَّهْلُكَةِ হলো দ্বিতীয় متعلق ; এবার فعل - فاعل ও উভয় متعلق মিলে جُمْلَة فِعْلِيَّة خَبَرِيَّة হয়েছে।

قوله وَاَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلّٰهِ : এখানে اَتِمُّوا ফে'ল এতে انتم যমীর ফা'য়েল, اَلْحَجَّ হলো معطوف عليه আর و হলো حرف عطف এবং العمرة হলো معطوف ; এবার معطوف ও معطوف عليه মিলে مفعول به হয়েছে। لِلّٰهِ জার ও মাজরূর মিলে متعلق ; অবশেষে فعل - فاعل - مفعول ও متعلق মিলে جُمْلَة فِعْلِيَّة خبرية হয়েছে।

قوله وَلَا تَحْلِقُوا رُءُوسَكُمْ حَتّٰى يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحِلَّهُ : এখানে واو টি হরফে আতফ, لَا تَحْلِقُوا ফে'ল, এতে انتم যমীর فاعل; رُءُوْسَكُمْ উভয়টি مضاف ও مضاف اليه মিলে مفعول به হয়েছে। এবার حَتّٰى হরফে জার يَبْلُغَ ফে'ল, اَلْهَدْيُ ফা'য়েল, محله মুযাফ ও মুযাফ ইলাইহি মিলে مفعول হয়েছে। এখন فعل - فاعل ও مفعول মিলে جملة فعلية হয়ে একক হিসেবে مجرور হলো جار ও مجرور মিলে متعلق অবশেষে فعل - فاعل ও مفعول মিলে جُمْلَة فِعْلِيَّة اِنْشَائِيَّة হয়েছে।

قوله اَلْحَجُّ اَشْهُرٌ مَعْلُوْمٰتٌ : এখানে اَلْحَجُّ মুবতাদা, اَشْهُرٌ مَعْلُوْمٰتٌ মাওসূফ ও সিফাত মিলে খবর, মুবতাদা ও খবর মিলে جُمْلَة اِسْمِيَّة হলো।

وَاتَّقُوْنِ يٰاُولِي الْاَلْبَابِ : এখানে اِتَّقُوْا পদটি فعل এতে انتم উহ্য সর্বনামটি তার فاعل হয়েছে। نِ টি وقاية এখানে উহ্য ى متكلم مفعول ; সুতরাং فعل তার فاعل ও مفعول মিলে جملة فعلية হয়ে جواب نداء অতঃপর يَا টি حرف نداء আর اُولِي পদটি مضاف এবং الْاَلْبَابِ টি مضاف اليه, এবার مضاف ও مضاف اليه মিলে منادى সুতরাং حرف نداء তার منادى ও جواب نداء মিলে جُمْلَة فِعْلِيَّة اِنْشَائِيَّة হয়েছে।

https://e-ilm.weebly.com/

لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَبْتَغُوْا فَضْلًا مِّنْ رَّبِّكُمْ ۚ فَإِذَآ أَفَضْتُمْ مِّنْ عَرَفَاتٍ فَاذْكُرُوا اللّٰهَ عِنْدَ الْمَشْعَرِ الْحَرَامِ ۖ وَاذْكُرُوْهُ كَمَا هَدٰىكُمْ ۚ وَإِنْ كُنْتُمْ مِّنْ قَبْلِهٖ لَمِنَ الضَّآلِّيْنَ (١٩٨)

অনুবাদ (১৯৮) এতেও তোমাদের কোনো গুনাহ নেই যে, জীবিকা অন্বেষণ কর, যা তোমাদের প্রভু-প্রদত্ত, অতঃপর তোমরা আরাফাত হতে প্রত্যাবর্তনকালে মাশআরে হারামের নিকট [মুযদালিফায়] আল্লাহর জিকির কর এবং [তদ্রূপ] জিকির কর যেরূপ তোমাদেরকে নির্দেশ দিয়েছেন, আর প্রকৃতপক্ষে তার পূর্বে তোমরা নিরেট অজ্ঞ ছিলে।

ثُمَّ أَفِيْضُوْا مِنْ حَيْثُ أَفَاضَ النَّاسُ وَاسْتَغْفِرُوا اللّٰهَ ۭ إِنَّ اللّٰهَ غَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ (١٩٩)

(১৯৯) অতঃপর তোমরা অবশ্যই ঐ স্থান হয়ে প্রত্যাবর্তন কর, যেখান হতে অন্যান্য লোক যেয়ে প্রত্যাবর্তন করে এবং আল্লাহর নিকট ক্ষমা প্রার্থনা কর, নিশ্চয় আল্লাহ তা'আলা ক্ষমা করবেন, অনুগ্রহ করবেন।

فَإِذَا قَضَيْتُمْ مَّنَاسِكَكُمْ فَاذْكُرُوا اللّٰهَ كَذِكْرِكُمْ اٰبَآءَكُمْ أَوْ أَشَدَّ ذِكْرًا ۭ فَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَّقُوْلُ رَبَّنَآ اٰتِنَا فِي الدُّنْيَا وَمَا لَهٗ فِي الْاٰخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ (٢٠٠)

(২০০) অনন্তর যখন তোমরা হজের যাবতীয় কাজ পূর্ণ কর তখন আল্লাহকে স্মরণ কর, যেভাবে তোমরা নিজেদের পূর্ব-পুরুষদেরকে স্মরণ করে থাক; বরং আল্লাহর স্মরণ তদপেক্ষা অধিক হওয়া উচিত; সুতরাং কেউ কেউ এরূপ আছে যারা বলে, হে আমাদের প্রভু! আমাদেরকে [যা কিছু দেওয়ার] ইহলোকেই প্রদান করুন, আর এরূপ লোক পরলোকে কোনো অংশ পাবে না।

وَمِنْهُمْ مَّنْ يَّقُوْلُ رَبَّنَآ اٰتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَّفِي الْاٰخِرَةِ حَسَنَةً وَّقِنَا عَذَابَ النَّارِ (٢٠١)

(২০১) আর কতক লোক এমন আছে- যারা বলে, হে আমাদের প্রভু! আমাদেরকে ইহলোকেও কল্যাণ দান করুন এবং পরলোকেও কল্যাণ দান করুন এবং আমাদেরকে দোজখের আজাব হতে রক্ষা করুন।

শাব্দিক অনুবাদ

(১৯৮) لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ এতেও তোমাদের কোনো গুনাহ নেই যে أَنْ تَبْتَغُوْا অন্বেষণ কর فَضْلًا জীবিকা مِّنْ رَّبِّكُمْ যা তোমাদের প্রভু-প্রদত্ত فَإِذَآ أَفَضْتُمْ অতঃপর প্রত্যাবর্তনকালে مِّنْ عَرَفَاتٍ আরাফাত হতে فَاذْكُرُوا اللّٰهَ আল্লাহর জিকির কর عِنْدَ الْمَشْعَرِ الْحَرَامِ মাশআরে হারামের নিকট [মুযদালিফায়] وَاذْكُرُوْهُ এবং [তদ্রূপ] জিকির কর كَمَا هَدٰىكُمْ যেরূপ তোমাদেরকে নির্দেশ দিয়েছেন وَإِنْ كُنْتُمْ مِّنْ قَبْلِهٖ যদিও আর প্রকৃতপক্ষে তার পূর্বে তোমরা ছিলে لَمِنَ الضَّآلِّيْنَ নিরেট অজ্ঞ।

(১৯৯) ثُمَّ أَفِيْضُوْا অতঃপর তোমরা অবশ্যই ঐ স্থান হয়ে প্রত্যাবর্তন কর مِنْ حَيْثُ أَفَاضَ النَّاسُ যেখান হতে অন্যান্য লোক যেয়ে প্রত্যাবর্তন করে وَاسْتَغْفِرُوا اللّٰهَ এবং আল্লাহর নিকট ক্ষমা প্রার্থনা কর إِنَّ اللّٰهَ নিশ্চয় আল্লাহ তা'আলা غَفُوْرٌ ক্ষমা করবেন رَّحِيْمٌ অনুগ্রহ করবেন।

(২০০) فَإِذَا قَضَيْتُمْ অনন্তর যখন তোমরা পূর্ণ কর مَّنَاسِكَكُمْ হজের যাবতীয় কাজ فَاذْكُرُوا اللّٰهَ তখন আল্লাহকে স্মরণ কর كَذِكْرِكُمْ اٰبَآءَكُمْ যেভাবে তোমরা নিজেদের পূর্ব-পুরুষদেরকে স্মরণ করে থাক أَوْ أَشَدَّ ذِكْرًا বরং আল্লাহর স্মরণ তদপেক্ষা অধিক হওয়া উচিত فَمِنَ النَّاسِ সুতরাং কেউ কেউ এরূপ আছে مَنْ يَّقُوْلُ যারা বলে رَبَّنَآ হে আমাদের প্রভু! اٰتِنَا আমাদেরকে প্রদান করুন فِي الدُّنْيَا ইহলোকেই وَمَا لَهٗ আর এরূপ লোক পাবে না فِي الْاٰخِرَةِ পরলোকে مِنْ خَلَاقٍ কোনো অংশ

(২০১) وَمِنْهُمْ আর কতক লোক এমন আছে- مَّنْ يَّقُوْلُ যারা বলে رَبَّنَآ হে আমাদের প্রভু! اٰتِنَا আমাদেরকে দান করুন فِي الدُّنْيَا ইহলোকেও حَسَنَةً কল্যাণ وَّفِي الْاٰخِرَةِ حَسَنَةً এবং পরলোকেও কল্যাণ দান করুন وَّقِنَا এবং আমাদেরকে রক্ষা করুন عَذَابَ النَّارِ দোজখের আজাব হতে।

https://e-ilm.weebly.com/

أُولَٰئِكَ لَهُمْ نَصِيبٌ مِّمَّا كَسَبُوا ۚ وَاللَّهُ سَرِيعُ الْحِسَابِ ﴿٢٠٢﴾

অনুবাদ : (২০২) এরূপ লোকেরা বড় অংশ পাবে তাদের এই আমলের দরুন এবং আল্লাহ তা'আলা সত্বরই হিসাব নিবেন।

وَاذْكُرُوا اللَّهَ فِي أَيَّامٍ مَّعْدُودَاتٍ ۚ فَمَن تَعَجَّلَ فِي يَوْمَيْنِ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ وَمَن تَأَخَّرَ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ ۚ لِمَنِ اتَّقَىٰ ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّكُمْ إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ ﴿٢٠٣﴾

(২০৩) আর আল্লাহর জিকির কর কয়েক দিন পর্যন্ত, অতঃপর যে ব্যক্তি তাড়াহুড়া করবে দুই দিনের মধ্যে, তার উপর কোনো পাপ নেই, আর যে দেরি করবে তার উপরও কোনো পাপ নেই– যে [আল্লাহর] ভয় রাখে, আর আল্লাহকে ভয় করতে থাক এবং দৃঢ় বিশ্বাস রাখ যে, তোমাদের সকলকে আল্লাহরই সমীপে সমবেত হতে হবে।

শাব্দিক অনুবাদ

(২০২) أُولَٰئِكَ لَهُمْ نَصِيبٌ এরূপ লোকেরা বড় অংশ পাবে مِّمَّا كَسَبُوا তাদের এই আমলের দরুন وَاللَّهُ سَرِيعُ الْحِسَابِ এবং আল্লাহ তা'আলা সত্বরই হিসাব নিবেন।

(২০৩) وَاذْكُرُوا اللَّهَ আর আল্লাহর জিকির কর فِي أَيَّامٍ مَّعْدُودَاتٍ কয়েক দিন পর্যন্ত فَمَن تَعَجَّلَ অতঃপর যে ব্যক্তি তাড়াহুড়া করবে فِي يَوْمَيْنِ দুই দিনের মধ্যে فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ তার উপর কোনো পাপ নেই وَمَن تَأَخَّرَ আর যে দেরি করবে فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ তার উপরও কোনো পাপ নেই– لِمَنِ اتَّقَىٰ যে [আল্লাহর] ভয় রাখে وَاتَّقُوا اللَّهَ আর আল্লাহকে ভয় করতে থাক وَاعْلَمُوا এবং দৃঢ় বিশ্বাস রাখ যে, أَنَّكُمْ إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ তোমাদের সকলকে আল্লাহরই সমীপে সমবেত হতে হবে।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

(১৯৮) لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَن تَبْتَغُوا فَضْلًا مِّن رَّبِّكُمْ الخ **আয়াতের শানে নুযূল–১ :** ইমাম বুখারী ও রূহুল মা'আনী তাফসীর প্রণেতা হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা.) থেকে বর্ণনা করেন যে, মক্কায় প্রাক ইসলামি যুগে ওকায, মুজান্না ও যুলমাজায নামে তিনটি আন্তদেশীয় বাজার ছিল। সেসব বাজারে হজের মৌসুমে জাহেলিয়াতের যুগে মালামাল ক্রয়-বিক্রয় করাকে অন্যায় কাজ মনে করা হতো। তাই সাহাবীরা এ প্রসঙ্গে রাসূল ﷺ -কে জিজ্ঞেস করেন। তখন তাদের এ প্রশ্নের জবাবে আল্লাহ তা'আলা এ আয়াতটি নাজিল করেন।

শানে নুযূল–২ : তাফসীরে মা'আরিফুল কুরআন গ্রন্থে বলা হয়েছে যে, এক ব্যক্তি হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে ওমরের কাছে এসে আরজ করল, উট ভাড়া দেওয়া আগ থেকেই আমার ব্যবসা। হজের মৌসুমে কেউ কেউ আমার উট ভাড়া নেয়। আমিও তাদের সাথে হজে যাই এবং হজ করে আসি। তাতে কি আমার হজ জায়েজ হবে না? হযরত ইবনে ওমর (রা.) বললেন, রাসূল ﷺ-এর সময়ে এক ব্যক্তি রাসূল ﷺ কে এমন প্রশ্ন করেছিল; কিন্তু তিনি তার প্রশ্নের কোনো উত্তর প্রদান করেননি। এ সময় রাসূলের উপর لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَن تَبْتَغُوا فَضْلًا مِّن رَّبِّكُمْ এ আয়াতটি নাজিল হয়। পরে তিনি ঐ লোকটিকে ডেকে বললেন, হ্যাঁ তোমার হজ শুদ্ধ হবে।

(১৯৯) ثُمَّ أَفِيضُوا مِنْ حَيْثُ أَفَاضَ النَّاسُ وَاسْتَغْفِرُوا اللَّهَ الخ **আয়াতের শানে নুযূল** হযরত আয়েশা (রা.) হতে বর্ণিত। জাহেলিয়াতের যুগেও হজ করার প্রচলন ছিল। হজের সময় সকল আরববাসী আরাফার ময়দানে অবস্থান করত। কুরাইশগণ নিজেদের বড় মনে করে হজ ক্রিয়ায় আরাফাহ পর্যন্ত যেত না; বরং মুযদালিফায় গিয়ে অবস্থান করত এবং সেখান থেকে ফিরে আসতো। যখন ইসলামে হজ ফরজ হয় তখন মুসলমানদের মধ্যে জাহিলিয়ার সে নিয়ম নিষিদ্ধ ঘোষণায় উপরিউক্ত আয়াত অবতীর্ণ হয়। –[বুখারী ও মুসলিম]

https://e-ilm.weebly.com/

(২০০) فَإِذَا قَضَيْتُم مَّنَاسِكَكُمْ فَاذْكُرُوا اللَّهَ كَذِكْرِكُمْ الخ **আয়াতের শানে নুযূল : ইমাম সুয়ূতী (র.) তাঁর লোবাবুন নুকূল গ্রন্থে** এবং সাইয়েদ আলূসী তাঁর তাফসীরে রূহুল মা'আনীতে হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা.) থেকে বর্ণনা করেন যে, জাহেলী যুগে আরবরা হজের অনুষ্ঠানাদি সমাপন করে মসজিদে মিনা এবং পাহাড়ের মধ্যবর্তী স্থানে জামরার নিকট একত্রিত হলে, নিজেদের পিতৃপুরুষদের বীরত্ব গাথা, কৃতিত্ব, মহত্ত্ব ও দানশীলতার কথা বর্ণনা করত এবং গর্ব ও অহঙ্কার প্রকাশ করত। তাদের এ ধরনের জাহেলী কাজকে নিষিদ্ধ করে আল্লাহ তা'আলা এ আয়াত নাজিল করেন এবং পিতৃ পুরুষের স্মরণের স্থলে তাঁকে স্মরণ করার জন্য নির্দেশ প্রদান করেন। অথবা, হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) বলেন, আরবের কোনো কোনো জাতির এমন নীতি ছিল যে, যখন তারা মিনায় একত্রিত হতো তখন দোয়া করত, হে প্রভু! এ বছর আমাদের খুব স্বাচ্ছন্দ্য এবং প্রশস্ততা দান কর, অভাব-অনটন দিও না, বৃষ্টি বর্ষণ করুন, কিন্তু তারা আখেরাত সম্পর্কে কিছুই প্রার্থনা করত না। এ ব্যাপারে উপরিউক্ত আয়াত নাজিল হয়।

(২০১) وَمِنْهُم مَّن يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً الخ **আয়াতের শানে নুযূল :** হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) থেকে বর্ণিত জাহিলিয়া যুগে আরববাসীরা হজের কাজ সমাধান করে মিনায় একত্রিত হয়ে দোয়া করত, হে আল্লাহ! এ বছর আমাদেরকে স্বাচ্ছন্দ্য ও প্রশস্ততা দান করুন, আমাদের অভাব-অনটন দিবেন না বৃষ্টি বর্ষণ করুন ইত্যাদি বলে তারা কেবলমাত্র পার্থিব সুখ শান্তি কামনা করত। আখেরাতের জন্য কিছুই কামনা করত না। কেননা তাদের অনেকেই আখেরাতকে অস্বীকার করত এবং আখেরাতের সংগঠন সম্পর্কে অবগত ছিল না। তারা দুনিয়াকেই সবকিছু মনে করত। তখন আল্লাহ তা'আলা তাদের আকিদা বিশ্বাসের মূলে কঠোরাঘাত করে বললেন, যদি তোমরা আখেরাত না চাও, কেবল দুনিয়া চাও, তাহলে আখেরাতে তোমাদের জন্য কিছুই থাকবে না।

لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَن تَبْتَغُوا فَضْلًا مِّن رَّبِّكُمْ الخ **-এর ব্যাখ্যা :** এ আয়াতে এ কথা স্পষ্ট করে দেওয়া হয়েছে যে, হজের সফর কালে কোনো ব্যক্তি যদি গমনাগমন পথে পরিশ্রম করে কিছু উপার্জন করে নেয়, তবে তাতে কোনো দোষ নেই। আরবের কাফেররা হজকে যে রকম ব্যবসার বাজার ও তামাসার বস্তুতে পরিণত করেছিল কুরআন এ দু'টি বাক্যের দ্বারা তা সংশোধন করে দিয়েছে। এর একটি হলো– তোমরা যা কিছু উপার্জন করবে তা আল্লাহর অনুগ্রহ বিবেচনা করে সেজন্য কৃতজ্ঞ থাকবে। তাতে শুধু মুনাফা সংগ্রহই যেন উদ্দেশ্য না হয়। فَضْلًا مِّن رَّبِّكُمْ বাক্যটিতে এদিকেই ইঙ্গিত করা হয়েছে। দ্বিতীয়ত لَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ বলে জানিয়ে দেওয়া হয়েছে যে, এ উপার্জনে তোমাদের কোনো পাপ হবে না।

আরাফার পরিচয় : শব্দগত দিক দিয়ে عَرَفَاتٌ শব্দটি বহুবচন। এটা একটি প্রসিদ্ধ প্রান্তরের নাম। এটা মক্কার হেরেমের বাইরে দক্ষিণ পূর্ব দিকে বারো মাইল দূরে অবস্থিত। হাজীদের জন্য ৯ই জিলহজ সে প্রান্তরে সূর্য হেলে যাওয়ার পর থেকে পরবর্তী রাত্রের সুবহে সাদিকের পূর্ব পর্যন্ত যে কোনো সময় অবস্থান করা ফরজ। কেউ তা ছেড়ে দিলে হজই বাতিল হয়ে যাবে। কুরআনে আরাফাহকে বহুবচন عَرَفَاتٌ বলার পিছনে অনেক কারণ বর্ণনা করা হয়ে থাকে। তন্মধ্যে উল্লেখযোগ্য কারণ হলো– এ মাঠে নিজ প্রতিপালকের সুগভীর পরিচয় ও অনেক ইবাদত দ্বারা তাঁর নৈকট্য লাভে সমর্থ হওয়া যায়। তা ছাড়া প্রাচ্য-প্রতীচ্য নির্বিশেষে দুনিয়ার সকল এলাকার মুসলমানরাও এখানে পারস্পরিক পরিচয় লাভের সুযোগ পায়। তাই একে عَرَفَاتٌ বলা হয়।

قوله مَشْعَرِ الْحَرَامِ **-এর মর্মার্থ :** মিনা ও আরাফার ময়দানের মধ্যবর্তী মুযদালিফা নামক উপত্যকায় অবস্থিত পাহাড়কে "মাশয়ারে হারাম" বলা হয়। আরাফাতে অবস্থানের পর মিনাতে ফিরার পথে ৯ই জিলহজ তারিখ দিবাগত রাতে এ স্থানে অবস্থান করতে হয়। মাশয়ারে হারাম নামক পাহাড়ের উপর একটি মসজিদ রয়েছে। এখানে মাগরিব ও এশার নামাজ এক সঙ্গে পর পর আদায় করতে হয়। মিনায় শয়তানকে নিক্ষেপের জন্য এ স্থান হতেই সত্তরটি বা ততোধিক পাথর সংগ্রহ করে নিতে হয়।

وَاذْكُرُوهُ كَمَا هَدَاكُمْ **-এর মর্মার্থ :** হে হাজীগণ! আল্লাহ তা'আলাকে স্মরণ করার জন্য তিনি যে নিয়ম বলে দিয়েছেন সে নিয়মেই তাঁকে স্মরণ কর। এতে স্বীয় মতামত ও কিয়াসকে প্রাধান্য দিও না। কেননা কিয়াস অনুযায়ী তো মাগরিবের নামাজ মাগরিবের সময় এবং এশার নামাজ এশার সময় পড়া উচিত কিন্তু সে দিনের জন্য আল্লাহর ইচ্ছা হলো– মাগরিবের নামাজ দেরি করে এশার নামাজের সময় পড়া হবে।

https://e-ilm.weebly.com/

এ ছাড়া আল্লাহকে স্মরণ করা এবং তাঁর ইবাদত করার ব্যাপারে মানুষ স্বাধীন নয় যে, যেভাবে ইচ্ছা সেভাবেই তা গ্রহণ করবে; বরং আল্লাহর জিকির ও ইবাদতের নির্ধারিত নিয়ম রয়েছে। নিয়ম মোতাবেক আদায় করলেই তা ইবাদত হবে। নিয়মের খেলাফ করা জায়েজ নয়, এতে কম বেশি করা অথবা, পূর্বাপর করা, যদিও এতে ইবাদত বেশি হয় তবুও তা আল্লাহর পছন্দনীয় নয়।

আরাফার দিবসের ফজিলত : আরাফার দিবসের ফজিলত ইসলামে অত্যধিক, এর ছওয়াবও অনেক। এ দিনে আল্লাহ সব গুনাহ ক্ষমা করে দেন। নেককার লোকদের জন্য এ দিনে নেক কাজের কয়েকগুণ ছওয়াব নির্ধারিত হয়। নবী করীম ﷺ বলেন, আরাফার দিনের রোজা পূর্বাপর সকল গুনাহ ক্ষমা করে দেয়। -[কুরতুবী]

قوله ثُمَّ أَفِيضُوا مِنْ حَيْثُ أَفَاضَ النَّاسُ **-এর মর্মার্থ :** (অন্যান্য লোক যে স্থান হয়ে প্রত্যাবর্তন করেছে, তোমরাও সে স্থান হয়ে প্রত্যাবর্তন কর।) কা'বা ঘরের হেফাজতে নিয়োজিত আরবের কুরাইশগণ তাদের প্রভাব প্রতিপত্তি ও মর্যাদা রক্ষা করে হজের ব্যাপারে কতগুলো নিজস্ব বৈশিষ্ট্য সৃষ্টি করে নিয়েছিল। সকল মানুষ আরাফায় যেত এবং সেখানে অবস্থান করার পর প্রত্যাবর্তন করত, কিন্তু তারা রাস্তায় মুযদালিফা নামক স্থানে অবস্থান করত, আরাফাহ ময়দানে যেত না। বাস্তব পক্ষে এসব ছল-ছুতার উদ্দেশ্য ছিল অহঙ্কার ও অহমিকা প্রকাশ এবং সাধারণ মানুষ থেকে স্বাতন্ত্র্য বজায় রাখা। আল্লাহ তা'আলা তাদের অহমিকার সংশোধন কল্পে নির্দেশ প্রদান করেছেন যে, তোমরাও সেখানে (আরাফায়) যাও যেখানে অন্যান্য লোকজন যাচ্ছে। আর অন্যান্য লোকদের সাথেই তোমরা ফিরে এসো।

قوله فَإِذَا قَضَيْتُمْ مَنَاسِكَكُمْ **-এর বিশ্লেষণ :** مَنَاسِكَ দ্বারা হজের অনুষ্ঠানাদিকে বুঝানো হয়েছে। মূলত مَنَاسِكَ অর্থ জবাই করা এবং কুরবানি করা। مَنَاسِكَ দ্বারা হজের নিয়ম-কানুনকে বুঝায়। যেমন রাসূল ﷺ বলেন, خُذُوا عَنِّي مَنَاسِكَكُمْ অর্থাৎ তোমরা আমার কাছ থেকে হজের নিয়ম-পদ্ধতি গ্রহণ কর।

قوله وَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً الخ **বাক্যে** مَنْ **দ্বারা কারা উদ্দেশ্য :** এটা দ্বারা দু'ধরনের লোক উদ্দেশ্য। যথা—
(১) যারা আল্লাহর কাছে কেবল ইহকাল কামনা করে তারা সংখ্যায় খুব কম।
(২) যারা আল্লাহর কাছে ইহকাল-পরকাল উভয় কালের কল্যাণ কামনা করে তারা সংখ্যায় প্রচুর।
আল্লাহর কাছে প্রার্থনাকারীরা মোট চার প্রকার। যথা— (১) যারা আল্লাহর কাছে দুনিয়া ছাড়া আর কিছুই চায় না, ওরা হলো কাফের। (২) যারা দুনিয়া-আখেরাত উভয়ই প্রার্থনা করে, ওরা মু'মিন। (৩) যারা মুখে মু'মিনদের মতো বলে, অন্তরে তার বিপরীত বিশ্বাস করে, ওরা মুনাফিক। (৪) যারা আল্লাহর সন্তুষ্টি ছাড়া আর কিছুই চায় না, ওরাই সর্বাধিক সফলকাম।

قوله حَسَنَةً **দ্বারা উদ্দেশ্য :** حَسَنَةً শব্দটি প্রকাশ্য বা গোপনীয় যাবতীয় কল্যাণের ক্ষেত্রে ব্যাপক। দুনিয়ার কল্যাণ যেমন—শারীরিক সুস্থতা, পরিবার-পরিজনের সুস্থতা, হালাল রুজির প্রাচুর্য, দুনিয়াবি যাবতীয় প্রয়োজনের পূর্ণতা, নেক আমল ও সচ্চরিত্র, উপকারী বিদ্যা, মান-সম্মান, সামাজিক প্রতিষ্ঠা ও প্রতিপত্তি, আকিদার সংশোধন, সিরাতে মুস্তাকীমের হেদায়েত, ইবাদতে একাগ্রতা প্রভৃতিসহ অসংখ্য স্থায়ী নিয়ামত এবং আল্লাহর সন্তুষ্টি ও সাক্ষাৎ লাভ প্রভৃতি এরই অন্তর্ভুক্ত।

قوله لَهُمْ نَصِيبٌ مِمَّا كَسَبُوا **-এর ব্যাখ্যা :** لَهُمْ نَصِيبٌ مِمَّا كَسَبُوا এ উক্তিটির অর্থ দু'ভাবে গ্রহণ করা যায়। (১) পূর্বোল্লিখিত দু'টি সম্প্রদায়ের প্রত্যেককে তাদের কৃত আমল থেকে স্ব-স্ব প্রাপ্য হিস্যা দেওয়া হবে; প্রথম সম্প্রদায়কে শুধু পার্থিব জগতে, আর দ্বিতীয় সম্প্রদায়কে উভয় জগতে। (২) ঐ দু'টি সম্প্রদায়কে তাদের কৃতকর্মের কারণে যথাযোগ্য প্রতিদান দেওয়া হবে।

قوله وَاللَّهُ سَرِيعُ الْحِسَابِ **-এর বিশ্লেষণ :** অর্থাৎ আল্লাহ অতি দ্রুত হিসেব গ্রহণকারী। কেননা তার ব্যাপক জ্ঞান ও কুদরতের দ্বারা সমস্ত সৃষ্টি জগতের সমস্ত হিসাব গ্রহণের জন্য এমন কোনো উপকরণ ও জনবলের প্রয়োজন হবে না, যা মানুষের জন্য হয়ে থাকে। কাজেই তিনি সারা জগতবাসীর ও সৃষ্টিজগতের সকল হিসেব অতি অল্প সময়ে এবং মুহূর্তে গ্রহণ করবেন।

قوله أَيَّامٍ مَعْدُودَاتٍ **-এর অর্থ :** আল্লাহ তা'আলা হজের আহকাম বর্ণনা প্রসঙ্গে একবার বলেছেন— أَيَّامٍ مَعْدُودَاتٍ আবার বলেছেন— أَيَّامٍ مَعْلُومَاتٍ সুতরাং أَيَّامٍ مَعْدُودَاتٍ দ্বারা জিলহজের প্রথম দশ দিন, আর أَيَّامٍ مَعْلُومَاتٍ দ্বারা আইয়্যামে তাশরীকের তিনদিন উদ্দেশ্য।

https://e-ilm.weebly.com/

◆ **উক্ত দিনগুলোতে জিকির দ্বারা উদ্দেশ্য :** জিকির দ্বারা আইয়্যামে তাশরীকে শয়তানকে পাথরকণা নিক্ষেপ করার সময় এবং প্রত্যেক নামাজের পরে যে তাকবীর দেওয়া হয় এখানে উক্ত তাকবীর উদ্দেশ্য, তবে নামাজের পরের তাকবীরের শুরু ও শেষ নিয়ে মতভেদ দেখা যায়। যেমন–(১) হযরত ইবনে আব্বাস, ইবনে ওমর (রা.) এবং ইমাম মালেক ও শাফেয়ী (র.)-এর মতে কুরবানির দিনের জোহর থেকে শুরু করে আইয়ামে তাশরীকের দিনের সকাল পর্যন্ত তাকবীর চলবে। এতে ১৫ ওয়াক্ত নামাজের পর তাকবীর সাব্যস্ত হয়। (২) ইমাম শাফেয়ী (র.)-এর দ্বিতীয় মত হলো, দশ তারিখ ফজর থেকে শুরু হবে এবং আইয়্যামে তাশরীকের শেষ দিন পর্যন্ত চলবে। এতে আঠার ওয়াক্ত নামাজের পর তাকবীর দিতে হয়। (৩) ইমাম আবূ হানীফা (র.) ও অন্যান্যদের মতে নয় তারিখ ফজর থেকে শুরু করে কুরবানির দিনের আসর পর্যন্ত, এতে আট ওয়াক্ত নামাজের পর তাকবীর দিতে হয়। (৪) হযরত আলী, ইবনে মাসউদ (রা.) এবং ইমাম আবূ ইউসুফ, মুহাম্মদ, আহমদসহ অন্যান্যদের মতে নয় তারিখ ফজর থেকে শুরু করে আইয়্যামে তাশরীকের শেষ দিনের আসর পর্যন্ত তেইশ ওয়াক্ত নামাজের পর তাকবীর দিতে হয়। চতুর্থ মতটির উপরই সাধারণ মানুষের আমল দেখা যায়। –[কাবীর]

◆ **মিনায় তড়িঘড়ি ও দেরির অর্থ :** যারা ঈদের পর মাত্র দু'দিন মিনায় থাকতে চায়, অথবা তিনদিন অবস্থান করে, তাদের কারোই পাপ হবে না। একে অপরকে পাপী বলা ঠিক নয়। হাজীগণ উভয় ব্যাপারেই স্বাধীন। তারা যে কোনো একটিতে আমল করতে পারেন। তবে তৃতীয় দিন পর্যন্ত আমল করাই উত্তম। দুই দিন থেকে চলে আসাকে تَعْجِيْل এবং তিন দিন থাকাকে تَاخِيْر বলা হয়।

قوله وَاذْكُرُوا اللّٰهَ فِيْٓ اَيَّامٍ مَّعْدُوْدٰتٍ **-এর পটভূমি :** অর্থাৎ গুণতি কয়েক দিন তোমরা আল্লাহকে স্মরণ কর। এ কয়েক দিন বলতে তাশরীকের দিনসমূহ উদ্দেশ্য, যাতে প্রত্যেক ফরজ নামাজের পর তাকবীর বলা ওয়াজিব। জাহেলিয়াতের যুগে লোকেরা মিনায় অবস্থান এবং জামরাতে পাথর নিক্ষেপ করা কতদিন আবশ্যক তা নিয়ে মতানৈক্য করত। কেউ কেউ মনে করত ১৩ই জিলহজ সূর্যাস্ত পর্যন্ত মিনায় অবস্থান করা এবং জামরাতে পাথর নিক্ষেপ করা জরুরি। আর যারা ১২ তারিখে তাড়াহুড়া করে কাজ সেরে সেখান থেকে ফিরে আসত তাদেরকে পাপী বলে ধারণা করত এবং এই কাজকে অবৈধ বলে আখ্যায়িত করত। আবার একদল ছিল যারা ১২ তারিখে প্রত্যাবর্তন করাকে জরুরি মনে করত এবং ১৩ তারিখ পর্যন্ত অবস্থান করাকে পাপ মনে করতো। এ আয়াত দু'টিতে তাদের মতানৈক্যের মীমাংসা প্রদান করা হয়েছে।

قوله فَمَنْ تَعَجَّلَ فِيْ يَوْمَيْنِ الخ **-এর সংশ্লিষ্ট বিধান :** অর্থাৎ যারা ঈদের পর মাত্র দু'দিন মিনাতে অবস্থান করেই جَمْرَةُ ثَالِثَةْ -এর কাঁকর নিক্ষেপণের কাজ সম্পন্ন করত প্রত্যাবর্তন করে তাদেরও কোনো পাপ নেই। আর যারা তৃতীয় দিন পর্যন্ত অবস্থান করার পর প্রত্যাবর্তন করে তাদেরও কোনো পাপ নেই। পক্ষান্তরে এ দু'টি দল, যারা একে অপরকে পাপী বলে থাকে তারা উভয়েই ভুল পথে রয়েছে। প্রকৃত কথা হলো, হাজীরা উভয় ব্যাপারেই স্বাধীন। যে কোনো একটি আমল করতে পারে। তবে তৃতীয় দিন পর্যন্ত অবস্থান করাই উত্তম। যে ব্যক্তি দ্বিতীয় দিন সূর্যাস্তের পূর্বে মিনা ত্যাগ করে, তার জন্য তৃতীয় দিনের পাথর নিক্ষেপ ওয়াজিব নয়; কিন্তু মিনাতে থাকা কালে সূর্যাস্ত হয়ে গেলে তৃতীয় দিনের পাথর নিক্ষেপ ওয়াজিব। তবে তৃতীয় দিনের পাথর নিক্ষেপ পরদিন সকালেও করা যায়।

قوله وَاتَّقُوا اللّٰهَ وَاعْلَمُوْٓا اَنَّكُمْ اِلَيْهِ تُحْشَرُوْنَ **-এর মর্মার্থ :** ইতঃপূর্বে হজের যত আহকাম বর্ণনা করা হয়েছে, এ বাক্যটি ঐ সব ক্ষেত্রে প্রযোজ্য। এর অর্থ হলো, হজের সময় তোমরা যখন হজের কাজ-কর্ম নিয়ে ব্যস্ত থাক, তখনো প্রতিটি কাজে নিয়ত বিশুদ্ধ রেখে আল্লাহকে ভয় কর এবং হজ করেছ বলে পরে অহংকার করো না। তখনো আল্লাহকে ভয় করবে এবং পাপ কাজ থেকে বিরত থাকবে। হাদীস শরীফে এসেছে, যখন মানুষ হজ করে ফিরে আসে তখন সে তার পূর্বকৃত পাপ থেকে এমনভাবে মুক্ত হয়, যেন সে সদ্য জন্মগ্রহণ করেছে। তাই এ উক্তিতে হাজীদেরকে পরবর্তী জীবনের জন্য পরহেজগারী অবলম্বনের প্রতি বিশেষ তাগিদ প্রদান করা হয়েছে এবং বলা হয়েছে, তোমরা পূর্বের পাপ থেকে মুক্ত হয়েছ এখন পরের জন্য সর্তক হও। তাহলেই দুনিয়ার ও আখেরাতের মঙ্গল তোমাদের জন্য নির্ধারিত থাকবে।

পূর্ববর্তী আয়াতগুলোতে প্রার্থনাকারীদেরকে দু'শ্রেণিতে বিভক্ত করা হয়েছে। এক শ্রেণি হচ্ছে কাফের ও পরকালে অবিশ্বাসী। এদের প্রার্থনার একমাত্র বিষয় হচ্ছে দুনিয়া। দ্বিতীয় শ্রেণি হচ্ছে মুমিন; পরকালের প্রতি বিশ্বাসে অটল। এরা

https://e-ilm.weebly.com/

পার্থিব কল্যাণ লাভের সঙ্গে সঙ্গে আখেরাতের কল্যাণ ও সমভাবে কামনা করে, পরবর্তী আয়াতসমূহে নেফাক বা কপটতা ও 'ইখলাস' বা আন্তরিকতার ভিত্তিতে বিভক্ত মানব শ্রেণি সম্পর্কে বলা হচ্ছে, কেউ মুনাফিক বা কপট আর কেউ মুখলিস বা আন্তরিকতাপূর্ণ।

আয়াতের শেষাংশে, যাতে নিষ্ঠাবান মুমিনগণের অবস্থা বর্ণনা করা হয়েছে যে, তারা আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য আত্মবিসর্জন দিতেও কুণ্ঠাবোধ করেন না, তা সে সমস্ত নিষ্ঠাবান সাহাবায়ে কেরামের শানে নাজিল হয়েছে, যাঁরা আল্লাহর রাস্তায় অনুক্ষণ ত্যাগ স্বীকার করেছেন। মুসতাদরাকে হাকেম, ইবনে জারীর, মুসনাদে ইবনে আবী হাতেম প্রভৃতি গ্রন্থে সহীহ সনদের মাধ্যমে বর্ণনা করা হয়েছে যে, এ আয়াতটি হযরত সোহাইব রুমী (র.)-এর এক ঘটনাকে কেন্দ্র করে অবতীর্ণ হয়েছিল। তিনি যখন মক্কা থেকে হিজরত করে মদিনা অভিমুখে রওয়ানা হয়েছিলেন, তখন পথিমধ্যে একদল কুরাইশ তাঁকে বাধা দিতে উদ্যত হলে তিনি সওয়ারী থেকে নেমে দাঁড়ালেন এবং তাঁর তূনীরে রক্ষিত সবগুলো তীর বের করে দেখালেন এবং কুরাইশদের লক্ষ্য করে বললেন, হে কুরাইশগণ! তোমরা জান, আমার তীর লক্ষ্যভ্রষ্ট হয় না। আমি আল্লাহর শপথ করে বলছি, যতক্ষণ পর্যন্ত তূনীরে একটি তীরও থাকবে, ততক্ষণ তোমরা আমার ধারে কাছেও পৌছতে পারবে না। তীর শেষ হয়ে গেলে তলোয়ার চালাব। যতক্ষণ আমার প্রাণ থাকবে, ততক্ষণ আমি তলোয়ার চালিয়ে যাব। তারপর তোমরা যা চাও করতে পরবে। আর যদি তোমরা দুনিয়ার স্বার্থ কামনা কর, তাহলে শোন, আমি তোমাদেরকে মক্কায় রক্ষিত আমার ধন-সম্পদের সন্ধান বলে দিচ্ছি, তোমরা তা নিয়ে নাও এবং আমার রাস্তা ছেড়ে দাও। তাতে কুরাইশদল রাজি হয়ে গেল এবং হযরত সোহাইব রুমী নিরাপদে রাসূল ﷺ -এর দরবারে উপস্থিত হয়ে ঘটনা বর্ণনা করলেন। তখন রাসূল ﷺ দু'বার ইরশাদ করলেন– رَبِحَ الْبَيْعُ اَبَا يَحْيٰى - رَبِحَ الْبَيْعُ اَبَا يَحْيٰى 'হে আবূ ইয়াহইয়া! তোমার ব্যবসা লাভজনক হয়েছে।' কোনো কোনো তাফসীরকার অন্যান্য কতিপয় সাহাবীর বেলায় সংঘটিত একই ধরনের কিছু ঘটনার প্রেক্ষিতে আয়াতটি অবতীর্ণ হয়েছিল বলে উল্লেখ করেছেন। –[মাযহারী]

পূর্ববর্তী আয়াতে নিষ্ঠবানদের প্রশংসা করা হয়েছিল। অনেক সময় এই নিষ্ঠার মধ্যেও ভুলবশতঃ বাড়াবাড়ি হয়ে যায়। যদিও উদ্দেশ্য থাকে অধিক আনুগত্য, কিন্তু সে আনুগত্য শরিয়ত ও সুন্নতের সীমারেখা অতিক্রম করে বিদআতে পরিণত হয়। যেমন, হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে সালাম প্রমুখ প্রথমে ইহুদি আলেম ছিলেন এবং সে ধর্মমত অনুযায়ী শনিবার ছিল সপ্তাহের পবিত্র দিন, আর উটের গোশত ছিল হারাম। ইসলাম গ্রহণের পর সে সাহাবীর ধারণা হয় যে, হযরত মূসা (আ.)-এর ধর্মে শনিবারকে পবিত্র দিন হিসেবে সম্মান করা ছিল ওয়াজিব। কিন্তু মুহাম্মদী শরিয়ত তার অসম্মান করা ওয়াজিব নয়। তেমনিভাবে হযরত মূসা (আ.)-এর শরিয়তে উটের গোশত ছিল হারাম, কিন্তু মুহাম্মদ ﷺ –এর শরিয়তে তা ভক্ষণ করা ফরজ নয়। সুতরাং আমরা যদি যথারীতি শনিবারের প্রতি সম্মান প্রদর্শন করতে থাকি এবং উটের গোশতকে হালাল জেনেও কার্যত তা বর্জন করি, তাহলে তো দু'কূলই রক্ষা পায়– হযরত মূসা (আ.)-এর শরিয়তের প্রতিও আস্থা রইল, অথচ হযরত মুহাম্মদ ﷺ-এর শরিয়তেরও কোনো বিরোধিতা হলো না। পক্ষান্তরে এতে আল্লাহর অধিকতর আনুগত্য এবং ধর্মের ব্যাপারে বেশি বিনয় প্রকাশ পাবে বলে মনে হয়। পরবর্তী আয়াতে আল্লাহ তা'আলা যথেষ্ট গুরুত্ব সহকারেই এ ধারণার সংশোধন উচ্চারণ করেছেন। তারই সার-সংক্ষেপ হচ্ছে যে, ইসলাম একটি পূর্ণাঙ্গ জীবন-বিধান। আর ইসলামের পূর্ণাঙ্গতা তখনই সাধিত হবে, যখন এমন কোনো বিষয়কে ধর্ম হিসেবে পালন করা না হবে, যা ইসলামে পালনযোগ্য নয়। বস্তুতঃ এমন সব বিষয়কে ধর্ম গণ্য করা হলো একটি শয়তানি প্রতারণাজনিত পদস্খলন। আর পাপ হিসেবে তার শাস্তি কঠোরতর হওয়ারই সম্ভাবনা বেশি।

শব্দ বিশ্লেষণ

اُذْكُرُوْا : সীগাহ جمع مذكر حاضر বহছ امر حاضر معروف বাব نَصَرَ মাসদার اَلذِّكْرُ মূলবর্ণ (ذ . ك . ر) জিনস صحيح অর্থ– তোমরা স্মরণ কর।

هَدَاكُمْ : সীগাহ واحد مذكر غائب বহছ ماضى معروف বাব ضَرَبَ মাসদার اَلْهِدَايَةُ মূলবর্ণ (ه . د . ى) জিনস ناقص يائى অর্থ– তোমাদেরকে হেদায়েত করেছেন।

https://e-ilm.weebly.com/

كُنْتُمْ : সীগাহ جمع مذكر حاضر বহছ ماضى معروف বাব نَصَرَ মাসদার اَلْكَوْنُ মূলবর্ণ (ك . و . ن) জিনস اجوف واوى অর্থ– তোমরা ছিলে।

الضَّالِّيْنَ : সীগাহ واحد مذكر বহছ اسم فاعل বাব ضَرَبَ মাসদার اَلضَّلَالُ মূলবর্ণ (ض . ل . ل) জিনস مُضَاعَفْ ثلاثى অর্থ– যারা পথভ্রষ্ট, যারা বিভ্রান্ত, যারা গোমরাহ।

اَفِيْضُوْا : সীগাহ جمع مذكر حاضر বহছ امر حاضر معروف বাব اِفْعَالٌ মাসদার اَلْاِفَاضَةُ মূলবর্ণ (ف . ى . ض) জিনস اجوف يائى অর্থ– তোমরা প্রত্যাবর্তন কর।

قَضَيْتُمْ : সীগাহ جمع مذكر حاضر বহছ ماضى معروف বাব ضَرَبَ মাসদার اَلْقَضَاءُ মূলবর্ণ (ق . ض . ى) জিনস ناقص يائى অর্থ– তোমরা সমাপ্ত করবে।

مَنَاسِكَكُمْ : শব্দটি বহুবচন, একবচনে مَنْسَكٌ অর্থ– হজের কার্যাবলি।

يَقُوْلُ : সীগাহ واحد مذكر غائب বহছ مضارع معروف বাব نَصَرَ মাসদার اَلْقَوْلُ মূলবর্ণ– (ق . و . ل) জিনস اجوف واوى অর্থ– সে বলেছে।

اٰتِنَا : এখানে نَ হলো যমীর, আর اٰتِ সীগাহ واحدمذكر حاضر বহছ امر حاضر معروف বাব اِفْعَالٌ মাসদার اَلْاِيْتَاءُ মূলবর্ণ (ا . ت . ى) জিনসে মোরাক্কাব: مهموز فاء ও ناقص يائى অর্থ– আমাদেরকে দাও।

تَعَجَّلَ : সীগাহ واحد مذكر غائب বহছ ماضى معروف বাব تَفَعُّلٌ মাসদার اَلتَّعَجُّلُ মূলবর্ণ (ع . ج . ل) জিনস صحيح অর্থ– সে তাড়াতাড়ি করল।

تَأَخَّرَ : সীগাহ واحد مذكر غائب বহছ ماضى معروف বাব تَفَعُّلٌ মাসদার اَلتَّاَخُّرُ মূলবর্ণ (أ . خ . ر) জিনস مهموز فاء অর্থ– সে বিলম্ব করল।

اتَّقٰى : সীগাহ واحد مذكر غائب বহছ ماضى معروف বাব اِفْتِعَالٌ মাসদার اَلْاِتِّقَاءُ মূলবর্ণ (و . ق . ى) জিনস لفيف مفروق অর্থ– সে তাকওয়া অর্জন করেছে।

تُحْشَرُوْنَ : সীগাহ جمع مذكر حاضر বহছ مضارع مجهول বাব نَصَرَ মাসদার اَلْحَشْرُ মূলবর্ণ (ح . ش . ر) জিনস صحيح অর্থ– তোমাদেরকে একত্রিত করা হবে।

বাক্য বিশ্লেষণ

قوله وَاللّٰهُ سَرِيْعُ الْحِسَابِ : وَ টি হরফে আতফ, اَللّٰهُ শব্দটি মুবতাদা, سَرِيْعُ মুযাফ আর اَلْحِسَابُ হলো মুযাফ ইলাইহি অতঃপর مضاف ও مضاف اليه মিলে খবর, মুবতাদা ও খবর মিলে جملة اسمية হলো।

https://e-ilm.weebly.com/

وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يُّعْجِبُكَ قَوْلُهٗ فِي الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا وَيُشْهِدُ اللّٰهَ عَلٰى مَا فِيْ قَلْبِهٖ وَهُوَ اَلَدُّ الْخِصَامِ (٢٠٤)

অনুবাদ (২০৪) আর কোনো কোনো মানুষ এমনও আছে যে, আপনার নিকট তার আলাপ- আলোচনা যা শুধু পার্থিব উদ্দেশ্যেই হয়, চিত্তাকর্ষক মনে হয় এবং সে আল্লাহকে হাজির নাজির বর্ণনা করে নিজের অন্তরস্থ বিষয়ের প্রতি, অথচ সে বিরোধিতায় কঠোর।

وَاِذَا تَوَلّٰى سَعٰى فِي الْاَرْضِ لِيُفْسِدَ فِيْهَا وَيُهْلِكَ الْحَرْثَ وَالنَّسْلَ ۗ وَاللّٰهُ لَا يُحِبُّ الْفَسَادَ (٢٠٥)

(২০৫) এবং যখন প্রস্থান করে, তখন এই চেষ্টায় ঘুরে বেড়ায় যে, দেশে অশান্তির সৃষ্টি করবে এবং শস্য ও জীবজন্তু বিনষ্ট করে দিবে, আর আল্লাহ তা'আলা ফ্যাসাদ পছন্দ করেন না।

وَاِذَا قِيْلَ لَهُ اتَّقِ اللّٰهَ اَخَذَتْهُ الْعِزَّةُ بِالْاِثْمِ فَحَسْبُهٗ جَهَنَّمُ ۗ وَلَبِئْسَ الْمِهَادُ (٢٠٦)

(২০৬) আর যখন কেউ তাকে বলে, আল্লাহকে তো ভয় কর, তখন অহঙ্কার তাকে ঐ পাপের দিকে অগ্রসর করে দেয়, সুতরাং এই প্রকৃতির লোকের যথোপযুক্ত শাস্তি- জাহান্নাম, আর এটা কী নিকৃষ্টতম বিশ্রামাগার।

وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَّشْرِيْ نَفْسَهُ ابْتِغَآءَ مَرْضَاتِ اللّٰهِ ۗ وَاللّٰهُ رَءُوْفٌ بِالْعِبَادِ (٢٠٧)

(২০৭) আর কতক লোক এমনও আছে যারা আল্লাহর সন্তুষ্টিলাভের জন্য স্বীয় জীবন পর্যন্ত উৎসর্গ করে দেয়, এবং আল্লাহ [এরূপ] বান্দাদের [অবস্থার] প্রতি খুবই করুণাময়।

শাব্দিক অনুবাদ

(২০৪) وَمِنَ النَّاسِ আর কোনো কোনো মানুষ এমনও আছে مَنْ يُّعْجِبُكَ যে আপনার নিকট চিত্তাকর্ষক মনে হয় قَوْلُهٗ তার আলাপ- আলোচনা فِي الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا যা শুধু পার্থিব উদ্দেশ্যেই হয় وَيُشْهِدُ اللّٰهَ এবং সে আল্লাহকে হাজির নাজির বর্ণনা করে عَلٰى مَا فِيْ قَلْبِهٖ নিজের অন্তরস্থ বিষয়ের প্রতি وَهُوَ اَلَدُّ الْخِصَامِ অথচ সে বিরোধিতায় কঠোর।

(২০৫) وَاِذَا تَوَلّٰى এবং যখন প্রস্থান করে سَعٰى فِي الْاَرْضِ তখন এই চেষ্টায় ঘুরে বেড়ায় যে لِيُفْسِدَ فِيْهَا দেশে অশান্তি সৃষ্টি করবে وَيُهْلِكَ এবং বিনষ্ট করে দিবে الْحَرْثَ শস্য وَالنَّسْلَ ও জীবজন্তু وَاللّٰهُ لَا يُحِبُّ আর আল্লাহ তা'আলা পছন্দ করেন না الْفَسَادَ ফ্যাসাদ।

(২০৬) وَاِذَا قِيْلَ لَهُ আর যখন কেউ তাকে বলে اتَّقِ اللّٰهَ আল্লাহকে তো ভয় কর اَخَذَتْهُ তখন তাকে অগ্রসর করে দেয় الْعِزَّةُ অহঙ্কার بِالْاِثْمِ ঐ পাপের দিকে فَحَسْبُهٗ جَهَنَّمُ সুতরাং এই প্রকৃতির লোকের যথোপযুক্ত শাস্তি-জাহান্নাম وَلَبِئْسَ الْمِهَادُ আর এটা কী নিকৃষ্টতম বিশ্রামাগার।

(২০৭) وَمِنَ النَّاسِ আর কতক লোক এমনও আছে مَنْ يَّشْرِيْ نَفْسَهُ যারা স্বীয় জীবন পর্যন্ত উৎসর্গ করে দেয় ابْتِغَآءَ مَرْضَاتِ اللّٰهِ আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভের জন্য وَاللّٰهُ এবং আল্লাহ رَءُوْفٌ খুবই করুণাময় بِالْعِبَادِ বান্দাদের [অবস্থার] প্রতি।

https://e-ilm.weebly.com/

يَاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوا ادْخُلُوْا فِي السِّلْمِ كَآفَّةً ۠ وَلَا تَتَّبِعُوْا خُطُوٰتِ الشَّيْطٰنِ ؕ اِنَّهٗ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِيْنٌ (٢٠٨)

অনুবাদ : (২০৮) হে মুমিনগণ! তোমরা ইসলামে পূর্ণরূপে দাখিল হও, এবং শয়তানের পদাঙ্ক অনুসরণ করে চলো না, বাস্তাবিকই সে তোমাদের প্রকাশ্য শত্রু।

فَاِنْ زَلَلْتُمْ مِّنْ بَعْدِ مَا جَآءَتْكُمُ الْبَيِّنٰتُ فَاعْلَمُوْٓا اَنَّ اللّٰهَ عَزِيْزٌ حَكِيْمٌ (٢٠٩)

(২০৯) অনন্তর তোমাদের নিকট উজ্জ্বল প্রমাণাদি আসার পরেও যদি তোমরা [সীরাতের মুস্তাকীম হতে] পদস্খলিত হতে থাক, তবে দৃঢ় বিশ্বাস রাখ, আল্লাহ মহা পরাক্রমশালী, হিকমতওয়ালা [প্রজ্ঞাময়]।

هَلْ يَنْظُرُوْنَ اِلَّآ اَنْ يَّاْتِيَهُمُ اللّٰهُ فِيْ ظُلَلٍ مِّنَ الْغَمَامِ وَالْمَلٰٓئِكَةُ وَقُضِيَ الْاَمْرُ ؕ وَاِلَى اللّٰهِ تُرْجَعُ الْاُمُوْرُ (٢١٠)

(২১০) তারা শুধু তারই প্রতীক্ষা করে যে, আল্লাহ এবং ফেরেশতাগণ যেন মেঘপুঞ্জের চাঁদোয়া তলে [শাস্তি দেওয়ার মানসে] তাদের নিকট আসেন এবং যাবতীয় বিষয়েরই মীমাংসা হয়ে যায়, আর এই সমস্ত [পুরস্কার ও শাস্তির] বিষয়াদি আল্লাহরই সমীপে উপস্থিত করা হবে।

سَلْ بَنِيْٓ اِسْرَآءِيْلَ كَمْ اٰتَيْنٰهُمْ مِّنْ اٰيَةٍۭ بَيِّنَةٍ ؕ وَمَنْ يُّبَدِّلْ نِعْمَةَ اللّٰهِ مِنْ بَعْدِ مَا جَآءَتْهُ فَاِنَّ اللّٰهَ شَدِيْدُ الْعِقَابِ (٢١١)

(২১১) আপনি বনী ইসরাঈলদেরকে জিজ্ঞাসা করুন, আমি তাদেরকে কত উজ্জ্বল প্রমাণাদি দান করেছিলাম, পরন্তু যে ব্যক্তি আল্লাহর নিয়ামতকে পরিবর্তন করে তার নিকট পৌঁছার পর, তবে নিশ্চয় আল্লাহ কঠোর শাস্তি প্রদান করেন।

শাব্দিক অনুবাদ

(২০৮) يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا হে মুমিনগণ! ادْخُلُوْا তোমরা দাখিল হও فِي السِّلْمِ ইসলামে كَآفَّةً পূর্ণরূপে। وَلَا تَتَّبِعُوْا এবং অনুসরণ করে চলো না خُطُوٰتِ الشَّيْطٰنِ শয়তানের পদাঙ্ক اِنَّهٗ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِيْنٌ বাস্তাবিকই সে তোমাদের প্রকাশ্য শত্রু।

(২০৯) فَاِنْ زَلَلْتُمْ অনন্তর যদি তোমরা [সীরাতের মুস্তাকীম হতে] পদস্খলিত হতে থাক مِّنْ بَعْدِ مَا جَآءَتْكُمُ তোমাদের নিকট আসার পরেও الْبَيِّنٰتُ উজ্জ্বল প্রমাণাদি। فَاعْلَمُوْٓا তবে দৃঢ় বিশ্বাস রাখ اَنَّ اللّٰهَ عَزِيْزٌ আল্লাহ মহা পরাক্রমশালী حَكِيْمٌ হিকমতওয়ালা [প্রজ্ঞাময়]।

(২১০) هَلْ يَنْظُرُوْنَ তারা শুধু তারই প্রতীক্ষা করে যে اِلَّآ اَنْ يَّاْتِيَهُمُ اللّٰهُ যেন তাদের নিকট আসেন আল্লাহ فِيْ ظُلَلٍ مِّنَ الْغَمَامِ মেঘপুঞ্জের চাঁদোয়া তলে وَالْمَلٰٓئِكَةُ এবং ফেরেশতাগণ وَقُضِيَ الْاَمْرُ এবং যাবতীয় বিষয়েরই মীমাংসা হয়ে যায় وَاِلَى اللّٰهِ تُرْجَعُ الْاُمُوْرُ আর এই সমস্ত [পুরস্কার ও শাস্তির] বিষয়াদি আল্লাহরই সমীপে উপস্থিত করা হবে।

(২১১) سَلْ بَنِيْٓ اِسْرَآءِيْلَ আপনি বনী ইসরাঈলদেরকে জিজ্ঞাসা করুন كَمْ اٰتَيْنٰهُمْ আমি তাদেরকে দান করেছিলাম, مِّنْ اٰيَةٍۭ بَيِّنَةٍ কত উজ্জ্বল প্রমাণাদি وَمَنْ يُّبَدِّلْ পরন্তু যে ব্যক্তি পরিবর্তন করে نِعْمَةَ اللّٰهِ আল্লাহর নিয়ামতকে مِنْ بَعْدِ مَا جَآءَتْهُ তার নিকট পৌঁছার পর فَاِنَّ اللّٰهَ তবে নিশ্চয় আল্লাহ شَدِيْدُ الْعِقَابِ কঠোর শাস্তি প্রদান করেন।

https://e-ilm.weebly.com/

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

(২০৪) قوله وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يُعْجِبُكَ قَوْلُهُ فِي الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا الخ আয়াতের শানে নুযূল– ১ : আখনাস বিন শারীক এর ব্যাপারে এই আয়াতটি নাজিল হয়েছে। সে একজন মুনাফিক ও মিষ্টভাষী ছিল। সে রাসূলের দরবারে এসে রাসূলের ভালোবাসার দাবি করত। আর এই ব্যাপারে সে আল্লাহকে সাক্ষী স্থাপন করত। এবং মিষ্ট কথার মাধ্যমে রাসূলকে আকৃষ্ট করে ফেলত। কিন্তু যখন সে মুসলমানদের শস্য ক্ষেত ও গবাদি পশুর পাশ দিয়ে যেত তখন তা জ্বালিয়ে ফেলত। তখন আল্লাহ তা'আলা তার এরূপ আচরণের কারণে হুজুর ﷺ-কে সতর্ক করার জন্য উল্লিখিত আয়াত নাজিল করেন। –[রূহুল মা'আনী]

শানে নুযূল – ২ : লুবাবুন নুকূল গ্রন্থে ইমাম সুয়ূতী (র.) বর্ণনা করেন যে, একদা কতিপয় বেদুঈন রাসূল ﷺ-এর দরবারে আগমন করত একান্ত মার্জিত ছলনামূলক আরজ করল, আমরা ইসলাম গ্রহণ করেছি। আমাদেরকে কুরআন ও অন্যান্য ইসলামি শিক্ষা দেওয়ার জন্য কয়েকজন আলেম সাহাবী প্রেরণ করুন। রাসূল ﷺ তাদের কথা মতো একদল সুশিক্ষিত সাহাবী প্রেরণ করেন। সাহাবীররা যখন بَطْنُ الرَّجِيْعِ নামক স্থানে পৌছল, তখন বেদুঈন গোত্রের লোকেরা তাদের ঘেরাও করে হত্যা করে। তাদের উল্লিখিত ঘটনাকে কেন্দ্র করে এ আয়াত নাজিল হয়।

(২০৭) قوله وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَّشْرِيْ نَفْسَهُ ابْتِغَآءَ مَرْضَاتِ اللهِ الخ আয়াতের শানে নুযূল : এই আয়াত হযরত সুহাইব রুমী (রা.) এর ব্যাপারে নাজিল হয়। হযরত সুহাইব রুমী (রা.) যখন মদিনার পানে রওয়ানা হন তখন মক্কার কাফেররা তার গতিরোধ করে আর তখন তিনি তুনির থেকে তীর বের করলেন। আর বললেন, তোমরা জান আমি একজন দক্ষ তীরন্দাজ। আমার তীর কখনো লক্ষ্যভ্রষ্ট হয় না। আমার হাতে একটা তীর থাকা পর্যন্ত তোমরা কেউ আমার সাথে ঘেষতে পারবে না। যখন তীর শেষ হয়ে যাবে তখন তলোয়ার দিয়ে লড়াই করব। যখন তলোয়ার ভেঙ্গে যাবে তখন তোমরা যা ইচ্ছা তাই কর। তবে তোমাদের আমি একটি উত্তম প্রস্তাব দিচ্ছি আমি মক্কায় সহায় সম্পত্তি সব রেখে এসেছি তোমরা সেগুলো নিয়ে যাও। এবং বিনিময়ে আমার পথ ছেড়ে দাও। তখন কাফেররা তার প্রস্তাবে রাজি হয়ে তার পথ ছেড়ে দিল। তিনি মদিনায় পৌছে পূর্ণ ঘটনা বললে হুজুর ﷺ বললেন,– رَبِحَ الْبَيْعُ اَبَا يَحْيٰى তখনই এই আয়াত নাজিল হয়।

(২০৮) قوله يٰاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوا ادْخُلُوْا فِي السِّلْمِ كَآفَّةً الخ আয়াতটি আব্দুল্লাহ ইবনে সালাম ও তার সঙ্গীদের ব্যাপারে নাজিল হয়। হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে সালাম (রা.) বলেন, ইহুদি ধর্মে শনিবার দিনটিকে সম্মান করা ওয়াজিব ছিল এবং উটের গোশত খাওয়া হারাম ছিল। তাই তাদের ধারণা হলো ইহুদি ধর্মে শনিবার দিনকে সম্মান করা ওয়াজিব। ইসলাম ধর্মে তাকে অসম্মান করা ওয়াজিব নয়; তদ্রূপ ইহুদি ধর্মে উটের গোশত খাওয়া হারাম কিন্তু ইসলাম ধর্মে উটের গোশত খাওয়া বাধ্য করা হয়নি। অর্থাৎ, হালাল। অতএব আমরা যদি শনিবার কে সম্মান করি এবং উটের গোশতা হালাল জানা সত্ত্বেও যদি এটা বর্জন করি তাহলে হযরত মূসা (আ.)-এর ধর্মের প্রতি আস্থা রইল এবং ইসলাম ধর্মের বিরোধিতাও হলো না। ফলে আমাদের উভয় কুলই রক্ষা পাব। তাছাড়া এর দ্বারা ধর্মের প্রতি আস্থা, আল্লাহর প্রতি বিনয়ী অতি মাত্রা প্রকাশ পাবে। তাই তারা রাসূলের দরবারে একথাটি প্রকাশ করল। তখন আল্লাহ তা'আলা এই আয়াতের মাধ্যমে তাদের ধারণাকে প্রত্যাখ্যান করে দিয়ে তাদেরকে সতর্ক করে দিলেন।

قوله وَهُوَ اَلَدُّ الْخِصَامِ -এর মর্মার্থ : শত্রুদের মধ্যে সর্বাপেক্ষা ধুরন্ধর, কুটিল ষড়যন্ত্রকারীকে اَلَدُّ الْخِصَامِ বলা হয়। যে শত্রু তার শত্রুতায় বুদ্ধি, অর্থ, হাতিয়ার ইত্যাদি সর্বপ্রকার মাধ্যম ব্যবহার করে এবং বিশ্বাসঘাতকতা, মিথ্যাচার, চুক্তি ভঙ্গ, কুটিল অপকৌশলের কোনো দিক ব্যবহারের বাকি রাখে না, তাকেই اَلَدُّ الْخِصَامِ বলে অভিহিত করা হয়। এরকম শত্রুরা নিজেদের কার্য সিদ্ধির যে কোনো রকম পদক্ষেপ গ্রহণ করতে পারে।

حَرْثٌ শব্দের অর্থ : ফতহুল কাদীর গ্রন্থকার বলেন, حَرْثٌ শব্দের অর্থ বিদীর্ণ করা, ছিদ্র করা। এ কারণেই লাঙ্গলকে حَرْثٌ বলা হয়। যেহেতু তা দ্বারা জমি বিদীর্ণ করা হয়। حَرْثٌ শব্দটি এখানে এবং সূরা আলে ইমরানে ফসলাদি বুঝাতে ব্যবহার করা হয়েছে। যেহেতু ফসলের বীজ মাটি বিদীর্ণ করে বুনতে হয় এবং তা মাটি বিদীর্ণ করে উদগত হয়, তাই উহাকে حَرْثٌ বলে। কুরআন মাজীদে আল্লাহ তা'আলা রূপক অর্থে মেয়েদেরকে حَرْثٌ বলেছেন। কেননা তারা সন্তান উৎপাদনের ক্ষেত্র স্বরূপ।

https://e-ilm.weebly.com/

قَوْلُهُ النَّسْلُ -এর অর্থ : কামালাইন কাদীর গ্রন্থকার বলেন, نَسْل -এর শাব্দিক অর্থ– বিচ্ছিন্ন হওয়া, পড়ে যাওয়া, ঝরে পড়া। আর সন্তানদের نَسْل বলা হয় এজন্য যে, যেহেতু ওরা মায়ের পেট থেকে ঝরে পড়ে। আল মুনজিদ গ্রন্থকার বলেন, نَسْل শব্দটি একবচন, বহুবচন اَنْسَال আসে। অর্থ হলো–সন্তান, বংশধর।

قوله ادْخُلُوا فِي السِّلْمِ كَافَّةً الخ : سِلْم শব্দটি যের ও যবর সহযোগে [সিলম ও সালম] দুটি পৃথক পৃথক অর্থে ব্যবহৃত হয়। একটির অর্থ হচ্ছে 'শান্তি', অপরটি 'ইসলাম'। এখানে অধিকাংশ সাহাবায়ে কেরামের মতে ইসলাম অর্থেই শব্দটি ব্যবহৃত হয়েছে। –[ইবনে কাসীর] كَافَّةً শব্দটি 'পরিপূর্ণভাবে' এবং 'সাধারণভাবে' এই দু'ই অর্থেই ব্যবহৃত হয়ে থাকে। ব্যাকরণের রীতি অনুযায়ী এখানে বাক্যটির গঠন হচ্ছে অবস্থাজ্ঞাপক। এতে দুটি সম্ভাবনা রয়েছে, একটি হচ্ছে اُدْخُلُوا [তোমরা অন্তর্ভুক্ত হয়ে যাও] শব্দে যে সর্বনাম রয়েছে, তার অবস্থা জ্ঞাপন করছে। অথবা ইসলাম অর্থে سِلْم শব্দটির অবস্থা জ্ঞাপন করছে। প্রথম ক্ষেত্রে অনুবাদ দাঁড়াবে এই যে, তোমরা সম্পূর্ণভাবে ইসলামের অন্তর্ভুক্ত হয়ে যাও। অর্থাৎ তোমাদের হাত-পা, চোখ-কান, মন-মস্তিষ্ক সবকিছুই যেন ইসলামের আওতায় এবং আল্লাহর আনুগত্যের মধ্যে এসে যায়, এমন যেন না হয় যে, হাত-পা এবং অঙ্গ প্রত্যঙ্গের দ্বারা ইসলামের বিধানসমূহ পালন করে যাচ্ছ অথচ তোমাদের মন-মস্তিষ্ক তাতে সন্তুষ্ট নয়। কিংবা মন-মস্তিষ্ক ইসলামের অনুশাসনে সন্তুষ্ট বটে, কিন্তু হস্ত, পদাদি অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের ক্রিয়াকলাপ তার বিরুদ্ধে। দ্বিতীয় ক্ষেত্রে আয়াতটির অনুবাদ এই যে, তোমরা পূর্ণাঙ্গ ইসলামের অন্তর্ভুক্ত হয়ে যাও। অর্থাৎ, এমন যাতে না হয় যে, ইসলামের কিছু বিষয় মেনে নিলে আর কিছু মানতে গিয়ে গড়িমসি করতে থাকলে। তাছাড়া কুরআন ও সুন্নাহতে বর্ণিত পূর্ণাঙ্গ জীবন-বিধানের নামই হচ্ছে ইসলাম। কাজেই এর সম্পর্ক বিশ্বাস ও ইবাদতের সাথেই হোক কিংবা আচার-অনুষ্ঠান, সামাজিকতা অথবা রাষ্ট্রের সাথেই হোক অথবা রাজনীতির সাথে হোক, অথবা এর সম্পর্ক বাণিজ্যের সাথেই হোক কিংবা শিল্পের সাথে, – ইসলাম যে পূর্ণাঙ্গ জীবনব্যবস্থা দিয়েছে তোমরা তারই অন্তর্ভুক্ত হয়ে যাও।

এতদুভয় দিকের মূল প্রতিপাদ্যই মোটামুটিভাবে এই যে, ইসলামের বিধানসমূহ তা মানবজীবনের যে কোনো বিভাগের সাথেই সম্পৃক্ত হোক না কেন, যে পর্যন্ত তার সমস্ত বিধি-নিষেধের প্রতি সত্যিকারভাবে স্বীকৃতি না দিবে, সে পর্যন্ত মুসলমান হওয়ার যোগ্যতা অর্জন করতে পারবে না।

এ আয়াতের যে শানে নুযূল উপরে বলা হয়েছে। মূলত তার মূল বক্তব্য এই যে, শুধুমাত্র ইসলামের শিক্ষাই তোমাদের উদ্দেশ্য হতে হবে। একে পরিপূর্ণভাবে গ্রহণ করে নিলে সে তোমাদেরকে অন্যান্য সমস্ত ধর্মের প্রভাব থেকে মুক্ত করে দিবে।

সতর্কতা : যারা ইসলামকে শুধু মসজিদ এবং ইবাদতের মাঝে সীমাবদ্ধ করে দিয়েছে, সামাজিক আচার-ব্যবহারকে ইসলামি সংবিধানের অন্তর্ভুক্ত বলে মনে করে না, তাদের জন্য এ আয়াতে কঠিন সতর্কবাণী উচ্চারণ করা হয়েছে। তথাকথিত দীনদারদের মধ্যেই এ ত্রুটি বেশিরভাগ দেখা যায়। এরা দৈনন্দিন আচার-আচরণ, বিশেষত সামাজিকতার ক্ষেত্রে পারস্পরিক যে অধিকার রয়েছে, সে সম্পর্কে সম্পূর্ণ অজ্ঞ। মনে হয়, এরা যেন এসব রীতি নীতিকে ইসলামের নির্দেশ বলেই বিশ্বাস করে না। তাই এগুলো জানতে শিখতেও যেমন এদের কোনো আগ্রহ নেই, তেমনিভাবে এর অনুশীলনেও তাদের কোনো আগ্রহ নেই। নাউযুবিল্লাহ! অন্ততঃপক্ষে হাকীমুল উম্মত হযরত আশরাফ আলী থানবী (র.) রচিত 'আদাবে মো'আশারাত' পুস্তিকাটি পড়ে নেওয়া প্রতিটি মুসলমানের উচিত।

আল্লাহ ও ফেরেশতা মেঘের আড়ালে করে তাদের নিকট আগমন করবেন, এমন ঘটনা কিয়ামতের দিন সংঘটিত হবে। এমনিভাবে আল্লাহর আগমন দ্ব্যর্থবোধক বিষয়ের অন্তর্ভুক্ত। এ সম্পর্কে অধিকাংশ সাহাবী ও তাবেয়ী এবং বুযুর্গানে দীনের রীতি হচ্ছে, বিষয়টিকে সঠিক ও সত্য বলে বিশ্বাস করে নেওয়া, কিন্তু কিভাবে তা সংঘটিত হবে তা জানার প্রয়োজন নেই। কেননা আল্লাহর অস্তিত্ব, তাঁর সমস্ত গুণাবলি ও অবস্থা জানা মানুষের ক্ষমতার উর্ধ্বে।

শব্দ বিশ্লেষণ

اَلَدُّ : সীগাহ واحد مذكر বহছ اسم تفضيل বাব سَمِعَ মাসদার اَللَّدَدُ মূলবর্ণ (ل . د . د) জিনস مضاعف ثلاثى একবচন, বহুবচন اَلِدَّاءُ অর্থ– ভীষণ ঝগড়াটে, তীব্র ঝগড়াকারী।

اَلْخِصَامِ : বাব مُفَاعَلَةٌ এর মাসদার : অর্থ– ঝগড়া করা।

اَخَذَتْ : সীগাহ واحد مؤنث غائب বহছ ماضى معروف বাব نَصَرَ মাসদার اَلْاَخْذُ মূলবর্ণ (أ . خ . ذ) জিনসে مهموز ف. অর্থ– সে ধরেছে।

https://e-ilm.weebly.com/

اَلْمِهَادُ : শব্দটি একবচন, বহুবচন أَمْهِدَةٌ ও مُهُدٌ অর্থ– বিছানা, ঠিকানা।

اٰمَنُوْا : সীগাহ جمع مذكر غائب বহছ ماضى معروف বাবে اِفْعَالٌ মাসদার اَلْاِيْمَانُ মূলবর্ণ (ا . م . ن) জিনসে مهموز فاء অর্থ– তারা ঈমান এনেছে।

كَافَّةً : শব্দটি একবচন, বহুবচন كَافَّاتٌ অর্থ– প্রতিহত করা, দূর করা।

زَلَلْتُمْ : সীগাহ جمع مذكر حاضر বহছ ماضى معروف বাব ضَرَبَ মাসদার اَلزَّلَلُ . اَلزُّلُوْلُ . اَلزَّلُّ মূলবর্ণ (ز . ل . ل) জিনস مضاعف ثلاثى অর্থ– তোমাদের পদস্খলন ঘটে।

قُضِىَ : সীগাহ واحد مذكر غائب বহছ ماضى مجهول বাব ضَرَبَ মাসদার اَلْقَضٰى মূলবর্ণ– (ق . ض . ى) জিনস ناقص يائى অর্থ– মীমাংসা হবে।

تُرْجَعُ : সীগাহ واحد مؤنث غائب বহছ مضارع مجهول বাব ضَرَبَ মাসদার اَلرُّجُوْعُ মূলবর্ণ (ر . ج . ع) জিনস صحيح অর্থ– এটা প্রত্যাবর্তিত হবে।

বাক্য বিশ্লেষণ

قوله وَاللّٰهُ رَءُوْفٌۢ بِالْعِبَادِ : এখানে واو বর্ণটি حرف عطف আর اَللّٰهُ শব্দটি মুবতাদা رَؤُوْفٌ শিবহে ফে'ল আর بِالْعِبَادِ-এর باء হরফে জার, اَلْعِبَادُ মাজরুর মিলে متعلق; অতঃপর শিবহে ফে'ল তার متعلق ও فاعل মিলে شبه جملة হয়ে خبر; এখন مبتدأ ও خبر মিলে جملة اسمية হলো।

قوله ادْخُلُوْا فِى السِّلْمِ كَاۤفَّةً : এখানে اُدْخُلُوْا ফে'ল, এতে اَنْتُمْ উহ্য সর্বনামটি যুলহাল, كَافَّةً হাল, যুলহাল ও হালা মিলে فاعل আর فِى السِّلْمِ জার ও মাজরুর মিলে متعلق সর্বশেষে فعل ও فاعل এবং متعلق মিলে جملة فعلية انشائية হয়েছে।

قوله وَلَا تَتَّبِعُوْا خُطُوٰتِ الشَّيْطٰنِ : এখানে لَا تَتَّبِعُوْا ফে'ল, এতে اَنْتُمْ উহ্য সর্বনামটি ফা'য়েল خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ মুযাফ ও মুযাফ ইলাইহি মিলে مفعول به এখন فعل ও فاعل এবং مفعول মিলে جملة فعلية انشائية হয়েছে।

قوله اِنَّهٗ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِيْنٌ : এখানে اِنَّ টি হরফে মুশাব্বাহ বিল ফে'ল ہٗ টি اِنَّ-এর اسم, তারপর لَكُمْ জার ও মাজরুর মিলে متعلق অতঃপর عَدُوٌّ مُّبِيْنٌ মাওসূফ ও সিফাত মিলে اِنَّ এর خبر সর্বশেষে اِنَّ তার اسم ও خبر এবং متعلق মিলে جملة اسمية হলো।

قوله وَاِلَى اللّٰهِ تُرْجَعُ الْاُمُوْرُ : এখানে واو টি حرف عطف, এবং اِلَى اللّٰهِ জার ও মাজরুর মিলে متعلق مقدم আর تُرْجَعُ ফে'লে মাজহুল اَلْاُمُوْرُ নায়েবে ফা'য়েল, অবশেষে ফে'লে মাজহুল, তার নায়েবে ফা'য়েল ও متعلق মিলে جملة فعلية خبرية হয়েছে।

قوله سَلْ بَنِىْۤ اِسْرَاۤءِيْلَ : এখানে سَلْ ফে'ল, এতে اَنْتَ উহ্য সর্বনাম ফা'য়েল, আর بَنِىْ মুযাফ اِسْرَائِيْلَ মুযাফ ইলাইহি। অতএব, মোযাফ ও মোযাফ ইলাইহি মিলে مفعول به হলো। অতঃপর فعل . فاعل ও مفعول به মিলে جملة فعلية انشائية হয়েছে।

قوله فَاِنَّ اللّٰهَ شَدِيْدُ الْعِقَابِ : এখানে فَاءٌ টি فاء جزائية আর اِنَّ হরফটি حرف مشبهة بالفعل আর اَللّٰهَ শব্দটি اِنَّ-এর اسم ও شَدِيْدُ الْعِقَابِ উভয়টি مضاف ও مضاف اليه মিলে اِنَّ-এর خبر অবশেষে اِنَّ তার اسم এবং خبر মিলে جملة اسمية হয়েছে।

https://e-ilm.weebly.com/

অনুবাদ (২১২) পার্থিব জীবন কাফেরদের নিকট সুসজ্জিত মনে হয় এবং [এ কারণেই] তারা এই সমস্ত মুমিনদের সাথে বিদ্রূপ করে। অথচ [মুসলমানগণ] যারা [কুফর ও শিরক হতে] বেঁচে থাকে, ঐ সমস্ত কাফের হতে উচ্চস্তরে থাকবে কিয়ামতের দিন, আর রিজিক তো আল্লাহ যাকে চান বে-হিসাবে দিয়ে থাকেন।

زُيِّنَ لِلَّذِيْنَ كَفَرُوا الْحَيٰوةُ الدُّنْيَا وَيَسْخَرُوْنَ مِنَ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا ۘ وَالَّذِيْنَ اتَّقَوْا فَوْقَهُمْ يَوْمَ الْقِيٰمَةِ ؕ وَاللّٰهُ يَرْزُقُ مَنْ يَّشَآءُ بِغَيْرِ حِسَابٍ (٢١٢)

(২১৩) সকল মানুষ [এক কালে] একই পথের ছিল। অনন্তর আল্লাহ নবীগণকে পাঠালেন, যাঁরা সুসংবাদ প্রদান করতেন ও ভীতি প্রদর্শন করতেন, আর তাঁদের সাথে কিতাবও যথাযথভাবে নাজিল করলেন, এই উদ্দেশ্যে যে, আল্লাহ মানুষের মধ্যে তাদের মতভেদযুক্ত বিষয়সমূহের মীমাংসা করে দিবেন, এবং এই কিতাবে মতভেদ আর কেউ করেনি, কেবল তারাই, যারা এই কিতাব প্রাপ্ত হয়েছিল, তাদের নিকট উজ্জ্বল প্রমাণসহ আসার পর তাদের পরস্পর বিদ্বেষের দরুন, অতঃপর আল্লাহ [সর্বদা] মুমিনদেরকে ঐ সত্য যা নিয়ে [মতবিরোধকারীরা] মতবিরোধ করত, স্বীয় করুণায় বলে দেন, আর আল্লাহ তা'আলা যাকে ইচ্ছা করেন তাকে সঠিক পথ প্রদর্শন করেন।

كَانَ النَّاسُ اُمَّةً وَّاحِدَةً ۟ فَبَعَثَ اللّٰهُ النَّبِيّٖنَ مُبَشِّرِيْنَ وَمُنْذِرِيْنَ ۪ وَاَنْزَلَ مَعَهُمُ الْكِتٰبَ بِالْحَقِّ لِيَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ فِيْمَا اخْتَلَفُوْا فِيْهِ ؕ وَمَا اخْتَلَفَ فِيْهِ اِلَّا الَّذِيْنَ اُوْتُوْهُ مِنْۢ بَعْدِ مَا جَآءَتْهُمُ الْبَيِّنٰتُ بَغْيًۢا بَيْنَهُمْ ۚ فَهَدَى اللّٰهُ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لِمَا اخْتَلَفُوْا فِيْهِ مِنَ الْحَقِّ بِاِذْنِهٖ ؕ وَاللّٰهُ يَهْدِيْ مَنْ يَّشَآءُ اِلٰى صِرَاطٍ مُّسْتَقِيْمٍ (٢١٣)

শাব্দিক অনুবাদ

(২১২) زُيِّنَ সুসজ্জিত মনে হয় لِلَّذِيْنَ كَفَرُوا কাফেরদের নিকট الْحَيٰوةُ الدُّنْيَا পার্থিব জীবন وَيَسْخَرُوْنَ এবং তারা বিদ্রূপ করে مِنَ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا এই সমস্ত মুমিনদের সাথে وَالَّذِيْنَ اتَّقَوْا অথচ যারা বেঁচে থাকে فَوْقَهُمْ ঐ সমস্ত কাফের হতে উচ্চস্তরে থাকবে يَوْمَ الْقِيٰمَةِ কিয়ামতের দিন وَاللّٰهُ يَرْزُقُ আর রিজিক তো আল্লাহ দিয়ে থাকেন مَنْ يَّشَآءُ যাকে চান بِغَيْرِ حِسَابٍ বে-হিসাবে।

(২১৩) كَانَ النَّاسُ সকল মানুষ ছিল اُمَّةً وَّاحِدَةً একই পথের فَبَعَثَ اللّٰهُ النَّبِيّٖنَ অনন্তর আল্লাহ নবীগণকে পাঠালেন مُبَشِّرِيْنَ যাঁরা সুসংবাদ প্রদান করতেন وَمُنْذِرِيْنَ ও ভীতি প্রদর্শন করতেন وَاَنْزَلَ مَعَهُمُ الْكِتٰبَ আর তাঁদের সাথে কিতাবও নাজিল করলেন بِالْحَقِّ যথাযথভাবে لِيَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ এই উদ্দেশ্যে যে, আল্লাহ মানুষের মধ্যে মীমাংসা করে দিবেন فِيْمَا اخْتَلَفُوْا فِيْهِ তাদের মতভেদযুক্ত বিষয়সমূহের وَمَا اخْتَلَفَ فِيْهِ এবং এই কিতাবে মতভেদ আর কেউ করেনি اِلَّا الَّذِيْنَ اُوْتُوْهُ কেবল তারাই, যারা এই কিতাব প্রাপ্ত হয়েছিল مِنْۢ بَعْدِ مَا جَآءَتْهُمُ الْبَيِّنٰتُ তাদের নিকট উজ্জ্বল প্রমাণসহ আসার পর بَغْيًۢا بَيْنَهُمْ তাদের পরস্পর বিদ্বেষের দরুন فَهَدَى اللّٰهُ অতঃপর আল্লাহ বলে দেন الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا মুমিনদেরকে لِمَا اخْتَلَفُوْا فِيْهِ যা নিয়ে মতবিরোধ করত مِنَ الْحَقِّ ঐ সত্য بِاِذْنِهٖ স্বীয় করুণায় وَاللّٰهُ يَهْدِيْ আর আল্লাহ তা'আলা প্রদর্শন করেন তাকে مَنْ يَّشَآءُ যাকে ইচ্ছা করেন اِلٰى صِرَاطٍ مُّسْتَقِيْمٍ সঠিক পথ।

https://e-ilm.weebly.com/

أَمْ حَسِبْتُمْ أَنْ تَدْخُلُوا الْجَنَّةَ وَلَمَّا يَأْتِكُمْ مَثَلُ الَّذِينَ خَلَوْا مِنْ قَبْلِكُمْ ۖ مَسَّتْهُمُ الْبَأْسَاءُ وَالضَّرَّاءُ وَزُلْزِلُوا حَتَّىٰ يَقُولَ الرَّسُولُ وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ مَتَىٰ نَصْرُ اللَّهِ ۗ أَلَا إِنَّ نَصْرَ اللَّهِ قَرِيبٌ (٢١٤)

অনুবাদ : (২১৪) অপর একটি কথা শ্রবণ কর, তোমরা কি মনে কর যে, [বিনা শ্রমে] বেহেশতে প্রবেশ করবে? অথচ এখনো তাদের ন্যায় তোমাদের সম্মুখে কোনো আশ্চর্যজনক ঘটনা ঘটেনি, যারা তোমাদের পূর্বে অতীত হয়েছে, তাদের উপর [বিরোধীদের কারণে] এমন এমন অভাব ও বিপদ-আপদ এসেছিল এবং তারা এমন প্রকম্পিত হয়েছিল যে, স্বয়ং রাসূল ও তাঁর মুমিন সাথীগণও বলে উঠেছিলেন, আল্লাহর সাহায্য কখন আসবে? স্মরণ রেখ! নিশ্চয় আল্লাহর সাহায্য আসন্ন।

يَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ ۖ قُلْ مَا أَنْفَقْتُمْ مِنْ خَيْرٍ فَلِلْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ ۗ وَمَا تَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ (٢١٥)

(২১৫) লোকেরা আপনাকে জিজ্ঞাসা করে, তারা কোন জিনিস [এবং কোথায়] ব্যয় করবে? আপনি বলে দিন যে, যা কিছু তোমরা ব্যয় করতে চাও তা পিতা মাতার ও আত্মীয়-স্বজনের ও পিতৃহীন শিশুদের ও অভাবগ্রস্তদের ও মুসাফিরদের প্রাপ্য। আর যে কোনো নেক কাজ করবে, আল্লাহ তা'আলা তৎসম্বন্ধে খুবই অবহিত।

শাব্দিক অনুবাদ

(২১৪) أَمْ حَسِبْتُمْ তোমরা কি মনে কর أَنْ تَدْخُلُوا الْجَنَّةَ যে বেহেশতে প্রবেশ করবে وَلَمَّا يَأْتِكُمْ مَثَلُ অথচ এখনো তাদের ন্যায় তোমাদের সম্মুখে কোনো আশ্চর্যজনক ঘটনা ঘটেনি الَّذِينَ خَلَوْا مِنْ قَبْلِكُمْ যারা তোমাদের পূর্বে অতীত হয়েছে مَسَّتْهُمُ তাদের উপর [বিরোধীদের কারণে] এমন এমন الْبَأْسَاءُ وَالضَّرَّاءُ অভাব ও বিপদ-আপদ এসেছিল وَزُلْزِلُوا এবং তারা এমন প্রকম্পিত হয়েছিল যে حَتَّىٰ يَقُولَ الرَّسُولُ স্বয়ং রাসূল বলে উঠেছিলেন وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ ও তাঁর মুমিন সাথীগণও مَتَىٰ نَصْرُ اللَّهِ আল্লাহর সাহায্য কখন আসবে? أَلَا স্মরণ রেখ! إِنَّ نَصْرَ اللَّهِ قَرِيبٌ নিশ্চয় আল্লাহর সাহায্য আসন্ন।

(২১৫) يَسْأَلُونَكَ লোকেরা আপনাকে জিজ্ঞাসা করে مَاذَا يُنْفِقُونَ তারা কোন জিনিস [এবং কোথায়] ব্যয় করবে قُلْ আপনি বলে দিন যে مَا أَنْفَقْتُمْ مِنْ خَيْرٍ যা কিছু তোমরা ব্যয় করতে চাও فَلِلْوَالِدَيْنِ তা প্রাপ্য পিতা মাতার وَالْأَقْرَبِينَ ও আত্মীয়-স্বজনের وَالْيَتَامَىٰ ও পিতৃহীন শিশুদের وَالْمَسَاكِينِ ও অভাবগ্রস্তদের وَابْنِ السَّبِيلِ ও মুসাফিরদের وَمَا تَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ আর যে কোনো নেক কাজ করবে فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ আল্লাহ তা'আলা তৎসম্বন্ধে খুবই অবহিত।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

(২১২) قوله زُيِّنَ لِلَّذِينَ كَفَرُوا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا وَيَسْخَرُونَ مِنَ الَّذِينَ آمَنُوا الخ **আয়াতের শানে নুযূল :** ইমাম সুয়ূতী তাঁর لُبَابُ النُّقُولِ فِي أَسْبَابِ النُّزُولِ গ্রন্থে বলেন, আরবের মুশরিকরা অভাবগ্রস্ত ও দরিদ্র সাহাবীদের দেখে ঠাট্টা-বিদ্রূপ করত। যেমন– হযরত আবূ উবায়দা, আমের, সালেম, খাব্বাব, আম্মার, আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা.) ও অন্যান্যদেরকে তারা বলতো, মুহাম্মদ কি শুধু গরিবরা তাঁকে অনুসরণ করবে তাতেই খুশি? যদি মুহাম্মদ -এর ধর্ম সত্য হতো তাহলে ধনী লোকেরাও তাঁর অনুসারী হতো। এসব গরিব লোকের অনুসরণে তাঁর কি কাজ? তখন আল্লাহ তা'আলা তাদের এসব উক্তির জবাবে এ আয়াতটি নাজিল করেন।

(২১৪) قوله أَمْ حَسِبْتُمْ أَنْ تَدْخُلُوا الْجَنَّةَ وَلَمَّا يَأْتِكُمْ مَثَلُ الَّذِينَ خَلَوْا مِنْ قَبْلِكُمْ الخ **আয়াতের শানে নুযূল :** কোনো কোনো মুফাসসিরীনে কেরাম বলেন, খন্দকের মুজাহিদদের সান্ত্বনা দেওয়ার জন্য আল্লাহ তা'আলা এই আয়াত নাজিল করেন। কেউ কেউ বলেন, ওহুদের যুদ্ধে সাহাবায়ে কেরামদের সান্ত্বনা দেওয়ার জন্য এই আয়াত নাজিল হয়।

https://e-ilm.weebly.com/

(২১৫) قوله يَسْئَلُوْنَكَ مَاذَا يُنْفِقُوْنَ الخ **আয়াতের শানে নুযূল :** হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) থেকে বর্ণিত আছে, হযরত আমর বিন জামূহ (রা.) অনেক সম্পদশালী ছিলেন। তিনি রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে প্রশ্ন করেছিলেন যে, আমাদের সম্পদ হতে কি পরিমাণ ব্যয় করব এবং কোথায় ব্যয় করব? তখন উক্ত আয়াত নাজিল হয়।

দুনিয়ার ধন-সম্পদ ও মান-সম্মানের উপর নির্ভর করে অহঙ্কার করা এবং দরিদ্র লোকের প্রতি উপহাস করার পরিণতি কিয়ামতের দিন চোখের সামনে ভেসে উঠবে। হযরত আলী (রা.) থেকে বর্ণিত রয়েছে, যে ব্যক্তি কোনো মুমিন স্ত্রী বা পুরুষকে তার দারিদ্রের জন্য উপহাস করে, আল্লাহ তা'আলা তাকে কিয়ামতের দিন সমগ্র উম্মতের সামনে লাঞ্ছিত ও অপমানিত করবেন। আর যে ব্যক্তি কোনো মুমিন স্ত্রী বা পুরুষের উপর এমন অপবাদ আরোপ করবে, যে দোষে সে দোষী নয়, কিয়ামতের দিন আল্লাহ তাকে একটি উঁচু অগ্নিকুণ্ডের উপর দাঁড় করাবেন; যতক্ষণ না সে তার মিথ্যার স্বীকারোক্তি করবে ততক্ষণ পর্যন্ত তাতে রাখা হবে। –[যিকরুল-হাদীস, কুরতুবী]

এ আয়াতে বর্ণনা করা হয়েছে যে, কোনো এককালে পৃথিবীর সমস্ত মানুষ একই মতাদর্শ ও ধর্মের অন্তর্ভুক্ত ছিল। সবাই একই ধরনের বিশ্বাস ও আকীদা পোষণ করত। তা ছিল প্রকৃতির ধর্ম। অতঃপর তাদের মধ্যে আকীদা, বিশ্বাস ও ধ্যান-ধারণার বিভিন্নতা দেখা দেয়। ফলে সত্য ও মিথ্যার মধ্যে পার্থক্য করা বা পরিচয় করা অসম্ভব হয়ে পড়ে। তাই আল্লাহ তা'আলা সত্য ও সঠিক মতবাদকে প্রকাশ করার জন্য এবং সঠিক পথ দেখাবার লক্ষ্যে নবী রাসূলগণকে প্রেরণ করেন, তাঁদের প্রতি আসমানি কিতাব অবতীর্ণ করেন। নবীগণের চেষ্টা, পরিশ্রম ও তাবলীগের ফলে মানুষ দু'ভাগে বিভক্ত হয়ে যায়। একদল আল্লাহর প্রেরিত রাসূল এবং তাঁদের প্রদর্শিত সত্য-সঠিক পথ ও মতকে গ্রহণ করে নেয়। আর একদল তা প্রত্যাখ্যান করে নবীগণকে মিথ্যা বলে। প্রথমোক্ত দল নবীগণের অনুসারী এবং মুমিন বলে পরিচিত, আর শেষোক্ত দলটি নবীগণের অবাধ্য ও অবিশ্বাসী এবং কাফের বলে পরিচিত। এ আয়াতের প্রথম বাক্যে ইরশাদ হয়েছে– كَانَ النَّاسُ أُمَّةً وَّاحِدَةً ইমাম রাগেব ইস্পাহানী 'মুফরাদাতুল কুরআনে' বলেছেন, আরবি অভিধান অনুযায়ী এমন মানবগোষ্ঠীকে উম্মত বলা হয়, যাদের মধ্যে কোনো বিশেষ কারণে সংযোগ, ঐক্য ও একতা বিদ্যমান থাকবে। সে ঐক্য মতাদর্শ ও বিশ্বাস জনিতই হোক অথবা একই যুগ একই এলাকা বা দেশের অধিবাসী হওয়ার দরুনই হোক অথবা অন্য কোনো অঞ্চলের বংশ, বর্ণ ও ভাষার সমতার কারণেই হোক।

'কোনো এক কালে সকল মানুষ পরস্পর একতাবদ্ধ ছিল' এতে দু'টি কথা প্রণিধানযোগ্য। প্রথমতঃ একতা বলতে কোন ধরনের একতাকে বুঝানো হয়েছে? দ্বিতীয়তঃ এই একতা কখন ছিল? প্রথম বিষয়ের মীমাংসা এ আয়াতের শেষ বাক্যটির দ্বারা হয়ে যায়। এতে একতার মধ্যে মতানৈক্য সৃষ্টি হওয়ার এবং বিভিন্ন মতবাদের মধ্যে হক ও সত্য মতবাদ নির্ধারণের ব্যাপারে নবী ও রাসূল প্রেরণের কথা উল্লেখ করা হয়েছে। কেননা এ মতাদর্শের মধ্যে মীমাংসা করার জন্য নবী ও রাসূলগণের প্রেরণ এবং আসমানি কিতাব অবতরণ করা হয়েছে। বলাবাহুল্য, সে মতবিরোধ বংশ, ভাষা বর্ণ বা অঞ্চল অথবা যুগের মতানৈক্য ছিল না; বরং মতাবদর্শ, আকাইদ ও ধ্যান–ধারণার পার্থক্য ছিল। এতেই বুঝা যায় যে, এ আয়াতে একত্ব বলতে ধ্যান-ধারণা, চিন্তা এবং আকীদার একত্বকেই বুঝানো হয়েছে।

সুতরাং এ আয়াতটির অর্থ দাঁড়ায় এই যে, এমন এক সময় ছিল, যখন প্রতিটি মানুষ একই মত ও আদর্শ এবং একই ধর্মের অন্তর্ভুক্ত ছিল। প্রশ্ন উঠে, সে মত ও বিশ্বাসটি কি ছিল? এতে দু'টি সম্ভাবনা বিদ্যমান। ১. হয় তখনকার সব মানুষ তাওহীদ ও ঈমানের প্রতি বিশ্বাসে ঐক্যবদ্ধ ছিল নতুবা ২. সবাই মিথ্যা ও কুফরিতে ঐক্যবদ্ধ ছিল। অধিকাংশ তাফসীরকারের সমর্থিত মত হচ্ছে যে, সে আকিদাটি ছিল সঠিক ও যথার্থতা ভিত্তিক। অর্থাৎ তাওহীদ ও ঈমানের ঐকমত্য।

এ আয়াতের দ্বারা বুঝা যাচ্ছে যে, 'এক' বলতে আকিদা ও তরিকার একত্ব এবং সত্য-ধর্ম বলে আল্লাহর একত্ববাদ ও ঈমানের ব্যাপারে ঐকমত্যের কথাই বলা হয়েছে।

এখন দেখতে হবে, এ সত্য দীন ও ঈমানের উপর সমস্ত মানুষের ঐকমত্য কোন যুগে প্রতিষ্ঠিত ছিল এবং তা কোন যুগ পর্যন্ত স্থায়ী ছিল? তাফসীরকার সাহাবীগণের মধ্যে হযরত উবাই ইবনে কা'ব এবং ইবনে যায়েদ (রা.) বলেছেন যে, এ ঘটনাটি 'আলমে-আযল' বা আত্মার জগতের ব্যাপারে। অর্থাৎ, সমস্ত মানুষের আত্মাকে সৃষ্টি করে যখন জিজ্ঞাসা করা হয়েছিল, اَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ [আমি কি তোমাদের পালনকর্তা নই?] তখন একবাক্যে সকল মানুষ একই আকীদাতে বিশ্বাসী ছিল, যাকে ঈমান ও ইসলাম বলা হয়। –[কুরতুবী]

হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা.) বলেছেন যে, এই একত্বের বিশ্বাস তখনকার, যখন হযরত আদম (আ.) স্বস্ত্রীক দুনিয়াতে আগমন করলেন এবং তাঁদের সন্তান-সন্ততি জন্মাতে আরম্ভ করল আর মানবগোষ্ঠী বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হতে শুরু করল। তাঁরা সবাই হযরত আদম (আ.)-এর ধর্ম, তাঁর শিক্ষা ও শরিয়তের অনুগত ছিল। একমাত্র কাবীল ছাড়া সবাই তাওহীদের সমর্থক ছিলেন।

https://e-ilm.weebly.com/

'মুসনাদে বাযযার' গ্রন্থে হযরত ইবনে আব্বাস (রা.)-এর উদ্ধৃতির সাথে সাথে একথাও উল্লেখ রয়েছে যে, একত্বের ধারণা হযরত আদম (আ.) থেকে আরম্ভ হয়ে হযরত ইদরীস (আ.) পর্যন্ত বিদ্যমান ছিল। সে সময় সবাই মুসলমান এবং একত্ববাদে বিশ্বাসী ছিলেন। এতদুভয় নবীর মধ্যবর্তী সময় হলো দশ 'করন'। বাহ্যতঃ এক 'করন' দ্বারা এক শতাব্দী বুঝা যায়। সুতরাং মোট সময় ছিল এক হাজার বছর।

কেউ কেউ একথাও বলেছেন যে, এই একক বিশ্বাসের যুগ ছিল হযরত নূহ (আ.)-এর তুফান পর্যন্ত। হযরত নূহ (আ.)-এর সাথে যারা নৌকায় আরোহণ করেছিলেন, তারা ব্যতীত সমগ্র বিশ্ববাসী এতে ডুবে মরেছিল। তুফান বন্ধ হওয়ার পর যারা জীবিত ছিলেন, তাঁরা সবাই ছিলেন মুসলমান, সত্য ধর্ম ও একত্ববাদে বিশ্বাসী।

বাস্তবপক্ষে এ তিনটি মতামতের মধ্যে কোনো বিরোধ নেই। তিনটি যুগই এমন ছিল, যেগুলোতে সমস্ত মানুষ একই মতবাদ ও একই উম্মতের অন্তর্ভুক্ত ছিল এবং সত্য ধর্মের উপর কায়েম ছিল। পরবর্তী আয়াতে একটি বিষয় লক্ষণীয় যে, পূর্ববর্তী বাক্যটিতে সমস্ত মানব জাতিকে একই মত ও ধর্মের অনুসারী বলে উল্লেখ করার পর মতবিরোধের কোনো কারণ বর্ণনা না করেই বলা হয়েছে– 'আমি নবী-রাসূলগণ ও কিতাবসমূহ অবতীর্ণ করেছি, যাতে মতবিরোধের মীমাংসা করা যায়।'

এ দুটি বাক্য আপাতত দৃষ্টিতে গরমিল মনে হয়। কারণ নবীগণ এবং কিতাবসমূহ প্রেরণের কারণ ছিল মানুষের মতানৈক্য। পক্ষান্তরে সে সময় কোনো মত পার্থক্য ছিল বলেই উল্লেখ করা হয়নি। অবশ্য এর অর্থ অত্যন্ত পরিষ্কার। যারা কুরআনের বর্ণনাভঙ্গি সম্পর্কে একটু চিন্তা করেন, তাদের জন্য এর মর্ম উপলব্ধি করা মোটেই কঠিন নয়। কুরআন কখনো অতীতের বর্ণনা দিতে গিয়ে গল্প, কাহিনী কিংবা ইতিহাসের গ্রন্থাবলিতে উল্লিখিত যাবতীয় কাহিনীরই অবতারণা করেনি; বরং মধ্য থেকে সেসব অংশ বাদ দিয়ে দিয়েছে, যা এই কালামের প্রেক্ষাপটের দ্বারা বুঝা যায়। ফলে তা'ই বর্ণনা করা হয়েছে। অতঃপর যে মতানৈক্য দেখা দিয়েছে তা বিশ্বাসী স্বচক্ষে দেখেছে। তাই এর পুনরালোচনা ছিল নিষ্প্রয়োজন। তবে এতটুকু বলা হয়েছে যে, এসব মতানৈক্যের মীমাংসা করার জন্য আল্লাহ তা'আলা কি ব্যবস্থা করেছেন। ইরশাদ হয়েছে– فَبَعَثَ اللّٰهُ النَّبِيّٖنَ অর্থাৎ, আল্লাহ তা'আলা নবীগণকে প্রেরণ করলেন। তাঁরা সত্য ধর্মের অনুসারীদেরকে স্বীয় আরাম ও সুখ-শান্তির সুসংবাদ দিতেন, আর তা থেকে যারা বিমুখ হয়েছিল, তাদেরকে জাহান্নামের শাস্তির ভয় দেখাতেন। আর তাদের নিকট ওহী ও আসমানি গ্রন্থ অবতীর্ণ করলেন যা বিভিন্ন মতাদর্শের নিরসন করে সত্য ও সঠিক মতাদর্শ জানিয়ে দেয়। অতঃপর ইরশাদ হয়েছে, নবী-রাসূল এবং আসমানি গ্রন্থের মাধ্যমে প্রকাশ্য ও অকাট্য যুক্তি-প্রমাণ উপস্থাপন করার পরেও বিশ্ববাসী দুটি দলে বিভক্ত হয়ে গেছে। কিছু লোক এ হেদায়েতকে গ্রহণ করেনি। আরো আশ্চর্যের বিষয় যে, যাদের কাছে নবীগণ ও দলিলসমূহ এসেছে, তাদেরই একদল তা অগ্রাহ্য করেছে। অর্থাৎ, ইহুদি ও নাসারাগণ। আরো বিস্ময়কর বিষয়, আসমানি কিতাবে কোনো সন্দেহ-সংশয়ের সম্ভাবনা ছিল না যে, তা বুঝা যায় না বা বুঝতে ভুল হয়; বরং প্রকৃতপক্ষে জেনে-বুঝেও শুধুমাত্র গোড়ামী ও জিদবশতঃ তারা এসবের বিরুদ্ধাচরণ করেছে।

দ্বিতীয় দল হচ্ছে তাদের, যারা আল্লাহর দেওয়া হেদায়েতকে গ্রহণ করেছে এবং নবী রাসূল ও আসমানি কিতাবসমূহের মীমাংসা সর্বান্তকরণে মেনে নিয়েছে। كَانَ النَّاسُ اُمَّةً وَّاحِدَةً এর সামর্ম হচ্ছে এই যে, প্রথমে বিশ্বের সমস্ত মানুষ সত্য ও সঠিক ধর্মের মধ্যে ছিল। অতঃপর মতের পার্থক্য ও উদ্দেশ্যের বিভিন্নতার দরুন মতানৈক্য আরম্ভ হয়। দীর্ঘদিন পর আমল ও বিশ্বাসের মাঝে মতভেদ সৃষ্টি হতে থাকে, এমনকি সত্য-মিথ্যার মধ্যেও সংমিশ্রণ আরম্ভ হয়। সবাইকে সঠিক ধর্মের উপর পুনর্বহাল করার জন্য প্রকাশ্য প্রমাণের প্রেক্ষিতে কেউ কেউ তা মেনে নিয়েছে, আবার কেউ কেউ জিদবশতঃ অস্বীকার করেছে এবং বিপরীত পথ অবলম্বন করেছে।

এ আয়াতের দ্বারা কয়েকটি বিষয় জানা যায়। প্রথমতঃ এই যে, আল্লাহ তা'আলা যে অসংখ্য নবী রাসূল ও আসমানি কিতাব প্রেরণ করেছেন, তার উদ্দেশ্য ছিল, 'মিল্লাতে ওয়াহেদা' ত্যাগ করে যে মানব সমাজ বিভিন্ন দল ও ফেরকাতে বিভক্ত হয়েছে, তাদেরকে পুনরায় পূববর্তী ধর্মের আওতায় ফিরিয়ে আনা। নবীগণের আগমনের ধারাটিও এভাবেই চলেছে। যখনই মানুষ সৎপথ থেকে দূরে সরে গেছে, তখনই হেদায়েতের জন্য আল্লাহ তা'আলা কোনো না কোনো নবী প্রেরণ করেছেন এবং কিতাব নাজিল করেছেন, যেন তাঁর অনুসরণ করা হয়। আবার যখন তারা পথ হারিয়েছে, তখন অন্য আরো কজন নবী পাঠিয়েছেন এবং কিতাব অবতীর্ণ করেছেন।

আর যেহেতু পূর্ববর্তী কিতাবগুলোতে পরিবর্তন-পরিবর্ধনের মাধ্যমে সেসব নবী-রাসূলের শিক্ষাকে নষ্ট করে দেওয়া হয়েছিল বলেই আরো নবী-রাসূল এবং কিতাব প্রেরণের প্রয়োজন দেখা দিয়েছিল, সেহেতু কুরআনকে পরিবর্তন হতে হেফাজতে রাখার দায়িত্ব আল্লাহ তা'আলা স্বয়ং গ্রহণ করেছেন এবং কুরআনের শিক্ষাকে কিয়ামত পর্যন্ত এর প্রকৃত রূপে বহাল রাখার জন্য উম্মতে মুহাম্মদীর মধ্য হতে এমন এক দলকে সঠিক পথে কায়েম রাখার ওয়াদা করেছেন, যে দল সব সময় সত্য ধর্মে অটল থেকে মুসলমানদের মধ্যে কুরআন ও সুন্নাহর সঠিক শিক্ষা প্রচার ও প্রসার করতে থাকবে। কারো শত্রুতা বা বিরোধিতা তাদের উপর কোনো প্রভাব বিস্তার করতে পারবে না। এ জন্যই তাঁর পরে নবুয়ত ও ওহীর দ্বার বন্ধ হয়ে যাওয়া ছিল অবশ্যম্ভাবী বিষয়। এ বাস্তবতার প্রেক্ষিতেই সর্বোপরি খতমে-নবুয়ত ঘোষণা করা হয়েছে।

https://e-ilm.weebly.com/

দ্বিতীয়ত : বুঝা গেল যে, ধর্মের ভিত্তিতেই জাতীয়তা নির্ধারিত হয়। মুসলমান ও অমুসলমানকে দু'টি জাতি হিসেবে চিহ্নিত করাই এর উদ্দেশ্য। এ প্রসঙ্গে فَمِنْكُمْ كَافِرٌ وَمِنْكُمْ مُؤْمِنٌ আয়াতটিও একটি প্রমাণ। এতদসঙ্গে একথা ও পরিষ্কারভাবে বুঝা গেল যে, জাতীয়তা সৃষ্টি করার জন্যই, যা সৃষ্টির আদিতে ছিল যার বুনিয়াদ দেশ ও ভৌগলিক সীমার সঙ্গে সংযুক্ত ছিল না; বরং একক বিশ্বাস ও একক ধর্মের অনুসরণের উপর প্রতিষ্ঠিত ছিল। ইরশাদ হয়েছে– كَانَ النَّاسُ أُمَّةً وَاحِدَةً সৃষ্টির আদিতে সঠিক বিশ্বাস এবং সত্যধর্মের অনুসারীরূপে একক জাতীয়তা প্রতিষ্ঠিত ছিল। কিন্তু পরে মানুষ নিজেদের মাঝে বিভেদ সৃষ্টি করেছে। নবীগণ মানুষকে এ প্রকৃত একক জাতীয়তার দিকে আহবান করেছেন। যারা তাঁদের এ আহবানে সাড়া দেয়নি, তারা এক জাতীয়তা থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়েছে এবং স্বতন্ত্র জাতি গঠন করেছে। এ আয়াতের দ্বারা একথাও বুঝা গেল যে, মন্দ লোকেরা প্রেরিত নবীগণের এবং আল্লাহর কিতাবের বিরুদ্ধাচরণ করাকে পছন্দ করেছে এবং তাঁদের বিরুদ্ধে সর্বশক্তি নিয়োগ করার জন্য প্রস্তুত হয়েছে। সুতরাং ঈমানদারদের পক্ষে তাদের এহেন দুরাচারের জন্য মনোকষ্ট নেওয়া উচিত নয়। যেভাবে কাফেররা তাদের পূর্বপুরুষদের পথ অবলম্ব করে নবীগণের বিরুদ্ধাচরণের পথ ধরেছে, তেমনিভাবে মুমিন ও সালেহগণের উচিত নবীগণের শিক্ষা অনুসরণ করা, তাঁদের অনুসরণে বিপদাপদে ধৈর্যধারণ করা এবং যুক্তিগ্রাহ্য মনোমুগ্ধকর ওয়াজ এবং নম্রতার মাধ্যমে বিরুদ্ধাচারণকারীদের সত্য ধর্মের প্রতি আহবান করতে থাকা।

এ আয়াতে কয়েকটি বিষয় প্রণিধানযোগ্য। প্রথমতঃ পরিশ্রম ও মেহনত ব্যতীত এবং বিপদ-আপদে পতিত হওয়া ছাড়া কেউই বেহেশত লাভ করতে পারবে না। অথচ কুরআন ও হাদীসের বর্ণনায় প্রমাণ রয়েছে যে, অনেক পাপী ব্যক্তিও আল্লাহর দয়া ও ক্ষমার দৌলতে জান্নাত লাভ করবে; এতে কোনো কষ্ট সহ্যের প্রয়োজনই হবে না। কারণ কষ্ট ও পরিশ্রমের স্তর বিভিন্ন। নিম্ন স্তরের পরিশ্রম ও কষ্ট হচ্ছে স্বীয় জৈবিক কামনা-বাসনা ও শয়তানের তাড়না থেকে নিজেকে রক্ষা করে কিংবা সত্য ধর্মের বিরুদ্ধবাদীদের বিরুদ্ধাচরণ করে নিজের বিশ্বাস ও আকীদাকে ঠিক করা। এ স্তর প্রত্যেক মুমিনেরই অর্জন করতে হয়। অতঃপর মধ্যম ও উচ্চ স্তরের বর্ণনা যে পরিমাণ কষ্ট ও পরিশ্রম হবে, সে স্তরেরই জান্নাত লাভ হবে। এভাবে কষ্ট ও পরিশ্রম হতে কেউই রেহাই পায়নি এক হাদীসে রাসূল ﷺ ইরশাদ করেছেন–

أَشَدُّ النَّاسِ بَلَاءً الْأَنْبِيَاءُ ثُمَّ الْأَمْثَلُ فَالْأَمْثَلُ

"সবচাইতে অধিক বালা-মসিবতে পতিত হয়েছেন, নবী-রাসূলগণ। তারপর তাঁদের নিকটবর্তী ব্যক্তিবর্গ।"

দ্বিতীয় কথা হচ্ছে, নবীগণ ও তাঁদের সাথীদের প্রার্থনা যে, 'আল্লাহর সাহায্য কখন আসবে' তা কোনো সন্দেহের কারণে নয় যা তাঁদের শানের বিরুদ্ধে ; বরং এ প্রশ্নের উদ্দেশ্য ছিল এই যে, যদিও আল্লাহ তা'আলা সাহায্যের ওয়াদা করেছেন, এর সময় ও স্থান নির্ধারণ করেননি। অতএব, এ অশান্ত অবস্থায় এ ধরনের প্রার্থনার অর্থ ছিল এই যে, সাহায্য তাড়াতাড়ি অবতীর্ণ হোক। এমন প্রার্থনা আল্লাহর প্রতি ভরসা ও শানে নবুয়তের খেলাফ নয়; বরং আল্লাহ তা'আলা স্বীয় বান্দাদের সবিনয় প্রার্থনাকে পছন্দ করেন। বস্তুতঃ নবী এবং সালেহীনগণই এরূপ প্রার্থনার অধিক উপযুক্ত।

প্রথমোক্ত আয়াতগুলোতে স্বাভাবিকভাবে বিষয়টি একান্ত গুরুত্ব ও তাকীদের সাথে বলা হয়েছে যে, কুফরি ও মুনাফেকী ত্যাগ করে পুরোপুরিভাবে ইসলামের অন্তর্ভুক্ত হয়ে যাও। আল্লাহর আদেশের পরিপন্থি হলে কারো কথাই মানবে না। আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য জান-মাল কুরবান করে দাও এবং যাবতীয় দুঃখ-কষ্টে ধৈর্যধারণ কর। এখান থেকে সে নির্দেশের আনুগত্য এবং আল্লাহর রাস্তায় জান-মাল কুরবান করার ছোট-খাটো বিষয়গুলো বিস্তারিতভাবে আলোচনা করা হচ্ছে, যা জান-মাল এবং বিয়ে-তালাক প্রভৃতিসহ জীবনের অন্যান্য আচার-অনুষ্ঠানের সাথে সম্পর্কযুক্ত। পূর্ব থেকে যে বর্ণনাপদ্ধতি গ্রহণ করা হয়েছে এখানেও সে রীতিই রক্ষা করা হয়েছে।

আনুষাঙ্গিক এ বিষয়গুলোর আলোচনাও যথেষ্ট তাৎপর্যপূর্ণ এবং এরও একটা বিশেষ রীতি রয়েছে। এসব বিষয়ের অধিকাংশই হচ্ছে এমন– যার সম্পর্কে সাহাবীগণ রাসূল কারীম ﷺ-কে জিজ্ঞেস করেছিলেন এবং সেগুলোর উত্তর রাসূল ﷺ-এর মাধ্যমে সরাসরি আরশে মোয়াল্লা থেকে আল্লাহ তা'আলাই দিয়েছেন। সে মতে এসব ফতোয়া বা প্রশ্নের উত্তর স্বয়ং আল্লাহ তা'আলাই দিয়েছেন বলেও যদি মনে করা হয়, তাও ভুল হবে না। কুরআন শরীফে রয়েছে– قُلِ اللّٰهُ يُفْتِيكُمْ فِيهِنَّ –এতে পরিষ্কারভাবে আল্লাহ তা'আলা ফতোয়া দেওয়ার কাজটিকে নিজেরই সাথে সম্পৃক্ত করেছেন। কাজেই এতে কোনো প্রকার রূপক বিশ্লেষণ চলে না। তাছাড়া বলা যেতে পারে যে, এ ফতোয়া রাসূল ﷺ দিয়েছেন, যা তাকে ওহীর মাধ্যমে শেখানো হয়েছে। এ রুকূ'তে শরিয়তের যেসব হুকুম-আহকাম সাহাবীগণের প্রশ্নের উত্তরে বর্ণনা করা হয়েছে, তা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ সমগ্র কুরআনে এমনিভাবে প্রশ্নোত্তরের আকারে বিশেষ বিধানের বর্ণনা প্রায় সতেরটি

https://e-ilm.weebly.com/

জায়গায় রয়েছে। তন্মধ্যে সাতটি সূরা বাকারায়, একটি সূরা মায়েদায়, একটি সূরা আনফালে। এ নয়টি স্থানে প্রশ্ন করা হয়েছে, সাহাবায়ে কেরামের পক্ষ থেকে। এছাড়া সূরা আ'রাফে দু'টি এবং সূরা বনী ইসরাঈল, সূরা কাহাফ, সূরা তা'হা ও সূরা নাযি'আতে একটি করে ছয়টি স্থানে কাফেরদের পক্ষ থেকে প্রশ্ন ছিল। যার উত্তর কুরআনে কারীমে উত্তরের আকারেই দেওয়া হয়েছে। মুফাসসির হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা.) বলেছেন, হযরত মুহাম্মদ ﷺ-এর সাহাবীগণের চাইতে কোনো উত্তম দল আমি দেখিনি; ধর্মের প্রতি তাঁদের এহেন ভালোবাসা ও সম্পর্ক সত্ত্বেও তাঁরা প্রশ্ন করতেন খুব অল্প। তাঁরা সর্বমোট তেরটি বিষয়ের উপর প্রশ্ন করেছিলেন। সেগুলোর উত্তর কুরআনে কারীমে দেওয়া হয়েছে। তবে তাঁরা প্রয়োজন ছাড়া কোনো প্রশ্ন করতেন না। –[কুরতুবী]

আলোচ্য আয়াতগুলোর প্রথমটিতে সাহাবীগণের প্রশ্নের বিষয়টি নিম্নলিখিতভাবে উদ্ধৃত হয়েছে। يَسْـَٔلُوْنَكَ مَاذَا يُنْفِقُوْنَ অর্থাৎ মানুষ কি ব্যয় করবে এ সম্পর্কে আপনাকে জিজ্ঞেস করবে। এ প্রশ্নই দুটি আয়াতের পর পুনরায় একই বাক্যের মাধ্যমে করা হয়েছে।

يَسْـَٔلُوْنَكَ مَاذَا يُنْفِقُوْنَ কিন্তু প্রথমবার এই প্রশ্নের যে উত্তর উল্লিখিত আয়াতে দেওয়া হয়েছে, দু' আয়াতের পর এর উত্তর অন্যভাবে দেওয়া হয়েছে। এজন্য বুঝতে হবে যে, একই রকম প্রশ্নের দুটি উত্তরের একটি তাৎপর্য অবশ্যই রয়েছে। আর সে তাৎপর্যটি সে সমস্ত অবস্থা ও ঘটনার বিষয়ে চিন্তা করলেই বুঝা যায়, যেগুলোর প্রেক্ষিতে আয়াতগুলো নাজিল হয়েছিল। যেমন, আলোচ্য আয়াতের শানে নুযূল হচ্ছে এই যে, হযরত আমর ইবনে নূহ রাসূল ﷺ- কে প্রশ্ন করেছিলেন, যে مَا نُنْفِقُ مِنْ اَمْوَالِنَا وَاَيْنَ نَضَعُهَا অর্থাৎ, আমাদের সম্পদ হতে কি পরিমাণ ব্যয় করব এবং কোথায় ব্যয় করব? ইবনে জারীরের বর্ণনা মতে এ প্রশ্নটির দুটি অংশ রয়েছে। একটি হচ্ছে অর্থ-সম্পদের মধ্য থেকে কি বস্তু এবং কত পরিমাণ খরচ করা হবে? দ্বিতীয়টি হচ্ছে, এই দানের পাত্র কারা?

দু আয়াত পরে যে একই প্রশ্ন করা হয়েছে, তার শানে নুযূল ইবনে আবী হাতেমের বর্ণনা অনুযায়ী এই যে, মুসলমানগণকে যখন বলা হলো যে, তোমরা স্বীয় সম্পদ আল্লাহর পথে ব্যয় কর, তখন কয়েকজন সাহাবী রাসূল ﷺ-এর দরবারে উপস্থিত হয়ে বললেন, আল্লাহর পথে ব্যয় করার যে আদেশ আমাদেরকে দেওয়া হয়েছে, আমরা এর বিস্তারিত আলোচনা শুনতে চাই, কি বস্তু কি পরিমাণে আল্লাহর পথে ব্যয় করব? এখানে এ প্রশ্নের একটিমাত্র অংশ বিদ্যমান। অর্থাৎ কি ব্যয় করা হবে এভাবে এ দু'টি প্রশ্নের ধারা ও রূপের কিছুটা বিভিন্নতা দেখা দিয়েছে। প্রথম প্রশ্নের কি ব্যয় করবে এবং কোথায় ব্যয় করবে বলা হয়েছে দ্বিতীয়টিতে বলা হয়েছে কি ব্যয় করব? প্রথম প্রশ্নের উত্তরে কুরআন মাজীদ যা বলেছে, তাতে বুঝা যায় যে, প্রশ্নের দ্বিতীয় অংশ অর্থাৎ, 'কোথায় ব্যয় করবে' একে অধিক গুরুত্ব দিয়ে পরিষ্কারভাবে এর উত্তর দেওয়া হয়েছে এবং প্রথম অংশ 'কি খরচ করব' এর উত্তর দ্বিতীয় উত্তরের আওতায় বর্ণনা করা যথেষ্ট বলে মনে করা হয়েছে। এখন কুরআন মাজীদে বর্ণিত দুটি অংশের প্রতি লক্ষ্য করা যাক। প্রথম অংশে অর্থাৎ, কোথায় ব্যয় করবে সে সম্পর্কে ইরশাদ হচ্ছে– আল্লাহর রাস্তায় তোমরা যাই ব্যয় কর তার হকদার হচ্ছে তোমাদের পিতা-মাতা, নিকট আত্মীয়-স্বজন এতিম-মিসকিন ও মুসাফিরগণ।' আর দ্বিতীয় অংশের জবাবে অর্থাৎ, কি ব্যয় করবে? এ প্রশ্নের উত্তর প্রাসঙ্গিকভাবে অন্তর্ভুক্ত করে ইরশাদ করা হয়েছে, তোমরা যেসব কাজ করবে তা আল্লাহ তা'আলা জানেন।' বাক্যটিতে ইঙ্গিত করা হয়েছে যে, আল্লাহর পক্ষ থেকে তোমাদের জন্য কোনো পরিমাণ নির্ধারণ করে দেওয়া হয়নি যে, এতটুকু বাধ্যতামূলকভাবেই তোমাদের ব্যয় করতে হবে এবং স্বীয় সামর্থ্যানুযায়ী যা কিছু তোমরা ব্যয় কর, আল্লাহর নিকট এর প্রতিদান পাবে।

মোটকথা, প্রথম আয়াতে হয় তো প্রশ্নকারীদের প্রতি লক্ষ্য রেখেই এই প্রশ্নের উপর বেশি গুরুত্ব আরোপ করা হয়েছে যে, আমরা যা ব্যয় করব তা কাকে দেব? কাজেই উত্তর দিতে গিয়ে দানের 'মাসরাফ' বা পাত্র সম্পর্কে অধিকতর গুরুত্ব আরোপ করা হয়েছে। এছাড়া দানের বস্তু ও পরিমাণ নির্ণয়ের ব্যাপারটিকে প্রাসঙ্গিক বলে ধরে নেওয়া হয়েছে। পরবর্তী প্রশ্নে শুধু জিজ্ঞাসা ছিল যে, কি খরচ করব? এর উত্তরে বলা হয়েছে قُلِ الْعَفْوَ 'আপনি বলে দিন যে, যা অবশিষ্ট থাকে অর্থাৎ প্রয়োজনের অতিরিক্ত যা থাকে তাই খরচ কর।' এতে বুঝা গেল যে, নফল সদকার বেলায় নিজের প্রয়োজনের অতিরিক্ত যা থাকে তাই ব্যয় করতে হবে। নিজের সন্তানদেরকে কষ্টে ফেলে, তাদেরকে অধিকার হতে বঞ্চিত করে সদকা করার কোনো বিধান নেই। এতে ছওয়াব পাওয়া যাবে না। অনুরূপভাবে যে ব্যক্তি ঋণগ্রস্ত, ঋণ পরিশোধ না করে তার পক্ষে নফল সদকা করাও আল্লাহর পছন্দ নয়।

https://e-ilm.weebly.com/

শব্দ বিশ্লেষণ

زُيِّنَ : সীগাহ واحد مذكر غائب বহছ ماضى مجهول বাব تَفْعِيْل মাসদার اَلتَّزْيِيْنُ মূলবর্ণ (ز . ى . ن) জিনস اجوف يائى অর্থ– সুশোভিত করা হয়েছে। সাজানো হয়েছে।

يَسْخَرُوْنَ : সীগাহ جمع مذكر غائب বহছ مضارع معروف বাব سَمِعَ মাসদার اَلسَّخَرُ মূলবর্ণ (س . خ . ر) জিনস صحيح অর্থ– ঠাট্টা-বিদ্রূপ করেছে। উপহাস করেছে।

يَشَاءُ : সীগাহ واحد مذكر غائب বহছ مضارع معروف বাব فَتَحَ মাসদার اَلْمَشِيْئَةُ মূলবর্ণ (ش . ى . ء) জিনস মুরাক্কাব اجوف يائى এবং مهموز لام অর্থ– সে চায়।

مُبَشِّرِيْنَ : সীগাহ جمع مذكر বহছ اسم فاعل বাব تَفْعِيْل মাসদার اَلتَّبْشِيْرُ মূলবর্ণ (ب . ش . ر) জিনসে صحيح অর্থ– সুসংবাদাতাগণ।

وَمُنْذِرِيْنَ : সীগাহ جمع مذكر বহছ اسم فاعل বাব اِفْعَالٌ মাসদার اَلْاِنْذَارُ মূলবর্ণ (ن . ذ . ر) জিনস صحيح অর্থ– সতর্ককারীগণ।

لِيَحْكُمَ : সীগাহ واحد مذكر غائب বহছ مضارع معروف বাব نَصَرَ মাসদার اَلْحُكْمُ মূলবর্ণ (ح . ك . م) জিনস صحيح অর্থ– তিনি মীমাংসা করবেন।

اخْتَلَفُوْا : সীগাহ جمع مذكر غائب বহছ ماضى معروف বাব اِفْتِعَالٌ মাসদার اَلْاِخْتِلَافُ মূলবর্ণ (خ . ل . ف) জিনস صحيح অর্থ– তারা বিরোধিতা করল।

يَهْدِىْ : সীগাহ واحد مذكر غائب বহছ مضارع معروف বাব ضَرَبَ মাসদার اَلْهِدَايَةُ মূলবর্ণ (ه . د . ى) জিনস ناقص يائى অর্থ– সে হেদায়েত করে, পথ প্রদর্শন করে।

زُلْزِلُوْا : সীগাহ جمع مذكر غائب বহছ ماضى مجهول বাব فَعْلَلَةٌ মাসদার اَلزَّلْزَلَةُ মূলবর্ণ (ز . ل . ز . ل) জিনস مضاعف رباعى অর্থ– তাদেরকে কাঁপিয়ে দেওয়া হলো। প্রকম্পিত করা হলো।

يَسْئَلُوْنَكَ : সীগাহ جمع مذكر غائب বহছ مضارع معروف বাব فَتَحَ মাসদার اَلسُّؤَالُ মূলবর্ণ (س . أ . ل) জিনস مهموز عين অর্থ– তারা প্রশ্ন করে।

يُنْفِقُوْنَ : সীগাহ جمع مذكر غائب বহছ مضارع معروف বাব اِفْعَالٌ মাসদার اَلْاِنْفَاقُ মূলবর্ণ (ن . ف . ق) জিনস صحيح অর্থ– তারা ব্যয় করে।

বাক্য বিশ্লেষণ

قوله زُيِّنَ لِلَّذِيْنَ كَفَرُوا الْحَيٰوةُ الدُّنْيَا : এখানে زُيِّنَ হলো فعل مجهول আর ل হরফটি حرف جار এবং اَلَّذِيْنَ হলো اسم موصول আর كَفَرُوْا হলো فعل এবং এতে هُمْ যমীর فاعل এবার فعل ও فاعل মিলে جملة فعلية হয়ে صلة অতঃপর موصول ও صلة মিলে مجرور এবার جار ও مجرور মিলে متعلق হলো। اَلْحَيٰوةُ موصوف ও الدُّنْيَا صفت মিলে نائب فاعل হলো زُيِّنَ ফে'লে মাজহূল-এর। উভয়টি فعل مجهول তার نائب فاعل ও متعلق মিলে جملة فعلية হয়েছে।

قوله وَاللّٰهُ يَرْزُقُ مَنْ يَّشَاءُ بِغَيْرِ حِسَابٍ : এখানে و টি حرف عطف আর اَللّٰهُ মুবতাদা يَرْزُقُ ফে'ল এতে هُوَ যমীর ফা'য়েল مَنْ অর্থাৎ اَلَّذِيْنَ ইসমে মাওসূল, يَشَاءُ ফে'ল এতে هُوَ যমীর ফা'য়েল, بـ টি حرف جار আর غَيْرِ حِسَابٍ মোযাফ ও মোযাফ ইলাইহি মিলে مجرور; জার ও মাজরূর মিলে متعلق হয়েছে يَرْزُقُ ফে'লের সঙ্গে; ফে'ল, ফা'য়েল মিলে جملة فعلية হয়ে صلة এবার موصول ও صلة মিলে مفعول به হলো يَرْزُقُ ফে'লের : এখন فاعل ، فعل ও مفعول به এবং متلق মিলে جملة فعلية হয়ে খবর। মুবতাদা ও খবর মিলে جملة اسمية হয়েছে।

https://e-ilm.weebly.com/

كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِتَالُ وَهُوَ كُرْهٌ لَّكُمْ ۚ وَعَسَىٰ
أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا وَهُوَ خَيْرٌ لَّكُمْ ۖ وَعَسَىٰ أَن
تُحِبُّوا شَيْئًا وَهُوَ شَرٌّ لَّكُمْ ۗ وَاللَّهُ يَعْلَمُ
وَأَنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ (٢١٦)

অনুবাদ : (২১৬) জিহাদ করা তোমাদের উপর ফরজ, অথচ তা তোমাদের নিকট অপ্রীতিকর, আর এ কথা সম্ভব যে, তোমরা কোনো বিষয়কে অপ্রীতিকর মনে কর অথচ তা তোমাদের জন্য কল্যাণকর, আর এটাও সম্ভব যে, কোনো বিষয় তোমরা প্রীতিকর মনে কর অথচ তা তোমাদের জন্য অনিষ্টকর, এবং আল্লাহ জানেন, আর তোমরা জান না।

يَسْأَلُونَكَ عَنِ الشَّهْرِ الْحَرَامِ قِتَالٍ فِيهِ ۖ قُلْ
قِتَالٌ فِيهِ كَبِيرٌ ۖ وَصَدٌّ عَن سَبِيلِ اللَّهِ وَكُفْرٌ بِهِ
وَالْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَإِخْرَاجُ أَهْلِهِ مِنْهُ أَكْبَرُ
عِندَ اللَّهِ ۚ وَالْفِتْنَةُ أَكْبَرُ مِنَ الْقَتْلِ ۗ وَلَا
يَزَالُونَ يُقَاتِلُونَكُمْ حَتَّىٰ يَرُدُّوكُمْ عَن دِينِكُمْ إِنِ
اسْتَطَاعُوا ۚ وَمَن يَرْتَدِدْ مِنكُمْ عَن دِينِهِ فَيَمُتْ
وَهُوَ كَافِرٌ فَأُولَٰئِكَ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فِي الدُّنْيَا
وَالْآخِرَةِ ۖ وَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ ۖ هُمْ فِيهَا
خَالِدُونَ (٢١٧)

(২১৭) মানুষ আপনাকে সম্মানিত মাসে যুদ্ধ বিগ্রহ করা সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা করবে, আপনি বলে দিন, তাতে [ইচ্ছাকৃতভাবে] যুদ্ধ-বিগ্রহ করা গুরুতর অপরাধ, আর আল্লাহর পথ হতে প্রতিরোধ করা এবং আল্লাহর সাথে ও মসজিদে হারামের সাথে কুফরি করা, এবং মসজিদে হারামের অধিকারীদেরকে তথা হতে বহিষ্কৃত করা তার চেয়ে গুরুতর অপরাধ আল্লাহর নিকট, আর অশান্তি সৃষ্টি করা হত্যা অপেক্ষা অধিকতর জঘন্য, আর এই কাফেররা তোমাদের সাথে সর্বক্ষণ যুদ্ধ বাধিয়েই রাখবে এই উদ্দেশ্যে যে, সুযোগ পেলেই তারা তোমাদেরকে তোমাদের ধর্ম হতে ফিরিয়ে দিবে, আর তোমাদের মধ্য হতে যে ব্যক্তি স্বীয় ধর্ম হতে ফিরে যায়, অনন্তর কাফের অবস্থায়ই তার মৃত্যু হয়, তবে এরূপ লোকের আমলসমূহ ইহলোকে ও পরলোকে ব্যর্থ হয়ে যায়, এবং এরূপ লোক দোজখী হয়, তারা দোজখে অনন্তকাল অবস্থান করবে।

শাব্দিক অনুবাদ

(২১৬) كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِتَالُ জিহাদ করা তোমাদের উপর ফরজ وَهُوَ كُرْهٌ لَّكُمْ অথচ তা তোমাদের নিকট অপ্রীতিকর وَعَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا আর এ কথা সম্ভব যে, তোমরা কোনো বিষয়কে অপ্রীতিকর মনে কর وَهُوَ خَيْرٌ لَّكُمْ অথচ তা তোমাদের জন্য কল্যাণকর وَعَسَىٰ أَن تُحِبُّوا شَيْئًا আর এটাও সম্ভব যে, কোনো বিষয় তোমরা প্রীতিকর মনে কর وَهُوَ شَرٌّ لَّكُمْ অথচ তা তোমাদের জন্য অনিষ্টকর وَاللَّهُ يَعْلَمُ এবং আল্লাহ জানেন وَأَنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ আর তোমরা জান না।

(২১৭) يَسْأَلُونَكَ মানুষ আপনাকে জিজ্ঞাসা করবে عَنِ الشَّهْرِ الْحَرَامِ সম্মানিত মাসে قِتَالٍ فِيهِ যুদ্ধ বিগ্রহ করা সম্বন্ধে, قُلْ আপনি বলে দিন قِتَالٌ فِيهِ كَبِيرٌ তাতে যুদ্ধ-বিগ্রহ করা গুরুতর অপরাধ وَصَدٌّ عَن سَبِيلِ اللَّهِ আর আল্লাহর পথ হতে প্রতিরোধ করা وَكُفْرٌ بِهِ এবং আল্লাহর সাথে কুফরি করা وَالْمَسْجِدِ الْحَرَامِ ও মসজিদে হারামের সাথে وَإِخْرَاجُ أَهْلِهِ مِنْهُ এবং মসজিদে হারামের অধিকারীদেরকে তথা হতে বহিষ্কৃত করা أَكْبَرُ عِندَ اللَّهِ তার চেয়ে গুরুতর অপরাধ আল্লাহর নিকট وَالْفِتْنَةُ আর অশান্তি সৃষ্টি করা أَكْبَرُ مِنَ الْقَتْلِ হত্যা অপেক্ষা অধিকতর জঘন্য وَلَا يَزَالُونَ يُقَاتِلُونَكُمْ আর এই কাফেররা তোমাদের সাথে সর্বক্ষণ যুদ্ধ বাধিয়েই রাখবে حَتَّىٰ يَرُدُّوكُمْ عَن دِينِكُمْ এই উদ্দেশ্যে যে, তারা তোমাদেরকে তোমাদের ধর্ম হতে ফিরিয়ে দিবে إِنِ اسْتَطَاعُوا সুযোগ পেলেই وَمَن يَرْتَدِدْ مِنكُمْ আর তোমাদের মধ্য হতে যে ব্যক্তি ফিরে যায় عَن دِينِهِ স্বীয় ধর্ম হতে فَيَمُتْ وَهُوَ كَافِرٌ অনন্তর কাফের অবস্থায়ই তার মৃত্যু হয় فَأُولَٰئِكَ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ তবে এরূপ লোকের আমলসমূহ ব্যর্থ হয়ে যায় فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ ইহলোকে ও পরলোকে وَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ এবং এরূপ লোক দোজখী হয় هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ তারা দোজখে অনন্তকাল অবস্থান করবে।

https://e-ilm.weebly.com/

إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَالَّذِينَ هَاجَرُوا وَجَاهَدُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ ۙ أُولَٰئِكَ يَرْجُونَ رَحْمَتَ اللَّهِ ۚ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ (٢١٨)

অনুবাদ : (২১৮) প্রকৃতপক্ষে যারা ঈমান এনেছে এবং যারা আল্লাহর পথে হিজরত করেছে এবং জিহাদ করেছে, এমন লোকই আল্লাহর রহমতের আশা পোষণ করে, আর আল্লাহ তা'আলা ক্ষমা করবেন, করুণা করবেন।

يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ ۖ قُلْ فِيهِمَا إِثْمٌ كَبِيرٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ وَإِثْمُهُمَا أَكْبَرُ مِن نَّفْعِهِمَا ۗ وَيَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنفِقُونَ قُلِ الْعَفْوَ ۗ كَذَٰلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمُ الْآيَاتِ لَعَلَّكُمْ تَتَفَكَّرُونَ (٢١٩)

(২১৯) মানুষ আপনাকে মদ ও জুয়া সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা করে, আপনি বলে দিন, এতদুভয়ের [ব্যবহারের] মধ্যে গুরুতর পাপও আছে এবং মানুষের [কোনো কোনো] উপকারও আছে, আর এতদুভয়ের [উক্ত] পাপরাশি তাদের উপকার অপেক্ষা অধিক গুরুতর, আর মানুষ আপনাকে জিজ্ঞাসা করে, কি পরিমাণ ব্যয় করবে, আপনি বলে দিন যে পরিমাণ সহজ হয়, আল্লাহ এভাবে বিধানসমূহ সুস্পষ্টরূপে তোমাদের জন্য বর্ণনা করে দিয়ে থাকেন, যেন তোমরা চিন্তা করে নাও।

শাব্দিক অনুবাদ

(২১৮) إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا **প্রকৃতপক্ষে যারা ঈমান এনেছে** وَالَّذِينَ هَاجَرُوا এবং যারা হিজরত করেছে وَجَاهَدُوا এবং জিহাদ করেছে فِي سَبِيلِ اللَّهِ **আল্লাহর পথে** أُولَٰئِكَ يَرْجُونَ এমন লোকই আশা পোষণ করে رَحْمَتَ اللَّهِ আল্লাহর রহমতের وَاللَّهُ আর আল্লাহ তা'আলা غَفُورٌ **ক্ষমা করবেন** رَّحِيمٌ **করুণা করবেন।**

(২১৯) يَسْأَلُونَكَ **মানুষ** আপনাকে জিজ্ঞাসা করে عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ মদ ও জুয়া সম্বন্ধে قُلْ আপনি বলে দিন فِيهِمَا إِثْمٌ كَبِيرٌ এতদুভয়ের [ব্যবহারের] মধ্যে গুরুতর পাপও আছে وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ এবং মানুষের উপকারও আছে وَإِثْمُهُمَا আর এতদুভয়ের পাপরাশি أَكْبَرُ مِن نَّفْعِهِمَا তাদের উপকার অপেক্ষা অধিক গুরুতর وَيَسْأَلُونَكَ আর মানুষ আপনাকে জিজ্ঞাসা করে مَاذَا يُنفِقُونَ কি পরিমাণ ব্যয় করবে قُلِ আপনি বলে দিন الْعَفْوَ যে পরিমাণ সহজ হয় كَذَٰلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ আল্লাহ এভাবে সু-স্পষ্টরূপে বর্ণনা করে দিয়ে থাকেন لَكُمُ الْآيَاتِ বিধানসমূহ তোমাদের জন্য لَعَلَّكُمْ تَتَفَكَّرُونَ যেন তোমরা চিন্তা করে নাও।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

(২১৭) قوله يَسْأَلُونَكَ عَنِ الشَّهْرِ الْحَرَامِ قِتَالٍ فِيهِ الخ **আয়াতের শানে নুযূল :** হযরত জুনদুব বিন আব্দুল্লাহ (রা.) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন একবার রাসূলুল্লাহ ﷺ আব্দুল্লাহ ইবনে জাহাশের নেতৃত্বে কাফেরদের মোকাবিলায় একদল সৈন্য প্রেরণ করেন। তারা পথে ইবনে হাদরামী নামক এক কাফেরকে পেয়ে হত্যা করে কিন্তু সাহাবায়ে কেরামের জানা ছিল না সে দিন জুমাদাস সানিয়ার ৩০ তারিখ ছিল না কি রজবের প্রথম তারিখ ছি। তারিখের ব্যাপারে সাহাবায়ে কেরাম সংশয়ের মধ্যে পড়ে গেলেন। ওদিকে মুশরিকরা সাহাবায়ে কেরামের প্রতি অভিযোগ তুলল যে, তারা সম্মানিত মাস রজবের প্রতি সম্মান দেখায় না। রজব মাসেই তারা হত্যাকাণ্ড ঘটিয়েছে। তখন উক্ত আয়াত নাজিল হয়। –[বায়জাবী– ১ : ১৪৭, মুখতাসার ইবনে কাসীর– ১ : ১৯০, রুহুল মা'আনী– ২ : ১০৭]

(২১৮) قوله إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَالَّذِينَ هَاجَرُوا وَجَاهَدُوا الخ **আয়াতের শানে নুযূল :** হযরত আব্দুল্লাহ বিন জাহাশ ও তার সাথীরা উল্লিখিত ঘটনার কারণে বলতে লাগল সম্মানিত মাসে লড়াইয়ের কারণে যদিও আমাদের কোনো গুনাহ নেই। কিন্তু আমরা ছওয়াবের অধিকারী হব না। তখন উক্ত আয়াত নাজিল হয়। –[বায়জাবী– ১ : ১৪৮]

https://e-ilm.weebly.com/

(২১৯) قوله يَسْئَلُوْنَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ الخ **আয়াতের শানে নুযূল :** ইসলামের প্রথম যুগে জাহেলিয়াত যুগের সাধারণ রীতি নীতির মতো মদ্যপানও স্বাভাবিক ব্যাপার ছিল। অতঃপর রাসূলে কারীম -এর হিজরতের পরেও মদিনাবাসীদের মধ্যে মদ্যপান ও জুয়ার প্রথা প্রচলিত ছিল। সাধারণ মানুষ এ দু'টি বস্তুর শুধু বাহ্যিক উপকারিতার প্রতি লক্ষ্য করেই এতে মত্ত ছিল কিন্তু এগুলোর অন্তর্নিহিত অকল্যাণ সম্পর্কে তাদের কোনো ধারণাই ছিল না। তবে আল্লাহর নিয়ম হচ্ছে এই যে, প্রত্যেক জাতি ও প্রত্যেক অঞ্চলে কিছু বুদ্ধিমান ব্যক্তিও থাকেন যারা বিবেক বুদ্ধিকে অভ্যাসের উপর স্থান দেন, যদি কোনো অভ্যাস বিবেক বুদ্ধির পরিপন্থি হয় তবে সে অভ্যাসের ধারে কাছেও তারা যান না। এ ব্যাপারে নবী করীম -এর স্থান ছিল সবচেয়ে ঊর্ধ্বে। কেননা যে সব বস্তু কোনো কালে হারাম হবে এমন সব বস্তুর প্রতিও তার অন্তরে একটা সহজাত ঘৃণা ছিল। সাহাবীগণের মধ্যেও এমন কিছু সংখ্যক লোক ছিলেন যারা হালাল থাকা কালেও মদ্যপান তো দূরের কথা তা স্পর্শও করেনি। মদিনায় পৌঁছার পর কতিপয় সাহাবী এসব বিষয়ের অকল্যাণগুলো অনুভব করলেন। এই পরিপ্রেক্ষিতে হযরত ফারুকে আজম, হযরত মা'আজ বিন জাবাল এবং কিছু সংখ্যক আনসার রাসূলে কারীম -এর দরবারে উপস্থিত হয়ে বললেন, মদ ও জুয়া মানুষের বুদ্ধি বিবেচনাকে পর্যন্ত বিলুপ্ত করে ফেলে এবং ধন সম্পদও ধ্বংস করে দেয় এ সম্পর্কে আপনার নির্দেশ কি? এ প্রশ্নের উত্তরে আলোচ্য আয়াতটি অবতীর্ণ হয় এ হচ্ছে প্রথম আয়াত যা মুসলমানদেরকে মদ ও জুয়া থেকে দূরে রাখার পদক্ষেপ হিসেবে গ্রহণ করা হয়েছে।

আয়াতটিতে বলা হয়েছে যে মদ ও জুয়াতে যদিও বাহ্যিক দৃষ্টিতে কিছু উপকারিতা পরিলক্ষিত হয়, কিন্তু দু'টির মধ্যে অনেক বড় বড় পাপের পথ উন্মুক্ত হয় যা এর উপকারিতার তুলনায় অনেক বড় ও ক্ষতিকর। পাপ অর্থে এখানে সেসব বিষয়ও বুঝানো হয়েছে যা পাপের কারণ হয়ে দাঁড়ায়। যেমন মদের মধ্যে সর্বাপেক্ষা বড় ক্ষতিকর দিক হচ্ছে এতে মানুষের সব চাইতে বড় গুণ বুদ্ধি বিবেচনা বিলুপ্ত হয়ে যায়। কারণ বুদ্ধি এমন কঠিন গুণ যা মানুষকে মন্দ কাজ থেকে বিরত রাখে। পক্ষান্তরে যখন তা থাকে না তখন প্রতিটি মন্দ কাজের পথই সুগম হয়ে যায়। এ আয়াতে পরিষ্কার ভাষায় মদকে হারাম করা হয়নি, কিন্তু এর অনিষ্ট ও অকল্যাণের দিকগুলোকে তুলে ধরা হয়েছে যে, মদ্যপানের দরুন মানুষ অনেক মন্দ কাজে লিপ্ত হয়ে যেতে পারে। আয়াতটি মদ্যপান ত্যাগ করার জন্য এক প্রকার পরামর্শ দেওয়া হয়েছে। সুতরাং এ আয়াত নাজিল হওয়ার পর কোনো কোনো সাহাবী এ পরামর্শ গ্রহণ করে তৎক্ষণাৎ মদ্যপান ত্যাগ করেছেন। আবার কেউ কেউ মনে করেছেন এ আয়াতে মদকে হারাম করা হয়নি এবং এটা দীনের পক্ষে ক্ষতির কাজে ধাবিত করে বিধায় একে পাপের কারণ বলে স্থির করা হয়েছে। যাতে ফেতনায় পড়তে না হয় সে জন্য পূর্ব থেকেই সতর্কতা অবলম্বন করার পরামর্শ দেওয়া হয়েছে।

(২১৯) قوله وَيَسْئَلُوْنَكَ مَاذَا يُنْفِقُوْنَ قُلِ الْعَفْوَ الخ **আয়াতের শানে নুযূল :** একবার হযরত মুয়াজ ইবনে জাবাল এবং সা'লাবা (রা.) রাসূলুল্লাহ -এর দরবারে এসে আরজ করলেন যে, আল্লাহ তা'আলা তার বান্দাদেরকে তার রাহে খরচ করার জন্য নির্দেশ দিয়েছেন আর আমাদের কাছে গোলামও গৃহপালিত পশু ইত্যাদি বিভিন্ন সম্পদ রয়েছে এর মধ্য থেকে আমরা কি কি দান করব? এর জবাবে আলোচ্য আয়াত নাজিল হয়। –[কানযুন নুকূল : ১৮]

জিহাদের কয়েকটি বিধান : উল্লিখিত আয়াতের প্রথমটিতে জিহাদ ফরজ হওয়ার আদেশ নিম্নলিখিত শব্দগুলোর দ্বারা বর্ণনা করা হয়েছে;

كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِتَالُ 'তোমাদের উপর জিহাদ ফরজ করা হলো।' এ শব্দগুলোর দ্বারা পরিষ্কার বুঝা যাচ্ছে যে, প্রত্যেক মুসলমানের উপর সব সময়ই জিহাদ করা ফরজ। তবে কুরআনের কোনো কোনো আয়াত ও রাসূল -এর হাদীসের বর্ণনাতে বুঝা যায় যে, জিহাদের এ ফরজ, ফরজে আইনরূপে প্রত্যেক মুসলমানের উপর সাব্যস্ত হয় না; বরং এটা ফরজে কেফায়া। যদি মুসলমানদের কোনো দল তা আদায় করে, তবে সমস্ত মুসলমানই এ দায়িত্ব থেকে রেহাই পায়। তবে যদি কোনো দেশে বা কোনো যুগে কোনো দলই জিহাদের ফরজ আদায় না করে, তবে ঐ দেশের বা ঐ যুগের সমস্ত মুসলমানকেই ফরজ থেকে বিমুখতার দায়ে পাপী হতে হবে। রাসূল ইরশাদ করেছেন–

اَلْجِهَادُ مَاضٍ اِلٰى يَوْمِ الْقِيٰمَةِ -এর মর্ম হচ্ছে এই যে, কিয়ামত পর্যন্ত এমন একটি দল থাকা আবশ্যক, যারা জিহাদের দায়িত্ব পালন করবে। কুরআনের অন্য এক আয়াতে ইরশাদ হয়েছে :

فَضَّلَ اللّٰهُ الْمُجٰهِدِيْنَ بِاَمْوَالِهِمْ وَاَنْفُسِهِمْ عَلَى الْقٰعِدِيْنَ دَرَجَةً ۚ وَكُلًّا وَّعَدَ اللّٰهُ الْحُسْنٰى

অর্থাৎ, 'আল্লাহ তা'আলা জান এবং মালের দ্বারা জিহাদকারীগণকে জিহাদ বর্জনকারীদের উপর মর্যাদা দিয়েছেন এবং উভয়কে পুরস্কার দেওয়ার ঘোষণা করেছেন।'

https://e-ilm.weebly.com/

এতে যেসব ব্যক্তি কোনো অসুবিধার জন্য বা অন্য কোনো ধর্মীয় খেদমতে নিয়োজিত থাকার কারণে জিহাদে অংশগ্রহণ করতে পারেনি, তাদেরকেও আল্লাহ তা'আলা সুফল দানের প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন। এতে বুঝা যাচ্ছে যে, জিহাদ যদি ফরজে আইন হতো তবে তা বর্জনকারীদেরকে সুফল দানের প্রতিশ্রুতি দেওয়া হতো না।'

এমনিভাবে অন্য এক আয়াতে বলা হয়েছে– فَلَوْلَا نَفَرَ مِن كُلِّ فِرْقَةٍ مِّنْهُمْ طَائِفَةٌ لِّيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ

অর্থাৎ 'কেন তোমাদের প্রত্যেক সম্প্রদায় হতে একটি ছোট দল ধর্মীয় ব্যাপারে চিন্তা-ভাবনা করার দায়িত্ব সম্পাদনের জন্য বেরিয়ে গেল না' এ আয়াতে কুরআন নিজেই ধর্মীয় কাজের দায়িত্ব বণ্টন করে দিয়ে বলছে যে, কিছু সংখ্যক মুসলমান জিহাদের ফরজ আদায় করবে, আর কিছুসংখ্যক মুসলমান মানুষকে ধর্মীয় তা'লীম দানে নিয়োজিত থাকবে। আর এটা তখনই সম্ভব, যখন জিহাদ ফরজে আইন না হয়ে ফরজে-কেফায়া হবে।

তাছাড়া বুখারী ও মুসলিম শরীফের হাদীসে রয়েছে, এক ব্যক্তি রাসূলে কারীম ﷺ–এর নিকট জিহাদে অংশগ্রহণ করার অনুমতি চাইলে তিনি জিজ্ঞেস করলেন যে, তোমার পিতামাতা কি বেঁচে আছেন? উত্তরে সে বলল, জি! বেঁচে আছেন। তখন রাসূল ﷺ তাকে উপদেশ দিলেন, তুমি পিতামাতার খেদমত করেই জিহাদের ছওয়াব হাসিল কর। এতেও বুঝা যায় যে, জিহাদ ফরজে কেফায়া। যখন মুসলমানদের একটি দল জিহাদের ফরজ আদায় করে, তখন অন্যান্য মুসলমানগণ অন্য খেদমতে নিয়োজিত হতে পারে। তবে যদি মুসলমানদের নেতা প্রয়োজনে সবাইকে জিহাদে অংশগ্রহণ করার আহবান করেন, তখন জিহাদ ফরজে আইনে পরিণত হয়ে যায়। এ প্রসঙ্গে কুরআনে হাকীমের সূরা তওবায় ইরশাদ হয়েছে– يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا مَا لَكُمْ إِذَا قِيلَ لَكُمُ انفِرُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ اثَّاقَلْتُمْ

অর্থাৎ "হে মুসলমানগণ! তোমাদের কি হয়েছে যে, যখন তোমাদেরকে বলা হয়, তোমরা আল্লাহর পথে বেরিয়ে যাও, তখনই তোমরা মনমরা হয়ে পড়।"

এ আয়াতে আল্লাহর রাস্তায় বের হওয়ার সার্বজনীন নির্দেশ ব্যক্ত হয়েছে। এমনিভাবে আল্লাহ না করুন, যদি কোনো ইসলামি দেশ অমুসলমান দ্বারা আক্রান্ত হয় এবং সে দেশের লোকের পক্ষে এ আক্রমণ প্রতিহত করা সম্ভব না হয়, তবে পার্শ্ববর্তী মুসলিম দেশবাসীর উপরেও সে ফরজ আপতিত হয়। তারাও যদি প্রতিহত করতে না পারে, তবে এর নিকটবর্তী মুসলিম দেশের উপর, এমনি সারা বিশ্বের প্রতিটি মুসলমানের উপর এ ফরজ পরিব্যাপ্ত হয় এবং ফরজে আইন হয়ে যায়। কুরআনের আলোচ্য আয়াতসমূহের পরিপ্রেক্ষিতে অধিকাংশ ফকীহ ও মুহাদ্দিসগণ এ সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছেন যে, জিহাদ স্বাভাবিক অবস্থায় সাধারণভাবে ফরজে কেফায়া।

যতক্ষণ পর্যন্ত জিহাদ ফরজে কেফায়া পর্যায়ে থাকে, ততক্ষণ পর্যন্ত সন্তানদের পক্ষে পিতা-মাতার অনুমতি ব্যতীত জিহাদে অংশগ্রহণ করা জায়েজ নয়। কিংবা ঋণগ্রস্ত ব্যক্তির পক্ষে ঋণ পরিশোধ করার পূর্ব পর্যন্ত এ ফরজে কেফায়াতে অংশগ্রহণ করা জায়েজ নয়। আর যখন এ জিহাদ প্রয়োজনের তাকীদে ফরজে-আইনে পরিণত হয়, তখন পিতা-মাতা, স্বামী বা স্ত্রী অথবা ঋণদাতা কারোরই অনুমতির অপেক্ষা রাখে না।

আলোচ্য আয়াতের শেষাংশে জিহাদের প্রতি উৎসাহ দানের লক্ষ্যে ইরশাদ হয়েছে যে, 'যদিও জিহাদ স্বাভাবিকভাবে বোঝা মনে হয়, কিন্তু স্মরণ রেখো, মানুষের বিচক্ষণতা, বুদ্ধি-বিবেচনা ও চেষ্টা পরিণামে অনেক সময় অকৃতকার্য হয়। ভালোকে মন্দ এবং মন্দকে ভালো মনে করা বিজ্ঞ ও বড় বুদ্ধিমানের পক্ষেও আশ্চর্যের কিছু নয়। প্রতিটি মানুষই তার জীবনের যাবতীয় ঘটনার প্রতি লক্ষ্য করলে বুঝতে পারবে যে, তার জীবনেই অনেক ঘটনা রয়েছে, যাতে সে কোনো কাজকে অত্যন্ত লাভজনক ও উপকারী মনে করেছিল, কিন্তু পরিণামে দেখা গেল, তা অত্যন্ত অনিষ্টকর হয়েছে। অথবা কোনো বস্তুকে অত্যন্ত ক্ষতিকর মনে করেছিল এবং তা থেকে দূরে সরেছিল; কিন্তু পরিণামে দেখা গেল তা অত্যন্ত লাভজনক ও উপকারী ছিল। মানুষের বুদ্ধি ও চেষ্টার অশুভ পরিণাম অনেক ব্যাপারেই ধরা পড়ে। তাই বলা হয়েছে : 'জিহাদ ও ধর্মযুদ্ধে যদিও আপাতদৃষ্টিতে জান ও মালের ক্ষতির আশঙ্কা মনে হয়, কিন্তু যখন পরিণাম সামনে আসবে, তখন বুঝা যাবে যে, এ ক্ষতি বাস্তবে মোটেও ক্ষতি করছিল না; বরং সোজাসুজি লাভ উপকার এবং চিরস্থায়ী শান্তির ব্যবস্থা ছিল।"

নিষিদ্ধ মাসে যুদ্ধসংক্রান্ত নির্দেশাবলি : আলোচ্য আয়াতের দ্বারা দ্বিতীয় যে বিষয়টি প্রমাণিত হচ্ছে, তা হলো নিষিদ্ধ মাস অর্থাৎ, রজব, জিলকদ, জিলহজ এবং মহররম মাসে যুদ্ধ-বিগ্রহ করা হারাম। এমনিভাবে কুরআনের অনেকগুলো আয়াতেই এ চার মাসে যুদ্ধ-বিগ্রহ নিষেধ করা হয়েছে। যথা– مِنْهَا أَرْبَعَةٌ حُرُمٌ ذَٰلِكَ الدِّينُ الْقَيِّمُ বিদায় হজের ঐতিহাসিক ভাষণে হুজুর ﷺ ঘোষণা করেছেন যে, এসব আয়াত ও বর্ণনা দ্বারা বুঝা যায় যে, উল্লিখিত চারটি মাসে যুদ্ধ-বিগ্রহের এ নিষেধাজ্ঞা সর্বকালের জন্যই প্রযোজ্য।

https://e-ilm.weebly.com/

ইমামে তাফসীর, আতা ইবনে আবী রাবাহ কসম খেয়ে বলেছেন যে, এ আদেশ সর্বযুগের জন্য। তাবেয়ীগণের অনেকও এ আদেশকে স্থায়ী আদেশ বলে উল্লেখ করেছেন। কিন্তু অধিকাংশ ফকীহ এবং ইমাম জাসসাসের মতে এ আদেশ রহিত হয়ে গেছে। ফলে এখন কোনো মাসেই প্রয়োজনীয় যুদ্ধ নিষিদ্ধ নয়। কিন্তু প্রশ্ন হচ্ছে, কোন আয়াত দ্বারা এ আদেশ রহিত করা হয়েছে? এ সম্পর্কে ফকীহগণের বিভিন্ন মত রয়েছে। কেউ কেউ বলেছেন, وَقَاتِلُوا الْمُشْرِكِينَ كَافَّةً আয়াতটি উল্লিখিত আয়াতের নির্দেশ রহিতকারী। আবার অধিকাংশের মতে রহিতকারী সেই আয়াতটি হচ্ছে– فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدْتُمُوهُمْ حَيْثُ শব্দটি এ স্থলে কাল বাচক অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। অর্থাৎ মুশরিকদের যে মাসে এবং যে কালেই [মুসলমানদের সাথে যুদ্ধে লিপ্ত] পাও, হত্যা কর। কারো কারো মতে এ আদেশ রাসূল ﷺ-এর কর্ম দ্বারা রহিত হয়েছে। তিনি নিষিদ্ধ মাসেই তায়েফ অবরোধ করেছিলেন এবং নিষিদ্ধ মাসেই হযরত 'আমের আশআরীকে' আওতাসের যুদ্ধে পাঠিয়েছিলেন। এর পরিপ্রেক্ষিতে সংখ্যাগরিষ্ঠ ফকীহগণ এ আদেশকে রহিত বলে উল্লেখ করেছেন।

রুহুল মা'আনী এ আয়াতের তাফসীর প্রসঙ্গে এবং বায়যাবী সূরা বারা'আতের প্রথম রুকূ'র তাফসীর প্রসঙ্গে এ আদেশ রহিত হওয়ার ব্যাপারে 'ইজমায়ে উম্মতের' কথা উল্লেখ করেছেন। –[বয়ানুল কুরআন]

কিন্তু তাফসীরে মাযহারী এসব দলিলের জবাবে বলেছেন যে, নিষিদ্ধ মাসের বিস্তারিত আলোচনা এ আয়াতে রয়েছে। একে বলা হয়, আয়াতুস সাইফ'। অর্থাৎ إِنَّ عِدَّةَ الشُّهُورِ عِنْدَ اللَّهِ اثْنَا عَشَرَ شَهْرًا فِي كِتَابِ اللَّهِ يَوْمَ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ مِنْهَا أَرْبَعَةٌ حُرُمٌ পরন্তু এ আয়াতটি জিহাদ বা যুদ্ধ-সংক্রান্ত আয়াতগুলোর মধ্যে সর্বশেষ অবতীর্ণ হয়েছে। হুজুর ﷺ-এর ওফাতের মাত্র আশি দিন পূর্বে প্রদত্ত বিদায় হজের ভাষণেও নিষিদ্ধ মাসের বিস্তারিত আলোচনা ও ব্যাখ্যা বিদ্যমান। কাজেই এর দ্বারা আলোচ্য আয়াতকে রহিত বলা চলে না। তাছাড়া রাসূল ﷺ-এর তায়েফ অবরোধ জিলকদ মাসে নয়; বরং শাওয়াল মাসে অনুষ্ঠিত হয়েছিল। তাই এ অভিযানের দ্বারাও উল্লিখিত আয়াতকে মানসূখ বলা যায় না। অবশ্য একথা বলা যায় যে, নিষিদ্ধ মাসে যুদ্ধ-বিগ্রহের নিষেধাজ্ঞা থেকে এ ব্যাপারটি স্বতন্ত্র যে, যদি কাফেররা এসব মাসেই আক্রমণ করে, তবে প্রতিরক্ষামূলক আক্রমণ মুসলমানদের জন্যও বৈধ হবে। কাজেই আয়াতের শুধুমাত্র এ অংশটুকু রহিত বলা যেতে পারে, যার ব্যাখ্যা রয়েছে– اَلشَّهْرُ الْحَرَامُ بِالشَّهْرِ الْحَرَامِ আয়াতটিতে।

মোটকথা, এসব মাসে নিজে থেকে যুদ্ধ আরম্ভ করা সর্বকালের জন্যই নিষিদ্ধ। তবে কাফেররা যদি এসব মাসে আক্রমণ করে, প্রতিরক্ষামূলক প্রতি-আক্রমণ করা মুসলমানদের জন্যও জায়েজ। যেমন, ইমাম জাস্‌সাস হযরত জাবের ইবনে আব্দুল্লাহ (রা.)-এর উদ্ধৃতি দিয়ে বলেছেন যে, রাসূল ﷺ নিষিদ্ধ মাসে যতক্ষণ পর্যন্ত কাফেরদের দ্বারা আক্রান্ত না হতেন, ততক্ষণ আক্রমণ করতেন না।

মুরতাদের পরিণাম : উল্লিখিত আয়াত يَسْأَلُونَكَ عَنِ الشَّهْرِ الْحَرَامِ এর শেষে মুসলমান হওয়ার পর তা ত্যাগ করা বা মুরতাদ হয়ে যাওয়ার হুকুম বলা হয়েছে– حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ অর্থাৎ, "তাদের আমল দুনিয়া ও আখেরাতে তথা ইহ ও পরকালের জন্য বরবাদ হয়ে গেছে।" এ বরবাদ হয়ে যাওয়ার অর্থ হচ্ছে যে, পার্থিব জীবনে তাদের স্ত্রী তাদের বিবাহ বন্ধন থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে যায়, যদি তার কোনো নিকটাত্মীয়ের মৃত্যু হয়, তাহলে সে ব্যক্তি উত্তরাধিকার বা মিরাশের অংশ থেকে বঞ্চিত হয়, ইসলামে থাকাকালীন নামাজ-রোজা যত কিছু করেছে সব বাতিল হয়ে যায়, মৃত্যুর পর তার জানাযা পড়া হয় না এবং মুসলমানদের কবরস্থানে তাকে দাফনও করা হবে না।

আর পরকালে বরবাদ হওয়ার অর্থ হচ্ছে ইবাদতের ছওয়াব না পাওয়া এবং চিরকালের জন্য জাহান্নামে নিক্ষিপ্ত হওয়া।

মাসআলা : যদি এমন ব্যক্তি পুনরায় মুসলমান হয় তাহলে পরকালে দোজখ থেকে রেহাই পাওয়া এবং দুনিয়াতে তার উপর পুনরায় শরিয়তের হুকুম জারি হওয়া নিশ্চিত। তবে যদি সে প্রথম মুসলমান থাকা অবস্থায় হজ করে থাকে, তবে সামর্থ্যবান হয়ে থাকলে দ্বিতীয়বার তা ফরজ হওয়া না হওয়া, পূর্বের নামাজ রোজার পরকালে প্রত্যাবর্তন হওয়া না হওয়া প্রভৃতি বিষয়ে ইমামগণ মতানৈক্য পোষণ করেছেন। ইমাম আবূ হানীফা (র) দ্বিতীয়বার হজকে ফরজ বলেন এবং পূর্বের নামাজ রোজার ছওয়াব পাবে না বলে মত প্রকাশ করেছেন। ইমাম শাফেয়ী (র.) দু'টি বিষয়েই মতানৈক্য প্রকাশ করেছেন।

মাসআলা : যদি কোনো ব্যক্তি প্রথম থেকেই কাফের হয়ে থাকে এবং সে অবস্থায় কোনো কাজ করে থাকে, কোনো দিন ইসলাম গ্রহণ করলে তার পূর্বকৃত যাবতীয় সৎকর্মের ছওয়াবই সে পাবে। আর যদি সে কাফের অবস্থায় মৃত্যুবরণ করে, তবে সবই বরবাদ হয়ে যাবে।

https://e-ilm.weebly.com/

মাসআলা : মোটকথা, মুরতাদের অবস্থা কাফেরদের অবস্থা অপেক্ষাও নিকৃষ্টতর। এজন্য কাফেরদের থেকে জিজিয়া কর গ্রহণ করা যায়, কিন্তু পুনরায় ইসলাম গ্রহণ না করলে মুরতাদকে মৃত্যুদণ্ডে দণ্ডিত করা হয়। আর যদি মুরতাদ স্ত্রীলোক হয়, তবে যাবজ্জীবন কারাদণ্ড দেওয়া হয়। কেনান মুরতাদের কার্যকলাপের দরুন সরাসরিভাবে ইসলামের অবমাননা করা হবে। কাজেই তারা সরকার অবমাননার শাস্তি পাওয়ার যোগ্য।

সাহাবীগণের প্রশ্নসমূহ এবং সেসব প্রশ্নের উত্তর যে পদ্ধতিতে বর্ণনা করা হয়েছে তন্মধ্যে এ আয়াতও অন্তর্ভুক্ত। এতে শরাব ও জুয়া সম্পর্কে সাহাবীগণের প্রশ্ন এবং আল্লাহর তরফ থেকে তার উত্তর দেওয়া হয়েছে। এ দু'টি বিষয়ই অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। অতএব, বিস্তারিতভাবে এ দুটির তাৎপর্য ও বিধানগুলো লক্ষ্য করা প্রয়োজন।

শরাব হারাম হওয়া এবং এতদসংক্রান্ত বিধান : ইসলামের প্রথম যুগে জাহেলিয়াত আমলের সাধারণ রীতি-নীতির মতো মদ্যপান ও স্বাভাবিক ব্যাপার ছিল। অতঃপর রাসূলে কারীম ﷺ-এর হিজরতের পরেও মদিনাবাসীদের মধ্যে মদ্যপান ও জুয়ার প্রথা প্রচলিত ছিল। সাধারণ মানুষ এ দু'টি বস্তুর শুধু বাহ্যিক উপকারিতার প্রতি লক্ষ্য করেই এতে মত্ত ছিল। কিন্তু এগুলোর অন্তর্নিহিত অকল্যাণ সম্পর্কে তাদের কোনো ধারণাই ছিল না। তবে আল্লাহর নিয়ম হচ্ছে এই যে, প্রত্যেক জাতি ও প্রত্যেক অঞ্চলে কিছু বুদ্ধিমান ব্যক্তিও থাকেন যারা বিবেক-বুদ্ধিকে অভ্যাসের উর্ধ্বে স্থান দেন। যদি কোনো অভ্যাস বুদ্ধি বা যুক্তির পরিপন্থি হয়, তবে সে অভ্যাসের ধারে কাছেও তারা যান না। এ ব্যাপারে নবী করীম ﷺ-এর স্থান সবচেয়ে উর্ধ্বে। কেননা যেসব বস্তু কোনো কালে হারাম হবে, এমন সব বস্তুর প্রতিও তাঁর অন্তরে একটা সহজাত ঘৃণা ছিল। সাহাবীগণের মধ্যেও এমন কিছুসংখ্যক লোক ছিলেন, যাঁরা হালাল থাকাকালেও মদ্য পান তো দূরের কথা, তা স্পর্শও করেননি।

মদিনায় পৌঁছার পর কতিপয় সাহাবী এসব বিষয়ের অকল্যাণগুলো অনুভব করলেন। এই পরিপ্রেক্ষিতে হযরত ফারূকে আজম, হযরত মা'আজ ইবনে জাবাল এবং কিছুসংখ্যক আনসার রাসূলে কারীম ﷺ-এর দরবারে উপস্থিত হয়ে বললেন : "মদ ও জুয়া মানুষের বুদ্ধি-বিবেচনাকে পর্যন্ত বিলুপ্ত করে ফেলে এবং ধন-সম্পদও ধ্বংস করে দেয়। এ সম্পর্কে আপনার নির্দেশ কি?" এ প্রশ্নের উত্তরেই আলোচ্য আয়াতটি অবতীর্ণ হয়। এ হচ্ছে প্রথম আয়াত যা মুসলমানদেরকে মদ ও জুয়া থেকে দূরে রাখার পদক্ষেপ হিসেবে গ্রহণ করা হয়েছে।

আয়াতটিতে বলা হয়েছে যে, মদ ও জুয়াতে যদিও বাহ্যিক দৃষ্টিতে কিছু উপকারিতা পরিলক্ষিত হয়, কিন্তু দুটির মাধ্যমেই অনেক বড় বড় পাপের পথ উন্মুক্ত হয়, যা এর উপকারিতার তুলনায় অনেক বড় ও ক্ষতিকর। পাপ অর্থে এখানে সেসব বিষয়ও বুঝানো হয়েছে, যা পাপের কারণ হয়ে দাঁড়ায়। যেমন, মদের মধ্যে সর্বাপেক্ষা বড় দোষ হচ্ছে এই যে, এতে মানুষের সবচাইতে বড় গুণ বুদ্ধি-বিবেচনা বিলুপ্ত হয়ে যায়। কারণ বুদ্ধি এমন একটি গুণ যা মানুষকে মন্দ কাজ থেকে বিরত রাখে। পক্ষান্তরে যখন তা থাকে না, তখন প্রতিটি মন্দ কাজের পথই সুগম হয়ে যায়।

এ আয়াতে পরিষ্কার ভাষায় মদকে হারাম করা হয়নি, কিন্তু এর অনিষ্ট ও অকল্যাণের দিকগুলোকে তুলে ধরে বলা হয়েছে যে, মদ্যপানের দরুন মানুষ অনেক মন্দ কাজে লিপ্ত হয়ে যেতে পারে। বলতে গেলে আয়াতটিতে মদ্যপান ত্যাগ করার জন্য এক প্রকার পরামর্শ দেওয়া হয়েছে। সুতরাং এ আয়াত অবতীর্ণ হওয়ায় কোনো কোনো সাহাবী এ পরামর্শ গ্রহণ করে তৎক্ষণাৎ মদ্যপান ত্যাগ করেছেন। আবার কেউ কেউ মনে করেছেন, এ আয়াতে মদকে তো হারাম করা হয়নি; বরং এটা দীনের পক্ষে ক্ষতির কাজে ধাবিত করে বিধায় একে পাপের কারণ বলে স্থির করা হয়েছে, যাতে ফেতনায় পড়তে না হয়, সেজন্য পূর্ব থেকেই সতর্কতা অবলম্বন করার পরামর্শ দেওয়া হয়েছে।

মদের ব্যাপারে পরবর্তী আয়াতটি নাজিল হওয়ার ঘটনাটি নিম্নরূপ : একদিন হযরত আব্দুর রহমান ইবনে আওফ (রা.) সাহাবীগণের মধ্য হতে তাঁর কয়েকজন বন্ধুকে নিমন্ত্রণ করেন। আহারাদির পর যথারীতি মদ্যপানের ব্যবস্থা করা হলো এবং সবাই মদ্যপান করলেন। এমতাবস্থায় মাগরিবের নামাজের সময় হলে সবাই নামাজে দাঁড়ালেন এবং একজনকে ইমামতি করতে এগিয়ে দিলেন। নেশাগ্রস্ত অবস্থায় যখন তিনি قُلْ يٰۤاَيُّهَا الْكٰفِرُوْنَ সূরাটি ভুল পড়তে লাগলেন, তখনই মদ্যপান থেকে পুরোপুরি বিরত রাখার জন্য দ্বিতীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করা হলো। ইরশাদ হলো– يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَا تَقْرَبُوا الصَّلٰوةَ وَاَنْتُمْ سُكٰرٰى অর্থাৎ, 'হে ঈমানদারগণ! নেশাগ্রস্ত অবস্থায় তোমরা নামাজের কাছেও যেয়ো না।' এতে নামাজের সময় মদ্যপানকে হারাম করা হয়েছে। তবে অন্যান্য সময় তা পান করার অনুমতি তখনও পর্যন্ত বহাল রয়ে গেল। পরবর্তীতে বহুসংখ্যক সাহাবী এ আয়াত অবতীর্ণ হওয়ার পরই মদ্যপান সম্পূর্ণ বর্জন করেছিলেন। ভেবেছিলেন, যে বস্তু মানুষকে নামাজ থেকে বিরত রাখে,

https://e-ilm.weebly.com/

তাতে কোনো কল্যাণই থাকতে পারে না। যখন নেশাগ্রস্ত অবস্থায় নামাজ পড়তে নিষেধ করা হয়েছে, তখন এমন বস্তুর ধারে-কাছে যাওয়া উচিত নয়, যা মানুষকে নামাজ থেকে বিরত করে। যেহেতু নামাজের সময় ব্যতীত অন্যান্য সময়ের জন্য মদ্যপানকে পরিষ্কারভাবে নিষেধ করা হয়নি, সেহেতু কেউ কেউ নামাজের সময় ব্যতীত অন্যান্য সময়ে মদ্যপান করতে থাকেন। ইতঃমধ্যে আরো একটি ঘটনা সংঘটিত হয়ে যায়। হযরত আতবান ইবনে মালেক কয়েকজন সাহাবীকে নিমন্ত্রণ করেন, যাদের মধ্যে সা'দ ইবনে আবী ওয়াক্কাস (রা.) ও উপস্থিত ছিলেন। খাওয়া-দাওয়ার পর মদ্যপান করার প্রতিযোগিতা আরম্ভ হয়ে গেল। আরবদের প্রথা অনুযায়ী নেশাগ্রস্ত অবস্থায় কবিতা প্রতিযোগিতা এবং নিজেদের বংশ ও পূর্ব-পুরুষদের অহঙ্কারমূলক বর্ণনা আরম্ভ হয়, সা'দ ইবনে আবী ওয়াক্কাস একটি কবিতা আবৃত্তি করলেন। যাতে আনসারদের দোষারোপ করে নিজেদের প্রশংসাকীর্তন করা হয়। ফলে একজন আনসার যুবক রাগান্বিত হয়ে উটের গণ্ডদেশের একটি হাড় সা'দ এর মাথায় ছুঁড়ে মারেন। এতে তিনি মারাত্মকভাবে আহত হন। পরে হযরত সা'দ (রা.) রাসূল ﷺ-এর দরবারে উপস্থিত হয়ে উক্ত আনসার যুবকের বিরুদ্ধে অভিযোগ করেন। তখন হুজুর ﷺ দোয়া করলেন–

اَللّٰهُمَّ بَيِّنْ لَنَا فِى الْخَمْرِ بَيَانًا شَافِيًا

অর্থাৎ, "হে আল্লাহ! শরাব সম্পর্কে আমাদেরকে একটি পরিষ্কার বর্ণনা ও বিধান দান কর।" তখনই সূরা মায়েদার উদ্ধৃত মদ ও মদ্যপানের বিধান সম্পর্কিত বিস্তারিত আয়াতটি অবতীর্ণ হয়। এতে মদকে সম্পূর্ণরূপে হারাম করা হয়েছে।

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْۤا اِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْاَنْصَابُ وَالْاَزْلَامُ رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطٰنِ فَاجْتَنِبُوْهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُوْنَ اِنَّمَا يُرِيْدُ الشَّيْطٰنُ اَنْ يُّوْقِعَ بَيْنَكُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَآءَ فِى الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ وَيَصُدَّكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللّٰهِ وَعَنِ الصَّلٰوةِ فَهَلْ اَنْتُمْ مُّنْتَهُوْنَ

অর্থাৎ, "হে ঈমানদারগণ! নিশ্চিত জেনো, মদ, জুয়া মূর্তি এবং তীর নিক্ষেপ এসবগুলোই নিকৃষ্ট শয়তানি কাজ। কাজেই এসব থেকে সম্পূর্ণভাবে সরে থাক, যাতে তোমরা মুক্তিলাভ ও কল্যাণ পেতে পার। মদ ও জুয়ার দ্বারা তোমাদের মধ্যে পারস্পরিক শত্রুতা ও তিক্ততা সৃষ্টি হয়ে থাকে, আর আল্লাহর জিকির ও নামাজ থেকে তোমাদেরকে বিরত রাখাই হলো শয়তানের একান্ত কাম্য, তবুও কি তোমরা তা থেকে বিরত থাকবে না?

মদের অবৈধতা সম্পর্কে পর্যায়ক্রমিক নির্দেশ

আল্লাহর নির্দেশাবলির তাৎপর্য তিনিই জানেন। তবে শরিয়তের নির্দেশসমূহের প্রতি গভীরভাবে লক্ষ্য করলে বুঝা যায় যে, ইসলামি শরিয়ত কোনো বিষয়ে কোনো হুকুম প্রদান করতে গিয়ে মানবীয় আবেগ-অনুভূতিসমূহের প্রতি বিশেষভাবে লক্ষ্য রেখেছে, যাতে মানুষ সেগুলোর অনুসরণ করতে গিয়ে বিশেষ কষ্টের সম্মুখীন না হয়। যেমন, কুরআন নিজেই ঘোষণা করেছে– لَا يُكَلِّفُ اللّٰهُ نَفْسًا اِلَّا وُسْعَهَا 'আল্লাহ তা'আলা কোনো মানুষকেই এমন আদেশ দেন না, যা তার শক্তি ও ক্ষমতার ঊর্ধ্বে।' এই দয়া ও রহস্যের চাহিদা ছিল ইসলামি শরিয়তেও মদ্যপানকে হারাম করার ব্যাপারে পর্যায়ক্রমিক ব্যবস্থা গ্রহণ।

মদ্যপানকে পর্যায়ক্রমিকভাবে নিষিদ্ধ করার ব্যাপারে কুরআনের সংক্ষিপ্ত কার্যক্রম হচ্ছে এই যে, মদপান সম্পর্কে এ চারটি আয়াত অবতীর্ণ হয়েছে। তন্মধ্যে আলোচ্য এ আয়াতটিই সর্বপ্রথম নির্দেশ। এতে মদ্যপানের দরুন যেসব পাপ ও ফ্যাসাদ সৃষ্টি হয়, তার বর্ণনা দিয়েই ক্ষান্ত করা হয়েছে; মদ্যপান হারাম করা হয়নি; বরং এ আয়তটিকে এই মর্মে একটা পরামর্শ বলা যেতে পারে যে, এটা বর্জনীয় বস্তু। কিন্তু বর্জন করার কোনো নির্দেশ এতে দেওয়া হয়নি।

দ্বিতীয় আয়াত সূরা নিসায় বলা হয়েছে– لَا تَقْرَبُوا الصَّلٰوةَ وَاَنْتُمْ سُكٰرٰى এতে বিশেষভাবে নামাজের সময় মদ্যপানকে নিষিদ্ধ করে দেওয়া হয়েছে। তবে অন্যান্য সময়ের জন্য অনুমতি রয়ে যায়। তৃতীয় ও চতুর্থ আয়াতে রয়েছে সূরা মায়েদায়। এতে পরিষ্কার ও কঠোরভাবে মদ্যপান নিষিদ্ধ ও হারাম করে দেওয়া হয়েছে।

এ বিষয়ে শরিয়তের এমন পর্যায়ক্রমিক ব্যবস্থা গ্রহণের কারণ ছিল এই যে, আজীবনের অভ্যাস ত্যাগ করা বিশেষতঃ নেশাজনিত অভ্যাস হঠাৎ ত্যাগ করা মানুষের পক্ষে অত্যন্ত কষ্টকর হতো।

আলেমগণ বলেছেন, 'যেভাবে শিশুদেরকে মায়ের দুধ ছাড়ানো কঠিন ও কষ্টকর, তেমনি মানুষের কোনো অভ্যাসগত কাজ ছাড়ানো এর চাইতেও কষ্টকর।' এ জন্য ইসলাম একান্ত বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে প্রথমে শরাবের মন্দ দিকগুলো মানবমনে বদ্ধমূল করেছে। অতঃপর নামাজের সময়ে একে নিষিদ্ধ করেছে এবং সব শেষে বিশেষ বিশেষ সময়ের পরিবর্তে কঠোরভাবে সর্বকালের জন্যই নিষিদ্ধ ও হারাম ঘোষণা করেছে।

https://e-ilm.weebly.com/

তবে শরাব হারাম করার ব্যাপারে প্রথমতঃ ধীরমন্থর গতিতে এগিয়ে যাওয়াটাই ছিল বৈজ্ঞানিক পন্থা। তেমনিভাবে কঠোরভাবে হারাম ঘোষণা করার পর এর নিষিদ্ধতার আইন-কানুনও শক্তভাবে জারি করাও বিজ্ঞতারই পরিচায়ক। এজন্য রাসূল ﷺ শরাব সম্পর্কে কঠোর শাস্তির ভয় প্রদর্শন করেছেন। ইরশাদ হয়েছে- "সর্বপ্রকার অপকর্ম এবং অশ্লীলতার জন্মদাতা হচ্ছে শরাব। এটি পান করে মানুষ নিকৃষ্টতম পাপে লিপ্ত হয়ে যেতে পারে।"

নাসায়ী শরীফে উদ্ধৃত এক হাদীসে বলা হয়েছে যে, 'শরাব এবং ঈমান একত্রিত হতে পারে না'। তিরমিযীতে হযরত আনাস (রা.) হুজুর ﷺ থেকে বর্ণনা করেছেন যে, হুজুর ﷺ মদের সাথে সম্পর্ক রাখে এমন দশ শ্রেণির ব্যক্তির উপর লা'নত করেছেন।

(১) যে লোক নির্যাস বের করে (২) প্রস্তুতকারক (৩) পানকারী (৪) যে পান করায় (৫) আমদানিকারক (৬) যার জন্য আমদানি করা হয় (৭) বিক্রেতা (৮) ক্রেতা (৯) সরবরাহকারী (১০) এর লভ্যাংশ ভোগকারী।

অতঃপর শুধু মৌখিক শিক্ষা ও প্রচারের উপরই ক্ষান্ত হননি; বরং যথাযথ আইনের মাধ্যমেও ঘোষণা করা হয়েছে যে, যার নিকট কোনো প্রকার মদ থেকে থাকে, তা অমুক স্থানে উপস্থিত কর।

সাহাবীগণের মধ্যে আদেশ পালনের অনুপম আগ্রহ : আদেশ পাওয়া মাত্র অনুগত সাহাবীগণ নিজ নিজ ঘরে ব্যবহারের জন্য রক্ষিত মদ তৎক্ষণাৎ ফেলে দিলেন। হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে ওমর (রা.) বর্ণনা করেছেন, যখন রাসূলে কারীম ﷺ-এর প্রেরিত এক ব্যক্তি মদিনার অলি-গলিতে প্রচার করতে লাগলেন যে, মদ্যপান হারাম ঘোষণা করা হয়েছে, তখন যার হাতে শরাবের যে পাত্র ছিল, তা তিনি সেখানেই ফেলে দিয়েছিলেন। যার কাছে মদের কলস বা মটকা ছিল, তা ঘর থেকে তৎক্ষণাৎ বের করে ভেঙ্গে ফেলেছেন। হযরত আনাস (রা.) তখন এক মজলিসে মদ্যপানের সাকীর কাজ সম্পাদন করছিলেন। হযরত আবূ তালহা, আবূ উবায়দা ইবনুল জাররাহ, উবাই ইবনে কা'ব, সোহাইল (রা.) প্রমুখ নেতৃস্থানীয় সাহাবীগণ সে মজলিসে উপস্থিত ছিলেন। প্রচারকের ঘোষণা কানে পৌঁছার সঙ্গে সঙ্গে সবাই সমস্বরে বলে উঠলেন- এবার সমস্ত শরাব ফেলে দাও। এর পেয়ালা, মটকা, হাঁড়ি ভেঙ্গে ফেল। অন্য বর্ণনায় আছে- হারাম ঘোষণার সময় যার হাতে শরাবের পেয়ালা ছিল এবং তা ঠোঁট স্পর্শ করছিল, তাও তৎক্ষণাৎ সে অবস্থাতেই দূরে নিক্ষিপ্ত হয়েছে। সেদিন মদিনায় এ পরিমাণ শরাব নিক্ষিপ্ত হয়েছিল যে, বৃষ্টির পানির মতো শরাব প্রবাহিত হয়ে যাচ্ছিল এবং দীর্ঘদিন পর্যন্ত মদিনার অলি-গলির অবস্থা এমন ছিল যে, যখনই বৃষ্টি হতো তখন শরাবের গন্ধ ও রং মাটির উপর ফুটে উঠত।

যখন আদেশ হলো যে, যার কাছে যে রকম মদ রয়েছে, তা অমুক স্থানে একত্রিত কর। তখন মাত্র সেসব মদই বাজারে ছিল যা ব্যবসার জন্য রাখা হয়েছিল। এ আদেশ পালনকল্পে সাহাবীগণ বিনা দ্বিধায় নির্ধারিত স্থানে সব মদ একত্রিত করেছিলেন।

হুজুর ﷺ স্বয়ং সেখানে উপস্থিত হয়ে স্বহস্তে শরাবের অনেক পাত্র ভেঙ্গে ফেললেন এবং অবশিষ্টগুলো সাহাবীগণের দ্বারা ভাঙ্গিয়ে দিলেন। জনৈক সাহাবী মদের ব্যবসা করতেন এবং সিরিয়া থেকে মদ আমদানি করতেন। ঘটনাচক্রে তখন তিনি মদ আনার উদ্দেশ্যে সিরিয়া গিয়েছিলেন। যখন তিনি ব্যবসায়ের এ পণ্য নিয়ে প্রত্যাবর্তন করলেন এবং মদিনায় প্রবেশ করার পূর্বেই মদ হারাম হওয়ার সংবাদ তাঁর কানে পৌঁছল, তখন সে সাহাবীও তাঁর সমুদয় মাল যা অনেক মুনাফার আশায় আনা হয়েছিল, এক পাহাড়ের পাদদেশে রেখে এসে হুজুরে আকরাম ﷺ-এর দরবারে উপস্থিত হয়ে এসব সম্পদের ব্যাপারে কি করতে হবে তৎসম্পর্কে নির্দেশ প্রার্থনা করলেন। মহানবী ﷺ হুকুম করলেন- মটকাগুলো ভেঙ্গে সমস্ত শরাব ভাসিয়ে দাও। অতঃপর বিনা আপত্তিতে তিনি তাঁর সমস্ত পুঁজির বিনিময়ে সংগৃহীত এ পণ্য স্বহস্তে মাটিতে ঢেলে দিলেন। এটাও ইসলামের মু'জিযা এবং সাহাবীগণের বিস্ময়কর আনুগত্যের নিদর্শন, যা এ ঘটনায় প্রমাণ হলো। যে জিনিসের অভ্যাস হয়ে যায়, সবাই জানে যে, তা ত্যাগ করা বড় কঠিন হয়ে পড়ে। মদ্যপানে তাঁরা এমন অভ্যস্ত ছিলেন যে, অল্পদিন তা থেকে বিরত থাকাও স্বাভাবিক ব্যাপার ছিল না। কিন্তু নবী করীম ﷺ একটিমাত্র নির্দেশই তাঁদের অভ্যাসে এমন অপূর্ব বিপ্লব সৃষ্টি করল যে, তারপর থেকে তারা শরাবের প্রতি তেমনি ঘৃণা পোষণ করতে লাগলেন, যেমন পূর্বে তাঁরা এর প্রতি আসক্ত ছিলেন।

ইসলামি রাজনীতি এবং সাধারণ রাজনীতির পার্থক্য : আলোচ্য আয়াতে ও ঘটনাসমূহে শরাব হারাম হওয়ার আদেশের প্রতি আনুগত্যের একটা নমুনা দেখা গেল। একে ইসলামের মু'জিযা বা নবী করীম ﷺ-এর শিক্ষার বৈশিষ্ট্য অথবা

https://e-ilm.weebly.com/

ইসলামি রাজনীতির অপরিহার্য ফলশ্রুতিও বলা যেতে পারে। বস্তুতঃ নেশার অভ্যাস ত্যাগ করা যে অত্যন্ত কঠিন তা বলার অপেক্ষা রাখে না। তদুপরি আরব দেশের কথা তো স্বতন্ত্র, সেখানে এর প্রচলন এত বেশি ছিল যে, মদ ছাড়া কয়েক ঘণ্টা কাটানোও তাঁদের পক্ষে প্রায় অসম্ভব ছিল। এমতাবস্থায় তা কি পরশপাথর ছিল যে, মাত্র একটি ঘোষণার শব্দ কানে পৌঁছামাত্র তাঁদের স্বভাবে এ আমুল পরিবর্তন সাধিত হলো। সে একটি মাত্র ঘোষণাই তাঁদের অভ্যাসে এমন পরিবর্তন সৃষ্টি করেছিল যে, কয়েক মিনিট পূর্বে যে জিনিস এত প্রিয় এবং এত লোভনীয় ছিল, অল্প কয়েক মিনিট পরে তাই অত্যন্ত ঘৃণ্য ও পরিত্যাজ্য পরিগণিত হয়ে গেল।

অপরদিকে বর্তমান যুগের তথাকথিত উন্নতমানের রাজনীতির একটি উদাহরণ সামনে রেখে দেখা যাক। আজ থেকে কয়েক বৎসর পূর্বে আমেরিকার বিশেষজ্ঞ ডাক্তার এবং সমাজসংস্কারকগণ মদ্যপানের মারাত্মক ক্ষতিকর দিকগুলোর অনুধাবন করে দেশে মদ্যপানকে আইন করে বন্ধ করতে চেয়েছিলেন। আর এজন্য জনমত গঠনের সর্বাপেক্ষা নির্ভরযোগ্য মাধ্যম হিসেবে অভিহিত প্রচারের আধুনিকতম যন্ত্রগুলোও ব্যবহার করা হয়েছিল। সবগুলো প্রচার-মাধ্যমেই মদ্যপানের বিরুদ্ধে প্রচারে সোচ্চার হয়ে উঠেছিল। শত শত সংবাদপত্রে নিবন্ধ প্রকাশিত হলো, পুস্তক-পুস্তিকা রচিত হলো, লক্ষ লক্ষ পুস্তক ছেপে প্রচারও বিতরণ করা হলো। তাছাড়া আমেরিকার সংসদেও এজন্য আইন পাশ করা হলো। কিন্তু এতদসত্ত্বেও আমেরিকার যে অবস্থা মানুষের সামনে এবং সেখানকার সরকারি প্রতিবেদনের মাধ্যমে পৃথিবীর সামনে এসেছে। তা হলো এই যে, এই আধুনিক উন্নত ও শিক্ষিত জাতি সেই আইনগত নিষেধাজ্ঞার সময়টিতে সাধারণ সময়ের চাইতেও অধিক মাত্রায় মদ্যপান করেছে। এমনকি অবশেষে সরকার এ আইন বাতিল করে দিতে বাধ্য হয়।

তদানীন্তন আরবের মুসলমান এবং আধুনিক আমেরিকার উন্নত জাতির মধ্যকার পার্থক্য অত্যন্ত স্পষ্ট, যা কেউ অস্বীকার করতে পারবে না। তবে এখানে লক্ষণীয় বিষয় হচ্ছে এই বিরাট পার্থক্যের কারণ ও রহস্য কি?

একটু লক্ষ্য করলেই বুঝা যাবে যে, ইসলামি শরিয়ত মানুষের সংশোধনের জন্য শুধু আইনকেই পর্যাপ্ত মনে করেনি; বরং আইনের পূর্বে তাদের মন মস্তিষ্ককে প্রশিক্ষণের মাধ্যমে, ইবাদত-আরাধনা এবং পরকালের চিন্তা নামক পরশমণির পরশে মনোজগতে বৈপ্লবিক পরিবর্তন সাধন করা হয়েছে। যার ফলে রাসূল ﷺ-এর একটিমাত্র আহ্বানেই তারা স্বীয় জান-মাল, শান-শওকত সবকিছুর বিসর্জন দিতে প্রস্তুত হয়েছিল। মক্কী জীবনে এই মানুষ তৈরির কাজই বিভিন্ন প্রক্রিয়ার মাধ্যমে চলতে থাকে। এভাবে আত্মত্যাগীদের একটা বিরাট দল তৈরি হয়ে গেল। তারপর প্রণয়ন করা হলো আইন। পক্ষান্তরে মানুষের মনের পরিবর্তনের জন্য আমেরিকার সরকার অসংখ্য উপায় অবলম্বন করেছে। তাদের নিকট সবকিছু ছিল, কিন্তু ছিল না পরকালের চিন্তা। অপরদিকে মুসলমানদের প্রতিটি শিরা-উপশিরাও ছিল পরকালের চিন্তায় পরিপূর্ণ।

আজও যদি সমস্যাকাতর দুনিয়ার মানুষ সে পরশমণি ব্যবহার করে দেখেন, তবে অবশ্যই দেখতে পাবেন যে, অতি সহজেই সারা বিশ্বে শান্তি-শৃঙ্খলা ফিরে এসেছে।

মদ্যপানের অপকারিতা ও উপকারিতার তুলনা : এ আয়াতে মদ ও জুয়া উভয় বস্তু সম্পর্কেই কুরআন বলেছে যে, এতে কিছু উপকারিতাও রয়েছে, তবে বেশ কিছু অপকারিতাও বর্তমান– কিন্তু এর উপকারিতার তুলনায় অপকারিতার মাত্রা অনেক বেশি। তাই একটু খতিয়ে দেখা প্রয়োজন, এর উপকারিতা এবং অপকারিতাগুলো কি কি? অতঃপর দেখতে হবে, উপকারিতার তুলনায় অপকারিতা বেশি হওয়ার কারণ কি? সবশেষে ফিকহের কয়েকটি মূলনীতি বর্ণনা করা হবে, যেগুলো এ আয়াত দ্বারা প্রমাণিত হয়।

প্রথমে শরাব সম্পর্কে আলোচনা করা যাক : এর উপকারিতার কথা বলতে গেলে শরাব-পানে আনন্দ লাভ হয়, সাময়িকভাবে শক্তিও কিছুটা বৃদ্ধি পায় এবং শরীরে কিছুটা লাবণ্যও সৃষ্টি হয়। কিন্তু এ নগণ্য উপকারিতার তুলনায় এর ক্ষতির দিকটা এত বিস্তৃত ও গভীর যে, অন্য কোনো বস্তুতেই সচরাচর এতটা ক্ষতি দেখা যায় না। শরাবের প্রতিক্রিয়ায় ধীরে ধীরে মানুষের হজমশক্তি বিনষ্ট হয়ে যায়, খাদ্যস্পৃহা কমে যায়, চেহারা বিকৃত হয়ে পড়ে, স্নায়ু দুর্বল হয়ে আসে। সামগ্রিকভাবে শারীরিক সক্ষমতার উপর মারাত্মক প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি করে।

একজন জার্মান ডাক্তার বলেছেন, যারা মদ্যপানে অভ্যস্ত তারা চল্লিশ বছর বয়সে ষাট বছরের বৃদ্ধার মতো অকর্মণ্য হয়ে পড়ে এবং তাদের শরীরের গঠন এত হাল্কা হয়ে যায় যে, ষাট বছরের বৃদ্ধেরও তেমনটি হয় না। শারীরিক শক্তি ও সামর্থ্যের দিক দিয়ে অল্প বয়সে বৃদ্ধের মতো বেকার হয়ে পড়ে। তাছাড়া শরাব লিভার এবং কিডনীকে সম্পূর্ণভাবে বিনষ্ট করে ফেলে। যক্ষ্মা রোগ মদ্যপানেরই একটা বিশেষ পরিণতি।

https://e-ilm.weebly.com/

https://e-ilm.weebly.com/

ইউরোপের শহরাঞ্চলে যক্ষ্মার আধিক্যের কারণও অতিমাত্রায় মদ্যপান। সেখানকার কোনো কোনো ডাক্তার বলেছেন, ইউরোপে অধিক মৃত্যুর কারণই হচ্ছে যক্ষ্মা। যখন থেকে ইউরোপে মদপানের আধিক্য দেখা দিয়েছে, তখন থেকে সেখানে যক্ষ্মার প্রাদুর্ভাবও দেখা দিয়েছে।

এগুলো হচ্ছে মানবদেহে মদের সাধারণ প্রতিক্রিয়া। বস্তুতঃ মানুষের জ্ঞান-বুদ্ধির উপর এর প্রতিক্রিয়া সম্পর্কে সবাই অবগত। সবাই জানেন যে, মানুষ যতক্ষণ নেশাগ্রস্ত থাকে, ততক্ষণ তার জ্ঞান-বুদ্ধি কোনো কাজ ই করতে পারে না। কিন্তু অভিজ্ঞ চিকিৎসক ও স্বাস্থ্য-বিজ্ঞানীগণের অভিমত হচ্ছে এই যে, নেশার অভ্যাস মানুষের বোধশক্তিকেও দুর্বল করে দেয়। এতে মানুষ পাগলও হয়ে যায়। চিকিৎসাবিদগণের সবাই এতে একমত যে, শরাব কখনো শরীরের অংশে পরিণত হয় না, এতে শরীরে রক্তও সৃষ্টি হয় না; রক্তের মধ্যে একটা সাময়িক উত্তেজনা সৃষ্টি হয় মাত্র। ফলে সাময়িকভাবে শক্তির সামান্য আধিক্য অনুভূত হয়। কিন্তু হঠাৎ রক্তের এ উত্তেজনা অনেক সময় মৃত্যুর কারণ হয়ে দাঁড়ায়।

যেসব শিরা ও ধমনীর মাধ্যমে সারা শরীরে রক্ত প্রবাহিত হয়ে থাকে, মদ্যপানের দরুন সেগুলো শক্ত ও কঠিন হয়ে পড়ে। ফলে দ্রুতগতিতে বার্ধক্য এগিয়ে আসতে থাকে। শরাবের দ্বারা মানুষের গলদেশ এবং শ্বাসনালীরও প্রচুর ক্ষতি সাধিত হয়। ফলে স্বর মোটা এবং স্থায়ী কফ হয়ে থাকে, তারই ফলে শেষ পর্যন্ত যক্ষ্মা রোগের সৃষ্টি হয়। শরাবের প্রতিক্রিয়া উত্তরাধিকার সূত্রে সন্তানদের উপরও পড়ে। মদ্যপায়ীদের সন্তান দুর্বল হয় এবং অনেকে তাতে বংশহীনও হয়ে পড়ে।

একথাও স্মরণযোগ্য যে, মদ্যপানের প্রাথমিক অবস্থায় মানুষ নিজের মধ্যে চঞ্চলতা ও স্ফূর্তি এবং কিছুটা শক্তি অনুভব করে। ফলে তারা ডাক্তার-হাকীমদের মতামতকে পাত্তা দিতে চায় না। কিন্তু তাদের জানা উচিত যে, শরাব এমন একটি বিষাক্ত দ্রব্য, যার বিষক্রিয়া পর্যায়ক্রমিকভাবে দৃশ্যমান হতে থাকে এবং কিছু দিনের মধ্যেই তার মারাত্মক প্রতিক্রিয়াগুলো প্রকাশ পায়।

শরাবের আর একটি ক্ষতিকর দিক হচ্ছে এই যে, এটা ঝগড়া-বিবাদ সৃষ্টির কারণ হয়ে থাকে এবং এ শত্রুতা ও বিরোধ মানুষের অপূরণীয় ক্ষতি সাধন করে। ইসলামি শরিয়তের দৃষ্টিতে এই অনিষ্টকারিতাই সবচেয়ে গুরুতর। সুতরাং কুরআন সূরা মায়েদার এক আয়াতে বলেছে– إِنَّمَا يُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَنْ يُوقِعَ بَيْنَكُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ অর্থাৎ 'শয়তান শরাব ও জুয়ার মাধ্যমে তোমাদের মধ্যে পারস্পরিক বিদ্বেষ ও শত্রুতা সৃষ্টি করতে চায়।'

শরাবের আর একটি ক্ষতিকর দিক হচ্ছে এই যে, মদ্যপান করে যখন মানুষ অজ্ঞান হয়ে পড়ে, তখন সে নিজের গোপন কথাও প্রকাশ করে দেয়। যার পরিণাম অনেক সময় অত্যন্ত মারাত্মক ও ভয়াবহ আকারে দেখা দেয়। বিশেষ করে সে ব্যক্তি যদি কোনো গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্বে নিয়োজিত থাকে, তবে তার দ্বারা বেফাঁসভাবে কোনো গোপন তথ্য প্রকাশিত হওয়ার ফলে সারা দেশেরই পরিবর্তন ও বিপ্লব সৃষ্টি হয়ে যেতে পারে। দেশের রাজনীতি এবং প্রতিরক্ষার ক্ষেত্রের কৌশলগত গোপন তথ্য শত্রুর হাতে চলে যেতে পারে। বিচক্ষণ গুপ্তচরেরা এ ধরনের সুযোগ গ্রহণ করে থাকে।

শরাবের আর একটি ক্ষতিকর দিক হচ্ছে, সে মানুষকে পুতুলে পরিণত করে দেয়, যাকে দেখলে বাচ্চারা পর্যন্ত উপহাস করতে থাকে। কেননা তার কাজ ও চালচলন সবই তখন অস্বাভাবিক হয়ে যায়। শরাবের আরো একটি মারাত্মক ক্ষতি হচ্ছে এই যে, এটি খেয়ানতের মতো।

শরাব মানুষকে সকল মন্দ থেকে মন্দতর কাজে চালিত করে। ব্যভিচার ও নরহত্যার অধিকাংশই এর পরিণাম। আর এ জন্য অধিকাংশ শরাবখানাই ব্যভিচার, জেনা ও হত্যাকাণ্ডের আখড়ায় পরিণত হয়। এসব হচ্ছে মানুষের শারীরিক ক্ষতি, আর রূহানী ক্ষতি তো সুপরিজ্ঞাত যে, নেশাগ্রস্ত অবস্থায় নামাজ পড়া চলে না। অন্য কোনো ইবাদত অথবা আল্লাহর কোনো জিকির করাও সম্ভব হয় না। সে জন্য কুরআনে কারীমে ইরশাদ হয়েছে– 'শরাব তোমাদেরকে আল্লাহর স্মরণ ও নামাজ থেকে বিরত রাখে।'

এখন রইল আর্থিক ক্ষতির দিকটি। যদি কোনো এলাকায় একটি শরাবখানা খোলা হয়, তবে তা সমস্ত এলাকার টাকা-পয়সা লুটে নেয়, একথা সর্বজনবিদিত। এ ব্যয়ের পরিমাণ ও পর্যায় বহু রকমের। একজন বিশিষ্ট পরিসংখ্যানবিদের সংগৃহীত তথ্যানুযায়ী শুধু একটি শহরে শরাবের মোট ব্যয় সামগ্রিক জীবনযাত্রার অন্যান্য সকল ব্যয়ের সমান।

এই হলো শরাবের ধর্মীয়, পার্থিব, শারীরিক এবং আধ্যাত্মিক ক্ষতির একটি সংক্ষিপ্ত তালিকা, যা রাসূল ﷺ একটি বাক্যের মাধ্যমে প্রকাশ করেছেন– أُمُّ الْفَوَاحِشِ وَأُمُّ الْخَبَائِثِ অর্থাৎ 'শরাব সকল মন্দ ও অশ্লীলতার জননী।' এ প্রসঙ্গে জনৈক জার্মান ডাক্তারের মন্তব্য প্রবাদ বাক্যের মতোই প্রসিদ্ধ। তিনি বলেছেন, যদি অর্ধেক শরাবখানা বন্ধ করে দেওয়া হয়, তবে আমি নিশ্চয়তা দিতে পারি যে, অর্ধেক হাসপাতাল ও অর্ধেক জেলখানা আপনা থেকেই অপ্রয়োজনীয় হয়ে যাবে। –[তাফসীরে আল মানার : মুফতি আবদুহু : ২ : ২২৬]

আল্লামা তানতাবী (র.) আল জাওহারে এ প্রসঙ্গে কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় উল্লেখ করেছেন। তারই কয়েকটি এখানে উদ্ধৃত করা যাচ্ছে– ফ্রান্সের জনৈক বিশিষ্ট পণ্ডিত হেনরী তাঁর গ্রন্থ 'খাওয়াতির ও সাওয়ানিহ ফিল ইসলাম' এ লিখেছেন– 'প্রাচ্যবাসীকে সমূলে উৎখাত করার জন্য সবচেয়ে মারাত্মক অস্ত্র এবং মুসলমানদেরকে খতম করার জন্য নির্মিত দুধারী তলোয়ার ছিল এই 'শরাব'। আমরা আলজিরিয়ার বিরুদ্ধে এ অস্ত্র ব্যবহার করেছি। কিন্তু ইসলামি শরিয়ত আমাদের পথে অন্তরায় হয়ে দাঁড়িয়েছে এবং আমাদের ব্যবহৃত অস্ত্রে মুসলমানরা ব্যাপকভাবে প্রভাবিত হয়নি; ফলে তাদের বংশ বেড়েই চলেছে। এরাও যদি আমাদের সেই উপঢৌকন গ্রহণ করে নিত, যেভাবে তাদের একটি বিশ্বাসঘাতক গোষ্ঠী তা গ্রহণ করে নিয়েছে, তাহলে তারাও আমাদের কাছে পদানত ও অপদস্থ হয়ে পড়ত। আর যাদের ঘরে আমাদের সরবরাহকৃত শরাবের প্রবাহ বইছে, তারা আমাদের কাছে এতই নিকৃষ্ট ও পদদলিত হয়ে গেছে যে, তারা মাথাটি পর্যন্ত তুলতে পারছে না।'

জনৈক বৃটিশ আইনজ্ঞ ব্যান্টাম লিখেন, 'ইসলামি শরিয়তের অসংখ্য বৈশিষ্ট্যের মধ্যে এও একটি বৈশিষ্ট্য যে, এতে মদ্যপান নিষিদ্ধ। আমরা দেখেছি, আফ্রিকার লোকেরা যখন এর ব্যবহার শুরু করে, তখন থেকেই তাদের বংশে 'উন্মাদনা' সংক্রমিত হতে শুরু করেছে। আর ইউরোপের যেসব লোক এই পদার্থটিতে চুমুক দিতে শুরু করেছে, তাদের জ্ঞান-বুদ্ধিরও বিবর্তন ঘটতে শুরু করেছে। কাজেই আফ্রিকার লোকদের জন্যও এ কারণে কঠিন শাস্তি বিধান করা দরকার।

সারকথা, যে কোনো সৎ লোক যখনই শীতল মস্তিষ্কে এ ব্যাপারে চিন্তা করেছেন, তখনই স্বতঃস্ফূর্তভাবে চিৎকার করে উঠেছেন যে, 'এটি অপবিত্র বস্তু, এ যে শয়তানি কাজ, এ যে ধ্বংসের উপকরণ। এই 'উম্মুল খাবায়েস' বা সকল অকল্যাণের মাতার ধারে কাছেও যেয়ো না; ফিরে এসো فَهَلْ اَنْتُمْ مُّنْتَهُوْنَ

মদ্যপানের নিষেধাজ্ঞা সম্পর্কিত কুরআনের চারটি আয়াত উপরে বর্ণনা করা হয়েছে। সূরা নাহলের আরো এক জায়গায় নেশাকর দ্রব্যাদির আলোচনা অন্য ভঙ্গিতে করা হয়েছে। সে বিষয়টিও এখানেই আলোচনা করে ফেলা বাঞ্ছনীয় হবে বলে মনে হয়। যাতে শরাব ও অন্যান্য যাবতীয় নেশাকর দ্রব্যাদি সম্পর্কে কুরআনি বর্ণনাগুলো মোটামুটিভাবে সামনে এসে যায়। সে আয়াতটি হচ্ছে এই– وَمِنْ ثَمَرٰتِ النَّخِيْلِ وَالْاَعْنَابِ تَتَّخِذُوْنَ مِنْهُ سَكَرًا وَّرِزْقًا حَسَنًا اِنَّ فِيْ ذٰلِكَ لَاٰيَةً لِّقَوْمٍ يَّعْقِلُوْنَ

অর্থাৎ, 'আর খেজুর ও আঙ্গুর দ্বারা তোমরা নেশাকর দ্রব্য এবং উত্তম আহার্য প্রস্তুত করে থাক; নিশ্চয় এতে বুদ্ধিমান ব্যক্তিদের জন্য বড় প্রমাণ রয়েছে।'

তাফসীর ও ব্যাখ্যা : পূর্ববর্তী আয়াতসমূহে আল্লাহ তা'আলার ঐ সমস্ত নিয়ামতের উল্লেখ করা হয়েছে, যা মানুষের খাদ্যরূপে দান করে আল্লাহ তা'আলা তাঁর অত্যাশ্চর্য সৃষ্টি মহিমার পরিচয় দিয়েছেন। এতে প্রথমে দুধের কথা বলা হয়েছে। যাকে আল্লাহ তা'আলা জন্তুর পেটের মধ্যে রক্ত ও মলমূত্রের সংমিশ্রণ থেকে পৃথক করে মানুষের জন্য পরিচ্ছন্ন খাদ্য হিসেবে দান করেছেন। ফলে মানুষকে কোনো কিছুই করতে হয় না। এজন্য এখানে نُسْقِيْكُمْ শব্দ ব্যবহার করা হয়েছে যে, আমি তোমাদেরকে দুধ পান করিয়ে থাকি। অতঃপর বলা হয়েছে যে, খেজুর ও আঙ্গুরের দ্বারাও মানুষ কিছু খাদ্য বস্তু তৈরি করে থাকে, যাতে তাদের উপকার হয়, এতে ইঙ্গিত করা হয়েছে যে, খেজুর ও আঙ্গুর দ্বারা নিজেদের জন্য লাভজনক খাদ্য প্রস্তুতে মানুষের শিল্পজ্ঞানের কিছুটা হাত রয়েছে। আর এই দক্ষতার ফলে দু' রকমের খাদ্য তৈরি হয়েছে। একটি হলো নেশাজাত দ্রব্য, যাকে মদ বা শরাব বলা হয়। দ্বিতীয়টি হলো উৎকৃষ্ট খাদ্য। অর্থাৎ, খেজুর ও আঙ্গুরকে তাজা অবস্থায় আহার করা অথবা শুকিয়ে ব্যবহার করা। উদ্দেশ্য হচ্ছে যে, আল্লাহ তা'আলা তাঁর পূর্ণ কুদরতের মাধ্যমে মানুষকে খেজুর ও আঙ্গুর দান করেছেন এবং তার দ্বারা নিজেদের খাদ্যদ্রব্য তৈরির কিছুটা অধিকারও তিনি মানুষকে প্রদান করেছেন। এখন তাদের অভিপ্রায় ও ইচ্ছা, তারা কি প্রস্তুত করবে? নেশাজাত দ্রব্য তৈরি করে নিজেদের বুদ্ধিকে বিকল করবে, না উৎকৃষ্ট খাদ্য প্রস্তুত করে শক্তি অর্জন করবে?

এ তাফসীরের পরিপ্রেক্ষিতে এ আয়াত দ্বারা নেশাজাত দ্রব্যকে হালাল বলার দলিল দেওয়া যাবে না। এখানে উদ্দেশ্য হলো আল্লাহ তা'আলার দানসমূহ এবং তার ব্যবহারের বিভিন্ন দিক ও পদ্ধতি নিয়ে আলোচনা করা, যা যে কোনো অবস্থাতেই আল্লাহর নিয়ামত। যথা, সমস্ত আহার্য এবং মানুষের জন্য উপকারী বস্তুকে অনেকে না-জায়েজ পথে ব্যবহার করে। কিন্তু কারো ভুলের জন্য আল্লাহর নিয়ামত তার বৈশিষ্ট্য হারিয়ে ফেলতে পারে না। অতঃপর এখানে এ বিষয়টির বিস্তারিত আলোচনা নিষ্প্রয়োজন, 'কোন পথে ব্যবহার হালাল এবং কোন পথে ব্যবহার হারাম। তবু আল্লাহ তা'আলা এভাবে সামান্য ইঙ্গিত প্রদান করেছেন যে, নেশার বিপরীতে 'উৎকৃষ্ট খাদ্য' বলা হয়েছে, যাতে বুঝা যায় যে, নেশা ভালো বিষয় নয়। অধিকাংশ মুফাসসির নেশাযুক্ত বস্তুকেও 'সুকর' (سَكَرٌ) বলেছেন। –[রূহুল মা'আনী, কুরতুবী, জাস্সাস]

গোটা মুসলিম উম্মতের মতে এ আয়াতটি মক্কায় অবতীর্ণ। মদ্যপান হারাম হওয়ার নির্দেশ সম্বলিত আয়াত পরবর্তী সময়ে মদিনায় অবতীর্ণ হয়েছে। এ আয়াতটি অবতীর্ণ হওয়ার সময় যদিও শরাব হালাল ছিল এবং মুসলমানগণ স্বাভাবিকভাবেই তা পান করতেন, কিন্তু তখনও এ আয়াতে এদিকে ইশারা করা হয়েছিল যে, এটি পান করা ভালো নয়। তারপর অত্যন্ত কঠোরতার সাথে শরাবকে হারাম ঘোষণা করা হয়েছে। –[জাসসাস ও কুরতুবী]

https://e-ilm.weebly.com/

জুয়ার অবৈধতা : مَيْسِرٌ -এর আভিধানিক অর্থ বন্টন করা। يَاسِرٌ বলা হয় বন্টনকারীকে। জাহেলিয়াত আমলে নানা রকম জুয়ার প্রচলন ছিল। তন্মধ্যে এক প্রকার জুয়া ছিল এই যে, উট জবাই করে তার অংশ বন্টন করতে গিয়ে জুয়ার আশ্রয় নেওয়া হতো। কেউ একাধিক অংশ পেত, আবার কেউ বঞ্চিত হতো। বঞ্চিত ব্যক্তি উটের পূর্ণ মূল্য দিতে হতো, আর গোশত দরিদ্রের মধ্যে বন্টন করা হতো; নিজেরা ব্যবহার করত না।

এ বিশেষ ধরনের জুয়ায় যেহেতু দরিদ্রের উপকার ছিল এবং খেলোয়াড়দের দানশীলতা প্রকাশ পেত, তাই এ খেলাতে গর্ববোধ কৃপণ ও হতভাগ্য বলে মনে করা হতো। বন্টনের সাথে সম্পর্কের কারণেই এরূপ জুয়াকে 'মাইসির' বলা হতো। সমস্ত সাহাবী ও তাবেয়ীগণ এ ব্যাপারে একমত যে, সব রকমের জুয়াই 'মাইসির' শব্দের অন্তর্ভুক্ত এবং হারাম। ইবনে কাসীর তাঁর তাফসীরে এবং জাস্সাস 'আহকামুল কুরআনে' লিখেছেন যে, মুফাসসিরে কুরআন হযরত ইবনে আব্বাস ইবনে ওমর (রা.), কাতাদা, মু'আবিয়া ইবনে সালেহ, আতা ও তাউস (রা.) বলেছেন, সব রকমের জুয়াই 'মাইসির' এমনকি কাঠের গুটি এবং আখরোট দ্বারা বাচ্চাদের এ ধরনের খেলাও।' হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) বলেছেন, مِنَ الْقِمَارِ الْمُخَاطَرَةُ। লটারীরও জুয়ারই অন্তর্ভুক্ত।' জাসসাস ও ইবনে সিরীন বলেছেন- 'যে কাজে লটারীর ব্যবস্থা রয়েছে, তাও মাইসির এর অন্তর্ভুক্ত।' -[রূহুল বয়ান]

مُخَاطَرَةٌ 'মুখাতিরা' বলা হয় এমন লেনদেনকে, যার মাধ্যমে কেউ কেউ প্রচুর সম্পদ পেয়ে যায় এবং অনেকে কিছুই পায় না। আজকাল প্রচলিত বিভিন্ন ধরনের লটারীর সাথে এর তুলনা করা যেতে পারে।

আজকাল নানা প্রকারের লটারী দেখা যায়। এসবই জুয়ার অন্তর্ভুক্ত ও হারাম। মোটকথা, মাইসির ও কেমারের সঠিক সংজ্ঞা এই যে, যে ব্যাপারে কোনো মালের মালিকানায় এমন সব শর্ত আরোপতি হয়, যাতে মালিক হওয়া না হওয়ার উভয় সম্ভাবনাই সমান থাকে। আর এরই ফলে পূর্ণ লাভ কিংবা পূর্ণ লোকসান উভয় দিকই বজায় থাকবে। -[শামী- ৫ : ৩৫৫] উদাহরণতঃ এতে যায়েদ অথবা ওমরের যে কোনো একজনকে ক্ষতিগ্রস্ত হতে হবে। এ সবের যত প্রকার ও শ্রেণি অতীতে ছিল, বর্তমানে প্রচলিত রয়েছে এবং ভবিষ্যতে সৃষ্টি হতে পারে, তার সবগুলোকে মাইসির, কেমার এবং জুয়া বলা যেতে পারে। বর্তমানে প্রচলিত বিভিন্ন ধরনের শব্দ প্রতিযোগিতা এবং ব্যবসায়িক স্বার্থে লটারীর যতগুলো পদ্ধতি রয়েছে, এ সবই কেমার ও মাইসির-এর অন্তর্ভুক্ত।

তবে যদি শুধু একদিক থেকে পুরস্কার নির্ধারণ করা হয়- যেমন, যে ব্যক্তি অমুক কাজ করবে, তাকে পুরস্কার দেওয়া হবে। কেননা এটা লাভ ও লোকসানের মাঝে পরিক্রমণশীল নয়; বরং লাভ হওয়া ও লাভ না হওয়ার মধ্যে সীমিত।

এ জন্য সহীহ হাদীসে দাবা ও ছক্কা-পাঞ্জা জাতীয় খেলাকেও হারাম বলা হয়েছে, কেননা এ সবেও অনেক ক্ষেত্রেই টাকা-পয়সার বাজি ধরা হয়ে থাকে। তাস খেলায় যদি টাকা-পয়সার হার-জিত শর্ত থাকে, তবে তাও হারাম।

মুসলিম শরীফে বর্ণিত হয়েছে যে, রাসূলে আকরাম ﷺ ইরশাদ করেছেন, যে ব্যক্তি ছক্কা-পাঞ্জা খেলে সে যেন শূকরের গোশত ও রক্তে স্বীয় হস্ত রঞ্জিত করে। হযরত আলী (রা.) বলেছেন, ছক্কা-পাঞ্জাও জুয়ার অন্তর্ভুক্ত। হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে ওমর (রা.) বলেছেন যে, দাবা ছক্কা-পাঞ্জা খেলা অপেক্ষাও খারাপ। -[ইবনে কাছীর]

ইসলামের প্রাথমিক যুগে শরাবের ন্যায় জুয়াও হালাল ছিল। মক্কায় যখন সূরা রূমের غُلِبَتِ الرُّوْمُ আয়াতটি অবতীর্ণ হয় এবং কুরআন ঘোষণা করে যে, এখন রোম যদিও তাদের প্রতিপক্ষ কেসরার কাছে পরাজিত হয়েছে, কিন্তু তারা কয়েক বছরের মধ্যেই জয়লাভ করবে। তখন মক্কার মুশরিকরা তা অবিশ্বাস করে। সে সময় হযরত আবূ বকর (রা.) মুশরিকদের সাথে বাজি ধরলেন যে, যদি কয়েক বছরের মধ্যে রোমবাসীরা জয়লাভ করে, তবে তোমাদেরকে এ পরিমাণ মাল পরিশোধ করতে হবে। এ বাজি মুশরিকরা গ্রহণ করল। ঠিক কয়েক বছরের মধ্যে রোমবাসীরা জয়লাভ করল। শর্তানুযায়ী হযরত আবূ বকর (রা.) তাদের নিকট থেকে মাল আদায় করে রাসূল ﷺ-এর দরবারে উপস্থিত হলেন। হুজুর ﷺ ঘটনা শুনে খুশি হলেন, কিন্তু মালগুলো সদকা করে দিতে আদেশ দিলেন।

কেননা যে বস্তু আগত দিনে হারাম হবে, আল্লাহ তা'আলা সেগুলো হালাল থাকাকালেও স্বীয় রাসূল ﷺ-কে তা থেকে রক্ষা করেছেন। এজন্যই তিনি শরাব ও জুয়া থেকে সর্বদা বেঁচে রয়েছেন এবং কিছুসংখ্যক বিশিষ্ট সাহাবীও তা থেকে সর্বদা নিরাপদে রয়েছেন। এক রেওয়ায়েতে আছে যে, হযরত জিবরাঈল রাসূল ﷺ-কে সংবাদ দিয়েছিলেন যে, হযরত জাফর (রা.)-এর চারটি অভ্যাস আল্লাহর নিকট অতি প্রিয়। হুজুর ﷺ জাফর (রা.)-কে জিজ্ঞেস করলেন, তোমার চারটি অভ্যাস কি কি? তিনি উত্তর দিলেন, আজ পর্যন্ত আমার এ চারটি অভ্যাস কাউকেই বলিনি। আল্লাহ যখন আপনাকে জানিয়েই দিলেন তখন বলতে হয়। তা হচ্ছে এই, আমি দেখেছি যে, শরাব মানুষের বুদ্ধি বিলুপ্ত করে দেয়, তাই আমি কোনো দিনও শরাব পান করিনি। মূর্তির মধ্যে মানুষের ভালো-মন্দ কোনোটাই করার ক্ষমতা নেই বলে জাহেলিয়াত আমলেও আমি কোনো দিন মূর্তিপূজা করিনি। আমার স্ত্রী ও মেয়েদের ব্যাপারে আমার মধ্যে সম্ভ্রমবোধ অত্যন্ত সক্রিয় রয়েছে, তাই আমি কোনো দিনও জেনা করিনি। আমি দেখেছি যে, মিথ্যা বলা অত্যন্ত মন্দ কাজ, তাই আমি কোনো দিনও মিথ্যা কথা বলিনি। -[রূহুল বয়ান]

জুয়ার সামাজিক ও সামগ্রিক ক্ষতি : জুয়া সম্পর্কে কুরআন মাজীদ শরাব বিষয়ে প্রদত্ত আদেশেরই অনুরূপ বিধান প্রদান করেছে যে, এতে কিছুটা উপকারও রয়েছে, কিন্তু ক্ষতি অনেক বেশি। এর লাভ সম্পর্কে সকলেই অবগত আছেন। যদি খেলায় জয়লাভ করে, তবে একজন দরিদ্র লোক একদিনেই ধনী হয়ে যেতে পারে। কিন্তু এর আর্থিক সামাজিক এবং আত্মিক ক্ষতি সম্পর্কে অনেক কম লোকই অবগত। এর সংক্ষিপ্ত বর্ণনা এখানে দেওয়া হচ্ছে। জুয়া খেলা একজনের লাভ এবং অপরজনের ক্ষতির উপর পরিক্রমণশীল। জয়লাভকারীর কেবল লাভই লাভ; আর পরাজিত ব্যক্তির ক্ষতিই ক্ষতি। কেননা এ খেলায় একজনের মাল অন্যজনের হাতে চলে যায়। এজন্য জুয়া সামগ্রিকভাবে জাতির ধ্বংস এবং মানব চরিত্রের অধঃপতন ঘটায়। যে ব্যক্তি এতে লাভবান হয়, সে পরোপকারের ব্রত থেকে দূরে সরে রক্ত পিপাসুতে পরিণত হয়ে পড়ে। পক্ষান্তরে অপর ব্যক্তির মৃত্যু এগিয়ে আসে, অথচ প্রথম ব্যক্তি আয়েশ বোধ করতে থাকে এবং নিজের পূর্ণ সামর্থ্য এতে ব্যয় করে। ক্রয়-বিক্রয় এবং ব্যবসা-বাণিজ্য এর বিপরীত। কেননা এতে উভয়পক্ষের লাভ লোকসানের সম্ভাবনা থাকে। ব্যবসা দ্বারা মাল হস্তান্তরে ধন-সম্পদ বৃদ্ধি পায় এবং উভয় পক্ষই এতে লাভবান হয়ে থাকে।

জুয়ার একটি বড় ক্ষতি হচ্ছে এই যে, জুয়াড়ী প্রকৃত উপার্জন থেকে বঞ্চিত থাকে। কেননা তার একমাত্র চিন্তা থাকে যে, বসে বসে একটি বাজির মাধ্যমে মুহূর্তের মধ্যেই অন্যের মাল হস্তগত কর, যাতে কোনো পরিশ্রমের প্রয়োজনই নেই। কোনো কোনো মনীষী সর্বপ্রকার জুয়াকেই 'মাইসির' বলেছেন। কারণস্বরূপ বলেছেন যে, এতে অতি সহজে অন্যের মাল হস্তগত হয়। জুয়া খেলা যদি দু'চার জনের মধ্যেও সীমাবদ্ধ থাকে, তবে তাতেও আলোচ্য ক্ষতি পরিলক্ষিত হয়। কিন্তু বর্তমান যুগ, যাকে অনভিজ্ঞ, দূরদর্শিতাবিহীন মানুষ উন্নতির যুগ বলে অভিহিত করে থাকে, নতুন নতুন ও রকমারি শরাব বের করে নতুন নতুন নাম দিচ্ছে, স্বাদেরও নতুন নতুন পদ্ধতি আবিষ্কার করে নানা পদ্ধতিতে তার প্রচলন ঘটাচ্ছে, অনুরূপভাবে জুয়ারও নানা প্রকার পন্থা বের করা হয়েছে। এর মধ্যে অনেক দিক রয়েছে যা সামগ্রিক। এসব নতুন পদ্ধতিতে সম্মিলিতভাবে গোটা জাতির কাছ থেকে কিছু কিছু করে টাকা নেওয়া হয় এবং ক্ষতিটা সকলের মধ্যে বণ্টন করা হয়। ফলে তা দেখার মতো কিছুই হয় না। আর যে ব্যক্তি এ অর্থ পায়, তা সকলের দৃষ্টিতে ধরা পড়ে। ফলে অনেকেই তার ব্যক্তিগত লাভ লক্ষ্য করে জাতির সমষ্টিগত ক্ষতির প্রতি ভ্রুক্ষেপও করে না। এ জন্য অনেকেই এ নতুন প্রকারের জুয়া জায়েজ বলে মনে করে। অথচ এতেও সেসব ক্ষতিই নিহিত, যা সীমিত জুয়া বিদ্যমান। একদিক দিয়ে জুয়ার এই নতুন পদ্ধতি প্রাচীন পদ্ধতির জুয়া অপেক্ষা অধিক ক্ষতিকর এবং এর প্রতিক্রিয়া সুদূরপ্রসারী ও সমগ্র জাতির পতনের কারণ হয়ে দাঁড়ায়। কারণ এর ফলে জাতির সাধারণ মানুষের ধন সম্পদ দিন দিন কমতে থাকে; আর কয়েকজন পুঁজিপতির মাল বাড়তে থাকে। এতে সমগ্র জাতির সম্পদ কয়েক ব্যক্তির হাতে কেন্দ্রীভূত হওয়ার পথ খুলে যায়।

পক্ষান্তরে ইসলামি জীবন-ব্যবস্থার বিধান হচ্ছে এই যে, যেসব ব্যবস্থায় সমগ্র জাতির সম্পদ মুষ্টিমেয় কয়েক ব্যক্তির হাতে জমা হওয়ার পথ খোলে, সে সবগুলো পন্থাই হারাম। এ প্রসঙ্গে কুরআন ঘোষণা করেছে– كَيْ لَا يَكُوْنَ دُوْلَةً بَيْنَ الْاَغْنِيَاءِ مِنْكُمْ অর্থাৎ 'সম্পদ বণ্টন করার যে নিয়ম কুরআন নির্ধারণ করেছে, তার উদ্দেশ্য হচ্ছে এই যে, ধন-দৌলত যেন কয়েকজন পুঁজিপতির হাতে পুঞ্জীভূত না হয়ে পড়ে।

তাছাড়া জুয়ার আরো একটি ক্ষতিকর দিক হচ্ছে এই যে, জুয়াও শরাবের মতো পারস্পরিক ঝগড়া-বিবাদ ও ফেতনা-ফ্যাসাদ সৃষ্টি করে। পরাজিত ব্যক্তি স্বাভাবিকভাবেই জয়ী ব্যক্তির প্রতি ঘৃণা পোষণ করে এবং শত্রু হয়ে দাঁড়ায়। সুতরাং জুয়া সমাজ ও সভ্যতার জন্য অত্যন্ত মারাত্মক বিষয়। কাজেই কুরআন শরীফ বিশেষভাবে এ ক্ষতির কথা উল্লেখ করেছে।

اِنَّمَا يُرِيْدُ الشَّيْطٰنُ اَنْ يُّوْقِعَ بَيْنَكُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَآءَ فِي الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ وَيَصُدَّكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللّٰهِ وَعَنِ الصَّلٰوةِ فَهَلْ اَنْتُمْ مُّنْتَهُوْنَ

অর্থাৎ, 'শয়তান শরাব ও জুয়ার দ্বারা তোমাদের মধ্যে ঝগড়া-বিবাদ, শত্রুতা ও ঘৃণা সৃষ্টি করতে এবং তোমাদেরকে আল্লাহর জিকির ও নামাজ থেকে বিরত রাখতে চায়।

ফিকহ শাস্ত্রের কয়েকটি নিয়ম : এ আয়াতে শরাব ও জুয়ার কিছু আপাত উপকারের কথা স্বীকার করেও তা থেকে বিরত থাকার পরামর্শ দেওয়া হয়েছে। যার ফলে বুঝা গেল যে, কোনো বস্তু কিংবা কোনো কাজে দুনিয়ার সাময়িক উকার বা লাভ থাকলেই শরিয়ত একে হারাম করতে পারে না, এমন কথা নয়। কেননা যে খাদ্য বা ঔষধে উপকারের চাইতে ক্ষতি বেশি, তাকে কোনো অবস্থাতেই প্রকৃত উপকারী বলে স্বীকার করা যায় না। অন্যথা পৃথিবীর সবচেয়ে খারাপ বস্তুতেও কিছু না কিছু উপকার নিহিত থাকা মোটেও বিচিত্র নয়। প্রাণসংহারক বিষ, সাপ-বিচ্ছু বা হিংস্র জন্তুর মধ্যেও কিছু না কিছু উপকারিতার দিক অবশ্যই খুঁজে পাওয়া যায়। কিন্তু সামগ্রিকভাবে আভ্যন্তরীণ দিক দিয়ে যেসব বস্তুতে উপকারের তুলনায় ক্ষতি বেশি, শরিয়ত সেগুলোকেও হারাম সাব্যস্ত করেছে। চুরি-ডাকাতি, জেনা প্রতারণা এমন কি আছে, যাতে উপকার কিছুই নেই? কেননা কিছু না কিছু উপকার না থাকলে কোনো বুদ্ধিমান এর ধারে কাছেও যেতো না। বাস্তব ক্ষেত্রে দেখা যায় যে, এসব

https://e-ilm.weebly.com/

কাজে প্রকাশ্যই বেশি লিপ্ত, যারা অপেক্ষাকৃত বুদ্ধিমান ও বিচক্ষণ বলে বিবেচিত। তাতেই বুঝা যায় যে, প্রতিটি অন্যায় কাজেও কিছু না কিছু উপকার অবশ্যই আছে। তবে যেহেতু এ সবের উপকারের চাইতে ক্ষতি মারাত্মক, এজন্য কোনো সুবুদ্ধিসম্পন্ন লোক এগুলোকে উপকারী বা হালাল বলবে না। ইসলামি শরিয়ত শরাব ও জুয়াকে এই ভিত্তিতেই হারাম বলে ঘোষণা করেছে।

ফিকহের আর একটি আইন : এ আয়াতের দ্বারা একথাও প্রতীয়মান হয় যে, উপকার হাসিল করার চাইতে ক্ষতি রোধ করাকে অগ্রাধিকার দেওয়া বিধেয়। অর্থাৎ, কোনো একটি কাজে কিছু উপকারও হয়, আবার ক্ষতিও হয়, এক্ষেত্রে ক্ষতি থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্য লাভ ত্যাগ করতে হবে। এমন উপকার সর্বাবস্থায় পরিত্যাজ্য যা ক্ষতি বহন করে।

শব্দ বিশ্লেষণ

تُحِبُّوْ : সীগাহ جمع مذكر حاضر বহছ مضارع معروف বাব اِفْعَالٌ মাসদার اَلْاِحْبَابُ মূলবর্ণ (ح . ب . ب) জিনস مضاعف ثلاثى অর্থ– তোমরা ভালোবাস।

لَا يَزَالُوْنَ : সীগাহ جمع مذكر غائب বহছ نفى فعل مضارع معروف বাব سَمِعَ মাসদার اَلزَّوَالُ মূলবর্ণ (ز . و . ل) জিনস اجوف واوى অর্থ– তারা সর্বদা থাকবে।

يُقَاتِلُوْنَ : সীগাহ جمع مذكر غائب বহছ مضارع معروف বাব مُفَاعَلَةٌ মাসদার اَلْمُقَاتَلَةُ মূলবর্ণ (ق . ت . ل) জিনস صحيح অর্থ– তারা যুদ্ধ করবে।

يَرُدُّوْنَ : সীগাহ جمع مذكر غائب বহছ مضارع معروف বাব نَصَرَ মাসদার اَلرَّدُّ মূলবর্ণ (ر . د . د) জিনসে مضاعف ثلاثى অর্থ– তারা ফিরিয়ে দিবে।

اِسْتَطَاعُوْا : সীগাহ جمع مذكر غائب বহছ ماضى معروف বাব اِسْتِفْعَالٌ মাসদার اَلْاِسْتِطَاعَةُ মূলবর্ণ (ط . و . ع) জিনস اجوف واوى অর্থ– তারা সক্ষম হয়।

يَرْتَدِدْ : সীগাহ واحد مذكر غائب বহছ مضارع معروف বাব اِفْتِعَالٌ মাসদার اَلْاِرْتِدَادُ মূলবর্ণ (ر . د . د) জিনস مضاعف ثلاثى অর্থ– সে ফিরে যায়।

حَبِطَتْ : সীগাহ واحد مؤنث غائب বহছ ماضى معروف বাব سَمِعَ মাসদার اَلْحَبْطُ মূলবর্ণ (ح . ب . ط) জিনস صحيح অর্থ– এটা নষ্ট হয়ে গেছে।

يَرْجُوْنَ : সীগাহ جمع مذكر غائب বাব مضارع معروف বাব نَصَرَ মাসদার اَلرَّجَاءُ মূলবর্ণ (ر . ج . و) জিনস ناقص واوى অর্থ– তারা আশা করে, কামনা করে।

مَنَافِعُ : শব্দটি বহুবচন, একবচন مَنْفَعَةٌ অর্থ– লাভ, ফায়েদা।

يُبَيِّنُ : সীগাহ واحد مذكر غائب বহছ مضارع معروف বাব تَفْعِيْلٌ মাসদার اَلتَّبْيِيْنُ মূলবর্ণ (ب . ي . ن) জিনস اجوف يائى অর্থ– সে বয়ান করে।

تَتَفَكَّرُوْنَ : সীগাহ جمع مذكر حاضر বহছ مضارع معروف বাব تَفَعُّلٌ মাসদার اَلتَّفَكُّرُ মূলবর্ণ (ف . ك . ر) জিনস صحيح অর্থ– তোমরা চিন্তা কর।

বাক্য বিশ্লেষণ

قوله وَالْفِتْنَةُ اَكْبَرُ مِنَ الْقَتْلِ : এখানে اَلْفِتْنَةُ মুবতাদা اَكْبَرُ শিবহে ফে'ল مِنَ الْقَتْلِ জার ও মাজরূর মিলে متعلق. শিবহে ফে'ল ও মুতা'আল্লিক মিলে জুমলাহ হয়ে খবর, مبتدا ও خبر মিলে جملة اسمية হয়েছে।

قوله هُمْ فِيْهَا خٰلِدُوْنَ : এখানে هُمْ টি মুবতাদা فِيْهَا জার ও মাজরূর মিলে মুতা'আল্লিকে মুকাদ্দাম। خٰلِدُوْنَ শিবহে ফে'ল। শিবহে ফে'ল ও মুতা'আল্লিক মিলে খবর, মুবতাদা ও খবর মিলে জুমলায়ে ফে'লিয়াহ হলো।

https://e-ilm.weebly.com/

فِى الدُّنْيَا وَالْاٰخِرَةِ ؕ وَيَسْـَٔلُوْنَكَ عَنِ الْيَتٰمٰى ؕ قُلْ اِصْلَاحٌ لَّهُمْ خَيْرٌ ؕ وَاِنْ تُخَالِطُوْهُمْ فَاِخْوَانُكُمْ ؕ وَاللّٰهُ يَعْلَمُ الْمُفْسِدَ مِنَ الْمُصْلِحِ ؕ وَلَوْ شَآءَ اللّٰهُ لَاَعْنَتَكُمْ ؕ اِنَّ اللّٰهَ عَزِيْزٌ حَكِيْمٌ (٢٢٠)

অনুবাদ : (২২০) ইহলৌকিক ও পারলৌকিক ব্যাপারে, আর মানুষ আপনাকে এতিমদের [ব্যবস্থা] সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা করে, আপনি বলে দিন, তাদের স্বার্থরক্ষার প্রতি লক্ষ্য রাখা অধিকতর শ্রেয়, আর যদি তোমরা তাদের সাথে ব্যয়বিধান একত্রই রাখ, তবে তারা তোমাদের ভাই, আর আল্লাহ তা'আলা স্বার্থ-নষ্টকারীকে এবং স্বার্থ রক্ষাকারীকে জানেন, আল্লাহ ইচ্ছা করলে তোমাদেরকে বিপদগ্রস্ত করতে পারতেন, আল্লাহ মহাপরাক্রমশালী, বিজ্ঞানময়।

وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكٰتِ حَتّٰى يُؤْمِنَّ ؕ وَلَاَمَةٌ مُّؤْمِنَةٌ خَيْرٌ مِّنْ مُّشْرِكَةٍ وَّلَوْ اَعْجَبَتْكُمْ ۚ وَلَا تُنْكِحُوا الْمُشْرِكِيْنَ حَتّٰى يُؤْمِنُوْا ؕ وَلَعَبْدٌ مُّؤْمِنٌ خَيْرٌ مِّنْ مُّشْرِكٍ وَّلَوْ اَعْجَبَكُمْ ؕ اُولٰٓئِكَ يَدْعُوْنَ اِلَى النَّارِ ۚ وَاللّٰهُ يَدْعُوْٓا اِلَى الْجَنَّةِ وَالْمَغْفِرَةِ بِاِذْنِهٖ ۚ وَيُبَيِّنُ اٰيٰتِهٖ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُوْنَ (٢٢١)

(২২১) আর বিবাহ করো না কাফের নারীদেরকে মুসলমান না হওয়া পর্যন্ত। আর মুসলমান দাসী কাফের রমণী হতে উত্তম, যদিও সে তোমাদের চিত্তাকর্ষণ করে, আর নারীদেরকে কাফের পুরুষের সাথে বিবাহ দিও না মুসলমান না হওয়া পর্যন্ত, আর মুসলমান দাসও কাফের পুরুষের চেয়ে উত্তম যদিও সে তোমাদের চিত্তাকর্ষণ করে, তারা দোজখের প্রেরণা দেয়, আর আল্লাহ জান্নাত ও ক্ষমার প্রতি প্রেরণা দেন স্বীয় বিধান দ্বারা, আর আল্লাহ মানবমণ্ডলীকে স্বীয় বিধানসমূহ এই জন্য বর্ণনা করেন যেন তারা উপদেশ মতো কাজ করে।

শাব্দিক অনুবাদ

(২২০) فِى الدُّنْيَا وَالْاٰخِرَةِ ইহলৌকিক ও পারলৌকিক ব্যাপারে وَيَسْـَٔلُوْنَكَ আর মানুষ আপনাকে জিজ্ঞাসা করে عَنِ الْيَتٰمٰى এতিমদের সম্বন্ধে قُلْ আপনি বলে দিন اِصْلَاحٌ لَّهُمْ خَيْرٌ তাদের স্বার্থরক্ষার প্রতি লক্ষ্য রাখা অধিকতর শ্রেয় وَاِنْ تُخَالِطُوْهُمْ আর যদি তোমরা তাদের সাথে ব্যয়বিধান একত্রই রাখ فَاِخْوَانُكُمْ তবে তারা তোমাদের ভাই وَاللّٰهُ يَعْلَمُ আর আল্লাহ তা'আলা জানেন الْمُفْسِدَ مِنَ الْمُصْلِحِ স্বার্থ-নষ্টকারীকে এবং স্বার্থ রক্ষাকারীকে وَلَوْ شَآءَ اللّٰهُ আল্লাহ ইচ্ছা করলে لَاَعْنَتَكُمْ তোমাদেরকে বিপদগ্রস্ত করতে পারতেন اِنَّ اللّٰهَ عَزِيْزٌ আল্লাহ মহাপরাক্রমশালী حَكِيْمٌ বিজ্ঞানময়।

(২২১) وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكٰتِ আর বিবাহ করো না কাফের নারীদেরকে حَتّٰى يُؤْمِنَّ মুসলমান না হওয়া পর্যন্ত وَلَاَمَةٌ مُّؤْمِنَةٌ আর মুসলমান দাসী خَيْرٌ উত্তম مِّنْ مُّشْرِكَةٍ কাফের রমণী হতে وَّلَوْ اَعْجَبَتْكُمْ যদিও সে তোমাদের চিত্তাকর্ষণ করে وَلَا تُنْكِحُوا الْمُشْرِكِيْنَ আর নারীদেরকে কাফের পুরুষের সাথে বিবাহ দিও না حَتّٰى يُؤْمِنُوْا মুসলমান না হওয়া পর্যন্ত وَلَعَبْدٌ مُّؤْمِنٌ আর মুসলমান দাসও خَيْرٌ উত্তম مِّنْ مُّشْرِكٍ কাফের পুরুষের চেয়ে وَّلَوْ اَعْجَبَكُمْ যদিও সে তোমাদের চিত্তাকর্ষণ করে اُولٰٓئِكَ يَدْعُوْنَ اِلَى النَّارِ তারা দোজখের প্রেরণা দেয় وَاللّٰهُ يَدْعُوْٓا আর আল্লাহ প্রেরণা দেন اِلَى الْجَنَّةِ وَالْمَغْفِرَةِ জান্নাত ও ক্ষমার প্রতি بِاِذْنِهٖ স্বীয় বিধান দ্বারা وَيُبَيِّنُ اٰيٰتِهٖ لِلنَّاسِ আর আল্লাহ মানবমণ্ডলীকে স্বীয় বিধানসমূহ এই জন্য বর্ণনা করেন لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُوْنَ যেন তারা উপদেশ মতো কাজ করে।

https://e-ilm.weebly.com/

وَيَسْـَٔلُوْنَكَ عَنِ الْمَحِيْضِ ؕ قُلْ هُوَ اَذًى ۙ فَاعْتَزِلُوا النِّسَآءَ فِي الْمَحِيْضِ ۙ وَلَا تَقْرَبُوْهُنَّ حَتّٰى يَطْهُرْنَ ۚ فَاِذَا تَطَهَّرْنَ فَاْتُوْهُنَّ مِنْ حَيْثُ اَمَرَكُمُ اللّٰهُ ؕ اِنَّ اللّٰهَ يُحِبُّ التَّوَّابِيْنَ وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِيْنَ (٢٢٢)

অনুবাদ : (২২২) আর মানুষ আপনার নিকট ঋতুকালীন বিধান জিজ্ঞাসা করে, আপনি বলে দিন, তা অপবিত্র বস্তু, সুতরাং ঋতুকালে তোমরা স্ত্রীদের হতে পৃথক থাক, আর তাদের নিকটবর্তী হয়ো না পাক না হওয়া পর্যন্ত, অতঃপর যখন তারা উত্তমরূপে পাক হবে, তখন তাদের নিকট যাতায়াত কর যে স্থান দিয়ে আল্লাহ তোমাদেরকে অনুমতি দিয়েছেন, নিশ্চয় আল্লাহ ভালোবাসেন তওবাকারীগণকে আর মহব্বত করেন পবিত্রাচারীদেরকে।

نِسَآؤُكُمْ حَرْثٌ لَّكُمْ ۪ فَاْتُوْا حَرْثَكُمْ اَنّٰى شِئْتُمْ وَقَدِّمُوْا لِاَنْفُسِكُمْ ؕ وَاتَّقُوا اللّٰهَ وَاعْلَمُوْٓا اَنَّكُمْ مُّلٰقُوْهُ ؕ وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِيْنَ (٢٢٣)

(২২৩) তোমাদের পত্নীগণ তোমাদের জন্য শস্যক্ষেত্র স্বরূপ, সুতরাং স্বীয় শস্যক্ষেত্রে আগমন কর যেদিক দিয়ে ইচ্ছা, আর ভবিষ্যতের উদ্দেশ্যে নিজের জন্য কিছু [নেক কাজ] করতে থাক, আর আল্লাহকে ভয় কর এবং দৃঢ় বিশ্বাস রাখ যে, নিশ্চয়, তোমাদেরকে আল্লাহর সমীপে উপস্থিত হতে হবে, আর এরূপ মুমিনদেরকে সুসংবাদ শুনিয়ে দিন।

وَلَا تَجْعَلُوا اللّٰهَ عُرْضَةً لِّاَيْمَانِكُمْ اَنْ تَبَرُّوْا وَتَتَّقُوْا وَتُصْلِحُوْا بَيْنَ النَّاسِ ؕ وَاللّٰهُ سَمِيْعٌ عَلِيْمٌ (٢٢٤)

(২২৪) আর স্বীয় কসমসমূহ দ্বারা আল্লাহ [-এর নাম]-কে প্রতিবন্ধক বানিওনা। এ সমস্ত কাজের যে, তোমরা কোনো নেক কাজ করবে এবং পরহেজগারী করবে ও মানুষের মধ্যে সন্ধি স্থাপন করবে, আর আল্লাহ সবকিছু শুনেন, জানেন।

শাব্দিক অনুবাদ

(২২২) وَيَسْـَٔلُوْنَكَ عَنِ الْمَحِيْضِ আর মানুষ আপনার নিকট ঋতুকালীন বিধান জিজ্ঞাসা করে قُلْ هُوَ اَذًى আপনি বলে দিন, তা অপবিত্র বস্তু فَاعْتَزِلُوا النِّسَآءَ সুতরাং তোমরা স্ত্রীদের হতে পৃথক থাক فِي الْمَحِيْضِ ঋতুকালে وَلَا تَقْرَبُوْهُنَّ আর তাদের নিকটবর্তী হয়ো না حَتّٰى يَطْهُرْنَ পাক না হওয়া পর্যন্ত فَاِذَا تَطَهَّرْنَ অতঃপর যখন তারা উত্তমরূপে পাক হবে فَاْتُوْهُنَّ তখন তাদের নিকট যাতায়াত কর مِنْ حَيْثُ اَمَرَكُمُ اللّٰهُ যে স্থান দিয়ে আল্লাহ তোমাদেরকে অনুমতি দিয়েছেন اِنَّ اللّٰهَ يُحِبُّ নিশ্চয় আল্লাহ ভালোবাসেন التَّوَّابِيْنَ তওবাকারীগণকে وَيُحِبُّ আর মহব্বত করেন الْمُتَطَهِّرِيْنَ পবিত্রাচারীদেরকে।

(২২৩) نِسَآؤُكُمْ حَرْثٌ لَّكُمْ তোমাদের পত্নীগণ তোমাদের জন্য শস্যক্ষেত্র স্বরূপ فَاْتُوْا حَرْثَكُمْ সুতরাং স্বীয় শস্যক্ষেত্রে আগমন কর اَنّٰى شِئْتُمْ যেদিক দিয়ে ইচ্ছা وَقَدِّمُوْا لِاَنْفُسِكُمْ আর ভবিষ্যতের উদ্দেশ্যে নিজের জন্য কিছু [নেক কাজ] করতে থাক وَاتَّقُوا اللّٰهَ আর আল্লাহকে ভয় কর وَاعْلَمُوْٓا এবং দৃঢ় বিশ্বাস রাখ যে اَنَّكُمْ مُّلٰقُوْهُ নিশ্চয় তোমাদেরকে আল্লাহর সমীপে উপস্থিত হতে হবে وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِيْنَ আর এরূপ মুমিনদেরকে সুসংবাদ শুনিয়ে দিন।

(২২৪) وَلَا تَجْعَلُوا اللّٰهَ আর আল্লাহ [-এর নাম]-কে বানিওনা عُرْضَةً প্রতিবন্ধক لِّاَيْمَانِكُمْ স্বীয় কসমসমূহ দ্বারা اَنْ تَبَرُّوْا এ সমস্ত কাজের যে, তোমরা কোনো নেক কাজ করবে وَتَتَّقُوْا এবং পরহেজগারী করবে وَتُصْلِحُوْا بَيْنَ النَّاسِ ও মানুষের মধ্যে সন্ধি স্থাপন করবে وَاللّٰهُ سَمِيْعٌ عَلِيْمٌ আর আল্লাহ সবকিছু শুনেন, জানেন।

https://e-ilm.weebly.com/

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

(২২০) قوله وَيَسْـَٔلُوْنَكَ عَنِ الْيَتٰمٰى قُلْ اِصْلَاحٌ لَّهُمْ خَيْرٌ الخ আয়াতের শানে নুযূল : হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) হতে বর্ণিত। যখন পবিত্র কুরআনের এ দুটি আয়াত নাজিল হলো– اِنَّ الَّذِيْنَ يَأْكُلُوْنَ اَمْوَالَ الْيَتٰمٰى এবং وَلَا تَقْرَبُوْا مَالَ الْيَتِيْمِ اِلَّا بِالَّتِيْ هِيَ اَحْسَنُ তখন সাহাবায়ে কেরাম (রা.) যাদের ঘরে এতিম ছিল, তারা এতিমদের খাওয়া দাওয়া সম্পূর্ণ আলাদা করে দিল। তাদের জন্য আলাদা খাবার তৈরি করতেন এবং খাওয়া শেষে যা অবশিষ্ট থেকে যেত তা রেখে দিয়ে তাদেরকেই খাওয়াতেন; কিংবা নষ্ট হয়ে যেত; কিন্তু নিজেরা তার কিছুই স্পর্শ করতেন না। এভাবে বিষয়টি তাদের জন্য বেশ জটিল হয়ে দাঁড়াল; তখন তারা বিষয়টি রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর খেদমতে পেশ করলে এ আয়াত নাজিল হয়। -[তাফসীরে ইবনে কাসীর]

(২২১) قوله وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكٰتِ حَتّٰى يُؤْمِنَّ الخ আয়াতের শানে নুযূল : হযরত মুকাতেল বলেন, আলোচ্য আয়াতটি ইবনে আবি খারছা গানাভী সম্পর্কে নাজিল হয়েছে। তিনি রাসূলে কারীম ﷺ-এর দরবারে জনৈক মুশরিকা মেয়েকে বিবাহ করার অনুমতি চাইলেন মেয়েটি ছিল অত্যন্ত সুন্দরী এবং সম্ভ্রান্ত পরিবারের এ প্রসঙ্গে এ আয়াত নাজিল হয়।

(২২২) قوله وَيَسْـَٔلُوْنَكَ عَنِ الْمَحِيْضِ قُلْ هُوَ اَذًى الخ আয়াতের শানে নুযূল : ইহুদিদের মাঝে এ প্রথা ছিল যে, তাদের নারীদের [হায়েজ] ঋতুস্রাব হলে তাদের সাথে খাওয়া দাওয়া উঠা বসা সব বন্ধ করে দিত। অন্য দিকে খ্রিস্টানরা ছিল সম্পূর্ণ ব্যতিক্রম অর্থাৎ তারা খাওয়া দাওয়া উঠাবসা স্ত্রীগমন সব করত। একবার ছাবিত বিন ওহদাহ রাসূলে কারীম ﷺ -কে হায়েজা নারীদের সম্পর্কে জিজ্ঞেস করল, যে হায়েজ [ঋতুস্রাব] অবস্থায় আমরা নারীদের সাথে কেমন আচরণ করব তখন উক্ত আয়াত নাজিল হয়। –[সূত্র তাফসীরে আহমদী : ৭০]

(২২৩) قوله نِسَآؤُكُمْ حَرْثٌ لَّكُمْ فَأْتُوْا حَرْثَكُمْ الخ আয়াতের শানে নুযূল : আয়াতটির শানে নুযূল সম্পর্কে কয়েকটি ঘটনা বর্ণিত রয়েছে। সবগুলোই এই আয়াতের শানে নুযূল হতে পারে। ১. হযরত জাবের (রা.) থেকে বর্ণিত ইহুদিরা বলত কেউ যদি পিছনের দিক থেকে [যোনীদ্বার] দিয়ে স্ত্রী সঙ্গম করে তবে সন্তান ট্যারা চোখ বিশিষ্ট হয় তখন উক্ত আয়াত নাজিল হয়।

২. হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) বর্ণনা করেন একদিন হযরত ওমর (রা.) রাসূলে কারীম ﷺ-এর দরবারে এসে বললেন ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমি তো হালাক হয়ে গেছি, তিনি বললেন, কিসে তোমাকে হালাক করল। হযরত ওমর (রা.) বললেন, রাতে আমার বাহনটি উল্টো করে ব্যবহার করে ফেলেছি। বর্ণনাকারী বলেন, রাসূল ﷺ তাকে কোনো উত্তর দিলেন না তখন উক্ত আয়াতটি নাজিল হয়। তাতে বলা হয়েছে যে, সামনের দিক থেকে ও পিছনের দিক থেকে উভয়ভাবে স্ত্রী গমন করা যাবে তবে মলদ্বার এবং হায়েজ অবস্থা থেকে বেঁচে থাকবে। –[তিরমিযী : ২]

(২২৪) قوله وَلَا تَجْعَلُوا اللّٰهَ عُرْضَةً لِّاَيْمَانِكُمْ اَنْ تَبَرُّوْا الخ আয়াতের শানে নুযূল : মেছতাহ নামক এক ব্যক্তি ছিল যাকে হযরত আবূ বকর (রা.) দান দক্ষিণা করতেন। সে হযরত আয়েশা (রা.)-এর বিরুদ্ধে অপবাদ রটনাকারীদের সাথে জড়িয়ে পড়ে, তখন হযরত আবূ বকর সিদ্দীক (রা.) আল্লাহর নামে কসম খেয়েছেন যে, মেছতাহকে কোনো দান দক্ষিণা করবেন না। তখন উক্ত আয়াত নাজিল হয়।

قوله وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكٰتِ حَتّٰى يُؤْمِنَّ الخ যে জাতিকে তাদের প্রথা পদ্ধতিতে আসমানি কিতাবের অনুসারী মনে হয়, কিন্তু বিশ্বাস ও আকীদার দিক দিয়ে খুঁজে দেখতে গেলে দেখা যায় যে, তারা আহলে কিতাব নয়, সে জাতির স্ত্রীলোক বিয়ে করা জায়েজ নয়। যেমন, আজকাল ইংরেজদেরকে সাধারণ মানুষ খ্রিস্টান বা নাসারা মনে করে, অথচ খোঁজ নিয়ে দেখা গেছে যে, তাদের কোনো কোনো আকীদা সম্পূর্ণ মুশরিকদের অনুরূপ। তাদের অনেকেই আল্লাহর অস্তিত্ব স্বীকার করে না। হযরত ঈসা (আ.)-এর নবুয়ত কিংবা আসমানি গ্রন্থ ইঞ্জিলকেও আসমানি গ্রন্থ বলে স্বীকার করে না। সুতরাং এমন ব্যক্তিগণ আহলে কিতাব ঈসায়ী নয়। মানুষ অত্যন্ত ভুল করে যে, খোঁজ–খবর না নিয়েই পাশ্চ্যাত্যের মেয়েদেরকে বিয়ে করে বসে।

এমনিভাবে যে ব্যক্তিকে প্রকাশ্যভাবে মুসলমান মনে করা হয়, কিন্তু তার আকীদা কুফর পর্যন্ত গিয়ে পৌছেছে, তার সাথে মুসলমান নারীর বিয়ে জায়েজ নয়। আর যদি হয়ে যাওয়ার পর তার আকীদা এমনি বিকৃত হয়ে পড়ে তবে তাদের বিয়ে ছিন্ন হয়ে যাবে। আজকাল অনেকেই নিজের ধর্ম সম্পর্কে অন্ধ ও অজ্ঞ এবং সামান্য কিছুটা আধুনিক জ্ঞান-বিজ্ঞানের চর্চা করেই স্বীয় ধর্মীয় আকীদা নষ্ট করে বসে। কাজেই প্রথমে ছেলের আকীদা সম্পর্কে খোঁজ-খবর নিয়ে তারপর বিয়ে সম্পর্কে চূড়ান্ত কথা দেওয়া মেয়েদের অভিভাবকদের উপর ওয়াজিব।

https://e-ilm.weebly.com/

মুসলমান ও কাফেরের পারস্পরিক বিবাহ নিষিদ্ধ : আলোচ্য আয়াতে একটি গুরুত্বপূর্ণ মাসআলা বর্ণনা করা হয়েছে যে, মুসলমান পুরুষের বিয়ে কাফের নারীর সাথে এবং কাফের পুরুষের বিয়ে মুসলমান নারীর সাথে হতে পারে না। কারণ কাফের স্ত্রী-পুরুষ মানুষকে জাহান্নামের দিকে নিয়ে যায়। কেননা বৈবাহিক সম্পর্ক পরস্পরের ভালোবাসা, নির্ভরশীলতা এবং একাত্মতায় পরস্পরকের আকর্ষণ করে। তা ব্যতীত এ সম্পর্কে প্রকৃত উদ্দেশ্য সাধিত হয় না। আর মুশরিকদের সাথে এ জাতীয় সম্পর্কের ফলে ভালোবাসা ও নির্ভরশীলতার অপরিহার্য পরিণাম দাঁড়ায় এই যে, তাদের অন্তরে কুফর ও শিরকের প্রতি আকর্ষণ সৃষ্টি হয় অথবা কমপক্ষে কুফর ও শিরকের প্রতি ঘৃণা তাদের অন্তর থেকে উঠে যায়। এর পরিণামে শেষ পর্যন্ত সেও কুফর ও শিরকে জড়িয়ে পড়ে যার পরিণতি জাহান্নাম। এজন্যই বলা হয়েছে যে, এসব লোক জাহান্নামের দিকে আহবান করে। আল্লাহ তা'আলা জান্নাত ও মাগফেরাতের দিকে আহবান করেন এবং পরিষ্কারভাবে নিজের আদেশ বর্ণনা করেন, যাতে মানুষ উপদেশ মতো চলে। এক্ষেত্রে কয়েকটি বিষয়ে চিন্তা করা প্রয়োজন।

প্রথমতঃ মুশরিক শব্দ দ্বার সাধারণ অমুসলমানকে বুঝানো হয়েছে। কারণ কুরআন মাজীদের অন্য এক আয়াতের দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, প্রকৃত কিতাবে বিশ্বাসী নারীরা এ আদেশে অন্তর্ভুক্ত নয়। ইরশাদ হয়েছে :

وَالْمُحْصَنٰتُ مِنَ الَّذِيْنَ اُوْتُوا الْكِتٰبَ مِنْ قَبْلِكُمْ; তাই এখানে মুশরিক বলতে ঐসব বিশেষ অমুসলমানকেই বুঝানো হয়েছে। যারা কোনো নবী কিংবা আসমানি কিতাবে বিশ্বাস করে না।

দ্বিতীয়তঃ মুসলমান ও অমুসলমানের মধ্যে বৈবাহিক সম্পর্ক হারাম করার কারণ বর্ণনা প্রসঙ্গে কুরআন মাজীদে বলা হয়েছে যে, তাদের সাথে এরূপ সম্পর্কের ফলে কুফর ও শিরকের মধ্যে নিমগ্ন হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। কারণটি তো আপাতঃ দৃষ্টিতে সমস্ত অমুসলমানের বেলায়ই প্রযোজ্য হয়, এতদসত্ত্বেও কিতাবীদেরকে এ আদেশের আওতামুক্ত রাখার কারণ কি? উত্তর অত্যন্ত পরিষ্কার যে, কিতাবীদের সাথে মুসলমানদের মতপার্থক্য অন্যান্য অমুসলমানের তুলনায় ভিন্ন ধরনের। কেননা ইসলামের আকীদার তিনটি দিক রয়েছে, তাওহীদ, পরকাল ও রিসালাত। তন্মধ্যে পরকালের আকীদার বেলায় কিতাবী নাসারা ও ইহুদিরা মুসলমানদের সাথে একমত। তাছাড়া আল্লাহর সাথে অন্য কাউকে অংশীদার করাও তাদের প্রকৃত ধর্মমতে কুফর। অবশ্য তারা হযরত ঈসা (আ.)-এর প্রতি মহব্বত ও মর্যাদা প্রদানের ক্ষেত্রে যে শিরক পর্যন্ত পৌঁছেছে, তা ভিন্ন কথা।

এখন মৌলিক মতপার্থক্য শুধু এই যে, তারা হুজুর ﷺ-কে রাসূল বলে স্বীকার করে না। অথচ ইসলাম ধর্মে এটি একটি মৌলিক আকীদা। এ আকীদা ব্যতীত কোনো মানুষ মুসলমান হতে পারে না। এতদসত্ত্বেও অন্যান্য অমুসলমানদের তুলনায় কিতাবীদের মতপার্থক্য মুসলমানদের সাথে অনেকটা কম। কাজেই তাদের সংস্পর্শে পথভ্রষ্টতার ভয়ও তুলনামূলকভাবে কম।

তৃতীয়তঃ কিতাবীদের সাথে মতপার্থক্য তুলনামূলকভাবে কম বলে তাদের মেয়েদের সাথে মুসলমান পুরুষের বিয়েকে জায়েজ করা হলেও তার বিপরীত দিকে মুসলিম নারীদের সাথে কিতাবী অমুসলমানদের বিয়ের ব্যাপারটিও জায়েজ হওয়া উচিত ছিল। কিন্তু একটু চিন্তা করলে পার্থক্যটা বুঝা যাবে। মেয়েরা প্রকৃতিগতভাবে কিছুটা দুর্বল। তাছাড়া স্বামীকে তার হাকেম বা তত্ত্বাবধায়ক নিযুক্ত করা হয়েছে। তার আকীদা ও পরিকল্পনা দ্বারা মেয়েদের আকৃষ্ট হওয়া খুবই স্বাভাবিক ব্যাপার। কাজেই মুসলমান নারী যদি অমুসলমান কিতাবীদের সাথে বিবাহ-বন্ধনে আবদ্ধ হয়, তবে এতে তার বিশ্বাস ও আকীদা নষ্ট হয়ে যাওয়া খুবই সহজ। অপরদিকে তার প্রভাবে স্বামী প্রভাবিত না হয়ে; বরং স্বামীর প্রভাবে স্ত্রীর প্রভাবিত হওয়ার সম্ভাবনা প্রবল। তবে কোনো অনিয়ম বা আতিশয্যে যদি লিপ্ত হয়ে পড়ে, তবে তার নিজস্ব ত্রুটি।

চতুর্থতঃ বৈবাহিক সম্পর্ক যে প্রভাব বিস্তার করে তা উভয় পক্ষে একই রকম হয়ে থাকে। সুতরাং এতে যদি এরূপ আশা পোষণ করা হয় যে, মুসলমানদের আকীদায় অমুসলমানদের আকীদা প্রভাবিত হয়ে সে-ই মুসলমান হয়ে যাবে, তবে এর চাহিদা হচ্ছে এই যে, মুসলমান এবং অন্যান্য অমুসলমানদের মধ্যে বৈবাহিক সম্পর্ক জায়েজ হওয়া উচিত ছিল।

কিন্তু এ ক্ষেত্রে বিশেষ বিবেচনার বিষয় হচ্ছে, যখন কোনো কিছুতে লাভের একটি দিকের পাশাপাশি ক্ষতিরও কারণ থাকে, তবে সেক্ষেত্রে সুস্থবুদ্ধির চাহিদা অনুযায়ী ক্ষতি থেকে বেঁচে থাকার ব্যবস্থা করা এবং সফলতা লাভের কাল্পনিক সম্ভাবনাকে এড়িয়ে চলাই উত্তম। হয়তো সে অমুসলমান প্রভাবিত হয়ে ইসলাম গ্রহণ করবে, তবে সতর্কতার বিষয় হলো, মুসলমান প্রভাবিত হয়ে যেন কাফের না হয়ে যায়।

https://e-ilm.weebly.com/

পঞ্চমতঃ কিতাবী ইহুদি ও নাসারা নারীদের সাথে মুসলমান পুরুষদের বিবাহের অর্থ হচ্ছে এই যে, যদি তাদেরকে বিবাহ করা হয়, তবে বিবাহ ঠিক হবে এবং স্বামীর পরিচয়েই সন্তানের বংশ সাব্যস্ত হবে। কিন্তু হাদীসে রয়েছে, এ বিবাহও পছন্দনীয় নয়। হুজুর ﷺ ইরশাদ করেছেন, মুসলমান বিবাহের জন্য দীনদার ও সৎ স্ত্রীর অনুসন্ধান করবে, যাতে করে সে তার ধর্মীয় ব্যাপারে সাহায্যকারিণীর ভূমিকা পালন করতে পারে। এতে করে তাদের সন্তানদেরও দীনদার হওয়ার সুযোগ মিলবে। যখন কোনো অধার্মিক মুসলমান মেয়ের সাথে বিবাহ পছন্দ করা হয়নি, সেক্ষেত্রে অমুসলমানদের মেয়ের সাথে কিভাবে বিবাহ পছন্দ করা হবে? এ কারণেই হযরত ওমর ফারুক (রা.) যখন সংবাদ পেলেন যে, ইরাক ও শাম দেশের মুসলমানদের এমন কিছু স্ত্রী রয়েছে এবং দিন দিন তাদের সংখ্যা বেড়েই চলেছে, তখন তিনি ফরমান জারি করলেন যে, তা হতে পারে না। তাদেরকে সতর্ক করে দেওয়া হলো যে, এটা বৈবাহিক জীবন তথা ধর্মীয় জীবনের জন্য যেমন অকল্যাণকর, তেমনি রাজনৈতিক দিক দিয়েও ক্ষতির কারণ। –[কিতাবুল আসার, ইমাম মুহাম্মদ]

বর্তমান যুগের অমুসলমান কিতাবী, ইহুদি ও নাসারা এবং তাদের রাজনৈতিক ধোঁকা-প্রতারণা, বিশেষতঃ রাজনৈতিক উদ্দেশ্য প্রণোদিত বিবাহ এবং মুসলমান সংসারে প্রবেশ করে তাদেরকে নিজেদের দিকে আকৃষ্ট করা এবং মুসলমানদের গোপন তথ্য জানার প্রচেষ্টা আজ স্বীকৃত সত্যে পরিণত হয়েছে। তাদের রচিত অনেক গ্রন্থেও যার স্বীকারোক্তির উল্লেখ রয়েছে। মেজর জেনারেল আকবরের লেখা 'হাদীসে দেফা' নামক গ্রন্থে এ সম্পর্কিত বিস্তারিত আলোচনা উদ্ধৃতিসহ উল্লেখ করা হয়েছে। মনে হয় হযরত ওমর ফারুক (রা.) সুদূর প্রসারী দৃষ্টি শক্তি বৈবাহিক ব্যাপারে সংক্রান্ত এ বিষয়টির সর্বনাশ দিক উপলব্ধি করতে সমর্থ হয়েছিল। বিশেষতঃ বর্তমানে পাশ্চাত্যের দেশসমূহে যারা ইহুদি ও নাসারা নামে পরিচিত এবং আদমশুমারীর খাতায় যাদেরকে ধর্মীয় দিক দিয়ে ইহুদি কিংবা নাসারা বলে লেখা হয়, যদি তাদের প্রকৃত ধর্মের অনুসন্ধান করা যায়, তবে দেখা যাবে যে, খিস্টান ও ইহুদি মতের সাথে তাদের আদৌ কোনো সম্পর্ক নেই। তারা সম্পূর্ণতঃই ধর্ম বিবর্জিত। তারা হযরত ঈসা (আ.)-কেও মানে না, তাওরাতেকেও মানে না, এমনকি আল্লাহর অস্তিত্বও মানে না, পরকালককেও মানে না। বলাবাহুল্য, বিবাহ হালাল হওয়ার কুরআনি আদেশ এমন সব ব্যক্তিদেরকে অন্তর্ভুক্ত করে না। তাদের মেয়েদের সাথে বিবাহ সম্পূর্ণরূপেই হারাম। বিশেষতঃ وَالْمُحْصَنٰتُ مِنَ الَّذِيْنَ اُوْتُوا الْكِتٰبَ আয়াতে যাদের বুঝানো হয়েছে আজকালকার ইহুদি নাসারা তার আওতায় পড়ে না। সে হিসেবে সাধারণ অমুসলমানদের মতো তাদের মেয়েদের সাথেও বিবাহ করা হারাম।

হায়েযা অবস্থায় মহিলাদের থেকে দূরে থাকার বিধান : হায়েযা অবস্থায় স্বামী তার স্ত্রীর কোন্ কোন্ অঙ্গ থেকে দূরে থাকবে এবং কোন্ কোন্ অঙ্গ থেকে উপকার নিতে পারবে এ ব্যাপারে আলেমগণের মাঝে মতভেদ নিম্নরূপ–

(১) হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) বলেন, স্ত্রীর পূর্ণ শরীর থেকে বিরত থাকবে। কেননা আল্লাহ তা'আলা فَاعْتَزِلُوا النِّسَآءَ বলেছেন, কোনো অঙ্গ বা অংশকে خَاصَّ করেননি।

(২) আহনাফ ও মালেকের মতে নাভি থেকে হাঁটু পর্যন্ত অংশটুকু নিষিদ্ধ। কেননা নবী করীম ﷺ হযরত আয়েশার সাথে এরূপ করেছেন।

(৩) ইমাম শাফেয়ী (র.) বলেন, শুধু যৌনাঙ্গ থেকে বিরত থাকতে হবে। কেননা হযরত আয়েশা (রা.) বলেন, حَلَّ كُلَّ شَيْءٍ اِلَّا الْجِمَاعَ

اَلْمَحِيْضُ -এর অর্থ : مَحِيْض অর্থ যখন حَيْض হয়, তখন এটা মাসদার। কারো মতে ইস্ম। কারো মতে এটা حَيْض -এর স্থান ও কালের রূপক নাম। এর মূল অর্থ প্রবাহিত হওয়া। এ অর্থে حَوْض বলা হয়। কেননা পানি তাতে প্রবাহিত হয়েছে। –[ফাতহুল কাদীর]

হায়েযের সময় : ওলামায়ে কেরাম হায়েযের মুদ্দাত নিয়ে মতভেদ করেছেন। যেমন–

(ক) ইমাম আবূ হানীফা ও সুফিয়ান সাওরীর মতে কমপক্ষে তিন দিন আর উর্ধ্বে দশ দিন। কেননা হাদীস শরীফে আছে– اَقَلُّ الْحَيْضِ ثَلَاثَةُ اَيَّامٍ وَاَكْثَرُهُ عَشَرَةُ اَيَّامٍ

(খ) ইমাম শাফেয়ী ও আহমদ বলেন, কমপক্ষে একদিন আর উর্ধ্বে পনেরো দিন।

(গ) ইমাম মালেকের মতে বেশি ও কমের কোনো নির্দিষ্ট সীমা নেই। এটা মহিলার অভ্যাসের উপর নির্ভর করে।

https://e-ilm.weebly.com/

ঋতুস্রাবাবস্থায় সঙ্গমের কাফফারা : কোনো লোক ভুলবশত ঋতুস্রাবাবস্থায় রতিক্রিয়া করে ফেললে ইমাম আহমদের মতে অর্ধেক দিনার কাফফারা দিতে হবে।

ইমাম শাফেয়ী (র.) ও জমহুর ওলামার মতে এরূপ কাজে কোনো কাফফারা দিতে হবে না। তবে এহেন অশালীন কাজের জন্য খাঁটি তওবা করতে হবে এবং আল্লাহর নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করতে হবে।

قوله فَاعْتَزِلُوا النِّسَآءَ فِي الْمَحِيضِ -এর অর্থ : তোমরা মেয়েদের হায়েযা অবস্থায় তাদের সাথে মেলামেশা করবে না। দূরে থাকবে অথবা হায়েযের স্থান থেকে দূরে থাকবে। এখানে اِعْتِزَالٌ অর্থ– সঙ্গম না করা। তবে উঠাবসা ও স্পর্শ করা জায়েজ, বরং লজ্জাস্থান ছাড়া বাকি অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ থেকে ফায়দা গ্রহণ করা বৈধ। –[ফাতহুল কাদীর]

حَرْثٌ -এর তাৎপর্য : حَرْثٌ শব্দটি দ্বারা বুঝা যায় যে, স্ত্রীর যোনি ছাড়া কোনো রাস্তায় সঙ্গম করা বৈধ নয়। কেননা এটা সন্তান-সন্ততি এবং বংশ বৃদ্ধির ক্ষেত্র। যেমনিভাবে ক্ষেত শস্য উৎপাদনের স্থান। উভয়টির মধ্যে চমৎকার সামঞ্জস্য রয়েছে। জমিনে বীজ বপন করলে চারা গজায়, এমনিভাবে জরায়ুতে বীর্য রাখলে সন্তান জন্মে। অতএব যে স্থানে বীর্য রাখলে সন্তান জন্মিবে না, সে স্থানে সঙ্গম বৈধ হতে পারে না। –[ফাতহুল কাদীর]

قوله فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنّٰى شِئْتُمْ-এর ব্যাখ্যা : মোল্লা জীয়ন তাঁর তাফসীর গ্রন্থে বর্ণনা করেন, এখানে أَنّٰى শব্দটি كَيْفَ অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। অতএব আয়াতের অর্থ হবে, সহবাস প্রক্রিয়ায় ইচ্ছামতো স্ত্রীর সাথে সঙ্গম কর। চাই তা স্ত্রীর পিছনে থেকে সামনের রাস্তা দিয়ে হোক, অথবা বসিয়ে, চিৎ করে শুইয়ে, দাঁড়িয়ে, স্ত্রীকে নিচে রেখে বা বুকের উপরে রেখে, যেভাবে ইচ্ছে ও সুবিধা হয় সেভাবে সহবাস কর। কারণ তাদের ব্যবহারের পদ্ধতিতে তোমাদের এখতিয়ার রয়েছে। কিন্তু শর্ত হলো, সর্বাবস্থায় স্ত্রীর যোনি পথে সঙ্গম করতে হবে।

قوله وَقَدِّمُوا لِأَنْفُسِكُمْ -এর মর্মার্থ : এর অর্থ হলো– তোমরা দুনিয়া ও দুনিয়ার ভোগবিলাস, স্ত্রী-পুত্র ইত্যাদি নিয়ে আনন্দে মত্ত থেকো না; বরং আখেরাতে অনন্ত সুখ লাভের জন্য নেক আমল থেকে কিছু আগে ভাগেই আল্লাহর কাছে প্রেরণ কর, যাতে তা তোমাদের জন্য আখেরাতে কাজে আসে। অথবা, এর অর্থ হলো নিজের বংশ রক্ষার চেষ্টা করো যেন এরা তোমাদের স্থলাভিষিক্ত হতে পারে এবং তাদেরকে উন্নত ইসলামি চরিত্র ও দীন ইসলাম শিক্ষা প্রদান করবে। অথবা, এর অর্থ হলো, সঙ্গম প্রক্রিয়ায় নিজেদের কল্যাণার্থে পূর্বাহ্নে বিসমিল্লাহ পড়ে নিও।

শব্দ বিশ্লেষণ

يَسْئَلُوْنَ : সীগাহ جمع مذكر غائب বহছ مضارع معروف বাব فَتَحَ মাসদার اَلسُّوَالُ মূলবর্ণ (س . أ . ل) জিনস مهموز عين অর্থ– তারা জিজ্ঞাসা করবে।

تُخَالِطُوْا : সীগাহ جمع مذكر حاضر বহছ امر حاضر معروف বাব مُفَاعَلَةٌ মূলবর্ণ (خ . ل . ط) মাসদার المخالطة জিনস صحيح অর্থ– তোমরা একত্রিত করে নাও।

شَآءَ : সীগাহ واحد مذكر غائب বহছ ماضى معروف বাব فَتَحَ মাসদার اَلْمَشِيْئَةُ মূলবর্ণ (ش . ى . ء) জিনস মুরাক্কাব اجوف يائى এবং مهموز لام অর্থ– সে চেয়েছে।

اَعْنَتَ : সীগাহ واحد مذكر غائب বহছ ماضى معروف বাব اِفْعَالٌ মাসদার اَلْاِعْنَاتُ মূলবর্ণ (ع . ن . ت) জিনস صحيح অর্থ– সে কষ্ট দিয়েছে।

لَاتُنْكِحُوْا : সীগাহ جمع مذكر حاضر বহছ نهى حاضر معروف বাব اِفْعَالٌ মাসদার اَلْاِنْكَاحُ মূলবর্ণ (ن . ك . ح) জিনস صحيح অর্থ– তোমরা বিবাহ করো না।

يَدْعُوْنَ : সীগাহ جمع مذكر غائب বহছ مضارع معروف বাব نَصَرَ মাসদার اَلدَّعْوَةُ মূলবর্ণ (د . ع . و) জিনস ناقص واوى অর্থ– তারা আহবান করবে।

https://e-ilm.weebly.com/

يَتَذَكَّرُوْنَ : সীগাহ جمع مذكر غائب বহছ مضارع معروف বাব تَفَعُّلْ মাসদার اَلتَّذَكُّرُ মূলবর্ণ (ذ ـ ك ـ ر) জিনস صحيح অর্থ– তারা উপদেশ গ্রহণ করবে।

تَطَهَّرْنَ : সীগাহ جمع مؤنث غائب বহছ ماضى معروف বাব تَفَعُّلْ মাসদার اَلتَّطَهُّرُ মূলবর্ণ (ط ـ ه ـ ر) জিনস صحيح অর্থ– তারা পবিত্র হয়েছে।

فَأْتُوْهُنَّ : সীগাহ جمع مذكر حاضر বহছ امر حاضر معروف বাব ضَرَبَ মাসদার اَلْاِتْيَانُ মূলবর্ণ (أ ـ ت ـ ى) জিনস মুরাক্কাব مهموز فاء এবং ناقص يائى অর্থ– তোমরা আস।

يُحِبُّ : সীগাহ واحد مذكر غائب বহছ مضارع معروف বাব اِفْعَالْ মাসদার اَلْاِحْبَابُ মূলবর্ণ (ح ـ ب ـ ب) জিনস مضاعف ثلاثى অর্থ– সে মহব্বত করে।

التَّوَّابِيْنَ : সীগাহ جمع مذكر বহছ اسم فاعل مبالغة বাব نَصَرَ মাসদার اَلتَّوْبَةُ মূলবর্ণ (ت ـ و ـ ب) জিনস اجوف واوى অর্থ– তওবাকারীগণ।

مُلٰقُوْ : সীগাহ جمع مذكر বহছ اسم فاعل বাব اَلْمُفَاعَلَةُ মাসদার اَلْمُلَاقَاةُ মূলবর্ণ (ل ـ ق ـ ى) জিনস ناقص يائى অর্থ– সাক্ষাৎকারীগণ।

تَبَرُّوْا : সীগাহ جمع مذكر غائب বহছ مضارع معروف বাব فَتَحَ মাসদার اَلْبِرُّ মূলবর্ণ (ب ـ ر ـ ر) জিনস مضاعف ثلاثى অর্থ– তোমরা সৎকাজ করবে।

تَتَّقُوْا : সীগাহ جمع مذكر غائب বহছ مضارع معروف বাব اِفْتِعَالْ মাসদার اَلْاِتِّقَاءُ মূলবর্ণ (و ـ ق ـ ى) জিনস لفيف مفروق অর্থ– তোমরা আত্মসংযম করবে।

وَتُصْلِحُوْا : সীগাহ جمع مذكر غائب বহছ مضارع معروف বাব اِفْعَالْ মাসদার اَلْاِصْلَاحُ মূলবর্ণ (ص ـ ل ـ ح) জিনস صحيح অর্থ– তোমরা শান্তি স্থাপন করবে।

বাক্য বিশ্লেষণ

قوله وَلَعَبْدٌ مُّؤْمِنٌ خَيْرٌ مِّنْ مُّشْرِكٍ : এখানে وَاوْ টি হরফে আতফ, আর ل টি তাকীদের জন্য ব্যবহৃত। عَبْدٌ মাওসূফ مُؤْمِنٌ সিফাত, মাওসূফ ও সিফাত মিলে মুবতাদা, خَيْرٌ টি শিবহে ফে'ল مِنْ مُشْرِكٍ জার ও মাজরূর মিলে মুতা'আল্লিক, শিবহে ফে'ল ও মুতা'আল্লিক মিলে জুমলাহ হয়ে খবর, অবশেষে মুবতাদা ও খবর মিলে জুমলায়ে ইসমিয়াহ হলো।

قوله اُولٰٓئِكَ يَدْعُوْنَ اِلَى النَّارِ : এখানে اُولٰٓئِكَ টি মুবতাদা يَدْعُوْنَ ফে'ল এতে هُمْ যমীর ফা'য়েল اِلَى النَّارِ জার ও মাজরূর মিলে মুতা'আল্লিক। ফে'ল ও ফা'য়েল ও মুতা'আল্লিক মিলে جملة فعلية خبرية হয়ে খবর। মুবতাদা ও খবর মিলে জুমলায়ে ইসমিয়ায়ে খবরিয়াহ হলো।

https://e-ilm.weebly.com/

لَا يُؤَاخِذُكُمُ اللّٰهُ بِاللَّغْوِ فِيْٓ اَيْمَانِكُمْ وَلٰكِنْ يُّؤَاخِذُكُمْ بِمَا كَسَبَتْ قُلُوْبُكُمْ ؕ وَاللّٰهُ غَفُوْرٌ حَلِيْمٌ (٢٢٥)

অনুবাদ (২২৫) আল্লাহ কৈফিয়ত চাবেন না। তোমাদের শপথসমূহের মধ্যে অযথা শপথের জন্য, কিন্তু কৈফিয়ত চাবেন তার যা তোমাদের অন্তরসমূহ [মিথ্যা বলার] ইচ্ছা করেছে, আর আল্লাহ ক্ষমাশীল, সহিষ্ণু।

لِلَّذِيْنَ يُؤْلُوْنَ مِنْ نِّسَآئِهِمْ تَرَبُّصُ اَرْبَعَةِ اَشْهُرٍ ۚ فَاِنْ فَآءُوْ فَاِنَّ اللّٰهَ غَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ (٢٢٦)

(২২৬) যারা কসম করে বসে স্বীয় পত্নীদের সাথে [তাদের নিকট না যাওয়ার] তাদের জন্য চার মাসের অবকাশ রয়েছে, অতএব, তারা যদি প্রত্যাবর্তন করে, তবে আল্লাহ তা'আলা ক্ষমা করে দিবেন, অনুগ্রহ করবেন।

وَاِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَاِنَّ اللّٰهَ سَمِيْعٌ عَلِيْمٌ (٢٢٧)

(২২৭) আর যদি একেবারে পরিত্যাগ করারই দৃঢ় সঙ্কল্প করে থাকে, তবে আল্লাহ পাক শ্রবণ করেন, জানেন।

وَالْمُطَلَّقٰتُ يَتَرَبَّصْنَ بِاَنْفُسِهِنَّ ثَلٰثَةَ قُرُوْٓءٍ ؕ وَلَا يَحِلُّ لَهُنَّ اَنْ يَّكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللّٰهُ فِيْٓ اَرْحَامِهِنَّ اِنْ كُنَّ يُؤْمِنَّ بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ الْاٰخِرِ ؕ وَبُعُوْلَتُهُنَّ اَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِيْ ذٰلِكَ اِنْ اَرَادُوْٓا اِصْلَاحًا ؕ وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِيْ عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوْفِ ۪ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ ؕ وَاللّٰهُ عَزِيْزٌ حَكِيْمٌ (٢٢٨)

(২২৮) আর তালাকপ্রাপ্তা নারীগণ বিরত রাখবে নিজেদেরকে তিন ঋতু পর্যন্ত, আর সেই নারীদের জন্য হালাল নয় গোপন করা যা কিছু সৃষ্টি করেছেন আল্লাহ পাক তাদের জরায়ুর মধ্যে যদি ঐ নারীগণ আল্লাহ এবং শেষ দিবসের প্রতি ঈমান রাখে, আর তাদের স্বামীগণ তাদেরকে পুনঃ গ্রহণ করার অধিকার রাখে ঐ ইদ্দতের মধ্যে, যদি ইচ্ছা করে পরস্পরে সদ্ভাবে থাকার, আর নারীদেরও [পুরুষদের উপর] তদ্রূপ দাবি আছে যদ্রূপ ঐ নারীদের উপর [পুরুষদের দাবি] আছে [শরিয়তের] নিয়ম অনুযায়ী, আর পুরুষদের অপেক্ষাকৃত শ্রেষ্ঠত্ব রয়েছে নারীদের উপর; আর আল্লাহ পরাক্রমশালী, মহাজ্ঞানী।

শাব্দিক অনুবাদ

(২২৫) لَا يُؤَاخِذُكُمُ اللّٰهُ আল্লাহ কৈফিয়ত চাবেন না بِاللَّغْوِ فِيْٓ اَيْمَانِكُمْ তোমাদের শপথসমূহের মধ্যে অযথা শপথের জন্য وَلٰكِنْ يُّؤَاخِذُكُمْ কিন্তু কৈফিয়ত চাবেন তার بِمَا كَسَبَتْ قُلُوْبُكُمْ যা তোমাদের অন্তরসমূহ [মিথ্যা বলার] ইচ্ছা করেছে وَاللّٰهُ غَفُوْرٌ আর আল্লাহ ক্ষমাশীল حَلِيْمٌ সহিষ্ণু।

(২২৬) لِلَّذِيْنَ يُؤْلُوْنَ যারা কসম করে বসে مِنْ نِّسَآئِهِمْ স্বীয় পত্নীদের সাথে تَرَبُّصُ اَرْبَعَةِ اَشْهُرٍ তাদের জন্য চার মাসের অবকাশ রয়েছে। فَاِنْ فَآءُوْ অতএব, তারা যদি প্রত্যাবর্তন করে فَاِنَّ اللّٰهَ তবে আল্লাহ তা'আলা غَفُوْرٌ ক্ষমা করে দিবেন رَّحِيْمٌ অনুগ্রহ করবেন।

(২২৭) وَاِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ আর যদি একেবারে পরিত্যাগ করারই দৃঢ় সঙ্কল্প করে থাকে فَاِنَّ اللّٰهَ سَمِيْعٌ তবে আল্লাহ পাক শ্রবণ করেন عَلِيْمٌ জানেন।

(২২৮) وَالْمُطَلَّقٰتُ আর তালাকপ্রাপ্তা নারীগণ يَتَرَبَّصْنَ بِاَنْفُسِهِنَّ বিরত রাখবে নিজেদেরকে ثَلٰثَةَ قُرُوْٓءٍ তিন ঋতু পর্যন্ত وَلَا يَحِلُّ لَهُنَّ আর সেই নারীদের জন্য হালাল নয় اَنْ يَّكْتُمْنَ গোপন করা مَا خَلَقَ যা কিছু সৃষ্টি করেছেন اللّٰهُ আল্লাহ পাক فِيْٓ اَرْحَامِهِنَّ তাদের জরায়ুর মধ্যে اِنْ كُنَّ يُؤْمِنَّ যদি ঐ নারীগণ ঈমান রাখে بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ الْاٰخِرِ আল্লাহ এবং শেষ দিবসের প্রতি وَبُعُوْلَتُهُنَّ আর তাদের স্বামীগণ اَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ তাদেরকে পুনঃ গ্রহণ করার অধিকার রাখে فِيْ ذٰلِكَ ঐ ইদ্দতের মধ্যে اِنْ اَرَادُوْٓا اِصْلَاحًا যদি ইচ্ছা করে পরস্পরে সদ্ভাবে থাকার وَلَهُنَّ আর নারীদেরও তদ্রূপ দাবি আছে مِثْلُ الَّذِيْ عَلَيْهِنَّ যদ্রূপ ঐ নারীদের উপর আছে بِالْمَعْرُوْفِ নিয়ম অনুযায়ী وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ আর পুরুষদের অপেক্ষাকৃত শ্রেষ্ঠত্ব রয়েছে নারীদের উপর وَاللّٰهُ عَزِيْزٌ حَكِيْمٌ আর আল্লাহ পরাক্রমশালী, মহাজ্ঞানী।

https://e-ilm.weebly.com/

الطَّلَاقُ مَرَّتٰنِ ۖ فَاِمۡسَاكٌۢ بِمَعۡرُوۡفٍ اَوۡ تَسۡرِيۡحٌۢ بِاِحۡسَانٍ ؕ وَلَا يَحِلُّ لَكُمۡ اَنۡ تَاۡخُذُوۡا مِمَّاۤ اٰتَيۡتُمُوۡهُنَّ شَيۡـًٔا اِلَّاۤ اَنۡ يَّخَافَاۤ اَلَّا يُقِيۡمَا حُدُوۡدَ اللّٰهِ ؕ فَاِنۡ خِفۡتُمۡ اَلَّا يُقِيۡمَا حُدُوۡدَ اللّٰهِ ۙ فَلَا جُنَاحَ عَلَيۡهِمَا فِيۡمَا افۡتَدَتۡ بِهٖ ؕ تِلۡكَ حُدُوۡدُ اللّٰهِ فَلَا تَعۡتَدُوۡهَا ۚ وَمَنۡ يَّتَعَدَّ حُدُوۡدَ اللّٰهِ فَاُولٰٓئِكَ هُمُ الظّٰلِمُوۡنَ (٢٢٩)

অনুবাদ : (২২৯) এই তালাক দুইবার, অতঃপর রাখা নিয়মানুযায়ী অথবা বর্জন করা সদ্ভাবে, আর তোমাদের জন্য তা হালাল নয় যে, গ্রহণ কর সামান্য কিছুও তা হতে যা তোমরা [মহরানা স্বরূপ] তাদেরকে দিয়েছিলে, অনন্তর যদি স্বামী-স্ত্রী উভয়ের আশঙ্কা হয় যে, আল্লাহর বিধানসমূহ কায়েম রাখতে পারবে না; অতএব, যদি তোমাদের এই আশঙ্কা হয় যে, উভয়ে আল্লাহর বিধানসমূহ কায়েম রেখে চলতে পারবে না, তবে উভয়েরই কোনো পাপ হবে না, ঐ বিনিময় গ্রহণে যা প্রদান করে স্ত্রী নিজেকে মুক্ত করে নেয়, এটা আল্লাহর বিধানসমূহ সুতরাং তোমরা এর সীমালঙ্ঘন করো না, আর যে ব্যক্তি আল্লাহর বিধানসমূহের সীমালঙ্ঘন করে, বস্তুত এরূপ লোকই নিজেদের ক্ষতিসাধনকারী।

শাব্দিক অনুবাদ

(২২৯) اَلطَّلَاقُ مَرَّتٰنِ এই তালাক দুইবার فَاِمۡسَاكٌ অতঃপর রাখা بِمَعۡرُوۡفٍ নিয়মানুযায়ী اَوۡ تَسۡرِيۡحٌ অথবা বর্জন করা بِاِحۡسَانٍ সদ্ভাবে وَلَا يَحِلُّ لَكُمۡ আর তোমাদের জন্য তা হালাল নয় যে اَنۡ تَاۡخُذُوۡا গ্রহণ কর مِمَّاۤ তা হতে যা اٰتَيۡتُمُوۡهُنَّ তোমরা [মহরানা স্বরূপ] তাদেরকে দিয়েছিলে شَيۡـًٔا সামান্য কিছুও اِلَّاۤ اَنۡ يَّخَافَاۤ অনন্তর যদি স্বামী-স্ত্রী উভয়ের আশঙ্কা হয় যে, اَلَّا يُقِيۡمَا حُدُوۡدَ اللّٰهِ আল্লাহর বিধানসমূহ কায়েম রাখতে পারবে না فَاِنۡ خِفۡتُمۡ অতএব, যদি তোমাদের এই আশঙ্কা হয় যে اَلَّا يُقِيۡمَا حُدُوۡدَ اللّٰهِ উভয়ে আল্লাহর বিধানসমূহ কায়েম রেখে চলতে পারবে না فَلَا جُنَاحَ عَلَيۡهِمَا তবে উভয়েরই কোনো পাপ হবে না فِيۡمَا افۡتَدَتۡ بِهٖ ঐ বিনিময় গ্রহণে যা প্রদান করে স্ত্রী নিজেকে মুক্ত করে নেয় تِلۡكَ حُدُوۡدُ اللّٰهِ এটা আল্লাহর বিধানসমূহ فَلَا تَعۡتَدُوۡهَا সুতরাং তোমরা এর সীমালঙ্ঘন করো না وَمَنۡ يَّتَعَدَّ حُدُوۡدَ اللّٰهِ আর যে ব্যক্তি আল্লাহর বিধানসমূহের সীমালঙ্ঘন করে فَاُولٰٓئِكَ هُمُ الظّٰلِمُوۡنَ বস্তুত এরূপ লোকই নিজেদের ক্ষতিসাধনকারী।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

(২২৬) قوله لِلَّذِيۡنَ يُؤۡلُوۡنَ مِنۡ نِّسَآئِهِمۡ تَرَبُّصُ اَرۡبَعَةِ اَشۡهُرٍ الخ **আয়াতের শানে নুযূল :** হযরত সাঈদ ইবনে মুসায়্যাব (রা.) বর্ণনা করেন, ইসলামের পূর্ব যুগের লোকেরা স্ত্রীদেরকে মানসিক কষ্ট দেওয়ার লক্ষ্যে স্বামী স্ত্রীকে ত্যাগ করত কিন্তু তালাক দিত না। যেন সে অন্য স্বামী গ্রহণ করার সুযোগ না পায়। এ প্রথাকে ঈলা বলা হয়। এ ধরনের নিষ্ঠুর প্রথা বিলোপ করণার্থে উক্ত আয়াত অবতীর্ণ হয়।

(২২৮) قوله وَالۡمُطَلَّقٰتُ يَتَرَبَّصۡنَ بِاَنۡفُسِهِنَّ ثَلٰثَةَ قُرُوۡٓءٍ الخ **আয়াতের শানে নুযূল :** হযরত আসমা বিনতে ইয়াযিদ (রা.) বলেন, যখন রাসূল ﷺ -এর যুগে আমি তালাকপ্রাপ্তা হলাম তখন তালাকপ্রাপ্তা নারীদের কোনো ইদ্দত ছিল না। এ প্রসঙ্গে উক্ত আয়াত নাজিল হয়। –[মুখতাসার ইবনে কাছীর : ২০২]

(২২৯) قوله اَلطَّلَاقُ مَرَّتٰنِ ۖ فَاِمۡسَاكٌۢ بِمَعۡرُوۡفٍ اَوۡ تَسۡرِيۡحٌۢ بِاِحۡسَانٍ الخ **আয়াতের শানে নুযূল– ১ :** ইসলামের প্রথম যুগে লোকেরা তার স্ত্রীদেরকে অসংখ্যবার তালাক দিত। এবং নারীদেরকে কষ্ট দেওয়ার উদ্দেশ্যে ইদ্দতের ভিতরে তাকে পুনরায় গ্রহণ করে নিত। একবার এক ব্যক্তি তার স্ত্রীকে বলল, আমি তোমাকে তালাকও দিব না যে আমার থেকে বিচ্ছেদ হয়ে যাবে। আর কোনো দিন তোমার পাশেও আসব না। স্ত্রী জিজ্ঞেস করল কিভাবে? স্বামী বলল, তোমাকে তালাক দিয়ে দিব যখনই ইদ্দত শেষ হয়ে যাবে ফিরিয়ে নিব। মহিলা গিয়ে রাসূল ﷺ-এর দরবারে অভিযোগ করল তখন এ আয়াত নাজিল হলো।

https://e-ilm.weebly.com/

শানে নুযূল– ২ : হযরত ইবনে জুরাইয (র.) বলেন, আলোচ্য আয়াত ছাবেত বিন কায়েস ও হাবিবা সম্পর্কে নাজিল হয়েছে। হাবিবা তার স্বামীর ব্যাপারে রাসূল ﷺ -এর দরবারে অভিযোগ করলেন। তিনি ইরশাদ করলেন, তাহলে কি তুমি তোমার স্বামীর কাছ থেকে [মহররূপে] নেওয়া বাগানটি ফিরিয়ে দিবে? তিনি সম্মতি জানালেন, তখন নবী করীম ﷺ স্বামীকে ডেকে এ প্রস্তাব শুনালেন। স্বামী আরজ করলেন, সেটি কি আমার জন্য হালাল হবে? ইরশাদ করলেন, হাঁ। স্বামী আরজ করলেন, তাহলে আমি তাই করে নিলাম। তখন এ আয়াত নাজিল হলো। –[লুবাব, ইবনে জারীর]

(২২৯) قوله وَلَا يَحِلُّ لَكُمْ اَنْ تَأْخُذُوْا مِمَّا اٰتَيْتُمُوْهُنَّ شَيْئًا الخ **আয়াতের শানে নুযূল :** ইমাম ইবনে কাছীর ও তাবারী বর্ণনা করেন, একদিন এক মহিলা যার নাম জামিলা বিনতে আব্দুল্লাহ, আর বুখারীর বর্ণনায় জামিলা বিনতে আব্দুল্লাহ ইবনে উবাই এবং আবূ দাউদের বর্ণনায় হাফসা বিনতে সাহল রাসূল ﷺ -এর দরবারে এসে তার স্বামী সাবিত ইবনে কায়স সম্পর্কে অভিযোগ করে এবং মুখে চপেটাঘাতের চিহ্ন দেখায়। অতঃপর বলে যে, আমি তার ঘরে থাকব না। রাসূল ﷺ সাবিতকে এ সম্পর্কে জিজ্ঞেস করায় তিনি বলেন যে, হে আল্লাহর রাসূল! আমি তাকে অত্যন্ত ভালোবাসি। রাসূল (সা.) জামিলাকে এ বিষয়ে জিজ্ঞেস করলে সে বলে, আমার স্বামী সদ্ব্যবহারে অন্যান্য পুরুষদের তুলনায় অতুলনীয়; কিন্তু তার প্রতি আমার স্বাভাবিক ঘৃণা রয়েছে। কারণ সে বেটে, কালো এবং কুৎসিত। তাই আমাকে পৃথক করে দিন। রাসূল ﷺ জামিলাকে বললেন, যে বাগানটি তোমাকে সাবিত মহর হিসেবে দান করেছে, তা কি ফেরত দিবে? জামিলা বলল, বাগান কেন, আমি এর চেয়েও বেশি দিতে প্রস্তুত। রাসূল ﷺ বললেন, মোহর থেকে বেশি নেওয়া যাবে না। তারপর রাসূল ﷺ সাবিতকে বললেন, বাগান ফিরিয়ে নাও এবং এর পরিবর্তে তাকে তালাক দিয়ে দাও। এ প্রসঙ্গে এ আয়াতটি অবতীর্ণ হয়।

يَمِيْن বা শপথের সংজ্ঞা : يَمِيْن [ইয়ামীন]-এর আভিধানিক অর্থ শপথ করা, আর পরিভাষায় কোনো কাজ না করার বা করার জন্য আল্লাহ তা'আলার নামে শপথ [দৃঢ় অঙ্গীকার] করা।

শপথের প্রকারভেদ : শপথ ৩ প্রকার ঃ (১) গুমূস (২) মুনআক্বিদাহ (৩) লাগব।

(১) **গুমূস :** অতীত বিষয় সম্বন্ধে ইচ্ছাকৃতভাবে মিথ্যা শপথ করাকে গুমূস বলে। এ ধরনের মিথ্যা শপথ করা মারাত্মক গুনাহ। তার জন্য তওবা ও ইস্তেগফার করা জরুরি কিন্তু কোনো প্রকার কাফফারা জরুরি নয়। তবে ইমাম শাফেয়ী (র.)-এর মতে এ প্রকার কসমেরও কাফফারা দিতে হয়।

(২) **মুনআক্বিদাহ :** ভবিষ্যৎ কালে কোনো কাজ করা বা না করার জন্য আল্লাহর নামে শপথ করা। এ ধরনের শপথ ভঙ্গ করলে কাফ্ফারা ওয়াজিব হয়।

(৩) **লাগব :** কোনো অতীত বিষয় সম্বন্ধে অনিচ্ছায় ও অজ্ঞাতসারে মিথ্যা শপথ করাকে লাগব বলে। কিন্তু ইমাম শাফেয়ী ও বিশিষ্ট সম্প্রদায়গণ বলেন, কোনোরূপ ইচ্ছা বা উদ্দেশ্যহীনভাবে কথায় কথায় আল্লাহর নামে শপথ করাকে লাগব বলে, এতে কোনো প্রকার গুনাহও নেই কাফফারাও দিতে হয় না।

শপথের কাফফারা : কসমের কাফ্ফারা তিনটি। এর মধ্যে হতে যে কোনো একটি আদায় করতে হবে। (১) تَحْرِيْرُ رَقَبَةٍ অর্থাৎ একজন গোলাম আজাদ করা। ইমাম শাফেয়ী (র.) বলেন, গোলাম বা ক্রীতদাস মুসলমান হতে হবে। কিন্তু হানাফী মাযহাব মতে গোলাম মুসলমান হওয়া শর্ত নয়। (২) كِسْوَةٌ অর্থাৎ দশজন মিসকিনকে অন্তত সতর ঢাকার পরিমাণ এবং পরিধানের উপযোগী কাপড় দান করা। (৩) اِطْعَامٌ অর্থাৎ দশ জন মিসকিনকে দু'বেলা তৃপ্তিজনক আহার করানো।

উপরিউক্ত তিনটি বিধানের কোনো একটি পালন করার সামর্থ্য না থাকলে একাধিকক্রমে তিনটি রোজা রাখা। কিন্তু সামর্থ্য থাকা অবস্থায় রোজা দ্বারা কাফফারা আদায় হবে না।

আয়াতের সাথে সম্পৃক্ত কতিপয় মাসআলা :

১. চরম যৌন উত্তেজনবশতঃ ঋতুকালীন অবস্থায় সহবাস অনুষ্ঠিত হয়ে গেলে খুব ভালো করে তওবা করে নেওয়া ওয়াজিব বা অবশ্য কর্তব্য। তার সাথে সাথে কিছু দান খয়রাত করে দিলে তা উত্তম।

২. পশ্চাদ পথে [অর্থাৎ যোনিপথ ছাড়া গুহ্যদ্বার দিয়ে] নিজের স্ত্রীর সাথে সহবাস করাও হারাম।

https://e-ilm.weebly.com/

৩. 'লাগব-কসম' এর দু'টি অর্থ– একটি হচ্ছে এই যে, কোনো অতীত বিষয়ে মিথ্যা শপথ অনিচ্ছাকৃতভাবে মুখ থেকে বেরিয়ে পড়া কিংবা ইচ্ছাকৃতভাবে বলা বিষয়টিকে নিজের ধারণা মতো সঠিক বলেই মনে করে না। উদাহরণতঃ নিজের জ্ঞান ও ধারণা অনুযায়ী কসম করে বসল যে, 'যায়েদ এসেছে' কিন্তু বাস্তবে সে আসেনি। অথবা কোনো ভবিষ্যত বিষয়ে এভাবে কসম করে বসল যে, উদ্দেশ্য ছিল অন্য কিছু অথচ অনিচ্ছাসত্ত্বেও 'কসম' বেরিয়ে গেছে এরকম, এতে কোনো পাপ হবে না। আর সে জন্য একে 'লাগব' বা 'অহেতুক' বলা হয়েছে। আখেরাতে এজন্য কোনো জবাবদিহী করতে হবে না। যেসব কসমের জন্য জবাবদিহীর কথা বলা হয়েছে, তা হচ্ছে সে সব কসম যা ইচ্ছাকৃতভাবে মিথ্যা জেনেই করা হয়। একে বলা হয় 'গুমূস', এতে পাপ হয়। তবে ইমাম আজম আবূ হানীফা (র.)-এর মতের প্রেক্ষিতে কোনো কাফ্ফারা দিতে হয় না। আর উল্লিখিত অর্থে 'লাগব' কসমের জন্যও কোনো কাফ্ফারা নেই। এ আয়াতে এ দু'রকমের কসম সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে; 'লাগব' এর দ্বিতীয় অর্থটি হচ্ছে, যাতে কাফ্ফারা দিতে হয় না। আর একে 'লাগব' [অহেতুক] এজন্য বলা হয় যে, এতে পার্থিব কেনো কাফ্ফারা বা প্রায়শ্চিত্য করতে হয় না। এ অর্থে 'গুমূস' কসমও এরই অন্তর্ভুক্ত। কারণ তাতে পাপ হলেও কোনো রকম কাফ্ফারা দিতে হয় না। এতদুভয়ের তুলনায় যে কসমের প্রেক্ষিতে কাফ্ফারা বা প্রায়শ্চিত্য করতে হয়, তাকে বলা হয় 'মুনআকিদাহ'। এর তাৎপর্য হলো যে, কেউ যদি 'আমি অমুক কাজটি করব' কিংবা অমুক বিষয়টি সম্পাদন করব' বলে কসম খেয়ে তার বিপরীত কাজ করে, তাহলে তাতে তাকে কাফ্ফারা দিতেই হবে।

৪. যদি কসম খেয়ে বলে যে, আমি আমার স্ত্রীর সাথে সহবাস করব না, তবে তার চারটি দিক রয়েছে–

- প্রথমতঃ কোনো সময় নির্ধারণ করল না।
- দ্বিতীয়তঃ চার মাস সময়ের শর্ত রাখল।
- তৃতীয়তঃ চার মাসের বেশি সময়ের শর্ত আরোপ করল। অথবা
- চতুর্থতঃ চার মাসের কম সময়ের শর্ত রাখল। বস্তুতঃ ১ম, ২য়, ও ৩য় দিকগুলোকে শরিয়তে ঈলা বলা হয়। আর তার বিধান হচ্ছে, যদি চার মাসের মধ্যে কসম ভেঙ্গে স্ত্রীর কাছে চলে আসে। তাহলে তাকে কসমের কাফ্ফারা দিতে হবে, কিন্তু বিয়ে যথাস্থানে বহাল থাকবে। পক্ষান্তরে যদি চার মাস অতিবাহিত হয়ে গেলেও কসম না ভাঙ্গে, তাহলে সে স্ত্রীর উপর 'তালাকে কাতয়ী' বা নিশ্চিত তালাক পতিত হবে। অর্থাৎ, পুনঃবার বিয়ে ছাড়া স্ত্রীকে ফিরিয়ে নেওয়া জায়েজ থাকবে না। অবশ্য স্বামী-স্ত্রী উভয়ের ঐকমত্যে পুনরায় বিয়ে করে নিলেই জায়েজ হয়ে যাবে। আর চতুর্থ অবস্থায় নির্দেশ হচ্ছে এই যে, যদি কসম ভঙ্গ করে, তাহলে কাফ্ফারা ওয়াজিব হবে। পক্ষান্তরে কসম পূর্ণ করলেও বিয়ে যথাযথ অটুট থাকবে। –[বয়ানুল কুরআন]

স্ত্রী ও পুরুষের পার্থক্য ও স্বামী-স্ত্রীর পারস্পরিক অধিকার ও মর্যাদা : وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ আয়াতটি নারী ও পুরুষের পারস্পরিক অধিকার ও কর্তব্য এবং সেগুলোর স্তর নির্ণয় সম্পর্কে একটি শরিয়তী মূলনীতি হিসেবে গণ্য। এ আয়াতের পূর্বাপর কয়েকটি রুকূ'তে এ মূলনীতিই খুঁটিনাটি বিষয়গুলো সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে।

ইসলামের দৃষ্টিতে নারীর মর্যাদা : ইসলাম নারী জাতিকে যে মর্যাদা প্রদান করেছে এখানে প্রথমেই তার যৎসামান্য বিশ্লেষণ বাঞ্ছনীয়। যা অনুধাবন করে নেওয়ার পর নিঃসন্দেহে স্বীকার করতেই হবে যে, একটি ন্যায়ানুগ ও মধ্যমপন্থি জীবন ব্যবস্থার চাহিদাও ছিল তাই এবং এটাই হচ্ছে সে স্থান বা মর্যাদা, যার কম-বেশি করা কিংবা যাকে অস্বীকার করা মানুষের দুনিয়া ও আখেরাত উভয়টির জন্যই বিরাট আশঙ্কার কারণ হয়ে দাঁড়ায়।

লক্ষ্য করলে দেখা যায়, পৃথিবীতে এমন দুটি বস্তু রয়েছে যা গোটা বিশ্বের অস্তিত্ব, সংগঠন এবং উন্নয়নের স্তম্ভস্বরূপ। তার একটি হচ্ছে নারী, অপরটি সম্পদ। কিন্তু চিত্রের অপর দিকটির প্রতি লক্ষ্য করলে দেখা যাবে, এ দুটো বস্তুই পৃথিবীতে দাঙ্গা-হাঙ্গামা, রক্তপাত এবং নানা রকম অনিষ্ট ও অকল্যাণেরও কারণ। আরো একটু গভীরভাবে লক্ষ্য করলে এ সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়াও কঠিন নয় যে, এ দুটো বস্তুই আপন প্রকৃতিতে পৃথিবীর গঠন, নির্মাণ ও উন্নয়ন এবং উৎকর্ষের অবলম্বন। কিন্তু যখন এগুলোকে তাদের প্রকৃত মর্যাদা, স্থান ও উদ্দেশ্য থেকে সরিয়ে দেওয়া হয়, তখন এগুলোই দুনিয়ার সবচেয়ে ভয়াবহ ধ্বংসের রূপ পরিগ্রহ করে।

কুরআন মানুষকে একটা জীবন-বিধান দিয়েছে। তাতে উল্লিখিত দুটো বস্তুকেই নিজ নিজ স্থানে এমনভাবে স্থাপন করা হয়েছে, যাতে তাদের দ্বারা সর্বাধিক উপকারিতা ও ফলাফল হতে পারে এবং যাতে দাঙ্গা-হাঙ্গামার চিহ্নটিও না থাকে; সম্পদের যথার্থ স্থান, তা অর্জনের পন্থা, ব্যয় করার নিয়ম-পদ্ধতি এবং সম্পদ বণ্টনের ন্যায়সঙ্গত ব্যবস্থা এসব একটা পৃথক বিষয় যাকে 'ইসলামের সমাজ ব্যবস্থা বলা যেতে পারে।

https://e-ilm.weebly.com/

এখন নারী সমাজ এবং তার অধিকার ও কর্তব্য সম্পর্কে উল্লিখিত আয়াতে বলা হয়েছে, নারীদের উপর যেমন পুরুষের অধিকার রয়েছে এবং যা প্রদান করা একান্ত জরুরি, তেমনিভাবে পুরুষদের উপরও নারীদের অধিকার রয়েছে, যা প্রদান করা অপরিহার্য। তবে এতটুকু পার্থক্য অবশ্যই রয়েছে যে, পুরুষের মর্যাদা নারীদের তুলনায় কিছুটা বেশি।
প্রায় একই রকম বক্তব্য সূরা নিসার এক আয়াতে এভাবে উপস্থাপিত হয়েছে: "যেহেতু আল্লাহ একজনকে অপরজনের উপর শ্রেষ্ঠত্ব দান করেছেন, কাজেই পুরুষরা হলো নারীদের উপর কর্তৃত্বশীল। আর এজন্য যে, তারা তাদের জন্য নিজের সম্পদ ব্যয় করে থাকে।"

ইসলামপূর্ব সামজে নারীর স্থান : ইসলামের পূর্বে জাহেলিয়াত আমলে সমগ্র বিশ্বের জাতিসমূহে প্রচলিত রীতি অনুযায়ী নারীর মর্যাদা অন্যান্য সাধারণ গৃহস্থালী আসবাবপত্রের চেয়ে বেশি ছিল না। তখন চতুষ্পদ জীব-জন্তুর মতো তাদেরও বেচা-কেনা চলত। নিজের বিয়ে–শাদীর ব্যাপারেও নারীর মতামতের কোনো রকম মূল্য ছিল না; অভিভাবকগণ যার দায়িত্বে অর্পণ করত তাদেরকে সেখানেই যেতে হতো। নারী তার আত্মীয়-স্বজনের পরিত্যক্ত সম্পদ বা মিরাশের অধিকারিণী হতো না; বরং সে নিজেই ঘরের অন্যান্য জিনিসপত্রের ন্যায় পরিত্যক্ত সামগ্রী হিসেবে বিবেচিত হতো। তাদেরকে মনে করা হতো পুরুষের স্বত্বাধীন, কোনো জিনিসেই তাদের নিজস্ব কোনো স্বত্ব ছিল না। আর যা কিছুই নারীর স্বত্ব বলে গণ্য করা হতো, তাতেও পুরুষের অনুমতি ছাড়া ভোগ-দখল করার এতটুকু অধিকার তাদের ছিল না। তবে স্বামীর এ অধিকার স্বীকৃত ছিল যে, সে তার নারীরূপী নিজস্ব সম্পত্তি যেখানে খুশি, যেভাবে খুশি ব্যবহার করতে পারবে; তাতে তাকে স্পর্শ করারও কেউ ছিলনা। এমনকি ইউরোপের যেসব দেশকে আধুনিক বিশ্বের সর্বাধিক সভ্য দেশ হিসেবে গণ্য করা হয়, সেগুলোতেও কোনো কোনো লোক এমনও ছিল, যারা নারীর মানব-সত্তাকেই স্বীকার করত না।

ধর্ম-কর্মেও নারীদের জন্য কোনো অংশ ছিল না, তাদেরকে ইবাদত-উপাসনা কিংবা জান্নাতের যোগ্যও মনে করা হতো না। এমনকি রোমের কোনো কোনো সংসদে পরস্পরিক পরামর্শক্রমে সাব্যস্ত করা হয়েছিল যে, এরা হলো অপবিত্র এক জানোয়ার, যাতে আত্মার অস্তিত্ব নেই। সাধারণভাবে পিতার পক্ষে কন্যাকে হত্যা করা কিংবা জ্যান্ত কবর দিয়ে দেওয়াকে কৌলিণ্যের কারণ বলে মনে করা হতো। অনেকের ধারণা ছিল, নারীকে যে কেউ হত্যা করে ফেলুক না কেন, তাতে হত্যাকারীর প্রতি মৃত্যুদণ্ড কিংবা খুনের বদলা কোনোটিই আরোপ করা ওয়াজিব হবে না। কোনো কোনো জাতির মধ্যে প্রচলিত নিয়ম অনুযায়ী স্বামীর মৃত্যু হলে স্ত্রীকেই তার চিতায় আরোহণ করে জ্বলে মরতে হবে। মহানবী ﷺ-এর নবুয়ত প্রাপ্তির পূর্বে ৫৮৬ খ্রিস্টাব্দে ফরাসীরা নারী সমাজের প্রতি এতটুকু অনুগ্রহ করেছিল যে, বহু বিরোধিতা সত্ত্বেও তারা এ প্রস্তাব পাশ করে যে, নারী প্রাণী হিসেবে মানুষই বটে, কিন্তু শুধুমাত্র পুরুষের সেবার উদ্দেশ্যেই তাদেরকে সৃষ্টি করা হয়েছে।

মোটকথা, সারা বিশ্ব ও সকল ধর্ম নারী সমাজের সাথে যে আচরণ করেছে, তা অত্যন্ত হৃদয়বিদারক ও লোমহর্ষক। ইসলামের পূর্বে সৃষ্টির এ অংশ ছিল অত্যন্ত অসহায়। তাদের ব্যাপারে বুদ্ধি ও যুক্তিসঙ্গত কোনো ব্যবস্থাই নেওয়া হতো না।
'হযরত রাহমাতুল্লিল আলামীন' ও তাঁর প্রবর্তিত ধর্মই বিশ্ববাসীর চোখের পর্দা উন্মোচন করেছেন। মানুষকে মানুষের মর্যাদা দান করতে শিক্ষা দিয়েছেন। ন্যায়-নীতির প্রবর্তন করেছেন এবং নারী সমাজের অধিকার সংরক্ষণ পুরুষদের উপর ফরজ করেছে। বিয়ে–শাদী ও ধন–সম্পদে তাদেরক স্বত্বাধিকার দেওয়া হয়েছে, কোনো ব্যক্তি তিনি পিতা হলেও কোনো অপ্রাপ্তবয়স্কা স্ত্রীলোককে তার ইচ্ছার বিরুদ্ধে বিয়েতে বাধ্য করতে পারেন না, এমনকি স্ত্রীলোকের অনুমতি ব্যতীত বিয়ে দিলেও তা তার অনুমতির উপর স্থগিত থাকে, প্রাপ্ত বয়স্কা হওয়ার পর সে অস্বীকৃতি জানালে তা বাতিল হয়ে যায়। তার সম্পদে কোনো পুরুষই তার অনুমতি ছাড়া হস্তক্ষেপ করতে পারে না। স্বামীর মৃত্যু বা স্বামী তাকে তালাক দিলে সে স্বাধীন, কেউ তাকে কোনো ব্যাপারে বাধ্য করতে পারে না। সেও তার নিকটাত্মীয়ের পরিত্যক্ত সম্পত্তিতে তেমনি অংশীদার হয়, যেমন হয় পুরুষেরা। তাদের সন্তুষ্টিবিধানকেও শরিয়তে মুহাম্মদী ইবাদতের মর্যাদা দান করেছে। স্বামী তার ন্যায্য অধিকার না দিলে, সে আইনের সাহায্যে তা আদায় করে নিতে পারে অথবা তার বিবাহ-বন্ধন ছিন্ন করে দিতে পারে।

বর্তমান ফেতনা-ফ্যাসাদের মূল কারণ : স্ত্রীলোককে তাদের ন্যায্য অধিকার থেকে বঞ্চিত করা জঘন্য অন্যায়। ইসলাম এ অন্যায় প্রতিরোধ করেছে। আবার তাদেরকে বলগাহীনভাবে ছেড়ে দেওয়া এবং পুরুষের কর্তৃত্বের আওতা থেকে

https://e-ilm.weebly.com/

সম্পূর্ণভাবে মুক্ত করে দেওয়াও নিরাপদ নয়। সন্তান-সন্ততির লালন-পালন ও ঘরের কাজ-কর্মের দায়িত্ব প্রকৃতিগতভাবেই তাদের উপর ন্যস্ত করে দেওয়া হয়েছে। তারা এগুলোই বাস্তবায়নের উপযোগী। তাছাড়া স্ত্রীলোককে বৈষয়িক জীবনে পুরুষের আওতা থেকে সম্পূর্ণ মুক্ত করে দেওয়াও নিতান্ত ভয়ের কারণ। এতে পৃথিবীতে রক্তপাত, ঝগড়াবিবাদ এবং নানা রকমের ফেতনা-ফ্যাসাদ সৃষ্টি হয়। এজন্য কুরআনে একথাও ঘোষণা করা হয়েছে যে, وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ "পুরুষের মর্যাদা স্ত্রীলোক অপেক্ষা এক স্তর উর্ধ্বে। অন্যকথা বলা যায় যে, পুরুষ তাদের তত্ত্বাবধায়ক ও জিম্মাদার। যেভাবে ইসলামপূর্ব জাহেলিয়াতের যুগে দুনিয়ার মানুষ স্ত্রীলোককে ঘরের আসবাবপত্র ও চতুষ্পদ জন্তুতুল্য বলে গণ্য করার ভুলে নিমগ্ন ছিল। অনুরূপভাবে মুসলমানদের বর্তমান পতনের পর জাহেলিয়াতের দ্বিতীয় পর্যায় শুরু হয়েছে। এতে প্রথম ভুলের সংশোধন আর একটি ভুলের মাধ্যমে করা হচ্ছে। নারীকে পুরুষের সাধারণ কর্তৃত্ব থেকে সম্পূর্ণ মুক্ত করে দেওয়ার অনবরত প্রচেষ্টা চলছে। ফলে লজ্জাহীনতা ও অশ্লীলতা একটা সাধারণ ব্যাপার হয়ে দাঁড়িয়েছে। সমগ্র বিশ্ব ঝগড়া-বিবাদ ও ফেতনা-ফ্যাসাদের আখড়ায় পরিণত হয়েছে। হত্যা, ধর্ষণ, নির্যাতন এত বেড়ে গেছে যে, তা আজ সেই বর্বর যুগকেও হার মানিয়েছে। আরবদের মধ্যে একটা প্রবাদ রয়েছে– اَلْجَاهِلُ اِمَّا مُفْرِطٌ اَوْ مُفَرِّطٌ অর্থাৎ, "মূর্খ লোক কখনো মধ্যপন্থা অবলম্বন করে না। যদি সীমালঙ্ঘন থেকে বিরত থাকে, তবে হীনমন্যতা ও সংকীর্ণতার পর্যায়ে চলে আসে।" বর্তমানে এমনি অবস্থা চলছে। যে নারীকে সব জাতি এক সময় মানুষ বলে গণ্য করতেও রাজি ছিল না, সে জাতিগুলোই এখন এমন পর্যায়ে এসে উপনীত হয়েছে যে, পুরুষদের যে কর্তৃত্ব নারী সমাজ তথা গোটা দুনিয়ার জন্যই একান্ত কল্যাণকর ছিল, সে কর্তৃত্ব বা তত্ত্বধায়কের ধারণাটুকুও একেবারে ঝেড়ে-মুছে ফেলে দেওয়া হচ্ছে, যার অশুভ পরিণতি প্রতিদিনই দেখা যাচ্ছে। বলাবাহুল্য, যতদিন পর্যন্ত আল কুরআনের এ আদেশ যথাযথভাবে পালন করা না হবে, ততদিন পর্যন্ত এ ধরনের ফেতনা দিন দিন বৃদ্ধিই পেতে থাকবে। বর্তমান বিশ্বের মানুষ শান্তির অন্বেষায় নিত্য-নতুন আইন প্রণয়ন করে চলছে। নতুন নতুন প্রতিষ্ঠান গড়ে তুলছে, অগণিত অর্থ ব্যয় করছে, কিন্তু যে উৎস থেকে ফেতনা-ফ্যাসাদ ছড়াচ্ছে সেদিকে কারো লক্ষ্যই নেই।

যদি আজ ফেতনা-ফ্যাসাদের কারণ উদঘাটনের জন্য কোনো নিরপেক্ষ তদন্ত পরিচালনা করা হয়, তবে শতকরা পঞ্চাশ ভাগেরও বেশি সামাজিক অশান্তির কারণই দাঁড়াবে স্ত্রীলোকের বেপরোয়া চাল-চলন। কিন্তু বর্তমান বিশ্বে অহংপূজার প্রভাব বড় বড় বুদ্ধিমান দার্শনিক চক্ষুকেও ধাঁধিয়ে দিয়েছে। অঙ্গ-অভিলাষের বিরুদ্ধে যে কোনো কল্যাণকর চিন্তা বা পন্থাকেও সহ্য করা হয় না। আল্লাহ তা'আলা আমাদের অন্তরকে ঈমানের আলোতে আলোকিত করে রাসূল ﷺ -এর উপদেশ যথাযথভাবে পালন করার তৌফিক দান করুন। আমীন।

মাসআলা : এ আয়াতে স্বামী-স্ত্রীর পারস্পরিক অধিকার ও কর্তব্যগুলো যথাযথভাবে পালন করার পথ নির্দেশনা দেওয়া হয়েছে। অপরদিকে নিজের অধিকার আদায় করার চাইতে প্রত্যেককে নিজ নিজ দায়িত্ব পালনের প্রতি যত্নবান হবারও উপদেশ দেওয়া হয়েছে। তা যদি হয়, তবে বিনা তাকিদেই প্রত্যেকের অধিকার রক্ষিত হবে। কিন্তু বর্তমান বিশ্বে প্রত্যেকেই স্বীয় অধিকার আদায় করতে তৎপর, অথচ নিজের দায়িত্বের প্রতি আদৌ সচেতন নয়। ফলে ঝগড়া-বিবাদই শুধু সৃষ্টি হতে থাকে।

যদি কুরআনের এ শিক্ষার উপর আমল করা হয়, তবে ঘরে বাইরে অর্থাৎ সারা বিশ্বে শান্তি শৃঙ্খলা বিরাজ করবে এবং ঝগড়া-বিবাদ চিরতরে বন্ধ হয়ে যাবে।

নারী ও পুরুষের মর্যাদার পার্থক্য : সামাজিক শান্তি-শৃঙ্খলা মানবচরিত্রের স্বাভাবিক প্রবণতা, সর্বোপরি স্ত্রীলোকদের সুবিধার্থেই পুরুষকে স্ত্রীলোকদের উপর শুধু কিছুটা প্রাধান্যই দেওয়া হয়নি; বরং তা পালন করাও ফরজ করে দেওয়া হয়েছে। এরই বর্ণনা اَلرِّجَالُ قَوّٰمُوْنَ عَلَى النِّسَاۤءِ আয়াতে দেওয়া হয়েছে। তাই বলে সকল পুরুষই সকল স্ত্রীলোকের উপর মর্যাদার অধিকারী নয়। কেননা আল্লাহর নিকট মর্যাদার নিরিখ হচ্ছে ঈমান ও নেক আমল। সেখানে মর্যাদার তারতম্য ঈমান ও নেক আমলের তারতম্যের উপর হয়ে থাকে। তাই, পরকালের ব্যাপারে দুনিয়ার মতো স্ত্রী ও পুরুষের মধ্যে পার্থক্য করা হয় না। এক্ষেত্রে এমনও হতে পারে যে, কোনো কোনো স্ত্রীলোক অনেক পুরুষের চাইতেও অধিক মর্যাদার যোগ্য।

https://e-ilm.weebly.com/

উল্লিখিত ভূমিকার পরে আয়াতের শব্দগুলো নিয়ে চিন্তা করা যাক। ইরশাদ হচ্ছে– وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ "তাদের অধিকার পুরুষের দায়িত্বে, যেভাবে পুরুষের অধিকার তাদের দায়িত্বে।" এতে স্ত্রীলোকের অধিকারের কথা পুরুষের অধিকারের পূর্বে বর্ণনা করা হয়েছে। এর একটি কারণ হচ্ছে এই যে, পুরুষ তো নিজের ক্ষমতায় এবং আল্লাহ প্রদত্ত মর্যাদার বলে নারীর কাছ থেকে নিজের অধিকার আদায় করেই নেয়, কিন্তু নারীদের অধিকারের কথাও চিন্তা করা প্রয়োজন। কেননা তারা শক্তি দ্বারা তা আদায় করতে পারে না।

এতে আরো একটি বিষয়ের প্রতি ইঙ্গিত করা হয়েছে যে, পুরুষের পক্ষে অগ্রাধিকারের ভিত্তিতে নারীদের অধিকার প্রদান করা উচিত। তাই مِثْل শব্দ ব্যবহার করে উভয়ের অধিকার ও কর্তব্যের সমতার কথা বলা হয়েছে। কিন্তু তাই বলে এর অর্থ এই নয় যে, নারী ও পুরুষের কর্মক্ষেত্র এক হতে হবে। কেননা প্রকৃতিগতভাবেই তা ভিন্ন ভিন্ন নির্ধারণ করা হয়েছে। এর অর্থ হচ্ছে, উভয়ের অধিকার ও কর্তব্য পালন সমভাবে ওয়াজিব। এ কর্তব্য পালন করার ব্যাপারে অবহেলা করলে সমভাবে শাস্তি ভোগ করতে হবে।

লক্ষ্যণীয় যে, কুরআনের ছোট একটি বাক্যে দায়িত্ব, কর্তব্য ও অধিকারের মতো বিরাট বিষয়কে সন্নিবেশ করা হয়েছে। কেননা এ আয়াতেই নারীর সমস্ত অধিকার পুরুষের উপর এবং পুরুষের সমস্ত অধিকার নারীর উপর অর্পণ করা হয়েছে। –[বাহরে মুহীত] এ বাক্য শেষে بِالْمَعْرُوفِ শব্দ ব্যবহার করে পরস্পরের মধ্যে সৃষ্টি হতে পারে এমন সব সমস্যার সমাধান করে দিয়েছে। বলা হচ্ছে যে, অধিকার আদায় প্রচলিত ন্যায়-নীতির ভিত্তিতে হতে হবে। কারণ 'মারূফ' শব্দের অর্থ এমন বিষয় যা শরিয়ত অনুযায়ী নাজায়েজ নয় এবং সাধারণ নিয়ম ও প্রচলিত প্রথানুযায়ী যাতে কোনো রকম জবরদস্তি বা বাড়াবাড়ি নেই। সারকথা, স্বামী-স্ত্রীর অধিকার সংরক্ষণ এবং তাদেরকে কষ্ট থেকে রক্ষা করার জন্য নিয়ম জারি করাই যথেষ্ট নয়; বরং প্রচলিত সাধারণ প্রথা-প্রচলনের প্রতিও লক্ষ্য রাখতে হবে। প্রথা অনুযায়ী কারো আচরণ অন্যের পক্ষে কষ্টের কারণ হলে তা জায়েজ হবে না। যথা বদমেজাজী অনুকম্পাহীনতা ইত্যাদি। এসব ব্যাপার আইনের আওতায় আসতে পারে না। কিন্তু بِالْمَعْرُوفِ শব্দটি দ্বারা এসব ব্যাপারই বুঝানো হয়েছে। অতঃপর বলা হয়েছে– وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ এর মর্মার্থ হচ্ছে এই যে, উভয় পক্ষের অধিকার ও কর্তব্য সমান হওয়া সত্ত্বেও আল্লাহ তা'আলা পুরুষকে স্ত্রীলোকের উপর এক স্তর বেশি মর্যাদা দান করেছেন। এতে একটি বিরাট দর্শন রয়েছে, যার প্রতি আয়াতের শেষ বাক্য وَاللّٰهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ বলে ইঙ্গিত করা হয়েছে। হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা.) এ আয়াতের উদ্দেশ্যে ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে বলেছেন, আল্লাহ তা'আলা পুরুষকে স্ত্রীলোকের তুলনায় কিছুটা উচ্চমর্যাদা ও বৈশিষ্ট্য দান করেছেন। তাই তাদের অতি সতর্কভাবে ধৈর্যের সাথে কাজ করা আবশ্যক। যদি স্ত্রীলোকের পক্ষ থেকে কর্তব্য পালনের ব্যাপারে কিছুটা গাফলতিও হয়ে যায়, তবে তারা তা সহ্য করে নিবে এবং স্ত্রীলোকের প্রতি কর্তব্য পালন করার ব্যাপারে মোটেই অবহেলা করবে না। –[কুরতুবী]

আনুষাঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয় : বিয়ে ও তালাক সংক্রান্ত আদেশ বা হুকুম কুরআনের অনেক আয়াতেই এসেছে। তবে এ কয়টি আয়াতে তালাক সংক্রান্ত নিয়ম-কানুন সম্পর্কে বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করা হয়েছে। আর তা বুঝবার জন্য প্রথমে শরিয়তের দৃষ্টিকোণ থেকে বিয়ের তাৎপর্য বুঝতে হবে।

শরিয়তের দৃষ্টিতে বিয়ে ও তালাক : বিয়ের একটি দিক হচ্ছে এই যে, এটি পরস্পরের সম্মতিক্রমে সম্পাদিত একটি চুক্তি। যেমন, ক্রয়-বিক্রয়ের মধ্যে আদান-প্রদান হয়ে থাকে, অনেকটা তেমনি। দ্বিতীয় দিক হচ্ছে, এটি একটি সুন্নত বা প্রথা ও ইবাদত। তবে সমগ্র উম্মত এতে একমত যে, বিয়ে সাধারণ লেন-দেন ও চুক্তির উর্ধ্বে একটা পবিত্র বন্ধন ও বটে, যেহেতু এতে একটি সুন্নত ও ইবাদতের গুরুত্ব রয়েছে, সেহেতু বিয়ের ব্যাপারে এমন কতিপয় শর্ত রাখা হয়, যা সাধারণ ক্রয়-বিক্রয়ের ক্ষেত্রে রাখা হয় না।

প্রথমতঃ যে কোনো স্ত্রীলোকের সাথে যে কোনো পুরুষের বিয়ে হতে পারে না। এ ক্ষেত্রে শরিয়তের একটি বিধান রয়েছে। সে বিধানের ভিত্তিতে কোনো কোনো স্ত্রীলোকের বিয়ে কোনো কোনো পুরুষের সাথে হওয়া নিষিদ্ধ।

দ্বিতীয়তঃ বিয়ে ব্যতীত অন্যসব ব্যাপার সমাধা করার জন্য সাক্ষী শর্ত নয়। একমাত্র মতবিরোধের সময়েই সাক্ষীর প্রয়োজন হয়। কিন্তু বিয়ের ক্ষেত্রে এর সম্পাদনকালেই সাক্ষীর প্রয়োজন। যদি একজন পুরুষ অথবা একজন পুরুষ ও

https://e-ilm.weebly.com/

দু'জন স্ত্রীলোক সাক্ষী ব্যতীত কোনো নারী এবং পুরুষ পরস্পর বিয়ের কাজ সম্পাদন করে এবং উভয়পক্ষের কেউ তা অস্বীকারও না করে, তবুও শরিয়তের বিধানমতে এ বিয়ে বাতিল বলে গণ্য হবে– যতক্ষণ পর্যন্ত অন্ততঃ দু'জন সাক্ষীর উপস্থিতিতে 'ইজাব ও কবুল' না হয়। বিয়ের সুন্নত নিয়ম হলো, সাধারণ প্রচারের মাধ্যমে সম্বন্ধ স্থির করা। এমনিভাবে এতে আরো অনেক শর্তাবলি ও নিয়ম-কানুন পালন করতে হয়।

ইমাম আবূ হানীফা (র.) সহ অন্যান্য ইমামগণের মতে, বিয়ের ক্ষেত্রে লেন-দেন চুক্তির গুরুত্ব অপেক্ষা ইবাদত ও সুন্নতের গুরুত্ব অনেক বেশি। এ মতের সমর্থনে তাঁরা কুরআন ও হাদীসের অনেক দলিল উদ্ধৃত করেছেন।

বিয়ের সংক্ষিপ্ত তাৎপর্য সম্পর্কে অবহিত হওয়ার পর তালাক সম্পর্কে কিছু জ্ঞানলাভ করা দরকার। তালাক বিয়ের চুক্তি ও লেন-দেন বাতিল করাকে বুঝায়। ইসলামি শরিয়ত বিয়ের বেলায় চুক্তির চাইতে ইবাদতের গুরুত্ব বেশি দিয়ে একে সাধারণ বৈষয়িক চুক্তি অপেক্ষা অনেক উর্ধ্বে স্থান দিয়েছে। তাই এ চুক্তি বাতিল করার ব্যাপারটিও সাধারণ ব্যাপারের চাইতে কিছুটা জটিল। যখন খুশি, যেভাবে খুশি তা বাতিল করে অন্যের সাথে সম্পর্ক স্থাপন করা চলবে না; বরং এর জন্য একটি সুষ্ঠু আইন রয়েছে। আলোচ্য আয়াতে এরই বর্ণনা দেওয়া হয়েছে।

ইসলামের শিক্ষা এই যে, বিয়ের চুক্তি সারা জীবনের জন্য সম্পাদন করা হয়, তা ভঙ্গ করার মতো কোনো অবস্থা যাতে সৃষ্টি না হয়, সেদিকেও বিশেষ লক্ষ্য রাখতে হবে। কেননা এ সম্পর্ক ছিন্ন করার পরিণাম শুধু স্বামী-স্ত্রী পর্যন্তই সীমাবদ্ধ থাকে না; বরং এতে বংশ ও সন্তানদের জীবনও বরবাদ হয়ে যায়। এমনকি অনেক সময় উভয় পক্ষের মধ্যে ঝগড়া-বিবাদও সৃষ্টি হয় এবং সংশ্লিষ্ট অনেকেই এর ফলে ক্ষতিগ্রস্ত হয়। আর এজন্যই এ সম্পর্ক ছিন্ন করার ব্যাপারে যেসব কারণের উদ্ভব হয়, কুরআন ও হাদীসের শিক্ষায় সে সমস্ত কারণ নিরসনের জন্য পরিপূর্ণ ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে। স্বামী-স্ত্রীর প্রত্যেকটি বিষয় ও অবস্থা সম্পর্কে কুরআন ও হাদীসের যে উপদেশ রয়েছে, সেগুলোর সারমর্ম হচ্ছে, যাতে এ সম্পর্ক দিন দিন প্রগাঢ় হতে থাকে এবং কখনো ছিন্ন হতে পারে সে দিকে সতর্ক দৃষ্টি রাখা। অসহযোগিতার অবস্থায় প্রথমে বুঝাবার চেষ্টা, অতঃপর সতর্কীকরণ ও ভীতি প্রদর্শনের উপদেশ দেওয়া হয়েছে। যদি এতেও সমস্যার সমাধান না হয়, তবে উভয় পক্ষের কয়েক ব্যক্তিকে সালিস সাব্যস্ত করে ব্যাপারটির মীমাংসা করে নেওয়ার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। কুরআনুল কারীমে ইরশাদ হয়েছে। حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا আয়াতে স্বামী ও স্ত্রী উভয়ের পরিবার থেকে সালিস সাব্যস্ত করার নির্দেশটিও একান্ত তাৎপর্যপূর্ণ। কারণ বিষয়টিকে যদি পরিবারের বাইরে নিয়ে যাওয়া হয়, তাহলে তিক্ততা এবং মনের দূরত্ব আরো বেশি বেড়ে যাওয়ার সম্ভাবনা থাকে। কিন্তু অনেক সময় ব্যাপার এমন রূপ ধারণ করে যে, সংশোধনের সব চেষ্টাই ব্যর্থ হয়ে যায় এবং বৈবাহিক সম্পর্কের কাঙ্ক্ষিত ফল লাভের স্থলে উভয়ের একত্রে মিলেমিশে থাকাও মস্ত বড় আজাবে পরিণত হয়। এমতাবস্থায় এ সম্পর্ক ছিন্ন করে দেওয়াই উভয় পক্ষের জন্য শান্তি ও নিরাপত্তার পথ। আর এ জন্য ইসলামে তালাক ও বিবাহ বিচ্ছেদের ব্যবস্থা রাখা হয়েছে। ইসলামি শরিয়ত অন্যান্য ধর্মে মতো বৈবাহিক বন্ধনকে ছিন্ন করার পথ বন্ধ করে দেয়নি। যেহেতু চিন্তাশক্তি ও ধৈর্যের সামর্থ্য স্ত্রীলোক অপেক্ষা পুরুষের মধ্যে অনেক বেশি, তাই তালাকের অধিকারও পুরুষকেই দেওয়া হয়েছে, এ স্বাধীন ক্ষমতা স্ত্রীলোককে দেওয়া হয়নি। যাতে করে সাময়িক, বিরক্তির প্রভাবে স্ত্রীলোকদের মধ্যে অনেক বেশি তালাকের কারণ হতে না পারে।

তবে স্ত্রীজাতিকেও এ অধিকার থেকে একেবারে বঞ্চিত করা হয়নি। স্বামীর জুলুম-অত্যাচার থেকে আত্মরক্ষার ব্যবস্থা তাদের জন্যও রয়েছে। তারা কাজীর দরবারে নিজেদের অসুবিধার বিষয় উপস্থাপন করে স্বামীর দোষ প্রমাণ করে বিবাহবিচ্ছেদ করিয়ে নিতে পারে। যদিও পুরুষকে তালাক দেওয়ার স্বাধীন ক্ষমতা দেওয়া হয়েছে, কিন্তু এতদসঙ্গে একথাও বলা হয়েছে যে, এ ক্ষমতার ব্যবহার আল্লাহর নিকট অত্যন্ত অপছন্দনীয় ব্যাপার। একমাত্র অপারগ অবস্থাতেই এ ক্ষমতার প্রয়োগ করা যায়। হাদীসে ইরশাদ হয়েছে– أَبْغَضُ الْحَلَالِ إِلَى اللّٰهِ الطَّلَاقُ অর্থাৎ, "আল্লাহর নিকট নিকৃষ্টতম হালাল বিষয় হচ্ছে তালাক।"

দ্বিতীয় শর্ত হচ্ছে, রাগান্বিত অবস্থায় কিংবা সাময়িক বিরক্তি ও গরমিলের সময় এ ক্ষমতার প্রয়োগ করবে না। এ হিকমতের পরিপ্রেক্ষিতেই ঋতু অবস্থায় তালাক দেওয়া নিষিদ্ধ করা হয়েছে। পবিত্র অবস্থায়ও যদি তার স্ত্রীর সাথে সহবাস করা হয়ে থাকে, তবে এমতাবস্থায় এজন্য তালাক দেওয়া নিষিদ্ধ করা হয়েছে যে, এতে স্ত্রীর ইদ্দত দীর্ঘ হবে এবং فَطَلِّقُوْهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ অর্থাৎ, যদি তালাক দিতেই হয়, তবে এমন সময় তালাক দাও, যাতে স্ত্রীর ইদ্দত দীর্ঘ না হয়। ঋতু

https://e-ilm.weebly.com/

অবস্থায়ও তালাক দিলে চলতি ঋতু ইদ্দত গণ্য হবে না। চলতি ঋতুর অন্তে পবিত্রতা লাভের পর পুনরায় যে ঋতু শুরু হয়, সে ঋতু থেকে ইদ্দত গণনা করা হবে। আর যে তুহুর বা শুচিতায় সহবাস করা হয়েছে, যেহেতু সে তুহুরে স্ত্রীর গর্ভবতী হওয়ারও সম্ভাবনা থাকে, তাই তাতে ইদ্দত আরো দীর্ঘ হয়ে যেতে পারে। তালাক দেওয়ার জন্য এ নির্ধারিত তুহুর ঠিক করার আরো একটি বিশেষ দিক হচ্ছে এই যে, এ সময়ের মধ্যে রাগ কমেও যেতে পারে এবং ক্ষমাসুন্দর দৃষ্টি ফিরে আসলে তালাক দেওয়ার ইচ্ছাও শেষ হয়ে যেতে পারে। তৃতীয় শর্ত রাখা হয়েছে যে, বৈবাহিক বন্ধন ছিন্ন করার বিষয়টি সাধারণ ক্রয়-বিক্রয় ও চুক্তি ছিন্ন করার মতো নয়। বৈষয়িক চুক্তির মতো বিয়ের চুক্তি একবার ছিন্ন করাতেই সমস্যার সমাধান হয়ে যায় না। উভয়পক্ষ অন্যত্র দ্বিতীয় চুক্তি করার ব্যাপারে স্বাধীনও নয়। বৈবাহিক সম্পর্ক ছিন্ন করার ব্যাপারে তালাকের তিনটি স্তর ও পর্যায় রাখা হয়েছে এবং এতে ইদ্দতের শর্ত রাখা হয়েছে যে, ইদ্দত শেষ না হওয়া পর্যন্ত বিয়ের অনেক সম্পর্কই বাকি থাকে। যেমন, স্ত্রী অন্যত্র বিয়ে করতে পারে না। তবে পুরুষের জন্য অবশ্য বাধা-নিষেধ থাকে না। চতুর্থ শর্ত এই যে, যদি পরিষ্কার কথায় এক বা দুই তালাক দেওয়া হয়, তবে তালাক প্রদানের সঙ্গে সঙ্গেই বিবাহবন্ধন ছিন্ন হয় না: বরং স্বামী-স্ত্রীর সম্পর্ক ইদ্দত শেষ না হওয়া পর্যন্ত বলবৎ থাকে। ইদ্দতের মধ্যে তালাক প্রত্যাহার করলে পূর্বের বিয়েই অক্ষুণ্ন থাকে।

তবে এ প্রত্যাহারের অধিকার শুধু এক অথবা দুই তালাক পর্যন্তই সীমাবদ্ধ, যাতে কোনো অত্যাচারী স্বামী এমন করতে না পারে যে, কথায় কথায় তালাক দেবে এবং তা প্রত্যাহার করে পুনরায় স্বীয় বন্ধনে আবদ্ধ করে রাখবে। এজন্য ব্যবস্থা রাখা হয়েছে যে, যদি কেউ তৃতীয় তালাক দিয়ে দেয়, তবে তার আর প্রত্যাহার করার অধিকার থাকে না। তবুও বিশেষ ব্যবস্থা ব্যতীত তা করতে পারবে না।

আলোচ্য আয়াতে তালাক ব্যবস্থার গুরুত্বপূর্ণ বিধান সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে। এখন আলোচ্য আয়াতের শব্দগুলোর প্রতি লক্ষ্য করা যাক। প্রথমে ইরশাদ হয়েছে- اَلطَّلَاقُ مَرَّتٰنِ অর্থাৎ, তালাক হয় দু'বার। অতঃপর এ দু'তালাকের মধ্যে শর্ত রাখা হয়েছে যে, এতে বিবাহবন্ধন সম্পূর্ণভাবে ছিন্ন হয়ে যায় না; বরং ইদ্দত শেষ হওয়ার পূর্ব পর্যন্ত তালাক প্রত্যাহার করে স্ত্রীকে স্বীয় বিবাহবন্ধনে ফিরিয়ে আনার ক্ষমতা স্বামীর থাকে। বস্তুতঃ ইদ্দত শেষ হয়ে যাওয়া পর্যন্ত যদি তালাক প্রত্যাহার করা না হয়, তবেই বিবাহ বন্ধন ছিন্ন হয়। এ বিষয়কে فَاِمْسَاكٌۢ بِمَعْرُوْفٍ اَوْ تَسْرِيْحٌۢ بِاِحْسَانٍ অর্থাৎ, হয় শরিয়তের নিয়মানুযায়ী তালাক প্রত্যাহার করা হবে অথবা সুন্দর ও স্বাভাবিকভাবে তার ইদ্দত শেষ হতে দেওয়া হবে, যাতে সে [স্ত্রী] মুক্তি পেতে পারে।

এখনও তৃতীয় তালাকের আলোচনা আসেনি। মধ্যখানে একটি মাসআলা বর্ণনা করা হয়েছে যা এ অবস্থায় আলোচনায় আসতে পারে। তা হচ্ছে এই যে, কোনো কোনো অত্যাচারী স্বামী স্ত্রীকে রাখতেও চায় না আবার তার অধিকার আদায় করারও কোনো চিন্তা করে না, আবার তালাকও দেয় না। এতে স্ত্রী যখন অতিষ্ঠ হয়ে পড়ে, সেই সুযোগ নিয়ে স্ত্রীর নিকট থেকে কিছু অর্থকড়ি আদায় করার বা মহর মাফ করিয়ে নেওয়ার বা ফেরত নেওয়ার দাবি করে বসে। কুরআন মাজীদ এ ধরনের কাজকে হারাম ঘোষণা করেছে। ইরশাদ হয়েছে- وَلَا يَحِلُّ لَكُمْ اَنْ تَاْخُذُوْا مِمَّآ اٰتَيْتُمُوْهُنَّ شَيْئًا
অর্থাৎ, "তালাকের পরিবর্তে তোমাদের দেওয়া অর্থ-সম্পদ বা মহর ফেরত নেওয়া হালাল নয়।"

শব্দ বিশ্লেষণ

يُؤْلُوْنَ : সীগাহ جمع مذكر غائب বহছ مضارع معروف বাব اِفْعَالٌ মাসদার اَلْاِيْلَاءُ মূলবর্ণ (أ . ل . و) জিনস মুরাক্কাব مهموز فاء ও ناقص واوى অর্থ- তারা শপথ করে।

فَآءُوْا : সীগাহ جمع مذكر غائب বহছ ماضى معروف বাব ضَرَبَ মাসদার اَلْفَيْئُ মূলবর্ণ (ف . ى . ء) জিনস মুরাক্কাব, مهموز لام ও اجوف يائى অর্থ- তারা প্রত্যাবর্তন করেছে।

اٰتَيْتُمُوْهُنَّ : সীগাহ جمع مذكر حاضر বহছ ماضى معروف বাব اِفْعَالٌ মাসদার اَلْاِيْتَاءُ মূলবর্ণ (ا . ت . ى) জিনস মুরাক্কাব; مهموز فاء এবং ناقص يائى অর্থ- তাদেরকে দিয়েছে।

https://e-ilm.weebly.com/

يَخَافَا : সীগাহ تثنية مذكر غائب বহছ مضارع معروف বাব سَمِعَ মাসদার اَلْخَوْفُ মূলবর্ণ (خ . و . ف) জিনস اجوف واوى অর্থ– তারা [দুজন] ভয় করে।

يُقِيْمَا : সীগাহ تثنية مذكر غائب বহছ مضارع معروف বাব اِفْعَالٌ মাসদার اَلْاِقَامَةُ মূলবর্ণ (ق . و . م) জিনস اجوف واوى অর্থ– তারা [দুজন] কায়েম করে।

افْتَدَتْ : সীগাহ واحد مؤنث غائب বহছ ماضى معروف বাব اِفْتِعَالٌ মাসদার اَلْاِفْتِدَاءُ মূলবর্ণ (ف . د . ى) জিনস ناقص يائى অর্থ– সে ফিদিয়া দিল।

لَاتَعْتَدُوْهَا : সীগাহ جمع مذكر حاضر বহছ نهى حاضر معروف বাব اِفْتِعَالٌ মাসদার اَلْاِعْتِدَاءُ মূলবর্ণ (ع . د . و) জিনস ناقص واوى অর্থ– তোমরা সীমালঙ্ঘন করো না।

يَتَعَدَّ : সীগাহ واحد مذكر غائب বহছ مضارع معروف বাব تفعل মাসদার اَلتَّعَدِّىْ মূলবর্ণ (ع . د . و) জিনস ناقص واوى অর্থ– সে সীমালঙ্ঘন করেছে।

বাক্য বিশ্লেষণ

قوله لَا يُؤَاخِذُكُمُ اللّٰهُ بِاللَّغْوِ فِىْٓ اَيْمَانِكُمْ : এখানে لَا يُؤَاخِذُ ফে'ল كُمْ টি مفعول আর اَللّٰهُ শব্দটি فاعل এবং بِاللَّغْوِ টি جار ও مجرور মিলে متعلق হয়েছে لَا يُؤَاخِذُ-এর সঙ্গে আর فِىْٓ টি جار ও اَيْمَانِكُمْ مجرور মিলে متعلق হয়েছে উহ্য شبه فعل-এর সাথে। এর পর شبه فعل তার متعلق সহ حال এবার فعل . فاعل . مفعول . حال ও متعلق মিলে جملة فعلية خبرية হয়েছে।

قوله فَاِنَّ اللّٰهَ سَمِيْعٌ عَلِيْمٌ : এখানে اِنَّ টি حرف مشبه بالفعل এবং اَللّٰهَ হলো اِنَّ-এর اسم আর سَمِيْعٌ ও عَلِيْمٌ প্রতিটি اِنَّ-এর خبر সুতরাং اِنَّ তার اسم ও خبر মিলে جملة اسمية خبرية হয়েছে।

قوله وَاللّٰهُ غَفُوْرٌ حَلِيْمٌ : এখানে واو টি حرف عطف আর اَللّٰهُ হলো مبتدأ এবং غَفُوْرٌ ও حَلِيْمٌ প্রতিটি خبر এবার مبتدأ ও خبر মিলে جملة اسمية হয়েছে।

قوله وَالْمُطَلَّقٰتُ يَتَرَبَّصْنَ بِاَنْفُسِهِنَّ ثَلٰثَةَ قُرُوْٓءٍ الخ : এখানে واو টি حرف عطف আর اَلْمُطَلَّقٰتُ শব্দটি مبتدأ আর يَتَرَبَّصْنَ হচ্ছে ফে'ল এতে هُنَّ হলো ضمير فاعل আর باء হলো حرف جار এবং اَنْفُسُ হলো مضاف আর هُنَّ হচ্ছে مضاف اليه এখন مضاف ও مضاف اليه মিলে مجرور আর جار ও مجرور মিলে متعلق এবং ثَلٰثَةَ হচ্ছে مضاف আর قُرُوْٓءٍ হলো مضاف اليه এবার مضاف ও مضاف اليه মিলে مفعول فيه হয়েছে। তারপর فعل . فاعل . مفعول فيه ও متعلق মিলে جملة فعلية হয়ে গেছে।

https://e-ilm.weebly.com/

فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهٗ مِنْۢ بَعْدُ حَتّٰى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهٗ ؕ فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَآ أَنْ يَّتَرَاجَعَآ إِنْ ظَنَّآ أَنْ يُّقِيْمَا حُدُوْدَ اللّٰهِ ؕ وَتِلْكَ حُدُوْدُ اللّٰهِ يُبَيِّنُهَا لِقَوْمٍ يَّعْلَمُوْنَ (٢٣٠)

অনুবাদ (২৩০) অনন্তর যদি কেউ [তৃতীয়] তালাক দেয় স্ত্রীকে, তবে এই স্ত্রী তার জন্য হালাল থাকবে না এর পর যে পর্যন্ত না সে অন্য স্বামীর সঙ্গে বিবাহিতা হয়, অতঃপর যদি সে তাকে তালাক দেয়, তবে তাদের উভয়ের কোনো পাপ হবে না যথারীতি পরস্পর পুনর্মিলনে যদি উভয়ের দৃঢ় ধারণা হয়, আল্লাহর কানুন কায়েম রাখতে পারবে, আর এই সমস্ত আল্লাহর বিধান, আল্লাহ তা বর্ণনা করেন এরূপ লোকের জন্য যারা জ্ঞানবান।

وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَآءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوْهُنَّ بِمَعْرُوْفٍ أَوْ سَرِّحُوْهُنَّ بِمَعْرُوْفٍ ۪ وَلَا تُمْسِكُوْهُنَّ ضِرَارًا لِّتَعْتَدُوْا ۚ وَمَنْ يَّفْعَلْ ذٰلِكَ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهٗ ؕ وَلَا تَتَّخِذُوْآ اٰيٰتِ اللّٰهِ هُزُوًا ؗ وَّاذْكُرُوْا نِعْمَتَ اللّٰهِ عَلَيْكُمْ وَمَآ أَنْزَلَ عَلَيْكُمْ مِّنَ الْكِتٰبِ وَالْحِكْمَةِ يَعِظُكُمْ بِهٖ ؕ وَاتَّقُوا اللّٰهَ وَاعْلَمُوْآ أَنَّ اللّٰهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيْمٌ (٢٣١) ع ٢٩ ١٢

(২৩১) আর যখন তোমরা তালাক প্রদান কর স্ত্রীদেরকে, অতঃপর তারা নিকটবর্তী হয় স্বীয় ইদ্দত শেষ হওয়ার, তখন হয়তো নিয়মানুযায়ী তাদেরকে বিবাহ বন্ধনে থাকতে দাও অথবা নিয়মানুযায়ী তাদেরকে মুক্তি দাও, এবং তাদেরকে যন্ত্রণা দেওয়ার উদ্দেশ্যে আবদ্ধ রেখো না এই ইচ্ছায় যে, তাদের প্রতি অত্যাচার করবে, আর যে ব্যক্তি এরূপ করবে বস্তুত, সে নিজেরই ক্ষতি করবে, আর আল্লাহর হুকুমসমূহকে খেল-তামাশা মনে করো না, আর আল্লাহর নিয়ামতকে যা তোমাদের প্রতি রয়েছে স্মরণ কর, আর সেই কিতাব ও হিকমতকে যা আল্লাহ তা'আলা তোমাদের প্রতি এই হিসেবে নাজিল করেছেন যে, তা দ্বারা তোমাদেরকে উপদেশ প্রদান করছেন, আর আল্লাহকে ভয় করতে থাক এবং দৃঢ় বিশ্বাস রেখ যে, আল্লাহ প্রত্যেক বিষয় খুব ভালোভাবে জানেন।

শাব্দিক অনুবাদ

(২৩০) فَإِنْ طَلَّقَهَا অনন্তর যদি কেউ তালাক দেয় স্ত্রীকে فَلَا تَحِلُّ لَهٗ তবে এই স্ত্রী তার জন্য হালাল থাকবে না حَتّٰى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهٗ এর পর যে পর্যন্ত না সে অন্য স্বামীর সঙ্গে বিবাহিতা হয় فَإِنْ طَلَّقَهَا অতঃপর যদি সে তাকে তালাক দেয় فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَآ তবে তাদের উভয়ের কোনো পাপ হবে না أَنْ يَّتَرَاجَعَا যথারীতি পরস্পর পুনর্মিলনে إِنْ ظَنَّآ যদি উভয়ের দৃঢ় ধারণা হয় أَنْ يُّقِيْمَا حُدُوْدَ اللّٰهِ আল্লাহর কানুন কায়েম রাখতে পারবে وَتِلْكَ حُدُوْدُ اللّٰهِ আর এই সমস্ত আল্লাহর বিধান يُبَيِّنُهَا لِقَوْمٍ يَّعْلَمُوْنَ আল্লাহ তা বর্ণনা করেন এরূপ লোকের জন্য যারা জ্ঞানবান।

(২৩১) وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَآءَ আর যখন তোমরা তালাক প্রদান কর স্ত্রীদেরকে فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ অতঃপর তারা নিকটবর্তী হয় স্বীয় ইদ্দত শেষ হওয়ার فَأَمْسِكُوْهُنَّ بِمَعْرُوْفٍ তখন হয়তো নিয়মানুযায়ী তাদেরকে বিবাহ বন্ধনে থাকতে দাও أَوْ سَرِّحُوْهُنَّ بِمَعْرُوْفٍ অথবা নিয়মানুযায়ী তাদেরকে মুক্তি দাও। وَلَا تُمْسِكُوْهُنَّ ضِرَارًا لِّتَعْتَدُوْا এবং তাদেরকে যন্ত্রণা দেওয়ার উদ্দেশ্যে আবদ্ধ রেখো না وَمَنْ يَّفْعَلْ ذٰلِكَ আর যে ব্যক্তি এরূপ করবে فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهٗ বস্তুত, সে নিজেরই ক্ষতি করবে। وَلَا تَتَّخِذُوْآ আর মনে করো না اٰيٰتِ اللّٰهِ আল্লাহর হুকুমসমূহকে هُزُوًا খেল-তামাশা। وَّاذْكُرُوْا আর স্মরণ কর نِعْمَتَ اللّٰهِ আল্লাহর নিয়ামতকে عَلَيْكُمْ যা তোমাদের প্রতি রয়েছে وَمَآ أَنْزَلَ عَلَيْكُمْ যা আল্লাহ তা'আলা তোমাদের প্রতি এই হিসেবে নাজিল করেছেন যে يَعِظُكُمْ بِهٖ তা দ্বারা তোমাদেরকে উপদেশ প্রদান করছেন। وَاتَّقُوا اللّٰهَ আর আল্লাহকে ভয় করতে থাক وَاعْلَمُوْآ এবং দৃঢ় বিশ্বাস রেখ যে أَنَّ اللّٰهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيْمٌ আল্লাহ প্রত্যেক বিষয় খুব ভালোভাবে জানেন।

https://e-ilm.weebly.com/

وَاِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَآءَ فَبَلَغْنَ اَجَلَهُنَّ فَلَا
تَعْضُلُوْهُنَّ اَنْ يَّنْكِحْنَ اَزْوَاجَهُنَّ اِذَا تَرَاضَوْا
بَيْنَهُمْ بِالْمَعْرُوْفِ ۗ ذٰلِكَ يُوْعَظُ بِهٖ مَنْ كَانَ
مِنْكُمْ يُؤْمِنُ بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ الْاٰخِرِ ۗ ذٰلِكُمْ
اَزْكٰى لَكُمْ وَاَطْهَرُ ۗ وَاللّٰهُ يَعْلَمُ وَاَنْتُمْ لَا
تَعْلَمُوْنَ (٢٣٢)

(২৩২) আর যখন তোমাদের মধ্যে এরূপ লোক পাওয়া যায় যে, তারা স্বীয় পত্নীগণকে তালাক দিয়েছে তৎপর সেই স্ত্রীগণ স্বীয় নির্ধারিত সময় [ইদ্দত]-ও পূর্ণ করে ফেলে, তখন তোমরা তাদেরকে এই কাজে বাধা দিও না যে, তারা স্বীয় স্বামীর সাথে পরিণয়সূত্রে আবদ্ধ হয়, যখন পরস্পর সকলে সম্মত হয়ে যায় নিয়মানুযায়ী, এই বিষয় দ্বারা নসিহত করা হচ্ছে সেই ব্যক্তিকে তোমাদের মধ্যে যে ব্যক্তি আল্লাহ এবং কিয়ামত দিবসের প্রতি ঈমান রাখে, এই নসিহত কবুল করা তোমাদের জন্য অধিকতর বিশুদ্ধতা ও পবিত্রতার বিষয়, আর আল্লাহ জানেন এবং তোমরা জান না।

শাব্দিক অনুবাদ

(২৩২) وَاِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَآءَ আর যখন তোমাদের মধ্যে এরূপ লোক পাওয়া যায় যে, তারা স্বীয় পত্নীগণকে তালাক দিয়েছে فَبَلَغْنَ اَجَلَهُنَّ তৎপর সেই স্ত্রীগণ স্বীয় নির্ধারিত সময় [ইদ্দত]-ও পূর্ণ করে ফেলে فَلَا تَعْضُلُوْهُنَّ তখন তোমরা তাদেরকে এই কাজে বাধা দিও না اَنْ يَّنْكِحْنَ اَزْوَاجَهُنَّ যে তারা স্বীয় স্বামীর সাথে পরিণয়সূত্রে আবদ্ধ হয় اِذَا تَرَاضَوْا بَيْنَهُمْ بِالْمَعْرُوْفِ যখন পরস্পর সকলে সম্মত হয়ে যায় নিয়মানুযায়ী ذٰلِكَ يُوْعَظُ بِهٖ এই বিষয় দ্বারা নসিহত করা হচ্ছে সেই ব্যক্তিকে مَنْ كَانَ مِنْكُمْ يُؤْمِنُ بِاللّٰهِ তোমাদের মধ্যে যে ব্যক্তি ঈমান রাখে আল্লাহর প্রতি وَالْيَوْمِ الْاٰخِرِ এবং কিয়ামত দিবসের প্রতি ذٰلِكُمْ اَزْكٰى لَكُمْ وَاَطْهَرُ এই নসিহত কবুল করা তোমাদের জন্য অধিকতর বিশুদ্ধতা ও পবিত্রতার বিষয় وَاللّٰهُ يَعْلَمُ وَاَنْتُمْ لَا تَعْلَمُوْنَ আর আল্লাহ জানেন এবং তোমরা জান না।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

(২৩০) قوله فَاِنْ طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهٗ مِنْ بَعْدُ الخ **আয়াতের শানে নুযূল :** ইমরআতে রেফায়া অর্থাৎ হযরত আয়েশা বিনতে আবদির রহমান এর প্রথম বিবাহ হয় তারই চাচাতো ভাই রিফায়া বিন ওহাব বিন উতাইকের সাথে। পরে সে তাকে তালাক দিয়ে দেয় অতঃপর আব্দুর রহমান বিন সুবাইর কুরাবীর সাথে তার বিয়ে হয়, দ্বিতীয় স্বামীও তাকে তালাক দিয়ে দেয়। তখন তিনি রাসূলে কারীম ﷺ-এর খেদমতে এসে আরজ করেন ইয়া রাসূলাল্লাহ! আব্দুর রহমান আমাকে মিলনের পূর্বেই তালাক দিয়ে দিয়েছে এখন কি আমি পূর্বের স্বামী রেফায়ার কাছে বিবাহ বসতে পারব? হুজুর ﷺ বললেন, যতক্ষণ না আব্দুর রহমান এর সাথে তোমার মিলন হবে ততক্ষণ পর্যন্ত প্রথম স্বামীর কাছে ফিরে যেতে পারবে না। এ প্রসঙ্গে উক্ত আয়াতটি নাজিল হয়। –[বায়যাবী– ১ : ১৫৫, মুখতাসার ইবনে কাসীর – ১ : ২০৮]

(২৩১) قوله وَاِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَآءَ فَبَلَغْنَ اَجَلَهُنَّ الخ **আয়াতের শানে নুযূল :** হযরত ছাবেত বিন ইয়াসার নামক জনৈক আনসারী সাহাবী তার স্ত্রীকে এক তালাক দিয়ে দিলেন। অতঃপর ইদ্দত পূর্ণ হওয়ার তিন দিন পূর্বে তাকে ফিরিয়ে নিলেন। অতঃপর তাকে পুনরায় দ্বিতীয় তালাক দিয়ে দিলেন এবং ইদ্দত পূর্ণ হওয়ার পূর্বে আরো এক তালাক দিয়ে দিলেন। যদ্দরুন বিবির প্রচণ্ড কষ্ট হচ্ছিল এভাবে তালাক দিয়ে নিছক তাকে কষ্ট দেওয়াই ছিল উদ্দেশ্য ছিল এ প্রসঙ্গে উক্ত আয়াত নাজিল হয়।

(২৩১) قوله وَلَا تَتَّخِذُوْٓا اٰيٰتِ اللّٰهِ هُزُوًا الخ **আয়াতের শানে নুযূল :** হযরত আবুদ দরদা (রা.) থেকে বর্ণিত যে, জাহেলিয়াতের যুগে কোনো কোনো স্ত্রীকে তালাক দিয়ে অথবা বাদীকে মুক্ত করে দিয়ে পরে বলত যে, আমি তো উপহাস করেছি মাত্র, তালাক দেওয়া বা মুক্তি দিয়ে দেওয়া কোনো আমার উদ্দেশ্যই ছিল না। তখনই উক্ত আয়াত নাজিল হয়। এতে ফয়সালা দেওয়া হয়েছে যে, বিয়ে ও তালাককে যদি কেউ খেলা বা তামাশা হিসেবেও সম্পাদন করে তবুও তা কার্যকারী হয়ে যাবে। এতে নিয়তের কথা গ্রহণযোগ্য হবে না। –[বায়যাবী– ১ : ১৫৬, ইবনে কাছীর– ১ : ২১০, মাআরেফুল কুরআন : ১২৮]

https://e-ilm.weebly.com/

(২৩২) قوله وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَآءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ الخ **আয়াতের শানে নুযূল : হযরত মাকাল ইবনে ইয়াসার (রা.) থেকে বর্ণিত** : তিনি তার ভগ্নিকে জনৈক মুসলমান ব্যক্তির কাছে রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর যুগে বিয়ে দিয়েছিলেন। তিনি তার কাছে যতদিন জীবন যাপন করার করলেন। পরে তার স্বামী তাকে এক তালাক দেয়। ইদ্দত শেষ হওয়া পর্যন্ত তিনি তাকে ফিরিয়ে নেননি। কিন্তু এরপর স্বামীও তার প্রতি আকৃষ্ট হয়ে পড়লেন আর তার স্ত্রী ও স্বামীর প্রতি আকৃষ্ট হয়ে পড়ে। তাই অন্যান্য প্রস্তাবকারীদের মধ্যে তিনিও তাকে আবার বিয়ের প্রস্তাব দিলেন। তখন ভাই মাকাল (রা.) তাকে বলল হে ইতর, এই মহিলার মাধ্যমে তোমাকে আমি সম্মান দিয়েছিলাম তাকে তোমার কাছে বিয়ে দিলাম কিন্তু তুমি তাকে তালাক দিয়ে দিলে। আল্লাহর কসম! তুমি আর কখনো তাকে তোমার কাছে ফিরিয়ে নিতে পারবে না। এই তোমার সাথে সম্পর্ক শেষ। রাবী বলেন, আল্লাহ তা'আলা জানতেন এই স্ত্রীর প্রতি তার স্বামীর টানের কথা এবং এই স্বামীর প্রতি ঐ মহিলার টানের কথা তখন আল্লাহ পাক উক্ত আয়াত নাজিল করেন।

মাকাল এ আয়াত শোনার পর বললেন, আমার পরওয়ারদেগারের আদেশ শুনেছি এবং তা শিরোধার্য করে নিচ্ছি যে, এর পর তিনি উক্ত ভগ্নিপতিকে ডেকে আনলেন এবং বললেন তোমার কাছে আমি আমার বোনকে পুনরায় বিয়ে দিচ্ছি আর আমি তোমার সম্মান করছি। –[তিরমিযী– ২ : ১১, মুখতাসার ইবনে কাছীর– ১ : ২]

অবশ্য একটি ব্যাপারে তা থেকে স্বতন্ত্র ব্যবস্থা রাখা হয়েছে যে, যাতে মহর ফেরত নেওয়া বা ক্ষমা করিয়ে নেওয়া যেতে পারে। তা হচ্ছে এই যে, যদি স্ত্রী এমন অনুভব করে যে, মনের গরমিলের দরুন আমি স্বামীর হক আদায় করতে পারিনি এবং স্বামী যদি তাই বুঝে, তবে এমতাবস্থায় মহর ফেরত নেওয়া বা তা ক্ষমা করিয়ে নেওয়া এবং এর পরিবর্তে তালাক নেওয়া জায়েজ হবে। এই মাসআলা বর্ণনা করার পর ইরশাদ হয়েছে– فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّىٰ تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ অর্থাৎ, এ ব্যক্তি যদি তৃতীয় তালাকও দিয়ে দেয়, তবে তখন বৈবাহিক বন্ধন সম্পূর্ণভাবে ছিন্ন হয়ে গেল। তা আর প্রত্যাহার করার কোনো অধিকার থাকবে না। কেননা এমতাবস্থায় এটা ধরে নেওয়া যেতে পারে যে, সব দিক বুঝে শুনেই সে স্ত্রীকে তৃতীয় তালাক দিয়েছে। তাই এর শাস্তি হবে এই যে, এখন যদি উভয়ে একমত হয়েও পুনর্বিবাহ করতে চায়, তবে তাও তারা করতে পারে না। তাদের পুনর্বিবাহের জন্য শর্ত হচ্ছে যে, স্ত্রী ইদ্দতের পরে অন্য কাউকে বিয়ে করবে এবং সে স্বামীর সাথে সহবাসের পর কোনো কারণে যদি এই দ্বিতীয় স্বামী তালাক দিয়ে দেয়, অথবা মৃত্যুবরণ করে, তবে ইদ্দত শেষ হওয়ার পর প্রথম স্বামীর সাথে পুনরায় বিবাহবন্ধনে আবদ্ধ হতে পারবে।

তিন তালাক ও তার বিধান : এ ক্ষেত্রে কুরআন মাজীদের বর্ণনাভঙ্গি লক্ষ্য করলে পরিষ্কারভাবে বুঝা যায় যে, তালাক দেওয়ার শরিয়তসম্মত বিধান হচ্ছে বড় জোর দুই তালাক পর্যন্ত দেওয়া যাবে। তৃতীয় তালাক দেওয়া উচিত হবে না। আয়াতের শব্দ اَلطَّلَاقُ مَرَّتٰنِ এরপর তৃতীয় তালাককে [যদি] শব্দ ব্যবহারের মাধ্যমে ব্যক্ত করা হয়েছে– এতে এদিকেই ইঙ্গিত করা হয়েছে। নতুবা বলা উচিত ছিল যে, অর্থাৎ তালাক তিনটি। তাই এর অর্থ হচ্ছে, তৃতীয় তালাক পর্যন্ত পৌছা উচিত নয়। আর এ জন্যই ইমাম মালেক এবং অনেক ফকীহ, তৃতীয় তালাক দেওয়ার অনুমতি দেননি। তাঁরা একে তালাকে বিদ'আত বলেন। আর অন্যান্য ফকীহগণ তিন তুহুরে আলাদা আলাদাভাবে তিন তালাক দেওয়া জায়েজ বলেন। এসব ফকীহ একেই সুন্নত তালাক বলেছেন। কিন্তু কেউই একথা বলেননি যে, এটাই তালাকের সুন্নত বা উত্তম পন্থা; বরং বিদ'আত তালাক এর স্থলে সুন্নত তালাক শুধু এ জন্য বলা হয়েছে যে, এটা বিদ'আতের অন্তর্ভুক্ত নয়।

কুরআন ও হাদীসের ইরশাদসমূহ এবং সাহাবী ও তাবেয়ীগণের কার্যপদ্ধতিতে প্রমাণিত হয়, যখন তালাক দেওয়া ব্যতীত অন্য কোনো উপায় থাকে না, তখন তালাক দেওয়ার উত্তম পন্থা হচ্ছে এই যে, এমন এক তুহুরে এক তালাক দেবে, যাতে সহবাস করা হয়নি। এ এক তালাক দিয়েই ছেড়ে দিবে। ইদ্দত শেষে হলে পরে বিবাহসম্পর্ক এমনিতেই ছিন্ন হয়ে যাবে। ফকীহগণ একে আহসান বা উত্তম তালাক পদ্ধতি বলেছেন। সাহবাগীণও একেই তালাকের সর্বোত্তম পন্থা বলে অভিহিত করেছেন।

ইবনে আবি শায়বা তাঁর গ্রন্থে হযরত ইবরাহীম নাখয়ী (র.) থেকে উদ্ধৃত করেছেন যে, সাহাবীগণ তালাকের ব্যাপারে এ পদ্ধতিকেই পছন্দ করেছেন যে, মাত্র এক তালাক দিয়েই ছেড়ে দিবে এবং এতেই ইদ্দত শেষ হলে বিবাহবন্ধন স্বাভাবিকভাবে ছিন্ন হয়ে যাবে।

https://e-ilm.weebly.com/

কুরআনের শব্দের দ্বারা একথাও বুঝা যায় যে, দুই তালাক পর্যন্ত দেওয়া যায়। তবে مَرَّتٰنِ শব্দ দ্বারা একথাও বুঝা যায় যে, এক শব্দে দুই তালাক দেওয়া উচিত নয়; বরং দুই তুহুরে পৃথকভাবে দুই তালাক দিতে হবে। اَلطَّلَاقُ এর দ্বারাই দুই তালাক প্রমাণিত হয়, কিন্তু مَرَّتٰنِ শব্দটি এ নিয়মের দিকে ইঙ্গিত করে যে, দুই তালাক পৃথক পৃথক শব্দে হওয়াই উচিত। উদাহরণস্বরূপ বলা যায়, যদি কোনো ব্যক্তি স্ত্রীকে একেবারে দু'টি টাকা দেয়, তবে তাকে দু'বার দিয়েছে বলা যায় না। তেমনি কুরআনের শব্দে দুই বারের অর্থ হচ্ছে পৃথক পৃথকভাবে দেওয়া। –[রুহুল মা'আনী]

যাহোক, কুরআন মাজীদের শব্দের দ্বারা যেহেতু দুই তালাক পর্যন্ত প্রমাণিত হয়, এজন্য ইমাম ও ফকীহগণ একে সুন্নত তরিকা বলে অভিহিত করেছেন্ তৃতীয় তালাক উত্তম না হওয়াও কুরআনের বর্ণনাভঙ্গিতেই বুঝা যায় এবং এতে কোনো মতানৈক্য নেই। রাসূলে আকরাম ﷺ-এর হাদীস দ্বারাও তৃতীয় তালাক নিন্দনীয় ও অপছন্দনীয় বলে প্রমাণিত হয়। ইমাম নাসায়ী মুহাম্মদ ইবনে লাবিদের বর্ণনার উদ্ধৃতি দিয়ে বলেছেন– 'এক ব্যক্তি তার স্ত্রীকে তিন তালাক এক সাথে দিয়েছে– এ সংবাদ রাসূল ﷺ-এর নিকট পৌছলে তিনি রাগান্বিত হয়ে দাঁড়িয়ে গেলেন এবং বললেন, তোমরা কি আল্লাহর কিতাবের প্রতি উপহাস করছ? অথচ আমি এখনো তোমাদের মধ্যেই রয়েছি। এ সময় এক ব্যক্তি দাঁড়িয়ে বলতে লাগল। হে আল্লাহর রাসূল! আমি তাকে হত্যা করব?

ইবনে কাইয়্যেম এ হাদীসের সনদকে মুসলিম শরীফের উদ্ধৃতি দিয়ে সঠিক বলেছেন। –[যাদুল মা'আদ] আল্লামা মাওয়ারদী, ইবনে কাছীর, ইবনে হাজার প্রমুখ সবাই এ হাদীসের সনদকে সহীহ বলে উল্লেখ করেছেন। এজন্য ইমাম মালেক এবং অন্যান্য ফকীহবৃন্দ তৃতীয় তালাককে নাজায়েজ ও বিদ'আত বলেন। অন্যান্য ইমামগণ তিন তুহুরে তিন তালাক দেওয়াকে সুন্নত তরিকা বলে যদিও একে বিদ'আত থেকে দূরে রেখেছেন, কিন্তু এটা যে তালাকের উত্তম পন্থা নয়, তাতে কারো দ্বিমত নেই।

মোটকথা, ইসলামি শরিয়ত তালাকের তিনটি পর্যায়কে তিন তালাকের আকারে স্থির করেছে। এর অর্থ আদৌ এই নয় যে, তালাকের ব্যাপারে এ তিনটি পর্যায়ই পূর্ণ করতে হবে; বরং শরিয়তের উদ্দেশ্য হচ্ছে এই যে, প্রথমতঃ তালাকের দিকে অগ্রসর হওয়াই অপছন্দনীয় কাজ। কিন্তু অপারগতাবশতঃ যদি এদিকে অগ্রসর হতেই হয়, তবে এর নিম্নতম পর্যায় পর্যন্ত সীমাবদ্ধ থাকাই বাঞ্ছনীয়। অর্থাৎ এক তালাক দিয়ে ইদ্দত শেষ করার সুযোগ দেওয়াই উত্তম, যাতে ইদ্দত শেষ হলে পরে বিবাহ বন্ধন আপনা-আপনিই ছিন্ন হয়ে যায়। একেই তালাকের উত্তম পদ্ধতি বলা হয়।

এতে আরো সুবিধা হচ্ছে এই যে, পরিষ্কার শব্দে এক তালাক দিলে পক্ষদ্বয় ইদ্দতের মধ্যে ভালো-মন্দ বিবেচনা করার সুযোগ পায়। যদি তারা ভালো মনে করে, তবে তালাক প্রত্যাহার করলেই চলবে। আর ইদ্দত শেষ হয়ে গেলে যদিও বিবাহ ভঙ্গ হয়ে যায় এবং স্ত্রী বিবাহমুক্ত হয়ে যায়, তবুও সুযোগ থাকে যে, উভয়েই যদি ভালো মনে করে, তবে বিয়ের নবায়নই যথেষ্ট। কিন্তু কেউ যদি তালাকের উত্তম পন্থার প্রতি ভ্রুক্ষেপ না করে এবং ইদ্দতের মধ্যেই আরো এক তালাক দিয়ে বসে, তবে সে বিবাহ ছিন্ন করার দ্বিতীয় পর্যায়ে এগিয়ে গেল, যদিও এর প্রয়োজন ছিল না। আর এ পদক্ষেপ শরিয়তও পছন্দ করে না। তবে এ দু'টি স্তর অতিক্রান্ত হওয়ার পরও বিষয়টি পূর্বের মতোই রয়ে যায়। অর্থাৎ, ইদ্দতের মধ্যে তালাক প্রত্যাহারের সুযোগ থাকে। আর ইদ্দত শেষ হলে উভয় পক্ষের ঐকমত্যে বিয়ের নবায়ন হতে পারে। পার্থক্য শুধু এই যে, দুই তালাক দেওয়াতে স্বামী তার অধিকারের একাংশ হাত ছাড়া করে ফেলে এবং এমন সীমারেখায় পদার্পণ করে যে, যদি আর এক তালাক দেয়, তবে চিরতরে নবায়নের এ পথ রুদ্ধ হয়ে যায়।

যে ব্যক্তি তালাকের দু'টি পর্যায় অতিক্রম করে ফেলে তার জন্য পরবর্তী আয়াতে উপদেশ দেওয়া হচ্ছে– فَاِمْسَاكٌۢ بِمَعْرُوْفٍ اَوْ تَسْرِيْحٌۢ بِاِحْسَانٍ এতে দুটি আদেশ বর্ণনা করা হয়েছে। একটি হচ্ছে এই যে, ইদ্দতের মধ্যে তালাক প্রত্যাহার করলে বিয়ে নবায়নের প্রয়োজন নেই; বরং তালাক প্রত্যাহার করে নেওয়াই যথেষ্ট। এতে দাম্পত্য সম্পর্ক বজায় রাখার জন্য বিয়ের নবায়নের প্রয়োজন হয় না।

দ্বিতীয়তঃ হচ্ছে এই যে, স্বামী যদি মিল-মহব্বতের সাথে সংসার জীবনযাপন করতে চায়, তবে তালাক প্রত্যাহার করবে। অন্যথা স্ত্রীকে ইদ্দত অতিক্রম করে বিবাহ-বন্ধন থেকে মুক্তি লাভের সুযোগ দিবে, যাতে বিবাহ-বন্ধন এমনিতেই ছিন্ন হয়ে যায়। আর তা যদি না হয়, তবে স্ত্রীকে অযথা কষ্ট দেওয়ার উদ্দেশ্যে যেন তালাক প্রত্যাহার না করে। সেজন্যই تَسْرِيْحٌۢ بِاِحْسَانٍ বলা হয়েছে। تَسْرِيْحٌ অর্থ খুলে দেওয়া বা ছেড়ে দেওয়া। এতে ইঙ্গিত করা হয়েছে যে, সম্পর্ক ছিন্ন করার জন্য দ্বিতীয় তালাক দেওয়া বা অন্য কোনো কাজ করার প্রয়োজন নেই। তালাক প্রত্যাহার ব্যতীত ইদ্দত পূর্ণ হয়ে যাওয়াই বৈবাহিক সম্পর্ক ছিন্ন হওয়ার জন্য যথেষ্ট।

https://e-ilm.weebly.com/

https://e-ilm.weebly.com/

https://e-ilm.weebly.com/

তালাকপ্রাপ্তা স্ত্রীকে অন্য বিয়েতে বাধা দেওয়া হারাম : দ্বিতীয় আয়াতে সে সমস্ত উৎপীড়নমূলক ব্যবহারের প্রতিরোধ করা হয়েছে, যা সাধারণত তালাকপ্রাপ্তা স্ত্রীলোকদের সাথে করা হয়। তাদেরকে অন্য লোকের সাথে বিয়ে করতে বাধা দেওয়া হয়। প্রথম স্বামী তার তালাকপ্রাপ্তা স্ত্রীকে অন্যত্র বিয়ে দেওয়াতে নিজের ইজ্জত ও মর্যাদার অবমাননা মনে করে। আবার কোনো কোনো পরিবারে মেয়ের অভিভাবকগণও দ্বিতীয় বিয়ে থেকে বিরত রাখে। আবার কেউ কেউ এসব মেয়ের বিয়ে উপলক্ষ্যে কিছু মালামাল হাসিল করার উদ্দেশ্যে বাধার সৃষ্টি করে। অনেক সময় তালাকপ্রাপ্তা স্ত্রী তার পূর্ব স্বামীর সাথে বৈবাহিক সম্পর্ক পুনঃপ্রতিষ্ঠা করতে চায়, কিন্তু স্ত্রীর অভিভাবক বা আত্মীয়-স্বজন তালাক দেওয়ার ফলে স্বামীর সাথে সৃষ্ট বৈরিতাবশতঃ উভয়ের সম্মতি থাকা সত্ত্বেও বাধার সৃষ্টি করে। স্বাধীন স্ত্রীলোককে তার মর্জিমতো শরিয়ত বিরোধী কার্য ব্যতীত বিয়ে হতে বাধা দেওয়া একান্তই অন্যায়, তা তার প্রথম স্বামীর পক্ষ থেকেই হোক, অথবা তার অভিভাকদের পক্ষ থেকেই হোক। কিন্তু শর্ত হচ্ছে– إِذَا تَرَاضَوْا بَيْنَهُمْ بِالْمَعْرُوفِ : তবে এ হুকুম তখন বর্তাবে, যখন উভয়ে শরিয়তের নিয়মানুযায়ী রাজি হবে। এতে ইঙ্গিত করা হয়েছে যে, যদি উভয়ে রাজি না হয়, তবে কোনো এক পক্ষের উপর জোর বা চাপ সৃষ্টি করা বৈধ হবে না। যদি উভয়ে রাজিও হয় আর তা শরিয়ত আইন মোতাবেক না হয়, যথা–বিয়ে না করেই পরস্পর স্বামী-স্ত্রীর মতো বাস করতে আরম্ভ করে, অথবা তিন তালাকের পর অন্যত্র বিয়ে না করেই যদি পুনর্বিবাহ করতে চায়, অথবা ইদ্দতের মধ্যেই অন্যের সাথে বিয়ের ইচ্ছা করে, তখন সকল মুসলমানের এবং বিশেষ করে ঐ সমস্ত লোকের যারা তাদের সাথে সম্পর্কযুক্ত সবাইকে সম্মিলিতভাবে বাধা দিতে হবে, এমনকি শক্তি প্রয়োগ করতে হলেও তা করতে হবে।

এমনিভাবে কোনো মেয়ে যদি স্বীয় অভিভাবকদের অনুমতি ব্যতীত পারিবারিক 'কুফু' বা সামঞ্জস্যহীন স্থানে বা বংশের প্রচলিত মহরের কম মহরে বিয়ে করতে চায়। যার পরিণাম বা কু-প্রভাব বংশের উপর পতিত হতে পারে, তবে এমন ক্ষেত্রে তারা তাকে বাধা দিতে পারেন। তবে إِذَا تَرَاضَوْا বলে এদিকেও ইঙ্গিত করা হয়েছে যে, বয়ঃপ্রাপ্তা মেয়েকে তার অনুমতি ব্যতীত বিয়ে দেওয়া যায় না।

আয়াতের শেষে তিনটি বাক্যের প্রথমটিতে ইরশাদ হয়েছে– ذَٰلِكَ يُوعَظُ بِهِ مَنْ كَانَ مِنْكُمْ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ
অর্থাৎ, "এ আদেশ সেসব লোকের জন্য, যারা আল্লাহ তা'আলা ও কিয়ামতের উপর বিশ্বাস করে।" এতেই ইশারা করা হয়েছে যে, যারা আল্লাহ তা'আলা ও পরকালের বিশ্বাস করে তাদের জন্য এসব আহকাম যথাযথভাবে পালন করা অবশ্য কর্তব্য। আর যারা এ আদেশ পালনে শিথিলতা প্রদর্শন করে তাদের বুঝা উচিত যে, তাদের ঈমানে দুর্বলতা রয়েছে

ذَٰلِكُمْ أَزْكَىٰ لَكُمْ وَأَطْهَرُ এসব হুকুমের আনুগত্য তোমাদের জন্য পবিত্রতার কারণ' এতে ইশারা করা হয়েছে যে, এর ব্যতিক্রম করা পাপ-মগ্নতা এবং ফেতনা-ফ্যাসাদের কারণ। কেননা বয়ঃপ্রাপ্তা বুদ্ধিমতি যুবতী মেয়েকে সাধারণভাবে বিয়ে থেকে বিরত রাখা একদিকে তার প্রতি অত্যাচার, তাকে তার অধিকার থেকে বঞ্চিত করা এবং অপরদিকে তার সতিত্ব, পবিত্রতা ও মান-ইজ্জতকে আশঙ্কায় ফেলারই নামান্তর। তৃতীয়তঃ সে যদি এই বাধার ফলে কোনো পাপে লিপ্ত হয়ে পড়ে, তবে তার সে পাপের অংশীদার তারাও হবে যারা তাকে বিয়ে থেকে বিরত রেখেছে।

আইন প্রণয়ন ও তার প্রয়োগে কুরআনের অনুপম দার্শনিক নীতি : কুরআনে কারীম এখানে একটি বিধান উপস্থাপন করেছে যে, তালাকপ্রাপ্তা স্ত্রীলোককে তার ইচ্ছামতো বিয়ে করতে বাধা দেওয়া অন্যায়। এ বিধান স্থির করার পর তার বাস্তবায়নকে সহজ করার জন্য এর প্রতি সাধারণ মানুষের মন-মস্তিষ্ককে তৈরি করার উদ্দেশ্যে তিনটি বাক্য উল্লেখ করেছে। প্রথম বাক্যে কিয়ামতের হিসাব-নিকাশ এবং পরকালে শাস্তির ভয় দেখিয়ে মানুষকে সে বিধান বাস্তবায়নের প্রতি উদ্বুদ্ধ করা হয়েছে দ্বিতীয় বাক্যে এ আইন অমান্য করার ভয়াবহ পরিণতি সম্পর্কে অবহিত করে এ আইনের আনুগত্যের প্রতি মানুষকে উদ্বুদ্ধ করেছে। তৃতীয় বাক্যে বলে দিয়েছে যে, এই আনুগত্যের মধ্যেই তোমাদের কল্যাণ নিহিত। এর বিরুদ্ধাচরণের মাঝে কোনো কল্যাণ আছে বলে যদিও তোমরা কখনো ধারণা কর, কিন্তু তা প্রকৃতপক্ষে তোমাদের দৃষ্টির সংকীর্ণতা এবং পরিণতি সম্পর্কে তোমাদের অজ্ঞতারই ফল।

https://e-ilm.weebly.com/

শব্দ বিশ্লেষণ

سَرِّحُوْهُنَّ : সীগাহ جمع مذكر حاضر বহছ امر حاضر معروف বাব تَفْعِيْل মাসদার اَلتَّسْرِيْحُ মূলবর্ণ (س . ر . ح) জিনস صحيح অর্থ– তোমরা তাদেরকে মুক্তি দাও।

لَاتَتَّخِذُوْا : সীগাহ جمع مذكر حاضر বহছ نهى حاضر معروف বাব اِفْتِعَالٌ মাসদার اَلْاِتِّخَاذُ মূলবর্ণ (أ . خ . ذ) জিনস مهموز فاء অর্থ– তোমরা বানিও না।

يَعِظُكُمْ : সীগাহ واحد مذكر غائب বহছ مضارع معروف বাব ضَرَبَ মাসদার اَلْوَعْظُ মূলবর্ণ (و . ع . ظ) জিনস مثال واوى অর্থ– সে উপদেশ দেয়।

اِتَّقُوْا : সীগাহ جمع مذكر حاضر বহছ امر حاضر معروف বাব اِفْتِعَالٌ মাসদার اَلْاِتِّقَاءُ মূলবর্ণ (و . ق . ى) জিনস لفيف مفروق অর্থ– তোমরা ভয় কর।

اِعْلَمُوْا : সীগাহ جمع مذكر حاضر বহছ امر حاضر معروف বাব سَمِعَ মাসদার اَلْعِلْمُ মূলবর্ণ (ع . ل . م) জিনস صحيح অর্থ– তোমরা জেনে রাখ।

تَرَاضَوْا : সীগাহ جمع مذكر غائب বহছ ماضى معروف বাব تَفَاعُلٌ মাসদার اَلتَّرَاضِىْ মূলবর্ণ (ر . ض . و) জিনস ناقص واوى অর্থ– তারা পরস্পর সম্মত হবে।

يُوْعَظُ : সীগাহ واحد مذكر غائب বহছ مضارع مجهول বাব ضَرَبَ মাসদার اَلْوَعْظُ মূলবর্ণ (و . ع . ظ) জিনস مثال واوى অর্থ– উপদেশ দেওয়া হয়।

اَزْكٰى : সীগাহ واحد مذكر বহছ اسم تفضيل বাব نَصَرَ মাসদার اَلزَّكٰوةُ মূলবর্ণ (ز . ك . و) জিনস ناقص واوى অর্থ– অধিক শুদ্ধ।

اَطْهَرُ : সীগাহ واحد مذكر বহছ اسم تفضيل বাব كَرُمَ মাসদার اَلطُّهُوْرُ মূলবর্ণ (ط . ه . ر) জিনস صحيح অর্থ– অধিক পবিত্র।

বাক্য বিশ্লেষণ

قوله اَنَّ اللّٰهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيْمٌ : এখানে اَنَّ হলো حرف مشبه بالفعل আর اللّٰهَ শব্দটি اَنَّ এর اسم এবং باء হলো حرف جار আর كُلِّ شَيْءٍ টি مضاف ও مضاف اليه মিলে مجرور এবার جار ও مجرور মিলে متعلق مقدم ও عليم টি شبه فعل হয়েছে, অবশেষে, شبه فعل ও متعلق মিলে اَنَّ এর خبر অতঃপর اَنَّ তার اسم ও خبر মিলে جملة اسمية হয়েছে।

قوله وَاَنْتُمْ لَا تَعْلَمُوْنَ : এখানে اَنْتُمْ সর্বনামটি مبتدأ আর لَا تَعْلَمُوْنَ হলো فعل এবং اَنْتُمْ টি فاعل ; এবার فعل ও فاعل মিলে جملة فعلية হয়ে خبر অবশেষে مبتدأ ও خبر মিলে جملة اسمية হয়েছে।

https://e-ilm.weebly.com/

وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ اَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ
كَامِلَيْنِ لِمَنْ اَرَادَ اَنْ يُّتِمَّ الرَّضَاعَةَ ۚ وَعَلَى
الْمَوْلُوْدِ لَهٗ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوْفِ ۚ
لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ اِلَّا وُسْعَهَا ۚ لَا تُضَآرَّ وَالِدَةٌۢ
بِوَلَدِهَا وَلَا مَوْلُوْدٌ لَّهٗ بِوَلَدِهٖ ۚ وَعَلَى الْوَارِثِ
مِثْلُ ذٰلِكَ ۚ فَاِنْ اَرَادَا فِصَالًا عَنْ تَرَاضٍ
مِّنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا ۗ وَاِنْ
اَرَدْتُّمْ اَنْ تَسْتَرْضِعُوْۤا اَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ
عَلَيْكُمْ اِذَا سَلَّمْتُمْ مَّاۤ اٰتَيْتُمْ بِالْمَعْرُوْفِ ۗ
وَاتَّقُوا اللّٰهَ وَاعْلَمُوْۤا اَنَّ اللّٰهَ بِمَا تَعْمَلُوْنَ
بَصِيْرٌ (٢٣٣)

অনুবাদ (২৩৩) আর জননীগণ স্বীয় সন্তানদেরকে পূর্ণ দুই বৎসরকাল স্তন্য দান করবে, এই নির্দিষ্ট সময় তারই জন্য, যে স্তন্য দানের মুদ্দত পূর্ণ করতে চায়, আর যার সন্তান তার দায়িত্বে স্তন্য দানকারিণীদের খোরপোষের ভার নিয়মানুযায়ী বর্তিবে, কাউকেও [কোনো] নির্দেশ দেওয়া হয় না কিন্তু তার ক্ষমতানুযায়ী কোনো জননীকে কষ্ট দেওয়া উচিত নয় তার সন্তানের জন্য এবং কোনো পিতাকেও কষ্ট দেওয়া উচিত নয় তার সন্তানের জন্য, আর উক্ত নিয়মানুযায়ী [সন্তানের ভার] অর্পিত হবে ওয়ারিশদের উপর, অতঃপর যদি উভয়ে দুধ ছাড়ানোর ইচ্ছা করে স্বীয় সম্মতি ও পরামর্শক্রমে, তবে উভয়ের কোনো পাপ হবে না, আর যদি তোমরা স্বীয় সন্তানদেরকে অন্য কোনো ধাত্রীর দুধ পান করাতে চাও, তবে [এতেও] তোমাদের কোনো পাপ হবে না, যখন সমর্পণ করবে, তাদেরকে যা কিছু দেওয়া স্থির করেছ, নিয়মানুযায়ী, আর আল্লাহকে ভয় কর এবং দৃঢ়রূপে বিশ্বাস রাখ যে, আল্লাহ তোমাদের কৃত-কর্মসমূহ খুব প্রত্যক্ষ করতেছেন।

শাব্দিক অনুবাদ

(২৩৩) وَالْوَالِدَاتُ আর জননীগণ يُرْضِعْنَ স্তন্য দান করবে اَوْلَادَهُنَّ স্বীয় সন্তানদেরকে حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ পূর্ণ দুই বৎসরকাল لِمَنْ اَرَادَ এই নির্দিষ্ট সময় তারই জন্য اَنْ يُّتِمَّ الرَّضَاعَةَ যে স্তন্য দানের মুদ্দত পূর্ণ করতে চায় وَعَلَى الْمَوْلُوْدِ لَهٗ আর যার সন্তান তার দায়িত্বে বর্তিবে رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ স্তন্য দানকারিণীদের খোরপোষের ভার بِالْمَعْرُوْفِ নিয়মানুযায়ী لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ اِلَّا وُسْعَهَا কাউকেও [কোনো] নির্দেশ দেওয়া হয় না কিন্তু তার ক্ষমতানুযায়ী لَا تُضَآرَّ وَالِدَةٌ কোনো জননীকে কষ্ট দেওয়া উচিত নয় بِوَلَدِهَا তার সন্তানের জন্য وَلَا مَوْلُوْدٌ لَّهٗ بِوَلَدِهٖ এবং কোনো পিতাকেও কষ্ট দেওয়া উচিত নয় তার সন্তানের জন্য وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذٰلِكَ আর উক্ত নিয়মানুযায়ী [সন্তানের ভার] অর্পিত হবে ওয়ারিশদের উপর فَاِنْ اَرَادَا فِصَالًا অতঃপর যদি উভয়ে দুধ ছাড়ানোর ইচ্ছা করে عَنْ تَرَاضٍ مِّنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ স্বীয় সম্মতি ও পরামর্শক্রমে فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا তবে উভয়ের কোনো পাপ হবে না وَاِنْ اَرَدْتُّمْ আর যদি তোমরা চাও اَنْ تَسْتَرْضِعُوْۤا اَوْلَادَكُمْ স্বীয় সন্তানদেরকে অন্য কোনো ধাত্রীর দুধ পান করাতে فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ তবে তোমাদের কোনো পাপ হবে না اِذَا سَلَّمْتُمْ যখন সমর্পণ করবে مَّاۤ اٰتَيْتُمْ তাদেরকে যা কিছু দেওয়া স্থির করেছ بِالْمَعْرُوْفِ নিয়মানুযায়ী وَاتَّقُوا اللّٰهَ আর আল্লাহকে ভয় কর وَاعْلَمُوْۤا এবং দৃঢ়রূপে বিশ্বাস রাখ যে اَنَّ اللّٰهَ بِمَا تَعْمَلُوْنَ بَصِيْرٌ আল্লাহ তোমাদের কৃত-কর্মসমূহ খুব প্রত্যক্ষ করছেন।

https://e-ilm.weebly.com/

(২৩৪) আর যারা তোমাদের মধ্য হতে মৃত্যুবরণ করে এবং পত্নীগণকে রেখে যায়, উক্ত পত্নীগণ নিজেদেরকে বিরত রাখবে চার মাস ও দশ দিন, অনন্তর যখন তারা স্বীয় ইদ্দত পূর্ণ করবে। তখন তোমাদের কোনো গুনাহ হবে না ঐ সমস্ত কাজে যা উক্ত স্ত্রীগণ নিজেদের জন্য কোনো ব্যবস্থা অবলম্ব করবে যথানিয়মে এবং আল্লাহ তোমাদের যাবতীয় কাজের খবর রাখেন।

وَالَّذِيْنَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُوْنَ اَزْوَاجًا يَّتَرَبَّصْنَ بِاَنْفُسِهِنَّ اَرْبَعَةَ اَشْهُرٍ وَّعَشْرًا ۚ فَاِذَا بَلَغْنَ اَجَلَهُنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيْمَا فَعَلْنَ فِيْۤ اَنْفُسِهِنَّ بِالْمَعْرُوْفِ ؕ وَاللّٰهُ بِمَا تَعْمَلُوْنَ خَبِيْرٌ (٢٣٤)

(২৩৫) আর তোমাদের জন্য গুনাহ হবে না এতে যে, উক্ত নারীদেরকে [বিবাহের] প্রস্তাব প্রদান সম্বন্ধে কোনো কথা ইঙ্গিত করে বল অথবা নিজেদের অন্তরে গোপন রাখ, আল্লাহ জ্ঞাত আছেন যে, তোমরা ঐ স্ত্রীলোকদের সম্বন্ধে আলোচনা করবে কিন্তু তাদের সাথে [পরিষ্কার শব্দে] বিবাহের প্রতিশ্রুতি দিও না, হ্যাঁ, কোনো কথা নিয়মানুযায়ী আলোচনা করতে পার, আর তোমরা [এখন] বিবাহ-বন্ধনের সংকল্পও করো না যে পর্যন্ত না নির্ধারিত সময় পূর্ণ হয়ে যায়, আর দৃঢ় বিশ্বাস রেখ যে, আল্লাহ জ্ঞাত আছেন তোমাদের অন্তরের বিষয়াদি সুতরাং তাঁকে ভয় করতে থাক, আর বিশ্বাস রেখ যে, আল্লাহ তা'আলা ক্ষমাশীল, ধৈর্যশীল।

وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيْمَا عَرَّضْتُمْ بِهٖ مِنْ خِطْبَةِ النِّسَآءِ اَوْ اَكْنَنْتُمْ فِيْۤ اَنْفُسِكُمْ ؕ عَلِمَ اللّٰهُ اَنَّكُمْ سَتَذْكُرُوْنَهُنَّ وَلٰكِنْ لَّا تُوَاعِدُوْهُنَّ سِرًّا اِلَّاۤ اَنْ تَقُوْلُوْا قَوْلًا مَّعْرُوْفًا ؕ وَلَا تَعْزِمُوْا عُقْدَةَ النِّكَاحِ حَتّٰى يَبْلُغَ الْكِتٰبُ اَجَلَهٗ ؕ وَاعْلَمُوْۤا اَنَّ اللّٰهَ يَعْلَمُ مَا فِيْۤ اَنْفُسِكُمْ فَاحْذَرُوْهُ ۚ وَاعْلَمُوْۤا اَنَّ اللّٰهَ غَفُوْرٌ حَلِيْمٌ (٢٣٥)

শাব্দিক অনুবাদ

(২৩৪) وَالَّذِيْنَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ আর যারা তোমাদের মধ্য হতে মৃত্যুবরণ করে وَيَذَرُوْنَ اَزْوَاجًا এবং পত্নীগণকে রেখে যায় يَتَرَبَّصْنَ بِاَنْفُسِهِنَّ উক্ত পত্নীগণ নিজেদেরকে বিরত রাখবে اَرْبَعَةَ اَشْهُرٍ وَّعَشْرًا চার মাস ও দশ দিন فَاِذَا بَلَغْنَ اَجَلَهُنَّ অনন্তর যখন তারা স্বীয় ইদ্দত পূর্ণ করবে فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ তখন তোমাদের কোনো গুনাহ হবে না فِيْمَا فَعَلْنَ فِيْۤ اَنْفُسِهِنَّ ঐ সমস্ত কাজে যা উক্ত স্ত্রীগণ নিজেদের জন্য কোনো ব্যবস্থা অবলম্ব করবে بِالْمَعْرُوْفِ যথানিয়মে وَاللّٰهُ بِمَا تَعْمَلُوْنَ خَبِيْرٌ এবং আল্লাহ তোমাদের যাবতীয় কাজের খবর রাখেন।

(২৩৫) وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ আর তোমাদের জন্য গুনাহ হবে না فِيْمَا عَرَّضْتُمْ بِهٖ এতে যে কোনো কথা ইঙ্গিত করে বল مِنْ خِطْبَةِ النِّسَآءِ উক্ত নারীদেরকে [বিবাহের] প্রস্তাব প্রদান সম্বন্ধে اَوْ اَكْنَنْتُمْ فِيْۤ اَنْفُسِكُمْ অথবা নিজেদের অন্তরে গোপন রাখ عَلِمَ اللّٰهُ আল্লাহ জ্ঞাত আছেন যে اَنَّكُمْ سَتَذْكُرُوْنَهُنَّ তোমরা ঐ স্ত্রীলোকদের সম্বন্ধে আলোচনা করবে وَلٰكِنْ لَّا تُوَاعِدُوْهُنَّ سِرًّا কিন্তু তাদের সাথে [পরিষ্কার শব্দে] বিবাহের প্রতিশ্রুতি দিও না اِلَّاۤ اَنْ تَقُوْلُوْا قَوْلًا مَّعْرُوْفًا হ্যাঁ, কোনো কথা নিয়মানুযায়ী আলোচনা করতে পার وَلَا تَعْزِمُوْا عُقْدَةَ النِّكَاحِ আর তোমরা [এখন] বিবাহ-বন্ধনের সংকল্পও করো না حَتّٰى يَبْلُغَ الْكِتٰبُ اَجَلَهٗ যে পর্যন্ত না নির্ধারিত সময় পূর্ণ হয়ে যায় وَاعْلَمُوْۤا আর দৃঢ় বিশ্বাস রেখ যে اَنَّ اللّٰهَ يَعْلَمُ আল্লাহ জ্ঞাত আছেন مَا فِيْۤ اَنْفُسِكُمْ তোমাদের অন্তরের বিষয়াদি فَاحْذَرُوْهُ সুতরাং তাঁকে ভয় করতে থাক وَاعْلَمُوْۤا আর বিশ্বাস রেখ যে اَنَّ اللّٰهَ আল্লাহ তা'আলা غَفُوْرٌ حَلِيْمٌ ক্ষমাশীল, ধৈর্যশীল।

https://e-ilm.weebly.com/

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

قوله وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ اَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ الخ -এর মর্মকথা : উল্লিখিত আয়াতটিতে দুগ্ধপোষ্য সন্তানদের স্তন্যদানের সম্পর্কে বিধানের উপর আলোকপাত করা হয়েছে। শিশুকে স্তন্যদান করা শরিয়ত মায়ের উপর ওয়াজিব করেছে। কোনো মা যদি কোনো শরয়ী ওজর ব্যতীত শুধুমাত্র বৈষয়িক কারণে ক্রোধের বশবর্তী হয়ে বা শিশুর পিতার উপর অসন্তুষ্টির দরুন স্তন্যদান বন্ধ করে দেয় তাহলে তা তার জন্য পাপ হবে। বিবাহ বহাল অবস্থায় স্ত্রী স্তন্য দানের জন্য স্বামীর নিকট হতে কোনো প্রকার বেতন বা বিনিময় নিতে পারবে না। কেননা স্তন্যদান এটা স্ত্রীর দায়িত্ব। বিবাহ বিচ্ছেদ ঘটলে স্তন্যদায়িনী মা শিশুর পিতার নিকট স্তন্য দানের বিনিময়ে সামাজিক ন্যায়বিচার মতে যথাযথ স্তন্য মূল্যের অধিকারিণী হবেন।

শিশুর স্তন্য দানের সময়সীমা : (১) ইমাম শাফেয়ী এবং আহমদ ইবনে হাম্বল (র.) বলেন, স্তন্যদানের পূর্ণ সময় দু'বছর। যদি কোনো যুক্তিসঙ্গত কারণে বন্ধ করার প্রয়োজন না হয়, তবে দু'বছর পর্যন্ত স্তন্যপান বাচ্চার অধিকার। এতে একথাও বুঝা যাচ্ছে যে, স্তনাদানের সময়সীমা দু'বছর নির্ধারণ করা হয়েছে। এরপর শিশুকে মাতৃস্তন্য পান করানো সঙ্গত নয়।
(২) ইমাম আবূ হানীফা (র.) শিশুর দুর্বলতার ক্ষেত্রে ত্রিশ মাস তথা আড়াই বছর পর্যন্ত শিশুকে স্তন্যদানের সময় সীমার অভিমত ব্যক্ত করেছেন। তিনি দলিল হিসেবে কুরআনের আয়াত حَمْلُهُ وَفِصَالُهُ ثَلٰثُوْنَ شَهْرًا আয়াতটি উপস্থাপন করেছেন। তা ছাড়া তার অভিমতের পক্ষে অনেক হাদীসও রয়েছে। তবে আড়াই বছর অতিক্রান্ত হওয়ার পর শিশুকে মাতৃস্তন্য পান করানো সকলের ঐকমত্যে হারাম।

قوله وَعَلَى الْمَوْلُوْدِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوْفِ -এর ব্যাখ্যা : এখানে বাচ্চার দুগ্ধপানের বিনিময় পিতার দায়িত্বে রাখা হয়েছে। অথচ সে পিতা-মাতার যৌন ফসল। এ বিধান প্রয়োগের ক্ষেত্রে সম্ভাবনা ছিল যে, পিতা এ আদেশকে বোঝা মনে করবে। তাই কুরআনের ভাষ্যে وَالِدٌ শব্দের স্থলে مَوْلُوْدٌ শব্দ ব্যবহার করা হয়েছে। যার অর্থ শিশুটি যার পরিচয়ে ও যার উদ্দেশ্যে জন্মগ্রহণকারী এতে ইঙ্গিত করা হয়েছে যে, শিশুর লালন-পালন, পিতা-মাতা উভয়েরই দায়িত্ব; যেহেতু শিশু পিতার বলেই অভিহিত হয়ে থাকে, পিতার বংশেই শিশুর বংশ পরিচয় হয়ে থাকে, সেহেতু শিশুর খরচের দায়িত্ব তার উপর কোনো বোঝা বলে মনে করা উচিত নয়।
শিশুকে স্তন্যদান মাতার দায়িত্ব, আর মাতার ভরণ-পোষণ পিতার দায়িত্ব। এ ক্ষেত্রে স্ত্রীর খরচ বা ভরণ-পোষণ স্বামীর সামর্থ্যানুযায়ী হবে, মর্যাদা অনুসারে নয়।
হেদায়া গ্রন্থাকার বলেন– যদি পুরুষ ধনী হয় এবং স্ত্রী দরিদ্র হয়, তার এমন মানের খোরপোশ দিতে হবে যা দরিদ্রদের চেয়ে বেশি এবং ধনীদের চেয়ে কম। ইমাম কারখী (র.) বলেছেন যে, স্বামীর অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে খোরপোশ নির্ধারণ করা হবে।

قوله لَا تُضَارَّ وَالِدَةٌ بِوَلَدِهَا وَلَا مَوْلُوْدٌ لَهُ بِوَلَدِهِ (মাকে স্তন্য দানে বাধ্য করার বৈধতা প্রসঙ্গে) : এ আয়াত দ্বারা বুঝানো হয়েছে যে, শিশুর পিতামাতা তাকে দুধ পান করানো নিয়ে কোনো ঝগড়ায় লিপ্ত হবে না। মা যদি দুধপান করাতে অক্ষম হয়, আর পিতা মনে করে যে, শিশুটি তারও বটে। কাজেই মায়ের উপর চাপ সৃষ্টি করা চলবে কিন্তু তা সমীচীন নয়। অপারগ অবস্থায় তাকে দুধ পানে বাধ্য করা যাবে না। কিংবা পিতা দরিদ্র ব্যক্তি, পক্ষান্তরে মায়ের কোনো আর্থিক সমস্যা নেই, এতদসত্ত্বেও মা স্তন্যদানে এ বলে অস্বীকার করে যে, শিশু যেহেতু পিতার, কাজেই অন্য কারো দ্বারা দুধ পানের ব্যবস্থা করা হোক। মায়ের এমন অপারগতা প্রকাশের পর যদি দুগ্ধপোষ্য শিশু কোনো দুগ্ধ বৈধ পশু বা অন্য কোনো মহিলার দুধ পান করতে না চায়, তাহলে মাকে দুধ পানে বাধ্য করা যাবে।

قوله وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذٰلِكَ -এর মর্মার্থ : যদি শিশুর পিতা জীবিত না থাকে তাহলে যে ব্যক্তি শিশুর প্রকৃত উত্তরাধিকারী তথা অভিভাবক সে তার দুধ পানের দায়িত্ব নেবে। অর্থাৎ, সে দুধ মা ও ধাত্রীর ব্যয়ভার বহন করবে। আর যদি উত্তরাধিকারী একাধিক হয়, তাহলে প্রত্যেকে স্ব-স্ব মিরাশ অনুপাতে ব্যয়ভার বহন করবে।
ইমাম আবূ হানীফা (র.) বলেন, এতিম শিশুর দুধ পানের ব্যয় বহনের দায়িত্ব উত্তরাধিকারীদের উপর অর্পণ করাতে এ কথা বুঝা যায় যে, অপ্রাপ্ত বয়স্ক শিশুদের ব্যয়ভার দুধ পান শেষ হওয়ার পরও তাদের উপরই বর্তাবে। কেননা দুধের কোনো বিশেষত্ব নেই, উদ্দেশ্য হচ্ছে ভরণ-পোষণ।

https://e-ilm.weebly.com/

قوله فَاِنْ اَرَادَا فِصَالًا عَنْ تَرَاضٍ **স্তন্য পান বন্ধকরণ সম্পর্কিত বিধান :** যদি শিশুর পিতা-মাতা পারস্পরিক সম্মতি ও পরামর্শের ভিত্তিতে স্থির করে যে, দুধ পানের সময়সীমার মধ্যেই স্তন্যদান বন্ধ করা হবে। চাই তা মায়ের কোনো সমস্যার কারণে বা বাচ্চার কোনো সমস্যার কারণে হোক, তাহলে তাতে কোনো গুনাহ নেই। পরস্পর সম্মতি ও পরামর্শের শর্তটি আরোপ করে বুঝানো হয়েছে যে, স্তন্যদান বন্ধের ব্যাপারটি সন্তানের মঙ্গল কামনার ভিত্তিতে হতে হবে। পরস্পর ঝগড়া বিবাদের কারণে বা ক্রোধের ফল হিসেবে শিশুর কোনো ক্ষতি করা যাবে না।

قوله وَاِنْ اَرَدْتُّمْ اَنْ تَسْتَرْضِعُوْا اَوْلَادَكُمْ الخ **ধাত্রী-মাতার দ্বারা স্তন্য পান করানোর হুকুম :** শিশুর মঙ্গলের উদ্দেশ্যে তাকে মা ছাড়া অন্য মহিলার দুধ পান করানো যাবে। কিন্তু এই শর্তে যে, স্তন্যদায়িনী ধাত্রীর যে পারিশ্রমিক নির্ধারণ করা হয়ে থাকে তা পুরাপুরিভাবে আদায় করতে হবে। আর যদি তাকে নির্ধারিত পারিশ্রমিক দেওয়া না হয় তাহলে সে অপরাধের পাপ তার উপর অথবা তার অবর্তমানে উত্তরাধিকারীদের উপর বর্তাবে।

এমনকি স্তন্যদায়িনী ধাত্রীকে পারিশ্রমিকের কথা দুধপান শুরু করার পূর্বেই পূর্ণভাবে পরিষ্কার করে ঠিক করে দিতে হবে, যাতে পরে বিবাদ সৃষ্টি না হয়। আর নির্ধারিত সময়ের মধ্যে ঐ ধাত্রীর পারিশ্রমিক তার হাতে পৌছে দিতে হবে। এতে কোনো প্রকার টালবাহানা করা চলবে না, যাতে স্তন্যদানে শিশুর কোনো ব্যাঘাত না ঘটে।

শিশুকে স্তন্যদান মাতার দায়িত্ব আর মাতার ভরণ-পোষণ পিতার দায়িত্ব : এ আয়াতের দ্বারা একথাও বুঝা যাচ্ছে যে, শিশুকে স্তন্যদান করা মাতার দায়িত্ব, আর মাতার ভরণ-পোষণ ও জীবনধারণের অন্যান্য যাবতীয় খরচ বহন করা পিতার দায়িত্ব। এ দায়িত্ব ততক্ষণ পর্যন্ত বলবৎ থাকে যতক্ষণ পর্যন্ত শিশুর মাতা স্বামীর বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ বা তালাক-পরবর্তী ইদ্দতের মধ্যে থাকে। তালাক ও ইদ্দত অতিক্রান্ত হয়ে গেলে স্ত্রী হিসেবে ভরণ-পোষণের দায়িত্ব শেষ হয়ে যায় সত্য, কিন্তু শিশুকে স্তন্য দানের পরিবর্তে মাতাকে পারিশ্রমিক দিতে হবে। -[মাযহারী]

স্ত্রীর খরচ স্বামীর সামর্থ্য অনুযায়ী হবে, না স্ত্রীর মর্যাদা অনুসারে : শিশুর পিতা-মাতা উভয়ই যদি ধনী হয়, তবে ভরণ পোষণও ধনী ব্যক্তিদের মতো হওয়া ওয়াজিব। আর দু'জনই গরিব হলে গরিবের মতোই ভরণ-পোষণ দিতে হবে। দু'জনের আর্থিক অবস্থা যদি ভিন্ন ধরনের হয়, তবে এক্ষেত্রে ফকীহগণ ভিন্ন ভিন্ন মত পোষণ করেছেন। হেদায়া প্রণেতা বলেছেন– যদি পুরুষ ধনী হয় এবং স্ত্রী দরিদ্র হয়, তবে এমন মানের খোরপোষ দিতে হবে, যা দরিদ্রদের চাইতে বেশি এবং ধনীদের চাইতে কম।

ইমাম কারখী (র.) বলেছেন যে, স্বামীর অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে খোরপোষ নির্ধারণ করতে হবে।

ফতহুল কাদীরে এ মতের সমর্থনে বহু ফকীহর ফতোয়া উদ্ধৃত করা হয়েছে। আলোচ্য আয়াতে স্তন্যদান সংক্রান্ত বিধি-বিধান বর্ণনার পর ইরশাদ হয়েছে– لَا تُضَآرَّ وَالِدَةٌۢ بِوَلَدِهَا وَلَا مَوْلُوْدٌ لَّهٗ بِوَلَدِهٖ

অর্থাৎ কোনো মাতাকে তার শিশুর জন্য কষ্ট দেওয়া যাবে না। আর কোনো পিতাকেও এর জন্য কষ্ট দেওয়া যাবে না।" অর্থাৎ শিশুর পিতা-মাতা পরস্পর ঝগড়া-বিবাদ করবে না। যেমন, মাতা যদি স্তন্যদান করতে অপারগ হয় আর যদি পিতা মনে করে, যেহেতু শিশু তারও বটে, কাজেই তার উপর চাপ সৃষ্টি করা চলে। কিন্তু না, অপারগ অবস্থায় মাতাকে স্তন্যদানে বাধ্য করা যাবে না। অথবা পিতা দরিদ্র এবং মাতার কোনো অসুবিধা নেই, কিন্তু তা সত্ত্বেও স্তন্যদানে অস্বীকার করে যে, শিশু যেহেতু পিতার, কাজেই অন্য কারো দ্বারা দুধ পান করানোর ব্যবস্থা করা হোক, এমন মানসিকতা প্রদর্শন করাও সঙ্গত হবে না।

মাতাকে স্তন্যদানে বাধ্য করা না করার বিবরণ : পঞ্চম মাসআলা لَا تُضَآرَّ وَالِدَةٌۢ بِوَلَدِهَا এতে বুঝা যায় যে, মা যদি কোনো অসুবিধার কারণে শিশুকে স্তন্যদান করতে অস্বীকার করে, তবে শিশুর পিতা তাকে এ ব্যাপারে বাধ্য করতে পারবে না। অবশ্য শিশু যদি অন্য কোনো স্ত্রীলোকের বা কোনো জীবের দুধ পান না করে, তবে মাতাকে বাধ্য করা চলে।

قوله وَالَّذِيْنَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ الخ **-এর ব্যাখ্যা :** তালাকপ্রাপ্তা মহিলার ইদ্দত তিন হায়েয আর বিধবাদের ইদ্দত গর্ভবতী না হওয়ার ক্ষেত্রে চার মাস দশদিন। আর গর্ভবতী হলে তার ইদ্দত গর্ভ খালাস হওয়া পর্যন্ত। কিন্তু চার মাস দশ দিনের মধ্যে যদি তার সন্তান ভূমিষ্ঠ হয়ে যায়, তাহলে প্রসব করা দ্বারাই তার ইদ্দত পূর্ণ হয়ে যাবে এবং সে অন্যত্র বিবাহ করতে পারবে। স্বামী মারা গেলে ইদ্দতকালীন সময়ে স্ত্রীলোকদের সুগন্ধি ব্যবহার করা, সাজ সজ্জা করা, সুরমা, তৈল ইত্যাদি ব্যবহার করা, প্রয়োজন ব্যতীত ওষুধ ব্যবহার করা, রঙ্গিন কাপড় পরা জায়েজ নেই। বিবাহের জন্য প্রকাশ্য আলোচনা করাও জায়েজ নেই।

https://e-ilm.weebly.com/

বিধবা গর্ভবতী স্ত্রীর ইদ্দত : ইমাম কুরতুবী (র.) বলেন, জমহুর আলিমদের নিকট গর্ভবতী স্ত্রীর স্বামী মারা গেলে তার ইদ্দত হলো গর্ভ খালাস হওয়া পর্যন্ত। তবে হযরত আলী ও ইবনে আব্বাস (রা.) হতে এ বিষয়ে ভিন্নমত পাওয়া যায়, তা হলো اَبْعَدُ الْاَجَلَيْنِ অর্থাৎ দু'ইদ্দতের মধ্যে যেটি দূরবর্তী সেটি ধর্তব্য। অর্থাৎ গর্ভ খালাসের পরেও যদি চার মাস ১০ দিন পূর্তির বাকি থাকে তবে অবশিষ্ট দিনগুলো পর্যন্ত ইদ্দত পালন করতে হবে। ইমাম শা'য়বী, নাখায়ী, হাম্মাদ, হাসান গর্ভ খালাসের সাথে সাথে নিফাসের সময়টিও ইদ্দতের শামিল বলে অভিমত ব্যক্ত করেছেন।

মহিলার উপর ইদ্দতের কারণ : শরিয়তের পক্ষ থেকে মহিলার উপর ইদ্দত প্রযোজ্য হওয়ার কয়েকটি কারণ ওলামায়ে কেরাম উল্লেখ করেছেন। যেমন– (ক) জরায়ু পুরুষের বীর্যমুক্ত কিনা তা বুঝার জন্য। যেন একজনের বংশ অন্যজনের সাথে যুক্ত না হয়। (খ) আল্লাহর নির্দেশ পালন করে ইবাদতের নিদর্শন উপস্থাপনের জন্য মহিলাদেরকে ইদ্দত পালনের নির্দেশ দিয়েছেন। (গ) স্বামী বিয়োগের উপর শোক প্রকাশ এবং এতদিন যে সে তার উপর করুণা করেছে তার কৃতজ্ঞতা প্রকাশের জন্য। (ঘ) বিবাহ বন্ধনের গুরুত্ব অপরিসীম একথা বুঝানোর জন্য। এ কাজটি ইচ্ছা করলেই সম্পাদন করা যায় না, আর করলেই তা মুহূর্তে বিচ্ছেদ করা যায় না। বিচ্ছেদ করে ফেললে সাথে সাথে আবার বিয়ে করা যায় না, দীর্ঘ দিন অপেক্ষায় থাকতে হয়। এটা কোনো খেল তামাশা নয়।

দাসীর ইদ্দত : মুক্ত-স্বাধীন মহিলার ইদ্দতের অর্ধেক হলো দাসীর ইদ্দত। অতএব তালাক হবে দু'টি আর ইদ্দত হবে দু' হায়েয বা দু' মাস পাঁচদিন। আল্লামা ইবনে সিরিনের মতে, দাসীর ইদ্দত স্বাধীনার মতোই হবে।

قوله وَيَذَرُوْنَ اَزْوَاجًا الخ **-এর মর্মার্থ :** স্বামী মারা যাওয়ার পর স্ত্রীর ইদ্দত পালনে যে সময় নির্ধারিত রয়েছে এটা ঐ বিধবাদের জন্য যাদের সাথে তাদের স্বামী নির্জনবাস করেছে। কিন্তু গর্ভবতী বিধবাদের সে ইদ্দত পালন করতে হবে না; বরং প্রসবের সাথে সাথেই তার ইদ্দত শেষ হয়ে যাবে।

قوله وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيْمَا عَرَّضْتُمْ بِهِ الخ **-এর মর্মার্থ : تَعْرِيْض** শব্দের আভিধানিক অর্থ পরোক্ষ সংকেত প্রদান করা, অস্পষ্ট কথা বলা। পারিভাষিক অর্থ হলো– এমন কথা বলা যা উদ্দেশ্যের প্রতি ইঙ্গিত করে। বয়ানুল কুরআন গ্রন্থকার বলেন, ইদ্দতকালে মহিলার সাথে বিবাহ সম্পর্কে চারটি বিধান বর্ণিত হয়েছে। (১) স্পষ্টভাবে মুখে প্রস্তাব করা হারাম। (২) মুখে সাংকেতিক বচনের মাধ্যমে প্রস্তাব করাতে দোষ নেই। (৩) ইদ্দতের মধ্যে অন্তরে অন্তরে বিবাহের সংকল্প পোষণ করা হারাম। (৪) ইদ্দতের পরে বিবাহ করবে বলে ইদ্দতের মধ্যে ইচ্ছা পোষণ করাতে দোষ নেই।

ইদ্দতকালীন বিধান : স্বামী মারা গেলে বিধবা স্ত্রী ইদ্দত কালের মধ্যে সুগন্ধি ব্যবহার করা, সাজ সজ্জা করা, সুরমা, তেল ইত্যাদি ব্যবহার করা, প্রয়োজন ব্যতীত ওষুধ সেবন করা, অলংকার ব্যবহার করা এবং রঙ্গিন কাপড় পরা জায়েজ নয়। বিবাহের জন্য প্রকাশ্য আলাচনা করাও দুরস্ত নয়। আর তালাক প্রাপ্তা স্ত্রীলোক যার তালাক প্রত্যাহার যোগ্য নয়, তাদের ক্ষেত্রে স্বামীর গৃহে ইদ্দত অতিক্রান্ত করার অবস্থায় দিনের বেলায় অতিপ্রয়োজন ছাড়া ঘর থেকে বের হওয়াও নিষিদ্ধ। –[মা'আরিফ]

اَلْكِتٰبُ **শব্দের বিশ্লেষণ :** اَلْكِتٰبُ শব্দের অর্থ হচ্ছে– লিখিত বিষয়। কিন্তু আলোচ্য আয়াতে বিধবা বা তালাক প্রাপ্তা নারীর ইদ্দতকালকে বুঝানো হয়েছে।

শব্দ বিশ্লেষণ

كِسْوَةٌ : শব্দটি একবচন, বহুবচন كُسًا অর্থ– পোশাক-পরিচ্ছেদ।

تُكَلَّفُ : সীগাহ واحد مؤنث غائب বহছ مضارع مجهول বাব تَفْعِيْل মাসদার اَلتَّكْلِيْفُ মূলবর্ণ (ك.ل.ف) জিনস صحيح অর্থ– তাকে দায়িত্বভার দেওয়া হয়।

لَاتُضَارَّ : সীগাহ واحد مؤنث غائب বহছ نفى فعل مضارع مجهول বাব مُفَاعَلَةٌ মাসদার اَلضِّرَارُ মূলবর্ণ (ض.ر.ر) জিনস مضاعف ثلاثى অর্থ– ক্ষতিগ্রস্ত করা হবে না।

https://e-ilm.weebly.com/

تَسْتَرْضِعُوْا : সীগাহ جمع مذكر حاضر বহছ مضارع معروف বাব اِسْتِفْعَال মাসদার اَلْاِسْتِرْضَاعُ মূলবর্ণ (ر . ض . ع) জিনস صحيح অর্থ– তোমরা স্তন্য পান করতে চাও।

سَلَّمْتُمْ : সীগাহ جمع مذكر حاضر বহছ ماضى معروف বাব تَفْعِيْل মাসদার اَلتَّسْلِيْمُ মূলবর্ণ (س . ل . م) জিনস صحيح অর্থ– তোমরা অর্পণরেছ।

يُتَوَفَّوْنَ : সীগাহ جمع مذكر غائب বহছ مضارع مجهول বাব تَفَعُّلٌ মাসদার اَلتَّوَفِّيْ মূলবর্ণ (و . ف . ى) জিনস لفيف مفروق অর্থ– তারা মৃত্যু মুখে পতিত হবে।

يَذَرُوْنَ : সীগাহ جمع مذكر غائب বহছ مضارع مجهول বাব سَمِعَ মাসদার اَلْوَذْرُ মূলবর্ণ (و . ذ . ر) জিনস مثال واوى অর্থ– তারা রেখে যায়।

يَتَرَبَّصْنَ : সীগাহ جمع مؤنث غائب বহছ مضارع معروف বাব تَفَعُّلٌ মাসদার اَلتَّرَبُّصُ মূলবর্ণ (ر . ب . ص) জিনস صحيح অর্থ– বিবাহ হতে বিরত থাকবে।

عَرَّضْتُمْ : সীগাহ جمع مذكر حاضر বহছ ماضى معروف বাব تَفْعِيْل মাসদার اَلتَّعْرِيْضُ মূলবর্ণ (ع . ر . ض) জিনস صحيح অর্থ– তোমরা ইঙ্গিতে বলেছ।

বাক্য বিশ্লেষণ

قوله وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ اَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ : এখানে اَلْوَالِدَاتُ হলো مبتدأ আর يُرْضِعْنَ হলো فعل এতে هُنَّ যমীর فاعل এবং اَوْلَادَهُنَّ উভয়টি مضاف ও مضاف اليه মিলে مفعول به এবং حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ উভয়টি موصوف ও صفت মিলে مفعول فيه এখন فعل ـ فاعل ـ مفعول به ও مفعول فيه মিলে جملة فعلية হয়ে خبر অবশেষে مبتدأ ও خبر মিলে جملة اسمية হয়েছে।

قوله وَاعْلَمُوْا اَنَّ اللّٰهَ بِمَا تَعْمَلُوْنَ بَصِيْرٌ : এখানে اِعْلَمُوْا হলো فعل এতে انتم যমীর فاعل আর اَنَّ হলো حرف مشبه بالفعل এবং اَللّٰهَ শব্দটি اَنَّ এর اسم ; অতঃপর بِ টি حرف جار ও مَا টি اسم موصول এবং تَعْمَلُوْنَ হলো فعل এতে انتم হলো فاعل এবার فعل ও فاعل মিলে جملة فعلية হয়ে صلة অতঃপর موصول ও صلة মিলে مجرور এবার جار ও مجرور মিলে متعلق হচ্ছে بَصِيْرٌ শিবহে فعل এর সাথে অবশেষে متعلق ও شبه فعل মিলে شبه جملة হয়ে مفعول به ও فعل ـ فاعل ـ مفعول به মিলে جملة فعلية انشائية হয়েছে।

https://e-ilm.weebly.com/

لَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ اِنْ طَلَّقْتُمُ النِّسَآءَ مَا لَمْ
تَمَسُّوْهُنَّ اَوْ تَفْرِضُوْا لَهُنَّ فَرِيْضَةً ۚ وَّمَتِّعُوْهُنَّ
عَلَى الْمُوْسِعِ قَدَرُهٗ وَعَلَى الْمُقْتِرِ قَدَرُهٗ ۚ مَتَاعًا
بِالْمَعْرُوْفِ ۚ حَقًّا عَلَى الْمُحْسِنِيْنَ (٢٣٦)

অনুবাদ (২৩৬) তোমাদের প্রতি কোনো [মহরের] দায়িত্ব নেই যদি তোমরা স্ত্রীদেরকে এরূপ অবস্থায় তালাক দাও যে, তাদেরকে স্পর্শও করনি আর তাদের জন্য কোনো মহরও ধার্য করনি, এবং তাদেরকে ফায়দা পৌছাও, সচ্ছল ব্যক্তির জিম্মায় তার অবস্থানুযায়ী এবং অভাবগ্রস্ত ব্যক্তির জিম্মায় তার অবস্থানুযায়ী এক বিশেষ রকমের ফায়দা [জামাজোড়া] পৌছানো যা যথারীতি সদাচারীদের উপর ওয়াজিব।

وَاِنْ طَلَّقْتُمُوْهُنَّ مِنْ قَبْلِ اَنْ تَمَسُّوْهُنَّ وَقَدْ
فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيْضَةً فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ اِلَّآ
اَنْ يَّعْفُوْنَ اَوْ يَعْفُوَ الَّذِيْ بِيَدِهٖ عُقْدَةُ النِّكَاحِ ۚ
وَاَنْ تَعْفُوْٓا اَقْرَبُ لِلتَّقْوٰى ۚ وَلَا تَنْسَوُا الْفَضْلَ
بَيْنَكُمْ ۚ اِنَّ اللّٰهَ بِمَا تَعْمَلُوْنَ بَصِيْرٌ (٢٣٧)

(২৩৭) আর যদি তোমরা ঐ স্ত্রীলোকদেরকে তালাক দাও তাদেরকে স্পর্শ করার পূর্বে এবং তাদের জন্য কিছু মহরও নির্ধারিত করেছিলে, তাহলে তোমাদের নির্ধারিত মহরের অর্ধাংশ, হ্যাঁ যদি ঐ স্ত্রীগণ মাফ করে দেয় অথবা সেই ব্যক্তি [অর্থাৎ স্বামী স্বেচ্ছায় পূর্ণ মহর দিয়ে] অনুগ্রহ করে যার হাতে বিবাহের বন্ধন রয়েছে, আর তোমাদের ক্ষমা করে দেওয়া পরহেজগারীর অধিক নিকটবর্তী এবং তোমরা পরস্পরে উদারতা প্রদর্শনে শৈথিল্য করো না, নিঃসন্দেহে আল্লাহ তোমাদের যাবতীয় কার্যসমূহ প্রত্যক্ষ্য করেন।

حٰفِظُوْا عَلَى الصَّلَوٰتِ وَالصَّلٰوةِ الْوُسْطٰى وَقُوْمُوْا
لِلّٰهِ قٰنِتِيْنَ (٢٣٨)

(২৩৮) তোমরা সংরক্ষণ কর সমস্ত নামাজের এবং মধ্যবর্তী নামাজের, আর দণ্ডায়মান হও আল্লাহর সম্মুখে বিনয়ী অবস্থায়।

শাব্দিক অনুবাদ

(২৩৬) لَا جُنَاحَ তোমাদের প্রতি কোনো [মহরের] দায়িত্ব নেই اِنْ طَلَّقْتُمُ النِّسَآءَ যদি তোমরা স্ত্রীদেরকে এরূপ অবস্থায় তালাক দাও যে مَا لَمْ تَمَسُّوْهُنَّ তাদেরকে স্পর্শও করনি اَوْ تَفْرِضُوْا لَهُنَّ فَرِيْضَةً আর তাদের জন্য কোনো মহরও ধার্য করনি وَّمَتِّعُوْهُنَّ এবং তাদেরকে ফায়দা পৌছাও عَلَى الْمُوْسِعِ قَدَرُهٗ সচ্ছল ব্যক্তির জিম্মায় তার অবস্থানুযায়ী وَعَلَى الْمُقْتِرِ قَدَرُهٗ এবং অভাবগ্রস্ত ব্যক্তির জিম্মায় তার অবস্থানুযায়ী مَتَاعًا بِالْمَعْرُوْفِ এক বিশেষ রকমের ফায়দা [জামাজোড়া] পৌছানো حَقًّا عَلَى الْمُحْسِنِيْنَ যা যথারীতি সদাচারীদের উপর ওয়াজিব।

(২৩৭) وَاِنْ طَلَّقْتُمُوْهُنَّ আর যদি তোমরা ঐ স্ত্রীলোকদেরকে তালাক দাও مِنْ قَبْلِ اَنْ تَمَسُّوْهُنَّ তাদেরকে স্পর্শ করার পূর্বে وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيْضَةً এবং তাদের জন্য কিছু মহরও নির্ধারিত করেছিলে فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ তাহলো তোমাদের নির্ধারিত মহরের অর্ধাংশ اِلَّآ اَنْ يَّعْفُوْنَ হ্যাঁ যদি ঐ স্ত্রীগণ মাফ করে দেয় اَوْ يَعْفُوَ الَّذِيْ بِيَدِهٖ عُقْدَةُ النِّكَاحِ অথবা সেই ব্যক্তি অনুগ্রহ করে যার হাতে বিবাহের বন্ধন রয়েছে وَاَنْ تَعْفُوْٓا اَقْرَبُ لِلتَّقْوٰى আর তোমাদের ক্ষমা করে দেওয়া পরহেজগারীর অধিক নিকটবর্তী وَلَا تَنْسَوُا الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ এবং তোমরা পরস্পরে উদারতা প্রদর্শনে শৈথিল্য করো না اِنَّ اللّٰهَ بِمَا تَعْمَلُوْنَ بَصِيْرٌ নিঃসন্দেহে আল্লাহ তোমাদের যাবতীয় কার্যসমূহ প্রত্যক্ষ করেন।

(২৩৮) حٰفِظُوْا عَلَى الصَّلَوٰتِ তোমরা সংরক্ষণ কর সমস্ত নামাজের وَالصَّلٰوةِ الْوُسْطٰى এবং মধ্যবর্তী নামাজের وَقُوْمُوْا لِلّٰهِ আর দণ্ডায়মান হও আল্লাহর সম্মুখে قٰنِتِيْنَ বিনয়ী অবস্থায়।

https://e-ilm.weebly.com/

فَإِنْ خِفْتُمْ فَرِجَالًا أَوْ رُكْبَانًا ۚ فَإِذَا أَمِنْتُمْ فَاذْكُرُوا اللَّهَ كَمَا عَلَّمَكُمْ مَّا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ (٢٣٩)

(২৩৯) আর যদি তোমাদের [যথারীতি নামাজ পড়তে] আশঙ্কা হয় তবে [জমিনে] দাঁড়িয়ে অথবা আরোহী অবস্থায় পড়ে নাও, অতঃপর যখন তোমরা নিরাপদ হয়ে যাও, তখন আল্লাহর স্মরণ সেরূপে কর যেরূপ তিনি তোমাদেরকে শিখিয়েছেন–যা তোমরা জানতে না।

وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا ۖ وَصِيَّةً لِّأَزْوَاجِهِم مَّتَاعًا إِلَى الْحَوْلِ غَيْرَ إِخْرَاجٍ ۚ فَإِنْ خَرَجْنَ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِي مَا فَعَلْنَ فِي أَنفُسِهِنَّ مِن مَّعْرُوفٍ ۗ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ (٢٤٠)

(২৪০) আর তোমাদের মধ্যে যাদের মৃত্যু হয় এবং পত্নীগণকে রেখে যায়, তারা যেন স্বীয় পত্নীদের জন্য অসিয়ত করে যায়, যেন সে এক বৎসর পর্যন্ত উপকৃত হয় এরূপে যে, তাদেরকে ঘর হতে বহিষ্কৃত করা না হয়। হ্যাঁ, যদি নিজেরাই বের হয়ে যায়, তবে তোমাদের কোনো পাপ নেই, ঐ নিয়ামত সঙ্গত বিষয়ে যা তারা নিজেদের জন্য [সাব্যস্ত] করে; আর আল্লাহ মহা পরাক্রমশালী জ্ঞানময়।

وَلِلْمُطَلَّقَاتِ مَتَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ ۖ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ (٢٤١)

(২৪১) আর সকল তালাকপ্রাপ্তা নারীদেরকে কিছু কিছু ভোগ্যবস্তু দেওয়া নিয়মানুযায়ী নির্ধারণ করা হয়েছে– পরহেজগারদের প্রতি।

كَذَٰلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ (٢٤٢) ٣١ ع ١٥

(২৪২) এরূপে আল্লাহ তোমাদের জন্য তাঁর বিধানসমূহ বর্ণনা করেন, আশা, তোমরা হৃদয়ঙ্গম কর।

শাব্দিক অনুবাদ

(২৩৯) فَإِنْ خِفْتُمْ আর যদি তোমাদের আশঙ্কা হয় فَرِجَالًا তবে দাঁড়িয়ে أَوْ رُكْبَانًا অথবা আরোহী অবস্থায় পড়ে নাও فَإِذَا أَمِنْتُمْ অতঃপর যখন তোমরা নিরাপদ হয়ে যাও فَاذْكُرُوا اللَّهَ তখন আল্লাহর স্মরণ সেরূপে কর كَمَا عَلَّمَكُمْ যেরূপ তিনি তোমাদেরকে শিখিয়েছেন– مَّا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ যা তোমরা জানতে না।

(২৪০) وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنكُمْ আর তোমাদের মধ্যে যাদের মৃত্যু হয় وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا এবং পত্নীগণকে রেখে যায় وَصِيَّةً لِّأَزْوَاجِهِم তারা যেন স্বীয় পত্নীদের জন্য অসিয়ত করে যায় مَّتَاعًا إِلَى الْحَوْلِ যেন সে এক বৎসর পর্যন্ত উপকৃত হয় এরূপে যে غَيْرَ إِخْرَاجٍ তাদেরকে ঘর হতে বহিষ্কৃত করা না হয় فَإِنْ خَرَجْنَ হ্যাঁ, যদি নিজেরাই বের হয়ে যায় فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ তবে তোমাদের কোনো পাপ নেই فِي مَا فَعَلْنَ فِي أَنفُسِهِنَّ مِن مَّعْرُوفٍ ঐ নিয়ামতসঙ্গত বিষয়ে যা তারা নিজেদের জন্য করে وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ আর আল্লাহ মহা পরাক্রমশালী জ্ঞানময়।

(২৪১) وَلِلْمُطَلَّقَاتِ আর সকল তালাকপ্রাপ্তা নারীদেরকে مَتَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ কিছু কিছু ভোগ্যবস্তু দেওয়া নিয়মানুযায়ী নির্ধারণ করা হয়েছে– حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ পরহেজগারদের প্রতি।

(২৪২) كَذَٰلِكَ এরূপে يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ আল্লাহ তোমাদের জন্য বর্ণনা করেন آيَاتِهِ তাঁর বিধানসমূহ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ আশা, তোমরা হৃদয়ঙ্গম কর।

https://e-ilm.weebly.com/

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

(২৩৬) قوله مَتَاعًا بِالْمَعْرُوْفِ الخ আয়াতের শানে নুযূল : যখন পূর্বের আয়াতে তালাক প্রাপ্তা নারীদের প্রতি সাধ্য অনুযায়ী ও সামর্থ্য অনুযায়ী ইহসান করার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে, তখন জনৈক ব্যক্তি বলে উঠল তালাক প্রাপ্তা নারীর প্রতি ইহসান করা মোস্তাহাব। অতএব না করলে তাতে কোনো গুনাহ হবে না এ প্রসঙ্গে উক্ত আয়াত নাজিল হয়।

(২৩৮) قوله حٰفِظُوْا عَلَى الصَّلَوٰتِ وَالصَّلٰوةِ الْوُسْطٰى الخ আয়াতের শানে নুযূল : অধিকাংশ সময় ব্যবসায়িক লেন-দেনের কারণে সাহাবায়ে কেরামের আছরের নামাজ বিলম্ব হয়ে যেত। এমনকি সূর্য ডুবে যাওয়ার উপক্রম হতো। এ প্রসঙ্গে উক্ত আয়াত নাজিল হয়।

(২৩৮) قوله وَقُوْمُوْا لِلّٰهِ قٰنِتِيْنَ الاية আয়াতের শানে নুযূল : হযরত যায়েদ ইবনে আরকাম (রা.) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর যুগে আমরা নামাজের মধ্যেও কথাবার্তা বলতাম। তখন উক্ত আয়াত নাজিল হয়। এর দ্বারা আমাদের চুপ থাকতে নির্দেশ দেওয়া হলো। –[তিরমিযী]

(২৪০) قوله وَالَّذِيْنَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُوْنَ اَزْوَاجًا الخ আয়াতের শানে নুযূল : হযরত মুকাতেল বিন হাইয়ান (রা.) থেকে বর্ণিত রয়েছে যে, জনৈক ব্যক্তি তায়েফ থেকে ছেলে মেয়ে পিতামাতা ও স্ত্রীসহ মদিনায় আগমন করেন এবং এখানে এসে তিনি মৃত্যুবরণ করেন। বিষয়টি রাসূল ﷺ কে জানানো হলে তিনি তার পরিত্যক্ত সম্পত্তি থেকে তার পিতামাতা ও সন্তানদের যথারীতি অংশ দিলেন। কিন্তু স্ত্রীকে কিছু দিলেন না। তার স্বামীর পরিত্যক্ত সম্পত্তি থেকে স্ত্রীর এক বছরের ব্যয়ভার বহন করার জন্য তাদেরকে নির্দেশ দিলেন। এ প্রসঙ্গে উক্ত আয়াত নাজিল হয়।

বি. দ্র. এ নির্দেশ ছিল মিরাশের আয়াত নাজিল হওয়ার পূর্বে। পরে যখন মিরাশের আয়াত নাজিল হয় এবং স্ত্রীকেও স্বামীর বাড়ি ঘর ও অন্যান্য জিনিসে অংশ দেওয়া হয় তখন এ আয়াতটির নির্দেশ রহিত হয়ে যায়। –[মা'আরেফুল কুরআন]

قوله لَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ -এর ব্যাখ্যা : মোহর ও স্ত্রীর সাথে নির্জনবাস ও সহবাসের প্রেক্ষিতে তালাকের চারটি অবস্থা রয়েছে। তন্মধ্যে দু'টি অবস্থার হুকুম এ আয়াতে বর্ণিত হয়েছে।

- ❖ প্রথমটি হচ্ছে– স্ত্রীর সাথে সহবাস হয়নি এবং মোহরও ধার্য করা হয়নি।
- ❖ দ্বিতীয়টি হচ্ছে– মোহর ধার্য করা হয়েছে ঠিকই, কিন্তু স্ত্রীর সাথে নির্জনবাস হয়নি।
- ❖ তৃতীয়টি হচ্ছে– মোহর ধার্য হয়েছে এবং সহবাসও হয়েছে। এ ক্ষেত্রে ধার্যকৃত মোহর সম্পূর্ণই পরিশোধ করতে হবে।
- ❖ চতুর্থটি হচ্ছে– মোহর ধার্য করা হয়নি অথচ সহবাসের পর তালাক দেওয়া হয়েছে। এক্ষেত্রে স্ত্রীর পরিবারে প্রচলিত মোহর স্ত্রীকে পরিশোধ করতে হবে।

আলোচ্য আয়াতে প্রথম দু' প্রকারের আলোচনা রয়েছে। তন্মধ্যে প্রথম অবস্থার নির্দেশ হচ্ছে, মোহর কিছুই ওয়াজিব হবে না। তবে স্বামীর কর্তব্য নিজের পক্ষ হতে স্ত্রীকে কিছু দিয়ে দেওয়া। ন্যূনপক্ষে তাকে (স্ত্রীকে) এক জোড়া কাপড় দিয়ে দিবে। এর কোনো পরিমাণ নির্ধারণ করেনি। অবশ্য এ কথা বলেছে যে, ধনী ব্যক্তিদের পক্ষে তাদের মর্যাদা অনুযায়ী হওয়া উচিত। সামর্থ্যবান লোক যেন এ ব্যাপারে কার্পণ্য না করে। হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) -এর মতে এর নিম্নতম পরিমাণ হচ্ছে এক জোড়া কাপড়।

দ্বিতীয় অবস্থার হুকুম হচ্ছে যে, যদি স্ত্রীর মোহর বিবাহের সময় ধার্য করা হয়ে থাকে এবং তাকে সহবাসের পূর্বে তালাক দেওয়া হয় তবে ধার্যকৃত মোহরের অর্ধেক তাকে পরিশোধ করতে হবে। আর যদি স্ত্রী ক্ষমা করে দেয় কিংবা স্বামী পুরো মোহরই দিয়ে দেয় তবে তা হচ্ছে তাদের ঐচ্ছিক ব্যাপার।

মোত্'আর পরিমাণ : মোত্'আর সর্বোচ্চ পরিমাণ হচ্ছে গোলাম প্রদান করা, এর চেয়ে কম হলো রৌপ্য প্রদান, এর চেয়ে কম হলো কাপড় প্রদান করা। যদি তালাকদাতা ধনী হয় তাহলে দাস বা অন্য সমপরিমাণ কিছু প্রদান করা। আর যদি তালাকদাতা গরিব হয়, তাহলে একটি জামা, একটি ওড়না ও একটি চাদর "মোতা" স্বরূপ দান করবে।

قوله عَلَى الْمُوْسِعِ قَدَرُهٗ-এর মর্মকথা : ইমাম রাযী (র.) তাফসীরে কাবীরে বর্ণনা করেন, اَلْمُوْسِعِ বলতে ধনী লোককে বুঝায়, আর اَلْمُقْتِرِ বলতে দরিদ্র লোককে বুঝায়। আয়াতের অর্থ হলো, স্বামীর অবস্থা অনুপাতে স্ত্রীর খোরপোষ নির্ধারণ করা হবে। কেউ কেউ বলেন, স্ত্রীর খোরপোষের ক্ষেত্রে স্বামী স্ত্রী উভয়ের অবস্থার প্রতি দৃষ্টি রাখতে হবে। এমনিভাবে مُتْعَةً নির্ধারণ করতে হবে, যাতে করে স্বামীর জন্য তা তার ক্ষমতার বাইরে চলে না যায়; কিংবা তার স্ত্রী নির্যাতিত না হয়। অধিকন্তু মাঝামাঝি পন্থা অবলম্বন করতে হবে।

https://e-ilm.weebly.com/

https://e-ilm.weebly.com/

قوله مَتَاعًا بِالْمَعْرُوفِ-এর ব্যাখ্যা : কেউ যদি স্ত্রী সহবাস না করে স্ত্রীকে তালাক দিয়ে দেয় তখন তার কর্তব্য হবে নিজের পক্ষ হতে তালাকপ্রাপ্তা স্ত্রীকে কিছু উপভোগ্য বস্তু দিয়ে দেওয়া। ন্যূনপক্ষে তাকে এক প্রস্থ কাপড় প্রদান করবে। কুরআন মাজীদ প্রকৃত পক্ষে এ জন্যই কোনো পরিমাণ নির্ধারণ করেনি। যার ফলে এ বিষয়ে ইমামদের মাঝে মতানৈক্য বিদ্যমান। (১) হযরত ইমাম হাসান (র.) হতে বর্ণিত, এরূপ এক ক্ষেত্রে তিনি বিশ হাজার দিরহামের উপঢৌকন প্রদানের ফয়সালা দিয়েছিলেন। (২) হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) বলেন, ন্যূনতম পরিমাণ হলো এক প্রস্থ কাপড়। (৩) হযরত কাযী শোরাইহ (র.) পাঁচশত রৌপ্য মুদ্রা দেওয়ার কথা বলেছেন। (৪) হযরত ইমাম আবূ হানীফা (র.) বলেন, যদি সহায়তার প্রশ্নে উভয়ই মতবিরোধ করে তাহলে মহরে মিছালের অর্ধাংশ দিতে হবে। (৫) হযরত ইমাম শাফেয়ী (র.) বলেন, কোনো নির্দিষ্ট জিনিস প্রদানে স্বামীকে বাধ্য করা যাবে না।

قوله إِلَّا أَنْ يَعْفُونَ أَوْ يَعْفُوَ الخ -এর ব্যাখ্যা : পুরুষের পূর্ণ মহর দেওয়াকে তালাক প্রদত্ত মহিলার অর্ধেক প্রাপ্য মোহরের বিবরণের পাশাপাশি হয়তো এজন্য উল্লেখ করা হয়েছে যে, আরব দেশের সাধারণ প্রথা অনুযায়ী বিয়ের সঙ্গে সঙ্গেই মোহরের সম্পূর্ণ অর্থ দিয়ে দেওয়া হতো। সুতরাং সহবাসের পূর্বে তালাক দিলে অর্ধেক মোহর স্বামী ফেরত পেত। যদি সে বদান্যতার কারণে অর্ধেক ফেরত না নেয়, তবে তাও ক্ষমার পর্যায় পড়ে। এরূপ ক্ষমা করাকে উত্তম ও তাকওয়ার পক্ষে অনুকূল বলা হয়েছে। কেননা তালাকটি যে ভদ্রোচিত পরিবেশে অনুষ্ঠিত হয়েছে এই ক্ষমা করাকে উত্তম ও তাকওয়ার পক্ষে অনুকূল বলা হয়েছে। এই ক্ষমা তারই নিদর্শন, যা শরিয়তের দৃষ্টিতে উত্তম ও পুণ্যের কাজ। তাই ক্ষমা স্ত্রীর পক্ষ থেকেও হতে পারে স্বামীর পক্ষ হতেও হতে পারে।

قوله الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكَاحِ -এর তাফসীর : অত্র আয়াতের তাফসীরে রাসূল ﷺ নিজে বর্ণনা করেন যে, বিবাহ বন্ধনের মালিক হলো স্বামী। এ হাদীসটি দারাকুতনীতে আমর ইবনে শো'আইব তার পিতা থেকে তিনি তার দাদা থেকে বর্ণনা করেছেন। ইমাম কুরতুবী (র.) বলেন, এটি হযরত আলী (রা.) এবং ইবনে আব্বাস (রা.) হতেও বর্ণিত আছে। এতে প্রমাণিত হয় যে, বিবাহ সমাধা হওয়ার পর বিবাহ ঠিক রাখা বা ভঙ্গ করার মালিক স্বামী।

قوله الصَّلٰوةِ الْوُسْطٰى দ্বারা উদ্দেশ্য : الصَّلٰوةُ الْوُسْطٰى সম্পর্কে তাফসীর কারকগণের মধ্যে বিভিন্ন মতামত পরিলক্ষিত হয়। ১. হযরত আলী ও ইবনে আব্বাস (রা.) বলেন, তা দ্বারা ফজরের নামাজ বুঝানো হয়েছে। ২. হযরত ইবনে আব্বাস (রা.)-এর মতে মাগরিবের নামাজ। ৩. কতিপয় সাহাবীদে মতে জোহরের নামাজ। ৪. কারো কারো মতে ইশার নামাজ। ৫. কারো মতে ঈদের নামাজ অথবা জুমার নামাজ। ৬. জমহুর বসরীদের মতে আসরের নামাজ উদ্দেশ্যে। অধিকাংশ বিজ্ঞ সাহাবীদের ও তাবেয়ীদের নির্ভরযোগ্য মতেও আসরের নামাজকে উদ্দেশ্যে করা হয়েছে। আর এটাই অধিক গ্রহণযোগ্য।

كَمَا عَلَّمَكُمْ -এর ইঙ্গিত : যেমনিভাবে তিনি তোমাদেরকে নামাজ আদায় করার জন্য শিক্ষা দান করেছেন। অর্থাৎ নামাজ সম্বন্ধে শরিয়তের যে বিধান দেওয়া হয়েছে। আর ভয়-ভীতিতেও নিরাপদ অবস্থায় যেমনিভাবে নামাজ পড়ার পদ্ধতি জানিয়ে দেওয়া হয়েছে, ঠিক তেমনিভাবে তোমরা নামাজ পড় এবং আল্লাহকে ভয় করতে থাক। অথবা, যেভাবে আদায় করতে আল্লাহ তা'আলার শোকর আদায় হয়, ঠিক সেভাবেই তোমরা আল্লাহর শোকর আদায় কর।

فَاذْكُرُوا اللّٰهَ এর মর্মার্থ : যখন তোমাদের শত্রুর বা হিংস্র প্রাণীর ভয়ের আশঙ্কা থাকবে তখন হাটাচলা অবস্থায় বা আরোহী অবস্থায় নামাজ আদায় কর। আর শত্রুর ভয় থেকে নিরাপত্তা লাভ করার প্রেক্ষিতে তোমরা আল্লাহ তা'আলার শোকর আদায় কর। নিরাপদ অবস্থায় নির্ধারিত নিয়মে নামাজ আদায় কর এবং আল্লাহ তা'আলার নাম স্মরণ কর।

ভয়কালীন নামাজ আদায় : যুদ্ধ চলাকালীন শত্রুর আক্রমণে অথবা যে কোনো সময়ে মানুষ অথবা হিংস্র প্রাণী দ্বারা আক্রান্ত হওয়ার ভয়-ভীতি বিদ্যমান অবস্থায় আদায়কৃত নামাজকে সালাতুল খাওফ বলে। নামাজের সময় হলে ইমাম মানুষকে দু'দলে ভাগ করবে। একদল শত্রুর সম্মুখে থাকবে ও দ্বিতীয় দল ইকতেদা করবে। এক রাকাত হলে প্রথম দল শত্রুর সম্মুখে চলে যাবে আর দ্বিতীয় দল ইকতেদা করবে, ইমাম দ্বিতীয় রাকাত ও তাশাহহুদ পড়ে সালাম ফিরাবে; কিন্তু মুক্তাদীগণ সালাম না ফিরিয়ে শত্রুর সম্মুখে চলে যাবে। প্রথম দল এসে বিনা কেরাতে একা একা এক রাকাত ও তাশাহহুদ পড়ে সালাম ফিরাবে এবং শত্রুর সম্মুখে চলে যাবে। আর দ্বিতীয় দল এসে কেরা'ত সহকারে এক রাকাত ও তাশাহহুদ পড়ে নিবে।

قوله قُومُوا لِلّٰهِ قٰنِتِيْنَ এর মর্মার্থ : قٰنِتِيْنَ শব্দটি قُنُوْتٌ হতে নির্গত। অর্থ আনুগতকারীগণ। এর মর্মার্থ সম্পর্কে মুফাসসিরীনের কয়েকটি অভিমত পাওয়া যায়।

১. হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) বলেন قٰنِتِيْنَ অর্থ– ذَاكِرِيْنَ ও دَاعِيْنَ অর্থাৎ জিকিরকারী ও দোয়াকারী।
২. হযরত কাতাদাহ (রা.) ও হাসান বসরী (র.) বলেন, এর অর্থ– مُطِيْعِيْنَ তথা আনুগত্যকারীগণ।
৩. হযরত মুজাহিদ (র.) বলেন- এর অর্থ خَاشِعِيْنَ তথা বিনয়ীগণ।

৪. ইবনে মাসউদ (রা.) বলেন, এর অর্থ– سَاكِتِيْنَ অর্থাৎ নিশ্চুপ বা নীরবতা পালনকারীগণ।

৫. তাফসীরে ইবনে কাছীরে আছে, এর অর্থ– ذَلِيْلِيْنَ তথা অতি নম্র ব্যক্তিগণ।

৬. আল্লামা রাগেব ইস্পাহানী (র.) বলেন, এর অর্থ– اَلطَّاعَةُ مَعَ الْخُضُوْعِ তথা বিনয়ের সাথে আনুগত্য করা।

৭. কারো মতে اَلْاِشْتِغَالُ بِالْعِبَادَةِ অর্থাৎ ইবাদতে মশগুল থাকা। যেমন হাদীসে এসেছে– قِيْلَ اَيُّ الصَّلٰوةِ اَفْضَلُ قَالَ طُوْلُ الْقُنُوْتِ

নামাজের সংখ্যা নির্ধারণ : সকল মুসলমানের ঐকমত্যে নামাজ পাঁচ ওয়াক্ত। উক্ত আয়াতটি এই কথার প্রতি পূর্ণ সমর্থন করে। কেননা اَلصَّلَوَاتُ শব্দটি বহুবচন, এর দ্বারা কমপক্ষে তিন ওয়াক্ত নামাজ বুঝায়। তারপর اَلصَّلٰوةُ الْوُسْطٰى নিয়ে হলো চার ওয়াক্ত। এখন চার ওয়াক্ত হতে মধ্যবর্তী নামাজ নির্ধারণ করা যায় না। অতএব বুঝা যায় যে, নামাজ পাঁচ ওয়াক্ত। মধ্যবর্তী এক ওয়াক্ত এবং দুই পাশে দুই ওয়াক্ত। এ ছাড়াও আরো চারটি আয়াত রয়েছে। যেমন–

১. فَسُبْحَانَ اللّٰهِ حِيْنَ تُمْسُوْنَ وَحِيْنَ تُصْبِحُوْنَ এখানে سُبْحَانَ اللّٰهِ দ্বারা নামাজ উদ্দেশ্য অর্থাৎ حِيْنَ تُمْسُوْنَ দ্বারা মাগরিব ও ইশা وَحِيْنَ تُصْبِحُوْنَ দ্বারা ফজর عَشِيًّا দ্বারা আসর এবং حِيْنَ تُظْهِرُوْنَ দ্বারা জোহরের নামাজ উদ্দেশ্য।

২. اَقِمِ الصَّلٰوةَ لِدُلُوْكِ وَقُرْاٰنَ الْفَجْرِ আয়াতের دُلُوْك দ্বারা زَوَالُ شَمْسٍ উদ্দেশ্য। এর দ্বারা জোহর, আসর, মাগরিব ও ইশা এবং দ্বারা فَجْر উদ্দেশ্য।

فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ قَبْلَ طُلُوْعِ الشَّمْسِ وَقَبْلَ غُرُوْبِهَا আয়াতের পাঁচ ওয়াক্ত নামাজের উল্লেখ রয়েছে।

৪. اَقِمِ الصَّلٰوةَ طَرَفَيِ النَّهَارِ وَزُلَفًا مِّنَ الَّيْلِ আয়াতে পাঁচ ওয়াক্ত নামাজের বর্ণনা পাওয়া যায়।

নামাজের সংরক্ষণ দ্বারা উদ্দেশ্য : নামাজের সংরক্ষণ বলতে সকল শর্তসহ নামাজ আদায় করাকে বুঝায়। অর্থাৎ, শরীর, কাপড় ও নামাজের স্থান পবিত্র, শরীর ঢাকা, কেবলামুখী হওয়া, নামাজের সকল আরকান সংরক্ষণ করা। নামাজ নষ্ট করে দেয় এমন সব কাজ থেকে বিরত থাকা এবং সর্বোপরি একনিষ্ঠভাবে আল্লাহর জন্য নামাজ আদায় করাকে সংরক্ষণ বুঝায়। –[তাফসীরে কাবীর]

رِجَالًا ও رُكْبَانًا **দ্বারা উদ্দেশ্য :** رِجَالٌ শব্দটি رَاجِلٌ-এর বহুবচন। পদব্রজে চলমান ব্যক্তিকে رَاجِلٌ বলা হয়। আর رُكْبَانٌ শব্দটি رَاكِبٌ-এর বহুবচন। পায়ে না চলে ঘোড়া, উটা বা অন্য যে কোনো বাহনে আরোহণকারীকে رَاكِبٌ বলা হয়। অতএব আয়াতের অর্থ দাঁড়ায় তোমরা স্বাভাবিকাবস্থায় না হয়ে কোনো ভয়ের মুহূর্তে অবস্থান করলে পায়ে হেটে হোক, আরোহণাবস্থায় হোক নামাজ আদায় করবে। কোনো অবস্থাতেই নামাজ ত্যাগ করা যাবে না। এমনকি ইশারা করে হলেও নামাজ আদায় করতে হবে।

ভয়ের সময় রাকাতের সংখ্যা : ইমাম শাফেয়ী, মালেক এবং একদল আলেমের মতে, ভয়ের সময় দু' রাকাত নামাজ আদায় করতে হবে। যেমন সফরে দু'রাকাত আদায় করা হয়।

হাসান ইবনে আবুল হাসান, কাতাদাহ প্রমুখের মতে, ইশারার মাধ্যমে এক রাকাত পড়বে। হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) বলেন, নবী করীম ﷺ-এর মাধ্যমে আল্লাহ তা'আলা মুকিমাবস্থায় চার সফরাবস্থায় দুই ও ভয়ের সময় এক রাকাত নামাজ ফরজ করেছেন।

قوله وَصِيَّةً لِّاَزْوَاجِهِمْ الخ **-এর ব্যাখ্যা :** বয়ানুল কুরআন গ্রন্থকার বলেন, ইসলামের প্রাথমিক যুগে অন্যান্যদের মতো স্ত্রীদেরকেও মৃত স্বামীর অসিয়তের উপর নির্ভর করতে হতো। তৎকালীন বিধান অনুযায়ী বিধবা স্ত্রী মৃত স্বামীর ঘরে বাস করতে চাইলে এক বছর কাল পর্যন্ত স্বামীর পরিত্যক্ত সম্পত্তি হতে তার ভরণ পোষণের ব্যবস্থা করতে হতো, কিন্তু স্ত্রী ইদ্দত চলাকালে স্বীয় প্রাপ্য হিস্যা মৃত স্বামীর ওয়ারিশদেরকে ছেড়ে দিয়ে অন্যত্র বিবাহ করে চলে যেতে পারত। তারপর মিরাশের আয়াত নাজিল হওয়ায় এ আয়াতের বিধান মানসূখ হয়ে যায়।

قوله وَالَّذِيْنَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُوْنَ اَزْوَاجًا ...... وَاللّٰهُ عَزِيْزٌ حَكِيْمٌ জাহেলিয়াত আমলে স্বামীর মৃত্যুর দরুন ইদ্দত ছিল এক বৎসর। কিন্তু ইসলামে এক বৎসরের স্থলে চার মাস দশ দিন নির্ধারণ করা হয়েছে। যেমন– পূর্ববর্তী আয়াতে বলে দেওয়া হয়েছে। কিন্তু يَتَرَبَّصْنَ بِاَنْفُسِهِنَّ اَرْبَعَةَ اَشْهُرٍ وَّعَشْرًا এতে স্ত্রীকে এতটুকু সুবিধা দেওয়া হয়েছিল যে, যেহেতু তখনও পর্যন্ত মিরাশের বিধান নাজিল হয়নি এবং মিরাশের কোনো অংশ স্ত্রীলোকের জন্য নির্ধারণ করা হয়নি; বরং তাদের ভাগ্য পুরুষের অসিয়তের উপর নির্ভরশীল ছিল যা পূর্ববর্তী আয়াত كُتِبَ عَلَيْكُمْ اِذَا حَضَرَ এর তাফসীরে বুঝা গেছে। কাজেই নির্দেশ হয়েছিল যে, যদি স্বামীর মৃত্যুর পর স্ত্রী নিজের সুবিধার জন্য স্বামীর পরিত্যক্ত বাড়িতে থাকতে চায়, তবে এক বৎসর পর্যন্ত থাকার অধিকার রয়েছে এবং তারই পরিত্যক্ত অর্থ–সম্পদ থেকে স্ত্রীর ভরণ-পোষণ ইদ্দতের সময় পর্যন্ত দিতে হবে।

এ আয়াতে সেই নির্দেশটিই বর্ণনা করা হয়েছে আর স্বামীদেরকে সেভাবেই অসিয়ত করতে বলা হয়েছে। আর যেহেতু এ অধিকারটি ছিল স্ত্রীর তাই তা আদায় করা না করার অধিকারও ছিল তারই। মৃত ব্যক্তির উত্তরাধিকারীদের জন্য তাকে ঘর

https://e-ilm.weebly.com/

থেকে বের দেওয়া জায়েজ ছিল না। ইদ্দত শেষ হওয়ার পর সে তার অংশ ছেড়েও দিতে পারতো। আর অন্যত্র বিয়ে করাও জায়েজ ছিল। এখানে 'নিয়মানুযায়ী' শব্দের অর্থ তাই। কিন্তু ইদ্দতের মধ্যে ঘর থেকে বের হওয়া বা বিয়ে করা ইত্যাদি ছিল পাপের কাজ। স্ত্রীলোকের জন্যও এবং বাধা দিতে পারা সত্ত্বেও যারা বাধা না দেয় তাদের জন্যও। পরে যখন মিরাশের আয়াত নাজিল হয়, তখন বাড়ি-ঘর এবং অন্যান্য সব কিছুর মধ্যেই যেহেতু স্ত্রীকেও অংশ দেওয়া হয়েছে, কাজেই সে তার নিজের অংশে থাকার এবং নিজের অংশ থেকে ব্যয় করার পূর্ণ অধিকারী রয়ে গেছে। ফলে এ আয়াতটির সরাসরি নির্দেশ রহিত হয়ে গেছে।

قوله وَلِلْمُطَلَّقٰتِ مَتَاعٌۢ بِالْمَعْرُوْفِ তালাকপ্রাপ্তা স্ত্রীলোকের উপকার করার কথা এর পূর্ববর্তী আয়াতেও এসেছে। তবে তা ছিল শুধুমাত্র দু'রকম তালাকপ্রাপ্তা স্ত্রীর জন্য। সহবাস কিংবা নির্জনবাসের পূর্বে যাদেরকে তালাক দেওয়া হয়েছে, তাদের একটি উপকার ছিল কমপক্ষে একজোড়া কাপড় দেওয়া। আর দ্বিতীয় উপকার হচ্ছে অর্ধেক মহর দেওয়া। বাকি রইল সে সমস্ত তালাকপ্রাপ্তা স্ত্রী যাদের সাথে স্বামী নির্জনবাস কিংবা সহবাস করেছে। তাদের মধ্যে যাদের মহর ধার্য করা হয়েছে, তাদের উপকার করা অর্থ, তার ধার্যকৃত পূর্ণ মহর দিয়ে দেওয়া। আর যার মহর ধার্য করা হয়নি তার জন্য মহরে মিছাল দেওয়ার কথা বলা হয়েছে। আর যদি مَتَاعٌ শব্দের দ্বারা 'বিশেষ ফায়দা' বলতে একজোড়া কাপড় বুঝানো হয়, তবে একজনকে তা দেওয়া ওয়াজিব, যা পূর্বে বর্ণিত হয়েছে। আর অন্যান্যদের বেলায় তা মোস্তাহাব। আর যদি مَتَاعٌ শব্দের দ্বারা খোর-পোষ বুঝানো হয়ে থাকে, তবে যে তালাকের পর ইদ্দত অতিক্রান্ত করতে হয়, তাতে ইদ্দত পর্যন্ত তা দেওয়া ওয়াজিব। তালাকে রাজয়ীই হোক আর তালাকে-বায়েনাই হোক ব্যাপক অর্থে সব ধরনের তালাকই এর অন্তর্ভুক্ত।

শব্দ বিশ্লেষণ

مَتِّعُوْهُنَّ : সীগাহ جمع مذكر حاضر বহছ امر حاضر معروف বাব تَفْعِيْل মাসদার اَلتَّمْتِيْعُ মূলবর্ণ (م . ت . ع) জিনস صحيح অর্থ– তোমরা খরচ দাও।

الْمُوْسِعِ : সীগাহ واحد مذكر বহছ اسم فاعل বাব اِفْعَالٌ মাসদার اَلْاِيْسَاعُ মূলবর্ণ (و . س . ع) জিনস مثال واوى অর্থ– সম্পদশালী, ধনী ব্যক্তি।

الْمُقْتِرِ : সীগাহ واحد مذكر বহছ اسم فاعل বাব اِفْعَالٌ মাসদার اَلْاِقْتَارُ মূলবর্ণ (ق . ت . ر) জিনস صحيح অর্থ– অস্বচ্ছল ব্যক্তি, দরিদ্র।

يَعْفُوْنَ : সীগাহ جمع مذكر غائب বহছ مضارع معروف বাব نَصَرَ মাসদার اَلْعَفْوُ মূলবর্ণ (ع . ف . و) জিনস ناقص واوى অর্থ– তারা মাফ করে দেয়।

لَاتَنْسَوُا : সীগাহ جمع مذكر حاضر বহছ نهى حاضر معروف বাব سَمِعَ মাসদার اَلنِّسْيَانُ মূলবর্ণ (ن . س . ى) জিনস ناقص يائى অর্থ– তোমরা ভুলো না।

قُوْمُوْا : সীগাহ جمع مذكر حاضر বহছ امر حاضر معروف বাব نَصَرَ মাসদার اَلْقِيَامُ মূলবর্ণ (ق . و . م) জিনস اجوف واوى অর্থ– তোমরা দণ্ডায়মান হও।

يُتَوَفَّوْنَ : সীগাহ جمع مذكر غائب বহছ مضارع مجهول বাব تَفَعُّلٌ মাসদার اَلتَّوَفِّىْ মূলবর্ণ (و . ف . ى) জিনস لفيف مفروق অর্থ– তারা মরে যায়।

الْمُتَّقِيْنَ : সীগাহ جمع مذكر বহছ اسم فاعل বাব اِفْتِعَالٌ মাসদার اَلْاِتِّقَاءُ মূলবর্ণ (و . ق . ى) জিনস لفيف مفروق অর্থ– তাকওয়া অর্জনকারীগণ।

বাক্য বিশ্লেষণ

قوله حٰفِظُوْا عَلَى الصَّلَوٰتِ وَالصَّلٰوةِ الْوُسْطٰى : এখানে حٰفِظُوْا হলো فعل এতে اَنْتُمْ যমীর فاعل আর عَلٰى হলো حرف جار ও الصَّلَوٰتِ হলো معطوف عليه এবং واو টি হচ্ছে حرف عطف অতঃপর الصَّلٰوةِ الْوُسْطٰى হলো صفت ও موصوف মিলে معطوف এবার معطوف عليه ও معطوف মিলে مجرور তারপর جار ও مجرور মিলে متعلق ; সবশেষে فعل ـ فاعل ও متعلق মিলে جملة فعلية انشائية হয়েছে।

قوله وَقُوْمُوْا لِلّٰهِ قٰنِتِيْنَ : এখানে قُوْمُوْا হলো فعل এতে اَنْتُمْ যমীর ذو الحال আর قٰنِتِيْنَ হলো حال এবার حال ও ذو الحال মিলে فاعل এবং لله শব্দটি جار ও مجرور মিলে متعلق , এবার فعل ـ فاعل ও متعلق মিলে جملة فعلية انشائية হলো।

https://e-ilm.weebly.com/

أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ خَرَجُوا مِنْ دِيَارِهِمْ وَهُمْ أُلُوفٌ حَذَرَ الْمَوْتِ فَقَالَ لَهُمُ اللَّهُ مُوتُوا ثُمَّ أَحْيَاهُمْ إِنَّ اللَّهَ لَذُو فَضْلٍ عَلَى النَّاسِ وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَشْكُرُونَ (٢٤٣)

অনুবাদ (২৪৩) তুমি কি ঐ সকল লোকের ঘটনা অবগত নও– যারা বের হয়ে পড়ছিল নিজেদের ঘর হতে আর তারা বহু সহস্রই ছিল, মৃত্যু হতে বাঁচার জন্য, সুতরাং আল্লাহ তাদের উদ্দেশ্যে বললেন, মরে যাও। অতঃপর তিনি তাদেরকে জীবিত করলেন, নিশ্চয়, আল্লাহ তা'আলা অতি অনুগ্রহশীল মানুষের প্রতি, কিন্তু অধিকাংশ লোক শোকরগুজারী করে না।

وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ (٢٤٤)

(২৪৪) আর আল্লাহর পথে জিহাদ কর এবং দৃঢ়ভাবে একথা জেনে রাখ যে, নিশ্চয় আল্লাহ খুব শ্রবণকারী, মহাজ্ঞানী।

مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضَاعِفَهُ لَهُ أَضْعَافًا كَثِيرَةً وَاللَّهُ يَقْبِضُ وَيَبْسُطُ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ (٢٤٥)

(২৪৫) [এমন ব্যক্তি] কে আছে, যে আল্লাহকে করজ দিবে উত্তম করজ দেওয়া, অতঃপর আল্লাহ তা'আলা তাকে তার জন্য বর্ধিত করে দিবেন বহুগুণে, আর আল্লাহ তা'আলা কমান এবং বাড়ান, আর তোমরা তাঁরই দিকে প্রত্যাবর্তিত হবে।

أَلَمْ تَرَ إِلَى الْمَلَإِ مِنْ بَنِي إِسْرَائِيلَ مِنْ بَعْدِ مُوسَىٰ إِذْ قَالُوا لِنَبِيٍّ لَهُمُ ابْعَثْ لَنَا مَلِكًا نُقَاتِلْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ

(২৪৬) মূসা পরবর্তী একদল বনী ইসরাঈলের কাহিনী তুমি কি জান না? যখন তারা নিজেদের এক নবীকে বলেছিল যে, আমাদের জন্য একজন বাদশাহ নির্ধারিত করুন যেন আমরা আল্লাহর পথে জিহাদ করতে পারি,

শাব্দিক অনুবাদ

(২৪৩) أَلَمْ تَرَ তুমি কি ঐ সকল লোকের ঘটনা অবগত নও– إِلَى الَّذِينَ خَرَجُوا যারা বের হয়ে পড়ছিল مِنْ دِيَارِهِمْ নিজেদের ঘর হতে وَهُمْ أُلُوفٌ আর তারা বহু সহস্রই ছিল حَذَرَ الْمَوْتِ মৃত্যু হতে বাঁচার জন্য فَقَالَ لَهُمُ اللَّهُ সুতরাং আল্লাহ তাদের উদ্দেশ্যে বললেন مُوتُوا মরে যাও ثُمَّ أَحْيَاهُمْ অতঃপর তিনি তাদেরকে জীবিত করলেন إِنَّ اللَّهَ নিশ্চয় আল্লাহ তা'আলা لَذُو فَضْلٍ অতি অনুগ্রহশীল عَلَى النَّاسِ মানুষের প্রতি وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ কিন্তু অধিকাংশ লোক لَا يَشْكُرُونَ শোকরগুজারী করে না।

(২৪৪) وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ আর আল্লাহর পথে জিহাদ কর وَاعْلَمُوا এবং দৃঢ়ভাবে একথা জেনে রাখ যে أَنَّ اللَّهَ নিশ্চয় আল্লাহ سَمِيعٌ খুব শ্রবণকারী, عَلِيمٌ মহাজ্ঞানী।

(২৪৫) مَنْ ذَا কে আছে, الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ যে আল্লাহকে করজ দিবে قَرْضًا حَسَنًا উত্তম করজ দেওয়া فَيُضَاعِفَهُ لَهُ অতঃপর আল্লাহ তা'আলা তাকে তার জন্য বর্ধিত করে দিবেন أَضْعَافًا كَثِيرَةً বহুগুণে وَاللَّهُ আর আল্লাহ তা'আলা يَقْبِضُ কমান وَيَبْسُطُ এবং বাড়ান وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ আর তোমরা তাঁরই দিকে প্রত্যাবর্তিত হবে।

(২৪৬) أَلَمْ تَرَ তুমি কি জান না? إِلَى الْمَلَإِ مِنْ بَنِي إِسْرَائِيلَ একদল বনী ইসরাঈলের কাহিনী مِنْ بَعْدِ مُوسَىٰ মূসা পরবর্তী إِذْ قَالُوا لِنَبِيٍّ যখন তারা নিজেদের এক নবীকে বলেছিল যে ابْعَثْ لَنَا مَلِكًا আমাদের জন্য একজন বাদশাহ নির্ধারিত করুন نُقَاتِلْ فِي سَبِيلِ যেন আমরা আল্লাহর পথে জিহাদ করতে পারি قَالَ সেই পয়গম্বর বললেন هَلْ عَسَيْتُمْ এরূপ সম্ভাবনা আছে কি যে

https://e-ilm.weebly.com/

قَالَ هَلْ عَسَيْتُمْ اِنْ كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِتَالُ اَلَّا تُقَاتِلُوْا ؕ قَالُوْا وَمَا لَنَآ اَلَّا نُقَاتِلَ فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ وَقَدْ اُخْرِجْنَا مِنْ دِيَارِنَا وَاَبْنَآئِنَا ؕ فَلَمَّا كُتِبَ عَلَيْهِمُ الْقِتَالُ تَوَلَّوْا اِلَّا قَلِيْلًا مِّنْهُمْ ؕ وَاللّٰهُ عَلِيْمٌۢ بِالظّٰلِمِيْنَ (٢٤٦)

অনুবাদ : সেই পয়গম্বর বললেন, এরূপ সম্ভাবনা আছে কি যে, যদি তোমাদেরকে জিহাদের আদেশ দেওয়া হয়, তোমরা যুদ্ধ করবে না? তারা বলল, আমাদের এমন কি কারণ হতে পারে যে, আমরা আল্লাহর পথে জিহাদ করব না, অথচ আমরা আমাদের বাড়ি-ঘর হতে এবং সন্তানদের হতেও বহিষ্কৃত হয়েছি, অনন্তর যখন তাদেরকে জিহাদের আদেশ করা হলো তখন তাদের অল্প কয়েকজন ব্যতীত সকলেই পশ্চাৎপদ হলো, আর আল্লাহ আদেশ অমান্যকারীদেরকে ভালোরূপেই জানেন।

وَقَالَ لَهُمْ نَبِيُّهُمْ اِنَّ اللّٰهَ قَدْ بَعَثَ لَكُمْ طَالُوْتَ مَلِكًا ؕ قَالُوْٓا اَنّٰى يَكُوْنُ لَهُ الْمُلْكُ عَلَيْنَا وَنَحْنُ اَحَقُّ بِالْمُلْكِ مِنْهُ وَلَمْ يُؤْتَ سَعَةً مِّنَ الْمَالِ ؕ قَالَ اِنَّ اللّٰهَ اصْطَفٰىهُ عَلَيْكُمْ وَزَادَهٗ بَسْطَةً فِى الْعِلْمِ وَالْجِسْمِ ؕ وَاللّٰهُ يُؤْتِىْ مُلْكَهٗ مَنْ يَّشَآءُ ؕ وَاللّٰهُ وَاسِعٌ عَلِيْمٌ (٢٤٧)

(২৪৭) আর তাদেরকে তাদের নবী বললেন, আল্লাহ তা'আলা তালূতকে তোমাদের জন্য বাদশাহ নিযুক্ত করেছেন। তারা বলতে লাগল, আমাদের উপর তার রাজত্ব করার অধিকার কিরূপে থাকতে পারে? অথচ তার তুলনায় আমরাই রাজত্ব করার অধিক যোগ্য, তাকে তো আর্থিক সচ্ছলতা প্রদান করা হয়নি, পয়গম্বর বললেন, আল্লাহ তা'আলা তোমাদের মোকাবিলায় তাঁকে নির্বাচিত করেছেন, আর আধিক্য প্রদান করেছেন, তাকে জ্ঞানে এবং দেহাবয়বে, আর আল্লাহ তা'আলা তাঁর রাজ্য যাকে ইচ্ছা প্রদান করেন, আর আল্লাহ প্রশস্ততা প্রদানকারী, মহাজ্ঞানী।

শাব্দিক অনুবাদ

اِنْ كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِتَالُ যদি তোমাদেরকে জিহাদের আদেশ দেওয়া হয় اَلَّا تُقَاتِلُوْا তোমরা যুদ্ধ করবে না? قَالُوْا তারা বলল وَمَا لَنَآ আমাদের এমন কি কারণ হতে পারে যে اَلَّا نُقَاتِلَ فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ আমরা আল্লাহর পথে জিহাদ করব না وَقَدْ اُخْرِجْنَا অথচ আমরা বহিষ্কৃত হয়েছি مِنْ دِيَارِنَا আমাদের বাড়ি-ঘর হতে وَاَبْنَآئِنَا এবং সন্তানদের হতেও فَلَمَّا كُتِبَ عَلَيْهِمُ الْقِتَالُ অনন্তর যখন তাদেরকে জিহাদের আদেশ করা হলো تَوَلَّوْا اِلَّا قَلِيْلًا مِّنْهُمْ তখন তাদের অল্প কয়েকজন ব্যতীত সকলেই পশ্চাৎপদ হলো وَاللّٰهُ عَلِيْمٌۢ بِالظّٰلِمِيْنَ আর আল্লাহ আদেশ অমান্যকারীদেরকে ভালোরূপেই জানেন।

(২৪৭) وَقَالَ لَهُمْ نَبِيُّهُمْ আর তাদেরকে তাদের নবী বললেন اِنَّ اللّٰهَ قَدْ بَعَثَ নিশ্চয় আল্লাহ তা'আলা নিযুক্ত করেছেন لَكُمْ তোমাদের জন্য طَالُوْتَ তালূতকে مَلِكًا বাদশাহ قَالُوْٓا তারা বলতে লাগল اَنّٰى يَكُوْنُ لَهُ الْمُلْكُ عَلَيْنَا আমাদের উপর তার রাজত্ব করার অধিকার কিরূপে থাকতে পারে? وَنَحْنُ اَحَقُّ অথচ আমরাই অধিক যোগ্য بِالْمُلْكِ রাজত্ব করার مِنْهُ তার তুলনায় وَلَمْ يُؤْتَ سَعَةً مِّنَ الْمَالِ তাকে তো আর্থিক সচ্ছলতা প্রদান করা হয়নি قَالَ পয়গম্বর বললেন اِنَّ اللّٰهَ اصْطَفٰىهُ عَلَيْكُمْ আল্লাহ তা'আলা তোমাদের মোকাবিলায় তাঁকে নির্বাচিত করেছেন وَزَادَهٗ আর আধিক্য প্রদান করেছেন بَسْطَةً فِى الْعِلْمِ وَالْجِسْمِ তাকে জ্ঞানে এবং দেহাবয়বে وَاللّٰهُ يُؤْتِىْ مُلْكَهٗ مَنْ يَّشَآءُ আর আল্লাহ তা'আলা তাঁর রাজ্য যাকে ইচ্ছা প্রদান করেন وَاللّٰهُ وَاسِعٌ عَلِيْمٌ আর আল্লাহ প্রশস্ততা প্রদানকারী, মহাজ্ঞানী।

https://e-ilm.weebly.com/

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

(২৪৩) قوله أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ خَرَجُوا مِنْ دِيَارِهِمْ الخ **আয়াতের শানে নুযূল :** বনী ইসরাঈলদের এক সম্প্রদায় আরুরাত অথবা দাউরাদান নামক স্থানে বসবাস করত। সেখানে এক মারাত্মক সংক্রামক ব্যাধির প্রাদুর্ভাব দেখা দিল, তাদের সংখ্যা ছিল প্রায় দশ হাজার। তারা ভীত হয়ে সকলে সে শহর ত্যাগ করে দু'টি পাহাড়ের মধ্যবর্তী একটি প্রশস্ত ময়দানে গিয়ে বসবাস করতে লাগল। আল্লাহ তা'আলা তাদেরকে এবং দুনিয়ার অন্যান্য জাতিকে এ কথা অবগত করানোর জন্য যে, মৃত্যুর ভয়ে পালিয়ে গিয়ে কেউ রক্ষা পেতে পারে না, তাদের কাছে দু'জন ফেরেশতা পাঠালেন। ফেরেশতা দু'জন সে ময়দানের দু'ধারে দাঁড়িয়ে এমন বিকট শব্দ করলেন যে, সকলে একসাথে মৃত্যুবরণ করল। তাদের মধ্যে একটি লোকও জীবিত ছিল না। পার্শ্ববর্তী লোকেরা যখন এ সংবাদ জানতে পারল, তখন সেখানে গিয়ে দশ হাজার মানুষের কাফন-দাফন করার ব্যবস্থা করা যেহেতু খুব সহজ ব্যাপার ছিল না, তাই তাদের চারিদিকে দেয়াল দিয়ে একটি বন্ধ কূপের মতো করে দেওয়া হলো। স্বাভাবিকভাবেই তাদের মৃত দেহগুলো পঁচে গলে গেল, আর হাড় গোড়গুলো তেমনি পড়ে রইল। দীর্ঘকাল পর বনী ইসরাঈলদের হিযকীল (আ.) নামক একজন নবী সেখান দিয়ে যাবার পথে সে বন্ধ স্থানে বিক্ষিপ্তাবস্থায় হাড়গুলো থাকতে দেখে বিস্মিত হলেন। তখন ওহীর মাধ্যমে তাঁকে এ লোকদের সমস্ত ঘটনা অবগত করানো হলো। তিনি দোয়া করলেন যে, হে আল্লাহ তা'আলা! আপনি তাদের সকলকে পুনর্জীবিত করে দিন। আল্লাহ তাঁর দোয়া কবুল করলেন। আর সকলকে পুনর্জীবিত করে দিলেন। উক্ত ঘটনার প্রতি ইঙ্গিত করে এ আয়াত অবতীর্ণ হয়। –মা'আরেফুল কুরআন

(২৪৫) قوله مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللهَ قَرْضًا حَسَنًا الخ **আয়াতের শানে নুযূল :** একদা আবূ দাহ্‌দাহ্ (রা.) নবী করীম ﷺ-এর খেদমতে আরজ করলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমার দু'টি বাগান আছে আমি এর একটি দান করলে ঐ জাতীয় বাগান বেহেশতে পাব কি এবং আমার স্ত্রী ও সন্তান-সন্ততিও আমার সাথে থাকবে কি? রাসূল ﷺ বললেন, হ্যাঁ। অতঃপর সে বাগানের দ্বারে গিয়ে তার স্ত্রীকে এ সুসংবাদটি জানাল, তাতে সে আনন্দে বলে উঠল "আপনার কৃত বস্তুতে আল্লাহ বরকত দান করুন" অতঃপর আবূ দাহ্‌দাহ্ (রা.) উত্তম বাগানটি আল্লাহর রাস্তায় দান করলেন। তার এ দানের প্রসঙ্গে উপরিউক্ত আয়াতটি নাজিল হয়। –[তাফসীরে ইবনে কাসীর]

উল্লিখিত তিনটি আয়াতে আল্লাহ তা'আলা অত্যন্ত অলংকারপূর্ণ বর্ণনাভঙ্গিতে আল্লাহর পথে জীবন উৎসর্গকারীদের প্রতি হেদায়েত করেছেন। জিহাদের বিধান বর্ণনার পূর্বে ইতিহাসের একটি গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা বর্ণনা করেছেন যাতে এ বিষয়টি পরিষ্কার হয়ে যায় যে, হায়াত-মাউত বা জীবন-মরণ একান্তভাবেই আল্লাহ কর্তৃক নির্ধারিত নিয়তির অধীন। যুদ্ধ বা জিহাদে অংশ নেওয়াই মৃত্যুর কারণ নয়। তেমনি ভীরুতার সাথে আত্মগোপন করা মৃত্যু থেকে অব্যাহতি লাভের উপায় নয়। তাফসীরে ইবনে কাসীরে কয়েকজন বিশিষ্ট সাহাবীর উদ্ধৃতিসহ এর ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে উল্লিখিত ঐতিহাসিক ঘটনাটি সম্পর্কে বলা হয়েছে যে, কোনো এক শহরে বনী ইসরাঈল সম্প্রদায়ের কিছু লোক বাস করত। তাদের সংখ্যা ছিল প্রায় দশ হাজার। সেখানে এক মারাত্মক সংক্রামক ব্যাধির প্রাদুর্ভাব হয়। তারা ভীত-সন্ত্রস্ত হয়ে সে শহর ত্যাগ করে দু'টি পাহাড়ের মধ্যবর্তী এক প্রশস্ত ময়দানে গিয়ে বসবাস করতে লাগল। আল্লাহ তা'আলা তাদেরকে এবং দুনিয়ার অন্যান্য জাতিকে একথা অবগত করার জন্য যে, মৃত্যুর ভয়ে পালিয়ে গিয়ে কেউ রক্ষা পেতে পারে না। তাদের কাছে দু'জন ফেরেশতা পাঠালেন। ফেরেশতা দু'জন সে ময়দানের দু' ধারে দাঁড়িয়ে এমন এক বিকট শব্দ করলেন যে, তাদের সবাই এক সাথে মরে গেল, একটি লোকও জীবিত রইল না; পার্শ্ববর্তী লোকেরা যখন এ সংবাদ জানতে পারল, তখন সেখানে গিয়ে দশ হাজার মানুষের দাফন-কাফন করার ব্যবস্থা করা যেহেতু খুব সহজ ব্যাপার ছিল না তাই তাদেরকে চারদিকে দেয়াল দিয়ে একটি বদ্ধ কূপের মতো করে দিল। স্বাভাবিকভাবেই তাদের মৃতদেহগুলো পচে-গলে গেল এবং হাড়-গোড় তেমনি পড়ে রইল। দীর্ঘকাল পর বনী ইসরাঈলের হিযকীল (আ.) নামক একজন নবী সেখান দিয়ে যাওয়ার পথে সে বদ্ধ জায়গায় বিক্ষিপ্তাবস্থায় হাড়-গোড় পড়ে থাকতে দেখে বিস্মিত হলেন। তখন ওহীর মাধ্যমে তাঁকে মৃত লোকদের সমস্ত ঘটনা অবগত করানো হলো। তিনি দোয়া করলেন, হে পরওয়ারদেগার! তাদের সবাইকে পুনর্জীবিত করে দাও। আল্লাহ তাঁর দোয়া কবুল করলেন এবং বিক্ষিপ্ত সেই হাড়গুলোকে আদেশ দিলেন–

অর্থাৎ, ওহে পুরাতন হাড়সমূহ! আল্লাহ তা'আলা তোমাদের নিজ নিজ স্থানে সমবেত হতে আদেশ করেছেন। আল্লাহর নবীর যবানীতে এসব হাড় আল্লাহর আদেশ শ্রবণ করল। –[তাফসীরে ইবনে কাসীর] অনেক জড়বস্তুকে হয়তো মানুষ অনুভূতিহীন মনে করে, কিন্তু দুনিয়ার প্রত্যেকটি অণু-পরমাণুও আল্লাহর অনুগত ও ফরমাবরদার এবং নিজ নিজ অস্তিত্ব অনুযায়ী বুদ্ধি ও অনুভূতির অধিকারী। কুরআনে কারীম أَعْطَى كُلَّ شَيْءٍ خَلْقَهُ ثُمَّ هَدَى বলে এদিকেই ইঙ্গিত করেছে। অর্থাৎ, আল্লাহ তা'আলা যাবতীয় বস্তু সৃষ্টি করেছেন এবং তাদেরকে তার উপযুক্ত হেদায়েত দান করেছেন।

https://e-ilm.weebly.com/

মোটকথা, একটি মাত্র শব্দে প্রত্যেকটি হাড় নিজ নিজ স্থানে পুনঃস্থাপিত হলো। অতঃপর সে নবীর প্রতি নির্দেশ হলো, সেগুলোকে বলো, 'ওহে হাড়সমূহ, আল্লাহ তা'আলা তোমাদেরকে নির্দেশ দিচ্ছেন, তোমরা মাংস পরিধান কর এবং রগ ও চামড়া দ্বারা সুসজ্জিত হও।'

সাথে সাথে হাড়ের প্রতিটি কঙ্কাল একেকটি পরিপূর্ণ লাশ হয়ে গেল। অতঃপর রূহকে আদেশ করা হলো। হে আত্মাসমূহ! আল্লাহ তা'আলা তোমাদেরকে যার যার শরীরে ফিরে আসতে নির্দেশ দিচ্ছেন। এ শব্দ উচ্চারিত হতেই সে নবীর সামনে সমস্ত লাশ জীবিত হয়ে দাঁড়ালো এবং বিস্মিত হয়ে চারদিকে তাকাতে আরম্ভ করল। আর সবাই বলতে লাগল سُبْحَانَكَ لَآ اِلٰهَ اِلَّآ اَنْتَ "তোমারই পবিত্রতা বর্ণনা করি হে আল্লাহ! তুমি ছাড়া আর কোনো মা'বুদ নেই।"

এ ঘটনাটি দুনিয়ার সমস্ত চিন্তাশীল বুদ্ধিজীবিকে সৃষ্টিবলয় সম্পর্কিত চিন্তা–ভাবনার ক্ষেত্রে এক নতুন দিগন্তের সন্ধান দেয়। তদুপরি এটা কিয়ামত ও পুনরুত্থান অস্বীকারকারীদের জন্য একটা অকাট্য প্রমাণ হওয়ার সাথে সাথে এর বাস্তব সত্য উপলব্ধি করার পক্ষেও বিশেষ সহায়ক যে, মৃত্যুর ভয়ে পালিয়ে থাকা তা জিহাদ হোক কিংবা প্লেগ মহামারীই হোক, আল্লাহ এবং তাঁর নির্ধারিত নিয়তির প্রতি যারা বিশ্বাসী তাদর পক্ষে সমীচীন নয়। যার এ বিশ্বাস রয়েছে যে, মৃত্যুর একটা নির্ধারিত সময় রয়েছে, নির্ধারিত সময়ের এক মূহুর্ত পূর্বেও তা হবে না এবং এক মূহুর্ত পরেও তা আসবে না, তাদের পক্ষে এরূপ পলায়ন অর্থহীন এবং আল্লাহর অসন্তুষ্টির কারণ।

এখন ঘটনাটি কুরআনের ভাষায় লক্ষ্য করুন! কুরআন মাজীদ ইরশাদ করেছে– اَلَمْ تَرَ اِلَى الَّذِيْنَ خَرَجُوْا مِنْ دِيَارِهِمْ অর্থাৎ আপনি কি সেসব লোকের ঘটনা লক্ষ্য করেননি, যারা মৃত্যুর ভয়ে বাড়ি-ঘর ছেড়ে পালিয়েছিল।"

লক্ষণীয় যে, এ ঘটনা হুজুর ﷺ-এর যুগের হাজার হাজার বছর পূর্বেকার। হুজুর ﷺ-এর পক্ষে এ ঘটনা দেখার প্রশ্নই উঠে না। তাই এখানে اَلَمْ تَرَ বলার উদ্দেশ্য কি? মুফাসসিরগণ বলেছেন, এমনিভাবে যেসব ঘটনা সম্পর্কে اَلَمْ تَرَ দ্বারা সম্বোধন করা হয়েছে, অথচ ঘটনা হুজুর ﷺ-এর যুগের বহু পূর্বেকার যা হুজুরে পাক ﷺ-এর দেখার কথা কল্পনা ও করা যায় না। সে সব ক্ষেত্রে দেখা দ্বারা উদ্দেশ্য আত্মার দর্শন। এসব ক্ষেত্রে اَلَمْ تَرَ দ্বারা اَلَمْ تَعْلَمْ [আপনি কি জানেন না?] বুঝানো হয়। তবুও اَلَمْ تَرَ শব্দে একথা বলার উদ্দেশ্য হচ্ছে এ ঘটনা যে সবারই জানা, সুপ্রসিদ্ধ একটি ব্যাপার, এদিকে ইঙ্গিত করা। বুঝানো হচ্ছে যে, ঘটনাটি এমনি সুপ্রসদ্ধি এবং বহুল আলোচিত যেন এখনো ইচ্ছা করলে তা দেখা যেতে পারে কিংবা দেখার যোগ্য। اَلَمْ تَرَ-এর পরে اِلٰى শব্দ যোগ করায় ভাষাগত দিক দিয়ে এদিকেই ইঙ্গিত বুঝায়। অতঃপর কুরআন কারীম তারা সংখ্যায় অনেক ছিল বলে উল্লেখ করেছে। وَهُمْ اُلُوْفٌ অর্থাৎ সংখ্যা তারা ছিল হাজার হাজার। এ সংখ্যা নির্ধারণ সম্পর্কে বিভিন্ন বর্ণনা পাওয়া যায়। কিন্তু আরবি ভাষার নিয়মানুযায়ী এ শব্দটি অধিকতা বাচক বহুবচন। এতে বুঝা যায় যে, তাদের সংখ্যা দশ হাজারের কম ছিল না।

অতঃপর ইরশাদ হয়েছে– فَقَالَ لَهُمُ اللّٰهُ مُوْتُوْا অর্থাৎ আল্লাহ তা'আলা তাদেরকে বললেন, "তোমরা মরে যাও।" আল্লাহর এ আদেশ প্রত্যক্ষও হতে পারে, বা পরোক্ষভাবে কোনো ফেরেশতার মাধ্যমেও হতে পারে।

অতঃপর বলেছেন– اِنَّ اللّٰهَ لَذُوْ فَضْلٍ عَلَى النَّاسِ অর্থাৎ "আল্লাহ তা'আলা মানুষের প্রতি অত্যন্ত করুণাময়। এতে সে করুণাও অন্তর্ভুক্ত যা বনী ইসরাঈলদের উল্লিখিত দলটির প্রতি পুনর্জীবন দানের মাধ্যমে দেখানো হয়েছিল এবং সে দয়াও শামিল যাতে উম্মতে মুহাম্মদীকে এ ঘটনা সম্পর্কে অবহিত করেছেন এবং তাদের জন্য উপদেশ গ্রহণ করার সুযোগ দিয়েছেন।

অতঃপর পথভোলা মানুষকে সতর্ক করার উদ্দেশ্যে ইরশাদ হয়েছে– وَلٰكِنَّ اَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَشْكُرُوْنَ অর্থাৎ, আল্লাহ তা'আলার শত সহস্র দয়া ও করুণার নির্দশন মানুষের সামনে অহর্নিশ উপস্থিত হতে থাকে, কিন্তু অধিকাংশ মানুষই কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে না। প্রাসঙ্গিকভাবে এ আয়াত অন্য কয়েকটি বিষয়ের সমাধান করে দিয়েছে। প্রথমতঃ আল্লাহর নির্ধারিত তাকদীরের উপর কোনো তাদবীর কার্যর হতে পারে না। জিহাদ অথবা মহামারীর ভয়ে পালিয়ে গিয়ে প্রাণ বাঁচানো যায় না, আর মহামারীগ্রস্ত স্থানে অবস্থান করাও মৃত্যুর কারণ হতে পারে না। মৃত্যুর একটি সুনির্দিষ্ট সময় রয়েছে, যা কোনো ব্যতিক্রম হওয়ার নয়। দ্বিতীয়তঃ কোনোখানে কোনো মহামারী কিংবা কোনো মারাত্মক রোগ-ব্যাধি দেখা দিলে সেখান থেকে পালিয়ে অন্যত্র আশ্রয় নেওয়া বৈধও নয়। রাসূল ﷺ-এর ইরশাদ মোতাবেক অন্য এলাকার লোকের পক্ষেও মহামারীগ্রস্ত এলাকায় যাওয়া বৈধ নয়। হাদীসে বলা হয়েছে সে রোগের মাধ্যমে আল্লাহ তা'আলা তোমাদের পূর্ববর্তী বিভিন্ন উম্মতের উপর আজাব নাজিল করেছেন। সুতরাং যখন তোমরা শুনবে যে, কোনো শহরে প্লেগ প্রভৃতি মহামারী দেখা দিয়েছে, তখন সেখানে যেয়ো না আর যদি কোনো এলাকাতে এ রোগ দেখা দেয় এবং তুমি সেখানেই থাক, তবে সেখান থেকে পলায়ন করবে না।'

https://e-ilm.weebly.com/

প্লেগ সম্পর্কে মহানবীর উক্তির দর্শন : এ সম্পর্কে ইসলামের মৌলিক বিশ্বাস হচ্ছে এই যে, 'কোথাও যাওয়া মৃত্যুর কারণ হতে পারে না, আবার কোনোখান থেকে পালিয়ে যাওয়াও মৃত্যুর হাত থেকে রেহাই পাওয়ার উপায় নয়। এ মৌলিক বিশ্বাসের পাশাপাশি আলোচ্য নির্দেশটি নিঃসন্দেহে বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ।

প্রথমতঃ মহামারীগ্রস্ত এলাকাব বাইরের লোককে আসতে নিষেধ করার পর একটি তাৎপর্য এই যে, এমনও হতে পারে যে, সেখানে গমন করার পর তার হায়াত শেষ হওয়ার দরুনই এ রোগে আক্রান্ত হয়ে সে মৃত্যুবরণ করল, এতদসত্ত্বেও আক্রান্ত ব্যক্তির মনে এমন ধারণা হতে পারে যে, সেখানে না গেলে হয়তো সে মারা যেত না। তাছাড়া অন্যান্য লোকেরও হয়তো এ ধারণাই হবে যে, এখানে না এলে মৃত্যু হতো না। অথচ যা ঘটেছে তা পূর্বেই নির্ধারিত ছিল। যেখানেই থাকতো তার মৃত্যু এ সময়েই হতো। এ আদেশের মাধ্যমে মুসলমানদেরকে ঈমানের ব্যাপারে সন্দেহ-সংশয় থেকে রক্ষা করা হয়েছে, যাতে করে তারা কোনো ভুল বুঝাবুঝির শিকার না হয়।

দ্বিতীয় তাৎপর্য হলো এই যে, এতে আল্লাহ তা'আলা মানুষকে উপদেশ দিয়েছেন যে, যেখানে কষ্ট হওয়ার বা মৃত্যুর আশঙ্কা থাকে, সেখানে যাওয়া উচিত নয়; বরং সাধ্যমতো ঐসব বস্তু থেকে বিরত থাকতে চেষ্টা করা কর্তব্য, যা তার জন্য ধ্বংস বা ক্ষতির কারণ হয়ে দাঁড়াতে পারে। তাছাড়া নিজের জানের হেফাজত করা প্রত্যেক মানুষের জন্য ওয়াজিব ঘোষণা করা হয়েছে। এ নিয়মের চাহিদাও তাই যে, আল্লাহর দেওয়া তাকদীরের প্রতি পূর্ণ বিশ্বাস রেখে যথাসাধ্য সতর্কতামূলক ব্যবস্থা অবলম্বন করতে হবে। যেসব স্থানে প্রাণ নাশের আশঙ্কা থাকে, সেসব স্থানে না যাওয়াও এক প্রকার সতর্কতামূলক তদবীর।

এমনিভাবে সংশ্লিষ্ট এলাকার লোকদেরকে সে স্থান থেকে পলায়ন করতে নিষেধ করার মাঝেও বহু তাৎপর্য নিহিত। একটি হচ্ছে এই যে, যদি এ পলায়নের প্রথা চলতে থাকে, তবে সাধারণভাবে ও সমষ্টিগতভাবে সবাই ক্ষতিগ্রস্ত হবে। যারা সক্ষম ও সবল তারা তো সহজেই পালাতে পারে, কিন্তু যারা দুর্বল তাদের অবস্থা কি হবে? আর যারা রোগাক্রান্ত তাদের সেবা-শুশ্রুষা কিংবা মারা গেলে দাফন-কাফনেরই বা কি ব্যবস্থা হবে?

দ্বিতীয়তঃ যারা সেখানে ছিল, তাদের মধ্যে হয়তো রোগের জীবাণু প্রবেশ করে থাকবে। এমতাবস্থায় তারা যদি বাড়ি-ঘর ছেড়ে বের হয়ে থাকে, তবে তাদের দুঃখ-দুর্দশা আরো বেড়ে যাবে। কারণ, প্রবাসজীবনে রোগাক্রান্ত হলে যে কি অবস্থা হয় তা সবারই জানা।

তৃতীয়তঃ যদি তাদের মধ্যে রোগের জীবাণু ক্রিয়া প্রবেশ করে থাকে, তবে তা বিভিন্ন এলাকায় ছিড়িয়ে পড়বে। আর যদি নিজের জায়গায় আল্লাহর উপর ভরসা করে পড়ে থাকে তবে হয়তো নাজাত পেতে পারে। আর যদি এ রোগে মারা যাওয়াই তার ভাগ্যে থাকে, তবে ধৈর্য ও স্থিরতা অবলম্বন করার বদলায় শহীদের মর্যাদা লাভ করবে।

ইমাম বুখারী (র.) ইয়াহইয়া ইবনে ইয়া'মার থেকে বর্ণনা করেছেন যে, হযরত আয়েশা (রা.) তাঁকে জানিয়েছেন, তিনি রাসূল ﷺ-কে প্লেগ মহামারী সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলে রাসূল ﷺ তাঁকে বলেছেন, এ রোগটি আসলে শাস্তিরূপে অবতীর্ণ হয়েছিল এবং যে জাতিকে শাস্তি দেওয়া উদ্দেশ্য হতো তাদের ভিতরে পাঠানো হতো। অতঃপর আল্লাহ তা'আলা একে মুমিনদের জন্য রহমতে পরিবর্তিত করে দিয়েছেন। আল্লাহর যেসব বান্দা এ রোগের প্রাদুর্ভাব দেখা দেওয়া সত্ত্বেও নিজ এলাকায়ই ধৈর্যসহকারে বসবাস করে এবং এ বিশ্বাস রাখে যে, তার শুধু সে বিপদই হতে পারে, যা আল্লাহ তা'আলা তার জন্য লিখে রেখেছেন, তবে এমন ব্যক্তি শহীদের মতো ছওয়াব পাবে। হুজুর ﷺ-এর বাণী– 'প্লেগ শাহাদাত এবং প্লেগে আক্রান্ত ব্যক্তি শহীদ' এর ব্যাখ্যাও তাই।

এ আয়াতের দ্বারা বুঝা যায় যে, মৃত্যুর ভয়ে জিহাদ থেকে পলায়ন করা হারাম। এ বিষয়টি কুরআনের অন্যত্র অত্যন্ত বিস্তারিতভাবে বর্ণিত হয়েছে। অবশ্য কোনো কোনো বিশেষ অবস্থাকে নির্দেশের আওতা থেকে মুক্ত রাখা হয়েছে।

এটা একান্তই আল্লাহর কুদরত যে, সাহাবীগণের মধ্যে সবচেয়ে বড় সিপাহসালার আল্লাহর অসি হযরত খালেদ ইবনে ওয়ালীদ (রা.) যার সমগ্র ইসলামি জীবনই জিহাদে অতিবাহিত হয়েছে, তিনি কোনো জিহাদে শহীদ হননি; বরং রোগাক্রান্ত হয়ে বাড়িতে ইন্তেকাল করেছেন। মৃত্যুর প্রাক্কালে বিছানায় পড়ে মৃত্যুবরণ করার আক্ষেপে তিনি অনুতাপ করেছিলেন এবং পরিবারের লোকদের লক্ষ্য করে বলেছিলেন, 'আমি অমুক অমুক বিরাট বিরাট জিহাদে অংশ গ্রহণ করেছি। আমার শরীরের এমন কোনো জায়গা নেই যা তীর-বল্লম অথবা অন্য কোনো মারাত্মক অস্ত্রের আঘাতে যখম হয়নি। কিন্তু অনুতাপের বিষয় এই যে, আজ আমি গাধার মতো বিছানায় পড়ে মৃত্যুবরণ করছি। আল্লাহ যেন আমাকে ভীরু-কাপুরুষের প্রাপ্য শাস্তি না দেন। মৃত্যু ভয়ে যারা জিহাদ থেকে সরে থাকতে চায়, তাদেরকে আমার জীবনের এ উপদেশমূলক ঘটনাটি শুনিয়ে দিও।'

https://e-ilm.weebly.com/

قوله يُقْرِضُ اللهَ قَرْضًا حَسَنًا করজ বা ঋণ অর্থ নেক আমল ও আল্লাহর পথে ব্যয় করা। এখানে করজ বা ঋণ শব্দটি রূপক অর্থে বলা হয়েছে। অন্যথায় সবকিছুরই তো একমাত্র মালিক তিনিই। উদ্দেশ্য হচ্ছে এই যে, যেভাবে ঋণ পরিশোধ করা ওয়াজিব, সেভাবে তোমাদের সদ্ব্যয়ের প্রতিদান অবশ্যই দেওয়া হবে।

বৃদ্ধি করার কথা এক হাদীসে এসেছে যে, আল্লাহর পথে একটি খেজুর দানা ব্যয় করলে, আল্লাহ তা'আলা একে এমনভাবে বৃদ্ধি করে দিবেন যে, তা পরিমাণে ওহুদ পাহাড়ের চেয়েও বেশি হবে। আল্লাহকে ঋণ দেওয়ার এ অর্থও বলা হয়েছে যে, তাঁর বান্দাদেরকে ঋণ দেওয়া এবং তাদের অভাব পূরণ করা। তাই হাদীসে অভাবীদেরকে ঋণ দেওয়া এবং তাদের অভাব পূরণ করা। অনেক ফজিলত বর্ণিত হয়েছে। রাসূল ﷺ ইরশাদ করেছেন

১. কোনো একজন মুসলমান অন্য মুসলমানকে একবার ঋণ দিলে এ ঋণদান আল্লাহর পথে সে পরিমাণ সম্পদ দু'বার সদকা করার সমতুল্য।"

২. ইবনে আরাবী (র.) বলেন, এ আয়াত শুনে মানুষের মধ্যে তিন ধরনের প্রতিক্রিয়া হয়েছিল। তন্মধ্যে একদল দুর্ভাগা বলাবলি করতো যে, মুহাম্মদের রব অভাবী এবং আমাদের মুখাপেক্ষী হয়ে পড়েছে, আর আমরা অভাবমুক্ত। এর উত্তরে ইরশাদ হয়েছে–إِنَّ اللهَ فَقِيرٌ وَنَحْنُ أَغْنِيَاءُ سَنَكْتُبُ مَا قَالُوا।

দ্বিতীয় দল হচ্ছে সে সমস্ত লোকের, যারা এ আয়াত শুনে এর বিরুদ্ধাচরণ এবং কার্পণ্য অবলম্বন করেছে। ধন-সম্পদের লোভ তাদেরকে এমনভাবে আচ্ছন্ন করে ফেলেছে যে, আল্লাহর পথে ব্যয় করার তৌফিক তাদের হয়নি।

তৃতীয় দল হচ্ছে সেসব নিষ্ঠাবান মুসলমানদের, যাঁরা এ ঘোষণা শোনার সাথে সাথেই সাড়া দিয়েছিলেন এবং নিজেদের পছন্দ করা সম্পদ আল্লাহর পথে ব্যয় করে দিয়েছিলেন। যেমন- আবূ দাহদাহ (রা.) প্রমুখ। এ আয়াত অবতীর্ণ হওয়ার পর হযরত আবূ দাহদাহ (রা.) রাসূল ﷺ-এর খেদমতে উপস্থিত হলেন এবং জিজ্ঞেস করলেন, হে আল্লাহর রাসূল! আমার পিতা-মাতা আপনার জন্য উৎসর্গ হোক। আল্লাহ তা'আলা কি আমাদের নিকট ঋণ চাচ্ছেন? তাঁর তো ঋণের প্রয়োজন নেই। আল্লাহর রাসূল ﷺ উত্তর দিলেন যে, আল্লাহ তা'আলা এর বদলে তোমাদেরকে জান্নাতে প্রবেশ করাতে চাচ্ছেন। হযরত আবূ দাহদাহ (রা.) একথা শুনে বললেন, হে আল্লাহর রাসূল! হাত বাড়ান। তিনি হাত বাড়ালেন। হযরত আবূ দাহদাহ (রা.) বলতে লাগলেন– 'আমি আমার দু'টি বাগানই আল্লাহকে ঋণ দিলাম। রাসূল ﷺ বললেন, একটি আল্লাহর রাস্তায় ওয়াকফ করে দাও এবং অন্যটি নিজের পরিবারের ভরণ-পোষণের জন্য রেখে দাও। হযরত আবূ দারদাহ (রা.) বললেন, আপনি সাক্ষী থাকুন, এ দু'টি বাগানের মধ্যে যেটি উত্তম– যাতে খেজুরের ছয় শ' ফলন্ত বৃক্ষ রয়েছে, সেটা আমি আল্লাহর রাস্তায় ওয়াকফ করলাম। আল্লাহর রাসূল ﷺ ইরশাদ করেছেন এর বদলে আল্লাহ তোমাকে জান্নাত দান করবেন।

হযরত আবূ দাহদাহ (রা.) বাড়ি ফিরে স্ত্রীকে বিষয়টি জানালেন। স্ত্রীও তাঁর এ সৎকর্মের কথা শুনে অত্যন্ত খুশি হলেন। রাসূল ﷺ ইরশাদ করলেন : খেজুরের পরিপূর্ণ অসংখ্য বৃক্ষ এবং প্রশস্ত অট্টালিকা আবূ দাহদাহর জন্য তৈরি হয়েছে।

৩. ঋণ দেওয়ার বেলায় তা ফেরত দেওয়ার সময় যদি কিছু অতিরিক্ত দেওয়ার কোনো শর্ত করা না থাকে এবং নিজের পক্ষ থেকে যদি কিছু বেশি দিয়ে দেওয়া হয়, তবে তা গ্রহণযোগ্য। রাসূল ﷺ ইরশাদ করেছেন– 'তোমাদের মধ্যে সে ব্যক্তিই উত্তম যে তার [ঋণের] হককে উত্তমরূপে পরিশোধ করে।'

তবে যদি অতিরিক্ত দেওয়ার শর্ত করা হয়, তাহলে তা সুদ এবং হারাম বলে গণ্য হবে।

শব্দ বিশ্লেষণ

مُوْتُوا : সীগাহ جمع مذكر حاضر বহছ امر حاضر معروف বাব ضَرَبَ মাসদার اَلْمَوْتُ মূলবর্ণ (م . و . ت) জিনস اجوف واوى অর্থ– তোমরা মরে যাও।

اَحْيَاهُمْ : সীগাহ واحد مذكر غائب বহছ ماضى معروف বাব اِفْعَالٌ মাসদার اَلْاِحْيَاءُ মূলবর্ণ (ح . ى . ى) জিনস لفيف مقرون অর্থ– সে জীবিত করল।

قَاتِلُوا : সীগাহ جمع مذكر حاضر বহছ امر حاضر معروف বাব مُفَاعَلَةٌ মাসদার اَلْقِتَالُ মূলবর্ণ (ق . ت . ل) জিনস صحيح অর্থ– তোমরা জিহাদ কর।

https://e-ilm.weebly.com/

اِعْلَمُوْا : সীগাহ جمع مذكر حاضر বহছ امر حاضر معروف বাব سَمِعَ মাসদার اَلْعِلْمُ মূলবর্ণ (ع . ل . م) জিনস صحيح অর্থ– তোমরা জান।

قَدْ اُخْرِجْنَا : সীগাহ جمع متكلم বহছ ماضى قريب مجهول বাব اِفْعَالٌ মাসদার اَلْاِخْرَاجُ মূলবর্ণ (خ . ر . ج) জিনস صحيح অর্থ– আমাদেরকে বের করা হয়েছে।

دِيَارِ : শব্দটি বহুবচন, একবচন دَارٌ অর্থ– ঘরসমূহ।

اَبْنَاءٌ : শব্দটি বহুবচন, একবচনে اِبْنٌ অর্থ– ছেলেরা।

تَوَلَّوْا : সীগাহ جمع مذكر غائب বহছ ماضى معروف বাব تَفَعُّلٌ মাসদার اَلتَّوَلِّىْ মূলবর্ণ (و . ل . ى) জিনস لفيف مفروق অর্থ– তারা বিমুখ হলো।

اصْطَفٰى : সীগাহ واحد مذكر غائب বহছ ماضى معروف বাব اِفْتِعَالٌ মাসদার اَلْاِصْطِفَاءُ মূলবর্ণ (ص . ف . و) জিনস ناقص واوى অর্থ– তিনি নির্বাচন করেছেন।

يُؤْتِىْ : সীগাহ واحد مذكر غائب বহছ مضارع معروف বাব اِفْعَالٌ মাসদার اَلْاِيْتَاءُ মূলবর্ণ (ا . ت . ى) জিনস মুরাক্কাব ناقص يائى ও مهموز فاء অর্থ– তিনি দান করেন।

বাক্য বিশ্লেষণ

قوله اَلَمْ تَرَ اِلَى الَّذِيْنَ خَرَجُوْا مِنْ دِيَارِهِمْ وَهُمْ اُلُوْفٌ حَذَرَ الْمَوْتِ الخ : এখানে أ টি استفهامية আর لَمْ تَرَ হলো فعل এবং اِلٰى حرف جار ও الَّذِيْنَ হলো اسم موصول আর خَرَجُوْا হলো فعل এতে هُمْ যমীর হলো ذو الحال আর واو টি حالية এবং هُمْ টি مبتدأ আর اُلُوْفٌ তার خبر এবার مبتدأ ও خبر মিলে جملة اسمية হয়ে حال অতঃপর حال ও ذو الحال মিলে فاعل হয়েছে। من টি حرف جار ও دِيَارِهِمْ উভয়টি مضاف ও مضاف اليه মিলে مجرور এবার جار ও مجرور মিলে متعلق হয়েছে। حذر الموت উভয়টি مضاف ও مضاف اليه মিলে مفعول له হয়েছে। এখন فعل ـ فاعل ـ مفعول له ও متعلق মিলে جملة فعلية হয়ে صلة এবার موصول ও صلة মিলে مجرور হলো اِلٰى হরফে জারের। جار ও مجرور মিলে متعلق হলো لَمْ تَرَ ফে'ল-এর। অবশেষে لَمْ تَرَ ফে'ল তার فاعل ও متعلق মিলে جملة فعلية انشائية হয়েছে।

قوله وَاِلَيْهِ تُرْجَعُوْنَ : এখানে واو টি حرف عطف হয়েছে, اِلَيْهِ উভয়টি جار ও مجرور মিলে متعلق مقدم আর تُرْجَعُوْنَ ফে'লে مجهول এতে اَنْتُمْ যমীর نائب فاعل এখন فعل مجهول ـ نائب فاعل ও متعلق مقدم মিলে جملة فعلية হলো।

قوله اَلَمْ تَرَ اِلَى الْمَلَاِ مِنْ بَنِىْٓ اِسْرَآئِيْلَ مِنْ بَعْدِ مُوْسٰى : এখানে أ টি حرف استفهامية এবং لَمْ تَرَ হলো فعل আর اَنْتَ যমীর فاعل এবং اِلَى الْمَلَاِ উভয়টি جار ও مجرور মিলে প্রথম متعلق তারপর من টি حرف جار এবং بَنِىْ ও اِسْرَآئِيْلَ উভয়টি مضاف ও مضاف اليه মিলে مجرور এবার جار ও مجرور মিলে দ্বিতীয় متعلق আর من হলো حرف جر এবং بعد موسى উভয়টি مضاف ও مضاف اليه মিলে مجرور এবার جار ও مجرور মিলে তৃতীয় متعلق অতঃপর فعل ـ فاعل ও সকল متعلق মিলে جملة فعلية انشائية হয়েছে।

https://e-ilm.weebly.com/

وَقَالَ لَهُمْ نَبِيُّهُمْ اِنَّ اٰيَةَ مُلْكِهٖٓ اَنْ يَّاْتِيَكُمُ التَّابُوْتُ فِيْهِ سَكِيْنَةٌ مِّنْ رَّبِّكُمْ وَبَقِيَّةٌ مِّمَّا تَرَكَ اٰلُ مُوْسٰى وَاٰلُ هٰرُوْنَ تَحْمِلُهُ الْمَلٰٓئِكَةُ ۭ اِنَّ فِيْ ذٰلِكَ لَاٰيَةً لَّكُمْ اِنْ كُنْتُمْ مُّؤْمِنِيْنَ (٢٤٨)

অনুবাদ (২৪৮) আর তাদের নবী তাদেরকে বললেন, তার বাদশাহ হওয়ার নিদর্শন এই যে, তোমাদের নিকট সেই সিন্দুকটি আসবে, যাতে সান্ত্বনার বস্তু রয়েছে, তোমাদের প্রভুর পক্ষ হতে আর কতক উদ্বৃত্ত বস্তু রয়েছে যা মূসা ও হারূন (আ.) পরিত্যাগ করে গেছেন, উক্ত সিন্দুক ফেরেশতাগণ বহন করে আনবে, তাতে তোমাদের জন্য পূর্ণ নিদর্শন রয়েছে যদি তোমরা বিশ্বাসী হও।

فَلَمَّا فَصَلَ طَالُوْتُ بِالْجُنُوْدِ ۙ قَالَ اِنَّ اللّٰهَ مُبْتَلِيْكُمْ بِنَهَرٍ ۚ فَمَنْ شَرِبَ مِنْهُ فَلَيْسَ مِنِّيْ ۚ وَمَنْ لَّمْ يَطْعَمْهُ فَاِنَّهٗ مِنِّيْٓ اِلَّا مَنِ اغْتَرَفَ غُرْفَةً ۢ بِيَدِهٖ ۚ فَشَرِبُوْا مِنْهُ اِلَّا قَلِيْلًا مِّنْهُمْ ۭ فَلَمَّا جَاوَزَهٗ هُوَ وَالَّذِيْنَ اٰمَنُوْا مَعَهٗ ۙ قَالُوْا لَا طَاقَةَ لَنَا الْيَوْمَ بِجَالُوْتَ وَجُنُوْدِهٖ ۭ قَالَ الَّذِيْنَ يَظُنُّوْنَ اَنَّهُمْ مُّلٰقُوا اللّٰهِ ۙ كَمْ مِّنْ فِئَةٍ قَلِيْلَةٍ غَلَبَتْ فِئَةً كَثِيْرَةً ۢ بِاِذْنِ اللّٰهِ ۭ وَاللّٰهُ مَعَ الصّٰبِرِيْنَ (٢٤٩)

(২৪৯) অনন্তর যখন তালূত সৈন্যবাহিনী নিয়ে যাত্রা করলেন, তখন তিনি বললেন, আল্লাহ তোমাদেরকে পরীক্ষা করবেন একটি নদী দ্বারা, সুতরাং যে ব্যক্তি তা হতে পানি পান করবে সে আমার দলভুক্ত নয়, আর যে ব্যক্তি তা মুখেও না নেয় সে আমার দলভুক্ত, হ্যাঁ, যে ব্যক্তি স্বীয় হস্তে এক অঞ্জলি পানি পান করে [তবে এতটুকু অনুমতি আছে], অতঃপর সকলেই তা হতে পান করতে লাগল, তাদের মধ্যকার অল্পকয়েকজন ব্যতীত, সুতরাং যখন তালূত এবং তাঁর সঙ্গী-মুমিনগণ নদী অতিক্রম করে গেলেন, তারা বলতে লাগল– আজ তো আমাদের মধ্যে জালূত ও তার সৈন্যদের সম্মুখীন হওয়ার ক্ষমতা আছে বলে মনে হয় না, এরূপ লোক যাদের এই ধারণা ছিল যে, তারা অবশ্যই আল্লাহর সমীপে উপস্থিত হবে, বলতে লাগল, কত কত ক্ষুদ্র দল বৃহত্তম দলের উপর আল্লাহর হুকুমে জয় লাভ করেছে, বস্তুত আল্লাহ অটল সঙ্কল্পকারীদের সহায়তা করেন।

শাব্দিক অনুবাদ

(২৪৮) وَقَالَ لَهُمْ نَبِيُّهُمْ আর তাদের নবী তাদেরকে বললেন اِنَّ اٰيَةَ مُلْكِهٖٓ তার বাদশাহ হওয়ার নিদর্শন এই যে, اَنْ يَّاْتِيَكُمُ التَّابُوْتُ তোমাদের নিকট সেই সিন্দুকটি আসবে فِيْهِ سَكِيْنَةٌ যাতে সান্ত্বনার বস্তু রয়েছে مِّنْ رَّبِّكُمْ তোমাদের প্রভুর পক্ষ হতে وَبَقِيَّةٌ আর কতক উদ্বৃত্ত বস্তু রয়েছে مِّمَّا تَرَكَ اٰلُ مُوْسٰى وَاٰلُ هٰرُوْنَ যা মূসা ও হারূন পরিত্যাগ করে গেছেন تَحْمِلُهُ الْمَلٰٓئِكَةُ উক্ত সিন্দুক ফেরেশতাগণ বহন করে আনবে اِنَّ فِيْ ذٰلِكَ لَاٰيَةً لَّكُمْ তাতে তোমাদের জন্য পূর্ণ নিদর্শন রয়েছে اِنْ كُنْتُمْ مُّؤْمِنِيْنَ যদি তোমরা বিশ্বাসী হও।

(২৪৯) فَلَمَّا فَصَلَ অনন্তর যখন যাত্রা করলেন طَالُوْتُ بِالْجُنُوْدِ তালূত সৈন্যবাহিনী নিয়ে قَالَ তখন তিনি বললেন اِنَّ اللّٰهَ مُبْتَلِيْكُمْ آল্লাহ তোমাদেরকে পরীক্ষা করবেন بِنَهَرٍ একটি নদী দ্বারা فَمَنْ شَرِبَ مِنْهُ সুতরাং যে ব্যক্তি তা হতে পানি পান করবে فَلَيْسَ مِنِّيْ সে আমার দলভুক্ত নয় وَمَنْ لَّمْ يَطْعَمْهُ আর যে ব্যক্তি তা মুখেও না নেয় فَاِنَّهٗ مِنِّيْٓ সে আমার দলভুক্ত اِلَّا مَنِ اغْتَرَفَ غُرْفَةً ۢ بِيَدِهٖ হ্যাঁ, যে ব্যক্তি স্বীয় হস্তে এক অঞ্জলি পানি পান করে فَشَرِبُوْا مِنْهُ অতঃপর সকলেই তা হতে পান করতে লাগল اِلَّا قَلِيْلًا مِّنْهُمْ তাদের মধ্যকার অল্পকয়েকজন ব্যতীত فَلَمَّا جَاوَزَهٗ সুতরাং যখন নদী অতিক্রম করে গেলেন هُوَ وَالَّذِيْنَ اٰمَنُوْا مَعَهٗ তালূত এবং তাঁর সঙ্গী-মুমিনগণ قَالُوْا তারা বলতে লাগল– لَا طَاقَةَ لَنَا الْيَوْمَ আজ তো আমাদের মধ্যে ক্ষমতা আছে বলে মনে হয় না بِجَالُوْتَ وَجُنُوْدِهٖ জালূত ও তার সৈন্যদের সম্মুখীন হওয়ার قَالَ الَّذِيْنَ يَظُنُّوْنَ এরূপ লোক যাদের এই ধারণা ছিল যে, اَنَّهُمْ مُّلٰقُوا اللّٰهِ তারা অবশ্যই আল্লাহর সমীপে উপস্থিত হবে, বলতে লাগল كَمْ مِّنْ فِئَةٍ قَلِيْلَةٍ কত কত ক্ষুদ্র দল غَلَبَتْ জয় লাভ করেছে فِئَةً كَثِيْرَةً বৃহত্তম দলের উপর بِاِذْنِ اللّٰهِ আল্লাহর হুকুমে وَاللّٰهُ مَعَ الصّٰبِرِيْنَ বস্তুত আল্লাহ অটল সঙ্কল্পকারীদের সহায়তা করেন।

https://e-ilm.weebly.com/

وَلَمَّا بَرَزُوْا لِجَالُوْتَ وَجُنُوْدِهٖ قَالُوْا رَبَّنَآ اَفْرِغْ عَلَيْنَا صَبْرًا وَّثَبِّتْ اَقْدَامَنَا وَانْصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكٰفِرِيْنَ (٢٥٠)

অনুবাদ : (২৫০) আর যখন সমরক্ষেত্রে জালূত ও তার সৈন্যবাহিনীর সম্মুখীন হলো, তখন বলতে লাগল, হে আমাদের প্রভু! আমাদের অন্তরে দৃঢ়তা নাজিল করুন আর আমাদের পদ দৃঢ় রাখুন, আর আমাদেরকে এই কাফের সম্প্রদায়ের উপর বিজয়ী করুন।

فَهَزَمُوْهُمْ بِاِذْنِ اللّٰهِ ۙ۫ وَقَتَلَ دَاوٗدُ جَالُوْتَ وَاٰتٰىهُ اللّٰهُ الْمُلْكَ وَالْحِكْمَةَ وَعَلَّمَهٗ مِمَّا يَشَآءُ ؕ وَلَوْلَا دَفْعُ اللّٰهِ النَّاسَ بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ ۙ لَّفَسَدَتِ الْاَرْضُ وَلٰكِنَّ اللّٰهَ ذُوْ فَضْلٍ عَلَى الْعٰلَمِيْنَ (٢٥١)

(২৫১) অনন্তর তালূতের বাহিনী জালূতের দলকে আল্লাহর হুকুমে পরাস্ত করে দিল। আর দাউদ (আ.) জালূতকে হত্যা করেছেন, আর তাকে আল্লাহ পাক রাজত্ব ও জ্ঞান দান করলেন উপরন্তু আরো যা কিছু আল্লাহ ইচ্ছা করলেন তাকে শিক্ষা দিলেন, আর যদি আল্লাহ তা'আলা মানব সমাজের এক দলকে অন্য দল দ্বারা প্রদমিত না করতে থাকতেন, তবে বিশ্ব অশান্তিপূর্ণ হয়ে যেত, কিন্তু আল্লাহ খুবই অনুগ্রহশীল বিশ্ববাসীর প্রতি।

تِلْكَ اٰيٰتُ اللّٰهِ نَتْلُوْهَا عَلَيْكَ بِالْحَقِّ ؕ وَاِنَّكَ لَمِنَ الْمُرْسَلِيْنَ (٢٥٢)

(২৫২) এই সমুদয় আল্লাহর আয়াত যা সঠিকভাবে পাঠ করে শুনাচ্ছি আপনাকে, আর নিশ্চয় আপনি রাসূলদের অন্তর্ভুক্ত।

শাব্দিক অনুবাদ

(২৫০) وَلَمَّا بَرَزُوْا لِجَالُوْتَ وَجُنُوْدِهٖ আর যখন সমরক্ষেত্রে জালূত ও তার সৈন্যবাহিনীর সম্মুখীন হলো। قَالُوْا তখন বলতে লাগল رَبَّنَآ اَفْرِغْ عَلَيْنَا صَبْرًا হে আমাদের প্রভু! আমাদের অন্তরে দৃঢ়তা নাজিল করুন وَّثَبِّتْ اَقْدَامَنَا আর আমাদের পদ দৃঢ় রাখুন وَانْصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكٰفِرِيْنَ আর আমাদেরকে এই কাফের সম্প্রদায়ের উপর বিজয়ী করুন।

(২৫১) فَهَزَمُوْهُمْ بِاِذْنِ اللّٰهِ অনন্তর তালূতের বাহিনী জালূতের দলকে আল্লাহর হুকুমে পরাস্ত করে দিল। وَقَتَلَ دَاوٗدُ جَالُوْتَ আর দাউদ (আ.) জালূতকে হত্যা করেছেন وَاٰتٰىهُ اللّٰهُ আর তাকে আল্লাহ পাক দান করলেন الْمُلْكَ وَالْحِكْمَةَ রাজত্ব ও জ্ঞান وَعَلَّمَهٗ مِمَّا يَشَآءُ উপরন্তু আরো যা কিছু আল্লাহ ইচ্ছা করলেন তাকে শিক্ষা দিলেন وَلَوْلَا دَفْعُ اللّٰهِ আর যদি আল্লাহ তা'আলা প্রদমিত না করতে থাকতেন النَّاسَ بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ মানব সমাজের এক দলকে অন্য দল দ্বারা لَفَسَدَتِ الْاَرْضُ তবে বিশ্ব অশান্তিপূর্ণ হয়ে যেত وَلٰكِنَّ اللّٰهَ ذُوْ فَضْلٍ কিন্তু আল্লাহ খুবই অনুগ্রহশীল عَلَى الْعٰلَمِيْنَ বিশ্ববাসীর প্রতি।

(২৫২) تِلْكَ اٰيٰتُ اللّٰهِ এই সমুদয় আল্লাহর আয়াত نَتْلُوْهَا عَلَيْكَ بِالْحَقِّ যা সঠিকভাবে পাঠ করে শুনাচ্ছি আপনাকে وَاِنَّكَ لَمِنَ الْمُرْسَلِيْنَ আর নিশ্চয় আপনি রাসূলদের অন্তর্ভুক্ত।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

বনী ইসরাঈলের নবীর পরিচয় : হযরত মূসা (আ.)-এর যুগ হতে বনী ইসরাঈলগণ "তাবূতে সাকিনা" (শান্তির সিন্দুক) টি উত্তরাধিকার সূত্রে পেয়েছিলেন। যার কল্যাণে বা বরকতে তারা বিজয় লাভ করত। কালক্রমে তাদের অপরাধ প্রবণতা বৃদ্ধি পেতে থাকায় আল্লাহ তা'আলা তাদের নিকট হতে এ বরকতটি ছিনিয়ে নেন। নবুয়ত প্রাপ্তি তাদের মধ্য হতে সমাপ্তি ঘটে। তাদের বংশে শুধুমাত্র একজন গর্ভবতী মহিলা জীবিত ছিল। তাঁর একটি পুত্র সন্তান জন্ম গ্রহণ করলে তার নাম রাখা হয় শামাবীল বা সামাউন। নবুয়তের বয়সে তিনি নবুয়ত লাভ করেন। নবুয়তের দায়িত্ব পালন কালে তাঁর কওম তাঁর নিকট একজন বাদশাহ নিযুক্ত করার আবেদন জানান। যার নেতৃত্বে তারা জিহাদ করবে। তিনি আল্লাহ তা'আলার আদেশে তালূতকে বাদশাহ নিযুক্ত করলেন।

https://e-ilm.weebly.com/

তালূতের পরিচয় : তালূত বিনইয়ামীন গোত্রের লোক। বাইবেলে তাঁর নাম বলা হয়েছে "শোল।" তিনি সাধারণ পরিবারে জন্ম গ্রহণ করেন। একদিন তিনি তাঁর পিতার হারানো গাধার খোঁজে বের হয়েছিলেন। যেতে যেতে তিনি হযরত শামাবীল (আ.)-এর বাসস্থানের নিকট পৌঁছলে তিনি (শামাবীল) আল্লাহর নির্দেশে তালূতকে বাড়িতে নিয়ে যান, তাঁর মাথায় তেল দেন এবং তাকে চুম্বন করেন। আর বনী ইসরাঈলদের একটি সাধারণ সভা ডেকে এ যুবককে আল্লাহর পক্ষ থেকে তাদের বাদশাহ নিযুক্ত করার কথা ঘোষণা করেন। বনী ইসরাঈলগণ প্রথমে তাঁর রাজত্ব স্বীকার করেনি। কারণ তিনি কোনো রাজ বংশ বা ধনী পরিবারে জন্ম গ্রহণ করেননি। অবশ্য পরে নবীর আদেশক্রমে তাঁর রাজা সুলভ নিদর্শন দেখে বাদশাহ হিসেবে মেনে নিয়েছিল।

قوله أَنْ يَأْتِيَكُمُ التَّابُوتُ -এর সংশ্লিষ্ট ঘটনা : তালূত বনী ইসরাঈলদের বাদশাহ নিযুক্ত হওয়ার উত্তম নিদর্শন হচ্ছে যে, তাদের হারানো "তাবূতে সাকীনাহ" (শান্তির সিন্দুক) খানা ফিরে পাবে। বনী ইসরাঈলগণ আল্লাহর ঐতিহ্য হতে বিচ্ছিন্ন হলে, তাদের অন্যায়-অত্যাচার চরম সীমায় পৌঁছলে এ সিন্দুকটি জালূত এর হস্তগত হয়। আল্লাহ তা'আলা পুনরায় বনী ইসরাঈলদেরকে এ সিন্দুকটি ফিরিয়ে দিলেন। ঘটনার বিবরণ এই, কাফেররা সিন্দুকটি যেখানেই রাখত সে এলাকাতেই ভীষণ বিপদ আপদ উপস্থিত হতো। অবশেষে বাধ্য হয়ে জালূত সিন্দুকটিকে একটি গরুর গাড়ী দিয়ে নিজ এলাকা হতে পাঠিয়ে দিয়ে নিস্তার পেল। ফেরেশ্‌তাগণ গাড়ি খানিকে বনী ইসরাঈলদের নিকট পৌঁছে দিলেন। তাতে বনী ইসরাঈলগণ আনন্দিত হয়ে তালূতকে বাদশাহ বলে স্বীকার করে নিল।

তাবূতে সাকীনার পরিচয় ও বৈশিষ্ট্য : কারো মতে এটি একটি সোনার থালা ছিল, যাতে নবীদের অন্তঃকরণ ধৌত করা হতো। এটি হযরত মূসা (আ.) প্রাপ্ত হয়েছিলেন, যাতে তিনি তাওরাতের তখতীগুলো রেখেছিলেন। কেউ কেউ বলেন, এর মুখ ছিল, রুহও ছিল এবং দু'টি মাথা ও লেজ ছিল। যখন তারা তার নিকট কোনো সাহায্য চাইতো, তখন তা পেত, ফলে তারা যুদ্ধে জয়লাভ করত। তাদের মধ্যে কোনো বিষয়ে মতবিরোধ দেখা দিলে এর মাধ্যমে মীমাংসা করে নিত। আবার কারো মতে তা ছিল একটি সিন্দুক।

হযরত মূসা (আ.) তাওরাতের যে সংকলন করেছিলেন, তার মূল গ্রন্থও তাতে সংরক্ষিত ছিল। একটি বোতলে কিছুটা "মান্না" ও ছিল। যেন পরবর্তী বংশধরগণ তাদের পূর্ব পুরুষদের প্রতি মরু ভূমিতে প্রদত্ত আল্লাহর এ অপূর্ব অনুগ্রহের কথা স্মরণ করতে পারে। হযরত মূসা (আ.)-এর হাতের লাঠিও তাতে সংরক্ষিত ছিল।

قوله سَكِينَةٌ الخ -এর উদ্দেশ্য : سَكِينَةٌ শব্দের উদ্দেশ্য বর্ণনায় মুফাস্‌সিরগণ মতানৈক্য করেছেন। (১) হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, সাকীনা হলো জান্নাতী পেয়ালা যাতে নবীদের অন্তর ধোয়া হয়েছিল। (২) হযরত আলী (রা.) বলেন, এটি একটি প্রবল বাতাস। (৩) কেউ কেউ বলেন, سَكِينَةٌ হলো বনী ইসরাঈলরা যখন তালূতের ব্যাপারে মতভেদ করছিল এবং এ মতভেদের পর যে নিষ্কৃতি পেয়েছিল তাই سَكِينَةٌ (৪) কারো কারো মতে এর দ্বারা উদ্দেশ্য হলো স্বয়ং তাবূত যা তাদের প্রশান্তির কারণ হবে এবং যুদ্ধের মাঠে তাবূত সামনে থাকলে তারা মানসিক প্রশান্তির কারণে যুদ্ধের মাঠ ত্যাগ করবে না। (৫) ওহাব ইবনে মুনাব্বিহ (র.) বলেন, سَكِينَةٌ আল্লাহর পক্ষ হতে একটি রুহ যা কথা বলত এবং সঠিক বস্তুটি উপস্থাপন করত। আর যুদ্ধে যাওয়ার জন্য প্রস্তুত হলে আওয়াজ করে লোকদের উৎসাহিত করত।

قوله وَبَقِيَّةٌ مِّمَّا تَرَكَ آلُ مُوسَى الخ -এর ব্যাখ্যা : بَقِيَّةٌ শব্দ দ্বারা কি উদ্দেশ্য করা হয়েছে, এ বিষয়ে মুফাস্‌সিরদের মধ্যে মতপার্থক্য বিদ্যমান। بَقِيَّةٌ শব্দের আভিধানিক অর্থ অবশিষ্টাংশ। অর্থাৎ তার মধ্যে মূসা ও হারূন (আ.)-এর রেখে যাওয়া স্মৃতির অবশিষ্টাংশ ছিল। ইমাম কুরতুবী (র.) এ প্রসঙ্গে তাঁর কিতাবে অনেকের অভিমত উল্লেখ করেছেন।

(১) হযরত ইকরামা (র.) বলেন, بَقِيَّةٌ দ্বারা তাওরাত কিতাব বুঝানো হয়েছে যা মূসা ও হারূন (আ.) বনী ইসরাঈলদের জন্য অনুকরণীয় বস্তু হিসেবে রেখে যান। (২) হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) বলেন, بَقِيَّةٌ দ্বারা হযরত মূসা ও হযরত হারূন (আ.)-এর লাঠি উদ্দেশ্য, যা তাবূতে রক্ষিত ছিল। (৩) হযরত আবূ সালেহ (র.) বলেন, হযরত মূসা (আ.)-এর লাঠি, কাপড় এবং হারূন (আ.)-এর কাপড়, পাগড়ি ও তাওরাত উদ্দেশ্য।

قوله فَلَمَّا فَصَلَ طَالُوتُ بِالْجُنُودِ الخ আয়াতের সংশ্লিষ্ট ঘটনা : তালূত যখন জালূতের বিরুদ্ধে যাত্রার জন্য যুবক লোকদের প্রতি আহ্বান জানাল, তখন সখের বসে আশি হাজার সৈন্য তালূতের সঙ্গী হলো। আল্লাহর পক্ষ হতে তালূত তাদেরকে পরীক্ষা করলেন। আর তা হচ্ছে— পথিমধ্যে একটি নদী পাড়ি দিয়ে যেতে হবে। তিনি বললেন, যারা এ নদীর পানি এক অঞ্জলী ব্যতীত অধিক পরিমাণে পান করবে, তারা আমার দলভুক্ত নয়। আর যারা মোটেই পান করবে না অথবা হাতের এক অঞ্জলী মাত্র পান করবে তারা আমার লোক তাতে সন্দেহ নেই। নদী পার হওয়ার সময় ছিল প্রচণ্ড গরম। সুতরাং সামান্য সংখ্যক ব্যক্তি ব্যতীত সকলেই পেট ভরে পানি পান করে নিল, তবে তাদের পিপাসা আরও বেড়ে গেল।

https://e-ilm.weebly.com/

قوله قَالَ إِنَّ اللّٰهَ مُبْتَلِيكُمْ بِنَهَرٍ الخ **-এর মর্মার্থ :** মা'আরিফুল কুরআন গ্রন্থকার বলেন, এ পরীক্ষার কারণ আমার মতে এই যে, অনুরূপ ক্ষেত্রে মানুষের জোশ ও উত্তেজনা অনেক গুণে বেড়ে যায়। কিন্তু প্রয়োজনের সময় খুব নগণ্য সংখ্যক লোকই এগিয়ে আসে। উপরন্তু এরূপ ভয়ঙ্কর অবস্থায় কিছু লোকের অসহযোগ অন্যান্য লোকদেরকেও বিচলিত করে। এসব লোকদের দূরে সরানোই ছিল আল্লাহর ইচ্ছা। তাই তাদের জন্য আল্লাহ এ পরীক্ষার ব্যবস্থা করেন যা ছিল অত্যন্ত উপযোগী। কেননা যুদ্ধের সময় অত্যন্ত প্রখর দিনে প্রবল পিপাসায় প্রচুর পানি পাওয়া সত্ত্বেও পান না করা বিরাট দৃঢ়তার পরিচায়ক। উল্লেখ্য, কুরআনে যে নদীর কথা বর্ণনা করা হয়েছে তা হলো জর্দান নদী।

طَالُوْتُ **-এর নামকরণ :** طَالُوْتَ শব্দটি طُوْل ধাতু থেকে গঠিত। طَالُوْتَ উচ্চারণে اسم فاعل مبالغة -এর সীগাহ, যার অর্থ–অধিক লম্বা। তিনি যেহেতু বনী ইসরাঈলের মধ্যে সবচেয়ে সুঠামদেহী ও অধিকতর লম্বা ছিলেন, এ জন্যই তাঁকে তালূত নামকরণ করা হয়েছে। বাস্তবে এ শব্দটি একটি হিব্রু শব্দ। অতএব, طُوْل শব্দ থেকে এর আরবিকরণ পণ্ডশ্রম মাত্র। তালূত মোট চল্লিশ বছর বনী ইসরাঈলের রাজা ছিলেন। কেউ কেউ বলেন, তিনি একধারে নবী ও বাদশাহ ছিলেন। তবে বিশুদ্ধ অভিমত হলো, তিনি রাজা ছিলেন। তবে শামাবীল নবীর ওহী দ্বারা তিনি তাঁর কর্মপদ্ধতি নির্ধারণ করতেন।

قوله قَالُوْا لَا طَاقَةَ لَنَا الْيَوْمَ الخ **-এর সংশ্লিষ্ট ব্যাখ্যা :** রূহুল মা'আনীতে ইবনে আবূ হাতেমের বরাত দিয়ে হযরত ইবনে আব্বাসের রেওয়াতের উদ্ধৃতিতে ঘটনাটির যে বিবরণ বর্ণিত হয়েছে, হতে বুঝা যায় যে, এতে তিন প্রকার লোক ছিল। যেমন–(১) একদল অসম্পূর্ণ ঈমানদার, যারা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ ততে পারেনি। (২) দ্বিতীয় দল পূর্ণ ঈমানদার যারা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়েছে ঠিকই; কিন্তু নিজেদের সংখ্যা কম বলে শত্রুর মোকাবিলায় বিজয় লাভে আস্থাহীন ছিল। (৩) তৃতীয় দল পরিপূর্ণ ঈমানদার, যারা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়েছেন এবং নিজেদের সংখ্যা লঘিষ্ঠতার জন্য কোনো চিন্তা করেননি।

তালূতের সৈন্য সংখ্যা : ইমাম সুদ্দির মতে তালূতের প্রাথমিক সৈন্য সংখ্যা আশি হাজার ছিল। বুখারী শরীফে বদর যুদ্ধের বর্ণনা অধ্যায়ে বলা হয়েছে যে, বদরে অংশ গ্রহণকারী সাহাবীদের সংখ্যা তালূতের সৈন্য বাহিনীর সমান ছিল। তাতে বুঝা যায় যে, যারা নদী অতিক্রম করে যুদ্ধ করতে গিয়েছিল তাদের সংখ্যা ছিল ৩১৩ বা তার চেয়ে কিছু বেশি। কেউ কেউ ৩৬০ বলে বর্ণনা করেছেন।

قوله وَاللّٰهُ مَعَ الصّٰبِرِيْنَ **-এর ব্যাখ্যা :** তালূত যুদ্ধের জন্য ডাক দেওয়াতে ঝোঁকের বশে অনেকেই সেনাদলে যোগদান করে, কিন্তু হীনমনোবল ব্যক্তিদের কারণে দৃঢ়মনা যোদ্ধাদের মনেও তাদের সাথে সাথে দুর্বলতা এসে যেতে পারে, সেহেতু হীনমনোবল ব্যক্তিদেরকে তালূতের সেনাবাহিনী হতে বের করার উদ্দেশ্যেই একটি নদী দ্বারা আল্লাহ তাদেরকে পরীক্ষা করেন। অত্যন্ত প্রখর দিনে প্রবল পিপাসায় প্রচুর পানি পাওয়া সত্ত্বেও পান না করা বিরাট ধৈর্যশীল হওয়ার পরিচায়ক, সুতরাং এ মহা পরীক্ষায় যারা ধৈর্য সহকারে উত্তীর্ণ হয়েছে, তাদের সঙ্গেই আল্লাহ রয়েছেন এবং তাঁদেরকেই বিজয় দিয়েছেন।

তালূত ও জালূতের ঘটনা : হযরত ঈসা (আ.)-এর জন্মের এগার শত বৎসর পূর্বে আমালিকা নামক স্থানে বর্তমান সিরিয়া রাজ্যে হযরত শামুয়েল (আ.)-এর জমানায় জালূত নামক এক অত্যাচারী বাদশাহ ছিল। সে বনী ইসরাঈলদেরকে পরাজিত করে তাদের থেকে তাদের পুত্র কন্যা ও সহায় সম্পত্তি কেড়ে নেয়। তারা হযরত শামুয়েল (আ.)-এর নিকট জালূতের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার জন্য একজন বাদশাহ নিযুক্ত করার আহবান জানায়। হযরত শামুয়েল (আ.) আল্লাহ তা'আলার নির্দেশে তালূত নামক জনৈক ব্যক্তিকে তাদের বাদশাহ নিযুক্ত করেন। তালূত সম্পদশালী নয় এবং সাধারণ পরিবারের লোক বিধায় লোকেরা তাঁকে বাদশাহ হিসেবে মেনে নিতে অস্বীকৃতি জানায়। তারা আপত্তি করে যে, রাজত্বের ব্যাপারে তালূত অপেক্ষা আমরাই বেশি হকদার। হযরত শামুয়েল (আ.) বলেন, আল্লাহ তা'আলা তালূতকে দৈহিক শক্তি ও রাজনৈতিক জ্ঞান দান করেছেন। তা ছাড়া তালূতের মানোনয়নের নিদর্শন হচ্ছে যে, তোমাদের হারানো সম্পদ "তাবূতে সাকিনা" ফেরেশতা কর্তৃক পুনরায় তোমাদের হস্তগত হবে। এ শুভ সংবাদ পেয়ে সকলেই তালূতকে বাদশাহ হিসেবে মেনে নিল। অবশেষে তালূত আশি হাজার সৈন্য নিয়ে জালূতের বিরুদ্ধে যুদ্ধ যাত্রা করলেন। পথিমধ্যে সৈন্যরা পানি পিপাসায় অত্যন্ত কাতর হয়ে পানি প্রার্থনা করলে তালূত বললেন, তোমাদের যাত্রা পথে সামনে একটি নদী পড়বে। এ নদীর মাধ্যমে আল্লাহ তা'আলা তোমাদের ঈমান এবং ধৈর্য পরীক্ষা করবেন। আর তা হচ্ছে নদী অতিক্রমকালে প্রচণ্ড তৃষ্ণায়ও তোমরা নদী হতে পানি পান করতে পারবে না তবে এক অঞ্জলী পরিমাণ পানি পান করতে পারবে। তার বেশি নয়। যে এক অঞ্জলীর

https://e-ilm.weebly.com/

অধিক পানি পান করবে সে আমার দলভুক্ত নয়। তাদের মধ্য হতে কেবল মুষ্টিমেয় কয়েকজন পাকা ঈমানদার ব্যতীত আর কেউই পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হতে পারল না। উত্তীর্ণের সংখ্যা ছিল তালূতসহ ৩১৩ জন। বাকি সবাই পেট পূর্ণ করে পানি পান করার ফলে নদীর তীরে পড়ে রইল। জালূতের তিন লক্ষ সৈন্য দেখে অল্প সংখ্যক দুর্বল ঈমানের লোকেরা ঘাবড়ে গেল এবং যুদ্ধ করার অস্বীকৃতি জানাল। কিন্তু মজবুত ঈমানের লোকেরা যারা আল্লাহর সাথে সাক্ষাতের পূর্ণ বিশ্বাসী, তারা বলল– অনেক ক্ষুদ্র দল বৃহৎ দলের সাথে যুদ্ধ করে জয়লাভ করেছে। জিহাদে জয়লাভ করার মূল বস্তু হচ্ছে ঈমান। সুতরাং তারা আমালিকায় পৌঁছে যুদ্ধের সম্মুখীন হলো এবং আল্লাহর নিকট প্রার্থনা জানাল যে, হে আমাদের প্রতিপালক! আমাদেরকে সুদৃঢ় থাকার শক্তি দিন এবং ধৈর্য ধারণের শক্তি দিন। মুনাজাত শেষে যুদ্ধ আরম্ভ হলো। যুদ্ধে জালূত হযরত দাউদ (আ.)-এর হাতে নিহত হয় এবং বনী ইসরাঈলগণ জয়লাভ করে।

হযরত দাউদ (আ.)-এর পরিচয় : বনী ইসরাঈলদের নবী হযরত শামুয়েল (আ.) ওহীর মাধ্যমে জানতে পারলেন যে, হযরত দাউদ (আ.)-এর হাতে জালূতের মৃত্যু নির্দিষ্ট। তাই নবী হযরত দাউদ (আ.)-কে খোঁজ করে তাঁর পিতার নিকট হতে অনুমতি নিয়ে সঙ্গে নিয়ে আসেন। তখন তিনি অত্যন্ত ছোট ছিলেন। যুদ্ধে যাওয়ার সময় পথিমধ্যে তিনটি পাথর হযরত দাউদ (আ.)-এর সাথে কথা বলে যে, اِنَّكَ بِنَا تَقْتُلُ جَالُوْتَ অর্থাৎ আপনি আমাদের দ্বারা জালূতকে হত্যা করতে পারবেন। তিনি পাথরগুলোকে সাথে নিয়ে নিলেন। যুদ্ধ আরম্ভ হলো। এদিকে জালূত ঘোষণা দিল যে, যে আমাকে হত্যা করতে পারবে সে আমার বাদশাহী পাবে। বিশাল দেহী জালূত এগিয়ে আসলে হযরত দাউদ (আ.) তার মাথার প্রতি লক্ষ্য করে পরপর পাথরগুলো নিক্ষেপ করেন। ফলে জালূত নিহত হয়। অতঃপর আল্লাহ তা'আলা হযরত দাউদ (আ.)-কে বাদশাহী এবং নবুয়ত প্রদান করেন, আর জালূতের কন্যাকে তিনি বিবাহ করেন। –[বায়যাবী]

শব্দ বিশ্লেষণ

مُبْتَلِيْ : সীগাহ واحد مذكر বহছ اسم فاعل বাব اِفْتِعَالٌ মাসদার اَلْاِبْتِلَاءُ মূলবর্ণ (ب . ل . و) জিনস ناقص واوى অর্থ– পরীক্ষাকারী।

نَهَرٍ : শব্দটি একবচন, বহুবচন انهار অর্থ– নদী।

لَمْ يَطْعَمْ : সীগাহ واحد مذكر غائب বহছ نفى جحد بلم در فعل مستقبل معروف বাব سَمِعَ মাসদার اَلطَّعْمُ মূলবর্ণ (ط . ع . م) জিনস صحيح অর্থ– স্বাদ গ্রহণ করবে না।

اغْتَرَفَ : সীগাহ واحد مذكر غائب বহছ ماضى معروف বাব اِفْتِعَالٌ মাসদার اَلْاِغْتِرَافُ মূলবর্ণ (غ . ر . ف) অর্থ– অঞ্জল ভর্তি করল।

شَرِبُوْا : সীগাহ جمع مذكر غائب বহছ ماضى معروف বাব سَمِعَ মাসদার اَلشُّرْبُ মূলবর্ণ (ش . ر . ب) জিনস صحيح অর্থ– তারা পান করেছে।

جَاوَزَ : সীগাহ واحد مذكر غائب বহছ ماضى معروف বাব مُفَاعَلَةٌ মাসদার اَلْمُجَاوَزَةُ মূলবর্ণ (ج . و . ز) জিনস اجوف واوى অর্থ– সে অতিক্রম করে।

مُلٰقُوا : সীগাহ جمع مذكر বহছ اسم فاعل বাবে مُفَاعَلَةٌ মাসদার اَلْمُلَاقَاةُ মূলবর্ণ– (ل . ق . ى) জিনস ناقص يائى অর্থ– সাক্ষাৎকারীগণ।

بَرَزُوْا : সীগাহ جمع مذكر غائب বহছ ماضى معروف বাব نَصَرَ মাসদার اَلْبُرُوْزُ মূলবর্ণ (ب . ر . ز) জিনস صحيح অর্থ– তারা বের হলো।

https://e-ilm.weebly.com/

বাক্য বিশ্লেষণ

قوله اِنَّ اللهَ مُبْتَلِيْكُمْ بِنَهَرٍ : এখানে ان হলো حرف مشبه بالفعل ও اللّٰهَ হলো اِنَّ-এর اسم আর مُبْتَلِيْ হলো شبه فعل এতে هُوَ যমীর نائب فاعل এবং كُمْ টি ضمير مفعول আর بِنَهَرٍ উভয়টি جار ও مجرور মিলে متعلق হয়েছে। এবার شبه فعل তার نائب فاعل ও متعلق মিলে شبه جملة হয়ে ان এর خبر হয়েছে। এবার ان তার اسم ও خبر মিলে جملة اسمية خبرية হয়েছে।

قوله كَمْ مِّنْ فِئَةٍ قَلِيْلَةٍ غَلَبَتْ فِئَةً كَثِيْرَةً بِاِذْنِ اللهِ : এখানে كَمْ টি خبرية ، مميزة এবং مِنْ টি حرف جار ও فِئَةٍ قَلِيْلَةٍ টি صفت ও موصوف মিলে مجرور হয়েছে। এবার جار ও مجرور মিলে تميز অতঃপর تميز ও مميزة মিলে مبتدأ হয়েছে, غَلَبَتْ ফে'ল, এতে هِيَ যমীর ফা'য়েল, যা প্রথম فِئَةٌ এর দিকে প্রত্যাবর্তিত। فِئَةً كَثِيْرَةً মাওসূফ ও সিফাত মিলে মাফউলে বিহী, بِاء হরফে জার, اِذْنِ اللّٰهِ মোযাফ ও মোযাফ ইলাইহি মিলে মাজরূর, জার ও মাজরূর মিলে মুতা'আল্লিক। এখন ফে'ল, ফা'য়েল, মাফউল ও মুতা'আল্লিক মিলে جملة فعلية হয়ে খবর। অবশেষে মুবতাদা ও খবর মিলে جملة اسمية হয়েছে।

قوله وَقَتَلَ دَاوٗدُ جَالُوْتَ : এখানে واو টি হরফে আতফ قَتَلَ ফে'ল دَاوٗدُ ফায়েল جَالُوْتَ মাফউল, এখন ফে'ল ফায়েল ও মাফউল মিলে جملة فعلية হলো।

قوله وَاٰتٰهُ اللهُ الْمُلْكَ وَالْحِكْمَةَ এখানে واو টি حرف عطف আর اٰتٰى ফে'ল, এতে هُوَ যমীর ফা'য়েল, ہٗ টি প্রথম মাফউল اَلْمُلْكَ মা'তূফ আলাইহি واو টি حرف عطف এবং اَلْحِكْمَةَ মা'তূফ। অতঃপর মা'তূফ ও মা'তূফ আলাইহি মিলে দ্বিতীয় মাফউল। অতএব ফে'ল, ফায়েল ও উভয় মাফউল মিলে جملة فعلية হয়েছে।

قوله وَعَلَّمَهٗ مِمَّا يَشَاءُ : এখানে واو টি حرف عطف আর عَلَّمَ ফে'ল, এতে هُوَ যমীর ফায়েল, ہٗ টি مفعول এবং مِنْ টি হরফে জার مَا টি ইসমে মাওসূল, يَشَاءُ ফে'ল এবং এতে هُوَ যমীর ফা'য়েল। অতঃপর ফে'ল ও ফা'য়েল মিলে جملة فعلية হয়ে صلة হয়েছে। অতএব, মাওসুল ও সিলাহ মিলে মাজরূর, জার ও মাজরূর মিলে متعلق ; এখন ফে'ল ফা'য়েল مفعول ও متعلق মিলে جملة فعلية হলো।

https://e-ilm.weebly.com/

৩য় পারা

تِلْكَ الرُّسُلُ فَضَّلْنَا بَعْضَهُمْ عَلٰى بَعْضٍ ۘ مِنْهُمْ مَّنْ كَلَّمَ اللّٰهُ وَرَفَعَ بَعْضَهُمْ دَرَجٰتٍ ؕ وَاٰتَيْنَا عِيْسَى ابْنَ مَرْيَمَ الْبَيِّنٰتِ وَاَيَّدْنٰهُ بِرُوْحِ الْقُدُسِ ؕ وَلَوْ شَآءَ اللّٰهُ مَا اقْتَتَلَ الَّذِيْنَ مِنْۢ بَعْدِهِمْ مِّنْۢ بَعْدِ مَا جَآءَتْهُمُ الْبَيِّنٰتُ وَلٰكِنِ اخْتَلَفُوْا فَمِنْهُمْ مَّنْ اٰمَنَ وَمِنْهُمْ مَّنْ كَفَرَ ؕ وَلَوْ شَآءَ اللّٰهُ مَا اقْتَتَلُوْا ۫ وَلٰكِنَّ اللّٰهَ يَفْعَلُ مَا يُرِيْدُ ﴿٢٥٣﴾

অনুবাদ : (২৫৩) এই রাসূলগণ এমন যে, আমি তাঁদের একজনকে অন্য জনের উপর শ্রেষ্ঠত্ব দিয়েছি, তাঁদের মধ্যে কেউ এমন আছেন যাঁর সাথে আল্লাহ তা'আলা কথা বলেছেন, আর তাঁদের মধ্যে কারো পদ-মর্যাদা বহুগুণ বৃদ্ধি করে দিয়েছেন, আর আমি ঈসা ইবনে মারইয়ামকে উজ্জ্বল প্রমাণসমূহ প্রদান করেছি এবং আমি তাকে সাহায্য করেছি রূহুল কুদুস দ্বারা, আর আল্লাহ যদি ইচ্ছা করতেন, তবে তাদের পরবর্তী [উম্মত]-গণ পরস্পর যুদ্ধ-বিগ্রহ করত না তাদের নিকট প্রমাণাদি আসার পর কিন্তু তারা পরস্পর মতবিরোধী হলো, সুতরাং তাদের কেউ ঈমান আনল এবং কেউ কাফের রইল, আর যদি আল্লাহ ইচ্ছা করতেন, তবে তারা পরস্পর যুদ্ধ-বিগ্রহ করত না। কিন্তু আল্লাহ তা'আলা যা ইচ্ছা করেন তাই করেন।

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْۤا اَنْفِقُوْا مِمَّا رَزَقْنٰكُمْ مِّنْ قَبْلِ اَنْ يَّاْتِيَ يَوْمٌ لَّا بَيْعٌ فِيْهِ وَلَا خُلَّةٌ وَّلَا شَفَاعَةٌ ؕ وَالْكٰفِرُوْنَ هُمُ الظّٰلِمُوْنَ ﴿٢٥٤﴾

(২৫৪) হে মুমিনগণ! ব্যয় কর ঐ সমস্ত বস্তু হতে যা আমি তোমাদেরকে দিয়েছি, সেই দিন সমাগত হওয়ার পূর্বে যেদিন না কোনো ক্রয়-বিক্রয় হবে এবং না কোনো বন্ধুত্ব হবে এবং না কোনো সুপারিশ চলবে, আর কাফেররাই অবিচার করে।

শাব্দিক অনুবাদ

(২৫৩) تِلْكَ الرُّسُلُ এই রাসূলগণ এমন যে فَضَّلْنَا بَعْضَهُمْ عَلٰى بَعْضٍ আমি তাঁদের একজনকে অন্য জনের উপর শ্রেষ্ঠত্ব দিয়েছি مِنْهُمْ তাঁদের মধ্যে কেউ এমন আছেন مَّنْ كَلَّمَ اللّٰهُ যাঁর সাথে আল্লাহ তা'আলা কথা বলেছেন وَرَفَعَ بَعْضَهُمْ دَرَجٰتٍ আর তাঁদের মধ্যে কারো পদ-মর্যাদা বহুগুণ বৃদ্ধি করে দিয়েছেন وَاٰتَيْنَا عِيْسَى ابْنَ مَرْيَمَ الْبَيِّنٰتِ আর আমি ঈসা ইবনে মারইয়ামকে উজ্জ্বল প্রমাণসমূহ প্রদান করেছি وَاَيَّدْنٰهُ এবং আমি তাকে সাহায্য করেছি بِرُوْحِ الْقُدُسِ রূহুল কুদুস দ্বারা وَلَوْ شَآءَ اللّٰهُ আর আল্লাহ যদি ইচ্ছা করতেন مَا اقْتَتَلَ الَّذِيْنَ مِنْ بَعْدِهِمْ তবে তাদের পরবর্তীগণ পরস্পর যুদ্ধ বিগ্রহ করত না مِّنْ بَعْدِ مَا جَآءَتْهُمُ الْبَيِّنٰتُ তাদের নিকট প্রমাণাদি আসার পর وَلٰكِنِ اخْتَلَفُوْا কিন্তু তারা পরস্পর মতবিরোধী হলো فَمِنْهُمْ مَّنْ اٰمَنَ সুতরাং তাদের কেউ ঈমান আনল وَمِنْهُمْ مَّنْ كَفَرَ এবং কেউ কাফের রইল وَلَوْ شَآءَ اللّٰهُ আর যদি আল্লাহ ইচ্ছা করতেন مَا اقْتَتَلُوْا তবে তারা পরস্পর যুদ্ধ-বিগ্রহ করত না وَلٰكِنَّ اللّٰهَ কিন্তু আল্লাহ তা'আলা يَفْعَلُ مَا يُرِيْدُ যা ইচ্ছা করেন তাই করেন।

(২৫৪) يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْۤا হে মুমিনগণ! اَنْفِقُوْا مِمَّا رَزَقْنٰكُمْ ব্যয় কর ঐ সমস্ত বস্তু হতে যা আমি তোমাদেরকে দিয়েছি مِّنْ قَبْلِ اَنْ يَّاْتِيَ يَوْمٌ সেই দিন সমাগত হওয়ার পূর্বে لَّا بَيْعٌ فِيْهِ যেদিন না কোনো ক্রয়-বিক্রয় হবে وَلَا خُلَّةٌ এবং না কোনো বন্ধুত্ব হবে وَلَا شَفَاعَةٌ এবং না কোনো সুপারিশ চলবে وَالْكٰفِرُوْنَ هُمُ الظّٰلِمُوْنَ আর কাফেররাই অবিচার করে।

https://e-ilm.weebly.com/

https://e-ilm.weebly.com/

اَللّٰهُ لَاۤ اِلٰهَ اِلَّا هُوَ ۚ اَلْحَیُّ الْقَیُّوْمُ ۚ لَا تَاْخُذُهٗ
سِنَةٌ وَّلَا نَوْمٌ ؕ لَهٗ مَا فِی السَّمٰوٰتِ وَمَا فِی
الْاَرْضِ ؕ مَنْ ذَا الَّذِیْ یَشْفَعُ عِنْدَهٗۤ اِلَّا
بِاِذْنِهٖ ؕ یَعْلَمُ مَا بَیْنَ اَیْدِیْهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ ۚ
وَلَا یُحِیْطُوْنَ بِشَیْءٍ مِّنْ عِلْمِهٖۤ اِلَّا بِمَا شَآءَ ۚ
وَسِعَ كُرْسِیُّهُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضَ ۚ وَلَا یَـُٔوْدُهٗ
حِفْظُهُمَا ۚ وَهُوَ الْعَلِیُّ الْعَظِیْمُ (٢٥٥)

অনুবাদ : (২৫৫) আল্লাহ [এরূপ যে,] তিনি ভিন্ন কেউ ইবাদতের যোগ্য নয়, চিরঞ্জীব, সংরক্ষণকারী, না তন্দ্রা তাঁকে অভিভূত করতে পারে আর না নিদ্রা; তাঁরই স্বত্বাধীন রয়েছে যা কিছু আসমানসমূহে এবং যা কিছু জমিনে আছে, এমন ব্যক্তি কে আছে? যে তাঁর নিকট সুপারিশ করতে পারে তাঁর অনুমতি ব্যতীত, তিনি অবগত আছেন তাদের [সৃষ্টির] উপস্থিত ও অনুপস্থিত অবস্থাবলি আর ঐ সমুদয় সৃষ্টি তাঁর ইলমের কোনো বস্তুকেই স্বীয় জ্ঞানের আবেষ্টনীতে আনতে পারে না, হ্যাঁ, যে পরিমাণ তিনি ইচ্ছা করেন, তাঁর কুরসী আসমানসমূহ ও জমিনকে নিজের মধ্যে ধারণ করে রেখেছে, আর আল্লাহর পক্ষে এতদুভয়ের হিফাজত কিছুমাত্র কষ্টকর হয় না, এবং তিনি অতি উচ্চ মর্যাদাশীল অতি মহান।

لَاۤ اِكْرَاهَ فِی الدِّیْنِ ۙ قَدْ تَّبَیَّنَ الرُّشْدُ مِنَ
الْغَیِّ ۚ فَمَنْ یَّكْفُرْ بِالطَّاغُوْتِ وَیُؤْمِنْ بِاللّٰهِ
فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقٰی ۗ لَا انْفِصَامَ
لَهَا ؕ وَاللّٰهُ سَمِیْعٌ عَلِیْمٌ (٢٥٦)

(২৫৬) ধর্মে [ইসলাম গ্রহণে] জবরদস্তি নেই। নিশ্চয় হেদায়েত পৃথক হয়ে গেছে পথভ্রষ্টতা হতে, সুতরাং যে ব্যক্তি শয়তানকে অমান্য করে এবং আল্লাহর প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করে, সে আঁকড়ে ধরল খুব শক্ত কড়া- যার কোনো প্রকার বিচ্ছিন্নতা নেই, আর আল্লাহ তা'আলা খুব শ্রবণকারী, খুব জ্ঞাত।

শাব্দিক অনুবাদ

(২৫৫) اللّٰهُ আল্লাহ لَاۤ اِلٰهَ اِلَّا هُوَ তিনি ভিন্ন কেউ ইবাদতের যোগ্য নয় اَلْحَیُّ চিরঞ্জীব الْقَیُّوْمُ সংরক্ষণকারী لَا تَاْخُذُهٗ سِنَةٌ وَّلَا نَوْمٌ না তন্দ্রা তাঁকে অভিভূত করতে পারে আর না নিদ্রা لَهٗ مَا فِی السَّمٰوٰتِ وَمَا فِی الْاَرْضِ তাঁরই স্বত্বাধীন রয়েছে যা কিছু আসমানসমূহে এবং যা কিছু জমিনে আছে مَنْ ذَا এমন ব্যক্তি কে আছে? الَّذِیْ یَشْفَعُ عِنْدَهٗ যে তাঁর নিকট সুপারিশ করতে পারে اِلَّا بِاِذْنِهٖ তাঁর অনুমতি ব্যতীত یَعْلَمُ তিনি অবগত আছেন مَا بَیْنَ اَیْدِیْهِمْ তাদের উপস্থিত وَمَا خَلْفَهُمْ ও অনুপস্থিত অবস্থাবলি وَلَا یُحِیْطُوْنَ আর ঐ সমুদয় সৃষ্টি স্বীয় জ্ঞানের আবেষ্টনীতে আনতে পারে না بِشَیْءٍ مِّنْ عِلْمِهٖ তাঁর ইলমের কোনো বস্তুকেই اِلَّا بِمَا شَآءَ হ্যাঁ, যে পরিমাণ তিনি ইচ্ছা করেন وَسِعَ كُرْسِیُّهُ তাঁর কুরসী নিজের মধ্যে ধারণ করে রেখেছে السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضَ আসমানসমূহ ও জমিনকে وَلَا یَـُٔوْدُهٗ حِفْظُهُمَا আর আল্লাহর পক্ষে এতদুভয়ের হেফাজত কিছুমাত্র কষ্টকর হয় না وَهُوَ الْعَلِیُّ الْعَظِیْمُ এবং তিনি অতি উচ্চ মর্যাদাশীল অতি মহান।

(২৫৬) لَاۤ اِكْرَاهَ فِی الدِّیْنِ ধর্মে জবরদস্তি নেই قَدْ تَّبَیَّنَ الرُّشْدُ নিশ্চয় হেদায়েত পৃথক হয়ে গেছে مِنَ الْغَیِّ পথভ্রষ্টতা হতে فَمَنْ یَّكْفُرْ بِالطَّاغُوْتِ সুতরাং যে ব্যক্তি শয়তানকে অমান্য করে وَیُؤْمِنْ بِاللّٰهِ এবং আল্লাহর প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করে فَقَدِ اسْتَمْسَكَ সে আঁকড়ে ধরল بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقٰی খুব শক্ত কড়া لَا انْفِصَامَ لَهَا যার কোনো প্রকার বিচ্ছিন্নতা নেই وَاللّٰهُ سَمِیْعٌ عَلِیْمٌ আর আল্লাহ তা'আলা খুব শ্রবণকারী, খুব জ্ঞাত।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

(২৫৫) قوله اللّٰهُ لَآ اِلٰهَ اِلَّا هُوَ الْحَيُّ الْقَيُّوْمُ لَا تَأْخُذُهٗ سِنَةٌ وَّلَا نَوْمٌ الخ : বনী ইসরাঈলদের অনুরোধে একদা হযরত মূসা (আ.) ফেরেশতাদের প্রশ্ন করেন, আল্লাহ তা'আলা কি কখনো নিদ্রা যান? অতঃপর আল্লাহ তা'আলা ফেরেশতাদের মাধ্যমে হযরত মূসা (আ.)-কে একাধারে তিন দিন নিদ্রা না যাওয়ার জন্য নির্দেশ দেন। ফেরেশ্তাগণ তাই করেন। অতঃপর পরবর্তী রাত্রে হযরত মূসা (আ.)-এর দু'হাতে দু'টি বোতল দিয়ে বলা হয়, এ বোতল দু'টিকে দু'হাতে ধরে রাখুন। তিনি তা-ই করলেন। রাত্রি যতই গভীর হতে থাকে ততই তিনি নিদ্রাচ্ছন্ন হয়ে পড়েন। শত চেষ্টা করেও নিদ্রার প্রভাব কাটিয়ে উঠতে পারছিলেন না। অবশেষে তিনি নিদ্রামগ্ন হয়ে পড়েন। ফলে বোতল দু'টি হাত হতে পড়ে ভেঙ্গে যায়। তখন ফেরেশ্তারা বলেন, হে মূসা (আ.)! নিদ্রার প্রভাবে দু'টি বোতলকে আপনি ঠিক রাখতে পারলেন না। আল্লাহ তা'আলা যদি নিদ্রা যান তাহলে এ বিশাল বিশ্বকে কিভাবে রক্ষণাবেক্ষণ করেন? সে ঘটনার প্রতি ইঙ্গিত করে আল্লাহ তা'আলা অত্র আয়াতে উম্মতে মুহাম্মদীর প্রতি আল্লাহর গুণাবলি ও বৈশিষ্ট্য বর্ণনা করেছেন।

رَوَى ابْنُ كَثِيْرٍ هٰذَا الرِّوَايَةَ مِنْ طُرُقٍ عَدِيْدَةٍ وَقَالَ : وَهُوَ عَنْ اَخْبَارِ بَنِيْ اِسْرَائِيْلَ وَهُوَ مِمَّا يَعْلَمُ اَنَّ مُوْسٰى عَلَيْهِ السَّلَامُ لَا يَخْفٰى عَلَيْهِ مِثْلُ هٰذَا مِنْ اَمْرِ اللّٰهِ عَزَّوَجَلَّ وَاِنَّهٗ مُنَزَّهٌ عَنْهُ. وَقَالَ اَيْضًا : وَهٰذَا حَدِيْثٌ غَرِيْبٌ جِدًّا وَالْاَظْهَرُ اَنَّهٗ اِسْرَائِيْلِيٌّ لَا مَرْفُوْعٌ. وَاللّٰهُ اَعْلَمُ (١/ ٨٧٩)

(২৫৬) قوله لَآ اِكْرَاهَ فِي الدِّيْنِ قَدْ تَّبَيَّنَ الرُّشْدُ مِنَ الْغَيِّ الخ **আয়াতের শানে নুযূল :** মদিনার মুশরিক মহিলাদের যখন সন্তান হতো না। তখন তারা মানত করত যদি আমাদের সন্তান হয়, তবে আমরা তাদের ইহুদি বানাব এবং ইহুদিদের হাতে সমর্পণ করব। এভাবে তাদের অনেক সন্তান ইহুদিদের হাতে ছিল। যখন সে সকল লোক মুসলমান হয় এবং আল্লাহর দীনের সাহায্যকারী হয়ে যায় তখন ইহুদিদের সাথে লড়াই হয়। সর্বশেষ তাদের ষড়যন্ত্র ও প্রবঞ্চনা হতে নিষ্কৃত লাভের জন্য মহানবী ﷺ বনি নযীরকে দেশান্তরের নির্দেশ দেন। তখন আনসারগণ ইহুদিদের নিকট গচ্ছিত নিজেদের সন্তানদেরকে ফেরত নিতে আবেদন করেন, যেন নিজেদের সংস্পর্শে রেখে মুসলমান করে নিতে পারেন। তখন উপরিউক্ত আয়াত নাজিল হয়। –[তাফসীরে ইবনে কাসীর (আ. শিফক)]

অথবা, তাফসীরে ইবনে কাসীরে উল্লেখ আছে, বনূ সালিম গোত্রের হুসাইনি নামক এক ব্যক্তির দু'সন্তান খ্রিস্টান ছিল, কিন্তু তিনি নিজে ছিলেন মুসলমান। একবার রাসূল ﷺ-এর দরবারে উপস্থিত হয়ে তিনি বললেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আপনি আমাকে অনুমতি দিন আমি তাদেরকে জবরদস্তিমূলক মুসলমান বানিয়ে নিই। কারণ সাধারণভাবে তো তারা খ্রিস্টান ধর্ম থেকে ফিরে আসবে না। তখন উল্লিখিত আয়াত অবতীর্ণ হয়।

১. আয়াত تِلْكَ الرُّسُلُ এর বক্তব্যে নবী করীম ﷺ-কে এক প্রকার সান্ত্বনা দান করা উদ্দেশ্য। কেননা তাঁর নবুয়ত দলিল দ্বারা প্রমাণিত হওয়ার পরও অর্থাৎ, যা وَاِنَّكَ لَمِنَ الْمُرْسَلِيْنَ আয়াতে প্রমাণিত হয়েছে, তা সত্ত্বেও কাফেররা তা মেনে নিচ্ছিল না। ফলে এটি তাঁর পক্ষে দুঃখ ও অনুতাপের বিষয় হয়ে দাঁড়িয়েছিল। এজন্য আল্লাহ তা'আলা একথা শুনিয়ে দিয়েছেন যে, ইতঃপূর্বেও বিভিন্ন পদমর্যদা সম্পন্ন বহু নবী অতিক্রান্ত হয়েছেন, কিন্তু কারোই সমগ্র উম্মত ঈমানদার হয়নি। কিছুসংখ্যক লোক আনুগত্য প্রদর্শন করেছে, আবার অনেকে বিরুদ্ধাচরণও করেছে। অবশ্য এতেও আল্লাহর বহু তাৎপর্য রয়েছে, যদিও তা সবার বুঝে আসে না, কিন্তু সামগ্রিকভাবে এতটুকু বিশ্বাস রাখা কর্তব্য যে, এর মধ্যেও নিশ্চয় কোনো বিশেষ তাৎপর্য নিহিত রয়েছে।

২. تِلْكَ الرُّسُلُ فَضَّلْنَا بَعْضَهُمْ عَلٰى بَعْضٍ এখানে প্রশ্ন উঠতে পারে যে, আয়াতটিতে পরিষ্কারভাবে প্রতীয়মান হয় যে, নবীগণের মধ্যে কেউ কেউ অন্য নবী অপেক্ষা মর্যাদায় বড় ছিলেন, অথচ হাদীসে রাসূল ﷺ ইরশাদ করেছেন, 'আল্লাহর নবীগণের মধ্যে মর্যাদার পার্থক্য করো না।' তিনি আরো বলেছেন– 'আমাকে মূসা (আ.)-এর চাইতে বড় প্রতিপন্ন করার চেষ্টা করো না।' আরো উক্ত হয়েছে যে, 'আমি বলতে পারি না যে, কেউ ইউনুস ইবনে মাত্তা অপেক্ষা উত্তম।' অতএব এর উত্তর কি? আল্লামা ইবনে কাসীর (র.) এর স্পষ্ট ভাষায় বর্ণনা করে দিয়েছেন। –[তাফসীরে ইবনে কাসীর : ১/৬৭১]

৩. مِنْهُمْ مَّنْ كَلَّمَ اللّٰهُ হযরত মূসা (আ.)-এর সাথেই আল্লাহ তা'আলা ফেরেশতাদের মাধ্যম ব্যতীত কথা বলেছেন, কিন্তু তাও অন্তরালমুক্ত ছিল না। কেননা সূরা শুরার مَا كَانَ لِبَشَرٍ اَنْ يُّكَلِّمَهُ اللّٰهُ [কোনো মানুষের পক্ষে আল্লাহর সাথে

https://e-ilm.weebly.com/

কথা বলা বাস্তবসম্মত নয়। আয়াতে অন্তরালমুক্তভাবে আল্লাহ তা'আলার সাথে কথা বলার বিষয়টিকে নাকচ করা হয়েছে। এতেই বুঝা যায় যে, হযরত মূসা (আ.)-এর সাথে আল্লাহর কথা বলা অন্তরাল থেকেই হয়েছে। অবশ্য মৃত্যুর পরে কোনো রকম অন্তরাল বা যবনিকা ছাড়াই কথাবার্তা হওয়া সম্ভব। তাই শুরার সে আয়াতটি পার্থিব জীবন সম্পর্কে প্রযোজ্য বলে মনে করা হয়।

এ সূরায় ইবাদত এবং বৈষয়িক আচার-আচরণের বেশ কিছু বিধান এবং রীতি-নীতি বর্ণনা করা হয়েছে, যেগুলোর বাস্তবায়ন করতে গিয়ে মনের উপর চাপ সৃষ্টি হওয়া স্বাভাবিক। যাবতীয় সৎকাজের মধ্যে জান-মাল ব্যয় করাটাই মানুষের কাছে সবচেয়ে কঠিন মনে হয়। অথচ আল্লাহর বিধানসমূহের অধিকাংশই জান অথবা মাল সম্পর্কিত। তাছাড়া অধিকাংশ মানুষই পাপে লিপ্ত হয়, এই জানের মহব্বত অথবা মালের প্রতি আসক্তির কারণেই। সুতরাং বলতে গেলে এ দু'টিই সমস্ত পাপের মূল উৎস। আর তা থেকে মুক্তিলাভই হলো যাবতীয় ইবাদত-বন্দেগীর লক্ষ্য। কাজেই এসব বিধি-বিধান বর্ণনা করার পর যুদ্ধ-বিগ্রহের আলোচনা একান্তই যুক্তিযুক্ত।

وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ শীর্ষক আয়াতে জানের মহব্বত ত্যাগ করার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। পরবর্তী আয়াত مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ - এর মধ্যে সম্পদের মোহ ত্যাগ করে তা আল্লহার সন্তুষ্টির পথে বিলিয়ে দেওয়ার শিক্ষা দেওয়া হয়েছে।

এরপরে বর্ণিত তালূতের কাহিনী দ্বারা বুঝানো হয়েছে যে, মর্যদা ও কর্তৃত্বপ্রাপ্তি ধন-সম্পদের উপর নির্ভরশীল নয়। এটা একান্তভাবেই আল্লাহর ইচ্ছার উপর নির্ভরশীল। পরন্তু যারা জানের পরোয়া না করেই আল্লাহর পথে জীবন উৎসর্গ করে, তাদের নজির এবং প্রতিফলও তালূতের ঘটনাতে বিধৃত হয়েছে। অতঃপর সম্পদ আল্লাহর পথে বিলিয়ে দিয়ে জীবনের প্রকৃত সাফল্য লাভ করার উপদেশ দিয়ে বলা হয়েছে– أَنْفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُمْ অর্থাৎ, আমি তোমাদেরকে যে উপজীবিকা দান করেছি, তা থেকে ব্যয় কর।

যেহেতু সম্পদ ব্যয় করার উপর অনেক ইবাদত ও মো'আমালাত নির্ভরশীল। তাই এ বিষয়টি সমধিক বিস্তারিতভাবে এবং গুরুত্বসহকারে বর্ণনা করা হয়েছে। পরবর্তী রুকূ'তেও বেশির ভাগ আলোচনা সম্পদ ব্যয় প্রসঙ্গেই করা হয়েছ। যার অর্থ দাঁড়ায় এই যে, এখনই কাজ করার সময় পরকালে কোনো কাজ বা ক্রয়-বিক্রয় চলবে না, আর বন্ধুত্বের খাতিরেও কেউ কিছু দিবে না। পক্ষান্তরে কেউ এসে সুপারিশ করে মুক্ত করবে, তাও সম্ভব হবে না; যতক্ষণ আল্লাহ নিজে না ছাড়বেন।

আয়াতুল কুরসীর বিশেষ ফজিলত : এ আয়াতটি কুরআনের সর্ববৃহৎ আয়াত। হাদীসে এ আয়াতের অনেক ফজিলত ও বরকত বর্ণিত হয়েছে। মুসনাদে আহমদ গ্রন্থে বর্ণিত আছে, রাসূল ﷺ এটিকে সবচেয়ে উত্তম আয়াত বলে উল্লেখ করেছেন। অন্য এক হাদীসে আছে, রাসূল ﷺ উবাই ইবনে কা'বকে জিজ্ঞেস করেছিলেন, কুরআনের মধ্যে কোন আয়াতটি মর্যাদার দিক থেকে সবচেয়ে বড় ও গুরুত্বপূর্ণ? উবাই ইবনে কা'ব আরজ করলেন, তা হচ্ছে– আয়াতুল কুরসী। রাসূল (সা.) তার সমর্থন করে বললেন– হে আবুল মানযার! তোমাকে এ উত্তম জ্ঞানের জন্য ধন্যবাদ।

নাসায়ী শরীফের এক বর্ণনাতে রয়েছে, হুজুরে আকরাম ﷺ ইরশাদ করেছেন, 'যে লোক প্রত্যেক ফরজ নামাজের পর আয়াতুল কুরসী নিয়মিত পাঠ করে, তার জন্য জান্নাতে প্রবেশের পথে একমাত্র মৃত্যু ছাড়া অন্য কোনো অন্তরায় থাকে না।' অর্থাৎ মৃত্যুর সাথে সাথেই সে জান্নাতের ফলাফল এবং আরাম-আয়েশ উপভোগ করতে শুরু করবে।

এ আয়াতে মহান পরওয়ারদেগার আল্লাহ জাল্লা–শানুহুর একক অস্তিত্ব, তাওহীদ ও গুণাবলির বর্ণনা এক অত্যাশ্চর্য ও অনুপম ভঙ্গিতে দেওয়া হয়েছে, যাতে আল্লাহর অস্তিত্ববান হওয়া, জীবিত হওয়া, শ্রবণকারী হওয়া, দর্শক হওয়া, বাকশক্তিসম্পন্ন হওয়া, তাঁর সত্তার অপরিহার্যতা, তাঁর অসীম-অনন্তকাল পর্যন্ত থাকা, সমগ্র বিশ্বের স্রষ্টা ও উদ্ভাবক হওয়া, যাবতীয় ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়ার প্রভাব থেকে মুক্ত হওয়া, সমগ্র বিশ্বের একচ্ছত্র অধিপতি হওয়া এমন শ্রেষ্ঠত্ব ও মহত্ত্বের হওয়া যাতে তাঁর অনুমতি ছাড়া তাঁর সামনে কেউ কোনো কথা বলতে না পারে, এমন পরিপূর্ণ ক্ষমতার অধিকারী হওয়া যাতে সমগ্র বিশ্ব ও তার যাবতীয় বস্তুনিচয়কে সৃষ্টি করা এবং সেগুলোর রক্ষণাবেক্ষণ এবং তাদের শৃঙ্খলা বজায় রাখতে গিয়ে তাঁকে কোনো ক্লান্তি বা পরিশ্রান্তির সম্মুখীন হতে হয় না এবং এমন ব্যাপক জ্ঞানের অধিকারী হওয়া, কোনো প্রকাশ্য কিংবা গোপন বস্তু কিংবা কোনো অণু-পরমাণুর বিন্দু-বিসর্গও যাতে বাদ পড়তে না পারে। এই হচ্ছে আয়াতটির মোটামুটি ও সংক্ষিপ্ত বিষয়বস্তু। এ আয়াতটিতে দশটি বাক্য রয়েছে। প্রথম বাক্য– اللَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ এতে আল্লাহ শব্দটি সত্তাগত নাম। অর্থ, সে সত্তা যা সকল পরাকাষ্ঠার অধিকারী ও সব কিছু থেকে মুক্ত لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ সে সত্তারই বর্ণনা, যে সত্তা ইবাদতের যোগ্য। 'ইলাহ' সে সত্তা ব্যতীত অন্য কেউ নেই।

https://e-ilm.weebly.com/

দ্বিতীয় বাক্য اَلْحَیُّ الْقَیُّوْمُ আরবি ভাষায় حَیٌّ অর্থ হচ্ছে জীবিত। আল্লাহর নামের মধ্য থেকে এ নামটি ব্যবহার করে বলে দিয়েছেন যে, তিনি সর্বদা জীবিত ও বিদ্যমান থাকবেন: মৃত্যু তাঁকে স্পর্শ করতে পারবে না। قَیُّوْمُ শব্দ قِیَامٌ শব্দ হতে উৎপন্ন, এটা ব্যুৎপত্তিগত আধিক্যের অর্থে– ব্যবহৃত। এর অর্থ হচ্ছে এই যে, তিনি নিজে বিদ্যমান থেকে অন্যকেও বিদ্যমান রাখেন এবং নিয়ন্ত্রণ করেন। 'কাইয়ূম' আল্লাহর এমন এক বিশেষ গুণ যাতে কোনো সৃষ্টি অংশীদার হতে পারে না। তাঁর সত্তা স্থায়িত্বের জন্য কারো মুখাপেক্ষী নয়। কেননা যে নিজের স্থায়িত্ব ও অস্তিত্বের জন্য অন্যের মুখাপেক্ষী, সে অন্যের পরিচালনা ও নিয়ন্ত্রণ কি করে করবে? সে জন্যই কোনো মানুষকে 'কাইয়ূম' বলা জায়েজ নয়। যারা 'আব্দুল কাইয়ূম' নামকে বিকৃত করে শুধু 'কাইয়ূম' বলে তারা গুনাহগার হবে।

আল্লাহর গুণবাচক নামের মধ্যে حَیٌّ وَ قَیُّوْمٌ অনেকের মতে 'ইসমে আজম।' হযরত আলী (রা.) বলেছেন, বদরের যুদ্ধে আমি একবার চেয়েছিলাম, রাসূল ﷺ কে দেখবো, তিনি কি করছেন। সেখানে গিয়ে দেখলাম, তিনি সেজদায় পড়ে یَا حَیُّ یَا قَیُّوْمُ বলছেন।

তৃতীয় বাক্য لَا تَأْخُذُهٗ سِنَةٌ وَّلَا نَوْمٌ سِنَةٌ – সীন-এর নিচে যের দ্বারা উচ্চারণ করলে এর অর্থ হয় তন্দ্রা বা নিদ্রার প্রাথমিক প্রভাব। نَوْمٌ পূর্ণ নিদ্রাকে বলা হয়। এর অর্থ হচ্ছে এই যে, আল্লাহ তা'আলা তন্দ্রা ও নিদ্রা থেকে সম্পূর্ণ মুক্ত। পূর্ববর্তী বাক্যে 'কাইয়ূম' শব্দে মানুষকে জানিয়ে দেওয়া হয়েছে যে, আসমান ও জমিনের যাবতীয় বস্তুর নিয়ন্ত্রণকারী হচ্ছেন আল্লাহ তা'আলা। সমস্ত সৃষ্টি রাজি তাঁর আশ্রয়েই বিদ্যমান। এতে করে হয়তো ধারণা হতে পারে যে, যে সত্তা এত বড় কার্য পরিচালনা করছেন, তাঁর কোনো সময় ক্লান্তি আসতে পারে এবং কিছু সময় বিশ্রাম ও নিদ্রার জন্য থাকা দরকার। দ্বিতীয় বাক্য দ্বারা সীমিত জ্ঞান-বুদ্ধিসম্পন্ন মানুষকে জানানো হয়েছে যে, আল্লাহকে নিজের বা অন্য কোনো সৃষ্টির সঙ্গে তুলনা করবে না, নিজের মতো মনে করবে না। তিনি সমকক্ষতা ও সকল তুলনার উর্ধ্বে। তাঁর পরিপূর্ণ ক্ষমতার পক্ষে এসব কাজ করা কঠিন নয়। আবার তাঁর ক্লান্তিরও কোনো কারণ নেই। আর তাঁর সত্তা যাবতীয় ক্লান্তি, তন্দ্রা ও নিদ্রার প্রভাব থেকে মুক্ত ও পবিত্র।

চতুর্থ বাক্য لَهٗ مَا فِی السَّمٰوٰتِ وَمَا فِی الْاَرْضِ বাক্যের প্রারম্ভে ব্যবহৃত لَامٌ অক্ষর মালিকানা অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। অর্থাৎ, আকাশ এবং জমিনে যা কিছু রয়েছে সে সবই আল্লাহর মালিকানাধীন। তিনি স্বয়ংসম্পূর্ণ ইচ্ছাশক্তির মালিক। যেভাবে ইচ্ছা তাকে নিয়ন্ত্রণ করতে পারেন।

পঞ্চম বাক্য مَنْ ذَا الَّذِیْ یَشْفَعُ عِنْدَهٗۤ اِلَّا بِاِذْنِهٖ অর্থ হচ্ছে এমন কে আছে, যে তাঁর সামনে কারো সুপারিশ করবে, তাঁর অনুমতি ব্যতীত? এতে কয়েকটি মাসআলা বর্ণনা করা হয়েছে।

প্রথম হচ্ছে এই যে, যখন আল্লাহ তা'আলা যাবতীয় সৃষ্টবস্তুর মালিক এবং কোনো বস্তু তাঁর চেয়ে বড় নয়, তাই কেউ তাঁর কোনো কাজ সম্পর্কে প্রশ্ন করার অধিকারী নয়। তিনি যা কিছু করেন, তাতে কারো আপত্তি করার অধিকার নেই। তবে এমন হতে পারতো যে, কেউ কারো জন্য সুপারিশ করে, তাই এ বিষয়টিও স্পষ্ট করে দেওয়া হয়েছে যে, এ ক্ষমতাও কারো নেই। তবে আল্লাহর কিছু খাস বান্দা আছেন, যাঁরা তাঁর অনুমতি সাপেক্ষে তা করতে পারবেন, অন্যথা নয়। হাদীসে ইরশাদ হয়েছে– রাসূল ﷺ বলেছেন, হাশরের ময়দানে সর্বপ্রথম আমি সমস্ত উম্মতের জন্য সুপারিশ করব। একে 'মাকামে মাহমূদ' বলা হয়, যা হুজুর ﷺ-এর জন্য খাস। অন্যের জন্য নয়।

ষষ্ঠ বাক্য– یَعْلَمُ مَا بَیْنَ اَیْدِیْهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ অর্থাৎ আল্লাহ তা'আলা অগ্রপশ্চাত যাবতীয় অবস্থা ও ঘটনা সম্পর্কে অবগত। অগ্রপশ্চাত বলতে এ অর্থও হতে পারে যে, তাদের জন্মের পূর্বে ও জন্মের পরের যাবতীয় অবস্থা ও ঘটনাবলি আল্লাহর জানা রয়েছে। আর এ অর্থও হতে পারে যে, অগ্র বলতে সে অবস্থা বুঝানো হয়েছে যা মানুষের জন্য প্রকাশ্য, আর পশ্চাত বলতে বুঝানো হয়েছে যা অদৃশ্য। তাতে অর্থ হবে এই যে, কোনো কোনো বিষয় মানুষের জ্ঞানের আওতায় রয়েছে কিন্তু কোনো কোনো বিষয়ে তাদের জ্ঞান নেই। কিছু তাদের সামনে প্রকাশ্য আর কিছু গোপন। কিন্তু আল্লাহর ক্ষেত্রে সবই প্রকাশ্য। তাঁর জ্ঞান সে সমস্ত বিষয়ের উপরই পরিব্যপ্ত। সুতরাং এ দুটিতে কোনো বিরোধ নেই। আয়াতের ব্যাপকতায় উভয় দিকই বুঝানো হয়েছে।

সপ্তম বাক্য وَلَا یُحِیْطُوْنَ بِشَیْءٍ مِّنْ عِلْمِهٖۤ اِلَّا بِمَا شَآءَ অর্থাৎ মানুষ ও সমগ্র সৃষ্টির জ্ঞান আল্লাহর জ্ঞানের কোনো একটি অংশবিশেষকেও পরিবিষ্টিন করতে পারে না। কিন্তু আল্লাহ তা'আলা যাকে যে পরিমাণ জ্ঞান দান করেন শুধু ততটুকুই সে পেতে পারে। এতে বলা হয়েছে যে, সমগ্র সৃষ্টির অণু-পরমাণুর ব্যাপক জ্ঞান আল্লাহর জ্ঞানের আওতাভুক্ত, এটা তাঁর বৈশিষ্ট্য। মানুষ অথবা অন্য কোনো সৃষ্টি এতে অংশীদার নয়।

https://e-ilm.weebly.com/

অষ্টম বাক্য– "وَسِعَ كُرْسِيُّهُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضَ" অর্থাৎ, তাঁর কুরসী এত বড়, যার মধ্যে সাত আকাশ ও জমিন পরিবেষ্টিত রয়েছে। আল্লাহ উঠা-বসা আর স্থান-কাল থেকে মুক্ত। এ ধরনের আয়াতকে মানুষের পরিপূর্ণভাবে অনুধাবন করা মানবজ্ঞানের উর্ধ্বে। তবে হাদীসের বর্ণনা দ্বারা এতটুকু বুঝা যায় যে, আরশ ও কুরসী এত বড় যে, তা সমগ্র আকাশ ও জমিনকে পরিবেষ্টন করে রেখেছে। ইবনে কাসীর হযরত আবূ যর গিফারী (রা.) -এর উদ্ধৃতিতে বর্ণনা করেছেন যে, তিনি হুজুর ﷺ -কে জিজ্ঞেস করেছিলেন যে, কুরসী কি এবং কেমন? তিনি বলেছেন, যার এখতিয়ারে আমার প্রাণ তাঁর কসম, কুরসীর সাথে সাত আকাশ ও সাত জমিনের তুলনা একটি বিরাট ময়দানে ফেলে দেওয়া একটি আংটির মতো। অন্য এক বর্ণনাতে আছে যে, আরশের তুলনায় কুরসীও অনুরূপ। –[তাফসীরে ইবনে কাসীর]

নবম বাক্য وَلَا يَئُوْدُهٗ حِفْظُهُمَا অর্থাৎ আল্লাহ তা'আলার পক্ষে এ দুটি বৃহৎ সৃষ্টি আসমান ও জমিনের হেফাজত করা কোনো কঠিন কাজ বলে মনে হয় না। কারণ এই অসাধারণ ও একক পরিপূর্ণ সত্তার পক্ষে এ কাজটি একান্তই সহজ ও অনায়াসসাধ্য।

দশম বাক্য وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيْمُ তিনি অতি উচ্চ ও অতি মহান। পূর্বের নয়টি বাক্যে আল্লাহর সত্তা ও গুণের পূর্ণতা বর্ণনা করা হয়েছে। তা দেখার এবং বুঝার পর প্রত্যেক বুদ্ধিমান ব্যক্তি বলতে বাধ্য হবে যে, সকল শান-শওকত, বড়ত্ব ও মহত্ত্ব এবং শক্তির একমাত্র মালিক আল্লাহ তা'আলা। এ দশটি বাক্যে আল্লাহর 'যাত' ও সিফাতের পূর্ণ বর্ণনা দেওয়া হয়েছে।

ইসলামকে যারা সুদৃঢ়ভাবে ধারণ করে তারা যেহেতু ধ্বংস ও প্রবঞ্চনা থেকে নিরাপদ হয়ে যায়, সেজন্য তাদেরকে এমন লোকের সাথে তুলনা করা হয়েছে যে, কেউ কোনো শক্ত দড়ি ছিঁড়ে পড়ার যেমন ভয় থাকে না, তেমনিভাবে ইসলামেও কোনো রকম ধ্বংস কিংবা ক্ষতি নেই। তবে দড়িটি যদি কেউ ছিঁড়ে দেয় তা যেমন স্বতন্ত্র কথা, তেমনিভাবে কেউ যদি ইসলামকে বর্জন করে, তবে তাও স্বতন্ত্র ব্যাপার। –[বয়ানুল কুরআন]

এ আয়াত দেখে কোনো কোনো লোক প্রশ্ন করে, আয়াতের দ্বারা বুঝা যায়, ধর্মে কোনো বল প্রয়োগ নেই। অথচ ইসলাম ধর্মে জিহাদ ও যুদ্ধের শিক্ষা দেওয়া হয়েছে?

একটু গভীরভাবে লক্ষ্য করলেই বুঝা যাবে যে, এমন প্রশ্ন যথার্থ নয়। কারণ ইসলামে জিহাদ ও কেতালের শিক্ষা মানুষকে ঈমান আনয়নের ব্যাপারে বাধ্য করার জন্য দেওয়া হয়নি। যদি তাই হতো, তবে জিযিয়া করের বিনিময়ে কাফেরদেরকে নিজ দায়িত্বে আসার কোনো প্রয়োজন ছিল না। ইসলামে জিহাদ ও কেতাল ফেতনা-ফ্যাসাদ বন্ধ করার লক্ষ্যে করা হয়। কেননা ফ্যাসাদ আল্লাহর পছন্দনীয় নয়, অথচ কাফেররা ফাসাদের চিন্তাতেই ব্যস্ত থাকে। তাই আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেছেন– وَيَسْعَوْنَ فِى الْاَرْضِ فَسَادًا ۚ وَاللّٰهُ لَا يُحِبُّ الْمُفْسِدِيْنَ "তারা পৃথিবীতে ফ্যাসাদ সৃষ্টি করে বেড়ায় কিন্তু আল্লাহ তা'আলা ফ্যাসাদকারীদেরকে পছন্দ করেন না।"

এজন্য আল্লাহ তা'আলা জিহাদ এবং কেতালের মাধ্যমে এসব লোকের সৃষ্ট যাবতীয় অনাচার দূর করতে নির্দেশ দিয়েছেন। সেমতে জিহাদের মাধ্যমে অনাচারী জালেমদের হত্যা করা সাপ-বিচ্ছু ও অন্যান্য কষ্টদায়ক জীবজন্তু হত্যা করার সমতুল্য। ইসলাম জিহাদের ময়দানে স্ত্রীলোক, শিশু, বৃদ্ধ এবং অচল ব্যক্তিদেরকে হত্যা করতে বিশেষভাবে নিষেধ করেছে। আর এমনিভাবে সে সমস্ত মানুষকেও হত্যা করা থেকে বিরত করেছে, যারা জিযিয়া বা কর দিয়ে আইন মান্য করতে আরম্ভ করেছে।

ইসলামের এ কার্য পদ্ধতিতে বুঝা যায় যে, সে জিহাদ ও কেতালের দ্বারা মানুষকে ইসলাম গ্রহণ করতে বাধ্য করে না; বরং এর দ্বারা দুনিয়া থেকে অন্যায়-অত্যাচার দূর করে ন্যায় ও শান্তি প্রতিষ্ঠার জন্য আদেশ দিয়েছে। হযরত ওমর (রা.) একজন বৃদ্ধা নাসারা স্ত্রীলোককে ইসলাম গ্রহণের দাওয়াত দিয়েছিলেন, তখন সে স্ত্রীলোক উত্তর দিল। আমি মৃত্যুর দুয়ারে দাঁড়ানো এক বৃদ্ধা শেষ জীবনে নিজের ধর্ম কেন ত্যাগ করব? হযরত ওমর (রা.) একথা শুনেও তাকে ইসলাম গ্রহণে বাধ্য করেননি; বরং এ আয়াত পাঠ করলেন لَا اِكْرَاهَ فِى الدِّيْنِ অর্থাৎ ধর্মে কোনো বল প্রয়োগের নিয়ম নেই। বাস্তব পক্ষে ঈমান গ্রহণে বল প্রয়োগ সম্ভবও নয়। আর জিহাদ ও কেতাল দ্বারা শুধু বাহ্যিক অঙ্গ-প্রত্যঙ্গই প্রভাবিত হয়। সুতরাং এর দ্বারা ঈমান গ্রহণে বাধ্য করা সম্ভবই নয়। এতে প্রমাণিত হয় যে, জিহাদ বা কেতালের নির্দেশ لَا اِكْرَاهَ فِى الدِّيْنِ আয়াতের পরিপন্থি নয়। –[মাযহারী]

https://e-ilm.weebly.com/

শব্দ বিশ্লেষণ

اٰتَيْنَا : সীগাহ جمع متكلم বহছ ماضى معروف বাব اِفْعَالٌ মাসদার اَلْاِيْتَاءُ মূলবর্ণ (أ . ت . ى) জিনস মোরাক্কাব, مهموز فاء ও ناقص يائى অর্থ– আমরা দিয়েছি।

اَيَّدْنَا : সীগাহ جمع متكلم বহছ ماضى معروف বাব تَفْعِيْلٌ মাসদার اَلتَّاْيِيْدُ মূলবর্ণ (أ . ى . د) জিনস মোরাক্কাব: مهموز فاء ও اجوف يائى অর্থ– আমরা শক্তিশালী করেছি।

مَااقْتَتَلَ : সীগাহ واحد مذكر غائب বহছ ماضى معروف বাব اِفْتِعَالٌ মাসদার اَلْاِقْتِتَالُ মূলবর্ণ (ق . ت . ل) জিনস صحيح অর্থ– সে যুদ্ধ করেনি।

يُرِيْدُ : সীগাহ واحد مذكر غائب বহছ اثبات فعل مضارع معروف বাব اِفْعَالٌ মূলবর্ণ (ر . و . د) মাসদার اَلْاِرَادَةُ জিনস اجوف واوى অর্থ– সে ইচ্ছা করেছে।

اَلْقَيُّوْمُ : শব্দটি বাব نَصَرَ থেকে ব্যবহৃত হয় এবং قِيَامٌ থেকে مبالغة-এর সীগাহ। অর্থ– সর্বসত্তার ধারক। ঐ মহান সত্তা যিনি নিজে থাকবেন এবং অন্যকেও থাকতে দিবেন। এটি আল্লাহর সিফাতী নামসমূহ থেকে একটি নাম।

لَاتَأْخُذُ : সীগাহ واحد مؤنث غائب বহছ نفى فعل مضارع معروف বাব نَصَرَ মাসদার اَلْاَخْذُ মূলবর্ণ (أ . خ . ذ) জিনস مهموز فاء অর্থ– সে ধরে না।

لَايُحِيْطُوْنَ : সীগাহ جمع مذكر غائب বহছ نفى فعل مضارع معروف বাব اِفْعَالٌ মাসদার اَلْاِحَاطَةُ মূলবর্ণ (ح . و . ط) জিনস اجوف واوى অর্থ– তারা আয়ত্ত্ব করতে পারে না।

لَايَئُوْدُ : সীগাহ واحد مذكر غائب বহছ نفى فعل مضارع معروف বাব نَصَرَ মাসদার اَلْاَوْدُ মূলবর্ণ (أ . و . د) জিনস মোরাক্কাব: مهموز فاء ও اجوف واوى অর্থ– সে ক্লান্ত করে না।

বাক্য বিশ্লেষণ

قوله وَلٰكِنَّ اللّٰهَ يَفْعَلُ مَا يُرِيْدُ : এখানে واو টি حرف عطف আর لٰكِنَّ হলো حرف مشبه بالفعل এবং اَللّٰهَ শব্দটি হচ্ছে لٰكِنَّ-এর اسم এবং يَفْعَلُ ফে'ল, এতে যমীর هُوَ فاعل এবং مَا টি اسم موصول আর يُرِيْدُ হলো فعل এতে যমীর هُوَ فاعل এবার فعل ও فاعل মিলে جملة فعلية হয়ে صلة অতঃপর موصول ও صلة মিলে مفعول এবার فعل ـ فاعل ও مفعول মিলে جملة فعلية হয়ে لٰكِنَّ-এর خبر অবশেষে لٰكِنَّ তার اسم ও خبر মিলে جملة اسمية হলো।

قوله اللّٰهُ لَآ اِلٰهَ اِلَّا هُوَ الْحَيُّ الْقَيُّوْمُ : এখানে اَللّٰهُ শব্দটি مبتدأ আর لَا টি نفى جنس لا، এবং اِلٰهَ টি لَا-এর اسم ও اِلَّا টি حرف استثناء আর هُوَ টি مستثنى হচ্ছে اَحَدٌ উহ্য مستثنى منه-এর, مستثنى منه ও مستثنى মিলে لَا-এর خبر এবার خبر ও اسم তার لا، نفى جنس মিলে جملة اسمية হয়ে প্রথম খবর হলো اَللّٰهُ মুবতাদা-এর। اَلْحَيُّ الْقَيُّوْمُ যথাক্রমে দ্বিতীয় ও তৃতীয় خبر অবশেষে তার তিন খবর মিলে جملة اسمية হলো।

قوله لَا تَأْخُذُهٗ سِنَةٌ وَّلَا نَوْمٌ : এখানে لَا تَاْخُذُ হলো فعل আর ہٗ টি مفعول এবং سِنَةٌ হলো معطوف عليه। واو হরফে عطف আর لَانَوْمٌ হচ্ছে معطوف عليه ও معطوف -এর معطوف মিলে فاعل এবং فعل, فاعل ও مفعول মিলে جملة فعليه হয়ে اَللّٰهُ শব্দের চতুর্থ খবর।

https://e-ilm.weebly.com/

اَللّٰهُ وَلِيُّ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا ۙ يُخْرِجُهُمْ مِّنَ الظُّلُمٰتِ اِلَى النُّوْرِ ؕ وَالَّذِيْنَ كَفَرُوْٓا اَوْلِيٰٓـُٔهُمُ الطَّاغُوْتُ ۙ يُخْرِجُوْنَهُمْ مِّنَ النُّوْرِ اِلَى الظُّلُمٰتِ ؕ اُولٰٓئِكَ اَصْحٰبُ النَّارِ ۚ هُمْ فِيْهَا خٰلِدُوْنَ ﴿٢٥٧﴾

অনুবাদ : (২৫৭) আল্লাহ তাদের সাথী হন যারা ঈমান এনেছে, তিনি তাদেরকে অন্ধকার হতে বের করে [বাঁচিয়ে] আনেন নূরের দিকে, আর যারা কাফের তাদের সাথী হয় শয়তানের দল, তারা তাদেরকে নূর হতে বের করে (বিরত রেখে) অন্ধকারের দিকে নিয়ে যায়। এই প্রকার লোকই দোজখবাসী হবে, তারা তাতে অনন্তকাল অবস্থান করবে।

اَلَمْ تَرَ اِلَى الَّذِىْ حَآجَّ اِبْرٰهٖمَ فِىْ رَبِّهٖٓ اَنْ اٰتٰىهُ اللّٰهُ الْمُلْكَ ۘ اِذْ قَالَ اِبْرٰهٖمُ رَبِّىَ الَّذِىْ يُحْىٖ وَيُمِيْتُ ۙ قَالَ اَنَا اُحْىٖ وَاُمِيْتُ ؕ قَالَ اِبْرٰهٖمُ فَاِنَّ اللّٰهَ يَاْتِىْ بِالشَّمْسِ مِنَ الْمَشْرِقِ فَاْتِ بِهَا مِنَ الْمَغْرِبِ فَبُهِتَ الَّذِىْ كَفَرَ ؕ وَاللّٰهُ لَا يَهْدِى الْقَوْمَ الظّٰلِمِيْنَ ﴿٢٥٨﴾

(২৫৮) তুমি কি ঐ ব্যক্তির কাহিনী জ্ঞাত হওনি, যে ব্যক্তি হযরত ইবরাহীম এর সঙ্গে বিতর্ক করেছিল স্বীয় পরওয়ারদেগার সম্বন্ধে, যেহেতু আল্লাহ তাকে রাজত্ব দিয়েছেন। যখন ইবরাহীম বললেন, আমার রব এরূপ যে, তিনি জীবন দান করেন এবং জীবন হরণ করেন, সে বলল, আমিও জীবন দান করি এবং জীবন হরণ করি, ইবরাহীম বললেন, আল্লাহ সূর্যকে পূর্ব দিক হতে উদিত করেন, তুমি তাকে পশ্চিম দিক হতে উদিত করে দাও। তাতে সেই কাফের হতভম্ব হয়ে গেল, আর আল্লাহ এমন বিপথগামীদেরকে হেদায়েত করেন না।

শাব্দিক অনুবাদ

(২৫৭) اللّٰهُ وَلِيُّ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا আল্লাহ তাদের সাথী হন যারা ঈমান এনেছে يُخْرِجُهُمْ مِّنَ الظُّلُمٰتِ اِلَى النُّوْرِ তিনি তাদেরকে অন্ধকার হতে বের করে আনেন নূরের দিকে وَالَّذِيْنَ كَفَرُوْٓا আর যারা কাফের اَوْلِيٰٓـُٔهُمُ الطَّاغُوْتُ তাদের সাথী হয় শয়তানের দল يُخْرِجُوْنَهُمْ তারা তাদেরকে নিয়ে যায় مِّنَ النُّوْرِ اِلَى الظُّلُمٰتِ নূর হতে বের করে রেখে অন্ধকারের দিকে اُولٰٓئِكَ اَصْحٰبُ النَّارِ এই প্রকার লোকই দোজখবাসী হবে هُمْ فِيْهَا خٰلِدُوْنَ তারা তাতে অনন্তকাল অবস্থান করবে।

(২৫৮) اَلَمْ تَرَ اِلَى তুমি কি ঐ ব্যক্তির কাহিনী জ্ঞাত হওনি الَّذِىْ حَآجَّ اِبْرٰهٖمَ যে ব্যক্তি ইবরাহীম এর সঙ্গে বিতর্ক করেছিল فِىْ رَبِّهٖٓ স্বীয় পরওয়াবদেগার সম্বন্ধে اَنْ اٰتٰىهُ اللّٰهُ الْمُلْكَ যেহেতু আল্লাহ তাকে রাজত্ব দিয়েছেন اِذْ قَالَ اِبْرٰهٖمُ যখন হযরত ইবরাহীম বললেন رَبِّىَ الَّذِىْ يُحْىٖ وَيُمِيْتُ আমার রব এরূপ যে, তিনি জীবন দান করেন এবং জীবন হরণ করেন قَالَ اَنَا اُحْىٖ وَاُمِيْتُ সে বলল, আমিও জীবন দান করি এবং জীবন হরণ করি قَالَ اِبْرٰهٖمُ ইবরাহীম বললেন فَاِنَّ اللّٰهَ يَاْتِىْ بِالشَّمْسِ مِنَ الْمَشْرِقِ আল্লাহ সূর্যকে পূর্ব দিক হতে উদিত করেন فَاْتِ بِهَا مِنَ الْمَغْرِبِ তুমি তাকে পশ্চিম দিক হতে উদিত করে দাও فَبُهِتَ الَّذِىْ كَفَرَ তাতে সেই কাফের হতভম্ব হয়ে গেল وَاللّٰهُ لَا يَهْدِى الْقَوْمَ الظّٰلِمِيْنَ আর আল্লাহ এমন বিপথগামীদেরকে হেদায়েত করেন না

https://e-ilm.weebly.com/

(২৫৯) অথবা তোমাদের এরূপ ঘটনা জানা আছে কি? যেমন এক ব্যক্তি এমন এক পল্লীর ভিতর দিয়ে যাচ্ছিল যার ঘরগুলো স্বীয় ছাদের উপর পতিত হয়েছিল, সে বলতে লাগল কি উপায়ে আল্লাহ এই পল্লীকে জীবিত করবেন তার মৃত্যুর পর, সুতরাং আল্লাহ সেই ব্যক্তিকে একশত বৎসর পর্যন্ত মৃত অবস্থায় রাখলেন, অতঃপর তাকে জীবিত করে উঠালেন, আল্লাহ জিজ্ঞাসা করলেন, তুমি কতকাল এই অবস্থায় ছিলে? সে বলল, হয়ত একদিন ছিলাম, কিংবা এক দিনের চেয়েও কম, আল্লাহ বললেন না, বরং তুমি একশত বৎসর ছিলে, তুমি স্বীয় পানাহারের বস্তুর প্রতি দৃষ্টিপাত কর, তা পঁচে গলে যায়নি এবং তোমার গাধার প্রতি দৃষ্টিপাত কর, এবং যেন তোমাকে মানুষের জন্য একটি নজির করে দিই, আর হাড়গুলোর প্রতি দৃষ্টি কর আমি তাদেরকে কেমন করে সংযোজিত করি, অতঃপর তার উপর গোশ্‌ত স্থাপন করি, অনন্তর যখন এ সমস্ত অবস্থা তার নিকট প্রকাশিত হলো, তখন সে বলে উঠল আমি বিশ্বাস করি, নিশ্চয় আল্লাহ যাবতীয় বস্তুর উপর পূর্ণ ক্ষমতাবান।	اَوْ كَالَّذِيْ مَرَّ عَلٰى قَرْيَةٍ وَّهِيَ خَاوِيَةٌ عَلٰى عُرُوْشِهَا قَالَ اَنّٰى يُحْيٖ هٰذِهِ اللّٰهُ بَعْدَ مَوْتِهَا فَاَمَاتَهُ اللّٰهُ مِائَةَ عَامٍ ثُمَّ بَعَثَهٗ قَالَ كَمْ لَبِثْتَ قَالَ لَبِثْتُ يَوْمًا اَوْ بَعْضَ يَوْمٍ قَالَ بَلْ لَّبِثْتَ مِائَةَ عَامٍ فَانْظُرْ اِلٰى طَعَامِكَ وَشَرَابِكَ لَمْ يَتَسَنَّهْ وَانْظُرْ اِلٰى حِمَارِكَ وَلِنَجْعَلَكَ اٰيَةً لِّلنَّاسِ وَانْظُرْ اِلَى الْعِظَامِ كَيْفَ نُنْشِزُهَا ثُمَّ نَكْسُوْهَا لَحْمًا فَلَمَّا تَبَيَّنَ لَهٗ قَالَ اَعْلَمُ اَنَّ اللّٰهَ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ (٢٥٩)

শাব্দিক অনুবাদ

(২৫৯) اَوْ كَالَّذِيْ مَرَّ عَلٰى قَرْيَةٍ অথবা তোমাদের এরূপ ঘটনা জানা আছে কি? যেমন এক ব্যক্তি এমন এক পল্লীর ভিতর দিয়ে যাচ্ছিল وَّهِيَ خَاوِيَةٌ عَلٰى عُرُوْشِهَا যার ঘরগুলো স্বীয় ছাদের উপর পতিত হয়েছিল قَالَ সে বলতে লাগল اَنّٰى يُحْيٖ هٰذِهِ اللّٰهُ কি উপায়ে আল্লাহ এই পল্লীকে জীবিত করবেন بَعْدَ مَوْتِهَا তার মৃত্যুর পর فَاَمَاتَهُ اللّٰهُ مِائَةَ عَامٍ সুতরাং আল্লাহ সেই ব্যক্তিকে একশত বৎসর পর্যন্ত মৃত অবস্থায় রাখলেন ثُمَّ بَعَثَهٗ অতঃপর তাকে জীবিত করে উঠালেন قَالَ كَمْ لَبِثْتَ আল্লাহ জিজ্ঞাসা করলেন, তুমি কতকাল এই অবস্থায় ছিলে قَالَ لَبِثْتُ يَوْمًا সে বলল, হয়ত একদিন ছিলাম اَوْ بَعْضَ يَوْمٍ কিংবা এক দিনের চেয়েও কম قَالَ আল্লাহ বললেন بَلْ لَّبِثْتَ مِائَةَ عَامٍ না বরং তুমি একশত বৎসর ছিলে فَانْظُرْ اِلٰى طَعَامِكَ وَشَرَابِكَ তুমি স্বীয় পানাহারের বস্তুর প্রতি দৃষ্টিপাত কর لَمْ يَتَسَنَّهْ তা পঁচে গলে যায়নি وَانْظُرْ اِلٰى حِمَارِكَ এবং তোমার গাধার প্রতি দৃষ্টিপাত কর وَلِنَجْعَلَكَ اٰيَةً لِّلنَّاسِ এবং যেন তোমাকে মানুষের জন্য একটি নজির করে দিই وَانْظُرْ اِلَى الْعِظَامِ আর হাড়গুলোর প্রতি দৃষ্টি কর كَيْفَ نُنْشِزُهَا আমি তাদেরকে কেমন করে সংযোজিত করি ثُمَّ نَكْسُوْهَا لَحْمًا অতঃপর তার উপর গোশ্‌ত স্থাপন করি فَلَمَّا تَبَيَّنَ لَهٗ অনন্তর যখন এ সমস্ত অবস্থা তার নিকট প্রকাশিত হলো قَالَ তখন সে বলে উঠল اَعْلَمُ আমি বিশ্বাস করি اَنَّ اللّٰهَ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ নিশ্চয় আল্লাহ যাবতীয় বস্তুর উপর পূর্ণ ক্ষমতাবান।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

হযরত ইব্‌রাহীম (আ.) ও নমরূদের বিতর্ক : হযরত ইব্‌রাহীম (আ.) নমরূদ বাদশাহর রাজত্বকালে বাবেলের নিকটবর্তী স্থানে জন্মগ্রহণ করেন। সেদেশে তখন প্রবল পৌত্তলিকতার প্রভাব ছিল। হযরত ইব্‌রাহীম (আ.) বয়োঃপ্রাপ্ত হয়ে পৌত্তলিকতার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করেন। নমরূদ বাদশাহ তাকে ডেকে বলল, তোমার প্রভু কি? হযরত ইব্‌রাহীম (আ.) উত্তর

https://e-ilm.weebly.com/

দিলেন, বিশ্বজগতের প্রভুই আমার প্রভু। নমরূদ বলল, তার অস্তিত্বের প্রমাণ কি? হযরত ইব্‌রাহীম (আ.) বললেন, তিনি বিশ্ব জগতের স্রষ্টা, তিনি জীবন ও মৃত্যু দান করেন। নমরূদ বলল, সৃষ্টিকর্তা বলতে কেউ নেই, আপনা-আপনিই সকল বস্তু সৃষ্টি হয়ে থাকে। ইচ্ছা করলে আমিও জীবন ও মৃত্যু দান করতে পারি। তখন হযরত ইবরাহীম (আ.) বললেন, আমার প্রতিপালক আল্লাহ তিনি সূর্যকে পূর্বদিক হতে উদিত করেন, তুমি সূর্যটিকে পশ্চিম দিক হতে উদিত কর। এতে নমরূদ হতভম্ব হয়ে গেল, আর কোনো উত্তর দিতে পারল না।

নমরূদের পরিচয় : নমরূদ হযরত ইব্‌রাহীম (আ.)-এর সাথে সৃষ্টিকর্তা সম্পর্কে তর্কে লিপ্ত হয়েছিল। তার পিতার নাম কিনয়ান, সে ছিল জারজ সন্তান। সে সম্পূর্ণ ভূ-মণ্ডলের অধিপতি ছিল। চারজন রাজা সারা দুনিয়াতে রাজত্ব করেছিলেন। তম্মধ্যে দু'জন মুসলমান। (১) হযরত সুলাইমান (আ.) (২) যুলকারনাইন। আর দু'জন কাফের তারা হচ্ছে– (১) নমরূদ ও (২) বখতে নসর। -[তাফসীরে ইবনে কাসীর, ১/৬৮৬]

হযরত ইব্‌রাহীম (আ.) নবী হিসেবে আগমনকাল : হযরত ইব্‌রাহীম (আ.)-এর যুগে মানুষ পৌত্তলিক ছিল। তাঁর পিতা মূর্তিপূজারী তো ছিলেনই নির্মাতাও ছিলেন। হযরত আদম (আ.) থেকে হযরত নূহ (আ.) পর্যন্ত ১৬৪২ বছর যাবৎ পৃথিবীতে মূর্তিপূজার কোনো অস্তিত্ব ছিল না। হযরত নূহের নবুয়তকালেই মূর্তিপূজার প্রচলন হয়। মানুষ সমাজের সর্দার, নেতা এবং শ্রদ্ধেয় ব্যক্তিগণের প্রতিকৃতি তৈরি শুরু করে এবং তাদের প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদনের লক্ষ্যে তাদের পূজা-পার্বণে লিপ্ত হয়। এভাবেই এগুলোকে আল্লাহর ক্ষমতাগুণে এবং ক্ষমতাধর ভাবতে থাকে। ফলে তারাই হয়ে পড়ে তাদের নিকট মানুষের পরমেশ্বর। তাই প্রতিমা পূজা হতে মানুষকে ফিরিয়ে আল্লাহর একত্ববাদে বিশ্বাসী করার জন্যই আল্লাহ যুগে যুগে মানুষের মধ্য থেকেই নবী মনোনীত করতেন। এ লক্ষ্যেই আল্লাহ মানুষকে সৎপথে পরিচালিত করার জন্য হযরত ইব্‌রাহীম (আ.)-কে নবী মনোনীত করে পাঠান।

قوله اَلَّذِىْ حَآجَّ اِبْرٰهٖمَ -এর ব্যাখ্যা : হযরত ইব্‌রাহীম (আ.)-এর সাথে যার বিতর্ক হয়েছিল কুরআনে কারীম ঘৃণাভরে তার নাম বর্ণনা করেনি। ইমাম কুরতুবী বলেন, ঐ ব্যক্তি ছিল নমরূদ ইবনে কুস ইবনে কিনয়ান ইবনে নূহ। সে ঐ সময়েই মেসোপটেমিয়ার বাদশাহ ছিল। এটি হযরত ইবনে আব্বাস, মুজাহিদ, কাতাদাহ ও সুদ্দীর অভিমত। এক সময়ে নমরূদের মাথায় একটি মশা ঢুকে পড়ায় সে মরণ দংশনে মারা যায়। কারো কারো মতে সে ছিল নমরূদ ইবনে ফালেখ ইবনে আবির ইবনে সাম।

قوله فَأْتِ بِهَا مِنَ الْمَغْرِبِ-এর সংশ্লিষ্ট বক্তব্য : মা'আরিফুল কুরআন গ্রন্থকার বলেন– فَأْتِ بِهَا مِنَ الْمَغْرِبِ উক্তির ক্ষেত্রে বিব্রত বোধ করত সম্পূর্ণ নির্বাক হয়ে বিতর্ক থেকে সরে পড়ার কারণ ছিল এই যে, তার অন্তরে হয়তো অনিচ্ছা সত্ত্বেও এ কথা জেগে থাকবে যে, নিশ্চয় আল্লাহ আছেন এবং পূর্ব দিক হতে সূর্য উদয় করা তাঁরই কাজ। ইচ্ছা করলে তিনি পশ্চিম দিক হতেও উদয় করতে পারেন. আর এ ব্যক্তি নবী হয়ে থাকলে বিতর্কে বাড়াবাড়ির ক্ষেত্রে অবশ্য এ রকম ঘটেও যেতে পারে। আর এ রকম হলে বিশ্বময় এক মহাবিপ্লব সৃষ্টি হয়ে যাবে। তাতে না আবার লাভের পরিবর্তে ক্ষতি বেড়ে যায়। যেমন, মানুষ ইবরাহীমের মু'জিযা দেখে যদি নমরূদের দিক হতে ফিরে তার দিকে ঝুঁকে যায়। সামান্য বাড়াবাড়িতে না আবার রাজত্বই চলে যায়। এসব ভেবে সে কোনো উত্তর দেয়নি। তা ছাড়া তার কাছে এ প্রশ্নের কোনো উত্তরও ছিল না, এ জন্য হতভম্ব হয়ে পড়ে।

قوله اَوْ كَالَّذِىْ مَرَّ عَلٰى قَرْيَةٍ الخ আয়াতে বর্ণিত ব্যক্তির পরিচয় ও বর্ণনা : আয়াতে বর্ণিত ব্যক্তি সম্পর্কে তাফসীরকারকগণ বিভিন্ন মত পোষণ করেন। কেউ বলেন– হযরত খিজির (আ.) আবার কেউ বলেন– হেযকীল নামীয় এক ব্যক্তি। আবার কেউ বলেন– হযরত উযায়ের (আ.) আর গ্রামটি ছিল বাইতুল মুকাদ্দাস. তবে স্বীকৃত মতে হযরত উযায়ের (আ.)-কেই বুঝানো হয়েছে। [তাফসীর ইবনে কাসীর]

হযরত উযায়ের (আ.)-এর ঘটনা : আয়াতে বর্ণিত ব্যক্তিই হলেন হযরত উযায়ের (আ.)। সমস্ত তাওরাত কিতাব তাঁর মুখস্থ ছিল। বখতে নসর নামক জনৈক রাজা যখন বাইতুল মুকাদ্দাসকে ধ্বংস করে বনী ইসরাঈলদের অনেককে বন্দী

https://e-ilm.weebly.com/

করেছিল, তখন বন্দীদের মধ্যে হযরত উযায়েরও ছিলেন। সেখান হতে মুক্তি পেয়ে ফিরার পথে এমন একটি গ্রাম দেখতে পান যার ইমারত ও অট্টালিকাগুলো ভূমিস্মাৎ হয়ে গিয়েছে। এ অবস্থা দেখে তিনি মনে মনে ভাবতে লাগলেন, এখানকার অধিবাসীরা সকলেই তো মারা গিয়েছে, আল্লাহ তা'আলা এদেরকে আবার কিভাবে পুনর্জীবিত করবেন? আল্লাহ তা'আলা এ নবীকে দুনিয়াতেই এর নজির দেখানোর উদ্দেশ্যে হযরত উযায়ের (আ.) -কে একশত বৎসর পর্যন্ত মৃত অবস্থায় রাখলেন। কিন্তু তার শরীর নষ্ট ও পঁচে-গলে যায়নি। সাথে সাথে তার বাহন (গাধা) টিরও মৃত্যু দিলেন। তবে গাধাটির দেহ পঁচে-গলে মাটির সাথে মিশে গেছে, শুধু হাড়গুলো খণ্ড-বিখণ্ড হয়ে পড়ে রয়েছে। আর তার সাথে যে খাদ্য ও পানীয় বস্তু ছিল তা আল্লাহর কুদরতে বিন্দুমাত্রও নষ্ট হয়নি। -[তাফসীরে ইবনে কাসীর]

আল্লাহ তা'আলা একশত বৎসর পর হযরত উযায়ের (আ.)-কে জীবিত করলেন। অতঃপর তাকে জিজ্ঞাসা করলেন, তুমি এ অবস্থায় কতকাল ছিলে? তিনি উত্তর দিলেন, এ অবস্থায় একদিন বা একদিনের কিছু অংশ হবে। আল্লাহ বললেন না, বরং তুমি একশত বৎসর এ অবস্থায় ছিলে। তুমি দেখ তোমার গাধাটির দিকে তা মরে-পঁচে অস্থিসার হয়ে আছে। আর তোমার খাদ্য ও পানীয়ের দিকে লক্ষ্য কর তা যথা পূর্ব আকৃতিতে রয়েছে। অতঃপর তুমি দেখ কিভাবে হাড্ডিগুলো জোড়া লাগে এবং কিভাবে গোশত ও আত্মার সঞ্চার হয়। এ বিস্ময়কর ঘটনা অবলোকন করে তিনি অত্যন্ত প্রশান্তি অনুভব করলেন এবং আল্লাহ তা'আলার অশেষ শুকরিয়া জ্ঞাপন করলেন।

উক্ত একশত বৎসরে দেশের মধ্যে অনেক পরিবর্তন ঘটে। বাইতুল মুকাদ্দাস বনী ইসরাঈলদের দখলে পুনরায় আবাদ হতে থাকে। আল্লাহ তা'আলা হযরত উযায়ের (আ.)-কে যখন মৃত্যু দিয়েছিলেন তখন ছিল সকাল, আর একশত বৎসর পর যখন জীবিত করেন তখন ছিল বিকাল, তাই তিনি একদিন অথবা একদিনের কিছু অংশ বলেছিলেন। তিনি মনে করেছিলেন যে, যদি গতকাল এসে থাকি, তবে একদিন, আর যদি আজ এসে থাকি তবে একদিনের কিছু কম সময় অবস্থান করেছি। আল্লাহ তা'আলা মৃতকে জীবিত করতে পারবেন, এটা তার বিশ্বাস ছিল, তবে এ ঘটনায় তাঁর চাক্ষুষ অভিজ্ঞতা অর্জিত হলো। অতঃপর তিনি বাইতুল মুকাদ্দাসে গমন করলেন। কিন্তু কেউ তাঁকে চিনতে পারেনি। কেননা তিনি তখন যুবক ছিলেন, এখনো তাই আছেন, তাঁর সমবয়সি লোকেরা কেউ বেঁচে নেই। অপ্রাপ্ত বয়সি লোকেরা এখন বৃদ্ধাবস্থায় উপনীত হয়েছে। তিনি উযায়ের বলে পরিচয় দিলে সকলেই বলতে থাকে বখ্তে নসর তাকে বন্দী করলে তিনি আর ফিরে আসেননি। তাঁর ছেলেরা অত্যন্ত ছোট ছিল, এখন তারা বৃদ্ধ। সকলে বলতে লাগল, হযরত উযায়ের (আ.)-এর তাওরাত কিতাব মুখস্থ ছিল আপনি তা পড়ে শুনান। পরে তিনি তা পাঠ করে শুনালেন। রাজা বখ্তে নসর তাওরাত কিতাব পুড়ে ফেলেছিল, তাই হযরত উযায়ের (আ.)-এর পুনর্জীবনের সাথে সাথে তাওরাত কিতাবেরও পুনর্জীবন লাভ হয়।

قوله عَلٰى قَرْيَةٍ দ্বারা উদ্দেশ্য : এখানে قَرْيَةٌ দ্বারা একটি জনপদকে বুঝানো হয়েছে। قَرْيَةٌ শব্দ এখানে জনবিরল এলাকা অর্থে নয়; বরং এটা দ্বারা নগর বুঝানো উদ্দেশ্য। যে নগর জালিম বাদশাহ বখ্তে নসর ধ্বংস করে দিয়েছিল। কাতাদাহ এবং ওয়াহাব ইবনে মুনাব্বিহ বলেন, قَرْيَةٌ দ্বারা বায়তুল মাকদিস এবং এর অধিবাসী উদ্দেশ্য। -[তাফসীরে ইবনে কাসীর]

قوله فَانْظُرْ إِلٰى طَعَامِكَ وَشَرَابِكَ এখানে طَعَامٌ দ্বারা উদ্দেশ্য : হযরত উযায়ের (আ.)-এর নিকট খাদ্য ও পানীয় কি ছিল, তা কুরআনে কোনো বর্ণনা দেওয়া হয়নি। মুফাসসিরগণ বলেন, তাঁর খাবার ছিল আঙ্গুর বা ডুমুর ফল। আর পানীয় ছিল আঙ্গুরের রস বা দুধ। অনেকে বলেন, সাধারণ পথিকরা যেসব খাদ্য পানীয় সাথে করে নেয়; তাঁর সাথেও তেমন খাদ্য এবং পানীয় ছিল।

قوله لَبِثْتُ يَوْمًا أَوْ بَعْضَ يَوْمٍ -এর মর্মার্থ : হযরত ওযায়ের (আ.)-কে একশত বছর পর পুনর্জীবিত করে আল্লাহ তাঁকে জিজ্ঞেস করলেন, 'কতদিন কাটালে?' উত্তরে তিনি বললেন لَبِثْتُ يَوْمًا أَوْ بَعْضَ يَوْمٍ অর্থাৎ একদিন বা তার চেয়ে কিছু কম। তাঁর এরূপ উত্তর থেকে বুঝা যায় যে, ইহজগতের প্রাকৃতিক রীতি-নীতি ও মৃত্যুর পর জগতের প্রাকৃতিক রীতি-নীতি এক রকম নয়। অনেকে মনে করেন তাঁকে ভোর বেলায় মৃত্যু দেওয়া হয়েছিল এবং একশত বছর পর বিকেল বেলায় জীবিত করা হয়। ফলে তিনি একদিনের কথা বলেছেন।

https://e-ilm.weebly.com/

শব্দ বিশ্লেষণ

حَاجَّ : সীগাহ واحد مذكر غائب বহছ ماضى معروف বাব مُفَاعَلَةٌ মাসদার اَلْمُحَاجَّةُ মূলবর্ণ (ح ـ ج ـ ج) জিনস مضاعف ثلاثى অর্থ– সে বিতর্কে লিপ্ত হয়েছিল।

اٰتٰهُ : সীগাহ واحد مذكر غائب বহছ ماضى معروف বাব اِفْعَالٌ মাসদার اَلْاِيْتَاءُ মূলবর্ণ (أ ـ ت ـ ى) জিনস মোরাক্কাব, مهموز فاء ও ناقص يائى অর্থ– সে দিয়েছে।

يُمِيْتُ : সীগাহ واحد مذكر غائب বহছ مضارع معروف বাব اِفْعَالٌ মাসদার اَلْاِمَاتَةُ মূলবর্ণ (م ـ و ـ ت) জিনসে اجوف واوى অর্থ– তিনি মৃত্যু দেন, তিনি জীবন হরণ করেন।

بُهِتَ : সীগাহ واحد مؤنث غائب বহছ ماضى مجهول বাব كَرُمَ ও سَمِعَ মাসদার اَلْبَهْتُ মূলবর্ণ (ب ـ ه ـ ت) জিনস صحيح অর্থ– সে হয়রান হয়ে রইল।

خَاوِيَةٌ : সীগাহ واحد مؤنث বহছ اسم فاعل বাব ضَرَبَ মাসদার اَلْخَوَاءُ মূলবর্ণ (خ ـ ى ـ ى) জিনস لفيفمقرون অর্থ– ধ্বসে পড়া।

عُرُوْشٌ : এটি বহুবচন, একবচনে عَرْشٌ অর্থ– ছাদ।

يُحْيِىْ : সীগাহ واحد مذكر غائب বহছ مضارع معروف বাব اِفْعَالٌ মাসদার اَلْاِحْيَاءُ মূলবর্ণ (ح ـ ى ـ ى) জিনস لفيف مقرون অর্থ– তিনি জীবন দান করেন।

اَمَاتَ : সীগাহ واحد مذكر غائب বহছ ماضى معروف বাব اِفْعَالٌ মাসদার اَلْاِمَاتَةُ মূলবর্ণ (م ـ و ـ ت) জিনস اجوف واوى অর্থ তিনি মৃত্যু দিয়েছেন।

لَمْ يَتَسَنَّهْ : সীগাহ واحد مذكر غائب বহছ نفى جحد بلم در فعل مستقبل معروف বাব تَفَعُّلٌ মাসদার اَلتَّسَنُّهُ মূলবর্ণ (س ـ ن ـ ن) জিনস ناقص يائى অর্থ– ইহা নষ্ট হয়নি।

نَكْسُوْهَا : সীগাহ جمع متكلم বহছ مضارع معروف বাব نَصَرَ মাসদার اَلْكَسْوُ মূলবর্ণ (ك ـ س ـ و) জিনস ناقص واوى অর্থ– আমরা পরিয়ে দেই।

বাক্য বিশ্লেষণ

قوله وَاللّٰهُ لَا يَهْدِى الْقَوْمَ الظّٰلِمِيْنَ : এখানে واو টি حرف عطف আর اَللّٰهُ শব্দটি مبتدأ এবং لَا يَهْدِىْ হলো فعل এতে هُوَ যমীর فاعل এবং الْقَوْمَ الظّٰلِمِيْنَ উভয়টি موصوف ও صفت মিলে مفعول এবার فعل ـ فاعل ও مفعول মিলে جملة فعلية হয়ে خبر অবশেষে مبتدأ ও خبر মিলে جملة اسمية হয়েছে।

https://e-ilm.weebly.com/

وَاِذْ قَالَ اِبْرَاهِيْمُ رَبِّ اَرِنِيْ كَيْفَ تُحْيِ الْمَوْتٰى ۚ قَالَ اَوَلَمْ تُؤْمِنْ ۚ قَالَ بَلٰى وَلٰكِنْ لِّيَطْمَئِنَّ قَلْبِيْ ۚ قَالَ فَخُذْ اَرْبَعَةً مِّنَ الطَّيْرِ فَصُرْهُنَّ اِلَيْكَ ثُمَّ اجْعَلْ عَلٰى كُلِّ جَبَلٍ مِّنْهُنَّ جُزْءًا ثُمَّ ادْعُهُنَّ يَأْتِيْنَكَ سَعْيًا ۚ وَاعْلَمْ اَنَّ اللّٰهَ عَزِيْزٌ حَكِيْمٌ ﴿٢٦٠﴾

অনুবাদ : (২৬০) আর সেই সময়কে স্মরণ কর যখন ইবরাহীম আরজ করলেন, হে আমার পরওয়ারদিগার! আমাকে দেখিয়ে দিন, আপনি মৃতকে কি প্রকারে জীবিত করবেন, ইরশাদ হলো– তুমি কি বিশ্বাস কর না? তিনি বললেন, বিশ্বাস কেন করব না, তবে এই উদ্দেশ্যে আবেদন করছি, যেন আমার অন্তর সান্ত্বনা লাভ করে। আল্লাহ বললেন, আচ্ছা, তবে চারটি পাখি আন, অতঃপর তাদেরকে পোষ মানিয়ে নাও, অতঃপর প্রত্যেক পাহাড়ের উপর এক একটি অংশ রেখে দাও। অতঃপর তাদেরকে আহবান কর, প্রত্যেকটি দৌড়ে দৌড়ে তোমার নিকট আসবে, আর দৃঢ় বিশ্বাস রাখ, নিশ্চয় আল্লাহ প্রতাপশালী, হেকমতওয়ালা।

مَثَلُ الَّذِيْنَ يُنْفِقُوْنَ اَمْوَالَهُمْ فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ كَمَثَلِ حَبَّةٍ اَنْۢبَتَتْ سَبْعَ سَنَابِلَ فِيْ كُلِّ سُنْۢبُلَةٍ مِّائَةُ حَبَّةٍ ۗ وَاللّٰهُ يُضٰعِفُ لِمَنْ يَّشَآءُ ۗ وَاللّٰهُ وَاسِعٌ عَلِيْمٌ ﴿٢٦١﴾

(২৬১) যারা আল্লাহর পথে নিজেদের ধন সম্পদ ব্যয় করে, তাদের ব্যয়িত ধন-সম্পদের অবস্থা এরূপ যেমন একটি শস্য বীজ যা হতে সাতটি শীষ উৎপন্ন হয়, প্রত্যেকটি শীষের মধ্যে শত শস্য হয়, আর এই বৃদ্ধি আল্লাহ যাকে ইচ্ছা প্রদান করেন, আর আল্লাহ প্রশস্ততার মালিক, মহাজ্ঞানী।

اَلَّذِيْنَ يُنْفِقُوْنَ اَمْوَالَهُمْ فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ ثُمَّ لَا يُتْبِعُوْنَ مَآ اَنْفَقُوْا مَنًّا وَّلَآ اَذًى ۙ لَّهُمْ اَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ ۚ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُوْنَ ﴿٢٦٢﴾

(২৬২) যারা স্বীয় সম্পদ আল্লাহর পথে ব্যয় করে, আর ব্যয় করার পর কৃপা প্রকাশ করে না এবং ক্লেশও দেয় না, তারা তাদের বিনিময় পাবে স্বীয়-রব-এর নিকট আর না তাদের কোনো আশঙ্কা হবে আর না তারা চিন্তান্বিত হবে।

শাব্দিক অনুবাদ

(২৬০) وَاِذْ قَالَ اِبْرَاهِيْمُ আর সেই সময়কে স্মরণ কর যখন ইবরাহীম আরজ করলেন رَبِّ اَرِنِيْ হে আমার পরওয়ারদিগার! আমাকে দেখিয়ে দিন كَيْفَ تُحْيِ الْمَوْتٰى আপনি মৃতকে কি প্রকারে জীবিত করবেন قَالَ ইরশাদ হলো اَوَلَمْ تُؤْمِنْ তুমি কি বিশ্বাস কর না قَالَ بَلٰى তিনি বললেন, বিশ্বাস কেন করব না وَلٰكِنْ لِّيَطْمَئِنَّ قَلْبِيْ তবে এই উদ্দেশ্যে আবেদন করছি, যেন আমার অন্তর সান্ত্বনা লাভ করে قَالَ আল্লাহ বললেন, আচ্ছা فَخُذْ اَرْبَعَةً مِّنَ الطَّيْرِ তবে চারটি পাখি আন فَصُرْهُنَّ اِلَيْكَ অতঃপর তাদেরকে পোষ মানিয়ে নাও ثُمَّ اجْعَلْ عَلٰى كُلِّ جَبَلٍ مِّنْهُنَّ جُزْءًا অতঃপর প্রত্যেক পাহাড়ের উপর এক একটি অংশ রেখে দাও ثُمَّ ادْعُهُنَّ অতঃপর তাদেরকে আহবান কর يَأْتِيْنَكَ سَعْيًا প্রত্যেকটি দৌড়ে দৌড়ে তোমার নিকট আসবে وَاعْلَمْ আর দৃঢ় বিশ্বাস রাখ اَنَّ اللّٰهَ নিশ্চয় আল্লাহ عَزِيْزٌ প্রতাপশালী حَكِيْمٌ হেকমতওয়ালা।

(২৬১) مَثَلُ الَّذِيْنَ يُنْفِقُوْنَ اَمْوَالَهُمْ যারা নিজেদের ধন সম্পদ ব্যয় করে তাদের ব্যয়িত ধন-সম্পদের অবস্থা এরূপ فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ আল্লাহর পথে كَمَثَلِ حَبَّةٍ যেমন একটি শস্য বীজ اَنْۢبَتَتْ سَبْعَ سَنَابِلَ যা হতে সাতটি শীষ উৎপন্ন হয় فِيْ كُلِّ سُنْۢبُلَةٍ مِّائَةُ حَبَّةٍ প্রত্যেকটি শীষের মধ্যে শত শস্য হয় وَاللّٰهُ يُضٰعِفُ لِمَنْ يَّشَآءُ আর এই বৃদ্ধি আল্লাহ যাকে ইচ্ছা প্রদান করেন, وَاللّٰهُ وَاسِعٌ عَلِيْمٌ আর আল্লাহ প্রশস্ততার মালিক, মহাজ্ঞানী।

(২৬২) اَلَّذِيْنَ يُنْفِقُوْنَ اَمْوَالَهُمْ যারা স্বীয় সম্পদ ব্যয় করে فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ আল্লাহর পথে ثُمَّ لَا يُتْبِعُوْنَ مَآ اَنْفَقُوْا আর ব্যয় করার পর প্রকাশ করে না مَنًّا কৃপা وَّلَآ اَذًى এবং ক্লেশও দেয় না لَّهُمْ اَجْرُهُمْ তারা তাদের বিনিময় পাবে عِنْدَ رَبِّهِمْ স্বীয়-রব-এর নিকট وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ আর না তাদের কোনো আশঙ্কা হবে وَلَا هُمْ يَحْزَنُوْنَ আর না তারা চিন্তান্বিত হবে।

https://e-ilm.weebly.com/

(২৬৩) সন্তুষ্টজনক কথা বলে দেওয়া এবং ক্ষমা করা ঐ দান অপেক্ষা [বহু] উত্তম যার পর কষ্ট প্রদান করা হয়, আর আল্লাহ অভাবশূন্য ধৈর্যশীল।	قَوْلٌ مَّعْرُوْفٌ وَّمَغْفِرَةٌ خَيْرٌ مِّنْ صَدَقَةٍ يَّتْبَعُهَآ اَذًى ؕ وَاللّٰهُ غَنِىٌّ حَلِيْمٌ ﴿٢٦٣﴾
(২৬৪) হে মুমিনগণ! তোমরা কৃপা প্রকাশ করে অথবা ক্লেশ প্রদান করে তোমাদের দানসমূহকে বিনষ্ট করো না . ঐ ব্যক্তির ন্যায় যে নিজের ধন দান করে লোক দেখানোর উদ্দেশ্যে এবং ঈমান রাখে না আল্লাহর প্রতি ও কিয়ামত দিবসের প্রতি। সুতরাং ঐ ব্যক্তির অবস্থা এরূপ যেমন এক খণ্ড মসৃণ পাথর যার উপর কিছু পরিমাণ মাটি আছে, অনন্তর তার উপর প্রবল বৃষ্টিপাত হয় এবং তাকে পূর্ণ পরিষ্কার করে দেয়, এরূপ লোকের স্বীয় উপার্জন কিছুই হস্তগত হবে না, আর আল্লাহ কাফেরদেরকে [পরকালে বেহেশতের] পথ দেখাবেন না।	يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَا تُبْطِلُوْا صَدَقٰتِكُمْ بِالْمَنِّ وَالْاَذٰى ۙ كَالَّذِىْ يُنْفِقُ مَالَهٗ رِئَآءَ النَّاسِ وَلَا يُؤْمِنُ بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ الْاٰخِرِ ؕ فَمَثَلُهٗ كَمَثَلِ صَفْوَانٍ عَلَيْهِ تُرَابٌ فَاَصَابَهٗ وَابِلٌ فَتَرَكَهٗ صَلْدًا ؕ لَا يَقْدِرُوْنَ عَلٰى شَىْءٍ مِّمَّا كَسَبُوْا ؕ وَاللّٰهُ لَا يَهْدِى الْقَوْمَ الْكٰفِرِيْنَ ﴿٢٦٤﴾

শাব্দিক অনুবাদ

(২৬৩) قَوْلٌ مَّعْرُوْفٌ সন্তুষ্টজনক কথা বলে দেওয়া وَّمَغْفِرَةٌ এবং ক্ষমা করা خَيْرٌ مِّنْ صَدَقَةٍ ঐ দান অপেক্ষা উত্তম يَّتْبَعُهَآ اَذًى যার পর কষ্ট প্রদান করা হয় وَاللّٰهُ غَنِىٌّ حَلِيْمٌ আর আল্লাহ অভাবশূন্য ধৈর্যশীল।

(২৬৪) يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا হে মুমিনগণ! لَا تُبْطِلُوْا صَدَقٰتِكُمْ তোমরা তোমাদের দানসমূহকে বিনষ্ট করো না بِالْمَنِّ وَالْاَذٰى কৃপা প্রকাশ করে অথবা ক্লেশ প্রদান করে كَالَّذِىْ يُنْفِقُ مَالَهٗ ঐ ব্যক্তির ন্যায় যে নিজের ধন দান করে رِئَآءَ النَّاسِ লোক দেখানোর উদ্দেশ্যে وَلَا يُؤْمِنُ بِاللّٰهِ এবং ঈমান রাখে না আল্লাহর প্রতি وَالْيَوْمِ الْاٰخِرِ ও কিয়ামত দিবসের প্রতি فَمَثَلُهٗ সুতরাং ঐ ব্যক্তির অবস্থা এরূপ كَمَثَلِ صَفْوَانٍ যেমন এক খণ্ড মসৃণ পাথর عَلَيْهِ تُرَابٌ যার উপর কিছু পরিমাণ মাটি আছে فَاَصَابَهٗ وَابِلٌ অনন্তর তার উপর প্রবল বৃষ্টিপাত হয় فَتَرَكَهٗ صَلْدًا এবং তাকে পূর্ণ পরিষ্কার করে দেয় لَا يَقْدِرُوْنَ عَلٰى شَىْءٍ مِّمَّا كَسَبُوْا এরূপ লোকের স্বীয় উপার্জন কিছুই হস্তগত হবে না وَاللّٰهُ لَا يَهْدِى الْقَوْمَ الْكٰفِرِيْنَ আর আল্লাহ কাফেরদেরকে পথ দেখাবেন না।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

(২৬১) مَثَلُ الَّذِيْنَ يُنْفِقُوْنَ اَمْوَالَهُمْ فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ الخ **আয়াতের শানে নুযূল :** নবম হিজরি সালে রোমান বাহিনী মদিনা আক্রমণের প্রস্তুতি নিলে তাদেরকে প্রতিহত করার লক্ষ্যে তাবূক যুদ্ধের সরঞ্জাম ও রসদ সংগ্রহের জন্য মহানবী ﷺ সাহাবীদের নিকট আল্লাহর পথে দান করার আহবান জানান। এ আহবানে সাড়া দিয়ে হযরত আবূ বকর (রা.) তাঁর সকল সম্পদ, হযরত ওমর (রা.) তাঁর অর্ধেক সম্পদ এবং হযরত ওসমান (রা.) এক হাজার উট ও এক হাজার দীনার দান করেন। এতে মহানবী ﷺ সন্তুষ্ট হয়ে তাঁদের জন্য দোয়া করেন। এ প্রসঙ্গেই বর্ণিত আয়াতটি অবতীর্ণ হয়।

(২৬২) اَلَّذِيْنَ يُنْفِقُوْنَ اَمْوَالَهُمْ فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ الخ **আয়াতের শানে নুযূল :** রূহুল মা'আনী, কুরতুবী ও বায়যাবী শরীফে বর্ণিত হয়েছে, তাবূকের যুদ্ধে হযরত ওসমান (রা.) ইসলামি ফৌজের সাহায্যের জন্য এক হাজার গদি সজ্জিত উট ও এক হাজার

https://e-ilm.weebly.com/

দীনার দান করেছিলেন। তখন রাসূল ﷺ দোয়া করলেন– يَا رَبِّ عُثْمَانُ رَضِيْتُ عَنْهُ فَارْضَ عَنْهُ অর্থাৎ, হে প্রভু! আমি ওসমানের প্রতি সন্তুষ্ট, তুমিও তার প্রতি সন্তুষ্ট হও। হযরত আব্দুর রহমান ইবনে আওফ (রা.) তাঁর সম্পদ থেকে চার হাজার দিরহাম দান করেছিলেন। তাঁদের সম্পর্কেই উপরিউক্ত আয়াত অবতীর্ণ হয়।

হযরত ইব্রাহীম (আ.)-এর নিবেদন ও পুনর্জীবনদান প্রত্যক্ষকরণ : এটি হলো তৃতীয় কাহিনী যা আলোচ্য আয়াতে বর্ণিত হয়েছে। যার সার সংক্ষেপ হচ্ছে এই যে, হযরত ইবরাহীম (আ.) আল্লাহ তা'আলার প্রতি আরজ করলেন, আপনি কিভাবে মৃতকে পুনর্জীবিত করবেন, তা আমাকে প্রত্যক্ষ করান। আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করলেন, এরূপ আকাঙ্ক্ষা ব্যক্ত করার কারণ কি? আমার সর্বময় ক্ষমতার প্রতি কি তোমার আস্থা নেই? হযরত ইবরাহীম (আ.) নিজের আস্থা বিবৃত করে নিবেদন করলেন, আস্থা ও বিশ্বাস তো অবশ্যই আছে। কেননা আপনার সর্বময় ক্ষমতার নির্দশন সর্বদা, প্রতি মুহূর্তেই দেখতে পাচ্ছি এবং চিন্তাশীল ব্যক্তিমাত্রই তার নিজের সত্তা থেকে শুরু করে এ বিশ্ব জাহানের প্রতিটি অণু-পরমাণুতে এর প্রমাণ দেখতে পাচ্ছে। কিন্তু মানব-প্রকৃতির সাধারণ প্রবণতা হচ্ছে যে, অন্তরের বিশ্বাস যতই দৃঢ় হোক, চোখে না দেখা পর্যন্ত অন্তরে পূর্ণ প্রশান্তি আসতে চায় না, প্রশ্নের পর প্রশ্ন জাগতে থাকে, এটা কি করে হবে, না জানি এর প্রক্রিয়াটি কেমন? মনের মাঝে এ ধরনের প্রশ্ন উদয় হওয়ার ফলে পূর্ণ প্রশান্তি লাভ হতে চায় না। নানা প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি করে। এ কারণেই হযরত ইবরাহীম (আ.) এরূপ নিবেদন করেছিলেন যাতে মৃতব্যক্তিকে জীবিতকরণ সংক্রান্ত চিন্তায় দ্বিধাগ্রস্ত না হয়ে পড়ে। অধিকন্তু মনে যাতে স্থিরতা আসে; নানা প্রশ্নের জাল যেন অন্তরে বাসা বাঁধতে না পারে এবং মনের দৃঢ়তা যাতে বজায় থাকে।

আল্লাহ তা'আলা তাঁর প্রার্থনা কবুল করলেন এবং বিষয়টি প্রত্যক্ষ করাবার জন্য এক অভিনব ব্যবস্থা করলেন, যাতে মুশরিকদের যাবতীয় সন্দেহ-সংশয়ও দূর হয়ে যায়। প্রক্রিয়াটি ছিল এই যে, হযরত ইবরাহীম (আ.)-কে চারটি পাখি ধরে নিজের কাছে রেখে সেগুলোকে এমনভাবে লালন-পালন করতে নির্দেশ দেওয়া হলো যাতে সেগুলোর সম্পূর্ণরূপে পোষ মেনে যায় এবং ডাকামাত্র হাতের কাছে চলে আসে। তদুপরি তিনি যেন সেগুলোকে ভালোভাবে চিনতেও পারেন। পরে নির্দেশ হলো, পাখিগুলোকে জবাই করে এর হাড়-গোশত ইত্যাদি সবগুলোকেই কিমায় পরিণত কর, তারপর সেগুলোকে ভালো করে মিশিয়ে নিয়ে কয়েকটি ভাগে বিভক্ত করে নিজ পছন্দমতো কয়েকটি পাহাড়ে এক একটি ভাগ রেখে দাও তারপর এদেরকে ডাক। তখন এগুলো আল্লাহর কুদরতে জীবিত হয়ে দৌড়ে তোমার কাছে চলে আসবে।

তাফসীরে রূহুল মা'আনীতে ইবনুল মুনযিরের উদ্ধৃতিতে হযরত হাসান (রা.) থেকে বর্ণিত রয়েছে যে, হযরত ইবরাহীম (আ.) তাই করলেন। অতঃপর এদের যখন ডাকলেন, সঙ্গে সঙ্গে হাড়ের সাথে হাড়, পাখার সাথে পাখা, গোশতের সাথে গোশত রক্তের সাথে রক্ত মিলে পূর্বের রূপ ধারণ করল এবং তাঁর কাছে দৌড়ে এসে উপস্থিত হলো। তখন আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করলেন হে ইবরাহীম! কিয়ামতের দিন এমনিভাবে সবাইকে তাদের শরীরের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গগুলোকে একত্রিত করে এক মুহূর্তে সেগুলোতে প্রাণ সঞ্চারিত করে দিব। কুরআনের ভাষায় يَأْتِيْنَكَ سَعْيًا বলা হয়েছে যে, এসব পাখি দৌড়ে আসবে, যাতে বুঝা যায়, সেগুলো উড়ে আসবে না। কেননা আকাশে উড়ে আসলে দৃষ্টির অগোচরে যেতে পারে এবং তাতে সন্দেহের অবকাশ থেকে যায়। পক্ষান্তরে মাটির উপরে দৌড়ে আসলে তা দৃষ্টির মধ্যে থাকবে। এ ঘটনাতে আল্লাহ তা'আলা কিয়ামতের পরে পুনর্জীবনের এমন এক নিদর্শন হযরত ইবরাহীম (আ.)-কে দেখালেন, যাতে মুশরিকদের যাবতীয় সন্দেহ-সংশয়েরও অবসান হতে পারে। পুনর্জীবন এবং পরকালীন জীবন সম্পর্কে মুশরিকদের এটাই ছিল বড় প্রশ্ন। মানুষ মৃত্যুর পর মাটিতে মিশে যায়, আর এ মাটি বাতাসের সাথে কোথায় কোথায় উড়ে যায়। আবার কখনো পানির স্রোতের সাথে গড়িয়ে যায়, কখনো বা বৃক্ষ ও শস্যরূপে আত্মপ্রকাশ করে আবার এর রেণু-কণা, দূর-দূরান্তে ছড়িয়ে পড়ে। এ বিক্ষিপ্ত রেণু-কণা একত্রিত করে তাতে প্রাণসঞ্চার করার বিষয়টি সাধারণ জ্ঞান সম্পর্কে লোকের বোধগম্য হওয়ার কথা নয়। সব বিষয়কেই তারা নিজের সীমাবদ্ধ জ্ঞানের তুলাদণ্ডে ওজন করতে চায়। তারা তাদের বোধশক্তির বাইরের কোনো ক্ষমতা সম্পর্কে চিন্তাও করতে পারে না। অথচ তারা যদি নিজেদের অস্তিত্ব সম্পর্কেই একটু চিন্তা করে, তবেই বুঝতে পারবে যে, তাদের অস্তিত্ব সারা বিশ্বের বিক্ষিপ্ত অণু-পরমাণুর একটা সমষ্টি।

https://e-ilm.weebly.com/

আলোচ্য ঘটনার উপর কয়েকটি প্রশ্ন ও উত্তর : আলোচ্য আয়াতে কয়েকটি প্রশ্ন দেখা দেয়। প্রথমতঃ হযরত ইবরাহীম (আ.)-এর মনে এ প্রশ্নই বা কেন জেগেছিল? অথচ তিনি আল্লাহর সর্বময় ক্ষমতার উপর বিশ্বাসীরূপে তৎকালীন বিশ্বে সর্বাধিক দৃঢ় ছিলেন।

এর উত্তর এই যে, প্রকৃতপক্ষে হযরত ইবরাহীম (আ.)-এর প্রশ্ন কোনো সন্দেহ-সংশয়ের কারণে ছিল না; বরং প্রশ্নের উদ্দেশ্য ছিল, আল্লাহ তা'আলা কিয়ামতে মৃতদেহকে জীবিত করবেন, তা তাঁর সর্বময় ক্ষমতার জন্য কোনো আশ্চর্যের বিষয় নয়, কিন্তু মৃতকে জীবিত করা মানুষের শক্তির উর্ধ্বে, তারা কখনো কোনো মৃতকে জীবিত হতে দেখেনি। পরন্তু মৃতকে জীবিত করার পদ্ধতি ও রূপ বিভিন্ন রকম হতে পারে। মানুষের স্বভাব হচ্ছে এই যে, যে বস্তু সে দেখেনি তার অনুসন্ধান করার জন্য তার মনে একটা সহজাত কৌতুহল জন্ম নেয়। এতে তার ধারণা, বিভিন্ন পথে এগিয়ে যেতে থাকে। তাতে চিন্তাজনিত কষ্টও সহ্য করতে হয়। এ চিন্তার বিভ্রান্তি থেকে রেহাই পেয়ে অন্তরে স্থিরতা লাভ করাকেই 'এতমিনান' বা প্রশান্তি বলা হয়। এই এতমিনান লাভের উদ্দেশ্যেই ছিল হযরত ইবরহীম (আ.)-এর এ প্রার্থনা।

এতে একথাও বুঝা যাচ্ছে যে, ঈমান ও এতমিনান-এর মাধ্যমে কিছুটা পার্থক্য রয়েছে। ঈমান সে ইচ্ছাধীন দৃঢ়বিশ্বাসকে বলে, যা মানুষ রাসূল ﷺ-এর কথায় কোনো অদৃশ্য বিষয় সম্পর্কে অর্জন করে। আর 'এতমিনান' অন্তরের সে দৃঢ়তাকে বলা হয় যা প্রত্যক্ষ কোনো ঘটনা অথবা অভিজ্ঞতার মাধ্যমে অর্জিত হয়ে থাকে। অনেক সময় কোনো দৃশ্যমান বিষয়েও দৃঢ়বিশ্বাস জন্মায়, কিন্তু অন্তরের এতমিনান বা প্রশান্তি লাভ হয় না এজন্য যে, এর স্বরূপ জানা থাকে না। এতমিনান বা প্রশান্তি শুধু চাক্ষুষ দর্শনে লাভ হয়। হযরত ইবরাহীম (আ.) মৃত্যুর পর পুনর্জীবিন সম্পর্কে পরিপূর্ণ বিশ্বাসী অবশ্যই ছিলেন; তবে প্রশ্নটি ছিল শুধু তার স্বরূপটি জানার জন্য।

দ্বিতীয় প্রশ্ন এই যে, হযরত ইবরাহীম (আ.) মৃতকে জীবিত করার স্বরূপ সম্পর্কে প্রশ্ন করেছিলেন বটে, মৃত্যুর পর পুনর্জীবন সম্পর্কে তাঁর মনে কোনোরূপ সন্দেহ ছিল না। এমতাবস্থায় আল্লাহর পক্ষ থেকে أَوَلَمْ تُؤْمِنْ অর্থাৎ তুমি কি বিশ্বাস কর না, বলার হেতু কি?

উত্তর এই যে, হযরত ইবরাহীম (আ.) কর্তৃক উত্থাপিত এ প্রশ্নটি দু'ধরনের অর্থ হতে পারে।

এক. তিনি জীবিত করার স্বরূপ জিজ্ঞেস করতে চেয়েছিলেন। তবে মূল প্রশ্ন অর্থাৎ, মৃত্যুর পর পুনর্জীবন সম্পর্কে সন্দিহান ছিলেন না।

দুই. পুনর্জীবিত করার ক্ষমতায় সন্দেহ কিংবা অস্বীকৃতি থেকেও এ প্রশ্ন জন্ম নিতে পারে। প্রশ্নের ভাষা ও সম্ভাবনার প্রতিকূল নয়। উদাহরণতঃ কোনো বোঝা সম্পর্কে আপনার বিশ্বাস এই যে, অমুক ব্যক্তি এটি বহন করতে পারবে না। তখন আপনি তার অপারগতা প্রকাশ করার জন্য বললেন– দেখি, তুমি কেমন করে বোঝাটি বহন কর। হযরত ইবরাহীম (আ.)-এর প্রশ্নের এ ভুল অর্থও কেউ কেউ গ্রহণ করতে পারত। তাই আল্লাহ তা'আলা তাঁকে এ ভ্রান্ত ধারণা থেকে মুক্ত প্রমাণিত করার উদ্দেশ্যে বললেন أَوَلَمْ تُؤْمِنْ যাতে হযরত ইবরাহীম (আ.) উত্তরে بَلٰى হ্যাঁ, বিশ্বাস করি, বলে ভুল বুঝার অবকাশ থেকে মুক্ত হয়ে যান।

আয়াতের শেষাংশে বলা হয়েছে– أَنَّ اللّٰهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ অর্থাৎ আল্লাহ তা'আলা পরাক্রমশালী, প্রজ্ঞাময়। পরাক্রমশালী হওয়ার মধ্যে সর্বশক্তিমানতা বিধৃত হয়েছে। আর প্রজ্ঞাময় বলে ইঙ্গিত করা হয়েছে যে, কোনো বিশেষ হেকমতের কারণেই প্রত্যেককে মৃত্যুর পর পুনর্জীবন প্রত্যক্ষ করানো হয় না। নতুবা প্রত্যেককে এটা প্রত্যক্ষ করানো আল্লাহ তা'আলার পক্ষে মোটেই কঠিন নয়। কিন্তু এতে 'ঈমান বিল গায়েব' বা অদৃশ্যে বিশ্বাস স্থাপন করার বৈশিষ্ট্য অক্ষুণ্ন হয়।

এটি সূরা বাকারার ৩৬ তম রুকূ', যা ২৬২ নং আয়াত থেকে শুরু হয়। এখনো এ সূরার পাঁচটি রুকূ বাকি রয়েছে। তন্মধ্যে শেষ রুকুতে সামগ্রিক ও গুরুত্বপূর্ণ মৌলিক বিষয়াদি বর্ণিত হয়েছে। এর পূর্ববর্তী চার রুকূ'তে ২৬২ তম আয়াত থেকে ২৮৩ তম আয়াত পর্যন্ত মোট ২১টি আয়াত। এগুলোতে অর্থনীতি সংক্রান্ত বিশেষ নির্দেশ ও বক্তব্য পেশ করা হয়েছে। এসব নির্দেশ বাস্তবায়িত হলে বর্তমান বিশ্ব যেসব অর্থনৈতিক সমস্যায় হাবুডুবু খাচ্ছে সেগুলোর সমাধান আপনা-আপনিই বের হয়ে আসবে। আজ কোথাও পুঁজিবাদী অর্থনীতি এবং কোথাও এর জবাবে সমাজতান্ত্রিক অর্থনীতি প্রবর্তিত রয়েছে। এসব নীতির পারস্পরিক সংঘাতের ফলে গোটা বিশ্ব মারামারি, কাটাকাটি ও যুদ্ধ-বিগ্রহের উত্তপ্ত লাভায় পরিপূর্ণ হয়ে আগ্নেয়গিরির রূপ ধারণ করেছে। এসব আয়াতে ইসলামি অর্থনীতির একটি গুরুত্বপূর্ণ দিক বর্ণিত হয়েছে। এটি দু'ভাগে বিভক্ত :

https://e-ilm.weebly.com/

১. প্রয়োজনাতিরিক্ত অর্থ আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য অভাবগ্রস্ত, দীন-দুঃখীদের জন্য ব্যয় করার শিক্ষা– একে সদকা ও খয়রাত বলা হয়
২. সুদের লেন-দেনকে হারাম করে তা থেকে বেঁচে থাকার নির্দেশ।

প্রথম দু'রুকূ'তে দান-খয়রাতের ফজিলত, তৎপ্রতি উৎসাহ প্রদান এবং তৎসম্পর্কিত বিধানাবলি বর্ণিত হয়েছে এবং শেষ দু' রুকূ'তে সুদভিত্তিক কারবারের অবৈধতা, নিষেধাজ্ঞা এবং ঋণদানের বৈধ পন্থার বর্ণনা রয়েছে।

আলোচ্য আয়াতসমূহের প্রথম আয়াতে আল্লাহর পথে ব্যয় করার ফজিলত বর্ণনা করা হয়েছে। এরপর দান-খয়রাত আল্লাহর কাছে গ্রহণযোগ্য হওয়ার শর্তাবলি উল্লেখ করা হয়েছে। অতঃপর এমন কতিপয় বিষয় বর্ণিত হয়েছে, যা দান-খয়রাতকে বরবাদ ও নিষ্ফল প্রয়াসে পরিণত করে।

এরপর বর্ণনা করা হয়েছে দু'টি উদাহরণ। একটি আল্লাহর কাছে গ্রহণীয় দান খয়রাতের এবং অপরটি অগ্রহণীয় ও ফাসেদ দান-খয়রাতের।

এ রুকূ'তে এ পাঁচটি বিষয়বস্তু উল্লিখিত হয়েছে।

এসব বিষয়বস্তুর পূর্বে জানা দরকার যে, আল্লাহর পথে অর্থ ব্যয় করাকে কুরআন পাক কোথাও اِنْفَاقٌ শব্দে, কোথাও اِطْعَامٌ শব্দে কোথাও صَدَقَةٌ শব্দে এবং কোথাও اِيْتَاءُ الزَّكٰوةِ শব্দে ব্যক্ত করেছে। কুরআনের এসব শব্দ এবং বিভিন্ন স্থানে এগুলোর ব্যবহারের প্রতি লক্ষ্য করলে জানা যায় যে اِطْعَامٌ - اِنْفَاقٌ - صَدَقَةٌ প্রভৃতি শব্দগুলো ব্যাপক অর্থবোধক এবং সন্তুষ্টি অর্জনের লক্ষ্যে সর্বপ্রকার দান–খয়রাত ও ব্যয়কেই বুঝায়; তা ফরজ, ওয়াজিব, কিংবা নফল, মোস্তাহাব যাই হোক। ফরজ জাকাত বুঝাবার জন্য কুরআন একটি স্বতন্ত্র শব্দ اِيْتَاءُ الزَّكٰوةِ ব্যবহার করেছে এতে ইঙ্গিত রয়েছে যে, এ বিশেষ সদকাটি আদায় করা ও ব্যয় করার মধ্যে কিছু বৈশিষ্ট্য রয়েছে।

এ রুকূ'তে বেশির ভাগ اِنْفَاقٌ শব্দ এবং কোথাও صَدَقَةٌ শব্দ ব্যবহার করা হয়েছে। এর অর্থ এই যে, এখানে সাধারণ দান–খয়রাত সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে।

শব্দ বিশ্লেষণ

لِيَطْمَئِنَّ : সীগাহ واحد مذكر غائب বহছ مضارع معروف বাব اِفْعِلَالٌ মাসদার اَلْاِطْمِئْنَانُ মূলবর্ণ (ط . م . . . ن) জিনস صحيح অর্থ– প্রশান্তির জন্য।

خُذْ : সীগাহ واحد مذكر حاضر বহছ امر حاضر معروف বাব نَصَرَ মাসদার اَلْاَخْذُ মূলবর্ণ (أ . خ . ذ) জিনস مهموز فاء অর্থ– তুমি ধর।

صُرْ : সীগাহ واحد مذكر حاضر বহছ امر حاضر معروف বাব نَصَرَ মাসদার اَلصَّوْرُ মূলবর্ণ (ص . و . ر) জিনস اجوف واوى অর্থ– তোমরা বশীভূত কর।

ادْعُ : সীগাহ واحد مذكر حاضر বহছ امر حاضر معروف বাব نَصَرَ মাসদার اَلدَّعْوَةُ মূলবর্ণ (د ع . و) জিনস ناقص واوى অর্থ– তুমি ডাক।

يَأْتِينَكَ : সীগাহ جمع مؤنث غائب বহছ مضارع معروف বাব ضَرَبَ মাসদার اَلْاِتْيَانُ মূলবর্ণ (أ . ت . ى) জিনস মোরাক্কাব; ناقص يائى ও مهموز فاء অর্থ– তারা আসব।

يُتْبِعُوْنَ : সীগাহ جمع مذكر غائب বহছ مضارع معروف বাব اِفْعَالٌ মাসদার اَلْاِتْبَاعُ মূলবর্ণ (ت . ب . ع) জিনস صحيح অর্থ– তারা অনুসরণ করে।

صَفْوَانٍ : শব্দটি বহুবচন, একবচন صَفْوَانَةٌ অর্থ– মসৃণ পাথর।

اَصَابَهٗ : সীগাহ واحد مذكر غائب বহছ ماضى معروف বাব اِفْعَالٌ মাসদার اَلْاِصَابَةُ মূলবর্ণ (ص . و . ب) জিনস اجوف واوى অর্থ– তার কাছে পৌছেছে।

https://e-ilm.weebly.com/

শব্দ বিশ্লেষণ

قوله وَاعْلَمْ اَنَّ اللّٰهَ عَزِيْزٌ حَكِيْمٌ : এখানে واو টি حرف عطف আর اِعْلَمْ হলো فعل এবং এতে اَنْتَ যমীর فاعل আর اَنَّ হলো حرف مشبه بالفعل এবং اَللّٰهَ শব্দটি اَنَّ-এর اسم এবং عَزِيْزٌ حَكِيْمٌ উভয়টি اَنَّ এর خبر এবার اَنَّ তার اسم ও خبر মিলে جملة اسمية হয়ে مفعول অবশেষে فعل - فاعل ও مفعول মিলে جملة فعلية انشائية হয়েছে।

قوله قَوْلٌ مَّعْرُوْفٌ وَّمَغْفِرَةٌ خَيْرٌ مِّنْ صَدَقَةٍ : এখানে قَوْلٌ مَّعْرُوْفٌ উভয়টি موصوف ও صفت মিলে معطوف عليه এবং واو টি حرف عطف আর مَغْفِرَةٌ টি معطوف এবার معطوف عليه ও معطوف মিলে مبتدأ হয়েছে। خَيْرٌ হলো شبه فعل আর هُوَ যমীর তার نائب فاعل আর مِنْ صَدَقَةٍ উভয়টি جار ও مجرور মিলে متعلق এবার شبه فعل ও نائب فاعل ও متعلق মিলে جملة فعلية হয়ে خبر এবার مبتدأ ও خبر মিলে جملة اسمية হয়েছে।

قوله لَا يَقْدِرُوْنَ عَلٰى شَيْءٍ مِّمَّا كَسَبُوْا : এখানে لَا يَقْدِرُوْنَ হলো فعل আর এতে هُمْ যমীর فاعل এবং عَلٰى شَيْءٍ উভয়টি جار ও مجرور মিলে متعلق তারপর مِنْ হলো حرف جار ও مَا হলো اسم موصول আর كَسَبُوْا হলো فعل এতে هُمْ যমীর فاعل এবার فعل ও فاعل মিলে جملة فعلية হয়ে صلة হয়েছে। اسم موصول ও صلة মিলে مجرور আর جار ও مجرور মিলে متعلق হয়েছে উহ্য شبه فعل -এর সঙ্গে। উহ্য شبه فعل তার متعلق সহ صفت হয়েছে شَيْءٍ শব্দের। صفت ও موصوف মিলে مجرور। جار ও مجرور মিলে متعلق অবশেষে فعل - فاعل ও متعلق মিলে جملة فعلية خبرية হয়েছে।

https://e-ilm.weebly.com/

وَمَثَلُ الَّذِيْنَ يُنْفِقُوْنَ اَمْوَالَهُمُ ابْتِغَآءَ مَرْضَاتِ اللّٰهِ وَتَثْبِيْتًا مِّنْ اَنْفُسِهِمْ كَمَثَلِ جَنَّةٍۢ بِرَبْوَةٍ اَصَابَهَا وَابِلٌ فَاٰتَتْ اُكُلَهَا ضِعْفَيْنِ ۚ فَاِنْ لَّمْ يُصِبْهَا وَابِلٌ فَطَلٌّ ؕ وَاللّٰهُ بِمَا تَعْمَلُوْنَ بَصِيْرٌ (٢٦٥)

অনুবাদ (২৬৫) আর ঐ সমস্ত লোকের ব্যয়িত মালের অবস্থা– যারা নিজেদের মাল ব্যয় করে আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভের এবং স্বীয় আত্মাসমূহের দৃঢ়তা সাধনের উদ্দেশ্যে, [তাদের] দৃষ্টান্ত ঐ বাগানের ন্যায় যা কোনো টিলার উপর অবস্থিত, যাতে প্রবল বৃষ্টিপাত হলো, ফলে ঐ বাগান দ্বিগুণ ফল-শস্য উৎপন্ন করল, আর যদি প্রবল বৃষ্টিপাত না হয়, তবে হালকা বৃষ্টিও তার জন্য যথেষ্ট, আর আল্লাহ তোমাদের কৃতকর্মসমূহ পূর্ণরূপে দেখেন।

اَيَوَدُّ اَحَدُكُمْ اَنْ تَكُوْنَ لَهٗ جَنَّةٌ مِّنْ نَّخِيْلٍ وَّاَعْنَابٍ تَجْرِيْ مِنْ تَحْتِهَا الْاَنْهٰرُ ۙ لَهٗ فِيْهَا مِنْ كُلِّ الثَّمَرٰتِ ۙ وَاَصَابَهُ الْكِبَرُ وَلَهٗ ذُرِّيَّةٌ ضُعَفَآءُ ۖۚ فَاَصَابَهَآ اِعْصَارٌ فِيْهِ نَارٌ فَاحْتَرَقَتْ ؕ كَذٰلِكَ يُبَيِّنُ اللّٰهُ لَكُمُ الْاٰيٰتِ لَعَلَّكُمْ تَتَفَكَّرُوْنَ (٢٦٦)

(২৬৬) আচ্ছা! তোমাদের মধ্যে কেউ কি পছন্দ করে যে, তার একটি উদ্যান থাকে খেজুর ও আঙ্গুরের যার তলদেশ দিয়ে নহরসমূহ প্রবাহিত, তার ঐ উদ্যান [অনুরূপ আরো] সর্বপ্রকার ফল হয় এবং সে ব্যক্তির বার্ধক্য এসে পড়ে, আর তার সন্তানাদিও আছে যারা অক্ষম, অনন্তর সেই উদ্যানে এক ঝঞ্ঝাবায়ু এসে পড়ে, যাতে অগ্নিপ্রবাহ থাকে, ফলে উদ্যানটি জ্বলে যায়, আল্লাহ এরূপে নজিরসমূহ বর্ণনা করেন তোমাদের জন্য, যেন তোমরা চিন্তা করে দেখ।

শাব্দিক অনুবাদ

(২৬৫) وَمَثَلُ الَّذِيْنَ يُنْفِقُوْنَ اَمْوَالَهُمُ আর ঐ সমস্ত লোকের ব্যয়িত মালের অবস্থা– যারা নিজেদের মাল ব্যয় করে ابْتِغَآءَ مَرْضَاتِ اللّٰهِ আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভের وَتَثْبِيْتًا مِّنْ اَنْفُسِهِمْ এবং স্বীয় আত্মাসমূহের দৃঢ়তা সাধনের উদ্দেশ্যে كَمَثَلِ جَنَّةٍ দৃষ্টান্ত ঐ বাগানের ন্যায় بِرَبْوَةٍ যা কোনো টিলার উপর অবস্থিত اَصَابَهَا وَابِلٌ যাতে প্রবল বৃষ্টিপাত হলো فَاٰتَتْ اُكُلَهَا ضِعْفَيْنِ ফলে ঐ বাগান দ্বিগুণ ফল-শস্য উৎপন্ন করল فَاِنْ لَّمْ يُصِبْهَا وَابِلٌ আর যদি প্রবল বৃষ্টিপাত না হয়, فَطَلٌّ তবে হালকা বৃষ্টিও তার জন্য যথেষ্ট وَاللّٰهُ بِمَا تَعْمَلُوْنَ بَصِيْرٌ আর আল্লাহ তোমাদের কৃতকর্মসমূহ পূর্ণরূপে দেখেন।

(২৬৬) اَيَوَدُّ اَحَدُكُمْ আচ্ছা! তোমাদের মধ্যে কেউ কি পছন্দ করে যে اَنْ تَكُوْنَ لَهٗ جَنَّةٌ তার একটি উদ্যান থাকে مِّنْ نَّخِيْلٍ وَّاَعْنَابٍ খেজুর ও আঙ্গুরের تَجْرِيْ مِنْ تَحْتِهَا الْاَنْهٰرُ যার তলদেশে দিয়ে নহরসমূহ প্রবাহিত لَهٗ فِيْهَا مِنْ كُلِّ الثَّمَرٰتِ তার ঐ উদ্যান সর্বপ্রকার ফল হয় وَاَصَابَهُ الْكِبَرُ এবং সে ব্যক্তির বার্ধক্য এসে পড়ে وَلَهٗ ذُرِّيَّةٌ ضُعَفَآءُ আর তার সন্তানাদিও আছে যারা অক্ষম فَاَصَابَهَآ اِعْصَارٌ অনন্তর সেই উদ্যানে এক ঝঞ্ঝাবায়ু এসে পড়ে فِيْهِ نَارٌ যাতে অগ্নিপ্রবাহ থাকে فَاحْتَرَقَتْ ফলে উদ্যানটি জ্বলে যায় كَذٰلِكَ يُبَيِّنُ اللّٰهُ আল্লাহ এইরূপে বর্ণনা করেন لَكُمُ الْاٰيٰتِ তোমাদের জন্য নজিরসমূহ لَعَلَّكُمْ تَتَفَكَّرُوْنَ যেন তোমরা চিন্তা করে দেখ।

https://e-ilm.weebly.com/

يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْٓا اَنْفِقُوْا مِنْ طَيِّبٰتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّآ اَخْرَجْنَا لَكُمْ مِّنَ الْاَرْضِ وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيْثَ مِنْهُ تُنْفِقُوْنَ وَلَسْتُمْ بِاٰخِذِيْهِ اِلَّآ اَنْ تُغْمِضُوْا فِيْهِ ؕ وَاعْلَمُوْٓا اَنَّ اللّٰهَ غَنِيٌّ حَمِيْدٌ (٢٦٧)

অনুবাদ : (২৬৭) হে মুমিনগণ! তোমরা ব্যয় কর স্বীয় উপার্জন হতে উত্তম বস্তু, আর তা হতে যা আমি তোমাদের জন্য ভূমি হতে উৎপন্ন করেছি, আর নিকৃষ্ট বস্তুর প্রতি মনস্থ করো না যে, তা হতে সদকা করবে অথচ তোমরা কখনো তা গ্রহণকারী নও, হ্যাঁ, যদি ভ্রুক্ষেপ না কর, আর দৃঢ় বিশ্বাস রাখ যে, আল্লাহ তা'আলা কারো মুখাপেক্ষী নন, প্রশংসার যোগ্য ।

اَلشَّيْطٰنُ يَعِدُكُمُ الْفَقْرَ وَيَاْمُرُكُمْ بِالْفَحْشَآءِ ۚ وَاللّٰهُ يَعِدُكُمْ مَّغْفِرَةً مِّنْهُ وَفَضْلًا ؕ وَاللّٰهُ وَاسِعٌ عَلِيْمٌ (٢٦٨)

(২৬৮) শয়তান তোমাদেরকে অভাবগ্রস্ত হওয়ার ভয় দেখায় এবং তোমাদেরকে অসৎ কাজের [কৃপণতার] পরামর্শ দেয়, আর আল্লাহ তোমাদেরকে প্রতিশ্রুতি দেন তাঁর পক্ষ হতে ক্ষমা করার ও অধিক দেওয়ার, আর আল্লাহ প্রশস্ততার মালিক, মহাজ্ঞানী ।

يُّؤْتِى الْحِكْمَةَ مَنْ يَّشَآءُ ۚ وَمَنْ يُّؤْتَ الْحِكْمَةَ فَقَدْ اُوْتِىَ خَيْرًا كَثِيْرًا ؕ وَمَا يَذَّكَّرُ اِلَّآ اُولُوا الْاَلْبَابِ (٢٦٩)

(২৬৯) যাকে ইচ্ছা ধর্মের জ্ঞান প্রদান করেন আর যে ব্যক্তি ধর্ম-জ্ঞান প্রাপ্ত হয় সে অতি কল্যাণের বস্তু প্রাপ্ত হলো, বস্তুত নছিহত তারাই কবুল করে যারা বুদ্ধিমান ।

শাব্দিক অনুবাদ

(২৬৭) يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا হে মুমিনগণ! اَنْفِقُوْا তোমরা ব্যয় কর مِنْ طَيِّبٰتِ مَا كَسَبْتُمْ স্বীয় উপার্জন হতে উত্তম বস্তু وَمِمَّآ اَخْرَجْنَا لَكُمْ مِّنَ الْاَرْضِ আর তা হতে যা আমি তোমাদের জন্য ভূমি হতে উৎপন্ন করেছি وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيْثَ আর নিকৃষ্ট বস্তুর প্রতি মনস্থ করো না যে مِنْهُ تُنْفِقُوْنَ তা হতে সদকা করবে وَلَسْتُمْ بِاٰخِذِيْهِ অথচ তোমরা কখনো তা গ্রহণকারী নও اِلَّآ اَنْ تُغْمِضُوْا فِيْهِ হ্যাঁ, যদি ভ্রুক্ষেপ না কর وَاعْلَمُوْٓا আর দৃঢ় বিশ্বাস রাখ যে اَنَّ اللّٰهَ غَنِيٌّ حَمِيْدٌ আল্লাহ তা'আলা কারো মুখাপেক্ষী নন, প্রশংসার যোগ্য ।

(২৬৮) اَلشَّيْطٰنُ يَعِدُكُمُ الْفَقْرَ শয়তান তোমাদেরকে অভাবগ্রস্ত হওয়ার ভয় দেখায় وَيَاْمُرُكُمْ بِالْفَحْشَآءِ এবং তোমাদেরকে অসৎ কাজের পরামর্শ দেয় وَاللّٰهُ يَعِدُكُمْ আর আল্লাহ তোমাদেরকে প্রতিশ্রুতি দেন مَّغْفِرَةً তাঁর পক্ষ হতে ক্ষমা করার وَفَضْلًا ও অধিক দেওয়ার وَاللّٰهُ وَاسِعٌ عَلِيْمٌ আর আল্লাহ প্রশস্ততার মালিক, মহাজ্ঞানী ।

(২৬৯) يُّؤْتِى الْحِكْمَةَ مَنْ يَّشَآءُ যাকে ইচ্ছা ধর্মের জ্ঞান প্রদান করেন وَمَنْ يُّؤْتَ الْحِكْمَةَ আর যে ব্যক্তি ধর্ম-জ্ঞান প্রাপ্ত হয় فَقَدْ اُوْتِىَ خَيْرًا كَثِيْرًا সে অতি কল্যাণের বস্তু প্রাপ্ত হলো وَمَا يَذَّكَّرُ اِلَّآ اُولُوا الْاَلْبَابِ বস্তুত নছিহত তারাই কবুল করে যারা বুদ্ধিমান ।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

(২৬৫) قوله وَمَثَلُ الَّذِيْنَ يُنْفِقُوْنَ اَمْوَالَهُمُ ابْتِغَآءَ مَرْضَاتِ اللّٰهِ الخ **আয়াতের শানে নুযূল :** যারা নিজেদের ধন-সম্পদকে মনের দৃঢ়তা সৃষ্টির লক্ষ্যে ও আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জনের নিয়তে ব্যয় করে তাদেরকে একটি উপমার মাধ্যমে আয়াতে ব্যক্ত করা হয়েছে যে, খাঁটি নিয়ত ও পূর্বোক্ত শর্তাবলির প্রতি লক্ষ্য রেখে আল্লাহর পথে ব্যয় করার ফজিলত অনেক। সৎ নিয়ত, আন্তরিকতা ও রিয়ামুক্তভাবে অল্প ব্যয় করলেও তাতে আল্লাহ বরকত দিয়ে বৃদ্ধি করে দেন এবং তা পারলৌকিক সাফল্যের কারণ হয়

https://e-ilm.weebly.com/

(২৬৭) قوله يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓا۟ أَنفِقُوا۟ مِن طَيِّبَٰتِ مَا كَسَبْتُمْ الخ **আয়াতের শানে নুযূল :** হযরত বারা ইবনে আযেব (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, উক্ত আয়াতটি আমাদের আনসারী সম্প্রদায় সম্পর্কে অবতীর্ণ হয়েছে। আমরা ছিলাম খেজুর বাগানের মালিক। লোকেরা তাদের খেজুরের বাগান থেকে বেশি বা কম পরিমাণ হিসেবে নিয়ে আসত। কোনো ব্যক্তি এক ছড়া বা দুই ছড়াও নিয়ে আসত এবং তা মসজিদে ঝুলিয়ে রাখত। আহলে সুফফা সাহাবাদের খাওয়ার কোনো ব্যবস্থা ছিল না। তাদের কারো যখন ক্ষুধা লাগত তখন তারা খেজুর ছড়ার কাছে এসে তার লাঠি দিয়ে তাতে আঘাত করত এতে তা থেকে কাঁচা পাকা খেজুর ঝরে পড়ত। আর তা খেয়ে নিত। কিন্তু যেসব লোকের ভালো কাজের প্রতি তেমন আগ্রহ ছিল না। তাদের কেউ কেউ এমনও খেজুরের ছড়া নিয়ে আসত যার মধ্যে রদ্দী ও পচা খেজুর রয়েছে এবং তা ঝুলিয়ে দিত। তখন আল্লাহ তা'আলা উক্ত আয়াত নাজিল করেন। বারা ইবনে আযেব (রা.) বলেন, এরপর আমাদের প্রত্যেকেই তার নিকট যা আছে তার মধ্যে উত্তমটি নিয়ে আসত। –[তিরমিযী : ২]

আল্লাহর পথে ব্যয় করার একটি দৃষ্টান্ত : প্রথম আয়াতে বলা হয়েছে : যারা আল্লাহর পথে ব্যয় করে, অর্থাৎ হজ, জিহাদ কিংবা ফকির, মিসকিন, বিধবা ও এতিমদের জন্য কিংবা সাহায্যের নিয়তে আত্মীয় স্বজনদের জন্য অর্থ ব্যয় করে, তাদের দৃষ্টান্ত এমন যেমন, কেউ গমের একটি দানা সরস জমিতে বপন করল। এ দানা থেকে একটি চারা গাছ উৎপন্ন হলো, যাতে গমের সাতটি শীষ এবং প্রত্যেকটি শীষে একশ' করে দানা থাকে। অতএব, এর ফল দাঁড়ালো এই যে, একটি দানা থেকে সাতশ' দানা অর্জিত হয়ে গেল।

উদ্দেশ্য এই যে, আল্লাহর পথে ব্যয় করার ছওয়াব এক থেকে শুরু করে সাতশ' পর্যন্ত পৌঁছে। এক পয়সা ব্যয় করলে সাতশ' পয়সার ছওয়াব অর্জিত হতে পারে।

সহীহ ও নির্ভরযোগ্য হাদীসসমূহে বর্ণিত আছে, একটি সৎকর্মের ছওয়াব দশগুণ পাওয়া যায় এবং তা সাতশ' গুণে পৌঁছে।

দান গ্রহণীয় হওয়ার শর্তাবলি : কিন্তু কুরআনে পাক এ বিষয়বস্তুটি সংক্ষিপ্ত ও পরিষ্কার ভাষায় বর্ণনা করার পরিবর্তে গম-বীজের দৃষ্টান্তের আকারে বর্ণনা করেছে। এতে ইঙ্গিত রয়েছে যে, কৃষক গমের এক দানা থেকে সাতশ' দানা তখনই পেতে পারে, যখন দানাটি হবে উৎকৃষ্ট। কৃষকও কৃষি বিষয়ে পুরোপুরি ওয়াকেফহাল হবে এবং জমিনও হবে সরস। কেননা এ তিনটির যেকোনো একটি বিষয়ে অভাব হলেও হয় দানা বেকার হয়ে যাবে অর্থাৎ, একটি দানাও উৎপন্ন হবে না কিংবা এক দানা থেকে সাতশ' দানার মতো ফলনশীল হবে না।

এমনিভাবে সাধারণ সৎকর্ম এবং বিশেষ করে আল্লাহর পথে কৃত ব্যয় গ্রহণীয় ও অধিক ছওয়াব পাওয়ার জন্য তিনটি শর্ত রয়েছে।

১. পবিত্র ও হালাল ধন-সম্পদ আল্লাহর পথে ব্যয় করা। হাদীসে আছে, আল্লাহ তা'আলা পবিত্র ও হালাল বস্তু ছাড়া কোনা কিছুই গ্রহণ করেন না।
২. যে ব্যয় করবে তাকেও সদুদ্দেশ্য প্রণোদিত ও সৎ হতে হবে। কোনো খারাপ নিয়তে কিংবা নাম-যশ অর্জনের উদ্দেশ্যে যে ব্যয় করে, সে ঐ অজ্ঞ কৃষক সদৃশ, যে বীজকে অনুর্বর মাটিতে বপন করে, ফলে তা নষ্ট হয়ে যায়।
৩. যার জন্য ব্যয় করবে, সেও সদকা গ্রহণের যোগ্য হতে হবে। অযোগ্য ব্যক্তির জন্য ব্যয় করলে সদকা ব্যর্থ হবে। এভাবে বর্ণিত দৃষ্টান্ত দ্বারা আল্লাহর পথে ব্যয় করার ফজিলতও জানা গেল এবং সাথে সাথে তিনটি শর্তও জানা গেল যে, হালাল ধন-সম্পদ ব্যয় করতে হবে, ব্যয় করা রীতি ও সুন্নত অনুযায়ী হতে হবে এবং যোগ্য ব্যক্তির প্রতি ব্যয় করতে হবে। শুধু পকেট থেকে বের করে দিয়ে দিলেই এ ফজিলত অর্জিত হবে না।

দ্বিতীয় আয়াতে দান খয়রাতের নির্ভুল ও সুন্নত তরিকা বর্ণনা করে বলা হয়েছে যারা আল্লাহর পথে ব্যয় করে এবং ব্যয় করার পর অনুগ্রহ প্রকাশ করে না এবং যাকে দান করে, তাকে কষ্ট দেয় না, তাদের ছওয়াব তাদের পালনকর্তার কাছে সংরক্ষিত রয়েছে। ভবিষ্যতের জন্য তাদের কোনো বিপদাশঙ্কা নেই এবং অতীতের ব্যাপারেও তাদের কোনো চিন্তা নেই।

সদকা গ্রহণীয় হওয়ার শর্তাবলি : এ আয়াতে সদকা কবুল হওয়ার জন্য দুটি শর্ত আরোপ করা হয়েছে :– ১. দান করে অনুগ্রহ প্রকাশ করতে পারবে না এবং ২. গ্রহীতাকে ঘৃণিত মনে করা যাবে না। অর্থাৎ তার সাথে এমন কোনো ব্যবহার করতে পারবে না, যাতে সে নিজেকে ঘৃণিত ও হেয় অনুভব করে কিংবা কষ্ট পায়।

তৃতীয় আয়াতে قَوْلٌ مَّعْرُوفٌ অর্থাৎ সদকা-খয়রাত গ্রহণীয় হওয়ার জন্য পূর্ববর্তী আয়াতে বর্ণিত দুটি শর্তের আরো ব্যাখ্যা করা হয়েছে। প্রথমতঃ আল্লাহর পথে ধন-সম্পদ ব্যয় করে কারো প্রতি অনুগ্রহ প্রকাশ করতে পারবে না এবং দ্বিতীয়তঃ যাকে দান করা হবে তার সাথে এমন কোনো ব্যবহার করা যাবে না, যাতে সে নিজেকে ঘৃণিত ও হেয় অনুভব করে কিংবা কষ্ট পায়।

https://e-ilm.weebly.com/

https://e-ilm.weebly.com/

ব্যাখ্যা এভাবে করা হয়েছে যে, আর্থিক অক্ষমতা কিংবা ওজরের সময় যাঞ্চাকারীর জওয়াবে কোনো যুক্তিযুক্ত ও সঙ্গত অজুহাত বলে দেওয়া এবং যাঞ্চাকারী অশোভন আরচণ করে রাগান্বিত করলে তাকে ক্ষমা করা বহুগুণে শ্রেয়। সে দান খয়রাতের চেয়ে যার পর দান গ্রহীতাকে কষ্ট দেওয়া হয়। আল্লাহ তা'আলা স্বয়ং সম্পদশালী ও সহিষ্ণু। তিনি কারো অর্থের মুখাপেক্ষী নন। যে ব্যক্তি ব্যয় করে, সে নিজের উপকারের জন্যই করে। অতএব, ব্যয় করার সময় প্রত্যেক বুদ্ধিমান ব্যক্তির লক্ষ্য রাখা উচিত যে, কারো প্রতি তার অনুগ্রহ নেই, নিজের উপকারের জন্য সে ব্যয় করছে। দান গ্রহীতার পক্ষ থেকে কোনোরূপ অকৃতজ্ঞতা অনুভব করলেও তাকে খোদায়ী রীতির অনুসারী হয়ে ক্ষমা করা দরকার।

চতুর্থ আয়াতে এ বিষয়বস্তুটিই অন্যভাবে আরো তাকীদসহ বর্ণনা করা হয়েছে যে, মুখে অনুগ্রহ প্রকাশ করে কিংবা আচার-আচরণের মাধ্যমে গ্রহীতাকে কষ্ট দিয়ে নিজের দান-খয়রাতকে বরবাদ করো না।

এতে সুস্পষ্ট হয়ে উঠেছে যে, যে দান–খয়রাতের পর অনুগ্রহ প্রকাশ কিংবা গ্রহীতাকে কষ্ট দেওয়ার মতো কোনো কাজ করা হয়, তা বাতিল এবং না করার শামিল। এরূপ দান–খয়রাতে কোনো ছওয়াব নেই। এ আয়াতে দান কবুল হওয়ার আরো একটি শর্ত বর্ণনা করে বলা হয়েছে, যে ব্যক্তি লোক দেখানো ও নাম-যশের উদ্দেশ্যে ব্যয় করে এবং আল্লাহ ও কিয়ামতের প্রতি বিশ্বাস রাখে না, তার দৃষ্টান্ত এমন, যেমন কোনো মসৃণ পাথরের উপর মাটি জমে যায় এবং তাতে কেউ বীজ বপন করে। অতঃপর এর উপর মুষলধারে বারিপাত হয়। ফলে মাটি কেটে গিয়ে পাথরটি সম্পূর্ণ মসৃণ হয়ে যায়। এরূপ লোক স্বীয় উপার্জন হস্তগত করতে সক্ষম হবে না এবং আল্লাহ তা'আলা কাফেরদেরকে পথ প্রদর্শন করবেন না।

এতে সদকা–খয়রাত কবুল হওয়ার এ শর্ত জানা গেল যে, নির্ভেজালভাবে আল্লাহর সন্তুষ্টি এবং পরকালের ছওয়াবের নিয়তে ব্যয় করতে হবে লোক দেখানো কিংবা নাম-যশের নিয়ত করা যাবে না। নাম-যশের নিয়তে ব্যয় করা ধন-সম্পদ জলাঞ্জলি দেওয়ারই নামান্তর। যদি পরকালে বিশ্বাসী মুমিনও নাম-যশের উদ্দেশ্যে কোনো দান–খয়রাত করে, তবে তার অবস্থাও তদ্রূপ হবে এবং বিনিময়ে কোনো ছওয়াবই সে পাবে না। এমতাবস্থায় এখানে لَا يُؤْمِنُ بِاللّٰهِ যোগ করে সম্ভবত ইঙ্গিত করা হয়েছে যে, লোক দেখানো ও নাম-যশের উদ্দেশ্যে কাজ করা আল্লাহ তা'আলা ও কিয়ামতে বিশ্বাসী ব্যক্তির পক্ষে অকল্পনীয়। লোক দেখানো কাজ করা বিশ্বাসে ত্রুটিরই লক্ষণ।

আয়াতের শেষাংশে বলা হয়েছে– আল্লাহ তা'আলা কৃতঘ্ন কাফেরদেরকে পথ প্রদর্শন করবেন না। এর তাৎপর্য এই যে, আল্লাহ তা'আলার হেদায়েত ও আয়াত সব মানুষের জন্যই প্রেরিত হয়েছে। কিন্তু কাফেররা এ সবের প্রতি ভ্রুক্ষেপ না করে; বরং ঠাট্টা-বিদ্রূপ করে। এর পরিণতিতে আল্লাহ তা'আলা তাদেরকে তৌফিক তথা সৎ কাজের ক্ষমতা থেকে বঞ্চিত করে দেন। ফলে তারা কোনো হেদায়েত কবুল করতে পারে না।

পঞ্চম আয়াতে গ্রহণযোগ্য দান-খয়রাতের একটি উদাহরণ বর্ণিত হয়েছে। যারা স্বীয় ধন-সম্পদকে মনে দৃঢ়তা সৃষ্টি করার লক্ষ্যে আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জনের নিয়তে ব্যয় করে, তাদের উদারহণ কোনো টিলায় অবস্থিত বাগানের মতো। প্রবল বৃষ্টিপাত না হলেও হাল্কা বারিবর্ষণই যার জন্য যথেষ্ট। আল্লাহ তা'আলা তোমাদের কাজকর্ম সম্পর্কে খুব পরিজ্ঞাত।

এ উদাহরণের মাধ্যমে ব্যক্ত করা হয়েছে যে, খাঁটি নিয়ত ও উপরিউক্ত শর্তাবলির প্রতি লক্ষ্য রেখে আল্লাহর পথে ব্যয় করার ফজিলত অনেক। সৎ নিয়ত ও আন্তরিকতার সাথে অল্প ব্যয় করলেও তা যথেষ্ট এবং পারলৌকিক সাফল্যের কারণ।

ষষ্ঠ আয়াতে উপরিউক্ত শর্তাবলির বিরুদ্ধাচরণ করার কারণে দান–খয়রাত বাতিল ও প্রত্যাখ্যাত হওয়ার বিষয়টিও একটি উদাহরণ দ্বারা ফুটিয়ে তোলা হয়েছে। বলা হয়েছে– তোমাদের কেউ পছন্দ করবে কি যে, তার একটি আঙ্গুর ও খেজুরের বাগান হবে, বাগানের নীচ দিয়ে পানির নহরসমূহ প্রবাহিত হবে, বাগানে সব রকম ফল থাকবে, সে নিজে বৃদ্ধ হয়ে যাবে এবং তার দুর্বল ও শক্তিহীন ছেলে সন্তানও বর্তমান থাকবে, এমতাবস্থায় বাগানে দাবানল আঘাত হানবে এবং বাগানটি জ্বলে পুড়ে ছাই হয়ে যাবে? আল্লাহ তা'আলা এমনিভাবে তোমাদের জন্য নজির বর্ণনা করেন, যাতে তোমরা চিন্তা কর।

এ উদহারণে কয়েকটি অতিরিক্ত শর্ত যোগ করা হয়েছে; অর্থাৎ সে বৃদ্ধ হয়ে গেল, তার সন্তান-সন্ততিও আছে এবং সন্তানগুলো অল্পবয়স্ক, ফলে দুর্বল ও শক্তিহীন। এসব শর্তের উদ্দেশ্য এই যে, যৌবনে কারো বাগান ও শস্যক্ষেত্র জ্বলে গেলে সে পুনরায় বাগান করে নেওয়ার আশা করতে পারে, কিংবা যার সন্তান-সন্ততি নেই এবং পুনরায় বাগান করে নেওয়ার আশাও নেই, বাগান জ্বলে যাওয়ার পরও তার পক্ষে জীবিকার ব্যাপারে তেমন চিন্তিত হওয়ার কথা নয়। একটিমাত্র লোকের ভরণ-পোষণ, কষ্টে হলেও চলে যায়। পক্ষান্তরে যদি সন্তান-সন্ততিও থাকে এবং পিতার কাছে সহযোগিতা ও সাহায্য করার মতো বলিষ্ঠ যুবক ও সৎসন্তান-সন্ততি থাকে, তবুও বাগান ধ্বংস হওয়ার দরুন তেমন বেশি চিন্তা ও ব্যাথার কারণ নেই। কেননা সে সন্তান-সন্ততির চিন্তা থেকে মুক্ত; বরং সন্তানেরা তার বোঝাও বহন করতে সক্ষম। মোটকথা এ তিনটি শর্তই

মুখোপেক্ষিতার তীব্রতা বর্ণনা করার জন্য যোগ করা হয়েছে। অর্থাৎ সে অর্থ ও শ্রম ব্যয় করে বাগান করল, বাগান তৈরি হয়ে ফলও দিতে লাগল, এমতাবস্থায় সে বৃদ্ধ হয়ে পড়ল। তার সন্তান-সন্ততিও বর্তমান এবং সন্তানগুলো অল্প বয়স্ক ও দুর্বল। এহেন মুহূর্তে যদি তৈরি বাগান জ্বলে-পুড়ে ধ্বংস হয়ে যায়, তবে তীব্র আঘাত ও অপরিসীম কষ্টেরই কথা।

পূর্ণ আয়াতের সারমর্ম এই যে, সদকা ও খয়রাত আল্লাহর কাছে গ্রহণীয় হওয়ার একটি প্রধান শর্ত হচ্ছে এখলাস। অর্থাৎ খাঁটি নিয়তে ও অন্তরে আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্যই ব্যয় করতে হবে; নাম-যশের উদ্দেশ্যে নয়।

এখন সমগ্র রুকূ'র সবগুলো আয়াতের প্রতি লক্ষ্য করলে আল্লাহর পথে ব্যয় ও সদকা খয়রাত গ্রহণীয় হওয়ার জন্য ছয়টি শর্ত জানা যাবে।

- প্রথমতঃ যে ধন-সম্পদ আল্লাহর পথে ব্যয় করা হয়, তা হালাল হতে হবে।
- দ্বিতীয়তঃ সুন্নাহ অনুযায়ী ব্যয় করতে হবে।
- তৃতীয়তঃ বিশুদ্ধ খাতে ব্যয় করতে হবে।
- চতুর্থতঃ খয়রাত দিয়ে অনুগ্রহ প্রকাশ করা যাবে না।
- পঞ্চমতঃ যাকে দান করা হবে, তার সাথে এমন ব্যবহার করা যাবে না, যাতে তাকে হেয় প্রতিপন্ন করা হয়।
- ষষ্ঠতঃ যা কিছু ব্যয় করা হবে, খাঁটি নিয়তের সাথে এবং আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্যই করতে হবে। নাম-যশের জন্য নয়।

দ্বিতীয় শর্ত অর্থাৎ সুন্নাহ অনুযায়ী ব্যয় করার অর্থ এই যে, আল্লাহর পথে ব্যয় করার সময় কোনো হকদারের হক যাতে নষ্ট না হয়, তার প্রতি লক্ষ্য রাখতে হবে। স্বীয় পোষ্যদের প্রয়োজনীয় খরচাদি তাদের অনুমতি ছাড়া বন্ধ অথবা হ্রাস করে দান-খয়রাত করা কোনো ছওয়াবের কাজ নয়। অভাবগ্রস্ত ওয়ারিশদেরকে বঞ্চিত করে সব ধন-সম্পদ দান করা কিংবা ওয়াকফ করে দেওয়া সুন্নাহর শিক্ষার পরিপন্থি। এ ছাড়াও আল্লাহর পথে ব্যয় করার হাজারো পন্থা রয়েছে।

সুন্নত দান এই যে, গুরুত্ব ও প্রয়োজনের তীব্রতার দিকে লক্ষ্য রেখে খাত নির্বাচন করতে হবে। ব্যয়কারীরা সাধারণত এ দিকে লক্ষ্য রাখে না।

তৃতীয় শর্তের সারমর্ম এই যে, নিজ ধারণা মতে কোনো কাজকে সৎকাজ মনে করে সেই খাতে ব্যয় করাই ছওয়াব হওয়ার জন্য যথেষ্ট নয়; বরং খাতটি শরিয়তের বিচারে বৈধ ও পছন্দনীয় কিনা তা দেখাও জরুরি। যদি কেউ অবৈধ খেলাধুলার জন্য স্বীয় সহায়-সম্পত্তি ওয়াকফ করে দেয়, তবে সে ছওয়াবের পরিবর্তে আজাবের যোগ্য হবে। শরিয়তের দৃষ্টিতে পছন্দনীয় নয়– এমন সব কাজের বেলায় এ কথাই প্রযোজ্য।

পূর্ববর্তী রুকূ'তে আল্লাহর পথে ব্যয় করার বর্ণনা ছিল। এখন এর সাথেই সংশ্লিষ্ট বিষয়াদি আলোচ্য রুকূ'র সাতটি আয়াতে বর্ণিত হয়েছে, এর বিবরণ নিম্নরূপ– يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنْفِقُوا ...... غَنِيٌّ حَمِيدٌ

শানে নুযূল দৃষ্টে طَيِّبٌ শব্দের অর্থ করা হয়েছে– 'উৎকৃষ্ট'। কেউ কেউ দান করার জন্য নিকৃষ্ট বস্তু নিয়ে আসত। এর পরিপ্রেক্ষিতেই এ আয়াত অবতীর্ণ হয়। কোনো কোনো তাফসীরকার শব্দের ব্যাপকতা দৃষ্টে এর অর্থ করেছেন 'হালাল'। কেননা মাল পূর্ণরূপে উৎকৃষ্ট তখনই হয়, যখন তা হালালও হয়। এ তাফসীর অনুযায়ী আয়াতে হালালেরও তাকীদ হবে। তবে প্রথমোক্ত তাফসীর অনুযায়ী অন্যান্য প্রমাণ দ্বারা এও প্রমাণিত হয় যে, খয়রাতের মাল হালাল এবং উৎকৃষ্ট দুটোই হওয়া শর্ত। মনে রাখা দরকার যে, আয়াতে উৎকৃষ্ট মাল দেওয়ার নির্দেশ ঐ ব্যক্তির জন্য, যার কাছে উৎকৃষ্ট বস্তু থাকা সত্ত্বেও মন্দ ও নিকৃষ্ট বস্তু আল্লাহর পথে ব্যয় করে। مَا كَسَبْتُمْ এবং أَخْرَجْنَا শব্দ দ্বারা বুঝা যায় যে, উৎকৃষ্ট বস্তু বিদ্যমান রয়েছে। আর وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ বাক্য দ্বারা বুঝা যায় যে, সে ইচ্ছাকৃতভাবে অকেজো জিনিস ব্যয় করে। পক্ষান্তরে যার কাছে মূলতই উৎকৃষ্ট বস্তু নেই, সে এ নিষেধাজ্ঞার আওতাভুক্ত নয়। সে নিকৃষ্ট বস্তু ব্যয় করলেও গ্রহণীয় হবে।

مَا كَسَبْتُمْ শব্দ থেকে কোনো কোনো আলেম মাসআলা চয়ন করেছেন যে, পিতা পুত্রের উপার্জন ভোগ করতে পারে, এটা জায়েজ। কেননা মহানবী ﷺ বলেন, তোমাদের সন্তান-সন্ততি তোমাদের উপার্জনের একটি পুতঃপবিত্র অংশ। অতএব, তোমরা স্বাচ্ছন্দ্যে সন্তান-সন্ততির উপার্জন ভক্ষণ কর। –[কুরতুবী]

শস্য ক্ষেতের ওশর-বিধি : وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ বাক্যে أَخْرَجْنَا শব্দ দ্বারা ইঙ্গিত করা হয়েছে যে, ওশরী জমিতে [যে জমিনের উৎপন্ন শস্যের এক দশমাংশ ইসলামি বিধান অনুযায়ী সরকারি তহবিলে জমা দিতে হয়।] যে ফল উৎপন্ন হয়, তার এক দশমাংশ দান করা ওয়াজিব। আয়াতের ব্যাপকতাদৃষ্টে ইমাম আবূ হানীফা (র.) বলেন যে, ওশরী জমিতে ফসল অল্প হোক বা বেশি হোক ওশর দেওয়া ওয়াজিব। সূরা আন'আমের وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ আয়াতটি ওশর ওয়াজিব হওয়ার ব্যাপারে সুস্পষ্ট নির্দেশসূচক।

https://e-ilm.weebly.com/

'ওশর' ও 'খারাজ' ইসলামি শরিয়তের দুটি পারিভাষিক শব্দ। এ দুয়ের মধ্যে একটি বিষয় অভিন্ন। উভয়টিতে ইসলামি রাষ্ট্রের পক্ষ থেকে ভূমির উপর আরোপিত কর। পার্থক্য এই যে, 'ওশর' শুধু কর নয়, এতে আর্থিক ইবাদতের দিকটিই সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ: যেমন জাকাত। এ কারণেই ওশরকে 'জাকাতুল-আরদ' বা ভূমির জাকাতও বলা হয়। পক্ষান্তরে খেরাজ শুধু করকে বুঝায়। এতে ইবাদতের কোনো দিক নেই। মুসলমানরা ইবাদতের যোগ্য ও অনুসারী। তাই তাদের কাছ থেকে ভূমির উৎপন্ন ফসলের যে অংশ নেওয়া হয়, তাকে 'ওশর' বলা হয়। অমুসলিমরা ইবাদতের যোগ্য নয়। তাই তাদের ভূমির উপর যে কর ধার্য করা হয়, তাকে 'খারাজ' বলা হয়। জাকাত ও ওশরের মধ্যে কার্যতঃ আরো পার্থক্য এই যে, স্বর্ণ, রৌপ্য ও পণ্য সামগ্রীর উপর বছরান্তে জাকাত ওয়াজিব হয়, কিন্তু ওশরী জমিনে উৎপাদনের সাথে সাথেই ওশর ওয়াজিব হয়ে যায়।
দ্বিতীয় পার্থক্য এই যে, জমিনে ফসল উৎপন্ন না হলে ওশর দিতে হয় না। কিন্তু পণ্যদ্রব্য ও স্বর্ণ-রৌপ্য মুনাফা না হলেও বছরান্তে জাকাত ফরজ হবে। ওশর ও খেরাজের বিস্তারিত ফিকহ গ্রন্থ সমূহের দ্রষ্টব্য।

الشَّيْطٰنُ يَعِدُكُمُ الْفَقْرَ وَيَأْمُرُكُمْ بِالْفَحْشَآءِ ۚ وَاللّٰهُ يَعِدُكُمْ مَّغْفِرَةً مِّنْهُ وَفَضْلًا ۗ وَاللّٰهُ وَاسِعٌ عَلِيْمٌ

যখন কারো মনে এ ধারণা জন্মে যে, দান-খয়রাত করলে ফকির হয়ে যাবে, বিশেষতঃ আল্লাহ তা'আলার তাকীদ শুনেও স্বীয় ধন-সম্পদ ব্যয় করার সাহস না হয় এবং খোদায়ী ওয়াদা থেকে মুখ ফিরিয়ে শয়তানি ওয়াদার দিকে ঝুঁকে পড়ে, তখন বুঝে নেওয়া উচিত যে, এ প্ররোচনা শয়তানের পক্ষ থেকে দেওয়া হয়েছে। এখানে এরূপ বলা ঠিক নয় যে, আমরা শয়তানের চেহারাও দেখিনি। প্ররোচনা ও নির্দেশ দেওয়া দূরের কথা। পক্ষান্তরে যদি মনে ধারণা জন্মে যে, সদকা-খয়রাত করলে গুনাহ মাফ হবে এবং ধন-সম্পত্তি বৃদ্ধি পাবে ও বরকত হবে, তখন মনে করতে হবে, এ বিষয়টি আল্লাহর পক্ষ থেকে। এমতাবস্থায় আল্লাহর প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করা উচিত। আল্লাহর ভাণ্ডারে কোনো কিছুর অভাব নেই। তিনি সবার বাহ্যিক ও অভ্যন্তরীণ অবস্থা এবং নিয়ত ও কর্ম সম্পর্কে সম্যক পরিজ্ঞাত।

শব্দ বিশ্লেষণ

ابْتِغَآءَ : এটি বাব اِفْتِعَالٌ এর মাসদার মূলবর্ণ (ب ـ غ ـ ى) জিনস ناقص يائى অর্থ– অন্বেষণ করা।

اٰتَتْ : সীগাহ واحد مؤنث غائب বহছ ماضى معروف বাব اِفْعَالٌ মাসদার اَلْاِيْتَاءُ মূলবর্ণ (أ ـ ت ـ ى) জিনস মোরাক্কাব, مهموز فاء ও ناقص يائى অর্থ– সে দিয়েছে।

يَوَدُّ : সীগাহ واحد مذكر غائب বহছ مضارع معروف বাব سَمِعَ মূলবর্ণ (و ـ د ـ د) মাসদার اَلْمَوَدَّةُ، اَلْوِدَادُ، الود জিনস مضاعف ثلاثى অর্থ– সে পছন্দ করে।

اَصَابَ : সীগাহ واحد مذكر غائب বহছ ماضى معروف বাব اِفْعَالٌ মাসদার اَلْاِصَابَةُ মূলবর্ণ (ص ـ و ـ ب) জিনস اجوف واوى অর্থ– সে পৌছেছে।

لَاتَيَمَّمُوْا : সীগাহ جمع مذكر حاضر বহছ نهى حاضر معروف বাব تَفَعُّلٌ মাসদার اَلتَّيَمُّمُ মূলবর্ণ (ى ـ م ـ م) জিনস مضاعف ثلاثى অর্থ– তোমরা ইচ্ছা করো না।

اُوْتِيَ : সীগাহ واحد مذكر غائب বহছ ماضى مجهول বাব اِفْعَالٌ মাসদার اَلْاِيْتَاءُ মূলবর্ণ (أ ـ ت ـ ى) জিনস মোরাক্কাব, مهموز فاء ও ناقص يائى অর্থ– তাকে দেওয়া হয়েছে।

বাক্য বিশ্লেষণ

قوله كَذٰلِكَ يُبَيِّنُ اللّٰهُ لَكُمُ الْاٰيٰتِ لَعَلَّكُمْ تَتَفَكَّرُوْنَ : এখানে كَذٰلِكَ শব্দটি مبتدأ আর يُبَيِّنُ হলো فعل এবং اَللّٰهُ শব্দটি فاعل ও ل টি حرف جار এবং كُمُ الْاٰيٰتِ উভয়টি مضاف ও مضاف اليه মিলে مجرور এবার جار ও مجرور মিলে متعلق তারপর لَعَلَّكُمْ تَتَفَكَّرُوْنَ পুরোটা جملة হয়ে مفعول له হয়েছে। এখন فعل ـ فاعل ـ مفعول له ও متعلق মিলে جملة فعلية خبرية হয়ে خبر হয়েছে। এরপর مبتدأ ও خبر মিলে جملة اسمية হয়েছে।

قوله وَمَا يَذَّكَّرُ اِلَّآ اُولُو الْاَلْبَابِ : এখানে واو টি حرف عطف এবং مَا টি نافية আর يَذَّكَّرُ হলো فعل এতে هُوَ যমীর مستثنى منه আর اِلَّا টি حرف استثناء এবং اُولُو الْاَلْبَابِ উভয়টি مضاف ও مضاف اليه মিলে مستثنى এবার مستثنى منه ও مستثنى মিলে فاعل তারপর فعل ও فاعل মিলে جملة فعلية হয়েছে।

https://e-ilm.weebly.com/

وَمَآ اَنۡفَقۡتُمۡ مِّنۡ نَّفَقَةٍ اَوۡ نَذَرۡتُمۡ مِّنۡ نَّذۡرٍ فَاِنَّ اللّٰهَ يَعۡلَمُهٗ ؕ وَمَا لِلظّٰلِمِيۡنَ مِنۡ اَنۡصَارٍ (٢٧٠)

অনুবাদ (২৭০) আর তোমরা যে কোনো প্রকার ব্যয় কর অথবা যে কোনো প্রকার মানত কর, আল্লাহ তার সবকিছুই নিশ্চিতভাবে অবগত আছেন, আর অনাচারীদের কোনো সাহায্যকারী থাকবে না।

اِنۡ تُبۡدُوا الصَّدَقٰتِ فَنِعِمَّا هِىَ ۚ وَاِنۡ تُخۡفُوۡهَا وَتُؤۡتُوۡهَا الۡفُقَرَآءَ فَهُوَ خَيۡرٌ لَّكُمۡ ؕ وَيُكَفِّرُ عَنۡكُمۡ مِّنۡ سَيِّاٰتِكُمۡ ؕ وَاللّٰهُ بِمَا تَعۡمَلُوۡنَ خَبِيۡرٌ (٢٧١)

(২৭১) যদি তোমরা প্রকাশ্যে প্রদান কর সদকাসমূহ সে-ও ভালো কথা, আর যদি তাতে গোপনীয়তা অবলম্বন কর ও দরিদ্রদেরকে দিয়ে দাও, তবে এই গোপনীয়তা তোমাদের জন্য অতি উত্তম এবং আল্লাহ তোমাদের কতিপয় পাপও মোচন করে দিবেন, আর আল্লাহ তোমাদের কৃত-কর্মের পূর্ণ খবর রাখেন।

لَيۡسَ عَلَيۡكَ هُدٰهُمۡ وَلٰكِنَّ اللّٰهَ يَهۡدِىۡ مَنۡ يَّشَآءُ ؕ وَمَا تُنۡفِقُوۡا مِنۡ خَيۡرٍ فَلِاَنۡفُسِكُمۡ ؕ وَمَا تُنۡفِقُوۡنَ اِلَّا ابۡتِغَآءَ وَجۡهِ اللّٰهِ ؕ وَمَا تُنۡفِقُوۡا مِنۡ خَيۡرٍ يُّوَفَّ اِلَيۡكُمۡ وَاَنۡتُمۡ لَا تُظۡلَمُوۡنَ (٢٧٢)

(২৭২) তাদেরকে সৎপথে [ইসলামে] আনয়ন করা আপনার দায়িত্ব নয়; বরং আল্লাহ যাকে ইচ্ছা সৎপথে আনয়ন করেন, আর যা কিছু তোমরা ব্যয় কর, নিজেদের স্বার্থের জন্যই কর, আর তোমরা অন্য কোনো উদ্দেশ্যেই ব্যয় করো না আল্লাহর সন্তুষ্টি অন্বেষণ ব্যতীত, আর তোমরা যে সম্পদ ব্যয় করছ, এই সমস্তের [ছওয়াব] তোমরা পুরোপুরি প্রাপ্ত হবে এবং তোমাদের জন্য তাতে কিছু মাত্রও কম করা হবে না।

শাব্দিক অনুবাদ

(২৭০) وَمَآ اَنۡفَقۡتُمۡ مِّنۡ نَّفَقَةٍ আর তোমরা যে কোনো প্রকার ব্যয় কর اَوۡ نَذَرۡتُمۡ مِّنۡ نَّذۡرٍ অথবা যে কোনো প্রকার মানত কর فَاِنَّ اللّٰهَ يَعۡلَمُهٗ আল্লাহ তার সবকিছুই নিশ্চিতভাবে অবগত আছেন وَمَا لِلظّٰلِمِيۡنَ مِنۡ اَنۡصَارٍ আর অনাচারীদের কোনো সাহায্যকারী থাকবে না।

(২৭১) اِنۡ تُبۡدُوا الصَّدَقٰتِ যদি তোমরা প্রকাশ্যে প্রদান কর সদকাসমূহ فَنِعِمَّا هِىَ সে-ও ভালো কথা وَاِنۡ تُخۡفُوۡهَا আর যদি তাতে গোপনীয়তা অবলম্বন কর وَتُؤۡتُوۡهَا الۡفُقَرَآءَ ও দারিদ্রদেরকে দিয়ে দাও فَهُوَ خَيۡرٌ لَّكُمۡ তবে এই গোপনীয়তা তোমাদের জন্য অতি উত্তম وَيُكَفِّرُ عَنۡكُمۡ مِّنۡ سَيِّاٰتِكُمۡ এবং আল্লাহ তোমাদের কতিপয় পাপও মোচন করে দিবেন, وَاللّٰهُ بِمَا تَعۡمَلُوۡنَ خَبِيۡرٌ আর আল্লাহ তোমাদের কৃত-কর্মের পূর্ণ খবর রাখেন।

(২৭২) لَيۡسَ عَلَيۡكَ هُدٰهُمۡ তাদেরকে সৎপথে আনয়ন করা আপনার দায়িত্ব নয়; وَلٰكِنَّ اللّٰهَ يَهۡدِىۡ مَنۡ يَّشَآءُ বরং আল্লাহ যাকে ইচ্ছা সৎপথে আনয়ন করেন وَمَا تُنۡفِقُوۡا مِنۡ خَيۡرٍ আর যা কিছু তোমরা ব্যয় কর فَلِاَنۡفُسِكُمۡ নিজেদের স্বার্থের জন্যই কর وَمَا تُنۡفِقُوۡنَ আর তোমরা অন্য কোনো উদ্দেশ্যেই ব্যয় করো না اِلَّا ابۡتِغَآءَ وَجۡهِ اللّٰهِ আল্লাহর সন্তুষ্টি অন্বেষণ ব্যতীত وَمَا تُنۡفِقُوۡا مِنۡ خَيۡرٍ আর তোমরা যে সম্পদ ব্যয় করছ يُّوَفَّ اِلَيۡكُمۡ এই সমস্তের ছওয়াব তোমরা পুরোপুরি প্রাপ্ত হবে وَاَنۡتُمۡ لَا تُظۡلَمُوۡنَ এবং তোমাদের জন্য তাতে কিছু মাত্রও কম করা হবে না

https://e-ilm.weebly.com/

لِلْفُقَرَآءِ الَّذِيْنَ اُحْصِرُوْا فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ لَا يَسْتَطِيْعُوْنَ ضَرْبًا فِي الْاَرْضِ يَحْسَبُهُمُ الْجَاهِلُ اَغْنِيَآءَ مِنَ التَّعَفُّفِ تَعْرِفُهُمْ بِسِيْمٰهُمْ لَا يَسْـَٔلُوْنَ النَّاسَ اِلْحَافًا ؕ وَمَا تُنْفِقُوْا مِنْ خَيْرٍ فَاِنَّ اللّٰهَ بِهٖ عَلِيْمٌ (٢٧٣)

অনুবাদ : (২৭৩) প্রকৃত দাবি সেই অভাবীদেরই যারা আবদ্ধ হয়ে পড়েছে, আল্লাহর পথে, তাদের পক্ষে দেশের কোথাও বিচরণ করা সম্ভব হয় না, যারা ওয়াকেফহাল নয় তারা তাদেরকে ধনী মনে করে এরা যাচঞা করা হতে বিরত থাকার দরুন তোমরা তাদেরকে চিনে নিতে পারবে তাদের লক্ষণের দ্বারা, তারা লোকের নিকট ব্যাকুলভাবে যাচঞা করে বেড়ায় না, আর যে অর্থ তোমরা ব্যয় করবে নিশ্চয় আল্লাহ তার পূর্ণ খবর রাখেন।

اَلَّذِيْنَ يُنْفِقُوْنَ اَمْوَالَهُمْ بِالَّيْلِ وَالنَّهَارِ سِرًّا وَّعَلَانِيَةً فَلَهُمْ اَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُوْنَ (٢٧٤)

(২৭৪) যারা ব্যয় করে নিজেদের সম্পদসমূহ রাত্রে ও দিনে, গোপনে ও প্রকাশ্যভাবে [সর্বাবস্থায়] তারা তাদের ছওয়াব পাবে তাদের রবের নিকটে এবং না তাদের কোনো আশঙ্কা আছে আর না তারা চিন্তান্বিত হবে।

শাব্দিক অনুবাদ

(২৭৩) لِلْفُقَرَآءِ الَّذِيْنَ প্রকৃত দাবি সেই অভাবীদেরই যারা اُحْصِرُوْا فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ আবদ্ধ হয়ে পড়েছে আল্লাহর পথে لَا يَسْتَطِيْعُوْنَ ضَرْبًا فِي الْاَرْضِ তাদের পক্ষে দেশের কোথাও বিচরণ করা সম্ভব হয় না يَحْسَبُهُمُ الْجَاهِلُ اَغْنِيَآءَ যারা ওয়াকেফহাল নয় তারা তাদেরকে ধনী মনে করে مِنَ التَّعَفُّفِ এরা যাচঞা করা হতে বিরত থাকার দরুন تَعْرِفُهُمْ তোমরা তাদেরকে চিনে নিতে পারবে بِسِيْمٰهُمْ তাদের লক্ষণের দ্বারা لَا يَسْـَٔلُوْنَ النَّاسَ اِلْحَافًا তারা লোকের নিকট ব্যাকুলভাবে যাচঞা করে বেড়ায় না وَمَا تُنْفِقُوْا مِنْ خَيْرٍ আর যে অর্থ তোমরা ব্যয় করবে فَاِنَّ اللّٰهَ بِهٖ عَلِيْمٌ নিশ্চয় আল্লাহ তার পূর্ণ খবর রাখেন।

(২৭৪) اَلَّذِيْنَ يُنْفِقُوْنَ اَمْوَالَهُمْ যারা ব্যয় করে নিজেদের সম্পদসমূহ بِالَّيْلِ وَالنَّهَارِ রাত্রে ও দিনে سِرًّا وَّعَلَانِيَةً গোপনে ও প্রকাশ্যভাবে فَلَهُمْ اَجْرُهُمْ তারা তাদের ছওয়াব পাবে عِنْدَ رَبِّهِمْ তাদের রবের নিকট وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ এবং না তাদের কোনো আশঙ্কা আছে وَلَا هُمْ يَحْزَنُوْنَ আর না তারা চিন্তান্বিত হবে।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

(২৭১) قوله إن تبدوا الصدقت فنعما هي الخ **আয়াতের শানে নুযূল :** সাহাবায়ে কেরামগণ রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর নিকট প্রকাশ্যে এবং গোপনে দান-খয়রাত করার মধ্যে কোনটি উত্তম তা জিজ্ঞাসা করেন। এ প্রশ্নের উত্তরে উক্ত আয়াত অবতীর্ণ হয়।

দান-খয়রাতের নিয়ম : ফরজ সদকা প্রকাশ্যভাবে দেওয়া ভালো। আর নফল সদকা গোপনে দেওয়া ভালো। তেমনিভাবে প্রত্যেক ফরজ কাজ প্রকাশ্যভাবে এবং নফল কাজ গোপনে করাই উত্তম। তবে লোক দেখানো উদ্দেশ্য না হলে লোক সম্মুখে প্রকাশ্যে দান করাই উত্তম। তাতে অন্যেরাও দানের প্রতি উৎসাহিত হয়। আর গোপনে দান করলে দান গ্রহীতা লজ্জা পায় না। তা ছাড়া চরিত্র সংশোধন হতে থাকে। সৎ স্বভাবগুলো অর্জিত হতে থাকে আর অসৎ স্বভাবগুলো ধীরে ধীরে বিলীন হতে থাকে। বস্তুত এতে আল্লাহর নৈকট্য লাভের সৌভাগ্য অর্জিত হয়।

https://e-ilm.weebly.com/

https://e-ilm.weebly.com/

قوله لِلْفُقَرَآءِ الَّذِيْنَ اُحْصِرُوْا فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ الخ **-এর মর্মার্থ :** ইমাম সুয়ূতী (র.) আসবাবুন নুযূল গ্রন্থে বলেন, মসজিদে নববীর আঙ্গিনার অধিবাসী প্রায় চারশত মুহাজির সাহাবী রাসূলের মসজিদের পার্শ্বে সার্বক্ষণিক অবস্থান করে দীন শিক্ষার কাজে সদা ব্যস্ত এবং খণ্ড যুদ্ধে অংশ গ্রহণের জন্য সদা প্রস্তুত থাকতেন। তারা দুনিয়াবি সুখ ও কষ্ট কোনোটার প্রতি মনোযোগী ছিলেন না। তারা সেখানে ধর্মীয় ইলম শিক্ষা এবং আল্লাহর রাস্তায় জেহাদের উদ্দেশ্যে সার্বক্ষণিক মানসিকতাবে তৈরি থাকতেন। নিজ প্রয়োজনীয় জীবিকা উপার্জনের সময়টুকু তাঁরা পেতেন না। তাঁরা দরিদ্র, ক্ষুধাতুর থাকা সত্ত্বেও নিজেরা মানুষের কাছে হস্ত প্রসারিত করতেন না। আল্লাহ তাদের লক্ষ্য করে এ আয়াত নাজিল করে বলেন, তোমরা তাদেরকে দান কর। কেননা তারাই তা পাওয়ার হকদার।

قوله لَيْسَ عَلَيْكَ هُدٰهُمْ وَلٰكِنَّ اللّٰهَ يَهْدِيْ مَنْ يَّشَآءُ الخ **-এর মর্মার্থ :** তাফসীরে মাযহারীতে বলা হয়েছে, আল্লাহ এ আয়াতে বলেন যে, দান-খয়রাতে আসলে তোমাদের নিয়ত অনুযায়ী তোমাদের নিজেদেরই উপকার হবে। এমতাবস্থায় দান-খয়রাত বিশেষত মুসলমানদেরকেই করা উত্তম। কিন্তু নফল সদকা হলে মানবতার বিবেচনায় অমুসলিমদের প্রতিও সদকা করা যায়, আলোচ্য আয়াতে সদকা অর্থ নফল সদকা যা জিম্মি কাফেরকেও দেওয়া জায়েজ। এখানে ফরজ সদকা বুঝানো হয়নি। ফরজ সদকা মুসলমান ছাড়া অন্যদের দেওয়া জায়েজ নয়। তবে আলোচ্য আয়াতে আল্লাহ তা'আলা لَيْسَ عَلَيْكَ هُدٰهُمْ বলে নবীজীকে একথা জানিয়ে দিলেন যে, হেদায়েতের মালিক একমাত্র আল্লাহ তা'আলা; হেদায়েত করার কোনো ক্ষমতা তাঁকে দেওয়া হয়নি। তিনি কেবল উপদেশদাতা। অন্যত্র আল্লাহ তা'আলা ঘোষণা করেন– اِنَّكَ لَا تَهْدِيْ مَنْ اَحْبَبْتَ وَلٰكِنَّ اللّٰهَ يَهْدِيْ مَنْ يَّشَآءُ

قوله لِلْفُقَرَآءِ الَّذِيْنَ اُحْصِرُوْا فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ الخ **দ্বারা উদ্দেশ্য :** ইমাম কুরতুবী (রা.) বলেন, আলোচ্য আয়াতে ফকির শব্দ দ্বারা ঐ সব লোকদেরকে বুঝানো হয়েছে যারা ধর্মীয় কাজে নিয়োজিত থাকার কারণে জীবিকা উপার্জনের জন্য কোনো কাজ করতে পারে না। এখানে সাধারণ ভিক্ষুক বুঝানো উদ্দেশ্য নয়; বরং এটা দ্বারা আসহাবে সুফ্‌ফার আর্থিক অসহায় অবস্থার প্রতি ইঙ্গিত করা হয়েছে।

قوله يَحْسَبُهُمُ الْجَاهِلُ اَغْنِيَآءَ مِنَ التَّعَفُّفِ الخ **-এর ব্যাখ্যা :** ইমাম কুরতুবী (র.) বলেন, এ আয়াত থেকে জানা যায় যে, কোনো ফকিরকে যদি মূল্যবান পোশাক পরা অবস্থায় দেখা যায়, তবে একারণে তাকে ধনী মনে করা যাবে না; বরং যদি সে আর্থিক অবস্থায় দুর্বল হয় এবং সংসার জীবন অভাব অনটনগ্রস্ত হয়, তবে তাকে ফকিরই বলা হবে। এ রকম ব্যক্তিকে জাকাত দান করা বা সদকা দেওয়া জায়েজ হবে।

قوله تَعْرِفُهُمْ بِسِيْمٰهُمْ الخ **-এর ব্যাখ্যা :** আলোচ্য আয়াতে আল্লাহ তা'আলা বলেন, যারা আর্থিকভাবে অভাবগ্রস্ত তাদের চেহারা দেখলেই চেনা যায়। অভাবগ্রস্তদের চোখে-মুখে দারিদ্র্যের ছাপ থাকে। পোশাক-আশাক পরিপাটি হলেই তাকে ধনী মনে করার কারণ নেই। মূলত যে সকল গরিব লোক পরিপাটি থাকে এবং মানুষের মাঝে প্রকাশ্যে ভিক্ষা চায় না অধিকন্তু তারাই সাহায্য পাওয়ার যোগ্য। ইমাম রাযী (রা.) তাফসীরে কবীরে এবং ইমাম কুরতুবী (রা.) তাঁর তাফসীরে বলেন, এতে বুঝা যায় যে, লক্ষণাদি দেখে বিচার করা অশুদ্ধ নয়। কাজেই যদি এমন কোনো বেওয়ারিশ মৃতদেহ পাওয়া যায় যার গলদেশে পৈতা পরা থাকে এবং খতনাকৃতও নয়, তবে তাকে মুসলমানের গোরস্থানে দাফন করা যাবে না।

قوله لَا يَسْئَلُوْنَ النَّاسَ اِلْحَافًا الخ **-এর মর্মকথা :** আমাদের সমাজে কতিপয় ভিক্ষুক আছে যারা মানুষকে ভিক্ষা দিতে বাধ্য করে। কতিপয় ভিক্ষুক এমন যে, নির্লজ্জভাবে যখন তখন, যেখানে সেখানে প্রকাশ্যে ভিক্ষা করে বেড়ায়। এ জাতীয় ভিক্ষা বৃত্তিকে ইসলাম হারাম করেছে। তবে এ প্রকার ভিক্ষুককে (যদি সে ভিক্ষা পাওয়ার যোগ্য হয়) সাহায্য করা গুনাহ নয়। আরো এক শ্রেণির দরিদ্রলোক আছে যারা আত্ম-মর্যাদাবোধের কারণে প্রকাশ্যে কারো কাছে ভিক্ষা (সাহায্য) চায় না; গোপনে কারো কাছে কিছু চাইলেও জোর দাবি করে না, আলোচ্য আয়াতে لَا يَسْئَلُوْنَ النَّاسَ اِلْحَافًا দ্বারা এ শ্রেণির দরিদ্রদের বুঝানো হয়েছে। মা'আরিফুল কুরআন গ্রন্থকার বলেন, এ আয়াত থেকে বাহ্যত জানা যায় যে, তারা কোনো ব্যক্তির পথ রোধ করে ভিক্ষা চায় না। কোনো কোনো তাফসীরকার এজন্য বলেন, তাদের বিরক্তিকর সাওয়ালের অভ্যাসই নেই। কতিপয় মুফাসসির বলেন, এর অর্থ এই যে, তারা মোটেও সাওয়াল করেন না। ইমাম তাবারী ও মাজ্‌জাজ (র.) বলেন, اِلْحَافٌ অর্থ– ধন্না দেওয়া এবং এমনভাবে কাকুতি-মিনতি করে হাত পাতা যে, কিছু আদায় না করা পর্যন্ত ছেড়ে দেওয়া হয় না।

https://e-ilm.weebly.com/

اَلَّذِيْنَ يُنْفِقُوْنَ اَمْوَالَهُمْ بِالَّيْلِ وَالنَّهَارِ এ সপ্তম আয়াতে ঐ সকল লোকের বিরাট প্রতিদান ও শ্রেষ্ঠত্বের কথা বর্ণিত হয়েছে, যারা আল্লাহর পথে ব্যয়ে অভ্যস্ত হয়ে গেছে। তারা রাত্রে-দিনে, প্রকাশ্যে-অপ্রকাশ্যে সবসময় ও সর্বাবস্থায় আল্লাহর পথে ব্যয় করতে থাকে। এ প্রসঙ্গে আরও বলা হয়েছে যে, দান-খয়রাতের জন্য কোনো সময় নির্দিষ্ট নেই, দিবারাত্রিরও কোনো প্রভেদ নেই। এমনিভাবে গোপনে ও প্রকাশ্যে উভয় প্রকারে আল্লাহর পথে ব্যয় করলে ছওয়াব পাওয়া যায়। তবে শর্ত এই যে, খাঁটি নিয়তে দান করতে হবে। নাম-যশের নিয়ত থাকলে চলবে না। প্রকাশ্যে ব্যয় করার কোনো প্রয়োজন দেখা না দেওয়া পর্যন্তই গোপনে দান করার শ্রেষ্ঠত্ব সীমাবদ্ধ। যেখানে এরূপ প্রয়োজন দেখা দেয়, সেখানে প্রকাশ্যে দান করাই শ্রেয়।

শব্দ বিশ্লেষণ

تُبْدُوْا : সীগাহ جمع مذكر حاضر বহছ مضارع معروف বাব اِفْعَالٌ মাসদার اَلْاِبْدَاءُ মূলবর্ণ (ب ـ د ـ و) জিনস ناقص واوى অর্থ– তোমরা প্রকাশ করে দাও।

تُخْفُوْا : সীগাহ جمع مذكر حاضر বহছ مضارع معروف বাব اِفْعَالٌ মূলবর্ণ (خ ـ ف ـ ى) মাসদার اَلْاِخْفَاءُ জিনস ناقص يائى অর্থ– তোমরা গোপন কর।

تُؤْتُوْا : সীগাহ جمع مذكر حاضر বহছ مضارع معروف বাব اِفْعَالٌ মাসদার اَلْاِيْتَاءُ মূলবর্ণ (ا ـ ت ـ ى) জিনস মুরাক্কাব ناقص يائى ও مهموز فاء অর্থ– তোমরা দাও।

يَهْدِىْ : সীগাহ واحد مذكر غائب বহছ مضارع معروف বাব ضَرَبَ মাসদার اَلْهِدَايَةُ মূলবর্ণ (ه ـ د ـ ى) জিনস ناقص يائى অর্থ– সে হেদায়েত করে।

يَشَآءُ : সীগাহ واحد مذكر غائب বহছ مضارع معروف বাব فَتَحَ মাসদার اَلشَّىْءُ মূলবর্ণ (ش ـ ى ـ ء) জিনস মুরাক্কাব اجوف يائى এবং مهموز لام অর্থ– সে চায়।

اُحْصِرُوْا : সীগাহ جمع مذكر غائب বহছ ماضى مجهول বাব اِفْعَالٌ মাসদার اَلْاِحْصَارُ মূলবর্ণ (ح ـ ص ـ ر) জিনস صحيح অর্থ– তারা বাধাপ্রাপ্ত হয়েছে।

لَايَسْتَطِيْعُوْنَ : সীগাহ جمع مذكر غائب বহছ نفى فعل مضارع معروف বাব اِسْتِفْعَالٌ মাসদার اَلْاِسْتِطَاعَةُ মূলবর্ণ (ط ـ و ـ ع) জিনস اجوف واوى অর্থ– তারা সক্ষম নয়। তাদের ক্ষমতা নেই।

لَايَسْئَلُوْنَ : সীগাহ جمع مذكر غائب বহছ نفى فعل مضارع معروف বাব فَتَحَ মূলবর্ণ (س ـ أ ـ ل) মাসদার اَلسُّؤَالُ জিনস مهموز عين অর্থ– তারা চায় না।

বাক্য বিশ্লেষণ

قوله يَحْسَبُهُمُ الْجَاهِلُ اَغْنِيَآءَ مِنَ التَّعَفُّفِ : এখানে يَحْسَبُ হলো فعل আর هُمْ হলো مفعول اول এবং اَلْجَاهِلُ হলো فاعل তারপর اَغْنِيَاءَ হলো مفعول ثانى আর مِنَ التَّعَفُّفِ উভয়টি جار ও مجرور মিলে متعلق অবশেষে فعل ـ فاعل ও উভয় مفعول এবং متعلق মিলে جملة فعلية হলো।

قَالَ فِىْ اِعْرَابِ الْقُرْاٰنِ : مِنَ التَّعَفُّفِ جَارٌّ مَجْرُوْرٌ فِىْ مَوْضَعِ نَصَبٍ عَلٰى اَنَّهٗ مَفْعُوْلٌ لِاَجَلِهٖ وَجَرَّ بِهٖ "مِنْ" لِاَنَّهٗ فَقَدَ شَرْطًا مِنْ اَهَمِّ شُرُوْطِهٖ وَهُوَ اِتِّحَادُ الْفَاعِلِ. فَفَاعِلُ الْحِسْبَانِ هُوَ الْجَاهِلُ. وَفَاعِلُ التَّعَفُّفِ هُمُ الْفُقَرَاءُ - ١. ٣٦٥

https://e-ilm.weebly.com/

https://e-ilm.weebly.com/

الَّذِيْنَ يَأْكُلُوْنَ الرِّبٰوا لَا يَقُوْمُوْنَ اِلَّا كَمَا يَقُوْمُ الَّذِيْ يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطٰنُ مِنَ الْمَسِّ ؕ ذٰلِكَ بِاَنَّهُمْ قَالُوْٓا اِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبٰوا ۘ وَاَحَلَّ اللّٰهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبٰوا ؕ فَمَنْ جَآءَهٗ مَوْعِظَةٌ مِّنْ رَّبِّهٖ فَانْتَهٰى فَلَهٗ مَا سَلَفَ ؕ وَاَمْرُهٗٓ اِلَى اللّٰهِ ؕ وَمَنْ عَادَ فَاُولٰٓئِكَ اَصْحٰبُ النَّارِ ۚ هُمْ فِيْهَا خٰلِدُوْنَ (٢٧٥)

অনুবাদ : (২৭৫) যারা সুদ গ্রহণ করে, তারা দাঁড়াবে না সেই অবস্থা ব্যতীত যে অবস্থায় দাঁড়ায় সেই ব্যক্তি যাকে শয়তান স্পর্শ করে মোহাভিভূত করে দেয়, তা এই জন্য যে, তারা বলেছিল, ক্রয়-বিক্রয় সুদের ন্যায়ই। অথচ আল্লাহ হালাল করেছেন ক্রয়-বিক্রয়কে এবং হারাম করেছেন সুদকে, অতঃপর যার নিকট স্বীয় রবের পক্ষ হতে উপদেশ পৌঁছেছে অনন্তর সে বিরত রয়েছে, তবে তারই থাকবে যা কিছু পূর্বে হয়েছে, আর তার বিষয়টি আল্লাহর হাওয়ালায় রইল, আর যারা পুনরায় সুদ গ্রহণ করে, তবে তারা দোজখবাসী হবে, তারা তাতে অনন্তকাল থাকবে।

يَمْحَقُ اللّٰهُ الرِّبٰوا وَيُرْبِي الصَّدَقٰتِ ؕ وَاللّٰهُ لَا يُحِبُّ كُلَّ كَفَّارٍ اَثِيْمٍ (٢٧٦)

(২৭৬) আল্লাহ সুদকে ধ্বংস করে দেন এবং সদকাকে বৃদ্ধি করে দেন, আর আল্লাহ তা'আলা পছন্দ করেন না কোনো অমান্যকারীকে, কোনো পাপাচারীকে।

اِنَّ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَعَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ وَاَقَامُوا الصَّلٰوةَ وَاٰتَوُا الزَّكٰوةَ لَهُمْ اَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ ۚ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُوْنَ (٢٧٧)

(২৭৭) নিশ্চয় যারা ঈমান এনেছে এবং নেক কাজ করেছে, আর নামাজের পাবন্দি করেছে, আর জাকাত আদায় করেছে, তারা তাদের ছওয়াব পাবে তাদের রবের নিকট এবং না তাদের কোনো আশঙ্কা থাকবে এবং না তারা চিন্তান্বিত হবে।

শাব্দিক অনুবাদ

(২৭৫) الَّذِيْنَ يَأْكُلُوْنَ الرِّبٰوا যারা সুদ গ্রহণ করে لَا يَقُوْمُوْنَ তারা দাঁড়াবে না اِلَّا كَمَا يَقُوْمُ الَّذِيْ সেই অবস্থা ব্যতীত যে অবস্থায়
দাঁড়ায় সেই ব্যক্তি يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطٰنُ مِنَ الْمَسِّ যাকে শয়তান স্পর্শ করে মোহাভিভূত করে দেয় ذٰلِكَ بِاَنَّهُمْ তা এই জন্য
যে। قَالُوْٓا তারা বলেছিল। اِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبٰوا ক্রয়-বিক্রয় সুদের ন্যায়ই وَاَحَلَّ اللّٰهُ الْبَيْعَ অথচ আল্লাহ হালাল করেছেন
ক্রয়-বিক্রয়কে। وَحَرَّمَ الرِّبٰوا এবং হারাম করেছেন সুদকে فَمَنْ جَآءَهٗ مَوْعِظَةٌ مِّنْ رَّبِّهٖ অতঃপর যার নিকট স্বীয় রবের পক্ষ
হতে উপদেশ পৌঁছেছে فَانْتَهٰى অনন্তর সে বিরত রয়েছে, فَلَهٗ مَا سَلَفَ তবে তারই থাকবে যাকিছু পূর্বে হয়েছে। وَاَمْرُهٗٓ اِلَى
اللّٰهِ আর তার বিষয়টি আল্লাহর হাওয়ালায় রইল وَمَنْ عَادَ আর যারা পুনরায় সুদ গ্রহণ করে فَاُولٰٓئِكَ اَصْحٰبُ النَّارِ তবে
তারা দোজখবাসী হবে هُمْ فِيْهَا خٰلِدُوْنَ তারা তাতে অনন্তকাল থাকবে।

(২৭৬) يَمْحَقُ اللّٰهُ الرِّبٰوا আল্লাহ সুদকে ধ্বংস করে দেন وَيُرْبِي الصَّدَقٰتِ এবং সদকাকে বৃদ্ধি করে দেন وَاللّٰهُ لَا يُحِبُّ আর আল্লাহ
তা'আলা পছন্দ করেন না كُلَّ كَفَّارٍ اَثِيْمٍ কোনো অমান্যকারীকে, কোনো পাপাচারীকে।

(২৭৭) اِنَّ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا নিশ্চয় যারা ঈমান এনেছে وَعَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ এবং নেক কাজ করেছে وَاَقَامُوا الصَّلٰوةَ আর নামাজের পাবন্দি
করেছে وَاٰتَوُا الزَّكٰوةَ আর জাকাত আদায় করেছে لَهُمْ اَجْرُهُمْ তারা তাদের ছওয়াব পাবে عِنْدَ رَبِّهِمْ তাদের রবের নিকট
وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ এবং না তাদের কোনো আশঙ্কা থাকবে وَلَا هُمْ يَحْزَنُوْنَ এবং না তারা চিন্তান্বিত হবে

অনুবাদ : (২৭৮) হে মুমিনগণ! আল্লাহকে ভয় কর, এবং সুদের যা বকেয়া রয়েছে তা পরিত্যাগ কর যদি তোমরা ঈমানদার হও।	يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوا اتَّقُوا اللّٰهَ وَذَرُوْا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبٰوا اِنْ كُنْتُمْ مُّؤْمِنِيْنَ ﴿٢٧٨﴾
(২৭৯) অতঃপর যদি তোমরা না কর তবে যুদ্ধের ঘোষণা শুনে নাও, আল্লাহর পক্ষ হতে ও তাঁর রাসূলের পক্ষ হতে, আর যদি তোমরা তওবা কর, তবে তোমরা তোমাদের মূলধন প্রাপ্ত হবে , না তোমরা কারো প্রতি জুলুম করতে পারবে , আর না তোমাদের প্রতি কেউ জুলুম করতে পারবে।	فَاِنْ لَّمْ تَفْعَلُوْا فَاْذَنُوْا بِحَرْبٍ مِّنَ اللّٰهِ وَرَسُوْلِهٖ ۚ وَاِنْ تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُءُوْسُ اَمْوَالِكُمْ ۚ لَا تَظْلِمُوْنَ وَلَا تُظْلَمُوْنَ ﴿٢٧٩﴾
(২৮০) আর যদি [দেনাদার] অভাবী হয় তবে অবকাশ দেওয়ার হুকুম আছে সচ্ছলতা পর্যন্ত, আর মাফ করে দেওয়া আরো উত্তম তোমাদের জন্য, যদি তোমাদের অবগতি থাকে।	وَاِنْ كَانَ ذُوْ عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ اِلٰى مَيْسَرَةٍ ۚ وَاَنْ تَصَدَّقُوْا خَيْرٌ لَّكُمْ اِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُوْنَ ﴿٢٨٠﴾
(২৮১) আর সেই দিনকে ভয় কর, যেদিন তোমরা আল্লাহর সমীপে নীত হবে। অতঃপর প্রত্যেকেই তার কৃতকর্ম [-এর ফল] পুরোপুরি প্রাপ্ত হবে এবং তাদের উপর কোনো প্রকার অবিচার করা হবে না।	وَاتَّقُوْا يَوْمًا تُرْجَعُوْنَ فِيْهِ اِلَى اللّٰهِ ۗ ثُمَّ تُوَفّٰى كُلُّ نَفْسٍ مَّا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُوْنَ ﴿٢٨١﴾

শাব্দিক অনুবাদ

(২৭৮) يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوا হে মুমিনগণ! اتَّقُوا اللّٰهَ আল্লাহকে ভয় কর। وَذَرُوْا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبٰوا এবং সুদের যা বকেয়া রয়েছে তা পরিত্যাগ কর اِنْ كُنْتُمْ مُّؤْمِنِيْنَ যদি তোমরা ঈমানদার হও।

(২৭৯) فَاِنْ لَّمْ تَفْعَلُوْا অতঃপর যদি তোমরা না কর فَاْذَنُوْا بِحَرْبٍ তবে যুদ্ধের ঘোষণা শুনে নাও مِّنَ اللّٰهِ وَرَسُوْلِهٖ আল্লাহর পক্ষ হতে ও তাঁর রাসূলের পক্ষ হতে وَاِنْ تُبْتُمْ আর যদি তোমরা তওবা কর فَلَكُمْ رُءُوْسُ اَمْوَالِكُمْ তবে তোমরা তোমাদের মূলধন প্রাপ্ত হবে لَا تَظْلِمُوْنَ না তোমরা কারো প্রতি জুলুম করতে পারবে وَلَا تُظْلَمُوْنَ আর না তোমাদের প্রতি কেউ জুলুম করতে পারবে।

(২৮০) وَاِنْ كَانَ ذُوْ عُسْرَةٍ আর যদি [দেনাদার] অভাবী হয় فَنَظِرَةٌ اِلٰى مَيْسَرَةٍ তবে অবকাশ দেওয়ার হুকুম আছে সচ্ছলতা পর্যন্ত وَاَنْ تَصَدَّقُوْا خَيْرٌ لَّكُمْ আর মাফ করে দেওয়া আরো উত্তম তোমাদের জন্য اِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُوْنَ যদি তোমাদের অবগতি থাকে।

(২৮১) وَاتَّقُوْا يَوْمًا আর সেই দিনকে ভয় কর تُرْجَعُوْنَ فِيْهِ اِلَى اللّٰهِ যে দিন তোমরা আল্লাহর সমীপে নীত হবে ثُمَّ تُوَفّٰى كُلُّ نَفْسٍ অতঃপর প্রত্যেকেই পুরোপুরি প্রাপ্ত হবে مَّا كَسَبَتْ তার কৃতকর্ম [-এর ফল] وَهُمْ لَا يُظْلَمُوْنَ এবং তাদের উপর কোনো প্রকার অবিচার করা হবে না।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

(২৭৮) قوله يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوا اتَّقُوا اللّٰهَ وَذَرُوْا مَا بَقِيَ الخ আয়াতের শানে নুযূল : এ আয়াতটি সাকীফ গোত্রের বনী আমর ইবনে ওমায়ের এবং মাখযুম গোত্রের বনী মুগীরা প্রসঙ্গে অবতীর্ণ হয়েছে। জাহেলি যুগে তাদের মধ্যে সুদের লেনদেন ছিল, ইসলাম আগমনের পর বনূ আমর বনূ মুগীরার নিকট নিজেদের সুদ দাবি করে, তখন তারা বলে আমরা ইসলাম গ্রহণের

https://e-ilm.weebly.com/

পর তা আদায় করব না। শেষ পর্যন্ত উভয় গোত্রের মধ্যে ঝগড়া বেঁধে যায়। ঘটনাটি তৎকালীন মক্কার গভর্নর হযরত আত্তাব ইবনে উসাইদ (রা.)-এর নিকট উত্থাপিত হলে তিনি নবী করীম (সা.)-এর নিকট তা লিখে পাঠান এবং তখন এ আয়াত অবতীর্ণ হয়। –[ইবনে কাসীর]

(২৭৮) قوله وَاِنْ كَانَ ذُوْ عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ اِلٰى مَيْسَرَةٍ الخ **আয়াতের শানে নুযূল :** লুবাবুন নুকূল গ্রন্থকার বলেন, যখন সুদ নিষিদ্ধ ঘোষণা করে আয়াত অবতীর্ণ হয় তখন বনূ আমরের লোকেরা গ্রহীতাদের উপর মূলধন পরিশোধের জন্য বারবার পীড়াপীড়ি করতে থাকে। আর ঋণগ্রহীতা হিসেবে বনূ মুগীরা ঋণ আদায়ের জন্য সময় চাইতে থাকে। কিন্তু বনূ আমর একদিনের সময় দিতেও অস্বীকার করে এবং বলে যখন আমরা সুদ ছেড়েছি তখন মূল টাকা আদায়ের জন্য সময় দেব কেন? আমাদের সব ঋণ যেভাবে হোক এখনি আদায় করে দাও। অথচ বনূ মুগীরার জন্য এটা একটা বিরাট বোঝা হিসেবে চাপিয়ে দেওয়া হয়। তাদের এ অবস্থার প্রতি লক্ষ্য করে এ আয়াতটি নাজিল হয়।

اَلرِّبٰوا -এর অর্থ– : رِبٰوا আরবি ভাষার একটি প্রসিদ্ধ শব্দ। رِبٰوا সম্পর্কে ইমাম জাস্সাস্ আহকামুল কুরআনে বলেন, هُوَ الْقَرْضُ الْمَشْرُوْطُ فِيْهِ الْاَجَلُ وَزِيَادَةُ مَالٍ عَلَى الْمُسْتَقْرِضِ অর্থাৎ, ঐ ঋণ যা নির্দিষ্ট মেয়াদের জন্য এশর্তে দেওয়া হয় যে, ঋণগ্রহীতা তাকে মূলধন থেকে কিছু বেশি অর্থ দিবে।

ইবনে আরাবী আহকামুল কুরআনে বলেন, اَلرِّبٰوا فِى اللُّغَةِ الزِّيَادَةُ وَالْمُرَادُ بِهٖ فِى الْاٰيَةِ كُلُّ زِيَادَةٍ لَا يُقَابِلُهَا عِوَضٌ অর্থাৎ, আভিধানিক অর্থে। رِبٰوا অর্থ অতিরিক্ত কিছু দেওয়া। আয়াতে প্রত্যেক ঐ অতিরিক্ত পরিমাণকে বুঝানো হয়েছে, যার বিপরীতে কোনো বিনিময় নেই।

রাসূল ﷺ হাদীসে। رِبٰوا-এর সংজ্ঞায় বলেন, كُلُّ قَرْضٍ جَرَّ نَفْعًا فَهُوَ رِبًا অর্থাৎ, প্রত্যেক ঋণ যা কোনো মুনাফা আনে, তাই "রিবা"।

رِبٰوا -এর প্রকারভেদ : ইমাম রাযী তাফসীরে কবীরে বলেন, রিবা দু'প্রকার। যথা– (১) বাকি বিক্রয়সূত্রে রিবা। (২) নগদ ক্রয়-বিক্রয়ে বেশি নেওয়া রিবা। প্রথম প্রকার "রিবা" জাহেলী যুগে প্রসিদ্ধ ও সুবিদিত ছিল। সে যুগের লোকেরা এরূপ লেনদেন করত। দ্বিতীয় প্রকার সম্পর্কে হাদীসে বর্ণিত হয়েছে যে, অমুক অমুক বস্তুর ক্রয়-বিক্রয়ে কম-বেশি করা। رِبٰوا তথা সুদের অন্তর্ভুক্ত। আহকামুল কুরআনে বলা হয়েছে "রিবা" দু'প্রকার। যথা–(১) একটি ক্রয়-বিক্রয়ের মধ্যে। (২) অপরটি ক্রয়-বিক্রয়ের বাইরে। দ্বিতীয় প্রকারই ছিল জাহেলী যুগের "রিবা"।

قوله قَالُوْٓا اِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبٰوا الخ **-এর ব্যাখ্যা :** আলোচ্য আয়াতে, জাহেলী যুগের সুদের ব্যবসায়ীদের সুদ সম্পর্কিত দৃষ্টিভঙ্গি বর্ণিত হয়েছে। তারা বলত, সুদের ব্যবসা আর সাধারণ ব্যবসা মূলত একই বিষয়। কারণ উভয় ব্যবসায়ে লাভ রয়েছে। তাদের এ দৃষ্টিভঙ্গি আদৌ সঠিক নয়। তাই আল্লাহ সুদকে হারাম করেছেন এবং ব্যবসাকে হালাল রেখেছেন। এ আয়াতের বক্তব্য থেকে বুঝা যায় যে, সুদখোরেরা দু'টি অপরাধ করেছে। যথা– (১) সুদের মাধ্যমে হারাম খেয়েছে। (২) সুদকে হালাল মনে করেছে এবং যারা একে হারাম বলত তাদের উত্তরে বলেছে, ক্রয়-বিক্রয় তো সুদেরই মতো। ক্রয়-বিক্রয়ের মাধ্যমে যেমন মুনাফা অর্জিত হয়, তেমনি সুদী লেনদেনের মধ্যেও মুনাফাই উদ্দেশ্য থাকে। তাই সুদ হারাম হলে ক্রয়-বিক্রয়ও হারাম হওয়া যুক্তিযুক্ত। অথচ ক্রয়-বিক্রয়কে কেউ হারাম বলে না।

قوله وَاَحَلَّ اللّٰهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبٰوا **-এর ব্যাখ্যা :** এ বাক্যটি আল্লাহ তা'আলা সুদের ব্যবসায়ীদের ঐ উক্তির জবাবে বলেছেন, যাতে তারা ব্যবসাকে সুদের অনুরূপ ও সমতুল্য বলেছিল। অথচ আল্লাহ তা'আলা স্বীয় উক্তি দ্বারা এতদুভয়ের মধ্যে আকাশ পাতাল পার্থক্য দেখিয়েছেন। আল্লাহ পাক একটিকে হালাল এবং অপরটিকে হারাম করেছেন। এমতাবস্থায় উভয়টি কেমন করে সমতুল্য হতে পারে? সুদখোরদের আপত্তি ছিল যুক্তি ভিত্তিক। আর আল্লাহ এর জবাব যুক্তির মাধ্যমে দেননি; বরং বিজ্ঞজনোচিত ভঙ্গিতে জবাব দিয়েছেন যে, সব কিছুর একমাত্র মালিক আল্লাহ তা'আলাই। অতএব, প্রত্যেক বস্তুর লাভ-ক্ষতি ও ভালো-মন্দ সম্পর্কে তিনিই পূর্ণ জ্ঞান রাখেন।

https://e-ilm.weebly.com/

قوله يَمْحَقُ اللّٰهُ الرِّبٰوا وَيُرْبِي الصَّدَقٰتِ الخ -এর মর্মকথা : এ আয়াতে আল্লাহ তা'আলা বলেছেন, আল্লাহ সুদকে নিশ্চিহ্ন করে দেন এবং জাকাত কিংবা দান-খয়রাতকে বর্ধিত করেন। এ উক্তি পরকালের দিক দিয়ে সম্পূর্ণ পরিষ্কার। সত্যোপলব্ধির সামান্য চেষ্টা করলে দুনিয়ার দিক দিয়েও সুস্পষ্ট। এদিকে লক্ষ্য করেই হয়ত রাসূল ﷺ বলেছেন– إِنَّ الرِّبٰوا وَإِنْ كَثُرَ فَإِنَّ عَاقِبَتَهُ تَصِيْرُ إِلٰى قُلٍّ অর্থাৎ, সুদ যদিও বাহ্যত বৃদ্ধি পায়; কিন্তু এর শেষ পরিণতি হলো স্বল্পতা।

قوله وَاللّٰهُ لَا يُحِبُّ كُلَّ كَفَّارٍ أَثِيْمٍ الخ -এর মর্মার্থ : আল্লাহ তা'আলা কোনো কাফের গুনাহগারকে পছন্দ করেন না। এতে ইশারা করা হয়েছে যে, যারা সুদ হারামই মনে করে না; বরং বেপরোয়ার সাথে সুদের কারবার চালিয়ে যায় তারা কুফরিতে লিপ্ত এবং যারা হারাম মনে করা সত্ত্বেও কার্যত সুদ খায় তারা কবীরা গুনাহে লিপ্ত, পাপাচারী। সুতরাং আল্লাহ তাদেরকে পছন্দ করেন না।

قوله إِنَّ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَعَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ الخ -এর ব্যাখ্যা : এ আয়াতে নামাজ ও জাকাতের নির্দেশের প্রতি অনুগত সৎকর্মশীল মু'মিনদের বিরাট পুরস্কার ও পরকালীন সুখ-শান্তির বিষয় বর্ণিত হয়েছে। পূর্ববর্তী আয়াতে সুদখোরদের জন্য জাহান্নামের শাস্তি ও লাঞ্ছনার আজাবের কথা উল্লিখিত হয়েছে। তাই কুরআন পাকের সাধারণ রীতি অনুযায়ী এর সাথে সাথে ঈমানদার সৎকর্মী তথা নামাজ জাকাত আদায়কারীদের ছওয়াব ও পরকালীন মর্যাদার কথা বর্ণনা করা হয়েছে।

সুদের অপকারিতা : সুদ গ্রহণকারীদের হৃদয় নির্মম ও নিষ্ঠুর হয়ে যায়। দয়া-মায়া ও পরোপকার তাদের হৃদয় হতে বিলীন হয়ে যায়। স্বার্থপরতা, কপটতা এবং কুটিলতা তাদেরকে পেয়ে বসে। সুদ গ্রহণের মাধ্যমে সম্পদশালীরা দরিদ্র ব্যক্তিদের সম্পদ চুষে সম্পদের পাহাড় গড়ে তোলে। ফলে উভয়ের মধ্যে হিংসা বিদ্বেষের সৃষ্টি হয়। দেশে ও সমাজে ভেদাভেদ ও বৈষম্য গজিয়ে উঠে। দীন-দরিদ্রের দুঃখ ক্রমশঃ বাড়তে থাকে এবং সম্পদশালীদের সম্পদ আরো বাড়তে থাকে। এ সব কারণেই মহান আল্লাহ তা'আলা সুদকে হারাম করেছেন।

اَلرِّبٰوا তথা সুদের পরিচয় : আভিধানিক অর্থ : رِبٰوا শব্দের অর্থ– (১) اَلْفَضْلُ তথা অতিরিক্ত হওয়া। যেমন– فَاحْتَمَلَ السَّيْلُ زَبَدًا رَّابِيًا
(২) اَلزِّيَادَةُ তথা বৃদ্ধি পাওয়া। যেমন আল্লাহ বলেন– مَا اٰتَيْتُمْ مِّنْ رِّبًا لِّيَرْبُوَا فِيْٓ اَمْوَالِ النَّاسِ فَلَا يَرْبُوْا عِنْدَ اللّٰهِ
পরিভাষায় : هُوَ الزِّيَادَةُ عَلٰى اَصْلِ الْمَالِ مِنْ غَيْرِ عَقْدِ تَبَايُعٍ অর্থাৎ, ক্রয়-বিক্রয় চুক্তির বহির্ভূত মূল মালের অতিরিক্ত অংশকে সুদ বলা হয়।

তাফসীরে ইবনে কাসীরে বলা হয়েছে– اَلرِّبٰوا هُوَ الزِّيَادَةُ عَلٰى رَأْسِ الْمَالِ অর্থাৎ, মূলধনের অতিরিক্তি গ্রহণ করাকে সুদ বলে।

মোটকথা, লেনদেন ও ঋণের ক্ষেত্রে পূর্বশর্ত হিসেবে যে অতিরিক্ত মাল ধার্য করা হয়, যার কোনো বিনিময় দেওয়া হয় না, তাই সুদ।

সমাজ জীবনে সুদের অপকারিতা : (১) সুদ গরিব শোষণের হাতিয়ার। (২) সুদ সমাজে ধনী-গরিবের মাঝে বৈষম্য সৃষ্টি করে। (৩) দাতা ও গ্রহীতার মধ্যে ঝগড়া সৃষ্টি করে। (৪) সামাজিক শান্তি বিনষ্ট করে। (৫) সমাজে অন্যায়, পাপাচার, নিষ্ঠুরতা বৃদ্ধি করে। (৬) মানুষের মৌলিক অধিকার কেড়ে নেয়। (৭) সুদ সমাজের নির্যাতিত ও বঞ্চিতদের স্বার্থ বিরোধী ব্যবস্থা হিসেবে চিহ্নিত। (৮) সুদ গরিবের সম্পদকে ধনীদের মাঝে পুঞ্জিভূত করে দেয়। (৯) সামাজিক শৃঙ্খলা ও ভ্রাতৃত্ববোধ ধ্বংস করে দেয়। (১০) সমাজে অনৈসলামিক অর্থ ব্যবস্থা চালু হয়। (১১) অর্থনৈতিক ভারসাম্য নষ্ট হয়।

قوله اتَّقُوا اللّٰهَ وَذَرُوْا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبٰوا الخ -এর মর্মকথা : বিনিয়োগকৃত সুদের টাকা ছেড়ে দেওয়া মানব মনের জন্য কঠিন হতে পারত, তাই আগে اتَّقُوا اللّٰهَ বলে পরে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে– وَذَرُوْا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبٰوا অর্থাৎ, তোমরা বকেয়া সুদ ছেড়ে দাও। আয়াতের শেষে বলা হয়েছে إِنْ كُنْتُمْ مُّؤْمِنِيْنَ যদি তোমরা ঈমানদার হয়ে থাক। এতে ইঙ্গিত করা হয়েছে যে, আল্লাহর নির্দেশ মান্য করা এবং বিরুদ্ধাচরণ না করাই ঈমানের পরিচায়ক। নির্দেশটি পালন কষ্ট সাধ্য ছিল বলে এর পূর্বে اتَّقُوا اللّٰهَ বলে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে এবং নির্দেশের পর إِنْ كُنْتُمْ مُّؤْمِنِيْنَ যুক্ত করা হয়েছে।

https://e-ilm.weebly.com/

https://e-ilm.weebly.com/

قوله وَإِنْ تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُءُوسُ أَمْوَالِكُمْ **-এর ব্যাখ্যা :** যদি তোমরা তওবা করে ভবিষ্যতের জন্য বকেয়া সুদ ছেড়ে দিতে সংকল্প বদ্ধ হও, তবে তোমরা আসল মূলধন পেয়ে যাবে। মূলধনের অতিরিক্ত আদায় করে তোমরা কারো উপর জুলুম করতে পারবে না এবং কোনো ঋণগ্রহীতা মূলধন হ্রাস করে কিংবা পরিশোধে গড়িমসি করে তোমাদের উপর জুলুম করতে পারবে না। আয়াতে আসল মূলধন ফিরে পাওয়ার ব্যাপারটা তওবার সাথে শর্তযুক্ত করা হয়েছে। অর্থাৎ, যদি তোমরা তওবা কর এবং ভবিষ্যতে সুদ ছেড়ে দিতে কৃতসংকল্প হও, তবেই তোমরা আসল মূলধন ফিরে পাবে।

এ আয়াতের বাহ্য ইঙ্গিত দ্বারা বুঝা যায় যে, সুদ ছেড়ে দেওয়ার সংকল্প করে তওবা না করলে মূলধন পাবে না। এর অর্থ হলো যদি মুসলমান হওয়া সত্ত্বেও সুদকে হারাম মনে না করে, পরন্তু আল্লাহর নির্দেশ মোতাবেক তওবা করে সুদ ছেড়ে না দেয় তবে এ ব্যক্তি ইসলাম থেকে খারিজ, ধর্মত্যাগী। ধর্মত্যাগীর ধন-সম্পদ কোনো মু'মিনের হস্তগত থাকলে তাতে ধর্মত্যাগীর মালিকানা থাকে না।

قوله فَإِنْ لَمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا الخ **-এর মর্মার্থ :** আল্লাহর আদেশের পর সুদ না ছাড়লে আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের পক্ষ থেকে জিহাদ ঘোষিত হয়েছে। কুফরি ছাড়া অন্য কোনো বৃহত্তম গুনাহের জন্য কুরআনুল কারীমে এত বড় শাস্তির কথা উল্লিখিত হয় নি। হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) বলেন, কিয়ামত দিবসে সুদখোরকে বলা হবে যুদ্ধের জন্য তোমার হাতিয়ার নাও। সুদখোর যদি অনবরত সুদ খেতেই থাকে এবং কোনো নসিহত না শুনে, তবে তাকে হত্যা করা হবে। হযরত কাতাদা (রা.) বলেন, আল্লাহ সুদখোরকে হত্যার ধমক দিয়েছেন। যেখানেই পাওয়া যাবে সেখানেই সে হত্যার উপযুক্ত।

কারো মতে, যদি কোনো জনপদ সুদকে হালাল বলে সিদ্ধান্ত নেয়, তবে তারা মুরতাদ। মুরতাদের সকল বিধান তাদের উপর কার্যকর হবে। আর তারা যদি হালাল না বলে সুদ গ্রহণ করে, তবে ইমাম বা নেতার জন্য তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করা বৈধ।

قوله وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ الخ **-এর ব্যাখ্যা :** সুদখোরের অভ্যাস হলো এই যে, ঋণগ্রহীতা যদি নির্দিষ্ট সময়ে ঋণ পরিশোধ করতে সক্ষম না হয়, তাহলে সুদের অংক আসলের সাথে যোগ করে চক্রবৃদ্ধি হারে সুদের কারবার চালায়। তৎপর সুদে আসলে মিলে মূলধন হয়ে সুদের হার আগের চেয়ে বাড়িয়ে দেয়। এখানে আল্লাহ তা'আলা আইন দিয়েছেন যে, কোনো ঋণগ্রহীতা বাস্তবিকই নিঃস্ব হলে এবং ঋণ পরিশোধ করতে অক্ষম হলে তাকে অতিষ্ঠ করা জায়েজ নয়; বরং তাকে সক্ষম হওয়া পর্যন্ত সময় দেওয়া উচিত। সাথে সাথে এ ব্যাপারেও উৎসাহিত করেছেন যে, যদি এরূপ গরিবকে ক্ষমা করে দাও তবে তা তোমাদের জন্য অধিক উত্তম। এখানে ক্ষমা করাকে কুরআনে সদকা শব্দ দ্বারা ব্যক্ত করা হয়েছে। এতে ইঙ্গিত রয়েছে যে, এ ক্ষমা করা তোমাদের জন্য সদকা হয়ে যাবে এবং বিরাট ছওয়াবের কারণ হবে।

ঋণগ্রহীতা নিঃস্ব হলে তার সাথে নম্র ব্যবহারের ফজিলত : রাসূল ﷺ নিঃস্ব ঋণগ্রহীতার সাথে নম্র ব্যবহারের বহু ফজিলত বর্ণনা করেছেন। মুসনাদে আহমদের এক হাদীসে আছে, যে ব্যক্তি কোনো নিঃস্ব দেনাদারকে সময় দেবে সে প্রত্যহ দেনা পরিমাণ অর্থ সদকা করার ছওয়াব পাবে। যখন দেনার মেয়াদ পূর্ণ হয়ে যায় এবং দেনাদার দেনা পরিশোধ করতে সক্ষম না হয়, তখন সময় দিলে প্রত্যেহ দ্বিগুণ পরিমাণ অর্থ সদকা করার ছওয়াব পাবে।

তাবারানী শরীফে বর্ণিত এক হাদীসে আছে, যেদিন কোনো ব্যক্তি আল্লাহর আরশ ছাড়া মাথা গুঁজবার কোনো ছায়া পাবে না, সেদিন যে ব্যক্তি স্বীয় মস্তকের উপর আল্লাহর রহমতের ছায়া থাকার আশা রাখে, তার উচিত নিঃস্ব ঋণগ্রহীতার সাথে নম্র ব্যবহার করা, কিংবা তাকে মাফ করে দেওয়া। অন্য হাদীসে আছে, যে চায় তার দোয়া কবুল হোক, কিংবা বিপদ দূর হোক, তাঁর উচিত নিঃস্ব দেনাদারকে সময় প্রদান করা।

قوله وَاتَّقُوا يَوْمًا تُرْجَعُونَ فِيهِ إِلَى اللَّهِ **-এর তাৎপর্য :** এ আয়াতে আল্লাহ তা'আলা পুনরায় কেয়ামতের ভয়, হাশরের হিসাব নিকাশ, ছওয়াব এবং আজাবের বিষয় উল্লেখ করে মানুষকে সুদের মতো ঘৃণ্য কাজ হতে বিরত থাকার নির্দেশ দিয়েছেন। হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) বলেন– কুরআন অবতরণের দিক হতে এটি সর্বশেষ আয়াত। এরপর কোনো আয়াত অবতীর্ণ হয়নি। এর একত্রিশ দিন পর রাসূল ﷺ ইন্তেকাল করেন। কোনো কোনো রেওয়ায়েতে নয় দিন পর ইন্তেকালের কথা বর্ণিত আছে।

শব্দ বিশ্লেষণ

يَأْكُلُوْنَ : সীগাহ جمع مذكر غائب বহছ مضارع معروف বাব نَصَرَ মাসদার اَلْاَكْلُ মূলবর্ণ (ا . ك . ل) জিনস مهموز ف، অর্থ– তারা ভক্ষণ করে।

لَايَقُوْمُوْنَ : সীগাহ جمع مذكر غائب বহছ نفى فعل مضارع معروف বাব نَصَرَ মূলবর্ণ (ق . و . م) মাসদার اَلْقِيَامُ জিনস اجوف واوى অর্থ– তারা দণ্ডায়মান হয় না।

يَتَخَبَّطُ : সীগাহ واحد مذكر غائب বহছ اثبات فعل مضارع معروف বাব تَفَعُّلٌ মূলবর্ণ (خ . ب . ط) মাসদার اَلتَّخَبُّطُ জিনস صحيح অর্থ– সে বানিয়ে দিয়েছে।

اِنْتَهٰى : সীগাহ واحد مذكر غائب বহছ ماضى معروف বাব اِفْتِعَالٌ মাসদার اَلْاِنْتِهَاءُ মূলবর্ণ (ن . ه . ى) জিনস ناقص يائى অর্থ– সে ছেড়ে দিল।

يُرْبِيْ : সীগাহ واحد مذكر غائب বহছ مضارع معروف বাব اِفْعَالٌ মাসদার اَلْاِرْبَاءُ মূলবর্ণ (ر . ب . و) জিনস ناقص يائى অর্থ– তিনি বাড়িয়ে দেন।

اَقَامُوا : সীগাহ جمع مذكر غائب বহছ ماضى معروف বাব اِفْعَالٌ মাসদার اَلْاِقَامَةُ মূলবর্ণ (ق . و . م) জিনস اجوف واى অর্থ– তারা কায়েম করল।

ذَرُوْا : সীগাহ جمع مذكر حاضر বহছ امر حاضر معروف বাব سَمِعَ মাসদার اَلْوَذْرُ মূলবর্ণ (و . ذ . ر) জিনস مثال واوى অর্থ– তোমরা ছেড়ে দাও।

فَأْذَنُوْا : সীগাহ جمع مذكر حاضر বহছ امر حاضر معروف বাব سَمِعَ মাসদার اَلْاِذْنُ মূলবর্ণ (ا . ذ . ن) জিনস مهموز فاء অর্থ– তোমরা জেনে রাখ।

تُبْتُمْ : সীগাহ جمع مذكر حاضر বহছ ماضى معروف বাব نَصَرَ মাসদার اَلتَّوْبَةُ মূলবর্ণ (ت . و . ب) জিনস اجوف واوى অর্থ– তোমরা তওবা করেছ।

تُوَفّٰى : সীগাহ واحدمونث غائب বহছ مضارع مجهول বাব تَفْعِيْلٌ মাসদার اَلتَّوْفِيَةُ মূলবর্ণ (و . ف . ى) জিনস لفيف مفروق অর্থ– তাকে পুরোপুরি দেওয়া হবে।

বাক্য বিশ্লেষণ

قوله وَاللّٰهُ لَا يُحِبُّ كُلَّ كَفَّارٍ اَثِيْمٍ : এখানে واو হরফে আতফ اَللّٰهُ মুবতাদা لَا يُحِبُّ ফে'ল এতে هُوَ যমীর ফা'য়েল كُلَّ মুযাফ كَفَّارٍ اَثِيْمٍ মাওসূফ ও সিফাত মিলে মুযাফ ইলাইহি এবার মুযাফ ও মুযাফ ইলাইহি মিলে মাফউলে বিহী। এখন ফে'ল, ফা'য়েল ও মাফউলে বিহি মিলে জুমলায়ে فعلية হয়ে খবর, সবশেষে মুবাতাদা ও খবর মিলে জুমলায়ে ইসমিয়াহ হলো।

قوله وَمَنْ عَادَ فَاُولٰئِكَ اَصْحٰبُ النَّارِ : এখানে واو টি حرف عطف এবং مَنْ টি اَلَّذِىْ অর্থে– ইসমে মাওসূল, عَادَ ফে'ল, এতে هُوَ যমীর فاعل এবার فعل ও فاعل মিলে جملة فعلية হয়ে صلة অতঃপর موصول ও صلة মিলে শর্ত, فاء টি جزائية এবং اُولٰئِكَ মুবতাদা اَصْحٰبُ النَّارِ মুযাফ ও মুযাফ ইলাইহি মিলে খবর, মুবতাদা ও খবর মিলে جزاء, শর্ত এবং জাযা মিলে জুমলায়ে শরতিয়াহ হলো।

قوله وَاتَّقُوْا يَوْمًا تُرْجَعُوْنَ فِيْهِ اِلَى اللّٰهِ : এখানে واو টি হরফে আতফ اِتَّقُوْا ফে'ল এতে اَنْتُمْ যমীর فاعل আর يَوْمًا টি মাওসূফ تُرْجَعُوْنَ ফে'ল এতে اَنْتُمْ যমীর নায়েবে ফায়েল فِيْهِ এবং اِلَى اللّٰهِ উভয়টি جار ও مجرور মিলে متعلق এখন ফে'লে মাজহুল, নায়েবে ফা'য়েল ও উভয় متعلق মিলে جملة فعلية হয়ে صفت এবার موصوف ও صفت মিলে مفعول فيه এবার فعل. فاعل مفعول فيه ও مفعول মিলে جملة فعلية হলো।

https://e-ilm.weebly.com/

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْۤا اِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ اِلٰۤى اَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوْهُ ؕ وَلْيَكْتُبْ بَّيْنَكُمْ كَاتِبٌۢ بِالْعَدْلِ ۪ وَلَا يَاْبَ كَاتِبٌ اَنْ يَّكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ اللّٰهُ فَلْيَكْتُبْ ۚ وَلْيُمْلِلِ الَّذِىْ عَلَيْهِ الْحَقُّ وَلْيَتَّقِ اللّٰهَ رَبَّهٗ وَلَا يَبْخَسْ مِنْهُ شَيْـًٔا ؕ فَاِنْ كَانَ الَّذِىْ عَلَيْهِ الْحَقُّ سَفِيْهًا اَوْ ضَعِيْفًا اَوْ لَا يَسْتَطِيْعُ اَنْ يُّمِلَّ هُوَ فَلْيُمْلِلْ وَلِيُّهٗ بِالْعَدْلِ ؕ وَاسْتَشْهِدُوْا شَهِيْدَيْنِ مِنْ رِّجَالِكُمْ ۚ فَاِنْ لَّمْ يَكُوْنَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَّامْرَاَتٰنِ مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَآءِ اَنْ تَضِلَّ اِحْدٰىهُمَا فَتُذَكِّرَ اِحْدٰىهُمَا الْاُخْرٰى ؕ

অনুবাদ : (২৮২) হে মুমিনগণ! যখন আদান-প্রদান করতে চাও ধারের এক নির্দিষ্ট সময় পর্যন্ত, আর তা লিপিবদ্ধ করে নাও, আর অবশ্য যেন তোমাদের মধ্যে কোনো লিখক ন্যায়সঙ্গতভাবে লিপিবদ্ধ করে, আর কোনো লিখক যেন লিপিবদ্ধ করতে অস্বীকারও না করে– যেরূপ আল্লাহ তাকে শিক্ষা দিয়েছেন, তারও কর্তব্য লিখে দেওয়া, আর ঐ ব্যক্তি মুসাবিদা করিয়ে নিবে যার উপর দাবি ওয়াজিব হয়, আর আল্লাহ তা'আলাকে যিনি তার প্রতিপালক ভয় করতে থাকে, আর তাতে [লিপিবদ্ধ করাতে] বিন্দুমাত্রও কম করবে না। অধিকন্তু যার উপর দাবি ওয়াজিব ছিল, সে যদি ক্ষীণবুদ্ধি হয়, অথবা দুর্বল হয় অথবা স্বয়ং মুসাবিদা করতে অক্ষম হয়, তবে তার কার্য নির্বাহক যথাযথভাবে মুসাবিদা করিয়ে নিবে, আর দুই জন পুরুষকে তোমাদের মধ্য হতে সাক্ষী করে নাও কিন্তু যদি এই দুই সাক্ষী পুরুষ না হয়, তবে একজন পুরুষ এবং দুজন স্ত্রীলোক এমন সাক্ষীদের মধ্য হতে যাদেরকে তোমরা পছন্দ কর যেন এই দুজন স্ত্রীলোকের মধ্যে কোনো একজন ভুলে গেলে তাদের একজন অপরজনকে স্মরণ করিয়ে দিতে পারে।

শাব্দিক অনুবাদ

(২৮২) يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا হে মুমিনগণ! اِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ যখন আদান-প্রদান করতে চাও ধারের اِلٰۤى اَجَلٍ مُّسَمًّى এক নির্দিষ্ট সময় পর্যন্ত فَاكْتُبُوْهُ আর তা লিপিবদ্ধ করে নাও وَلْيَكْتُبْ بَّيْنَكُمْ كَاتِبٌۢ بِالْعَدْلِ আর অবশ্য যেন তোমাদের মধ্যে কোনো লিখক ন্যায়সঙ্গতভাবে লিপিবদ্ধ করে وَلَا يَاْبَ كَاتِبٌ اَنْ يَّكْتُبَ আর কোনো লিখক যেন লিপিবদ্ধ করতে অস্বীকারও না করে– كَمَا عَلَّمَهُ اللّٰهُ যেরূপ আল্লাহ তাকে শিক্ষা দিয়েছেন فَلْيَكْتُبْ তারও কর্তব্য লিখে দেওয়া وَلْيُمْلِلِ الَّذِىْ عَلَيْهِ الْحَقُّ আর ঐ ব্যক্তি মুসাবিদা করিয়ে নিবে যার উপর দাবি ওয়াজিব হয় وَلْيَتَّقِ اللّٰهَ رَبَّهٗ আর আল্লাহ তা'আলাকে যিনি তার প্রতিপালক ভয় করতে থাকে وَلَا يَبْخَسْ مِنْهُ شَيْـًٔا আর তাতে বিন্দুমাত্রও কম করবে না فَاِنْ كَانَ الَّذِىْ عَلَيْهِ الْحَقُّ অধিকন্তু যার উপর দাবি ওয়াজিব ছিল সে যদি سَفِيْهًا ক্ষীণবুদ্ধি হয়, اَوْ ضَعِيْفًا অথবা দুর্বল اَوْ لَا يَسْتَطِيْعُ اَنْ يُّمِلَّ অথবা স্বয়ং মুসাবিদা করতে অক্ষম হয় فَلْيُمْلِلْ وَلِيُّهٗ بِالْعَدْلِ তবে তার কার্য নির্বাহক যথাযথভাবে মুসাবিদা করিয়ে নিবে وَاسْتَشْهِدُوْا شَهِيْدَيْنِ مِنْ رِّجَالِكُمْ আর দুজন পুরুষকে তোমাদের মধ্য হতে সাক্ষী করে নাও فَاِنْ لَّمْ يَكُوْنَا رَجُلَيْنِ কিন্তু যদি এই দুই সাক্ষী পুরুষ না হয় فَرَجُلٌ وَّامْرَاَتٰنِ তবে একজন পুরুষ এবং দুজন স্ত্রীলোক مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَآءِ এমন সাক্ষীদের মধ্য হতে যাদেরকে তোমরা পছন্দ কর اَنْ تَضِلَّ اِحْدٰىهُمَا যেন এই দুই জন স্ত্রীলোকের মধ্যে কোনো একজন ভুলে গেলে فَتُذَكِّرَ اِحْدٰىهُمَا الْاُخْرٰى তাদের একজন অপরজনকে স্মরণ করিয়ে দিতে পারে

وَلَا يَأْبَ الشُّهَدَآءُ إِذَا مَا دُعُوا ۚ وَلَا تَسْـَٔمُوٓا أَن تَكْتُبُوهُ صَغِيرًا أَوْ كَبِيرًا إِلَىٰٓ أَجَلِهِۦ ۚ ذَٰلِكُمْ أَقْسَطُ عِندَ اللَّهِ وَأَقْوَمُ لِلشَّهَـٰدَةِ وَأَدْنَىٰٓ أَلَّا تَرْتَابُوٓا ۖ إِلَّآ أَن تَكُونَ تِجَـٰرَةً حَاضِرَةً تُدِيرُونَهَا بَيْنَكُمْ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَلَّا تَكْتُبُوهَا ۗ وَأَشْهِدُوٓا إِذَا تَبَايَعْتُمْ ۚ وَلَا يُضَآرَّ كَاتِبٌ وَلَا شَهِيدٌ ۚ وَإِن تَفْعَلُوا فَإِنَّهُۥ فُسُوقٌۢ بِكُمْ ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۖ وَيُعَلِّمُكُمُ اللَّهُ ۗ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ﴿٢٨٢﴾

আর সাক্ষীরাও যেন অস্বীকার না করে যখন তাদেরকে ডাকা হয়, আর তোমরা তা নির্দিষ্টকাল পর্যন্ত লিখতে বিতৃষ্ণ হয়ো না, চাই তা ক্ষুদ্র হোক অথবা বৃহৎ, এই লিখন সমধিক সুবিচার প্রতিষ্ঠকারী আল্লাহর নিকট এবং সাক্ষ্যের জন্য সমধিক সঠিকতা সংরক্ষণকারী, আর তোমাদের সন্দেহে পতিত না হওয়ার জন্য বেশি সুবিধাজনক, কিন্তু কোনো সওদা হাতে হাতে হলে, যা তোমরা পরস্পর [নগদ] আদান-প্রদান করে থাক, তবে তা লিপিবদ্ধ না করায় তোমাদের কোনো দোষ নেই, আর ক্রয়-বিক্রয়ের সময় তোমরা সাক্ষী করে নাও, আর কোনো লিখককে যেন কষ্ট দেওয়া না হয় এবং কোনো সাক্ষীকেও না, আর যদি তোমরা এরূপ কর, তবে তাতে তোমাদের গুনাহ হবে, আর আল্লাহকে ভয় কর, এবং আল্লাহ তা'আলা তোমাদেরকে শিক্ষা প্রদান করেন, আর আল্লাহ সর্ববিষয়ে মহাজ্ঞানী।

শাব্দিক অনুবাদ

وَلَا يَأْبَ الشُّهَدَآءُ আর সাক্ষীরাও যেন অস্বীকার না করে إِذَا مَا دُعُوا যখন তাদেরকে ডাকা হয় وَلَا تَسْـَٔمُوٓا أَن تَكْتُبُوهُ আর তোমরা তা লিখতে বিতৃষ্ণ হয়ো না। صَغِيرًا أَوْ كَبِيرًا চাই তা ক্ষুদ্র হোক অথবা বৃহৎ إِلَىٰٓ أَجَلِهِۦ নির্দিষ্টকাল পর্যন্ত ذَٰلِكُمْ أَقْسَطُ এই লিখন সমধিক সুবিচার প্রতিষ্ঠকারী عِندَ اللَّهِ আল্লাহর নিকট وَأَقْوَمُ لِلشَّهَـٰدَةِ এবং সাক্ষ্যের জন্য সমধিক সঠিকতা সংরক্ষণকারী وَأَدْنَىٰٓ أَلَّا تَرْتَابُوٓا আর তোমাদের সন্দেহে পতিত না হওয়ার জন্য বেশি সুবিধাজনক إِلَّآ أَن تَكُونَ تِجَـٰرَةً حَاضِرَةً কিন্তু কোনো সওদা হাতে হাতে হলে تُدِيرُونَهَا بَيْنَكُمْ যা তোমরা পরস্পর আদান-প্রদান করে থাক فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَلَّا تَكْتُبُوهَا তবে তা লিপিবদ্ধ না করায় তোমাদের কোনো দোষ নেই وَأَشْهِدُوٓا إِذَا تَبَايَعْتُمْ আর ক্রয়-বিক্রয়ের সময় তোমরা সাক্ষী করে নাও وَلَا يُضَآرَّ كَاتِبٌ وَلَا شَهِيدٌ আর কোনো লিখককে যেন কষ্ট দেওয়া না হয় এবং কোনো সাক্ষীকেও না। وَإِن تَفْعَلُوا আর যদি তোমরা এরূপ কর فَإِنَّهُۥ فُسُوقٌۢ بِكُمْ তবে তাতে তোমাদের গুনাহ হবে وَاتَّقُوا اللَّهَ আর আল্লাহকে ভয় কর وَيُعَلِّمُكُمُ اللَّهُ এবং আল্লাহ তা'আলা তোমাদেরকে শিক্ষা প্রদান করেন وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ আর আল্লাহ সর্ববিষয়ে মহাজ্ঞানী।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

ধার-কর্জের ক্ষেত্রে দলিল লেখার নির্দেশ এবং সংশ্লিষ্ট বিধি : আলোচ্য আয়াতসমূহে লেন-দেন সম্পর্কিত আইনের জরুরি মূলনীতি ব্যক্ত হয়েছে। যাকে চুক্তিনামাও বলা যেতে পারে। এরপর সাক্ষ্য-বিধির বিশেষ ধারা উল্লিখিত হয়েছে। আজকাল লেখালেখির যুগ। লেখাই মুখের কথার স্থলাভিষিক্ত হয়ে গেছে। কিন্তু আপনি চৌদ্দ শ' বছর পূর্বের দিকে তাকিয়ে দেখুন। তখন দুনিয়ার সব কাজ-কারবার ও ব্যবসা-বাণিজ্য মুখে মুখেই চলত। লেখালেখি এবং দলিল-দস্তাবেজের প্রথা প্রচলন ছিল না। সর্বপ্রথম কুরআন পাক এদিকে মানুষের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছে। বলা হয়েছে- إِذَا تَدَايَنتُم بِدَيْنٍ إِلَىٰٓ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ অর্থাৎ, "তোমরা যখন পরস্পর নির্দিষ্ট মেয়াদের জন্য ধার-কর্জের কারবার কর, তখন তা লিখে নাও।"

এতে প্রথম নীতি এই ব্যক্ত হয়েছে যে, ধার-কর্জের লেন-দেনে দলিল-দস্তাবেজ লিপিবদ্ধ করা উচিত– যাতে ভুল-ভ্রান্তি অথবা কোনো পক্ষ থেকে অস্বীকৃতির কোনো পরিস্থিতির উদ্ভব হলে তখন কাজে লাগে।

https://e-ilm.weebly.com/

দ্বিতীয়তঃ ধার-কর্জের ব্যাপারে মেয়াদ অবশ্যই নির্দিষ্ট করতে হবে। অনির্দিষ্ট সময়ের জন্য ধার-কর্জের লেন-দেন জায়েজ নয়। এতে কলহ-বিবাদের দ্বার উন্মুক্ত হয়। এ কারণেই ফিকহবিদগণ বলেছেন মেয়াদও এমনভাবে নির্দিষ্ট করতে হবে, যাতে কোনোরূপ অস্পষ্টতা না থাকে। মাস এবং দিন তারিখসহ নির্দিষ্ট করতে হবে। কেননা আবহাওয়ার পরিবর্তনে ধানকাটার সময় আগে-পিছে হয়ে যেতে পারে। যেহেতু সে যুগে লেখার ব্যাপক প্রচলন ছিল না এবং আজও ব্যাপক প্রচলনের পর পৃথিবীর অধিকাংশ লোক লেখা জানে না, তাই সম্ভাবনা ছিল যে, লেখক কিসের স্থলে কি লিখে ফেলবে। ফলে কারো ক্ষতি এবং কারো লাভ হয়ে যাবে। এ সম্ভাবনার কারণেই অতঃপর বলা হয়েছে وَلْيَكْتُبْ بَّيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ অর্থাৎ এটা জরুরি যে, তোমাদের মধ্যে কোনো লেখক ন্যায়সঙ্গতভাবে লিখবে।

এতে একদিকে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে যে, লেখক কোনো একপক্ষের লোক হতে পারবে না; বরং নিরপেক্ষ হতে হবে– যাতে কারো মনে সন্দেহ বা খট্‌কা না থাকে।

অপরদিকে লেখককে ন্যায়সঙ্গতভাবে লিখতে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। অন্যের ক্ষণস্থায়ী উপকার করে নিজের চিরস্থায়ী ক্ষতি করা তার পক্ষে উচিত হবে না। এরপর লেখককে বলা হয়েছে যে, আল্লাহ তা'আলা তাকে এ লেখার বিদ্যা দান করেছেন। এর কৃতজ্ঞতা এই যে, সে লিখতে অস্বীকার করবে না।

এরপর দলিল কোন পক্ষ থেকে লিখতে হবে সে সম্পর্কে বলা হয়েছে– وَلْيُمْلِلِ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ অর্থাৎ, যার দায়িত্বে দেনা, সে লেখাবে। উদাহরণতঃ এক ব্যক্তি সওদা কিনে মূল্য বাকি রাখল। এখানে যার দায়িত্বে দেনা হচ্ছে সে দলিলের বিষয়বস্তু লেখাবে। কেননা এটা হবে তার পক্ষ থেকে স্বীকৃতি বা অঙ্গীকারপত্র। লেখানোর মধ্যেও কমবেশির সম্ভাবনা থাকতে পারে, তাই বলা হয়েছে : وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا يَبْخَسْ مِنْهُ شَيْئًا অর্থাৎ, সে তার পালনকর্তা আল্লাহকে ভয় করবে এবং দেনা বিন্দুমাত্রও কম লেখাবে না। লেন-দেনের ব্যাপারে দেনাদার ব্যক্তি কখনো নির্বোধ অথবা অক্ষম, বৃদ্ধ অপ্রাপ্ত বয়স্ক বালক, মূক অথবা অন্য ভাষাভাষী হতে পারে। এ কারণে দলিলের বিষয়বস্তু বলে দেওয়া তার পক্ষে সম্ভব নাও হতে পারে। তাই অতঃপর বলা হয়েছে : এমন পরিস্থিতির উদ্ভব হলে তার কোনো অভিভাবক লেখাবে। পাগল ও নাবালেগের তো অভিভাবক থাকেই। তাদের সব কাজ-কারবার অভিভাবক দ্বারাই সম্পন্ন হয়। মূক এবং অন্য ভাষাভাষীর অভিভাবকও এ কাজ করতে পারে। যদি তারা কাউকে উকিল নিযুক্ত করে, তাতেও চলবে। এখানে কুরআন পাকের ওলী শব্দটি উভয় অর্থই বুঝায়।

সাক্ষ্য-বিধির কতিপয় জরুরি মূলনীতি : এ পর্যন্ত লেন-দেনে দলিল লেখা ও লেখানো জরুরি মূলনীতি ব্যক্ত হয়েছে। অতঃপর বলা হয়েছে যে, দলিলের লেখাকেই যথেষ্ট মনে করবে না; বরং এতে সাক্ষ্যও রাখবে– যাতে কোনো সময় পারস্পরিক কলহ দেখা দিলে আদালতে সাক্ষীদের সাক্ষ্য দ্বারা ফয়সালা হতে পারে। এ কারণেই ফিকহবিদগণ বলেছেন যে, লেখা শরিয়তসম্মত প্রমাণ নয়, তাই লেখার সমর্থনে শরিয়তসম্মত সাক্ষ্য বিদ্যমান না থাকলে শুধু লেখার উপর ভিত্তি করে ফয়সালা করা যায় না। আজকালকার সাধারণ আদালতসমূহেও এ রীতিই প্রচলিত রয়েছে। লেখার মৌখিক সত্যায়ন ও তৎসমর্থনে সাক্ষ্য ব্যতীত কোনো ফয়সালা করা হয় না।

সাক্ষীর সংখ্যা : এপর সাক্ষ্য-বিধির কতিপয় জরুরি নীতি বর্ণনা করা হয়েছে। উদাহরণতঃ ১. সাক্ষী দুজন পুরুষ অথবা একজন পুরুষ ও দুজন মহিলা হওয়া জরুরি। একা একজন পুরুষ অথবা শুধু দু'জন মহিলা সাধারণ লেন-দেনের সাক্ষ্যের জন্য যথেষ্ট নয়

সাক্ষীর শর্তাবলি : ২. সাক্ষী মুসলমান হতে হবে। مِنْ رِّجَالِكُمْ শব্দে এদিকেই নির্দেশ করা হয়েছে। ৩. সাক্ষীকে নির্ভরযোগ্য 'আদিল' [বিশ্বস্ত] হতে হবে, যার কথার উপর আস্থা রাখা যায়। ফাসেক ও ফাজের [অর্থাৎ পাপাচারী] হলে চলবে না। مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ বাক্যে এ নির্দেশ রয়েছে।

শরিয়ত সম্মত ওজর ব্যতীত সাক্ষ্য দিতে অস্বীকার করা গুনাহ : নির্দেশ দেওয়া হয়েছে যে, যখন কোনো ব্যাপারে কাউকে সাক্ষী করার জন্য ডাকা হয়, তখন সে যেন আসতে অস্বীকার না করে। কেননা সাক্ষ্যই হচ্ছে সত্য প্রতিষ্ঠিত করার এবং বিবাদ মিটানোর একমাত্র উপায় ও পন্থা। কাজেই একে জরুরিভাবে জাতীয় কাজ মনে করে কষ্ট স্বীকার করবে।

https://e-ilm.weebly.com/

এরপর আবার লেন-দেনের দলিল লিপিবদ্ধ করার উপর জোর দিয়ে বলা হয়েছে– লেন-দেন ছোট কিংবা বড় হোক-সবই লিপিবদ্ধ করা দরকার। এ ব্যাপারে বিরক্তিবোধ করা উচিত নয়। কেননা লেন-দেন লিপিবদ্ধ করা সত্য প্রতিষ্ঠিত রাখতে, নির্ভুল সাক্ষ্য দিতে এবং সন্দেহ থেকে বেঁচে থাকতে চমৎকাররূপে সহায়তা করে। যদি নগদ লেন-দেন হয় তবে এ ব্যাপারেও কমপক্ষে সাক্ষী রাখা বাঞ্ছনীয়। কেননা উভয়পক্ষের মধ্যে কোনো সময় মতবিরোধ দেখা দিতে পারে। উদাহরণতঃ বিক্রেতা মূল্যপ্রাপ্তি অস্বীকার করতে পারে কিংবা ক্রেতা বলতে পারে যে, সে ক্রীতবস্তু বুঝে পায়নি। এ মতবিরোধ মীমাংসার ক্ষেত্রে সাক্ষ্য কাজে লাগবে।

সুবিচার প্রতিষ্ঠিত করার মূলনীতি : আয়াতের শুরুতে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে যে, তারা যেন লিখতে এবং সাক্ষী হতে অস্বীকার না করে। এমতাবস্থায় তাদেরকে হয়তো মানুষ বিরক্ত করে তুলতে পারত। তাই আয়াতের শেষ ভাগে বলা হয়েছে : وَلَا يُضَآرَّ كَاتِبٌ وَّلَا شَهِيْدٌ অর্থাৎ কোনো লেখক বা সাক্ষীকে যেন ক্ষতিগ্রস্ত করা না হয়। অর্থাৎ নিজের উপকারের জন্য যেন তাদের বিব্রত না করা হয়। এরপর বলা হয়েছে– وَاِنْ تَفْعَلُوْا فَاِنَّهٗ فُسُوْقٌۢ بِكُمْ অর্থাৎ তোমরা যদি লেখক বা সাক্ষীকে বিব্রত কর, তবে এতে তোমাদের গুনাহ হবে।

এতে বুঝা গেল যে, লেখক কিংবা সাক্ষীকে বিব্রত বা ক্ষতিগ্রস্ত করা হারাম। এ কারণেই ফকীহগণ বলেন– যদি লেখক লেখার পারিশ্রমিক দাবি করে কিংবা সাক্ষী যাতায়াত খরচ চায়; তবে এটা তাদের ন্যায্য অধিকার। তা না দেওয়াও তাদেরকে ক্ষতিগ্রস্ত ও বিব্রত করার শামিল এবং অবৈধ। ইসলাম বিচার ব্যবস্থায় যেমন সাক্ষীকে সাক্ষ্য দিতে বাধ্য করেছে এবং সাক্ষ্য গোপন করাকে কঠোর অপরাধ সাব্যস্ত করেছে, তেমনি এ ব্যবস্থাও করেছে, যাতে কেউ সাক্ষ্য দেওয়া থেকে গা বাঁচাতে বাধ্য না হয়। এ দ্বিবিধ সর্তকতার ফলেই প্রত্যেক মামলায় সত্যবাদী ও নিঃস্বার্থ সাক্ষী পেত এবং নিষ্পত্তি দ্রুত, সহজ ও ন্যায়ানুগ হতো। বর্তমান বিশ্ব কুরআনি নীতির প্রতি উপেক্ষা প্রদর্শন করেছে। ফলে সমগ্র বিচার ব্যবস্থা ভণ্ডুল হয়ে গেছে। ঘটনার আসল ও সত্য সাক্ষী পাওয়া প্রায় অসম্ভব হয়ে পড়েছে। প্রত্যেকেই সাক্ষ্য দান থেকে গা বাঁচাতে বাধ্য হচ্ছে। কারণ এই যে, যার নাম সাক্ষীদের তালিকাভুক্ত হয়ে যায়, পুলিশী ফৌজদারী মকদ্দমা হলে রোজই সময়ে-অসময়ে থানা পুলিশ তাদের ডেকে পাঠায়। মাঝে মাঝে কয়েক ঘণ্টা বসিয়ে রাখে। দেওয়ানী আদালতসমূহেও সাক্ষীর সাথে অপরাধীর মতো ব্যবহার করা হয়। এরপর রোজ রোজ মকদ্দমার হাজিরা পরিবর্তিত হয়। তারিখের পর তারিখ পড়ে। বেচারা সাক্ষী নিজ কাজ-কারবার, মজুরি কিংবা প্রয়োজনীয় কাজকর্ম ছেড়ে আসতে বাধ্য হয়। অন্যথা হলে পরোয়ানা জারি করে গ্রেফতার করা হয়। তাই কোনো ভদ্র ও ব্যস্ত মানুষ কোনো মামলার সাক্ষী হওয়াকে আজাব বলে মনে করে এবং যথাসাধ্য এ থেকে বেঁচে থাকার চেষ্টা করতে বাধ্য হয়। তবে শুধু পেশাদার সাক্ষীই এসব ক্ষেত্রে পাওয়া যায়। যাদের কাছে সত্য-মিথ্যার কোনো পার্থক্য নেই। কুরআন পাক এ সম্পর্কিত মৌলিক প্রয়োজনাদি গুরুত্ব সহকারে বর্ণনা করে এসব অনিষ্টের দ্বার রুদ্ধ করে দিয়েছে। আয়াতের শেষ ভাগে বলা হয়েছে–

وَاتَّقُوا اللّٰهَ وَيُعَلِّمُكُمُ اللّٰهُ وَاللّٰهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيْمٌ অর্থাৎ, আল্লাহকে ভয় কর, আল্লাহ তা'আলা সর্ববিষয়ে পরিজ্ঞাত। এ আয়াতে অনেক বিধি-বিধান বর্ণিত হয়েছে। কোনো কোনো ফিকহবিদ এ আয়াত থেকে বিশটি গুরুত্বপূর্ণ মাসআলা উদ্ভাবন করেছেন।

দ্বিতীয় আয়াতে দু'টি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় বর্ণিত হয়েছে। **প্রথমতঃ** বাকির ব্যাপারে যদি কেউ বিশ্বস্ততার জন্য কোনো বস্তু বন্ধক নিতে চায়, তাও করতে পারে। কিন্তু مَقْبُوْضَةٌ শব্দ থেকে ইঙ্গিত পাওয়া যায় যে, বন্ধকী বস্তু দ্বারা উপকৃত হওয়া তার জন্য জায়েজ নয়। সে শুধু ঋণ পরিশোধ হওয়া পর্যন্ত একে নিজের অধিকারে রাখবে। এর যাবতীয় মুনাফা আসল মালিকের প্রাপ্য।

দ্বিতীয়তঃ যে ব্যেক্তি কোনো বিরোধ সম্পর্কে বিশুদ্ধ জ্ঞান রাখে, সে সাক্ষ্য গোপন করতে পারবে না। যদি সে গোপন করে, তবে তার অন্তর গুনাহগার হবে। 'অন্তর গুনাহগার' বলার কারণ এই যে, কেউ যেন একে শুধু মুখের গুনাহ মনে না করে। কেননা অন্তর থেকেই প্রথমে ইচ্ছা সৃষ্টি হয়। তাই অন্তরের গুনাহ প্রথম।

https://e-ilm.weebly.com/

https://e-ilm.weebly.com/

وَاِنْ كُنْتُمْ عَلٰى سَفَرٍ وَّلَمْ تَجِدُوْا كَاتِبًا فَرِهٰنٌ مَّقْبُوْضَةٌ ۗ فَاِنْ اَمِنَ بَعْضُكُمْ بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِى اؤْتُمِنَ اَمَانَتَهٗ وَلْيَتَّقِ اللّٰهَ رَبَّهٗ ۗ وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ ۗ وَمَنْ يَّكْتُمْهَا فَاِنَّهٗۤ اٰثِمٌ قَلْبُهٗ ۗ وَاللّٰهُ بِمَا تَعْمَلُوْنَ عَلِيْمٌ (٢٨٣)

অনুবাদ : (২৮৩) আর যদি তোমরা কোথাও প্রবাসে থাক এবং কোনো লিখক না পাও, তবে বন্ধকী দ্রব্যসমূহ, যা অধিকারে দেওয়া হয়, আর যদি একে অপরকে বিশ্বাস করে, তবে বিশ্বাসকৃত ব্যক্তির উচিত যেন অপরের হক পরিশোধ করে দেয়, আর যেন ভয় করে আল্লাহকে, যিনি তার প্রতিপালক, আর তোমরা সাক্ষ্য গোপন করো না, আর যে ব্যক্তি তা গোপন করবে তার অন্তর পাপী হবে, আর আল্লাহ তোমাদের কৃতকর্মকে খুব ভালোভাবে জানেন।

لِلّٰهِ مَا فِى السَّمٰوٰتِ وَمَا فِى الْاَرْضِ ۗ وَاِنْ تُبْدُوْا مَا فِىْۤ اَنْفُسِكُمْ اَوْ تُخْفُوْهُ يُحَاسِبْكُمْ بِهِ اللّٰهُ ۗ فَيَغْفِرُ لِمَنْ يَّشَآءُ وَيُعَذِّبُ مَنْ يَّشَآءُ ۗ وَاللّٰهُ عَلٰى كُلِّ شَىْءٍ قَدِيْرٌ (٢٨٤)

(২৮৪) আল্লাহ তা'আলারই স্বত্বাধীন রয়েছে সবকিছু যা আসমানসমূহে আছে এবং জমিনে আছে, আর যা তোমাদের অন্তরে আছে, তা চাই তোমরা প্রকাশ কর, অথবা গোপন রাখ, আল্লাহ তা'আলা তোমাদের নিকট হতে তার হিসেব নিবেন, অনন্তর তিনি যাকে ইচ্ছা ক্ষমা করে দিবেন এবং যাকে ইচ্ছা শাস্তি দিবেন, আর আল্লাহ সর্ববিষয়ে পূর্ণক্ষমতাবান।

শাব্দিক অনুবাদ

(২৮৩) وَاِنْ كُنْتُمْ عَلٰى سَفَرٍ আর যদি তোমরা কোথাও প্রবাসে থাক وَّلَمْ تَجِدُوْا كَاتِبًا এবং কোনো লিখক না পাও فَرِهٰنٌ مَّقْبُوْضَةٌ তবে বন্ধকী দ্রব্যসমূহ, যা অধিকারে দেওয়া হয় فَاِنْ اَمِنَ بَعْضُكُمْ بَعْضًا আর যদি একে অপরকে বিশ্বাস করে فَلْيُؤَدِّ الَّذِى اؤْتُمِنَ اَمَانَتَهٗ তবে বিশ্বাসকৃত ব্যক্তির উচিত যেন অপরের হক পরিশোধ করে দেয় وَلْيَتَّقِ اللّٰهَ رَبَّهٗ আর যেন ভয় করে আল্লাহকে, যিনি তার প্রতিপালক وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ আর তোমরা সাক্ষ্য গোপন করো না وَمَنْ يَّكْتُمْهَا আর যে ব্যক্তি তা গোপন করবে فَاِنَّهٗۤ اٰثِمٌ قَلْبُهٗ তার অন্তর পাপী হবে وَاللّٰهُ بِمَا تَعْمَلُوْنَ عَلِيْمٌ আর আল্লাহ তোমাদের কৃতকর্মকে খুব ভালোভাবে জানেন।

(২৮৪) لِلّٰهِ আল্লাহ তা'আলারই স্বত্বাধীন রয়েছে مَا فِى السَّمٰوٰتِ وَمَا فِى الْاَرْضِ সবকিছু যা আসমানসমূহে আছে এবং জমিনে আছে وَاِنْ تُبْدُوْا আর তা চাই তোমরা প্রকাশ কর مَا فِىْۤ اَنْفُسِكُمْ যা তোমাদের অন্তরে আছে اَوْ تُخْفُوْهُ অথবা গোপন রাখ يُحَاسِبْكُمْ بِهِ اللّٰهُ আল্লাহ তা'আলা তোমাদের নিকট হতে তার হিসাব নিবেন فَيَغْفِرُ لِمَنْ يَّشَآءُ অনন্তর তিনি যাকে ইচ্ছা ক্ষমা করে দিবেন وَيُعَذِّبُ مَنْ يَّشَآءُ এবং যাকে ইচ্ছা শাস্তি দিবেন وَاللّٰهُ عَلٰى كُلِّ شَىْءٍ قَدِيْرٌ আর আল্লাহ সর্ববিষয়ে পূর্ণক্ষমতাবান।

https://e-ilm.weebly.com/

آمَنَ الرَّسُولُ بِمَا أُنْزِلَ إِلَيْهِ مِنْ رَبِّهِ وَالْمُؤْمِنُونَ
ۚ كُلٌّ آمَنَ بِاللَّهِ وَمَلَائِكَتِهِ وَكُتُبِهِ وَرُسُلِهِ لَا
نُفَرِّقُ بَيْنَ أَحَدٍ مِنْ رُسُلِهِ ۚ وَقَالُوا سَمِعْنَا
وَأَطَعْنَا ۖ غُفْرَانَكَ رَبَّنَا وَإِلَيْكَ الْمَصِيرُ (٢٨٥)

অনুবাদ : (২৮৫) বিশ্বাস রাখেন রাসূল সেই বিষয়ের প্রতি যা তাঁর প্রতি নাজিল করা হয়েছে তাঁর প্রভুর পক্ষ হতে আর মুমিনগণও, সকলেই বিশ্বাস রাখে আল্লাহর প্রতি এবং তাঁর ফেরেশতাগণের প্রতি ও তাঁর কিতাবসমূহের প্রতি এবং তাঁর পয়গম্বরগণের প্রতি এই মর্মে যে, আমরা তাঁর পয়গম্বরগণের মধ্যে কাউকেও পার্থক্য করি না। আর তারা সকলেই বলল, আমরা শ্রবণ করলাম এবং সানন্দে আনুগত্য স্বীকার করলাম, আমরা আপনার নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করছি, হে আমাদের প্রতিপালক! আর আপনারই দিকে প্রত্যাবর্তিত হতে হবে।

لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا ۚ لَهَا مَا
كَسَبَتْ وَعَلَيْهَا مَا اكْتَسَبَتْ ۗ رَبَّنَا لَا
تُؤَاخِذْنَا إِنْ نَسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا ۚ رَبَّنَا وَلَا
تَحْمِلْ عَلَيْنَا إِصْرًا كَمَا حَمَلْتَهُ عَلَى الَّذِينَ
مِنْ قَبْلِنَا ۚ رَبَّنَا وَلَا تُحَمِّلْنَا مَا لَا طَاقَةَ لَنَا
بِهِ ۖ وَاعْفُ عَنَّا وَاغْفِرْ لَنَا وَارْحَمْنَا ۚ أَنْتَ
مَوْلَانَا فَانْصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ (٢٨٦)

(২৮৬) আল্লাহ তা'আলা কাউকেও নির্দেশ পালনে বাধ্য করেন না কিন্তু তাই যা তার সামর্থ্যে আছে, সে ছওয়াবও তারই পাবে যা সে স্বেচ্ছায় করে এবং সে শাস্তিও তারই ভোগ করবে যা সে স্বেচ্ছায় করে, হে আমাদের রব! আমাদেরকে পাকড়াও করবেন না, যদি আমরা ভুলে যাই, কিংবা ভুল করে বসি, হে আমাদের রব! আমাদের প্রতি কোনো কঠোর ব্যবস্থা পাঠাবেন না, যেরূপ আমাদের পূর্ববর্তীদের উপর পাঠিয়েছিলেন, হে আমাদের রব! আমাদের প্রতি এমন কোনো গুরুভার চাপিয়ে দিবেন না যা বহন করার শক্তি আমাদের নেই, আর ক্ষমা করে দিন আমাদেরকে এবং মার্জনা করে দিন। আর আমাদের প্রতি কৃপা করুন। আপনি আমাদের কর্মসম্পাদক, সুতরাং আমাদেরকে কাফের সম্প্রদায়ের উপর প্রাবল্য দান করুন।

শাব্দিক অনুবাদ

(২৮৫) آمَنَ الرَّسُولُ বিশ্বাস রাখেন রাসূল بِمَا أُنْزِلَ إِلَيْهِ সেই বিষয়ের প্রতি যা তাঁর প্রতি নাজিল করা হয়েছে مِنْ رَبِّهِ তাঁর প্রভুর পক্ষ হতে وَالْمُؤْمِنُونَ আর মুমিনগণও كُلٌّ آمَنَ بِاللَّهِ সকলেই বিশ্বাস রাখে আল্লাহর প্রতি وَمَلَائِكَتِهِ এবং তাঁর ফেরেশতাগণের প্রতি وَكُتُبِهِ ও তাঁর কিতাবসমূহের প্রতি وَرُسُلِهِ এবং তাঁর পয়গম্বরগণের প্রতি لَا نُفَرِّقُ بَيْنَ أَحَدٍ مِنْ رُسُلِهِ এই মর্মে যে, আমরা তাঁর পয়গম্বরগণের মধ্যে কাউকেও পার্থক্য করি না وَقَالُوا আর তারা সকলেই বলল سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا আমরা শ্রবণ করলাম এবং সানন্দে আনুগত্য স্বীকার করলাম غُفْرَانَكَ رَبَّنَا আমরা আপনার নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করছি, হে আমাদের প্রতিপালক! وَإِلَيْكَ الْمَصِيرُ আর আপনারই দিকে প্রত্যাবর্তিত হতে হবে।

(২৮৬) لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا আল্লাহ তা'আলা কাউকেও নির্দেশ পালনে বাধ্য করেন না إِلَّا وُسْعَهَا কিন্তু তাই যা তার সামর্থ্যে আছে لَهَا مَا كَسَبَتْ সে ছওয়াবও তারই পাবে যা সে স্বেচ্ছায় করে وَعَلَيْهَا مَا اكْتَسَبَتْ এবং সে শাস্তিও তারই ভোগ করবে যা সে স্বেচ্ছায় করে رَبَّنَا لَا تُؤَاخِذْنَا হে আমাদের রব! আমাদেরকে পাকড়াও করবেন না إِنْ نَسِينَا যদি আমরা ভুলে যাই أَوْ أَخْطَأْنَا কিংবা ভুল করে বসি رَبَّنَا হে আমাদের রব! وَلَا تَحْمِلْ عَلَيْنَا إِصْرًا আমাদের প্রতি কোনো কঠোর ব্যবস্থা পাঠাবেন না كَمَا حَمَلْتَهُ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِنَا যেরূপ আমাদের পূর্ববর্তীদের উপর পাঠিয়েছিলেন رَبَّنَا হে আমাদের রব! وَلَا تُحَمِّلْنَا আমাদের প্রতি এমন কোনো গুরুভার চাপিয়ে দিবেন না مَا لَا طَاقَةَ لَنَا بِهِ যা বহন করার শক্তি আমাদের নেই وَاعْفُ عَنَّا আর ক্ষমা করে দিন আমাদেরকে وَاغْفِرْ لَنَا এবং মার্জনা করে দিন وَارْحَمْنَا আর আমাদের প্রতি কৃপা করুন أَنْتَ مَوْلَانَا আপনি আমাদের কর্মসম্পাদক فَانْصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ সুতরাং আমাদেরকে কাফের সম্প্রদায়ের উপর প্রাবল্য দান করুন

https://e-ilm.weebly.com/

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

(২৮৫) قوله اٰمَنَ الرَّسُوْلُ بِمَآ اُنْزِلَ اِلَيْهِ مِنْ رَّبِّهٖ وَالْمُؤْمِنُوْنَ الخ আয়াতের শানে নুযূল : হযরত আবূ বকর (রা.) হযরত ওমর (রা.) ও হযরত মুয়ায (রা.) যখন পূর্ববর্তী আয়াত দ্বারা বুঝতে পারলেন যে, বাহ্যিক অঙ্গ প্রত্যঙ্গের আমল ও মনের ওয়াসওয়াসার হিসাবও আল্লাহ তা'আলা গ্রহণ করবেন। তখন তারা সে ভয়ে রাসূল -এর সমীপে উপস্থিত হয়ে আরজ করলেন– ইয়া রাসূলাল্লাহ! অন্তর আমাদের আয়ত্বে নয়, শয়তানি ও কুচিন্তা আমাদের মনে উদয় হয়। এর জন্য শাস্তি হলে আমাদের উপায় কি? হুজুর এতদশ্রবণে বলেন– আল্লাহর নির্দেশ যা কিছু এসেছে তা তোমরা বিনা দ্বিধায় মেনে নাও, ইহুদিদের ন্যায় বিতর্ক করো না। কেননা আল্লাহর নির্দেশ সর্বাবস্থায় মেনে নেওয়া ওয়াজিব। শেষ পর্যন্ত তৎক্ষণাৎ তারা তা মেনে নেয়। তখন উপরিউক্ত আয়াত নাজিল হয়।

(২৮৬) قوله لَا يُكَلِّفُ اللّٰهُ نَفْسًا اِلَّا وُسْعَهَا الخ আয়াতের শানে নুযূল : সাহাবায়ে কেরামদের মনে আন্তরিক দুশ্চিন্তা ও কু-প্রবৃত্তি জাগ্রত হওয়ার আশঙ্কা উদ্রেক হয় যে, কিভাবে এ পাপ থেকে আত্মরক্ষা করব? তখন আল্লাহ তা'আলা উপরিউক্ত আয়াত অবতীর্ণ করেন। আর সাহাবায়ে কেরামদেরকে সান্ত্বনা দান করেন এবং সাথে সাথে প্রার্থনা করার কতিপয় পদ্ধতি শিক্ষা দেন।

হাদীস শরীফে বর্ণিত আছে, আয়াতটি অবতীর্ণ হওয়ার পর মহানবী আয়াতটিকে বারবার তেলাওয়াত করতে থাকেন। তাতে আল্লাহ তা'আলার পক্ষ হতে পরম সাফল্য ও সাহায্যের প্রতিশ্রুতি আসতে থাকে। পরবর্তীতে ইসলামের মহাসফল্য অর্জিত হয়। এটা রাসূলের সত্যতার সাক্ষ্য বহন করে। আজ বিশ্বের মুসলমানগণ আল্লাহ তা'আলার সাহায্যের শরণাপন্ন হয়ে ইহকাল ও পরকালের মহাসাফল্য অর্জন করতে পারে।

আলোচ্য আয়াত উপরিউক্ত বিষয়বস্তুরই পরিশিষ্ট। এতে হুঁশিয়ার করা হয়েছে যে, সাক্ষ্য গোপন করা হারাম। তোমরা যদি ঘটনা জেনেও তা গোপন কর, তবে সর্বজ্ঞ ও সর্বজ্ঞানী আল্লাহ এর হিসাব গ্রহণ করবেন। এ ব্যাখ্যা হযরত ইবনে আব্বাস (রা.), ইকরিমা (রা.), শা'বী (র.) ও মুজাহিদ (র.) থেকে বর্ণিত আছে। –[কুরতুবী]

শাব্দিক ব্যাপকতার দিক দিয়ে আয়াতটি ব্যাপক এবং যাবতীয় বিশ্বাস, ইবাদত ও লেন-দেন এ আয়াতের অন্তর্ভুক্ত। এ আয়াতের তাফসীর প্রসঙ্গে হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা.)-এর প্রসিদ্ধ উক্তি তাই। আয়াতের মর্মার্থ এই যে, আল্লাহ তা'আলা তাঁর সকল সৃষ্টির যাবতীয় কাজকর্মের হিসাব গ্রহণ করবেন। যে কাজ করা হয়েছে এবং যে কাজের শুধু মনে মনে সংকল্প করা হয়েছে, সে সবগুলোরই হিসাব গ্রহণ করবেন। বুখারী ও মুসলিমে হযরত ইবনে ওমর (রা.)-এর ভাষ্যে বর্ণিত আছে, রাসূলুল্লাহ বলেন– কিয়ামতের দিন মুমিনকে আল্লাহ তা'আলার নিকটবর্তী করা হবে এবং আল্লাহ তাকে এক এক করে সব গুনাহ স্মরণ করিয়ে দিয়ে প্রশ্ন করবেন, এ গুনাহটি কি তোমার জানা আছে? মুমিন স্বীকার করবে। আল্লাহ তা'আলা বলবেন, আমি দুনিয়াতেও তোমার গুনাহ জনসমক্ষে প্রকাশ করিনি, আজও তা ক্ষমা করে দিলাম। অতঃপর নেক কাজের আমলনামা তার হাতে অর্পণ করা হবে। পক্ষান্তরে কাফের ও মুনাফিকদের পাপকাজসমূহ প্রকাশ্যে বর্ণনা করা হবে।

বর্ণিত শেষ আয়াতদ্বয়ের বিশেষ ফজিলত : আলোচ্য আয়াত দু'টি সূরা বাকারার শেষ আয়াত। সহীহ হাদীসসমূহে এ আয়াত দু'টির বিশেষ ফজিলতের কথা বর্ণিত আছে। রাসূলুল্লাহ বলেন, কেউ রাতের বেলায় এ আয়াত দু'টি পাঠ করলে তা তার জন্য যথেষ্ট।

হযরত ইবনে আব্বাস (রা.)-এর বর্ণনায় রাসূল বলেন : আল্লাহ তা'আলা এ দু'টি আয়াত জান্নাতের ভাণ্ডার থেকে অবতীর্ণ করেছেন। জগৎ সৃষ্টির দুই হাজার বছর পূর্বে পরম দয়ালু আল্লাহ তা'আলা স্বহস্তে তা লিপিবদ্ধ করেছিলেন। –[তাফসীরে ইবনে কাসীর] ইশার নামাজের পর এ দু'টি আয়াত পাঠ করলে তা তাহাজ্জুদ নামাজের স্থলাভিষিক্ত হয়ে যায়। মুস্তাদরাকে হাকেম ও বায়হাকীর রেওয়ায়েতে রাসূলুল্লাহ বলেন– আল্লাহ তা'আলা এ দু'টি আয়াত দ্বারা সূরা বাকারা সমাপ্ত করেছেন। আরশের নিম্নস্থিত বিশেষ ভাণ্ডার থেকে এ দু'টি আয়াত আমাকে দান করা হয়েছে। তোমরা বিশেষভাবে এ দু'টি আয়াত শিক্ষা কর এবং নিজেদের স্ত্রী ও সন্তান-সন্ততিকে শিক্ষা দাও,

https://e-ilm.weebly.com/

এ কারণেই হযরত ফারুকে আজম ও হযরত আলী (রা.) বলেন, আমাদের মতে যার সামান্যও বুদ্ধিজ্ঞান আছে, সে এ দু'টি আয়াত তেলাওয়াত করা ব্যতীত নিদ্রা যাবে না। এ আয়াতদ্বয়ের অর্থগত বৈশিষ্ট্য অনেক। তন্মধ্যে একটি উজ্জ্বল বৈশিষ্ট্য এই যে, সূরা বাকারার অধিকাংশ বিধি-বিধান সংক্ষেপে ও বিস্তারিতভাবে এ আয়াত দ্বারা উল্লিখিত হয়েছে। যথা বিশ্বাস, ইবাদত, লেন-দেন, চরিত্র-সামাজিকতা ইত্যাদি। সর্বশেষ এ আয়াতদ্বয়ের প্রথম আয়াতে অনুগত মুমিনদের প্রশংসা করা হয়েছে, যারা আল্লাহ তা'আলার যাবতীয় বিধান শিরোধার্য করে নিয়েছে এবং বাস্তবায়নের জন্য উদ্যোগী হয়েছে। দ্বিতীয় আয়াতে একটি প্রশ্নের জওয়াব দেওয়া হয়েছে, যা এ আয়াতদ্বয়ের পূর্ববর্তী আয়াতে সাহাবায়ে কেরামের মনে দেখা দিয়েছিল। প্রশ্নটি ছিল এই– যখন এ আয়াত অবতীর্ণ হলো–

وَإِنْ تُبْدُوْا مَا فِيْٓ اَنْفُسِكُمْ اَوْ تُخْفُوْهُ يُحَاسِبْكُمْ بِهِ اللّٰهُ অর্থাৎ 'তোমাদের অন্তরে যা আছে, প্রকাশ কর কিংবা গোপন কর সর্বাবস্থায় আল্লাহ তা'আলা তোমাদের কাছ থেকে তার হিসাব নিবেন। আয়াতের আসল উদ্দেশ্য ছিল এই যে, তোমরা স্বেচ্ছায় যেসব কাজ করবে, আল্লাহ তা'আলা তার হিসাব নিবেন। অনিচ্ছাকৃত কু-চিন্তা ও ত্রুটি-বিচ্যুতি এর অন্তর্ভুক্ত ছিল না। কিন্তু আয়াতের ভাষা বাহ্যতঃ ব্যাপক ছিল। এতে বুঝা যেতো যে, অনিচ্ছাকৃত ধারণারও হিসাব নেওয়া হবে। এ আয়াত শুনে সাহাবায়ে কেরাম অস্থির হয়ে গেলেন এবং রাসূল ﷺ-এর কাছে আরজ করলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! এতদিন আমরা মনে করতাম যে, আমাদের ইচ্ছাকৃত কাজেরই হিসাব হবে। মনে যেসব অনিচ্ছাকৃত কল্পনা আসে, সেগুলোর হিসাব হবে না। কিন্তু এ আয়াত দ্বারা জানা গেল যে, প্রতিটি কল্পনারও হিসাব হবে। এতে তো শাস্তির কবল থেকে মুক্তি পাওয়া সাংঘাতিক কঠিন মনে হয়। মহানবী ﷺ আয়াতের সঠিক উদ্দেশ্য জানতেন, কিন্তু উক্ত আয়াতে ব্যবহৃত শব্দের ব্যাপকতার পরিপ্রেক্ষিতে তিনি নিজের পক্ষ থেকে কিছু বলা সমীচীন মনে করলেন না; বরং ওহীর অপেক্ষায় রইলেন। তিনি সাহাবায়ে কেরামকে আপাততঃ আদেশ দিলেন যে, আল্লাহর পক্ষ থেকে যে নির্দেশ আসে, তা সহজ হোক কিংবা কঠিন– মুমিনের কাজ হলো তা মেনে নেওয়া। এ ব্যাপারে বিন্দুমাত্রও দ্বিধা করা উচিত নয়। আল্লাহ তা'আলার প্রত্যেক আদেশ শুনে তোমাদের এ কথা বলা উচিত : سَمِعْنَا وَاَطَعْنَا غُفْرَانَكَ رَبَّنَا وَاِلَيْكَ الْمَصِيْرُ অর্থাৎ 'হে আমাদের পালনকর্তা! আমরা আপনার নির্দেশ শুনেছি এবং মেনে নিয়েছি। হে আমাদের প্রভু! যদি নির্দেশ পালনে আমাদের কোনো ত্রুটি বা ভুল হয়ে থাকে, তবে তা ক্ষমা করুন। কেননা আমাদের সবাইকে আপনারই দিকে প্রত্যাবর্তন করতে হবে।'

সাহাবায়ে কেরাম রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর নির্দেশ মতো কাজ করলেন; যদিও তাঁদের মনে এ খটকা ছিল যে, অনিচ্ছাকৃত কল্পনা ও কু-চিন্তা থেকে বেঁচে থাকা খুবই কঠিন। এ ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে আল্লাহ তা'আলা এ দু'টি আয়াত নাজিল করেন। প্রথম আয়াতে মুসলমানদের প্রশংসা করা হয়েছে এবং দ্বিতীয় আয়াতে ঐ আয়াতের ব্যাখ্যা প্রদান করা হয়েছে, যে আয়াত সম্পর্কে সাহাবায়ে কেরামের মনে প্রশ্ন দেখা দিয়েছিল। প্রথম আয়াত হচ্ছে :

اٰمَنَ الرَّسُوْلُ بِمَآ اُنْزِلَ اِلَيْهِ مِنْ رَّبِّهٖ وَالْمُؤْمِنُوْنَ ۚ كُلٌّ اٰمَنَ بِاللّٰهِ وَمَلٰٓئِكَتِهٖ وَكُتُبِهٖ وَرُسُلِهٖ لَا نُفَرِّقُ بَيْنَ اَحَدٍ مِّنْ رُّسُلِهٖ وَقَالُوْا سَمِعْنَا وَاَطَعْنَا غُفْرَانَكَ رَبَّنَا وَاِلَيْكَ الْمَصِيْرُ

অর্থাৎ, রাসূল বিশ্বাস রাখেন ঐ বিষয়ের প্রতি, যা তাঁর কাছে তাঁর প্রভুর পক্ষ থেকে অবতীর্ণ হয়েছে। এতে মহানবী ﷺ-এর প্রশংসা করা হয়েছে এবং তাঁর নাম উল্লেখ করার পরিবর্তে 'রাসূল' শব্দ ব্যবহার করে তাঁর সম্মান ও মহত্ত্ব ফুটিয়ে তোলা হয়েছে। এরপর বলেছেন, রাসূল ﷺ-এর যেমন তাঁর প্রতি অবতীর্ণ ওহীর প্রতি বিশ্বাস রয়েছে, তেমনি সাধারণ মুমিনদেরও রয়েছে। এতে প্রথমে পূর্ণ বাক্যে রাসূল ﷺ-এর বিশ্বাস বর্ণিত হয়েছে, এরপর মুমিনদের বিশ্বাস পৃথক ভাবে উল্লেখ করা হয়েছে। এ বর্ণনা-ভঙ্গিতে ইঙ্গিত রয়েছে যে, যদিও আসল বিশ্বাসে রাসূলুল্লাহ ﷺ ও সকল মুসলমান অভিন্ন, কিন্তু বিশ্বাসের স্তরে উভয়ের মধ্যে পার্থক্য রয়েছে। রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর বিশ্বাস প্রত্যক্ষ জ্ঞান ও শ্রবণের ভিত্তিতে এবং অন্য মুসলমানগণের বিশ্বাস 'অদৃশ্য বিশ্বাস' এবং রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে দেখার ভিত্তিতে।

এরপর মহানবী ﷺ ও অন্য মুমিনদের অভিন্ন ও সংক্ষিপ্ত ঈমানের পূর্ণ বিবরণ দিয়ে বলা হয়েছে যে, এ ঈমান হচ্ছে আল্লাহ তা'আলার অস্তিত্বের প্রতি, পূর্ণতার যাবতীয় গুণে তাঁর গুণান্বিত হওয়ার প্রতি, ফেরেশতাদের অস্তিত্বের প্রতি এবং আল্লাহ তা'আলার গ্রন্থাবলি ও সমস্ত পয়গম্বরগণের সকলেরই সত্য হওয়ার প্রতি।

https://e-ilm.weebly.com/

https://e-ilm.weebly.com/

'হে আমাদের পালনকর্তা! আমাদেরকে দায়ী করো না যদি আমরা ভুলে যাই কিংবা ভুল করি।' এরপর বলা হয়েছে–

رَبَّنَا وَلَا تَحْمِلْ عَلَيْنَآ إِصْرًا كَمَا حَمَلْتَهُ عَلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِنَا رَبَّنَا وَلَا تُحَمِّلْنَا مَا لَا طَاقَةَ لَنَا بِهِ

অর্থাৎ, 'হে আমাদের পালনকর্তা! আমাদের উপর ভারি ও কঠিন কাজের বোঝা অর্পণ করো না, যেমন আমাদের পূর্ববর্তী লোকদের [বনী ইসরাঈলদের] উপর অর্পণ করেছিলে এবং আমাদের উপর এমন ফরজ কাজ আরোপ করো না, যা সম্পাদনের শক্তি আমাদের নেই।'

এর অর্থ সেসব কঠিন কাজকর্ম, যা বনী ইসরাঈলের উপর আরোপিত ছিল। যেমন, নাপাক বস্ত্র ধৌত করলে পাক হতো না; বরং নাপাক অংশ কেটে ফেলতে হতো কিংবা পুড়িয়ে ফেলতে হতো এবং নিজেকে হত্যা করা ব্যতীত তাদের তওবা কবুল হতো না। কিংবা অর্থ এই যে, দুনিয়াতে আমাদের উপর আজাব নাজিল করো না; যেমন, বনী ইসরাঈলের কু-কর্মের জন্য নাজিল করেছ। এসব দোয়া যে আল্লাহ তা'আলা কবুল করেছেন, তা রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর মাধ্যমে প্রকাশও করেছেন।

শব্দ বিশ্লেষণ

لَمْ تَجِدُوْا : সীগাহ جمع مذكر حاضر বহছ فعل مضارع معروف در بلم نفى تاكيد বাব ضَرَبَ মাসদার اَلْوِجْدَانُ মূলবর্ণ (و ـ ج ـ د) জিনস مثال واوى অর্থ– তোমরা পাবে না।

رِهٰنٌ : শব্দটি বহুবচন, একবচনে رهن অর্থ– বন্ধককৃত বস্তু।

مَقْبُوْضَةٌ : সীগাহ واحد مؤنث বহছ اسم مفعول বাব نَصَرَ মাসদার اَلْقَبْضُ মূলবর্ণ (ق ـ ب ـ ض) জিনস صحيح অর্থ– দখলে/ করায়ত্বে প্রদত্ত বস্তু।

لِيُؤَدِّ : সীগাহ واحد مذكر غائب বহছ امر غائب বাব تَفْعِيْل মাসদার اَلتَّأْدِيَةُ মূলবর্ণ (أ ـ د ـ ى) জিনস মুরাক্কাব, مهموز فاء ও ناقص يائى অর্থ– সে যেন আদায় করে। তার আদায় করতে হবে।

اؤْتُمِنَ সীগাহ واحد مذكر غائب বহছ ماضى معروف বাব اِفْتِعَالٌ মাসদার اَلْاِيْتِمَانُ মূলবর্ণ (أ ـ م ـ ن) জিনস مهموز فاء অর্থ– তার ভরসা করা হয়েছে।

تُبْدُوْا : সীগাহ جمع مذكر حاضر বহছ مضارع معروف বাব اِفْعَالٌ মাসদার اَلْاِبْدَاءُ মূলবর্ণ (ب ـ د ـ و) জিনস ناقص واوى অর্থ– তোমরা প্রকাশ কর।

تُخْفُوا : সীগাহ جمع مذكر حاضر বহছ مضارع معروف বাব اِفْعَالٌ মাসদার اَلْاِخْفَاءُ মূলবর্ণ (خ ـ ف ـ ى) জিনস ناقص يائى অর্থ– তোমরা গোপন রাখ।

نَسِيْنَآ : সীগাহ جمع متكلم বহছ ماضى معروف বাব سَمِعَ মাসদার اَلنِّسْيَانُ মূলবর্ণ (ن ـ س ـ ى) জিনস ناقص يائى অর্থ– আমরা বিস্মৃত হই।

اَخْطَأْنَا সীগাহ جمع متكلم বহছ ماضى معروف বাব اِفْعَالٌ মাসদার اَلْاِخْطَاءُ মূলবর্ণ (خ ـ ط ـ أ) জিনস مهموز لام অর্থ– আমরা ভুল করেছি।

اعْفُ : সীগাহ واحد مذكر حاضر বহছ امر حاضر معروف বাব نَصَرَ মাসদার اَلْعَفْوُ মূলবর্ণ (ع ـ ف ـ و) জিনস ناقص واوى অর্থ– তুমি ক্ষমা কর।

https://e-ilm.weebly.com/

বাক্য বিশ্লেষণ

قوله وَاللّٰهُ بِمَا تَعْمَلُوْنَ عَلِيْمٌ : এখানে واو টি হরফে আতফ, اَللّٰهُ শব্দটি মুবতাদা, باء টি حرف جار আর مَا টি ইসমে মাওসূল تَعْمَلُوْنَ ফে'ল এতে اَنْتُمْ যমীর ফা'য়েল, এবার ফে'ল ও ফা'য়েল মিলে জুমলায়ে ফে'লিয়াহ হয়ে সিলাহ, মাওসূল ও সিলাহ মিলে মাজরূর, এবার জার মাজরূর মিলে মুতা'আল্লিকে মুকাদ্দাম عَلِيْمٌ শিবহে ফে'ল, শিবহে ফে'ল ও মুতা'আল্লিকে মুকাদ্দাম মিলে খবর, মুবতাদা ও খবর মিলে জুমলায়ে ইসমিয়াহ হলো।

قوله اٰمَنَ الرَّسُوْلُ بِمَآ اُنْزِلَ اِلَيْهِ مِنْ رَّبِّهٖ وَالْمُؤْمِنُوْنَ : এখানে اٰمَنَ ফে'ল الرَّسُوْلُ মা'তুফ আলাইহি واو টি حرف عطف আর المؤمنون হলো معطوف এবার معطوف عليه ও معطوف মিলে فاعل আর ب হরফে জার مَا-টি ইসমে মাওসূল اُنْزِلَ শব্দটি فعل مجهول তার هو যমীর নায়েবে ফায়েল। اِلَيْهِ জার মাজরূর মিলে متعلق اول হয়েছে اُنْزِلَ এর সঙ্গে। مِنْ হরফে জার। رَبِّهٖ মোযাফ-মুযাফ ইলাইহি মিলে مجرور, জার-মাজরূর মিলে متعلق ثانى হয়েছে اُنْزِلَ এর সাথে। اُنْزِلَ তার নায়েবে ফায়েল ও দুই متعلق মিলে متعلق ثالث এরপর صله ও موصول মিলে মাজরূর। জার মাজরূর মিলে جملة فعليه হয়ে صله হয়েছে। اٰمَنَ এর সঙ্গে اٰمَنَ তার ফায়েল, মাফউল ও متعلق মিলে جملة فعليه ।

قوله وَاللّٰهُ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ : এখানে واو টি حرف عطف আর اَللّٰهُ শব্দটি مبتدأ আর عَلٰى হলো حرف جار এবং كُلِّ شَيْءٍ মুযাফ ও মুযাফ ইলাইহি মিলে মাজরূর, জার ও মাজরূর মিলে মুতা'আল্লিকে মুকাদ্দাম قَدِيْرٌ শিবহে ফে'ল, শিবহে ফে'ল ও মুতা'আল্লিক মিলে খবর, মুবতাদা ও খবর মিলে জুমলায়ে ইসমিয়াহ হলো।

قوله لَا يُكَلِّفُ اللّٰهُ نَفْسًا اِلَّا وُسْعَهَا : এখানে لَا يُكَلِّفُ ফে'ল اَللّٰهُ ফা'য়েল نَفْسًا মুসতাছনা মিনহু اِلَّا হরফে ইসতিছনা وُسْعَهَا মুযাফ ও মুযাফ ইলাইহি মিলে মুসতাছনা, মুসতাছনা মিনহু ও মুসতাছনা মিলে মাফউল এখন فعل۔فاعل ও مفعول মিলে جملة فعلية হলো।

قوله فَانْصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكٰفِرِيْنَ : এখানে فَاء টি তা'কিবিয়াহ اُنْصُرْ ফে'ল এতে اَنْتَ যমীর ফা'য়েল نَا টি মাফউল عَلٰى হরফে জার اَلْقَوْمِ الْكٰفِرِيْنَ মাওসূফ ও সিফাত মিলে মাজরূর, জার ও মাজরূর মিলে মুতা'আল্লিক, অবশেষে ফে'ল, ফা'য়েল, মাফউল ও মুতা'আল্লিক মিলে জুমলায়ে ফে'লিয়ায়ে ইনশাইয়্যাহ হলো।

https://e-ilm.weebly.com/

سُوْرَةُ اٰلِ عِمْرَانَ
সূরা আলে ইমরান

মদিনায় অবতীর্ণ : আয়াত-২০০

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

পরম করুণাময়, অতি দয়ালু আল্লাহর নামে শুরু করছি।

অনুবাদ : (১) আলিফ লাম মীম	الٓمّٓ ﴿١﴾
(২) আল্লাহ এমন যে, তিনি ব্যতীত মা'বুদরূপে গ্রহণ করার যোগ্য আর কেউই নেই, তিনি চিরঞ্জীব, যাবতীয় বস্তুর সংরক্ষণকারী।	اللّٰهُ لَآ اِلٰهَ اِلَّا هُوَ الْحَيُّ الْقَيُّوْمُ ﴿٢﴾
(৩) আল্লাহ আপনার প্রতি কুরআন নাজিল করেছেন বাস্তব সত্যের সাথে এই প্রকারে যে, তা পূর্ববর্তী কিতাবসমূহের সমর্থন করে আর প্রেরণ করছিলেন, তাওরাত ও ইঞ্জীল।	نَزَّلَ عَلَيْكَ الْكِتٰبَ بِالْحَقِّ مُصَدِّقًا لِّمَا بَيْنَ يَدَيْهِ وَاَنْزَلَ التَّوْرٰىةَ وَالْاِنْجِيْلَ ﴿٣﴾
(৪) তার পূর্বে জনগণের হেদায়েতের জন্য আর আল্লাহ প্রেরণ করেছেন মু'জিযাসমূহ, নিশ্চয় যারা প্রত্যাখ্যান করেছে আল্লাহর আয়াতসমূহকে, তাদের জন্য রয়েছে, কঠোর শাস্তি, আর আল্লাহ তা'আলা মহা পরাক্রমশালী প্রতিশোধ গ্রহণকারী।	مِنْ قَبْلُ هُدًى لِّلنَّاسِ وَاَنْزَلَ الْفُرْقَانَ ۬ اِنَّ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا بِاٰيٰتِ اللّٰهِ لَهُمْ عَذَابٌ شَدِيْدٌ ۭ وَاللّٰهُ عَزِيْزٌ ذُو انْتِقَامٍ ﴿٤﴾
(৫) নিশ্চয় আল্লাহর নিকট কোনো বিষয়ই গোপন নেই, না জমিনে আর না আসমানে।	اِنَّ اللّٰهَ لَا يَخْفٰى عَلَيْهِ شَيْءٌ فِى الْاَرْضِ وَلَا فِى السَّمَآءِ ﴿٥﴾

শাব্দিক অনুবাদ

(১) الٓمّٓ **আলিফ লাম মীম**

(২) اللّٰهُ **আল্লাহ এমন যে,** لَآ اِلٰهَ اِلَّا هُوَ তিনি ব্যতীত মা'বুদরূপে গ্রহণ করার যোগ্য আর কেউই নেই الْحَيُّ তিনি চিরঞ্জীব الْقَيُّوْمُ যাবতীয় বস্তুর সংরক্ষণকারী।

(৩) نَزَّلَ عَلَيْكَ الْكِتٰبَ **আল্লাহ** আপনার প্রতি কুরআন নাজিল করেছেন بِالْحَقِّ বাস্তব সত্যের সাথে مُصَدِّقًا لِّمَا بَيْنَ يَدَيْهِ এই প্রকারে যে তা পূর্ববর্তী কিতাবসমূহের সমর্থন করে وَاَنْزَلَ التَّوْرٰىةَ وَالْاِنْجِيْلَ আর প্রেরণ করেছিলেন, তাওরাত ও ইঞ্জীল।

(৪) مِنْ قَبْلُ তার পূর্বে هُدًى لِّلنَّاسِ জনগণের হেদায়েতের জন্য وَاَنْزَلَ الْفُرْقَانَ আর আল্লাহ প্রেরণ করেছেন মু'জিযাসমূহ اِنَّ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا নিশ্চয় যারা প্রত্যাখ্যান করেছে بِاٰيٰتِ اللّٰهِ আল্লাহর আয়াতসমূহকে لَهُمْ عَذَابٌ شَدِيْدٌ তাদের জন্য রয়েছে কঠোর শাস্তি وَاللّٰهُ عَزِيْزٌ আর আল্লাহ তা'আলা মহা পরাক্রমশালী ذُو انْتِقَامٍ প্রতিশোধ গ্রহণকারী।

(৫) اِنَّ اللّٰهَ لَا يَخْفٰى عَلَيْهِ شَيْءٌ নিশ্চয় আল্লাহর নিকট কোনো বিষয়ই গোপন নেই فِى الْاَرْضِ না জমিনে وَلَا فِى السَّمَآءِ আর না আসমানে।

https://e-ilm.weebly.com/

(৬) তিনি এমন সত্তা যে, জরায়ুর মধ্যে তোমাদের আকৃতি গঠন করে থাকেন, যেরূপ ইচ্ছা করেন, কেউই মাবূদ হওয়ার যোগ্য নয় তিনি ব্যতীত, তিনি পরাক্রমশালী, তত্ত্বজ্ঞ।	هُوَ الَّذِيْ يُصَوِّرُكُمْ فِي الْاَرْحَامِ كَيْفَ يَشَآءُ ؕ لَآ اِلٰهَ اِلَّا هُوَ الْعَزِيْزُ الْحَكِيْمُ ﴿٦﴾
(৭) তিনি এমন সত্তা যিনি তোমাদের প্রতি কিতাব নাজিল করেছেন, যার একাংশে ঐ আয়াতসমূহ রয়েছে, যা অস্পষ্ট মর্ম হতে সংরক্ষিত, এই আয়াতগুলো কিতাবের মূলভিত্তি, আর অন্যান্য আয়াতগুলো এরূপ যে, যা অস্পষ্ট মর্মবিশিষ্ট, সুতরাং যাদের অন্তরে বক্রতা রয়েছে তারা তার ঐ অংশের পিছনে পড়ে যা অস্পষ্ট মর্মবিশিষ্ট, গোলযোগ অন্বেষণের উদ্দেশ্যে এবং তার [মনগড়া] ব্যাখ্যা অন্বেষণের উদ্দেশ্যে, অথচ তার মর্ম আল্লাহ ভিন্ন আর কেউ অবগত নয়। আর যারা [ধর্মীয়] জ্ঞানে নিপুণ তারা বলে– আমরা তাতে দৃঢ় বিশ্বাস পোষণ করি, সবই আমাদের প্রতিপালকের নিকট হতে সমাগত, আর উপদেশ তারাই গ্রহণ করে, যারা বুদ্ধিমান।	هُوَ الَّذِيْٓ اَنْزَلَ عَلَيْكَ الْكِتٰبَ مِنْهُ اٰيٰتٌ مُّحْكَمٰتٌ هُنَّ اُمُّ الْكِتٰبِ وَاُخَرُ مُتَشٰبِهٰتٌ ؕ فَاَمَّا الَّذِيْنَ فِيْ قُلُوْبِهِمْ زَيْغٌ فَيَتَّبِعُوْنَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ ابْتِغَآءَ الْفِتْنَةِ وَابْتِغَآءَ تَاْوِيْلِهٖ ؔ وَمَا يَعْلَمُ تَاْوِيْلَهٗٓ اِلَّا اللّٰهُ ؔ وَالرّٰسِخُوْنَ فِي الْعِلْمِ يَقُوْلُوْنَ اٰمَنَّا بِهٖ ۙ كُلٌّ مِّنْ عِنْدِ رَبِّنَا ۚ وَمَا يَذَّكَّرُ اِلَّآ اُولُوا الْاَلْبَابِ ﴿٧﴾
(৮) হে পরওয়ারদেগার! আমাদের অন্তরসমূহকে বক্র করবেন না, তার পর যে, আপনি আমাদের সুপথ প্রদর্শন করেছেন, আর আমাদেরকে আপনার নিকট হতে করুণা প্রদান করুন, নিশ্চয় আপনি মহান দাতা।	رَبَّنَا لَا تُزِغْ قُلُوْبَنَا بَعْدَ اِذْ هَدَيْتَنَا وَهَبْ لَنَا مِنْ لَّدُنْكَ رَحْمَةً ۚ اِنَّكَ اَنْتَ الْوَهَّابُ ﴿٨﴾

وقف النبي ﷺ وقف غفران وقف لازم

শাব্দিক অনুবাদ

(৬) هُوَ الَّذِيْ তিনি এমন সত্তা যে يُصَوِّرُكُمْ فِي الْاَرْحَامِ জরায়ুর মধ্যে তোমাদের আকৃতি গঠন করে থাকেন كَيْفَ يَشَآءُ যেরূপ ইচ্ছা করেন لَآ اِلٰهَ اِلَّا هُوَ কেউই মাবূদ হওয়ার যোগ্য নয় তিনি ব্যতীত الْعَزِيْزُ الْحَكِيْمُ তিনি পরাক্রমশালী, তত্ত্বজ্ঞ।

(৭) هُوَ الَّذِيْٓ তিনি এমন সত্তা যিনি اَنْزَلَ عَلَيْكَ الْكِتٰبَ তোমাদের প্রতি কিতাব নাজিল করেছেন مِنْهُ اٰيٰتٌ مُّحْكَمٰتٌ যার একাংশে ঐ আয়াতসমূহ রয়েছে, যা অস্পষ্ট মর্ম হতে সংরক্ষিত هُنَّ اُمُّ الْكِتٰبِ এই আয়াতগুলো কিতাবের মূলভিত্তি وَاُخَرُ مُتَشٰبِهٰتٌ আর অন্যান্য আয়াতগুলো এরূপ যে, যা অস্পষ্ট মর্মবিশিষ্ট فَاَمَّا الَّذِيْنَ فِيْ قُلُوْبِهِمْ زَيْغٌ সুতরাং যাদের অন্তরে বক্রতা রয়েছে فَيَتَّبِعُوْنَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ তারা তার ঐ অংশের পিছনে পড়ে যা অস্পষ্ট মর্মবিশিষ্ট ابْتِغَآءَ الْفِتْنَةِ গোলযোগ অন্বেষণের উদ্দেশ্যে وَابْتِغَآءَ تَاْوِيْلِهٖ এবং তার ব্যাখ্যা অন্বেষণের উদ্দেশ্যে وَمَا يَعْلَمُ تَاْوِيْلَهٗٓ اِلَّا اللّٰهُ অথচ তার মর্ম আল্লাহ ভিন্ন আর কেউ অবগত নয় وَالرّٰسِخُوْنَ فِي الْعِلْمِ আর যারা জ্ঞানে নিপুণ يَقُوْلُوْنَ তারা বলে– اٰمَنَّا بِهٖ আমরা তাতে দৃঢ় বিশ্বাস পোষণ করি كُلٌّ مِّنْ عِنْدِ رَبِّنَا সবই আমাদের প্রতিপালকের নিকট হতে সমাগত وَمَا يَذَّكَّرُ اِلَّآ اُولُوا الْاَلْبَابِ আর উপদেশ তারাই গ্রহণ করে, যারা বুদ্ধিমান।

(৮) رَبَّنَا لَا تُزِغْ قُلُوْبَنَا হে পরওয়ারদেগার! আমাদের অন্তরসমূহকে বক্র করবেন না بَعْدَ اِذْ هَدَيْتَنَا তার পর যে, আপনি আমাদের সুপথ প্রদর্শন করেছেন وَهَبْ لَنَا مِنْ لَّدُنْكَ رَحْمَةً আর আমাদেরকে আপনার নিকট হতে করুণা প্রদান করুন اِنَّكَ اَنْتَ الْوَهَّابُ নিশ্চয় আপনি মহান দাতা।

https://e-ilm.weebly.com/

https://e-ilm.weebly.com/

এরপর ওহুদ যুদ্ধের ঘটনা, ওহুদে বিপর্যয়, ওহুদে মুনাফিকদের কার্যকলাপ, পরামর্শ, দৃঢ় মনোবল, রাসূলের আগমন রহমত স্বরূপ, শহীদদের অনাবিল জীবন, উত্তম-অধমের মধ্যে পার্থক্য, ইহুদিদের দৃষ্টান্ত, মৃত্যু অবশ্যম্ভাবী বিভিন্ন পরীক্ষা-নিরীক্ষা, মুসলমানদের ধৈর্য ও আল্লাহভীরুতা, মহান আল্লাহর সৃষ্টির নিদর্শনাবলি সব সময় তার স্মরণ, তাঁর নিকট প্রার্থনা, বান্দার ডাকে আল্লাহর সাড়া, পাপ মোচনের অঙ্গীকার।

কাফেরদের পরিণাম, মুমিনদের অনাবিল সুখ-শান্তির কথা, কিছু আহলে কিতাবের মহৎগুণ, এবং সব শেষে মুসলমানদের ধৈর্য, দৃঢ়তা ও আল্লাহভীরুতার প্রতি আলোকপাত করা হয়েছে।

(২) لَآ اِلٰهَ اِلَّا هُوَ الۡحَیُّ الۡقَیُّوۡمُ **আয়াতের শানে নুযূল– ১ :** একবার নজরানের খ্রিস্টানের একদল রাসূলে কারীম ﷺ-এর দরবারে এসে মনগড়া কিছু বিষয় নিয়ে বিতর্কে লিপ্ত হন। এক পর্যায়ে তারা বলতে লাগল, হে মুহাম্মদ! যদি হযরত ঈসা (আ.) আল্লাহর পুত্র না হয়ে থাকেন তাহলে বলুন, হযরত ঈসা (আ.)-এর পিতা কে? হুজুর ﷺ বললেন, বেকুব! সন্তানকে পিতার অনুরূপ হতে হয়। অথচ হযরত ঈসা (আ.) পানাহার করেন, চলাফেরা করেন। কিন্তু আল্লাহ তা'আলা এসব কিছু থেকে পবিত্র। তখন আল্লাহ তা'আলা তাদের সম্পর্কে সূরা আলে ইমরানের শুরু থেকে নিয়ে আশিরও উর্ধ্বে আয়াত নাজিল করেন। –[তাফসীরে রূহুল মা'আনী]

শানে নুযূল–২ : আল্লামা বগবী (র.) কালবী এবং রবী ইবনে আনাস (রা.)-এর কথার উদ্ধৃতি দিয়ে লিখেছেন, এই আয়াতসমূহ নাজরানের প্রতিনিধি দলের সম্পর্কে অবতীর্ণ হয়। এই প্রতিনিধি দলের লোক সংখ্যা ছিল ষাট। তারা উষ্ট্রের উপর আরোহণ করে এসেছিল। ষাটজনের এই দলের মধ্যে চৌদ্দজন ছিল উপনেতা। আর তিনজন ছিল নেতা। আইকেবের নামক এক ব্যক্তি ছিল সর্বশ্রেষ্ঠ ব্যক্তিত্ব যার পরামর্শ ছাড়া দলের কোনো লোক কোনো কাজ করত না। আইকেবের আসল নাম ছিল আব্দুল মাসিহ। প্রিয়নবী ﷺ যখন আসরের নামাজ পড়ছিলেন তখন তারা মসজিদে প্রবেশ করে। তারা অত্যন্ত মূল্যবান এবং সুন্দর পোশাকে সুসজ্জিত ছিল। তাদের নামাজের সময় হলে প্রিয়নবী ﷺ-এর অনুমতি নিয়ে তারা পূর্ব দিকে মুখ করে নিজেদের নামাজ আদায় করে।

প্রিয়নবী ﷺ তাদেরকে ইসলাম কবুল করার আহবান জানালেন। তারা বলল, আমরা তো আপনার পূর্বেই ইসলাম গ্রহণ করেছি। প্রিয়নবী ﷺ বললেন, তোমরা অসত্য কথা বলছ, তোমাদেরকে যে বিষয়টি ইসলাম থেকে বিরত রাখছে তা হলো হযরত ঈসা (আ.)-কে আল্লাহর পুত্র দাবি করে থাকা। তোমরা ক্রুসেডের পূজা কর এবং শুকরের গোশত খাওয়াকে হালাল বলে মনে কর। তখন তারা বলল, যদি আল্লাহ পাক হযরত ঈসা (আ.)-এর পিতা না হন তাহলে তার পিতা কে? প্রিয়নবী ﷺ ইরশাদ করলেন, তোমরা কি জান না যে, আমাদের পালনকর্তা সব কিছুর নিয়ন্ত্রণ কর্তা, সকলের নেগাহবান এবং রিজিকদাতা। তারা বলল, হ্যাঁ একথাও সত্য। তখন প্রিয়নবী ﷺ জিজ্ঞেস করলেন এই সব কাজের কোনোটি হযরত ঈসা (আ.)-এর নিয়ন্ত্রণাধীন রয়েছে কি? খ্রিস্টান প্রতিনিধিদল বলল, না। প্রিয়নবী ﷺ ইরশাদ করলেন, তোমরা কি জানো না যে, আল্লাহ পাকের নিকট আসমান জমিনের কোনো কিছুই গোপন নেই। তখন তারা বলল, জানব না কেন। নবী করীম ﷺ ইরশাদ করলেন, তাহলে তোমরা বল হযরত ঈসা (আ.)-কে যে খাস ইলম আল্লাহ পাক দান করেছেন তা ছাড়া এই সব বিষয় তিনি কিছু কি জানতেন? তারা বলল, না। প্রিয়নবী ﷺ ইরশাদ করলেন, আমাদের প্রতিপালক তার ইচ্ছা মোতাবেক হযরত ঈসা (আ.)-কে মাতৃগর্ভে আকৃতি দান করেছেন। আমাদের প্রতিপালক পানাহার করেন না। প্রতিনিধিদল বলল, জি-হ্যাঁ, প্রিয়নবী ﷺ ইরশাদ করলেন, তোমরা একথা উপলব্ধি কর না যে, হযরত ঈসা (আ.)-কে তার মা এভাবেই গর্ভে ধারণ করেছেন। যেভাবে মায়েরা গর্ভে ধারণ করে থাকেন। আর এভাবেই তিনি ভূমিষ্ট হয়েছেন যেভাবে সাধারণত মানব সন্তান ভূমিষ্ট হয়। হযরত ঈসা (আ.)-কে এভাবেই আহার প্রদান করা হয়েছে যেভাবে শিশুদেরকে প্রদান করা হয়। আর হযরত ঈসা (আ.) পানাহার করতেন, প্রস্রাব-পায়খানাও করতেন। প্রতিনিধি দল বলল, হ্যাঁ, এসব কথা আমরাও জানি। তখন তিনি ইরশাদ করলেন, তাহলে তোমরাই বল তোমাদের দাবি মোতাবেক হযরত ঈসা (আ.) আল্লাহর পুত্র কিভাবে হতে পারেন? একথার পর প্রতিনিধিদল নীরব হয়ে যায়। তখন আল্লাহ পাক সূরায়ে আলে ইমরানের প্রথম ৮০টি আয়াত নাজিল করেন। –[তাফসীরে নূরুল কুরআন : ১৫৬]

https://e-ilm.weebly.com/

আয়াতের শানে নুযূল : বর্ণিত আছে যে, অত্র আয়াতটি নাজরানের খ্রিস্টানদের هُوَ الَّذِيْ اَنْزَلَ عَلَيْكَ الْكِتٰبَ الخ (৭) বাদানুবাদের সময় নাজিল হয়। তথা তারা হুজুর ﷺ -এর দাঁত ভাঙ্গা যুক্তি প্রমাণে অক্ষম হয়ে বলল যে, আপনি কি স্বীকার করেন না? রাসূল ﷺ বললেন, হ্যাঁ, তখন তারা বলল, হযরত ঈসা كَلِمَةُ اللّٰهِ وَرُوْحٌ مِّنْهُ হযরত ঈসা (আ.) কে (আ.) আল্লাহর পুত্র হবার জন্য এটাই যথেষ্ট। তখন অত্র আয়াতটি নাজিল হয়। অর্থাৎ, আল্লাহ তা'আলা যে এই কুরআন টি كَلِمَةُ اللّٰهِ وَرُوْحٌ مِّنْهُ অবতীর্ণ করেন তার কিছু অংশ মুহকাম তথা সুস্পষ্ট আর কিছু অংশ মুতাশাবিহ [অস্পষ্ট]। আর ও তোমরা বুঝ না। অনর্থক তা নিয়ে তর্ক বহছ কর। تَاْوِيْل -এর অন্তর্ভুক্ত যার অর্থ তোমরা জান না এবং এর مُتَشَابِهَةٌ

-[তাফসীরে রূহুল মা'আনী]

(১-২) الٓمّٓ اللّٰهُ لَاۤ اِلٰهَ الخ হিজরি ৫ম হিজরি ৫ম সনে ষাট সদস্য বিশিষ্ট নাজরানের অধিবাসী একদল খ্রিস্টান মদিনায় আগমন করেন। এদের মধ্যে ১৪ জন ছিল নেতৃস্থানীয়। ৩ জন ছিল শীর্ষস্থানীয়। তারা যথাক্রমে ১. সম্প্রদায়ের নেতা আব্দুল মসীহ। ২. বিশিষ্ট পরামর্শদাতা আইজাস ও ৩. প্রখ্যাত ধর্মীয় নেতা আব্দুল হারেছা ইবনে আলকামা ছিল।

এরা রাসূল ﷺ-এর সাথে হযরত ঈসা (আ.) সম্পর্কে ঝগড়া শুরু করল, তাদের দাবি ছিল- ১. তারা প্রথমবার বলল, হযরত ঈসা (আ.) আল্লাহর পুত্র, কেননা তাঁর কোনো পিতা নেই, ২. দ্বিতীয়বার বলল, হযরত ঈসা (আ.) স্বয়ং আল্লাহ কেননা তিনি মৃতকে জীবন্ত করতে সক্ষম, ৩. এরূপর বলল- হযরত ঈসা (আ.) তিনি খোদার একজন, কেননা আল্লাহ বলেন خَلَقْنَا এবং فَعَلْنَا আমরা সৃষ্টি করেছি বা আমরা করেছি। যদি তিনি একজনই হতেন তবে جَمْع কেন বললেন? মহানবী ﷺ বললেন- তোমরা কি এটা মান্য কর যে, আল্লাহ চিরঞ্জীব কখনো মরবেন না। তারা বলল হ্যাঁ, এরূপর বললেন তোমরা হযরত ঈসা (আ.)-এর ব্যাপারে কি ধারণা কর তিনি মরণশীল? তারা বলল, হ্যাঁ।

এভাবে তিনি প্রমাণ করলেন যে হযরত ঈসা (আ.) কখনো প্রভু হতে পারেন না; বরং আল্লাহ এবং তার মাঝে কোনোরূপ সাদৃশ্যও নেই। তারা পরাজিত হয়েও ইসলাম কবুল না করলে উক্ত সূরার প্রথম হতে ৮০ এর ও কিছু বেশি আয়াত নাজিল হয়। -[তাফসীরে ছাওরী]

قوله اللّٰهُ لَاۤ اِلٰهَ اِلَّا هُوَ الْحَيُّ الْقَيُّوْمُ -এর বিশ্লেষণ : আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা নিজের একত্ববাদ তথা তাওহীদের আলোচনা করে. একত্ববাদ প্রমাণের জন্য দু'টি সিফাত উল্লেখ করেছেন। এর পরবর্তী আয়াত দ্বয়েআরো দু'টি সিফাত বর্ণনা করেছেন। বস্তুত খ্রিস্টানদের হযরত ঈসা (আ.)-কে খোদা হবার দাবি প্রত্যাখ্যান করাই এর উদ্দেশ্য। প্রথম সিফাত اَلْحَيُّ অর্থাৎ চিরঞ্জীব, তাঁর মৃত্যু কখনো নেই। এরূপ গুণ কোনো মানুষের হতে পারে না। স্বয়ং হযরত ঈসা (আ.) ও মরবেন। কাজেই উপাস্য হবার যোগ্যতা আল্লাহ তা'আলা ছাড়া আর কারো নেই।

اَلْقَيُّوْمُ -এর মর্ম : যিনি নিজে নিজে প্রতিষ্ঠিত, এবং যিনি ছিলেন, আছেন, থাকবেন। তিনিই কাইয়ূম, তিনি সৃষ্টির সব কিছু নিয়ন্ত্রণ করেন। তার ইচ্ছায়ই সব কিছু হয়ে থাকে। এরূপ যোগ্যতা আর কারো নেই। একমাত্র আল্লাহই এ গুণের অধিকারী।

نَزَّلَ ও اَنْزَلَ এর মধ্যকার পার্থক্য : نَزَّلَ শব্দটি বাবে تَفْعِيْل-এর تَنْزِيْل মাসদার হতে নির্গত। আর اَنْزَلَ বাবে اِفْعَال এর اِنْزَال মাসদার হতে নির্গত। উভয়ের অর্থ অবতীর্ণ করা।

তবে نَزَّلَ বাবে تَفْعِيْل এ হবার কারণে বার বার অবতীর্ণের অর্থে আসে। কেননা বাবে تَفْعِيْل-এর একটি বৈশিষ্ট্য তথা خَاصِيَّة হলো تَدْرِيْج আর এটা এখানে প্রয়োগ হয়েছে। এজন্য পবিত্র কুরআনের বেলায় نَزَّلَ শব্দটি ব্যবহার করা হয়েছে। কেননা পবিত্র কুরআন রাসূল ﷺ-এর ২৩ বৎসর নবুয়তি জীবনে প্রয়োজন অনুসারে নাজিল হয়েছে। একসাথে নাজিল হয়নি

আর اَنْزَلَ টির ব্যবহার একত্রে সবটুকু অবতীর্ণ হবার ক্ষেত্রে, এজন্য তাওরাত ও ইঞ্জীলের ক্ষেত্রে اَنْزَلَ ব্যবহার করা হয়েছে। কেননা এগুলো একবারে সবটুকু অবতীর্ণ হয়েছে। আর কুরআনের ক্ষেত্রেও কখনো اَنْزَلَ ব্যবহার করা হয়েছে। কিন্তু এতে বৈপরীত্য সৃষ্টি হয় না। কেননা কুরআন একসাথে لَوْحِ مَحْفُوْظ হতে প্রথম আসমানে অবতীর্ণ হয়েছে আর তথা হতে ধীরে ধীরে এসেছে।

https://e-ilm.weebly.com/

اَلْكِتَابُ দ্বারা উদ্দেশ্য : এখানে اَلْكِتَابُ কে মুতলাকভাবে বলা হয়েছে। اَلْكِتَابُ দ্বারা আসমানি সব কিতাব শামিল হলেও এখানে عَلَيْكَ দ্বারা অন্য সব কিতাব বাদ পড়ে শুধু মাত্র কুরআনই উদ্দেশ্য হয়েছে। কেননা মহানবী ﷺ -এর উপর সর্ব শ্রেষ্ঠ গ্রন্থ পবিত্র কুরআন নাজিল হয়েছে।

قَوْلُهُ حَقٌّ -এর মর্মার্থ : حَقٌّ অর্থ– ন্যায় বা সত্য এর বিপরীত হলো بَاطِلٌ আর حَقٌّ শব্দটি صِدْقٌ -এর চেয়ে عَامٌ তাই এটা সব কিছুকে شَامِلٌ করবে। কাজেই পবিত্র কুরআনে যত রকমের ঘটনা, ওয়াদা, ধমকি, আহকাম, বিশ্বাসগত বিষয় এক কথায় যা কিছু আছে সবই যথার্থ সত্য। আর বিপরীত যা কিছু আছে সবই বাতিল তথা গ্রহণযোগ্য নয়।

قَوْلُهُ التَّوْرٰةُ -এর বিশ্লেষণ : تَوْرَاةٌ শব্দটির অর্থ আলোকিত হওয়া, এর বহুবচন, تَوْرِيَاتٌ ও تَوْرَاتٌ আসে। এখানে تَوْرَاةٌ দ্বারা উদ্দেশ্য হলো হযরত মূসা (আ.)-এর উপর অবতীর্ণ কিতাব। হযরত মূসা (আ.) ৪০ দিন তূর পাহাড়ে اِعْتِكَاف করার পর মহান আল্লাহ এটা ইবরানী ভাষায় তাঁকে প্রদান করেন। তাই কিতাবটি কতগুলো لَوْح বা তখতের উপর লিপিবদ্ধ ছিল। অনেক কঠোর বিধি-বিধানও তাতে ছিল।

قَوْلُهُ الْاِنْجِيْلُ -এর বিশ্লেষণ : اِنْجِيْل শব্দটি نَجْل হতে নির্গত। যার অর্থ হলো মূল বা আসল। কেননা ইঞ্জীল ছিল জ্ঞান বিজ্ঞানের খনি বা মূল। হযরত ঈসা (আ.)-এর উপর অত্যন্ত সহজ আহকাম সম্বলিত অত্র কিতাবটি সুরিয়ানী ভাষায় নাজিল হয়।

قَوْلُهُ الْفُرْقَانُ এর দ্বারা উদ্দেশ্য : এ নিয়ে ওলামাদের মাঝে মতান্তর পরিলক্ষিত হয়। صَاحِبُ كَشَّافٌ কয়েকটি মতামত পেশ করেন।

১. এর দ্বারা সব আসমানি কিতাব উদ্দেশ্য কেননা সব কিতাবই সত্য মিথ্যার মাঝে পার্থক্য সৃষ্টিকারী।
২. অথবা পূর্বোল্লিখিত কিতাবদ্বয়ই উদ্দেশ্য। যেহেতু খাসভাবে উল্লেখের পর عَامٌ ভাবে সবগুলোকে পার্থক্যকারী হিসেবে উল্লেখ করেছেন।
৩. অথবা এর দ্বারা তৃতীয় কিতাব যাবূরই উদ্দেশ্য, কেননা তার উল্লেখ ইতঃপূর্বে নেই।
৪. অথবা পবিত্র কুরআনের মর্যাদা বৃদ্ধি ও ফজিলত প্রকাশের লক্ষ্যে পুনরায় কুরআনেরই উল্লেখ করেছেন।

কেউ কেউ বলেন এর দ্বারা নবীদের مُعْجِزَةٌ উদ্দেশ্য। وَاللّٰهُ اَعْلَمُ بِمُرَادِهٖ بِذٰلِكَ

বিঃ দ্রঃ এখানে উল্লেখ্য যে সর্ববৃহৎ চারটি গ্রন্থকে সংক্ষেপে জানার জন্য ওলামায়ে কেরাম চারটি শব্দ বের করেছেন। আর তা হলো ১. فَعَمْ ২. تَعَمْ ৩. زَيْد ৪. اِسْع

এগুলোর বিশ্লেষণ হলো

১. فَعَمْ এখানে ف তে فُرْقَانٌ তথা কুরআন ع দ্বারা আরবি ভাষা م দ্বারা হযরত মুহাম্মদ ﷺ তথা কুরআন আরবি ভাষায় হযরত মুহাম্মদ ﷺ-এর উপর অবতীর্ণ হয়।
২. تَعَمْ এখানে ت দ্বারা تَوْرَاةٌ আর ع দ্বারা ইবরানী ভাষা م দ্বারা হযরত মূসা (আ.) অর্থাৎ তাওরাত ইবরানী ভাষায় হযরত মূসা (আ.)-এর উপর অবতীর্ণ হয়।
৩. زَيْدٌ এখানে ز দ্বারা زَبُوْر আর ى দ্বারা ইউনানী ভাষা د দ্বারা হযরত দাউদ (আ.) অর্থাৎ যাবূর ইউনানী ভাষায় হযরত দাউদ (আ.)-এর উপর অবতীর্ণ হয়।
৪. اِسْعٌ এখানে ا দ্বারা ইঞ্জীল س দ্বারা সুরিয়ানী ভাষা ع দ্বারা হযরত ঈসা (আ.) অর্থাৎ ইঞ্জীল সুরিয়ানী ভাষায় হযরত ঈসা (আ.)-এর উপর অবতীর্ণ হয়।

قوله هُوَ الَّذِيْ يُصَوِّرُكُمْ فِي الْاَرْحَامِ كَيْفَ يَشَآءُ الخ -এর মর্মার্থ : অত্র আয়াতে মহান আল্লাহ তাঁর পরিপূর্ণ শক্তি ও অসীম কুদরতের বিষয়ে উল্লেখ করেছেন। যে তিনি মানুষকে জননীর উদরে তিনটি অন্ধকার পর্যায়ে কিরূপ নিপুণভাবে গঠন করেছেন তাদের আকার আকৃতি ও বর্ণ বিন্যাসে এমন শিল্পী সুলভ দক্ষতার পরিচয় দিয়েছেন যে, আকৃতি ও বর্ণ নির্বিশেষে সকল মানুষের মধ্যে এমন মিল খায় না যে, স্বতন্ত্র পরিচয় দুরূহ হয়ে পড়ে। সৃষ্টির আদি হতে অদ্যাবধি দুজনকে একইরূপ পাওয়া গেছে এরূপ কোনো নজির নেই। তিনি ছাড়া কারো জ্ঞান ও শক্তি সামর্থ্য এরূপ নয়।

https://e-ilm.weebly.com/

اَلْمُحْكَمٰتُ وَالْمُتَشَابِهٰتُ **দ্বারা কি উদ্দেশ্য?** মহাগ্রন্থ আল কুরআনের আয়াতসমূহকে দু'ভাগে ভাগ করা হয়েছে।

১. مُحْكَمٰتٌ ২. مُتَشَابِهٰتٌ :

◈ **প্রথমত :** مُحْكَمٰتٌ এর অর্থ সুদৃঢ়, মজবুত [সুস্পষ্ট] বা পাকা। তথা যে সব আয়াতের অর্থ নির্ধারণে ও গ্রহণে কোনো সমস্যা হয় না বা সন্দেহের অবকাশ থাকে না তাকে 'মুহকামাত' বলে। তাফসীরে মাযহারীর লিখক বলেন– আরবি ভাষার নিয়মাবলি সম্পর্কে সম্যক জ্ঞাত ব্যক্তি যে সব আয়াতের অর্থ সুস্পষ্টরূপে বুঝতে পারে, সে সব আয়াতকে মুহকামাত বলে। এ সব আয়াত কিতাবের মূল, সমগ্র শিক্ষার মূল ভিত্তি। এসব আয়াতের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করা এবং তদনুযায়ী আমল করা অপরিহার্য কর্তব্য।

◈ **দ্বিতীয়ত :** مُتَشَابِهٰتٌ -এর অর্থ অস্পষ্ট বা দুর্বোধ্য তথা যে সব আয়াতের অর্থ গ্রহণে সন্দেহের অবকাশ থাকে। কিংবা মূল রহস্য মোটেই উদঘাটন করা যায় না। তাকে 'মুতাশাবিহাত' বলা হয়। তাফসীর মাযহারীর গ্রন্থকার বলেন– আরবি ভাষার নিয়মবলি সম্পর্কে অভিজ্ঞ ব্যক্তি যে সব আয়াতের অর্থ স্পষ্টরূপে বুঝতে সক্ষম হন না। সেসব আয়াতকে মুতাশাবিহাত বলে।

মুতাশাবিহাতের প্রকারভেদ : মুতাশাবিহাত আবার দু'ভাগে বিভক্ত :

১. حُرُوْفُ مُقَطَّعَاتٌ অর্থাৎ বিচ্ছিন্ন অক্ষর যা কিছু সূরার শুরুতে রয়েছে। যেমন– الٓرٰ - الٓمّٓصٓ - الٓمّٓ ইত্যাদি। এগুলোর দ্বারা আল্লাহ কি উদ্দেশ্য নিয়েছেন তা তিনিই ভালো জানেন। কারো পক্ষে তা জানা সম্ভব নয়।

২. اٰيٰتُ صِفَاتٌ গুণবাচক আয়াতগুলো, যেমন– رُوْحُ اللّٰهِ - كَلِمَةُ اللّٰهِ - اِسْتَوٰى عَلَى الْعَرْشِ এগুলোর শাব্দিক অর্থ জানা গেলেও মূল রহস্য জানা যায় না। এখানে উল্লেখ্য যে, এগুলোর ভাব বুঝা না গেলেও এগুলোর উপর ঈমান আনয়ন করা একান্ত আবশ্যক।

اَلْفِتْنَةُ **দ্বারা উদ্দেশ্য :** فِتْنَةٌ শব্দটি একবচন এর বহুবচন হলো فِتَنٌ এর কয়েকটি অর্থ রয়েছে– ১. পরীক্ষা যেমন ইরশাদ হয়েছে– حَتّٰى يَقُوْلَآ اِنَّمَا نَحْنُ فِتْنَةٌ এমনকি তারা [হারূত ও মারূত] বলত যে আমরা পরীক্ষায় আছি। ২. ঝগড়া-ফ্যাসাদ, বিপর্যয় অত্র আয়াতে তাই উদ্দেশ্য। অথবা এখানে فِتْنَةٌ দ্বারা উদ্দেশ্য হলো গোমরাহ করা এবং পথভ্রষ্ট করা। অথবা এই فِتْنَةٌ দ্বারা উদ্দেশ্য হলো সন্দেহ সংশয়ের মধ্যে ফেলে দেওয়া।

اَلْاِخْتِلَافُ فِى الْوَقْفِ فِىْ قَوْلِهٖ اِلَّا اللّٰهُ وَالرّٰسِخُوْنَ فِى الْعِلْمِ এর মাঝে ওয়াকফ নিয়ে মতান্তর : ১. অধিকাংশ সাহাবী, ইমাম আযম ও ইমাম মালেকের মতে اِلَّا اللّٰهُ এর উপর وَقْف হবে। তখন অর্থ হবে মুতাশাবিহাতের তাৎপর্য আল্লাহ ছাড়া আর কেউ জানে না। তবে যারা জ্ঞানে সুগভীর তারা বলে এটার উপর ঈমান আনয়ন করলাম। আর আব্দুর রাজ্জাক সহীহ সনদে হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) হতে যা বর্ণনা করেন তাও এটার উপর দালালত করে।

২. আর কিছু সংখ্যকের মতে فِى الْعِلْمِ -এর উপর وَقْف হবে। এই رِوَايَةٌ টি مُجَاهِدٌ ও ضِحَاكٌ হতে বর্ণিত। তখন অর্থ হবে সুপ্রতিষ্ঠিত জ্ঞানীরাও مُتَشَابِهٰتٌ -এর তাৎপর্য বুঝেন। তবে তারা তাদের জ্ঞানের উপর নিশ্চিত না হয়ে আল্লাহর করুণা প্রার্থনা করেন।

৩. আর কিছু সংখ্যকের মতে উভয়টি জায়েজ।

এজন্যই তাফসীরে মাযহারীর সম্মানিত মুসান্নিফ অত্র আয়াতের তাফসীর এভাবে করেছেন যে, মুতাশাবিহাতের মূল রহস্য আল্লাহ ছাড়া আর কেউ জানে না, তবে যাকে আল্লাহ তৌফিক প্রদান করেছেন সে-ই জানে। –[কাশশাফ]

اَلرَّاسِخُ فِى الْعِلْمِ **কারা :** رَاسِخُوْنَ শব্দটি رَاسِخٌ -এর বহুবচন। শাব্দিক অর্থ হলো দৃঢ়। পরিভাষায় رَاسِخُوْنَ বলতে বুঝায় ঐ সমস্ত মহামানবগণ যারা মহান আল্লাহর অস্তিত্ব ও তাঁর গুণাবলি সুস্পষ্ট প্রমাণাদি দ্বারা অবগত আছেন এবং মুজাহাদা ও মুহাসাবা দ্বারা আল্লাহর মা'রেফাত অর্জন করেছেন। তারা দৃঢ় বিশ্বাস করেন যে, সব কিছু আল্লাহর সৃষ্ট। সর্ববিষয়ে তিনি অবগত তাঁর জ্ঞান অপরিসীম। কুরআন আল্লাহর কালাম। সব কিছুর উপর তিনি ক্ষমতাবান তাঁর ইচ্ছা ছাড়া কোনো কিছুই হয় না ইত্যাদি

https://e-ilm.weebly.com/

তাবীল-এর অর্থ : تَاوِيْل শব্দটি মাসদার। أَوْل মূল ধাতু হতে নির্গত, শাব্দিক অর্থ হলো اَلرُّجُوْعُ প্রত্যাবর্তন করা তথা কোনো বিষয়কে তার মূলের দিকে ফিরোনো। পরিভাষায় এর অর্থ হলো– مَا يُمْكِنُ اِدْرَاكُهٗ بِالْقَوَاعِدِ الْعَرَبِيَّةِ যা শুধু আরবি নিয়ম-কানুন দ্বারা বুঝা যায়। তাকে তাবীল বলা হয়। আর আয়াতে بَاطِنِيْ ভাব উদ্ধার করাকেও تَاوِيْل বলা হয়। এখানে শেষ অর্থটিই গ্রহণ করা হয়েছে।

تَفْسِيْر ও تَاوِيْل-এর মধ্যকার পার্থক্য

১. তাফসীর কুরআন হাদীস দ্বারা বিশ্লেষণ করাকে বলে। আর তাবীল শুধু আরবি কায়েদা দ্বারা অর্থ করাকে বলে।

২. জাহেরী ভাবধারাকে তাফসীর আর বাতেনী ভাবধারাকে তাবীল বলা হয়।

৩. ইমাম তিরমিযী (র.) -এর মতে তাফসীর তা যার উপর দৃঢ় বিশ্বাস হয় যে, এটা আল্লাহর উদ্দেশ্য। আর তাবীল কতগুলো সম্ভাবনাময় অর্থের একটিকে অনিশ্চিতভাবে প্রাধান্য দেওয়া।

৪. তাফসীরের ব্যবহার অধিকাংশ একক শব্দের মধ্যে হয়। আর তাবীলের ব্যবহার অধিকাংশ অর্থ এবং জুমলার মধ্যে হয়।

ইমাম রাগেবের মতে تَاوِيْل খাস যা শুধু আল্লাহর কালামে হয় আর تَفْسِيْر আম (عَامْ) যার ব্যবহার كُتُبْ اِلٰهِيَّهْ এবং كُتُبْ غَيْرُ اِلٰهِيَّهْ উভয়ে হয়।

শব্দ বিশ্লেষণ

اَلْحَيُّ : সীগাহ واحد مذكر বহছ صفت مشبه অর্থ– চিরঞ্জীব।

اَلْقَيُّوْمُ : সীগাহ واحد مذكر বহছ مبالغة অর্থ– সর্বসত্তার ধারক।

يُصَوِّرُ : সীগাহ واحد مذكر غائب বহছ مضارع معروف বাব تَفْعِيْل মাসদার اَلتَّصْوِيْرُ মূলবর্ণ (ص ـ و ـ ر) জিনস اجوف واوى অর্থ– তিনি আকৃতি গঠন করেন।

يَشَاءُ : সীগাহ واحد مذكر غائب বহছ مضارع معروف বাব فَتَحَ মাসদার اَلشَّيْئُ মূলবর্ণ (ش ـ ى ـ ى) জিনস মুরাক্কাব مهموز لام ও اجوف يائى অর্থ– তিনি চান।

يَتَّبِعُوْنَ : সীগাহ جمع مذكر غائب বহছ مضارع معروف বাব اِفْتِعَالٌ মাসদার اَلْاِتِّبَاعُ মূলবর্ণ (ت ـ ب ـ ع) জিনস صحيح অর্থ– তারা অনুসরণ করে।

يَذَّكَّرُ : সীগাহ واحد مذكر غائب বহছ مضارع معروف বাব تَفَعُّلٌ মাসদার اَلتَّذَكُّرُ মূলবর্ণ (ذ ـ ك ـ ر) জিনস صحيح অর্থ– সে উপদেশ গ্রহণ করে।

বাক্য বিশ্লেষণ

قوله اللّٰهُ لَآ اِلٰهَ اِلَّا هُوَ الْحَيُّ الْقَيُّوْمُ : এখানে اَللّٰهُ শব্দটি মুবতাদা لَا টি نفى جنس লা। আর اِلٰهَ টি لا এর اسم আর اِلَّاهُوَ হচ্ছে لَا -এর খবর। اسم ও خبر মিলে اللّٰهُ এর প্রথম খবর। আর اَلْحَيُّ الْقَيُّوْمُ যথাক্রমে اَللّٰهُ এর দ্বিতীয় ও তৃতীয় খবর। অথবা اَلْحَيُّ الْقَيُّوْمُ উহ্য মুবতাদা هُوَ এর খবর।

قوله نَزَّلَ عَلَيْكَ الْكِتٰبَ بِالْحَقِّ مُصَدِّقًا لِّمَا بَيْنَ يَدَيْهِ : এখানে نَزَّلَ শব্দটি فعل -এর ضمير টি فاعل তারপর على টি حرف جار ও ك হলো مجرور এবার جار ও مجرور মিলে متعلق হয়েছে نَزَّلَ -এর সাথে, اَلْكِتَابُ শব্দটি

https://e-ilm.weebly.com/

(مفعول) ذو الحال - بِالْحَقِّ শব্দটি উহ্য مُتَلَبِّسًا-এর সাথে মিলে كِتَابٌ-এর প্রথম حال, এরপর لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ অংশটি مُصَدِّقًا-এর সাথে মিলে দ্বিতীয় حال হয়েছে। ذو الحال তার দু'হাল নিয়ে نَزَّلَ-এর مفعول হয়েছে, অতএব نَزَّلَ ফে'ল তার فاعل - مفعول ও متعلق মিলে جملة فعلية হয়েছে।

قوله إِنَّ اللهَ لَا يَخْفَى عَلَيْهِ شَيْءٌ فِي الْأَرْضِ وَلَا فِي السَّمَاءِ : এখানে إِنَّ হলো حرف مشبه بالفعل আর اللَّهَ শব্দটি اسم إِنَّ আর لَا يَخْفَى টি فعل এবং عليه তার সাথে متعلق তারপর شَيْءٌ মওসূফ فِي الْأَرْضِ হলো معطوف عليه আর وَلَا فِي السَّمَاءِ হলো معطوف এবার معطوف عليه ও معطوف মিলে উহ্য مَوْجُودٌ-এর সাথে মিলে شَيْءٌ এর صفت হয়েছে। صفت ও موصوف মিলে لَا يَخْفَى-এর فاعل হয়েছে। লা يَخْفَى তার فاعل ও متعلق মিলে جملة হয়ে إِنَّ এর خبر হয়েছে। এরপর إِنَّ তার اسم ও خبر মিলে جملة اسمية হয়েছে।

قوله هُوَ الَّذِي يُصَوِّرُكُمْ فِي الْأَرْحَامِ كَيْفَ يَشَاءُ : এখানে هُوَ টি মুবতাদা الَّذِي মাওসূল يُصَوِّرُكُمْ ফে'ল, তার فاعل ضمير, এবং كُمْ টি মাফউল فِي الْأَرْحَامِ জার মাজরূর মিলে মুতা'আল্লিক, كَيْفَ يَشَاءُ টি ظرف তারপর يصور তার فاعل, مفعول, متعلق ও ظرف মিলে صلة হয়েছে। موصول ও صلة মিলে خبر এবার মুবতাদা ও খবর মিলে جملة اسمية হয়েছে।

قوله وَمَا يَعْلَمُ تَأْوِيلَهُ إِلَّا اللهُ : এখানে مَا يَعْلَمُ টি فعل আর উহ্য احد টি مستثنى আর تَأْوِيلَهُ উভয়টি মুযাফ ও মুযাফ ইলাইহি মিলে مفعول হয়েছে إِلَّا হরফে استثناء আর اللَّهُ শব্দটি مستثنى منه এবার مستثنى ও مستثنى منه মিলে مَا يَعْلَمُ এর فاعل এবার فعل - فاعل ও مفعول মিলে جملة فعلية হয়েছে।

https://e-ilm.weebly.com/

অনুবাদ	আয়াত
অনুবাদ : (৯) হে আমাদের প্রতিপালক! নিশ্চয় আপনি সকল মানুষকে সমবেতকারী ঐ দিনে যাতে কোনো সন্দেহ নেই; নিঃসন্দেহে আল্লাহ তা'আলা ভঙ্গ করেন না [তাঁর] ওয়াদা।	رَبَّنَآ إِنَّكَ جَامِعُ النَّاسِ لِيَوْمٍ لَّا رَيْبَ فِيهِ ۚ إِنَّ اللَّهَ لَا يُخْلِفُ الْمِيعَادَ ﴿٩﴾
(১০) নিশ্চয় যারা কুফরি করে, কখনো তাদের কাজে আসবে না তাদের ধন আর তাদের সন্তান-সন্ততি আল্লাহর মোকাবিলায় সামান্য পরিমাণও, আর এই প্রকৃতির লোক জাহান্নামের ইন্ধন হবে	إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا لَن تُغْنِيَ عَنْهُمْ أَمْوَالُهُمْ وَلَآ أَوْلَادُهُم مِّنَ اللَّهِ شَيْـًٔا ۖ وَأُولَٰٓئِكَ هُمْ وَقُودُ النَّارِ ﴿١٠﴾
(১১) যেমন আচরণ ছিল ফেরাউন সম্প্রদায়ের এবং তাদের পূর্ববর্তীদের, তারা আমাদের আয়াতসমূহকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করেছে, তাই আল্লাহ তাদেরকে পাকড়াও করেছেন তাদের অপরাধের জন্য, আর আল্লাহ কঠোর শাস্তিদাতা।	كَدَأْبِ آلِ فِرْعَوْنَ ۙ وَالَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ ۚ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا ۚ فَأَخَذَهُمُ اللَّهُ بِذُنُوبِهِمْ ۗ وَاللَّهُ شَدِيدُ الْعِقَابِ ﴿١١﴾
(১২) আপনি এই কাফেরদেরকে বলে দিন যে, অচিরেই তোমরা পরাভূত হবে এবং তোমাদেরকে সমবেত করে জাহান্নামের দিকে নিয়ে যাওয়া হবে, আর তা নিকৃষ্ট বাসস্থান।	قُل لِّلَّذِينَ كَفَرُوا سَتُغْلَبُونَ وَتُحْشَرُونَ إِلَىٰ جَهَنَّمَ ۚ وَبِئْسَ الْمِهَادُ ﴿١٢﴾

শাব্দিক অনুবাদ

(৯) رَبَّنَا হে আমাদের প্রতিপালক! إِنَّكَ নিশ্চয় আপনি جَامِعُ النَّاسِ সকল মানুষকে সমবেতকারী لِيَوْمٍ ঐ দিনে لَا رَيْبَ فِيهِ যাতে কোনো সন্দেহ নেই إِنَّ اللَّهَ নিঃসন্দেহে আল্লাহ তা'আলা لَا يُخْلِفُ الْمِيعَادَ ভঙ্গ করেন না [তাঁর] ওয়াদা।

(১০) إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا নিশ্চয় যারা কুফরি করে لَن تُغْنِيَ عَنْهُمْ কখনো তাদের কাজে আসবে না أَمْوَالُهُمْ তাদের ধন وَلَا أَوْلَادُهُم আর তাদের সন্তান-সন্ততি مِّنَ اللَّهِ شَيْئًا আল্লাহর মোকাবিলায় সামান্য পরিমাণও وَأُولَٰئِكَ هُمْ আর এই প্রকৃতির লোক وَقُودُ النَّارِ জাহান্নামের ইন্ধন হবে।

(১১) كَدَأْبِ آلِ فِرْعَوْنَ যেমন আচরণ ছিল ফেরাউন সম্প্রদায়ের وَالَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ এবং তাদের পূর্ববর্তীদের كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا তারা আমাদের আয়াতসমূহকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করেছে فَأَخَذَهُمُ اللَّهُ তাই আল্লাহ তাদেরকে পাকড়াও করেছেন بِذُنُوبِهِمْ তাদের অপরাধের জন্য وَاللَّهُ شَدِيدُ الْعِقَابِ আর আল্লাহ কঠোর শাস্তিদাতা।

(১২) قُل لِّلَّذِينَ كَفَرُوا আপনি এই কাফেরদেরকে বলে দিন যে سَتُغْلَبُونَ অচিরেই তোমরা পরাভূত হবে وَتُحْشَرُونَ إِلَىٰ جَهَنَّمَ এবং তোমাদেরকে সমবেত করে জাহান্নামের দিকে নিয়ে যাওয়া হবে وَبِئْسَ الْمِهَادُ আর তা নিকৃষ্ট বাসস্থান।

https://e-ilm.weebly.com/

قَدْ كَانَ لَكُمْ اٰيَةٌ فِىْ فِئَتَيْنِ الْتَقَتَا ؕ فِئَةٌ تُقَاتِلُ فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ وَاُخْرٰى كَافِرَةٌ يَّرَوْنَهُمْ مِّثْلَيْهِمْ رَاْىَ الْعَيْنِ ؕ وَاللّٰهُ يُؤَيِّدُ بِنَصْرِهٖ مَنْ يَّشَآءُ ؕ اِنَّ فِىْ ذٰلِكَ لَعِبْرَةً لِّاُولِى الْاَبْصَارِ (١٣)

(১৩) নিশ্চয়, তোমাদের জন্য মহান নিদর্শন রয়েছে দুই দলের মধ্যে, যারা পরস্পর মুখোমুখি হয়েছিল, এক দল তো আল্লাহর পথে যুদ্ধ করছিল, আর অন্যদল ছিল কাফের, এই কাফেররা নিজেদেরকে মুসলমানাদের দ্বিগুণ দেখছিল, প্রত্যক্ষ দৃষ্টিতে আর আল্লাহ স্বীয় সাহায্য দ্বারা যাকে ইচ্ছা শক্তি প্রদান করে থাকেন, নিশ্চয় তার মধ্যে মহান উপদেশ রয়েছে চক্ষুষ্মান লোকদের জন্য।

زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوٰتِ مِنَ النِّسَآءِ وَالْبَنِيْنَ وَالْقَنَاطِيْرِ الْمُقَنْطَرَةِ مِنَ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ وَالْخَيْلِ الْمُسَوَّمَةِ وَالْاَنْعَامِ وَالْحَرْثِ ؕ ذٰلِكَ مَتَاعُ الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا ۚ وَاللّٰهُ عِنْدَهٗ حُسْنُ الْمَاٰبِ (١٤)

(১৪) সুশোভিত মনে হয় মানুষের নিকট লোভনীয় বস্তুর মহব্বত, রমণী হোক, সন্তান-সন্ততি হোক, পুঞ্জীভূত স্বর্ণ এবং রৌপ্য হোক, চিহ্নিত অশ্ব বা পালিত পশু হোক, আর শস্যক্ষেত্রই হোক, এই সমুদয় পার্থিব জীবনের ব্যাবহারিক বস্তু, আর পরিণামের শোভা তো আল্লাহরই নিকট রয়েছে।

قُلْ اَؤُنَبِّئُكُمْ بِخَيْرٍ مِّنْ ذٰلِكُمْ ؕ لِلَّذِيْنَ اتَّقَوْا عِنْدَ رَبِّهِمْ جَنّٰتٌ تَجْرِىْ مِنْ تَحْتِهَا الْاَنْهٰرُ خٰلِدِيْنَ فِيْهَا وَاَزْوَاجٌ مُّطَهَّرَةٌ وَّرِضْوَانٌ مِّنَ اللّٰهِ ؕ وَاللّٰهُ بَصِيْرٌۢ بِالْعِبَادِ (١٥)

(১৫) আপনি বলে দিন, আমি কি তোমাদেরকে এমন বস্তুর কথা বলে দিব, যা এই বস্তুসমূহ অপেক্ষা উত্তম, এরূপ মানুষের জন্য যারা আল্লাহভীরু তাদের রবের নিকট এরূপ উদ্যান রয়েছে যার নিম্নদেশে নহরসমূহ প্রবাহিত, তাতে তারা অনন্তকাল অবস্থান করবে, আর পাক-পবিত্রা বিবিগণ রয়েছে, আর সন্তুষ্টি রয়েছে আল্লাহর তরফ হতে, আর আল্লাহ খুব দেখেন বান্দাগণকে।

শাব্দিক অনুবাদ

(১৩) قَدْ كَانَ لَكُمْ اٰيَةٌ নিশ্চয়, তোমাদের জন্য মহান নিদর্শন রয়েছে فِىْ فِئَتَيْنِ দুই দলের মধ্যে, الْتَقَتَا যারা পরস্পর মুখোমুখি হয়েছিল فِئَةٌ تُقَاتِلُ فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ এক দল তো আল্লাহর পথে যুদ্ধ করছিল وَاُخْرٰى كَافِرَةٌ আর অন্যদল ছিল কাফের يَّرَوْنَهُمْ مِّثْلَيْهِمْ এই কাফেররা নিজেদেরকে মুসলমানাদের দ্বিগুণ দেখছিল رَاْىَ الْعَيْنِ প্রত্যক্ষ দৃষ্টিতে وَاللّٰهُ يُؤَيِّدُ بِنَصْرِهٖ مَنْ يَّشَآءُ আর আল্লাহ স্বীয় সাহায্য দ্বারা যাকে ইচ্ছা শক্তি প্রদান করে থাকেন اِنَّ فِىْ ذٰلِكَ لَعِبْرَةً নিশ্চয় তার মধ্যে মহান উপদেশ রয়েছে لِّاُولِى الْاَبْصَارِ চক্ষুষ্মান লোকদের জন্য।

(১৪) زُيِّنَ لِلنَّاسِ সুশোভিত মনে হয় মানুষের নিকট حُبُّ الشَّهَوٰتِ লোভনীয় বস্তুর মহব্বত مِنَ النِّسَآءِ রমণী হোক وَالْبَنِيْنَ সন্তান-সন্ততি হোক وَالْقَنٰطِيْرِ الْمُقَنْطَرَةِ مِنَ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ পুঞ্জীভূত স্বর্ণ এবং রৌপ্য হোক وَالْخَيْلِ الْمُسَوَّمَةِ চিহ্নিত অশ্ব وَالْاَنْعَامِ বা পালিত পশু হোক وَالْحَرْثِ আর শস্যক্ষেত্রই হোক ذٰلِكَ مَتَاعُ الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا এই সমুদয় পার্থিব জীবনের ব্যাবহারিক বস্তু وَاللّٰهُ عِنْدَهٗ حُسْنُ الْمَاٰبِ আর পরিণামের শোভা তো আল্লাহরই নিকট রয়েছে।

(১৫) قُلْ আপনি বলে দিন اَؤُنَبِّئُكُمْ আমি কি তোমাদেরকে এমন বস্তুর কথা বলে দিব بِخَيْرٍ مِّنْ ذٰلِكُمْ যা এই বস্তুসমূহ অপেক্ষা উত্তম لِلَّذِيْنَ اتَّقَوْا এরূপ মানুষের জন্য রয়েছে যারা আল্লাহভীরু عِنْدَ رَبِّهِمْ তাদের রবের নিকট جَنّٰتٌ এরূপ উদ্যান تَجْرِىْ مِنْ تَحْتِهَا الْاَنْهٰرُ যার নিম্নদেশে নহরসমূহ প্রবাহিত خٰلِدِيْنَ فِيْهَا তাতে তারা অনন্তকাল অবস্থান করবে وَاَزْوَاجٌ مُّطَهَّرَةٌ আর পাক-পবিত্রা বিবিগণ রয়েছে وَّرِضْوَانٌ مِّنَ اللّٰهِ আর সন্তুষ্টি রয়েছে আল্লাহর পক্ষ থেকে وَاللّٰهُ بَصِيْرٌۢ بِالْعِبَادِ আর আল্লাহ খুব দেখেন বান্দাগণকে

https://e-ilm.weebly.com/

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

(১০-১১) قوله إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا لَن تُغْنِيَ عَنْهُمْ وَاللَّهُ شَدِيدُ الْعِقَابِ الخ **আয়াতের শানে নুযূল :** উল্লিখিত অংশটি একত্ববাদের অস্বীকার কারীদের ভয়-ভীতি প্রদর্শনের লক্ষ্যে নাজিল হয়েছে. তারা ধন-সম্পদ এবং সন্তান-সন্ততির প্রাচুর্যের কারণে খুব গর্ববোধ করত, ফলে আল্লাহ তা'আলা এ সব আয়াত অবতীর্ণ করে বলেন যে, তাদের এসব কিছু কিয়ামতের কঠিন শাস্তি হতে রক্ষা করতে পারবে না, এগুলো তাদের কোনোরূপ উপকার করতে পারবেনা; বরং তারা অগ্নিতেই নিক্ষিপ্ত হবে।

(১২) قوله قُل لِّلَّذِينَ كَفَرُوا سَتُغْلَبُونَ وَتُحْشَرُونَ إِلَىٰ جَهَنَّمَ الخ **আয়াতের শানে নুযূল :** এই আয়াতটি মদিনার ইহুদিদের লক্ষ্য করে নাজিল হয়। বর্ণিত আছে, মহানবী ﷺ বদর যুদ্ধ হতে ফিরে এসে মদিনার ইহুদিদের কাইনুকা বাজারে [বনূ কোরাইজা, বনূ নযীর] একত্রিত করে ইসলাম গ্রহণের জন্য আহ্বান জানান। এবং কুরাইশদের ন্যায় তাদের উপরও মসিবত আসার ভয় দেখান। তারা জবাবে বলল যে, আপনি যুদ্ধে অনভিজ্ঞদের উপর জয়লাভ করেছেন. আমাদের সাথে যুদ্ধে লিপ্ত হলে বুঝতেন যে, আমরা কেমন? তখন মহান আল্লাহ তা'আলা অত্র আয়াতটি অবতরণ করে অচিরেই তাদের অহঙ্কার চুর্ণের খবর দেন এবং শেষ পরিণতির কথাও জানিয়ে দেন।

(১৪) قوله زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ الخ **আয়াতের শানে নুযূল :** বর্ণিত আছে যে. যখন নাজরান প্রতিনিধিদল মহানবী ﷺ এর সাথে বিতর্ক করার লক্ষ্যে মদিনার দিকে রওয়ানা দিল, তখন আবুল হারেছা ও তার বড়ভাই কুরজ খচ্চরের পিঠে ছিল। খচ্চর হোঁচট খেলে তার বড় ভাই বলে উঠল "মুহাম্মদ ধ্বংস হোক" [নাউযু বিল্লাহ] আবুল হারেছা বলল– তোমার ধ্বংস হোক। কুরজ এতে বিব্রত হয়ে এর কারণ জিজ্ঞাসা করলে আবুল হারেছা বলল, "ইনি সে নবী, যার আগমন বার্তা পূর্ববর্তী কিতাবসমূহে দেওয়া হয়েছে. কুরজ জিজ্ঞাসা করল. তাহলে তুমি তার উপর ঈমান আনছ না কেন? সে উত্তরে বলল, রোমান সম্রাট আমাকে অনেক সুযোগ সুবিধা দিয়ে রেখেছে. সে আমাকে অনেক সম্মান ও মর্যাদা দিয়ে থাকে। আমি যদি মুহাম্মদ ﷺ-এর উপর ঈমান আনয়ন করি তবে আমার সকল সুযোগ-সুবিধা ছিনিয়ে নিবে, ফলে আমি বিপদগ্রস্ত হয়ে পড়ব। উল্লিখিত আয়াত আবুল হারেছার সেই ভ্রান্ত-বিশ্বাসের প্রতিবাদে অবতীর্ণ হয়. এবং দুনিয়ার এ সমস্ত বস্তু পরকালীন সম্পদের তুলনায় তুচ্ছ বলে ঘোষণা করা হয়।

অথবা মহানবী ﷺ বদর প্রান্তরে কুরাইশদেরকে পরাজিত করে মদিনায় এসে ইহুদিদেরকে "কাইনুকার" বাজারে সমবেত করে ইসলাম গ্রহণের জন্য দাওয়াত প্রদান করেন। কিন্তু তারা ইসলাম গ্রহণ না করে তাদের অর্থ সম্পদ, শক্তি-সামর্থ্য ও অস্ত্র শস্ত্রের বিপুলতার কারণে অহঙ্কার করতে থাকে। ফলে আল্লাহ তা'আলা উক্ত আয়াত নাজিল করে বলেন যে, এসবই ক্ষণস্থায়ী; বরং পরকালের বিষয়াবলিই চিরস্থায়ী ও সর্বোত্তম।

কেন ধন-সম্পদ ও সন্তান-সন্ততিকে খাস করা হয়েছে? এই পার্থিব জীবনে বিপদে-আপদে ধন-সম্পদ, ছেলে-মেয়ে মানুষের একেবারে নিকটতম সাহায্যকারী এগুলোই সুখ-শান্তির উপকরণ এদের উপর নির্ভর করে একজন মানুষ বেড়ে উঠে। কিন্তু পরকালীন জীবনে এগুলো কোনোই উপকারে আসবে না। মুমিনদের দান-খয়রাত ও নেক সন্তানের দোয়ায় সে মুক্তি পেতে পারে, কিন্তু কাফেরের সে রূপ কোনো সুযোগ নেই।

ফেরাউনের ঘটনা : তৎকালীন যুগে মিশরের রাজাদের উপাধি ছিল ফেরাউন. যেমনি হাবশার রাষ্ট্র প্রধানকে বলা হতো নাজ্জাশী. পারস্যে কায়সার এবং রোমে কেসরা তবে এই فِرْعَوْنُ দ্বারা উদ্দেশ্য হলো হযরত মূসা (আ.)-এর যুগের ফেরাউন তার নাম হলো أَبُو الْعَبَّاسِ وَلِيدُ بْنُ مُصْعَبٍ আবুল আব্বাস ওয়ালীদ ইবনে মাস'আব। সে প্রথম জীবনে মিশরের গোরস্থানের দারোগা ছিল এরপর মিশরের বাদশাহ রাইয়ান ইবনে ওলীদের মৃত্যুর পর সিংহাসনে অধিষ্ঠিত হয়ে যাবতীয় কুকর্মে লিপ্ত হয়

https://e-ilm.weebly.com/

কারো কারো মতে সে হযরত ইউসুফ (আ.)-এর উপর ঈমান আনয়ন করেছিল। তাঁর মৃত্যুর পর পুনরায় বে-ঈমান হয়ে যায়। এই পিশাচ চারশত বৎসর হায়াত পেয়েছিল। এক পর্যায়ে সে ঘোষণা করে বসে যে, أَنَا رَبُّكُمُ الْأَعْلَىٰ অর্থাৎ আমি তোমাদের বড় প্রতিপালক। এই ঘোষণায় বনী ইসরাঈল ছাড়া সকলে তাকে সেজদা করল। সর্ব প্রথম তার মন্ত্রী 'হামান' সেজদা করল। যারা তাকে খোদা মানতো না তাদের উপর কঠিন নির্যাতন চালানো হতো।

অবশেষে মহান আল্লাহ দয়াপরবশ হয়ে বনী ইসরাঈলকে রক্ষা কল্পে হযরত মূসা (আ.)-কে প্রেরণ করলেন। হযরত মূসা (আ.) আল্লাহর কুদরতে তাঁর গৃহেই লালিত-পালিত হন । নবুয়ত প্রাপ্ত হওয়ার পর আল্লাহর নির্দেশে হযরত মূসা (আ.) তাকে দীনের দাওয়াত প্রদান করেন, সে তা ঘৃণা ভরে প্রত্যাখ্যান করে পুনরায় পুরো উদ্যমে বনী ইসরাঈলদের উপর নির্যাতন চালায়। অবশেষে মহান আল্লাহ তা'আলা তার দলবলসহ তাকে নীল দরিয়াতে ডুবিয়ে হত্যা করেন। বর্তমানে তার মরদেহ মিশরের পিরামিডে সংরক্ষিত আছে। আর কিয়ামত পর্যন্ত মানুষের শিক্ষার জন্য আল্লাহ তার লাশ অক্ষত রাখবেন।

وَالَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِهِمْ-এর দ্বারা কাদেরকে বুঝানো হয়েছে : এ বিষয়ে কতগুলো মতামত পাওয়া যায়–

১. এর দ্বারা قَوْمُ عَادٍ কে বুঝানো হয়েছে। নবীর সাথে বেয়াদবির কারণে ও আল্লাহর আয়াতকে মিথ্যা সাব্যস্ত করার ফলে প্রবল বাতাস দ্বারা তাদেরকে ধ্বংস করা হয়।

২. অথবা হযরত নূহ (আ.)-এর قَوْم কে বুঝানো হয়েছে। তাদরেকে বন্যা দ্বারা নিশ্চিহ্ন করা হয়।

৩. অথবা قَوْمُ ثَمُوْدَ 'ছামূদ জাতি' উদ্দেশ্য, আল্লাহর আদেশ উপেক্ষা ও হযরত সালেহ (আ.)-এর উটনীকে কতল করার কারণে তাদেরকে ধ্বংস করে দেওয়া হয়।

৪. অথবা এখানে এর দ্বারা নমরূদ ও তার দলবলকে বুঝানো হয়েছে সেও ফেরাউনের ন্যায় খোদায়ী দাবি করেছিল। অবশেষে আল্লাহ তাকে তার সৈন্য-সামন্তসহ মশা দ্বারা ধ্বংস করে দেন।

তবে অধিকাংশ ওলামার মতে وَالَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِهِمْ দ্বারা সাধারণভাবে ফেরাউনের পূর্ববর্তী সকল কাফেরদেরকেই বুঝানো হয়েছে। প্রত্যেকেই নাফরমানির কারণে ধ্বংস প্রাপ্ত হয়েছিল।

الَّذِيْنَ كَفَرُوْا দ্বারা কারা উদ্দেশ্য:

১. কাশশাফ গ্রন্থকারের মতে এর দ্বারা উদ্দেশ্য হলো মদিনার ইহুদি সম্প্রদায় বনূ কুরাইজা ও বনূ নযীর। হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) হতে এরূপই বর্ণিত আছে।

২. কিছু সংখ্যকের মতে আরবের কয়েকটি মুশরিক সম্প্রদায় উদ্দেশ্য।

৩. কারো কারো মতে আরবের সব মুশরিক সম্প্রদায় উদ্দেশ্য।

دَأْبٌ দ্বারা কি উদ্দেশ্য : دَأْبٌ শব্দটি মাসদার এর কয়টি অর্থ আছে–

১. دَأْبٌ অর্থ– جُهْدٌ বা চেষ্টা-সাধনা, যেমন আরবরা বলে دَأَبَ فِى الْعَمَلِ إِذَا لَوَّحَ فِيْهِ সে কর্মে লিপ্ত হয়েছে। যখন সে তাতে চেষ্টা করে। –[কাশশাফ]

২. دَأْبٌ অর্থ কখনো ظُلْمٌ-এর অর্থে আসে যেমন বলা হয় إِنَّكَ لَتَظْلِمُ النَّاسَ كَدَأْبِ أَبِيْكَ অর্থাৎ كَظُلْمِ أَبِيْكَ তোমার পিতার জুলুমের ন্যায় মানুষের উপর জুলুম করছ।

৩. কখনো مَحْرُوْمٌ বা বঞ্চিতের অর্থে আসে যেমন বলা হয়– إِنَّ فُلَانًا مَحَارِمُ كَدَأْبِ أَبِيْهِ তথা অমুক ব্যক্তি তার পিতার ন্যায় বঞ্চিত হয়েছে অর্থাৎ كَمَا حُرِمَ أَبُوْهُ

৪. دَأْبٌ অর্থ اَلْعَادَةُ বা অভ্যাস বা স্বভাব আর আয়াতে এ অর্থটিই উদ্দেশ্য।

قوله قَدْ كَانَ لَكُمْ آيَةٌ فِىْ فِئَتَيْنِ : এ স্থানে ইসলামের প্রথম যুদ্ধ বদরের দিকেই ইঙ্গিত করা হয়েছে।

https://e-ilm.weebly.com/

বদরের সংক্ষিপ্ত বর্ণনা : কুরাইশদের অত্যাচারে অতিষ্ট হয়ে মহানবী ﷺ মদিনায় এসেও শান্তিতে থাকতে পারলেন না। মহানবী ﷺ-এর মদিনায় ক্রম উন্নতি দেখে, কুরাইশরা মুসলমানদের সমূলে ধ্বংস করার জন্য হিজরির ২য় সনে ১০০০ (এক হাজার) সৈন্যের এক বিরাট বাহিনী ও বিরাট সমর সজ্জা নিয়ে মদিনাভিমুখে রওয়ানা দেয়। মহানবী ﷺ এই সংবাদ শুনে ৩১৩ জনের একদল ভক্ত অনুচর ও স্বল্প পরিমাণ যুদ্ধাস্ত্র নিয়ে 'বদর' নামক স্থানে তাদের গতিরোধ করে দাঁড়ান। ২য় হিজরির ১৭ই রমজান মঙ্গলবার দিন উভয়ের মাঝে যুদ্ধের দামামা বেজে উঠে। আল্লাহর ইচ্ছায় ও তাঁর অনুগ্রহে মুসলমানরা বিজয় লাভ করে। কুরাইশরা যুদ্ধক্ষেত্রে ২৪ জন নেতাসহ ৭০ জনের লাশ ফেলে পালিয়ে যায়। আরো ৭০ জন বন্দীও হয়। মুসলমানদের ৬ জন মুহাজির ও ৮ জন আনসার শাহাদাত বরণ করেন।

قوله سَتُغْلَبُونَ وَتُحْشَرُونَ -এর মর্মার্থ : এটি মদিনার ইহুদি সম্প্রদায়কে লক্ষ্য করে বলা হয়েছে কেননা বদরের ঘটনার পর রাসূল ﷺ তাদেরকে ঈমান আনয়ন করতে বললে তারা নিজেদেরকে অভিজ্ঞ যোদ্ধা হিসেবে প্রকাশ করে অবজ্ঞা ভরে তা প্রত্যাখ্যান করে। ফলে অচিরেই আল্লাহ তা'আলা তাদেরকে পরাজিত করেছেন। বনূ কোরাইযার পুরুষদেরকে কতল করা হয়েছে এবং নারী শিশুদেরকে দাস দাসীতে পরিণত করা হয়েছে। আর বনূ নযীরকে মদিনা হতে উচ্ছেদ করা হয়েছে।

قوله فِيْ فِئَتَيْنِ الْتَقَتَا : দ্বারা কোন ঘটনার দিকে ইশারা করা হয়েছে : فِئَتَيْنِ শব্দটি فِئَةٌ-এর দ্বিবচন, এর অর্থ হলো দু'দল। এই দু'দল দ্বারা উদ্দেশ্য হলো বদর প্রান্তরে যে দু'দলের লড়াই হয়েছিল তারা। এদের একপক্ষ হলো মুষ্টিমেয় ৩১৩ জন মুসলিম মুজাহিদ বাহিনী। তথা মহানবী ﷺ-এর সাহাবীগণ যাদের সম্বল ছিল ২টি উষ্ট্র ৮০ খানা তরবারি। ও অল্প কয়েক খানা বর্শা ও ছয়টি বর্ম।

আর অপর পক্ষ হলো মক্কার কুরাইশবৃন্দ। যাদের সৈন্য সংখ্যা প্রায় এক হাজার। অশ্বারোহী ছিল ১০০ জন উষ্ট্রারোহী ছিল ৭০০ জন। অস্ত্র-সস্ত্রে তারা ছিল সুসজ্জিত। এদের নেতৃত্বে ছিল আবূ জাহল, ওতবা, শায়বা, রাবিয়াসহ আরবের শ্রেষ্ঠ যোদ্ধাগণ।

قوله يَرَوْنَهُمْ مِّثْلَيْهِمْ -এর যমীরসমূহের প্রত্যাবর্তন স্থল ও তদানুযায়ী অর্থ : এ ব্যাপারে মুফাসসিরগণের কয়েকটি মতামত পাওয়া যায়।

১. يَرَوْنَ-এর যমীর মুশরিকদের প্রতি, هُمْ যমীরটি মুসলমানদের প্রতি। আর مِثْلَيْهِمْ-এর যমীরটি মুশরিকদের প্রতি প্রত্যাবর্তন করবে। তখন অর্থ হবে মুশরিকগণ মুসলমানদেরকে মুশরিকদের দ্বিগুণ দেখতে পেল।
২. يَرَوْنَ -এর যমীর মুসলমানদের প্রতি, هُمْ মুশরিকদের প্রতি আর مِثْلَيْهِمْ এর هُمْ মুসলমানদের প্রতি। অর্থাৎ, মুসলমানরা মুশরিকদেরকে মুসলমানদের দ্বিগুণ দেখতে পেয়েছে। -[কাশশাফ]
৩. يَرَوْنَ এর যমীর মুশরিকদের প্রতি هُمْ মুসলমানদের প্রতি আর مِثْلَيْهِمْ-এর যমীরে هُمْ মুসলমানদের প্রতি رَاجِعْ হয়েছে। অর্থাৎ মুশরিকরা মুসলমানদেরকে মুসলমানদের দ্বিগুণ দেখতে পেল।
৪. يَرَوْنَ -এর যমীর মুশরিকদের প্রতি, هُمْ যমীরটি ও মুশরিকদের প্রতি আর مِثْلَيْهِمْ-এর যমীর মুসলমানদের প্রতি প্র্যাতাবর্তন করবে। তখন অর্থ- মুশরিকরা নিজেদেরকে মুসলমানদের দ্বিগুণ দেখতে পেল।
৫. يَرَوْنَ -এর যমীর মুসলিমদের প্রতি আর هُمْ যমীরটিও মুসলমানদের প্রতি আর مِثْلَيْهِمْ এর যমীর মুশরিকদের প্রতি প্রত্যাবর্তন করবে। তখন অর্থ হবে মুসলমানগণ নিজেদেরকে মুশরিকদের দ্বিগুণ দেখতে পেল।
৬. অথবা সবগুলো যমীর মুসলমানদের প্রতি প্রত্যাবর্তন করবে। তখন অর্থ হবে মুসলমানগণ নিজেদেরকে নিজেদের দ্বিগুণ দেখতে পেল।
৭. অথবা সবগুলো যমীর মুশরিকদের দিকে প্রত্যাবর্তন করবে। তবে এই قَوْلْ টি অত্যন্ত দুর্বল।

قوله وَاللّٰهُ يُؤَيِّدُ بِنَصْرِهٖ مَنْ يَّشَاءُ : এর মর্মার্থ : অত্র আয়াতে মহান আল্লাহ তাঁর পক্ষ হতে সাহায্য সহযোগিতার কথা বলেছেন। যেরূপ তিনি বদর প্রান্তরে স্বল্প সংখ্যক মুসলমান হওয়া সত্ত্বেও বিরাট বাহিনীর উপর বিজয় প্রদান করেছেন। এমনকি শত্রুদের চোখে মুসলমানদেরকে বেশি দেখিয়েছেন। ফলে তারা ভীত হয়ে পড়েছে। এছাড়া তিনি সরাসরি ফেরেশতা দ্বারাও সহযোগিতা করেছেন। আর স্বল্প সংখ্যক হওয়া সত্ত্বেও মুসলমানদের মনোবল অত্যন্ত দৃঢ় রেখেছেন। এ সবই نَصْرٌ বা সাহায্য।

https://e-ilm.weebly.com/

সাতটি বিষয়কে ভালোবাসার বস্তু হিসেবে উল্লেখ করার কারণ

১. النِّسَاءِ **স্ত্রীগণ :** প্রেম ভালোবাসা মানুষের সহজাত প্রকৃতি। স্ত্রীগণই ভালোবাসার অন্যতম বস্তু, দৈহিক শান্তি ও [আত্মিক] মানসকি তৃপ্তি এদের মাধ্যমেই অর্জিত হয়। تَوَالُدٌ ও تَنَاسُلٌ তথা বংশ বিস্তার রমণীগণ দ্বারাই হয়।

২. وَالْبَنِيْنَ **সন্তান-সন্ততি :** একজন মানুষ পৃথিবীতে প্রতিষ্ঠিত হওয়ার অন্যতম মাধ্যম সন্তান-সন্ততি, এছাড়াও بَقَاءُ التَّنَاسُلِ তথা বংশ অবশিষ্ট থাকা সন্তান দ্বারাই হয়।

৩-৪. الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ **স্বর্ণ ও রৌপ্য :** পৃথিবীর যাবতীয় বস্তুর মূল হলো স্বর্ণ, রৌপ্য। এর দ্বারাই মানুষ সুখে স্বাচ্ছন্দে পৃথিবীতে জীবন যাপন করে। অর্থকড়ি ছাড়া মানব জীবন মূল্যহীন।

৫. وَالْخَيْلِ الْمُسَوَّمَةِ **চিহ্নযুক্ত ঘোড়া :** অশ্ব মানুষের গর্বের প্রাণী, যুদ্ধে অন্যতম বাহন হিসেবে ঘোড়া পরিগণিত হয়। এছাড়া এর অনেকগুলো গুণের কারণেও মানুষ তাকে ভালোবেসে থাকে।

৬. وَالْأَنْعَامِ **চতুষ্পদ জন্তু :** যেমন গরু, ছাগল, উট, দুম্বা ইত্যাদি এগুলো অর্থ-সম্পদের অন্যতম উপকরণ। অধিক জন্তু গর্বেরও কারণ, এগুলোর মধ্যে বরকত অনেক বেশি বলেও মানুষ তা পছন্দ করে।

৭. وَالْحَرْثِ **শষ্য ক্ষেত্র :** খাদ্য খেয়ে মানুষ জীবন ধারণ করে, আর তাদের যাবতীয় খাদ্য এই ক্ষেত খামার হতেই উৎপাদিত হয়।

مَنِ الْمُزَيِّنُ সুসজ্জিত কারী কে?

এই বস্তুগুলোকে কে আকর্ষণীয় করে তুলেছেন? এই ক্ষেত খামার হতেই উৎপাদিত হয়।

১. এই সাতটি বস্তুর লোভনীয়কারী হলেন আল্লাহ তা'আলা যেমন ইরশাদ হয়েছে– إِنَّا جَعَلْنَا مَا عَلَى الْأَرْضِ زِيْنَةً لَهَا لِنَبْلُوَهُمْ أَيُّهُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا . এছাড়া মুজাহিদের কেরাতে প্রমাণিত আছে তিনি পড়েছেন زَيَّنَ لِلنَّاسِ কে مَعْرُوْفٌ করে। এটি অধিকাংশ ওলামার অভিমত।

২. হাসান বসরীসহ কিছু সংখ্যক মুফাসসিরীনের মতে সুসজ্জিত বা লোভনীয়কারী হলো শয়তান। যেমন ইরশাদ হয়েছে– وَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ فَصَدَّهُمْ عَنِ السَّبِيْلِ

এখন উভয় কথার মধ্যে এভাবে সমাধান দেওয়া যায় যে, প্রকৃত مُزَيِّنْ হলো আল্লাহ তা'আলা তিনি বান্দাদের পরীক্ষার জন্য এরূপ করেছেন যা আয়াত দ্বারা বুঝা যায়।

আর শয়তান যেটা লোভনীয় করে তা শরিয়তের দৃষ্টিতে মন্দ বা সীমাতিরিক্ত কিংবা যা শরিয়ত অনুমোদন দেয় না। কেননা শরিয়ত অনুমোদিত বিষয়কে সুশোভিত করা মন্দ নয়; বরং এতে অনেক উপকার ও নিহিত আছে। –[মা'আরেফুল কুরআন]

قَنَاطِيْرُ এর পরিমাণ : قَنَاطِيْر শব্দটি বহুবচন। এর একবচন হলো قِنْطَارٌ শাব্দিক অর্থ হলো اَلْمَالُ الْكَثِيْرُ অধিক সম্পদ। তবে এর পরিমাণ নিয়ে আলেমদের মাঝে মতান্তর পরিলক্ষিত হয়।

১. হযরত সায়ীদ ইবনে যুবায়ের হতে বর্ণিত مِائَةُ أَلْفِ دِيْنَارٍ একশত হাজার দিনার। وَلَقَدْ جَاءَ الْإِسْلَامُ يَوْمَ جَاءَ بِمَكَّةَ مِائَةُ رَجُلٍ قَدْ قَنْطَرُوْا [কাশশাফ]

২. কিছু সংখ্যকের মতে ষাড়ের চামড়া পূর্ণ সম্পদ। –[কাশশাফ]

৩. হযরত আবূ হুরায়রা (রা.) হতে বর্ণিত কেনতারের পরিমাণ ১২ হাজার আওকিয়া।

৪. হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) হতে বর্ণিত– বার হাজার দিনার যা বারো হাজার দিরহাম।

৫. হযরত আনাস (রা.)-এর বর্ণনায় এক হাজার দিনার।

৬. হযরত আবূ ওবায়দা (রা.)-এর মতে অজস্র ধন-সম্পদই হলো কিনতার।

মোটকথা, قِنْطَارٌ বলতে প্রচুর পরিমাণের ধন-সম্পদকে বুঝানো হয়েছে।

https://e-ilm.weebly.com/

مُسَوَّمَةُ এর অর্থ : مُسَوَّمَةُ শব্দটি اسم مفعول -এর সীগাহ, অর্থ চিহ্ন বা দাগ। তাই কাশশাফ গ্রন্থকার তিনটি অর্থ বলেছেন।

১. اَلْمُعَلَّمَةُ مِنَ الْمُسَوَّمَةِ : অর্থ সুন্দর আকৃতি বিশিষ্ট।

২. اَلْمُطَهَّمَةُ : সৃষ্টিগত দিক থেকে পরিপূর্ণ তথা তাতে কোনোরূপ অপূর্ণতা নেই।

৩. اَلْمَرْعِيَّةُ : اَلرَّاعِيَةُ فِىْ مَرْعَاهَا অর্থাৎ বিচরণশীল যা তার বিচরণ ক্ষেত্রে চড়ে বেড়ায়।

শব্দ বিশ্লেষণ

دَأْبِ : শব্দটি একবচন, এর বহুবচন আসে না। অর্থ- অভ্যাস, অবস্থা।

سَتُغْلَبُوْنَ : সীগাহ جمع مذكر حاضر বহছ مضارع مجهول বাব ضَرَبَ মাসদার اَلتَّغْلُبُ মূলবর্ণ (غ . ل . ب) জিনসে صحيح অর্থ- তোমরা পরাজিত হবে।

تُحْشَرُوْنَ : সীগাহ جمع مذكر حاضر বহছ مضارع مجهول বাব نَصَر মাসদার اَلْحَشْرُ মূলবর্ণ (ح . ش . ر) জিনস صحيح অর্থ- তোমাদেরকে একত্রিত করা হবে।

الْمِهَادُ : শব্দটি একবচন, বহুবচন امهدة অর্থ- ঠিকানা

الْتَقَتَا : সীগাহ تثنية مؤنث غائب বহছ ماضى معروف বাব اِفْتِعَالٌ মাসদার اَلْاِلْتِقَاءُ মূলবর্ণ- (ل . ق . ى) জিনস ناقص يائى অর্থ- তারা দুজন প্রতিদ্বন্দ্বী হলো।

يَرَوْنَ : সীগাহ جمع مذكر غائب বহছ مضارع معروف বাব فَتَحَ মাসদার اَلرُّؤْيَةُ মূলবর্ণ (ر . أ . ى) জিনস মুরাক্কাব مهموز عين ও ناقص يائى অর্থ- তারা দেখে।

يُؤَيِّدُ : সীগাহ واحد مذكر غائب বহছ مضارع معروف বাব تَفْعِيْل মাসদার اَلتَّاْيِيْدُ মূলবর্ণ- (أ . ى . د) জিনস মুরাক্কাব, مهموز فاء ও اجوف يائى অর্থ- তিনি শক্তিশালী করেন।

عِبْرَةً : শব্দটি একবচন, বহুবচন عبر অর্থ- উপদেশ।

زُيِّنَ : সীগাহ واحد مذكر غائب বহছ ماضى مجهول বাব تَفْعِيْل মাসদার اَلتَّزْيِيْنُ মূলবর্ণ (ز . ى . ن) জিনস اجوف يائى অর্থ- সুশোভিত করা হয়েছে।

الشَّهَوَاتِ : শব্দটি বহুবচন, একবচন شهوة অর্থ- আকর্ষণীয় বস্তু, পছন্দনীয় জিনিস।

اُنَبِّئُ : সীগাহ واحد متكلم বহছ مضارع معروف বাব تَفْعِيْل মাসদার اَلتَّنْبِيْئُ মূলবর্ণ (ن . ب . ء) জিনস مهموز لام অর্থ- আমি সংবাদ দিব।

বাক্য বিশ্লেষণ

قوله رَبَّنَآ اِنَّكَ جَامِعُ النَّاسِ لِيَوْمٍ لَّا رَيْبَ فِيْهِ : এখানে رَبَّنَا টি مضاف ও مضاف اليه মিলে مبتدأ আর اِنَّ হরফে মুশাব্বাহ বিল ফে'ল আর كَ টি اسم ان এবং جَامِعُ শিবহে ফে'ল আর النَّاسِ টি مفعول এবং لِ টি حرف جار আর يَوْمٍ মাওসূফ رَيْبَ টি اسم لا আর فِيْهِ টি উহ্য موجود -এর সাথে মিলে خبر لا হয়েছে। এবার اسم لا ও خبر لا মিলে يوم -এর সিফাত হয়েছে। موصوف ও صفت মিলে مجرور এরপর جار ও مجرور মিলে متعلق হয়েছে جَامِعُ এর সাথে, جَامِعُ তার مفعول ও متعلق নিয়ে ان -এর خبر হয়েছে। এবার اسم ان ও خبر ان মিলে جملة اسمية হয়ে رَبَّنَا এর خبر হয়েছে। এখন مبتدأ ও خبر মিলে جملة اسمية।

https://e-ilm.weebly.com/

قوله وَاللّٰهُ شَدِيْدُ الْعِقَابِ : এখানে اَللّٰهُ শব্দটি মুবতাদা شَدِيْدُ মুযাফ اَلْعِقَابِ মুযাফ ইলাইহি, مضاف ও مضاف اليه মিলে খবর মুবতাদা ও خبر মিলে جملة اسمية হয়েছে।

قوله قَدْ كَانَ لَكُمْ اٰيَةٌ فِيْ فِئَتَيْنِ الْتَقَتَا : এখানে كَانَ টি فعل ناقص আর لَكُمْ টি শিবহে ফে'লের সাথে متعلق হয়েছে। এবার اَلْتَقَتَا ফে'ল জুমলা হয়ে خبر مقدم হয়েছে। اٰيَةٌ মাওসূফ فِىْ হরফে জার فِئَتَيْنِ মাওসূফ شبه فعل জুমলা হয়ে সিফাত। موصوف ও صفت মিলে مجرور হয়েছে فى এর সাথে, فى উহ্য ফে'লের সাথে متعلق হয়ে জুমলা হয়ে صفت এর ایة হয়েছে। صفت- এর সাথে মিলে ایة তার خبر كان হয়েছে। اسم كان ও خبر كان মিলে جملة اسمية হয়েছে।

قوله يَرَوْنَهُمْ مِثْلَيْهِمْ رَأْيَ الْعَيْنِ : এখানে يَرَوْنَ ফে'ল যমীর فاعل এর- هم টি মাফউল, مِثْلَىْ মুযাফ هِمْ মুযাফ ইলাইহি مضاف ও مضاف اليه মিলে يَرَوْنَ উভয়টি মিলে مفعول به হলো। رَأْىَ মুযাফ اَلْعَيْنِ মুযাফ ইলাইহি, مضاف ও مضاف اليه মিলে مفعول مطلق হয়েছে। يَرَوْنَ ফে'ল فاعل ও তিন مفعول মিলে جملة فعلية হয়েছে।

قوله وَاللّٰهُ يُؤَيِّدُ بِنَصْرِهٖ مَنْ يَّشَآءُ : এখানে اَللّٰهُ শব্দটি মুবতাদা يُؤَيِّدُ ফে'ল যমীরে هُوَ ফা'য়েল باء হরফে জার نَصْرِ মুযাফ ه মুযাফ ইলাইহি, مضاف ও مضاف اليه মিলে مجرور হলো। جار ও مجرور মিলে متعلق হয়েছে يؤيد ফে'লের সাথে, এরপর مَنْ টি موصول এবং يَشَآءُ ফে'ল যমীরে هُوَ ফা'য়েল فعل ও فاعل মিলে جملة হয়ে صلة এর مَنْ এবার موصول ও صلة মিলে مفعول به হলো। يُؤَيِّدُ ফে'ল তার فاعل. مفعول ও متعلق মিলে جملة فعلية হয়ে خبر হয়েছে। مبتدأ ও خبر মিলে جملة اسمية হয়েছে।

قوله اِنَّ فِيْ ذٰلِكَ لَعِبْرَةً لِّاُولِى الْاَبْصَارِ : এখানে اِنَّ হরফে মুশাববাহ বিল ফে'ল فِىْ ذٰلِكَ উহ্য ফে'লের সাথে মিলে خبر مقدم হলো। لَ তাকিদ عِبْرَةً মাওসূফ لِ হরফে জার اُولِى মুযাফ اَلْاَبْصَارِ মুযাফ ইলাইহি مضاف ও مضاف اليه মিলে মাজরূর جار ও مجرور মিলে উহ্য শিবহে ফে'লের সাথে মিলে جملة হয়ে صفة হলো عبرة মাওসুফও তার সিফাত মিলে اسم اِنَّ مؤخر অবশেষে اسم اِنَّ ও خبر اِنَّ মিলে جملة غير মুবতাদা اسمية হয়েছে।

https://e-ilm.weebly.com/

অনুবাদ : (১৬) [তারা] এরূপ লোক যারা বলে, হে আমাদের প্রতিপালক! আমরা ঈমান এনেছি, সুতরাং আমাদের গুনাহসমূহ মাফ করে দিন এবং আমাদেরকে দোজখের আজাব হতে বাঁচিয়ে নিন।	اَلَّذِيْنَ يَقُوْلُوْنَ رَبَّنَآ اِنَّنَآ اٰمَنَّا فَاغْفِرْ لَنَا ذُنُوْبَنَا وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ ﴿١٦﴾
(১৭) [তারা] সহিষ্ণু এবং সত্যপরায়ণ এবং বিনয়ী এবং দানশীল এবং শেষ রাত্রে পাপ মোচনের প্রার্থনাকারী।	اَلصّٰبِرِيْنَ وَالصّٰدِقِيْنَ وَالْقٰنِتِيْنَ وَالْمُنْفِقِيْنَ وَالْمُسْتَغْفِرِيْنَ بِالْاَسْحَارِ ﴿١٧﴾
(১৮) সাক্ষ্য প্রদান করেছেন আল্লাহ তা'আলা এর যে, ঐ [পাক] সত্তা ভিন্ন অন্য কেউই মাবূদ হওয়ার যোগ্য নয়, আর ফেরেশতারাও এবং জ্ঞানবানগণও আর মাবূদও এরূপ যে, ন্যায়ের সাথে শৃঙ্খলা রক্ষাকারী, তিনি ভিন্ন কেউই মাবূদ হওয়ার যোগ্য নয়, তিনি পরাক্রমশালী– মহাজ্ঞানী।	شَهِدَ اللّٰهُ اَنَّهٗ لَآ اِلٰهَ اِلَّا هُوَ وَالْمَلٰٓئِكَةُ وَاُولُوا الْعِلْمِ قَآئِمًا بِالْقِسْطِ ؕ لَآ اِلٰهَ اِلَّا هُوَ الْعَزِيْزُ الْحَكِيْمُ ؕ ﴿١٨﴾
(১৯) নিঃসন্দেহে, ধর্ম [সত্য ও মনোনীত] আল্লাহর নিকট শুধু ইসলামই। আর আহলে কিতাবরা [ইসলাম সম্বন্ধে] যে মতভেদ করেছে তা এই অবস্থার পর যে, তাদের নিকট প্রমাণ পৌঁছেছিল [ইসলাম সম্বন্ধে সন্দেহবশত নয়; বরং] শুধু [মুসলমানদের প্রতি] পরস্পর জিদ ও হিংসাবশত আর যে ব্যক্তি আল্লাহর আহকামকে প্রত্যাখ্যান করবে, তবে নিশ্চয় আল্লাহ তা'আলা অতি সত্বর তার হিসাব গ্রহণকারী।	اِنَّ الدِّيْنَ عِنْدَ اللّٰهِ الْاِسْلَامُ ۟ وَمَا اخْتَلَفَ الَّذِيْنَ اُوْتُوا الْكِتٰبَ اِلَّا مِنْۢ بَعْدِ مَا جَآءَهُمُ الْعِلْمُ بَغْيًاۢ بَيْنَهُمْ ؕ وَمَنْ يَّكْفُرْ بِاٰيٰتِ اللّٰهِ فَاِنَّ اللّٰهَ سَرِيْعُ الْحِسَابِ ﴿١٩﴾

শাব্দিক অনুবাদ

(১৬) اَلَّذِيْنَ يَقُوْلُوْنَ এরূপ লোক যারা বলে رَبَّنَآ হে আমাদের প্রতিপালক! اِنَّنَآ اٰمَنَّا আমরা ঈমান এনেছি فَاغْفِرْ لَنَا ذُنُوْبَنَا সুতরাং আমাদের গুনাহসমূহ মাফ করে দিন وَقِنَا এবং আমাদেরকে বাঁচিয়ে নিন عَذَابَ النَّارِ দোজখের আজাব হতে।

(১৭) اَلصّٰبِرِيْنَ [তারা] সহিষ্ণু وَالصّٰدِقِيْنَ এবং সত্যপরায়ণ وَالْقٰنِتِيْنَ এবং বিনয়ী وَالْمُنْفِقِيْنَ এবং দানশীল وَالْمُسْتَغْفِرِيْنَ بِالْاَسْحَارِ এবং শেষ রাত্রে পাপ মোচনের প্রার্থনাকারী।

(১৮) شَهِدَ اللّٰهُ اَنَّهٗ সাক্ষ্য প্রদান করেছেন আল্লাহ তা'আলা এর যে لَآ اِلٰهَ اِلَّا هُوَ ঐ সত্তা ভিন্ন অন্য কেউই মাবূদ হওয়ার যোগ্য নয়; وَالْمَلٰٓئِكَةُ আর ফেরেশতারাও وَاُولُوا الْعِلْمِ এবং জ্ঞানবানগণও قَآئِمًا بِالْقِسْطِ আর মাবূদও এরূপ যে, ন্যায়ের সাথে শৃঙ্খলা রক্ষাকারী لَآ اِلٰهَ اِلَّا هُوَ তিনি ভিন্ন কেউই মাবূদ হওয়ার যোগ্য নয় الْعَزِيْزُ الْحَكِيْمُ তিনি পরাক্রমশালী– মহাজ্ঞানী।

(১৯) اِنَّ الدِّيْنَ নিঃসন্দেহে, ধর্ম عِنْدَ اللّٰهِ الْاِسْلَامُ আল্লাহর নিকট শুধু ইসলামই وَمَا اخْتَلَفَ الَّذِيْنَ اُوْتُوا الْكِتٰبَ আর আহলে কিতাবরা যে মতভেদ করেছে اِلَّا مِنْۢ بَعْدِ مَا جَآءَهُمُ الْعِلْمُ তা এই অবস্থার পর যে, তাদের নিকট প্রমাণ পৌঁছেছিল بَغْيًاۢ بَيْنَهُمْ শুধু পরস্পর জিদ ও হিংসা বশত وَمَنْ يَّكْفُرْ بِاٰيٰتِ اللّٰهِ আর যে ব্যক্তি আল্লাহর আহকামকে প্রত্যাখ্যান করবে فَاِنَّ اللّٰهَ سَرِيْعُ الْحِسَابِ তবে নিশ্চয় আল্লাহ তা'আলা অতি সত্বর তার হিসাব গ্রহণকারী।

https://e-ilm.weebly.com/

فَاِنْ حَآجُّوْكَ فَقُلْ اَسْلَمْتُ وَجْهِىَ لِلّٰهِ وَمَنِ اتَّبَعَنِ ؕ وَقُلْ لِّلَّذِيْنَ اُوْتُوا الْكِتٰبَ وَالْاُمِّيّٖنَ ءَاَسْلَمْتُمْ ؕ فَاِنْ اَسْلَمُوْا فَقَدِ اهْتَدَوْا ۚ وَاِنْ تَوَلَّوْا فَاِنَّمَا عَلَيْكَ الْبَلٰغُ ؕ وَاللّٰهُ بَصِيْرٌۢ بِالْعِبَادِ ﴿۲۰﴾

(২০) এরপরও যদি তারা আপনার সাথে বিতর্ক করে, তবে আপনি বলে দিন, আমি তো আমার চেহারা একমাত্র আল্লাহর দিকে রুজু করেছি, আর আমার অনুগামীরাও, আর বলুন, আহলে কিতাবকে এবং [মুশরিক] আরবদেরকে, তোমরাও কি ইসলাম গ্রহণ করতেছ? অতঃপর যদি তারা ইসলাম গ্রহণ করে, তবে তারাও পথে এসে যাবে, আর যদি তারা বিমুখই থাকে, তবে আপনার দায়িত্ব শুধু [আল্লাহর আহকাম] পৌছে দেওয়া মাত্র, আর আল্লাহ স্বয়ং দেখে নিবেন বান্দাদেরকে।

اِنَّ الَّذِيْنَ يَكْفُرُوْنَ بِاٰيٰتِ اللّٰهِ وَيَقْتُلُوْنَ النَّبِيّٖنَ بِغَيْرِ حَقٍّ ۙ وَّيَقْتُلُوْنَ الَّذِيْنَ يَاْمُرُوْنَ بِالْقِسْطِ مِنَ النَّاسِ ۙ فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ اَلِيْمٍ ﴿۲۱﴾

(২১) নিশ্চয়, যারা অমান্য করে আল্লাহর আয়াতসমূহকে এবং অন্যায়ভাবে পয়গম্বরগণকে হত্যা করে এবং হত্যা করে এমন লোকদেরকে যারা ন্যায়পরায়ণতা শিক্ষা দেয়, সুতরাং এরূপ লোকদেরকে সংবাদ শুনিয়ে দিন এক যন্ত্রণাময় শাস্তির।

اُولٰٓئِكَ الَّذِيْنَ حَبِطَتْ اَعْمَالُهُمْ فِى الدُّنْيَا وَالْاٰخِرَةِ ؗ وَمَا لَهُمْ مِّنْ نّٰصِرِيْنَ ﴿۲۲﴾

(২২) তারা ঐ সকল লোক, যাদের যাবতীয় আমল বিনষ্ট হয়ে গেছে, ইহলোক ও পরলোকে, আর তাদের কোনো সাহায্যকারী হবে না।

শাব্দিক অনুবাদ

(২০) فَاِنْ حَآجُّوْكَ এরপরও যদি তারা আপনার সাথে বিতর্ক করে فَقُلْ তবে আপনি বলে দিন اَسْلَمْتُ وَجْهِىَ لِلّٰهِ আমি তো আমার চেহারা একমাত্র আল্লাহর দিকে রুজু করেছি وَمَنِ اتَّبَعَنِ আর আমার অনুগামীরাও وَقُلْ আর বলুন لِّلَّذِيْنَ اُوْتُوا الْكِتٰبَ আহলে কিতাবকে وَالْاُمِّيّٖنَ এবং [মুশরিক] আরবদেরকে ءَاَسْلَمْتُمْ তোমরাও কি ইসলাম গ্রহণ করতেছ? فَاِنْ اَسْلَمُوْا অতঃপর যদি তারা ইসলাম গ্রহণ করে فَقَدِ اهْتَدَوْا তবে তারাও পথে এসে যাবে। وَاِنْ تَوَلَّوْا আর যদি তারা বিমুখই থাকে فَاِنَّمَا عَلَيْكَ الْبَلٰغُ তবে আপনার দায়িত্ব শুধু [আল্লাহর আহকাম] পৌছে দেওয়া মাত্র وَاللّٰهُ بَصِيْرٌۢ بِالْعِبَادِ আর আল্লাহ স্বয়ং দেখে নিবেন বান্দাদেরকে।

(২১) اِنَّ الَّذِيْنَ يَكْفُرُوْنَ নিশ্চয় যারা অমান্য করে بِاٰيٰتِ اللّٰهِ আল্লাহর আয়াতসমূহকে وَيَقْتُلُوْنَ النَّبِيّٖنَ এবং পয়গম্বরগণকে হত্যা করে بِغَيْرِ حَقٍّ অন্যায়ভাবে وَّيَقْتُلُوْنَ الَّذِيْنَ يَاْمُرُوْنَ بِالْقِسْطِ مِنَ النَّاسِ এবং হত্যা করে এমন লোকদেরকে যারা ন্যায়পরায়ণতা শিক্ষা দেয় فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ اَلِيْمٍ সুতরাং এরূপ লোকদেরকে সংবাদ শুনিয়ে দিন এক যন্ত্রণাময় শাস্তির।

(২২) اُولٰٓئِكَ তারা ঐ সকল লোক الَّذِيْنَ حَبِطَتْ اَعْمَالُهُمْ যাদের যাবতীয় আমল বিনষ্ট হয়ে গেছে فِى الدُّنْيَا وَالْاٰخِرَةِ ইহলোক ও পরলোকে وَمَا لَهُمْ مِّنْ نّٰصِرِيْنَ আর তাদের কোনো সাহায্যকারী হবে না।

https://e-ilm.weebly.com/

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

(১৮) قوله شَهِدَ اللّٰهُ اَنَّهٗ لَاۤ اِلٰهَ اِلَّا هُوَ وَالْمَلٰٓئِكَةُ الخ **আয়াতের শানে নুযূল :** আল্লামা ইমাম বগভী (র.) বলেন, সিরিয়া থেকে দু'জন বিশিষ্ট ইহুদি পণ্ডিত একবার মদিনায় আগমন করেন। মদিনার আবাসিক এলাকা দেখে তারা মন্তব্য করেন যে, শেষ জমানার নবী যে রকম লোকালয়ে অবস্থান করবেন বলে তাওরাতে ভবিষ্যদ্বাণী রয়েছে এটা ঠিক সে রকম বলেই মনে হচ্ছে। এরপর তারা জানতে পারেন যে, এখানে একজন মহান ব্যক্তি আছেন যাকে সবাই নবী বলে আখ্যায়িত করেন। তারা হযরত নবী করীম ﷺ-এর দরবারে উপস্থিত হলেন। তার প্রতি দৃষ্টি পড়তেই তাওরাতে বর্ণিত আখেরী নবীর গুণাবলি তাদের সামনে ভেসে উঠে। তারা বললেন, আপনি কি মুহাম্মদ? তিনি বলেন, হ্যাঁ। তারা বলল, আপনি কি আহমদ? তিনি বললেন, হ্যাঁ। তারা আরো বলল, আমরা আপনাকে একটি প্রশ্ন করব। যদি আপনি সঠিক উত্তর দেন তবে আমরা আপনার প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করব। হযরত নবী করীম ﷺ বললেন, প্রশ্ন করুন। তারা বলল, আসমানি কিতাবসমূহের মধ্যে আল্লাহ তা'আলা সম্পর্কিত সর্ববৃহৎ সাক্ষ্য কোনটি? এ প্রশ্নের উত্তরেই আলোচ্য আয়াতটি অবতীর্ণ হয়। হযরত নবী করীম ﷺ আয়াতটি তেলাওয়াত করে তাদের শুনিয়ে দিলে তারা তৎক্ষণাৎ মুসলমান হয়ে যান। -[মা'আরিফুল কুরআন : ১৬৮]

(১৯) قوله اِنَّ الدِّيْنَ عِنْدَ اللّٰهِ الْاِسْلَامُ الخ **আয়াতের শানে নুযূল :** অত্র আয়াতটি ইহুদি ও নাসারাদের অসত্য দাবির প্রতিবাদে নাজিল হয়। ইহুদি সম্প্রদায় যখন দাবি করেছিল যে হযরত মূসা (আ.)-এর ধর্ম, তথা ইহুদি ধর্মই সর্বোৎকৃষ্ট ধর্ম এর উপরে কোনো ধর্ম নেই। এমনিভাবে খ্রিস্টানগণও দাবি করল যে, হযরত ঈসা (আ.)-এর ধর্মই সকল ধর্মের শ্রেষ্ঠ ধর্ম। এটা আল্লাহর মনোনীত, এর থেকে শ্রেষ্ঠ কোনো ধর্ম নেই। তখন মহান আল্লাহ তা'আলা তাদের অসত্যতা প্রতিপাদন করে ইসলামের সত্যতা ও গ্রহণ যোগ্যতার বর্ণনা দিয়ে উক্ত আয়াত নাজিল করেন। এমনিভাবে অন্য আয়াতে বলেছেন- وَمَنْ يَّبْتَغِ غَيْرَ الْاِسْلَامِ دِيْنًا فَلَنْ يُّقْبَلَ مِنْهُ অর্থাৎ যে ব্যক্তি ইসলাম ছাড়া অন্য কোনো ধর্মের অনুসরণ করবে তা তার থেকে কখনো গৃহীত হবে না। -[প্রান্তটীকা জালালাইন]

(২১) قوله اِنَّ الَّذِيْنَ يَكْفُرُوْنَ بِاٰيٰتِ اللّٰهِ وَيَقْتُلُوْنَ النَّبِيّٖنَ الخ **আয়াতের শানে নুযূল :** উল্লিখিত আয়াতদ্বয় ইহুদিদের চরম অপরাধ ও শাস্তির ব্যাপারে অবতীর্ণ হয়েছে। বিখ্যাত সাহাবী হযরত আবূ ওবায়দা ইবনুল জাররাহ (রা.) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন- আমি একদা রাসূল ﷺ-কে জিজ্ঞাসা করলাম, হে আল্লাহর রাসূল! কিয়ামতের দিন সবচাইতে কঠিন শাস্তি কাদের হবে? রাসূল ﷺ বললেন, যারা নবীদের কতল করে এবং যারা ভালো কাজের আদেশ প্রদান করে এবং মন্দকাজ হতে বাধা দান করে তাদেরকে হত্যা করে। এরপর রাসূল ﷺ এই আয়াত তেলাওয়াত করে দুঃখের সাথে বললেন, হে আবূ ওবায়দা! বনী ইসরাঈলগণ একদিন সকাল বেলায় ৪৩ জন নবীকে কতল করেছিল, এ কাজে ১৭০ কিংবা ১২০ জন আলেম মর্মাহত হয়ে তাদেরকে এই পাপকার্য হতে বিরত থাকার জন্য উপদেশ দেন। পাপিষ্ঠগণ সেদিন বিকাল বেলায় তাদেরকেও হত্যা করে দেয়। এমনকি এই গোষ্ঠী রাসূল ﷺ কে পর্যন্ত হত্যার ষড়যন্ত্র করেছিল। এই আয়াতে জালেমদের নির্মম হত্যাকাণ্ডের বর্ণনা ও এর পরিণতির বর্ণনা দেওয়া হয়েছে। -[কাশশাফ]

قوله رَبَّنَاۤ اِنَّنَاۤ اٰمَنَّا فَاغْفِرْ لَنَا ذُنُوْبَنَا الخ **এর মর্মার্থ :** এ স্থানে আল্লাহ তা'আলা মুত্তাকীদের প্রার্থনার কথা বলেছেন, যারা পূর্বোক্ত আসক্ত ৭টি বস্তু পরিত্যাগ করে, কিংবা সেগুলোকে আখেরাত লাভের মাধ্যম জানায়, তারা এটা করেই ক্ষান্ত হয় না; বরং সদা সর্বদা আল্লাহর নিকট বিনীত প্রার্থনাও করে তাদের পাপসমূহ মার্জনা করার জন্য। পরবর্তী আয়াতে আল্লাহ তাদের ছয়টি বিশেষ গুণের কথাও উল্লেখ করেছেন।

مَعْنَى الصَّبْرِ وَأَقْسَامُهٗ : صَبْر শব্দটি মাসদার, শাব্দিক অর্থ اَلْحَبْسُ বা আটকিয়ে রাখা।

শরিয়তের পরিভাষায় : সত্যের পথে অটল থাকার লক্ষ্যে সকল প্রকার অপছন্দনীয় কাজ হতে নিজেকে বিরত রাখা।

https://e-ilm.weebly.com/

https://e-ilm.weebly.com/

https://e-ilm.weebly.com/

شَرَعَ لَكُمْ مِنَ الدِّيْنِ مَا وَصّٰى بِهٖ نُوْحًا অর্থাৎ আল্লাহ তা'আলা তোমাদের জন্য সে দীনই প্রবর্তন করেছেন, যার নির্দেশ ইতঃপূর্বে নূহ ও অন্যান্য পয়গম্বরদেরকে দেওয়া হয়েছিল।

এতে বুঝা যায়, সব পয়গম্বরের দীনই এক ও অভিন্ন ছিল। অর্থাৎ আল্লাহর সত্তার যাবতীয় পরাকাষ্ঠার অধিকারী হওয়া এবং সমুদয় দোষ-ত্রুটি থেকে পবিত্র হওয়া এবং তাঁকে ছাড়া কেউ উপাসনার যোগ্য না হওয়ার প্রতি মনে প্রাণে বিশ্বাস স্থাপন করা ও মুখে স্বীকার করা। কিয়ামত দিবস, হিসাব-নিকাশ, পুরস্কার ও শাস্তিদান এবং জান্নাত ও দোজখের প্রতি অন্তরে বিশ্বাস স্থাপন করা, মুখে স্বীকার করা, আল্লাহর প্রেরিত নবী-রাসূল ও তাঁদের বিধানের প্রতিও তেমনিভাবে ঈমান আনা। 'ইসলাম' শব্দের প্রকৃত অর্থ আল্লাহর নিকট আত্মসমর্পণ করা এবং তাঁর অনুগত হওয়া। এ অর্থের দিক দিয়ে প্রত্যেক পয়গম্বরের আমলে যারা তাঁর প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করেছে এবং তাঁদের আনীত বিধি-বিধানের আনুগত্য করেছে, তারা সবাই মুসলমান ও মুসলিম নামে অভিহিত হওয়ার যোগ্য ছিল এবং তাদের ধর্মও ছিল ইসলাম। এ অর্থের দিকে লক্ষ্য করেই হযরত নূহ (আ.) বলেন وَأُمِرْتُ أَنْ أَكُوْنَ مِنَ الْمُسْلِمِيْنَ অর্থাৎ আমি 'মুসলিম' হওয়ার জন্য আদিষ্ট হয়েছি। -[সূরা ইউনুস] এ কারণেই হযরত ইবরাহীম (আ.) নিজেকে ও নিজ উম্মতকে 'উম্মতে মুসলিমা' বলেছিলেন : رَبَّنَا وَاجْعَلْنَا مُسْلِمَيْنِ لَكَ وَمِنْ ذُرِّيَّتِنَا أُمَّةً مُسْلِمَةً لَكَ

হযরত ঈসা (আ.)-এর সহচরগণ এ অর্থের প্রতি লক্ষ্য করেই সাক্ষ্য দিয়ে বলেছিল : وَاشْهَدْ بِأَنَّا مُسْلِمُوْنَ 'সাক্ষী থাকুন যে, আমরা মুসলিম'।

মোটকথা এই যে, প্রত্যেক পয়গম্বরের আমলে তাঁর আনীত দীনই ছিল দীনে ইসলাম এবং আল্লাহর কাছে গ্রহণযোগ্য। পরে এগুলো একের পর এক রহিত হয়েছে এবং পরিশেষে দীনে মুহাম্মদীই 'ইসলাম' নামে অভিহিত হয়েছে- যা কিয়ামত পর্যন্ত কায়েম থাকবে। যদি ইসলামের দ্বিতীয় অর্থ নেওয়া হয়, অর্থাৎ, মুহাম্মদ ﷺ -এর শিক্ষার সাথে সামঞ্জস্যশীল ইসলামই একমাত্র গ্রহণযোগ্য। পূর্ববর্তী দীনগুলোকেও তাদের সময়ে ইসলাম বলা হলেও এখন তা রহিত হয়ে গেছে। অতএব উভয় অবস্থাতে আয়াতের প্রকৃত অর্থ একই দাঁড়ায়।

তাই কুরআনের সম্বোধিত উম্মতের সামনে ইসলামের যে কোনো অর্থই নেওয়া হোক না কেন, সারমর্ম হবে এই যে, রাসূল ﷺ -এর আবির্ভাবের পর কুরআন ও তাঁর শিক্ষার সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ ধর্মই ইসলাম নামে অভিহিত হওয়ার যোগ্য এবং এ ধর্মই আল্লাহ তা'আলার কাছে গ্রহণযোগ্য অন্য কোনো ধর্ম নয়। এ বিষয়বস্তুটি কুরআনের অসংখ্য আয়াতে বিভিন্ন শিরোনামে বিধৃত হয়েছে।

ইসলামেই মুক্তি নিহিত : আজকাল ইসলামের উদারতার নামে কুফর ও ইসলামকে এক করার চেষ্টা করা হয় এবং বলা হয় যে, সৎকর্ম সম্পাদন করলে ও উত্তম চরিত্রের অধিকারী হলে যে কোনো ধর্মাবলম্বীই মুক্তি পাবে- সে ইহুদি, খ্রিস্টান, অথবা মূর্তিপূজারী যাই হোক। আলোচ্য আয়াত এ উদ্ভট মতবাদের মূলোৎপাটন করে দিয়েছে। প্রকৃত প্রস্তাবে এভাবে ইসলামের মূলনীতি বিধ্বস্ত করা হয়। কারণ এর সারমর্ম দাঁড়ায় এই যে, ইসলামের বাস্তব কোনো ভিত্তি নেই। এটা একটি কাল্পনিক বিষয়, যা কুফরের পোশাকেও সুন্দর মানায়। কুরআন মাজীদের অসংখ্য আয়াত পরিষ্কার বলে দিয়েছে যে, আলো ও অন্ধকার যেরূপ এক হতে পারে না, তদ্রূপ অবাধ্যতা ও আনুগত্য উভয়টি আল্লাহর কাছে পছন্দনীয় হতে পারে না। যে ব্যক্তি ইসলামের কোনো একটি মূলনীতি অস্বীকার করে, সে নিঃসন্দেহে আল্লাহ তা'আলার প্রতি বিদ্রোহী ও পয়গম্বরগণের শত্রু, প্রচলিত অর্থে সৎকর্ম বা নেক আমল ও প্রথাগত চরিত্রে সে যতই সুন্দর হোক না কেন, তাতে কিছু আসে যায় না। সর্বপ্রথম আল্লাহ তা'আলা ও তাঁর রাসূলের আনুগত্যের উপরই পরকালের মুক্তি নির্ভরশীল। যে ব্যক্তি এ থেকে বঞ্চিত, তার কোনো ধর্ম ধর্তব্য নয়। কুরআনে এমন লোকদের সম্পর্কেই বলা হয়েছে- فَلَا نُقِيْمُ لَهُمْ يَوْمَ الْقِيٰمَةِ وَزْنًا অর্থাৎ, কিয়ামতের দিন আমি তাদের কোনো আমল ওজন করব না।

পরিশেষে বলা হয়েছে- وَمَنْ يَّكْفُرْ بِاٰيٰتِ اللّٰهِ فَإِنَّ اللّٰهَ سَرِيْعُ الْحِسَابِ

অর্থাৎ, যে ব্যক্তি আল্লাহ তা'আলার নির্দশনাবলি অস্বীকার করে, আল্লাহ দ্রুত তার হিসাব গ্রহণ করবেন। মৃত্যুর পর প্রথমতঃ কবর তথা বরযখ-জগতে পরকালের প্রথম পরীক্ষা নেওয়া হবে। এপর বিস্তারিত হিসাব-নিকাশ হবে কিয়ামতে। এ হিসাব-নিকাশের সময়ই সব বিরোধের স্বরূপ ফুটে উঠবে। মিথ্যাপন্থিরা তাদের স্বরূপ জানতে পারবে এবং শাস্তিও অবশ্য হয়ে যাবে।

https://e-ilm.weebly.com/

শব্দ বিশ্লেষণ

قِ : সীগাহ واحد مذكر حاضر امر حاضر معروف বহছ বাব ضَرَبَ মাসদার اَلْوِقَايَةُ মূলবর্ণ (و . ق . ى) জিনস لفيف مفروق অর্থ- তুমি বাঁচাও।

الْقٰنِتِيْنَ : সীগাহ جمع مذكر বহছ اسم فاعل বাব نَصَرَ মাসদার اَلْقُنُوْتُ মূলবর্ণ (ق . ن . ت) জিনস صحيح অর্থ- আনুগত্যকারীগণ।

الْمُنْفِقِيْنَ : সীগাহ جمع مذكر বহছ اسم فاعل বাব اِفْعَالٌ মাসদার اَلْاِنْفَاقُ মূলবর্ণ (ن . ف . ق) জিনস صحيح অর্থ- ব্যয়কারীগণ।

الْمُسْتَغْفِرِيْنَ : সীগাহ جمع مذكر বহছ اسم فاعل বাব اِسْتِفْعَالٌ মাসদার اَلْاِسْتِغْفَارُ মূলবর্ণ (غ . ف . ر) জিনস صحيح অর্থ- ক্ষমা প্রার্থনাকারী।

الْاَسْحَارِ : শব্দটি বহুবচন, একবচনে سحر অর্থ- ভোরের সময়সমূহ।

قَآئِمًا : সীগাহ واحدمذكر বহছ اسم فاعل বাব نَصَرَ মাসদার اَلْقِيَامُ মূলবর্ণ (ق . و . م) জিনস اجوف واوى অর্থ- প্রতিষ্ঠিত, দণ্ডায়মান।

اُوْتُوْا : সীগাহ جمع مذكر غائب বহছ ماضى مجهول বাব اِفْعَالٌ মাসদার اَلْاِيْتَاءُ মূলবর্ণ (أ . ت . ى) জিনস মুরাক্কাব, مهموز فاء ও ناقص يائى অর্থ- তাদেরকে দেওয়া হয়েছে।

جَآءَ : সীগাহ واحد مذكر غائب বহছ ماضى معروف বাব ضَرَبَ মাসদার اَلْمَجِيْئُ অর্থ- সে এসেছে।

حَآجُّوْكَ : সীগাহ جمع مذكر غائب বহছ ماضى معروف বাব مُفَاعَلَةٌ মূলবর্ণ (ح . ج . ج) মাসদার اَلْمُحَاجَّةُ জিনস مضاعف ثلاثى অর্থ- তারা তর্ক করে।

اتَّبَعَنِ : সীগাহ واحد مذكر غائب বহছ ماضى معروف বাব اِفْتِعَالٌ মাসদার اَلْاِتِّبَاعُ মূলবর্ণ (ت . ب . ع) জিনস صحيح অর্থ- সে অনুসরণ করে।

الْاُمِّيّٖنَ : শব্দটি বহুবচন, একবচনে اُمِّىٌّ অর্থ- নিরক্ষরগণ।

اهْتَدَوْا : সীগাহ جمع مذكر غائب বহছ ماضى معروف বাব اِفْتِعَالٌ মাসদার اَلْاِهْتِدَاءُ মূলবর্ণ (ه . د . ى) জিনস ناقص يائى অর্থ- তারা হেদায়েতপ্রাপ্ত হয়েছে।

বাক্য বিশ্লেষণ

قوله شَهِدَ اللّٰهُ اَنَّهٗ لَآ اِلٰهَ اِلَّا هُوَ وَالْمَلٰٓئِكَةُ وَاُولُوا الْعِلْمِ قَآئِمًۢا بِالْقِسْطِ : এখানে شَهِدَ টি فعل আর اَللّٰهُ শব্দটি ذو الحال এবং قَائِمًا টি متعلق ও فعل মিলে الله শব্দের حال উভয়ে মিলে معطوف عليه এবং واو টি حرف عطف আর اَلْمَلٰٓئِكَةُ প্রথম معطوف এবং واو টি حرف عطف ও اُولُوالْعِلْمِ মুযাফ ও মুযাফ ইলাইহি মিলে দ্বিতীয় معطوف এবার معطوف عليه তার দুই معطوف মিলে فاعل হয়েছে। ان হরফে মুশাব্বাহ বিলফে'ল। টি اسم ان আর لا টি লায়ে নফী জিনস اِلٰه ইসমে লা, উহ্য اَحَد মাওসূফ,

لا। টি غير এর অর্থে مضاف আর هو মুযাফ ইলাইহি, উভয়ে মিলে সিফাত। صفت ও موصوف মিলে لا খবর خبر ও اسم তার ان এরপর হলো, خبر এর ان মিলে خبر لا ও اسم لا হয়েছে جملة মিলে خبر ও اسم জুমলা ফে'লিয়্যা হয়ে شَهِدَ এর مفعول হয়েছে। সুতরাং فاعل ـ فعل ও مفعول মিলে جُمْلَة فِعْلِيَّة হয়ে اِسْمِيَّة হয়েছে।

قوله اِنَّ الدِّيْنَ عِنْدَ اللهِ الْاِسْلَامُ : এখানে اِنَّ হরফে মুশাব্বাহ বিলফে'ল الدِّيْنَ মাওসূফ উহ্য الْمُخْتَار শিবহে ফে'ল عِنْدَ মুযাফ শব্দটি اللّٰهِ مضاف اليه উভয়ে মিলে ظرف متعلق হয়েছে الْمُخْتَار এর সাথে। الْمُخْتَار টি তার ظرف নিয়ে শিবহে জুমলা হয়ে صفت হয়েছে। صفت ও موصوف মিলে ان এর اسم হলো। আর الْاِسْلَامُ টি اِنَّ খবর অতঃপর তার اسم ও خبر মিলে جُمْلَة اِسْمِيَّة হয়েছে।

قوله فَاِنْ اَسْلَمُوْا فَقَدِ اهْتَدَوْا : এখানে اِنْ টি حرف شرط আর اَسْلَمُوْا ফে'ল ضمير هم ফা'য়েল, উভয়ে মিলে جملة فعلية হয়ে شرط হয়েছে আর فاء টি جزاء -এর জন্য; قَدِ اهْتَدَوْا ফে'ল উহ্য যমীর هم ফা'য়েল, উভয়ে মিলে جملة فعلية হয়ে جزاء হলো সুতরাং شرط ও جزاء মিলে جُمْلَة شَرْطِيَّة হয়েছে।

قوله وَاللهُ بَصِيْرٌ بِالْعِبَادِ : واو হরফে আতফ اللّٰهُ শব্দটি মুবতাদা আর بَصِيْرٌ শিবহে ফে'ল باء হরফে জার الْعِبَادِ মাজরূর, উভয়ে মিলে متعلق হয়েছে بَصِيْرٌ -এর সাথে, بَصِيْرٌ শিবহে ফে'ল তার মুতা'আল্লেক মিলে শিবহে জুমলাহ হয়ে خبر হয়েছে। সুতরাং মুবতাদা ও خبر মিলে جُمْلَة اِسْمِيَّة হয়েছে।

https://e-ilm.weebly.com/

أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ أُوتُوا نَصِيبًا مِّنَ الْكِتٰبِ
يُدْعَوْنَ إِلٰى كِتٰبِ اللّٰهِ لِيَحْكُمَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ يَتَوَلّٰى
فَرِيقٌ مِّنْهُمْ وَهُمْ مُّعْرِضُونَ ﴿٢٣﴾

অনুবাদ : (২৩) আপনি কি এরূপ লোক প্রত্যক্ষ করেননি, যাদেরকে কিতাবের [তাওরাতের] এক অংশ প্রদান করা হয়েছিল। আর সেই কিতাবুল্লাহর দিকে এই উদ্দেশ্যে তাদেরকে আহ্বানও করা হয়, যেন এটা তাদের মধ্যে মীমাংসা করে দেয়, অতঃপর তাদের মধ্য হতে কতক লোক ফিরে যায় অবজ্ঞা করে।

ذٰلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا لَنْ تَمَسَّنَا النَّارُ إِلَّآ أَيَّامًا
مَّعْدُودٰتٍ ۪ وَغَرَّهُمْ فِي دِينِهِمْ مَّا كَانُوا يَفْتَرُونَ ﴿٢٤﴾

(২৪) এটা এই জন্য যে, তারা এরূপ বলে যে, আমাদেরকে কেবল নির্দিষ্ট অল্প কয়দিন জাহান্নামের আগুন স্পর্শ করবে। আর তাদেরকে ধোঁকায় ফেলে রেখেছে তাদের [ধর্ম সম্বন্ধে] তৈরি মনগড়া কথাসমূহ।

فَكَيْفَ إِذَا جَمَعْنٰهُمْ لِيَوْمٍ لَّا رَيْبَ فِيهِ ۟ وَوُفِّيَتْ
كُلُّ نَفْسٍ مَّا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ ﴿٢٥﴾

(২৫) অনন্তর তাদের কি অবস্থা হবে। যখন আমি তাদেরকে ঐ তারিখে সমবেত করব, যাতে কোনো সন্দেহ নেই। এবং পূর্ণ বিনিময় প্রাপ্ত হবে প্রত্যেকে যা কিছু সে করেছিল, আর তাদের উপর জুলুম করা হবে না।

قُلِ اللّٰهُمَّ مٰلِكَ الْمُلْكِ تُؤْتِي الْمُلْكَ مَنْ تَشَآءُ وَتَنْزِعُ
الْمُلْكَ مِمَّنْ تَشَآءُ ۫ وَتُعِزُّ مَنْ تَشَآءُ وَتُذِلُّ مَنْ
تَشَآءُ ۭ بِيَدِكَ الْخَيْرُ ۭ إِنَّكَ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴿٢٦﴾

(২৬) আপনি এরূপ বলুন, হে আল্লাহ! সমস্ত রাজ্যের মালিক, আপনি রাজ্য যাকে ইচ্ছা প্রদান করেন এবং যার হতে ইচ্ছা করেন, রাজ্য ছিনিয়ে নেন, আর যাকে ইচ্ছা আপনি বিজয়ী করেন, আর যাকে ইচ্ছা আপনি পরাভূত করেন, আপানারই অধিকারে রয়েছে সমস্ত কল্যাণ, নিশ্চয় আপনি সর্ববিষয়ে পূর্ণ ক্ষমতাবান।

শাব্দিক অনুবাদ

(২৩) أَلَمْ تَرَ আপনি কি এরূপ লোক প্রত্যক্ষ করেননি إِلَى الَّذِينَ أُوتُوا যাদেরকে প্রদান করা হয়েছিল نَصِيبًا مِّنَ الْكِتٰبِ কিতাবের এক অংশ يُدْعَوْنَ إِلٰى كِتٰبِ اللّٰهِ আর সেই কিতাবুল্লাহর দিকে এই উদ্দেশ্যে তাদেরকে আহ্বানও করা হয় لِيَحْكُمَ بَيْنَهُمْ যেন এটা তাদের মধ্যে মীমাংসা করে দেয় ثُمَّ يَتَوَلّٰى فَرِيقٌ مِّنْهُمْ অতঃপর তাদের মধ্য হতে কতক লোক ফিরে যায় وَهُمْ مُّعْرِضُونَ অবজ্ঞা করে।

(২৪) ذٰلِكَ بِأَنَّهُمْ এটা এই জন্য যে قَالُوا তারা এরূপ বলে যে لَنْ تَمَسَّنَا النَّارُ إِلَّآ أَيَّامًا مَّعْدُودٰتٍ আমাদেরকে কেবল নির্দিষ্ট অল্প কয়দিন জাহান্নামের আগুন স্পর্শ করবে وَغَرَّهُمْ আর তাদেরকে ধোঁকায় ফেলে রেখেছে فِي دِينِهِمْ مَّا كَانُوا يَفْتَرُونَ তাদের [ধর্ম সম্বন্ধে] তৈরি মনগড়া কথাসমূহ।

(২৫) فَكَيْفَ অনন্তর তাদের কি অবস্থা হবে إِذَا جَمَعْنٰهُمْ لِيَوْمٍ যখন আমি তাদেরকে ঐ তারিখে সমবেত করব لَا رَيْبَ فِيهِ যাতে কোনো সন্দেহ নেই وَوُفِّيَتْ كُلُّ نَفْسٍ এবং পূর্ণ বিনিময় প্রাপ্ত হবে প্রত্যেকে مَّا كَسَبَتْ যা কিছু সে করেছিল وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ আর তাদের উপর জুলুম করা হবে না।

(২৬) قُلِ আপনি এরূপ বলুন اللّٰهُمَّ مٰلِكَ الْمُلْكِ হে আল্লাহ! সমস্ত রাজ্যের মালিক تُؤْتِي الْمُلْكَ مَنْ تَشَآءُ আপনি রাজ্য যাকে ইচ্ছা প্রদান করেন وَتَنْزِعُ الْمُلْكَ مِمَّنْ تَشَآءُ এবং যার হতে ইচ্ছা করেন রাজ্য ছিনিয়ে নেন وَتُعِزُّ مَنْ تَشَآءُ আর যাকে ইচ্ছা আপনি বিজয়ী করেন وَتُذِلُّ مَنْ تَشَآءُ আর যাকে ইচ্ছা আপনি পরাভূত করেন بِيَدِكَ الْخَيْرُ আপানারই অধিকারে রয়েছে সমস্ত কল্যাণ إِنَّكَ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ নিশ্চয় আপনি সর্ববিষয়ে পূর্ণ ক্ষমতাবান।

https://e-ilm.weebly.com/

(২৭) আপনি রাত্র [-এর অংশ]-কে দিনের মধ্যে প্রবেশ করান এবং দিন [এর অংশ]-কে রাত্রির মধ্যে প্রবেশ করান, আর আপনি সজীবকে নির্জীব হতে বের করেন। [যেমন ডিম্ব হতে বাচ্চা] আর নির্জীব বস্তুকে সজীব হতে বের করেন, আপনি যাকে ইচ্ছা অপরিমিত রিজিক দান করেন।	تُوْلِجُ الَّيْلَ فِي النَّهَارِ وَتُوْلِجُ النَّهَارَ فِي الَّيْلِ وَتُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ وَتُخْرِجُ الْمَيِّتَ مِنَ الْحَيِّ ۚ وَتَرْزُقُ مَنْ تَشَآءُ بِغَيْرِ حِسَابٍ ﴿٢٧﴾
(২৮) মুসলমানদের উচিত কাফেরদেরকে বন্ধুরূপে গ্রহণ না করা মুসলমানদের [বন্ধুত্ব] অতিক্রম করে, আর যে ব্যক্তি এরূপ করবে, সে ব্যক্তি আল্লাহর সঙ্গে বন্ধুত্ব রাখার কোনো হিসাবে নয়, অবশ্য এমন অবস্থায় [বাহ্যিক বন্ধুত্বের অনুমতি আছে] যখন তোমরা তাদের থেকে কোনো প্রকার আশঙ্কা কর, আর আল্লাহ তোমাদেরকে তার সত্তার ভয় দেখাচ্ছেন, আর আল্লাহরই নিকট ফিরে যেতে হবে।	لَا يَتَّخِذِ الْمُؤْمِنُوْنَ الْكٰفِرِيْنَ اَوْلِيَآءَ مِنْ دُوْنِ الْمُؤْمِنِيْنَ ۚ وَمَنْ يَّفْعَلْ ذٰلِكَ فَلَيْسَ مِنَ اللّٰهِ فِيْ شَيْءٍ اِلَّآ اَنْ تَتَّقُوْا مِنْهُمْ تُقٰىةً ۚ وَيُحَذِّرُكُمُ اللّٰهُ نَفْسَهٗ ۚ وَاِلَى اللّٰهِ الْمَصِيْرُ ﴿٢٨﴾
(২৯) আপনি বলে দিন যদি তোমরা গোপন কর স্বীয় মনের বিষয়কে, অথবা তা প্রকাশ কর আল্লাহ তা জানেন, আর তিনি তো সবকিছু জানেন যা কিছু আসমানসমূহে আছে আর যা কিছু জমিনে আছে আর আল্লাহ সর্ববিষয়োপরি ক্ষমতাও পূর্ণ রাখেন।	قُلْ اِنْ تُخْفُوْا مَا فِيْ صُدُوْرِكُمْ اَوْ تُبْدُوْهُ يَعْلَمْهُ اللّٰهُ ۚ وَيَعْلَمُ مَا فِي السَّمٰوٰتِ وَمَا فِي الْاَرْضِ ۚ وَاللّٰهُ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ ﴿٢٩﴾

শাব্দিক অনুবাদ

(২৭) تُوْلِجُ الَّيْلَ فِي النَّهَارِ আপনি রাত্রকে দিনের মধ্যে প্রবেশ করান وَتُوْلِجُ النَّهَارَ فِي الَّيْلِ এবং দিনকে রাত্রির মধ্যে প্রবেশ করান وَتُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ আর আপনি সজীবকে নির্জীব হতে বের করেন وَتُخْرِجُ الْمَيِّتَ مِنَ الْحَيِّ আর নির্জীব বস্তুকে সজীব হতে বের করেন وَتَرْزُقُ مَنْ تَشَآءُ আপনি যাকে ইচ্ছা রিজিক দান করেন بِغَيْرِ حِسَابٍ অপরিমিত।

(২৮) لَا يَتَّخِذِ الْمُؤْمِنُوْنَ মুসলমানদের উচিত গ্রহণ না করা الْكٰفِرِيْنَ কাফেরদেরকে اَوْلِيَآءَ বন্ধুরূপে مِنْ دُوْنِ الْمُؤْمِنِيْنَ মুসলমানদের অতিক্রম করে وَمَنْ يَّفْعَلْ ذٰلِكَ আর যে ব্যক্তি এরূপ করবে فَلَيْسَ مِنَ اللّٰهِ فِيْ شَيْءٍ সে ব্যক্তি আল্লাহর সঙ্গে বন্ধুত্ব রাখার কোনো হিসাবে নয় اِلَّآ اَنْ تَتَّقُوْا مِنْهُمْ تُقٰىةً অবশ্য এমন অবস্থায় যখন তোমরা তাদের থেকে কোনো প্রকার আশঙ্কা কর وَيُحَذِّرُكُمُ اللّٰهُ نَفْسَهٗ আর আল্লাহ তোমাদেরকে তার সত্তার ভয় দেখাচ্ছেন وَاِلَى اللّٰهِ الْمَصِيْرُ আর আল্লাহরই নিকট ফিরে যেতে হবে।

(২৯) قُلْ আপনি বলে দিন اِنْ تُخْفُوْا مَا فِيْ صُدُوْرِكُمْ যদি তোমরা গোপন কর স্বীয় মনের বিষয়কে اَوْ تُبْدُوْهُ অথবা তা প্রকাশ কর يَعْلَمْهُ اللّٰهُ আল্লাহ তা জানেন وَيَعْلَمُ আর তিনি তো সবকিছু জানেন مَا فِي السَّمٰوٰتِ যা কিছু আসমানসমূহে আছে وَمَا فِي الْاَرْضِ আর যা কিছু জমিনে আছে وَاللّٰهُ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ আর আল্লাহ সর্ববিষয়োপরি ক্ষমতাও পূর্ণ রাখেন।

https://e-ilm.weebly.com/

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

(২৩) قوله أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِيْنَ أُوْتُوْا نَصِيْبًا مِّنَ الْكِتٰبِ الخ আয়াতের শানে নুযূল : হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) হতে বর্ণিত আছে, একদা রাসূল ﷺ ইহুদিদের পাঠশালায় গিয়ে তাদেরকে ইসলামের দাওয়াত প্রদান করেন। তখন নাঈম ইবনে আমর এবং হারেছ ইবনে যায়েদ জিজ্ঞাসা করেন যে, আপনি কোন দীনের উপর রয়েছেন? রাসূল ﷺ উত্তরে বলেন– "আমি হযরত ইবরাহীম (আ.)-এর মিল্লাতের উপর আছি" তখন তারা বলল– হযরত ইবরাহীম (আ.) তো ইহুদি ছিলেন। আপনি কেন ইহুদি হচ্ছেন না? তখন নবী করীম ﷺ বললেন, তোমরা তাওরাত আনয়ন কর, তা আমাদের মাঝে ফয়সালা করে দিবে। কিন্তু তারা তাওরাত উপস্থিত করতে অস্বীকার করে তখন অত্র আয়াতগুলো অবতীর্ণ হয়। –[কাশ্শাফ]

দ্বিতীয় মত : হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) হতে বর্ণিত আছে, রাসূল ﷺ -এর যুগে সম্ভ্রান্ত ইহুদি পরিবারের এক পুরুষ ও মহিলা জেনা করে, এর শাস্তির ব্যাপারে ইহুদিদের মাঝে বিবাদ সৃষ্টি হয়। অবশেষে মীমাংসার ব্যাপারে রাসূলের নিকট প্রেরণ করা হয়। রাসূল ﷺ তাদেরকে ইহুদি ধর্মমত অনুযায়ী পাথর নিক্ষেপে হত্যার আদেশ দেন, তারা বলে তাওরাতে পাথর নিক্ষেপে হত্যার আদেশ নেই। তখন রাসূল ﷺ বলেন, তোমাদের এবং আমার মাঝে তাওরাত ফয়সালা করবে। তোমাদের মাঝের বিদ্বান লোককে ডাক সে তা পড়ে শুনাবে। আব্দুল্লাহ ইবনে সুরিয়াকে ডাকা হলো। সে তাওরাত পড়ার সময় দণ্ডবিধিগুলোর উপর হাত রেখে পড়তে থাকে। এটা দেখে হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে সালাম (রা.) রাসূল ﷺ-কে অবহিত করেন। রাসূল ﷺ তার হাত উঠিয়ে رَجْم [রজমের] আয়াত দেখতে পেলেন। ফলে রাসূল ﷺ পুনরায় পাথর নিক্ষপ করে হত্যার নির্দেশ দেন, তখন তাদেরকে পাথর নিক্ষপ করে হত্যা করা হলো। এতে ইহুদিরা অসন্তুষ্ট হয়ে তাওরাত মানতে অস্বীকার করে। তখন উক্ত আয়াতসমূহ মহান আল্লাহ অবতীর্ণ করেন। -[জালালাইন কাশশাফ]

(২৬) قوله قُلِ اللّٰهُمَّ مٰلِكَ الْمُلْكِ تُؤْتِى الْمُلْكَ مَنْ تَشَاۤءُ الخ আয়াতের শানে নুযূল : বর্ণিত আছে, ৫ম হিজরিতে খন্দকের (আহযাবের) যুদ্ধে পরিখা খননের সময় বিরাট আকৃতির একটি পাথর ভাঙ্গতে যে তিন বার আলোক রশ্মি বের হয়েছিল তাতে মহানবী ﷺ-কে রোম, পারস্য ও ইয়েমেনের রাজ প্রাসাদ দেখানো হয়েছিল। এবং হযরত জিবরাঈলের মাধ্যমে সংবাদ দেওয়া হয়েছিল যে, মুসলমানরা এগুলো বিজয় করবে। রাসূল ﷺ এ সুসংবাদ ঘোষণা করার পর মুনাফিক ও কাফেররা বলতে লাগল, মুহাম্মদ নিজের পা রাখার স্থান পাচ্ছেন না, ক্ষুধা-পিপাসায় মরছে। অথচ সাথীগণকে রোম ও পারস্য বিজয়ের সুসংবাদ দিচ্ছেন। মহান আল্লাহ তাদের এই বিদ্রূপ ও অসভ্যতা খণ্ডনের জন্য অত্র আয়াত অবতীর্ণ করেন। পরবর্তীতে মুসলমানরা হযরত ওমর (রা.)-এর খেলাফতকালে রোম ও পারস্য বিজয় করেন। –[কাশ্শাফ ও মা'রেফুল কুরআন]

অন্য বর্ণনায় আছে, রাসূল ﷺ মক্কা বিজয়ের সময় রোম ও পারস্য বিজয়ের কথা বলেছেন এতে মুনাফিক ও ইহুদিরা বিদ্রূপ করে বলতে লাগল, কোথায় মুহাম্মদ আর কোথায় রোম ও পারস্য সাম্রাজ্য। তারা এদের তুলনায় কত বেশি শক্তিধর তাদেরকে পদানত করার দুঃস্বপ্ন দেখছে। তখন অত্র আয়াত নাজিল হয়। –[কাশ্শাফ]

(২৮) قوله لَا يَتَّخِذِ الْمُؤْمِنُوْنَ الْكٰفِرِيْنَ أَوْلِيَاۤءَ مِنْ دُوْنِ الْمُؤْمِنِيْنَ الخ আয়াতের শানে নুযূল : বিখ্যাত সাহাবী রঈসুল মুফাসসিরীন হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা.) হতে বর্ণিত আছে, অত্র আয়াতটি মুনাফিকদের সর্দার আব্দুল্লাহ ইবনে উবাই ইবনে সালুল এবং তার সহযোগীদের সম্পর্কে অবতীর্ণ হয়। তারা প্রকাশ্যে ইসলাম দেখাত আর গোপনে কুফরি করত, তারা ইহুদি ও মুশরিকদের সাথে সম্পর্ক বা বন্ধুত্ব রাখত। মুসলমানদের খবরাখবর তাদের নিকট পৌঁছাত। এমনি তারা কামনা করত, ইহুদি ও মুশরিকরা যেন মুহাম্মদ -এর উপর বিজয় লাভ করে তখন আল্লাহ তা'আলা অত্র আয়াত অবতীর্ণ করেন।

দ্বিতীয় মত : দ্বিতীয় মতানুযায়ী বুঝা যায় যে, এই আয়াতটি হযরত عُبَادَةُ بْنُ الصَّامِتِ [ওবাদা ইবনে সামেত (রা.)] সম্পর্কে অবতীর্ণ হয়েছে। তাঁর সাথে ইহুদিদের বন্ধুত্ব ছিল। তিনি যখন তাদেরকে সাহায্য সহযোগিতা করার ইচ্ছা করেছিলেন তখনই আল্লাহ অত্র আয়াত নাজিল করে মুসলমানদেরকে এরূপ কাজ হতে বিরত থাকার নির্দেশ প্রদান করেন। –[প্রান্তটীকা কাশ্শাফ]

https://e-ilm.weebly.com/

اِلَى الَّذِيْنَ اُوْتُوْا نَصِيْبًا : কাদেরকে কিতাবের কিছু দেওয়া হয়েছে। ১. কাশশাফ গ্রন্থকারের মতে এর দ্বারা اَحْبَارُ الْيَهُوْدِ তথা ইহুদিদের পাদ্রীদেরকে বুঝানো হয়েছে।

অথবা এখানে সেসব ইহুদিদেরকে বুঝানো হয়েছে যারা নবী করীম ﷺ-এর উপর ঈমান আনয়ন করেনি। আয়াতের বাচনভঙ্গি দ্বারা সকল আহলে কিতাবকে বুঝায়, কিন্তু আয়াতটি লাঞ্ছনার স্থানে বর্ণিত হওয়ার কারণে এবং অন্যান্য আয়াত দ্বারা বুঝা যায় যে, এখানে সকল আহলে কিতাব উদ্দেশ্য নয়।

نَصِيْب বা অংশ দ্বারা উদ্দেশ্য কি? এর দ্বারা কয়েকটি উদ্দেশ্য হতে পারে। যা কাশশাফ গ্রন্থকার উল্লেখ করেছেন।

১. اِنَّهُمْ حَصَلُوْا نَصِيْبًا وَافِرًا مِنَ التَّوْرٰةِ مِنَ الْكِتَابِ অর্থাৎ তাওরাতের পরিপূর্ণ একটা অংশ তারা পেয়েছে। এখানে مِن টি بَيَان এর জন্য অথবা تَبْعِيْض অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে।

২. اَوْ حَصَلُوْا مِنَ الْجِنْسِ الْكُتُبِ الْمُنَزَّلَةِ অথবা তারা অবতীর্ণ কতগুলো কিতাব পেয়েছে।

৩. اَوْ مِنَ اللَّوْحِ التَّوْرٰةِ وَهِيَ نَصِيْبٌ عَظِيْمٌ : অথবা তারা তাওরাতের কতগুলো তখত পেয়েছে, যা ছিল এক বড় অংশ।

كِتَابُ اللّٰهِ দ্বারা কোনটি উদ্দেশ্য : অধিকাংশের মতে كِتَابُ اللّٰهِ দ্বারা এখানে تَوْرٰة কে বুঝানো হয়েছে। আর হযরত হাসান বসরীর মতে كِتَابُ اللّٰهِ দ্বারা পবিত্র কুরআন উদ্দেশ্য। বস্তুত আয়াতের ভাবভঙ্গি দ্বারা বুঝা যায় যে, এখানে كِتَابُ اللّٰهِ দ্বারা তাওরাত ই উদ্দেশ্য।

مَا هُوَ سَبَبُ قَوْلِ الْيَهُوْدِ لَنْ تَمَسَّنَا النَّارُ اِلَّا اَيَّامًا مَّعْدُوْدَاتٍ

ইহুদিদের এ কথা বলার উদ্দেশ্য কি যে, আমাদেরকে অগ্নি অল্প কয়দিন স্পর্শ করবে? মুফাসসিরীনদের মতে তাদের একথা বলার কারণ হলো–

- প্রথমতঃ তাদের দাবি হযরত মূসা (আ.)-এর দীন রহিত হয়নি। কাজেই তরা মুমিন। তাই তারা কিছু দিন আগুনে জ্বললেও পরে মুক্তি পাবে।
- দ্বিতীয়তঃ তারা বলত যে, আমরা যদি আগুনে জ্বলি ৪০ দিনের বেশি অগ্নিতে জ্বলব না, কেননা আমাদের পূর্বপুরুষরা ৪০ দিন গরুর বাছুরের পূজা করেছিল।

مَا هُوَ افْتِرَاءُهُمْ : তাদের মনগড়া কথা কি? তাদের কয়েকটি মনগড়া কথা রয়েছে–

১. لَنْ تَمَسَّنَا النَّارُ اِلَّا اَيَّامًا مَّعْدُوْدَاتٍ : তথা আমাদের হাতে গোনা অল্প কয়দিন ছাড়া আমাদের আজাব হবে না।

২. نَحْنُ اَبْنَاءُ اللّٰهِ اَحِبَّاءُهُ : অর্থাৎ আমরা আল্লাহর সন্তান ও একান্ত বন্ধু। অতএব আমাদের পাপ মার্জনীয়।

৩. نَحْنُ عَلَى الْحَقِّ وَاَنْتَ عَلَى بَاطِلٍ : আমরা সত্য ও ন্যায়ের উপর রয়েছি। আপনি [মুহাম্মদ ﷺ] ভ্রান্ত পথে রয়েছেন। কাজেই আমরা যা বলি বা যা করি তা সঠিক।

مُلْك বা রাজ্য দ্বারা উদ্দেশ্য কি?

اَلْمُرَادُ بِالْمُلْكِ : এ স্থানের مُلْك বা রাজত্ব দ্বারা উদ্দেশ্য হলো সৃষ্টি জগত তথা মহান আল্লাহ তা'আলা যা কিছু সৃষ্টি করেছেন সব কিছু মিলেই রাজত্ব আর এই পূর্ণাঙ্গ রাজত্বের মালিক তিনিই এতে আর কারো কর্তৃত্ব চলে না।

اَلْمُرَادُ بِتُؤْتِي الْمُلْكَ وَتَنْزِعُ الْمُلْكَ : এই দু'স্থানের مُلْك এক। এর উদ্দেশ্য সম্পর্কে দু'টি মত পাওয়া যায়।

১. مُلْكُ النُّبُوَّةِ وَالرِّسَالَةِ তথা নবুয়ত ও রেসালাতের রাজত্ব এটা মহান আল্লাহর বিশেষ দান এটা একমাত্র মনোনীত ব্যক্তিবর্গকেই দিয়ে থাকেন।

২. مُلْكُ الدُّنْيَا তথা দুনিয়ার রাজত্ব : এই ভূমণ্ডলের অংশ বিশেষের রাজত্ব, : পুরো দুনিয়ার রাজত্ব কেউই পায়নি। সীমিত সময়ের জন্য সীমিত অংশের কার্যক্রম পরিচালনার দায়িত্ব কাউকে দিয়ে আল্লাহ পরীক্ষা করেন। যাকে ইচ্ছা রাজত্ব দান করেন। আর কারো থেকে অপমানের সাথে কেড়ে নেন।

https://e-ilm.weebly.com/

تَشْرِيعٌ بِيَدِكَ الْخَيْرُ : এখানে بِيَدِكَ الْخَيْرُ বলা হয়েছে অথচ বলা দরকার ছিল بِيَدِكَ الْخَيْرُ وَالشَّرُّ কিন্তু আয়াতে শুধু خَيْرٌ [কল্যাণ] শব্দ ব্যবহার করে একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ের প্রতি ইঙ্গিত করা হয়েছে। তা হলো যে বিষয়কে কোনো ব্যক্তি অথবা জাতি অকল্যাণকর বা বিপজ্জনক মনে করে তা সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি অথবা জাতির জন্য আপাত দৃষ্টিতে অকল্যাণকর ও বিপজ্জনক মনে হলেও পরিণামের সামগ্রিক ফলশ্রুতির দিক দিয়ে তা হয়তো মন্দ নয়, হতে পারে এক জাতির জন্য যা বিপদ অন্য জাতির জন্য তা সাক্ষাৎ রহমত। বস্তুত বিশ্ব স্রষ্টার রহস্য ও সমগ্র বিশ্বের উপযোগিতার দিক দিয়ে প্রত্যেক বস্তুই কল্যাণ। অকল্যাণ কিছুই নেই। -[মা'আরেফুল কুরআন]

قوله تُولِجُ اللَّيْلَ فِي النَّهَارِ وَتُولِجُ النَّهَارَ فِي اللَّيْلِ -এর ব্যাখ্যা : মহান আল্লাহ অসীম ক্ষমতাধর তিনি কোনো ঋতুতে রাতের অংশকে দিনের মধ্যে প্রবেশ করিয়ে দেন। যার ফলে রাত ছোট হয়ে দিন বড় হতে থাকে। যেমন গ্রীষ্মকাল। তখন দিন বাড়তে বাড়তে ১৫ ঘণ্টা পর্যন্ত হয় আর রাত কমতে কমতে ৯ ঘণ্টায় এসে দাঁড়ায়।

আবার কোনো ঋতুতে দিনের অংশকে রাতের মধ্যে ঢুকিয়ে দেন। তখন দিন ছোট হয়ে রাত বড় হতে থাকে। যেমন শীতকাল এ ঋতুতে রাত ১৫ ঘণ্টা পর্যন্ত হয়। আর দিন কমে ৯ ঘণ্টায় নেমে আসে।

قوله وَتُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ وَتُخْرِجُ الْمَيِّتَ مِنَ الْحَيِّ -এর ব্যাখ্যা : জীবন্ত হতে মৃত এবং মৃত হতে জীবন্তকে বের করার কয়েকটি ব্যাখ্যা মুফাসসিরগণ করেছেন–

১. জীবন্তকে মৃত হতে যেমন ডিম থেকে বাচ্চা অথবা বীর্য থেকে মানব সন্তান অথবা বীজ থেকে বৃক্ষ বের করেন এবং মৃতকে জীবন্ত হতে যেমন পশু পাখি থেকে ডিম, মানব থেকে বীর্য অথবা বৃক্ষ থেকে ফল ও শুষ্ক বীজ বের করেন।
২. আর ব্যাপক অর্থ নিলে, মৃত দ্বারা কাফের এবং জীবিত দ্বারা মুমিন উদ্দেশ্য হবে। যেমন আযর হতে হযরত ইবরাহীম (আ.) কে বের করেছেন, আর হযরত নূহ (আ.) থেকে কেনান [কাফের] কে বের করেছেন।
৩. অথবা মন্দ হতে ভালো এবং ভালো হতে মন্দ বের করা উদ্দেশ্য।
৪. অথবা পূর্ণ হতে অপূর্ণ এবং অপূর্ণ হতে পূর্ণ বের করা উদ্দেশ্য।
৫. অথবা বিদ্বানের ঔরসে মূর্খ এবং মূর্খের ঔরসে বিদ্বান পয়দা করেন।

لِمَ نَهَى اللّٰهُ اَنْ لَا يَتَّخِذَ الْمُؤْمِنُوْنَ الْكَافِرِيْنَ اَوْلِيَاءَ : আল্লাহ কেন মুমিনদেরকে নিষেধ করেছেন কাফেরদেরকে বন্ধুরূপে গ্রহণ করতে। এ ব্যাপারে মহান আল্লাহ অনেকগুলো আয়াত অবতীর্ণ করেছেন। এমনকি "সূরা মায়েদায়" ধমকের সুরে বলেছেন وَمَنْ يَتَوَلَّهُمْ مِنْكُمْ فَاِنَّهُ مِنْهُمْ -এর একটি বিশেষ কারণ হলো মানুষের জীবন সাধারণ জীব জানোয়ারের মতো নয়; বরং মানুষের জীবন একটি উদ্দেশ্যমূলক জীবন, আল্লাহ রাব্বুল আলামীনের আনুগত্য ও ইবাদতই মানব জীবনের লক্ষ্য। জগতের কাজ-কারবার, রাজ্যশাসন, রাজনীতি ও পারস্পরিক সম্পর্ক সবই এ লক্ষ্যের অধীনে, অতএব, যে মানব এ লক্ষ্যের বিরোধী সে মানবতার প্রধান শত্রু। কাজেই এই শত্রুর সাথে তার আন্তরিকতা, বন্ধুত্ব ও সহানুভূতি কিছুতেই সম্ভব নয়। যার জীবন উদ্দেশ্যমূলক এবং যার বন্ধুত্ব, শত্রুতা, একাত্মতা, বিরোধিতা সবই এ উদ্দেশ্যের প্রতি সমর্পিত। সে কি করে কাফেরের সাথে সম্পর্ক রাখতে পারে? এদিকে লক্ষ্য করেই রাসূল ﷺ বলেছেন– مَنْ اَحَبَّ لِلّٰهِ وَاَبْغَضَ لِلّٰهِ فَقَدِ اسْتَكْمَلَ اِيْمَانَهُ তবে অনুগ্রহ, সহানুভূতি ও উপকার সাধন যুদ্ধরত কাফের ছাড়া সবার বেলায় জায়েজ। এমনিভাবে বাহ্যিক সচ্চরিত্রতা ও সৌহার্দ্যমূলক ব্যবহার সবার সাথেই বৈধ।

কাফেরদের সাথে সম্পর্ক : কাফেরদের সাথে মুমিনদের ব্যবহার তিন প্রকার।

১. مُوَالَاتٌ **পারস্পরিক বন্ধুত্ব :** তথা কুফরির প্রতি সম্মত হয়ে বন্ধুত্ব স্থাপন করা। এটা কোনো অবস্থাতেই জায়েজ নেই; বরং এটা একেবারে হারাম। যেমন– ইরশাদ হয়েছে–

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَا تَتَّخِذُوا الْيَهُوْدَ وَالنَّصٰرٰۤى اَوْلِيَاۤءَ بَعْضُهُمْ اَوْلِيَاۤءُ بَعْضٍ وَمَنْ يَّتَوَلَّهُمْ مِّنْكُمْ فَاِنَّهٗ مِنْهُمْ

২. مُدَارَاتٌ **বাহ্যিক সদ্ব্যবহার :** এটা তিন অবস্থায় জায়েজ।

ক. ক্ষতিরোধের লক্ষ্যে : তথা কাফেরদের সাথে সদ্ব্যবহার না করলে যদি কোনো ক্ষতি হবার আশঙ্কা থাকে তবে তাদের সাথে সদ্ব্যবহার করা জায়েজ। এদিকে ইঙ্গিত করেই আল্লাহ বলেছেন– اِلَّا اَنْ تَتَّقُوْا مِنْهُمْ تُقٰىةً

https://e-ilm.weebly.com/

খ. ধর্মীয় কল্যাণার্থে : অর্থাৎ তাদের সাথে সদ্ব্যবহার করলে যদি তাদের হেদায়েতপ্রাপ্ত হবার সম্ভাবনা থাকে তবে তা জায়েজ নতুবা না জায়েজ।

গ. মেহমানদারী রক্ষার্থে : তথা যদি কোনো অমুসলিম মুসলমানদের মেহমান হয়। তখন মেহমান হিসেবে তার সম্মান করা জায়েজ।

৩. **مُوَاسَاتٌ সাহায্য করা :** হারবী কাফেরদের সাথে মুওয়াসাত জায়েজ। হারবী ভিন্ন অন্যান্য কাফেরের সাথে এটা করা জায়েজ নেই।

قوله وَيُحَذِّرُكُمُ اللّٰهُ نَفْسَه -এর ব্যাখ্যা : আয়াতের শেষাংশে আল্লাহ স্বীয় সত্তা সম্পর্কে মুসলমানদেরকে ভয় প্রদর্শন করেছেন। যেহেতু ক্ষণস্থায়ী স্বার্থের খাতিরে কাফেরদেরকে আন্তরিক বন্ধুত্বে আবদ্ধ করে আল্লাহকে অসন্তুষ্ট করা কারো জন্য উচিত নয়। বন্ধুত্বের সম্পর্ক অন্তরের সাথে, অন্তরের অবস্থা আল্লাহ ছাড়া আর কেউ জানে না। কাজেই কেউ আন্তরিক বন্ধুত্ব রেখে মৌখিক অস্বীকৃতি প্রদান করলে তাও আল্লাহ জানবেন। সুতরাং সর্বাবস্থায় সব বিষয়ে আল্লাহকে ভয় করে চলার জন্য তিনি নির্দেশ প্রদান করেছেন। -[মা'আরেফুল কুরআন]

পারস্পরিক সম্পর্ক কিরূপ হওয়া উচিত : এ বিষয়বস্তুটি কুরআনের বহু আয়াতে সংক্ষেপে এবং কোনো কোনো স্থানে বিস্তারিতভাবে উল্লেখ করা হয়েছে। এসব আয়াতে অমুসলিমদের সাথে বন্ধুত্ব ও ভালোবাসা স্থাপন করতে কঠোর ভাষায় নিষেধ করা হয়েছে। এসব দেখে শুনে প্রকৃত অবস্থা সম্পর্কে অজ্ঞ অমুসলিমদের মনে সন্দেহ জাগে যে, মুসলমানদের ধর্মে কি অন্য ধর্মাবলম্বীদের সাথে সদাচার প্রদর্শনেরও কোনো অবকাশ নেই? পক্ষান্তরে এর বিপরীত কুরআনের অনেক আয়াত, রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর অনেক বাণী এবং খোলাফায়ে রাশেদীন ও অন্যান্য সাহাবীগণের আচরণ থেকে অমুসলিমদের সাথে দয়া, সদ্ব্যবহার, সহানুভূতি এবং সমবেদনার নির্দেশও পাওয়া যায়। শুধু তাই নয়, এমন সব ঘটনাবলিও প্রমাণিত দেখা যায়, যা অন্যান্য জাতির ইতিহাসে একান্তই বিরল। এসব দেখে একজন স্থূলবুদ্ধি মুসলমানও এক্ষেত্রে কুরআন ও সুন্নাহর নির্দেশাবলিতে পরস্পর বিরোধিতা ও সংঘর্ষ অনুভব করতে পারে। কিন্তু উপরিউক্ত উভয় প্রকার ধারণা সত্যিকার কুরআনি শিক্ষার প্রতি অগভীর মনোযোগ ও অসম্পূর্ণ তথ্যানুসন্ধানের ফল। কুরআনের বিভিন্ন স্থান থেকে এতদসম্পর্কিত আয়াতগুলো একত্রিত করে গভীরভাবে চিন্তা করলে অমুসলিমদের অভিযোগও দূর হয়ে যায় এবং আয়াত ও হাদীসসমূহের মধ্যে কোনো প্রকার পরস্পর বিরোধিতাও অবশিষ্ট থাকে না। এ উদ্দেশ্যে বিষয়টির পূর্ণ ব্যাখ্যা প্রদান করা হচ্ছে। এতে বন্ধুত্ব, অনুগ্রহ, সদ্ব্যবহার, সহানুভূতি ও সমবেদনার পারস্পরিক পার্থক্য এবং প্রত্যেকটির স্বরূপ জানা যাবে। আরো জানা যাবে তার কারণ কি কি?

দুই ব্যক্তি অথবা দুই দলের মধ্যে সম্পর্কের বিভিন্ন স্তর রয়েছে। একটি স্তর হলো আন্তরিক বন্ধুত্ব ও ভালোবাসার। এই স্তরের সম্পর্ক একমাত্র মুসলমানদের সাথেই হতে পারে, অমুসলমানদের সাথে এরূপ সম্পর্ক স্থাপন করা কিছুতেই জায়েজ নয়।

দ্বিতীয়তঃ সমবেদনার স্তর। এর অর্থ সহানুভূতি, শুভাকাঙ্ক্ষা ও উপকার করা। এই স্তরের সম্পর্ক মুসলমানদের সাথে যুদ্ধরত অমুসলিম সম্প্রদায় ছাড়া সব অমুসলমানদের সাথেও স্থাপন করা জায়েজ।

সূরা মুমতাহিনায় বলা হয়েছে- "যারা তোমাদের সাথে ধর্মের ব্যাপারে যুদ্ধরত নয় এবং মাতৃভূমি থেকে তোমাদের বহিষ্কার করেনি, তাদের সাথে দয়া ও ন্যায়বিচারের ব্যবহার করতে আল্লাহ তা'আলা তোমাদের নিষেধ করেন না।"

তৃতীয়তঃ সৌজন্য ও আতিথেয়তার স্তর। এর অর্থ বাহ্যিক সদাচার ও বন্ধুত্বপূর্ণ ব্যবহার। এই সম্পর্কের উদ্দেশ্য যদি ধর্মীয় উপকার সাধিত করা অথবা আতিথেয়তা অথবা তাদের অনিষ্ট থেকে আত্মরক্ষা হয়ে থাকে, তবে সব অমুসলমানের সাথেই এটা জায়েজ। সূরা আলে-ইমরানের আলোচ্য আয়াতে إِلَّآ أَن تَتَّقُوا۟ مِنْهُمْ تُقَىٰةً বলে এ স্তরের দিকেই ইঙ্গিত করা হয়েছে। অর্থাৎ, কাফেরদের সাথে বন্ধুত্ব করা জায়েজ নয়। তবে যদি তুমি তাদের অনিষ্ট থেকে আত্মরক্ষা করার লক্ষ্যে বন্ধুত্ব করতে চাও, তাহলে জায়েজ। সৌজন্য ভাবও বন্ধুত্বের হয়ে থাকে। এজন্য একে বন্ধুত্ব থেকে ব্যতিক্রমভুক্ত করা হয়েছে। -[বয়ানুল কুরআন]

চতুর্থতঃ লেনদেনের স্তর। অর্থাৎ, ব্যবসা-বাণিজ্য, ইজারা, চাকরি, শিল্প ও কারিগরি ক্ষেত্রে সম্পর্ক স্থাপন করা। এ স্তরের সম্পর্ক প্রতিষ্ঠাও সব অমুসলমানের সাথে জায়েজ। তবে এতে যদি মুসলমানদের ক্ষতি হয়, তবে জায়েজ নয়। রাসূলুল্লাহ ﷺ, খোলাফায়ে রাশেদীন ও অন্যান্য সাহাবী কর্তৃক গৃহীত কর্মপন্থা এর পক্ষে সাক্ষ্য দেয়। ফিকহবিদগণ এ কারণেই যুদ্ধরত কাফেরদের হাতে সামরিক অস্ত্র-শস্ত্র বিক্রয় করা নিষিদ্ধ করেছেন এবং শুধুমাত্র স্বাভাবিক ব্যবসা-বাণিজ্যের অনুমতি দিয়েছেন। তাদের চাকরি প্রদান করা অথবা তাদের কল-কারখানা বা অন্যান্য প্রতিষ্ঠানের চাকুরি করা সবই জায়েজ।

https://e-ilm.weebly.com/

শব্দ বিশ্লেষণ

يَتَوَلّٰى : সীগাহ واحد مذكر غائب বহছ مضارع معروف বাব تَفَعُّل মাসদার اَلتَّوَلِّيُ মূলবর্ণ (و . ل . ی) জিনস لفيف مفروق অর্থ– সে পৃষ্ঠপ্রদর্শন করে।

يَفْتَرُوْنَ : সীগাহ جمع مذكر غائب বহছ مضارع معروف বাব اِفْتِعَالٌ মাসদার اَلْاِفْتِرَاءُ মূলবর্ণ (ف . ر . ی) জিনস ناقص يائى অর্থ– তারা মিথ্যাচার করে।

وُفِّيَتْ : সীগাহ واحد مؤنث غائب বহছ ماضى مجهول বাব تَفْعِيْل মাসদার اَلتَّوْفِيَةُ মূলবর্ণ (و . ف . ی) জিনস لفيف مفروق অর্থ– পুরোপুরি দেওয়া হবে।

تُؤْتِىْ : সীগাহ واحد مذكر حاضر বহছ مضارع معروف বাব اِفْعَالٌ মাসদার اَلْاِيْتَاءُ মূলবর্ণ (ا . ت . ی) জিনস মুরাক্কাব, مهموز فاء ও ناقص يائى অর্থ– তুমি প্রদান কর।

لَا يَتَّخِذِ : সীগাহ واحد مذكر غائب বহছ نهى غائب معروف বাব اِفْتِعَالٌ মাসদার اَلْاِتِّخَاذُ মূলবর্ণ (أ . خ . ذ) জিনস مهموز فاء অর্থ– যেন সে গ্রহণ না করে।

تُخْفُوْا : সীগাহ جمع مذكر حاضر বহছ مضارع معروف বাব اِفْعَالٌ মাসদার اَلْاِخْفَاءُ মলবর্ণ (خ . ف . ی) জিনস ناقص يائى অর্থ– তোমরা গোপন কর।

تُبْدُوْ : সীগাহ جمع مذكر حاضر বহছ مضارع معروف বাব اِفْعَالٌ মাসদার اَلْاِبْدَاءُ মূলবর্ণ (ب . د . و) জিনস ناقص واوى অর্থ– তোমরা প্রকাশ কর।

বাক্য বিশ্লেষণ

قوله وَوُفِّيَتْ كُلُّ نَفْسٍ مَّا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُوْنَ : এখানে واو টি حرف عطف আর وُفِّيَتْ হলো فعل এবং كُلُّ হলো مضاف আর نَفْسٍ হলো مضاف اليه উভয়ে মিলে ذو الحال পরের অংশ واو টি حالية আর هم মুবতাদা لا يُظْلَمُوْنَ ফে'ল ও ضمير هم এ ফা'য়েল, উভয়ে মিলে جملة فعلية হয়ে كُلُّ نَفْسٍ এর حال হয়েছে। এবার ذوالحال ও حال মিলে نائب فاعل হয়েছে وُفِّيَتْ এর। مَا كَسَبَتْ এর ما টি اسم موصول আর كَسَبَتْ ফে'ল, যমীরে هى ফা'য়েল উভয়ে মিলে جملة فعلية হয়ে صلة এবার موصول ও صلة মিলে مفعول হলো। সুতরাং وُفِّيَتْ টি فعل তার نائب فاعل ও مفعول মিলে جُمْلَةً فِعْلِيَّة হলো।

قوله تُؤْتِى الْمُلْكَ مَنْ تَشَاءُ : এখানে تُؤْتِى ফে'ল যমীরে انت ফা'য়েল اَلْمُلْكَ প্রথম مفعول আর مَنْ ইসমে মাওসূল تَشَاءُ ফে'ল ও فاعل মিলে জুমলা হয়ে صلة মাওসূল ও সিলাহ মিলে দ্বিতীয় مفعول সুতরাং فعل তার فعل ও فاعل টি দুই مفعول নিয়ে জুমলায়ে فِعْلِيَّة হলো।

قوله اِنَّكَ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ : এখানে اِنَّ হরফে মুশাব্বাহ বিল ফে'ল كَ তার اسم আর قَدِيْرٌ শিবহে ফে'ল عَلٰى হরফে জার كُلِّ মুযাফ شَيْءٍ মুযাফ ইলাইহি, مضاف ও مضاف اليه মিলে مجرور জার ও মাজরুর মিলে متعلق হলো قدير-এর সাথে, قَدِيْرٌ তার متعلق নিয়ে শিবহে জুমলা হয়ে اِنَّ এর خبر সুতরাং اِنَّ তার اسم ও خبر মিলে جُمْلَةً اِسْمِيَّة হয়েছে।

قوله وَاِلَى اللّٰهِ الْمَصِيْرُ : اِلَى হরফে জার اللّٰهِ শব্দটি مجرور উভয়ে মিলে متعلق হয়েছে উহ্য يَكُوْنُ এর সাথে তার متعلق নিয়ে জুমলা হয়ে خبر مقدم হলো। আর اَلْمَصِيْرُ টি مبتدأ مؤخر. অতএব مبتدأ مؤخر ও خبر مقدم মিলে جُمْلَةً اِسْمِيَّة হলো।

https://e-ilm.weebly.com/

অনুবাদ : (৩০) যেদিন প্রত্যেকেই স্বীয় কৃত নেককাজসমূহ উপস্থাপিত পাবে এবং স্বীয় কৃত মন্দ কাজসমূহ [-ও], [সেদিন] এই কামনা করবে যে, কি চমৎকার হতো, যদি এই ব্যক্তি এবং সেই দিনের মধ্যে সুদূর ব্যবধান থাকত, আর আল্লাহ তোমাদেরকে স্বীয় সত্তার ভয় দেখাচ্ছেন, এবং আল্লাহ বান্দাদের প্রতি খুব দয়াশীল।	يَوْمَ تَجِدُ كُلُّ نَفْسٍ مَّا عَمِلَتْ مِنْ خَيْرٍ مُّحْضَرًا ۖ وَّمَا عَمِلَتْ مِنْ سُوْٓءٍ ۚ تَوَدُّ لَوْ اَنَّ بَيْنَهَا وَبَيْنَهٗٓ اَمَدًا ۢ بَعِيْدًا ۗ وَيُحَذِّرُكُمُ اللّٰهُ نَفْسَهٗ ۗ وَاللّٰهُ رَءُوْفٌ ۢ بِالْعِبَادِ (۳۰)
(৩১) আপনি বলে দিন, যদি তোমরা আল্লাহর সঙ্গে ভালোবাসা রাখ, তবে তোমরা আমার অনুসরণ কর, আল্লাহ তোমাদেরকে ভালোবাসবেন এবং তোমাদের যাবতীয় গুনাহ মাফ করে দিবেন, আর আল্লাহ খুব ক্ষমাশীল বড় করুণাময়।	قُلْ اِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّوْنَ اللّٰهَ فَاتَّبِعُوْنِيْ يُحْبِبْكُمُ اللّٰهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوْبَكُمْ ۗ وَاللّٰهُ غَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ (۳۱)
(৩২) আপনি বলে দিন, তোমরা অনুসরণ কর আল্লাহ ও রাসূলের, অতঃপর যদি তারা ফিরে যায়, তবে [শুনে রাখুক] আল্লাহ তা'আলা কাফেরদের সাথে ভালোবাসা রাখেন না।	قُلْ اَطِيْعُوا اللّٰهَ وَالرَّسُوْلَ ۚ فَاِنْ تَوَلَّوْا فَاِنَّ اللّٰهَ لَا يُحِبُّ الْكٰفِرِيْنَ (۳۲)
(৩৩) নিশ্চয় আল্লাহ মনোনীত করেছেন [নবুয়তের জন্য] আদমকে, নূহকে এবং ইবরাহীমের সন্তানগণকে ও ইমরানের সন্তানদেরকে বিশ্বজগতের উপর ;	اِنَّ اللّٰهَ اصْطَفٰٓى اٰدَمَ وَنُوْحًا وَّاٰلَ اِبْرٰهِيْمَ وَاٰلَ عِمْرٰنَ عَلَى الْعٰلَمِيْنَ (۳۳)
(৩৪) তাঁরা একে অন্যের সন্তান, আর আল্লাহ খুব শ্রবণকারী, মহাজ্ঞানী।	ذُرِّيَّةً ۢ بَعْضُهَا مِنْ ۢ بَعْضٍ ۗ وَاللّٰهُ سَمِيْعٌ عَلِيْمٌ (۳٤)

শাব্দিক অনুবাদ

(৩০) يَوْمَ تَجِدُ যেদিন পাবে كُلُّ نَفْسٍ প্রত্যেকেই مَّا عَمِلَتْ مِنْ خَيْرٍ স্বীয় কৃত নেককাজসমূহ مُّحْضَرًا উপস্থাপিত وَّمَا عَمِلَتْ مِنْ سُوْٓءٍ এবং স্বীয় কৃত মন্দ কাজসমূহ تَوَدُّ [সেদিন] এই কামনা করবে যে لَوْ اَنَّ بَيْنَهَا وَبَيْنَهٗ কি চমৎকার হতো, যদি এই ব্যক্তি এবং সেই দিনের মধ্যে থাকত اَمَدًا ۢ بَعِيْدًا সুদূর ব্যবধান وَيُحَذِّرُكُمُ اللّٰهُ نَفْسَهٗ আর আল্লাহ তোমাদেরকে স্বীয় সত্তার ভয় দেখাচ্ছেন وَاللّٰهُ رَءُوْفٌ ۢ بِالْعِبَادِ এবং আল্লাহ বান্দাদের প্রতি খুব দয়াশীল।

(৩১) قُلْ আপনি বলে দিন اِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّوْنَ اللّٰهَ যদি তোমরা আল্লাহর সঙ্গে ভালোবাসা রাখ فَاتَّبِعُوْنِيْ তবে তোমরা আমার অনুসরণ কর يُحْبِبْكُمُ اللّٰهُ আল্লাহ তোমাদেরকে ভালোবাসবেন وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوْبَكُمْ এবং তোমাদের যাবতীয় গুনাহ মাফ করে দিবেন وَاللّٰهُ غَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ আর আল্লাহ খুব ক্ষমাশীল বড় করুণাময়।

(৩২) قُلْ আপনি বলে দিন اَطِيْعُوا اللّٰهَ وَالرَّسُوْلَ তোমরা অনুসরণ কর আল্লাহ ও রাসূলের فَاِنْ تَوَلَّوْا অতঃপর যদি তারা ফিরে যায় فَاِنَّ اللّٰهَ لَا يُحِبُّ الْكٰفِرِيْنَ তবে আল্লাহ তা'আলা কাফেরদের সাথে ভালোবাসা রাখেন না।

(৩৩) اِنَّ اللّٰهَ اصْطَفٰٓى নিশ্চয় আল্লাহ মনোনীত করেছেন اٰدَمَ وَنُوْحًا আদমকে, নূহকে وَّاٰلَ اِبْرٰهِيْمَ এবং ইবরাহীমের সন্তানগণকে وَاٰلَ عِمْرٰنَ ও ইমরানের সন্তানদেরকে عَلَى الْعٰلَمِيْنَ বিশ্বজগতের উপর।

(৩৪) ذُرِّيَّةً ۢ بَعْضُهَا مِنْ ۢ بَعْضٍ তাঁরা একে অন্যের সন্তান وَاللّٰهُ سَمِيْعٌ عَلِيْمٌ আর আল্লাহ খুব শ্রবণকারী, মহাজ্ঞানী।

https://e-ilm.weebly.com/

إِذْ قَالَتِ امْرَاَتُ عِمْرٰنَ رَبِّ اِنِّيْ نَذَرْتُ لَكَ مَا
فِيْ بَطْنِيْ مُحَرَّرًا فَتَقَبَّلْ مِنِّيْ ۚ اِنَّكَ اَنْتَ
السَّمِيْعُ الْعَلِيْمُ (٣٥)

(৩৫) যখন ইমরান পত্নী নিবেদন করল, হে আমার রব! আমি মানত করেছি আপনার জন্য এই সন্তান যা আমার উদরে রয়েছে, তাকে আজাদ রাখা হবে, সুতরাং আপনি আমা হতে গ্রহণ করুন, নিশ্চয় আপনি খুব শ্রবণকারী, মহাজ্ঞানী।

فَلَمَّا وَضَعَتْهَا قَالَتْ رَبِّ اِنِّيْ وَضَعْتُهَآ اُنْثٰى ؕ
وَاللّٰهُ اَعْلَمُ بِمَا وَضَعَتْ ؕ وَلَيْسَ الذَّكَرُ
كَالْاُنْثٰى ۚ وَاِنِّيْ سَمَّيْتُهَا مَرْيَمَ وَاِنِّيْٓ اُعِيْذُهَا
بِكَ وَذُرِّيَّتَهَا مِنَ الشَّيْطٰنِ الرَّجِيْمِ (٣٦)

(৩৬) অনন্তর যখন সে কন্যা প্রসব করল, বলল, হে আমার প্রভু! আমি তো কন্যা সন্তান প্রসব করেছি, অথচ আল্লাহ সমধিক জানেন যা সে প্রসব করেছে, আর সে ছেলে [যা তিনি কামনা করেছিলেন] এই কন্যার সমকক্ষ নয়, আর আমি এই কন্যার নাম মারইয়াম রাখলাম আর আমি তাকে ও তার সন্তানগণকে আপনার আশ্রয়ে সমর্পণ করতেছি– বিতাড়িত শয়তান হতে।

فَتَقَبَّلَهَا رَبُّهَا بِقَبُوْلٍ حَسَنٍ وَّاَنْۢبَتَهَا نَبَاتًا
حَسَنًا ۙ وَّكَفَّلَهَا زَكَرِيَّا ؕ كُلَّمَا دَخَلَ عَلَيْهَا
زَكَرِيَّا الْمِحْرَابَ ۙ وَجَدَ عِنْدَهَا رِزْقًا ۚ قَالَ
يٰمَرْيَمُ اَنّٰى لَكِ هٰذَا ؕ قَالَتْ هُوَ مِنْ عِنْدِ اللّٰهِ ؕ
اِنَّ اللّٰهَ يَرْزُقُ مَنْ يَّشَآءُ بِغَيْرِ حِسَابٍ (٣٧)

(৩৭) অনন্তর তাঁকে তাঁর প্রতিপালক উত্তমরূপে গ্রহণ করলেন, আর উত্তমরূপে তাঁর পরিবর্ধন সমাধা করলেন এবং যাকারিয়াকে তাঁর অভিভাবক করে দিলেন, যখনই যাকারিয়া উত্তম প্রকোষ্ঠে তাঁর নিকট আসতেন, তখন তাঁর নিকট পানাহারের বস্তুসমূহ পেতেন, এরূপ বলতেন, হে মারইয়াম! এই খাদ্যগুলো তোমার জন্য কোথা হতে এসেছে? তিনি বলতেন, তা আল্লাহর নিকট হতে এসেছে, নিশ্চয় আল্লাহ তা'আলা যাকে ইচ্ছা অধিকার বিহনে রিজিক প্রদান করেন।

শাব্দিক অনুবাদ

(৩৫) اِذْ قَالَتِ امْرَاَتُ عِمْرٰنَ যখন ইমরান পত্নী নিবেদন করল رَبِّ হে আমার রব! اِنِّيْ نَذَرْتُ لَكَ আমি মানত করেছি আপনার জন্য مَا فِيْ بَطْنِيْ এই সন্তান যা আমার উদরে রয়েছে। مُحَرَّرًا তাকে আজাদ রাখা হবে فَتَقَبَّلْ مِنِّيْ সুতরাং আপনি আমা হতে গ্রহণ করুন اِنَّكَ اَنْتَ নিশ্চয় আপনি السَّمِيْعُ الْعَلِيْمُ খুব শ্রবণকারী, মহাজ্ঞানী।

(৩৬) فَلَمَّا وَضَعَتْهَا অনন্তর যখন সে কন্যা প্রসব করল قَالَتْ বলল رَبِّ اِنِّيْ وَضَعْتُهَآ اُنْثٰى হে আমার প্রভু! আমি তো কন্যা সন্তান প্রসব করেছি وَاللّٰهُ اَعْلَمُ অথচ আল্লাহ সমধিক জানেন بِمَا وَضَعَتْ যা সে প্রসব করেছে وَلَيْسَ الذَّكَرُ كَالْاُنْثٰى আর সে ছেলে [যা তিনি কামনা করেছিলেন] এই কন্যার সমকক্ষ নয় وَاِنِّيْ سَمَّيْتُهَا مَرْيَمَ আর আমি এই কন্যার নাম মারইয়াম রাখলাম وَاِنِّيْٓ اُعِيْذُهَا بِكَ আর আমি তাকে আপনার আশ্রয়ে সমর্পণ করছি وَذُرِّيَّتَهَا ও তার সন্তানগণকে مِنَ الشَّيْطٰنِ الرَّجِيْمِ বিতাড়িত শয়তান হতে।

(৩৭) فَتَقَبَّلَهَا رَبُّهَا অনন্তর তাঁকে তাঁর প্রতিপালক গ্রহণ করলেন بِقَبُوْلٍ حَسَنٍ উত্তমরূপে وَاَنْۢبَتَهَا نَبَاتًا حَسَنًا আর উত্তমরূপে তাঁর পরিবর্ধন সমাধা করলেন وَكَفَّلَهَا زَكَرِيَّا এবং যাকারিয়াকে তাঁর অভিভাবক করে দিলেন كُلَّمَا دَخَلَ عَلَيْهَا زَكَرِيَّا যখনই যাকারিয়া তাঁর নিকট আসতেন الْمِحْرَابَ উত্তম প্রকোষ্ঠে وَجَدَ عِنْدَهَا رِزْقًا তখন তাঁর নিকট পানাহারের বস্তুসমূহ পেতেন قَالَ এরূপ বলতেন يٰمَرْيَمُ হে মারইয়াম! اَنّٰى لَكِ هٰذَا এই খাদ্যগুলো তোমার জন্য কোথা হতে এসেছে? قَالَتْ তিনি বলতেন هُوَ مِنْ عِنْدِ اللّٰهِ তা আল্লাহর নিকট হতে এসেছে اِنَّ اللّٰهَ يَرْزُقُ مَنْ يَّشَآءُ بِغَيْرِ حِسَابٍ নিশ্চয় আল্লাহ তা'আলা যাকে ইচ্ছা অধিকার বিহনে রিজিক প্রদান করেন।

https://e-ilm.weebly.com/

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

(৩১) قوله قُلْ إِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّوْنَ اللّٰهَ فَاتَّبِعُوْنِيْ يُحْبِبْكُمُ اللّٰهُ الخ **আয়াতের শানে নুযূল :** ইবনে জারীর, ইবনুল মুনযির এবং হাসান বসরী (র.) বর্ণনার উদ্ধৃতি দিয়েছেন যে, প্রিয়নবী ﷺ -এর যুগে কিছু লোক বলেছিল হে মুহাম্মদ! ﷺ আমরা আল্লাহর নামে শপথ করে বলছি যে, আমরা আমাদের প্রভুকে ভালোবাসি। তখন এই আয়াত নাজিল হয়। এর মর্ম হচ্ছে যদি তোমরা আল্লাহর প্রতি ভালোবাসার দাবি কর তবে আল্লাহর প্রিয় রাসূল হযরত মুহাম্মদ ﷺ-এর পরিপূর্ণ অনুসরণের কষ্টি পাথরে এ দাবির যথার্থ প্রমাণ উপস্থাপিত কর। কেননা যে যত বেশি তার অনুসরণ করবে সে তত বেশি আল্লাহ পাকের প্রতি তার প্রেম ভালোবাসার প্রমাণ উপস্থাপন করবে। [আসবাবুন নুযূল পৃ. : ৬১]

যা হোক হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা.)-এর কথার উদ্ধৃতি দিয়েছেন যে, মক্কার পৌত্তলিকরা কাবা শরীফের ভিতরে মূর্তি স্থাপন করেছিল। আর বন্য মুরগির ডিম তার ভিতর ঝুলিয়ে রেখেছিল এবং সেগুলোর কানে বালি ভরে রেখেছিল এবং সেগুলোকে সেজদা করছিল। প্রিয়নবী ﷺ সেখানে গমন করলেন এবং কিছুক্ষণ অপেক্ষা করলেন এবং বললেন, কুরাইশগণ! তোমরা তোমাদের পিতামহ হযরত ইবরাহীম ও হযরত ইসমাঈল (আ.)-এর তরিকার বিরোধিতা করছ। তখন কুরাইশরা বলেছিল আমরাতো আল্লাহর মহব্বতে মূর্তি পূজা করি, যাতে করে এতদ্বারা আমরা আল্লাহর নৈকট্য লাভ করতে পারি। তখন এই আয়াত নাজিল হয়। –[তাফসীরে নূরুল কুরআন– ২২০-২২১] [আসবাবুন নুযূল পৃ. : ৬১]

(৩২) قوله قُلْ أَطِيْعُوا اللّٰهَ وَالرَّسُوْلَ فَإِنْ تَوَلَّوْا الخ **আয়াতের শানে নুযূল :** একবার কুরাইশগণ বলল, হে মুহাম্মদ! আমরা আল্লাহ মনে করে এ মূর্তির পূজা করি না; বরং মূর্তিকে আমরা নাজাতের উপায় এবং আল্লাহর দরবারে আমাদের জন্য সুপারিশকারী মনে করি। কিয়ামতের দিন তাদের সুপারিশের মাধ্যমে আমরা মুক্তি পাব। তখন এ আয়াত নাজিল হয়।

(৩৩) قوله إِنَّ اللّٰهَ اصْطَفٰى اٰدَمَ وَنُوْحًا وَّاٰلَ إِبْرَاهِيْمَ الخ **আয়াতের শানে নুযূল :** রঈসুল মুফাসসিরীন হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা.) হতে বর্ণিত আছে, ইহুদিরা বলত, আমরা হযরত ইবরাহীম, ইসহাক ও ইয়াকূব (আ.)-এর বংশধর এবং আমরা তাদের দীনের উপরই রয়েছি। তখন আল্লাহ তা'আলা অত্র আয়াত নাজিল করে বলেন, আল্লাহ তা'আলা এ সমস্ত সম্মানিত ব্যক্তিবর্গকে ইসলাম, নবুয়ত ও রিসালাত দ্বারা মনোনীত করে প্রাধান্য দান করেছেন। আর হে ইহুদি সম্প্রদায়! তোমরা তাদের দীনের বিপরীত রয়েছ। –[জালালাইন প্রান্তটীকা]

মহব্বতের অর্থ ও তার প্রকারভেদ

مَعْنَى الْمَحَبَّةِ : এর শাব্দিক অর্থ– مَيْلُ الْقَلْبِ إِلَى الشَّيْءِ لِتَصَوُّرِ كَمَالٍ فِيْهِ অর্থাৎ কোনো বস্তুর পরিপূর্ণতার কারণে তার দিকে অন্তর ধাবিত হওয়া। এটা স্রষ্টা এবং বান্দার দিক হতে দু'ভাবে বিভক্ত।

১. مَحَبَّةُ الْعَبْدِ لِلّٰهِ [বান্দার ভালোবাসা আল্লাহর জন্য] : আর তা হলো عِبَادَةٌ عَنْ إِرَادَةِ الطَّاعَةِ وَالْعِبَادَةِ অর্থাৎ ইবাদত ও আনুগত্যের ইচ্ছা পোষণ করে [তা বাস্তবায়িত করা]।

২. مَحَبَّةُ اللّٰهِ لِلْعَبْدِ [বান্দার জন্য আল্লাহর ভালোবাসা] : আর তার পরিচয় হলো عِبَادَةٌ عَنْ إِرَادَةِ إِيْصَالِ الْكَمَالَاتِ وَالْخَيْرَاتِ إِلَيْهِ অর্থাৎ বান্দার দিকে কল্যাণ ও পরিপূর্ণতার বিষয়াবলি পৌছানো।

দ্বিতীয় ভাগ : সাধারণ মহব্বত বা ভালোবাসা তিন ভাগে বিভক্ত।

১. طَبْعِيٌّ [স্বভাবগত ভালোবাসা] : যা মানুষের ইচ্ছাধীন নয় এবং ক্ষমতারও অধীন নয়, এমনিতেই থাকে, যেমন সন্তান-সন্ততি, পিতা-মাতা, ভাই-বন্ধু ইত্যাদির মহব্বত।

২. اِيْمَانِيٌّ [বিশ্বাসগত ভালোবাসা] : তথা সকল মহব্বতের উপর আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের মহব্বত প্রাধান্য দেওয়া, যেমনি হাদীসে এসেছে– لَا يُؤْمِنُ أَحَدُكُمْ حَتّٰى أَكُوْنَ أَحَبَّ إِلَيْهِ مِنْ وَالِدِهٖ وَوَلَدِهٖ وَالنَّاسِ أَجْمَعِيْنَ

৩. عَقْلِيٌّ [যুক্তিসিদ্ধ ভালোবাসা] : যে ভালোবাসা স্বভাবপ্রসূত নয়; বরং জ্ঞান ও যুক্তিসিদ্ধ তথা যুক্তি ও জ্ঞান তাকে ভালোবাসতে বলে। যেমন তিক্ত ঔষধ, মানুষের মন স্বাভাবিকভাবে তা সেবা করতে চায় না। কিন্তু সুস্থতা অর্জনের লক্ষ্যে জ্ঞান তা সেবন করার নির্দেশ দেয়।

https://e-ilm.weebly.com/

আল্লাহর জন্য বান্দার ভালোবাসার উদ্দেশ্য : কিছু পূর্বে এর পরিচয় দেওয়া হয়েছে তথা আল্লাহর আনুগত্য ও ইবাদত করা, আল্লাহর ভালোবাসা শুধুমাত্র মুখের দাবি নয়; বরং কার্যে পরিণত করার বিষয়। দুনিয়ার জীবনে মানব জীবনের সার্বিক বিষয়াবলি মহান আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের আদেশ ও নির্দেশ অনুযায়ী চালানোকেই আল্লাহর ভালোবাসা বলে।

كَيْفَ يُحِبُّ اللّٰهُ الْعَبْدَ **কিভাবে আল্লাহ বান্দাকে ভালোবাসেন :** আল্লাহর ভালোবাসার অর্থ তার অনুগ্রহ তথা দুনিয়াতে বান্দাকে তার মর্জি মতো চলার তৌফিক প্রদান করা। বান্দার পাপ মোচন করা এবং তার ইবাদতে মশগুল রাখা ইত্যাদিই মহান আল্লাহর মহব্বত।

عِمْرَانُ **দ্বারা কোন** عِمْرَانُ **উদ্দেশ্য :** এ ব্যাপারে দু'টি অভিমত পাওয়া যায়।

১. কিছু সংখ্যকের মতে এই عِمْرَانُ দ্বারা উদ্দেশ্য হলো عِمْرَانُ بْنُ يَصْهَرْ [ইমরান ইবনে ইয়াসহার]। যিনি হযরত মূসা ও হযরত হারূন (আ.)-এর পিতা। তখন اٰلِ عِمْرَانَ দ্বারা هَارُوْن ও مُوْسٰى নবীদ্বয় উদ্দেশ্য।

২. কিছু সংখ্যকের মতে এই عِمْرَانُ দ্বারা উদ্দেশ্য হলো عِمْرَانُ بْنُ مَاثَانْ [ইমরান ইবনে মাছান] যিনি ছিলেন হযরত মারইয়াম (আ.)-এর পিতা। তখন اٰلِ عِمْرَانَ দ্বারা উদ্দেশ্য হবে হযরত ঈসা (আ.)। এই মতটিই অধিক গ্রহণযোগ্য।

এখানে উল্লেখ্য যে, উভয় ইমরানের মাঝে (১৮০০) আঠারশত বৎসরের ব্যবধান।

হযরত মারইয়াম (আ.)-এর ঘটনা : হযরত মারইয়াম (আ.)-এর পিতার নাম ছিল ইমরান ইবনে মাছান। তিনি ছিলেন তৎকালীন যুগের শ্রেষ্ঠ আলেম, বনী ইসরাঈলের সর্দার এবং পবিত্র বায়তুল মুকাদ্দাসের ইমাম। আর মায়ের নাম ছিল হান্না বিনতে ফাকূয (حَنَّةُ بِنْتُ فَاقُوْذْ) তিনি ছিলেন বন্ধ্যা। একদা তিনি একটি গাছের ছায়ায় বসা অবস্থায় দেখতে পেলেন যে, একটি পাখি তার ছানাকে আহার খাওয়াচ্ছেন। ফলে তাঁর অন্তরে সন্তানের কামনা সৃষ্টি হয়। এজন্য তিনি আল্লাহর নিকট সন্তানের প্রার্থনা করলেন। যাকে তিনি পবিত্র বায়তুল মুকাদ্দাসের খেদমতের জন্য উৎসর্গ করবেন। মহান আল্লাহ তার প্রার্থনা কবুল করলেন।

মারইয়ামের জন্ম ও হযরত জাকারিয়া (আ.)-এর তত্ত্বাবধানে : মহান আল্লাহ বিবি হান্নাকে একটি কন্যা সন্তান দান করেন। যার নাম রাখলেন 'মারইয়াম' হান্না গর্ভাবস্থায় হযরত ইমরান মৃত্যুমুখে পতিত হন। ফলে তাঁর মানত অনুযায়ী জন্মের পর, মারইয়ামকে বায়তুল মুকাদ্দাসের খেদমতের জন্য নিয়ে যান। ইমাম ও সর্দারের কন্যা হিসেবে তাকে সবাই প্রতিপালন করতে চাইলেন। হযরত জাকারিয়া (আ.) বললেন, আমি তার খালু, তার খালা আমার গৃহে, খালা মায়ের ন্যায়। অতএব আমিই দায়িত্ব পাওয়ার সর্বাপেক্ষা উপযুক্ত ব্যক্তি। কিন্তু তার এ যুক্তি কেউ মানল না। অবশেষে লটারীর মাধ্যমে হযরত জাকারিয়া (আ.) বিজয়ী হয়ে তাঁর অভিভাবকত্বের দায়িত্ব প্রাপ্ত হন। তিনি তাকে বায়তুল মাকদিসের একটি কক্ষে রেখে প্রতিপালন করেন। –[কাশশাফ, বয়ানুল কুরআন]

مُحَرَّرًا **দ্বারা উদ্দেশ্য :** হযরত মারইয়াম (আ.) কোনো বাঁদি ছিলেন না যে, তাঁকে স্বাধীন করতে হবে; বরং مُحَرَّرًا [মুহাররারান] দ্বারা উদ্দেশ্য হলো বায়তুল মাকদিসের খেদমত করার জন্য দুনিয়ার সমস্ত কাজ হতে মুক্ত রাখা, তথা সে অন্য কোনো কাজ করবে না, শুধু পবিত্র গৃহের তত্ত্বাবধানেই থাকবে।

ইমাম শা'বী (র.) বলেন, মুহাররার অর্থ مُخْلِصًا لِلْعِبَادَةِ তথা বিশেষভাবে ইবাদতের কাজে লিপ্ত রাখা। অন্য কোনো কাজে মশগুল না রাখা।

কিভাবে সন্তানকে উৎসর্গ করা হয় : আমাদের শরিয়তে সন্তানকে এরূপ উৎসর্গ করা জায়েজ নেই। কিন্তু বনী ইসরাঈলদের মাঝে এরূপ মানত জায়েজ ছিল। তবে এটা ছিল ছেলে সন্তানের বেলায় মেয়ে সন্তানের উপর ছিল না। কিন্তু বিবি মারইয়ামের ব্যাপারটি ছিল ভিন্ন। হান্নার দোয়াকে কবুল করেছেন বিধায় এরূপ হয়েছে। বর্ণিত আছে যে, বনী ইসরাঈলরা এরূপ মানত করত। আর যখন ছেলে প্রাপ্ত বয়সে পৌঁছে যেত, তখন তাকে বায়তুল মাকদিসের খেদমত করার বা না করার সুযোগ দেওয়া হতো।

https://e-ilm.weebly.com/

قوله وَاللّٰهُ اَعْلَمُ بِمَا وَضَعَتْ -এর বিশ্লেষণ : এটি কার قَوْل এ বিষয়ে দু'টি অভিমত পাওয়া যায়।

১. অধিকাংশ মুফাসসিরীনের মতে এটি মহান আল্লাহর কথা। তখন ت. কে সাকিন করে পড়া হবে মারইয়ামের সম্মানার্থে একথা বলা হয়েছে, কেননা হান্না কি রত্ন প্রসব করেছেন সে জানে না, সে যে বিশ্ববাসীর নিকট একটি সুউজ্জ্বল নিদর্শন হিসেবে পরিগণিত হবে, তা আল্লাহ ভালো করেই জানেন।

হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) ت. কে যের দিয়ে পড়েছেন। এতেও আল্লাহর উক্তি বলে বুঝা যায়। তথা, তুমি যা প্রসব করেছ, তা আল্লাহ ভালো কারেই জানেন।

২. কিছু সংখ্যক ت. কে رَفع বা পেশ দিয়ে পড়েছেন। তখন এটা বিবি হান্নার উক্তি হবে। সে অল্লাহর দরবারে অজুহাত পেশ করেছেন; যে আমি কি চেয়েছি আর কি প্রসব করেছি আল্লাহই ভালো জানেন।

قوله وَلَيْسَ الذَّكَرُ كَالْاُنْثٰى -এর বিশ্লেষণ : এখানে দু'টি অভিমত পাওয়া যায়।

১. কিছু সংখ্যকের মতে এটা মহান আল্লাহর উক্তি হান্নাকে সান্ত্বনা দান করতে গিয়ে একথা বলেন। তখন এর ব্যাখ্যা হবে–
   ক. আল্লাহ তা'আলা এ কন্যা হতে যে কাজ নিবেন তা অন্য কোনো পুরুষ সন্তান হতে নিবেন না। কাজেই কোনো পুরুষ এই মেয়ের ন্যায় নয়।
   খ. অথবা, এই কন্যার যে সম্মান ও মরতবা হবে কোনো ছেলের এই মর্যাদা হবে না।
   গ. অথবা, যে পুত্র হান্না চেয়েছিল তার চাইতে এ কন্যাকে তার চেয়ে যোগ্য বানানো হয়েছে।
২. আর কিছু সংখ্যকের মতে এই উক্তি হযরত হান্নার। তিনি দুঃখবোধ করে এই উক্তিটি করেছিলেন তখন অর্থ– হবে।
   ক. খেদমতের জন্য পুরুষ যেমন শক্তিমান। মেয়েরা তেমন নয়। কাজেই ছেলে মেয়ের মতো নয়।
   খ. মসজিদের খেদমতের জন্য পুরুষরা যেমন সর্বদা পাক-পবিত্র থাকতে পারে মেয়েরা তা পারে না।
   গ. মসজিদের খেদমতে মহিলাদের ব্যাপারে সামাজিক দোষ-ত্রুটি বিদ্যমান। কিন্তু পুরুষের ব্যাপারে তা নেই।

مِحْرَاب দ্বারা উদ্দেশ্য : মেহরাব বলতে সাধারণত আমরা ইমাম সাহেব দাঁড়াবার স্থানকে বুঝি। কিন্তু এখানে তা বুঝানো হয়নি; বরং তাদের ধর্মে উপাসনালয় সংলগ্ন উঁচু স্থানে নির্মিত প্রকোষ্ঠকে মেহরাব বলা হয়। যেখানে পুরোহিতগণ অবস্থান করেন। হযরহ জাকারিয়া (আ.) বিবি মারইয়ামের জন্য এরূপ একটি প্রকোষ্ঠ নির্মাণ করেন। যে স্থানে সিঁড়ি ছাড়া কেউ পৌছতে পারতো না। তিনি সময় মতো খাবার দাবার পৌছে দিয়ে কক্ষ বন্ধ করে চলে আসতেন। তিনি ছাড়া অন্য কারো তথায় প্রবেশাধিকার ছিল না।

কেউ কেউ মেহরাব দ্বারা মসজিদ উদ্দেশ্য নেন। আবার কেউ বলেন মসজিদের ভিতরের একটি কক্ষ যাতে বিবি মারইয়াম ছিলেন তাই মেহরাব।

কেউ বলেন বায়তুল মাকদিসের সম্মুখস্থ উঁচু স্থানই মেহরাব। –[কাশশাফ, বয়ানুল কুরআন]

وَجَدَ عِنْدَهَا رِزْقًا রিজিক দ্বারা সাধারণ খাবারই উদ্দেশ্য। কিন্তু এখানে রিজিক দ্বারা বেহেশতী ফল-মূল বুঝানো হয়েছে। হযরত মারইয়াম (আ.)-এর নিকটে বেমওসুমী ফল-মূল পাওয়া যেত। যেমন গ্রীষ্মের ফল শীতে, শীতের ফল গ্রীষ্মে আসত। এটা হযরত মারইয়াম (আ.)-এর কারামত। হযরত জাকারিয়া (আ.) ছাড়া কারো তথায় প্রবেশাধিকার ছিল না। তিনি ৭টি দরজা বন্ধ করে চলে যেতেন। কিন্তু এ ফল-মূল নিয়মিতই পৌছত। হযরত জাকারিয়া (আ.) এ দৃশ্য বার বার দেখে শেষ পর্যন্ত জিজ্ঞাসা করে বসলেন। হযরত মারইয়াম (আ.) জবাব দিলেন যে– هُوَ مِنْ عِنْدِ اللّٰهِ এটা আল্লাহর পক্ষ হতে।

عِمْرَانُ -এর স্ত্রী কে ছিলেন? হযরত ইমরানের স্ত্রীর নাম হলো حَنَّةُ بِنْتُ فَاقُوْذ [হান্না বিনতে ফাকূয]। তার গর্ভে হযরত মারইয়াম (আ.) জন্ম গ্রহণ করেন আর হযরত জাকারিয়া (আ.)-এর স্ত্রীর নাম ছিল اِيْشَاعُ بِنْتُ فَاقُوْذ [ঈশা বিনতে ফাকূয]।

এখানে উল্লেখ্য যে, হযরত ইমরানের প্রথমে فَاقُوْذ ফাকূযকে বিয়ে করেন। এ সময়ে হান্না তার কোলে ছিল। তথা ফাকূযের অন্য ঘরের [প্রথম স্বামীর] সন্তান ছিল। এরপর عِمْرَانُ এর ঔরসে اِيْشَاعُ জন্ম গ্রহণ করেন। فَاقُوْذ-এর মৃত্যুর পর পুনরায় ইমরান (আ.) হান্নাকে বিয়ে করেন যা তাদের শরিয়তে তথা رَبِيْبَة কে বিয়ে করা জায়েজ ছিল। মায়ের দিক থেকে ঈশা হান্নার বোন তাই মারইয়ামের খালা হয়েছে। আর মারইয়ামের পিতার দিক থেকে ঈশা মারইয়ামের বোন।

https://e-ilm.weebly.com/

শব্দ বিশ্লেষণ

تَوَدُّ : সীগাহ واحد مؤنث غائب বহছ اثبات فعل مضارع معروف বাব سَمِعَ মাসদার اَلْمَوَدَّةُ মূলবর্ণ (و . د . د) জিনস মুরাক্কাব مضاعف ثلاثى এবং مثال واوى অর্থ- সে কামনা করে।

اَطِيْعُوا : সীগাহ جمع مذكر حاضر বহছ امر حاضر معروف বাব اِفْعَالٌ মাসদার اَلْاِطَاعَةُ মূলবর্ণ (ط . و . ع) জিনস اجوف واوى অর্থ- তোমরা অনুসরণ কর।

تَوَلَّوْا : সীগাহ جمع مذكر غائب বহছ اثبات فعل ماضى معروف বাব تَفَعُّلٌ মাসদার اَلتَّوَلِّىُ মূলবর্ণ (و . ل . ى) জিনস لفيف مفروق অর্থ- তারা মুখ ফিরিয়ে নেয়।

اصْطَفٰى : সীগাহ واحد مذكر غائب বহছ اثبات فعل ماضى معروف বাব اِفْتِعَالٌ মাসদার اَلْاِصْطِفَاءُ মূলবর্ণ (ص . ف . و) জিনস ناقص واوى অর্থ- তিনি নির্বাচন করেছেন।

مُحَرَّرًا : সীগাহ واحد مذكر বহছ اسم مفعول বাব تَفْعِيْل মাসদার اَلتَّحْرِيْرُ মূলবর্ণ (ح . ر . ر) জিনস مضاعف ثلاثى অর্থ- আজাদকৃত।

سَمَّيْتُ : সীগাহ واحد متكلم বহছ اثبات فعل ماضى معروف বাব تَفْعِيْل মাসদার اَلتَّسْمِيَةُ মূলবর্ণ (س . م . و) জিনস ناقص واوى অর্থ- আমি নাম রেখেছি।

اُعِيْذُ : সীগাহ واحد متكلم বহছ اثبات فعل مضارع معروف বাব اِفْعَالٌ মাসদার اَلْاِعَاذَةُ মূলবর্ণ (ع . و . ذ) জিনস اجوف واوى অর্থ- আমি আশ্রয় প্রার্থনা করছি।

اَلْمِحْرَابُ : শব্দটি একবচন; বহুবচন محاريب অর্থ- স্থান, কক্ষ, ঘরের উত্তম স্থান।

বাক্য বিশ্লেষণ

قوله فَاِنَّ اللهَ لَا يُحِبُّ الْكٰفِرِيْنَ : এখানে اِنَّ টি حرف مشبه بالفعل আর اللّٰهَ শব্দটি اسم ان এবং لَا يُحِبُّ টি فعل যমীরে هو ফা'য়েল الْكٰفِرِيْنَ পদটি مفعول এবার فاعل . فعل ও مفعول মিলে جملة فعلية হয়ে خبر ان হয়েছে। সুতরাং اسم ان ও خبر ان মিলে جملة اسمية হয়েছে।

قوله اِنَّ اللهَ اصْطَفٰٓى اٰدَمَ وَنُوْحًا وَّاٰلَ اِبْرٰهِيْمَ وَاٰلَ عِمْرٰنَ عَلَى الْعٰلَمِيْنَ : এখানে اِنَّ পদটি حرف مشبه بالفعل আর اللّٰهَ শব্দটি اسم اِنَّ এবং اِصْطَفٰى ফে'ল, যমীরে هُوَ ফা'য়েল اٰدَمَ হলো معطوف عليه আর واو হলো حرف عطف এবং نُوْحًا হলো معطوف এরপর واو হরফে আতফ اٰلَ اِبْرٰهِيْمَ মুযাফ ও মুযাফ ইলাইহি মিলে হয়েছে معطوف । واو হরফে আতফ, اٰلَ عِمْرٰنَ মুযাফ ও মুযাফ ইলাইহি মিলে মাতূফ, কাজেই معطوف عليه তার তিন معطوف মিলে مفعول হয়েছে। আর عَلٰى হরফে জার الْعٰلَمِيْنَ মাজরূর। উভয় মিলে متعلق হলো اِصْطَفٰى-এর সাথে। اِصْطَفٰى ফে'ল তার ফা'য়েল, মাফঊল ও متعلق মিলে جملة فعلية হয়ে خبر ان হলো সুতরাং اسم اِنَّ ও خبر ان মিলে جُمْلَةٌ اِسْمِيَّةٌ হলো।

https://e-ilm.weebly.com/

هُنَالِكَ دَعَا زَكَرِيَّا رَبَّهُ ۚ قَالَ رَبِّ هَبْ لِي مِن لَّدُنكَ ذُرِّيَّةً طَيِّبَةً ۖ إِنَّكَ سَمِيعُ الدُّعَاءِ (٣٨)

অনুবাদ : (৩৮) তখন যাকারিয়া প্রার্থনা করলেন স্বীয় প্রভুর নিকট বললেন, হে আমার রব! দান করুন আমাকে খাছ আপনার নিকট হতে কোনো উত্তম সন্তান, নিশ্চয় আপনি খুব প্রার্থনা শ্রবণকারী।

فَنَادَتْهُ الْمَلَائِكَةُ وَهُوَ قَائِمٌ يُصَلِّي فِي الْمِحْرَابِ أَنَّ اللَّهَ يُبَشِّرُكَ بِيَحْيَىٰ مُصَدِّقًا بِكَلِمَةٍ مِّنَ اللَّهِ وَسَيِّدًا وَحَصُورًا وَنَبِيًّا مِّنَ الصَّالِحِينَ (٣٩)

(৩৯) অতঃপর তাঁকে ফেরেশতাগণ ডেকে বললেন, যখন তিনি মেহরাবে দাঁড়িয়ে নামাজ পড়ছিলেন– আল্লাহ আপনাকে সুসংবাদ দিচ্ছেন ইয়াহইয়ার, তাঁর অবস্থা এই হবে যে, তিনি সমর্থনকারী হবেন, 'কালিমাতুল্লাহর' [নবুয়তে ঈসার] এবং সরদার হবেন এবং স্বীয় প্রবৃত্তিকে খুব দমনকারী হবেন আর নবীও হবেন এবং উচ্চস্তরের সুসভ্যও হবেন।

قَالَ رَبِّ أَنَّىٰ يَكُونُ لِي غُلَامٌ وَقَدْ بَلَغَنِيَ الْكِبَرُ وَامْرَأَتِي عَاقِرٌ ۖ قَالَ كَذَٰلِكَ اللَّهُ يَفْعَلُ مَا يَشَاءُ (٤٠)

(৪০) যাকারিয়া আরজ করলেন, হে আমার রব! আমার পুত্র হবে কি করে? অথচ আমার বার্ধক্য উপস্থিত হয়েছে আমার স্ত্রীও প্রসবের যোগ্য রয়নি, আল্লাহ বললেন, এই অবস্থাতেই পুত্র হবে, কেননা আল্লাহ যা চান করেন।

قَالَ رَبِّ اجْعَل لِّي آيَةً ۖ قَالَ آيَتُكَ أَلَّا تُكَلِّمَ النَّاسَ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ إِلَّا رَمْزًا ۗ وَاذْكُر رَّبَّكَ كَثِيرًا وَسَبِّحْ بِالْعَشِيِّ وَالْإِبْكَارِ (٤١)

(৪১) তিনি আরজ করলেন, হে আমার রব! আমার জন্য কোনো লক্ষণ নির্ধারণ করুন, আল্লাহ বললেন, তোমার লক্ষণ এটাই যে, তুমি মানুষের সাথে কথা বলতে সমর্থ হবে না তিন দিন পর্যন্ত ইশারা ব্যতীত, আর স্বীয় প্রভুর প্রচুর পরিমাণে জিকির করবে আর তাসবীহ পাঠ কর অপরাহ্নে ও পূর্বাহ্নে।

শাব্দিক অনুবাদ

(৩৮) هُنَالِكَ তখন دَعَا زَكَرِيَّا যাকারিয়া প্রার্থনা করলেন رَبَّهُ স্বীয় প্রভুর নিকট قَالَ বললেন رَبِّ হে আমার রব! هَبْ لِي দান করুন আমাকে مِن لَّدُنكَ খাছ আপনার নিকট হতে ذُرِّيَّةً طَيِّبَةً কোনো উত্তম সন্তান إِنَّكَ নিশ্চয় আপনি سَمِيعُ الدُّعَاءِ খুব প্রার্থনা শ্রবণকারী।

(৩৯) فَنَادَتْهُ الْمَلَائِكَةُ অতঃপর তাঁকে ফেরেশতাগণ ডেকে বললেন وَهُوَ قَائِمٌ يُصَلِّي فِي الْمِحْرَابِ যখন তিনি মেহরাবে দাঁড়িয়ে নামাজ পড়ছিলেন– أَنَّ اللَّهَ يُبَشِّرُكَ আল্লাহ আপনাকে সুসংবাদ দিচ্ছেন بِيَحْيَىٰ ইয়াহইয়ার مُصَدِّقًا তাঁর অবস্থা এই হবে যে, তিনি সমর্থনকারী হবেন بِكَلِمَةٍ مِّنَ اللَّهِ 'কালিমাতুল্লাহর' [নবুয়তে ঈসার] وَسَيِّدًا এবং সরদার হবেন وَحَصُورًا এবং স্বীয় প্রবৃত্তিকে খুব দমনকারী হবেন وَنَبِيًّا আর নবীও হবেন مِّنَ الصَّالِحِينَ এবং উচ্চস্তরের সুসভ্যও হবেন।

(৪০) قَالَ যাকারিয়া আরজ করলেন رَبِّ হে আমার রব! أَنَّىٰ يَكُونُ لِي غُلَامٌ আমার পুত্র হবে কি করে? وَقَدْ بَلَغَنِيَ الْكِبَرُ অথচ আমার বার্ধক্য উপস্থিত হয়েছে وَامْرَأَتِي عَاقِرٌ আমার স্ত্রীও প্রসবের যোগ্য রয়নি قَالَ আল্লাহ বললেন كَذَٰلِكَ এই অবস্থাতেই পুত্র হবে اللَّهُ يَفْعَلُ مَا يَشَاءُ কেননা আল্লাহ যা চান করেন।

(৪১) قَالَ رَبِّ তিনি আরজ করলেন, হে আমার রব! اجْعَل لِّي آيَةً আমার জন্য কোনো লক্ষণ নির্ধারণ করুন قَالَ আল্লাহ বললেন آيَتُكَ তোমার লক্ষণ এটাই যে أَلَّا تُكَلِّمَ النَّاسَ তুমি মানুষের সাথে কথা বলতে সমর্থ হবে না ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ তিন দিন পর্যন্ত إِلَّا رَمْزًا ইশারা ব্যতীত وَاذْكُر رَّبَّكَ كَثِيرًا, আর স্বীয় প্রভুর প্রচুর পরিমাণে জিকির করবে وَسَبِّحْ আর তাসবীহ পাঠ কর بِالْعَشِيِّ অপরাহ্নে وَالْإِبْكَارِ ও পূর্বাহ্নে।

https://e-ilm.weebly.com/

وَإِذْ قَالَتِ الْمَلٰٓئِكَةُ يٰمَرْيَمُ إِنَّ اللّٰهَ اصْطَفٰكِ وَطَهَّرَكِ وَاصْطَفٰكِ عَلٰى نِسَآءِ الْعٰلَمِيْنَ ﴿٤٢﴾

(৪২) আর যখন ফেরেশতাগণ বললেন, হে মারইয়াম! নিশ্চয় আল্লাহ তোমাকে মনোনীত করেছেন এবং পবিত্র করেছেন এবং নির্বাচিত করেছেন বিশ্বজগতের নারীগণের মোকাবিলায়।

يٰمَرْيَمُ اقْنُتِىْ لِرَبِّكِ وَاسْجُدِىْ وَارْكَعِىْ مَعَ الرّٰكِعِيْنَ ﴿٤٣﴾

(৪৩) হে মারইয়াম! আনুগত্য করতে থাক স্বীয় রবের এবং সেজদা করতে থাক আর রুকূ' করতে থাক রুকূ'কারীদের সঙ্গে।

ذٰلِكَ مِنْ أَنْۢبَآءِ الْغَيْبِ نُوْحِيْهِ إِلَيْكَ ۚ وَمَا كُنْتَ لَدَيْهِمْ إِذْ يُلْقُوْنَ أَقْلَامَهُمْ أَيُّهُمْ يَكْفُلُ مَرْيَمَ ۠ وَمَا كُنْتَ لَدَيْهِمْ إِذْ يَخْتَصِمُوْنَ ﴿٤٤﴾

(৪৪) এই ইতিবৃত্ত গায়বি সংবাদসমূহের অন্যতম, আমি তার ওহী প্রেরণ করছি আপনার নিকট, আপনি তখন তাদের নিকট ছিলেন না, যখন তারা স্ব-স্ব কলমসমূহ নিক্ষেপ করছিল এই উদ্দেশ্যে যে, তাদের মধ্যে কোন ব্যক্তি মারইয়ামের প্রতিপালন করবে, আর আপনি তখনো তাদের নিকট ছিলেন না, যখন তারা পরস্পর মতবিরোধ করছিল।

إِذْ قَالَتِ الْمَلٰٓئِكَةُ يٰمَرْيَمُ إِنَّ اللّٰهَ يُبَشِّرُكِ بِكَلِمَةٍ مِّنْهُ ۖ اسْمُهُ الْمَسِيْحُ عِيْسَى ابْنُ مَرْيَمَ وَجِيْهًا فِى الدُّنْيَا وَالْاٰخِرَةِ وَمِنَ الْمُقَرَّبِيْنَ ﴿٤٥﴾

(৪৫) [ঐ সময়কে স্মরণ কর] যখন ফেরেশতাগণ বললেন, হে মারইয়াম! নিশ্চয় আল্লাহ তোমাকে সুসংবাদ দিচ্ছেন একটি কালেমার যা আল্লাহর পক্ষ থেকে হবে, তাঁর নাম হবে– মাসীহ ঈসা ইবনে মারইয়াম, সম্মানিত হবেন ইহলোক ও পরলোকে এবং সান্নিধ্য প্রাপ্তগণের অন্তর্ভুক্ত হবেন।

শাব্দিক অনুবাদ

(৪২) وَإِذْ قَالَتِ الْمَلٰٓئِكَةُ আর যখন ফেরেশতাগণ বললেন يٰمَرْيَمُ হে মারইয়াম! إِنَّ اللّٰهَ اصْطَفٰكِ নিশ্চয় আল্লাহ তোমাকে মনোনীত করেছেন وَطَهَّرَكِ এবং পবিত্র করেছেন وَاصْطَفٰكِ এবং নির্বাচিত করেছেন عَلٰى نِسَآءِ الْعٰلَمِيْنَ বিশ্বজগতের নারীগণের মোকাবিলায়।

(৪৩) يٰمَرْيَمُ اقْنُتِىْ হে মারইয়াম! আনুগত্য করতে থাক لِرَبِّكِ স্বীয় রবের وَاسْجُدِىْ এবং সেজদা করতে থাক وَارْكَعِىْ مَعَ الرّٰكِعِيْنَ আর রুকূ' করতে থাক রুকূ'কারীদের সঙ্গে।

(৪৪) ذٰلِكَ مِنْ أَنْۢبَآءِ الْغَيْبِ এই ইতিবৃত্ত গায়বি সংবাদসমূহের অন্যতম نُوْحِيْهِ إِلَيْكَ আমি তার ওহী প্রেরণ করছি আপনার নিকট وَمَا كُنْتَ لَدَيْهِمْ আপনি তখন তাদের নিকট ছিলেন না إِذْ يُلْقُوْنَ أَقْلَامَهُمْ যখন তারা স্ব-স্ব কলমসমূহ নিক্ষেপ করছিল এই উদ্দেশ্যে যে أَيُّهُمْ يَكْفُلُ مَرْيَمَ তাদের মধ্যে কোনো ব্যক্তি মারইয়ামের প্রতিপালন করবে وَمَا كُنْتَ لَدَيْهِمْ আপনি তখনো তাদের নিকট ছিলেন না إِذْ يَخْتَصِمُوْنَ যখন তারা পরস্পর মতবিরোধ করছিল।

(৪৫) إِذْ قَالَتِ الْمَلٰٓئِكَةُ যখন ফেরেশতাগণ বললেন يٰمَرْيَمُ হে মারইয়াম! إِنَّ اللّٰهَ يُبَشِّرُكِ নিশ্চয় আল্লাহ তোমাকে সুসংবাদ দিচ্ছেন بِكَلِمَةٍ مِّنْهُ একটি কালেমার যা আল্লাহর পক্ষ থেকে হবে اسْمُهُ الْمَسِيْحُ عِيْسَى ابْنُ مَرْيَمَ তাঁর নাম হবে– মাসীহ ঈসা ইবনে মারইয়াম وَجِيْهًا فِى الدُّنْيَا وَالْاٰخِرَةِ সম্মানিত হবেন ইহলোকে ও পরলোকে وَمِنَ الْمُقَرَّبِيْنَ এবং সান্নিধ্য প্রাপ্তগণের অন্তর্ভুক্ত হবেন।

https://e-ilm.weebly.com/

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

হযরত যাকারিয়া (আ.)-এর ঘটনা : হযরত যাকারিয়া (আ.) বনী ইসরাঈলদের অন্যতম খ্যাতিমান নবী ছিলেন। তাঁর পিতার নাম ছিল 'আযম'। তিনি হযরত ইমরান (আ.)-এর মৃত্যুর পর বায়তুল মাকদিসের ইমাম ও মোতাওয়াল্লী নির্বাচিত হন। সম্পর্কের দিক হতে হযরত ঈসা (আ.)-এর মাতা মারইয়াম (আ.)-এর খালু ছিলেন, হযরত মারইয়ামের লালন-পালনের দায়িত্ব তাঁর উপরেই অর্পিত ছিল। একদা হযরত মারইয়ামের কক্ষে বে-মওসুমি ফল দেখে, মহান আল্লাহর অসীম কুদরত প্রত্যক্ষ করে অতি বৃদ্ধ বয়সে তার একটি সন্তানের আকাঙ্ক্ষা জেগে উঠে। ফলে ঐ স্থানেই মহান আল্লাহর নিকট প্রার্থনা করেন। আল্লাহ তাঁর প্রার্থনা কবুল করে হযরত ইয়াহইয়া (আ.) কে দান করেন।

আল্লাহর কুদরতে হযরত ঈসা (আ.) জন্মগ্রহণ করলে বনী ইসরাঈলরা তাঁর [যাকারিয়ার] উপর অপবাদ আরোপ করে, অবশেষে তারা তাঁকে নিষ্ঠুরভাবে করাত দিয়ে চিরে দ্বিখণ্ড করে ফেলেন। কথিত আছে যে, তাকে বায়তুল মাকদিসের 'ছাখরা' নামক স্থানে সমাহিত করা হয়। 'সূরা মারইয়ামে' তার অনেক গুণের কথা বর্ণিত আছে।

قوله هُنَالِكَ دَعَا زَكَرِيَّا رَبَّهُ : এর ব্যাখ্যা : হযরত যাকারিয়া (আ.) ছিলেন নিঃসন্তান। তাঁর স্ত্রী ছিল বন্ধ্যা এমনকি উভয়ের বয়সও একশতের কাছাকাছি। এ সময়ে সন্তানের জন্য প্রার্থনা করার সাহসও করতেন না। কিন্তু যখন দেখতে পেলেন যে, হযরত মারইয়ামকে আল্লাহ মওসুম ছাড়াই ফল দান করেছেন। তখনই তাঁর মনে সুপ্ত আকাঙ্ক্ষা জেগে উঠল এবং সন্তানের জন্য প্রার্থনা করে বসলেন, মহান আল্লাহ তাঁর মিনতিকে কবুল করে নিলেন এবং তাকে ইয়াহইয়া নামক সন্তান দান করলেন যিনি পূত-পবিত্র, সর্দার জিতেন্দ্রিয় ও শ্রেষ্ঠ নবী ছিলেন। –[মা'রেফুল কুরআন]

كَلِمَةُ اللّٰهِ দ্বারা উদ্দেশ্য : كَلِمَةُ اللّٰهِ -এর অর্থ হলো আল্লাহর কথা। কিন্তু এর উদ্দেশ্য বনী ইসরাঈলদের সর্বশেষ নবী হযরত ঈসা (আ.)। কেননা–

১. তিনি আল্লাহর এক كَلِمَة বা শব্দ كُنْ দ্বারা সৃষ্টি হয়েছেন।

২. তিনি শিশু অবস্থায় কথা বলেছেন বলেই তাকে كَلِمَةُ اللّٰهِ বলা হয়।

৩. অথবা كَلِمَةُ اللّٰهِ হযরত ঈসা (আ.)-এর নাম। যেমন মানুষের নাম রাখা হয় فَضْلُ اللّٰهِ - عَبْدُ اللّٰهِ কেউ কেউ বলেন, এখানে كَلِمَةُ اللّٰهِ দ্বারা সেই কিতাব উদ্দেশ্য। যা আল্লাহর পক্ষ হতে এসেছে।

سَيِّدٌ দ্বারা উদ্দেশ্য : سَيِّدٌ শব্দটির অর্থ নেতা বা সর্দার যিনি জাতির নেতৃত্ব প্রদান করেন তাকে سَيِّدٌ বলা হয়। তবে এর আরো কয়েকটি অর্থ রয়েছে–

১. سَيِّدٌ অর্থ حَلِيْم বা ধৈর্যশীল।

২. ব্যক্তিত্ব সম্পন্ন।

৩. ফকীহ ও জ্ঞানী

حَصُوْر এর অর্থ : حَصُوْرٌ টি حَصْرٌ হতে গৃহীত। এর অর্থ আবদ্ধকারী, এর কয়েকটি ব্যাখ্যা পাওয়া যায়।

১. যিনি মহিলাদের নিকটবর্তী হন না সহবাসের ক্ষমতা থাকা সত্ত্বেও।

২. কারো মতে যিনি জনগণের সাথে জুয়া খেলায় লিপ্ত হন না।

৩. কারো মতে যিনি খেল-তামাশায় মনোযোগ দেন না।

মোটকথা হযরত ইয়াহইয়া (আ.)-এর অন্তরে পরকালের চিন্তা প্রবল হওয়ার কারণে স্ত্রীর প্রয়োজন অনুভব করতেন না। এজন্য তাকে حَصُوْرًا বলা হয়েছে। এখানে উল্লেখ্য যে, যার সহবাসের ক্ষমতা নেই তাঁকে حَصُوْر বলা হয় না।

তিন দিন কথা না বলার কারণ : মানুষের সাথে হযরত যাকারিয়া (আ.)-এর কথা বন্ধ রেখে কিছু সময়ের জন্য স্বীয় জবানকে আল্লাহর জিকিরের জন্য খাস করে নেওয়া। যাতে এই অসীম নিয়ামতের শোকরগুজারি হয়ে যায়। এজন্যই পরবর্তী আয়াতে সকাল-সন্ধ্যায় জিকির ও তাসবীহ আদায় করার নির্দেশ প্রদান করেছেন।

https://e-ilm.weebly.com/

https://e-ilm.weebly.com/

صُوْرَةُ الْوَحْيِ [ওহীর পদ্ধতি] :

১. فِى الْمَنَامِ সত্য ও সঠিক স্বপ্ন যেমন হযরত ইবরাহীম (আ.)-এর স্বপ্ন যাতে তিনি হযরত ইসমাঈল (আ.)-কে জবাই করতে দেখেছিলেন।

২. اَلنَّفْثُ فِى الرُّوْعِ : কোনো মাধ্যম ব্যতীত অন্তকরণে ওহী ঢেলে দেওয়া যেমনি ইরশাদ হয়েছে– اِنَّ رُوْحَ الْقُدُسِ نَفَثَ فِى رُوْعِى

৩. مِنْ وَرَاءِ الْحِجَابِ : পর্দার আড়াল হতে সরাসরি আল্লাহ কথা বলেন, যেমন হযরত মূসা (আ.) তূর পাহাড়ে শুনেছেন।

৪. بِوَاسِطَةِ جِبْرَائِيْلَ হযরত জিবরাঈল (আ.)-এর মাধ্যমে আল্লাহ ওহী প্রেরণ করেন। তবে হযরত জিবরাঈল (আ.) কখনো মানুষের আকৃতিতে, কখনো নিজ সুরতে রাসূলদের কাছে আসতেন।

হযরত ঈসা (আ.)-এর জন্মের ঘটনা : হযরত ঈসা (আ.) বিনা পিতায় আল্লাহর কুদরতে জন্ম গ্রহণ করেন। হযরত মারইয়াম (আ.) কুমারী অবস্থায় বায়তুল মাকদিসের হযরত জিবরাঈলের সুসংবাদে তিনি গর্ভবতী হন। অবিবাহিত অবস্থায় তিনি গর্ভবতী হলে ইহুদিরা নানা কথা রটনা করে, ফলে তিনি জেরুজালেমের বায়তুল্লাহাম নামক স্থানে চলে যান। সে স্থানেই একটি শুষ্ক খেজুর বৃক্ষের নিচে হযরত ঈসা (আ.) জন্ম গ্রহণ করেন। জন্ম হয়েই তিনি মায়ের পবিত্রতার সাক্ষ্য প্রদান করেন এবং নিজে নবী হওয়ার সুসংবাদ জনগণকে শুনিয়ে দেন।

ঈসা এবং মসীহ -এর অর্থ : عِيْسٰى শব্দটি তাঁর নাম, এটি اِيْشُوْعُ হতে আরবিতে আনা হয়েছে عَيْسٌ শব্দ হতে নির্গত এর অর্থ শুভ্র। তার শরীরে লাল বর্ণের চাইতে সাদা বর্ণের প্রভাব বেশি ছিল বলে তাকে عِيْسٰى বলা হয়।

اَلْمَسِيْحُ এটি তার সম্মানিত উপাধি مَسْحٌ হতে নির্গত, ইবরানী ভাষায় মূলে ছিল مَشِيْحَا শাব্দিক অর্থ– اَلْمُبَارَكُ বা পবিত্র। যেমন ইরশাদ হয়েছে– وَجَعَلَنِىْ مُبَارَكًا اَيْنَمَا كُنْتُ

মাসীহ নামকরণ : ১. مَسْحٌ অর্থ স্পর্শ করা যেহেতু তিনি যখনই কোনো রুগীর শরীরে স্পর্শ করতেন তখনই তার রোগ ভালো হয়ে যেত। এজন্য তাকে مَسِيْحٌ বা স্পর্শকারী বলা হয়।

২. অথবা مَسِيْحٌ অর্থ– ভ্রমণকারী, যেমন ইরশাদ হয়েছে– وَسِيْحُوْا فِى الْاَرْضِ যেহেতু তিনি দাজ্জালকে তাড়া করতে গিয়ে পৃথিবীর প্রত্যন্ত অঞ্চল ঘুড়ে বেড়াবেন, এজন্য তাকে مَسِيْحٌ বা ভ্রমণকারী বলা হয়। –[কাশশাফ]

ঈসা (আ.) কে কেন اِبْنُ مَرْيَمَ মায়ের দিকে নিসবত করা হয় : পৃথিবীর চিরাচরিত নিয়মের বহির্ভূত মহান আল্লাহর অসীম কুদরতে হযরত ঈসা (আ.) বিনা পিতায় শুধু মায়ের মাধ্যমে জন্মগ্রহণ করেন। এজন্য তাকে মায়ের দিকে ফিরিয়ে عِيْسَى ابْنُ مَرْيَمَ বলা হয়। এছাড়া এই অলৌকিক ঘটনাকে মানুষের মনে চির জাগ্রত ও চিরস্মরণীয় করে রাখার জন্যও ঈসা' ইবনে মারইয়াম বলা হয়।

قَوْلُهٗ كَيْفَ يَكُوْنُ وَجِيْهًا فِى الدُّنْيَا وَالْاٰخِرَةِ : ইহজগতে ও পরজগতে কিভাবে তিনি وَجِيْهٌ বা সম্মানিত হবেন। এ বিষয়ে মুফাসসিরীনদের কয়েকটি অভিমত পাওয়া যায়–

১. দুনিয়াতে তিনি নবুয়ত লাভের মাধ্যমে এবং মানুষের উপর মর্যাদা সম্পন্ন হওয়ার কারণে সম্মানিত হবেন আর পরকালে জান্নাতে উঁচু স্থান লাভের মাধ্যমে মর্যাদাশীল হবেন।

২. ইহকালে তাঁর প্রার্থনা কবুল, মৃতকে জীবন দান, জন্মান্ধ ও কুষ্ঠরুগীর চিকিৎসার মাধ্যমে মর্যাদাবান হবেন। আর আখেরাতে উম্মতের সুপারিশকারী হিসেবে সম্মানিত হবেন।

হযরত ঈসা (আ.)-এর আবির্ভাবের একটি প্রমাণ : আলোচ্য আয়াতে হযরত ঈসা (আ.)-এর একটি অবস্থা বর্ণনা প্রসঙ্গে বলা হয়েছে যে, তিনি শৈশবে যে বয়সে কোনো শিশু কথা বলতে সক্ষম হয় না, তখনই কথা বলতেন। অপর এক আয়াতে বলা হয়েছে যে, জন্মের পর যখন ইহুদিরা হযরত মারইয়ামের প্রতি অপবাদ আরোপ করতঃ ভর্ৎসনা করতে থাকে,

https://e-ilm.weebly.com/

তখন সদ্যজাত শিশু হযরত ঈসা (আ.) বলে উঠেন: আমি আল্লাহর বান্দা। এতদসত্ত্বেও আলোচ্য আয়াতে আরো বলা হয়েছে যে, যখন তিনি প্রৌঢ় বয়সে হবেন, তখনও মানুষের সাথে কথা বলবেন। এখানে প্রণিধানযোগ্য বিষয় এই যে, শৈশবাবস্থায় কথা বলা নিঃসন্দেহে একটি অলৌকিক ব্যাপার– যার উল্লেখ এক্ষেত্রে সমীচীন হয়েছে। কিন্তু প্রৌঢ় বয়সে কথা বলা কোনো অলৌকিক ব্যাপার নয়। মুমিন, কাফের পণ্ডিত, মূর্খ সবাই এ বয়সে কথা বলে। কাজেই এক্ষেত্রে বিশেষ গুণ হিসেবে এটা উল্লেখ করার অর্থ কি?

এ প্রশ্নের এক উত্তর বয়ানুল কুরআনে দেওয়া হয়েছে যে, শৈশবাবস্থায় কথা বলা বর্ণনা করারই আসল উদ্দেশ্য তৎসঙ্গে প্রৌঢ় বয়সের কথা উল্লেখ করার উদ্দেশ্য এই যে, তাঁর শৈশবাবস্থার কথাবার্তাও শিশুসুলভ হবে না; বরং প্রৌঢ় লোকদের মতো জ্ঞানীসুলভ, মেধা সম্পন্ন, প্রাঞ্জল ও বিশুদ্ধ হবে।

শব্দ বিশ্লেষণ

هَبْ : সীগাহ واحد مذكر حاضر امر حاضر معروف বহছ বাবে فَتَحَ মাসদার اَلْهِبَةُ মূলবর্ণ–(و ـ ه ـ ب) জিনসে مثال واوى অর্থ– তুমি দান কর।

ذُرِّيَّةً : শব্দটি একবচন; বহুচন ذَرَارِىُّ ও ذُرِّيَّاتٌ অর্থ– সন্তান।

نَادَتْ : সীগাহ واحد مؤنث غائب اثبات فعل ماضى معروف বহছ বাব مُفَاعَلَة মাসদার اَلْمُنَادَاةُ মূলবর্ণ (ن ـ د ـ ى) জিনস ناقص يائى অর্থ– সে ডেকেছে।

عَاقِرٌ : শব্দটি একবচন, বহুবচন عَوَاقِرُ ও عُقَّرٌ অর্থ– বন্ধ্যা নারী।

رَمْزًا : বাব نَصَرَ এর মাসদার অর্থ– ইশারা, ইঙ্গিত।

الْعَشِيِّ : শব্দটি বহুবচন; একবচন عَشِيَّةٌ অর্থ– সন্ধ্যা, রাতের প্রথম অংশ।

الْإِبْكَارِ : শব্দটি বহুবচন; একবচন بكر অর্থ– সকাল প্রত্যুষ।

اصْطَفٰى : সীগাহ واحد مذكر غائب ماضى معروف বহছ বাব اِفْتِعَالٌ মাসদার اَلْاِصْطِفَاءُ মূলবর্ণ (ص ـ ف ـ و) জিনস ناقص واوى অর্থ– তিনি পছন্দ করেছেন।

يُلْقُوْنَ : সীগাহ جمع مذكر غائب اثبات فعل مضارع معروف বহছ বাব اِفْعَالٌ মাসদার اَلْاِلْقَاءُ মূলবর্ণ (ل ـ ق ـ ى) জিনস ناقص يائى অর্থ– তারা নিক্ষেপ করল।

وَجِيْهًا : বাব كَرُمَ থেকে সিফাতে মুশাব্বাহ অর্থ মহা সম্মানের অধিকারী।

বাক্য বিশ্লেষণ

قوله فَنَادَتْهُ الْمَلٰٓئِكَةُ وَهُوَ قَآئِمٌ يُّصَلِّيْ فِي الْمِحْرَابِ : نَادَتْ ফে'ল اَلْمَلَائِكَةُ ফা'য়েল ه টি ذو الحال আর واو টি হালিয়া هُوَ মুবতাদা فِى الْمِحْرَابِ শিবহে ফে'ল, যমীরে هو যুলহাল يُصَلِّىْ ফে'ল যমীর هُوَ ফা'য়েল قَائِمٌ মুতা'আল্লিক يُصَلِّىْ তার ফে'ল, ফা'য়েল ও মুতা'আল্লিক মিলে জুমলা হয়ে যমীরে هُوَ-এর حال হলো। حال ও ذو الحال মিলে قَائِمٌ-এর فاعل হলো, ফে'ল ও فاعل মিলে জুমলা হয়ে خبر হলো هُوَ মুবতাদা তার خبر নিয়ে জুমলা হয়ে حال হলো যমীরের। ذو الحال ও حال মিলে মাফউল। সুতরাং نَادَتْ তার ফা'য়েল ও مفعول নিয়ে جُمْلَة فِعْلِيَّة হলো।

قوله وَسَبِّحْ بِالْعَشِيِّ وَالْإِبْكَارِ : এখানে سَبِّحْ ফে'ল هُوَ যমীর ফায়েল, ب হরফে জার اَلْعَشِىِّ মা'তূফ আলাইহি واو হরফে আতফ اَلْاِبْكَارِ মা'তূফ, معطوف عليه ও معطوف মিলে মাজরূর جار ও مجرور মিলে متعلق হলো, সুতরাং فعل ـ فاعل ও متعلق মিলে جُمْلَة فِعْلِيَّة হলো।

https://e-ilm.weebly.com/

وَيُكَلِّمُ النَّاسَ فِي الْمَهْدِ وَكَهْلًا وَّمِنَ الصّٰلِحِيْنَ ﴿٤٦﴾

অনুবাদ : (৪৬) আর মানুষের সাথে কথা বলবেন দোলনার মধ্যে এবং প্রাপ্ত বয়সে, এবং সুসভ্য লোকদের অন্তর্ভুক্ত হবেন।

قَالَتْ رَبِّ اَنّٰى يَكُوْنُ لِيْ وَلَدٌ وَّلَمْ يَمْسَسْنِيْ بَشَرٌ ۗ قَالَ كَذٰلِكِ اللّٰهُ يَخْلُقُ مَا يَشَآءُ ۗ اِذَا قَضٰٓى اَمْرًا فَاِنَّمَا يَقُوْلُ لَهٗ كُنْ فَيَكُوْنُ ﴿٤٧﴾

(৪৭) মরাইয়াম বললেন, হে আমার রব! কিরূপে আমার সন্তান হবে? অথচ কোনো মানুষ আমাকে স্পর্শ করেনি, আল্লাহ বললেন, এরূপই হবে, আল্লাহ যা ইচ্ছা করেন, সৃষ্টি করে দেন, যখন কোনো কার্যকে পূর্ণ করতে ইচ্ছা করেন, তখন তাকে বলেন, হয়ে যাও, ফলে তা হয়ে যায়।

وَيُعَلِّمُهُ الْكِتٰبَ وَالْحِكْمَةَ وَالتَّوْرٰىةَ وَالْاِنْجِيْلَ ﴿٤٨﴾

(৪৮) আর আল্লাহ তাকে শিক্ষা দিবেন কিতাব এবং জ্ঞানগর্ভ কথা এবং তাওরাত ও ইঞ্জীল।

وَرَسُوْلًا اِلٰى بَنِيْٓ اِسْرَآءِيْلَ ۙ اَنِّيْ قَدْ جِئْتُكُمْ بِاٰيَةٍ مِّنْ رَّبِّكُمْ ۙ اَنِّيْٓ اَخْلُقُ لَكُمْ مِّنَ الطِّيْنِ كَهَيْـَٔةِ الطَّيْرِ فَاَنْفُخُ فِيْهِ فَيَكُوْنُ طَيْرًا ۢ بِاِذْنِ اللّٰهِ ۚ وَاُبْرِئُ الْاَكْمَهَ وَالْاَبْرَصَ وَاُحْيِ الْمَوْتٰى بِاِذْنِ اللّٰهِ ۚ وَاُنَبِّئُكُمْ بِمَا تَاْكُلُوْنَ وَمَا تَدَّخِرُوْنَ ۙ فِيْ بُيُوْتِكُمْ ۗ اِنَّ فِيْ ذٰلِكَ لَاٰيَةً لَّكُمْ اِنْ كُنْتُمْ مُّؤْمِنِيْنَ ﴿٤٩﴾

(৪৯) আর তাঁকে বনী ইসরাঈলের প্রতি [পয়গম্বর করে] প্রেরণ করবেন, আমি তোমাদের নিকট তোমাদের প্রভু হতে [স্বীয় নবুয়তের] যথেষ্ট প্রমাণ নিয়ে এসেছি, তা এই যে, আমি তোমাদের জন্য কাদার দ্বারা এরূপ আকার গঠন করি যেমন পক্ষীর আকৃতি হয়ে থাকে, অতঃপর তাতে ফুৎকার দেই, ফলে তা পক্ষী হয়ে যায় আল্লাহর আদেশে, আর আমি আরোগ্য করি জন্মান্ধকে এবং কুষ্ঠ রোগীকে এবং জীবিত করি মৃতকে আল্লাহর আদেশে, আর তোমাদেরকে বলে দেই, যা কিছু নিজেদের ঘরে খাও এবং যা রেখে আস। নিশ্চয় তার মধ্যে তোমাদের জন্য যথেষ্ট প্রমাণ আছে যদি তোমরা ঈমান আনতে চাও।

শাব্দিক অনুবাদ

(৪৬) وَيُكَلِّمُ النَّاسَ আর মানুষের সাথে কথা বলবেন فِي الْمَهْدِ দোলনার মধ্যে وَكَهْلًا এবং প্রাপ্ত বয়সে وَّمِنَ الصّٰلِحِيْنَ এবং সুসভ্য লোকদের অন্তর্ভুক্ত হবেন।

(৪৭) قَالَتْ মরাইয়াম বললেন رَبِّ হে আমার রব! اَنّٰى يَكُوْنُ لِيْ وَلَدٌ কিরূপে আমার সন্তান হবে? وَّلَمْ يَمْسَسْنِيْ بَشَرٌ অথচ কোনো মানুষ আমাকে স্পর্শ করেনি قَالَ আল্লাহ বললেন كَذٰلِكِ এরূপই হবে اللّٰهُ يَخْلُقُ مَا يَشَآءُ আল্লাহ যা ইচ্ছা করেন সৃষ্টি করে দেন। اِذَا قَضٰٓى اَمْرًا যখন কোনো কার্যকে পূর্ণ করতে ইচ্ছা করেন فَاِنَّمَا يَقُوْلُ لَهٗ তখন তাকে বলেন كُنْ হয়ে যাও فَيَكُوْنُ ফলে তা হয়ে যায়।

(৪৮) وَيُعَلِّمُهُ আর আল্লাহ তাকে শিক্ষা দিবেন الْكِتٰبَ কিতাব وَالْحِكْمَةَ এবং জ্ঞানগর্ভ কথা وَالتَّوْرٰىةَ এবং তাওরাত وَالْاِنْجِيْلَ ও ইঞ্জীল।

(৪৯) وَرَسُوْلًا اِلٰى بَنِيْٓ اِسْرَآءِيْلَ আর তাঁকে বনী ইসরাঈলের প্রতি [পয়গম্বর করে] প্রেরণ করবেন اَنِّيْ قَدْ جِئْتُكُمْ আমি তোমাদের নিকট এসেছি بِاٰيَةٍ مِّنْ رَّبِّكُمْ তোমাদের প্রভু হতে [স্বীয় নবুয়তের] যথেষ্ট প্রমাণ নিয়ে اَنِّيْٓ اَخْلُقُ لَكُمْ তা এই যে আমি তোমাদের জন্য এরূপ আকার গঠন করি مِّنَ الطِّيْنِ কাদার দ্বারা كَهَيْـَٔةِ الطَّيْرِ যেমন পক্ষীর আকৃতি হয়ে থাকে فَاَنْفُخُ فِيْهِ অতঃপর তাতে ফুৎকার দেই فَيَكُوْنُ طَيْرًا ফলে তা পক্ষী হয়ে যায় بِاِذْنِ اللّٰهِ আল্লাহর আদেশে وَاُبْرِئُ আর আমি আরোগ্য করি الْاَكْمَهَ জন্মান্ধকে وَالْاَبْرَصَ এবং কুষ্ঠ রোগীকে وَاُحْيِ الْمَوْتٰى এবং জীবিত করি মৃতকে بِاِذْنِ اللّٰهِ আল্লাহর আদেশে وَاُنَبِّئُكُمْ আর তোমাদেরকে বলে দেই بِمَا تَاْكُلُوْنَ যা কিছু খাও وَمَا تَدَّخِرُوْنَ এবং যা রেখে আস فِيْ بُيُوْتِكُمْ নিজেদের ঘরে اِنَّ فِيْ ذٰلِكَ لَاٰيَةً لَّكُمْ নিশ্চয় তার মধ্যে তোমাদের জন্য যথেষ্ট প্রমাণ আছে اِنْ كُنْتُمْ مُّؤْمِنِيْنَ যদি তোমরা ঈমান আনতে চাও।

https://e-ilm.weebly.com/

وَمُصَدِّقًا لِّمَا بَيْنَ يَدَيَّ مِنَ التَّوْرٰىةِ وَلِاُحِلَّ لَكُمْ بَعْضَ الَّذِىْ حُرِّمَ عَلَيْكُمْ وَجِئْتُكُمْ بِاٰيَةٍ مِّنْ رَّبِّكُمْ ۟ فَاتَّقُوا اللّٰهَ وَاَطِيْعُوْنِ (٥٠)

(৫০) আর আমি এসেছি আমার পূর্ববর্তী কিতাব তাওরাতের সমর্থনকারীরূপে আর এই জন্য এসেছি যে, হালাল করে দিব তোমাদের জন্য কতিপয় এমন বস্তু যা তোমাদের প্রতি হারাম করা হয়েছিল, আর আমি তোমাদের প্রতিপালকের নিকট হতে [নবুয়তের] প্রমাণ নিয়ে তোমাদের নিকট এসেছি। মোটকথা, তোমরা আল্লাহকে ভয় কর, আর আমার কথা মেনে নাও।

اِنَّ اللّٰهَ رَبِّىْ وَرَبُّكُمْ فَاعْبُدُوْهُ ؕ هٰذَا صِرَاطٌ مُّسْتَقِيْمٌ (٥١)

(৫১) নিশ্চয় আল্লাহ আমারও রব তোমাদেরও রব। সুতরাং তোমরা তাঁর ইবাদত কর, এটাই সরল পথ।

فَلَمَّاۤ اَحَسَّ عِيْسٰى مِنْهُمُ الْكُفْرَ قَالَ مَنْ اَنْصَارِىْۤ اِلَى اللّٰهِ ؕ قَالَ الْحَوَارِيُّوْنَ نَحْنُ اَنْصَارُ اللّٰهِ ۚ اٰمَنَّا بِاللّٰهِ ۚ وَاشْهَدْ بِاَنَّا مُسْلِمُوْنَ (٥٢)

(৫২) অনন্তর যখন ঈসা তাদের মধ্যে কুফর দেখতে পেলেন, তখন তিনি বললেন, এমনও কেউ আছে কি, যে আমার সাহায্যকারী হবে আল্লাহর পথে? হাওয়ারীগণ বলল, আমরাই আল্লাহর সাহায্যকারী হবো, আমরা আল্লাহর প্রতি ঈমান আনলাম আর আপনি এ কথার সাক্ষী থাকুন যে, আমরা ফরমাবরদার।

رَبَّنَاۤ اٰمَنَّا بِمَاۤ اَنْزَلْتَ وَاتَّبَعْنَا الرَّسُوْلَ فَاكْتُبْنَا مَعَ الشّٰهِدِيْنَ (٥٣)

(৫৩) হে আমাদের রব! আমরা ঈমান এনেছি তার প্রতি যা আপনি নাজিল করেছেন, আর আনুগত্য অবলম্বন করেছি আমরা রাসূলের, সুতরাং আমাদেরকে তাদের সঙ্গে লিপিবদ্ধ করুন, যারা সমর্থনকারী।

শাব্দিক অনুবাদ

(৫০) وَمُصَدِّقًا আর আমি এসেছি সমর্থনকারীরূপে لِّمَا بَيْنَ يَدَيَّ مِنَ التَّوْرٰىةِ আমার পূর্ববর্তী কিতাব তাওরাতের وَلِاُحِلَّ لَكُمْ আর এই জন্য এসেছি যে, হালাল করে দিব তোমাদের জন্য بَعْضَ الَّذِىْ কতিপয় এমন বস্তু যা حُرِّمَ عَلَيْكُمْ তোমাদের প্রতি হারাম করা হয়েছিল وَجِئْتُكُمْ আর আমি তোমাদের নিকট এসেছি بِاٰيَةٍ مِّنْ رَّبِّكُمْ তোমাদের প্রতিপালকের নিকট হতে [নবুয়তের] প্রমাণ নিয়ে فَاتَّقُوا اللّٰهَ মোটকথা, তোমরা আল্লাহকে ভয় কর وَاَطِيْعُوْنِ আর আমার কথা মেনে নাও।

(৫১) اِنَّ اللّٰهَ নিশ্চয় আল্লাহ رَبِّىْ وَرَبُّكُمْ আমারও রব তোমাদেরও রব فَاعْبُدُوْهُ সুতরাং তোমরা তাঁর ইবাদত কর هٰذَا صِرَاطٌ مُّسْتَقِيْمٌ এটাই সরল পথ।

(৫২) فَلَمَّاۤ اَحَسَّ عِيْسٰى অনন্তর যখন ঈসা দেখতে পেলেন مِنْهُمُ الْكُفْرَ তাদের মধ্যে কুফর قَالَ তখন তিনি বললেন مَنْ اَنْصَارِىْۤ اِلَى اللّٰهِ এমনও কেউ আছে কি যে আমার সাহায্যকারী হবে আল্লাহর পথে? قَالَ الْحَوَارِيُّوْنَ হাওয়ারীগণ বলল نَحْنُ اَنْصَارُ اللّٰهِ আমরাই আল্লাহর সাহায্যকারী হবো اٰمَنَّا بِاللّٰهِ আমরা আল্লাহর প্রতি ঈমান আনলাম وَاشْهَدْ আর আপনি এ কথার সাক্ষী থাকুন بِاَنَّا مُسْلِمُوْنَ যে আমরা ফরমাবরদার।

(৫৩) رَبَّنَاۤ হে আমাদের রব! اٰمَنَّا আমরা ঈমান এনেছি بِمَاۤ اَنْزَلْتَ তার প্রতি যা আপনি নাজিল করেছেন وَاتَّبَعْنَا الرَّسُوْلَ আর আনুগত্য অবলম্বন করেছি আমরা রাসূলের فَاكْتُبْنَا مَعَ الشّٰهِدِيْنَ সুতরাং আমাদেরকে তাদের সঙ্গে লিপিবদ্ধ করুন, যারা সমর্থনকারী।

https://e-ilm.weebly.com/

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

হযরত ঈসা (আ.)-এর অলৌকিক কার্যাবলি : এ স্থানে হযরত ঈসা (আ.)-এর ৫টি মু'জিযার উল্লেখ রয়েছে–
১. মাটি দিয়ে পাখির আকৃতিতে খাঁচা তৈরি করে তাতে ফুঁক দিলে সাথে সাথে তা উড়ে যাওয়া।
২. জন্মান্ধ রোগীকে নিরাময় করা।
৩. কুষ্ঠ রোগীকে ভালো করা।
৪. মৃতকে আল্লাহর আদেশে জীবিত করা।
৫. ভক্ষণকৃত [জিনিসের] এবং গৃহে রক্ষিত বস্তুর সংবাদ প্রদান করা।

اَكْمَهُ এর অর্থ : كَمَهٌ-এর বহুবচন اَكْمَهُ এর শাব্দিক অর্থ নিয়ে কিছুটা মতান্তর রয়েছে।
১. কারো মতে জন্মান্ধকে আকমাহ বলে।
২. কেউ বলেন اَلْمَمْسُوْحُ الْعَيْنِ তথা যার চক্ষুর স্থান মুছে গেছে তাকে اَكْمَهُ বলে।
৩. কারো মতে যে চক্ষু নিয়ে জন্মগ্রহণ করার পর দৃষ্টিশক্তি হারিয়ে ফেলেছে তাকে اَكْمَهُ বলে।
৪. কেউ বলেন এমন অন্ধ যার অস্তিত্ব এই উম্মতে নেই। বর্ণিত আছে যে, হযরত ঈসা (আ.)-এর নিকট ৫০ (পঞ্চাশ) হাজার [জন্মান্ধকে] রোগীকে একত্রিত করা হয়েছিল। তিনি সকলকে দোয়ার মাধ্যমে সুস্থ করে দিয়েছিলেন।

ঈসা (আ.) কাকে জীবিত করেছেন : এতে কিছুটা মতান্তর রয়েছে–
১. কাশশাফ গ্রন্থকারের মতে তিনি হযরত নূহ (আ.)-এর ছেলে সামকে (سَامُ بْنُ نُوْحٍ) জীবিত করেছিলেন।
২. কারো মতে তিনি তাঁর বন্ধু (عَازِرُ) আযেরকে জীবিত করেছেন।
এছাড়া আরো কিছু মৃতকে জীবিত করেছেন বলে প্রমাণ পাওয়া যায়।

হযরত ঈসা (আ.) কি কি হালাল করেছিলেন যা হযরত মূসা (আ.)-এর ধর্মে হারাম ছিল :
কাশশাফ গ্রন্থকারের মতে বস্তুগুলো হলো–
১. اَلشُّحُوْمُ : তথা পশুর চর্বি।
২. لُحُوْمُ الْاِبِلِ : উটের গোশত।
৩. اَلسَّمَكُ : মাছ।
৪. وَكُلُّ ذِيْ ظُفُرٍ : প্রত্যেক থাবা বা নখ বিশিষ্ট প্রাণী।
কেউ বলেন, হালাল করেছেন শুধু মাছ আর ঐ সমস্ত পাখি যাতে থাবা নেই তবে শনিবারে মাছ ধরা হালাল করেছেন কিনা এ ব্যাপারে ব্যাপক মতান্তর রয়েছে।
উল্লেখ্য যে, এসব বস্তু বনী ইসরাঈলের উপর হারাম ছিল।

كَيْفَ اَحَسَّ عِيْسٰى مِنْهُمُ الْكُفْرَ

কিভাবে হযরত ঈসা (আ.) তাদের থেকে কুফরি উপলব্ধি করলেন? এটা কয়েকভাবে হতে পারে।
১. তারা সরাসরি কুফরি করেছিল যা তিনি দেখতে পেলেন।
২. অথবা তারা তাঁকে হত্যা করার ষড়যন্ত্র করেছিল ফলে তিনি তা বুঝতে পারলেন।
৩. অথবা তাঁকে আল্লাহ তাদের কুফরি সম্পর্কে অবহিত করেন।
৪. অথবা তাদের কার্যকলাপে তিনি তাদের কুফরি অনুভব করলেন।
৫ অথবা তারা তাঁর আনীত বিধানাবলির ব্যাপারে হটকারিতা করেছিল।

مَنْ هُمُ الْحَوَارِيُّوْنَ : হাওয়ারী কারা : حَوَارِيُّوْنَ শব্দটি حَوَارِيٌّ-এর বহুবচন। এটি حَوْرٌ ধাতু থেকে নির্গত। এর অর্থ হলো ধবধবে সাদা।

১. তারা অত্যন্ত পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন কাপড় পরিধান করত বলে তাদেরকে حَوَارِيٌّ বলা হয়।
২. কারো মতে তারা কাপড় সাদা করতো এজন্য তাদেরকে হাওয়ারী বলা হতো।

https://e-ilm.weebly.com/

৩. মুফতি শফী (র.) বলেন, তাদের আন্তরিকতা ও মনের স্বচ্ছতার কারণে তাদেরকে হাওয়ারী নামে অভিহিত করা হয়।

৪. অথবা হাওয়ারী অর্থ– সাহায্যকারী যেহেতু তারা হযরত ঈসা (আ.)-এর সাহায্য করেছেন বলেই এ নামে অভিহিত করা হয়।

৫. অথবা حَوَارِيٌّ অর্থ– খাঁটি বা অকৃত্রিম, তারা খাঁটি ঈমানদার ছিল বলে حَوَارِيٌّ বলা হয়েছে। তারা সংখ্যায় ১২ বার জন ছিল বলে মুফাসসিরগণ উল্লেখ করেছেন।

مَنْ هُمُ الشَّاهِدُوْنَ : **সাক্ষ্যদানকারী কারা :** এ ব্যাপারে কয়েকটি মত পাওয়া যায়।

১. ঐ সমস্ত নবীগণ যারা তাদের উম্মতদের জন্য সাক্ষ্য প্রদান করবেন।

২. অথবা যারা একত্ববাদের সাক্ষ্য দেয়।

৩. অথবা উম্মতে মুহাম্মদী, কেননা তারা অন্যান্য উম্মতদের উপর সাক্ষ্য প্রদানকারী হবেন। –[কাশশাফ]

শব্দ বিশ্লেষণ

أُبْرِئُ : সীগাহ واحد متكلم বহছ اثبات فعل مضارع معروف বাব اِفْعَالٌ মাসদার اَلْاِبْرَاءُ মূলবর্ণ (ب ـ ر ـ ء) জিনস مهموز لام অর্থ– আমি ভালো করি।

أُحْيِ : সীগাহ واحد متكلم বহছ اثبات فعل مضارع معروف বাব اِفْعَالٌ মাসদার اَلْاِحْيَاءُ মূলবর্ণ (ح ـ ى ـ ى) জিনস لفيف مقرون অর্থ– আমি জীবিত করি।

أُنَبِّئُكُمْ : সীগাহ واحد متكلم বহছ اثبات فعل مضارع معروف বাব اِفْعَالٌ মাসদার اَلتَّنْبِئَةُ মূলবর্ণ (ن ـ ب ـ ء) জিনস مهموز لام অর্থ– আমি বলে দেই।

تَدَّخِرُوْنَ : সীগাহ جمع مذكر حاضر বহছ اثبات فعل مضارع معروف বাবে اِفْتِعَالٌ মাসদার اَلْاِدِّخَارُ মূলবর্ণ (د ـ خ ـ ر) জিনস صحيح অর্থ– তোমরা জমা কর।

أَطِيْعُوْنِ : সীগাহ جمع مذكر حاضر বহছ امر حاضرمعروف বাব اِفْعَالٌ মাসদার اَلْاِطَاعَةُ মূলবর্ণ (ط ـ و ـ ع) জিনস اجوف واوى অর্থ– তোমরা আমার অনুসরণ কর।

مُسْتَقِيْمٌ : সীগাহ واحد مذكر বহছ اسم فاعل বাব استفعال মাসদার اَلْاِسْتِقَامَةُ মূলবর্ণ (ق ـ و ـ م) জিনস اجوف واوى অর্থ– সোজা সঠিক।

বাক্য বিশ্লেষণ

قوله يُكَلِّمُ النَّاسَ فِى الْمَهْدِ وَ كَهْلًا : এখানে يُكَلِّمُ ফে'ল যমীরে هو যুলহাল, النَّاسَ হলো مفعول আর فِى الْمَهْدِ জার ও মাজরূর মিলে উহ্য শিবহে ফে'লের সাথে متعلق হয়ে প্রথম حال আর كَهْلًا দ্বিতীয় حال এবার ذو الحال তার দুই حال নিয়ে فاعل হয়েছে। অবশেষে فعل ـ فاعل ও مفعول মিলে جُمْلَة فِعْلِيَّة হয়েছে।

قوله وَيُعَلِّمُهُ الْكِتٰبَ وَ الْحِكْمَةَ وَالتَّوْرٰةَ وَ الْاِنْجِيْلَ : এখানে يُعَلِّمُ ফে'ল যমীরে هو ফা'য়েল, প্রথম মাফউল اَلْكِتَابَ মাতূফ আলাইহি واو হরফে আতফ اَلْحِكْمَةَ প্রথম মাতূফ, واو হরফে আতফ, اَلتَّوْرٰةَ দ্বিতীয় মা'তূফ, واو হরফে আতফ اَلْاِنْجِيْلَ তৃতীয় মা'তূফ। মা'তূফ আলাইহি তার তিন معطوف নিয়ে দ্বিতীয় مفعول হলো সুতরাং فعل ـ فاعل ও দুই مفعول মিলে جُمْلَة فِعْلِيَّة হয়েছে।

https://e-ilm.weebly.com/

وَمَكَرُوْا وَمَكَرَ اللّٰهُ ۭ وَاللّٰهُ خَيْرُ الْمٰكِرِيْنَ (٥٤)

অনুবাদ : (৫৪) আর তারা গোপন ষড়যন্ত্র করল এবং আল্লাহ গোপন কৌশল করলেন, আর আল্লাহ শ্রেষ্ঠতম কৌশলী।

اِذْ قَالَ اللّٰهُ يٰعِيْسٰٓى اِنِّىْ مُتَوَفِّيْكَ وَرَافِعُكَ
اِلَيَّ وَمُطَهِّرُكَ مِنَ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا وَجَاعِلُ
الَّذِيْنَ اتَّبَعُوْكَ فَوْقَ الَّذِيْنَ كَفَرُوْٓا اِلٰى يَوْمِ
الْقِيٰمَةِ ۚ ثُمَّ اِلَيَّ مَرْجِعُكُمْ فَاَحْكُمُ
بَيْنَكُمْ فِيْمَا كُنْتُمْ فِيْهِ تَخْتَلِفُوْنَ (٥٥)

(৫৫) যখন আল্লাহ বললেন, হে ঈসা! নিশ্চয় আমি তোমাকে মৃত্যু দান করব, এবং তোমাকে [আপাততঃ] নিজের দিকে উঠিয়ে নিচ্ছি এবং আমি তোমাকে ঐসকল লোক হতে পবিত্র করব যারা প্রত্যাখ্যান করে, আর যারা তোমার কথা মানে তাদেরকে বিজয়ী করব তাদের উপর যারা প্রত্যাখ্যানকারী, কিয়ামত দিবস পর্যন্ত, অতঃপর আমারই দিকে হবে সকলের প্রত্যাবর্তন, তৎপর আমি তোমাদের মধ্যে মীমাংসা করে দিব ঐ সমস্ত বিষয়ে যাতে তোমরা পরস্পর মতভেদ করছিলে।

فَاَمَّا الَّذِيْنَ كَفَرُوْا فَاُعَذِّبُهُمْ عَذَابًا شَدِيْدًا فِي
الدُّنْيَا وَالْاٰخِرَةِ ۡ وَمَا لَهُمْ مِّنْ نّٰصِرِيْنَ (٥٦)

(৫৬) সুতরাং যারা কাফের ছিল, বস্তুত আমি তাদেরকে কঠোর শাস্তি প্রদান করব ইহলোকেও এবং পরলোকেও, আর তাদের কোনো সাহায্যকারী হবে না।

وَاَمَّا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَعَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ فَيُوَفِّيْهِمْ
اُجُوْرَهُمْ ۭ وَاللّٰهُ لَا يُحِبُّ الظّٰلِمِيْنَ (٥٧)

(৫৭) আর যারা মুমিন ছিল এবং নেক আমল করেছিল, ফলতঃ আল্লাহ তাদেরকে তাদের ছওয়াব দান করবেন, আর আল্লাহ জালেমদের সাথে ভালোবাসা রাখেন না।

ذٰلِكَ نَتْلُوْهُ عَلَيْكَ مِنَ الْاٰيٰتِ وَالذِّكْرِ
الْحَكِيْمِ (٥٨)

(৫৮) এটা আমি আপনাকে পড়ে পড়ে শুনাচ্ছি যা প্রমাণসমূহের অন্তর্ভুক্ত এবং জ্ঞানগর্ভ বিষয়ের অন্তর্ভুক্ত।

শাব্দিক অনুবাদ

(৫৪) وَمَكَرُوْا আর তারা গোপন ষড়যন্ত্র করল وَمَكَرَ اللّٰهُ এবং আল্লাহ গোপন কৌশল করলেন وَاللّٰهُ خَيْرُ الْمٰكِرِيْنَ আর আল্লাহ শ্রেষ্ঠতম কৌশলী।

(৫৫) اِذْ قَالَ اللّٰهُ যখন আল্লাহ বললেন يٰعِيْسٰٓى হে ঈসা! اِنِّىْ مُتَوَفِّيْكَ নিশ্চয় আমি তোমাকে মৃত্যু দান করব وَرَافِعُكَ اِلَيَّ এবং তোমাকে [আপাততঃ] নিজের দিকে উঠিয়ে নিচ্ছি وَمُطَهِّرُكَ مِنَ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا এবং আমি তোমাকে ঐ সকল লোক হতে পবিত্র করব যারা প্রত্যাখ্যান করে وَجَاعِلُ الَّذِيْنَ اتَّبَعُوْكَ আর যারা তোমার কথা মানে তাদেরকে বিজয়ী করব فَوْقَ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا তাদের উপর যারা প্রত্যাখ্যানকারী اِلٰى يَوْمِ الْقِيٰمَةِ কিয়ামত দিবস পর্যন্ত ثُمَّ اِلَيَّ مَرْجِعُكُمْ অতঃপর আমারই দিকে হবে সকলের প্রত্যাবর্তন فَاَحْكُمُ بَيْنَكُمْ তৎপর আমি তোমাদের মধ্যে মীমাংসা করে দিব فِيْمَا كُنْتُمْ فِيْهِ تَخْتَلِفُوْنَ ঐ সমস্ত বিষয়ে যাতে তোমরা পরস্পর মতভেদ করছিলে।

(৫৬) فَاَمَّا الَّذِيْنَ كَفَرُوْا সুতরাং যারা কাফের ছিল فَاُعَذِّبُهُمْ عَذَابًا شَدِيْدًا বস্তুত আমি তাদেরকে কঠোর শাস্তি প্রদান করব فِي الدُّنْيَا وَالْاٰخِرَةِ ইহলোকেও এবং পরলোকেও وَمَا لَهُمْ مِّنْ نّٰصِرِيْنَ আর তাদের কোনো সাহায্যকারী হবে না।

(৫৭) وَاَمَّا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا আর যারা মুমিন ছিল وَعَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ এবং নেক আমল করেছিল فَيُوَفِّيْهِمْ اُجُوْرَهُمْ ফলতঃ আল্লাহ তাদেরকে তাদের ছওয়াব দান করবেন وَاللّٰهُ لَا يُحِبُّ الظّٰلِمِيْنَ আর আল্লাহ জালেমদের সাথে ভালোবাসা রাখেন না।

(৫৮) ذٰلِكَ نَتْلُوْهُ عَلَيْكَ এটা আমি আপনাকে পড়ে পড়ে শুনাচ্ছি যা مِنَ الْاٰيٰتِ প্রমাণসমূহের অন্তর্ভুক্ত وَالذِّكْرِ الْحَكِيْمِ এবং জ্ঞানগর্ভ বিষয়ের অন্তর্ভুক্ত।

https://e-ilm.weebly.com/

(৫৯) নিশ্চয়, ঈসার আশ্চর্য অবস্থা আল্লাহর নিকট আদমের আশ্চর্য অবস্থার ন্যায়, তাঁকে মাটি দ্বারা তৈরি করলেন তৎপর তা [-র কালেব]-কে বললেন, [সজীব] হয়ে যাও, তখনই তা [সজীব] হয়ে গেল।	إِنَّ مَثَلَ عِيسَىٰ عِندَ اللَّهِ كَمَثَلِ آدَمَ ۖ خَلَقَهُ مِن تُرَابٍ ثُمَّ قَالَ لَهُ كُن فَيَكُونُ ﴿٥٩﴾
(৬০) এই বাস্তব ঘটনা আপনার প্রতিপালকের পক্ষ হতে সুতরাং আপনি সংশয়ীদের অন্তর্ভুক্ত হবেন না।	الْحَقُّ مِن رَّبِّكَ فَلَا تَكُن مِّنَ الْمُمْتَرِينَ ﴿٦٠﴾
(৬১) অতএব, যে ব্যক্তি ঈসা সম্বন্ধে আপনার সাথে বিতর্ক করে আপনার নিকট জ্ঞান আসার পর, তবে আপনি বলে দিন, আস আমরা ডেকে নেই আমাদের সন্তানগণকে এবং তোমাদের সন্তানগণকে, আর আমাদের নারীগণকে ও তোমাদের নারীগণকে এবং স্বয়ং আমাদেরকে ও স্বয়ং তোমাদেরকে। অতঃপর আমরা খুব আন্তরিকতার সাথে এরূপ প্রার্থনা করি যে, আল্লাহর লা'নত দেই অসত্যপন্থিদের উপর।	فَمَنْ حَاجَّكَ فِيهِ مِن بَعْدِ مَا جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ فَقُلْ تَعَالَوْا نَدْعُ أَبْنَاءَنَا وَأَبْنَاءَكُمْ وَنِسَاءَنَا وَنِسَاءَكُمْ وَأَنفُسَنَا وَأَنفُسَكُمْ ثُمَّ نَبْتَهِلْ فَنَجْعَل لَّعْنَتَ اللَّهِ عَلَى الْكَاذِبِينَ ﴿٦١﴾
(৬২) নিশ্চয় এসব যা কিছু বর্ণিত হলো তাই সত্য বিবরণ, আর কেউই নেই মা'বুদ হওয়ার যোগ্য আল্লাহ ব্যতীত, আর নিঃসন্দেহে আল্লাহই পরক্রমশালী, মহা জ্ঞানী।	إِنَّ هَٰذَا لَهُوَ الْقَصَصُ الْحَقُّ ۚ وَمَا مِنْ إِلَٰهٍ إِلَّا اللَّهُ ۚ وَإِنَّ اللَّهَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ ﴿٦٢﴾

শাব্দিক অনুবাদ

(৫৯) إِنَّ مَثَلَ عِيسَىٰ নিশ্চয়, ঈসার আশ্চর্য অবস্থা عِندَ اللَّهِ আল্লাহর নিকট كَمَثَلِ آدَمَ আদমের আশ্চর্য অবস্থার ন্যায় خَلَقَهُ مِن تُرَابٍ তাঁকে মাটি দ্বারা তৈরি করলেন ثُمَّ قَالَ لَهُ তৎপর তা [-র কালেব]-কে বললেন, كُن হয়ে যাও فَيَكُونُ তখনই তা [সজীব] হয়ে গেল।

(৬০) الْحَقُّ مِن رَّبِّكَ এই বাস্তব ঘটনা আপনার প্রতিপালকের পক্ষ হতে فَلَا تَكُن مِّنَ الْمُمْتَرِينَ সুতরাং আপনি সংশয়ীদের অন্তর্ভুক্ত হবেন না।

(৬১) فَمَنْ حَاجَّكَ فِيهِ অতএব, যে ব্যক্তি ঈসা সম্বন্ধে আপনার সাথে বিতর্ক করে مِن بَعْدِ مَا جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ আপনার নিকট জ্ঞান আসার পর فَقُلْ তবে আপনি বলে দিন تَعَالَوْا আস نَدْعُ আমরা ডেকে নেই أَبْنَاءَنَا আমাদের সন্তানগণকে وَأَبْنَاءَكُمْ এবং তোমাদের সন্তানগণকে وَنِسَاءَنَا আর আমাদের নারীগণকে وَنِسَاءَكُمْ ও তোমাদের নারীগণকে وَأَنفُسَنَا وَأَنفُسَكُمْ এবং স্বয়ং আমাদেরকে ও স্বয়ং তোমাদেরকে ثُمَّ نَبْتَهِلْ অতঃপর আমরা খুব আন্তরিকতার সাথে এরূপ প্রার্থনা করি যে فَنَجْعَل لَّعْنَتَ اللَّهِ عَلَى الْكَاذِبِينَ আল্লাহর লা'নত দেই অসত্যপন্থিদের উপর।

(৬২) إِنَّ هَٰذَا لَهُوَ الْقَصَصُ الْحَقُّ নিশ্চয় এসব যা কিছু বর্ণিত হলো তাই সত্য বিবরণ وَمَا مِنْ إِلَٰهٍ إِلَّا اللَّهُ আর কেউই নেই মা'বুদ হওয়ার যোগ্য আল্লাহ ব্যতীত وَإِنَّ اللَّهَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ আর নিঃসন্দেহে আল্লাহই পরাক্রমশালী, মহা জ্ঞানী।

https://e-ilm.weebly.com/

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

(৫৯) قوله إِنَّ مَثَلَ عِيسَىٰ عِندَ اللَّهِ كَمَثَلِ آدَمَ خَلَقَهُ مِن تُرَابٍ الخ **আয়াতের শানে নুযূল :** হযরত ইবনে আব্বাস (রা.), ইকরিমা, কাতাদাহ ও সুদ্দী বলেন, নাজরানের প্রতিনিধি খ্রিস্টানেরা হযরত ঈসা (আ.)-এর সম্পর্ক নিয়ে নবী করীম (সা.)-এর সাথে তর্ক করতে গিয়ে বলল, আমরা জানতে পেরেছি, আপনি নাকি আমাদের নবী সম্পর্কে মন্দাচার করেছেন এবং বলেছেন যে, তিনি বান্দা। তখন মহানবী (আ.) বললেন যে, হযরত ঈসা (আ.) আল্লাহর বান্দা, মরিয়মের প্রতি প্রেরিত কালিমা ও তাঁর পক্ষ থেকে প্রেরিত রুহ হলে তাতে অসুবিধা কিসের। তখন তারা বলল, আপনি কি কখনো কোনো পুরুষ ব্যতিরেকে মহিলা থেকে মানুষ জন্ম গ্রহণ করতে দেখতে পেয়েছেন। না কি এমন কিছু শুনতে পেয়েছেন। অতঃপর তারা বের হয়ে গেলে আলোচ্য আয়াত নাজিল হয়। –[বাহরে মুহীত : ৫০০/২, রুহুল মা'আনী : ১৮৬/২]

শানে নুযূল – ২ : অন্য এক রেওয়ায়েতে বর্ণিত রয়েছে যে, আপনি যদি সত্যবাদী হয়ে থাকেন, তাহলে এ ধরনের মানুষ ভূমিষ্ট হতে দেখান তো? তখন আলোচ্য আয়াত নাজিল হয়।

শানে নুযূল– ৩ : হযরত ওয়াকী' মুবারক ও হাসান হতে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন, নাজরান থেকে দু'জন ধর্ম যাজক আসে। তখন রাসূল তাদের নিকট ইসলামের দাওয়াত প্রদান করেন। ফলে একজন বলল যে, আমরা তো আপনার পূর্বে ইসলাম গ্রহণ করেছি। রাসূল বললেন যে, তোমরা মিথ্যা বলছ। ইসলাম গ্রহণ করা থেকে তোমাদেরকে দু'তিনটি বস্তু বিরত রাখছে।

১. তোমাদের সলীবের [ক্রুসের] পূজা। ২. তোমাদের শূকর খাবার এবং ৩. তোমাদের কর্তৃক আল্লাহর জন্য সন্তান সাব্যস্ত করা। তখন তারা বলল, তাহলে ঈসার পিতা কে? তখন তাদের জবাবে আল্লাহ তা'আলা আলোচ্য আয়াত নাজিল করেন।

إِنَّ مَثَلَ عِيسَىٰ عِندَ اللَّهِ كَمَثَلِ آدَمَ خَلَقَهُ مِن تُرَابٍ الخ

শানে নুযূল– ৪ : বায়হাকী দালায়েল নামক গ্রন্থে সালমা বিন আব্দ ইয়াস-এর বরাত দিয়ে বর্ণনা করেন। রাসূল নাজরান বাসীদের নামে পত্র লিখেন। "আল্লাহর রাসূল মুহাম্মদের পক্ষ থেকে নাজরানের দলপতি ও নাজরান বাসীদের নামে। তোমরা যদি ইসলাম গ্রহণ কর তাহলে আমি তোমাদের প্রতি আল্লাহর প্রশংসা প্রেরণ করব, যিনি হলেন ইবরাহীম, ইসহাক ও ইয়াকূবের ইলাহ। আম্মা বাদ! আমি তোমাদেরকে বান্দার ইবাদত করা থেকে আল্লাহর ইবাদত করার প্রতি আহ্বান করছি। বান্দার প্রভুত্বতা থেকে, আল্লাহর প্রভুত্বতার প্রতি ডাকছি। তোমরা যদি ইসলাম গ্রহণে অস্বীকার কর, তাহলে জিযিয়া কর প্রদান কর, তাতেও যদি সম্মত না হও, তাহলে তোমাদের প্রতি যুদ্ধের ঘোষণা করলাম"। ওয়াসসালাম।

পরন্তুঃ নাজরান নেতা যখন পত্র পাঠ করল, তখন রাগে অগ্নিশর্মা হয়ে গেল। নাজরানের অধিবাসী শুরাহবীল বিন ওদা' নামক এক ব্যক্তির নিকট সে পত্র পাঠাল। ফলে শুরাহবীল তা পাঠ করল। পত্র পাঠের পর নাজরান দলপতি বলল, এতে আপনার মতামত কি? শুরাহবীল বলল, আমি জানি যে, আল্লাহ তা'আলা হযরত ইসমাঈল (আ.)-এর বংশে নবুয়ত দেওয়ার প্রতি ইবরাহীম (আ.) কে প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন। সুতরাং এ ব্যক্তি নবী হতে পারেন তা সম্ভব নয় কি? নবুয়ত সম্পর্কীয় বিষয়ে আমার কোনো মতামত নেই। যদি জাগতিক কোনো বিষয় হতো, তাহলে সে বিষয়ে আমি তোমাকে অবহিত করে দিতাম। নাজরান দলপতি একের পর একের নিকট পত্র পাঠাতে থাকল, তবে সকলে শুরাহবীলের ন্যায় মত প্রকাশ করল। সুতরাং সকলেই একমতে উপনীত হলো যে, শুরাহবীল, আব্দুল্লাহ বিন শুরাহবীল, হায়্যার বিন কানাস প্রমুখকে আল্লাহর রাসূল -এর নিকট নিয়ে আসল। ফলে রাসূল তাদেরকে কোনো কোনো বিষয় জিজ্ঞেস করলেন। তারাও রাসূল থেকে জানতে চায়। সে আলোচনার মধ্যে তারা বলল, ঈসা বিন মরিয়ম সম্পর্কে আপনি কি বলেন? তিনি বললেন, আজকের দিনে এ বিষয়ে আমার কিছুই জানা নেই। সুতরাং তোমরা থাক, তাহলে আগামীকাল সকালে তোমাদেরকে বলে দিব হযরত ঈসা (আ.) সংক্রান্ত আমাকে যা কিছু জানানো হয়। ফলে মুবাহালার দাওয়াত সম্বলিত এ দু'আয়াত নাজিল হয়।

https://e-ilm.weebly.com/

إِنَّ مَثَلَ عِيسَىٰ عِندَ اللَّهِ كَمَثَلِ آدَمَ خَلَقَهُ مِن تُرَابٍ الخ

তখন তারা তা স্বীকার করতে অসম্মতি জানাল। সুতরাং পরদিন সকাল হলে রাসূল ﷺ হযরত হাসান, হুসাইন ও হযরত ফাতেমা (রা.) সহ বদ দোয়া করার জন্য মাঠের দিকে বের হলেন, তখন শুরাহবীল তার সাথীদেরকে বলল, আমি তো অত্যন্ত ভীতিকর পরিস্থিতি উপলব্ধি করছি। এ ব্যক্তি যদি নবী হয়ে থাকেন, আর আমরা তাঁর সাথে লা'নত করতে যাই, যাদের সাথে নিয়ে চলেছেন তাদের নিয়ে যদি বদ দোয়া করেন, তাহলে ভূপৃষ্ঠে কোনো চুল-নখ পর্যন্তও অবশিষ্টা থাকবে না। সব কিছুই ধ্বংস হয়ে যাবে। সুতরাং শুরাহবীল তার সাথীদ্বয়ের সাথে আলোচনা করে রাসূল ﷺ-এর সাথে জিযিয়া কর প্রদান করার শর্তে সন্ধি স্থাপন করে। –[রূহুল মা'আনী : ১৮৬/২]

(৫৮-৬০) قوله ذَٰلِكَ نَتْلُوهُ عَلَيْكَ مِنَ الْآيَاتِ ... الخ **আয়াতের শানে নুযূল–১ :** হযরত হাসান বসরী (রা.) বলেন, রাসূল ﷺ নাজরানের দুজন পুরোহিতের কাছে তশরিফ নিয়ে গেলেন। তাদের একজন জিজ্ঞাসা করল, বলুন তো, হযরত ঈসা (আ.)-এর পিতা কে? রাসূল ﷺ আল্লাহ পাকের নির্দেশ পাওয়া পর্যন্ত কোনো বিষয়েই তাড়াহুড়া করতেন না। তাই তিনি আল্লাহ পাকের নির্দেশের অপেক্ষায় রইলেন। তখন আল্লাহ পাক আলোচ্য আয়াত নাজিল করলেন। ذَٰلِكَ نَتْلُوهُ عَلَيْكَ مِنَ الْآيَاتِ থেকে مِنَ الْمُمْتَرِينَ পর্যন্ত। –[ইবনে আবী হাতেম লুবাব]

শানে নুযূল–২ : হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) থেকে বর্ণিত। রাসূল ﷺ-এর দরবারে নাজরান থেকে একটি দল আগমন করল। তারা জিজ্ঞাসা করল কি হয়েছে তোমার? তুমি যে আমাদের ধর্ম গুরুর সমালোচনায় মেতে উঠেছ। রাসূল ﷺ বললেন, কার কথা বলছ? তারা বলল, হযরত ঈসা (আ.)-এর কথা বলছি। তোমার ধারণায় তিনি নাকি আল্লাহর বান্দা। ইরশাদ করলেন অবশ্যই। তারা বলল, ঈসার মতো অসাধারণ ব্যক্তিত্ব কি তোমার নজরে পড়েছে। যা কারো মুখে শুনেছ। এই বলে তারা বেরিয়ে গেল। অতঃপর হযরত জিবরাঈল (আ.) তশরিফ এনে আরজ করলেন, আবার যদি তারা আসে তবে তাদেরকে إِنَّ مَثَلَ عِيسَىٰ হতে مِنَ الْمُمْتَرِينَ পর্যন্ত পড়ে শুনাবেন।

(৬১) قوله فَمَنْ حَاجَّكَ فِيهِ مِن ... الآية **আয়াতের শানে নুযূল :** মুবাহালার আয়াত আলোচ্য আয়াতের পটভূমি এই যে, মহানবী ﷺ নাজরানের খ্রিস্টানদের কাছে একটি ফরমান প্রেরণ করেন। এতে ধারাবাহিকভাবে ৩ টি বিষয় উল্লেখ করা হয়। ১. ইসলাম কবুল কর। ২. অথবা জিযিয়া কর দাও। ৩. অথবা যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হও। খ্রিস্টানরা পরস্পর পরামর্শ করে শুরাহবীল, আব্দুল্লাহ ইবনে শুরাহবিল ও জিবার ইবনে ফয়েজকে হুজুর ﷺ-এর কাছে পাঠায়। তারা এসে ধর্মীয় বিষয়াদি আলোচনা শুরু করে। এক পর্যায়ে তারা হযরত ঈসা (আ.)কে উপাস্য প্রতিপন্ন করার জন্য প্রবল বাদানুবাদের আশ্রয় গ্রহণ করে। ইতোমধ্যে মুবাহালার উপরিউক্ত আয়াত অবতীর্ণ হয়। এতে রাসূল ﷺ প্রতিনিধি দলকে মুবাহালার আহবান জানান এং নিজেও হযরত ফাতিমা, হযরত আলী এবং ইমাম হাসান হোসাইন (রা.) কে সঙ্গে নিয়ে মুবাহালার জন্য প্রস্তুত হয়ে আসেন। এ আত্মবিশ্বাস দেখে শুরাহবীল ভীত হয়ে যায় এবং সাথী দলকে বলতে থাকে তোমরা জান যে, ইনি আল্লাহর নবী। আল্লাহর নবীর সাথে মুবাহালা করলে ধ্বংস অনিবার্য। তাই মুক্তির অন্য কোনো পথ খোঁজ। সঙ্গীদ্বয় বলল, তোমার মতে মুক্তির উপায় কি? সে বলল, আমার মতে নবীর শর্তানুযায়ী সন্ধি করাই উত্তম উপায়। অতঃপর এতেই প্রতিনিধি সম্মত হয় এবং মহানবী ﷺ তাদের উপর জিযিয়া কর ধার্য করে মীমাংসায় উপনীত হন। –[ইবনে কাছীর, তাফসীরে মা'আরেফুল কুরআন]

আয়াতের গুরুত্বপূর্ণ শব্দগুলোর ব্যাখ্যা : কোনো কোনো ফেরকার লোকেরা আলোচ্য আয়াতের বিভিন্ন শব্দ ও অর্থে বিকৃত সাধন করে হযরত ঈসা (আ.)-এর হায়াত এবং আখেরি জমানায় তাঁর পুনরাগমন সম্পর্কিত মুসলমানদের সর্ববাদি সম্মত আকীদাকে ভুল প্রমাণ করতে সচেষ্ট রয়েছে। এ কারণে আয়াতের শব্দবলির পূর্ণ ব্যাখ্যার প্রয়োজন।

وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ : আরবি ভাষায় 'মকর' শব্দের অর্থ সূক্ষ্ম ও গোপন কৌশল। উত্তম লক্ষ্য অর্জনের জন্য মকর ভালো এবং মন্দ লক্ষ্য অর্জনের জন্য হলে তা মন্দও হতে পারে। এ কারণেই وَلَا يَحِيقُ الْمَكْرُ السَّيِّئُ আর مَكْرٌ শব্দের সাথে سَيِّئ [মন্দ] যোগ করা হয়েছে। বাংলা ভাষার বচনভঙ্গিতে মকর শব্দটি শুধু ষড়যন্ত্র ও অপকৌশল অর্থে ব্যবহৃত হয়। কাজেই এ নিয়ে আরবি বাচনভঙ্গিতে সন্দেহ করা উচিত নয়। আরবি অর্থের দিক দিয়েই এখানে আল্লাহকে 'শ্রেষ্ঠতম কুশলী' خَيْرُ الْمَاكِرِينَ বলা হয়েছে। উদ্দেশ্য এই যে, ইহুদিরা হযরত ঈসা (আ.)-এর বিরুদ্ধে নানাবিধ ষড়যন্ত্র ও গোপন কৌশল অবলম্বন করতে আরম্ভ করে। তারা অনবরত বাদশাহর কাছে বলতে থাকে যে, লোকটি আল্লাহদ্রোহী। সে তাওরাত পরিবর্তন করে সবাইকে বিধর্মী করতে সচেষ্ট। এসব অভিযোগ শুনে বাদশাহ তাঁর বিরুদ্ধে গ্রেফতারি পরোয়ানা জারি করেন। ইহুদিদের এ ষড়যন্ত্র নস্যাৎ করার জন্য আল্লাহ তা'আলার সূক্ষ্ম ও গোপন কৌশলও স্বীয় পথে অগ্রসর হচ্ছিল। পরবর্তী আয়াতে এর বর্ণনা রয়েছে। –[তাফসীরে ওসমানী]

https://e-ilm.weebly.com/

إِسْتِيفَاء ও إِيفَاء . وَفَاء - إِنِّي مُتَوَفِّيكَ - مُتَوَفِّي শব্দের মাসদার تَوَفِّيْ এবং মূলবর্ণ وَفِي, অভিধানে এর অর্থ পুরোপুরি নেওয়া এসব শব্দেরও প্রকৃত অর্থ পুরোপুরি নেওয়া। আরবি ভাষার সব অভিধান-গ্রন্থই এর প্রমাণ। মৃত্যুর সময় মানুষ নির্ধারিত আয়ু পূর্ণ করে ফেলে এবং আল্লাহ প্রদত্ত আত্মা পুরোপুরি নিয়ে নেওয়া হয়। এ কারণে রূপক অর্থে শব্দটি মৃত্যু অর্থেও ব্যবহৃত হয়। মানুষের দৈনন্দিন নিদ্রা মৃত্যুর একটি হাল্কা নমুনা। কুরআনে এ অর্থেও تَوَفِّيْ শব্দ ব্যবহৃত হয়েছে—

اَللّٰهُ يَتَوَفَّى الْأَنْفُسَ حِيْنَ مَوْتِهَا وَالَّتِيْ لَمْ تَمُتْ فِيْ مَنَامِهَا আল্লাহ মৃত্যুর সময় প্রাণ নিয়ে নেন। আর যাদের মৃত্যু আসে না, তাদের নিদ্রার সময় প্রাণ নিয়ে নেন।

দুররে মানসূর গ্রন্থে হযরত ইবনে আব্বাস (রা.)-এর রেওয়ায়েত এভাবে বর্ণিত হয়েছে: হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) বলেন— مُتَوَفِّيكَ وَرَافِعُكَ অর্থাৎ, আমি আপনাকে নিজের কাছে উঠিয়ে নেব এবং শেষ জমানায় স্বাভাবিক মৃত্যুদান করব। এ তাফসীরের সারমর্ম এই যে, تَوَفِّيْ শব্দের অর্থ মৃত্যু; কিন্তু আয়াতের শব্দে رَافِعُكَ প্রথমে ও مُتَوَفِّيكَ পরে হবে। এখানে مُتَوَفِّيكَ কে পূর্বে উল্লেখ করার কারণ এদিকে ইঙ্গিত করা যে, নিজের কাছে উঠিয়ে নেওয়া চিরতরে নয়; বরং এ ব্যবস্থা কিছুদিনের জন্য হবে। এরপর তিনি আবার দুনিয়াতে আসবেন, শত্রুদের পরাজিত করবেন এবং অবশেষে স্বাভাবিক মৃত্যুবরণ করবেন। এভাবে আকাশ থেকে পুনর্বার অবতরণ এবং শত্রুর বিরুদ্ধে জয়লাভের পর মৃত্যুবরণের ঘটনাটি একাধারে একটি মু'জিযা; এতদসঙ্গে হযরত ঈসা (আ.)-এর সম্মান ও মর্যাদার পূর্ণত্বলাভ এবং খ্রিস্টানদের এ বিশ্বাসের খণ্ডন যে, হযরত ঈসা (আ.) অন্যতম উপাস্য। নতুবা জীবিত অবস্থায় আকাশে উত্থিত হওয়ার ঘটনা থেকে তাদের ভ্রান্ত বিশ্বাস আরো জোরদার হয়ে যেত যে, তিনিও আল্লাহ তা'আলার মতোই চিরঞ্জীব এবং ভালোমন্দের নিয়ামক। এ কারণে প্রথমে مُتَوَفِّيكَ বলে এসব ভ্রান্ত ধারণায় মূলোৎপাটন করা হয়েছে। এররপর নিজের দিকে উঠিয়ে নেওয়ার কথা উল্লেখ করা হয়েছে।

সত্যি কথা এই যে, কাফের ও মুশরিকরা চিরকালই পয়গম্বরগণের বিরোধিতা ও তাঁদের সাথে শত্রুতা করে এসেছে। অপরদিকে আল্লাহ তা'আলারও চিরাচরিত রীতি ছিল এই যে, যখনই কোনো জাতি পয়গম্বরের বিরোধিতায় অনমনীয় হয়েছে এবং মু'জিযা দেখার পরও অস্বীকার ও অবিশ্বাস অব্যাহত রেখেছে, তখনই আল্লাহ তা'আলা আসমানি আজাব পাঠিয়ে সবাইকে নিশ্চিহ্ন করে দিয়েছেন। যেমন, 'আদ, সামূদ এবং সালেহ ও লূত পয়গম্বরে কওমের বেলায় করা হয়েছে। অথবা পয়গম্বরকেই কাফেরদের দেশ থেকে হিজরত করিয়ে অন্যদিকে স্থানান্তরিত করা হয়েছে। সেখানে তাঁকে শক্তি ও সৈন্যবল দান করে অবাধ্য কওমের বিরুদ্ধে জয়ী করা হয়েছে। হযরত ইবরাহীম (আ.) ইরাক থেকে হিজরত করে সিরিয়ায় আগমন করেন এবং সবশেষে হুজুর ﷺ মক্কা থেকে হিজরত করে মদিনায় আগমন করেন। অতঃপর সেখান থেকে অভিযান পরিচালনা করে মক্কা জয় করেন। ইহুদিদের কবল থেকে রক্ষা করার জন্য হযরত ঈসা (আ.)-কে আকাশে তুলে নেওয়াও প্রকৃতপক্ষে এক প্রকার হিজরতই ছিল— তারপর তিনি আবার দুনিয়াতে পদার্পণ করে ইহুদিদের বিরুদ্ধে পুরোপুরি জয়লাভ করবেন

এখন প্রশ্ন হতে পারে যে, এ হিজরত সম্পূর্ণ ভিন্নভাবে আকাশের দিকেই করানো হলো কেন? এ সম্পর্কে আল্লাহ তা'আলা স্বয়ং বলেন যে, ঈসার দৃষ্টান্ত আদমের মতোই; অর্থাৎ হযরত আদম (আ.) যেমন সাধারণ সৃষ্টজীব থেকে সম্পূর্ণ ভিন্ন পন্থায় পিতা-মাতা ব্যতিরেকে জন্মগ্রহণ করেছেন, তেমনি হযরত ঈসা (আ.) -এর জন্মও সাধারণ মানুষের জন্ম থেকে পৃথক পন্থায় হয়েছে এবং মৃত্যুও অভিনব পন্থায় শত শত বৎসর পর জগতে পুনরাগমনের পরেই হবে। সুতরাং তাঁর হিজরতও যদি ভিন্ন প্রকৃতিতে ও বিস্ময়কর পন্থা হয়; তবে তাতে আশ্চর্য কি?

এসব বিস্ময়কর ঘটনার কারণেই মূর্খ খ্রিস্টানরা ভ্রান্তবিশ্বাসে পতিত হয়ে তাঁকে খোদা বলতে শুরু করেছে। অথচ চিন্তা করলে দেখা যায় যে, এসব ঘটনার মধ্যেই তাঁর বন্দেগি, খোদায়ী নির্দেশের প্রতি আনুগত্য এবং মানবিক গুণে গুণান্বিত হওয়ার প্রমাণাদি রয়েছে। এ কারণেই কুরআন প্রতিটি ক্ষেত্রে ওদের উপরিউক্ত ভ্রান্ত বিশ্বাস খণ্ডনের প্রতি ইঙ্গিত করেছে। আকাশে উত্থিত করার ফলে ওদের বিশ্বাস খুব জোরদার হয়ে যেত। তাই مُتَوَفِّيكَ শব্দটি অগ্রে উল্লেখ করে এ বিশ্বাসের মূলোৎপাটন করা হয়েছে। এতে বুঝা গেল যে, আলোচ্য আয়াতের প্রধান উদ্দেশ্য ইহুদিদের খণ্ডন। কারণ তারা হযরত ঈসা (আ.)-কে হত্যা করতে ও শূলীতে চড়াতে চেয়েছিল। আল্লাহ তা'আলা তাদের সব পরিকল্পনা ধূলিসাৎ করে দেন। কিন্তু শব্দ আগে-পিছে করার ফলে আলোচ্য আয়াতে খ্রিস্টানদের বিশ্বাসও খণ্ডন হয়ে গেছে যে, হযরত ঈসা (আ.) খোদা নন, তিনি মৃত্যুর হাত থেকে রেহাই পাবেন। এক সময় তাঁরও মৃত্যু হবে।

https://e-ilm.weebly.com/

ইমাম রাযী (র.) তাফসীরে কাবীরে বলেন, কুরআন মাজীদ এমনিভাবে বিশেষ বিশেষ রহস্যের কারণে শব্দ আগে-পিছে করার ভুরি ভুরি নজির রয়েছে। পরবর্তী ঘটনাকে অগ্রে ও অগ্রবর্তী ঘটনাকে পরে বর্ণনা করা হয়েছে –[তাফসীরে কাবীর, ২ : ৪৮১

قوله وَرَافِعُكَ إِلَيَّ : এতে বাহ্যতঃ হযরত ঈসা (আ.)কেই সম্বোধন করা হয়েছে যে, আপনাকে উপরে উঠিয়ে নেব। সবাই জানেন যে, হযরত ঈসা (আ.) শুধু আত্মার নাম নয়; বরং আত্মা ও দেহ উভয়ের নাম। কাজেই আয়াতে দৈহিক উত্তোলন বাদ দিয়ে শুধু আত্মিক উত্তোলন বুঝা সম্পূর্ণ ভুল। তবে একথা ঠিক যে, আরবি শব্দটি উচ্চ মর্তবার অর্থেও ব্যবহৃত হয়। যেমন– يَرْفَعِ اللّٰهُ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا مِنْكُمْ وَالَّذِيْنَ اُوْتُوا الْعِلْمَ এবং وَرَفَعَ بَعْضَكُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجٰتٍ ইত্যাদি আয়াতে ব্যবহৃত হয়েছে।

কিন্তু এটা জানা যায় যে, উচ্চ মর্তবার অর্থে رفع শব্দটির ব্যবহার রূপক। উল্লিখিত আয়াতসমূহে পূর্বাপর আলোচ্য বিষয়ের সাথে সামঞ্জস্য রক্ষার ভিত্তিতে এ ব্যবহার হয়েছে। কিন্তু আলোচ্য আয়াতে আসল অর্থ ছেড়ে রূপক অর্থ বুঝার কোনো কারণ নেই। এ ছাড়া আয়াতে رَفْعٌ শব্দের সাথে إِلَى ব্যবহার করার কারণে রূপক অর্থের সম্ভাবনা সম্পূর্ণ তিরোহিত হয়ে গেছে। এ আয়াতে وَرَافِعُكَ إِلَيَّ এবং সূরা নিসার আয়াতেও ইহুদিদের ভ্রান্ত বিশ্বাস খণ্ডন প্রসঙ্গে وَمَا قَتَلُوْهُ يَقِيْنًا بَلْ رَّفَعَهُ اللّٰهُ اِلَيْهِ বলা হয়েছে। অর্থাৎ ইহুদিরা নিশ্চিতই হযরত ঈসা (আ.) -কে হত্যা করেনি; বরং আল্লাহ তাঁকে নিজের কাছে তুলে নিয়েছেন। "নিজের কাছে তুলে নেওয়া" সশরীরে তুলে নেওয়াকেই বলা হয়।

হযরত ঈসা (আ.)-এর সাথে আল্লাহর পাঁচটি অঙ্গীকার : আলোচ্য ৫৫ নং আয়াতে আল্লাহ তা'আলা ইহুদিদের বিপক্ষে হযরত ঈসা (আ.)-এর সাথে পাঁচটি অঙ্গীকার করেছেন।

সর্বপ্রথম অঙ্গীকার এই যে, তাঁর মৃত্যু ইহুদিদের হাতে হত্যার মাধ্যমে হবে না; বরং প্রতিশ্রুত সময়ে স্বাভাবিক পন্থায় হবে। প্রতিশ্রুত সময়টি কিয়ামতের নিকটতম জমানায় আসবে। তখন হযরত ঈসা (আ.) আকাশ থেকে পৃথিবীতে অবতরণ করবেন। বিভিন্ন সহীহ ও মুতাওয়াতির হাদীসে এর বিবরণ উল্লিখিত হয়েছে।

দ্বিতীয় অঙ্গীকার ছিল যে, হযরত ঈসা (আ.)-কে আপাততঃ ঊর্ধ্ব জগতে তুলে নেওয়া হবে। সাথে সাথে এ অঙ্গীকার পূর্ণ করা হয়।

তৃতীয় অঙ্গীকার ছিল অপবাদ থেকে মুক্ত করার ব্যাপারে। এ অঙ্গীকার এভাবে পূর্ণ হয়েছে যে, শেষ নবী ﷺ আগমন করে ইহুদিদের যাবতীয় অপবাদ দূর করে দেন। উদাহরণতঃ পিতা ব্যতিরেকে জন্মগ্রহণ করার কারণে ইহুদিরা হযরত ঈসা (আ.)-এর জন্মবিষয়ে অপবাদ আরোপ করতো। কুরআন এ অভিযোগ খণ্ডন করে বলেছে যে, তিনি আল্লাহর কুদরত ও নির্দেশে পিতা ব্যতিরেকে জন্মগ্রহণ করেছেন। এটা কোনো বিস্ময়কর ব্যাপার নয়। হযরত আদমের জন্মগ্রহণ ছিল আরো বেশি বিস্ময়কর ব্যাপার। কারণ তিনি পিতা ও মাতা উভয় ব্যতিরেকেই জন্মগ্রহণ করেন।

ইহুদিরা হযরত ঈসা (আ.)-এর বিরুদ্ধে খোদায়ী দাবি করার অভিযোগও এনেছিল। কুরআনের অনেক আয়াতে এর বিপরীতে হযরত ঈসা (আ.)-এর বন্দেগি ও মানবত্বের স্বীকারোক্তি বর্ণিত হয়েছে।

চতুর্থ অঙ্গীকার وَجَاعِلُ الَّذِيْنَ اتَّبَعُوْكَ আয়াতে বর্ণিত হয়েছে। অর্থাৎ অবিশ্বাসীর বিপক্ষে আপনার অনুসারীদের কিয়ামত পর্যন্ত বিজয়ী রাখা হবে। আয়াতে অনুসরণের অর্থ হযরত ঈসা (আ.)-এর নবুয়তে বিশ্বাস করা ও স্বীকারোক্তি করা। এর জন্য যাবতীয় বিধি-বিধানে বিশ্বাস করা শর্ত নয়। এভাবে খ্রিস্টান ও মুসলমান উভয় সম্প্রদায় তাঁর অনুসারীদের অন্তর্ভুক্ত। কারণ মুসলমানরাও হযরত ঈসা (আ.)-এর নবুয়তে বিশ্বাসী। এটা ভিন্ন কথা যে, এতটুকু বিশ্বাসই পরকালের মুক্তির জন্য যথেষ্ট নয়; বরং হযরত ঈসা (আ.)-এর যাবতীয় বিধি-বিধানে বিশ্বাস করার উপর পরকালের মুক্তি নির্ভরশীল। হযরত ঈসা (আ.)-এর অকাট্য বিধানাবলির মধ্যে একটি ছিল এই যে, পরবর্তীকালে হযরত মুহাম্মদ ﷺ -এর প্রতিও ঈমান আনতে হবে। খ্রিস্টানরা এটি পালন করেনি। ফলে তারা আখেরাতের মুক্তি থেকে বঞ্চিত। মুসলমানরা এটিও পালন করেছে। ফলে তারা পরকালের মুক্তির অধিকারী হয়েছে। কিন্তু জগতে ইহুদিদের বিপক্ষে বিজয়ী রাখার অঙ্গীকার শুধু হযরত ঈসা (আ.) নবুয়তের উপর নির্ভরশীল ছিল। এ অঙ্গীকার অনুযায়ী ইহুদিদের বিপক্ষে খ্রিস্টান ও মুসলমানদের বিজয় সব সময় অর্জিত হয়েছে এবং নিশ্চিতরূপেই কিয়ামত পর্যন্ত থাকবে।

এ অঙ্গীকারের পর থেকে আজ পর্যন্ত দেখা যাচ্ছে যে, ইহুদি জাতির বিপক্ষে খ্রিস্টান ও মুসলমান জাতি সর্বদাই বিজয়ী হয়েছে। তাদের রাষ্ট্রই দুনিয়ার যত্রতত্র প্রতিষ্ঠিত রয়েছে।

https://e-ilm.weebly.com/

ইসরাঈলের বর্তমান রাষ্ট্র : ইসরাঈলের বর্তমান রাষ্ট্র দেখে এ ব্যাপারে সন্দেহ করা যায় না। কারণ প্রথমতঃ এ রাষ্ট্রটি রাশিয়া ও পাশ্চাত্যের খ্রিস্টানদের একটি সামরিক ছাউনি ছাড়া কিছুই নয়। ওরা এটিকে মুসলমানদের বিরুদ্ধে প্রতিষ্ঠিত করে রেখেছে। যদি একদিনের জন্যও এর মাথার উপর থেকে রাশিয়া, আমেরিকা ও পাশ্চাত্যের অন্যান্য রাষ্ট্র হাত গুটিয়ে নেয়, তবে বিশ্বের মানচিত্র থেকে এর অস্তিত্ব মুছে যাওয়া সুনিশ্চিত। এ কারণে বাস্তবধর্মী লোকদের দৃষ্টিতে ইসরাঈলের এ ইহুদি রাষ্ট্রটি একটি আশ্রিত রাষ্ট্রের অতিরিক্ত কিছু নয়। যদি একে একটি স্বাধীন রাষ্ট্র ধরেও নেওয়া হয়, তবুও খ্রিস্টান ও মুসলমানদের সমষ্টির বিপরীতে এ যে নেহাতই একটি আপাংক্তেয় রাষ্ট্র, তা কোনো সুস্থবুদ্ধি ব্যক্তি অস্বীকার করতে পারে না। এ থেকেও দৃষ্টি ফিরিয়ে বলা যায় যে, কিয়ামতের নিকটবর্তী সময়ে কিছুদিনের জন্য ইহুদিদের প্রাধান্য বিস্তারের সংবাদ স্বয়ং ইসলামি রেওয়ায়েতসমূহেই দেওয়া হয়েছে। যদি দুনিয়ার আয়ু ফুরিয়ে এসে থাকে এবং কিয়ামত নিকটবর্তী হয়ে থাকে, তবে এ রাষ্ট্রের অস্তিত্ব ইসলামি রেওয়ায়েতে পরিপন্থি নয়। এহেন ক্ষণস্থায়ী আলোড়নকে সাম্রাজ্য অথবা রাষ্ট্র বলা যায় না।

পঞ্চম অঙ্গীকার এই যে, কিয়ামতের দিন সব ধর্মীয় মতবিরোধের মীমাংসা করা হবে। সময় এলে এ অঙ্গীকারও পূর্ণ হবে যে, ثُمَّ إِلَيَّ مَرْجِعُكُمْ فَأَحْكُمُ بَيْنَكُمْ

হযরত ঈসা (আ.)-এর হায়াত ও অবতরণের প্রশ্ন : জগতে একমাত্র ইহুদিরাই একথা বলে যে, হযরত ঈসা (আ.) নিহত ও শূলবিদ্ধ হয়ে সমাহিত হয়ে গেছেন এবং পরে জীবিত হননি। কুরআনে সূরা নিসার আয়াতে ওদের এ ধারণার স্বরূপ উদঘাটিত করা হয়েছে। আলোচ্য আয়াতেও وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللّٰهُ বাক্যাংশে এদিকে ইঙ্গিত করা হয়েছে যে, আল্লাহ তা'আলা হযরত ঈসা (আ.)-এর শত্রুদের চক্রান্ত স্বয়ং তাদের দিকেই ফিরিয়ে দিয়েছেন। অর্থাৎ, যেসব ইহুদি তাঁকে হত্যা করার উদ্দেশ্যে ঘরে প্রবেশ করেছিল, আল্লাহ তা'আলা তাদের মধ্য থেকেই এক ব্যক্তির আকার-আকৃতি পরিবর্তন করে হুবহু হযরত ঈসা (আ.)-এর ন্যায় করে দেন। অতঃপর হযরত ঈসা (আ.)-কে জীবিতাবস্থায় আকাশে তুলে নেন। আয়াতের ভাষা এরূপ : وَمَا قَتَلُوهُ وَمَا صَلَبُوهُ وَلٰكِنْ شُبِّهَ لَهُمْ "তারা ঈসাকে হত্যা করেনি, শূলেও চড়ায়নি। কিন্তু আল্লাহর কৌশলে তারা সাদৃশ্যের ধাঁধায় পতিত হয় এবং নিজের লোককেই হত্যা করে আত্মপ্রসাদ লাভ করে।"

এ দুই দলের বিপরীতে ইসলামের বিশ্বাস আলোচ্য আয়াত ও অন্যান্য কতিপয় আয়াতে সুস্পষ্টভাবে বর্ণিত হয়েছে। তা এই যে, আল্লাহ তা'আলা তাঁকে ইহুদিদের কবল থেকে মুক্তি দেওয়ার জন্য জীবিতাবস্থায় আকাশে তুলে নিয়েছেন। তাঁকে হত্যা করা হয়নি এবং শূলেও চড়ানো হয়নি। তিনি জীবিতাবস্থায় আকাশে বিদ্যমান রয়েছেন এবং কিয়ামতের নিকটবর্তী সময়ে আকাশ থেকে অবতরণ করে ইহুদিদের বিপক্ষে জয়লাভ করবেন, অবশেষে স্বাভাবিক মৃত্যুবরণ করবেন।

এ বিশ্বাসের উপর সমগ্র মুসলিম সম্প্রদায়ের ইজমা তথা ঐকমত্য প্রতিষ্ঠিত রয়েছে। হাফেজ ইবনে হজর 'তালখীস' গ্রন্থের ৩১৯ পৃষ্ঠায় এ ইজমা উদ্ধৃত করেছেন।

এখানে আমরা একটি বিষয়ের প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করতে চাই। বিষয়টি চিন্তা করলে আলোচ্য প্রশ্নে বিন্দুমাত্রও সন্দেহের অবকাশ থাকার কথা নয়। তা এই যে, সূরা আলে ইমরানের একাদশতম রুকূ'তে আল্লাহ তা'আলা পূর্ববর্তী পয়গম্বরগণের উল্লেখ প্রসঙ্গে হযরত আদম, হযরত নূহ, হযরত ইবরাহীম ও ইমরানের বংশধরের উল্লেখ একটিমাত্র আয়াতে সংক্ষেপে করেছেন। এরপর প্রায় তিন রুকূ'র বাইশটি আয়াতে হযরত ঈসা (আ) ও তাঁর পরিবারের উল্লেখ এমন বিস্তারিতভাবে করা হয়েছে যে, কুরআন যাঁর প্রতি অবতীর্ণ হয়েছে তাঁর উল্লেখও এমন বিস্তারিতভাবে করা হয়নি। হযরত ঈসা (আ.)-এর মাতামহীর উল্লেখ, তাঁর মানতের বর্ণনা, জননীর জন্ম, তাঁর নাম, তাঁর লালন-পালনের বিস্তারিত বিবরণ, হযরত ঈসা (আ.)-এর জননী কি পানাহার করলেন, শিশু সন্তানকে নিয়ে গৃহে আগমন, পরিবারের লোকদের ভর্ৎসনা, জন্মের পরপরই হযরত ঈসা (আ.)-এর বাকশক্তি প্রাপ্তি, যৌবনে পদার্পণ, স্বজাতিকে ধর্মের প্রতি আহবান, তাদের বিরোধিতা, সহচরদের সাহায্য, ইহুদিদের ষড়যন্ত্র, জীবিতাবস্থায় আকাশে উত্থিত প্রভৃতি। এরপর মুতাওয়াতির হাদীসসমূহে তাঁর আরো গুণাবলি, আকার আকৃতি, পোশাক-পরিচ্ছেদ ইত্যাদির পূর্ণ বিবরণও এমনিভাবে দেওয়া হয়েছে যে, সমগ্র কুরআন ও হাদীসে কোনো পয়গম্বরের জীবনালেখ্য এমন বিস্তারিতভাবে বর্ণিত হয়নি। এ বিষয়টিই সকলের পক্ষে বিশেষভাবে প্রণিধানযোগ্য যে, এরূপ কেন করা হয়েছে এবং এর তাৎপর্য কি?

https://e-ilm.weebly.com/

সামান্য চিন্তা করলেই বিষয়টি পরিষ্কার হয়ে যায় যে, হযরত নবী করীম ﷺ হলেন সর্বশেষ নবী, তাঁরপর আর কোনো নবী আসবেন না। এ কারণে তিনি অত্যন্ত যত্ন সহকারে কিয়ামত পর্যন্ত সম্ভাব্য ঘটনাবলি সম্পর্কে স্বীয় উম্মতকে নির্দেশ দিয়েছেন। তাই একদিকে তিনি পরবর্তীকালে অনুসরণযোগ্য ব্যক্তিদের সম্পর্কে আলোচনা করেছেন এবং সাধারণ গুণাবলির মাধ্যমে ও অনেকের বেলায় নাম উল্লেখ করে তাঁদের অনুসরণ করতে জোর তাকিদ করেছেন। অপরদিকে উম্মতের ক্ষতিসাধানকারী পথভ্রষ্ট লোকদের পরিচয়ও বলেছেন।

পরবর্তীকালে আগমনকারী পথভ্রষ্টদের মধ্যে সবচাইতে মারাত্মক হবে দাজ্জাল। তার ফেতনাই হবে সর্বাধিক বিভ্রান্তিকর হযরত নবী করীম ﷺ তার এত বেশি হাল-হাকিকত বর্ণনা করে দিয়েছেন যে, তার আগমনের সময়ে সে যে পথভ্রষ্ট, এ বিষয়ে কারো মনে সন্দেহ থাকবে না। এমনিভাবে পরবর্তীকালে আগমনকারী সংস্কারক ও অনুসরণযোগ্য মনীষীগণের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ হবেন হযরত ঈসা (আ.) আল্লাহ তা'আলা তাঁকে নবুয়ত ও রিসালাতের সম্মানে ভূষিত করেছেন, দাজ্জালের ফিৎনার সময়ে মুসলিম সম্প্রদায়ের সাহায্যের জন্যে আকাশে জীবিত রেখেছেন এবং কিয়ামতের নিকটবর্তী সময়ে দাজ্জাল হত্যার জন্য নিয়োজিত হবেন। এ কারণে তাঁর জীবনালেখ্য ও গুণাবলি মুসলিম সম্প্রদায়ের কাছে দ্ব্যর্থহীন ভাষায় ফুটিয়ে তোলা প্রয়োজন ছিল, যাতে তাঁর অবতরণের সময় তাঁকে চেনার ব্যাপারে কোনোরূপ সন্দেহ ও বিভ্রান্তির অবকাশ না থাকে।

এর রহস্য ও উপযোগিতা অনেক। প্রথম, তাঁর পরিচয়ে জটিলতা থাকলে তাঁর অবতরণের উদ্দেশ্যই পণ্ড হয়ে যাবে। মুসলিম সম্প্রদায় তাঁর সাথে সহযোগিতা করবে না। ফলে তিনি কিভাবে তাদের সাহায্য করবেন?

দ্বিতীয়, হযরত ঈসা (আ.) সে সময় নবুয়ত ও রিসালাতের দায়িত্ব পালনে আদিষ্ট হয়ে জগতে আসবেন না; বরং মুসলিম সম্প্রদায়ের নেতৃত্বদানের উদ্দেশ্যে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর প্রতিনিধি হিসেবে আগমন করবেন। কিন্তু ব্যক্তিগত পর্যায়ে তিনি স্বীয় নবুয়তের পদ থেকে অপসারিতও হবেন না। তখন তিনি হবেন প্রাদেশিক শাসকের মতো, যিনি নিজ প্রদেশের শাসক পদে অধিষ্ঠিত থেকেও প্রয়োজনবশতঃ অন্য প্রদেশে চলে যান। তিনি এ প্রদেশে শাসক হিসেবে না এলেও নিজ প্রদেশের শাসক পদ থেকে অপসারিতও নন। মোটকথা এই যে, হযরত ঈসা (আ.) তখনও নবুয়ত ও রিসালাতের গুণে গুণান্বিত হবেন। তাঁকে অস্বীকার করা পূর্বে যেরূপ কুফর ছিল, তখনো কুফর হবে। এমতাবস্থায় মুসলিম সম্প্রদায় যারা কুরআনি নির্দেশের ভিত্তিতে পূর্ব থেকেই তাঁর প্রতি বিশ্বাসী যদি অবতরণের সময় তাঁকে চিনতে না পারে, তবে অবিশ্বাসে লিপ্ত হয়ে পড়বে।

তৃতীয় হযরত ঈসা (আ.)-এর অবতরণের ঘটনা দুনিয়ার অন্তিম পর্যায়ে সংঘটিত হবে। এমতাবস্থায় তাঁর অবস্থা ও লক্ষণাদি অস্পষ্ট হলে অন্য কোনো প্রতারকের পক্ষ থেকে এরূপও দাবি করার যথেষ্ট সম্ভাবনা ছিল যে, আমিই মসীহ ঈসা ইবনে মারইয়াম। এখন কেউ এরূপ করলে লক্ষণাদির সাহায্যে তাকে প্রত্যাখ্যান করা যাবে। উদাহরণতঃ হিন্দুস্তানে এক সময় মির্জা কাদিয়ানী দাবি করে বসে যে, সে-ই প্রতিশ্রুত মসীহ। মুসলমান ওলামাগণ এসব লক্ষণের সাহায্যেই তার এ ভ্রান্ত দাবি প্রত্যাখ্যান করেছেন।

বিপদাপদ মুমনিদের জন্য প্রায়শ্চিত্ত স্বরূপ : فَاُعَذِّبُهُمْ عَذَابًا شَدِيْدًا فِي الدُّنْيَا وَالْاٰخِرَةِ এ আয়াতের বিষয়বস্তুতে সামান্য একটি প্রশ্ন দেখা যায় যে, কিয়ামতের মীমাংসার বর্ণনায় একথা বলার মানে কি যে, ইহকাল ও পরকালে শাস্তি দেব? কারণ তখন সে ইহকালের শাস্তি হবেই না।

এর সমাধান এই যে, এ কথাটি অপরাধীকে লক্ষ্য করে বিচারকের এরূপ উক্তির মতোই যে, এখন তোমাকে এক বছর শাস্তি ভোগ করতে হবে। এমতাবস্থায় পুনরায় অপরাধে লিপ্ত হলে নিশ্চিতরূপেই দুই বছরের সাজা হয়ে যাবে। এ ক্ষেত্রে এক বছরের সাথে অতিরিক্ত এক বছর যুক্ত হয়ে মোট দুই বৎসর সাজা হবে।

আলোচ্য আয়াতেও তদ্রূপ বুঝা দরকার। ইহকালের সাজা তো হয়েই গেছে। এর সাথে পরকালের সাজা যুক্ত হয়ে কিয়ামতের দিন মোট সাজা পূর্ণ করা হবে। অর্থাৎ, ইহকালের সাজা পরকালের সাজার প্রায়শ্চিত্ত হবে না। কিন্তু মুমিনদের অবস্থা এর বিপরীত। ইহকালে তাদের উপর কোনো বিপদাপদ এলে গুনাহ মাফ হয় এবং পরকালের দণ্ড লঘু অথবা রহিত হয়। সে কারণেই لَا يُحِبُّ الظّٰلِمِيْنَ বাক্যে এদিকে ইঙ্গিত করা হয়েছে। অর্থাৎ মুমিনগণ ঈমানের কারণে আল্লাহর প্রিয়। প্রিয়জনের সাথে এমনি ব্যবহার করা হয়। পক্ষান্তরে কাফেররা কুফরের কারণে আল্লাহর ঘৃণার পাত্র। ঘৃণিতদের সাথে এরূপ ব্যবহার করা হয় না– –[বয়ানুল কুরআন]

https://e-ilm.weebly.com/

কিয়াসের প্রামাণ্যতা : إِنَّ مَثَلَ عِيسٰى عِنْدَ اللّٰهِ كَمَثَلِ اٰدَمَ এ আয়াত থেকে জানা যায় যে, কিয়াসও শরিয়ত সম্মত প্রমাণ কেননা আল্লাহ তা'আলা বলেছেন : হযরত ঈসা (আ.)-এর জন্ম আদমের জন্মের অনুরূপ। অর্থাৎ, আদম (আ.)-কে যেমন জনক ও জননী ব্যতীত সৃষ্টি করা হয়েছে। অতএব, এখানে আল্লাহ তা'আলা হযরত ঈসা (আ.)-এর সৃষ্টিকে আদম (আ.)-এর সৃষ্টির উপর কিয়াস করার প্রতি ইঙ্গিত করেছেন। –[মাযহারী]

মুবাহালার সংজ্ঞা : فَقُلْ تَعَالَوْا نَدْعُ এ আয়াতে আল্লাহ তা'আলা মহানবী ﷺ -কে মুবাহালা করার নির্দেশ দিয়েছেন। মুবাহালার সংজ্ঞা এই : যদি সত্য ও মিথ্যার ব্যাপারে দুই পক্ষের মধ্যে বাদানুবাদ হয় এবং যুক্তিতর্কে মীমাংসা না হয়, তবে তারা সকলে মিলে আল্লাহর কাছে প্রার্থনা করবে, যে পক্ষ এ ব্যাপারে মিথ্যাবাদী, সে যেন ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়। লা'নতের অর্থ আল্লাহ তা'আলার রহমত থেকে দূরে সরে পড়া। আল্লাহর রহমত থেকে দূরে সরে পড়া মানেই খোদায়ী ক্রোধের নিকটবর্তী হওয়া। এর সারমর্ম দাঁড়ায় এই যে, মিথ্যাবাদীর উপর আল্লাহর ক্রোধ বর্ষিত হোক। এরূপ করার পর যে পক্ষ মিথ্যাবাদীর পরিচয়, অবিশ্বাসীদের ভোগ করবে। সেসময় সত্যবাদী ও মিথ্যাবাদীর পরিচয় অবিশ্বাসীদের দৃষ্টিতেও স্পষ্ট হয়ে উঠবে। এভাবে প্রার্থনা করাকে 'মুবাহালা' বলা হয়। এতে বিতর্ককারীরা একত্রিত হয়ে প্রার্থনা করলেই চলে। পরিবার-পরিজন ও আত্মীয়-স্বজনকে একত্রিত করার প্রয়োজন নেই। কিন্তু একত্রিত করলে এর গুরুত্ব বেড়ে যায়।

শব্দ বিশ্লেষণ

مُتَوَفِّى : সীগাহ واحد مذكر বহছ اسم فاعل বাব تَفَعُّلْ মাসদার اَلتَّوَفِّىْ মূলবর্ণ (و . ف . ى) জিনস لفيف مفروق অর্থ– মৃত্যুদানকারী।

مُطَهِّرُ : সীগাহ واحد مذكر বহছ اسم فاعل বাব تَفْعِيْل মাসদার اَلتَّطْهِيْرُ মূলবর্ণ (ط . ه . ر) জিনস صحيح অর্থ– পবিত্রকারী।

نَتْلُوْ সীগাহ جمع متكلم বহছ مضارع معروف বাব نَصَرَ মাসদার اَلتِّلَاوَةُ মূলবর্ণ (ت . ل . و) জিনস ناقص واوى অর্থ– আমরা পাঠ করি।

كُنْ সীগাহ واحد مذكر حاضر বহছ امر حاضر معروف বাব نَصَرَ মাসদার اَلْكَوْنُ মূলবর্ণ (ك . و . ن) জিনস اجوف واوى অর্থ– তোমরা হও।

مُمْتَرِيْنَ সীগাহ جمع مذكر বহছ اسم فاعل বাব اِفْتِعَالٌ মাসদার اَلْاِمْتِرَاء মূলবর্ণ (م . ر . ى) জিনস ناقص يائى অর্থ– সন্দেহ পোষণকারী।

تَعَالَوْا সীগাহ جمع مذكر حاضر বহছ امر حاضر معروف বাব تَفَاعُلٌ মাসদার اَلتَّعَالِىْ মূলবর্ণ (ع . ل . و) জিনস ناقص واوى অর্থ– তোমরা আস।

نَدْعُ সীগাহ جمع متكلم বহছ مضارع معروف বাব نَصَرَ মাসদার اَلدَّعْوَةُ মূলবর্ণ (د . ع . و) জিনস ناقص واوى অর্থ– আমরা আহবান করব।

বাক্য বিশ্লেষণ

قوله ذٰلِكَ نَتْلُوْهُ عَلَيْكَ : ذٰلِكَ টি اسم اشارة মুবাতদা। نَتْلُوْا ফে'ল যমীরে نحن ফা'য়েল, ه মাফউল عَلٰى হরফে জার মাজরূর, উভয় মিলে متعلق হয়েছে, فعل . فاعل . مفعول ও متعلق মিলে جملة فعلية হয়ে خبر হলো। সুতরাং مبتدا ও خبر মিলে جُمْلَةَ اِسْمِيَّة হলো।

فَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّ اللّٰهَ عَلِيمٌ بِالْمُفْسِدِينَ ﴿٦٣﴾

অনুবাদ : (৬৩) অতঃপর যদি তারা বিমুখ থাকে তবে নিশ্চয় আল্লাহ খুব জানেন অশান্তিকারীদেরকে।

قُلْ يٰٓأَهْلَ الْكِتٰبِ تَعَالَوْا إِلٰى كَلِمَةٍ سَوَآءٍ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ أَلَّا نَعْبُدَ إِلَّا اللّٰهَ وَلَا نُشْرِكَ بِهٖ شَيْـًٔا وَلَا يَتَّخِذَ بَعْضُنَا بَعْضًا أَرْبَابًا مِّنْ دُونِ اللّٰهِ ۚ فَإِنْ تَوَلَّوْا فَقُولُوا اشْهَدُوا بِأَنَّا مُسْلِمُونَ ﴿٦٤﴾

(৬৪) আপনি বলুন, হে আহলে কিতাব! আস, এমন এক কথার দিকে যা আমাদের ও তোমাদের মধ্যে [স্বীকার্য হওয়ার দিক দিয়ে] সমান, [তা এই] আমরা ইবাদত করব না আল্লাহ ব্যতীত কারো এবং আল্লাহর সাথে কাউকেও অংশী স্থির করব না এবং স্থির করব না আমাদের মধ্য হতে কেউ অন্য কাউকেও রব আল্লাহকে পরিত্যাগ করে, অতঃপর যদি তারা বিমুখ থাকে, তবে তোমরা বলে দাও, তোমরা এই সাক্ষী থেক যে, আমরা মান্যকারী।

يٰٓأَهْلَ الْكِتٰبِ لِمَ تُحَآجُّونَ فِيٓ إِبْرٰهِيمَ وَمَآ أُنْزِلَتِ التَّوْرٰىةُ وَالْإِنْجِيلُ إِلَّا مِنْ بَعْدِهٖ ۚ أَفَلَا تَعْقِلُونَ ﴿٦٥﴾

(৬৫) হে আহলে কিতাব! কেন বিতর্ক করছ ইবরাহীম সম্বন্ধে? অথচ নাজিল করা হয়নি তাওরাত এবং ইঞ্জিল- কিন্তু তাঁর পর, তবুও কি তোমরা বুঝ না?

هٰٓأَنْتُمْ هٰٓؤُلَآءِ حٰجَجْتُمْ فِيمَا لَكُمْ بِهٖ عِلْمٌ فَلِمَ تُحَآجُّونَ فِيمَا لَيْسَ لَكُمْ بِهٖ عِلْمٌ ۚ وَاللّٰهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ ﴿٦٦﴾

(৬৬) হ্যাঁ, তোমরা এমন যে, এরূপ বিষয়ে তো তর্ক-বিতর্ক করেছিলে, যাতে তোমাদের কথঞ্চিত জ্ঞান ছিল, কিন্তু এমন বিষয়ে কেন তর্ক-বিতর্ক করতেছ যাতে তোমাদের মোটেই জ্ঞান নেই? আর আল্লাহ তা'আলা জানেন অথচ তোমরা জান না।

শাব্দিক অনুবাদ

(৬৩) فَإِنْ تَوَلَّوْا অতঃপর যদি তারা বিমুখ থাকে তবে فَإِنَّ اللّٰهَ নিশ্চয় আল্লাহ عَلِيمٌ খুব জানেন بِالْمُفْسِدِينَ অশান্তিকারীদেরকে।

(৬৪) قُلْ আপনি বলুন يٰٓأَهْلَ الْكِتٰبِ হে আহলে কিতাব! تَعَالَوْا আস إِلٰى كَلِمَةٍ এমন এক কথার দিকে سَوَآءٍ সমান بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ যা আমাদের ও তোমাদের মধ্যে [স্বীকার্য হওয়ার দিক দিয়ে] أَلَّا نَعْبُدَ إِلَّا اللّٰهَ [তা এই] আমরা ইবাদত করব না আল্লাহ ব্যতীত কারো وَلَا نُشْرِكَ بِهٖ شَيْـًٔا এবং আল্লাহর সাথে কাউকেও অংশী স্থির করব না وَلَا يَتَّخِذَ এবং স্থির করব না بَعْضُنَا بَعْضًا أَرْبَابًا আমাদের মধ্য হতে কেউ অন্য কাউকেও রব مِّنْ دُونِ اللّٰهِ আল্লাহকে পরিত্যাগ করে فَإِنْ تَوَلَّوْا অতঃপর যদি তারা বিমুখ থাকে فَقُولُوا তবে তোমরা বলে দাও اشْهَدُوا তোমরা এই সাক্ষী থেক بِأَنَّا مُسْلِمُونَ যে আমরা মান্যকারী।

(৬৫) يٰٓأَهْلَ الْكِتٰبِ হে আহলে কিতাব! لِمَ تُحَآجُّونَ কেন বিতর্ক করছ فِيٓ إِبْرٰهِيمَ ইবরাহীম সম্বন্ধে? وَمَآ أُنْزِلَتِ অথচ নাজিল করা হয়নি التَّوْرٰىةُ وَالْإِنْجِيلُ তাওরাত এবং ইঞ্জীল- إِلَّا مِنْ بَعْدِهٖ কিন্তু তাঁর পর أَفَلَا تَعْقِلُونَ তবুও কি তোমরা বুঝ না?

(৬৬) هٰٓأَنْتُمْ هٰٓؤُلَآءِ হ্যাঁ, তোমরা এমন যে حٰجَجْتُمْ এরূপ বিষয়ে তো তর্ক-বিতর্ক করেছিলে, فِيمَا لَكُمْ بِهٖ عِلْمٌ যাতে তোমাদের কথঞ্চিত জ্ঞান ছিল فَلِمَ تُحَآجُّونَ কিন্তু এমন বিষয়ে কেন তর্ক-বিতর্ক করছ فِيمَا لَيْسَ لَكُمْ بِهٖ عِلْمٌ যাতে তোমাদের মোটেই জ্ঞান নেই? وَاللّٰهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ আর আল্লাহ তা'আলা জানেন অথচ তোমরা জান না।

https://e-ilm.weebly.com/

অনুবাদ : (৬৭) ইবরাহীম ইহুদিও ছিলেন না, এবং নাসারাও ছিলেন না বরং [নিশ্চয়] সরলপন্থি [অর্থাৎ] মুসলমান ছিলেন, এবং মুশরিকদের অন্তর্গত ছিলেন না।	مَا كَانَ اِبْرٰهِيْمُ يَهُوْدِيًّا وَّلَا نَصْرَانِيًّا وَّلٰكِنْ كَانَ حَنِيْفًا مُّسْلِمًا ؕ وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِيْنَ ﴿٦٧﴾
(৬৮) নিশ্চয় মানুষের মধ্যে ইবরাহীমের সঙ্গে সর্বাপেক্ষা অধিক বৈশিষ্ট্য রক্ষাকারী নিশ্চিতরূপে তারাই ছিল, যারা তাঁর অনুসরণ করেছিল, আর এই নবী [মুহাম্মদ] এবং এই মুমিনগণ [উম্মতে মুহাম্মদী], আর আল্লাহ মুমিনদের সাহায্যকারী।	اِنَّ اَوْلَى النَّاسِ بِاِبْرٰهِيْمَ لَلَّذِيْنَ اتَّبَعُوْهُ وَهٰذَا النَّبِيُّ وَالَّذِيْنَ اٰمَنُوْا ؕ وَاللّٰهُ وَلِيُّ الْمُؤْمِنِيْنَ ﴿٦٨﴾
(৬৯) অন্তরের সাথে কামনা করে আহলে কিতাবদের এক দল, যেন তোমাদেরকে পথভ্রষ্ট করে দেয়, আর তারা কাউকেও বিপথগামী করতে পারে না কিন্তু নিজেরাই নিজেদেরকে [বিভ্রান্তির শাস্তিতে নিপতিত করছে] অথচ তারা খবর রাখে না।	وَدَّتْ طَّآئِفَةٌ مِّنْ اَهْلِ الْكِتٰبِ لَوْ يُضِلُّوْنَكُمْ ؕ وَمَا يُضِلُّوْنَ اِلَّاۤ اَنْفُسَهُمْ وَمَا يَشْعُرُوْنَ ﴿٦٩﴾
(৭০) হে আহলে কিতাব! কেন কুফরি করছ আল্লাহর আয়াতের সঙ্গে? অথচ তোমরা স্বীকার করছ।	يٰۤاَهْلَ الْكِتٰبِ لِمَ تَكْفُرُوْنَ بِاٰيٰتِ اللّٰهِ وَاَنْتُمْ تَشْهَدُوْنَ ﴿٧٠﴾

শাব্দিক অনুবাদ

(৬৭) مَا كَانَ اِبْرٰهِيْمُ يَهُوْدِيًّا ইবরাহীম ইহুদিও ছিলেন না وَّلَا نَصْرَانِيًّا এবং নাসারাও ছিলেন না وَّلٰكِنْ كَانَ حَنِيْفًا مُّسْلِمًا বরং সরলপন্থি মুসলমান ছিলেন وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِيْنَ এবং মুশরিকদের অন্তর্গত ছিলেন না।

(৬৮) اِنَّ اَوْلَى النَّاسِ بِاِبْرٰهِيْمَ নিশ্চয় মানুষের মধ্যে ইবরাহীমের সঙ্গে সর্বাপেক্ষা অধিক বৈশিষ্ট্য রক্ষাকারী নিশ্চিতরূপে তারাই ছিল لَلَّذِيْنَ اتَّبَعُوْهُ যারা তাঁর অনুসরণ করেছিল وَهٰذَا النَّبِيُّ আর এই নবী [মুহাম্মদ] وَالَّذِيْنَ اٰمَنُوْا এবং এই মুমিনগণ [উম্মতে মুহাম্মদী] وَاللّٰهُ وَلِيُّ الْمُؤْمِنِيْنَ আর আল্লাহ মুমিনদের সাহায্যকারী।

(৬৯) وَدَّتْ অন্তরের সাথে কামনা করে طَّآئِفَةٌ এক দল مِّنْ اَهْلِ الْكِتٰبِ আহলে কিতাবদের لَوْ يُضِلُّوْنَكُمْ যেন তোমাদেরকে পথভ্রষ্ট করে দেয় وَمَا يُضِلُّوْنَ اِلَّاۤ اَنْفُسَهُمْ আর তারা কাউকেও বিপথগামী করতে পারে না কিন্তু নিজেরাই নিজেদেরকে [বিভ্রান্তির শাস্তিতে নিপতিত করছে] وَمَا يَشْعُرُوْنَ অথচ তারা খবর রাখে না।

(৭০) يٰۤاَهْلَ الْكِتٰبِ হে আহলে কিতাব! لِمَ تَكْفُرُوْنَ কেন কুফরি করছ بِاٰيٰتِ اللّٰهِ আল্লাহর আয়াতের সঙ্গে? وَاَنْتُمْ تَشْهَدُوْنَ অথচ তোমরা স্বীকার করছ।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

(৬৪) قوله يٰۤاَهْلَ الْكِتٰبِ تَعَالَوْا ... بِاَنَّا مُسْلِمُوْنَ **আয়াতের শানে নুযূল :** বর্ণিত আছে, মহান আল্লাহ তা'আলা যখন يَتَّخِذُ اَحْبَارَهُمْ وَرُهْبَانَهُمْ اَرْبَابًا [ইহুদি ও খ্রিস্টানগণ আল্লাহ ব্যতীত তাদের পাদ্রী ও পুরোহিতগণকে প্রভু হিসেবে গ্রহণ করে] এই আয়াত অবতীর্ণ করেন, তখন আদী ইবনে হাতেম তাঈ বলেন, আমরা তো তাদের ইবাদত করি না, রাসূল ﷺ বললেন, যে জিনিসকে তারা হারাম বলে দেয় তা হারাম এবং যে জিনিসকে তারা হালাল বলে দেয় তা হালাল বলে জান কিনা? জবাবে হাতেম বলল, হ্যাঁ, হুজুর! এরূপ করে থাকি। তখন হুজুর ﷺ বললেন, এটা দ্বারা তাই বুঝানো হয়েছে, আর তখন অত্র আয়াত নাজিল হয়। –[সুনানে তিরমিযী, তাফসীরে রূহুল মা'আনী]

https://e-ilm.weebly.com/

(৬৫) قوله يٰٓاَهْلَ الْكِتٰبِ ... وَاَنْتُمْ لَا تَعْقِلُوْنَ **আয়াতের শানে নুযূল :** হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) হতে বর্ণিত আছে যে, নাজরানের খ্রিস্টানদের নিকট ইহুদি আলেমগণ এসে রাসূল ﷺ-এর সম্মুখে ঝগড়া শুরু করে দেয়, ইহুদিরা বলল যে, হযরত ইবরাহীম (আ.) ইহুদি ছিলেন আর খ্রিস্টানরা দাবি করল যে, হযরত ইবরাহীম (আ.) খ্রিস্টান ছিলেন, তাদের এসব দাবি খণ্ডন করে মহান আল্লাহ তা'আলা অত্র আয়াত নাজিল করেন। এতে এ কথা স্পষ্টভাবে বলেন যে, তাঁর বহু পরেই এ ধর্মদ্বয়ে সৃষ্টি বরং তিনি ছিলেন একনিষ্ঠ মুসলমান। –[তাফসীর ইবনে কাসীর, তাফসীরে রুহুল মা'আনী]

(৬৯) قوله وَدَّتْ طَّآئِفَةٌ مِّنْ اَهْلِ الْكِتٰبِ الخ **আয়াতের শানে নুযূল :** উল্লিখিত আয়াতগুলো ইহুদি আলেমদের কুচক্রান্ত ও মূর্খতা প্রসঙ্গে অবতীর্ণ হয়েছে। বর্ণিত আছে যে, ওহুদ যুদ্ধের সময় ইহুদিদের সর্দার কা'ব ইবনে আশরাফ ও কতিপয় আলেম মহানবী ﷺ-এর কয়েকজন সাহাবী, যেমন হযরত আম্মার, হুযায়ফা ও মা'আয (রা.) প্রমুখকে ইসলাম ধর্ম ত্যাগ করে ইহুদি ধর্ম গ্রহণ করতে আহবান জানায়। মহান আল্লাহ তা'আলা উক্ত আয়াতগুলো অবতীর্ণ করে বলে দেন যে, এসব দুষ্কর্ম তাদের নিজেদেরকেই ধ্বংসে নিমজ্জিত করছে, অন্য কাউকে পথভ্রষ্ট করতে পারবে না।

قوله تَعَالَوْا اِلٰى كَلِمَةٍ سَوَآءٍۢ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ : এ আয়াত থেকে তাবলীগ তথা দীনের প্রতি আমন্ত্রণ জানানোর একটি মূলনীতি জানা যায়। তা এই যে, ভিন্ন মতাবলম্বী কোনো দলকে দীনের প্রতি আমন্ত্রণ জানাতে হলে প্রথমে তাকে শুধু এমন বিষয়ের প্রতিই আহবান জানানো উচিত, যে বিষয়ে উভয় পক্ষ একমত হতে পারে। রাসূলুল্লাহ ﷺ যখন রোম সম্রাটকে ইসলামের দাওয়াত দেন, তখন এমন বিষয়ের প্রতি আহবান জানান, যাতে উভয়েই একমত ছিলেন। অর্থাৎ আল্লাহ তা'আলার একত্ববাদ। আমন্ত্রণলিপিটি নিম্নে উদ্ধৃত হলো–

"আমি আল্লাহর নামে আরম্ভ করছি– যিনি পরম করুণাময় ও দয়ালু। এ পত্র আল্লাহর বান্দা ও রাসূল মুহাম্মদের পক্ষ থেকে রোম সম্রাট হিরাক্লিয়াসের প্রতি। যে হেদায়েতের পথ অনুসরণ করে, তার প্রতি শান্তি বর্ষিত হোক। অতঃপর আমি আপনাকে ইসলামের প্রতি আহবান জানাই। মুসলমান হয়ে যান; শান্তি লাভ করবেন। আল্লাহ আপনাকে দ্বিগুণ পুরস্কার দিবেন। আর যদি বিমুখ হন, তবে আপনার প্রজা সাধারণের গুনাহ আপনার উপর পতিত হবে। হে আহলে কিতাবগণ! এমন এক বিষয়ের দিকে আস, যা আমাদের ও তোমাদের মধ্যে অভিন্ন। তা এই যে, আমরা আল্লাহ ছাড়া কারো ইবাদত করব না। তাঁর সাথে অংশীদার করব না এবং আল্লাহকে ছেড়ে অন্যকে পালনকর্তা সাব্যস্ত করব না।" –তাফসীরে ইবনে কাসীর]

আহলে কিতাব দ্বারা কাদেরকে বুঝানো হয়েছে : এতে কয়েকটি অভিমত রয়েছে।

১. কিছু সংখ্যকের মতে নাজরানের প্রতিনিধি দলকে বুঝানো হয়েছে।

২. কেউ কেউ বলেন, এর দ্বারা মদিনার ইহুদিগণকে বুঝানো হয়েছে।

৩. অধিকাংশ ওলামায়ে কেরামের মতে اَهْلُ الْكِتٰبِ দ্বারা ইহুদি ও খ্রিস্টান সম্প্রদায়কে বুঝানো হয়েছে।

হযরত ইবরাহীম (আ.) ইহুদি ও খ্রিস্টান ছিলেন এটা বলার কারণ কি?

ইহুদি খ্রিস্টানদের পরস্পর দাবির পরিপ্রেক্ষিতে আল্লাহ তা'আলা একথা বলেন, ইহুদিরা বলত যে, হযরত ইবরাহীম (আ.) ইহুদি ছিলেন, আর খ্রিস্টানরা বলত যে, তিনি নাসারা ছিলেন, তাদের পরস্পর দাবিকে নস্যাৎ করে আল্লাহ তা'আলা বলেন, ইবরাহীম (আ.) না ইহুদি ছিলেন, না খ্রিস্টান। কেননা এই দু'টি ধর্মমত তাঁর বহু পরেই দুনিয়াতে এসেছে, তাওরাত ও ইঞ্জীলও তাঁর গমনের অনেক পরেই অবতীর্ণ হয়েছে।

حَنِيْفًا مُّسْلِمًا **দ্বারা উদ্দেশ্য কি?** হানীফ অর্থ একনিষ্ঠ, সহজ-সরল। আর মুসলিম আত্মসমর্পণকারী, তথা মুসলমান। অতএব যে কেউ যাবতীয় বাতিল মত ও পথ পরিত্যাগ করে একমাত্র হক ও সত্যের পথ আঁকড়ে থেকে আল্লাহর প্রতি সমর্পিত হন তাকে حَنِيْفًا مُّسْلِمًا বা একনিষ্ঠ মুসলমান বলা হয়।

ইহুদি, নাসারা ও হানীফ কারা?

ইহুদি : যারা হযরত মূসা (আ.)-এর অনুসারী তাদেরকে ইহুদি বলা হয়। এরা 'তাওরাত' নামক কিতাবের অনুসারী পরবর্তী সময়ে তারা তাওরাতকে পরিবর্তন-পরিবর্ধন করে তাতে নিজেদের মনগড়া মতবাদ সংযোজন করে নেয়। অনেকগুলো ভ্রান্ত মতবাদ তাদের মধ্যে প্রচলিত ছিল।

https://e-ilm.weebly.com/

নাসারা : ইহুদিদেরই একাংশ যারা হযরত ঈসা (আ.)-এর উপর ঈমান আনয়ন করেছিল, ইঞ্জীল কিতাবই তাদের ধর্মগ্রন্থ ছিল। হযরত ঈসা (আ.)-এর পর তারাও ইহুদিদের ন্যায় ইঞ্জীলের রদবদল করে। এমনকি হযরত ঈসা (আ.)-কে খোদা বা খোদার পুত্র হিসেবে মান্য করত, হযরত মারইয়াম (আ.)-কে খোদার স্ত্রী হিসেবে সাব্যস্ত করত, এরূপ অনেক ভ্রান্ত বিশ্বাস তারা পোষণ করত।

হানীফ : এ সম্প্রদায়ের লোক না ইহুদি না খ্রিস্টান। তারা এ দু'ই সম্প্রদায়ের কাউকে মানতো না; বরং তারা হযরত ইবরহীম (আ.)-এর অনুসারী ছিলেন, একনিষ্ঠভাবে তারা আল্লাহর আনুগত্য স্বীকার করতো রাসূলের সময়েও মক্কায় কিছু হানীফ লোক ছিল।

هٰذَا النَّبِيُّ দ্বারা কি উদ্দেশ্য : "এই নবী" দ্বারা উদ্দেশ্য হলো বিশ্বনবী হযরত মুহাম্মদ ﷺ। যেহেতু তিনি সার্বিক আচার-আচরণে ও মতাদর্শে হযরত ইবরাহীম (আ.)-এর নিকটতম। দীনি পিতা হিসেবে এই জাতির জন্য হযরত ইবরাহীম (আ.)-কে মহান আল্লাহ মনোনীত করেছেন, যেমন ইরশাদ হয়েছে : مِلَّةَ اَبِيْكُمْ اِبْرَاهِيْمَ هُوَ سَمّٰكُمُ الْمُسْلِمِيْنَ এ ছাড়া মহানবী ﷺ সরাসরি হযরত ইসমাঈল (আ.) হয়ে হযরত ইবরাহীম (আ.)-এর বংশধর। এজন্য তিনিই হচ্ছেন হযরত ইবরাহীম (আ.)-এর একান্ত ঘনিষ্ট। আর هٰذَا النَّبِيُّ ভিন্নভাবে উল্লেখ করা হয়েছে সম্মান ও মর্যাদার জন্য।

اِسْمُ اَبِيْ اِبْرَاهِيْمَ عَلَيْهِ السَّلَامُ : সাইয়েদুনা হযরত ইবরাহীম (আ.)–এর পিতা ছিলেন অমুসলিম তার নাম নিয়ে কিছুটা মতান্তর রয়েছে–

১. কিছু সংখ্যকের মতে হযরত ইবরাহীম (আ.)-এর পিতার নাম ছিল 'আযর' যেমন পবিত্র কুরআনে রয়েছে– وَاِذْ قَالَ اِبْرَاهِيْمُ لِاَبِيْهِ اٰزَرَ اَتَتَّخِذُ اَصْنَامًا

২. কারো মতে তার মূল নাম হলো তারেক, আযর তার উপাধি।

৩. কেউ বলেন, উভয়টি তার নাম।

৪. কিছু সংখ্যক বলেন اٰزَرُ (আযর) তাদের মূর্তির নাম, তাকে লজ্জা দেওয়ার জন্য অথবা তার হঠকারিতার জন্য তাকে ازر [আযর] বলা হয়েছে।

اٰيٰتُ اللّٰهِ দ্বারা উদ্দেশ্য কি? এর দ্বারা কয়েকটি উদ্দেশ্য হতে পারে–

১. এখানে "আল্লাহর আয়াতসমূহ" দ্বারা তাওরাত ও ইঞ্জীলে উল্লিখিত নিদর্শনসমূহ। যাতে মহানবী ﷺ -এর যাবতীয় গুণাবলি ও তাঁর সম্পূর্ণ পরিচিতি বর্ণিত হয়েছে।

২. অথবা اٰيٰتُ اللّٰهِ দ্বারা পবিত্র কুরআন শরীফকে বুঝানো হয়েছে।

৩. অথবা এর দ্বারা মহানবী ﷺ -এর নবুয়তের দলিলসমূহ তথা মু'জিযাকে বুঝানো হয়েছে। –[কাশশাফ]

وَاَنْتُمْ تَشْهَدُوْنَ -এর ব্যাখ্যা : تَشْهَدُوْنَ শব্দটি شَهَادَةٌ এবং شهود উভয় হতে নির্গত হতে পারে। এ হিসেবে এ তিনটি বিশ্লেষণ হবে।

১. পূর্বে উল্লিখিত اٰيٰتُ اللّٰهِ দ্বারা যদি তাওরাত ও ইঞ্জীল উদ্দেশ্য হয়, তখন تَشْهَدُوْنَ টি شَهَادَةٌ সাক্ষ্য প্রদান মাসদার হতে নির্গত হবে। অর্থ হবে তোমরা উক্ত কিতাবদ্বয় পাঠান্তে সাক্ষ্য প্রদান করছ যে, মুহাম্মদ ﷺ সত্য, তবে কেন অস্বীকার করছ।

২. আর اٰيٰتُ اللّٰهِ দ্বারা যদি পঠিত কুরআন উদ্দেশ্য হয়, তবে شُهُوْد প্রত্যক্ষ করা মাসদার হতে নির্গত হবে তখন অর্থ হবে পবিত্র কুরআনের সত্যতা প্রত্যক্ষ করে সত্য জেনেও কেন তোমরা তা অস্বীকার করছ।

৩. আর اٰيٰتُ اللّٰهِ যদি সমস্ত اٰيٰتُ নিদর্শনাবলি উদ্দেশ্য হয়, তখন شُهُوْد ও شَهَادَةٌ হতে নির্গত হয়। আর এটা হবে مَجَازٌ বা রূপক। অর্থাৎ তোমরা আল্লাহর নিদর্শনাবলি পর্যবেক্ষণ করে তার উপর জ্ঞান লাভ করে সাক্ষ্য প্রদান করছ। এতদসত্ত্বেও কিভাবে তা অস্বীকার করছ। –[কাশশাফ]

https://e-ilm.weebly.com/

শব্দ বিশ্লেষণ

تَوَلَّوْا : সীগাহ جمع مذكر غائب বহছ ماضى معروف মাসদার التَّوَلِّي বাব تَفَعُّلٌ মূলবর্ণ (و . ل . ى) জিনস لفيف مفروق অর্থ– তারা মুখ ফিরিয়ে নেয়।

لَايَتَّخِذُ : সীগাহ واحد مذكر غائب বহছ مضارع معروف বাব اِفْتِعَالٌ মাসদার اَلْاِتِّخَاذُ মূলবর্ণ (أ . خ . ذ) জিনস مهموز فاء অর্থ– সে বানাবে না।

حَاجَجْتُمْ : সীগাহ جمع مذكر حاضر বহছ ماضى معروف বাব مُفَاعَلَة মাসদার اَلْمُحَاجَّةُ মূলবর্ণ (ح . ج . ج) জিনস مضاعف ثلاثى অর্থ– তোমরা ঝগড়া করেছ।

وَدَّتْ : সীগাহ واحد مؤنث غائب বহছ ماضى معروف বাব نَصَرَ মাসদার اَلْوُدُّ মূলবর্ণ (و . د . د) জিনস মুরাক্কাব مثال واوى এবং مضاعف ثلاثى অর্থ– সে চায়, কামনা করে।

مَايُضِلُّوْنَ : সীগাহ جمع مذكر غائب বহছ نفى فعل مضارع معروف বাব اِفْعَالٌ মূলবর্ণ (ض . ل . ل) মাসদার اَلْاِضْلَالُ জিনস مضاعف ثلاثى অর্থ– তারা বিপথগামী করে না।

বাক্য বিশ্লেষণ

قوله وَلَا يَتَّخِذَ بَعْضُنَا بَعْضًا اَرْبَابًا مِّنْ دُوْنِ اللّٰهِ : এখানে لَا يَتَّخِذُ ফে'ল بَعْضُنَا মুযাফ ও মুযাফ ইলাইহি মিলে ফা'য়েল بعضا প্রথম মাফউল اَرْبَابًا দ্বিতীয় মাফউল مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ মুযাফ-মুযাফ ইলাইহি মিলে মাজরূর। জার মাজরূর মিলে উহ্য شبه فعل এর সঙ্গে متعلق হয়ে اَرْبَابٌ-এর সঙ্গে متعلق হয়ে اَرْبَابٌ এর সিফত। এরপর فعل তার فاعل ও দুই مفعول মিলে جُمْلَة فِعْلِيَّة।

قوله وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِيْنَ : এখানে مَا كَانَ ফে'লে নাকেস যমীরে هُوَ ইসমে كَانَ উহ্য শিবহে ফে'লের সাথে مِنَ الْمُشْرِكِيْنَ মুতা'আল্লিক মিলে জুমলা হয়ে كَانَ খবর হলো। সুতরাং اسم كان ও خبر كان মিলে جُمْلَة اِسْمِيَّة হয়েছে।

https://e-ilm.weebly.com/

يٰٓاَهْلَ الْكِتٰبِ لِمَ تَلْبِسُوْنَ الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ وَتَكْتُمُوْنَ الْحَقَّ وَاَنْتُمْ تَعْلَمُوْنَ ﴿٧١﴾

অনুবাদ : (৭১) হে আহলে কিতাব! কেন মিশ্রিত করছ বাস্তবকে অবাস্তবের সঙ্গে, আর [কেন] গোপন করছ সত্যকে? অথচ তোমরা জান।

وَقَالَتْ طَّآئِفَةٌ مِّنْ اَهْلِ الْكِتٰبِ اٰمِنُوْا بِالَّذِيْٓ اُنْزِلَ عَلَى الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَجْهَ النَّهَارِ وَاكْفُرُوْٓا اٰخِرَهٗ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُوْنَ ﴿٧٢﴾

(৭২) আর আহলে কিতাবদের কেউ কেউ [মুসলমানদেরকে তাদের স্বীয় ধর্ম হতে বিচ্যুত করার উদ্দেশ্যে] বলল যে, ঈমান আন তার প্রতি যা নাজিল করা হয়েছে মুসলমানদের উপর, দিনের প্রথমাংশে এবং প্রত্যাখ্যান করে বস দিনের শেষ ভাগে, বিচিত্র নয় যে, তারা [স্বীয় ধর্ম হতে] ফিরে যাবে।

وَلَا تُؤْمِنُوْٓا اِلَّا لِمَنْ تَبِعَ دِيْنَكُمْ ط قُلْ اِنَّ الْهُدٰى هُدَى اللّٰهِ لا اَنْ يُّؤْتٰٓى اَحَدٌ مِّثْلَ مَآ اُوْتِيْتُمْ اَوْ يُحَآجُّوْكُمْ عِنْدَ رَبِّكُمْ ط قُلْ اِنَّ الْفَضْلَ بِيَدِ اللّٰهِ ج يُؤْتِيْهِ مَنْ يَّشَآءُ ط وَاللّٰهُ وَاسِعٌ عَلِيْمٌ ﴿٧٣﴾

(৭৩) এবং অন্য কারো সম্মুখে স্বীকার করো না তোমাদের ধর্মের অনুসারী ব্যতীত, (হে মুহাম্মদ) আপনি বলে দিন, নিশ্চয় হেদায়েত আল্লাহর হেদায়েত, তোমরা এরূপ ব্যবহার এই জন্য কর যে, অন্যকেও তেমন বস্তু দেওয়া হচ্ছে যা তোমাদেরকে দেওয়া হয়েছিল, অথবা অন্য লোক তোমাদের উপর বিজয়ী হয়ে যাবে তোমাদের প্রতিপালকের নিকট, আপনি বলে দিন, নিশ্চয় অনুগ্রহ আল্লাহরই অধিকারে, তিনি তা প্রদান করেন, যাকে ইচ্ছা, আর আল্লাহ প্রশস্ততার মালিক, মহাজ্ঞানী।

يَّخْتَصُّ بِرَحْمَتِهٖ مَنْ يَّشَآءُ ط وَاللّٰهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيْمِ ﴿٧٤﴾

(৭৪) নির্দিষ্ট করে দেন স্বীয় অনুগ্রহের সাথে যাকে ইচ্ছা, আর আল্লাহ তা'আলা অতিশয় অনুগ্রহশীল।

শাব্দিক অনুবাদ

(৭১) يٰٓاَهْلَ الْكِتٰبِ হে আহলে কিতাব! لِمَ تَلْبِسُوْنَ কেন মিশ্রিত করছ الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ বাস্তবকে অবাস্তবের সঙ্গে وَتَكْتُمُوْنَ الْحَقَّ আর [কেন] গোপন করতেছ সত্যকে? وَاَنْتُمْ تَعْلَمُوْنَ অথচ তোমরা জান।

(৭২) وَقَالَتْ طَّآئِفَةٌ مِّنْ اَهْلِ الْكِتٰبِ আর আহলে কিতাবদের কেউ কেউ বলল যে اٰمِنُوْا بِالَّذِيْٓ ঈমান আন তার প্রতি যা اُنْزِلَ عَلَى الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا নাজিল করা হয়েছে মুসলমানদের উপর وَجْهَ النَّهَارِ দিনের প্রথমাংশে وَاكْفُرُوْٓا اٰخِرَهٗ এবং প্রত্যাখ্যান করে বস দিনের শেষ ভাগে لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُوْنَ বিচিত্র নয় যে, তারা [স্বীয় ধর্ম হতে] ফিরে যাবে।

(৭৩) وَلَا تُؤْمِنُوْٓا এবং অন্য কারো সম্মুখে স্বীকার করো না اِلَّا لِمَنْ تَبِعَ دِيْنَكُمْ তোমাদের ধর্মের অনুসারী ব্যতীত قُلْ (হে মুহাম্মদ) আপনি বলে দিন اِنَّ الْهُدٰى هُدَى اللّٰهِ নিশ্চয় হেদায়েত আল্লাহর হেদায়েত اَنْ يُّؤْتٰٓى اَحَدٌ তোমরা এরূপ ব্যবহার এই জন্য কর যে, অন্যকেও তেমন বস্তু দেওয়া হচ্ছে مِّثْلَ مَآ اُوْتِيْتُمْ যা তোমাদেরকে দেওয়া হয়েছিল اَوْ يُحَآجُّوْكُمْ অথবা অন্য লোক তোমাদের উপর বিজয়ী হয়ে যাবে عِنْدَ رَبِّكُمْ তোমাদের প্রতিপালকের নিকট قُلْ আপনি বলে দিন اِنَّ الْفَضْلَ নিশ্চয় অনুগ্রহ بِيَدِ اللّٰهِ আল্লাহরই অধিকারে يُؤْتِيْهِ مَنْ يَّشَآءُ তিনি তা প্রদান করেন যাকে ইচ্ছা وَاللّٰهُ وَاسِعٌ عَلِيْمٌ আর আল্লাহ প্রশস্ততার মালিক মহাজ্ঞানী।

(৭৪) يَخْتَصُّ بِرَحْمَتِهٖ নির্দিষ্ট করে দেন স্বীয় অনুগ্রহের সাথে مَنْ يَّشَآءُ যাকে ইচ্ছা وَاللّٰهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيْمِ আর আল্লাহ তা'আলা অতিশয় অনুগ্রহশীল।

https://e-ilm.weebly.com/

وَمِنْ اَهْلِ الْكِتٰبِ مَنْ اِنْ تَاْمَنْهُ بِقِنْطَارٍ يُّؤَدِّهٖۤ اِلَيْكَ ۚ وَمِنْهُمْ مَّنْ اِنْ تَاْمَنْهُ بِدِيْنَارٍ لَّا يُؤَدِّهٖۤ اِلَيْكَ اِلَّا مَا دُمْتَ عَلَيْهِ قَآئِمًا ؕ ذٰلِكَ بِاَنَّهُمْ قَالُوْا لَيْسَ عَلَيْنَا فِى الْاُمِّيّٖنَ سَبِيْلٌ ۚ وَيَقُوْلُوْنَ عَلَى اللّٰهِ الْكَذِبَ وَهُمْ يَعْلَمُوْنَ (٧٥)

অনুবাদ : (৭৫) আর আহলে কিতাবদের মধ্যে কেউ এরূপ যে, যদি তুমি তার নিকট রাশি রাশি ধনও গচ্ছিত রাখ, তবুও সে তা তোমার নিকট ফিরিয়ে দিবে, আর তাদেরই কেউ এরূপ যে, যদি তুমি তার নিকট একটি মাত্র দিনারও গচ্ছিত রাখ, তবে সে তাও তোমাকে ফিরিয়ে দিবে না, যে পর্যন্ত না তুমি তার শিরোপরি দাঁড়িয়ে থাক, এটা [গচ্ছিত ধন ফেরত না দেওয়া] এই জন্য যে, তারা বলে, আমাদের উপর আহলে কিতাব ছাড়া অন্য কারো [ধন-সম্পদ] সম্বন্ধে [ধর্মতঃ] কোনোরূপ অভিযোগ নেই এবং আল্লাহর প্রতি মিথ্যা আরোপ করে, অথচ তারাও জানে।

بَلٰى مَنْ اَوْفٰى بِعَهْدِهٖ وَاتَّقٰى فَاِنَّ اللّٰهَ يُحِبُّ الْمُتَّقِيْنَ (٧٦)

(৭৬) অভিযোগ কেন হবে না? যে ব্যক্তি স্বীয় প্রতিশ্রুতি পূরণ করে এবং আল্লাহকে ভয় করে, তবে নিশ্চয় আল্লাহ ভালোবাসেন এমন পরহেজগারগণকে।

اِنَّ الَّذِيْنَ يَشْتَرُوْنَ بِعَهْدِ اللّٰهِ وَاَيْمَانِهِمْ ثَمَنًا قَلِيْلًا اُولٰٓئِكَ لَا خَلَاقَ لَهُمْ فِى الْاٰخِرَةِ وَلَا يُكَلِّمُهُمُ اللّٰهُ وَلَا يَنْظُرُ اِلَيْهِمْ يَوْمَ الْقِيٰمَةِ وَلَا يُزَكِّيْهِمْ ۪ وَلَهُمْ عَذَابٌ اَلِيْمٌ (٧٧)

(৭৭) নিশ্চয় যারা আল্লাহর সঙ্গে কৃত প্রতিশ্রুতি এবং স্বীয় শপথসমূহের পরিবর্তে সামান্য বিনিময় গ্রহণ করে, তারা পরকালে কোনো অংশ পাবে না, আর আল্লাহ তাদের সঙ্গে কথাও বলবেন না, এবং দৃষ্টিপাতও করবেন না তাদের প্রতি কিয়ামত দিবসে, এবং তাদেরকে পবিত্রও করবেন না, আর তাদের জন্য যন্ত্রণাময় শাস্তি রয়েছে।

শাব্দিক অনুবাদ

(৭৫) وَمِنْ اَهْلِ الْكِتٰبِ আর আহলে কিতাবদের মধ্যে কেউ এরূপ যে مَنْ اِنْ تَاْمَنْهُ যদি তুমি তার নিকট গচ্ছিত রাখ بِقِنْطَارٍ রাশি রাশি ধনও يُّؤَدِّهٖۤ اِلَيْكَ তবুও সে তা তোমার নিকট ফিরিয়ে দিবে وَمِنْهُمْ আর তাদেরই কেউ এরূপ যে مَنْ اِنْ تَاْمَنْهُ بِدِيْنَارٍ যদি তুমি তার নিকট একটি মাত্র দিনারও গচ্ছিত রাখ لَّا يُؤَدِّهٖۤ اِلَيْكَ তবে সে তাও তোমাকে ফিরিয়ে দিবে না اِلَّا مَا دُمْتَ عَلَيْهِ قَآئِمًا যে পর্যন্ত না তুমি তার শিরোপরি দাঁড়িয়ে থাক, ذٰلِكَ بِاَنَّهُمْ قَالُوْا এটা [গচ্ছিত ধন ফেরত না দেওয়া] এই জন্য যে, তারা বলে لَيْسَ عَلَيْنَا فِى الْاُمِّيّٖنَ سَبِيْلٌ আমাদের উপর আহলে কিতাব ছাড়া অন্য কারো [ধন-সম্পদ] সম্বন্ধে [ধর্মতঃ] কোনোরূপ অভিযোগ নেই وَيَقُوْلُوْنَ عَلَى اللّٰهِ الْكَذِبَ এবং আল্লাহর প্রতি মিথ্যা আরোপ করে وَهُمْ يَعْلَمُوْنَ অথচ তারাও জানে।

(৭৬) بَلٰى مَنْ اَوْفٰى بِعَهْدِهٖ অভিযোগ কেন হবে না? যে ব্যক্তি স্বীয় প্রতিশ্রুতি পূরণ করে وَاتَّقٰى এবং আল্লাহকে ভয় করে فَاِنَّ اللّٰهَ يُحِبُّ الْمُتَّقِيْنَ তবে নিশ্চয় আল্লাহ ভালোবাসেন [এমন] পরহেজগারগণকে।

(৭৭) اِنَّ الَّذِيْنَ يَشْتَرُوْنَ নিশ্চয় যারা গ্রহণ করে بِعَهْدِ اللّٰهِ وَاَيْمَانِهِمْ আল্লাহর সঙ্গে কৃত প্রতিশ্রুতি এবং স্বীয় শপথসমূহের পরিবর্তে ثَمَنًا قَلِيْلًا সামান্য বিনিময় اُولٰٓئِكَ لَا خَلَاقَ لَهُمْ فِى الْاٰخِرَةِ তারা পরকালে কোনো অংশ পাবে না وَلَا يُكَلِّمُهُمُ اللّٰهُ আর আল্লাহ তাদের সঙ্গে কথাও বলবেন না وَلَا يَنْظُرُ اِلَيْهِمْ এবং দৃষ্টিপাতও করবেন না তাদের প্রতি يَوْمَ الْقِيٰمَةِ কিয়ামত দিবসে وَلَا يُزَكِّيْهِمْ এবং তাদেরকে পবিত্রও করবেন না وَلَهُمْ عَذَابٌ اَلِيْمٌ আর তাদের জন্য যন্ত্রণাময় শাস্তি রয়েছে।

https://e-ilm.weebly.com/

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

(৭১) قوله يَٰٓأَهْلَ الْكِتٰبِ لِمَ تَلْبِسُوْنَ الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ الخ **আয়াতের শানে নুযূল :** হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলন, আহলে কিতাব, আব্দুল্লাহ বিন সাইফ, আদী বিন যায়েদ ও হারেছ বিন আউফ পরস্পর বলল যে, চল আমরা মুহাম্মদ ও তার সাথীদের প্রতি যা অবতরণ করা হয়, সকালে তার প্রতি ঈমান গ্রহণ করি আর সন্ধ্যায় তার প্রতি অবিশ্বাস প্রকাশ করি। যাতে করে তাদের ধর্মীয় ব্যাপারে তাদের মাঝে বিভ্রান্তি বা হ-জ-ব-র-ল সৃষ্টি হয়ে যায়। তাহলে আমরা যা করি তারাও আমাদের অনুসরণে তাই করে যাবে। ফলে তারা নিজেদের ধর্ম থেকে ফিরে আসবে। তাদের এমন বিভ্রান্তি কর কর্মসূচির জবাবে আল্লাহ আলোচ্য আয়াত নাজিল করেন। –[ফাতহুল কাদীর : ৩৬২/১]

(৭২) قوله وَقَالَتْ طَّائِفَةٌ مِنْ اَهْلِ الْكِتَابِ الخ **আয়াতের শানে নুযূল :** বর্ণিত আছে যে, অত্র আয়াতটি ইহুদি আলেমদের সম্বন্ধে অবতীর্ণ হয়। ঘটনা এই যে, একদা খায়বারের ১২ জন ইহুদি আলেম পরস্পর সলা-পরামর্শ করে বলল যে, আস দিনের প্রথমাংশে মুহাম্মদ ও তাঁর অনুসারীদের উপর যা অবতীর্ণ হয়েছে মৌখিকভাবে ঈমান আনয়ন করব। আর তা দিনের শেষ বেলায় অস্বীকার করে বলব 'আমরা আমাদের কিতাবে ভালোভাবে দেখেছি। আর আমাদের আলেমদের সাথে পরামর্শ করেছি। কিন্তু কিতাবে বর্ণিত গুণ বৈশিষ্ট্যাবলি মুহাম্মদের মধ্যে নেই। সে মিথ্যা ও তার ধর্ম বাতিল। এরূপ করলে তাঁর অনুসারীরা সন্দেহে পড়ে যাবে। ফলে তারা ফিরেও আসতে পারে। তখন আল্লাহ তা'আলা উক্ত আয়াত অবতরণ করেন। –[কাশশাফ]

অথবা : কারো মতে অত্র আয়াতটি কেবলা পরিবর্তনের পর ইহুদিদের ষড়যন্ত্র উপলক্ষে অবতীর্ণ হয়। বর্ণিত আছে যে, ইহুদিদের নেতা কা'ব ইবনে আশরাফ তার সাথীদের বলল যে, তোমরা মুসলমানদের উপর ঈমান এনে দিনের প্রথম ভাগে কা'বার দিকে ফিরে নামাজ পড়বে আর দিনের শেষের দিকে صَخْرَة তথা বায়তুল মাকাদিসের দিকে ফিরে নামাজ পড়বে। এতে মুসলমানরা ধারণা করবে যে, তারা আমাদের থেকে অধিক জ্ঞানী। ফলে তারা ইসলাম ত্যাগ করে ফিরে আসতে পারে। –[কাশশাফ]

(৭৫) قوله وَمِنْ اَهْلِ الْكِتَابِ............ الخ **আয়াতের শানে নুযূল :** এই আয়াতের শানে নুযূল সম্পর্কে হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) হতে বর্ণিত আছে যে, জনৈক কোরেশী হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে সালাম (রা.)-এর নিকট [ইহুদি থাকা অবস্থায়] বারশত আওকিয়া পরিমাণ স্বর্ণ মুদ্রা গচ্ছিত রাখল, কিছুদিন পর আমানতকৃত স্বর্ণমুদ্রা সে ফেরত চাইলে তৎক্ষণাৎ সে তা তাকে দিয়ে দিল।

অপর দিকে ফানখাজ ইবনে আযওয়ারা নামক ইহুদির নিকট একজন কোরেশী একটি মাত্র দিনার আমানত রাখল। যখন সে তার দিনারটি চাইল তখন সে অস্বীকার করে বলল, সে ইহুদি নয়, সে মূর্খ কাজেই তাদের সম্পদ আমাদের জন্য বৈধ। তাদের সম্পদ আত্মসাৎ করলে জবাবাদিহী করতে হবে না, তাদের সম্পর্কেই উক্ত আয়াতটি অবতীর্ণ হয়। –[কাশশাফ]

(৭৭) قوله اِنَّ الَّذِيْنَ يَشْتَرُوْنَ الخ **আয়াতের শানে নুযূল :** বর্ণিত আছে, ইহুদি আলেমগণ উৎকোচ গ্রহণ করে তাওরাতের বিভিন্ন আহকামকে গোপন করে রাখত, অথবা তাওরাতের সে স্থানে নিজেদের মনগড়া হুকুম লিপিবদ্ধ করে দিত। এমনিভাবে তারা মহানবী -এর পরিচিতি ও গুণাবলি গোপন করে রাখত, কারো নিকট বলত না। এমনকি কসম করে বলত, তাওরাতে মুহাম্মদ -এর পরিচয় এরূপ নেই। তখন মহান আল্লাহ তা'আলা উক্ত আয়াত নাজিল করে তাদের ষড়যন্ত্র প্রকাশ করে দেন।

অথবা অন্য এক বর্ণনায় রয়েছে যে, উক্ত আয়াতটি আশয়াছ ইবনে কায়েস ও তার প্রতিপক্ষ সম্পর্কে অবতীর্ণ হয়। ঘটনা হলো আশয়াছ ইবনে কায়েস ও তার চাচাতো ভাইয়ের মধ্যে একখণ্ড জমি অথবা একটি কূপ নিয়ে বিবাদ ছিল। উভয়ে মীমাংসার জন্য রাসূল -এর নিকট মোকাদ্দামা পেশ করে। তখন রাসূল প্রতিপক্ষকে বললেন, "তোমার দাবির স্বপক্ষে দলিল পেশ কর" সে বলল, আমার কোনো প্রমাণ নেই। এরপর আশ'য়াছকে বললেন যে, "তুমি হলফ কর" সে শপথ করতে ইচ্ছা পোষণ করলে উক্ত আয়াত অবতীর্ণ হয়।

https://e-ilm.weebly.com/

مَنْ هُمْ طَائِفَةٌ : একটি দল কারা : طَائِفَةٌ (দল) দ্বারা ইহুদিদের একদলকে বুঝানো হয়েছে। কারো মতে তারা হলো খায়বারের ১২ জন ইহুদি আলেম। আর কেউ বলেন এরা হলো কা'ব ইবনে আশরাফ ও তার সহযোগীরা।

قَوْلُهُ إِنَّ الْهُدٰى هُدَى اللّٰهِ -এর ব্যাখ্যা : এর দ্বারা মহান আল্লাহ এ কথার উপর সতর্ক করেছেন যে, তাদের এরূপ প্রতারণা ও প্রবঞ্চনা কোনো উপকারেই আসবেনা। তথা আল্লাহ যাকে ইচ্ছা করেন স্বীয় করুণা দ্বারা মুসলমান হবার তৌফিক প্রদান করেন এবং তাঁকে ইসলামের উপর অটল ও অবিচল থাকারও সুযোগ প্রদান করেন। সুতরাং হে আহলে কিতাবগণ তোমরা শত চেষ্টা ও কৌশল করেও তাকে দীন হতে সরাতে পারবে না। আল্লাহর ইচ্ছার বিরুদ্ধে কিছুই করতে পারবে না। তিনিই হেদায়েতের ও পথ ভ্রষ্টতার প্রকৃত মালিক।

مَآ أُوْتِيْتُمْ দ্বারা উদ্দেশ্য কি? : এর দ্বারা কিতাব, হিকমত এবং মর্যাদাসমূহ উদ্দেশ্য নেওয়া হয়েছে। কুচক্রী ইহুদিরা সর্বদা এই কথা প্রচার করত যে, পৃথিবীতে ইহুদি জাতিকেই ধর্মীয় জ্ঞানের ইজারাদারী দেওয়া হয়েছে। তাওরাত কিতাব আমাদের উপরই অবতীর্ণ হয়েছে। হযরত মূসা (আ.)-এর মতো উচ্চ মর্যদা সম্পন্ন নবী আমাদের মধ্যেই প্রেরিত হয়েছে। অধিকাংশ নবী আমাদের বংশেই এসেছে। কাজেই এরূপ গুণ অন্য কোনো বংশ পাক তা তারা চাইতো না এবং আরবের নিরক্ষর লোকগুলো এর দ্বারা সম্মানিত হবে তা তাদের চক্ষুশূল ছিল।

اَلْمُرَادُ بِفَضْلِ اللّٰهِ আল্লাহর অনুগ্রহ দ্বারা উদ্দেশ্য : فَضْلُ اللّٰهِ দ্বারা হেদায়েত, নবুয়ত, ইসলাম, শরিয়ত, ঈমান এসবই উদ্দেশ্য। এসবই আল্লাহর হাতে, তিনি যাকে ইচ্ছা তাকে এসব দান করেন, যাকে ইচ্ছা তা হতে বঞ্চিত করেন।

اَلْقِنْطَارُ وَالدِّيْنَارُ দ্বারা উদ্দেশ্য : قِنْطَار একবচন, বহুবচনে قَنَاطِيْر সাধারণত বহু পরিমাণের ধন সম্পদকে قَنَاطِيْر বলা হয়।

دِيْنَارٌ একবচন, বহুবচনে دَنَانِيْر অর্থ– এক দিনার তথা এক তোলার $\frac{১}{৪}$ অংশ তবে এখানে قِنْطَارٌ দ্বারা অধিক সম্পদ বুঝানো হয়েছে। তাদের মধ্যে এমন কিছু লোক আছে। যদি তার নিকট অধিক মাল গচ্ছিত রাখা হয় তবে সে যথা সময়ে ফেরত দেয়।

আর دِيْنَارٌ দ্বারা উদ্দেশ্য হলো স্বল্প সম্পদ আহলে কিতাবদের সাথে কিছু এমন লোক রয়েছে যাদের নিকট একেবারে স্বল্প পরিমাণ সম্পদ আমানত রাখলে তাও ফেরত দেয় না।

قَوْلُهُ لَيْسَ عَلَيْنَا فِى الْأُمِّيِّيْنَ سَبِيْلٌ : "আমাদের উপর উম্মীদের কোনো অধিকার নেই" এর বাখ্যা হলো ইহুদিরা বলত যে, আমরা পৃথিবীতে সম্মানিত। কাজেই যারা আমাদের ধর্মের অনুসারী নয় তাদের ধন-সম্পদ কুক্ষিগত করলে কোনো অপরাধ নেই। তাদের ধন-সম্পদ আমাদের জন্য বৈধ।

এছাড়া তারা আরো মনে করত যে, তারা আল্লাহর পুত্র আর অন্যান্যরা তাদের সেবক এবং চাকর-বাকর। কাজেই তাদের সবকিছুই বৈধ।

قَوْلُهُ وَيَقُوْلُوْنَ عَلَى اللّٰهِ الْكَذِبَ : আল্লাহর উপর তারা কি মিথ্যা বলত? ইহুদিরা বলত যে, উম্মীদের আমানত খেয়ানত করা আমাদের জন্য বৈধ "এটা তাওরাতে রয়েছে। অথচ তাওরাতে এরূপ কোনো কথা নেই। তারা নিজেরাও জানে যে, এটা তাওরাতের কথা নয়। নিজেদের স্বার্থ রক্ষার জন্যই তারা এরূপ বলত। তাওরাত ঐশী গ্রন্থ হিসেবে, এই মিথ্যাচারটা আল্লাহর উপর গিয়ে পড়ে, আর এটাই হলো আল্লাহর উপর মিথ্যা বলা।

আল্লাহর সাথে প্রতিশ্রুতি এবং তাদের শপথসমূহ কি?

عَهْدُ اللّٰهِ তথা আল্লাহর সাথে প্রতিশ্রুতি বলতে সেগুলোকেই বুঝানো হয়েছে যা তারা নবীদের মাধ্যমে মহানবী ﷺ -এর উপর ঈমান আনয়নের ব্যাপারে করেছে যে, তার সহযোগিতা করবে তার যাবতীয় গুণাবলি প্রকাশ করে নিজেরা ঈমান আনবে এবং অন্যদেরকেও ঈমান আনার জন্য উৎসাহিত করবে।

اَيْمَانِهِمْ : এটি يَمِيْنٌ -এর বহুবচন, শাব্দিক অর্থ হলো 'কসম' এখানে উদ্দেশ্য হলো তাদের পারস্পরিক লেন-দেন ও বান্দার হকের ব্যাপারে কৃত ওয়াদাসমূহ।

https://e-ilm.weebly.com/

مَعْنٰى قَوْلِهٖ وَلَا يَنْظُرُ اِلَيْهِمْ : আল্লাহ তাদের প্রতি তাকাবেন না" এর অর্থ হলো এই নয় যে, আল্লাহ তাদেরকে দেখবেন না; বরং হাশরের ময়দানে আল্লাহ সবাইকে দেখবেন তাঁর দৃষ্টির আড়াল কেউ হবে না। এখানে অর্থ হলো তিনি তাদের প্রতি করুণার দৃষ্টি দিবেন না; বরং রাগ ও গোস্বার দৃষ্টিতে তাকাবেন।

مَعْنٰى وَلَا يُزَكِّيْهِمْ : তিনি তাদেরকে পবিত্র করবেন না, অর্থাৎ তিনি তাদেরকে কিয়ামতের দিন গুনাহ ও পাপ থেকে পবিত্র ও মুক্ত করবেন না এবং ক্ষমাও করবেন না; বরং পুঙ্খানুপুঙ্খ হিসাব গ্রহণ করে কঠোর শাস্তি প্রদান করবেন। অথবা وَلَا يُزَكِّيْهِمْ অর্থ– وَلَا يُثْنِىْ عَلَيْهِمْ অর্থাৎ তিনি তাদের প্রশংসা করবেন না। যেরূপ বিশ্বাসী পবিত্রাত্মাদের প্রশংসা করবেন।

অঙ্গীকার ভঙ্গকারীদের বিরুদ্ধে সতর্কবাণী

কুরআন ও সুন্নায় অঙ্গীকার পূর্ণ করার প্রতি অত্যন্ত গুরুত্ব আরোপ করেছে। উল্লিখিত ৭৭ নং আয়াতে অঙ্গীকার ভঙ্গকারীর বিরুদ্ধে পাঁচটি সতর্কবাণী উচ্চারিত হয়েছে–

১. জান্নাতের নিয়ামতসমূহে তার কোনো অংশ নেই।
২. আল্লাহ তা'আলা তার সাথে অনুকম্পাসূচক কথা বলবেন না।
৩. কিয়ামতের দিন আল্লাহ তা'আলা তাকে রহমতের দৃষ্টিতে দেখবেন না।
৪. আল্লাহ তার পাপ মার্জনা করবেন না। কেননা ওয়াদা ভঙ্গকারী বান্দার হক নষ্ট করেছে, বান্দার হক নষ্ট করলে আল্লাহ মার্জনা করেন না।
৫. তাকে যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি প্রদান করবেন।

শব্দ বিশ্লেষণ

اُوْتِيْتُمْ : সীগাহ جمع مذكر حاضر বহছ ماضى مجهول বাব اِفْعَالٌ মাসদার اَلْاِيْتَاءُ মূলবর্ণ (أ ـ ت ـ ى) জিনস মুরাক্কাব مهموز فاء ও ناقص يائى অর্থ– তোমাদেরকে দেওয়া হয়েছে।

يُحَاجُّوْكُمْ : সীগাহ جمع مذكر غائب বহছ مضارع معروف বাব مُفَاعَلَةٌ মাসদার اَلْمُحَاجَّةُ মূলবর্ণ (ح ـ ج ـ ج) জিনসে مضاعف ثلاثى অর্থ– তারা বিজয়ী হবে।

يَشَاءُ : সীগাহ واحد مذكر غائب বহছ مضارع معروف বাব فَتَحَ মাসদার اَلْمَشِيْئَةُ মূলবর্ণ (ش ـ ي ـ ء) জিনস মুরাক্কাব مهموز لام ও اجوف يائى অর্থ– তিনি চান।

قِنْطَارٌ : শব্দটি একবচন; বহুবচনে قناطير অর্থ– প্রচুর মাল।

لَا يُؤَدِّهٖ : সীগাহ واحد مذكر غائب বহছ مضارع معروف বাব تَفْعِيْل মাসদার اَلتَّاْدِيَةُ মূলবর্ণ (أ ـ د ـ ى) জিনস মুরাক্কাব مهموز فاء এবং ناقص يائى অর্থ– সে ফেরত দিবে না।

اِتَّقٰى : সীগাহ واحد مذكر غائب বহছ ماضى معروف বাব اِفْتِعَالٌ মাসদার اَلْاِتِّقَاءُ মূলবর্ণ (و ـ ق ـ ى) জিনস لفيف مفروق অর্থ– সে তাকওয়া অবলম্বন করে।

বাক্য বিশ্লেষণ

قوله قُلْ اِنَّ الْهُدٰى هُدَى اللّٰهِ : এখানে قُلْ ফে'ল যমীরে انت ফা'য়েল اِنَّ হরফে মুশাব্বাহ বিল ফে'ল اَلْهُدٰى ইসমে ইন্না هُدٰى মুযাফ আর اللّٰه মুযাফ ইলাইহি উভয় মিলে اِنَّ এর خبر হলো اِنَّ তার اسم ও خبر নিয়ে জুমলা হয়ে مفعول হলো। সুতরাং فعل. فاعل ও مفعول মিলে جملة فعلية হয়েছে।

قوله وَاللّٰهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيْمِ : এখানে اللّٰهُ শব্দটি মুবাতাদা ذو মুযাফ اَلْفَضْل মওসূফ اَلْعَظِيْم সিফাত موصوف ও صفت মিলে মুযাফ ইলাইহি হলো مضاف ও مضاف اليه মিলে خبر অতএব مبتدأ ও خبر মিলে جُمْلَة اِسْمِيَّة হয়েছে।

https://e-ilm.weebly.com/

وَاِنَّ مِنۡهُمۡ لَفَرِيۡقًا يَّلۡوٗنَ اَلۡسِنَتَهُمۡ بِالۡكِتٰبِ لِتَحۡسَبُوۡهُ مِنَ الۡكِتٰبِ وَمَا هُوَ مِنَ الۡكِتٰبِ ۚ وَيَقُوۡلُوۡنَ هُوَ مِنۡ عِنۡدِ اللّٰهِ وَمَا هُوَ مِنۡ عِنۡدِ اللّٰهِ ۚ وَيَقُوۡلُوۡنَ عَلَى اللّٰهِ الۡكَذِبَ وَهُمۡ يَعۡلَمُوۡنَ ﴿۷۸﴾

অনুবাদ : (৭৮) আর নিশ্চয়, তাদের মধ্যে কেউ কেউ এমন যে, বক্র করে নিজেদের ভাষাকে কিতাব [পাঠ] -এর মধ্যে, যেন তোমরা তাকে মনে কর কিতাবের অংশ অথচ তা কিতাবের অংশ নয়, এবং তারা বলে যে, এটা আল্লাহর নিকট হতে, অথচ এটা [কিছুতেই] আল্লাহর নিকট হতে নয়, আর তারা আল্লাহর উপর মিথ্যা আরোপ করে অথচ তারা জানে ;

مَا كَانَ لِبَشَرٍ اَنۡ يُّؤۡتِيَهُ اللّٰهُ الۡكِتٰبَ وَالۡحُكۡمَ وَالنُّبُوَّةَ ثُمَّ يَقُوۡلَ لِلنَّاسِ كُوۡنُوۡا عِبَادًا لِّىۡ مِنۡ دُوۡنِ اللّٰهِ وَلٰكِنۡ كُوۡنُوۡا رَبّٰنِيّٖنَ بِمَا كُنۡتُمۡ تُعَلِّمُوۡنَ الۡكِتٰبَ وَبِمَا كُنۡتُمۡ تَدۡرُسُوۡنَ ﴿۷۹﴾

(৭৯) কোনো মানুষের পক্ষ এটা সম্ভব নয় যে, আল্লাহ তা'আলা তাকে কিতাব এবং জ্ঞান ও নবুয়ত প্রদান করেন, অতঃপর সে লোকদেরকে বলবে, আমার বান্দা হয়ে যাও, আল্লাহকে ত্যাগ করে; বরং সে বলবে, তোমরা আল্লাহওয়ালা হয়ে যাও, এই জন্য যে, তোমরা কিতাব শিক্ষা দাও এবং এই জন্য যে, তোমরা তা পাঠ কর।

وَلَا يَاۡمُرَكُمۡ اَنۡ تَتَّخِذُوا الۡمَلٰٓئِكَةَ وَالنَّبِيّٖنَ اَرۡبَابًا ؕ اَيَاۡمُرُكُمۡ بِالۡكُفۡرِ بَعۡدَ اِذۡ اَنۡتُمۡ مُّسۡلِمُوۡنَ ﴿۸۰﴾

(৮০) আর এ কথারও নির্দেশ করবেন না যে, তোমরা ফেরেশতাদেরকে এবং নবীদেরকে রব স্থির করে নাও, তিনি কি তোমাদেরকে কুফরি কথা বলে দিবেন? এটার পর যে, তোমরা মুসলমান হয়েছ;

শাব্দিক অনুবাদ

(৭৮) وَاِنَّ مِنۡهُمۡ لَفَرِيۡقًا আর নিশ্চয় তাদের মধ্যে কেউ কেউ এমন যে يَلۡوٗنَ اَلۡسِنَتَهُمۡ বক্র করে নিজেদের ভাষাকে بِالۡكِتٰبِ কিতাব [পাঠ] -এর মধ্যে لِتَحۡسَبُوۡهُ যেন তোমরা তাকে মনে কর مِنَ الۡكِتٰبِ কিতাবের অংশ وَمَا هُوَ مِنَ الۡكِتٰبِ অথচ তা কিতাবের অংশ নয় وَيَقُوۡلُوۡنَ এবং তারা বলে যে هُوَ مِنۡ عِنۡدِ اللّٰهِ এটা আল্লাহর নিকট হতে وَمَا هُوَ مِنۡ عِنۡدِ اللّٰهِ অথচ এটা [কিছুতেই] আল্লাহর নিকট হতে নয় وَيَقُوۡلُوۡنَ عَلَى اللّٰهِ الۡكَذِبَ আর তারা আল্লাহর উপর মিথ্যা আরোপ করে وَهُمۡ يَعۡلَمُوۡنَ অথচ তারা জানে।

(৭৯) مَا كَانَ لِبَشَرٍ কোনো মানুষের পক্ষ এটা সম্ভব নয় যে اَنۡ يُّؤۡتِيَهُ اللّٰهُ আল্লাহ তা'আলা তাকে প্রদান করেন الۡكِتٰبَ وَالۡحُكۡمَ وَالنُّبُوَّةَ কিতাব এবং জ্ঞান ও নবুয়ত ثُمَّ يَقُوۡلَ لِلنَّاسِ অতঃপর সে লোকদেরকে বলবে كُوۡنُوۡا عِبَادًا لِّىۡ আমার বান্দা হয়ে যাও مِنۡ دُوۡنِ اللّٰهِ আল্লাহকে ত্যাগ করে وَلٰكِنۡ كُوۡنُوۡا رَبّٰنِيّٖنَ বরং সে বলবে, তোমরা আল্লাহওয়ালা হয়ে যাও بِمَا كُنۡتُمۡ تُعَلِّمُوۡنَ الۡكِتٰبَ এই জন্য যে, তোমরা কিতাব শিক্ষা দাও এবং وَبِمَا كُنۡتُمۡ تَدۡرُسُوۡنَ এই জন্য যে, তোমরা তা পাঠ কর।

(৮০) وَلَا يَاۡمُرَكُمۡ আর এ কথারও নির্দেশ করবেন না যে اَنۡ تَتَّخِذُوا তোমরা স্থির করে নাও الۡمَلٰٓئِكَةَ وَالنَّبِيّٖنَ ফেরেশতাদেরকে এবং নবীদেরকে اَرۡبَابًا রব اَيَاۡمُرُكُمۡ بِالۡكُفۡرِ তিনি কি তোমাদেরকে কুফরি কথা বলে দিবেন? بَعۡدَ اِذۡ اَنۡتُمۡ مُّسۡلِمُوۡنَ এটার পর যে, তোমরা মুসলমান হয়েছ।

https://e-ilm.weebly.com/

وَاِذْ اَخَذَ اللّٰهُ مِيْثَاقَ النَّبِيّٖنَ لَمَآ اٰتَيْتُكُمْ مِّنْ كِتٰبٍ وَّحِكْمَةٍ ثُمَّ جَآءَكُمْ رَسُوْلٌ مُّصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهٖ وَلَتَنْصُرُنَّهٗ ؕ قَالَ ءَاَقْرَرْتُمْ وَاَخَذْتُمْ عَلٰى ذٰلِكُمْ اِصْرِىْ ؕ قَالُوْۤا اَقْرَرْنَا ؕ قَالَ فَاشْهَدُوْا وَاَنَا مَعَكُمْ مِّنَ الشّٰهِدِيْنَ ﴿٨١﴾

অনুবাদ : (৮১) আর যখন আল্লাহ তা'আলা প্রতিশ্রুতি নিলেন, নবীগণ হতে যে, আমি যাকিছু তোমাদেরকে কিতাব ও জ্ঞান দান করি, অতঃপর যখন তোমাদের নিকট কোনো নবী আসেন, যিনি সত্যতা প্রতিপাদনকারী হন তার যা তোমাদের নিকট রয়েছে, তখন তোমরা অবশ্য সেই রাসূলের প্রতি ঈমান আনয়ন করবে এবং তাঁর সাহায্যও করবে, বললেন, তোমরা কি একরার করলে এবং এই বিষয়ে আমার প্রতিশ্রুতি [নির্দেশ] কবুল করলে? তাঁরা [নবীগণ] বললেন, আমরা একরার করলাম, [আল্লাহ] বললেন, তবে সাক্ষী থেক এবং আমি [-ও] এটার প্রতি তোমাদের সঙ্গে সাক্ষীদের অন্তর্ভুক্ত রইলাম।

فَمَنْ تَوَلّٰى بَعْدَ ذٰلِكَ فَاُولٰٓئِكَ هُمُ الْفٰسِقُوْنَ ﴿٨٢﴾

(৮২) সুতরাং যে ব্যক্তি ফিরে যাবে তার পরে, তবে এরূপ ব্যক্তিই হুকুম অমান্যকারী।

اَفَغَيْرَ دِيْنِ اللّٰهِ يَبْغُوْنَ وَلَهٗۤ اَسْلَمَ مَنْ فِى السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ طَوْعًا وَّكَرْهًا وَّاِلَيْهِ يُرْجَعُوْنَ ﴿٨٣﴾

(৮৩) তবে কি তারা আল্লাহর ধর্ম ব্যতীত অন্য কোনো পন্থা অন্বেষণ করে? অথচ আল্লাহর সমীপে সমস্তই নতশির রয়েছে, যা কিছু আসমানসমূহে এবং যা জমিনে আছে- স্বেচ্ছায় এবং অনিচ্ছায়, আর সমস্তকে আল্লাহরই দিকে প্রত্যাবর্তিত করা হবে।

শাব্দিক অনুবাদ

(৮১) وَاِذْ اَخَذَ اللّٰهُ আর যখন আল্লাহ তা'আলা নিলেন مِيْثَاقَ প্রতিশ্রুতি النَّبِيّٖنَ নবীগণ হতে لَمَآ اٰتَيْتُكُمْ যে আমি যা কিছু তোমাদেরকে দান করি مِّنْ كِتٰبٍ কিতাব وَّحِكْمَةٍ ও জ্ঞান ثُمَّ جَآءَكُمْ رَسُوْلٌ অতঃপর যখন তোমাদের নিকট কোনো নবী আসেন مُّصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ যিনি সত্যতা প্রতিপাদনকারী হন তার যা তোমাদের নিকট রয়েছে لَتُؤْمِنُنَّ بِهٖ তখন তোমরা অবশ্য সেই রাসূলের প্রতি ঈমান আনয়ন করবে وَلَتَنْصُرُنَّهٗ এবং তাঁর সাহায্যও করবে قَالَ বললেন ءَاَقْرَرْتُمْ তোমরা কি একরার করলে وَاَخَذْتُمْ عَلٰى ذٰلِكُمْ এবং এই বিষয়ে কবুল করলে? اِصْرِىْ আমার প্রতিশ্রুতি। قَالُوْۤا তাঁরা [নবীগণ] বললেন اَقْرَرْنَا আমরা একরার করলাম قَالَ [আল্লাহ] বললেন। فَاشْهَدُوْا তবে সাক্ষী থেক وَاَنَا مَعَكُمْ مِّنَ الشّٰهِدِيْنَ এবং আমি [-ও] এটার প্রতি তোমাদের সঙ্গে সাক্ষীদের অন্তর্ভুক্ত রইলাম।

(৮২) فَمَنْ تَوَلّٰى সুতরাং যে ব্যক্তি ফিরে যাবে بَعْدَ ذٰلِكَ তার পরে فَاُولٰٓئِكَ هُمُ الْفٰسِقُوْنَ তবে এরূপ ব্যক্তিই হুকুম অমান্যকারী।

(৮৩) اَفَغَيْرَ دِيْنِ اللّٰهِ يَبْغُوْنَ তবে কি তারা আল্লাহর ধর্ম ব্যতীত অন্য কোনো পন্থা অন্বেষণ করে? وَلَهٗۤ اَسْلَمَ অথচ আল্লাহর সমীপে সমস্তই নতশির রয়েছে مَنْ فِى السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ যা কিছু আসমানসমূহে এবং যা জমিনে আছে- طَوْعًا وَّكَرْهًا স্বেচ্ছায় এবং অনিচ্ছায় وَّاِلَيْهِ يُرْجَعُوْنَ আর সমস্তকে আল্লাহরই দিকে প্রত্যাবর্তিত করা হবে।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

(৭৯) قوله مَا كَانَ لِبَشَرٍ اَنْ يُّؤْتِيَهُ اللّٰهُ الخ **আয়াতের শানে নুযূল :** বর্ণিত আছে যে, নাজরানের খ্রিস্টান এবং ইহুদিরা রাসূল ﷺ-এর দরবারে আসলে হুজুর ﷺ তাদেরকে ইসলামের দাওয়াত প্রদান করেন। তখন ইহুদিদের মধ্যে আবূ রাফে কোরাজি বলে উঠল, হে মুহাম্মদ! আপনি কি চান যে, আমরা আপনার ইবাদত করি? যেভাবে নাসারাগণ হযরত ঈসা (আ.)-এর ইবাদত করে। রাসূল ﷺ বললেন কখনো নয়, আমি তো এতটুকু বলি যে, তোমরা পূর্বে যেরকম দীনদার ছিলে, এখন সে দীনদারী নেই, কাজেই ইসলাম গ্রহণ করে পরিপূর্ণ দীনদার হয়ে যাও। তবেই উভয় জাহানে তোমাদের মঙ্গল হবে। তখন অত্র আয়াত নাজিল হয়।

https://e-ilm.weebly.com/

অথবা অন্য বর্ণনায় আছে, জনৈক সাহাবী রাসূল ﷺ-কে বললেন, হে আল্লাহর রাসূল! ﷺ আমরা পরস্পর সালামের ন্যায় আপনাকে সালাম করে থাকি। তেমনি আমরা আপনাকে সেজদা করতে পারি না? রাসূল ﷺ বললেন, আল্লাহ ছাড়া কাউকে সেজদা করা হারাম; বরং তোমরা নবীকে সম্মান কর মর্যাদার সাথে তখন অত্র আয়াত নাজিল হয়। –[কাশশাফ, মা'আরেফুল কুরআন]

(৮৩) قوله أَفَغَيْرَ دِيْنِ اللّٰهِ يَبْغُوْنَ الخ **আয়াতের শানে নুযূল :** হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) হতে বর্ণিত আছে, আহলে কিতাবগণ হযরত ইবরাহীম (আ.)-এর দীন নিয়ে ঝগড়া করে মহানবী ﷺ-এর নিকট মীমাংসার জন্য উপস্থিত হয়। তাদের উভয় দলই এ দাবি উত্থাপন করল যে, তারা ইবরাহীম (আ.)-এর বেশি নিকটতম। রাসূল ﷺ বললেন, 'তোমরা উভয় দলই হযরত ইবরাহীম (আ.)-এর দীন থেকে বৈরি, তথা তাঁর দীনের উপর কেউই নেই; বরং আমিই তাঁর দীনের অনুসারী' তখন তারা বলল, আমরা আপনার ফয়সালায় সন্তুষ্ট হতে পারিনি। আর আপনার দীনও গ্রহণ করব না, তখন আল্লাহ তা'আলা উক্ত আয়াত নাজিল করেন।

আয়াতে فَرِيْقًا দ্বারা কাদেরকে বুঝানো হয়েছে? : এখানে আহলে কিতাবদের একদলকে বুঝানো হয়েছে। যারা কিতাবকে পরিবর্তন পরিবর্ধন করে নিজেদের মনগড়া কথা জুড়ে দিত।

কাশশাফ গ্রন্থকারের মতে এরা হলেন كَعْبُ بْنُ الْاَشْرَفِ (কা'ব বিন আশরাফ) مَالِكُ بْنُ الصَّيْفِ (মালেক বিন সাইফ) حُيَيُّ بْنُ اَخْطَبَ (হুয়াই বিন আখতাব) ও অন্যান্যরা। হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) হতে বর্ণিত আছে যে, তারা হলেন ইহুদিরা যারা কা'ব ইবনে আশরাফের নিকট এসে তাওরাতে উল্লিখিত রাসূলের গুণাবলিকে পরিবর্তন করে ফেলে এরপর বনূ কুরাইযারা তা গ্রহণ করে তাদের কিতাবের সাথে সংমিশ্রণ করে নেয়।

বিকৃতির ধরন : এখানে রয়েছে يَلْوُنَ اَلْسِنَتَهُمْ অন্য আয়াতে রয়েছে يُحَرِّفُوْنَ الْكَلِمَ عَنْ مَّوَاضِعِهٖ-এর দ্বারা বুঝা যায় যে, তারা তাওরাতকে উচ্চারণের সময় স্থান হতে ব্যতিক্রম করে পড়ে। এতে ভুল অর্থ বেরিয়ে পড়ে। অথবা মহানবী ﷺ-এর গুণাবলির স্থানগুলো অত্যন্ত কঠিন ছিল বলে তারা অস্পষ্টভাবে উচ্চারণ করে মানুষদেরকে ভুল অর্থ বলে বলতো যে, এটাই আল্লাহর (কালামের) উদ্দেশ্য।

অন্য আয়াতে রয়েছে يَكْتُبُوْنَ بِاَيْدِيْهِمْ-এর দ্বারা বুঝা যায় যে, তারা নিজ হাতে লিখেও পরিবর্তন করতো তথা তাদের মনগড়া মতবাদ ও রাসূল ﷺ-এর গুণাবলির পরিবর্তন করে নিজ হাতে লিখে নিত এবং একে আল্লাহর কালাম বলে চালিয়ে দিত।

এখন এটা বলা যায় যে, তারা বিকৃতি করে পড়ে এবং সরাসরি পরিবর্তন পরিবর্ধন দ্বারা তাওরাতের (تَحْرِيْف) বিকৃতি সাধন করেছিল।

اَلرَّبَّانِيِّيْنَ এর অর্থ কি? رَبَّانِيِّيْنَ শব্দটি رَبَّانِيْ-এর বহুবচন, একে الرَّبّ এর দিকে نِسْبَةً করা হয়েছে, অর্থ হলো– وَهُوَ الشَّدِيْدُ التَّمَسُّكُ بِدِيْنِ اللّٰهِ وَطَاعَتِهٖ : তথা শক্তভাবে আল্লাহর দীন ও তার অনুসরণকে আঁকড়ে ধরা। অতএব যারা কঠোরভাবে আল্লাহর বিধি-নিষেধ মেনে চলে তাদেরকে رَبَّانِيٌّ বলা হয়। যেমনি হযরত মুহাম্মদ ইবনুল হানাফিয়া হযরত ইবনে আব্বাস (রা.)-এর মৃত্যুর দিন বলেছিলেন– اَلْيَوْمَ مَاتَ رَبَّانِيُّ هٰذِهِ الْاُمَّةِ আজ এই উম্মতের অতি আল্লাহভীরু ব্যক্তি মৃত্যুবরণ করেছেন।

ইমাম মুবাররাদের মতে رَبَّانِيُّوْنَ বলতে اَرْبَابُ الْعِلْمِ তথা জ্ঞানীদেরকে বুঝানো হয়েছে। ইবনে যায়েদ বলেন– মানুষের দায়িত্ব যারা গ্রহণ করে তাদেরকে رَبَّانِيُّوْنَ বলা হয়।

হযরত হাসান (র.) বলেন رَبَّانِيُّوْنَ হলো আলেম ও ফকীহগণ।

কারো মতে رَبَّانِيُّوْنَ হলেন مُعَلِّمُوْنَ তথা শিক্ষকগণ যারা অধিক জানে এবং জ্ঞান অনুযায়ী আমল করেন। –[কাশশাফ]

اَلْمِيْثَاقُ-এর অর্থ এবং এর প্রকারভেদসমূহ : مِيْثَاقٌ এর অর্থ– অঙ্গীকার বা শপথ, পবিত্র কুরআনের দ্বারা বুঝা যায় যে, مِيْثَاقٌ মোট তিনটি হয়েছে। এই তিনটি আল্লাহর কাছ থেকে নিয়েছে।

১. مِيْثَاقٌ عَلَى الرُّبُوْبِيَّةِ : **একত্ববাদের অঙ্গীকার :** তথা সকল মানব জাতির নিকট হতে মহান আল্লাহ তার অস্তিত্ব ও রবূবিয়াতের অঙ্গীকার গ্রহণ করেছিলেন, যেহেতু ধর্মের গোটা প্রাচীর ও ভিত্তির উপরই নির্মিত, যেমন, ইরশাদ হয়েছে– اَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ قَالُوْا بَلٰى

২. مِيْثَاقٌ مِنْ اَهْلِ الْكِتَابِ : **কিতাবধারীদের থেকে অঙ্গীকার :** এই ওয়াদা শুধু আহলে কিতাবদের আলেমদের থেকে নেওয়া হয়েছে যেন তারা সত্য গোপন না করে। যেমন পবিত্র কুরআনে রয়েছে– وَاِذْ اَخَذَ اللّٰهُ مِيْثَاقَ الَّذِيْنَ اُوْتُوا الْكِتٰبَ لَتُبَيِّنُنَّهٗ لِلنَّاسِ

https://e-ilm.weebly.com/

৩. مِيْثَاقَ النَّبِيِّيْنَ : **নবীদের অঙ্গীকার :** হযরত আলী ও হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) বলেন– আল্লাহ তা'আলা সব পয়গাম্বর থেকে হযরত মুহাম্মদ ﷺ সম্পর্কে এই অঙ্গীকার নেন যে, তারা তার উপর ঈমান আনবে এবং তাদের উম্মতদেরকেও এই নির্দেশ দিবে। যেমনভাবে রাসূল ﷺ বলেছেন– "আজ যদি হযরত মূসা (আ.) জীবিত থাকতেন তবে আমার অনুসরণ করা ছাড়া তারও গত্যন্তর ছিল না।" –[ইবনে কাছীর, আহমদী]

قوله فَاشْهَدُوْا وَاَنَا مَعَكُمْ مِّنَ الشّٰهِدِيْنَ : এর কয়েকটি ব্যাখ্যা হতে পারে–

১. এর দ্বারা নবী এবং তাদের সন্তানদের দিকে اشارة করা হয়েছে, অর্থাৎ, তোমরা একে অপরের উপর সাক্ষী থাক অন্যের উপর নয়, আর আমি তোমাদের সাথে রয়েছি।

২. অথবা فَاشْهَدُوْا দ্বারা ফেরেশতাদেরকে সম্বোধন করা হয়েছে।

৩. অথবা সকলকে অবহিত করণই উদ্দেশ্য যাতে তারা প্রতিশ্রুতি অস্বীকার করতে না পারে।

قوله طَوْعًا وَّكَرْهًا : **ইচ্ছায় ও অনিচ্ছায় তাকে মানার ব্যাখ্যা :** এর কয়েকটি ব্যাখ্যা রয়েছে।

আসমান জমিনের সমস্ত সৃষ্টি আল্লাহর নিকট আত্মসমর্পণ করে কিন্তু মানবজাতির কিছু সংখ্যক স্বেচ্ছায় তাকে মানে আর কিছু অনিচ্ছায় মানে। যেমন–

১. মুসলমানগণ স্বেচ্ছায় তাকে মানে আর অমুসলমান মৃত্যুর সময় অনিচ্ছা সত্ত্বেও আত্মসমর্পণ করে। যা তার থেকে গৃহীত হবে না।

২. রোগ, শোক, মৃত্যু, জীবন, দরিদ্রতা ইত্যাদি মুসলমানরা সন্তুষ্ট চিত্তে গ্রহণ করে, আর অমুসলমানরা অনিচ্ছা সত্ত্বেও গ্রহণ করে না।

৩. কিছু সংখ্যক বুঝে শুনে দীন গ্রহণ করে আর কিছু সংখ্যক জোরপূর্বক দীন গ্রহণ করবে। যেমন– বনী ইসরাঈলদের উপর পাহাড় ধরে দীন গ্রহণ করানো হয়েছে। –[কাশশাফ]

শব্দ বিশ্লেষণ

يَلْوٗنَ : সীগাহ جمع مذكر غائب বহছ مضارع معروف বাব ضَرَبَ মাসদার لَيًّا মূলবর্ণ (ل - و - ى) জিনস لفيف مقرون অর্থ– তারা ব্যঙ্গ করে পড়ে।

اَلْسِنَةً : শব্দটি বহুবচন, একবচন لِسَانٌ অর্থ– জিহবা।

رَبّٰنِيِّيْنَ : শব্দটি বহুবচন, একবচন رَبَّانِيٌّ অর্থ– আল্লাহওয়ালাগণ, এক আল্লাহর ইবাদতকারীগণ।

كُنْتُمْ تُعَلِّمُوْنَ : সীগাহ جمع مذكر حاضر বহছ ماضى استمرارى বাব تَفْعِيْل মাসদার اَلتَّعْلِيْمُ মূলবর্ণ (ع - ل - م) জিনস صحيح অর্থ– তোমরা শিক্ষা দাও।

اَقْرَرْتُمْ : সীগাহ جمع مذكر حاضر বহছ ماضى معروف বাব اِفْعَالٌ মাসদার اَلْاِقْرَارُ মূলবর্ণ (ق - ر - ر) জিনস مضاعف ثلاثى অর্থ– তোমরা স্বীকার করেছ।

اِصْرِىْ : অর্থ– আমার প্রতিশ্রুতি।

يَبْغُوْنَ : সীগাহ جمع مذكرغائب বহছ مضارع معروف বাব ضَرَبَ মাসদার اَلْبَغْىُ মূলবর্ণ (ب - غ - ى) জিনস ناقص يائى অর্থ– তারা চায়।

বাক্য বিশ্লেষণ

قوله وَيَقُوْلُوْنَ عَلَى اللّٰهِ الْكَذِبَ وَهُمْ يَعْلَمُوْنَ : এখানে يَقُوْلُوْنَ ফে'ল যমীরে هُمْ যুলহাল عَلَى اللّٰهِ জার মাজরূর মিলে متعلق হয়েছে। আর اَلْكَذِبَ মাফউল واو হালিয়া هُمْ মুবতাদা يَعْلَمُوْنَ ফে'ল ও ফা'য়েল মিলে জুমলা হয়ে খবর। এবার مبتدأ ও خبر মিলে جملة হয়ে حال এবার ذو الحال ও حال মিলে فاعل সুতরাং فعل - فاعل - مفعول ও متعلق মিলে جملة فعلية হয়েছে।

قوله وَلَا يَأْمُرَكُمْ اَنْ تَتَّخِذُوا الْمَلٰئِكَةَ وَالنَّبِيّٖنَ اَرْبَابًا : এখানে لَا يَأْمُرُ ফে'ল যমীরে هُوَ ফা'য়েল كُمْ প্রথম মাফউল اَنْ মাসদারিয়া تَتَّخِذُوْا ফে'ল اَلْمَلٰئِكَةَ মা'তূফ আলাইহি واو হরফে আতফ اَلنَّبِيّٖنَ মা'তূফ এবার معطوف عليه ও معطوف মিলে প্রথম মাফউল আর اَرْبَابًا দ্বিতীয় মাফউল। অতএব فعل - فاعل ও দুই مفعول নিয়ে جملة فعلية হলো।

قُلْ اٰمَنَّا بِاللّٰهِ وَمَاۤ اُنْزِلَ عَلَيْنَا وَمَاۤ اُنْزِلَ عَلٰۤى اِبْرٰهِيْمَ وَاِسْمٰعِيْلَ وَاِسْحٰقَ وَيَعْقُوْبَ وَالْاَسْبَاطِ وَمَاۤ اُوْتِيَ مُوْسٰى وَعِيْسٰى وَالنَّبِيُّوْنَ مِنْ رَّبِّهِمْ ۖ لَا نُفَرِّقُ بَيْنَ اَحَدٍ مِّنْهُمْ ۖ وَنَحْنُ لَهٗ مُسْلِمُوْنَ ﴿٨٤﴾

অনুবাদ : (৮৪) আপনি বলে দিন, আমরা ঈমান রাখি আল্লাহর প্রতি আর তার প্রতি যা আমাদের উপর নাজিল করা হয়েছে, আর তার প্রতি যা নাজিল করা হয়েছে ইবরাহীম ও ইসমাঈল ও ইসহাক ও ইয়াকূব এবং ইয়াকূবের সন্তানদের প্রতি, আর তার প্রতিও যা দেওয়া হয়েছে মূসা ও ঈসা এবং অন্যান্য নবীগণকে তাঁদের রবের নিকট হতে, আমরা তাঁদের কারো মধ্যে [ঈমান আনয়নে] পার্থক্য করি না, এবং আমরা তো আল্লাহরই অনুগত।

وَمَنْ يَّبْتَغِ غَيْرَ الْاِسْلَامِ دِيْنًا فَلَنْ يُّقْبَلَ مِنْهُ ۚ وَهُوَ فِي الْاٰخِرَةِ مِنَ الْخٰسِرِيْنَ ﴿٨٥﴾

(৮৫) আর যে ব্যক্তি ইসলাম ব্যতীত অন্য কোনো ধর্ম অন্বেষণ করবে, তবে সেটা তা হতে গৃহীত হবে না, আর সে পরকালে ক্ষতিগ্রস্তদের অন্তর্ভুক্ত হবে।

كَيْفَ يَهْدِي اللّٰهُ قَوْمًا كَفَرُوْا بَعْدَ اِيْمَانِهِمْ وَشَهِدُوْۤا اَنَّ الرَّسُوْلَ حَقٌّ وَّجَآءَهُمُ الْبَيِّنٰتُ ۚ وَاللّٰهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظّٰلِمِيْنَ ﴿٨٦﴾

(৮৬) আল্লাহ কিরূপে হেদায়েত করবেন এমন কওমকে, যারা কাফের হয়ে গেছে ঈমান আনার পর এবং নিজেদের এই স্বীকৃতির পর যে রাসূল সত্য এবং এর পর যে, তাদের নিকট উজ্জ্বল প্রমাণসমূহ পৌঁছেছিল, আর আল্লাহ তা'আলা এমন জালেম কওমকে হেদায়েত করেন না।

اُولٰٓئِكَ جَزَآؤُهُمْ اَنَّ عَلَيْهِمْ لَعْنَةَ اللّٰهِ وَالْمَلٰٓئِكَةِ وَالنَّاسِ اَجْمَعِيْنَ ﴿٨٧﴾

(৮৭) এরূপ লোকের শাস্তি এই যে, তাদের প্রতি আল্লাহরও লা'নত এবং ফেরেশতাদেরও আর মানুষেরও– সকলেরই।

শাব্দিক অনুবাদ

(৮৪) قُلْ আপনি বলে দিন اٰمَنَّا بِاللّٰهِ আমরা ঈমান রাখি আল্লাহর প্রতি وَمَاۤ اُنْزِلَ عَلَيْنَا আর তার প্রতি যা আমাদের উপর নাজিল করা হয়েছে وَمَاۤ اُنْزِلَ আর তার প্রতি যা নাজিল করা হয়েছে عَلٰى প্রতি اِبْرٰهِيْمَ وَاِسْمٰعِيْلَ ইবরাহীম ও ইসমাঈল وَاِسْحٰقَ وَيَعْقُوْبَ ও ইসহাক ও ইয়াকূব وَالْاَسْبَاطِ এবং ইয়াকূবের সন্তানদের প্রতি وَمَاۤ اُوْتِيَ আর তার প্রতিও যা দেওয়া হয়েছে مُوْسٰى وَعِيْسٰى وَالنَّبِيُّوْنَ মূসা ও ঈসা এবং অন্যান্য নবীগণকে مِنْ رَّبِّهِمْ তাঁদের রবের নিকট হতে لَا نُفَرِّقُ আমরা তাঁদের [ঈমান আনয়নে] পার্থক্য করি না بَيْنَ اَحَدٍ مِّنْهُمْ কারো মধ্যে وَنَحْنُ لَهٗ مُسْلِمُوْنَ এবং আমরা তো আল্লাহরই অনুগত।

(৮৫) وَمَنْ يَّبْتَغِ আর যে ব্যক্তি অন্বেষণ করবে غَيْرَ الْاِسْلَامِ ইসলাম ব্যতীত دِيْنًا অন্য কোনো ধর্ম فَلَنْ يُّقْبَلَ مِنْهُ তবে সেটা তা হতে গৃহীত হবে না وَهُوَ فِي الْاٰخِرَةِ আর সে পরকালে হবে مِنَ الْخٰسِرِيْنَ ক্ষতিগ্রস্তদের অন্তর্ভুক্ত।

(৮৬) كَيْفَ يَهْدِي اللّٰهُ আল্লাহ কিরূপে হেদায়েত করবেন قَوْمًا এমন কওমকে كَفَرُوْا যারা কাফের হয়ে গেছে بَعْدَ اِيْمَانِهِمْ ঈমান আনার পর وَشَهِدُوْۤا এবং নিজেদের এই স্বীকৃতির পর যে اَنَّ الرَّسُوْلَ حَقٌّ রাসূল সত্য وَجَآءَهُمُ الْبَيِّنٰتُ এবং এর পর যে তাদের নিকট উজ্জ্বল প্রমাণসমূহ পৌঁছেছিল وَاللّٰهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظّٰلِمِيْنَ আর আল্লাহ তা'আলা এমন জালেম কওমকে হেদায়েত করেন না।

(৮৭) اُولٰٓئِكَ جَزَآؤُهُمْ এরূপ লোকের শাস্তি এই যে اَنَّ عَلَيْهِمْ لَعْنَةَ اللّٰهِ তাদের প্রতি আল্লাহরও লা'নত وَالْمَلٰٓئِكَةِ এবং ফেরেশতাদেরও وَالنَّاسِ اَجْمَعِيْنَ আর মানুষেরও– সকলেরই।

https://e-ilm.weebly.com/

خٰلِدِيْنَ فِيْهَا ۚ لَا يُخَفَّفُ عَنْهُمُ الْعَذَابُ وَلَا هُمْ يُنْظَرُوْنَ ﴿٨٨﴾

অনুবাদ : (৮৮) তারা অনন্তকাল তাতে থাকবে, তাদের উপর হতে শাস্তি লাঘবও করা হবে না। এবং তাদেরকে অবসরও দেওয়া হবে না।

إِلَّا الَّذِيْنَ تَابُوْا مِنْۢ بَعْدِ ذٰلِكَ وَاَصْلَحُوْا ۟ فَاِنَّ اللّٰهَ غَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ ﴿٨٩﴾

(৮৯) হ্যাঁ, যারা তওবা করে, এর পরে এবং নিজেদেরকে সংশোধন করে। তবে নিশ্চয়, আল্লাহ মহা ক্ষমাপরায়ণ, অতীব করুণাময়।

اِنَّ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا بَعْدَ اِيْمَانِهِمْ ثُمَّ ازْدَادُوْا كُفْرًا لَّنْ تُقْبَلَ تَوْبَتُهُمْ ۚ وَاُولٰٓئِكَ هُمُ الضَّآلُّوْنَ ﴿٩٠﴾

(৯০) নিশ্চয়, যারা কাফের হয়েছে ঈমান আনার পর অতঃপর অগ্রসর হতে থাকে কুফরিতে, তাদের তওবা কখনো কবুল হবে না, এবং এরূপ লোক সম্পূর্ণ বিপথগামী।

اِنَّ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا وَمَاتُوْا وَهُمْ كُفَّارٌ فَلَنْ يُّقْبَلَ مِنْ اَحَدِهِمْ مِّلْءُ الْاَرْضِ ذَهَبًا وَّلَوِ افْتَدٰى بِهٖ ؕ اُولٰٓئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ اَلِيْمٌ وَّمَا لَهُمْ مِّنْ نّٰصِرِيْنَ ﴿٩١﴾

(৯১) নিশ্চয়, যারা কাফের হয়েছে আবার মৃত্যু হয়েছে সেই কুফরের অবস্থায়ই, তবে কখনো তাদের কারো হতে পৃথিবী-পূর্ণ স্বর্ণও গ্রহণ করা হবে না, যদিও তারা বিনিময়স্বরূপ এটা দিতেও চায়, তাদের যন্ত্রণাময় শাস্তি দেওয়া হবে এবং তাদের কোনো সাহায্যকারীও হবে না।

শাব্দিক অনুবাদ

(৮৮) خٰلِدِيْنَ فِيْهَا **তারা অনন্তকাল** তাতে থাকবে لَا يُخَفَّفُ লাঘবও করা হবে না عَنْهُمُ তাদের উপর হতে الْعَذَابُ শাস্তি وَلَا هُمْ يُنْظَرُوْنَ এবং তাদেরকে অবসরও দেওয়া হবে না।

(৮৯) اِلَّا الَّذِيْنَ تَابُوْا হ্যাঁ, যারা তওবা করে مِنْ بَعْدِ ذٰلِكَ এর পরে وَاَصْلَحُوْا এবং নিজেদেরকে সংশোধন করে فَاِنَّ اللّٰهَ غَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ **তবে নিশ্চয়, আল্লাহ মহা ক্ষমাপরায়ণ, অতীব করুণাময়।**

(৯০) اِنَّ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا নিশ্চয়, যারা কাফের হয়েছে بَعْدَ اِيْمَانِهِمْ ঈমান আনার পর ثُمَّ ازْدَادُوْا كُفْرًا অতঃপর অগ্রসর হতে থাকে কুফরিতে لَنْ تُقْبَلَ تَوْبَتُهُمْ তাদের তওবা কখনো কবুল হবে না وَاُولٰٓئِكَ هُمُ الضَّآلُّوْنَ এবং এরূপ লোক সম্পূর্ণ বিপথগামী।

(৯১) اِنَّ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا নিশ্চয়, যারা কাফের হয়েছে وَمَاتُوْا আবার মৃত্যু হয়েছে وَهُمْ كُفَّارٌ সেই কুফরের অবস্থায়ই فَلَنْ يُّقْبَلَ তবে কখনো গ্রহণ করা হবে না مِنْ اَحَدِهِمْ তাদের কারো হতে مِلْءُ الْاَرْضِ ذَهَبًا পৃথিবী-পূর্ণ স্বর্ণও وَلَوِ افْتَدٰى بِهٖ যদিও তারা বিনিময়স্বরূপ এটা দিতেও চায় اُولٰٓئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ اَلِيْمٌ তাদের যন্ত্রণাময় শাস্তি দেওয়া হবে وَمَا لَهُمْ مِّنْ نّٰصِرِيْنَ এবং তাদের কোনো সাহায্যকারীও হবে না।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

(৮৫) قوله وَمَنْ يَّبْتَغِ غَيْرَ الْاِسْلَامِ دِيْنًا الخ **আয়াতের শানে নুযূল :** আলোচ্য আয়াত এক জামাত সম্পর্কে নাজিল হয়েছে, যারা ধর্মত্যাগী হয়েছিল। তারা ১২ জন মানুষ। তারা মদিনা ত্যাগ করে মক্কায় কাফেরদের নিকট গমন করেছিল। তাদের মাঝে হারেছ বিন সুয়াইদ আনসারীও ছিল। তাদের এভাবে ধর্মান্তরিত হওয়ার পরিণতি সম্পর্কে আলোচ্য আয়াত নাজিল হয়েছে। কুরতুবীর বর্ণনা মতে এ আয়াত অবতরণের পর তিনি ইসলাম গ্রহণ করেন। –[রূহুল মা'আনী : ২১৫/২, কুরতুবী : ১২৬/৪]

(৮৬) قوله كَيْفَ يَهْدِى اللّٰهُ قَوْمًا الخ **আয়াতের শানে নুযূল :** বর্ণিত আছে যে, অত্র আয়াত ঐ সমস্ত ইহুদিদের সম্বন্ধে অবতীর্ণ হয় যারা প্রথমে মহানবী ﷺ -এর উপর ঈমান আনয়ন করেছিল এবং রাসূলের উপর অবতীর্ণ কুরআন ও মু'জিযাসমূহকে সত্য বলে সাক্ষ্যও প্রদান করেছিল, এরপর রাসূলকে অস্বীকার করলে আল্লাহ উক্ত আয়াত নাজিল করেন।

অথবা এই আয়াত তু'মাহ ইবনে উবাইরেক, ওয়াহ্ওয়াহ্ ইবনে আসলাত এবং হারেছ ইবনে সুয়াইয়েদ ইবনে সামেত ও তাদের সঙ্গী সাথীদের সম্বন্ধে অবতীর্ণ হয়. এরা ইসলাম গ্রহণ করে পরে মুরতাদ হয়ে যায় এবং মক্কার কাফেরদের সাথে গিয়ে মিলিত হয়। –[কাশশাফ]

https://e-ilm.weebly.com/

(৮৯) قوله إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا وَأَصْلَحُوا الخ **আয়াতের শানে নুযূল** : বর্ণিত আছে যে, অত্র আয়াত হযরত হারেছ ইবনে সুয়াইদ (রা.) সম্বন্ধে অবতীর্ণ হয়, তিনি মুরতাদ হয়ে মক্কায় পলায়ন করেন, অবশেষে নিজের ভুল বুঝতে পেরে অত্যন্ত অনুতপ্ত হয়ে একজনকে তার কওমের লোকদের নিকট প্রেরণ করলেন যে, তোমরা আল্লাহর রাসূলকে জিজ্ঞাসা কর আমার তওবা কবুল হবে কিনা? তখন মহান আল্লাহ তা'আলা তার তওবা কবুল হবার সুসংবাদ দিয়ে অত্র আয়াত নাজিল করেন। রাসূল ﷺ অত্র আয়াত দিয়ে তার ভাই জালাসকে তাঁর নিকট প্রেরণ করেন। ফলে তিনি মদিনায় এসে তওবা করেন, আর রাসূল ﷺ তার তওবা কবুল করেন। –[কাশশাফ]

(৯১) قوله إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا بَعْدَ إِيمَانِهِمْ الخ **আয়াতের শানে নুযূল** : বর্ণিত আছে যে, অত্র আয়াতটি ইহুদিদের সম্বন্ধে অবতীর্ণ হয়েছে। তারা হযরত মূসা (আ)-এর উপর ঈমান আনার পর হযরত ঈসা (আ.)-এর উপর ঈমান আনেনি। এরপর মুহাম্মদ ﷺ-কে অস্বীকার করে তাদের কুফরিকে আরো বৃদ্ধি করেছে। এরা মহানবী ﷺ-এর নবুয়তের পূর্বে তাঁর রেসালাতের স্বীকৃতি প্রদান করতো, এরপর তাঁকে ও কুরআনকে অস্বীকার করে ওয়াদা ভঙ্গ করে, তাঁর অপবাদ দিয়ে এবং তাঁর সাথে শত্রুতা করে উত্তরোত্তর তাদের কুফরিকে বৃদ্ধি করেছে, ফলে আল্লাহ তা'আলা তাদের এসব অপকর্ম প্রকাশ করে দিয়ে উক্ত আয়াত অবতীর্ণ করেন। –[কাশশাফ]

অথবা অত্র আয়াতটি মুরতাদদের সম্পর্কে অবতীর্ণ হয়, যারা ইসলাম ত্যাগ করে মক্কায় গিয়ে আশ্রয় গ্রহণ করে, এবং বলে বেড়াতো যে, আমরা হযরত মুহাম্মদ ﷺ-এর মৃত্যুর অপেক্ষা করছি, এমনকি তারা সিদ্ধান্ত নেয় আমরা মদিনায় গিয়ে মুখে মুখে তওবা করব এবং অন্তরে মুনাফেকি গোপন রাখব, তখন আল্লাহ তা'আলা তাদের স্বরূপ প্রকাশ করে দিয়ে উক্ত আয়াত নাজিল করেন। –[কাশশাফ]

ইসলামই মুক্তির পথ : ইসলামের শাব্দিক অর্থ আনুগত্য করা। পরিভাষায় : একটি বিশেষ ধর্মের আনুগত্য করার নাম ইসলাম, যা আল্লাহ তা'আলা পয়গম্বরগণের মাধ্যমে মানবজাতির হেদায়েতের জন্য প্রেরণ করেছেন। কেননা সব পয়গম্বরের শরিয়তে ধর্মের মূলনীতি এক ও অভিন্ন।

অতঃপর ইসলাম শব্দটি কখনো উপরিউক্ত ব্যাপক অর্থে ব্যবহৃত হয় এবং কখনো শুধু সর্বশেষ শরিয়তের অর্থে ব্যবহৃত হয়, যা শেষ নবী ﷺ-এর প্রতি অবতীর্ণ হয়েছে। কুরআনে উভয় প্রকার ব্যবহারই বিদ্যমান। পূর্ববর্তী পয়গম্বরগণ নিজেকে 'মুসলিম' এবং নিজ নিজ উম্মতকে 'উম্মতে মুসলিমাহ' বলেছেন– একথাও কুরআন থেকেই প্রমাণিত। শেষনবী ﷺ-এর উম্মতেক বিশেষভাবে 'মুসলিম' বলাও কুরআনেই উল্লিখিত রয়েছে। هُوَ سَمَّاكُمُ الْمُسْلِمِينَ مِن قَبْلُ وَفِي هَٰذَا

মোটকথা, যে কোনো পয়গম্বর যে কোনো খোদায়ী ধর্ম নিয়ে জগতে আগমন করেছেন, তাকেই ইসলাম বলা হয় এবং হযরত মুহাম্মদ ﷺ-এর উম্মতের বিশেষ উপাধি হিসেবেও শব্দটি ব্যবহৃত হয়। এখন প্রশ্ন হয় যে, আলোচ্য আয়াতে ইসলাম শব্দ দ্বারা কোন অর্থ বুঝানো হয়েছে?

বিশুদ্ধ অভিমত এই যে, যে কোনো অর্থই বুঝানো হোক, পরিণামের দিক দিয়ে তাতে কোনো পার্থক্য হয় না। কেননা পূর্ববর্তী পয়গম্বরগণের ইসলাম একটি সীমিত শ্রেণির জন্য এবং বিশেষ জমানার জন্য ছিল। ঐ শ্রেণির উম্মত ছাড়া অন্যদের জন্য তখনও সেই ইসলাম গ্রহণযোগ্য ছিল না। সেই নবীর পর যখন অন্য নবী প্রেরিত হন, তখন সে ইসলামও বিদায় নেয়। নতুন নবী যা নিয়ে আগমন করতেন, তাই হতো তখনকার ইসলাম। এতে অবশ্য মৌলিক কোনো পরিবর্তন হতো না, শুধু শাখাগত বিধি-বিধান ভিন্ন হতো। শেষনবী হযরত মুহাম্মদ ﷺ-কে যে ইসলাম দেওয়া হয়েছে, তা অপরিবর্তনীয় এবং কিয়ামত পর্যন্ত স্থায়ী থাকবে। উল্লিখিত নীতি অনুযায়ী তাঁর আবির্ভাবের পর পূর্ববর্তী সব ধর্ম রহিত হয়ে গেছে। এখন পূর্বেকার ইসলাম আর ইসলাম নয়; বরং হুজুর ﷺ-এর মাধ্যমে যা পৃথিবীতে পৌঁছেছে, তাই হলো ইসলাম। এ কারণেই বিভিন্ন সহীহ হাদীসে মহানবী ﷺ বলেছেন, আজ যদি হযরত মূসা (আ.) জীবিত থাকতেন, তবে তাঁর পক্ষেও আমার অনুসরণ ছাড়া গত্যন্তর ছিল না। অন্য এক হাদীসে বলেন কিয়ামতের নিকটবর্তী সময়ে হযরত ঈসা (আ.) যখন অবতরণ করবেন, তখন নবুয়তের পদে সমাসীন থাকা সত্ত্বেও তিনি আমার শরিয়তেরই অনুসরণ করবেন।

অতএব এ আয়াতে ইসলামের যে কোনো অর্থই নেওয়া হোক, পরিণাম উভয়েরই এক। অর্থাৎ, শেষ নবীর আবির্ভাবের পর একমাত্র তাঁর আনীত ধর্মকেই ইসলাম বলা হবে। এ ধর্মই বিশ্ববাসীর মুক্তির উপায়। আলোচ্য আয়াতে এ ধর্ম সম্পর্কেই বলা হয়েছে যে, কোনো ব্যক্তি যদি ইসলাম ছাড়া অন্য ধর্ম অবলম্বন করে, তবে আল্লাহর কাছে তা গ্রহণীয় নয়।

একটি সন্দেহের অপনোদন : كَيْفَ يَهْدِي اللَّهُ এ আয়াত থেকে বাহ্যতঃ সন্দেহ হয় যে, ধর্মত্যাগী হওয়ার পর কেউ হেদায়েত পায় না। অথচ বাস্তব ঘটনা এর বিপরীত। কেননা অনেক লোক ধর্মত্যাগী হওয়ার পরেও ঈমান এনে হেদায়েত প্রাপ্ত হয়ে যায়।

উত্তর এই যে, আয়াতে হেদায়েতের সম্ভাবনা নাকচ করা হয়েছে ঠিকই, কিন্তু আমাদের বাচনভঙ্গিতে এর উদাহরণ, যেন কোনো বিচারক নিজ হাতে কোনো দুষ্কৃতকারীকে শাস্তি দিলেন। দুষ্কৃতকারী বলতে লাগল : বিচারক নিজ হাতে আমাকে মর্যাদা দান করেছেন। এর উত্তরে বিচারক বললেন: এমন দূরাচারকে আমি কেন মর্যাদা দান করতে যাব? অর্থাৎ, এটা মর্যাদা দানের ব্যাপারই নয়। অর্থ এই নয় যে, এ ব্যক্তি শিষ্টতা অবলম্বন করার পরেও মর্যাদাপ্রাপ্তির যোগ্য হতে পারে না। –[বয়ানুল কুরআন]

https://e-ilm.weebly.com/

কাফেরদের শ্রেণিবিভাগ : মুফাসসিরীনে কেরাম অবিশ্বাসীদেরকে তিনভাগে ভাগ করেছেন–

১. যে সব অবিশ্বাসী অনুতপ্ত চিত্তে ক্ষমা প্রার্থনা করে, হযরত রাসূল ﷺ-এর প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করে সত্য ধর্ম গ্রহণ করে, তারা বিশ্বাসীদের ন্যায় ইহকালে আল্লাহ তা'আলার অনুগ্রহ লাভ করবে এবং পরকালে মুক্তিপ্রাপ্ত হবে।

২. যে সকল অবিশ্বাসী যারা হুজুর ﷺ-এর প্রতি বিশ্বাস স্থাপন ও সত্য ধর্ম গ্রহণ করার পর পুনরায় অবিশ্বাসী হয়ে পুনঃ পুনঃ আল্লাহ ও তদীয় রাসূলের বিরোধিতা করে কুফরি বৃদ্ধি করে। তাদের প্রার্থনা কখনো গৃহীত হবে না, তাদের জন্য রয়েছে কঠিন শাস্তি।

৩. এই স্তরে ঐ সমস্ত কাফের যারা সারা জীবন পাপ করে তার ক্ষমা প্রার্থনা ও তওবা ব্যতীত মৃত্যুমুখে পতিত হবে, তারা কঠিন শাস্তির সম্মুখীন হবে। কেউ তাদের সাহায্যে এগিয়ে আসবে না।

قَوْلُهُ لَنْ يُّقْبَلَ مِنْ اَحَدِهِمْ مِّلْءُ الْاَرْضِ ذَهَبًا : এই আয়াত দ্বারা বুঝা যায় যে, দুনিয়াতে যেরূপ টাকা পয়সা দিয়ে শাস্তি থেকে মুক্তি পাওয়া যায়, পরকালে কিন্তু এরূপ কোনো সুযোগ নেই। অসংখ্য সোনা-চাঁদী প্রদান করে মুক্তি পেতে চাইলেও তা কোনো কাজে আসবে না, যেমনটি অন্য আয়াতে রয়েছে– يَوْمَ لَا يَنْفَعُ مَالٌ وَّلَا بَنُوْنَ الخ

لَنْ تُقْبَلَ تَوْبَتُهُمْ ও اِلَّا الَّذِيْنَ تَابُوْا এর মধ্যকার تعارض বা দ্বন্দ্বের সমাধান : ৯০ নং আয়াতে لَنْ تُقْبَلَ تَوْبَتُهُمْ দ্বারা বুঝা যায় যে, মুরতাদদের তওবা গৃহীত হবে না, পক্ষান্তরে ৮৯ নং আয়াত اِلَّا الَّذِيْنَ تَابُوْا প্রমাণ করে যে, মুরতাদদের তওবা গৃহীত হবে. উভয়ের সমাধান নিম্নরূপ :

অর্থাৎ মুরতাদ তৎক্ষণাৎ তওবা না করে যদি মৃত্যুর চিহ্ন প্রকাশের পর তওবা করে, তবে তার তওবা গৃহীত হবে না, অথবা মুরতাদ লোক দেখানো ভাবে তওবা করলে তাও কবুল হবে না। কেননা তার অন্তরে কুফরি রয়ে গেছে।

এছাড়া একনিষ্ঠভাবে মৃত্যুর চিহ্ন প্রকাশ পাওয়ার পূর্বে যদি তওবা করে তবে তার তওবা কবুল হবে যা ৯০ নং আয়াতে উল্লেখ রয়েছে। অতএব উভয়ের মাঝে কোনোরূপ মতদ্বৈততা নেই।

কাফেরদের জন্য তিনটি শাস্তির ঘোষণা : কাফেরদের জন্য তিনটি শাস্তির ঘোষণা দেওয়া হয়েছে, সেগুলো হলো–

১. পৃথিবী পরিপূর্ণ স্বর্ণ প্রদান করলেও তা কবুল হবে না। যেমন আল্লাহ বলেন– فَلَنْ يُّقْبَلَ مِنْ اَحَدِهِمْ مِّلْءُ الْاَرْضِ ذَهَبًا

২. তাদের জন্য রয়েছে কষ্টদায়ক শাস্তি যেমন আয়াতে রয়েছে– وَلَهُمْ عَذَابٌ اَلِيْمٌ

৩. এই শাস্তি হতে তাদেরকে রক্ষাকারী, বা সাহায্যকারী থাকবেনা। যেরূপ আল্লাহ বলেন– وَمَا لَهُمْ مِّنْ نّٰصِرِيْنَ

শব্দ বিশ্লেষণ

جَاءَ : সীগাহ واحد مذكر غائب বহছ ماضى معروف বাব ضَرَبَ মাসদার اَلْمَجِيْئَةُ মূলবর্ণ (ج ـ ى ـ ء) জিনস মুরাক্কাব مهموز لام ও اجوف يائى অর্থ– সে এসেছে।

تَابُوْا : সীগাহ جمع مذكر غائب বহছ ماضى معروف বাব نَصَرَ মাসদার اَلتَّوْبَةُ মূলবর্ণ (ت ـ و ـ ب) জিনস اجوف واوى অর্থ– তারা তওবা করল।

اِزْدَادُوْا : সীগাহ جمع مذكر غائب বহছ ماضى معروف বাব اِفْتِعَالٌ মাসদার اَلْاِزْدِيَادُ মূলবর্ণ (ز ـ ى ـ د) জিনসে اجوف يائى অর্থ– তারা বৃদ্ধি পেয়েছে।

مَاتُوْا : সীগাহ جمع مذكر غائب বহছ ماضى معروف বাব نَصَرَ মাসদার اَلْمَوْتُ মূলবর্ণ (م ـ و ـ ت) জিনস اجوف واوى অর্থ– তারা মৃত্যুবরণ করল।

اِفْتَدٰى : সীগাহ واحد مذكر غائب বহছ ماضى معروف বাব اِفْتِعَالٌ মাসদার اَلْاِفْتِدَاءُ মূলবর্ণ (ف ـ د ـ ى) জিনস ناقص يائى অর্থ– সে ফিদিয়া প্রদান করল।

বাক্য বিশ্লেষণ

قوله اِنَّ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا بَعْدَ اِيْمَانِهِمْ ثُمَّ ازْدَادُوْا كُفْرًا لَّنْ تُقْبَلَ تَوْبَتُهُمْ : এখানে اِنَّ হরফে মুশাব্বাহ বিলফে'ল اَلَّذِيْنَ ইসমে মাওসূল كَفَرُوْا ফে'ল যমীর هُوَ ফা'য়েল بَعْدَ মুযাফ اِيْمَانِهِمْ মুযাফ ও মুযাফ ইলাইহি মিলে পুনরায় মুযাফ ইলাইহি হলো. এবার بَعْدَ مضاف ও مضاف اليه মিলে ظرف متعلق হলো . فاعل ও فعل মিলে متعلق জমলা فعلية হয়ে معطوف عليه হয়েছে ثُمَّ হরফে আতফ اِزْدَادُوْا ফে'ল যমীরে هُمْ ফা'য়েল كُفْرًا মাফউল فعل ও فاعل ـ مفعول মিলে جملة فعلية হয়ে معطوف হলো, معطوف عليه ও معطوف মিলে ان এর اسم হলো। এরপর لَنْ تُقْبَلَ ফে'ল تَوْبَتُهُمْ মুযাফ ও মুযাফ ইলাইহি মিলে نائب فاعل হলো। فعل ও نائب فاعل মিলে جملة فعلية হয়ে اِنَّ এর خبر হলো। সুতরাং اِنَّ তার اسم ও خبر মিলে جملة اسمية হলো।

https://e-ilm.weebly.com/

https://e-ilm.weebly.com/

অনুবাদ : (৯৭) তাতে প্রকাশ্য নিদর্শনসমূহ বিদ্যমান, তন্মধ্যে মাকামে ইবরাহীম একটি, আর যে ব্যক্তি উক্ত গৃহে প্রবেশ করে, সে নিরাপদ হয়ে যায়, আর মানুষের দায়িত্ব [ফরজ] আল্লাহর উদ্দেশ্যে এই গৃহের হজ করা অর্থাৎ সেই ব্যক্তির জন্য, যে ঐ ঘর পর্যন্ত যাতায়াতের ব্যয়ভার বহনে সক্ষম। আর যে ব্যক্তি অমান্যকারী হয়, তবে নিশ্চয়, আল্লাহ সমস্ত বিশ্ববাসী হতে বে-নিয়াজ।	فِيهِ اٰيٰتٌ بَيِّنٰتٌ مَّقَامُ اِبْرٰهِيْمَ ۚ وَمَنْ دَخَلَهٗ كَانَ اٰمِنًا ۗ وَلِلّٰهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ اِلَيْهِ سَبِيْلًا ۗ وَمَنْ كَفَرَ فَاِنَّ اللّٰهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعٰلَمِيْنَ ﴿٩٧﴾
(৯৮) আপনি বলে দিন, হে আহলে কিতাব! তোমরা কেন অমান্য করছ আল্লাহর বিধানসমূহ? অথচ আল্লাহ তোমাদের যাবতীয় কাজের খবর রাখেন।	قُلْ يٰٓاَهْلَ الْكِتٰبِ لِمَ تَكْفُرُوْنَ بِاٰيٰتِ اللّٰهِ ۖ وَاللّٰهُ شَهِيْدٌ عَلٰى مَا تَعْمَلُوْنَ ﴿٩٨﴾
(৯৯) আপনি বলুন, হে আহলে কিতব! কেন ভ্রষ্ট কর আল্লাহর পথ হতে এমন ব্যক্তিকে যে ঈমান এনেছে? এভাবে যে উক্ত পথের জন্য বক্রতা অন্বেষণ কর, অথচ তোমরা নিজেরাও অবগত আছ, আর আল্লাহ তোমাদের কর্ম সম্বন্ধে বে-খবর নন।	قُلْ يٰٓاَهْلَ الْكِتٰبِ لِمَ تَصُدُّوْنَ عَنْ سَبِيْلِ اللّٰهِ مَنْ اٰمَنَ تَبْغُوْنَهَا عِوَجًا وَّاَنْتُمْ شُهَدَآءُ ۗ وَمَا اللّٰهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُوْنَ ﴿٩٩﴾
(১০০) হে ঈমানদারগণ! যদি তোমরা তাদের কোনো সম্প্রদায়ের কথা মান্য কর, যাদেরকে কিতাব প্রদত্ত হয়েছে, তবে তারা তোমাদের ঈমান আনয়নের পর– তোমাদেরকে কাফের বানিয়ে দিবে।	يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْٓا اِنْ تُطِيْعُوْا فَرِيْقًا مِّنَ الَّذِيْنَ اُوْتُوا الْكِتٰبَ يَرُدُّوْكُمْ بَعْدَ اِيْمَانِكُمْ كٰفِرِيْنَ ﴿١٠٠﴾

শাব্দিক অনুবাদ

(৯৭) فِيهِ اٰيٰتٌ بَيِّنٰتٌ তাতে প্রকাশ্য নিদর্শনসমূহ বিদ্যমান مَّقَامُ اِبْرٰهِيْمَ তন্মধ্যে মাকামে ইবরাহীম একটি وَمَنْ دَخَلَهٗ كَانَ اٰمِنًا আর যে ব্যক্তি উক্ত গৃহে প্রবেশ করে, সে নিরাপদ হয়ে যায় وَلِلّٰهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ আর মানুষের দায়িত্ব [ফরজ] আল্লাহর উদ্দেশ্যে এই গৃহের হজ করা অর্থাৎ সেই ব্যক্তির জন্য مَنِ اسْتَطَاعَ اِلَيْهِ سَبِيْلًا যে ঐ ঘর পর্যন্ত যাতায়াতের ব্যয়ভার বহনে সক্ষম। وَمَنْ كَفَرَ আর যে ব্যক্তি অমান্যকারী হয় فَاِنَّ اللّٰهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعٰلَمِيْنَ তবে নিশ্চয়, আল্লাহ সমস্ত বিশ্ববাসী হতে বে-নিয়াজ।

(৯৮) قُلْ আপনি বলে দিন يٰٓاَهْلَ الْكِتٰبِ হে আহলে কিতাব! لِمَ تَكْفُرُوْنَ তোমরা কেন অমান্য করছ بِاٰيٰتِ اللّٰهِ আল্লাহর বিধানসমূহ? وَاللّٰهُ شَهِيْدٌ عَلٰى مَا تَعْمَلُوْنَ অথচ আল্লাহ তোমাদের যাবতীয় কাজের খবর রাখেন।

(৯৯) قُلْ আপনি বলুন يٰٓاَهْلَ الْكِتٰبِ হে আহলে কিতব! لِمَ تَصُدُّوْنَ عَنْ سَبِيْلِ اللّٰهِ কেন ভ্রষ্ট কর আল্লাহর পথ হতে مَنْ اٰمَنَ এমন ব্যক্তিকে যে ঈমান এনেছে? تَبْغُوْنَهَا عِوَجًا এভাবে যে উক্ত পথের জন্য বক্রতা অন্বেষণ কর, وَّاَنْتُمْ شُهَدَآءُ অথচ তোমরা নিজেরাও অবগত আছ, وَمَا اللّٰهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُوْنَ আর আল্লাহ তোমাদের কর্ম সম্বন্ধে বে-খবর নন।

(১০০) يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْٓا হে ঈমানদারগণ! اِنْ تُطِيْعُوْا فَرِيْقًا যদি তোমরা তাদের কোনো সম্প্রদায়ের কথা মান্য কর مِّنَ الَّذِيْنَ اُوْتُوا الْكِتٰبَ যাদেরকে কিতাব প্রদত্ত হয়েছে يَرُدُّوْكُمْ তবে তারা তোমাদেবকে বানিয়ে দিবে بَعْدَ اِيْمَانِكُمْ তোমাদের ঈমান আনয়নের পর– كٰفِرِيْنَ কাফের

https://e-ilm.weebly.com/

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

(৯৩) قوله كُلُّ الطَّعَامِ كَانَ حِلًّا لِّبَنِي إِسْرَائِيلَ الخ **আয়াতের শানে নুযুল** : অত্র আয়াতটি ইহুদিদের মিথ্যা দাবি খণ্ডনের লক্ষ্যে অবতীর্ণ হয়। ঘটনা হলো ইহুদিগণ রাসূল ﷺ ও মুসলমানদের বিরুদ্ধে এ দাবি উত্থাপন করল যে, তোমরা বাস্তবে হযরত ইবরাহীম (আ.)-এর অনুসারী নয়, কেননা হযরত ইবরাহীম (আ.) ও তাঁর বংশধরদের উপর এমন কিছু বস্তু হারাম ছিল যা তোমরা হারাম মনে করো না। যেমন– উটের গোশত এবং উটের দুধ। তখন মহান আল্লাহ উক্ত আয়াত নাজিল করে তাদের মিথ্যা দাবিকে খণ্ডন করেন। এতে বলা হয়েছে যে, হযরত ইবরাহীম (আ.) সহ সকল নবীর জন্য খাদ্য-সামগ্রী সবই হালাল ছিল। শুধু হযরত ইয়াকূব (আ.) নিজস্ব একটা রোগের কারণে উটের গোশত ও দুধ নিজের উপর হারাম করে নিয়েছেন। –[তাফসীর রূহুল মা'আনী]

(৯৬) قوله إِنَّ أَوَّلَ بَيْتٍ وُضِعَ لِلنَّاسِ الخ **আয়াতের শানে নুযূল** : বর্ণিত আছে যে, কেবলা পরিবর্তনের পর ইহুদিরা মুসলমানের উপর অভিযোগ উত্থাপন করল যে, হযরত ইবরাহীম (আ.) জন্মভূমি ইরাক ত্যাগ করে সিরিয়া হিজরত করে তথায় মৃত্যু পর্যন্ত অবস্থান করেন। তথায় অনেক নবী প্রেরিত হয়েছিলেন এবং সকলের কেবলা ছিল সিরিয়া বা 'বায়তুল মুকাদ্দাস' তোমরা আরবের মুসলমানরা বায়তুল মুকাদ্দাসের পরিবর্তে কা'বাকে কেবলা নির্ধারণ করেছ, অথচ মুখে হযরত ইবরাহীম (আ.)-এর ধর্মের অনুসারী হওয়ার দাবি করছ। অধিকন্তু বায়তুল মুকাদ্দাস কা'বার পূর্বে নির্মিত হয়েছে। এটাই হাশরের স্থান, কাজেই কেবলা পরিবর্তন অবান্তর বৈ কিছু নয়, তখন মহান আল্লাহ উক্ত আয়াত অবতীর্ণ করে তাদের দাবিকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করেন।

(১০০) قوله يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنْ تُطِيعُوا فَرِيقًا الخ **আয়াতের শানে নুযূল** : বর্ণিত আছে যে, অত্র আয়াতটি 'সাম্মাস ইবনে কায়স' নামক জনৈক ইহুদি সম্পর্কে অবতীর্ণ হয়। সে মুসলমানদের প্রতি অত্যন্ত হিংসাপরায়ণ ছিল।

ঘটনাটি হলো, সে একবার এক মজলিসে আউস ও খাযরাজ গোত্র দু'টির লোকজনকে বন্ধুত্বপূর্ণ পরিবেশে একত্রিত দেখে হিংসায় জ্বলে উঠল এবং তাদের মধ্যে কলহ সৃষ্টির ফন্দি আঁটল। তার ষড়যন্ত্র অনুযায়ী জনৈক ব্যক্তি তাদের মজলিসে পৌঁছে তাদের পূর্বতম যুদ্ধসমূহের গৌরবগাথা কাহিনী আবৃত্তি করতে লাগল, ফলে তাদের উভয় গোত্রের মাঝে যুদ্ধের আগুন জ্বলে উঠল এবং পরস্পরের মাঝে সংঘর্ষের সম্ভাবনা সৃষ্টি হয়ে গেল, দেখতে দেখতে যুদ্ধের দিন তারিখও ঠিক হয়ে গেল। এ সংবাদ শুনে রাসূল ﷺ তৎক্ষণাৎ সেখানে পৌঁছে বললেন, একি মূর্খতা! আমার জীবদ্দশায় মুসলমান হয়ে পরস্পর বন্ধু ভাবাপন্ন হওয়ার পর তোমরা একি করছ? তোমরা কি এই অবস্থায়ই কুফরের দিকে ফিরে যেতে চাও? এতে উভয়পক্ষের চৈতন্য ফিরে এলো, তারা বুঝতে পারল যে এটা ছিল শয়তানের প্ররোচনা। এরপর সবাই একে অপরকে বুকে জড়িয়ে ধরে কাঁদাকাঁদি করল এবং তওবা করল। এ ঘটনা সম্পর্কেই আলোচ্য আয়াতটি অবতীর্ণ হয়। –[আসবাবুন নুযূল নাসাপুরী]

আলোচ্য আয়াত ও সাহাবায়ে কেরামের কর্ম প্রেরণা : সাহাবায়ে কেরাম ছিলেন কুরআনি নির্দেশের প্রথম সম্বোধিত ব্যক্তি এবং রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর প্রত্যক্ষ সঙ্গী। কুরআনি নির্দেশ পালনের জন্য তাঁরা ছিলেন উন্মুখ। আলোচ্য আয়াত অবতীর্ণ হওয়ার পর তাঁরা প্রত্যেকেই নিজ নিজ সহায়-সম্পত্তির প্রতি লক্ষ্য করলেন যে, কোনটি তাঁদের নিকট সর্বাপেক্ষা প্রিয়। এরপর আল্লাহর পথে তা ব্যয় করার জন্য তাঁরা রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর কাছে আবেদন করতে লাগলেন। মদিনার আনসারগণের মধ্যে সর্বাপেক্ষা ধনী ছিলেন হযরত আবূ তালহা (রা.)। মসজিদে নববী সংলগ্ন বিপরীত দিকে তাঁর একটি বাগানে 'বায়রুহা' নামে একটি কূপ ছিল। বর্তমানে বাগানের স্থলে বাবে মজীদীর সামনে 'আস্তফা-মনজিল' নামে একটি দালান অবস্থিত রয়েছে। এতে মদিনা জিয়ারতকারী হাজীগণ অবস্থান করেন। এর উত্তর পূর্ব কোণে "বায়রুহা" কূপটি অদ্যাবধি স্বনামে বিদ্যমান রয়েছে। রাসূলুল্লাহ ﷺ মাঝে মাঝে এ বাগানে পদার্পণ করতেন এবং বায়রুহা কূপের পানি পান করতেন। এ কূপের পানি পছন্দও করতেন। হযরত আবূ তালহা (রা.)-এর এ বাগান অত্যন্ত মূল্যবান, উর্বর এবং তাঁর বিষয়-সম্পত্তির মধ্যে সর্বাপেক্ষা প্রিয় ছিল। আলোচ্য আয়াত অবতীর্ণ হওয়ার পর তিনি রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর খেদমতে হাজির হয়ে আরজ করলেন : আমার সব সম্পত্তির মধ্যে বায়রুহা আমার কাছে সর্বাপেক্ষা প্রিয় আমি এটি আল্লাহর পথে ব্যয় করতে চাই; আপনি যে কাজে পছন্দ করেন, এটি তাতেই খরচ করুন, হুজুর ﷺ বলেন, বিরাট মুনাফার এ বাগানটি আমার মতে আপনি স্বীয় আত্মীয়-স্বজনের মধ্যে বণ্টন করে দিন। হযরত আবূ তালহা (রা.) এ পরামর্শ শিরোধার্য করে বাগানটি স্বীয়-আত্মীয় স্বজন ও চাচাতো ভাইদের মধ্যে বণ্টন করে দেন; –[বুখারী ও মুসলিম]

এ হাদীস থেকে জানা গেল যে, শুধু ফকির-মিসকিনকে দিলেই পুণ্য হয় না– পরিবার-পরিজন ও আত্মীয়-স্বজনকে দান করাও বিরাট পুণ্য ও ছওয়াবের কাজ।

https://e-ilm.weebly.com/

হযরত যায়েদ ইবনে হারিসা (রা.) তাঁর আরোহণের প্রিয় ঘোড়াটি নিয়ে উপস্থিত হন এবং আরজ করেন, আমার সম্পত্তির মধ্যে এটি আমার নিকট সর্বাপেক্ষা প্রিয়। একে আল্লাহর পথে উৎসর্গ করতে চাই। মহানবী (সা.) তাঁর ঘোড়াটি গ্রহণ করে তাঁরই পুত্র উসামাকে দান করলেন। দান করা বস্তু স্বগৃহে ফিরে যেতে দেখে যায়েদ ইবনে হারিসা কিছুটা মনঃক্ষুণ্ন হলেন। কিন্তু মহানবী ﷺ তাঁকে সান্ত্বনা দিয়ে বললেন, তোমার দান গৃহীত হয়েছে। –[তাফসীরে মাযহারী, ইবনে জারীর, তাবারানী।]

اَلْبِرُّ : এর অর্থ : بِرٌّ একবচন, বহুবচন أَبْرَارٌ এর দ্বারা পুণ্যকর্ম ও কল্যাণকে বুঝানো হয়েছে। যেমন অন্য আয়াতে রয়েছে। إِنَّ الْأَبْرَارَ لَفِي نَعِيمٍ وَإِنَّ الْفُجَّارَ لَفِي جَحِيمٍ

কারো মতে এখানে بِرٌّ দ্বারা জান্নাত বুঝানো হয়েছে।

এছাড়া بِرٌّ এর শব্দটি অন্যের হক পূর্ণরূপে আদায় করা অর্থেও আসে, যেভাবে قُرْآنٌ এ এসেছে, وَبِرُّ الْوَالِدَيْنِ এবং وَبَرًّا بِوَالِدَيْهِ অর্থাৎ ঐ ব্যক্তি যে পিতা-মাতার হক পরিপূর্ণরূপে আদায় করে। –[মা'আরেফুল কুরআন]

হালালকে হারাম করা বৈধ কি না : সমস্ত ওলামায়ে কেরাম সর্বসম্মত এ কথার উপর যে, হালালকে হারাম করা জায়েজ নেই। অথচ দেখা যায়, হযরত ইয়াকূব (আ.) নিজের উপর কিছু বস্তু হারাম করে নিয়েছিলেন।

ঘটনা এরূপ, ইসরাঈল তথা হযরত ইয়াকূব (আ.) عِرْقُ النَّسَاءِ (ইরকুন নাসা) নামক এক রোগে আক্রান্ত হন। ফলে তিনি মানত করেন যে, 'যদি মহান আল্লাহ আমাকে এই কঠিন ব্যাধি থেকে আরোগ্য দান করেন। তবে আমার সবচেয়ে প্রিয় খাদ্য উটের গোশত ও দুধ খাব না।' এরপর তিনি রোগ মুক্তি হয়ে যাওয়ার পর উক্ত খাদ্যদ্বয় পরিত্যাগ করেন। মানতের কারণে যে উটের গোশত হারাম হয়েছিল তা ওহীর নির্দেশে বনী ইসরাঈলের জন্য পরবর্তীকালেও অব্যাহত ছিল।

এতে বুঝা গেল যে, তাদের শরিয়তে মানতের কারণে হালাল বস্তুও হারাম হয়ে যেত। আর আমাদের শরিয়তে মানতের কারণে জায়েজ কাজ ওয়াজিব হয়ে যায়। কিন্তু মান্নত ও শপথ করে হালালকে হারাম করা যায় না, কেউ যদি এরূপ করে তবে সে কাফফারা দিয়ে শপথ ভেঙ্গে ফেলবে। কেননা আল্লাহ বলেন– لِمَ تُحَرِّمُ مَا أَحَلَّ اللّٰهُ لَكَ

ইসরাঈল কে? ইনি ইবরাহীম আলাইহিস সালামের দ্বিতীয় পুত্র ইসহাক আলাইহিস সালামের ছেলে। তার নাম হলো ইয়াকূব আর উপাধি হলো إِسْرَائِيلُ এটি সুরিয়ানী ভাষার শব্দ إِسْرَا অর্থ– عَبْدٌ আর إِيْلُ অর্থ– اَللّٰهُ অতএব إِسْرَائِيلُ অর্থ– عَبْدُ اللّٰهِ বা আল্লাহর বান্দা, তিনি এই নামেই সর্বাধিক পরিচিতি লাভ করেছেন। তাঁর বার জন সন্তান ছিল। হযরত ইউসুফ (আ.) এদেরই সর্বকনিষ্ঠ। এই ১২ জনের বংশধরগণকেই বনী ইসরাঈল বলা হয়।

"আল্লাহ সত্য বলেছেন" এর ব্যাখ্যা :

১. এই খাদ্য ইসরাঈল ও তাঁর সন্তানদের জন্য হারাম ছিল, অথচ তা পূর্বে হারাম ছিল না, এটাই আল্লাহ সত্য বলেছেন।

২. অথবা এই কথাটি সত্য বলেছেন যে, উটের গোশত ও দুধ হযরত ইবরাহীমের জন্য হালাল ছিল। কিন্তু ইসরাঈল নিজে নিজের উপর হারাম করে নিয়েছেন।

৩. অথবা আল্লাহ সত্য বলেছেন যে, যে সকল খাদ্য দ্রব্য বনী ইসরাঈলের জন্য বৈধ ছিল, ইহুদিদের দুষ্কর্মের জন্য সেখান হতে কিছু খাদ্য হারাম করা হয়েছে। যেমন অন্য আয়াতে রয়েছে وَعَلَى الَّذِينَ هَادُوا حَرَّمْنَا كُلَّ ذِي ظُفُرٍ আর ইসরাঈল নিজে নিজের উপর কিছু হারাম করেছেন, যা তার বংশধরদের জন্যও হারাম করা হয়েছিল।

بَكَّةُ ও مَكَّةُ এর অর্থ : কাশশাফ গ্রন্থকার বলেন– مَكَّةُ ও بَكَّةُ উভয় একটি। তবে দু' লুগাতে ব্যবহৃত হয়েছে। এভাবে আরবি ভাষায় মীম এর স্থলে বা এবং بَاءٌ এর স্থলে مِيْم ব্যবহার করা হয়, যেমন– نَبِيْط এর স্থলে نَمِيْط উভয় একটি স্থানের নাম। এবং مُغْبَطَةٌ ও مُغْمَطَةٌ উভয়ের অর্থ সর্বক্ষণ।

কেউ বলেন مَكَّةُ হলো শহর, আর بَكَّةُ হলো মসজিদের স্থান।

কারো মতে مَكَّةُ শব্দের উৎপত্তি بَكَّةُ হতে এর অর্থ হলো ভীড়। কেননা এ স্থানে সব সময় মানুষের ভীড় লেগে থাকে।

কিছু সংখ্যক বলেন– مَكَّةُ এর অপর নাম بَكَّةُ এর অর্থ হলো ভেঙ্গে ফেলা, কেননা কা'বা শরীফকে ধ্বংস করার জন্য যে কোনো জালেম এসেছিল তার ঘাঁড় কা'বা ভেঙ্গে দিয়েছিল, তথা তাকে ধ্বংস করে দিয়েছে। –[কাশশাফ]

https://e-ilm.weebly.com/

মাকামে ইবরাহীম কি? مَقَامُ إِبْرَاهِيْم বলতে ঐ পাথরকে বলা হয়, যার উপর দাঁড়িয়ে হযরত ইবরাহীম (আ.) পবিত্র কা'বা ঘর নির্মাণ করেছিলেন। এর উপর হযরত ইবরাহীম (আ.)-এর পদচিহ্ন রয়েছে।

অন্য এক বর্ণনায় রয়েছে যে, হযরত ইবরাহীম (আ.) একদা মক্কায় হযরত হাজেরাকে দেখার জন্য এসেছিলেন, কিন্তু বিবি সারার শপথ অনুযায়ী সেখানে নামতে অস্বীকার করেন। ফলে হযরত ইসমাঈল (আ.)-এর স্ত্রী একটি পাথর নিয়ে আসেন। তিনি তার উপর ডান পা দিয়ে একটু কাত হলে তাঁর মাথার ডান দিকে ধুয়ে দেন। এরপর পাথরকে তাঁর বাম দিকে নিলে তিনি তাঁর বাম পা দিয়ে একটু ঝুঁকলে বাম পার্শ্ব ধুয়ে দেন। ফলে তার উপর হযরত ইবরাহীম (আ.)-এর পদচিহ্ন অঙ্কিত হয়ে যায়। আর তা-ই "মাকামে ইবরাহীম" নামে খ্যাত হয়। –[কাশশাফ]

স্পষ্ট নিদর্শনসমূহ কি কি? মুফাসসিরগণদের মতে এখানে দু'টি দিক রয়েছে

১. একটি বস্তুই অনেকগুলো নিদর্শনের স্থলাভিষিক্ত। আর তা হলো مَقَامُ إِبْرَاهِيْم তথা পাথরটি এতে অনেকগুলো নির্দশনও রয়েছে–
   ক. শক্ত পাথরে পায়ের চিহ্ন থাকা একটি নিদর্শন।
   খ. টাখনু পর্যন্ত ডুবে যাওয়া একটি নিদর্শন।
   গ. কঠিন পাথরে কিছু অংশ নরম হওয়া এবং কিছু অংশ শক্ত থাকা।
   ঘ. অন্যান্য নবীদের ব্যতীত শুধু তাঁর চিহ্ন অবশিষ্ট থাকা।
   ঙ. হযরত ইবরাহীম (আ.)–এর অনেক শত্রু থাকা সত্ত্বেও আল্লাহ হাজার হাজার বৎসর তা অবশিষ্ট রাখলেন।

২. অথবা অনেকগুলো আয়াত দ্বারা উদ্দেশ্য হলো مَقَامُ إِبْرَاهِيْم বা মাকামে ইবরাহীম ও যে তথায় প্রবেশ করবে তার নিরাপত্তা এই দু'টি। কেননা দুইও جَمْع -এর এক প্রকার।

অথবা এ দু'টি বর্ণনা করে অনেকগুলোর প্রতি ইঙ্গিত করেছেন।

কা'বা ঘর কয়বার নির্মিত হয়েছে? : পবিত্র কা'বা ঘর সর্বমোট ১০ বার নির্মাণ করা হয়েছে।

১. সর্বপ্রথম ফেরেশতাগণ আদম ও জমিন সৃষ্টির দু'হাজার বৎসর পূর্বে তৈরি করেছিলেন।
২. হযরত আদম (আ.) নির্মাণ করেছেন।
৩. হযরত আদম (আ.)-এর সন্তান হযরত শীছ (আ.) তৈরি করেছিলেন।
৪. হযরত নূহ (আ.)-এর প্লাবনে এটা ধ্বংস হয়ে গেলে পুনরায় হযরত ইবরাহীম (আ.) তৈরি করেন।
৫. আমালেকা গোত্র।
৬. জুরহুম গোত্র।
৭. কুসাই বিন কেলাব।
৮. কোরাইশগণ।
৯. বিখ্যাত সাহাবী হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে যুবায়ের (রা.)।
১০. সর্বশেষ কুফার গভর্নর হাজ্জাজ বিন ইউসুফ নির্মাণ করেন।

কেউ কেউ তুরস্কের বাদশাহ মুরাদ খানকেও পুনঃ নির্মাতা হিসেবে স্বীকৃতি দেন। তিনি ১৪০ হিজরিতে এ কাজ করেন।

কোনো বিখ্যাত কবি উল্লিখিত ১০জন নির্মাতাকে কবিতার ছন্দে একত্রিত করে বলেন–

مَلَائِكَةُ اللّٰهِ الْكِرَامُ فَآدَمُ * بَنَى بَيْتَ رَبِّ الْعَرْشِ عَشْرًا فَخُذْهُمْ
قُصَيٌّ قُرَيْشٌ قَبْلَ هٰذَيْنِ جُرْهُمٌ * فَشِيْثٌ ثُمَّ اِبْرَاهِيْمُ ثُمَّ عَمَالِقُ
فَعَبْدُ اللّٰهِ بْنُ الزُّبَيْرِ كَذَا اٰخِرٌ * وَبَنٰى حَجَّاجٌ وَهٰذَا مُتَمِّمٌ

কিভাবে কা'বা প্রথম ঘর হলো?

১. হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) হতে বর্ণিত আছে 'কা'বাই সর্বপ্রথম ঘর' যা হযরত নূহ (আ.)-এর তুফানের পর মানুষ তৈরি করেছে।

২. অন্য বর্ণনায় আছে, আসমান জমিন সৃষ্টির সময় পানির উপর সর্বপ্রথম কা'বা ঘরই প্রকাশ পেয়েছে।

https://e-ilm.weebly.com/

৩. কেউ কেউ বলেন, 'কা'বাই সর্বপ্রথম ঘর যা হযরত আদম (আ.) জমিনের উপর নির্মাণ করেছেন।

৪. অন্য বর্ণনায় আছে যে, হযরত আদম (আ.) কে জমিনে নিক্ষেপ করার পর ফেরেশতাগণ বলল, এই ঘর তওয়াফ করুন। কেননা আমরা আপনার পূর্বে দু'হাজার বৎসর পর্যন্ত এ ঘর তওয়াফ করেছি।

৫. বুখারী ও মুসলিমে হযরত আবূ যর (রা.) হতে বর্ণিত আছে, একদা রাসূল ﷺ-কে জিজ্ঞাসা করা হয়েছিল পৃথিবীতে কোন মসজিদ প্রথম তৈরি করা হয়েছে, তিনি বললেন اَلْمَسْجِدُ الْحَرَامُ তথা কা'বা ঘর সর্বপ্রথম তৈরি করা হয়েছে। এর ৪০ বৎসর পর বায়তুল মুকাদ্দাস তৈরি করা হয়েছে। –[কাশশাফ]

কা'বা গৃহের তিনটি বৈশিষ্ট্য : আলোচ্য ৯৭ নং আয়াতে কাবা গৃহের তিনটি বৈশিষ্ট্য ও শ্রেষ্ঠত্ব বর্ণিত হয়েছে। **প্রথমত** এতে আল্লাহর কুদরতের অনেক নিদর্শন রয়েছে। তন্মধ্যে একটি হচ্ছে মাকামে ইবরাহীম।

দ্বিতীয়ত যে ব্যক্তি এতে প্রবেশ করে, সে নিরাপদ ও বিপদমুক্ত হয়ে যায়; কেউ তাকে হত্যা করতে পারে না।

তৃতীয়ত সারা বিশ্বের মুসলমানদের জন্য এতে হজব্রত পালন করা ফরজ; যদি এ গৃহ পর্যন্ত পৌছার শক্তি ও সামর্থ্য থাকে।

কা'বা গৃহ নির্মিত হওয়ার দিন থেকে অদ্যাবধি আল্লাহ তা'আলা এর বরকতে শত্রুর আক্রমণ থেকে মক্কাবাসীদের নিরাপদে রেখেছেন। বাদশাহ আবরাহা বিরাট হস্তীবাহিনীসহ কা'বা গৃহের প্রতি ধাবিত হয়েছিল। আল্লাহ তা'আলা স্বীয় কুদরতে পক্ষীকূলের মাধ্যমে তাদের নিশ্চিহ্ন করে দেন। মক্কার হরমে প্রবেশকারী মানুষ, এমনকি জীবজন্তু পর্যন্ত বিপদমুক্ত হয়ে যায়। জন্তু-জানোয়াররাও এ বিষয়ে সচেতন; এ সীমানায় প্রবেশ করে তারাও নিজেদের নিরাপদ মনে করে। সেখানে বন্য ও হিংস্র জন্তু মানুষ দেখে পালায় না। সাধারণভাবে দেখা যায়, কা'বা গৃহের যে পার্শ্বে বৃষ্টি হয়, সে পার্শ্বস্থিত দেশগুলোতে প্রচুর বারিপাত হয়। আরেকটি বিস্ময়কর নিদর্শন এই যে, প্রতি বছর লক্ষ লক্ষ হাজী সেখানে একত্রিত হয়। তারা জামরাত নামক স্থানে প্রত্যেকেই একেকটি প্রতীক লক্ষ্য করে দৈনিক সাতটি করে কঙ্কর তিন দিন পর্যন্ত নিক্ষেপ করে; যদি এসব কঙ্কর সেখানেই জমা থাকতো, তবে এক বৎসরেই কঙ্করের স্তূপের নিচে জামরাত অদৃশ্য হয়ে যেত এবং কয়েক বৎসরে সেখানে কঙ্করের বিরাট পাহাড় গড়ে উঠত। অথচ হজের তিন দিন অতিবাহিত হওয়ার পর সেখানে কঙ্করের খুব একটা স্তূপ দেখা যায় না। ইতঃস্ততঃ বিক্ষিপ্ত কিছু কঙ্কর দেখা যায় মাত্র। এর কারণ বর্ণনা প্রসঙ্গে হুজুর ﷺ বলেন, ফেরেশতারা এসব কঙ্কর তুলে নেয়। যাদের হজ কোনো কারণে কবুল হয় না, শুধু তাদের কঙ্করই এখানে থেকে যায়। এ কারণেই জামরাত থেকে কঙ্কর তুলে নিক্ষেপ করতে নিষেধ করা হয়েছে। কারণ এগুলো কবুল করা হয়নি। রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর এ উক্তির সত্যতা প্রত্যেকেই নিজ চোখে দেখেন, জামরাতের আশে পাশে সামান্য কঙ্করই দৃষ্টিগোচর হয়। অথচ সেগুলো সেখান থেকে সরানোর বা পরিষ্কার করার কোনো ব্যবস্থা সরকারের পক্ষ থেকেও নেই; জনগণের পক্ষ থেকেও নেই।

এ কারণেই শায়খ জালালুদ্দীন সুয়ূতী (র.) খাসায়েসে কুবরা নামক গ্রন্থে বলেন : রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর কতক মু'জিযা তাঁর ওফাতের পরও দেদীপ্যমান রয়েছে এবং কিয়ামত পর্যন্ত থাকবে; প্রত্যেকেই তা অবলোকন করতে পারে। তন্মধ্যে একটি হচ্ছে পবিত্র কুরআন। সমগ্র বিশ্ব এ অনন্য কিতাবটির সমতুল্য গ্রন্থ রচনা করতে অক্ষম। এ অক্ষমতা যেমন তাঁর জীবদ্দশায় ছিল, তেমনি আজও রয়েছে এবং কিয়মাত পর্যন্ত থাকবে। প্রতি যুগের মুসলমান বিশ্বকে একথা বলে চ্যালেঞ্জ করতে পারে যে, فَأْتُوْا بِسُوْرَةٍ مِّنْ مِّثْلِهٖ কুরআনের সূরার মতো একটি সূরা তৈরি কর দেখি! এমনিভাবে জামরাত সম্পর্কে রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন : এসব জামরাতে নিক্ষিপ্ত কঙ্কর অদৃশ্যভাবে ফেরেশতারা তুলে নেন। যাদের হজ কবুল হয় না, শুধু সেসব হতভাগ্যদের কঙ্করই থেকে যায়। তাঁর এ উক্তির সত্যতা প্রতি যুগেই প্রমাণিত হচ্ছে এবং কিয়ামত পর্যন্ত হবে। নিঃসন্দেহে এটা তাঁর অক্ষয় মু'জিযা এবং কা'বাগৃহ সম্পর্কিত একটি বিরাট নিদর্শন।

মাকামে ইবরাহীম : মাকামে ইবরাহীম কা'বা গৃহের একটি বড় নিদর্শন। এ কারণেই কুরআনে একে স্বতন্ত্রভাবে বর্ণনা করা হয়েছে। মাকামে ইবরাহীম একটি পাথরের নাম। এর উপর দাঁড়িয়েই হযরত ইবরাহীম (আ.) কা'বা গৃহ নির্মাণ করতেন। এক রেওয়ায়েতে বলা হয়েছে যে, নির্মাণের উচ্চতার সাথে সাথে পাথরটিও আপনা-আপনি উঁচু হয়ে যেত এবং নিচে অবতরণের সময় নিচু হয়ে যেত। এ পাথরের গায়ে হযরত ইবরাহীম (আ.)-এর গভীর পদচিহ্ন অদ্যাবধি বিদ্যমান। একটি অচেতন ও জড় পাথরের পক্ষে প্রয়োজনানুসারে উঁচু ও নিচু হওয়া এবং মোমের মতো নরম হয়ে নিজের মধ্যে পদচিহ্ন গ্রহণ করা– এসবই আল্লাহর অপার কুদরতের নিদর্শন এবং এতে কাবা গৃহের শ্রেষ্ঠত্বই প্রমাণিত হয়। এ পাথরটি

https://e-ilm.weebly.com/

কাবা গৃহের নিচে দরজার নিকটে অবস্থিত ছিল। যখন কুরআনে মাকামে ইবরাহীমে নামাজ পড়ার আদেশ অবতীর্ণ হয় وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى; তখন তওয়াফকারীদের সুবিধার্থে পাথরটি সেখান থেকে অপসারিত করে কা'বাগৃহের সামনে সামান্য দূরে যমযম কূপের নিকট স্থাপন করা হয়। একে এ স্থানেই একটি নিরাপদ কক্ষে তালাবদ্ধ রাখা হয়েছিল। কা'বা প্রদক্ষিণের পর দুই রাকাত নামাজ এর পিছনে দাঁড়িয়ে পড়া হয়। অধুনা কক্ষটি সরিয়ে নিয়ে মাকামে ইবরাহীমকে একটি কাঁচ-পাত্রে সংরক্ষিত করে দেওয়া হয়েছে। আসলে এ বিশেষ পাথরটিকেই মাকামে ইবরাহীম বলা হয়। তওয়াফ-পরবর্তী নামাজ এর উপরে অথবা আশেপাশে পড়া উত্তম। কিন্তু শাব্দিক অর্থের দিক দিয়ে মাকামে ইবরাহীম সমগ্র মসজিদে হারামকেও বুঝায়। এ কারণেই ফিকহবিদগণ বলেন : মসজিদে হারামের যে কোনো স্থানে তওয়াফ পরবর্তী নামাজ পড়ে নিলে ওয়াজিব আদায় হয়ে যাবে।

কা'বা গৃহে প্রবেশকারীর নিরাপত্তা : কা'বা গৃহের দ্বিতীয় বৈশিষ্ট্য বর্ণনা প্রসঙ্গে বলা হয়েছে যে, যে ব্যক্তি এতে প্রবেশ করে সে নিরাপদ হয়ে যায়। এ নিরাপত্তা একেতো শরিয়তের আইন হিসেবে– অর্থাৎ আল্লাহ তা'আলার পক্ষ থেকে মানুষের প্রতি নির্দেশ এই যে, যে ব্যক্তি এতে প্রবেশ করে, তাকে কষ্ট দিবে না বা হত্যা করবে না। যদি কেউ হত্যাকাণ্ড করে অথবা অন্য কোনো অপরাধ করে এতে প্রবেশ করে, তবুও তাকে সেখানে শাস্তি দিবে না; বরং তাকে হেরেম থেকে বের হতে বাধ্য করবে। বের হওয়ার পর তাকে শাস্তি দিবে। এভাবে হেরেমে প্রবেশকারী ব্যক্তি শরিয়তের আইন অনুযায়ী নিরাপদ হয়ে যায়।

দ্বিতীয়ত ঃ এ নিরাপত্তা সৃষ্টিগতভাবে। অর্থাৎ আল্লাহ তা'আলা সৃষ্টিগতভাবেই প্রত্যেক জাতি ও সম্প্রদায়ের অন্তরে কা'বা গৃহের প্রতি সম্মান ও শ্রদ্ধাবোধ নিহিত রেখেছেন। ফলে বিস্তর মতবিরোধ সত্ত্বেও তারা সবাই এ বিশ্বাসে একমত যে, কা'বা গৃহে প্রবেশকারী ব্যক্তি যত বড় অপরাধী ও শত্রুই হোক না কেন, কা'বা গৃহের সম্মানের প্রতি লক্ষ্য করে তাকে কিছুই বলা যাবে না; হেরেম শরীফকে সাধারণ কলহ-বিবাদ ও যুদ্ধবিগ্রহ থেকে মুক্ত রাখতে হবে। জাহেলিয়াত যুগের আরব ও তাদের বিভিন্ন গোত্র অসংখ্য পাপাচারে লিপ্ত থাকা সত্ত্বেও কাবা গৃহের সম্মান রক্ষার জন্য প্রাণ উৎসর্গ করতেও কুণ্ঠিত ছিল না। তাদের যুদ্ধপ্রিয়তা ও নিষ্ঠুরতা সমগ্র জগতে প্রসিদ্ধ ছিল। কিন্তু হেরেমের প্রতি সম্মান প্রদর্শন করতে গিয়ে তারা হত্যাকারীকে দেখেও মাথা হেট করে চলে যেত; কিছুই বলত না।

মক্কা বিজয়ের সময় আল্লাহর পক্ষ থেকে হেরেমের অভ্যন্তরে কিছুক্ষণ যুদ্ধের অনুমতি দেওয়া হয়েছিল। এর উদ্দেশ্য ছিল কা'বা গৃহকে পবিত্র করা। বিজয়ের পর হুজুর ﷺ ঘোষণা করেন যে, এ অনুমতি কাবা গৃহকে পবিত্রকরণের উদ্দেশ্যে কয়েক ঘণ্টার জন্য ছিল। এরপর পূর্বের ন্যায় চিরকালের জন্য হেরেমে যুদ্ধবিগ্রহ করা হারাম হয়ে যায়। তিনি আরো বলেন : আমার পূর্বে কারো জন্য হেরেমের অভ্যন্তরে যুদ্ধ করা হালাল ছিল না, আমার পরেও কারো জন্য হালাল নয়। আমাকেও মাত্র কয়েক ঘণ্টার জন্য অনুমতি দেওয়া হয়েছিল, পরে আবার হারাম করে দেওয়া হয়েছে।

রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর পর হাজ্জাজ ইবনে ইউসুফ হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে যুবায়েরের বিরুদ্ধে মক্কায় সৈন্যাভিযান এবং হত্যা ও লুটতরাজ করেছিল। এতে কা'বাগৃহের সাধারণ নিরাপত্তা আইন এতটুকুও ক্ষুণ্ন হয়নি। কেননা মুসলিম সম্প্রদায়ের ইজমা তথা সর্ব সম্মতিক্রমে হাজ্জাজের এ কাজ হারাম ও মহাপাপ ছিল। সমগ্র মুসলিম জাতি এজন্য তাকে ধিক্কার দিয়েছে। এ ঘটনাকে কা'বাগৃহের সৃষ্টিগত সম্মান ও মর্যাদার পরিপন্থিও বলা যায় না। কারণ, হাজ্জাজ স্বয়ং এ কাজের বৈধতায় বিশ্বাসী ছিল না। সে একে একটি জঘন্য অপরাধ মনে করত। কিন্তু রাজনীতি ও রাষ্ট্রীয় স্বার্থ তাকে অন্ধ করে দিয়েছিল।

একথা অনস্বীকার্য যে, সর্বশ্রেণির মানবমণ্ডলীই কা'বা গৃহের প্রতি সম্মান ও শ্রদ্ধাবোধকে অত্যন্ত জরুরি মনে করে। তারা হেরেমের অভ্যন্তরে যুদ্ধ-বিগ্রহ ও খুনখারাবিকে জঘন্যতম পাপ বলে গণ্য করে। এটা সারা বিশ্বে একমাত্র কা'বা গৃহেরই বৈশিষ্ট্য।

কা'বা গৃহের হজ ফরজ হওয়া : ৯৭ নং আয়াতে কাবা গৃহের তৃতীয় বৈশিষ্ট্যের বর্ণনা প্রসঙ্গে বলা হয়েছে : আল্লাহ তা'আলা মানব জাতির প্রতি শর্তাধীনে কা'বা গৃহের হজ ফরজ করেছেন। শর্ত এই যে, সে পর্যন্ত পৌঁছার সামর্থ্য থাকতে হবে। সামর্থ্যের ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে বলা হয়েছে : সংশ্লিষ্ট ব্যক্তির হাতে সাংসারিক প্রয়োজনের অতিরিক্ত এ পরিমাণ অর্থ থাকতে

https://e-ilm.weebly.com/

হবে, যা দ্বারা সে কা'বা গৃহ পর্যন্ত যাতায়াত ও সেখানে অবস্থানের ব্যয়ভার বহন করতে সক্ষম হয়। এছাড়া গৃহে প্রত্যাবর্তন পর্যন্ত পরিবার-পরিজনের ভরণ-পোষণেরও ব্যবস্থা থাকতে হবে। দৈহিক দিক দিয়ে হাত পা ও চক্ষু-কর্মক্ষম হতে হবে। কারণ যাদের এসব অঙ্গ বিকল, তাদের পক্ষে স্বীয় বাড়ি-ঘরে চলাফেরাই দুষ্কর। এমতাবস্থায় সেখানে যাওয়া ও হজের অনুষ্ঠানাদি পালন করা তার পক্ষে কিরূপে সম্ভব হবে?

মহিলাদের পক্ষে মাহরাম ব্যক্তি ছাড়া সফর করা শরিয়ত মতে জায়েজ নয়। কাজেই মহিলাদের সামর্থ্য তখনই হবে, যখন তার সাথে কোনো মাহরাম পুরুষ হজে থাকবে; নিজ খরচে করুক অথবা মহিলাই তার খরচ বহন করুক। এমনিভাবে কা'বা গৃহে পৌছার জন্য রাস্তা নিরাপদ হওয়াও সামর্থ্যের একটি অংশ। যদি রাস্তা বিপজ্জনক হয় এবং জান-মালের ক্ষতির প্রবল আশঙ্কা থাকে, তবে হজের সামর্থ্য নেই বলে মনে করা হবে।

হজ শব্দের আভিধানিক অর্থ ইচ্ছা করা। শরিয়তের পরিভাষায় কা'বা গৃহ প্রদক্ষিণ, আরাফাত ও মুযদালেফায় অবস্থান ইত্যাদি ক্রিয়াকর্মকে হজ বলা হয়। এ ব্যাখ্যা কুরআন প্রদত্ত। হজের অবশিষ্ট অনুষ্ঠানাদি রাসূলুল্লাহ ﷺ মৌখিক উক্তি ও কর্মের মাধ্যমে ব্যক্ত করেছেন।

শব্দ বিশ্লেষণ

فَأْتُوا : সীগাহ جمع مذكر غائب বহছ امر حاضر معروف বাব ضَرَبَ মাসদার اَلْاِتْيَانُ মূলবর্ণ (أ . ت . ى) জিনস মুরাক্কাব مهموز فاء ও ناقص يائى অর্থ– তোমরা নিয়ে আস।

اُتْلُوا : সীগাহ جمع مذكر حاضر বহছ امر حاضر معروف বাব نَصَرَ মাসদার اَلتِّلَاوَةُ মূলবর্ণ (ت . ل . و) জিনস ناقص واوى অর্থ– তোমরা তেলাওয়াত কর।

اِفْتَرٰى : সীগাহ واحد مذكر غائب বহছ ماضى معروف বাব اِفْتِعَالٌ মাসদার اَلْاِفْتِرَاءُ মূলবর্ণ (ف . ر . ى) জিনস ناقص يائى অর্থ– সে মিথ্যা সৃষ্টি করল।

تَصُدُّوْنَ : সীগাহ جمع مذكرحاضر বহছ مضارع معروف বাব نَصَرَ মাসদার اَلصَّدُّ মূলবর্ণ (ص . د . د) জিনস مضاعف ثلاثى অর্থ– তোমরা বাধা প্রদান কর।

تَبْغُوْنَ : সীগাহ جمع مذكرحاضر বহছ مضارع معروف বাব ضَرَبَ মাসদার اَلْبَغْيُ মূলবর্ণ (ب . غ . ى) জিনস ناقص يائى অর্থ– তোমরা এতে অন্বেষণ কর।

عِوَجاً : বাব سمع -এর মাসদার অর্থ– বক্রতা, বাঁকা, দোষ।

يَرُدُّوْكُمْ : সীগাহ جمع مذكر غائب বহছ مضارع معروف বাব نَصَرَ মাসদার اَلرَّدُّ মূলবর্ণ (ر . د . د) জিনস مضاعف ثلاثى অর্থ– তারা ফিরিয়ে দিবে।

বাক্য বিশ্লেষণ

لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتّٰى تُنْفِقُوْا مِمَّا تُحِبُّوْنَ : এখানে لَنْ تَنَالُوْا ফে'ল যমীরে اَنْتُمْ ফা'য়েল اَلْبِرَّ মাফউল حَتّٰى হরফে জার تُنْفِقُوْا ফে'ল, যমীরে اَنْتُمْ ফা'য়েল مِنْ হরফে জার مَا ইসমে মাওসূল تُحِبُّوْنَ ফে'ল ও ফা'য়েল মিলে صلة অতঃপর موصول ও صلة মিলে মাজরূর এবার জার ও মাজরূর মিলে متعلق হয়েছে। এবার فعل . فاعل ও متعلق মিলে جملة فعلية হয়ে পুনরায় মাজরূ হলো حَتّٰى হরফের জারের। জার ও মাজরূর মিলে متعلق হয়েছে। সুতরাং فعل . فاعل . مفعول ও متعلق মিলে جملة فعلية হয়েছে।

وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِيْنَ : এখানে مَا নাফিয়া كَانَ ফে'লে নাকেস যমীরে هُوَ টি كَانَ এর ইসম مِنَ হরফে জার اَلْمُشْرِكِيْنَ মাজরূর, উভয় মিলে متعلق হলো উহ্য শিবহে ফে'লের সাথে, উহ্য শিবহে ফে'ল তার মুতা'আল্লিক মিলে জুমলা হয়ে كَانَ এর خبر হলো। সুতরাং كَانَ তার اسم ও خبر মিলে جملة اسمية হয়েছে।

https://e-ilm.weebly.com/

অনুবাদ : (১০১) আর কেমন করে তোমরা কুফরি করতে পার? অথচ তোমাদেরকে আল্লাহর বিধানসমূহ পাঠ করে শুনানো হয় আর তোমাদের মধ্যে আল্লাহর রাসূল বিদ্যমান । আর যে ব্যক্তি আল্লাহকে দৃঢ়ভাবে ধারণ করে, তবে সে নিশ্চয় সরল পথ প্রদর্শিত হয়	وَكَيْفَ تَكْفُرُوْنَ وَاَنْتُمْ تُتْلٰى عَلَيْكُمْ اٰيٰتُ اللّٰهِ وَفِيْكُمْ رَسُوْلُهٗ ۚ وَمَنْ يَّعْتَصِمْ بِاللّٰهِ فَقَدْ هُدِيَ اِلٰى صِرَاطٍ مُّسْتَقِيْمٍ ۱۰۱
(১০২) হে মুমিনগণ! আল্লাহকে [এরূপ] ভয় কর যেরূপ ভয় করা উচিত এবং ইসলাম ব্যতীত আর অন্য কোনো অবস্থায় প্রাণ ত্যাগ করো না ।	يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوا اتَّقُوا اللّٰهَ حَقَّ تُقٰتِهٖ وَلَا تَمُوْتُنَّ اِلَّا وَاَنْتُمْ مُّسْلِمُوْنَ ۱۰۲
(১০৩) এবং তোমরা আল্লাহর রজ্জুকে [দীনকে] দৃঢ়ভাবে ধারণ কর এমনিভাবে যে, তোমরা পরস্পর একতাবদ্ধও থাক এবং পরস্পর বিচ্ছিন্ন হয়ো না । আর তোমাদের প্রতি আল্লাহর যে দান রয়েছে তা স্মরণ কর, যখন তোমরা [পরস্পর] শত্রু ছিলে, অতঃপর আল্লাহ তা'আলা তোমাদের অন্তরে ভালোবাসা সৃষ্টি করে দিয়েছেন, ফলে তোমরা আল্লাহর অনুগ্রহে পরস্পর ভাই ভাই হয়ে গিয়েছ, এবং তোমরা দোজখের গর্তের তীরে ছিলে, অতঃপর আল্লাহ তা'আলা তোমাদেরকে তা হতে রক্ষা করেছেন, এমনিভাবে আল্লাহ তা'আলা তোমাদেরকে স্বীয় বিধানসমূহ পরিষ্কারভাবে বর্ণনা করে থাকেন, যেন তোমরা [সঠিক] পথে থাক	وَاعْتَصِمُوْا بِحَبْلِ اللّٰهِ جَمِيْعًا وَّلَا تَفَرَّقُوْا ۪ وَاذْكُرُوْا نِعْمَتَ اللّٰهِ عَلَيْكُمْ اِذْ كُنْتُمْ اَعْدَآءً فَاَلَّفَ بَيْنَ قُلُوْبِكُمْ فَاَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهٖۤ اِخْوَانًا ۚ وَكُنْتُمْ عَلٰى شَفَا حُفْرَةٍ مِّنَ النَّارِ فَاَنْقَذَكُمْ مِّنْهَا ؕ كَذٰلِكَ يُبَيِّنُ اللّٰهُ لَكُمْ اٰيٰتِهٖ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُوْنَ ۱۰۳

শাব্দিক অনুবাদ

(১০১) وَكَيْفَ تَكْفُرُوْنَ আর কেমন করে তোমরা কুফরি করতে পার? وَاَنْتُمْ تُتْلٰى عَلَيْكُمْ অথচ তোমাদের পাঠ করে শুনানো হয় اٰيٰتُ اللّٰهِ আল্লাহর বিধানসমূহ وَفِيْكُمْ رَسُوْلُهٗ আর তোমাদের মধ্যে আল্লাহর রাসূল বিদ্যমান وَمَنْ يَّعْتَصِمْ بِاللّٰهِ আর যে ব্যক্তি আল্লাহকে দৃঢ়ভাবে ধারণ করে فَقَدْ هُدِيَ اِلٰى صِرَاطٍ مُّسْتَقِيْمٍ তবে সে নিশ্চয় সরল পথ প্রদর্শিত হয় ।

(১০২) يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوا হে মুমিনগণ! اتَّقُوا اللّٰهَ আল্লাহকে [এরূপ] ভয় কর حَقَّ تُقٰتِهٖ যেরূপ ভয় করা উচিত وَلَا تَمُوْتُنَّ এবং প্রাণ ত্যাগ করো না اِلَّا وَاَنْتُمْ مُّسْلِمُوْنَ ইসলাম ব্যতীত আর অন্য কোনো অবস্থায় ।

(১০৩) وَاعْتَصِمُوْا এবং তোমরা দৃঢ়ভাবে ধারণ কর بِحَبْلِ اللّٰهِ আল্লাহর রজ্জুকে [দীনকে] جَمِيْعًا এমনিভাবে যে, তোমরা পরস্পর একতাবদ্ধও থাক وَلَا تَفَرَّقُوْا এবং পরস্পর বিচ্ছিন্ন হয়ো না وَاذْكُرُوْا আর স্মরণ কর نِعْمَتَ اللّٰهِ عَلَيْكُمْ তোমাদের প্রতি আল্লাহর যে দান রয়েছে তা اِذْ كُنْتُمْ اَعْدَآءً যখন তোমরা [পরস্পর] শত্রু ছিলে فَاَلَّفَ بَيْنَ قُلُوْبِكُمْ অতঃপর আল্লাহ তা'আলা তোমাদের অন্তরে ভালোবাসা সৃষ্টি করে দিয়েছেন فَاَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهٖۤ اِخْوَانًا ফলে তোমরা আল্লাহর অনুগ্রহে পরস্পর ভাই ভাই হয়ে গিয়েছ وَكُنْتُمْ عَلٰى شَفَا حُفْرَةٍ مِّنَ النَّارِ এবং তোমরা দোজখের গর্তের তীরে ছিলে فَاَنْقَذَكُمْ مِّنْهَا অতঃপর আল্লাহ তা'আলা তোমাদেরকে তা হতে রক্ষা করেছেন كَذٰلِكَ এমনিভাবে يُبَيِّنُ اللّٰهُ لَكُمْ আল্লাহ তা'আলা তোমাদেরকে পরিষ্কারভাবে বর্ণনা করে থাকেন اٰيٰتِهٖ স্বীয় বিধানসমূহ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُوْنَ যেন তোমরা [সঠিক] পথে থাক ।

https://e-ilm.weebly.com/

https://e-ilm.weebly.com/

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

(১০২) قوله يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللهَ الخ আয়াতের শানে নুযূল : মহানবী হযরত মুহাম্মদ ﷺ মদিনায় আগমনের পর আওস ও খাযরাজ গোত্রদ্বয়ের মধ্যকার পূর্বতম শত্রুতা দূরীভূত করে পরস্পরের মধ্যে সম্প্রীতি ও সহযোগিতা সৃষ্টি করে দেন। একদা দুই সম্প্রদায়ের দুজন লোক পরস্পর আভিজাত্য ও শ্রেষ্ঠত্বের দাবি করে আওস গোত্রের সা'লাব বিন গানাম বলল– আমাদের কওমে এমন চারজন লোক আছেন যাদের সমকক্ষ তোমাদের মধ্যে কেউ নেই। তারা হলেন–

১. হযরত খুজাইমা বিন ছাবিত (রা.) যাঁর সাক্ষ্য দু'জন সাক্ষীর সমতুল্য।
২. হযরত হানজালা (রা.) যাঁর শাহাদাতের পর ফেরেশতাগণ গোসল দিয়েছেন।
৩. হযরত সা'দ ইবনে মু'আয (রা.) যাঁর মৃত্যুতে আল্লাহর আরশ প্রকম্পিত হয়েছে।
৪. হযরত আসেম বিন ছাবিত (রা.) যিনি দীনের পূর্ণ সহযোগিতা করেছেন।

তারপর খাযরাজ গোত্রের সা'আদ ইবনে যারারাহ উত্তরে বললেন আমাদের মধ্যেও এমন চারজন লোক রয়েছে যারা পবিত্র কুরআনকে শক্তভাবে ধারণ করেছেন, তারা হলেন–

১. হযরত উবাই ইবনে কা'ব (রা.) যিনি সবচেয়ে বড় ক্বারী।
২. হযরত মু'আয ইবনে জাবাল (রা.)।
৩. হযরত যায়েদ ইবনে ছাবিত (রা.)।
৪. হযরত আবূ যায়েদ সা'দ ইবনে ওবাদা (রা.) যিনি আনসারদের সর্দার ছিলেন।

এভাবে কথা কাটাকাটির শেষ পর্যায়ে যুদ্ধ বেঁধে যাওয়ার উপক্রম হলো, এমনকি উভয় গোত্র যুদ্ধে অস্ত্রশস্ত্র নিয়ে আসল। এই সংবাদ রাসূলের নিকট পৌছলে তিনি অতিদ্রুত ঘটনাস্থলে উপস্থিত হয়ে উভয় পক্ষকে থামিয়ে দিলেন। তখন মহান আল্লাহ প্রথমোক্ত আয়াত দুটি অবতীর্ণ করে তাদেরকে ঐক্যবদ্ধ থাকার নির্দেশ দেন এবং তাদের প্রতি তাঁর অনুগ্রহসমূহ স্মরণ করিয়ে দেন।

মুসলমানদের শক্তির ভিত্তি : আলোচ্য ১০২ ও ৩ নং আয়াতের প্রথমটিতে প্রথম মূলনীতি এবং দ্বিতীয়টিতে দ্বিতীয় মূলনীতি ব্যক্ত করা হয়েছে। প্রথম মূলনীতিটি তাকওয়া বা আল্লাহ তা'আলাকে ভয় করা। অর্থাৎ তার অপছন্দনীয় কাজ কর্ম থেকে বেঁচে থাকা।

'তাকওয়া' শব্দটি আরবি ভাষায় বেঁচে থাকা ও বিরত থাকার অর্থে ব্যবহৃত হয়। এর অর্থ– 'ভয় করা' ও করা হয়। কারণ যেসব বিষয় থেকে বেঁচে থাকার নির্দেশ দেওয়া হয়, সেগুলো ভয় করারই বিষয়। তাতে খোদায়ী শাস্তির ভয় থাকে। এ তাকওয়া তথা বেঁচে থাকার কয়েকটি স্তর রয়েছে। তন্মধ্যে সর্বনিম্ন স্তর হলো কুফর ও শিরক থেকে বেঁচে থাকা। এ অর্থে প্রত্যেক মুসলমানকেই 'মুত্তাকী' [আল্লাহভীরু] বলা যায়– যদিও সে গুনাহে লিপ্ত থাকে। এ অর্থ বুঝানোর জন্যও কুরআনে অনেক জায়গায় 'মুত্তাকীন' ও 'তাকওয়া' শব্দ ব্যবহৃত হয়েছে।

দ্বিতীয় স্তর যা আসলে কাম্য– তা হলো এমন সব বিষয় থেকে বেঁচে থাকা, যা আল্লাহ তা'আলা ও তাঁর রাসূলের পছন্দনীয় নয়। কুরআন ও হাদীসে তাকওয়ার যে সব ফজিলত ও কল্যাণ প্রতিশ্রুত হয়েছে, তা এ স্তরের 'তাকওয়ার' উপর ভিত্তি করেই হয়েছে।

তৃতীয় স্তরটি তাকওয়ার সর্বোচ্চ স্তর। আম্বিয়া আলাইহিমুস সালাম ও তাঁদের বিশেষ উত্তরাধিকারী ওলীগণ এ স্তরের তাকওয়া অর্জন করে থাকেন। অর্থাৎ, অন্তরকে আল্লাহ ব্যতীত সবকিছু থেকে বাঁচিয়ে রাখা এবং আল্লাহর স্মরণ ও তাঁর সন্তুষ্টি কামনার দ্বারা পরিপূর্ণ ও সমৃদ্ধ রাখা। আলোচ্য আয়াতে اتَّقُوا اللهَ বলার পর حَقَّ تُقَاتِهِ বলা হয়েছে। অর্থাৎ, তাকওয়ার ঐ স্তর অর্জন কর, যা তাকওয়ার হক।

তাকওয়ার হক কি? : এর ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ, রবী, কাতাদাহ ও হাসান বসরী (রা.) বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ থেকেও এমনি বর্ণিত হয়েছে যে, তাকওয়ার হক হলো, প্রত্যেক কাজে আল্লাহ তা'আলার আনুগত্য করা, আনুগত্যের বিপরীতে কোনো কাজ না করা, আল্লাহকে সর্বদা স্মরণে রাখা– কখনো বিস্মৃত না হওয়া এবং সর্বদা তাঁর কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করা– অকৃতজ্ঞ না হওয়া। –[বাহরে মুহীত]

কুরআনের অন্যত্র বলা হয়েছে– 'সাধ্যমতো আল্লাহকে ভয় কর। হযরত ইবনে আব্বাস ও তাঊস (রা.) বলেন– এ আয়াতটি বাস্তবে তাকওয়ার হকেরই ব্যাখ্যা। উদ্দেশ্য এই যে, পূর্ণ শক্তি ব্যয় করে গুনাহ থেকে বেঁচে থাক। এভাবেই

https://e-ilm.weebly.com/

তাকওয়ার হক আদায় হবে। অতএব, কোনো ব্যক্তি অবৈধ বিষয় থেকে বেঁচে থাকার জন্য পূর্ণ শক্তি ব্যয় করা সত্ত্বেও কোনো অবৈধ কাজে লিপ্ত হয়ে পড়লে, তা তাকওয়ার হকের পরিপন্থি হবে না।
পরবর্তী বাক্যে বলা হয়েছে– وَلَا تَمُوْتُنَّ اِلَّا وَاَنْتُمْ مُسْلِمُوْنَ এতে বুঝা যায় যে, পূর্ণ ইসলামই প্রকৃতপক্ষে তাকওয়া। অর্থাৎ, আল্লাহ তা'আলা ও তাঁর রাসূল ﷺ-এর পূর্ণ আনুগত্য করা এবং তাঁর অবাধ্যতা থেকে বেঁচে থাকা।

মুসলমানদের জাতীয় শক্তির দ্বিতীয় ভিত্তি : وَاعْتَصِمُوْا بِحَبْلِ اللّٰهِ جَمِيْعًا আয়াতে পারস্পরিক ঐক্যের বিষয়টি অত্যন্ত সাবলীল ও বিজ্ঞজনোচিত ভঙ্গিতে বর্ণিত হয়েছে। অর্থাৎ এতে সর্বপ্রথম মানুষকে পরস্পর ঐক্যবন্ধনে আবদ্ধ হওয়ার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে এবং বিভেদ ও বিচ্ছিন্নতা সৃষ্টি করতে নিষেধ করা হয়েছে।
এর ব্যাখ্যা এই যে, ঐক্য ও মৈত্রী যে প্রশংসনীয় ও কাম্য, তাতে জগতের জাতি, ধর্ম ও দেশ-কাল নির্বিশেষে সব মানুষই একমত। এতে দ্বিমতের কোনোই অবকাশ নেই। সম্ভবতঃ জগতের কোথাও এমন কোনো ব্যক্তি নেই যে, যুদ্ধ-বিগ্রহ ও বিবাদ-বিসংবাদকে উপকারী ও উত্তম মনে করে। এ কারণে বিশ্বের সব দল ও গোত্রই জনগণকে ঐক্যবদ্ধ হওয়ার আহ্বান জানায়। কিন্তু অভিজ্ঞতা সাক্ষ্য দেয় যে, ঐক্য উপকারী ও অপরিহার্য হওয়ার ব্যাপারে সবাই একমত হওয়া সত্ত্বেও মানব জাতি বিভিন্ন দল-উপদল ও গোষ্ঠীতে বিভক্ত হয়ে রয়েছে। এর পর দলের ভিতরে উপদল এবং সংগঠনের ভিতরে উপসংগঠন সৃষ্টি করার এমন এক কার্যধারা অব্যাহত রয়েছে, যাতে সঠিক অর্থে দুই ব্যক্তির ঐক্য কল্প-কাহিনীতে পর্যবসিত হতে চলেছে। সাময়িক স্বার্থের অধীনে কয়েক ব্যক্তি কোনো বিষয়ে ঐক্যবদ্ধ হয়। স্বার্থ উদ্ধার হয়ে গেলে কিংবা স্বার্থোদ্ধারে অকৃতকার্য হলে শুধু তাদের ঐক্যই বিনষ্ট হয় না; বরং পরস্পর শত্রুতা মাথাচাড়া দিয়ে উঠে।
এ কারণে কুআন পাক শুধু মৈত্রী, একতা, শৃঙ্খলা ও দলবদ্ধ হওয়ার উপদেশই দান করেনি; বরং তা অর্জন করা ও অটুট রাখার একটি ন্যায়ানুগ মূলনীতিও নির্দেশ করেছে– যা স্বীকার করে নিতে কারো আপত্তি থাকার কথা নয়। মূলনীতিটি এই, কোনো মানুষের মস্তিষ্কনিঃসৃত অথবা কিছুসংখ্যক লোকের রচিত ব্যবস্থা ও পরিকল্পনাকে জনগণের উপর চাপিয়ে দিয়ে তাদের কাছ থেকে এমন আশা করা যে, তারা এতে একতাবদ্ধ হয়ে যাবে– বিবেক ও ন্যায়বিচারের পরিপন্থি ও আত্মপ্রবঞ্চনা ছাড়া কিছুই নয়। তবে বিশ্ব-জাহানের পালনকর্তা কর্তৃক প্রদত্ত ব্যবস্থা ও পরিকল্পনায় অবশ্যই সব মানুষের একতাবদ্ধ হওয়া স্বাভাবিক। একথা কোনো জ্ঞানী ব্যক্তিই নীতিগতভাবে অস্বীকার করতে পারে না। এখন মতভেদের একটি মাত্র ছিদ্রপথ খোলা থাকতে পারে যে, বিশ্ব-জাহানের পালনকর্তা কর্তৃক প্রদত্ত ব্যবস্থা কি এবং কোনটি? ইহুদিরা তাওরাতের ব্যবস্থাকে এবং খ্রিস্টানরা ইঞ্জীলের ব্যবস্থাকে আল্লাহ প্রদত্ত অবশ্য পালনীয় ব্যবস্থা বলে দাবি করে। এমনকি, মুশরিকদের বিভিন্ন দলও স্ব স্ব ধর্মীয় অনুষ্ঠানকে আল্লাহ প্রদত্ত বিধান বলেই দাবি করে থাকে। এ ধরনের মতানৈক্য ও বিভেদকেই কুরআন পাক কঠোরভাবে নিষিদ্ধ করেছে। বর্তমানে এ কুরআনি মূলনীতিকে পরিত্যাগ করার কারণেই সমগ্র মুসলিম সমাজ শতধাবিভক্ত হয়ে ধ্বংসের দিকে এগিয়ে চলেছে। এ বিভেদ মেটানোর অমোঘ ব্যবস্থাই وَاعْتَصِمُوْا بِحَبْلِ اللّٰهِ جَمِيْعًا [আল্লাহর রজ্জুকে সবাই মিলে সুদৃঢ়ভাবে ধারণ কর।] আয়াতে ব্যক্ত হয়েছে। এখানে 'আল্লাহর রজ্জু বলে কুরআনকে বুঝানো হয়েছে। আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদের রেওয়ায়েতে হুজুর ﷺ বলেন :

كِتَابُ اللّٰهِ هُوَ حَبْلُ اللّٰهِ الْمَمْدُوْدُ مِنَ السَّمَاءِ اِلَى الْاَرْضِ

অর্থাৎ কুরআন হলো আল্লাহ তা'আলার রজ্জু যা আসমান থেকে জমিন পর্যন্ত প্রলম্বিত। –[ইবনে কাছীর]
যায়েদ ইবনে আরকামের রেওয়ায়েতে বলা হয়েছে حَبْلُ اللّٰهِ هُوَ الْقُرْاٰنُ অর্থাৎ আল্লাহর রজ্জু হচ্ছে কুরআন –[ইবনে কাছীর]
আরবি বচন পদ্ধতিতে 'হাবল' এর অর্থ অঙ্গীকারও হয় এবং এমন যে, কোনো বস্তুকেই বলা হয় যা উপায় বা মাধ্যম হতে পারে। কুরআন অথবা দীনকে 'রজ্জু' বলার কারণ এই যে, এটা একদিকে আল্লাহ তা'আলার সাথে বিশ্ববাসী মানুষের সম্পর্ক কায়েম করে এবং অন্যদিকে বিশ্বাস স্থাপনকারীদেরকে পরস্পর ঐক্যবদ্ধ করে একদলে পরিণত করে।

ইজতেহাদী মতবিরোধে কোনো পক্ষের নিন্দাবাদ জায়েজ নয় : এখান থেকে একটি গুরুত্বপূর্ণ নীতি ফুটে উঠেছে। তা এই যে, শরিয়ত সম্মত ইজতেহাদী মতবিরোধে যে ইমাম যে পক্ষ অবলম্বন করেন, তন্মধ্যে আল্লাহ তা'আলার কাছে এক পক্ষ ভুল ও অপর পক্ষ সঠিক হলেও তা মীমাংসা করার অধিকার একমাত্র আল্লাহ তা'আলার। তিনি হাশরের ময়দানে সঠিক ইজতেহাদকারী আলেমকে দ্বিগুণ ছওয়াব দান করবেন এবং যার ইজতেহাদ ভ্রান্ত প্রতিপন্ন হবে, তাকে একটি ছওয়াব দান করবেন। ইজতেহাদী মতবিরোধে কারণে একথা বলার অধিকার নেই যে, নিশ্চিতরূপে এপক্ষ সঠিক এবং ও পক্ষ ভ্রান্ত। অবশ্য কোনো ব্যক্তি যদি স্বীয় জ্ঞানবুদ্ধির আলোতে এক পক্ষকে কুরআন ও সুন্নাহর অধিক নিকটবর্তী মনে করে, তবে সে এরূপ বলতে পারে যে, আমার মতে এ পক্ষটি সঠিক; কিন্তু ভ্রান্ত হওয়ার সম্ভাবনাও রয়েছে এবং এ পক্ষটি ভ্রান্ত;

https://e-ilm.weebly.com/

কিন্তু সঠিক হওয়ার সম্ভাবনাও আছে। এ নীতিকথাটি ইমাম ও ফিকহবিদগণের কাছে স্বীকৃত। এতে আরো বুঝা যায় যে, ইজতেহাদী মতবিরোধ কোনো পক্ষ এরূপ অসৎ হয় না যে, সৎকাজে আদেশ ও অসৎকাজে নিষেধ-এর নীতি অনুযায়ী তাকে নিন্দা করা যেতে পারে। সুতরাং যা অসৎ নয়, তাকে নিন্দা করা থেকে বিরত থাকা অত্যাবশ্যক। আজকাল অনেক আলেমকেও এ ব্যাপারে গাফেল দেখা যায়। তাঁরা বিরুদ্ধ মতবাদ পোষণকারীদের গালি-গালাজ করতেও কুণ্ঠিত হন না। এর ফলে মুসলমানদের মধ্যে যত্রতত্র দ্বন্দ্ব-কলহ, বিচ্ছিন্নতা ও মতানৈক্য দৃষ্টিগোচর হচ্ছে।

ইজতেহাদী নীতিমালা যথাযথভাবে পালন করার পরও যদি ইজতেহাদী মতবিরোধ দেখা দেয়, তবে তা আলোচ্য وَلَا تَفَرَّقُوا আয়াতের পরিপন্থি ও নিন্দনীয় নয়। কিন্তু আজকাল মুসলমানদের মধ্যে কি হচ্ছে? আজকাল এতদসম্পর্কিত আলোচনা ও তর্ক বিতর্ককেই দীনের ভিত্তি মনে করা হচ্ছে এবং এ নিয়ে পারস্পরিক গালি-গালাজ, লড়াই-ঝগড়া, এমনকি মারামারি পর্যন্ত সংঘটিত হচ্ছে। এ সমস্ত আচরণ অবশ্যই আলোচ্য আয়াতের সুস্পষ্ট বিরোধী, নিন্দনীয় এবং সাহাবায়ে কেরাম ও তাবেয়ীগণের রীতির পরিপন্থি। পূর্ববর্তী মনীষীগণের মধ্যে ইজতেহাদী মতবিরোধ নিয়ে বিপক্ষ দলের সাথে এরূপ ব্যবহারের কথা কখনো শোনা যায়নি।

মুখমণ্ডল শ্বেতবর্ণ ও কৃষ্ণবর্ণ হওয়ার অর্থ : মুখমণ্ডল শ্বেতবর্ণ ও কৃষ্ণবর্ণ হওয়ার কথা কুরআন মাজীদের অনেক জায়গায় উল্লিখিত হয়েছে।

এসব আয়াতে একই অর্থবোধক বিভিন্ন শব্দ উল্লেখ করা হয়েছে। বিশিষ্ট তাফসীরবিদগণের মতে শুভ্রতা বুঝানো হয়েছে। অর্থাৎ মুমিনদের মুখমণ্ডল ঈমানের নূরে উদ্ভাসিত, আনন্দাতিশয্যে উৎফুল্ল ও হাস্যোজ্জ্বল হবে। পক্ষান্তরে কৃষ্ণবর্ণনা দ্বারা কুফরের কালোবর্ণ বুঝানো হয়েছে। অর্থাৎ, কাফেরদের মুখমণ্ডল কুফরের পঙ্কিলতায় আচ্ছন্ন হবে। তদুপরি পাপাচারের অন্ধকারে আরো অন্ধকারময় হয়ে যাবে।

উজ্জ্বল মুখ ও কালো মুখ কারা : এরা কারা– এ সম্পর্কে তাফসীরবিদগণের বিভিন্ন উক্তি বর্ণিত আছে। হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) বলেন, আহলে সুন্নত সম্প্রদায়ের মুখমণ্ডল শুভ্র হবে এবং বিদআতীদের মুখমণ্ডল কালো হবে। হযরত আতা (রা.) বলেন, মুহাজির ও আনসারগণের মুখমণ্ডল সাদা হবে এবং বনূ কুরায়যা ও বনূ নযীরের মুখমণ্ডল কালো হবে। –[কুরতুবী]

তিরমিযী শরীফে হযরত আবূ উমামাহ (রা.) বর্ণিত এক হাদীসে বলা হয়েছে খারেজী সম্প্রদায়ের মুখমণ্ডল কালো হবে। আর তারা যাদের হত্যা করবে, তাদের মুখমণ্ডল সাদা হবে।

হযরত আবূ উমামাকে জিজ্ঞেস করা হলো : আপনি এ হাদীস রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর কাছ থেকে শুনেছেন? তিনি অঙ্গুলি গুণে উত্তর দিলেন : হাদীসটি যদি অন্ততঃ সাত বার তাঁর কাছ থেকে না শুনতাম, তবে বর্ণনাই করতাম না। –[তিরমিযী]

হযরত ইকরিমা (রা.) বলেন, আহলে কিতাবগণের এক অংশের মুখমণ্ডল কালো হবে অর্থাৎ, যারা হুজুর ﷺ-এর নবুয়ত লাভের পূর্বে তিনি নবী হবেন বলে বিশ্বাস করত কিন্তু নবুয়ত প্রাপ্তির পর তাঁকে সাহায্য ও সমর্থন করার পরিবর্তে তাঁকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করতে শুরু করে। –[কুরতুবী]

কতিপয় প্রয়োজনীয় জ্ঞাতব্য : আলোচ্য আয়াত প্রসঙ্গে কতিপয় প্রয়োজনীয় বিষয় বর্ণনা করা হচ্ছে।

এক. আল্লাহ তা'আলা يَوْمَ تَبْيَضُّ وُجُوهٌ وَتَسْوَدُّ وُجُوهٌ বাক্যের প্রথমে উজ্জ্বলতার উল্লেখ করে পরে মলিন হওয়ার কথা বলেছেন কিন্তু فَأَمَّا الَّذِينَ اسْوَدَّتْ وُجُوهُهُمْ বাক্যে বর্ণনাভঙ্গি পাল্টে দিয়েছেন। অথচ ধারাবাহিকতা বজায় রাখার জন্য এখানেও শুভ্রতাকে আগে উল্লেখ করাই উচিত ছিল। আয়াতের ধারাবাহিকতা পাল্টে দিয়ে আল্লাহ তা'আলা সম্ভবতঃ সৃষ্টির লক্ষ্যের দিকে ইঙ্গিত করেছেন। সৃষ্টির লক্ষ্য হচ্ছে সৃষ্ট জীবের প্রতি অনুকম্পা করা, শাস্তি দেওয়া নয়। এ কারণে আল্লাহ তা'আলা সর্বপ্রথম শুভ্র মুখমণ্ডলের কথা বর্ণনা করেছেন; কারণ এরাই আল্লাহর অনুকম্পা ও ছওয়াব লাভের যোগ্য। অতঃপর মলিন মুখমণ্ডল উল্লেখ করেছেন। কারণ এরা আল্লাহর শাস্তির যোগ্য। এরপর আয়াতের শেষাংশে فَفِي رَحْمَةِ اللَّهِ বলে আল্লাহ তা'আলা স্বীয় অনুকম্পাও প্রকাশ করেছেন। এভাবে আয়াতের শুরুতে ও শেষাংশে উভয় স্থানেই অনুকম্পা বর্ণনা করেছেন এবং মাঝখানে মলিন মুখমণ্ডলের কথা উল্লেখ করেছেন। এভাবে অসীম অনুকম্পার প্রতি ইঙ্গিত হয়ে গেছে যে, মানবজাতিকে শাস্তিদানের উদ্দেশ্যে সৃষ্টি করা হয়নি; বরং আল্লাহ তা'আলার অনুকম্পা লাভে ধন্য হওয়ার জন্য সৃষ্টি করা হয়েছে।

দুই. শুভ্র মুখমণ্ডলবিশিষ্টদের সম্পর্কে বলা হয়েছে যে, তারা সর্বদা আল্লাহর অনুকম্পার মধ্যে অবস্থান করবে। হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) বলেন, এখানে আল্লাহর অনুকম্পা বলে জান্নাত বুঝানো হয়েছে। তবে জান্নাতকে অনুকম্পা বলার

https://e-ilm.weebly.com/

রহস্য এই যে, মানুষ যত ইবাদতই করুক না কেন, আল্লাহর অনুকম্পা ব্যতীত জান্নাতে যেতে পারবে না। কারণ ইবাদত করা মানুষের নিজস্ব পরাকাষ্ঠা নয়; বরং আল্লাহ প্রদত্ত সামর্থ্যের বলেই মানুষ ইবাদত করতে পারে। সুতরাং ইবাদত করলেই জান্নাতে প্রবেশ অপরিহার্য হয়ে যায় না; বরং আল্লাহর অনুকম্পার দ্বারাই জান্নাতে প্রবেশ করা সম্ভব। –[তাফসীরে কাবীর]

তিন. আল্লাহ তা'আলা فَفِيْ رَحْمَةِ اللّٰهِ বাক্যাংশের পর পর هُمْ فِيْهَا خٰلِدُوْنَ বলে একথা ব্যক্ত করেছেন যে, বিশ্ববাসীর আল্লাহ তা'আলার যে অনুকম্পায় অবস্থান করবে, তা তাদের জন্য সাময়িক হবে না; বরং সর্বকালীন হবে। এ নিয়ামত কখনো বিলুপ্ত অথবা হ্রাসপ্রাপ্ত করা হবে না। এর বিপরীতে মলিন মুখমণ্ডল বিশিষ্টদের জন্য একথা বলা হয়নি যে, তারা তাদের সে অবস্থায় চিরকালই থাকবে।

মানুষ নিজের গুনাহের শাস্তিই লাভ করে : فَذُوْقُوا الْعَذَابَ بِمَا كُنْتُمْ تَكْفُرُوْنَ আয়াতে বলা হয়েছে যে, অদ্যকার শাস্তি আমার পক্ষ থেকে নয়; বরং তোমাদের উপার্জিত। তোমরা পৃথিবীতে অবস্থানকালে এসব উপার্জন করেছিলে। কেননা জান্নাত ও দোজখের বিপদ ও নিয়ামত প্রকৃতপক্ষে তোমাদের কর্মেরই পরিবর্তিত চিত্র। এ বিষয়টি বুঝানোর জন্যই আয়াতের শেষাংশে বলেছেন : وَمَا اللّٰهُ يُرِيْدُ ظُلْمًا لِّلْعٰلَمِيْنَ অর্থাৎ আল্লাহ তা'আলা বান্দাদের প্রতি অত্যাচার করার কোনো ইচ্ছা করেন না। শাস্তি ও পুরস্কার যা কিছু দেওয়া হয়, সুবিচার ও অনুকম্পার দাবি হিসেবেই দেওয়া হয়।

শব্দ বিশ্লেষণ

لَا تَمُوْتُنَّ : সীগাহ جمع مذكر حاضر বহছ نهى معروف بانون ثقيلة বাব نَصَرَ মাসদার اَلْمَوْتُ মূলবর্ণ (م . و . ت) জিনস اجوف واوى অর্থ– তোমরা মৃত্যুবরণ করো না।

اِعْتَصِمُوْا : সীগাহ جمع مذكر حاضر বহছ امر حاضر معروف বাব اِفْتِعَالٌ মাসদার اَلْاِعْتِصَامُ মূলবর্ণ (ع . ص . م) জিনসে صحيح অর্থ– তোমরা শক্ত করে ধর।

حَبْلٌ : শব্দটি একবচন, বহুবচন حبال অর্থ– রশি।

تَهْتَدُوْنَ : সীগাহ جمع مذكر حاضر বহছ مضارع معروف বাব اِفْتِعَالٌ মাসদার اَلْهِدَايَةُ মূলবর্ণ (ه . د . ى) জিনস ناقص يائى অর্থ– তোমরা হেদায়েতপ্রাপ্ত হবে।

تَسْوَدُّ : সীগাহ واحد مؤنث غائب বহছ مضارع معروف বাব اِفْعِلَالٌ মাসদার اَلْاِسْوِدَادُ মূলবর্ণ (س . و . د) জিনস اجوف واوى অর্থ– কালো হবে।

وُجُوْهٌ : শব্দটি বহুবচন, একবচন وجه অর্থ– চেহারাসমূহ।

اِسْوَدَّتْ : সীগাহ واحد مؤنث غائب বহছ ماضى معروف বাব اِفْعِلَالٌ মাসদার اَلْاِسْوِدَادُ মূলবর্ণ (س . و . د) জিনস اجوف واوى অর্থ– কালো হবে।

ذُوْقُوْا : সীগাহ جمع مذكر حاضر বহছ امر حاضر معروف বাব نَصَرَ মাসদার اَلذَّوْقُ মূলবর্ণ (ذ . و . ق) জিনস اجوف واوى অর্থ– তোমরা স্বাদ গ্রহণ কর।

বাক্য বিশ্লেষণ

قوله وَاعْتَصِمُوْا بِحَبْلِ اللّٰهِ جَمِيْعًا : এখানে اِعْتَصِمُوْا ফে'ল যমীরে اَنْتُمْ যুলহাল بَاء হরফে জার حَبْلُ মুযাফ اللّٰهِ শব্দটি মুযাফ ইলাইহি مضاف ও مضاف اليه মিলে মাজরূর جار ও مجرور মিলে متعلق হলো, আর جَمِيْعًا টি হাল حال আর ذو الحال ও حال মিলে فاعل সুতরাং فعل ـ فاعل ও متعلق মিলে جملة فعلية হলো।

قوله وَلْتَكُنْ مِّنْكُمْ اُمَّةٌ يَّدْعُوْنَ اِلَى الْخَيْرِ : এখানে وَلْتَكُنْ ফে'ল مِنْكُمْ মুতা'আল্লিক اُمَّةٌ মওসূফ يَدْعُوْنَ ফে'ল যমীরে هُمْ ফা'য়েল اِلٰى হরফে জার اَلْخَيْر মাজরূর جار ও مجرور মিলে متعلق হয়েছে। فعل ـ فاعل ও متعلق মিলে জুমলা হয়ে সিফাত। صفة ও موصوف মিলে ولتكن-এর ফা'য়েল সুতরাং فعل ـ فاعل ও متعلق মিলে جملة فعلية হলো।

https://e-ilm.weebly.com/

وَلِلّٰهِ مَا فِي السَّمٰوٰتِ وَمَا فِي الْاَرْضِ ؕ وَاِلَى اللّٰهِ تُرْجَعُ الْاُمُوْرُ ﴿۱۰۹﴾

অনুবাদ : (১০৯) আর আল্লাহরই স্বত্বাধিকারে রয়েছে, যা কিছু আসমানসমূহে এবং যা কিছু জমিনে আছে, এবং আল্লাহরই দিকে সমস্ত বিষয় প্রত্যাবর্তিত হবে।

كُنْتُمْ خَيْرَ اُمَّةٍ اُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَاْمُرُوْنَ بِالْمَعْرُوْفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَتُؤْمِنُوْنَ بِاللّٰهِ ؕ وَلَوْ اٰمَنَ اَهْلُ الْكِتٰبِ لَكَانَ خَيْرًا لَّهُمْ ؕ مِنْهُمُ الْمُؤْمِنُوْنَ وَاَكْثَرُهُمُ الْفٰسِقُوْنَ ﴿۱۱۰﴾

(১১০) তোমরা উত্তম সম্প্রদায়, যে সম্প্রদায়কে প্রকাশ করা হয়েছে মানবমণ্ডলীর জন্য তোমরা নেক কাজের আদেশ কর এবং মন্দ কাজ হতে নিবৃত্ত রাখ এবং আল্লাহর প্রতি ঈমান রাখ, আর যদি আহলে কিতাবরা ঈমান আনত, তবে তাদের জন্য অধিক মঙ্গল হতো, এদের মধ্যে কেউ কেউ তো মুসলমান আর এদের অধিকাংশ কাফের।

لَنْ يَّضُرُّوْكُمْ اِلَّآ اَذًى ؕ وَاِنْ يُّقَاتِلُوْكُمْ يُوَلُّوْكُمُ الْاَدْبَارَ ثُمَّ لَا يُنْصَرُوْنَ ﴿۱۱۱﴾

(১১১) তারা কখনো তোমাদের কোনো ক্ষতি করতে পারবে না। সামান্য কিছু কষ্ট প্রদান ব্যতীত, আর যদি তারা তোমাদের সাথে যুদ্ধ করে, তবে তোমাদেরকে পৃষ্ঠ প্রদর্শন করতঃ পালিয়ে যাবে, অতঃপর কারো পক্ষ হতে তাদের সাহায্যও করা হবে না।

ضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الذِّلَّةُ اَيْنَ مَا ثُقِفُوْٓا اِلَّا بِحَبْلٍ مِّنَ اللّٰهِ وَحَبْلٍ مِّنَ النَّاسِ وَبَآءُوْ بِغَضَبٍ مِّنَ اللّٰهِ

(১১২) তাদের প্রতি [বিশেষ] লাঞ্ছনার ছাপ লাগানো হয়েছে তারা যেখানেই থাকুক না কেন, হ্যাঁ, তবে এমন একটি উপায়ের দরুন যা আল্লাহর পক্ষ হতে এবং অন্য এমন একটি উপায়ের দরুন যা মানুষের পক্ষ হতে, আর তারা যোগ্য হয়েছে আল্লাহর গজবের

শাব্দিক অনুবাদ

(১০৯) وَلِلّٰهِ আর আল্লাহরই স্বত্বাধিকারে রয়েছে مَا فِي السَّمٰوٰتِ وَمَا فِي الْاَرْضِ যা কিছু আসমানসমূহে এবং যা কিছু জমিনে আছে وَاِلَى اللّٰهِ এবং আল্লাহরই দিকে تُرْجَعُ الْاُمُوْرُ সমস্ত বিষয় প্রত্যাবর্তিত হবে।

(১১০) كُنْتُمْ خَيْرَ اُمَّةٍ তোমরা উত্তম সম্প্রদায় اُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ যে সম্প্রদায়কে প্রকাশ করা হয়েছে মানবমণ্ডলীর জন্য تَاْمُرُوْنَ بِالْمَعْرُوْفِ তোমরা নেক কাজের আদেশ কর وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ এবং মন্দ কাজ হতে নিবৃত্ত রাখ وَتُؤْمِنُوْنَ بِاللّٰهِ এবং আল্লাহর প্রতি ঈমান রাখ وَلَوْ اٰمَنَ اَهْلُ الْكِتٰبِ আর যদি আহলে কিতাবরা ঈমান আনত لَكَانَ خَيْرًا لَّهُمْ তবে তাদের জন্য অধিক মঙ্গল হতো مِنْهُمُ الْمُؤْمِنُوْنَ এদের মধ্যে কেউ কেউ তো মুসলমান وَاَكْثَرُهُمُ الْفٰسِقُوْنَ আর এদের অধিকাংশ কাফের।

(১১১) لَنْ يَّضُرُّوْكُمْ তারা কখনো তোমাদের কোনো ক্ষতি করতে পারবে না اِلَّآ اَذًى সামান্য কিছু কষ্ট প্রদান ব্যতীত وَاِنْ يُّقَاتِلُوْكُمْ আর যদি তারা তোমাদের সাথে যুদ্ধ করে يُوَلُّوْكُمُ الْاَدْبَارَ তবে তোমাদেরকে পৃষ্ঠ প্রদর্শন করতঃ পালিয়ে যাবে ثُمَّ لَا يُنْصَرُوْنَ অতঃপর কারো পক্ষ হতে তাদের সাহায্যও করা হবে না।

(১১২) ضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الذِّلَّةُ তাদের প্রতি [বিশেষ] লাঞ্ছনার ছাপ লাগানো হয়েছে اَيْنَ مَا ثُقِفُوْٓا তারা যেখানেই থাকুক না কেন اِلَّا بِحَبْلٍ مِّنَ اللّٰهِ হ্যাঁ, তবে এমন একটি উপায়ের দরুন যা আল্লাহর পক্ষ হতে وَحَبْلٍ مِّنَ النَّاسِ এবং অন্য এমন একটি উপায়ের দরুন যা মানুষের পক্ষ হতে وَبَآءُوْ بِغَضَبٍ مِّنَ اللّٰهِ আর তারা যোগ্য হয়েছে আল্লাহর গজবের

https://e-ilm.weebly.com/

অনুবাদ : এবং তাদের উপর অবমাননার ছাপ লাগানো হয়েছে, তা এই নিমিত্তে যে, তারা আল্লাহর বিনধানসমূহ অমান্য করত এবং পয়গম্বরদেরকে অন্যায়ভাবে হত্যা করে ফেলত, [আর] তা এই জন্য হয়েছে যে, তারা আনুগত্য করত না এবং সীমা ছাড়িয়ে যেত।	وَضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الْمَسْكَنَةُ ۚ ذٰلِكَ بِأَنَّهُمْ كَانُوا يَكْفُرُوْنَ بِاٰيٰتِ اللّٰهِ وَيَقْتُلُوْنَ الْاَنْۢبِيَآءَ بِغَيْرِ حَقٍّ ۚ ذٰلِكَ بِمَا عَصَوْا وَّكَانُوْا يَعْتَدُوْنَ ﴿١١٢﴾
(১১৩) তারা সকলে সমান নয়, এই আহলে কিতাবদের মধ্যে এক সম্প্রদায় তারাও যারা [সত্য ধর্মে] সুপ্রতিষ্ঠিত, আল্লাহর আয়াতসমূহ রাত্রিকালে পাঠ করে, আর তারা নামাজও পড়ে থাকে।	لَيْسُوْا سَوَآءً ۗ مِنْ اَهْلِ الْكِتٰبِ اُمَّةٌ قَآئِمَةٌ يَّتْلُوْنَ اٰيٰتِ اللّٰهِ اٰنَآءَ الَّيْلِ وَهُمْ يَسْجُدُوْنَ ﴿١١٣﴾
(১১৪) আল্লাহ তা'আলার প্রতি ও কিয়ামত দিবসের প্রতি বিশ্বাস রাখে, এবং নেক কাজের আদেশ করে ও মন্দ কাজ হতে বিরত রাখে, আর নেক কাজের দিকে ধাবিত হয়, আর তারা সুসভ্য লোকের মধ্যে গণ্য।	يُؤْمِنُوْنَ بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ الْاٰخِرِ وَيَأْمُرُوْنَ بِالْمَعْرُوْفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَيُسَارِعُوْنَ فِي الْخَيْرٰتِ ؕ وَاُولٰٓئِكَ مِنَ الصّٰلِحِيْنَ ﴿١١٤﴾
(১১৫) আর তারা যে নেক কাজ করবে তা হতে তাদেরকে বঞ্চিত করা হবে না। আর আল্লাহ তা'আলা পরহেজগারদেরকে খুব ভালোভাবে জানেন।	وَمَا يَفْعَلُوْا مِنْ خَيْرٍ فَلَنْ يُّكْفَرُوْهُ ۗ وَاللّٰهُ عَلِيْمٌ بِالْمُتَّقِيْنَ ﴿١١٥﴾

শাব্দিক অনুবাদ

وَضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الْمَسْكَنَةُ এবং তাদের উপর অবমাননার ছাপ লাগানো হয়েছে ذٰلِكَ بِأَنَّهُمْ তা এই নিমিত্তে যে كَانُوا يَكْفُرُوْنَ بِاٰيٰتِ اللّٰهِ তারা আল্লাহর বিনধানসমূহ অমান্য করত وَيَقْتُلُوْنَ الْاَنْۢبِيَآءَ এবং পয়গম্বরদেরকে হত্যা করে ফেলত بِغَيْرِ حَقٍّ অন্যায়ভাবে। ذٰلِكَ بِمَا عَصَوْا এটা এই জন্য হয়েছে যে তারা আনুগত্য করত না وَّكَانُوْا يَعْتَدُوْنَ এবং সীমা ছাড়িয়ে যেত।

(১১৩) لَيْسُوْا سَوَآءً তারা সকলে সমান নয় مِنْ اَهْلِ الْكِتٰبِ اُمَّةٌ قَآئِمَةٌ এই আহলে কিতাবদের মধ্যে এক সম্প্রদায় তারাও যারা [সত্য ধর্মে] সুপ্রতিষ্ঠিত يَّتْلُوْنَ اٰيٰتِ اللّٰهِ আল্লাহর আয়াতসমূহ পাঠ করে اٰنَآءَ الَّيْلِ রাত্রিকালে وَهُمْ يَسْجُدُوْنَ আর তারা নামাজও পড়ে থাকে।

(১১৪) يُؤْمِنُوْنَ بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ الْاٰخِرِ আল্লাহ তা'আলার প্রতি ও কিয়ামত দিবসের প্রতি বিশ্বাস রাখে وَيَأْمُرُوْنَ بِالْمَعْرُوْفِ এবং নেক কাজের আদেশ করে وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ ও মন্দ কাজ হতে বিরত রাখে وَيُسَارِعُوْنَ فِي الْخَيْرٰتِ আর নেক কাজের দিকে ধাবিত হয় وَاُولٰٓئِكَ مِنَ الصّٰلِحِيْنَ আর তারা সুসভ্য লোকের মধ্যে গণ্য।

(১১৫) وَمَا يَفْعَلُوْا مِنْ خَيْرٍ আর তারা যে নেক কাজ করবে فَلَنْ يُّكْفَرُوْهُ তা হতে তাদেরকে বঞ্চিত করা হবে না وَاللّٰهُ عَلِيْمٌ بِالْمُتَّقِيْنَ আর আল্লাহ তা'আলা পরহেজগারদেরকে খুব ভালোভাবে জানেন।

https://e-ilm.weebly.com/

https://e-ilm.weebly.com/

কুরআনের এ ভবিষ্যদ্বাণী অক্ষরে অক্ষরে পূর্ণ হয়েছে। আয়াতের লক্ষ্য সাহাবায়ে কেরামের সাথে নবুয়তের জমানায় কোনো ক্ষেত্রেই মোকাবিলায় বিরুদ্ধবাদিরা জয়লাভ করতে পারেনি। পূর্বে উল্লেখ করা হয়েছে যে, ইহুদি গোত্রগুলো সাহাবায়ে কেরামের মধ্যে বিভেদ সৃষ্টির অপপ্রয়াসে লিপ্ত ছিল। বিশেষ করে তারা পরিণামে মুসলমানদের হাতে লাঞ্ছিত ও অপমানিত হয়েছে। কতক নিহত হয়েছে, কতক নির্বাসিত হয়েছে এবং কিছু সংখ্যকের উপর জিযিয়া কর ধার্য করা হয়েছে। পরবর্তী আয়াতে এ বিষয়েরই পরিশিষ্ট বর্ণনা করা হয়েছে।

ইহুদিদের প্রতি গজব ও লাঞ্ছনার অর্থ : সূরা বাকরার ৬১তম আয়াতে এ সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে। সেখানে কোনো ব্যতিক্রম নেই। সূরা আলে ইমরানের আলোচ্য আয়াতের إِلَّا بِحَبْلٍ مِّنَ اللهِ وَحَبْلٍ مِّنَ النَّاسِ এর ব্যতিক্রম সম্পর্কেও সেখানে পূর্ণ তথ্য উপস্থিত করা হয়েছে। –[মা'আরেফুল কুরআন] এখানে পুনর্বার উল্লেখনীয় বিষয় এই যে, কাশশাফ গ্রন্থের ব্যাখ্যা অনুযায়ী আয়াতের অর্থ হচ্ছে ইহুদিদের সাথে লাঞ্ছনা ও অপমান লেগেই থাকবে। তবে তারা দুই উপায়ে এ লাঞ্ছনা থেকে বাঁচতে পারবে। ১. আল্লাহর অঙ্গীকার। উদহারণতঃ নাবালেগ বালক অথবা মহিলা হলে আল্লাহর নির্দেশে সে হত্যা থেকে নিরাপদে থাকবে। ২. وَحَبْلٍ مِّنَ النَّاسِ অর্থাৎ, অন্যের সাথে সন্ধিচুক্তির কারণে তাদের লাঞ্ছনা ও অপমান প্রকাশ পাবে না। وَحَبْلٍ مِّنَ النَّاس শব্দের মধ্যে মুসলমান ও কাফের উভয়ই অন্তর্ভুক্ত। কাজেই আয়াতের অর্থ মুসলমানদের সাথে সন্ধিচুক্তি সম্পাদন করে বিপদমুক্ত হওয়াও হতে পারে এবং কোনো অমুসলিম শক্তির সাথে চুক্তি করে নিরাপদ হওয়াও হতে পারে, বর্তমান ইসরাঈল রাষ্ট্রের অবস্থা যে হুবহু তাই, তা জ্ঞানী মাত্রেরই অজানা নয়। ইসরাঈল রাষ্ট্রটি প্রকৃতপক্ষে খ্রিস্টান পাশ্চাত্যের একটি সামরিক ছাউনি। এর যা কিছু শক্তিমত্ততা দেখা যায়, সবই অপরের কৃপায়। আমেরিকা, বৃটেন, রাশিয়া প্রভৃতি বৃহৎ শক্তিবর্গ এর উপর থেকে সাহায্যের হাত গুটিয়ে নিলে এটি একদিনও স্বীয় অস্তিত্ব টিকিয়ে রাখতে সক্ষম হবে না।

শব্দ বিশ্লেষণ

يُوَلُّوْنَ : সীগাহ جمع مذكر غائب বহছ مضارع معروف বাব تَفْعِيْل মাসদার اَلتَّوْلِيَةُ মূলবর্ণ (و ـ ل ـ ى) জিনস لفيف مفروق অর্থ– তারা পৃষ্ঠপ্রদর্শন করে পালাবে।

اَلْاَدْبَارَ : শব্দটি বহুবচন, একবচনে دُبُرٌ অর্থ– পিছনের অংশ, পিঠ।

ثُقِفُوْا : সীগাহ جمع مذكر غائب বহছ ماضى مجهول বাবে سَمِعَ মাসদার اَلثَّقْفُ মূলবর্ণ(ث ـ ق ـ ف) জিনস صحيح অর্থ– তারা থাকবে।

بَاءُوْا : সীগাহ جمع مذكر غائب বহছ ماضى معروف বাব نَصَرَ মাসদার اَلْبَوْءُ মূলবর্ণ (ب ـ و ـ ء) জিনস মুরাক্কাব مهموز لام ও اجوف واوى অর্থ– তারা প্রত্যাবর্তন করে।

عَصَوْا : সীগাহ جمع مذكر غائب বহছ ماضى معروف বাব ضَرَبَ মাসদার اَلْعِصْيَانُ মূলবর্ণ (ع ـ ص ـ ى) জিনস ناقص يائى অর্থ– তারা নাফরমানি করেছে।

كَانُوْا يَعْتَدُوْنَ : সীগাহ جمع مذكر غائب বহছ ماضى استمرارى معروف বাব اِفْتِعَالٌ মাসদার اَلْاِعْتِدَاءُ মূলবর্ণ (ع ـ د ـ و) জিনস ناقص واوى অর্থ– তারা সীমালঙ্ঘন করছিল।

يَنْهَوْنَ : সীগাহ جمع مذكر غائب বহছ مضارع معروف বাব فَتَحَ মাসদার اَلنَّهْىُ মূলবর্ণ (ن ـ ه ـ ى) জিনস ناقص يائى অর্থ– তারা বিরত রাখে।

বাক্য বিশ্লেষণ

قوله وَضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الْمَسْكَنَةُ : এখানে واو হরফে আতফ ضُرِبَتْ ফে'ল عَلٰى হরফে জার هُمْ মাজরূর জার ও مجرور মিলে متعلق আর اَلْمَسْكَنَةُ নায়েবে ফা'য়েল। সুতরাং فعل ـ نائب فاعل ও متعلق মিলে جملة فعلية হয়েছে।

https://e-ilm.weebly.com/

https://e-ilm.weebly.com/

অনুবাদ : (১১৯) হ্যাঁ, তোমরা তো এরূপ যে, তাদের সঙ্গে ভালোবাসা রাখ, আর তারা তোমাদের সঙ্গে আদৌ ভালোবাসা রাখে না অথচ তোমরা সমস্ত কিতাবের প্রতি ঈমান রাখ, আর তারা তোমাদের সঙ্গে মিলিত হলে বলে, আমরা ঈমান এনেছি, আর যখন পৃথক হয়ে যায়, তখন তোমাদের প্রতি ক্রোধে নিজেদের অঙ্গুলীসমূহ দংশন করে, আপনি বলে দিন, তোমরা স্বীয় ক্রোধে মরে যাও, নিশ্চয় আল্লাহ অন্তরের কথা পরিজ্ঞাত।	هَٰٓأَنتُمْ أُوْلَآءِ تُحِبُّونَهُمْ وَلَا يُحِبُّونَكُمْ وَتُؤْمِنُونَ بِٱلْكِتَٰبِ كُلِّهِۦ وَإِذَا لَقُوكُمْ قَالُوٓا۟ ءَامَنَّا وَإِذَا خَلَوْا۟ عَضُّوا۟ عَلَيْكُمُ ٱلْأَنَامِلَ مِنَ ٱلْغَيْظِ ۚ قُلْ مُوتُوا۟ بِغَيْظِكُمْ ۗ إِنَّ ٱللَّهَ عَلِيمٌۢ بِذَاتِ ٱلصُّدُورِ (١١٩)
(১২০) যদি তোমাদের কোনো মঙ্গলময় অবস্থা উপস্থিত হয়, তবে তাদের মনোবেদনার কারণ হয়, আর যদি তোমাদের কোনো অমঙ্গলজনক অবস্থা উপস্থিত হয়, তবে তারা তাতে আনন্দিত হয়, আর যদি তোমরা অটল ও সংযমী হও, তবে তাদের চক্রান্ত তোমাদের কোনো ক্ষতি করতে পারবে না। নিশ্চয় আল্লাহ তাদের কার্যসমূহকে পরিবেষ্টন করে আছেন।	إِن تَمْسَسْكُمْ حَسَنَةٌ تَسُؤْهُمْ وَإِن تُصِبْكُمْ سَيِّئَةٌ يَفْرَحُوا۟ بِهَا ۖ وَإِن تَصْبِرُوا۟ وَتَتَّقُوا۟ لَا يَضُرُّكُمْ كَيْدُهُمْ شَيْـًٔا ۗ إِنَّ ٱللَّهَ بِمَا يَعْمَلُونَ مُحِيطٌ (١٢٠)
(১২১) আর যখন আপনি প্রভাতে বের হলেন স্বীয় গৃহ হতে মুসলমানদেরকে যুদ্ধের জন্য যথাস্থানে সুশৃঙ্খলভাবে স্থাপন করছিলেন, আর আল্লাহ সব [-ই] শুনছিলেন, জানছিলেন।	وَإِذْ غَدَوْتَ مِنْ أَهْلِكَ تُبَوِّئُ ٱلْمُؤْمِنِينَ مَقَٰعِدَ لِلْقِتَالِ ۗ وَٱللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ (١٢١)

শাব্দিক অনুবাদ

(১১৯) هَٰٓأَنتُمْ أُوْلَآءِ تُحِبُّونَهُمْ হ্যাঁ, তোমরা তো এরূপ যে, তাদের সঙ্গে ভালোবাসা রাখ وَلَا يُحِبُّونَكُمْ আর তারা তোমাদের সঙ্গে আদৌ ভালোবাসা রাখে না وَتُؤْمِنُونَ بِٱلْكِتَٰبِ كُلِّهِۦ অথচ তোমরা সমস্ত কিতাবের প্রতি ঈমান রাখ। وَإِذَا لَقُوكُمْ قَالُوٓا۟ আর তারা তোমাদের সঙ্গে মিলিত হলে বলে ءَامَنَّا আমরা ঈমান এনেছি। وَإِذَا خَلَوْا۟ আর যখন পৃথক হয়ে যায় عَضُّوا۟ عَلَيْكُمُ ٱلْأَنَامِلَ তখন তোমাদের প্রতি নিজেদের অঙ্গুলীসমূহ দংশন করে مِنَ ٱلْغَيْظِ ক্রোধে قُلْ আপনি বলে দিন مُوتُوا۟ بِغَيْظِكُمْ তোমরা স্বীয় ক্রোধে মরে যাও إِنَّ ٱللَّهَ عَلِيمٌۢ بِذَاتِ ٱلصُّدُورِ নিশ্চয় আল্লাহ অন্তরের কথা পরিজ্ঞাত।

(১২০) إِن تَمْسَسْكُمْ حَسَنَةٌ যদি তোমাদের কোনো মঙ্গলময় অবস্থা উপস্থিত হয় تَسُؤْهُمْ তবে তাদের মনোবেদনার কারণ হয় وَإِن تُصِبْكُمْ سَيِّئَةٌ আর যদি তোমাদের কোনো অমঙ্গলজনক অবস্থা উপস্থিত হয় يَفْرَحُوا۟ بِهَا তবে তারা তাতে আনন্দিত হয়। وَإِن تَصْبِرُوا۟ আর যদি তোমরা অটল وَتَتَّقُوا۟ ও সংযমী হও لَا يَضُرُّكُمْ كَيْدُهُمْ شَيْـًٔا তবে তাদের চক্রান্ত তোমাদের কোনো ক্ষতি করতে পারবে না إِنَّ ٱللَّهَ بِمَا يَعْمَلُونَ مُحِيطٌ নিশ্চয় আল্লাহ তাদের কার্যসমূহকে পরিবেষ্টন করে আছেন।

(১২১) وَإِذْ غَدَوْتَ আর যখন আপনি প্রভাতে বের হলেন مِنْ أَهْلِكَ স্বীয় গৃহ হতে تُبَوِّئُ ٱلْمُؤْمِنِينَ مَقَٰعِدَ لِلْقِتَالِ মুসলমানদেরকে যুদ্ধের জন্য যথাস্থানে সুশৃঙ্খলভাবে স্থাপন করছিলেন وَٱللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ আর আল্লাহ সব [-ই] শুনছিলেন, জানছিলেন

https://e-ilm.weebly.com/

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

(১১৬) قوله إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا لَن تُغْنِيَ عَنْهُمْ الخ **আয়াতের শানে নুযূল :** হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা.) হতে বর্ণিত আছে, এই আয়াতটি মদিনার ইহুদি গোত্র বনূ নযীর ও বনূ কুরায়যা গোত্রদ্বয়কে উদ্দেশ্য করে অবতরণ করা হয়েছে। তারা প্রাধান্য পাওয়ার জন্য ধন সম্পদ উপার্জন করত।

অপর এক বর্ণনায় রয়েছে যে, কুরাইশদের অন্যতম নেতা আবূ সুফিয়ান সম্পর্কে অবতীর্ণ হয়েছে। যেহেতু তিনি বদর ও ওহুদ যুদ্ধে বহু ধন-সম্পদ ও সৈন্য দিয়ে কাফেরদেরকে সাহায্য করেছিলো।

তাফসীরে খাযেন গ্রন্থকারের মতে সমস্ত কাফের সম্পর্কেই অত্র আয়াতটি অবতীর্ণ হয়। যেহেতু তারা ধন-সম্পদকেই সবকিছুর মূল মনে করে, এবং তা অর্জনের নিমিত্তে নিজেদের জীবন পর্যন্ত বিসর্জন দেয়।

(১১৮) قوله يَٰٓأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّخِذُوا بِطَانَةً مِّن دُونِكُمْ الخ **আয়াতের শানে নুযূল :** মদিনার পার্শ্ববর্তী এলাকায় বসবাসকারী ইহুদিদের সাথে আউস খাযরাজ গোত্রদ্বয়ের মধ্যে প্রাচীনকাল থেকেই বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক ছিল। ব্যক্তিগত ও গোত্রগত উভয় পর্যায়েই তারা একে অন্যের প্রতিবেশি ও মিত্র ছিল। আউস ও খাযরাজ গোত্রদ্বয় মুসলমান হওয়ার পরও ইহুদিদের সাথে পুরাতন সম্পর্ক বহাল রাখে। কিন্তু ইহুদিদের মনে ছিল মহানবী ﷺ ও তাঁর দীনের প্রতি শত্রুতা। তাই তারা এমন কোনো ব্যক্তিকেই আন্তরিকতার সাথে ভালোবাসতে সম্মত হতো না যে, এ ধর্ম গ্রহণ করে মুসলমান হয়ে যায়। কাজেই তারা আউস ও খাযরাজ গোত্রের আনসারদের সাথে বাহ্যিক পূর্ব সম্পর্ক বহাল রাখলেও এ সময় মনে মনে তাদের শত্রু হয়ে গিয়েছিল। বাহ্যিক বন্ধুত্বের আড়ালে তারা মুসলমানদের গোপন তথ্য শত্রুদের কাছে পৌছে দিতে চেষ্টা করত। ফলে মহান আল্লাহ তা'আলা আলোচ্য আয়াত নাজিল করে আহলে কিতাবদের এহেন দূরভিসন্ধি থেকে মুসলমানদের সতর্ক থাকতে নির্দেশ দিয়ে একটি গুরুত্বপূর্ণ নীতি বর্ণনা করেছেন। –[মা'আরেফুল কুরআন]

يَٰٓأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّخِذُوا بِطَانَةً مِّن دُونِكُمْ অর্থাৎ হে ঈমানদারগণ! তোমরা নিজেদের ছাড়া অন্য কাউকে ঘনিষ্ঠ ও অন্তরঙ্গ মিত্ররূপে গ্রহণ করো না। بِطَانَةٌ শব্দের অর্থ অভিভাবক, বন্ধু, বিশ্বস্ত, রহস্যবিদ। কাপড়ের অভ্যন্তর ভাগকেও بِطَانَةٌ বলা হয়, যা শরীরের সাথে মিশে থাকে। এ শব্দটি بَطْن শব্দ থেকে উদ্ভূত। এর বিপরীত শব্দ ظَهْر কোনো বস্তুর বাহ্যিক দিককে ظَهْر এবং অভ্যন্তরীণ দিককে بَطْن বলা হয়। এমনিভাবে কাপড়ের উপরের অংশকে ظِهَارَةٌ এবং ভিতরের যে অংশ শরীরের সাথে মিশে থাকে, তাকে بِطَانَةٌ বলা হয়। আমরা নিজ ভাষায় বলি : সে তার জামা-চাদর। অর্থাৎ সে তার খুব প্রিয়। এমনভাবে بِطَانَةٌ বলে রূপক অর্থে বন্ধু, বিশ্বস্ত, গোপন তথ্যের ব্যাপারে নির্ভরযোগ্য লোককে বুঝানো হয়। প্রসিদ্ধ অভিধানগ্রন্থ লিসানুল আরবে بِطَانَةٌ শব্দের অর্থ এরূপ লিখিত আছে : কোনো ব্যক্তির অভিভাবক, বিশ্বস্ত বন্ধু এবং যার সাথে পরামর্শ করে কাজ করা হয়, এরূপ ব্যক্তিকে তার بِطَانَةٌ বলা হয়।

অতএব, আলোচ্য আয়াতে মুসলমানদের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে, স্বধর্মাবলম্বীদের ছাড়া অন্য কাউকে এমন মুরব্বি ও উপদেষ্টারূপে গ্রহণ করো না, যার কাছে জাতীয় ও রাষ্ট্রীয় গোপন তথ্য প্রকাশ করা যেতে পারে না।

ইসলাম স্বীয় বিশ্বব্যাপী করুণার ছায়াতলে মুসলিমগণকে অমুসলিমদের সাথে সহানুভূতি, শুভেচ্ছা, মানবতা ও উদারতার অসাধারণ নির্দেশ দিয়েছে। এটা শুধু মৌখিক নির্দেশই নয়; বরং রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর আচরণ একে কার্যে পরিণত করেও দেখিয়ে দিয়েছেন। কিন্তু মুসলমানদের নিজস্ব রাষ্ট্রীয় সংগঠন ও তার বৈশিষ্ট্যপূর্ণ কার্যাবলি সংরক্ষণের স্বার্থে ইসলাম এ নির্দেশও দিয়েছে যে, ইসলামি আইনে অবিশ্বাসী ও বিদ্রোহীদের সাথে সম্পর্ক একটি বিশেষ সীমার বাইরে এগিয়ে নেওয়ার অনুমতি মুসলমানদের দেওয়া যায় না। কারণ এতে ব্যক্তি ও জাতি উভয়েরই সমূহ ক্ষতির আশঙ্কা রয়েছে। নিঃসন্দেহে এটি একটি যুক্তিপূর্ণ, সঙ্গত ও জরুরি ব্যবস্থা। এতে ব্যক্তি ও জাতি উভয়েরই হেফাজত হয়। যেসব অমুসলিম মুসলিম রাষ্ট্রের বাসিন্দা কিংবা মুসলমানদের সাথে মৈত্রীচুক্তিতে আবদ্ধ, তাদের সম্পর্কে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর শিক্ষা এবং তাদের রক্ষণাবেক্ষণের জন্য জোরদার নির্দেশাবলি ইসলামি আইনের গুরুত্বপূর্ণ অংশ। রাসূলুল্লাহ ﷺ-বলেন, যে ব্যক্তি কোনো জিম্মী অর্থাৎ, মুসলিম রাষ্ট্রের অমুসলিম বাসিন্দাকে কষ্ট দেয়, কিয়ামাতের দিন আমি তার বিপক্ষে বাদী হব। আর আমি যে মকদ্দমায় বাদী হবো, তাতে জয়লাভ অবধারিত।' অন্য এক হাদীসে বলেন– চুক্তিবদ্ধ অমুসলিম বাসিন্দা অথবা অন্য কারো প্রতি অত্যাচার করতে আমার পালনকর্তা আমাকে নিষেধ করেছেন। আর এক হাদীসে বলেন "সাবধান! যে ব্যক্তি কোনো

https://e-ilm.weebly.com/

চুক্তিবদ্ধ অমুসলিমের প্রতি অত্যাচার করে কিংবা তার প্রাপ্য হ্রাস করে কিংবা তার উপর সামর্থ্যের অতিরিক্ত বোঝা চাপিয়ে দেয় অথবা তার ইচ্ছার বিরুদ্ধে তার কাছ থেকে কোনো জিনিস গ্রহণ করে, তবে কিয়ামতের দিন আমি তার পক্ষ থেকে উকিল হব।"

কিন্তু এসব উদারতার সাথে সাথে মুসলমানদের নিজস্ব জামাত ও জাতিসত্তার হেফাজতের স্বার্থে এ নির্দেশও দেওয়া হয়েছে যে, ইসলাম ও মুসলমানদের শত্রুদেরকে অন্তরঙ্গ বন্ধু কিংবা বিশ্বস্ত মুরব্বিরূপে গ্রহণ করো না।

ইবনে আবী হাতেম বর্ণনা করেন, হযরত ওমর ফারুক (রা.)-কে বলা হলো যে, এখানে একজন হস্তলিপিতে সুদক্ষ অমুসলিম বালক রয়েছে। আপনি তাকে ব্যক্তিগত মুনশী হিসেবে গ্রহণ করে নিলে ভালোই হবে। হযরত ওমর ফারুক (রা.) উত্তরে বলেন : "এরূপ করলে মুসলমানদের ছাড়া অন্য ধর্মাবলম্বীকে বিশ্বস্তরূপে গ্রহণ করা হবে, যা কুরআনের নির্দেশের পরিপন্থি।"

ইমাম কুরতুবী হিজরি পঞ্চম শতাব্দীর বিখ্যাত আলেম ও তাফসীরবিদ। তিনি অত্যন্ত দুঃখ ও বেদনার সাথে মুসলমানদের মধ্যে এ শিক্ষার বিরুদ্ধাচরণ ও তার অশুভ পরিণাম এভাবে বর্ণনা করেন : "আজকাল অবস্থা এমন পাল্টে গেছে যে, ইহুদি ও খ্রিস্টানদেরকে বিশ্বস্ত ও নির্ভরযোগ্যরূপে গ্রহণ করা হচ্ছে এবং এভাবে ওরা মূর্খ বিত্তশালী ও শাসকদের ঘাড়ে চেপে বসেছে।"

অধুনা আধুনিক সভ্যতার যুগেও বিশেষ মতাদর্শের ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত রাষ্ট্রে সংশ্লিষ্ট মতাদর্শে বিশ্বাসী নয়– এমন কোনো ব্যক্তিকে উপদেষ্টা ও মুরব্বিরূপে গ্রহণ করা হয় না।

আলোচ্য ১১৮ নং আয়াতে উপরিউক্ত নির্দেশের কারণ হিসেবে বলা হয়েছে : لَا يَأْلُوْنَكُمْ خَبَالًا অর্থাৎ তারা তোমাদের মধ্যে গোলযোগ সৃষ্টি করতে কসুর করবে না। তারা তোমাদের বিপদ কামনা করে। এ ধরনের কিছু বিষয় স্বয়ং তাদের মুখেও প্রকাশ হয়ে পড়ে। কিন্তু অন্তরে যে শত্রুতা গোপন রাখে, তা আরো মারাত্মক। আমি তোমাদের সামনে সব আলামত প্রকাশ করে দিয়েছি; এখন তোমরা যদি বুদ্ধিমত্তার পরিচয় দিতে পার তবে তা থেকে উপকার পেতে পার।

উদ্দেশ্য এই যে, ইহুদি হোক কিংবা খ্রিস্টান, কপট বিশ্বাসী মুনাফিক হোক কিংবা মুশরিক– কেউ তোমাদের সত্যিকার হিতাকাঙ্ক্ষী নয়। তারা সর্বদাই তোমাদের বোকা বানিয়ে তোমাদের ক্ষতি সাধনে ব্যাপৃত এবং ধর্মীয় ও পার্থিব অনিষ্ট সাধনে সচেষ্ট থাকে। তোমরা কষ্টে থাক, এটাই হলো তাদের কাম্য। তাদের অন্তরে যে শত্রুতা লুক্কায়িত রয়েছে, তা খুবই মারাত্মক। কিন্তু মাঝে মাঝে দুর্দমনীয় জিঘাংসায় উত্তেজিত হয়ে এমন সব কথাবার্তা বলে ফেলে, যা তাদের গভীর শত্রুতার পরিচায়ক। শত্রুতা ও প্রতিহিংসায় তাদের মুখ থেকে অসংলগ্ন কথা বের হয়ে পড়ে। সুতরাং এহেন শত্রুদের অন্তরঙ্গ বন্ধুরূপে গ্রহণ করা বুদ্ধিমানের কাজ নয়। আল্লাহ তা'আলা শত্রু-মিত্রের পরিচয় ও সম্পর্ক স্থাপনের বিধান বলে দিয়েছেন, সুতরাং মুসলমানদের এ ব্যাপারে সতর্ক হওয়া খুবই উচিত।

وَدُّوْا مَا عَنِتُّمْ : বাক্যটি কাফেরসুলভ মনোভাবের পূর্ণ পরিচায়ক। এর মধ্যে এ বিষয়ের গভীর শিক্ষা নিহিত আছে যে, কোনো অমুসলিম কোনো অবস্থাতেই মুসলমানদের সত্যিকার বন্ধু ও হিতাকাঙ্ক্ষী হতে পারে না।

এরপর বলা হয়েছে هٰۤاَنْتُمْ اُولَاۤءِ تُحِبُّوْنَهُمْ অর্থাৎ তোমরা তো তাদের ভালোবাস, কিন্তু তারা তো তোমাদের মোটেই ভালোবাসে না। এছাড়া তোমরা সব ঐশী গ্রন্থেই বিশ্বাস কর। তারা যখন তোমাদের সাথে সাক্ষাৎ করে, তখন বলে : আমরা মুসলমান। কিন্তু যখন একান্তে গমন করে, তখন তোমাদের প্রতি ক্রোধের আতিশয্যে আঙ্গুল কামড়াতে থাকে। বলে দিন, তোমরা ক্রোধে নিপাত যাও। নিশ্চয় আল্লাহ অন্তরের কথাবার্তা সম্পর্কে সম্যক অবগত। অর্থাৎ এটা কেমন বেখাপ্পা বিষয় যে, তোমরা তাদের সাথে বন্ধুত্বের সম্পর্ক গড়ে তুলবে, অথচ তারা তোমাদের বন্ধু নয়; বরং মূলোৎপাটনকারী শত্রু। আশ্চর্যের বিষয় তোমরা সব খোদায়ী গ্রন্থে বিশ্বাসী; তা যে কোনো জাতি, যে কোনো যুগে, যে কোনো পয়গম্বরের প্রতি অবতীর্ণ হোক না কেন; কিন্তু এর বিপরীতে তারা তোমাদের পয়গম্বর ও গ্রন্থ কুরআনকে বিশ্বাস করে না। এমনকি তাদের নিজ গ্রন্থের প্রতিও তাদের শুদ্ধ বিশ্বাস নেই। এদিক দিয়ে তোমাদের সাথে ওদের অল্পবিস্তর বন্ধুত্ব এবং তাদের প্রতি তোমাদের বিদ্বেষভাব থাকা উচিত ছিল, কিন্তু এখানে ব্যাপার হচ্ছে উল্টো।

এ কাফের সুলভ মনোভাবের আরো ব্যাখ্যা এই যে, اِنْ تَمْسَسْكُمْ حَسَنَةٌ অর্থাৎ তাদের অবস্থা এই যে, তোমরা কোনো সুখকর অবস্থার সম্মুখীন হলে তারা দুঃখিত হয়, আর তোমরা কোনো বিপদে পতিত হলে তারা আনন্দে গদগদ হয়ে উঠে।

https://e-ilm.weebly.com/

অতঃপর কপট বিশ্বাসীদের চক্রান্ত এবং ঘোর শত্রুদের শত্রুতার অশুভ পরিণাম থেকে নিরাপদ থাকার জন্য একটি সহজ সুন্দর ব্যবস্থা বাতলে দেওয়া হচ্ছে : "তোমরা ধৈর্য ধারণ করলে এবং পরহেজগারী অবলম্বন করলে ওদের চক্রান্ত তোমাদের বিন্দুমাত্রও অনিষ্ট করতে পারবে না।"

ধৈর্য ও পরহেজগারীর মধ্যেই মুসলমানদের বিজয় ও সাফল্য : যাবতীয় বিপদাপদ ও অস্থিরতা থেকে মুক্ত থাকার জন্য কুরআন ধৈর্য ও তাকওয়া-পরহেজগারীকে শুধু এ আয়াতেই নয়, অন্যান্য আয়াতেও একটি কার্যকরী প্রতিষেধক হিসেবে বর্ণনা করেছে।

শব্দ বিশ্লেষণ

لَنْ تُغْنِيَ : সীগাহ واحد مؤنث حاضر বহছ نفى بلن مضارع معروف বাব اِفْعَالٌ মাসদার اَلْاِغْنَاءُ মূলবর্ণ (غ ـ ن ـ ى) জিনসে ناقص يائى অর্থ– কখনো কোনো কাজে আসবে না।

بِطَانَةً : অন্তরের বন্ধুত্ব।

وَدُّوْا : সীগাহ جمع مذكر غائب বহছ ماضى معروف বাব سَمِعَ মাসদার اَلْوِدَادُ মূলবর্ণ (و ـ د ـ د) জিনসে মুরাক্কাব مضاعف ثلاثى এবং مثال واوى অর্থ– তারা কামনা করে।

خَلَوْا : সীগাহ جمع مذكر غائب বহছ ماضى معروف বাব نَصَرَ মাসদার اَلْخَلْوَةُ মূলবর্ণ (خ ـ ل ـ و) জিনস ناقص واوى অর্থ– তারা পৃথক হয়।

مُوْتُوْا : সীগাহ جمع مذكر حاضر বহছ امر حاضر معروف বাব نَصَرَ মাসদার اَلْمَوْتُ মূলবর্ণ (م ـ و ـ ت) জিনস اجوف واوى অর্থ- তোমরা মৃত্যুবরণ কর।

غَدَوْتَ : সীগাহ واحد مذكر حاضر বহছ ماضى معروف বাব نَصَرَ মাসদার اَلْغُدُوُّ মূলবর্ণ (غ ـ د ـ و) জিনস ناقص واوى অর্থ– আপনি সকালে বের হলেন।

تُبَوِّئُ : সীগাহ واحد مذكر حاضر বহছ مضارع معروف বাব تَفْعِيْل মাসদার اَلتَّبْوِيَةُ মূলবর্ণ (ب ـ و ـ ء) জিনস মুরাক্কাব اجوف واوى ও মাহমূযলাম অর্থ– আপনি বিন্যস্ত করলেন।

বাক্য বিশ্লেষণ

قوله قَدْ بَدَتِ الْبَغْضَاءُ مِنْ اَفْوَاهِهِمْ : এখানে قَدْ بَدَتْ ফে'ল اَلْبَغْضَاءُ ফা'য়েল مِنْ হরফে জার اَفْوَاهُ মুযাফ هم মুযাফ ইলাইহি مضاف ও مضاف اليه মিলে مجرور ও جار মিলে মাজরূর سুতরাং فعل ـ فاعل ও متعلق মিলে متعلق মিলে جملة فعلية হয়েছে।

قوله اِنْ تَمْسَسْكُمْ حَسَنَةٌ تَسُؤْهُمْ : এখানে اِنْ হরফে শর্ত تَمْسَسْ ফে'ল كُمْ মাফউল حَسَنَةٌ ফা'য়েল فعل ـ فاعل ও مفعول মিলে جملة فعلية হয়ে شرط হলো, تَسُؤْ ফে'ল যমীরে هِىَ ফা'য়েল هُمْ মাফউল فعل ـ فاعل ও مفعول মিলে جملة فعلية হয়ে جزاء সুতরাং شرط ও جزاء মিলে جملة شرطية হলো।

قوله اِنَّ اللهَ بِمَا يَعْمَلُوْنَ مُحِيْطٌ : এখানে اِنَّ হরফে মুশাব্বাহ বিল ফে'ল اَللّٰهَ শব্দটি اِنَّ এর ইসম بَاءُ হরফে জার مَا ইসমে মাওসূল يَعْمَلُوْنَ ফে'ল, ফা'য়েল মিলে জুমলা হয়ে صله হয়েছে। موصول ও صلة মিলে মাজরূর جار ও مجرور মিলে متعلق হলো مُحِيْطٌ শিবহে فعل -এর সাথে, শিবহে فعل তার فاعل ও متعلق মিলে شبه جملة হয়ে اِنَّ এর خبر হলো। অতএব اِنَّ তার اسم ও خبر নিয়ে جملة اسمية হয়েছে।

https://e-ilm.weebly.com/

إِذْ هَمَّتْ طَّآئِفَتَانِ مِنكُمْ أَن تَفْشَلَا وَاللَّهُ وَلِيُّهُمَا ۗ وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ (١٢٢)

(১২২) যখন তোমাদের মধ্য হতে দুটি দল মনে মনে ভগ্নোৎসাহ হওয়ার কল্পনা করল, আর আল্লাহ তো ঐ উভয় দলেরই সহায়ক ছিলেন, আর মুসলমানদের তো আল্লাহর উপরই ভরসা করা উচিত।

وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَّأَنتُمْ أَذِلَّةٌ ۖ فَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ (١٢٣)

(১২৩) আর তা সুনিশ্চিত যে, আল্লাহ তোমাদেরকে বদরে [বদর যুদ্ধে] সাহায্য করেছেন অথচ তোমরা সহায়-সম্বলহীন ছিলে, সুতরাং আল্লাহকে ভয় করতে থাক– যেন তোমরা শুকরগুজার হও।

إِذْ تَقُولُ لِلْمُؤْمِنِينَ أَلَن يَكْفِيَكُمْ أَن يُمِدَّكُمْ رَبُّكُم بِثَلَاثَةِ آلَافٍ مِّنَ الْمَلَآئِكَةِ مُنزَلِينَ (١٢٤)

(১২৪) যখন আপনি মুসলমানদেরকে এরূপ বলছিলেন যে, তোমাদের কি এটা যথেষ্ট হবে না যে, তোমাদের রব তিন সহস্র ফেরেশতা দ্বারা তোমাদের সাহায্য করবেন? যারা [আসমান হতে] অবতারিত হবে।

بَلَىٰ ۚ إِن تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا وَيَأْتُوكُم مِّن فَوْرِهِمْ هَٰذَا يُمْدِدْكُمْ رَبُّكُم بِخَمْسَةِ آلَافٍ مِّنَ الْمَلَآئِكَةِ مُسَوِّمِينَ (١٢٥)

(১২৫) হ্যাঁ, কেন হবে না? যদি [যুদ্ধে] অটল থাক এবং খোদভীরু হও আর [যদি] তারা তোমাদের প্রতি নিমিষে এসে পৌছে, তাহলে তোমাদের প্রভু তোমাদেরকে এক বিশিষ্ট বেশধারী পাঁচ সহস্র ফেরেশতা দ্বারা সাহায্য করবেন।

শাব্দিক অনুবাদ

(১২২) إِذْ هَمَّتْ طَّآئِفَتَانِ مِنكُمْ যখন তোমাদের মধ্য হতে দুটি দল মনে মনে কল্পনা করল أَن تَفْشَلَا ভগ্নোৎসাহ হওয়ার وَاللَّهُ وَلِيُّهُمَا আর আল্লাহ তো ঐ উভয় দলেরই সহায়ক ছিলেন وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ আর মুসলমানদের তো আল্লাহর উপরই ভরসা করা উচিত।

(১২৩) وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ আর তা সুনিশ্চিত যে, আল্লাহ তোমাদেরকে বদরে [বদর যুদ্ধে] সাহায্য করেছেন وَأَنتُمْ أَذِلَّةٌ অথচ তোমরা সহায়-সম্বলহীন ছিলে فَاتَّقُوا اللَّهَ সুতরাং আল্লাহকে ভয় করতে থাক– لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ যেন তোমরা শুকরগুজার হও।

(১২৪) إِذْ تَقُولُ لِلْمُؤْمِنِينَ যখন আপনি মুসলমানদেরকে এরূপ বলছিলেন যে أَلَن يَكْفِيَكُمْ তোমাদের কি এটা যথেষ্ট হবে না যে أَن يُمِدَّكُمْ رَبُّكُم তোমাদের রব তোমাদের সাহায্য করবেন بِثَلَاثَةِ آلَافٍ مِّنَ الْمَلَآئِكَةِ তিন সহস্র ফেরেশতা দ্বারা مُنزَلِينَ যারা [আসমান হতে] অবতারিত হবে।

(১২৫) بَلَىٰ হ্যাঁ, কেন হবে না? إِن تَصْبِرُوا যদি [যুদ্ধে] অটল থাক। وَتَتَّقُوا এবং আল্লাহভীরু হও وَيَأْتُوكُم مِّن فَوْرِهِمْ আর [যদি] তারা তোমাদের প্রতি নিমিষে এসে পৌছে هَٰذَا يُمْدِدْكُمْ رَبُّكُم তাহলে তোমাদের প্রভু তোমাদেরকে সাহায্য করবেন بِخَمْسَةِ آلَافٍ مِّنَ الْمَلَآئِكَةِ পাঁচ সহস্র ফেরেশতা দিয়ে مُسَوِّمِينَ এক বিশিষ্ট বেশধারী।

https://e-ilm.weebly.com/

(১২৬) আর এই সাহায্য আল্লাহ তা'আলা শুধু এই জন্য করেছেন, যেন তোমাদের জন্য সু-সংবাদ হয় আর যেন তোমাদের মনে স্থিরতা আসে, আর সাহায্য তো শুধু আল্লাহর পক্ষ থেকে হয়ে থাকে, যিনি মহা পরাক্রমশালী, প্রজ্ঞাময়।

وَمَا جَعَلَهُ اللّٰهُ اِلَّا بُشْرٰى لَكُمْ وَلِتَطْمَئِنَّ قُلُوْبُكُمْ بِهٖ ۚ وَمَا النَّصْرُ اِلَّا مِنْ عِنْدِ اللّٰهِ الْعَزِيْزِ الْحَكِيْمِ ﴿١٢٦﴾

(১২৭) যেন কাফেরদের একদলকে ধ্বংস করে দেন অথবা তাদেরকে লাঞ্ছিত ও অপমানিত করেন, ফলে তারা অকৃতকার্য হয়ে ফিরে যায়।

لِيَقْطَعَ طَرَفًا مِّنَ الَّذِيْنَ كَفَرُوْٓا اَوْ يَكْبِتَهُمْ فَيَنْقَلِبُوْا خَآئِبِيْنَ ﴿١٢٧﴾

(১২৮) আপনার কোনো অধিকার নেই, যে পর্যন্ত আল্লাহ তা'আলা হয়তো তাদের তওবা কবুল করবেন অথবা তাদেরকে কোনো শাস্তি প্রদান করবেন। কেননা এরা জুলুমও ভীষণ করছে।

لَيْسَ لَكَ مِنَ الْاَمْرِ شَيْءٌ اَوْ يَتُوْبَ عَلَيْهِمْ اَوْ يُعَذِّبَهُمْ فَاِنَّهُمْ ظٰلِمُوْنَ ﴿١٢٨﴾

(১২৯) আর যাকিছু আসমানসমূহে রয়েছে এবং যাকিছু জমিনে রয়েছে সবকিছু আল্লাহর স্বত্ত্বাধীন; তিনি যাকে ইচ্ছা ক্ষমা করেন এবং যাকে ইচ্ছা শাস্তি দেন, আর আল্লাহ তা'আলা তো অতীব ক্ষমাশীল, পরম করুণাময়।

وَلِلّٰهِ مَا فِي السَّمٰوٰتِ وَمَا فِي الْاَرْضِ ۚ يَغْفِرُ لِمَنْ يَّشَآءُ وَيُعَذِّبُ مَنْ يَّشَآءُ ۚ وَاللّٰهُ غَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ ﴿١٢٩﴾

(১৩০) হে মুমিনগণ! সুদ খেয়ো না কয়েক গুণ অতিরিক্ত এবং আল্লাহকে ভয় কর, আশা করা যায়, তোমরা সফলকাম হবে।

يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَا تَاْكُلُوا الرِّبٰوٓا اَضْعَافًا مُّضٰعَفَةً ۖ وَّاتَّقُوا اللّٰهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُوْنَ ﴿١٣٠﴾

শাব্দিক অনুবাদ

(১২৭) لِيَقْطَعَ طَرَفًا مِّنَ الَّذِيْنَ كَفَرُوْٓا যেন কাফেরদের একদলকে ধ্বংস করে দেন اَوْ يَكْبِتَهُمْ অথবা তাদেরকে লাঞ্ছিত ও অপমানিত করেন فَيَنْقَلِبُوْا خَآئِبِيْنَ ফলে তারা অকৃতকার্য হয়ে ফিরে যায়।

(১২৮) لَيْسَ لَكَ مِنَ الْاَمْرِ شَيْءٌ আপনার কোনো অধিকার নেই اَوْ يَتُوْبَ عَلَيْهِمْ যে পর্যন্ত আল্লাহ তা'আলা হয়তো তাদের তওবা কবুল করবেন اَوْ يُعَذِّبَهُمْ অথবা তাদেরকে কোনো শাস্তি প্রদান করবেন فَاِنَّهُمْ ظٰلِمُوْنَ কেননা এরা জুলুমও ভীষণ করছে।

(১২৯) وَلِلّٰهِ مَا فِي السَّمٰوٰتِ وَمَا فِي الْاَرْضِ আর যাকিছু আসমানসমূহে রয়েছে এবং যাকিছু জমিনে রয়েছে সবকিছু আল্লাহর স্বত্ত্বাধীন يَغْفِرُ لِمَنْ يَّشَآءُ তিনি যাকে ইচ্ছা ক্ষমা করেন وَيُعَذِّبُ مَنْ يَّشَآءُ এবং যাকে ইচ্ছা শাস্তি দেন وَاللّٰهُ غَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ আর আল্লাহ তা'আলা তো অতীব ক্ষমাশীল, পরম করুণাময়।

(১৩০) يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا হে মুমিনগণ! لَا تَاْكُلُوا الرِّبٰوٓا সুদ খেয়ো না اَضْعَافًا مُّضٰعَفَةً কয়েক গুণ অতিরিক্ত وَّاتَّقُوا اللّٰهَ এবং আল্লাহকে ভয় কর لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُوْنَ আশা করা যায়, তোমরা সফলকাম হবে।

https://e-ilm.weebly.com/

(১৩১) আর তোমরা সেই আগুন হতে আত্মরক্ষা কর, যা [মূলতঃ] কাফেরদের জন্য তৈরি করা হয়েছে।	وَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِيٓ اُعِدَّتْ لِلْكٰفِرِيْنَ ﴿١٣١﴾
(১৩২) আর সানন্দে আল্লাহ ও রাসূলের আদেশ পালন কর, আশা করা যায়, তোমরা অনুগৃহীত হবে।	وَاَطِيْعُوا اللّٰهَ وَالرَّسُوْلَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُوْنَ ﴿١٣٢﴾

শাব্দিক অনুবাদ

(১৩১) وَاتَّقُوا النَّارَ আর তোমরা সেই আগুন হতে আত্মরক্ষা কর الَّتِيٓ اُعِدَّتْ لِلْكٰفِرِيْنَ যা [মূলতঃ] কাফেরদের জন্য তৈরি করা হয়েছে।

(১৩২) وَاَطِيْعُوا اللّٰهَ وَالرَّسُوْلَ আর সানন্দে আল্লাহ ও রাসূলের আদেশ পালন কর لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُوْنَ আশা করা যায়, তোমরা অনুগৃহীত হবে।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

(১২৩) قوله : وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللّٰهُ بِبَدْرٍ وَّاَنْتُمْ اَذِلَّةٌ الخ **আয়াতের শানে নুযূল :** বর্ণিত আছে, ওহুদ যুদ্ধে মুসলমানগণ প্রাথমিক পর্যায়ে গিরিপথ অরক্ষিত রেখে নবীর আদেশ অমান্য করে গনিমত অন্বেষণে লিপ্ত হলে কুরাইশদের অতর্কিত আক্রমণে পরাজয় বরণ করেন। এতে তারা হতাশ ও ভগ্নহৃদয় হয়ে পড়েছিলেন। ফলে আল্লাহ তা'আলা উক্ত আয়াতগুলো অবতরণ করে বদর যুদ্ধের সাহায্য সহযোগিতা স্মরণ করিয়ে দিয়ে তাদের সান্ত্বনা প্রসঙ্গে বলেন, আল্লাহ তোমাদের চরম নিঃস্ব অবস্থায় বদর যুদ্ধে তিন হাজার, পরে পাঁচ হাজার ফেরেশতা দ্বারা তোমাদেরকে সাহায্য করেছেন। কাজেই সামান্য বিপর্যয়ে হতাশ হবার কোনো কারণ নেই।

(১২৮) قوله لَيْسَ لَكَ مِنَ الْاَمْرِ شَيْءٌ الخ **আয়াতের শানে নুযূল :** কাশশাফ গ্রন্থকার বর্ণনা করেন যে, উহুদের যুদ্ধের দিন ওতবা বিন আবি ওয়াক্কাছ নামক এক নরপশু পাথর নিক্ষেপ করে রাসূল ﷺ-এর নিম্নের দু'টি দাঁত ভেঙ্গে ফেলে। ফলে রাসূলের মুখ বেয়ে রক্ত পড়তে থাকে। রাসূল ﷺ রক্ত মুছতে মুছতে বলেন– كَيْفَ يُفْلِحُ قَوْمٌ خَضَبُوْا وَجْهَ نَبِيِّهِمْ بِالدَّمِ وَهُوَ يَدْعُوْهُمْ اِلٰى رَبِّهِمْ অর্থাৎ যে জাতি স্বীয় পয়গম্বরের মুখমণ্ডল রক্তে রঞ্জিত করে। তারা কিভাবে মুক্তি পাবে? অথচ তিনি তাদেরকে আল্লাহর দিকে আহ্বান করছেন। তখন আল্লাহ অত্র আয়াত নাজিল করেন।

অন্য এক বর্ণনায় আছে যে, ওহুদ যুদ্ধে ৭০ জন সাহাবী শাহাদাত বরণ করেন। হুজুর ﷺ-এর পরম শ্রদ্ধাভাজন চাচা হযরত হামযা (রা.) ছিলেন তাদের অন্যতম। হত্যার পর কাফেররা তাঁর লাশ মোবারক বিকৃত করে ফেলে। রাসূল ﷺ অত্যন্ত মর্মাহত হয়ে পড়েন। ফলে মহানবী ﷺ ওহুদের কাফেরদের জন্য বদদোয়া করতে ইচ্ছা প্রকাশ করলেন। তখন আল্লাহ তা'আলা উক্ত আয়াত নাজিল করে বদ দোয়া করা হতে বারণ করেন। পরবর্তীতে এদের অনেকেই ইসলাম গ্রহণ করে –[সহীহ বুখারী, লুবাবুন নুকূল, আসবাবুন নুযূল ফী

(১৩০) قوله : يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَا تَاْكُلُوا الرِّبٰوٓا الخ **আয়াতের শানে নুযূল :** বর্ণিত আছে যে, জাহেলী যুগে ঋণগ্রস্ত ব্যক্তি নির্দিষ্ট সময়ে ঋণ পরিশোধ করতে অসমর্থ হলে সেই ঋণকে মূলধনে পরিণত করে পুনরায় তার উপর সুদ নির্ধারণ করত। এভাবে চক্রবৃদ্ধি হারে সুদের পরিমাণও বাড়ানো হতো। ফলে ঋণ গ্রহীতা যখন অধিক ঋণগ্রস্ত হয়ে পড়তো এবং ঋণ পরিশোধে অসমর্থ হয়ে পড়ত তখন সে সুযোগে দাতা গ্রহীতার সকল স্থাবর অস্থাবর সম্পদের মালিক হয়ে যেত এবং ঋণ গ্রহীতাকে ভিক্ষুকে পরিণত করা হতো। কখনো কখনো সম্পদের সাথে তার স্ত্রী পরিজনেরও মালিক হয়ে যেত, মহান আল্লাহ তা'আলা উল্লিখিত আয়াত নাজিল করে মুসলমানদেরকে অন্ধকার যুগের এই কুসংস্কার হতে বেঁচে থাকার নির্দেশ প্রদান করেন। –[তাফসীরে রূহুল মা'আনী]

ওহুদ যুদ্ধের পটভূমি : আলোচ্য আয়াতের তাফসীরের পূর্বে ওহুদ যুদ্ধের পটভূমি হৃদয়ঙ্গম করে নেওয়া প্রয়োজন। দ্বিতীয় হিজরির রমজান মাসে বদর নামক স্থানে কুরাইশ বাহিনী ও মুসলিম মুজাহিদগণের মধ্যে সংঘটিত যুদ্ধে কুরাইশদের সত্তর জন খ্যাতনামা ব্যক্তি নিহত হয়। এবং এ পরিমাণই মুসলমানদের হাতে বন্দী হয়। এর মারাত্মক ও অবমাননাকর

https://e-ilm.weebly.com/

পরাজয়টি ছিল প্রকৃতপক্ষে আল্লাহ প্রদত্ত আজাবের প্রথম কিস্তি। এতে কুরাইশদের প্রতিশোধস্পৃহা দাউ দাউ করে জ্বলে উঠে। নিহত সরদারদের আত্মীয়-স্বজনরা সমগ্র আরবকে ক্ষেপিয়ে তোলে। তারা প্রতিজ্ঞা করে : আমরা যতদিন এ পরাজয়ের প্রতিশোধ গ্রহণ না করব, ততদিন স্বস্তির নিশ্বাস নেব না তারা মক্কাবাসীদের কাছে আবেদন জানালো, তাদের বাণিজ্যিক কাফেলা সিরিয়া থেকে যে অর্থ-সম্পদ নিয়ে এসেছে, তা সবই যেন এ অভিযানে ব্যয় করা হয়– যাতে মুহাম্মদ ﷺ ও তাঁর সঙ্গীদের কাছ থেকে নিহত ব্যক্তিদের প্রতিশোধ গ্রহণ করা যেতে পারে। এ আবেদনে সবাই যোগও দিল। সেমতে তৃতীয় হিজরিতে কুরাইশদের সাথে অন্যান্য কয়েকটি গোত্রও মদিনা আক্রমণের উদ্দেশ্যে বেরিয়ে পড়ল। এমনকি, স্ত্রীলোকেরাও পুরুষদের সাথে যোগদান করল, যাতে প্রয়োজন বোধে পুরুষদের উৎসাহিত করে পশ্চাদপসরণে বাধা দিতে পারে। তিন হাজার যোদ্ধার বিরাট বাহিনী অস্ত্র-শস্ত্রে সুসজ্জিত হয়ে যখন মদিনা থেকে তিন চার মাইল দূরে ওহুদ পাহাড়ের সন্নিকটে শিবির স্থাপন করল, তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ সাহাবীগণের সাথে পরামর্শ করলেন। তাঁর ব্যক্তিগত মত ছিল মদিনার ভিতরে থেকেই সহজে ও সাফল্যের সাথে শত্রু শক্তিকে প্রতিহত করা। তখন মুনাফিক সরদার আব্দুল্লাহ ইবনে উবাই বাহ্যতঃ মুসলমানদের অন্তর্ভুক্ত। এ ব্যাপারে প্রথমবারের মতো তার কাছেও পরামর্শ চাওয়া হলো। তার অভিমতও হুজুর ﷺ -এর অভিমতের অনুরূপ ছিল। কিন্তু কিছু সংখ্যক উৎসাহী তরুণ সাহাবী যাঁরা বদর যুদ্ধে অংশ গ্রহণ করতে পারেনি এবং শাহাদাতের আগ্রহে পাগলপারা ছিলেন, জিদ ধরলেন যে, শহরের বাইরে গিয়েই শত্রু সৈন্যের মোকাবিলা করা উচিত। নতুবা শত্রুরা আমাদের দুর্বল ও কাপুরুষ মনে করতে পারে। সংখ্যাগরিষ্ঠের অভিমতে এ প্রস্তাবটিই গৃহীত হলো।

ইতোমধ্যে রাসূলুল্লাহ ﷺ গৃহের অভ্যন্তরে চলে গেলেন এবং লৌহবর্ম পরিধান করে বের হয়ে এলেন। এতে কেউ কেউ মনে করলেন যে, আমরা রাসূলুল্লাহ ﷺ -কে তাঁর ইচ্ছার বিরুদ্ধে মদিনার বাইরে গিয়ে যুদ্ধ করতে বাধ্য করেছি। এটা ঠিক হয়নি। তাঁরা নিবেদন করলেন : ইয়া রাসূলাল্লাহ! আপনার ইচ্ছা না হলে এখানেই অবস্থান করুন। তিনি বললেন : একবার লৌহবর্ম পরিধান করে এবং অস্ত্রধারণ করার পর যুদ্ধ ব্যতিরেকেই তা আবার খুলে ফেলা পয়গম্বরের জন্য শোভন নয়। এ বাক্যে পয়গম্বর ও সাধারণ মানুষের পার্থক্য ফুটে উঠেছে। অর্থাৎ পয়গম্বর কখনো দুর্বলতা প্রকাশ করতে পারেন না। এতে উম্মতের জন্যও বিরাট শিক্ষা রয়েছে।

মহানবী ﷺ যখন মদিনা থেকে বের হলেন, তখন তাঁর সঙ্গে ছিলেন প্রায় এক হাজার সাহাবী। আব্দুল্লাহ ইবনে উবাই প্রায় তিনশত লোকের একটি দল নিয়ে রাস্তা থেকে এই বলে ফিরে গেল যে, অন্যদের পরামর্শ মতো যখন কাজ করা হয়েছে, তখন আমাদের যুদ্ধের প্রয়োজন নেই। আমরা অনর্থক নিজেদেরকে ধ্বংসের মুখে নিক্ষেপ করতে চাই না। তার সঙ্গীদের মধ্যে অধিকাংশই ছিল মুনাফিক। তবে কিছুসংখ্যক মুসলমানও তাদের প্রতারণায় পড়ে তাদের সঙ্গে ফিরে গেল।

অবশেষে হুজুরে আকরাম ﷺ সর্বমোট সাতশত সৈন্য নিয়ে যুদ্ধক্ষেত্রে পৌছলেন। তিনি স্বয়ং সামরিক কায়দায় এমনভাবে সৈন্য সমাবেশ করলেন, যাতে ওহুদ পাহাড়টি থাকল পিছনের দিকে। তিনি হযরত মুসআব ইবনে উমায়েরের হাতে পতাকা দান করলেন। হযরত যুবায়ের ইবনে আওয়ামকে সেনাধ্যক্ষ নিযুক্ত করলেন। হযরত হামযার হাতে বর্মহীন সৈন্যদের পরিচালনা ভার অর্পণ করলেন। পশ্চাৎদিক থেকে আক্রমণের ভয় থাকায় পঞ্চাশ জন তীরন্দাজের একটি বাহিনী সেদিকে নিযুক্ত করলেন এবং তাদেরকে নির্দেশ দিলেন যে, তারা যেন পশ্চাৎদিকে টিলার উপর থেকে হেফাজতের দায়িত্ব পালন করেন। সৈন্যদের জয়-পরাজয়ের সাথে তাদের কোনো সম্পর্ক থাকবে না। এবং কোনো অবস্থাতেই তারা স্থানচ্যুত হবে না। হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে যুবায়ের (রা.) এ তীরন্দাজ বাহিনীর অধিনায়ক নিযুক্ত হলেন। কুরাইশরাও বদরযুদ্ধে তিক্ত অভিজ্ঞতা লাভ করেছিল। তাই তারাও শ্রেণিবদ্ধভাবে সৈন্য সমাবেশ করল

বিজাতির দৃষ্টিতে মহানবী ﷺ -এর সামরিক প্রজ্ঞা : রাসূলুল্লাহ ﷺ যেরূপ সামরিক কায়দায় সৈন্যদের সুশৃঙ্খলভাবে সারিবদ্ধ করেন, তা দেখে স্পষ্টতই মনে হয় যে, একজন কামেল পথপ্রদর্শক ও পুত-পবিত্র পয়গম্বর হওয়ার সাথে সাথে নিপুণ সেনাদক্ষ হিসেবেও তাঁর তুলনা নেই। তিনি যেভাবে ব্যূহ রচনা করে সৈন্য সংস্থাপন করেছিলেন, তখনকার জগৎ সে সম্পর্কে মোটেই জ্ঞাত ছিল না। বর্তমান যুগে সমরবিদ্যা একটি স্বতন্ত্র বিজ্ঞানে পরিণত হয়েছে এ যুগের সমর কুশলীরাও মহানবী ﷺ প্রদর্শিত রণনৈপুণ্যকে প্রশংসার চোখে দেখে থাকে। জনৈক খ্রিস্টান ঐতিহাসিকের ভাষায় : "একথা মুক্তকণ্ঠে স্বীকার করা উচিত যে, অপরিসীম সাহস ও বীরত্বের অধিকারী মুহাম্মদ ﷺ শত্রুপক্ষের মোকাবিলায় সমরবিদ্যার ক্ষেত্রেও নতুন পথ আবিষ্কার করেছেন। তিনি মক্কাবাসীদের বিশৃঙ্খল ও এলোপাথাড়ি যুদ্ধের মোকাবিলায় চমৎকার দূরদর্শিতা ও কঠোর নিয়ম-শৃঙ্খলার সাথে যুদ্ধ পরিচালনা করেন।' এ কথাটি বিংশ শতাব্দীর ইতিহাসবিদ টম এ্যান্ডারসনের। লেখকের "লাইফ অব মুহাম্মদ" গ্রন্থ দ্রষ্টব্য

https://e-ilm.weebly.com/

যুদ্ধের সূচনা : অতঃপর যুদ্ধ আরম্ভ হলো। প্রথম দিকে মুসলমানদের পাল্লাই ভারি ছিল। শত্রুসৈন্য ইতস্তত পলায়ন করতে লাগল। বিজয় সমাপ্ত হয়েছে মনে করে মুসলমান সৈন্যরা গনিমতের মালামাল সংগ্রহে প্রবৃত্ত হলেন। শত্রুদের পলায়ন করতে দেখে ওহুদ পাহাড়ের পিছন দিকে হুজুর ﷺ কর্তৃক নিযুক্ত তীরন্দাজ সৈন্যরাও স্থান ত্যাগ করে পাহাড়ের পাদদেশের দিকে আসতে লাগলেন। অধিনায়ক আব্দুল্লাহ ইবনে যুবায়ের (রা.) রাসূলুল্লাহ্‌ ﷺ-এর কঠোর নির্দেশ স্মরণ করিয়ে দিয়ে তাদের স্থান ত্যাগ করতে বারণ করলেন। কিন্তু কয়েকজন ছাড়া সবাই বলল : হুজুরের নির্দেশটি ছিল সাময়িক : এখন আমাদের সবার সাথে মিলিত হওয়া উচিত। এ সুযোগে কাফের বাহিনীর অধিনায়ক খালেদ ইবনে ওলীদ যিনি তখনও মুসলমান হননি, পাহাড়ের পিছন দিক থেকে ঘুরে এসে গিরিপথে আক্রমণ করে বসলেন। হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে যুবায়ের অল্প কয়েকজন সঙ্গী নিয়ে এ আক্রমণ প্রতিহত করতে চাইলেন, কিন্তু ব্যর্থ হলেন। খালেদের সৈন্যবাহিনী ঝড়ের বেগে হঠাৎ মুসলমানদের উপর পতিত হলো। অপরদিকে পলায়নপর শত্রুসৈন্যও ফিরে এসে মুসলিম বাহিনীর উপর ঝাঁপিয়ে পড়ল। এভাবে যুদ্ধের গতি সম্পূর্ণ পাল্টে গেল। এ আকস্মিক বিপদে কিংকর্তব্যবিমূঢ় হয়ে মুসলিম বাহিনীর একটি বৃহৎ অংশ যুদ্ধক্ষেত্র ত্যাগ করল। এতদসত্ত্বেও কিছুসংখ্যক সাহাবী জীবন বাজি যুদ্ধ করে যাচ্ছিলেন। ইতোমধ্যে গুজব ছড়িয়ে পড়ল যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ শাহাদাত বরণ করেছেন। এ সংবাদে মুসলমানদের অবশিষ্ট চেতনাও বিলুপ্ত হওয়ার উপক্রম হলো এবং তাঁরা সাহস হারিয়ে ফেললেন। রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর চারপাশে তখন মাত্র দশ-বারো জন জীবন উৎসর্গকারী সাহাবী বিদ্যমান ছিলেন। হুজুর ﷺ স্বয়ং আহত। পরাজয়-পর্ব সম্পন্ন হওয়ার তেমন কিছুই আর বাকি ছিল না। এমনি সময়ে সাহাবগণ জানতে পারেন যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ জীবিতই রয়েছেন, তখন তারা চতুর্দিক থেকে এসে তাঁর চারপাশে সমবেত হলেন এবং তাঁকে নির্বিঘ্নে পাহাড়ের দিকে নিয়ে গেলেন। কিন্তু এ পরাজয়ের দরুন মুসলমানরা অত্যন্ত পেরেশান হয়ে পড়লেন। মুসলমানদের এ সাময়িক পরায়জ ছিল কয়েকটি কারণের ফলশ্রুতি। কুরআন পাক প্রত্যেকটি কারণ সম্পর্কে একান্ত মাপা শব্দে পর্যালোচনা করেছে এবং ভবিষ্যতের জন্য সতর্ক থাকতে আদেশ দিয়েছে।

তাওয়াক্কুল : [আল্লাহর প্রতি পূর্ণ ভরসা] মানুষের অন্যতম শ্রেষ্ঠ গুণ। সুফি বুজুর্গগণ এর স্বরূপ সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা করেছেন। এখানে এতটুকু বুঝা দরকার যে, বাহ্যিক উপায়-উকপরণ থেকে সম্পর্ক ছিন্ন করে আল্লাহর উপর ভরসা করে বসে থাকার নাম তাওয়াক্কুল নয়; বরং তাওয়াক্কুল হলো সামর্থ্য অনুযায়ী যাবতীয় বাহ্যিক উপায় অবলম্বন করার পর ফলাফলের ব্যাপারটি আল্লাহর কাছে সমর্পণ করা এবং বাহ্যিক উপায়াদির জন্য গর্ব না করে আল্লাহর উপর ভরসা করা। এ ব্যাপারে নবী করীম ﷺ-এর উত্তম নমুনা আমাদের সামনে রয়েছে। স্বয়ং মুসলিম বাহিনীকে যুদ্ধার্থ প্রস্তুত করা, সামর্থ্য অনুযায়ী অস্ত্র-শস্ত্র ও অন্যান্য সমরোপকরণ সংগ্রহ করা, রণাঙ্গণে পৌঁছে স্থানোপোযোগী যুদ্ধের মানচিত্র তৈরি করা, বিভিন্ন ব্যূহ রচনা করে সাহাবায়ে কেরামকে তথায় সংস্থাপিত করা ইত্যাদি বস্তুনিষ্ঠ ব্যবস্থা বৈ তো নয়। মহানবী ﷺ স্বহস্তে এসব ব্যবস্থা সম্পন্ন করে প্রকারান্তরে এ কথাই বলে দিয়েছেন যে, বাহ্যিক উপায়াদিও আল্লাহ তা'আলার অবদান। এগুলো থেকে সম্পর্কচ্ছেদ করা তাওয়াক্কুল নয়। এক্ষেত্রে মুসলিম ও অ-মুসলিমের মধ্যে পার্থক্য এতটুকু যে, মুসলমানরা সব সাজ-সরঞ্জাম বৈষয়িক শক্তি সামর্থ্য অনুযায়ী সংগ্রহ করার পরও ভরসা একমাত্র আল্লাহর উপরই করে। পক্ষান্তরে অমুসলিমরা এ আধ্যাত্মিকতা থেকে বঞ্চিত। তারা বৈষয়িক শক্তির উপরই ভরসা করে। সবগুলো ইসলামি যুদ্ধে এ পার্থক্যটি প্রকাশ পেতে দেখা গেছে।

অতঃপর ঐ যুদ্ধের দিকে আকৃষ্ট করা হচ্ছে– যাতে মুসলমানরা পুরোপুরি তাওয়াক্কুলের পরিচয় দিয়েছিল এবং আল্লাহ তা'আলা তাদের সাফল্য দান করেছিলেন। وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللّٰهُ بِبَدْرٍ وَّاَنْتُمْ اَذِلَّةٌ অর্থাৎ স্মরণ কর, যখন আল্লাহ তা'আলা বদরে তোমাদের সাহায্য করেছিলেন অথচ তোমরা সংখ্যায় ছিলে অতি নগণ্য।

বদরের গুরুত্ব ও অবস্থান : মদিনা থেকে প্রায় ষাট মাইল পূর্ব-দক্ষিণে অবস্থিত একটি বাণিজ্য কেন্দ্রের নাম বদর। তখনকার দিনে এখানে পানির প্রাচুর্য থাকায় স্থানটির গুরুত্ব ছিল অত্যাধিক। এখানেই তাওহীদ ও শিরকের মধ্যে সর্বপ্রথম সংঘর্ষ ঘটে দ্বিতীয় হিজরি, ১৭ই রমজান মোতাবেক ৬২৪ খ্রিস্টাব্দে, ১১ই মার্চ শুক্রবার দিন। এটি বাহ্যতঃ একটি স্থানীয় যুদ্ধ মনে হলেও বাস্তবে পৃথিবীর ইতিহাসে এর ফলে একটি সুমহান বিপ্লব সূচিত হয়েছিল। এ কারণেই কুরআনের ভাষায় একে 'ইয়াওমুল ফুরকান' বলা হয়েছে। পাশ্চাত্যের ইতিহাসবিদরাও এর গুরুত্ব স্বীকার করেছেন।

https://e-ilm.weebly.com/

আমেরিকার প্রফেসর হিট্টি 'আরব জাতির ইতিহাস' গ্রন্থে বলেন এটি ছিল ইসলামের সর্বপ্রথম প্রকাশ্য বিজয়।

وَأَنتُمْ أَذِلَّةٌ – অর্থাৎ তোমরা সংখ্যা অল্প ও সাজ-সরঞ্জামে নগণ্য ছিলে। সহীহ রেওয়ায়েত অনুযায়ী মুসলমানদের সংখ্যা ছিল ৩১৩ জন। তাদের সঙ্গে অশ্ব ছিল মাত্র ২টি এবং উট ছিল ৭০ টি। সৈন্যরা পালাক্রমে এগুলোর উপর সওয়ার হয়ে যুদ্ধ করেছেন।

শেষ আয়াতে বলা হয়েছে : فَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ অর্থাৎ আল্লাহকে ভয় কর যাতে তোমরা কৃতজ্ঞ হও।

কুরআন পাক স্থানে স্থানে মুনাফিকদের ষড়যন্ত্র ও শত্রুদের শত্রুতার অশুভ পরিণাম থেকে আত্মরক্ষার জন্য ধৈর্য ও আল্লাহভীতিকে প্রতিকার হিসেবে বর্ণনা করেছে। বলাবাহুল্য, এ দু'টি বিষয়ের মধ্যেই সমগ্র সাংগঠনিক তৎপরতা ও প্রকাশ্য বিজয়ের রহস্য নিহিত। পূর্বেও একথা বর্ণনা করা হয়েছে। এখানে ধৈর্য ও আল্লাহর প্রতি ভয় এ উভয়টিকে উল্লেখ না করে শুধু তাকওয়া বা আল্লাহর প্রতি ভয় এর কথা উল্লেখ করা হয়েছে। তার কারণ তাকওয়া প্রকৃতপক্ষে একটি ব্যাপক গুণ। ধৈর্যও এর অন্তর্ভুক্ত।

ফেরেশতা প্রেরণের রহস্য : এখানে স্বভাবতঃই প্রশ্ন উঠে যে, আল্লাহ তা'আলা ফেরেশতাদের প্রভূত শক্তি দান করেছেন। একজন ফেরেশতা একাই গোটা জনপদ উল্টে দিতে পারেন। উদাহরণতঃ কওমে লূতের বস্তি একা হযরত জিবরাঈল (আ.) উল্টে দিয়েছিলেন। এমতাবস্থায় এখানে ফেরেশতাদের বাহিনী প্রেরণ করার কি প্রয়োজন ছিল?

এছাড়া ফেরেশতারা যখন যুদ্ধক্ষেত্রে অবতরণই করেছিল, তখন একটি কাফেরেরও প্রাণ নিয়ে ফিরে যাওয়ার সম্ভাবনা ছিল না। এসব প্রশ্নের উত্তর স্বয়ং কুরআন পাক وَمَا جَعَلَهُ اللَّهُ إِلَّا بُشْرَىٰ আয়াতে দিয়েছে। অর্থাৎ ফেরেশতা প্রেরণের উদ্দেশ্য তাঁদের দ্বারা যুদ্ধ জয় করানো ছিল না; বরং উদ্দেশ্য ছিল মুসলিম বাহিনীকে সান্ত্বনা প্রদান করা, তাদের মনোবল দৃঢ় করা এবং বিজয়ের সুসংবাদ দেওয়া। আয়াতের শব্দ إِلَّا بُشْرَىٰ এবং وَلِتَطْمَئِنَّ قُلُوبُكُم থেকে এ কথাই ফুটে উঠেছে। এ ঘটনা সম্পর্কেই সূরা আনফালে আরো স্পষ্ট করে বলা হয়েছে : فَثَبِّتُوا الَّذِينَ آمَنُوا ফেরেশতাদের সম্বোধন করে বলা হয়েছে যে, তোমরা মুসলমানদের অন্তর স্থির রাখ অস্থির হতে দিও না। অন্তর স্থির রাখার বিভিন্ন পন্থা রয়েছে। তন্মধ্যে একটি হচ্ছে সূফীবাদী সাধকগণের নিয়মমাফিক 'তাসাররুফ' তথা অবস্থান্তরকরণের মাধ্যমে অন্তরকে সুদৃঢ় করে দেওয়া।

আরেকটি পন্থা, কোনো না কোনো উপায়ে মুসলমানদের সামনে একথা ফুটিয়ে তোলা যে, আল্লাহর ফেরেশতারা তাদের সাহায্যার্থে দাঁড়িয়ে রয়েছেন। যেমন কখনো দৃষ্টির সম্মুখে আত্মপ্রকাশ করে, কখনো আওয়াজ দিয়ে এবং কখনো অন্য কোনো উপায়ে। বদরের রণক্ষেত্রে এসব উপায়ই ব্যবহৃত হয়েছে। فَاضْرِبُوا فَوْقَ الْأَعْنَاقِ –আয়াতের এক তাফসীর অনুযায়ী এতে ফেরেশতাদের সম্বোধন করা হয়েছে। কোনো কোনো হাদীসে আছে, ফেরেশতারা কোনো মুশরিকের উপর আক্রমণ করার ইচ্ছা করাতেই আপনা-আপনি তার মস্তক দেহ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে যেতো– [হাকেম]

কোনো কোনো সাহাবী হযরত জিবরাঈল (আ.)-এর আওয়াজ শুনেছেন যে, তিনি أَقْدِمْ حَيْزُومُ বলেছেন। কেউ কেউ কতক ফেরেশতাকে দেখেছেনও। –[মুসলিম]

উপরিউক্ত ঘটনাবলি এ কথারই সাক্ষ্য বহন করে যে, কিছু কিছু কাজের মাধ্যমে ফেরেশতাগণ মুসলমানদের আশ্বাস দিয়েছেন যে, তারাও যেন যুদ্ধে অংশ গ্রহণ করেছেন। প্রকৃতপক্ষে তাদের কাজ ছিল মুসলমানদের মনোবল অটুট রাখা এবং সান্ত্বনা দেওয়া। ফেরেশতাদের দ্বারা যুদ্ধ করানো কখনো উদ্দেশ্য ছিল না। এর আরো একটি সুস্পষ্ট প্রমাণ এই যে, এ জগতে যুদ্ধ-বিগ্রহ ও জিহাদের দায়িত্ব মানুষের কাছে অর্পণ করা হয়েছে। সে কারণেই তারা ছওয়াব, ফজিলত ও উচ্চ মর্যাদা লাভ করে। ফেরেশতা-বাহিনী দ্বারা দেশ জয় করা যদি আল্লাহর ইচ্ছা হতো, তাহলে পৃথিবীতে কাফেরদের রাষ্ট্র দূরের কথা, তাদের অস্তিত্বই খুঁজে পাওয়া যেত না। এ বিশ্ব চরাচরে আল্লাহ তা'আলার ইচ্ছা তা নয়। এখানে কুফর, ঈমান, ইবাদত ও গুনাহ মিশ্রিতভাবেই চলতে থাকবে। এদের পরিষ্কার পৃথকীকরণের জন্য হাশরের দিন নির্ধারিত রয়েছে।

قوله أَضْعَافًا مُضَاعَفَةً এর অর্থ : এর অর্থ হলো দ্বিগুণ, ত্রিগুণ বা চতুর্গুণ সুদ খেয়ো না। এর অর্থ এই নয় যে, চক্রবৃদ্ধি হারে না হলে সুদ জায়েজ। কেননা সুদ কম হোক বা বেশি হোক দ্বিগুণ চতুর্গুণ হোক বা না হোক সর্বাবস্থায় হারাম। এখানে ইসলামের পূর্ব যুগের সুদের স্বরূপ বর্ণনা করে তা নিষিদ্ধ করেছেন। অন্য আয়াতে মুক্তভাবে সুদকে হারাম ঘোষণা করা হয়েছে। যেমন আল্লাহ তা'আলা বলেন– أَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا

https://e-ilm.weebly.com/

https://e-ilm.weebly.com/

وَسَارِعُوٓا اِلٰى مَغْفِرَةٍ مِّنْ رَّبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمٰوٰتُ وَالْاَرْضُ اُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِيْنَ ﴿١٣٣﴾

অনুবাদ : (১৩৩) আর ধাবন কর ক্ষমার দিকে যা তোমাদের পরওয়ারদেগারের পক্ষ থেকে হয়– আর সেই জান্নাতের দিকে যার প্রশস্ততা এরূপ যেমন সমস্ত আসমান এবং জমিন, তা প্রস্তুত করা হয়েছে মুত্তাকীদের জন্য।

اَلَّذِيْنَ يُنْفِقُوْنَ فِى السَّرَّآءِ وَالضَّرَّآءِ وَالْكٰظِمِيْنَ الْغَيْظَ وَالْعَافِيْنَ عَنِ النَّاسِ وَاللّٰهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِيْنَ ﴿١٣٤﴾

(১৩৪) এরূপ লোক যারা স্বচ্ছলতা এবং অভাবের অবস্থায় [সৎ কাজে] ব্যয় করে এবং ক্রোধ সংবরণকারী ও লোকের [অপরাধ] ক্ষমাকারী, আর আল্লাহ এরূপ সদাচারীদেরকেই ভালোবাসেন।

وَالَّذِيْنَ اِذَا فَعَلُوْا فَاحِشَةً اَوْ ظَلَمُوْٓا اَنْفُسَهُمْ ذَكَرُوا اللّٰهَ فَاسْتَغْفَرُوْا لِذُنُوْبِهِمْ وَمَنْ يَّغْفِرُ الذُّنُوْبَ اِلَّا اللّٰهُ وَلَمْ يُصِرُّوْا عَلٰى مَا فَعَلُوْا وَهُمْ يَعْلَمُوْنَ ﴿١٣٥﴾

(১৩৫) আর তারা এমন লোক যে, যখন এমন কোনো কাজ করে বসে যাতে অন্যায় হয় অথবা নিজের ক্ষতি করে বসে, তখন আল্লাহকে স্মরণ করে অতঃপর নিজের গুনাহসমূহের ক্ষমা প্রার্থনা করতে থাকে, এবং আল্লাহ ভিন্ন আর কে আছে, যে গুনাহ মাফ করবে? আর তারা স্বীয় [মন্দ] কর্মে হঠকারিতা করে না আর তারা অবগত আছে।

اُولٰٓئِكَ جَزَآؤُهُمْ مَّغْفِرَةٌ مِّنْ رَّبِّهِمْ وَجَنّٰتٌ تَجْرِيْ مِنْ تَحْتِهَا الْاَنْهٰرُ خٰلِدِيْنَ فِيْهَا ؕ وَنِعْمَ اَجْرُ الْعٰمِلِيْنَ ﴿١٣٦﴾

(১৩৬) তাদের পুরস্কার হবে মার্জনা তাদের প্রভুর নিকট হতে এবং এমন উদ্যান যার তলদেশ দিয়ে নহরসমূহ প্রবাহিত, তারা তাতে অনন্তকাল অবস্থান করবে, এবং [এটা] উত্তম প্রতিদান ঐসব কর্মীদের।

শাব্দিক অনুবাদ

(১৩৩) وَسَارِعُوٓا اِلٰى مَغْفِرَةٍ আর ধাবন কর ক্ষমার দিকে مِّنْ رَّبِّكُمْ যা তোমাদের পরওয়ারদেগারের পক্ষ থেকে হয়– وَجَنَّةٍ আর সেই জান্নাতের দিকে عَرْضُهَا السَّمٰوٰتُ وَالْاَرْضُ যার প্রশস্ততা এরূপ যেমন সমস্ত আসমান এবং জমিন اُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِيْنَ এটা প্রস্তুত করা হয়েছে মুত্তাকীদের জন্য।

(১৩৪) اَلَّذِيْنَ يُنْفِقُوْنَ এরূপ লোক যারা ব্যয় করে فِى السَّرَّآءِ وَالضَّرَّآءِ স্বচ্ছলতা এবং অভাবের অবস্থায় [সৎ কাজে] وَالْكٰظِمِيْنَ الْغَيْظَ এবং ক্রোধ সংবরণকারী وَالْعَافِيْنَ عَنِ النَّاسِ ও লোকের [অপরাধ] ক্ষমাকারী وَاللّٰهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِيْنَ আর আল্লাহ এরূপ সদাচারীদেরকেই ভালোবাসেন।

(১৩৫) وَالَّذِيْنَ اِذَا فَعَلُوْا فَاحِشَةً আর তারা এমন লোক যে, যখন এমন কোনো কাজ করে বসে যাতে অন্যায় হয় اَوْ ظَلَمُوْٓا اَنْفُسَهُمْ অথবা নিজের ক্ষতি করে বসে ذَكَرُوا اللّٰهَ তখন আল্লাহকে স্মরণ করে فَاسْتَغْفَرُوْا لِذُنُوْبِهِمْ অতঃপর নিজের গুনাহসমূহের ক্ষমা প্রার্থনা করতে থাকে وَمَنْ يَّغْفِرُ الذُّنُوْبَ اِلَّا اللّٰهُ এবং আল্লাহ ভিন্ন আর কে আছে, যে গুনাহ মাফ করবে وَلَمْ يُصِرُّوْا عَلٰى مَا فَعَلُوْا আর তারা স্বীয় [মন্দ] কর্মে হঠকারিতা করে না وَهُمْ يَعْلَمُوْنَ এবং তারা অবগত আছে

(১৩৬) اُولٰٓئِكَ جَزَآؤُهُمْ তাদের পুরস্কার হবে مَّغْفِرَةٌ মার্জনা مِّنْ رَّبِّهِمْ তাদের প্রভুর নিকট হতে وَجَنّٰتٌ এবং এমন উদ্যান تَجْرِيْ مِنْ تَحْتِهَا الْاَنْهٰرُ যার তলদেশ দিয়ে নহরসমূহ প্রবাহিত خٰلِدِيْنَ فِيْهَا তারা তাতে অনন্তকাল অবস্থান করবে وَنِعْمَ اَجْرُ الْعٰمِلِيْنَ এবং [এটা] উত্তম প্রতিদান ঐসব কর্মীদের।

https://e-ilm.weebly.com/

(১৩৭) নিশ্চয় তোমাদের পূর্বে বিভিন্ন পন্থা [অবলম্বী] অতীত হয়েছে, অতএব, তোমরা পৃথিবীতে বিচরণ কর এবং দেখে নাও যে, অবিশ্বাসীদের পরিণাম কিরূপ হয়েছে।	قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِكُمْ سُنَنٌ فَسِيْرُوْا فِي الْاَرْضِ فَانْظُرُوْا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُكَذِّبِيْنَ ﴿١٣٧﴾
(১৩৮) এই বর্ণনা যথেষ্ট সকল মানুষের জন্য এবং হেদায়েত ও নসিহত বিশেষ করে পরহেজগারদের জন্য।	هٰذَا بَيَانٌ لِّلنَّاسِ وَهُدًى وَّمَوْعِظَةٌ لِّلْمُتَّقِيْنَ ﴿١٣٨﴾
(১৩৯) আর তোমরা হিম্মত হারাইয়ো না এবং বিষণ্ন হয়ো না, বস্তুত তোমরাই বিজয়ী থাকবে যদি তোমরা পূর্ণ মুমিন থাক।	وَلَا تَهِنُوْا وَلَا تَحْزَنُوْا وَاَنْتُمُ الْاَعْلَوْنَ اِنْ كُنْتُمْ مُّؤْمِنِيْنَ ﴿١٣٩﴾
(১৪০) যদি তোমাদের আঘাত লেগে থাকে, তবে সেই সম্প্রদায়েরও তদ্রূপই আঘাত লেগেছিল, আর আমি এই দিবসসমূহকে অদল বদল করতে থাকি লোকদের মধ্যে, আর যেন আল্লাহ ঈমানদারদেরকে জেনে নেন এবং তোমাদের মধ্য হতে কতিপয় লোককে শহীদ রূপে গ্রহণ করতে পারেন, আর আল্লাহ অত্যাচারীদেরকে ভালোবাসেন না।	اِنْ يَّمْسَسْكُمْ قَرْحٌ فَقَدْ مَسَّ الْقَوْمَ قَرْحٌ مِّثْلُهٗ ؕ وَتِلْكَ الْاَيَّامُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ ۚ وَلِيَعْلَمَ اللّٰهُ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَيَتَّخِذَ مِنْكُمْ شُهَدَآءَ ؕ وَاللّٰهُ لَا يُحِبُّ الظّٰلِمِيْنَ ﴿١٤٠﴾

শাব্দিক অনুবাদ

(১৩৭) قَدْ خَلَتْ নিশ্চয় অতীত হয়েছে مِنْ قَبْلِكُمْ তোমাদের পূর্বে سُنَنٌ বিভিন্ন পন্থা [অবলম্বী] فَسِيْرُوْا فِي الْاَرْضِ অতএব, তোমরা পৃথিবীতে বিচরণ কর। فَانْظُرُوْا এবং দেখে নাও যে, كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُكَذِّبِيْنَ অবিশ্বাসীদের পরিণাম কিরূপ হয়েছে।

(১৩৮) هٰذَا بَيَانٌ لِّلنَّاسِ এই বর্ণনা যথেষ্ট সকল মানুষের জন্য وَهُدًى এবং হেদায়েত وَّمَوْعِظَةٌ ও নসিহত لِّلْمُتَّقِيْنَ বিশেষ করে পরহেজগারদের জন্য।

(১৩৯) وَلَا تَهِنُوْا আর তোমরা হিম্মত হারাইয়ো না। وَلَا تَحْزَنُوْا এবং বিষণ্ন হয়ো না وَاَنْتُمُ الْاَعْلَوْنَ বস্তুত তোমরাই বিজয়ী থাকবে اِنْ كُنْتُمْ مُّؤْمِنِيْنَ যদি তোমরা পূর্ণ মুমিন থাক।

(১৪০) اِنْ يَّمْسَسْكُمْ قَرْحٌ যদি তোমাদের আঘাত লেগে থাকে فَقَدْ مَسَّ الْقَوْمَ قَرْحٌ مِّثْلُهٗ তবে সেই সম্প্রদায়েরও তদ্রূপই আঘাত লেগেছিল وَتِلْكَ الْاَيَّامُ نُدَاوِلُهَا আর আমি এই দিবসসমূহকে অদল বদল করতে থাকি بَيْنَ النَّاسِ লোকদের মধ্যে। وَلِيَعْلَمَ اللّٰهُ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا আর যেন আল্লাহ ঈমানদারদেরকে জেনে নেন وَيَتَّخِذَ مِنْكُمْ شُهَدَآءَ এবং তোমাদের মধ্য হতে কতিপয় লোককে শহীদ রূপে গ্রহণ করতে পারেন وَاللّٰهُ لَا يُحِبُّ الظّٰلِمِيْنَ আর আল্লাহ অত্যাচারীদেরকে ভালোবাসেন না

https://e-ilm.weebly.com/

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

(১৩৯) قوله وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا الخ আয়াতের শানে নুযূল : বর্ণিত আছে ওহুদে মুসলমানদের পরাজয়ের ফলে মুসলমানদের মনে এই ধারণা জন্মিল যে, আমরা সত্যের উপর রয়েছি। সত্যের জন্য লড়াই করছি আমাদের বিরুদ্ধবাদীরা অসত্যের উপর রয়েছে। আল্লাহর দীন ধ্বংসের জন্য তারা প্রচেষ্টা চালাচ্ছে। তারপরেও আমাদের পরাজয় এবং তাদের বিজয় কেন? সাহাবাগণ কেন নির্মমভাবে শাহাদাত বরণ করলেন? স্বয়ং রাসূলই বা কেন দুর্বৃত্তদের হাতে পর্যুদস্ত হলেন? তখন মহান আল্লাহ তা'আলা মুসলমানদের সান্ত্বনা দেওয়ার লক্ষ্যে উক্ত আয়াত নাজিল করেন।

১৩৩ নং আয়াতে ক্ষমা ও জান্নাতের দিকে প্রতিযোগিতামূলকভাবে অগ্রসর হওয়ার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। আল্লাহ ও রাসূলের আনুগত্যের পর এটি দ্বিতীয় নির্দেশ। এখানে ক্ষমার অর্থ এমন সৎকর্ম, যা আল্লাহ তা'আলার ক্ষমা লাভ করার কারণ হয়। সাহাবী ও তাবেয়ীগণ বিভিন্নভাবে এর ব্যাখ্যা করেছেন, কিন্তু সারমর্ম সবগুলোরই এক। এর ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে হযরত আলী (রা.) বলেছেন, 'কর্তব্য পালন'। হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) বলেছেন, 'ইসলাম', আবুল আলিয়া 'হিজরত', হযরত আনাস ইবনে মালেক (রা.) 'নামাজের প্রথম তাকবীর', সায়ীদ ইবনে জুবায়ের 'ইবাদত পালন', যাহ্হাক 'জিহাদ' এবং ইকরিমা 'তওবা' বলেছেন।

এসব উক্তির সারকথা এই যে, ক্ষমা বলে এমন সৎকর্ম বুঝানো হয়েছে, যা আল্লাহর ক্ষমার কারণ হয়ে থাকে।

এখানে দুটি বিষয় প্রণিধানযোগ্য। এক. আয়াতে ক্ষমা ও জান্নাতের দিকে ধাবিত হওয়ার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। অথচ অন্য এক আয়াতে وَلَا تَتَمَنَّوْا مَا فَضَّلَ اللّٰهُ بِهٖ بَعْضَكُمْ عَلٰى بَعْضٍ -যে কাজের দৌলতে একজনকে অন্যজনের উপর শ্রেষ্ঠত্ব অর্জনের বাসনা করতে নিষেধও করা হয়েছে।

উত্তর এই যে, শ্রেষ্ঠত্ব দু'প্রকার ১. ঐ শ্রেষ্ঠত্ব, যা অর্জন করা মানুষের ইচ্ছা ও শক্তির বাইরে। এগুলোকে অনিচ্ছাধীন শ্রেষ্ঠত্ব বলা হয়। উদাহরণতঃ শ্বেতাঙ্গ হওয়া, সুশ্রী হওয়া, বুজুর্গ পরিবারভুক্ত হওয়া ইত্যাদি। ২. ঐ শ্রেষ্ঠত্ব, যা মানুষ অধ্যবসায় ও চেষ্টার দ্বারা অর্জন করতে পারে। এগুলোকে ইচ্ছাধীন শ্রেষ্ঠত্ব বলা হয়। অনিচ্ছাধীন শ্রেষ্ঠত্বের ক্ষেত্রে অন্যের শ্রেষ্ঠত্ব অর্জনের চেষ্টা এবং বাসনা করতে নিষেধ করা হয়েছে। কারণ এ জাতীয় শ্রেষ্ঠত্ব আল্লাহ স্বীয় হিকমত অনুযায়ী মানুষের মধ্যে বণ্টন করেছেন। এতে কারো চেষ্টার কোনো দখল নেই। সুতরাং যত চেষ্টা ও বাসনাই করা হোক না কেন এ জাতীয় শ্রেষ্ঠত্ব অর্জিত হবে না। চেষ্টাকারীর মনে হিংসা ও শত্রুতার আগুন জ্বলা ছাড়া আর কোনো ফায়েদা হবে না। উদাহরণতঃ এক ব্যক্তি কৃষ্ণাঙ্গ। সে যদি শ্বেতাঙ্গ হওয়ার বাসনা করতে থাকে, এতে লাভ কি? তবে যেসব শ্রেষ্ঠত্ব ইচ্ছাধীন সেগুলোকে প্রতিযোগিতার ভিত্তিতে অর্জন করার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। তা শুধু এক আয়াতে নয়– বহু আয়াতে এ নির্দেশ এ নির্দেশ বর্ণিত হয়েছে। এক জায়গায় বলা হয়েছে : فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ পুণ্য অর্জনে একে অন্যকে পিছনে ফেলে এগিয়ে যাও। অন্য এক জায়গায় বলা হয়েছে وَفِيْ ذٰلِكَ فَلْيَتَنَافَسِ الْمُتَنَافِسُوْنَ জনৈক বুজুর্গ বলেন : যদি কারো মধ্যে এমন কোনো সৃষ্টিগত ও স্বভাবগত ত্রুটি থাকে, যা দূর করা তার সাধ্যাতীত, তবে এ ত্রুটি স্বীকার করে নিয়ে অন্যের গুণের দিকে না তাকিয়ে স্বীয় কাজ করে যাওয়াই তার উচিত। কেননা সে যদি নিজ ত্রুটির জন্য অনুতাপ ও অন্যের গুণের জন্য হিংসা করতে থাকে, তবে যতটুকু কাজ করা সম্ভব ততটুকুও করতে পারবে না এবং একেবারে অর্থবহ হয়ে পড়বে।

এখানে প্রণিধানযোগ্য দ্বিতীয় বিষয়টি এই যে, আল্লাহ তা'আলা আয়াতে ক্ষমাকে জান্নাতের পূর্বে উল্লেখ করে সম্ভবতঃ এদিকেই ইঙ্গিত করেছেন যে, জান্নাত লাভ করা আল্লাহর ক্ষমা ছাড়া সম্ভব নয়। কেননা মানুষ যদি জীবনভর পুণ্য অর্জন করে এবং গুনাহ থেকে বেঁচে থাকে, তবুও তার সমগ্র পুণ্যকর্ম জান্নাতের মূল্য হতে পারে না। জান্নাত লাভের পন্থা মাত্র একটি। তা হচ্ছে আল্লাহ তা'আলার ক্ষমা ও অনুগ্রহ। রাসূলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন :

সততা ও সত্য অবলম্বন কর মধ্যবর্তী পথ অনুসরণ কর, এবং আল্লাহর অনুগ্রহের সুসংবাদ লাভ কর। কারো কর্ম তাকে জান্নাতে নিয়ে যাবে না। শ্রোতারা বলল : আপনাকেও নয়কি– ইয়া রাসূলাল্লাহ! উত্তর হলো আমার কর্ম আমাকেও জান্নাতে নিবে না। তবে আল্লাহ যদি স্বীয় রহমত দ্বারা আমাকে আবৃত করে নেন।

মোটকথা এই যে, আমাদের কর্ম জান্নাতের মূল্য নয়। তবে আল্লাহ তা'আলার রীতি এই যে, তিনি স্বীয় অনুগ্রহ ঐ বান্দাকেই দান করেন, যে সৎকর্ম করে; বরং সৎকর্মের সামর্থ্য লাভ হওয়াই আল্লাহ তা'আলার সন্তুষ্টির লক্ষণ। অতএব

https://e-ilm.weebly.com/

সৎকর্ম সম্পাদনে ত্রুটি করা উচিত নয়। আল্লাহর ক্ষমাই জান্নাতে প্রবেশের আসল কারণহেতু এর প্রতি গুরুত্বদানের উদ্দেশ্যে একে এককভাবে উল্লেখ করার উদ্দেশ্যে مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ বলা হয়েছে। 'পালনকর্তা' বিশেষণ উল্লেখ করার উদ্দেশ্য আরো কৃপা ও অনুগ্রহ প্রকাশ করা।

আয়াতে জান্নাত সম্পর্কে বলা হয়েছে যে, এর বিস্তৃতি নভোমণ্ডল ও ভূমণ্ডলের সমান। নভোমণ্ডল ও ভূমণ্ডলের চাইতে অধিক বিস্তৃত কোনো বস্তু মানুষ কল্পনা করতে পারে না। এ কারণে বুঝাবার জন্য জান্নাতের প্রশস্ততাকে এ দুটির সাথে তুলনা করে বুঝানো হয়েছে যে, জান্নাত খুবই বিস্তৃত। প্রশস্ততায় এটা নভোমণ্ডল ও ভূমণ্ডলকে নিজের মধ্যে ধরে নিতে পারে। এর প্রশস্ততাই যখন এমন, তখন দৈর্ঘ্য কতটুকু হবে, তা আল্লাহ মা'লূম। আয়াতের এ ব্যাখ্যা তখন হবে, যখন عَرْض শব্দের অর্থ طُوْل তথা দৈর্ঘ্যের বিপরীত নেওয়া হয়। কিন্তু যদি এর অর্থ হয় মূল্য, তবে আয়াতের অর্থ হবে যে, জান্নাত কোনো সাধারণ বস্তু নয়। এর মূল্য সমগ্র নভোমণ্ডল ও ভূমণ্ডল। সুতরাং এহেন মূল্যবান বস্তুর প্রতি ধাবিত হও।

তাফসীরে কাবীরে বলা হয়েছে–

'আবূ মুসলিম বলেন : আয়াতে উল্লিখিত عَرْض শব্দের অর্থ ঐ বস্তু যা বিক্রীত বস্তুর মোকাবিলায় মূল্য হিসেবে পেশ করা হয়। উদ্দেশ্য এই যে, যদি জান্নাতের মূল্য ধরা হয়, তবে সমগ্র নভোমণ্ডল ও ভূমণ্ডল এবং এতদুভয়ের সবকিছু হবে এর মূল্য। এতে করে জান্নাত যে বিশাল ও অমূল্য বিষয় তা প্রকাশ করাই লক্ষ্য।"

জান্নাতের দ্বিতীয় বিশেষণে বলা হয়েছে : أُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِيْنَ অর্থাৎ, জান্নাত মুত্তাকীগণের জন্য নির্মিত হয়েছে। এতে বুঝা গেল যে, জান্নাত সৃষ্ট হয়ে গেছে। কুরআন ও হাদীসের সুস্পষ্ট ইঙ্গিত দ্বারা বুঝা যায় যে, জান্নাত সপ্তম আকাশের উপরে অবস্থিত এবং সপ্তম আকাশই তার জমিন।

আলোচ্য আয়াতসমূহে আল্লাহ তা'আলা বিশ্বাসী মুত্তাকীদের বিশেষ গুণাবলি ও লক্ষণাদি বর্ণনা করেছেন। এসব গুণ ও লক্ষণের সাথে অনেক তাৎপর্য নিহিত। উদাহরণতঃ কুরআন পাক স্থানে স্থানে সৎলোকদের সংসর্গ ও তাদের শিক্ষা থেকে উপকৃত হওয়ার প্রতি জোর দিয়েছে। কোথাও صِرَاطَ الَّذِيْنَ اَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ বলে দীনের সরল ও বিশুদ্ধ পথ তাদের কাছ থেকে শিক্ষা করার প্রতি ইশারা করেছে এবং কোথাও وَكُوْنُوْا مَعَ الصّٰدِقِيْنَ বলে তাদের সংসঙ্গের বিশেষ কার্যকারিতা নির্দেশ করেছে। জগতে প্রত্যেক সম্প্রদায়ের মধ্যে ভালো ও মন্দ উভয় প্রকার লোকই রয়েছে। ভালো লোকদের পোশাকে মন্দরাও অনেক সময় তাদের স্থান দখল করে বসে। এ কারণে সৎ ও মুত্তাকীদের বিশেষ লক্ষণ ও গুণাবলি বর্ণনা করে একথা বুঝিয়ে দেওয়ার প্রয়োজন ছিল যে, মানুষ যেন ভ্রান্ত পথপ্রদর্শক ও নেতাদের কাছ থেকে দূরে সরে থাকে এবং সাচ্চা লোকদের লক্ষণ চিনে নিয়ে তাদের অনুসরণ করে। বিশ্বাসী মুত্তাকীদের গুণাবলি ও লক্ষণ বর্ণনা করার পর তাদের চিরস্থায়ী সাফল্য ও জান্নাতের উচ্চস্তর বিধৃত করে সৎলোকদের সুসংবাদ এবং অসৎ লোকদের জন্য উপদেশ ও উৎসাহ প্রদানের পথ খোলা হয়েছে। উপসংহারে هٰذَا بَيَانٌ لِّلنَّاسِ وَهُدًى وَّمَوْعِظَةٌ لِّلْمُتَّقِيْنَ বলে এদিকেই ইশারা করা হয়েছে। আল্লাহর প্রিয় বান্দাদের যেসব গুণ ও লক্ষ্য এখানে উল্লেখ করা হয়েছে, সেগুলোর মধ্যে প্রাথমিক আয়াতসমূহে মানবীয় অধিকার ও পারস্পরিক জীবন-যাপন সম্পর্কিত গুণাবলি ব্যক্ত হয়েছে। পরবর্তী আয়াতসমূহে আল্লাহ তা'আলার ইবাদত ও আনুগত্য সম্পর্কিত গুণাবলি উল্লিখিত হয়েছে। শব্দান্তরে প্রথমোক্ত গুণাবলিকে 'হুকূকুল ইবাদ' (বান্দার হক) এবং শেষোক্ত গুণাবলিকে 'হুকূকুল্লাহ' (আল্লাহর হক) বলা যেতে পারে।

উল্লিখিত আয়াতসমূহে মানবীয় অধিকার সম্পর্কিত গুণাবলি এবং আল্লাহর অধিকার সম্পর্কিত গুণাবলিকে পরে উল্লেখ করে ইঙ্গিত করা হয়েছে যে, আসলের দিক দিয়ে যদিও আল্লাহর অধিকার সব অধিকারের চাইতে অগ্রগণ্য, তবুও এতদুভয়ের মধ্যে একটি বিশেষ পার্থক্য বিদ্যমান। তা এই যে, আল্লাহ তা'আলা বান্দার উপর স্বীয় অধিকার প্রতিষ্ঠিত করেছেন সত্য, কিন্তু এতে আল্লাহ তা'আলার নিজস্ব কোনো লাভ বা স্বার্থ নাই এবং এসব অধিকারের প্রয়োজনও তাঁর নাই। বান্দা এসব হক আদায় না করলে আল্লাহ তা'আলার কোনো ক্ষতি-বৃদ্ধি হয় না। তাঁর সত্তা সব কিছুর উর্ধ্বে। তাঁর ইবাদত দ্বারা স্বয়ং ইবাদতকারীই উপকৃত। তদুপরি তিনি সর্বশ্রেষ্ঠ দয়ালু এবং সর্বশ্রেষ্ঠ দাতাও বটেন। তাঁর অধিকারে সর্বাধিক ত্রুটিকারী ব্যক্তি যখনই স্বীয় কৃতকর্মের জন্য অনুতপ্ত হয়ে তাঁর দিকে ধাবিত হয় এবং তওবা করে, তখনই তাঁর দয়ার দরবার থেকে এক নিমিষের মধ্যে তওবাকারীর সব গুনাহ মাফ হয়ে যেতে পারে। হুকূকুল ইবাদ বা বান্দার হক কিন্তু এমন নয়। কেননা বান্দা স্বীয় অধিকারের প্রতি মুখাপেক্ষী। তার প্রাপ্য অধিকার আদায় করা না হলে তার ভয়ানক ক্ষতি হয়। এ ক্ষতি মাফ করে দেওয়াও বান্দার পক্ষে সহজ নয়। এ কারণেই বান্দার অধিকার বিশেষ গুরুত্বের অধিকারী।

https://e-ilm.weebly.com/

এতদ্ব্যতীত পারস্পরিক অধিকার আদায়ের উপরই বিশ্বজগতের সঠিক ব্যবস্থাপনা ও মানব সমাজের সংশোধন সর্বতোভাবে নির্ভরশীল। এর সামান্য ত্রুটিই যুদ্ধ-বিগ্রহ ও গোলযোগের পথ খুলে দেয়। পক্ষান্তরে পারস্পরিক অধিকার আদায়ের মাধ্যমে উত্তম চরিত্র প্রদর্শন করতে পারলে শত্রু ও মিত্রে পরিণত হয়ে পড়ে এবং শতাব্দীকালের যুদ্ধ ও শান্তি সখ্যতায় পরিবর্তিত হয়ে যায়। এসব কারণেও মানবীয় অধিকার সম্পর্কিত গুণাবলিকে প্রথমে উল্লেখ করা হয়েছে। সর্বপ্রথম গুণ হচ্ছে :

اَلَّذِیْنَ یُنْفِقُوْنَ فِی السَّرَّآءِ وَ الضَّرَّآءِ : অর্থাৎ মুত্তাকী তারাই, যারা আল্লাহ তা'আলার পথে স্বীয় অর্থ-সম্পদ ব্যয় করতে অভ্যস্ত। স্বচ্ছলতা হোক কিংবা অভাব-অনটন হোক, সর্বাবস্থায় তারা সাধ্যানুযায়ী ব্যয়কার্য অব্যাহত রাখে। বেশি হলে বেশি এবং কম হলে কমই ব্যয় করে। এতে একদিকে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে যে, দরিদ্র ও নিঃস্ব ব্যক্তিও আল্লাহর পথে ব্যয় করতে নিজেকে মুক্ত মনে করবে না এবং এ সৌভাগ্য থেকে নিজেকে বঞ্চিত রাখবে না। কেননা হাজার টাকা থেকে এক টাকা ব্যয় করার যে মর্তবা আল্লাহর কাছে হাজার পয়সার এক পয়সা ব্যয় করারও একই মর্তবা। কার্যক্ষেত্রে হাজার টাকার মালিকের পক্ষে এক টাকা আল্লাহর পথে ব্যয় করা যেমন কঠিন নয়, তেমনি হাজার পয়সার মালিকের পক্ষে এক পয়সা ব্যয় করতেও কোনো কষ্ট হওয়ার কথা নয়।

অপরদিকে আয়াতে এ নির্দেশও রয়েছে যে, অভাব অনটনেও সাধ্যানুযায়ী ব্যয়কার্য অব্যাহত রাখলে আল্লাহর পথে ব্যয় করার কল্যাণকর অভ্যাসটি বিনষ্ট হবে না। সম্ভবতঃ এর বরকতে আল্লাহ তা'আলা আর্থিক স্বচ্ছলতা ও স্বাচ্ছন্দ্য দান করতে পারেন।

আয়াতে তৃতীয় একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ের প্রতিও ইঙ্গিত রয়েছে। তা এই যে, যে ব্যক্তি স্বীয় অর্থ-সম্পদ ব্যয় করে অন্যের উপকার ও দরিদ্রদের সাহায্য করার অভ্যাস গড়ে তোলে, সে কখনো অপরের অধিকার খর্ব করতে প্রবৃত্ত হবে না এবং অপরের সম্পদ সম্মতি ব্যতিরেকে হজম করে ফেলার ইচ্ছা করবে না। অতএব প্রথমোক্ত এ গুণটির সারমর্ম হলো এই যে, বিশ্বাসী, আল্লাহভীরু এবং আল্লাহর প্রিয়বান্দারা অপরের উপকার সাধনের চিন্তায় সদা ব্যাপৃত থাকেন; তারা স্বচ্ছলই হোক কিংবা অভাবগ্রস্ত। হযরত আয়েশা (রা.) একবার মাত্র একটি আঙ্গুরের দানা খয়রাত করেছিলেন তখন তাঁর কাছে এ ছাড়া আর কিছুই ছিল না।

আল্লাহর পথে শুধু অর্থ ব্যয় করাই জরুরি নয় : আয়াতে আরো লক্ষণীয় বিষয় এই যে, কুরআন یُنْفِقُوْنَ বলে ব্যয় করার কথা উল্লেখ করেছে, কিন্তু কি ব্যয় করবে, তার কোনো উল্লেখ নেই। এ ব্যাপকতা থেকে বুঝা যায় যে, শুধু অর্থ সম্পদই নয়; বরং ব্যয় করার মতো প্রত্যেক বস্তুই এর অন্তর্ভুক্ত। উদাহরণতঃ কেউ যদি তার সময়, কিংবা শ্রম আল্লাহর পথে ব্যয় করে, তাহলে তাও আয়াতের অন্তর্ভুক্ত হবে।

স্বচ্ছলতা ও অভাব-অনটন উল্লেখ করার আরো একটি রহস্য : এ দু' অবস্থায়ই মানুষ আল্লাহকে ভুলে যায়। অর্থ-সম্পদের প্রাচুর্য হলে আরাম আয়েশে ডুবে মানুষ আল্লাহকে বিস্মৃত হয়। অপরদিকে অভাব-অনটন থাকলে প্রায়ই সে চিন্তায় মগ্ন হয়ে আল্লাহর প্রতি গাফেল হয়ে পড়ে। আয়াতে ইঙ্গিত করা হয়েছে যে, আল্লাহর প্রিয় বান্দারা আরাম-আয়েশেও আল্লাহকে ভুলে না কিংবা বিপদাপদেও আল্লাহর প্রতি উদাসীন হয়ে পড়ে না।

আলোচ্য সূরায় ওহুদ যুদ্ধের ঘটনা বিস্তারিতভাবে বর্ণিত হয়েছে। এতে জানা গেছে যে, কতিপয় ত্রুটি-বিচ্যুতির কারণে এ যুদ্ধে প্রথম পর্যায়ে জয়লাভ করার পর অবশেষে মুসলমানরা পরাজয় বরণ করে। সত্তরজন সাহাবী শহীদ হন। স্বয়ং রাসূলুল্লাহ ﷺ আহত হন। কিন্তু এ সবের পর আল্লাহ তা'আলা যুদ্ধের মোড় ঘুরিয়ে দেন এবং শত্রুরা পিছু হটে যায়।

এ সাময়িক বিপর্যয়ের কারণ ছিল তিনটি। এক. রাসূলুল্লাহ ﷺ তীরন্দাজ বাহিনীর প্রতি যে নির্দেশ জারি করেছিলেন, পারস্পরিক মতভেদের কারণে তা শেষ পর্যন্ত পালিত হয়নি। কেউ বলল, আমাদের এখানেই অটল থাকা দরকার; অধিকাংশের মত ছিল এখন এ জায়গায় অবস্থান করার কোনো প্রয়োজন নেই। সবার সাথে মিলিত হয়ে শত্রুদের পরিত্যক্ত সামগ্রী আহরণ করা উচিত। দুই. স্বয়ং নবী করীম ﷺ-এর নিহত হওয়ার সংবাদ ছড়িয়ে পড়লে মুসলমানদের মনে নৈরাশ্যের সৃষ্টি হয়। ফলে সবাই ভীত ও হতোদ্যম হয়ে পড়ে। তিন. মদিনা শহরে অবস্থান গ্রহণ করে শত্রুদের মোকাবিলা করার ব্যাপারে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর আদেশ পালনে যে মতবিরোধ দেখা দিয়েছিল, সেটাই ছিল সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। মুসলমানদের এ তিনটি বিচ্যুতির কারণেই তারা সাময়িক বিপর্যয়ের সম্মুখীন হয়েছিলেন। এ সাময়িক পরাজয় অবশেষে

https://e-ilm.weebly.com/

বিজয়ের রূপ ধারণ করেছিল সত্য; কিন্তু মুসলিম যোদ্ধারা আঘাতে জর্জরিত ছিলেন। মুসলিম বীরদের মৃতদেহ ছিল চোখের সামনে। রাসূলুল্লাহ ﷺ-কেও হতভাগারা আহত করে দিয়েছিল। সর্বত্র ঘোর বিপদ ও নৈরাশ্য ছায়া বিস্তার করেছিল। মুসলিম মুজাহিদগণ স্বীয় ত্রুটি-বিচ্যুতির জন্যও বেদনায় মুষড়ে পড়েছিলেন। সার্বিক পরিস্থিতিতে দু'টি বিষয় প্রবল হয়ে দেখা দিয়েছিল। এক. অতীত ঘটনার জন্য দুঃখ ও বিষাদ। দুই. আশঙ্কা যে, ভবিষ্যতের জন্য মুসলমানগণ যেন দুর্বল ও হতোদ্যম না হয়ে পড়ে এবং বিশ্ব-নেতৃত্বের দায়িত্বপ্রাপ্ত এ জাতি অঙ্কুরেই না মনোবল হারিয়ে ফেলে। এ দুটি ছিদ্রপথ বন্ধ করার জন্য কুরআন পাকের এ বাণী অবতীর্ণ হয়।

وَلَا تَهِنُوْا وَلَا تَحْزَنُوْا وَاَنْتُمُ الْاَعْلَوْنَ اِنْ كُنْتُمْ مُّؤْمِنِيْنَ

অর্থাৎ, 'ভবিষ্যতের জন্য তোমরা দৌর্বল্য ও শৈথিল্যকে কাছে আসতে দিও না এবং অতীতের জন্যও বিমর্ষ বিষণ্ন হয়ো না। যদি তোমরা ঈমান ও বিশ্বাসের পথে সোজা হয়ে থাক এবং আল্লাহ তা'আলার ওয়াদার উপর ভরসা রেখে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর আনুগত্য ও আল্লাহর পথে জিহাদে অনড় থাক, তবে পরিশেষে তোমরাই জয়ী হবে।"

উদ্দেশ্য এই যে, অতীতে যেসব ত্রুটি-বিচ্যুতি হয়ে গেছে, তার জন্য দুঃখ ও শোক প্রকাশে সময় ও শক্তি নষ্ট না করে ভবিষ্যৎ সংশোধনের চিন্তা করা দরকার। ঈমান, বিশ্বাস ও রাসূলের আনুগত্য উজ্জ্বল ভবিষ্যতের দিশারী। এগুলো হাতছাড়া হতে দিও না। পরিশেষে তোমরাই জয়ী হবে।"

কুরআন পাকের এ বাণী ভগ্ন হৃদয়কে জুড়ে দিল এবং মৃতপ্রায় দেহে সঞ্জীবনীর কাজ করল। চিন্তা করুন! আল্লাহ তা'আলা কিভাবে সাহাবায়ে কেরামের আত্মিক চেতনাকে সঞ্জীবিত করেছেন। তিনি চিরদিনের জন্য তাদের একটি মূলনীতি দিয়ে দিলেন যে, অতীত বিষয়াদি নিয়ে চিন্তা-ভাবনায় সময় নষ্ট না করে ভবিষ্যৎ শক্তি ও প্রভাব সৃষ্টির উপকরণ সংগ্রহে প্রবৃত্ত হওয়া উচিত। সাথে সাথে একথাও বলে দিলেন যে, বিজয় ও প্রাধান্য অর্জনের মূল সহায়ক একটিই। অর্থাৎ, ঈমান ও তার দাবিসমূহ পূরণ করা। যুদ্ধের জন্য যেসব প্রস্তুতি নেওয়া হয়, সেগুলোও ঈমানের দাবির অন্তর্ভুক্ত। অর্থাৎ, সামরিক শক্তির দৃঢ়তা, সামরিক সাজ-সরঞ্জাম সংগ্রহ এবং বাহ্যিক উপায়াদি দ্বারা সামর্থ্য অনুযায়ী সুসজ্জিত হওয়া। ওহুদ যুদ্ধের সমগ্র ঘটনাবলি এসব বিষয়েরই সাক্ষ্য বহন করে।

শব্দ বিশ্লেষণ

اَلْكٰظِمِيْنَ : সীগাহ جمع مذكر বহছ اسم فاعل বাব ضَرَبَ মাসদার اَلْكَظْمُ মূলবর্ণ (ك . ظ . م) জিনস صحيح অর্থ– দমনকারী।

قَدْ خَلَتْ : সীগাহ واحد مونث غائب বহছ ماضى قريب معروف বাব نَصَرَ মাসদার اَلْخَلَاءُ . اَلْخُلُوُّ মূলবর্ণ (خ . ل . و) জিনস ناقص واوى অর্থ– নিশ্চয় অতিবাহিত হয়েছে।

لَا تَهِنُوْا : সীগাহ جمع مذكر حاضر বহছ نهى حاضر معروف বাব ضَرَبَ মাসদার اَلْوَهْنُ মূলবর্ণ (و . ه . ن) জিনস مثال واوى অর্থ– তোমরা বিচলিত হয়ো না।

لَا تَحْزَنُوْا : সীগাহ جمع مذكر حاضر বহছ نهى حاضر معروف বাব سَمِعَ মাসদার اَلْحُزْنُ মূলবর্ণ (ح . ز . ن) জিনস صحيح অর্থ– তোমরা পেরেশান হয়ো না।

يَتَّخِذُ : সীগাহ واحد مذكر غائب বহছ مضارع معروف বাব نَصَرَ মাসদার اَلْاِتِّخَاذُ মূলবর্ণ (ا . خ . ذ) জিনস مهموز فاء অর্থ– গ্রহণ করে, ধরে।

https://e-ilm.weebly.com/

وَلِيُمَحِّصَ اللّٰهُ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَيَمْحَقَ الْكٰفِرِيْنَ (١٤١)	**অনুবাদ :** (১৪১) আর যেন আল্লাহ তা'আলা ঈমানাদারদেরকে আবিলতা ও আবর্জনা হতে নির্মল করে দেন এবং কাফেরদেরকে নিপাত করে দেন।
اَمْ حَسِبْتُمْ اَنْ تَدْخُلُوا الْجَنَّةَ وَلَمَّا يَعْلَمِ اللّٰهُ الَّذِيْنَ جٰهَدُوْا مِنْكُمْ وَيَعْلَمَ الصّٰبِرِيْنَ (١٤٢)	(১৪২) হ্যাঁ, তোমরা কি এই ধারণা কর যে, জান্নাতে গিয়ে প্রবেশ করবে? অথচ এখন পর্যন্ত আল্লাহ তাদেরকে তো দেখে নেননি যারা তোমাদের মধ্যে জিহাদ করেছে এবং তাদেরকেও দেখেননি যারা [জিহাদে] দৃঢ়পদ থাকে।
وَلَقَدْ كُنْتُمْ تَمَنَّوْنَ الْمَوْتَ مِنْ قَبْلِ اَنْ تَلْقَوْهُ فَقَدْ رَاَيْتُمُوْهُ وَاَنْتُمْ تَنْظُرُوْنَ (١٤٣)	(১৪৩) আর তোমরা তো মৃত্যু কামনা করছিলে— মৃত্যুর সম্মুখীন হওয়ার পূর্ব হতে, অনন্তর এটাকে তো তোমরা উন্মীচিত চক্ষে প্রত্যক্ষ করেছ।
وَمَا مُحَمَّدٌ اِلَّا رَسُوْلٌ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِ الرُّسُلُ اَفَاۡئِنْ مَّاتَ اَوْ قُتِلَ انْقَلَبْتُمْ عَلٰٓى اَعْقَابِكُمْ وَمَنْ يَّنْقَلِبْ عَلٰى عَقِبَيْهِ فَلَنْ يَّضُرَّ اللّٰهَ شَيْئًا وَسَيَجْزِى اللّٰهُ الشّٰكِرِيْنَ (١٤٤)	(১৪৪) আর মুহাম্মদ তো শুধু রাসূলই তাঁর পূর্বে আরো অনেক রাসূল অতীত হয়েছেন। অনন্তর যদি তাঁর মৃত্যু হয় অথবা তিনি শহীদই হন তবে কি তোমরা উল্টা ফিরে যাবে? আর যে ব্যক্তি উল্টা ফিরে যায় তবে আল্লাহর কোনো অনিষ্ট করতে পারবে না, এবং আল্লাহ সত্বরই বিনিময় প্রদান করবেন কৃতজ্ঞ বান্দাদেরকে।

শাব্দিক অনুবাদ :

(১৪১) وَلِيُمَحِّصَ اللّٰهُ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا আর যেন আল্লাহ তা'আলা ঈমানদারদেরকে আবিলতা ও আবর্জনা হতে নির্মল করে দেন وَيَمْحَقَ الْكٰفِرِيْنَ এবং কাফেরদেরকে নিপাত করে দেন।

(১৪২) اَمْ حَسِبْتُمْ হ্যাঁ, তোমরা কি এই ধারণা কর যে اَنْ تَدْخُلُوا الْجَنَّةَ বেহেশতে গিয়ে প্রবেশ করবে? وَلَمَّا يَعْلَمِ اللّٰهُ অথচ এখন পর্যন্ত আল্লাহ তাদেরকে তো দেখে নেননি الَّذِيْنَ جَاهَدُوْا مِنْكُمْ যারা তোমাদের মধ্যে জিহাদ করেছে وَيَعْلَمَ الصَّابِرِيْنَ এবং তাদেরকেও দেখেননি যারা [জিহাদে] দৃঢ়পদ থাকে।

(১৪৩) وَلَقَدْ كُنْتُمْ تَمَنَّوْنَ الْمَوْتَ আর তোমরা তো মৃত্যু কামনা করছিলে— مِنْ قَبْلِ اَنْ تَلْقَوْهُ মৃত্যুর সম্মুখীন হওয়ার পূর্ব হতে فَقَدْ رَاَيْتُمُوْهُ وَاَنْتُمْ تَنْظُرُوْنَ অনন্তর এটাকে তো তোমরা উন্মীলিত চক্ষে প্রত্যক্ষ করেছ।

(১৪৪) وَمَا مُحَمَّدٌ اِلَّا رَسُوْلٌ আর মুহাম্মদ তো শুধু রাসূলই قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِ الرُّسُلُ তাঁর পূর্বে আরো অনেক রাসূল অতীত হয়েছেন اَفَاۡئِنْ مَّاتَ অনন্তর যদি তাঁর মৃত্যু হয় اَوْ قُتِلَ অথবা তিনি শহীদই হন انْقَلَبْتُمْ عَلٰٓى اَعْقَابِكُمْ তবে কি তোমরা উল্টা ফিরে যাবে? وَمَنْ يَّنْقَلِبْ عَلٰى عَقِبَيْهِ আর যে ব্যক্তি উল্টা ফিরে যায় فَلَنْ يَّضُرَّ اللّٰهَ شَيْئًا তবে আল্লাহর কোনো অনিষ্ট করতে পারবে না وَسَيَجْزِى اللّٰهُ এবং আল্লাহ সত্বরই বিনিময় প্রদান করবেন الشّٰكِرِيْنَ কৃতজ্ঞ বান্দাদেরকে।

https://e-ilm.weebly.com/

وَمَا كَانَ لِنَفْسٍ اَنْ تَمُوْتَ اِلَّا بِاِذْنِ اللّٰهِ كِتٰبًا
مُّؤَجَّلًا ۗ وَمَنْ يُّرِدْ ثَوَابَ الدُّنْيَا نُؤْتِهٖ مِنْهَا ۚ
وَمَنْ يُّرِدْ ثَوَابَ الْاٰخِرَةِ نُؤْتِهٖ مِنْهَا ۗ وَسَنَجْزِي
الشّٰكِرِيْنَ ﴿١٤٥﴾

(১৪৫) আর কারো মৃত্যু আসা সম্ভব নয় আল্লাহর আদেশ ব্যতীত, এভাবে যে, তার নির্দিষ্ট সময় লিখিত থাকে, আর যে ব্যক্তি পার্থিব ফল কামনা করে, আমি তাকে পার্থিব অংশ প্রদান করে থাকি, আর যে ব্যক্তি পারলৌকিক ফল কামনা করে, আমি তাকে পারলৌকিক অংশ প্রদান করব, এবং আমি সত্বরই বিনিময় প্রদান করব কৃতজ্ঞ বান্দাদেরকে।

وَكَاَيِّنْ مِّنْ نَّبِيٍّ قٰتَلَ مَعَهٗ رِبِّيُّوْنَ كَثِيْرٌ ۚ
فَمَا وَهَنُوْا لِمَاۤ اَصَابَهُمْ فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ وَمَا
ضَعُفُوْا وَمَا اسْتَكَانُوْا ۗ وَاللّٰهُ يُحِبُّ
الصّٰبِرِيْنَ ﴿١٤٦﴾

(১৪৬) আর অনেক নবী হয়েছেন, যাঁদের সাথী হয়ে বহু আল্লাহভক্ত লোক জিহাদ করেছেন, সুতরাং না সাহস হারিয়েছেন তাঁরা ঐ বিপদের কারণে যা আল্লাহর রাস্তায় তাঁদের উপর পতিত হয়েছে, আর না তাঁদের শক্তি খর্ব হয়েছে আর না তাঁরা দমিত হয়েছেন, আর আল্লাহ তা'আলা এরূপ দৃঢ়-চেতা লোকদেরকে ভালোবাসেন।

وَمَا كَانَ قَوْلَهُمْ اِلَّاۤ اَنْ قَالُوْا رَبَّنَا اغْفِرْ لَنَا
ذُنُوْبَنَا وَاِسْرَافَنَا فِيْۤ اَمْرِنَا وَثَبِّتْ اَقْدَامَنَا
وَانْصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكٰفِرِيْنَ ﴿١٤٧﴾

(১৪৭) আর তাদের জবান হতেও তো এটা ব্যতীত আর কিছুই বের হয়নি যে, তারা আরজ করল হে আমাদের রব! আমাদের গুনাহসমূহ এবং আমাদের কর্মসমূহে আমাদের সীমা অতিক্রমকে মাফ করে দিন এবং আমাদেরকে দৃঢ়পদ রাখুন আর আমাদেরকে কাফের সম্প্রদায়ের উপর বিজয়ী করুন।

শাব্দিক অনুবাদ

(১৪৫) وَمَا كَانَ لِنَفْسٍ اَنْ تَمُوْتَ আর কারো মৃত্যু আসা সম্ভব নয় اِلَّا بِاِذْنِ اللّٰهِ আল্লাহর আদেশ ব্যতীত كِتٰبًا مُّؤَجَّلًا এভাবে যে, তার নির্দিষ্ট সময় লিখিত থাকে وَمَنْ يُّرِدْ ثَوَابَ الدُّنْيَا আর যে ব্যক্তি পার্থিব ফল কামনা করে نُؤْتِهٖ مِنْهَا আমি তাকে পার্থিব অংশ প্রদান করে থাকি وَمَنْ يُّرِدْ ثَوَابَ الْاٰخِرَةِ আর যে ব্যক্তি পারলৌকিক ফল কামনা করে نُؤْتِهٖ مِنْهَا আমি তাকে পারলৌকিক অংশ প্রদান করব وَسَنَجْزِي এবং আমি সত্বরই বিনিময় প্রদান করব الشّٰكِرِيْنَ কৃতজ্ঞ বান্দাদেরকে।

(১৪৬) وَكَاَيِّنْ مِّنْ نَّبِيٍّ আর অনেক নবী হয়েছেন قٰتَلَ مَعَهٗ رِبِّيُّوْنَ كَثِيْرٌ যাঁদের সাথী হয়ে বহু আল্লাহ ভক্ত লোক জিহাদ করেছেন فَمَا وَهَنُوْا সুতরাং না সাহস হারিয়েছেন তাঁরা لِمَاۤ اَصَابَهُمْ فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ ঐ বিপদের কারণে যা আল্লাহর রাস্তায় তাঁদের উপর পতিত হয়েছে وَمَا ضَعُفُوْا আর না তাঁদের শক্তি খর্ব হয়েছে وَمَا اسْتَكَانُوْا আর না তাঁরা দমিত হয়েছেন وَاللّٰهُ يُحِبُّ الصّٰبِرِيْنَ আর আল্লাহ তা'আলা এরূপ দৃঢ়-চেতা লোকদেরকে ভালোবাসেন।

(১৪৭) وَمَا كَانَ قَوْلَهُمْ اِلَّاۤ اَنْ قَالُوْا আর তাদের জবান হতেও তো এটা ব্যতীত আর কিছুই বের হয়নি যে, তারা আরজ করল رَبَّنَا হে আমাদের রব! اغْفِرْ لَنَا আমাদের মাফ করে দিন ذُنُوْبَنَا আমাদের গুনাহসমূহ وَاِسْرَافَنَا فِيْۤ اَمْرِنَا এবং আমাদের কর্মসমূহে আমাদের সীমা অতিক্রমকে وَثَبِّتْ اَقْدَامَنَا এবং আমাদেরকে দৃঢ়পদ রাখুন وَانْصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكٰفِرِيْنَ আর আমাদেরকে কাফের সম্প্রদায়ের উপর বিজয়ী করুন।

https://e-ilm.weebly.com/

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

(১৪২) قوله اَمْ حَسِبْتُمْ اَنْ تَدْخُلُوا الْجَنَّةَ الخ আয়াতের শানে নুযূল : বর্ণিত আছে যে, বদর যুদ্ধে শহীদদের সম্মান ও মর্যাদা সম্পর্কে যখন আল্লাহ অবতীর্ণ করলেন । তখন সাহাবাগণ ইচ্ছা প্রকাশ করলেন যে, যদি আমাদের অনুরূপ সুযোগ আসত তবে আমরাও যুদ্ধ করতে করতে শাহাদাত বরণ করে সৌভাগ্যশীল হতাম, একান্তই যদি আমরা শহীদ না হতাম তবে আমরা বিজয়ী হয়ে গনিমতের মালসহ গাজী হয়ে ফিরে যেতাম এর পর যখন ওহুদের যুদ্ধ শুরু হলো যুদ্ধের তীব্রতা দেখে কয়েকজন সাহাবা ব্যতীত সবাই সাহস হারিয়ে ফেলেন, এবং যুদ্ধের মাঠ ত্যাগ করেন তখন আল্লাহ তা'আলা উক্ত আয়াত অবতরণ করেন ।

(১৪৪) قوله وَمَا مُحَمَّدٌ اِلَّا رَسُوْلٌ الخ আয়াতের শানে নুযূল : বর্ণিত আছে যে, ওহুদের যুদ্ধের দিন ইবনে কামিয়ার পাথরে রাসূল ﷺ-এর সম্মুখের দুটি দাঁত শহীদ হয়ে যায় এবং তাঁর মাথা ফেটে যায় ফলে তিনি গর্তে পড়ে যান , অপর দিকে ইসলামের পতাকাবাহী রাসূল ﷺ-এর কাছাকাছি আকৃতির হযরত মুসআব ইবনে উমায়র (রা.) শাহাদাত বরণ করেন । হযরত মুসআব (রা.)-এর লাশ দেখে দুশমনরা এই খবর ছড়িয়ে দেয় যে, হযরত মুহাম্মদ ﷺ মৃত্যুবরণ করেছেন ।" এতে কিছু সংখ্যক সাহাবী সাহস হারা হয়ে পড়লেন এ সুযোগে মুনাফিকরা বলতে শুরু করল যে, চল আমরা আব্দুল্লাহ ইবনে উবাইর নিকট যাই, সে আমাদেরকে আবূ সুফিয়ান হতে নিরাপত্তার ব্যবস্থা করে দেবে । এমনকি কোনো কোনো মুনাফিক এতদূর পর্যন্ত বলে ফেলল যে, মুহাম্মদ ﷺ যদি আল্লাহর রাসূল হতেন তাহলে সে নিহত হলো কিরূপে? চল আমরা পূর্বপুরুষের ধর্মে ফিরে যাই? তখন মহান আল্লাহ তা'আলা তাদের এ সমস্ত কথোপকথনের তিরস্কার করে উক্ত আয়াত নাজিল করেন । –[লুবাবুন নুকূল]

(১৪৬) قوله : وَكَاَيِّنْ مِّنْ نَّبِيٍّ قٰتَلَ مَعَهٗ رِبِّيُّوْنَ الخ আয়াতের শানে নুযূল : উল্লিখিত আছে যে, ওহুদের যুদ্ধে মুসলমানদের কিছু সংখ্যক যুদ্ধের ভয়াবহতায় দুর্বলতা প্রকাশ করেছিল । এমনকি 'রাসূলের মৃত্যু হয়েছে' এই অপপ্রচারে কিছু সংখ্যক আব্দুল্লাহ ইবনে উবাই-এর মধ্যস্থতায় আবূ সুফিয়ানের নিকট নিরাপত্তার কথা ভাবছিল । তখন মহান আল্লাহ অত্র আয়াত অবতরণ করে বলছেন যে, এখন পরিস্থিতি শুধু তোমাদের জন্য নয়; বরং ইতঃপূর্বে অন্যান্য নবী ও তাদের সঙ্গী সাথীদের এরূপ ভয়াবহ পরিস্থিতির সম্মুখীন হতে হয়েছিল । কিন্তু তারা এরূপ পরিস্থিতিতে দুর্বলতা প্রকাশ করেনি । তাদের মনোবলও ছিল অটুট; বরং তারা বীরদর্পে সম্মুখে অগ্রসর হয়েছিল, ফলে আল্লাহ তা'আলা তাদেরকে উভয় জাহানের সফলতা দান করেছেন । কাজেই তোমাদেরও অনুরূপ হওয়া আবশ্যক ।

এ আয়াতে ভিন্ন ভঙ্গিতে মুসলমানদের সান্ত্বনা দিয়ে বলা হয়েছে : এ যুদ্ধে তোমরা আহত ও নিহত হয়েছ ঠিকই; কিন্তু তোমাদের প্রতিপক্ষও তো ইতঃপূর্বে এ ধরনের দুর্ঘটনায় পতিত হয়েছে । ওহুদে তোমাদের সত্তর জন শহীদ ও অনেক আহত হয়েছে । এক বৎসর পূর্বে তাদেরও সত্তর জন লোক জাহান্নামবাসী ও অনেক আহত হয়েছিল । স্বয়ং এ যুদ্ধের প্রথম পর্যায়েও তাদের অনেক সৈন্য নিহত ও আহত হয়েছে । তাই কুরআন বলে :

اِنْ يَّمْسَسْكُمْ قَرْحٌ فَقَدْ مَسَّ الْقَوْمَ قَرْحٌ مِّثْلُهٗ وَتِلْكَ الْاَيَّامُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ

অর্থাৎ "তোমাদের গায়ে ক্ষত লেগে থাকলে তাদের গায়েও ইতঃপূর্বে এমনি ক্ষত লেগেছে । আমি এ দিনগুলোকে পালাক্রমে পরিক্রমণ করাই । এতে অনেক রহস্য নিহিত আছে ।"

আয়াতে একটি গুরুত্বপূর্ণ মূলনীতির প্রতিও ইঙ্গিত করা হয়েছে । তা এই যে, আল্লাহ তা'আলার চিরাচরিত রীতি হচ্ছে যে, তিনি কঠোরতা, নম্রতা, সুখ-দুঃখ, কষ্ট ও আরামের দিনগুলোকে মানুষের মধ্যে চক্রবৎ ঘুরিয়ে আনেন । যদি কোনো কারণে কোনো মিথ্যা সাময়িকভাবে বিজয় ও সাফল্য অর্জন করে ফেলে, তবে তাতে সত্যপন্থিদের হতোদ্যম হয়ে পড়া সঙ্গত নয় এবং এরূপ মনে করা উচিত নয় যে, এখন থেকে পরাজয়ই তাদের ভাগ্যলিপি হয়ে গেছে; বরং এ পরাজয়ের সঠিক কারণ খোঁজ করে তদনুযায়ী ব্যবস্থা গ্রহণ করা প্রয়োজন । পরিণামে সত্যপন্থিরাই জয়যুক্ত হবে ।

আলোচ্য আয়াতগুলোও ওহুদ যুদ্ধের ঘটনাবলির সাথে সম্পর্কযুক্ত । এসব ঘটনা অনেক দিক দিয়ে বিশেষ গুরুত্বের অধিকারী । এ কারণেই কুরআন পাক সূরা আলে ইমরানের চার পাঁচ রুকূ পর্যন্ত ওহুদ যুদ্ধে জয়-পরাজয় ও এতদুভয়ের অন্তর্নিহিত স্বাভাবিক নির্দেশাবলি অব্যাহতভাবে বর্ণনা করেছে ।

উল্লিখিত আয়াতসমূহের মধ্যে প্রথম আয়াতে কতিপয় সাহাবীর একটি বিচ্যুতির জন্য কঠোর হুঁশিয়ারি উচ্চারণ করে মৌলিক বিষয়ের প্রতি অঙ্গুলি নির্দেশ করা হয়েছে । চিন্তা করলে বোঝা যায়, এ বিষয়টিতে মুসলমানদের কার্যতঃ পাকাপোক্ত করার জন্যও ওহুদ যুদ্ধে সাময়িক পরাজয়, হুজুর ﷺ-এর আহত হওয়া, তাঁর মৃত্যু সংবাদ প্রচারিত হওয়া, তজ্জন্যে কতিপয় সাহাবীর হতোদ্যম হয়ে পড়া প্রভৃতি ঘটনাবলি সংঘটিত হয়েছে । বিষয়টি এই যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর

https://e-ilm.weebly.com/

https://e-ilm.weebly.com/

رِبِّيُّوْنَ দ্বারা উদ্দেশ্য : رِبِّيُّوْنَ শব্দটি رِبٌّ -এর সাথে সম্পর্কযুক্ত, এর অর্থ হলো রবওয়ালা অর্থাৎ আল্লাহওয়ালা। এর উদ্দেশ্য নিয়ে কয়েকটি মত পাওয়া যায় :

১. ইমাম زَجَّاجٌ সহ কিছু সংখ্যকের মতে رِبٌّ অর্থ : দল, কাজেই رِبِّيُّوْنَ অর্থ অনেকগুলো দল।
২. ইবনে যায়েদ বলেন, দায়িত্বশীলদেরকে رَبَّانِيُّوْنَ এবং কর্মী ও প্রজাদেরকে رِبِّيُّوْنَ বলা হয়।
৩. আখফাশ বলেন, যারা رَبٌّ -এর ইবাদত করে তাদেরকে رِبِّيُّوْنَ বলা হয়।
৪. হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) ও হাসান বসরী (র.) থেকে বর্ণিত আছে رِبِّيُّوْنَ তথা আল্লাহ ভক্ত বলে আল্লাহ তা'আলা আলেম ও ফিকহবিদগণকে বুঝিয়েছেন। -[মা'আরেফুল কুরআন]

صَبْرٌ এর অর্থ ও তার প্রকারভেদ : اَلصَّبْرُ এটি বাব ضَرَبَ -এর মাসদার অর্থ হলো اَلْحِلْمُ বা ধৈর্য।
পরিভাষায় এর পরিচয় সম্পর্কে ইমাম নববী (র.) বলেন اَلصَّبْرُ هُوَ حَبْسُ النَّفْسِ عَلٰى مَا تَكْرَهُ অর্থাৎ নাস থেকে পছন্দ করে না তার উপর নাসকে আ
কেউ কেউ বলেন, اَلصَّبْرُ هُوَ الثَّبَاتُ عَلَى الْكِتَابِ وَالسُّنَّةِ
صَبْرٌ -এর প্রকারভেদ : صَبْرٌ বা ধৈর্য মোট তিন প্রকার। যেমন–
১. صَبْرٌ عَلٰى طَاعَةِ اللّٰهِ তথা আল্লাহ তা'আলার আনুগত্যমূলক কাজ পালনে ধৈর্যধারণ করা।
২. صَبْرٌ عَنْ مَعْصِيَةِ اللّٰهِ বা আল্লাহ তা'আলার নাফরমানিমূলক কাজ হতে দূরে থাকার ব্যাপারে ধৈর্য ধারণ করা।
৩. صَبْرٌ عَلَى النَّائِبَاتِ বা বিপদ মসিবতের সময় ধৈর্যধারণ করা। এখানে এটি উদ্দেশ্য তথা যুদ্ধের ময়দানে স্থির থেকে ধৈর্যধারণ করা।

পূর্ববর্তী যোদ্ধাদের গুণাবলি

১. যুদ্ধের ময়দানে অটল থাকা।
২. যুদ্ধে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েও হীনবল না হওয়া।
৩. দুর্বল না হওয়া।
৪. এবং শত্রুর সম্মুখে মাথা নত না করা। এরূপ ভাবে যুদ্ধ করার পর ও তারা আল্লাহর নিকট প্রার্থনা করে বলত :
(ক) হে আল্লাহ আমাদের অপরাধসমূহ ক্ষমা করুন।
(খ) বর্তমান জিহাদকালে আমরা যেসব ত্রুটি করেছি তা মার্জনা করুন।
(গ) আমাদের দৃঢ়তা বহাল রাখুন।
(ঘ) শত্রুর বিরুদ্ধে বিজয়ী করুন।

শব্দ বিশ্লেষণ

كُنْتُمْ تَمَنَّوْنَ : সীগাহ جمع مذكر حاضر বহছ ماضى استمرارى معروف বাব تَفَعُّلٌ মাসদার اَلتَّمَنِّىْ মূলবর্ণ (م ـ ن ـ ى) জিনস ناقص يائى অর্থ– তোমরা আকাঙ্ক্ষা করতে।

مَاوَهَنُوْا : সীগাহ جمع مذكر غائب বহছ نفى فعل ماضى معروف বাব ضَرَبَ মাসদার اَلْوَهْنُ মূলবর্ণ (و ـ ه ـ ن) জিনস مثال واوى অর্থ– তারা হিম্মত হারায়নি।

مَااسْتَكَانُوْا : সীগাহ جمع مذكر غائب বহছ نفى فعل ماضى معروف বাব اِسْتِفْعَالٌ মাসদার اَلْاِسْتِكَانُ মূলবর্ণ (ك ـ و ـ ن) জিনস اجوف واوى অর্থ– তারা দমেনি।

বাক্য বিশ্লেষণ

قوله وَاللّٰهُ لَا يُحِبُّ الظّٰلِمِيْنَ : এখানে اللّٰهُ শব্দটি মুবতাদা لَا يُحِبُّ ফে'ল উহ্য যমীরে هُوَ ফা'য়েল الظّٰلِمِيْنَ মাফউল এবার فعل ـ فاعل ও مفعول মিলে جملة فعلية হয়ে খবর مبتدأ ও خبر মিলে جملة اسمية হলো।

قوله فَقَدْ رَاَيْتُمُوْهُ وَاَنْتُمْ تَنْظُرُوْنَ : এখানে قَدْ رَاَيْتُمُوْهُ ফে'ল যমীরে اَنْتُمْ যুলহালা ة টি مفعول আর واو হালিয়া اَنْتُمْ মুবতাদা تَنْظُرُوْنَ জুমলা হয়ে খবর مبتدأ ও خبر মিলে হাল ذو الحال ও حال মিলে فاعل হলো। فعل ـ فاعل ও مفعول মিলে جملة فعلية হলো।

https://e-ilm.weebly.com/

فَاٰتٰىهُمُ اللّٰهُ ثَوَابَ الدُّنْيَا وَحُسْنَ ثَوَابِ الْاٰخِرَةِ ؕ
وَاللّٰهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِيْنَ (١٤٨)

অনুবাদ : (১৪৮) অনন্তর আল্লাহ তাদেরকে পার্থিব বিনিময়ও দিয়েছেন এবং পরকালেরও উত্তম বিনিময় দিয়েছেন, আর এরূপ সদাচারীদেরকে আল্লাহ ভালোবাসেন ।

يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْٓا اِنْ تُطِيْعُوا الَّذِيْنَ كَفَرُوْا
يَرُدُّوْكُمْ عَلٰٓى اَعْقَابِكُمْ فَتَنْقَلِبُوْا خٰسِرِيْنَ (١٤٩)

(১৪৯) হে ঈমানদারগণ! যদি তোমরা কাফেরদের কথা মেনে নাও, তবে তারা তোমাদেরকে উল্টা দিকে ফিরিয়ে দিবে, ফলে তোমরা অকৃতকার্য হয়ে যাবে;

بَلِ اللّٰهُ مَوْلٰىكُمْ ۚ وَهُوَ خَيْرُ النّٰصِرِيْنَ (١٥٠)

(১৫০) বরং আল্লাহ তোমাদের দোস্ত এবং তিনি সর্বোত্তম সাহায্যকারী ।

سَنُلْقِيْ فِيْ قُلُوْبِ الَّذِيْنَ كَفَرُوا الرُّعْبَ بِمَآ
اَشْرَكُوْا بِاللّٰهِ مَا لَمْ يُنَزِّلْ بِهٖ سُلْطٰنًا ۚ وَمَاْوٰىهُمُ
النَّارُ ؕ وَبِئْسَ مَثْوَى الظّٰلِمِيْنَ (١٥١)

(১৫১) আমি এখনই ভীতির সৃষ্টি করে দিচ্ছি কাফেরদের অন্তরে এ কারণে যে, তারা আল্লাহর শরিক এমন বস্তুকে সাব্যস্ত করেছে যার অনুকূলে আল্লাহ কোনোই প্রমাণ নাজিল করেননি, এবং তাদের বাসস্থান জাহান্নাম, বস্তুত তা অনাচারীদের নিকৃষ্ট বাসস্থান ।

وَلَقَدْ صَدَقَكُمُ اللّٰهُ وَعْدَهٗٓ اِذْ تَحُسُّوْنَهُمْ
بِاِذْنِهٖ ۚ حَتّٰٓى اِذَا فَشِلْتُمْ وَتَنَازَعْتُمْ فِي الْاَمْرِ
وَعَصَيْتُمْ مِّنْۢ بَعْدِ مَآ اَرٰىكُمْ مَّا تُحِبُّوْنَ ؕ
مِنْكُمْ مَّنْ يُّرِيْدُ الدُّنْيَا

(১৫২) আর নিশ্চয় আল্লাহ তো তোমাদের সাথে স্বীয় প্রতিশ্রুতিকে সত্য করে দেখিয়েছিলেন যখন তোমরা ঐ কাফেরদেরকে আল্লাহর হুকুমে হত্যা করছিলে– অনন্তর যখন তোমরা নিজেরাই দুর্বল হয়ে পড়লে, এবং পরস্পর আদেশ পালনে মতবিরোধ করতে লাগলে এবং তোমরা নাফরমানি করলে তোমাদেরকে তোমাদের বাঞ্ছিত বিষয় প্রদর্শন করানোর পর, তোমাদের মধ্যে কেউ কেউ তো এরূপ ছিল যারা দুনিয়া কামনা করছিল,

শাব্দিক অনুবাদ :

(১৪৮) فَاٰتٰىهُمُ اللّٰهُ ثَوَابَ الدُّنْيَا অনন্তর আল্লাহ তাদেরকে পার্থিব বিনিময়ও দিয়েছেন وَحُسْنَ ثَوَابِ الْاٰخِرَةِ এবং পরকালেরও উত্তম বিনিময় দিয়েছেন وَاللّٰهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِيْنَ আর এরূপ সদাচারীদেরকে আল্লাহ ভালোবাসেন ।

(১৪৯) يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْٓا হে ঈমানদারগণ! اِنْ تُطِيْعُوا الَّذِيْنَ كَفَرُوْا যদি তোমরা কাফেরদের কথা মেনে নাও يَرُدُّوْكُمْ عَلٰٓى اَعْقَابِكُمْ তবে তারা তোমাদেরকে উল্টা দিকে ফিরিয়ে দিবে فَتَنْقَلِبُوْا خٰسِرِيْنَ ফলে তোমরা অকৃতকার্য হয়ে যাবে;

(১৫০) بَلِ اللّٰهُ مَوْلٰىكُمْ বরং আল্লাহ তোমাদের দোস্ত وَهُوَ خَيْرُ النّٰصِرِيْنَ এবং তিনি সর্বোত্তম সাহায্যকারী ।

(১৫১) سَنُلْقِيْ আমি এখনই সৃষ্টি করে দিচ্ছি فِيْ قُلُوْبِ الَّذِيْنَ كَفَرُوا কাফেরদের অন্তরে الرُّعْبَ ভীতির بِمَآ اَشْرَكُوْا بِاللّٰهِ এ কারণে যে, তারা আল্লাহর শরিক এমন বস্তুকে সাব্যস্ত করেছে مَا لَمْ يُنَزِّلْ بِهٖ سُلْطٰنًا যার অনুকূলে আল্লাহ কোনোই প্রমাণ নাজিল করেননি وَمَاْوٰىهُمُ النَّارُ এবং তাদের বাসস্থান জাহান্নাম وَبِئْسَ مَثْوَى الظّٰلِمِيْنَ বস্তুত তা অনাচারীদের নিকৃষ্ট বাসস্থান ।

(১৫২) وَلَقَدْ صَدَقَكُمُ اللّٰهُ وَعْدَهٗٓ আর নিশ্চয় আল্লাহ তো তোমাদের সাথে স্বীয় প্রতিশ্রুতিকে সত্য করে দেখিয়েছিলেন اِذْ تَحُسُّوْنَهُمْ بِاِذْنِهٖ যখন তোমরা ঐ কাফেরদেরকে আল্লাহর হুকুমে হত্যা করছিলে– حَتّٰٓى اِذَا فَشِلْتُمْ অনন্তর যখন তোমরা নিজেরাই দুর্বল হয়ে পড়লে وَتَنَازَعْتُمْ فِي الْاَمْرِ এবং পরস্পর আদেশ পালনে মতবিরোধ করতে লাগলে وَعَصَيْتُمْ এবং তোমরা নাফরমানি করলে مِّنْۢ بَعْدِ مَآ اَرٰىكُمْ مَّا تُحِبُّوْنَ তোমাদেরকে তোমাদের বাঞ্ছিত বিষয় প্রদর্শন করানোর পর مِنْكُمْ مَّنْ يُّرِيْدُ الدُّنْيَا তোমাদের মধ্যে কেউ কেউ তো এরূপ ছিল যারা দুনিয়া কামনা করছিল

https://e-ilm.weebly.com/

https://e-ilm.weebly.com/

وَمِنْكُمْ مَّنْ يُّرِيْدُ الْاٰخِرَةَ ۚ ثُمَّ صَرَفَكُمْ عَنْهُمْ لِيَبْتَلِيَكُمْ ۚ وَلَقَدْ عَفَا عَنْكُمْ ؕ وَاللّٰهُ ذُوْ فَضْلٍ عَلَى الْمُؤْمِنِيْنَ (١٥٢)

এবং কেউ কেউ তোমাদের মধ্যে এরূপ ছিল যারা [শুধু] পরকালকামী ছিল, তৎপর আল্লাহ তোমাদেরকে সেই কাফেরগণ [-এর উপর বিজয়লাভ] হতে হটিয়ে দিলেন– তোমাদেরকে পরীক্ষা করার উদ্দেশ্যে দৃঢ়রূপে জেনে নাও যে, আল্লাহ তাদেরকে ক্ষমা করে দিয়েছেন, আর আল্লাহ তা'আলা অতি অনুগ্রহশীল মুমিনদের প্রতি।

اِذْ تُصْعِدُوْنَ وَلَا تَلْوٗنَ عَلٰۤى اَحَدٍ وَّالرَّسُوْلُ يَدْعُوْكُمْ فِيْۤ اُخْرٰىكُمْ فَاَثَابَكُمْ غَمًّۢا بِغَمٍّ لِّكَيْلَا تَحْزَنُوْا عَلٰى مَا فَاتَكُمْ وَلَا مَاۤ اَصَابَكُمْ ؕ وَاللّٰهُ خَبِيْرٌۢ بِمَا تَعْمَلُوْنَ (١٥٣)

(১৫৩) স্মরণ কর, যখন তোমরা [পলায়নার্থে] আরোহণ করছিলে এবং কারো প্রতি ফিরেও দেখছিলে না, আর রাসূল পশ্চাৎ দিক হতে তোমাদেরকে ডাকছিলেন, অনন্তর আল্লাহ তোমাদেরকে তৎবিনিময় দুঃখ দিলেন দুঃখ দেওয়ার দরুন, যেন তোমরা বিষণ্ন না হও, না ঐ বস্তুর জন্য যা তোমাদের হাতছাড়া হয়ে যায়, আর না তার জন্য যে বিপদ তোমাদের উপর পতিত হয়, আর আল্লাহ তোমাদের যাবতীয় কাজের পূর্ণ খবর রাখেন।

শাব্দিক অনুবাদ

وَمِنْكُمْ مَّنْ يُّرِيْدُ الْاٰخِرَةَ এবং কেউ কেউ তোমাদের মধ্যে এরূপ ছিল যারা [শুধু] পরকালকামী ছিল ثُمَّ صَرَفَكُمْ عَنْهُمْ তৎপর আল্লাহ তোমাদেরকে সেই কাফেরগণ হতে হটিয়ে দিলেন– لِيَبْتَلِيَكُمْ তোমাদেরকে পরীক্ষা করার উদ্দেশ্যে وَلَقَدْ عَفَا عَنْكُمْ দৃঢ়রূপে জেনে নাও যে, আল্লাহ তাদেরকে ক্ষমা করে দিয়েছেন وَاللّٰهُ ذُوْ فَضْلٍ আর আল্লাহ তা'আলা অতি অনুগ্রহশীল عَلَى الْمُؤْمِنِيْنَ মুমিনদের প্রতি।

(১৫৩) اِذْ تُصْعِدُوْنَ স্মরণ কর, যখন তোমরা [পলায়নার্থে] আরোহণ করছিলে وَلَا تَلْوٗنَ عَلٰۤى اَحَدٍ এবং কারো প্রতি ফিরেও দেখছিলে না وَالرَّسُوْلُ يَدْعُوْكُمْ فِيْۤ اُخْرٰىكُمْ আর রাসূল পশ্চাৎ দিক হতে তোমাদেরকে ডাকছিলেন فَاَثَابَكُمْ غَمًّۢا بِغَمٍّ অনন্তর আল্লাহ তোমাদেরকে তৎবিনিময় দুঃখ দিলেন দুঃখ দেওয়ার দরুন। لِّكَيْلَا تَحْزَنُوْا যেন তোমরা বিষণ্ন না হও عَلٰى مَا فَاتَكُمْ না ঐ বস্তুর জন্য যা তোমাদের হাতছাড়া হয়ে যায় وَلَا مَاۤ اَصَابَكُمْ আর না তার জন্য যে বিপদ তোমাদের উপর পতিত হয় وَاللّٰهُ خَبِيْرٌۢ بِمَا تَعْمَلُوْنَ আর আল্লাহ তোমাদের যাবতীয় কাজের পূর্ণ খবর রাখেন।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

(১৪৯) قوله يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْۤا اِنْ تُطِيْعُوا الخ **আয়াতের শানে নুযূল :** হযরত আলী (রা.) হতে বর্ণিত আছে যে, ওহুদের যুদ্ধের দিন যখন মুসলমানরা পরাজয় বরণ করল তখন মুনাফিকগণ মুসলমানদেরকে বলতে লাগল যে, চল আমরা আমাদের অমুসলিম ভাইদের নিকট ফিরে যাই এবং তাদের ধর্মে প্রবেশ করি। তখন মহান আল্লাহ তা'আলা মুসলমানদেরকে সতর্ক করে দিয়ে অত্র আয়াত অবতীর্ণ করেন। –[কাশশাফ]

(১৫১) قوله سَنُلْقِيْ فِيْ قُلُوْبِ الَّذِيْنَ الخ **আয়াতের শানে নুযূল :** বর্ণিত আছে যে, ওহুদ যুদ্ধে মুসলমানদের পরাজয় হওয়া সত্ত্বেও কাফেররা বাহ্যিক কোনো কারণ ছাড়াই মক্কার দিকে প্রত্যাবর্তন করে। অতঃপর কিছু দিন যাওয়ার পর তারা অনুভব করল যে, মৃতপ্রায় মুসলমানদের মরণ পর্ব শেষ না করে চলে আসা বুদ্ধিমানের কাজ হয়নি। এই মনে করে মদিনার দিকে ধাবিত হওয়ার ইচ্ছা করতেই আল্লাহ তা'আলা তাদের মনে ভীতির সঞ্চার করে দেন, ফলে তারা মদিনার দিকে অগ্রসর হওয়ার সাহস হারিয়ে ফেলে। এমতাবস্থায় তারা জনৈক বেদুইনকে অর্থের প্রলোভন দেখিয়ে বলল : তুমি মদিনায় পৌছে মুসলমানদের ভয় প্রদর্শন করো যে, মক্কাবাসীরা আবার মদিনার পথে অগ্রসর হচ্ছে। মহানবী ﷺ ওহীর মাধ্যমে এসব ঘটনা জানতে পেরে শত্রুদের পশ্চাদ্ধাবনে 'হামরাউল আসাদ পর্যন্ত পৌছেন। কিন্তু শত্রু সৈন্য পূর্বেই পলায়ন করেছিল। এ ঘটনা সম্পর্কেই আলোচ্য আয়াতটি অবতীর্ণ হয়। –আসবাবুন নুযূল, নীসপুরী]

(১৫২) قوله وَلَقَدْ صَدَقَكُمُ اللّٰهُ الخ **আয়াতের শানে নুযূল :** বর্ণিত আছে, বদর যুদ্ধে আল্লাহ তা'আলার সাহায্য ও সহযোগিতার পূর্ণতা দেখে মদিনার ইহুদিরা হিংসায় জ্বলে মরতে লাগল, আবার ওহুদ যুদ্ধে মুসলমানগণের সাময়িক ক্ষতিগ্রস্ত ও বিপর্যয় দেখে ঠাট্টা বিদ্রূপ করতে লাগল। এমনকি তারা বলতে লাগল যে, 'তোমাদের আল্লাহ তোমাদেরকে সাহায্য ও বিজয়ের যে সকল প্রাণভরা ওয়াদা দিয়েছিল তা এখন কোথায় গেল? বস্তুত ঐ সকল প্রতিশ্রুতির কোনোই বিশ্বাস নেই। নিজেদের ভাগ্য এবং সময় অথবা সুযোগ অনুসারে জয় পরাজয় হয়ে থাকে। কাফেরদের এরূপ অপপ্রচারে দুর্বল মুমিনগণ হতাশ হয়ে পড়ে। তখন মহান আল্লাহ তা'আলা উক্ত আয়াত নাজিল করেন।

(১৫৩) قوله إِذْ تُصْعِدُونَ وَلَا تَلْوُونَ الخ **আয়াতের শানে নুযূল :** রাসূল ﷺ ওহুদ যুদ্ধে গিরিপথ সংরক্ষণ করার জন্য হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে যুবায়েরের নেতৃত্বে ৫০ জন সৈন্য নিযুক্ত করেছিলেন। তারা যখন দেখল যে, মুসলমানদের আক্রমণে কুরাইশদের দল রণাঙ্গণ ত্যাগ করতেছিল। তখন তাদের অধিকাংশই রাসূলের আদেশ অমান্য করে গনিমতের মাল সংগ্রহে মনোনিবেশ করলেন। এমতাবস্থায় মুশরিকরা গিরিপথ অরক্ষিত দেখে পিছনের দিক থেকে হামলা করে মুসলমানদেরকে পর্যদুস্ত ও ক্ষতিগ্রস্ত করে ফেলল। এরূপ পরাজয়ের ফলে যখন অনেকেই ভীত ও সন্ত্রস্ত হয়ে পড়েছিল উর্ধশ্বাসে দৃষ্টি ছিল, তাদের সে পরিস্থিতি এ আয়াতে তুলে ধরা হয়েছে।

উল্লিখিত আয়াতসমূহে পূর্ববর্তী পয়গম্বরগণের সাথে জিহাদে অংশগ্রহণকারী আল্লাহ ভক্তদের দৃঢ়তা, বিপদাপদে অস্থির ও দুর্বল না হওয়ার কথা বর্ণনা করার পর তাদের একটি বিরাট গুণ উল্লেখ করা হয়েছে যে, তারা এ অপূর্ব আত্মত্যাগের মধ্যেও আল্লাহ তা'আলার দরবারে কয়েকটি দোয়া করতেন।

এক. আমাদের বিগত অপরাধসমূহ ক্ষমা করুন। **দুই.** বর্তমান জিহাদকালে আমরা যেসব ত্রুটি করছি, তা মার্জনা করুন। **তিন.** আমাদের দৃঢ়তা বহাল রাখুন। **চার.** শত্রুর বিরুদ্ধে আমাদের বিজয়ী করুন।

এসব দোয়ায় মুসলমানদের জন্য কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ নির্দেশ রয়েছে।

নিজেদের সৎকাজের জন্য গর্ব করা উচিত নয় : প্রথম এই যে, সত্যধর্মী মুমিন ব্যক্তি যত বড় সৎকর্মই করুক এবং আল্লাহর পথে যত কর্মতৎপরতাই প্রদর্শন করুক, সৎকর্মের জন্য গর্ব করার অধিকার তার নেই। কারণ তার সৎকর্মও প্রকৃতপক্ষে আল্লাহর অনুগ্রহ ও কৃপারই ফলশ্রুতি। এ কৃপা ব্যতীত কোনো সৎকর্ম হওয়াই সম্ভব নয়। হাদীসে বলা হয়েছে : فَوَاللّٰهِ لَوْ لَا اللّٰهُ مَا اهْتَدَيْنَا وَلَا تَصَدَّقْنَا وَلَا صَلَّيْنَا আল্লাহর অনুগ্রহ ও কৃপা না হলে আমরা সরল পথ প্রাপ্ত হতাম না এবং আমরা জাকাত ও নামাজ আদায় করতে পারতাম না।

এতদ্ব্যতীত মানুষ যে সৎকর্ম করে, তা যতই সঠিকভাবে করুক না কেন, আল্লাহর শানের উপযুক্ত করে সম্পাদন করা মানুষের সাধ্যাতীত। এমতাবস্থায় আল্লাহর প্রাপ্য আদায়ে ত্রুটি-বিচ্যুতি অবশ্যম্ভাবী। তাই কর্ম সম্পাদনের সময়ও মাগফেরাতের দোয়া করা প্রয়োজন।

এছাড়া উপস্থিত ক্ষেত্রে মানুষ যে সৎকর্ম করছে ভবিষ্যতেও তা করার সামর্থ্য হবে এ কথা নিশ্চিতরূপে বলা যায়না। কাজেই বর্তমান কর্মে ত্রুটি-বিচ্যুতির জন্য অনুতাপ এবং ভবিষ্যতেও এর উপর কায়েম থাকার দোয়া মুসলমানদের দৈনিক প্রার্থনা হওয়া দরকার।

আল্লাহর কাছে সাহাবায়ে কেরামের উচ্চ মর্তবা : এটা স্বতঃসিদ্ধ যে, ওহুদ যুদ্ধে কতিপয় সাহাবীর মতামত ভুল ছিল। এ কারণে পূর্ববর্তী অনেক আয়াতে হুশিয়ারি উচ্চারণ করা হয়েছে এবং ভবিষ্যতে সংশোধনের জন্য অব্যাহতভাবে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। কিন্তু এতসব অসন্তোষ প্রকাশ ও হুশিয়ারীর মধ্যেও সাহাবায়ে কেরামের প্রতি আল্লাহ তা'আলার অনুগ্রহ দর্শনীয়। প্রথমতঃ لِيَبْتَلِيَكُمْ বলে প্রকাশ করেছেন যে, সাময়িক পরাজয়টি সাজা হিসেবে নয়; বরং পরীক্ষার জন্য। অতঃপর وَلَقَدْ عَفَا عَنْكُمْ বলে পরিষ্কার ভাষায় ত্রুটি মার্জনার কথা ঘোষণা করেছেন।

কতিপয় সাহাবীর ইহকাল কামনার অর্থ আলোচ্য আয়াতে বলা হয়েছে যে, সাহাবায়ে কেরাম তখন দু'দলে বিভক্ত হয়ে পড়েছিলেন। একদল ইহকাল কামনা করেছিলেন এবং এক দল শুধু পরকালের আকাঙ্ক্ষী ছিলেন।

এখানে লক্ষ্যণীয় বিষয় এই যে, কোন কর্মের ভিত্তিতে একদল সাহাবীকে ইহকালের প্রত্যাশী বলা হয়েছে? এটা জানা কথা যে, গনিমতের মাল আহরণের ইচ্ছাকেই 'ইহকাল কামনা' বলে ব্যক্ত করা হয়েছে। এখন চিন্তা করা দরকার যে, যদি তাঁরা স্বীয় রক্ষাব্যূহেই থেকে যেতেন এবং গনিমতের মাল আহরণে অংশগ্রহণ না করতেন, তবে কি তাঁদের প্রাপ্য অংশ হ্রাস পেত? কিংবা অংশগ্রহণের ফলে কি তাঁদের প্রাপ্য অংশ বেড়ে গেছে? কুরআন ও হাদীস থেকে প্রমাণিত রয়েছে যে, গনিমতের আইন যাদের জানা আছে, তারা এ ব্যাপারে নিশ্চিত যে, মাল আহরণে শরিক হওয়া ও রক্ষাব্যূহে অবস্থান করা উভয় অবস্থাতেই তারা সমান অংশ পেতেন।

https://e-ilm.weebly.com/

এতে বুঝা যায় যে, তাদের এ কর্ম নির্ভেজাল ইহকাল কামনা হতে পারে না; বরং একে জিহাদের কাজেই অংশগ্রহণ বলা যায়। তবে স্বাভাবিকভাবে তখন গনিমতের মালের কল্পনা অন্তরে জাগ্রতা হওয়া অসম্ভব কিছু নয়। কিন্তু আল্লাহ স্বীয় পয়গম্বরের সহচরদের অন্তর এ থেকেও মুক্ত ও পবিত্র দেখতে চান। এ কারণেই একে ইহকাল কামনা রূপে ব্যক্ত করে অসন্তুষ্টি প্রকাশ করেছেন।

উল্লিখিত ১৫৩ তম আয়াত থকে কিছু সংখ্যক সাহাবীর যুদ্ধক্ষেত্র ছেড়ে চলে যাওয়া এবং স্বয়ং হুজুরে আকরাম ﷺ কর্তৃক আহবান করার পরও ফিরে না আসা আর সে জন্য হুজুরের দুঃখিত হওয়া এবং সে কারণে শেষ পর্যন্ত সাহাবায়ে কেরামের দুঃখিত হওয়ার বিষয় আলোচিত হয়েছে। হাদীসের বর্ণনায় উল্লেখ রয়েছে যে, হযরত কা'আব ইবনে মালেক (রা.)-এর ডাকে সাহাবীগণ পুনরায় সমবেত হয়েছিলেন।

তাফসীরে রুহুল মা'আনী প্রণেতা এই ঘটনার বিশ্লেষণ প্রসঙ্গে বলেছেন, প্রথমে রাসূলে কারীম (সা.) আহবান করেন যা সাহাবায়ে কেরাম শুনতে পাননি এবং তাঁরা বহুদূরে চলে যান। শেষ পর্যন্ত হযরত কা'ব ইবনে মালেক (রা.)-এর ডাকে সবাই এসে সমবেত হয়েছিলেন।

তাফসীর বয়ানুল কুরআনে হাকীমুল উম্মত হযরত মাওলানা শাহ আশরাফ আলী থানভী (র.) বলেন, সাহাবীগণের যুদ্ধক্ষেত্র থেকে সরে পড়ার মূল কারণ ছিল হুজুরে আকরাম ﷺ-এর শাহাদাতের সংবাদ। পক্ষান্তরে হুজুর যখন ডাকলেন, তখন তাতে একে তো দুঃসংবাদের কোনো খণ্ডন ছিল না, তদুপরি আওয়াজ যদি পৌঁছেও থাকে, তাঁরা তা চিনতে পারেননি। তারপর যখন হযরত কা'ব ইবনে মালেক (রা.) ডাকেন, তখন তাতে সে সংবাদের খণ্ডন এবং সাথে সাথে হুজুর (সা.)-এর বেঁচে থাকার কথাও বলা হয়েছিল। কাজেই একথা শুনে সবাই শান্ত হলেন এবং ফিরে এসে একত্রে সমবেত হলেন। তবে প্রশ্ন থাকে যে, এতে আল্লাহ তা'আলার পক্ষ থেকে ভর্ৎসনা এবং রাসূলে কারীম ﷺ দুঃখিত হলেন কেন? তার কারণ এই হতে পারে যে, সাহাবায়ে কেরাম যদি সে সময়টায় মনের দিক দিয়ে দৃঢ় থাকতেন, তাহলে হুজুরের ডাকের শব্দ চিনতে পারতেন।

শব্দ বিশ্লেষণ

سُلْطَانٌ : শব্দটি একবচন, বহুবচন سَلَاطِيْنُ অর্থ– দলিল, প্রমাণ।

مَأْوٰهُمْ : শব্দটি একবচন, বহুবচন ماوى অর্থ– ঠিকানা।

فَشِلْتُمْ : সীগাহ جمع مذكر حاضر বহছ ماضى معروف বাব سَمِعَ মাসদার اَلْفَشَلُ মূলবর্ণ (ف ـ ش ـ ل) জিনস صحيح অর্থ– তোমরা শক্তি হারিয়ে ফেলেছিলে।

تَنَازَعْتُمْ : সীগাহ جمع مذكر حاضر বহছ ماضى معروف বাবে مُفَاعَلَةٌ মাসদার اَلتَّنَازُعُ মূলবর্ণ (ن ـ ز ـ ع) জিনস صحيح অর্থ– তোমরা সিদ্ধান্ত গ্রহণে মতবিরোধ করছিলে।

لِيَبْتَلِيَكُمْ : সীগাহ واحد مذكر غائب বহছ مضارع معروف বাব اِفْتِعَالٌ মাসদার اَلْاِبْتِلَاءُ মূলবর্ণ (ب ـ ل ـ ى) জিনস ناقص يائى অর্থ– তিনি পরীক্ষা করেন।

لَا تَلْوٗنَ : সীগাহ جمع مذكر حاضر বহছ مضارع منفى معروف বাব ضَرَبَ মাসদার لَوِيٌّ মূলবর্ণ (ل ـ ى ـ ى) জিনস لفيف مقرون অর্থ– তোমরা ঘাড় ফিরিয়ে দেখনি।

اَثَابَكُمْ : সীগাহ واحد مذكر غائب বহছ ماضى معروف বাব اِفْعَالٌ মাসদার اَلْاِثَابَةُ মূলবর্ণ (ث ـ و ـ ب) জিনস اجوف واوى অর্থ– তিনি তৎ বিনিময়ে দিয়েছেন।

বাক্য বিশ্লেষণ

قوله سَنُلْقِىْ فِىْ قُلُوْبِ الَّذِيْنَ كَفَرُوا الرُّعْبَ সَنُلْقِىْ ফে'ল যমীরে نَحْنُ ফা'য়েল فِىْ হরফে জার قُلُوْبِ মুযাফ اَلَّذِيْنَ ইসমে মাওসূল كَفَرُوْا ফে'ল ও ফা'য়েল মিলে জুমলা হয়ে সিলাহ হয়েছে موصول ও صلة মিলে মুযাফ ইলাইহি مضاف ও مضاف اليه মিলে মাজরূর جار ও مجرور মিলে متعلق আর اَلرُّعْبَ মাফউল সুতরাং فعل ـ فاعل ـ مفعول ও متعلق মিলে جملة فعلية হলো।

https://e-ilm.weebly.com/

ثُمَّ أَنْزَلَ عَلَيْكُمْ مِنْ بَعْدِ الْغَمِّ أَمَنَةً نُعَاسًا يَغْشَىٰ طَائِفَةً مِنْكُمْ ۖ وَطَائِفَةٌ قَدْ أَهَمَّتْهُمْ أَنْفُسُهُمْ يَظُنُّونَ بِاللَّهِ غَيْرَ الْحَقِّ ظَنَّ الْجَاهِلِيَّةِ ۖ يَقُولُونَ هَلْ لَنَا مِنَ الْأَمْرِ مِنْ شَيْءٍ ۗ قُلْ إِنَّ الْأَمْرَ كُلَّهُ لِلَّهِ ۗ يُخْفُونَ فِي أَنْفُسِهِمْ مَا لَا يُبْدُونَ لَكَ ۖ يَقُولُونَ لَوْ كَانَ لَنَا مِنَ الْأَمْرِ شَيْءٌ مَا قُتِلْنَا هَاهُنَا ۗ قُلْ لَوْ كُنْتُمْ فِي بُيُوتِكُمْ لَبَرَزَ الَّذِينَ كُتِبَ عَلَيْهِمُ الْقَتْلُ إِلَىٰ مَضَاجِعِهِمْ ۖ وَلِيَبْتَلِيَ اللَّهُ مَا فِي صُدُورِكُمْ وَلِيُمَحِّصَ مَا فِي قُلُوبِكُمْ ۗ وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ (١٥٤)

অনুবাদ : (১৫৪) অনন্তর আল্লাহ সেই দুঃখের পর তোমাদের প্রতি নাজিল করলেন শান্তি অর্থাৎ তন্দ্রা, যা তোমাদের একদলকে আচ্ছন্ন করছিল, আর একদল তারা ছিল যারা স্বীয় প্রাণেরই চিন্তায় বিব্রত ছিল, তারা আল্লাহর সাথে অবাস্তব ধারণা করছিল যা ছিল নিছক মূর্খতাসুলভ ধারণা, তারা এরূপ বলছিল– আমাদের কি কোনো অধিকার আছে? আপনি বলে দিন, সমস্ত অধিকার তো আল্লাহরই, তারা স্বীয় অন্তরসমূহে এমন বিষয় গোপন রাখে, যা আপনার সমীপে প্রকাশ করে না, বলে, যদি আমাদের কোনো এখতিয়ার চলত, তবে আমরা এখানে নিহত হতাম না, আপনি বলে দিন, যদি তোমরা নিজেদের গৃহেও থাকতে, তথাপিও যাদের জন্য নিহত হওয়া নির্ধারিত ছিল, তারা বের হয়ে পড়ত ঐ স্থানের দিকে যে স্থানে তারা নিপতিত আছে, আর এসমস্ত যা কিছু ঘটেছে, এই জন্য যেন আল্লাহ তা'আলা তোমাদের অন্তরের বিষয় পরীক্ষা করেন, আর যেন তোমাদের অন্তরের বিষয় নির্মল করে দেন, অবশ্য আল্লাহ তা'আলা অন্তরের সমস্ত গোপনীয় বিষয় পূর্ণরূপে অবগত আছেন

শাব্দিক অনুবাদ :

(১৫৪) ثُمَّ أَنْزَلَ عَلَيْكُمْ অনন্তর আল্লাহ তোমাদের প্রতি নাজিল করলেন مِنْ بَعْدِ الْغَمِّ সেই দুঃখের পর أَمَنَةً শান্তি نُعَاسًا অর্থাৎ তন্দ্রা يَغْشَىٰ طَائِفَةً مِنْكُمْ যা তোমাদের একদলকে আচ্ছন্ন করছিল وَطَائِفَةٌ قَدْ أَهَمَّتْهُمْ أَنْفُسُهُمْ আর একদল তারা ছিল যারা স্বীয় প্রাণেরই চিন্তায় বিব্রত ছিল يَظُنُّونَ بِاللَّهِ তারা আল্লাহর সাথে ধারণা করছিল غَيْرَ الْحَقِّ অবাস্তব ظَنَّ الْجَاهِلِيَّةِ যা ছিল নিছক মূর্খতাসুলভ ধারণা يَقُولُونَ তারা এরূপ বলছিল– هَلْ لَنَا مِنَ الْأَمْرِ مِنْ شَيْءٍ আমাদের কি কোনো অধিকার আছে? قُلْ আপনি বলে দিন إِنَّ الْأَمْرَ كُلَّهُ لِلَّهِ সমস্ত অধিকার তো আল্লাহরই يُخْفُونَ فِي أَنْفُسِهِمْ তারা স্বীয় অন্তরসমূহে এমন বিষয় গোপন রাখে مَا لَا يُبْدُونَ لَكَ যা আপনার সমীপে প্রকাশ করে না يَقُولُونَ বলে لَوْ كَانَ لَنَا مِنَ الْأَمْرِ شَيْءٌ যদি আমাদের কোনো এখতিয়ার চলত مَا قُتِلْنَا هَاهُنَا তবে আমরা এখানে নিহত হতাম না قُلْ আপনি বলে দিন لَوْ كُنْتُمْ فِي بُيُوتِكُمْ যদি তোমরা নিজেদের গৃহেও থাকতে لَبَرَزَ الَّذِينَ كُتِبَ عَلَيْهِمُ الْقَتْلُ তথাপিও যাদের জন্য নিহত হওয়া নির্ধারিত ছিল, তারা বের হয়ে পড়ত إِلَىٰ مَضَاجِعِهِمْ ঐ স্থানের দিকে যে স্থানে তারা নিপতিত আছে وَلِيَبْتَلِيَ اللَّهُ مَا فِي صُدُورِكُمْ আর এসমস্ত যা কিছু ঘটেছে, এই জন্য যেন আল্লাহ তা'আলা তোমাদের অন্তরের বিষয় পরীক্ষা করেন وَلِيُمَحِّصَ مَا فِي قُلُوبِكُمْ আর যেন তোমাদের অন্তরের বিষয় নির্মল করে দেন وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ অবশ্য আল্লাহ তা'আলা অন্তরের সমস্ত গোপনীয় বিষয় পূর্ণরূপে অবগত আছেন।

https://e-ilm.weebly.com/

(১৫৫) নিশ্চয়, তোমাদের মধ্য হতে যারা পৃষ্ঠ প্রদর্শন করেছিল- যে দিন উভয় দল পরস্পর সম্মুখীন হয়েছিল, এটা ভিন্ন আর কিছু নয় যে, শয়তান তাদেরকে পদস্খলিত করে দিয়েছিল, কতিপয় আমলের দরুন এবং দৃঢ় বিশ্বাস রাখ যে, আল্লাহ তা'আলা তাদেরকে ক্ষমা করে দিয়েছেন, নিশ্চয় আল্লাহ মহা ক্ষমাপরায়ণ, অতীব ধৈর্যশীল।	إِنَّ الَّذِينَ تَوَلَّوْا مِنكُمْ يَوْمَ الْتَقَى الْجَمْعَانِ إِنَّمَا اسْتَزَلَّهُمُ الشَّيْطَانُ بِبَعْضِ مَا كَسَبُوا وَلَقَدْ عَفَا اللَّهُ عَنْهُمْ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ حَلِيمٌ ﴿١٥٥﴾
(১৫৬) হে ঈমানদারগণ! তোমরা তাদের মতো হয়ো না, যারা কাফের এবং নিজেদের ভাইদের সম্বন্ধে বলে- যখন তারা ভূপৃষ্ঠের কোথাও ভ্রমণ করে কিংবা কোথাও গাজী হয় [যুদ্ধে গমন করে], যদি তারা আমাদের নিকট থাকত, তবে মরতও না এবং নিহতও হতো না, ফলে আল্লাহ এই উক্তিকে তাদের অন্তরে পরিতাপের কারণ করে দেন, বস্তুতঃ আল্লাহই মারেন এবং বাঁচান, এবং তোমরা যাকিছু কর আল্লাহ সবই দেখছেন।	يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ كَفَرُوا وَقَالُوا لِإِخْوَانِهِمْ إِذَا ضَرَبُوا فِي الْأَرْضِ أَوْ كَانُوا غُزًّى لَّوْ كَانُوا عِندَنَا مَا مَاتُوا وَمَا قُتِلُوا لِيَجْعَلَ اللَّهُ ذَٰلِكَ حَسْرَةً فِي قُلُوبِهِمْ وَاللَّهُ يُحْيِي وَيُمِيتُ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ﴿١٥٦﴾
(১৫৭) আর যদি তোমরা আল্লাহর পথে নিহত হও কিংবা মৃত্যুবরণ কর, তবে নিশ্চয় আল্লাহ হতে প্রাপ্ত মার্জনা ও করুণা তা হতে উত্তম যা তারা সঞ্চয় করছে।	وَلَئِن قُتِلْتُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَوْ مُتُّمْ لَمَغْفِرَةٌ مِّنَ اللَّهِ وَرَحْمَةٌ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ ﴿١٥٧﴾

শাব্দিক অনুবাদ

(১৫৫) إِنَّ الَّذِينَ تَوَلَّوْا مِنكُمْ নিশ্চয়, তোমাদের মধ্য হতে যারা পৃষ্ঠ প্রদর্শন করেছিল- يَوْمَ الْتَقَى الْجَمْعَانِ যে দিন উভয় দল পরস্পর সম্মুখীন হয়েছিল إِنَّمَا এটা ভিন্ন আর কিছু নয় যে اسْتَزَلَّهُمُ الشَّيْطَانُ শয়তান তাদেরকে পদস্খলিত করে দিয়েছিল بِبَعْضِ مَا كَسَبُوا কতিপয় আমলের দরুন وَلَقَدْ عَفَا اللَّهُ عَنْهُمْ এবং দৃঢ় বিশ্বাস রাখ যে আল্লাহ তা'আলা তাদেরকে ক্ষমা করে দিয়েছেন, إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ حَلِيمٌ নিশ্চয় আল্লাহ মহা ক্ষমাপরায়ণ, অতীব ধৈর্যশীল।

(১৫৬) يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا হে ঈমানদারগণ! لَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ كَفَرُوا তোমরা তাদের মতো হয়ো না যারা কাফের وَقَالُوا لِإِخْوَانِهِمْ এবং নিজেদের ভাইদের সম্বন্ধে বলে- إِذَا ضَرَبُوا فِي الْأَرْضِ যখন তারা ভূপৃষ্ঠের কোথাও ভ্রমণ করে أَوْ كَانُوا غُزًّى কিংবা কোথাও গাজী হয় [যুদ্ধে গমন করে] لَّوْ كَانُوا عِندَنَا যদি তারা আমাদের নিকট থাকত مَا مَاتُوا তবে মরতও না وَمَا قُتِلُوا এবং নিহতও হতো না لِيَجْعَلَ اللَّهُ ذَٰلِكَ ফলে আল্লাহ এই উক্তিকে করে দেন حَسْرَةً فِي قُلُوبِهِمْ তাদের অন্তরে পরিতাপের কারণ وَاللَّهُ يُحْيِي وَيُمِيتُ বস্তুতঃ আল্লাহই মারেন এবং বাঁচান وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ এবং তোমরা যাকিছু কর আল্লাহ সবই দেখছেন।

(১৫৭) وَلَئِن قُتِلْتُمْ আর যদি তোমরা নিহত হও فِي سَبِيلِ اللَّهِ আল্লাহর পথে أَوْ مُتُّمْ কিংবা মৃত্যুবরণ কর لَمَغْفِرَةٌ مِّنَ اللَّهِ তবে নিশ্চয় আল্লাহ হতে প্রাপ্ত মার্জনা وَرَحْمَةٌ ও করুণা خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ তা হতে উত্তম যা তারা সঞ্চয় করছে।

https://e-ilm.weebly.com/

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

(১৫৫) قوله إِنَّ الَّذِينَ تَوَلَّوْا مِنكُمْ الخ আয়াতের শানে নুযূল : হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, ওহুদের যুদ্ধে তিনজন সাহাবী পলায়নের ক্ষেত্রে সর্ব প্রাধান্য ছিলেন। তারা হলেন, একজন মুহাজির ও দুজন আনসারী যথা– উসমান, রাফে বিন মুআল্লা ও খারেজা বিন যায়েদ। তারা পালিয়ে যাবার পর দীর্ঘ সময় পার হলে অর্থাৎ যুদ্ধের সময় পার হয়ে যাবার পর ফিরে আসেন। রুহুল মা'আনীর বর্ণনানুযায়ী তারা তিনদিন পর রাসূল ﷺ-এর নিকট ফিরে আসেন। অন্যান্য পর্যুদস্ত সাহাবীগণ সে দিনই পাহাড়ের উপর একত্রিত হন। উক্ত তিনজন সম্পর্কে আলোচ্য আয়াত নাজিল হয়েছে। অন্য এক বর্ণনানুযায়ী প্রসিদ্ধ পর্যুদস্ত যারা ছিলেন, তারা হলেন, উসমান, রাফে বিন মুআল্লা, খারেজা বিন যায়েদ, আবূ হুযাইফা বিন উতবা, ওলীদ বিন উকবা, সা'আদ বিন উসমান ও উকবা বিন উসমান, বনূ রজীক গোত্রের আনসারীর দুই পুত্র। তন্মধ্যে প্রথমোক্ত তিন জনই প্রসিদ্ধ। তাদের পালিয়ে যাওয়ার পরিপ্রেক্ষিতে আলোচ্য আয়াত নাজিল হয়েছে।

(১৫৪) قوله ثُمَّ أَنزَلَ عَلَيْكُم مِّن بَعْدِ الْغَمِّ الخ আয়াতের শানে নুযূল : ওহুদ যুদ্ধে কিছু সংখ্যক সাহাবী শাহাদত বরণ করলেন আর কিছু সংখ্যক পলায়ন করলেন। তারপর যারা ময়দানে ছিলেন তাদের উপর আল্লাহ প্রশান্তি তথা তন্দ্রা দ্বারা তাদেরকে ঢেকে ফেলেন; যাতে যুদ্ধের অবসাদ, ক্লান্তি ও বিমর্ষতা দূর হয়ে সাহস ও কর্মক্ষমতা ফিরে আসে। অবস্থা এমন হয়েছিল যে সাহাবাদের থুতনি বক্ষস্থল পর্যন্ত এসে যায়। হযরত যুবায়ের (রা.) বলেন–"আমি তন্দ্রাবস্থায় স্বপ্নের মতো মা'তাব বিন কোশাইরের কথা শুনছিলাম যে, সে বলছে هَل لَّنَا مِنَ الْأَمْرِ مِن شَيْءٍ তখন মহান আল্লাহ তা'আলা ثُمَّ أَنزَلَ عَلَيْكُم হতে بِذَاتِ الصُّدُورِ পর্যন্ত নাজিল করেন। –[লুবাবুন নুকূল পৃ. : ৭০]

(১৫৬) قوله يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَكُونُوا الخ আয়াতের শানে নুযূল : বর্ণিত আছে যে, মুসলমানরা যখন কোনো যুদ্ধ-বিগ্রহে গিয়ে মৃত্যুবরণ করত, তখন মদিনার মুনাফিকগণ অন্যদেরকে লক্ষ্য করে বলত, "যদি তারা আমাদের নিকট থাকত তবে তারা মরত না এবং নিহতও হতো না। এসব কথা বলে মুসলমানদেরকে নিরুৎসাহিত করত, এমনকি এসব কথাবার্তার ফলে দুর্বল মুসলমানদের মাঝে অনুরূপ ভীরুতা এবং দুর্বলতা ও দেখা দিয়েছিল। ফলে আল্লাহ তা'আলা উক্ত আয়াত নাজিল করে মুসলমানদেরকে তাদের কথা শুনতে নিষেধ করে দিয়েছেন। কেননা মৃত্যু তার নির্দিষ্ট সময় ও স্থানে আসবেই।

ওহুদের মহাপরীক্ষার তাৎপর্য : وَلِيَبْتَلِيَ اللَّهُ مَا فِي صُدُورِكُمْ –আয়াতের দ্বারা বুঝা গেল, ওহুদের যুদ্ধে যে বিপদ এসেছিল এবং সাহাবায়ে কেরামের উপর যে মসিবত এসে পতিত হয়েছিল তা শাস্তি হিসেবে নয়; বরং পরীক্ষাস্বরূপ ছিল। এই পরীক্ষার মাধ্যমে নিষ্ঠাবান মুমিন এবং মুনাফিকদের মাঝে পার্থক্য প্রকাশ করা উদ্দেশ্য ছিল। আর فَأَثَابَكُمْ غَمًّا বাক্যের দ্বারা যে শাস্তির কথা বুঝা যায়, তার ব্যাখ্যা এই যে, এর প্রকৃত রূপটি ছিল শাস্তির মতোই, কিন্তু এই শাস্তিটি যে অভিভাবকসুলভ এবং সংশোধনের জন্য ছিল, তা সুস্পষ্ট। যে কোনো পিতা তার পুত্রকে এবং উস্তাদ তাঁর শাগরেদকে যে যৎসামান্য শাসন করে থাকেন, তাকেও প্রচলিত পরিভাষায় শাস্তি বলেই উল্লেখ করা হয়। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে সেটা প্রশিক্ষণ ও সংশোধনেরই একটা রূপ এবং শাসকসুলভ শাস্তি থেকে ভিন্নতর।

ওহুদের ঘটনায় মুসলমানদের উপর বিপদ আসার কারণ : উল্লিখিত বাক্য لِيَبْتَلِيَكُمْ থেকে আয়াতের শেষ পর্যন্ত যা কিছু বলা হয়েছে, তাতে তো একথাই বুঝা যায় যে, এসব বিপদের কারণ ছিল একান্তই আল্লাহর ইচ্ছা, কিন্তু পরবর্তী আয়াতে إِنَّمَا اسْتَزَلَّهُمُ الشَّيْطَانُ بِبَعْضِ مَا كَسَبُوا বাক্যের দ্বারা বুঝা যায় যে, সেই সাহাবীগণের পূর্ববর্তী কোনো কোনো পদস্খলনই এই প্রতিক্রিয়ার কারণ

এর উত্তর এই যে, বাহ্যিক কারণ অবশ্য সে পদস্খলনই ছিল, যার ভিত্তিতে তাদের দ্বারা আরো কিছু পাপ করিয়ে নেওয়ার জন্য শয়তান প্রলুব্ধ হয় এবং ঘটনাচক্রে তার সে লোভ চরিতার্থও হয়ে যায়। কিন্তু এই পদস্খলন এবং তার পশ্চাদবর্তী ফলাফলের মাঝে নিহিত ছিল এই মৌলিক তাৎপর্য لِيَبْتَلِيَكُمْ বাক্যে যা বর্ণনা করা হয়েছে। রুহুল মা'আনী গ্রন্থে زَجَّاجٌ (যাজ্জাজ) থেকে উদ্ধৃত করা হয়েছে যে, শয়তান তাঁদেরকে এমন কতিপয় পাপের কথা স্মরণ করিয়ে দেয়, যেগুলো নিয়ে

https://e-ilm.weebly.com/

আল্লাহ তা'আলার সামনে উপস্থিত হওয়া সমীচীন মনে হয়নি। সে কারণেই তারা জিহাদ থেকে সরে পড়েন, যাতে নিজেদের অবস্থার সংশোধন করে পছন্দনীয় অবস্থায় জিহাদ করতে পারেন এবং শহীদ হয়ে আল্লাহর সান্নিধ্যে উপস্থিত হতে পারেন।

এক পাপও অপর পাপের কারণ হতে পারে : উল্লিখিত আয়াতের দ্বারা বুঝা গেল যে, একটি পাপ অপর একটি পাপকে টেনে আনে। যেমন একটি পুণ্য আরেকটি পুণ্যকে টেনে আনে। অর্থাৎ, পাপকর্ম ও পুণ্যকর্মের মধ্যে একটা আকর্ষণীয় শক্তি বিদ্যমান রয়েছে। মানুষ যখন কোনো একটা পুণ্য বা নেকী সম্পাদন করে, অভিজ্ঞতায় দেখা যায় যে, তখন তার পক্ষে অন্যান্য পুণ্যকর্ম সম্পাদন করা সহজ হয়ে যায়। তার মনে নেক কাজের আগ্রহ বৃদ্ধি পায়। তেমনিভাবে মানুষ যখন কোনো পাপ কার্য সম্পাদন করে ফেলে তখন তা অন্যান্য পাপের পথও সুগম করে দেয়; মনের মধ্যে পাপের আগ্রহ বেড়ে যায়।

আল্লাহর নিকট সাহাবায়ে কেরামের মর্যাদা : ওহুদের ঘটনায় কোনো কোনো সাহাবীর দ্বারা যেসব পদস্খলন ও অপরাধ সংঘটিত হয়ে গিয়েছিল, তা ছিল অত্যন্ত কঠিন। পঞ্চাশ জন সাহাবীকে যে অবস্থানে সেখান থেকে না সরার নির্দেশ দিয়ে বসানো হয়েছিল, তাঁদের অধিকাংশই সেখান থেকে সরে গিয়েছিলেন। এই সরে পড়ার পিছনে যদিও তাঁদের এই ধারণা কার্যকর ছিল যে, এখন বিজয় অর্জিত হয়ে গেছে এবং এই নির্দেশ পালন করার প্রয়োজনীয়তা আর অবশিষ্ট নেই। কাজেই এখন নিচে নেমে গিয়ে মুসলমানদের সাথে মিলিত হওয়া কর্তব্য। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে তা মহানবী ﷺ-এর পরিষ্কার হেদায়েতের বিরুদ্ধাচরণই ছিল। এই অন্যায় ও ত্রুটির ফলেই যুদ্ধক্ষেত্র থেকে পলায়নের ভুলটি সংঘটিত হয়; যদিও এ ব্যাপারেও কোনো কোনো বিশ্লেষণের সাহায্য নেওয়া হয়ে থাকে। যেমন– زُجَاجٌ (যাজ্জাজ) থেকে উপরে উদ্ধৃত করা হয়েছে। তারপর এই যুদ্ধক্ষেত্র থেকে পালিয়ে যাওয়া এমন এক অবস্থায় অনুষ্ঠিত হয়, যখন রাসূলে কারীম ﷺ স্বয়ং তাদের সাথে রয়েছেন এবং পিছন থেকে তাদেরকে ডাকছেন। এসব বিষয়কে যদি ব্যক্তিত্ব এবং পারিপার্শ্বিক অবস্থা থেকে পৃথক করে দেখা যায়, তবে নিঃসন্দেহে এটা এত কঠিন ও ভয়ানক অপরাধ ছিল যে, সাহাবীগণ সম্পর্কে বিরুদ্ধবাদীরা যেসব অপবাদ আরোপ করে থাকে, এটা সেসব অপবাদগুলোর মধ্যকার কঠিন অপরাধ হিসেবে গণ্য হতে পারে।

কিন্তু লক্ষ্যণীয় যে, আল্লাহ তা'আলা সমস্ত ত্রুটি-বিচ্যুতি ও পদস্খলন সত্ত্বেও এদের সাথে কি আচরণ করেছেন, উল্লিখিত আয়াতে সে প্রসঙ্গটি সবিস্তারে বর্ণিত হয়েছে। প্রথমতঃ বাহ্যিক নিয়ামত তন্দ্রা অবতরণ করে তাদের ক্লান্তি শ্রান্তি ও হতাশা দূর করে দেওয়া। তারপর বলে দেওয়া হয় যে, তখন মুসলমানদের উপর যে বিপদ এসেছিল, তা শাস্তি কিংবা আজাব ছিল না; বরং তাতে কিছুটা অভিভাবকসুলভ শাসনের লক্ষ্যও নিহিত ছিল। অতঃপর পরিষ্কার ভাষায় তাঁদের প্রতি ক্ষমা ঘোষণা করা হয়।

সাহাবায়ে কেরামের ব্যাপারে একটি শিক্ষা : এখান থেকেই আহলে সুন্নত ওয়াল জামাতের সেই আকীদা ও বিশ্বাসের সমর্থন হয় যে, যদিও সাহাবায়ে কেরাম (রা.) সম্পূর্ণভাবে নিষ্পাপ নন, তাঁদের দ্বারা বড় কোনো পাপ সংঘটিত হয়ে যাওয়া সম্ভব এবং হয়েছেও, কিন্তু তা সত্ত্বেও উম্মতের জন্য তাঁদের কোনো দোষচর্চা কিংবা দোষ আরোপ করা জায়েজ নয়। আল্লাহ ও তাঁর রাসূল ﷺ যখন তাঁদের এত বড় পদস্খলন ও অপরাধ মার্জনা করে তাঁদের প্রতি দয়া ও করুণাপূর্ণ ব্যবহার করেছেন এবং তাঁদেরকে 'রাযিয়াল্লাহু আনহু ওয়া রাযূ আনহু' এর মর্যাদায় ভূষিত করেছেন, তখন তাঁদেরকে কোনো প্রকার অশালীন উক্তিতে স্মরণ করার কোনো অধিকার অপর কারো পক্ষে কেমন করে থাকতে পারে?

সে জন্যই এক সময় কোনো এক সাহাবী যখন হযরত উসমান ও অন্যান্য কয়েকজন সাহাবী সম্পর্কে ওহুদ যুদ্ধের এই ঘটনার আলোচনায় বলেছেন যে, এরা যুদ্ধের ময়দান ছেড়ে গিয়েছিলেন; তখন হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে ওমর (রা.) বললেন, আল্লাহ নিজে যে বিষয়ের ক্ষমা ঘোষণা করে দিয়েছেন, সে বিষয়ে সমালোচনা করার কোনো অধিকার কারো নেই। –[সহীহ বুখারী]

হাফেজ ইবনে তাইমিয়াহ (র.) বলেছেন : 'আহলে সুন্নত ওয়াল জামাতের আকীদা হলো সাহাবায়ে কেরামের মধ্যে যেসব মতবিরোধ এবং যুদ্ধ-বিগ্রহ ঘটেছে, সে সম্পর্কে কারো প্রতি কোনো আপত্তি উত্থাপন কিংবা প্রশ্ন করা থেকে বিরত থাকা। কারণ ইতিহাসে যেসব রেওয়ায়েতে তাঁদের ত্রুটি বিচ্যুতিসমূহকে তুলে ধরা হয়েছে, সেগুলোর মধ্যে অধিকাংশই মিথ্যা ও ভ্রান্ত যা শত্রুরা রটিয়েছে। আর কোনো কোনো ব্যাপার রয়েছে যেগুলোতে কম বেশি করে মূল বিষয়ের বিস্তারিত বর্ণনা সংযুক্ত করা হয়েছে। আর যেগুলো প্রকৃতই শুদ্ধ সেগুলোও একান্তই সাহাবীগণের স্ব স্ব ইজতিহাদের ভিত্তিতে

https://e-ilm.weebly.com/

সম্পাদিত হয়েছে বিধায় তাদেরকে অপরাধী সাব্যস্ত করা সমীচীন নয়। বস্তুতঃ ঘটনা বিশেষের মধ্যে যদি তারা সীমালঙ্ঘন করেও থাকেন, তবুও আল্লাহ তা'আলার রীতি হলো إِنَّ الْحَسَنٰتِ يُذْهِبْنَ السَّيِّاٰتِ অর্থাৎ, সৎকাজের মাধ্যমে অসৎ কর্মের কাফফারা হয়ে যায়। বলাবাহুল্য সাহাবায়ে কেরামের সৎকর্মের সমান অন্য কারো কর্মই হতে পারে না। কাজেই তাঁরা আল্লাহ তা'আলার ক্ষমার যতটুকু যোগ্য, তেমন অন্য কেউ নয়। সে জন্যই তাদের আমল সম্পর্কে প্রশ্ন করার অধিকার অন্য কারো নেই। তাদের ব্যাপারেও কটূক্তি বা অশালীন মন্তব্য করার অধিকারও অন্য কারো নেই।

শব্দ বিশ্লেষণ

يَغْشٰى সীগাহ واحد مذكر غائب বহছ مضارع معروف বাব سَمِعَ মাসদার اَلْغَشْيُ মূলবর্ণ (غ ـ ش ـ ى) জিনস ناقص يائى অর্থ– তাদের উপর ঝিমুনি আরোপ হয়েছে।

لِيُمَحِّصَ : সীগাহ واحد مذكر غائب বহছ مضارع معروف বাব تَفْعِيْل মাসদার اَلتَّمْحِيْصُ মূলবর্ণ (م ـ ح ـ ص) জিনস صحيح অর্থ– তিনি পরিচ্ছন্ন করেন।

اِسْتَزَلَّ : সীগাহ واحد مذكر غائب বহছ ماضى معروف বাব اِسْتِفْعَالٌ মাসদার اَلْاِسْتِزَالُ মূলবর্ণ (ز ـ ل ـ ل) জিনস مضاعف ثلاثى অর্থ– বিচ্যুতি আচরণ করিয়েছে।

বাক্য বিশ্লেষণ

قوله . ثُمَّ اَنْزَلَ عَلَيْكُمْ مِّنْ بَعْدِ الْغَمِّ اَمَنَةً نُّعَاسًا الخ এখানে ثم হরফে আতফ, اَنْزَلَ ফে'ল যমীরে هُوَ ফা'য়েল عَلَيْكُمْ প্রথম متعلق আর مِنْ بَعْدِ الْغَمِّ দ্বিতীয় متعلق আর اَمَنَةً মুবদাল মিনহু نُعَاسًا বদল مبدل منه ও بدل মিলে مفعول এবার فعل ـ فاعل ـ مفعول ও متعلق মিলে جملة فعلية হলো।

قوله وَاللّٰهُ عَلِيْمٌ بِذَاتِ الصُّدُوْرِ : এখানে اَللّٰهُ শব্দটি মুবতাদা عَلِيْمٌ শিবহে ফে'ল با হরফে জার ذَاتِ মুযাফ الصُّدُوْرِ মুযাফ ইলাইহি مضاف ও مضاف اليه মিলে مجرور এবার جار ও مجرور মিলে متعلق হলো এবার شبه فعل তার متعلق মিলে শিবহে জুমলা হয়ে خبر হলো অতএব مبتدأ ও خبر মিলে جملة اسمية হলো।

https://e-ilm.weebly.com/

অনুবাদ : (১৫৮) আর যদি তোমরা [স্বাভাবিকভাবেও] মৃত্যুবরণ কর কিংবা নিহত হও, [তবুও] নিশ্চয়, তোমাদেরকে আল্লাহরই সমীপে একত্রিত করা হবে।

وَلَئِنْ مُّتُّمْ اَوْ قُتِلْتُمْ لَاِلَى اللّٰهِ تُحْشَرُوْنَ ﴿١٥٨﴾

(১৫৯) অতঃপর আল্লাহর করুণায় আপনি তাদের প্রতি বিনম্র রয়েছেন, আর যদি আপনি কর্কশ ও কঠোর-স্বভাব হতেন, তবে তারা সকলে আপনার নিকট হতে বিক্ষিপ্ত হয়ে পড়ত, সুতরাং আপনি তাদেরকে মাফ করে দিন এবং আপনি তাদের মাগফেরাতের জন্য প্রার্থনা করুন, আর তাদের নিকট হতে বিশেষ বিশেষ ব্যাপারে পরামর্শ নিতে থাকুন, অনন্তর যখন আপনি সংকল্প দৃঢ় করে নেন, তখন আল্লাহর প্রতি নির্ভর করুন, নিশ্চয় আল্লাহ এমন নির্ভরশীলদেরকে ভালোবাসেন।

فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللّٰهِ لِنْتَ لَهُمْ ۚ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيْظَ الْقَلْبِ لَانْفَضُّوْا مِنْ حَوْلِكَ ۖ فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَشَاوِرْهُمْ فِى الْاَمْرِ ۚ فَاِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللّٰهِ ۚ اِنَّ اللّٰهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِيْنَ ﴿١٥٩﴾

(১৬০) যদি আল্লাহ তোমাদেরকে সাহায্য করেন, তবে তো কেউই তোমাদের উপর জয়ী হতে পারে না, আর যদি তিনি তোমাদেরকে সহায়তা না করেন, তবে তাঁর পর এমন কে আছে, যে তোমাদের সাহায্য করবে? আর শুধু আল্লাহরই উপর মুমিনদের ভরসা রাখা চাই।

اِنْ يَّنْصُرْكُمُ اللّٰهُ فَلَا غَالِبَ لَكُمْ ۚ وَاِنْ يَّخْذُلْكُمْ فَمَنْ ذَا الَّذِىْ يَنْصُرُكُمْ مِّنْ بَعْدِهٖ ۗ وَعَلَى اللّٰهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُوْنَ ﴿١٦٠﴾

শাব্দিক অনুবাদ

(১৫৮) وَلَئِنْ مُّتُّمْ আর যদি তোমরা [স্বাভাবিকভাবেও] মৃত্যুবরণ কর اَوْ قُتِلْتُمْ কিংবা নিহত হও لَاِلَى اللّٰهِ تُحْشَرُوْنَ [তবুও] নিশ্চয়, তোমাদেরকে আল্লাহরই সমীপে একত্রিত করা হবে।

(১৫৯) فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللّٰهِ অতঃপর আল্লাহর করুণায় لِنْتَ لَهُمْ আপনি তাদের প্রতি বিনম্র রয়েছেন وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيْظَ الْقَلْبِ আর যদি আপনি কর্কশ ও কঠোর-স্বভাব হতেন لَانْفَضُّوْا مِنْ حَوْلِكَ তবে তারা সকলে আপনার নিকট হতে বিক্ষিপ্ত হয়ে পড়ত فَاعْفُ عَنْهُمْ সুতারাং আপনি তাদের মাফ করে দিন وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ এবং আপনি তাদেরকে মাগফিরাতের জন্য প্রার্থনা করুন وَشَاوِرْهُمْ فِى الْاَمْرِ আর তাদের নিকট হতে বিশেষ বিশেষ ব্যাপারে পরামর্শ নিতে থাকুন فَاِذَا عَزَمْتَ অনন্তর যখন আপনি সংকল্প দৃঢ় করে নেন فَتَوَكَّلْ عَلَى اللّٰهِ তখন আল্লাহর প্রতি নির্ভর করুন اِنَّ اللّٰهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِيْنَ নিশ্চয় আল্লাহ এমন নির্ভরশীলদেরকে ভালোবাসেন।

(১৬০) اِنْ يَّنْصُرْكُمُ اللّٰهُ যদি আল্লাহ তোমাদেরকে সাহায্য করেন فَلَا غَالِبَ لَكُمْ তবে তো কেউই তোমাদের উপর জয়ী হতে পারে না وَاِنْ يَّخْذُلْكُمْ আর যদি তিনি তোমাদেরকে সহায়তা না করেন فَمَنْ ذَا الَّذِىْ يَنْصُرُكُمْ مِّنْ بَعْدِهٖ তবে তাঁর পর এমন কে আছে, যে তোমাদের সাহায্য করবে وَعَلَى اللّٰهِ আর শুধু আল্লাহরই উপর فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُوْنَ মুমিনদের ভরসা রাখা চাই।

https://e-ilm.weebly.com/

(১৬১) আর নবীর শান এই নয় যে, তিনি খেয়ানত করেন, অথচ যে ব্যক্তি খেয়ানত করবে সে ব্যক্তি নিজের এই খেয়ানতকৃত বস্তু কিয়ামতের দিন উপস্থিত করবে, অতঃপর প্রত্যেকে তার কৃত-কর্মের পূর্ণ বিনিময় প্রাপ্ত হবে এবং তাদের প্রতি মোটেই জুলুম করা হবে না।	وَمَا كَانَ لِنَبِيٍّ اَنْ يَّغُلَّ ؕ وَمَنْ يَّغْلُلْ يَاْتِ بِمَا غَلَّ يَوْمَ الْقِيٰمَةِ ۚ ثُمَّ تُوَفّٰى كُلُّ نَفْسٍ مَّا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُوْنَ ﴿١٦١﴾
(১৬২) সুতরাং যে ব্যক্তি আল্লাহর সন্তুষ্টির অনুগত, তিনি কি সেই ব্যক্তির সদৃশ হতে পারেন যে, আল্লাহর গজবের যোগ্য? আর তার বাসস্থান জাহান্নাম, এবং তা নিকৃষ্ট গন্তব্যস্থান।	اَفَمَنِ اتَّبَعَ رِضْوَانَ اللّٰهِ كَمَنْۢ بَآءَ بِسَخَطٍ مِّنَ اللّٰهِ وَمَاْوٰىهُ جَهَنَّمُ ؕ وَبِئْسَ الْمَصِيْرُ ﴿١٦٢﴾
(১৬৩) এ সমস্ত লোক মর্যাদায় বিভিন্ন স্তরের হবে আল্লাহর নিকট, আর আল্লাহ পূর্ণরূপে দেখেন তাদের আমলসমূহ।	هُمْ دَرَجٰتٌ عِنْدَ اللّٰهِ ؕ وَاللّٰهُ بَصِيْرٌۢ بِمَا يَعْمَلُوْنَ ﴿١٦٣﴾
(১৬৪) বস্তুতঃ আল্লাহ মুমিনদের প্রতি অনুগ্রহ করেছেন, যখন তাদের প্রতি তাদেরই মধ্য হতে এমন এক নবী প্রেরণ করেছেন, যিনি তাদেরকে আল্লাহর আয়াতসমূহ তেলাওয়াত করে শুনান এবং তাদেরকে পরিশুদ্ধ করতে থাকেন এবং কিতাব ও জ্ঞানের কথা শিক্ষা দিতে থাকেন, এবং নিশ্চয় তারা পূর্ব হতে স্পষ্ট ভ্রান্তিতে ছিল।	لَقَدْ مَنَّ اللّٰهُ عَلَى الْمُؤْمِنِيْنَ اِذْ بَعَثَ فِيْهِمْ رَسُوْلًا مِّنْ اَنْفُسِهِمْ يَتْلُوْا عَلَيْهِمْ اٰيٰتِهٖ وَيُزَكِّيْهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتٰبَ وَالْحِكْمَةَ ۚ وَاِنْ كَانُوْا مِنْ قَبْلُ لَفِيْ ضَلٰلٍ مُّبِيْنٍ ﴿١٦٤﴾

শাব্দিক অনুবাদ

(১৬১) وَمَا كَانَ لِنَبِيٍّ আর নবীর শান এই নয় যে, اَنْ يَّغُلَّ তিনি খেয়ানত করেন وَمَنْ يَّغْلُلْ অথচ যে ব্যক্তি খেয়ানত করবে يَاْتِ بِمَا غَلَّ সে ব্যক্তি নিজের এই খেয়ানতকৃত বস্তু উপস্থিত করবে يَوْمَ الْقِيٰمَةِ কিয়ামতের দিন ثُمَّ تُوَفّٰى كُلُّ نَفْسٍ অতঃপর প্রত্যেকে পূর্ণ বিনিময় প্রাপ্ত হবে مَا كَسَبَتْ তার কৃত-কর্মের وَهُمْ لَا يُظْلَمُوْنَ এবং তাদের প্রতি মোটেই জুলুম করা হবে না।

(১৬২) اَفَمَنِ اتَّبَعَ رِضْوَانَ اللّٰهِ সুতরাং যে ব্যক্তি আল্লাহর সন্তুষ্টির অনুগত كَمَنْ তিনি কি সেই ব্যক্তির সদৃশ হতে পারেন بَآءَ بِسَخَطٍ مِّنَ اللّٰهِ যে আল্লাহর গজবের যোগ্য? وَمَاْوٰىهُ جَهَنَّمُ আর তার বাসস্থান জাহান্নাম وَبِئْسَ الْمَصِيْرُ এবং তা নিকৃষ্ট গন্তব্যস্থান।

(১৬৩) هُمْ دَرَجٰتٌ এ সমস্ত লোক মর্যাদায় বিভিন্ন স্তরের হবে عِنْدَ اللّٰهِ আল্লাহর নিকট وَاللّٰهُ بَصِيْرٌ আর আল্লাহ পূর্ণরূপে দেখেন بِمَا يَعْمَلُوْنَ তাদের আমলসমূহ।

(১৬৪) لَقَدْ مَنَّ اللّٰهُ عَلَى الْمُؤْمِنِيْنَ বস্তুত আল্লাহ মুমিনদের প্রতি অনুগ্রহ করেছেন اِذْ بَعَثَ فِيْهِمْ رَسُوْلًا مِّنْ اَنْفُسِهِمْ যখন তাদের প্রতি তাদেরই মধ্য হতে এমন এক নবী প্রেরণ করেছেন يَتْلُوْا عَلَيْهِمْ اٰيٰتِهٖ যিনি তাদেরকে আল্লাহর আয়াতসমূহ তেলাওয়াত করে শুনান وَيُزَكِّيْهِمْ এবং তাদেরকে পরিশুদ্ধ করতে থাকেন وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتٰبَ وَالْحِكْمَةَ এবং কিতাব ও জ্ঞানের কথা শিক্ষা দিতে থাকেন। وَاِنْ كَانُوْا এবং নিশ্চয় তারা مِنْ قَبْلُ পূর্ব হতে لَفِيْ ضَلٰلٍ مُّبِيْنٍ স্পষ্ট ভ্রান্তিতে ছিল।

https://e-ilm.weebly.com/

أَوَلَمَّآ أَصَابَتْكُم مُّصِيبَةٌ قَدْ أَصَبْتُم مِّثْلَيْهَا قُلْتُمْ أَنَّىٰ هَٰذَا ۖ قُلْ هُوَ مِنْ عِندِ أَنفُسِكُمْ ۗ إِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴿١٦٥﴾

(১৬৫) আর যখন তোমাদের এরূপ পরাজয় হলো যা অপেক্ষা দ্বিগুণ তোমরা বিজয় লাভ করেছিলে, তবে কি এমন সময় তোমরা এরূপ বলছ যে, এটা কোথা হতে হলো? আপনি বলে দিন, এ পরাজয় বিশেষ করে তোমাদের পক্ষ হতে হয়েছে, নিশ্চয় সর্ববিষয়োপরি আল্লাহ তা'আলার পূর্ণ ক্ষমতা রয়েছে।

শাব্দিক অনুবাদ

(১৬৫) أَوَلَمَّآ أَصَابَتْكُم مُّصِيبَةٌ আর যখন তোমাদের এরূপ পরাজয় হলো قَدْ أَصَبْتُم مِّثْلَيْهَا যা অপেক্ষা দ্বিগুণ তোমরা বিজয় লাভ করেছিলে قُلْتُمْ তবে কি এমন সময় তোমরা এরূপ বলছ যে, أَنَّىٰ هَٰذَا এটা কোথা হতে হলো? قُلْ আপনি বলে দিন هُوَ مِنْ عِندِ أَنفُسِكُمْ এ পরাজয় বিশেষ করে তোমাদের পক্ষ হতে হয়েছে إِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ নিশ্চয় সর্ববিষয়োপরি আল্লাহ তা'আলার পূর্ণ ক্ষমতা রয়েছে।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

(১৫৯) قوله فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنتَ لَهُمْ الخ **আয়াতের শানে নুযূল :** ওহুদ যুদ্ধে সাহাবায়ে কেরাম রাসূল ﷺ-এর আদেশ অমান্য করে নির্দিষ্ট স্থান ত্যাগ করে গনিমতের মাল অন্বেষণে লিপ্ত হবার ফলে মুসলমানরা বিপর্যয়ের শিকার হয়। রাসূল ﷺ ও রক্তাক্ত হন, ফলে তিনি মনে খুব ব্যথা পেয়েছিলেন। কিন্তু তাদের কাউকেও কোনোরূপ ভর্ৎসনা বা তিরস্কার করেননি; বরং তাদের সাথে অত্যন্ত কোমল ব্যবহার করেন, এ প্রসঙ্গেই মহান আল্লাহ উক্ত আয়াত নাজিল করেন।

(১৬১) قوله وَمَا كَانَ لِنَبِيٍّ أَن يَغُلَّ الخ **আয়াতের শানে নুযূল– ১ :** আল্লামা ওয়াহেদী বর্ণনা করেন, কালবী ও মুকাতিল হতে বর্ণিত রয়েছে, তীর নিক্ষেপকারীরা যখ তাদের কেন্দ্রস্থল সরু গিরিপথ ছেড়ে দিলেন গনিমতের মাল সংগ্রহের জন্য। তারা বলেন, আমাদের ভয় ছিল যে, নবী করীম ﷺ হয়তো ঘোষণা দিয়ে দিবেন যে, যে যা সংগ্রহ করবে সে মাল তার জন্য এবং বদরের ন্যায় গনিমতের মাল বণ্টন করা হবে না। তখন রাসূল ﷺ বলেন, তোমাদের কি বিশ্বাস ছিল যে, আমি এ মাল আত্মসাৎ করে নেব, তা তোমাদের মাঝে বণ্টন করা হবে না। তখন সে অবস্থাতে আলোচ্য আয়াত অবতীর্ণ হয়েছে।

শানে নুযূল– ২ : অথবা রাসূল ﷺ-এর প্রতি বদরের দিনে কোনো কোনো মুনাফিক আত্মসাতের অপবাদ রটিয়েছিল। কাজেই রাসূলের চরিত্রের নিষ্কলুষতা বর্ণনা করার জন্য আলোচ্য আয়াত নাজিল করা হয়েছে।

শানে নুযূল– ৩ : হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) হতে বর্ণিত রয়েছে, তিনি বলেন, বদরের দিন গনিমতের মালের মধ্যে একটি লাল রং -এর চাদর ছিল এবং সে চাদরটি নিখোঁজ হয়েছিল। তখন কোনো কোনো মানুষ বলতেছিল যে, রাসূল ﷺ হয়তো চাদরটি নিয়ে গেছেন। তখন রাসূল ﷺ –এর নিষ্কলুষতা বর্ণনা করা সম্পর্কে আলোচ্য আয়াতটি অবতীর্ণ হয়েছে।

শানে নুযূল– ৪ : কোনো কোনো মানুষের ধারণা ছিল যে, আলোচ্য আয়াত নাজিল হয়েছে ওহী আদায় সম্পর্কে। রাসূল ﷺ কুরআন তেলাওয়াত করছিলেন, যাতে রয়েছে মুশরিকদের মন, বানানো ধর্মের মন্দাচারী ও তাদের অলিক মা'বূদের প্রতি ভর্ৎসনা। সুতরাং মুশরিকরা রাসূল ﷺ-এর নিকট সে বিষয়গুলো মিটিয়ে দেওয়ার জন্য দাবি জানাল। তখন তাদের এ দাবিটি পালন করা যে রাসূল ﷺ-এর ক্ষমতাধীন নয় সে বর্ণনা দিয়ে আলোচ্য আয়াত নাজিল হয়েছে। –[রূহুল মা'আনী ১০৯/২/৪, আসবাবুন নুযূল লসাপুরী পৃ.৭৭]

(১৬৫) قوله أَوَلَمَّآ أَصَابَتْكُم مُّصِيبَةٌ الخ **আয়াতের শানে নুযূল :** আবূ যামীল বলেন, হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) হযরত ওমর ইবনে খাত্তাব (রা.)-এর বরাত দিয়ে বলেন, তিনি বলেছেন, ওহুদের দিনে মক্কার মুশরিকদের সাথে মুখামুখিভাবে যখন বিক্ষিপ্তভাবে তুমুল যুদ্ধ আরম্ভ হলো, তখন বদরের অভিযানকালে কুরাইশদের থেকে যে ফিদিয়া বা মুক্তিপণ গ্রহণ করা হয়েছিল, তারই প্রায়শ্চিত্ত স্বরূপ মুসলমানরা আক্রান্ত হলেন। তারা ৭০ জন সাহাবী শাহাদাত বরণ করলেন। সাহাবায়ে কেরাম মাঠ ত্যাগ করে পালিয়ে গেলেন। রাসূল ﷺ-এর দাঁত মোবারক ভেঙ্গে গেল। মাথায় আঘাত পেয়ে মাথা থেকে চেহারার উপর দিয়ে রক্ত প্রবাহিত হলো। তখন এহেন পর্যদুস্ত অবস্থায় রাসূল ﷺ-কে সান্ত্বনা দেওয়ার জন্য আল্লাহ তা'আলা আলোচ্য আয়াত অবতরণ করেন। –[ইবনে কাছীর : ১ : ৪২৪, ফাতহুল কাদীর ১ : ৩৯৭]

https://e-ilm.weebly.com/

ওহুদ যুদ্ধে কোনো কোনো সাহাবী পদস্খলন এবং তাঁদের যুদ্ধক্ষেত্র ছেড়ে চলে যাওয়ার দরুন হুজুরে আকরাম ﷺ অন্তরে যে আঘাত পেয়েছিলেন যদিও স্বভাবসিদ্ধ ক্ষমা, করুণা ও চারিত্রিক কোমলতার দরুণ তিনি সেজন্য সাহাবীগণের প্রতি কোনো প্রকার ভর্ৎসনা করেননি এবং কোনো রকম কঠোরতাও অবলম্বন করেননি। কিন্তু আল্লাহ তা'আলা তাঁর রাসূলের সঙ্গী-সাথীগণের মনসন্তুষ্টির উদ্দেশ্যে এবং ভুলের দরুন তাঁদের মনে যে দুঃখ ও অনুতাপ হয়েছিল, সে সমস্ত বিষয় ধুয়ে মুছে পরিষ্কার করে দেওয়ার লক্ষ্যেই আয়াতে মহানবী ﷺ-কে অধিকতর কোমলতা ও করুণা প্রদর্শনের হেদায়েত করা হয়েছে এবং কাজে-কর্মে সাহাবায়ে কেরামের পরামর্শ গ্রহণের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।

মুর্শিদ ও অভিভাবকদের কয়েকটি গুণ : যে সাহাবায়ে কেরাম (রা.) হুজুর আকরাম ﷺ-এর প্রতি নিবেদিতপ্রাণ ছিলেন এবং যারা তাঁকে নিজেদের জান-মাল অপেক্ষা অধিক প্রিয় জ্ঞান করতেন, তাঁর হুকুমের বিরুদ্ধে যখন তাঁদের দ্বারা একটি পদস্খলন ঘটে যায়, তখন একদিকে নিজেদের পদস্খলন ও বিরুদ্ধাচরণের ব্যাপারে অবহিত হওয়ার পর তাঁদের অনুতাপ সীমাহীনভাবে বেড়ে যাওয়ার আশঙ্কা ছিল, যা তাদের মন-মস্তিষ্ককে সম্পূর্ণভাবে অকেজো করে দিতে পারত কিংবা তাদেরকে আল্লাহ তা'আলার রহমত থেকে নিরাশ করে তুলতে পারতো। এরই প্রতিকারে পূর্ববর্তী আয়াতে বলা হয়েছে فَأَثَابَكُمْ غَمًّا بِغَمٍّ এই পদস্খলনের শাস্তি দুনিয়াতেই দেওয়া হয়ে গেছে।

অপরদিকে এই ত্রুটি ও পদস্খলনের ফলে রাসূলে কারীম ﷺ আহত হয়ে পড়েন এবং দৈহিক কষ্টও হয়। আত্মিক কষ্ট তো পূর্ব থেকেই উপস্থিত ছিল। কাজেই দৈহিক ও আত্মিক কষ্টের কারণে সাহাবীগণের প্রতি অবিশ্বাস সৃষ্টি হয়ে যাওয়ারও সম্ভাবনা বিদ্যমান ছিল, যা তাঁদের হেদায়েত ও দীক্ষার পথে অন্তরায় হতে পারত। সেজন্যে মহানবী ﷺ-কে এই শিক্ষা দেওয়া হয়েছে যে, আপনি তাঁদের পদস্খলন ও ত্রুটি বিচ্যুতিসমূহ ক্ষমা করে দিন এবং ভবিষ্যতের জন্য ও তাদের সাথে সদ্ব্যবহার করতে থাকুন।

এ বিষয়টিকে আল্লাহ রাব্বুল আলামীন এক বিস্ময়কর বর্ণনাভঙ্গির মাধ্যমে বিবৃত করেছেন যাতে প্রসঙ্গক্রমে কয়েকটি অতিগুরুত্বপূর্ণ বিষয়ও অন্তর্ভুক্ত হয়েছে।

এক. হুজুরে আকরাম ﷺ-কে এসব বিষয়ের নির্দেশ এমন ভঙ্গিতে দেওয়া হয়েছে যাতে তাঁর প্রশংসা ও গুণ বৈশিষ্ট্যের বিকাশও ঘটে যে, এসব গুণ-বৈশিষ্ট্য পূর্ব থেকেই আপনার মাঝে বিদ্যমান ছিল।

দুই. এর আগে فَبِمَا رَحْمَةٍ শব্দটি বাড়িয়ে বাতলে দেওয়া হয়েছে যে, এসব গুণ-বৈশিষ্ট্য পরিপূর্ণভাবে আপনার মধ্যে থাকা আমারই রহমতের ফলশ্রুতি, কারো ব্যক্তিগত পরাকাষ্ঠা নয়। তদুপরি রহমত শব্দটিকে সাধারণভাবে ব্যবহার করে রহমতের মহত্ত্ব ও ব্যাপকতার প্রতি ইঙ্গিত করা হয়েছে। এতে একথাও স্পষ্ট করে দেওয়া হয়েছে যে, এ রহমত শুধু সাহাবায়ে কেরামের জন্যই নয়; বরং স্বয়ং রাসূলে কারীম ﷺ-এর জন্যও রয়েছে। সে কারণেই আপনাকে গুণ-বৈশিষ্ট্যের পরিপূর্ণতা দান করা হয়েছে।

অতঃপর তৃতীয় গুরুত্বপূর্ণ বিষয়টি পরবর্তী বাক্যগুলোর দ্বারা প্রকাশ করা হয়েছে যে, এই কোমলতা, সদ্ব্যবহার, ক্ষমা প্রদর্শন এবং দয়া ও করুণা করার সে গুণ যদি আপনার মধ্যে না থাকত, তবে মানুষের সংশোধনের যে দায়িত্ব আপনার উপর সমর্পণ করা হয়েছে তা যথা উদ্দেশ্যে সম্পাদিত হতো না। মানুষ আপনার মাধ্যমে আত্ম-সংশোধন ও চারিত্রিক সংস্কার সাধনের উপকারিতা লাভ করার পরিবর্তে আপনার কাছ থেকে দূরে সরে যেত।

এ সমস্ত বিষয়ের দ্বারা দীক্ষাদান, সংস্কার সাধন এবং ধর্ম প্রচারের রীতি পদ্ধতি সম্পর্কে একটি অতি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় জানা গেল। যে ব্যক্তি দীক্ষাদান, সমাজ সংস্কার এবং ধর্ম প্রচারের কাজে আত্ম-নিয়োগ করার সংকল্প করবে, তার পক্ষে উল্লিখিত গুণ-বৈশিষ্ট্য নিজের মধ্যে সৃষ্টি করা অপরিহার্য। এ ব্যাপারে যখন আল্লাহ তা'আলার প্রিয়তম রাসূলের কঠোরতাই সহ্য করা হয়নি, তখন কোনো প্রকার কঠোরতা বা চারিত্রিক অনমনীয়তার মাধ্যমে মানুষকে নিজের প্রতি আকৃষ্ট করবে এবং তাদের সংস্কার ও দীক্ষাদানের দায়িত্ব পালন করতে পারবে এমন সাধ্য কার হতে পারে।

সবশেষে বলা হয়েছে : وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ অর্থাৎ ইতঃপূর্বে যেমন কাজে-কর্মে এবং কোনো সিদ্ধান্ত নিতে হলে তাদের সাথে পরামর্শ করতেন, তেমনিভাবে এখনও তাদের সাথে পরামর্শ করুন, যাতে তাদের মনে প্রশান্তি আসতে পারে। এতে হেদায়েত দেওয়া হয়েছে যে, কল্যাণ কামনার যে অনুরাগ তাঁদের অন্তরে বিদ্যমান, তা তাদেরকে পরামর্শের অন্তর্ভুক্ত করার মাধ্যমে প্রকাশ করবেন।

এই সমুদয় আয়াতে সমাজ সংস্কারক ও ধর্ম প্রচারকদের জন্য কয়েকটি বিষয়কে অপরিহার্য বলে সাব্যস্ত করা হয়েছে।

◈ প্রথমতঃ আচার ব্যবহার ও কথা-বার্তায় রূঢ়তা ও কর্কশতা পরিহার করা।

◈ দ্বিতীয়তঃ সাধারণ লোকদের দ্বারা কোনো ভুলভ্রান্তি হয়ে গেলে কিংবা কষ্টদায়ক কোনা বিষয় সংঘটিত হলে সেজন্য প্রতিশোধমূলক ব্যবস্থা না নিয়ে বরং ক্ষমা প্রদর্শন করা এবং সদয় ব্যবহার করা।

https://e-ilm.weebly.com/

◈ তৃতীয়তঃ তাদের পদস্খলন ও ভুলভ্রান্তির কারণে তাদের কল্যাণ কামনা থেকে বিরত না থাকা ; তাদের জন্য দোয়া প্রার্থনা করতে থাকা এবং বাহ্যিক আচার আচরণে তাদের সাথে সদ্ব্যবহার পরিহার না করা : উল্লিখিত আয়াতে মহানবী ﷺ-কে প্রথমে তো সাহাবীদের কাছ থেকে পরামর্শ গ্রহণের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে অতঃপর আচরণ-পদ্ধতি সম্পর্কে হেদায়েত দেওয়া হয়েছে। পরামর্শ গ্রহণ সম্পর্কে কুরআনে কারীম দু' জায়গায় সরাসরি নির্দেশ দান করেছে : একটি হলো এই আয়াতে এবং দ্বিতীয়টি হলো সূরা শূরার সে আয়াতে যাতে সত্যিকার মুসলমানদের গুণবৈশিষ্ট্য বর্ণনা প্রসঙ্গে একটি গুণ এই বলা হয়েছে যে, وَأَمْرُهُمْ شُورَىٰ بَيْنَهُمْ; অর্থাৎ, [যারা সত্যিকার মুসলমান] তাঁদের প্রতিটি কাজ হবে পারস্পরিক পরামর্শের ভিত্তিতে।

এতদুভয় আয়াতে যেভাবে রাষ্ট্রীয় ব্যাপারে পরামর্শের অপরিহার্যতা প্রতীয়মান হয়, তেমনিভাবে এতে ইসলামের রাষ্ট্রব্যবস্থা ও বিধান সংক্রান্ত কয়েকটি মূলনীতিও সামনে এসে যায়। তা হলো এই যে, ইসলামি রাষ্ট্র হলো একটি পরামর্শ-ভিত্তিক রাষ্ট্র যাতে পরামর্শের ভিত্তিতে নেতা বা রাষ্ট্র প্রধান নির্বাচন সম্পন্ন হয়ে থাকে; বংশগত উত্তরাধিকারের ভিত্তিতে নয়। অধুনা ইসলামি শিক্ষারই দৌলতে সমগ্র বিশ্বে এই মূলনীতি সর্বজনস্বীকৃত সত্যে পরিণত হয়ে গেছে। তদুপরি ব্যক্তি-শাসিত রাজতন্ত্রী সাম্রাজ্যসমূহও জোরে হোক জবরদস্তিতে হোক এ দিকেই চলে আসতে বাধ্য হচ্ছে। কিন্তু আজ থেকে চৌদ্দ শ বছর আগেকার যুগের প্রতি লক্ষ্য করুন, যখন সমগ্র বিশ্বের উপর বর্তমান তিন বৃহত্তের স্থলে দুই বৃহত্তের শাসন বিদ্যমান ছিল। তার একটি হলো কিসরার শাসন আর অপরটি হলো কায়সারের শাসন। এতদুভয়ের বিধি-বিধানই ব্যক্তি রাষ্ট্র ও উত্তরাধিকার সূত্রে প্রাপ্ত সাম্রাজ্য হিসেবে একই পর্যায়ভুক্ত ছিল। এতে এক ব্যক্তি লক্ষ কোটি বনী আদমের উপর শাসন করত নিজের মেধা ও যোগ্যতার বলে নয়; বরং উত্তরাধিকারের নৃশংস ও উৎপীড়নমূলক নীতির ভিত্তিতে। আর মানুষকে গৃহপালিত জানোয়ারের মর্যাদা দেওয়াকেও মনে করা হতো একান্ত রাষ্ট্রীয় সম্মান ও এনাম। রাষ্ট্রীয় এই মতবাদই দুনিয়ার অধিকাংশ এলাকার উপর চাপিয়ে রাখা হয়েছিল। শুধুমাত্র গ্রীসে গণতন্ত্রের কিছু নমুনার একটা অসম্পূর্ণ রেখা বিদ্যমান ছিল। কিন্তু তাও ছিল এতই অস্পষ্ট ও ক্ষীণ যে, তার উপর কোনো রাষ্ট্রের ভিত্তি স্থাপন করা ছিল একান্তই দূরূহ ব্যাপার। সে কারণেই গ্রীক রাষ্ট্রনীতির ভিত্তিতে কোনো স্থিতীশিলী রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা সম্ভবপর হয়নি; বরং সে সমস্ত মূলনীতি এরিষ্টটলের দর্শনের একটি শাখা হিসেবে বিদ্যমান রয়ে গেছে। পক্ষান্তরে ইসলাম রাষ্ট্রীয় ক্ষেত্রে উত্তরাধিকারে অপ্রাকৃতিক নীতিপদ্ধতি সমূহকে বাতিল করে দিয়ে রাষ্ট্রপ্রধানের নিয়োগ ও অপসারণের বিষয়টি একান্তভাবে জনসাধারণের অধিকারে তুলে দিয়েছে। যে অধিকারকে তারা নিজেদের প্রতিনিধি এবং বিচক্ষণ ও বিচারবুদ্ধিসম্পন্ন ব্যক্তিদের মাধ্যমে ব্যবহার করতে পারে। সাম্রাজ্যবাদের পথে আটকে পড়া পৃথিবী ইসলামের শিক্ষারই দৌলতে এই ন্যায়সঙ্গত ও প্রকৃতি গ্রাহ্য ব্যবস্থা সম্পর্কে অবহিত হয়েছে। আজকের পৃথিবী যাকে গণতন্ত্র নামে অভিহিত করছে, সে রাষ্ট্রব্যবস্থার প্রকৃত প্রাণই হলো এটি। কিন্তু বর্তমান ধাচের গণতান্ত্রিক ব্যবস্থাসমূহ যেহেতু রাজতান্ত্রিক উৎপীড়ন-নিপীড়নেরই প্রতিক্রিয়ায় অস্তিত্ব লাভ করেছে এবং তাও এত অসামঞ্জস্যভাবে বিকাশ লাভ করেছে যে, জনসাধারণকে সর্বময় ক্ষমতার অধিকারী সাব্যস্ত করে দিয়ে রাষ্ট্রীয় আইন ও শাসন-বিধানের মুক্ত মালিকানা দান করেছে। ফলে তাদের মন মস্তিষ্ক, আসমান, জমিন ও মানবজাতির স্রষ্টা আল্লাহ এবং তাঁর প্রকৃত মালিকানা ও রাষ্ট্রাধিকারের কল্পনা থেকেও বিমুক্ত হয়ে পড়েছে। এখন তাদের গণতন্ত্র আল্লাহ তা'আলারই দেওয়া গণঅধিকারের উপর আল্লাহ কর্তৃক আরোপিত ব্যবধাকতাসমূহকে পর্যন্ত মনের উপর কঠিন চাপ এবং ন্যায়ের পরিপন্থি বলে ধারণা করতে শুরু করেছে।

ইসলামি সংবিধান যেভাবে বনী আদমকে 'কায়সার' ও 'কিসরার' এবং ব্যক্তি শাসনের নিপীড়ন-নির্যাতনের নিগড় থেকে মুক্ত করেছে, তেমনিভাবে আল্লাহর অস্তিত্ব সম্পর্কে অজ্ঞ পাশ্চাত্য গণতন্ত্রকেও দেখিয়েছে আল্লাহর আনুগত্যের পথ। কোনো দেশের বিধিব্যবস্থা হোক কিংবা জনসাধারণ– সবাইকে একথা বাতলে দেওয়া হয়েছে যে, তারা সবাই আল্লাহ তা'আলার আইনেরই অনুগত। জনসাধারণ এবং গণসংসদের অধিকার, আইন প্রণয়ন, মনোনয়ন অপসারণ সবই আল্লাহ কর্তৃক নির্ধারিত সীমারেখার ভিতরে হতে হবে। শাসক বা নেতার নির্বাচনে, পদ ও দফতর বন্টনের ব্যাপারে একদিকে তাদের সামর্থ্য ও যোগ্যতার প্রতি যেমন পরিপূর্ণভাবে লক্ষ্য রাখতে হবে, তেমনিভাবে তাদের আমানতদারী এবং বিশ্বস্ততারও পরীক্ষা-নিরীক্ষা করে নিতে হবে। এমন লোককেই নিজেদের শাসক বা নেতা নির্বাচন করতে হবে, যিনি ইলম ও পরহেজগারী, আমানতদারী ও বিশ্বস্ততা, সামর্থ্য ও যোগ্যতা এবং রাজনৈতিক অভিজ্ঞতার দিক দিয়ে হবেন সর্বোত্তম। তদুপরি এ নেতা নির্বাচনে স্বেচ্ছাচারমূলক হবে না; বরং বিচারবুদ্ধিসম্পন্ন সৎলোকদের পরামর্শের উপর নির্ভরশীল হবে।

https://e-ilm.weebly.com/

https://e-ilm.weebly.com/

তবে সেক্ষেত্রে বুঝতে হবে যে, সে হয়তো মনে করে থাকবে যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর তা করার পূর্ণ অধিকার রয়েছে। এরই প্রেক্ষিতে এ আয়াত অবতীর্ণ হয়, যাতে غُلُوْلٌ বা গনিমতের মালের ব্যাপারে অনধিকার চর্চা মহাপাপ হওয়া এবং কিয়ামতের দিন সেজন্য কঠিন শাস্তির কথা আলোচনা করা হয়েছে। আরো বলা হয়েছে যে, কোনো নবী সম্পর্কে এমন ধারণা করা যে, তিনিই এহেন পাপ কাজ করে থাকবেন, একান্তই অনর্থক ধৃষ্টতা। কারণ নবীগণ হলেন যাবতীয় পাপ থেকে মুক্ত।

غُلُوْلٌ শব্দটি সাধারণভাবে খেয়ানত অর্থে এবং বিশেষ করে গনিমতের মালে খেয়ানত করার অর্থে ব্যবহৃত হয়। আর গনিমতের মাল চুরি করা কিংবা তাতে খেয়ানত করা সাধারণ চুরি অথবা খেয়ানত অপেক্ষা বেশি পাপের কাজ। তার কারণ গনিমতের মালের সাথে গোটা ইসলামি সেনাবাহিনীর অধিকার সংযুক্ত থাকে। কাজেই যে লোক এতে চুরি করবে, সে চুরি করবে শত সহস্র লোকের সম্পদ। যদি কখনো কোনো সময় তার মনে তা সংশোধন করার খেয়াল হয়, তখন সবাইকে তাদের অধিকার প্রত্যার্পণ করা কিংবা সবার কাছ থেকে ক্ষমা করিয়ে নেওয়া একান্তই দুরূহ ব্যাপার। পক্ষান্তরে অন্যান্য চুরির মালের মালিক সাধারণত পরিচিতি ও নির্দিষ্ট হয়ে থাকে। কখনো কোনো সময় আল্লাহ তা'আলা যদি তওবা করার তৌফিক দান করেন, তবে তার হক আদায় করে কিংবা তার কাছ থেকে ক্ষমা করিয়ে নিয়ে মুক্ত হতে পারে। সে কারণেই কোনো এক যুদ্ধে এক লোক যখন কিছু পশম নিজের কাছে লুকিয়ে রেখেছিল, গনিমতের মাল বণ্টন করার কাজ শেষ হয়ে গেলে যখন তার মনে হলো, 'তখন সেগুলো নিয়ে গিয়ে হুজুর ﷺ -এর সমীপে উপস্থিত হলো। তিনি রাহমাতুল্লিল আলামীন এবং উম্মতের জন্য পিতা-মাতা অপেক্ষা সদয় হওয়া সত্ত্বেও তাকে এই বলে ফিরিয়ে দিলেন যে, এখন এগুলো কেমন করে আমি সমগ্র সেনাবাহিনীর মাঝে বণ্টন করব? কাজেই কিয়ামতের দিনই তুমি এগুলো নিয়ে উপস্থিত হইও।

'গলূল' তথা গনিমতের মাল চুরি করার ব্যাপারটি অন্যান্য চুরি অপেক্ষা কঠিন পাপ এজন্যই যে, হাশরের ময়দানে যেখানে সমগ্র সৃষ্টি সমবেত হবে, সবার সামনে তাকে সেখানে এমনভাবে লাঞ্ছিত করা হবে যে, চুরি করার বস্তু সমাগ্রী তাঁর কাঁধে চাপানো থাকবে। বুখারী ও মুসলিম শরিফে হযরত আবূ হুরায়রা (রা.) রেওয়ায়েতক্রমে উল্লেখ করা হয়েছে যে, রাসূলে কারীম ﷺ ইরশাদ করেছেন, দেখ কিয়ামতের দিন কারো কাঁধে একটি উট চাপানো অবস্থায় থাকবে এবং ঘোষণা করা হবে যে, এ লোক গনিমতের মালের উট চুরি করেছিল, এমন যেন না হয়। যদি সে লোক আমার শাফা'আতের কামনা করে, তবে আমি তাকে পরিষ্কার ভাষায় জবাব দিয়ে দেব যে, আমি আল্লাহর যা কিছু নির্দেশ পেয়েছিলাম, তা সবই পৌঁছে দিয়েছিলাম, এখন আমি কিছুই করতে পারব না।

আল্লাহ রক্ষা করুন! হাশর মাঠের এই লাঞ্ছনা এমনই কঠিন হবে যে, কোনো কোনো রেওয়ায়েতে বলা হয়েছে যে, যাদের সাথে এসব ঘটনা ঘটবে, তারা কামনা করবে যে, আমাদেরকে জাহান্নামে পাঠিয়ে দেওয়া হোক, তবু যেন এহেন লাঞ্ছনা-গঞ্জনা থেকে বেঁচে যাই।

ওয়াকফ ও সরকারি ভাণ্ডারে চুরি করা 'গুলুলেরই পর্যায়ভুক্ত : মসজিদ, মাদরাসা, খানকাহ এবং ওয়াকফের মালের অবস্থাও একই রকম, যাতে হাজার-হাজার মুসলমানের চাঁদা বা দান অন্তর্ভুক্ত। ক্ষমাও যদি করাতে হয়, তবে কার কাছ থেকে ক্ষমা করাবে? এমনিভাবে রাষ্ট্রের সরকারি কোষাঘারে [বায়তুল মাল] এর হুকুমও তাই। কারণ এতে সমগ্র দেশবাসীর অধিকার অন্তর্ভুক্ত। যে লোক এতে চুরি করে, সে সবারই অধিকার চুরি করে থাকে। কিন্তু যেহেতু এ সমস্ত মালেরই কোনো একক বা ব্যক্তি-মালিকানা থাকে না; বরং যারা রক্ষণাবেক্ষণ কাজে নিয়োজিত, তারা শৈথিল্য প্রদর্শন করে এবং চুরির সুযোগ-সুবিধাও অধিক থাকে, কাজেই ইদানিংকালে সমগ্র বিশ্বে সবচাইতে বেশি চুরি ও খেয়ানত এ সমস্ত মালেই হচ্ছে। পক্ষান্তরে মানুষ এর কঠিন পরিণতি ও ভয়াবহ বিপদ সম্পর্কে একান্ত নিস্পৃহ। তারা যেন এতটুকুও বুঝতে চায় না যে, এতে জাহান্নাম ছাড়াও হাশরের ময়দানে রয়েছে চরম লাঞ্ছনা। তদুপরি হুজরে আকরাম ﷺ -এর শাফায়াত থেকে বঞ্চিত হওয়ার পূর্ণ আশঙ্কা। –[নাউযুবিল্লাহ]

মহানবী (সা.)-এর আগমন সমগ্র মানবতার জন্য সর্ববৃহৎ অনুগ্রহ : لَقَدْ مَنَّ اللّٰهُ عَلَى الْمُؤْمِنِيْنَ আয়াতে বর্ণিত বিষয়বস্তুর প্রায় অনুরূপ বিষয়েরই একটি আয়াত সূরা বাকরায় উল্লেখ করা হয়েছে। তবে এ আয়াতে একটি শব্দ অতিরিক্ত ব্যবহার করা হয়েছে–

لَقَدْ مَنَّ اللّٰهُ عَلَى الْمُؤْمِنِيْنَ এ প্রসঙ্গে প্রথম লক্ষণীয় বিষয় এই যে, কুরআন কারীমের বিশ্লেষণ অনুযায়ী মহানবী ﷺ হচ্ছেন সমগ্র বিশ্বের জন্য সবচাইতে বড় নিয়ামত ও মহা অনুগ্রহ। কিন্তু এখানে এই আয়াতে শুধুমাত্র মুমিনদের জন্য নির্দিষ্ট করাটা কুরআনের অন্যান্য আয়াতের মাধ্যমে কুরআন সমগ্র বিশ্বের জন্য হেদায়েত হওয়ার বিষয়টি প্রমাণিত থাকা সত্ত্বেও هُدًى لِّلْمُتَّقِيْنَ বলারই অনুরূপ যে, কোনো কোনো ক্ষেত্রে তাকে মুত্তাকীনদের জন্য নির্দিষ্ট করা হয়েছে। তার কারণ, উভয়

https://e-ilm.weebly.com/

ক্ষেত্রেই এক। তা হলো এই যে, যদিও রাসূলে মাকবুল ﷺ -এর অস্তিত্ব মুমিন-কাফের নির্বিশেষে সমগ্র বিশ্বের জন্যই মহা নিয়ামত এবং বিরাট অনুগ্রহ, তেমনিভাবে কুরআন কারীমও সমগ্র বিশ্ব-মানবের জন্য হেদায়েত। কিন্তু যেহেতু এই হেদায়েত ও নিয়ামতের ফল শুধু মুমিন মুত্তাকীরাই উপভোগ করেছে, সেহেতু কোনো কোনো স্থানে একে তাঁদেরই সাথে সম্পৃক্ত করে বর্ণনা করা হয়েছে।

আরেকটি লক্ষ্যণীয় বিষয় হলো রাসূলে কারীম ﷺ -কে মুমিনদের জন্য কিংবা সমগ্র বিশ্বের জন্য মহা নিয়ামত ও বিরাট অনুগ্রহ হিসেবে বিশ্লেষণ করা। আধুনিককালের মানুষ যদি আধ্যাত্মিকতাবিমুখ এবং বস্তুবাদের দাসে পরিণত না হতো, তবে এ বিষয়টি কোনো ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণের অপেক্ষা রাখত না; যে কোনো বুদ্ধিমান মানুষই এই মহা অনুগ্রহের তাৎপর্য সম্পর্কে অবহিত হতে পারত। কিন্তু আধুনিককালের মানুষ যেহেতু পৃথিবীর জীব-জন্তুসমূহের মধ্যে একটি অতি বিচক্ষণ জীব অপেক্ষা অধিক কিছু হয়নি, কাজেই তাদের দৃষ্টিতে অনুগ্রহ ও এনাম বলতেও সে সমস্ত বস্তু-সামগ্রীকেই মনে করা হয়, যাতে তাদের পেট ও জৈবিক কামনা-বাসনা চরিতার্থ করার উপকরণ মজুদ থাকে। তারা সেগুলোর অস্তিত্বের মূল তাৎপর্য বা তার প্রাণ ও ভালো মন্দ সম্পর্কে সম্পূর্ণ গাফেল। সে কারণেই এই বিশ্লেষণের প্রয়োজন দেখা দিয়েছে। মানুষকে প্রথম একথা বাতলে দেওয়া দরকার হয়ে পড়েছে যে, তাদের মূল সত্তা শুধু কয়েকটি হাড় গোড় ও চর্ম-মাংশের সমষ্টি নয়; বরং মানুষের প্রকৃত তাৎপর্য হলো সে আত্মা, যা তার দেহের সাথে যুক্ত। যতক্ষণ এ আত্মা তার দেহে বর্তমান রয়েছে, ততক্ষণই সে মানুষ এবং ততক্ষণই তার মানবাধিকার প্রতিষ্ঠিত থাকে। সে যতই দুর্বল, সামর্থ্যহীন ও মুমূর্ষু হোক না কেন, দেহে আত্মা থাকা পর্যন্ত তার সম্পত্তি করায়ত্ত করে নেওয়ার কিংবা তার অধিকার ছিনিয়ে নেওয়ার ক্ষমতা কারোরই নেই। পক্ষান্তরে যখনই তার দেহ থেকে এই আত্মা পৃথক হয়ে যায়, তখন সে যত বড় বীর-পালোয়ানই হোক না কেন, তার প্রতিটি অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ যতই সুগঠিত ও সুসংহত থাক না কেন, সে আর মানুষ থাকে না। নিজের বিষয়-সম্পত্তিতেও আর তার কোনো অধিকার অবশিষ্ট থাকে না।

হযরত আম্বিয়া (আ.) পৃথিবীতে আগমন করেছেন, মানবাত্মার যথার্থ প্রশিক্ষণের মাধ্যমে মানুষকে প্রকৃত মানুষে পরিণত করার জন্য, যাতে তাদের দেহের দ্বারা সম্পাদিত প্রতিটি কাজকর্ম মানবতার পক্ষে কল্যাণকর প্রপিতপন্ন হতে পারে। তারা যেন বিষাক্ত হিংস্র জীব-জানোয়ারের মতো অন্যান্য মানুষকে কষ্ট দিয়ে না বেড়ায় এবং নিজের পরিণতি সম্পর্কে অবহিত হয়ে আখেরাতের অনন্ত জীবনের জন্য নিজেই যেন উপাদান সংগ্রহ করে নিতে পারে। আর মানুষকে প্রকৃত মানুষ হিসেবে গড়ে তোলার কাজেও মহানবী হযরত রাসূলে মাকবুল ﷺ -এর মর্যাদা অন্যান্য নবী-রাসূলগণ অপেক্ষা স্বতন্ত্র। তিনি তাঁর মক্কী জীবনে শুধু মানব সমাজের জন্য কর্মী গঠনের কাজই সম্পাদন করেছেন এবং মানব সম্প্রদায়কে এমন এক সমাজ গঠন করে দিয়েছেন, যার মর্যাদা ফেরেশতাদের চাইতেও উর্ধ্বে। সারা দুনিয়া এর পূর্বে আর কখনো এমন ধরনের মানুষ প্রত্যক্ষ্য করেনি। তাঁদের একেকজন রাসূলে কারীম ﷺ -এর প্রত্যক্ষ মু'জিযার ফসল প্রতীয়মান হয়েছেন। তাঁদের পরবর্তীদের জন্যও তিনি যে শিক্ষা এবং শিক্ষাদান পদ্ধতি রেখে গেছেন, তার পূর্ণ বাস্তবায়ন করা হলে সাহাবায়ে কেরামের অনুরূপ স্থান লাভ করা যেতে পারে। আর যেহেতু এই শিক্ষা সারা বিশ্বেরই জন্য, সেহেতু তার অস্তিত্ব সমগ্র বিশ্বমানবের জন্য অনুগ্রহ স্বরূপ। অবশ্য এর দ্বারা প্রকৃত মুমিনগণই পরিপূর্ণ উপকার লাভ করেছে।

দ্বিতীয় ও প্রকৃত উদ্দেশ্যটি ব্যক্ত করা হয়েছে আয়াতের শেষ قُلْ هُوَ مِنْ عِنْدِ اَنْفُسِكُمْ বাক্যে। এতে বাতলে দেওয়া হয়েছে যে, বিপদাপদ যাই এসেছে তা শত্রুর শক্তি ও সংখ্যাধিক্যের কারণে আসেনি; বরং তোমাদের নিজেদেরই কোনো কোনো ত্রুটি-বিচ্যুতির দরুন এসেছে। যেমন, রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর নির্দেশ পালনে তোমাদের শৈথিল্য হয়ে যাওয়া।

শব্দ বিশ্লেষণ

فَظًّا : শব্দটি একবচন, বহুবচন اَفْظَاظٌ অর্থ– দুশ্চরিত্র, রুক্ষ, কর্কশ।

لَانْفَضُّوْا : সীগাহ جمع مذكر غائب বহছ ماضى معروف বাব اِنْفِعَالٌ মাসদার اَلْاِنْفِضَاضُ মূলবর্ণ (ف . ض . ض) জিনস مضاعف ثلاثى অর্থ– ঐ সমস্ত লোক ছিটকে যেত সঙ্গ ত্যাগ করত।

يَغُلَّ : সীগাহ واحد مذكر غائب বহছ مضارع معروف বাব نَصَرَ মাসদার اَلْغُلُوْلُ মূলবর্ণ (غ . ل . ل) জিনসে مضاعف ثلاثى অর্থ– সে খেয়ানত করবে।

تُوَفّٰى : সীগাহ واحد مذكر غائب বহছ مضارع مجهول বাব تَفْعِيْل মাসদার اَلتَّوْفِيَةُ মূলবর্ণ (و . ف . ى) জিনস لفيف مفروق অর্থ– প্রতিদান দেওয়া হবে।

https://e-ilm.weebly.com/

وَمَآ اَصَابَكُمْ يَوْمَ الْتَقَى الْجَمْعٰنِ فَبِاِذْنِ اللّٰهِ وَلِيَعْلَمَ الْمُؤْمِنِيْنَ ﴿١٦٦﴾

অনুবাদ : (১৬৬) আর যে বিপদ তোমাদের উপর পতিত হয়েছে, যেদিন উভয় দল পরস্পর মুখোমুখি হয়েছিল, তা আল্লাহর ইচ্ছাক্রমেই হয়েছিল, এবং যেন তিনি মুমিনদেরকেও দেখে নেন।

وَلِيَعْلَمَ الَّذِيْنَ نَافَقُوْا ۚ وَقِيْلَ لَهُمْ تَعَالَوْا قَاتِلُوْا فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ اَوِ ادْفَعُوْا ؕ قَالُوْا لَوْ نَعْلَمُ قِتَالًا لَّاتَّبَعْنٰكُمْ ؕ هُمْ لِلْكُفْرِ يَوْمَئِذٍ اَقْرَبُ مِنْهُمْ لِلْاِيْمَانِ ۚ يَقُوْلُوْنَ بِاَفْوَاهِهِمْ مَّا لَيْسَ فِيْ قُلُوْبِهِمْ ؕ وَاللّٰهُ اَعْلَمُ بِمَا يَكْتُمُوْنَ ﴿١٦٧﴾

(১৬৭) আর ঐ সকল লোকদেরকেও দেখে নেন যারা মুনাফেকীর কাজ করেছে এবং তাদেরকে এরূপ বলা হয়েছিল যে, আস, আল্লাহর পথে যুদ্ধ কর অথবা শত্রুদের প্রতিরোধকারী হয়ে যাও, তারা বলল যদি আমরা কোনো নিয়মিত যুদ্ধ দেখতাম তবে অবশ্যই তোমাদের সঙ্গী হয়ে যেতাম। এই মুনাফিকরা সে দিন কুফরেরই অধিক নিকটবর্তী হয়ে গিয়েছিল ঈমানের নিকটবর্তী হওয়া অপেক্ষা, এরা মুখে এমন উক্তি করে যা তাদের অন্তরে নেই। আর আল্লাহ সমধিক জ্ঞাত আছেন যা কিছু তারা অন্তরে পোষণ করে।

اَلَّذِيْنَ قَالُوْا لِاِخْوَانِهِمْ وَقَعَدُوْا لَوْ اَطَاعُوْنَا مَا قُتِلُوْا ؕ قُلْ فَادْرَءُوْا عَنْ اَنْفُسِكُمُ الْمَوْتَ اِنْ كُنْتُمْ صٰدِقِيْنَ ﴿١٦٨﴾

(১৬৮) তারা এমন লোক যারা স্বীয় ভাইদের সম্বন্ধে [গৃহে] বসে সমালোচনা করে যদি আমাদের কথা মানত, তবে নিহত হতো না, আপনি বলে দিন আচ্ছা তবে নিজেদের উপর হতে মৃত্যুকে সরিয়ে দাও, যদি তোমরা সত্যবাদী হয়ে থাক।

وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِيْنَ قُتِلُوْا فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ اَمْوَاتًا ؕ بَلْ اَحْيَآءٌ عِنْدَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُوْنَ ﴿١٦٩﴾

(১৬৯) আর যারা আল্লাহ তা'আলার পথে নিহত হয়েছে তাদেরকে [অনান্য মৃতের ন্যায়] ধারণা করো না; বরং তারা জীবিত, স্বীয় রবের নৈকট্যপ্রাপ্ত, তারা রিজিকও প্রাপ্ত হয়।

শাব্দিক অনুবাদ :

(১৬৬) وَمَآ اَصَابَكُمْ আর যে বিপদ তোমাদের উপর পতিত হয়েছে يَوْمَ الْتَقَى الْجَمْعٰنِ যেদিন উভয় দল পরস্পর মুখোমুখি হয়েছিল فَبِاِذْنِ اللّٰهِ তা আল্লাহর ইচ্ছাক্রমেই হয়েছিল وَلِيَعْلَمَ الْمُؤْمِنِيْنَ এবং যেন তিনি মুমিনদেরকেও দেখে নেন।

(১৬৭) وَلِيَعْلَمَ الَّذِيْنَ نَافَقُوْا আর ঐ সকল লোকদেরকেও দেখে নেন যারা মুনাফেকীর কাজ করেছে وَقِيْلَ لَهُمْ এবং তাদেরকে এরূপ বলা হয়েছিল যে। تَعَالَوْا আস قَاتِلُوْا فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ আল্লাহর পথে যুদ্ধ কর। اَوِ ادْفَعُوْا অথবা শত্রুদের প্রতিরোধকারী হয়ে যাও। قَالُوْا তারা বলল لَوْ نَعْلَمُ قِتَالًا যদি আমরা কোনো নিয়মিত যুদ্ধ দেখতাম لَّاتَّبَعْنٰكُمْ তবে অবশ্যই তোমাদের সঙ্গী হয়ে যেতাম هُمْ لِلْكُفْرِ يَوْمَئِذٍ اَقْرَبُ এই মুনাফিকরা সে দিন কুফরেরই অধিক নিকটবর্তী হয়ে গিয়েছিল مِنْهُمْ لِلْاِيْمَانِ ঈমানের নিকটবর্তী হওয়া অপেক্ষা يَقُوْلُوْنَ بِاَفْوَاهِهِمْ এরা মুখে এমন উক্তি করে مَا لَيْسَ فِيْ قُلُوْبِهِمْ যা তাদের অন্তরে নেই। وَاللّٰهُ اَعْلَمُ আর আল্লাহ সমধিক জ্ঞাত আছেন بِمَا يَكْتُمُوْنَ যা কিছু তারা অন্তরে পোষণ করে।

(১৬৮) اَلَّذِيْنَ قَالُوْا لِاِخْوَانِهِمْ وَقَعَدُوْا তারা এমন লোক যারা স্বীয় ভাইদের সম্বন্ধে [গৃহে] বসে সমালোচনা করে لَوْ اَطَاعُوْنَا যদি আমাদের কথা মানত। مَا قُتِلُوْا তবে নিহত হতো না قُلْ আপনি বলে দিন। فَادْرَءُوْا আচ্ছা তবে সরিয়ে দাও عَنْ اَنْفُسِكُمْ নিজেদের উপর হতে الْمَوْتَ মৃত্যুকে اِنْ كُنْتُمْ صٰدِقِيْنَ যদি তোমরা সত্যবাদী হয়ে থাক।

(১৬৯) وَلَا تَحْسَبَنَّ আর ধারণা করো না। الَّذِيْنَ قُتِلُوْا যারা নিহত হয়েছে فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ আল্লাহ তা'আলার পথে اَمْوَاتًا মৃত بَلْ اَحْيَآءٌ বরং তারা জীবিত عِنْدَ رَبِّهِمْ স্বীয় রবের নৈকট্যপ্রাপ্ত يُرْزَقُوْنَ তারা রিজিকও প্রাপ্ত হয়।

https://e-ilm.weebly.com/

https://e-ilm.weebly.com/

فَرِحِيْنَ بِمَآ اٰتٰىهُمُ اللّٰهُ مِنْ فَضْلِهٖ وَيَسْتَبْشِرُوْنَ بِالَّذِيْنَ لَمْ يَلْحَقُوْا بِهِمْ مِّنْ خَلْفِهِمْ اَلَّا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُوْنَ (١٧٠)

(১৭০) তারা পরিতুষ্ট ঐ সমস্ত বস্তুতে যা তাদেরকে আল্লাহ তা'আলা স্বীয় অনুগ্রহে দান করেছেন, আর যারা তাদের নিকট পৌছেনি, পিছনে [দুনিয়াতে] রয়ে গিয়েছে, তাদের এই অবস্থার প্রতিও তারা [শহীদগণ] সন্তুষ্ট হয় যে, তাদেরও কোনো ভয় [জনক অবস্থা] ঘটবে না, এবং তারা বিষণ্নও হবে না।

يَسْتَبْشِرُوْنَ بِنِعْمَةٍ مِّنَ اللّٰهِ وَفَضْلٍ وَّاَنَّ اللّٰهَ لَا يُضِيْعُ اَجْرَ الْمُؤْمِنِيْنَ (١٧١)

(১৭১) তারা আনন্দিত হয় আল্লাহর নিয়ামত ও অনুগ্রহের দরুন, আর এই জন্য যে, আল্লাহ মুমিনদের আমলের প্রতিদান ব্যর্থ করেন না।

اَلَّذِيْنَ اسْتَجَابُوْا لِلّٰهِ وَالرَّسُوْلِ مِنْ بَعْدِ مَآ اَصَابَهُمُ الْقَرْحُ ۛ لِلَّذِيْنَ اَحْسَنُوْا مِنْهُمْ وَاتَّقَوْا اَجْرٌ عَظِيْمٌ (١٧٢)

(১৭২) যারা আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের ডাকে সাড়া দিয়েছে তার পর যে, তারা আঘাতপ্রাপ্ত হয়েছে, তন্মধ্যে যারা নেককার ও মুত্তাকী তাদের জন্য মহা পুরস্কার রয়েছে।

اَلَّذِيْنَ قَالَ لَهُمُ النَّاسُ اِنَّ النَّاسَ قَدْ جَمَعُوْا لَكُمْ فَاخْشَوْهُمْ فَزَادَهُمْ اِيْمَانًا ۖ وَّقَالُوْا حَسْبُنَا اللّٰهُ وَنِعْمَ الْوَكِيْلُ (١٧٣)

(১৭৩) তারা এমন লোক যে, [কোনো কোনো] মানুষ তাদেরকে বলল, নিশ্চয় তারা [কাফেররা] তোমাদের [বিরুদ্ধে যুদ্ধের] জন্য আয়োজন করেছে, সুতরাং তোমাদের তাদেরকে ভয় করা উচিত, পরন্তু তা তাদের ঈমানকে আরো বর্ধিত করে দিল, আর তারা বলল যে, আমাদের জন্য আল্লাহই যথেষ্ট, এবং তিনি যাবতীয় কর্ম সমর্পণের জন্য উত্তম।

শাব্দিক অনুবাদ

(১৭০) فَرِحِيْنَ তারা পরিতুষ্ট بِمَآ اٰتٰىهُمُ اللّٰهُ ঐ সমস্ত বস্তুতে যা তাদেরকে আল্লাহ তা'আলা দান করেছেন مِنْ فَضْلِهٖ স্বীয় অনুগ্রহে وَيَسْتَبْشِرُوْنَ আর তারা ঐসকলের অবস্থার প্রতিও একারণে সে সন্তুষ্ট بِالَّذِيْنَ لَمْ يَلْحَقُوْا بِهِمْ যারা তাদের নিকট পৌছেনি مِّنْ خَلْفِهِمْ পিছনে রয়ে গিয়েছে اَلَّا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ তাদেরও কোনো ভয় [জনক অবস্থা] ঘটবে না وَلَا هُمْ يَحْزَنُوْنَ এবং তারা বিষণ্নও হবে না।

(১৭১) يَسْتَبْشِرُوْنَ তারা আনন্দিত হয় بِنِعْمَةٍ مِّنَ اللّٰهِ وَفَضْلٍ আল্লাহর নিয়ামত ও অনুগ্রহের দরুন وَّاَنَّ اللّٰهَ আর এই জন্য যে, আল্লাহ لَا يُضِيْعُ اَجْرَ الْمُؤْمِنِيْنَ মুমিনদের আমলের প্রতিদান ব্যর্থ করেন না।

(১৭২) اَلَّذِيْنَ اسْتَجَابُوْا لِلّٰهِ وَالرَّسُوْلِ যারা আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের ডাকে সাড়া দিয়েছে مِنْ بَعْدِ তার পর যে مَآ اَصَابَهُمُ الْقَرْحُ তারা আঘাতপ্রাপ্ত হয়েছে لِلَّذِيْنَ اَحْسَنُوْا مِنْهُمْ তন্মধ্যে যারা নেককার وَاتَّقَوْا ও মুত্তাকী اَجْرٌ عَظِيْمٌ তাদের জন্য মহা পুরস্কার রয়েছে।

(১৭৩) اَلَّذِيْنَ قَالَ لَهُمُ النَّاسُ তারা এমন লোক যে, [কোনো কোনো] মানুষ তাদেরকে বলল اِنَّ النَّاسَ قَدْ جَمَعُوْا لَكُمْ নিশ্চয় তারা [কাফেররা] তোমাদের [বিরুদ্ধে যুদ্ধের] জন্য আয়োজন করেছে فَاخْشَوْهُمْ সুতরাং তোমাদের তাদেরকে ভয় করা উচিত فَزَادَهُمْ اِيْمَانًا পরন্তু তা তাদের ঈমানকে আরো বর্ধিত করে দিল وَّقَالُوْا আর তারা বলল যে حَسْبُنَا اللّٰهُ আমাদের জন্য আল্লাহই যথেষ্ট وَنِعْمَ الْوَكِيْلُ এবং তিনি যাবতীয় কর্ম সমর্পণের জন্য উত্তম।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

(১৬৮) قوله الَّذِيْنَ قَالُوْا لِإِخْوَانِهِمْ الخ আয়াতের শানে নুযূল– ১ : অত্র আয়াতটি মুনাফিকদের সম্বন্ধে অবতীর্ণ হয়। ওহুদের যুদ্ধের প্রথম দিকে মুসলমানরা বিজয় লাভ করলে পরে তীরন্দাজ বাহিনীর ভুলের কারণে মুসলমানরা কিছুটা বিপর্যয়ের সম্মুখীন হয়। এমনকি মুসলমানদের কিছু সংখ্যক শাহাদাতও বরণ করেন। ফলে মুনাফিকরা বলাবলি করতে লাগল যে, যদি তারা আমাদের কথা শুনত এবং যুদ্ধে গমন না করত। তাহলে মৃত্যুবরণ করত না। তখন মহান আল্লাহ তা'আলা তাদের ভ্রান্ত উক্তিকে খণ্ডন করে উক্ত আয়াত নাজিল করেন।

(১৭১) قوله وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِيْنَ قُتِلُوْا فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ الخ আয়াতের শানে নুযূল : কথিত আছে, আলোচ্য আয়াত বীরে মাউনায় শাহাদাত বরণকারীদের সম্পর্কে নাজিল হয়েছে। মতান্তরে সকল শহীদগণ সম্পর্কেই আলোচ্য আয়াত অবতীর্ণ হয়েছে।

শানে নুযূল–২ : সুনানে আবূ দাউদ মুসান্নাফে ইবনে আবী শায়বা গ্রন্থে বিশুদ্ধতম সনদ দ্বারা হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেন, ওহুদ অভিযানে আমাদের যে সকল ভাইয়েরা শাহাদাত বরণ করেন আল্লাহ তা'আলা তাদেরকে সবুজ পাখির অভ্যন্তরে স্থান করে দেন। পাখিগুলো জান্নাতের উদ্যানসমূহে ও নদ-নদীতে গমন করে। জান্নাতের উদ্যান থেকে ফল-মূল খায় এবং নিচে ঝুলন্ত স্বর্ণের প্রদীপটির দিকে আসে। অতঃপর তারা যখন তাদের খাদ্য-পানীয় ও বিশ্রামের স্থানে আনন্দ-উপভোগ করে, তখন তারা বলে, আমাদের পক্ষ থেকে আমাদের ভাইদেরকে এ সু-সংবাদ পৌছে দিবে কে যে, আমরা জান্নাতে রিজিক প্রাপ্ত হয়ে জীবিত আছি। তারাও যেন জিহাদের প্রতি উদাসীন না থাকে ও ক্লান্ততা বোধ না করে। তখন আল্লাহ তা'আলা বলেন, তোমাদের পক্ষ থেকে এ খবর আমি নিজেই পৌছে দিব। অতঃপর আল্লাহ তা'আলা এ আয়াত অবতীর্ণ করেন।

শানে নুযূল– ৩ : বাকী বিন মুখাল্লাদ হযরত জাবের (রা.) হতে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন, আমার সাথে রাসূল ﷺ -এর সাক্ষাৎ হলে তিনি আমাকে বলেন, হে জাবের! তোমাকে আমি এত হতোদ্যম ও ভগ্ন হৃদয় দেখতে পাচ্ছি কেন? তখন আমি বললাম, হে আল্লাহর রাসূল! আমার পিতা শাহাদাত বরণ করেছেন এবং ছেলেমেয়ে রেখে গেছেন, তদুপরি তার উপর রয়ে গেছে ঋণের বোঝা। রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন, আমি কি তোমাকে সু-সংবাদ শুনাব না? তোমার পিতার সাথে আল্লাহ তা'আলার কিভাবে সাক্ষাৎ হয়েছে? আমি বললাম, হে আল্লাহর রাসূল! বলুন, তখন রাসূল ﷺ বললেন যে, আল্লাহ তোমার পিতাকে জীবিত করে পর্দাহীনভাবে মুখোমুখি কথা বলেছেন। তা ছাড়া আর কারো সাথে এমনভাবে কথা বলেননি। তখন তাকে বলেন, হে আমার বান্দা! আমি তোমাকে যা দিয়েছি, তা তোমার প্রতি অনুগ্রহ করেই করেছি। তখন সে বলল, হে আল্লাহ! তুমি আমাকে দুনিয়াতে আবার প্রেরণ কর, তা হলে আবারও আমি তোমার পথে জিহাদ করে শাহাদাত বরণ করব। তখন আল্লাহ তা'আলা বলেন যে, আমার পক্ষ থেকে তা পূর্ব নির্ধারিত যে তারা দুনিয়াতে পুনরায় প্রত্যাবর্তিত হবে না। তখন সে বলল, হে আল্লাহ! তা হলে আমার পিছনে যারা রয়েছে তাদের নিকট তুমিই আমার সংবাদটুকু পৌছে দাও। তখন আল্লাহ তা'আলা উক্ত আয়াত নাজিল করেন।

শানে নুযূল– ৪ : হযরত আবূ যুহা বলেন, বিশেষ করে ওহুদের যুদ্ধে যারা শাহাদাত বরণ করেছিলেন তাদের সম্পর্কে আলোচ্য আয়াত নাজিল হয়েছে।

শানে নুযূল– ৫ : কারো মতে বদর অভিযানে শাহাদাত বরণকারীদের সম্পর্কে আলোচ্য আয়াত নাজিল হয়েছে। তারা ছিলেন সর্বমোট ১৪ জন সাহাবী। (৮ জন আনসারী, ৬ জন মুহাজির)

শানে নুযূল– ৬ : হযরত সাঈদ বিন জুবাইর বলেন, হামযা বিন আব্দুল মুত্তালিব ও মুসআব বিন উমাইয়ার (রা.) যখন শাহাদাত বরণ করলেন, তখন তাদেরকে যে রিজিক প্রদান করা হচ্ছে তা তারা দেখতে পাচ্ছে। অবস্থা দৃষ্টে তারা বলল, হায়, আফসোস! আমাদের ভাইয়েরা যদি জানতে পারত আমরা কি ধরনের কল্যাণমূলক প্রতিদান পেয়েছি, তা হলে জিহাদে তাদের আগ্রহ অতি বেড়ে যেত। তখন আল্লাহ তা'আলা বললেন, তোমাদের পক্ষ থেকে আমি এ সংবাদটুকু পৌছে দিচ্ছি। তখন মহান আল্লাহ তা'আলা আলোচ্য আয়াত নাজিল করেন। –[বাহরে মুহীত– ৩ : ১১৭, কুরতুবী–৪ : ২৬১, ফাতহুল কাদীর–১ : ৪০১, রুহুল মা'আনী– ২-৪ : ১২১, ইবনে কাছীর–১ : ৪২৭, আসবাবুন নুযূল নাসাপুরী, ৭৮-৭৯]

(১৭২) قوله الَّذِيْنَ اسْتَجَابُوْا لِلّٰهِ وَالرَّسُوْلِ الخ আয়াতের শানে নুযূল– ১ : হযরত আবূ হাতেম ও তাবারানী বিশুদ্ধতম সনদে হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) হতে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন, মুশরিকরা যখন ওহুদ থেকে ফিরে এলো, তখন তারা পরস্পরে বলল, তোমরা মুহাম্মদকে তো হত্যা করনি। পিছনে তাড়াও করনি, তোমরা কতইনা জঘন্যতরের কাজ করেছ।

https://e-ilm.weebly.com/

কাজেই তোমরা ফিরে চল। তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ তা শুনে ফেলেন। সুতরাং রাসূল ﷺ মুসলমানদেরকে যুদ্ধের জন্য আহবান করেন। তারাও যুদ্ধের জন্য সাড়া দিয়ে হামরাউল আসাদ অথবা আবূ উৎবা কূপের সন্নিকট পর্যন্ত পৌছেন। তখন মুশরিকরা বলল, আগামী বৎসর আসবে। ফলে রাসূল ﷺ ফিরে চলে গেলেন। এ অভিযানকেও গাযওয়া বলা হয়। তখন সে অবস্থার প্রেক্ষাপটে আল্লাহ তা'আলা আলোচ্য আয়াত নাজিল করেন।

শানে নুযূল– ২ : হযরত ইবনে ইসহাক, ইবনে জারীর ও বায়হাকী আব্দুল্লাহ বিন আবূ বকর বিন মুহাম্মদ হতে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ হামরাউল আসাদের উদ্দেশ্যে বের হন। আবূ সুফিয়ানও রাসূল ﷺ -এর উদ্দেশ্যে বের হওয়ার জন্য তার সঙ্গী-সাথীদেরকে নিয়ে একত্রিত হয়ে বলল, আমরা ইতঃপূর্বে তাদেরকে উচ্ছেদ করে দেওয়ার জন্য গিয়েছিলাম, তাদের স্থায়িত্বতাকে আমরা কখনো সহ্য করি না। তার নিকট খবর পৌছল যে, রাসূল ﷺ তদীয় সাহাবায়ে কেরামকে নিয়ে তাদের অনুসন্ধানে বের হয়েছেন। আবূ সুফিয়ান ও তার সাথীদের মাঝে ভয়ের সঞ্চার হলো, এমতাবস্থায় আব্দে কায়স থেকে এক দল অশ্বারোহী আসছিল, তখন আবূ সুফিয়ান তাদেরকে বলে দিল, মুহাম্মদকে তোমরা বলে দিও যে, তাঁর সঙ্গী-সাথীসহ সকলকে নিঃশেষ করে দেওয়ার জন্য আমরা জমায়েত হচ্ছি। অতঃপর সে অশ্বারোহীদল যখন হামরাউল আসাদ হয়ে রাসূল ﷺ-এর পাশ দিয়ে যাচ্ছিল, তখন তারা রাসূল ﷺ-কে আবূ সুফিয়ান যা বলেছিল, সে সম্পর্কে সংবাদ জানাল ফলে রাসূল ﷺ এবং সকল মুসলমানরা এক সাথে বললেন حَسْبُنَا اللّٰهُ وَنِعْمَ الْوَكِيْلُ সাহাবায়ে কেরামের সে দৃঢ় মনোবল দেখানোর পরিপ্রেক্ষিতে আল্লাহ তা'আলা আলোচ্য আয়াত নাজিল করেন। –[ফাতহুলকাদীর ১ : ৪০১]

শানে নুযূল– ৩ : হযরত হাসান বসরী (র.) বলেন, আবূ সুফিয়ান ও তার সহচররা অনেক মুসলমানকে হতাহত করে ফিরে গেল। রাসূল ﷺ তখন বললেন, আবূ সুফিয়ান তো অবশ্যই প্রত্যাবর্তন করেছে। পক্ষান্তরে আল্লাহ তার অন্তরে ভয় ঢেলে দিয়েছেন। সুতরাং তাকে উদ্দেশ্য করে কে বের হবে। তখন নবী করীম ﷺ নিজে দাঁড়ালেন, সাথে সাথে হযরত আবূ বকর, ওমর, উসামন, আলী এবং আরো অনেক সাহাবী তাঁর সাথে চললেন। তখন আবূ সুফিয়ান জানতে পারল যে, রাসূল ﷺ তাঁর সাথীগণকে নিয়ে তার অনুসন্ধান করছেন। ফলে একটি বণিক দলের সাথে সাক্ষাৎ হলে সে বলে দিল যে, তোমরা মুহাম্মদকে জানিয়ে দিবে যে, তোমাদের জন্য এমন বিশাল প্রস্তুতি গ্রহণ করা হচ্ছে, পক্ষান্তরে তারাও জানে আমরা জমায়েত হচ্ছি। পরন্তু তাদের প্রতি অভিযানে আমিও যাব নিশ্চিত। সুতরাং তারা রাসূল ﷺ কে এ সংবাদ জানাল তিনি বলেন حَسْبُنَا اللّٰهُ وَنِعْمَ الْوَكِيْلُ তখন আল্লাহ তা'আলা আলোচ্য আয়াত নাজিল করেন। –[ইবনে কাছীর : ১ : ৪৩০]

কুরাইশ বাহিনী যখন ওহুদ যুদ্ধ শেষে মদিনা হতে ফেরার পথে রওহা নামক স্থানে অবস্থান করল, তখন তাদের ধারণা জাগল যে, আমাদের কাজ অসম্পন্ন থেকে গেল। মুহাম্মদের অনেক অনুচরকে হত্যা করলাম এবং শত শত লোককে ক্ষত বিক্ষতও করলাম, সুতরাং মদিনায় ফিরে গিয়ে অতর্কিতভাবে আক্রমণ করার উপযুক্ত সময় এখন। কারণ মুসলমানরা এসময়ে সম্পূর্ণরূপেই ক্ষত বিক্ষত। এ অবস্থায় মোকাবিলা করার কোনো সাহস পাবে না। সাফওয়ান বিন উমাইয়া বলল, এখন মক্কায় ফিরে যাওয়াই সমীচীন। মুহাম্মদের সাথীরা এ মুহূর্তে উদ্যোপিত হয়ে রয়েছে। দ্বিতীয়বার আক্রমণে তোমরা সফল নাও হতে পার।

১৫ই শাওয়াল শনিবার দিন সন্ধ্যাবেলা কুরাইশ বাহিনী রওহা নামক স্থানে এবং শনিবার রাতে এ আলোচনা হয়েছিল। সে রাতেই ফজরের সময়ে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সংবাদ বাহক এ সুসংবাদ নিয়ে এলো। হযরত রাসূল ﷺ তৎক্ষণাত হযরত বিলাল (রা.)-কে পাঠিয়ে মদিনায় ঘোষণা করিয়ে দিলেন যে, জিহাদে বের হওয়ার জন্য তোমরা প্রস্তুতি নিয়ে নাও। আর এ অভিযানে ওহুদে অংশগ্রহণকারী যারা কেবল তারা অংশ গ্রহণ করতে পারবে। হযরত জাবের বিন আব্দুল্লাহ (রা.) উপস্থিত হয়ে আবেদন করলেন যে, হে আল্লাহর রাসূল! ওহুদ যুদ্ধে আমার পিতা শাহাদাত বরণ করেছেন। আমার বোনদের দেখাশুনা করার কারণে ওহুদ যুদ্ধে অংশ গ্রহণ করতে পারিনি। এবার আমি আপনার সাথে যাওয়ার অনুমতি চাই। রাসূল ﷺ তাকে অনুমতি দিলেন। এ অভিযান দ্বারা উদ্দেশ্য ছিল, শত্রুপক্ষ যেন মুসলমানরা দুর্বল হয়ে গেছে এমন কোনো ধারণা না করে। যার দরুন তিনি ক্ষত-বিক্ষত হয়েও একটি রাত্র বিশ্রাম গ্রহণ না করে সে সাহাবীগণসহ আবারো দাঁড়িয়ে গেলেন।

১৬ই শাওয়াল রবিবার সারাদিন পথ চলে হামরাউল আসাদ নামক স্থানে পৌছে অবস্থান গ্রহণ করেন। হামরাউল আসাদ ও মদিনার মাঝে ব্যবধান ছিল ৮/১০ মাইলের দূরত্ব। খুযাআ গোত্রের দলপতি মা'বাদ খুযাই ওহুদের পরাজয়ের কথা শুনে

https://e-ilm.weebly.com/

সমবেদনা জ্ঞাপন করার জন্য উপস্থিত হয়। রাসূল ﷺ ও সাহাবীগণের সমবেদনা জ্ঞাপনের পর মা'বাদ বিদায় নিয়ে আবূ সুফিয়ানের সাথে সাক্ষাৎ করে। আবূ সুফিয়ান পুনরায় মদিনায় আক্রমণ করার কথা ব্যক্ত করল। মা'বাদ বলল, মুহাম্মদ তো বিশাল বাহিনী নিয়ে মোকাবিলা ও পশ্চাদ্ধাবনের জন্য বের হয়ে পড়েছে। আবূ সুফিয়ান এ কথা শুনেই মক্কা ফিরে গেল। রাসূল ﷺ তিন দিন অপেক্ষা করে শুক্রবার দিন ফিরে এলেন। সে পরিপ্রেক্ষিতে আল্লাহ তা'আলা আলোচ্য আয়াতদ্বয় নাজিল করেন। –[সীরাতে মুস্তফা–২ : ২৫৫] –[আসবাবুন নুযূল নাসা]

(১৭৩) قوله الَّذِيْنَ قَالَ لَهُمُ النَّاسُ الخ আয়াতের শানে নুযূল : কিছু সংখ্যক মুফাসসিরীনের মতে উক্ত আয়াতটি ছোট বদর যুদ্ধ সম্পর্কে অবতীর্ণ হয়। কুরাইশ নেতা আবূ সুফিয়ান বদর যুদ্ধের দিন বলেছিল যে, 'আগামী বছর তোমাদের ও আমাদের মাঝে বদর ময়দানে ফয়সালা হবে।' পরের বৎসর আবূ সুফিয়ান নাঈম বিন মাসউদ আশজায়ীকে কিছু দেওয়ার বিনিময়ে ঠিক করে যে, মুসলমানদেরকে আমাদের সম্পর্কে ভয় দেখাবে, যাতে তারা বদর আগমন স্থগিত রাখে, নাঈদ মদিনায় এসে নানারূপ ভয়-ভীতি প্রদর্শন করতে থাকে। তখন মুসলমানরা حَسْبُنَا اللّٰهُ وَنِعْمَ الْوَكِيْلُ ছাড়া অন্য কোনো কথা বলল না। রাসূল ﷺ ওহুদের গাজী ও অন্যান্য সাহাবীদের নিয়ে বদরে পৌঁছলেন এবং সেখানে ৮দিন অবস্থান করেন। ইসলামি বাহিনীর ভয়ে কুরাইশরা আর সেখানে আসেনি। এ প্রসঙ্গেই আল্লাহ তা'আলা উক্ত আয়াত নাজিল করেন।

অতঃপর فَبِاِذْنِ اللّٰهِ আয়াতে ইঙ্গিত করা হয়েছে যে, এসব যা কিছু হয়েছে, সবই আল্লাহর ইচ্ছা ও সমর্থনে হয়েছে যাতে নিহিত রয়েছে বহু হিকমত ও রহস্য। সেসব রহস্যের কিছু কিছু ইতঃপূর্বেও বর্ণিত হয়েছে। তবে একটি রহস্য হচ্ছে এই যে, এভাবে আল্লাহ নিঃস্বার্থ মুমিনগণকেও দেখে নিবেন। অর্থাৎ, যাতে মুমিনদের নিঃস্বার্থতা এবং মুনাফিকদের প্রতারণা এমনভাবে প্রকৃষ্ট হয়ে যায় যাতে যে কোনো লোক তা দেখে নিতে পারে। এখানে আল্লাহর দেখে নেওয়ার অর্থ হলো এই যে, পৃথিবীতে দেখার যেসব উপায় প্রচলিত রয়েছে, সে অনুযায়ী দেখে নেওয়া। অন্যথা আল্লাহ তো সর্বক্ষণই প্রত্যেক বস্তু ও বিষয় দেখছেন। বস্তুতঃ এই রহস্যটি এভাবে প্রকাশ পেয়েছে যে, কঠিন বিপদের সময় মুনাফিকরা সরে দাঁড়িয়েছে, আর নিঃস্বার্থ মুমিনরা যুদ্ধে অনড়-অটল রয়েছেন।

এভাবে সান্ত্বনা দেওয়ার আরো একটি কারণ এই যে, এ যুদ্ধে যেসব মুসলমান শহীদ হয়েছেন, তাঁদেরকে আল্লাহ তা'আলা এমন সব প্রতিদান দিয়েছেন, অন্যান্যদেরও তার প্রতি ঈর্ষা সৃষ্টি হওয়া উচিত। এরই প্রেক্ষিতে পরবর্তী وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِيْنَ قُتِلُوْا فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ اَمْوَاتًا আয়াতে শহীদদের মর্যাদার কথা বলা হয়েছে।

আল্লাহর রাহে শাহাদাত বরণকারীদের বিশেষ মর্যাদা : এ আয়াতে শহীদগণের বিশেষ মর্যাদার বিবরণ বিধৃত হয়েছে। এছাড়া বিশুদ্ধ হাদীসেও এ সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা এসেছে। ইমাম কুরতুবী (র.) বলেছেন, শহীদদের অবস্থা ও মর্যাদার মধ্যেও পার্থক্য রয়েছে। কাজেই হাদীসের রেওয়ায়েতে যেসব দিক বর্ণিত হয়েছে, তাও বিভিন্ন অবস্থারই প্রেক্ষিতে বলা হয়েছে।

এ আয়াতে শহীদদের প্রথম বৈশিষ্ট্য বলা হয়েছে, তাঁদের অনন্ত জীবন লাভকে। অতঃপর দ্বিতীয় বৈশিষ্ট্য হলো আল্লাহ তা'আলার পক্ষ থেকে তাঁদের রিজিক প্রাপ্তি।

তৃতীয় বৈশিষ্ট্য বর্ণনা করা হয়েছে فَرِحِيْنَ بِمَآ اٰتٰهُمُ اللّٰهُ আয়াতে, বলা হয়েছে তারা সদা-সর্বক্ষণ আনন্দমুখর থাকবেন। যে সমস্ত নিয়ামত আল্লাহ তাঁদেরকে দান করবেন সেগুলোর মধ্যে চতুর্থটি হলো وَيَسْتَبْشِرُوْنَ بِالَّذِيْنَ لَمْ يَلْحَقُوْا بِهِمْ অর্থাৎ, তাঁরা নিজেদের যেসব উত্তরসুরিকে পৃথিবীতে রেখে গিয়েছিলেন, তাঁদের ব্যাপারেও তাদের এ আনন্দ অনুভূত হয় যে, তাঁরাও পৃথিবীতে থেকে সৎকাজ ও জিহাদে নিয়োজিত রয়েছেন। ফলে তাঁরাও এখানে এসে এমনি সব নিয়ামত এবং উচ্চ মর্যাদা লাভ করবেন।

আর সুদ্দী (র.) বর্ণনা করেছেন, শহীদের আত্মীয়-বন্ধুর মৃত্যু সম্পর্কে তাদের পূর্বাহ্নেই জানিয়ে দেওয়া হয় যে, অমুক ব্যক্তি এখন তোমার নিকট আসছেন। তখন তিনি তেমনি আনন্দিত হন, যেমন পৃথিবীতে বহু দূরের কোনো বন্ধুর সাথে সুদীর্ঘ সময়ের পর সাক্ষাৎ হলে হয়ে থাকে।

এ আয়াতের যে শানে নুযূল হযরত আবূ দাঊদ (র.) বিশুদ্ধ সনদের মাধ্যমে হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) থেকে রেওয়ায়েত করেছেন, তা হলো এই, রাসূলুল্লাহ ﷺ সাহাবায়ে কেরাম (রা.)-কে বললেন, ওহুদের ঘটনায় যখন তোমাদের ভাইয়েরা শহীদ হন তখন আল্লাহ তাঁদের আত্মাগুলোকে সবুজ পাখির পালকের ভিতরে স্থাপন করে মুক্ত করে দেন। তাঁরা জান্নাতের ঝর্ণা ও উদ্যানসমূহ থেকে নিজেদের রিজিক আহরণ করেন এবং অতঃপর তারা সেই আলোক ধারায় ফিরে আসেন। যা

https://e-ilm.weebly.com/

তাঁর জন্য আল্লাহর আরশের নিচে টাঙ্গিয়ে দেওয়া হয়েছে। যখন তারা নিজেদের জন্য আনন্দ ও শান্তিময় এ জীবন প্রত্যক্ষ করলেন, তখন বললেন, আমাদের আত্মীয়-আপনজনরা পৃথিবীতে আমাদের মৃত্যুতে শোকার্ত; আমাদের অবস্থা সম্পর্কে কি কেউ তাদের জানিয়ে দিতে পারে, 'যাতে তারা আমাদের জন্য দুঃখ না করে এবং তারাও যাতে জিহাদে অংশগ্রহণের চেষ্টা করে।' তখন আল্লাহ বলেন, 'তোমাদের এ সংবাদ তাদেরকে পৌছে দিচ্ছি।' এর প্রেক্ষিতে وَيَسْتَبْشِرُونَ بِالَّذِينَ لَمْ يَلْحَقُوا بِهِمْ আয়াত অবতীর্ণ হয়। –[কুরতুবী]

এ যুদ্ধের ঘটনাটি এই , মক্কার কাফেররা যখন ওহুদের ময়দান থেকে ফিরে এলো, তখন পথে এসে তাদের আফসোস হলো যে, আমরা বিজয় অর্জন করার পরিবর্তে অনর্থকই ফিরে এলাম। সবাই মিলে একটি কঠিন আক্রমণ চালিয়ে সমস্ত মুসলমানকে খতম করে দেওয়াই উচিত ছিল। সুতরাং তারা পুনরায় মদিনায় ফিরে যেতে ইচ্ছা করতে লাগল। কিন্তু আল্লাহ তা'আলা তাদের মনে গভীর ভীতির সঞ্চার করে দিলেন। তাতে তারা সোজা মক্কার পথ ধরল। কিন্তু যেতে যেতে মদিনাযাত্রী কোনো কোনো পথিকের কাছে বলে দিয়ে গেল যে, তোমরা সেখানে গিয়ে কোনো প্রকারে মুসলমানদের মনে আমাদের ভয় বিস্তার করবে যে, তারা আবার এদিকে ফিরে আসছে। এ ব্যাপারটি ওহীর মাধ্যমে হুজুর ﷺ জানতে পারলেন। কাজেই তিনি হামরাউল আসাদ পর্যন্ত তাদের পশ্চাদ্ধাবন করলেন। –[ইবনে জারীর, রূহুল বয়ান]

আর সহীহ বুখারীতে উল্লেখ রয়েছে যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ ঘোষণা করলেন, কে আছে, যারা মুশরিকদের পশ্চাদ্ধাবন করবে? তখন সত্তর জন সাহাবী প্রস্তুত হলেন, যাঁদের মধ্যে এমন লোকও ছিলেন যাঁরা গত কালকের যুদ্ধে কঠিনভাবে আহত হয়ে পড়েছিলেন এবং অন্যের সাহায্যে চলাফেরা করছিলেন। এরাই রাসূলে মাকবূল ﷺ -এর সাথে মুশরিকদের পশ্চাদ্ধাবনে রওয়ানা হলেন। যখন তাঁরা হামরাউল আসাদ নামক স্থানে গিয়ে পৌছলেন, তখন সেখানে নোআইম ইবনে মাসউদের সাথে সাক্ষাৎ হলো। সে সংবাদ দিল যে, আবূ সুফিয়ান নিজের সাথে আরো সৈন্য সংগ্রহ করে পুনরায় মদিনা আক্রমণ করার সিদ্ধান্ত নিয়েছে। আহত দুর্বল সাহাবায়ে কেরাম এই ভীতিজনক সংবাদ শুনে সমস্বরে বলে উঠলেন, আমরা তা জানি না। حَسْبُنَا اللّٰهُ وَنِعْمَ الْوَكِيْلُ অর্থাৎ, আল্লাহ আমাদের জন্য যথেষ্ট এবং তিনিই উত্তম সাহায্যকারী।

এদিকে মুসলমানদেরকে ভীতি প্রদর্শনের উদ্দেশ্যে এ সংবাদ দেওয়া হলো, কিন্তু মুসলমানগণ তাতে কোনোরূপ প্রভাবান্বিত হলেন না; অপরদিকে বনী খোযাআহ গোত্রের মা'বাদ ইবনে খোযা'আহ নামক এক ব্যক্তি মদিনা থেকে মক্কার দিকে যাচ্ছিল। যদিও সে লোকটি মুসলমান না কিন্তু মুসলমানদের হিতার্থী ছিল এবং তার গোত্র ছিল রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর সাথে বন্ধুত্বের চুক্তিতে আবদ্ধ। কাজেই রাস্তায় মদিনা প্রত্যাগত আবূ সুফিয়ানকে যখন দেখতে পেল যে সে নিজেদের প্রত্যাগমনের জন্য অপেক্ষা করছে এবং পুনরায় মদিনা আক্রমণের চিন্তা–ভাবনা করছে। তখন সে আবূ সুফিয়ানকে বলল, তোমরা ধোঁকায় পড়ে আছ যে, মুসলমানরা দুর্বল হয়ে পড়েছে। আমি তাদের বিরাট বাহিনীকে হামরাউল আসাদে দেখে এসেছি, যারা কিনা পরিপূর্ণ সাজ-সরঞ্জামে সজ্জিত হয়ে তোমাদের পশ্চাদ্ধাবন উদ্দেশ্যে বেরিয়েছে। এ সংবাদ আবূ সুফিয়ানের মনে ভীতির সঞ্চার করে দিল।

আলোচ্য আয়াতগুলোতে এ ঘটনারই বর্ণনা দেওয়া হয়েছে।

এখানে এ বিষয়টি বিশেষভাবে প্রণিধানযোগ্য যে, আল্লাহর উপর রাসূলে কারীম ﷺ এবং তাঁর সাহাবীদের চাইতে অধিক তাওয়াক্কুল তো দুনিয়ার অন্য কারো মধ্যে থাকতেই পারে না, কিন্তু তাঁদের তাওয়াক্কুল বা নির্ভরশীলতা এমন ছিল না যে, বাহ্যিক প্রয়োজনীয় ব্যবস্থাদি পরিহার করে বসে থাকতেন এবং বলতেন যে, আমাদের জন্য আল্লাহই যথেষ্ট; তিনি বসিয়ে বসিয়েই আমাদেরকে বিজয় দান করবেন। কিন্তু তা নয়; বরং তিনি সাহাবায়ে কেরামকে সমবেত করলেন, আহত মানুষে মনে নতুন প্রাণ সঞ্চারিত করলেন, জিহাদের জন্য তাদেরকে তৈরি করলেন এবং রওয়ানা হয়ে গেলেন। বস্তুতঃ নিজের আয়ত্তে যত রকম ব্যবস্থা ছিল সে সবই তিনি করলেন এবং তারপরে বললেন, 'আমাদের জন্য আল্লাহই যথেষ্ট। এটাই হলো সেই সঠিক ও যথার্থ তাওয়াক্কুল বা নির্ভরশীলতা, যার শিক্ষা কুরআনে দেওয়া হয়েছে। আর রাসূলে কারীম ﷺ ও এরই উপর আমল করেছেন এবং করিয়েছেন। তাছাড়া বাহ্যিক ও পার্থিব উপকরণসমূহও আল্লাহ তা'আলারই অনুগ্রহের দান। এগুলোকে বর্জন করা তাঁর অকৃতজ্ঞতারই নামান্তর। তদুপরি স্বাভাবিক উপকরণাদি বর্জন করে তাওয়াক্কুল করা রাসূলে কারীম ﷺ -এর সুন্নত নয়।

রাসূলে কারীম ﷺ স্বয়ং কোনো এক ঘটনার প্রেক্ষিতে حَسْبُنَا اللّٰهُ وَنِعْمَ الْوَكِيْلُ এ আয়াত সম্পর্কেই পরিষ্কার ভাষায় ইরশাদ করেছেন–

https://e-ilm.weebly.com/

হযরত আউফ ইবনে মালেক (রা.) বলেছেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর নিকট দু' ব্যক্তির মোকদ্দমা উপস্থিত হলে তিনি তাদের মধ্যে মীমাংসা করে দিলেন। এই মীমাংসটি যে লোকের বিরুদ্ধে গেল তিনি গভীর মনোযোগের সাথে তা শুনলেন এবং এ কথা বলতে বলতে চলে যেতে লাগলেন حَسْبُنَا اللّٰهُ وَنِعْمَ الْوَكِيْلُ হুজুর ﷺ বললেন, তাকে আমার কাছে ফিরিয়ে নিয়ে আস। তারপর বললেন "আল্লাহ হাত-পা ভেঙ্গে বসে থাকা পছন্দ করেন না; বরং তোমাদের উচিত সমস্ত ব্যবস্থা অবলম্বন করার পর নরম হয়ে যাওয়া এবং 'আল্লাহই আমাদের জন্য যথেষ্ট এবং তিনিই সর্বোত্তম কারক' বলে ঘোষণা করা।"

তৃতীয় আয়াতে সে সমস্ত সাহাবায়ে কেরামের জিহাদের জন্য রওয়ানা হওয়া এবং হাসবুনাল্লাহু ওয়া নি'মাল ওয়াকীল' বলার উপকারিতা, ফলশ্রুতি ও বরকত বর্ণনা করা হয়েছে। বলা হয়েছে– 'এরা আল্লাহর দান ও অনুগ্রহ নিয়ে ফিরে এলো। তাতে তাদের কোনো রকম অসন্তোষ হলো না। আর তারা হলো আল্লাহর ইচ্ছার অনুগত।

আল্লাহ তা'আলা তাঁদেরকে তিনটি নিয়ামত দান করেছেন।

প্রথম নিয়ামত হলো এই যে, কাফেরদের মনে তাঁদের ভীতি সঞ্চার করে দিলেন এতে তারা পালিয়ে গেল। ফলে তারা যুদ্ধ-বিগ্রহ থেকে নিরাপদ রইলেন। এ নিয়ামতকে আল্লাহ তা'আলা নিয়ামত শব্দেই উল্লেখ করলেন। **দ্বিতীয় নিয়ামত এই যে,** হামরাউল আসাদের বাজারে তাঁদের ব্যবসা বাণিজ্যের যে সুযোগ হয়েছিল এবং তাতে তাঁরা যে লাভবান হয়েছিলেন, তাকেই বলা হয়েছে 'ফযল'।

তৃতীয় নিয়ামতটি হলো : আল্লাহর রেজামন্দী বা সন্তুষ্টি লাভ যা সমস্ত নিয়ামতের উর্ধ্বে এবং যা এই জিহাদে তাঁদেরকে বিশেষ ভঙ্গিতে দেওয়া হয়েছে।

কুরআনে কারীম حَسْبُنَا اللّٰهُ وَنِعْمَ الْوَكِيْلُ আয়াতে যেসব লাভ ও উপকারিতার কথা বর্ণনা করেছে, তা শুধুমাত্র সাহাবায়ে কেরামের জন্য নির্দিষ্ট ছিল না; বরং যে কেউ পূর্ণ ঈমানী উদ্দীপনা সহকারে এর জপ করবে, সেই এ সমস্ত বরকত লাভে সমর্থ হবে।

حَسْبُنَا اللّٰهُ وَنِعْمَ الْوَكِيْلُ পাঠের উপকারিতা বর্ণনা প্রসঙ্গে ওলামা ও মাশায়েখগণ লিখেছেন যে, এ আয়াতটি পূর্ণ ঈমানী উদ্দীপনা ও স্থির বিশ্বাসের সাথে এক হাজার বার পাঠ করে কোনো দোয়া করা হলে আল্লাহ তা প্রত্যাখ্যান করেন না। দুশ্চিন্তা ও বিপদাপদের সময় حَسْبُنَا اللّٰهُ وَنِعْمَ الْوَكِيْلُ পাঠ করা পরীক্ষিত।

শব্দ বিশ্লেষণ

اِلْتَقٰى : সীগাহ واحد مذكر غائب বহছ ماضى معروف বাব اِفْتِعَالْ মাসদার اَلْاِلْتِقَاءُ মূলবর্ণ (ل ـ ق ـ ى) জিনস ناقص يائى অর্থ– পরস্পরে মুখোমুখি হলো।

اِدْرَءُوْا : সীগাহ جمع مذكر حاضر বহছ امر حاضر معروف বাব فَتَحَ মাসদার اَلدَّرْءُ মূলবর্ণ (د ـ ر ـ ء) জিনস مهموز لام অর্থ– তোমরা দূর কর।

اَمْوَاتًا : শব্দটি বহুচন, একবচন ميت অর্থ– মৃত, মৃত্যুবরণকারী।

اَحْيَاءٌ : শব্দটি বহুবচন, একবচন حى অর্থ– জীবিত।

বাক্য বিশ্লেষণ

قوله وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِيْنَ قُتِلُوْا فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ اَمْوَاتًا : এখানে لَا تَحْسَبَنَّ ফে'ল যমীরে هو ফা'য়েল الذين ইসমে মাওসূল قُتِلُوْا ফে'ল যমীরে هُمْ নায়েবে ফা'য়েল فِيْ হরফে জার سَبِيْلِ মুযাফ اللّٰهِ শব্দটি মুযাফ ইলাইহি. مضاف ও مضاف اليه মিলে مجرور হলো। جار ও مجرور মিলে متعلق হলো। فعل ـ نائب فاعل ও متعلق মিলে جُمْلَة فعل হয়ে صله। অতঃপর صله ও موصول মিলে প্রথম مفعول আর اموات দ্বিতীয় মাফউল। তার দুটি মাফউল মিলে جُمْلَه فِعْلِيَّه হলো।

قوله وَاَنَّ اللّٰهَ لَا يُضِيْعُ اَجْرَ الْمُحْسِنِيْنَ : এখানে ان হরফে মুশাব্বাহ বিল ফে'ল اَللّٰهَ শব্দটি اِنَّ এর ইসম لَا يُضِيْعُ ফে'ল যমীরে هُوَ ফা'য়েল اَجْرَ মুযাফ اَلْمُؤْمِنِيْنَ মুযাফ ইলাইহ। مضاف ও مضاف اليه মিলে مفعول হলো। فعل ـ فاعل ও مفعول মিলে جُمْلَة فِعْلِيَّة হয়ে ان এর খবর। সুতরাং ان তার اسم ও خبر নিয়ে جُمْلَة اِسْمِيَّة হলো।

https://e-ilm.weebly.com/

فَانْقَلَبُوْا بِنِعْمَةٍ مِّنَ اللّٰهِ وَفَضْلٍ لَّمْ يَمْسَسْهُمْ سُوْٓءٌ ۙ وَّاتَّبَعُوْا رِضْوَانَ اللّٰهِ ؕ وَاللّٰهُ ذُوْ فَضْلٍ عَظِيْمٍ (١٧٤)

অনুবাদ : (১৭৪) সুতরাং তারা প্রত্যাবর্তন করল আল্লাহর নিয়ামত এবং অনুগ্রহে পরিপুষ্ট হয়ে, তাদেরকে অসুবিধা মোটেই স্পর্শ করেনি এবং তারা আল্লাহর সন্তুষ্টির অনুগত রয়েছে, আর আল্লাহ অতি অনুগ্রহশীল ।

اِنَّمَا ذٰلِكُمُ الشَّيْطٰنُ يُخَوِّفُ اَوْلِيَآءَهٗ ۪ فَلَا تَخَافُوْهُمْ وَخَافُوْنِ اِنْ كُنْتُمْ مُّؤْمِنِيْنَ (١٧٥)

(১৭৫) তারা শয়তান ভিন্ন আর কিছু নয়, সে [তোমাদেরকে] স্বীয় বন্ধুদের ভয় প্রদর্শন করে, সুতরাং তোমরা তাদেরকে ভয় করো না এবং আমাকেই ভয় কর, যদি তোমরা মুমিন হও ।

وَلَا يَحْزُنْكَ الَّذِيْنَ يُسَارِعُوْنَ فِي الْكُفْرِ ۚ اِنَّهُمْ لَنْ يَّضُرُّوا اللّٰهَ شَيْـًٔا ؕ يُرِيْدُ اللّٰهُ اَلَّا يَجْعَلَ لَهُمْ حَظًّا فِي الْاٰخِرَةِ ۚ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيْمٌ (١٧٦)

(১৭৬) আর আপনার জন্য ঐ সমস্ত লোক চিন্তার কারণ না হওয়া উচিত, যারা দ্রুত কুফরিতে লিপ্ত হয়, নিশ্চয়, তারা আল্লাহর [দীনের] একটুও অনিষ্ট করতে পারবে না, আল্লাহর ইচ্ছা এটাই যে, তাদেরকে পরকালে আদৌ কোনো অংশ না দেন, এবং তাদের কঠোর শাস্তি হবে ।

اِنَّ الَّذِيْنَ اشْتَرَوُا الْكُفْرَ بِالْاِيْمَانِ لَنْ يَّضُرُّوا اللّٰهَ شَيْـًٔا ۚ وَلَهُمْ عَذَابٌ اَلِيْمٌ (١٧٧)

(১৭৭) নিশ্চয় যারা ঈমানের স্থলে কুফরকে গ্রহণ করেছে, তারা আল্লাহর বিন্দুমাত্রও ক্ষতি করতে পারবে না, আর তাদের যন্ত্রণাময় শাস্তি হবে ।

শাব্দিক নুবাদ

(১৭৪) فَانْقَلَبُوْا সুতরাং তারা প্রত্যাবর্তন করল بِنِعْمَةٍ مِّنَ اللّٰهِ وَفَضْلٍ আল্লাহর নিয়ামত এবং অনুগ্রহে পরিপুষ্ট হয়ে لَمْ يَمْسَسْهُمْ سُوْٓءٌ তাদেরকে অসুবিধা মোটেই স্পর্শ করেনি وَاتَّبَعُوْا رِضْوَانَ اللّٰهِ এবং তারা আল্লাহর সন্তুষ্টির অনুগত রয়েছে وَاللّٰهُ ذُوْ فَضْلٍ عَظِيْمٍ আর আল্লাহ অতি অনুগ্রহশীল ।

(১৭৫) اِنَّمَا ذٰلِكُمُ الشَّيْطٰنُ তারা শয়তান ভিন্ন আর কিছু নয় يُخَوِّفُ اَوْلِيَآءَهٗ সে [তোমাদেরকে] স্বীয় বন্ধুদের ভয় প্রদর্শন করে فَلَا تَخَافُوْهُمْ সুতরাং তোমরা তাদেরকে ভয় করো না وَخَافُوْنِ এবং আমাকেই ভয় কর اِنْ كُنْتُمْ مُّؤْمِنِيْنَ যদি তোমরা মুমিন হও ।

(১৭৬) وَلَا يَحْزُنْكَ আর আপনার জন্য ঐ সমস্ত লোক চিন্তার কারণ না হওয়া উচিত الَّذِيْنَ يُسَارِعُوْنَ فِي الْكُفْرِ যারা দ্রুত কুফরিতে লিপ্ত হয় اِنَّهُمْ لَنْ يَّضُرُّوا اللّٰهَ شَيْـًٔا নিশ্চয়, তারা আল্লাহর [দীনের] একটুও অনিষ্ট করতে পারবে না يُرِيْدُ اللّٰهُ আল্লাহর ইচ্ছা এটাই যে اَلَّا يَجْعَلَ لَهُمْ তাদেরকে আদৌ না দেন حَظًّا কোনো অংশ فِي الْاٰخِرَةِ পরকালে وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيْمٌ এবং তাদের কঠোর শাস্তি হবে ।

(১৭৭) اِنَّ الَّذِيْنَ اشْتَرَوُا الْكُفْرَ নিশ্চয় যারা কুফরকে গ্রহণ করেছে بِالْاِيْمَانِ ঈমানের স্থলে لَنْ يَّضُرُّوا اللّٰهَ شَيْـًٔا তারা আল্লাহর বিন্দুমাত্রও ক্ষতি করতে পারবে না وَلَهُمْ عَذَابٌ اَلِيْمٌ আর তাদের যন্ত্রণাময় শাস্তি হবে ।

https://e-ilm.weebly.com/

https://e-ilm.weebly.com/

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

(১৭৪) قوله فَانْقَلَبُوْا بِنِعْمَةٍ مِّنَ اللّٰهِ **আয়াতের শানে নুযূল :** হযরত ইবনে আতিয়্যা ও জমহুরে মুফাসসিরীন বলেন, সঠিক মতানুসারে এ আয়াত গাযওয়ায়ে হামরাউল আসাদ সম্পর্কে অবতীর্ণ হয়েছে। কারণ সেখান থেকে নিরাপদভাবে প্রত্যাবর্তন করেছিলেন এবং সাথে সাথে বাণিজ্য করে লাভবান হয়ে তারা প্রত্যাবর্তন করেন। সে প্রেক্ষাপট সম্পর্কে বর্ণনা দিয়ে আল্লাহ তা'আলা আলোচ্য আয়াত নাজিল করেন। –[বাহরে মুহীত– ৩ : ১২৪]

(১৭৬) قوله وَلَا يَحْزُنْكَ الَّذِيْنَ الخ **আয়াতের শানে নুযূল– ১ :** এ আয়াতে এমন সম্প্রদায় সম্পর্কে বর্ণনা করা হয়েছে, যারা ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করার পর মুশরিকদের ভয়ে ধর্মত্যাগী হয়ে যায়। এতে রাসূল ﷺ অত্যন্ত চিন্তিত হন। তখন আল্লাহ তা'আলা আলোচ্য আয়াত নাজিল করেন।

শানে নুযূল– ২ : কালবী বলেন, আলোচ্য আয়াতে যাদের কথা বর্ণনা করা হয়েছে তারা হলো মুনাফিক ও ইহুদি দলপতি ও নেতৃবর্গ যারা রাসূল ﷺ-এর পরিচিতিসমূহকে গোপন করে রেখেছিল, তখন আলাচ্য আয়াত নাজিল হয়েছে।

শানে নুযূল– ৩ : আহলে কিতাব সম্প্রদায় যখন ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করা হতে বিরত থাকে, তখন তা রাসূল ﷺ-এর নিকট অত্যন্ত কষ্টদায়ক অনুভব হলো। কারণ অন্য সকল মানুষেরা তাদের প্রতি লক্ষ্য করে অপেক্ষমান ছিল। পক্ষান্তরে মানুষেরা বলত যে, তারা তো আহলে কিতাব। তাঁর কথা যদি সত্য হতো, তাহলে তারা তো ইসলাম গ্রহণ করত। তখন সে অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে নবী করীম ﷺ-কে সান্ত্বনা দিয়ে এ আয়াত নাজিল করা হয়েছে। –[কুরতুবী– ৪ : ২৭৭, বাহরে মুহীত– ৩ : ১২৬]

(১৭৮) قوله وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا الخ **আয়াতের শানে নুযূল :** হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) বলেন, আলোচ্য আয়াত ইহুদি খ্রিস্টান ও মুনাফিকদের সম্পর্কে নাজিল হয়েছে। হযরত আতা (রা.) বলেন, আলোচ্য আয়াত বনূ কুরাইযা সম্পর্কে নাজিল হয়েছে। মুকাতিল বলেন, মক্কার মুনাফিকদের সম্পর্কে আলোচ্য আয়াত নাজিল হয়েছে। হযরত যাজ্জাজ (র.) বলেন, এরা এমন একটি সম্প্রদায় যে, তাদের সম্পর্কে আল্লাহ তা'আলা তদ্বীয় নবীকে জানিয়ে দিলেন যে, এরা কখনো ঈমান গ্রহণ করবে না। –[বাহরে মুহীত– ৩ : ১২৮]

(১৭৯) قوله مَا كَانَ اللّٰهُ لِيَذَرَ الْمُؤْمِنِيْنَ الخ **আয়াতের শানে নুযূল– ১ :** আবুল আলিয়া বলেন, মুমিন লোকেরা ঈমানদার এবং মুনাফিকদের মধ্যে পার্থক্য করা যায় মতো কতিপয় পরিচিতি প্রদান করার জন্য আবেদন জানালেন, তখন আল্লাহ তা'আলা আলোচ্য আয়াত নাজিল করেন।

শানে নুযূল– ২ : আলোচ্য আয়াত দ্বারা কাদেরকে সম্বোধন করা হচ্ছে সে সম্পর্কে তাফসীরকারগণের মাঝে মতবিরোধ রয়েছে। তন্মধ্যে হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) যাহহাক, মুকাতিল, কালবী ও অধিকাংশ কুরআন ব্যাখ্যা কারকগণ বলেন যে, আলোচ্য আয়াত দ্বারা কাফের ও মুনাফিকদের কে সম্বোধন করা হচ্ছে। ওরা নবী করীম ﷺ কে বলত, যে ব্যক্তি আপনার ধর্ম ত্যাগ করে তাকে আপনি জাহান্নামী বলেন আর যে ব্যক্তি আপনার ধর্মের অনুসরণ করে তাকে আপনি জান্নাতী বলছেন। অতএব, আপনি বলুন এ সংবাদ আপনি কোথা হতে পেলেন? আমাদের হতে কারা আপনার পাশে আসবে? আর কারা আপনার নিকট আসবে না? তখন আল্লাহ তা'আলা আলোচ্য আয়াত নাজিল করেন। –[কুরতুবী : ৪ : ১৮০, বাহরে মুহীত : ৩ : ১৩০]

(১৭৯) قوله وَمَا كَانَ اللّٰهُ لِيُطْلِعَكُمْ عَلَى الْغَيْبِ الخ **আয়াতের শানে নুযূল– ১ :** এখানে গায়েব দ্বারা যা মানুষ থেকে অনুপস্থিত রয়েছে তাকে বুঝানো হয়েছে। ভবিষ্যত বিষয় সংক্রান্ত যা আল্লাহ তা'আলার নিজ ইলমে এবং মুনাফিকদের অন্তরে গোপনে যে কুটচাল নিহিত রয়েছে ও লোক সমাজের অন্তরালে গিয়ে এরা যা কিছু বলে এর অন্তর্ভুক্ত রয়েছে।

শানে নুযূল–২ : যাজ্জাজ ও কতিপয় কুরআন ব্যাখ্যাকার বলেন, তা মক্কার কোনো কোনো কাফেরের দাবি ছিল। আমরা সকলেই নবী হলাম না কেন? তখন তাদের এ অযৌক্তিক দাবির পরিপ্রেক্ষিতে আলোচ্য আয়াত নাজিল হয়েছে। কারো মতে এরা বলেছিল যে, মুহাম্মদ বিষয়ে আমাদের নিকট কোনো ওহী আসছে না কেন? তখন সে পরিপ্রেক্ষিতে আলোচ্য আয়াত নাজিল হয়েছে। কারো মতে তারা বলত, আমরা তো দলবল ও জনবল দিয়ে তদাপেক্ষা শক্তিশালী। তদুপরি আমাদের প্রতি কেন ওহী আসে না? তখন আল্লাহ তা'আলা আলোচ্য আয়াত নাজিল করেন। কারো মতে জিন শয়তানেরা

https://e-ilm.weebly.com/

আসমানে আরোহণ করত। তখন সেখান থেকে চুরি করে ফেরেশতাদের কথা শুনে আসত। অতঃপর অজানা অনেক কথা তাদের জ্যোতিষী ও গণকদের নিকট এসে সম্প্রচার করত। তা ছিল নবী করীম ﷺ আগমনের পূর্বে। তবে নবী করীম ﷺ আগমনের পর তাদের জন্য উচ্চাকাশে আরোহণ চিরতরে বন্ধ হয়ে যায়, সে পরিপ্রেক্ষিতে আল্লাহ তা'আলা আলোচ্য আয়াত অবতীর্ণ করেন। –[বাহরে মুহীত : ২ : ১৩২]

(১৮০) قوله وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِيْنَ الخ আয়াতের শানে নুযূল– ১ : সুদ্দী ও এক জামাত কুরআন ব্যাখ্যাকারগণ বলেন যে, মাল নিয়ে কার্পণ্যতা করা ও আল্লাহর পথে ব্যয় করতে কৃপণতা করা সম্পর্কে আলোচ্য আয়াত নাজিল হয়েছে।

হযরত ইবনে আব্বাস, আতিয়ার এক বর্ণনা, মুজাহিদ ইবনে জুরাইজ এক জামাত মুফাসসিরীন এবং আল্লামা মাজ্জাজ অভিমত হলো, আলোচ্য আয়াত আহলে কিতাবের সম্পর্কে অবতীর্ণ হয়েছে। তাদের কার্পণ্য হলো মুহাম্মদ মুস্তফা ﷺ সম্পর্কে আল্লাহ তা'আলা তাদেরকে যা জানিয়েছেন, তা সঠিকভাবে বর্ণনা করতে কার্পণ্য করত। সে কার্পণ্য করা সম্পর্কে আল্লাহ তা'আলা আলোচ্য আয়াত নাজিল করেন।

শানে নুযূল– ২ : কারো মতে জাকাত প্রদান করতে অস্বীকারকারীদের সম্পর্কে আলোচ্য আয়াত নাজিল হয়েছে। হযরত ইবনে মাসউদ ও হযতর আবূ হুরায়রা (রা.)-এর অভিমত তা-ই।

শানে নুযূল –৩ : হযরত ইবনে আব্বাস, আবূ সালেহের এক বর্ণনা, শা'বী, মুজাহিদ প্রমুখ- এর মতানুসারে নিজের পারিবারিক ব্যয়ে এবং আত্মীয় স্বজনের পিছনে ব্যয় করতে কার্পণ্য কারীদের সম্পর্কে নাজিল হয়েছে।–[বাহরে মুহীত– ৩ : ১৩৩, রুহুল মা'আনী ৪ : ১৪০, কুরতুবী : ৪ : ২৮২]

হযরত ইবনে জারীর ও ইবনে আবূ হাতেম, ইবনে আব্বাস (রা.) হতে বর্ণনা করেন, এ আয়াত আহলে কিতাবের সম্পর্কে অবতীর্ণ হয়েছে, যারা তাওরাতে উল্লিখিত রাসূল ﷺ -এর পরিচিতি ও তাঁর নবীত্বের প্রমাণাদিকে গোপন করেছে। সুতরাং بُخْل দ্বারা كِتْمَانُ الْعِلْمِ তথা ইলমকে গোপন করা এবং তাওরাতের মর্যাদাকে গোপন করা যে মর্যাদা তাকে দেওয়া হয়েছে। –[রুহুল মা'আনী ১৪০/২/১]

কাফেরদের পার্থিব ভোগ-বিলাসও প্রকৃতপক্ষে আজাবেরই পরিপূর্ণতা : এ ক্ষেত্রে কেউ যেন এমন কোনো সন্দেহ না করে যে, আল্লাহ তা'আলা কাফেরদেরকে অবকাশ, দীর্ঘায়ু, স্বাস্থ্য-সামর্থ্য ও আরাম-আয়েশের উপকরণ এ জন্যই দিয়েছেন, যাতে তারা নিজেদের অপরাধ প্রবণতায় অধিকতর এগিয়ে যায়, তাহলে তো কাফেররা নির্দোষ। কারণ আয়াতের উদ্দেশ্য হলো এই যে, কাফেরদের সামান্য কয়েক দিনের এ অবকাশ ও ভোগ-বিলাসে যেন মুসলমানরা পেরেশান না হয়। কেননা কুফর ও পাপ সত্ত্বেও তাদেরকে পার্থিব শক্তি সামর্থ্য ও বৈভব দান করাটাও তাদের শাস্তিরই একটি পন্থা, যার অনুভূতি আজকে নয় এই পৃথিবী থেকে যাবার পরই হবে যে, তাদেরকে দেওয়া পার্থিব ভোগ-বিলাসের যে উপকরণ তারা পাপকর্মে ব্যয় করেছে প্রকৃত পক্ষে সেসবই ছিল নরকাঙ্গার। এ বিষয়টিই কতিপয় আয়াতে আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেছেন। বলা হয়েছে : إِنَّمَا يُرِيْدُ اللّٰهُ لِيُعَذِّبَهُمْ بِهَا অর্থাৎ, কাফেরদের ধন-সম্পদ এবং ভোগ-বিলাস তাদের জন্য গৌরবের বস্তু নয়; এগুলো আল্লাহ তা'আলার পক্ষ থেকে আজাবেরই একটি কিস্তি যা আখেরাতে তাদের আজাব বৃদ্ধির কারণ হবে।

ওহীর পরিবর্তে কার্যকর পদ্ধতিতে মুমিন ও মুনাফিকের পার্থক্য বিধানের তাৎপর্য : এ আয়াতে ইঙ্গিত করা হয়েছে যে, নিঃস্বার্থ মুমিন ও মুনাফিকের মধ্যে পার্থক্য বিধানের উদ্দেশে আল্লাহ তা'আলা এমন জটিলতা ও দুর্ঘটনার অবতারণা করেন, যাতে বাস্তব ও কার্যকরভাবে মুনাফিকের প্রতারণা প্রকৃষ্ট হয়ে উঠতে পারে। এ পার্থক্য বিধান যদি ওহীর মাধ্যমে মুনাফিকদের নামোল্লেখ করেও করা যেতে পারত, কিন্তু হেকমতের দাবি তা নয়। আল্লাহ তা'আলার পরিপূর্ণ হিকমত তিনিই জানেন। তবে এখানে একটি হিকমত এটাও হতে পারে যে, মুসলমানদেরকে যদি ওহীর মাধ্যমে বলে দেওয়া হতো যে, অমুক ব্যক্তি মুনাফিক, তাহলে তার সাথে মুসলমানদের সম্পর্কচ্ছেদ করা এবং তার সাথে আচার-আচরণে সতর্কতার ব্যাপারে এমন কোনো প্রকৃষ্ট প্রমাণ থাকত না, যা মুনাফিকরাও সমর্থন করতে পারত। তখন তারা বলত যে, তোমরা ভুল বলছ। আমরা প্রকৃতই মুসলমান।

পক্ষান্তরে বিপদাপদ ও জটিলতা আরোপের মাধ্যমে যে বাস্তব ও কার্যকর পার্থক্য নিরূপণ করা হয়েছে; তাতে মুনাফিকরা সরে পড়তে বাধ্য হয়েছে; তাদের প্রতারণা স্পষ্ট হয়ে গেছে। এখন আর তাদের এ দাবি করার সুযোগ থাকেনি যে, তারাও নিঃস্বার্থ মুমিন।

এভাবে মুনাফিক প্রকাশিত হয়ে পড়ায় একটি ফায়দা এও হয়েছে যে, তাদের সাথে মুসলমানদের বাহ্যিক মেলামেশাও বন্ধ হয়ে যায়। অন্যথা মানসিক বিরোধ থাকা সত্ত্বেও বাহ্যিক মেলামেশা যদি বিদ্যমান থাকত, তবুও তা ক্ষতিকর হতো।

https://e-ilm.weebly.com/

গায়েবি ব্যাপারে কাউকে অবহিত করে দেওয়া হলে তা গায়েব থাকে না : এ আয়াতের দ্বারা বুঝা যাচ্ছে যে, আল্লাহ তা'আলা গায়েবি ব্যাপারে ওহীর মাধ্যমে যে কাউকে অবহিত করেন না। অবশ্য নিজে নবী-রাসূল নির্বাচিত করে তাদেরকেই গায়েবি ব্যাপারে অবহিত করেছেন। এতে এমন সন্দেহ করা উচিত নয় যে, তাই যদি হয়, তবে নবীগণও তো ইলমে গায়েবের অংশীদার এবং আলেমে গায়েব। কারণ ইলমে গায়েব আল্লাহ রাব্বুল আলামীনের সত্তার সাথে সংযুক্ত, কোনোও সৃষ্টিকে তার অংশীদার সাব্যস্ত করা শিরক। আর তা হলো দুটি শর্তসাপেক্ষে। এক. সে ইলমকে হতে হবে 'ইলমে জাতি' যা অপর কারো মাধ্যমে আগত বা শেখানো হয়। দুই. সে ইলমকে সমগ্র বিশ্বজগত ও ভূত-ভবিষ্যতের উপর পরিব্যাপ্ত হতে হবে, যাতে কোনো একটি অণু-পরমাণু পর্যন্ত গোপন থাকবে না। আল্লাহ তা'আলা স্বয়ং ওহীর মাধ্যমে তাঁর নবী রাসূলগণকে যে সমস্ত গায়েবি বিষয়ে অবহিত করেছেন, সেগুলো প্রকৃত পক্ষে ইলমে গায়েব নয়; বরং গায়েবি বিষয়ের সংবাদ যা নবী-রাসূলগণকে দেওয়া হয়েছে। কুরআনে কারীমও একে কয়েক স্থানে أَنْبَآءُ الْغَيْبِ তথা গায়েবের সংবাদ বা অবগতি শব্দে বিশ্লেষণ করেছে। বলা হয়েছে مِنْ أَنْبَآءِ الْغَيْبِ نُوحِيْهَآ إِلَيْكَ অর্থাৎ, সেগুলো ছিল গায়েবি সংবাদের অন্তর্ভুক্ত যা ওহীর মাধ্যমে আপনাকে অবহিত করা হয়েছে।

উল্লিখিত সাতটি আয়াতের প্রথম আয়াতে কার্পণ্যের নিন্দাবাদ এবং তার উপর অভিসম্পাতের কথা আলোচনা করা হয়েছে।

কার্পণ্যের সংজ্ঞা এবং সে জন্য শাস্তি বিধানের বিস্তারিত বিশ্লেষণ : 'বোখল' বা কার্পণ্যের শরিয়ত নির্ধারিত অর্থ হলো– যা আল্লাহর রাহে ব্যয় করা কারো উপর ওয়াজিব, তা ব্যয় না করা।' এ কারণেই কার্পণ্য বা বোখল হারাম এবং এজন্য জাহান্নামের ভীতি প্রদর্শন করা হয়েছে। পক্ষান্তরে যেসব ক্ষেত্রে ব্যয় করা ওয়াজিব নয়; বরং মোস্তাহাব, তাতে ব্যয় না করা হারাম-কার্পণ্যের আওতাভুক্ত নয়। অবশ্য সাধারণ অর্থে তাকেও কার্পণ্যই বলা হয়ে থাকে। এ ধরনের কার্পণ্য বা বোখল হারাম নয়। তবুও অনুত্তম।

'বোখল বা কার্পণ্য অর্থেই আরো একটি শব্দ হাদীসে ব্যবহৃত হয়েছে। তা হলো شُحٌّ -এর সংজ্ঞা হলো এই যে, যে ব্যয় নিজের দায়িত্বে ওয়াজিব ছিল, তা ব্যয় না করা। তদুপরি সম্পদ বৃদ্ধিকল্পে লোভের বশবর্তী হওয়া। এটি কার্পণ্য অপেক্ষাও অধিক অপরাধ। সে কারণেই রাসূলে কারীম ﷺ ইরশাদ করেছেন।

لَا يَجْتَمِعُ شُحٌّ وَاِيْمَانٌ فِيْ قَلْبِ رَجُلٍ مُّسْلِمٍ اَبَدًا

অর্থাৎ, 'শুহ' বা কৃপণতা এবং 'ঈমান' কোনো মুসলমানের অন্তরে কখনো একত্রে অবস্থান করতে পারে না। –[কুরতুবী]

শব্দ বিশ্লেষণ

نُمْلِيْ : সীগাহ جمع متكلم বহছ مضارع معروف বাব إِفْعَالٌ মাসদার اَلْاِمْلَاءُ মূলবর্ণ (م ـ ل ـ ء) জিনস مهموز لام অর্থ– আমরা সুযোগ দেই।

لِيَذَرَ : সীগাহ واحد مذكر غائب বহছ مضارع معروف বাব سَمِعَ মাসদার اَلْوَذْرُ মূলবর্ণ (و ـ ذ ـ ر) জিনস مثال واوى অর্থ– সে ছেড়ে দেয়।

يَمِيْزُ : সীগাহ واحد مذكر غائب বহছ مضارع معروف বাব ضَرَبَ মাসদার اَلْمَيْزُ মূলবর্ণ (م ـ ى ـ ز) জিনস اجوف يائى অর্থ– সে পার্থক্য করে।

يَجْتَبِيْ : সীগাহ واحد مذكر غائب বহছ مضارع معروف বাব اِفْتِعَالٌ মাসদার اَلْاِجْتِبَاءُ মূলবর্ণ (ج ـ ب ـ و) জিনস ناقص واوى অর্থ– তিনি নির্বাচিত করেন।

يُطَوَّقُوْنَ সীগাহ جمع مذكر غائب বহছ مضارع مجهول বাব تَفْعِيْل মাসদার اَلتَّطْوِيْقُ মূলবর্ণ (ط ـ و ـ ق) জিনস اجوف واوى অর্থ– বেড়ি পরানো হবে।

বাক্য বিশ্লেষণ

قوله وَلٰكِنَّ اللّٰهَ يَجْتَبِيْ مِنْ رُّسُلِهٖ مَنْ يَّشَاءُ : এখানে لٰكِنَّ হরফে মুশাব্বাহ বিল ফে'ল اَللّٰهَ শব্দটি لٰكِنَّ এর اسم আর يَجْتَبِيْ ফে'ল, উহ্য هُوَ ফা'য়েল مِنْ হরফে জার رُسُلِ মুযাফ ه মুযাফ ইলাইহি مضاف ও مضاف اليه মিলে مجرور এবার جار ও مجرور মিলে متعلق হলো يَجْتَبِىْ এর সাথে। مَنْ ইসমে মাওসূল يَشَاءُ ফে'ল ও ফা'য়েল মিলে জুমলা হয়ে সিলাহ, موصول ও صلة মিলে مفعول আর متعلق ـ فاعل ـ فعل ও مفعول মিলে جُمْلَة فِعْلِيَّة হয়ে لٰكِنَّ-এর خبر হয়েছে। لٰكِنَّ তার اسم ও خبر মিলে جُمْلَة اِسْمِيَّة হলো।

https://e-ilm.weebly.com/

لَقَدْ سَمِعَ اللّٰهُ قَوْلَ الَّذِيْنَ قَالُوْٓا اِنَّ اللّٰهَ فَقِيْرٌ وَّنَحْنُ اَغْنِيَآءُ ۘ سَنَكْتُبُ مَا قَالُوْا وَقَتْلَهُمُ الْاَنْۢبِيَآءَ بِغَيْرِ حَقٍّ ۙ وَّنَقُوْلُ ذُوْقُوْا عَذَابَ الْحَرِيْقِ (١٨١)

অনুবাদ : (১৮১) নিশ্চয় আল্লাহ শ্রবণ করেছেন ঐ সকল লোকের কথা যারা ঐরূপ বলে– আল্লাহ দরিদ্র আর আমরা ধনবান। আমি তাদের উক্তিগুলোকে লিখে রাখব এবং তাদের অন্যায়ভাবে নবীগণকে হত্যা করাকেও, আর আমি বলব, স্বাদ গ্রহণ কর আগুনের– আজাবের।

ذٰلِكَ بِمَا قَدَّمَتْ اَيْدِيْكُمْ وَاَنَّ اللّٰهَ لَيْسَ بِظَلَّامٍ لِّلْعَبِيْدِ (١٨٢)

(১৮২) এটা ঐ কর্মসমূহের দরুন যা তোমরা নিজ হাতে সঞ্চয় করেছিলে, আর এটা সুপ্রমাণিত যে, আল্লাহ বান্দাদের প্রতি অত্যাচারী নন।

اَلَّذِيْنَ قَالُوْٓا اِنَّ اللّٰهَ عَهِدَ اِلَيْنَآ اَلَّا نُؤْمِنَ لِرَسُوْلٍ حَتّٰى يَاْتِيَنَا بِقُرْبَانٍ تَاْكُلُهُ النَّارُ ؕ قُلْ قَدْ جَآءَكُمْ رُسُلٌ مِّنْ قَبْلِيْ بِالْبَيِّنٰتِ وَبِالَّذِيْ قُلْتُمْ فَلِمَ قَتَلْتُمُوْهُمْ اِنْ كُنْتُمْ صٰدِقِيْنَ (١٨٣)

(১৮৩) তারা এমন লোক যে– বলে, আল্লাহ আমাদেরকে আদেশ করেছিলেন, যেন আমরা কোনো নবীর প্রতি ঈমান না আনি, যে পর্যন্ত না আমাদের সম্মুখে আল্লাহর জন্য কুরবানি করার মু'জিযা প্রকাশ করে, যাকে অগ্নি গ্রাস করে নেয়, আপনি বলে দিন নিশ্চয় আমার পূর্বে তোমাদের প্রতি বহু রাসূল বহু প্রমাণাদিসহ এসেছিলেন এবং হুবহু তোমাদের কথিত মু'জিযাসহও, তবে কেন তাদেরকে হত্যা করেছিলে? যদি তোমরা সত্যবাদী হয়ে থাক।

فَاِنْ كَذَّبُوْكَ فَقَدْ كُذِّبَ رُسُلٌ مِّنْ قَبْلِكَ جَآءُوْ بِالْبَيِّنٰتِ وَالزُّبُرِ وَالْكِتٰبِ الْمُنِيْرِ (١٨٤)

(১৮৪) সুতরাং যদি তারা আপনাকে মিথ্যাবাদী সাব্যস্ত করে, তবে বহু পয়গম্বরকে যাঁরা আপনার পূর্বে অতীত হয়েছেন, মিথ্যাবাদী সাব্যস্ত করা হয়েছে, যাঁরা এসেছিলেন মু'জিযাসমূহ এবং সহীফাসমূহ ও উজ্জ্বল কিতাব নিয়ে।

শাব্দিক অনুবাদ

(১৮১) لَقَدْ سَمِعَ اللّٰهُ নিশ্চয় আল্লাহ্ শ্রবণ করেছেন قَوْلَ الَّذِيْنَ ঐ সকল লোকের কথা قَالُوْا যারা ঐরূপ বলে– اِنَّ اللّٰهَ فَقِيْرٌ আল্লাহ দরিদ্র আর وَنَحْنُ اَغْنِيَآءُ আমরা ধনবান। سَنَكْتُبُ مَا قَالُوْا আমি তাদের উক্তিগুলোকে লিখে রাখব وَقَتْلَهُمُ الْاَنْبِيَآءَ بِغَيْرِ حَقٍّ এবং তাদের অন্যায়ভাবে নবীগণকে হত্যা করাকেও وَنَقُوْلُ আর আমি বলব। ذُوْقُوْا স্বাদ গ্রহণ কর عَذَابَ الْحَرِيْقِ আগুনের– আজাবের।

(১৮২) ذٰلِكَ এটা ঐ কর্মসমূহের দরুন بِمَا قَدَّمَتْ اَيْدِيْكُمْ যা তোমরা নিজ হাতে সঞ্চয় করেছিলে وَاَنَّ اللّٰهَ لَيْسَ بِظَلَّامٍ لِّلْعَبِيْدِ আর এটা সুপ্রমাণিত যে, আল্লাহ বান্দাদের প্রতি অত্যাচারী নন।

(১৮৩) اَلَّذِيْنَ قَالُوْا তারা এমন লোক যে– বলে اِنَّ اللّٰهَ عَهِدَ اِلَيْنَا আল্লাহ আমাদেরকে আদেশ করেছিলেন اَلَّا نُؤْمِنَ لِرَسُوْلٍ যেন আমরা কোনো নবীর প্রতি ঈমান না আনি حَتّٰى يَاْتِيَنَا بِقُرْبَانٍ যে পর্যন্ত না আমাদের সম্মুখে আল্লাহর জন্য কুরবানি করার মু'জিযা প্রকাশ করে تَاْكُلُهُ النَّارُ যাকে অগ্নি গ্রাস করে নেয় قُلْ আপনি বলে দিন قَدْ جَآءَكُمْ رُسُلٌ নিশ্চয় তোমাদের প্রতি বহু রাসূল এসেছিলেন مِنْ قَبْلِيْ আমার পূর্বে بِالْبَيِّنٰتِ বহু প্রমাণাদিসহ وَبِالَّذِيْ قُلْتُمْ এবং হুবহু তোমাদের কথিত মু'জিযাসহও فَلِمَ قَتَلْتُمُوْهُمْ তবে কেন তাদেরকে হত্যা করেছিলে? اِنْ كُنْتُمْ صٰدِقِيْنَ যদি তোমরা সত্যবাদী হয়ে থাক।

(১৮১) لَقَدْ سَمِعَ اللّٰهُ নিশ্চয় আল্লাহ্ শ্রবণ করেছেন قَوْلَ الَّذِيْنَ ঐ সকল লোকের কথা قَالُوْا যারা ঐরূপ বলে– اِنَّ اللّٰهَ فَقِيْرٌ আল্লাহ দরিদ্র আর وَنَحْنُ اَغْنِيَآءُ আমরা ধনবান। سَنَكْتُبُ مَا قَالُوْا আমি তাদের উক্তিগুলোকে লিখে রাখব وَقَتْلَهُمُ الْاَنْبِيَآءَ بِغَيْرِ حَقٍّ এবং তাদের অন্যায়ভাবে নবীগণকে হত্যা করাকেও وَنَقُوْلُ আর আমি বলব। ذُوْقُوْا স্বাদ গ্রহণ কর عَذَابَ الْحَرِيْقِ আগুনের– আজাবের।

https://e-ilm.weebly.com/

(১৮৫) প্রত্যেক প্রাণ [-ধারী] কেই মৃত্যুর স্বাদ গ্রহণ করতে হবে, আর নিশ্চয় তোমরা তোমাদের পূর্ণ প্রতিদান কিয়ামত দিবসেই পাবে, অতএব, যাকে দোজখ হতে রক্ষা করা হলো, এবং জান্নাতে প্রবেশ করানো হলো ফলতঃ সে পূর্ণ সফলকাম হলো, এবং পার্থিব জীবন তো কিছুই নয় প্রতারণার সামগ্রী ব্যতীত।	كُلُّ نَفْسٍ ذَآئِقَةُ الْمَوْتِ ۗ وَاِنَّمَا تُوَفَّوْنَ اُجُوْرَكُمْ يَوْمَ الْقِيٰمَةِ ۗ فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَاُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ ۗ وَمَا الْحَيٰوةُ الدُّنْيَآ اِلَّا مَتَاعُ الْغُرُوْرِ (١٨٥)
(১৮৬) অবশ্য ভবিষ্যতে তোমরা স্বীয় ধনসমূহে ও স্বীয় প্রাণসমূহে আরো পরীক্ষিত হবে এবং ভবিষ্যতে আরো বহু বেদনাদায়ক কথা অবশ্যই শুনবে তাদের নিকট হতে– যাদেরকে তোমাদের পূর্বে কিতাব দেওয়া হয়েছে এবং তাদের হতে [-ও] যারা মুশরিক, আর যদি তোমরা ধৈর্যধারণ কর এবং পরহেজ করতে থাক, তবে [তোমাদের জন্য উত্তম কেননা] তা তাকীদী নির্দেশাবলির অন্তর্ভুক্ত।	لَتُبْلَوُنَّ فِيْٓ اَمْوَالِكُمْ وَاَنْفُسِكُمْ ۟ وَلَتَسْمَعُنَّ مِنَ الَّذِيْنَ اُوْتُوا الْكِتٰبَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَمِنَ الَّذِيْنَ اَشْرَكُوْٓا اَذًى كَثِيْرًا ۗ وَاِنْ تَصْبِرُوْا وَتَتَّقُوْا فَاِنَّ ذٰلِكَ مِنْ عَزْمِ الْاُمُوْرِ (١٨٦)

শাব্দিক অনুবাদ

(১৮২) ذٰلِكَ এটা ঐ কর্মসমূহের দরুন بِمَا قَدَّمَتْ اَيْدِيْكُمْ যা তোমরা নিজ হাতে সঞ্চয় করেছিলে وَاَنَّ اللّٰهَ لَيْسَ بِظَلَّامٍ لِّلْعَبِيْدِ আর এটা সুপ্রমাণিত যে, আল্লাহ বান্দাদের প্রতি অত্যাচারী নন।

(১৮৩) اَلَّذِيْنَ قَالُوْٓا তারা এমন লোক যে– বলে اِنَّ اللّٰهَ عَهِدَ اِلَيْنَآ আল্লাহ আমাদেরকে আদেশ করেছিলেন اَلَّا نُؤْمِنَ لِرَسُوْلٍ যেন আমরা কোনো নবীর প্রতি ঈমান না আনি حَتّٰى يَاْتِيَنَا بِقُرْبَانٍ যে পর্যন্ত না আমাদের সম্মুখে আল্লাহর জন্য কুরবানি করার মু'জিযা প্রকাশ করে تَاْكُلُهُ النَّارُ যাকে অগ্নি গ্রাস করে নেয় قُلْ আপনি বলে দিন قَدْ جَآءَكُمْ رُسُلٌ নিশ্চয় তোমাদের প্রতি বহু রাসূল এসেছিলেন مِّنْ قَبْلِيْ আমার পূর্বে بِالْبَيِّنٰتِ বহু প্রমাণাদিসহ وَبِالَّذِيْ قُلْتُمْ এবং হুবহু তোমাদের কথিত মু'জিযাসহও فَلِمَ قَتَلْتُمُوْهُمْ তবে কেন তাদেরকে হত্যা করেছিলে? اِنْ كُنْتُمْ صٰدِقِيْنَ যদি তোমরা সত্যবাদী হয়ে থাক।

(১৮৪) فَاِنْ كَذَّبُوْكَ সুতরাং যদি তারা আপনাকে মিথ্যাবাদী সাব্যস্ত করে فَقَدْ كُذِّبَ رُسُلٌ তবে বহু পয়গম্বরকে মিথ্যাবাদী সাব্যস্ত করা হয়েছে مِّنْ قَبْلِكَ যাঁরা আপনার পূর্বে অতীত হয়েছেন جَآءُوْ بِالْبَيِّنٰتِ যাঁরা এসেছিলেন মু'জিযাসমূহ وَالزُّبُرِ এবং সহীফাসমূহ وَالْكِتٰبِ الْمُنِيْرِ ও উজ্জ্বল কিতাব নিয়ে।

(১৮৫) كُلُّ نَفْسٍ প্রত্যেক প্রাণ [-ধারী] কেই ذَآئِقَةُ الْمَوْتِ মৃত্যুর স্বাদ গ্রহণ করতে হবে وَاِنَّمَا تُوَفَّوْنَ আর নিশ্চয় তোমরা পাবে اُجُوْرَكُمْ তোমাদের পূর্ণ প্রতিদান يَوْمَ الْقِيٰمَةِ কিয়ামত দিবসেই فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ অতএব, যাকে দোজখ হতে রক্ষা করা হলো وَاُدْخِلَ الْجَنَّةَ এবং জান্নাতে প্রবেশ করানো হলো فَقَدْ فَازَ ফলতঃ সে পূর্ণ সফলকাম হলো وَمَا الْحَيٰوةُ الدُّنْيَآ এবং পার্থিব জীবন তো কিছুই নয় اِلَّا مَتَاعُ الْغُرُوْرِ প্রতারণার সামগ্রী ব্যতীত।

(১৮৬) لَتُبْلَوُنَّ অবশ্য ভবিষ্যতে আরো পরীক্ষিত হবে তোমরা فِيْٓ اَمْوَالِكُمْ স্বীয় ধনসমূহে وَاَنْفُسِكُمْ ও স্বীয় প্রাণসমূহে وَلَتَسْمَعُنَّ এবং ভবিষ্যতে অবশ্যই শুনবে مِنَ الَّذِيْنَ اُوْتُوا الْكِتٰبَ তাদের নিকট হতে– যাদেরকে কিতাব দেওয়া হয়েছে مِنْ قَبْلِكُمْ তোমাদের পূর্বে وَمِنَ الَّذِيْنَ اَشْرَكُوْٓا এবং তাদের হতে [-ও] যারা মুশরিক اَذًى كَثِيْرًا আরো বহু বেদনাদায়ক কথা وَاِنْ تَصْبِرُوْا আর যদি তোমরা ধৈর্যধারণ কর وَتَتَّقُوْا এবং পরহেজ করতে থাক فَاِنَّ ذٰلِكَ مِنْ عَزْمِ الْاُمُوْرِ তবে [তোমাদের জন্য উত্তম কেননা] তা তাকীদী নির্দেশাবলির অন্তর্ভুক্ত।

https://e-ilm.weebly.com/

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

(১৮১-১৮২) قوله لَقَدْ سَمِعَ اللّٰهُ قَوْلَ الَّذِيْنَ الخ আয়াতদ্বয়ের শানে নুযূল– ১ : ইবনে মারদুভিয়া ও আবূ হাতেম হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) হতে বর্ণনা করে তিনি বলেন যে, হযরত আবূ বকর সিদ্দীক (রা.) মিদরাসের ঘরে গমন করে ফিনহাস নামক এক ব্যক্তির নিকট অনেক ইহুদিকে একত্রিত হতে দেখতে পান। সে ছিল ইহুদি আলেম/ওলামাদের একজন এবং ইহুদি পণ্ডিত। হযরত আবূ বকর সিদ্দীক (রা.) ফিনহাসকে লক্ষ্য করে বললেন, হে ফিনহাস! তোমার দুর্ভাগ্য, তুমি আল্লাহকে ভয় কর এবং ইসলাম গ্রহণ কর। আল্লাহর কসম! তুমি তো জান নিশ্চিতভাবে যে, মুহাম্মদ ﷺ আল্লাহর পক্ষ হতে প্রেরিত রাসূল। তাঁর কাছ থেকে তিনি সত্যসহ এসেছেন। তোমরা তোমাদের কাছে রক্ষিত ইঞ্জিল ও তাওরাতেও তা পেয়েছ। তখন ফিনহাস বলল, আল্লাহর কসম! হে আবূ বকর! আল্লাহর নিকট আমাদের কোনো মুখাপেক্ষীতা নেই। পক্ষান্তরে তিনিই তো আমাদের প্রতি মুহতাজ। তিনি আমাদের কাছে সেভাবে বাকতী মিনীত করেন আমরা সেভাবে তাঁর কাছে মিনীত করিনা, আমরা তার থেকে অমুখাপেক্ষী। তিনি যদি আমাদের থেকে সম্পদশালী বা ধনী হতেন, তাহলে আমাদের নিকট কর্জ তলব করতেন না। তোমাদেরকে যেমন বলে থাকেন। তিনি তোমাদেরকে সুদ থেকে নিষেধ করেন অথচ আমাদেরকে তা প্রদান করেছেন। তিনি যদি সম্পদশালী হতেন, তাহলে তিনি আমাদেরকে সুদ দিতেন না। তখন হযরত আবূ বকর (রা.) ক্রোধান্বিত হয়ে ফিনহাসের চেহারায় প্রচণ্ড এক চপেটাঘাত করে বললেন, হে আল্লাহর দুশমন! তোমাদের ও আমাদের মাঝে যদি কোনো মৈত্রিতা না থাকত, আল্লাহর কসম! আমি তোর শিরচ্ছেদ করে দিতাম। ক্ষমতা থাকলে তুই আমাদের প্রতি মিথ্যা আরোপিত করতে। অতঃপর ফিনহাস রাসূল ﷺ -এর দরবারে গিয়ে বলল, হে মুহাম্মদ! লক্ষ্য কর তোমার সাথী আমার সাথে কি আচরণ করেছেন। হযরত রাসূলুল্লাহ ﷺ জিজ্ঞেস করলেন, হে আবূ বকর! এমনটি তুমি করলে কেন? তখন তিনি বললেন, হে আল্লাহর রাসূল! আল্লাহর এ দুশমন জঘন্যতর মন্তব্য করেছে। তার বিশ্বাস আল্লাহ ফকির, আর ওরা তদপেক্ষা সম্পদশালী। সে যখন এমন মন্তব্য করল, তখন একমাত্র আল্লাহর উদ্দেশ্যে ক্রোধান্বিত হয়ে তার কথার শাস্তিস্বরূপ তার চেহারায় চপেটাঘাত করেছি। ফিনহাস তা অস্বীকার করে বলল, তুমি এগুলো কি বলছ? তখন আল্লাহ তা'আলা ফিনহাসের এ মন্তব্যকে নিয়ে হযরত আবূ বকর (রা.)-এর সত্যায়নে আলোচ্য আয়াত নাজিল করেন। –[ইবনে কাছীর– ১ : ৪৩৪, রুহুল মা'আনী ১৪০/৪/২, বাহরে মুহীত ৩ : ১৩৫]

শানে নুযূল– ২ : ইবনে মুনযির হযরত কাতাদাহ (রা.) হতে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন, আমাদেরকে জানানো হচ্ছে যে, আলোচ্য আয়াত হুয়াই বিন আখতাব সম্পর্কে নাজিল হয়েছে– مَنْ ذَا الَّذِيْ يُقْرِضُ اللّٰهَ الخ যখন নাজিল হয়, তখন সে বলল, আমাদের নিকট কর্জ চায়। কর্জ তলব করে তো দরিদ্র ধনাঢ্যের নিকট। তখন আল্লাহ তা'আলা আলোচ্য আয়াত নাজিল করেন। –[ফাতহুল কাদীর]

শানে নুযূল– ৩ : আয-যিয়া ও অন্যান্য গ্রন্থ সাঈদ বিন জুবাইরের মধ্যস্থতায় হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) হতে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন, مَنْ ذَا الَّذِيْ يُقْرِضُ اللّٰهَ الخ আয়াত যখন আল্লাহ নাজিল করেন, তখন ইহুদিরা রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর নিকট এসে বলল, হে মুহাম্মদ! আপনার রব তো দরিদ্র, তাঁর বান্দার কাছে কর্জ চান তিনি, তখন আল্লাহ তা'আলা আলোচ্য আয়াত নাজিল করেন। –[রুহুল মা'আনী ১৪১/২/২. ফাতহুল কাদীর ৪০৭/১০]

(১৮৩-১৮৪) قوله اَلَّذِيْنَ قَالُوْٓا اِنَّ اللّٰهَ عَهِدَ اِلَيْنَا الخ আয়াতদ্বয়ের শানে নুযূল : হযরত কালবী বলেন, আলোচ্য আয়াত কা'আব বিন আশরাফ, মালেক বিন সাইফ, ওহাব বিন ইয়াহুযা, যাইদ বিন মানুহ, ফিনহাস বিন ইযুরা ও হুয়াই বিন আখতাব প্রমুখ রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর নিকট এসে বলল, আপনি ধারণা করছেন যে, আল্লাহ তা'আলা আপনাকে আমাদের প্রতি রাসূল বানিয়ে প্রেরণ করেছেন। আপনার নিকট কিতাব প্রেরণ করেছেন। পক্ষান্তরে আল্লাহ তাওরাতে আমাদের থেকে ওয়াদা নিয়েছেন, যে ব্যক্তি আল্লাহর পক্ষ হতে রাসূল বলে দাবি করে, তার প্রতি আমরা যেন ঈমান না আনি, যতক্ষণ না পর্যন্ত কোনো কুরবানি পেশ করবে এবং আসমান হতে আগুন এসে তাকে গ্রাস করবে। আপনি যদি এমন করতে পারেন তাহলে আপনার প্রতি ঈমান আনব। এর পরিপ্রেক্ষিতে আলোচ্য আয়াত নাজিল হয়েছে। –[রুহুল মা'আনী, আলফী]

https://e-ilm.weebly.com/

https://e-ilm.weebly.com/

(১৮৬) قوله لَتُبْلَوُنَّ فِيْٓ اَمْوَالِكُمْ وَاَنْفُسِكُمْ الخ **আয়াতের শানে নুযূল–** : যুহরী আব্দুর রহমান বিন আব্দুল্লাহ হতে বর্ণনা করেন, কা'আব বিন আশরাফ একজন ইহুদি কবি ছিল। সে নবী করীম ﷺ-এর সম্পর্কে ব্যঙ্গকাব্য রচনা করত এবং তার কবিতা দ্বারা কুরাইশ কাফেরদেরকে রাসূল ﷺ-এর প্রতি উত্তেজিত করে তুলত। পক্ষান্তরে নবী করীম ﷺ যখন মদিনায় গমন করেন, তখনকার মদিনা ছিল, মুসলিম, মুশরিক ও ইহুদি জাতীত্রয়ের সম্মিলিত অধিবাস। সুতরাং নবী করীম ﷺ তাদের পারস্পরিকভাবে সন্ধি স্থাপনের পরিকল্পনা গ্রহণ করেন। কারণ ইহুদি ও মুশরিকরা রাসূল ﷺ ও সাহাবীগণকে কঠোর কষ্ট দিচ্ছিল। সে জন্য আল্লাহ তা'আলা তদ্বীয় নবীকে তাদের কর্তৃক প্রদেয় দুঃখ-কষ্ট ধৈর্য ধারণ করে তা বরণ করে নিতে হুকুম দেন। এবং তাদের এ প্রেক্ষাপট সম্পর্কেই এ আয়াতাংশ নাজিল হয়েছে। (রূহুল মা'আনী ১৪৯/২/৪, কুরতুবী ২৯৫/৪)

(১৮৭) قوله وَلَتَسْمَعُنَّ مِنَ الَّذِيْنَ اُوْتُوا الْكِتٰبَ الخ **আয়াতের শানে নুযূল** : ইমাম বুখারী (র.) আলোচ্য আয়াতের ব্যাখ্যায় উরওয়া বিন জুবায়ের কর্তৃক বর্ণিত যুহরি হতে লম্বা এক হাদীস বর্ণনা করেন। উসামা বিন যায়েদ বর্ণনা করেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ একদা গাধার উপরে আরোহী ছিলেন, সে সময় রাসূল ﷺ-এর গায়ে ছিল ফদকী একটি চাদর, তার সাওয়ারীর পিছনে আরোহী ছিলেন হযরত উসামা বিন যায়েদ। তিনি বনূ হারেছ বিন খাযরাজে অসুস্থ সা'আদ বিন উবায়দাহকে দেখার জন্য বদর অভিযানের পূর্বে যাচ্ছিলেন। তাঁরা যাত্রা কালে এমন একটি মজলিস দিয়ে অতিক্রম করছিলেন, সে মজলিসে আব্দুল্লাহ বিন উবাই বিন সালূলও ছিল। আর সে মজলিসটি মুসলমান ও মূর্তি পূজারি, মুশরিক, আহলে কিতাব ইহুদিদের সম্মিলিত মজলিস ছিল। সে বৈঠকে আব্দুল্লাহ বিন রাওয়াহাও উপস্থিত ছিল। সাওয়ারীর পায়ের দ্বারা মজলিসের উপর ধুলা-বালিও উড়ছিল। সে জন্য আব্দুল্লাহ বিন উবাই বিন সালূল তার চাদর দ্বারা তার নাক ঢেকে ফেলে বলল, আমাদের উপর ধুলা-বালি উড়াবেননা। সুতরাং রাসূল ﷺ তাদের প্রতি সালাম জানালেন, অতঃপর বিরতি গ্রহণ করেন। তিনি সাওয়ারি থেকে নেমে তাদেরকে আল্লাহ জাল্লা শানুহু এর দিকে আহবান জানালেন এবং তাদের নিকট কুরআন তেলাওয়াত করেন। তখন আব্দুল্লাহ বিন উবাই বলল, হে মহা মানব! আপনি যা বলছেন তা যদি সত্যি হয়ে থাকে, তাহলে তা অত্যন্ত উত্তম বিষয়। কাজেই আপনি ধুলা-বালি দ্বারা আমাদের মজলিসকে কষ্ট দিবেন না। আপনি সাওয়ারির নিকট চলে যান। অতঃপর আপনার নিকট যারা আসবে, তাদেরকে আপনি বুঝিয়ে বলুন। তখন আব্দুল্লাহ বিন রাওয়াহও বললেন যে, হে আল্লাহর রাসূল! এ ধূলা-বালি দ্বারা আমাদের বৈঠকটি ঢেকে দিন। কারণ সে ধূলা-বালি আমি প্রাণ ভরে ভালোবাসি। সে পরিস্থিতিতে মুসলমান, মুশরিক ও ইহুদিদের মাঝে বাক-বিতণ্ডা আরম্ভ হয়ে ফেতনার এক ধূলো উড়ার উপক্রম হয়েছিল। তখন রাসূল ﷺ তাদের থামাতে লাগলেন এতে অবস্থা শান্ত হয়। অতঃপর নবী করীম ﷺ সাওয়ারিতে আরোহণ করে সা'আদ বিন উবাদাহকে বললেন, হে সা'আদ! আবূ আব্বার কি বলল, তুমি কি তা শুননি? এর দ্বারা আব্দুল্লাহ বিন উবাইকে বুঝানো হয়েছে। সে তো এমন-এমন বলেছে। সা'আদ বললেন, হে আল্লাহর রাসূল! এগুলো মন থেকে ছেড়ে ক্ষমা করে দিন। কসম আল্লাহর! আল্লাহ আপনার প্রতি যা নাজিল করেছেন, তা অতি সত্য। আর নগর বাসীরা তো সন্ধি স্থাপন করেছে এই মর্মে যে, সন্ধির প্রতি যাতে মনোযোগী থাকে এবং আত্মীয়তার প্রতি যেন যত্নবান থাকে। অতঃপর সেই মহা সত্য যেহেতু আল্লাহ আপনাকে অর্পণ করেছেন, এর দ্বারা ওরা ক্রোধান্বিত। আর সে ওয়াদার প্রতি এমন আচরণ করল, যা আপনি নিজেই দেখতে পেলেন। ফলে রাসূলুল্লাহ ﷺ তার প্রতি ক্ষমা প্রদর্শন করলেন। রাসূল ﷺ ও তদ্বীয় সাহাবায়ে কেরাম মুশরিক ও আহলে কিতাবদের প্রতি আল্লাহর নির্দেশ অনুযায়ী ক্ষমা করে দিলেন এবং ধৈর্য্য ধারণ করলেন। এর পরিপ্রেক্ষিতে আলোচ্য আয়াত নাজিল হয়েছে। (ইবনে কাছীর ৪৩৫/১, রুহুল মাআনী ১৪৮/২/৪, কুরতুবী ২৯৬/৪)

* কারো বর্ণনা মতে হযরত আবূ বকর সিদ্দীক (রা.) ও ফিনহাস নামক ইহুদিদের মধ্যে সংগঠিত বাদানুবাদের পরিপ্রেক্ষিতে আলোচ্য আয়াত নাজিল হয়েছে।
* কা'আব বিন আশরাফ রাসূল ﷺ ও তদ্বীয় সাহাবীগণের প্রতি মুশরিকদেরকে তার কবিতা দ্বারা যুদ্ধের জন্য প্রেরণা যোগাত। সে পরিপ্রেক্ষিতে আলোচ্য আয়াত নাজিল হয়েছে। (বাহরে মুহীত : ১৪১/৩)

১৮১ নং আয়াতে ইহুদিদের একটি কঠিন ঔদ্ধত্যের ব্যাপারে সতর্কীকরণ ও শাস্তির বিষয় আলোচনা করা হয়েছে। তা এরূপ যে, মহানবী ﷺ যখন কুরআনে হাকীম থেকে জাকাত ও সদকার বিধি-বিধান বর্ণনা করেন, তখন উদ্ধত ইহুদিরা

বলতে আরম্ভ করে যে, আল্লাহ তা'আলা ফকির ও গরিব হয়ে গেছেন, আর আমরা হচ্ছি ধনী ও আমীর। সে জন্যই তো তিনি আমাদের কাছে চাইছেন। বলাবাহুল্য, তাদের বিশ্বাস তাদের এ উক্তির সাথে সঙ্গতিপূর্ণ মোটেই নয়। কিন্তু হুজুরে আকরাম ﷺ-কে মিথ্যা প্রতিপন্ন করার উদ্দেশ্যেই হয়তো বলেছিল যে, কুরআনের এ আয়াত যদি সঠিক হয়ে থাকে, তাহলে তার মর্ম এই দাঁড়ায় যে, আল্লাহ ফকির ও পরমুখাপেক্ষী। তাদের এই অহেতুক প্রমাণটি স্বতঃস্ফূর্তভাবে বাতিল বলে সাব্যস্ত হওয়ার দরুন তার কোনো উত্তরের প্রয়োজন ছিল না; কারণ জাকাত ও সদকা সংক্রান্ত আল্লাহর নির্দেশ তাঁর নিজের কোনো লাভের জন্য নয়; বরং যারা মালদার তাদেরই পার্থিব ও আখেরাতের ফায়দার জন্য ছিল। কিন্তু কোনো কোনো ক্ষেত্রে এ বিষয়টি 'আল্লাহকে ঋণদান' শিরোনামে এ জন্য উল্লেখ করা হয়েছে, যাতে একথা বুঝা যায় যে, যেভাবে ঋণ পরিশোধ করা প্রত্যেক সম্ভ্রান্ত লোকের জন্য অপরিহার্য ও সন্দেহাতীত হয়ে থাকে, তেমনিভাবে যে সদকা মানুষ দিয়ে থাকে তার প্রতিদান ও আল্লাহ নিজ দায়িত্বে পরিশোধ করে দিবেন। যে ব্যক্তি আল্লাহ রাব্বুল আলামীনকে সমগ্র সৃষ্টির স্রষ্টা ও মালিক বলে জানে, তার মনে এ শব্দের ব্যবহারে কস্মিনকালেও এমন কোনো সন্দেহ উদয় হতে পারে না, যেমনটি উদ্ধত ইহুদিদের উক্তিতে বিদ্যমান। কাজেই কুরআনে কারীম এই সন্দেহের উত্তর দান করেছে। শুধুমাত্র তাদের ঔদ্ধত্য ও হুজুরে আকরাম ﷺ-এর প্রতি মিথ্যারোপ এবং তাঁর প্রতি উপহাস করার একাধিক অপরাধের শাস্তি হিসেবে বলা হয়েছে, আমি তাদের ঔদ্ধত্যপূর্ণ উক্তিসমূহ লিখে রাখব যাতে কিয়ামতের দিন তাদের বিরুদ্ধে পরিপূর্ণ প্রমাণ উপস্থাপন করে আজাবের ব্যবস্থা করা যায়। অন্যথা আল্লাহর জন্য লেখার কোনোই প্রয়োজন নেই।

অতঃপর ইহুদিদের এ সমস্ত ঔদ্ধত্যের আলোচনার সাথে সাথে তাদের আরো একটি অপরাধের উল্লেখ করা হয়েছে যে, এরা হলো এমন লোক, যারা নবী-রাসূলগণকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করে কিংবা তাদের উপহাস করেই ক্ষান্ত হয়নি; বরং এরা তাদেরকে হত্যা করতেও দ্বিধা করেনি। কাজেই এমন লোকদের দ্বারা কোনো নবীর প্রতি মিথ্যারোপ ও উপহাস করা মোটেই আশ্চর্যের বিষয় নয়।

কুফরি ও পাপের ব্যাপারে মনে-প্রাণে সম্মত থাকাও মহাপাপ : এখানে এ বিষয়টি প্রণিধানযোগ্য যে, কুরআনের লক্ষ্য হলেন মহানবী ﷺ ও মদিনাবাসী ইহুদিবর্গ। আর নবীদের হত্যার ঘটনাটি হলো হযরত ইয়াহইয়া ও যাকারিয়া (আ.)-এর সময়ের। সুতরাং এ আয়াতে নবী হত্যার অপরাধ এ সময়ের ইহুদিদের উপর আরোপ করা হলো কেমন করে? তার কারণ এই যে, মদিনার ইহুদিরাও তাদের পূর্ববর্তী ইহুদিদের সে কাজের ব্যাপারে সম্মত এবং আনন্দিত ছিল বলে তারাও সেই হত্যাকারীদের মধ্যে পরিগণিত হয়েছে।

ইমাম কুরতুবী তাঁর তাফসীরে বলেছেন, এ বিষয়টি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ যে, কুফরের প্রতি সম্মতি জ্ঞাপনও কুফরি ও মহাপাপের অন্তর্ভুক্ত। রাসূলে কারীম ﷺ-এর এক বাণীতে এ বিষয়ের অধিকতর বিশ্লেষণ পাওয়া যায়। তিনি বলেছেন, জমিনের উপর যখন কোনো পাপকর্ম অনুষ্ঠিত হয়, যে লোক সেখানে উপস্থিত থাকে এবং সে পাপের প্রতিবাদ করে আর সে কাজকে মন্দ জ্ঞান করে, তখন সে যেন সেখানে উপস্থিত থাকে না। অর্থাৎ, সে ব্যক্তি তাদের পাপের অংশীদার হবে না। পক্ষান্তরে যে ব্যক্তি ঘটনাস্থলে না থেকেও তাদের কৃত পাপের প্রতি সমর্থন দান করে, তাকে অংশীদার বলেই গণ্য করা হবে।

এ আয়াতের শেষাংশে এবং তৃতীয় আয়াতে সে উদ্ধতদের শাস্তিস্বরূপ বলা হয়েছে যে, তাদের দোজখে নিক্ষেপ করে বলা হবে, এবার আগুনে জ্বলার স্বাদ আস্বাদন কর, যা তোমাদেরই কৃতকর্মের ফল; আল্লাহর পক্ষ থেকে এটা কোনো অন্যায় আচরণ নয়।

চতুর্থ আয়াতে এসব ইহুদিদের অপবাদ ও মিথ্যারোপের বিষয় আলোচনা করা হয়েছে। আর তা হলো এই যে, তারা রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর প্রতি মিথ্যারোপকল্পে এই ছল উদ্ভাবন করে যে, পূর্ববর্তী নবীদের সদকার বস্তু-সামগ্রী কোনো মাঠে কিংবা পাহাড়ে রেখে দেওয়ার নিয়ম ছিল, তখন আকাশ থেকে একটা আগুন এসে তা জ্বালিয়ে দিত। এটাই সদকা কবুল হওয়ার লক্ষণ। রাসূলে কারীম ﷺ এবং তাঁর উম্মতকে আল্লাহ তা'আলা এ বৈশিষ্ট্য দান করেছিলেন যে, সদকার দ্রব্যসামগ্রীকে আগুনের গ্রাসে পরিণত করার পরিবর্তে তা মুসলমান গরিব-দুঃখীদেরকে দিয়ে দেওয়া হয়। যেহেতু পূর্ববর্তী নবী-রাসূলগণের রীতির সাথে এ রীতিটির কোনো মিল ছিল না, সেহেতু একে মুশরিকরা বাহানা বানিয়ে নিল যে, যদি

https://e-ilm.weebly.com/

আপনি নবীই হতেন, তাহলে আপনিও এমন মু'জিযাপ্রাপ্ত হতেন, যাতে আকাশ থেকে আগুন এসে সদকার বস্তু-সামগ্রীকে গ্রাস করে ফেলত। অধিকন্তু তারা ধৃষ্টতা প্রদর্শন করতে গিয়ে আল্লাহর প্রতিও অপবাদ আরোপ করেছে যে, তিনি আমাদের নিকট থেকে এমন প্রতিজ্ঞা নিয়ে নিয়েছেন যে, আমরা যেন এমন কোনো লোকের প্রতি ঈমান না আনি, যার দ্বারা আকাশ থেকে আগুণ এসে সদকার দ্রব্য-সামগ্রীকে জ্বালিয়ে দেওয়া মু'জিযা অনুষ্ঠিত হবে না।

ইহুদিদের এ দাবি যেহেতু আদৌ প্রমাণভিত্তিক ছিল না যে, আল্লাহ তাদের কাছ থেকে প্রতিজ্ঞা নিয়েছেন, কাজেই তার কোনো উত্তর দেওয়াও নিস্প্রয়োজন। তাদের নিজেদের বক্তব্যের দ্বারাই তাদেরকে পরাজিত করার উদ্দেশ্যে ইরশাদ করা হয়েছে, তোমরা যদি এ দাবিতে সত্যবাদী হয়ে থাক যে, আল্লাহ তোমাদের কাছ থেকে অঙ্গীকার নিয়েছেন, তবে পূর্ববর্তী যেসব নবী-রাসূল তোমাদের কথা মতো এই মু'জিযাও দেখিয়েছিলেন, তখন তোমাদের কর্তব্য ছিল তাদের প্রতি ঈমান আনা, কিন্তু তোমরা তাদেরকেও মিথ্যা প্রতিপন্ন করেছ; বরং তাদেরকে হত্যা করে দিয়েছ। তা কেমন করে করলে?

এখানে এমন সন্দেহ করা যায় না যে, ইহুদিদের এ দাবি যদিও সর্বৈভ ভ্রান্ত ছিল, কিন্তু যদি মহানবী ﷺ -এর মাধ্যমে এ মু'জিযা প্রকাশিত ও হতো, তবে হয়তো তারা ঈমান এনে নিত। কারণ আল্লাহ তা'আলা জানতেন যে, তারা শুধুমাত্র বিদ্বেষ ও হঠকারিতাবশতঃই এসব কথা বলছে। কথামতো মু'জিযা প্রকাশিত হলেও এরা ঈমান গ্রহণ করত না পঞ্চম আয়াতে রাসূলুল্লাহ ﷺ -কে সান্ত্বনা দেওয়া হয়েছে যে, এমনি ধরনের আচরণ সব নবী-রাসূলের সাথেই হয়ে এসেছে।

আখেরাতের চিন্তা যাবতীয় দুঃখ-বেদানার প্রতিকার এবং সমস্ত সংশয়ের উত্তর : ষষ্ঠ আয়াতে এই বাস্তবতাকেই স্পষ্ট করে তুলে ধরা হয়েছে যে, যদি কখনো কোথাও কাফেররা বিজয়ীও হয়ে যায় এবং পরিপূর্ণ পার্থিব আরাম-আয়েশ লাভ করে আর তারই বিপরীতে মুসলমানগণ যদি বিপদাপদ, জটিলতা ও পার্থিব উপকরণের সংকীর্ণতার সম্মুখীন হয়, তাহলে তা তেমন বিস্ময়কর কিছু নয়। তাতে দুঃখিত হওয়ারও কিছু নেই। কারণ এ বাস্তবতা সম্পর্কে কোনো ধর্ম, কোনো মতাবলম্বী কিংবা কোনো দার্শনিকই অস্বীকার করতে পারে না যে, পার্থিব দুঃখ-কষ্ট বা আরাম- আয়েশ উভয়টিই কয়েকদিনের জন্য মাত্র। কোনো জানদার বা প্রাণীই মৃত্যুর হাত থেকে অব্যাহতি লাভ করতে পারে না। তাছাড়া পার্থিব দুঃখ-কষ্ট কিংবা সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য বেশির ভাগ ক্ষেত্রে পৃথিবীতেই আবর্তিত হয়ে শেষ হয়ে যায়। আর পৃথিবীতে যদি শেষ নাও হয়, মৃত্যুর সাথে সাথে সম্পূর্ণ নিঃশেষিত হয়ে যায়। কাজেই কয়েকদিনের সুখ-দুঃখ নিয়ে চিন্তামগ্ন হয়ে থাকা কোনো বুদ্ধিমানের কাজ নয়; বরং মৃত্যুর পরবর্তী চিন্তা করাই উচিত যে, সেখানে কি হবে?

এজন্যই এ আয়াতে বাতলে দেওয়া হয়েছে যে, প্রত্যেক প্রাণীই মৃত্যুর আস্বাদ গ্রহণ করবে। আর আখেরাতে নিজের কৃতকর্মের প্রতিদান ও শাস্তি প্রাপ্ত হবে, যা কঠিনও হবে আবার দীর্ঘও হবে। সুতরাং বুদ্ধিমানের পক্ষে সে চিন্তা করাই উচিত। এ পরিপ্রেক্ষিতে সে লোকই সত্যিকার কৃতকার্য, যে দোজখ থেকে অব্যাহতি লাভ করবে এবং জান্নাতে প্রবিষ্ট হবে। তা প্রাথমিক পর্যায়ে হোক– যেমন, সৎকর্মশীল আবেদগণের সাথে যেরূপ আচরণ করা হবে– অথবা কিছু শাস্তি ভোগের পরেই হোক– যেমন, পাপী মুসলমানদের অবস্থা। কিন্তু সমস্ত মুসলমানই শেষ পর্যন্ত জাহান্নাম থেকে অব্যাহতি লাভ করে অনন্তকালের জন্য জান্নাতের আরাম-আয়েশ ও সুখ–শান্তির অধিকারী হবে। পক্ষান্তরে কাফেরদের চিরস্থায়ী ঠিকানা হবে জাহান্নাম। কাজেই তারা যদি সামান্য কয়েক দিনের পার্থিব সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যের কারণে গর্বিত হয়ে উঠে, তবে সেটা একান্তই ধোঁকা। সেজন্যই আয়াতে বলা হয়েছে, 'দুনিয়ার জীবন তো হলো ধোঁকার উপকরণ।' তার কারণ এই যে, সাধারণত এখানকার ভোগ-বিলাসেই হবে আখেরাতে কঠিন যন্ত্রণার কারণ। পক্ষান্তরে এখানকার দুঃখ-কষ্ট হবে আখেরাতের সঞ্চয়।

সবর দুঃখ-কষ্টের প্রতিকার : সপ্তম আয়াতটি নাজিল হয়েছে একটি বিশেষ ঘটনার ভিত্তিতে, যার মোটামুটি আলোচনা আলোচ্য আয়াতের ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে করা হয়েছে। এর বিস্তারিত বিবরণ এই যে, কুরআন কারীমে যখন مَنْ ذَا الَّذِيْ يُقْرِضُ اللّٰهَ قَرْضًا حَسَنًا আয়াতটি নাজিল হয় এবং যাতে অত্যন্ত সালঙ্কার বর্ণনাভঙ্গিতে সদকা ও খয়রাতকে আল্লাহকে করজ দেওয়া বলে অভিহিত করা হয়। আর সে বর্ণনায় ইঙ্গিত করা হয় যে, যাই কিছু এখানে দান করবে, আখেরাতে তার প্রতিদান তেমনি নিশ্চিত– যেন অন্যের ঋণ পরিশোধ করা হয়।

https://e-ilm.weebly.com/

একথা শুনে কোনো মূর্খ বিদ্বেষপরায়ণ ইহুদি বলল– "আল্লাহ ফকির আর আমরা হলাম আমীর।" এতে হযরত আবূ বকর (রা.) অত্যন্ত রাগান্বিত হয়ে গেলেন এবং সে ইহুদিকে এক চড় বসিয়ে দিলেন। ইহুদি এসে রাসূলে কারীম (সা.)-এর দরবারে অভিযোগ পেশ করল। তারই প্রেক্ষিতে নাজিল হলো– لَتُبْلَوُنَّ فِيْٓ اَمْوَالِكُمْ وَاَنْفُسِكُمْ এতে মুসলমানদেরকে বাতলে দেওয়া হয়েছে যে, দীনের জন্য জান-মালের কুরবানি দিতে হবে এবং কাফের,মুশরিক ও আহলে কিতাবদের কটূক্তি এবং কষ্ট দানের কারণে ঘাবড়ে যাওয়া উচিত নয়। এ সমস্তই হলো তাদের জন্য পরীক্ষা। এতে ধৈর্য ধারণ করা এবং নিজেদের প্রকৃত উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য তাকওয়ার পরাকাষ্ঠা সাধনে নিয়োজিত থাকাই হলো তাদের পক্ষে উত্তম। তাদের সাথে বাদানুবাদ করা বাঞ্ছনীয় নয়।

শব্দ বিশ্লেষণ

تَأْكُلُ : সীগাহ واحد مؤنث غائب বহছ مضارع معروف বাব نَصَرَ মাসদার اَلْاَكْلُ মূলবর্ণ (ا ـ ك ـ ل) জিনস مهموز فاء অর্থ– সে খেয়ে ফেলে।

زُحْزِحَ : সীগাহ واحد مذكر غائب বহছ ماضى مجهول বাব فَعْلَلَةٌ মাসদার اَلزَّحْزَحَةُ মূলবর্ণ (ز ـ ح ـ ز ـ ح) জিনস رباعى مضاعف অর্থ– বাঁচিয়ে রাখা হবে।

বাক্য বিশ্লেষণ

كُلُّ نَفْسٍ ذَآئِقَةُ الْمَوْتِ : এখানে كُلُّ মুযাফ نَفْسٍ মুযাফ ইলাইহি مضاف ও مضاف اليه মিলে মুবতাদা। ذَآئِقَةُ মুযাফ الْمَوْتِ মুযাফ ইলাইহি, مضاف ও مضاف اليه মিলে খবর। সুতরাং مبتدأ ও خبر মিলে جُمْلَةٌ اِسْمِيَّةٌ হলো।

لَتُبْلَوُنَّ فِيْٓ اَمْوَالِكُمْ وَاَنْفُسِكُمْ : এখানে لَتُبْلَوُنَّ ফে'ল যমীরে اَنْتُمْ ফা'য়েল فِيْ হরফে জার اَمْوَالِ মুযাফ كُمْ মুযাফ ইলাইহি مضاف ও مضاف اليه মিলে معطوف عليه আর واو হরফে আতফ اَنْفُسِ মুযাফ كُمْ মুযাফ ইলাইহি উভয়ে মিলে মা'তূফ। معطوف عليه ও معطوف মিলে মাজরূর جار ও مجرور মিলে متعلق হলো فعل ـ فاعل ও متعلق মিলে جُمْلَةٌ فِعْلِيَّةٌ হলো।

https://e-ilm.weebly.com/

وَاِذْ اَخَذَ اللّٰهُ مِيْثَاقَ الَّذِيْنَ اُوْتُوا الْكِتٰبَ لَتُبَيِّنُنَّهٗ لِلنَّاسِ وَلَا تَكْتُمُوْنَهٗ فَنَبَذُوْهُ وَرَآءَ ظُهُوْرِهِمْ وَاشْتَرَوْا بِهٖ ثَمَنًا قَلِيْلًا ؕ فَبِئْسَ مَا يَشْتَرُوْنَ (١٨٧)

অনুবাদ : (১৮৭) আর যখন আল্লাহ তা'আলা আহলে কিতাবদের নিকট হতে এই অঙ্গীকার নিলেন যে, ঐ কিতাব জনগণের সম্মুখে প্রকাশ করে দিবে এবং তা গোপন করবে না অনন্তর তারা তাকে স্বীয় পশ্চাতে নিক্ষেপ করল এবং তার পরিবর্তে নগণ্য বিনিময় গ্রহণ করল, সুতরাং তা নিকৃষ্ট বস্তু যা তারা গ্রহণ করছে।

لَا تَحْسَبَنَّ الَّذِيْنَ يَفْرَحُوْنَ بِمَآ اَتَوْا وَّيُحِبُّوْنَ اَنْ يُّحْمَدُوْا بِمَا لَمْ يَفْعَلُوْا فَلَا تَحْسَبَنَّهُمْ بِمَفَازَةٍ مِّنَ الْعَذَابِ ۚ وَلَهُمْ عَذَابٌ اَلِيْمٌ (١٨٨)

(১৮৮) যারা এরূপ যে, স্বীয় [অসৎ] কর্মে আনন্দিত হয়, এবং যেই [সৎ] কাজ করেনি তাতে প্রশংসিত হওয়ার বাসনা রাখে, সুতরাং এরূপ লোক সম্বন্ধে কখনো ধারণা করো না যে, তারা [দুনিয়ায়] বিশেষ রকমের আজাব হতে পরিত্রাণ পাবে, [কখনো নয়] বস্তুতঃ তাদের [আখেরাতেও] যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি হবে।

وَلِلّٰهِ مُلْكُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ ؕ وَاللّٰهُ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ (١٨٩)

(১৮৯) আর আল্লাহরই জন্য রয়েছে আসমানসমূহের ও জমিনের রাজত্ব এং আল্লাহ তা'আলা সর্ববিষয়োপরি পূর্ণ ক্ষমতাবান।

اِنَّ فِيْ خَلْقِ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ وَاخْتِلَافِ الَّيْلِ وَالنَّهَارِ لَاٰيٰتٍ لِّاُولِي الْاَلْبَابِ (١٩٠)

(১৯০) নিঃসন্দেহে আসমানসমূহ এবং জমিনের সৃজনে এবং পর্যায়ক্রমে দিবা ও রাত্রির গমনাগমনে নির্দশনসমূহ রয়েছে জ্ঞানবানদের জন্য।

শাব্দিক অনুবাদ

(১৮৭) وَاِذْ اَخَذَ اللّٰهُ আর যখন আল্লাহ তা'আলা নিলেন مِيْثَاقَ এই অঙ্গীকার الَّذِيْنَ اُوْتُوا الْكِتٰبَ আহলে কিতাবদের নিকট হতে যে لَتُبَيِّنُنَّهٗ لِلنَّاسِ ঐ কিতাব জনগণের সম্মুখে প্রকাশ করে দিবে وَلَا تَكْتُمُوْنَهٗ এবং তা গোপন করবে না فَنَبَذُوْهُ অনন্তর তারা তাকে নিক্ষেপ করল وَرَآءَ ظُهُوْرِهِمْ স্বীয় পশ্চাতে وَاشْتَرَوْا بِهٖ ثَمَنًا قَلِيْلًا এবং তার পরিবর্তে নগণ্য বিনিময় গ্রহণ করল فَبِئْسَ مَا يَشْتَرُوْنَ সুতরাং তা নিকৃষ্ট বস্তু যা তারা গ্রহণ করছে।

(১৮৮) لَا تَحْسَبَنَّ কখনো ধারণা করো না الَّذِيْنَ يَفْرَحُوْنَ بِمَآ اَتَوْا যারা এরূপ যে, স্বীয় [অসৎ] কর্মে আনন্দিত হয় وَيُحِبُّوْنَ اَنْ يُّحْمَدُوْا এবং প্রশংসিত হওয়ার বাসনা রাখে بِمَا لَمْ يَفْعَلُوْا যেই [সৎ] কাজ করেনি তাতে فَلَا تَحْسَبَنَّهُمْ সুতরাং এরূপ লোক সম্বন্ধে কখনো ধারণা করো না যে بِمَفَازَةٍ مِّنَ الْعَذَابِ তারা বিশেষ রকমের আজাব হতে পরিত্রাণ পাবে وَلَهُمْ عَذَابٌ اَلِيْمٌ বস্তুতঃ তাদের [আখেরাতেও] যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি হবে।

(১৮৯) وَلِلّٰهِ আর আল্লাহরই জন্য রয়েছে مُلْكُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ আসমানসমূহের ও জমিনের রাজত্ব وَاللّٰهُ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ এবং আল্লাহ তা'আলা সর্ববিষয়োপরি পূর্ণ ক্ষমতাবান।

(১৯০) اِنَّ فِيْ خَلْقِ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ নিঃসন্দেহে আসমানসমূহ এবং জমিনের সৃজনে وَاخْتِلَافِ الَّيْلِ وَالنَّهَارِ এবং পর্যায়ক্রমে দিবা ও রাত্রির গমনাগমনে لَاٰيٰتٍ নির্দশনসমূহ রয়েছে لِّاُولِي الْاَلْبَابِ জ্ঞানবানদের জন্য।

https://e-ilm.weebly.com/

(১৯১) যাদের অবস্থা এরূপ যে, তারা আল্লাহর জিকির করে দাঁড়িয়ে, বসে, শয়ন করেও, এবং আসমানসমূহ ও জমিনের সৃষ্টির ব্যাপারে চিন্তা করে [বলে] হে আমাদের রব! আপনি তাকে অনর্থক সৃষ্টি করেননি, আমরা আপনাকে [অনর্থক সৃষ্টি করা হতে] পবিত্র মনে করি, সুতরাং আমাদেরকে জাহান্নামের আজাব হতে রক্ষা করুন।	الَّذِيْنَ يَذْكُرُوْنَ اللّٰهَ قِيَامًا وَّقُعُوْدًا وَّعَلٰى جُنُوْبِهِمْ وَيَتَفَكَّرُوْنَ فِيْ خَلْقِ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ رَبَّنَا مَا خَلَقْتَ هٰذَا بَاطِلًا سُبْحٰنَكَ فَقِنَا عَذَابَ النَّارِ (١٩١)
(১৯২) হে আমাদের রব! নিশ্চয় আপনি যাকে জাহান্নামে দাখিল করেন, তাকে বাস্তবিকই লাঞ্ছিত করে দিলেন, আর এরূপ জালেমদের কোনো সাহায্যকারী নেই।	رَبَّنَآ اِنَّكَ مَنْ تُدْخِلِ النَّارَ فَقَدْ اَخْزَيْتَهٗ وَمَا لِلظّٰلِمِيْنَ مِنْ اَنْصَارٍ (١٩٢)
(১৯৩) হে আমাদের রব! আমরা এক আহ্বানকারী [রাসূলুল্লাহ ﷺ]এর [আহ্বান] শুনেছি, তিনি ঈমান আনয়নের জন্য আহ্বান করছেন যে, তোমরা স্বীয় রবের প্রতি ঈমান আন, সুতরাং আমরা ঈমান আনলাম, হে আমাদের রব! অতএব, আমাদের গুনাহসমূহ মাফ করে দিন এবং ভুলত্রুটিগুলোকেও আমাদের হতে মোচন করে দিন এবং আমাদের মৃত্যু নেককারদের সাথে করুন।	رَبَّنَآ اِنَّنَا سَمِعْنَا مُنَادِيًا يُّنَادِيْ لِلْاِيْمَانِ اَنْ اٰمِنُوْا بِرَبِّكُمْ فَاٰمَنَّا ۚ رَبَّنَا فَاغْفِرْ لَنَا ذُنُوْبَنَا وَكَفِّرْ عَنَّا سَيِّاٰتِنَا وَتَوَفَّنَا مَعَ الْاَبْرَارِ (١٩٣)

শাব্দিক অনুবাদ

(১৯১) الَّذِيْنَ يَذْكُرُوْنَ اللّٰهَ যাদের অবস্থা এরূপ যে, তারা আল্লাহর জিকির করে قِيَامًا দাঁড়িয়ে وَّقُعُوْدًا বসে وَّعَلٰى جُنُوْبِهِمْ শয়ন করেও وَيَتَفَكَّرُوْنَ এবং চিন্তা করে فِيْ خَلْقِ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ আসমানসমূহ ও জমিনের সৃষ্টির ব্যাপারে [বলে] رَبَّنَا হে আমাদের রব! مَا خَلَقْتَ هٰذَا بَاطِلًا আপনি তাকে অনর্থক সৃষ্টি করেননি سُبْحٰنَكَ আমরা আপনাকে [অনর্থক সৃষ্টি করা হতে] পবিত্র মনে করি فَقِنَا সুতরাং আমাদেরকে রক্ষা করুন عَذَابَ النَّارِ জাহান্নামের আজাব হতে।

(১৯২) رَبَّنَا হে আমাদের রব! اِنَّكَ নিশ্চয় আপনি مَنْ تُدْخِلِ النَّارَ যাকে জাহান্নামে দাখিল করেন فَقَدْ اَخْزَيْتَهٗ তাকে বাস্তবিকই লাঞ্ছিত করে দিলেন وَمَا لِلظّٰلِمِيْنَ مِنْ اَنْصَارٍ আর এরূপ জালেমদের কোনো সাহায্যকারী নেই।

(১৯৩) رَبَّنَا হে আমাদের রব! اِنَّنَا سَمِعْنَا আমরা শুনেছি مُنَادِيًا يُّنَادِيْ এক আহ্বানকারী আহ্বান করছেন لِلْاِيْمَانِ ঈমান আনয়নের জন্য اَنْ اٰمِنُوْا بِرَبِّكُمْ তোমরা স্বীয় রবের প্রতি ঈমান আন فَاٰمَنَّا সুতরাং আমরা ঈমান আনলাম رَبَّنَا হে আমাদের রব! فَاغْفِرْ لَنَا অতএব, আমাদের মাফ করে দিন ذُنُوْبَنَا আমাদের গুনাহসমূহ وَكَفِّرْ عَنَّا سَيِّاٰتِنَا এবং ভুলত্রুটিগুলোকেও আমাদের হতে মোচন করে দিন وَتَوَفَّنَا مَعَ الْاَبْرَارِ এবং আমাদের মৃত্যু নেককারদের সাথে করুন।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

(১৮৭) قوله وَاِذْ اَخَذَ اللّٰهُ مِيْثَاقَ الَّذِيْنَ اُوْتُوا الْكِتٰبَ الخ **আয়াতের শানে নুযূল– ১ :** সহীহ বুখারী ও সহীহ মুসলিম এবং অন্যান্য হাদীস গ্রন্থে হযরত আবূ সাঈদ খুদরী (রা.) হতে বর্ণিত রয়েছে যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ যখন কোনো গাযওয়া বা যুদ্ধ অভিযানে বের হতেন, তখন কতিপয় মুনাফিক অভিযান থেকে পিছনে থেকে যেত এবং রাসূল ﷺ-এর বিরুদ্ধে বসে থাকার কারণে আনন্দ উপভোগ করত। রাসূল ﷺ যখন ফিরে আসতেন, তখন শপথ করে ওজর বা অপারগতার কথা প্রকাশ করত এবং তারা যে কাজ করত না সে কাজের জন্য প্রশংসা কামনা করত। মুনাফিকদের এ আচরণের পরিপ্রেক্ষিতে আল্লাহ তা'আলা আলোচ্য আয়াত নাজিল করেন।

https://e-ilm.weebly.com/

শানে নুযূল– ২ : অপর এক বর্ণনা মতে আলোচ্য আয়াত ফিনহাস, 'আশআ' এবং তাদের ন্যায় হতভাগা যারা রয়েছে, তাদের সম্পর্কে নাজিল হয়েছে। অন্য এক বর্ণনায় রয়েছে যে, আলোচ্য আয়াত ইহুদিদের সম্পর্কে বর্ণিত হয়েছে।

শানে নুযূল– ৩ : হযরত মালেক ইবনে সা'আদ তাবারানী ও বায়হাকী প্রমুখ মুহাম্মদ বিন ছাবেত হতে বর্ণনা করেন, ছাবেত বিন কায়স বললেন, হে আল্লাহর রাসূল! আমি ধ্বংস হয়ে যাওয়াকে ভয় করি। তিনি বললেন, কেন? জবাবে ছাবেত বললেন যে, আমরা যে কাজ করিনি, সে কাজের জন্য প্রশংসা কামনা করাকে পছন্দ করে থাকি অথচ আল্লাহ তা'আলা আমাদেরকে তা থেকে নিষেধ করেছেন। আমি আমার মাঝে প্রশংসা করাকে পছন্দ করি। আল্লাহ তা'আলা আমাদেরকে দাম্ভিকতা থেকে নিষেধ করেছেন। আমার মাঝে আমি পেয়ে থাকি সৌন্দর্যের ভালোবাসা। আমরা যেন আপনার অপেক্ষায় আপনার সামনে উচ্চ আওয়াজ না করি, আল্লাহ আমাদেরকে নিষেধ করেছেন। পক্ষান্তরে আমিই উচ্চ আওয়াজকারী ব্যক্তি। তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন, হে ছাবেত! তুমি প্রশংসিত হয়ে জীবন যাপন করতে, শহীদী মৃত্যু গ্রহণ করতে এবং জান্নাতে প্রবেশ করতে কি ভালোবাসনা? সুতরাং তিনি প্রশংসিত হয়ে জীবন যাপন করেছেন এবং নবুয়তের মিথ্যা দাবিদার মুসাইলামাতুল কাজ্জাব -এর সাথে যুদ্ধে শাহাদাতও বরণ করেছেন। –[ফাতহুল কাদীর : ২ : ৪১০]

শানে নুযূল –৪ : মুহাম্মদ বিন কা'ব যীকুরা বলেন, আলোচ্য আয়াত বনী ইসরাঈল (ইহুদি) ওলামায়ে কেরামের সম্পর্কে অবতীর্ণ হয়েছে, যারা সত্যকে গোপন করে রাখত এবং বাতেল পন্থায় অসৎ উদ্দেশ্যে রাজা-বাদশাহদের মতানুসারে তারা তাদের ইসলামকে ব্যবহার করত, তাদের এহেন মন্দ স্বভাবের পরিপ্রেক্ষিতে আলোচ্য আয়াত নাজিল হয়েছে। –[কুরতুবী ৪ : ২৯৮]

(১৮৮) قوله لَا تَحْسَبَنَّ الَّذِيْنَ يَفْرَحُوْنَ بِمَآ اَتَوْا الخ আয়াতের শানে নুযূল : সহীহ বুখারী ও সহীহ মুসলিম শরীফে হযরত আবূ সাঈদ খুদরী (রা.) হতে বর্ণিত রয়েছে, নবী করীম ﷺ যে সকল অভিযানে বের হতেন মুনাফিক সে সকল যুদ্ধ ময়দান হতে বিরত থাকত এবং রাসূলের বিরুদ্ধাচরণে তাদের বাসস্থানে বসে থেকে আনন্দ প্রকাশ করত। অতঃপর রাসূলুল্লাহ ﷺ যখন ফিরে আসতেন, তখন সে শপথ করে নিজের অপারগতা প্রকাশ করত। পরন্তু যে কাজটি সে করেনি তার জন্য প্রশংসিত হওয়াকে ভালোবাসত। তখন সে পরিপ্রেক্ষিতে আলোচ্য আয়াত নাজিল হয়েছে। –[কুরতুবী : ৪ : ২৯৭, রূহুল মা'আনী ২ : ১৫১, বাহরে মুহীত ৩ : ১৪৩]

হযরত আবূ সাঈদ খুদরী, ইবনে যায়েদ এবং অধিকাংশ কুরআন ব্যাখ্যাদাতাগণ বলেন, আলোচ্য আয়াত ইহুদি ওলামা সম্পর্কে অবতীর্ণ হয়েছে। –[বাহরে মুহীত ৩ : ১৪৩]

(১৯০) قوله اِنَّ فِيْ خَلْقِ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ الخ আয়াতের শানে নুযূল : হযরত ইমাম তাবরানী হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) হতে হাদীস বর্ণনা করেন, তিনি বলেন, কুরাইশরা ইহুদিদের নিকট এসে জিজ্ঞেস করল, তোমাদের প্রতি হযরত মূসা (আ.) কি নিয়ে আগমন করেছিলেন? তারা বলল, দর্শকদের জন্য লাঠি ও শুভ্র হাত নিয়ে? তারা খ্রিস্টানদের নিকটও এসে জিজ্ঞেস করল, হযরত ঈসা (আ.) তোমাদের নিকট কি মু'জিযা নিয়ে আগমন করেছিলেন? তারা বলল , তিনি জন্মান্ধ ও কুষ্ঠরুগীকে আরোগ্য করে দিতেন এবং মৃতকে জীবিত করতে সক্ষম ছিলেন। অতঃপর তারা নবী করীম ﷺ-এর দরবারে এসে আবেদন করল যে, সাফা পর্বতটি স্বর্ণ বানিয়ে দেওয়ার জন্য আল্লাহর নিকট দোয়া করুন। ফলে তিনি আল্লাহর নিকট দোয়া করেন। তখন আলোচ্য আয়াত নাজিল হয়েছে। –[ইবনে কাছীর ১ : ৪৩৭, রূহুল মা'আনী ১৫৭/২/৪]

ধর্মীয় জ্ঞান গোপন করা হারাম এবং কোনো কাজ না করেই তার জন্য প্রশংসার অপেক্ষা করা দূষণীয় : আলোচ্য আয়াতসমূহে আহলে কিতাবদের দুটি অপরাধ এবং তার শাস্তির বর্ণনা দেওয়া হয়েছে। আর তা হলো এই যে, তাদের প্রতি নির্দেশ ছিল কিতাবের বিধি-বিধানসমূহকে কোনো রকম হেরফের বা পরিবর্তন-পরিবর্ধন না করে জনসম্মুখে বিবৃত করে দিবে এবং কোনো নির্দেশই গোপন করবে না। কিন্তু তারা নিজেদের পার্থিব স্বার্থ ও লোভের বশবর্তী হয়ে সে প্রতিজ্ঞার কোনো পরোয়া করেনি; ববং বহু বিধি-নিষেধ তারা গোপন করেছে।

দ্বিতীয়তঃ তারা সৎকর্ম তো করেই না তদুপরি কামনা করে যে, সৎকাজ না করা সত্ত্বেও তাদের প্রশংসা করা হোক।

তাওরাতের বিধি-বিধান গোপন করার ঘটনা সম্পর্কে সহীহ বুখারীতে হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা.)-এর রেওয়ায়েত অনুসারে উদ্ধৃতি রয়েছে যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ ইহুদিদের কাছে একটি বিষয় জিজ্ঞেস করলেন যে, এটা কি

https://e-ilm.weebly.com/

তাওরাতে আছে? তারা তা গোপন করল এবং যা তাওরাতে ছিল, তার বিপরীত বলে দিল। আর তাদের এ অসৎকর্মের জন্য আনন্দিত হয়ে ফিরে এলো যে, আমরা চমৎকার ধোঁকা দিয়ে দিয়েছি। এ ঘটনার প্রেক্ষিতে আলোচ্য আয়াত নাজিল হলো, যাতে তাদের প্রতি অভিসম্পাত করা হয়েছে।

আর দ্বিতীয় ব্যাপার, না করা কাজের জন্য প্রশংসার আগ্রহী হওয়া। তা হলো মুনাফিক ইহুদিদের একটি কর্মপন্থা যে, কোনো জিহাদ সমাগত হলে তারা কোনো ছলছুতারভিত্তিতে ঘরে বসে থাকত এবং এভাবে জিহাদ থেকে অব্যাহতি লাভের জন্য আনন্দ উদযাপন করত। আর রাসূলে কারীম ﷺ যখন ফিরে আসতেন, তখন তাঁর সমানে উপস্থিত হয়ে মিথ্যা কসম খেয়ে নানা অজুহাত বর্ণনা করত এবং আশা করত যে, তাদের এহেন কাজের জন্য প্রশংসা করা হোক। –[সহীহ বুখারী]

কুরআনে কারীমে এতদুভয় বিষয়ে তাদের নিন্দা করা হয়েছে। তাতে প্রতীয়মান হচ্ছে যে, ধর্মীয় জ্ঞান ও আল্লাহর রাসূলের বিধি-বিধান গোপন করা হারাম। তবে এ গোপন করার ব্যাপারটি হলো তেমনিভাবে গোপন করা যা ইহুদিদের কাজ ছিল। অর্থাৎ, পার্থিব স্বার্থে আল্লাহর আহকাম গোপন করা। তারা তা করে মানুষের নিকট থেকে অর্থ-কড়ি গ্রহণ করত। অবশ্য কোনো ধর্মীয় কল্যাণ বিবেচনায় যদি কোনো বিশেষ হুকুম জনসাধারণের মাঝে প্রকাশ করা না হয়, তবে তা এর অন্তর্ভুক্ত নয়। যেমন, ইমাম শাফেয়ী (র.) স্বতন্ত্র এক পরিচ্ছেদ এ ব্যাপারে হাদীসের উদ্ধৃতি সহকারে বিবৃত করেছেন যে, অনেক সময় কোনো কোনো হুকুম প্রকাশ করতে গেলে সাধারণ জনগণের মাঝে ভুল-বুঝাবুঝির সৃষ্টি হতে পারে এবং এতে নানা ফেতনা-ফ্যাসাদে পতিত হয়ে পড়ারও আশঙ্কা দেখা দিতে পারে। এমন আশঙ্কায় কোনো হুকুম গোপন করা হলে, তাতে কোনো দোষ নেই।

কোনো সৎকাজ করে সেজন্য প্রশংসা ও গুণ-কীর্তনের অপেক্ষা করা হলে সৎকাজ করা সত্ত্বেও শরিয়তের নিয়মানুযায়ী তা দূষণীয় এবং কাজ না করা সত্ত্বেও এরূপ আচরণ তো আরো বেশি দূষণীয়। আর মনের দিক দিয়ে এমন বাসনা সৃষ্টি হওয়া যে, আমিও অমুক কাজটি করব এবং তাতে সুনাম হবে, তাহলে তা এর অন্তর্ভুক্ত নয়। অবশ্য যদি সুনামের জন্য আনুষ্ঠানিকভাবে ব্যবস্থা করা না হয়। –[বয়ানুল কুরআন]

এ আয়াতগুলোতে চিন্তা-ভাবনার প্রসঙ্গেই নিম্নোক্ত বিষয়গুলোর ব্যাপারে ভাবতে হবে।

এক. আসমান-জমিন সৃষ্টি বলতে কি বুঝায় : خَلْق শব্দের অর্থে নতুন আবিষ্কার ও সৃষ্টি। অর্থ হচ্ছে, আসমান এবং জমিন সৃষ্টির মধ্যে আল্লাহ তা'আলার এক বিরাট নিদর্শন বিদ্যমান। এ দুয়ের মধ্যে অবস্থিত আল্লাহ তা'আলার অসংখ্য সৃষ্টিরাজিকেও এ আয়াত দ্বারা বুঝানো হয়েছে। এ বিরাট সৃষ্টজগতের মধ্যে স্বকীয় বেশিষ্ট্যমণ্ডিত প্রতিটি সৃষ্ট বস্তুই স্ব স্ব সৃষ্টিকর্তার নিদর্শনরূপে দাঁড়িয়ে আছে।

আরো একটু গভীরভাবে চিন্তা করলে اَلسَّمٰوٰت শব্দ দ্বারা যেমন উর্ধ্বজগত তথা সকল উন্নতি বুঝায়, তেমনি اَرْض বলতে নিম্নজগত তথা নিম্নমুখী সব কিছুকেই বুঝায়। সে মতে প্রতীয়মান হয় যে, আল্লাহ তা'আলা যেমন সকল উচ্চতা ও উন্নতির সৃষ্টিকর্তা, তেমনি নিম্নজগত তথা সকল নিম্নমুখিতারও সৃষ্টিকর্তা।

দুই. দিন রাত্রির আবর্তন : চিন্তা-ভাবনার দ্বিতীয় বিষয়টি হচ্ছে, দিন-রাত্রির আবর্তন অর্থে কি বুঝানো হয়েছে। এখানে اِخْتِلَافٌ শব্দটি আরবি ভাষায় اِخْتَلَفَ فُلَانٌ فُلَانًا [অর্থাৎ, অমুক ব্যক্তি অমুক ব্যক্তির পরে এসেছে।] থেকে গ্রহণ করা হয়েছে। সে মতে وَاخْتِلَافِ الَّيْلِ وَالنَّهَارِ বাক্যের অর্থ হবে, রাত্রির গমন এবং দিবসের আগমন।'

اِخْتِلَافٌ শব্দ দ্বারা কম-বেশিও বুঝায়। যেমন, শীতকালে রাত্র হয় দীর্ঘ এবং দিন হয় ছোট, গরমকালে দিন বড় হয় এবং রাত্রি হয় ছোট। অনুরূপ এক দেশ থেকে অন্য দেশে দিবস এবং রাত্রির দৈর্ঘের তারতম্য হয়ে থাকে। যেমন, উত্তর মেরুর সন্নিকটবর্তী দেশগুলোতে দিবাভাগ উত্তর মেরু থেকে দূরবর্তী দেশগুলোর তুলনায় অনেক বেশি দীর্ঘ হয়। এসবগুলো বিষয়ই আল্লাহ তা'আলার অপার কুদরতের একেকটি অতি উজ্জ্বল নিদর্শন।

তিন. "আয়াত" শব্দের অর্থ : তৃতীয় ভাবনার বিষয় হচ্ছে 'আয়াত' বা নিদর্শন বলতে কি বুঝায় اٰيَةٌ - اٰيَاتٌ -এর বহুবচন। শব্দটি কয়েকটি অর্থেই ব্যবহৃত হয়। যথা মু'জিযাকে যেমন 'আয়াত' বলা হয়, তেমনি কুরআন শরীফের বাক্যকেও 'আয়াত' বলা হয়। তৃতীয় অর্থে দলিল প্রমাণও বুঝানো হয়ে থাকে। এখানে তৃতীয় অর্থেই শব্দটি ব্যবহৃত হয়েছে। অর্থাৎ, এসব বিষয়ের মধ্যে আল্লাহ তা'আলার বিরাট নিদর্শনাবলি রয়েছে।

https://e-ilm.weebly.com/

চার. أُولُو الْأَلْبَابِ চতুর্থ বিবেচ্য বিষয় হলো— أُولُو الْأَلْبَابِ শব্দের অর্থ । এ সম্পর্কে ভাবনার বিষয় হচ্ছে, এর দ্বারা কি বুঝানো হয়েছে?

اَلْبَابُ শব্দটি لُبٌّ শব্দের বহুবচন । অর্থ— মগজ । প্রত্যেক বস্তুরই মগজ অর্থে তার সারবস্তুকে বুঝায় এবং সে সারটুকু দ্বারা সংশ্লিষ্ট বস্তুর বৈশিষ্ট্য প্রমাণিত হয় । এ কারণেই মানুষের বুদ্ধি ও মেধাকে لُبٌّ বলা হয় । কেননা বুদ্ধিই মানুষের প্রধান সারবস্তু । সেমতে أُولُو الْأَلْبَابِ শব্দের অর্থ হচ্ছে বুদ্ধিসম্পন্ন লোকজন ।

বুদ্ধিমান শুধুমাত্র তারাই যারা ঈমান গ্রহণ করে এবং সর্বক্ষণ আল্লাহকে স্মরণ করে : এ বিষয়টি ছিল লক্ষ্যণীয় যে, বুদ্ধিমান বলতে কাদেরকে বুঝায়? কারণ সমগ্র বিশ্বে প্রতিটি মানুষই বুদ্ধিমান হওয়ার দাবিদার । কোনো একজন একান্ত নির্বোধ ব্যক্তিও নিজেকে নির্বোধ বলে স্বীকার করতে প্রস্তুত নয় । সেজন্যই কুরআনে কারীম বুদ্ধিমানের এমন কয়েকটি লক্ষণ বাতলে দিয়েছে, যা প্রকৃতপক্ষেই বুদ্ধির মাপকাঠি হিসেবে গণ্য হতে পারে ।

প্রথম লক্ষণটি হলো আল্লাহর প্রতি ঈমান আনা । লক্ষ্য করলে দেখা যায়, অনুভূত বিষয়ের জ্ঞান কান, নাক, চোখ, জিহ্বা প্রভৃতি অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের দ্বারাও লাভ করা যায় । নির্বোধ জীব-জন্তুর মধ্যেও তা রয়েছে । পক্ষান্তরে বুদ্ধির কাজ হলো লক্ষ্যণীয় নিদর্শনাদির মধ্য থেকে গৃহীত দলিল-প্রমাণের মাধ্যমে এমন কোনো সিদ্ধান্তে উপনীতি হওয়া যা অনুভবযোগ্য নয় এবং যার দ্বারা বাস্তবতার সর্বশেষ উৎকর্ষ লাভ করতে পারে ।

এই মূলনীতির প্রেক্ষিতে সৃষ্ট-জগতের প্রতি লক্ষ্য করলে আসমান জমিন এবং এর অন্তর্গত যাবতীয় সৃষ্টি ও সেগুলোর ক্ষুদ্র-বৃহৎ সামগ্রীর সুদৃঢ় ও বিস্ময়কর পরিচালন-ব্যবস্থা বুদ্ধিকে এমন এক সত্তার সন্ধান দেয়, যা জ্ঞান অভিজ্ঞান ও শক্তি-সামর্থ্যের দিক দিয়ে সর্বোচ্চ স্তরে উপনীত এবং যিনি যাবতীয় বস্তু সামগ্রীকে বিশেষ হেকমতের দ্বারা তৈরি করেছেন । তাঁর ইচ্ছায়ই এই সমগ্র ব্যবস্থা পরিচালিত হচ্ছে । বস্তুতঃ সে সত্তা একমাত্র আল্লাহ জাল্লা শানুহুরই হতে পারে ।

মানুষের ইচ্ছা ও পরিকল্পনার ব্যর্থতা সর্বদা সর্বত্রই পরিলক্ষিত হয়ে থাকে । কাজেই তাকে এই ব্যবস্থার পরিচালক বলা চলে না । সেজন্যই আসমান ও জমিনের সৃষ্টি এবং তাতে উৎপন্ন বস্তুনিচয়ের সৃষ্টি সম্পর্কে চিন্তা-ভাবনা করলে বুদ্ধির সামনে একটিমাত্র পরিণতি সাব্যস্ত হয়ে যায় । আর তা হলো আল্লাহর পরিচয় লাভ, তাঁর আনুগত্য এবং তাঁরই জিকির করা । যে ব্যক্তি এ ব্যাপারে শৈথিল্য প্রদর্শন করবে সে বুদ্ধিমান বলে কথিত হওয়ার যোগ্য নয় । কাজেই কুরআন মাজীদ বুদ্ধিমানের লক্ষণ বর্ণনা করতে গিয়ে বলেছে—

الَّذِينَ يَذْكُرُونَ اللَّهَ قِيَامًا وَقُعُودًا وَعَلَىٰ جُنُوبِهِمْ অর্থাৎ, বুদ্ধিমান হলো সে সমস্ত লোক যারা আল্লাহ তা'আলাকে স্মরণ করে দাঁড়িয়ে, বসে ও শুয়ে ডানে ও বায়ে । অর্থাৎ সর্বাবস্থায় সর্বক্ষণ আল্লাহ তা'আলার স্মরণে নিয়োজিত থাকে ।

এতে বুঝা গেল, বর্তমান পৃথিবী যে বিষয়টিকে বুদ্ধি এবং বুদ্ধিমানের মাপকাঠি বলে গণ্য করে নিয়েছে, তা শুধুমাত্র একটা ধোঁকা । কেউ ধন-সম্পদ গুটিয়ে নেওয়াকে বুদ্ধিমত্তা সাব্যস্ত করেছে, কেউ বিভিন্ন ধরনের কল-কব্জা তৈরি করা কিংবা বাষ্প-বিদ্যুৎকে প্রকৃত শক্তি মনে করার নামই রেখেছে বুদ্ধিমত্তা । কিন্তু সুস্থ বিবেক ও সুষ্ঠু বুদ্ধির কথা হলো তাই, যা আল্লাহ তা'আলার নবী-রাসূলগণ নিয়ে এসেছেন । যাতে করে ইলম ও হিকমতের আলোকে পার্থিব ব্যবস্থা পরম্পরা নিম্ন থেকে শুরু করে সর্বোচ্চ স্তরে উন্নীত হয়ে গিয়ে মধ্যবর্তী পর্যায়গুলোকে উপেক্ষা করেছে । বিজ্ঞান তোমাদেরকে কাঁচা মাল থেকে কল-কারখানা পর্যন্ত এবং কল-কারখানা থেকে বাষ্প-বিদ্যুতের শক্তি পর্যন্ত পৌঁছে দিয়েছে । কিন্তু বুদ্ধির কাজ হলো আরো একটু এগিয়ে দেওয়া যাতে তোমরা বুঝতে পার, উপলব্ধি করতে পার যে, আসল কাজটি কি মাটি, পানি বা লোহা-তামার, না মেশিনের; আর নাইকি সেগুলোর মাধ্যমে তৈরি বাষ্পের; বরং কাজটি তাঁরই যিনি আগুন, পানি ও বায়ুকে সৃষ্টি করেছেন— যার ফলে এই বিদ্যুৎ, এই বাষ্প তোমরা পেতে পারছ ।

এ ব্যাখ্যার দ্বারা প্রতীয়মান হলো যে, সেসব লোকই শুধু বুদ্ধিমান বলে আখ্যায়িত হওয়ার যোগ্য, যারা আল্লাহকে চিনবেন এবং সর্বাবস্থায় সর্বক্ষণ তাঁকে স্মরণ করবেন ।

সারকথা, আল্লাহ তা'আলার সৃষ্টি ও সৃষ্টজগতের উপর চিন্তা-গবেষণা করে তার মাহাত্ম্য ও কুদরত সম্পর্কে অবগত হওয়া একটি মহৎ ও উচ্চ পর্যায়ের ইবাদত । সেগুলোর মধ্যে গম্ভীর মনোনিবেশ করে তা থেকে কোনো শিক্ষা গ্রহণ না করা একান্তই নির্বুদ্ধিতা । উল্লিখিত আয়াতের শেষ বাক্যে আল্লাহর নির্দেশসমূহে চিন্তা গবেষণা করার ফলাফল বাতলে দেওয়া হয়েছে । বলা হয়েছে رَبَّنَا مَا خَلَقْتَ هَٰذَا بَاطِلًا অর্থাৎ, আল্লাহ তা'আলার সীমাহীন সৃষ্টির উপর যে লোক চিন্তা-ভাবনা করে সে

লোক এই অবস্থায় না পৌঁছে পারে না যে, এসব বস্তু-সামগ্রীকে আল্লাহ নিরর্থক সৃষ্টি করেননি; বরং এসবের সৃষ্টির পেছনে হাজারো তাৎপর্য নিহিত রয়েছে। সে সমস্তকে মানুষের সেবায় নিয়োজিত করে দিয়ে মানুষকে চিন্তা-ভাবনা করার আমন্ত্রণ জানানো হয়েছে যে, সমগ্র পৃথিবী তাদের কল্যাণের জন্য তৈরি করা হয়েছে এবং তাদের সৃষ্টি করা হয়েছে একমাত্র আল্লাহ তা'আলার ইবাদত আরাধনার উদ্দেশ্যে। এটাই হলো তাদের জীবনের লক্ষ্য। তারপর চিন্তা-গবেষণা করে এই তাৎপর্য আবিষ্কারের সমর্থ হয়েছে যে, গোটা এই বিশ্ব-সৃষ্টি নিরর্থক নয়; বরং এগুলো সবই বিশ্বস্রষ্টা আল্লাহ রাব্বুল আলামীনের অসীম কুদরতে ও হেকমতেরই প্রকৃষ্ট প্রমাণ।

পরবর্তীতে সে সমস্ত লোকের কয়েকটি স্বতঃস্ফূর্ত প্রার্থনা উল্লেখ করা হয়েছে যা তারা নিজেদের পালনর্তাকে চিনে নিয়ে তাঁর মহান দরবারে পেশ করেছিলেন।

প্রথম আবেদনটি ছিল এই যে, فَقِنَا عَذَابَ النَّارِ অর্থাৎ আমাদেরকে জাহান্নামের আজাব থেকে রক্ষা কর।

দ্বিতীয় আবেদনে আমাদেরকে আখেরাতের লাঞ্ছনা থেকে অব্যাহতি দান কর। কারণ যাদেরকে তুমি জাহান্নামে প্রবিষ্ট করবে, তাদেরকে সমগ্র বিশ্বের সামনে লাঞ্ছিত করা হবে। কোনো কোনো ওলামা লিখেছেন হাশরের মাঠের লাঞ্ছনা এমন এক আজাব হবে যার ফলে মানুষ কামনা করবে যে, হায়! যদি তাকে জাহান্নামেই দিয়ে দেওয়া হতো, তবুও যদি তার অপকর্মের প্রচার গোটা হাশরের সামনে করা না হতো।

তৃতীয় আবেদন, আমরা তোমার পক্ষ থেকে আগত আহ্বানকারী রাসূলে মাকবূল ﷺ-এর আহবান শুনেছি এবং তাতে ঈমান এনেছি। সুতরাং তুমি আমাদের বড় গুনাহগুলো ক্ষমা করে দাও এবং আমাদের অন্যায় ও দোষ ত্রুটি কাফফারা করে দাও আর আমাদেরকে নেককার ও সৎকর্মশীলদের সাথে মৃত্যু দান কর। অর্থাৎ তাদের শ্রেণিভুক্ত করে দাও।

শব্দ বিশ্লেষণ

قَدْ اَخْزَيْتَهٗ : সীগাহ واحد مذكرحاضر বহছ ماضى معروف বাব اِفْعَالٌ মাসদার اَلْاِخْزَاءُ মূলবর্ণ (خ ـ ز ـ ى) জিনস ناقص يائى অর্থ– তুমি তাকে অপদস্থ করে দিয়েছ।

كَفِّرْ : সীগাহ واحد مذكر حاضر বহছ امر حاضر معروف বাব تَفْعِيْلٌ মাসদার اَلتَّكْفِيْرُ মূলবর্ণ (ك ـ ف ـ ر) জিনস صحيح অর্থ– তুমি দূর করে দাও।

تَوَفَّنَا : সীগাহ واحد مذكر حاضر বহছ امر حاضر معروف বাব تَفَعُّلٌ মাসদার اَلتَّوَفِّى মূলবর্ণ (و ـ ف ـ ى) জিনস لفيف مفروق অর্থ– তুমি মৃত্যু দাও, মিটিয়ে দাও।

বাক্য বিশ্লেষণ

قوله فَنَبَذُوْهُ وَرَاءَ ظُهُوْرِهِمْ : এখানে نَبَذُوْا ফে'ল যমীর ফা'য়েল, ہ মাফউল وَرَاءَ মুযাফ ظُهُوْر মুযাফ ইলাইহি হয়ে পনুরায় মুযাফ هِمْ মুযাফ ইলাইহি مضاف ও مضاف اليه মিলে পুনরায় مضاف اليه এবার مضاف ও مضاف اليه মিলে ظرف হলো। সুতরাং فعل ـ فاعل ـ مفعول ও ظرف মিলে جُمْلَة فِعْلِيَّة হলো।

قوله وَاللّٰهُ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ : এখানে اللّٰهُ শব্দটি مبتدأ পরের قَدِيْرٌ শিবহে ফে'ল عَلٰى হরফে জার كل মুযাফ شَيْءٍ মুযাফ ইলাইহি। مضاف ও مضاف اليه মিলে مجرور জার ও মাজরূর মিলে متعلق হলো قَدِيْرٌ শিবহে ফে'লের সাথে। شبه فعل তার متعلق মিলে شبه جملة হয়ে خبر হলো। সুতরাং مبتدأ ও خبر মিলে جُمْلَة اِسْمِيَّة হলো।

https://e-ilm.weebly.com/

رَبَّنَا وَاٰتِنَا مَا وَعَدْتَّنَا عَلٰى رُسُلِكَ وَلَا تُخْزِنَا يَوْمَ الْقِيٰمَةِ ۗ اِنَّكَ لَا تُخْلِفُ الْمِيْعَادَ (١٩٤)

অনুবাদ : (১৯৪) হে আমাদের রব! আর আমাদেরকে তাও দান করুন যার প্রতিশ্রুতি আপনি স্বীয় পয়গম্বরদের মাধ্যমে আমাদেরকে দিয়েছেন, আর কিয়ামত দিবসে আমাদেরকে লাঞ্ছিত করবেন না, নিশ্চয় আপনি ওয়াদার খেলাফ করেন না।

فَاسْتَجَابَ لَهُمْ رَبُّهُمْ اَنِّيْ لَاۤ اُضِيْعُ عَمَلَ عَامِلٍ مِّنْكُمْ مِّنْ ذَكَرٍ اَوْ اُنْثٰى ۚ بَعْضُكُمْ مِّنْۢ بَعْضٍ ۚ فَالَّذِيْنَ هَاجَرُوْا وَاُخْرِجُوْا مِنْ دِيَارِهِمْ وَاُوْذُوْا فِيْ سَبِيْلِيْ وَقٰتَلُوْا وَقُتِلُوْا لَاُكَفِّرَنَّ عَنْهُمْ سَيِّاٰتِهِمْ وَلَاُدْخِلَنَّهُمْ جَنّٰتٍ تَجْرِيْ مِنْ تَحْتِهَا الْاَنْهٰرُ ۚ ثَوَابًا مِّنْ عِنْدِ اللّٰهِ ۗ وَاللّٰهُ عِنْدَهٗ حُسْنُ الثَّوَابِ (١٩٥)

(১৯৫) অনন্তর মঞ্জুর করলেন তাদের প্রার্থনা তাদের পরওয়ারদেগার এই জন্য যে, আমি তোমাদের মধ্য হতে কোনো আমলকারীর আমলকে বিফল করিনা, চাই সে পুরুষই হোক বা নারী, তোমরা একে অন্যের অংশ, সুতরাং যারা হিজরত করেছে এবং নিজেদের ঘরবাড়ি হতে বহিষ্কৃত হয়েছে এবং আমার পথে নির্যাতিত হয়েছে এবং জিহাদ করেছে ও শহীদ হয়েছে, নিশ্চয় তাদের গুনাহসমূহ মাফ করে দিব এবং নিশ্চয় আমি তাদেরকে এমন উদ্যানে [জান্নাতে] দাখিল করব, যার তলদেশে নহরসমূহ বইতে থাকবে, এই বিনিময় প্রাপ্ত হবে আল্লাহর পক্ষ থেকে, আর আল্লাহরই নিকট উত্তম বিনিময় রয়েছে।

لَا يَغُرَّنَّكَ تَقَلُّبُ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا فِي الْبِلَادِ (١٩٦)

(১৯৬) [হে সত্যান্বেষী!] তোমাকে যেন নগরসমূহে কাফেরদের গমনাগমন প্রতারিত না করে।

مَتَاعٌ قَلِيْلٌ ثُمَّ مَاْوٰىهُمْ جَهَنَّمُ ۗ وَبِئْسَ الْمِهَادُ (١٩٧)

(১৯৭) মাত্র কয়েক দিনের উপভোগ। অতঃপর তাদের বাসস্থান হবে দোজখ, এবং এটা অত্যন্ত নিকৃষ্ট বাসস্থান।

শাব্দিক অনুবাদ

(১৯৪) رَبَّنَا হে আমাদের রব! وَاٰتِنَا আর আমাদেরকে তাও দান করুন مَا وَعَدْتَّنَا যার প্রতিশ্রুতি আপনি আমাদেরকে দিয়েছেন عَلٰى رُسُلِكَ স্বীয় পয়গম্বরদের মাধ্যমে وَلَا تُخْزِنَا আর আমাদেরকে লাঞ্ছিত করবেন না يَوْمَ الْقِيٰمَةِ কিয়ামত দিবসে اِنَّكَ لَا تُخْلِفُ الْمِيْعَادَ নিশ্চয় আপনি ওয়াদার খেলাফ করেন না।

(১৯৫) فَاسْتَجَابَ لَهُمْ অনন্তর মঞ্জুর করলেন তাদের প্রার্থনা رَبُّهُمْ তাদের পরওয়ারদেগার اَنِّيْ لَاۤ اُضِيْعُ এই জন্য যে, আমি বিফল করিনা عَمَلَ عَامِلٍ مِّنْكُمْ তোমাদের মধ্য হতে কোনো আমলকারীর আমলকে مِّنْ ذَكَرٍ اَوْ اُنْثٰى চাই সে পুরুষই হোক বা নারী بَعْضُكُمْ مِّنْۢ بَعْضٍ তোমরা একে অন্যের অংশ। فَالَّذِيْنَ هَاجَرُوْا সুতরাং যারা হিজরত করেছে وَاُخْرِجُوْا مِنْ دِيَارِهِمْ এবং নিজেদের ঘরবাড়ি হতে বহিষ্কৃত হয়েছে وَاُوْذُوْا فِيْ سَبِيْلِيْ এবং আমার পথে নির্যাতিত হয়েছে। وَقٰتَلُوْا এবং জিহাদ করেছে وَقُتِلُوْا ও শহীদ হয়েছে لَاُكَفِّرَنَّ عَنْهُمْ سَيِّاٰتِهِمْ নিশ্চয় তাদের গুনাহসমূহ মাফ করে দিব وَلَاُدْخِلَنَّهُمْ جَنّٰتٍ এবং নিশ্চয় আমি তাদেরকে এমন উদ্যানে দাখিল করব تَجْرِيْ مِنْ تَحْتِهَا الْاَنْهٰرُ যার তলদেশে নহরসমূহ বইতে থাকবে ثَوَابًا مِّنْ عِنْدِ اللّٰهِ এই বিনিময় প্রাপ্ত হবে আল্লাহর পক্ষ থেকে وَاللّٰهُ عِنْدَهٗ আর আল্লাহরই নিকট حُسْنُ الثَّوَابِ উত্তম বিনিময় রয়েছে।

(১৯৬) لَا يَغُرَّنَّكَ তোমাকে যেন প্রতারিত না করে। تَقَلُّبُ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا কাফেরদের গমনাগমন فِي الْبِلَادِ নগরসমূহে ।

(১৯৭) مَتَاعٌ قَلِيْلٌ মাত্র কয়েক দিনের উপভোগ ثُمَّ مَاْوٰىهُمْ جَهَنَّمُ অতঃপর তাদের বাসস্থান হবে দোজখ وَبِئْسَ الْمِهَادُ এবং এটা অত্যন্ত নিকৃষ্ট বাসস্থান।

https://e-ilm.weebly.com/

لٰكِنِ الَّذِيْنَ اتَّقَوْا رَبَّهُمْ لَهُمْ جَنّٰتٌ تَجْرِىْ مِنْ تَحْتِهَا الْاَنْهٰرُ خٰلِدِيْنَ فِيْهَا نُزُلًا مِّنْ عِنْدِ اللّٰهِ ؕ وَمَا عِنْدَ اللّٰهِ خَيْرٌ لِّلْاَبْرَارِ (١٩٨)	(১৯৮) কিন্তু যারা স্বীয় রবকে ভয় করে তাদের জন্য উদ্যানসমূহ রয়েছে, যার নিম্নে নহরসমূহ বইতে থাকবে, তারা এটাতে অনন্তকাল থাকবে, এটা মেহমানী হবে আল্লাহর পক্ষ থেকে, আর যাকিছু আল্লাহর নিকট রয়েছে তা নেককারদের জন্য বহুগুণে উত্তম।
وَاِنَّ مِنْ اَهْلِ الْكِتٰبِ لَمَنْ يُّؤْمِنُ بِاللّٰهِ وَمَاۤ اُنْزِلَ اِلَيْكُمْ وَمَاۤ اُنْزِلَ اِلَيْهِمْ خٰشِعِيْنَ لِلّٰهِ ۙ لَا يَشْتَرُوْنَ بِاٰيٰتِ اللّٰهِ ثَمَنًا قَلِيْلًا ؕ اُولٰٓئِكَ لَهُمْ اَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ ؕ اِنَّ اللّٰهَ سَرِيْعُ الْحِسَابِ (١٩٩)	(১৯৯) আর নিশ্চয় আহলে কিতাবদের মধ্যে কেউ কেউ অবশ্য এমনও আছে যারা আল্লাহর প্রতি বিশ্বাস রাখে এবং এই কিতাবের প্রতিও যা তোমাদের প্রতি প্রেরিত হয়েছে এবং ঐ কিতাবের প্রতি যা তাদের প্রতি প্রেরিত হয়েছিল, এরূপে যে, আল্লাহ তা'আলাকে ভয় করে, আল্লাহ তা'আলার আয়াতসমূহের পরিবর্তে তুচ্ছ বিনিময় গ্রহণ করে না এরূপ লোকদের উত্তম বিনিময় মিলবে তাদের প্রতিপালকের নিকট, নিঃসন্দেহে, আল্লাহ তা'আলা শীঘ্রই হিসাব করে দিবেন।
يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوا اصْبِرُوْا وَصَابِرُوْا وَرَابِطُوْا وَاتَّقُوا اللّٰهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُوْنَ (٢٠٠)	(২০০) হে ঈমানদারগণ! স্বয়ং ধৈর্য অবলম্বন কর ও জিহাদে ধৈর্য রাখ এবং জিহাদের জন্য প্রস্তুত থাক। আর আল্লাহকে ভয় করতে থাক, যেন তোমরা পূর্ণ সফলকাম হও।

শাব্দিক অনুবাদ

(১৯৮) لٰكِنِ الَّذِيْنَ اتَّقَوْا কিন্তু যারা ভয় করে رَبَّهُمْ স্বীয় রবকে لَهُمْ جَنّٰتٌ তাদের জন্য উদ্যানসমূহ রয়েছে تَجْرِىْ مِنْ تَحْتِهَا الْاَنْهٰرُ যার নিম্নে নহরসমূহ বইতে থাকবে خٰلِدِيْنَ فِيْهَا তারা এটাতে অনন্তকাল থাকবে نُزُلًا مِّنْ عِنْدِ اللّٰهِ তাতে মেহমানী হবে আল্লাহর পক্ষ থেকে وَمَا عِنْدَ اللّٰهِ আর যাকিছু আল্লাহর নিকট রয়েছে خَيْرٌ لِّلْاَبْرَارِ তা নেককারদের জন্য বহুগুণে উত্তম।

(১৯৯) وَاِنَّ مِنْ اَهْلِ الْكِتٰبِ আর নিশ্চয় আহলে কিতাবদের মধ্যে কেউ কেউ অবশ্য এমনও আছে لَمَنْ يُّؤْمِنُ بِاللّٰهِ যারা আল্লাহর প্রতি বিশ্বাস রাখে وَمَاۤ اُنْزِلَ اِلَيْكُمْ এবং এই কিতাবের প্রতিও যা তোমাদের প্রতি প্রেরিত হয়েছে وَمَاۤ اُنْزِلَ اِلَيْهِمْ এবং ঐ কিতাবের প্রতি যা তাদের প্রতি প্রেরিত হয়েছিল خٰشِعِيْنَ لِلّٰهِ এরূপে যে, তারা আল্লাহ তা'আলাকে ভয় করে لَا يَشْتَرُوْنَ بِاٰيٰتِ اللّٰهِ তারা আল্লাহ তা'আলার আয়াতসমূহের পরিবর্তে গ্রহণ করে না ثَمَنًا قَلِيْلًا তুচ্ছ বিনিময় اُولٰٓئِكَ لَهُمْ اَجْرُهُمْ এরূপ লোকদের উত্তম বিনিময় মিলবে عِنْدَ رَبِّهِمْ তাদের প্রতিপালকের নিকট اِنَّ اللّٰهَ سَرِيْعُ الْحِسَابِ নিঃসন্দেহে, আল্লাহ তা'আলা শীঘ্রই হিসাব করে দিবেন।

(২০০) يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوا হে ঈমানদারগণ! اصْبِرُوْا স্বয়ং ধৈর্য অবলম্বন কর। وَصَابِرُوْا ও জিহাদে ধৈর্য রাখ। وَرَابِطُوْا এবং জিহাদের জন্য প্রস্তুত থাক وَاتَّقُوا اللّٰهَ আর আল্লাহকে ভয় করতে থাক لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُوْنَ যেন তোমরা পূর্ণ সফলকাম হও।

https://e-ilm.weebly.com/

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

(১৯৫) قوله فَاسْتَجَابَ لَهُمْ رَبُّهُمْ الخ আয়াতের শানে নুযূল : তিরমিযী, ইবনে জারীর, ইবনে মুনযির, ইবনে আবী হাতেম তাবারানী ও হাকেম হযরত উম্মে সালামা (রা.) হতে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন– হে আল্লাহর রাসূল! আল্লাহ পুরুষদের হিজরত সম্পর্কে আলোচনা করেছেন, মহিলাদের হিজরত করা সম্পর্কে আল্লাহ তা'আলা কোনো কিছু বর্ণনা করেছেন তা তো শুনতে পাইনি। তখন আল্লাহ তা'আল আলোচ্য আয়াত নাজিল করেন। –[ফাতহুল কাদীর : ১ : ৪১৩, বাহরে মুহীত ৩ : ১৫০, কাশশাফ– ১ : ৪৮৫, বায়যাভী ১ : ৫৫ : ইবনে কাছীর : ১ : ৪৪১, রুহুল মা'আনী ১৬৮/২/৪]

(১৯৫) قوله لَأُكَفِّرَنَّ عَنْهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ الخ আয়াতের শানে নুযূল : সহীহ বুখারী ও সহীহ মুসলিমে হযরত ইবনে মাসউদ (রা.) হতে বর্ণিত রয়েছে যে, কোনো এক ব্যক্তি কোনো মহিলাকে চুমু খেয়ে অনুতপ্ত হয়ে রাসূল ﷺ-এর নিকট এসে এ ঘটনা বর্ণনা করেন। তখন রাসূল ﷺ নীরব থাকেন। এ সময় আলোচ্য আয়াতাংশ নাজিল হয়েছে। –[রুহুল মা'আনী ১৭০/২/৪-সহীহ বুখারী ও সহীহ মুসলিম থেকে]

(১৯৭) قوله لَا يَغُرَّنَّكَ تَقَلُّبُ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا الخ আয়াতের শানে নুযূল : ওয়াহেদী বর্ণনা করেন যে, মুশরিক সম্প্রদায় তারা স্বচ্ছলতায়, ভোগ-বিলাসিতায় জীবন যাপন করছিল। আর তারা ব্যবসা-বাণিজ্য ও বিলাসিতায় মত্ত ছিল। সুতরাং কোনো কোনো মুমিন মন্তব্য করল যে, আল্লাহ তা'আলার শত্রুদেরকে সাচ্ছন্দে বসবাস করতে দেখতে পাচ্ছি। আমরা ক্ষুধা ও দুঃখ কষ্টে নিস্পেষিত হচ্ছি। তখন আল্লাহ তা'আলা আলোচ্য আয়াত নাজিল করেন। কারো মতে মুশরিকের স্থলে ইহুদি হবে।

শানে নুযূল– ২ : আরো বর্ণিত আছে যে, ইহুদি কিংবা মুশরিকরা ব্যবসা-বাণিজ্যের সূত্র ধরে বিভিন্ন দেশে বিচরণ করত এবং ধন-সম্পদের পাহাড় সংগ্রহ করত। আর ঈমানদার মানুষেরা কষ্ট ক্লেশে কালাতিপাত করত। ফলে ঈমানদারদেরকে সান্ত্বনা দান করার লক্ষ্যে এ আয়াত নাজিল হয়েছে। –[রুহুল মা'আনী ১৭২/২/৪]

(১৯৯) قوله وَإِنَّ مِنْ أَهْلِ الْكِتٰبِ الخ আয়াতের শানে নুযূল– ১ : ইমাম নাসায়ী (র.) বাযযার, ইবনে মুনযির , ইবনে আবূ হাতেম ও ইবনে মারদুভিয়া হযরত আনাস (রা.) হতে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন, আবিসিনিয়ার [বর্তমান ইরেত্রীয়া] বাদশাহ নাজ্জাশী যখন ইন্তেকাল করেন, তখন রাসূল ﷺ বলেন, তোমরা তার জানাযার নামাজ আদায় কর। সাহাবাগণ বললেন, হে আল্লাহর রাসূল! একজন হাবশী [আবিসিনিয়া আফ্রেকী] গোলামের জন্য? তখন আল্লাহ তা'আলা আলোচ্য আয়াত নাজিল করেন।

শানে নুযূল– ২ : ইবনে জারীর হযরত জাবের (রা.) হতে مَرْفُوْعًا বর্ণনা করেন, মুনাফিক সম্প্রদায় একদা বলল, তোমরা এ ব্যক্তির প্রতি লক্ষ্য কর! তিনি একজন কৃষ্ণাঙ্গ খ্রিস্টানের উপর জানাযা আদায় করছেন। তখন মুনাফিকদের এ দূরভিসন্ধিমূলক অভিযোগের পরিপ্রেক্ষিতে আলোচ্য আয়াত নাজিল হয়েছে।

শানে নুযূল– ৩ : হাকেম হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে যুবাইর (রা.) হতে বর্ণনা করেন, আলোচ্য আয়াত নাজ্জাশী সম্পর্কে নাজিল হয়েছে। –[ফাতহুল কাদীর : ১ : ৪১৫]

শানে নুযূল– ৪ : ইবনে জারীর হযরত জাবের (রা.) হতে বর্ণনা করেন, নাজ্জাশী যখন ইন্তেকাল করেন, তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন, তোমরা বের হয়ে তোমাদের ভাইদের জন্য জানাযা আদায় কর। ফলে তিনি আমাদেরকে নিয়ে চার তাকবীরের সহিত জানাযা আদায় করেন। তখন মুনাফিকেরা বলল, তোমরা এ মানুষটির প্রতি লক্ষ্য কর তিনি একজন অনারবি খ্রিস্টানের প্রতি জানাযা আদায় করছেন। যা কখনো দৃষ্টিগোচর হয়নি। তখন আল্লাহ তা'আলা এ আয়াত নাজিল করেন। –[ইবনে কাছীর ১ : ৪৪৩, রুহুল মা'আনী ১৭৩/২/৪]

শানে নুযূল– ৫ : হযরত আতা (রা.) হতে বর্ণিত যে, এ আয়াত ৪০ জন নাজরানবাসী সম্পর্কে নাজিল হয়েছে। যারা হলেন বনূ হারেছ বিন কা'আব এর লোকজন, ৩২ জন আবেসিনীয় এবং আটজন রোমীয়দের সম্পর্কে আলোচ্য আয়াত নাজিল হয়েছে। তারা সকলই হযরত ঈসা (আ.)-এর ধর্মের অনুসারী ছিলেন। অতঃপর তারা নবী করীম ﷺ-এর প্রতি ঈমান আনয়ন করেন।

https://e-ilm.weebly.com/

শানে নুযূল–৬ : ইবনে জুরাইজ ইবনে যায়েদ ও ইবনে ইসহাক হতে বর্ণিত রয়েছে যে, আলোচ্য আয়াত নাজিল হয়েছে এক জামাত ইহুদি সম্পর্কে, যারা ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করেন। তাদের মধ্যে ছিলেন আব্দুল্লাহ বিন সালাম ও তাঁর অনুসারীরা।

শানে নুযূল– ৭ : হযরত মুজাহিদ হতে বর্ণিত রয়েছে যে, যে সকল আহলে কিতাব ঈমান গ্রহণ করেছেন, তাদের সম্পর্কে আলোচ্য আয়াত নাজিল হয়েছে তবে প্রসিদ্ধ মতামত হলো, আলোচ্য আয়াত নাজ্জাশী বাদশাহ সম্পর্কে অবতীর্ণ হয়েছে। –[রূহুল মা'আনী ১৭৩/২/৪]

শানে নুযূল– ৮ : ইবনে আবী হাতেম ও হযরত আনাস বিন মালেক (রা.) হতে হাদীস বর্ণনা করেন। তিনি বলেন, নাজ্জাশী যখন ইন্তেকাল করেন, তখন রাসূল ﷺ বলেন, তোমাদের ভাইদের জন্য এস্তেগফার তথা ক্ষমা প্রার্থনা কর। তখন কোনো কোনো মানুষ বলল, তিনি অনারবী একজন কাফের। আবিসিনিয়া ভূখণ্ডে ইন্তেকাল করেছেন। রাসূল ﷺ বললেন, তার ব্যাপারে এস্তেগফার করার জন্য আমাকে নির্দেশ করা হচ্ছে। তখন আলোচ্য আয়াত নাজিল হয়েছে। –[ইবনে কাছীর– ১ : ৪৪৩]

(২০০) قوله يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ ٱصْبِرُوا۟ وَصَابِرُوا۟ الخ **আয়াতের শানে নুযূল– ১ :** ইবনে মারদুভিয়া হযরত সালামা বিন আব্দুর রহমান হতে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন, আমি একদিন হযরত আবূ হুরায়রা (রা.) -এর নিকট আসলাম, তখন তিনি বললেন, হে ভাতিজা! يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ ٱصْبِرُوا۟ وَصَابِرُوا۟ আয়াত কাদের সম্পর্কে নাজিল হয়েছে, তুমি কি তা জান? আমি বললাম, না। তখন তিনি বললেন, প্রকারান্তরে রাসূল ﷺ -এর জীবদ্দশায় এমন কোনো গাযওয়া বা যুদ্ধ অভিযান সংঘটিত হয়নি যার মধ্যে পাহারাদারি করার কোনো প্রয়োজন ছিল। পক্ষান্তরে আলোচ্য আয়াত নাজিল করেন সে সম্প্রদায় সম্পর্কে, যারা যথাসময়ে নামাজ আদায় করার লক্ষ্যে মসজিদসমূহ নির্মাণ করছে এবং সে জন্য অপেক্ষামান থাকে, তাদের সম্পর্কেই আলোচ্য আয়াত নাজিল হয়েছে। –[রূহুল মা'আনী ১৭৬/২/৪, ইবনে কাছীর ৪৪৪/১]

শানে নুযূল– ২ : হাকেম মুস্তাদরাক গ্রন্থে হযরত আবূ হুরায়রা (রা.) হতে এবং ইবনে জারীর হযরত আলী (রা.) হতে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন, রাসূল ﷺ বলেন, শোন! যে সকল বিষয় পাপ-পঙ্কিলতা মিটিয়ে দেয়, সে সকল বিষয় আমি তোমাদেরকে জানিয়ে দিব কি? তাহলো পরিপূর্ণভাবে অজু করা কষ্টসাধ্য হওয়া সত্ত্বেও। এক নামাজের পর পরবর্তী নামাজের জন্য অপেক্ষমান থাকা। সুতরাং তাই হলো রিবাত্ব। সে সম্পর্কে বর্ণনা দিয়ে আল্লাহ তা'আলা আলোচ্য আয়াত নাজিল করেছেন। –[রূহুল মা'আনী]

قوله رَبَّنَا وَءَاتِنَا مَا وَعَدتَّنَا الخ : উপরিউক্ত তিনটি আবেদন ছিল আজাব, কষ্ট এবং অনিষ্ট থেকে অব্যাহতি লাভের জন্য। পরবর্তীতে চতুর্থ আবেদনটি করা হয়েছে কল্যাণ লাভ সম্পর্কে যে, নবী রাসূলগণের মাধ্যমে জান্নাতের নিয়ামতসমূহের যে প্রতিশ্রুতি তুমি দান করেছ, তা আমাদেরকে দান কর। কিয়ামতের দিন যেন লাঞ্ছনাও না হয়। অর্থাৎ প্রাথমিক জবাবদিহী ও বদনামীর পর মাফ করার পরিবর্তে প্রথম পর্যায়েই আমাদেরকে ক্ষমা করে দাও। তুমি তো ওয়াদা ভঙ্গ কর না, কিন্তু এই আবেদন নিবেদনের উদ্দেশ্য হচ্ছে এই যে, আমাদেরকে এমন যোগ্যতা দান কর যাতে আমরা তোমার সে ওয়াদা লাভের অধিকারী হতে পারি এবং শেষ পর্যন্ত যেন তাতে স্থির থাকতে পারি। আমাদের মৃত্যু যেন ঈমান ও আ'মালে ছালেহার সাথে হয়।

হিজরত ও শাহাদাতের দ্বারা হক্কুল ইবাদত ব্যতীত অন্যান্য সব গুনাহ মাফ হয়ে যায় لَأُكَفِّرَنَّ عَنْهُمْ سَيِّـَٔاتِهِمْ আয়াতের আওতায় এই শর্তারোপ করা হয়েছে যে, আল্লাহর হকের বেলায় যে সমস্ত ত্রুটি গাফলতি ও পাপ-তাপ হয়ে থাকবে তা হিজরত ও শাহাদাতের মাধ্যমে মাফ হয়ে যাবে। তার কারণ, স্বয়ং রাসূলে কারীম ﷺ হাদীসে ঋণ-ধারকে এ থেকে পৃথক করে দিয়েছেন; বরং তাঁর ক্ষমার নিয়ম হলো স্বয়ং পাওনাদার কিংবা তার ওয়ারিশদেরকে প্রাপ্য পরিশোধ করে দিবে অথবা তাদের কাছ থেকে ক্ষমা করিয়ে নিবে। অবশ্য যদি কারো প্রতি আল্লাহ তা'আলা বিশেষ অনুগ্রহ করে পাওনাদারকে রাজি করিয়ে দেন, তবে তা স্বতন্ত্র কথা। কারো কারো ব্যাপারে এমন হবেও বটে।

এ আয়াতটিতে মুসলমানদেরকে তিনটি বিষয়ে নসিহত করা হয়েছে।

১. সবর, ২. মুসাবারাহ, ৩. মুরাবাতা ও তাকওয়া, যা এ তিনের সাথে অপরিহার্যভাবে যুক্ত।

'সবর' শব্দের অর্থ বিরত রাখা ও বাধা। আর কুরআন ও সুন্নাহর পরিভাষায় এর অর্থ নফসকে তার প্রকৃতি বিরুদ্ধ বিষয়ের উপর জমিয়ে রাখা। এর তিনটি প্রকার রয়েছে।

https://e-ilm.weebly.com/

এক. اَلصَّبْرُ عَلَى الطَّاعَةِ অর্থাৎ, আল্লাহ তা'আলা ও তাঁর রাসূল যে সমস্ত কাজের হুকুম দিয়েছেন, সেগুলোর অনুবর্তিতা মনের উপর যত কঠিনই হোক না কেন তাতে মনকে স্থির রাখা।.

দুই. اَلصَّبْرُ عَنِ الْمَعَاصِىْ অর্থাৎ, যে সমস্ত বিষয়ে আল্লাহ ও তাঁর রাসূল ﷺ নিষেধ করেছেন, সেগুলো মনের জন্য যত আকর্ষণীয়ই হোক না কেন, যত স্বাদেরই হোক না কেন, তা থেকে মনকে বিরত রাখা।.

তিন. اَلصَّبْرُ عَلَى الْمَصَائِبِ অর্থাৎ, বিপদাপদ ও কষ্টের বেলায় সবর করা, ধৈর্য ধারণ করা, অধৈর্য না হওয়া এবং দুঃখ-কষ্ট ও সুখ-শান্তিকে আল্লাহরই পক্ষ থেকে আগত মনে করে মন-মস্তিষ্ককে সেজন্য অধৈর্য করে না তোলা।

'মোসাবারাহ' শব্দটি সবর থেকেই গৃহীত হয়েছে। এর অর্থ, শত্রুর মোকাবিলা করতে গিয়ে দৃঢ়তা অবলম্বন করা। আর মোরাবাতা অর্থ হলো ঘোড়াকে বাঁধা এবং যুদ্ধের জন্য প্রস্তুতি গ্রহণ করা। এ অর্থেই কুরআনে কারীমে বলা হয়েছে وَمِنْ رِّبَاطِ الْخَيْلِ কুরআন ও হাদীসের পরিভাষায় এ শব্দটি দু'টি অর্থে ব্যবহৃত হয়।

১. ইসলামি সীমান্তের হেফাজতে সুসজ্জিত হয়ে থাকা অপরিহার্য, যাতে ইসলামি সীমান্তের প্রতি শত্রুরা রক্তচক্ষু তুলে তাকাতেও সাহস না পায়।

২. জামাতের নামাজের এমন নিয়ামানুবর্তিতা করা যে, এক নামাজান্তেই দ্বিতীয় নামাজের জন্য অপেক্ষমান থাকা। এ দু'টি বিষয়ই ইসলামের দৃষ্টিতে অত্যন্ত মকবুল ইবাদত। এর মাহাত্ম্য অসংখ্য অগণিত। এখানে কয়েকটি মাত্র লিখে দেওয়া হলো।

রেবাত বা ইসলামি সীমান্ত রক্ষার ব্যবস্থা : ইসলামি সীমান্তের হেফাজত করার লক্ষ্যে যুদ্ধের জন্য প্রস্তুতি নিয়ে অপেক্ষারত থাকাকেই 'রেবাত ও মোরাবাতাহ বলা হয়। এর দুটি রূপ হতে পারে। প্রথমতঃ যুদ্ধের কোনো সম্ভাবনাই নেই, সীমান্ত সম্পূর্ণ শান্ত, এমতাবস্থায় শুধুমাত্র অগ্রিম হেফাজত হিসেবে তার দেখাশুনা করতে থাকা। এক্ষেত্রে পরিবার-পরিজনসহ সেখানে [সীমান্তে] বসবাস করতে থাকা কিংবা চাষ-বাস করে রুজি-রোজগার করাও জায়েজ। এমতাবস্থায় যদি সীমান্ত রক্ষাই নিয়ত হয় এবং সেখানে থাকা অবস্থায় রুজি-রোজগার করা যদি তারই আনুষাঙ্গিক বিষয় হয়, তবে এমন ব্যক্তিরও اَلرِّبَاطُ فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ -এর ছওয়াব হতে থাকবে। তাকে যদি কখনো যুদ্ধ করতে না হয়, তবুও। কিন্তু প্রকৃত নিয়ত যদি সীমান্তের হেফাজত না হয়; বরং রুজি-রোজগারই হয় মুখ্য, তবে দৃশ্যতঃ সীমান্ত রক্ষার কাজ করে থাকলেও এমন ব্যক্তি 'মোরাবিত ফী-সাবিলীল্লাহ' হবে না। অর্থাৎ, সে ব্যক্তি আল্লাহর ওয়াস্তে সীমান্ত রক্ষাকারী বলে গণ্য হবে না। দ্বিতীয়তঃ সীমান্তে যদি শত্রুর আক্রমণের আশঙ্কা থাকে, তবে এমতাবস্থায় নারী ও শিশুদেরকে সেখানে রাখা জায়েজ নয়। তখন সেখানে তারাই থাকবে, যারা শত্রুর মোকাবিলা করতে পারে। -[কুরতুবী]

এতদুভয় অবস্থাতে 'রেবাত' বা সীমান্তরক্ষার অসংখ্য ফজিলত রয়েছে। সহীহ বুখারীর এক হাদীসে হযরত সাহল ইবনে সা'দ সায়েদী (রা.) থেকে বর্ণিত হয়েছে যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন, 'আল্লাহর পথে একদিনের রেবাত' (সীমান্ত প্রহরা) সমগ্র দুনিয়া এবং এর মাঝে যা কিছু রয়েছে সে সমুদয় থেকেও উত্তম।

মুসলিম শরীফের এক হাদীসে হযরত সালমান (রা.) কর্তৃক বর্ণিত রয়েছে যে, রাসূলে কারীম ﷺ বলেছেন, 'একদিন ও একরাতের রেবাত (সীমান্ত প্রহরা) ক্রমাগত এক মাসের রোজা এবং সমগ্র রাত ইবাদতে কাটিয়ে দেওয়া অপেক্ষাও উত্তম। যদি এমতাবস্থায় কেউ মৃত্যুবরণ করে, তাহলে তার সীমান্ত প্রহরার পর্যায়ক্রমিক ছওয়াব সর্বদা অব্যাহত থাকবে। আল্লাহর পক্ষ থেকে তার রিজিক জারি থাকবে এবং সে শয়তান থেকে নিরাপদ থাকবে।

ইমাম আবূ দাউদ (র.) ফাযালাহ ইবনে ওবায়েদ এর রেওয়ায়েতক্রমে এ মর্মে এক রেওয়ায়েত উদ্ধৃত করেছেন যে, রাসূলে কারীম ﷺ ইরশাদ করেছেন, প্রত্যেক মৃত বক্তির আমল তার মৃত্যুর সাথে সাথে শেষ হয়ে যায় শুধুমাত্র মোরাবেত [ইসলামি সীমান্তরক্ষী] ছাড়া। অর্থাৎ তার আমল কিয়ামত পর্যন্ত বাড়তে থাকবে। এবং সে কবরে হিসাব-নিকাশ গ্রহণকারী থেকে নিরাপদ থাকবে।

এসব রেওয়ায়েতের দ্বারা প্রতীয়মান হয় যে, 'রেবাত' বা সীমান্ত রক্ষার কাজটি সমস্ত সদকায়ে জারিয়া অপেক্ষাও উত্তম। কারণ সদকায়ে জারিয়ার ছওয়াব ততক্ষণ পর্যন্ত চলতে থাকে যতক্ষণ পর্যন্ত তার সদকাকৃত বাড়ি-ঘর, জমি-জমা, রচিত গ্রন্থরাজি কিংবা ওয়াকফকৃত জিনিসের দ্বারা মানুষ উপকৃত হতে থাকে। যখন উপকারিতা বন্ধ হয়ে যায়, তখন তার

https://e-ilm.weebly.com/

ছওয়াবও বন্ধ হয়ে যায়। কিন্তু আল্লাহর পথে সীমান্ত প্রহরার ছওয়াব কিয়ামত পর্যন্ত বন্ধ হবে না। কারণ সমস্ত মুসলমানদের সৎকর্মে নিয়োজিত থাকা তখনই সম্ভব, যখন তারা শত্রুর আক্রমণ থেকে নিরাপদে থাকবে। ফলে একজন সীমান্তরক্ষীর এ কাজ সমস্ত মুসলমানদের সৎকাজের কারণ হয়। সে কারণে কিয়ামত পর্যন্ত তার রেবাত কর্মের ছওয়াব অব্যাহত থাকবে। তা ছাড়াও সে যত নেক কাজ দুনিয়ায় করতো, সেগুলোর ছওয়াবও আমল করা ছাড়াই সর্বদা জারি থাকবে।

শব্দ বিশ্লেষণ

اٰتِنَا : সীগাহ واحد مذكر حاضر বহছ امر حاضر معروف বাব اِفْعَالٌ মাসদার اَلْاِيْتَاءُ মূলবর্ণ (ا ـ ت ـ ى) জিনস মুরাক্কাব, مهموز فاء ও ناقص يائى অর্থ– তুমি আমাদেরকে দাও।

لَاتُخْزِنَا : সীগাহ واحد مذكر حاضر বহছ نهى حاضر معروف বাব اِفْعَالٌ মাসদার اَلْاِخْزَاءُ মূলবর্ণ (خ ـ ز ـ ى) জিনস ناقص يائى অর্থ– তুমি অপদস্থ করো না।

اُوْذُوْا : সীগাহ جمع مذكر حاضر বহছ ماضى مجهول বাব اِفْعَالٌ মাসদার اَلْاِيْذَاءُ মূলবর্ণ (ا ـ ذ ـ ى) জিনস মুরাক্কাব مهموز فاء ও ناقص يائى অর্থ– কষ্ট দেওয়া হয়েছে।

لَايَغُرَّنَّ : সীগাহ واحد مذكر غائب বহছ نهى معروف بانون ثقيلة বাব نَصَرَ মাসদার اَلْغُرُوْرُ মূলবর্ণ (غ ـ ر ـ ر) জিনস مضاعف ثلاثى অর্থ– সে যেন কখনো ধোঁকা দিতে না পারে।

বাক্য বিশ্লেষণ

قوله لَا يَشْتَرُوْنَ بِاٰيٰتِ اللهِ ثَمَنًا قَلِيْلًا : এখানে لَا يَشْتَرُوْنَ ফে'ল যমীরে هُمْ ফা'য়েল باء হরফে জার اٰيٰتِ মুযাফ اللّٰهِ শব্দটি মুযাফ ইলাইহি। مضاف ও مضاف اليه মিলে মাজরূর جار ও مجرور মিলে متعلق আর ثَمَنًا মাওসূফ قَلِيْلًا সিফাত, মাওসূফ ও সিফাত মিলে مفعول সুতরাং فعل متعلق ـ فاعل ও مفعول মিলে جُمْلَة فِعْلِيَّة হলো।

قوله اِنَّ اللهَ سَرِيْعُ الْحِسَابِ : এখানে اِنَّ হরফে মুশাব্বাহ বিল ফে'ল اللّٰهَ শব্দটি اِنَّ-এর اسم আর سَرِيْعُ মুযাফ الْحِسَابِ মুযাফ ইলাইহি مضاف ও مضاف اليه মিলে اِنَّ এর খবর اِنَّ তার اسم ও خبر নিয়ে جُمْلَة اِسْمِيَّة হলো।

https://e-ilm.weebly.com/

سُورَةُ النِّسَآءِ

সূরা নিসা

মদীনায় অবতীর্ণ : আয়াত- ১৭৬, রুকূ'- ২৪

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

পরম করুণাময় দয়ালু আল্লাহর নামে শুরু

يٰۤاَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوْا رَبَّكُمُ الَّذِىْ خَلَقَكُمْ مِّنْ نَّفْسٍ وَّاحِدَةٍ وَّخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيْرًا وَّنِسَآءً ۚ وَاتَّقُوا اللّٰهَ الَّذِىْ تَسَآءَلُوْنَ بِهٖ وَالْاَرْحَامَ ۚ اِنَّ اللّٰهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيْبًا (١)

অনুবাদ : (১) হে মানব! স্বীয় প্রতিপালক [-এর বিরোধিতা]-কে ভয় কর, যিনি তোমাদেরকে এক-ই প্রাণী [আদম আ.] হতে সৃষ্টি করেছেন, এবং ঐ প্রাণী হতে তাঁর জোড়া [বিবি হাওয়াকে] সৃষ্টি করেছেন এবং এতদুভয় হতে বহু নর ও নারী বিস্তার করেছেন, আর তোমরা আল্লাহকে ভয় কর, যাঁর নামে তোমরা পরস্পরের নিকট [স্বীয় হকের] দাবি করে থাক এবং আত্মীয়তা [-এর হক বিনষ্ট করা] হতেও ভয় কর, নিশ্চয়, আল্লাহ তোমাদের সকলের খবর রাখেন।

وَاٰتُوا الْيَتٰمٰۤى اَمْوَالَهُمْ وَلَا تَتَبَدَّلُوا الْخَبِيْثَ بِالطَّيِّبِ ۖ وَلَا تَاْكُلُوْۤا اَمْوَالَهُمْ اِلٰۤى اَمْوَالِكُمْ ؕ اِنَّهٗ كَانَ حُوْبًا كَبِيْرًا (٢)

(২) আর এতিমদের ধন-সম্পত্তি তাদেরকে দিতে থাক এবং তোমরা উত্তম বস্তুর সাথে নিকৃষ্ট বস্তুর বিনিময় করো না। আর এতিমদের ধন-সম্পত্তি ভোগ করো না নিজেদের ধন-সম্পত্তি থাকা পর্যন্ত, এরূপ করা গুরুতর পাপ।

শাব্দিক অনুবাদ

(১) يٰۤاَيُّهَا النَّاسُ হে মানব! اتَّقُوْا رَبَّكُمُ স্বীয় প্রতিপালক [-এর বিরোধিতা]-কে ভয় কর الَّذِىْ خَلَقَكُمْ مِّنْ نَّفْسٍ وَّاحِدَةٍ যিনি তোমাদেরকে এক-ই প্রাণী [আদম আ.] হতে সৃষ্টি করেছেন وَّخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا এবং ঐ প্রাণী হতে তাঁর জোড়া [বিবি হাওয়াকে] সৃষ্টি করেছেন وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيْرًا وَّنِسَآءً এবং এতদুভয় হতে বহু নর ও নারী বিস্তার করেছেন وَاتَّقُوا اللّٰهَ আর তোমরা আল্লাহকে ভয় কর الَّذِىْ تَسَآءَلُوْنَ بِهٖ যাঁর নামে তোমরা পরস্পরের নিকট [স্বীয় হকের] দাবি করে থাক وَالْاَرْحَامَ এবং আত্মীয়তা [-এর হক বিনষ্ট করা] হতেও ভয় কর اِنَّ اللّٰهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيْبًا নিশ্চয় আল্লাহ তোমাদের সকলের খবর রাখেন।

(২) وَاٰتُوا الْيَتٰمٰۤى اَمْوَالَهُمْ আর এতিমদের ধন সম্পত্তি তাদেরকে দিতে থাক وَلَا تَتَبَدَّلُوا الْخَبِيْثَ بِالطَّيِّبِ এবং তোমরা উত্তম বস্তুর সাথে নিকৃষ্ট বস্তুর বিনিময় করো না وَلَا تَاْكُلُوْۤا اَمْوَالَهُمْ আর এতিমদের ধন-সম্পত্তি ভোগ করো না اِلٰۤى اَمْوَالِكُمْ নিজেদের ধন-সম্পত্তি থাকা পর্যন্ত اِنَّهٗ كَانَ حُوْبًا كَبِيْرًا এরূপ করা গুরুতর পাপ।

https://e-ilm.weebly.com/

অনুবাদ : (৩) আর যদি তোমাদের এ বিষয়ের আশঙ্কা থাকে যে, তোমরা এতিম বালিকাদের ব্যাপারে সুবিচার করতে পারবে না। তাহলে অন্যান্য নারী হতে যারা তোমাদের মনঃপুত হয় বিবাহ করে নাও, দুই দুইটি, তিন তিনটি এবং চার চারটি নারীকে, অতঃপর যদি তোমাদের এই আশঙ্কা থাকে যে, ইনসাফ করতে পারবে না তাহলে একই বিবিতে ক্ষান্ত থাকবে অথবা যে দাসী তোমাদের স্বত্বাধিকারে আছে তাই যথেষ্ট, এই উল্লিখিত বিধানে অন্যায় না হওয়ার সম্ভাবনাই সমধিক।	وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتٰمٰى فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَآءِ مَثْنٰى وَثُلٰثَ وَرُبٰعَ ۚ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمٰنُكُمْ ۚ ذٰلِكَ أَدْنٰىٓ أَلَّا تَعُولُوا ﴿٣﴾
(৪) আর তোমরা স্ত্রীদেরকে তাদের মহর সন্তুষ্টচিত্তে দিয়ে দাও, হ্যাঁ, তবে যদি স্ত্রীগণ সন্তুষ্টচিত্তে তোমাদেরকে উক্ত মহরের কিয়দংশ ছেড়ে দেয়, তবে তোমরা তা মর্যাদার-তৃপ্তিকর মনে করে উপভোগ কর।	وَآتُوا النِّسَآءَ صَدُقٰتِهِنَّ نِحْلَةً ۚ فَإِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيٓـًٔا مَرِيٓـًٔا ﴿٤﴾
(৫) আর তোমরা অল্প বুদ্ধিসম্পন্ন [বালেগ এতিম]-দেরকে [তাদের] স্বীয় ঐ মাল প্রদান করো না যা আল্লাহ তা'আলা তোমাদের [সকল মানবের] জন্য জীবন ধারণের উপকরণ করে দিয়েছেন এবং ঐ ধন-সম্পত্তির মধ্য হতে তাদেরকে খাওয়াতে থাক ও পরাতে থাক এবং তাদের সাথে যুক্তিসঙ্গত কথা বলতে থাক।	وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَآءَ أَمْوَالَكُمُ الَّتِي جَعَلَ اللّٰهُ لَكُمْ قِيٰمًا وَارْزُقُوهُمْ فِيهَا وَاكْسُوهُمْ وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَعْرُوفًا ﴿٥﴾

শাব্দিক অনুবাদ

(৩) وَإِنْ خِفْتُمْ আর যদি তোমাদের এ বিষয়ের আশঙ্কা করা যে أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتٰمٰى তোমরা এতিম বালিকাদের ব্যাপারে সুবিচার করতে পারবে না فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَآءِ তাহলে অন্যান্য নারী হতে যারা তোমাদের মনঃপুত হয় বিবাহ করে নাও مَثْنٰى وَثُلٰثَ وَرُبٰعَ দুই দুইটি, তিন তিনটি এবং চার চারটি নারীকে فَإِنْ خِفْتُمْ অতঃপর যদি তোমাদের এই আশঙ্কা থাকে যে أَلَّا تَعْدِلُوا ইনসাফ করতে পারবে না فَوَاحِدَةً তাহলে একই বিবিতে ক্ষান্ত থাকবে أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمٰنُكُمْ অথবা যে দাসী তোমাদের স্বত্বাধিকারে আছে তাই যথেষ্ট ذٰلِكَ أَدْنٰىٓ أَلَّا تَعُولُوا এই উল্লিখিত বিধানে অন্যায় না হওয়ার সম্ভাবনাই সমধিক।

(৪) وَآتُوا النِّسَآءَ আর তোমরা স্ত্রীদেরকে দিয়ে দাও صَدُقٰتِهِنَّ তাদের মহর نِحْلَةً সন্তুষ্টচিত্তে فَإِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِنْهُ نَفْسًا হ্যাঁ, তবে যদি স্ত্রীগণ সন্তুষ্টচিত্তে তোমাদেরকে উক্ত মহরের কিয়দংশ ছেড়ে দেয় فَكُلُوهُ هَنِيٓـًٔا مَرِيٓـًٔا তবে তোমরা তা মর্যাদার-তৃপ্তিকর মনে করে উপভোগ কর।

(৫) وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَآءَ أَمْوَالَكُمُ আর তোমরা অল্প বুদ্ধিসম্পন্ন [বালেগ এতিম]-দেরকে [তাদের] স্বীয় ঐ মাল প্রদান করো না الَّتِي جَعَلَ اللّٰهُ لَكُمْ قِيٰمًا যা আল্লাহ তা'আলা তোমাদের [সকল মানবের] জন্য জীবন ধারণের উপকরণ করে দিয়েছেন وَارْزُقُوهُمْ فِيهَا এবং ঐ ধন-সম্পত্তির মধ্য হতে তাদেরকে খাওয়াতে থাক وَاكْسُوهُمْ ও পরাতে থাক وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَعْرُوفًا এবং তাদের সাথে যুক্তিসঙ্গত কথা বলতে থাক।

https://e-ilm.weebly.com/

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

যোগসূত্র : সূরা আল বাকারাহ ও আলে ইমরানে যেসব কথার বিবরণ রয়েছে তার কিছু বিষয়ের ব্যাখ্যা এ সূরায় সন্নিবেশিত হয়েছে। সূরা আলে ইমরানের শেষ আয়াতে তাকওয়া ও পরহেজগারি অবলম্বনের নির্দেশ ছিল, আর এ সূরাকেও তাকওয়া অবলম্বন তথা আল্লাহর ভয়ের তাগিদ দ্বারাই আরম্ভ করা হয়েছে। এর দ্বারা পূর্ববর্তী সূরার সাথে এ সূরার যোগসূত্র সুস্পষ্টভাবে প্রতীয়মান হলো।

নামকরণ : اَلنِّسَاءُ শব্দটি বহুবচন, একবচন اِمْرَأَةٌ অর্থ– নারীগণ বা রমণীগণ। এটা جَمْعٌ مِنْ غَيْرِ لَفْظِهٖ তথা একবচনের ভিন্ন শব্দের বহুবচন। অত্র সূরাতে اَلنِّسَاءُ শব্দটি বারবার উল্লেখ করা হয়েছে। সাথে সাথে রমণীদের প্রসঙ্গে বহু হুকুম-আহকাম ও বিধি-বিধান বিশেষভাবে বর্ণনা করা হয়েছে। যেমন– রমণীদের অধিকার, উত্তরাধিকার, স্বামীর নিকট স্ত্রীদের মর্যাদা ইত্যাদি। এ সমস্ত কারণে উল্লিখিত সূরাকে সূরা 'আননিসা' নামকরণ করা হয়েছে। সূরার নামকরণ 'আননিসা' করার অর্থ এই নয় যে, এতে শুধু রমণীদের সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে; বরং অপরাপর বিষয়ের মধ্যে রমণী সম্পর্কিত আলোচনাও এতে বর্ণিত হয়েছে।

সূরা নিসা অবতীর্ণ হওয়ার প্রেক্ষাপট : হিজরতের পর প্রিয়নবী ﷺ-এর সামনে যেসব কাজ করা অপরিহার্য হয়ে পড়ে সেসব কাজকে তিন ভাগে ভাগ করা যায়। যেমন–

১. **একটি নতুন ইসলামি সমাজ গঠন ও এর বিকাশ সাধন :** হিজরতের পরপরই রাসূল ﷺ-এর প্রচেষ্টায় সব গোত্রকে একত্রিত করে مِيْثَاقُ مَدِيْنَةَ নামে একটি মৈত্রী চুক্তির মাধ্যমে মদিনা তাইয়্যেবা ও তার আশেপাশের এলাকা নিয়ে একটি আন্তগোত্রীয় সমাজের ভিত্তি স্থাপিত হয়েছিল। এক্ষেত্রে জাহেলিয়াতের পুরাতন পদ্ধতি নির্মূল করে নৈতিকতা, তামাদ্দুন, সামাজিক রীতি-নীতি, অর্থনৈতিক ব্যবস্থাপনা ও রাষ্ট্রপরিচালনা ব্যবস্থায় নতুন নিয়ম-নীতি প্রচলনের আবশ্যকতা দেখা দেয়।

২. **তাওহীদের ভিত্তিতে অনাচারমুক্ত একটি শক্তিশালী সমাজ গঠন :** আরবের মুশরিক সম্প্রদায়, ইহুদি গোত্রসমূহ ও খ্রিস্টানদের বাতিল আকিদাসমূহের মূল-উৎপাটন ও তাদের সামাজিক অপরাধসমূহের উচ্ছেদ সাধন এবং مِيْثَاقُ مَدِيْنَةَ এর যাবতীয় নীতিমালা প্রতিষ্ঠার কর্মসূচি অত্যাবশ্যক হয়ে পড়ে।

৩. **শোষণমুক্ত সমাজ গঠনে ইসলামকে সুপ্রতিষ্ঠিত করা :** বিরোধী শক্তিগুলোর সকল বাধা উপেক্ষা করে ইসলামের দাওয়াতকে এগিয়ে নিয়ে যেতে থাকা এবং এজন্য নতুন নতুন কৌশল অবলম্বন করে মদিনায় ইসলামকে বিজয়ীর আসনে প্রতিষ্ঠিত করতঃ শোষণমুক্ত একটি সমাজ গঠন ছিল এ সময়ের অন্যতম দাবি। এ সময় আল্লাহ পাকের পক্ষ হতে যতগুলো নির্দেশ অবতীর্ণ হয়েছে, তা সবই উল্লিখিত তিনটি বিভাগের সাথে সম্পর্কিত।

ইসলামের সামাজিক কাঠামো নির্মাণে এবং বাস্তবে এ সমাজব্যবস্থা প্রতিষ্ঠাকল্পে প্রথম অবস্থায় জাহেলী চরিত্র সংশোধনের নিমিত্ত যে সমস্ত নির্দেশ ও বিধানের প্রয়োজন ছিল সেগুলো পূর্ববর্তী সূরাসমূহে আলোচনা করা হয়েছে। মদিনায় প্রতিষ্ঠিত এ সমাজ আগের চেয়ে বেশি সম্প্রসারিত হয়েছে। ফলে এখানে আরো নতুন নতুন বিধান ও নির্দেশের প্রয়োজন দেখা দেয়। এসব প্রয়োজন পূর্ণ করার জন্য এবং মুসলমানরা কিভাবে ইসলামি পদ্ধতিতে তাদের সামাজিক জীবনধারার সংশোধন ও সংস্কার সাধন করতে পারে তা আরো বিস্তারিতভাবে বর্ণনা করে এ সূরার আয়াতসমূহ অবতীর্ণ হয়। যেমন– এ সূরায় পরিবার গঠনের রীতি-নীতি বর্ণনা করা হয়েছে, বিয়েকে পাত্র-পাত্রীভেদে বিধি-নিষেধের আওতাধীন করা হয়েছে, সমাজে নারী পুরুষের সম্পর্কের সীমা নির্দেশ করা হয়েছে, এতিমদের অধিকার নির্দিষ্ট করা হয়েছে। মিরাস বণ্টনের নিয়ম-কানুন নির্ধারিত হয়েছে। অর্থনৈতিক লেনদেন পরিশুদ্ধ করার ব্যাপারে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। ঘরোয়া বিবাদ মেটানোর পদ্ধতি শেখানো হয়েছে, অপরাধ দমনে দণ্ডবিধির ভিত গড়ে তোলা হয়েছে। মদ্যপানের উপর বিধি-নিষেধ কর্মধারা কেমন হতে পারে, মুসলমানদেরকে তার ধারণা দেওয়া হয়েছে। মুসলমানদের মধ্যে দলীয় সংগঠন শৃঙ্খলা প্রতিষ্ঠা সংক্রান্ত বিধান দেওয়া হয়েছে। আহলে কিতাবের নৈতিক, ধর্মীয় মনোভাব ও কর্মনীতি বিশ্লেষণ করে মুসলমানদের সতর্ক করে দেওয়া হয়েছে যে, তারা যেন পূর্ববর্তী উম্মতদের পদাঙ্ক অনুসরণ করা থেকে বিরত থাকে। মুনাফিকদের কর্মনীতির সমালোচনা করে যথার্থ ও খাঁটি ঈমানদারির এবং ঈমান ও নিফাকের পার্থক্যসূচক চেহারা সম্পূর্ণরূপে প্রকাশ করা হয়েছে।

https://e-ilm.weebly.com/

তাছাড়া জিহাদের নির্দেশাবলি, মুনাফিক ও আহলে কিতাবের অবস্থা এবং মুশরিকদের আকিদা খণ্ডন, ইসলাম বিরোধীদের পরিণতি, মুসলমানদের পার্থিব কল্যাণ ও পরকালীন মুক্তি, নারী জাতির মর্যাদা ইত্যাদি বহু সমস্যার সমাধানকল্পে এ সূরার আয়াতসমূহ অবতীর্ণ হয়।

বিষয়বস্তু : সূরা আন নিসা মদিনা মুনাওয়ারায় অবতীর্ণ হয়েছে। এতে ১৭৬টি আয়াত, ৩০৪৫টি বাক্য, ৬০৩০ টি অক্ষর এবং ২৪টি রুকূ' রয়েছে। ইসলামের প্রথম যুগে বদর এবং ওহুদ যুদ্ধের পর মুসলিম জাতির অভ্যুত্থান শুধু আরববাসীকেই নয়; বরং সমগ্র বিশ্বকে আকৃষ্ট করেছিল। বিভিন্ন জাতির সঙ্গে মুসলমানদের উঠা-বসা ও ব্যবসা-বাণিজ্য শুরু হয়েছিল। রাজনৈতিক, সামাজিক ও জাতীয় জীবনে এক অভূতপূর্ণ বিপ্লব সংঘটিত হচ্ছিল এবং যুগে যুগে সমস্ত কুসংস্কারের যে অন্ধকার আরববাসীকে আচ্ছন্ন করে রেখেছিল তা ধীরে ধীরে পরিহার করার নির্দেশ এসেছিল। যুদ্ধে যাঁরা শাহাদাত বরণ করেন তাঁদের উত্তরাধিকারের যে প্রশ্ন উত্থাপিত হয়েছিল এবং শহীদদের এতিম শিশুদের প্রসঙ্গ ও তাঁদের বিধবা স্ত্রীদের বিষয়, এতিমদের হক, বিয়ে-শাদীর নিয়ম-কানুন, মুহাজির ও আনসারদের ঐক্য, আর সে ঐক্যে ফাটল ধরাবার মুনাফেকী অপচেষ্টা, আত্মীয়-স্বজনের হক, প্রতিবেশির অধিকার, পরস্পরের প্রতি দায়িত্ব পালনের তাগিদ, আত্মসংশোধনের শিক্ষা, যুদ্ধ অবস্থায় নামাজের প্রশিক্ষণ, মুনাফিকের ষড়যন্ত্র ও তাদের সম্পর্কে সতর্কবাণী, অমুসলিমদের সাথে সম্পর্কের ভিত্তি প্রভৃতি বিষয়ই এ সূরায় বিস্তারিতভাবে আলোচিত হয়েছে। তৃতীয় হিজরিতে অনুষ্ঠিত ওহুদের যুদ্ধের পর যেসব সমস্যা দেখা দেয়, সেগুলোর সমাধানই পেশ করা হয়েছে সূরার প্রারম্ভে এবং এ পর্যায়ে সর্বপ্রথম এতিমদের বিষয়ে আলোচনা করা হয়েছে। সূরার শুরুতে ঘোষণা করা হয়েছে যে, সমগ্র মানবজাতি একই বাপ-মায়ের সন্তান। ভ্রাতৃত্বের এ বন্ধনকে সুদৃঢ় করা মানবতার মানোন্নয়নের পূর্বশর্ত। বিশ্ব মানবের সার্বিক কল্যাণ সাধনের জন্য, মানুষের পরস্পরের মমত্ববোধ এবং সহমর্মিতার উপর এ সূরায় বিশেষ গুরুত্বারোপ করা হয়েছে।

অবতীর্ণের সময়কাল : এ সূরার চারটি অংশ মদিনা মুনাওয়ারায় চার সময়ে অবতীর্ণ হয়েছে–

প্রথম অংশ : সূরার প্রথম হতে চতুর্থ রুকূর দু' আয়াত পর্যন্ত। এ অংশ সম্ভবত বদর যুদ্ধের পরবর্তী কাছাকাছি সময়ে অবতীর্ণ হয়েছে।

দ্বিতীয় অংশ : চতুর্থ রুকূ'র তৃতীয় আয়াত থেকে ষষ্ঠ রুকূ'র শেষ পর্যন্ত। নবম হিজরিতে নাজরান প্রতিনিধি দলের আগমনের সময় এ অংশ অবতীর্ণ হয়েছে।

তৃতীয় অংশ : সপ্তম রুকূ'র প্রথম হতে দ্বাদশ রুকূ'র শেষ পর্যন্ত। সম্ভবত প্রথম অংশের সময়েই এ অংশ অবতীর্ণ হয়েছে।

চতুর্থ অংশ : ত্রয়োদশ রুকূ' হতে শেষ পর্যন্ত। এ অংশ ওহুদ যুদ্ধের সময়ে অবতীর্ণ হয়েছে।

শানে নুযূল : ইমাম কুরতুবী (র.) এর মতানুসারে সূরা নিসা মদনী তার একটি আয়াত মক্কা বিজয়কালে উসমান বিন তালহা বিন হাজরামী সম্পর্কে অবতীর্ণ হয়েছে। আর সে আয়াতটি হলো সূরা নিসার ৫৮ নং আয়াত إِنَّ اللّٰهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمٰنٰتِ إِلٰى أَهْلِهَا الخ

শানে নুযূল : নাক্কাশ অন্যান্য মতানুসারে মক্কা থেকে মদিনা হিজরত করে যাবার পথে আলোচ্য আয়াত নাজিল হয়েছে।

শানে নুযূল : আলকামা বিন কায়স আন নাখয়ী [তাবেয়ী] এর মতে يٰٓأَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوْا رَبَّكُمُ الخ মক্কী। সুতরাং প্রথমাংশ মক্কী বাকি সূরা মদনী। নাহহাস বলেন এ সূরাটি মক্কী।

আল্লামা কুরতুবী (র.) এর সঠিক মতামত হচ্ছে একটি আয়াত ব্যতিরেকে এ সূরাটি মদনী। কারণ বুখারী শরীফে হযরত আয়েশা সিদ্দীকা (রা.) হতে বর্ণিত রয়েছে। তিনি বলেন, আমি যখন রাসূল ﷺ -এর নিকট অবস্থান করি তখনই সূরা নিসা অবতীর্ণ হয়েছে। ওলামায়ে কেরাম এতে একমত যে, হযরত আয়েশা সিদ্দীকা (রা.) এর সাথে রাসূল ﷺ-এর বাসর রাত্র মদিনাতে অনুষ্ঠিত হয়েছে। সুতরাং এতে প্রতিভাত হয় যে, এ সূরায় যে সকল বিধি-বিধান বর্ণিত হবে সবই মদনী হবে।

অতএব يٰٓأَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوْا رَبَّكُمُ الخ আয়াতকে যারা মক্কী বলে মন্তব্য করেছেন তাদের মন্তব্য ঠিক নয়।

(২) قوله وَاٰتُوا الْيَتٰمٰٓى اَمْوَالَهُمْ وَلَا تَتَبَدَّلُوا الخ আয়াতের শানে নুযূল– ১ : ইবনে আবী হাতেম বর্ণনা করেন, সাঈদ ইবনে জুবাইর (রা.) হতে বর্ণিত রয়েছে যে, তিনি বলেন, গিতফান গোত্রের এক লোকের নিকট তার এতিম ভ্রাতুষ্পুত্র (ভাতিজা)

https://e-ilm.weebly.com/

-এর বিপুল পরিমাণ মাল ছিল। অতঃপর এতিম যখন বালেগ হলো, তখন চাচার নিকট রক্ষিত মাল ভাতিজার হাতে তুলে দিতে অস্বীকার করল। ফলে তার এ বিবাদ রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর নিকট পেশ করা হয়। তখন সে অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে আলোচ্য আয়াত নাজিল হয়েছে। –[ফাতহুল কাদীর : ৪২৩/১, বাহরে মুহীত ১৬৭, কাশশাফ– ১ : ৪৯৫]

শানে নুযূল– ২ : হযরত ইবনে যায়েদ (রা.) বলেন, আইয়ামে জাহেলিয়াতের প্রথা বিলুপ্ত করে তাদেরকে তাদের মালের ওয়ারিশ বানাবার নির্দেশ দিয়েছেন। –[বাহরে মুহীত ১৬৮/৩]

قوله وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ الخ **আয়াতের শানে নুযূল– ১ :** সহীহ মুসলিম শরীফে হযরত আয়েশা সিদ্দীকা (রা.) হতে বর্ণিত রয়েছে যে, আলোচ্য আয়াত এতিমদের অভিভাবক সম্পর্কে নাজিল হয়েছে। তাদের লালন-পালন করার কারণে তাদের সৌন্দর্য ঈর্ষান্বিত হয়ে দাঁড়ায়। তারা তাদেরকে লালন-পালন করার কারণে এতিমদের মহর হ্রাস করে। কাজেই তাদেরকে লক্ষ্য করে বলে দেওয়া হচ্ছে যে, তাদেরকে মহর প্রদান করার ক্ষেত্রে ন্যায়নীতির পন্থা অবলম্বন কর। সুতরাং যারা ন্যায় সঙ্গতভাবে মহর প্রদান করবেনা, তাদের জন্য অপরিহার্য হলো পছন্দসই অন্য নারীদেরকে বিবাহ করা, যারা নিজেদের অধিকার সংরক্ষণে ক্ষমতাবান হবে। বারীয়াও এ অভিমতই প্রকাশ করেছেন।

শানে নুযূল– ২ : হযরত ইকরিমা বলেন, কুরাইশদের সম্পর্কে আলোচ্য আয়াত নাজিল হয়েছে। ঘটনা প্রবাহ হচ্ছে, তাদের একেক জন পুরুষ দশ জন করে মহিলা বিবাহ করত, এমন কি তদপেক্ষা বেশিও বিবাহ করত। আর কম বিবাহও করত, যদি আর্থিকভাবে সংকটাপন্ন থাকত। সে ক্ষেত্রে তারা সকলের মধ্যে ন্যায় সঙ্গতভাবে তাদের অধিকার আদায় করত না। সে পরিপ্রেক্ষিতে আলোচ্য আয়াত নাজিল করা হয়েছে।

শানে নুযূল– ৩ : হযরত ইবনে আব্বাস (রা.), ইবনে জুবায়ের, কাতাদাহ ও সুদ্দী বলেন, আরবরা এতিমের মাল নিয়ে সংকটাপন্নভাব অনুভব করত। কিন্তু একাধিক স্ত্রীদের মাঝে ন্যায় নীতি অবলম্বন করাতে কোনো সংকট মনে করত না তারা দশ বা দশোর্ধ বিবাহ করত। তাদের এ সকল আচরণের পরিপ্রেক্ষিতে আলোচ্য আয়াত নাজিল হয়েছে।

শানে নুযূল– ৪ : হযরত মুজাহিদ বলেন, জেনা ব্যভিচার করা থেকে সতর্ক করণার্থে আলোচ্য আয়াত নাজিল হয়েছে। অর্থাৎ, তোমরা এতিমদের মাল থেকে যেরূপভাবে বেঁচে থাক অনুরূপভাবে জেনা করা থেকেও বিরত থাকা বাঞ্ছনীয়। –[বাহরে মুহীত ১৬৯/৩, ফাতহুল কাদীর ৪২৩/১]

(৪) قوله وَآتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً الخ **আয়াতের শানে নুযূল– ১ :** ইবনে আবী হাতেম আবূ সালেহ হতে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেন, কোনো পুরুষ যদি কোনো এতিমা মহিলাকে বিবাহ দিয়ে সে মহিলা ব্যতীত অন্য মহিলা বিবহ করতো তাহলে এতিমদের জন্য নির্ধারিত মহর মেয়েকে না দিয়ে নিজেই তা হস্তগত কিরে নিত। আল্লাহ তা'আলা তাদেরকে এতিমা মহিলাদের মহর হস্তগত করতে নিষেধ করে আলোচ্য আয়াত নাজিল করেন। –[রূহুল মা'আনী, ইবনে কাছীর ৪৫২/১, ফাতহুল কাদীর ৪২৫/১]

শানে নুযূল– ২ : কালবীর বর্ণনানুযায়ী, জাহেলি যুগে অভিভাবক যখন কোনো মেয়েকে বিবাহ দিত তখন সে মেয়েটি অভিভাবকের সাথে যদি স্বচ্ছলতার সাথে থাকত, তাহলে তার মহর থেকে কিছুই তাকে প্রদান করত না। আর যদি দরিদ্র হতো, তাহলে সে মহিলাটিকে একটি উটের উপর আরোহণ করিয়ে স্বামীর বাড়ি পাঠিয়ে দিত। সে উট ব্যতীত তাঁকে মহর হিসেবে আর কিছুই প্রদান করত না। এতিমা নারীদের প্রতি অভিভাবকদের এহেন আচরণের প্রেক্ষাপটে আলোচ্য আয়াত নাজিল করা হয়েছে। –[কুরতুবী ২৬/৫]

শানে নুযূল– ৩ : আবূ সালেহ হতে বর্ণিত, কোনো পুরুষ যখন তার কন্যা বিবাহ দিত, তখন পিতা তদ্বীয় কন্যার মহরের বস্তু হস্তগত করে নিত, মেয়ে সে মহরের অধিকারী হতো না। পিতা কন্যার মহরের টাকা হস্তগত না করার নির্দেশ দিয়ে আলোচ্য আয়াত নাজিল করা হয়েছে।

(৪) قوله فَإِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِنْهُ الخ : **আয়াতের শানে নুযূল– ১ :** হাযরামী বলেন, স্বামীরা স্ত্রীদেরকে আদায় যোগ্য মহরের টাকা পরিশোধ করলে স্ত্রীরা তা পাওয়ার পর সে মহরের টাকা থেকে আনন্দচিত্তে স্বেচ্ছায় স্বামীদেরকে আংশিক বা পূর্ণটাই ফেরত দিত। স্বামীরা এ টাকা গ্রহণ করা থেকে বিরত থাকত এবং তা গ্রহণ করাকে অমঙ্গলজনক বলে মনে করত। ফলে তাদের এ ধারণা সম্পর্কে আলোচ্য আয়াতাংশ নাজিল হয়েছে। –[বাহরে মুহীত : ১৭৪/৩]

https://e-ilm.weebly.com/

শানে নুযূল– ২ : ইবনে জারীর হাযরামীর বরাত দিয়ে বর্ণনা করেন যে, সাধারণত মানুষেরা স্ত্রীদেরকে মহরের টাকা যা প্রদান করত, সে টাকা হতে কিছু ফিরিয়ে দিলে তা গ্রহণ করাকে গুনাহ্ বলে মনে করত। তখন সে পরিপ্রেক্ষিতে আলোচ্য আয়াতাংশ নাজিল করা হয়েছে। –[রূহুল মা'আনী]

(৫) قوله وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَآءَ أَمْوَالَكُمُ الَّتِيْ جَعَلَ اللهُ لَكُمْ قِيٰمًا الخ : **আয়াতের শানে নুযূল– ১ :** হযরত ইবনে মাসঊদ, হাসান, যাহহাক ও সুদ্দী (র.) বলেন, ছোট ছেলে মেয়ে ও স্ত্রীদের সম্পর্কে এ আয়াত নাজিল করা হয়েছে।

শানে নুযূল– ২ : হযরত মুজাহিদ (র.) বলেন, একমাত্র মহিলাদের সম্পর্কে আলোচ্য আয়াত নাজিল হয়েছে।

–[রূহুল মা'আনী]

শানে নুযূল – ৩ : হযরত আবূ মূসা আশ'আরী (রা.) ও তাবারী প্রমুখ বলেন, আলোচ্য আয়াত ঐ সকল মানুষ সম্পর্কে নাজিল হয়েছে, যাদেরকে আল্লাহ তা'আলা নির্বুদ্ধিতার গুণাবলি দিয়েছেন। তারা আরো বলেন মুজাহিদ উপরিউক্ত আয়াতকে শুধু মহিলাদের সাথে সম্পৃক্ত করেছেন, মূলত তা সঠিক নয়। –[বাহরে মুহীত ১৭৭/৩]

প্রথমোক্ত সূরায় বিভিন্ন যুদ্ধ-জিহাদ, শত্রুপক্ষের সাথে আচার-আচরণ, যুদ্ধলব্ধ বস্তু সামগ্রীর (গনিমতের মাল) অপচয় ও আত্মসাতের ভয়াবহ পরিণাম প্রভৃতি বর্ণনা করা হয়েছে। আর আলোচ্য সূরার শুরুতে পারস্পরিক সম্পর্ক এবং অন্যের অধিকার সংক্রান্ত বিধান জারি করা হয়েছে। যেমন– অনাথ এতিমের অধিকার, আত্মীয়-স্বজনের অধিকার ও স্ত্রীদের অধিকার প্রভৃতির কথা বলা হয়েছে।

প্রসঙ্গত উল্লেখযোগ্য যে, হক্কুল ইবাদ বা অন্যের অধিকারের সাথে সংশ্লিষ্ট এমন কতকগুলো অধিকার রয়েছে, যেগুলো সাধারণত দেশের প্রচলিত আইনের আওতায় পড়ে এবং আইন প্রয়োগের মাধ্যমে তা কার্যকর করা যেতে পারে।

সাধারণ ব্যবসা-বাণিজ্য, ক্রয়-বিক্রয়, ভাড়া ও শ্রমের মজুরি প্রভৃতি এ জাতীয় অধিকার যা মূলতঃ দ্বিপাক্ষিক চুক্তির ভিত্তিতে কার্যকর হয়ে থাকে। এসব অধিকার যদি কোনো এক পক্ষ আদায় করতে ব্যর্থ হয় অথবা সেক্ষেত্রে কোনো প্রকার ক্রটি-বিচ্যুতি হয়, তাহলে আইন প্রয়োগের মাধ্যমে তার সুরাহা করা যেতে পারে।

কিন্তু সন্তান-সন্ততি, পিতা-মাতা, স্বামী-স্ত্রী, কারো নিজ বংশের এতিম ছেলে মেয়ে এবং আত্মীয়-স্বজনের পারস্পরিক অধিকার আদায় হওয়া নির্ভর করে সহানুভূতি, সহমর্মিতা ও আন্তরিকতার উপর। এসব অধিকারকে তোলাদণ্ডে পরিমাপ করা যায় না। কোনো চুক্তির মাধ্যমেও তা নির্ধারণ করা দুষ্কর। সুতরাং এসব অধিকার আদায়ের জন্য আল্লাহভীতি এবং পরকালের ভয় ছাড়া দ্বিতীয় আর কোনো উত্তম উপায় নেই। আর একেই বলা হয়েছে 'তাকওয়া'। বস্তুতঃ এই তাকওয়া দেশের প্রচলিত আইন ও প্রশাসনিক শক্তির চেয়ে অনেক বড়। তাই আলোচ্য সূরাটিও তাকওয়ার বিধান দিয়ে শুরু হয়েছে। বলা হয়েছে– .... يٰٓاَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوْا رَبَّكُمُ অর্থাৎ, হে মানবমণ্ডলী! তোমরা তোমাদের পালনকর্তার বিরুদ্ধাচরণকে ভয় কর। সম্ভবতঃ এ কারণেই রাসূলুল্লাহ ﷺ বিয়ের খোতবায় এ আয়াতটি পাঠ করতেন। বিয়ের খোতবায় এই আয়াতটি পাঠ করা সুন্নত।

বিশেষভাবে উল্লেখ্য যে, এখানে হে মানবমণ্ডলী বলে সম্বোধন করা হয়েছে যাতে সমগ্র মানুষই পুরুষ হোক অথবা মহিলা, কুরআন অবতীর্ণ হওয়ার সময়ে হোক অথবা দুনিয়ার প্রলয় দিবস পর্যন্ত জন্মগ্রহণকারী হোক প্রতিটি মানুষই এর অন্তর্ভুক্ত হয়ে যায়।

তাকওয়ার হুকুমের সাথে সাথে আল্লাহর অসংখ্য নামের মধ্যে এখানে 'রব' শব্দটি ব্যবহার করার মধ্যেও একটি বিশেষ তাৎপর্য রয়েছে। অর্থাৎ, এমন এক সত্তার বিরুদ্ধাচরণ করা কি করে সম্ভব হতে পারে, যিনি সমগ্র সৃষ্টিলোকের লালন-পালনের জিম্মাদার এবং যার রবূবিয়াত বা পালন-নীতির দৃষ্টান্ত সৃষ্টির প্রতিটি স্তরে স্তরে দেদীপ্যমান।

এরপরই আল্লাহ তা'আলা মানব সৃষ্টির একটি বিশেষ প্রক্রিয়ার কথা উল্লেখ করেছেন। অর্থাৎ, তিনি বিশেষ কৌশল ও দয়ার মাধ্যমে মানব জাতিকে সৃষ্টি করেছেন। মানব সৃষ্টির বিভিন্ন প্রক্রিয়া হতে পারত, কিন্তু আল্লাহ একটি বিশেষ প্রক্রিয়া অবলম্বন করেছেন। আর তা হচ্ছে এই যে, দুনিয়ার সমস্ত মানুষকে একটি মাত্র মানুষ তথা হযরত আদম (আ.) থেকে সৃষ্টি করে পরস্পরের মধ্যে ভ্রাতৃত্ব ও আত্মীয়তার সুদৃঢ় বন্ধন তৈরি করে দিয়েছেন। আল্লাহভীতি এবং পরকালের ভয় ছাড়াও

https://e-ilm.weebly.com/

এই ভ্রাতৃত্ববন্ধনের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য হচ্ছে এই যে, পারস্পরিক সহানুভূতি ও সহমর্মিতায় উদ্বুদ্ধ হয়েই যেন একে অন্যের অধিকারের প্রতি পুরোপুরি সম্মান প্রদর্শন করে এবং উঁচু-নিচু, আশরাফ-আতরাফ তথা ইতর-ভদ্রের ব্যবধান ভুলে গিয়ে যেন সবাই একই মানদণ্ডে নিজেদের মধ্যে সম্পর্ক তৈরি করে নেয়।

الَّذِيْ خَلَقَكُمْ مِّنْ نَّفْسٍ وَّاحِدَةٍ وَّخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيْرًا وَّنِسَآءً قوله

অর্থাৎ, সে মহান সত্তাকে ভয় কর যিনি তোমাদের সকলকে একটি মানুষ তথা আদম (আ.) থেকে সৃষ্টি করেছেন। আদম থেকে সৃষ্টি করার অর্থ এই যে, প্রথমতঃ হযরত আদম (আ.)-এর স্ত্রী হাওয়াকে সৃষ্টি করা হয়েছে এবং পরবর্তী পর্যায়ে এই যুগল থেকেই পৃথিবীর সকল মানুষকে সৃষ্টি করা হয়েছে।

অতএব, বলা যেতে পারে যে, এই আয়াতটি মূলতঃ পরবর্তী পর্যায়ে বর্ণিত আয়াতসমূহের ভূমিকা হিসেবেই বর্ণনা করা হয়েছে। আর এই ভূমিকায় একদিকে আল্লাহর অধিকারের ব্যাপারে সতর্ক করে দেওয়া হয়েছে এবং তাঁর বিরুদ্ধাচণের পরিণাম সম্পর্কেও অবহিত করা হয়েছে। দ্বিতীয়তঃ দুনিয়ার সমগ্র মানুষকে একই পিতার সন্তান হিসেবে গণ্য করে তাদের মধ্যে ভ্রাতৃত্ব, বন্ধুত্ব ও সহানুভূতির অনুপ্রেরণায় অনুপ্রাণিত করা হয়েছে।

অতঃপর আরো বলা হয়েছে যে, আল্লাহকে ভয় কর, যাঁর নাম উচ্চারণ করে তোমরা অন্যের থেকে অধিকার দাবি কর এবং যাঁর নামে শপথ করে অন্যের কাছ থেকে নিজের উদ্দেশ্য হাসিল করে থাক। এ পর্যায়ে আরো বলা হয়েছে যে, আত্মীয়তার সম্পর্কে তা পিতার দিক থেকেই হোক, অথবা মায়ের দিক থেকেই হোক, তাদের অধিকার সম্পর্কে সচেতন থাক, তা আদায়ের যথাযথ ব্যবস্থা অবলম্বন কর।

দ্বিতীয় আয়াতে এতিম শিশুদের অধিকার আদায়ের ব্যাপারে তাকিদ করা হয়েছে এবং তাদের অধিকার সংরক্ষণের বিধানও জারি করা হয়েছে।

আত্মীয়-স্বজনের সাথে সম্পর্ক : আলোচ্য সূরার সূচনাতেই আত্মীয়তার সম্পর্কের কথা বলা হয়েছে। 'আত্মীয়-স্বজনের সাথে সম্পর্ক কথাটি অত্যন্ত ব্যাপক। এর দ্বারা সব রকম আত্মীয় বুঝানো হয়েছে। কালামে পাকে 'আরহাম' শব্দটি ব্যবহার করা হয়েছে, যা মূলতঃ একটি বহুবচন বোধক শব্দ। এর একবচন হচ্ছে 'রেহম'। আর 'রেহম' অর্থ জরায়ু বা গর্ভাশয়। অর্থাৎ, জন্মের প্রাক্কালে মায়ের উদরে যে স্থানে সন্তান অবস্থান করে। জন্মসূত্রেই মূলত মানুষ পারস্পরিক সম্পর্কের বন্ধনে আবদ্ধ হয়। আত্মীয়-স্বজনের মধ্যে পারস্পরিক বুনিয়াদকে ইসলামি পরিভাষায় 'সেলায়ে রেহমী' বলা হয়। আর এতে কোনো রকম ব্যত্যয় সৃষ্টি হলে তাকে বলা হয় 'ক্বাতয়ে রেহমী'।

হাদীস শরীফে আত্মীয়তার সম্পর্কের উপর বিশেষ জোর দেওয়া হয়েছে। মহানবী ﷺ বলেছেন, যে ব্যক্তি তার রিজিকের প্রাচুর্য এবং দীর্ঘ জীবনের প্রত্যাশা করে, তার উচিত, আত্মীয়-স্বজনের সাথে সুসম্পর্ক বজায় রাখা। –[মিশকাত ৪১৯] সহীহ বুখারী ও সহীহ নাসায়ী থেকে]

এ হাদীসে আত্মীয়-স্বজনের সাথে সুসম্পর্ক রাখার দুটি উপকারিতা বর্ণনা করা হয়েছে। প্রথমতঃ আত্মীয়-স্বজনের সাথে সুসম্পর্ক রাখলে পরকালে তো কল্যাণ লাভ হবেই, ইহকালেও সম্পদের প্রাচুর্য এবং দ্বিতীয় আল্লাহর রাসূল ﷺ-এর পক্ষ থেকে দীর্ঘ জীবন লাভের আশ্বাস সম্পর্কিত সুসংবাদ দেওয়া হয়েছে।

হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে সালাম (রা.) বলেন, মহানবী ﷺ-এর মদিনায় আগমনের প্রায় সাথে সাথেই আমিও তাঁর দরবারে গিয়ে হাজির হলাম। সর্বপ্রথম আমার কানে তাঁর যে কথাটি প্রবেশ করল, তা হলো এই–

"হে লোক সকল! তোমরা পরস্পর পরস্পরকে বেশি বেশি সালাম দাও। আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভের জন্য মানুষকে খাদ্য দান কর। আত্মীয়-স্বজনের সাথে সুসম্পর্ক গড়ে তোল এবং এমন সময়ে নামাজে মনোনিবেশ কর, যখন সাধারণ লোকেরা নিদ্রামগ্ন থাকে। স্মরণ রেখ, এ কথাগুলো পালন করলে তোমরা পরম সুখ ও শান্তিতে জান্নাতে প্রবেশ করতে পারবে।" –[মিশকাত ১০৮, সুনানে তিরমিযী থেকে]

অন্য এক হাদীসে আছে : উম্মুল মুমিনীন হযরত মায়মুনাহ (রা.) তাঁর এক বাঁদীকে মুক্ত করে দিলেন। অতঃপর মহানবী ﷺ-এর নিকট যখন এ খবর পৌঁছল, তখন তিনি বললেন, তুমি যদি বাঁদীটি তোমার মামাকে দিয়ে দিতে, তাহলে অধিক পুণ্য লাভ করতে পারতে। –[মিশকাত– ১৭১, সহীহ বুখারী ও সহীহ মুসলিম থেকে]

https://e-ilm.weebly.com/

ইসলাম দাস-দাসীদের আজাদ করে দেওয়ার ব্যাপারে বিশেষ উৎসাহ দিয়েছে এবং একে অতীব পুণ্যের কাজ বলে আখ্যায়িত করেছে; কিন্তু এতদসত্ত্বেও আত্মীয় স্বজনের সাথে সুসম্পর্ক রাখাকে তার চেয়েও বেশি গুরুত্বপূর্ণ কাজ বলে উল্লেখ করা হয়েছে। মহানবী ﷺ এ প্রসঙ্গে আরো বলেছেন :

কোনো অভাবগ্রস্ত ব্যক্তিকে সাহায্য করলে সদকার ছওয়াব পাওয়া যাবে। কিন্তু কোনো নিকটাত্মীয়কে সাহায্য করলে একই সঙ্গে সদকা এবং আত্মীয়তার হক আদায়ের দ্বৈত্য পুণ্য লাভ করা যায়। –[মিশকাত– ১৭১, মুসনাদে আহমদ, সুনানে তিরমিযী ও সুনানে নাসায়ী থেকে]

আয়াতের শেষাংশে মানুষের অন্তরকে আত্মীয়-স্বজনের অধিকার আদায়ের চেতনায় উদ্বুদ্ধ করার লক্ষ্যে বলা হয়েছে।, 'আল্লাহ তোমাদের ব্যাপারে খুবই সচেতন ও পর্যবেক্ষণকারী'। আল্লাহ তোমাদের অন্তরের ইচ্ছার কথাও ভালোভাবে অবগত রয়েছেন। কিন্তু যদি লোকলজ্জার ভয়ে অথবা সমাজ ও পরিবেশের চাপে পড়ে আত্মীয় স্বজনের প্রতি সুব্যবহার করা হয়ে থাকে, তাহলে আল্লাহর কাছে এর কোনো মূল্য নেই। এ প্রসঙ্গে আল্লাহকে ভয় করার কি তাৎপর্য রয়েছে, তাও অনুধাবন করতে কোনো বেগ পেতে হয় না। কারণ তাঁকে ফাঁকি দেওয়ার চেষ্টা বাতুলতা মাত্র। তিনি সর্বক্ষণই মানুষের আচার-আচরণ ও গতিবিধি পর্যবেক্ষণ করে থাকেন।

কুরআনে কারীমের একটি অসাধারণ বৈশিষ্ট্য এই যে, এতে যে সব বিধি-নিষেধ বর্ণনা করা হয়েছে, সেগুলোকে দুনিয়ার সাধারণ আইন-কানুনের মতো বর্ণনা করা হয়নি।

কুরআনে বর্ণিত আইন-কানুনগুলোকে জনগণের হৃদয়গ্রাহী করার জন্য বিশেষ আন্তরিকতার সাথে এবং প্রশিক্ষণমূলক পন্থায় বর্ণনা করা হয়েছে। আইনগুলো বর্ণনা করার সাথে সাথে মানুষের মন-মানসিকতারও প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়ে থাকে, যাতে তাদের মধ্যে সেগুলোর গ্রহণ ক্ষমতা বৃদ্ধি পায়।

এতিমের অধিকার : আলোচ্য আয়াতের প্রথম বাক্যে বলা হয়েছে : وَآتُوا الْيَتَامَىٰ أَمْوَالَهُمْ। এতিমের সম্পদ তাদেরকে যথাযথভাবে বুঝিয়ে দাও। আরবি এতিম শব্দটির অর্থ হচ্ছে, নিঃসঙ্গ। একটি ঝিনুকের মধ্যে যদি একটি মাত্র মুক্তা জন্ম নেয়, তখন একে 'দুররে এতিম' বা নিঃসঙ্গ মুক্তা বলা হয়ে থাকে।

ইসলামি পরিভাষায় যে শিশু সন্তানের পিতা ইন্তেকাল করে, তাকে এতিম বলা হয়ে থাকে। অবশ্য জীব-জন্তুর ব্যাপারে এর বিপরীতভাবে শব্দটি ব্যবহৃত হয়। যেমন, যে সব জীব-জন্তুর মা মরে যায়, সেগুলোকে এতিম বলা হয়।

ছেলে মেয়ে বালেগ হয়ে গেলে তাদেরকে ইসলামি পরিভাষায় এতিম বলা হয় না। হাদীসে বর্ণিত হয়েছে যে, মহানবী ﷺ বলেছেন, বালেগ হওয়ার পর আর কেউ এতিম থাকে না। –[মিশকাত– ২৮৪-শরহুস সুন্নাহ থেকে

এতিম যদি পারিতোষিক অথবা উপঢৌকন হিসেবে কিছু সম্পদপ্রাপ্ত হয়, তাহলে এতিমের অভিভাবকদের দায়িত্ব হচ্ছে সে সব মালেরও হেফাজত করা। এতিমের মৃত পিতা অথবা দেশের সরকার যে-ই উক্ত অভিভাবককে মনোনীত করুক না কেন, তার উপরই এতিমের সম্পত্তির রক্ষণাবেক্ষণের দায়িত্ব বর্তায়। উক্ত অভিভাবকের উচিত, এতিমের যাবতীয় প্রয়োজন তার গচ্ছিত ধন-সম্পদ থেকে নির্বাহ করা। এবং যতক্ষণ পর্যন্ত এতিম বালেগ না হবে, ততক্ষণ পর্যন্ত তার নিকট তার সম্পত্তি অর্পণ না করা। কারণ বালেগ হওয়ার পূর্বে তার জ্ঞান ও বুদ্ধি বিবেচনা সম্পত্তি সংরক্ষণের মতো না হওয়াই স্বাভাবিক।

পবিত্র কুরআনে বলা হয়েছে, এতিমের ধন-সম্পদ তার নিকট পৌঁছে দাও। আর এর অর্থ হচ্ছে এই যে, সে বালেগ হলেই কেবল তার নিকট তার গচ্ছিত মালামাল পৌঁছে দেওয়া যেতে পারে।

অতএব, এতিমের মালামাল তার নিকট পৌঁছে দেওয়ার পন্থা হলো এতিমের মালামাল পুরোপুরিভাবে সংরক্ষণ করা এবং সে বালেগ হলে যথাসময় তার নিকট তার সম্পত্তি হস্তান্তর করা।

কুরআনের এ আয়াতে এদিকেও ইঙ্গিত করা হয়েছে যে, কোনো অভিভবাক ব্যক্তিগতভাবে এতিমের মাল অপচয় ও আত্মসাৎ করবে না, এটাই যথেষ্ট নয়; বরং তার নৈতিক দায়িত্ব হচ্ছে তার ধন-সম্পদের সার্বিক তত্ত্বাবধান করা এবং এতিম বালেগ না হওয়া পর্যন্ত তার নিজস্ব দায়িত্বে তা সংরক্ষণ করা।

https://e-ilm.weebly.com/

মেয়েদের অধিকার সংরক্ষণ : জাহেলি যুগে এতিম মেয়েদের অধিকার চরমভাবে ক্ষুণ্ন করা হতো। যদি কোনো অভিভাবকের অধীনে কোনো এতিম মেয়ে থাকতো আর তারা যদি সুন্দরী হতো এবং তাদের কিছু সম্পদ-সম্পত্তিও থাকত, তাহলে তাদের অভিভাবকরা নামমাত্র মহর দিয়ে তাদেরকে বিয়ে করে নিত অথবা তাদের সন্তানদের সাথে বিয়ে দিয়ে সম্পত্তি আত্মসাৎ করার ফিকির করত। এসব অসহায় মেয়েদের পূর্ণ অধিকার সংরক্ষণের ব্যবস্থার কথা তারা চিন্তাও করত না। সহীহ বুখারী শরীফে হযরত আয়েশা (রা.) থেকে বর্ণিত আছে, মহানবী ﷺ-এর যুগে ঠিক এ ধরনের একটি ঘটনা সংঘটিত হয়েছিল। জনৈক ব্যক্তির তত্ত্বধানে একটি এতিম মেয়ে ছিল। সে ব্যক্তির একটি বাগান ছিল, যার মধ্যে উক্ত এতিম বালিকাটির অংশ ছিল, সে ব্যক্তি উক্ত মেয়েটিকে বিয়ে করে নিল এবং নিজের পক্ষ থেকে দেন-মহর আদায় তো করলই না; বরং বাগানে মেয়েটির যে অংশ ছিল তাও সে আত্মসাৎ করে নিল। এ ঘটনাটির পরিপ্রেক্ষিতে উপরিউক্ত আয়াত নাজিল হয়েছে।

وَإِنْ خِفْتُمْ .... مِنَ النِّسَاءِ : অর্থাৎ, মেয়ের তো অভাব নেই; বিয়ে যদি করতেই হয়, তবে অন্য স্ত্রীলোকদের মধ্য থেকে একাধিক বিয়ে করতে পার।

নাবালেগের বিয়ে প্রসঙ্গে : আলোচ্য আয়াতে যে 'ইয়াতামা' শব্দটি ব্যবহার করা হয়েছে তার অর্থ হচ্ছে এতিম মেয়ে। আর শরিয়তের পরিভাষায় সে বালক অথবা বালিকাকেই এতিম বলা হয়ে থাকে, যে এখনো বালেগ হয়নি। সুতরাং এ আয়াত দ্বারা এ বিষয়টিও প্রমাণিত হয়ে গেছে যে, এতিমের অভিভাবকের এখতিয়ার রয়েছে যে, সে ইচ্ছা করলে বালেগ হওয়ার আগেই তাদের বিয়ে-শাদী দিতে পারে। তবে তাদের ভবিষ্যত মঙ্গল ও কল্যাণকে সামনে রেখেই এ ব্যবস্থা গ্রহণ করা যেতে পারে।

অনেক ক্ষেত্রে দেখা যায় যে, বয়সের সমতার প্রতি লক্ষ্য রাখা হয় না। এমনকি অনেক বড় বড় মেয়েকেও ছোট ছোট ছেলেদের সাথে বিয়ে দেওয়া হয়। ছেলের স্বভাব-চরিত্র যাচাই-বাছাই না করেই কোনো একটি মেয়েকে তার নিকট সোপর্দ করা হয়– এটা কোনোক্রমেই ঠিক হবে না।

এ ছাড়া এমন অনেক বালেগ অবিবাহিতা মেয়েও পাওয়া যায়, বিয়ের পূর্বেই যাদের বাপ মারা গেছে। এসব মেয়ে বালেগ হলেও মেয়ে সুলভ লজ্জা-শরমের কারণে তাদের বিয়ের ব্যাপারে অভিভাবকের সামনে কোনো প্রকার উচ্চ-বাচ্য করতে পারে না এবং অভিভাবক যা কিছু করে সেটাই তারা নতশিরে গ্রহণ করে নেয়। এমতাবস্থায় অভিভাবকদের অবশ্য লক্ষ্য রাখতে হবে, যাতে তাদের অধিকার কোনোক্রমেই ক্ষুণ্ন না হয়।

এ আয়াতে এতিম মেয়েদের বৈবাহিক জীবনের যাবতীয় অধিকার সংরক্ষণের উপর বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করা হয়েছে। সাধারণ আইন-কানুনের মতো তা শুধু প্রশাসনের উপর ন্যস্ত করার পরিবর্তে জনসাধারণের মধ্যে আল্লাহভীতির অনুভূতির জাগ্রত করা হয়েছে। তাই বলা হয়েছে যে, যদি ইনসাফ করতে পারবে না বলে মনে কর, তা হলে এতিম মেয়েদেরকে বিয়ে করবে না; বরং সে ক্ষেত্রে অন্য মেয়েকেই বিয়ে করে নিবে। এ কথা বলার সাথে সাথে সরকারের দায়িত্বশীল ব্যক্তিদের দায়িত্বের কথাও স্মরণ করিয়ে দেওয়া হয়েছে। যাতে এতিম ছেলেমেয়েদের কোনো প্রকার অধিকার ক্ষুণ্ন না হয় সে ব্যাপারে পুরোপুরি সচেতন থাকার জন্য নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।

বহু বিবাহ : বহু বিবাহের প্রথাটি ইসলামপূর্ব যুগেও দুনিয়ার প্রায় সকল ধর্ম মতেই বৈধ বলে বিবেচিত হতো। আরব, ভারতীয় উপমহাদেশ, ইরান, মিশর, ব্যাবিলন প্রভৃতি সব দেশেই এই প্রথার প্রচলন ছিল। বহু বিবাহের প্রয়োজনীয়তার কথা বর্তমান যুগেও স্বীকৃত।

বর্তমানকালে ইউরোপের এক শ্রেণির চিন্তাবিদ বহু বিবাহ রহিত করার জন্য তাদের অনুসারীদেরকে উদ্বুদ্ধ করে আসছেন বটে, কিন্তু তাতে কোনো সুফল হয়নি; বরং তাতে সমস্যা আরো বৃদ্ধি পেয়েছে এবং এর ফল রক্ষিতার রূপে প্রকাশ পেয়েছে। অবশেষে প্রাকৃতিক ও স্বাভাবিক ব্যবস্থারই বিজয় হয়েছে। তাই আজকে ইউরোপের দূরদর্শী চিন্তাশীল ব্যক্তিরাই বহু বিবাহ পুনঃপ্রচলন করার জন্য চিন্তা ভাবনা করছেন।

ইসলামপূর্ব যুগে কোনো প্রকার প্রতিবন্ধকতা ছাড়াই বহু বিবাহ প্রথা প্রচলিত ছিল। বিভিন্ন ধর্ম এবং দেশের ইতিহাস থেকে একথা জানা যায় যে, এর প্রতি কোনো প্রকার বাধা-নিষেধও ছিল না। ইহুদি, খ্রিস্টান, আর্য, হিন্দু এবং পারসিকদের মধ্যে

https://e-ilm.weebly.com/

বহু বিবাহ প্রচলিত ছিল। ইসলামের প্রাথমিক যুগেও কোনো সংখ্যা নির্ধারণ ছাড়াই এ ব্যবস্থার প্রচলন ছিল। তবে তৎকালে সীমা-সংখ্যাহীন বহু বিবাহের জন্য অনেকের লোভ-লালসার অন্ত ছিল না। অন্য দিকে এ থেকে উদ্ভূত দারিদ্র্যের ব্যাপারেও তারা সঠিক ভূমিকা পালন করতে পারত না; বরং এসব স্ত্রীকে তারা রাখত দাসী-বাঁদির মতো এবং তাদের যথেচ্ছা ব্যবহার করত। তাদের প্রতি কোনো প্রকার ইনসাফ করা হতো না। চরম বৈষম্য বিরাজ করত পারস্পরিক সম্পর্কের ক্ষেত্রে। অনেক সময় পছন্দসই দু'একজনের প্রতি লক্ষ্য রেখে অবশিষ্টদের প্রতি চরম অবহেলা প্রদর্শন করা হতো।

ইসলামের বিধান: কুরআন এই সামাজিক অনাচার এবং জুলুমের প্রতিরোধ করেছে। বহু বিবাহের ব্যাপারে প্রয়োজনীয় বিধি-নিষেধও জারি করেছে। ইসলাম একই সময় চার এর অধিক স্ত্রী রাখাকে হারাম ঘোষণা করেছে। ইসলাম এ ক্ষেত্রে ইনসাফ কায়েমের জন্য বিশেষ তাকিদ দিয়েছে এবং ইনসাফের পরিবর্তে জুলুম করা হলে তার জন্য শাস্তির কথা ঘোষণা করেছে।

উল্লেখ্য যে, আলোচ্য আয়াতে বলা হয়েছে, তোমাদের পছন্দমতো দুই, তিন, অথবা চার জন স্ত্রীও গ্রহণ করতে পার। আলোচ্য আয়াতে مَا طَابَ [যা তোমাদের ভালো লাগে] শব্দটি ব্যবহার করা হয়েছে। হযরত হাসান বসরী, ইবনে জুবায়ের এবং ইবনে মালেক (র.) শব্দটির ব্যাখ্যা করেছেন مَا حَلَّ শব্দ দ্বারা: যার অর্থ হচ্ছে, যে সব মেয়ে তোমাদের জন্য বৈধ। আর অনেক তাফসীরকার উপরিউক্ত শব্দটির শাব্দিক অর্থ 'পছন্দ' দ্বারাই এ আয়াতের ব্যাখ্যা করেছেন। তবে উভয় ব্যাখ্যার মধ্যে কোনো প্রকার বৈপরীত্য নেই। অর্থাৎ, এর মর্মার্থ হচ্ছে এই যে, যেসব মেয়ে প্রকৃতিগতভাবে তোমাদের মনঃপুত এবং শরিয়তের দৃষ্টিকোণ থেকে বৈধ হয় কেবল তাদেরকেই বিয়ে করতে পার।

আলোচ্য আয়াতে একাধিক অর্থাৎ, চার জন স্ত্রী গ্রহণ করার সুযোগ অবশ্য দেওয়া হয়েছে, অন্যদিকে এই চার পর্যন্ত কথাটি আরোপ করে তার উর্ধ্ব সংখ্যক কোনো স্ত্রী গ্রহণ করতে পারবে না; বরং তা হবে সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ– তাও ব্যক্ত করে দেওয়া হয়েছে।

যদি সমতা রক্ষা করা সম্ভব না হয় : চারটি পর্যন্ত বিয়ের অনুমতি দেওয়ার পর বলা হয়েছে:

فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً অর্থাৎ, যদি আশঙ্কা কর যে, স্ত্রীদের মধ্যে সমতা রক্ষা করতে পারবে না, তবে এক স্ত্রীতেই তৃপ্ত থাক।

পবিত্র কুরআনে চার জন স্ত্রীর কথা বৈধ ঘোষণা করা হয়েছে এবং সাথে সাথে এও বলে দেওয়া হয়েছে যে, যদি তোমরা তাদের মধ্যে সমতা বিধান তথা ন্যায়বিচার করতে না পার। তাহলে এক স্ত্রীর উপরই নির্ভর কর। এতে বুঝা যাচ্ছে যে, একাধিক বিয়ে ঠিক তখনই বৈধ হতে পারে, যখন শরিয়ত মোতাবেক সবার সাথে সমান আচরণ করা হবে; তাদের সবার অধিকার সমভাবে সংরক্ষণ করা সম্ভব হবে। এ ব্যাপারে অপারগ হলে এক স্ত্রীর উপরই নির্ভর করতে হবে এবং এটাই ইসলামের নির্দেশ।

রাসূলে কারীম ﷺ একাধিক স্ত্রীর বেলায় সবার সাথে পরিপূর্ণ সমতার ব্যবহার করার ব্যাপারে বিশেষভাবে তাকিদ করেছেন এবং যারা এর খেলাফ করবে, তাদের জন্য কঠিন শাস্তির খবর দিয়েছেন। নিজের ব্যবহারিক জীবনেও তিনি এ ব্যাপারে সর্বোত্তম আদর্শ স্থাপন করে দেখিয়েছেন। এমনকি তিনি এমন বিষয়েও সমতাপূর্ণ ব্যবহারের আদর্শ স্থাপন করেছেন, যে ক্ষেত্রে এর বিশেষ প্রয়োজন ছিল না।

এক হাদীসে হুজুর ﷺ ইরশাদ করেছেন, যে ব্যক্তির দুই স্ত্রী রয়েছে, সে যদি এদের মধ্যে ব্যবহারের ক্ষেত্রে পূর্ণ সমতা ও ইনসাফ করতে না পারে, তবে কিয়ামতের ময়দানে সে এমনভাবে উঠবে যে, তার শরীরের এক পার্শ্ব অবশ হয়ে থাকবে। –[মিশকাত শরীফ : ২৭৮ -সুনানে আরবা'আ থেকে]

এ আয়াতে বলা হয়েছে যে, ভালোবাসা ও অন্তরের আকর্ষণ মানুষের সাধ্যায়ত্ব ব্যাপার নয়। তাই অসাধ্য বিষয়টিতেও সমতা রাখার অতঃপর বলা হয়েছে : فَلَا تَمِيلُوا كُلَّ الْمَيْلِ অর্থাৎ, কোনো এক স্ত্রীর প্রতি যদি তোমার আন্তরিক আকর্ষণ বেশি হয়ে যায়, তবে সেটা তোমার সাধ্যায়ত্ব ব্যাপার নয় বটে, কিন্তু এ ক্ষেত্রেও অন্যজনের প্রতি পরিপূর্ণ উপেক্ষা প্রদর্শন করা জায়েজ হবে না। আলোচ্য আয়াতে فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً অর্থাৎ, যদি ইনসাফপূর্ণ ব্যবহার বজায় রাখতে পারবে না বলে

https://e-ilm.weebly.com/

ভয় কর, তবে এক স্ত্রীতেই তৃপ্ত থাক, বলে সে সমস্ত ব্যাপারেই ইনসাফপূর্ণ ব্যবহার করতে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে, যেগুলো মানুষের সাধ্যায়ত্ব। এসব ব্যাপারে বে-ইনসাফি করা মহাপাপ। আর যাদের এরূপ পাপে জড়িত হওয়ার আশঙ্কা রয়েছে, তাদের পক্ষে একাধিক বিয়ে না করাই কর্তব্য।

একটি সন্দেহ ও তার জবাব : সূরা নিসার এ আয়াতে ইনসাফপূর্ণ ব্যবহার করতে না পারার আশঙ্কার ক্ষেত্রে এক বিয়েতেই তৃপ্ত থাকার নির্দেশ এবং পরবর্তী আয়াতে 'তোমরা কোনো অবস্থাতেই একাধিক স্ত্রীর মধ্যে সমতা রক্ষা করতে পারবে না' এ দু' আয়াতের মূল তাৎপর্য অনুধাবন করতে না পেরে অনেকেই এমন একটা ভুল সিদ্ধান্তে উপনীত হন যে, ইনসাফপূর্ণ ব্যবহার ক্ষুণ্ন হওয়ার আশঙ্কার ক্ষেত্রে যেহেতু এক বিয়েরই নির্দেশ এবং স্বয়ং কুরআনই যখন বলে যে, তোমরা কোনো অবস্থাতেই স্ত্রীর মধ্যে সমান ব্যবহার বজায় রাখতে সমর্থ হবে না, সুতরাং পরোক্ষভাবে কুরআন এক বিয়েরই অনুমোদন দেয় এবং বহু বিবাহ রহিত করে।

উপরিউক্ত সিদ্ধান্ত যে ভুল তা একটু লক্ষ্য করলেই বুঝা যায়, কেননা একাধিক বিয়ে বন্ধ করাই যদি আল্লাহ তা'আলার অভিপ্রায় হতো, তবে 'নারীদের মধ্যে যাদের ভালো লাগে তাদের মধ্য থেকে তোমরা দুই, তিন, চারটি পর্যন্ত বিয়ে করতে পার।' এরূপ বলার কোনো প্রয়োজন ছিল না। তাছাড়া فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً বলে ইনসাফ কায়েম না করার সম্ভাবনা ব্যক্ত করারও কোনো অর্থ হয় না।

এছাড়া স্বয়ং রাসূলে কারীম ﷺ সাহাবীগণের কর্মধারা ও মৌখিক বর্ণনা এবং পরবর্তী সময়ে পর্যায়ক্রমিকভাবে মুসলিম সমাজে বিনা দ্বিধায় একাধিক বিয়ের রীতি প্রচলিত থাকাই প্রমাণ করে যে, বহু বিবাহ বৈধ হওয়ার ব্যাপারে প্রথম যুগ থেকে আজ পর্যন্ত কেউ ভিন্নমত পোষণ করেন না।

প্রকৃত প্রস্তাবে সূরা নিসার এ আয়াত দ্বারা মানুষের সাধ্যায়ত্ব ব্যাপারে স্ত্রীদের মধ্যে সমতা বজায় রাখার কথা বলা হয়েছে এবং দ্বিতীয় আয়াতে যা মানুষের সাধ্যের বাইরে অর্থাৎ, আন্তরিক আকর্ষণের ব্যাপারে সমতা রক্ষা করা সম্ভব নয় বলে মন্তব্য করা হয়েছে। সুতরাং দুটি আয়াতের মর্মে যেমন কোনো বৈপরীত্য নেই, তেমনি এ আয়াতের দ্বারা একাধিক বিবাহের অবৈধতাও প্রমাণিত হয় না।

আয়াতের শেষাংশে বলা হয়েছে ذَٰلِكَ أَدْنَىٰ أَلَّا تَعُولُوا এতে দু'টি শব্দ রয়েছে। একটি أَدْنَىٰ এটি دُنُوٌّ ধাতু থেকে উৎপন্ন, যার অর্থ হয় নিকটতর। দ্বিতীয় শব্দটি হচ্ছে لَا تَعُولُوا = عَالَ ـ يَعِيلُ ঝুঁকে পড়া অর্থে ব্যবহৃত হয়। এখানে শব্দটি অসঙ্গতভাবে ঝুঁকে পড়া এবং দাম্পত্য জীবনে নির্যাতনের পথ অবলম্বন করা অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। অর্থ হচ্ছে এই যে, এ আয়াতে তোমাদের যা বলা হলো যে, সমতা বজায় রাখতে না পারার আশঙ্কা থাকলে এক স্ত্রী নিয়েই সংসারযাত্রা নির্বাহ কর কিংবা শরিয়ত সম্মত ক্রীতদাসী নিয়ে সংসার কর, এটা এমন এক পথ যা অবলম্বন করলে তোমরা জুলুম থেকে বেঁচে থাকতে পারবে। বাড়াবাড়ি বা সীমালঙ্ঘনের সম্ভাবনাও দূর হবে।

প্রশ্ন হতে পারে যে, এক স্ত্রী হলে তো আর অবিচার কিংবা জুলুমের কোনো অবকাশই থাকে না। কিন্তু তা সত্ত্বেও 'তোমরা জুলুম না করার নিকটে থাকবে, এরূপ বলার অর্থ কি? বরং এখানে বলা উচিত ছিল যে, এক বিবাহের ক্ষেত্রে তোমরা অবিচারের পথ থেকে সম্পূর্ণ নিরাপদ হয়ে যাবে।

জবাব হচ্ছে এই যে, যেহেতু অনেক ক্ষেত্রে লোকেরা এক স্ত্রীকেও নানাভাবে জ্বালাযন্ত্রণার লক্ষ্যস্থলে পরিণত করে রাখে সুতরাং এক স্ত্রীর সংসার করলে তোমরা জুলুম বা সীমালঙ্ঘন থেকে সম্পূর্ণরূপে বেঁচে যাবে এরূপ না বলে أَدْنَىٰ [আদনা] শব্দটি বাড়িয়ে বলা হয়েছে যে, এটা অবিচারের পথ পরিহার করার নিকটবর্তী পন্থা। এ পথ অবলম্বন করলে তোমরা ইনসাফের কাছাকাছি পৌছতে পারবে। আর পরিপূর্ণ ইনসাফ তখনই হবে, যখন তোমরা স্ত্রীর বদ-মেজাজী, উদ্ধত আচরণ প্রভৃতি সবকিছু ধৈর্য সহকারে বরদাশত করতে পারবে।

قوله وَآتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً الخ স্ত্রীদের মহরের ব্যাপারে তখনকার দিনে অনেক ধরনের অবিচার ও জুলুমের পন্থা প্রচলিত ছিল।

https://e-ilm.weebly.com/

এক. স্ত্রীর প্রাপ্য মহর তার হাতে পৌঁছাতো না; মেয়ের অভিভাবকগণই তা আদায় করে আত্মসাৎ করত। যা ছিল নিতান্তই একটা নির্যাতনমূলক রেওয়াজ। এ প্রথা উচ্ছেদ করার লক্ষ্যে কুরআন নির্দেশ দিয়েছে–

وَاٰتُوا النِّسَاۤءَ صَدُقٰتِهِنَّ

এতে স্বামীর প্রতি নির্দেশ দেওয়া হচ্ছে যে, স্ত্রীর মহর তাকেই পরিশোধ কর; অন্যকে নয়। অন্যদিকে অভিভাবকগণকেও নির্দেশ দেওয়া হয়েছে যে, মহর আদায় হলে তা যার প্রাপ্য তার হাতেই অর্পণ কর। তাদের অনুমতি ছাড়া অন্য কেউ যেন তা খরচ না করে।

দুই. স্ত্রীর মহর পরিশোধ করার ক্ষেত্রে নানা রকম তিক্ততার সৃষ্টি হতো। প্রথমতঃ মহর পরিশোধ করতে হলে মনে করা হতো যেন জরিমানার অর্থ পরিশোধ করা হচ্ছে। এ অনাচার রোধ করার লক্ষ্যেই আয়াতে نِحْلَةً শব্দটি ব্যবহার করে অত্যন্ত হৃষ্টমনে তা পরিশোধ করার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। কেননা অভিধানে نِحْلَةً বলা হয় সে দানকে যা খুবই আন্তরিকতার সাথে প্রদান করা হয়।

মোটকথা, আয়াতে বলে দেওয়া হয়েছে যে, স্ত্রীদের মহর অবশ্য পরিশোধ্য একটা ঋণ বিশেষ। এটা পরিশোধ করা অত্যন্ত জরুরি। পরন্তু অন্যান্য ওয়াজিব ঋণ যেমন সন্তুষ্ট চিত্তে পরিশোধ করা হয়, স্ত্রীর মহরের ঋণও তেমনি হৃষ্টচিত্তে, উদার মনে পরিশোধ করা কর্তব্য।

তিন. অনেক স্বামীই তার বিবাহিতা স্ত্রীকে অসহায় মনে করে নানাভাবে চাপ প্রয়োগের মাধ্যমে মহর মাফ করিয়ে নিত। এভাবে মাফ করিয়ে নিলে কিন্তু প্রকৃতপক্ষে তা মাফ হতো না। অথচ স্বামী মনে করত যে, মৌখিকভাবে যখন স্বীকার করিয়ে নেওয়া গেছে, সুতরাং মহরের ঋণ মাফ হয়ে গেছে। এ ধরনের জুলুম প্রতিরোধ করার উদ্দেশ্যে বলা হয়েছে : فَاِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِّنْهُ نَفْسًا فَكُلُوْهُ هَنِيْٓـًٔا مَّرِيْٓـًٔا অর্থাৎ, যদি স্ত্রী নিজের পক্ষ থেকে স্বতঃপ্রবৃত্ত হয়ে মহরের কোনো অংশ ক্ষমা করে দেয়, তবেই তোমরা তা হৃষ্টমনে ভোগ করতে পার।

অর্থ হচ্ছে, চাপ প্রয়োগ কিংবা কোনো প্রকার জোর-জবরদস্তি করে ক্ষমা করিয়ে নেওয়ার অর্থ কোনো অবস্থাতেই ক্ষমা নয়। তবে স্ত্রী যদি স্বেচ্ছায়, খুশি মনে মহরের অংশবিশেষ মাফ করে দেয় কিংবা পুরোপুরিভাবে বুঝে নিয়ে কোনো অংশ তোমাদের ফিরিয়ে দেয়, তবেই কেবল তা তোমাদের পক্ষে ভোগ করা জায়েজ হবে।

এ ধরনের বহু নির্যাতনমূলক প্রথা জাহেলি যুগে প্রচলিত ছিল। কুরআন এসব জুলুমের উচ্ছেদ করেছে। কিন্তু পরিতাপের বিষয়, আজও মুসলিম সমাজে মহর সম্পর্কিত এ ধরনের নানা নির্যাতনমূলক ব্যবস্থা প্রচলিত দেখা যায়। কুরআনের নির্দেশ অনুযায়ী এরূপ নির্যাতনমূলক পথ পরিহার করা অবশ্য কর্তব্য।

আয়াতে 'হৃষ্টচিত্তে' প্রদানের শর্ত আরোপ করার পিছনে গভীর তাৎপর্য নিহিত রয়েছে। কেননা মহর স্ত্রীর অধিকার এবং তার নিজস্ব সম্পদ। হৃষ্টচিত্তে যদি সে তা কাউকে না দেয় বা দাবি ত্যাগ না করে, তবে স্বামী বা অভিভাবকের পক্ষে সে সম্পদ কোনো অবস্থাতেই হালাল হবে না। হুজুর ﷺ এ হাদীসে শরিয়তের মূল নীতিরূপে ইরশাদ করেছেন– اَلَا لَا تَظْلِمُوْا اَلَا لَا يَحِلُّ مَالُ امْرِئٍ اِلَّا بِطِيْبِ نَفْسٍ مِّنْهُ

অর্থাৎ, 'সাবধান' জুলুম করো না। মনে রেখ, কারো পক্ষে অন্যের সম্পদ তার আন্তরিক তুষ্টি ব্যতীত গ্রহণ করা হালাল হবে না।' –[মিশকাত : ২৫৫ -শুয়াবুল ঈমান বায়হাকী, দারাকুতনী থেকে]

এ হাদীসটি এমন একটা গুরুত্বপূর্ণ মূলনীতির নির্দেশ দেয় যা সর্বপ্রকার প্রাপ্য ও লেন-দেনের ব্যাপারে হালাল এবং হারামের সীমারেখা নির্দেশ করে।

সম্পদের হেফাজত জরুরি : এ আয়াতে ধন-সম্পদের গুরুত্ব এবং মানুষের জীবন ধারণ ক্ষেত্রে এর প্রয়োজনীয়তার কথা উল্লেখ করা হয়েছে এবং তদসঙ্গে সম্পদের হেফাজতের ক্ষেত্রে একটি সাধারণ ত্রুটির সংশোধন নির্দেশ করা হয়েছে। তা হচ্ছে, অনেকেই স্নেহান্ধ হয়ে অল্পবয়স্ক, অনভিজ্ঞ ছেলে-মেয়ে অথবা স্ত্রীলোকদের হাতে ধন-সম্পদের দায়-দায়িত্ব তুলে দেয়। যার অবশ্যম্ভাবী পরিণতি সম্পদের অপচয় এবং যা দারিদ্র্য ঘনিয়ে আসার আকারে দেখা দেয়।

https://e-ilm.weebly.com/

অর্বাচীন ও অনভিজ্ঞদের হাতে সম্পদ তুলে দেওয়া নিষিদ্ধ : রঈসুল মুফাসসিরীন হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা.) বলেন, কুরআনে পাকের এ আয়াতে নির্দেশ করা হচ্ছে যে, তোমরা তোমাদের ধন-সম্পদ অপ্রাপ্তবয়স্ক সন্তান-সন্ততি কিংবা অনভিজ্ঞ স্ত্রীলোকদের হাতে তুলে দিয়ে তাদের মুখাপেক্ষী হয়ে থেক না; বরং আল্লাহ তা'আলা যেহেতু তোমাকে অভিভাবক এবং দেখাশুনার দায়িত্ব দিয়েছেন, সেজন্য তুমি সম্পদ তোমার নিজের হাতে রেখে তাদের খাওয়া পরার দায়-দায়িত্ব পালন করতে থাক। যদি তারা অর্থ সম্পদের দায়িত্ব নিজ হাতে নিয়ে নেওয়ার আব্দার করে, তবে তাদেরকে ভালোভাবে বুঝিয়ে দাও যে, এসব তোমাদের জন্যই সংরক্ষণ করা হচ্ছে, যাতে তাদের মনোকষ্টের কারণ না হয়, আবার সম্পদ বিনষ্ট হওয়ার সম্ভাবনাও দেখা না দেয়।

হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা.)-এর এ ব্যাখ্যা মতে অপ্রাপ্ত বয়স্ক বালক-বালিকা এবং অনভিজ্ঞ যে কোনো স্ত্রীলোকের হাতেই ধন-সম্পদ তুলে না দেওয়ার নির্দেশ প্রমাণ হয়– যাদের হাতে পড়ে সম্পদ বিনষ্ট হওয়ার আশঙ্কা রয়েছে। এতে এতিম শিশু বা নিজের সন্তানের কোনো পার্থক্য নেই। হযরত আবূ মূসা আশআরী (রা.)ও এ আয়াতের এরূপ তাফসীরই বর্ণনা করেছেন। ইমামে তাফসীর হাফেজ তাবারীও এ মতই গ্রহণ করেছেন।

অবশ্য প্রসঙ্গ আলোচনার মধ্যে এ আয়াতের নির্দেশ এতিমদের বেলাতেই প্রযোজ্য বলে মনে হয়। কিন্তু আয়াতে যে ব্যাপক অর্থবোধক শব্দ ব্যবহার করা হয়েছে এবং 'তোমাদের সম্পদ' বলে যে ইশারা করা হয়েছে, তাতেও এতিম এবং সাধারণ বালক-বালিকা নির্বিশেষে সবার বেলাতেই এ নির্দেশ প্রযোজ্য বলে মনে হয়। মোটকথা, মালের হেফাজত অত্যন্ত জরুরি এবং অপচয় করা গুনাহের কাজ।

নিজের সম্পদের হেফাজত করতে গিয়ে যদি কেউ নিহত হয়, তবে সে শহীদের মর্যাদা পাবে। যেমন, জীবন রক্ষা করতে গিয়ে যদি কেউ নিহত হয়, তবে সেও শহীদের মর্যাদা পাবে বলে হাদীসে উল্লিখিত রয়েছে। রাসূল ﷺ ইরশাদ করেন– مَنْ قُتِلَ دُوْنَ مَالِهٖ فَهُوَ شَهِيْدٌ "নিজের মালের হেফাজত করতে গিয়ে যদি কেউ নিহত হয়, তবে সে শহীদ।" অর্থাৎ, ছওয়াবের দিক দিয়ে শহীদের মর্যাদা পাবে। –[বুখারী ও মুসলিম]

শব্দের বিশ্লেষণ :

اِتَّقُوْا : সীগাহ جمع مذكر حاضر বহছ امر حاضر معروف বাব اِفْتِعَالٌ মাসদার اَلْاِتِّقَاءُ মূলবর্ণ (و . ق . ى) জিনস لفيف مفروق অর্থ– তোমরা ভয় কর।

اَلْاَرْحَامُ : শব্দটি বহুবচন, একবচন رَحِمٌ অর্থ– আত্মীয়।

رَقِيْبًا : শব্দটি فعيل এর ওজন صفت مشبه এর সীগাহ। অর্থ– তত্ত্বাবধায়ক।

صَدُقٰتِ : শব্দটি বহুবচন, একবচন صَدَقَةٌ অর্থ– মহর।

نِحْلَةً : শব্দটি একবচন, বহুবচন نِحَلٌ অর্থ– আনন্দচিত্তে।

هَنِيْئًا : এটি صفت مشبه এর সীগাহ, বাব سَمِعَ، كَرُمَ ও فَتَحَ অর্থ– সুস্বাদু।

مَرِيْئًا : এটি صفت مشبه এর সীগাহ, বাব كَرُمَ . سَمِعَ . فَتَحَ অর্থ– সুস্বাদু খাবার পাওয়া।

বাক্যের বিশ্লেষণ :

قوله اٰتُوا الْيَتٰمٰٓى اَمْوَالَهُمْ : এখানে اٰتُوْا ফে'ল উহ্য যমীর اَنْتُمْ তার ফা'য়েল এবং اَلْيَتٰمٰى প্রথম মাফউল অতঃপর اَموال মুযাফ هم মুযাফ ইলাইহি, মুযাফ ও মুযাফ ইলাইহি মিলে দ্বিতীয় মাফউল. ফে'ল তার ফা'য়েল ও দু' মাফউল মিলে جُمْلَةٌ فِعْلِيَّةٌ হয়েছে।

https://e-ilm.weebly.com/

অনুবাদ : (৬) আর তোমরা এতিমদের কে পরীক্ষা করে নাও, এপর্যন্ত যে, যখন তারা বিবাহে [-র বয়সে] পৌছে যায়, অনন্তর যদি তাদের মধ্যে কিয়ৎ পরিমাণ বুদ্ধিমত্তা দেখ, তবে তাদের ধন-সম্পত্তি তাদেরকে সমর্পণ করে দাও, আর ঐ সমস্ত সম্পত্তি ভক্ষণ করো না অপব্যায়ে এবং তাড়াতাড়ি করে এই ধারণায় যে, তারা বালেগ হয়ে যাবে, আর যে ব্যক্তি অভাবমুক্ত হবে সে নিজেকে সম্পূর্ণ বিরত রাখবে, আর যে ব্যক্তি অভাবী হবে সে সঙ্গত পরিমাণ ভোগ করবে, অতঃপর যখন তাদের মাল তাদের হাতে সমর্পণ করবে তখন তাদের [মাল সমর্পণের] উপর সাক্ষ্য রেখ, এবং আল্লাহই হিসাব গ্রহণকারী হিসেবে যথেষ্ট।

وَابْتَلُوا الْيَتٰمٰى حَتّٰٓى إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ ۚ فَإِنْ اٰنَسْتُمْ مِّنْهُمْ رُشْدًا فَادْفَعُوْٓا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ ۚ وَلَا تَأْكُلُوْهَآ إِسْرَافًا وَّبِدَارًا أَنْ يَّكْبَرُوْا ۚ وَمَنْ كَانَ غَنِيًّا فَلْيَسْتَعْفِفْ ۚ وَمَنْ كَانَ فَقِيْرًا فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوْفِ ۚ فَإِذَا دَفَعْتُمْ إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ فَأَشْهِدُوْا عَلَيْهِمْ ۚ وَكَفٰى بِاللّٰهِ حَسِيْبًا ﴿٦﴾

(৭) পুরুষদের জন্যও [তারা ছোট হোক বা বড় হোক] অংশ [নির্ধারিত] রয়েছে তা হতে যা পিতামাতা এবং নিকট আত্মীয়তাগণ ছেড়ে যায়— এবং নারীদের জন্যও [ছোট হোক বা বড় হোক] অংশ [নির্ধারিত] রয়েছে, যা পিতামাতা এবং নিকট আত্মীয়গণ ছেড়ে যায়, সে বস্তু অল্পই হোক আর বেশি হোক, অংশ অকাট্য।

لِلرِّجَالِ نَصِيْبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدٰنِ وَالْأَقْرَبُوْنَ وَلِلنِّسَآءِ نَصِيْبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدٰنِ وَالْأَقْرَبُوْنَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ ۚ نَصِيْبًا مَّفْرُوْضًا ﴿٧﴾

শাব্দিক অনুবাদ

(৬) وَابْتَلُوا الْيَتٰمٰى আর তোমরা এতিমদের কে পরীক্ষা করে নাও حَتّٰٓى إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ এপর্যন্ত যে, যখন তারা বিবাহে [-র বয়সে] পৌছে যায় فَإِنْ اٰنَسْتُمْ مِّنْهُمْ رُشْدًا অনন্তর যদি তাদের মধ্যে কিয়ৎ পরিমাণ বুদ্ধিমত্তা দেখ فَادْفَعُوْٓا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ তবে তাদের ধন-সম্পত্তি তাদেরকে সমর্পণ করে দাও وَلَا تَأْكُلُوْهَآ আর ঐ সমস্ত সম্পত্তি ভক্ষণ করো না إِسْرَافًا وَّبِدَارًا অপব্যয়ে এবং তাড়াতাড়ি করে أَنْ يَّكْبَرُوْا এই ধারণায় যে, তারা বালেগ হয়ে যাবে وَمَنْ كَانَ غَنِيًّا আর যে ব্যক্তি অভাবমুক্ত হবে فَلْيَسْتَعْفِفْ সে নিজেকে সম্পূর্ণ বিরত রাখবে وَمَنْ كَانَ فَقِيْرًا আর যে ব্যক্তি অভাবী হবে فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوْفِ সে সঙ্গত পরিমাণ ভোগ করবে فَإِذَا دَفَعْتُمْ إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ অতঃপর যখন তাদের মাল তাদের হাতে সমর্পণ করবে فَأَشْهِدُوْا عَلَيْهِمْ তখন তাদের [মাল সমর্পণের] উপর সাক্ষ্য রেখ وَكَفٰى بِاللّٰهِ حَسِيْبًا এবং আল্লাহই হিসাব গ্রহণকারী হিসেবে যথেষ্ট।

(৭) لِلرِّجَالِ نَصِيْبٌ পুরুষদের জন্যও [তারা ছোট হোক বা বড় হোক] অংশ [নির্ধারিত] রয়েছে مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدٰنِ وَالْأَقْرَبُوْنَ তা হতে যা পিতামাতা এবং নিকট আত্মীয়গণ ছেড়ে যায়— وَلِلنِّسَآءِ نَصِيْبٌ এবং নারীদের জন্যও [ছোট হোক বা বড় হোক] অংশ [নির্ধারিত] রয়েছে مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدٰنِ وَالْأَقْرَبُوْنَ যা পিতামাতা এবং নিকট আত্মীয়গণ ছেড়ে যায় مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ সে বস্তু অল্পই হোক আর বেশি হোক نَصِيْبًا مَّفْرُوْضًا অংশ অকাট্য।

(৮) وَإِذَا حَضَرَ الْقِسْمَةَ আর যখন বন্টনকালে উপস্থিত হয়- [দূর সম্পর্কীয়] أُولُو الْقُرْبٰى স্বজনগণ وَالْيَتٰمٰى ও এতিমগণ وَالْمَسٰكِيْنُ ও মিসকিনগণ فَارْزُقُوْهُمْ مِّنْهُ তখন তাদেরকেও তা হতে কিছু প্রদান কর وَقُوْلُوْا لَهُمْ قَوْلًا مَّعْرُوْفًا এবং তাদের সাথে সদয়ভাবে কথা বল।

https://e-ilm.weebly.com/

অনুবাদ : (৮) আর যখন বন্টনকালে উপস্থিত হয়– [দূর সম্পর্কীয়] স্বজনগণ ও এতিমগণ ও মিসকিনগণ, তখন তাদেরকেও তা হতে কিছু প্রদান কর, এবং তাদের সাথে সদয়ভাবে কথা বল।	وَاِذَا حَضَرَ الْقِسْمَةَ اُولُوا الْقُرْبٰى وَالْيَتٰمٰى وَالْمَسٰكِيْنُ فَارْزُقُوْهُمْ مِّنْهُ وَقُوْلُوْا لَهُمْ قَوْلًا مَّعْرُوْفًا (٨)
(৯) আর এরূপ লোকদের ভয় করা উচিত যে, যদি তারা নিজেদের পিছনে ছোট ছোট সন্তান ত্যাগ করে [মারা] যায় তবে তাদের জন্য তাদের [কেমন] ভাবনা হবে, সুতরাং [এই বিষয়টি চিন্তা করে] তাদের উচিত আল্লাহকে ভয় করা এবং সুসঙ্গত কথা বলা।	وَلْيَخْشَ الَّذِيْنَ لَوْ تَرَكُوْا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعٰفًا خَافُوْا عَلَيْهِمْ فَلْيَتَّقُوا اللّٰهَ وَلْيَقُوْلُوْا قَوْلًا سَدِيْدًا (٩)
(১০) নিশ্চয়, যারা এতিমদের মাল অন্যায়ভাবে ভোগ করে, তারা নিজেদের উদরে অগ্নি ভিন্ন আর কিছুই পুরছে না, এবং অতি সত্বরই তারা জ্বলন্ত আগুনে প্রবেশ করবে।	اِنَّ الَّذِيْنَ يَاْكُلُوْنَ اَمْوَالَ الْيَتٰمٰى ظُلْمًا اِنَّمَا يَاْكُلُوْنَ فِىْ بُطُوْنِهِمْ نَارًا ؕ وَسَيَصْلَوْنَ سَعِيْرًا (١٠)

শাব্দিক অনুবাদ

(৯) وَلْيَخْشَ الَّذِيْنَ আর এরূপ লোকদের ভয় করা উচিত যে। لَوْ تَرَكُوْا যদি তারা ত্যাগ করে [মারা] যায় مِنْ خَلْفِهِمْ নিজেদের পিছনে ذُرِّيَّةً ضِعٰفًا ছোট ছোট সন্তান خَافُوْا عَلَيْهِمْ তবে তাদের জন্য তাদের [কেমন] ভাবনা হবে فَلْيَتَّقُوا اللّٰهَ সুতরাং [এই বিষয়টি চিন্তা করে] তাদের উচিত আল্লাহকে ভয় করা। وَلْيَقُوْلُوْا قَوْلًا سَدِيْدًا এবং সুসঙ্গত কথা বলা।

(১০) اِنَّ الَّذِيْنَ يَاْكُلُوْنَ اَمْوَالَ الْيَتٰمٰى ظُلْمًا নিশ্চয়, যারা এতিমদের মাল অন্যায়ভাবে ভোগ করে। اِنَّمَا يَاْكُلُوْنَ فِىْ بُطُوْنِهِمْ نَارًا তারা নিজেদের উদরে অগ্নি ভিন্ন আর কিছুই পুরছে না। وَسَيَصْلَوْنَ سَعِيْرًا এবং অতি সত্বরই তারা জ্বলন্ত আগুনে প্রবেশ করবে।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

(৬) قوله وَابْتَلُوا الْيَتٰمٰى حَتّٰى اِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ الخ **আয়াতের শানে নুযূল– ১ :** বর্ণিত আছে যে, হযরত রেফাহ (রা.) তার ছাবেত নামক এক পুত্র সন্তান রেখে ইন্তেকাল করেন। তখন তার ভাই জানতে চান যে, আমার ভাতিজা আমার ঘরে লালিত পালিত হচ্ছে। সুতরাং তার মাল থেকে ব্যয় করা আমার জন্য জায়েজ হবে কি? তাঁর মাল কখন দেব তার হাতে? তখন ছাবেত তদ্বীয় ভাতিজার মালে তসররুফ করার পরিপ্রেক্ষিতে আলোচ্য আয়াত নাজিল করা হয়েছে।

শানে নুযূল– ২ : কারো কারো মতে আউস বিন ছাবেত তাকে আউস বিন সুওয়াইদও বলা হয়, তিনি তার স্ত্রী উম্মে কুজ্জাহ, তিন কন্যা সন্তান এবং সুওয়াইদের দু'জন চাচাতো ভাই রেখে ইন্তেকাল করেন। কারো মতে আউস বিন সুওয়াইদের স্থলে কাতাদাহ ও আরফুজা হবে। তখন চাচাতো ভাই দুজনে তার সমুদয় মালামাল দখল করে নেয়। তার স্ত্রী ও কন্যাদেরকে কিছুই দেয়নি। মতান্তরে তাদের ওয়ারিশত্ব থেকে বাধা প্রদান করেছে, মৃতের দুজন চাচাতো ভাই। যার নাম ছা'লাবাহ। জাহেলি যুগে তারা স্ত্রী, কন্যা সন্তান, ছোট পুত্র সন্তানকেও ওয়ারিশ হিসেবে স্বীকৃতি প্রদান করত না। সুতরাং উম্মে কুজ্জাহ রাসূল ﷺ এর নিকট গিয়ে তাদের সম্পর্কে অভিযোগ আরোপ করল। ফলে রাসূল ﷺ তাদেরকে ডেকে এনে জিজ্ঞেস করার পর তারা জাবাবে বলল, হে আল্লাহ রাসূল! সে মহিলার সন্তানেরা তো ঘোড়ায় চড়তে পারে না। কোনো বোঝা বহন করতে পারে না। কোনো শত্রুকে প্রতিরোধ করতে সক্ষম হবে না। তখন রাসূল ﷺ বললেন, তোমরা চলে যাও। আল্লাহ তা'আলা এ ব্যাপারে কি অবতীর্ণ করেন, তার জন্য অপেক্ষা কর। অতঃপর এতিমের সম্পদের সাথে কি আচরণ করতে হবে সে সম্পর্কীয় বিধান সম্বলিত আলোচ্য আয়াত নাজিল করা হয়েছে। –[বাহরে মুহীত ৩ : ১৭৯]

https://e-ilm.weebly.com/

(৭) قوله لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ الخ **আয়াতের শানে নুযূল– ১ :** আলোচ্য আয়াত আউস বিন ছাবেত আনসারী (রা.) সম্পর্কে অবতীর্ণ হয়েছে। হযরত আউস বিন ছাবেত আনসারী (রা.) তার স্ত্রী উম্মে কুজ্জাহ, তিন কন্যা সন্তান এবং সুওয়াইদ ও আরফুজা নামে দুজন চাচাতো ভাইও রেখে ইন্তেকাল করেন। সুওয়াইদ ও আরফজা আউসের সমুদয় মাল দখল করে নিয়ে যায়। তার স্ত্রী ও কন্যা সন্তানদেরকে কিছুই দেয়নি। কারণ জাহেলি যুগে তারা স্ত্রী ও ছোট সন্তান-সন্ততিকে ওয়ারিশ বানাতো না; বরং তারা বলত, যারা অশ্বারোহী হয়ে যুদ্ধ করতে সক্ষম, যারা তীর নিক্ষেপে সক্ষম, তলোয়ার দ্বারা আঘাত করতে সক্ষম এবং গনিমত সংরক্ষণ করতে সক্ষম, তারা ছাড়া অন্য কাউকে মালের অধিকারী বানানো যায় না। সুতরাং উম্মে কুজ্জাহ এ বিষয়টি নিয়ে রাসূল ﷺ-এর শরণাপন্ন হলেন। রাসূল ﷺ তাদেরকে ডেকে জিজ্ঞেস করলেন। তারা জবাবে বলল, হে আল্লাহর রাসূল! তার কন্যারাতো যুদ্ধ করতে সক্ষম হবে না। বোঝাও বহন করতে সক্ষম হবে না। শত্রুকেও প্রতিহত করতে সক্ষম নয়। ফলে রাসূল ﷺ বললেন যে, তোমরা চলে যাও যতক্ষণ না পর্যন্ত তাদের সমম্পর্কে আল্লাহ তা'আলা আমাকে কোনো হুকুম দিবেন, ততক্ষণ পর্যন্ত আমি অপেক্ষমান থাকব। তখন আল্লাহ তা'আলাহ মৃত ব্যক্তির পরিত্যক্ত সম্পদ সম্পর্কীয় বিধি-বিধান সম্বলিত আলোচ্য আয়াত নাজিল করেন।

–[কুরতুবী : ৫ : ৪৫]

শানে নুযূল– ২ : আইয়ামে জাহেলিয়াতে অংশীদারিত্ব আইন প্রচলিত ছিল যে, তারা স্ত্রী ও ছোট সন্তান-সন্ততিদেরকে ওয়ারিশ হিসেবে স্বীকৃতি দান করত না; বরং তাদের দাবি ছিল, যারা যুদ্ধ করতে পারে না, যুদ্ধ ময়দান হতে পালাতে পারে না। তারা কোনো সম্পদের অংশীদারিত্ব লাভ করতে পারে না। তাদের মাঝে এ ধরনের অমানবিক প্রচলিত বিধানের বিপক্ষে নারীদের অধিকার সংরক্ষিত ও সুনিশ্চিত করে আল্লাহ তা'আলা আলোচ্য আয়াত নাজিল করেন।

শানে নুযূল– ৩ : ইবনে জুবাইর ও অন্যান্যদের মতে আউস বিন ছাবেত আবার কারো মতে আউস বিন সামেত তবে এ মতটি সঠিক নয় করণ তিনি হযরত উসমান (রা.)-এর খেলাফতকালে ইন্তেকাল করেন। তিনি দু' কন্যা ও ছোট এক পুত্র সন্তান এবং উম্মে কুহা নাম্মী এক স্ত্রী রেখে ইন্তেকাল করেন। স্ত্রীর নামের ব্যাপারে মতপার্থক্য রয়েছে; মতান্তরে যথাক্রমে বিন্তে কুহা, উম্মে কুহলা উম্মে কুলসুম। অতঃপর মৃত ব্যক্তির চাচাতো ভাইয়েরা খালেদ, সুওয়াইদ, আরাফাতা অথবা কাতাদাহর ও আরফোজা এসে তার পরিত্যক্ত সমুদয় সম্পদ দখল করে নিয়ে যায়। তখন স্ত্রী তাদেরকে বলল, তোমরা দু'টি কন্যাকে বিবাহ করে নাও। আর মৃতের মেয়ে দুটি কালো ছিল। তারা তাতে অসম্মতি জানাল বিধায় সে মহিলা রাসূল ﷺ-এর নিকট এসে রাসূল ﷺ-কে এ সম্পর্কে অবগত করেন। ফলে রাসূল ﷺ বলেন : আমি জানি না কি যে বলব? অতঃপর لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ আয়াত নাজিল হয়। রাসূল ﷺ তৎক্ষণাত মৃতের চাচাতো ভাইয়ের নিকট খবর পাঠালেন যে, তোমরা তার ত্যাজ্য সম্পত্তিতে কোনো প্রকারে হস্তক্ষেপ করবে না। এ সম্পর্কে আমার নিকট ওহী এসেছে। এ সম্পর্কে আমি ব্যাখ্যা দিব। পুরুষ ও মহিলা সকলের জন্যই নির্ধারিতা অংশ রয়েছে। অতঃপর وَيَسْتَفْتُونَكَ فِي النِّسَاءِ আয়াত নাজিল হয়। অতঃপর يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ ....إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا নাজিল হয়। অতঃপর রাসূল ﷺ মিরাশের অধিকারীদেরকে ডেকে স্ত্রীকে $\frac{১}{৮}$ অংশ এবং অবশিষ্ট সম্পদ এক ছেলের জন্য দু'জন মেয়ের সমপরিমাণ সম্পদ প্রদান করেন। এবং চাচাতো ভাইদেরকে কিছুই দেননি। –[রূহুল মা'আনী ২১০/২/৪]

(৮) قوله وَإِذَا حَضَرَ الْقِسْمَةَ أُولُو الْقُرْبَىٰ الخ **আয়াতের শানে নুযূল– ১ :** আলোচ্য আয়াত নাজিল হয়েছে সে সকল সম্পদশালী মানুষদের সম্পর্কে, যারা তাদের মৃত্যুকালে যারাই তাদের নিকট উপস্থিত থাকত, তাদের মাঝে অসিয়ত স্বরূপ নিজ সম্পদ বন্টন করে দিত এবং উপস্থিত লোকজনের পরামর্শক্রমে বিভিন্নভাবে তা বন্টন করে দিত। সে সাথে যারা [ওয়ারিশত্ব থেকে বঞ্চিত] তারাও উপস্থিত হতো। তখন নিকটতম ব্যক্তিদেরকে অসিয়ত করে যেত এবং বঞ্চিতদেরকে কিছুই প্রদান করত না। তাদেরকেও যেন কিছু দেওয়া হয় সে সম্পর্কে আলোচ্য আয়াত নাজিল করা হয়েছে। হযরত ইবনে আব্বাস (রা.), ইবনুল মুসাইয়িব, ইবনে যায়েদ ও আবূ জাফরও এ মত পোষণ করেছেন।

শানে নুযূল– ২ : কারো কারো মতে আলোচ্য আয়াত নাজিল হয়েছে যাদের কোনো অংশ নির্ধারিত রয়েছে তাদের সম্পর্কে। মাল বন্টনকালে আল্লাহর দেওয়া সম্পদ থেকে তাদেরকেও যৎসামান্য প্রদান করার জন্য নির্দেশ দেওয়া হয়েছে যাদের কোনো অংশ নির্ধারিত নেই।

https://e-ilm.weebly.com/

হযরত ইবনে আব্বাস ও ইবনুল মুসায়্যিবের মতানুসারে আলোচ্য আয়াতের হুকুম বা বিধান রহিত করা হয়েছে মিরাসের আয়াত দ্বারা। ইকরিমা ও যাহহাক এমত প্রকাশ করেছেন। অতঃপর মিরাসের আয়াত দ্বারা তা রহিত করা হয়েছে এবং সকল অংশীদারদের নির্ধারিত অংশ প্রদান করা হয়েছে। –[বাহরে মুহীত ৩ : ১৮৪]

(১০) قوله إِنَّ الَّذِينَ يَأْكُلُونَ أَمْوَالَ الْيَتَامَىٰ ظُلْمًا الخ **আয়াতের শানে নুযূল– ১ :** মুশরিকদের সম্পর্কে আলোচ্য আয়াত নাজিল হয়েছে। এরা এতিমদের মাল ভোগ দখল করে খেত। মৃত ব্যক্তির স্ত্রীদেরকে তারা ওয়ারিশ বানাতো না। এটা হচ্ছে ইবনে যায়েদের মতানুসারে।

শানে নুযূল– ২ : কারো মতে হযরত হানযালা বিন শামারদাল, একজন এতিমের তত্ত্বাবধানকারী ছিলেন, ফলে তিনি তার সম্পদের মাল ভোগ করলেন। মতান্তরে যায়েদ বিন যাইদ গিত্বফানী তার এতিম ভাতিজার অভিভাবক ছিল সে ব্যক্তি তার মাল ভোগ করেছে। তাদের সম্পর্কে আলোচ্য আয়াত নাজিল হয়েছে। হযরত মুকাতিল (র.) এ মত পোষণ করেছেন। অধিকাংশ লোকজন বলেন, আলোচ্য আয়াত এমন লোকদের সম্পর্কে নাজিল হয়েছে, যাদের জন্য এতিমের মাল ভোগ করা বৈধ ছিল না। –[রূহুল মা'আনী ১৮৭/২/৪]

শানে নুযূল– ৩ : অপর এক বরাতে বর্ণিত আছে যে, মারছাদ বিন যাইদ গিত্বফানি তার ছোট্ট ভাতিজার অভিভাবক ছিলেন, অতঃপর তিনি তার ভাতিজার সম্পদ নিজ মালিকানায় নিয়ে যান। সুতরাং আল্লাহ তা'আলা এ প্রসঙ্গেই আলোচ্য আয়াত অবতীর্ণ করেন। মুকাতিল বিন হাইয়ান এ মত প্রকাশ করেছেন। –[কুরতুবী : ৫ : ৫৩]

শানে নুযূল– ৪ : হযরত ইবনে জারীর যাইদ বিন আসলাম হতে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন, এ আয়াতগুলো মুশরিকদের সম্পর্কীয়। যখন তারা এতিমদেরকে ওয়ারিশ না বানিয়ে তাদের মাল ভক্ষণ করত। তাদের ভয়াবহ পরিণতির বর্ণনাসহ আলোচ্য আয়াত আল্লাহ তা'আলা নাজিল করেন। –[রূহুল মা'আনী]

শানে নুযূল– ৫ : কোনো কোনো হাদীসে বর্ণিত রয়েছে যে, আলোচ্য আয়াত যখন নাজিল হয়, তখন এতিম লালন-পালন করা অত্যন্ত কষ্টদায়ক হয়ে দাঁড়াল এবং এতিমদের সাথে সংযুক্তি হওয়া থেকে বিরত থাকল, ফলে এতিমদের জন্য তা অসহায়ত্বের রূপ ধারণ করল। অতঃপর তাদের অসহায়ত্বের প্রতি লক্ষ্য করেই وَإِنْ تُخَالِطُوهُمْ আয়াতাংশ নাজিল হয়েছে। –[রূহুল মা'আনী ২১৬/২/৪]

প্রথমতঃ আয়াত দ্বারা যখন বুঝা গেল যে, যে পর্যন্ত সাংসারিক ব্যাপারে নাবালেগদের বুদ্ধিমত্তা প্রমাণিত না হবে, সে পর্যন্ত তাদের হাতে ধন-সম্পদের দায়িত্ব অর্পণ করা সমীচীন নয়। সেজন্য দ্বিতীয় আয়াতে শিশুদের শিক্ষাদীক্ষা ও যোগ্যতা যাচাই করার নির্দেশ দেওয়া হচ্ছে; বলা হয়েছে–

وَابْتَلُوا الْيَتَامَىٰ حَتَّىٰ إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ অর্থাৎ, বালেগ হওয়ার আগেই ছোট ছোট দায়িত্ব দিয়ে তাদের যোগ্যতা যাচাই করতে থাক, যে পর্যন্ত না তারা বিবাহের বয়সে পৌছে, অর্থাৎ বালেগ হয়। মোটকথা, বিষয়-সম্পত্তির ব্যাপারে তাদের যোগ্যতা যাচাই করতে থাক এবং যখন দেখ যে, তারা দায়িত্ব বহন করার যোগ্য হয়ে উঠেছে, তখন তাদের সম্পদ তাদের হাতে বুঝিয়ে দাও। সারকথা হচ্ছে, শিশুদের বিশেষ প্রকৃতি ও জ্ঞানবুদ্ধির বিকাশের মাপকাঠিতে তিন ভাগে বিভক্ত করা হয়েছে। **এক.** বালেগ হওয়ার পূর্ব পর্যন্ত সময়, **দুই.** বালেগ হওয়ার পরবর্তী সময়, **তিন.** বালেগ হওয়ার আগেই জ্ঞান-বুদ্ধির যথেষ্ট বিকাশ।

এতিম শিশুর অভিভাবকগণকে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে, যেন তাঁরা শিশুর লেখাপড়া ও জীবন গঠনের উপযুক্ত ব্যবস্থা গ্রহণ করেন। অতঃপর বয়োবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে বিষয়বুদ্ধির বিকাশ ঘটানোর উদ্দেশ্যে ছোট ছোট কাজ কারবার এবং লেন-দেনের দায়িত্ব অর্পণ করে তাদের পরীক্ষা করতে থাকেন। আলোচ্য আয়াতে وَابْتَلُوا الْيَتَامَىٰ বাক্যের অর্থ এটাই। এ থেকে ইমাম আবূ হানীফা দলিল গ্রহণ করেছেন যে, কোনো অপ্রাপ্ত বয়স্ক শিশু যদি তার অভিভাবকের অনুমতিক্রমে লেন-দেন বা ক্রয়-বিক্রয় করে, তবে তা বৈধ ও কার্যকর বলে বিবেচিত হবে।

দ্বিতীয় নির্দেশ হচ্ছে : শিশু যখন বালেগ এবং বিয়ের যোগ্য হয়ে যায়, তখন তার অভিজ্ঞতা ও বিষয়-বুদ্ধি পরিমাপ করতে হবে। যদি দেখা যায়, সে তার ভালোমন্দ বুঝবার মতো যথেষ্ট অভিজ্ঞ হয়ে উঠেছে, তখন তার বিষয়-সম্পত্তি তার হাতে তুলে দাও।

https://e-ilm.weebly.com/

বুদ্ধি-বিবেচনার সংজ্ঞা : আয়াতে উল্লিখিত اٰنَسْتُمْ مِّنْهُمْ رُشْدًا বাক্য দ্বারা কুরআনের এ নির্দেশ পাওয়া যাচ্ছে যে, এতিম শিশুদের মধ্যে যে পর্যন্ত বুদ্ধি-বিবেচনার বিকাশ লক্ষ্য না কর, সে পর্যন্ত তাদের বিষয়-সম্পত্তি তাদের হাতে তুলে দিও না। এখন প্রশ্ন হচ্ছে, এ 'বুদ্ধি-বিবেচনার' সময়সীমা কি? কুরআনের অন্য কোনো আয়াতেও এর কোনো শেষ সীমা নির্ধারণ করা হয়নি। এ জন্য কোনো কোনো ফিকহবিদ মত প্রকাশ করেছেন যে, যদি কোনো এতিমের মধ্যে যথেষ্ট বয়স হওয়ার পরও বুদ্ধি বিবেচনার লক্ষণাদি দেখা না যায়, তবে অভিভাবক তার হাতে বিষয় সম্পত্তি তুলে দিতে পারবে না। সমগ্র জীবন এ সম্পত্তি তাঁর তত্ত্বাবধানে রাখতে হলেও না।

এ সম্পর্কে ইমাম আবূ হানীফা (র.)-এর সিদ্ধান্ত হচ্ছে এই যে, এখানে বুদ্ধি-বিবেচনা না থাকার অর্থ হচ্ছে শিশুসুলভ চপলতা। বালেগ হওয়ার পরবর্তী দশ বছরের মধ্যে এ চপলতা স্বাভাবিকভাবেই দূর হয়ে যায়। সেমতে বালেগ হওয়ার বয়স পনের বছর এবং তারপর দশ বছর, এভাবে পঁচিশ বছর বয়স হওয়ার পর অভিভাবককে ধরে নিতে হবে যে, এতদিনে তার মধ্যে প্রয়োজনীয় বুদ্ধি-বিবেচনার বিকাশ অবশ্যই ঘটেছে, সুতরাং তার বিষয় সম্পত্তি তখন তার হাতেই তুলে দিতে হবে। কেননা অনেকের মধ্যে জীবনের শেষ সীমা পর্যন্তও বুদ্ধি-বিবেচনার পরিপূর্ণ বিকাশ হয় না। তাই বলে তাকে সারাজীবন তার বিষয়-সম্পত্তির দায়-দায়িত্ব থেকে বঞ্চিত রাখা যাবে না। আর যদি সে লোক বদ্ধ পাগল কিংবা একেবারেই নির্বোধ হয়, তবে তার হুকুম স্বতন্ত্র। এ ধরনের লোকের ব্যাপারে নাবালেগ শিশুদের হুকুমই কার্যকর হবে। পাগলামির এ অবস্থায় সমগ্র জীবন অতিবাহিত হয়ে গেলেও অভিভাবককে সারা জীবনই তার সহায় সম্পত্তির দেখা-শোনা করতে হবে।

ওলী কতটুকু গ্রহণ করতে পারে : শেষ আয়াত এতিমের বিষয়-সম্পত্তি হেফাজতের দায়িত্বে নিয়োজিত ব্যক্তি এ সম্পদ থেকে তার পারিশ্রমিক বাবদ কিছু গ্রহণ করতে পারে, এ সম্পর্কিত নির্দেশ বলে দেওয়া হয়েছে। বলা হয়েছে : وَمَنْ كَانَ غَنِيًّا فَلْيَسْتَعْفِفْ অর্থাৎ যে ব্যক্তি অভাবী নয় কিংবা তার প্রয়োজনীয় খরচ-পত্রের ব্যবস্থা অন্যত্র থেকে সংস্থান করতে পারে, তার উচিত এতিমের মাল থেকে তার পারিশ্রমিক গ্রহণ না করা। কেননা ওলী হিসেবে এতিমের বিষয়-সম্পত্তি দেখাশোনা করার দায়িত্ব তার উপর 'ফরজ' কর্তব্য। সুতরাং এ দায়িত্ব পালন করার বিনিময়ে তার পক্ষে পারিশ্রমিক গ্রহণ করা জায়েজ হবে না।

পিতামাতা ও নিকটাত্মীয়ের সম্পত্তিতে উত্তরাধিকার স্বত্ব : ইসলাম-পূর্বকালে আরব ও অনারব জাতিসমূহের মধ্যে দুর্বল শ্রেণি, এতিম বালক-বালিকা ও অবলা নারীরা চিরকালই জুলুম নির্যাতনের শিকার ছিল। প্রথমতঃ তাদের কোনো অধিকারই স্বীকার করা হতো না। কোনো অধিকার স্বীকার করা হলেও পুরুষদের কাছ থেকে তা আদায় করে নেওয়ার সাধ্য কারো ছিল না।

ইসলাম সর্বপ্রথম তাদের ন্যায্য অধিকার প্রদান করে। এরপর এসব অধিকার সংরক্ষণেরও চমৎকার ব্যবস্থা করে। উত্তরাধিকার আইনেও জগতের সাধারণ জাতিসমূহ সমাজের উভয় প্রকার দুর্বল অঙ্গকে তাদের স্বাভাবিক ও নায্য অধিকার থেকে বঞ্চিত করে রেখেছিল। আরবদের নিয়মই ছিল এই যে, যারা অশ্বারোহণ করে এবং শত্রুদের মোকাবিলা করে তাদের অর্থ– সম্পদ লুট করার যোগ্যতা রাখে, তারাই শুধুমাত্র উত্তরাধিকারের যোগ্য হতে পারে। -[রুহুল মা'আনী ২১০ : ৪] বলাবাহুল্য, বালক-বালিকা ও নারী উভয় প্রকার দুর্বল শ্রেণি এ নিয়মের আওতায় পড়ে না। তাই তাদের নিয়ম অনুযায়ী শুধুমাত্র যুবক ও বয়ঃপ্রাপ্ত পুত্রই ওয়ারিশ হতে পারত। কন্যা কোনো অবস্থাতেই ওয়ারিশ বলে গণ্য হতো না, প্রাপ্তবয়স্কা হোক অথবা অপ্রাপ্ত বয়স্কা। পুত্র সন্তানও অপ্রাপ্ত বয়স্ক হলে সে উত্তরাধিকারের যোগ্য বলে বিবেচিত হতো না।

উত্তরাধিকার স্বত্ব লাভের বিধি : আলোচ্য আয়াত উত্তরাধিকারের কতিপয় বিধান বর্ণনা প্রসঙ্গে উত্তরাধিকারের আইন ব্যক্ত করে দিয়েছে مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْاَقْرَبُوْنَ এর শব্দদ্বয় উত্তরাধিকারের দুটি মৌলিক নীতি ব্যক্ত করেছে। এক. জন্মের সম্পর্ক, যা পিতা-মাতা ও সন্তানদের মধ্যে রয়েছে এবং যা وَالِدَانِ শব্দ দ্বারা ব্যক্ত করা হয়েছে। দুই. সাধারণ আত্মীয়তা, যা اَقْرَبُوْنَ শব্দের মর্ম। বিশুদ্ধ মত অনুসারে اَقْرَبُوْنَ শব্দটি সর্ব প্রকার আত্মীয়তার পরিব্যপ্ত; পারস্পরিক জন্মের সম্পর্ক হোক, যেমন পিতামাতা সন্তানদের মধ্যে কিংবা অনান্য প্রকার সম্পর্ক হোক, যেমন সাধারণ পারিবারিক সম্পর্কের মধ্যে কিংবা বৈবাহিক সম্পর্ক হোক। সবগুলোই اَقْرَبُوْنَ শব্দের আওতাভুক্ত। কিন্তু পিতামাতার গুরুত্ব অধিক। তাই তাদের কথা বিশেষভাবে পৃথকভাবে উল্লিখিত হয়েছে। অতঃপর এ শব্দটি আরো ব্যক্ত করেছে যে, আত্মীয়তার যে কোনো সম্পর্কই ওয়ারিশ হওয়ার জন্য যথেষ্ট নয়; বরং কোনো নিকটতম আত্মীয় হওয়া শর্ত। কেননা নিকটতম হওয়াকে যদি মাপকাঠি

https://e-ilm.weebly.com/

করা না হয়, তবে প্রত্যেক মৃত ব্যক্তির ত্যাজ্য সম্পত্তিই সমগ্র ভূপৃষ্ঠের মানুষের মধ্যে বণ্টন করা জরুরি হয়ে পড়বে। কেননা সব মানুষই এক পিতা-মাতা আদম ও হাওয়ার সন্তান। মূল রক্তের দিক দিয়ে কিছু না কিছু সম্পর্ক সবার মধ্যেই বিদ্যমান রয়েছে। এর বাস্তবায়ন প্রথমতঃ সম্ভবপর নয়। দ্বিতীয়তঃ যদি কোনোরূপ চেষ্টা করে এর ব্যবস্থা করেও নেওয়া যায়, তবে ত্যাজ্য সম্পত্তি বণ্টন করতে করতে অবিভাজ্য অংশ পর্যন্ত পৌঁছাবে, যা কারো কাজে আসবে না। তাই উত্তরাধিকার প্রাপ্ত হওয়া যখন আত্মীয়তার উপর নির্ভরশীল, তখন এরূপ নীতি নির্ধারণ করে দেওয়া জরুরি ছিল, যার ফলে নিকট ও দূরের বিভিন্ন সম্পর্ক একত্রিত হলে নিকটের আত্মীয়কে দূরের আত্মীয়ের উপর অগ্রাধিকার দিতে হবে এবং নিকটবর্তী আত্মীয় বিদ্যমান থাকলে দূরবর্তী আত্মীয়কে বঞ্চিত করতে হবে। অবশ্য যদি কিছু আত্মীয় এমন থেকে থাকে যে, একই সময়ে সবাই নিকটবর্তী সাব্যস্ত হয়, যদিও নিকটতম হওয়ার কারণ বিভিন্ন, তবে সবাই ওয়ারিশ হবে। যেমন, সন্তানদের সাথে পিতামাতা কিংবা স্ত্রী থাকা এরা সবাই নিকটতম ওয়ারিশ, যদিও ঐ নৈকট্যের কারণ বিভিন্ন।

أَقْرَبُونَ শব্দটি আরো একটি বিষয় ব্যক্ত করেছে যে, পুরুষদেরকে যেমন উত্তরাধিকারের হকদার মনে করা হয়, তেমনি নারী ও শিশুদেরকেও এ হক থেকে বঞ্চিত করা যাবে না। কেননা সন্তানের সম্পর্ক হোক কিংবা পিতামাতার সম্পর্ক হোক অথবা অন্য কোনো সম্পর্ক হোক, প্রত্যেকটিতেই সম্পৃক্ততার মর্যাদা ছেলে ও মেয়ের মধ্যে সমান। ছেলে যেমন পিতামাতা থেকে জন্মগ্রহণ করে, তেমনি মেয়েও পিতামাতারই সন্তান। উত্তরাধিকার স্বত্ব সম্পর্কের উপর ভিত্তিশীল। কাজেই ছোট ছেলে কিংবা মেয়েকে বঞ্চিত করার কোনো কারণই থাকতে পারে না।

أَقْرَبُونَ শব্দ থেকে আরো একটি বিষয় জানা গেল যে, ত্যাজ্য সম্পত্তির বণ্টন প্রয়োজনের মাপকাঠিতে নয়; বরং আত্মীয়তার মাপকাঠিতে হবে। তাই আত্মীয়দের মধ্যে যে ব্যক্তি অধিক দরিদ্র ও অভাবগ্রস্ত, তাকে বেশি হকদার মনে করা জরুরি নয়; বরং সম্পর্ক যে ব্যক্তি মৃতের অধিক নিকটবর্তী হবে, সে দূরবর্তীর তুলনায় অধিক হকদার হবে, যদিও প্রয়োজন ও অভাব দূরবর্তীর বেশি হয়। আর যদি নিকটতম আত্মীয়তার মাপকাঠির পরিবর্তে কোনো কোনো আত্মীয় অভাবগ্রস্ত ও উপকারী হওয়াকে মাপকাঠি করে নেওয়া হয়, তবে তা কোনো বিধানই হতে পারে না কিংবা একটি সুনির্দিষ্ট অটল আইনের আকার ধারণ করতে পারে না। কেননা নিকটতম আত্মীয়তা ছাড়া অন্য যে কোনো মাপকাঠি সাময়িক চিন্তাপ্রসূত হবে। কারণ দারিদ্র্য ও অভাব চিরস্থায়ী নয়। অবস্থা ও স্তর সব সময় পরিবর্তিত হতে থাকে। এমতাবস্থায় হকের দাবিদার অনেক বের হয়ে আসবে এবং ফয়সালাকারীদের পক্ষে এর ফয়সালা করা কঠিন হবে।

এতিম পৌত্রের উত্তরাধিকারিত্বের প্রশ্ন : আজকাল এতিম পৌত্রের উত্তরাধিকারিত্বের প্রশ্নটিকে একটি অহেতুক বিতর্কিত প্রশ্নে পরিণত করা হয়েছে। অথচ কুরআনে উল্লিখিত মূলনীতির ভিত্তিতে এ প্রশ্নটির অকাট্য সমাধান আপনা-আপনি বের হয়ে আসে। পুত্রের তুলনায় পৌত্র অধিক অভাবগ্রস্ত হলেও أَقْرَبُونَ এর আইনের দৃষ্টিতে সে ওয়ারিশ হতে পারে না। কেননা পুত্রের উপস্থিতিতে সে নিকটতম আত্মীয় নয়। তবে তার অভাব দূর করার জন্য অন্যান্য ব্যবস্থা অবলম্বন করা হয়েছে। এমনি এক ব্যবস্থা পরবর্তী আয়াতে বর্ণিত হবে।

এ প্রশ্নে বর্তমান যুগের পাশ্চাত্যভক্ত নব্য শিক্ষিতদের ছাড়া কেউ দ্বিমত করেনি। সমগ্র মুসলিম সম্প্রদায় আজ পর্যন্ত কুরআন ও হাদীসের সুস্পষ্ট বর্ণনা থেকে একথাই বুঝে এসেছে যে, পুত্র বিদ্যমান থাকা অবস্থায় পৌত্র উত্তরাধিকার স্বত্ব পাবে না; তার পিতা বিদ্যমান থাকুক অথবা মৃত্যুমুখে পতিত হোক।

উত্তরাধিকারের নির্ধারিত অংশ আল্লাহর পক্ষ থেকে মীমাংসিত : আয়াতের শেষে বলা হয়েছে نَصِيبًا مَّفْرُوضًا এতে একথাও ব্যক্ত করা হয়েছে যে, বিভিন্ন ওয়ারিশের জন্য যে বিভিন্ন অংশ কুরআন নির্দিষ্ট করেছে, এগুলো আল্লাহর পক্ষ থেকে নির্ধারিত অংশ। এতে কারো নিজস্ব অভিমত ও অনুমানের ভিত্তিতে পরিবর্তন-পরিবর্ধন করার কোনো অধিকার নেই।

উত্তরাধিকারিত্ব একটি বাধ্যতামূলক মালিকানা : مَّفْرُوضًا শব্দ থেকে আরো একটি মাসআলা জানা যায় যে, উত্তরাধিকারের মাধ্যমে ওয়ারিশরা সে মালিকানা লাভ করে, তা বাধ্যতামূলক। এতে ওয়ারিশের কবুল করা এবং সম্মত হওয়া জরুরি ও শর্ত নয়; বরং সে যদি মুখে স্পষ্টতঃ বলে যে, সে তার অংশ নেবে না, তবুও আইনতঃ সে নিজের অংশের মালিক হয়ে যায়। এটা ভিন্ন কথা যে, মালিক হওয়ার পর শরিয়তের বিধি অনুযায়ী অন্য কাউকে দান, বিক্রি, অথবা বিলি-বণ্টন করে দিতে পারবে।

https://e-ilm.weebly.com/

https://e-ilm.weebly.com/

অনুবাদ : (১১) আল্লাহ তোমাদেরকে নির্দেশ দিচ্ছেন, তোমাদের সন্তানদের [অংশ পাওয়া] সম্বন্ধে- পুত্রের অংশ দুই কন্যার অংশের সমান হবে, আর যদি শুধু কন্যাগণ দুই-এর অধিকও হয়, তবে তারা মৃত ব্যক্তির ত্যাজ্য সম্পত্তির দুই তৃতীয়াংশ পাবে, আর যদি একটি মাত্র কন্যা হয়, তবে সে অর্ধাংশ পাবে, আর পিতামাতা অর্থাৎ উভয়ের প্রত্যেকে মৃত ব্যক্তির পরিত্যক্ত সম্পত্তির এক ষষ্ঠাংশ পাবে- যদি মৃত ব্যক্তির কোনো সন্তান থাকে, আর যদি ঐ মৃত ব্যক্তির কোনো সন্তান না থাকে এবং কেবল পিতামাতাই তার ওয়ারিশ হয়, তবে তার মাতার প্রাপ্য এক তৃতীয়াংশ, আর যদি মৃত ব্যক্তির একাধিক ভাই-বোন থাকে, তবে তার মাতা এক ষষ্ঠাংশ পাবে, অসিয়ত আদায় করার পর যা মৃত ব্যক্তি অসিয়ত করেছে, অথবা ঋণ [অর্থাৎ ঋণ পরিশোধ]-এর পর, তোমাদের মূল ও শাখাসমূহ যারা আছে, তোমরা পুরাপুরি জানতে পার না যে, তন্মধ্যে কোন ব্যক্তি তোমাদের উপকার সাধনে অধিকতর নিকটবর্তী এই আদেশ আল্লাহর নিকট হতে নির্ধারিত করা হয়েছে, নিশ্চয় আল্লাহ মহাজ্ঞানী, প্রজ্ঞাময়।

يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ ۖ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ ۚ فَإِنْ كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ ۖ وَإِنْ كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ ۚ وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ ۚ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ ۚ فَإِنْ كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ ۚ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ ۗ آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ لَا تَدْرُونَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ لَكُمْ نَفْعًا ۚ فَرِيضَةً مِنَ اللَّهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا ﴿١١﴾

শাব্দিক অনুবাদ

(১১) يُوصِيكُمُ اللَّهُ আল্লাহ তোমাদেরকে নির্দেশ দিচ্ছেন فِي أَوْلَادِكُمْ তোমাদের সন্তানদের [অংশ পাওয়া] সম্বন্ধে- لِلذَّكَرِ পুত্রের অংশ দুই مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ কন্যার অংশের সমান হবে فَإِنْ كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ আর যদি শুধু কন্যাগণ দুই-এর অধিকও হয় فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ তবে তারা মৃত ব্যক্তির ত্যাজ্য সম্পত্তির দুই তৃতীয়াংশ পাবে وَإِنْ كَانَتْ وَاحِدَةً আর যদি একটি মাত্র কন্যা হয় فَلَهَا النِّصْفُ তবে সে অর্ধাংশ পাবে وَلِأَبَوَيْهِ আর পিতামাতা لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا অর্থাৎ উভয়ের প্রত্যেকে السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ মৃত ব্যক্তির পরিত্যক্ত সম্পত্তির এক ষষ্ঠাংশ পাবে- إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ যদি মৃত ব্যক্তির কোনো সন্তান থাকে فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ আর যদি ঐ মৃত ব্যক্তির কোনো সন্তান না থাকে وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ এবং কেবল পিতামাতাই তার ওয়ারিশ হয় فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ তবে তার মাতার প্রাপ্য এক তৃতীয়াংশ فَإِنْ كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ আর যদি মৃত ব্যক্তির একাধিক ভাই-বোন থাকে فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ তবে তার মাতা এক ষষ্ঠাংশ পাবে مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ অসিয়ত আদায় করার পর يُوصِي بِهَا যা মৃত ব্যক্তি অসিয়ত করেছে أَوْ دَيْنٍ অথবা ঋণ [অর্থাৎ ঋণ পরিশোধ]-এর পর, آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ তোমাদের মূল ও শাখাসমূহ যারা আছে لَا تَدْرُونَ তোমরা পুরাপুরি জানতে পার না যে أَيُّهُمْ أَقْرَبُ لَكُمْ نَفْعًا তন্মধ্যে কোনো ব্যক্তি তোমাদের উপকার সাধনে অধিকতর নিকটবর্তী فَرِيضَةً مِنَ اللَّهِ এই আদেশ আল্লাহর নিকট হতে নির্ধারিত করা হয়েছে إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا নিশ্চয় আল্লাহ মহাজ্ঞানী, প্রজ্ঞাময়।

https://e-ilm.weebly.com/

وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِنْ لَّمْ يَكُنْ
لَّهُنَّ وَلَدٌ ۚ فَإِنْ كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمُ الرُّبُعُ مِمَّا
تَرَكْنَ ۚ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِينَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ ۚ
وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِنْ لَّمْ يَكُنْ لَّكُمْ وَلَدٌ ۚ
فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ ۚ
مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ ۗ وَإِنْ كَانَ
رَجُلٌ يُورَثُ كَلَالَةً أَوِ امْرَأَةٌ وَّلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ
وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ ۚ فَإِنْ كَانُوا أَكْثَرَ مِنْ
ذَٰلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ ۚ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ
يُوصَىٰ بِهَا أَوْ دَيْنٍ غَيْرَ مُضَارٍّ ۚ وَصِيَّةً مِّنَ اللَّهِ ۗ
وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَلِيمٌ (١٢)

(১২) আর তোমরা অর্ধেক পাবে ঐ সম্পত্তির যা তোমাদের পত্নীগণ ত্যাগ করে যায় যদি তাদের কোনো সন্তান না থাকে, আর যদি ঐ পত্নীগণের কোনো সন্তান থাকে তবে তাদের ত্যাজ্য সম্পত্তি হতে তোমরা এক চতুর্থাংশ পাবে, অসিয়ত পৃথক করে নেওয়ার পর যা তারা অসিয়ত করে যায় অথবা ঋণ [পরিশোধ] -এর পর; আর তোমাদের পত্নীগণ তোমাদের ত্যাজ্য সম্পত্তি হতে এক চতুর্থাংশ পাবে, যদি তোমাদের কোনো সন্তান না থাকে, আর যদি তোমাদের কোনো সন্তান থাকে তবে তারা তোমাদের ত্যাজ্য সম্পত্তির এক অষ্টমাংশ পাবে, তোমাদের কৃত অসিয়ত পৃথক করার পর অথবা ঋণ [পরিশোধ]-এর পর, আর এমন মৃত্য ব্যক্তি পুরুষ হোক বা নারী, যার ওয়ারিশ অন্যে হবে, মূল ও শাখাবিহীন হয় এবং তার এক [বৈপিত্রেয়] ভ্রাতা অথবা এক ভগ্নী থাকে, তবে এতদুভয়ের প্রত্যেকেই এক ষষ্ঠাংশ পাবে, আর যদি তারা তদপেক্ষা [একের] বেশি হয়, তবে এরা সকলে এক তৃতীয়াংশের অংশীদার হবে, অসিয়ত পূর্ণ করার পর যেই অসিয়ত করা হয়েছে, অথবা ঋণ [শোধ] -এর পর, এই শর্তে যে, [অসিয়তকারী ওয়ারিশদের] কারোও ক্ষতি না করে, এই নির্দেশ আল্লাহর পক্ষ থেকে করা হয়েছে, আর আল্লাহ মহাজ্ঞানী, অতীব সহনশীল।

শাব্দিক অনুবাদ

(১২) وَلَكُمْ نِصْفُ আর তোমরা অর্ধেক পাবে مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ ঐ সম্পত্তির যা তোমাদের পত্নীগণ ত্যাগ করে যায় إِنْ لَّمْ يَكُنْ لَّهُنَّ وَلَدٌ যদি তাদের কোনো সন্তান না থাকে فَإِنْ كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ আর যদি ঐ পত্নীগণের কোনো সন্তান থাকে فَلَكُمُ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْنَ তবে তাদের ত্যাজ্য সম্পত্তি হতে তোমরা এক চতুর্থাংশ পাবে مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِينَ بِهَا অসিয়ত পৃথক করে নেওয়ার পর যা তারা অসিয়ত করে যায় أَوْ دَيْنٍ অথবা ঋণ [পরিশোধ] -এর পর وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ আর তোমাদের পত্নীগণ তোমাদের ত্যাজ্য সম্পত্তি হতে এক চতুর্থাংশ পাবে إِنْ لَّمْ يَكُنْ لَّكُمْ وَلَدٌ যদি তোমাদের কোনো সন্তান না থাকে فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ আর যদি তোমাদের কোনো সন্তান থাকে فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ তবে তারা তোমাদের ত্যাজ্য সম্পত্তির এক অষ্টমাংশ পাবে مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا তোমাদের কৃত অসিয়ত পৃথক করার পর أَوْ دَيْنٍ অথবা ঋণ [পরিশোধ] -এর পর وَإِنْ كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلَالَةً أَوِ امْرَأَةٌ আর এমন মৃত্য ব্যক্তি পুরুষ হোক বা নারী, যার ওয়ারিশ অন্যে হবে, মূল ও শাখাবিহীন হয় وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ এবং তার এক [বৈপিত্রেয়] ভ্রাতা অথবা এক ভগ্নী থাকে فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ তবে এতদুভয়ের প্রত্যেকেই এক ষষ্ঠাংশ পাবে فَإِنْ كَانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذَٰلِكَ আর যদি তারা তদপেক্ষা [একের] বেশি হয় فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ তবে এরা সকলে এক তৃতীয়াংশের অংশীদার হবে مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصَىٰ بِهَا অসিয়ত পূর্ণ করার পর যেই অসিয়ত করা হয়েছে أَوْ دَيْنٍ অথবা ঋণ [শোধ] -এর পর غَيْرَ مُضَارٍّ এই শর্তে যে, [অসিয়তকারী ওয়ারিশদের] কারোও ক্ষতি না করে وَصِيَّةً مِّنَ اللَّهِ এই নির্দেশ আল্লাহর পক্ষ থেকে করা হয়েছে وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَلِيمٌ আর আল্লাহ মহাজ্ঞানী, অতীব সহনশীল।

https://e-ilm.weebly.com/

https://e-ilm.weebly.com/

অনিচ্ছাসত্ত্বেও চক্ষুলজ্জার খাতিরে ক্ষমা করে দেয় যে, পাওয়া যখন যাবেই না, তখন ভাইদের সাথে মন কষাকষির দরকার কি? এরূপ ক্ষমা শরিয়তের আইনে ক্ষমাই নয়; ভাইদের জিম্মায় তাদের হক পাওনা থেকে যায়। যারা এভাবে ওয়ারিশী স্বত্ব আত্মসাৎ করে, তারা কঠোর গুনাহগার। তবে তাদের মধ্যে কেউ কেউ নাবালেগ কন্যাও থাকে। তাদেরকে অংশ না দেওয়া দ্বিগুণ গুনাহ। এক গুনাহ শরিয়তসম্মত ওয়ারিশের অংশ আত্মসাৎ করার এবং দ্বিতীয় গুনাহ এতিমের সম্পত্তি হজম করে ফেলার।

এরপর আরো ব্যাখ্যা সহকারে কন্যাদের অংশ বর্ণনা করে বলা হয়েছে– فَإِنْ كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ অর্থাৎ, যদি পুত্র সন্তান না থাকে, শুধু একাধিক কন্যাই থাকে, তবে তারা ত্যাজ্য সম্পত্তির তিন ভাগের দুই ভাগ পাবে। এতে সব কন্যাই সমান অংশীদার হবে। অবশিষ্ট তিন ভাগের এক অন্যান্য ওয়ারিশ যেমন মৃত ব্যক্তির পিতামাতা, স্ত্রী অথবা স্বামী প্রমুখ পাবে। কন্যাদের সংখ্যা দুই বা তার বেশি হলে দুই-তৃতীয়াংশের মধ্যে তারা সমান অংশীদার হবে।

স্বামী ও স্ত্রীর অংশ : উপরিউক্ত বর্ণনায়ও স্ত্রীর অংশ নির্ধারণ করা হয়েছে। প্রথমে স্বামীর অংশ ব্যক্ত করা হয়েছে। একে প্রথমে বর্ণনা করার উদ্দেশ্য সম্ভবতঃ এর গুরুত্ব প্রকাশ করা। কেননা স্ত্রীর মৃত্যুর পর স্বামী ভিন্ন পরিবারের লোক হয়ে যায়। যদি পিত্রালয়ে স্ত্রীর মৃত্যু হয় এবং তার সম্পত্তি সেখানেই থাকে, তবে স্বামীর অংশ দেওয়া থেকে গা বাঁচানোর চেষ্টা হতে পারে। এ অন্যায়ের অবসান ঘটানোর জন্যই বোধ হয় স্বামীর অংশ প্রথমে বর্ণনা করা হয়েছে। মৃতা স্ত্রীর যদি কোনো সন্তান না থাকে, তবে ঋণ পরিশোধ ও অসিয়ত কার্যকর করার পর স্বামী তার সম্পত্তির অর্ধেক পাবে। অবশিষ্ট অর্ধেক থেকে অন্যান্য ওয়ারিশ যেমন মৃতার পিতা-মাতা, ভাই-বোন যথারীতি অংশ পাবে।

মৃতার যদি সন্তান থাকে, এক বা একাধিক– পুত্র বা কন্যা, এ স্বামীর ঔরসজাত হোক বা পূর্ববর্তী কোনো স্বামীর ঔরসজাত, তবে বর্তমান স্বামী ঋণ পরিশোধ ও অসিয়ত কার্যকর করার পর মৃতার সম্পত্তির এক-চতুর্থাংশ পাবে। অবশিষ্ট তিন-চতুর্থাংশ অন্য ওয়ারিশরা পাবে।

পক্ষান্তরে যদি স্বামী মারা যায় এবং তার কোনো সন্তান না থাকে, তবে ঋণ পরিশোধ ও অসিয়ত কার্যকর করার পর স্ত্রী মোট সম্পত্তির এক চতুর্থাংশ পাবে। আর যদি মৃত স্বামীর সন্তান থাকে, এ স্ত্রীর গর্ভজাত হোক কিংবা অন্য স্ত্রীর হোক, তবে ঋণ পরিশোধ ও অসিয়ত কার্যকর করার পর স্ত্রী আট ভাগের এক ভাগ পাবে। স্ত্রী একাধিক হলেও উপরিউক্ত বিবরণ অনুযায়ী এক অংশ সকল স্ত্রীর মধ্যে সমহারে বণ্টন করা হবে। অর্থাৎ প্রত্যেক স্ত্রীই এক চতুর্থাংশ কিংবা এক অষ্টমাংশ পাবে না; বরং সবাই মিলে এক চতুর্থাংশ কিংবা এক অষ্টমাংশের অংশীদার হবে। উভয় অবস্থাতে স্বামী অথবা স্ত্রীর অংশ দেওয়ার পর যা অবশিষ্ট থাকবে, তা তাদের ওয়ারিশদের মধ্যে বণ্টন করা হবে।

মাসআলা : প্রথমে দেখা উচিত যে, যদি স্ত্রীর মোহরানা পরিশোধ করা না হয়ে থাকে, তবে অন্যান্য ঋণের মতোই প্রথমে মোট ত্যাজ্য সম্পত্তি থেকে মোহরানা পরিশোধ করার পর ওয়ারিশদের মধ্যে বণ্টন করা হবে।

মোহরানা দেওয়ার পর স্ত্রীর ওয়ারিশী স্বত্বে অংশীদার হবার দরুন এ অংশও নিবে। মোহরানা পরিশোধ করার পর যদি মৃত স্বামীর সম্পত্তি অবশিষ্ট না থাকে, তবে অন্যান্য ঋণের মতো সম্পূর্ণ সম্পত্তি মোহরানা বাবদ স্ত্রীকে সমর্পণ করা হবে এবং কোনো ওয়ারিশই অংশ পাবে না।

কালালা'র ওয়ারিশী স্বত্ব : আলোচ্য আয়াতে 'কালালা'র পরিত্যক্ত সম্পত্তির বিধান বর্ণিত হয়েছে। 'কালালার' অনেক সংজ্ঞা রয়েছে। আল্লামা কুরতুবী (র.) এগুলো স্বীয় গ্রন্থে উদ্ধৃত করেছেন। প্রসিদ্ধ সংজ্ঞা হচ্ছে অর্থাৎ, যে মৃত ব্যক্তির ঊর্ধ্বতন ও অধঃস্তন কেউ নেই, সেই কালালাহ।

রুহুল মা'আনীর গ্রন্থকার লিখেন কালালা শব্দটি আসলে كَلَالٌ অর্থে মাসদার। এর অর্থ পরিশ্রান্ত হওয়া, যা দুর্বলতার পরিচায়ক। পিতা-পুত্রের আত্মীয়তা ব্যতীত অন্য আত্মীয়তাকে কালালা বলা হয়েছে। কেননা এ আত্মীয়তা পিতা-পুত্রের আত্মীয়তার তুলনায় দুর্বল।

غَيْرَ مُضَارٍّ -এর তাফসীর : কালালা'র ওয়ারিশী স্বত্বের উপসংহারে এই ওয়ারিশী স্বত্ব অসিয়ত ও ঋণ পরিশোধের পর কার্যকর হবে বলে উল্লেখ করার পর غَيْرَ مُضَارٍّ বলা হয়েছে এ শর্তটি যদিও শুধু এখানেই উল্লেখ করা হয়েছে; কিন্তু এর পূর্বে অন্য যে দু'জায়গায় অসিয়ত ও ঋণের কথা বলা হয়েছে, সেখানেও এ হুকুমই গ্রহণীয় ও কার্যকর হবে। এর

https://e-ilm.weebly.com/

উদ্দেশ্য এই যে, মৃত ব্যক্তির জন্য অসিয়ত কিংবা ঋণের মাধ্যমে ওয়ারিশদেরকে ক্ষতিগ্রস্ত করা বৈধ নয়। অসিয়ত করা কিংবা নিজের জিম্মায় ভিত্তিহীন ঋণ স্বীকার করার মধ্যে ওয়ারিশদেরকে বঞ্চিত করার ইচ্ছা লুক্কায়িত থাকা এবং সে ইচ্ছাকে কার্যে পরিণত করা কঠোরভাবে নিষিদ্ধ ও কবিরা গুনাহ।

শব্দ বিশ্লেষণ

اَلذَّكَرُ : শব্দটি একবচন, বহুবচন ذُكُوْرٌ অর্থ– ছেলে।

حَظٌّ : শব্দটি একবচন, বহুবচন حُظُوْظٌ অর্থ– অংশ।

اَلسُّدُسُ : শব্দটি একবচন, বহুবচন اَسْدَاسٌ অর্থ– এক ষষ্ঠাংশ।

اَلرُّبُعُ : শব্দটি একবচন, বহুবচন اَرْبَاعٌ অর্থ– এক চর্তুথাংশ।

اَلثُّمُنُ : শব্দটি একবচন, বহুবচনে اَثْمَانٌ অর্থ– এক অষ্টমাংশ।

كَلٰلَةٌ : ঐ ব্যক্তি যার উর্ধ্বতন কিংবা অধঃস্তন কোনো পুরুষ নেই অর্থাৎ, যার পিতা, দাদা এবং ছেলে বা নাতী নেই।

مُضَارٍّ : সীগাহ واحد مذكر বহছ اسم فاعل বাব نَصَرَ মাসদার اَلضَّرَرُ মূলবর্ণ– (ض . ر . ر) জিনস مضاعف ثلاثى অর্থ– ক্ষতিকারী।

বাক্য বিশ্লেষণ

قوله نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ : আয়াতে نِسَاءً মাওসূফ আর فَوْقَ اثْنَتَيْنِ উহ্য شبه فعل-এর সাথে متعلق হয়ে সিফাত উভয়ে মিলিত হয়ে كَانَ এর খবর, আর فَلَهُنَّ জাওয়াবে শর্ত।

قوله مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ : বাক্যটি كائنة উহ্য شبه فعل-এর সাথে متعلق হয়েছে যা উহ্য মুবতাদার খবর উহ্য ইবারতটি ছিল এরকম قِسْمَةُ هٰذِهِ الْاَنْصِبَاءِ كَائِنَةٌ مِنْۢ بَعْدِ وَصِيَّةٍ।

قوله اٰبَاؤُكُمْ وَاَبْنَاؤُكُمْ : বাক্যটি মুবতাদা لَا تَدْرُوْنَ বাক্যটি খবর। اَيُّهُمْ মুবতাদা اَقْرَبُ মুমাইয়ায নَفْعًا তামীয, তামীয, মুমাইয়্যাযা মিলিত হয়ে খবর। فَرِيْضَةً মাসদার হলো উহ্য ফে'লের। অর্থাৎ فَرِيْضَةً يَفْرِضُ اللّٰهُ فَرِيْضَةً যা يُوْصِيْكُمْ দ্বারা বুঝা যায়।

https://e-ilm.weebly.com/

অনুবাদ : (১৩) এই বর্ণিত নির্দেশনাবলি আল্লাহর আহকাম, আর যে ব্যক্তি আল্লাহ এবং তাঁর রাসূলের পূর্ণ আনুগত্য করবে, আল্লাহ তাকে এরূপ জান্নাতসমূহে দাখিল করবেন যার তলদেশে নহরসমূহ বইতে থাকবে, তারা অনন্তকাল তাতে অবস্থান করবে, আর তা বিরাট সফলতা।	تِلْكَ حُدُوْدُ اللّٰهِ ۚ وَمَنْ يُّطِعِ اللّٰهَ وَرَسُوْلَهٗ يُدْخِلْهُ جَنّٰتٍ تَجْرِيْ مِنْ تَحْتِهَا الْاَنْهٰرُ خٰلِدِيْنَ فِيْهَا ۚ وَذٰلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيْمُ (١٣)
(১৪) আর যে ব্যক্তি আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের কথা অমান্য করবে এবং সম্পূর্ণরূপেই তাঁর বিধানসমূহ লঙ্ঘন করে চলবে, আল্লাহ তাকে অগ্নিতে [দোজখে] দাখিল করে দিবেন এরূপে যে, সে তাতে অনন্তকাল থাকবে, এবং তার এরূপ শাস্তি হবে, যাতে লাঞ্ছনাও রয়েছে।	وَمَنْ يَّعْصِ اللّٰهَ وَرَسُوْلَهٗ وَيَتَعَدَّ حُدُوْدَهٗ يُدْخِلْهُ نَارًا خَالِدًا فِيْهَا وَلَهٗ عَذَابٌ مُّهِيْنٌ (١٤)
(১৫) এবং যেসব স্ত্রীলোক অশ্লীল কাজ [ব্যভিচার] করে তোমাদের পত্নীদের মধ্য হতে, তবে তোমরা ঐ স্ত্রীলোকদের উপর নিজেদের মধ্য হতে চার ব্যক্তিকে সাক্ষী করে নাও। অতঃপর যদি তারা সাক্ষ্য প্রদান করে, তবে তোমরা তাদেরকে গৃহের মধ্যে আবদ্ধ করে রাখ ঐ পর্যন্ত যে, [হয়] মৃত্যু তাদের অবসান ঘটিয়ে দেয় অথবা আল্লাহ তা'আলা তাদের জন্য অন্য কোনো পথ নির্ধারণ করেন।	وَالّٰتِيْ يَاْتِيْنَ الْفَاحِشَةَ مِنْ نِّسَآئِكُمْ فَاسْتَشْهِدُوْا عَلَيْهِنَّ اَرْبَعَةً مِّنْكُمْ ۚ فَاِنْ شَهِدُوْا فَاَمْسِكُوْهُنَّ فِي الْبُيُوْتِ حَتّٰى يَتَوَفّٰهُنَّ الْمَوْتُ اَوْ يَجْعَلَ اللّٰهُ لَهُنَّ سَبِيْلًا (١٥)

শাব্দিক অনুবাদ

(১৩) تِلْكَ حُدُوْدُ اللّٰهِ এই বর্ণিত নির্দেশনাবলি আল্লাহর আহকাম وَمَنْ يُّطِعِ اللّٰهَ وَرَسُوْلَهٗ আর যে ব্যক্তি আল্লাহ এবং তাঁর রাসূলের পূর্ণ আনুগত্য করবে يُدْخِلْهُ جَنّٰتٍ আল্লাহ তাকে এরূপ জান্নাতসমূহে দাখিল করবেন تَجْرِيْ مِنْ تَحْتِهَا الْاَنْهٰرُ যার তলদেশে নহরসমূহ বইতে থাকবে خٰلِدِيْنَ فِيْهَا তারা অনন্তকাল তাতে অবস্থান করবে وَذٰلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيْمُ আর তা বিরাট সফলতা।

(১৪) وَمَنْ يَّعْصِ اللّٰهَ وَرَسُوْلَهٗ আর যে ব্যক্তি আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের কথা অমান্য করবে وَيَتَعَدَّ حُدُوْدَهٗ এবং সম্পূর্ণরূপেই তাঁর বিধানসমূহ লঙ্ঘন করে চলবে। يُدْخِلْهُ نَارًا আল্লাহ তাকে অগ্নিতে [দোজখে] দাখিল করে দিবেন এরূপে যে خَالِدًا فِيْهَا সে তাতে অনন্তকাল থাকবে وَلَهٗ عَذَابٌ مُّهِيْنٌ এবং তার এরূপ শাস্তি হবে, যাতে লাঞ্ছনাও রয়েছে।

(১৫) وَالّٰتِيْ يَاْتِيْنَ الْفَاحِشَةَ এবং যেসব স্ত্রীলোক অশ্লীল কাজ [ব্যভিচার] করে مِنْ نِّسَآئِكُمْ তোমাদের পত্নীদের মধ্য হতে فَاسْتَشْهِدُوْا عَلَيْهِنَّ اَرْبَعَةً مِّنْكُمْ তবে তোমরা ঐ স্ত্রীলোকদের উপর নিজেদের মধ্য হতে চার ব্যক্তিকে সাক্ষী করে নাও فَاِنْ شَهِدُوْا অতঃপর যদি তারা সাক্ষ্য প্রদান করে فَاَمْسِكُوْهُنَّ فِي الْبُيُوْتِ তবে তোমরা তাদেরকে গৃহের মধ্যে আবদ্ধ করে রাখ حَتّٰى يَتَوَفّٰهُنَّ الْمَوْتُ ঐ পর্যন্ত যে, [হয়] মৃত্যু তাদের অবসান ঘটিয়ে দেয় اَوْ يَجْعَلَ اللّٰهُ لَهُنَّ سَبِيْلًا অথবা আল্লাহ তা'আলা তাদেব জন্য অন্য কোনো পথ নির্ধারণ করেন।

https://e-ilm.weebly.com/

وَالَّذٰنِ يَأْتِيٰنِهَا مِنْكُمْ فَاٰذُوْهُمَا ۚ فَاِنْ تَابَا وَاَصْلَحَا فَاَعْرِضُوْا عَنْهُمَا ؕ اِنَّ اللّٰهَ كَانَ تَوَّابًا رَّحِيْمًا ﴿١٦﴾

অনুবাদ : (১৬) আর যে কোনো দুই ব্যক্তিই তোমাদের মধ্য হতে এই নির্লজ্জতার কাজ করবে, তবে তাদেরকে কষ্ট প্রদান কর, অনন্তর যদি তারা তওবা করে এবং সংশোধন করে নেয়, তাহলে তাদের পিছনে লেগে থেক না, নিঃসন্দেহে আল্লাহ তওবা কবুলকারী, করুণাময়।

اِنَّمَا التَّوْبَةُ عَلَى اللّٰهِ لِلَّذِيْنَ يَعْمَلُوْنَ السُّوْٓءَ بِجَهَالَةٍ ثُمَّ يَتُوْبُوْنَ مِنْ قَرِيْبٍ فَاُولٰٓئِكَ يَتُوْبُ اللّٰهُ عَلَيْهِمْ ؕ وَكَانَ اللّٰهُ عَلِيْمًا حَكِيْمًا ﴿١٧﴾

(১৭) তওবা, যা কবুল করা আল্লাহর দায়িত্বে রয়েছে, তা তো কেবল তাদেরই জন্য যারা বোকামি বশতঃ কোনো পাপ করে ফেলে, অতঃপর অবিলম্বে [মৃত্যু আসার পূর্বেই] তওবা করে সুতরাং এরূপ লোকের তওবাই আল্লাহ কুবল করে থাকেন, আর আল্লাহ মহাজ্ঞানী, প্রজ্ঞাময়।

وَلَيْسَتِ التَّوْبَةُ لِلَّذِيْنَ يَعْمَلُوْنَ السَّيِّاٰتِ ۚ حَتّٰٓى اِذَا حَضَرَ اَحَدَهُمُ الْمَوْتُ قَالَ اِنِّيْ تُبْتُ الْـٰٔنَ وَلَا الَّذِيْنَ يَمُوْتُوْنَ وَهُمْ كُفَّارٌ ؕ اُولٰٓئِكَ اَعْتَدْنَا لَهُمْ عَذَابًا اَلِيْمًا ﴿١٨﴾

(১৮) আর এরূপ লোকের জন্য তওবা নেই যারা পাপ করতে থাকে, এ পর্যন্ত যে, যখন তাদের মধ্যে কারো সম্মুখে মৃত্যু এসে উপস্থিত হয়, তখন বলে– আমি তওবা করছি, আর না ঐ সমস্ত লোকের জন্য যারা মৃত্যুর সম্মুখীন হয় কুফরি অবস্থায় তাদের জন্য আমি প্রস্তুত করে রেখেছি এক ভীষণ যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি।

শাব্দিক অনুবাদ

(১৬) وَالَّذٰنِ يَأْتِيٰنِهَا مِنْكُمْ আর যে কোনো দুই ব্যক্তিই তোমাদের মধ্য হতে এই নির্লজ্জতার কাজ করবে فَاٰذُوْهُمَا তবে তাদেরকে কষ্ট প্রদান কর فَاِنْ تَابَا অনন্তর যদি তারা তওবা করে وَاَصْلَحَا এবং সংশোধন করে নেয় فَاَعْرِضُوْا عَنْهُمَا তাহলে তাদের পিছনে লেগে থেক না اِنَّ اللّٰهَ كَانَ تَوَّابًا নিঃসন্দেহে আল্লাহ তওবা কবুলকারী رَّحِيْمًا করুণাময়।

(১৭) اِنَّمَا التَّوْبَةُ عَلَى اللّٰهِ তওবা, যা কবুল করা আল্লাহর দায়িত্বে রয়েছে لِلَّذِيْنَ يَعْمَلُوْنَ السُّوْٓءَ بِجَهَالَةٍ তা তো কেবল তাদেরই জন্য যারা বোকামি বশতঃ কোনো পাপ করে ফেলে ثُمَّ يَتُوْبُوْنَ مِنْ قَرِيْبٍ অতঃপর অবিলম্বে [মৃত্যু আসার পূর্বেই] তওবা করে فَاُولٰٓئِكَ يَتُوْبُ اللّٰهُ عَلَيْهِمْ সুতরাং এরূপ লোকের তওবাই আল্লাহ কুবল করে থাকেন وَكَانَ اللّٰهُ عَلِيْمًا حَكِيْمًا আর আল্লাহ মহাজ্ঞানী, প্রজ্ঞাময়।

(১৮) وَلَيْسَتِ التَّوْبَةُ আর এরূপ লোকের জন্য তওবা নেই لِلَّذِيْنَ يَعْمَلُوْنَ السَّيِّاٰتِ যারা পাপ করতে থাকে, এ পর্যন্ত যে حَتّٰٓى اِذَا حَضَرَ اَحَدَهُمُ الْمَوْتُ যখন তাদের মধ্যে কারো সম্মুখে মৃত্যু এসে উপস্থিত হয় قَالَ তখন বলে– اِنِّيْ تُبْتُ الْـٰٔنَ আমি তওবা করছি وَلَا الَّذِيْنَ يَمُوْتُوْنَ আর না ঐ সমস্ত লোকের জন্য যারা মৃত্যুর সম্মুখীন হয় وَهُمْ كُفَّارٌ কুফরি অবস্থায় اُولٰٓئِكَ اَعْتَدْنَا لَهُمْ তাদের জন্য আমি প্রস্তুত করে রেখেছি عَذَابًا اَلِيْمًا এক ভীষণ যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

(১৫) قوله وَالّٰتِيْ يَأْتِيْنَ الْفَاحِشَةَ مِنْ نِّسَآئِكُمْ الخ **আয়াতের শানে নুযূল– ১ :** ইসলামের প্রাথমিক যুগে যে সকল মহিলাদের অপকর্ম জেনা-ব্যভিচার, ন্যায়পরায়ণ চারজন স্বাক্ষী দ্বারা প্রমাণিত হয়ে যেত তাদেরকে গৃহবন্দি করে রাখা হতো। বের হবার মতো কোনো সুযোগ তাদের ছিল না। মৃত্যু কাল পর্যন্ত এমনভাবে বন্দী জীবনই তাদের কাটাতে হতো। ইসলামের প্রাথমিক কালের সে বিধান বর্ণনা করে আল্লাহ তা'আলা আলোচ্য আয়াত নাজিল করেন। তবে সূরায়ে নূরের আয়াত দ্বারা এ হুকুম রহিত হয়ে যায়।

https://e-ilm.weebly.com/

শানে নুযূল– ২ : হযরত ইকরিমা, আত্বা, হাসান ও আব্দুল্লাহ বিন কাছীর (র.) বলেন, وَاللَّذٰنِ يَأْتِيٰنِهَا مِنْكُمْ فَاٰذُوْهُمَا আয়াত ভিন্ন নর-নারীর অবৈধ যৌন মিলন তথা জেনা সম্পর্কে অবতীর্ণ হয়েছে। আল্লামা সুদ্দী (র.) বলেন, যুবক-যুবতীর অবৈধ মিলন সম্পর্কে অবতীর্ণ হয়েছে। মুজাহিদ (র.) বলেন, দু'জন পুরুষে সমকামিতা সম্পর্কে আলোচ্য আয়াত নাজিল হয়েছে।

শানে নুযূল– ৩ : আহলে সুন্নত ওয়াল জামাতের মতানুসারে, হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) হতে একটি মারফূ' হাদীস বর্ণিত রয়েছে, তিনি বলেন, রাসূল ﷺ ইরশাদ করেছেন, তোমরা কাউকে যদি সমকামিতায় লিপ্ত দেখতে পাও, তাহলে তাদের উভয়জনকে হত্যা করে ফেল। উল্লেখ্য উপরিউক্ত ২য় আয়াতটি মুমিনদের সম্পর্কে নাজিল হয়েছে। ৩য় আয়াত মুনাফিকদের সম্পর্কে অবতীর্ণ হয়েছে এবং ৪র্থ আয়াত মুশরিকদের সম্পর্কে অবতীর্ণ হয়েছে। –[রূহুল মা'আনী : ১৪০ : ২-৪]

কুরআনে পাকের বর্ণনা-পদ্ধতি এই যে, বিধানাবলি বর্ণনা করার পর পরিশিষ্ট হিসেবে মান্যকারীদের জন্য উৎসাহবাণী এবং তাদের ফজিলত উল্লেখ করা হয় আর অমান্যকারীদের জন্য ভীতি প্রদর্শন, শাস্তি ও তাদের নিন্দা উল্লেখ করা হয়।

এখানেও বিধানাবলি বর্ণিত হয়েছে। তাই আলোচ্য ১৩ নং আয়াতে আনুগত্যকারী ও অবাধ্যতাকারীদের পরিণাম বর্ণনা করা হয়েছে।

ওয়ারিশি স্বত্বের বিধানাবলির পরিশিষ্ট মুসলমান কাফেরের ওয়ারিশ হতে পারে না: ওয়ারিশি স্বত্ব বণ্টনের ভিত্তি বংশগত আত্মীয়তার উপর রচিত। কিন্তু কোনো কোনো বিষয়ে ব্যতিক্রম রয়েছে। প্রথম, যার ওয়ারিশ এবং যে ওয়ারিশ তারা ভিন্ন ভিন্ন ধর্মাবলম্বি হতে পারবে না। কাজেই মুসলমান কোনো কাফেরের এবং কাফের কোনো মুসলমানের ওয়ারিশ হবে না, তাদের পরস্পরের মধ্যে যে কোনো ধরনের বংশগত সম্পর্কই থাক না কেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন– لَا يَرِثُ الْمُسْلِمُ الْكَافِرَ وَلَا الْكَافِرُ الْمُسْلِمَ অর্থাৎ মুসলমান কাফেরের এবং কাফের মুসলমানের ওয়ারিশ হতে পারবে না। –[মিশকাত]

এ বিধান তখনকার জন্য যখন জন্মের পর থেকেই একজন ব্যক্তি মুসলমান অথবা কাফের হয়। কিন্তু কেউ যদি পূর্বে মুসলমান থাকে, এরপর নাঊযুবিল্লাহ ইসলাম থেকে মুখ ফিরিয়ে নেয়, তবে এরূপ ব্যক্তি মারা গেলে কিংবা নিহত হলে তার মুসলমান অবস্থায় উপার্জিত মাল বায়তুল মালে জমা হবে।

কিন্তু কোনো স্ত্রী লোক ধর্মত্যাগ করলে তার উভয় অবস্থার উপার্জিত ধন-সম্পদ মুসলমান ওয়ারিশরা পাবে। কিন্তু স্বয়ং ধর্মত্যাগী ব্যক্তি পুরুষ কিংবা স্ত্রী কোনো মুসলমানের কাছ থেকে অথবা ধর্মত্যাগীর কাছ থেকে ওয়ারিশি স্বত্ব পাবে না।

হত্যাকারীর স্বত্ব : যদি কোনো ব্যক্তি এমন কোনো ব্যক্তিকে হত্যা করে, যার ত্যাজ্য সম্পত্তিতে সে স্বত্বাধিকারী ছিল, তবে এ হত্যাকারী তার ওয়ারিশি স্বত্ব থেকে বঞ্চিত হবে। রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন, اَلْقَاتِلُ لَا يَرِثُ অর্থাৎ, হত্যাকারী ওয়ারিশ হবে না। –[মিশকাত] তবে ভুলবশতঃ হত্যার কোনো কোনো ক্ষেত্রে এর ব্যতিক্রম হবে। [বিস্তারিত তথ্য ফিকহ গ্রন্থেদ্রষ্টব্য]

গর্ভস্থ সন্তানের স্বত্ব : যদি কোনো ব্যক্তি কয়েকজন সন্তান রেখে যায় এবং স্ত্রীর গর্ভেও সন্তান থাকে, তবে এই গর্ভস্থ সন্তানও ওয়ারিশদের তালিকাভুক্ত হবে। কিন্তু সন্তানটি পুত্র না কন্যা, একজন না বেশি, তা জানা যেহেতু দুষ্কর, তাই গর্ভের এ সন্তান জন্ম গ্রহণ না করা পর্যন্ত বণ্টন মূলতবি রাখা উচিত। কোনো কারণে যদি তাৎক্ষণিকভাবেই বণ্টন জরুরি হয়, তবে গর্ভস্থ সন্তানকে এক পুত্র অথবা এক কন্যা উভয়ের মধ্য থেকে যা ধরে বণ্টন করলে ওয়ারিশরা কম পায়, সেই প্রকার স্বত্ব তাদের মধ্যে বণ্টন করতে হবে। অবশিষ্ট সম্পত্তি গর্ভস্থ সন্তানের জন্য রেখে দিতে হবে।

আলোচ্য আয়াতসমূহে এমন পুরুষ ও নারীদের শাস্তি বর্ণিত হয়েছে, যারা নির্লজ্জ কাজ অর্থাৎ, ব্যভিচারে লিপ্ত হয়। প্রথম আয়াতে বলা হয়েছে যেসব নারী দ্বারা এমন কুকর্ম সংঘটিত হয়, তাদের এ কাজ প্রমাণ করার জন্য চার জন পুরুষ সাক্ষী তলব করতে হবে। অর্থাৎ যেসব বিচারকের কাছে এই মামলা পেশ করা হয়, তারা প্রমাণের জন্য চার জন যোগ্য সাক্ষী তলব করবেন এবং এই সাক্ষীদের পুরুষ শ্রেণিভুক্ত হওয়াও জরুরি। এ ব্যাপারে নারীদের সাক্ষ্য গ্রহণযোগ্য নয়।

ব্যভিচারের সাক্ষীদের ব্যাপারে শরিয়ত দু'রকম কঠোরতা করেছে যেহেতু ব্যাপারটি খুবই গুরুত্বপূর্ণ, এতে ইজ্জত ও আবরু আহত হয় এবং পারিবারিক মানসম্ভ্রমের প্রশ্ন দেখা দেয়, তাই প্রথমে শর্ত আরোপ করা হয়েছে যে, এমন ক্ষেত্রে শুধু পুরুষই সাক্ষী হতে হবে। নারীদের সাক্ষ্য ধর্তব্য নয়। দ্বিতীয়তঃ চার জন পুরুষ হওয়া জরুরি সাব্যস্ত করা হয়েছে। বলাবাহুল্য, এ শর্তটি খুবই কঠোর দৈবাৎ ও কদাচিৎ তা পাওয়া যেতে পারে। এ শর্ত আরোপের কারণ, যাতে স্ত্রীর স্বামী, তার জননী অথবা অন্য স্ত্রী অথবা ভাই-বোন ব্যক্তিগত জিঘাংসার বশবর্তী হয়ে অহেতুক অপবাদ আরোপ করার সুযোগ না

https://e-ilm.weebly.com/

পায় অথবা অন্য অমঙ্গলকারী লোকেরা শত্রুতা–বশতঃ অপবাদ আরোপ করতে সাহসী না হয়। কেননা চার জন পুরুষ সাক্ষীর কমে ব্যভিচারের সাক্ষ্য দিলে তাদের সাক্ষ্য গ্রহণীয় নয়। এমতাবস্থায় বাদি ও সাক্ষীরা সকলে মিথ্যাবাদী সাব্যস্ত হয় এবং একজন মুসলমানের চরিত্রে কলঙ্ক আরোপ করার দায়ে তাদেরক 'হদ্দে-কযফ' বা অপবাদের শাস্তি ভোগ করতে হবে।

ইচ্ছাকৃতভাবে কৃত গুনাহ মাফ হয় কি না : এখানে উল্লেখযোগ্য যে, কুরআনে بِجَهَالَةٍ শব্দ ব্যবহৃত হয়েছে। এ থেকে বাহ্যতঃ বুঝা যায়, অজ্ঞাতসারে এবং না জেনে-শুনে গুনাহ করলে তওবা কবুল হবে এবং জ্ঞাতসারে জেনে-শুনে গুনাহ করলে তওবা কবুল হবে না। কিন্তু সাহাবায়ে কেরাম এ আয়াতের যে তাফসীর করেছেন তা এই যে, এখানে এর جَهَالَة অর্থ এই নয় যে, সে গুনাহর কাজটি যে গুনাহ তা জানে না কিংবা গুনাহর ইচ্ছা নেই; বরং অর্থ এই যে, গুনাহর অশুভ পরিণাম ও পারলৌকিক আজাবের প্রতি তার সাময়িক অনীহাই তার গুনাহের কাজ করার কারণ; যদিও গুনাহটি যে গুনাহ তা সে জানে এবং তার ইচ্ছাও করে।

পক্ষান্তরে جَهَالَة শব্দটি এখানে নির্বুদ্ধিতা ও বোকামির অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। সূরা ইউসুফে এর নজির বিদ্যমান রয়েছে। হযরত ইউসুফ (আ.) ভাইদেরকে বলেছিলেন : هَلْ عَلِمْتُمْ مَّا فَعَلْتُمْ بِيُوسُفَ وَاَخِيْهِ اِذْ اَنْتُمْ جٰهِلُوْنَ এতে ভাইদেরকে জাহেল বলা হয়েছে, অথচ তারা যে কাজ করেছিল, তা কোনো ভুল অথবা ভুলে যাওয়াবশতঃ ছিল না; বরং ইচ্ছাকৃতভাবে জেনে-শুনেই করেছিল। কিন্তু এ কাজের পরিণতি সম্পর্কে গাফেল হওয়ার কারণে তাদেরকে জাহেল বলা হয়েছে।

আবুল আলিয়াও কাতাদাহর বর্ণনা মতে সাহাবায়ে কেরাম এ বিষয়ে একমত ছিলেন যে, كُلُّ ذَنْبٍ اَصَابَهٗ عَبْدٌ فَهُوَ جَهَالَةٌ عَمْدًا كَانَ اَوْ غَيْرَهٗ অর্থাৎ বান্দা যে গুনাহ করে অনিচ্ছাকৃত করুক কিংবা ইচ্ছাকৃত, সর্বাবস্থায়ই তা মূর্খতা।

তাফসীরবিদ মুজাহিদ বলেন كُلُّ عَامِلٍ بِمَعْصِيَةِ اللّٰهِ فَهُوَ جَاهِلٌ حِيْنَ عَمِلَهَا অর্থাৎ যে ব্যক্তি কোনো কাজে আল্লাহর নাফরমানি করছে, সে দৃশ্যতঃ বড় আলেম ও বিশেষ জানা-শোনা বিচক্ষণ হলেও সে কাজ করার সময় মূর্খই হয়ে যায়। –[ইবনে কাছীর]

আবূ হাইয়ান তাফসীরে বাহরে মুহীতে বলেন এটা এমনই, যেমন হাদীসে বলা হয়েছে لَا يَزْنِي الزَّانِيْ অর্থাৎ ব্যভিচারী ঈমানদার অবস্থায় ব্যভিচার করে না। উদ্দেশ্য এই যে, যখন সে এই কুকর্মে লিপ্ত হয়, তখন সে ঈমানের তাগিদ থেকে দূরে সরে পড়ে।

তাই হযরত ইকরিমা (র.) বলেন : দুনিয়ার যেসব কাজ আল্লাহর আনুগত্যের বাইরে, সেগুলো সবই মূর্খতা। কারণ এই যে, যে ব্যক্তি আল্লাহর নাফরমানি করে, সে ক্ষণস্থায়ী সুখকে চিরস্থায়ী সুখের উপর অগ্রাধিকার প্রদান করে। যে ব্যক্তি এ ক্ষণস্থায়ী সুখের বিনিময়ে চিরস্থায়ী আজাব ক্রয় করে, তাকে বুদ্ধিমান বলা যায় না। তাকে সবাই মূর্খ বলবে, যদিও সে ভালোভাবে জানা ও বুঝার পরও ইচ্ছাকৃতভাবে সে কুকর্ম সম্পাদন করে।

মোটকথা, গুনাহর কাজ ইচ্ছাকৃতভাবে করা হোক, কিংবা ভুলক্রমে, উভয় অবস্থাতেই তা মূর্খতাবশতঃ সম্পন্ন হয়। এ কারণেই সাহাবা, তাবেয়ীন ও সমগ্র উম্মতের এ ব্যাপারে ইজমা বা ঐকমত্য রয়েছে যে, যে ব্যক্তি ইচ্ছাকৃতভাবে কোনো গুনাহ করে, তার তওবাও কবুল হতে পারে। –[বাহরে মুহীত]

https://e-ilm.weebly.com/

শব্দ বিশ্লেষণ

حُدُوْدٌ শব্দটি বহুবচন, একবচন حد অর্থ– সীমানা, চৌহদ্দি।

يَّعْصِ সীগাহ واحد مذكر غائب বহছ مضارع معروف বাব ضَرَبَ মাসদার اَلْعِصْيَانُ মূলবর্ণ (ع . ص . ى) জিনস ناقص يائى অর্থ– সে নাফরমানি করে।

يَّتَعَدَّ সীগাহ واحد مذكر غائب বহছ مضارع معروف বাব تَفَعُّلٌ মাসদার اَلتَّعَدِّىْ মূলবর্ণ (ع . د . ى) জিনস ناقص يائى অর্থ– সে অমান্য করে।

يَتَوَفّٰى : সীগাহ واحد مذكر غائب বহছ مضارع معروف বাব تَفَعُّلٌ মাসদার اَلتَّوَفِّىْ মূলবর্ণ (و . ف . ى) জিনস لفيف مفروق অর্থ– সে মৃত্যু বরণ করে।

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَا يَحِلُّ لَكُمْ اَنْ تَرِثُوا
النِّسَآءَ كَرْهًا ؕ وَلَا تَعْضُلُوْهُنَّ لِتَذْهَبُوْا
بِبَعْضِ مَاۤ اٰتَيْتُمُوْهُنَّ اِلَّاۤ اَنْ يَّاْتِيْنَ بِفَاحِشَةٍ
مُّبَيِّنَةٍ ۚ وَعَاشِرُوْهُنَّ بِالْمَعْرُوْفِ ۚ فَاِنْ
كَرِهْتُمُوْهُنَّ فَعَسٰۤى اَنْ تَكْرَهُوْا شَيْـًٔا وَّيَجْعَلَ
اللّٰهُ فِيْهِ خَيْرًا كَثِيْرًا (۱۹)

অনুবাদ : (১৯) হে ঈমানদারগণ! তোমাদের জন্য তা বৈধ নয় যে, বলপূর্বক নারীদের মালিক হয়ে যাও, আর ঐ সমস্ত স্ত্রীলোকদেরকে এই জন্য আবদ্ধ করো না যে, যা কিছু তোমরা তাদেরকে দিয়েছ তন্মধ্য হতে কিছু অংশ আদায় করে নিবে, কিন্তু তারা কোনো প্রকাশ্য অশ্লীল কাজ করলে [আবদ্ধ রাখা বা মাল আদায় করা যেতে পারে] আর তাদের সাথে সদ্ভাবে জীবন যাপন কর, আর যদি তারা তোমাদের মনঃপূত না হয়, তবে [এই ভেবে ধৈর্য ধর যে,] তোমরা কোনো এক বস্তুকে অপছন্দ কর, অথচ হতে পারে আল্লাহ তা'আলা তার মধ্যে [পার্থিব বা পারলৌকিক] কোনো বড় উপকার নিহিত রেখেছেন।

وَاِنْ اَرَدْتُّمُ اسْتِبْدَالَ زَوْجٍ مَّكَانَ زَوْجٍ ۙ وَّاٰتَيْتُمْ
اِحْدٰىهُنَّ قِنْطَارًا فَلَا تَاْخُذُوْا مِنْهُ شَيْـًٔا ؕ
اَتَاْخُذُوْنَهٗ بُهْتَانًا وَّاِثْمًا مُّبِيْنًا (۲۰)

(২০) আর যদি তোমরা এক পত্নীর স্থলে অন্য পত্নী গ্রহণ করতে চাও, আর তোমরা সেই একজনকে রাশি রাশি ধন-সম্পদ প্রদান করে থাক, তবুও তোমরা তা হতে কিছুই [ফেরৎ] নিও না, তোমরা কি তা [ফেরৎ] নিবে [তার প্রতি] অপবাদ আরোপ করে এবং প্রকাশ্য পাপাচারী হয়ে?

وَكَيْفَ تَاْخُذُوْنَهٗ وَقَدْ اَفْضٰى بَعْضُكُمْ اِلٰى بَعْضٍ
وَّاَخَذْنَ مِنْكُمْ مِّيْثَاقًا غَلِيْظًا (۲۱)

(২১) আর তোমরা তা কেমন করে গ্রহণ করবে! অথচ তোমরা একে অন্যের সাথে অবাধ মেলামেশা করেছ, আর এই নারীগণ তোমাদের নিকট হতে একটি দৃঢ় অঙ্গীকার নিয়ে রেখেছে।

শাব্দিক অনুবাদ

(১৯) يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا হে ঈমানদারগণ! لَا يَحِلُّ لَكُمْ তোমাদের জন্য তা বৈধ নয় যে اَنْ تَرِثُوا النِّسَآءَ كَرْهًا বলপূর্বক নারীদের মালিক হয়ে যাও وَلَا تَعْضُلُوْهُنَّ আর ঐ সমস্ত স্ত্রীলোকদেরকে এই জন্য আবদ্ধ করো না যে لِتَذْهَبُوْا بِبَعْضِ তন্মধ্য হতে কিছু অংশ আদায় করে নিবে مَاۤ اٰتَيْتُمُوْهُنَّ যা কিছু তোমরা তাদেরকে দিয়েছ اِلَّاۤ اَنْ يَّاْتِيْنَ بِفَاحِشَةٍ مُّبَيِّنَةٍ কিন্তু তারা কোনো প্রকাশ্য অশ্লীল কাজ করবে [আবদ্ধ রাখা বা মাল আদায় করা যেতে পারে] وَعَاشِرُوْهُنَّ بِالْمَعْرُوْفِ আর তাদের সাথে সদ্ভাবে জীবন যাপন কর فَاِنْ كَرِهْتُمُوْهُنَّ আর যদি তারা তোমাদের মনঃপূত না হয় فَعَسٰۤى اَنْ تَكْرَهُوْا شَيْـًٔا তবে [এই ভেবে ধৈর্য ধর যে,] তোমরা কোনো এক বস্তুকে অপছন্দ কর وَّيَجْعَلَ اللّٰهُ فِيْهِ خَيْرًا كَثِيْرًا অথচ হতে পারে আল্লাহ তা'আলা তার মধ্যে [পার্থিব বা পারলৌকিক] কোনো বড় উপকার নিহিত রেখেছেন।

(২০) وَاِنْ اَرَدْتُّمُ আর যদি তোমরা চাও اسْتِبْدَالَ زَوْجٍ مَّكَانَ زَوْجٍ এক পত্নীর স্থলে অন্য পত্নী গ্রহণ করতে وَّاٰتَيْتُمْ اِحْدٰىهُنَّ قِنْطَارًا আর তোমরা সেই একজনকে রাশি রাশি ধন-সম্পদ প্রদান করে থাক فَلَا تَاْخُذُوْا مِنْهُ شَيْـًٔا তবুও তোমরা তা হতে কিছুই [ফেরত] নিও না اَتَاْخُذُوْنَهٗ بُهْتَانًا তোমরা কি তা [ফেরত] নিবে [তার প্রতি] অপবাদ আরোপ করে وَّاِثْمًا مُّبِيْنًا এবং প্রকাশ্য পাপাচারী হয়ে?

(২১) وَكَيْفَ تَاْخُذُوْنَهٗ আর তোমরা তা কেমন করে গ্রহণ করবে! وَقَدْ اَفْضٰى بَعْضُكُمْ اِلٰى بَعْضٍ অথচ তোমরা একে অন্যের সাথে অবাধ মেলামেশা করেছ وَّاَخَذْنَ مِنْكُمْ আর এই নারীগণ তোমাদের নিকট হতে নিয়ে রেখেছে مِّيْثَاقًا غَلِيْظًا একটি দৃঢ় অঙ্গীকার ।

https://e-ilm.weebly.com/

وَلَا تَنْكِحُوْا مَا نَكَحَ اٰبَآؤُكُمْ مِّنَ النِّسَآءِ اِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ ؕ اِنَّهٗ كَانَ فَاحِشَةً وَّمَقْتًا ؕ وَسَآءَ سَبِيْلًا (٢٢)

অনুবাদ : (২২) আর তোমরা ঐ সমস্ত নারীকে বিবাহ করো না যাদেরকে তোমাদের পিতৃগণ [অর্থাৎ বাপ, দাদা, বা নানা] বিবাহ করেছেন, কিন্তু যা অতীত হয়েছে– নিশ্চয় তা অত্যন্ত নির্লজ্জতা ও খুব ঘৃণার বিষয় এবং খুব নিকৃষ্ট প্রথা।

حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ اُمَّهٰتُكُمْ وَبَنٰتُكُمْ وَاَخَوٰتُكُمْ وَعَمّٰتُكُمْ وَخٰلٰتُكُمْ وَبَنٰتُ الْاَخِ وَبَنٰتُ الْاُخْتِ وَاُمَّهٰتُكُمُ الّٰتِيْۤ اَرْضَعْنَكُمْ وَاَخَوٰتُكُمْ مِّنَ الرَّضَاعَةِ وَاُمَّهٰتُ نِسَآئِكُمْ وَرَبَآئِبُكُمُ الّٰتِيْ فِيْ حُجُوْرِكُمْ مِّنْ نِّسَآئِكُمُ الّٰتِيْ دَخَلْتُمْ بِهِنَّ ۫ فَاِنْ لَّمْ تَكُوْنُوْا دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ ۫ وَحَلَآئِلُ اَبْنَآئِكُمُ الَّذِيْنَ مِنْ اَصْلَابِكُمْ ۙ وَاَنْ تَجْمَعُوْا بَيْنَ الْاُخْتَيْنِ اِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ ؕ اِنَّ اللّٰهَ كَانَ غَفُوْرًا رَّحِيْمًا (٢٣)

(২৩) তোমাদের প্রতি হারাম করা হয়েছে তোমাদের মাতৃগণ এবং তোমাদের কন্যাগণ এবং তোমাদের ভগ্নীগণ এবং তোমাদের ফুফুগণ এবং তোমাদের খালাগণ এবং ভ্রাতৃ-কন্যাগণ এবং ভগিনী-কন্যাগণ এবং তোমাদের ঐ মাতৃগণ যারা তোমাদেরকে স্তন্য দান করেছেন, আর তোমাদের ঐ ভগ্নীগণ যারা স্তন্য পানের দরুন [ভগ্নী] হয়েছে এবং তোমাদের স্ত্রীদের মাতৃগণ এবং তোমাদের স্ত্রীদের কন্যাগণ যারা তোমাদের প্রতিপালনে রয়েছে এরূপ পত্নীগণ হতে, যাদের সাথে তোমরা সঙ্গম করেছ আর যদি তোমরা ঐ স্ত্রীদের সাথে সঙ্গম না করে থাক, তবে তোমাদের কোনো পাপ নেই, আর তোমাদের ঐ পুত্রগণের স্ত্রীগণ যারা তোমাদের ঔরসজাত, আর এই যে, তোমরা দুই ভগ্নীকে একত্রে [বিবাহে] রাখ কিন্তু যা [এই হুকুমের] পূর্বে হয়েছে [তা মাফ] নিশ্চয় আল্লাহ মহা ক্ষমাপরায়ণ, অতীব করুণাময়।

শাব্দিক অনুবাদ :

(২২) وَلَا تَنْكِحُوْا আর তোমরা বিবাহ করো না مَا نَكَحَ اٰبَآؤُكُمْ مِّنَ النِّسَآءِ ঐ সমস্ত নারীকে যাদেরকে তোমাদের পিতৃগণ [অর্থাৎ বাপ, দাদা, বা নানা] বিবাহ করেছেন اِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ কিন্তু যা অতীত হয়েছে– اِنَّهٗ كَانَ فَاحِشَةً নিশ্চয় তা অত্যন্ত নির্লজ্জতা وَّمَقْتًا ও খুব ঘৃণার বিষয় وَسَآءَ سَبِيْلًا এবং খুব নিকৃষ্ট প্রথা।

(২৩) حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ তোমাদের প্রতি হারাম করা হয়েছে اُمَّهٰتُكُمْ তোমাদের মাতৃগণ وَبَنٰتُكُمْ এবং তোমাদের কন্যাগণ وَاَخَوٰتُكُمْ এবং তোমাদের ভগ্নীগণ وَعَمّٰتُكُمْ এবং তোমাদের ফুফুগণ وَخٰلٰتُكُمْ এবং তোমাদের খালাগণ وَبَنٰتُ الْاَخِ এবং ভ্রাতৃ-কন্যাগণ وَبَنٰتُ الْاُخْتِ এবং ভগিনী-কন্যাগণ وَاُمَّهٰتُكُمُ الّٰتِيْۤ اَرْضَعْنَكُمْ এবং তোমাদের ঐ মাতৃগণ যারা তোমাদেরকে স্তন্য দান করেছেন وَاَخَوٰتُكُمْ مِّنَ الرَّضَاعَةِ আর তোমাদের ঐ ভগ্নীগণ যারা স্তন্য পানের দরুন [ভগ্নী] হয়েছে وَاُمَّهٰتُ نِسَآئِكُمْ এবং তোমাদের স্ত্রীদের মাতৃগণ وَرَبَآئِبُكُمُ الّٰتِيْ فِيْ حُجُوْرِكُمْ এবং তোমাদের স্ত্রীদের কন্যাগণ যারা তোমাদের প্রতিপালনে রয়েছে مِّنْ نِّسَآئِكُمُ এরূপ পত্নীগণ হতে, الّٰتِيْ دَخَلْتُمْ بِهِنَّ যাদের সাথে তোমরা সঙ্গম করেছ فَاِنْ لَّمْ تَكُوْنُوْا دَخَلْتُمْ بِهِنَّ আর যদি তোমরা ঐ স্ত্রীদের সাথে সঙ্গম না করে থাক فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ তবে তোমাদের কোনো পাপ নেই وَحَلَآئِلُ اَبْنَآئِكُمُ আর তোমাদের ঐ পুত্রগণের স্ত্রীগণ الَّذِيْنَ مِنْ اَصْلَابِكُمْ যারা তোমাদের ঔরসজাত وَاَنْ تَجْمَعُوْا بَيْنَ الْاُخْتَيْنِ আর এই যে, তোমরা দুই ভগ্নীকে একত্রে [বিবাহে] রাখ اِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ কিন্তু যা [এই হুকুমের] পূর্বে হয়েছে [তা মাফ] اِنَّ اللّٰهَ كَانَ غَفُوْرًا رَّحِيْمًا নিশ্চয় আল্লাহ মহা ক্ষমাপরায়ণ, অতীব করুণাময়।

https://e-ilm.weebly.com/

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

(১৯) قوله يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ لَا يَحِلُّ لَكُمْ الخ **: আয়াতের শানে নুযূল– ১ :** জাহেলি যুগে প্রচলিত ছিল যে, কোনো পুরুষ যদি মারা যেত, তাহলে তার ওয়ারিশগণ তার স্ত্রীর উপর তাদের কর্তৃত্ব বিস্তার করত। কেউ ইচ্ছা করলে তাকে নিজে বিবাহ করত, কেউ ইচ্ছা করলে তাকে অন্যের নিকট বিবাহ দিত, কেউ ইচ্ছা করলে তাকে বিবাহ করত না। মোদ্দাকথা, সে নারীদের অভিভাবক অপেক্ষা তারা অধিক বেশি অধিকারী হয়ে যেত। তখন নারীদের দূরবস্থাগত সে প্রথা রহিত করে আলোচ্য আয়াত নাজিল করা হয়েছে।

শানে নুযূল– ২ : ইমাম ওয়াকী (র.) হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) হতে এক হাদীস বর্ণনা করেন, তিনি বলেন যে, জাহেলি যুগে কোনো মহিলার স্বামী যখন মৃত্যুবরণ করত, তখন কোনো পুরুষ এসে তার উপর কাপড় ফেলে দিলেই সে মৃতের স্ত্রী বিধবা মহিলাটি তার অধিকারভুক্ত হয়ে যেত। নারীদের উপর চাপিয়ে দেওয়া অপরের কর্তৃত্ব এবং স্বামী বিয়োগান্তিক মর্ম ব্যাথা, অপর দিকে অন্য পুরুষ আক্রান্ত গনিমতের মাল তুল্যতার অধিকারত্ব লাভ করা নারীর সাথে এহেন আচরণ করা সম্পূর্ণভাবে অবৈধ ঘোষণা করে আলোচ্য আয়াত নাজিল করা হয়েছে।

শানে নুযূল– ৩ : আল্লামা আউফী (র.) বর্ণনা করেন যে, হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) হতে বর্ণিত রয়েছে– মদিনার কোনো পুরুষের বন্ধু যখন মৃত্যুবরণ করল, তখন তার বন্ধুর স্ত্রীর উপর গিয়ে তার একটি কাপড় ফেলে দিল, কিন্তু সে তাকে বিবাহ করেনি; বরং সে বিধবা মহিলাকে বন্দি করে রেখে দেয় যাতে করে তার নিকট থেকে মুক্তিলাভের জন্য মুক্তিপণ প্রদান করে। সে পরিপ্রেক্ষিতে নারীর সাথে এমন আচণ করা অবৈধতার বিধান সম্বলিত উপরিউক্ত আয়াত নাজিল করা হয়।

শানে নুযূল– ৪ : আবূ বকর ইবনে মারদুভিয়া বলেন, আবূ কায়স বিন আসলাতু ইন্তেকাল করল, তখন জাহেলি যুগের প্রথা হিসেবে তার পুত্র তার স্ত্রীকে বিবাহ করতে ইচ্ছা করল। এহেন অপমান, সভ্যতা বিবর্জিত ও নির্লজ্জজনক কাজটি আল্লাহ তা'আলা অবৈধ করে আলোচ্য আয়াত নাজিল করেন।

শানে নুযূল– ৫ : ইবনে জুরাইজ ও মুজাহিদ বলেন, জাহেলি যুগে কোনো পুরুষ যদি ইন্তেকাল করত, তাহলে মৃতের পুত্র তার স্ত্রী অর্থাৎ বি-মাতাকে বিবাহ করার কোনা প্রকারের ইচ্ছা থাকলে তাকে বিবাহ করার সর্বাধিক অধিকারী হতো। নতুবা তার ভাইদের মধ্যে যার ইচ্ছা হতো অথবা তার ভাতিজাদের মধ্য হতে যার ইচ্ছা হতো সেই বিবাহ করতে পারত। ফলে এ অপমান ও নির্লজ্জজনক প্রথা বিলুপ্তি করে আল্লাহ তা'আলা আলোচ্য আয়াত নাজিল করেন। –[ইবনে কাছীর : ৪৬৫/১, রূহুল মা'আনী ২৪১/২/৪, বাহরে মুহীত– ২১১/৩, কুরতুবী– ৯১/৫]

(২২) قوله وَلَا تَنكِحُوا۟ مَا نَكَحَ ءَابَآؤُكُم مِّنَ ٱلنِّسَآءِ الخ **আয়াতের শানে নুযূল :** হযরত ইবনে সা'আদ মুহাম্মদ বিন কা'ব কর্তৃক হাদীস বর্ণিত রয়েছে, তিনি বলেন, কোনো পুরুষ যদি তার স্ত্রী রেখে ইন্তেকাল করত, তাহলে তার স্ত্রীকে মৃত ব্যক্তির অন্য পক্ষের পুত্র বিবাহ করার ইচ্ছা থাকলে জাহেলি যুগের প্রথা অনুযায়ী বিবাহ করার জন্য সর্বাপেক্ষা অধিক অধিকারী হতো। কিংবা যা ইচ্ছা তা করত, সুতরাং আবূ কায়স বিন আসলাত যখন ইন্তেকাল করেন, তখন তার পুত্র হাসান তার বি-মাতাকে বিবাহ করার অধিকার লাভ করে। কিন্তু তার ভরণ পোষণের দায়িত্ব গ্রহণ করেনি এবং আবূ কায়েসের পরিত্যক্ত সম্পদের ওয়ারিশত্ব প্রদান করেনি। সুতরাং বিধবা স্ত্রী নবী করীম ﷺ-এর নিকট এসে সে বিষয়ে আলোচনা করল, তখন রাসূল ﷺ বললেন, ফিরে যাও, আল্লাহ হয়তো খুব শীঘ্রই তোমার সম্পর্কে কোনো বিধান অবতীর্ণ করবেন। সে পরিপ্রেক্ষিতে আল্লাহ তা'আলা আলোচ্য আয়াত নাজিল করেন। ওয়াহেদী ও অন্যান্যরা বলেন, আলোচ্য আয়াত হাসান বিন কায়স, আসওয়াদ বিন খালফ তার বি-মাতাকে বিবাহ করে, সাফওয়ান বিন উমাইয়া বিন খালফ তার বি-মাতা মুলাইকা বিনতে খারেজাকে বিবাহ করে। সৎমাতাকে বিবাহকারী কতিপয় ব্যক্তি সম্পর্কে আলোচ্য আয়াত নাজিল করা হয়েছে। –[রূহুল মা'আনী ১৪৫/৪/২, কুরতুবী– ১০০/৫৫, ইবনে কাছীর– ৪৬৮/১]

(২৩) قوله وَحَلَٰٓئِلُ أَبْنَآئِكُمُ ٱلَّذِينَ مِنْ أَصْلَٰبِكُمْ الخ **: আয়াতের শানে নুযূল– ১ :** আব্দুর রাজ্জাক তদীয় মুসান্নাফ গ্রন্থে ও ইবনে জারীর হযরত আতা হতে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন, হযরত মুহাম্মদ ﷺ যখন যায়েদের তালাক প্রাপ্তা স্ত্রী

https://e-ilm.weebly.com/

যয়নবকে বিবাহ করেন, তখন মক্কার মুশরিকরা এ সম্পর্কে সমালোচনা করতে লাগল। মুশরিকদের সমালোচনার পরিপ্রেক্ষিতে আল্লাহ তা'আলা আলোচ্য আয়াত নাজিল করেন।

শানে নুযূল– ২ : রাসূল ﷺ যখন যয়নব বিনতে জাহাশ আল-আসাদীয়াহ বিনতে উমাইয়া বিনতে আব্দুল মুত্তালিবকে বিবাহ করেন, যয়নব বিনতে জাহাশকে যায়েদ বিন হারেছা তখন তালাক দিয়েছিলেন। সে জন্য মক্কার কাফের মুশরিকরা রাসূল ﷺ -এর সমালোচনায় লেগে পড়ল। সুতরাং মুমিনগণ পরবর্তীতে মুখে বানানো পুত্রের তালাক প্রাপ্তা স্ত্রীদের ব্যাপারে নতুন করে কোনো সমস্যার সম্মুখীন যাতে না হয়, সে জন্য আল্লাহ তা'আলা আলোচ্য আয়াতাংশ নাজিল করেন। –[কাশশাফ– ৫২৮ : ১]

ইসলাম পূর্বযুগের নারী নির্যাতন প্রতিরোধ : আলোচ্য আয়াত তিনটিতে সেসব নির্যাতন প্রতিরোধ করা হয়েছে, যেগুলো ইসলাম পূর্বকালে অবলাদের প্রতি নিতান্ত সাধারণ আচরণ বলে মনে করা হতো। তন্মধ্যে একটি সর্ববৃহৎ নির্যাতন ছিল এই যে, পুরুষ নিজেকে স্ত্রীর জান ও মালের মালিক মনে করত। স্ত্রী যার বিবাহ-বন্ধনে আবদ্ধ হতো, সে তার প্রাণকে নিজের মালিকানাধীন মনে করত। স্বামীর মৃত্যুর পর তার ওয়ারিশরা যেমন তার ত্যাজ্য সম্পত্তির ওয়ারিশ ও মালিক হতো, তেমনি তার স্ত্রীর ওয়ারিশ ও মালিক বলে গণ্য হতো। ইচ্ছা করলে নিজেই তাকে বিয়ে করত কিংবা অন্যের কাছ থেকে অর্থ গ্রহণ করে নিজেই তাকে বিয়ে দিত। স্বামীর [অন্য স্ত্রীর গর্ভজাত] পুত্র নিজেও পিতার মৃত্যুর পর তাকে বিবাহ-বন্ধনে আবদ্ধ করতে পারত। স্ত্রীর প্রাণেরই যখন এই আস্থা, তখন তার ধন-সম্পদের ব্যাপারটি তো বলাই বাহুল্য। এই একটি মাত্র মৌলিক ভ্রান্তির ফলশ্রুতিতে নারীদের উপর নানা ধরনের অগণিত নির্যাতন চালাত। উদাহরণতঃ

এক. যেসব অর্থ–সম্পদ স্ত্রী উত্তরাধিকারীসূত্রে অথবা পিত্রালয় থেকে উপঢৌকন হিসেবে লাভ করত, সেগুলো হজম করে ফেলা হতো।

দুই. যদি কোনো নারী তার নিজের অংশের ধন-সম্পদের উপর অধিকার প্রতিষ্ঠা করেই নিত, তবে পুরুষরা তাকে অন্যত্র বিয়ে করতে বাধা দিত, যাতে ধন-সম্পদ বাইরে নিয়ে যেতে না পারে; বরং এখানেই মারা যায় এবং ধন-সম্পদ তাদের অধিকারভুক্ত থেকে যায়।

তিন. মাঝে মাঝে স্ত্রীর কোনো দোষ না থাকা সত্ত্বেও শুধু স্বভাবগতভাবে স্বামী তাকে অপছন্দ করত এবং স্ত্রীর প্রাপ্য প্রদান করত না। অপরপক্ষে তালাক দিয়ে তাকে মুক্তও করত না। যাতে সে অতিষ্ঠ হয়ে অলঙ্কার ও মোহরানা বাবদ প্রদত্ত টাকা ফেরত দেয় কিংবা অপ্রদত্ত মোহরানা ক্ষমা করে দেয়। মাঝে মাঝে স্বামী তালাক দিয়েও তালাকপ্রাপ্তাকে অন্যত্র বিয়ে করতে দিতো না, যাতে সে বাধ্য হয়ে প্রদত্ত মোহরানা ফেরত দিয়ে কিংবা আদায়যোগ্য মোহরানা ক্ষমা করে দেয়।

চার. কোনো কোনো ক্ষেত্রে স্বামীর মৃত্যুর পর ওয়ারিশরা বিধবাকে অন্যত্র বিয়ে করতে দিত না মূর্খতাপ্রসুত লজ্জার কারণে কিংবা কিছু অর্থ আদায় করার লোভে।

এসব নির্যাতনের ভিত্তি ছিল এই যে, তারা নিজেদেরকে স্ত্রীর সম্পত্তি এমন কি, তার প্রাণেরও মালিক মনে করত। কুরআন পাক এসব অনর্থের সে মূলটি উৎপাটন করে দিয়েছে এবং এর আওতায় সংঘটিত নির্যাতনসমূহের প্রতিকারকল্পে ঘোষণা করেছে : يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ لَا يَحِلُّ لَكُمْ أَن تَرِثُوا۟ ٱلنِّسَآءَ كَرْهًا অর্থাৎ, হে ঈমানদারগণ! তোমাদের জন্য হালাল নয় যে, তোমরা বলপূর্বক নারীদের মালিক হয়ে বস।'

'বলপূর্বক' কথাটি এখানে শর্ত হিসেবে বলা হয়নি, যাতে এমন মনে করে নেওয়া যাবে যে, নারীদের সম্মতিক্রমে তাদের মালিক হওয়া হয়তো শুদ্ধ হবে; বরং বাস্তব ঘটনা বর্ণনার জন্য সংযুক্ত হয়েছে। শরিয়ত-সম্মত ও যুক্তিগত কারণ ছাড়াই নারীদের মালিক হয়ে যাওয়া বলপূর্বকই হতে পারে। কোনো বুদ্ধিমতি ও জ্ঞানী নারী এতে সম্মত হতে পারে না। –[বাহরে মুহীত]

এ কারণেই শরিয়ত এ ব্যাপারে তার সম্মতিকে গুরুত্ব দেয়নি। কোনো নারী নির্বুদ্ধিতাবশতঃ কারো মালিকানাধীন হতে রাজি হলেও ইসলামি আইন এতে রাজি নয় যে, কোনো স্বাধীন মানুষ কারো মালিকানাধীন চলে যাবে।

আলোচ্য আয়াতসমূহে যাদের সাথে বিয়ে হারাম, এমন নারীদের বিবরণ দেওয়া হয়েছে। কোনো কোনো হারাম নারী কোনো অবস্থাতেই হালাল হয় না, তাদেরকে 'মোহাররামাতে আবদিয়্যা' [চিরতরে হারাম] বলা হয়। কোনো কোনো নারী চিরতরে হারাম নয়, কোনো কোনো অবস্থায় তারা হালালও হয়ে যায়।

https://e-ilm.weebly.com/

প্রথমোক্ত তিন প্রকার : ১. বংশগত হারাম নারী, ২. দুধের কারণে হারাম নারী এবং ৩. শ্বশুর সম্পর্কের কারণে হারাম নারী, চিরতরে হারাম। শেষোক্ত এক প্রকার অর্থাৎ, পর-স্ত্রী যতক্ষণ পর্যন্ত পরের স্ত্রী থাকে তখন পর্যন্ত হারাম।

وَلَا تَنْكِحُوا مَا نَكَحَ اٰبَآؤُكُمْ; জাহেলি যুগে পিতার মৃত্যুর পর তার স্ত্রীকে পুত্রেরা বিনা দ্বিধায় বিয়ে করে নিত। এ আয়াতে আল্লাহ তা'আলা এই নির্লজ্জ কাজটি নিষিদ্ধ করে দিয়েছেন এবং একে আল্লাহর অসন্তুষ্টির কারণ বলে অভিহিত করেছেন। বলা বাহুল্য, যাকে দীর্ঘদিন পর্যন্ত মা বলা হয়, পিতার মৃত্যুর পর তাকে স্ত্রী করে রাখা মানব-চরিত্রের জঘন্য অপমৃত্যু ছাড়া আর কিছু হতে পারে না।

মাসআলা : আয়াতে পিতার বিবাহিতা স্ত্রীকে বিবাহ করা হারাম বলা হয়েছে। এতে এরূপ কোনো কথাই নেই যে, পিতা যদি তার সাথে সহবাসও করে। কাজেই যে কোনো স্ত্রীলোকের সাথে পিতার বৈবাহিক সম্পর্ক স্থাপিত হয়ে গেলে পুত্রের পক্ষে তাকে বিয়ে করা কখনো হালাল নয়।

এমনিভাবে পুত্রের স্ত্রীকে পিতার পক্ষে বিয়ে করা হালাল নয়; যদিও পুত্র শুধু বিবাহ করে– সহবাস না করে। আল্লামা শামী (র.) বলেন–

وَتَحْرُمُ زَوْجَةُ الْاَصْلِ لِلْفَرْعِ بِمُجَرَّدِ الْعَقْدِ دَخَلَ بِهَا اَوْلَا

মাসআলা : যদি পিতা কোনো স্ত্রীলোকের সাথে ব্যভিচার করে,তবুও তাকে বিয়ে করা পুত্রের পক্ষে হালাল নয়।

حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ اُمَّهٰتُكُمْ অর্থাৎ আপন জননীদেরকে বিয়ে করা তোমাদের উপর হারাম করা হয়েছে। اُمَّهٰتُ শব্দের ব্যাপকতায় দাদী, নানী, সবই এর অন্তর্ভুক্ত রয়েছে।

وَبَنٰتُكُمْ; স্বীয় ঔরসজাত কন্যাকে বিয়ে করা হারাম। কন্যার কন্যাকে এবং পুত্রের কন্যাকেও বিয়ে করা হারাম।

মোটকথা, কন্যা, পৌত্রী, প্রপৌত্রী, দৌহিত্রী, প্রদৌহিত্রী এদের সবাইকে বিয়ে করা হারাম এবং বিয়ে করা স্ত্রীর অন্য স্বামীর ঔরসজাত কন্যাকে বিয়ে করা জায়েজ কিনা; সে সম্পর্কে পরে বর্ণনা করা হবে। যে পুত্র-কন্যা ঔরসজাত নয়; বরং পালিত, তাদের এবং তাদের সন্তানকে বিয়ে করা জায়েজ। যদি অন্য কোনো পথে অবৈধতা না থাকে। এমনিভাবে ব্যভিচারের মাধ্যমে যে কন্যা জন্মগ্রহণ করে, সেও কন্যারই পর্যায়ভুক্ত। তাদের বিয়ে করাও দুরস্ত নয়।

وَاَخَوٰتُكُمْ; সহোদরা ভাগিনিকে বিয়ে করা হারাম। এমনিভাবে বৈমাত্রেয়া ও বৈপিত্রেয়া ভাগিনিকেও বিয়ে করা হারাম।

وَعَمّٰتُكُمْ; পিতার সহোদরা, বৈমাত্রেয়া ও বৈপিত্রেয়া বোনকে বিয়ে করা হারাম। তিন প্রকার ফুফুকেই বিয়ে করা যায় না।

وَخٰلٰتُكُمْ; আপন জননীর তিন প্রকার বোন, প্রত্যেকের সাথেই বিয়ে করা হারাম।

وَبَنٰتُ الْاَخِ; ভ্রাতুষ্পুত্রীর সাথেও বিয়ে হারাম; আপন হোক, বৈমাত্রেয় হোক বা বৈপিত্রেয়ের হোক– বিয়ে হালাল নয়।

وَبَنٰتُ الْاُخْتِ; বোনের কন্যা অর্থাৎ, ভাগ্নেয়ীর সাথেও বিয়ে হারাম। এখানেও বোনকে ব্যাপক অর্থে বুঝতে হবে।

وَاُمَّهٰتُكُمُ الّٰتِيْٓ اَرْضَعْنَكُمْ; যেসব নারীর স্তন্য পান করা হয়, তারা জননী না হলেও বিবাহ হারাম হওয়ার ব্যাপারে জননীর পর্যায়ভুক্ত এবং তাদের সাথে বিয়ে হারাম। অল্প দুধ পান করুক কিংবা বেশি, একবার পান করুক কিংবা একাধিকবার। সর্বাবস্থায় তারা হারাম হয়ে যায়। ফিকহবিদগণের পরিভাষায় এটাকে 'হুরমতে রেযাআত' বলা হয়।

তবে এটতুকু স্মরণ রাখা জরুরি যে, শিশু অবস্থায় দুধ পানের সময় দুধ পান করলেই এই حُرْمَتْ رَضَاعَتْ কার্যকরী হয়। রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন اِنَّمَا الرَّضَاعَةُ مِنَ الْمَجَاعَةِ অর্থাৎ, দুধ পানের কারণে যে অবৈধতা প্রমাণিত হয়, তা সে সময়ে দুধ পান করলে হবে, যে সময় দুধ পান করে শিশু শারীরিক দিক দিয়ে বর্ধিত হয়। –[সহীহ বুখারী ও সহীহ মুসলিম]

ইমাম আবূ হানীফা (র.)-এর মতে এই সময়কাল হচ্ছে শিশুর জন্মের পর থেকে আড়াই বছর বয়স পর্যন্ত। ইমাম আবূ হানীফা (র.)-এর বিশিষ্ট শাগরেদ ইমাম আবূ ইউসুফ ও ইমাম মুহাম্মদসহ অন্যান্য ফিকহবিদগণের মতে মাত্র দুই বছর বয়স পর্যন্ত দুধ পান করলে অবৈধতা প্রমাণিত হয়। ইমাম মুহাম্মদের ফতোয়াও তাই। কোনো বালক-বালিকা যদি এ বয়সের পর কোনো স্ত্রী লোকের দুধ পান করে, তবে এতে দুধ পানজনিত অবৈধতা প্রমাণিত হবে না।

https://e-ilm.weebly.com/

وَاَخَوٰتُكُمْ مِّنَ الرَّضَاعَةِ অর্থাৎ, দুধ পানের সাথে সম্পর্কিত যেসব বোন আছে, তাদেরকে বিয়ে করা হারাম। এর বিশদ বিবরণ এই যে, দুধ পানের নির্দিষ্ট সময়কালে কোনো বালক অথবা বালিকা কোনো স্ত্রীলোকের দুধ পান করলে সে তাদের মা এবং তার স্বামী তাদের পিতা হয়ে যায়। এছাড়া সে স্ত্রীলোকের আপন পুত্র-কন্যা তাদেরই ভাই-বোন হয়ে যায়। অনুরূপ সে স্ত্রীলোকের বোন তাদের খালা হয় এবং সে স্ত্রীলোকের জেষ্ঠ্য-দেবররা তাদের চাচা হয়ে যায়। তার স্বামীর বোনেরা শিশুদের ফুফু হয়ে যায়। দুধ পানের কারণে তাদের সবার পরস্পর বৈবাহিক সম্পর্ক অবৈধতা স্থাপিত হয়ে যায়। বংশগত সম্পর্কের কারণে পরস্পর যেসব বিয়ে হারাম হয়, দুধ পানের সম্পর্কের কারণেও সেসব সম্পর্কীয়দের সাথে বিয়ে হারাম হয়ে যায়। সহীহ মুসলিমের রেওয়ায়েতে আছে : রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন

يَحْرُمُ مِنَ الرَّضَاعَةِ مَا يَحْرُمُ مِنَ الْوِلَادَةِ إِنَّ اللّٰهَ حَرَّمَ مِنَ الرَّضَاعَةِ مَا حَرَّمَ مِنَ النَّسَبِ.

لَعَلَّ هٰذَا الْمَتْنَ مُرَكَّبٌ مِنْ حَدِيْثَيْنِ الْجُزْءُ الْأَوَّلُ فِىْ صَحِيْحِ مُسْلِمٍ وَالْجُزْءُ الْاٰخِرُ مُسْنَدُ الْإِمَامِ أَحْمَدَ (رح)

মাসআলা : একটি বালক ও একটি বালিকা কোনো মহিলার দুধ পান করলে তাদের পরস্পরের মধ্যে বিয়ে হতে পারে না। এমনিভাবে দুধ ভাই ও বোনের কন্যার সাথেও বিয়ে হতে পারে না।

শব্দ বিশ্লেষণ :

عَاشِرُوْا : সীগাহ جمع مذكر حاضر বহছ امر حاضر معروف বাব مُفَاعَلَة মাসদার اَلْمُعَاشَرَةُ মূলবর্ণ (ع . ش . ر) জিনস صحيح অর্থ– তোমরা জীবন-যাপন কর।

قِنْطَارًا শব্দটি একবচন, বহুবচন قَنَاطِيْرُ অর্থ– অধিক মাল, অনেক সরঞ্জাম।

اِثْمًا : শব্দটি একবচন, বহুবচন اٰثَامٌ অর্থ– গুনাহ, পাপ।

مِيْثَاقًا শব্দটি একবচন, বহুবচন مَوَاثِيْقُ অর্থ– অঙ্গীকার।

فَاحِشَةً শব্দটি একবচন, বহুবচন فَوَاحِشُ অর্থ– নির্লজ্জ কাজ, মন্দ কাজ।

https://e-ilm.weebly.com/

৫ম পারা

وَّالْمُحْصَنٰتُ مِنَ النِّسَآءِ اِلَّا مَا مَلَكَتْ
اَيْمَانُكُمْ ۚ كِتٰبَ اللّٰهِ عَلَيْكُمْ ۚ وَاُحِلَّ لَكُمْ
مَّا وَرَآءَ ذٰلِكُمْ اَنْ تَبْتَغُوْا بِاَمْوَالِكُمْ
مُّحْصِنِيْنَ غَيْرَ مُسٰفِحِيْنَ ؕ فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ
بِهٖ مِنْهُنَّ فَاٰتُوْهُنَّ اُجُوْرَهُنَّ فَرِيْضَةً ؕ وَلَا
جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيْمَا تَرٰضَيْتُمْ بِهٖ مِنْۢ بَعْدِ
الْفَرِيْضَةِ ؕ اِنَّ اللّٰهَ كَانَ عَلِيْمًا حَكِيْمًا (٢٤)

অনুবাদ : (২৪) এবং ঐ স্ত্রীগণ [হারাম করা হয়েছে] যারা সধবা, কিন্তু হ্যাঁ, যারা [ধর্ম ব্যবস্থায়] তোমাদের মালিকানাধীন হয়, আল্লাহ তা'আলা তোমাদের উপর এই ব্যবস্থাসমূহ ফরজ করে দিয়েছেন, আর ঐ নারীগণ ব্যতীত অন্যান্য নারীদেরকে তোমাদের জন্য হালাল করে দেওয়া হয়েছে অর্থাৎ তোমরা স্বীয় অর্থের বিনিময়ে তাদেরকে [বিবাহ করতে] চাও, এভাবে যে, তোমরা পত্নী করে নাও, শুধু কাম-প্রবৃত্তি নিবৃত্তির জন্যই নয়, অতঃপর যে পন্থায় তোমরা তাদেরকে উপভোগ করলে তজ্জন্য উক্ত নারীদেরকে তাদের নির্ধারিত মহর প্রদান কর, আর নির্ধারিত হওয়ার পর যে পরিমাণে তোমরা পরস্পর সম্মত হয়ে যাও তাতে কোনো পাপ নেই, নিশ্চয় আল্লাহ তা'আলা মহাজ্ঞানী, প্রজ্ঞাময়।

وَمَنْ لَّمْ يَسْتَطِعْ مِنْكُمْ طَوْلًا اَنْ يَّنْكِحَ
الْمُحْصَنٰتِ الْمُؤْمِنٰتِ فَمِنْ مَّا مَلَكَتْ اَيْمَانُكُمْ مِّنْ
فَتَيٰتِكُمُ الْمُؤْمِنٰتِ ؕ وَاللّٰهُ اَعْلَمُ بِاِيْمَانِكُمْ ؕ
بَعْضُكُمْ مِّنْۢ بَعْضٍ ۚ فَانْكِحُوْهُنَّ بِاِذْنِ اَهْلِهِنَّ

(২৫) আর তোমাদের মধ্যে যে ব্যক্তি পূর্ণ সামর্থ্য না রাখে স্বাধীন মুসলমান নারীকে বিবাহ করার, তবে সে নিজেদের মধ্য হতে মুসলমান ক্রীতদাসীদেরকে যারা তোমাদের অধিকারে রয়েছে, বিবাহ করে নিবে, এবং তোমাদের ঈমানের সম্যক অবস্থা আল্লাহই জানেন, তোমরা পরস্পরে একে অন্যের সমতুল্য, সুতরাং তাদেরকে তাদের মালিকের অনুমতিক্রমে বিবাহ কর,

শাব্দিক অনুবাদ

(২৪) وَالْمُحْصَنٰتُ مِنَ النِّسَآءِ এবং ঐ স্ত্রীগণ [হারাম করা হয়েছে] যারা সধবা اِلَّا مَا مَلَكَتْ اَيْمَانُكُمْ কিন্তু হ্যাঁ, যারা [ধর্ম ব্যবস্থায়] তোমাদের মালিকানাধীন হয় كِتٰبَ اللّٰهِ عَلَيْكُمْ আল্লাহ তা'আলা তোমাদের উপর এই ব্যবস্থাসমূহ ফরজ করে দিয়েছেন وَاُحِلَّ لَكُمْ مَّا وَرَآءَ ذٰلِكُمْ আর ঐ নারীগণ ব্যতীত অন্যান্য নারীদেরকে তোমাদের জন্য হালাল করে দেওয়া হয়েছে اَنْ تَبْتَغُوْا بِاَمْوَالِكُمْ অর্থাৎ তোমরা স্বীয় অর্থের বিনিময়ে তাদেরকে [বিবাহ করতে] চাও مُّحْصِنِيْنَ غَيْرَ مُسٰفِحِيْنَ এভাবে যে, তোমরা পত্নী করে নাও, শুধু কাম-প্রবৃত্তি নিবৃত্তির জন্যই নয় فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهٖ مِنْهُنَّ অতঃপর যে পন্থায় তোমরা তাদেরকে উপভোগ করলে فَاٰتُوْهُنَّ اُجُوْرَهُنَّ فَرِيْضَةً তজ্জন্য উক্ত নারীদেরকে তাদের নির্ধারিত মহর প্রদান কর وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ আর তাতে কোনো পাপ নেই فِيْمَا تَرٰضَيْتُمْ بِهٖ যে পরিমাণে তোমরা পরস্পর সম্মত হয়ে যাও مِنْ بَعْدِ الْفَرِيْضَةِ নির্ধারিত হওয়ার পর اِنَّ اللّٰهَ كَانَ عَلِيْمًا حَكِيْمًا নিশ্চয় আল্লাহ তা'আলা মহাজ্ঞানী, প্রজ্ঞাময়।

(২৫) وَمَنْ لَّمْ يَسْتَطِعْ مِنْكُمْ طَوْلًا আর তোমাদের মধ্যে যে ব্যক্তি পূর্ণ সামর্থ্য না রাখে اَنْ يَّنْكِحَ الْمُحْصَنٰتِ الْمُؤْمِنٰتِ স্বাধীন মুসলমান নারীকে বিবাহ করার فَمِنْ مَّا مَلَكَتْ اَيْمَانُكُمْ مِّنْ فَتَيٰتِكُمُ الْمُؤْمِنٰتِ তবে সে নিজেদের মধ্য হতে মুসলমান ক্রীতদাসীদেরকে যারা তোমাদের অধিকারে রয়েছে, বিবাহ করে নিবে وَاللّٰهُ اَعْلَمُ بِاِيْمَانِكُمْ এবং তোমাদের ঈমানের সম্যক অবস্থা আল্লাহই জানেন بَعْضُكُمْ مِّنْ بَعْضٍ তোমরা পরস্পরে একে অন্যের সমতুল্য فَانْكِحُوْهُنَّ بِاِذْنِ اَهْلِهِنَّ সুতরাং তাদেরকে তাদের মালিকের অনুমতিক্রমে বিবাহ কর وَاٰتُوْهُنَّ اُجُوْرَهُنَّ بِالْمَعْرُوْفِ

https://e-ilm.weebly.com/

وَاٰتُوْهُنَّ اُجُوْرَهُنَّ بِالْمَعْرُوْفِ مُحْصَنٰتٍ غَيْرَ مُسٰفِحٰتٍ وَّلَا مُتَّخِذٰتِ اَخْدَانٍ ۚ فَاِذَآ اُحْصِنَّ فَاِنْ اَتَيْنَ بِفَاحِشَةٍ فَعَلَيْهِنَّ نِصْفُ مَا عَلَى الْمُحْصَنٰتِ مِنَ الْعَذَابِ ؕ ذٰلِكَ لِمَنْ خَشِيَ الْعَنَتَ مِنْكُمْ ؕ وَاَنْ تَصْبِرُوْا خَيْرٌ لَّكُمْ ؕ وَاللّٰهُ غَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ ﴿٢٥﴾

অনুবাদ : এবং তাদেরকে তাদের মহর নিয়মানুযায়ী দিয়ে দাও, এই হিসেবে যে, তারা বিবাহিতারূপে গৃহীত হয়েছে, এই হিসেবে নয় যে, তারা প্রকাশ্য ব্যভিচারিণী বা গুপ্ত প্রেমিকা, অনন্তর যখন ঐ ক্রীতদাসীগণ বিবাহিতা পত্নী হয়ে যায়, অতঃপর যদি তারা জঘন্য অশ্লীল কাজ করে তাহলে তাদের জন্য ঐ শাস্তির অর্ধেক হবে, যা স্বাধীনা নারীদের হয়ে থাকে, এটা [অর্থাৎ ক্রীতদাসীকে বিবাহ করা] ঐ ব্যক্তির জন্য যে, তোমাদের মধ্যে ব্যভিচারে [লিপ্ত হওয়া]-র আশঙ্কা করে, এবং [দাসীদেরকে বিবাহ করা অপেক্ষা] তোমাদের সংযমী হওয়া অতি উত্তম, আর আল্লাহ অতীব ক্ষমাপরায়ণ, পরম করুণাময়।

يُرِيْدُ اللّٰهُ لِيُبَيِّنَ لَكُمْ وَيَهْدِيَكُمْ سُنَنَ الَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَيَتُوْبَ عَلَيْكُمْ ؕ وَاللّٰهُ عَلِيْمٌ حَكِيْمٌ ﴿٢٦﴾

(২৬) আল্লাহর ইচ্ছা এই যে, তোমাদেরকে [তোমাদের কল্যাণকর নির্দেশসমূহ] বর্ণনা করে দেন এবং তোমাদের পূর্ববর্তীগণের অবস্থা তোমাদেরকে বলে দেন এবং তোমাদের প্রতি [কৃপা] দৃষ্টি করেন, আর আল্লাহ মহাজ্ঞানী, প্রজ্ঞাময়।

وَاللّٰهُ يُرِيْدُ اَنْ يَّتُوْبَ عَلَيْكُمْ وَيُرِيْدُ الَّذِيْنَ يَتَّبِعُوْنَ الشَّهَوٰتِ اَنْ تَمِيْلُوْا مَيْلًا عَظِيْمًا ﴿٢٧﴾

(২৭) আর আল্লাহ তো তোমাদের অবস্থার প্রতি তাওয়াজ্জুহ করতে ইচ্ছা করেন। আর যারা প্রবৃত্তির পূজারী তারা চায় যে, তোমরা অত্যন্ত বক্রতায় নিপতিত হও।

শাব্দিক অনুবাদ

এবং তাদেরকে তাদের মহর নিয়মানুযায়ী দিয়ে দাও مُحْصَنٰتٍ এই হিসেবে যে, তারা বিবাহিতারূপে গৃহীত হয়েছে غَيْرَ مُسٰفِحٰتٍ وَّلَا مُتَّخِذٰتِ اَخْدَانٍ এই হিসেবে নয় যে, তারা প্রকাশ্য ব্যভিচারিণী বা গুপ্ত প্রেমিকা فَاِذَآ اُحْصِنَّ অনন্তর যখন ঐ ক্রীতদাসীগণ বিবাহিতা পত্নী হয়ে যায় فَاِنْ اَتَيْنَ بِفَاحِشَةٍ অতঃপর যদি তারা জঘন্য অশ্লীল কাজ করে فَعَلَيْهِنَّ نِصْفُ তাহলে তাদের জন্য ঐ শাস্তির অর্ধেক হবে مَا عَلَى الْمُحْصَنٰتِ مِنَ الْعَذَابِ যা স্বাধীনা নারীদের হয়ে থাকে ذٰلِكَ এটা [অর্থাৎ ক্রীতদাসীকে বিবাহ করা] ঐ ব্যক্তির জন্য لِمَنْ خَشِيَ الْعَنَتَ مِنْكُمْ যে তোমাদের মধ্যে ব্যভিচারে [লিপ্ত হওয়া]-র আশঙ্কা করে। وَاَنْ تَصْبِرُوْا এবং তোমাদের সংযমী হওয়া خَيْرٌ لَّكُمْ অতি উত্তম وَاللّٰهُ غَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ আর আল্লাহ অতীব ক্ষমাপরায়ণ, পরম করুণাময়।

(২৬) يُرِيْدُ اللّٰهُ আল্লাহর ইচ্ছা لِيُبَيِّنَ لَكُمْ এই যে তোমাদেরকে [তোমাদের কল্যাণকর নির্দেশসমূহ] বর্ণনা করে দেন وَيَهْدِيَكُمْ سُنَنَ الَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِكُمْ এবং তোমাদের পূর্ববর্তীগণের অবস্থা তোমাদেরকে বলে দেন وَيَتُوْبَ عَلَيْكُمْ এবং তোমাদের প্রতি [কৃপা] দৃষ্টি করেন وَاللّٰهُ عَلِيْمٌ حَكِيْمٌ আর আল্লাহ মহাজ্ঞানী, প্রজ্ঞাময়।

(২৭) وَاللّٰهُ يُرِيْدُ اَنْ يَّتُوْبَ عَلَيْكُمْ আর আল্লাহ তো তোমাদের অবস্থার প্রতি তাওয়াজ্জুহ করতে ইচ্ছা করেন وَيُرِيْدُ الَّذِيْنَ يَتَّبِعُوْنَ الشَّهَوٰتِ আর যারা প্রবৃত্তির পূজারী তারা চায় যে اَنْ تَمِيْلُوْا مَيْلًا عَظِيْمًا তোমরা অত্যন্ত বক্রতায় নিপতিত হও।

https://e-ilm.weebly.com/

অনুবাদ : (২৮) আল্লাহ তা'আলা তোমাদের সাথে সহজ ব্যবহার করতে ইচ্ছা করেন, বস্তুত মানুষকে দুর্বল সৃষ্টি করা হয়েছে।	يُرِيْدُ اللهُ اَنْ يُّخَفِّفَ عَنْكُمْ ۚ وَخُلِقَ الْاِنْسَانُ ضَعِيْفًا ﴿٢٨﴾

শাব্দিক অনুবাদ

(২৮) يُرِيْدُ اللهُ اَنْ يُّخَفِّفَ عَنْكُمْ আল্লাহ তা'আলা তোমাদের সাথে সহজ ব্যবহার করতে ইচ্ছা করেন وَخُلِقَ الْاِنْسَانُ ضَعِيْفًا বস্তুত মানুষকে দুর্বল সৃষ্টি করা হয়েছে।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

(২৪) قوله وَالْمُحْصَنٰتُ مِنَ النِّسَآءِ اِلَّا مَا مَلَكَتْ اَيْمَانُكُمْ الخ **আয়াতের শানে নুযূল :** ইমাম মুসলিম (র.) ও ইমাম আহমদ (র.) উভয়ে হযরত আবূ সাঈদ খুদরী (রা.) হতে বর্ণনা করেন, আউতাস অভিযানে যুদ্ধ বন্দীদের মাঝে সাহাবায়ে কেরাম কিছু নারীও যুদ্ধ বন্দী হিসেবে লাভ করেন। যাদের স্বামীরা ছিল মুশরিক। সাহাবায়ে কেরাম সে সকল বাদীদেরকে ব্যবহার করতে সংকোচবোধ এবং গুনাহ মনে করে তাঁরা রাসূল ﷺ-এর নিকট এ সম্পর্কে বিধান জানতে চান, তখন সাহাবায়ে কেরামকে যুদ্ধ বন্দী মুশরিক রমণী বাদীদের সম্পর্কীয় বিধান বর্ণনা করে আল্লাহ তা'আলা আলোচ্য আয়াত নাজিল করেন। –[ফাতহুল কাদীর– ৪৫৪ : ১, রূহুল মা'আনী– ২/৩-৫, ইবনে কাছীর– ৪৭৩/১, বাহরে মুহীত– ১১৬/৫]

(২৭) قوله وَيُرِيْدُ الَّذِيْنَ يَتَّبِعُوْنَ الشَّهَوٰتِ اَنْ تَمِيْلُوْا مَيْلًا عَظِيْمًا الخ **আয়াতের শানে নুযূল :** মুজাহিদ হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) হতে বর্ণনা করেন يَتَّبِعُوْنَ الشَّهَوٰتِ দ্বারা ব্যভিচারীদেরকে বুঝানো হয়েছে। ইবনে জারীর সুদ্দী (র.) হতে বর্ণনা করেন যে, তারা হলো ইহুদি এবং খ্রিস্টানরা। কারো মতে يَتَّبِعُوْنَ الشَّهَوٰتِ দ্বারা একমাত্র ইহুদিদেরকে বুঝানো হয়েছে। তাদের ধারণা ছিল তাওরাত অনুসারে বৈমাত্রিক বোনদেরকে বিবাহ করা হালাল। এর মধ্যে রক্ত সম্পর্কে সম্মিলিত হয় না বলে তাদের ধারণা ছিল। ভাতিজী এবং ভাগ্নিকে ফুফু এবং খালার উপর কিয়াস করে মুমিনদের মাঝে বিভ্রান্ত সৃষ্টি করার লক্ষ্যে অগ্নিপূজারীরা বলত যে, তোমরা কেন তাদের থেকে কতককে জায়েজ মনে কর এবং কতককে বিবাহ করা জায়েজ মনে কর না। আবার কতক কন্যাকে হালাল মনে কর মা-দেরকে হালাল মনে কর না। তাদের এমন বিভ্রান্তিকর উক্তির পরিপ্রেক্ষিতে আল্লাহ তা'আলা আলোচ্য আয়াত নাজিল করেন। –[রূহুল মা'আনী ১৩৪/৫], মুশরিকরা ভাতিজি এবং ভাগ্নিকেও হালাল মনে করত সে পরিপ্রেক্ষিতে আলোচ্য আয়াত নাজিল হয়েছে। –[বায়যাবী ৭০/২]

طَوْلً এর অর্থ– শক্তি-সামর্থ্য। আয়াতের অর্থ– এই যে, যার স্বাধীন নারীদেরকে বিয়ে করার শক্তি-সামর্থ্য নেই কিংবা প্রয়োজনীয় আসবাবপত্র নেই, সে ঈমানদার দাসীদেরকে বিয়ে করতে পারে। এতে বুঝা গেল যে, যতটা সম্ভব স্বাধীন নারীকেই বিয়ে করা উচিত। দাসীকে বিয়ে না করাই বাঞ্ছনীয়। অগত্যা যদি দাসীকে বিয়ে করতেই হয়, তবে ঈমানদার দাসী খোঁজ করতে হবে।

হযরত ইমাম আবূ হানীফা (র.)-এর মাযহাবও তাই। তিনি বলেন, স্বাধীন নারীকে বিয়ে করার সামর্থ্য থাকা সত্ত্বেও দাসীকে অথবা ইহুদি-খ্রিস্টান দাসীকে বিয়ে করা মাকরূহ।

হযরত ইমাম শাফেয়ী (র.) ও অন্যান্য ইমামদের মতে স্বাধীন নারীকে বিয়ে করার শক্তি থাকা সত্ত্বেও দাসীকে বিয়ে করা হারাম এবং ইহুদি বা খ্রিস্টান দাসী বিয়ে করা সর্বাবস্থায় অবৈধ।

মোটকথা, দাসীকে বিয়ে করা থেকে বেঁচে থাকা স্বাধীন পুরুষের জন্য সর্বাবস্থায় উত্তম। অগত্যা যদি করতেই হয়, তবে ঈমানদার দাসীকে করবে। কারণ দাসীর গর্ভ থেকে যে সন্তান জন্মগ্রহণ করে সে ঐ ব্যক্তির গোলাম হয় যে দাসীর মালিক। অমুসলমান দাসীর গর্ভে যে সন্তান জন্মগ্রহণ করবে, সে জননীর চাল-চলন অনুযায়ী ভিন্ন ধর্মের অনুসারী হয়ে যেতে পারে। অতএব, সন্তানকে গোলামীর কবল থেকে রক্ষা করার জন্য এবং ঈমানদার বানানোর জন্য সন্তানের মাতার স্বাধীন হওয়া জরুরি। দাসী হলে কমপক্ষে ঈমানদার হওয়া দরকার, যাতে সন্তানের ঈমান সংরক্ষিত থাকে। এ কারণেই

https://e-ilm.weebly.com/

ওলামায়ে কেরাম বলেন : স্বাধীন ইহুদি-খ্রিস্টান নারীকে বিয়ে করা যদিও বৈধ, কিন্তু তা থেকে বেঁচে থাকা উত্তম। বর্তমান যুগে এর গুরুত্ব অত্যধিক। কেননা ইহুদি ও খ্রিস্টান রমণীরা আজকাল সাধারণত স্বয়ং স্বামীকে ও স্বামীর সন্তানদেরকে স্বধর্মে আনার উদ্দেশ্যেই মুসলমানদেরকে বিয়ে করে।

বিয়ের অনেকগুলো বিধান বর্ণনা করার পর আলোচ্য আয়াতসমূহে বলা হয়েছে যে, আল্লাহ তা'আলা সুস্পষ্ট ও খোলাখুলিভাবে তোমাদের বিধানাবলি বলে দেন এবং পূর্ববর্তী পয়গম্বর ও পুণ্যবানগণের অনুসৃত পথ প্রদর্শন করেন। তোমরা মনে করবে না যে, হারাম ও হালালের এই বিবরণ শুধু তোমাদের জন্যই; বরং তোমাদের পূর্বে যেসব উম্মত অতিক্রান্ত হয়েছে, তাদেরকেও এ ধরনের বিধান বলা হয়েছিল। তারা এসব বিধান পালন করে আল্লাহর নৈকট্য প্রাপ্ত হয়েছে।

কামপ্রবৃত্তির অনুসারী জেনাকার এবং মিথ্যা ধর্মাবলম্বীদের কাছে হারাম-হালাল বলে কোনো কিছুই নেই। তারা তোমাদেরকেও সৎপথ থেকে বিচ্যুত করে নিজেদের মিথ্যা পরিকল্পনার প্রতি আকৃষ্ট করতে চায়। তোমরা তাদের গতিবিধি সম্পর্কে সতর্ক থাকবে।

এরপর বলা হয়েছে : يُرِيْدُ اللّٰهُ اَن يُّخَفِّفَ عَنْكُمْ অর্থাৎ, আল্লাহ তা'আলা তোমাদেরকে হাল্কা ও সহজ বিধান দিতে চান। তোমাদের অসুবিধা দূর করার জন্য বিয়ের ব্যাপারে এমন সরল বিধান তিনি দিয়েছেন, যা সবাই পালন করতে পার। স্বাধীন নারীদেরকে বিয়ে করার শক্তি না থাকার ক্ষেত্রে বাঁদিদেরকে বিয়ে করার অনুমতি দান করেছেন। উভয়পক্ষকে পরস্পরিক সম্মতিক্রমে মহর নির্ধারণ করার ক্ষমতা দিয়েছেন এবং প্রয়োজনের ক্ষেত্রে ইনসাফও সুবিচারের শর্তে একাধিক বিয়ে করার অনুমতিও দিয়েছেন।

এরপর বলা হয়েছে : وَخُلِقَ الْاِنْسَانُ ضَعِيْفًا অর্থাৎ, মানুষ সৃষ্টিগতভাবে দুর্বল। তার মাঝে কাম-বাসনার উপাদানও নিহিত রয়েছে। যদি তাকে নারীদের কাছ থেকে সম্পূর্ণ দূরে থাকার আদেশ দেওয়া হতো, তবে সে আনুগত্য করতে অক্ষম হয়ে পড়ত। তার অক্ষমতা ও দুর্বলতার পরিপ্রেক্ষিতে নারীদেরকে বিয়ে করার অনুমতি দেওয়া হয়নি; বরং উৎসাহিত করা হয়েছে।

শব্দ বিশ্লেষণ

اَلْمُحْصَنٰتُ : সীগাহ جمع مؤنث বহছ اسم مفعول বাব اِفْعَالٌ মাসদার اَلْاِحْصَانُ মূলবর্ণ (ح . ص . ن) জিনস صحيح অর্থ– স্বাধীন মহিলাগণ।

تَبْتَغُوْا : সীগাহ جمع مذكر حاضر বহছ مضارع معروف বাব اِفْتِعَالٌ মাসদার اَلْاِبْتِغَاءُ মূলবর্ণ (ب . غ . ى) জিনস ناقص يائى অর্থ– তোমরা চাও, তোমরা খোঁজ কর।

تَرَاضَيْتُمْ : সীগাহ جمع مذكر حاضر বহছ ماضى معروف বাব تَفَاعُلٌ মাসদার اَلتَّرَاضِىْ মূলবর্ণ (ر . ض . و) জিনস ناقص واوى অর্থ– তোমরা আপসে রাজি হয়েছ।

مُتَّخِذٰتِ : সীগাহ جمع مؤنث বহছ اسم فاعل বাব اِفْتِعَالٌ মাসদার اَلْاِتِّخَاذُ মূলবর্ণ (أ . خ . ذ) জিনস مهموز فاء অর্থ– গ্রহণকারী।

سُنَنٌ : শব্দটি বহুবচন, একবচন سُنَّةٌ অর্থ– পথ, রাস্তা, প্রচলিত নিয়ম।

https://e-ilm.weebly.com/

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَا تَاْكُلُوْۤا اَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ اِلَّاۤ اَنْ تَكُوْنَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ ۟ وَلَا تَقْتُلُوْۤا اَنْفُسَكُمْ ۟ اِنَّ اللّٰهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيْمًا ﴿٢٩﴾

অনুবাদ : (২৯) হে ঈমানদারগণ! তোমরা পরস্পরে একে অন্যের ধন-সম্পদ অন্যায়ভাবে আত্মসাৎ করো না কিন্তু ব্যবসায়-বাণিজ্যে যা পরস্পরের সম্মতিক্রমে হয়, তাহলে দোষ নেই। আর তোমরা একে অন্যকে হত্যাও করো না। নিশ্চয় আল্লাহ তোমাদের প্রতি অতীব করুণাশীল।

وَمَنْ يَّفْعَلْ ذٰلِكَ عُدْوَانًا وَّظُلْمًا فَسَوْفَ نُصْلِيْهِ نَارًا ؕ وَكَانَ ذٰلِكَ عَلَى اللّٰهِ يَسِيْرًا ﴿٣٠﴾

(৩০) আর যে ব্যক্তি এরূপ কাজ করবে সীমালঙ্ঘন করে এবং জুলুম করে, তাহলে আমি সত্বরই তাকে আগুনে [দোজখে] দাখিল করব, এবং এটা আল্লাহ তা'আলার পক্ষে সহজ।

اِنْ تَجْتَنِبُوْا كَبَآئِرَ مَا تُنْهَوْنَ عَنْهُ نُكَفِّرْ عَنْكُمْ سَيِّاٰتِكُمْ وَنُدْخِلْكُمْ مُّدْخَلًا كَرِيْمًا ﴿٣١﴾

(৩১) যে সমস্ত কাজ হতে তোমাদেরকে নিষেধ করা হয়ে থাকে, তন্মধ্যে যেগুলো বড় বড় কাজ [গুনাহ] যদি তোমরা তা হতে পরহেজ কর, তবে আমি তোমাদের ছোট ছোট গুনাহগুলো তোমাদের হতে মোচন করে দিব এবং তোমাদেরকে একটি সম্মানিত স্থানে দাখিল করব।

وَلَا تَتَمَنَّوْا مَا فَضَّلَ اللّٰهُ بِهٖ بَعْضَكُمْ عَلٰى بَعْضٍ ؕ لِلرِّجَالِ نَصِيْبٌ مِّمَّا اكْتَسَبُوْا ؕ وَلِلنِّسَآءِ نَصِيْبٌ مِّمَّا اكْتَسَبْنَ ؕ وَسْـَٔلُوا اللّٰهَ مِنْ فَضْلِهٖ ؕ اِنَّ اللّٰهَ كَانَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيْمًا ﴿٣٢﴾

(৩২) আর তোমরা এমন কোনো মর্যাদার আকাঙ্ক্ষা করো না, যাতে আল্লাহ তা'আলা তোমাদের কাউকেও কারো উপর শ্রেষ্ঠত্ব প্রদান করেছেন, পুরুষদের জন্য তাদের আমলসমূহের অংশ রয়েছে, এবং নারীদের জন্য তাদের আমলসমূহের অংশ রয়েছে, আর আল্লাহ তা'আলার হুজুরে তাঁর অনুগ্রহের আবেদন কর, নিশ্চয় আল্লাহ তা'আলা সর্ববিষয়ে মহজ্ঞানী।

শাব্দিক অনুবাদ

(২৯) يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا হে ঈমানদারগণ! لَا تَاْكُلُوْۤا اَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ তোমরা পরস্পরে একে অন্যের ধন-সম্পদ অন্যায়ভাবে আত্মসাৎ করো না اِلَّاۤ اَنْ تَكُوْنَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ কিন্তু ব্যবসায়-বাণিজ্যে যা পরস্পরের সম্মতিক্রমে হয়, তাহলে দোষ নেই وَلَا تَقْتُلُوْۤا اَنْفُسَكُمْ আর তোমরা একে অন্যেকে হত্যাও করো না اِنَّ اللّٰهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيْمًا নিশ্চয় আল্লাহ তোমাদের প্রতি অতীব করুণাশীল।

(৩০) وَمَنْ يَّفْعَلْ ذٰلِكَ আর যে ব্যক্তি এরূপ কাজ করবে عُدْوَانًا وَّظُلْمًا সীমালঙ্ঘন করে এবং জুলুম করে। فَسَوْفَ نُصْلِيْهِ نَارًا তাহলে আমি সত্বরই তাকে আগুনে [দোজখে] দাখিল করব। وَكَانَ ذٰلِكَ عَلَى اللّٰهِ يَسِيْرًا এবং এটা আল্লাহ তা'আলার পক্ষে সহজ।

(৩১) اِنْ تَجْتَنِبُوْا যদি তোমরা তা হতে পরহেজ কর كَبَآئِرَ তন্মধ্যে যেগুলো বড় বড় কাজ [গুনাহ] مَا تُنْهَوْنَ عَنْهُ যে সমস্ত কাজ হতে তোমাদেরকে নিষেধ করা হয়ে থাকে نُكَفِّرْ عَنْكُمْ سَيِّاٰتِكُمْ তবে আমি তোমাদের ছোট ছোট গুনাহগুলো তোমাদের হতে মোচন করে দিব। وَنُدْخِلْكُمْ مُّدْخَلًا كَرِيْمًا এবং তোমাদেরকে একটি সম্মানিত স্থানে দাখিল করব।

(৩২) وَلَا تَتَمَنَّوْا আর তোমরা এমন কোনো মর্যাদার আকাঙ্ক্ষা করো না مَا فَضَّلَ اللّٰهُ بِهٖ بَعْضَكُمْ عَلٰى بَعْضٍ যাতে আল্লাহ তা'আলা তোমাদের কাউকেও কারো উপর শ্রেষ্ঠত্ব প্রদান করেছেন। لِلرِّجَالِ نَصِيْبٌ مِّمَّا اكْتَسَبُوْا পুরুষদের জন্য তাদের আমলসমূহের অংশ রয়েছে وَلِلنِّسَآءِ نَصِيْبٌ مِّمَّا اكْتَسَبْنَ এবং নারীদের জন্য তাদের আমলসমূহের অংশ রয়েছে وَسْـَٔلُوا اللّٰهَ مِنْ فَضْلِهٖ আর আল্লাহ তা'আলার হুজুরে তাঁর অনুগ্রহের আবেদন কর اِنَّ اللّٰهَ كَانَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيْمًا নিশ্চয় আল্লাহ তা'আলা সর্ববিষয়ে মহাজ্ঞানী।

https://e-ilm.weebly.com/

(৩৩) আর প্রত্যেক ঐ ধন-সম্পত্তির জন্য আমি উত্তরাধিকারী নির্ধারণ করে দিয়েছি যা পিতামাতা ও আত্মীয়-স্বজনগণ পরিত্যাগ করে যায়, আর যাদের সঙ্গে তোমাদের অঙ্গীকার সম্পাদিত হয়েছে তাদেরকে তাদের অংশ দিয়ে দাও, নিশ্চয় আল্লাহ তা'আলা সর্ববিষয় পরিজ্ঞাত আছেন।

وَلِكُلٍّ جَعَلْنَا مَوَالِيَ مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ ۚ وَالَّذِينَ عَقَدَتْ أَيْمَانُكُمْ فَآتُوهُمْ نَصِيبَهُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدًا (٣٣)

(৩৪) পুরুষগণ নারীদের শাসনকর্তা, এই জন্য যে, আল্লাহ কতককে কতকের উপর মর্যাদা দিয়েছেন, এবং এই জন্য যে, পুরুষগণ স্বীয় অর্থ ব্যয় করেছে, সুতরাং পুণ্যশীলা নারীগণ অনুগত হয়, পুরুষের অবর্তমানে [তার ধন ও মানের] রক্ষণাবেক্ষণ করে আল্লাহ তা'আলার হেফাজত অনুসারে, এবং যে কোনো নারী এরূপ হয় যে, তোমরা তাদের অবাধ্যতার আশঙ্কা কর, তবে তাদেরকে মৌখিক উপদেশ দাও, এবং তাদেরকে তাদের শয্যাস্থানে একা পরিত্যাগ কর এবং তাদেরকে [লঘু] প্রহার কর, অতঃপর যদি তারা তোমাদের আনুগত্য করতে আরম্ভ করে, তবে তাদের প্রতি বাহানা অন্বেষণ করো না। নিশ্চয় আল্লাহ তা'আলা অতি মহান, মর্যাদাশালী।

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ ۚ فَالصَّالِحَاتُ قَانِتَاتٌ حَافِظَاتٌ لِلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ ۚ وَاللَّاتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ ۖ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيًّا كَبِيرًا (٣٤)

শাব্দিক অনুবাদ

(৩৩) وَلِكُلٍّ جَعَلْنَا مَوَالِيَ আর প্রত্যেক ঐ ধন-সম্পত্তির জন্য আমি উত্তরাধিকারী নির্ধারণ করে দিয়েছি مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ যা পিতামাতা ও আত্মীয়-স্বজনগণ পরিত্যাগ করে যায় وَالَّذِينَ عَقَدَتْ أَيْمَانُكُمْ আর যাদের সঙ্গে তোমাদের অঙ্গীকার সম্পাদিত হয়েছে فَآتُوهُمْ نَصِيبَهُمْ তাদেরকে তাদের অংশ দিয়ে দাও إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدًا নিশ্চয় আল্লাহ তা'আলা সর্ববিষয় পরিজ্ঞাত আছেন।

(৩৪) الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ পুরুষগণ নারীদের শাসনকর্তা بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ এই জন্য যে, আল্লাহ কতককে কতকের উপর মর্যাদা দিয়েছেন وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ এবং এ জন্য যে, পুরুষগণ স্বীয় অর্থ ব্যয় করেছে فَالصَّالِحَاتُ সুতরাং পুণ্যশীলা নারীগণ قَانِتَاتٌ অনুগত হয় حَافِظَاتٌ রক্ষণাবেক্ষণ করে لِلْغَيْبِ পুরুষের অবর্তমানে بِمَا حَفِظَ اللَّهُ আল্লাহ তা'আলার হেফাজত অনুসারে وَاللَّاتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ এবং যে কোনো নারী এরূপ হয় যে, তোমরা তাদের অবাধ্যতার আশঙ্কা কর فَعِظُوهُنَّ তবে তাদেরকে মৌখিক উপদেশ দাও وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ এবং তাদেরকে তাদের শয্যাস্থানে একা পরিত্যাগ কর وَاضْرِبُوهُنَّ এবং তাদেরকে [লঘু] প্রহার কর فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ অতঃপর যদি তারা তোমাদের আনুগত্য করতে আরম্ভ করে فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا তবে তাদের প্রতি বাহানা অন্বেষণ করো না। إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيًّا كَبِيرًا নিশ্চয় আল্লাহ তা'আলা অতি মহান, মর্যাদাশালী।

https://e-ilm.weebly.com/

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

(৩৪) قوله وَلَا تَتَمَنَّوْا مَا فَضَّلَ اللّٰهُ بِهٖ بَعْضَكُمْ عَلٰى بَعْضٍ الخ **আয়াতের শানে নুযূল– ১ :** হযরত মুজাহিদ হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী পত্নী উম্মুল মুমিনীন হযরত উম্মে সালামা (রা.) একদা বলেন, হে আল্লাহর রাসূল! পুরুষেরা তো যুদ্ধে অংশ গ্রহণ করে থাকে, আমরা মহিলারা তাতে অংশ গ্রহণ করতে পারি না। এদিকে উত্তরাধিকারের ক্ষেত্রে আমরা মহিলারা পুরুষের অর্ধেক অংশ পেয়ে থাকি। তখন আল্লাহ তা'আলা ঐ আবেদনের পরিপ্রেক্ষিতে আলোচ্য আয়াত নাজিল করেন। –[আসবাবুন নুযূল লীসপুরী, পৃ.]

শানে নুযূল– ২ : হযরত ইকরিমা হতে বর্ণিত, মহিলারা জিহাদে অংশগ্রহণ করা সম্পর্কীয় আগ্রহ প্রকাশ করে আবেদন করে বলত, আল্লাহ তা'আলা আমাদের জন্য যুদ্ধে অংশ গ্রহণ করার বৈধতার হুকুম দান করবেন বলে আমাদের কামনা। তাহলে পুরুষের মতো আমরাও গনিমত ও ছওয়াব লাভ করতে পারব। তাদের এ অযৌক্তিক দাবির প্রেক্ষিতে আল্লাহ তা'আলা আলোচ্য আয়াত নাজিল করেন। –[আসবাবুন নুযূল, পৃ. ৯১]

শানে নুযূল– ৩ : হযরত কাতাদাহ ও সুদ্দী হতে বর্ণিত, তারা উভয়েই বলেন, لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْاُنْثَيَيْنِ আয়াত যখন নাজিল হলো, তখন পুরুষেরা বলল, মহিলাদের উপর পুরুষদেরকে উত্তরাধিকারের দিক দিয়ে শ্রেষ্ঠত্ব দান করা হয়েছে। অনুরূপভাবে ছওয়াবের দিক দিয়েও মহিলাদের অপেক্ষা আমাদেরকে দ্বিগুণ ছওয়াব দান করার কামনা করে থাকি। তাহলে মহিলাদের প্রতিদান অপেক্ষা আমাদের প্রতিদান দ্বিগুণ হয়ে যাবে। আর মহিলারা বলতে লাগল, আমরা মিরাশ তথা উত্তরাধিকারের দিক দিয়ে পুরুষের অপেক্ষা আমারা অর্ধেকের অধিকারী হয়ে থাকি, অনুরূপভাবে পরজগতের শাস্তিও পুরুষ অপেক্ষা অর্ধেক হবার জন্য কামনা করি। সুতরাং নারী পুরুষের পক্ষ থেকে এহেন অযৌক্তিক কামনার পরিপ্রেক্ষিতে আলোচ্য আয়াত নাজিল করা হয়েছে। –[রূহুল মা'আনী ২০/৩/৫, ইবনে কাছীর ৪৮৭/১, বাহরে মুহীত– ২৪৫/৩, কুরতুবী– ১০০/৫, ফাতহুল কাদীর ৪৬১/১]

শানে নুযূল– ৪ : শায়খুল ইসলাম ইবনে তাইমিয়া (র.) বলেন, لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْاُنْثَيَيْنِ যখন নির্ধারিত করে দিলেন, তখন মহিলারা বলল, পুরুষ অপেক্ষা আমরা অত্যন্ত মুহতাজ। কারণ আমরা দুর্বল। সুতরাং আমাদের জন্য দুটি অংশ এবং পুরুষ যেহেতু আমাদের অপেক্ষা শক্তিশালী, জীবিকা অর্জনেরও ক্ষমতা সম্পন্ন সেহেতু তাদের একটি অংশ হওয়াই বাঞ্ছনীয়। তাদের এ দাবির পরিপ্রেক্ষিতে আল্লাহ তা'আলা আলোচ্য আয়াত নাজিল করেন। -[রূহুল মা'আনী– ১৯/৩/৫]

শানে নুযূল– ৫ : হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, এক মহিলা রাসূল ﷺ-এর নিকট এসে বলল, হে আল্লাহর রাসূল! এক পুরুষের দু'জন মহিলার সমপরিমাণ মিরাশের অংশ, দুজন মহিলার সাক্ষী একজন পুরুষের সমপর্যায়ের। সুতরাং মহিলাদের আমলের ক্ষেত্রেও কি অনুরূপভাবে অর্ধেক ছওয়াব লেখা হবে? তাদের এহেন হতাশাব্যঞ্জক অবস্থা বিদূরিত করার জন্য আলোচ্য আয়াত নাজিল করা হয়েছে।

শানে নুযূল– ৬ : অপর এক বর্ণনা মতে মহিলারা আক্ষেপ করে বলেছিলেন যে, হায়! আমরা যদি পুরুষ হতাম, তাহলে পুরুষদের ন্যায় আমরা যুদ্ধ-জিহাদে অংশ গ্রহণ করতাম! তাদের এ আকাঙ্ক্ষা আল্লাহ নির্ধারিত সৃষ্টি কৌশলের পরিপন্থি ছিল বিধায়, তাদের এ প্রত্যাশার জবাবে আল্লাহ তা'আলা আলোচ্য আয়াত নাজিল করেন। –[ইবনে কাছীর ৪৮৮/১, বাহরে মুহীত ২৪৫/৩]

(৩৩) قوله وَلِكُلٍّ جَعَلْنَا مَوَالِيَ مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْاَقْرَبُوْنَ الخ **আয়াতের শানে নুযূল :** রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর প্রতি ঈমান আনয়নকারী বহু মুহাজির এমন ছিলেন যে, তাদের নিকটাত্মীয়রা কাফের ছিল। রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর যুগে এদেরকে মুসলমানদের মাঝে ভাগ করে দেওয়া হয়েছিল। এরা একে অপরের ওয়ারিশ হতো। এদের আত্মীয় ও আপনজন মুসলমান হলে এই আয়াত নাজিল হয়। (কানযুল নুকূল)

২. হযরত সাঈদ ইবনুল মুসাইয়িব (র.) বলেন, যারা ধর্মপুত্র কিংবা পালকপুত্রকে মিরাশের ভাগ দেন তাদের ব্যাপারে এই আয়াত অবতীর্ণ হয়। আল্লাহ পাক এদেরকে অসিয়তের মাধ্যমে সম্পদের অধিকারী বানানোর অনুমোদন দিয়েছেন; ذَوِى الرَّحْمِ কিংবা عُصْبَة হিসেবে নয়। মোদ্দাকথা, ধর্মপুত্র বা পালকপুত্রকে সম্পদের অংশীদার বানালে অসিয়তের মাধ্যমেই হতে হবে। [তাবারী : ৫/ ৩৫ আসবাবে নুযূল : পৃষ্ঠা ১৬১]

https://e-ilm.weebly.com/

(৩৪) قوله الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ الخ **আয়াতের শানে নুযূল :** হাসান বসরী (র.) বলেন, মহানবী ﷺ-এর খেদমতে এক মহিলা উপস্থিত হয়ে স্বীয় স্বামী সম্পর্কে অভিযোগ আরোপ করে বলল যে, তার স্বামী তাকে চপেটাঘাত করেছে। ফলে রাসূল ﷺ বললেন, প্রতিশোধ নেওয়া হবে। সে পরিপ্রেক্ষিতে আলোচ্য আয়াত নাজিল করা হয়েছে।

শানে নুযূল– ২ : জাফর বিন মুহাম্মদ হযরত আলী (রা.)-এর বরাত দিয়ে বলেন যে, তিনি [হযরত আলী (রা.)] বলেন, এক আনসারী তার স্ত্রীকে নিয়ে রাসূল ﷺ-এর খেদমতে উপস্থিত হয়। তখন মহিলা বলল, হে আল্লাহর রাসূল ﷺ! অমুকের পুত্র অমুক আনসারী আমার স্বামী। সে আমার চেহারায় প্রহার করার কারণে আমার চেহারায় দাগ পড়ে যায়। রাসূল ﷺ বললেন, তা তার জন্য ঠিক হয়নি। তখন সে অপ্রীতিকর ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে আলোচ্য আয়াত নাজিল হয়েছে। –[ইবনে কাছীর ৪৯১/১]

শানে নুযূল– ৩ : হযরত মুকাতিল বলেন, আলোচ্য আয়াত সা'আদ বিন রবী বিন আমর (আর তিনি ছিলেন একজন বিশেষ ব্যক্তি) এবং তার স্ত্রী হাবীবা বিনতে যায়দ বিন আবী যুহাইর সম্পর্কে নাজিল হয়েছে। প্রাসঙ্গিক ঘটনা হলো যে, তার স্ত্রী তার অবাধ্যতায় মেতে উঠল, তখন তিনি তাকে চপেটাঘাত করেন। ফলে তার পিতা তাকে সাথে করে রাসূল ﷺ-এর খেদমতে উপস্থিত হয়ে বলল যে, সে তাকে চেহারায় চপেটাঘাত করেছে। রাসূল ﷺ বললেন, তার স্বামী থেকে প্রতিশোধ গ্রহণ কর। ফলে মহিলা তার পিতার সাথে চলে গেল স্বামীর নিকট থেকে প্রতিশোধ গ্রহণ করার জন্য। তৎক্ষণাৎ রাসূল ﷺ তাদেরকে ডেকে পাঠালেন ফিরে এসো, এ হলো জিবরাঈল। আমার নিকট এ মুহূর্তে আগমন করল। আল্লাহ তা'আলা এ আয়াত নাজিল করেছেন। অতঃপর এ আয়াত পাঠ করেন। –[রূহুল মা'আনী– ২৩/৩/৫, বাহরে মুহীত– ২৪৮/৩, কুরতুবী– ১৬১/৫]

নিজের সম্পদও অন্যায় পন্থায় ব্যয় করা বৈধ নয় : আলোচ্য আয়াতের মধ্যে أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ শব্দ ব্যবহৃত হয়েছে। যার অর্থ "তোমাদের সম্পদ পরস্পরের মধ্যে" এর দ্বারা তাফসীরকারকগণ সর্বসম্মতিক্রমে এ সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছেন যে, পরস্পরের মধ্যে অন্যায় পন্থায় একের সম্পদ অন্যের পক্ষে ভোগ করা সম্পূর্ণরূপে নিষিদ্ধ।

আবূ হাইয়ান 'তাফসীরে বাহরে মুহীত'-এ বলেন, আয়াতে এ শব্দগুলো দ্বারা নিজস্ব সম্পদও অন্যায় পথে ব্যয় করা কিংবা অপব্যয় করা নিষিদ্ধ করা হয়েছে।

আয়াতে لَا تَأْكُلُوا বলা হয়েছে। যার অর্থ 'খেয়ো না'। পরিভাষার বিচারে 'খেয়ো না' বলতে যে কোনোভাবে ভোগদখল বা হস্তক্ষেপ করো না বুঝানো হয়েছে। সেটা খেয়ে, পরিধান করে কিংবা অন্য যে কোনো পন্থায় ব্যবহার করেই হোক না কেন। কেননা সাধারণ পরিভাষায় সম্পদে যে কোনো হস্তক্ষেপকেই 'খেয়ে ফেলা' বলা হয়, যদি সংশ্লিষ্ট বস্তুটি আদৌ খাদ্যবস্তু নাও হয়।

بَاطِل শব্দটির তরজমা করা হয়েছে 'অন্যায় পন্থায়' হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা.) এবং অন্যান্য সাহাবীগণের মতে শরিয়তের দৃষ্টিতে নিষিদ্ধ এবং না-জায়েজ সবগুলো পন্থাকেই বাতেল বলা হয়। যেমন– চুরি, ডাকাতি, আত্মসাৎ, বিশ্বাসভঙ্গ, ঘুষ, সুদ, জুয়া প্রভৃতি সকল প্রকার অন্যায় পন্থাই এ শব্দের অন্তর্ভুক্ত। –[বাহরে মুহীত]

বাতিল পন্থায় খাওয়া : কুরআন পাক একটিমাত্র শব্দ بِالْبَاطِلِ বলে অন্যায় পন্থায় অর্জিত সকল প্রকার সম্পদকে হারাম করে দিয়েছে। লেনদেন এর ব্যাপারে অন্যায় পন্থা কি কি হতে পারে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর বিস্তারিত ব্যাখ্যা প্রদান করেছেন। এ প্রসঙ্গে স্মরণ রাখতে হবে যে, লেনদেন এর ব্যাপারে আল্লাহর রাসূল ﷺ যেসব বিষয়কে হারাম বলে উল্লেখ করেছেন, সেগুলো প্রকৃতপক্ষে কুরআনে উল্লিখিত 'বাতেল' শব্দের ব্যাখ্যামাত্র। ফলে হাদীসে উল্লিখিত অর্থনৈতিক লেনদেন বিষয়ক বিধি-নিষেধগুলোও প্রকৃতপক্ষে কুরআনেরই নির্দেশ।

সৎ রোজগারের শর্তাবলি : হযরত মু'আয ইবনে জাবাল (রা.) বর্ণনা করেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন, সর্বাপেক্ষা পবিত্র রোজগার হচ্ছে ব্যবসায়ীদের রোজগার। তবে শর্ত হচ্ছে, তারা যখন কথা বলবে তখন মিথ্যা বলবে না। কোনো আমানতের খেয়ানত করবে না। কোনো পণ্য ক্রয় করার সময় সেটাকে মন্দ সাব্যস্ত করে মূল্য কম দেওয়ার চেষ্টা করবে না। নিজের মাল বিক্রয় করার সময় সে মালের অযথা তারিফ করে ক্রেতাকে বিভ্রান্ত করবে না। তার নিজের নিকট অন্যের ধার থাকলে পাওনাদারকে অযথা ঘুরাবে না। অপরপক্ষে, সে কারো কাছে কিছু পাওনা হলে তাকে উত্যক্ত করবে না। –[ইসফাহানী, তাফসীরে মাযহারী]

https://e-ilm.weebly.com/

অন্য এক হাদীসে ইরশাদ হয়েছে :

إِنَّ التُّجَّارَ يُبْعَثُونَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فُجَّارًا إِلَّا مَنِ اتَّقَى اللّٰهَ وَبَرَّ وَصَدَقَ - اَخْرَجَهُ الْحَاكِمُ عَنْ رِفَاعَةَ بْنِ رَافِعٍ

অর্থাৎ, যারা আল্লাহকে ভয় করে, সৎভাবে লেন-দেন করে এবং সত্য বলে– সেসব লোক ছাড়া কিয়ামতের দিন ব্যবসায়ীদের গুনাহগারদের কাতারে উত্থিত হবে।

অন্যের সম্পদ হালাল হওয়ার দু'টি শর্ত : আলোচ্য আয়াতে عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ বাক্যটি সংযুক্ত করে বলে দেওয়া হয়েছে যে, যেসব ক্ষেত্রে ব্যবসার নামে সুদ, জুয়া, ধোঁকা-প্রতারণা ইত্যাদির আশ্রয় নিয়ে অন্যের সম্পদ হস্তগত করা হয়, সেসব পন্থায় সম্পদ অর্জন করা বৈধ ব্যবসার অন্তর্ভুক্ত নয়; বরং হারাম ও বাতিল পন্থা। তেমনি যদি স্বাভাবিক ব্যবসায়ের ক্ষেত্রেও লেনদেনের মধ্যে উভয় পক্ষের আন্তরিক সন্তুষ্টি না থাকে, তবে সেরূপ ক্রয়-বিক্রয়ও বাতিল এবং হারাম।

পাপের প্রকারভেদ : উল্লিখিত আয়াতের দ্বারা প্রতীয়মান হলো যে, পাপের প্রকারভেদ দু'রকম। কিছু কবিরা, অর্থাৎ কঠিন ও বড় রকমের পাপ, আর কিছু সগিরা অর্থাৎ, হালকা ও ছোট পাপ। এ কথাও প্রতীয়মান হচ্ছে যে, যদি কেউ সাহস করে কবিরা গুনাহ থেকে বেঁচে থাকতে পারে, তাহলে আল্লাহ তা'আলা ওয়াদা করেছেন যে, তিনি তাদের সগিরা গুনাহগুলো নিজেই ক্ষমা করে দিবেন।

যাবতীয় ফরজ ওয়াজিবসমূহ সম্পাদন করাও কবিরা গুনাহ থেকে বাঁচার অন্তর্ভুক্ত। কারণ ফরজ ওয়াজিবসমূহ ত্যাগ করাও কবিরা গুনাহ। বস্তুতঃ যে লোক ফরজ ওয়াজিবসমূহ পালনের ব্যাপারে যথাযথ অনুবর্তিতা অবলম্বন করে এবং যাবতীয় কবিরা গুনাহ থেকে বেঁচে থাকে, আল্লাহ স্বয়ং তার সগিরা গুনাহসমূহের কাফফারা করে দিবেন।

সৎকর্মসমূহ সগিরা গুনাহর প্রায়শ্চিত্তস্বরূপ : প্রায়শ্চিত্ত অর্থ এই যে, কর্তার সৎ-কর্মসমূহকে সগিরা গুনাহের ক্ষতিরপূরণ হিসেবে দেখিয়ে তার হিসাব সমান সমান করে দেওয়া হবে। জাহান্নামের পরিবর্তে সে জান্নাত প্রাপ্ত হবে। বিশুদ্ধ হাদীসে বর্ণিত রয়েছে যে, কোনো লোক যখন নামাজ পড়ার জন্য অজু করে, তখন প্রতিটি অঙ্গ ধৌত হওয়ার সাথে সাথে তার গুনাহের কাফফারা হয়ে যায়। মুখমণ্ডল ধুয়ে নিলে চোখ, কান ও নাক প্রভৃতি অঙ্গের পাপসমূহের কাফফারা হয়ে যায়। কুলি করার সঙ্গে সঙ্গে জিহ্বার পাপের কাফফারা হয়ে যায়; আর পা ধোয়ার সাথে সাথে ধুয়ে যায় পায়ের পাপসমূহ। তারপর যখন সে মসজিদের দিকে রওয়ানা হয়, তখন প্রতিটি পদক্ষেপে পাপের কাফফারা হতে থাকে।

কবিরা গুনাহ শুধু তওবা দ্বারাই মাফ হয় : আলোচ্য আয়াতের দ্বারা একথা বুঝা গেল যে, অজু-নামাজ প্রভৃতি সৎকর্মের মাধ্যমে গুনাহর কাফফারা হওয়ার ব্যাপারে হাদীসে যা উল্লেখ করা হয়েছে, তার অর্থ হলো সগিরা গুনাহ। কবিরা গুনাহ একমাত্র তওবা ছাড়া মাফ হয় না। বস্তুতঃ সগিরা গুনাহ, মাফের শর্ত হলো, সাহস ও চেষ্টার মাধ্যমে কবিরা গুনাহ থেকে বেঁচে থাকা। এতে প্রতীয়মান হচ্ছে, যদি কোনো লোক কবিরাহ গুনাহে লিপ্ত থেকেও অজু নামাজ আদায় করতে থাকে, তবে শুধুমাত্র অজু নামাজ কিংবা অন্যান্য সৎকর্মের দ্বারা তার সগিরা গুনাহের কাফফারাও হবে না কবিরা গুনাহ তো থাকলই। কাজেই কবিরা গুনাহের একটা বিরাট অনিষ্ট স্বয়ং সে সমস্ত পাপের অস্তিত্ব, যার প্রতি কুরআন ও হাদীসে কঠোর সাবধান বাণী বর্ণিত হয়েছে। সেগুলো সত্যিকার তওবা ছাড়া ক্ষমা হয় না।

মানুষের সাধ্যায়ত্ত নয় এমন বিষয়ের আকাঙ্ক্ষা করা : এ আয়াতে অন্যের এমনসব বৈশিষ্ট্যের প্রতি আকাঙ্ক্ষা পোষণ করতে নিষেধ করা হয়েছে যা মানুষের সাধ্যায়ত্ত নয়। কারণ মানুষ যখন নিজেকে অন্যের চাইতে ধন-দৌলত, আরাম-আয়েশ, বিদ্যা-বুদ্ধি শারীরিক সৌন্দর্য-সৌষ্ঠবে খাটো অনুভব করে, তখন স্বভাবগতভাবেই তার অন্তরে হিংসার বীজ উপ্ত হতে শুরু করে। এত কম করে হলেও তার মনে সেসব বৈশিষ্ট্য-মণ্ডিত লোকের সমপর্যায়ে উন্নীত হওয়া কিংবা তার চাইতেও কিছুটা উপরে উঠবার একটা বাসনা সৃষ্টি হতে থাকে। অথচ অধিকাংশ ক্ষেত্রেই তার সে আকাঙ্ক্ষা পূরণ হওয়ার মতো নয়। কেননা তা অর্জন করা মানুষের সাধ্যায়ত্ত নয়। যেমন, কোনো স্ত্রীলোকের পক্ষে পুরুষ হয়ে জন্মগ্রহণ করার আকাঙ্ক্ষা বা কোনো সাধারণ ঘরের সন্তানের পক্ষে দেশের সেরা কোনো পরিবারের সন্তান হওয়ার আকাঙ্ক্ষা কিংবা কারো পক্ষে অত্যন্ত সুশ্রী হওয়ার বাসনা ইত্যাদি। যদি কেউ আল্লাহর বিশেষ অনুগ্রহে জন্মগতভাবে এসব বৈশিষ্ট্য লাভ করতে না পারে, তবে সারা জীবন সাধ্য-সাধনা করেও তার পক্ষে সেটা লাভ করা সম্ভব হবে না। উদাহরণতঃ কোনো বেঁটে কাদাকার লোক সুন্দর-সুঠাম হওয়ার জন্য কিংবা কোনো সাধারণ ঘরের সন্তান মহান সৈয়দ বংশের সন্তান হওয়ার জন্য যদি আজীবন সাধনা করে, তবে তার সে সাধনা সফল হওয়ার নয়। এটা মানুষের সাধ্যায়ত্ত নয়, কোনো দাওয়া-তাদবীরও এ ব্যাপারে ফলপ্রসূ হওয়ার নয়। এমতাবস্থায় যদি তার অন্তরে এরূপ আকাঙ্ক্ষা সৃষ্টি হয় যে, আমার পক্ষে যখন এরূপটি হওয়া সম্ভব

https://e-ilm.weebly.com/

নয়, তখন অন্য আরো একজন কেন এরূপ বৈশিষ্ট্যমণ্ডিত হবে? এরূপ মনোভাবকে 'হাসাদ' বা হিংসা বলা হয়। এটা মানব চরিত্রের পক্ষে অত্যন্ত ক্ষতিকর ও লজ্জাজনক রোগবিশেষ। দুনিয়ার অধিকাংশ ঝগড়া-ফ্যাসাদ এবং হত্যা লুণ্ঠনের উদগাতাই হচ্ছে মানব-চরিত্রের এ কুৎসিৎ ব্যাধি।

কুরআন কারীম সে অশান্তি অনাচারের পথ রুদ্ধ করার উদ্দেশ্যেই ইরশাদ করেছে–

وَلَا تَتَمَنَّوْا مَا فَضَّلَ اللّٰهُ بِهٖ بَعْضَكُمْ عَلٰى بَعْضٍ অর্থাৎ আল্লাহ তা'আলা বিশেষ কোনো হেকমতের কারণেই মানুষের মধ্যে এ বৈশিষ্ট্যসমূহ বিভিন্ন জনের মধ্যে বণ্টন করেছেন। তার কল্যাণহস্তই এক একজনের মধ্যে এক এক ধরনের গুণ-বৈশিষ্ট্য বিতরণ করেছে। সুতরাং প্রত্যেককেই তার নিজের ভাগ্যের প্রতি তুষ্ট এবং রাজি থাকা উচিত। অন্যের গুণ-বৈশিষ্ট্যের আকাঙ্ক্ষায় অন্তর বিষিয়ে তোলা কোনো অবস্থাতেই সমীচীন নয়। কেননা এতে নিজেকে অর্থহীন মাসনিক পীড়া এবং হিংসারূপী কঠিন গুনাহে লিপ্ত করা ছাড়া আর কোনো ফল লাভ হয় না।

আল্লাহ তা'আলা যাকে নররূপে সৃষ্টি করেছেন তাতেই তার শোকরগুজারী করা কর্তব্য। অপরপক্ষে যাকে নারীরূপে সৃষ্টি করেছেন তারও কর্তব্য এতে রাজি থাকা এবং চিন্তা করা যে, যদি তাকে পুরুষরূপে সৃষ্টি করা হতো তবে হয়তো সে পুরুষের দায়িত্ব পালন করতে সক্ষম হতো না; বরং উল্টো গুনাহগার হতে হতো। যাকে আল্লাহ তা'আলা সৌন্দর্য দিয়ে সৃষ্টি করেছেন তার পক্ষে এ নিয়ামতের শুকরিয়া করা উচিত। অপরপক্ষে যে কদাকার তার পক্ষেও অনর্থক দুঃখ ভারাক্রান্ত না হয়ে বরং চিন্তা করা উচিত যে, হয়তো কোনো মঙ্গলের জন্যই আল্লাহ তা'আলা আমাকে এই চেহারা অবয়ব দিয়ে সৃষ্টি করেছেন। এরূপ না হয়ে যদি আমি সুশ্রী হতাম, তবে হয়তো কোনো ফেতনার সম্মুখীন হতে হতো। অনুরূপ সৈয়দ বংশে জন্মগ্রহণ করে যেমন কারো পক্ষে অহঙ্কারী হওয়া উচিত নয়, তেমনি সাধারণ বংশে জন্মগ্রহণকারী কোনো লোকের পক্ষেও রক্ত–ধারার দিক দিয়ে সৈয়দ হওয়ার দুরাশা পোষণ করা উচিত নয়। কেননা হাজার চেষ্টা ও আকাঙ্ক্ষার দ্বারাও তা অর্জিত হওয়ার নয়। সুতরাং এরূপ অর্থহীন আকাঙ্ক্ষা পোষণ করে মানসিক যন্ত্রণা ছাড়া আর কিছুই লাভ হবে না। তাই বংশ মর্যাদা লাভের দুরাশার চাইতে নেক আমল ও সদগুণের মাধ্যমে যদি কেউ প্রাধান্য অর্জন করতে সচেষ্ট হয়, তবেই তার সে চেষ্টা ফলপ্রসু হবে। এটা মানুষের সাধ্যায়াত্ত। এ চেষ্টার মাধ্যমে মানুষ শুধু সাফল্যই লাভ করতে পারে না; বরং অনেক ক্ষেত্রে জন্মগত বৈশিষ্ট্য ও মর্যাদার স্তরকে ছাড়িয়ে আরো অনেক উর্ধ্বে উঠতে পারে।

কুরআনের কোনো কোনো আয়াত এবং একাধিক সহীহ হাদীসের বর্ণনায় সৎকর্মে প্রতিযোগিতা অর্থাৎ, অন্যের চাইতে এগিয়ে যাওয়ার প্রচেষ্টায় অগ্রণী হওয়ার নির্দেশ দেখতে পাওয়া যায়। অনুরূপ অন্যের মধ্যে যে গুণ-গরিমা রয়েছে, তা অর্জন করার জন্য সচেষ্ট হওয়ার প্রতিও উৎসাহ প্রদান করা হয়েছে। এসব ক্ষেত্রে লক্ষণীয় এই যে, আল্লাহ এবং তাঁর রাসূল ﷺ শুধু ঐ সমস্ত গুণ-বৈশিষ্ট্যের ক্ষেত্রেই অন্যের সাথে প্রতিযোগিতামূলকভাবে এগিয়ে যাওয়ার প্রতি উৎসাহ প্রদান করেছেন, যেগুলো মানুষের সাধ্যায়ত্ত, যেগুলো চেষ্টা-সাধনার মাধ্যমে মানুষ অর্জন করতে পারে। যেমন, কারো গভীর জ্ঞান কিংবা চারিত্রিক মহত্ত্ব দেখে তাঁর কাছ থেকে তা অর্জন করার জন্য চেষ্টা-সাধনা করা প্রশংসনীয় কাজ। আলোচ্য এ আয়াতে সেরূপ চেষ্টায় আত্মনিয়োগ করতে উৎসাহ দেওয়া হয়েছে। বলা হয়েছে :

لِلرِّجَالِ نَصِيْبٌ مِّمَّا اكْتَسَبُوْا وَلِلنِّسَاۤءِ نَصِيْبٌ مِّمَّا اكْتَسَبْنَ অর্থাৎ, পুরুষরা যা কিছু সাধনার মাধ্যমে অর্জন করবে তারা তার অংশ পাবে এবং নারীরা যা কিছু অর্জন করবে তার অংশও তারা পাবে। এখানে ইঙ্গিত করা হয়েছে যে, গুণ-বৈশিষ্ট্য এবং কর্মে দক্ষতা অর্জনের মাধ্যমে বৈশিষ্ট্য লাভ করার চেষ্টা ব্যর্থ হবে না। প্রত্যেকেই তার প্রচেষ্টার ফল অবশ্যই লাভ করবে।

সূরা নিসার শুরু থেকে এ পর্যন্ত অধিকাংশ হুকুম ও হেদায়েত ছিল নারী শ্রেণির অধিকার সম্পর্কিত। ইসলাম-পূর্ব যুগে দুনিয়ার সর্বত্র অবলা নারীদের প্রতি ব্যাপকভাবে যেসব নির্যাতনমূলক অন্যায় আচরণ প্রচলিত ছিল, এসব নির্দেশের মাধ্যমে কুরআন সেগুলো উচ্ছেদ সাধন করেছে। বস্তুতঃ পুরুষেরা যেসব অধিকার ভোগ করে, ইসলাম নারীদেরকেও সেরূপ সমান অধিকার দিয়েছে। নারীদের জিম্মায় যেমন পুরুষের প্রতি কিছু বিশেষ ধরনের কর্তব্য আরোপ করেছে, তেমনি পুরুষদের উপরও নারীদের প্রতি কিছু বিশেষ দায়িত্ব পালন ফরজ করেছে।

নাফরমান স্ত্রী ও তার সংশোধনের উপায় : অতঃপর সেসব স্ত্রীলোকের বিষয়ে আলোচনা করা হয়েছে, যারা স্বামীদের আনুগত্য করে না কিংবা যারা এ ব্যাপারে শৈথিল্য প্রদর্শন করে। কুরআনে কারীম তাদের সংশোধনের জন্য পুরুষদের যথাক্রমে তিনটি উপায় বাতলে দিয়েছে। বলা হয়েছে–

https://e-ilm.weebly.com/

وَالّٰتِیْ تَخَافُوْنَ نُشُوْزَهُنَّ فَعِظُوْهُنَّ وَاهْجُرُوْهُنَّ فِی الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوْهُنَّ

অর্থাৎ, স্ত্রীদের পক্ষ থেকে যদি নাফরমানি সংঘটিত হয় কিংবা এমন আশঙ্কা দেখা দেয়, তবে প্রথম পর্যায়ে তাদের সংশোধন হলো যে, নরমভাবে তাদের বুঝাবে। যদি তাতেও বিরত না হয়, তবে দ্বিতীয় পর্যায়ে তাদের বিছানা নিজের থেকে পৃথক করে দিবে। যাতে এই পৃথকতার দরুন সে স্বামীর অসন্তুষ্টি উপলব্ধি করে নিজের কৃতকর্মের জন্য অনুতপ্ত হতে পারে। কুরআন কারীমে এ প্রসঙ্গে فِی الْمَضَاجِعِ শব্দ ব্যবহার করা হয়েছে। এতে ফিকহশাস্ত্রবিদগণ এই মর্মোদ্ধার করেছেন যে, পৃথকতা শুধু বিছানাতেই হবে, বাড়ি বা থাকার ঘর পৃথক করবে না। যাতে স্ত্রীকে সে ঘরে একা থাকতে হয়। কারণ তাতে তার দুঃখও বেশি হবে এবং এতে কোনো রকম অঘটন ঘটে যাওয়ারও সম্ভাবনা অধিক।

আয়াতের শেষাংশে ইরশাদ হয়েছে যে, এই তিনটি পন্থা প্রয়োগে যদি স্ত্রী অনুগত হয়ে যায়, তবে তোমরাও সহনশীলতার আশ্রয় নাও; সাধারণ কথায় কথায় দোষারোপের পন্থা খুঁজে বেড়িয়ো না। আর জেনে রেখ, আল্লাহর কুদরত ও ক্ষমতা সবার উপরই পরিব্যাপ্ত।

বিষয় সংক্ষেপ : এই আয়াতের দ্বারা মূলনীতিস্বরূপ যে বিষয়টি প্রতীয়মান হয় তা হচ্ছে এই যে, পূর্ববর্তী আয়াতসমূহের বক্তব্য অনুসারে পুরুষ ও নারীদের অধিকার পরস্পর সামঞ্জস্যপূর্ণ; বরং পুরুষের তুলনায় নারীদের দুর্বলতার কারণে তাদের অধিকার আদায়ের ব্যাপারে তুলনামূলকভাবে বেশি গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। কারণ নারীরা বল প্রয়োগের মাধ্যমে নিজেদের অধিকার আদায় করে নিতে পারে না। কিন্তু তথাপি এই সমতার অর্থ এই নয় যে, পুরুষ ও নারীর মধ্যে মর্যাদার কোনো পার্থক্যও থাকবে না; বরং এ দু'টি ন্যায়সঙ্গত ও তাৎপর্যের প্রেক্ষিতেই পুরুষদেরকে নারীদের পরিচালক নিযুক্ত করা হয়েছে।

প্রথমত : পুরুষকে তার জ্ঞানৈশ্বর্য ও পরিপূর্ণ কর্মক্ষমতার কারণে নারী জাতির উপর মর্যাদা দেওয়া হয়েছে, যা অর্জন করা নারী জাতির পক্ষে আদৌ সম্ভব নয়। দৈবাৎ কিংবা ব্যক্তি বিশেষের কথা স্বতন্ত্র।

দ্বিতীয়তঃ নারীর যাবতীয় প্রয়োজনের নিশ্চয়তা পুরুষরা নিজের উপার্জন কিংবা স্বীয় সম্পদের দ্বারা বিধান করে থাকে।

প্রথম কারণটি হলো, আল্লাহ কর্তৃক নির্ধারিত ও মানুষে নিজস্ব ক্ষমতা বহির্ভূত। আর দ্বিতীয় কারণটি নিজের উপার্জিত ও ক্ষমতাভিত্তিক। তাছাড়া একথাও বলা যেতে পারে যে, একই পিতামাতার সন্তানদের মধ্যে কাউকে শাসক, কাউকে শাসিত বানানোর জন্য বুদ্ধি ও ন্যায়ের আলোকে দু'টি বিষয় অপরিহার্য ছিল।

১. যাকে শাসক বানানো হবে, তার মধ্যে জ্ঞান ও কর্মের নিরিখে শাসনকার্যের যোগ্যতা।
২. তার অভিভাবকত্বে শাসিতের সম্মতি। প্রথম কারণটি পুরুষের শাসকোচিত যোগ্যতার পরিচায়ক। আর দ্বিতীয় কারণ শাসিত হওয়ার ব্যাপারে নারীদের স্বীকারোক্তি। কারণ নারীরা যখন বিয়ের সময় নিজের খোরপোষ ও মহরের শর্তে বিয়ের অনুমতি দান করে, তখনই সে তাদের অভিভাবকত্ব মেনে নেয়।

সারকথা, এ আয়াতের প্রথম বাক্যে পারিবারিক ও সামাজিক জীবন-ব্যবস্থার একটি মূলনীতি বাতলে দেওয়া হয়েছে। তাহলো এই যে, অধিকাংশ বিষয়ে অধিকারের সমতাবিধান সত্ত্বেও নারীর উপর পুরুষের একটি শাসকোচিত বৈশিষ্ট্য বিদ্যমান। নারীরা হলো পুরুষের শাসিত ও অধীন।

এই মূলনীতির ভিত্তিতে পৃথিবীতে নারীদের দু'টি শ্রেণি রয়েছে। একটি হলো তাদের শ্রেণি যারা আলোচ্য মূলনীতি এবং স্থিরীকৃত চুক্তির অনুবর্তী রয়েছে এবং পুরুষের অভিভাবকত্ব স্বীকার করে নিয়ে তার আনুগত্য অবলম্বন করেছে। আর দ্বিতীয় শ্রেণি হলো সে সমস্ত নারীরা, যারা যথার্থভাবে এ মূলনীতির অনুবর্তী থাকেনি। প্রথম শ্রেণির নারীরা পারিবারিক ও বৈষয়িক শান্তি ও স্বস্তির জন্য নিজেরাই জিম্মাদার। তাদের কোনো সংশোধনের প্রয়োজন নেই।

দ্বিতীয় শ্রেণির নারীদের সংশোধনকল্পে এ আয়াতের দ্বিতীয় বাক্যে এমন এক সুষ্ঠু ব্যবস্থা বাতলানো হয়েছে, যার মাধ্যমে ঘরের বিষয় ঘরের ভিতরই সংশোধিত হয়ে যেতে পারে এবং স্বামী-স্ত্রীর বিবাদ-বিসংবাদ তাদের দু'জনের মধ্যেই মীমাংসা হয়ে যেতে পারে; তৃতীয় কোনো লোকের যেন প্রয়োজনই না হয়। এতে পুরুষদেরকে লক্ষ্য করে বলা হয়েছে যে, তোমরা যদি নারীদের অবাধ্যতা কিংবা অনুগত্যের কিছু অভাব অনুভব কর, তবে সর্বাগ্রে বুঝিয়ে-শুনিয়ে তাদের মানসিক সংশোধন কর। এতেই যদি ফলোদয় হয়ে যায়, তবে বিষয়টি এখানেই মিটে গেল। এতে সংশ্লিষ্ট স্ত্রীলোকটি সব সময়ের জন্য পাপ থেকে বেঁচে গেল। আর পুরুষরা মানসিক যাতনা থেকেও রেহাই পেল। এভাবে উভয়ে দুঃখ-বেদনার কবল থেকে মুক্তি পেল। পক্ষান্তরে যদি বুঝিয়ে শুনিয়ে কাজ না হয়, তখন দ্বিতীয় পর্যায়ে তাদেরকে সতর্ক করার জন্য এবং নিজের অসন্তুষ্টি

https://e-ilm.weebly.com/

প্রকাশ করার উদ্দেশ্যে নিজে পৃথক বিছানায় শোবে। এটা একটা মামুলি শাস্তি এবং উত্তম সতর্কীকরণ। এতে যদি স্ত্রী সতর্ক হয়ে যায়, তবে বিবাদটিও এখানেই শেষ হয়ে যেতে পারে। আর যদি সে এ ভদ্রজনোচিত শাস্তির পরেও স্বীয় অবাধ্যতা ও দুষ্কর্ম থেকে ফিরে না আসে, তাহলে তৃতীয় পর্যায়ে সাধারণভাবে মারধর করারও অনুমতি রয়েছে। আর তার সীমা হলো এই যে, শরীরে যেন সে মারধরের প্রতিক্রিয়া কিংবা জখম না হয়। কিন্তু এই পর্যায়ের শাস্তি দানকেও রাসূলে কারীম ﷺ পছন্দ করেননি; বরং তিনি বলেছেন, 'ভালো লোক এমন করে না'।

যা হোক, এ সাধারণ মারধরের মাধ্যমেই যদি সমস্যার সমাধান হয়ে যায় তবুও উদ্দেশ্য হাসিল হয়ে গেল। এতে যেমন স্ত্রীদের সংশোধনকল্পে পুরুষদেরকে তিনটি অধিকার দান করা হয়েছে। তেমনিভাবে আয়াতের শেষাংশে এ কথাও বলা হয়েছে যে, فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا অর্থাৎ, যদি এ তিনটি ব্যবস্থার ফলে তারা তোমাদের কথা মানতে আরম্ভ করে, তবে তোমরাও আর বাড়াবাড়ি করো না এবং দোষানুসন্ধান করতে যেয়ো না; বরং কিছু সহনশীলতা অবলম্বন কর। আর একথা খুব ভালো করে জেনে রেখ যে, আল্লাহ তা'আলা তোমাদেরকে নারীর উপর তেমন কোনো উচ্চ মর্যাদা দান করেননি। আল্লাহ তা'আলার মহত্ত্ব তোমাদের উপরও বিদ্যমান রয়েছে, তোমরা কোনো রকম বাড়াবাড়ি করলে তার শাস্তি তোমাদেরকেও ভোগ করতে হবে।

শব্দ বিশ্লেষণ

لَا تَتَمَنَّوْا : সীগাহ جمع مذكر حاضر বহছ نهى حاضر معروف বাব تَفَعُّلٌ মাসদার اَلتَّمَنِّىْ মূলবর্ণ (م ـ ن ـ ن) জিনস مضاعف ثلاثى অর্থ– তোমরা আশা করো না।

مَوَالِىَ : শব্দটি বহুবচন, একবচন مَوْلٰى অর্থ– ঐ সমস্ত নিকট আত্মীয়, যাদের [কুরআনে] মিরাশের কোনো অংশ নির্দিষ্ট করা হয়নি।

قَوَّامُوْنَ : শব্দটি বহুবচন, একবচন قَوَّامٌ অর্থ– অভিভাবক।

اُهْجُرُوْا : সীগাহ جمع مذكر حاضر বহছ امر حاضر معروف বাব نَصَرَ মাসদার اَلْهَجْرُ মূলবর্ণ (ه ـ ج ـ ر) জিনস صحيح অর্থ– তোমরা ত্যাগ কর।

لَا تَبْغُوْا : সীগাহ جمع مذكرحاضر বহছ نهى حاضر معروف বাব ضَرَبَ মাসদার اَلْبَغْىُ মূলবর্ণ (ب ـ غ ـ ى) জিনস ناقص يائى অর্থ– তোমরা অমান্য করো না।

https://e-ilm.weebly.com/

وَاِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوْا حَكَمًا مِّنْ اَهْلِهٖ وَحَكَمًا مِّنْ اَهْلِهَا ۚ اِنْ يُّرِيْدَاۤ اِصْلَاحًا يُّوَفِّقِ اللّٰهُ بَيْنَهُمَا ؕ اِنَّ اللّٰهَ كَانَ عَلِيْمًا خَبِيْرًا ﴿۳۵﴾

অনুবাদ : (৩৫) আর যদি তোমরা উপরস্থগণ এই স্বামী-স্ত্রীর উভয়ের মধ্যে ঝগড়া-বিবাদের আশঙ্কা কর, তবে তোমরা প্রেরণ কর স্বামীর বংশ হতে মীমাংসা করার যোগ্যতাসম্পন্ন এক ব্যক্তিকে এবং স্ত্রীর বংশ হতে মীমাংসা করার যোগ্যতা সম্পন্ন এক ব্যক্তিকে যদি এতদুভয় ব্যক্তি সংশোধন কামনা করে তবে আল্লাহ এই স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে সম্প্রীতি সঞ্চার করে দিবেন, নিশ্চয় আল্লাহ তা'আলা মহাজ্ঞানী সর্ববিষয়ে খবরদার।

وَاعْبُدُوا اللّٰهَ وَلَا تُشْرِكُوْا بِهٖ شَيْـًٔا وَّبِالْوَالِدَيْنِ اِحْسَانًا وَّبِذِى الْقُرْبٰى وَالْيَتٰمٰى وَالْمَسٰكِيْنِ وَالْجَارِ ذِى الْقُرْبٰى وَالْجَارِ الْجُنُبِ وَالصَّاحِبِ بِالْجَنْۢبِ وَابْنِ السَّبِيْلِ ۙ وَمَا مَلَكَتْ اَيْمَانُكُمْ ؕ اِنَّ اللّٰهَ لَا يُحِبُّ مَنْ كَانَ مُخْتَالًا فَخُوْرَا ﴿۳۶﴾

(৩৬) আর তোমরা আল্লাহ তা'আলারই ইবাদত কর, এবং তাঁর সাথে কাউকেও শরিক করো না এবং পিতামাতার সাথে সদ্ব্যবহার কর এবং আত্মীয় স্বজনের সাথেও এবং এতিমদের সাথেও এবং দরিদ্রগণের সাথেও এবং নিকটবর্তী প্রতিবেশীদের সাথেও এবং দূরবর্তী প্রতিবেশীদের সাথেও এবং সহচরদের সাথেও এবং পথিকদের সাথেও এবং তাদের সাথেও যারা তোমাদের মালিকানাধীন আছে, নিশ্চয়, আল্লাহ এরূপ লোকদেরকে ভালোবাসেন না যারা নিজেকে বড় মনে করে ও আত্ম-গর্ব করে।

اۨلَّذِيْنَ يَبْخَلُوْنَ وَيَاْمُرُوْنَ النَّاسَ بِالْبُخْلِ وَيَكْتُمُوْنَ مَاۤ اٰتٰىهُمُ اللّٰهُ مِنْ فَضْلِهٖ ؕ وَاَعْتَدْنَا لِلْكٰفِرِيْنَ عَذَابًا مُّهِيْنًا ﴿۳۷﴾

(৩৭) যারা কৃপণতা করে, এবং অন্যকে কৃপণতা শিক্ষা দেয় এবং ঐ বস্তুকে গোপন করে যা আল্লাহ তা'আলা তাদেরকে স্বীয় অনুগ্রহে প্রদান করেছেন, আর আমি এরূপ অকৃতজ্ঞদের জন্য অপমানজনক শাস্তি প্রস্তুত রেখেছি।

শাব্দিক অনুবাদ

(৩৫) وَاِنْ خِفْتُمْ আর যদি তোমরা উপরস্থগণ আশঙ্কা কর شِقَاقَ بَيْنِهِمَا এই স্বামী-স্ত্রীর উভয়ের মধ্যে ঝগড়া-বিবাদের فَابْعَثُوْا তবে তোমরা প্রেরণ কর حَكَمًا مِّنْ اَهْلِهٖ স্বামীর বংশ হতে মীমাংসা করার যোগ্যতাসম্পন্ন এক ব্যক্তিকে وَحَكَمًا مِّنْ اَهْلِهَا এবং স্ত্রীর বংশ হতে মীমাংসা করার যোগ্যতা সম্পন্ন এক ব্যক্তিকে اِنْ يُّرِيْدَاۤ اِصْلَاحًا যদি এতদুভয় ব্যক্তি সংশোধন কামনা করে يُّوَفِّقِ اللّٰهُ بَيْنَهُمَا তবে আল্লাহ এই স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে সম্প্রীতি সঞ্চার করে দিবেন اِنَّ اللّٰهَ كَانَ عَلِيْمًا خَبِيْرًا নিশ্চয় আল্লাহ তা'আলা মহাজ্ঞানী সর্ববিষয়ে খবরদার।

(৩৬) وَاعْبُدُوا اللّٰهَ আর তোমরা আল্লাহ তা'আলারই ইবাদত কর وَلَا تُشْرِكُوْا بِهٖ شَيْـًٔا এবং তাঁর সাথে কাউকেও শরিক করো না وَّبِالْوَالِدَيْنِ اِحْسَانًا এবং পিতামাতার সাথে সদ্ব্যবহার কর وَّبِذِى الْقُرْبٰى এবং আত্মীয় স্বজনের সাথেও وَالْيَتٰمٰى এবং এতিমদের সাথেও وَالْمَسٰكِيْنِ এবং দরিদ্রগণের সাথেও وَالْجَارِ ذِى الْقُرْبٰى এবং নিকটবর্তী প্রতিবেশীদের সাথেও وَالْجَارِ الْجُنُبِ এবং দূরবর্তী প্রতিবেশীদের সাথেও وَالصَّاحِبِ بِالْجَنْۢبِ এবং সহচরদের সাথেও وَابْنِ السَّبِيْلِ এবং পথিকদের সাথেও وَمَا مَلَكَتْ اَيْمَانُكُمْ এবং তাদের সাথেও যারা তোমাদের মালিকানাধীন আছে اِنَّ اللّٰهَ لَا يُحِبُّ নিশ্চয় আল্লাহ এরূপ লোকদেরকে ভালোবাসেন না مَنْ كَانَ مُخْتَالًا فَخُوْرَا যারা নিজেকে বড় মনে করে ও আত্ম-গর্ব করে।

(৩৭) اۨلَّذِيْنَ يَبْخَلُوْنَ যারা কৃপণতা করে وَيَاْمُرُوْنَ النَّاسَ بِالْبُخْلِ এবং অন্যকে কৃপণতা শিক্ষা দেয় وَيَكْتُمُوْنَ এবং ঐ বস্তুকে গোপন করে مَاۤ اٰتٰىهُمُ اللّٰهُ مِنْ فَضْلِهٖ যা আল্লাহ তা'আলা তাদেরকে স্বীয় অনুগ্রহে প্রদান করেছেন وَاَعْتَدْنَا আর আমি প্রস্তুত রেখেছি لِلْكٰفِرِيْنَ এরূপ অকৃতজ্ঞদের জন্য عَذَابًا مُّهِيْنًا অপমানজনক শাস্তি।

https://e-ilm.weebly.com/

وَالَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ رِئَاءَ النَّاسِ وَلَا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَلَا بِالْيَوْمِ الْآخِرِ ۗ وَمَنْ يَكُنِ الشَّيْطَانُ لَهُ قَرِينًا فَسَاءَ قَرِينًا (٣٨)

অনুবাদ : (৩৮) আর যারা স্বীয় ধন-সম্পদ ব্যয় করে মানুষকে দেখানোর জন্য এবং আল্লাহ তা'আলার প্রতি ও শেষ দিবসের প্রতি ঈমান রাখে না, আর যার মোসাহেব হয়, শয়তান, বস্তুতঃ সে নিকৃষ্ট মোসাহেব।

وَمَاذَا عَلَيْهِمْ لَوْ آمَنُوا بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَأَنْفَقُوا مِمَّا رَزَقَهُمُ اللَّهُ ۚ وَكَانَ اللَّهُ بِهِمْ عَلِيمًا (٣٩)

(৩৯) এবং তাদের প্রতি কি বিপদ নাজিল হয়ে যাবে, যদি তারা আল্লাহর প্রতি ও শেষ দিবসের প্রতি ঈমান আনয়ন করে এবং আল্লাহ এদেরকে যা প্রদান করেছেন তা হতে কিছু ব্যয় করতে থাকে, আর আল্লাহ তা'আলা তাদের সম্বন্ধে পূর্ণ জ্ঞাত আছেন।

إِنَّ اللَّهَ لَا يَظْلِمُ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ ۖ وَإِنْ تَكُ حَسَنَةً يُضَاعِفْهَا وَيُؤْتِ مِنْ لَدُنْهُ أَجْرًا عَظِيمًا (٤٠)

(৪০) নিশ্চয় আল্লাহ তা'আলা এক বিন্দু পরিমাণও জুলুম করেন না, আর যদি একটি নেকী হয়, তবে তাকে কয়েকগুণে বর্ধিত করে দিবেন এবং নিজ সন্নিধান হতে আরো মহান বিনিময় প্রদান করবেন।

فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَىٰ هَٰؤُلَاءِ شَهِيدًا (٤١)

(৪১) সুতরাং এ সময়েই বা কি অবস্থা হবে? যখন আমি প্রত্যেক উম্মত হতে এক একজন সাক্ষী উপস্থাপিত করব এবং আপনাকে তাদের উপর সাক্ষীরূপে উপস্থিত করব।

শাব্দিক অনুবাদ

(৩৮) وَالَّذِينَ আর যারা يُنْفِقُونَ ব্যয় করে أَمْوَالَهُمْ স্বীয় ধন-সম্পদ رِئَاءَ النَّاسِ মানুষকে দেখানোর জন্য وَلَا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ এবং আল্লাহ তা'আলার প্রতি ঈমান রাখে না وَلَا بِالْيَوْمِ الْآخِرِ ও শেষ দিবসের প্রতি وَمَنْ يَكُنِ الشَّيْطَانُ لَهُ قَرِينًا আর যার মোসাহেব হয় শয়তান فَسَاءَ قَرِينًا বস্তুতঃ সে নিকৃষ্ট মোসাহেব।

(৩৯) وَمَاذَا عَلَيْهِمْ এবং তাদের প্রতি কি বিপদ নাজিল হয়ে যাবে لَوْ آمَنُوا بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ যদি তারা আল্লাহর প্রতি ও শেষ দিবসের প্রতি ঈমান আনয়ন করে وَأَنْفَقُوا مِمَّا رَزَقَهُمُ اللَّهُ এবং আল্লাহ এদেরকে যা প্রদান করেছেন তা হতে কিছু ব্যয় করতে থাক وَكَانَ اللَّهُ بِهِمْ عَلِيمًا আর আল্লাহ তা'আলা তাদের সম্বন্ধে পূর্ণ জ্ঞাত আছেন।

(৪০) إِنَّ اللَّهَ لَا يَظْلِمُ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ নিশ্চয় আল্লাহ তা'আলা এক বিন্দু পরিমাণও জুলুম করনে না وَإِنْ تَكُ حَسَنَةً আর যদি একটি নেকী হয় يُضَاعِفْهَا তবে তাকে কয়েকগুণে বর্ধিত করে দিবেন وَيُؤْتِ مِنْ لَدُنْهُ এবং নিজ সন্নিধান হতে আরো প্রদান করবেন أَجْرًا عَظِيمًا মহান বিনিময়।

(৪১) فَكَيْفَ সুতরাং এ সময়েই বা কি অবস্থা হবে? إِذَا جِئْنَا যখন আমি উপস্থাপিত করব مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ প্রত্যেক উম্মত হতে بِشَهِيدٍ এক একজন সাক্ষী وَجِئْنَا بِكَ عَلَىٰ هَٰؤُلَاءِ شَهِيدًا এবং আপনাকে তাদের উপর সাক্ষীরূপে উপস্থিত করব।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

(৩৭) قوله الَّذِينَ يَبْخَلُونَ وَيَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبُخْلِ الخ আয়াতের শানে নুযূল : হযরত ইবনে ইসহাক, ইবনে জারীর ও ইবনে মুনযির বিশুদ্ধতম সনদ দ্বারা হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) হতে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন– কারদম বিন যায়েদ, কা'আব বিন আশরাফের হালীফ [মিত্র] : উসামা বিন হাবীব, নাফে' বিন আবূ নাফে', বাহরী বিন আমর, হুওয়াই বিন আখতাব,

https://e-ilm.weebly.com/

রেফা'আহ বিন যায়েদ বিন তাবুত কতিপয় ব্যক্তিবর্গ আনসারীদের নিকট এসে তাদেরকে উপদেশ করে বলত যে, তোমরা নিজেদের মাল ব্যয় করে ফেলো না। কারণ মাল চলে যাওয়ায় তোমাদের দরিদ্র হয়ে যাবার আশঙ্কা বোধ করছি। দান খয়রাতে তোমরা প্রতিযোগিতায় নেমে যেয়ো না। তোমরা তো জান না পরিণতি কি হবে। তাদের এ প্ররোচনার পরিপ্রেক্ষিতে আল্লাহ তা'আলা আলোচ্য আয়াত নাজিল করেন। কারো মতে, যে সকল ইহুদিরা হযরত নবী করীম ﷺ-এর পরিচিতি গোপন করেছে, তাদের সম্পর্কে আলোচ্য আয়াত নাজিল করা হয়েছে। –[রূহুল মা'আনী– ৩০/৩/৫, বাহরে মুহীত– ২৫৮/৩, ফাতহুল কাদীর– ৪৬৭/১, কাশশাফ– ৫৪২/১]

(৩৮) قوله وَالَّذِيْنَ يُنْفِقُوْنَ اَمْوَالَهُمْ رِئَاءَ النَّاسِ الخ **আয়াতের শানে নুযূল :** কারো মতে, উপরিউক্ত আয়াত নাজিল হয়েছে মক্কার মুশরিকদের সম্পর্কে। যারা রাসূল ﷺ-এর শত্রুতায় নিজেদের মাল ব্যয় করেছে। কারো মতে, মুনাফিকদের সম্পর্কে উপরিউক্ত আয়াত নাজিল হয়েছে। –[কাশশাফ– ৫৪৩/১, বায়যাভী– ৭৪/৩]

আল্লামা কুরতুবী (র.) বলেন, উপরিউক্ত আয়াতের শানে নুযূলের ক্ষেত্রে মতপার্থক্যতা রয়েছে। জমহুর মুফাসসিরীনের মতে উক্ত আয়াত মুনাফিক সম্প্রদায় সম্পর্কে অবতীর্ণ হয়েছে। মুজাহিদ বলেন, উক্ত আয়াত ইহুদিদের সম্পর্কে নাজিল হয়েছে। তবে ইমাম তাবারী সে মতকে দুর্বল বলে মত প্রকাশ করেছেন।

কারো মতে, মক্কার দলপতিদের সম্পর্কে নাজিল করা হয়েছে। যারা বদর যুদ্ধে মানুষের অংশ গ্রহণ করার জন্য প্রচুর মাল ব্যয় করেছিল। ইবনুল আরাবী ও এ মত প্রকাশ করেন। –[কুরতুবী– ১৮৬/৫]

বিবাদ বৃদ্ধির ক্ষেত্রে উভয় পরিবারের সালিসের মাধ্যমে মীমাংসা করার বিধান : উল্লিখিত ব্যবস্থাটি ছিল এ কারণে যাতে ঘরের ব্যাপার ঘরেই মীমাংসা হয়ে যেতে পারে। কিন্তু অনেক সময় মনোমালিন্য বা বিবাদ দীর্ঘায়িতও হয়ে যায়। তা স্ত্রীর স্বভাবের তিক্ততা ও অবাধ্যতা কিংবা পুরুষের পক্ষ থেকে অহেতুক কড়াকড়ি প্রভৃতি যে কোনো কারণেই হোক এমতাবস্থায় ঘরের বিষয় আর ঘরে সীমিত থাকে না, বাইরে নিয়ে যাওয়া অপরিহার্য হয়ে পড়ে। কিন্তু সাধারণতঃ এসব ক্ষেত্রে উভয় পক্ষের সমর্থকরা একে অপরকে মন্দ বলে এবং পারস্পরিক অপবাদারোপ করে বেড়ায় । যার ফলে উভয় পক্ষের উত্তেজনা বৃদ্ধি পেতে থাকে এবং শেষ পর্যন্ত দু'জনকে কেন্দ্র করে সৃষ্ট বিবাদই পারিবারিক বিসংবাদের রূপ পরিগ্রহ করে।

আলোচ্য দ্বিতীয় আয়াতে কুরআনে কারীম এ ধরনের বিবাদ-বিসংবাদের দরজা বন্ধ করার উদ্দেশ্যে সমসাময়িক শাসকবর্গ উভয়পক্ষের সমর্থক ও পক্ষাবলম্বী এবং মুসলমান দলকে সম্বোধন করে এমন এক পূত-পবিত্র পন্থা বাতলে দিয়েছে, যাতে পক্ষদ্বয়ের মধ্যে সৃষ্ট উত্তেজনা প্রশমিত হয়ে যেতে পারে এবং সেই সঙ্গে পরস্পর অপবাদারোপের পথও বন্ধ হয়ে গিয়ে আপস-মীমাংসার পথ বেরিয়ে আসতে পারে। আর ঘরের বিবাদ ঘরে মীমাংসা না হতে পারলেও অন্ততঃ পরিবারের মধ্যেই যেন তা হয়ে যায়; আদালতে মামলা-মোকদ্দমা রুজু করার ফলে যেন বিষয়টি হাটে-ঘাটে বিস্তার লাভ না করে।

আর তা হলো এই যে, সরকার, উভয়পক্ষের মুরব্বী অভিভাবক অথবা মুসলমানদের কোনো শক্তিশালি সংস্থা তাদের অর্থাৎ স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে আপষ করিয়ে দেওয়ার জন্য দু'জন সালিস নির্ধারণ করে দিবেন। একজন পুরুষের পরিবার থেকে এবং একজন স্ত্রীর পরিবার থেকে। এতদুভয় ক্ষেত্রে সালিস অর্থে حَكَمٌ (হাকাম) শব্দ প্রয়োগ করে কুরআন নির্বাচিত সালিসদ্বয়ের প্রয়োজনীয় গুণ-বৈশিষ্ট্যের বিষয়টিও নির্ধারণ করে দিয়েছে। তা হচ্ছে এই যে, এতদুভয়ের মধ্যেই বিবাদ মীমাংসা করার গুণ থাকতে হবে। বলা বাহুল্য, এ গুণটি সে ব্যক্তির মধ্যেই থাকতে পারে, যিনি বিজ্ঞও হবেন এবং তৎসঙ্গে বিশ্বস্ত দীনদারও হবেন।

সারকথা, একজন সালিস পুরুষের [স্বামীর] পরিবার থেকে এবং একজন মহিলার [স্ত্রীর] পরিবার থেকে নির্বাচিত করে স্বামী-স্ত্রী উভয়ের কাছে পাঠানো হবে। যেখানে গিয়ে এতদুভয় কি কি কাজ করবেন এবং এদের দায়িত্বই বা কি হবে কুরআনে কারীম তা স্থির করে দেয়নি। অবশ্য বর্ণনা শেষে একটি বাক্য اِنْ يُّرِيْدَاۤ اِصْلَاحًا يُّوَفِّقِ اللّٰهُ بَيْنَهُمَا অর্থাৎ, যদি এতদুভয় সালিস সমস্যার সমাধান এবং পারস্পরিক সমঝোতার মনোভাব গ্রহণ করে, তাহলে আল্লাহ তা'আলা তাদের কাজে সহায়তা দান করবেন এবং স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে সদ্ভাব সৃষ্টি করে দিবেন।

https://e-ilm.weebly.com/

এ বাক্যটি দ্বারা দু'টি বিষয় বুঝা যাচ্ছে :

এক. আপস-মীমাংসাকারী সালিসদ্বয়ের নিয়ত যদি সৎ হয় এবং সত্যিকারভাবেই যদি তারা স্বামী-স্ত্রীর সমঝোতা কামনা করেন, তাহলে আল্লাহ তা'আলার পক্ষ থেকে তাদের গায়েবি সাহায্য হবে। ফলে তারা নিজেদের উদ্দেশ্যে কৃতকার্য হবে। আর তাতে করে তাদের মাধ্যমে স্বামী-স্ত্রীর মনেও আল্লাহ তা'আলা সম্প্রীতি ও মহব্বত সৃষ্টি করে দিবেন। এতে আরো একটি কথা প্রতীয়মান হয় যে, যদি কোথাও পারস্পরিক মীমাংসা না হয়, তবে বুঝতে হবে। সালিসদ্বয়ের যে কোনো একজনের মনে নিঃস্বার্থতার অভাব ছিল।

দুই. এ বাক্যের দ্বারা একথাও বুঝা যায় যে, দু'পক্ষের সালিসকে পাঠানোর উদ্দেশ্য হলো স্বামী-স্ত্রীর বিরোধ মীমাংসা করা, এছাড়া অন্য কোনো উদ্দেশ্য নেই। অবশ্য একথা স্বতন্ত্র যে, উভয় পক্ষ সম্মত হয়ে এতদুভয় ব্যক্তিকে নিজেদের উকিল, প্রতিনিধি অথবা সালিস নির্ধারণ করবে এবং এ কথা স্বীকার করে নিবে যে, তোমরা মিলেমিশে যে সিদ্ধান্ত নিবে, আমরা তাই মেনে নিব। এক্ষেত্রে এই সালিসদ্বয় সম্পূর্ণভাবে তাদের বিষয়ে সিদ্ধান্ত নেওয়ার অধিকারী হয়ে যাবে। তারা দু'জন তালাকের ব্যাপারে একমত হয়ে গেলে তালাকই হয়ে যাবে। আবার তারা 'খোলা' প্রভৃতি যে কোনো সিদ্ধান্তে একমত হলে, তাই হবে এবং পুরুষের পক্ষ থেকে প্রদত্ত অধিকার অনুসারে যদি তারা স্ত্রীকে তালাক দিয়ে দেয়, তবে তাই মেনে নিতে হবে। পূর্ববর্তী মনীষীবৃন্দের মধ্যে হযরত হাসান বসরী ও ইমাম আবূ হানীফা (র.) প্রমুখেরও এমনি অভিমত। –[রূহুল মা'আনী]

হযরত আলী (রা.)-এর সামনে একবার এমনি এক ঘটনা উপস্থিত হয়। তাতেও প্রমাণ হয় যে, একমাত্র আপস মীমাংসা ছাড়া উল্লিখিত সালিসদ্বয়ের অন্য কোনো অধিকার থাকে না, যতক্ষণ না উভয়পক্ষ তাদেরকে পূর্ণ অধিকার দান করে। ঘটনাটি সুনানে বায়হাকী গ্রন্থে হযরত আবীদা সালমানীর রেওয়ায়েতক্রমে নিম্নরূপ বর্ণিত হয়েছে।

একজন পুরুষ ও একজন মহিলা হযরত আলী (রা.)-এর খেদমতে হাজির হলো। তাদের উভয়ের সাথেই ছিল বহু লোকের এক এক দল। হযরত আলী (রা.) নির্দেশ দিলেন যে, পুরুষের পরিবার থেকে একজন এবং স্ত্রীর পরিবার থেকে একজন 'হাকাম' বা সালিস নির্ধারণ করা হোক। অতঃপর সালিস নির্ধারিত হয়ে গেলে তাদের সম্বোধন করে হযরত আলী (রা.) বললেন, তোমরা কি তোমাদের দায়িত্ব সম্পর্কে জান? আর তোমাদের কি করতে হবে সে ব্যাপারে কি তোমরা অবগত? শোন! তোমরা যদি এ স্বামী-স্ত্রীকে একত্রে রাখার ব্যাপারে এবং তাদের পারস্পরিক আপস মীমাংসা করে দেওয়ার ব্যাপারে একমত হতে পার, তবে তাই করো। পক্ষান্তরে তোমরা যদি মনে কর যে, তাদের মধ্যে আপস-মীমাংসা করা সম্ভব নয়, কিংবা তা করে দিলে টিকতে পারবে না এবং তোমরা উভয়েই তাদের পৃথক করে দেওয়ার ব্যাপারে একমত হয়ে এতেই মঙ্গল বিবেচনা কর, তবে তাই করবে। একথা শুনে মহিলাটি বলল, আমি এটা স্বীকার করি। এতদুভয় সালিস আল্লাহর আইন অনুসারে যে ফয়সালা করবে, তা আমার মতের পক্ষে হোক অথবা বিরোধী হোক, আমি তাই মানি।

কিন্তু পুরুষটি বলল, পৃথক হয়ে যাওয়া কিংবা তালাক হয়ে যাওয়া তো আমি কোনোক্রমেই সহ্য করব না। অবশ্য সালিসদের এ অধিকার দিচ্ছি যে, তারা আমার উপর যে কোনো রকম আর্থিক জরিমানা আরোপ করে তাকে [স্ত্রীকে] সম্মত করিয়ে দিতে পারেন।

হযরত আলী (রা.) বলেন, না তা হয় না। তোমারও সালিসদেরকে তেমনি অধিকার দেওয়া উচিত যেমন স্ত্রী দিয়েছে। –[রূহুল মাআনী] এ ঘটনার দ্বারা কোনো কোনো মুজতাহিদ ইমাম উদ্ভাবন করেছেন যে, সলিসদের অধিকারসম্পন্ন হওয়া কর্তব্য। যেমন, হযরত আলী (রা.) উভয় পক্ষকে বলে তাদেরকে তাদের অধিকার সম্পন্ন করেছিলেন। কিন্তু ইমাম আযম আবূ হানীফা ও হযরত হাসান বসরী (র.) সাব্যস্ত করেছেন যে, উল্লিখিত সালিসদ্বয়ের অধিকার সম্পন্ন হওয়াই যদি অপরিহার্য হতো, তবে হযরত আলী (রা.) কর্তৃক উভয় পক্ষের সম্মতি লাভের চেষ্টা করার কোনো প্রয়োজনীয়তাই ছিল না। সুতরাং উভয় পক্ষকে সম্মত করার চেষ্টাই প্রমাণ করে যে, প্রকৃত প্রস্তাবে এই সালিসদ্বয় অধিকার সম্পন্ন নয়। অবশ্য স্বামী-স্ত্রী যদি অধিকার দান করে, তবে অধিকার সম্পন্ন হয়ে যায়।

কুরআনে কারীমের এ শিক্ষার মাধ্যমে মানুষের পারস্পরিক বিবাদ-বিসংবাদের মীমাংসার ক্ষেত্রে অতি চমৎকার এক নতুন পথের উন্মোচন হয়ে যায়।

https://e-ilm.weebly.com/

হক বা অধিকার সংক্রান্ত বর্ণনার পূর্বে তাওহীদের আলোচনার কারণ : হক বা অধিকার সংক্রান্ত আলোচনার পূর্বে আল্লাহর আনুগত্য, ইবাদত-বন্দেগী ও তাওহীদের বিষয়টি এভাবে বলা হয়েছে–

وَاعْبُدُوا اللّٰهَ وَلَا تُشْرِكُوْا بِهٖ شَيْئًا; অর্থাৎ আল্লাহর ইবাদত কর এবং ইবাদতের বেলায় তাঁর সাথে অন্য কাউকে অংশীদার সাব্যস্ত করো না।

হক বা অধিকার সংক্রান্ত বর্ণনার পূর্বে ইবাদত-বন্দেগী ও তাওহীদ সংক্রান্ত বিষয়টি আলোচনা করার বেশ কিছু তাৎপর্য রয়েছে। তার একটি হচ্ছে, আল্লাহ তা'আলার ভয় এবং তাঁর হুকুম-আহকামের প্রতি যাদের মধ্যে নিষ্ঠা না থাকে, তাদের দ্বারা দুনিয়ার অন্য অধিকার রক্ষায়ও নিষ্ঠা আশা করা যায় না। মানবগোষ্ঠী, সমাজের রীতি-নীতি কিংবা রাষ্ট্রের আইন-কানুন থেকে আত্মরক্ষার উদ্দেশ্যে হাজারো পন্থা আবিষ্কার করে নেয়। কিন্তু যে বিষয়টি মানুষকে মানুষের অধিকারের প্রতি প্রকাশ্যে ও অপ্রকাশ্যে শ্রদ্ধা প্রদর্শনে বাধ্য করতে পারে, তাহলো আল্লাহর ভয় ও পরহেজগারী। আর এই আল্লাহভীতি ও পরহেজগারী শুধুমাত্র তাওহীদের মাধ্যমেই অর্জিত হতে পারে। কাজেই বিভিন্ন প্রকার সম্পর্ক ও আত্মীয়-স্বজনের হক বা অধিকারসমূহের বিস্তারিত আলোচনার পূর্বে তাওহীদ ও ইবাদত বন্দেগী সংক্রান্ত বিষয়ের আলোচনা একান্তই সঙ্গত।

তাওহীদের পর পিতামাতার অধিকার সংক্রান্ত আলোচনা : অতঃপর সমস্ত আত্মীয়-আপনজন ও সম্পর্কযুক্ত ব্যক্তিদের মধ্যে সর্বাগ্রে পিতামাতার হক সম্পর্কিত আলোচনা করা হয়েছে। আল্লাহ তা'আলা স্বীয় ইবাদত-বন্দেগী ও হকসমূহের পর-পরই পিতামাতার হক সম্পর্কিত বিবরণ দানের মাধ্যমে ইঙ্গিত করেছেন যে, প্রকৃতপক্ষে সমস্ত নিয়ামত ও অনুগ্রহ একান্তই আল্লাহ তা'আলার পক্ষ থেকে, কিন্তু বাহ্যিক উপকরণের দিক দিয়ে লক্ষ্য করলে দেখা যায়, আল্লাহ তা'আলার পরে মানুষের প্রতি সর্বাধিক ইহসান বা অনুগ্রহ থাকে পিতামাতার। সাধারণ উপকরণসমূহের মাঝে মানুষের অস্তিত্বের পিছনে পিতামাতই বাহ্যিক কারণ। তাছাড়া জন্ম থেকে যৌবন প্রাপ্তি পর্যন্ত যে সমস্ত কঠিন বন্ধুর পথ ও স্তর রয়েছে, তাতে বাহ্যতঃ পিতামাতাই তার অস্তিত্বকে টিকিয়ে রাখেন, তার প্রতিপালন ও পরিবর্ধনের জামানতদার হয়ে থাকেন। সে জন্যই কুরআনে কারীমের অন্যান্য জায়গায়ও পিতামাতার হকসমূহকে আল্লাহ তা'আলার ইবাদত ও আনুগত্যের সাথে যুক্ত করে বর্ণনা করা হয়েছে। বলা হয়েছে : اَنِ اشْكُرْ لِيْ وَلِوَالِدَيْكَ অর্থাৎ আমার এবং তোমার পিতামাতার শুকরিয়া আদায় কর।

হযরত মা'আয ইবনে জাবাল (রা.) বলেন, রাসূল ﷺ দশটি অসিয়ত করেছিলেন। তন্মধ্যে ১. আল্লাহ তা'আলার সাথে কাউকে শরিক করবে না, যদি তোমাদেরকে সে জন্য হত্যা কিংবা অগ্নিদগ্ধও করা হয়।

২. নিজের পিতামাতার নাফরমানি কিংবা তাদের মনে কষ্ট দিবে না, যদি তারা এমন নির্দেশও দিয়ে দেন যে, তোমরা তোমাদের পরিবার পরিজন ও ধন-সম্পদ ত্যাগ কর। –[মুসনাদে আহমদ]

রাসূলে কারীম ﷺ-এর বাণীসমূহে যেমন পিতামাতার আনুগত্য ও তাঁদের সাথে সদ্ব্যবহারের তাকিদ রয়েছে, তেমনিভাবে তার সীমাহীন ফজিলত, মর্তবা ও ছওয়াবের কথাও উল্লেখ রয়েছে।

বুখারী ও মুসলিম শরীফে বর্ণিত এক হাদীসে আছে, মহানবী ﷺ বলেছেন, যে লোক নিজের রিজিক ও আয়ুতে বরকত কামনা করবে, তার পক্ষে সেলায়ে-রেহমী, অর্থাৎ, নিজের আত্মীয়-স্বজনের হকসমূহ আদায় করা উচিত।

তিরমিযী শরীফের এক রেওয়ায়েতে বর্ণিত রয়েছে যে, আল্লাহ তা'আলার সন্তুষ্টি পিতামাতার সন্তুষ্টির মধ্যে এবং আল্লাহর অসন্তুষ্টি পিতামাতার অসন্তুষ্টির মধ্যেই নিহিত রয়েছে।

শো'আবুল ঈমান গ্রন্থে হযরত বায়হাকী (র.) রেওয়ায়েত করেছেন যে, রাসূল ﷺ ইরশাদ করেছেন, যে পুত্র স্বীয় পিতামাতার অনুগত, সে যখনই নিজের পিতামাতার প্রতি সম্মান ও মহব্বতের দৃষ্টিতে তাকায়, তখন প্রতিটি দৃষ্টিতে সে একটি মকবুল হজের ছওয়াব প্রাপ্ত হয়।

বায়হাকীর অন্য এক রেওয়ায়েতে আছে যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন, সমস্ত গুনাহ আল্লাহ তা'আলা ক্ষমা করে দেন, কিন্তু যে লোক পিতামাতার নাফরমানি এবং তাঁদের মনে কষ্টদায়ক কাজ করে, তাকে আখেরাতের পূর্বে দুনিয়াতেই বিভিন্ন বিপদাপদে লিপ্ত করে দেওয়া হয়।

নিকটবর্তী আত্মীয়-স্বজনের সাথে সদ্ব্যবহারের তাকিদ : উল্লিখিত আয়াতে পিতামাতার পর পরেই সাধারণ ذِى الْقُرْبٰى অর্থাৎ সমস্ত আত্মীয়-স্বজনের সাথে সদ্ব্যবহার করার তাকিদ দেওয়া হয়েছে। কুরআনে কারীমের প্রসিদ্ধ এক আয়াতে বিষয়টি এভাবে উল্লেখ করা হয়েছে, যা হুজুর ﷺ প্রায়শঃই বিভিন্ন ভাষণের পর তেলাওয়াত করতেন। বলা হয়েছে– اِنَّ اللّٰهَ يَاْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْاِحْسَانِ وَاِيْتَآءِ ذِى الْقُرْبٰى

https://e-ilm.weebly.com/

অর্থাৎ, আল্লাহ সবার সাথে ন্যায় ও সদ্ব্যবহারের নির্দেশ দিচ্ছেন এবং নির্দেশ দিচ্ছেন আত্মীয়-স্বজনের হক আদায় করার জন্য : এতে সামর্থ্যানুযায়ী আত্মীয়-আপনজনদের কায়িক ও আর্থিক সেবা-যত্ন করা, তাদের সাথে দেখা-সাক্ষাৎ করা এবং তাঁদের খবরা-খবর নেওয়াও অন্তর্ভুক্ত।

হযরত সালমান ইবনে আমের (রা.) বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন যে, সদকার মাল সাধারণ গরিব-মিসকিনকে দান খয়রাত করলে তাতে তো শুধু সদকার ছওয়াবই পাওয়া যায়, অথচ তা যদি নিজের রক্ত সম্পর্কের আত্মীয়-আপনজনকে দান করা হয়, তাহলে তাতে দু'টি ছওয়াব পাওয়া যায়। একটি হলো সদকার ছওয়াব এবং আরেকটি হলো সেলায়ে রেহমীর ছওয়াব। অর্থাৎ, আত্মীয়তার হক আদায় করার ছওয়াব। –[মুসনাদে আহমদ, সুনানে নাসায়ী, সুনানে তিরমিযী]

উল্লিখিত আয়াতে প্রথমে পিতামাতার হকের ব্যাপারে তাকীদ দেওয়া হয়েছে এবং তারপরেই আত্মীয়-স্বজনের হকের কথা বলা হয়েছে।

এতিম মিসকিনের হক : তৃতীয় পর্যায়ে ইরশাদ হয়েছে– وَالْيَتٰمٰى وَالْمَسٰكِيْنِ; এতিম ও মিসকিনদের হক সম্পর্কিত বিস্তারিত বিবরণ যদিও সূরার প্রথমভাগে এসে গেছে, কিন্তু আত্মীয়-স্বজনের হক বর্ণনা প্রসঙ্গে এখানে তা স্মরণ করিয়ে দিয়ে ইঙ্গিত করা হয়েছে যে, লা ওয়ারিস তথা অনাথ শিশু এবং অসহায় মানুষের সাহায্য সহায়তাকেও এমনি গুরুত্বপূর্ণ ও জরুরি বিবেচনা করবে, যেমন আত্মীয়-আপনজনদের বেলায় করে থাক।

প্রতিবেশীর হক : চতুর্থ পর্যায়ে বলা হয়েছে وَالْجَارِ ذِى الْقُرْبٰى; এবং নিকট প্রতিবেশীর। পঞ্চম আয়াতে বলা হয়েছে وَالْجَارِ الْجُنُبِ; এখানে جَارٌ শব্দের অর্থ প্রতিবেশী। এ আয়াতে দু'রকম প্রতিবেশীর কথা বলা হয়েছে।

১. جَارٌ ذِى الْقُرْبٰى ২. جَارٌ الْجُنُبِ এতদুভয় প্রকার প্রতিবেশীর বিশ্লেষণ প্রসঙ্গে সাহাবায়ে কেরামের বিভিন্ন বর্ণনা রয়েছে।

হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা.) বলেছেন جَارٌ ذِى الْقُرْبٰى বলতে সেসব প্রতিবেশীকে বুঝায়, যারা প্রতিবেশী হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে আত্মীয়ও বটে। এভাবে এতে দু'টি হক সমন্বিত হয়ে যায়। আর جَارٌ جُنُبٌ বলতে শুধুমাত্র সে প্রতিবেশীকে বুঝায় যার সাথে আত্মীয়তার সম্পর্ক নেই। আর সে জন্যই তার উল্লেখ করা হয়েছে দ্বিতীয় পর্যায়ে।

কোনো কোনো তাফসীরকার মনীষী বলেছেন, جَارٌ ذِى الْقُرْبٰى এমন প্রতিবেশীকে বলা হয়, যে ইসলামি ভ্রাতৃত্বের অন্তর্ভুক্ত এবং মুসলমান। আর جَارٌ جُنُبٌ বলা হয় অমুসলমান প্রতিবেশীকে।

কুরআনে ব্যবহৃত শব্দে অবশ্য এ সমুদয় সম্ভাব্যতাই বিদ্যমান। তাছাড়া বাস্তবতার দিক দিয়েও প্রতিবেশীদের মাঝে স্তরভেদ থাকাটা একান্তই যুক্তিসঙ্গত এবং নির্ভরযোগ্যও বটে। আর প্রতিবেশীদের আত্মীয় অথবা অনাত্মীয় হওয়ার দিক দিয়েও। প্রতিবেশী চাই নিকটবর্তী হোক অথবা দূরবর্তী, আত্মীয় হোক অথবা অনাত্মীয়, মুসলমান হোক অথবা অমুসলমান, যে কোনো অবস্থায় সাধ্যানুযায়ী তাদের সাহায্য-সহায়তা করা ও তাদের খবরা-খবর নেওয়া কর্তব্য।

অবশ্য প্রতিবেশী হওয়া ছাড়াও যার অন্যান্য হক রয়েছে, অন্যান্য প্রতিবেশীর তুলনায় তাকে মর্যাদাগত অগ্রাধিকার দিতে হবে। এক হাদীসে বর্ণিত হয়েছে, স্বয়ং হুজুরে আকরাম ﷺ এ বিষয়টি স্পষ্ট করে দিয়েছেন। ইরশাদ হয়েছে, "কোনো কোনো প্রতিবেশী রয়েছে যাদের হক মাত্র একটি, আবা কোনো কোনো প্রতিবেশী রয়েছে যাদের হক দু'টি এবং কোনো কোনো প্রতিবেশী রয়েছে যাদের হক তিনটি। এক হকবিশিষ্ট প্রতিবেশী হলো এমন অমুসলমান যাদের সাথে কোনো আত্মীয়তা নেই। দুই হকবিশিষ্ট প্রতিবেশী হলো তারা, যারা প্রতিবেশী হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে মুসলমানও বটে। আর তিন হকবিশিষ্ট প্রতিবেশি হলো তারা, যারা প্রতিবেশি ও মুসলমান এবং সেই সঙ্গে আত্মীয়ও বটে।' –[ইবনে কাছীর]

সহকর্মীদের হক : ষষ্ঠ পর্যায়ে বলা হয়েছে وَالصَّاحِبِ بِالْجَنْبِ; -এর শাব্দিক অর্থ– হলো সহকর্মী। এতে সেসব সফর সঙ্গীরাও অন্তর্ভুক্ত যারা রেল, জাহাজ, বাস, মোটর প্রভৃতিতে পাশাপাশি বসে ভ্রমণ করবে এবং সে সমস্ত লোকও অন্তর্ভুক্ত যারা কোনো সাধারণ বা বিশেষ বৈঠক বা অধিবেশনে আপনার সাথে উপবেশন করে থাকে।

ইসলামি শরিয়ত নিকটবর্তী ও দূরবর্তী স্থায়ী প্রতিবেশীদের অধিকার সংরক্ষণকে যেমন ওয়াজিব করে দিয়েছে, তেমনিভাবে সে ব্যক্তির সাহচর্যের অধিকার বা হককেও অপরিহার্য করে দিয়েছে, যে সামান্য সময়ের জন্য হলেও কোনো মজলিস, বৈঠক অথবা সফরের সময় আপনার সমপর্যায়ে উপবেশন করে। তাদের মধ্যে মুসলমান, অমুসলমান, আত্মীয়, অনাত্মীয় সবাই সমান– সবার সাথেই সদ্ব্যবহার করার হেদায়েত করা হয়েছে। এর সর্বনিম্ন পর্যায় হচ্ছে এই যে, আপনার কোনো

https://e-ilm.weebly.com/

কথায় বা কাজে যেন সে কোনো রকম কষ্ট না পায়। এমন কোনো কথা বলবেন না, যাতে সে মর্মাহত হতে পারে। এমন কোনো আচরণ করবেন না, যাতে তার কষ্ট হতে পারে। যেমন, সিগারেট পান করে তার দিকে ধোঁয়া ছাড়া, পান খেয়ে তার দিকে পিক ফেলা এবং এমনভাবে বসা যাতে তার বসার জায়গা সংকুচিত হয়ে যায় প্রভৃতি।

কুরআনে কারীমের এ হেদায়েত অনুযায়ী যদি সবাই আমল করতে শুরু করে, তাহলে রেল, জাহাজ, বাস প্রভৃতি সফরক্ষেত্রে সংঘটিত সমস্ত বিবাদ-বিসংবাদের পরিসমাপ্তি ঘটতে পারে। প্রত্যেকেরই লক্ষ্য করা প্রয়োজন যে, আমার শুধুমাত্র একজনের জায়গারই অধিকার রয়েছে; তার বেশি জায়গা দখল করে রাখার কোনো অধিকার নেই। রেলে বা অন্যান্য যানবাহনে অন্য কোনো যাত্রী পাশে বসতে গেলে একথা ভাবা উচিত যে, এখানে তারও ততটুকুই অধিকার রয়েছে যতটা রয়েছে আমার।

কোনো কোনো তাফসীরকার বলেছেন, এমন প্রতিটি লোকই صَاحِبِ بِالْجَنْبِ-এর অন্তর্ভুক্ত যে কোনো কাজে, কোনো পেশায় বা কোনো বিষয়ে আপনার সাথে জড়িত বা আপনার অংশীদার; তা শিল্পশ্রমেই হোক অথবা অফিস-আদালতের চাকরিতেই হোক কিংবা কোনো সফরে বা স্থায়ী বসবাসেই হোক। –[রূহুল মা'আনী]

পথিকের হক : সপ্তম পর্যায়ে ইরশাদ হয়েছে وَابْنِ السَّبِيْلِ; অর্থাৎ, পথিক। এতে এমন লোককে বুঝানো হয়েছে, যে সফরের অবস্থায় আপনার নিকট এসে উপস্থিত হয় কিংবা আপনার মেহমান হয়ে যায়। যেহেতু এই অজানা অচেনা লোকটির কোনো আত্মীয় বা সম্পর্কীয় লোক এখানে উপস্থিত থাকে না, সেহেতু কুরআন ইসলামি তথা মানবীয় সম্পর্কের প্রেক্ষিতে তার হকও আপনার উপর অপরিহার্য বলে সাব্যস্ত করে দিয়েছে। তাহলো, সামর্থ্য ও সাধ্যানুযায়ী তার সাথে সদ্ব্যবহার করা।

গোলাম, বাঁদি ও কর্মচারীর হক : অষ্টম পর্যায়ে বলা হয়েছে وَمَا مَلَكَتْ اَيْمَانُكُمْ; এতে অধিকারভুক্ত গোলাম-বাঁদীকে বুঝানো হয়েছে। তাদের ব্যাপারেও এ হক সাব্যস্ত ও অপরিহার্য করে দেওয়া হয়েছে যে, তাদের সাথে সদ্ব্যবহার করতে হবে। সাধ্যানুযায়ী তাদের খাওয়া -দাওয়ার ব্যাপারে কার্পণ্য করবে না। তাছাড়া তাদের সাধ্যের অতিরিক্ত কোনো কাজ তাদের দ্বারা করাবে না।

এখানে আয়াতের বাক্যগুলো যদিও সরাসরিভাবে অধিকারভুক্ত গোলাম-বাঁদিকেই বুঝাচ্ছে, কিন্তু কারণ-উপকরণের সামঞ্জস্য এবং রাসূলে কারীম ﷺ-এর বিভিন্ন বক্তব্যের ভিত্তিতে আলোচ্য নির্দেশ ও বিধি-বিধান দাস-দাসী, চাকর-চাকরানী ও অন্যান্য কর্মচারীর ক্ষেত্রেও ব্যাপকভাবে প্রযোজ্য। তাদের হকও একই রকম। নির্ধারিত বেতন-ভাতা খানাপিনা প্রভৃতির ব্যাপারে বিলম্ব বা কার্পণ্য করা যাবে না এবং তাদের উপর সাধ্যাতীত কোনো কাজও চাপানো যাবে না।

অধিকার প্রদানে তারাই শৈথিল্য প্রদর্শন করে যাদের মনে দাম্ভিকতা বিদ্যমান : আয়াতের শেষাংশে বলা হয়েছে– اِنَّ اللّٰهَ لَا يُحِبُّ مَنْ كَانَ مُخْتَالًا فَخُوْرًا অর্থাৎ, আল্লাহ এমন লোককে পছন্দ করেন না, যে দাম্ভিক এবং নিজেকে অন্যের চাইতে বড় প্রতিপন্ন করে।

আয়াতের এই শেষ বাক্যটি পূর্ববর্তী সমস্ত বক্তব্যের উপসংহার। কারণ পূর্ববর্তী আটটি পর্যায়ে যে সমস্ত লোকের হক সম্পর্কে তাকিদ করা হয়েছে, সেগুলোর ব্যাপারে সেসব লোকই শৈথিল্য প্রদর্শন করে যাদের মন মানসিকতায় আত্মগর্ব, অহমিকা, তাকাব্বুর ও দাম্ভিকতা বিদ্যমান। আল্লাহ সমস্ত মুসলমানকে এর অভিশাপ থেকে মুক্ত রাখুন।

অতঃপর اَلَّذِيْنَ يَبْخَلُوْنَ বাক্যে বলা হয়েছে যে, যে সমস্ত লোক দাম্ভিক তারা ওয়াজিব হকের ক্ষেত্রেও কার্পণ্য অবলম্বন করে। নিজের দায়িত্ব উপলব্ধি করে না এবং অন্যান্য লোককেও নিজের অশোভন কথা এবং কার্যকলাপের মাধ্যমে এহেন মন্দ অভ্যাস করার প্রতি উৎসাহিত করে।

আয়াতে যে بُخْل শব্দটি ব্যবহার করা হয়েছে, প্রচলিত অর্থে এর প্রয়োগ হয়ে থাকে সাধারণতঃ অর্থ-সম্পদ সংক্রান্ত অধিকার বা হক আদায়ে শৈথিল্য প্রদর্শন করার ক্ষেত্রে। কিন্তু আয়াতের শানে নুযূল পর্যালোচনা করতে গেলে বুঝা যায়, এখানে بُخْل বা কার্পণ্য শব্দটিতে অধিকার সংক্রান্ত সমস্ত কার্পণ্যই অন্তর্ভুক্ত।

https://e-ilm.weebly.com/

হযরত ইবনে আব্বাস (রা.)-এর রেওয়ায়েত দ্বারা প্রতীয়মান হয় যে, এ আয়াতটি মদিনায় বসবাসরত ইহুদিদের প্রসঙ্গে নাজিল হয়েছিল। এরা ভীষণ দাম্ভিক ও অসম্ভব রকম কৃপণ ছিল। অর্থ-সম্পদ ব্যয়ের বেলায় যেমন কৃপণতা করত, তেমনি সে সমস্ত জ্ঞানের বিষয়ও গোপন করত, যা তারা নিজেদের ইলহামী গ্রন্থের মাধ্যমে অর্জন করেছিল এবং সে সমস্ত জ্ঞানও গোপন করত যাতে মহানবী ﷺ-এর আগমন সংক্রান্ত সুসংবাদ ও লক্ষণসমূহের উল্লেখ ছিল। কিন্তু ইহুদিরা এসব বিষয় দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করে নেওয়ার পরও কার্পণ্যের আশ্রয় নিত। না তারা নিজেরা সে জ্ঞান অনুযায়ী আমল করত, আর না অন্যকে সে অনুযায়ী আমল করতে বলত।

পরবর্তীতে বলা হয়েছে, যে সমস্ত লোক আল্লাহ প্রদত্ত ধন-সম্পদের বেলায়ও কার্পণ্য করে এবং ইলম ও ঈমানের ব্যাপারেও কার্পণ্য করে, তারা আল্লাহ তা'আলার নিয়ামতের প্রতি অকৃতজ্ঞ; তাদের জন্য নির্ধারিত রয়েছে অপমানজনক আজাব।

দান-খয়রাতের ফজিলত এবং কার্পণ্যের ক্ষতি সম্পর্কে মহানবী ﷺ ইরশাদ করেছেন।

"প্রতিদিন ভোর বেলায় দু'জন ফেরেশতা অবতরণ করেন। তাদের একজন বলেন, হে আল্লাহ! সৎপথে ব্যয়কারীকে শুভ প্রতিদান দান কর। আর অন্যজন বলেন, হে আল্লাহ! কৃপণকে ধন-সম্পদের দিক দিয়ে ধ্বংসের সম্মুখীন করে দাও।" –[সহীহ বুখারী ও সহীহ মুসলিম]

অতঃপর وَالَّذِيْنَ يُنْفِقُوْنَ বাক্যের দ্বারা দাম্ভিকের আরেকটি দোষের কথা বলা হয়েছে। তা হলো এই যে, এসব লোক আল্লাহর পথে নিজেরাও ব্যয় করে না এবং অন্যকেও ব্যয় না করার প্ররোচনা দেয়। অবশ্য তারা ব্যয় করে লোক দেখানোর উদ্দেশ্যে। আর যেহেতু এরা আল্লাহ এবং আখেরাতের উপর বিশ্বাস রাখে না। সেহেতু তাদের পক্ষে আল্লাহর সন্তুষ্টি এবং আখেরাতের ছওয়াবের নিয়তে ব্যয় করার কোনো প্রশ্নই উঠতে পারে না। এ ধরনের লোক শয়তানের দোসর। অতএব, তাদের পরিণতিও তাই হবে, যা হবে তাদের দোসর শয়তানের পরিণতি।

এ আয়াতের দ্বারা প্রতীয়মান হচ্ছে যে, ওয়াজিব হকের ক্ষেত্রে শৈথিল্য ও কার্পণ্য প্রদর্শন করা যেমন দূষণীয়, তেমনিভাবে লোক দেখানোর জন্য এবং উদ্দেশ্যবিহীনভাবে ব্যয় করাও নিতান্ত মন্দ কাজ। যারা একান্তভাবে আল্লাহর উদ্দেশ্যে ব্যয় না করে লোক দেখানোর উদ্দেশ্যে ব্যয় করে, তাদের আমল আল্লাহর দরবারে গৃহীত হয় না। হাদীসে এমন কাজকে শিরক বলেও অভিহিত করা হয়েছে। যথা–

হযরত শাদ্দাদ ইবনে আওস (রা.) বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে বলতে শুনেছি, 'যে ব্যক্তি লোক দেখানোর উদ্দেশ্যে নামাজ পড়ল সে শিরক করল। যে লোক দেখানোর উদ্দেশ্যে রোজা রাখল সে শিরক করল এবং যে লোক দেখানোর উদ্দেশ্যে সদকা-খয়রাত করল সে শিরক করল।'-[মুসনাদে আহমদ]

প্রথম আয়াতে বলা হয়েছে وَمَاذَا عَلَيْهِمْ لَوْ اٰمَنُوْا بِاللّٰهِ অর্থাৎ, তাদের ক্ষতিটা কি হবে এবং তাদের এমন বিপদই বা হবে, যদি তারা আল্লাহ ও আখেরাতের উপর বিশ্বাস স্থাপন করে নেয় এবং আল্লাহ-প্রদত্ত ধন-সম্পদের মধ্য থেকে ব্যয় করে? এগুলো সবই যে একান্ত সহজ কাজ। এগুলো গ্রহণ করা বা বাস্তবায়ন করা কোনোই কষ্টের বিষয় নয়, তবুও কেন নাফরমান ও অকৃতজ্ঞ থেকে আখেরাতে ধ্বংসের বোঝা নিজের মাথায় তুলে নিচ্ছে।

অতঃপর বলা হয়েছে اِنَّ اللّٰهَ لَا يَظْلِمُ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ অর্থাৎ, আল্লাহ তা'আলা কারো সৎকর্মের ছওয়াব এবং অশুভ প্রতিদানের বেলায় বিন্দু-বিসর্গও অন্যায় করেন না; বরং নিজের পক্ষ থেকে এতে অধিকতর বৃদ্ধি করে দেন এবং আখেরাতে এগুলোকে কয়েকগুণ বাড়িয়ে তার ছওয়াব দান করবেন এবং নিজের পক্ষ থেকেও দিবেন মহান দান।

আল্লাহ তা'আলার নিকট নিম্নতম ছওয়াবের পরিমাণ হচ্ছে এই যে, সেখানে একটি সৎ কাজের জন্য দশ-দশটি ছওয়াব লেখা হয়, তদুপরি নানা বাহানায় বৃদ্ধির পরেও বৃদ্ধি হতে থাকে। কোনো কোনো রেওয়ায়েতে প্রতীয়মান হয় যে, কিছু সৎকাজ এমনও রয়েছে, যেগুলোর ছওয়াব বিশ লক্ষ গুণ পর্যন্ত বর্ধিত হয়ে যায়। তাছাড়া আল্লাহ তা'আলা হলেন মহাদাতা। তিনি তাঁর অসীম রহমতে [সৎ কাজের বিনিময়] এমনভাবে বাড়িয়ে দেন, যা কোনো হিসাব বা সীমা-পরিসীমায় আসে না। বলা হয়েছে- وَاللّٰهُ يُضٰعِفُ لِمَنْ يَّشَاءُ কাজেই আল্লাহ তা'আলার দরবার থেকে যে কি মহাদান হতে পারে, তার কি কল্পনা করা যেতে পারে?

https://e-ilm.weebly.com/

আলোচ্য আয়াতে উল্লিখিত ذَرَّةٍ শব্দের একটি অর্থ তো সুবিদিত, যা ইতঃপূর্বে বলা হয়েছে। এছাড়া কোনো কোনো মনীষী বলেছেন যে, লাল রঙ্গের সর্বাধিক ক্ষুদ্র পিঁপড়াকে ذَرَّةٍ [যাররাতুন] বলা হয়। আরবরা নিকৃষ্টতা ও ওজনহীনতা বুঝানোর জন্য শব্দটি উদাহরণস্বরূপ বলে থাকে।

فَكَيْفَ اِذَا جِئْنَا مِنْ كُلِّ اُمَّةٍ বলে আখেরাতের ময়দানের দৃশ্যকে সামনে উপস্থিত করার প্রতি লক্ষ্য করতে বলা হয়েছে। এতে মক্কাবাসী কাফেরদের ভীতি প্রদর্শনও উদ্দেশ্য বটে।

তাদের কি অবস্থা হবে, যখন হাশরের ময়দানে প্রত্যেক উম্মতের নবীগণকে নিজ নিজ উম্মতের নেক-বদ ও সৎ অসৎ আমলের সাক্ষী হিসেবে উপস্থিত করা হবে এবং যখন আপনিও নিজের উম্মতের সাক্ষী হিসেবে উপস্থিত থাকবেন। আর বিশেষ করে সেই কাফের-মুশরিকদের সম্পর্কে আল্লাহর আদালতে সাক্ষ্য দান করবেন যে, তারা প্রকাশ্য সব মু'জিযা প্রত্যক্ষ করা সত্ত্বেও মিথ্যারোপ করেছে এবং আল্লাহর তাওহীদ ও আপনার রেসালাতে বিশ্বাস স্থাপন করেনি।

বুখারী শরীফে বর্ণিত আছে, হুজুর ﷺ হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা.) কে লক্ষ্য করে বলেছেন, আমাকে কুরআন শোনাও। হযরত আব্দুল্লাহ নিবেদন করলেন, আপনি কি আমার কাছ থেকে শুনতে চান, অথচ কুরআন আপনারই উপর অবতীর্ণ হয়েছে। হুজুর ﷺ বলেন, হ্যাঁ, পড়। হযরত আব্দুল্লাহ (রা.) বলেন, অতঃপর আমি সূরা আন-নিসা পড়তে আরম্ভ করলাম। فَكَيْفَ اِذَا جِئْنَا مِنْ كُلِّ اُمَّةٍ بِشَهِيْدٍ পর্যন্ত পৌঁছার পর তিনি বললেন, এবার থাম। তারপর যখন আমি তাঁর দিকে চোখ তুলে তাকালাম, দেখলাম, তাঁর চোখ থেকে অশ্রু গড়িয়ে পড়ছে।

আল্লামা কাস্তাল্লানী (র.) লিখেছেন, এ আয়াত পাঠে, হুজুর ﷺ-এর সামনে আখেরাতের দৃশ্যাবলি উদ্ভাসিত হয়ে যায় এবং স্বীয় উম্মতের শৈথিল্যপরায়ণ ব্যক্তিদের কথা স্মরণ হয়। আর সে জন্যই তাঁর চোখ থেকে অশ্রু প্রবাহিত হতে থাকে।

জ্ঞাতব্য : কোনো কোনো মনীষী বলেছেন هٰؤُلَاءِ এর দ্বারা রাসূলে কারীম ﷺ-এর সময়ে উপস্থিত কাফের মুনাফিকদের প্রতি ইঙ্গিত করা হয়েছে। আবার অনেকের মতে কিয়ামত পর্যন্ত আগত গোটা উম্মতের প্রতিই এতে ইঙ্গিত করা হয়েছে। কারণ কোনো কোনো রেওয়ায়েত দ্বারা বুঝা যায় যে, হুজুরের উম্মতের যাবতীয় আমল হুজুরের সামনে উপস্থাপিত করা হতে থাকে।

যা হোক, এতে বুঝা গেল যে, বিগত উম্মতসমূহের নবী-রাসূলগণ নিজ নিজ উম্মতের সাক্ষী হিসেবে উপস্থাপিত হবেন এবং স্বয়ং মহানবী ﷺ-ও স্বীয় উম্মতের কৃতকর্মের সাক্ষ্যদান করবেন। কুরআনে কারীমের এই বর্ণনারীতির দ্বারা প্রতীয়মান হয় যে, হুজুর ﷺ-এর পর আর কোনো নবীর আগমন ঘটবে না, যিনি স্বীয় উম্মতের উপর সাক্ষ্যদান করতে পারেন। অন্যথা কুরআনে কারীমে তাঁর [অর্থাৎ সে নবীর এবং তাঁর সাক্ষ্যদানের] বিষয়ও উল্লেখ থাকত। এ হিসেবে উক্ত আয়াতটি খতমে নবুয়তেরও একটি প্রমাণ।

শব্দের বিশ্লেষণ :

يُوَفِّقُ : সীগাহ واحد مذكر غائب বহছ مضارع معروف বাব تَفْعِيْل মাসদার اَلتَّوْفِيْقُ মূলবর্ণ (و . ف . ق) জিনস مثال واوى অর্থ– তিনি তৌফিক দান করেন।

مُخْتَالًا : সীগাহ واحد مذكر বহছ اسم فاعل বাব اِفْتِعَالٌ মাসদার اَلْاِخْتِيَالُ মূলবর্ণ (خ . ى . ل) জিনসে اجوف يائى অর্থ– অহংকারী, দাম্ভিক।

اَعْتَدْنَا : সীগাহ جمع متكلم বহছ ماضى معروف বাব اِفْعَالٌ মাসদার اَلْاِعْتَادُ মূলবর্ণ (ع . ت . د) জিনস صحيح অর্থ– আমরা প্রস্তুত করেছি।

قَرِيْنًا : শব্দটি একবচন, বহুবচন قُرَنَاءُ অর্থ– সাথী।

https://e-ilm.weebly.com/

يَوْمَئِذٍ يَوَدُّ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا وَعَصَوُا الرَّسُوْلَ لَوْ تُسَوّٰى بِهِمُ الْاَرْضُ وَلَا يَكْتُمُوْنَ اللّٰهَ حَدِيْثًا ﴿٤٢﴾

অনুবাদ : (৪২) যারা কুফরি করেছে এবং রাসূলের কথা অমান্য করেছে– তারা ঐদিন কামনা করবে যে, হায়! যদি আমরা মাটির সাথে বিলীন হয়ে যেতাম, আর তারা আল্লাহর নিকট কোনো কথা গোপন করতে পারবে না।

يٰاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَا تَقْرَبُوا الصَّلٰوةَ وَاَنْتُمْ سُكٰرٰى حَتّٰى تَعْلَمُوْا مَا تَقُوْلُوْنَ وَلَا جُنُبًا اِلَّا عَابِرِىْ سَبِيْلٍ حَتّٰى تَغْتَسِلُوْا ؕ وَاِنْ كُنْتُمْ مَّرْضٰٓى اَوْ عَلٰى سَفَرٍ اَوْ جَآءَ اَحَدٌ مِّنْكُمْ مِّنَ الْغَآئِطِ اَوْ لٰمَسْتُمُ النِّسَآءَ فَلَمْ تَجِدُوْا مَآءً فَتَيَمَّمُوْا صَعِيْدًا طَيِّبًا فَامْسَحُوْا بِوُجُوْهِكُمْ وَاَيْدِيْكُمْ ؕ اِنَّ اللّٰهَ كَانَ عَفُوًّا غَفُوْرًا ﴿٤٣﴾

(৪৩) হে ঈমানদারগণ! তোমরা নামাজের নিকটেও যেয়ো না, নেশার অবস্থায়– যতক্ষণ পর্যন্ত না তোমরা নিজেদের মুখের কথাগুলো উপলব্ধি করতে পার এবং জানাবাতের অবস্থায়ও তোমাদের মুসাফিরী অবস্থা ব্যতীত যে পর্যন্ত না গোসল করে নাও। আর যদি তোমরা পীড়িত হও অথবা মুসাফিরী অবস্থায় থাক অথবা তোমাদের মধ্যে কেউ এস্তেঞ্জা হতে আসে অথবা তোমরা স্ত্রী-সঙ্গম করে থাক, অতঃপর তোমরা পানি না পাও, তবে পাক মাটি দ্বারা তায়াম্মুম করে নাও, অর্থাৎ স্বীয় মুখমণ্ডল ও হস্তদ্বয়ের মাসেহ কর, নিশ্চয় আল্লাহ তা'আলা অতিশয় মার্জনাকারী, মহা ক্ষমাপরায়ণ।

اَلَمْ تَرَ اِلَى الَّذِيْنَ اُوْتُوْا نَصِيْبًا مِّنَ الْكِتٰبِ يَشْتَرُوْنَ الضَّلٰلَةَ وَيُرِيْدُوْنَ اَنْ تَضِلُّوا السَّبِيْلَ ﴿٤٤﴾

(৪৪) তুমি কি তাদেরকে লক্ষ্য করনি! যাদেরকে কিতাবের এক বড় অংশ প্রদত্ত হয়েছে, তারা গোমরাহীকে গ্রহণ করেছে এবং এই কামনা করে যে, তোমরা [-ও সরল] পথ হতে পথহারা হয়ে যাও।

শাব্দিক অনুবাদ

(৪২) يَوْمَئِذٍ ঐদিন يَوَدُّ তারা কামনা করবে الَّذِيْنَ كَفَرُوْا যারা কুফরি করেছে وَعَصَوُا الرَّسُوْلَ এবং রাসূলের কথা অমান্য করেছে– لَوْ تُسَوّٰى بِهِمُ الْاَرْضُ যে, হায়! যদি আমরা মাটির সাথে বিলীন হয়ে যেতাম وَلَا يَكْتُمُوْنَ اللّٰهَ حَدِيْثًا আর তারা আল্লাহর নিকট কোনো কথা গোপন করতে পারবে না।

(৪৩) يٰاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا হে ঈমানদারগণ! لَا تَقْرَبُوا الصَّلٰوةَ তোমরা নামাজের নিকটেও যেয়ো না وَاَنْتُمْ سُكٰرٰى নেশার অবস্থায়– حَتّٰى تَعْلَمُوْا مَا تَقُوْلُوْنَ যতক্ষণ পর্যন্ত না তোমরা নিজেদের মুখের কথাগুলো উপলব্ধি করতে পার وَلَا جُنُبًا এবং জানাবাতের অবস্থায়ও اِلَّا عَابِرِىْ سَبِيْلٍ তোমাদের মুসাফিরী অবস্থা ব্যতীত حَتّٰى تَغْتَسِلُوْا যে পর্যন্ত না গোসল করে নাও وَاِنْ كُنْتُمْ مَّرْضٰٓى আর যদি তোমরা পীড়িত হও اَوْ عَلٰى سَفَرٍ অথব মুসাফিরী অবস্থায় থাক اَوْ جَآءَ اَحَدٌ مِّنْكُمْ مِّنَ الْغَآئِطِ অথবা তোমাদের মধ্যে কেউ এস্তেঞ্জা হতে আসে اَوْ لٰمَسْتُمُ النِّسَآءَ অথবা তোমরা স্ত্রী-সঙ্গম করে থাক فَلَمْ تَجِدُوْا مَآءً অতঃপর তোমরা পানি না পাও فَتَيَمَّمُوْا صَعِيْدًا طَيِّبًا তবে পাক মাটি দ্বারা তায়াম্মুম করে নাও فَامْسَحُوْا بِوُجُوْهِكُمْ وَاَيْدِيْكُمْ অর্থাৎ স্বীয় মুখমণ্ডল ও হস্তদ্বয়ের মাসেহ কর اِنَّ اللّٰهَ كَانَ عَفُوًّا غَفُوْرًا নিশ্চয় আল্লাহ তা'আলা অতিশয় মার্জনাকারী, মহা ক্ষমাপরায়ণ।

(৪৪) اَلَمْ تَرَ তুমি কি লক্ষ্য করনি! اِلَى الَّذِيْنَ اُوْتُوْا نَصِيْبًا مِّنَ الْكِتٰبِ তাদেরকে যাদেরকে কিতাবের এক বড় অংশ প্রদত্ত হয়েছে يَشْتَرُوْنَ الضَّلٰلَةَ তারা গোমরাহীকে গ্রহণ করছে وَيُرِيْدُوْنَ এবং এই কামনা করে যে اَنْ تَضِلُّوا السَّبِيْلَ তোমরা [-ও সরল] পথ হতে পথহারা হয়ে যাও।

(৪৫) وَاللّٰهُ اَعْلَمُ بِاَعْدَآئِكُمْ আর আল্লাহ তা'আলা তোমাদের শত্রুদেরকে পূর্ণরূপে জানেন وَكَفٰى بِاللّٰهِ وَلِيًّا এবং আল্লাহ ওলী হিসেবে যথেষ্ট وَكَفٰى بِاللّٰهِ نَصِيْرًا এবং আল্লাহ মদদগার হিসেবেও যথেষ্ট।

https://e-ilm.weebly.com/

وَاللّٰهُ اَعْلَمُ بِاَعْدَآئِكُمْ ؕ وَكَفٰى بِاللّٰهِ وَلِيًّا ۙ وَّكَفٰى بِاللّٰهِ نَصِيْرًا (٤٥)

অনুবাদ : (৪৫) আর আল্লাহ তা'আলা তোমাদের শত্রুদেরকে পূর্ণরূপে জানেন, এবং আল্লাহ ওলী হিসেবে যথেষ্ট এবং আল্লাহ মদদগার হিসেবেও যথেষ্ট।

مِنَ الَّذِيْنَ هَادُوْا يُحَرِّفُوْنَ الْكَلِمَ عَنْ مَّوَاضِعِهٖ وَيَقُوْلُوْنَ سَمِعْنَا وَعَصَيْنَا وَاسْمَعْ غَيْرَ مُسْمَعٍ وَّرَاعِنَا لَيًّا بِاَلْسِنَتِهِمْ وَطَعْنًا فِى الدِّيْنِ ؕ وَلَوْ اَنَّهُمْ قَالُوْا سَمِعْنَا وَاَطَعْنَا وَاسْمَعْ وَانْظُرْنَا لَكَانَ خَيْرًا لَّهُمْ وَاَقْوَمَ ۙ وَلٰكِنْ لَّعَنَهُمُ اللّٰهُ بِكُفْرِهِمْ فَلَا يُؤْمِنُوْنَ اِلَّا قَلِيْلًا (٤٦)

(৪৬) এই [বর্ণিত] ব্যক্তিরা ইহুদিদের মধ্যকার লোক,কালাম [তাওরাত]-কে তার স্থান হতে [শব্দ বা অর্থের দিক দিয়ে] অন্য দিক ফিরিয়ে দেয়, আর [রাসূলুল্লাহর সঙ্গে] এই বাক্যগুলো ব্যবহার করে سَمِعْنَا وَعَصَيْنَا এবং اِسْمَعْ غَيْرَ مُسْمَعٍ এবং رَاعِنَا এইভাবে যে, নিজেদের ভাষা [ভঙ্গি] বদলে এবং [অন্তরে] ধর্মের প্রতি দোষারোপের ইচ্ছায়, আর যদি তারা سَمِعْنَا و اَطَعْنَا এবং اِسْمَعْ ও اَنْظُرْنَا এই বাক্যগুলো ব্যবহার করত, তবে এটা তাদের জন্য উত্তম এবং স্থানোপযোগী কথা হতো। কিন্তু আল্লাহ এদেরকে এদের কুফরির দরুন স্বীয় করুণা হতে দূরে নিক্ষেপ করেছেন। অতএব, তারা ঈমান আনবে না অল্প কয়েকজন ব্যতীত।

শাব্দিক অনুবাদ

(৪৬) مِنَ الَّذِيْنَ هَادُوْا এই [বর্ণিত] ব্যক্তিরা ইহুদিদের মধ্যকার লোক يُحَرِّفُوْنَ الْكَلِمَ عَنْ مَّوَاضِعِهٖ –কালাম [তাওরাত]-কে তার স্থান হতে [শব্দ বা অর্থের দিক দিয়ে] অন্য দিক ফিরিয়ে দেয়, وَيَقُوْلُوْنَ আর [রাসূলুল্লাহর সঙ্গে] এই বাক্যগুলো ব্যবাহর করে سَمِعْنَا وَعَصَيْنَا এবং اِسْمَعْ غَيْرَ مُسْمَعٍ এবং رَاعِنَا এইভাবে যে, নিজেদের ভাষা [ভঙ্গি] বদলে وَطَعْنًا فِى الدِّيْنِ এবং ধর্মের প্রতি দোষারোপের ইচ্ছায় وَلَوْ اَنَّهُمْ قَالُوْا আর যদি তারা سَمِعْنَا وَ اَطَعْنَا এবং اِسْمَعْ ও اَنْظُرْنَا এই বাক্যগুলো ব্যবহার করত, لَكَانَ خَيْرًا لَّهُمْ তবে এটা তাদের জন্য উত্তমকথা হতো وَاَقْوَمَ এবং স্থানোপযোগী وَلٰكِنْ لَّعَنَهُمُ اللّٰهُ কিন্তু আল্লাহ এদেরকে স্বীয় করুণা হতে দূরে নিক্ষেপ করেছেন بِكُفْرِهِمْ এদের কুফরির দরুন فَلَا يُؤْمِنُوْنَ তারা ঈমান আনবে না اِلَّا قَلِيْلًا অল্প কয়েকজন ব্যতীত।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

(৪৩) قوله يٰاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَا تَقْرَبُوا الصَّلٰوةَ الخ : **আয়াতের শানে নুযূল :** আব্দ বিন হুমাইদ, আবূ দাউদ, তিরমিযী, নাসায়ী, ইবনে জারীর, ইবনে মুনযির প্রমুখ হযরত আলী বিন আবী তালিব (রা.) হতে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন, আব্দুর রহমান বিন আউফ আমাদের জন্য খাদ্য তৈরি করে আমাদের কয়েকজন আনসার ও মুহাজিরকে খাবারের দাওয়াত দেন। অতঃপর আমরা আহার করে মদ্যপান করে মাতাল হয়ে গেলাম। পরক্ষণেই আমরা মাগরিবের নামাজ আদায়ের জন্য একত্রিত হলাম। ফলে তাঁরা আমাকে নামাজ পড়ানোর জন্য আগে বাড়িয়ে দিলেন। ফলে আমি মাগরিবের নামাজে কেরাত পাঠ করলাম এরূপভাবে যে–

قُلْ يٰاَيُّهَا الْكٰفِرُوْنَ لَاۤ اَعْبُدُ مَا تَعْبُدُوْنَ وَنَحْنُ نَعْبُدُ مَا تَعْبُدُوْنَ

তখন আল্লাহ তা'আলা উপরিউক্ত আয়াত নাজিল করেন।

শানে নুযূল – ২ : হযরত ইবনে মুনযির ইকরিমা হতে বর্ণনা করেন, এ আলোচ্য আয়াত নাজিল হয়েছে হযরত আবূ বকর, ওমর, আলী আব্দুর রহমান বিন আউফ (রা.) প্রমূখের সম্পর্কে। হযরত আলী (রা.) তাদের জন্য খাবার ও মদ প্রস্তুত করেন (তখন মদ হারাম হয়নি) সুতরাং তারা আহার করলেন এবং মদ পান করলেন। অতঃপর হযরত আলী (রা.) তাদের নিয়ে মাগরিবের নামাজ আদায় করেন। তখন কেরাত পাঠ করেন قُلْ يٰاَيُّهَا الْكٰفِرُوْنَ শেষ করে পড়েন لَيْسَ لِىْ دِيْنٌ وَلَيْسَ لَكُمْ دِيْنٌ সে পরিপ্রেক্ষিতে উপরিউক্ত আয়াত নাজিল হয়েছে। –[ফাতহুল কাদীর -৪৭২/১, ইবনে কাছীর-৫০০/১]

https://e-ilm.weebly.com/

(৪৩) قوله وَلَا جُنُبًا اِلَّا عَابِرِىْ سَبِيْلٍ الخ : আয়াতের শানে নুযূল : হযরত ইবনে জারীর, মুসান্নাফ, আবূ সালেহ, লাইছ ও ইয়াযিদ বিন আবূ হাবীব প্রমুখের বরাত দিয়ে বলেন যে, অনেক আনসারীদের ঘরের দরজা ছিল মসজিদের অভ্যন্তর দিয়ে। তারা জানাবাত তথা শুক্রক্ষরণজনিত অপবিত্র হতেন কিন্তু তাদের কাছে পানি থাকত না। তখন পানিতে যাবার জন্য মসজিদের ভিতর ছাড়া তাদের অন্য কোনো পথ ছিলনা। পবিত্রতা অর্জনের জন্য মসজিদের ভিতর দিয়ে পানির নিকটে যাওয়ার বৈধতা বর্ণনা করার পরিপ্রেক্ষিতে আল্লাহ তা'আলা আলোচ্য আয়াত নাজিল করেন। -[ইবনে কাছীর ৫০১/১, লুবাবুন নুযূল, পৃ. ৮২]

(৪৩) قوله فَلَمْ تَجِدُوْا مَآءً فَتَيَمَّمُوْا صَعِيْدًا طَيِّبًا الخ আয়াতের শানে নুযূল- ১ : হযরত ইবনে মুনযির ও আবূ হাতেম মুজাহিদ হতে বর্ণনা করেন, উপরিউক্ত আয়াত একজন আনসারী পুরুষ সম্পর্কে নাজিল হয়েছে। তিনি অসুস্থ ছিলেন, হেটে গিয়ে অজু করতে সক্ষম ছিলেন না। তার কোনো খাদেমও ছিল না, যার দ্বারা পানি সংগ্রহ করবেন, সুতরাং তিনি রাসূল ﷺ -এর খেদমতে গমন করে এ সম্পর্কে আলোচনা করলেন, তখন উপরিউক্ত আয়াত নাজিল করা হয়েছে। -[ফাতহুল কাদীর : ৪৭৩/১, ইবনে কাছীর ৫০২/১, লুবাবুন নুযূল পৃ. ৮২]

শানে নুযূল- ২ : হযরত ইবনে জারীর, ইবরাহীম নাখয়ী হতে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন, সাহাবীগণ আহত ও ক্ষত হলেন। সে ক্ষত পচন ধরে, এর মধ্যে জানাবাত তথা শুক্রক্ষরণ জনিত অপবিত্র হয়ে যান। সুতরাং সাহাবী এ সমস্যা সম্পর্কে রাসূল ﷺ-এর নিকট জানতে চান। সে পরিপ্রেক্ষিতে আলোচ্য আয়াতাংশটি নাজিল হয়েছে। -[ফাতহুল কাদীর : ৪৭৩/১]

শানে নুযূল- ৩ : হযরত আয়েশা (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি হযরত আসমা (রা.) থেকে গলার হার নিয়েছিলেন, যা হারিয়ে গিয়েছিল। তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ কয়েকজন সাহাবীকে অনুসন্ধানের জন্য পাঠালেন। ফলে তারা সে হারটি পেলেন। সেখানে তাদের নামাজের সময় হয়ে গেল কিন্তু তাদের সাথে কোনো পানি ছিল না। কাজেই তারা সে ওয়াক্তের নামাজ অজু ছাড়াই আদায় করেন। পরবর্তীতে তারা রাসূল ﷺ-কে এ সম্পর্কে অবহিত করলেন, তখন فَلَمْ تَجِدُوْا مَآءً فَتَيَمَّمُوْا صَعِيْدًا طَيِّبًا আয়াতাংশ নাজিল হয়েছে।

(৪৪) قوله اَلَمْ تَرَ اِلَى الَّذِيْنَ اُوْتُوْا نَصِيْبًا الخ : আয়াতের শানে নুযূল : হযরত ইবনে ইসহাক, ইবনে জারীর, ইবনে মুনযির, আবূ হাতেম এবং বায়হাকী দালায়েল গ্রন্থে হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) হতে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন, রেফা'আহ বিন যায়দ বিন তাবুত ইহুদিদের মাঝে খ্যাতিমান একজন ব্যক্তি ছিল। রাসূল ﷺ -এর সাথে যখন কথা বলত, তখন নম্রতার সাথে কথা বলত। তখন সে বলত رَاعِنَا سَمْعَنَا يَا مُحَمَّدُ حَتّٰى نَفْهَمَكَ আমাদের প্রতি মনোযোগী হন, হে মুহাম্মদ! যাতে আমরা আপনাকে বুঝতে পারি। পরবর্তীতে ইসলামের প্রতি অপপ্রচার করত এবং দোষ-ত্রুটি বর্ণনা করত। সে পরিপ্রেক্ষিতে আলোচ্য আয়াত নাজিল হয়েছে। -[ফাতহুল কাদীর : ৪৭৬/১, কুরতুবী- :২৩২/৫, রুহুল মা'আনী- ৪৪/৩/৫, বাহরে মুহীত- ২৭১/৩]

يَوْمَئِذٍ يَّوَدُّ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا -আয়াতে ময়দানে আখেরাতে কাফেরদের দুরবস্থার বিবরণ দান প্রসঙ্গে বলা হয়েছে, এরা কিয়ামতের দিন কামনা করবে যে, হায়! আমরা যদি ভূমির সাথে মিশে যেতাম, ভূমি যদি দ্বিধা হয়ে যেত আর আমরা তাতে ঢুকে গিয়ে মাটি হয়ে যেতাম এবং এখানকার জিজ্ঞাসাবাদ ও হিসাব-নিকাশ থেকে যদি অব্যাহতি লাভ করতে পারতাম।

হাশরের ময়দানে কাফেররা যখন দেখবে, সমস্ত জীব-জন্তু একে অপরের কাছ থেকে কৃত অত্যাচারের প্রতিশোধ নেওয়ার পর মাটিতে পরিণত হয়ে যাচ্ছে, তখন তাদের আক্ষেপ হবে এবং কামনা করবে- হায়! আমরাও যদি মাটি হয়ে যেতাম। যেমন সূরা 'নাবা'তে বলা হয়েছে وَيَقُوْلُ الْكَافِرُ يٰلَيْتَنِىْ كُنْتُ تُرَابًا [আর কাফেররা বলবে, কতই না উত্তম হতো যদি আমরা মাটি হয়ে যেতাম।]

আয়াতের শেষাংশে বলা হয়েছে وَلَا يَكْتُمُوْنَ اللّٰهَ حَدِيْثًا অর্থাৎ এই কাফেররা নিজেদের বিশ্বাস ও কৃতকর্ম সম্পর্কে আল্লাহর কাছে কোনো কিছুই গোপন রাখতে পাববে না। তাদের হাত পা এবং অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ স্বীকার করবে, নবী রাসূলগণ, সাক্ষ্য দান করবেন এবং আমলনামাসমূহেও সবকিছু বিধৃত থাকবে।

হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) কে জিজ্ঞাসা করা হয়েছিল যে, কুরআনের এক জায়গায় বলা হয়েছে, 'কাফেররা কোনো কিছুই গোপন করতে পারবে না। আবার অন্যত্র বলা হয়েছে, তারা কসম খেয়ে খেয়ে বলবে وَاللّٰهِ رَبِّنَا مَا كُنَّا مُشْرِكِيْنَ [আল্লাহর কসম। আমরা শিরক করিনি] বাহ্যতঃ এ দু'টি আয়াতের মাঝে যে বৈপরীত্য দেখা যায়, তার কারণ কি? তখন হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) উত্তরে বললেন, ব্যাপারটি হবে এমন যে, যখন প্রথমে কাফেররা লক্ষ্য করবে শুধুমাত্র মুসলমান ছাড়া অন্য কেউ জান্নাতে যাচ্ছে না, তখন তারা একথা স্থির করে নিবে যে, আমাদেরকেও নিজেদের শিরক ও অসৎকর্মের বিষয় অস্বীকার করা উচিত। হয়তো আমরা এভাবে মুক্তি পেয়েও যেতে পারি। কিন্তু এ অস্বীকৃতির পর স্বয়ং তাদের অঙ্গ-

https://e-ilm.weebly.com/

প্রত্যঙ্গগুলোই তাদের বিরুদ্ধে সাক্ষ্য দিতে আরম্ভ করবে এবং গোপন করার যে মতলব তারা স্থির করেছিল, তাতে সম্পূর্ণভাবে অকৃতকার্য হয়ে পড়বে এবং তখন সবাই স্বীকার করে নিবে। এজন্যই বলা হয়েছে– وَلَا يَكْتُمُونَ اللّٰهَ حَدِيْثًا; কোনো কিছুই গোপন করতে পারবে না।

শরাব হারাম হওয়ার ধারাবাহিক নির্দেশাবলি : আল্লাহ রাব্বুল আলামীন ইসলামি শরিয়তকে একটি বৈশিষ্ট্য এই দান করেছেন যে, এর প্রতিটি বিধি-বিধানকে তিনি সরল ও সহজ করেছেন। তারই এক বিশেষ দিক হচ্ছে এই যে, আল্লাহ রাব্বুল আলামীন যাঁদের মন-মানসকে একান্ত নিষ্পাপ করে তৈরি করেছিলেন এমন বিশেষ বিশেষ কিছু লোক ছাড়া মদ্যপান ছিল সমগ্র আরববাসীর পুরাতন অভ্যাস। কিন্তু বিশেষ বিশেষ লোকেরা কখনো এ দুষ্ট বস্তুর ধারে কাছেও যেতেন না। যেমন, মহানবী ﷺ নবুয়ত প্রাপ্তির পূর্বেও কখনো মদ স্পর্শ করেননি। এছাড়া বলতে গেলে সমগ্র জাতিই ছিল এ বদভ্যাসে লিপ্ত। আর এ কথা সর্বজনবিদিত যে, কোনো বস্তু একবার অভ্যাসে পরিণত হয়ে গেলে মানুষের পক্ষে তা পরিহার করা অত্যন্ত কঠিন হয়ে দাঁড়ায়। বিশেষ করে মদ্যপান কিংবা অন্যান্য নেশাজনিত অভ্যাস মানুষকে এমনভাবে কাবু করে বসে যে, তা থেকে বেরিয়ে আসাকে মৃত্যুর শামিল মনে করতে থাকে।

আল্লাহ তা'আলার নিকট মদ্যপান ও নেশা করা ছিল হারাম। বিশেষত ঃ ইসলাম গ্রহণ করার পর মুসলমানদেরকে এর অভিশাপ থেকে রক্ষা ছিল আল্লাহ তা'আলার অভিপ্রায়,কিন্তু সহসা একে হারাম করে দেওয়া হলে, মানুষের পক্ষে এ নির্দেশ পালন করা একান্তই কঠিন হতো। কাজেই প্রথমে এর উপর আংশিক নিষেধাজ্ঞা আরোপ করা হলো এবং এর অশুভ প্রতিক্রিয়া সম্পর্কে সতর্কীকরণের মাধ্যমে মানুষের মন-মস্তিষ্ককে একে পরিহার করার প্রতি উদ্বুদ্ধ করা হলো। সুতরাং আলোচ্য আয়াতে শুধু এ হুকুমই দেওয়া হয়েছে যে, নেশাগ্রস্থ অবস্থায় নামাজের ধারে কাছেও যেয়ো না। যার মর্ম ছিল এই যে, নামাজের সময়ে নামাজের প্রতি মনোনিবেশ করা ফরজ। এ সময় মদ্যপান করা যাবে না। এতে মুসলমানগণ উপলব্ধি করলেন যে, এটা এমন এক মন্দ বস্তু যা মানুষকে নামাজে বাধা দান করে। [কাজেই দেখা গেল] অনেকে তখন থেকেই অর্থাৎ এ নির্দেশ আসার সাথে সাথেই মদ্যপান পরিহার করলেন এবং অনেকে এর মন্দ দিকগুলো সম্পর্কে চিন্তা-ভাবনা করতে আরম্ভ করলেন। শেষ পর্যন্ত সূরা মায়েদার আয়াতে শরাবের অপবিত্রিতা ও হারাম হওয়ার ব্যাপারে সুস্পষ্ট নির্দেশ অবতীর্ণ হলো এবং যে কোনো অবস্থায় মদ্যপান সম্পূর্ণভাবে হারাম হয়ে গেল।

মাসআলা : নেশাগ্রস্ত অবস্থায় নামাজ পড়া যেমন হারাম, তেমনি কোনো কোনো মুফাসসির মনীষী এমনও বলেছেন যে, নিদ্রার এমন প্রবল চাপ হলেও নামাজ পড়া জায়েজ নয়, যাতে মানুষ নিজের মুখের উপর নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে ফেলে।

তায়াম্মুমের হুকুম একটি পুরস্কার– যা এ উম্মতেরই বিশেষ বৈশিষ্ট্য : আল্লাহ তা'আলার কতই না অনুগ্রহ যে, তিনি অজু-গোসল প্রভৃতি পবিত্রতার নিমিত্ত এমন এক বস্তুকে পানির স্থলাভিষিক্ত করে দিয়েছেন, যার প্রাপ্তি পানি অপেক্ষাও সহজ। বলাবাহুল্য, ভূমি ও মাটি সর্বত্রই বিদ্যমান। হাদীসে বর্ণিত আছে যে, এ সহজ ব্যবস্থাটি একমাত্র উম্মতে মুহাম্মদীকেই দান করা হয়েছে। তায়াম্মুম সংক্রান্ত প্রয়োজনীয় মাসআলা-মাসায়েল ফিকহের কিতাব ছাড়াও সাধারণ বাংলা উর্দু পুস্তিকায় বর্ণিত রয়েছে। প্রয়োজনে সেগুলো পাঠ করা যেতে পারে।

পূর্ববর্তী আয়াতসমূহে তাকওয়া ও পরহেজগারীর বিষয় আলোচনা করা হয় এবং তাতে অধিকাংশই ছিল পারস্পরিক লেনদেন সংক্রান্ত। এরই মাঝে প্রসঙ্গক্রমে নামাজ তার সাথে সম্পৃক্ত কিছু হুকুম-আহকামও বলে দেওয়া হয়েছে, যা মানুষের মনে আল্লাহর ভয় ও আখেরাতের চিন্তা সৃষ্টি করে এবং তাতে করে পারস্পরিক লেনদেনের সুষ্ঠুতা সূচিত হয়। উল্লিখিত আয়াতে বিরুদ্ধবাদীদের সাথে পালনীয় কর্তব্য ও আচার-আচরণ সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে, যাতে ইহুদিদের দুষ্কর্মের প্রতিকার এবং বাক্য প্রয়োগের রীতি-নীতি সম্পর্কেও মুসলমানদেরকে শিক্ষা দেওয়া হয়েছে।

শব্দ বিশ্লেষণ

يَوَدُّ : সীগাহ واحد مذكر غائب বহছ مضارع معروف বাব سَمِعَ মাসদার اَلْوِدَادُ মূলবর্ণ (و ـ د ـ د) জিনস مضاعف ثلاثى অর্থ– সে কামনা করে।

تُسَوّٰى : সীগাহ واحد مؤنث غائب বহছ مضارع مجهول বাব تَفْعِيْل মাসদার اَلتَّسْوِيَةُ মূলবর্ণ (س ـ و ـ ى) জিনস لفيف مقرون অর্থ– তা সমান করা হবে।

لٰمَسْتُمْ সীগাহ جمع مذكر حاضر বহছ ماضى معروف বাব مُفَاعَلَةٌ মাসদার اَلْمُلَامَسَةُ মূলবর্ণ (ل ـ م ـ س) জিনস صحيح অর্থ– তোমরা স্পর্শ করেছ।

https://e-ilm.weebly.com/

يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اُوْتُوا الْكِتٰبَ اٰمِنُوْا بِمَا نَزَّلْنَا مُصَدِّقًا لِّمَا مَعَكُمْ مِّنْ قَبْلِ اَنْ نَّطْمِسَ وُجُوْهًا فَنَرُدَّهَا عَلٰٓى اَدْبَارِهَآ اَوْ نَلْعَنَهُمْ كَمَا لَعَنَّآ اَصْحٰبَ السَّبْتِ ؕ وَكَانَ اَمْرُ اللّٰهِ مَفْعُوْلًا (٤٧)

অনুবাদ : (৪৭) হে কিতাব প্রাপ্ত লোকগণ! তোমরা ঐ কিতাবের প্রতি ঈমান আন, যা আমি নাজিল করেছি, এরূপে যে, তা তোমাদের নিকটস্থ কিতাবের সত্যতা সমর্থন করে এবং পূর্বে যে, আমি তোমাদের চেহারাগুলোকে নিশ্চিহ্ন করে দেই, বস্তুতঃ তাদেরকে তাদের বিপরীত দিকের ন্যায় করে দেই অথবা আমি তাদের প্রতি এরূপ অভিসম্পাত করি যেরূপ অভিসম্পাত শনিবার পালনকারীদের প্রতি করেছিলাম, আর আল্লাহর আদেশ সুসম্পন্ন হয়ে থাকে।

اِنَّ اللّٰهَ لَا يَغْفِرُ اَنْ يُّشْرَكَ بِهٖ وَيَغْفِرُ مَا دُوْنَ ذٰلِكَ لِمَنْ يَّشَآءُ ۚ وَمَنْ يُّشْرِكْ بِاللّٰهِ فَقَدِ افْتَرٰٓى اِثْمًا عَظِيْمًا (٤٨)

(৪৮) নিশ্চয় আল্লাহ তা'আলা তাঁর সাথে শরিক স্থির করার অপরাধ ক্ষমা করবেন না এবং এটা ব্যতীত অন্যান্য পাপগুলো তিনি যাকে ইচ্ছা ক্ষমা করে দিবেন, আর যে ব্যক্তি আল্লাহর সাথে অংশী সাব্যস্ত করে, সে গুরুতর পাপী হলো।

اَلَمْ تَرَ اِلَى الَّذِيْنَ يُزَكُّوْنَ اَنْفُسَهُمْ ؕ بَلِ اللّٰهُ يُزَكِّيْ مَنْ يَّشَآءُ وَلَا يُظْلَمُوْنَ فَتِيْلًا (٤٩)

(৪৯) তুমি কি তাদেরকে লক্ষ্য করনি! যারা নিজেদেরকে পবিত্র বলে প্রকাশ করে; বরং আল্লাহ যাকে ইচ্ছা পবিত্র করেন, আর তাদের প্রতি সূতা পরিমাণও জুলুম করা হবে না।

اُنْظُرْ كَيْفَ يَفْتَرُوْنَ عَلَى اللّٰهِ الْكَذِبَ ؕ وَكَفٰى بِهٖٓ اِثْمًا مُّبِيْنًا (٥٠)

(৫০) লক্ষ্য কর! তারা আল্লাহর প্রতি কিরূপ মিথ্যা অপবাদ দিচ্ছে, এবং এটা স্পষ্ট অপরাধী হওয়ার জন্য যথেষ্ট।

শাব্দিক অনুবাদ

(৪৭) يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اُوْتُوا الْكِتٰبَ হে কিতাব প্রাপ্ত লোকগণ! اٰمِنُوْا بِمَا نَزَّلْنَا তোমরা ঐ কিতাবের প্রতি ঈমান আন যা আমি নাজিল করেছি, مُصَدِّقًا لِّمَا مَعَكُمْ এরূপে যে, তা তোমাদের নিকটস্থ কিতাবের সত্যতা সমর্থন করে مِنْ قَبْلِ এবং পূর্বে যে اَنْ نَّطْمِسَ وُجُوْهًا আমি তোমাদের চেহারাগুলোকে নিশ্চিহ্ন করে দেই فَنَرُدَّهَا عَلٰٓى اَدْبَارِهَا বস্তুতঃ তাদেরকে তাদের বিপরীত দিকের ন্যায় করে দেই اَوْ نَلْعَنَهُمْ অথবা আমি তাদের প্রতি এরূপ অভিসম্পাত করি كَمَا لَعَنَّآ اَصْحٰبَ السَّبْتِ যেরূপ অভিসম্পাত শনিবার পালনকারীদের প্রতি করেছিলাম وَكَانَ اَمْرُ اللّٰهِ مَفْعُوْلًا আর আল্লাহর আদেশ সুসম্পন্ন হয়ে থাকে।

(৪৮) اِنَّ اللّٰهَ لَا يَغْفِرُ اَنْ يُّشْرَكَ بِهٖ নিশ্চয় আল্লাহ তা'আলা তাঁর সাথে শরিক স্থির করার অপরাধ ক্ষমা করবেন না وَيَغْفِرُ مَا دُوْنَ ذٰلِكَ এবং এটা ব্যতীত অন্যান্য পাপগুলো তিনি ক্ষমা করে দিবেন لِمَنْ يَّشَآءُ যাকে ইচ্ছা وَمَنْ يُّشْرِكْ بِاللّٰهِ আর যে ব্যক্তি আল্লাহর সাথে অংশী সাব্যস্ত করে فَقَدِ افْتَرٰٓى اِثْمًا عَظِيْمًا সে গুরুতর পাপে পাপী হলো।

(৪৯) اَلَمْ تَرَ তুমি কি লক্ষ্য করনি! اِلَى الَّذِيْنَ يُزَكُّوْنَ اَنْفُسَهُمْ তাদেরকে যারা নিজেদেরকে পবিত্র বলে প্রকাশ করে بَلِ اللّٰهُ يُزَكِّيْ مَنْ يَّشَآءُ বরং আল্লাহ যাকে ইচ্ছা পবিত্র করেন وَلَا يُظْلَمُوْنَ فَتِيْلًا আর তাদের প্রতি সূতা পরিমাণও জুলুম করা হবে না।

(৫০) اُنْظُرْ লক্ষ্য কর! كَيْفَ يَفْتَرُوْنَ عَلَى اللّٰهِ الْكَذِبَ তারা আল্লাহর প্রতি কিরূপ মিথ্যা অপবাদ দিচ্ছে وَكَفٰى بِهٖٓ اِثْمًا مُّبِيْنًا এবং এটা স্পষ্ট অপরাধী হওয়ার জন্য যথেষ্ট।

https://e-ilm.weebly.com/

(৫১) তুমি কি তাদেরকে লক্ষ্য করনি, যাদেরকে কিতাবের এক বড় অংশ প্রদত্ত হয়েছে, তারা জিব্‌ত [মূর্তি] ও শয়তানকে মান্য করে, আর তারা কাফেরদের সম্বন্ধে বলে, এরা মুসলমানদের তুলনায় অধিকতর সঠিক পথে রয়েছে।	أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ أُوتُوا نَصِيبًا مِّنَ الْكِتٰبِ يُؤْمِنُونَ بِالْجِبْتِ وَالطَّاغُوتِ وَيَقُولُونَ لِلَّذِينَ كَفَرُوا هٰٓؤُلَآءِ أَهْدٰى مِنَ الَّذِينَ اٰمَنُوا سَبِيلًا (৫১)
(৫২) এরাই সে সকল লোক, আল্লাহ যাদেরকে লা'নত করেছেন, আর আল্লাহ তা'আলা যাকে লা'নত করেন, তার জন্য কোনোই সাহায্যকারী পাবে না।	أُولٰٓئِكَ الَّذِينَ لَعَنَهُمُ اللّٰهُ ۖ وَمَن يَلْعَنِ اللّٰهُ فَلَن تَجِدَ لَهُ نَصِيرًا (৫২)
(৫৩) তবে কি তাদের নিকট রাজত্বের কোনো অংশ রয়েছে? তবে এমতাবস্থায় তো তারা লোকদেরকে সামান্য বস্তুও দিত না।	أَمْ لَهُمْ نَصِيبٌ مِّنَ الْمُلْكِ فَإِذًا لَّا يُؤْتُونَ النَّاسَ نَقِيرًا (৫৩)
(৫৪) নাকি তারা অন্য লোকদের [যেমন রাসূলুল্লাহর] প্রতি হিংসায় জ্বলে মরছে ঐ সমস্ত বস্তুর দরুন, যা আল্লাহ স্বীয় অনুগ্রহে তাদেরকে প্রদান করেছেন, সুতরাং [আপনার এরূপ বস্তু প্রাপ্ত হওয়া কোনো নতুন বিষয় নয়, কেননা] আমি [ইতঃপূর্বে] ইবরাহীমের বংশধরকে কিতাবও দান করেছি এবং জ্ঞানও দান করেছি, আর আমি তাদেরকে সুবিশাল রাজ্যও প্রদান করেছি।	أَمْ يَحْسُدُونَ النَّاسَ عَلٰى مَآ اٰتٰهُمُ اللّٰهُ مِن فَضْلِهٖ ۖ فَقَدْ اٰتَيْنَآ اٰلَ إِبْرٰهِيمَ الْكِتٰبَ وَالْحِكْمَةَ وَاٰتَيْنٰهُم مُّلْكًا عَظِيمًا (৫৪)

শাব্দিক অনুবাদ

(৫১) أَلَمْ تَرَ তুমি কি লক্ষ্য করনি إِلَى الَّذِينَ أُوتُوا نَصِيبًا مِّنَ الْكِتٰبِ তাদেরকে যাদেরকে কিতাবের এক বড় অংশ প্রদত্ত হয়েছে يُؤْمِنُونَ بِالْجِبْتِ وَالطَّاغُوتِ তারা জিব্‌ত [মূর্তি] ও শয়তানকে মান্য করে। وَيَقُولُونَ لِلَّذِينَ كَفَرُوا আর তারা কাফেরদের সম্বন্ধে বলে هٰٓؤُلَآءِ أَهْدٰى مِنَ الَّذِينَ اٰمَنُوا سَبِيلًا এরা মুসলমানদের তুলনায় অধিকতর সঠিক পথে রয়েছে।

(৫২) أُولٰٓئِكَ এরাই সে সকল লোক الَّذِينَ لَعَنَهُمُ اللّٰهُ আল্লাহ যাদেরকে লা'নত করেছেন وَمَن يَلْعَنِ اللّٰهُ আর আল্লাহ তা'আলা যাকে লা'নত করেন। فَلَن تَجِدَ لَهُ نَصِيرًا তার জন্য কোনোই সাহায্যকারী পাবে না।

(৫৩) أَمْ لَهُمْ نَصِيبٌ مِّنَ الْمُلْكِ তবে কি তাদের নিকট রাজত্বের কোনো অংশ রয়েছে? فَإِذًا لَّا يُؤْتُونَ النَّاسَ نَقِيرًا তবে এমতাবস্থায় তো তারা লোকদেরকে সামান্য বস্তুও দিত না।

(৫৪) أَمْ يَحْسُدُونَ النَّاسَ নাকি তারা অন্য লোকদের প্রতি হিংসায় জ্বলে মরছে عَلٰى مَآ اٰتٰهُمُ اللّٰهُ مِن فَضْلِهٖ ঐ সমস্ত বস্তুর দরুন, যা আল্লাহ স্বীয় অনুগ্রহে তাদেরকে প্রদান করেছেন فَقَدْ اٰتَيْنَآ اٰلَ إِبْرٰهِيمَ الْكِتٰبَ وَالْحِكْمَةَ সুতরাং আমি ইবরাহীমের বংশধরকে কিতাবও দান করেছি এবং জ্ঞানও দান করেছি وَاٰتَيْنٰهُم مُّلْكًا عَظِيمًا আর আমি তাদেরকে সুবিশাল রাজ্যও প্রদান করেছি।

https://e-ilm.weebly.com/

https://e-ilm.weebly.com/

https://e-ilm.weebly.com/

আল্লাহর বাণী– فَنَرُدَّهَا عَلٰٓى اَدْبَارِهَا [অর্থাৎ, তাদের ঘুরিয়ে দেব পশ্চাৎ দিকে] ঘুরিয়ে দেওয়া বা উল্টে দেওয়ার মধ্যে দু'টি সম্ভাবনাই থাকতে পারে। মুখমণ্ডলের আকার-অবয়ব মুছে দিয়ে গোটা চেহারাকে পশ্চাৎ দিকে ফিরিয়ে দেওয়াও হতে পারে আবার মুখমণ্ডলকে গর্দানের মতো সমান্তরাল করে দেওয়াও হতে পারে।

অর্থাৎ, মুখমণ্ডলকে গর্দানের দিকে উল্টে না দিয়ে; বরং গর্দানের মতো পরিষ্কার ও সমান্তরাল করে দেওয়া। –[মাযহারী, রূহুল মা'আনী]

এখানে প্রশ্ন হতে পারে যে, এমন ধরনের বিকৃতি সাধনের ব্যাপারটি কবে সংঘটিত হবে? কারো কারো মতে এ আজাব কিয়ামতের প্রাক্কালে ইহুদিদের উপর অবতীর্ণ হবে। আবার কারো কারো মতে এ আজাব সংঘটিত হবার নয়। কারণ তাদের কেউ কেউ ঈমান নিয়ে এসেছিল।

হযরত হাকীমুল উম্মত থানভী (র.) বলেন, আমার মতে এ প্রশ্নই আসতে পারে না। কারণ কুরআনে এমন কোনো শব্দের উল্লেখ নেই, যাতে বুঝা যায় যে, ঈমান যদি না আন তবে অবশ্যই এ আজাব আসবে; বরং সম্ভাবনার উল্লেখ রয়েছে মাত্র। অর্থাৎ, যদি তাদের অপরাধের প্রতি লক্ষ্য করা যায়, তবে মনে হয় তারা এমনি আজাবের যোগ্য। যদি আজাব দেওয়া না হয়, তবে সেটা তাঁর একান্ত অনুগ্রহের ব্যাপার।

শিরকের সংজ্ঞা ও তার কয়েকটি দিক : اِنَّ اللّٰهَ لَا يَغْفِرُ اَنْ يُّشْرَكَ بِهٖ আয়াতে আল্লাহ তা'আলার সত্তা ও গুণাবলি সম্পর্কে যেসব বিশ্বাসের কথা বলা হয়েছে, তেমন কোনো বিশ্বাস সৃষ্ট বস্তুর ব্যাপারে পোষণ করাই হলো শিরক। এরই কিছু বিশ্লেষণ নিম্নরূপ :

জ্ঞানের ক্ষেত্রে শরিক সাব্যস্ত করা : অর্থাৎ, ১. কোনো বুজুর্গ বা পীরের ব্যাপারে এমন বিশ্বাস পোষণ করা যে, আমাদের যাবতীয় অবস্থা সম্পর্কে তিনি সর্বদা অবহিত। ২. কোনো জ্যোতিষ-পণ্ডিতের কাছে গায়বের সংবাদ জিজ্ঞেস করা কিংবা। ৩. কোনো বুজুর্গের বাক্যে মঙ্গল দেখে তাকে অনিবার্য মনে করে নেওয়া অথবা ৪. কাউকে দূর থেকে ডাকা এবং সাথে সাথে এ কথা বিশ্বাস করা যে, সে আমার ডাক শুনে নিয়েছে অথবা ৫. কারো নামে রোজা রাখা।

ক্ষমতার ক্ষেত্রে শরিক করা : অর্থাৎ কাউকে হিত কিংবা অহিত তথা ক্ষতি-বৃদ্ধি সাধনের অধিকারী মনে করা। কারো কাছে উদ্দেশ্যে যাচনা করা। কারো কাছে রুজি রোজগার বা সন্তান-সন্ততি প্রার্থনা করা।

ইবাদতে শরিক সাব্যস্ত করা : কাউকে সেজদা করা, কারো নামে কোনো পশু মুক্ত করা, কারো নামে মানত করা, কারো কবর কিংবা বাড়ি–ঘরের তওয়াফ করা, আল্লাহ তা'আলার কোনো হুকুমের তুলনায় অপর কারো কথা কিংবা কোনো প্রথাকে প্রাধান্য দেওয়া, কারো সামনে রুকূ' করার মতো অবনত হওয়া, কারো নামে জীব কুরবানি করা, পার্থিব কাজ-কারবার কিংবা বিবর্তনকে নক্ষত্রের প্রভাব বলে বিশ্বাস করা এবং কোনো কোনো মাসকে অশুভ মনে করা প্রভৃতি।

আত্মপ্রশংসা করা এবং নিজেকে ত্রুটিমুক্ত মনে করা বৈধ নয় : اَلَمْ تَرَ اِلَى الَّذِيْنَ يُزَكُّوْنَ اَنْفُسَهُمْ ইহুদিরা নিজেদেরকে পুত-পবিত্র বলে বর্ণনা করত। তারই পরিপ্রেক্ষিতে আল্লাহ তা'আলা এ আয়াতে তাদের নিন্দা করে বলেছেন, তাদের দিকে একটু লক্ষ্য করে দেখ, যারা নিজেরাই নিজেদের পবিত্রতা বর্ণনা করে, তাদের ব্যাপারে বিস্মিত হওয়াই উচিত।

এতে প্রতীয়মান হয় যে, কারো পক্ষে নিজের কিংবা অন্য কারো পবিত্রতা বর্ণনা করা জায়েজ নয়। এই নিষিদ্ধতার তিনটি কারণ রয়েছে–

১. অধিকাংশ ক্ষেত্রে আত্মপ্রশংসার কারণ হয়ে থাকে কিবির তথা অহমিকা বা আত্মগর্ব। কাজেই মূলত এই নিষিদ্ধতাও কিবিরেরই জন্য হয়ে থাকে।

২. দ্বিতীয়তঃ শেষ পরিণতি সম্পর্কে শুধুমাত্র আল্লাহ তা'আলাই অবগত যে, তা পবিত্রতা কিংবা পরহেজগারীর মধ্যেই হবে কি না। কাজেই নিজে নিজেকে পবিত্র বলে আখ্যায়িত করা আল্লাহভীতির পরিপন্থি। এক রেওয়ায়েতে হযরত সালামা বিনতে যয়নব (রা.) বলেছেন যে, হযরত রাসূলে কারীম ﷺ একবার আমাকে জিজ্ঞেস করলেন, তোমার নাম কি? তখন যেহেতু আমার নাম ছিল بَرَّةٌ [বাররাহ অর্থাৎ পাপমুক্ত], কাজেই আমি তাই বললাম। তাতে হুজুর ﷺ বললেন– لَا تُزَكُّوْٓا اَنْفُسَكُمْ اَللّٰهُ اَعْلَمُ الْبِرِّ مِنْكُمْ অর্থাৎ, তোমরা নিজেরা নিজেকে পাপমুক্ত বলে বর্ণনা করো না। কারণ একমাত্র আল্লাহ তা'আলাই জানেন, তোমাদের মধ্যে কে পবিত্র। অতঃপর বাররাহ, নামটি পাল্টে তিনি যয়নব রেখে দিলেন। –[মাযহারী]

https://e-ilm.weebly.com/

৩. নিষিদ্ধতার তৃতীয় কারণটি হলো এই যে, অধিকাংশ সময় এ ধরনের দাবি করতে গিয়ে মানুষের মনে এমন ধারণা সৃষ্টি হতে থাকে যে, সেলোক আল্লাহ তা'আলার দরবারে এজন্য প্রিয় যে, সে যাবতীয় দোষ-ত্রুটি থেকে মুক্ত। অথচ কথাটি সম্পূর্ণরূপে মিথ্যা কারণ মানুষের মধ্যে অসংখ্য ত্রুটি বিচ্যুতি বিদ্যমান থাকে। -[বয়ানুল কুরআন]

মাসআলা : যদি উল্লিখিত কারণগুলো না থাকে, তাহলে নিয়ামতের প্রকাশকল্পে নিজের গুণ বর্ণনা করার অনুমতি রয়েছে। -[বয়ানুল কুরআন]

'জিবত' ও 'তাগুত'-এর মর্ম : উল্লিখিত একান্নতম আয়াতে 'জিবত' ও 'তাগুত' শীর্ষক দু'টি বিষয়ের আলোচনা করা হয়েছে। শব্দ দু'টির মর্ম সম্পর্কে তাফসীরকার মনীষীবৃন্দের বিভিন্ন মতামত রয়েছে। হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) বলেন, আবিসিনীয় ভাষায় 'জিবত' বলা হয় জাদুকরকে। আর 'তাগুত' বলা হয় গণক বা জ্যোতিষীকে।

হযরত ওমর (রা.) বলেন যে, 'জিবত' অর্থ জাদু এবং 'তাগুত' অর্থ শয়তান। হযরত মালেক ইবনে আনাস (রা.) বলেন যে, আল্লাহ ব্যতীত যে সমস্ত জিনিসের উপাসনা করা হয়, সে সবই 'তাগুত' বলে অভিহিত হয়।

ইমাম কুরতুবী (র.) বলেন, মালেক ইবনে আনাস (রা.)-এর উক্তিটিই অধিক পছন্দনীয়। তার কারণ, কুরআন থেকেও এর সমর্থন পাওয়া যায়। ইরশাদ হয়েছে : أَنِ اعْبُدُوا اللّٰهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ [আল্লাহর ইবাদত কর এবং 'তাগুত' থেকে বেঁচে থাক।] কিন্তু উলিখিত বিভিন্ন মতের মাঝে কোনো বিরোধ নেই। কাজেই এর যে কোনোটিই অর্থ করা যায়। প্রকৃতপক্ষে 'জিবত' প্রতিমাকেই বুঝাত, পরে আল্লাহ ব্যতীত অন্যান্য পূজ্য বস্তুতে এর প্রয়োগ হতে আরম্ভ করে। -[রুহুল মা'আনী]

রিপুর কামনা-বাসনা অনেক সময় মানুষকে দীন ও ঈমান থেকে বঞ্চিত করে দেয় : কা'আব ইবনে আশরাফ ছিল বিশিষ্ট ইহুদি পণ্ডিত। সে আল্লাহতে বিশ্বাস পোষণ করত এবং তাঁরই ইবাদত বন্দেগী করত। কিন্তু তার মন-মস্তিষ্কে যখন রৈপিক কামনা-বাসনার পিশাচ চেপে বসল, তখন সে মুসলমানদের বিরুদ্ধে কুরাইশদের সাথে ঐক্যবদ্ধ হতে প্ররোচিত হয়। কুরাইশরা তার সাথে ঐকাজোট করার জন্য শর্ত আরোপ করল যে, তাদেরকে আমাদের দেব-দেবির সামনে সেজদা করতে হবে। সে তা মেনে নিল, যা আগেই বলা হয়েছে। সে নিজের ধর্মের বিরুদ্ধে কুরাইশদের শর্ত বাস্তবায়িত করল বটে, কিন্তু স্বীয় ধর্ম-বিশ্বাসকে ঠিক রাখার জন্য তাদের থেকে পৃথক হয়ে যাওয়া পছন্দ করল না। কুরআনে কারীম অন্য জায়গায় বাল'আম ইবনে বাউরার ব্যাপারেও এমন ধরনের ঘটনা বিবৃত করেছে। ইরশাদ হয়েছে : وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَاَ الَّذِيْٓ اٰتَيْنٰهُ اٰيٰتِنَا فَانْسَلَخَ مِنْهَا فَاَتْبَعَهُ الشَّيْطٰنُ فَكَانَ مِنَ الْغٰوِيْنَ

এতে প্রতীয়মান হচ্ছে যে, শুধু কিতাব সম্পর্কিত ইলম বা জ্ঞান থাকাটাই কল্যাণ ও মঙ্গলকর হতে পারে না, যে পর্যন্ত না যথার্থভাবে তার অনুসরণ করা হবে এবং যে পর্যন্ত না হীন পার্থিব লোভ-লালসা ও কামনা-বাসনাকে পরিপূর্ণভাবে বর্জন করতে পারবে। তা না হলে মানুষ তার ধর্ম এমনকি এহেন প্রিয় বস্তুকেও স্বীয় রৈপিক কামনা-বাসনার বলিতে পরিণত করা থেকে বাঁচতে পারবে না। ইদানিংকালেও কোনো কোনো লোক এমন সত্য মতকে অতি সহজে বর্জন করে বসে এবং ধর্ম বিবর্জিত বিশ্বাস ও মতবাদকে ইসলামের ছদ্মাবরণে উপস্থিত করার যথাসাধ্য চেষ্টা করে। না তাদের মনে আল্লাহর সাথে প্রদত্ত প্রতিশ্রুতির কোনো পরোয়া থাকে, আর না থাকে আখেরাতের কোনো রকম ভয়-ভীতি। বস্তুতঃ সমস্ত কিছুই সত্য সঠিক মতবাদকে বর্জন করে শয়তানের ইঙ্গিতে চলার পরিণতি।

তাফসীকারগণ লিখেছেন, বালআম-বাউরা একজন বিশিষ্ট ইহুদি আলেম ও উচ্চ স্তরের দরবেশ ছিল। কিন্তু যখন সে নিজের রৈপিক কামনা-বাসনা চরিতার্থ করার জন্য হযরত মূসা (আ.)-এর বিরুদ্ধে অশুভ চক্রান্ত করতে আরম্ভ করল, তখন হযরত মূসা (আ.)-এর কোনোই ক্ষতি হলো না। কিন্তু সে নিজে গোমরাহ হয়ে চিরতরে প্রত্যাখ্যাত হলো।

আল্লাহর অভিসম্পাত ইহ ও পরকালীন অপমানের কারণ : লা'নত বা অভিসম্পাত অর্থ হলো আল্লাহর রহমত ও করুণা থেকে দূরে সরে পড়া-চরম অপমান-অপদস্থতা। যার উপর আল্লাহর লা'নত পতিত হয় সে কখনো আল্লাহর নৈকট্য লাভ করতে পারে না। তাদের সম্পর্কে অতি কঠিন ভর্ৎসনার কথা বলা হয়েছে। কুরআনে ইরশাদ হয়েছে- مَلْعُوْنِيْنَ اَيْنَمَا ثُقِفُوْٓا اُخِذُوْا وَقُتِّلُوْا تَقْتِيْلًا

অর্থাৎ যাদের উপর আল্লাহর অভিসম্পাত হয়েছে, তারা যেখানেই পাওয়া যাবে সেখানেই নিহত অথবা ধৃত হবে। এই তো গেল তাদের পার্থিব অপমান। আখেরাতে তাদের অপমান এর চেয়েও কঠিন হবে।

https://e-ilm.weebly.com/

আল্লাহর লা'নতের অধিকারী কারা : وَمَنْ يَلْعَنِ اللّٰهُ فَلَنْ تَجِدَ لَهُ نَصِيْرًا আয়াতের দ্বারা বুঝা যায় যে, যার উপর আল্লাহর লা'নত বর্ষিত হয়, তার কোনো সাহায্যকারী থাকে না। এখন চিন্তা করার বিষয় এই যে, আল্লাহর লা'নতের যোগ্য কারা?

এক হাদীসে আছে, রাসূলে কারীম ﷺ সুদগ্রহীতা এবং সুদদাতা, সুদ সংক্রান্ত দলিল সম্পাদনকারী এবং সুদের লেনদেনের সাক্ষী সবার প্রতিই অভিসম্পাত করেছেন। এদের সবাই পাপের ক্ষেত্রে সমান।–[সহীহ মুসলিম]

অন্য এক হাদীসে মহানবী ﷺ ইরশাদ করেছেন, "যে লোক হযরত লূত (আ.)-এর সম্প্রদায়ের অনুরূপ অপকর্মে লিপ্ত হবে সে অভিশপ্ত হবে।"

অতঃপর তিনি বলেছেন, আল্লাহ তা'আলা চোরদের প্রতিও অভিসম্পাত করেন। যে ডিম কিংবা রশির মতো সাধারণ বস্তুও চুরি থেকে বিরত থাকে না, তারও হস্তকর্তন করা হয়। –[মিশকাত, সহীহ বুখারী ও সহীহ মুসলিম থেকে]

আরেক হাদীসে বলা হয়েছে 'সুদগ্রহীতা ও দাতার উপর আল্লাহ তা'আলার লা'নত এবং সে সমস্ত নারীর উপর যারা নিজের শরীরে উল্কি আঁকে, যে অন্যের শরীরেও উল্কি এঁকে দেয়, তেমনিভাবে চিত্রকরের উপরও আল্লাহর লা'নত।'

অপর এক হাদীসে মহানবী ﷺ ইরশাদ করেছেন, 'আল্লাহ তা'আলা লা'নত করেন মদ্যপায়ীর প্রতি, মদ যে ব্যক্তি পান করায় তার প্রতি, তার বিক্রেতা ও ক্রেতার প্রতি, যে মদের জন্য নির্যাস বের করে তার প্রতি এবং যারা মদ বহন করে তাদের সবার প্রতি। –[মিশকাত, সহীহ বুখারী ও সহীহ মুসলিম থেকে]

এক হাদীসে রাসূলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন– ছয় প্রকার লোক রয়েছে যাদের প্রতি আমি অভিসম্পাত করেছি এবং আল্লাহ তা'আলাও লা'নত করেছেন। আর প্রত্যেক নবীই মুস্তাজাবুদ্দআ'ওয়াত হয়ে থাকেন। সে ছয় প্রকার লোক নিম্নরূপ :

১. আল্লাহর কিতাবে যারা কাট-ছাঁট করে,
২. যারা বলপূর্বক ক্ষমতা লাভ করে এবং এমন সব লোককে সম্মানে ভূষিত করে, যাদেরকে আল্লাহ অপদস্থ করেছেন আর এমন লোককে অপমানিত করে যাদেরকে আল্লাহ সম্মান দান করেছেন।
৩. যারা আল্লাহ কর্তৃক নির্ধারিত তাকদীর বা নিয়তিকে অবিশ্বাস করে।
৪. যারা আল্লাহ কর্তৃক হারামকৃত বস্তুসামগ্রীকে হালাল মনে করে।
৫. বিশেষত আমার বংশধরগণের মধ্যে সে সমস্ত লোক যারা হারামকে হালাল করে নেয় এবং
৬. যে লোক আমার সুন্নতকে বর্জন করে। –[বায়হাকী]

মাসআলা : নির্দিষ্ট কোনো ব্যক্তি সম্পর্কে যদি সে ফাসেকও হয়ে থাকে, যে পর্যন্ত একথা নিশ্চিতভাবে জানা না যায় যে, তার মৃত্যু কুফরি অবস্থায় হয়েছে, সে পর্যন্ত তার উপর লা'নত করা জায়েজ নয়। এই মূলনীতির ভিত্তিতেই আল্লামা শামী এযিদের উপর লা'নত করতে বারণ করেছেন। তবে কুফরি অবস্থায় কোনো ব্যক্তির মৃত্যু সম্পর্কে নিশ্চিত জানা থাকলে তার উপর লা'নত করা জায়েজ। যেমন, আবূ জাহল, আবূ লাহাব প্রভৃতি। –[শামী– ২ : ৮৩৬]

মাসআলা : কারো নাম না করে এভাবে লা'নত করা জায়েজ যে, জালেমদের উপর কিংবা মিথ্যাবাদীদের উপর আল্লাহর লা'নত বর্ষিত হোক।

মাসআলা : লা'নতের আভিধানিক অর্থ আল্লাহর রহমত হতে দূর হয়ে যাওয়া। শরিয়তের পরিভাষায় এর অর্থ কাফেরদের ক্ষেত্রে ব্যবহৃত হলে, রহমত থেকে বঞ্চিত হওয়া। আর মুমিনদের ক্ষেত্রে হলে আল্লাহর নৈকট্য লাভকারী [সৎকর্মশীলদের] মর্যাদা থেকে নিচে পড়ে যাওয়া। সে জন্যই কোনো মুসলমানের জন্য তার নেক আমল কমে যাওয়ার দোয়া করা জায়েজ নয়। –[কাহস্তানী থেকে শামী কর্তৃক উদ্ধৃত : ২ : ৮৩৬]

ইহুদিদের হিংসা ও তার কঠোর নিন্দা : আল্লাহ রাব্বুল আলামীন নবী করীম ﷺ -কে যে জ্ঞানৈশ্বর্য ও শান-শওকত দান করেছিলেন, তা দেখে ইহুদিরা হিংসার অনলে জ্বলে মরত। আল্লাহ তা'আলা আলোচ্য ৫০ ও ৫৪ নং আয়াতে ওদের হিংসা-বিদ্বেষের কঠোর নিন্দা করেছেন এবং তাদের বিদ্বেষকে একান্ত অযৌক্তিক বলে আখ্যায়িত করে তার দু'টি কারণ বর্ণনা করেছেন। একটি কারণ ব্যক্ত হয়েছে ৫৩তম আয়াতে এবং দ্বিতীয় কারণটি ৫৪তম আয়াতে। কিন্তু এ দু'টির মর্ম মূলতঃ একই। তা হলো এই যে, আল্লাহ বলেছেন, তোমাদের এই হিংসা, ঈর্ষা ও বিদ্বেষ-এর কারণটা কি? যদি এ কারণে

হয়ে থাকে যে, তোমরাই প্রকৃত রাষ্ট্রীয় ক্ষমতার অধিকারী অথচ তা তোমাদের হাতে না এসে তিনি পেয়ে গেছেন, তাহলে তোমাদের এ ধারণা যে একান্তই ভ্রান্ত তা সুস্পষ্ট। কারণ এখন তোমরা রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা থেকে বঞ্চিত। কিন্তু তোমরা যদি তা থেকে কোনো অংশ প্রাপ্ত হতে, তাহলে তোমরা তো অন্য কাউকে একটি কড়িও দিতে না। পক্ষান্তরে যদি তোমাদের এ বিদ্বেষ এ কারণে হয়ে থাকে যে, রাজক্ষমতা না হয় আমরা না-ই পেলাম, কিন্তু তাঁর হাতে কেন যাবে? রাষ্ট্রের সাথে তাঁর কি সম্পর্ক। তাহলে তার উত্তর হলো এই যে, ইনিও নবীগণেরই বংশধর, যাঁদের নিকট রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা পূর্ব থেকেই ছিল। কাজেই রাষ্ট্র কোনো অপাত্রে অর্পিত হয়নি। অতএব, তোমাদের ঈর্ষা একান্তভাবেই অযৌক্তিক।

ঈর্ষার সংজ্ঞা ও তার বিধান এবং অপকারিতাসমূহ : সহীহ মুসলিম শরীফের ব্যাখ্যাতা আল্লামা নববী (র.) হাসাদ বা ঈর্ষার সংজ্ঞা দান প্রসঙ্গে বলেছেন–

"অন্যের প্রাপ্ত নিয়ামতের অপসারণ কামনা করার নামই হলো হাসাদ বা ঈর্ষা। আর এটি সর্বসম্মতিক্রমে হারাম।

মহানবী ﷺ ইরশাদ করেছেন–

"তোমরা পারস্পরিক হিংসা বিদ্বেষ পোষণ করো না, পরস্পরের প্রতি মুখ ফিরিয়ে রেখো না; বরং আল্লাহর বান্দা ও পরস্পর ভাই ভাই হয়ে যাও। আর কোনো মুসলমানের পক্ষে অন্য মুসলমান ভাইয়ের প্রতি তিন দিনের বেশি সময় পর্যন্ত সম্পর্ক ছিন্ন করে রাখা জায়েজ নয়।" –[সহীহ মুসলিম– : ২]

"তোমরা হিংসা-বিদ্বেষ থেকে বেঁচে থাক। কারণ হিংসা মানুষের সৎকর্মসমূহকে তেমনিভাবে খেয়ে ফেলে, যেমন করে আগুন খেয়ে ফেলে কাঠকে।" –[সুনানে আবূ দাউদ]

শব্দের বিশ্লেষণ :

إِثْمًا : শব্দটি একবচন, বহুবচন آثَامٌ অর্থ– পাপ

يَفْتَرُوْنَ : সীগাহ جمع مذكر غائب বহছ مضارع معروف বাব اِفْتِعَالٌ মাসদার اَلْاِفْتِرَاءُ মূলবর্ণ (ف . ر . ى) জিনস ناقص يائى অর্থ– তারা মিথ্যাচার করে, অপবাদ দেয়।

يَلْعَنُ : সীগাহ واحد مذكر غائب বহছ مضارع معروف বাব فَتَحَ মাসদার اَللَّعْنُ মূলবর্ণ (ل . ع . ن) জিনস صحيح অর্থ– সে অভিসম্পাত করে।

نَقِيْرًا : খেজুর বিচির উপরের আবরণ অর্থাৎ সামান্য জিনিস।

https://e-ilm.weebly.com/

فَمِنْهُمْ مَّنْ اٰمَنَ بِهٖ وَمِنْهُمْ مَّنْ صَدَّ عَنْهُ
وَكَفٰى بِجَهَنَّمَ سَعِيْرًا ﴿٥٥﴾

অনুবাদ : (৫৫) অনন্তর তাদের কেউ কেউ তো তার প্রতি ঈমান আনল, আর কেউ কেউ এমনও ছিল যে, তা হতে বিমুখ রইল, এবং দোজখের জ্বলন্ত অগ্নি [-র শাস্তি তাদের জন্য] যথেষ্ট।

اِنَّ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا بِاٰيٰتِنَا سَوْفَ نُصْلِيْهِمْ نَارًا ۚ كُلَّمَا
نَضِجَتْ جُلُوْدُهُمْ بَدَّلْنٰهُمْ جُلُوْدًا غَيْرَهَا
لِيَذُوْقُوا الْعَذَابَ ۚ اِنَّ اللّٰهَ كَانَ عَزِيْزًا حَكِيْمًا ﴿٥٦﴾

(৫৬) নিশ্চয় যারা আমার আয়াতসমূহকে অস্বীকার করেছে, আমি সত্বরই তাদেরকে এক ভীষণ অগ্নিতে দাখিল করব, যখনই একবার তাদের চর্ম জ্বলে যাবে তৎক্ষণাৎই আমি তাদের পূর্ব-চর্মের স্থলে অন্য চর্ম সৃষ্টি করে দিব যেন তারা আজাবই ভুগতে থাকে, নিশ্চয় আল্লাহ তা'আলা মহা পরাক্রমশালী, প্রজ্ঞাময়।

وَالَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَعَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ سَنُدْخِلُهُمْ جَنّٰتٍ
تَجْرِيْ مِنْ تَحْتِهَا الْاَنْهٰرُ خٰلِدِيْنَ فِيْهَآ اَبَدًا ۚ لَهُمْ
فِيْهَآ اَزْوَاجٌ مُّطَهَّرَةٌ ۫ وَّنُدْخِلُهُمْ ظِلًّا ظَلِيْلًا ﴿٥٧﴾

(৫৭) আর যারা ঈমান এনেছে এবং নেক কাজ করেছে, আমি সত্বরই তাদেরকে এমন উদ্যানসমূহে দাখিল করব যার নিম্নে নহরসমূহ বইতে থাকবে, তারা তাতে অনন্তকাল অবস্থান করবে, তাদের জন্য তাতে পাক-ছাফ বিবিগণ থাকবে এবং আমি তাদেরকে অত্যন্ত ঘন ছায়ায় দাখিল করব।

اِنَّ اللّٰهَ يَاْمُرُكُمْ اَنْ تُؤَدُّوا الْاَمٰنٰتِ اِلٰٓى اَهْلِهَا ۙ وَاِذَا
حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ اَنْ تَحْكُمُوْا بِالْعَدْلِ ۚ اِنَّ اللّٰهَ
نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهٖ ۚ اِنَّ اللّٰهَ كَانَ سَمِيْعًا بَصِيْرًا ﴿٥٨﴾

(৫৮) নিশ্চয় আল্লাহ তা'আলা তোমাদেরকে এই বিষয়ে আদেশ করছেন যে, হকদারকে তাদের হক পৌঁছে দাও, আর যখন জনগণের মীমাংসা কর তখন ন্যায়ের সাথে মীমাংসা করবে, নিশ্চয় আল্লাহ তা'আলা তোমাদেরকে যে বিষয়ে উপদেশ দেন তা অতি উত্তম, নিশ্চয় আল্লাহ তা'আলা পূর্ণরূপে শুনেন, পূর্ণরূপে দেখেন।

শাব্দিক অনুবাদ

(৫৫) فَمِنْهُمْ مَّنْ اٰمَنَ بِهٖ অনন্তর তাদের কেউ কেউ তো তার প্রতি ঈমান আনল وَمِنْهُمْ مَّنْ صَدَّ عَنْهُ আর কেউ কেউ এমনও ছিল যে, তা হতে বিমুখ রইল। وَكَفٰى بِجَهَنَّمَ سَعِيْرًا এবং দোজখের জ্বলন্ত অগ্নি [-র শাস্তি তাদের জন্য] যথেষ্ট।

(৫৬) اِنَّ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا بِاٰيٰتِنَا নিশ্চয় যারা আমার আয়াতসমূহকে অস্বীকার করেছে। سَوْفَ نُصْلِيْهِمْ نَارًا আমি সত্বরই তাদেরকে এক ভীষণ অগ্নিতে দাখিল করব كُلَّمَا نَضِجَتْ جُلُوْدُهُمْ যখনই একবার তাদের চর্ম জ্বলে যাবে بَدَّلْنٰهُمْ جُلُوْدًا غَيْرَهَا তৎক্ষণাৎই আমি তাদের পূর্ব-চর্মের স্থলে অন্য চর্ম সৃষ্টি করে দিব لِيَذُوْقُوا الْعَذَابَ যেন তারা আজাবই ভুগতে থাকে। اِنَّ اللّٰهَ كَانَ عَزِيْزًا حَكِيْمًا নিশ্চয় আল্লাহ তা'আলা মহা পরাক্রমশালী, প্রজ্ঞাময়।

(৫৭) وَالَّذِيْنَ اٰمَنُوْا আর যারা ঈমান এনেছে وَعَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ এবং নেক কাজ করেছে سَنُدْخِلُهُمْ আমি সত্বরই তাদেরকে দাখিল করব جَنّٰتٍ এমন উদ্যানসমূহে تَجْرِيْ مِنْ تَحْتِهَا الْاَنْهٰرُ যার নিম্নে নহরসমূহ বইতে থাকবে। خٰلِدِيْنَ فِيْهَآ اَبَدًا তারা তাতে অনন্তকাল অবস্থান করবে لَهُمْ فِيْهَآ اَزْوَاجٌ مُّطَهَّرَةٌ তাদের জন্য তাতে পাক-ছাফ বিবিগণ থাকবে وَّنُدْخِلُهُمْ ظِلًّا ظَلِيْلًا এবং আমি তাদেরকে অত্যন্ত ঘন ছায়ায় দাখিল করব।

(৫৮) اِنَّ اللّٰهَ يَاْمُرُكُمْ নিশ্চয় আল্লাহ তা'আলা তোমাদেরকে এই বিষয়ে আদেশ করছেন যে اَنْ تُؤَدُّوا الْاَمٰنٰتِ اِلٰٓى اَهْلِهَا হকদারকে তাদের হক পৌঁছে দাও وَاِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ আর যখন জনগণের মীমাংসা কর اَنْ تَحْكُمُوْا بِالْعَدْلِ তখন ন্যায়ের সাথে মীমাংসা করবে اِنَّ اللّٰهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهٖ নিশ্চয় আল্লাহ তা'আলা তোমাদেরকে যে বিষয়ে উপদেশ দেন তা অতি উত্তম اِنَّ اللّٰهَ كَانَ سَمِيْعًا بَصِيْرًا নিশ্চয় আল্লাহ তা'আলা পূর্ণরূপে শুনেন, পূর্ণরূপে দেখেন।

https://e-ilm.weebly.com/

يَاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْٓا اَطِيْعُوا اللّٰهَ وَاَطِيْعُوا الرَّسُوْلَ وَاُولِي الْاَمْرِ مِنْكُمْ ۚ فَاِنْ تَنَازَعْتُمْ فِيْ شَيْءٍ فَرُدُّوْهُ اِلَى اللّٰهِ وَالرَّسُوْلِ اِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُوْنَ بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ الْاٰخِرِ ۚ ذٰلِكَ خَيْرٌ وَّاَحْسَنُ تَاْوِيْلًا ﴿٥٩﴾

অনুবাদ : (৫৯) হে ঈমানদারগণ! তোমরা আল্লাহর আনুগত্য কর ও তাঁর রাসূলের আনুগত্য কর এবং তোমাদের মধ্যে যারা উপরস্থ তাদেরও, অনন্তর যদি তোমরা কোনো বিষয়ে পরস্পর দ্বিমত হও, তবে ঐ বিষয়কে আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের উপর হাওয়ালা করে দাও, যদি তোমরা আল্লাহর প্রতি এবং কিয়ামত দিবসের প্রতি ঈমান রাখ, এই বিষয়গুলো উত্তম এবং তার পরিণামও খুব ভালো।

اَلَمْ تَرَ اِلَى الَّذِيْنَ يَزْعُمُوْنَ اَنَّهُمْ اٰمَنُوْا بِمَآ اُنْزِلَ اِلَيْكَ وَمَآ اُنْزِلَ مِنْ قَبْلِكَ يُرِيْدُوْنَ اَنْ يَّتَحَاكَمُوْٓا اِلَى الطَّاغُوْتِ وَقَدْ اُمِرُوْٓا اَنْ يَّكْفُرُوْا بِهٖ ۚ وَيُرِيْدُ الشَّيْطٰنُ اَنْ يُّضِلَّهُمْ ضَلٰلًا ۢ بَعِيْدًا ﴿٦٠﴾

(৬০) আপনি কি তাদের প্রতি লক্ষ্য করেননি, যারা দাবি করে যে, তারা ঐ কিতাবের প্রতিও ঈমান রাখে, যা আপনার প্রতি নাজিল করা হয়েছে এবং ঐ কিতাবের প্রতিও যা আপনার পূর্বে নাজিল করা হয়েছে, এই অবস্থায় তারা নিজেদের মকদ্দমাগুলো শয়তানের নিকট নিয়ে যেতে চায় অথচ তাদেরকে এই আদেশ করা হয়েছে, যেন তাকে না মানে, আর শয়তান তাদেরকে পথভ্রষ্ট করে বহু দূরে নিয়ে যেতে চায়।

শাব্দিক অনুবাদ

(৫৯) يَاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا হে ঈমানদারগণ! اَطِيْعُوا اللّٰهَ তোমরা আল্লাহর আনুগত্য কর وَاَطِيْعُوا الرَّسُوْلَ ও তাঁর রাসূলের আনুগত্য কর وَاُولِي الْاَمْرِ مِنْكُمْ এবং তোমাদের মধ্যে যারা উপরস্থ তাদেরও فَاِنْ تَنَازَعْتُمْ فِيْ شَيْءٍ অনন্তর যদি তোমরা কোনো বিষয়ে পরস্পর দ্বিমত হও فَرُدُّوْهُ اِلَى اللّٰهِ وَالرَّسُوْلِ তবে ঐ বিষয়কে আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের উপর হাওয়ালা করে দাও اِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُوْنَ بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ الْاٰخِرِ যদি তোমরা আল্লাহর প্রতি এবং কিয়ামত দিবসের প্রতি ঈমান রাখ ذٰلِكَ خَيْرٌ وَّاَحْسَنُ تَاْوِيْلًا এই বিষয়গুলো উত্তম এবং তার পরিণামও খুব ভালো।

(৬০) اَلَمْ تَرَ আপনি কি লক্ষ্য করেননি اِلَى الَّذِيْنَ يَزْعُمُوْنَ তাদের প্রতি যারা দাবি করে যে اَنَّهُمْ اٰمَنُوْا بِمَآ اُنْزِلَ اِلَيْكَ তারা ঐ কিতাবের প্রতিও ঈমান রাখে, যা আপনার প্রতি নাজিল করা হয়েছে وَمَآ اُنْزِلَ مِنْ قَبْلِكَ এবং ঐ কিতাবের প্রতিও যা আপনার পূর্বে নাজিল করা হয়েছে يُرِيْدُوْنَ اَنْ يَّتَحَاكَمُوْٓا اِلَى الطَّاغُوْتِ এই অবস্থায় তারা নিজেদের মকদ্দমাগুলো শয়তানের নিকট নিয়ে যেতে চায় وَقَدْ اُمِرُوْٓا অথচ তাদেরকে এই আদেশ করা হয়েছে اَنْ يَّكْفُرُوْا بِهٖ যেন তাকে না মানে وَيُرِيْدُ الشَّيْطٰنُ আর শয়তান চায় اَنْ يُّضِلَّهُمْ ضَلٰلًا بَعِيْدًا তাদেরকে পথভ্রষ্ট করে বহু দূরে নিয়ে যেতে।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

(৫৮) قوله اِنَّ اللّٰهَ يَأْمُرُكُمْ اَنْ تُؤَدُّوا الْاَمٰنٰتِ اِلٰى اَهْلِهَا الخ **আয়াতের শানে নুযূল- ১ :** ইবনে জারীর, ইবনে মুনযির ও ইবনে আসাকির (র.) ইবনে জুরাইজ হতে বর্ণনা করেন যে, উসমান বিন তালহা সম্পর্কে আলোচ্য আয়াত অবতীর্ণ হয়েছে। রাসূল ﷺ যখন তার নিকট হতে কা'বা গৃহের চাবি নিলেন। তখন এ চাবি ফিরিয়ে দেওয়ার নির্দেশ নিয়ে আলোচ্য আয়াত নাজিল হয়েছে। সুতরাং রাসূল ﷺ তাকে ডেকে এনে তার নিকট চাবি বুঝিয়ে দেন। ইবনে মারদুভিয়া হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) হতে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন, নবী করীম ﷺ মক্কা বিজয়কালে উসমান বিন তালহা -এর নিকট থেকে যখন কা'বা গৃহের চাবি নিয়ে নেন, তখন হযরত জিবরাঈল (আ.) তা ফিরিয়ে দেওয়ার হুকুম নিয়ে অবতরণ করেন। ফলে রাসূল ﷺ উসমান বিন তালহাকে ডেকে চাবি তাকে বুঝিয়ে দিয়ে আলোচ্য আয়াত পাঠ করেন। -[ফাতহুল কাদীর- ৪৮০/১]

https://e-ilm.weebly.com/

শানে নুযূল– ২ : আবূ তুলাইহা হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) হতে বর্ণনা করেন যে, যাদের হাতে কর্তৃত্ব রয়েছে তাদের সম্পর্কে নাজিল হয়েছে । এই মর্মে তারা যেন নিজেদের অধীনস্থদের সকল প্রকারের অধিকার ও হক যথাযথভাবে আদায় করে যান । –[বাহরে মুহীত– ২৮৯/৩]

(৫৯) قوله يَأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ الخ **আয়াতের শানে নুযূল– ১ :** ইবনে জারীর ও ইবনে আবূ হাতেম সুদ্দী হতে এবং ইবনে আসাকির হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) হতে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ খালেদ বিন ওয়ালিদ (রা.)-এর নেতৃত্বে একটি ক্ষুদ্র বাহিনী দিয়ে এক অভিযানে প্রেরণ করেন । সে বাহিনীতে হযরত আম্মার বিন ইয়াসির (রা.)ও ছিলেন, সুতরাং তারা যে গোত্রকে লক্ষ্য করে যাচ্ছিলেন, সে দিকে অগ্রসর হতে লাগলেন । তারা যখন সে গোত্রের সন্নিকটে গিয়ে উপস্থিত হলেন, তখন গোয়েন্দো এসে তাদেরকে খবর করে দিল, ফলে তারা পালিয়ে গেল, রয়ে গেল তাদের মধ্য থেকে শুধু একজন মানুষ । অতঃপর সে অন্ধকার রাতে খালেদ বাহিনীর নিকট এসে হযরত আম্মার (রা.)-এর সাথে দেখা করে । তখন সে তাঁকে বলল, আমি ইসলাম গ্রহণ করেছি এবং সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, আল্লাহ তা'আলা ছাড়া অন্য কোনো মা'বুদ নেই,হযরত মুহাম্মদ ﷺ আল্লাহর বান্দা ও রাসূল । আমার গোত্রবাসী আপনাদের কথা শুনতে পেয়েই তারা পালিয়ে গিয়েছে । আমি কেবল রয়েছি । আমার ইসলাম গ্রহণ কি আগামী কাল উপকারজনক হবে নুতবা আমি পালিয়ে যাব? হযরত আম্মার বললেন, তা তোমার জন্য উপকারজনক হবে । কাজেই তুমি থেকে যাও সুতরাং সে থেকে গেল । অতঃপর যখন প্রভাত হলো, তখন খালেদ (রা.) অভিযান চালালেন । তখন একটি মানুষ ছাড়া আর কাউকেই পেলেন না । কাজেই তাকে তার মালামালসহ বন্দী করে নিয়ে এলেন । অতঃপর হযরত আম্মার (রা.)-এর নিকট খবর পৌছতেই তিনি হযরত খালেদ (রা.)-এর নিকট এসে বললেন, তাকে ছেড়ে দিন, সে ইসলাম গ্রহণ করে আমার নিরাপত্তায় রয়েছে, খালেদ (রা.) বললেন তুমি কিরূপে আমান দাও? ফলে উভয়ের মাঝে কথা কাটাকাটি হয় । অতঃপর উভয়ই রাসূল ﷺ-এর খেদমতে উপস্থিত হলেন । রাসূল ﷺ হযরত আম্মার (রা.)-এর দেওয়া নিরাপত্তা অনুমোদন করলেন । আমীরের উপস্থিতিতে দ্বিতীয়বার এ ধরনের নিরাপত্তা দান করতে তাকে নিষেধ করেন । এ দিকে তারা রাসূল ﷺ-এর নিকটেই কথা কাটাকাটি করেন । হযরত খালেদ (রা.) বললেন, হে আল্লাহর রাসূল! যে ব্যক্তি আমাকে তুচ্ছ-তাচ্ছিল্য করে আমাকে গালা-গালি করেছে, তাকে কি এমনিতে ছেড়ে দেওয়া যায়? তখন রাসূল ﷺ বললেন, হে খালেদ! আম্মারকে গালি দিবে না, কারণ যে আম্মারকে গালি দিবে আল্লাহ তা'আলা তাকে গালি দিবেন । যে আম্মারের প্রতি ক্রোধান্বিত হবে, তার প্রতি আল্লাহ অভিসম্পাত করবেন । তৎক্ষণাৎ হযরত আম্মারও দাঁড়িয়ে গেলেন, অপর দিকে হযরত খালেদও দাঁড়িয়ে সংশোধিত হবার পর রাসূল ﷺ সন্তুষ্ট হলেন । এর পরিপ্রেক্ষিতে আলোচ্য আয়াত নাজিল হয়েছে । –[রুহুল মা'আনী– ৬৫/৩/৫, ইবনে কাছীর– ৫১৮/১]

শানে নুযূল– ২ : সহীহ বুখারী ও সহীহ মুসলিম শরীফে হযরত ইবনে আব্বাস (রা.)-এর বরাত দিয়ে বর্ণনা করা হয়েছে যে, আব্দুল্লাহ বিন হুযাফা বিন কায়স বিন আদী সম্পর্কে আলোচ্য আয়াত নাজিল হয়েছে । রাসূল ﷺ তাকে একটি ক্ষুদ্র বাহিনীর আমীর নিযুক্ত করে অভিযানে প্রেরণ করেছিলেন । তখন রাসূল ﷺ সকলকে হুকুম করেছিলেন, সকলেই যেন আমীরের আনুগত্য করে । কোনো কারণবশতঃ আব্দুল্লাহ বিন হুযায়ফা সকলের প্রতি অসন্তুষ্ট হয়ে সকল সাথীকে বললেন যে, তোমরা কাষ্ট সংগ্রহ করে জমায়েত করে তাতে অগ্নি প্রজ্বলন কর । তারা সকলে তা-ই করল । অতঃপর তিনি বললেন যে, রাসূল ﷺ আমীরের আনুগত্য করার কথা বলেনি? সকলেই জবাব দিলেন, হ্যাঁ । তখন আব্দুল্লাহ বিন হুযায়ফা (রা.) বললেন যে, তোমরা তাতে ঝাপ দিয়ে পড় । তাঁরা সকলেই পরামর্শ করে বিরত থাকেন । পরবর্তীতে রাসূল ﷺ-এর দরবারে এ সম্পর্কে আলোচনা করলে, তিনি বললেন, তোমরা যদি অগ্নিতে ঝাপ দিতে, তাহলে চিরকাল সেখানেই থাকতে সে সময় আলোচ্য আয়াত নাজিল হয়েছে । –[ফাতহুল কাদীর : ৪৮১/১, সহীহ বুখারী]

٦٠- قوله أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ يَزْعُمُونَ أَنَّهُمْ آمَنُوا الخ **আয়াতের শানে নুযূল– ১ :** সা'লাবী ও ইবনে আবী হাতেম হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) হতে বর্ণনা করেন । তিনি বলেন, বিশর নামক এক মুনাফিক এক ইহুদির সাথে ফয়সালা করার জন্য নবী করীম ﷺ-এর খেদমতে যেতে বলল, কিন্তু মুনাফিক কা'আব বিন আশরাফের নিকট বিষয়টি নিয়ে যেতে ইচ্ছা করল । পরক্ষণে উভয়ে মিলে মহানবী ﷺ-এর দরবারেই বিষয়টি উত্থাপন করল । রাসূল ﷺ সর্বদিক বিবেচনা করে ইহুদির পক্ষে ফয়সালা দিলেন । মুনাফিক ব্যক্তি এতে সন্তুষ্ট হতে পারল না বিধায় সে বলল, চল এ বিষয়টি নিয়ে ওমর বিন খাত্তাবের শরণাপন্ন হই । তখন ইহুদি ব্যক্তি হযরত ওমর (রা.)-এর নিকট ঘটনার বিবরণ বর্ণনা করে বলল যে, রাসূল ﷺ আমার পক্ষে ফয়সালা দিয়েছিলেন কিন্তু সে তাতে সন্তুষ্ট হয়নি । হযরত ওমর (রা.) বললেন, তোমরা নিজ স্থানে অবস্থান কর, আমি আসছি । তিনি ঘরে প্রবেশ করে তরবারি নিয়ে মুনাফিকের মাথা উড়িয়ে দিলেন এবং বললেন, আল্লাহ

https://e-ilm.weebly.com/

ও তদ্বীয় রাসূল ﷺ-এর ফয়সালাতে যারা পরিতৃপ্ত হবে না, তাদের পরিণতি এমনভাবে হওয়া উচিত। তখন, সে অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে আলোচ্য আয়াত নাজিল হয়েছে। সেদিন রাসূল ﷺ বললেন, হে ওমর! তুমি হলে সত্য ও অসত্যের মধ্যে পার্থক্যকারী। -[রুহুল মা'আনী ৬৭/৩/৫, কুরতুবী- ২৫৪/৪, বাহরে মুহীত : ২৯২/৩]

সংখ্যাগরিষ্ঠ তাফসীরকারগণ এতদসঙ্গে একথাও লিখেছেন যে, এপরপর নিহত মুনাফিকের ওয়ারিশরা হযরত ওমর (রা.)-এর বিরুদ্ধে মামলাও দায়ের করেছিল যে, তিনি শরিয়তসিদ্ধ কোনো দলিল ছাড়াই একজন মুসলমানকে হত্যা করেছেন। তদুপরি নিহত লোকটিকে মুসলমান বলে প্রমাণ করার জন্য তার কথা ও কার্যগত কুফরির বিভিন্ন ব্যাখ্যা উপস্থাপনা করল। আলোচ্য আয়াতে আল্লাহ তা'আলা ঘটনার প্রকৃত তাৎপর্য এবং নিহত ব্যক্তির মুনাফিক হওয়ার কথা প্রকাশ করে হযরত ওমর (রা.) কে মুক্ত করে দিয়েছেন।

শানে নুযূল- ২ : হযরত ইবনে জারীর ও সুদ্দী (র.) বর্ণনা করেন, বনূ কুরাইযা এবং বনূ নযিরের ইহুদিদের থেকে কতজন ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করেছেন আর কতজন মুনাফিক হয়েছে। তাদের পরস্পরের হত্যা সংঘটিত বিষয়ে একটি মোকদ্দমা ছিল, মুনাফিক যারা ছিল তারা আবূ বারযা আসলামী ছাড়া অন্য কারোর নিকট যাওয়াকে মেনে নিতে রাজি হলো না। কাজেই তারা তার নিকট গিয়ে সমাধান যখন চায় তখন সে বলল, অর্থ দাও, তখন তারা বলল আপনাকে দশ وَسْقٌ প্রদান করা হবে। সে বলল আমাকে একশত وَسْقٌ দিতে হবে। তারা দশ وَسْقٌ এর অধিক দিতে অসম্মতি প্রকাশ করল। সে পরিপ্রেক্ষিতে আলোচ্য আয়াত নাজিল হয়েছে। -[রুহুল মা'আনী- ৬৮/৩/৫]

كُلَّمَا نَضِجَتْ جُلُودُهُمْ بَدَّلْنَاهُمْ আয়াতের তাফসীর প্রসঙ্গে হযরত মু'আয (রা.) বলেছেন যে, তাদের শরীরের চামড়াগুলো যখন জ্বলে-পুড়ে যাবে, তখন সেগুলো পাল্টে দেওয়া হবে এবং এ কাজটি এত দ্রুতগতিতে সম্পাদিত হবে যে, এক মুহূর্তে শতবার চামড়া পাল্টানো যাবে। আর হযরত হাসান বসরী (র.) বলেন,

"আগুন তাদের চামড়াকে একদিনে সত্তর হাজার বার খাবে। যখন তাদের চামড়া খেয়ে ফেলবে, অমনি সেসব লোককে বলা হবে, তোমরা পূর্ববাস্থায় ফিরে যাও। সাথে সাথে সেগুলো পূর্বের মতো হয়ে যাবে। -[মাযহারী : ২]

আমানত পরিশোধের তাকিদ : বক্তব্যের সারমর্ম হচ্ছে এই যে, যার দায়িত্বে কোনো আমানত থাকবে, সে আমানত প্রাপককে পৌঁছে দেওয়া তার একান্ত কর্তব্য। রাসূলে কারীম ﷺ আমানত প্রত্যর্পণের ব্যাপারে বিশেষ তাকিদ প্রদান করেছেন। হযরত আনাস (রা.) বলেন, এমন খুব কম হয়েছে যে, রাসূলে কারীম ﷺ কোনো ভাষণ দিয়েছেন অথচ তাতে একথা বলেননি- لَا إِيْمَانَ لِمَنْ لَا أَمَانَةَ لَهُ وَلَا دِيْنَ لَهُ لِمَنْ لَا عَهْدَ لَهُ

"যার মধ্যে আমানতদারী নেই তার মধ্যে ঈমান নেই। আর যার মধ্যে প্রতিশ্রুতি রক্ষার নিয়মানুবর্তিতা নেই, তার ধর্ম নেই।" -[শো'আবুল ঈমান]

খেয়ানত মুনাফিকের লক্ষণ : সহীহ বুখারী ও সহীহ মুসলিমে হযরত আবূ হুরায়রা (রা.) ও হযরত ইবনে ওমর (রা.) থেকে বর্ণিত আছে, রাসূলুল্লাহ ﷺ একদিন মুনাফেকীর লক্ষণসমূহ বর্ণনা প্রসঙ্গে একটি লক্ষণ এটাও বলেছিলেন যে, যখন তার কাছে কোনো আমনাত রাখা হয় তখন সে তাতে খেয়ানত করে।

আমানতের প্রকারভেদ : এখানে লক্ষণীয় যে, কুরআনে কারীম আমানতের বিষয়টিকে أَمَانَاتٌ বহুবচনে উল্লেখ করেছে। এতে ইঙ্গিত প্রদান করা হয়েছে যে, কারো নিকট অপর কারো কোনো বস্তু বা সম্পদ গচ্ছিত রাখাটাই শুধুমাত্র 'আমানত' নয়; যাকে সাধারণত আমানত বলে অভিহিত করা হয় এবং মনে করা হয়; বরং আমানতের আরো কিছু প্রকারভেদ রয়েছে। আয়াতের শানে নুযূল প্রসঙ্গে এখনই যে ঘটনার উল্লেখ করা হয়েছে, তাও কোনো বস্তুগত আমানত ছিল না। কারণ বায়তুল্লাহর চাবি বিশেষ কোনো বস্তু নয়; বরং তা ছিল বায়তুল্লাহর খেদমতের একটা পদের নিদর্শন।

রাষ্ট্রীয় পদমর্যাদাসমূহ আল্লাহ তা'আলার আমানত : এতে প্রতীয়মান হয়, রাষ্ট্রীয় যত পদ ও পদমর্যাদা রয়েছে, সেসবই আল্লাহ তা'আলার আমানত। যাদের হাতে নিয়োগ-বরখাস্তের অধিকার রয়েছে সে সমস্ত কর্মকর্তা ও অফিসারবৃন্দ হলেন সে পদের আমানতদার। কাজেই তাদের পক্ষে কোনো পদ এমন কাউকে অর্পণ করা জায়েজ নয়, যে লোক তার যোগ্য নয়; বরং প্রতিটি পদের জন্য নিজের ক্ষমতা ও সাধ্যানুযায়ী যোগ্য ব্যক্তির অনুসন্ধান করা কর্তব্য।

কোনো পদে অযোগ্য ব্যক্তির নিয়োগকর্তা অভিসম্পাতযোগ্য : যোগ্যতা ও পরিপূর্ণ শর্ত মোতাবেক কোনো লোক পাওয়া না গেলে উপস্থিত লোকদের মধ্যে যোগ্যতা ও আমানতদারী তথা সততার দিক দিয়ে যে সবচেয়ে অগ্রবর্তী হবে, তাকেই অগ্রাধিকার দিতে হবে।

এক হাদীসে বর্ণিত রয়েছে, রাসূলে কারীম ﷺ ইরশাদ করেছেন, যাকে সাধারণ মুসলমানের কোনো দায়িত্ব অর্পণ করা হয়, তারপর যদি কাউকে তার যোগ্যতা যাচাই ছাড়াই একান্ত বন্ধুত্ব কিংবা সম্পর্কের কারণে কোনো পদে নিয়োগ প্রদান

https://e-ilm.weebly.com/

https://e-ilm.weebly.com/

৪. চতুর্থতঃ তাদের নিকট যখন কোনো মকদ্দমা আসবে, তখন বংশ, গোত্র, বর্ণ, ভাষা এমনকি ধর্ম ও মতবাদের পার্থক্য না করে সঠিক ও ন্যায়সঙ্গত মীমাংসা করে দেওয়া শাসন কর্তৃপক্ষের উপর ফরজ।

এ আয়াতে রাষ্ট্রীয় সংবিধানে এসব মূলনীতি বর্ণনার পর ইরশাদ হয়েছে যে, আল্লাহ তা'আলা তোমাদেরকে যে উপদেশ দিয়েছেন, তা খুবই উত্তম। কারণ আল্লাহ তা'আলা সবার ফরিয়াদই শোনেন এবং যে লোক বলার কিংবা ফরিয়াদ করার সামর্থ্য রাখে না, তিনি তার অবস্থাও উত্তমভাবে দেখেন। অতএব, তাঁর রচিত নীতিমালাই সর্বদা সকল রাষ্ট্রের জন্য সর্বযুগে উপযোগী হতে পারে। পক্ষান্তরে মানবরচিত নীতিমালা ও সংবিধান শুধুমাত্র নিজেদের পরিবেশেই সীমাবদ্ধ থাকে এবং পরিবর্তিত পরিস্থিতিতে সেগুলোরও পরিবর্তন অপরিহার্য হয়ে পড়ে।

প্রথম আয়াতের লক্ষ্য যেমন শাসনকর্তৃপক্ষ ছিল, তেমনি দ্বিতীয় আয়াতে সাধারণ মানুষকে সম্বোধন করে বলা হয়েছে, হে ঈমানদারগণ! তোমরা আল্লাহ, রাসূল এবং তোমাদের সচেতন নেতৃবর্গের অনুসরণ কর।

'উলিল আমর' কাকে বলা হয় :

'উলিল আমর' আভিধানিক অর্থে সে সমস্ত লোককে বলা হয়, যাদের হাতে কোনো বিষয়ের ব্যবস্থাপনার দায়িত্ব অর্পিত থাকে। সে কারণেই হযরত ইবনে আব্বাস (রা.), মুজাহিদ ও হাসান বসরী (র.) প্রমুখ মুফাসসিরগণ ওলামা ও ফোকাহা সম্প্রদায়কে 'উলিল আমর' সাব্যস্ত করেছেন। তাঁরাই হচ্ছেন মহানবী ﷺ-এর নায়েব বা প্রতিনিধি। তাঁদের হাতেই দীনি ব্যবস্থাপনার দায়িত্ব অর্পিত।

মুফাসসিরীনের অপর এক জামাত যাদের মধ্যে হযরত আবূ হুরায়রা (রা.) প্রমুখ সাহাবায়ে কেরামও রয়েছেন– বলছেন যে, 'উলিল আমর'-এর অর্থ হচ্ছে সে সমস্ত লোক যাদের হাতে সরকার পরিচালনার দায়িত্ব ন্যস্ত।

এছাড়া তাফসীরে ইবনে কাছীর এবং তাফসীরে মাযহারীতে উল্লেখ করা হয়েছে যে, এ শব্দটির দ্বারা [ওলামা ও শাসক] উভয় শ্রেণিকেই বুঝায়। কারণ নির্দেশ দানের বিষয়টি তাঁদের উভয়ের সাথেই সম্পর্কিত।

طاغوت শব্দের অর্থ ঔদ্ধত প্রকাশকারী। আর প্রচলিত অর্থে 'তাগুত' বলা হয় শয়তানকে। এ আয়াতে বিরোধীয় বিষয়টিকে কা'ব ইবনে আশরাফের নিকট নিয়ে যাওয়াকে শয়তানের নিকট নিয়ে যাওয়া সাব্যস্ত করা হয়েছে। তা এ কারণে যে, কা'ব নিজেই ছিল এক শয়তান। কিংবা এ কারণে যে, শরিয়তের ফয়সালা বর্জন করে শরিয়ত বিরোধী মীমাংসার দিকে ধাবিত হওয়া শয়তানেরই শিক্ষা হতে পারে। বস্তুতঃ যে লোক সে শিক্ষার অনুসরণ করেছে সে শয়তানেরই নিকট যেন নিজের মকদ্দমা নিয়ে গেছে। সেজন্য আয়াতের শেষাংশে হেদায়েত দান করা হয়েছে যে, যে লোক শয়তানের অনুসরণ করবে, শয়তান তাকে পথভ্রষ্টতার সুদূর প্রান্তে নিয়ে যাবে।

দ্বিতীয় আয়াতে বাতলে দেওয়া হয়েছে যে, পারস্পরিক বিবাদ বিসংবাদের সময় রাসূলে কারীম ﷺ কৃত মীমাংসাকে অমান্য করা কোনো মুসলমানের কাজ হতে পারে না। যে কেউ এমন কাজ করবে, সে মুনাফিক ছাড়া আর কিছু নয়। আর যখন সে মুনাফিকের কাফের হওয়া কার্যতঃ এভাবে প্রকাশ হয়ে পড়েছিল যে, সে মহানবী ﷺ-এর মীমাংসায় সম্মত হয়নি, তখন হযরত ফারূকে আজম কর্তৃক তাকে হত্যা করাও বৈধ হয়ে যায়। কারণ তখন আর সে মুনাফিক থাকেনি; বরং প্রকাশ্য মুরতাদ হয়ে যায়। কাজেই বলা হয়েছে– এরা এমন লোক, যখন তাদেরকে বলা হয় যে, তোমরা সে নির্দেশের প্রতি চলে এসো, যা আল্লাহ তা'আলা অবতীর্ণ করেছেন এবং চলে এসো তাঁর রাসূলের দিকে, তখন এসব মুনাফিক আপনার দিকে আসতে অনীহা প্রকাশ করে।

শব্দ বিশ্লেষণ

نُصْلِيْ : সীগাহ جمع متكلم বহছ مضارع معروف বাব اِفْعَالٌ মাসদার اَلْاِصْلَاءُ মূলবর্ণ (ص ـ ل ـ ى) জিনস ناقص يائي অর্থ– আমরা প্রবেশ করাব।

نَضِجَتْ : সীগাহ واحد مؤنث غائب বহছ ماضى معروف বাব سَمِعَ মাসদার اَلنَّضْجُ মূলবর্ণ (ن ـ ض ـ ج) জিনস صحيح অর্থ– সে দগ্ধ হলো।

جُلُوْدٌ : শব্দটি বহুবচন, একবচন جِلْدٌ অর্থ– চামড়া।

تَنَازَعْتُمْ : সীগাহ جمع مذكر حاضر বহছ ماضى معروف বাব تَفَاعُلٌ মাসদার اَلتَّنَازُعُ মূলবর্ণ (ن ـ ز ـ ع) জিনস صحيح অর্থ– তোমরা মতবিরোধ করেছ।

يَزْعُمُوْنَ : সীগাহ جمع مذكر غائب বহছ مضارع معروف বাব نَصَرَ মাসদার اَلزَّعْمُ মূলবর্ণ (ز ـ ع ـ م) জিনস صحيح অর্থ– তারা মনে করে।

https://e-ilm.weebly.com/

وَاِذَا قِيْلَ لَهُمْ تَعَالَوْا اِلٰى مَآ اَنْزَلَ اللّٰهُ وَاِلَى الرَّسُوْلِ رَاَيْتَ الْمُنٰفِقِيْنَ يَصُدُّوْنَ عَنْكَ صُدُوْدًا ﴿٦١﴾

অনুবাদ : (৬১) আর যখন তাদেরকে বলা হয়, আস এই হুকুমের দিকে যা আল্লাহ নাজিল করেছেন এবং [আস] তাঁর রাসূলের দিকে, তখন আপনি মুনাফিকদের এই অবস্থা দেখবেন যে, তারা আপনার নিকট আসতে বিরত থাকছে।

فَكَيْفَ اِذَآ اَصَابَتْهُمْ مُّصِيْبَةٌۢ بِمَا قَدَّمَتْ اَيْدِيْهِمْ ثُمَّ جَآءُوْكَ يَحْلِفُوْنَ بِاللّٰهِ اِنْ اَرَدْنَآ اِلَّآ اِحْسَانًا وَّتَوْفِيْقًا ﴿٦٢﴾

(৬২) অনন্তর কি দশা হবে, যখন তাদের উপর কোনো বিপদ উপনীত হয়, তাদের ঐ কর্মের দরুন যা কিছু তারা পূর্বে করেছিল, অতঃপর আপনার নিকট আসে আল্লাহর নামে শপথ করে– এতদ্ভিন্ন আমাদের অন্য কোনো উদ্দেশ্য ছিল না যে, [উভয় দলের মধ্যে] কোনো কল্যাণ [-এর পন্থা] বের হয় এবং পরস্পর মিলন হয়ে যায়।

اُولٰٓئِكَ الَّذِيْنَ يَعْلَمُ اللّٰهُ مَا فِيْ قُلُوْبِهِمْ فَاَعْرِضْ عَنْهُمْ وَعِظْهُمْ وَقُلْ لَّهُمْ فِيْٓ اَنْفُسِهِمْ قَوْلًا بَلِيْغًا ﴿٦٣﴾

(৬৩) এরা ঐ সকল লোক আল্লাহ অবগত আছেন যা কিছু তাদের অন্তরে আছে, সুতরাং আপনি তাদের [ত্রুটির] প্রতি লক্ষ্য করবেন না এবং তাদেরকে সদুপদেশ দিতে থাকুন। আর তাদেরকে বিশেষ করে তাদের নিজেদের [সংশোধন] সম্বন্ধে যথোপযোগী বাণী বলে দিন।

وَمَآ اَرْسَلْنَا مِنْ رَّسُوْلٍ اِلَّا لِيُطَاعَ بِاِذْنِ اللّٰهِ ۗ وَلَوْ اَنَّهُمْ اِذْ ظَّلَمُوْٓا اَنْفُسَهُمْ جَآءُوْكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللّٰهَ

(৬৪) আর আমি পয়গম্বরগণকে বিশেষ করে এই জন্যই প্রেরণ করেছি, যেন আল্লাহর আদেশে তাঁদের আনুগত্য করা হয়, আর যদি তারা নিজেদের ক্ষতি সাধনের পর আপনার নিকট উপস্থিত হতো এবং আল্লাহর নিকট ক্ষমা চাইত

শাব্দিক অনুবাদ

(৬১) وَاِذَا قِيْلَ لَهُمْ আর যখন তাদেরকে বলা হয় تَعَالَوْا আস اِلٰى مَآ اَنْزَلَ اللّٰهُ এই হুকুমের দিকে যা আল্লাহ নাজিল করেছেন وَاِلَى الرَّسُوْلِ এবং [আস] তাঁর রাসূলের দিকে رَاَيْتَ الْمُنٰفِقِيْنَ তখন আপনি মুনাফিকদের এই অবস্থা দেখবেন যে يَصُدُّوْنَ عَنْكَ صُدُوْدًا তারা আপনার নিকট আসতে বিরত থাকছে।

(৬২) فَكَيْفَ অনন্তর কি দশা হবে اِذَآ اَصَابَتْهُمْ مُّصِيْبَةٌۢ যখন তাদের উপর কোনো বিপদ উপনীত হয় بِمَا قَدَّمَتْ اَيْدِيْهِمْ তাদের ঐ কর্মের দরুন যা কিছু তারা পূর্বে করেছিল ثُمَّ جَآءُوْكَ অতঃপর আপনার নিকট আসে يَحْلِفُوْنَ بِاللّٰهِ আল্লাহর নামে শপথ করে– اِنْ اَرَدْنَآ এতদ্ভিন্ন আমাদের জন্য অন্য কোনো উদ্দেশ্য ছিল না যে, اِلَّآ اِحْسَانًا কোনো কল্যাণ [-এর পন্থা] বের হয় وَّتَوْفِيْقًا এবং পরস্পর মিলন হয়ে যায়।

(৬৩) اُولٰٓئِكَ الَّذِيْنَ এরা ঐ সকল লোক يَعْلَمُ اللّٰهُ مَا فِيْ قُلُوْبِهِمْ আল্লাহ অবগত আছেন যা কিছু তাদের অন্তরে আছে فَاَعْرِضْ عَنْهُمْ সুতরাং আপনি তাদের [ত্রুটির] প্রতি লক্ষ্য করবেন না وَعِظْهُمْ এবং তাদেরকে সদুপদেশ দিতে থাকুন وَقُلْ لَّهُمْ আর তাদেরকে বলে দিন فِيْٓ اَنْفُسِهِمْ বিশেষ করে তাদের নিজেদের [সংশোধন] সম্বন্ধে قَوْلًا بَلِيْغًا যথোপযোগী বাণী

(৬৪) وَمَآ اَرْسَلْنَا مِنْ رَّسُوْلٍ আর আমি পয়গম্বরগণকে বিশেষ করে এই জন্যই প্রেরণ করেছি اِلَّا لِيُطَاعَ بِاِذْنِ اللّٰهِ যেন আল্লাহর আদেশে তাঁদের আনুগত্য করা হয় وَلَوْ اَنَّهُمْ اِذْ ظَّلَمُوْٓا اَنْفُسَهُمْ আর যদি তারা নিজেদের ক্ষতি সাধনের পর جَآءُوْكَ আপনার নিকট উপস্থিত হতো فَاسْتَغْفَرُوا اللّٰهَ এবং আল্লাহর নিকট ক্ষমা চাইত

https://e-ilm.weebly.com/

https://e-ilm.weebly.com/

وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُوْلُ لَوَجَدُوا اللّٰهَ تَوَّابًا رَّحِيْمًا ﴿٦٤﴾

অনুবাদ : এবং রাসূলও তাদের জন্য আল্লাহর সমীপে ক্ষমা চাইতেন তবে অবশ্যই তারা আল্লাহকে তওবা কবুলকারী

فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُوْنَ حَتّٰى يُحَكِّمُوْكَ فِيْمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوْا فِيْٓ اَنْفُسِهِمْ حَرَجًا مِّمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوْا تَسْلِيْمًا ﴿٦٥﴾

(৬৫) অতএব, আপনার পরওয়ারদেগারের শপথ! এরা ঈমানদার হবে না, যে পর্যন্ত না তাদের মধ্যে যে-সব ঝগড়া-বিবাদ সংঘটিত হয়, তার মীমাংসা আপনার দ্বারা করিয়ে নেয়, অতঃপর আপনার এই মীমাংসায় তারা নিজেদের অন্তরে কোনোরূপ সংকীর্ণতা বোধ না করে এবং পুরোপুরি মেনে নেয়।

وَلَوْ اَنَّا كَتَبْنَا عَلَيْهِمْ اَنِ اقْتُلُوْٓا اَنْفُسَكُمْ اَوِ اخْرُجُوْا مِنْ دِيَارِكُمْ مَّا فَعَلُوْهُ اِلَّا قَلِيْلٌ مِّنْهُمْ ؕ وَلَوْ اَنَّهُمْ فَعَلُوْا مَا يُوْعَظُوْنَ بِهٖ لَكَانَ خَيْرًا لَّهُمْ وَاَشَدَّ تَثْبِيْتًا ﴿٦٦﴾

(৬৬) আর যদি আমি মানুষের প্রতি ফরজ করে দিতাম যে, তোমরা আত্মহত্যা কর কিংবা স্বীয় দেশ হতে বের হয়ে যাও, তবে অল্প কয়েকজন ব্যতীত এই আদেশ কেউই পালন করত না, আর যদি তারা তাদেরকে যেরূপ উপদেশ দেওয়া হয়, তদনুযায়ী আমল করত, তবে তাদের জন্য উত্তম হতো এবং ঈমানে অধিকতর দৃঢ়কারী হতো।

وَّاِذًا لَّاٰتَيْنٰهُمْ مِّنْ لَّدُنَّآ اَجْرًا عَظِيْمًا ﴿٦٧﴾

(৬৭) আর এই অবস্থায় আমি তাদেরকে বিশেষ করে নিজ সন্নিধান হতে মহা পুরস্কার প্রদান করতাম।

وَّلَهَدَيْنٰهُمْ صِرَاطًا مُّسْتَقِيْمًا ﴿٦٨﴾

(৬৮) এবং আমি অবশ্যই তাদেরকে সরল পথ প্রদর্শন করতাম।

শাব্দিক অনুবাদ

وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُوْلُ এবং রাসূলও তাদের জন্য আল্লাহর সমীপে ক্ষমা চাইতেন لَوَجَدُوا اللّٰهَ تَوَّابًا رَّحِيْمًا তবে অবশ্যই তারা আল্লাহকে তওবা কবুলকারী, করুণাময় পেত।

(৬৫) فَلَا وَرَبِّكَ অতএব, আপনার পরওয়ারদেগারের শপথ! لَا يُؤْمِنُوْنَ এরা ঈমানদার হবে না حَتّٰى يُحَكِّمُوْكَ যে পর্যন্ত না তার মীমাংসা আপনার দ্বারা করিয়ে নেয় فِيْمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ তাদের মধ্যে যে-সব ঝগড়া-বিবাদ সংঘটিত হয় ثُمَّ لَا يَجِدُوْا فِيْٓ اَنْفُسِهِمْ حَرَجًا অতঃপর তারা নিজেদের অন্তরে কোনোরূপ সংকীর্ণতা বোধ না করে مِّمَّا قَضَيْتَ আপনার এই মীমাংসায় وَيُسَلِّمُوْا تَسْلِيْمًا এবং পুরোপুরি মেনে নেয়।

(৬৬) وَلَوْ اَنَّا كَتَبْنَا عَلَيْهِمْ আর যদি আমি মানুষের প্রতি ফরজ করে দিতাম যে اَنِ اقْتُلُوْٓا اَنْفُسَكُمْ তোমরা আত্মহত্যা কর اَوِ اخْرُجُوْا مِنْ دِيَارِكُمْ কিংবা স্বীয় দেশ হতে বের হয়ে যাও مَّا فَعَلُوْهُ اِلَّا قَلِيْلٌ مِّنْهُمْ তবে অল্প কয়েকজন ব্যতীত এই আদেশ কেউই পালন করত না। وَلَوْ اَنَّهُمْ فَعَلُوْا আর যদি তারা তদনুযায়ী আমল করত مَا يُوْعَظُوْنَ بِهٖ তাদেরকে যেরূপ উপদেশ দেওয়া হয় لَكَانَ خَيْرًا لَّهُمْ তবে তাদের জন্য উত্তম হতো وَاَشَدَّ تَثْبِيْتًا এবং ঈমানে অধিকতর দৃঢ়কারী হতো।

(৬৭) وَّاِذًا لَّاٰتَيْنٰهُمْ আর এই অবস্থায় আমি তাদেরকে প্রদান করতাম مِّنْ لَّدُنَّآ বিশেষ করে নিজ সন্নিধান হতে اَجْرًا عَظِيْمًا মহা পুরস্কার

(৬৮) وَّلَهَدَيْنٰهُمْ এবং আমি অবশ্যই তাদেরকে প্রদর্শন করতাম صِرَاطًا مُّسْتَقِيْمًا সরল পথ।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

(৬৫) قوله فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتّٰى يُحَكِّمُوْكَ الخ **আয়াতের শানে নুযূল– ১ :** উতবা বিন যুমরাহ বলেন, আমার পিতা বলেন, দু'জন মানুষ তাদের পারস্পরিক বিরোধ নিয়ে রাসূল ﷺ-এর নিকট উপস্থিত হয়। রাসূল ﷺ অসত্যের পরিবর্তে সত্যের পক্ষে রায় প্রদান করেন। যার বিপক্ষে রায় হয়েছে, সে বলল, আমি এতে সম্মত নই। তার সাথি তাকে বলল, তুমি কি চাও? সে জবাবে বলল, আমি আবূ বকরের নিকট যাব। সুতরাং তারা, উভয়ে হযরত আবূ বকর সিদ্দীক (রা.)-এর নিকট গিয়ে যার পক্ষে রায় হয়েছিল সে ব্যক্তি বলল, আমরা এ বিষয়টি নিয়ে নবী করীম ﷺ-এর দরবারে গিয়েছিলাম, তিনি আমার পক্ষে রায় দিয়েছিলেন, এ কথা শুনে হযরত আবূ বকর সিদ্দীক (রা.) বললেন যে, তোমরা রাসূল ﷺ-এর রায়কে মেনে নাও। তখন তার সাথি তাতে সম্মত না হয়ে বলল যে, আমরা এ বিষয়টি নিয়ে হযরত ওমর (রা.)-এর নিকট যাব। সুতরাং যার পক্ষে রায় দেওয়া হয়েছিল সে ব্যাক্তি সেখানে গিয়ে বলল, আমরা এ বিষয়টি নিয়ে হযরত রাসূল ﷺ-এর নিকট গিয়েছিলাম, তিনি আমার পক্ষে রায় দিয়েছেন। কিন্তু সে তাতে সম্মত হচ্ছেনা। হযরত ওমর (রা.) তাকে জিজ্ঞেস করেন যে, ঘটনা বাস্তবে কি তাই? সে উত্তরে বলল, জী-হ্যাঁ। তখন ঘরে গিয়ে তরবারি এনে তার মাথা উড়িয়ে দিলেন। এ ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে আলোচ্য আয়াত নাজিল হয়েছে। –[ইবনে কাছীর ৫২১/১]

শানে নুযূল– ২ : বুখারী শরীফের এক রেওয়ায়েতে হযরত উরওয়াহ (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, যুবাইর ইবনুল আওয়াম আনসারী এক পুরুষের সাথে হাররার পানির ঝর্ণা সম্পর্কীয় এক বিরোধ নিস্পত্তি করার জন্যে রাসূল ﷺ -এর খেদমতে হাজির হলেন। রাসূল ﷺ বললেন, হে যুবাইর! তোমার জমিন পানি দ্বারা পরিপূর্ণ করার পর তোমার প্রতিবেশীর জন্য পানি ছেড়ে দিবে। আনসারী বলল, হে আল্লাহর রাসূল ﷺ! কারণ সে তো আপনার ফুফাত ভাই, তখন রাসূল ﷺ-এর চেহারা মুবারকের রং পরিবর্তন হয়ে গেল। অতঃপর রাসূল বললেন, হে যুবাইর! তোমার জমিন পানি দ্বারা পূর্ণ করার পর তা বন্ধ করে রাখবে। যাতে সে পানি বিভিন্ন দিকে গিয়ে জমি পুরে যায়। অতঃপর তোমার প্রতিবেশীর জন্যে পানি ছাড়বে। হযরত যুবাইর (রা.) বলেন যে, আমার বিশ্বাস এক মাত্র এ বিরোধ সম্পর্কেই আলোচ্য আয়াত নাজিল হয়েছে। –[ইবনে কাছীর ৫২০/১, রূহুল মা'আনী ৭২/৩/৫, ফাতহুল কাদীর ৪৮৪/১, কুরতুবী ২৫৬/৫, কাশ্শাফ ৫৬১/১, বায়যাভী ৪২/২, মুহীত্ব ২৯৬]

(৬৬) قوله وَلَوْ اَنَّا كَتَبْنَا عَلَيْهِمْ اَنِ اقْتُلُوْا اَنْفُسَكُمْ الخ **আয়াতের শানে নুযূল :** বর্ণিত আছে, ছাবেত বিন কায়স বিন শাম্মাস আর একজন ইহুদি পরস্পরে গর্ব প্রকাশ করে বেড়াত। সুতরাং সে ইহুদি একদা বলতে লাগল, আল্লাহর শপথ আমাদের উপর আমরা নিজেরা নিজেদেরকে হত্যা করার নির্দেশ করা হয়েছিল। আমরা তা পালন করেছি। ফলে সত্তর হাজার ইহুদি নিহত হয়েছিল। অতঃপর ছাবেত বললেন, আল্লাহর শপথ! আমাদের উপরও যদি আল্লাহ এমন হুকুম আরোপতি করতেন, তাহলে আমরাও এরূপ হুকুম পালন করতাম। সে কথোপকথনের পরিপ্রেক্ষিতে আলোচ্য আয়াত নাজিল হয়েছে। –[কুরতুবী –২৫৯/৫, ইবনে কাছীর ৫২২/১, ফাতহুল কাদীর ৪৯৫/১, বাহরে মুহীত : ৪৯৭/৩]

রাসূলে কারীম ﷺ-এর সিদ্ধান্ত গ্রহণ না করা কুফর : এ আয়াতে রাসূলে কারীম ﷺ-এর মহত্ত্ব ও সুউচ্চ মর্যাদার বিষয় প্রকাশ করার সঙ্গে সঙ্গে কুরআনের অসংখ্য আয়াতের দ্বারা প্রমাণিত মহানবী ﷺ-এর আনুগত্যের অপরিহার্যতার বিষয়টি সবিস্তারে বিশ্লেষণ করা হয়েছে। এ আয়াতে আল্লাহ তা'আলা কসম খেয়ে বলেছেন যে, কোনো মানুষ ততক্ষণ পর্যন্ত মুমিন কিংবা মুসলমান হতে পারে না যতক্ষণ না সে ধীরস্থির মস্তিষ্কে মহানবী ﷺ–কে এভাবে স্বীকার করে নিবে যাতে তাঁর কোনো সিদ্ধান্তেই মনে কোনো রকম সংকীর্ণতা না থাকে।

মহনবী ﷺ রাসূল হিসেবে গোটা উম্মতের শাসক এবং যে কোনো বিবাদের মীমাংসার জিম্মাদার। তাঁর শাসন ও সিদ্ধান্ত অপর কাউকে বিচারক সাব্যস্ত করার উপর নির্ভরশীল নয়। তার পরেও এ আয়াতে মুসলমানগণকে বিচারক সাব্যস্ত করে নিতে বলা হয়েছে। তার কারণ, সরকারিভাবে সাব্যস্তকৃত বিচারক এবং তার মীমাংসার উপর অনেকেরই সন্তুষ্টি আসে না, যেমনটি আসে নিজের মনোনীত বা সাব্যস্তকৃত সালিস বা বিচারকের উপর। কিন্তু মহানবী ﷺ শুধুমাত্র একজন শাসকই নন; বরং তিনি একজন নিস্পাপ রাসূল, রাহমাতুল লিল-আলামীন এবং উম্মতের জন্য একান্ত দয়ালু পিতাও বটেন।

জই শিক্ষা দেওয়া হয়েছে যে, যখনই কোনো বিষয়ে, কোনো সমস্যার ব্যাপারে মতবিরোধ দেখা দেয়, তখনই রাসূলে ম..বূল ﷺ কে বিচারক সাব্যস্ত করে তার থেকে মীমাংসা করিয়ে নেওয়া এবং অতঃপর তাঁর মীমাংসাকে স্বীকার করে নিয়ে সেমতে কাজ করা উভয় পক্ষের উপর ফরজ।

https://e-ilm.weebly.com/

মতবিরোধের ক্ষেত্রে মহানবী ﷺ-কে বিচারক সাব্যস্ত করা : কুরআনের তাফসীরকারগণ বলেছেন, কুরআনের বাণীসমূহের উপর আমল করা মহানবী ﷺ-এর যুগের সাথেই সীমিত নয়। তাঁর তিরোধানের পর তাঁর পবিত্র শরিয়তের মীমাংসাই হলো তাঁর মীমাংসা। কাজেই এ নির্দেশটি কেয়ামত পর্যন্ত তেমনিভাবে বলবৎ থাকবে, যেমন ছিল তাঁর যুগে। তখন যেমন সরাসরি [কোনো বিষয়ের সিদ্ধান্তকল্পে] তাঁর কাছে উপস্থিত করা হতো, তেমনিভাবে তাঁর পরে তাঁর শরিয়তের মীমাংসা নিতে হবে। আর এটা প্রকৃতপক্ষে তাঁরই অনুসরণ।

কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ মাসআলা : প্রথমতঃ সে ব্যক্তি আদৌ মুসলমান নয়, যে নিজের যাবতীয় বিবাদ ও মোকদ্দমায় রাসূলে কারীম ﷺ-এর মীমাংসায় সন্তুষ্ট হতে পারে না। সে কারণেই হযরত ফারূকে আজম (রা.) সে লোকটিকে হত্যা করে ফেলেছিলেন, যে মহানবী ﷺ-এর মীমাংসায় রাজি হয়নি এবং পুনরায় বিষয়টি ফারূকে আজমের দরবারে নিয়ে গিয়েছিল। এই নিহত ব্যক্তির ওয়ারিশবর্গ রাসূলে কারীম ﷺ-এর আদালতে হযরত ফারূকে আজমের বিরুদ্ধে মামলা দায়ের করে যে, তিনি একজন মুসলমানকে অকারণে হত্যা করেছেন। এই মামলা হুজুরের দরবারে উপস্থিত হওয়ার সাথে সাথে স্বতঃস্ফূর্তভাবে তাঁর মুখ দিয়ে বেরিয়ে আসে مَا كُنْتُ اَظُنُّ اَنَّ عُمَرَ يَجْتَرِئُ عَلٰى قَتْلِ رَجُلٍ مُؤْمِنٍ [অর্থাৎ, আমার ধারণা ছিল না যে, ওমর কোনো মুমিনকে হত্যা করতে পারবে] এতে প্রমাণিত হয় যে, উচ্চতর বিচারকের নিকট যদি কোনো অধঃস্তন বিচারকের মীমাংসার ব্যাপারে আপিল করা হয়, তবে তাঁকে স্বীয় অধঃস্তন বিচারকের পক্ষপাতিত্ব করার পরিবর্তে ন্যায়ভিত্তিক মীমাংসা করা কর্তব্য। যেমন, এ ঘটনার প্রেক্ষিতে আয়াত অবতীর্ণ হওয়ার পূর্বে মহানবী ﷺ হযরত ওমর (রা.)-এর মীমাংসার বিরুদ্ধে অসন্তুষ্টি প্রকাশ করেন। অতঃপর যখন এ আয়াত নাজিল হয়, তখন বিষয়টি স্পষ্ট হয়ে যায় যে, এ আয়াতের ভিত্তিতে সে লোক মুমিনই ছিল না।

দ্বিতীয় মাসআলা : এ আয়াতের দ্বারা এ বিষয়ও প্রমাণিত হয় যে, فِيْمَا شَجَرَ বাক্যটি শুধু আচার-অনুষ্ঠান কিংবা অধিকারের সাথেই সম্পৃক্ত নয়। আকিদা, মতবাদ এবং অপরাপর বৈষয়িক বিষয়েও ব্যাপক। —[বাহরে মুহীত] অতএব, কোনো সময় কোনো বিষয়ে পারস্পরিক মতবিরোধ দেখা দিয়ে বিবাদ পরিহার করে উভয়পক্ষকে রাসূলে কারীম ﷺ-এর নিকট এবং তাঁর অবর্তমানে তৎপ্রবর্তিত শরিয়তের আশ্রয়ে গিয়ে মীমাংসা অন্বেষণ করা প্রতিটি মুসলমানের উপর ফরজ।

তৃতীয় মাসআলা : এতে এ কথাও জানা গেল যে, যে কাজ বা বিষয় মহানবী ﷺ-এর কথা বা কাজের মাধ্যমে প্রমাণিত, তা সম্পাদন করতে গিয়ে মনে কোনো রকম সংকীর্ণতা অনুভব করাও ঈমানের দুর্বলতার লক্ষণ। উদাহরণতঃ যে ক্ষেত্রে শরিয়ত তায়াম্মুম করে নামাজ পড়ার অনুমতি দিয়েছে, সেক্ষেত্রে তায়াম্মুম করতে কেউ যদি সম্মত না হয়, তবে একে পরহেজগারী বলে মনে করা যাবে না; বরং এটা একান্তই মানসিক ব্যাধি। রাসূলে কারীম ﷺ অপেক্ষা কেউ বেশি পরহেজগার হতে পারে না। যে অবস্থায় মহানবী ﷺ বসে নামাজ পড়ার অনুমতি দিয়েছেন এবং নিজেও বসে নামাজ আদায় করেছেন, কারো মন যদি এতে সম্মত না হয় এবং অসহনীয় পরিশ্রম ও কষ্ট সত্ত্বেও দাঁড়িয়ে নামাজ পড়ে, তবে তার জেনে রাখা উচিত যে, তার মন ব্যাধিগ্রস্ত। অবশ্য সাধারণ প্রয়োজন কিংবা কষ্টের সময় যদি প্রদত্ত অব্যাহতিকে পরিহার করে কষ্টের উপর আমল করে, তাবে তা মহানবীর শিক্ষা অনুসারেই বৈধ। কিন্তু সর্বক্ষেত্রেই শরিয়ত প্রদত্ত অব্যাহতির প্রতি সংকীর্ণতা অনুভব করা তাকওয়া নয়।

একটি অতি গুরুত্বপূর্ণ জ্ঞাতব্য বিষয় : বিগত বিশ্লেষণের দ্বারা এ বিষয় সুস্পষ্ট হয়ে গেছে যে, রাসূলে কারীম ﷺ তাঁর উম্মতের জন্য শুধুমাত্র একজন সংস্কারক এবং নৈতিক পথপ্রদর্শকই ছিলেন না; বরং তিনি একজন ন্যায়নিষ্ঠ বিচারকও ছিলেন। তদুপরি এমন শাসকও ছিলেন যাঁর সিদ্ধান্তকে ঈমান ও কুফরের মানদণ্ড সাব্যস্ত করা হয়েছে। যেমন, মুনাফিক বিশরের ঘটনার দ্বারা প্রমাণ হয়। আর এ বিষয়টি বিশ্লেষণের উদ্দেশ্যেই আল্লাহ তা'আলা স্বীয় পবিত্র গ্রন্থের একাধিক জায়গায় স্বীয় আনুগত্যের সাথে সাথে রাসূলে কারীম ﷺ-এর আনুগত্যকেও অপরিহার্য বলে অভিহিত করেছেন।

সে প্রথমে কা'আব বিন আশরাফ ইহুদিকে প্রস্তাব করে এবং পরে বাধ্য হয়ে মহানবী ﷺ-এর নিকট উপস্থিত হয়। আর হুজুরে আকরাম ﷺ-এর মীমাংসা যেহেতু তার বিরুদ্ধে হয়েছিল, সেহেতু সে তাতে আশ্বস্ত না হয়ে; বরং পুনর্বার মীমাংসা করার জন্য হযরত ওমর (রা.)-এর নিকট গিয়ে উপস্থিত হলো। এ ঘটনা মদিনায় জানাজানি হয়ে গেলে ইহুদিরা মুসলমানগণকে ধিক্কার দিতে লাগল। পূর্ব কারণে আলোচিত বিশর ইবনে আহবারের ঘটনা মদিনায় জানাজানি হয়ে গেলে ইহুদিরা মুসলমানদেরকে এই বলে ভর্ৎসনা করত যে, তোমরা কেমন মানুষ! যাকে তোমরা রাসূল বলে মান্য কর এবং তার অনুসরণ কর বলেও দাবি কর, তাঁর মীমাংসাসমূহকে স্বীকার কর না। ইহুদিদের প্রতি লক্ষ্য কর, তাদের গুনাহের তওবাকল্পে

https://e-ilm.weebly.com/

তাদের প্রতি নির্দেশ হয়েছিল যে, তোমাদের মধ্য থেকে একে অপরকে হত্যা কর, আমরা এহেন কঠিন নির্দেশ পর্যন্ত পালন করেছি। এমন কি এভাবে আমাদের সত্তর হাজার ব্যক্তি নিহত হয়। তোমাদেরকে যদি এমন কোনো হুকুম দেওয়া হতো, তবে তোমরা কি করতে? আয়াতটিতে তারও উত্তর দেওয়া হয়েছে যে, এই অবস্থা মুনাফিকদেরই হতে পারে, পাকা মুসলমানদের নয়। তার প্রমাণ হলো, এ আয়াত যখন অবতীর্ণ হয়, তখন সাহাবায়ে কেরামের মধ্য থেকে একজন বললেন, আল্লাহ আমাদেরকে এহেন কঠিন পরীক্ষার সম্মুখীন করেননি। সাহাবীর এ বাক্যটি রাসূলে কারীম ﷺ-এর নিকট পৌঁছলে তিনি বললেন, "আমার উম্মতের মধ্যে এমন লোকও রয়েছে, যাদের অন্তরে পাহাড়ের মতো সুদৃঢ় মজবুত ঈমান রয়েছে।" ইবনে ওহাব বলেন যে, এ বাক্য হলো হযরত আবূ বকর সিদ্দীক (রা.)–এর।

অপর এক রেওয়ায়েতে আছে, হযরত আবূ বকর সিদ্দীক (রা.) এ আয়াত শুনে বলেছিলেন যে, আল্লাহর কসম! এ হুকুম নাজিল হলে আমি নিজেকে এবং নিজের পরিবার-পরিজনকে এর জন্য কুরবান করে দিতাম। অবশ্য সাহাবায়ে কেরাম (রা.) দেশত্যাগের নির্দেশ আমল করে দেখিয়েও দিয়েছেন। তাঁরা স্বীয় জন্মভূমি মক্কা, নিজেদের সমস্ত সম্পদ ও ব্যবসা-বাণিজ্য পরিত্যাগ করে মদিনা অভিমুখে হিজরত করেছিলেন।

শব্দ বিশ্লেষণ

يَصُدُّوْنَ : সীগাহ جمع مذكر غائب বহছ مضارع معروف বাব نَصَرَ মাসদার اَلصُّدُوْدُ মূলবর্ণ (ص . د . د) জিনস مضاعف ثلاثى অর্থ– তারা ফিরিয়ে নিবে।

عِظْ : সীগাহ واحد مذكر حاضر বহছ امر حاضر معروف বাব ضَرَبَ মাসদার اَلْوَعْظُ মূলবর্ণ (و . ع . ظ) জিনস مثال واوى অর্থ– তুমি উপদেশ দাও।

يُحَكِّمُوْا : সীগাহ جمع مذكر غائب বহছ مضارع معروف বাব تَفْعِيْل মাসদার اَلتَّحْكِيْمُ মূলবর্ণ (ح . ك . م) জিনস صحيح অর্থ– তারা হাকিম বানাবে।

يُوْعَظُوْنَ : সীগাহ جمع مذكر غائب বহছ مضارع مجهول বাব ضَرَبَ মাসদার اَلْوَعْظُ মূলবর্ণ (و . ع . ظ) জিনস مثال واوى অর্থ– তাদেরকে উপদেশ দেওয়া হচ্ছে।

https://e-ilm.weebly.com/

وَمَنْ يُطِعِ اللّٰهَ وَالرَّسُوْلَ فَاُولٰٓئِكَ مَعَ الَّذِيْنَ
اَنْعَمَ اللّٰهُ عَلَيْهِمْ مِّنَ النَّبِيّٖنَ وَالصِّدِّيْقِيْنَ
وَالشُّهَدَآءِ وَالصّٰلِحِيْنَ ۚ وَحَسُنَ اُولٰٓئِكَ رَفِيْقًا

অনুবাদ : (৬৯) আর যে ব্যক্তি আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের অনুগত হয়, তবে এরূপ ব্যক্তিগণও সেই মহান ব্যক্তিগণের সহচর হবেন যাঁদের প্রতি আল্লাহ তা'আলা অনুগ্রহ করেছেন, অর্থাৎ নবীগণ এবং সিদ্দীকগণ এবং শহীদগণ এবং নেককারগণ, আর এই মহাপুরুষগণ অতি উত্তম সহচর।

ذٰلِكَ الْفَضْلُ مِنَ اللّٰهِ ۚ وَكَفٰى بِاللّٰهِ عَلِيْمًا

(৭০) এটা [শুধু] অনুগ্রহ আল্লাহর হুযূর হতে, এবং সর্বজ্ঞ হিসেবে আল্লাহই যথেষ্ট।

يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا خُذُوْا حِذْرَكُمْ فَانْفِرُوْا
ثُبَاتٍ اَوِ انْفِرُوْا جَمِيْعًا

(৭১) হে ঈমানদারগণ! নিজেরা সতর্কতা অবলম্বন কর, অতঃপর [জিহাদের জন্য] বের হও, পৃথক পৃথকভাবে অথবা সম্মিলিতভাবে।

وَاِنَّ مِنْكُمْ لَمَنْ لَّيُبَطِّئَنَّ ۚ فَاِنْ اَصَابَتْكُمْ
مُّصِيْبَةٌ قَالَ قَدْ اَنْعَمَ اللّٰهُ عَلَيَّ اِذْ لَمْ اَكُنْ
مَّعَهُمْ شَهِيْدًا

(৭২) আর তোমাদের দলে কতক এমন লোক আছে যারা পশ্চাৎপদ হয়ে পড়ে, অনন্তর যদি তোমাদের কোনো বিপদ উপস্থিত হয়, তবে বলে, নিশ্চয় আল্লাহ আমার প্রতি খুব অনুগ্রহ করেছেন যে, আমি তাদের সঙ্গে উপস্থিত হইনি।

وَلَئِنْ اَصَابَكُمْ فَضْلٌ مِّنَ اللّٰهِ لَيَقُوْلَنَّ كَاَنْ لَّمْ
تَكُنْ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهٗ مَوَدَّةٌ يّٰلَيْتَنِيْ كُنْتُ مَعَهُمْ
فَاَفُوْزَ فَوْزًا عَظِيْمًا

(৭৩) আর যদি তোমাদের প্রতি আল্লাহর কোনো অনুগ্রহ হয়, তবে এরূপভাবে বলে- যেন তোমাদের মধ্যে এবং তার মধ্যে কোনো সম্পর্ক নেই- হায়! কতই না চমৎকার হতো যদি আমিও তাদের সঙ্গী হতাম। তা হলে আমারও খুব সফলতা লাভ হতো।

শাব্দিক অনুবাদ

(৬৯) وَمَنْ يُطِعِ اللّٰهَ وَالرَّسُوْلَ আর যে ব্যক্তি আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের অনুগত হয় فَاُولٰٓئِكَ তবে এরূপ ব্যক্তিগণও مَعَ الَّذِيْنَ اَنْعَمَ اللّٰهُ عَلَيْهِمْ সেই মহান ব্যক্তিগণের সহচর হবেন যাঁদের প্রতি আল্লাহ তা'আলা অনুগ্রহ করেছেন مِّنَ النَّبِيّٖنَ অর্থাৎ নবীগণ وَالصِّدِّيْقِيْنَ এবং সিদ্দীকগণ وَالشُّهَدَآءِ এবং শহীদগণ وَالصّٰلِحِيْنَ এবং নেককারগণ وَحَسُنَ اُولٰٓئِكَ رَفِيْقًا আর এই মহাপুরুষগণ অতি উত্তম সহচর।

(৭০) ذٰلِكَ الْفَضْلُ مِنَ اللّٰهِ তা [শুধু] অনুগ্রহ আল্লাহর হুযূর হতে وَكَفٰى بِاللّٰهِ عَلِيْمًا এবং সর্বজ্ঞ হিসেবে আল্লাহই যথেষ্ট।

(৭১) يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا হে ঈমানদারগণ! خُذُوْا حِذْرَكُمْ নিজেরা সতর্কতা অবলম্বন কর فَانْفِرُوْا ثُبَاتٍ অতঃপর [জিহাদের জন্য] বের হও, পৃথক পৃথকভাবে اَوِ انْفِرُوْا جَمِيْعًا অথবা সম্মিলিতভাবে।

(৭২) وَاِنَّ مِنْكُمْ আর তোমাদের দলে কতক এমন লোক আছে لَمَنْ لَّيُبَطِّئَنَّ যারা পশ্চাৎপদ হয়ে পড়ে فَاِنْ اَصَابَتْكُمْ مُّصِيْبَةٌ অনন্তর যদি তোমাদের কোনো বিপদ উপস্থিত হয় قَالَ তবে বলে قَدْ اَنْعَمَ اللّٰهُ عَلَيَّ নিশ্চয় আল্লাহ আমার প্রতি খুব অনুগ্রহ করেছেন যে اِذْ لَمْ اَكُنْ مَّعَهُمْ شَهِيْدًا আমি তাদের সঙ্গে উপস্থিত হইনি।

(৭৩) وَلَئِنْ اَصَابَكُمْ فَضْلٌ مِّنَ اللّٰهِ আর যদি তোমাদের প্রতি আল্লাহর কোনো অনুগ্রহ হয় لَيَقُوْلَنَّ তবে এরূপভাবে বলে- كَاَنْ لَّمْ تَكُنْ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهٗ مَوَدَّةٌ যেন তোমাদের মধ্যে এবং তার মধ্যে কোনো সম্পর্ক নেই- يّٰلَيْتَنِيْ كُنْتُ مَعَهُمْ হায়! কতই না চমৎকার হতো যদি আমিও তাদের সঙ্গী হতাম فَاَفُوْزَ فَوْزًا عَظِيْمًا তা হলে আমারও খুব সফলতা লাভ হতো।

https://e-ilm.weebly.com/

فَلْيُقَاتِلْ فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ الَّذِيْنَ يَشْرُوْنَ الْحَيٰوةَ الدُّنْيَا بِالْاٰخِرَةِ ؕ وَمَنْ يُّقَاتِلْ فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ فَيُقْتَلْ اَوْ يَغْلِبْ فَسَوْفَ نُؤْتِيْهِ اَجْرًا عَظِيْمًا

অনুবাদ : (৭৪) তবে সেই বক্তির উচিত আল্লাহর পথে জিহাদ করা সেসব লোকদের বিরুদ্ধে যারা পরকালের বিনিময়ে পার্থিব জীবনকে গ্রহণ করে নিয়েছে, আর যে ব্যক্তি আল্লাহর পথে জিহাদ করবে, অনন্তর সে নিহত হোক বা বিজয়ী হোক, আমি তাকে মহা বিনিময় প্রদান করব।

وَمَا لَكُمْ لَا تُقَاتِلُوْنَ فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ وَالْمُسْتَضْعَفِيْنَ مِنَ الرِّجَالِ وَالنِّسَآءِ وَالْوِلْدَانِ الَّذِيْنَ يَقُوْلُوْنَ رَبَّنَآ اَخْرِجْنَا مِنْ هٰذِهِ الْقَرْيَةِ الظَّالِمِ اَهْلُهَا ۚ وَاجْعَلْ لَّنَا مِنْ لَّدُنْكَ وَلِيًّا ۚ وَّاجْعَلْ لَّنَا مِنْ لَّدُنْكَ نَصِيْرًا

(৭৫) আর তোমাদের নিকট কি ওজর আছে যে, তোমরা আল্লাহর পথে জিহাদ করবে না এবং ঐ দুর্বল দের জন্য যাদের মধ্যে কতক পুরুষও আছে, কতক নারীও আছে, কতক শিশুও আছে, যারা প্রার্থনা করছে যে, হে আমাদের রব! আমাদেরকে এই নগর হতে বের করুন, যার অধিবাসীরা ভয়ঙ্কর জালেম এবং আমাদের জন্য গায়েব হতে কোনো ওলী দাঁড় করিয়ে দিন এবং আমাদের জন্য গায়েব হতে কোনো সাহায্যকারী প্রেরণ করুন।

শাব্দিক অনুবাদ

(৭৪) فَلْيُقَاتِلْ فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ তবে সেই ব্যক্তির উচিত আল্লাহর পথে জিহাদ করা সেসব লোকদের বিরুদ্ধে الَّذِيْنَ يَشْرُوْنَ الْحَيٰوةَ الدُّنْيَا بِالْاٰخِرَةِ যারা পরকালের বিনিময়ে পার্থিব জীবনকে গ্রহণ করে নিয়েছে وَمَنْ يُّقَاتِلْ فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ আর যে ব্যক্তি আল্লাহর পথে জিহাদ করবে فَيُقْتَلْ অনন্তর সে নিহত হোক اَوْ يَغْلِبْ বা বিজয়ী হোক فَسَوْفَ نُؤْتِيْهِ اَجْرًا عَظِيْمًا আমি তাকে মহা বিনিময় প্রদান করব।

(৭৫) وَمَا لَكُمْ আর তোমাদের নিকট কি ওজর আছে যে لَا تُقَاتِلُوْنَ فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ তোমরা আল্লাহর পথে জিহাদ করবে না وَالْمُسْتَضْعَفِيْنَ এবং ঐ দুর্বলদের জন্য مِنَ الرِّجَالِ وَالنِّسَآءِ যাদের মধ্যে কতক পুরুষও আছে, কতক নারীও আছে, وَالْوِلْدَانِ কতক শিশুও আছে الَّذِيْنَ يَقُوْلُوْنَ যারা প্রার্থনা করছে যে رَبَّنَآ হে আমাদের রব! اَخْرِجْنَا مِنْ هٰذِهِ الْقَرْيَةِ আমাদেরকে এই নগর হতে বের করুন الظَّالِمِ اَهْلُهَا যার অধিবাসীরা ভয়ঙ্কর জালেম وَاجْعَلْ لَّنَا مِنْ لَّدُنْكَ وَلِيًّا এবং আমাদের জন্য গায়েব হতে কোনো ওলী দাঁড় করিয়ে দিন। وَّاجْعَلْ لَّنَا مِنْ لَّدُنْكَ نَصِيْرًا এবং আমাদের জন্য গায়েব হতে কোনো সাহায্যকারী প্রেরণ করুন।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

(৬৯) قوله وَمَنْ يُّطِعِ اللّٰهَ وَالرَّسُوْلَ الخ **আয়াতের শানে নুযূল– ১ :** কালবী (র.) বলেন, আলোচ্য আয়াত হযরত রাসূলে কারীম ﷺ-এর দাস হযরত ছাওবান (রা.) সম্পর্কে অবতীর্ণ হয়েছে। তিনি ছিলেন রাসূল ﷺ-এর প্রতি প্রেমের অনল শিখার প্রজ্বলিত প্রাণ। রাসূল ﷺ-এর বিচ্ছেদকে তিনি কোনো প্রকারেই মেনে নিতে পারতেন না। সুতরাং একদা রাসূল ﷺ-এর দরবারে উপস্থিত হলেন। তখন তিনি অত্যন্ত ভগ্ন স্বাস্থ্যের এবং ফেকাসে চেহারার এক ব্যক্তি। তার চেহারা থেকেই মানসিক ক্লেশ ও স্নায়ুচাপ ও অস্থির বলে মনে হচ্ছিল। ফলে রাসূল ﷺ তাকে বললেন, হে ছাওবান! কি হলো তোমার। তোমাকে এমন দেখা যাচ্ছে কেন? উত্তরে তিনি বললেন, হে আল্লাহর রাসূল! আমার কোনো প্রকার অসুস্থতা নেই। একমাত্র কারণ এটাই যে, আমি যখন আপনাকে দেখতে পাইনা, তখন আমি আপনার প্রতি অধীর ও ব্যাকুল হয়ে পড়ি আপনার সাক্ষাৎ লাভ না করা পর্যন্ত। পরক্ষণে আবার যখন পরকালের কথা মনে পড়ে, তখন বিব্রতকর অবস্থায় পরে যাই যে, সেখানেও তো আপনাকে দেখতে পাব না। কারণ আমি তো জানি আপনি নবীগণের সুউচ্চ আসনে সমাসীন

https://e-ilm.weebly.com/

থাকবেন। আমি যদিও জান্নাতে যেতেও পারি, তাহলেও আমার স্থান থাকবে আপনার অপেক্ষা অনেক অনেকাংশ নিম্নে। আবার দুর্ভাগ্যবশতঃ হয়তো জান্নাতে যেতে নাও পারি, তাহলে আপনাকে দেখতে পাব না। তখন আলোচ্য আয়াত নাজিল হয়েছে। –[কুরতুবী ২৬১/৫, বাহরে মুহীত : ২৯৯/৩, রূহুল মা'আনী ৭৫/৩/৫, বায়যাভী ৮৩/২, কাশশাফ ৫৬৩/১]

শানে নুযূল– ২ : তাবারানী, আবূ নুয়াইম ও জিয়া আলমাকাদিসী (র.) বর্ণনা করেন, হযরত আয়েশা সিদ্দীকা (রা.) হতেও বর্ণিত রয়েছে যে, একদা নবী করীম ﷺ -এর নিকট এক লোক উপস্থিত হয়ে বলল, হে আল্লাহর রাসূল! আপনি আমার নিকট, আমার প্রাণ, আমার পরিবার ও সন্তান-সন্ততি অপেক্ষা অধিক প্রিয় পাত্র। আমি যখন ঘরে থাকি, তখন আমি নিজকে নিজে সামাল দিয়ে রাখতে পারি না। আমাকে আপনার দরবারে এসে আপনাকে দেখতে হয়। আবার যখন আমার মৃত্যু ও আপনার ইন্তেকালের কথা মনে পড়ে, তখন আমার অকাট্য বিশ্বাস জন্মে আপনি তো জান্নাতে গমন করবেন, তাতেও নবীগণের উচ্চ মর্যাদায় সমাসীন হবেন। আর আমি যদিও জান্নাতে প্রবেশ করি, তবে আমার স্থান তো হবে আপনার অনেক নিচে। ভয় হচ্ছে আপনাকে সেখানে দেখতে পাব কিনা। তখন নবী সে ব্যক্তির আবেগ ভরা ব্যকুলতা প্রকাশ করার পরিপ্রেক্ষিতে আলোচ্য আয়াত নাজিল হয়েছে। –[রূহুল মা'আনী ৭৫/৩/৫, ইবনে কাছীর– ৫২৩/১]

শানে নুযূল– ৩ : একাধিক সাহাবী হতে বর্ণিত, তারা বলেন, আব্দুল্লাহ বিন যায়েদ বিন আব্দে রাব্বিহী আল আনসারী যাকে আজানের ধ্বনি স্বপ্নযোগে দেখানো হয়েছিল। তিনি বলেন, হে আল্লাহর রাসূল! আপনি ও আমরা সকলেই যখন ইন্তেকাল করব, আপনার স্থান হবে সর্বোচ্চ স্থানে। আমরা তখন আপনাকে দেখতে পাব না, এ কারণে তিনি নিজের ব্যকুলতা প্রকাশ করেন। তার হৃদয় নিংড়ানো এহেন ব্যথাভরা আবেগ প্রকাশের প্রেক্ষাপটে আলোচ্য আয়াত নাজিল করা হয়েছে।

শানে নুযূল– ৪ : আব্দুল্লাহ বিন যায়েদ হতে বর্ণিত যে, নবী করীম ﷺ যখন ইন্তেকাল করেন, তখন তিনি বলেন اَللّٰهُمَّ اَعْمِنِىْ حَتّٰى لَا اَرٰى شَيْئًا بَعْدَهٗ [হে আল্লাহ! তুমি আমাকে অন্ধ করে দাও, তাঁর পর যেন আমি আর অন্য কিছু দেখতে না পারি] সুতরাং তিনি সে স্থানেই অন্ধ হয়ে যান। আল্লামা কুশাইরি (র.) এরূপ বর্ণনা করেন যে, তখন তিনি বলেন, اَللّٰهُمَّ اَعْمِنِىْ فَلَا اَرٰى شَيْئًا بَعْدَ حَبِيْبِىْ حَتّٰى اَلْقٰى حَبِيْبِىْ [হে আল্লাহ! তুমি আমাকে অন্ধ করে দাও আমি যেন আমার হাবিব ﷺ কে দেখার পর আর অন্য কাউকে দেখতে না পাই। যত দিন না পর্যন্ত তার সাথে সাক্ষাৎ করব।] তখন তিনি সে জায়গাতেই অন্ধ হয়ে যান। –[কুরতুবী- ২৬০/৫]

শানে নুযূল– ৫ : হযরত ইবনে মারদুভিয়া হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) হতে বর্ণনা করেন যে, একদা হুজুর ﷺ-এর নিকট এক ব্যক্তি এসে বললেন, আমি আপনাকে প্রাণ ভরে ভালোবাসি। যখন ঘরে থেকে আপনার কথা স্মরণ হয়, তখন তা আমার নিকট অত্যন্ত পীড়াদায়ক হয়ে দাঁড়ায়। আপনার সাথে আমার অবস্থান হবে, এ-ই হলো আমার প্রাণের দাবি। রাসূল ﷺ তার কোনো জবাব দেননি। তখন আল্লাহ তা'আলা আলোচ্য আয়াত নাজিল করেন। –[ইবনে কাছীর : ৫২৩/১]

قوله : يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا خُذُوْا حِذْرَكُمْ الخ – ٧١ **: আয়াতের শানে নুযূল– :** কোনো কোনো তাফসীরকারকগণ আলোচ্য আয়াতের শানে নুযূল এরূপ বর্ণনা করেছেন যে, মুসলমানেরা যখন কোনো অভিযানে বের হতেন, তখন মুনাফিকরা ছল-চাতুরি করে জিহাদে অংশ গ্রহণ করা থেকে বেঁচে থাকত এবং পরবর্তীতে নিজের অপারগতা প্রকাশ করে আক্ষেপ প্রকাশ করত। মুসলমানেরা কোনোরূপ ক্ষতিগ্রস্ত হলে আনন্দ ভোগ করত। আর মুসলমানেরা বিজয়ী হলে সম্পদের লোভে অনুতপ্ত হতো, গনিমতের মালে অংশীদার না হবার কারণে। বিশেষ করে আব্দুল্লাহ বিন উবাইয়ের এ ভাব ছিল। সে পরিপ্রেক্ষিতে আলোচ্য আয়াত নাজিল করা হয়েছে। –[নুরুল কুলূব]

জান্নাতের পদমর্যাদাসমূহ আমলের ভিত্তিতে নির্ধারিত হবে : যে সমস্ত লোক আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের নির্দেশিত বিষয়ের উপর আমল করবেন এবং আল্লাহ ও রাসূলের নিষিদ্ধ বিষয়সমূহ থেকে বিরত থাকবেন, তাঁদের পদমর্যাদা তাঁদেরই আমল তথা কৃতকর্ম অনুযায়ী নির্ধারিত হবে। প্রথম শ্রেণির লোকদেরকে আল্লাহ তা'আলা নবী রাসূলগণের সাথে জান্নাতের উচ্চতর স্থানে জায়গা দিবেন এবং দ্বিতীয় শ্রেণির লোকদেরকে নবীগণের পরবর্তী মর্যাদার লোকদের সাথে স্থান দিবেন। তাঁদেরকেই বলা হয় সিদ্দীকীন। অর্থাৎ, তাঁরা হলেন সুউচ্চ মর্যাদাসম্পন্ন সাহাবায়ে কেরাম, যাঁরা কোনো রকম দ্বিধা-সংকোচ ও বিরোধিতা না করে প্রাথমিক পর্যায়েই ঈমান এনেছেন। যেমন, হযরত আবূ বকর সিদ্দীক (রা.) প্রমুখ।

https://e-ilm.weebly.com/

অতঃপর তৃতীয় শ্রেণির লোকেরা থাকবেন শহীদগণের সাথে। শহীদ সে সমস্ত লোককে বলা হয়, যাঁরা আল্লাহর রাহে নিজেদের জান-মাল কুরবান করে দিয়েছেন। আর চতুর্থ শ্রেণির লোকগণ থাকবেন সালেহীনদের সাথে। বস্তুতঃ সালেহীন হলেন সেসব লোক, যাঁরা জাহের ও বাতেন, প্রকাশ্য ও গোপন সব ক্ষেত্রেই সৎকর্মসমূহের যথাযথ অনুবর্তী।

সারকথা, আল্লাহ তা'আলার আনুগত্যশীল বান্দাগণ সে সমস্ত মহান ব্যক্তিদের সাথে থাকবেন, যাঁরা আল্লাহ তা'আলার নিকট সর্বাধিক সম্মানিত ও মকবুল।

জান্নাতে দেখা সাক্ষাতের কয়েকটি দিক : ১. নিজ নিজ অবস্থানে থেকেই একে অন্যকে দেখবেন। যেমন, মুয়াত্তা ইমাম মালেক গ্রন্থে হযরত আবূ সাঈদ খুদরী (রা.) থেকে রেওয়ায়েতক্রমে উদ্ধৃত করা হয়েছে যে, রাসূলে কারীম ﷺ ইরশাদ করেছেন, জান্নাতবাসীরা নিজেদের জানালা দিয়ে উপরের শ্রেণির লোকদেরকে তেমনিভাবে দেখতে পাবে, যেমনিভাবে পৃথিবীতে তোমরা তাদেরকে দেখ।

২. উপরের শ্রেণির লোকেরা নীচের শ্রেণিতে নেমে এসেও সাক্ষাৎ করবেন। যেমন, হযরত ইবনে জারীর (র.) হযরত রবী' (রা.) থেকে রেওয়ায়েতক্রমে উদ্ধৃত করেছেন যে, রাসূলে কারীম ﷺ এ আয়াতের তাফসীর প্রসঙ্গে ইরশাদ করেছেন যে, উপরের শ্রেণির লোকেরা নিচের শ্রেণিতে নেমে আসবেন এবং তাদের সাথে দেখা-সাক্ষাৎ ও উঠা-বসা হবে।

তাছাড়া নিচের শ্রেণির অধিবাসীদের জন্য উপরের শ্রেণিতে যাওয়ার অনুমতি লাভও হতে পারে। আলোচ্য আয়াতের পরিপ্রেক্ষিতে রাসূলে কারীম ﷺ বহু লোককে জান্নাতে নিজের সাথে অবস্থানের সুসংবাদ দিয়েছেন।

প্রেম নৈকট্যের শর্ত : হুজুরে আকরাম ﷺ-এর সান্নিধ্য ও নৈকট্য তাঁর সাথে প্রেম ও মহব্বতের মাধ্যমেই লাভ হবে। সহীহ বুখারীতে হাদীসে মুতাওয়াতের সাহাবায়ে কেরামের এক বিপুল জামাত কর্তৃক বর্ণিত রয়েছে : রাসূলে কারীম ﷺ-কে একবার জিজ্ঞাসা করা হলো যে, "সে লোকটির মর্যাদা কেমন হবে? যে লোক কোনো জামাত বা দলের সাথে ভালোবাসা পোষণ করে, কিন্তু আমলের বেলায় এ দলের নির্ধারিত মান পর্যন্ত পৌছতে পারেনি? হুজুর ﷺ বললেন, اَلْمَرْءُ مَعَ مَنْ اَحَبَّ। অর্থাৎ, হাশরের মাঠে প্রতিটি লোকই যার সাথে তার ভালোবাসা, তার সাথে থাকবে।

হযরত আনাস (রা.) বলেন, পৃথিবীতে কোনো কিছুতেই আমি এতটা আনন্দিত হইনি যতটা এ হাদীসের কারণে আনন্দিত হয়েছি। কারণ এ হাদীসে সুসংবাদ দেওয়া হয়েছে যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সাথে যাঁদের গভীর ভালোবাসা রয়েছে তাঁরা হাশরের মাঠেও হুজুরের সাথেই থাকবেন।

রাসূলে কারীম ﷺ-এর সান্নিধ্য লাভ কোনো বর্ণ-গোত্রের উপর নির্ভরশীল নয় : ইমাম তাবারানী (র.) মুজামে কবির গ্রন্থে হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে ওমর (রা.)-এর এ রেওয়ায়েতটি উদ্ধৃত করেছেন যে, জনৈক হাবশী ব্যক্তি মহানবী ﷺ-এর দরবারে এসে নিবেদন করলেন– "ইয়া রাসূলাল্লাহ! আপনি আমাদের চাইতে আকার-আকৃতি, রং উভয়দিক দিয়েই সুন্দর ও অনন্য এবং নবুয়তের দিক দিয়েও। এখন যদি আমি এ ব্যাপারেও ঈমান নিয়ে আসি, যাতে আপনার ঈমান রয়েছে এবং সেরূপ আমলও করি, যা আপনি করে থাকেন, তাহলে কি আমিও জান্নাতের মাঝে আপনার সাথে থাকতে পারব।"

মহানবী ﷺ বললেন, "হ্যাঁ, অবশ্যই। তুমি তোমার হাবশীসুলভ কদাকৃতির জন্য চিন্তিত হয়ো না। সে সত্তার কসম, যাঁর মুঠোয় আমার প্রাণ, জান্নাতের মাঝে কাল রংয়ের হাবশীও সাদা ও সুন্দর হয়ে যাবে এবং এক হাজার বছরের দূরত্ব থেকেও চমকাতে থাকবে। আর যে ব্যক্তি 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু' [কালেমায়] বিশ্বাস হবে, তার মুক্তি ও কল্যাণ আল্লাহর দায়িত্বে এসে যায়। আর যে লোক 'সুবহানাল্লাহি ওয়া বিহামদিহী' পড়ে, তার আমলনামায় একলক্ষ্য চব্বিশ হাজার নেকী লেখা হয়।" –[মুজামে কবির তাবরানী হাদীস নং ১৩৫৯৫]

সিদ্দীক-এর সংজ্ঞা : দ্বিতীয় স্তর হলো সিদ্দিকীনের। আর সিদ্দীক হলেন সে সমস্ত লোক যাঁরা মা'রেফাত বা আল্লাহ তা'আলার পরিচয় লাভের ক্ষেত্রে নবীগণের কাছাকাছি। এর উদাহরণ এই যে, কোনো লোক যেন কোনো বস্তুকে দূর থেকে অবলোকন করছে। হযরত আলী (রা.)-এর নিকট কোনো এক লোক জিজ্ঞেস করলেন যে, "আপনি কি আল্লাহ তা'আলাকে দেখেছেন?" তিনি বলেছিলেন, "আমি এমন কোনো কিছুর ইবাদত করতে পারি না, যা আমি দেখিনি।" অতঃপর আরো বললেন, "আল্লাহকে স্বচক্ষে দেখেনি সত্য, কিন্তু মানুষের অন্তর ঈমানের আলোকে তাঁকে উপলব্ধি করে নেয়।" এখানে 'দেখা' বলতে হযরত আলী (রা.)–এর উদ্দেশ্য হলো স্বীয় জ্ঞানের গভীরতা সূক্ষ্মতার মাধ্যমে দেখার মতোই উপলব্ধি করে নেওয়া।

https://e-ilm.weebly.com/

শহীদের সংজ্ঞা : তৃতীয় স্তর হলো শহীদগণের। আর শহীদ হলেন সে সমস্ত লোক, যাঁরা বিভিন্ন যুক্তি প্রমাণের মাধ্যমে নিজের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য সম্পর্কে অবগত হন; তাঁরা তা প্রত্যক্ষ করেন না। তাঁদের উদাহরণ হলো এমন, যেন কোনো লোক কোনো বস্তুকে আয়নার কাছে থেকে অবলোকন করছে। যেমন, হযরত হারেসা (রা.) বলেছেন, "আমার মনে হয় আমি যেন আমার মহান পরওয়ারদেগারের আরশ প্রত্যক্ষ করছি।"

তাছাড়া أَنْ تَعْبُدَ اللّٰهَ كَاَنَّكَ تَرَاهُ হাদীসটিতেও এমন ধরনের দেখার কথা বলা হয়েছে।

সালেহীনের সংজ্ঞা : চতুর্থ স্তর হলো সালেহীনের। যাঁরা নিজেদের উদ্দেশ্য লক্ষ্যকে অনুসরণ ও আনুগত্যের মাধ্যমে নিশ্চিত জেনে নেন। তাদের উদাহরণ হলো, কোনো বস্তুকে দূর থেকে আয়নার মধ্যে দেখা। আর হাদীসে فَاِنْ لَّمْ تَكُنْ تَرَاهُ فَاِنَّهٗ يَرَاكَ যে বলা হয়েছে, তাতেও দেখা বা প্রত্যক্ষ করার এই স্তরের কথাই বুঝানো হয়েছে। ইমাম রাগেব ইস্পাহানীর এই পর্যালোচনার সার-নির্যাস হচ্ছে, এগুলোই হলো 'মা'রেফাতে রব' বা আল্লাহ তা'আলার পরিচয় লাভের স্তর। বস্তুতঃ এই মা'রেফাতের স্তরের পার্থক্যহেতু মর্যাদাও বিভিন্ন। যাহোক, আয়াতের বক্তব্য খুবই স্পষ্ট। এতে মুসলমানদেরকে এই সুসংবাদ দেওয়া হয়েছে যে, আল্লাহ এবং তাঁর রাসূলের পরিপূর্ণ আনুগত্যশীল অনুসারীগণ তাঁদেরই সাথে থাকবে যাঁরা অতি উচ্চ মর্যাদার অধিকারী। হে পরওয়ারদেগার! তুমি আমাদের সবাইকে তোমার এমনি ভালোবসা লাভের তৌফিক দান কর। আমীন।

কতিপয় অতি গুরুত্বপূর্ণ জ্ঞাতব্য : يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا خُذُوْا حِذْرَكُمْ আয়াতের প্রথমাংশে জিহাদের জন্য অস্ত্র সংগ্রহের এবং অতঃপর আয়াতের দ্বিতীয় অংশে জিহাদে অংশগ্রহণের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। এতে একটি বিষয় বুঝা যাচ্ছে এই যে, কোনো ব্যাপারে বাহ্যিক উপকরণ অবলম্বন করা তাওয়াক্কুল বা আল্লাহর উপর নির্ভরশীলতার পরিপন্থি নয়; এ বিষয়টি আরো কয়েক জায়গায় সবিস্তারে আলোচিত হয়েছে।

দ্বিতীয়তঃ বুঝা যাচ্ছে, এখানে অস্ত্র সংগ্রহের নির্দেশ দেওয়া হলেও এমন প্রতিশ্রুতি কিন্তু দেওয়া হয়নি যে, এ অস্ত্রের কারণে তোমরা নিশ্চিতভাবেই নিরাপদ হতে পারবে। এতে ইঙ্গিত করা হয়েছে যে, বাহ্যিক উপকরণ অলম্বন করাটা মূলতঃ মানসিক স্বস্তি লাভের জন্যই হয়ে থাকে। বাস্তবে এগুলো লাভ-ক্ষতির ব্যাপারে কোনো প্রভাব বিস্তার করতে পারে না। ইরশাদ হয়েছে– قُلْ لَّنْ يُّصِيْبَنَاۤ اِلَّا مَا كَتَبَ اللّٰهُ لَنَا

অর্থাৎ, "হে নবী! আপনি বলে দিন, আমাদের উপর এমন কোনো বিপদাপদই আসে না, যা আল্লাহ আমাদের তাকদীর বা নিয়তিতে নির্ধারিত করে দেননি।"

এ আয়াতে প্রথমে জিহাদের প্রস্তুতি গ্রহণের নির্দেশ অতঃপর জিহাদের উদ্দেশ্যে রওয়ানা হওয়ার সুশৃঙ্খল নিয়ম বাতলে দেওয়া হয়েছে।

এ প্রসঙ্গে দুটি বাক্য فَانْفِرُوْا ثُبَاتٍ اَوِ انْفِرُوْا جَمِيْعًا ব্যবহার করা হয়েছে। ثُبَاتٌ শব্দটি ثُبَةٌ-এর বহুবচন। এর অর্থ– ক্ষুদ্র দল। অর্থাৎ তোমরা যখন জিহাদের উদ্দেশ্যে রওয়ানা হবে, তখন একা একা বেরোবে না; বরং ছোট ছোট দলে বেরোবে কিংবা [সম্মিলিত] বড় সৈন্যদল নিয়ে বেরোবে। তার কারণ, একা একা যুদ্ধ করতে গেলে ক্ষতির আশঙ্কা রয়েছে। শত্রুরা এমন সুযোগের সদ্ব্যবহার করতে মোটেই শৈথিল্য করে না।

উৎপীড়িতের সাহায্য করা ইসলামে একটি গুরুত্বপূর্ণ ফরজ : মক্কা নগরীতে এমন কিছু দুর্বল মুসলমান রয়ে গিয়েছিলেন, যারা দৈহিক দুর্বলতা এবং আর্থিক দৈন্যের কারণে হিজরত করতে পারছিলেন না। পরে কাফেররাও তাদেরকে হিজরত করতে বাধা দান করছিল এবং বিভিন্নভাবে নির্যাতন করতে আরম্ভ করেছিল, যাতে তারা ইসলাম ত্যাগ করতে বাধ্য হয়। এদের কারো কারো নামও তাফসীর গ্রন্থে উল্লেখ করা হয়েছে। যেমন, হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) ও তাঁর মাতা, সালামা ইবনে হেশাম, ওলীদ ইবনে ওলীদ, আবূ জানদাল ইবনে সাহল প্রমুখ। –[কুরতুবী] এসব সাহাবী নিজের ঈমানি বলিষ্ঠতার দরুন কাফেরদের অসহনীয় উৎপীড়ন সহ্য করেও ঈমানের উপর স্থির থাকেন। অবশ্য তাঁরা এসব অত্যাচার উৎপীড়ন থেকে অব্যাহতি লাভের জন্য বরাবরই আল্লাহ রাব্বুল আলামীনের দরবারে মোনাজাত করতে থাকেন। শেষ পর্যন্ত আল্লাহ তা'আলা তাঁদের সে প্রার্থনা মঞ্জুর করে নেন এবং মুসলমানদেরকে নির্দেশ দেন, যাতে তাঁরা জিহাদের মাধ্যমে সেই নিপীড়িতদেরকে কাফেরদের অত্যাচার থেকে মুক্ত করেন।

https://e-ilm.weebly.com/

এ আয়াতে বুঝা যায়, মুমিনরা আল্লাহ তা'আলার দরবারে দুটি বিষয়ে দোয়া করেছিলেন। একটি হলো এই যে, আমাদেরকে এই [মক্কা] নগরী থেকে স্থানান্তরের ব্যবস্থা কর এবং দ্বিতীয়টি হলো যে, আমাদের জন্য কোনো সহায় বা সাহায্যকারী পাঠাও। আল্লাহ তাঁদের দু'টি প্রার্থনাই কবুল করে নিয়েছিলেন। তা এভাবে যে, কিছু লোককে তিনি সেখান থেকে বেরিয়ে যাবার সুযোগ করে দিয়েছিলেন, যাতে তাদের প্রথম প্রার্থনাটি পূরণ হয়েছিল। অবশ্য কোনো কোনো লোক সেখানেই রয়ে যান এবং বিজয়ের পর রাসূলে মাকবুল ﷺ আত্তাব ইবনে আসীদ (রা.)-কে সেসব লোকের মুতাওয়াল্লী নিযুক্ত করেন। অতঃপর তিনি এসব উৎপীড়িতদেরকে অত্যাচারীদের উৎপীড়ন-অত্যাচার থেকে মুক্ত করেন। আর এভাবেই পূর্ণ হয় তাদের দ্বিতীয় প্রার্থনাটি।

এ আয়াতে পরিষ্কার ভাষায় জিহাদ করার নির্দেশ দানের পরিবর্তে وَمَا لَكُمْ لَا تُقَاتِلُوْنَ বাক্য ব্যবহার করার মাধ্যমে ইঙ্গিত করা হয়েছে যে, এমন পরিস্থিতিতে জিহাদ করাটাই স্বাভাবিক দায়িত্ব, যা না করা কোনো ভালো মানুষের পক্ষে একান্তই অসম্ভব।

আল্লাহর নিকট প্রার্থনা করা সর্ববিপদের অমোঘ প্রতিকার : يَقُوْلُوْنَ رَبَّنَا اَخْرِجْنَا আয়াতে বলা হয়েছে যে, জিহাদের নির্দেশ দানের পিছনে একটি কারণ ছিল সে সমস্ত অসহায় দুর্বল নারী-পুরুষের প্রার্থনা। মুসলমানগণকে জিহাদ করার নির্দেশ দানের মাধ্যমে সে প্রার্থনা মঞ্জুরির কথাই ঘোষণা করা হয়েছে। আর তাতে যথাশীঘ্র তাদের বিপদাপদ শেষ হয়ে যায়।

শব্দ বিশ্লেষণ

خُذُوْا : সীগাহ جمع مذكر حاضر বহছ اَمْر حَاضِرْ مَعْرُوْفْ বাব نَصَرَ মাসদার اَلْاَخْذُ মূলবর্ণ (ا . خ . ذ) জিনস مهموز فاء অর্থ– তোমরা ধর।

لَيُبَطِّئَنَّ : সীগাহ واحد مذكر غائب বহছ فعل مستقبل معروف در لام تاكيد بانون تاكيد ثقيلة বাব تَفْعِيْل মাসদার اَلتَّبْطِئَةُ মূলবর্ণ (ب . ط . ء) জিনসে مهموز لام অর্থ– সে অবশ্যই গড়িমসি করবে।

يَشْرُوْنَ : সীগাহ جمع مذكر غائب বহছ مضارع معروف বাব ضَرَبَ মাসদার اَلشِّرَاءُ মূলবর্ণ (ش . ر . ى) জিনস ناقص يائى অর্থ– তারা বিক্রি করবে।

مُسْتَضْعَفِيْنَ : সীগাহ جمع مذكر سالم বহছ اسم مفعول বাব اِسْتِفْعَالٌ মাসদার اَلْاِسْتِضْعَافُ মূলবর্ণ (ض . ع . ف) জিনস صحيح অর্থ– দুর্বল ব্যক্তিগণ।

https://e-ilm.weebly.com/

https://e-ilm.weebly.com/

اَلَّذِيْنَ اٰمَنُوْا يُقَاتِلُوْنَ فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ
وَالَّذِيْنَ كَفَرُوْا يُقَاتِلُوْنَ فِيْ سَبِيْلِ الطَّاغُوْتِ
فَقَاتِلُوْٓا اَوْلِيَآءَ الشَّيْطٰنِ ۚ اِنَّ كَيْدَ الشَّيْطٰنِ
كَانَ ضَعِيْفًا ﴿٧٦﴾

অনুবাদ : (৭৬) যারা পূর্ণ ঈমানদার তারা তো আল্লাহর পথে জিহাদ করে, আর যারা কাফের তারা শয়তানের পথে সংগ্রাম করে, অতএব, [হে মুমিনগণ!] তোমরা শয়তানের সহচরদের বিরুদ্ধে জিহাদ কর, বস্তুত শয়তানের প্রচেষ্টা দুর্বলই হয়ে থাকে।

اَلَمْ تَرَ اِلَى الَّذِيْنَ قِيْلَ لَهُمْ كُفُّوْٓا اَيْدِيَكُمْ
وَاَقِيْمُوا الصَّلٰوةَ وَاٰتُوا الزَّكٰوةَ ۚ فَلَمَّا كُتِبَ
عَلَيْهِمُ الْقِتَالُ اِذَا فَرِيْقٌ مِّنْهُمْ يَخْشَوْنَ
النَّاسَ كَخَشْيَةِ اللّٰهِ اَوْ اَشَدَّ خَشْيَةً ۚ وَقَالُوْا
رَبَّنَا لِمَ كَتَبْتَ عَلَيْنَا الْقِتَالَ ۚ لَوْلَآ اَخَّرْتَنَآ
اِلٰٓى اَجَلٍ قَرِيْبٍ ؕ قُلْ مَتَاعُ الدُّنْيَا قَلِيْلٌ ۚ
وَالْاٰخِرَةُ خَيْرٌ لِّمَنِ اتَّقٰى ۟ وَلَا تُظْلَمُوْنَ فَتِيْلًا ﴿٧٧﴾

(৭৭) তুমি কি তাদের প্রতি লক্ষ্য করনি! যাদের বলা হয়েছে যে, স্বীয় হাতসমূহকে বিরত রাখ এবং নামাজের পাবন্দি কর এবং জাকাত প্রদান করতে থাক, অনন্তর যখন তাদের প্রতি জিহাদ ফরজ করে দেওয়া হলো, তখন ঘটনা এই দাঁড়ালো যে, তাদের মধ্য হতে কেউ কেউ মানুষকে এরূপ ভয় করতে লাগল, যেরূপ আল্লাহকে ভয় করে; বরং তদপেক্ষাও অধিক এবং এরূপ বলতে লাগল, হে আমাদের রব! আপনি আমাদের উপর জিহাদ কেন ফরজ করে দিলেন? আমাদের যদি আরো কিছু সময় অবকাশ দিতেন, আপনি বলে দিন, পার্থিব ভোগ-বিলাস কেবল কয়েক দিনের জন্য, আর পরকাল ঐ ব্যক্তির জন্য সর্বদিক দিয়ে উত্তম, যে আল্লাহর বিরোধিতা হতে বেঁচে থাকে এবং তোমাদের প্রতি সূত্র-পরিমাণও জুলুম করা হবে না।

শাব্দিক অনুবাদ

(৭৬) اَلَّذِيْنَ اٰمَنُوْا যারা পূর্ণ ঈমানদার يُقَاتِلُوْنَ فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ তারা তো আল্লাহর পথে জিহাদ করে وَالَّذِيْنَ كَفَرُوْا আর যারা কাফের يُقَاتِلُوْنَ فِيْ سَبِيْلِ الطَّاغُوْتِ তারা শয়তানের পথে সংগ্রাম করে فَقَاتِلُوْٓا اَوْلِيَآءَ الشَّيْطٰنِ অতএব, [হে মুমিনগণ!] তোমরা শয়তানের সহচরদের বিরুদ্ধে জিহাদ কর اِنَّ كَيْدَ الشَّيْطٰنِ বস্তুত শয়তানের প্রচেষ্টা كَانَ ضَعِيْفًا দুর্বলই হয়ে থাকে।

(৭৭) اَلَمْ تَرَ তুমি কি লক্ষ্য করনি! اِلَى الَّذِيْنَ قِيْلَ لَهُمْ তাদের প্রতি যাদের বলা হয়েছে যে كُفُّوْٓا اَيْدِيَكُمْ স্বীয় হাতসমূহকে বিরত রাখ وَاَقِيْمُوا الصَّلٰوةَ এবং নামাজের পাবন্দি কর وَاٰتُوا الزَّكٰوةَ এবং জাকাত প্রদান করতে থাক فَلَمَّا كُتِبَ عَلَيْهِمُ الْقِتَالُ অনন্তর যখন তাদের প্রতি জিহাদ ফরজ করে দেওয়া হলো তখন ঘটনা এই দাঁড়ালো যে اِذَا فَرِيْقٌ مِّنْهُمْ তাদের মধ্য হতে কেউ কেউ يَخْشَوْنَ النَّاسَ মানুষকে এরূপ ভয় করতে লাগল كَخَشْيَةِ اللّٰهِ যেরূপ আল্লাহকে ভয় করে اَوْ اَشَدَّ خَشْيَةً বরং তদপেক্ষাও অধিক وَقَالُوْا এবং এরূপ বলতে লাগল رَبَّنَا হে আমাদের রব! لِمَ كَتَبْتَ عَلَيْنَا الْقِتَالَ আপনি আমাদের উপর জিহাদ কেন ফরজ করে দিলেন? لَوْلَآ اَخَّرْتَنَآ اِلٰٓى اَجَلٍ قَرِيْبٍ আমাদের যদি আরো কিছু সময় অবকাশ দিতেন قُلْ আপনি বলে দিন مَتَاعُ الدُّنْيَا قَلِيْلٌ পার্থিব ভোগ-বিলাস কেবল কয়েক দিনের জন্য وَالْاٰخِرَةُ خَيْرٌ আর পরকাল ঐ ব্যক্তির জন্য সর্বদিক দিয়ে উত্তম لِّمَنِ اتَّقٰى যে আল্লাহর বিরোধিতা হতে বেঁচে থাকে وَلَا تُظْلَمُوْنَ فَتِيْلًا এবং তোমাদের প্রতি সূত্র-পরিমাণও জুলুম করা হবে না।

https://e-ilm.weebly.com/

তখন নবী করীম ﷺ বলতেন, তোমাদের হাত নিবৃত্ত রাখ, যুদ্ধ থেকে বিরত থাক। কারণ আমি এখনো তার জন্য আদেশ প্রাপ্ত হইনি। অপর এক বর্ণনায় বর্ণিত আছে যে, ক্ষমা করে দিতে আমি আদিষ্টিত হয়েছি। উক্ত সাহাবীদের জিহাদের দাবির প্রেক্ষিতে আলোচ্য আয়াত নাজিল হয়েছে যে, মক্কায় থেকে জিহাদ করার সুযোগ নেই। –[আসবাবুন নুযূল, নীসপুরী, পৃ. ১০২]

(৭৮) قوله وَإِنْ تُصِبْهُمْ حَسَنَةٌ يَقُولُوا هٰذِهِ مِنْ عِنْدِ اللّٰهِ الخ **আয়াতে শানে নুযূল– :** হাসান ও ইবনে যিয়াদের বর্ণনানুযায়ী আলোচ্য আয়াত ইহুদিদের সম্পর্কে নাজিল হয়েছে। তার প্রেক্ষাপট হলো তারা আর্থিকভাবে অত্যন্ত সাবলম্বী ছিল। নবী করীম ﷺ যখন মদিনায় গমন করেন, তখন রাসূল ﷺ তাদের ঈমান গ্রহণ করার প্রতি আহবান জানান। তারা অসম্মতি প্রকাশ করে ঈমান গ্রহণ করা থেকে বিরত থাকে। অতঃপর তারা বলতে লাগল যে, আমাদের ফল-ফলাদি এবং ফসলের ক্ষেত্রসমূহের এমনভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হতে আর কখনো দেখতে পাইনি। কিন্তু এ লোকটি যখন মদিনায় গমন করেছেন, তখন থেকে আমাদের এ দুর্যোগ ও ক্ষতিগ্রস্থতা দেখা দিল। রাসূল ﷺ-কে অলক্ষুণে বলে প্রকাশ করেছে। তাদের এহেন ভ্রান্তির পরিপ্রেক্ষিতে আলোচ্য আয়াত নাজিল হয়েছে।

শানে নুযূল– ২ : কারো কারো মতে উক্ত আয়াত মুনাফিকদের সম্পর্কে নাজিল হয়েছে। তারা হলো আব্দুল্লাহ বিন উবাই ও তার অনুচরেরা, যারা ওহুদের অভিযান থেকে বিরত ছিল। আর যারা যুদ্ধে নিহত হতো তাদের উদ্দেশ্যে বলত, তারা যদি আমাদের কাছে থাকত, তহালে আজ ওরা নিহত হতো না এবং মৃত্যুবরণও করত না। তার মর্মার্থ হচ্ছে যে, গনিমতের মাল যদি তাদের অর্জন হতো, তখন বলত যে, তা আল্লাহর পক্ষ থেকে আর পরাজিত হলে বলতো যে, তা হচ্ছে তোমার কৌশলগত অজ্ঞতার কারণে এ পরাজয়। মুনাফিকদের এ ধরনের উক্তির পরিপ্রেক্ষিতে উক্ত আয়াত নাজিল হয়েছে।

শানে নুযূল– ৩ : হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) ও কাতাদাহ আরো অন্যান্যদর মতে আলোচ্য আয়াত ইহুদি এবং মুনাফিকদের সম্পর্কে নাজিল হয়েছে। রাসূল ﷺ যখন মদিনায় শুভাগমন করেন এবং দুর্ভিক্ষও দেখা দিল তখন তারা তাঁর আগমনকে অলক্ষুণে ও অমঙ্গলজনক মনে করতে লাগল। সে পরিপ্রেক্ষিতে আলোচ্য আয়াত নাজিল হয়েছে। –[রূহুল মা'আনী – ৮৮/৩/৫]

শানে নুযূল– ৪ : ইহুদি ও মুনাফিকদের মাল ও ধন সম্পত্তিতে যে কোনো ধরনের দুর্যোগ ও ধ্বংস দেখা দিলে, তারা মদিনায় হুজুর ﷺ-এর আগমনকে অলক্ষুণে বলে অভিযোগ আরোপ করে বলতে লাগল যে, এ পরিণতি হচ্ছে আপনার কারণে। আমাদের ধর্ম ছেড়ে মুহাম্মদের অনুসরণ করার কারণে আমাদের উপর এ বিপদ আগত হয়েছে। তখন قُلْ كُلٌّ مِنْ عِنْدِ اللّٰهِ তথা আপনি বলুন, সবই আল্লাহর পক্ষ হতে হয়ে থাকে। আয়াতাংশ নাজিল হয়েছে। –[ইবনে কাছীর– : ৫২৭/১]

(৮০) قوله مَنْ يُطِعِ الرَّسُوْلَ فَقَدْ اَطَاعَ اللّٰهَ الخ **আয়াতের শানে নুযূল– :** মুকাতিল (র.) থেকে বর্ণিত, নবী করীম ﷺ একদা বলেছিলেন مَنْ اَحَبَّنِىْ فَقَدْ اَحَبَّ اللّٰهَ تَعَالٰى وَمَنْ اَطَاعَنِىْ فَقَدْ اَطَاعَ اللّٰهَ تَعَالٰى অর্থাৎ যে ব্যক্তি আমাকে ভালোবাসবে সে নিশ্চয় আল্লাহ তা'আলাকেই ভালোবাসল। আর যে ব্যক্তি আমাকে অনুসরণ করবে সে নিশ্চয় আল্লাহ তা'আলারই আনুগত্য করল। তখন মুনাফিকরা বলতে লাগল যে, তোমরা তো শুনতে পেলে এ ব্যক্তি কি বলছে। সে তো শিরকের পথ উন্মুক্ত করছে। অথচ তিনি আল্লাহ ছাড়া অন্য কিছুর ইবাদত করতে নিষেধ করেছেন। সে তো আমাদের থেকে কামনা করে যে, আমরা যেন তাকে মা'বুদ হিসেবে মেনে নেই। যেমনিভাবে খ্রিস্টানরা হযরত ঈসা (আ.) কে মা'বুদ হিসেবে গ্রহণ করে নিয়েছে। তখন রাসূলের কথার সমর্থনে এবং ইহুদিদের বাতুলতা প্রকাশ করার পরিপ্রেক্ষিতে আল্লাহ তা'আলা আলোচ্য আয়াত নাজিল করেন। –[বাহরে মুহীত- : ৯১/৩-৫, বাহরে মুহীত : ৩১৭/৩]

যুদ্ধক্ষেত্রে মুমিন ও কাফেরের উদ্দেশ্যের বিভিন্নতা : আয়াতে বলা হয়েছে যে, যারা মুমিন বা ঈমানদার তারা জিহাদ করে আল্লাহর পথে। আর যারা কাফের তারা যুদ্ধ করে শয়তানের পথে। এতে পরিষ্কারভাবেই প্রতীয়মান হচ্ছে যে, পৃথিবীতে আল্লাহর বিধান প্রতিষ্ঠা করাই মুখ্যতঃ মুমিনদের যাবতীয় চেষ্টা-চরিত্রের লক্ষ্য। কারণ আল্লাহই সমগ্র সৃষ্টির মালিক এবং তাঁর যাবতীয় বিধি-বিধান নির্ভেজাল ও ন্যায়ভিত্তিক। তাছাড়া ন্যায় ও কল্যাণভিত্তিক রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা হলেই যথার্থ শান্তি প্রতিষ্ঠিত হতে পারে। বিশ্বশান্তির জন্যও সমগ্র বিশ্বে এমন সংবিধানের প্রচলন অপরিহার্য, যাকে আল্লাহর কানুন বা সংবিধান বলা হয়। সুতরাং পরিপূর্ণ কোনো মুমিন ব্যক্তি যখন যুদ্ধে প্রবৃত্ত হয়, তখন তার সামনেই এ উদ্দেশ্য বিদ্যমান থাকে।

https://e-ilm.weebly.com/

কিন্তু এর বিপরীতে যারা কাফের তাদের বাসনা থাকে কুফরের প্রচলন, কুফরের বিজয় এবং পৈশাচিক শক্তির শাসন প্রতিষ্ঠা করা, যাতে করে বিশ্বময় কুফর ও শিরক বিস্তার লাভ করতে পারে। আর কুফর ও শিরক যেহেতু শয়তানের পথ, সুতরাং কাফেরেরা শয়তানের কাজেই সাহায্য করে থাকে।

শয়তানের চক্রান্তের দুর্বলতা : إِنَّ كَيْدَ الشَّيْطٰنِ كَانَ ضَعِيفًا আয়াতে বলা হয়েছে যে, শয়তানের চক্রান্ত ও কলাকৌশল হয় দুর্বল। ফলে তা মু'মিনের সামান্যতমও ক্ষতি করতে পারে না। অতএব, মুসলমানগণকে শয়তানের বন্ধুবর্গ অর্থাৎ, কাফেরদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে গিয়ে কোনো রকম দ্বিধা করা উচিত নয়। তার কারণ তাদের সাহায্যকারী হলেন আল্লাহ তা'আলা স্বয়ং। পক্ষান্তরে শয়তানের কলাকৌশল কাফেরদের কিছুই মঙ্গল সাধন করবে না।

এ আয়াতে শয়তানের কলাকৌশলকে যে দুর্বল বলে অভিহিত করা হয়েছে, সেজন্য আয়াতের মাধ্যমেই দু'টি শর্তের বিষয়ও প্রতীয়মান হয়। এক. যে লোকের বিরুদ্ধে শয়তান কলাকৌশল অবলম্বন করবে, তাকে মুসলমান হতে হবে এবং দুই. সে যে কাজে নিয়োজিত থাকবে, তা একান্তভাবেই আল্লাহর জন্য হতে হবে; কোনো পার্থিব বস্তুর আকাঙ্ক্ষা কিংবা আত্মস্বার্থ প্রণোদিত হলে হবে না। প্রথম শর্ত اَلَّذِيْنَ اٰمَنُوْا বাক্যের দ্বারা এবং দ্বিতীয় শর্ত يُقَاتِلُوْنَ فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ বাক্যের দ্বারা বুঝা যায়। এ দু'টি শর্তের যে কোনো একটির অবর্তমানে শয়তানের কলাকৌশল দুর্বল হয়ে পড়া অবশ্যম্ভাবী নয়।

জিহাদের নির্দেশ অবতীর্ণ হওয়ার পর মুসলমানগণ কর্তৃক তা মুলতবির আকাঙ্ক্ষার কারণ : জিহাদের হুকুম অবতীর্ণ হওয়ার পর মুসলমানদের পক্ষ থেকে তা স্থগিত থাকার বাসনা কোনো আপত্তির কারণে ছিল না; বরং এটা ছিল একটি আনন্দমিশ্রিত অভিযোগ। তার কারণ, স্বভাবতঃ মানুষ যখন ব্যক্তিগতভাবে একা একা কোনো চরম অসুবিধার সম্মুখীন হয়, তখন তার উত্তেজনা হঠাৎ উথলে উঠে এবং তখন কোনো বিষয়ের প্রতিশোধ নেওয়া তার পক্ষে সহজ হয়ে যায়। কিন্তু আরাম-আয়েশের সময় তাদের মন-মানস কোনো যুদ্ধ-বিগ্রহে উদ্বুদ্ধ হতে চায় না। এটা হলো মানুষের একটা সহজাত প্রবৃত্তি। সুতরাং এসব মুসলমান যখন মক্কায় অবস্থান করছিলেন, তখন কাফেরদের অত্যাচার-উৎপীড়নে অসহ্য হয়ে তারা জিহাদের নির্দেশ কামনা করতেন। কিন্তু মদিনায় হিজরত করে চলে আসার পর যখন তারা শান্তি ও আরাম-আয়েশ লাভে সমর্থ হন, আর এমনি অবস্থায় যখন জিহাদের হুকুম অবতীর্ণ হয়, তখন তাদের পুরাতন সে প্রতিশোধ স্পৃহা অনেকটা প্রশমিত হয়ে গিয়েছিল এবং তাদের মন-মস্তিষ্কে সেই উন্মাদনা ও উত্তেজনা বিদ্যমান ছিল না। সেজন্য তারা শুধু বাসনা করল যে, এক্ষণই যদি জিহাদের নির্দেশটি না আসত, তবেই ভালো হতো, এই বাসনাকে আপত্তি হিসেবে দাঁড় করিয়ে সে সমস্ত মুসলমানকে পাপী সাব্যস্ত করা আদৌ সমীচীন নয়। মুসলমানগণ যদি উল্লিখিত অভিযোগটি মুখেই প্রকাশ করে থাকেন, তবে উল্লিখিত বক্তব্যটি প্রযোজ্য হতে পারে। কিন্তু যদি অভিযোগটি মুখে প্রকাশ না করে থাকেন এবং তা শুধু মনে মনেই কল্পনাস্বরূপ এসে থাকে তাহলে শরিয়তের দৃষ্টিতে তা অপরাধ বা পাপ বলে গণ্যই হয় না। এক্ষেত্রে উভয় অবস্থারই সম্ভাবনা রয়েছে। তাছাড়া আয়াতে উল্লিখিত قَالُوْا শব্দের দ্বারা এমন কোনো সন্দেহ করা উচিত হবে না যে, তাঁরা মনের কল্পনাকে মুখেও প্রকাশ করেছিলেন। কারণ এর অর্থ এমনও হতে পারে যে, তাঁরা হয়তো মনে মনেই বলে থাকবেন। –[বয়ানুল কুরআন] কোনো কোনো তাফসীরকারের মতে এ আয়াতের সম্পর্ক মুসলমানদের সাথে নয়; বরং মুনাফিকদের সাথে। সেক্ষেত্রে কোনো প্রশ্নই থাকে না। –[তাফসীরে কাবীর]

রাষ্ট্রশুদ্ধি অপেক্ষা আত্মশুদ্ধি অগ্রবর্তী : وَاَقِيْمُوا الصَّلٰوةَ وَاٰتُوا الزَّكٰوةَ আয়াতে আল্লাহ রাব্বুল আলামীন প্রথমে নামাজ ও জাকাতের নির্দেশ দিয়েছেন, যা প্রকৃতপক্ষে রাষ্ট্রশুদ্ধির উপকরণ। অর্থাৎ, এতে অত্যাচার, উৎপীড়নের প্রশমন করা যায়। এতেই প্রতিষ্ঠিত হয় সমগ্র দেশময় শান্তি ও শৃঙ্খলা। এতে প্রতীয়মান হয় যে, মানুষকে অপরের সংশোধন করার পূর্বে নিজের সংশোধন করা কর্তব্য। বস্তুতঃ মর্যাদার দিক দিয়েও প্রথম পর্যায়ের হুকুমটি হলো ফরজে-আইন, আর দ্বিতীয় পর্যায়ের হুকুম হচ্ছে ফরজে কেফায়াহ। এতে আত্মশুদ্ধির গুরুত্ব ও অগ্রবর্তিতাই প্রতীয়মান হয়। –[মাযহারী]

দুনিয়া ও আখেরাতের নিয়ামতের পার্থক্য : আয়াতে দুনিয়ার নিয়ামতের তুলনায় আখেরাতের নিয়ামাতসমূহকে উত্তম বলে উল্লেখ করা হয়েছে। তার কয়েকটি কারণ রয়েছে। তা হলো এই–

১. দুনিয়ার নিয়ামত অল্প এবং আখেরাতের নিয়ামত অধিক।
২. দুনিয়ার নিয়ামত অনিত্য এবং আখেরাতের নিয়ামত নিত্য-অফুরন্ত।
৩. দুনিয়ার নিয়ামতসমূহের সাথে নানা রকম অস্থিরতাও রয়েছে, কিন্তু আখেরাতের নিয়ামত এ সমস্ত জঞ্জালমুক্ত।
৪. দুনিয়ার নিয়ামত লাভ অনিশ্চিত, কিন্তু আখেরাতের নিয়ামত প্রত্যেক মুত্তাকী-পরহেজগার ব্যক্তির জন্য একান্ত নিশ্চিত। –[তাফসীরে কাবীর]

https://e-ilm.weebly.com/

পাকা ও সুদৃঢ় বাসস্থান নির্মাণ করা তাওয়াক্কুলের পরিপন্থি নয় : وَلَوْ كُنْتُمْ فِيْ بُرُوْجٍ مُّشَيَّدَةٍ আয়াতে বলা হয়েছে যে, তোমাদের রক্ষণাবেক্ষণের ব্যবস্থা সুদৃঢ় প্রাসাদে হলেও মৃত্যু তোমাদেরকে বরণ করতেই হবে। এতে বুঝা যচ্ছে, বসবাস করার জন্য কিংবা ধন-সম্পদের হেফাজতের উদ্দেশ্যে সুদৃঢ় ও উত্তম গৃহ নির্মাণ করা তাওয়াক্কুল বা আল্লাহর উপর ভরসার পরিপন্থি কিংবা শরিয়তবিরুদ্ধ নয়। –[কুরতুবী]

মানুষ শুধুমাত্র আল্লাহর অনুগ্রহেই নিয়ামত লাভ করে :

مَا أَصَابَكَ مِنْ حَسَنَةٍ فَمِنَ اللّٰهِ এখানে حَسَنَةٍ [হাসানাতিন] এর দ্বারা নিয়ামতকে বুঝানো হয়েছে।

এ আয়াতের দ্বারা ইঙ্গিত করা হয়েছে যে, মানুষ যে সমস্ত নিয়ামত লাভ করে তা তাদের প্রাপ্য নয়; বরং একান্ত আল্লাহ তা'আলার অনুগ্রহেই প্রাপ্ত হয়। মানুষ যত ইবাদত-বন্দেগী করুক না কেন, তাতে সে কোনো নিয়ামত লাভের অধিকারী হতে পারে না। কারণ ইবাদত করার যে সামর্থ্য, তাও আল্লাহর পক্ষ থেকেই লাভ হয়। তদুপরি আল্লাহ তা'আলার অসংখ্য নিয়ামত তাতে রয়েছেই । এ সমস্ত নিয়ামত সীমিত ইবাদত বন্দেগীর মাধ্যমে কেমন করে লাভ করা সম্ভব? বিশেষ করে আমাদের ইবাদত-বন্দেগী যদি আল্লাহ তা'অলার শান মোতাবেক না হয়। যে কারণেই মহানবী ﷺ ইরশাদ করেছেন। "আল্লাহ তা'আলার রহমত ব্যতীত কোনো একটি লোকও জান্নাতে প্রবেশ করতে পারবে না।" বলা হলো, 'আপনিও কি যেতে পারবেন না?' তিনি বললেন, "না আমিও না"। –[মাযহারী]

বিপদাপদ মানুষের কৃতকর্মের ফল : এখানে وَمَا أَصَابَكَ مِنْ سَيِّئَةٍ فَمِنْ نَّفْسِكَ অর্থ হলো বিপদাপদ। –[মাযহারী]

বিপদাপদ যদিও আল্লাহ তা'আলাই সৃষ্টি করেন, কিন্তু তার কারণ হয় মানুষের কৃত অসৎকর্ম। মানুষটি যদি কাফের হয়ে থাকে, তবে তার উপর আপতিত বিপদাপদ তার জন্য সে সমস্ত আজাবের একটা সামান্য নমুনা হয়ে থাকে যা আখেরাতে তার জন্য নির্ধারিত রয়েছে। বস্তুতঃ আখেরাতের আজাব এর চাইতে বহুগুণ বেশি। আর যদি লোকটি ঈমানদার হয়, তবে তার উপর আপতিত বিপদাপদ হয় তার পাপের প্রায়শ্চিত্ত, যা আখেরাতে তার মুক্তির কারণ। অতএব, এক হাদীসে মহানবী ﷺ বলেছেন : "কোনো বিপদ এমন নেই, যা কোনো মুসলমানের উপর পতিত হয়, অথচ তাতে আল্লাহ সে লোকের প্রায়শ্চিত্ত করে দেন না। এমন কি যে কাঁটাটি পায়ে ফোটে তাও।" –[মাযহারী]

অপর এক হাদীসে ইরশাদ হয়েছে– হযরত আবূ মূসা (রা.) বলেন, রাসূলে কারীম ﷺ ইরশাদ করেছেন, বান্দার উপর যে সমস্ত লঘু বা গুরু বিপদ আসে, সে সবই হয় তাদের পাপের ফলে। অথব তাদের বহু পাপ ক্ষমাও করে দেওয়া হয়। –[মাযহারী]

মহানবী ﷺ-এর নবুয়ত সমগ্র বিশ্বের জন্য ব্যাপক : وَأَرْسَلْنَاكَ لِلنَّاسِ رَسُوْلًا আয়াতের দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, মহানবী ﷺ -কে সমগ্র মানবমণ্ডলীর জন্য রাসূল বানিয়ে পাঠানো হয়েছে। তিনি শুধু আরবদের জন্যই রাসূল ছিলেন না; বরং তাঁর রেসালাত ছিল সমগ্র বিশ্বমানবের জন্য ব্যাপক। চাই তা তারা তখন উপস্থিত থাকুক অথবা না-ই থাকুক। কিয়ামত পর্যন্ত আগত সমস্ত মানুষই -এর আওতাভুক্ত।

শব্দ বিশ্লেষণ

كُفُّوْا : সীগাহ جمع مذكر حاضر امر حاضر معروف বহছ باب نَصَرَ বাব الْكَفُّ মাসদার (ك . ف . ف) মূলবর্ণ مضاعف ثلاثى জিনস অর্থ– তোমরা প্রতিহত কর।

بُرُوْجٍ : শব্দটি বহুবচন, একবচন بُرْجٌ অর্থ– মজবুত দুর্গসমূহ।

مُشَيَّدَةٍ : সীগাহ واحد مؤنث اسم مفعول বহছ تَفْعِيْل বাব اَلتَّشْيِيْدُ মাসদার (ش . ي . د) মূলবর্ণ اجوف يائى জিনস অর্থ– মজবুত করা।

حَفِيْظًا : এটি فَعِيْلٌ এর ওজনে صفت مشبه এর সীগাহ। অর্থ– রক্ষক, হেফাজতকারী।

https://e-ilm.weebly.com/

وَيَقُوْلُوْنَ طَاعَةٌ فَاِذَا بَرَزُوْا مِنْ عِنْدِكَ بَيَّتَ طَآئِفَةٌ مِّنْهُمْ غَيْرَ الَّذِيْ تَقُوْلُ ۗ وَاللّٰهُ يَكْتُبُ مَا يُبَيِّتُوْنَ ۚ فَاَعْرِضْ عَنْهُمْ وَتَوَكَّلْ عَلَى اللّٰهِ ۗ وَكَفٰى بِاللّٰهِ وَكِيْلًا ﴿٨١﴾

অনুবাদ : (৮১) আর এ সমস্ত লোক বলে আমাদের কাজ আনুগত্য করা, অনন্তর যখন তারা চলে যায়, আপনার নিকট হতে, তখন তাদের একদল রাত্রিকালে পরামর্শ করে তার বিপরীত যা কিছু তারা মুখে বলেছিল, আর আল্লাহ তা'আলা লিপিবদ্ধ করছেন যা তারা রাত্রিকালে পরামর্শ করে থাকে, অতএব, আপনি তাদের প্রতি ভ্রুক্ষেপও করবেন না এবং [সর্ববিষয়ে] আল্লাহর হাওয়ালা করুন, আর আল্লাহ তা'আলাই যথেষ্ট, কার্য সম্পাদনে।

اَفَلَا يَتَدَبَّرُوْنَ الْقُرْاٰنَ ۗ وَلَوْ كَانَ مِنْ عِنْدِ غَيْرِ اللّٰهِ لَوَجَدُوْا فِيْهِ اخْتِلَافًا كَثِيْرًا ﴿٨٢﴾

(৮২) তবে কি তারা কুরআনে মনঃসংযোগ করে না? আর যদি তা আল্লাহ ব্যতীত অন্য কারো নিকট হতে হতো, তবে তার মধ্যে তারা বহু বৈসাদৃশ্য পেত।

وَاِذَا جَآءَهُمْ اَمْرٌ مِّنَ الْاَمْنِ اَوِ الْخَوْفِ اَذَاعُوْا بِهٖ ۗ وَلَوْ رَدُّوْهُ اِلَى الرَّسُوْلِ وَاِلٰٓى اُولِى الْاَمْرِ مِنْهُمْ لَعَلِمَهُ الَّذِيْنَ يَسْتَنْۢبِطُوْنَهٗ مِنْهُمْ ۗ وَلَوْلَا فَضْلُ اللّٰهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهٗ لَاتَّبَعْتُمُ الشَّيْطٰنَ اِلَّا قَلِيْلًا ﴿٨٣﴾

(৮৩) আর যখন তাদের নিকট কোনো বিষয়ের খবর পৌছে, তা নিরাপত্তার হোক বা ভয়েরই হোক, তবে তা [তৎক্ষণাৎ] প্রচার করে দেয়, আর যদি তারা তাকে রাসূলের উপর এবং তাদের মধ্যে যারা এরূপ বিষয় বুঝতে সক্ষম তাদের উপর সমর্পণ করত, তা হলে তাকে তারা জেনেই নিত, যারা তাদের মধ্যে সংবাদের সঠিক তথ্য অনুসন্ধান করে নেয়, আর যদি তোমাদের প্রতি আল্লাহ তা'আলার অনুগ্রহ এবং তাঁর রহমত না হতো, তবে তোমরা সকলেই শয়তানের অনুগামী হতে অল্প কয়েকজন ব্যতীত।

শাব্দিক অনুবাদ

(৮১) وَيَقُوْلُوْنَ طَاعَةٌ আর এ সমস্ত লোক বলে আমাদের কাজ আনুগত্য করা فَاِذَا بَرَزُوْا অনন্তর যখন তারা চলে যায় مِنْ عِنْدِكَ আপনার নিকট হতে بَيَّتَ طَآئِفَةٌ مِّنْهُمْ তখন তাদের একদল রাত্রিকালে পরামর্শ করে غَيْرَ الَّذِيْ تَقُوْلُ তার বিপরীত যা কিছু তারা মুখে বলেছিল وَاللّٰهُ يَكْتُبُ আর আল্লাহ তা'আলা লিপিবদ্ধ করছেন مَا يُبَيِّتُوْنَ যা তারা রাত্রিকালে পরামর্শ করে থাকে فَاَعْرِضْ عَنْهُمْ অতএব, আপনি তাদের প্রতি ভ্রুক্ষেপও করবেন না وَتَوَكَّلْ عَلَى اللّٰهِ এবং [সর্ববিষয়ে] আল্লাহর হাওয়ালা করুন وَكَفٰى بِاللّٰهِ وَكِيْلًا আর আল্লাহ তা'আলাই যথেষ্ট, কার্য সম্পাদনে।

(৮২) اَفَلَا يَتَدَبَّرُوْنَ الْقُرْاٰنَ তবে কি তারা কুরআনে মনঃসংযোগ করে না? وَلَوْ كَانَ مِنْ عِنْدِ غَيْرِ اللّٰهِ আর যদি তা আল্লাহ ব্যতীত অন্য কারো নিকট হতে হতো لَوَجَدُوْا فِيْهِ اخْتِلَافًا كَثِيْرًا তবে তার মধ্যে তারা বহু বৈসাদৃশ্য পেত।

(৮৩) وَاِذَا جَآءَهُمْ اَمْرٌ আর যখন তাদের নিকট কোনো বিষয়ের খবর পৌছে مِّنَ الْاَمْنِ اَوِ الْخَوْفِ তা নিরাপত্তার হোক বা ভয়েরই হোক اَذَاعُوْا بِهٖ তবে তা [তৎক্ষণাৎ] প্রচার করে দেয় وَلَوْ رَدُّوْهُ আর যদি তারা তাকে সমর্পণ করত اِلَى الرَّسُوْلِ রাসূলের উপর وَاِلٰٓى اُولِى الْاَمْرِ مِنْهُمْ এবং তাদের মধ্যে যারা এরূপ বিষয় বুঝতে সক্ষম তাদের উপর لَعَلِمَهُ তা হলে তাকে তারা জেনেই নিত الَّذِيْنَ يَسْتَنْۢبِطُوْنَهٗ مِنْهُمْ যারা তাদের মধ্যে সংবাদের সঠিক তথ্য অনুসন্ধান করে নেয় وَلَوْلَا فَضْلُ اللّٰهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهٗ আর যদি তোমাদের প্রতি আল্লাহ তা'আলার অনুগ্রহ এবং তাঁর রহমত না হতো, لَاتَّبَعْتُمُ الشَّيْطٰنَ তবে তোমরা সকলেই শয়তানের অনুগামী হতে اِلَّا قَلِيْلًا অল্প কয়েকজন ব্যতীত।

https://e-ilm.weebly.com/

অনুবাদ : (৮৪) অতএব, আপনি আল্লাহর পথে জিহাদ করুন! আপনার প্রতি আপনার নিজের কর্ম ব্যতীত কোনো আদেশ নেই এবং মুসলমানদেরকে উৎসাহিত করুন, আল্লাহ থেকে এই আশা যে, তিনি কাফেরদের সংগ্রাম শক্তিকে প্রতিরোধ করে দিবেন, আর আল্লাহ তা'আলা সংগ্রাম শক্তিতে অধিক দৃঢ় এবং শাস্তি প্রদানেও অধিক কঠোর।	فَقَاتِلْ فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ ۚ لَا تُكَلَّفُ اِلَّا نَفْسَكَ وَحَرِّضِ الْمُؤْمِنِيْنَ ۚ عَسَى اللّٰهُ اَنْ يَّكُفَّ بَاْسَ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا ؕ وَاللّٰهُ اَشَدُّ بَاْسًا وَّاَشَدُّ تَنْكِيْلًا ﴿٨٤﴾
(৮৫) যে ব্যক্তি সৎ সুপারিশ করবে, সে এর দরুন [ছওয়াবের] অংশ প্রাপ্ত হবে, এবং যে ব্যক্তি অসৎ সুপারিশ করবে, সে তার দরুন [গুনাহর] অংশ প্রাপ্ত হবে, বস্তুতঃ আল্লাহ তা'আলা সকল বিষয়োপরি শক্তিমান।	مَنْ يَّشْفَعْ شَفَاعَةً حَسَنَةً يَّكُنْ لَّهٗ نَصِيْبٌ مِّنْهَا ۚ وَمَنْ يَّشْفَعْ شَفَاعَةً سَيِّئَةً يَّكُنْ لَّهٗ كِفْلٌ مِّنْهَا ؕ وَكَانَ اللّٰهُ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ مُّقِيْتًا ﴿٨٥﴾
(৮৬) আর যখন কেউ তোমাদেরকে সালাম করে, তখন তোমরা তার চেয়ে উৎকৃষ্ট বাক্যে সালাম [এর উত্তর] অথবা সেই শব্দটাই [উত্তরে] বলে দাও, নিশ্চয় আল্লাহ সকল বিষয়ের হিসাব নিবেন।	وَاِذَا حُيِّيْتُمْ بِتَحِيَّةٍ فَحَيُّوْا بِاَحْسَنَ مِنْهَاۤ اَوْ رُدُّوْهَا ؕ اِنَّ اللّٰهَ كَانَ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ حَسِيْبًا ﴿٨٦﴾
(৮৭) আল্লাহ এরূপ যে, তিনি ভিন্ন কেউই মা'বূদ হওয়ার যোগ্য নয়, তিনি নিশ্চয় তোমাদেরকে একত্র করবেন কিয়ামত দিবসে– তাতে কোনো সন্দেহ নেই, আর আল্লাহ তা'আলার চেয়ে কার কথা অধিক সত্য হবে?	اَللّٰهُ لَاۤ اِلٰهَ اِلَّا هُوَ ؕ لَيَجْمَعَنَّكُمْ اِلٰى يَوْمِ الْقِيٰمَةِ لَا رَيْبَ فِيْهِ ؕ وَمَنْ اَصْدَقُ مِنَ اللّٰهِ حَدِيْثًا ﴿٨٧﴾

শাব্দিক অনুবাদ

(৮৪) فَقَاتِلْ فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ অতএব, আপনি আল্লাহর পথে জিহাদ করুন! لَا تُكَلَّفُ اِلَّا نَفْسَكَ আপনার প্রতি আপনার নিজের কর্ম ব্যতীত কোনো আদেশ নেই وَحَرِّضِ الْمُؤْمِنِيْنَ এবং মুসলমানদেরকে উৎসাহিত করুন عَسَى اللّٰهُ আল্লাহ হতে এই আশা যে। اَنْ يَّكُفَّ بَاْسَ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا তিনি কাফেরদের সংগ্রাম শক্তিকে প্রতিরোধ করে দিবেন وَاللّٰهُ اَشَدُّ بَاْسًا আর আল্লাহ তা'আলা সংগ্রাম শক্তিতে অধিক দৃঢ় وَّاَشَدُّ تَنْكِيْلًا এবং শাস্তি প্রদানেও অধিক কঠোর।

(৮৫) مَنْ يَّشْفَعْ شَفَاعَةً حَسَنَةً যে ব্যক্তি সৎ সুপারিশ করবে يَّكُنْ لَّهٗ نَصِيْبٌ مِّنْهَا সে এর দরুন [ছওয়াবের] অংশ প্রাপ্ত হবে وَمَنْ يَّشْفَعْ شَفَاعَةً سَيِّئَةً এবং যে ব্যক্তি অসৎ সুপারিশ করবে يَّكُنْ لَّهٗ كِفْلٌ مِّنْهَا সে তার দরুন [গুনাহর] অংশ প্রাপ্ত হবে وَكَانَ اللّٰهُ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ مُّقِيْتًا বস্তুতঃ আল্লাহ তা'আলা সকল বিষয়োপরি শক্তিমান।

(৮৬) وَاِذَا حُيِّيْتُمْ بِتَحِيَّةٍ আর যখন কেউ তোমাদেরকে সালাম করে فَحَيُّوْا بِاَحْسَنَ مِنْهَاۤ তখন তোমরা তার চেয়ে উৎকৃষ্ট বাক্যে সালাম কর اَوْ رُدُّوْهَا অথবা সেই শব্দটাই [উত্তরে] বলে দাও اِنَّ اللّٰهَ নিশ্চয় আল্লাহ كَانَ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ حَسِيْبًا সকল বিষয়ের হিসাব নিবেন।

(৮৭) اَللّٰهُ لَاۤ اِلٰهَ اِلَّا هُوَ আল্লাহ এরূপ যে, তিনি ভিন্ন কেউই মা'বূদ হওয়ার যোগ্য নয় لَيَجْمَعَنَّكُمْ তিনি নিশ্চয় তোমাদেরকে একত্র করবেন اِلٰى يَوْمِ الْقِيٰمَةِ কিয়ামত দিবসে– لَا رَيْبَ فِيْهِ তাতে কোনো সন্দেহ নেই وَمَنْ اَصْدَقُ مِنَ اللّٰهِ حَدِيْثًا আর আল্লাহ তা'আলার চেয়ে কার কথা অধিক সত্য হবে?

https://e-ilm.weebly.com/

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

(৮৩) قوله وَإِذَا جَاءَهُمْ أَمْرٌ مِّنَ الْأَمْنِ أَوِ الْخَوْفِ أَذَاعُوا بِهِ الخ **আয়াতের শানে নুযূল :** মুসলিম শরীফের বর্ণনা মতে হযরত ওমর ফারুক (রা.)-এর হাদীসে বর্ণিত রয়েছে যে, যখন হযরত ওমর (রা.)-এর নিকট এ সংবাদ পৌছল যে, রাসূল ﷺ তাঁর স্ত্রীদেরকে তালাক দিয়ে দিয়েছেন। তখন তিনি ঘর থেকে বের হয়ে মসজিদে আসেন। সেখানে তিনি অন্যান্য মানুষদেরকে এ বিষয়ে আলোচনা করতে পেলেন। কাজেই তিনি আর কাল বিলম্ব না করেই রাসূলে কারীম ﷺ-এর নিকট গিয়ে রাসূল ﷺ-কে জিজ্ঞাসা করলেন যে, আপনি কি নিজ পত্নীদেরকে তালাক দিয়েছেন? রাসূল ﷺ বললেন, না। হযরত ওমর (রা.) বলেন, তখন আমি বললাম الله اكبر আল্লাহ অতি মহান। অতঃপর আমি মসজিদের দরজায় দাঁড়িয়ে উঁচেঃস্বরে আওয়াজ দিয়ে বললাম, রাসূল ﷺ তাঁর স্ত্রীদেরকে তালাক দেননি। তখন এ আয়াত নাজিল হয়েছে। –[ইবনে কাছীর : ৫৩০/১. ফাতহুল কাদীর : ৪৯১/১, বাহরে মুহীত : ৩১৮/৩]

(৮৪) قوله فَقَاتِلْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ لَا تُكَلَّفُ إِلَّا نَفْسَكَ الخ **আয়াতের শানে নুযূল :** তৃতীয় হিজরির শাওয়াল মাসে ওহুদ যুদ্ধ সংঘটিত হয়েছিল। সে জন্যে জিলকদ মাসে কাফেরদের ওয়াদা অনুযায়ী বদরে মোকাবিলা করার উদ্দেশ্যে যাওয়া অত্যাবশ্যকীয়। ঐতিহাসিক দৃষ্টিকোণে তা বদরে সুগরা বলে খ্যাত। সে সময়ে অনেক সাহাবীই ওহুদে অংশ গ্রহণ করার কারণে ক্ষত বিক্ষত ছিলেন। আবার অনেকেই উড়ো খবর বা গুজবের ভিত্তিতে তাতে অংশ গ্রহণ করার ব্যাপারে দ্বিধা-দ্বন্দ্বে ছিলেন। সে প্রেক্ষাপটকে সামনে রেখে আল্লাহ তা'আলা আলোচ্য আয়াত নাজিল করেন। তাতে রাসূল ﷺ কে আল্লাহ তা'আলা নির্দেশ দেন যে, অন্য কেউ অভিযানে অংশ গ্রহণ না করলেও আপনি একাই যাবেন, আল্লাহ তা'আলা আপনার সাহায্য করবেন। এ নির্দেশ পেয়েই ৭০ জন সাথি নিয়ে বদরে সুগরার উদ্দেশ্যে বের হয়ে পড়েন। অপর দিকে আল্লাহ তা'আলা আবূ সুফিয়ান ও কাফের কুরাইশদের অন্তরে ভয়ের সঞ্চার করে দিলেন। ফলে কোনো মোকাবিলা ছাড়াই রাসূল ﷺ সম্পূর্ণ নিরাপদভাবে নিজ সঙ্গী-সাথিদেরকে সাথে নিয়ে ফিরে আসেন। –[মা'আরেফুন নুযূল : ৩৩২/১]

নেতৃত্বদানকারীদের প্রতি বিশেষ হেদায়েত : فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ وَكَفَىٰ بِاللَّهِ وَكِيلًا মুনাফিকরা যখন আপনার নিকট আসে, তখন বলে যে, আমরা আপনার নির্দেশ কবুল করে নিয়েছি। কিন্তু যখন তারা নাফরমানি করার উদ্দেশ্যে নিজেদের মধ্যে পরামর্শ করে, তখন রাসূলে কারীম ﷺ-এর বড় কষ্ট হয়। এ ব্যাপারে আল্লাহ তা'আলা মহানবী ﷺ কে হেদায়েত দান করেছেন যে, এসব বিষয়ে আপনি কোনো পরোয়া করবেন না। আপনি আপনার যাবতীয় কাজ আল্লাহর উপর ভরসা করে চালিয়ে যেতে থাকুন। কারণ আপনার জন্য তিনিই যথেষ্ট।

এতে প্রতীয়মান হয় যে, যারা মানুষের নেতৃত্ব দান করতে যাবে, তাদেরকে নানা রকম জটিলতা অতিক্রম করতেই হবে। মানুষ তাদের প্রতি নানারকম উল্টা-সিধা অপবাদ আরোপ করবে। বন্ধুরূপি বহু শত্রুও থাকবে। এসব সত্ত্বেও সে নেতার পক্ষে সংকল্প ও দৃঢ়তার সাথে আল্লাহর উপর ভরসা করে নিজের কাজে নিয়োজিত থাকা উচিত। যদি তার লক্ষ্য ও কর্মপন্থা সঠিক হয়, তবে ইনশাআল্লাহ কৃতকার্যতা অবশ্যই তার পদচুম্বন করবে।

কুরআনের উপর চিন্তা-গবেষণা : أَفَلَا يَتَدَبَّرُونَ الْقُرْآنَ আয়াতে আল্লাহ তা'আলা কুরআন সম্পর্কে চিন্তা-গবেষণা করার জন্য মানবকুলকে আহবান জানিয়েছেন। এখানে কয়েকটি বিষয় লক্ষণীয়। প্রথমতঃ এই যে, আল্লাহ তা'আলা أَفَلَا يَقْرَءُونَ না বলে أَفَلَا يَتَدَبَّرُونَ বলেছেন এতে বাহ্যতঃ একটি সূক্ষ্ম বিষয়ের প্রতি ইঙ্গিত করা হয়েছে বলেই বুঝা যায়। তা হলো এই যে, এ আয়াতের দ্বারা বুঝানো হয়েছে যে, তারা যদি গভীর মনোযোগের সাথে কুরআনের প্রতি লক্ষ্য করে, তাহলে তারা এর অর্থ ও বিষয়বস্তুর মাঝে কোনো পার্থক্য খুঁজে পাবে না। আর এ বিষয়টি একমাত্র চিন্তা-গবেষণার মাধ্যমেই অর্জিত হতে পারে। শুধুমাত্র তেলাওয়াত বা আবৃত্তির দ্বারা– যাতে তাদাব্বুর বা চিন্তা-গবেষণা অনুপস্থিত থাকবে, তাতে বহুবিধ বৈপরীত্য দেখা যাবে, যা বাস্তবের পরিপন্থি।

দ্বিতীয়তঃ এ আয়াতের দ্বারা প্রতীয়মান হচ্ছে যে, প্রতিটি মানুষ কুরআনের উপর গভীরভাবে চিন্তা-গবেষণা করুক, এটাই হলো কুরআনের চাহিদা। কাজেই কুরআন সম্পর্কিত চিন্তা-গবেষণা কিংবা তার পর্যালোচনা করা শুধুমাত্র ইমাম-মুজতাহিদগণেরই একক দায়িত্ব– এমন মনে করা যথার্থ নয়। জ্ঞান-বুদ্ধির পর্যায়ের মতোই অবশ্যই চিন্তা-গবেষণা এবং পর্যালোচনারও বিভিন্ন পর্যায় রয়েছে। ইমাম মুজতাহিদগণের গবেষণা-পর্যালোচনা একটি আয়াত থেকে বহু বিষয় উদ্ভাবন করবে। ওলামা সম্প্রদায়ের চিন্তা-গবেষণা এসব বিষয় উপলব্ধি করবে। আর সাধারণ মানুষ যখন নিজের ভাষায়

https://e-ilm.weebly.com/

কুরআনের তরজমা-অনুবাদ পড়ে তা নিয়ে চিন্তা-ভাবনা করবে, তখন তাতে তাদের মনে সৃষ্টি হবে আল্লাহ তা'আলার মহত্ত্বের ধারণা ও ভালোবাসা। এটাই হলো কৃতকার্যতার মূল চাবিকাঠি। অবশ্য জনসাধারণের জন্য ভুলবোঝাবুঝি ও বিভ্রান্তি থেকে অব্যাহতি লাভ করার জন্য পর্যায়ক্রমিকভাবে কোনো বিজ্ঞ আলেমের নিকট কুরআন পাঠ করা উত্তম। আর তা সম্ভব না হলে কোনো নির্ভরযোগ্য তাফসীর অধ্যায়ন করবে এবং কোনো জটিলতা বা সন্দেহ-সংশয় দেখা দিলে নিজের মন মতো তার কোনো সমাধান করবে না; বরং বিজ্ঞ কোনো আলেমের সাহায্য নিবে।

কুরআন ও সুন্নাহর তাফসীরের কয়েকটি শর্ত : উল্লিখিত আয়াতের দ্বারা বুঝা যাচ্ছে যে, কুরআন সম্পর্কে চিন্তা-ভাবনা ও গবেষণা-পর্যালোচনা করার অধিকার প্রতিটি লোকেরই রয়েছে। কিন্তু আমরা বলেছি যে, চিন্তা-ভাবনা ও গবেষণা-পর্যালোচনার স্তরভেদ রয়েছে, সে মতে প্রত্যেক স্তরের হুকুমও পৃথক পৃথক। যে মুজতাহিদ সুলভ গবেষণার দ্বারা কুরআনে হাকীমের ভিতর থেকে বিভিন্ন জটিল বিষয়ের মীমাংসাজনিত সিদ্ধান্ত বের করা হয়, তার জন্য তার লক্ষ্যসমূহ সম্পর্কিত জ্ঞান অর্জন করে নেওয়া অপরিহার্য, যাতে নির্ভুল মর্ম নির্ণয় করা সম্ভব হবে। পক্ষান্তরে যদি তার পটভূমি সংক্রান্ত জ্ঞান মোটেই না থাকে, কিংবা স্বল্প পরিমাণ থাকে, তাহলে বুঝাতে হবে, একজন মুজতাহিদের যে সব গুণ-বৈশিষ্ট্য থাকা প্রয়োজন তা তার মধ্যে নেই। বলাবাহুল্য, তাহলে সে আয়াতের দ্বারা যেসব মর্ম উদ্ভাবন করবে, তাও হবে ভ্রান্ত। এমতাবস্থায় আলেম সম্প্রদায় যদি সেগুলোকে প্রত্যাখ্যান করেন, তবে তা হবে একান্তই ন্যায়সঙ্গত।

যে লোক কোনো দিন মেডিক্যাল কলেজের ছায়াও মাড়ায়নি, সে যদি আপত্তি তুলে বসে যে, দেশের চিকিৎসা শাস্ত্রে সনদপ্রাপ্ত ডাক্তারদের একক আধিপত্য কেন দেওয়া হলো? একজন মানুষ হিসেবে আমারও সে অধিকার রয়েছে। কিংবা কোনো নির্বোধ যদি বলতে শুরু করে যে, দেশে নদীনালা, পুল-নর্দমা প্রভৃতি সংস্কার ও নির্মাণের ঠিকাদার শুধুমাত্র বিজ্ঞ প্রকৌশলীদেরকে কেন দেওয়া হবে? আমিও তো একজন নাগরিক হিসেবে এ দায়িত্ব পালনের অধিকারী। অথবা বিকৃত-বুদ্ধির কোনো লোক যদি এমন আপত্তি তুলতে আরম্ভ করে যে, দেশের সংবিধান বা আইন-কানুনের ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণে শুধু আইনবিদদের একচ্ছত্র অধিকার হবে কেন? আমিও একজন বুদ্ধিমান নাগরিক হিসেবে একাজ সম্পাদন করতে পারি। তখন নিঃসন্দেহে এসব লোককে বলা হবে যে, দেশের নাগরিক হিসেবে অবশ্যই এসব কাজ সমাধা করার অধিকার তোমরাও রয়েছ, কিন্তু এ সমস্ত কার্য সম্পাদনের যোগ্যতা অর্জন করতে গিয়ে যে বছরের পর বছর মাথা ঘামাতে হয়, সুবিজ্ঞ শিক্ষকদের নিকট এসব শাস্ত্র ও জ্ঞান-বিজ্ঞানের শিক্ষা গ্রহণ করতে হয় এবং সে জন্য যেসব সনদ হাসিল করতে হয়, তোমরাও প্রথমে সে কষ্টটুকু স্বীকার করে আস। তাহলে সন্দেহাতীতভাবে তোমরাও এ সমস্ত কার্য সম্পাদনে সমর্থ হবে। কিন্তু এ কথাগুলোই যদি কুরআন ও সুন্নাহর ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণের মতো সূক্ষ্ম ও জটিল কাজের বেলায় বলা হয়, তাহলে তখন আলেম সমাজের একচ্ছত্র আধিপত্যের বিরুদ্ধে শ্লোগান উত্থিত হয়। তাহলে কি সমগ্র বিশ্বে শুধুমাত্র কুরআন সুন্নাহর জ্ঞানটিই এমন লা-ওয়ারিশ রয়ে গেছে যে, এ ব্যাপারে যে কোনো লোক নিজ নিজ ভঙ্গিতে তার ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণের অধিকার সংরক্ষণ করবে। যদি সে লোক কুরআন-সুন্নাহর জ্ঞানার্জনে কয়েকটি মাসও ব্যয় না করে থাকে, তবুও কি?

কিয়াস একটি দলিল : এ আয়াতের দ্বারা এ কথাও বুঝা যাচ্ছে যে, কোনো মাসআলার বিশ্লেষণ যদি কুরআন ও সুন্নাহর মধ্যে সরাসরি না পাওয়া যায়, তাহলে তাতেই চিন্তা-ভাবনা করে সমাধান বের করার চেষ্টা করা কর্তব্য। আর একেই শরিয়তের পরিভাষায় 'কিয়াস' বলা হয়।

বহু মতবিরোধ ও তার ব্যাখ্যা : وَلَوْ كَانَ مِنْ عِنْدِ غَيْرِ اللّٰهِ لَوَجَدُوْا فِيْهِ اخْتِلَافًا كَثِيْرًا এ আয়াতে উল্লিখিত اِخْتِلَافَ كَثِيْر [বা বহু মতবিরোধ] এর মর্ম এই যে, যদি কোনো একটি বিষয়ে মতবিরোধ একটি হয়, তবে বহু বিষয়ে মতবিরোধও বহু হয়ে থাকে। –[বয়ানুল কুরআন] কিন্তু এখানে [অর্থাৎ কুরআনে] কোনো একটি বিষয়েও কোনো মতবিরোধ বা মতপার্থক্য নেই। অতএব, এটা একান্তভাবেই আল্লাহর কালাম। মানুষের কালামে এমন অপূর্ব সামঞ্জস্য হতেই পারে না। এর কোথাও না আছে ভাষালঙ্কারের কোনো ত্রুটি, না আছে তাওহীদ, কুফর, কিংবা হারাম হালালের বিবরণে কোনো স্ববিরোধিতা ও পার্থক্য। তাছাড়া গায়েবি বিষয়সমূহের মাঝেও এমন কোনো সংবাদ নেই, যা প্রকৃত বিষয়ের সাথে সঙ্গতিপূর্ণ নয়। তদুপরি না আছে কুরআনের ধারাবাহিকতার কোনো পার্থক্য যে, একটি হবে অলঙ্কারপূর্ণ আরেকটি হবে অলঙ্কারহীন। প্রত্যেক মানুষের ভাষ্য-বিবৃতি ও রচনা সঙ্কলনে পরিবেশের কম-বেশি প্রভাব অবশ্যই থাকে– আনন্দের সময় তা এক ধরনের হয়, আবার বিষাদে হয় অন্য রকম। শান্তিপূর্ণ পরিবেশে হয় এক রকম, আবার অশান্তিপূর্ণ পরিবেশে হয় অন্য রকম। কিন্তু কুরআন এ ধরনের যাবতীয় ত্রুটি, পার্থক্য ও স্ববিরোধিতা থেকে পবিত্র ও উর্ধ্বে। আর এটাই হলো কালামে-এলাহী হওয়ার প্রকৃষ্ট প্রমাণ।

https://e-ilm.weebly.com/

যাচাই না করে কোনো কথা রটনা করা মহাপাপ : এ আয়াতের দ্বারা প্রতীয়মান হচ্ছে যে, কোনো শোনা কথা যাচাই অনুসন্ধান ব্যতিরেকে বর্ণনা করা উচিত নয়। রাসূলে কারীম ﷺ-এর এক হাদীসে বর্ণিত হয়েছে, "কোনো লোকের পক্ষে মিথ্যাবাদি হওয়ার জন্য এতটুকুই যথেষ্ট যে, সে কোনো রকম যাচাই না করেই সমস্ত শোনা কথা প্রচার করে।"

অপর এক হাদীসে তিনি আরো বলেছেন, "যে লোক এমন কোনো কথা বর্ণনা করে, যার ব্যাপারে সে জানে যে, সেটি মিথ্যা, তাহলে সে দু'জন মিথ্যাবাদীর একজন মিথ্যাবাদী। –[ইবনে কাছীর]

'উলুল আমর' কারা : وَلَوْ رَدُّوْهُ إِلَى الرَّسُوْلِ وَإِلَىٰ أُولِي الْأَمْرِ مِنْهُمْ لَعَلِمَهُ الَّذِيْنَ يَسْتَنْبِطُوْنَهُ مِنْهُمْ আয়াতে উল্লিখিত اِسْتِنْبَاطٌ শব্দের প্রকৃত অর্থ হচ্ছে কূপের গভীরতা থেকে পানি তোলা সে জন্যই কূপ খননকালে প্রথমে যে পানি বেরোয় তাকে আরবিতে مَاءٌ مُسْتَنْبَطٌ বলা হয়। কিন্তু এখানে উদ্দেশ্য হলো কোনো বিষয়ের গভীরে গিয়ে তার প্রকৃত তাৎপর্য সম্পর্কে জ্ঞাত হওয়া। –[কুরতুবী]

'উলুল-আমর' বা দায়িত্বশীল লোক নির্ণয়ে বিভিন্ন মতামত রয়েছে।

হযরত হাসান, কাতাদা ও ইবনে আবী লায়লা (র.) প্রমুখের মতে দায়িত্বশীল লোক বলতে ওলামা ও ফকিহগণকে বুঝায়। হযরত সুদ্দী (র.) বলেন যে, এর দ্বারা শাসনকর্তা ও কর্তৃপক্ষকে বুঝায়। আল্লামা আবূ বকর জাসসাস এতদুভয় মত উদ্ধৃত করার পর বলেছেন, সঠিক ব্যাপার হলো এই যে, এতদুভয় অর্থই ঠিক। কারণ 'উলুল আমর' শব্দটি উভয়ের ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য। অবশ্য এতে কেউ কেউ সন্দেহ প্রকাশ করে থাকেন যে, 'উলুল আমর' বলতে ফকিহগণকে বুঝানো যেতে পারে না। তার কারণ أُولُو الْأَمْرِ [উলুল আমর] শব্দটি তার শাব্দিক অর্থের দিক দিয়ে সে সমস্ত লোককে বুঝায়, যাদের হুকুম বা নির্দেশ চলতে পারে। বলাবাহুল্য, এ কাজটি ফকীহগণের নয়। প্রকৃত বিষয় হলো এই যে, হুকুম চলার দুটি প্রেক্ষিত রয়েছে, **এক.** জবরদস্তিমূলক, এটা শুধুমাত্র শাসকগোষ্ঠী বা সরকার দ্বারাই সম্ভব হতে পারে। **দুই.** বিশ্বাস ও আস্থার দরুন হুকুম মান্য করা। আর সেটা ফকীহগণই অর্জন করতে পেরেছিলেন এবং যা সর্বযুগের মুসলমানদের অবস্থার দ্বারা প্রভাবিত হয়। ধর্মীয় ব্যাপারে সাধারণ মুসলমানগণ নিজের ইচ্ছা ও মতামতের তুলনায় আলেম সম্প্রদায়ের নির্দেশকে অবশ্য পালনীয় বলে সাব্যস্ত করে থাকে। তাছাড়া শরিয়তের দৃষ্টিতেও সাধারণ মানুষের জন্য আলেমদের হুকুম মান্য করা ওয়াজিবও বটে। সুতরাং তাঁদের ক্ষেত্রেও 'উলুল আমর'-এর প্রয়োগ যথার্থ হবে। –[আহকামুল কুরআন, জাসসাস]

আধুনিক সমস্যাবলি সম্পর্কিত বিষয়ে কিয়াস ও ইজতেহাদ : এ আয়াতের দ্বারা একথাও বুঝা যাচ্ছে যে, যেসব বিষয়ে কোনো নস তথা কুরআন হাদীসের সরাসরি কোনো বিধান নেই, সেগুলোর হুকুম 'ইজতেহাদ' ও কিয়াসের রীতি অনুযায়ী কুরআনের আয়াত থেকে উদ্ভাবন করতে হবে। তার কারণ, এ আয়াতে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে যে, আধুনিক কোনো বিষয়ের সমাধানকল্পে রাসূলে কারীম ﷺ -এর বর্তমানে তাঁর নিকট যাও। আর যদি তিনি বর্তমান না থাকেন, তাহলে ফকিহগণের নিকট যাও। কারণ তাঁদেরই মধ্যে বিধান উদ্ভাবন করার মতো পরিপূর্ণ যোগ্যতা বিদ্যমান রয়েছে।

এই বর্ণনার দ্বারা কতিপয় বিষয় প্রতীয়মান হয়। যথা, 'নস' বা কুরআন হাদীসের সরাসরি নির্দেশের অবর্তমানে আলেমদের কাছে যেতে হবে।

- দ্বিতীয়তঃ আল্লাহর নির্দেশ দু'রকম। কিছু হলো সরাসরি 'নস' বা কুরআন-সুন্নাহ ভিত্তিক এবং কিছু হলো পরোক্ষ ও অস্পষ্ট, যা আল্লাহ তা'আলা আয়াতসমূহের গভীরে নিহিত রেখেছেন।
- তৃতীয়তঃ এ ধরনের অন্তর্নিহিত মর্মগুলো কিয়াস ও ইজতেহাদের মাধ্যমে উদ্ভাবন করা আলেম সম্প্রদায়ের একান্ত দায়িত্ব।
- চতুর্থতঃ এসব বিধানের ক্ষেত্রে আলেম সম্প্রদায়ের অনুসরণ করা সাধারণ মানুষের অবশ্য কর্তব্য। –[আহকামুল কুরআন, জাসসাস]

রাসূলে কারীম ﷺ-এর প্রমাণ উদ্ভাবন সংক্রান্ত নির্দেশের আওতাভুক্ত : لَعَلِمَهُ الَّذِيْنَ يَسْتَنْبِطُوْنَهُ مِنْهُمْ আয়াতের দ্বারা প্রতীয়মান হয় যে, রাসূলে কারীম ﷺ ও দলিল-প্রমাণের মাধ্যমে হুকুম-আহকাম উদ্ভাবনের দায়িত্বপ্রাপ্ত। তার কারণ, আয়াতে দু'রকম লোকের নিকট প্রত্যাবর্তন করতে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। তাদের একজন হলেন রাসূলে আকরাম ﷺ এবং অপরজন হচ্ছেন 'উলুল আমর'। অতঃপর বলা হয়েছে لَعَلِمَهُ الَّذِيْنَ يَسْتَنْبِطُوْنَهُ مِنْهُمْ আর এই নির্দেশটি হলো ব্যাপক। এতে উল্লিখিত দু'রকম লোকের মধ্যে কাউকেও নির্দিষ্ট করা হয়নি। অতএব, এতে প্রমাণিত হয় যে, হুজুর ﷺ নিজেও আহকাম উদ্ভাবন-সংক্রান্ত নির্দেশের আওতাভুক্ত। –[আহকামুল কুরআন, জাসসাস]

https://e-ilm.weebly.com/

কতিপয় গুরুত্বপূর্ণ জ্ঞাতব্য বিষয় : ১. কারো মনে যদি এমন কোনো সন্দেহ সৃষ্টি হয় যে, এ আয়াতের দ্বারা শুধুমাত্র এতটুকুই বুঝা যায় যে, শত্রুর ভয়-শঙ্কা সম্পর্কে তোমরা নিজে নিজে কোনো রটনা করো না; বরং যারা জ্ঞানী ব্যক্তি এবং যারা সমাজের নেতৃস্থানীয় তাদের সাথে যোগাযোগ কর। তারা চিন্তা-ভাবনা করে যা করতে বলবেন তোমরা সে মতেই কাজ করবে। বলাবাহুল্য, দুর্যোগ সংক্রান্ত বিষয়ের সাথে এর কোনো সম্পর্ক নেই।

তাহলে তার উত্তর এই যে, وَإِذَا جَاءَهُمْ أَمْرٌ مِّنَ الْأَمْنِ أَوِ الْخَوْفِ বাক্যে শত্রুর কোনো উল্লেখ নেই। কাজেই এ নির্দেশ ভয় ও শান্তি উভয় অবস্থাতেই ব্যাপক। এ নির্দেশের সম্পর্ক যেমন শত্রুর সাথে, তেমনিভাবে দুর্যোগ সংক্রান্ত সমস্যার সাথেও বটে। কারণ যখন কোনো নতুন বিষয় বা মাসআলা সাধারণ মানুষের সামনে উদ্ভব হয়, যার হালাল হওয়া কিংবা হারাম হওয়ার ব্যাপারে সরাসরি কুরআন বা হাদীসের কোনো নির্দেশ নেই, তখন তারা বিরাট দুশ্চিন্তার সম্মুখীন হয়ে পড়ে। তারা বুঝে উঠতে পারে না, কোন দিকটি তারা গ্রহণ করবে। অথচ উভয় দিকেই লাভ-ক্ষতি উভয় সম্ভাবনাই রয়েছে। এমন অবস্থায় শরিয়ত সবচেয়ে উত্তম পথ বাতলে দিয়েছে। তাহলো উদ্ভাবন اِسْتِنْبَاطٌ কর। উদ্ভাবনের মাধ্যমে যা পাওয়া যায়, তারই উপর আমল করবে। –[আহকামুল কুরআন, জাসসাস]

ইজতিহাদ ও ইস্তেম্বাত বলিষ্ঠ ধারণা সৃষ্টি করে, নিশ্চিত বিশ্বাস নয় : ২. এস্তেম্বাত -এর মাধ্যমে আলেমগণ যে নির্দেশ উদ্ভাবন করবেন, সে সম্পর্কে নিশ্চিত ও অকাট্যভাবে একথা বলা যাবে না যে, আল্লাহ তা'আলার নিকটও এটাই নিশ্চিতভাবে সত্য ও সঠিক; বরং এই নির্দেশ বা বিধানটি সম্পূর্ণভাবে অভ্রান্ত নাও হতে পারে। তবে তা সঠিক হওয়ার সম্ভাবনাই প্রবল হয়ে থাকে, যা আমল করার জন্য যথেষ্ট। –[আহকামুল কুরআন, জাসসাস]

কুরআনি বিধানের বর্ণনাশৈলি : فَقَاتِلْ فِي سَبِيلِ اللّٰهِ এ আয়াতের প্রথম বাক্যে রাসূলে কারীম ﷺ -কে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে যে, "আপনি একাই যুদ্ধের জন্য তৈরি হয়ে পড়েন; কেউ আপনার সাথে থাকুক বা নাই থাকুক।" কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে দ্বিতীয় বাক্যে একথাও বলা হয়েছে যে, অন্যান্য মুসলমানদেরকে এ ব্যাপারে উৎসাহ দানের পরেও যদি তারা যুদ্ধের জন্য উদ্বুদ্ধ না হয়, তবে আপনার দায়িত্ব পালিত হয়ে গেল, তাদের কর্মের জন্য আপনাকে জবাবদিহি করতে হবে না।

এতদসঙ্গে একা যুদ্ধ করতে গিয়ে যেসব বিপদাশঙ্কা দেখা দিতে পারে, তার প্রেক্ষিতে বলা হয়েছে– "আশা করা যায় আল্লাহ কাফেরদের যুদ্ধ বন্ধ করে দিবেন এবং তাদেরকে ভীত ও পরাজিত করে দিবেন। আর আপনাকে একাই জয়ী করবেন।" অতঃপর এই বিজয় প্রসঙ্গে প্রমাণ বর্ণনা করা হয়েছে যে, আপনার প্রতি যখন আল্লাহ তা'আলার সমর্থন রয়েছে, যার সমরশক্তি কাফেরদের শক্তি অপেক্ষা অসংখ্যগুণ বেশি, তখন আপনার বিজয়ই অবশ্যম্ভাবী ও নিশ্চিত। তারপর এই সুদৃঢ় প্রতিরোধ ক্ষমতার সঙ্গে সঙ্গে স্বীয় শাস্তির কঠোরতা বর্ণনা করা হয়েছে। এ শাস্তি কেয়ামতের দিনেই হোক, কিংবা পার্থিব জীবনেই হোক, যুদ্ধের ক্ষেত্রে যেমন আমার শক্তি অপরাজেয়, তেমনি শাস্তি দানের ক্ষেত্রেও আমার শাস্তি অত্যন্ত কঠোর।

সুপারিশের স্বরূপ, বিধি ও প্রকারভেদ : مَنْ يَّشْفَعْ شَفَاعَةً حَسَنَةً এ আয়াতে শাফা'আত অর্থাৎ, সুপারিশকে ভালো ও মন্দ দু'ভাগে বিভক্ত করার পর এর স্বরূপ বর্ণনা করে বলা হয়েছে যে, প্রত্যেক সুপারিশ যেমন মন্দ নয়, তেমনি প্রত্যেক সুপারিশ ভালোও নয়। আরো বলা হয়েছে, যে ব্যক্তি ভালো সুপারিশ করবে, সে ছওয়াবের অংশ পাবে এবং যে ব্যক্তি মন্দ সুপারিশ করবে, সে আজাবের অংশ পাবে। আয়াতে ভালো সুপারিশের সাথে نَصِيْبٌ শব্দ এবং মন্দ সুপারিশের সাথে كِفْلٌ শব্দ ব্যবহৃত হয়েছে। অভিধানে উভয় শব্দের অর্থই এক। অর্থাৎ, কোনো কিছুর অংশবিশেষ। কিন্তু সাধারণ পরিভাষায় نَصِيْبٌ শব্দটি ভালো অংশ এবং كِفْلٌ শব্দটি মন্দ অংশের ক্ষেত্রে ব্যবহৃত হয়, যদিও কখনো ভালো অংশেও ব্যবহৃত হয়। যেমন, কুরআন পাকে كِفْلَيْنِ مِنْ رَّحْمَتِهٖ (তাঁর রহমতের দু'টি অংশ) ব্যবহার করা হয়েছে।

شَفَاعَةٌ -এর শাব্দিক অর্থ মিলিত হওয়া বা মিলিত করা। এ কারণেই আরবি ভাষায় شُفْعَةٌ শব্দ জোড় অর্থে এবং বিপরীতে وِتْرٌ শব্দ বিজোড় অর্থে ব্যবহার করা হয়। অতএব شَفَاعَةٌ -এর শাব্দিক অর্থ এই দাঁড়ায় যে, কোনো দুর্বল অধিকার প্রার্থীর সাথে স্বীয় শক্তি যুক্ত করে তাকে দেওয়া কিংবা অসহায় এক ব্যক্তির সাথে নিজে মিলিত হয় তাকে জোড় করে দেওয়া।

এতে জানা গেল যে, বৈধ শাফায়াত ও সুপারিশের একটি শর্ত এই যে, যার পক্ষে সুপারিশ করা হবে, তার দাবি সত্য ও বৈধ হতে হবে এবং অপর শর্ত এই যে, দুর্বলতার কারণে সে স্বীয় দাবি প্রবলদের কাছে স্বয়ং উত্থাপন করতে পারবে না। এতে বুঝা গেল, অসত্য সুপারিশ করা অথবা অপরকে তা গ্রহণ করতে বাধ্য করা হচ্ছে মন্দ সুপারিশ। নিজ সম্পর্কে ব্যবহার করলে কিংবা প্রভাব-প্রতিপত্তিজনিত চাপ ও জবরদস্তি প্রয়োগ করা হলে জুলুম হওয়ার কারণে তাও অবৈধ। কাজেই এরূপ সুপারিশও মন্দ সুপারিশেরই অন্তর্ভুক্ত।

https://e-ilm.weebly.com/

এখন আলোচ্য আয়াতের সারবস্তু এই যে, যে ব্যক্তি কারো বৈধ অধিকার ও বৈধ কাজের জন্য বৈধ পন্থায় সুপারিশ করবে, সেও ছওয়াবের অংশ পাবে। তেমনিভাবে যে ব্যক্তি কোনো অবৈধ কাজের জন্য অথবা অবৈধ পন্থায় সুপারিশ করবে, সে আজাবের অংশ পাবে।

অংশ পাওয়ার অর্থ এই যে, যার কাছে সুপারিশ করা হয়, সে যখন এ উৎপীড়িতের কিংবা বঞ্চিতের কার্যোদ্ধার করে দিবে, তখন কার্যোদ্ধারকারী ব্যক্তি যেমন ছওয়াব পাবে, তেমনি সুপারিশকারীও ছওয়াব পাবে।

এমনিভাবে কোনো অবৈধ কাজের সুপারিশকারীও গুনাহগার হবে। পূর্বেই বলা হয়েছে যে, সুপারিশকারীর ছওয়াব কিংবা আজাব তার সুপারিশ কার্যকরী ও সফল হওয়ার উপর নির্ভরশীল নয়; বরং সর্বাবস্থায় সে নিজ অংশ পাবে।

রাসূলে কারীম ﷺ বলেন : "যে ব্যক্তি কোনো সৎকাজে অপরকে উদ্বুদ্ধ করে, সেও ততটুকু ছওয়াব পায়, যতটুকু সৎকর্মী পায়।" -[মাযহারী]

সুনানে ইবনে মাজায় হযরত আবূ হুরায়রা (রা.) বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন, 'যে ব্যক্তি কোনো মুসলমানকে হত্যার কাজে একটি বাক্য দ্বারাও সাহায্য করে, তাকে কিয়ামতে আল্লাহ তা'আলার সামনে উপস্থিত করা হবে এবং তার কপালে লিখিত থাকবে; "এ ব্যক্তি আল্লাহর অনুগ্রহ থেকে বঞ্চিত ও নিরাশ।" -[মাযহারী]

এতে জানা গেল যে, সৎকাজে কাউকে উদ্বুদ্ধ করা যেমন একটি সৎকাজ, তেমনি অসৎ ও পাপ কাজে কাউকে উদ্বুদ্ধ করা কিংবা সহযোগিতা প্রদান করা সমান গুনাহ।

আয়াতের শেষভাগে বলা হয়েছে : وَكَانَ اللّٰهُ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ مُّقِيْتًا; অভিধানিক দিক দিয়ে مُقِيْتٌ শব্দের অর্থ তিনটি এক. শক্তিশালী ও ক্ষমতাবান, দুই. উপস্থিত ও দর্শক এবং তিন. রুজি বণ্টনকারী। উল্লিখিত বাক্যে তিনটি অর্থই প্রযোজ্য। প্রথম অর্থের দিক দিয়ে বাক্যের অর্থ হবে- আল্লাহ তা'আলা প্রত্যেক বস্তুর উপর ক্ষমতাবান। যে কাজ করে এবং যে সুপারিশ করে তাদেরকে প্রতিদান কিংবা শাস্তিদান তাঁর পক্ষে কঠিন নয়।

দ্বিতীয় অর্থের দিক দিয়ে বাক্যের উদ্দেশ্য হবে- আল্লাহ তা'আলা প্রত্যেক বস্তুর পরিদর্শক ও প্রত্যেক বস্তুর সামনে উপস্থিত। কে কোন নিয়তে সুপারিশ করে; আল্লাহর ওয়াস্তে মুসলমান ভাইয়ের সাহায্যার্থে করে, না ঘুষ হিসেবে তার কাছ থেকে কোনো মতলব হাসিলের উদ্দেশ্যে করে, তিনি সে সবই জানেন।

তৃতীয় অর্থের দিক দিয়ে বাক্যের মর্ম হবে রিজিক ও রুজি বণ্টনের কাজে আল্লাহ স্বয়ং জিম্মাদার। যার জন্য যতটুকু লিখে দিয়েছেন, সে ততটুকু অবশ্যই পাবে। কারো সুপারিশে তিনি প্রভাবিত হবেন না; বরং যাকে যতটুকু ইচ্ছা দিবেন। তবে সুপারিশকারী ব্যক্তি মাঝখান থেকে ছওয়াব পেয়ে যাবে। কেননা এটা হচ্ছে দুর্বলের সাহায্য।

হাদীসে বলা হয়েছে : আল্লাহ তা'আলা ততক্ষণ পর্যন্ত বান্দার সাহায্য অব্যাহত রাখেন, যতক্ষণ সে কোনো মুসলমান ভাইয়ের সাহায্যে ব্যাপৃত থাকে। তোমরা সুপারিশ কর, ছওয়াব পাবে। অতঃপর আল্লাহ তা'আলা স্বীয় পয়গম্বরের মাধ্যমে যে ফয়সালা করেন তাতে সন্তুষ্ট থাক।"

এ কারণেই কুরআন পাকের ভাষায় ইঙ্গিত রয়েছে যে, সুপারিশের ছওয়াব ও আজাব সুপারিশ সফল হওয়ার উপর নির্ভরশীল নয়; বরং সুপারিশ করলেই সর্বাবস্থায় ছওয়াব অথবা আজাব হবে। আপনি ভালো সুপারিশ করলেই ছওয়াবের অধিকারী হয়ে যাবেন এবং মন্দ সুপারিশ করলেই আজাবের যোগ্য হয়ে পড়বেন- আপনার সুপারিশ কার্যকারী হোক বা না হোক।

তাফসীরে বাহরে মুহীত, বয়ানুল কুরআন প্রভৃতি গ্রন্থে مَنْ يَّشْفَعْ বাক্যে مِنْهَا শব্দটিকে سَبَبِيَّةٌ সাব্যস্ত করে এদিকে ইঙ্গিত করে বলা হয়েছে। তাফসীরে মাযহারীতে তাফসীরবিদ মুজাহিদের উক্তি বর্ণনা করা হয়েছে যে, সুপারিশকারী সুপারিশের ছওয়াব পাবে, যদি তার সুপারিশ গ্রহণ করা নাও হয়। এ বিষয়টি শুধু রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সাথেই বিশেষভাবে সম্পর্কযুক্ত নয়; বরং অন্যের কাছে সুপারিশ করেই সুপারিশকারী যেন ক্ষান্ত হয়ে যায়, তা গ্রহণ করতে বাধ্য করবে না। স্বয়ং রাসূলুল্লাহ ﷺ এ দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছেন। হযরত আয়েশা (রা.)-এর মুক্ত করা বাঁদী বারীরা আজাদ হওয়ার পর স্বীয় স্বামী মুগীছের কাছ থেকে শরিয়ত সম্মতরূপে বিচ্ছেদ নিয়েছিলেন। বিচ্ছেদ হওয়ার পর মুগীছ বরীরার ভালোবাসায় পাগলপারা হয়ে পড়লে রাসূলুল্লাহ ﷺ মুগীছকে পুনরায় গ্রহণ করার জন্য বরীরার কাছে সুপারিশ করেন। বরীরা আরজ করলেন; ইয়া রাসূলাল্লাহ! এটি আপনার নির্দেশ হলে শিরোধার্য, পক্ষান্তরে সুপারিশ হলে আমার মন তাতে সম্মত নয়। রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন, নির্দেশ নয়; বরং সুপারিশই। বরীরা জানতেন যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ নীতির বাইরে অসন্তুষ্ট হবেন না। তাই পরিষ্কার ভাষায় আরজ করলেন : তাহলে আমি এ সুপারিশ গ্রহণ করব না। রাসূলুল্লাহ ﷺ হৃষ্টচিত্তে তাকে তদবস্থায়ই থাকতে দিলেন।

https://e-ilm.weebly.com/

https://e-ilm.weebly.com/

মোটকথা এই যে, ইসলামি সালামে বিরাট অর্থগত ব্যাপ্তি রয়েছে। যথা,

১. এতে রয়েছে আল্লাহ তা'আলার জিকির।
২. আল্লাহর কথা মনে করিয়ে দেওয়া।
৩. মুসলমান ভাইয়ের প্রতি ভালোবাসা ও সম্প্রীতি প্রকাশ।
৪. মুসলমান ভাইয়ের জন্য সর্বোত্তম দোয়া এবং
৫. মুসলমান ভাইয়ের সাথে এ চুক্তি যে, আমার হাত ও মুখ দ্বারা আপনার কোনো কষ্ট হবে না।

সহীহ হাদীসে রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন : "যার হাত ও জিহ্বা থেকে অন্য মুসলমানরা নিরাপদ সেই প্রকৃত মুসলমান।"

আয়াতে বিষয়বস্তুর উপসংহারে বলা হয়েছে–

إِنَّ اللّٰهَ كَانَ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ حَسِيْبًا "আল্লাহ তা'আলা প্রত্যেক বস্তুর হিসাব নিবেন।" মানুষ এবং ইসলামি অধিকার; যথা সালাম ও সালামের জওয়াব ইত্যাদি সবই এর অন্তর্ভুক্ত। আল্লাহ তা'আলা এগুলোরও হিসাব নিবেন। এরপর বলা হয়েছে।

اَللّٰهُ لَآ اِلٰهَ اِلَّا هُوَ لَيَجْمَعَنَّكُمْ اِلٰى يَوْمِ الْقِيٰمَةِ لَا رَيْبَ فِيْهِ অর্থাৎ, আল্লাহ ছাড়া কোনো উপাস্য নেই। তাকেই উপাস্য মনে কর এবং যে কাজই কর, তাঁর ইবাদতের নিয়তে কর; তিনি কিয়ামতের দিন তোমাদেরকে একত্রিত করবেন। এতে কোনো সন্দেহ নেই। ঐ দিন সবাইকে প্রতিদান দিবেন। কিয়ামতের ওয়াদা, প্রতিদান ও শাস্তির সংবাদ সব সত্য। وَمَنْ اَصْدَقُ مِنَ اللّٰهِ حَدِيْثًا কেননা এ সংবাদ আল্লাহর দেওয়া। আল্লাহর চাইতে অধিক কার কথা সত্য হতে পারে?

শব্দ বিশ্লেষণ

اَذَاعُوْا : সীগাহ جمع مذكر غائب বহছ ماضى معروف বাব اِفْعَالٌ মাসদার اَلْاِذَاعَةُ মূলবর্ণ (ذ ـ ى ـ ع) জিনস اجوف يائى অর্থ– তারা ছড়িয়ে দিল।

حَرِّضْ : সীগাহ واحد مذكر حاضر বহছ امر حاضر معروف বাব تَفْعِيْل মাসদার اَلتَّحْرِيْضُ মূলবর্ণ (ح ـ ر ـ ض) জিনস صحيح অর্থ– তুমি উৎসাহিত কর।

حُيِّيْتُمْ : সীগাহ جمع مذكر حاضر বহছ ماضى مجهول বাব تَفْعِيْل মাসদার اَلتَّحِيَّةُ মূলবর্ণ (ح ـ ى ـ ى) জিনস لفيف مقرون অর্থ– তোমাদেরকে সালাম দেওয়া হয়েছে।

لَيَجْمَعَنَّكُمْ : সীগাহ واحد مذكر غائب বহছ مضارع معروف بانون ثقيلة বাব فَتَحَ মাসদার اَلْجَمْعُ মূলবর্ণ (ج ـ م ـ ع) জিনস صحيح অর্থ– তিনি অবশ্যই একত্রিত করবেন।

https://e-ilm.weebly.com/

https://e-ilm.weebly.com/

فَمَا لَكُمْ فِي الْمُنٰفِقِيْنَ فِئَتَيْنِ وَاللّٰهُ
اَرْكَسَهُمْ بِمَا كَسَبُوْا ؕ اَتُرِيْدُوْنَ اَنْ تَهْدُوْا
مَنْ اَضَلَّ اللّٰهُ ؕ وَمَنْ يُّضْلِلِ اللّٰهُ فَلَنْ تَجِدَ
لَهٗ سَبِيْلًا ﴿۸۸﴾

অনুবাদ : (৮৮) অনন্তর তোমাদের কি হলো যে, তোমরা এই মুনাফিকদের ব্যাপারে দুই দল হয়ে গেলে? অথচ আল্লাহ তা'আলা তাদের আমলের দরুন তাদেরকে উল্টা দিকে ফিরিয়ে দিয়েছেন, তোমরা কি ইচ্ছা রাখ যে, এরূপ লোকদেরকে হেদায়েত করবে, যাদেরকে আল্লাহ তা'আলা গোমরাহীতে নিপতিত রেখেছেন? এবং যাকে আল্লাহ তা'আলা গোমরাহীতে নিপতিত রাখেন, তার [মুমিন হওয়ার] জন্য কোনোই পথ খুঁজে পাবে না।

وَدُّوْا لَوْ تَكْفُرُوْنَ كَمَا كَفَرُوْا فَتَكُوْنُوْنَ سَوَآءً
فَلَا تَتَّخِذُوْا مِنْهُمْ اَوْلِيَآءَ حَتّٰى يُهَاجِرُوْا فِيْ
سَبِيْلِ اللّٰهِ ؕ فَاِنْ تَوَلَّوْا فَخُذُوْهُمْ وَاقْتُلُوْهُمْ
حَيْثُ وَجَدْتُّمُوْهُمْ ۪ وَلَا تَتَّخِذُوْا مِنْهُمْ
وَلِيًّا وَّلَا نَصِيْرًا ﴿۸۹﴾

(৮৯) তারা এই আশা করে যে, যেমন তারা কাফের, তদ্রূপ তোমরাও কাফের হয়ে যাও, যাতে তোমরা ও তারা একরূপ হয়ে যাও, অতএব, তাদের মধ্য হতে কাউকেও বন্ধু বানিও না, যে পর্যন্ত না তারা আল্লাহর পথে হিজরত করে, আর যদি তারা বিমুখ হয়, তবে তাদেরকে ধর এবং হত্যা কর, যেখানেই তাদেরকে পাও, আর তাদের মধ্যে কাউকেও বন্ধুরূপে গ্রহণ করো না এবং সাহায্যকারীরূপেও নয়।

اِلَّا الَّذِيْنَ يَصِلُوْنَ اِلٰى قَوْمٍۭ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ
مِّيْثَاقٌ اَوْ جَآءُوْكُمْ حَصِرَتْ صُدُوْرُهُمْ اَنْ
يُّقَاتِلُوْكُمْ اَوْ يُقَاتِلُوْا قَوْمَهُمْ ؕ

(৯০) কিন্তু যারা এরূপ যে, এমন লোকের সাথে মিলিত হয়, যাদের মধ্যে এবং তোমাদের মধ্যে চুক্তি রয়েছে কিংবা তোমাদের নিকট এরূপ অবস্থায় উপস্থিত হয় যে, তাদের অন্তর তোমাদের সাথে ও স্বীয় সম্প্রদায়ের সাথে সংগ্রাম করতে সংকোচ বোধ করে [তাদের সম্বন্ধে এই নির্দেশ প্রযোজ্য নয়],

শাব্দিক অনুবাদ

(৮৮) فَمَا لَكُمْ অনন্তর তোমাদের কি হলো যে فِي الْمُنٰفِقِيْنَ فِئَتَيْنِ তোমরা এই মুনাফিকদের ব্যাপারে দুই দল হয়ে গেলে? وَاللّٰهُ اَرْكَسَهُمْ অথচ আল্লাহ তা'আলা তাদেরকে উল্টা দিকে ফিরিয়ে দিয়েছেন بِمَا كَسَبُوْا তাদের আমলের দরুন اَتُرِيْدُوْنَ তোমরা কি ইচ্ছা রাখ যে اَنْ تَهْدُوْا হেদায়েত করবে مَنْ اَضَلَّ اللّٰهُ এরূপ লোকদেরকে যাদেরকে আল্লাহ তা'আলা গোমরাহীতে নিপতিত রেখেছেন? وَمَنْ يُّضْلِلِ اللّٰهُ এবং যাকে আল্লাহ তা'আলা গোমরাহীতে নিপতিত রাখেন فَلَنْ تَجِدَ لَهٗ سَبِيْلًا তার [মুমিন হওয়ার] জন্য কোনোই পথ খুঁজে পাবে না।

(৮৯) وَدُّوْا তারা এই আশা করে যে لَوْ تَكْفُرُوْنَ كَمَا كَفَرُوْا যেমন তারা কাফের, তদ্রূপ তোমরাও কাফের হয়ে যাও فَتَكُوْنُوْنَ سَوَآءً যাতে তোমরা ও তারা একরূপ হয়ে যাও فَلَا تَتَّخِذُوْا مِنْهُمْ اَوْلِيَآءَ অতএব, তাদের মধ্য হতে কাউকেও বন্ধু বানিওনা حَتّٰى يُهَاجِرُوْا فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ যে পর্যন্ত না তারা আল্লাহর পথে হিজরত করে فَاِنْ تَوَلَّوْا আর যদি তারা বিমুখ হয় فَخُذُوْهُمْ তবে তাদেরকে ধর وَاقْتُلُوْهُمْ এবং হত্যা কর حَيْثُ وَجَدْتُّمُوْهُمْ যেখানেই তাদেরকে পাও وَلَا تَتَّخِذُوْا مِنْهُمْ وَلِيًّا আর তাদের মধ্যে কাউকেও বন্ধুরূপে গ্রহণ করো না وَّلَا نَصِيْرًا এবং সাহায্যকারীরূপেও নয়।

(৯০) اِلَّا الَّذِيْنَ يَصِلُوْنَ اِلٰى قَوْمٍ কিন্তু যারা এরূপ যে, এমন লোকের সাথে মিলিত হয় بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِّيْثَاقٌ যাদের মধ্যে এবং তোমাদের মধ্যে চুক্তি রয়েছে اَوْ جَآءُوْكُمْ কিংবা তোমাদের নিকট এরূপ অবস্থায় উপস্থিত হয় যে حَصِرَتْ صُدُوْرُهُمْ তাদের অন্তর সংকোচ বোধ করে اَنْ يُّقَاتِلُوْكُمْ اَوْ يُقَاتِلُوْا قَوْمَهُمْ তোমাদের সাথে ও স্বীয় সম্প্রদায়ের সাথে সংগ্রাম করতে [তাদের সম্বন্ধে এই নির্দেশ প্রযোজ্য নয়]

وَلَوْ شَآءَ اللّٰهُ لَسَلَّطَهُمْ عَلَيْكُمْ فَلَقٰتَلُوْكُمْ فَاِنِ اعْتَزَلُوْكُمْ فَلَمْ يُقَاتِلُوْكُمْ وَاَلْقَوْا اِلَيْكُمُ السَّلَمَ فَمَا جَعَلَ اللّٰهُ لَكُمْ عَلَيْهِمْ سَبِيْلًا (٩٠)

অনুবাদ : আর যদি আল্লাহ তা'আলা ইচ্ছা করতেন, তবে তাদেরকে তোমাদের উপর প্রবল করে দিতেন, অনন্তর তারা তোমাদের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করত, অতএব, যদি তারা তোমাদের হতে নিবৃত্ত থাকে অর্থাৎ তোমাদের সাথে যুদ্ধ না করে এবং তোমাদের সাথে শান্তি ভাব রক্ষা করে, তবে আল্লাহ তোমাদেরকে তাদের প্রতি [হত্যা বা আবদ্ধ করার] কোনো পন্থা [-এর অনুমতি] দেননি।

سَتَجِدُوْنَ اٰخَرِيْنَ يُرِيْدُوْنَ اَنْ يَّاْمَنُوْكُمْ وَيَاْمَنُوْا قَوْمَهُمْ كُلَّ مَا رُدُّوْٓا اِلَى الْفِتْنَةِ اُرْكِسُوْا فِيْهَا فَاِنْ لَّمْ يَعْتَزِلُوْكُمْ وَيُلْقُوْٓا اِلَيْكُمُ السَّلَمَ وَيَكُفُّوْٓا اَيْدِيَهُمْ فَخُذُوْهُمْ وَاقْتُلُوْهُمْ حَيْثُ ثَقِفْتُمُوْهُمْ وَاُولٰٓئِكُمْ جَعَلْنَا لَكُمْ عَلَيْهِمْ سُلْطٰنًا مُّبِيْنًا (٩١)

(৯১) তোমরা নিশ্চয় এমনও কতক লোক পাবে যারা [প্রবঞ্চনা করে] তাও কামনা করে যে, তোমাদের হতেও নিরাপদ হয়ে থাকে এবং স্বীয় সম্প্রদায় হতেও নিরাপদ হয়ে থাকে, যখনই তাদেরকে দুষ্টামির [ফ্যাসাদের] প্রতি আকৃষ্ট করা হয়, তখনই তারা তাতে পতিত হয়, সুতরাং এ সমস্ত লোক যদি তোমাদের হতে নিবৃত্ত না থাকে, এবং তোমাদের সাথে শান্তি রক্ষা না করে এবং স্বীয় হস্তসমূহকে সংরুদ্ধ না রাখে, তবে তোমরা তাদেরকে ধর এবং হত্যা কর, যেখানে তাদেরকে পাও, এবং আমি তোমাদেরকে তাদের উপর উজ্জ্বল প্রমাণ দিয়েছি।

শাব্দিক অনুবাদ

وَلَوْ شَآءَ اللّٰهُ আর যদি আল্লাহ তা'আলা ইচ্ছা করতেন لَسَلَّطَهُمْ عَلَيْكُمْ তবে তাদেরকে তোমাদের উপর প্রবল করে দিতেন فَلَقٰتَلُوْكُمْ অনন্তর তারা তোমাদের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করত فَاِنِ اعْتَزَلُوْكُمْ অতএব, যদি তারা তোমাদের হতে নিবৃত্ত থাকে فَلَمْ يُقَاتِلُوْكُمْ অর্থাৎ তোমাদের সাথে যুদ্ধ না করে وَاَلْقَوْا اِلَيْكُمُ السَّلَمَ এবং তোমাদের সাথে শান্তি ভাব রক্ষা করে فَمَا جَعَلَ اللّٰهُ لَكُمْ عَلَيْهِمْ سَبِيْلًا তবে আল্লাহ তোমাদেরকে তাদের প্রতি [হত্যা বা আবদ্ধ করার] কোনো পন্থা [-এর অনুমতি] দেননি।

(৯১) سَتَجِدُوْنَ اٰخَرِيْنَ তোমরা নিশ্চয় এমনও কতক লোক পাবে يُرِيْدُوْنَ যারা [প্রবঞ্চনা করে] তাও কামনা করে যে اَنْ يَّاْمَنُوْكُمْ তোমাদের হতেও নিরাপদ হয়ে থাকে وَيَاْمَنُوْا قَوْمَهُمْ এবং স্বীয় সম্প্রদায় হতেও নিরাপদ হয়ে থাকে كُلَّ مَا رُدُّوْٓا اِلَى الْفِتْنَةِ যখনই তাদেরকে দুষ্টামির [ফ্যাসাদের] প্রতি আকৃষ্ট করা হয় اُرْكِسُوْا فِيْهَا তখনই তারা তাতে পতিত হয় فَاِنْ لَّمْ يَعْتَزِلُوْكُمْ সুতরাং এ সমস্ত লোক যদি তোমাদের হতে নিবৃত্ত না থাকে وَيُلْقُوْٓا اِلَيْكُمُ السَّلَمَ এবং তোমাদের সাথে শান্তি রক্ষা না করে وَيَكُفُّوْٓا اَيْدِيَهُمْ এবং স্বীয় হস্তসমূহকে সংরুদ্ধ না রাখে فَخُذُوْهُمْ তবে তোমরা তাদেরকে ধর وَاقْتُلُوْهُمْ এবং হত্যা কর حَيْثُ ثَقِفْتُمُوْهُمْ যেখানে তাদেরকে পাও وَاُولٰٓئِكُمْ جَعَلْنَا لَكُمْ عَلَيْهِمْ سُلْطٰنًا مُّبِيْنًا এবং আমি তোমাদেরকে তাদের উপর উজ্জ্বল প্রমাণ দিয়েছি।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

(৮৮) قوله فَمَا لَكُمْ فِى الْمُنٰفِقِيْنَ فِئَتَيْنِ الخ **আয়াতের শানে নুযূল– ১ :** আবদ বিন হুমাইদ মুজাহিদ হতে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন, একদল মানুষ মক্কা থেকে বের হয়ে মদিনায় পৌছল, তখন ঈমানদাররা ধারণা করেছিল যে, তারা হয়তো হিজরত করে চলে এসেছে। অতঃপর তারা মক্কায় ফিরে যাওয়ার জন্য নবী করীম ﷺ-এর নিকট অনুমতি তলব করে এই মর্মে যে, সেখানে তাদের ব্যবসায়িক দ্রব্যাদি রয়েছে। সে গুলো নিয়ে আসবে। সে সম্পর্কে তাদের ব্যাপারে মুসলমানদের মাঝে

https://e-ilm.weebly.com/

এ মতবিরোধ দেখা দিল। কেউ বললেন যে, তারা হলো মুনাফিক, আবার কেউ বা বললেন, তারা ঈমানদার মু'মিন সুতরাং আল্লাহ তা'আলা তাদের নিফাককে প্রকাশ করে দিয়ে আলোচ্য আয়াত নাজিল করেন এবং তাদেরকে হত্যা করার নির্দেশ প্রদান করেন। –[রূহুল মা'আনী – ১০৭/৩/৫]

ইবনে জারীর যাহহাক হতে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন, একদল মানুষ রাসূল ﷺ-এর সাথে হিজরত না করে পশ্চাতে থেকে মক্কায় অবস্থান করেই ঈমানের দাবি করতে লাগল। কিন্তু তারা পরেও হিজরত করেনি। ফলে সাহাবায়ে কেরামের মাঝে তাদের সম্পর্কে মত পার্থক্যতা দেখা দিল। তখন সাহাবীগণ তাদের প্রতি আন্তরিকতা প্রকাশ করতেন এবং আর কতক সাহাবীগণ তাদের দায় মুক্তিতা প্রকাশ করতেন এবং বলতেন যে, তারা রাসূল ﷺ থেকে মুক্ত হয়েছে। পক্ষান্তরে আল্লাহ তা'আলা আলোচ্য আয়াত নাজিল করে তারা হিজরত না করা পর্যন্ত তাদের সাথে সম্পর্ক বিচ্ছিন্ন রাখার জন্য নির্দেশ দিলেন।

শানে নুযূল– ২ : বুখারী, মুসলিম তিরমিযী, নাসায়ী, আহমদ তাদের হাদীস গ্রন্থ হযরত যায়েদ বিন ছাবেত (রা.) হতে বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ ওহুদ অভিযানে বের হন, তখন যারা তাঁর সাথে বের হয়েছিল, তাদের থেকে কতকজন ফিরে আসল, সাহাবায়ে কেরাম তখন তাদের সম্পর্কে দ্বিধাবিভক্ত হয়ে পড়লেন। কেউ বলতেন তাদেরকে আমরা হত্যা করব। আবার কেউ বলতেন না, হত্যা করব না। তখন আল্লাহ তা'আলা সাহাবায়ে কেরামের পারস্পরিক বিরোধ নিরসন কল্পে আলোচ্য আয়াত নাজিল করেন।

শানে নুযূল– ৩ : হযরত আবূ সালমা বিন আব্দুর রহমান তার পিতা হতে বর্ণনা করেন যে, উক্ত আয়াত এমন সম্প্রদায় সম্পর্কে নাজিল হয়েছে, যারা মদিনার মুখামুখি দেখা হয়। তারা তাদেরকে জিজ্ঞেস করলেন, তোমাদের কি হলো তোমরা যে ফিরে যাচ্ছ? তারা বলল, আমরা মদিনার মহামারীতে আক্রান্ত হয়ে কষ্ট পোহাচ্ছি। তখন তারা বললেন, আল্লাহর রাসূল ﷺ-এর মাঝে কি তোমাদের জন্য কল্যাণ কামনা বা চারিত্র মাধুর্যতা নেই? সুতরাং কতক সাহাবী বললেন যে, তারা মুনাফিক হয়ে গিয়েছে। আর কেউ বললেন তারা মুনাফিক হয়নি। সে পরিপ্রেক্ষিতে আল্লাহ তা'আলা আলোচ্য আয়াত নাজিল করেন। –[কুরতুবী – ২৯৮/৫]

(৮৮) قوله وَدُّوا لَوْ تَكْفُرُونَ كَمَا كَفَرُوا فَتَكُونُونَ سَوَاءً الخ : **আয়াতের শানে নুযূল– ১ :** ইবনে আবূ হাতেম হযরত হাসান এর বরাত দিয়ে বর্ণনা করেন যে, সুরাকা বিন মালেক মুদলাজী তাদের নিকট বর্ণনা করে তিনি বলেন, নবী করীম ﷺ যখন ঐতিহাসিক বদর ও ওহুদ প্রান্তে বিজয়ী হন, তখন তার আশপাশের কিছু সংখ্যক লোকজন ইসলাম গ্রহণ করেন। সুরাকা বলল, আমি জানতে পারলাম যে, রাসূল ﷺ খালেদ বিন ওয়ালিদকে আমার মুদলাজ গোত্রের প্রতি প্রেরণ পরিকল্পনা গ্রহণ করেছেন। সুতরাং আমি তাঁর নিকট এসে বললাম, আমি আপনাকে উপঢৌকন প্রদান করার প্রতিশ্রুতি দিচ্ছি, রাসূল ﷺ বললেন, তোমার ইচ্ছানুযায়ী বস্তুর উপর সন্ধি আরোপ করার অধিকার দেওয়া গেল। সুরাকা বলল, আমি জানতে পারলাম আমার গোত্রের প্রতি অভিযান চালনা পরিকল্পনা গ্রহণ করেছেন। আমিও তাদেরকে সন্ধিবদ্ধ হতে পরামর্শ দিচ্ছি। রাসূল ﷺ বললেন, তোমার গোত্রবাসী যদি ইসলাম গ্রহণ করে, তাহলে তারা নিরাপদ থাকবে। আর যদি ইসলাম গ্রহণ না করে, তাহলে তোমার গোত্রবাসীকে চাপের মুখে ফেলা যাবে না। তখন রাসূল ﷺ খালেদ বিন ওয়ালিদের হাতে ধরে বললেন, তুমি তার সাথে যাও সে যে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করবে, সে সিদ্ধান্তানুপাতে তুমি কর্ম পন্থা অবলম্বন করবে। অতঃপর খালেদ বিন ওয়ালিদ (রা.) তাদের সাথে সন্ধি স্থাপন করেন এ শর্তের ভিত্তিতে যে, তারা রাসূল ﷺ-এর বিপক্ষে কাউকে কোনো প্রকারের সাহায্য সহযোগিতা করবে না। কুরাইশরাও যদি ইসলাম গ্রহণ করে, তাহলে তারাও নিরাপদে থাকবে। তখন আল্লাহ তা'আলা আলোচ্য আয়াত নাজিল করেন। –[ইবনে কাছীর : ৫৩৩/১, রূহুল মা'আনী : ১০৯/৩/৫]

শানে নুযূল– ৩ : ইবনে জারীর বর্ণনা করেন যে, ইবনে আবূ হাতেম ইকরিমার সনদে হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) হতে বর্ণনা করেন যে, আলোচ্য আয়াত হেলাল বিন ওয়াইমির আসলামী, সুরাকা বিন মালেক আল-মুদলাজী ও বনূ খুযাইমা বিন আমের সম্পর্কে অবতীর্ণ হয়েছে। –[রূহুল মা'আনী : ১০৯/৩/৫]

(৯১) قوله سَتَجِدُونَ آخَرِينَ يُرِيدُونَ أَنْ يَأْمَنُوكُمْ وَيَأْمَنُوا قَوْمَهُمْ الخ **আয়াতের শানে নুযূল– ১ :** ইবনে জারীর মুজাহিদ হতে বর্ণনা করেন যে, উক্ত আয়াত মক্কা নগরীর এমন এক সম্প্রদায় সম্পর্কে অবতীর্ণ হয়েছে, যারা কপটতা স্বরূপ ইসলাম গ্রহণ করত। অতঃপর তারা কুরাইশদের নিকট প্রত্যাবর্তন করে فَيَرْتَكِسُونَ فِي الْأَوْثَانِ তথা যার দ্বারা তার ইহজগত ও পরজগতে নিরাপত্তা বিধানের কামনায় তারা দেব-দেবির উপাসনায় আত্মনিয়োগ করত। পরবর্তীতে তারা মূর্তি পূজা বর্জন ও সংশোধিত না হলে তাদেরকে হত্যা করার নির্দেশও আল্লাহ তা'আলা অবতীর্ণ করেন। –[ইবনে কাছীর– : ৫৩৩/৩/৫]

https://e-ilm.weebly.com/

শানে নুযূল- ২ : ইবনে জারীর থেকে বর্ণনা করেন, এ আয়াত এক মক্কী কাফের সম্পর্কে অবতীর্ণ হয়েছে। কাতাদাহ বলেন, উক্ত আয়াত তেহামার কোনো গোত্র সম্পর্কে অবতীর্ণ হয়েছে। নবী করীম ﷺ-এর নিকট তারা আমান বা নিরাপত্তার জন্য আবেদন করেছিল। যাতে করে তার নবী করীম ﷺ -এবং তাদের গোত্রীয় লোকজনের নিকট নিরাপদে থাকতে পারে। মুজাহিদ বলেন, মক্কা নগরীর অন্তর্গত কোনো এক গোত্রীয় অধিবাসীদের সম্পর্কে উক্ত আয়াত নাজিল হয়েছে।

শানে নুযূল– ৩ : সুদ্দী বলেন, নুআইম বিন মাসউদ সম্পর্কে উক্ত আয়াত নাজিল হয়েছে। এ ব্যক্তি মুসলমান ও মুশরিক সকলেরই নিকটই নিরাপত্তা লাভ করার প্রচেষ্টা করতো।

শানে নুযূল– ৪ : হাসান বলেন, মুনাফিক সম্প্রদায় সম্পর্কে উক্ত আয়াত নাজিল হয়েছে।

শানে নুযূল– ৫ : কারো মতে আসাদ ও গাতফান গোত্রগুলোর সম্পর্কে অবতীর্ণ হয়েছে। তারা মদিনায় ইসলাম গ্রহণ করেছে। অতঃপর তারা নিজ দেশে ফিরে গিয়ে কুফরি প্রকাশ করেছে। সে পরিপ্রেক্ষিতে উক্ত আয়াত নাজিল হয়েছে। –[কুরতুবী : ২৯৬/৫]

قوله فَمَا لَكُمْ فِي الْمُنٰفِقِيْنَ الخ আলোচ্য আয়াতসমূহে তিনটি দলের কথা বর্ণিত হয়েছে এবং তাদের সম্পর্কে দু'টি বিধান উল্লিখিত হয়েছে। এসব দলের ঘটনাবলি নিম্নোদ্ধৃত রেওয়ায়েতগুলো থেকে জানা যাবে।

প্রথম রেওয়ায়েতে : আবদ ইবনে হুমাইদ মুজাহিদ থেকে বর্ণনা করেন, একবার কতিপয় মুশরিক মক্কা থেকে মদিনায় আগমন করে এবং প্রকাশ কর যে, তারা মুসলমান; হিজরত করে মদিনায় এসেছে। কিছুদিন পর তারা ধর্মত্যাগী হয়ে যায় এবং রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর কাছে পণ্যদ্রব্য আনার অজুহাত পেশ করে পুনরায় মক্কা চলে যায়। এরপর তারা আর ফিরে আসেনি। এদের সম্পর্কে মুসলমানদের মধ্য দ্বিমত দেখা দেয়। কেউ কেউ বলল, এরা কাফের। আর কেউ কেউ বলল, এরা মুমিন। আল্লাহ তা'আলা فَمَا لَكُمْ فِي الْمُنٰفِقِيْنَ فِئَتَيْنِ আয়াতে এদের কাফের হওয়া সম্পর্কে বর্ণনা করেছেন এবং এদেরকে হত্যা করার বিধান দিয়েছেন।

দ্বিতীয় রেওয়ায়েত : ইবনে আবী শায়বা হাসান বসরী থেকে বর্ণনা করেন যে, বদর ও ওহুদ যুদ্ধের পর সুরাকা ইবনে মালেক মুদলাজী রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর কাছে উপস্থিত হয়ে প্রার্থনা জানাল, আমাদের গোত্র বনী মুদলাজের সাথে সন্ধি স্থাপন করুন। তিনি হযরত খালেদকে সন্ধি সম্পন্ন করার জন্য সেখানে প্রেরণ করলেন। সন্ধির বিষয়বস্তু ছিল এই : আমরা রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর বিরুদ্ধে কাউকে সাহায্য করব না। কুরাইশরা মুসলমান হয়ে গেলে আমরাও মুসলমান হয়ে যাব। যেসব গোত্র আমাদের সাথে একতাবদ্ধ হবে, তারাও এ চুক্তিতে আমাদের অংশীদার।

এর পরিপ্রেক্ষিতে وَدُّوْا لَوْ تَكْفُرُوْنَ থেকে إِلَّا الَّذِيْنَ يَصِلُوْنَ পর্যন্ত আয়াত অবতীর্ণ হয়।

তৃতীয় রেওয়ায়েত : হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) থেকে বর্ণিত আছে যে, سَتَجِدُوْنَ اٰخَرِيْنَ আয়াতে আসাদ ও গাতফান গোত্রদ্বয়ের কথা বর্ণিত হয়েছে। তারা মদিনায় এসে বাহ্যতঃ নিজেদেরকে মুসলমান বলে দাবি করত এবং স্বগোত্রের কাছে বলত আমরা তো বানর ও বিচ্ছুদের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করেছি। তারাই আবার মুসলমানদের কাছে বলত, আমরা তোমাদের ধর্মে আছি।

যাহহাক, হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) থেকে বনী আবদুদ্দারেরও একই অবস্থার কথা বর্ণনা করেছেন। প্রথম ও দ্বিতীয় রেওয়ায়েত রুহুল মা'আনীতে এবং তৃতীয় রেওয়ায়েত মা'আলেমে উল্লেখ করা হয়েছে।

হযরত থানভী (র.) বলেন, তৃতীয় রেওয়ায়েতে বর্ণিত লোকদের অবস্থা প্রথমে রেওয়ায়েতে বর্ণিত লোকদের অবস্থার মতোই হয়ে গেছে অর্থাৎ, তারা যে পূর্ব থেকেই মুসলমান নয়, একথা রেওয়ায়েত থেকেই প্রমাণিত হয়ে গেছে। এ কারণেই তারা সাধারণ কাফেরদের অনুরূপ। অর্থাৎ, সন্ধিচুক্তি থাকাকালে তাদের সাথে যুদ্ধ করা চলবে না। কিন্তু সন্ধিচুক্তি না থাকা অবস্থায় যুদ্ধ করা চলবে। সে মতে প্রথম রেওয়ায়েতে বর্ণিত লোকদের সম্পর্কে দ্বিতীয় আয়াত অর্থাৎ فَإِنْ تَوَلَّوْا فَخُذُوْهُمْ وَاقْتُلُوْهُمْ গ্রেফতার করা ও হত্যা করা নির্দেশ এবং তৃতীয় আয়াত إِلَّا الَّذِيْنَ يَصِلُوْنَ শান্তি চুক্তির সময় তাদের ব্যতিক্রম বিদ্যমান রয়েছে। দ্বিতীয় রেওয়ায়েতে তাদের শান্তিচুক্তি উল্লিখিত হয়েছে। ব্যতিক্রমকে জোরদার করার জন্য পুনরায় فَإِنِ اعْتَزَلُوْكُمْ বলে দেওয়া হয়েছে।

https://e-ilm.weebly.com/

তৃতীয় রেওয়ায়েতে বর্ণিত লোকদের সম্পর্কে চতুর্থ আয়াত অর্থাৎ, سَتَجِدُوْنَ اٰخَرِيْنَ এ বর্ণনা করা হয়েছে যে, তারা যদি তোমাদের থেকে নিবৃত্ত না হয়; বরং লাড়াই করে, তবে তোমরা তাদের বিরুদ্ধে জিহাদ কর। এ থেকে বুঝা যায় যে, তারা সন্ধিচুক্তি করলে তাদের সাথে যুদ্ধ করবে না। –[বয়ানুল কুরআন]

মোটকথা এখানে তিন দল লোকের কথা উল্লিখিত হয়েছে।

১. মুসলমান হওয়ার জন্য যে সময় হিজরত করা শর্ত সাব্যস্ত হয়, সে সময় সামর্থ্য থাকা সত্ত্বেও যারা হিজরত করার পর দারুল ইসলাম ত্যাগ করে দারুল হরবে চলে যায়।
২. যারা স্বয়ং মুসলমানদের সাথে 'যুদ্ধ নয়' চুক্তি করে কিংবা এরূপ চুক্তিকারীদের সাথে চুক্তি করে।
৩. যারা সাময়িকভাবে বিপদ থেকে আত্মরক্ষার উদ্দেশ্যে শান্তিচুক্তি করে অতঃপর মুসলমানদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার আহ্বান জানানো হলে তাতে অংশগ্রহণ করে এবং চুক্তিতে কায়েম না থাকে।

প্রথম দল সাধারণ কাফেরদের মতো। দ্বিতীয় দল হত্যা ও ধরপাকড়ের আওতা বহির্ভূত এবং তৃতীয় দল প্রথম দলের অনুরূপ শাস্তির যোগ্য। এসব আয়াতে মোট দুটি বিধান উল্লিখিত হয়েছে; অর্থাৎ সন্ধিচুক্তি না থাকা কালে যুদ্ধ এবং সন্ধিচুক্তি থাকাকালে যুদ্ধ নয়।

হিজরতের বিভিন্ন প্রকার ও বিধান : حَتّٰى يُهَاجِرُوْا فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ ইসলামের প্রাথমিক যুগে কাফেরদের দেশ থেকে হিজরত করা প্রত্যেক মুসলমানদের উপর ফরজ ছিল। ১. এর কারণে যারা এ ফরজ পরিত্যাগ করত, তাদের সাথে আল্লাহ তা'আলা মুসলমানদের মতো ব্যবহার করতে নিষেধ করে দেন। মক্কা বিজিত হলে রাসূলুল্লাহ ﷺ ঘোষণা করেন لَا هِجْرَةَ بَعْدَ الْفَتْحِ। অর্থাৎ মক্কা বিজিত হয়ে যখন দারুল ইসলাম হয়ে গেল, তখন সেখান থেকে হিজরত করা ফরজ নয়। –[সহীহ বুখারী] এটা ছিল তখনকার কথা, যখন হিজরত ঈমানের শর্ত ছিল। তখন সামর্থ্য থাকা সত্ত্বেও যে ব্যক্তি হিজরত করতো না, তাকে মুসলমান মনে করা হতো না। কিন্তু পরে এ বিধান রহিত হয়ে যায়।

দ্বিতীয় প্রকার হিজরত কেয়ামত পর্যন্ত বাকি থাকবে। এ সম্পর্কে হাদীসে বলা হয়েছে : لَا تَنْقَطِعُ الْهِجْرَةُ حَتّٰى تَنْقَطِعَ التَّوْبَةُ। অর্থাৎ, যতদিন তওবা কবুল হওয়ার সময় থাকবে, ততদিন হিজরত বাকি থাকবে। –[সহীহ বুখারী]

এ হিজরত সম্পর্কে সহীহ বুখারী টীকাকার আল্লামা আইনী (র.) লিখেন : "স্থায়ী হিজরতের অর্থ হচ্ছে পাপকর্ম পরিত্যাগ করা।" যেমন, এক হাদীসে রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন اَلْمُهَاجِرُ مَنْ هَجَرَ مَا نَهَى اللّٰهُ عَنْهُ অর্থাৎ, ঐ ব্যক্তি মুহাজির, যে আল্লাহর নিষিদ্ধ বিষয় বর্জন করে। –[মিরকাত : ১]

وَلَا تَتَّخِذُوْا مِنْهُمْ وَلِيًّا وَّلَا نَصِيْرًا এ আয়াত থেকে জানা যায় যে, কাফেরদের কাছে সাহায্য প্রার্থনা করা হারাম। বর্ণিত আছে যে, আনসাররা রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর কাছে কাফেরদের বিরুদ্ধে ইহুদিদের কাছ থেকে সাহায্য চাওয়ার অনুমতি প্রার্থনা করলে তিনি বললেন : এরা দুরাচারী জাতি। তাদের প্রয়োজন আমাদের নেই। –[মাযহারী :২য় খণ্ড]

শব্দ বিশ্লেষণ

يُهَاجِرُوْنَ : সীগাহ جمع مذكر غائب বহছ مضارع معروف বাব مُفَاعَلَةٌ মাসদার اَلْمُهَاجَرَةُ মূলবর্ণ (ه . ج . ر) জিনস صحيح অর্থ– তারা হিজরত করে।

يَصِلُوْنَ : সীগাহ جمع مذكر غائب বহছ مضارع معروف বাব ضَرَبَ মাসদার اَلْوَصْلُ মূলবর্ণ (و . ص . ل) জিনস مثال واوى অর্থ– তারা পৌঁছতে পারবে না।

تَجِدُوْنَ : সীগাহ جمع مذكر حاضر বহছ مضارع معروف বাব ضَرَبَ মাসদার اَلْوُجُوْدُ মূলবর্ণ (و . ج . د) জিনস مثال واوى অর্থ– তোমরা পাও।

اُرْكِسُوْا : সীগাহ جمع مذكر غائب বহছ ماضى مجهول বাব اِفْعَالٌ মাসদার اَلْاِرْكَاسُ মূলবর্ণ (ر . ك . س) জিনস صحيح অর্থ– উল্টিয়ে দেওয়া হয়েছে।

https://e-ilm.weebly.com/

وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ اَنْ يَّقْتُلَ مُؤْمِنًا اِلَّا خَطَـًٔا ۚ وَمَنْ قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَـًٔا فَتَحْرِيْرُ رَقَبَةٍ مُّؤْمِنَةٍ وَّدِيَةٌ مُّسَلَّمَةٌ اِلٰٓى اَهْلِهٖٓ اِلَّآ اَنْ يَّصَّدَّقُوْا ۚ فَاِنْ كَانَ مِنْ قَوْمٍ عَدُوٍّ لَّكُمْ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَتَحْرِيْرُ رَقَبَةٍ مُّؤْمِنَةٍ ۚ وَاِنْ كَانَ مِنْ قَوْمٍۭ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِّيْثَاقٌ فَدِيَةٌ مُّسَلَّمَةٌ اِلٰٓى اَهْلِهٖ وَتَحْرِيْرُ رَقَبَةٍ مُّؤْمِنَةٍ ۚ فَمَنْ لَّمْ يَجِدْ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ ۫ تَوْبَةً مِّنَ اللّٰهِ ۗ وَكَانَ اللّٰهُ عَلِيْمًا حَكِيْمًا ﴿٩٢﴾

অনুবাদ : (৯২) আর কোনো মুমিনের শান এরূপ নয় যে, কোনো মুমিনকে হত্যা করে, হ্যাঁ ভ্রমবশতঃ আর যে ব্যক্তি ভ্রমবশতঃ কোনো মুমিনকে হত্যা করে, তবে তাকে একটি মুসলমান গোলাম বা দাসী আজাদ করে দিতে হবে এবং রক্ত-বিনিময় [-ও ওয়াজিব] যা নিহত ব্যক্তির বংশধরগণকে সমর্পণ করতে হবে, তবে যদি তারা ক্ষমা করে দেয়, আর যদি সেই [নিহত] ব্যক্তি এরূপ সম্প্রদায়ভুক্ত হয়, যারা তোমাদের শত্রু অথচ সে নিজে মুমিন, তবে একটি মুসলমান গোলাম বা দাসী আজাদ করতে হবে, আর যদি সে এমন সম্প্রদায়ভুক্ত হয় যে, তাদের মধ্যে ও তোমাদের মধ্যে সন্ধি-চুক্তি রয়েছে, তবে রক্ত-বিনিময় [ওয়াজিব] যা তার বংশধরগণকে সমর্পণ করতে হবে, এবং একটি মুসলমান গোলাম বা দাসী আজাদ করতে হবে, তবে যে ব্যক্তি [এটা] না পায়, তাহলে লাগাতার দুই মাস রোজা রাখবে, যা আল্লাহর পক্ষ হতে তওবা হিসেবে নির্ধারিত হয়েছে, আর আল্লাহ মহাজ্ঞানী, প্রজ্ঞাময়।

وَمَنْ يَّقْتُلْ مُؤْمِنًا مُّتَعَمِّدًا فَجَزَآؤُهٗ جَهَنَّمُ خٰلِدًا فِيْهَا وَغَضِبَ اللّٰهُ عَلَيْهِ وَلَعَنَهٗ وَاَعَدَّ لَهٗ عَذَابًا عَظِيْمًا ﴿٩٣﴾

(৯৩) আর যে ব্যক্তি মুসলমানকে স্বেচ্ছায় হত্যা করে ফেলে, তবে তার [মূল] শাস্তি [তো] জাহান্নাম ছিল- যাতে সে অনন্তকাল থাকত, [কিন্তু আল্লাহর করুণায়, ঈমানের বরকতে পরিশেষে মুক্তি পাবে]। এবং আল্লাহ তার প্রতি ক্রুদ্ধ হবেন এবং তাকে স্বীয় [বিশেষ] করুণা হতে দূরে নিক্ষেপ করবেন এবং তার জন্য ভীষণ শাস্তির ব্যবস্থা করবেন।

শাব্দিক অনুবাদ

(৯২) وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ আর কোনো মুমিনের শান এরূপ নয় যে اَنْ يَّقْتُلَ مُؤْمِنًا কোনো মুমিনকে হত্যা করে اِلَّا خَطَـًٔا হ্যাঁ ভ্রমবশতঃ وَمَنْ قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَـًٔا আর যে ব্যক্তি ভ্রমবশতঃ কোনো মুমিনকে হত্যা করে فَتَحْرِيْرُ رَقَبَةٍ مُّؤْمِنَةٍ তবে তাকে একটি মুসলমান গোলাম বা দাসী আজাদ করে দিতে হবে وَّدِيَةٌ مُّسَلَّمَةٌ اِلٰٓى اَهْلِهٖٓ এবং রক্ত-বিনিময় [-ও ওয়াজিব] যা নিহত ব্যক্তির বংশধরগণকে সমর্পণ করতে হবে اِلَّآ اَنْ يَّصَّدَّقُوْا তবে যদি তারা ক্ষমা করে দেয় فَاِنْ كَانَ مِنْ قَوْمٍ عَدُوٍّ لَّكُمْ আর যদি সেই [নিহত] ব্যক্তি এরূপ সম্প্রদায়ভুক্ত হয়, যারা তোমাদের শত্রু وَهُوَ مُؤْمِنٌ অথচ সে নিজে মুমিন فَتَحْرِيْرُ رَقَبَةٍ مُّؤْمِنَةٍ তবে একটি মুসলমান গোলাম বা দাসী আজাদ করতে হবে وَاِنْ كَانَ مِنْ قَوْمٍ আর যদি সে এমন সম্প্রদায়ভুক্ত হয় যে بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِّيْثَاقٌ তাদের মধ্যে ও তোমাদের মধ্যে সন্ধি-চুক্তি রয়েছে فَدِيَةٌ مُّسَلَّمَةٌ اِلٰٓى اَهْلِهٖ তবে রক্ত-বিনিময় [ওয়াজিব] যা তার বংশধরগণকে সমর্পণ করতে হবে وَتَحْرِيْرُ رَقَبَةٍ مُّؤْمِنَةٍ এবং একটি মুসলমান গোলাম বা দাসী আজাদ করতে হবে فَمَنْ لَّمْ يَجِدْ তবে যে ব্যক্তি [এটা] না পায় فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ তাহলে লাগাতার দুই মাস রোজা রাখবে تَوْبَةً مِّنَ اللّٰهِ যা আল্লাহর পক্ষ হতে তওবা হিসেবে নির্ধারিত হয়েছে وَكَانَ اللّٰهُ عَلِيْمًا حَكِيْمًا আর আল্লাহ মহাজ্ঞানী, প্রজ্ঞাময়।

(৯৩) وَمَنْ يَّقْتُلْ مُؤْمِنًا مُّتَعَمِّدًا আর যে ব্যক্তি মুসলমানকে স্বেচ্ছায় হত্যা করে ফেলে فَجَزَآؤُهٗ جَهَنَّمُ তবে তার [মূল] শাস্তি [তো] জাহান্নাম ছিল- خٰلِدًا فِيْهَا যাতে সে অনন্তকাল থাকত وَغَضِبَ اللّٰهُ عَلَيْهِ [কিন্তু আল্লাহর করুণায়, ঈমানের বরকতে পরিশেষে মুক্তি পাবে] এবং আল্লাহ তার প্রতি ক্রুদ্ধ হবেন وَلَعَنَهٗ এবং তাকে স্বীয় [বিশেষ] করুণা হতে দূরে নিক্ষেপ করবেন وَاَعَدَّ لَهٗ عَذَابًا عَظِيْمًا এবং তার জন্য ভীষণ শাস্তির ব্যবস্থা করবেন।

https://e-ilm.weebly.com/

يَاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْٓا اِذَا ضَرَبْتُمْ فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ فَتَبَيَّنُوْا وَلَا تَقُوْلُوْا لِمَنْ اَلْقٰٓى اِلَيْكُمُ السَّلٰمَ لَسْتَ مُؤْمِنًا تَبْتَغُوْنَ عَرَضَ الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا فَعِنْدَ اللّٰهِ مَغَانِمُ كَثِيْرَةٌ ۗ كَذٰلِكَ كُنْتُمْ مِّنْ قَبْلُ فَمَنَّ اللّٰهُ عَلَيْكُمْ فَتَبَيَّنُوْا ۗ اِنَّ اللّٰهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُوْنَ خَبِيْرًا (٩٤)

(৯৪) হে ঈমানদারগণ! যখন তোমরা আল্লাহ তা'আলার পথে বহির্গত হও, তখন প্রত্যেক কাজই তাহকীক করে করো, এবং এমন ব্যক্তিকেও যে, তোমাদের সম্মুখে আনুগত্য প্রকাশ করে এরূপ বলো না যে, তুমি মুসলমান নও, এই অবস্থায় যে, তোমরা পার্থিব জীবনের সরঞ্জাম কামনা কর, বস্তুতঃ আল্লাহর নিকট প্রচুর গনিমতের মাল রয়েছে, প্রথমে তোমরাও এরূপই ছিলে, অনন্তর আল্লাহ তোমাদের প্রতি অনুগ্রহ করেছেন, অতএব, ভেবে দেখ, নিশ্চয় আল্লাহ তোমাদের কৃতকর্মের পূর্ণ খবর রাখেন।

لَا يَسْتَوِي الْقٰعِدُوْنَ مِنَ الْمُؤْمِنِيْنَ غَيْرُ اُولِي الضَّرَرِ وَالْمُجٰهِدُوْنَ فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ بِاَمْوَالِهِمْ وَاَنْفُسِهِمْ ۚ فَضَّلَ اللّٰهُ الْمُجٰهِدِيْنَ بِاَمْوَالِهِمْ وَاَنْفُسِهِمْ عَلَى الْقٰعِدِيْنَ دَرَجَةً ۚ وَكُلًّا وَّعَدَ اللّٰهُ الْحُسْنٰى وَفَضَّلَ اللّٰهُ الْمُجٰهِدِيْنَ عَلَى الْقٰعِدِيْنَ اَجْرًا عَظِيْمًا (٩٥)

(৯৫) সমান নয়– সেই মুসলমানগণ যারা কোনো ওজর ব্যতিরেকে গৃহে বসে থাকে এবং যারা আল্লাহর পথে জিহাদ করে স্বীয় ধন-সম্পদ ও প্রাণ দিয়ে, আল্লাহ তা'আলা তাদের মর্যাদা অনেক বেশি করে দিয়েছেন, যারা স্বীয় ধন ও প্রাণ দিয়ে জিহাদ করে, গৃহে উপবিষ্টদের তুলনায় আর সকলকেই আল্লাহ তা'আলা উত্তম গৃহের প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন, আর আল্লাহ মুজাহিদদেরকে গৃহে উপবিষ্টদের তুলনায় অতি মহান পুরস্কার দিয়েছেন।

শাব্দিক অনুবাদ

(৯৪) يَاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا হে ঈমানদারগণ। اِذَا ضَرَبْتُمْ فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ যখন তোমরা আল্লাহ তা'আলার পথে বহির্গত হও। فَتَبَيَّنُوْا তখন প্রত্যেক কাজই তাহকীক করে করো। وَلَا تَقُوْلُوْا এরূপ বলো না لِمَنْ اَلْقٰى اِلَيْكُمُ السَّلٰمَ এবং এমন ব্যক্তিকেও যে, তোমাদের সম্মুখে আনুগত্য প্রকাশ করে যে لَسْتَ مُؤْمِنًا তুমি মুসলমান নও تَبْتَغُوْنَ এই অবস্থায় যে, তোমরা কামনা কর عَرَضَ الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا পার্থিব জীবনের সরঞ্জাম فَعِنْدَ اللّٰهِ مَغَانِمُ كَثِيْرَةٌ বস্তুতঃ আল্লাহর নিকট প্রচুর গনিমতের মাল রয়েছে كَذٰلِكَ كُنْتُمْ مِّنْ قَبْلُ প্রথমে তোমরাও এরূপই ছিলে فَمَنَّ اللّٰهُ عَلَيْكُمْ অনন্তর আল্লাহ তোমাদের প্রতি অনুগ্রহ করেছেন। فَتَبَيَّنُوْا অতএব, ভেবে দেখ। اِنَّ اللّٰهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُوْنَ خَبِيْرًا নিশ্চয় আল্লাহ তোমাদের কৃতকর্মের পূর্ণ খবর রাখেন।

(৯৫) لَا يَسْتَوِي সমান নয়– الْقٰعِدُوْنَ مِنَ الْمُؤْمِنِيْنَ সেই মুসলমানগণ যারা গৃহে বসে থাকে غَيْرُ اُولِي الضَّرَرِ কোনো ওজর ব্যতিরেকে وَالْمُجٰهِدُوْنَ فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ এবং যারা আল্লাহর পথে জিহাদ করে بِاَمْوَالِهِمْ وَاَنْفُسِهِمْ স্বীয় ধন-সম্পদ ও প্রাণ দিয়ে فَضَّلَ اللّٰهُ الْمُجٰهِدِيْنَ আল্লাহ তা'আলা অনেক বেশি করে দিয়েছেন بِاَمْوَالِهِمْ وَاَنْفُسِهِمْ যারা স্বীয় ধন ও প্রাণ দিয়ে জিহাদ করে عَلَى الْقٰعِدِيْنَ دَرَجَةً গৃহে উপবিষ্টদের তুলনায় তাদের মর্যাদা وَكُلًّا وَّعَدَ اللّٰهُ الْحُسْنٰى আর সকলকেই আল্লাহ তা'আলা উত্তম গৃহের প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন وَفَضَّلَ اللّٰهُ الْمُجٰهِدِيْنَ আর আল্লাহ মুজাহিদদেরকে দিয়েছেন عَلَى الْقٰعِدِيْنَ গৃহে উপবিষ্টদের তুলনায় اَجْرًا عَظِيْمًا অতি মহান পুরস্কার।

https://e-ilm.weebly.com/

https://e-ilm.weebly.com/

মাকীসের ভাইয়ের হত্যাকারী সম্পর্কে তোমাদের জানা থাকলে, সে হত্যাকারীকে মাকীসের নিকট সোপর্দ কর, নতুবা তার নিকট দিয়ত তথা রক্ত বিনময় প্রদান কর। রাসূল ﷺ-এর কাসেদ যখন তাদের নিকট পৌছেন, তখন তারা বলল, আমরা আল্লাহ ও তদ্বীয় রাসূলের অনুগামী। আল্লাহর শপথ হত্যাকারী সম্পর্কে আমাদের জানা নেই। তবে আমরা দিয়ত আদায় করব। সে মর্মে তারা তার ভাইয়ের দিয়ত স্বরূপ একশত উট প্রদান করল। সুতরাং মাকীস ও ফিহরী যখন কূবা থেকে মদিনা অভিমুখী যাত্রা করে কূবা ও মদিনার মাঝে আসল, তখন মাকীস রাসূল ﷺ-এর কাসেদ ফিহরীকে হত্যা করে মুরতাদ [ধর্মত্যাগী] হয়ে যায়। অতঃপর দিয়তের একটি উটে আরোহণ করে বাকিগুলোকে সঙ্গে নিয়ে মক্কায় গিয়ে অবস্থান করে এবং এ কবিতা আবৃত্তি করে-

قَتَلْتُ بِهٖ فِهْرًا وَحَمَلْتُ عَقْلَهٗ - سُرَاةَ بَنِي النَّجَّارِ اَرْبَابُ فَارِعٍ

حَلَلْتُ بِهٖ وَتْرِي وَاَدْرَكْتُ ثَوْرَتِيْ - وَكُنْتُ اِلَى الْاَوْثَانِ اَوَّلُ رَاجِعٍ

রাসূল (সা.) তখন ঘোষণা দিলেন, আমি তাকে হিল এবং হেরম কোথাও আমান বা নিরাপত্তা বিধান করব না। সুতরাং মক্কা বিজয়ে দিনে কা'বা গৃহ জড়িয়ে থাকাবস্থায়ই তিনি তাঁকে হত্যা করার নির্দেশ প্রদান করেন। মাকীসের এহেন নিষ্ঠুরতম আচরণের পরিপ্রেক্ষিতে আলোচ্য আয়াত নাজিল হয়েছে। -[রূহুল মা'আনী- ১১৪/৩/৫, বাহরে মুহীত : ৩৩৮/৩, ফাতহুল কাদীর : ৫০০/১, কুরতুবী ৩১৭/৫, বায়যাভী ৯০/২]

৯৪. قوله يَاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْٓا اِذَا ضَرَبْتُمْ فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ الخ **আয়াতের শানে নুযূল- ১ :** আলোচ্য আয়াতের শানে নুযূল সম্পর্কে অনেক মত পার্থক্য রয়েছে। আহমদ, তিরমিযী ও ইবনে হামীদ হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) হতে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন, বনী সুনাইম গোত্রের এক লোক সাহাবায়ে কেরামের এক জামাতের সাথে কোথাও যাচ্ছিল। তার সাথে ছিল ছাগল। ফলে সে তাদের নিকট ইসলাম প্রকাশ করল। তাঁরা বললেন, তুমি আমাদের কবল থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্যই কেবল ইসলাম প্রকাশ করছ। অতঃপর তাঁরা তাকে হত্যা করে নবী করীম ﷺ-এর নিকট তার ছাগল পাল নিয়ে আসেন তখন আলোচ্য আয়াত নাজিল করা হয়েছে।

শানে নুযূল- ২ : ইবনে জারীর সুদ্দী হতে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন, রাসূল ﷺ হযরত উসামা বিন যায়েদের নেতৃত্বে বনূ যামরার প্রতি এক অভিযান প্রেরণ করেন। তখন বনূ যুমরার মিরদাস বিন নাহিক নামক এক ব্যক্তির সাথে দেখা হয়। তার সাথে ছিল ছাগল ও লাল উট। সে জন্য পাহাড়ের এক গুহায় আশ্রয় গ্রহণ করে। উসামাও তৎক্ষণাত তার পিছু ধাওয়া করেন। অতঃপর মিরদাস তার গুহায় ছাগল পাল রেখে তাদের নিকট ফিরে এসে বলল اَلسَّلَامُ عَلَيْكُمْ اَنْ لَّا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَاَنَّ مُحَمَّدًا رَّسُوْلُ اللّٰهِ উসামা তার প্রতি কঠোরতা আরোপ করে এবং তার ছাগল বকরির জন্য তাকে হত্যা করেন। নবী করীম ﷺ যখন হযরত উসামাকে প্রেরণ করেন, তখন তিনি তাঁর প্রশংসা করে মঙ্গল কামনা করেন এবং তাঁর সঙ্গীদেরকে জিজ্ঞেসও করেন, কিন্তু যখন ফিরে আসেন তখন তার সম্পর্কে রাসূল ﷺ কাউকে জিজ্ঞেস করেননি। তখন নবী করীম ﷺ-এর নিকট উসামার সঙ্গি সাথীরা বলতে লাগলেন, হে আল্লাহর রাসূল! আমরা উসামাকে দেখলাম এক ব্যক্তি তাঁর সাথে সাক্ষাৎ করে বলল- لَا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ مُحَمَّدٌ رَّسُوْلُ اللّٰهِ তারপর তিনি তার প্রতি কঠোরতা করে তাকে হত্যা করেন। অপর দিকে নবী করীম ﷺ তাদেরকে উপেক্ষা করে যাচ্ছিলেন। উসামার প্রতি অভিযোগ যখন বেশি করে উত্থাপিত হলো, তখন তিনি উসামার প্রতি মাথা মুবারক উঠিয়ে বললেন, তুমি কোথায় আর لَا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ কোথায়। তিনি বললেন, হে আল্লাহর রাসূল! সে আত্মরক্ষার জন্য এরূপ বলেছিল, নবী করীম ﷺ জবাবে বললেন, তার কলব ফেঁড়ে কেন দেখনি? পরক্ষণেই আলোচ্য আয়াত নাজিল করা হয়েছে। -[রূহুল মা'আনী - ১১৯/৩/৫]

শানে নুযূল- ৩ : ইবনে আবী হাতেম ও বায়হাকী হাসান হতে বর্ণনা করেন, সাহাবায়ে কেরাম একদা পথ চল ছিলেন, তখন শত্রু পক্ষের কতিপয় লোকজনের মুখোমুখি হন। মুসলমানেরা তৎক্ষণাৎ তাদের উপর আক্রমণ করে তাদেরকে পরাজিত করেন এবং তাদেরই একজন মানুষকে বাঁধা হলো। অতঃপর তার সাথের মালামালের প্রত্যাশায় তার প্রতি তরবারি প্রশারিত করেন। সে ব্যক্তি তৎক্ষণাৎ বলল, আমি মুসলমান, আমি মুসলমান। তা সত্ত্বেও তার উপর তরবারি চালনা করতঃ হত্যা করে তার মালামাল তারা হস্তগত করেন। পরবর্তীতে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর নিকট এ বিষয়টি উত্থাপিত করা হয়। শুনে রাসূল বললেন তোমরা তাকে হত্যা করে ফেললে? তিনি বললেন, হে আল্লাহর রাসূল! আত্মরক্ষা করার জন্য এমনটি সে বলেছিল। রাসূল ﷺ বললেন, তুমি তার অন্তর কি ফাটিয়ে দেখেছিলে? তিনি বললেন, তা আবার কেন

https://e-ilm.weebly.com/

হে আল্লাহর রাসূল! রাসূল ﷺ বললেন, সে তার কথায় সত্যবাদী না মিথ্যাবাদী, তা জানার জন্য? তিনি বললেন এ ব্যাপারে আমি তো জানি হে আল্লাহর রাসূল! রাবী বলেন, খুব কাছাকাছি সময়ের মধ্যেই সে হত্যাকারী ইন্তেকাল করে; তখন তার সাথী সাহাবীগণ তার জন্য কবর খনন করে দাফন করেন, কিন্তু ভোরে দেখা গেল জমিন তাকে উঠিয়ে ফেলে রাখে। অতঃপর আবারো তার সাথী সাহাবীগণ তাকে দাফন করেন। কিন্তু ভোরে অমনি তার কবরের পাশেই উঠিয়ে ফেলে রাখে। হাসান রাবী বলেন, আমার জানা নেই সাহাবীগণ কতবার বলেছিলেন যে, তাকে দু'বার তিন বার তাকে দাফন করেছি। কিন্তু একবারও জমিন তাকে গ্রহণ করেনি। অতঃপর যখন দেখতে পেলাম যে, জমিন তাকে গ্রহণ করছে না, তখন তার পায়ে ধরে টেনে এ পার্বত্যাঞ্চলে তাকে ফেলে দিলাম। অতঃপর আল্লাহ আলোচ্য আয়াত নাজিল করেন। –তাফসীরে ইবনে আবী হাতেম হাদীস নং ৫৮৫৮]

শানে নুযুল– ৪ : আহমদ ও ইবনে মুনযির তাবারানী প্রমুখ আব্দুল্লাহ বিন আবী হাদরাদ আল আসলামী হতে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন, রাসূল ﷺ ইযাম -এর দিকে এক অভিযানে আমাদেরকে প্রেরণ করেন। তখন মুসলিম বাহিনীর মাঝে আমি অংশ গ্রহণ করি। সে বাহিনীতে ছিলেন আবূ কাতাদাহ আল হারিছ বিন রবয়ী ও মুহাল্লাম ইবনে জাস্‌সামাহ বিন কায়স আল লাইছী। আমরা যখন ইযাম অঞ্চলে পৌঁছলাম, তখন আমের বিন আযবাত আল আশাজায়ী রুটির থলে ও দুধের মশক সাথে নিয়ে যাচ্ছিল। সুতরাং আমাদের পাশ দিয়ে যখন অতিক্রম করে যাচ্ছিল, তখন ইসলামি রীতি অনুযায়ী সে আমাদেরকে সালাম জানালো। তখন মুহাল্লিম ইবনে জাস্‌সামাহ আক্রমণ করে তাকে হত্যা করে পারস্পরিক মতবিরোধ থাকার কারণে এবং তার সাথে যা কিছু ছিল তাও নিয়ে যায়। অতঃপর আমরা যখন রাসূল ﷺ-এর নিকট আসলাম তখন আমরা রাসূল ﷺ-কে এ বিষয়ে অবগত করলাম, সে পরিপ্রেক্ষিতে আমাদের সম্পর্কে আলোচ্য আয়াত নাজিল হয়েছে। –[রূহুল মা'আনী : ১২০/৩/৫, কুরতুবী : ৩২০/৫, বাহরে মুহীত : ৩৩৮/৩, ফাতহুল কাদীর : ৫০২/১, ইবনে কাছীর : ৫৩৮/১, ৫৪৯/৩]

শানে নুযুল– ৫ : ইবনে জারীর ও ইবনে আবী হাতেম, সুফিয়ান বিন ওয়াইনার মধ্যস্থতায় বর্ণনা করেন যে, তার ভাই ফজার তদীয় পিতার নির্দেশে হিজরত করে রাসূল ﷺ-এর নিকট চলে গেলেন। তার যাওয়ার পথে সাহাবীগণের এক জামাত তার সাথে রাতের আঁধারে তার সাক্ষাৎ হয়। আর তিনি তাদেরকে বললেন যে, আমি তো মুসলমান। তারা তা বিশ্বাস না করে তাকে হত্যা করে ফেলেন। অতঃপর তার পিতা বললেন যে, আমি রাসূল ﷺ-এর নিকট গমন করলাম। রাসূল ﷺ আমাকে এক হাজার দিনার প্রদান করেন। সে প্রেক্ষিতে আলোচ্য আয়াত নাজিল হয়েছে। –[ইবনে কাছীর : ৫৩৯/১]

(৯৫) قوله لَا يَسْتَوِى الْقٰعِدُوْنَ مِنَ الْمُؤْمِنِيْنَ الخ আয়াতের শানে নুযুল– ১ : ইমাম বুখারী (র.) হযরত ইবনে আব্বাস (রা.)-এর উদ্ধৃতি দিয়ে বর্ণনা করেন যে, আলোচ্য আয়াত اَلْقٰعِدُوْنَ বলে বদরের যুদ্ধ থেকে যারা বিরত রয়েছিল তাদেরকে বুঝানো হয়েছে এবং তাদের সম্পর্কে আলোচ্য আয়াত নাজিল হয়েছে।

শানে নুযুল– ২ : আবূ হামযা বলেন, যারা তাবুকের যুদ্ধে অংশ গ্রহণ করা থেকে বিরত ছিল তাদেরকে اَلْقٰعِدُوْنَ দ্বারা বুঝানো হয়েছে। আরো বর্ণিত আছে যে, আলোচ্য আয়াত নাজিল হয়েছে বনূ সালমা গোত্রের কা'ব ইবনে মালেক বনূ আমর ইবনে আওফ গোত্রের মুরারা বিন রাবিয়া, এবং বনী ওয়াকেফ গোত্রের রবী ও হেলাল বিন উমাইয়া, ইত্যাদি লোকজন সম্পর্কে। তারা যখন বদরের অভিযানে ও তাবুকের অভিযানে রাসূল ﷺ থেকে পশ্চাদপদ ও পিঠ টান দিয়ে থাকে, তখন তাদের সম্পর্কে আলোচ্য আয়াত নাজিল হয়েছে। –[রূহুল মা'আনী – ১২১/৫]

শানে নুযুল– ৩ : ইমাম বুখারী (র.) হযরত বারা বিন আযেবের বরাত দিয়ে বর্ণনা করেন যে, لَا يَسْتَوِى الْقٰعِدُوْنَ আয়াত যখন নাজিল হয়, তখন রাসূল ﷺ যায়েদ বিন ছাবেত (রা.) কে ডেকে এনে তা লিখিয়ে নেন। অতঃপর অন্ধ সাহাবী হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে উম্মে মাকতূম (রা.) উপস্থিত হন এবং তাঁর অক্ষমতার কথা ব্যক্ত করেন। তখন আল্লাহ তা'আলা غَيْرُ اُولِى الضَّرَرِ আয়াতাংশ নাজিল করেন। –[ইবনে কাছীর : ৫৪০/১]

যোগসূত্র : পূর্ব থেকে হত্যা ও যুদ্ধের আলোচনা চলে এসেছে। হত্যা সর্বমোট আট প্রকার। কেননা নিহত ব্যক্তি হয় মুসলমান, না হয় জিম্মি না হয় চুক্তিবদ্ধ ও অভয়প্রাপ্ত এবং না হয় দারুল হরবের কাফের হবে। এ চার অবস্থার কোনো না কোনো একটি হবেই। হত্যাকারী দুই প্রকার হয় ইচ্ছাকৃত, না হয় ভ্রমবশতঃ। অতএব, মোট প্রকার হলো আটটি : এক.

https://e-ilm.weebly.com/

মুসলমানকে ইচ্ছাকৃত হত্যা, দুই. মুসলমানকে ভ্রমবশতঃ হত্যা, তিন. জিম্মিকে ইচ্ছাকৃত হত্যা, চার. জিম্মিকে ভ্রমবশতঃ হত্যা, পাঁচ. চুক্তিবদ্ধ ব্যক্তিকে ইচ্ছাকৃত হত্যা, ছয়. চুক্তিবদ্ধ ব্যক্তিকে ভ্রমবশতঃ হত্যা, সাত. হরবী কাফেরকে ইচ্ছাকৃত হত্যা এবং আট. হরবী কাফেরকে ভ্রমবশতঃ হত্যা।

এসব প্রকারের মধ্যে কিছু সংখ্যকের বিধান পূর্বে বলা হয়েছে, আর কিছু পরে বর্ণিত হবে এবং কিছু সংখ্যকের বিধান হাদীসে উল্লিখিত রয়েছে। প্রথম প্রকারের পার্থিব বিধান অর্থাৎ, কেসাস ওয়াজিব হওয়া উল্লেখ করা হয়েছে এবং পারলৌকিক বিধান পরবর্তী আয়াত وَمَنْ يَّقْتُلْ দ্বিতীয় প্রকারের বর্ণনা وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَتَحْرِيْرُ رَقَبَةٍ থেকে وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ আয়াতে আসবে। তৃতীয় প্রকারের বিধান দারাকুতনীর হাদীসে বর্ণিত হয়েছে যে, জিম্মি হত্যার বিনিময়ে রাসূলুল্লাহ ﷺ মুসলমানের কাছ থেকে কেসাস নিয়েছেন। -[তাখরীজে হেদায়া]

চতুর্থ প্রকার وَإِنْ كَانَ مِنْ قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِّيْثَاقٌ আয়াতে উল্লিখিত হবে। পঞ্চম প্রকার পূর্ববর্তী রুকূ'র فَمَا جَعَلَ اللّٰهُ لَكُمْ عَلَيْهِمْ سَبِيْلًا বাক্যে বর্ণিত হয়েছে। ষষ্ঠ প্রকারের বিধান চতুর্থ প্রকারের সাথেই উল্লিখিত হয়েছে। কেননা مِيْثَاقٌ তথা চুক্তি অস্থায়ী ও স্থায়ী উভয় প্রকারই হতে পারে। অতএব, জিম্মিও অভয়প্রাপ্ত কাফেরের অন্তর্ভুক্ত। দুররে মোখতার গ্রন্থের দিয়তঃ অধ্যায়ের শুরুতে অভয়প্রাপ্ত উভয়ের রক্ত-বিনিময় ওয়াজিব হওয়ার মাসআলা বিশুদ্ধভাবে প্রমাণ করা হয়েছে। সপ্তম ও অষ্টম প্রকারের বিধান স্বয়ং জিহাদ আইনসিদ্ধ হওয়ার মাসআলা থেকে পূর্বেই জানা গেছে। কেননা জিহাদে দারুল হরবের কাফেরদেরকে ইচ্ছাকৃতভাবেই নিহত করা হয়। অতএব, ভ্রমবশতঃ হত্যার বৈধতা আরো সন্দেহাতীতরূপে প্রমাণিত হবে। -[বয়ানুল কুরআন]

তিন প্রকার হত্যা ও তার বিধান : عَمْد প্রথম প্রকার অর্থাৎ, ইচ্ছাকৃত হত্যা। এর সংজ্ঞা এই বাহ্যতঃ ইচ্ছা করে এমন অস্ত্র দ্বারা হত্যা করা, যা লৌহনির্মিত অথবা অঙ্গচ্ছেদনের ব্যাপারে লৌহনির্মিত অস্ত্রের মতো। যথা— ধারালো বাঁশ, ধারালো পাথর ইত্যাদি।

দ্বিতীয় প্রকার شِبْه عَمْد অর্থাৎ, ইচ্ছাকৃত হত্যার সাথে যা সাদৃশ্যপূর্ণ। এর সংজ্ঞা এই : ইচ্ছা করেই হত্যা করা, কিন্তু এমন অস্ত্র দ্বারা নয়, যা দ্বারা অঙ্গচ্ছেদ হতে পারে।

তৃতীয় প্রকার خَطَأ অর্থাৎ, ভ্রমবশতঃ হত্যা। ইচ্ছা ও ধারণায় ভ্রম হওয়া। যেমন, দূর থেকে মানুষকে শিকারী জন্তু কিংবা দারুল হরবের কাফের মনে করে লক্ষ্য স্থির করতঃ গুলি করে ফেলা কিংবা লক্ষ্যচ্যুতি ঘটা। যেমন, জন্তুকে লক্ষ্য করেই তীর অথবা গুলি ছোঁড়া, কিন্তু তা কোনো মানুষের গায়ে লেগে যাওয়া। এগুলো সব ভ্রমবশতঃ হত্যার অন্তর্ভুক্ত।

এখানে ভ্রম বলে 'ইচ্ছা নয়' বুঝানো হয়েছে। অতএব, দ্বিতীয় ও তৃতীয় উভয় প্রকার হত্যাই এর অন্তর্ভুক্ত। উভয় প্রকারের মধ্যে গুনাহ ও রক্ত-বিনিময় বিভিন্ন রকম। দ্বিতীয় প্রকারের রক্ত-বিনিময় হচ্ছে একশ উট। উটগুলো চার প্রকারের হবে। অর্থাৎ, প্রত্যেক প্রকারে পাঁচটি করে উট থাকবে। তৃতীয় প্রকারের রক্ত বিনিময়ও একশ উট। কিন্তু উটগুলো হবে পাঁচ প্রকারের। অর্থাৎ প্রত্যেক প্রকারে বিশটি করে উট থাকবে। তবে রক্ত-বিনিময় মুদ্রার মাধ্যমে দিলে উভয় প্রকার দশ হাজার দিরহাম অথবা এক হাজার দিনার দিতে হবে। ইচ্ছার কারণে দ্বিতীয় প্রকারের গুনাহ বেশি এবং তৃতীয় প্রকারের গুনাহ কম। অর্থাৎ, শুধু অসাবধনাতার গুনাহ হবে। -[হিদায়া] ক্রীতদাস মুক্তকরণ ওয়াজিব হওয়া এবং তওবা শব্দ দ্বারা একথা বুঝা যায়। উপরিউক্ত তিন প্রকারের হত্যার যে স্বরূপ বর্ণিত হলো, তা পার্থিব বিধানের দিক দিয়ে। গুনাহর দিক দিয়ে ইচ্ছাকৃত ও অনিচ্ছাকৃত হওয়া আন্তরিক ইচ্ছার উপর নির্ভরশীল। শাস্তিবাণীও এরই উপর নির্ভরশীল। আল্লাহ তা'আলা জানেন, এদিক দিয়ে প্রথম প্রকার অনিচ্ছাকৃত এবং দ্বিতীয় প্রকার ইচ্ছাকৃত হওয়ার সম্ভাবনাও রয়েছে।

- রক্ত বিনিময়ের উপরিউক্ত পরিমাণ তখনই প্রযোজ্য হবে, যখন নিহত ব্যক্তি পুরুষ হবে। পক্ষান্তরে মহিলা হলে এর পরিমাণ হবে অর্ধেক। -[হিদায়া]
- মুসলমান ও জিম্মির রক্ত-বিনিময় সমান। রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন : دِيَةُ كُلِّ ذِيْ عَهْدٍ فِيْ عَهْدِهٖ اَلْفُ دِيْنَارٍ -[হিদায়া, আবূ দাউদ]
- কাফফারা অর্থাৎ, ক্রীতদাস মুক্ত করা কিংবা রোজা রাখার স্বয়ং হত্যাকারীর করণীয় এবং রক্ত-বিনিময় হত্যাকারীর স্বজনদের জিম্মায় ওয়াজিব। শরিয়তের পরিভাষায় তাদেরকে 'আকেলা' বলা হয়। -[বয়ানুল কুরআন]

https://e-ilm.weebly.com/

এখানে প্রশ্ন করা উচিত হবে না যে, হত্যাকারীর অপরাধের বোঝা তার স্বজনদের উপর কেন চাপানো হয়? তারা তো নিরপরাধ। এর কারণ এই যে, হত্যাকারীর স্বজনরাও দোষী। তারা তাকে এ ধরনের উচ্ছৃঙ্খল কাজ-কর্মে বাধা দেয়নি। রক্ত-বিনিময়ের ভয়ে ভবিষ্যতে তারা তার দেখাশোনা করতে ত্রুটি করবে না।

- কাফফারায় বাঁদী ও ক্রীতদাস সমান। رَقَبَةٍ শব্দে উভয়কেই বুঝানো হয়েছে। তবে তাদের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ নিখুঁত হতে হবে।
- নিহত ব্যক্তির রক্ত বিনিময় তার ওয়ারিশদের মধ্যে বণ্টন করা হবে। কোনো ওয়ারিশ স্বীয় অংশ মাফ করে দিলে সে পরিমাণ মাফ হয়ে যাবে। সবাই মাফ করে দিলে সম্পূর্ণ মাফ হয়ে যাবে।
- যে নিহত ব্যক্তির কোনো ওয়ারিশ নেই: তার রক্ত বিনিময় বায়তুল মাল তথা সরকারি কোষাগারে জমা হবে। কেননা, রক্ত-বিনিময় ত্যাজ্য সম্পত্তির বিধান তাই। –[বয়ানুল কুরআন]
- চুক্তিবদ্ধ সম্প্রদায় [জিম্মি অথবা অভয়প্রাপ্ত] এর ক্ষেত্রে যে রক্ত-বিনিময় ওয়াজিব হয়, বাহ্যতঃ তা তখনই হয়, যখন জিম্মি কিংবা অভয়প্রাপ্তের পরিবার-পরিজন বিদ্যমান থাকে। পক্ষান্তরে যদি তার পরিবার পরিজন বিদ্যমান না থাকে কিংবা তারা অমুসলমান হয়; মুসলমান কাফেরের ওয়ারিশ হতে পারে না বলে এরূপ পরিবার-পরিজন বিদ্যমান থাকা না থাকারই শামিল– এমন ক্ষেত্রে জিম্মি হলে তার রক্ত-বিনিময় বায়তুল মালে জমা হবে। কেননা জিম্মি বে-ওয়ারিশের ত্যাজ্য সম্পত্তি রক্ত-বিনিময়সহ বায়তুল মালে যায়। –[দুররে মুখতার]
- নিহত ব্যক্তি জিম্মি না হলে রক্ত বিনিময় ওয়াজিব হবে না। –[বয়ানুল কুরআন]
- কাফফারার রোজায় যদি রোগ-ব্যাধির উপর্যুপরিতা ক্ষুণ্ন হয়, তবে প্রথম থেকে রোজা রাখতে হবে। অবশ্য মহিলাদের ঋতুস্রাবের কারণে যে রোজা ভাঙ্গতে হয় তাতে উপর্যুপরিতা ক্ষুণ্ন হবে না।
- ওজরবশতঃ রোজা রাখতে সক্ষম না হলে সক্ষম হওয়া পর্যন্ত তওবা করবে।
- ইচ্ছাকৃত হত্যার বেলায় কাফফারা নেই– তওবা করা উচিত। –[বয়ানুল কুরআন]

মুসলমান মনে করার জন্য ইসলামি লক্ষণাদিই যথেষ্ট : উল্লিখিত তিনটি আয়াতের মধ্যে প্রথম আয়াতের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে যে, কেউ মুসলমান বলে নিজেকে পরিচয় দিলে অনুসন্ধান ব্যতিরেকে তার উক্তিকে কপটতা মনে করা কোনো মুসলমানের জন্যই বৈধ নয়। এ ব্যাপারে কোনো কোনো সাহাবী থেকে ভুল সংঘটিত হওয়ার কারণে আলোচ্য আয়াতটি অবতীর্ণ হয়।

ঘটনার তদন্ত না করে সিদ্ধান্ত নেওয়া বৈধ নয় : আলোচ্য আয়াতের প্রথম বাক্যে একটি সাধারণ নির্দেশ রয়েছে যে, মুসলমানেরা কোনো কাজ সত্যাসত্য যাচাই না করে শুধু ধারণার বশবর্তী হয়ে করবে না। বলা হয়েছে : إِذَا ضَرَبْتُمْ فِي سَبِيلِ اللّٰهِ فَتَبَيَّنُوْا অর্থাৎ, তোমরা যখন আল্লাহর পথে সফর কর, তখন সত্যাসত্য অনুসন্ধান করে সব কাজ করো। শুধু ধারণার বশবর্তী হয়ে কাজ করলে প্রায়ই ভুল হয়ে যায়। সংশ্লিষ্ট ঘটনাবলি সফরে সংঘটিত হয়েছিল বলে আয়াতে সফর উল্লেখ করা হয়েছে। কিংবা এর কারণ এও হতে পারে যে, সাধারণতঃ সফরে থাকা অবস্থায় অন্যের ব্যাপারে সন্দেহ দেখা দেয়। নিজ শহরে অন্যের অবস্থা সাধারণত জানা থাকে। তাই আসল নির্দেশটি ব্যাপক। অর্থাৎ, সফরে হোক কিংবা বাসস্থানে হোক, সর্বত্রই খোঁজ-খবর না নিয়ে কোনো পদক্ষেপ গ্রহণ করা বৈধ নয়। এক হাদীসে বলা হয়েছে : ভেবে চিন্তে কাজ করা আল্লাহর পক্ষ থেকে এবং তড়িঘড়ি কাজ করা শয়তানের পক্ষ থেকে। –[বাহরে মুহীত]

কেবলার অনুসারীকে কাফের না বলার তাৎপর্য : এ আয়াত থেকে একটি গুরুত্বপূর্ণ মাসআলা জানা গেল যে, যে ব্যক্তি নিজেকে মুসলমানরূপে পরিচয় দেয়, কালিমা পাঠ করে কিংবা অন্য কোনো ইসলামি বৈশিষ্ট্য যথা নামাজ, আজান ইত্যাদিতে যোগদান করে, তাকে মুসলমান মনে করা প্রত্যেকে মুসলমানের অবশ্য কর্তব্য তার সাথে মুসলমানদের মতোই ব্যবহার করতে হবে এবং সে আন্তরিকভাবে মুসলমান হয়েছে না কোনো স্বার্থসিদ্ধির উদ্দেশ্যে ইসলাম গ্রহণ করেছে, একথা প্রমাণ করার জন্য অপেক্ষা করতে হবে না।

এছাড়া এ ব্যাপারে তার কাজকর্মের উপরও উপরিউক্ত নির্দেশ নির্ভরশীল হবে না। মনে করুন, সে নামাজ পড়ে না, রোজা রাখে না এবং সর্বপ্রকার গুনাহে জড়িত, তবুও তাকে ইসলাম বহির্ভূত বলার কিংবা তার সাথে কাফেরের মতো ব্যবহার

https://e-ilm.weebly.com/

করার অধিকার কারো নেই। এ কারণেই ইমাম আবূ হানীফা (র.) বলেন 'আমরা কেবলার অনুসারীকে কোনো পাপ কার্যের কারণে কাফের সাব্যস্ত করি না' কোনো কোনো হাদীসে এ জাতীয় উক্ত বর্ণিত আছে যে, যত গুনাহগার দুষ্কর্মীই হোক, কেবলার অনুসারীকে কাফের বলো না।

কিন্তু এখানে একটি বিষয় বিশেষভাবে প্রণিধানযোগ্য ও স্মরণযোগ্য যে, যে ব্যক্তি নিজেকে মুসলমান বলেন, কুরআন ও হাদীস অনুযায়ী তাকে কাফের বলা বা মনে করা বৈধ নয়। এর সুস্পষ্ট অর্থ এই যে, কুফরের নিশ্চিত লক্ষণ, এরূপ কোনো কথা বা কাজ যতক্ষণ তার দ্বারা সংঘটিত না হবে, ততক্ষণ তার ইসলামের স্বীকারোক্তিকে বিশুদ্ধ মনে করা হবে এবং তাকে মুসলমানই বলা হবে। তার সাথে মুসলমানের মতোই ব্যবহার করা হবে এবং তার আন্তরিক অবস্থা নিয়ে আলোচনা করার অধিকার কারো থাকবে না।

কিন্তু যে ব্যক্তি ইসলাম ও ঈমান প্রকাশ করার সাথে সাথে কিছু কুফরি কালেমাও বকাবকি করে, অথবা প্রতিমাকে আভূমি নত হয়ে প্রণাম করে কিংবা ইসলামের কোনো অকাট্য ও স্বতঃসিদ্ধ নির্দেশ অস্বীকার করে কিংবা কাফেরদের কোনো ধর্মীয় বৈশিষ্ট্য অবলম্বন করে; যেমন গলায় পৈতা পরা ইত্যাদি, তবে তাকে সন্দেহাতীতভাবে কুফরি কাজকর্মের কারণে কাফের আখ্যা দেওয়া হবে। আলোচ্য আয়াতের শব্দে এদিকেই ইঙ্গিত রয়েছে। নতুবা ইহুদি ও খ্রিস্টান সবাই নিজেকে মুমিন, মুসলমান বলত। মুসায়লামা কাযযাব শুধু কালিমার স্বীকারোক্তিই নয়; ইসলামি বৈশিষ্ট্য, যথা নামাজ, আজান ইত্যাদিরও অনুগামী ছিল। আজানে, আশহাদু আল্লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু, এর সাথে আশহাদু আন্না মুহাম্মাদার রাসূলুল্লাহও উচ্চারণ করত। কিন্তু সাথে সাথে সে নিজেকেও নবী-রাসূল ও ওহীর অধিকারী বলে দাবি করত, যা কুরআন ও সুন্নাহর প্রকাশ্য বিরুদ্ধাচারণ। এ কারণেই তাকে ধর্মত্যাগী সাব্যস্ত করা হয় এবং সাহাবায়ে কেরামের ইজমা তথা সর্বসম্মতিক্রমে তার বিরুদ্ধে জিহাদ করে তাকে হত্যা করা হয়।

মোটামুটি মাসআলা হলো এই যে, প্রত্যেক কালিমা উচ্চারণকারী কেবলার অনুসারীকে মুসলমান মনে কর। তার অন্তরে কি আছে, তা খোঁজাখুঁজি করার প্রয়োজন নেই, অন্তরে বিষয় আল্লাহর হাতে সমর্পণ কর। তবে ঈমান প্রকাশের সাথে সাথে ঈমান বিরোধী কোনো কাজ সংঘটিত হলে তাকে মুরতাদ অর্থাৎ ধর্মত্যাগী মনে কর। এ জন্য শর্ত এই যে, কাজটি যে ঈমান বিরোধী, তা অকাট্য ও নিশ্চিত হতে হবে। এতে কোনোরূপ দ্ব্যর্থতার অবকাশ না থাকা চাই।

শব্দ বিশ্লেষণ

يَصَّدَّقُوا : সীগাহ جمع مذكر غائب বহছ مضارع معروف বাব تَفَعُّلٌ মাসদার اَلتَّصَدُّقُ মূলবর্ণ (ص . د . ق) জিনস صحيح অর্থ– তারা সমর্থন করে।

تَبْتَغُوْنَ : সীগাহ جمع مذكر حاضر বহছ مضارع معروف বাব اِفْتِعَالٌ মাসদার اَلْاِبْتِغَاءُ মূলবর্ণ (ب . غ . ى) জিনস ناقص يائى অর্থ– তোমরা চাও।

مَغَانِمُ : শব্দটি বহুবচন, একবচন مَغْنَمٌ অর্থ– গনিমত।

أُوْلِي الضَّرَرِ : এখানে أولى এটি (খেলাফে কেয়াস) ذو-এর বহুবচন, ضَرَرٌ এটি একবচন, বহুবচন اَضْرَارٌ অর্থ– ক্ষতি।

https://e-ilm.weebly.com/

دَرَجٰتٍ مِّنْهُ وَمَغْفِرَةً وَّرَحْمَةً ؕ وَكَانَ اللّٰهُ غَفُوْرًا رَّحِيْمًا ﴿٩٦﴾

অনুবাদ : (৯৬) অর্থাৎ বহু পদমর্যাদা যা আল্লাহর নিকট হতে প্রাপ্ত হবে এবং ক্ষমা ও করুণা, আর আল্লাহ তা'আলা অতীব ক্ষমাশীল, পরম করুণাময়।

اِنَّ الَّذِيْنَ تَوَفّٰىهُمُ الْمَلٰٓئِكَةُ ظَالِمِيْٓ اَنْفُسِهِمْ قَالُوْا فِيْمَ كُنْتُمْ ؕ قَالُوْا كُنَّا مُسْتَضْعَفِيْنَ فِي الْاَرْضِ ؕ قَالُوْٓا اَلَمْ تَكُنْ اَرْضُ اللّٰهِ وَاسِعَةً فَتُهَاجِرُوْا فِيْهَا ؕ فَاُولٰٓئِكَ مَاْوٰىهُمْ جَهَنَّمُ ؕ وَسَآءَتْ مَصِيْرًا ﴿٩٧﴾

(৯৭) নিশ্চয় যখন ফেরেশতাগণ এরূপ লোকদের রূহ কবজ করেন– যারা [ক্ষমতা থাকা সত্ত্বেও হিজরত না করে] নিজেদেরকে পাপী করে রেখেছিল– তখন ফেরেশতা তাদেরকে বলবেন যে, তোমরা [ধর্মের] কোন কর্মে ছিলে? তারা [উত্তরে] বলবে, আমরা জমিনে সম্পূর্ণ প্রভাবান্বিত ছিলাম, ফেরেশতাগণ বলবে, আল্লাহর দুনিয়া কি প্রশস্ত ছিল না? তোমাদের উচিত ছিল স্বদেশ পরিত্যাগ করে তাতে চলে যাওয়া, অতএব, তাদের ঠিকানা হবে জাহান্নাম। আর তা নিকৃষ্ট গন্তব্যস্থান।

اِلَّا الْمُسْتَضْعَفِيْنَ مِنَ الرِّجَالِ وَالنِّسَآءِ وَالْوِلْدَانِ لَا يَسْتَطِيْعُوْنَ حِيْلَةً وَّلَا يَهْتَدُوْنَ سَبِيْلًا ﴿٩٨﴾

(৯৮) কিন্তু যে সমস্ত পুরুষ ও নারী এবং শিশু [হিজরত করতে] এমন অক্ষম যে, তারা কোনো উপায়ই অবলম্বন করতে পারে না এবং পথ সম্বন্ধেও জ্ঞাত নয়,

فَاُولٰٓئِكَ عَسَى اللّٰهُ اَنْ يَّعْفُوَ عَنْهُمْ ؕ وَكَانَ اللّٰهُ عَفُوًّا غَفُوْرًا ﴿٩٩﴾

(৯৯) সুতরাং তাদের জন্য আশা করা যায় যে, আল্লাহ তা'আলা তাদেরকে মাফ করে দিবেন, এবং আল্লাহ অতিশয় মার্জনাকারী, অতীব ক্ষমাশীল।

শাব্দিক অনুবাদ

(৯৬) دَرَجٰتٍ مِّنْهُ অর্থাৎ বহু পদমর্যাদা যা আল্লাহর নিকট হতে প্রাপ্ত হবে وَمَغْفِرَةً وَّرَحْمَةً এবং ক্ষমা ও করুণা। وَكَانَ اللّٰهُ غَفُوْرًا رَّحِيْمًا আর আল্লাহ তা'আলা অতীব ক্ষমাশীল, পরম করুণাময়।

(৯৭) اِنَّ الَّذِيْنَ تَوَفّٰىهُمُ الْمَلٰٓئِكَةُ নিশ্চয় যখন ফেরেশতাগণ এরূপ লোকদের রূহ কবজ করেন– ظَالِمِيْٓ اَنْفُسِهِمْ যারা [ক্ষমতা থাকা সত্ত্বেও হিজরত না করে] নিজেদেরকে পাপী করে রেখেছিল– قَالُوْا তখন ফেরেশতা তাদেরকে বলবে যে, فِيْمَ كُنْتُمْ তোমরা [ধর্মের] কোন কর্মে ছিলে? قَالُوْا তারা [উত্তরে] বলবে كُنَّا مُسْتَضْعَفِيْنَ فِي الْاَرْضِ আমরা জমিনে সম্পূর্ণ প্রভাবান্বিত ছিলাম। قَالُوْا ফেরেশতাগণ বলবেন اَلَمْ تَكُنْ اَرْضُ اللّٰهِ وَاسِعَةً আল্লাহর দুনিয়া কি প্রশস্ত ছিল না? فَتُهَاجِرُوْا فِيْهَا তোমাদের উচিত ছিল স্বদেশ পরিত্যাগ করে তাতে চলে যাওয়া فَاُولٰٓئِكَ مَاْوٰىهُمْ جَهَنَّمُ অতএব, তাদের ঠিকানা হবে জাহান্নাম। وَسَآءَتْ مَصِيْرًا আর তা নিকৃষ্ট গন্তব্যস্থান।

(৯৮) اِلَّا الْمُسْتَضْعَفِيْنَ مِنَ الرِّجَالِ وَالنِّسَآءِ وَالْوِلْدَانِ কিন্তু যে সমস্ত পুরুষ ও নারী এবং শিশু [হিজরত করতে] এমন অক্ষম যে لَا يَسْتَطِيْعُوْنَ حِيْلَةً তারা কোনো উপায়ই অবলম্বন করতে পারে না وَّلَا يَهْتَدُوْنَ سَبِيْلًا এবং পথ সম্বন্ধেও জ্ঞাত নয়,

(৯৯) فَاُولٰٓئِكَ সুতরাং তাদের জন্য عَسَى اللّٰهُ اَنْ يَّعْفُوَ عَنْهُمْ আশা করা যায় যে, আল্লাহ তা'আলা তাদেরকে মাফ করে দিবেন وَكَانَ اللّٰهُ عَفُوًّا غَفُوْرًا এবং আল্লাহ অতিশয় মার্জনাকারী, অতীব ক্ষমাশীল।

https://e-ilm.weebly.com/

وَمَنْ يُّهَاجِرْ فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ يَجِدْ فِي الْاَرْضِ مُرٰغَمًا كَثِيْرًا وَّسَعَةً ؕ وَمَنْ يَّخْرُجْ مِنْۢ بَيْتِهٖ مُهَاجِرًا اِلَى اللّٰهِ وَرَسُوْلِهٖ ثُمَّ يُدْرِكْهُ الْمَوْتُ فَقَدْ وَقَعَ اَجْرُهٗ عَلَى اللّٰهِ ؕ وَكَانَ اللّٰهُ غَفُوْرًا رَّحِيْمًا ﴿١٠٠﴾

(১০০) আর যে ব্যক্তি আল্লাহর পথে হিজরত করবে, ভূপৃষ্ঠে সে যাওয়ার বহু স্থান পাবে এবং [ধর্ম প্রকাশেরও] বহু সুযোগ পাবে। আর যে ব্যক্তি স্বীয় গৃহ হতে এই উদ্দেশ্যে বহির্গত হয় যে, আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের দিকে হিজরত করবে, অতঃপর তার মৃত্যু হয়, তথাপিও আল্লাহর নিকট তার ছওয়াব সাব্যস্ত হয়ে গেছে. আর আল্লাহ অতিশয় ক্ষমাশীল, পরম করুণাময়।

وَاِذَا ضَرَبْتُمْ فِي الْاَرْضِ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ اَنْ تَقْصُرُوْا مِنَ الصَّلٰوةِ ۖ اِنْ خِفْتُمْ اَنْ يَّفْتِنَكُمُ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا ؕ اِنَّ الْكٰفِرِيْنَ كَانُوْا لَكُمْ عَدُوًّا مُّبِيْنًا ﴿١٠١﴾

(১০১) আর যখন তোমরা জমিনে সফর কর তখন তোমাদের তাতে কোনো পাপ হবে না যে, তোমরা [জোহর, আছর ও ইশার ফরজ] নামাজ [-এর রাকাত] -কে কম করে দাও, যদি তোমাদের এই আশঙ্কা হয় যে, কাফেররা তোমাদেরকে বিব্রত করবে, নিঃসন্দেহে কাফেররা তোমাদের প্রকাশ্য শত্রু।

শাব্দিক অনুবাদ

(১০০) وَمَنْ يُّهَاجِرْ فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ আর যে ব্যক্তি আল্লাহর পথে হিজরত করবে يَجِدْ فِي الْاَرْضِ ভূপৃষ্ঠে সে পাবে مُرٰغَمًا كَثِيْرًا যাওয়ার বহু স্থান وَّسَعَةً এবং [ধর্ম প্রকাশেরও] বহু সুযোগ পাবে وَمَنْ يَّخْرُجْ مِنْۢ بَيْتِهٖ আর যে ব্যক্তি স্বীয় গৃহ হতে এই উদ্দেশ্যে বহির্গত হয় যে مُهَاجِرًا اِلَى اللّٰهِ وَرَسُوْلِهٖ আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের দিকে হিজরত করবে ثُمَّ يُدْرِكْهُ الْمَوْتُ অতঃপর তার মৃত্যু হয় فَقَدْ وَقَعَ اَجْرُهٗ عَلَى اللّٰهِ তথাপিও আল্লাহর নিকট তার ছওয়াব সাব্যস্ত হয়ে গেছে وَكَانَ اللّٰهُ غَفُوْرًا رَّحِيْمًا আর আল্লাহ অতিশয় ক্ষমাশীল, পরম করুণাময়।

(১০১) وَاِذَا ضَرَبْتُمْ فِي الْاَرْضِ আর যখন তোমরা জমিনে সফর কর فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ তখন তোমাদের তাতে কোনো পাপ হবে না যে اَنْ تَقْصُرُوْا مِنَ الصَّلٰوةِ তোমরা [জোহর, আছর ও ইশার ফরজ] নামাজ [-এর রাকাত] -কে কম করে দাও اِنْ خِفْتُمْ যদি তোমাদের এই আশঙ্কা হয় যে اَنْ يَّفْتِنَكُمُ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا কাফেররা তোমাদেরকে বিব্রত করবে اِنَّ الْكٰفِرِيْنَ كَانُوْا لَكُمْ নিঃসন্দেহে কাফেররা তোমাদের عَدُوًّا مُّبِيْنًا প্রকাশ্য শত্রু।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

(৯৭) قوله اِنَّ الَّذِيْنَ تَوَفّٰهُمُ الْمَلٰٓئِكَةُ ظَالِمِيْٓ اَنْفُسِهِمْ الخ **আয়াতের শানে নুযূল– ১ :** ইমাম তাবারানী (র.) হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) হতে বর্ণনা করেন যে, মক্কার এক গোত্র ছিল, যারা ইসলাম গ্রহণ করেছিল। অতঃপর রাসূলুল্লাহ ﷺ যখন হিজরত করেন, তখন রাসূল ﷺ-এর হিজরত করাকে পছন্দ করেনি; বরং তারা ভয় করে তাদের সম্পর্কে আলোচ্য আয়াত নাজিল করা হয়েছে। –[লুবাবুন নুকূল পৃ. ৯৪]

শানে নুযূল– ২ : ইবনে জারীর যাহহাক হতে বর্ণনা করেন, তারা হলো মক্কায় অবস্থানকারী মুনাফিক সম্প্রদায়, যারা রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সাথে মদিনাভিমুখে হিজরত করেনি; বরং তারা কুরাইশদের সহযোগিতায় রাসূল ﷺ মোকাবিলায় বদর অভিযানে অংশগ্রহণ করে। ফলে তাদের থেকে যারা নিহত হওয়ার নিহত হলো। তাদের এহেন দুঃখজনক পরিণতি সম্পর্কে বর্ণনা দিয়ে আল্লাহ তা'আলা আলোচ্য আয়াত নাজিল করেন। –[রূহুল মা'আনী : ১২৫/৩/৫, বাহরে মুহীত : ৩৪/৭/৩]

https://e-ilm.weebly.com/

শানে নুযূল– ৩ : ইকরিমা বলেন, বদর প্রান্তরে নিহত পাঁচজন সম্পর্কে আলোচ্য আয়াত নাজিল হয়েছে। তারা হলো ১. কায়স বিন নায়েহা বিন মুগীরাহ, ২. হারেছ বিন যুমআহ বিন আসওয়াদ বিন আসাদ, ৩. কাইস বিন ওয়ালীদ বিন মুগীরা, ৪. আবুল আসী বিন মুনাব্বিহ বিন হাজ্জাজ, ৫. আলী বিন উমাইয়্যা বিন খালাফ। তাদের সম্পর্কে আল্লাহ তা'আলা আলোচ্য আয়াত নাজিল করেন। –[লুবাবুন নুকূল পৃ. ৯৪]

শানে নুযূল– ৪ : কারো মতে মক্কাবাসীদের কিছু সংখ্যক মানুষ ইসলাম গ্রহণ করেছে। পরবর্তীতে রাসূল ﷺ যখন হিজরত করেন, তখন তারা হিজরত না করে নিজ গোত্রীয় লোকজনের সাথে মক্কায়ই থেকে যায়। ফলে তাদের মধ্যে কতকজন, গোত্রীয় লোকজন দ্বারা নির্যাতিতও হয়। পরবর্তীতে বদর অভিযানের সময় যখন হলো, তখন কতিপয় মুসলমান কাফেরদের সাথে বদরে অংশ গ্রহণ করে। এবং বদর প্রান্তরে নিহত হয়। তাদের সম্পর্কে আল্লাহ তা'আলা আলোচ্য আয়াত নাজিল করেন।

শানে নুযূল– ৫ : সুদ্দী বলেন, আব্বাস, আকীল ও নাওফল তারা যখন বন্দী হয়ে আসে, তখন রাসূল ﷺ হযরত আব্বাস (রা.) কে লক্ষ্য করে বলেন, হে আব্বাস! তোমাকে এবং তোমার ভাইকে মুক্তিপণ দিয়ে ছাড়িয়ে নিয়ে যাও। তখন তিনি বললেন, হে আল্লাহর রাসূল! আমরা কি আপনার কেবলার দিক হয়ে নামাজ পড়িনি? আপানার প্রতি কি সাক্ষ্য প্রদান করিনি? রাসূল ﷺ বললেন, হে আব্বাস! তোমরা প্রতিপক্ষ হয়ে এসেছ। কাজেই তোমরা প্রতি পক্ষ হয়ে গেছ। অতঃপর أَلَمْ تَكُنْ أَرْضُ اللَّهِ وَاسِعَةً আয়াতাংশটি নাজিল হয়েছে।

শানে নুযূল– ৬ : ইবনে জারীর, মুনযির আবি হাতেম ও মারদুভিয়া হযরত আব্বাস (রা.)-এর উদ্ধৃতি দিয়ে বর্ণনা করেন, মক্কাবাসীর এক সম্প্রদায় ইসলাম গ্রহণ করে, তবে তারা ইসলামকে অবজ্ঞা প্রদর্শন করে। ফলে মুশরিকরা তাদেরকে সাথে করে বদর অভিযানে নিয়ে আসে। এতে করে তাদের কেউ আহত হলো, কেউ নিহত হলো। তখন মুসলমানরা বলল, এরাতো আমাদের মুসলিম সাথি ছিল। এদের বাধ্য করা হয়েছে, কাজেই তাদের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা কর। তখন আলোচ্য আয়াত নাজিল হয়। –[ফাতহুল কাদীর : ৫০৬/১]

(১০০) قوله وَمَنْ يَخْرُجْ مِنْ بَيْتِهِ مُهَاجِرًا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ الخ **আয়াতের শানে নুযূল– :** ইবনে আবি হাতেম, হিশাম ইবনে উরওয়া কর্তৃক বর্ণিত এক হাদীস বর্ণনা করেন, যুবাইর বিন আওয়াম বলেছেন, খালেদ বিন হেজাম বিন খুআইলিদ হযরত খাদিজা (রা.)-এর ভাতিজা আবেসিনিয়া অভিমুখে হিজরত করেন, রাস্তার মাঝে বিষধর সাপ তাকে দংশন করার কারণে পথিমধ্যেই ইন্তেকাল করেন। হিজরত করার অবস্থায় খালেদ বিন হেজাম এর মৃত্যু সংঘটিত হওয়া সম্পর্কে আলোচ্য আয়াত নাজিল হয়েছে।

শানে নুযূল– ২ : ইবনে আবী হাতেম হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) হতে বর্ণনা করেন যে, যুমরা বিন জুন্দাব (রা.) রাসূল ﷺ-এর প্রতি যাত্রা করেন। রাসূল ﷺ-এর নিকট পৌছার পূর্বেই রাস্তায় ইন্তেকাল করেন। তখন আলোচ্য আয়াত নাজিল হয়। –[ইবনে কাছীর : ৫৪৩/১, কুরতুবী : ৩৩১/৫]

শানে নুযূল– ৩ : হযরত কাতাদাহ (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন إِنَّ الَّذِينَ تَوَفَّاهُمُ الْمَلَائِكَةُ আয়াত যখন নাজিল হয়, তখন একজন অসুস্থ ঈমানদার অন্যান্য মুসলমানদেরকে বললেন যে, আল্লাহর শপথ, আমার কোনো ওজর নেই। আর রাস্তা-ঘাট সবই চিনি। আমার আর্থিক স্বচ্ছলতাও রয়েছে। সুতরাং আমাকে বহন করে নিয়ে যাও। ফলে তারা তাকে বহন করে নিয়ে চললেন। আসার পথে রাস্তার মাঝেই তার মৃত্যু হয়ে যায়। সে পরিপ্রেক্ষিতে সাহাবীগণ বললেন, আমাদের পর্যন্ত যদি এসে পৌছে যেত, তাহলে সে পূর্ণ প্রতিদান পেত। অথচ তিনি তানঈমে ইন্তেকাল করলেন। অতঃপর তার পুত্র রাসূল ﷺ-এর নিকট এসে সে ঘটনা সম্পর্কে রাসূল ﷺ-কে জানালেন। তখন সে অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে আলোচ্য আয়াত নাজিল হয়। –[রূহুল মা'আনী ১২৮/৩৫ কুরতুবী : ৩৩২/৫]

শানে নুযূল– ৪ : হযরত শা'বী হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) হতে বর্ণনা করেন যে, উপরিউক্ত আয়াত আকসাম বিন সাইফী সম্পর্কে অবতীর্ণ হয়েছে আকসাম বিন সাইফী যখন ইসলাম গ্রহণ করেন এবং হিজরত করছিলেন, তখন তার ইন্তেকাল হয়। হিজরত করা কালে ইন্তেকাল করা সম্পর্কে উপরিউক্ত আয়াত নাজিল হয়। –[রূহুল মা'আনী : ১২৯/৩/৫]

(১০১) قوله وَإِذَا ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ الخ **আয়াতের শানে নুযূল– ১ :** ইবনে জারীর হযরত আলী (রা.) হতে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেন, একজন বণিক রাসূল ﷺ-এর নিকট আবেদন করে বলল যে, হে আল্লাহর রাসূল! আমরা ভূপৃষ্ঠে বিচরণ করি, সুতরাং আমরা কিরূপভাবে নামাজ আদায় করব? তখন আল্লাহ তা'আলা উপরিউক্ত আয়াত নাজিল করেন। –[রূহুল মা'আনী : ১৩৪/৩/৫, ফাতহুল কাদীর : ৫০৯/১]

https://e-ilm.weebly.com/

শানে নুযূল– ২ : মুজাহিদ হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) হতে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন আমরা মুশরিকদের মোকাবিলায় রাসূল ﷺ-এর সাথে আসফান নামক স্থানে ছিলাম। মুশরিকদের আমীর ছিল তখন খালেদ বিন ওয়ালিদ। মুশরিকরা বলল, আমাদের জন্য সুযোগ এসেছে আমরা যদি তাদের নামাজরত অবস্থায় আক্রমণ করি, তাহলে আমরা সফল হবো নিশ্চিত। তখন জোহর ও আসরের মধ্যবর্তী সময়ে কসরের বিধান সংক্রান্ত বিধান নিয়ে উপরোল্লিখিত আয়াত নাজিল হয়। –[বাহরে মুহীত : ৩৫২/৩]

শানে নুযূল– ৩ : হযরত আলী ইবনে আবী তালিব (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদল বণিক রাসূল ﷺ-এর নিকট এসে আরজ করল যে, আমরা বিভিন্ন স্থানে ভ্রমণ করি, সুতরাং সফর অবস্থায় কিভাবে নামাজ আদায় করব? তখন সফরে থাকা অবস্থায় নামাজ আদায় করার বিধান সম্বলিত আল্লাহ তা'আলা وَإِذَا ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ নাজিল করেন। অতঃপর একবছর পর রাসূল ﷺ কোনো অভিযানে যখন জোহরের নামাজ আদায় করছিলেন, তখন মুশরিকরা পরস্পর বলল, মুহাম্মদ ও তাঁর সঙ্গী সাথীরা তাদের পিছু থেকে আক্রমণ করার জন্য তোমাদের সুযোগ দিয়েছে। তোমরা তাদের উপর প্রচণ্ড আক্রমণ করনি কেন? তখন থেকেই একজন বলল, যদি তাদের পিছনে পুনর্বার আবার সুযোগ আসে তাহলে আক্রমণ করা হবে। তখন আল্লাহ তা'আলা দু'নামাজের [জোহর ও আসর] মধ্যবর্তী সময়ে إِنْ خِفْتُمْ أَنْ يَفْتِنَكُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا إِنَّ الْكَافِرِينَ كَانُوا لَكُمْ عَدُوًّا مُبِينًا আলোচ্য আয়াত নাজিল করেন। অতঃপর সালাতুল খওফ তথা ভয়ের নামাজের বিধান জারি হয়েছে। –[কুরতুবী : ৩৪৫/৫]

হিজরতের সংজ্ঞা : আলোচ্য চারটি আয়াতে জিরতের ফজিলত, বরকত ও বিধি-বিধান বর্ণিত হয়েছে। অভিধানে হিজরত শব্দটি 'হিজরান' অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। অর্থাৎ, অসন্তুষ্টিচিত্তে কোনো কিছুকে ত্যাগ করা। সাধারণের মধ্যে প্রচলিত ভাষায় দেশত্যাগ করাকে হিজরত বলা হয়। শরিয়তের পরিভাষায় দারুল কুফর তথা কাফেরদের দেশ ত্যাগ করে দারুল ইসলাম তথা মুসলমানদের দেশে গমন করার নাম হিজরত। -[রূহুল মা'আনী]

মোল্লা আলী ক্বারী (র.) মিশকাতের শরাহি বলেন : ধর্মীয় কারণে কোনো দেশ ত্যাগ করাও হিজরতের অন্তর্ভুক্ত। –[মিরকাত : ১ : ৩৯]

মুহাজির সাহাবীগণের সম্পর্কে অবতীর্ণ সূরা হাশরের الَّذِينَ أُخْرِجُوا مِنْ دِيَارِهِمْ وَأَمْوَالِهِمْ আয়াত থেকে জানা যায় যে, কোনো দেশের কাফেররা যদি মুসলমানকে মুসলমান হওয়ার কারণে দেশ থেকে জোর জবরদস্তিমূলকভাবে বহিষ্কার করে তবে তাও হিজরতের অন্তর্ভুক্ত।

হিজরতের ফজিলত : জিহাদ সম্পর্কিত আয়াতসমূহ যেমন সমগ্র কুরআন পাকে ছড়িয়ে রয়েছে, তেমনি হিজরতের বর্ণনাও কুরআন পাকের অধিকাংশ সূরায় একাধিকবার বিবৃত হয়েছে। সবগুলো আয়াত একত্রিত করলে জানা যায় যে, হিজরত সম্পর্কিত আয়াতসমূহে তিন রকমের বিষয়বস্তু বর্ণিত হয়েছে। এক. হিজরতের ফজিলত, দুই. হিজরতের ইহলৌকিক ও পারলৌকিক বরকত এবং তিন. সামর্থ্য থাকা সত্ত্বেও দারুল কুফর থেকে হিজরত না করার কারণে শাস্তিবাণী।

হিজরতের ফজিলত সম্পর্কিত প্রথম বিষয়বস্তু সূরা বাকারার এক আয়াতে রয়েছে।

إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَالَّذِينَ هَاجَرُوا وَجَاهَدُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أُولَٰئِكَ يَرْجُونَ رَحْمَتَ اللَّهِ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ

অর্থাৎ, যারা ঈমান এনেছে এবং হিজরত করেছে এব আল্লাহর পথে জিহাদ করেছে,তারা আল্লাহর অনুগ্রহ-প্রার্থী। আল্লাহ তা'আলা অত্যন্ত ক্ষমাশীল, করুণাময়।

দ্বিতীয় আয়াত সূরা তওবায় আছে

الَّذِينَ آمَنُوا وَهَاجَرُوا وَجَاهَدُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنْفُسِهِمْ أَعْظَمُ دَرَجَةً عِنْدَ اللَّهِ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَائِزُونَ

অর্থাৎ, যারা ঈমান এনেছে ও হিজরত করেছে এবং আল্লাহর পথে জান ও মাল দ্বারা জিহাদ করেছে, তারা আল্লাহর কাছে বিরাট পদমর্যাদার অধিকারী এবং তারাই সফলকাম।

তৃতীয় আয়াত আলোচ্য সূরা নিসার : وَمَنْ يَخْرُجْ مِنْ بَيْتِهِ مُهَاجِرًا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ ثُمَّ يُدْرِكْهُ الْمَوْتُ فَقَدْ وَقَعَ أَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ

অর্থাৎ, যে ব্যক্তি আল্লাহ ও রাসূলের নিয়তে নিজ গৃহ থেকে বেরিয়ে পথেই মৃত্যুবরণ করে তার ছওয়াব আল্লাহর জিম্মায় সাব্যস্ত হয়ে যায়।

এক হাদীসে এসেছে রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন : 'হিজরত পূর্বকৃত সব গুনাহকে নিঃশেষ করে দেয়।

https://e-ilm.weebly.com/

হিজরতে বরকত : হিজরতের বরকত সম্পর্কে সূরা নাহলের এক আয়াতে বলা হয়েছে :

"যারা আল্লাহর জন্য হিজরত করে নির্যাতিত হওয়ার পর, আমি তাদেরকে দুনিয়াতে উত্তম ঠিকানা দান করব এবং পরকালের বিরাট ছওয়াব তো রয়েছেই, যদি তারা বুঝে।"

সূরা নিসায় উল্লিখিত চার আয়াতে বলা হয়েছে :

"যে ব্যক্তি আল্লাহর পথে হিজরত করবে, সে পৃথিবীতে অনেক জায়গা ও সুযোগ-সুবিধা পাবে।"

আয়াতে বর্ণিত مُرَاغَمٌ শব্দটি একটি ধাতু। এর অর্থ এক জায়গা থেকে অন্য জায়গায় স্থানান্তরিত হওয়া। স্থানান্তরিত হওয়ার জায়গাকেও অনেক সময় مُرَاغَمٌ বলে দেওয়া হয়।

এ আয়াতদ্বয়ে হিজরতের বাহ্যিক ও আভ্যন্তরীণ বরকত বর্ণিত হয়েছে। এতে আল্লাহ তা'আলার ওয়াদা রয়েছে যে, যে ব্যক্তি আল্লাহ ও রাসূলের জন্য হিজরত করে, আল্লাহ তার জন্য দুনিয়াতে অনেক পথ খুলে দেন। সে দুনায়তেও উত্তম অবস্থান লাভ করে এবং পরকালের ছওয়াব ও পদমর্যাদা তো কল্পনাতীত।

মোটকথা, এই যে, আল্লাহ তা'আলা কুরআনে পাকে মুহাজিরদের জন্য যে ওয়াদা করেছেন, জগদ্বাসী তা স্বচক্ষে দেখে নিয়েছে। তবে আলোচ্য আয়াতেই এ শর্ত বর্ণিত হয়েছে যে, هَاجَرُوْا فِى اللّٰهِ অর্থাৎ আল্লাহর পথে হিজরত হওয়া চাই। পার্থিব ধন-সম্পদ, রাজত্ব, সম্মান অথবা প্রভাব-প্রতিপত্তির অন্বেষায় হিজরত না হওয়া চাই। সহীহ বুখারীর হাদীসে রাসূল ﷺ-এর এ উক্তিও বর্ণিত আছে যে, যে ব্যক্তি আল্লাহ ও রাসূলের নিয়তে হিজরত করে, তার হিজরত আল্লাহর ও রাসূলের জন্যই হয়। অর্থাৎ এটিই বিশুদ্ধ হিজরত। এর ফজিলত ও বরকত কুরআনে পাকে বর্ণিত হয়েছে। পক্ষান্তরে "যে ব্যক্তি অর্থের অন্বেষণে কিংবা কোনো মহিলাকে বিয়ে করার নিয়তে হিজরত করে, তার হিজরতের বিনিময়ে ঐ বস্তুই পাবে, যার জন্য সে হিজরত করে।"

আজকাল কিছুসংখ্যক মুহাজিরকে দুর্দশাগ্রস্ত দেখা যায়। হয় তারা এখনো অন্তর্বর্তীকালে অবস্থান করছে, অর্থাৎ হিজরতের প্রাথমিক দুঃখ-কষ্ট ভোগ করছে, না হয় তারা সঠিক অর্থে মুহাজির নয়। স্বীয় নিয়ত ও অবস্থা সংশোধনের প্রতি তাদের মনোনিবেশ করা উচিত। নিয়ত ও আমল সংশোধন করার পর তারা আল্লাহ তা'আলার ওয়াদার সত্যতা স্বচক্ষে দেখতে পাবে।

শব্দ বিশ্লেষণ

تَوَفّٰهُمْ : সীগাহ واحد مذكر غائب বহছ ماضى معروف বাব تَفَعُّلْ মাসদার اَلتَّوَفِّىْ মূলবর্ণ (و ـ ف ـ ى) জিনস لفيف مفروق অর্থ– সে মৃত্যু দিল।

مُسْتَضْعَفِيْنَ : সীগাহ جمع مذكر বহছ اسم مفعول বাব اِسْتِفْعَالْ মাসদার اَلْاِسْتِضْعَافُ মূলবর্ণ (ض ـ ع ـ ف) জিনস صحيح অর্থ– দুর্বল ব্যক্তিগণ।

لَايَسْتَطِيْعُوْنَ : সীগাহ جمع مذكر غائب বহছ نفى فعل مضارع معروف বাব اِسْتِفْعَالْ মাসদার اَلْاِسْتِطَاعَةُ মূলবর্ণ (ط ـ و ـ ع) জিনস اجوف واوى অর্থ– তাদের ক্ষমতা নেই।

مُرٰغَمًا : সীগাহ واحد বহছ اسم ظرف বাব مُفَاعَلَةٌ মাসদার اَلْمُرَاغَمَةُ মূলবর্ণ (ر ـ غ ـ م) জিনস صحيح অর্থ– অনেক জায়গা।

https://e-ilm.weebly.com/

وَاِذَا كُنْتَ فِيْهِمْ فَاَقَمْتَ لَهُمُ الصَّلٰوةَ
فَلْتَقُمْ طَآئِفَةٌ مِّنْهُمْ مَّعَكَ وَلْيَاْخُذُوْٓا
اَسْلِحَتَهُمْ فَاِذَا سَجَدُوْا فَلْيَكُوْنُوْا مِنْ
وَّرَآئِكُمْ وَلْتَاْتِ طَآئِفَةٌ اُخْرٰى لَمْ يُصَلُّوْا
فَلْيُصَلُّوْا مَعَكَ وَلْيَاْخُذُوْا حِذْرَهُمْ
وَاَسْلِحَتَهُمْ ۚ وَدَّ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا لَوْ تَغْفُلُوْنَ
عَنْ اَسْلِحَتِكُمْ وَاَمْتِعَتِكُمْ فَيَمِيْلُوْنَ
عَلَيْكُمْ مَّيْلَةً وَّاحِدَةً ؕ وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ اِنْ
كَانَ بِكُمْ اَذًى مِّنْ مَّطَرٍ اَوْ كُنْتُمْ مَّرْضٰٓى اَنْ
تَضَعُوْٓا اَسْلِحَتَكُمْ ۚ وَخُذُوْا حِذْرَكُمْ ؕ اِنَّ
اللّٰهَ اَعَدَّ لِلْكٰفِرِيْنَ عَذَابًا مُّهِيْنًا (١٠٢)

(১০২) আর যখন আপনি তাদের সঙ্গে থাকেন এবং আপনি তাদেরকে [জামাতে] নামাজ পড়াতে চান, তবে এরূপ করতে হবে যে, তন্মধ্য হতে একদল আপনার সঙ্গে [নামাজে] দাঁড়াবে এবং তারা নিজেদের অস্ত্র-শস্ত্র সঙ্গে রাখবে। অনন্তর যখন তারা সেজদা করে [এক রাকাত পূর্ণ করে] নেয়, তখন তারা আপনাদের পিছনে যাবে এবং অন্য দল যারা এখানো নামাজ পড়েনি তারা আসবে এবং আপনার সঙ্গে নামাজ [-এর অবশিষ্ট এক রাকাত] পড়ে নিবে, এবং এরাও আত্মরক্ষার সরঞ্জাম এবং নিজ নিজ অস্ত্র-শস্ত্র সঙ্গে রাখবে [কেননা] কাফেররা এটাই চায়, যদি আপনারা নিজ নিজ অস্ত্র-শস্ত্র এবং দ্রব্যসম্ভার হতে [একটু] অসতর্ক হন, তবে অমনি তারা আপনাদের উপর একযোগে আক্রমণ করে বসবে, আর যদি বৃষ্টির দরুন আপনাদের কষ্ট হয় অথবা আপনারা পীড়িত হন, তবে তাতে আপনাদের কোনো পাপ হবে না যে, আপনারা নিজেদের অস্ত্র-শস্ত্র খুলে রাখেন, এবং [তবুও] নিজেদের আত্মরক্ষার উপকরণ [অবশ্যাই] নিয়ে নিবেন, নিশ্চয় আল্লাহ তা'আলা কাফেরদের জন্য লাঞ্ছনাময় শাস্তি প্রস্তুত করে রেখেছেন।

শাব্দিক অনুবাদ

(১০২) وَاِذَا كُنْتَ فِيْهِمْ আর যখন আপনি তাদের সঙ্গে থাকেন فَاَقَمْتَ لَهُمُ الصَّلٰوةَ এবং আপনি তাদেরকে [জামাতে] নামাজ পড়াতে চান فَلْتَقُمْ طَآئِفَةٌ مِّنْهُمْ مَّعَكَ তবে এরূপ করতে হবে যে, তন্মধ্য হতে একদল আপনার সঙ্গে [নামাজে] দাঁড়াবে وَلْيَاْخُذُوْٓا اَسْلِحَتَهُمْ এবং তারা নিজেদের অস্ত্র-শস্ত্র সঙ্গে রাখবে। فَاِذَا سَجَدُوْا অনন্তর যখন তারা সেজদা করে [এক রাকাত পূর্ণ করে] নেয় فَلْيَكُوْنُوْا مِنْ وَّرَآئِكُمْ তখন তারা আপনাদের পিছনে যাবে وَلْتَاْتِ طَآئِفَةٌ اُخْرٰى এবং অন্য দল আসবে لَمْ يُصَلُّوْا যারা এখানো নামাজ পড়েনি فَلْيُصَلُّوْا مَعَكَ তারা আপনার সঙ্গে নামাজ [-এর অবশিষ্ট এক রাকাত] পড়ে নিবে وَلْيَاْخُذُوْا حِذْرَهُمْ وَاَسْلِحَتَهُمْ এবং এরাও আত্মরক্ষার সরঞ্জাম এবং নিজ নিজ অস্ত্র-শস্ত্র সঙ্গে রাখবে [কেননা] وَدَّ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا কাফেররা এটাই চায় لَوْ تَغْفُلُوْنَ যদি আপনারা অসতর্ক হন عَنْ اَسْلِحَتِكُمْ নিজ নিজ অস্ত্র-শস্ত্র وَاَمْتِعَتِكُمْ এবং দ্রব্যসম্ভার হতে [একটু] فَيَمِيْلُوْنَ عَلَيْكُمْ مَّيْلَةً وَّاحِدَةً তবে অমনি তারা আপনাদের উপর একযোগে আক্রমণ করে বসবে وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ তবে তাতে আপনাদের কোনো পাপ হবে না যে اِنْ كَانَ بِكُمْ اَذًى مِّنْ مَّطَرٍ আর যদি বৃষ্টির দরুন আপনাদের কষ্ট হয় اَوْ كُنْتُمْ مَّرْضٰٓى অথবা আপনারা পীড়িত হন اَنْ تَضَعُوْٓا اَسْلِحَتَكُمْ আপনারা নিজেদের অস্ত্র-শস্ত্র খুলে রাখেন وَخُذُوْا حِذْرَكُمْ এবং [তবুও] নিজেদের আত্মরক্ষার উপকরণ [অবশ্যাই] নিয়ে নিবেন اِنَّ اللّٰهَ اَعَدَّ لِلْكٰفِرِيْنَ নিশ্চয় আল্লাহ তা'আলা কাফেরদের জন্য প্রস্তুত করে রেখেছেন عَذَابًا مُّهِيْنًا লাঞ্ছনাময় শাস্তি ।

https://e-ilm.weebly.com/

فَاِذَا قَضَيْتُمُ الصَّلٰوةَ فَاذْكُرُوا اللّٰهَ قِيَامًا وَّقُعُوْدًا وَّعَلٰى جُنُوْبِكُمْ ۚ فَاِذَا اطْمَاْنَنْتُمْ فَاَقِيْمُوا الصَّلٰوةَ ۚ اِنَّ الصَّلٰوةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِيْنَ كِتٰبًا مَّوْقُوْتًا (١٠٣)

অনুবাদ : (১০৩) অনন্তর যখন তোমরা এই নামাজ সম্পন্ন কর তখন তোমরা আল্লাহকে স্মরণ করতে থাক দাঁড়িয়েও এবং বসেও এবং শায়িত অবস্থায়ও, তৎপর যখন তোমরা নিশ্চিন্ত হও, তখন নামাজ পড়তে থাক যথানিয়মে, নিশ্চয় নামাজ মুসলমানদের উপর নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে ফরজ করা হয়েছে।

وَلَا تَهِنُوْا فِى ابْتِغَآءِ الْقَوْمِ ؕ اِنْ تَكُوْنُوْا تَاْلَمُوْنَ فَاِنَّهُمْ يَاْلَمُوْنَ كَمَا تَاْلَمُوْنَ ۚ وَتَرْجُوْنَ مِنَ اللّٰهِ مَا لَا يَرْجُوْنَ ؕ وَكَانَ اللّٰهُ عَلِيْمًا حَكِيْمًا (١٠٤)

(১০৪) আর ভগ্নোৎসাহ হয়ো না এই বিরোধী সম্প্রদায়ের পশ্চাদ্ধাবন করতে, যদি তোমরা ব্যথিত হয়ে থাক, তবে তারাও তো ব্যথা পেয়েছে যেমন তোমরা ব্যথা পেয়েছ, এবং তোমরা আল্লাহর সমীপে এমন এমন বস্তুর [ছওয়াবের] আশা রাখ যে, তারা [যার] আশা রাখে না, আর আল্লাহ তা'আলা মহাজ্ঞানী, প্রজ্ঞাময়।

শাব্দিক অনুবাদ

(১০২) وَاِذَا كُنْتَ فِيْهِمْ আর যখন আপনি তাদের সঙ্গে থাকেন فَاَقَمْتَ لَهُمُ الصَّلٰوةَ এবং আপনি তাদেরকে [জামাতে] নামাজ পড়াতে চান فَلْتَقُمْ طَآئِفَةٌ مِّنْهُمْ مَّعَكَ তবে এরূপ করতে হবে যে, তন্মধ্য হতে একদল আপনার সঙ্গে [নামাজে] দাঁড়াবে وَلْيَاْخُذُوْٓا اَسْلِحَتَهُمْ এবং তারা নিজেদের অস্ত্র-শস্ত্র সঙ্গে রাখবে فَاِذَا سَجَدُوْا অনন্তর যখন তারা সেজদা করে [এক রাকাত পূর্ণ করে] নেয় فَلْيَكُوْنُوْا مِنْ وَّرَآئِكُمْ তখন তারা আপনাদের পিছনে যাবে وَلْتَاْتِ طَآئِفَةٌ اُخْرٰى এবং অন্য দল আসবে لَمْ يُصَلُّوْا যারা এখানো নামাজ পড়েনি فَلْيُصَلُّوْا مَعَكَ তারা আপনার সঙ্গে নামাজ [-এর অবশিষ্ট এক রাকাত] পড়ে নিবে وَلْيَاْخُذُوْا حِذْرَهُمْ وَاَسْلِحَتَهُمْ এবং এরাও আত্মরক্ষার সরঞ্জাম এবং নিজ নিজ অস্ত্র-শস্ত্র সঙ্গে রাখবে [কেননা] وَدَّ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا কাফেররা এটাই চায় لَوْ تَغْفُلُوْنَ যদি আপনারা অসতর্ক হন عَنْ اَسْلِحَتِكُمْ নিজ নিজ অস্ত্র-শস্ত্র وَاَمْتِعَتِكُمْ এবং দ্রব্যসম্ভার হতে [একটু] فَيَمِيْلُوْنَ عَلَيْكُمْ مَّيْلَةً وَّاحِدَةً তবে অমনি তারা আপনাদের উপর একযোগে আক্রমণ করে বসবে وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ তবে তাতে আপনাদের কোনো পাপ হবে না যে اِنْ كَانَ بِكُمْ اَذًى مِّنْ مَّطَرٍ আর যদি বৃষ্টির দরুন আপনাদের কষ্ট হয় اَوْ كُنْتُمْ مَّرْضٰٓى অথবা আপনারা পীড়িত হন اَنْ تَضَعُوْٓا اَسْلِحَتَكُمْ আপনারা নিজেদের অস্ত্র-শস্ত্র খুলে রাখেন وَخُذُوْا حِذْرَكُمْ এবং [তবুও] নিজেদের আত্মরক্ষার উপকরণ [অবশ্যই] নিয়ে নিবেন اِنَّ اللّٰهَ اَعَدَّ لِلْكٰفِرِيْنَ নিশ্চয় আল্লাহ তা'আলা কাফেরদের জন্য প্রস্তুত করে রেখেছেন عَذَابًا مُّهِيْنًا লাঞ্ছনাময় শাস্তি।

(১০৩) فَاِذَا قَضَيْتُمُ الصَّلٰوةَ অনন্তর যখন তোমরা এই নামাজ সম্পন্ন কর فَاذْكُرُوا اللّٰهَ তখন তোমরা আল্লাহকে স্মরণ করতে থাক قِيَامًا وَّقُعُوْدًا দাঁড়িয়েও এবং বসেও وَّعَلٰى جُنُوْبِكُمْ এবং শায়িত অবস্থায়ও فَاِذَا اطْمَاْنَنْتُمْ তৎপর যখন তোমরা নিশ্চিন্ত হও فَاَقِيْمُوا الصَّلٰوةَ তখন নামাজ পড়তে থাক যথানিয়মে اِنَّ الصَّلٰوةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِيْنَ كِتٰبًا مَّوْقُوْتًا নিশ্চয় নামাজ মুসলমানদের উপর নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে ফরজ করা হয়েছে।

(১০৪) وَلَا تَهِنُوْا আর ভগ্নোৎসাহ হয়ো না فِى ابْتِغَآءِ الْقَوْمِ এই বিরোধী সম্প্রদায়ের পশ্চাদ্ধাবন করতে اِنْ تَكُوْنُوْا تَاْلَمُوْنَ যদি তোমরা ব্যথিত হয়ে থাক فَاِنَّهُمْ يَاْلَمُوْنَ তবে তারাও তো ব্যথা পেয়েছে كَمَا تَاْلَمُوْنَ যেমন তোমরা ব্যথা পেয়েছ وَتَرْجُوْنَ مِنَ اللّٰهِ এবং তোমরা আল্লাহর সমীপে এমন এমন বস্তুর [ছওয়াবের] আশা রাখ যে مَا لَا يَرْجُوْنَ তারা [যার] আশা রাখে না وَكَانَ اللّٰهُ عَلِيْمًا حَكِيْمًا আর আল্লাহ তা'আলা মহাজ্ঞানী, প্রজ্ঞাময়।

https://e-ilm.weebly.com/

إِنَّآ أَنزَلْنَآ إِلَيْكَ ٱلْكِتَٰبَ بِٱلْحَقِّ لِتَحْكُمَ بَيْنَ ٱلنَّاسِ بِمَآ أَرَىٰكَ ٱللَّهُ ۚ وَلَا تَكُن لِّلْخَآئِنِينَ خَصِيمًا ﴿١٠٥﴾

অনুবাদ : (১০৫) নিশ্চয় আমি আপনার নিকট এই কিতাব প্রেরণ করেছি [যা দ্বারা] বাস্তব অনুরূপ [অবস্থা জানা যাবে], যেন আপনি মানুষের মধ্যে তদনুযায়ী মীমাংসা করেন যা আল্লাহ তা'আলা আপনাকে [ওহী দ্বারা] জানিয়ে দিয়েছেন, আর আপনি ঐ বিশ্বাসঘাতকদের পক্ষপাতমূলক কথা বলবেন না।

শাব্দিক অনুবাদ

(১০৫) إِنَّآ أَنزَلْنَآ إِلَيْكَ ٱلْكِتَٰبَ নিশ্চয় আমি আপনার নিকট এই কিতাব প্রেরণ করেছি [যাদ্বারা] بِٱلْحَقِّ বাস্তব অনুরূপ [অবস্থা জানা যাবে] لِتَحْكُمَ بَيْنَ ٱلنَّاسِ যেন আপনি মানুষের মধ্যে তদনুযায়ী মীমাংসা করেন بِمَآ أَرَىٰكَ ٱللَّهُ যা আল্লাহ তা'আলা আপনাকে [ওহী দ্বারা] জানিয়ে দিয়েছেন وَلَا تَكُن لِّلْخَآئِنِينَ خَصِيمًا; আর আপনি ঐ বিশ্বাসঘাতকদের পক্ষপাতমূলক কথা বলবেন না।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

(১০২) قوله وَإِذَا كُنتَ فِيهِمْ فَأَقَمْتَ لَهُمُ الصَّلَاةَ الخ **আয়াতের শানে নুযূল :** আবূ আয়্যাশ আযযুরাকী হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, যে আমরা যাতুর রেকা'-এর অভিযানে বনী সালিম অঞ্চলের উসফান নামক স্থানে রাসূল ﷺ-এর সাথে ছিলাম। সে অভিযানে মুশরিকরা আমাদের সামনে আমাদের কিবলার দিকে অবস্থান করছিল। রাসূল ﷺ আমাদেরকে নিয়ে জোহরের নামাজ আদায় করেন। তখন তারা পরস্পর বলছিল যে, এরা এখন এমন এক অবস্থায় ছিল, আমরা যদি তাদের উপর আক্রমণ করতাম, তাদের পরাস্ত করে দিতাম। অতঃপর তারা পরস্পর বলাবলি করছিল, যা হোক সামনে এখন তাদের অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ একটি নামাজের সময় আছে, যা তাদের জান-মাল ও সন্তান-সন্ততি অপেক্ষাও অতি প্রিয়। তখনই হযরত জিবরাঈল আমীন (আ.) সালাতুল খওফ তথা শত্রুদের ভয়ের সময় নামাজ পড়ার বিধান সম্বলিত আলোচ্য আয়াত নিয়ে অবতরণ করেন। –[ইবনে কাছীর ৫৪৮/১, কুরতুবী ৩৪৬/৫, ফাতহুল কাদীর ৫০৯/১)

(১০৪) قوله وَلَا تَهِنُوا فِي ابْتِغَاءِ الْقَوْمِ الخ **আয়াতের শানে নুযূল– ১ :** আলোচ্য আয়াত ওহুদের অভিযান সম্পর্কে নাজিল হয়েছে। রাসূল ﷺ ও সাহাবায়ে কেরাম ওহুদের যুদ্ধে ক্ষত বিক্ষত হলেন, যুদ্ধের পরিসমাপ্তির পর হযরত রাসূলে আকরাম ﷺ যখন সাহাবীগণকে আবূ সুফিয়ান ও তার দলবলকে পিছু তাড়া করার জন্যে আদেশ করলেন, তখন সে হুকুম কোনো কোনো সাহাবীর নিকট কষ্টকরই মনে হলো তখন আল্লাহ্ তা'আলা আলোচ্য আয়াত নাজিল করেন।

শানে নুযূল– ২ : কারো মতে ওহুদের দিনে আবূ সুফিয়ান বদরে সুগরায় মোকাবিলা করার জন্যে প্রতিশ্রুতি দিয়েছিল। সে বদরে সুগরার অভিযানে যাওয়া সম্পর্কে আলোচ্য আয়াত নাজিল হয়েছে। –[রূহুল মা'আনী ১৩৮/৩/৫, কুরতুবী ৩৫৬/৫]

শানে নুযূল– ৩ : কারো মতে ওহুদ থেকে সাহাবায়ে কেরামগণ ফিরে আসার সময়ে আলোচ্য আয়াত নাজিল হয়েছে। রাসূল ﷺ সাহাবায়ে কেরামকে আবূ সুফিয়ানের পিছু তাড়া করার জন্যে নির্দেশ করেছিলেন। তিনি আরো হুকুম করেছিলেন যে, যারা ওহুদের যুদ্ধে তার সাথে ছিলেন, কেবল তারাই তাতে অংশ গ্রহণ করবে। সে সময়ে সাহাবায়ে কেরাম ক্ষত-বিক্ষতের ওজর জানালেন, সে পরিপ্রেক্ষিতে আল্লাহ তা'আলা আলোচ্য আয়াত নাজিল করেন। –[বাহরে মুহীত ৩৫৭/৩]

(১০৫) قوله إِنَّا أَنزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ الخ **আয়াতের শানে নুযূল– ১ :** তিরমিযি, ইবনে জারীর, ইবনুল মুনযির, ইবনে আবি হাতেম, আবূ শায়খ প্রমুখ হযরত কাতাদাহ বিন নোমান (রা.)-এর উদ্ধৃতি দিয়ে বর্ণনা করেন যে, আমাদের মাঝে একটি পরিবার ছিল বনূ উবায়রাক পরিচিতিতে। তারা হলো বিশর, বশির ও মুবাশশির। তাদের মাঝে বিশর ছিল মুনাফিক। সে মুসলমানদের বিরুদ্ধে বিদ্রূপাত্মক কবিতা রচনা করত। এতে সাহাবায়ে কেরাম তাদের প্রতি অত্যন্ত অসন্তুষ্ট ছিলেন। তারা ছিল জাহিলি ও ইসলামি যুগে সহায়-সম্বলহীন, দরিদ্র। মদিনাবাসীর প্রধান খাবার ছিল খেজুর ও জব। লোক সমাজে স্বচ্ছলতা দেখা দিলে, সিরিয়া থেকে তারা জবের আটা এনে মজুত করে রাখত ও এ দিয়ে বিশেষ খাবারের আয়োজন করা

https://e-ilm.weebly.com/

হতো। হযরত কাতাদাহ (রা.) বলেন, সে সুবাদে আমার চাচা রেফাআহ বিন রাফে' সিরিয়া থেকে জবের আটা সংগ্রহ করে বস্তা বন্দী করে ঘরে রেখে দিলেন। এ বস্তার সাথে দুটি অস্ত্র (বর্শা ও একটি তরবারি) রেখে দিলেন। রাতের আঁধারে সিঁধ কেটে সে খাদ্যসহ অস্ত্র দুটি চুরি করে নিয়ে গেল সকাল হতেই আমার চাচা রেফাআহ আমার নিকট এসে বলল, ওহে ভাতিজা! তুমি কি জান, গত রাতে আমার প্রতি জুলুম করা হয়েছে। আমার ঘরে সিঁধ কেটে আহার্যসহ যুদ্ধাস্ত্রগুলো নিয়ে গেল এবং সে সম্পর্কে আমরা অনুমানও করেছি এবং জিজ্ঞাসাবাদও করেছি। এতে কেউ কেউ বলেছেন যে, এ রাতে বনূ উবাইরাক গোত্রে অগ্নি প্রজ্বলিত হতে দেখতে পেয়েছে। মনে হয় চোরাইকৃত মাল হতেই খাবার তৈরি হচ্ছিল। বনূ উবায়রাক উপস্থিত হয়ে বলল, এ ব্যাপারে লবীদ বিন সাহলকে অভিযোগ করা যেতে পারে, যে ব্যক্তিটি আমাদের মাঝে একজন ভালো মানুষ। লবীদ বিন সাহল এ কথা শুনতে পেয়ে নাঙ্গা তরবারি হাতে নিয়ে বলে, আমি কি চুরি করেছি? আল্লাহর কসম সুস্পষ্ট প্রমাণ পেশ করতে হবে। না হয় তরবারি দ্বারা তা ফয়সালা করা হবে। তখন আমার চাচা বললেন, ভাতিজা! আমরা যদি রাসূল ﷺ -এর কাছে গিয়ে আলোচনা করি কেমন হয়? হযরত কাতাদাহ (রা.) বলেন, তখন আমি রাসূল ﷺ -এর নিকট গিয়ে বললাম, হে আল্লাহর রাসূল! আমাদেরই একটি অস্বচ্ছল পরিবার আমার চাচা রেফাআহ বিন যায়েদের ঘরে সিঁধ কেটে অস্ত্র ও খাদ্য দ্রব্য চুরি করে নিয়ে গেছে। তারা যদি খাদ্যদ্রব্যগুলো রেখে আমাদের হাতিয়ারগুলো ফেরত দিত। রাসূল ﷺ বললেন, কিছুক্ষণ অপেক্ষা করে দেখি বনূ উবাইরাকের লোকেরা এ বিষয়ে যখন জানতে পেল, তখন উসাইর বিন উরওয়া-এর কাছে একত্রিত হয়ে এ বিষয়ে আলোচনা করবে। অতঃপর তারা রাসূল ﷺ -এর নিকট এসে বলল, হে আল্লাহর রাসূল! হযরত কাতাদাহ বিন নোমান এবং তার চাচা আমাদেরই একটি সৎ ও ভাল পরিবারের প্রতি চুরির মিথ্যা অভিযোগ আরোপ করেছে। তাতে কোনো দলিল ও প্রমাণাদি নেই। কাতাদাহ বলেন, তখন আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর নিকট উপস্থিত হয়ে সে সম্পর্কে আলোচনা করলাম। রাসূল ﷺ তখন বললেন, কোনো প্রমাণাদি ছাড়াই তোমরা তো সৎ ও ভালো পরিবারের প্রতি চুরির মিথ্যা অভিযোগ আরোপ করছ। কাতাদাহ বললেন, তখন আমি ফেরত এলাম। আর মনে মনে ভাবলাম, হায়! আমার সম্পদ হতে কিছু সম্পদ দিয়ে দিতাম ও রাসূল ﷺ -এর দরবারে এ বিষয়ে কোনো আলোচনাই না করতাম তাই ভালো ছিল। অতঃপর আমার চাচা এসে আমাকে জিজ্ঞেস করলেন, তুমি কি করলে? রাসূল ﷺ আমাকে যা বললেন তা আমি তাকে শুনালাম। তিনি আমাকে সান্ত্বনা দিয়ে বললেন, আল্লাহই প্রকৃত সাহায্যকারী। অতঃপর অনতি বিলম্বেই কুরআন মাজীদের إِنَّا أَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ لِتَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ بِمَا أَرَاكَ اللَّهُ وَلَا تَكُنْ لِلْخَائِنِينَ خَصِيمًا আয়াত নাজিল হয়। –[ফাতহুল কাদীর : ৫২২/১, ইবনে কাছীর : ৫৫১/১, রূহুল মা'আনী ১৩৯/৩/৫]

শানে নুযূল– ২ : ইবনে জারীর সুদ্দীর উদ্ধৃতি দিয়ে বলেন, ইমাম তাবারী (র.)ও ঐকমত্য পোষণ করেছেন। এক ইহুদি তু'মা বিন উবায়রাকের নিকট একটি বর্ম আমানত রেখেছিল। তু'মা নিজ ঘরে নিয়ে গর্তের ভিতরে হেফাজতে রাখে। পরবর্তীতে ইহুদি যখন তু'মার নিকট তা ফেরত দেওয়ার কথা বলে, তখন তু'মা বর্মের কথা অস্বীকার করে। ফলে ইহুদি তার গোত্রের নিকট গিয়ে আসল ঘটনা বর্ণনা করে বলল, তোমরা আমার সাথে চল, বর্ম কোথায় রাখা হয়েছে তা আমি জানি। তু'মা এ কথা জানতে পেরে বর্মটিকে আবূ মুলাইকা আনসারীর ঘরে নিয়ে ফেলে দেয়। পরক্ষণে বর্মের জন্য অন্যান্য লোকজনসহ তাকে মন্দাচারী ও ভর্ৎসনা করে। এক পর্যায়ে তু'মা বলল, তোমরা কি আমাকে আত্মসাৎকারী মনে করছ? তোমরা আবূ মুলাইকের ঘরে গিয়ে অনুসন্ধান কর। তারা সেখানে গিয়ে বর্মটি পেল, তু'মা তখন বলল, আবূ মুলাইকা তা নিয়েছে। সুতরাং তু'মা এর পরিবর্তে আনসারদের সঙ্গে সে ঝগড়া বাধল। তু'মা বলল, তোমরা আমার সাথে রাসূল ﷺ -এর নিকট চল। তিনি আমাকে ক্ষমা করে দিবেন এবং ইহুদিদের দলিলকে মিথ্যা বলে মনে করবেন। তখন তারা রাসূল ﷺ -এর নিকট আসল, ফলে রাসূল ﷺ কিছু বলতে ইচ্ছা করলেন। এ মুহূর্তেই আল্লাহ তা'আলা আলোচ্য আয়াত নাজিল করেন। –[রূহুল মা'আনী : ১৩৯/৩/৫]

আল্লাহ যখন তাকে অবাঞ্ছিত করেছেন বলে জানতে পারল, তৎক্ষণাৎ তু'মা পালিয়ে মক্কা চলে যায় এবং ইসলাম গ্রহণ করার পর কাফেরে পরিণত হয়ে যায়। সেখানে হাজ্জাজ বিন আলাত্ব সুলামির নিকট এসে মেহমান হলো। সে তার ঘরের সিঁধ কেটে চুরি করার পরিকল্পনা গ্রহণ করল। সে মুহূর্তে হাজ্জাজ তার ঘরে খশখশ ও চামড়া কাটার শব্দ শুনতে পেল। তখন চক্ষু খোলে তু'মাকে দেখে বলল, তুমি হলে আমার ঘরের মেহমান ও ভ্রাতুষ্পুত্র। তুমিই আবার আমার ঘর চুরি করার ইচ্ছা করছ? ফলে তাকে সে বের করে দিল, পরবর্তীতে কাফের হয়ে মৃত্যু বরণ করল। সে সম্পর্কে আল্লাহ তা'আলা وَمَنْ يُشَاقِقِ الرَّسُولَ আয়াত নাজিল করেন। –[রূহুল মা'আনী ১৪০/৩/৫]

https://e-ilm.weebly.com/

যোগসূত্র : পূর্বে জিহাদ ও হিজরতের আলোচনা ছিল। অধিকাংশ ক্ষেত্রে জিহাদ ও হিজরতের জন্য সফর করতে হয় এবং এ জাতীয় সফরে শত্রুদের পক্ষ থেকে বিপদাশঙ্কাও থাকে। তাই সফর ও আতঙ্কাবস্থার প্রতি লক্ষ্য রেখে নামাজে প্রদত্ত বিশেষ সুবিধা ও সংক্ষিপ্ততা আলোচ্য আয়াতসমূহে বর্ণিত হচ্ছে।

সফর ও কসরের বিধান : তিন মনজিল থেকে কম দূরত্বের সফরে পূর্ণ নামাজ পড়া হয়।

- সফর শেষ করে গন্তব্যস্থলে পৌঁছার পর যদি সেখানে পনের দিনের কম সময় অবস্থান করার ইচ্ছা থাকে, তবে সে অবস্থানও সফরের অন্তর্ভুক্ত। এমতাবস্থায় চার রাকাতবিশিষ্ট ফরজ নামাজ অর্ধেক পড়তে হবে। একে শরিয়তের পরিভাষায় 'কসর' বলা হয়। পক্ষান্তরে যদি একই জনপদে পনের দিন অথবা তদূর্ধ্ব সময় অবস্থান করার ইচ্ছা থাকে, তবে তা সাময়িক বাসস্থান হিসেবে গণ্য হবে। এমন জায়গায় অস্থায়ী বাসস্থানের মতো কসর পড়া যাবে না। –পূর্ণ নামাজ পড়তে হবে।
- কসর শুধু তিন ওয়াক্তের ফরজ নামাজে হবে। মাগরিব, ফজর এবং সুন্নত ও বিতিরের নামাজে কসর নেই।
- পূর্ণ নামাজের স্থলে অর্ধেক পড়ার মধ্যে কারো মনে এরূপ ধারণা আনাগোনা করা যে, বোধ হয় এতে নামাজ পূর্ণ হলো না, এটা ঠিক নয়। কারণ কসরও শরিয়তেরই নির্দেশ। এ নির্দেশ পালনে গুনাহ হয় না; বরং ছওয়াব পাওয়া যায়।
- আয়াতে وَإِذَا كُنْتَ فِيهِمْ فَأَقَمْتَ لَهُمُ الصَّلَاةَ বলা হয়েছে (অর্থাৎ, আপনি যখন তাদের মধ্যে থাকেন), এতে এরূপ মনে করার অবকাশ নেই যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর তিরোধানের পর এখন 'সালাতুল খওফ' এর বিধান নেই। কেননা তখনকার অবস্থা অনুযায়ী আয়াতে এ শর্ত বর্ণিত হয়েছে। নবী বিদ্যমান থাকলে ওজর ব্যতীত অন্য কেউ নামাজে ইমাম হতে পারে না। রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর পর এখন যে ইমাম হবেন, তিনিই তাঁর স্থলাভিষিক্ত হবেন এবং 'সালাতুল খওফ' পড়াবেন। সব ফিকহবিদগণের মতে সালাতুল খওফের বিধান এখনও অব্যাহত রয়েছে, রহিত হয়নি।
- মানুষের পক্ষ থেকে বিপদাশঙ্কার কারণে 'সালাতুল খওফ' পড়া যেমন জায়েজ, তেমনিভাবে যদি বাঘ-ভালুক কিংবা অজগর ইত্যাদির ভয় থাকে এবং নামাজের সময়ও সংকীর্ণ হয়, তাহলে তখনো 'সালাতুল খওফ' পড়া জায়েজ।
- আয়াতে উভয় দলের এক এক রাকাত পড়ার নিয়ম বর্ণিত হয়েছে। দ্বিতীয় রাকাতের নিয়ম হাদীসে উল্লিখিত রয়েছে যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ দু'রাকাতের পর সালাম ফিরিয়েছেন। –[বিস্তারিত বিবরণ হাদীসের দ্রষ্টব্য]

শব্দ বিশ্লেষণ

تَقْصُرُوْا : সীগাহ جمع مذكر حاضر বহছ مضارع معروف বাব نَصَرَ মাসদার اَلْقَصْرُ মূলবর্ণ (ق ـ ص ـ ر) জিনস صحيح অর্থ– তোমরা কম করবে।

اَسْلِحَتَهُمْ : শব্দটি বহুবচন, একবচন سلاح অর্থ– অস্ত্রসমূহ।

خُذُوْا : সীগাহ جمع مذكر حاضر বহছ امر حاضر বাব نَصَرَ মাসদার اَلْاَخْذُ মূলবর্ণ (ا ـ خ ـ ذ) জিনস مهموز فاء অর্থ– তোমরা ধর।

لَاتَهِنُوْا : সীগাহ جمع مذكر حاضر বহছ نهى حاضر معروف বাব ضَرَبَ মাসদার اَلْوَهْنُ মূলবর্ণ (و ـ ه ـ ن) জিনস مثال واوى অর্থ– তোমরা সাহস হারিয়ো না।

خَائِنِيْنَ : সীগাহ جمع مذكر বহছ اسم فاعل বাব نَصَرَ মাসদার اَلْخِيَانَةُ মূলবর্ণ (خ ـ و ـ ن) জিনস اجوف واوى অর্থ– খেয়ানতকারী।

https://e-ilm.weebly.com/

https://e-ilm.weebly.com/

(১১১) আর যে ব্যক্তি কোনো পাপ কার্য করে, সে শুধু স্বীয় আত্মার উপরই তার প্রতিক্রিয়া পৌছায়, আর আল্লাহ মহাজ্ঞানী, হেকমতওয়ালা।	وَمَنْ يَّكْسِبْ اِثْمًا فَاِنَّمَا يَكْسِبُهٗ عَلٰى نَفْسِهٖ وَكَانَ اللّٰهُ عَلِيْمًا حَكِيْمًا (١١١)
(১১২) আর যে ব্যক্তি কোনো ছোট পাপ কিংবা বড় পাপ করে, অতঃপর এটার অপবাদ কোনো নিরাপরাধ ব্যক্তির প্রতি আরোপ করে, তবে সে নিজের উপর চাপিয়ে নিল জঘন্যতর অপবাদ এবং প্রকাশ্য পাপ।	وَمَنْ يَّكْسِبْ خَطِيْٓئَةً اَوْ اِثْمًا ثُمَّ يَرْمِ بِهٖ بَرِيْٓــًٔا فَقَدِ احْتَمَلَ بُهْتَانًا وَّاِثْمًا مُّبِيْنًا (١١٢)
(১১৩) আর যদি আপনার প্রতি আল্লাহর অনুগ্রহ ও করুণা না হতো, তবে তাদের মধ্য হতে একদল তো আপনাকে ভ্রান্তিতেই ফেলার ইচ্ছা করছিল, আর তারা বিভ্রান্ত করতে পারবে না স্বীয় আত্মাকে ব্যতীত, এবং আপনার বিন্দুমাত্রও ক্ষতি করতে পারবে না, আর আল্লাহ তা'আলা আপনার প্রতি নাজিল করেছেন কিতাব ও জ্ঞানের বিষয় এবং আপনাকে এমন সকল বিষয় শিক্ষা দিয়েছেন, যা আপনি জানতেন না, এবং আপনার প্রতি আল্লাহর অসীম অনুগ্রহ রয়েছে।	وَلَوْلَا فَضْلُ اللّٰهِ عَلَيْكَ وَرَحْمَتُهٗ لَهَمَّتْ طَّآئِفَةٌ مِّنْهُمْ اَنْ يُّضِلُّوْكَ وَمَا يُضِلُّوْنَ اِلَّآ اَنْفُسَهُمْ وَمَا يَضُرُّوْنَكَ مِنْ شَيْءٍ ؕ وَاَنْزَلَ اللّٰهُ عَلَيْكَ الْكِتٰبَ وَالْحِكْمَةَ وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمُ ؕ وَكَانَ فَضْلُ اللّٰهِ عَلَيْكَ عَظِيْمًا (١١٣)

শাব্দিক অনুবাদ

(১১১) وَمَنْ يَّكْسِبْ اِثْمًا আর যে ব্যক্তি কোনো পাপ কার্য করে فَاِنَّمَا يَكْسِبُهٗ عَلٰى نَفْسِهٖ সে শুধু স্বীয় আত্মার উপরই তার প্রতিক্রিয়া পৌছায় وَكَانَ اللّٰهُ عَلِيْمًا حَكِيْمًا আর আল্লাহ মহাজ্ঞানী, হেকমতওয়ালা।

(১১২) وَمَنْ يَّكْسِبْ خَطِيْٓئَةً اَوْ اِثْمًا আর যে ব্যক্তি কোনো ছোট পাপ কিংবা বড় পাপ করে ثُمَّ يَرْمِ بِهٖ بَرِيْٓئًا অতঃপর এটার অপবাদ কোনো নিরাপরাধ ব্যক্তির প্রতি আরোপ করে فَقَدِ احْتَمَلَ তবে সে নিজের উপর চাপিয়ে নিল بُهْتَانًا জঘন্যতর অপবাদ وَّاِثْمًا مُّبِيْنًا এবং প্রকাশ্য পাপ।

(১১৩) وَلَوْلَا فَضْلُ اللّٰهِ عَلَيْكَ وَرَحْمَتُهٗ আর যদি আপনার প্রতি আল্লাহর অনুগ্রহ ও করুণা না হতো لَهَمَّتْ طَّآئِفَةٌ مِّنْهُمْ اَنْ يُّضِلُّوْكَ তবে তাদের মধ্য হতে একদল তো আপনাকে ভ্রান্তিতেই ফেলার ইচ্ছা করছিল وَمَا يُضِلُّوْنَ اِلَّآ اَنْفُسَهُمْ আর তারা বিভ্রান্ত করতে পারবে না স্বীয় আত্মাকে ব্যতীত وَمَا يَضُرُّوْنَكَ مِنْ شَيْءٍ এবং আপনার বিন্দুমাত্রও ক্ষতি করতে পারবে না وَاَنْزَلَ اللّٰهُ عَلَيْكَ আর আল্লাহ তা'আলা আপনার প্রতি নাজিল করেছেন الْكِتٰبَ وَالْحِكْمَةَ কিতাব ও জ্ঞানের বিষয় وَعَلَّمَكَ এবং আপনাকে এমন সকল বিষয় শিক্ষা দিয়েছেন مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمُ যা আপনি জানতেন না وَكَانَ فَضْلُ اللّٰهِ عَلَيْكَ عَظِيْمًا এবং আপনার প্রতি আল্লাহর অসীম অনুগ্রহ রয়েছে।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

(১০৭) قوله وَلَا تُجَادِلْ عَنِ الَّذِيْنَ يَخْتَانُوْنَ اَنْفُسَهُمْ الخ **আয়াতের শানে নুযূল :** আলোচ্য আয়াত বনূ উবাইরাক গোত্রের এক বিষয় সম্পর্কে নাজিল হয়েছে। বনূ উবাইরাকের ছিল তিন ভাই বিশর, বশির ও মুবাশশির। উসাইর বিন উরওয়া ছিল তাদের চাচাতো ভাই। তারা রাতের আঁধারে রেফাআহ বিন যায়েদের ঘরে সিঁধ কেটে তার অস্ত্র ও খাদ্য সামগ্রী চুরি করে নিয়ে যায়। কিন্তু সে তথ্য ফাঁস হয়ে যায়। কারো মতে বশির একাই চোর। তার উপনাম বা ডাক না হলো তু'মা। সে যুদ্ধাস্ত্র নিয়ে গেল। যুদ্ধাস্ত্রগুলো ছিল জবের আটার বস্তার মাঝে। বস্তাটি ছিল ফাটা। সে ফাটা দিয়ে তার ঘর পর্যন্ত আটা পড়ে রইল। সুতরাং রেফা'আর ভাতিজা কাতাদাহ বিন নোমান রাসূল ﷺ -এর নিকট এসে তাদের [বনূ উবাইরাক]

https://e-ilm.weebly.com/

সম্পর্কে মন্তব্য করলেন। তৎক্ষণাৎ উসাইর বিন উরওয়া নবী করীম ﷺ-এর নিকট এসে বলল, হে আল্লাহর রাসূল! এরা একটি ধার্মিক আল্লাহভীরু পরিবারের প্রতি চুরি করার অভিযোগ আরোপ করেছে। সে সম্পর্কে তাদের নিকট সুস্পষ্ট কোনো ধরনের প্রমাণাদি নেই। মূলতঃ রাসূল ﷺ কাতাদাহ (রা.) ও রেফাআহ -এর প্রতি ক্রোধান্বিত হলেন। আল্লাহ তা'আলা তখন আলোচ্য আয়াত নাজিল করেন। –[কুরতুবী : ৩৫৭/৫]

(১১০) قوله وَمَن يَعْمَلْ سُوٓءًا أَوْ يَظْلِمْ نَفْسَهُ الخ **আয়াতের শানে নুযূল :** উপরোল্লিখিত আয়াতে বনূ উবাইরাকের যারা চুরি করেছিল, তাদেরকে তওবা করার প্রতি উদ্বুদ্ধ করা হয়েছে যে, আল্লাহ তা'আলা অতি মহান ও দয়ালু তাদের জন্য, যারা তাঁর নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করবে।

যাহহাক বলেন, উপরোল্লিখিত আয়াত হযরত হামযা (রা.)-কে হত্যাকারী ওয়াহশী সম্পর্কে নাজিল হয়েছে। ওয়াহশী শিরক করে ও হযরত হামযা (রা.)-কে হত্যার ন্যায় জঘন্যতর কাজ করে মহানবী ﷺ-এর নিকট এসে বলল যে, আমি অন্যায় ও অপরাধ করেছি তার জন্য তওবা করার মতো আমার কি কোনো সুযোগ রয়েছে? তাঁর এহেন বিনয়ের পরিপ্রেক্ষিতে আল্লাহ তা'আলা উপরোল্লিখিত আয়াত নাজিল করেন। –[ফাতহুল কাদীর : ৫১৩/১, কুরতুবী : ৩১৬/১]

(১১২) قوله وَمَن يَكْسِبْ إِثْمًا فَإِنَّمَا يَكْسِبُهُ عَلَىٰ نَفْسِهِ الخ **আয়াতের শানে নুযূল :** কারো মতে উপরিউক্ত আয়াত তু'মা বিন উবাইরাক সম্পর্কে অবতীর্ণ হয়েছে। তু'মা বিন উবাইরাক বর্ম চুরি করে তা অপর ইহুদির ঘরে ফেলে দেয়। তার এ দৃষ্টান্তমূলক কাজের পরিণতি বর্ণনা করণার্থে উপরিউক্ত আয়াত নাজিল হয়েছে।

যাহহাক হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) হতে বর্ণনা করেন, উক্ত আয়াত আব্দুল্লাহ বিন উবাই বিন সালূল সম্পর্কে নাজিল হয়েছে। আব্দুল্লাহ বিন উবাই বিন সালূল যখন হযরত আয়েশা সিদ্দীকা (রা.)-এর প্রতি মিথ্যা অপবাদ রচনা করেছিল, তখন সে কুচক্রীর চির নিন্দনীয় ও ঘৃণিত কাজের পরিণতির ভয়াবহতা সম্পর্কে বর্ণনা দিয়ে উপরিউক্ত আয়াত নাজিল করা হয়।

(১১৩) قوله وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ وَرَحْمَتُهُ الخ **আয়াতের শানে নুযূল :** ইমাম যাহহাক হযরত ইবনে আব্বাস (রা.)-এর উদ্ধৃতি দিয়ে বর্ণনা করেন। উপরিউক্ত আয়াত ছাকীফ গোত্রীয় প্রতিনিধিদের সম্পর্কে অবতীর্ণ হয়েছে। তারা রাসূল ﷺ-এর নিকট গমন করে বলল, আমরা আপনার নিকট এসেছি এ মর্মে বায়আত গ্রহণ করার জন্য যে, أَنْ لَا نُحْشَرَ وَلَا نُعْشَرَ আমরা কোনো প্রকারের কলহ-বিবাদ করব না এবং উশরও দেব না। আর এক বছর নাগাদ আমরা উযযার উপাসনা করব। রাসূল ﷺ তাদেরকে কোনো প্রকারের জবাব দেননি। সে পরিপ্রেক্ষিতে উক্ত আয়াত নাজিল হয়েছে। –[বাহরে মুহীত :৩৬২/৩]

উপরোল্লিখিত ঘটনার বিবরণ সম্পর্কে কুরআনের বক্তব্য হলো–

প্রথম(অর্থাৎ ১০৫) আয়াতে রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে চুরির ঘটনার আসল স্বরূপ বর্ণনা করে বলা হয়েছে : আমি আপনার প্রতি কুরআন ও ওহী এজন্য অবতরণ করেছি, যাতে আপনি আল্লাহ প্রদত্ত জ্ঞান ও তত্ত্ব অনুযায়ী ফয়সালা করেন এবং বিশ্বাসঘাতকদের অর্থাৎ, বনী উবাইরাকের পক্ষপাতিত্ব না করেন। যদিও বাহ্যিক অবস্থা ও লক্ষণাদি দৃষ্টে চুরির ব্যাপারে ইহুদির প্রতি রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর প্রবল ধারণা হওয়া কোনো গুনাহ ছিল না; কিন্তু ছিল বাস্তব ঘটনার পরিপন্থি। তাই

দ্বিতীয় (অর্থাৎ, ১০৬) আয়াতে তাঁকে ক্ষমা প্রার্থনার আদেশ দেওয়া হয়েছে। কেননা পয়গম্বরগণের স্থান অনেক উর্ধ্বে। এতটুকু ব্যাপারও তাঁর পক্ষে শোভা পায় না।

তৃতীয় (অর্থাৎ, ১০৭) আয়াতে পুনরায় তাকিদ করা হয়েছে যে, আপনি বিশ্বাসঘাতকদের পক্ষে কোনো বিতর্ক করবেন না। কেননা আল্লাহ তাদেরকে পছন্দ করেন না।

চতুর্থ (অর্থাৎ ১০৮) আয়াতে বিশ্বাসঘাতকদের জঘন্য অবস্থা ও নির্বুদ্ধিতা ব্যক্ত করা হয়েছে যে, তারা নিজেদের মতো মানুষের কাছে তো লজ্জাবোধ করে এবং চুরি গোপন করে; কিন্তু আল্লাহর কাছে লজ্জিত হয় না; যিনি সর্বদা তাদের সাথে রয়েছেন এবং তাদের প্রত্যেক কাজ নিরীক্ষণ করছেন, বিশেষ করে এ ঘটনাটি দেখেছেন যে, তারা পরস্পর পরামর্শ করে স্থির করে যে, ইহুদির বিরুদ্ধে নালিশ কর এবং তাঁকে অনুরোধ করল তিনি যেন ইহুদির বিরুদ্ধে আমাদেরকে সমর্থন করেন।

https://e-ilm.weebly.com/

পঞ্চম (অর্থাৎ ১০৯) আয়াতে বনী উবায়রাকের সমর্থকদেরকে হুঁশিয়ার করা হয়েছে যে, দুনিয়াতে তো তোমরা তাদের সমর্থন করলে? কিন্তু ব্যাপার এখানেই শেষ নয়। কিয়ামতে যখন আল্লাহর আদালতে মকদ্দমার শুনানি হবে, তখন কে সমর্থন করবে? এ আয়াতে তাদেরকে একাধারে তিরস্কার করা হয়েছে এবং পরকালের ভীতি প্রদর্শন করে স্বীয় দুষ্কর্মের জন্য তওবা করতে উৎসাহিত করা হয়েছে।

ষষ্ঠ (অর্থাৎ ১১০) আয়াতে কুরআনে পাকের সাধারণ বিজ্ঞোচিত পদ্ধতি অনুযায়ী অপরাধী-পাপীদেরকে নৈরাশ্য থেকে উদ্ধার করার জন্য বলা হয়েছে যে, ছোট গুনাহ, হোক বা বড় গুনাহ, গুনাহগার ব্যক্তি যখন আল্লাহর কাছে তওবা ও ক্ষমা প্রার্থনা করে, তখন আল্লাহকে ক্ষমাশীল করুণাময় পায়। এতে করে উপরিউক্ত গুনাহে যারা জড়িত ছিল, তাদেরকে উৎসাহিত করা হয়েছে যে, এখনো সময় আছে ফিরে এসো। খাঁটি মনে তওবা করলে কিছুই নষ্ট হয়নি, আল্লাহ তা'আলা মাফ করবেন।

সপ্তম (অর্থাৎ, ১১১) আয়াতে হুঁশিয়ার করা হয়েছে যে, তারা এখনো যদি তওবা না করে, তাহলে তাতে আল্লাহর রাসূল ﷺ কিংবা মুসলমানদের কোনো ক্ষতি হবে না; বরং এ পাপের বোঝা তাদেরকেই বহন করতে হবে।

অষ্টম (অর্থাৎ ১১২) আয়াতে একটি সাধারণ বিধির আকারে বলা হয়েছে, যে ব্যক্তি নিজে কোনো অপরাধ করে তা অন্য নিরাপরাধ ব্যক্তির ঘাড়ে চাপিয়ে দেয়, [যেমন বর্ণিত ঘটনায় বনী উবায়রাক নিজে চুরি করে হযরত লবীদ অথবা ইহুদির ঘাড়ে চাপিয়েছিল] সে জঘন্য অপবাদ এবং প্রকাশ্য গুনাহের বোঝা নিজে বহন করে।

নবম (অর্থাৎ, ১১৩) আয়াতে রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে সম্বোধন করে বলা হয়েছে যে, আল্লাহ তা'আলার অনুগ্রহ ও কৃপা আপনার সঙ্গী না হলে তারা আপনাকে বিভ্রান্ত করে দিত। তিনি ওহীর মাধ্যমে আপনাকে সত্য ঘটনা বলে দিয়েছেন। আল্লাহর অনুগ্রহ ও কৃপা আপনার সঙ্গী। তাই কখনো তারা আপনাকে বিভ্রান্ত করতে পারে না; বরং নিজেরাই পথভ্রষ্ট হবে। আপনার বিন্দু পরিমাণও ক্ষতি করতে পারে না। কেননা আল্লাহ তা'আলা আপনার প্রতি আসমানি কিতাব এবং জ্ঞানগর্ভ বিষয়াদি অবতরণ করেছেন, যা আপনি ইতঃপূর্বে জানতেন না।

রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর ইজতিহাদ করার অধিকার : إِنَّا أَنزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ আয়াত থেকে পাঁচটি বিষয় প্রমাণিত হয়।

এক. যেসব বিষয় সম্পর্কে কুরআন পাকে কোনো স্পষ্ট উক্তি বর্ণিত নেই সেগুলোতে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর নিজ মতামত দ্বারা ইজতিহাদ করার অধিকার ছিল। জরুরি বিষয়াদিতে তিনি অনেক ফয়সালা স্বীয় ইজতিহাদ দ্বারাও করতেন।

দুই. আল্লাহ তা'আলার কাছে সে ইজতিহাদই গ্রহণযোগ্য, যা কুরআন ও সুন্নাহর মূলনীতি থেকে গৃহীত। এ ব্যাপারে নিছক ব্যক্তিগত মতামত ও ধারণা গ্রহণযোগ্য নয়, শরিয়তের পরিভাষায় একে ইজতিহাদ বলা যায় না।

তিন. রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর ইজতিহাদ অন্যান্য মুজতাহিদ ইমামের ইজতিহাদের মতো ছিল না, যাতে ভুল-ভ্রান্তির সম্ভাবনা সর্বদাই বিদ্যমান থাকে। তিনি যখন ইজতিহাদের মাধ্যমে কোনো ফয়সালা করতেন, তাতে কোনো ভুল হয়ে গেল, আল্লাহ তা'আলা তাঁকে সতর্ক করে ফয়সালাকে নির্ভুল ও সঠিক করে দিতেন।

রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর, কোনো ইজতিহাদী ফয়সালার পর আল্লাহর পক্ষ থেকে যদি এ সম্পর্কে কোনো হুঁশিয়ারী অবতীর্ণ না হতো, তবে তাতে প্রতিভাত হতো যে, ফয়সালাটি আল্লাহর পছন্দনীয় ও নির্ভুল হয়েছে।

চার. রাসূলুল্লাহ ﷺ কুরআন থেকে যা কিছু বুঝতেন, তা ছিল আল্লাহ তা'আলারই বুঝানো বিষয়। এতে ভুল বুঝাবুঝির অবকাশ ছিল না। অন্যান্য আলেম ও মুজতাহিদের অবস্থা তেমন নয়। তাঁরা যা বুঝেন সে সম্পর্কে এ কথা বলা যায় না যে, আল্লাহ তা'আলা তাঁদেরকে বলে দিয়েছেন। আলোচ্য আয়াতে রাসূলুল্লাহ ﷺ সম্পর্কে بِمَا أَرَاكَ اللَّهُ বলা হয়েছে। অর্থাৎ, আল্লাহ আপনাকে যা দেখিয়ে দেন। এ কারণেই فَاحْكُمْ بِمَا أَرَاكَ اللَّهُ (অর্থাৎ, আল্লাহ আপনাকে যা দেখিয়ে দেন, তদনুযায়ী ফয়সালা করুন)। তখন তিনি শাসিয়ে দিয়ে বললেন, এ বৈশিষ্ট্য একমাত্র রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর অন্য কারো নয়।

পাঁচ. মিথ্যা মকদ্দমা ও মিথ্যা দাবির তদবীর করা, ওকালতি করা, সমর্থন করা ইত্যাদি সবই হারাম।

তওবার তাৎপর্য : ১১০তম আয়াত অর্থাৎ, وَمَن يَعْمَلْ سُوءًا أَوْ يَظْلِمْ نَفْسَهُ থেকে জানা যায় যে, সংক্রামক গুনাহ ও অসংক্রামক গুনাহ, অর্থাৎ বান্দার হকের সাথে কিংবা আল্লাহর হকের সাথে সম্পর্কযুক্ত সব গুনাহই তওবা ও ইস্তেগফারের দ্বারা মাফ

https://e-ilm.weebly.com/

https://e-ilm.weebly.com/

لَا خَيْرَ فِىْ كَثِيْرٍ مِّنْ نَّجْوٰىهُمْ اِلَّا مَنْ اَمَرَ بِصَدَقَةٍ اَوْ مَعْرُوْفٍ اَوْ اِصْلَاحٍۭ بَيْنَ النَّاسِ ؕ وَمَنْ يَّفْعَلْ ذٰلِكَ ابْتِغَآءَ مَرْضَاتِ اللّٰهِ فَسَوْفَ نُؤْتِيْهِ اَجْرًا عَظِيْمًا (١١٤)

অনুবাদ : (১১৪) মানুষের অধিকাংশ গুপ্ত পরামর্শে কোনো মঙ্গল নিহিত থাকে না, হ্যাঁ, তবে যে ব্যক্তি দান অথবা কোনো নেক কাজ কিংবা জনগণের মধ্যে পরস্পর সন্ধি স্থাপনে উৎসাহিত করে, আর যে ব্যক্তি আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভের উদ্দেশ্যে এরূপ কাজ করবে, আমি সত্বরই তাকে মহান পুরস্কার প্রদান করব।

وَمَنْ يُّشَاقِقِ الرَّسُوْلَ مِنْۢ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدٰى وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيْلِ الْمُؤْمِنِيْنَ نُوَلِّهٖ مَا تَوَلّٰى وَنُصْلِهٖ جَهَنَّمَ ؕ وَسَآءَتْ مَصِيْرًا (١١٥)

(১১৫) আর যে ব্যক্তি রাসূলের বিরোধিতা করবে, তার নিকট সত্য বিষয় প্রকাশিত হওয়ার পর, এবং মুসলমানদের পথ পরিত্যাগ করে অন্য পথ অবলম্বন করবে, তাহলে আমি তাকে করতে দিব সে যা কিছু করে, এবং তাকে জাহান্নামে নিক্ষেপ করব, আর তা হচ্ছে নিকৃষ্ট গন্তব্য স্থান।

اِنَّ اللّٰهَ لَا يَغْفِرُ اَنْ يُّشْرَكَ بِهٖ وَيَغْفِرُ مَا دُوْنَ ذٰلِكَ لِمَنْ يَّشَآءُ ؕ وَمَنْ يُّشْرِكْ بِاللّٰهِ فَقَدْ ضَلَّ ضَلٰلًۢا بَعِيْدًا (١١٦)

(১১৬) নিশ্চয় আল্লাহ ক্ষমা করবেন না তাঁর সাথে শরিক স্থির করাকে এবং তদ্ব্যতীত অন্যান্য যাবতীয় পাপ যাকে ইচ্ছা ক্ষমা করে দিবেন, আর যে ব্যক্তি আল্লাহর সাথে শরিক স্থির করে, সে তো বহু দূরের পথভ্রষ্টতায় পতিত হয়েছে।

اِنْ يَّدْعُوْنَ مِنْ دُوْنِهٖۤ اِلَّاۤ اِنٰثًا ۚ وَاِنْ يَّدْعُوْنَ اِلَّا شَيْطٰنًا مَّرِيْدًا (١١٧)

(১১৭) তারা [অংশীবাদীরা] খোদাকে পরিত্যাগ করে কেবল কয়েকটি নারী জাতীয় বস্তুর পূজা করে, আর কেবল শয়তানের পূজা করে, যে [আল্লাহর] নির্দেশ লঙ্ঘনকারী।

শাব্দিক অনুবাদ

(১১৪) لَا خَيْرَ فِىْ كَثِيْرٍ مِّنْ نَّجْوٰىهُمْ মানুষের অধিকাংশ গুপ্ত পরামর্শে কোনো মঙ্গল নিহিত থাকে না اِلَّا مَنْ اَمَرَ হ্যাঁ, তবে যে ব্যক্তি উৎসাহিত করে بِصَدَقَةٍ اَوْ مَعْرُوْفٍ দান অথবা কোনো নেক কাজ اَوْ اِصْلَاحٍۭ بَيْنَ النَّاسِ কিংবা জনগণের মধ্যে পরস্পর সন্ধি স্থাপনে وَمَنْ يَّفْعَلْ ذٰلِكَ আর যে ব্যক্তি এরূপ কাজ করবে ابْتِغَآءَ مَرْضَاتِ اللّٰهِ আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভের উদ্দেশ্যে فَسَوْفَ نُؤْتِيْهِ اَجْرًا عَظِيْمًا তাহলে আমি সত্বরই তাকে মহা পুরস্কার প্রদান করবে।

(১১৫) وَمَنْ يُّشَاقِقِ الرَّسُوْلَ আর যে ব্যক্তি রাসূলের বিরোধিতা করবে مِنْۢ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدٰى তার নিকট সত্য বিষয় প্রকাশিত হওয়ার পর وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيْلِ الْمُؤْمِنِيْنَ এবং মুসলমানদের পথ পরিত্যাগ করে অন্য পথ অবলম্বন করবে نُوَلِّهٖ مَا تَوَلّٰى তাহলে আমি তাকে করতে দিব সে যা কিছু করে وَنُصْلِهٖ جَهَنَّمَ এবং তাকে জাহান্নামে নিক্ষেপ করব وَسَآءَتْ مَصِيْرًا আর তা হচ্ছে নিকৃষ্ট গন্তব্য স্থান।

(১১৬) اِنَّ اللّٰهَ لَا يَغْفِرُ নিশ্চয় আল্লাহ ক্ষমা করবেন না اَنْ يُّشْرَكَ بِهٖ তাঁর সাথে শরিক স্থির করাকে وَيَغْفِرُ مَا دُوْنَ ذٰلِكَ لِمَنْ يَّشَآءُ এবং তদ্ব্যতীত অন্যান্য যাবতীয় পাপ যাকে ইচ্ছা ক্ষমা করে দিবেন وَمَنْ يُّشْرِكْ بِاللّٰهِ আর যে ব্যক্তি আল্লাহর সাথে শরিক স্থির করে فَقَدْ ضَلَّ ضَلٰلًۢا بَعِيْدًا সে তো বহু দূরের পথভ্রষ্টতায় পতিত হয়েছে।

(১১৭) اِنْ يَّدْعُوْنَ مِنْ دُوْنِهٖۤ اِلَّاۤ اِنٰثًا তারা [অংশীবাদীরা] খোদাকে পরিত্যাগ করে কেবল কয়েকটি নারী জাতীয় বস্তুর পূজা করে وَاِنْ يَّدْعُوْنَ اِلَّا شَيْطٰنًا আর কেবল শয়তানের পূজা করে, مَّرِيْدًا যে [আল্লাহর] নির্দেশ লঙ্ঘনকারী।

https://e-ilm.weebly.com/

لَّعَنَهُ اللَّهُ ۘ وَقَالَ لَأَتَّخِذَنَّ مِنْ عِبَادِكَ نَصِيبًا مَّفْرُوضًا ﴿١١٨﴾	(১১৮) যাকে আল্লাহ স্বীয় [বিশেষ] করুণা হতে দূরে নিক্ষেপ করেছেন, এবং যে এরূপ বলেছিল, আমি অবশ্যই তোমার বান্দাগণ হতে স্বীয় নির্ধারিত অংশ নিব।
وَلَأُضِلَّنَّهُمْ وَلَأُمَنِّيَنَّهُمْ وَلَآمُرَنَّهُمْ فَلَيُبَتِّكُنَّ آذَانَ الْأَنْعَامِ وَلَآمُرَنَّهُمْ فَلَيُغَيِّرُنَّ خَلْقَ اللَّهِ ۚ وَمَن يَتَّخِذِ الشَّيْطَانَ وَلِيًّا مِّن دُونِ اللَّهِ فَقَدْ خَسِرَ خُسْرَانًا مُّبِينًا ﴿١١٩﴾	(১১৯) [আনুগত্যের দ্বারা] আমি তাদেরকে পথভ্রষ্ট করব এবং আমি তাদেরকে বৃথা আশ্বাস প্রদান করব এবং আমি তাদেরকে শিক্ষা দিব যেন তারা [প্রতিমার নামে] চতুষ্পদ জন্তুর কান কর্তন করে, এবং আমি তাদেরকে [আরো] শিক্ষা দিব, যেন তারা আল্লাহর সৃষ্ট আকৃতিকে বিকৃত করে দেয়, আর যে ব্যক্তি আল্লাহকে ত্যাগ করে শয়তানকে বন্ধুরূপে গ্রহণ করবে, সে নিশ্চয় প্রকাশ্য ক্ষতিতে নিপতিত হবে।
يَعِدُهُمْ وَيُمَنِّيهِمْ ۖ وَمَا يَعِدُهُمُ الشَّيْطَانُ إِلَّا غُرُورًا ﴿١٢٠﴾	(১২০) শয়তান তাদের সাথে অঙ্গীকার করে ও বৃথা আশ্বাস দেয়, আর শয়তান তাদের সাথে শুধু মিথ্যা [প্রবঞ্চনামূলক] অঙ্গীকার করে।
أُولَٰئِكَ مَأْوَاهُمْ جَهَنَّمُ وَلَا يَجِدُونَ عَنْهَا مَحِيصًا ﴿١٢١﴾	(১২১) এরূপ লোকের বাসস্থান হবে জাহান্নাম, এবং তা হতে বাঁচার স্থান কোথাও পাবে না।

শাব্দিক অনুবাদ

(১১৮) لَّعَنَهُ اللَّهُ যাকে আল্লাহ স্বীয় [বিশেষ] করুণা হতে দূরে নিক্ষেপ করেছেন وَقَالَ এবং যে এরূপ বলেছিল لَأَتَّخِذَنَّ مِنْ عِبَادِكَ আমি অবশ্যই তোমার বান্দাগণ হতে নিব نَصِيبًا مَّفْرُوضًا স্বীয় নির্ধারিত অংশ ।

(১১৯) وَلَأُضِلَّنَّهُمْ [আনুগত্যের দ্বারা] আমি তাদেরকে পথভ্রষ্ট করব وَلَأُمَنِّيَنَّهُمْ এবং আমি তাদেরকে বৃথা আশ্বাস প্রদান করব وَلَآمُرَنَّهُمْ এবং আমি তাদেরকে শিক্ষা দিব فَلَيُبَتِّكُنَّ آذَانَ الْأَنْعَامِ যেন তারা [প্রতিমার নামে] চতুষ্পদ জন্তুর কান কর্তন করে وَلَآمُرَنَّهُمْ এবং আমি তাদেরকে [আরো] শিক্ষা দিব فَلَيُغَيِّرُنَّ خَلْقَ اللَّهِ যেন তারা আল্লাহর সৃষ্ট আকৃতিকে বিকৃত করে দেয় وَمَن يَتَّخِذِ الشَّيْطَانَ وَلِيًّا আর যে ব্যক্তি শয়তানকে বন্ধুরূপে গ্রহণ করবে مِّن دُونِ اللَّهِ আল্লাহকে ত্যাগ করে فَقَدْ خَسِرَ خُسْرَانًا مُّبِينًا সে নিশ্চয় প্রকাশ্য ক্ষতিতে নিপতিত হবে ।

(১২০) يَعِدُهُمْ শয়তান তাদের সাথে অঙ্গীকার করে وَيُمَنِّيهِمْ ও বৃথা আশ্বাস দেয় । وَمَا يَعِدُهُمُ الشَّيْطَانُ إِلَّا غُرُورًا আর শয়তান তাদের সাথে শুধু মিথ্যা [প্রবঞ্চনামূলক] অঙ্গীকার করে ।

(১২১) أُولَٰئِكَ مَأْوَاهُمْ جَهَنَّمُ এরূপ লোকের বাসস্থান হবে জাহান্নাম وَلَا يَجِدُونَ عَنْهَا مَحِيصًا এবং তা হতে বাঁচার স্থান কোথাও পাবে না ।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

(১১৫-১১৬) قوله وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَىٰ الخ **আয়াতের শানে নুযূল :** ওলামায়ে কেরামের অভিমত হলো উভয়টি আয়াত ইবনে উবাইরিক চোরের কারণে নাজিল হয়েছে। নবী করীম ﷺ ইবনে উবাইরিককে যখন হাত কেটে ফেলার নির্দেশ দেন, তখন সে মক্কায় পালিয়ে গিয়ে মুরতাদ হয়ে যা। হযরত সাঈদ বিন জুবাইর বলেন, ইবনে উবাইরিক

https://e-ilm.weebly.com/

যখন মক্কায় চলে গেল, সেখানেও এক ঘরে সিঁধ কাটে। ফলে মক্কাবাসী তাকে ধরে হত্যা করে ফেলে। সে পরিপ্রেক্ষিতে إِنَّ اللّٰهَ لَا يَغْفِرُ اَنْ يُشْرَكَ بِهٖ الخ আয়াত নাজিল হয়েছে।

শানে নুযূল– ২ : যাহহাক বলেন, কুরাইশ এক প্রতিনিধি দল মদিনায় এসে ইসলাম গ্রহণ করে, অতঃপর মুরতাদ বা ধর্মত্যাগী হয়ে মক্কায় ফিরে যায়। সে সম্পর্কে আলোচ্য আয়াত নাজিল হয়েছে।

শানে নুযূল- ৩ : কালবী বলেন, ইবনে উবাইরিকের বাস্তব অবস্থা যখন উদ্ভাসিত হয়ে যায়, এবং সে-ই চুরি করেছে বলে যখন প্রমাণিত হয়ে যায়, তখন মুরতাদ হয়ে মক্কায় চলে যায়। সে মক্কায়ও হাজ্জাজ বিন আল্যাত নামী এক ব্যক্তির ঘরে সিঁধ কাটে। ফলে সে দেয়াল তার উপর ধসে পড়ে যায় এবং সিঁধে চাপাবস্থায় তাকে পাওয়া যায়। তখন তারা তাকে মক্কা থেকে বহিষ্কার করে দেয়। পরবর্তীতে সিরিয় এক কাফেলার মাল চুরি করে নিয়ে যায়, অতঃপর আবারো কোনো এক কাফেলা থেকে কোনো একজনের মাল চুরি করে নিয়ে যায়। সুতরাং একে প্রস্তারাঘাতে হত্যা করা হয় । সে পরিপ্রেক্ষিতে আলোচ্য আয়াত নাজিল হয়।

শানে নুযূল– ৪ : যাহহাক বলেন, একজন বেদুইন রাসূল ﷺ-এর নিকট এসে বলল, হে আল্লাহর রাসূল! আমি পাপ পঙ্কিলতায় ও ভ্রান্ততায় নিমজ্জিত একজন বৃদ্ধ মানুষ, তবে আমি আল্লাহর সাথে কাউকে শরিক নির্ধারণ করিনি। যখন থেকে আমি আল্লাহর পরিচয় লাভ করেছি এবং যখন থেকে তাঁর প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করেছি। সুতরাং আল্লাহর নিকট আমার কি পরিণতি ঘটবে? তখন إِنَّ اللّٰهَ لَا يَغْفِرُ আয়াতে নাজিল হয়। –[কুরতুবী : ৩৬৬-৬৭/৫, রূহুল মা'আনী : ১৪৭/৩/৫/ ফাতহুল কাদীর : ৫১৬/১, কাশশাফ : ৫৯৯/১]

(১১৭) قوله إِنْ يَّدْعُوْنَ مِنْ دُوْنِهٖٓ اِلَّآ اِنٰثًا الخ **আয়াতের শানে নুযূল :** সাঈদ বিন মানসূর, ইবনে জারীর ও ইবনুল মুনযির হাসান হতে বর্ণনা করেন, আরবের প্রতিটি গোত্রের জন্যই স্বতন্ত্র দেবতা ও প্রতিমা ছিল। যেগুলোকে তারা উপাসনা করত, সেগুলোর নাম রাখত গোত্রের মহিলাদের নামের সাথে মিলিয়ে। সে পরিপ্রেক্ষিতে আল্লাহ তা'আলা উক্ত আয়াত নাজিল করেন। –[ফাতহুল কাদীর : ৫১৮/১, কুরতুবী : ৩৬৭/৫]

পারস্পরিক সলা-পরামর্শ ও মজলিসের উত্তম পন্থা : বলা হয়েছে لَا خَيْرَ فِيْ كَثِيْرٍ مِّنْ نَّجْوٰىهُمْ অর্থাৎ, মানুষের যেসব পারস্পরিক সলা-পরামর্শ পরকালের ভাবনা ও পরিণতির চিন্তা বিবর্জিত শুধু ক্ষণস্থায়ী পার্থিব ও সাময়িক উপকার লাভের জন্য হয়ে থাকে, সেগুলোতে কোনো মঙ্গল নেই।

এরপর বলা হয়েছে : اِلَّا مَنْ اَمَرَ بِصَدَقَةٍ اَوْ مَعْرُوْفٍ اَوْ اِصْلَاحٍۢ بَيْنَ النَّاسِ অর্থাৎ, এসব সলা-পরামর্শ ও কানাকানিতে মঙ্গলের কোনো কিছু থাকলে তা হচ্ছে একে অপরকে দান খয়রাতে উৎসাহিত করা কিংবা সৎকাজের আদেশ দেওয়া অথবা মানুষের মধ্যে পারস্পরিক শান্তি স্থাপনের পরমার্শ দান করা। এক হাদীসে বলা হয়েছে : মানুষের যেসব কথাবার্তায় আল্লাহর জিকির কিংবা সৎকাজের আদেশ ও অসৎ কাজের নিষেধ থাকে, সেগুলো ছাড়া সবই তাদের জন্য ক্ষতিকর।

مَعْرُوْفٍ এমন কাজকে বলা হয়, যা শরিয়তে প্রশংসিত এবং যা শরিয়তপন্থিদের কাছে পরিচিত। এর বিপরীতে مُنْكَرٌ ঐ কাজ, যা শরিয়তে অপছন্দনীয় এবং শরিয়তপন্থিদের কাছে অপরিচিত।

যে কোনো সৎকাজের আদেশ এবং উৎসাহ দান 'আমর বিল মারূফে'র অন্তর্ভুক্ত। উৎপীড়িতকে সাহায্য করা, অভাবীদের ঋণ দেওয়া, পথভ্রান্তকে পথ বলে দেওয়া ইত্যাদি সৎকাজও 'আমর বিল মারূফে'র অন্তর্ভুক্ত। সদকা এবং মানুষের পারস্পরিক শান্তি স্থাপন যদিও এর অন্তর্ভুক্ত; কিন্তু স্বতন্ত্রভাবে উল্লেখ করার কারণ এই যে, এতদুভয়ের উপকারিতা বহু লোকের মধ্যে বিস্তার লাভ করে এবং জাতীয় জীবন সংশোধিত হয়।

এ ছাড়া দুটি কাজ জনসেবার গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায়সমূহকে পরিব্যাপ্ত করে। এক. সৃষ্টি জীবের উপকার করা। দুই. মানুষকে দুঃখকষ্ট থেকে রক্ষা করা। সদকা উপকার সাধনের গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায় এবং মানুষে মধ্যে সন্ধি স্থাপন করা, সৃষ্টজীবকে ক্ষতির কবল থেকে রক্ষা করার সর্বপ্রধান মাধ্যম। তাই তাফসীরবিদগণ বলেন : এখানে সদকার অর্থ ব্যাপক। ওয়াজিব সদকা, জাকাত, নফল সদকা এবং যে কোনো উপকার এর অন্তর্ভুক্ত।

শিরক ও কুফরের শাস্তি চিরস্থায়ী হওয়া : এখানে কেউ কেউ প্রশ্ন করে যে, কর্ম পরিমাণে শাস্তি হওয়া উচিত। মুশরিক ও কাফেররা যে শিরক ও কুফরের অপবাদ করে, তা সীমাবদ্ধ আয়ুষ্কালের মধ্যে করে। অতএব, এ শাস্তি অনন্তকাল ও চিরস্থায়ী হবে কেন? এর উত্তর এই যে, কাফের ও মুশরিকরা কুফর ও শিরককে অপরাধই মনে করে না; বরং পুণ্যের কাজ

https://e-ilm.weebly.com/

বলে মনে করে। তাই তাদের ইচ্ছা ও সংকল্প এটাই থাকে যে, চিরকাল এ অবস্থার উপরই কায়েম থাকবে। মৃত্যুর মুহূর্ত পর্যন্ত যখন সে এ অবস্থার উপর কায়েম থাকে, তখন সে নিজ সাধ্যের সীমা পর্যন্ত চিরস্থায়ী অপরাধ করে নেয়। তাই শাস্তিও চিরস্থায়ী হবে।

জুলুম ও অবিচার তিন প্রকার : এক প্রকার জুলুম আল্লাহ তা'আলা কখনো ক্ষমা করবেন না। দ্বিতীয় প্রকার জুলুম মাফ হতে পারে। তৃতীয় প্রকার জুলুমের প্রতিশোধ আল্লাহ তা'আলা না নিয়ে ছাড়বেন না।

প্রথম প্রকার জুলুম হচ্ছে শিরক, দ্বিতীয় প্রকার আল্লাহর হকে ত্রুটি করা এবং তৃতীয় প্রকার বান্দার হক বিনষ্ট করা। –[ইবনে কাছীর]

শিরকের তাৎপর্য : শিরকের তাৎপর্য হচ্ছে আল্লাহ ব্যতীত কোনো সৃষ্টবস্তুকে ইবাদতের উপযুক্ত মনে করা। জাহান্নামে পৌঁছে মুশরিকরা যে উক্তি করবে, কুরআনে পাক তা উদ্ধৃত করেছে: تَاللّٰهِ اِنْ كُنَّا لَفِيْ ضَلٰلٍ مُّبِيْنٍ اِذْ نُسَوِّيْكُمْ بِرَبِّ الْعٰلَمِيْنَ অর্থাৎ, আল্লাহর কসম, আমরা প্রকাশ্য পথভ্রষ্টতায় লিপ্ত ছিলাম যখন আমরা তোমাদেরকে বিশ্বপালনকর্তার সমতুল্য স্থির করেছিলাম।

জানা কথা যে, মুশরিকদেরকেও এরূপ বিশ্বাস ছিল না যে, তাদের স্বনির্মিত প্রস্তরমূর্তি বিশ্ব-জাহানের স্রষ্টা ও মালিক। তারা অন্যান্য ভুল-বুঝাবুঝির কারণে এদেরকে ইবাদতে কিংবা মহব্বত ও সম্মান প্রদর্শনে আল্লাহ তা'আলার সমতুল্য স্থির করে নিয়েছিল। এ শিরকই তাদেরকে জাহান্নামে পৌঁছে দিয়েছে। –[ফাতহুল মুলহিম] জানা গেল যে, স্রষ্টা রিজিকদাতা, সর্বশক্তিমান, দৃশ্য ও অদৃশ্যের জ্ঞানী আল্লাহ তা'আলার ইত্যাকার বিশেষ গুণে কোনো সৃষ্ট বস্তুকে আল্লাহর সমতুল্য মনে করাই শিরক।

শব্দ বিশ্লেষণ

يُشَاقِقْ : সীগাহ واحد مذكر غائب বহছ مضارع معروف বাব مُفَاعَلَة মাসদার اَلْمُشَاقَّةُ মূলবর্ণ (ش ـ ق ـ ق) জিনস مضاعف ثلاثى অর্থ– সে বিরোধিতা করবে।

نُوَلِّ : সীগাহ جمع متكلم বহছ مضارع معروف বাব تَفْعِيل মাসদার اَلتَّوَلِّيْ মূলবর্ণ (و ـ ل ـ ى) জিনস لفيف مفروق অর্থ– আমরা তা অর্পণ করব।

اِنٰثًا : শব্দটি বহুবচন, একবচন اُنْثٰى অর্থ– মহিলাগণ, দেবীসমূহ।

مَرِيْدًا : শব্দটি একবচন, বহুবচন مُرَدَاءُ অর্থ– নাফরমান,নির্দেশ লঙ্ঘনকারী।

لَاُمَنِّيَنَّهُمْ : সীগাহ واحد متكلم বহছ فعل مستقبل معروف در تاكيد ثقيلة بانون تاكيد لام বাব تَفْعِيْل মাসদার اَلتَّمْنِيَةُ মূলবর্ণ (م ـ ن ـ ى) জিনস ناقص يائى অর্থ– আমি হৃদয়ে মিথ্যা বাসনার সৃষ্টি করবই।

مَأْوٰى : শব্দটি একবচন, বহুবচন مَاوِىْ অর্থ– ঠিকানা।

https://e-ilm.weebly.com/

(১২২) আর যারা ঈমান আনয়ন করেছে এবং নেক কাজ করেছে, আমি তাদেরকে সত্ত্বরই এমন উদ্যানসমূহে দাখিল করব যার তলদেশে নহরসমূহ বইতে থাকবে, তারা তাতে অনন্তকাল অবস্থান করবে, আল্লাহ তা'আলা তার প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন এবং সত্য প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন, আর আল্লাহ তা'আলার চেয়ে কার কথা অধিক সত্য হবে?	وَالَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَعَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ سَنُدْخِلُهُمْ جَنّٰتٍ تَجْرِيْ مِنْ تَحْتِهَا الْاَنْهٰرُ خٰلِدِيْنَ فِيْهَآ اَبَدًا ۖ وَعْدَ اللّٰهِ حَقًّا ۚ وَمَنْ اَصْدَقُ مِنَ اللّٰهِ قِيْلًا ﴿١٢٢﴾
(১২৩) না তোমাদের আকাঙ্ক্ষায় কাজ হবে, আর না আহলে কিতাবদের আকাঙ্ক্ষায় যে ব্যক্তি কোনো মন্দ কাজ করবে তদবিনিময়ে তাকে শাস্তি ভোগ করতে হবে এবং সে ব্যক্তি আল্লাহকে ব্যতীত কোনো বন্ধুও পাবে না এবং কোনো সাহায্যকারীও পাবে না।	لَيْسَ بِاَمَانِيِّكُمْ وَلَآ اَمَانِيِّ اَهْلِ الْكِتٰبِ ۚ مَنْ يَّعْمَلْ سُوْٓءًا يُّجْزَ بِهٖ وَلَا يَجِدْ لَهٗ مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ وَلِيًّا وَّلَا نَصِيْرًا ﴿١٢٣﴾
(১২৪) আর যে ব্যক্তি কোনো নেক কাজ করবে চাই সে পুরুষ হোক কিংবা নারী হোক, যদি সে মুমিন হয়, তবে এরূপ লোকগণ জান্নাতে প্রবেশ করবে, এবং তাদের প্রতি বিন্দুমাত্রও অবিচার করা হবে না।	وَمَنْ يَّعْمَلْ مِنَ الصّٰلِحٰتِ مِنْ ذَكَرٍ اَوْ اُنْثٰى وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَاُولٰٓئِكَ يَدْخُلُوْنَ الْجَنَّةَ وَلَا يُظْلَمُوْنَ نَقِيْرًا ﴿١٢٤﴾
(১২৫) আর এরূপ ব্যক্তি [-র ধর্ম] অপেক্ষা কার ধর্ম অধিক উত্তম হবে? যে ব্যক্তি স্বীয় চেহারা আল্লাহর দিকে ঝুঁকিয়ে দেয়, এবং সে নিষ্ঠাবানও হয়, এবং সে মিল্লাতে ইবরাহীমীর অনুসরণও করে, যাতে বক্রতার লেশ নেই, এবং আল্লাহ তা'আলা ইবরাহীমকে স্বীয় খাঁটি বন্ধুরূপে গ্রহণ করেছিলেন।	وَمَنْ اَحْسَنُ دِيْنًا مِّمَّنْ اَسْلَمَ وَجْهَهٗ لِلّٰهِ وَهُوَ مُحْسِنٌ وَّاتَّبَعَ مِلَّةَ اِبْرٰهِيْمَ حَنِيْفًا ۗ وَاتَّخَذَ اللّٰهُ اِبْرٰهِيْمَ خَلِيْلًا ﴿١٢٥﴾

শাব্দিক অনুবাদ

(১২২) وَالَّذِيْنَ اٰمَنُوْا আর যারা ঈমান আনয়ন করেছে وَعَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ এবং নেক কাজ করেছে سَنُدْخِلُهُمْ جَنّٰتٍ আমি তাদেরকে সত্ত্বরই এমন উদ্যানসমূহে দাখিল করব تَجْرِيْ مِنْ تَحْتِهَا الْاَنْهٰرُ যার তলদেশে নহরসমূহ বইতে থাকবে خٰلِدِيْنَ فِيْهَآ اَبَدًا তারা তাতে অনন্তকাল অবস্থান করবে وَعْدَ اللّٰهِ حَقًّا আল্লাহ তা'আলা তার প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন এবং সত্য প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন وَمَنْ اَصْدَقُ مِنَ اللّٰهِ قِيْلًا আর আল্লাহ তা'আলার চেয়ে কার কথা অধিক সত্য হবে?

(১২৩) لَيْسَ بِاَمَانِيِّكُمْ না তোমাদেরকে আকাঙ্ক্ষায় কাজ হবে وَلَآ اَمَانِيِّ اَهْلِ الْكِتٰبِ আর না আহলে কিতাবদের আকাঙ্ক্ষায় مَنْ يَّعْمَلْ سُوْٓءًا যে ব্যক্তি কোনো মন্দ কাজ করবে يُّجْزَ بِهٖ তদবিনিময়ে তাকে শাস্তি ভোগ করতে হবে وَلَا يَجِدْ لَهٗ এবং সে ব্যক্তি পাবে না مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ আল্লাহকে ব্যতীত وَلِيًّا কোনো বন্ধু وَّلَا نَصِيْرًا এবং কোনো সাহায্যকারীও।

(১২৪) وَمَنْ يَّعْمَلْ مِنَ الصّٰلِحٰتِ আর যে ব্যক্তি কোনো নেক কাজ করবে مِنْ ذَكَرٍ اَوْ اُنْثٰى চাই সে পুরুষ হোক কিংবা নারী হোক وَهُوَ مُؤْمِنٌ যদি সে মুমিন হয় فَاُولٰٓئِكَ يَدْخُلُوْنَ الْجَنَّةَ তবে এরূপ লোকগণ জান্নাতে প্রবেশ করবে وَلَا يُظْلَمُوْنَ نَقِيْرًا এবং তাদের প্রতি বিন্দুমাত্রও অবিচার করা হবে না।

(১২৫) وَمَنْ اَحْسَنُ دِيْنًا আর কার ধর্ম অধিক উত্তম হবে? مِّمَّنْ اَسْلَمَ وَجْهَهٗ لِلّٰهِ এরূপ ব্যক্তি [-র ধর্ম] অপেক্ষা যে ব্যক্তি স্বীয় চেহারা আল্লাহর দিকে ঝুঁকিয়ে দেয় وَهُوَ مُحْسِنٌ এবং সে নিষ্ঠাবানও হয় وَّاتَّبَعَ مِلَّةَ اِبْرٰهِيْمَ এবং সে মিল্লাতে ইবরাহীমীর অনুসরণও করে حَنِيْفًا যাতে বক্রতার লেশ নেই وَاتَّخَذَ اللّٰهُ اِبْرٰهِيْمَ خَلِيْلًا এবং আল্লাহ তা'আলা ইবরাহীমকে স্বীয় খাঁটি বন্ধুরূপে গ্রহণ করেছিলেন।

https://e-ilm.weebly.com/

(১২৬) আর আল্লাহরই আধিপত্যে রয়েছে যা কিছু আসমানসমূহে আছে ও যা কিছু জমিনে আছে, এবং আল্লাহ তা'আলা সকল বস্তুকে পরিবেষ্টন করে আছেন।

وَلِلّٰهِ مَا فِي السَّمٰوٰتِ وَمَا فِي الْاَرْضِ ۚ وَكَانَ اللّٰهُ بِكُلِّ شَيْءٍ مُّحِيْطًا (١٢٦)

(১২৭) আর মানুষ আপনার নিকট নারীদের [মিরাশ ও মহর] সম্বন্ধে বিধান জিজ্ঞাসা করে, আপনি বলে দিন, আল্লাহ তাদের সম্পর্কে তোমাদেরকে [ঐ পূর্ব] ব্যবস্থা দিচ্ছেন এবং সেই আয়াতগুলো যা কিতাবের মধ্যে তোমাদেরকে পাঠ করে শুনানো হয়ে থাকে– যা ঐ এতিম নারীদের সম্বন্ধে [নাজিল হয়েছে] যাদেরকে তোমরা তাদের নির্ধারিত স্বত্ব প্রদান কর না, এবং যাদেরকে বিবাহ করতে ঘৃণা কর এবং [ঐ আয়াতগুলোও] দুর্বল শিশুদের সম্বন্ধে এবং এই সম্বন্ধে যে, এতিমদের [যাবতীয়] কার্য ন্যায়ের সাথে সম্পাদন কর, আর তোমরা যে নেক কাজ কর নিশ্চয় আল্লাহ তা খুব জানেন।

وَيَسْتَفْتُوْنَكَ فِي النِّسَآءِ ؕ قُلِ اللّٰهُ يُفْتِيْكُمْ فِيْهِنَّ وَمَا يُتْلٰى عَلَيْكُمْ فِي الْكِتٰبِ فِيْ يَتٰمَى النِّسَآءِ الّٰتِيْ لَا تُؤْتُوْنَهُنَّ مَا كُتِبَ لَهُنَّ وَتَرْغَبُوْنَ اَنْ تَنْكِحُوْهُنَّ وَالْمُسْتَضْعَفِيْنَ مِنَ الْوِلْدَانِ وَاَنْ تَقُوْمُوْا لِلْيَتٰمٰى بِالْقِسْطِ ؕ وَمَا تَفْعَلُوْا مِنْ خَيْرٍ فَاِنَّ اللّٰهَ كَانَ بِهٖ عَلِيْمًا (١٢٧)

শাব্দিক অনুবাদ

(১২৬) وَلِلّٰهِ আর আল্লাহরই আধিপত্যে রয়েছে مَا فِي السَّمٰوٰتِ যা কিছু আসমানসমূহে আছে وَمَا فِي الْاَرْضِ ও যা কিছু জমিনে আছে وَكَانَ اللّٰهُ بِكُلِّ شَيْءٍ مُّحِيْطًا এবং আল্লাহ তা'আলা সকল বস্তুকে পরিবেষ্টন করে আছেন।

(১২৭) وَيَسْتَفْتُوْنَكَ فِي النِّسَآءِ আর মানুষ আপনার নিকট নারীদের [মিরাশ ও মহর] সম্বন্ধে বিধান জিজ্ঞাসা করে قُلِ আপনি বলে দিন اللّٰهُ يُفْتِيْكُمْ فِيْهِنَّ আল্লাহ তাদের সম্পর্কে তোমাদেরকে [ঐ পূর্ব] ব্যবস্থা দিচ্ছেন وَمَا يُتْلٰى عَلَيْكُمْ فِي الْكِتٰبِ এবং সেই আয়াতগুলো যা কিতাবের মধ্যে তোমাদেরকে পাঠ করে শুনানো হয়ে থাকে– فِيْ يَتٰمَى النِّسَآءِ যা ঐ এতিম নারীদের সম্বন্ধে [নাজিল হয়েছে] الّٰتِيْ لَا تُؤْتُوْنَهُنَّ مَا كُتِبَ لَهُنَّ যাদেরকে তোমরা তাদের নির্ধারিত স্বত্ব প্রদান কর না وَتَرْغَبُوْنَ اَنْ تَنْكِحُوْهُنَّ এবং যাদেরকে বিবাহ করতে ঘৃণা কর وَالْمُسْتَضْعَفِيْنَ مِنَ الْوِلْدَانِ এবং [ঐ আয়াতগুলোও] দুর্বল শিশুদের সম্বন্ধে এবং এই সম্বন্ধে যে وَاَنْ تَقُوْمُوْا لِلْيَتٰمٰى بِالْقِسْطِ এতিমদের [যাবতীয়] কার্য ন্যায়ের সাথে সম্পাদন কর وَمَا تَفْعَلُوْا مِنْ خَيْرٍ আর তোমরা যে নেক কাজ কর فَاِنَّ اللّٰهَ كَانَ بِهٖ عَلِيْمًا নিশ্চয় আল্লাহ তা খুব জানেন।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

(১২৩) قوله لَيْسَ بِاَمَانِيِّكُمْ وَلَآ اَمَانِيِّ اَهْلِ الْكِتٰبِ الخ **আয়াতের শানে নুযূল– ১ :** সাঈদ বিন মানসূর, আবদ বিন হুমাইদ, ইবনে জারীর, ইবনুল মুনযির ও ইবনে আবী হাতেম প্রমুখ মুজাহিদের উদ্ধৃতি দিয়ে বর্ণনা করেন যে, আরবরা বলত আমরা পুনর্বার উত্থিত হবো না, আমাদের হিসাবও নেওয়া হবে না, ইহুদি ও খ্রিস্টানরা বলত, একমাত্র ইহুদি ও খ্রিস্টানরাই বেহেশতে যাবে। তারা আরো বলত গণনার কতক দিনই মাত্র আমাদের জাহান্নামের অগ্নি স্পর্শ করবে। তাদের এ সকল অবান্তর দাবি ও মন্তব্যের পরিপ্রেক্ষিতে আল্লাহ তা'আলা উপরিউক্ত আয়াত নাজিল করেন। –[ফাতহুল কাদীর : ৫৪৭/১]

শানে নুযূল– ২ : সাঈদ বিন মানসূর, ইবনে জারীর ও ইবনুল মুনযির মাসরূকের উদ্ধৃতি দিয়ে বর্ণনা করেন, মুসলমান ও যারা আহলে কিতাব, তাদের মাঝে একটি বিরোধ ছিল আর তা ছিল এরূপভাবে যে, মুসলমানরা বলত, তোমাদের অপেক্ষা আমরা অধিক হেদায়েতপ্রাপ্ত এবং যারা আহলে কিতাব তারা বলত যে, তোমাদের অপেক্ষা আমরা অধিক সরল পথ প্রাপ্ত। সুতরাং তাদের উপর মুসলমানদের সফলতার বহিঃপ্রকাশ স্বরূপ আলোচ্য আয়াত নাজিল করা হয়।

https://e-ilm.weebly.com/

শানে নুযূল– ৩ : কাতাদাহ বলেন, আমাদেরকে জানানো হলো যে, মুসলমান ও আহলে কিতাবের পরস্পরে এই মর্মে বিরোধিতা চল ছিল যে, আহলে কিতাব বলত, আমাদের নবী হলো তোমাদের নবী হতে পূর্বে আগত এবং আমাদের কিতাবও তোমাদের কিতাবের পূর্বেকার কিতাব কাজেই আমরাই আল্লাহর অতি নিকটতম তোমাদের অপেক্ষা। মুসলমানগণ বলতেন, আমরা আল্লাহর অতি আপনজন, কারণ আমাদের নবী হলেন সর্বশেষ নবী এবং আমাদের কিতাব দ্বারাই পূর্ববর্তী সকল কিতাবের সমাধান করা যায়। তখন সে বিরোধ নিষ্পত্তি করার পরিপ্রেক্ষিতে আল্লাহ তা'আলা উপরিউক্ত আয়াত নাজিল করেন। –[ফাতহুল কাদীর : ৫৪৯/১]

(১২২) قوله وَمَنْ يَعْمَلْ مِنَ الصّٰلِحٰتِ مِنْ ذَكَرٍ اَوْ اُنْثٰى وَهُوَ مُؤْمِنٌ الخ **আয়াতের শানে নুযূল :** ইবনে জারীর, ইবনুল মুনযির ও ইবনে আবী হাতেম প্রমুখ মাসরূকের উদ্ধৃতি দিয়ে বলেন, খ্রিস্টান ও মুসলমানরা পরস্পরের মাঝে গর্ব প্রকাশ করছিল। সুতরাং এক পক্ষ বলত আমরা তোমাদের অপেক্ষা শ্রেয় এবং অপর পক্ষও বলত আমরা তোমাদের অপেক্ষা অতি উত্তম। সে পরিপ্রেক্ষিতে আলোচ্য আয়াত নাজিল হয়েছে। –[ফাতহুল কাদীর ৫১৯/১]

(১২৭) قوله وَيَسْتَفْتُوْنَكَ فِى النِّسَآءِ الخ **আয়াতের শানে নুযূল– ১ :** ইমাম বুখারী (র.) হযরত আয়েশা সিদ্দীকা (রা.)-এর উদ্ধৃতি দিয়ে বর্ণনা করেন, যে কোনো ব্যক্তির নিকট যদি এতিম মেয়ে থাকত, সে তার অভিভাবক ও ওয়ারিশ হতো, সে এতিম মেয়েটি তার মালের সাথে শামিল হয়ে যেত। ফলে সে নিজেই তাকে বিবাহ করতে উদ্যোগী হতো। আয়াত অবতীর্ণ হয়েছে।–[ইবনে কাছীর : ৫৬১]

শানে নুযূল– ২ : ইবনে জারীর ও ইবনুল মুনযির ইবনে জুরাইজ-এর উদ্ধৃতি দিয়ে বলেন, তিনি বলেছেন , যে সকল পুরুষ মাল হেফাজত করা ও তাতে উৎপন্ন করার যোগ্য হতো কেবল তারাই মৃত ব্যক্তির মালের ওয়ারিশ হওয়ার যোগ্যতা অর্জন করতো। ছোট কচি-কাচা শিশু ও মহিলারা ওয়ারিশ হতো না। সুতরাং সে সমস্যার স্থায়ী সমাধান কল্পে সূরায়ে নিসায় মিরাশের আয়াত নাজিল হয়, তখন তা মানুষের কাছে অত্যন্ত কষ্টকর হয়ে দাঁড়ালো। তারা বলতে লাগল, সম্পদ সংরক্ষণে অক্ষম শিশু কন্যারাও পুরুষদের ন্যায় ওয়ারিশ হবে কী? অতঃপর তারা এ সম্পর্কে আসমান থেকে নতুন কোনো বিধান কামনা করে অপেক্ষমান থাকল। সুতরাং তারা যখন নতুন কোনো বিধান আসতে দেখতে পেল না। তখন বলতে লাগল নতুন কোনো বিধান আসে, তাহলে তাই মান্য করা আবশ্যকীয় হয়ে থাকবে। অতঃপর তারা পরস্পর বলল, এ সম্পর্কে জেনে নাও। সুতরাং সাহাবীগণ হতে কেউ কেউ নবী করীম ﷺ-এর নিকট এ বিষয়ে জানতে চান। তখন সে পরিপ্রেক্ষিতে আল্লাহ তা'আলা এ আয়াত নাজিল করন।

শানে নুযূল– ৩ : আবদ বিন হুমাইদ মুজাহিদের উদ্ধৃতি দিয়ে বর্ণনা করেন, জাহেলি যুগে শিশু ও নারীদেরকে ওয়ারিশ বানানো হতো না। তাদের দাবি ছিল, ওরা যুদ্ধ করতে পারে না, গনিমতের মালও সংগ্রহ করতে পারে না, বিধায় তারা ওয়ারিশ হবার যোগ্যতা রাখে না। সুতরাং তাদের সে দাবির পরিপ্রেক্ষিতে উক্ত আয়াত নাজিল হয়।

শ্রেষ্ঠত্বের মানদণ্ড : لَيْسَ بِاَمَانِيِّكُمْ وَلَآ اَمَانِيِّ اَهْلِ الْكِتٰبِ আয়াতে মুসলমান ও আহলে কিতাবদের মধ্যে অনুষ্ঠিত একটি কথোপকথন উল্লিখিত হয়েছে। এরপর এ কথোপকথন বিচার করে উভয় পক্ষকে বিশুদ্ধ হেদায়েতের পর নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। অবশেষে আল্লাহর কাছে গ্রহণীয় ও শ্রেষ্ঠ হওয়ার একটি মানদণ্ড ব্যক্ত করা হয়েছে, যা সামনে রাখলে মানুষ কখনো ভ্রান্তি ও পথভ্রষ্টতার শিকার হবে না।

এতে বলা হয়েছে, এ গর্ব ও অহংকার কারো জন্য শোভা পায় না। শুধু কল্পনা, বাসনা ও দাবি দ্বারা কেউ কারো চাইতে শ্রেষ্ঠ হয় না; বরং প্রত্যেক কাজ কর্মই শ্রেষ্ঠত্বের ভিত্তি। কারো নবী ও গ্রন্থ যতই শ্রেষ্ঠ হোক না কেন, যদি সে ভ্রান্ত কাজ করে, তবে সেই কাজের শাস্তি পাবে। এ শাস্তির কবল থেকে রেহাই দিতে পারে– এরূপ কাউকে সে খুঁজে পাবে না।

এ আয়াত অবতীর্ণ হলে সাহাবায়ে কেরাম অত্যন্ত চিন্তিত হয়ে পড়েন। ইমাম মুসলিম, তিরমিযী, নাসায়ী ও ইমাম আহমদ (র.) হযরত আবূ হুরায়রা (রা.)-এর রেওয়ায়েত বর্ণনা করেন যে, مَنْ يَّعْمَلْ سُوْٓءًا يُّجْزَ بِهٖ অর্থাৎ, যে কেউ কোনো অসৎ কাজ করবে, সেজন্য তাকে শাস্তি দেওয়া হবে। আয়াতটি যখন অবতীর্ণ হলো, তখন আমরা খুব দুঃখিত ও চিন্তাযুক্ত হয়ে পড়লাম এবং রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর কাছে আরজ করলাম যে, এ আয়াতটি তো কোনো কিছুই ছাড়েনি। সামান্য মন্দ কাজ হলেও তার সাজা দেওয়া হবে। রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন, চিন্তা করো না, সাধ্যমতো কাজ করে যাও। কেননা উল্লিখিত শাস্তি যে জাহান্নামই হবে, তা জরুরি নয়। তোমরা দুনিয়াতে যে কোনো কষ্ট অথবা বিপদাপদে পড়, তাতে তোমাদের গুনাহের কাফফারা এবং মন্দ কাজের শাস্তি হয়ে থাকে। এমন কি কারো পায়ে কাঁটা ফুটে, তাও গুনাহের কাফফারা বৈ নয়।

https://e-ilm.weebly.com/

অন্য এক রেওয়ায়েতে আছে মুসলমান দুনিয়াতে যে কোনো দুঃখ-কষ্ট, অসুখ-বিসুখ অথবা চিন্তা-ভাবনার সম্মুখীন হয়, তা তার গুনাহের কাফফারা হয়ে যায়।

তিরমিযী ও ইবনে জারীর হযরত আবূ বকর (রা.) থেকে বর্ণনা করেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ যখন তাঁদেরকে مَنْ يَعْمَلْ سُوْءًا يُجْزَ بِهٖ আয়াতটি শুনালেন, তখন তাঁদের যেন কোমর ভেঙ্গে গেল। এ প্রতিক্রিয়া দেখে তিনি বললেন, ব্যাপার কি? হযরত সিদ্দীক (রা.) আরজ করলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমাদের মধ্যে এমন কে আছে? যে কোনো মন্দ কাজ করেনি? প্রত্যেক কাজেরই যদি প্রতিফল ভোগ করতে হয়, তবে কে রক্ষা পাবে? রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন, হে আবূ বকর! আপনারা মোটেই চিন্তিত হবেন না। কেননা দুনিয়ার দুঃখ-কষ্টের মাধ্যমে আপনাদের গুনাহের কাফফারা হয়ে যাবে।

এক রেওয়ায়েতে আছে, তিনি বললেন, আপনি কি অসুস্থ হন না? আপনি কি কোনো দুঃখ ও কোনো বিপদে পতিত হন না? হযরত আবূ বকর সিদ্দীক (রা.) আরজ করলেন : নিশ্চয় এসব বিষয়ের সম্মুখীন হই। তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন, ব্যাস, এটাই আপনাদের প্রতিফল।

আবূ দাউদ প্রমুখের বর্ণনাকৃত হযরত আয়েশা (রা.)-এর হাদীসে বলা হয়েছে, বান্দা জ্বরে কষ্ট পেলে কিংবা পায়ে কাঁটা বিদ্ধ হলে তা তাঁর গুনাহের কাফফারা হয়ে যায়। এমনকি, যদি কোনো ব্যক্তি কোনো বস্তু এক পকেটে তালাশ করে অন্য পকেটে পায়, তবে এতটুকু কষ্টও তার গুনাহের কাফফারা হয়ে যায়।

মোটকথা, আলোচ্য আয়াত মুসলমানদেরকে নির্দেশ দিয়েছে যে, শুধু দাবি ও বাসনায় লিপ্ত হয়ো না; বরং কাজের চিন্তা কর। কেননা তোমরা অমুক নবী কিংবা গ্রন্থের অনুসারী– শুধু এ বিষয় দ্বারাই তোমরা সফলতা অর্জন করতে পারবে না; বরং এ গ্রন্থের প্রতি বিশুদ্ধ ঈমান এবং তদনুযায়ী সৎকার্য সম্পাদনের মধ্যেই প্রকৃত সাফল্য নিহিত রয়েছে।

শব্দ বিশ্লেষণ

اَمَانِيِّكُمْ : শব্দটি বহুবচন, একবচন اُمْنِيَّةٌ অর্থ– আশা, আকাঙ্ক্ষা।

يَسْتَفْتُوْنَ : সীগাহ جمع مذكر غائب বহছ مضارع معروف বাব اِسْتِفْعَالٌ মাসদার اَلْاِسْتِفْتَاءُ মূলবর্ণ (و . ف . ت) জিনস ناقص واوى অর্থ– তারা ফতোয়া চায়।

يُفْتِيْ : সীগাহ واحد مذكر غائب বহছ مضارع معروف বাব اِفْعَالٌ মাসদার اَلْاِفْتَاءُ মূলবর্ণ (ف . ت . و) জিনস ناقص واوى অর্থ– সে আদেশ দেয়।

مُسْتَضْعَفِيْنَ : সীগাহ جمع مذكر বহছ اسم مفعول বাব اِسْتِفْعَالٌ মাসদার اَلْاِسْتِضْعَافُ মূলবর্ণ (ض . ع . ف) জিনস صحيح অর্থ– পরাজিত লোকগণ।

https://e-ilm.weebly.com/

https://e-ilm.weebly.com/

অনুবাদ : (১৩১) আর আল্লাহ তা'আলারই স্বত্বে রয়েছে যা কিছু আসমানসমূহে আছে ও যা কিছু জমিনে আছে, এবং বাস্তবিকই আমি তাদেরকেও আদেশ করেছিলাম যারা তোমাদের পূর্বে কিতাব পেয়েছিল এবং তোমাদেরকেও [আদেশ দিয়েছি] যে, তোমরা আল্লাহকে ভয় কর, আর যদি তোমরা শোকরগুজারী না কর, তবে [আল্লাহর কোনো অনিষ্ট হবে না, কেননা] আল্লাহরই স্বত্বে রয়েছে যা কিছু আসমানসমূহে আছে এবং যা কিছু জমিনে আছে, আর আল্লাহ কারো মুখাপেক্ষী নন, স্বয়ং নিজ সত্তায় প্রশংসিত।	وَلِلّٰهِ مَا فِي السَّمٰوٰتِ وَمَا فِي الْاَرْضِ ۚ وَلَقَدْ وَصَّيْنَا الَّذِيْنَ اُوْتُوا الْكِتٰبَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَاِيَّاكُمْ اَنِ اتَّقُوا اللّٰهَ ۚ وَاِنْ تَكْفُرُوْا فَاِنَّ لِلّٰهِ مَا فِي السَّمٰوٰتِ وَمَا فِي الْاَرْضِ ۚ وَكَانَ اللّٰهُ غَنِيًّا حَمِيْدًا (١٣١)
(১৩২) আর আল্লাহরই স্বত্বে রয়েছে যা কিছু আসমানসমূহে আছে এবং যা কিছু জমিনে আছে এবং আল্লাহই কার্য সম্পাদনে যথেষ্ট।	وَلِلّٰهِ مَا فِي السَّمٰوٰتِ وَمَا فِي الْاَرْضِ ۚ وَكَفٰى بِاللّٰهِ وَكِيْلًا (١٣٢)
(১৩৩) হে মানব! তিনি ইচ্ছা করলে তোমাদেরকে লোপ করে দিবেন এবং অন্যদেরেকে অস্তিত্ব দান করবেন, আর আল্লাহ তা'আলা তার পূর্ণ ক্ষমতা রাখেন।	اِنْ يَّشَاْ يُذْهِبْكُمْ اَيُّهَا النَّاسُ وَيَاْتِ بِاٰخَرِيْنَ ۚ وَكَانَ اللّٰهُ عَلٰى ذٰلِكَ قَدِيْرًا (١٣٣)
(১৩৪) যে ব্যক্তি [দীনের কাজে] পার্থিব বিনিময় কামনা করে, তবে [সে বড়ই ভুল করবে, কেননা] আল্লাহর নিকট তো ইহলোক এবং পরলোক উভয়েরই বিনিময় রয়েছে, এবং আল্লাহ অতিশয় শ্রবণকারী, অতীব দর্শনকারী।	مَنْ كَانَ يُرِيْدُ ثَوَابَ الدُّنْيَا فَعِنْدَ اللّٰهِ ثَوَابُ الدُّنْيَا وَالْاٰخِرَةِ ۚ وَكَانَ اللّٰهُ سَمِيْعًۢا بَصِيْرًا (١٣٤)

শাব্দিক অনুবাদ

(১৩১) وَلِلّٰهِ আর আল্লাহ তা'আলারই স্বত্বে রয়েছে مَا فِي السَّمٰوٰتِ وَمَا فِي الْاَرْضِ যা কিছু আসমানসমূহে আছে ও যা কিছু জমিনে আছে وَلَقَدْ وَصَّيْنَا এবং বাস্তবিকই আমি তাদেরকেও আদেশ করেছিলাম الَّذِيْنَ اُوْتُوا الْكِتٰبَ مِنْ قَبْلِكُمْ যারা তোমাদের পূর্বে কিতাব পেয়েছিল وَاِيَّاكُمْ এবং তোমাদেরকেও [আদেশ দিয়েছি] যে اَنِ اتَّقُوا اللّٰهَ তোমরা আল্লাহকে ভয় কর وَاِنْ تَكْفُرُوْا আর যদি তোমরা শোকরগুজারী না কর فَاِنَّ لِلّٰهِ مَا فِي السَّمٰوٰتِ وَمَا فِي الْاَرْضِ তবে [আল্লাহর কোনো অনিষ্ট হবে না, কেননা] আল্লাহরই স্বত্বে রয়েছে যা কিছু আসমানসমূহে আছে এবং যা কিছু জমিনে আছে। وَكَانَ اللّٰهُ غَنِيًّا حَمِيْدًا আর আল্লাহ কারো মুখাপেক্ষী নন, স্বয়ং নিজ সত্তায় প্রশংসিত।

(১৩২) وَلِلّٰهِ আর আল্লাহরই স্বত্বে রয়েছে যা مَا فِي السَّمٰوٰتِ কিছু আসমানসমূহে আছে وَمَا فِي الْاَرْضِ এবং যা কিছু জমিনে আছে وَكَفٰى بِاللّٰهِ وَكِيْلًا এবং আল্লাহই কার্য সম্পাদনে যথেষ্ট।

(১৩৩) اِنْ يَّشَاْ তিনি ইচ্ছা করলে يُذْهِبْكُمْ তোমাদেরকে লোপ করে দিবেন اَيُّهَا النَّاسُ হে মানব! وَيَاْتِ بِاٰخَرِيْنَ এবং অন্যদেরেকে অস্তিত্ব দান করবেন। وَكَانَ اللّٰهُ عَلٰى ذٰلِكَ قَدِيْرًا আর আল্লাহ তা'আলা তার পূর্ণ ক্ষমতা রাখেন।

(১৩৪) مَنْ كَانَ يُرِيْدُ ثَوَابَ الدُّنْيَا যে ব্যক্তি [দীনের কাজে] পার্থিব বিনিময় কামনা করে فَعِنْدَ اللّٰهِ ثَوَابُ الدُّنْيَا وَالْاٰخِرَةِ তবে [সে বড়ই ভুল করবে, কেননা] আল্লাহর নিকট তো ইহলোক এবং পরলোক উভয়েরই বিনিময় রয়েছে। وَكَانَ اللّٰهُ سَمِيْعًۢا بَصِيْرًا এবং আল্লাহ অতিশয় শ্রবণকারী, অতীব দর্শনকারী।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

(১২৮) قوله وَاِنِ امْرَاَةٌ خَافَتْ مِنْۢ بَعْلِهَا نُشُوْزًا اَوْ اِعْرَاضًا الخ **আয়াতের শানে নুযূল– ১ :** ইমাম তিরমিযী (র.) হযরত ইবনে আব্বাস (রা.)-এর উদ্ধৃতি দিয়ে বর্ণনা করেন। তিনি বলেন, সাওদাহ (রা.) ভয় করছিলেন যে, হযরত রাসূল ﷺ তাঁকে তালাক দিয়ে দিবেন। সুতরাং তিনি বললেন হে, আল্লাহ আল্লাহর রাসূল! আপনি অনুগ্রহপূর্বক আমাকে তালাক দিবেন না।

https://e-ilm.weebly.com/

আমার জন্য যে বারী নির্ধারিত রয়েছে, তা আয়েশার জন্য নির্ধারণ করে দিন। ফলে রাসূল ﷺ এমনই করেন সুতরাং এ ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে আলোচ্য আয়াত নাজিল হয়েছে। –[রূহুল মা'আনী : ১৬১/৩/৫ ইবনে কাছীর : ৫৬২, ফাতহুল কাদীর : ৫২২/১, কুরতুবী : ৩৮৪/৫]

শানে নুযূল– ২ : ইমাম শাফেয়ী (র.) ইবনে সায়েবের উদ্ধৃতি দিয়ে বর্ণনা করেন যে, মুহাম্মদ বিন মাসলামা (রা.)-এর কন্যা রাফে' বিন খাদীজ (রা.)-এর সাথে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ ছিলেন। রাফে' বিন খাদীজের মনে তার স্ত্রীর কোনো বিষয়ে অবাধ্যতা জনিত অসন্তুষ্টি ছিল; ফলে তিনি তালাক দিতে পরিকল্পনা গ্রহণ করেন। মুহাম্মদ বিন মাসলামার কন্যা তা বুঝতে পেরে বললেন, আপনি আমাকে তালাক দিবেন না। এর বিনিময়ে আমার পক্ষ থেকে কিছু সম্পদ গ্রহণ করুন। তিনি তালাক না দিয়ে তা গ্রহণ করে নিলেন। এ পরিপ্রেক্ষিতে আলোচ্য আয়াত নাজিল হয়েছে। –[রূহুল মা'আনী ১৬১/৩/৫, ইবনে কাছীর : ৫৬৩/১, বাহরে মুহীত : ৩৭৯, কুরতুবী : ৩৮৪/৫]

ইবনে জারীর মুজাহিদের উদ্ধৃতি দিয়ে বর্ণনা করেন যে, আলোচ্য আয়াত আবুস সায়েব সম্পর্কে নাজিল হয়েছে। –[রূহুল মা'আনী : ১৬১/৩/৫]

(১২৯) قوله وَلَنْ تَسْتَطِيعُوٓا اَنْ تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّسَاۤءِ وَلَوْ حَرَصْتُمْ الخ **আয়াতের শানে নুযূল :** ইবনে আবী শায়বা ও ইবনে জারীর আবূ মুলাইকার উদ্ধৃতি দিয়ে বলেন, আলোচ্য আয়াত হযরত আয়েশা সিদ্দীকা (রা.) সম্পর্কে নাজিল হয়েছে। রাসূল ﷺ অপেক্ষাকৃত অন্যান্য বিবিগণ থেকে তাঁকে অধিক ভালোবাসতেন। তা সত্ত্বেও রাসূল ﷺ সকল বিবিগণের মাঝে সমতা রাখতেন। অতঃপর বলতেন, হে আল্লাহ! এত আমার বণ্টন, আমি যাতে ক্ষমতাবান রয়েছি। পক্ষান্তরে যে কাজ তোমার কর্তৃত্বে রয়েছে, কিন্তু আমার কর্তৃত্বাধীন নেই, অর্থাৎ, অন্তরে মুহাব্বত, সে সম্পর্কে আমাকে ভর্ৎসনা করো না। রাসূল ﷺ-এর এ দোয়া করার পরিপ্রেক্ষিতে আল্লাহ তা'আলা আলোচ্য আয়াত নাজিল করেন। –[রূহুল মাআনী : ১৬৩/৩/৫, ইবনে কাছীর : ৫৬৪/১]

দাম্পত্য জীবন সম্পর্কে কতিপয় পথনির্দেশ : وَاِنِ امْرَاَةٌ ... وَاسِعًا حَكِيْمًا অত্র তিনটি আয়াতে আল্লাহ তা'আলা মানুষের দাম্পত্য জীবনে এমন একটি জটিল দিক সম্পর্কে পথনির্দেশ করেছেন, সুদীর্ঘ দাম্পত্য জীবনের বিভিন্ন সময়ে প্রত্যেকটি দম্পত্যিকেই যার সম্মুখীন হতে হয়। তা হলো স্বামী-স্ত্রীর পারস্পরিক মনোমালিন্য ও মন কষাকষি। আর এটি এমন একটি জটিল সমস্যা, যার সুষ্ঠু সমাধান যথাসময়ে না হলে শুধু স্বামী-স্ত্রীর জীবনই দুর্বিসহ হয় না; বরং অনেক ক্ষেত্রে এহেন পারিবারিক মনোমালিন্যই গোত্র ও বংশগত কলহ-বিবাদ তথা হানাহানি পর্যন্ত পৌঁছে দেয়। কুরআনে পাক নর ও নারীর যাবতীয় অনুভূতি ও প্রেরণার প্রতি লক্ষ্য রেখে উভয় শ্রেণিকে এমন এক সার্থক জীবন ব্যবস্থা বাতলে দেওয়ার জন্য অবতীর্ণ হয়েছে, যার ফলে মানুষের পারিবারিক জীবন সুখময় হওয়া অবশ্যম্ভাবী। এর অনুসরণে পারস্পরিক তিক্ততা ও মর্ম-পীড়া, ভালোবাসা ও প্রশান্তিতে রূপান্তরিত হয়ে যায়। আর যদি অনিবার্য কারণে সম্পর্কচ্ছেদ করতে হয়, তবে তা করা হবে সম্মানজনক ও সৌজন্যমূলক পন্থায়, যেন তার পিছনে শত্রুতা, বিদ্বেষ বা উৎপীড়নের মনোভাব না থাকে।

১২৮তম আয়াতটি এমনি সমস্যা সম্পর্কিত, যাতে অনিচ্ছাকৃতভাবে স্বামী-স্ত্রীর সম্পর্কে ফাটল সৃষ্টি হয়। নিজ নিজ হিসেবে উভয়ে নিরপরাধ হওয়া সত্ত্বেও পারস্পরিক মনের মিল না হওয়ার কারণে উভয়ে নিজ নিজ ন্যায্য অধিকার হতে বঞ্চিত হওয়ার আশঙ্কা করে। যেমন, একজন সুদর্শন, সুঠামদেহী স্বামীর স্ত্রী স্বাস্থ্যহীনা, অধিক বয়স্কা অথবা সুশ্রী না হওয়ার কারণে তার প্রতি স্বামীর মন আকৃষ্ট হচ্ছে না। আর এর প্রতিকার করাও স্ত্রীর সাধ্যাতীত। এমতাবস্থায় স্ত্রীকেও দোষারোপ করা যায় না, অন্যদিকে স্বামীকেও নিরপরাধ সাব্যস্ত করা যায়।

অত্র আয়াতের শানে নুযূল সম্পর্কে এ ধরনের কতিপয় ঘটনা তাফসীরে মাযহারী প্রভৃতি কিতাবে বর্ণিত রয়েছে। এহেন পরিস্থিতিতে কুরআনে পাকের সাধারণ নীতি فَاِمْسَاكٌ بِمَعْرُوْفٍ اَوْ تَسْرِيْحٌ بِاِحْسَانٍ –অর্থাৎ, উক্ত স্ত্রীকে বহাল রাখতে চাইলে তার যাবতীয় ন্যায্য অধিকার ও চাহিদা পূরণ করতে হবে। আর তা যদি সম্ভব না হয়, তবে কল্যাণকর ও সৌজন্যমূলক পন্থায় তাকে বিদায় করবে। এমতাবস্থায় স্ত্রীও যদি বিবাহ বিচ্ছেদে সম্মত হয়, তবে ভদ্রতা ও শালীনতার সাথেই বিচ্ছেদ সম্পন্ন হবে। পক্ষান্তরে স্ত্রী যদি তার সন্তানের খাতিরে অথবা নিজের অন্য কোনো আশ্রয় না থাকার কারণে, বিবাহ বিচ্ছেদ অসম্মত হয়, তবে তার জন্য সঠিক পন্থা এই যে, নিজের প্রাপ্য মহর বা খোর-পোষের ন্যায্য দাবি আংশিক বা পুরোপুরি প্রত্যাহার করে স্বামীকে বিবাহ বন্ধন অটুট রাখার জন্য সম্মত করাবে। দায়দায়িত্ব ও ব্যয় ভার লাঘব হওয়ার কারণে স্বামীও হয়তো এ সমস্ত অধিকার থেকে মুক্ত হতে পেরে এ প্রস্তাব অনুমোদন করবে। এভাবে সমঝোতা হয়ে যেতে পারে।

কুরআনে কারীমের অত্র আয়াতে এ ধরনের সমঝোতার সম্ভাব্যতার প্রতি পথ নির্দেশ করতে গিয়ে বলা হয়েছে وَاُحْضِرَتِ الْاَنْفُسُ الشُّحَّ। অর্থাৎ, প্রত্যেক অন্তরেই লোভ বিদ্যমান রয়েছে।" কাজেই স্ত্রী হয়তো মনে করবে যে, আমাকে বিদায় করে দিলে সন্তানাদির জীবন বরদবাদ হবে, অথবা অন্যত্র আমার জীবন আরো দুর্বিসহ হতে পারে। তার চেয়ে বরং এখানে কিছু ত্যাগ স্বীকার করে পড়ে থাকাই লাভজনক। স্বামী হয়তো মনে করবে যে, দায়-দায়িত্ব হতে যখন অনেকটা রেহাই পাওয়া গেল, তখন তাকে বিবাহ বন্ধনে রাখতে ক্ষতি কি? অতএব, এভাবে অনায়াসে সমঝোতা হতে পারে। সাথে সাথে ইরশাদ করা হয়েছে–

وَاِنِ امْرَاَةٌ خَافَتْ مِنْۢ بَعْلِهَا نُشُوْزًا اَوْ اِعْرَاضًا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَآ اَنْ يُّصْلِحَا بَيْنَهُمَا صُلْحًا

'যদি কোনো নারী স্বামীর পক্ষ থেকে কলহ-বিবাদ বা বিমুখ হওয়ার আশঙ্কা বোধ করে, তবে উভয়ের কারোই গুনাহ হবে না, যদি তারা নিজেদের মধ্যে শর্ত সাপেক্ষে পারস্পরিক সমঝোতায় উপনীত হয়। এখানে গুনাহ না হওয়ার কথা বলার

https://e-ilm.weebly.com/

কারণ এই যে, ব্যাপারটি বাহ্যিক দৃষ্টিতে ঘুষের আদান-প্রদানের মতো মনে হয়। কারণ স্বামীকে মোহরানা ইত্যাদির ন্যায্য দাবি হতে অব্যাহতির প্রলোভন দিয়ে দাম্পত্য বন্ধন অটুট রাখা হয়েছে। কিন্তু কুরআন পাকের এ ভাষ্যের দ্বারা স্পষ্টভাবে বুঝিয়ে দেওয়া হয়েছে যে, বস্তুতঃ এটা ঘুষের অন্তর্ভুক্ত নয়; বরং উভয় পক্ষ কিছু কিছু স্বার্থ ত্যাগ করে মধ্যপন্থা অবলম্বন ও সমঝোতার ব্যাপার। অতএব, এটা সম্পূর্ণ জায়েজ।

দাম্পত্য কলহের মধ্যে অযথা অন্যের হস্তক্ষেপ অবাঞ্ছনীয় : তাফসীরে মাযহারীতে বর্ণিত আছে যে, أَنْ يُّصْلِحَا بَيْنَهُمَا صُلْحًا অর্থাৎ, স্বামী-স্ত্রী নিজেদের মধ্যে কোনো সমঝোতা করে নিবে। এখানে بَيْنَهُمَا শব্দ দ্বারা ইঙ্গিত করা হয়েছে যে, স্বামী-স্ত্রীর ঝগড়া-কলহ বা সন্ধি-সমঝোতার মধ্যে অহেতুক কোনো তৃতীয় ব্যক্তি নাক গলাবে না; বরং তাদের নিজেদেরকে সমঝোতায় উপনীত হওয়ার সুযোগ দিতে হবে। কারণ তৃতীয় পক্ষের উপস্থিতির ফলে স্বামী-স্ত্রীর দোষ-ত্রুটি অন্য লোকের গোচরীভূত হয়, যা তাদের উভয়ের জন্য লজ্জাকর ও স্বার্থের পরিপন্থি। তদুপরি তৃতীয় পক্ষের কারণ সন্ধি-সমঝোতা দুষ্কর হয়ে পড়াও বিচিত্র নয়। অত্র আয়াতের শেষ অংশে আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেন : وَاِنْ تُحْسِنُوْا وَتَتَّقُوْا فَاِنَّ اللّٰهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُوْنَ خَبِيْرًا

অর্থাৎ, "আর যদি তোমরা কল্যাণ সাধন কর এবং তাকওয়া অবলম্বন কর, তবে অবশ্যই আল্লাহ তা'আলা তোমাদের কার্য-কলাপ সম্পর্কে অবহিত রয়েছেন।" এখানে বুঝানো হয়েছে যে, অনিবার্য কারণ বশতঃ স্বামীর অন্তরে যদি স্ত্রীর প্রতি কোনো আকর্ষণ না থাকে এবং তার ন্যায্য অধিকার পূরণ করা অসম্ভব মনে করে তাকে বিদায় করতে চায়, তবে আইনের দৃষ্টিতে স্বামীকে সে অধিকার দেওয়া হয়েছে। এমতাবস্থায় স্ত্রীর পক্ষ থেকে কিছুটা স্বার্থ পরিত্যাগ করে সমঝোতা করাও জায়েজ। কিন্তু এতদসত্ত্বেও স্বামী যদি সংযম ও আল্লাহভীতির পরিচয় দেয়, স্ত্রীর সাথে সহানুভূতিপূর্ণ ব্যবহার করে, মনের মিল না হওয়া সত্ত্বেও তার সাথে সম্পর্কচ্ছেদ না করে; বরং তার যাবতীয় অধিকার ও প্রয়োজন পূরণ করে, তবে তার এই ত্যাগ ও উদারতা সম্পর্কে আল্লাহ তা'আলা ওয়াকিফহাল রয়েছেন। অতএব, তিনি এহেন ধৈর্য, উদারতা, সহনশীলতা ও মহানুভবতার এমন প্রতিদান দিবেন, যা কেউ কল্পনাও করতে পারে না। এখানে আল্লাহ তা'আলা তোমাদের কার্যকলাপ সম্পর্কে অবহিত রয়েছেন। বলেই ক্ষান্ত করা হয়েছে। কিন্তু প্রতিদান কি দিবেন, তা উল্লেখ করা হয়নি। কারণ এর প্রতিদান হলো কল্পনার উর্ধ্বে, ধারণার অতীত।

মোটকথা, কুরআন পাক উভয় পক্ষকে একদিকে স্বীয় অভাব-অভিযোগ দূর করা ও ন্যায্য অধিকার লাভ করার আইনতঃ অধিকার দিয়েছে। অপর দিকে ত্যাগ, ধৈর্য, সংযম ও উন্নত চরিত্র আয়ত্ব করার উপদেশ দিয়েছে। এখানে শিক্ষা দেওয়া হয়েছে যে, বিবাহবিচ্ছেদ হতে যথাসাধ্য বিরত থাকা কর্তব্য; বরং উভয়ের পক্ষেই কিছু কিছু ত্যাগ স্বীকার করে সমঝোতায় আসা বাঞ্ছনীয়।

وَلِلّٰهِ مَا فِى السَّمٰوٰتِ وَمَا فِى الْاَرْضِ অর্থাৎ, আসমান ও জমিনে যা কিছু আছে সবই আল্লাহ তা'আলার। এখানে এই উক্তিটির তিনবার পুনরাবৃত্তি করা হয়েছে। প্রথমবার বুঝানো হয়েছে আল্লাহর স্বচ্ছলতা, প্রাচুর্য ও তাঁর দরবারের অভাবহীনতা। দ্বিতীয়বার বুঝানো হয়েছে যে, কারো অবাধ্যতায় আল্লাহ তা'আলার কোনোই ক্ষতি বৃদ্ধি হয় না। তৃতীয়বার আল্লাহ পাকের অপার রহমত ও সহায়তার প্রতি ইঙ্গিত করা হয়েছে যে, তোমরা যদি আল্লাহভীতি ও আনুগত্য করো, তবে তিনি তোমাদের সর্ব কাজে সহায়তা করবেন, রহমত বর্ষণ করবে, এবং অনায়াসে তা সুসম্পন্ন করে দিবেন।

তৃতীয় আয়াতে বুঝিয়ে দেওয়া হয়েছে যে, আল্লাহ তা'আলা অপরিসীম ক্ষমতাবান। তিনি ইচ্ছা করলে এক মুহূর্তে সব কিছু পরিবর্তন করে দিতে পারেন। তোমাদের সবাইকে ধরাপৃষ্ঠ থেকে ধ্বংস ও নিশ্চিহ্ন করতে সক্ষম। অবাধ্যদের পরবর্তে তিনি অনুগত ও বাধ্য লোক অনায়াসে সৃষ্টি করতে সক্ষম। এই আয়াত দ্বারা আল্লাহ তা'আলার স্বয়ংসম্পূর্ণতা ও অনির্ভরতা স্পষ্টভাবে প্রকাশ করা হয়েছে এবং অবাধ্যদেরকে ভীতি প্রদর্শন করা হয়েছে।

শব্দ বিশ্লেষণ

خَافَتْ : সীগাহ واحد مؤنث غائب বহছ ماضى معروف বাব سَمِعَ মাসদার اَلْخَوْفُ মূলবর্ণ (خ ـ و ـ ف) জিনস اجوف واوى অর্থ– সে আশঙ্কা করেছে।

اُحْضِرَتْ সীগাহ واحد مؤنث غائب বহছ ماضى مجهول বাব اِفْعَالٌ মাসদার اَلْاِحْضَارُ মূলবর্ণ (ح ـ ض ـ ر) জিনস صحيح অর্থ– তাকে হারিজ করা হলো।

لَاتَمِيْلُوْا সীগাহ جمع مذكر حاضر বহছ نهى حاضر معروف বাব ضَرَبَ মাসদার اَلْمَيْلُ মূলবর্ণ (م ـ ى ـ ل) জিনস اجوف يائى অর্থ– তোমরা ঝুঁকে পড় না।

تَذَرُوْا সীগাহ جمع مذكر حاضر বহছ فعل مضارع معروف বাব سَمِعَ মাসদার اَلْوَذْرُ মূলবর্ণ (و ـ ذ ـ ر) জিনস مثال واوى অর্থ– তোমরা ছেড়ে রাখবে।

https://e-ilm.weebly.com/

يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا كُوْنُوْا قَوّٰمِيْنَ بِالْقِسْطِ شُهَدَآءَ لِلّٰهِ وَلَوْ عَلٰٓى اَنْفُسِكُمْ اَوِ الْوَالِدَيْنِ وَالْاَقْرَبِيْنَ ۚ اِنْ يَّكُنْ غَنِيًّا اَوْ فَقِيْرًا فَاللّٰهُ اَوْلٰى بِهِمَا ۟ فَلَا تَتَّبِعُوا الْهَوٰٓى اَنْ تَعْدِلُوْا ۚ وَاِنْ تَلْوٗٓا اَوْ تُعْرِضُوْا فَاِنَّ اللّٰهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُوْنَ خَبِيْرًا ﴿١٣٥﴾

অনুবাদ : (১৩৫) হে ঈমানদারগণ! [আদান প্রদানে ও মীমাংসায়] ন্যায়ের উপর সুপ্রতিষ্ঠিত [এবং স্বীকারোক্তি বা সাক্ষ্যকালে] আল্লাহর উদ্দেশ্যে [সত্য] সাক্ষ্য প্রদানকারী থাক, যদিও তোমাদের নিজেদের অথবা পিতামাতা ও অন্যান্য আত্মীয়স্বজনের বিরুদ্ধে হয়, সেই ব্যক্তি [যার বিরুদ্ধে সাক্ষ্য প্রদান করা হবে] চাই ধনী হোক কিংবা গরিব হোক উভয়ের সাথেই আল্লাহর সমধিক সম্বন্ধ রয়েছে। সুতরাং তোমরা [এই সাক্ষ্য প্রদানে] প্রবৃত্তির অনুসরণ করো না, এই জন্য যে, ন্যায় বিচ্যুতি হয়ে পড়বে, আর যদি তোমরা বর্ণনায় বক্রতা অবলম্বন কর কিংবা [সাক্ষ্য প্রদানে] পশ্চাৎপদ হও, তবে [স্মরণ রেখ] নিশ্চয়, আল্লাহ তোমাদের সমস্ত কর্মের পূর্ণ খবর রাখেন।

يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْٓا اٰمِنُوْا بِاللّٰهِ وَرَسُوْلِهٖ وَالْكِتٰبِ الَّذِيْ نَزَّلَ عَلٰى رَسُوْلِهٖ وَالْكِتٰبِ الَّذِيْٓ اَنْزَلَ مِنْ قَبْلُ ۚ وَمَنْ يَّكْفُرْ بِاللّٰهِ وَمَلٰٓئِكَتِهٖ وَكُتُبِهٖ وَرُسُلِهٖ وَالْيَوْمِ الْاٰخِرِ فَقَدْ ضَلَّ ضَلٰلًا بَعِيْدًا ﴿١٣٦﴾

(১৩৬) হে ঈমানদারগণ! বিশ্বাস স্থাপন কর, আল্লাহর প্রতি এবং তাঁর রাসূলের প্রতি এবং সেই কিতাবের প্রতি যা তিনি স্বীয় রাসূলের প্রতি নাজিল করেছেন এবং ঐ কিতাবসমূহের প্রতি যা অতীতে [অন্যান্য নবীদের প্রতি] নাজিল করা হয়েছে, আর যে ব্যক্তি অস্বীকার করে আল্লাহ তা'আলাকে এবং তাঁর ফেরেশতাগণকে এবং তাঁর কিতাবসমূহকে এবং তাঁর রাসূলগণকে এবং কিয়ামত দিবসকে, তবে তো সে ভ্রষ্টতায় বহু দূরে সরে পড়েছে।

শাব্দিক অনুবাদ

(১৩৫) يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا হে ঈমানদারগণ! كُوْنُوْا قَوّٰمِيْنَ بِالْقِسْطِ ন্যায়ের উপর সুপ্রতিষ্ঠিত থাক شُهَدَآءَ لِلّٰهِ [এবং স্বীকারোক্তি বা সাক্ষ্যকালে] আল্লাহর উদ্দেশ্যে [সত্য] সাক্ষ্য প্রদানকারী হও وَلَوْ عَلٰٓى اَنْفُسِكُمْ যদিও তোমাদের নিজেদের বিরুদ্ধে হয় اَوِ الْوَالِدَيْنِ وَالْاَقْرَبِيْنَ অথবা পিতামাতা ও অন্যান্য আত্মীয়স্বজনের اِنْ يَّكُنْ غَنِيًّا اَوْ فَقِيْرًا সেই ব্যক্তি [যার বিরুদ্ধে সাক্ষ্য প্রদান করা হবে] চাই ধনী হোক কিংবা গরিব হোক فَاللّٰهُ اَوْلٰى بِهِمَا উভয়ের সাথেই আল্লাহর সমধিক সম্বন্ধ রয়েছে فَلَا تَتَّبِعُوا الْهَوٰٓى সুতরাং তোমরা [এই সাক্ষ্য প্রদানে] প্রবৃত্তির অনুসরণ করো না اَنْ تَعْدِلُوْا এই জন্য যে, ন্যায় বিচ্যুতি হয়ে পড়বে وَاِنْ تَلْوٗٓا আর যদি তোমরা বর্ণনায় বক্রতা অবলম্বন কর اَوْ تُعْرِضُوْا কিংবা [সাক্ষ্য প্রদানে] পশ্চাৎপদ হও, তবে [স্মরণ রেখ] فَاِنَّ اللّٰهَ নিশ্চয়, আল্লাহ كَانَ بِمَا تَعْمَلُوْنَ خَبِيْرًا তোমাদের সমস্ত কর্মের পূর্ণ খবর রাখেন।

(১৩৬) يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْٓا হে ঈমানদারগণ! اٰمِنُوْا বিশ্বাস স্থাপন কর بِاللّٰهِ وَرَسُوْلِهٖ আল্লাহর প্রতি এবং তাঁর রাসূলের প্রতি وَالْكِتٰبِ الَّذِيْ نَزَّلَ عَلٰى رَسُوْلِهٖ এবং সেই কিতাবের প্রতি যা তিনি স্বীয় রাসূলের প্রতি নাজিল করেছেন وَالْكِتٰبِ الَّذِيْٓ اَنْزَلَ مِنْ قَبْلُ এবং ঐ কিতাবসমূহের প্রতি যা অতীতে [অন্যান্য নবীদের প্রতি] নাজিল করা হয়েছে وَمَنْ يَّكْفُرْ بِاللّٰهِ আর যে ব্যক্তি অস্বীকার করে আল্লাহ তা'আলাকে وَمَلٰٓئِكَتِهٖ এবং তাঁর ফেরেশতাগণকে وَكُتُبِهٖ এবং তাঁর কিতাবসমূহকে وَرُسُلِهٖ এবং তাঁর রাসূলগণকে وَالْيَوْمِ الْاٰخِرِ এবং কিয়ামত দিবসকে فَقَدْ ضَلَّ ضَلٰلًا بَعِيْدًا তবে তো সে ভ্রষ্টতায় বহু দূরে সরে পড়েছে।

https://e-ilm.weebly.com/

إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا ثُمَّ كَفَرُوا ثُمَّ آمَنُوا ثُمَّ كَفَرُوا ثُمَّ ازْدَادُوا كُفْرًا لَّمْ يَكُنِ اللَّهُ لِيَغْفِرَ لَهُمْ وَلَا لِيَهْدِيَهُمْ سَبِيلًا (١٣٧)

অনুবাদ : (১৩৭) নিশ্চয় যারা মুসলমান হয়েছে, অতঃপর কাফের হয়ে গেছে, তৎপর মূসলমান হয়েছে পুনঃ কাফের হয়ে গেছে, অতঃপর [মৃত্যু পর্যন্ত] কুফরিতে অগ্রসর হয়ে চলছে– আল্লাহ এরূপ লোকদেরকে কখনো ক্ষমা করবেন না এবং পথও প্রদর্শন করবেন না।

بَشِّرِ الْمُنَافِقِينَ بِأَنَّ لَهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا (١٣٨)

(১৩৮) মুনাফিকদের সুসংবাদ শুনিয়ে দিন যে, তাদের জন্য ভীষণ যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি রয়েছে।

الَّذِينَ يَتَّخِذُونَ الْكَافِرِينَ أَوْلِيَاءَ مِن دُونِ الْمُؤْمِنِينَ ۚ أَيَبْتَغُونَ عِندَهُمُ الْعِزَّةَ فَإِنَّ الْعِزَّةَ لِلَّهِ جَمِيعًا (١٣٩)

(১৩৯) যাদের অবস্থা এই যে, মুসলমানদেরকে ত্যাগ করে কাফেরদেরকে বন্ধুরূপে গ্রহণ করে, এরা কি তাদের নিকট সম্মানিত হয়ে থাকতে চায়? বস্তুতঃ সমস্ত সম্মান আল্লাহরই অধিকারে রয়েছে।

وَقَدْ نَزَّلَ عَلَيْكُمْ فِي الْكِتَابِ أَنْ إِذَا سَمِعْتُمْ آيَاتِ اللَّهِ يُكْفَرُ بِهَا وَيُسْتَهْزَأُ بِهَا فَلَا تَقْعُدُوا مَعَهُمْ حَتَّىٰ يَخُوضُوا فِي حَدِيثٍ غَيْرِهِ ۚ إِنَّكُمْ إِذًا مِّثْلُهُمْ ۗ إِنَّ اللَّهَ جَامِعُ الْمُنَافِقِينَ وَالْكَافِرِينَ فِي جَهَنَّمَ جَمِيعًا (١٤٠)

(১৪০) আর আল্লাহ তা'আলা তোমাদের নিকট এই নির্দেশ পাঠিয়েছেন যে, যখন [কোনো মজলিসে] শুনতে পাও যে, আল্লাহর বিধানসমূহের প্রতি উপহাস ও কুফরি করা হচ্ছে, তখন তাদের নিকট বসো না, যতক্ষণ পর্যন্ত না তারা অন্য কোনো আলোচনা আরম্ভ করে, অন্যথায় তোমরাও তাদের মতো হয়ে যাবে, নিশ্চয় আল্লাহ মুনাফিক ও কাফের সকলকেই দোজখের মধ্যে একত্র করবেন।

শাব্দিক অনুবাদ

(১৩৭) إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا নিশ্চয় যারা মুসলমান হয়েছে। ثُمَّ كَفَرُوا অতঃপর কাফের হয়ে গেছে। ثُمَّ آمَنُوا তৎপর মুসলমান হয়েছে। ثُمَّ كَفَرُوا পুনঃ কাফের হয়ে গেছে। ثُمَّ ازْدَادُوا كُفْرًا অতঃপর [মৃত্যু পর্যন্ত] কুফরিতে অগ্রসর হয়ে চলেছে– لَّمْ يَكُنِ اللَّهُ لِيَغْفِرَ لَهُمْ আল্লাহ এরূপ লোকদেরকে কখনো ক্ষমা করবেন না وَلَا لِيَهْدِيَهُمْ سَبِيلًا এবং পথও প্রদর্শন করবেন না।

(১৩৮) بَشِّرِ الْمُنَافِقِينَ মুনাফিকদের সুসংবাদ শুনিয়ে দিন যে بِأَنَّ لَهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا তাদের জন্য ভীষণ যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি রয়েছে।

(১৩৯) الَّذِينَ يَتَّخِذُونَ الْكَافِرِينَ أَوْلِيَاءَ যাদের অবস্থা এই যে, কাফেরদেরকে বন্ধুরূপে গ্রহণ করে مِن دُونِ الْمُؤْمِنِينَ মুসলমানদেরকে ত্যাগ করে أَيَبْتَغُونَ عِندَهُمُ الْعِزَّةَ এরা কি তাদের নিকট সম্মানিত হয়ে থাকতে চায় فَإِنَّ الْعِزَّةَ لِلَّهِ جَمِيعًا বস্তুতঃ সমস্ত সম্মান আল্লাহরই অধিকারে রয়েছে।

(১৪০) وَقَدْ نَزَّلَ عَلَيْكُمْ فِي الْكِتَابِ আর আল্লাহ তা'আলা কিতাবে তোমাদের নিকট এই নির্দেশ পাঠিয়েছেন যে أَنْ إِذَا سَمِعْتُمْ যখন [কোনো মজলিসে] শুনতে পাও যে آيَاتِ اللَّهِ يُكْفَرُ بِهَا وَيُسْتَهْزَأُ بِهَا আল্লাহর বিধানসমূহের প্রতি উপহাস ও কুফরি করা হচ্ছে فَلَا تَقْعُدُوا مَعَهُمْ তখন তাদের নিকট বসো না حَتَّىٰ يَخُوضُوا فِي حَدِيثٍ غَيْرِهِ যতক্ষণ পর্যন্ত না তারা অন্য কোনো আলোচনা আরম্ভ করে إِنَّكُمْ إِذًا مِّثْلُهُمْ অন্যথায় তোমরাও তাদের মতো হয়ে যাবে إِنَّ اللَّهَ جَامِعُ الْمُنَافِقِينَ وَالْكَافِرِينَ فِي جَهَنَّمَ جَمِيعًا নিশ্চয় আল্লাহ মুনাফিক ও কাফের সকলকেই দোজখের মধ্যে একত্র করবেন।

https://e-ilm.weebly.com/

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

(১৩৫) قوله يٰأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ بِالْقِسْطِ الخ আয়াতের শানে নুযূল : ইবনে জারীর সুদ্দীর উদ্ধৃতি দিয়ে বলেন, উপরোল্লিখিত আয়াত রাসূল ﷺ সম্পর্কে নাজিল হয়েছে। ধনাঢ্য ও গরিব দুজন পুরুষ তারা দুজনের মধ্যকার কোনো বিরোধ নিষ্পত্তি করার জন্য রাসূল ﷺ-এর নিকট এসে এক মকদ্দমা পেশ করে। রাসূল ﷺ স্বভাবত দরিদ্রের দিকেই ধাবিত ছিলেন। কারণ রাসূল ﷺ-এর দৃষ্টি কোনো গরিব ধনী ব্যক্তির উপর জুলুম করতে পারে না। তখন আল্লাহ তা'আলা সাক্ষীর ভিত্তিতে ধনী গরিবের মাঝে ইনসাফ প্রতিষ্ঠা করার নির্দেশ করেন। ইনসাফ প্রতিষ্ঠার নির্দেশপ্রদান সম্বলিত বিধানসহ আল্লাহ তা'আলা উপরোল্লিখিত আয়াত নাজিল করেন। –[রূহুল মা'আনী : ১৬৯/৫/৩]

(১৩৬) قوله يٰأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا آمِنُوا بِاللهِ وَرَسُولِهِ الخ আয়াতের শানে নুযূল : ছা'লাবী হযরত ইবনে আব্বাস (রা.)-এর উদ্ধৃতি দিয়ে বর্ণনা করেন, আব্দুল্লাহ বিন সালাম এবং কা'আবের দুপুত্র আসাদ ও উসাইদ সালাম বিন কায়েস, সালাম, আব্দুল্লাহ বিন সালামের ভাগিনা সালাম বিন ইয়ামীন, প্রমুখ তারা সম্মিলিতভাবে রাসূল ﷺ-এর নিকট এসে বলল, হে আল্লাহর রাসূল! আমরা আপনার প্রতি, কিতাবের প্রতি, মূসা ও তাওরাতের প্রতি এবং উযাইরের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করলাম। তাছাড়া অন্য সকল কিতাব ও রাসূলের প্রতি ঈমান আনয়ন করি না। তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন, তোমরা আল্লাহ ও তদীয় রাসূল মুহাম্মদ ﷺএবং তাঁর পূর্ববর্তী সকল কিতাব ও রাসূলগণের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন কর। তখন তারা বলল, আমরা এমন করব না। তখন উল্লিখিত ঈমানদারগণ এবং রাসূল ﷺ-এর পারস্পরিক মতবিনিময়ের পরিপ্রেক্ষিতে আলোচ্য আয়াত নাজিল হয়। –[রূহুল মা'আনী : ৩৮৭/৩৫/ ফাতহুল কাদীর : ৫২৫/১]

قوله يٰأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ الخ দুনিয়ার বুকে নবী প্রেরণ ও কিতাব নাজিলের উদ্দেশ্য ইনসাফ ও ন্যায়নীতি প্রতিষ্ঠা করা **এবং এটাই বিশ্বশান্তি ও নিরাপত্তার চাবিকাঠি।**

সূরা নিসার এই আয়াতে সব মুসলমানকে ইনসাফ ও ন্যায়নিষ্ঠার উপর অটল থাকতে এবং সত্য সাক্ষ্যদান করতে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। এ ক্ষেত্রে সম্ভাব্য প্রতিবন্ধকতাসমূহও স্পষ্টভাবে চিহ্নিত করা হয়েছে। একই বিষয় প্রসঙ্গে সূরা মায়েদা ও সূরা হাদীদে দু'খানি আয়াত রয়েছে। সূরা মায়েদার আয়াতের বিষয়বস্তু এমনকি শব্দাবলিও প্রায় অভিন্ন সূরা হাদীদের আয়াত দ্বারা বুঝা যায় যে, হযরত আদম (আ.)-কে প্রতিনিধিরূপে দুনিয়ায় পাঠানো, অতঃপর একের পর এক নবী প্রেরণ এবং শাতাধিক সহীফা ও আসমানি কিতাব নাজিল করার অন্যতম উদ্দেশ্য ছিল দুনিয়ার বুকে শান্তি-শৃঙ্খলা এবং ইনসাফ ও নিরাপত্তার ব্যবস্থা করা, যাতে প্রত্যেক ব্যক্তি নিজ নিজ ক্ষমতার গণ্ডির মধ্যে ইনসাফ ও ন্যায়নীতির উপর অবিচল থাকে। শিক্ষা-দীক্ষা, ওয়াজ-নসিহত, তা'লিম ও তরবিয়তের মাধ্যমে যেসব অবাধ্য লোককে সত্য ও ন্যায়ের পথে আনা যাবে না, তাদেরকে প্রশাসনিক আইন অনুসারে উপযুক্ত শাস্তি দান করে সৎপথে আসতে বাধ্য করা হবে।

কুরআনের বিভিন্ন আয়াতের দ্বারা স্পষ্ট বুঝা যাচ্ছে যে, ইনসাফ ও ন্যায়নীতি প্রতিষ্ঠা ও তার উপর অবিচল থাকা শুধু সরকার ও বিচার বিভাগেরই বিশেষ দায়িত্ব নয়; বরং প্রত্যেককে ব্যক্তিগতভাবেও নির্দেশ দেওয়া হয়েছে, যেন সে নিজে ন্যায়নীতির উপর স্থির থাকে এবং অন্যকেও ইনসাফ ও ন্যায়নীতির উপর অবিচল রাখার জন্য যথাসাধ্য চেষ্টা করে। অবশ্যই ইনসাফ ও ন্যায়নীতির একটি পর্যায় সরকার ও শাসন কর্তৃপক্ষের বিশেষ দায়িত্ব তা হচ্ছে দুষ্ট ও অবাধ্য লোকেরা যখন ন্যায়নীতিকে পদদলিত করবে নিজেরা তো ন্যায়-নীতির ধার ধারবেই না; বরং অন্যকেও ন্যায়নীতির উপর স্থির থাকতে দিবে না; তখন অন্যদেরকে দমন করার জন্য আইনের শাসন ও উপযুক্ত শাস্তির ব্যবস্থা করা অপরিহার্য। এমতাবস্থায় একমাত্র ক্ষমতাসীন সরকার ও কর্তৃপক্ষই ইনসাফ ও ন্যায়-নীতি প্রতিষ্ঠিত করতে পারে।

বর্তমান বিশ্বের মূর্খ জনগণ তো দূরের কথা, শিক্ষিত সুধীরাও মনে করেন যে, ইনসাফ ও ন্যায়-নীতি প্রতিষ্ঠা করা শুধু সরকার ও আদালতেরই দায়িত্ব; এ ব্যাপারে জনগণের কোনো দায়-দায়িত্ব নেই। এহেন ভ্রান্ত ধারণার কারণেই বিশ্বের সব দেশে সব রাজ্যে সরকার ও জনগণ দু'টি পরস্পর বিরোধী শক্তিতে বিভক্ত হয়ে গেছে। শাসক ও শাসিতের মধ্যে দুস্তর ব্যবধান সৃষ্টি হয়েছে। সব দেশের জনগণ সরকারের কাছে ইনসাফ ও ন্যায়নীতি দাবি করে, কিন্তু নিজেরা কখনো ন্যায়-নীতি পালন করতে প্রস্তুত নয়। এই কুফল আজ সারা বিশ্বকে গ্রাস করেছে। আইন-কানুন নিষ্ক্রিয় ও অপরাধ প্রবণতা ক্রমবর্ধমান। আজকাল সব দেশেই আইন প্রণয়নের জন্য সংসদ রয়েছে। এখানে কোটি কোটি টাকা ব্যয় হচ্ছে। আর তার

https://e-ilm.weebly.com/

সদস্য মনোনয়নের জন্য অনুষ্ঠিত নির্বাচনে সারা দুনিয়ায় হৈ চৈ পড়ে যাচ্ছে। অতঃপর নির্বাচিত সদস্যগণ দেশবাসীর মন-মানসিকতা, আবেগ-অনুভূতি ও দেশের প্রয়োজনীয়তার প্রতি লক্ষ্য রেখে অত্যন্ত সতর্কতার সাথে আইন প্রণয়ন করছেন। তারপর জনমত যাচাই করার জন্য তার প্রকাশ ও প্রচার করা হয় এবং জনসমর্থন লাভের পর তা প্রবর্তন করা হয়। আর সেটা কার্যকরী করার জন্য সরকারের প্রশাসনযন্ত্র সচল হয়ে উঠে যার অসংখ্য শাখা-প্রশাখা সারা দেশে ছড়িয়ে রয়েছে। প্রত্যেক শাখার দায়িত্বে নিয়োজিত রয়েছেন দেশের সুদক্ষ বিশেষজ্ঞ ব্যক্তিবর্গ। দেশের শান্তিশৃঙ্খলা, কল্যাণ ও নিরাপত্তার জন্য তারা সক্রিয় কর্মতৎপরতা প্রদর্শন করেছেন। কিন্তু এত বিপুল আয়োজন সত্ত্বেও প্রচলিত তন্ত্র-মন্ত্রের মোহমুক্ত হয়ে, তথাকথিত সভ্যতা ও সংস্কৃতির ঠিকাদারদের অন্ধ অনুকরণের উর্ধ্বে উঠে নিরপেক্ষ দৃষ্টিতে পর্যবেক্ষণ করলে প্রত্যেকেই স্বীকার করতে বাধ্য হবেন যে, ফলাফল অত্যন্ত নৈরাশ্যজনক।

আল্লাহভীতি ও আখেরাতের প্রতি বিশ্বাসই বিশ্ব শান্তির চাবিকাঠি : সুষ্ঠু বিবেকসম্পন্ন যে কোনো ব্যক্তি চলমান সমাজের প্রথা ও রীতিনীতির বন্ধন ছিন্ন করে, নিরপেক্ষ দৃষ্টিতে রাসূলে আরাবী ﷺ-এর আনীত পয়গাম সম্পর্কে চিন্তা করলে স্পষ্ট উপলব্ধি করতে সক্ষম হবেন যে, শুধু আইন ও দণ্ডদান করেই পৃথিবীতে কখনো শান্তি ও নিরাপত্তা অর্জিত হয়নি; বরং ভবিষ্যতেও অর্জিত হবে না। একমাত্র আল্লাহভীতি ও আখেরাতের প্রতি বিশ্বাসই বিশ্বশান্তি ও নিরাপত্তার নিশ্চয়তা দিতে পারে। যার ফলে রাজা-প্রজা, শাসক ও শাসিত সর্বপ্রকার দায়-দায়িত্ব উপলব্ধি করতে, তা যথাযথভাবে পালন করতে সচেষ্ট হয়। আইনের প্রতি শ্রদ্ধা জানিয়ে জনসাধারণ এ কথা বলে দায়িত্ব এড়াতে পারে না যে, এটা সরকারের কাজ। কুরআন মাজীদের পূর্বোল্লিখিত আয়াতসমূহে ন্যায়নীতি প্রতিষ্ঠার ব্যাপারে এক বৈপ্লবিক বিশ্বাসের প্রশিক্ষণের মাধ্যমে শেষ করা হয়েছে।

উপরিউক্ত আয়াতত্রয়ের মধ্যে ইনসাফ ও ন্যায়নীতির উপর অটল-অনড় থাকা এবং অন্যকেও অটল রাখার চেষ্টা করার জন্য শাসক-শাসিত নির্বিশেষে সবাইকে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। আর আয়াতসমূহের শেষ দিকে এমন এক তত্ত্বের প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করা হয়েছে যা মানুষের ধ্যান-ধারণা ও প্রেরণার জগতে মহা-বিপ্লবের সূচনা করতে পারে। তা হলো আল্লাহ তা'আলার অপরিসীম ক্ষমতা ও পরাক্রম, তার সম্মুখে উপস্থিতি ও জবাবদিহী এবং প্রতিদান ও প্রতিফল লাভের বিশ্বাস। এটা এমন এক সম্পদ যার দৌলতে আজ থেকে সাতশত বছর পূর্ববর্তী অশিক্ষিত বিশ্বাসী লোকেরা ও বিপুল শান্তি ও নিরাপত্তা ভোগ করতো এবং যার অভাবের কারণেই আজকের মহাশূন্যের অভিযাত্রী, কৃত্রিম উপগ্রহ উৎক্ষেপণকারী উন্নত বিশ্ববাসীরা শান্তি ও নিরাপত্তা থেকে বঞ্চিত।

আধুনিক জ্ঞান-বিজ্ঞানের পূজারি ও তন্ত্র-মন্ত্রের অন্ধ অনুসারীদের উপলব্ধি করা উচিত যে, বিজ্ঞানের বিস্ময়কর উন্নতির ফলে তারা হয়তো মহাশূন্যে আরোহণ করতে, গ্রহ হতে গ্রহান্তরে ভেসে বেড়াতে এবং মহাসাগর পাড়ি দিতে পারবে, কিন্তু সমস্ত জ্ঞান-বিজ্ঞান, শিল্প-কারখানা, উপাদান-উপকরণ প্রচেষ্টা ও মূখ্য উদ্দেশ্য অর্থাৎ, সুখ-শান্তিও নিরাপত্তার নিশ্চয়তা কোথাও পাবে না। কোনো অত্যাধুনিক আবিষ্কারের মাঝে কিংবা কোনো গ্রহ-উপগ্রহেই তা খুঁজে পাওয়া যাবে না; বরং পাওয়া যাবে একমাত্র রাসূলে আরাবী ﷺ-এর পয়গাম ও শিক্ষার মধ্যে, আল্লাহ ভীতি ও আখেরাতের বিশ্বাসের মধ্যে। ইরশাদ হয়েছে। اَلَا بِذِكْرِ اللّٰهِ تَطْمَئِنُّ الْقُلُوْبُ অর্থাৎ, মনে রেখ, একমাত্র আল্লাহর স্মরণের মধ্যেই অন্তরসমূহের প্রশান্তি নিহিত। বিজ্ঞানের বিস্ময়কর আবিষ্কারসমূহ বস্তুতঃপক্ষে আল্লাহ তা'আলার অফুরন্ত কুদরত ও কল্পনাতীত সৃষ্টি বৈচিত্র্যকে ভাস্বর করে চলছে, যার সামনে মানুষ তার অক্ষমতা ও অযোগ্যতা স্বীকার করতে বাধ্য। কিন্তু অনুভূতিশীল অন্তর ও অর্ন্তদৃষ্টিসম্পন্ন চোখ না হলে তাতেই বা কি লাভ।

কুরআন হাকীম একদিকে পৃথিবীতে ইনসাফ ও ন্যায়নীতি প্রতিষ্ঠার উদ্দেশ্যে প্রয়োজনীয় বিধি-বিধানের ব্যবস্থা করেছে, অপরদিকে এমন এক অপূর্ব নীতিমালা ঘোষণা করেছে– যাকে পুরোপুরি গ্রহণ ও নিষ্ঠার সাথে বাস্তবায়ন করা হলে, জুলুম ও অনাচাররে জর্জরিত দুনিয়া সুখ-শান্তির আধারে পরিণত হবে। আখেরাতে জান্নাত লাভের পূর্বে দুনিয়াতেই জান্নাতী সুখের নমুনা উপভোগ করা যাবে।

اِنَّ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا ثُمَّ كَفَرُوْا কারো মতে অত্র আয়াতে মুনাফিকদের অবস্থা বর্ণনা করা হয়েছে। আর অনেকের মতে আয়াতটিতে ইহুদিদের সম্পর্কে বলা হয়েছে। কেননা প্রথমে তারা হযরত মূসা (আ.)-এর প্রতি ঈমান এনেছিল তারপর গো-বৎসের পূজা করে কাফের হয়েছিল, অতঃপর তওবা করে আবার ঈমান এনেছিল, পুনরায় হযরত ঈসা (আ.) কে অস্বীকার করে কুফরির চরমে উপনীত হয়েছে। –[তাফসীরে রূহুল মা'আনী]

https://e-ilm.weebly.com/

لَمْ يَكُنِ اللّٰهُ لِيَغْفِرَ لَهُمْ وَلَا لِيَهْدِيَهُمْ سَبِيْلًا এ আয়াতের তাৎপর্য এই যে, বার বার কুফরির মধ্যে লিপ্ত হওয়ার ফলে সত্যকে উপলব্ধি করার এবং গ্রহণ করার যোগ্যতা রহিত হয়ে যায়। ভবিষ্যতে তওবা করার ও ঈমান আনার সৌভাগ্য হয় না। তবে কুরআন হাদীসের অকাট্য দলিলাদির দ্বারা প্রমাণিত হচ্ছে যে, যত বড় কট্টর কাফের বা মুরতাদই হোক না কেন, যদি সত্যিকারভাবে তওবা করে, তবে পূর্ববর্তী সমুদয় গুনাহ মাফ হয়ে যায়। অতএব, বার বার কুফরি করার পরও যদি তারা সত্যিকারভাবে তওবা বরে, তবে তাদের জন্য এখনো ক্ষমার আইন উন্মুক্ত রয়েছে।

এখানে প্রথম আয়াতে মুনাফিকদের জন্য মর্মন্তুদ শাস্তির হুঁশিয়ারি দেওয়া হয়েছে। তবে এহেন দুঃসংবাদকে بَشِّرِ অর্থাৎ 'সু-সংবাদ' বলে ইঙ্গিত করা হয়েছে যে, নিজের ভবিষ্যত সম্পর্কে কোনো সু-সংবাদ শুনার জন্য প্রত্যেকেই উদগ্রীব থাকে। কিন্তু মুনাফিকদের জন্য এছাড়া আর কোনো সংবাদ নেই; বরং তাদের জন্য সু-সংবাদের পরিবর্তে এটাই একমাত্র ভবিষ্যদ্বাণী।

মানবমর্যাদা একমাত্র আল্লাহ তা'আলার সমীপে কামনা করা বাঞ্ছনীয় : দ্বিতীয় আয়াতে কাফের ও মুশরিকদের সাথে আন্তরিক বন্ধুত্ব ও সৌহার্দ স্থাপন করাকে নিষিদ্ধ করে এ ধরনের আচরণে লিপ্ত ব্যক্তিদের প্রতি সতকর্কবাণী উচ্চারণ করা হয়েছে। সাথে সাথে এই ব্যাধিতে আক্রান্ত হওয়ার উৎস ও মূল কারণ বর্ণনা করতঃ একেও অযথা-অবান্তর প্রতিপন্ন করা হয়েছে। আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেন– اَيَبْتَغُوْنَ عِنْدَهُمُ الْعِزَّةَ فَاِنَّ الْعِزَّةَ لِلّٰهِ جَمِيْعًا অর্থাৎ, "তারা কি ওদের কাছে গিয়ে ইজ্জত-সম্মান লাভ করতে চায়? তবে ইজ্জত-সম্মান তো সম্পূর্ণ আল্লাহ তা'আলার এখতিয়ারাধীন।"

কাফের মুশরিকদের সাথে সৌহার্দ ও বন্ধুত্বের সম্পর্ক রাখা এবং অন্তরঙ্গ মেলামেশার প্রধান কারণ এই যে, ওদের বাহ্যিক মান-মর্যাদা, শক্তি সামর্থ্য, ধনবলে প্রভাবিত হয়ে হীনমন্যতার শিকার হয় এবং মনে করে যে, ওদের সাহায্য-সহযোগিতায় আমাদেরও মান-মর্যাদা বৃদ্ধি পাবে। আল্লাহ তা'আলা তাদের ভ্রান্ত ধারণা খণ্ডন করে বলেন যে, তারা এমন লোকদের সাহায্যে মার্যাদাবান হওয়ার আকাঙ্ক্ষা করছে, যাদের নিজেদেরই সত্যিকার কোনো মর্যাদা নেই। তাছাড়া যে ব্যক্তি ও বিজয়ের মধ্যে সত্যিকার ইজ্জত ও সম্মান নিহিত, তাতো একমাত্র আল্লাহ তা'আলার এখতিয়ারভুক্ত। অন্য কারো মধ্যে যখন কোনো ক্ষমতা বা সাফল্য পরিদৃষ্ট হয়, তা সবই আল্লাহ প্রদত্ত। অতএব, মান-মর্যাদা দানকারী মালিককে অসন্তুষ্ট করে তাঁর শত্রুদের থেকে ইজ্জত হাসিল করার অপচেষ্টা কতো বড় বোকামী।

এ সম্পর্কে সূরায়ে মুনাফিকূন'– এ ইরশাদ হয়েছে : وَلِلّٰهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُوْلِهٖ وَلِلْمُؤْمِنِيْنَ وَلٰكِنَّ الْمُنٰفِقِيْنَ لَا يَعْلَمُوْنَ

অর্থাৎ, ইজ্জত-সম্মান একমাত্র আল্লাহ, রাসূল এবং ঈমানদারদের জন্য নির্ধারিত রয়েছে। কিন্তু মুনাফিকরা তা অবগত নয়। এখানে আল্লাহ তা'আলার সাথে হযরত রাসূল ﷺ ও মুমিনদের উল্লেখ করে বুঝানো হয়েছে যে, ইজ্জতের মালিক একমাত্র আল্লাহ তা'আলা। তিনি যাকে ইচ্ছা আংশিক মর্যাদা দান করেন। রাসূলুল্লাহ ﷺ ও মুমিনগণ যেহেতু আল্লাহ তা'আলার একান্ত অনুগত, পছন্দনীয় ও প্রিয়পাত্র, তাই তিনি তাঁদেরকে সম্মান দান করেন। পক্ষান্তরে কাফের ও মুশরিকদের ভাগ্যে সত্যিকার কোনো ইজ্জত নেই। অতএব, তাদের সাথে সৌহার্দের সম্পর্ক স্থাপন করে সম্মান অর্জন করা সুদূর পরাহত। ফারুকে আযম হযরত ওমর (রা.) বলেছেন : যে ব্যক্তি বান্দাদের সাহায্যে মর্যাদাবান হওয়ার বাসনা করে আল্লাহ তা'আলা তাকে লাঞ্ছিত করেন।

হযরত আবূ বকর জাসসাস (র.) 'আহকামুল কুরআনে' লিখেছেন, আলোচ্য আয়াতের মর্ম এই যে, কাফের, মুশরিক, পাপিষ্ঠ ও পথভ্রষ্টদের সাথে বন্ধুত্ব স্থাপন করে মর্যাদা ও প্রতিপত্তি অর্জনের ব্যর্থ চেষ্টা করা অন্যায় ও অপরাধ। তবে এই উদ্দেশ্যে মুসলমানদের সাথে বন্ধুত্ব স্থাপন নিষেধ করা হয়নি। কেননা সূরা মুনাফিকূনের পূর্বোক্ত আয়াতে স্পষ্ট বলা হয়েছে যে, আল্লাহ তা'আলা স্বীয় রাসূল ﷺ-কে ও মুমিনদেরকে ইজ্জত দান করেছেন।

এখানে মর্যাদার অর্থ যদি আখেরাতের চিরস্থায়ী ইজ্জত-সম্মান হয়, তবে তা আল্লাহ তা'আলা শুধুমাত্র তাঁর রাসূল ﷺ ও মুমিনদের জন্য সীমাবদ্ধ করে দিয়েছেন। কারণ আখেরাতের আরাম আয়েশ, ইজ্জত-সম্মান কোনো কাফের বা মুশরিক কস্মিনকালেও লাভ করবে না। আর যদি এখানে পার্থিব মান-মর্যাদা ধরা হয়, তবে মুসলমানরা যতদিন সত্যিকার মুমিন থাকবে, ততদিন সম্মান ও প্রতিপত্তি তাদেরই করায়ত্ত্ব থাকবে। অবশ্য তাদের ঈমানের দুর্বলতা, আমলের গাফলতি বা পাপাচারে লিপ্ত হওয়ার কারণে তাদের সাময়িক ভাগ্যবিপর্যয় হলে বা ঘটনাচক্রে অসহায় হলেও পরিশেষে তারাই আবার মর্যাদা ও বিজয়ের গৌরব লাভ করবে। দুনিয়ার ইতিহাসে এর বহু নজির রয়েছে। শেষ যুগে হযরত ঈসা (আ.) ও ইমাম মাহদীর নেতৃত্বে মুসলমানরা আবার যখন সত্যিকার ইসলামের অনুসারী হবে, তখন তারাই দুনিয়ার একচ্ছত্র ক্ষমতা ও মর্যাদার অধিকারী হবে।

https://e-ilm.weebly.com/

وَقَدْ نَزَّلَ عَلَيْكُمْ فِي الْكِتٰبِ; অত্র আয়াতে ইতঃপূর্বে মক্কা মোকাররমায় অবতীর্ণ সূরা আন'আমের প্রতি ইঙ্গিত দিয়ে বলা হয়েছে, আমি তো মানুষের সংশোধনের নিমিত্ত আগেই হুকুম নাজিল করেছিলাম যে, কাফের ও বদকারের ধারে কাছেও বসবে না। কিন্তু আশ্চর্যের ব্যাপার যে, কপটাচারী মুনাফিকরা আদেশ লজ্ঘন করে ওদের সাথে সৌহার্দ স্থাপন করতে শুরু করেছে এবং তাদেরকে ইজ্জত-সম্মানের মালিক মোখতার মনে করেছে।

সূরায়ে নিসার আলোচ্য আয়াত এবং সূরায়ে আন'আমের যে আয়াতের দিকে ইঙ্গিত করা হয়েছে, এতদুভয়ের সমন্বিত মর্ম এই যে, যদি কোনো প্রভাবে কতিপয় লোক একত্রিত হয়ে আল্লাহ তা'আলার কোনো আয়াত বা হুকুমকে অস্বীকার বা ঠাট্টা বিদ্রূপ করতে থাকে, তবে যতক্ষণ তারা এহেন গর্হিত ও অবাঞ্চিত কার্যে লিপ্ত থাকবে, ততক্ষণ তাদের মজলিসে বসা বা যোগদান করা মুসলমানদের জন্য হারাম।

মোটকথা, বাতিল পন্থিদের মজলিসে উপস্থিতি ও তার হুকুম কয়েক প্রকার। প্রথমতঃ তাদের কুফরি চিন্তাধারার প্রতি সম্মতি ও সন্তুষ্টি সহকারে যোগদান করা। এটা মারাত্মক অপরাধ ও কুফরি। দ্বিতীয়তঃ গর্হিত আলোচনা চলাকালে বিনা প্রয়োজনে অপছন্দ সহকারে উপবেশন করা। এটা অত্যন্ত অন্যায় ও ফাসেকী। তৃতীয়তঃ পার্থিব প্রয়োজনবশতঃ বিরক্তি সহকারে বসা জায়েজ। চতুর্থতঃ জোর-জবরদস্তির কারণে বাধ্য হয়ে বা অনিচ্ছাকৃতভাবে বসা ক্ষমার্হ। পঞ্চমত : তাদেরকে সৎপথে আনয়নের উদ্দেশ্যে উপস্থিত হওয়া ছওয়াবের কাজ।

কুফরির প্রতি মৌন সম্মতিও কুফরি : আলোচ্য আয়াতের শেষে ইরশাদ হয়েছে : إِنَّكُمْ إِذًا مِّثْلُهُمْ অর্থাৎ, এমন মজলিস যেখানে আল্লাহ তা'আলার আয়াত ও আহকামকে অস্বীকার, বিদ্রূপ বা বিকৃত করা হয়, সেখানে হৃষ্টচিত্তে উপবেশন করলে তোমরাও তাদের সমতুল্য ও তাদের গুনাহের অংশীদার হবে। অর্থাৎ আল্লাহ না করুন, তোমরা যদি তাদের কুফরি কথাবার্তা মনে প্রাণে পছন্দ কর, তাহলে বস্তুতঃ তোমরাও কাফের হয়ে যাবে। কেননা কুফরিকে পছন্দ করাও কুফরি। আর যদি তাদের কথা বার্তা পছন্দ না করা সত্ত্বেও বিনা প্রয়োজনে তাদের সাথে উঠা বসা কর এমতাবস্থায় তাদের সমতুল্য হওয়ার অর্থ হবে তারা যেভাবে শরিয়তকে হেয় প্রতিপন্ন করা এবং ইসলাম ও মুসলমানদের ক্ষতি সাধন করার অপ্রচেষ্টায় লিপ্ত রয়েছে, তোমরা তাদের আসরে যোগদান করে সহযোগিতা করায় তাদের মতোই ইসলামের ক্ষতি সাধন করছ। (না'উযুবিল্লাহি মিন যালিকা।)

শব্দের বিশ্লেষণ :

اَلْهَوٰى : শব্দটি একবচন, বহুবচন اهواء অর্থ– খাহেশ, প্রবৃত্তি।

تَلْوٗا : সীগাহ جمع مذكر حاضر বহছ فعل مضارع معروف বাব ضَرَبَ মাসদার اَللَّىُّ মূলবর্ণ (ل ـ و ـ ى) জিনস لفيف مقرون অর্থ– তোমরা মুড়িয়ে দাও।

يُسْتَهْزَاُ : সীগাহ واحد مذكر غائب বহছ فعل مضارع مجهول বাব اِسْتِفْعَالٌ মাসদার اَلْاِسْتِهْزَاءُ মূলবর্ণ (ه ـ ز ـ ء) জিনস مهموز لام অর্থ– তাকে বিদ্রূপ করা হবে।

يَخُوْضُوْا : সীগাহ جمع مذكر غائب বহছ مضارع معروف বাব نَصَرَ মাসদার اَلْخَوْضُ মূলবর্ণ (خ ـ و ـ ض) জিনস اجوف واوى অর্থ– তারা লিপ্ত হবে।

https://e-ilm.weebly.com/

الَّذِيْنَ يَتَرَبَّصُوْنَ بِكُمْ فَاِنْ كَانَ لَكُمْ فَتْحٌ مِّنَ اللّٰهِ قَالُوْٓا اَلَمْ نَكُنْ مَّعَكُمْ وَاِنْ كَانَ لِلْكٰفِرِيْنَ نَصِيْبٌ قَالُوْٓا اَلَمْ نَسْتَحْوِذْ عَلَيْكُمْ وَنَمْنَعْكُمْ مِّنَ الْمُؤْمِنِيْنَ ؕ فَاللّٰهُ يَحْكُمُ بَيْنَكُمْ يَوْمَ الْقِيٰمَةِ ؕ وَلَنْ يَّجْعَلَ اللّٰهُ لِلْكٰفِرِيْنَ عَلَى الْمُؤْمِنِيْنَ سَبِيْلًا ﴿١٤١﴾

অনুবাদ : (১৪১) তারা [মুনাফিকরা] এরূপ যে, তোমাদের প্রতি বিপদ আসার প্রতীক্ষায় থাকে, অনন্তর যদি আল্লাহর পক্ষ থেকে তোমাদের বিজয় হয়ে যায়, তখন তারা বলে, আমরা কি তোমাদের সঙ্গে ছিলাম না! [আমরা কি গনিমতের মাল পাব না?] আর যদি কাফেররা [বিজয়ের] কোনো অংশ পায়, তবে বলে, আমরা কি তোমাদের উপর বিজয়ী হচ্ছিলাম না? এবং আমরা কি [সুযোগ দিয়ে] তোমাদেরকে মুসলমানগণ হতে রক্ষা করিনি? [কাজেই আমাদেরকেও অংশ দাও;] সুতরাং আল্লাহ তাদের ও তোমাদের মধ্যে কিয়ামতের দিন [কার্যকরী] মীমাংসা করে দিবেন, আর [ঐ মীমাংসায়] আল্লাহ তা'আলা কখনো কাফেরদেরকে মুসলমানদের মোকাবিলায় জয়ী করবেন না।

اِنَّ الْمُنٰفِقِيْنَ يُخٰدِعُوْنَ اللّٰهَ وَهُوَ خَادِعُهُمْ ۚ وَاِذَا قَامُوْٓا اِلَى الصَّلٰوةِ قَامُوْا كُسَالٰى ۙ يُرَآءُوْنَ النَّاسَ وَلَا يَذْكُرُوْنَ اللّٰهَ اِلَّا قَلِيْلًا ﴿١٤٢﴾

(১৪২) নিশ্চয় মুনাফিকরা প্রতারণা করে আল্লাহর সাথে, অথচ আল্লাহ এই প্রতারণার প্রতিফল তাদেরকে প্রদান করবেন, আর যখন তারা নামাজে দাঁড়ায়, তখন নিতান্ত অলসতার সাথে দাঁড়ায়, শুধু লোকদেরকে দেখায় এবং আল্লাহর জিকির [মুখে]-ও করে না কিন্তু খুবই কম।

مُّذَبْذَبِيْنَ بَيْنَ ذٰلِكَ ۖ لَآ اِلٰى هٰٓؤُلَآءِ وَلَآ اِلٰى هٰٓؤُلَآءِ ؕ وَمَنْ يُّضْلِلِ اللّٰهُ فَلَنْ تَجِدَ لَهٗ سَبِيْلًا ﴿١٤٣﴾

(১৪৩) লটকানো অবস্থায় আছে [মুমিন ও কাফের] উভয়ের মধ্যস্থলে, না এদিকে না ওদিকে, আর আল্লাহ যাকে ভ্রান্তিতে নিক্ষেপ করেন, এরূপ লোকের জন্য কোনো পথ পাবে না।

শাব্দিক অনুবাদ

(১৪১) اَلَّذِيْنَ يَتَرَبَّصُوْنَ بِكُمْ তারা [মুনাফিকরা] এরূপ যে, তোমাদের প্রতি বিপদ আসার প্রতীক্ষায় থাকে فَاِنْ كَانَ لَكُمْ فَتْحٌ مِّنَ اللّٰهِ অনন্তর যদি আল্লাহর পক্ষ থেকে তোমাদের বিজয় হয়ে যায় قَالُوْٓا তখন তারা বলে اَلَمْ نَكُنْ مَّعَكُمْ আমরা কি তোমাদের সঙ্গে ছিলাম না! [আমরা কি গনিমতের মাল পাব না?] وَاِنْ كَانَ لِلْكٰفِرِيْنَ نَصِيْبٌ আর যদি কাফেররা [বিজয়ের] কোনো অংশ পায় قَالُوْٓا তবে বলে اَلَمْ نَسْتَحْوِذْ عَلَيْكُمْ আমরা কি তোমাদের উপর বিজয়ী হচ্ছিলাম না? وَنَمْنَعْكُمْ مِّنَ الْمُؤْمِنِيْنَ এবং আমরা কি [সুযোগ দিয়ে] তোমাদেরকে মুসলমানগণ হতে রক্ষা করিনি? [কাজেই আমাদেরকেও অংশ দাও;] فَاللّٰهُ يَحْكُمُ بَيْنَكُمْ يَوْمَ الْقِيٰمَةِ সুতরাং আল্লাহ তাদের ও তোমাদের মধ্যে কিয়ামতের দিন [কার্যকরী] মীমাংসা করে দিবেন وَلَنْ يَّجْعَلَ اللّٰهُ لِلْكٰفِرِيْنَ عَلَى الْمُؤْمِنِيْنَ سَبِيْلًا আর [ঐ মীমাংসায়] আল্লাহ তা'আলা কখনো কাফেরদেরকে মুসলমানদের মোকাবিলায় জয়ী করবেন না।

(১৪২) اِنَّ الْمُنٰفِقِيْنَ নিশ্চয় মুনাফিকরা يُخٰدِعُوْنَ اللّٰهَ প্রতারণা করে আল্লাহর সাথে وَهُوَ خَادِعُهُمْ অথচ আল্লাহ এই প্রতারণার প্রতিফল তাদেরকে প্রদান করবেন وَاِذَا قَامُوْٓا اِلَى الصَّلٰوةِ আর যখন তারা নামাজে দাঁড়ায় قَامُوْا كُسَالٰى তখন নিতান্ত অলসতার সাথে দাঁড়ায় يُرَآءُوْنَ النَّاسَ শুধু লোকদেরকে দেখায় وَلَا يَذْكُرُوْنَ اللّٰهَ এবং আল্লাহর জিকির [মুখে]-ও করে না اِلَّا قَلِيْلًا কিন্তু খুবই কম।

(১৪৩) مُّذَبْذَبِيْنَ بَيْنَ ذٰلِكَ লটকানো অবস্থায় আছে [মুমিন ও কাফের] উভয়ের মধ্যস্থলে لَآ اِلٰى هٰٓؤُلَآءِ وَلَآ اِلٰى هٰٓؤُلَآءِ না এদিকে না ওদিকে وَمَنْ يُّضْلِلِ اللّٰهُ আর আল্লাহ যাকে ভ্রান্তিতে নিক্ষেপ করেন فَلَنْ تَجِدَ لَهٗ سَبِيْلًا এরূপ লোকের জন্য কোনো পথ পাবে না।

https://e-ilm.weebly.com/

يَاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَا تَتَّخِذُوا الْكٰفِرِيْنَ اَوْلِيَآءَ مِنْ دُوْنِ الْمُؤْمِنِيْنَ ؕ اَتُرِيْدُوْنَ اَنْ تَجْعَلُوْا لِلّٰهِ عَلَيْكُمْ سُلْطٰنًا مُّبِيْنًا (١٤٤)

অনুবাদ : (১৪৪) হে ঈমানদারগণ! তোমরা মুমিনদেরকে ত্যাগ করে [মুনাফিক কিংবা প্রকাশ্য] কাফেরদেরকে বন্ধুরূপে গ্রহণ করো না, তোমরা কি [তাদের সাথে বন্ধুত্ব স্থাপন করে] এরূপও চাও যে, নিজেদের [দোষী হওয়ার] উপর আল্লাহর স্পষ্ট প্রমাণ প্রতিষ্ঠা করে নাও?

اِنَّ الْمُنٰفِقِيْنَ فِي الدَّرْكِ الْاَسْفَلِ مِنَ النَّارِ وَلَنْ تَجِدَ لَهُمْ نَصِيْرًا (١٤٥)

(১৪৫) নিশ্চয় মুনাফিকরা দোজখের সর্বনিম্নস্তরে থাকবে, এবং তুমি কখনো তাদের কোনো সাহায্যকারী পাবে না।

اِلَّا الَّذِيْنَ تَابُوْا وَاَصْلَحُوْا وَاعْتَصَمُوْا بِاللّٰهِ وَاَخْلَصُوْا دِيْنَهُمْ لِلّٰهِ فَاُولٰٓئِكَ مَعَ الْمُؤْمِنِيْنَ وَسَوْفَ يُؤْتِ اللّٰهُ الْمُؤْمِنِيْنَ اَجْرًا عَظِيْمًا (١٤٦)

(১৪৬) কিন্তু যারা তওবা করে নেয় এবং সংশোধন করে নেয় এবং আল্লাহর প্রতি নির্ভর করে এবং স্বীয় দীন [-এর আমল]-কে খালেছ আল্লাহরই সন্তুষ্টির উদ্দেশ্যে করে, তবে এসমস্ত লোক মুমিনদের সঙ্গে থাকবে, আর আল্লাহ মুমিনদেরকে মহান পুরস্কার প্রদান করবেন।

مَا يَفْعَلُ اللّٰهُ بِعَذَابِكُمْ اِنْ شَكَرْتُمْ وَاٰمَنْتُمْ وَكَانَ اللّٰهُ شَاكِرًا عَلِيْمًا (١٤٧)

(১৪৭) আল্লাহ তোমাদেরকে শাস্তি প্রদান করে কি করবেন? [কেননা, তোমাদেরকে শাস্তি প্রদানের উপর আল্লাহর কোনো কাজ আটকে রয়নি।] যদি তোমরা শোকরগুজারী কর এবং ঈমান আন, আর আল্লাহ অত্যন্ত গুণগ্রাহী, মহাজ্ঞানী।

শাব্দিক অনুবাদ

(১৪৪) يَاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا হে ঈমানদারগণ! لَا تَتَّخِذُوا الْكٰفِرِيْنَ اَوْلِيَآءَ তোমরা [মুনাফিক কিংবা প্রকাশ্য] কাফেরদেরকে বন্ধুরূপে গ্রহণ করো না مِنْ دُوْنِ الْمُؤْمِنِيْنَ মুমিনদেরকে ত্যাগ করে اَتُرِيْدُوْنَ তোমরা কি [তাদের সাথে বন্ধুত্ব স্থাপন করে] এরূপও চাও যে اَنْ تَجْعَلُوْا لِلّٰهِ عَلَيْكُمْ سُلْطٰنًا مُّبِيْنًا নিজেদের [দোষী হওয়ার] উপর আল্লাহর স্পষ্ট প্রমাণ প্রতিষ্ঠা করে নাও?

(১৪৫) اِنَّ الْمُنٰفِقِيْنَ নিশ্চয় মুনাফিকরা فِي الدَّرْكِ الْاَسْفَلِ مِنَ النَّارِ দোজখের সর্বনিম্নস্তরে থাকবে। وَلَنْ تَجِدَ لَهُمْ نَصِيْرًا এবং তুমি কখনো তাদের কোনো সাহায্যকারী পাবে না।

(১৪৬) اِلَّا الَّذِيْنَ تَابُوْا কিন্তু যারা তওবা করে নেয় وَاَصْلَحُوْا এবং সংশোধন করে নেয় وَاعْتَصَمُوْا بِاللّٰهِ এবং আল্লাহর প্রতি নির্ভর করে وَاَخْلَصُوْا دِيْنَهُمْ لِلّٰهِ এবং স্বীয় দীন [-এর আমল]-কে খালেছ আল্লাহরই সন্তুষ্টির উদ্দেশ্যে করে فَاُولٰٓئِكَ مَعَ الْمُؤْمِنِيْنَ তবে এসমস্ত লোক মুমিনদের সঙ্গে থাকবে وَسَوْفَ يُؤْتِ اللّٰهُ الْمُؤْمِنِيْنَ اَجْرًا عَظِيْمًا আর আল্লাহ মুমিনদেরকে মহান পুরস্কার প্রদান করবেন।

(১৪৭) مَا يَفْعَلُ اللّٰهُ بِعَذَابِكُمْ আল্লাহ তোমাদেরকে শাস্তি প্রদান করে কি করবেন? [কেননা তোমাদেরকে শাস্তি প্রদানের উপর আল্লাহর কোনো কাজ আটকে রয়নি।] اِنْ شَكَرْتُمْ وَاٰمَنْتُمْ যদি তোমরা শোকরগুজারী কর এবং ঈমান আন وَكَانَ اللّٰهُ شَاكِرًا عَلِيْمًا আর আল্লাহ অত্যন্ত গুণগ্রাহী, মহাজ্ঞানী।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

(১৪২) قوله اِنَّ الْمُنٰفِقِيْنَ يُخٰدِعُوْنَ اللّٰهَ وَهُوَ خَادِعُهُمْ الخ **আয়াতের শানে নুযূল** : জারীর, ইবনে জুরাইজের উদ্ধৃতি দিয়ে আলোচ্য আয়াতের শানে নুযূল সম্পর্কে বর্ণনা করেন যে, আলোচ্য আয়াত আব্দুল্লাহ বিন উবাই ও আবূ আমের বিন নোমান সম্পর্কে এবং সহীহ হাদীসসমূহে বর্ণিত রয়েছে যে, মুনাফিকদের নামাজ আদায় করা সম্পর্কে আলোচ্য আয়াত অবতীর্ণ হয়েছে। –[ফাতহুল কাদীর : ৫৩০/১]

قوله اِنَّ الْمُنٰفِقِيْنَ الخ **-এর ব্যাখ্যা :** نفاق হলো "মুখ দিয়ে কল্যাণময় বিষয় প্রকাশ, আর অন্তরে অনিষ্ট গোপন রাখা।" নিফাক দু' প্রকার। যথা– ১. বিশ্বাসে কপটতা। এটা ব্যক্তিকে অনন্ত জীবন দোজখে থাকার ব্যবস্থা করে। ২. কর্মে কপটতা, তা মহাপাপ। কথার সাথে কাজের বৈপরীত্য হওয়ার কারণে আল্লাহ তা'আলার নিকট চরম ঘৃণিত ব্যাপার। রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর যুগে কিছু সংখ্যক লোক নিজেদের অন্তরে কুফরি আকিদা-বিশ্বাস ও কুফরের প্রতি আস্থাশীলতা লুকিয়ে রেখে

https://e-ilm.weebly.com/

বাহ্যত মৌখিক ইসলামের দাবি করেছিল । অথচ তারা আন্তরিকভাবে ইসলাম ও মুসলমানদের প্রতি শত্রুতা পোষণ করত । বন্ধুবেশে মুসলমানদের সাথে মিলিত হয়ে গোপনীয় বিষয়সমূহ অবগত হয়ে তা কাফেরদের নিকট পৌঁছিয়ে দিত । প্রকাশ্য কাফেরদের তুলনায় এ বর্ণচোরা কাফেররা মুসলমানদের জন্য মারাত্মক ক্ষতিকর শত্রু ছিল । ইসলামের পরিভাষায় এদেরকে মুনাফিক নামে অভিহিত করা হয় ।

قوله يُخٰدِعُوْنَ اللّٰهَ وَهُوَ خَادِعُهُمْ -এর ব্যাখ্যা : মুনাফিকরা আল্লাহর সাথে প্রতারণা করে, অথচ তারা নিজেরাই তাদের প্রতারিত করে । ধোঁকা দেওয়া যায় ঐ ব্যক্তিকে, যে ঐ বিষয়ে কিছু জানে না । আল্লাহ তা'আলা তো সব কিছু জানেন, কিভাবে তাঁকে ধোঁকা দেওয়া হয় ? এর জবাবে আল্লামা শাওকানী (র.) বলেন, মুনাফিকরা আল্লাহ তা'আলার হুকুমসমূহের সাথে এমন ব্যবহার দেখায়, যেমন ধোঁকাবাজদের ব্যবহার হয়ে থাকে । তারা ধোঁকাবাজদের ন্যায় কাজ করে এভাবে যে, আমরা আল্লাহ তা'আলাকে ধোঁকা দিয়েছি এবং এতে আমাদের অনেক স্বার্থসিদ্ধি হয় । মোটকথা, মুনাফিকদের অনুসৃত কর্মনীতি যেহেতু প্রতারণার উদ্দেশ্যেই গৃহীত হয়েছিল, সেহেতু তাদের কর্মবিচারে একে রূপক অর্থে আল্লাহ তা'আলাকে প্রতারিত করা বলা হয়েছে । প্রকৃত অর্থে প্রতারণা উদ্দেশ্য নয় । আল্লাহ তা'আলা যাবতীয় বিষয়ে মহাজ্ঞানী ।

এ আয়াতের ব্যাখ্যায় আল্লামা আলুসী (র.) বলেন, يَفْعَلُوْنَ مَا يَفْعَلُ الْمُخَادِعُ فَيُظْهِرُوْنَ الْاِيْمَانَ وَيُضْمِرُوْنَ نَقِيْضَهٗ অর্থাৎ ধোঁকাবাজরা যে কাজ করে তারাও অনুরূপ কাজ করে, তারা ব্যাহ্যিকভাবে ঈমান প্রকাশ করে কিন্তু এর বিপরীত জিনিস তথা কুফরি গোপন করে রাখে । এটা আল্লাহর সাথে ধোঁকাবাজিরই নামান্তর । মূলত মুনাফিকদের অনুসৃত কর্মনীতি যেহেতু প্রতারণার উদ্দেশ্যেই গৃহীত হয়েছিল সেহেতু তাদের কর্মবিচারে একে রূপক অর্থে আল্লাহ তা'আলাকে প্রতারিত করা বলা হয়েছে ।

অথবা, তারা আল্লাহকে প্রতারিত করছে এর অর্থ, তারা আল্লাহর নবীকে প্রতারিত করছে । আর নবীকে প্রতারিত করার অর্থই হলো আল্লাহকে প্রতারিত করা । কুরআনের অন্যত্র বর্ণিত হয়েছে– اِنَّمَا يُبَايِعُوْنَ اللّٰهَ আসলে আল্লাহকে ধোঁকা দেওয়া যায় না । তিনি সকল কিছু সম্পর্কে সুস্পষ্ট জ্ঞান রাখেন ।

قوله قَامُوْا كُسَالٰى -এর মর্মার্থ : একান্ত শিথিলভাবে [নামাজে] দাঁড়ায় তথা অনিচ্ছা সত্ত্বেও নামাজ আদায় করে । كُسَالٰى শব্দের অর্থ অলসতাসহকারে । كُسَالٰى -এর স্বরূপ উল্লেখ করতে গিয়ে আল্লামা আলুসী (র.) বলেন–

كُسَالٰى اَىْ مُتَثَاقِلِيْنَ مُتَبَاطِئِيْنَ لَا نَشَاطَ لَهُمْ وَلَا رَغْبَةَ كَالْمُكْرَهِ عَلَى الْفِعْلِ لِاَنَّهُمْ لَا يَعْتَقِدُوْنَ ثَوَابًا فِىْ فِعْلِهَا وَلَا عِقَابًا عَلٰى تَرْكِهَا

অর্থাৎ তারা মনমরা ঢিলেঢালা হয়ে নামাজে দাঁড়ায় । তাতে নেই কোনো প্রাণ-চঞ্চলতা আর নেই কোনো আগ্রহ । মনে হয় যেন খুব চাপ সৃষ্টি করে তাদেরকে আনা হয়েছে । আসলে এর কারণ হলো তারা এ কাজে কোনো পুণ্য হবে বলে বিশ্বাস করে না আর এটা পরিত্যাগ করলে শাস্তি হবে বলেও ভয় করে না । মূলত তারা বেকায়দায় পড়ে নামাজে এসে হাজির হয়েছে । কারণ যারা রীতিমতো নামাজ আদায় করে না, এমন ব্যক্তিগণ মহানবী ﷺ-এর সময় মুসলিম বলে গণ্য হতো না । এ কারণে বড় বড় ও শক্ত মুনাফিকদেরকেও এ সময় পাঁচ ওয়াক্ত নামাজের জন্য মসজিদে বাধ্যতামূলকভাবে উপস্থিত হতে হতো । কেননা এটা ব্যতীত তারা মুসলিম জামাতে গণ্যই হতে পারত না । অতএব আজানধ্বনি যদিও তাদের মনের উপর পাথর বর্ষণ করত, তথাপিও মনের উপর জোর করেই তাদেরকে নামাজের জন্য উঠতে হতো । তাদের মসজিদের দিকে অগ্রসর হওয়ার গতি দেখে স্পষ্ট হয়ে যেত যে, তারা নিজেদেরকে টেনে মসজিদে আনছে ।

قوله مُذَبْذَبِيْنَ بَيْنَ ذٰلِكَ -এর মর্মার্থ : দু'টি বিষয়ের মধ্যে দোদুল্যমান থাকা ব্যক্তিকে مُذَبْذَبٌ বলা হয় । এটি মুনাফিকদের বাস্তব এবং প্রকৃত রূপ । কাফেরদের সাথেও যোগাযোগ রক্ষা করে, মু'মিনদের সাথেও যোগাযোগ রক্ষা করে । উভয় দল থেকে সুযোগ গ্রহণের চেষ্টায় মত্ত থাকে । যেহেতু সে মু'মিন, সেহেতু কাফের থেকে আলাদা । পক্ষান্তরে সে কাফের, অতএব সে মু'মিন নয় । এ কারণে بَيْنَ ذٰلِكَ বলা হয়েছে অর্থাৎ দু'দলের মধ্যখানে অবস্থান করা ।

হাদীস শরীফে হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে ওমর (রা.) থেকে বর্ণিত আছে, রাসূল ﷺ বলেছেন–

مَثَلُ الْمُنَافِقِ كَمَثَلِ الشَّاةِ الْعَائِرَةِ بَيْنَ الْغَنَمَيْنِ تَعِيْرُ اِلٰى هٰذِهٖ وَاِلٰى هٰذِهٖ اُخْرٰى (رَوَاهُ مُسْلِمٌ)

مُذَبْذَبِيْنَ ও كُسَالٰى -এর মহল্লে ই'রাব : كُسَالٰى শব্দটি حَالٌ হওয়ার কারণে مَنْصُوْبٌ -এর স্থানে রয়েছে । মূলবাক্য এরূপ হবে যে قَامُوْا اِلَى الصَّلٰوةِ كَاسِلِيْنَ আর مُذَبْذَبِيْنَ পদটি উহ্য ক্রিয়া হতে حَالٌ হওয়ার কারণে مَنْصُوْبٌ অবস্থায় আছে । উহ্য বাক্য এরূপ হবে– ذَبْذَبَهُمُ الشَّيْطَانُ بَيْنَ الْاِيْمَانِ وَالْكُفْرِ مُذَبْذَبِيْنَ (مُتَرَدِّدِيْنَ)

قوله اَلَّذِيْنَ اٰمَنُوْا : اَلَّذِيْنَ اٰمَنُوْا দ্বারা উদ্দেশ্য : যদি মুনাফিক উদ্দেশ্য হয়, তখন অর্থ হবে, হে বাহ্যত ঈমান প্রকাশকারীগণ! তোমরা প্রকৃত মুসলমানদের ত্যাগ করে কাফেরদের সাথে বন্ধুত্ব করো না । এতে তোমাদের বিরুদ্ধে প্রমাণ স্থির হয়ে যাবে । যদি اٰمَنُوْا দ্বারা মুসলমান বুঝায়, তখন كٰفِرِيْنَ দ্বারা মুনাফিক বুঝাবে । তখন অর্থ হবে, হে ঈমানদারগণ! তোমরা মুসলমানদের পরিবর্তে মুনাফেকদের সাথে বন্ধুত্ব স্থাপন করো না ।

https://e-ilm.weebly.com/

কাফেরদের সাথে বন্ধুত্ব : কাফেরদের সাথে তিন প্রকার আচার-ব্যবহার হতে পারে–
১. مُوَالَاةٌ (মুওয়ালাত) অর্থাৎ বন্ধুত্ব,
২. مُدَارَاتٌ (মুদারাত) অর্থাৎ বাহ্যিক সদ্ব্যবহার, ৩. مُوَاسَاةٌ (মুওয়াসাত) বা ইহসান [উপকার করা]। উল্লিখিত ব্যবহারসমূহের বিস্তারিত বিবরণ এই :
১. মুওয়ালাত কোনো অবস্থাতেই বৈধ নয়। যেমন– আল্লাহ তা'আলা বলেন, তোমরা ইহুদি এবং খ্রিস্টানদের বন্ধুরূপে গ্রহণ করো না।
২. মুদারাত, এটা তিন অবস্থায় বৈধ– ক. ক্ষতি প্রতিরোধের জন্য বাহ্যিক বন্ধুত্ব বৈধ। খ. ধর্মীয় মঙ্গল বিধানার্থে অর্থাৎ তাদের সাথে সদ্ব্যবহার করলে যদি তারা হেদায়েতপ্রাপ্ত হওয়ার আশা থাকে, তবে বাহ্যিক সদ্ব্যবহার বৈধ। গ. মেহমান হিসেবে অভ্যর্থনা বৈধ।
৩. মুওয়াসাত বা ইহসান [উপকার করা]। হরবী কাফেরদের সাথে মুওয়াসাত অবৈধ, অন্যদের সাথে বৈধ।
মোটকথা, কাফেরদের মিথ্যা দীনকে ঈমানের সাথে ভালো মনে করে তাদের সাথে বন্ধুত্ব স্থাপন করা, তাদের আচার-আচরণকে ভালো জানা এ উদ্দেশ্যে যে, তাদের সাহায্য-সহানুভূতি পাওয়া যাবে, এটা সম্পূর্ণ হারাম। তবে তাদের জুলুম-অত্যাচার হতে নিজেকে রক্ষা করার জন্য, তাদের সাথে মিলে-মিশে চলাফেরা করা জায়েজ। পার্থিব ব্যবসা-বাণিজ্যও জায়েজ।
قوله اَلدَّرْكِ الْاَسْفَلِ -এর মর্মার্থ : اَلدَّرْكِ الْاَسْفَلِ অর্থ– সর্বনিম্নস্তর। দোজখের সাতটি স্তর রয়েছে –জাহান্নাম, লাযা, হুতামা, সাঈর, সাকার, জাহীম ও হাবিয়াহ। শেষ স্তর হাবিয়াতেই তারা অবস্থান করবে। এটি সর্বনিম্ন জাহান্নাম, শাস্তির দিক দিয়ে খুবই মারাত্মক হবে। হাদীস শরীফে রয়েছে–
عَنْ كَعْبِ الْاَحْبَارِ قَالَ اِنَّ فِى النَّارِ لَبِئْرًا لَمَّا فُتِحَتْ اَبْوَابُهَا بَعْدَ مُغْلَقِهَا مَا جَاءَ عَلٰى جَهَنَّمَ يَوْمٌ مُنْذُ خَلَقَهَا اللّٰهُ تَعَالٰى اِلَّا يَسْتَعِيْذُ بِاللّٰهِ مِنْ حَرِّهَا وَهِىَ الدَّرْكُ الْاَسْفَلُ مِنَ النَّارِ -
উল্লেখ্য, দোজখের এ সাতটি স্তরের উপর সমভাবে 'জাহান্নাম' শব্দটি ব্যবহৃত হয়।
قوله تَابُوْا وَاَصْلَحُوْا وَاعْتَصَمُوْا بِاللّٰهِ وَاَخْلَصُوْا -এর ব্যাখ্যা : تَوْبَةٌ -এর অর্থ– অন্যায় কাজ হতে ফিরে আসা, প্রত্যাবর্তন করা, অনুতপ্ত হওয়া। বান্দার পক্ষ হতে তওবার ধরন হলো, সকল পাপ কাজ হতে ফিরে থাকা। পাপ কাজ করে থাকলে ছেড়ে দিয়ে ভালো কাজের প্রতি মনোনিবেশ করা। আর যখন তওবার সম্পর্ক আল্লাহ তা'আলার প্রতি করা হয়, তখন অর্থ হবে– বান্দাকে পাকড়াও করা থেকে বিরত থাকা, রহমত বর্ষণ করা এবং করুণার দৃষ্টি নিক্ষেপ করা। আজাব না দেওয়া; বরং আজাব থেকে পরিত্রাণ দেওয়া।
আর اِصْلَاحٌ শব্দের আভিধানিক অর্থ– সংশোধন করা, সংস্কার করা। পারিভাষিক অর্থে تَوْبَةٌ হলো, মঙ্গলজনক ও কল্যাণমূলক কাজে এগিয়ে আসা অর্থাৎ প্রচলিত সকল অবৈধ এবং জাহিলি কর্মকাণ্ডকে মুছে ফেলে মঙ্গলজনক এবং বৈধ কাজে আত্মনিয়োগ করাই হচ্ছে اِصْلَاحٌ [সংশোধন করা]।
এবং اِعْتِصَامٌ অর্থ– কোনো কিছুকে দৃঢ়ভাবে ধারণা করা, অন্যায় থেকে বিরত থাকা। আয়াতে اِعْتِصَامٌ -এর অর্থ হচ্ছে, সকল প্রকার মুনাফেকী এবং কুকর্ম পরিত্যাগ করে একমাত্র আল্লাহ তা'আলার দেওয়া নীতি এবং কল্যাণমূলক কাজকে দৃঢ়ভাবে ধারণ করা– সকল ব্যাপারে আল্লাহ তা'আলার উপর ভরসা করা।
اِخْلَاصٌ অর্থ– ভেজালমুক্ত রাখা, একমাত্র আল্লাহ তা'আলার সন্তুষ্টি বিধানের লক্ষ্যে কোনো কিছু করা। আয়াতে আল্লাহ তা'আলা নির্দেশ দিয়েছেন যেন, সকল কাজ একমাত্র আল্লাহ তা'আলার সন্তুষ্টি বিধানের লক্ষ্যে হয়ে থাকে। এর সাথে কোনো স্বার্থ জড়িত না হয়।

শব্দের বিশ্লেষণ :

لَمْ نَسْتَحْوِذْ : সীগাহ جمع متكلم বহছ نفى جحد بلم در فعل مضارع معروف বাব اِسْتِفْعَالٌ মাসদার اَلْاِسْتِحْوَاذُ মূলবর্ণ (ح . و . ذ) জিনস اجوف واوى অর্থ– আমরা প্রবল ছিলাম না।

يُرَاءُوْنَ : সীগাহ جمع مذكر غائب বহছ مجهول معروف বাব مُفَاعَلَةٌ মাসদার اَلْمُرَاءَاةُ মূলবর্ণ (ر . ا . ى) জিনস মুরাক্কাব, مهموز عين و ناقص يائى অর্থ– তারা দেখায়।

مُذَبْذَبِيْنَ : সীগাহ جمع مذكر বহছ اسم مفعول বাব بَعْثَرَ মাসদার اَلذَّبْذَبَةُ মূলবর্ণ (ذ . ب . ذ . ب) জিনস مضاعف رباعى অর্থ– ভবঘুরে, সামনে যাবে না কি পিছনে যাবে, তা স্থির করতে পারে না।

اِعْتَصَمُوْا : সীগাহ جمع مذكر غائب বহছ فعل ماضى معروف বাব اِفْتِعَالٌ মাসদার اَلْاِعْتِصَامُ মূলবর্ণ (ع . ص . م) জিনস صحيح অর্থ– তারা আঁকড়ে ধরেছে।

https://e-ilm.weebly.com/

৬ষ্ঠ পারা

অনুবাদ : (১৪৮) আল্লাহ তা'আলা মন্দ কথা মুখে আনা পছন্দ করেন না [কারো জন্য] মজলুম ব্যতীত, আর আল্লাহ [মজলুমের কথা] খুব শুনেন, [জালেমের অবস্থা] খুব জানেন।	لَا يُحِبُّ اللّٰهُ الْجَهْرَ بِالسُّوْٓءِ مِنَ الْقَوْلِ اِلَّا مَنْ ظُلِمَ ۭ وَكَانَ اللّٰهُ سَمِيْعًا عَلِيْمًا (١٤٨)
(১৪৯) যদি কোনো নেক কাজ প্রকাশ্যে কর কিংবা তা গোপনে কর অথবা কোনো [ব্যক্তির] মন্দ ব্যবহার ক্ষমা করে দাও, তবে [অতি উত্তম। কেননা] আল্লাহ [-ও] অতীব ক্ষমাশীল, পূর্ণ ক্ষমতাবান।	اِنْ تُبْدُوْا خَيْرًا اَوْ تُخْفُوْهُ اَوْ تَعْفُوْا عَنْ سُوْٓءٍ فَاِنَّ اللّٰهَ كَانَ عَفُوًّا قَدِيْرًا (١٤٩)
(১৫০) যারা আল্লাহর সাথে এবং তাঁর রাসূলগণের সাথে কুফরি করে এবং এরূপ ইচ্ছা রাখে যে, আল্লাহ ও তাঁর রাসূলগণের মধ্যে [ঈমান আনয়নের ব্যাপারে] পার্থক্য করে এবং বলে, আমরা [পয়গম্বরদের] কতিপয়ের উপর ঈমান রাখি এবং কতিপয়কে অবিশ্বাস করি, আর এরূপ ইচ্ছা রাখে যে, এর মাঝামাঝি একটি পথ উদ্ভাবন করে।	اِنَّ الَّذِيْنَ يَكْفُرُوْنَ بِاللّٰهِ وَرُسُلِهٖ وَيُرِيْدُوْنَ اَنْ يُّفَرِّقُوْا بَيْنَ اللّٰهِ وَرُسُلِهٖ وَيَقُوْلُوْنَ نُؤْمِنُ بِبَعْضٍ وَّنَكْفُرُ بِبَعْضٍ ۙ وَّيُرِيْدُوْنَ اَنْ يَّتَّخِذُوْا بَيْنَ ذٰلِكَ سَبِيْلًا (١٥٠)
(১৫১) এরূপ লোকেরা সুনিশ্চিত কাফের, আর কাফেরদের জন্য আমি অপমানজনক শাস্তি প্রস্তুত করে রেখেছি।	اُولٰٓئِكَ هُمُ الْكٰفِرُوْنَ حَقًّا ۚ وَاَعْتَدْنَا لِلْكٰفِرِيْنَ عَذَابًا مُّهِيْنًا (١٥١)

শাব্দিক অনুবাদ

(১৪৮) لَا يُحِبُّ اللّٰهُ আল্লাহ তা'আলা পছন্দ করেন না الْجَهْرَ بِالسُّوْٓءِ مِنَ الْقَوْلِ মন্দ কথা মুখে আনা [কারো জন্য] اِلَّا مَنْ ظُلِمَ মজলুম ব্যতীত وَكَانَ اللّٰهُ سَمِيْعًا عَلِيْمًا আর আল্লাহ [মজলুমের কথা] খুব শুনেন, [জালেমের অবস্থা] খুব জানেন।

(১৪৯) اِنْ تُبْدُوْا خَيْرًا যদি কোনো নেক কাজ প্রকাশ্যে কর اَوْ تُخْفُوْهُ কিংবা তা গোপনে কর اَوْ تَعْفُوْا عَنْ سُوْٓءٍ অথবা কোনো মন্দ ব্যবহার ক্ষমা করে দাও فَاِنَّ اللّٰهَ كَانَ عَفُوًّا তবে আল্লাহ তা'আলা অতীব ক্ষমাশীল, قَدِيْرًا পূর্ণ ক্ষমতাবান।

(১৫০) اِنَّ الَّذِيْنَ يَكْفُرُوْنَ بِاللّٰهِ وَرُسُلِهٖ যারা আল্লাহর সাথে এবং তাঁর রাসূলগণের সাথে কুফরি করে وَيُرِيْدُوْنَ এবং এরূপ ইচ্ছা রাখে যে اَنْ يُّفَرِّقُوْا بَيْنَ اللّٰهِ وَرُسُلِهٖ আল্লাহ ও তাঁর রাসূলগণের মধ্যে পার্থক্য করে وَيَقُوْلُوْنَ এবং বলে نُؤْمِنُ بِبَعْضٍ আমরা কতিপয়ের উপর ঈমান রাখি وَّنَكْفُرُ بِبَعْضٍ এবং কতিপয়কে অবিশ্বাস করি وَّيُرِيْدُوْنَ আর এরূপ ইচ্ছা রাখে যে اَنْ يَّتَّخِذُوْا بَيْنَ ذٰلِكَ سَبِيْلًا এর মাঝামাঝি একটি পথ উদ্ভাবন করে।

(১৫১) اُولٰٓئِكَ هُمُ الْكٰفِرُوْنَ حَقًّا এরূপ লোকেরা সুনিশ্চিত কাফের وَاَعْتَدْنَا لِلْكٰفِرِيْنَ আর কাফেরদের জন্য আমি প্রস্তুত করে রেখেছি عَذَابًا مُّهِيْنًا অপমানজনক শাস্তি।

https://e-ilm.weebly.com/

وَالَّذِيْنَ اٰمَنُوْا بِاللّٰهِ وَرُسُلِهٖ وَلَمْ يُفَرِّقُوْا بَيْنَ اَحَدٍ مِّنْهُمْ اُولٰٓئِكَ سَوْفَ يُؤْتِيْهِمْ اُجُوْرَهُمْ ؕ وَكَانَ اللّٰهُ غَفُوْرًا رَّحِيْمًا (١٥٢)

অনুবাদ : (১৫২) আর যারা আল্লাহর প্রতি ঈমান রাখে এবং তাঁর রাসূলগণের প্রতিও, আর তাঁদের কারো মধ্যে [ঈমান আনয়নে] পার্থক্য করে না, নিশ্চয় আল্লাহ তা'আলা তাদেরকে তাদের কর্মের বিনিময় প্রদান করবেন, আর আল্লাহ অতীব ক্ষমাশীল পরম করুণাময়।

يَسْـَٔلُكَ اَهْلُ الْكِتٰبِ اَنْ تُنَزِّلَ عَلَيْهِمْ كِتٰبًا مِّنَ السَّمَآءِ فَقَدْ سَاَلُوْا مُوْسٰٓى اَكْبَرَ مِنْ ذٰلِكَ فَقَالُوْٓا اَرِنَا اللّٰهَ جَهْرَةً فَاَخَذَتْهُمُ الصّٰعِقَةُ بِظُلْمِهِمْ ۚ ثُمَّ اتَّخَذُوا الْعِجْلَ مِنْ ۢ بَعْدِ مَا جَآءَتْهُمُ الْبَيِّنٰتُ فَعَفَوْنَا عَنْ ذٰلِكَ ۚ وَاٰتَيْنَا مُوْسٰى سُلْطٰنًا مُّبِيْنًا (١٥٣)

(১৫৩) [হে মুহাম্মদ ﷺ]! আপনার নিকট আহলে কিতাবরা এই আবেদন করে যে, আপনি তাদের নিকট এক বিশেষ লিপিকা আসমান হতে এনে দেন, বস্তুতঃ তারা মূসার নিকট তার চেয়েও বড় বিষয়ের আবেদন করেছিল এবং তারা এরূপ বলেছিল যে, আল্লাহ তা'আলাকে প্রকাশ্যভাবে আমাদেরকে দেখিয়ে দাও, ফলে তাদের এই ধৃষ্টতার দরুন তাদের উপর বজ্র নিপতিত হলো অতঃপর তারা গো-বৎসকে (উপাসনার জন্য) মনোনীত করেছিল তাদের নিকট বহু প্রমাণাদি আসার পর, অতঃপর আমি তা ক্ষমা করে দিয়েছিলাম এবং মূসাকে আমি প্রকাশ্য প্রভাব দান করেছিলাম।

শাব্দিক অনুবাদ

(১৫২) وَالَّذِيْنَ اٰمَنُوْا بِاللّٰهِ وَرُسُلِهٖ আর যারা আল্লাহর প্রতি ঈমান রাখে এবং তাঁর রাসূলগণের প্রতিও وَلَمْ يُفَرِّقُوْا بَيْنَ اَحَدٍ مِّنْهُمْ আর তাঁদের কারো মধ্যে পার্থক্য করে না اُولٰٓئِكَ سَوْفَ يُؤْتِيْهِمْ اُجُوْرَهُمْ নিশ্চয় আল্লাহ তা'আলা তাদেরকে তাদের কর্মের বিনিময় প্রদান করবেন وَكَانَ اللّٰهُ غَفُوْرًا رَّحِيْمًا আর আল্লাহ অতীব ক্ষমাশীল পরম করুণাময়।

(১৫৩) يَسْـَٔلُكَ اَهْلُ الْكِتٰبِ আপনার নিকট আহলে কিতাবরা এই আবেদন করে যে اَنْ تُنَزِّلَ عَلَيْهِمْ كِتٰبًا مِّنَ السَّمَآءِ আপনি তাদের নিকট এক বিশেষ লিপিকা আসমান হতে এনে দেন فَقَدْ سَاَلُوْا مُوْسٰٓى বস্তুতঃ তারা মূসার নিকট আবেদন করেছিল اَكْبَرَ مِنْ ذٰلِكَ তার চেয়েও বড় বিষয়ের فَقَالُوْٓا এবং তারা এরূপ বলেছিল যে اَرِنَا اللّٰهَ جَهْرَةً আল্লাহ তা'আলাকে প্রকাশ্যভাবে আমাদেরকে দেখিয়ে দাও فَاَخَذَتْهُمُ الصّٰعِقَةُ بِظُلْمِهِمْ ফলে তাদের এই ধৃষ্টতার দরুন তাদের উপর বজ্র নিপতিত হলো ثُمَّ اتَّخَذُوا الْعِجْلَ অতঃপর তারা গো-বৎসকে (উপাসনার জন্য) মনোনিত করেছিল مِنْ ۢ بَعْدِ مَا جَآءَتْهُمُ الْبَيِّنٰتُ তাদের নিকট বহু প্রমাণাদি আসার পর فَعَفَوْنَا عَنْ ذٰلِكَ অতঃপর আমি তা ক্ষমা করে দিয়েছিলাম وَاٰتَيْنَا مُوْسٰى سُلْطٰنًا مُّبِيْنًا এবং মূসাকে আমি প্রকাশ্য প্রভাব দান করেছিলাম।

https://e-ilm.weebly.com/

وَرَفَعْنَا فَوْقَهُمُ الطُّوْرَ بِمِيْثَاقِهِمْ وَقُلْنَا لَهُمُ ادْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا وَّقُلْنَا لَهُمْ لَا تَعْدُوْا فِي السَّبْتِ وَاَخَذْنَا مِنْهُمْ مِّيْثَاقًا غَلِيْظًا (١٥٤)

অনুবাদ : (১৫৪) আর আমি তাদের থেকে স্বীকারোক্তি নেওয়ার উদ্দেশ্যে তূর পর্বতকে উঠিয়ে তাদের উপর ঝুলিয়ে দিয়েছিলাম এবং তাদেরকে আদেশ করেছিলাম নগর দ্বারে বিনয়ের সাথে প্রবেশ করবে, এবং আমি তাদেরকে এই আদেশ করেছিলাম যে, শনিবার সম্বন্ধে– সীমালঙ্ঘন করো না এবং আমি তাদের থেকে দৃঢ় অঙ্গীকার গ্রহণ করেছিলাম।

শাব্দিক অনুবাদ

(১৫৪) وَرَفَعْنَا فَوْقَهُمُ الطُّوْرَ আর আমি তাদের থেকে তূর পর্বতকে উঠিয়ে তাদের উপর ঝুলিয়ে দিয়েছিলাম بِمِيْثَاقِهِمْ স্বীকারোক্তি নেওয়ার উদ্দেশ্যে وَقُلْنَا لَهُمُ এবং তাদেরকে আদেশ করেছিলাম। ادْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا। নগর দ্বারে বিনয়ের সাথে প্রবেশ করবে وَّقُلْنَا لَهُمْ এবং আমি তাদেরকে এই আদেশ করেছিলাম যে لَا تَعْدُوْا فِي السَّبْتِ। শনিবার সম্বন্ধে– সীমালঙ্ঘন করো না وَاَخَذْنَا مِنْهُمْ مِّيْثَاقًا غَلِيْظًا এবং আমি তাদের থেকে দৃঢ় অঙ্গীকার গ্রহণ করেছিলাম।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

(১৪৮) قوله لَا يُحِبُّ اللّٰهُ الْجَهْرَ بِالسُّوْٓءِ مِنَ الْقَوْلِ اِلَّا مَنْ ظُلِمَ الخ **আয়াতের শানে নুযূল :** আব্দুর রাজ্জাক, আব্দ বিন হুমাইদ ও ইবনে জারীর প্রমুখ মুজাহিদের উদ্ধৃতি দিয়ে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন, আলোচ্য আয়াত নাজিল হয়েছে এক ব্যক্তির আপ্যায়ন সম্পর্কে। কোনো এক ব্যক্তি কোনো এক গোত্রের মেহমান হলো, কিন্তু সে তার আতিথেয়তা বা আপ্যায়ন করেনি, সে মর্মে ঐ ব্যক্তি তার সমালোচনা করে। অতিথি ব্যক্তির সমালোচনা করার পরিপ্রেক্ষিতে আলোচ্য আয়াত নাজিল হয়েছে। –[ফাতহুল কাদীর : ৫৩০/১, কুরতুবী : ৬ :৬, রূহুল মা'আনী : ২/৩-৬]

শানে নুযূল– ২ : মুকাতিল বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ –এর উপস্থিতিতে কোনো এক ব্যক্তি হযরত আবূ বকর সিদ্দীক (রা.)-কে গাল-মন্দ করে, হযরত আবূ বকর সিদ্দীক (রা.) কিছুক্ষণ চুপ থেকে তার জবাব দেন, রাসূল ﷺ দাঁড়ালেন, হযরত আবূ বকর সিদ্দীক (রা.) বলেন, হে আল্লাহর রাসূল! সে আমাকে গালি দিল অথচ আপনি তাকে কিছুই বলেননি? কিন্তু আমি যখন জবাব দিলাম, তখন আপনি থামলেন? রাসূল ﷺ উত্তরে বললেন, একজন ফেরেশতা তোমার পক্ষথেকে উত্তর দিচ্ছিল। কিন্তু তুমি যখন উত্তর দিলে ফেরেশতা চলে গেলেন, শয়তান উপস্থিত হলো। সে অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে আলোচ্য আয়াত নাজিল হয়েছে। –[বাহরে মুহীত : ৩৯৭ : ৪]

(১৫৩) قوله يَسْئَلُكَ اَهْلُ الْكِتٰبِ اَنْ تُنَزِّلَ عَلَيْهِمْ كِتٰبًا مِّنَ السَّمَآءِ الخ **আয়াতের শানে নুযূল :** ইবনে জারীর মুহাম্মদ বিন কা'আব আল কুরাযীর উদ্ধৃতি দিয়ে বর্ণনা করেছেন, তিনি বলেছেন ইহুদিদের কয়েকজন মানুষ রাসূল ﷺ –এর নিকট এসে বলল, হযরত মূসা (আ.) আল্লাহর নিকট থেকে লিখিত কিতাব নিয়ে আমাদের নিকট এসেছিলেন। সুতরাং আপনিও আল্লাহর পক্ষ থেকে লিখিত কিতাব আমাদের প্রতি নিয়ে আসেন, তাহলে আমরা আপনাকে বিশ্বাস করব। তখন আল্লাহ তা'আলা উল্লিখিত আয়াত নাজিল করেন। –[রূহুল মা'আনী- ৬/৫/৩, ফাতহুল কাদীর : ৫৩৫/১]

আলোচ্য আয়াতসমূহের মধ্যে প্রথম ও দ্বিতীয় আয়াতে দুনিয়া হতে জোর-জুলুমের অবসান ঘটানোর বিধান বর্ণনা করা হয়েছে। তবে তা মানব রচিত শাসক-সুলভ আইনের মতো নয়; বরং ভীতিপ্রদর্শন ও আশ্বাস দানের মাধ্যমে এক অপূর্ব কানুন পেশ করা হয়েছে। যার মধ্যে এক দিকে ইনসাফ ও ন্যায়নীতি প্রতিষ্ঠা ও অপরাধ দমনের জন্য মজলুমকে অধিকার দেওয়া হয়েছে যে, অত্যাচারীর বিরুদ্ধে অভিযোগ উত্থাপন করতে পারবে, তাকে আদালতের কাঠগড়ায় দাঁড় করাতে পারবে। অপরদিকে সূরা নাহল-এর আয়াতে একটি শর্ত আরোপ করে ইরশাদ হয়েছে :

https://e-ilm.weebly.com/

وَإِنْ عَاقَبْتُمْ فَعَاقِبُوا بِمِثْلِ مَا عُوقِبْتُمْ بِهِ وَلَئِنْ صَبَرْتُمْ لَهُوَ خَيْرٌ لِلصَّابِرِينَ

অর্থাৎ, আর যদি তোমরা প্রতিশোধ নিতে চাও, তবে তোমাদের উপর যে পরিমাণ জুলুম করা হয়েছে, তোমরা ঠিক ততটুকুই প্রতিশোধ নিতে পার। তবে শর্ত হলো এই যে, প্রতিশোধ নিতে গিয়ে তোমরা আবার জুলুম ও বাড়াবাড়ি করো না; বরং ইনসাফের গণ্ডির মধ্যে থাকবে, অন্যথা তোমরাও অত্যাচারী ও অপরাধি সাব্যস্ত হবে। সাথে সাথে একথাও বলে দেওয়া হয়েছে যে, প্রতিশোধ গ্রহণ করার ক্ষমতা ও অধিকার থাকা সত্ত্বেও যদি তোমরা ধৈর্য ধারণ কর এবং ক্ষমা করে দাও, তবে নিঃসন্দেহে তা তোমাদের জন্য অতি উত্তম।

এ আয়াতে কারীমার দ্বারা আরো বুঝা যায় যে, মজলুম ব্যক্তি যদি অত্যাচারীর অন্যায়-অত্যাচারের কাহিনী লোকের কাছে প্রকাশ করে বা আদালতে অভিযোগের ফরিয়াদ জানায়, তবে তা শেকায়েত ও হারাম গিবতের আওতায় পড়বে না। কারণ জালেম নিজেই মজলুমকে অভিযোগ উত্থাপন করতে সুযোগ করে দিয়েছে ও বাধ্য করেছেন।

সারকথা, কুরআন পাক একদিকে মাজলুমকে তার প্রতি জুলুমের সমতুল্য প্রতিশোধ গ্রহণ করার অনুমতি দিয়েছেন। অপরদিকে প্রতিশোধ গ্রহণ করার পরিবর্তে উন্নত চরিত্রের শিক্ষা ও ক্ষমার মনোভাব সৃষ্টি করার জন্য পরকালের উত্তম প্রতিদানের আশ্বাস শুনিয়ে ক্ষমা ও ত্যাগের আদর্শ গ্রহণ করার জন্য উদ্বুদ্ধ ও অনুপ্রাণিত করা হয়েছে। আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেছেন :

إِنْ تُبْدُوا خَيْرًا أَوْ تُخْفُوهُ أَوْ تَعْفُوا عَنْ سُوءٍ فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ عَفُوًّا قَدِيرًا

অর্থাৎ, "যদি তোমরা কোনো উত্তম কাজ প্রকাশ্যে কর, বা তা গোপনে কর, অথবা কারো কোনো অন্যায়কে ক্ষমা করে দাও, তবে তা অতি উত্তম। কেননা আল্লাহ তা'আলা অতিশয় ক্ষমা পরায়ণ ক্ষমতাবান।'

অত্র আয়াতের মূখ্য উদ্দেশ্য কারো অন্যায়কে ক্ষমা করার আদর্শ শিক্ষা দেওয়া। প্রকাশ্যে বা গোপনে নেক কাজ করার উল্লেখ করে ইঙ্গিত করা হয়েছে যে, ক্ষমা করাও একটি বিশিষ্ট সৎকার্য। যে ব্যক্তি অন্যের অপরাধ মার্জনা করবে, সে আল্লাহ তা'আলার ক্ষমা ও করুণার যোগ্য হবে।

আয়াতের শেষে فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ عَفُوًّا قَدِيرًا বলে জানিয়ে দেওয়া হয়েছে যে, আল্লাহ তা'আলা সর্বশক্তিমান, যাকে ইচ্ছা তিনি শাস্তি দিতে পারেন এবং যখন ইচ্ছা প্রতিশোধ গ্রহণ করতে পারেন। তথাপি তিনি অতি ক্ষমাশীল। আর মানুষের শক্তি ও ক্ষমতা যখন সামান্য ও সীমাবদ্ধ, তাই ক্ষমা ও মার্জনার পথ অবলম্বন করা তার জন্য অধিক বাঞ্ছনীয়।

এ হচ্ছে অন্যায়-অনাচার প্রতিরোধ ও সামাজিক সংস্কার সাধনের ইসলামি মূলনীতি এবং অভিভাবক সুলভ সিদ্ধান্ত। এক দিকে ন্যায়সঙ্গত প্রতিশোধ গ্রহণের অধিকার প্রদান করে ইনসাফ ও ন্যায়নীতিকে সমুন্নত রাখা হয়েছে, অপরদিকে উত্তম চরিত্র ও নৈতিকতা শিক্ষা দিয়ে ক্ষমা ও মার্জনা করতে অনুপ্রাণিত করা হয়েছে। যার অনিবার্য ফলশ্রুতি সম্পর্কে কুরআন কারীমের অন্য আয়াতে ইরশাদ হয়েছে :

فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ

অর্থাৎ, "তোমার ও অন্য যে ব্যক্তির মধ্যে দুশমনি ছিল, এমতাবস্থায় সে ব্যক্তি আন্তরিক বন্ধু হয়ে যাবে।"

আইন আদালত বা প্রতিশোধ গ্রহণ করার মাধ্যমে যদিও অন্যায়-অত্যাচার প্রতিরোধ করা যায়, কিন্তু এর দীর্ঘস্থায়ী প্রতিক্রিয়া অব্যাহত থাকে। যার ফলে পারস্পরিক বিবাদের সূত্রপাত হওয়ার আশঙ্কা বিদ্যমান থাকে। কিন্তু কুরআনে কারীম যে অপূর্ব নৈতিকতার আদর্শ শিক্ষা দিয়েছে, তার ফলে দীর্ঘকালের শত্রুতাও গভীর বন্ধুত্বে রূপান্তরিত হয়ে থাকে।

এখানে তৃতীয়, চতুর্থ ও পঞ্চম আয়াতে কুরআনে পাক স্পষ্ট ফয়সালা দিয়েছে যে, যে ব্যক্তি আল্লাহ তা'আলাকে মান্য করে কিন্তু তাঁর রাসূলগণের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করে না, অথবা কোনো পয়গম্বরকে মান্য করে, আর কোনো পয়গম্বরকে অমান্য করে আল্লাহ তা'আলার সমীপে সে ঈমানদার নয়; বরং প্রকাশ্য কাফের, পরকালে তার পরিত্রাণ লাভের কোনো উপায় নেই।

একমাত্র ইসলাম ছাড়া অন্য কোনো ধর্মে মুক্তি নেই : কুরআন হাকীমের উপরিউক্ত স্পষ্ট ঘোষণা ঐ সব বিভ্রান্ত লোকদের হীনমন্যতা ও গোঁজামিলকেও ধ্বংস করে দিয়েছে, যারা অন্যান্য ধর্মানুসারীদের প্রতি উদারতা প্রদর্শন করতে গিয়ে নিজেদের ধর্মমত ও ধর্মীয় বিশ্বাসকে বিজাতির পদমূলে উৎসর্গ করতে ব্যস্ত। যারা কুরআন ও হাদীসের স্পষ্ট ফয়সালাকে উপেক্ষা করে অন্যান্য ধর্মানুসারীদেরকে বুঝাতে চায় যে, "মুসলমানদের মতেও শুধু ইসলামই একমাত্র

https://e-ilm.weebly.com/

মুক্তিসনদ নয়; বরং ইহুদি ও খ্রিস্টানরাও তাদের নিজ নিজ ধর্মে-কর্মে স্থির থেকে পরকালে পরিত্রাণ লাভ করতে পারে। অথচ তারা অধিকাংশ রাসূলকে অথবা অন্ততঃ কোনো কোনো পয়গম্বরকে অমান্য করে। যার ফলে তাদের কাফের ও জাহান্নামী হওয়ার কথা অত্র আয়াতে স্পষ্ট ঘোষণা করা হয়েছে।"

এতে কোনো সন্দেহ নেই যে, অমুসলমানদের প্রতি ইনসাফ, ন্যায়নীতি, সমবেদনা, সহানুভূতি, উদারতা ও ইহসান বা হিতকামনার দিক দিয়ে ইসলাম নজির বিহীন। কিন্তু উদারতা বা সহানুভূতি ব্যক্তিগত অধিকারের আওতায় হয়ে থাকে যা আমরা যে কোনো ব্যক্তিকে উৎসর্গ করতে পারি। অন্যের অধিকারে হস্তক্ষেপ বা অনধিকার চর্চা করা যাবে না। ইসলাম একদিকে অমুসলমানদের প্রতি সদ্ব্যবহার ও পরম সহিষ্ণুতার ক্ষেত্রে যেমন উদার ও অবারিত দ্বার, অপরদিকে স্বীয় সীমারেখা সংরক্ষণের ব্যাপারে অতি সতর্ক, সজাগ ও কঠোর। ইসলাম অমুসলমানদের প্রতি উদারতার সাথে সাথে কুফরি ও কু-প্রথার প্রতি পূর্ণ ঘৃণা প্রকাশ করে। ইসলামের দৃষ্টিতে মুসলমান ও অমুসলমানরা দুটি পৃথক জাতি এবং মুসলমানদের জাতীয় প্রতীক ও স্বাতন্ত্র্য সযত্নে সংরক্ষণ করা একান্ত প্রয়োজন। শুধু ইবাদতের ক্ষেত্রেই স্বাতন্ত্র্য বজায় রাখলে চলবে না; বরং সামাজিকতকার ক্ষেত্রেও স্বাতন্ত্র্য বজায় রাখতে হবে। এ কথা কুরআন ও হাদীসে বার বার উল্লেখ করা হয়েছে।

কুরআন পাক ও ইসলামের অভিমত যদি এই হতো যে, যে কোনো ধর্মমতের মাধ্যমে মুক্তি লাভ করা সম্ভব, তাহলে ইসলাম প্রচারের জন্য জীবন উৎসর্গ করার কোনো প্রয়োজন ছিল না। হযরত রাসূলে কারীম ﷺ ও খোলাফায়ে রাশেদীনের জিহাদ পরিচালনা করা এমন কি রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর নবুয়ত ও কুরআন নাজিল করা নিরর্থক হতো। –(নাউযুবিল্লাহি মিন যালিকা)

সূরা বাকারার ৬২তম আয়াত দ্বারা কেউ কেউ হয়তো সন্দেহে পতিত হতে পারেন যে, এতে ইরশাদ কর হয়েছে :

إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَالَّذِينَ هَادُوا وَالنَّصٰرٰى وَالصّٰبِئِينَ مَنْ آمَنَ بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَعَمِلَ صَالِحًا فَلَهُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ

অর্থাৎ, নিশ্চয় যারা সত্যিকারভাবে ঈমান এনেছে (মুসলমান হয়েছে) এবং যারা ইহুদি হয়েছে এবং নাসারা (খ্রিস্টান) ও সাবেয়ীনদের মধ্যে যারা আল্লাহ তা'আলার প্রতি ও কেয়ামতের দিনের প্রতি ঈমান এনেছে আর সৎকাজ করেছে, তাদের পালনকর্তার সমীপে তাদের জন্য পূর্ণ প্রতিদান সংরক্ষিত রয়েছে। তাদের কোনো শঙ্কা নেই এবং তারা দুঃখিতও হবে না।

অত্র আয়াতে ঈমানদারীর বিস্তারিত ব্যাখ্যা দেওয়ার পরিবর্তে শুধু আল্লাহ তা'আলার প্রতি ও কেয়ামতের প্রতি ঈমান আনার কথা উল্লেখ করা হয়েছে। তাই যারা সামান্য পড়াশুনা করে কুরআন উপলব্ধি করতে চায়, তারা অত্র আয়াত দ্বারা ধারণা করে বসেছে যে, শুধু আল্লাহ তা'আলা ও কেয়ামতের প্রতি বিশ্বাস করাই পরকালীন মুক্তির জন্য যথেষ্ট : নবী রাসূলগণের প্রতি ঈমান আনা মুক্তির পূর্বশর্ত নয়। কিন্তু তারা একথা জানে না যে, কুরআনের পরিভাষায় আল্লাহ তা'আলার প্রতি ঈমান তখনই শুধু গ্রহণযোগ্য ও ধর্তব্য হয় যখন তার সাথে পয়গম্বর, ফেরেশতা ও আসমানি কিতাবের প্রতিও ঈমান আনা হয়। অন্যথা শুধু আল্লাহর অস্তিত্ব ও একত্ববাদ তো স্বয়ং শয়তানও স্বীকার করে। কুরআনে কারীমের ভাষায় শুনুন :

فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا وَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاقٍ فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللّٰهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ

অর্থাৎ, তাদের ঈমান ঐ সময় গ্রহণযোগ্য ও তারা হেদায়েতপ্রাপ্ত হবে, যখন তারা তোমাদের সাধারণ মুসলমানদের মতো পুরোপুরি ঈমান আনবে। যার মধ্যে আল্লাহ তা'আলার প্রতি ঈমানের সাথে সাথে নবীগণের প্রতিও ঈমান আনয়ন করা অপরিহার্য। আর যদি তারা বিমুখ হয়, তবে চিনে রাখ যে, তারা আল্লাহ ও রাসূলের মধ্যে প্রভেদ সৃষ্টি করতে সচেষ্ট। অতএব, আপনার পক্ষে আল্লাহ তা'আলাই তাদের মোকাবিলায় যথেষ্ট এবং তিনি সব কিছু শুনেন ও জানেন।

সূরা নিসার আলোচ্য আয়াতে আরো স্পষ্ট করে বলা হয়েছে যে, আল্লাহ তা'আলার প্রেরিত কোনো একজন নবীকেও যে ব্যক্তি অস্বীকার করবে সে প্রকাশ্য কাফের, তার জন্য জাহান্নামের চিরস্থায়ী আজাব অবধারিত। রাসূলের প্রতি ঈমান ছাড়া আল্লাহ তা'আলার প্রতি সত্যিকার ঈমান সাব্যস্ত হয় না।

শেষ আয়াতে পুনরায় দ্ব্যার্থহীনভাবে ঘোষণা করা হয়েছে যে, আখেরাতের মুক্তি ও কামিয়াবী শুধু ঐ সব লোকের জন্যই সংরক্ষিত দ্বারা আল্লাহ তা'আলার প্রতি ঈমানের সাথে সাথে তাঁর নবী ও রাসূলগণের প্রতিও যথার্থ ঈমান ও আস্থা রাখে।

হযরত রাসূলে কারীম ﷺ ইরশাদ করেছেন إِنَّ الْقُرْآنَ يُفَسِّرُ بَعْضُهُ بَعْضًا

অর্থাৎ, নিশ্চয় কুরআনের এক আয়াত অন্য আয়াতের ব্যাখ্যা ও তাফসীর করে।" অতএব, কুরআনী তাফসীরের পরিপন্থি কোনো তাফসীর বর্ণনা কারো জন্য জায়েজ নয়।

https://e-ilm.weebly.com/

কতিপয় ইহুদি দলপতি রাসূলুল্লাহ ﷺ–এর সমীপে উপস্থিত হয়ে বলল, আপনি যদি সত্য নবী হয়ে থাকেন, তবে হযরত মূসা (আ.)-এর প্রতি যেমন লিপিবদ্ধ আসমানি কিতাব নাজিল হয়েছিল, আপনিও তদ্রূপ একখানা লিপিবদ্ধ কিতাব আসমান থেকে নিয়ে আসুন। তাহলে আমরা আপনার প্রতি ঈমান আনয়ন করব। তারা আন্তরিকভাবে ঈমানের আগ্রহ কিংবা সত্যানুসন্ধিৎসার কারণে এহেন আবদার করেনি; বরং জিদ ও হঠকারিতার কারণে একের পর এক বাহানার আশ্রয় নিতে অভ্যস্ত ছিল। আল্লাহ তা'আলা এ আয়াত দ্বারা ইহুদিদের স্বরূপ উদঘাটন করে তাদের হঠকারী মনোভাব সম্পর্কে রাসূলুল্লাহ ﷺ–কে ওয়াকিফহাল করেন এবং সান্ত্বনা দান করেন যে, এরা এমন এক জাতি-গোষ্ঠীর সদস্য যারা পূর্ববর্তী রাসূলগণকেও উত্যক্ত-বিরক্ত করত, খোদাদ্রোহিতামূলক বড় বড় অপরাধও নির্দ্বিধায় করে বসত। এদের পূর্বসূরিরা হযরত মূসা (আ.)-এর কাছে আবদার করেছিল যে, সরাসরি ও প্রকাশ্যভাবে আমাদেরকে আল্লাহ দেখাতে হবে। এহেন চরম স্পর্ধার কারণে তাদের উপর অকস্মাৎ বজ্রপাত হয়েছিল এবং তারা ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়েছিল। পরবর্তী ইহুদিরা অদ্বিতীয় মা'বূদ আল্লাহ তা'আলার চিরন্তন সত্তা ও একত্ববাদের অকাট্য প্রমাণাদি অর্থাৎ, হযরত মূসা (আ.)-এর প্রকাশ্য মু'জিযাসমূহ ও ফেরাউনের শোচনীয় সলিল সমাধির দৃশ্য প্রত্যক্ষ করার পরও আল্লাহ তা'আলাকে ত্যাগ করে গো-বৎসের পূজায় লিপ্ত হয়েছিল। এসব অপকর্মের কারণে তারা সমূলে উৎখাতযোগ্য হওয়া সত্ত্বেও আমি তাদেরকে ক্ষমা করেছি এবং হযরত মূসা (আ.)-কে কামিয়াব ও বিজয়ী করেছি। তারা তাওরাতের অনুশাসন মানতে স্পষ্ট অস্বীকার করায় আমি তূর পাহাড়কে তাদের উপর তুলে এনে ঝুলিয়ে দিয়েছি, যাতে হয়তো তারা শরিয়তের বিধান মানতে বাধ্য হবে, অথবা তাদেরকে পাহাড়ের নিচে পিষে মারা হবে। আমি তাদেরকে আরো নির্দেশ দিয়েছিলাম যে, তারা যখন 'ইলইয়া' শহরের দ্বারদেশে উপনীত হবে, তখন অত্যন্ত বিনয়ের সাথে আল্লাহর আনুগত্যের প্রেরণায় অনুপ্রাণিত অন্তরে অবনত মস্তকে শহরে প্রবেশ করবে। আমি আরো জানিয়ে দিয়েছিলাম যে, শনিবার দিন মৎস শিকার করবে না। এসব তোমাদের প্রতি আমার নির্দেশ। অতএব এগুলো লঙ্ঘন করো না। এভাবে আমি তাদের থেকে দৃঢ় শপথ গ্রহণ নিয়েছিলাম কিন্তু বাস্তবে দেখা গেল, তারা একে একে প্রত্যেকটি নির্দেশ অমান্য করেছে, অঙ্গীকার ভঙ্গ করেছে। অতএব, আমি দুনিয়াতেও তাদেরকে লাঞ্ছিত করেছি এবং আখেরাতেও তাদের নিকৃষ্টতর শাস্তি ভোগ করতে হবে।

শব্দের বিশ্লেষণ :

تُبْدُوْا : সীগাহ جمع مذكر حاضر বহছ مضارع معروف বাব اِفْعَالٌ মাসদার اَلْإِبْدَاءُ মূলবর্ণ (ب . د . ا) জিনস مهموز لام অর্থ– তোমরা প্রকাশ কর।

اُجُوْرٌ : শব্দটি বহুবচন, একবচন اَجْرٌ অর্থ– হক, বদলা।

اَرِنَا : সীগাহ واحد مذكر حاضر বহছ امر حاضر معروف বাব اِفْعَالٌ মাসদার اَلْإِرَاءَةُ মূলবর্ণ (ر . أ . ى) জিনস মুরাক্কাব مهموز عين و ناقص يائى অর্থ– তুমি দেখাও।

سُجَّدًا : শব্দটি বহুবচন, একবচন سَاجِدٌ অর্থ– সেজদাকারীগণ।

لَاتَعْدُوْا : সীগাহ جمع مذكر حاضر বহছ نهى حاضر معروف বাব نَصَرَ মাসদার اَلْعُدْوَانُ মূলবর্ণ (ع . د . و) জিনস ناقص يائى অর্থ– তোমরা সীমালঙ্ঘন করো না।

مِيْثَاقًا : শব্দটি একবচন, বহুবচন مَوَاثِيْقُ অর্থ– দৃঢ় অঙ্গীকার।

https://e-ilm.weebly.com/

فَبِمَا نَقْضِهِمْ مِّيْثَاقَهُمْ وَكُفْرِهِمْ بِاٰيٰتِ اللّٰهِ وَقَتْلِهِمُ الْاَنْۢبِيَآءَ بِغَيْرِ حَقٍّ وَّقَوْلِهِمْ قُلُوْبُنَا غُلْفٌ ؕ بَلْ طَبَعَ اللّٰهُ عَلَيْهَا بِكُفْرِهِمْ فَلَا يُؤْمِنُوْنَ اِلَّا قَلِيْلًا ﴿۱۵۵﴾

অনুবাদ : (১৫৫) অনন্তর আমি তাদেরকে শাস্তিতে নিপতিত করলাম তাদের অঙ্গীকার ভঙ্গের দরুন এবং আল্লাহর আয়াতসমূহের সাথে কুফরি করার দরুন, এবং তাদের অন্যায়ভাবে নবীদেরকে হত্যা করার দরুন এবং তাদের উক্তির দরুন যে, আমাদের অন্তরসমূহ সংরক্ষিত; বরং তাদের কুফরির দরুন অন্তরসমূহে আল্লাহ মহর মেরে দিয়েছেন সুতরাং তাদের মধ্যে ঈমান নেই, হ্যাঁ, খুবই সামান্য। [যা গ্রহণযোগ্য নয়, কাজেই তারা কাফের]

وَّبِكُفْرِهِمْ وَقَوْلِهِمْ عَلٰى مَرْيَمَ بُهْتَانًا عَظِيْمًا ﴿۱۵۶﴾

(১৫৬) আর তাদের কুফরির দরুন এবং মারাইয়ামের প্রতি গুরুতর অপবাদ আরোপ করার দরুন।

وَّقَوْلِهِمْ اِنَّا قَتَلْنَا الْمَسِيْحَ عِيْسَى ابْنَ مَرْيَمَ رَسُوْلَ اللّٰهِ ۚ وَمَا قَتَلُوْهُ وَمَا صَلَبُوْهُ وَلٰكِنْ شُبِّهَ لَهُمْ ؕ وَاِنَّ الَّذِيْنَ اخْتَلَفُوْا فِيْهِ لَفِيْ شَكٍّ مِّنْهُ ؕ مَا لَهُمْ بِهٖ مِنْ عِلْمٍ اِلَّا اتِّبَاعَ الظَّنِّ ۚ وَمَا قَتَلُوْهُ يَقِيْنًا ﴿۱۵۷﴾

(১৫৭) আর তাদের এই উক্তির দরুন যে, আমরা হত্যা করেছি মসীহ ঈসা ইবনে মারাইয়ামকে যিনি আল্লাহর রাসূল ছিলেন, অথচ তারা তাঁকে হত্যাও করেনি, এবং তাঁকে শূলেও চড়ায়নি, পরন্তু তারা সন্দেহে পতিত হয়েছিল, আর যারা তাঁর সম্বন্ধে মতবিরোধ করে নিশ্চয় তারা ভ্রান্ত ধারণায় রয়েছে, তাদের নিকট তারপর কোনো প্রমাণ নেই, আনুমানিক বিষয়ের অনুসরণ ব্যতীত, আর নিশ্চিত সত্য যে, তারা তাঁকে হত্যা করেনি।

শাব্দিক অনুবাদ

(১৫৫) فَبِمَا نَقْضِهِمْ مِّيْثَاقَهُمْ অনন্তর আমি তাদেরকে শাস্তিতে নিপতিত করলাম তাদের অঙ্গীকার ভঙ্গের দরুন وَكُفْرِهِمْ بِاٰيٰتِ اللّٰهِ এবং আল্লাহর আয়াতসমূহের সাথে কুফরি করার দরুন وَقَتْلِهِمُ الْاَنْۢبِيَآءَ এবং তাদের নবীদেরকে হত্যা করার দরুন بِغَيْرِ حَقٍّ অন্যায়ভাবে وَّقَوْلِهِمْ এবং তাদের উক্তির দরুন যে قُلُوْبُنَا غُلْفٌ আমাদের অন্তরসমূহ সংরক্ষিত بَلْ طَبَعَ اللّٰهُ عَلَيْهَا বরং তাদের অন্তরসমূহে আল্লাহ মহর মেরে দিয়েছেন بِكُفْرِهِمْ কুফরির দরুন فَلَا يُؤْمِنُوْنَ اِلَّا قَلِيْلًا সুতরাং তাদের মধ্যে ঈমান নেই, হ্যাঁ, খুবই সামান্য।

(১৫৬) وَّبِكُفْرِهِمْ আর তাদের কুফরির দরুন وَقَوْلِهِمْ عَلٰى مَرْيَمَ এবং মারাইয়ামের প্রতি আরোপ করার দরুন بُهْتَانًا عَظِيْمًا গুরুতর অপবাদ।

(১৫৭) وَّقَوْلِهِمْ আর তাদের এই উক্তির দরুন যে اِنَّا قَتَلْنَا আমরা হত্যা করেছি الْمَسِيْحَ عِيْسَى ابْنَ مَرْيَمَ মসীহ ঈসা ইবনে মারাইয়ামকে رَسُوْلَ اللّٰهِ যিনি আল্লাহর রাসূল ছিলেন وَمَا قَتَلُوْهُ অথচ তারা তাঁকে হত্যাও করেনি وَمَا صَلَبُوْهُ এবং তাঁকে শূলেও চড়ায়নি وَلٰكِنْ شُبِّهَ لَهُمْ পরন্তু তারা সন্দেহে পতিত হয়েছিল وَاِنَّ الَّذِيْنَ اخْتَلَفُوْا فِيْهِ আর যারা তাঁর সম্বন্ধে মতবিরোধ করে لَفِيْ شَكٍّ مِّنْهُ নিশ্চয় তারা ভ্রান্ত ধারণায় রয়েছে مَا لَهُمْ بِهٖ مِنْ عِلْمٍ তাদের নিকট তারপর কোনো প্রমাণ নেই اِلَّا اتِّبَاعَ الظَّنِّ আনুমানিক বিষয়ের অনুসরণ ব্যতীত وَمَا قَتَلُوْهُ يَقِيْنًا আর নিশ্চিত সত্য যে, তারা তাঁকে হত্যা করেনি।

https://e-ilm.weebly.com/

https://e-ilm.weebly.com/

জামা ও পাগড়ি তাঁকে পরিধান করালেন। অতঃপর তাকে হযরত ঈসা (আ.)-এর সাদৃশ্য করে দেওয়া হলো। যখন তিনি গৃহ থেকে বর্হিগত হলেন, তখন ইহুদিরা হযরত ঈসা (আ.) মনে করে তাঁকে বন্দী করে নিয়ে গেল এবং শূলে চড়িয়ে হত্যা করল। অপরদিকে হযরত ঈসা (আ.)-কে আল্লাহ তা'আলা আসমানে তুলে নিলেন। –[তাফসীরে কুরতুবী]

অন্য এক বর্ণনায় পাওয়া যায় যে, ইহুদিরা 'তায়তালানুস' নামক জনৈক নরাধমকে সর্বপ্রথম হযরত ঈসা (আ.)-কে হত্যা করার জন্য পাঠিয়েছিল। কিন্তু ইতঃপূর্বে আল্লাহ তা'আলা তাঁকে আসমানে তুলে নেওয়ায় সে তাঁর নাগাল পেল না; বরং ইতোমধ্যে তার নিজের চেহারা হযরত ঈসা (আ.)-এর মতো হয়ে গেল। ব্যর্থ মনোরথ হয়ে সে যখন গৃহ থেকে বেরিয়ে এল তখন অন্যান্য ইহুদিরা তাকেই হযরত ঈসা (আ.) মনে করে পাকড়াও করল এবং শূলে বিদ্ধ করে হত্যা করল। –[তাফসীরে মাযহারী]

উপরিউক্ত বর্ণনাদ্বয়ের মধ্যে যে কোনোটিই সত্য হতে পারে। কুরআনে কারীম এ সম্পর্কে স্পষ্ট কিছু ব্যক্ত করেনি। অতএব, প্রকৃত ঘটনার সঠিক খবর একমাত্র আল্লাহ তা'আলাই ভালো জানেন। অবশ্য কুরআন পাকের আয়াত ও তার তাফসীর সংক্রান্ত রেওয়ায়েত সমন্বয়ে সিদ্ধান্ত করা যায় যে, প্রকৃত ঘটনা ইহুদি-খ্রিস্টানদেরও অজ্ঞাত ছিল। তারা চরম বিভ্রান্তির আবর্তে নিক্ষিপ্ত হয়ে শুধু অনুমান করে বিভিন্ন উক্তি ও দাবি করেছিল। ফলে উপস্থিত লোকদের মধ্যেই চরম মতভেদ ও বিবাদের সৃষ্টি হয়েছিল। তাই পবিত্র কুরআনে ইরশাদ হয়েছে :

وَإِنَّ الَّذِينَ اخْتَلَفُوا فِيهِ لَفِي شَكٍّ مِّنْهُ ۚ مَا لَهُم بِهِ مِنْ عِلْمٍ إِلَّا اتِّبَاعَ الظَّنِّ ۚ وَمَا قَتَلُوهُ يَقِينًا

অর্থাৎ, যারা হযরত ঈসা (আ.) সম্পর্কে নানা মতভেদ করে নিশ্চয় এ ব্যাপারে তারা সন্দেহে পতিত হয়েছে। তাদের কাছে এ সম্পর্কে কোনো সত্যনির্ভর জ্ঞান নেই। তারা শুধু অনুমান করে কথা বলে। আর তারা যে হযরত ঈসা (আ.)-কে হত্যা করেনি, একথা সুনিশ্চিত; বরং আল্লাহ তা'আলা তাঁকে নিরাপদে নিজের কাছে তুলে নিয়েছেন।'

কোনো কোনো রেওয়ায়েতে আছে যে, সম্বিত ফিরে পাওয়ার পর কিছু লোক বলল, আমরা তো নিজেদের লোককেই হত্যা করে ফেলেছি। কেননা, নিহত ব্যক্তির মুখমণ্ডল হযরত ঈসা (আ.)-এর মতো হলেও তার অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ অন্য রকম। তদুপরি এ ব্যক্তি যদি ঈসা (আ.) হয়, তবে আমাদের প্রেরিত লোকটি গেল কোথায়? আর এ ব্যক্তি আমাদের হলে হযরত ঈসা (আ.)–ই বা কোথায় গেলেন?

وَكَانَ اللَّهُ عَزِيزًا حَكِيمًا অর্থাৎ, আল্লাহ জাল্লাশানুহু পরাক্রমশালী, রহস্যজ্ঞানী।' ইহুদিরা হযরত ঈসা (আ.)-কে হত্যা করার যত ষড়যন্ত্র ও চক্রান্তই করুক না কেন, সর্বশক্তিমান আল্লাহ তা'আলা প্রজ্ঞাময়, যখন তাঁর হেফাজতের নিশ্চয়তা দিয়েছেন তখন তাঁর অসীম কুদরত ও অপার হেকমতের সামনে ওদের অপচেষ্টার কি মূল্য আছে? আল্লাহ তা'আলা তাঁর প্রতিটি কাজের নিগূঢ় রহস্য বিদ্যমান রয়েছে। জড়পূজারী বস্তুবাদীরা যদি হযরত ঈসা (আ.)–কে সশরীরে আসমানে উত্তোলনের সত্যটুকু উপলব্ধি করতে না পারে, তবে তা তাদেরই দুর্বলতার প্রমাণ।

পরিশেষে এ প্রসঙ্গটির উপসংহার টেনে বলা হয়েছে– وَإِن مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ إِلَّا لَيُؤْمِنَنَّ بِهِ قَبْلَ مَوْتِهِ

অর্থাৎ, ইহুদিরা ঈর্ষা, বিদ্বেষ ও শত্রুতার কারণে তাৎক্ষণিকভাবে যদিও নিরপেক্ষ দৃষ্টিতে চিন্তা করে না এবং হযরত ঈসা (আ.) সম্পর্কে ভ্রান্ত ধারণা পোষণ করে, এমনকি হযরত মুহাম্মদ ﷺ–এর নবুয়তকে অস্বীকার করে, কিন্তু তাদের মৃত্যুর পূর্বে এমন এক সময় আসবে, যখন তাদের দৃষ্টির সম্মুখে সত্য উন্মোচিত হবে, তখন তারা যথার্থই বুঝতে পারবে যে, হযরত ঈসা (আ.) ও হযরত মুহাম্মদ ﷺ সম্পর্কে তাদের ধারণা একান্তই ভ্রান্তিপূর্ণ ছিল।

অত্র আয়াতের مَوْتِهِ অর্থাৎ, 'তার মৃত্যুর পূর্বে' শব্দে ইহুদিদের মৃত্যুর দিকে ইঙ্গিত করা হয়েছে। এমতাবস্থায় অত্র আয়াতের তাফসীর এই যে, প্রত্যেক ইহুদিই তার অন্তিম মূহূর্তে যখন পরকালের দৃশ্যাবলি অবলোকন করবে, তখন হযরত ঈসা (আ.)-এর নবুয়তের সত্যতা ও নিজেদের বাতুলতা উপলব্ধি করতে সক্ষম হবে এবং তার প্রতি ঈমান আনয়ন করতে বাধ্য হবে। কিন্তু তখনকার ঈমান তাদের আদৌ কোনো উপকারে আসবে না; যেমন লোহিত সাগরে ডুবে মরার সময় ফেরাউনের ঈমান ফলপ্রসূ হয়নি।

দ্বিতীয় তাফসীর যা সাহাবায়ে কেরাম ও তাবেয়ীগণের বিপুল জামাত কর্তৃক গৃহীত এবং সহীহ হাদীস দ্বারা সমর্থিত হয়েছে, তা হলো مَوْتِهِ 'তার মৃত্যু' শব্দের সর্বনামে হযরত ঈসা (আ.)-এর মৃত্যু বুঝানো হয়েছে। এমতাবস্থায় অত্র আয়াতের তাফসীর হলো : আহলে কিতাবরা এখন যদিও হযরত ঈসা (আ.)-এর প্রতি সত্যিকার ঈমান আনে না, ইহুদিরা তো তাঁকে নবী বলে স্বীকারই করত না; বরং ভণ্ড, মিথ্যাবাদী ইত্যাকার আপত্তিকর বিশেষণে ভূষিত করত। (নাউযুবিল্লাহি মিন

https://e-ilm.weebly.com/

যালিকা)। অপর দিকে খ্রিস্টানরা যদিও ঈসা মসীহ (আ.)-কে ভক্তি ও মান্য করার দাবিদার; কিন্তু তাদের মধ্যে একদল ইহুদিদের মতোই হযরত ঈসা (আ.)-এর ক্রুশ বিদ্ধ হওয়ার এবং মৃত্যুবরণ করার কথায় স্বীকৃতি প্রদান করে চরম মূর্খতার পরিচয় দিচ্ছে। তাদের আরেক দল অতিভক্তি দেখাতে গিয়ে হযরত ঈসা (আ.)–কে আল্লাহ বা আল্লার পুত্র বলে ধারণা করে বসেছে। কুরআনে পাকের এই আয়াতে ভবিষ্যদ্বাণী করা হয়েছে যে, ইহুদি ও খ্রিস্টানরা বর্তমানে যদিও হযরত ঈসা (আ.)-এর প্রতি যথাযথ ঈমান রাখে না; বরং শৈথিল্য বা বাড়াবাড়ি করে, কিন্তু কিয়ামতের অতি নিকটবর্তী যুগে তিনি যখন পুনরায় পৃথিবীতে অবতরণ করবেন, তখন এরাও তাঁর প্রতি পুরাপুরি ঈমান আনয়ন করবে। খ্রিস্টানরা মুসলমানদের মতো সহীহ আকিদা ও বিশ্বাসের সাথে ঈমানদার হবে। ইহুদিদের মধ্যে যারা তাঁর বিরুদ্ধাচরণ করবে, তাদেরকে নিধন ও নিশ্চিহ্ন করা হবে, অবশিষ্টরা ইসলাম গ্রহণ করবে। তখন সমগ্র দুনিয়া থেকে সর্ব প্রকার কুফরি ধ্যান-ধারণা, আচার-অনুষ্ঠান উৎক্ষিপ্ত হয়ে যাবে; সর্বত্র ইসলামের একচ্ছত্র প্রাধান্য কায়েম হবে। হযরত আবূ হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন–

عَنِ النَّبِيِّ ﷺ اَنَّهُ قَالَ لَيَنْزِلَنَّ ابْنُ مَرْيَمَ حَكَمًا عَدْلًا فَلَيَقْتُلَنَّ الرِّجَالَ وَلَيَقْتُلَنَّ الْخِنْزِيْرَ وَلَيَكْسِرَنَّ الصَّلِيْبَ وَتَكُوْنُ السَّجْدَةُ وَاحِدَةً لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ- ثُمَّ قَالَ اَبُوْ هُرَيْرَةَ ﷺ وَاقْرَؤُوْا اِنْ شِئْتُمْ وَاِنْ مِّنْ اَهْلِ الْكِتَابِ اِلَّا لَيُؤْمِنَنَّ بِهٖ قَبْلَ مَوْتِهٖ قَالَ اَبُوْهُرَيْرَةَ ﷺ قَبْلَ مَوْتِ عِيْسٰى يُعِيْدُهَا ثَلَا مَرَّاتٍ - (قُرْطُبِى) অর্থাৎ 'হযরত ঈসা ইবনে মারইয়াম (আ.) একজন ন্যায়পরায়ণ শাসক রূপে অবশ্যই অবতরণ করবেন। তিনি দাজ্জালকে হত্যা করবেন, শুকর নিধন করবেন এবং ক্রুশকে চুরমার করবেন। তখন একমাত্র পরোয়ারদেগার আল্লাহ তা'আলার ইবাদত করা হবে। হযরত আবূ হুরায়রা (রা.) আরো বলেন– তোমরা ইচ্ছা করলে এখানে কুরআনে পাকের এ আয়াত পাঠ করতে পার যাতে বলা হয়েছে– "আহলে কিতাবদের মধ্যে কেউ অবশিষ্ট থাকবে না; বরং তারা তাঁর মৃত্যুর পূর্বে অবশ্যই তাঁর প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করবে।" হযরত আবূ হুরায়রা (রা.) বলেন : এর অর্থ– 'হযরত ঈসা (আ.)-এর মৃত্যুর পূর্বে।' এ বাক্যটি তিনি তিন বার উচ্চারণ করেন। –[তাফসীরে কুরতুবী]

ইসলামি শরিয়তেও কোনো কোনো দ্রব্য পানাহার করা হারাম ঘোষিত হয়েছে। তবে তা শারিরীক বা আধ্যাত্মিক ক্ষতিকর হওয়ার কারণে। পক্ষান্তরে ইহুদিদের জন্য কোনো দৈহিক বা আধ্যাত্মিক দিক দিয়ে ক্ষতিকর হওয়ার কারণে পবিত্র দ্রব্য হারাম করা হয়নি; বরং তাদের অবাধ্যতার শাস্তিরূপে সেগুলো হারাম করা হয়েছিল।

لٰكِنِ الرّٰسِخُوْنَ فِى الْعِلْمِ الخ আয়াতে কতিপয় মহান ব্যক্তির জন্য যে বিপুল প্রতিদানের আশ্বাস দেওয়া হয়েছে তা তাঁদের ঈমান ও সৎকর্মের কারণে। অন্যথা শুধু জরুরি আকীদা বিশ্বাসকে সংশোধনের উপরই আখেরাতের মুক্তি নির্ভরশীল। তবে অবশ্যই ঈমানের সাথে মৃত্যুর সৌভাগ্য হতে হবে।

শাব্দিক অনুবাদ :

مَاصَلَبُوْا : সীগাহ جمع مذكر غائب বহছ نفى فعل ماضى معروف বাব نَصَرَ মাসদার اَلصَّلْبُ মূলবর্ণ (ص ـ ل ـ ب) জিনস صحيح অর্থ– তারা শূলে চড়ায়নি।

شُبِّهَ : সীগাহ واحد مذكر غائب বহছ فعل ماضى مجهول বাব تَفْعِيْل মাসদার اَلتَّشْبِيْهُ মূলবর্ণ (ش ـ ب ـ ه) জিনস صحيح অর্থ– তাকে সংশয়াবিষ্ট করা হয়েছে।

هَادُوْا : সীগাহ جمع مذكر غائب বহছ فعل ماضى معروف বাব نَصَرَ মাসদার اَلْهَوْدُ মূলবর্ণ (ه ـ و ـ د) জিনস اجوف واوى অর্থ– যারা ইহুদি হয়ে গেছে।

اَعْتَدْنَا : সীগাহ جمع متكلم বহছ ماضى معروف বাব اِفْعَالٌ মাসদার اَلْاِعْتَادُ মূলবর্ণ (ع ـ ت ـ د) জিনস ناقص واوى অর্থ– আমরা প্রস্তুত করে রেখেছি।

مُؤْتُوْنَ : সীগাহ جمع مذكر বহছ اسم فاعل বাব اِفْعَالٌ মাসদার اَلْاِيْتَاءُ মূলবর্ণ (ا ـ ت ـ ى) জিনস মুরাক্কাব مهموز فاء و ناقص يائى অর্থ– প্রদানকারীগণ।

https://e-ilm.weebly.com/

إِنَّآ أَوْحَيْنَآ إِلَيْكَ كَمَآ أَوْحَيْنَآ إِلَىٰ نُوحٍ وَالنَّبِيِّـۧنَ مِنۢ بَعْدِهِۦ ۚ وَأَوْحَيْنَآ إِلَىٰٓ إِبْرَٰهِيمَ وَإِسْمَٰعِيلَ وَإِسْحَٰقَ وَيَعْقُوبَ وَالْأَسْبَاطِ وَعِيسَىٰ وَأَيُّوبَ وَيُونُسَ وَهَٰرُونَ وَسُلَيْمَٰنَ ۚ وَءَاتَيْنَا دَاوُۥدَ زَبُورًا (١٦٣)

وَرُسُلًا قَدْ قَصَصْنَٰهُمْ عَلَيْكَ مِن قَبْلُ وَرُسُلًا لَّمْ نَقْصُصْهُمْ عَلَيْكَ ۚ وَكَلَّمَ اللَّهُ مُوسَىٰ تَكْلِيمًا (١٦٤)

رُّسُلًا مُّبَشِّرِينَ وَمُنذِرِينَ لِئَلَّا يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَى اللَّهِ حُجَّةٌۢ بَعْدَ الرُّسُلِ ۚ وَكَانَ اللَّهُ عَزِيزًا حَكِيمًا (١٦٥)

অনুবাদ : (১৬৩) আমি আপনার প্রতি ওহী প্রেরণ করেছি, যেমন প্রেরণ করেছিলাম নূহের প্রতি এবং তাঁর পরে অন্যান্য নবীগণের প্রতি [-ও প্রেরণ করেছিলাম], এবং আমি ওহী প্রেরণ করেছিলাম ইবরাহীম ও ইসমাঈল ও ইসহাক ও ইয়াকূব এবং ইয়াকূবের বংশধর এবং ঈসা ও আইয়ূব ও ইউনুস ও হারূন এবং সুলায়মানের প্রতি, আর [এমনিভাবে] আমি দাউদকে যাবূর প্রদান করেছিলাম।

(১৬৪) এবং এরূপ নবীদের প্রতি ওহী প্রেরণ করেছিলাম, যাদের অবস্থা ইতঃপূর্বে আমি আপনার নিকট বর্ণনা করেছি এবং এরূপ নবীদের প্রতিও যাদের অবস্থা আমি আপনার নিকট [এখনো] বর্ণনা করিনি, আর মূসার সাথে আল্লাহ বিশেষ ধরনের কথা বলেছেন।

(১৬৫) তাঁদেরকে সুসংবাদ প্রদানকারী এবং ভয় প্রদর্শনকারী নবী করে এজন্য প্রেরণ করেছি, যেন এই পয়গম্বরদের পর আল্লাহর সম্মুখে মানুষের নিকট কোনো ওজর [বাহ্যিক দৃষ্টিতেও] বাকি না থাকে, আর আল্লাহ পূর্ণ ক্ষমতাবান, বড়ই প্রজ্ঞাময়।

শাব্দিক অনুবাদ

(১৬৩) إِنَّآ أَوْحَيْنَآ إِلَيْكَ আমি আপনার প্রতি ওহী প্রেরণ করেছি كَمَآ أَوْحَيْنَآ যেমন প্রেরণ করেছিলাম إِلَىٰ نُوحٍ وَالنَّبِيِّـۧنَ مِنۢ بَعْدِهِۦ নূহের প্রতি এবং তাঁর পরে অন্যান্য নবীগণের প্রতি وَأَوْحَيْنَآ এবং আমি ওহী প্রেরণ করেছিলাম إِلَىٰٓ إِبْرَٰهِيمَ وَإِسْمَٰعِيلَ ইবরাহীম ও ইসমাঈল وَإِسْحَٰقَ وَيَعْقُوبَ ও ইসহাক ও ইয়াকূব وَالْأَسْبَاطِ وَعِيسَىٰ ও ইয়াকূবের বংশধর এবং ঈসা وَأَيُّوبَ وَيُونُسَ ও আইয়ূব এবং ইউনুস وَهَٰرُونَ وَسُلَيْمَٰنَ ও হারূন এবং সুলায়মানের প্রতি وَءَاتَيْنَا دَاوُۥدَ زَبُورًا আর আমি দাউদকে যাবূর প্রদান করেছিলাম।

(১৬৪) وَرُسُلًا قَدْ قَصَصْنَٰهُمْ عَلَيْكَ এবং এরূপ নবীদের প্রতি ওহী প্রেরণ করেছিলাম, যাদের অবস্থা আমি আপনার নিকট বর্ণনা করেছি مِن قَبْلُ ইতঃপূর্বে وَرُسُلًا لَّمْ نَقْصُصْهُمْ عَلَيْكَ এবং এরূপ নবীদের প্রতিও যাদের অবস্থা আমি আপনার নিকট বর্ণনা করিনি وَكَلَّمَ اللَّهُ مُوسَىٰ تَكْلِيمًا আর মূসার সাথে আল্লাহ বিশেষ ধরনের কথা বলেছেন।

(১৬৫) رُّسُلًا مُّبَشِّرِينَ وَمُنذِرِينَ তাঁদেরকে সুসংবাদ প্রদানকারী এবং ভয় প্রদর্শনকারী নবী করে এইজন্য প্রেরণ করেছি لِئَلَّا يَكُونَ لِلنَّاسِ যেন মানুষের নিকট বাকি না থাকে عَلَى اللَّهِ আল্লাহর সম্মুখে حُجَّةٌۢ بَعْدَ الرُّسُلِ এই পয়গম্বরদের পর কোনো ওজর وَكَانَ اللَّهُ عَزِيزًا حَكِيمًا আর আল্লাহ পূর্ণ ক্ষমতাবান, বড়ই প্রজ্ঞাময়।

https://e-ilm.weebly.com/

لٰكِنِ اللّٰهُ يَشْهَدُ بِمَآ اَنْزَلَ اِلَيْكَ اَنْزَلَهٗ بِعِلْمِهٖ ۚ وَالْمَلٰٓئِكَةُ يَشْهَدُوْنَ ۚ وَكَفٰى بِاللّٰهِ شَهِيْدًا ۗ (١٦٦)

অনুবাদ : (১৬৬) কিন্তু আল্লাহ তা'আলা সাক্ষ্য প্রদান করছেন ঐ কিতাবের মাধ্যমে যা আপনার নিকট প্রেরণ করেছেন, এবং প্রেরণও করেছেন স্বীয় জ্ঞানের পূর্ণতার সাথে এবং ফেরেশতাগণ [-ও নবুয়তের] সত্যতা স্বীকার করছেন, আর আল্লাহ তা'আলার সাক্ষ্যই যথেষ্ট।

اِنَّ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا وَصَدُّوْا عَنْ سَبِيْلِ اللّٰهِ قَدْ ضَلُّوْا ضَلٰلًا ۢ بَعِيْدًا (١٦٧)

(১৬৭) যারা অমান্যকারী হয় এবং আল্লাহর ধর্ম হতে প্রতিরোধ করে, তারা তো দূরতর ভ্রান্তিতে উপনীত হলো।

اِنَّ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا وَظَلَمُوْا لَمْ يَكُنِ اللّٰهُ لِيَغْفِرَ لَهُمْ وَلَا لِيَهْدِيَهُمْ طَرِيْقًا ۙ (١٦٨)

(১৬৮) নিঃসন্দেহে যারা অমান্যকারী হয় এবং অন্যেরও অনিষ্ট করে , আল্লাহ তা'আলা তাদেরকে কদাচ ক্ষমা করবেন না এবং তাদেরকে কোনো পথ দেখাবেন না।

اِلَّا طَرِيْقَ جَهَنَّمَ خٰلِدِيْنَ فِيْهَآ اَبَدًا ۭ وَكَانَ ذٰلِكَ عَلَى اللّٰهِ يَسِيْرًا (١٦٩)

(১৬৯) জাহান্নামের পথ ব্যতীত, এরূপে যে, তারা তাতে অনন্তকাল অবস্থান করবে, আর আল্লাহর নিকট এই শাস্তি প্রদান খুবই সহজ।

يٰٓاَيُّهَا النَّاسُ قَدْ جَآءَكُمُ الرَّسُوْلُ بِالْحَقِّ مِنْ رَّبِّكُمْ فَاٰمِنُوْا خَيْرًا لَّكُمْ ۭ وَاِنْ تَكْفُرُوْا فَاِنَّ لِلّٰهِ مَا فِى السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ ۭ وَكَانَ اللّٰهُ عَلِيْمًا حَكِيْمًا (١٧٠)

(১৭০) হে মানবগণ! এই রাসূল তোমাদের নিকট তোমাদের প্রতিপালকের নিকট হতে সত্য বাণীসহ আগমন করেছেন, সুতরাং তোমরা দৃঢ় বিশ্বাস রাখ, [তা] তোমাদের জন্য উত্তম হবে, আর যদি কাফের থাক, তবে নিশ্চয় আল্লাহরই স্বত্বে রয়েছে যা কিছু আসমানসমূহে ও জমিনে আছে, আর আল্লাহ [তাদের ঈমান ও কুফরের] পূর্ণ খবর রাখেন [ও] প্রজ্ঞাময়।

শাব্দিক অনুবাদ :

(১৬৬) لٰكِنِ اللّٰهُ يَشْهَدُ কিন্তু আল্লাহ তা'আলা সাক্ষ্য প্রদান করতেছেন بِمَآ اَنْزَلَ اِلَيْكَ ঐ কিতাবের মাধ্যমে যা আপনার নিকট প্রেরণ করেছেন اَنْزَلَهٗ بِعِلْمِهٖ এবং প্রেরণও করেছেন স্বীয় জ্ঞানের পূর্ণতার সাথে وَالْمَلٰٓئِكَةُ يَشْهَدُوْنَ এবং ফেরেশতাগণ সত্যতা স্বীকার করতেছেন। وَكَفٰى بِاللّٰهِ شَهِيْدًا আর আল্লাহ তা'আলার সাক্ষ্যই যথেষ্ট।

(১৬৭) اِنَّ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا যারা অমান্যকারী হয় وَصَدُّوْا عَنْ سَبِيْلِ اللّٰهِ এবং আল্লাহর ধর্ম হতে প্রতিরোধ করে। قَدْ ضَلُّوْا ضَلٰلًا ۢ بَعِيْدًا তারা তো দূরতর ভ্রান্তিতে উপনীত হলো।

(১৬৮) اِنَّ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا নিঃসন্দেহে যারা অমান্যকারী হয়। وَظَلَمُوْا এবং অন্যেরও অনিষ্ট করে لَمْ يَكُنِ اللّٰهُ لِيَغْفِرَ لَهُمْ আল্লাহ তা'আলা তাদেরকে কদাচ ক্ষমা করবেন না وَلَا لِيَهْدِيَهُمْ طَرِيْقًا এবং তাদেরকে কোনো পথ দেখাবেন না।

(১৬৯) اِلَّا طَرِيْقَ جَهَنَّمَ জাহান্নামের পথ ব্যতীত এরূপে যে। خٰلِدِيْنَ فِيْهَآ اَبَدًا তারা তাতে অনন্তকাল অবস্থান করবে وَكَانَ ذٰلِكَ عَلَى اللّٰهِ يَسِيْرًا আর আল্লাহর নিকট এই শাস্তি প্রদান খুবই সহজ।

(১৭০) يٰٓاَيُّهَا النَّاسُ হে মানবগণ! قَدْ جَآءَكُمُ الرَّسُوْلُ এই রাসূল তোমাদের নিকট আগমন করেছেন بِالْحَقِّ সত্য বাণীসহ مِنْ رَّبِّكُمْ তোমাদের প্রতিপালকের নিকট হতে। فَاٰمِنُوْا সুতরাং তোমরা দৃঢ় বিশ্বাস রাখ خَيْرًا لَّكُمْ তোমাদের জন্য উত্তম হবে। وَاِنْ تَكْفُرُوْا আর যদি কাফের থাক فَاِنَّ لِلّٰهِ مَا فِى السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ তবে নিশ্চয় আল্লাহরই স্বত্বে রয়েছে যা কিছু আসমানসমূহে ও জমিনে আছে। وَكَانَ اللّٰهُ عَلِيْمًا حَكِيْمًا আর আল্লাহ পূর্ণ খবর রাখেন [ও] প্রজ্ঞাময়।

https://e-ilm.weebly.com/

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

(১৬৩) قوله إِنَّا أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ كَمَا أَوْحَيْنَا إِلَىٰ نُوحٍ وَالنَّبِيِّينَ مِن بَعْدِهِ الخ **আয়াতের শানে নুযূল :** ইবনে ইসহাক, ইবনে জারীর, ইবনুল মুনযির ও বায়হাকী দালায়েল গ্রন্থে হযরত ইবনে আব্বাস (রা.)-এর বরাত দিয়ে বর্ণনা করেন, কোনো কোনো [সাকিন ও আদী বিন যায়েদ] ইহুদি বলছিল যে, হে মুহাম্মদ! মূসার পরে কোনো মানুষের প্রতি আল্লাহ তা'আলা কোনো কিছু অবতরণ বা নাজিল করেছেন, সে সম্পর্কে আমাদের জানা নেই। সে পরিপ্রেক্ষিতে আল্লাহ তা'আলা উক্ত আয়াত নাজিল করেন। –[ফাতহুল কাদীর : ৫৩৯/১, রূহুল মা'আনী : ১৬/৩/৬, ইবনে কাছীর : ৫৮৫/১, বাহরে মুহীত : ৪১৩/৩]

(১৬৬) قوله لَّٰكِنِ اللَّهُ يَشْهَدُ بِمَا أَنزَلَ إِلَيْكَ الخ **আয়াতের শানে নুযূল– ১ :** বায়হাকী দালায়েল গ্রন্থে হযরত ইবনে আব্বাস (রা.)-এর উদ্ধৃতি দিয়ে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেন, রাসূল ﷺ-এর নিকট এক দল ইহুদি গমন করলে রাসূল ﷺ তাদেরকে বলেন : আমি আল্লাহর শপথ করে বলছি যে, আমার জানা মতে তোমরা নিশ্চিতভাবে জান যে, আমি আল্লাহ তা'আলার রাসূল। তখন তারা বলল, আমরা সে সম্পর্কে কিছুই জানি না। তখন তাদের অসত্য কথা ও সত্যকে এড়িয়ে যাওয়ার পরিপ্রেক্ষিতে আল্লাহ তা'আলা আলোচ্য আয়াত অবতীর্ণ করেন। –[রূহুল মা'আনী ১৯/৩/৬, ফাতহুল কাদীর : ৫৪১/১]

শানে নুযূল– ২ : হযরত ইবনে আব্বাস (রা.)-এর বরাত দিয়ে ইবনে জারীর বর্ণনা করেন إِنَّا أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ যখন নাজিল হয়, তখন ইহুদিরা বলল যে, তাতে আমরা সাক্ষি দিব না। সে পরিপ্রেক্ষিতে আল্লাহ তা'আলা আলোচ্য আয়াত নাজিল করেন। –[রূহুল মা'আনী : ১৯/৩/৬, ফাতহুল কাদীর : ৫৩৯/১, বাহরে মুহীত : ৪১৪/৩

অপর এক বর্ণনা মতে কাফেরদের জবাবে উল্লিখিত আয়াত নাজিল হয়েছে কাফেররা বলেছিল য়, হে মুহাম্মদ! আপনি যা কিছু আমাদেরকে বলেছেন, তাতে আমরা সাক্ষি দিচ্ছি না। অন্য কারা আপনার প্রতি সাক্ষ প্রদান করবে? তাদের এহেন ধৃষ্টতাপূর্ণ মন্তব্যের পরিপ্রেক্ষিতে আল্লাহ তা'আলা আলোচ্য আয়াত নাজিল করেন–[কুরতুবী : ২০/৬]

قوله إِنَّا أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ كَمَا أَوْحَيْنَا إِلَىٰ نُوحٍ وَالنَّبِيِّينَ مِن بَعْدِهِ –এর আলোচনা :

এ আয়াতে বলা হয়েছে যে, নবীগণের প্রতি প্রেরিত আল্লাহ তা'আলার বিশেষ নির্দেশ ও বাণীকে ওহী বলা হয়। পূর্ববর্তী নবীগণের প্রতি যেমন আল্লাহ তা'আলা ওহী নাজিল হয়েছিল, হযরত মুহাম্মদ ﷺ-এর প্রতিও তেমনি আল্লাহ তা'আলা ওহী নাজিল করেছেন। অতএব, পূর্ববর্তী নবীগণকে যারা মান্য করে, তারা হযরত মুহাম্মদ ﷺ-কেও মান্য করতে বাধ্য। আর যারা তাকে অস্বীকার করে, তারা যেন অন্যসব নবীকে এবং তাদের প্রতি প্রেরিত ওহীকেও অস্বীকার করল।

রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর প্রতি প্রেরিত ওহীকে হযরত নূহ (আ.) ও তৎপরবর্তী নবীগণের ওহীর সাথে তুলনা করার কারণ হয়তো এই যে, হযরত আদম (আ.)-এর প্রতি প্রেরিত ওহী ছিল একেবারে প্রাথমিক পর্যায়ের। হযরত নূহ (আ.)-এর যুগেই তা পূর্ণতা লাভ করেছিল। হযরত আদম (আ.)-এর প্রতি প্রেরিত ওহী ছিল প্রাথমিক শিক্ষাস্বরূপ, ক্রমে তা উন্নত হতে থাকে এবং পরীক্ষার স্তরে পৌঁছায়। যারা উত্তীর্ণ হলো, তাদের জন্য পুরস্কার, আর যারা অবাধ্যতা করল তাদের জন্য আজাবের ব্যবস্থা করা হলো। অতএব, শরিয়তের আদেশ-নিষেধ সম্বলিত ওহীপ্রাপ্ত নবীগণের আগমন হযরত নূহ (আ.) থেকেই শুরু হয়েছিল। অপর দিকে ওহী অস্বীকারকারী বিরুদ্ধাচারীদের উপর সর্বপ্রথম আজাব ও হযরত নূহ (আ.)-এর কালেই আরম্ভ হয়।

সারকথা এই যে, হযরত নূহ (আ.)-এর পূর্বে আল্লাহর ওহীর অবাধ্য ও নবীগণের বিরুদ্ধাচারণকারীদের উপর কোনো ব্যাপক আজাব বা গজব আপতিত হতো না; বরং তাদেরকে মা'জুর সাব্যস্ত করে অব্যাহতি ও অবকাশ দেওয়া হতো। বুঝাবার চেষ্টা করা হতো। হযরত নূহ (আ.)-এর আমলে যখন ধর্মীয় শিক্ষার অধিকতর প্রচার-প্রসার হয়েছিল এবং আল্লাহর হুকুম সম্পর্কে মানুষের কাছে কোনো অস্পষ্টতা ছিল না, তখন থেকেই অবাধ্যদের উপর আল্লাহর আজাব নাজিল হতে থাকে। হযরত নূহ (আ.)-এর জমানায় সর্বনাশা মহাপ্লাবনই সর্বপ্রথম ব্যাপক ঐতিহাসিক আজাব। পরবর্তীকালে হযরত হুদ (আ.), হযরত ছালেহ (আ.), হযরত শোয়েব (আ.), প্রমুখ পয়গম্বরগণের আসলেও অমান্যকারী নাফরমান কাফেরদের প্রতি বিভিন্ন প্রকার আজাব ও গজব আপতিত হয়েছে। অতএব প্রিয়নবী হযরত মুহাম্মদ ﷺ-এর প্রতি প্রেরিত ওহীকে হযরত নূহ (আ.) ও তৎপরবর্তীগণের ওহীর সাথে তুলনা করে মক্কার মুশরিক ও আহলে কিতাব ইহুদি ও খ্রিস্টান সম্প্রদায়ের প্রতি পূর্ণ হুঁশিয়ারী উচ্চারণ করা হয়েছে যে, উল্লিখিত চিরাচরিত নিয়মানুসারে তারা যদি রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর প্রতি অবতীর্ণ ওহী অর্থাৎ, কুরআনকে অস্বীকার বা অমান্য করে, তবে তারাও ভয়াবহ শাস্তির আওতায় পড়বে। –[ফাওয়ায়েদে ওসমানী]

https://e-ilm.weebly.com/

হযরত নূহ (আ.)-এর অস্তিত্বই ছিল এক অনন্য মু'জিযা। তিনি সুদীর্ঘ সাড়ে নয় শত বছর জীবিত ছিলেন। কিন্তু ইন্তেকালের পূর্ব পর্যন্ত তার দৈহিক শক্তি বিন্দুমাত্র হ্রাস পায়নি, একটি দাঁতও পড়েনি একগাছি চুলও পাকেনি। তিনি সারা জীবন দেশবাসীর নির্যাতন-নিপীড়ন অত্যন্ত ধৈর্য সহকারে সহ্য করেছেন। –[তাফসীরে মাযহারী]

وَرُسُلًا قَدْ قَصَصْنٰهُمْ عَلَيْكَ "এবং আরো বহু রাসূল যাঁদের ইতিবৃত্তান্ত আপনাকে শুনিয়েছি।" এ আয়াতে হযরত নূহ (আ.)-এর পরে যেসব পয়গম্বর আগমন করেছেন, তাদের সম্পর্কে প্রথমে সাধারণভাবে বলার পর তন্মধ্যে বিশিষ্ট ও মর্যাদাসম্পন্ন কয়েকজনের নাম বিশেষভাবে উল্লেখ করা হয়েছে যে, এঁরা সবাই আল্লাহর পয়গম্বর এবং নবীগণের নিকটে বিভিন্ন পন্থায় ওহী প্রেরিত হয়েছে। কখনো ফেরেশতাদের মাধ্যমে ওহী পৌঁছেছে, কখনো লিপিবদ্ধ কিতাব আকারে এসেছে, আবার কখনো আল্লাহ তা'আলা রাসূলের সাথে সরাসরি কথোপকথন করেছেন। সারকথা যে কোনো পন্থায় ওহী পৌঁছুক না কেন, তদনুযায়ী আমল করা মানুষের একান্ত কর্তব্য। অতএব, ইহুদিদের এরূপ আবদার করা যে, তাওরাতের মতো লিখিত কিতাব নাজিল হলে আমরা মান্য করব, অন্যথা নয়– সম্পূর্ণ আহমকি ও স্পষ্ট কুফরি।

হযরত আবূ যর গিফারি (রা.) থেকে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন– আল্লাহ তা'আলা এক লাখ চব্বিশ হাজার পয়গম্বর প্রেরণ করেছেন, যাঁদের মধ্যে স্বতন্ত্র শরিয়তের অধিকারী রাসূলের সংখ্যা ছিল তিন শ' তের জন। –[তাফসীরে কুরতুবী]

رُسُلًا مُّبَشِّرِيْنَ وَ مُنْذِرِيْنَ –"পয়গম্বরগণ সুসংবাদ দানকারী এবং ভীতি প্রদর্শনকারী।" আল্লাহ তা'আলা ঈমানদারদের ঈমান ও সৎকর্মশীলতার পুরস্কারস্বরূপ জান্নাতের সুসংবাদ দান করার জন্য এবং কাফের, বেঈমান ও দূরাচারদের কুফরি ও অবাধ্যতার শাস্তিস্বরূপ জাহান্নামের যন্ত্রণাদায়ক শাস্তির ভীতি প্রর্শনের জন্য যুগে যুগে, দেশে দেশে অব্যাহতভাবে নবী প্রেরণ করেছেন যেন কেয়ামতের শেষ বিচারের দিনে অবাধ্য ব্যক্তিরা অজুহাত উত্থাপন করতে না পারে যে, ইয়া আল্লাহ! কোন কাজে আপনি সন্তুষ্ট আর কোন কাজে বিরাগ হন, তা আমরা উপলবিদ্ধ করতে পারিনি। জানতে পারলে অবশ্যই আমরা আপনার সন্তুষ্টির পথ অবলম্বন করতাম। অতএব, আমাদের অনিচ্ছাকৃত ত্রুটি মার্জনীয় এবং আমরা নিরপরাধ। পথভ্রষ্ট লোকেরা যাতে এহেন অজুহাত পেশ করতে বা বাহানার আশ্রয় নিতে না পারে, তজ্জন্য আল্লাহ তা'আলা অলৌকিক মু'জিযাসহ নবীগণকে প্রেরণ করেছেন এবং তারা সর্বস্ব উৎসর্গ করে সত্য পথ প্রদর্শন করেছেন। অতএব, এখন আর সত্য দীন ইসলাম গ্রহণ না করার ব্যাপারে কোনো অজুহাত গ্রহণযোগ্য হবে না, কোনো বাহানারও অবকাশ নেই। আল্লাহর ওহী এমন এক প্রকৃষ্ট প্রমাণ যার মোকাবিলায় অন্য কোনো প্রমাণই কার্যকর হতে পারে না। কুরআনে পাক এমন অকাট্য দলিল যার সামনে কোনো অযুক্তি টিকতে পারে না। আল্লাহ তা'আলার হেকমত ও তদবীরের এটা এক কল্পনাতীত নিদর্শন।

মহানবী ﷺ ও কুরআন পাকের সত্যতা প্রমাণের পর আল্লাহ তা'আলা বলেন : এখনো যারা কুরআন মাজীদ ও রাসূলে কারীম ﷺ-কে অস্বীকার করে এবং তাওরাতে রাসূল ﷺ-এর যেসব গুণ-বৈশিষ্ট্যের উল্লেখ রয়েছে তা গোপন করে এবং এককথায় অন্য কথা লোকের কাছে প্রকশ করে এবং তাদেরকে সত্য দীন হতে বিরত ও বঞ্চিত করে, এহেন চরম অপরাধীদের কস্মিনকালেও ক্ষমা ও হেদায়েত লাভের সৌভাগ্য হবে না। এতদ্বারা স্পষ্ট বুঝা যাচ্ছে যে, একমাত্র হযরত রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর আনুগত্যের মধ্যেই হেদায়েত সীমাবদ্ধ; তাঁর অবাধ্যতা ও বিরুদ্ধাচারণ করা চরম গোমরাহী। অতএব ইহুদিদের ধ্যান-ধারণা, ধর্ম-কর্ম ভ্রান্ত ও বাতিল।

শব্দের বিশ্লেষণ :

رُسُلًا : শব্দটি বহুবচন, একবচন رَسُوْلٌ অর্থ– রাসূলগণ।

مُبَشِّرِيْنَ : সীগাহ جمع مذكر বহছ اسم فاعل বাব تَفْعِيْل মাসদার اَلتَّبْشِيْرُ মূলবর্ণ (ب . ش . ر) জিনস صحيح অর্থ– সুসংবাদদানকারী।

مُنْذِرِيْنَ : সীগাহ جمع مذكر বহছ اسم فاعل বাব اِفْعَال মাসদার اَلْاِنْذَارُ মূলবর্ণ (ن . ذ . ر) জিনস صحيح অর্থ– ভীতিপ্রদর্শনকারী।

عَزِيْزًا : শব্দটি বাব ضَرَبَ থেকে مبالغة এর সীগাহ। এটি আল্লাহ তা'আলার গুণবাচক নাম।

https://e-ilm.weebly.com/

يَاَهْلَ الْكِتٰبِ لَا تَغْلُوْا فِيْ دِيْنِكُمْ وَلَا تَقُوْلُوْا عَلَى اللّٰهِ اِلَّا الْحَقَّ ۚ اِنَّمَا الْمَسِيْحُ عِيْسَى ابْنُ مَرْيَمَ رَسُوْلُ اللّٰهِ وَكَلِمَتُهٗ ۚ اَلْقٰهَاۤ اِلٰى مَرْيَمَ وَرُوْحٌ مِّنْهُ ۡ فَاٰمِنُوْا بِاللّٰهِ وَرُسُلِهٖ ۚ وَلَا تَقُوْلُوْا ثَلٰثَةٌ ۚ اِنْتَهُوْا خَيْرًا لَّكُمْ ۚ اِنَّمَا اللّٰهُ اِلٰهٌ وَّاحِدٌ ۚ سُبْحٰنَهٗۤ اَنْ يَّكُوْنَ لَهٗ وَلَدٌ ۘ لَهٗ مَا فِي السَّمٰوٰتِ وَمَا فِي الْاَرْضِ ۚ وَكَفٰى بِاللّٰهِ وَكِيْلًا (١٧١)

অনুবাদ : (১৭১) হে আহলে কিতাবগণ! তোমরা নিজেদের ধর্মে সীমালঙ্ঘন করো না এবং আল্লাহ সম্বন্ধে ভ্রান্ত উক্তি করো না। মারইয়ামের পুত্র ঈসা মাসীহ তো আর কিছুই নন, অবশ্য আল্লাহর রাসূল এবং আল্লাহর এক -[আদেশ]-বাণী [দ্বারা সৃষ্ট], যা আল্লাহ [জিবরাঈল পক্ষ থেকে] মারইয়াম পর্যন্ত পৌঁছিয়েছেন, এবং আল্লাহর তরফ হতে এক জান [রূহ], সুতরাং আল্লাহর প্রতি এবং তাঁর সমস্ত রাসূলের প্রতি ঈমান আন। আর এরূপ বলো না যে, [আল্লাহ] তিন, [এই শিরক হতে] নিবৃত্ত হও, তোমাদের জন্য উত্তম হবে, প্রকৃত মা'বূদ তো এক আল্লাহ তা'আলাই, তিনি সন্তানের জনক হওয়া হতে পবিত্র। যা কিছু আসমানসমূহে এবং জমিনে আছে সবকিছুই তাঁর স্বত্ব, আর আল্লাহ তা'আলাই যথেষ্ট কার্য সম্পাদকরূপে।

لَنْ يَّسْتَنْكِفَ الْمَسِيْحُ اَنْ يَّكُوْنَ عَبْدًا لِّلّٰهِ وَلَا الْمَلٰۤئِكَةُ الْمُقَرَّبُوْنَ ۚ وَمَنْ يَّسْتَنْكِفْ عَنْ عِبَادَتِهٖ وَيَسْتَكْبِرْ فَسَيَحْشُرُهُمْ اِلَيْهِ جَمِيْعًا (١٧٢)

(১৭২) মসীহ কস্মিনকালেও এতে লজ্জাবোধ করবেন না যে, তিনি আল্লাহর বান্দা এবং সান্নিধ্য প্রাপ্ত ফেরেশতাগণও [লজ্জাবোধ করবেন] না, আর যে ব্যক্তি আল্লাহর দাসত্ব করতে লজ্জাবোধ করবে এবং অহঙ্কার করবে, তবে [পরিণাম শুনে রাখ,] নিশ্চয় আল্লাহ তা'আলা সমস্ত মানব কে নিজের দিকে একত্রিত করবেন।

শাব্দিক অনুবাদ

(১৭১) يَاَهْلَ الْكِتٰبِ হে আহলে কিতাবগণ! لَا تَغْلُوْا فِيْ دِيْنِكُمْ তোমরা নিজেদের ধর্মে সীমালঙ্ঘন করো না وَلَا تَقُوْلُوْا عَلَى اللّٰهِ اِلَّا الْحَقَّ এবং আল্লাহ সম্বন্ধে ভ্রান্ত উক্তি করো না اِنَّمَا الْمَسِيْحُ عِيْسَى ابْنُ مَرْيَمَ মারইয়ামের পুত্র ঈসা মাসীহ তো আর কিছুই নন رَسُوْلُ اللّٰهِ অবশ্য আল্লাহর রাসূল وَكَلِمَتُهٗ এবং আল্লাহর এক -[আদেশ]-বাণী [দ্বারা সৃষ্ট] اَلْقٰهَاۤ اِلٰى مَرْيَمَ যা আল্লাহ মারইয়াম পর্যন্ত পৌঁছিয়েছেন وَرُوْحٌ مِّنْهُ এবং আল্লাহর পক্ষ থেকে এক জান [রূহ] فَاٰمِنُوْا بِاللّٰهِ وَرُسُلِهٖ সুতরাং আল্লাহর প্রতি এবং তাঁর সমস্ত রাসূলের প্রতি ঈমান আন وَلَا تَقُوْلُوْا ثَلٰثَةٌ আর এরূপ বলো না যে, [আল্লাহ] তিন اِنْتَهُوْا خَيْرًا لَّكُمْ [এই শিরক হতে] নিবৃত্ত হও, তোমাদের জন্য উত্তম হবে اِنَّمَا اللّٰهُ اِلٰهٌ وَّاحِدٌ প্রকৃত মা'বূদ তো এক আল্লাহ তা'আলাই سُبْحٰنَهٗ তিনি পবিত্র اَنْ يَّكُوْنَ لَهٗ وَلَدٌ সন্তানের জনক হওয়া হতে لَهٗ مَا فِي السَّمٰوٰتِ وَمَا فِي الْاَرْضِ যা কিছু আসমানসমূহে এবং জমিনে আছে সবকিছুই তাঁর স্বত্ব وَكَفٰى بِاللّٰهِ وَكِيْلًا আর আল্লাহ তা'আলাই যথেষ্ট কার্য সম্পাদকরূপে।

(১৭২) لَنْ يَّسْتَنْكِفَ الْمَسِيْحُ মসীহ কস্মিনকালেও এতে লজ্জাবোধ করবেন না যে اَنْ يَّكُوْنَ عَبْدًا لِّلّٰهِ তিনি আল্লাহর বান্দা وَلَا الْمَلٰۤئِكَةُ الْمُقَرَّبُوْنَ এবং সান্নিধ্য প্রাপ্ত ফেরেশতাগণও না وَمَنْ يَّسْتَنْكِفْ عَنْ عِبَادَتِهٖ আর যে ব্যক্তি আল্লাহর দাসত্ব করতে লজ্জাবোধ করবে وَيَسْتَكْبِرْ এবং অহঙ্কার করবে فَسَيَحْشُرُهُمْ اِلَيْهِ جَمِيْعًا তবে নিশ্চয় আল্লাহ তা'আলা সমস্ত মানব কে নিজের দিকে একত্রিত করবেন।

https://e-ilm.weebly.com/

فَاَمَّا الَّذِيۡنَ اٰمَنُوۡا وَعَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ فَيُوَفِّيۡهِمۡ اُجُوۡرَهُمۡ وَيَزِيۡدُهُمۡ مِّنۡ فَضۡلِهٖ ۚ وَاَمَّا الَّذِيۡنَ اسۡتَنۡكَفُوۡا وَاسۡتَكۡبَرُوۡا فَيُعَذِّبُهُمۡ عَذَابًا اَلِيۡمًا ۙ وَّلَا يَجِدُوۡنَ لَهُمۡ مِّنۡ دُوۡنِ اللّٰهِ وَلِيًّا وَّلَا نَصِيۡرًا (١٧٣)

অনুবাদ : (১৭৩) অনন্তর যারা ঈমান এনেছে এবং নেক কাজ করেছে, তবে তাদেরকে তো তাদের পূর্ণ ছওয়াব প্রদান করবেন এবং তাদেরকে স্বীয় করুণায় আরো অধিক প্রদান করবেন, আর যারা লজ্জাবোধ করে থাকবে এবং অহঙ্কার করে থাকবে তাদেরকে কঠোর শাস্তি দিবেন, এবং তারা কোনো গায়রুল্লাহকে স্বীয় বন্ধু ও সাহায্যকারী পাবে না।

يٰۤاَيُّهَا النَّاسُ قَدۡ جَآءَكُمۡ بُرۡهَانٌ مِّنۡ رَّبِّكُمۡ وَاَنۡزَلۡنَاۤ اِلَيۡكُمۡ نُوۡرًا مُّبِيۡنًا (١٧٤)

(১৭৪) হে মানব! নিশ্চয় তোমাদের নিকট তোমাদের প্রতিপালকের নিকট হতে এক প্রমাণ [রাসূল] এসেছে, আর আমি তোমাদের নিকট এক উজ্জ্বল নূর [কুরআন] পাঠিয়েছি।

فَاَمَّا الَّذِيۡنَ اٰمَنُوۡا بِاللّٰهِ وَاعۡتَصَمُوۡا بِهٖ فَسَيُدۡخِلُهُمۡ فِىۡ رَحۡمَةٍ مِّنۡهُ وَفَضۡلٍ ۙ وَّيَهۡدِيۡهِمۡ اِلَيۡهِ صِرَاطًا مُّسۡتَقِيۡمًا ؕ (١٧٥)

(১৭৫) সুতরাং যারা আল্লাহর প্রতি ঈমান এনেছে, এবং আল্লাহ [এর দীনকে] দৃঢ়রূপে ধারণ করেছে, বস্তুতঃ এরূপ লোকদেরকে আল্লাহ স্বীয় করুণায় [জান্নাতে] দাখিল করবেন ও স্বীয় অনুগ্রহে [আবৃত্ত করবেন,] এবং স্বীয় সন্নিধান পর্যন্ত [পৌছার] সরল পথ প্রদর্শন করবেন।

শাব্দিক অনুবাদ

(১৭৩) فَاَمَّا الَّذِيۡنَ اٰمَنُوۡا অনন্তর যারা ঈমান এনেছে وَعَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ এবং নেক কাজ করেছে فَيُوَفِّيۡهِمۡ اُجُوۡرَهُمۡ তবে তাদেরকে তো তাদের পূর্ণ ছওয়াব প্রদান করবেন وَيَزِيۡدُهُمۡ مِّنۡ فَضۡلِهٖ এবং তাদেরকে স্বীয় করুণায় আরো অধিক প্রদান করবেন। وَاَمَّا الَّذِيۡنَ اسۡتَنۡكَفُوۡا আর যারা লজ্জাবোধ করে থাকবে। وَاسۡتَكۡبَرُوۡا এবং অহঙ্কার করে থাকবে فَيُعَذِّبُهُمۡ عَذَابًا اَلِيۡمًا তাদেরকে কঠোর শাস্তি দিবনে وَلَا يَجِدُوۡنَ لَهُمۡ مِّنۡ دُوۡنِ اللّٰهِ এবং তারা কোনো গায়রুল্লাহকে পাবে না। وَلِيًّا وَّلَا نَصِيۡرًا স্বীয় বন্ধু ও সাহায্যকারী।

(১৭৪) يٰۤاَيُّهَا النَّاسُ হে মানব! قَدۡ جَآءَكُمۡ بُرۡهَانٌ مِّنۡ رَّبِّكُمۡ নিশ্চয় তোমাদের নিকট তোমাদের প্রতিপালকের নিকট হতে এক প্রমাণ [রাসূল] এসেছে وَاَنۡزَلۡنَاۤ اِلَيۡكُمۡ نُوۡرًا مُّبِيۡنًا। আর আমি তোমাদের নিকট এক উজ্জ্বল নূর পাঠিয়েছি।

(১৭৫) فَاَمَّا الَّذِيۡنَ اٰمَنُوۡا بِاللّٰهِ সুতরাং যারা আল্লাহর প্রতি ঈমান এনেছে وَاعۡتَصَمُوۡا بِهٖ। এবং আল্লাহ [এর দীন] কে দৃঢ়রূপে ধারণ করেছে فَسَيُدۡخِلُهُمۡ বস্তুতঃ এরূপ লোকদেরকে দাখিল করবেন فِىۡ رَحۡمَةٍ مِّنۡهُ وَفَضۡلٍ আল্লাহ স্বীয় করুণায় [জান্নাতে] ও স্বীয় অনুগ্রহে [আবৃত্ত করবেন,] وَيَهۡدِيۡهِمۡ اِلَيۡهِ এবং স্বীয় সন্নিধান পর্যন্ত [পৌছার] প্রদর্শন করবেন صِرَاطًا مُّسۡتَقِيۡمًا। সরল পথ।

https://e-ilm.weebly.com/

অনুবাদ : (১৭৬) লোকে আপনার নিকট [মিরাশ সম্বন্ধে] বিধান জিজ্ঞাসা করে, আপনি বলে দিন, আল্লাহ তা'আলা তোমাদেরকে কালালাহ সম্বন্ধে ব্যবস্থা দিচ্ছেন, যে, যদি কোনো ব্যক্তি নিঃসন্তান অবস্থায় মারা যায় এবং তার একজন [সহোদর বা বৈমাত্রেয়] ভগ্নি থাকে, তবে সে অর্ধাংশ পাবে তার পরিত্যক্ত সম্পত্তির, এবং এই ব্যক্তি [ভ্রাতা] ভগ্নির ওয়ারিশ হবে, যদি [ভগ্নি মারা যায় এবং] তার কোনো সন্তান না থাকে, আর যদি ভগ্নি দুই জন [বা ততোধিক] হয়, তবে তারা [উক্ত] ভাইয়ের পরিত্যক্ত সম্পত্তির দুই-তৃতীয়াংশ পাবে, আর যদি ওয়ারিশ ভ্রাতা-ভগ্নি– পুরুষ ও নারী কয়েকজন হয়, তবে একজন পুরুষের অংশ হবে দুই জন নারীর অংশের সমান, আল্লাহ তা'আলা তোমাদের নিকট [দীনের বিষয়] এই জন্য বর্ণনা করেন, যেন তোমরা ভ্রষ্টতায় পতিত না হও, আর আল্লাহ তা'আলা সর্ববিষয়ই খুব জানেন।

يَسْتَفْتُوْنَكَ ۭ قُلِ اللّٰهُ يُفْتِيْكُمْ فِي الْكَلٰلَةِ ۭ
اِنِ امْرُؤٌا هَلَكَ لَيْسَ لَهٗ وَلَدٌ وَّلَهٗٓ اُخْتٌ فَلَهَا ع ٢٤
نِصْفُ مَا تَرَكَ ۚ وَهُوَ يَرِثُهَآ اِنْ لَّمْ يَكُنْ لَّهَا
وَلَدٌ ۭ فَاِنْ كَانَتَا اثْنَتَيْنِ فَلَهُمَا الثُّلُثٰنِ مِمَّا
تَرَكَ ۭ وَاِنْ كَانُوْٓا اِخْوَةً رِّجَالًا وَّنِسَاۗءً فَلِلذَّكَرِ
مِثْلُ حَظِّ الْاُنْثَيَيْنِ ۭ يُبَيِّنُ اللّٰهُ لَكُمْ اَنْ
تَضِلُّوْا ۭ وَاللّٰهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيْمٌ (١٧٦)

শাব্দিক অনুবাদ

(১৭৬) يَسْتَفْتُوْنَكَ লোকে আপনার নিকট [মিরাশ সম্বন্ধে] বিধান জিজ্ঞাসা করে قُلِ আপনি বলে দিন اللّٰهُ يُفْتِيْكُمْ فِي الْكَلٰلَةِ আল্লাহ তা'আলা তোমাদেরকে কালালাহ সম্বন্ধে ব্যবস্থা দিচ্ছেন যে اِنِ امْرُؤٌا هَلَكَ যদি কোনো ব্যক্তি মারা যায় لَيْسَ لَهٗ وَلَدٌ নিঃসন্তান অবস্থায় وَّلَهٗٓ اُخْتٌ এবং তার একজন [সহোদর বা বৈমাত্রেয়] ভগ্নি থাকে فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ তবে সে অর্ধাংশ পাবে তার পরিত্যক্ত সম্পত্তির وَهُوَ يَرِثُهَآ এবং এই ব্যক্তি [ভ্রাতা] ভগ্নীর ওয়ারিশ হবে اِنْ لَّمْ يَكُنْ لَّهَا وَلَدٌ যদি এবং] তার কোনো সন্তান না থাকে فَاِنْ كَانَتَا اثْنَتَيْنِ আর যদি ভগ্নি দুজন হয় فَلَهُمَا الثُّلُثٰنِ مِمَّا تَرَكَ তবে তারা ভাইয়ের পরিত্যক্ত সম্পত্তির দুই-তৃতীয়াংশ পাবে وَاِنْ كَانُوْٓا اِخْوَةً رِّجَالًا وَّنِسَاۗءً আর যদি ওয়ারিশ ভ্রাতা-ভগ্নি– পুরুষ ও নারী কয়েকজন হয় فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْاُنْثَيَيْنِ তবে একজন পুরুষের অংশ হবে দুই জন নারীর অংশের সমান। يُبَيِّنُ اللّٰهُ لَكُمْ اَنْ تَضِلُّوْا আল্লাহ তা'আলা তোমাদের নিকট এই জন্য বর্ণনা করেন যেন তোমরা ভ্রষ্টতায় পতিত না হও, وَاللّٰهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيْمٌ আর আল্লাহ তা'আলা সর্ববিষয়ই খুব জানেন।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

(১৭১) قوله يٰٓاَهْلَ الْكِتٰبِ لَا تَغْلُوْا فِيْ دِيْنِكُمْ وَلَا تَقُوْلُوْا عَلَى اللّٰهِ اِلَّا الْحَقَّ الخ **আয়াতের শানে নুযূল :** উক্ত আয়াত নাজরানের খ্রিস্টানদের সম্পর্কে অবতীর্ণ হয়েছে। মুকাতিল এমত পোষণ করেন। জমহুরে মুফাসসিরীনগণের মতে সকল খ্রিস্টান সমস্পর্কে উক্ত আয়াত অবতীর্ণ হয়েছে। কারণ তাদের ত্রিত্ববাদ, তাদের আকীদা হলো পিতা, পুত্র ও রূহুল কুদুস একই মাবুদ। কারো মতে ইহুদি ও খ্রিস্টান সকলের সম্পর্কে উক্ত আয়াত নাজিল হয়েছে। আলোচ্য আয়াত দ্বারা আল্লাহ তা'আলা তাদেরকে সীমালঙ্ঘন করতে নিষেধ করেছেন।–[বাহরে মুহীত]

(১৭২) قوله لَنْ يَّسْتَنْكِفَ الْمَسِيْحُ اَنْ يَّكُوْنَ عَبْدًا لِّلّٰهِ الخ **আয়াতের শানে নুযূল :** নাজরান প্রতিনিধিদল যখন মহানবী ﷺ–এর নিকট গিয়ে বলল, হে মুহাম্মদ! তুমি আমাদের বন্ধুর দোষ-ত্রুটি বর্ণনা করছ? রাসূল ﷺ বললেন, তোমাদের বন্ধু কে? তারা বলল, হযরত ঈসা (আ.)। তাহলে এ সম্পর্কে আমি কি বলব? তারা বলল, আপনি বলবেন, তিনি হচ্ছেন আল্লাহর বান্দা ও আল্লাহর রাসূল। তখন আলোচ্য আয়াত নাজিল হয়।–[রূহুল মা'আনী : ৩৭/৩/৬]

https://e-ilm.weebly.com/

(১৭৬) قوله يَسْتَفْتُوْنَكَ قُلِ اللّٰهُ يُفْتِيْكُمْ فِي الْكَلٰلَةِ الخ **আয়াতের শানে নুযূল :** আলোচ্য আয়াত হযরত জাবের বিন আব্দুল্লাহ (রা.) সম্পর্কে নাজিল হয়েছে। সহীহ বুখারী ও সহীহ মুসলিম হযরত জাবের ইবনে আব্দুল্লাহ (রা.)-এর উদ্ধৃতি দিয়ে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেন, আমার অসুস্থতার সংবাদ পেয়ে রাসূল ﷺ ও হযরত আবূ বকর (রা.) আমাকে দেখার জন্য আসেন। তাঁরা এসে আমাকে সঙ্গাহীন অবস্থায় পেলেন। ফলে রাসূল ﷺ অজু করে আমার উপর পানি ঢেলে দিলেন, এতে করে আমার হুঁশ বা চেতনা ফিরে আসে। তখন আমি বললাম, আমার ওয়ারিশ হচ্ছে কালালা অর্থাৎ আমার কোনো সন্তান নেই, আছে শুধু নয় বোন। সুতরাং আমার সম্পদে আমি কেমন ব্যবহার করব। তখন মিরাশের আয়াত নাজিল হয়েছে। –[রূহুল মা'আনী : ৪৪/৩/৬, ইবনে কাছীর : ৫৯২/১, ফাতহুল কাদীর : ৫৪৪/১, বাহরে মুহীত : ৪২২/৩]

قوله وَكَلِمَتُهٗ শব্দে বাতলে দেওয়া হয়েছে যে, হযরত ঈসা (আ.) আল্লাহর কালিমা। এর ব্যাখা প্রসঙ্গে তাফসীরকারগণ বিভিন্ন অর্থ গ্রহণ করেছেন।

এক. হযরত ইমাম গাযালী (র.) বলেন : কোনো শিশুর জন্ম লাভের জন্য দু'টি শক্তির যৌথ ভূমিকা থাকে। তন্মধ্যে একটি হলো নারী-পুরুষের বীর্যের সম্মেলন। দ্বিতীয় শক্তি আল্লাহ তা'আলার كُنْ (হও) নির্দেশ দান; যার ফলে উক্ত শিশুর অস্তিত্বের সঞ্চার হয়ে থাকে। হযরত ঈসা (আ.)-এর জন্ম লাভের ক্ষেত্রে প্রথম শক্তি বর্তমান ছিল না। তাই দ্বিতীয় শক্তির সাথে সম্পর্কিত করে তাঁকে 'কালিমাতুল্লাহ' বলা হয়েছে। যার তাৎপর্য এই যে, তিনি বস্তুগত কার্যকারণ ছাড়া শুধুমাত্র আল্লাহ তা'আলার كُنْ (হয়ে যাও) নির্দেশের প্রভাবে জন্মলাভ করেছেন। এমতাবস্থায় اَلْقٰهَاۤ اِلٰى مَرْيَمَ বাক্যের অর্থ হবে এই যে, আল্লাহ তা'আলা এ কালিমাটি হযরত জিবরাঈল (আ.)-এর মাধ্যমে হযরত মারইয়ামের কাছে পৌছে দিলেন, আর হযরত ঈসা (আ.)-এর জন্মগ্রহণের মাধ্যমে তা কার্যকর ও বাস্তবায়িত হলো।

দুই. কারো মতে 'কালিমাতুল্লাহ' অর্থ আল্লাহর সুসংবাদ। এর দ্বারা হযরত ঈসা (আ.)-এর ব্যক্তি-সত্তাকে বুঝানো হয়েছে। ইতঃপূর্বে আল্লাহ তা'আলা ফেরেশতার মাধ্যমে হযরত মারইয়াম (আ.)-কে হযরত ঈসা (আ.) সম্পর্কে যে সুসংবাদ দান করেছিলেন সেখানে 'কালিমা' শব্দ প্রয়োগ করা হয়েছে। যথা– اِذْ قَالَتِ الْمَلٰٓئِكَةُ يٰمَرْيَمُ اِنَّ اللّٰهَ يُبَشِّرُكِ بِكَلِمَةٍ এবং ফেরেশতারা বলল যে, মারইয়াম! নিশ্চয় আল্লাহ তোমাকে সুসংবাদ দিচ্ছেন 'কালিমা' সম্পর্কে।

তিন. কারো মতে এখানে 'কালিমা' অর্থ নিদর্শন। যেমন, অন্য এক আয়াতে শব্দটি নির্দশন অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। যেমন– وَصَدَّقَتْ بِكَلِمٰتِ رَبِّهَا

قوله وَرُوْحٌ مِّنْهُ এ শব্দে দুটি বিষয় প্রণিধানযোগ্য। প্রথমতঃ হযরত ঈসা (আ.)-কে 'রূহ' বলার তাৎপর্য কি? দ্বিতীয়তঃ আল্লাহ তা'আলার সাথে তাঁকে বিশেষভাবে সম্পর্কিত করার কারণ কি?

এ সম্পর্কে তাফসীরকারগণের বিভিন্ন অভিমত রয়েছে– **এক.** কারো মতে 'রূহ' অতিশয় পবিত্র বস্তু হওয়ার কারণে এরূপ বলা হয়েছে। কেননা প্রচলিত রীতি রয়েছে যে, কোনো বস্তুর অধিক পবিত্রতা ও নিষ্কলুষতা বুঝাবার জন্য তাকে সরাসরি 'রূহ' বলা হয়। হযরত ঈসা (আ.)-এর জন্মলাভের মধ্যে যেহেতু বীর্যের কোনো দখল ছিল না; বরং তিনি শুধু আল্লাহ তা'আলার ইচ্ছা এবং كُنْ নির্দেশের ভিত্তিতে জন্মলাভ করেছিলেন, কাজেই দৈহিক পবিত্রতার দিক দিয়ে তিনি শীর্ষস্থানীয় ছিলেন। অতএব, প্রচলিত রীতি অনুসারে তাঁকে 'রূহ' বলা হয়েছে। আর আল্লাহ তা'আলার সাথে তাঁকে বিশেষভাবে সম্পর্কিত করার উদ্দেশ্য সম্মান ও মর্যাদা বৃদ্ধি করা। যেমন, মসজিদের সম্মানার্থে সেটিকে 'আল্লাহর মসজিদ' বলা হয়, কা'বা শরীফকে বায়তুল্লাহ বা আল্লাহর ঘর বলা হয়; অথবা কোনো একান্ত অনুগত বান্দাকে আল্লাহর সাথে সম্পৃক্ত করে আব্দুল্লাহ বা আল্লাহর বান্দা বলা হয়। যেমন, সূরা বনী ইসরাঈলের اَسْرٰى بِعَبْدِهٖ আয়াতে হযরত রাসূলুল্লাহ ﷺ -কে 'আল্লাহর বান্দা' বলে অভিহিত করা হয়েছে।

দুই. কারো মতে আধ্যাত্মিক জীবন দান করে মানুষের মৃতপ্রায় অন্তরকে পুনরুজ্জীবিত করার জন্য হযরত ঈসা (আ.) প্রেরিত হয়েছিলেন। দৈহিক জীবনের মূল যেমন, রূহ বা প্রাণ, তদ্রূপ হযরত ঈসা (আ.) ছিলেন আধ্যাত্মিক জীবনের প্রাণ স্বরূপ। অতএব, তাঁকে 'রূহ' বলে আখ্যা দেওয়া হয়েছে। যেমন– وَكَذٰلِكَ اَوْحَيْنَاۤ اِلَيْكَ رُوْحًا مِّنْ اَمْرِنَا আয়াতে পবিত্র কুরআনকেও 'রূহ' বলে অভিহিত করা হয়েছে। কেননা কুরআনে পাক আধ্যাত্মিক জীবনের উৎসমূল।

তিন. কেউ বলেন– 'রূহ' শব্দটির রহস্য অর্থেও ব্যবহৃত হয়। এখানে এ অর্থই অধিক সমীচীন। কারণ, হযরত ঈসা (আ.)-এর নজিরবিহীন ও বিস্ময়কর জন্ম আল্লাহ তা'আলার অসীম কুদরতের নিদর্শন ও রহস্য এজন্যই তাঁকে 'রূহুল্লাহ' বলা হয়।

https://e-ilm.weebly.com/

চার. আরেকটি অভিমত এই যে, رُوْحٌ (রূহ) শব্দ ফুঁক অর্থেও ব্যবহৃত হয়। আল্লাহ পাকের নির্দেশক্রমে হযরত জিবরাঈল (আ.) হযরত মারইয়াম (আ.)-এর গলবন্দে ফুঁক দিয়েছিলেন। আর তার ফলেই তিনি গর্ভবতী হয়েছিলেন। যেহেতু হযরত ঈসা (আ.) শুধু ফুৎকারে জন্মগ্রহণ করেছিলেন, তাই তাঁকে রূহুল্লাহ খেতাব দেওয়া হয়েছে। কুরআন পাকে এদিকেই ইঙ্গিত করে বলা হয়েছে– فَنَفَخْنَا فِيهَا مِنْ رُوحِنَا

এতদ্ব্যতীত আরো কতিপয় ব্যাখ্যার অবকাশ রয়েছে। তবে হযরত ঈসা (আ.) আল্লাহর সত্তার অংশ ছিলেন বা আল্লাহই হযরত ঈসা (আ.)-এর মানবীয় দেহে আত্মপ্রকাশ করেছিলেন এমন অর্থ করা বা ধারণা পোষণ করা সম্পূর্ণ ভ্রান্ত ও বাতিল।

একটি ঘটনা : আল্লামা আলূসী (র.) লিখেছেন যে, একদিন খলিফা হারুনুর রশীদের দরবারে জনৈক খ্রিস্টান চিকিৎসক হযরত আলী ইবনে হোসাইন ওয়াকেদীর সাথে তর্কে প্রবৃত্ত হয়। সে বলল, তোমাদের কুরআনে এমন একটি শব্দ রয়েছে যার দ্বারা বুঝা যায় যে, হযরত ঈসা (আ.) আল্লাহর অংশ ছিলেন। প্রমাণ স্বরূপ সে কুরআনের رُوْحٌ مِنْهُ শব্দটি পেশ করল। তদুত্তরে আল্লামা ওয়াকেদী কুরআনে পাকের আয়াত وَسَخَّرَ لَكُمْ مَا فِي السَّمٰوٰتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا مِنْهُ পাঠ করলেন।

এখানে جَمِيعًا مِنْهُ শব্দ দ্বারা সব কিছুকে আল্লাহ তা'আলার সাথে সম্পর্কিত করা হয়েছে। যার অর্থ আসমান ও জমিনে যা কিছু আছে সবই আল্লাহর পক্ষ হতে। অতএব رُوْحٌ مِنْهُ শব্দের অর্থ যদি করা হয়, হযরত ঈসা (আ.) আল্লাহর অংশ, তবে جَمِيعًا مِنْهُ শব্দের অর্থ করতে হবে আসমান ও জমিনে যা কিছু আছে তা সবই আল্লাহর অংশ। –[নাউযুবিল্লাহ মিন যালিকা]।

অতএব, হযরত ঈসা (আ.)-এর বিশেষ কোনো মর্যাদা সাব্যস্ত হয় না। এ উত্তর শুনে খ্রিস্টান চিকিৎসক নিরুত্তর হয়ে গেল এবং ইসলাম গ্রহণ করল।

قوله وَلَا تَقُولُوا ثَلٰثَةٌ কুরআন নাজিলের সমসাময়িককালে খ্রিস্টানরা যেসব উপদলে বিভক্ত ছিল, তন্মধ্যে ত্রিত্ববাদ সম্পর্কে তাদের ধর্মবিশ্বাস তিনটি ভিন্ন ভিন্ন মূলনীতির উপর প্রতিষ্ঠিত ছিল। একদল মনে করতো– মসীহই আল্লাহ। স্বয়ং আল্লাহই মসীহরূপে পৃথিবীতে আবির্ভূত হয়েছেন। দ্বিতীয় দল বলত– মসীহ পুত্র। তৃতীয় দলের বিশ্বাস ছিল, তিন সদস্য সমন্বয়ে আল্লাহর একক পরিবার। এ দলটি আবার দু'টি উপদলে বিভক্ত ছিল। এক দলের মতে পিতা, পুত্র ও মারইয়াম (আ.)–এ তিনের সমন্বয়ে এক আল্লাহ। অন্য এক দলের মতে হযরত মরিয়ম (আ.)–এর পরিবর্তে রূহুল কুদুস পবিত্রাত্মা হযরত জিবরাঈল (আ.) ছিলেন তিন খোদার একজন।

মোটকথা, খ্রিস্টানরা হযরত ঈসা মসীহ (আ.)-কে তিনের এক খোদা মনে করত। তাদের ভ্রান্তি অপনোদনের জন্য কুরআনে কারীমে প্রত্যেকটি উপদলকে ভিন্ন ভিন্নভাবে সম্বোধন করা হয়েছে এবং সম্মিলিতভাবেও সম্বোধন করা হয়েছে। তাদের সামনে স্পষ্ট ও জোরালোভাবে তুলে ধরা হয়েছে যে, সত্য একটিই। আর তা হলো হযরত ঈসা মসীহ (আ.) তাঁর মাতা মারইয়ামের গর্ভে জন্মগ্রহণকারী একজন মানুষ ও আল্লাহ তা'আলার সত্য রাসূল। এর অতিরিক্ত তাঁর সম্পর্কে যা কিছু বলা বা ধারণা করা হয়, তা সম্পূর্ণ ভিত্তিহীন ও বাতিল। তাঁর প্রতি ইহুদিদের মতো অবজ্ঞা বা ঈর্ষা পোষণ করা অথবা খ্রিস্টানদের মতো অতি ভক্তি প্রদর্শন করা সমভাবে নিন্দনীয় ও শাস্তিযোগ্য অপরাধ।

কুরআন মাজীদের অসংখ্য আয়াতে একদিকে ইহুদি-খ্রিস্টানদের পথভ্রষ্টতা দৃঢ়ভাবে প্রকাশ করা হয়েছে, অপরদিকে আল্লাহ তা'আলার দরবারে হযরত ঈসা (আ.)-এর উচ্চ মর্যাদা ও বিশেষ সম্মানের অধিকারী হওয়ার কথাও জোরালোভাবে ব্যক্ত করা হয়েছে। ফলে অবজ্ঞা ও অতিভক্তি দু'টি পরস্পর বিরোধী ভ্রান্ত মতবাদের মধ্যবর্তী সত্য ও ন্যায়ের সঠিক পথ উজ্জ্বল হয়ে উঠেছে।

لَهُ مَا فِي السَّمٰوٰتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَكَفٰى بِاللّٰهِ وَكِيلًا

অর্থাৎ, আসমান ও জমিনে উপর হতে নিচ পর্যন্ত যা কিছু আছে সবই আল্লাহ তা'আলার সৃষ্টি ও তাঁর বান্দা। অতএব, তাঁর কোনো অংশীদার বা পুত্র-পরিজন হতে পারে না। আল্লাহ তা'আলা একাই সর্বকার্য সম্পাদনকারী এবং সকলের কার্য সম্পাদনের জন্য তিনি একাই যথেষ্ট, অন্য কারো সাহায্য-সহায়তার প্রয়োজন নেই। তিনি একক; তাঁর কোনো অংশীদার বা পুত্র-পরিজন থাকতে পারে না।

https://e-ilm.weebly.com/

সারকথা, কোনো সৃষ্ট ব্যক্তিরই স্রষ্টার অংশীদার হওয়ার যোগ্যতা নেই। আল্লাহ তা'আলার পবিত্র সত্তার জন্য এর অবকাশও নেই, প্রয়োজনও নেই। অতএব, একমাত্র বিবেকবর্জিত, ঈমান হতে বঞ্চিত ব্যক্তি ছাড়া আল্লাহ তা'আলার সৃষ্ট কোনো জীবকে তাঁর অংশীদার বা পুত্র বলা অন্য কারো পক্ষে সম্ভব নয়।

ধর্মের ব্যাপারে বাড়াবাড়ি করা হারাম : لَا تَغْلُوْا فِىْ دِيْنِكُمْ আয়াতে ইহুদি-নাসারাগণকে ধর্মের ব্যাপারে বাড়াবাড়ি করতে নিষেধ করা হয়েছে। غُلُوٌّ শব্দের অর্থ সীমা ছাড়িয়ে যাওয়া। ইমাম জাসসাস 'আহকামুল কুরআনে' লিখেছেন–

اَلْغُلُوُّ فِى الدِّيْنِ هُوَ مُجَاوَزَةُ حَدِّ الْحَقِّ فِيْهِ অর্থাৎ, ধর্মের ব্যাপারে বাড়াবাড়ি করার অর্থ তার ন্যায়সঙ্গত সীমা রেখা অতিক্রম করা।

আহলে কিতাব অর্থাৎ ইহুদি-খ্রিস্টান উভয় জাতিকে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে যে, ধর্মের ব্যাপারে কোনোরূপ বাড়াবাড়ি করো না। কারণ এ বাড়াবাড়ির রোগে উভয় জাতিই আক্রান্ত হয়েছে। খ্রিস্টানরা হযরত ঈসা (আ.)-কে ভক্তি-শ্রদ্ধা ও সম্মান প্রদর্শনের ব্যাপারে বাড়াবাড়ি করেছে। তাঁকে স্বয়ং খোদা, খোদার পুত্র অথবা তিনের এক খোদা বানিয়ে দিয়েছে। অপর দিকে ইহুদিরা তাঁকে অমান্য ও প্রত্যাখ্যান করার দিক দিয়ে বাড়াবাড়ির শিকার হয়েছে। তারা হযরত ঈসা (আ.)-কে আল্লাহর নবী হিসেবে স্বীকার করেনি; বরং তাঁর মাতা হযরত মারইয়াম (আ.)-এর উপর মারাত্মক অপবাদ আরোপ করেছে এবং তাঁর নিন্দাবাদ করেছে।

ধর্মের ব্যাপারে বাড়াবাড়ি ও সীমা লঙ্ঘনের কারণে ইহুদি ও খ্রিস্টানদের গোমরাহী ও ধ্বংস হওয়ার শোচনীয় পরিণতি বার বার প্রত্যক্ষ হয়েছে। তাই হযরত রাসূলে কারীম ﷺ তাঁর প্রিয় উম্মতকে এ ব্যাপারে সংযত থাকার জন্য সতর্ক করেছেন। মুসনাদে আহমদে হযরত ফারুকে আযম (রা.) থেকে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন :

لَا تُطْرُوْنِىْ كَمَا اَطْرَتِ النَّصَارٰى عِيْسَى بْنَ مَرْيَمَ فَاِنَّمَا اَنَا عَبْدٌ فَقُوْلُوْا عَبْدُ اللّٰهِ وَرَسُوْلُهٗ

অর্থাৎ, তোমরা আমার প্রশংসা করতে গিয়ে এমন অতিরঞ্জন করো না, যেমন, খ্রিস্টানরা হযরত ঈসা ইবনে মারইয়াম (আ.)–এর ব্যাপারে করেছে। স্মরণ রাখবে যে, আমি আল্লাহর বান্দা। অতএব, আমাকে আল্লাহর বান্দা ও তাঁর রাসূল বলবে।' বুখারী এবং ইবনে মাদয়িনী এ হাদীস উল্লেখ করে এর সনদকে সহীহ বলেছেন।

সারকথা, আল্লাহর বান্দা ও মানুষ হিসেবে আমিও অন্য লোকদের সমপর্যায়ের। তবে আমার সবচেয়ে বড় মর্যাদা এই যে, আমি আল্লাহর রাসূল। এর চেয়ে অগ্রসর করে আমাকে আল্লাহ তা'আলার কোনো বিশেষণে বিশেষিত করা বাড়াবাড়ি বৈ নয়। তোমরা ইহুদি-নাসারাদের মতো বাড়াবাড়ি করো না। বস্তুত ইহুদি-খ্রিস্টানরা শুধু নবীগণের ব্যাপারেই বাড়াবাড়ি করে ক্ষান্ত হয়নি; বরং এটা যখন তাদের স্বভাবে পরিণত হলো, তখন তারা নবীগণের সহচর ও অনুগামীদের ব্যাপারেও অতিরঞ্জিত সব গুণ আরোপ করেছিল। পাদ্রী-পুরোহিতগণকেও তারা নিষ্পাপ মনে করতো। অতঃপর এতটুকু যাচাই করারও প্রয়োজন মনে করতো না যে, তারা সত্যিকারভাবে নবীগণের অনুগত এবং তাঁদের শিক্ষার অনুসারী না শুধু উত্তরাধিকার সূত্রে পণ্ডিত–পুরোহিত রূপে পরিগণিত হন? ফলে পরবর্তীকালে তাদের নেতৃত্ব ও কর্তৃত্ব এমন পাদ্রী-পুরোপহিতদের কুক্ষিগত হয়েছে যারা নিজেরা স্বার্থপর ও পথভ্রষ্ট ছিল এবং অনুসারীদেরকে চরম বিভ্রান্তি ও গোমরাহীর আবর্তে নিক্ষেপ করেছে। ধর্ম-কর্মের নামে তারা অধর্ম-অনাচারে লিপ্ত হয়েছে। কুরআনে পাক ঘোষাণা করেছে :

اِتَّخَذُوْا اَحْبَارَهُمْ وَرُهْبَانَهُمْ اَرْبَابًا مِّنْ دُوْنِ اللّٰهِ

'তারা আল্লাহকে ছেড়ে তাদের ধর্মীয় পণ্ডিতগণ ও সন্যাসীদেরকে মা'বুদের আসনে বসিয়েছিল।' রাসূলকে তো খোদা বানিয়ে ছিলই, রাসূলের প্রতি ভক্তি-শ্রদ্ধার নামে পূর্ববর্তী নবীগণকেও পূজা করা শুরু করেছিল।

এতদ্বারা বুঝা গেল যে, ধর্মের ব্যাপারে বাড়াবাড়ি করা এমন এক মারাত্মক ব্যাধি যা ধর্মের নামেই পূর্ববর্তী ধর্মসমূহের সত্যিকার রূপরেখাকে বিলীন করেছে। তাই আমাদের প্রিয়নবী ﷺ স্বীয় উম্মতকে এহেন ভয়াবহ মহামারীর কবল হতে রক্ষা করার জন্য পূর্ণ সতর্কতা ও নিরাপত্তামূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করেছেন।

হাদীস শরীফে বর্ণিত আছে যে, হজের সময় 'রমীয়ে জামারাহ' অর্থাৎ, কঙ্কর নিক্ষেপের জন্য রাসূলুল্লাহ ﷺ হযরত ইবনে আব্বাস (রা.)–কে কঙ্কর আনতে আদেশ করলেন। তিনি মাঝারী আকারের পাথরকুচি নিয়ে এলে রাসূলুল্লাহ ﷺ অত্যন্ত পছন্দ করলেন এবং বললেন– بِمِثْلِهِنَّ অর্থাৎ, এ ধরনের মাঝারী আকারের কঙ্কর নিক্ষেপ করাই পছন্দনীয়। বাক্যটি তিনি দুবার বললেন। অতঃপর আরো বললেন :

https://e-ilm.weebly.com/

إِيَّاكُمْ وَالْغُلُوَّ فِي الدِّيْنِ فَإِنَّمَا هَلَكَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ بِالْغُلُوِّ فِيْ دِيْنِهِمْ

অর্থাৎ, ধর্মের ব্যাপারে বাড়াবাড়ি থেকে দূরে থাক। কেননা তোমাদের পূর্ববর্তী উম্মতসমূহ তাদের ধর্মের ব্যাপারে বাড়াবাড়ি করার কারণেই ধ্বংস হয়েছে। এ হাদীস দ্বারা কতিপয় গুরুত্বপূর্ণ মাসায়েল জানা গেল।

কতিপয় গুরুত্বপূর্ণ মাসায়েল : প্রথমতঃ হজের সময়ই কঙ্কর নিক্ষেপ করা হয় তা মাঝারী আকারের হওয়া সুন্নত। অতি ক্ষুদ্র বা বড় পাথর নিক্ষেপ করা সুন্নতের পরিপন্থি। বড় বড় প্রস্তর নিক্ষেপ করা ধর্মের কাজে বাড়াবাড়ির শামিল।

দ্বিতীয়তঃ রাসূলুল্লাহ ﷺ স্বীয় কথা ও কাজের মাধ্যমে যে কাজের যে সীমারেখা শিক্ষা দিয়েছেন, সেটিই শরিয়তের নির্ধারিত সীমা তা অতিক্রম করাই বাড়াবাড়ি রূপে পরিগণিত হবে।

তৃতীয়তঃ যে কোনো কাজে সুন্নত সম্মত সীমারেখা অতিক্রম করাই বাড়াবাড়ি রূপে বিবেচনা করতে হবে।

দুনিয়ার মহব্বতের রূপরেখা : পার্থিব ধন-সম্পদ, আরাম-আয়েশের প্রতি প্রয়োজনাতিরিক্ত আকাঙ্ক্ষা ও লোভ-লালসা ইসলামের দৃষ্টিতে নিন্দনীয়। এটা পরিত্যাগ করার জন্য কুরআন পাক বার বার দৃষ্টি আকর্ষণ করা হয়েছে। দুনিয়ার মহব্বত বা পার্থিব মোহ সম্পর্কে সতর্ক করার সাথে সাথে রাসূলে কারীম ﷺ স্বীয় কথা ও কার্য দ্বারা তার সীমারেখাও নির্ধারণ করেছেন। যেমন, বিবাহ করাকে তিনি নিজের সুন্নত বলে ঘোষণা করেছেন, বিবাহ করার জন্য উৎসাহিত করেছেন, সন্তান জন্মদানের উপকারিতা বুঝিয়েছেন, পরিবার-পরিজনের সাথে সদ্ব্যবহার ও পরিবারবর্গের জীবিকা নির্বাহের জন্য উপার্জন করাকে فَرِيْضَةٌ بَعْدَ الْفَرِيْضَةِ বলে আখ্যায়িত করেছেন। ব্যবসায়, কৃষিকার্য, শিল্প-কর্ম, হস্তশিল্প ও মজদুরীর জন্য প্রেরণা যুগিয়েছেন। অতএব, এর কোনোটাই দুনিয়ার মহব্বতের গণ্ডির মধ্যে পড়ে না। ইসলামি সমাজ-ব্যবস্থা প্রবর্তন এবং ইসলামি রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা করাকে নবুয়তের দায়িত্ব হিসেবে গ্রহণ করে রাসূলুল্লাহ ﷺ স্বীয় প্রচেষ্টায় সমগ্র আরব উপ-দীপে একটি শক্তিশালী রাষ্ট্রের পত্তন করেন। অতঃপর খোলাফায়ে রাশেদীনের সুবর্ণ যুগে সে দুনিয়ার কোনো মোহই ছিল না। এতদ্বারা সাব্যস্ত হয় যে, প্রয়োজন অনুসারে এসব করা নিন্দনীয় নয়।

ইহুদি ও খ্রিস্টানরা এ তত্ত্বটি অনুধাবন করতে অপারগ হওয়ায় সন্ন্যাস ব্রত গ্রহণ করেছে। তাদের এ ভ্রান্তি খণ্ডন করে আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেন : وَرَهْبَانِيَّةً ابْتَدَعُوْهَا مَا كَتَبْنٰهَا عَلَيْهِمْ إِلَّا ابْتِغَآءَ رِضْوَانِ اللّٰهِ فَمَا رَعَوْهَا حَقَّ رِعَايَتِهَا

অর্থাৎ, তারা নিজেদের পক্ষ থেকে সন্ন্যাস ব্রত গ্রহণ করেছেন। যা আমি তাদের প্রতি আরোপ করিনি অতঃপর তারা তা যথাযথ বজায় রাখেনি।

সুন্নত ও বিদ'আতের সীমারেখা : ইবাদত, লেন-দেন, আচার-ব্যবহার তথা জীবনের সর্বক্ষেত্রে রাসূলে পাক ﷺ স্বীয় কথা ও কাজের মাধ্যমে মধ্যপন্থা নির্দেশ করেছেন। তার চেয়ে পিছনে অবস্থান যেমন, অবাঞ্ছনীয়, তেমনি অগ্রসর হওয়াও অমার্জনীয়। এজন্য রাসূলুল্লাহ ﷺ সর্বপ্রকার বিদআতকে কঠোরভাবে প্রতিরোধ করেছেন। তিনি ইরশাদ করেছেন كُلُّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٌ وَكُلُّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ অর্থাৎ, প্রত্যেকটি বিদআতই গোমরাহী, প্রত্যেকটি গোমরাহীর পরিণামই জাহান্নাম। রাসূলে মাকবূল ﷺ-এর কথা বা কার্যের মধ্যে প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে যে বিষয়ের সমর্থন পাওয়া যায় না, এরূপ কোনো বিষয়কে ছওয়াবের কাজ মনে করাই বিদ'আত।

হযরত শাহ ওয়ালী উল্লাহ মুহাদ্দিসে দেহলভী (র.) লিখেছেন : 'ইসলামের দৃষ্টিতে বিদ'আতকে চরম অপরাধ এ জন্য বলা হয়েছে যে, এটাই দীন ও শরিয়তকে বিকৃত করার প্রধান হাতিয়ার ও চিরাচরিত পন্থা। পূর্বপবতী উম্মতগণেরও প্রধান ব্যাধি ছিল যে, তারা নিজেদের নবী ও রাসূলগণের মৌলিক শিক্ষার উপর নিজেদের পক্ষ থেকে পরিবর্তন করেছিল। এমনকি শেষ পর্যন্ত তারা কি কি বর্ধিত করেছে আসল বিষয়টা কি ছিল, তা জানারও কোনো উপায় ছিল না।

দীনকে বিকৃত করার কারণ ও পন্থাসমূহ কি কি, কোনো গুপ্তপথে যাতে এ মহামারী উম্মতে মুহাম্মদীর মধ্যে অনুপ্রবেশ করতে না পারে, তজ্জন্য ইসলামি শরিয়ত কিভাবে প্রতিটি পথে সতর্ক ও শক্তিশালী প্রহরা মোতায়েন করা হয়েছে সে সম্পর্কে হযরত শাহ ওয়ালী উল্লাহ মুহাদ্দিসে দেহলভী (র.) তদীয় حُجَّةُ اللّٰهِ الْبَالِغَةِ কিতাবে বিস্তারিত আলোচনা করেছেন।

ধর্মীয় নেতাদের প্রতি ভক্তি ও সম্মানের মধ্যপন্থা : উক্ত কারণসমূহের মধ্যে অন্যতম কারণ হলো ধর্মের ব্যাপারে বাড়াবাড়ি করা। কিন্তু পরিতাপের বিষয় যে, নবী করীম ﷺ-এর কঠোর হুঁশিয়ারী এবং শরিয়তের কঠিন বিধি-নিষেধ সত্ত্বেও বর্তমান মুসলিম সমাজ ধর্মীয় ব্যাপারে বাড়বাড়ির শিকারে পরিণত হয়েছে। দীনের প্রতিটি শাখায় এই লক্ষণ সুস্পষ্ট ও উদ্বেগজনক। দীন ও ঈমানের জন্য সবচেয়ে ক্ষতিকর ও মারাত্মক হচ্ছে ধর্মীয় নেতাদের প্রতি ভক্তি ও শ্রদ্ধার আতিশয্য

https://e-ilm.weebly.com/

অথবা অবহেলা ও অবজ্ঞার মনোবৃত্তি। একদল মনে করছে যে, ধর্মীয় আলেম-ওলামা, পীর-বুজুর্গাণের কোনো প্রয়োজন নেই; আল্লাহর কিতাবই আমাদের জন্য যথেষ্ট। কারণ তারাও মানুষ আমরাও মানুষ। এমনোভাবাপন্ন কোনো কোনো উচ্চাভিলাষী ব্যক্তি আরবি ভাষায়ও অনভিজ্ঞ, কুরআনের হাকিকত ও নিগূঢ় তত্ত্ব সম্পর্কে অজ্ঞ। রাসূলুল্লাহ ﷺ ও সাহাবায়ে কেরামের বর্ণিত ব্যাখ্যা ও তাফসীর সম্পর্কে ওয়াকিফহাল না হওয়া সত্ত্বেও , কয়েকখানি অনুবাদ পুস্তক পাঠ করে নিজেকে কুরআনের সমঝদার মনে করে বসছে। স্বয়ং রাসূলুল্লাহ ﷺ ও তাঁর প্রত্যক্ষ শাগরেদ অর্থাৎ, সাহাবায়ে কেরাম কর্তৃক বর্ণিত ব্যাখ্যা ও তাফসীরের তোয়াক্কা না করে নিজেদের কল্পনা-প্রসূত মনগড়া বাখ্যা দিতে শুরু করেছে। অথচ তারা চিন্তা করে না যে, উস্তাদ ছাড়া শুধু কিতাবই যদি যথেষ্ট হতো, তবে আল্লাহ তা'আলা পবিত্র কুরআনের লিখিত কপি প্রত্যেকের ঘরে ঘরে পৌঁছে দিতে সক্ষম ছিলেন– রাসূলুল্লাহ ﷺ -কে উস্তাদরূপে প্রেরণের আবশ্যক হতো না। একথা শুধু আল্লাহর কিতাবের ক্ষেত্রেই সীমাবদ্ধ নয়; বরং দুনিয়ার যে কোনো বিষয় বা শাস্ত্রের বই পুস্তক বা অনুবাদ পাঠ করেই কেউ উক্ত শাস্ত্রে পারদর্শী হতে পারে না। শুধু ডাক্তারী বই পড়েই আজ পর্যন্ত কেউ বড় ডাক্তার হতে পারেনি। প্রকৌশল বিদ্যার বই অধ্যয়ন করেই কোনো পারদর্শী প্রকৌশলী হয়েছে বলে শুনা যায় না। এমনকি দর্জিবিদ্যা বা পাক প্রণালীর শুধু বই পড়ে কোনো সুদক্ষ দর্জি বা বাবুর্চি হতেও দেখা যায় না; বরং এসব ক্ষেত্রে শিক্ষক, শিক্ষার্থী, শিক্ষাদান ও শিক্ষা গ্রহণের প্রয়োজনীয়তা সর্বজন স্বীকৃত। অথচ তারা কুরআন হাদীসকে এত হাল্কা মনে করেছে যে, এগুলো বুঝার জন্য কোনো উস্তাদের প্রয়োজনীয়তা স্বীকার করে না। এটা সত্যই পরিতাপের বিষয়।

অনুরূপভাবে একদল শিক্ষিত লোক গড্ডালিকা প্রবাহে মেতে উঠেছে যে, কুরআন পাক বুঝার জন্য তরজমা অধ্যয়নই যথেষ্ট। পূর্ববর্তী মনীষীগণের তাফসীর ও ব্যাখ্যার প্রতি ভ্রুক্ষেপ করা বা তাঁদের অনুসরণ-অনুকরণ করার আদৌ কোনো প্রয়োজন নাই। আদতে এটাও এক প্রকার বাড়াবাড়ি বা অনধিকার চর্চা।

অপরদিকে বহু মুসলমান অন্ধ ভক্তিজনিত রোগে আক্রান্ত যাকে তাদের পছন্দ হয়েছে, তাকেই নেতা সাব্যস্ত করে অন্ধভাবে অনুসরণ করেছে। তারা কখনো এতটুকু যাচাই করে দেখে না যে, আমরা যাকে নেতারূপে অনুসরণ করছি তিনি ইলম-আমল, ইছলাহ ও পরহেজগারীর মাপকাঠিতে টিকেন কিনা? তারা যে শিক্ষা দিচ্ছেন তা কুরআন ও সুন্নাহ মোতাবেক কিনা? প্রকৃতপক্ষে এহেন অন্ধভক্তিও বাড়াবাড়িরই নামান্তর।

বাড়াবাড়ির উভয় পথ থেকে আত্মরক্ষার জন্য ইসলামি শরিয়তের পথনির্দেশ হচ্ছে এই যে, আল্লাহর কিতাব আল্লাহ ওয়ালা লোকদের কাছে বুঝতে হবে এবং আল্লাহর কিতাব দ্বারা আল্লাহ ওয়ালা লোকদের চিনতে হবে। অর্থাৎ, প্রথমে কুরআন ও হাদীসের নির্ধারিত নিরিখের আলোকে খাঁটি আল্লাহ ওয়ালাকে চিনে নাও। অতঃপর দেখ তাঁরা কুরআন ও হাদীসের চর্চায় সদা নিমগ্ন এবং তাদের জীবনধারাও কুরআন হাদীসের রংএ রঞ্জিত কিনা? অতঃপর কুরআন ও হাদীসের সব জটিল প্রশ্নের সমাধানে তাঁদের অভিমত ও সিদ্ধান্তকে নিজের বুঝ-ব্যবস্থার উপর প্রাধান্য ও অগ্রাধিকার দিয়ে তার অনুসরণ করতে হবে।

আল্লাহর বান্দা হওয়াই সর্বোচ্চ মর্যাদার বিষয় : لَنْ يَّسْتَنْكِفَ الْمَسِيْحُ اَنْ يَّكُوْنَ عَبْدًا لِّلّٰهِ অর্থাৎ, হযরত ঈসা (আ.) স্বয়ং এবং আল্লাহ তা'আলার নৈকট্য লাভকারী ফেরেশতাগণ কখনো আল্লাহর বান্দারূপে পরিচিত হতে লজ্জা বা অপমান বোধ করেন না। কারণ আল্লাহর দাসত্ব ও গোলামি করা, তার ইবাদত-বন্দেগি করা, আদেশ-নিষেধ পালন করা অতি মর্যাদা, গৌরব ও সৌভাগ্যের বিষয়। হযরত ঈসা মসীহ (আ.) ও হযরত জিবরাঈল (আ.) প্রমুখ বিশিষ্ট ফেরেশততাগণ এ সম্পর্কে উত্তমরূপে অবহিত রয়েছেন। তাই এতে তাঁদের কোনো লজ্জা নেই। আসলে আল্লাহ ছাড়া অন্য কারো দাসত্ব বা গোলামি করাই লজ্জা ও অমর্যাদার কাজ। যেমন, খ্রিস্টানরা হযরত ঈসা মসীহ (আ.)-কে আল্লাহর পুত্র ও অন্যতম উপাস্য সাব্যস্ত করেছে এবং মুশরিকরা ফেরেশতাদেরকে আল্লাহর কন্যা ও দেবি সাব্যস্ত করে তাদের মূর্তি তৈরি করে পূজা অর্চনা শুরু করেছে। অতএব, তাদের জন্য চিরস্থায়ী শাস্তি ও অপমান অবধারিত হয়েছে। –[ফাওয়ায়েদে উসমানী]

قَدْ جَآءَكُمْ بُرْهَانٌ مِّنْ رَّبِّكُمْ 'বুরহান' শব্দের আভিধানিক অর্থ অকাট্য দলিল-প্রমাণ। এ আয়াতে এর দ্বারা রাসূলুল্লাহ ﷺ–এর পবিত্র সত্তা ও মহান ব্যক্তিত্বকে বুঝানো হয়েছে। –[তাফসীরে রূহুল মা'আনী]

হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা.) বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ–এর মহান ব্যক্তিত্বের জন্য 'বুরহান' শব্দ প্রয়োগ করার তাৎপর্য এই যে, তাঁর বরকতময় সত্তা অনুপম চরিত্র মাধুর্য, অপূর্ণ মু'জিযাসমূহ, তাঁর প্রতি বিস্ময়কর কিতাব আল কুরআন অবতীর্ণ হওয়া ইত্যাদি তাঁর রেসালাতের অকাট্য দলিল ও প্রকৃষ্ট প্রমাণ। যার পরে আর কোনো সাক্ষ্য-প্রমাণের আবশ্যক হয় না। অতএব, তাঁর মহান ব্যক্তিত্বই তাঁর সত্যতার অকাট্য প্রমাণ।

https://e-ilm.weebly.com/

আলোচ্য আয়াতে نُوْرٌ (নূর) শব্দ দ্বারা কুরআন মাজীদকে বুঝানো হয়েছে। –[রুহুল মা'আনী] যেমন, সূরায়ে মায়েদার আয়াত : قَدْ جَآءَكُمْ مِّنَ اللهِ نُوْرٌ وَّكِتٰبٌ مُّبِيْنٌ অর্থাৎ, তোমাদের কাছে আল্লাহ তা'আলার পক্ষ থেকে এক উজ্জ্বল আলো তথা এক প্রকৃষ্ট কিতাব অর্থাৎ, কুরআন এসেছে। –[বয়ানুল কুরআন]

আবার নূর অর্থ রাসূলুল্লাহ ﷺ এবং কিতাব অর্থ আল কুরআনও হতে পারে। –[রুহুল মা'আনী] তবে তার অর্থ এই নয় যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ মানবীয় দৈহিকতা থেকে পবিত্র শুধু নূর ছিলেন।

আয়াতের বিষয়বস্তু : এ সূরার দ্বিতীয় রুকূ' হতে উত্তরাধিকারী সম্বন্ধীয় আয়াত অবতীর্ণ হওয়া শুরু হয়। কিন্তু এটা শেষ হওয়ার পূর্বেই ইহুদি ও খ্রিস্টানদের সাথে ধর্ম বিষয়ে বিচার বিতর্ক আরম্ভ হওয়ায় ঐ সম্বন্ধীয় আয়াত অবতীর্ণ হতে থাকে। ইহুদি ও খ্রিস্টানদের প্রসঙ্গ শেষ করে উত্তরাধিকার বিষয়ের অবশিষ্ট বিধি-নিষেধ অবতারণপূর্বক আল্লাহ তা'আলা এ সূরা সমাপ্ত করেছেন।

قَوْلُهُ اَلْكَلٰلَةِ এর অর্থ : كَلٰلَةَ (কালালাহ) শব্দটি মাসদার, যার অর্থ– اَلْاِعْيَاءُ বা ভোঁতা, দুর্বল, অক্ষম। যেমন, বলা হয়–

كَلَّ الرَّجُلُ فِىْ مَشْيِهٖ كَلَالًا وَالسَّيْفُ عَنْ ضَرْبَتِهٖ كُلُوْلًا وَكَلَالَةَ اللِّسَانِ عَنِ الْكَلَامِ

অর্থাৎ, লোকটি চলার মধ্যে অক্ষম হয়ে গেছে, তরবারি প্রহার করা থেকে ভোঁতা হয়ে গেছে, জিহ্বা কথা বলার ক্ষেত্রে অপরাগ হয়ে গেছে। অবশ্য পরবর্তীতে শব্দটি অসহায় আত্মীয় অর্থে ব্যপকতা লাভ করেছে।

আল্লামা বায়যাবী ও আল্লামা বাগাভী (র.) বলেন هُمْ اِسْمٌ لِلْمُوْرِثِ الَّذِىْ لَا وَلَدَ لَهٗ وَلَا وَالِدَ

অর্থাৎ, كَلٰلَةَ ঐ মৃত ব্যক্তিকে বলা হয়, যার পিতামাতা এবং সন্তান-সন্ততি নেই। হযরত আবূ বকর (রা.) বলেন, كَلٰلَةَ ঐ ব্যক্তিকে বলে যার পিতাও নেই, পুত্রও নেই। হাদীস শরীফে বর্ণিত আছে–

عَنِ الْبَرَاءِ قَالَ سَأَلْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ عَنِ الْكَلَالَةِ قَالَ مَا خَلَا الْوَالِدِ وَالْوَلَدِ

বস্তুত যার প্রকৃত ওয়ারিশ অর্থাৎ, পিতামাতা ও সন্তানাদি নেই, এখানে তাকেই كَلَالَةَ বলা হয়েছে। এমতাবস্থায় তার সহোদর ভাই বোনেরা তার পুত্র-কন্যার স্থলাভিষিক্ত হবে। আর সহোদর ভাইবোন না থাকলে সৎ ভাইবোনেরাই স্থলাভিষিক্ত হবে। এক বোন থাকলে তার জন্য পরিত্যক্ত সম্পত্তির অর্ধেক, তদূর্ধ্ব বোন থাকলে দু-তৃতীয়াংশ এবং ভাইবোন মিশ্রিত থাকলে প্রত্যেক ভাই দুবোনের সমান অংশ পাবে। আর যদি শুধু ভাই থাকে, তবে সে তার বোনের পরিত্যক্ত সম্পূর্ণ সম্পত্তির ওয়ারিশ হবে।

قَوْلُهُ اُخْتٌ –এর মর্মার্থ : اُخْتٌ বলতে এ আয়াতে সহোদরা বোন এবং সৎ বোনকে বুঝানো হয়েছে।

শব্দের বিশ্লেষণ :

لَاتَغْلُوْا : সীগাহ جمع مذكر حاضر معروف বহছ نهى حاضر বাব نَصَرَ মাসদার اَلْغُلُوُّ মূলবর্ণ (غ ـ ل ـ و) জিনস ناقص واوى অর্থ– তোমরা সীমালঙ্ঘন করো না।

لَنْ يَّسْتَنْكِفَ : সীগাহ واحد مذكر حاضر বহছ نفى تاكيد بلن در فعل مضارع معروف বাব اِسْتِفْعَالٌ মাসদার اَلْاِسْتِنْكَافُ মূলবর্ণ (ن ـ ك ـ ف) জিনস صحيح অর্থ– সে কখনো লজ্জাবোধ করবে না।

يَسْتَفْتُوْنَ : সীগাহ جمع مذكر غائب বহছ فعل مضارع معروف বাব اِسْتِفْعَالٌ মাসদার اَلْاِسْتِفْتَاءُ মূলবর্ণ (ف ـ ت ـ و) জিনস ناقص يائى অর্থ– তারা ফতোয়া চায়।

يُفْتِيْكُمْ : সীগাহ واحد مذكر غائب বহছ فعل مضارع معروف বাব اِفْعَالٌ মাসদার اَلْاِفْتَاءُ মূলবর্ণ (ف ـ ت ـ و) জিনস ناقص واوى অর্থ– তিনি ফতোয়া দিচ্ছেন।

https://e-ilm.weebly.com/

سُوْرَةُ الْمَائِدَةِ

সূরাতুল মায়িদা

মদীনায় অবতীর্ণ : আয়াত– ১২০, রুকূ'– ১৬

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

পরম করুণাময় দয়ালু আল্লাহর নামে শুরু

المنزل ٢

يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْٓا اَوْفُوْا بِالْعُقُوْدِ ؕ اُحِلَّتْ لَكُمْ
بَهِيْمَةُ الْاَنْعَامِ اِلَّا مَا يُتْلٰى عَلَيْكُمْ غَيْرَ
مُحِلِّى الصَّيْدِ وَاَنْتُمْ حُرُمٌ ؕ اِنَّ اللهَ يَحْكُمُ
مَا يُرِيْدُ (١)

অনুবাদ : (১) হে ঈমানদারগণ! প্রতিশ্রুতিসমূহ পূর্ণ কর, তোমাদের জন্য হালাল করা হয়েছে, সমস্ত চতুষ্পদ জন্তু যেগুলো গৃহপালিত পশু সদৃশ ঐগুলো ব্যতীত, যাদের বর্ণনা সম্মুখে আসছে, কিন্তু তোমরা ইহরাম অবস্থায় শিকারকে হালাল মনে করো না, নিশ্চয় আল্লাহ বিধিবদ্ধ করে থাকেন যা ইচ্ছা করেন।

يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَا تُحِلُّوْا شَعَآئِرَ اللهِ وَلَا
الشَّهْرَ الْحَرَامَ وَلَا الْهَدْىَ وَلَا الْقَلَآئِدَ وَلَآ
اٰمِّيْنَ الْبَيْتَ الْحَرَامَ يَبْتَغُوْنَ فَضْلًا مِّنْ
رَّبِّهِمْ وَرِضْوَانًا ؕ وَاِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوْا ؕ

وقف لازم — الربع

(২) হে ঈমানদারগণ! আল্লাহর প্রতীকসমূহের অসম্মান করো না এবং সম্মানিত মাসসমূহেরও না এবং হরম শরীফে কুরবানি করার জন্য নির্দিষ্ট জীবেরও না এবং ঐ সমস্ত জীবেরও না যাদের গলায় দোয়াল বা পাট্টা পরানো হয়েছে এবং ঐ সমস্ত লোকেরও না যারা বায়তুল হারামের উদ্দেশ্যে গমন করতেছে, স্বীয় পরওয়ারদেগারের করুণা ও সন্তুষ্টির অন্বেষণকারী হয়ে,

শাব্দিক অনুবাদ

(১) يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْٓا হে ঈমানদারগণ! اَوْفُوْا بِالْعُقُوْدِ প্রতিশ্রুতিসমূহ পূর্ণ কর اُحِلَّتْ لَكُمْ بَهِيْمَةُ الْاَنْعَامِ তোমাদের জন্য হালাল করা হয়েছে, সমস্ত চতুষ্পদ জন্তু যেগুলো গৃহপালিত পশু সদৃশ اِلَّا مَا يُتْلٰى عَلَيْكُمْ ঐগুলো ব্যতীত, যাদের বর্ণনা সম্মুখে আসছে غَيْرَ مُحِلِّى الصَّيْدِ وَاَنْتُمْ حُرُمٌ কিন্তু তোমরা ইহরাম অবস্থায় শিকারকে হালাল মনে করো না اِنَّ اللهَ يَحْكُمُ مَا يُرِيْدُ নিশ্চয় আল্লাহ বিধিবদ্ধ করে থাকেন যা ইচ্ছা করেন।

(২) يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا হে ঈমানদারগণ! لَا تُحِلُّوْا شَعَآئِرَ اللهِ আল্লাহর প্রতীকসমূহের অসম্মান করো না وَلَا الشَّهْرَ الْحَرَامَ এবং সম্মানিত মাসসমূহেরও না وَلَا الْهَدْىَ وَلَا الْقَلَآئِدَ এবং হরম শরীফে কুরবানি করার জন্য নির্দিষ্ট জীবেরও না এবং ঐ সমস্ত জীবেরও না যাদের গলায় দোয়াল বা পাট্টা পরানো হয়েছে وَلَآ اٰمِّيْنَ الْبَيْتَ الْحَرَامَ এবং ঐ সমস্ত লোকেরও না যারা বায়তুল হারামের উদ্দেশ্যে গমন করতেছে يَبْتَغُوْنَ فَضْلًا مِّنْ رَّبِّهِمْ وَرِضْوَانًا স্বীয় পরওয়ারদেগারের করুণা ও সন্তুষ্টির অন্বেষণকারী হয়ে। وَاِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوْا আর যখন তোমরা ইহরাম ত্যাগ কর, তখন শিকার কর,

https://e-ilm.weebly.com/

وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَاٰنُ قَوْمٍ اَنْ صَدُّوْكُمْ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ اَنْ تَعْتَدُوْا ۘ وَتَعَاوَنُوْا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوٰى ۖ وَلَا تَعَاوَنُوْا عَلَى الْاِثْمِ وَالْعُدْوَانِ ۖ وَاتَّقُوا اللّٰهَ ۭ اِنَّ اللّٰهَ شَدِيْدُ الْعِقَابِ (٢)

অনুবাদ : আর যখন তোমরা ইহরাম ত্যাগ কর, তখন শিকার কর, আর যেন তোমাদের জন্য সীমালঙ্ঘনের কারণ না হয়ে পড়ে ঐ সম্প্রদায়ের শত্রুতা যা তোমাদেরকে মসজিদে হারাম [-এ প্রবেশ করা] হতে প্রতিরোধ করার দরুন হয়েছে। এবং নেকী ও পরহেজগারীতে একে অন্যের সাহায্য করতে থাক, নিশ্চয় আল্লাহ তা'আলা কঠোর শাস্তি প্রদানকারী।

শাব্দিক অনুবাদ

وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ আর যেন তোমাদের জন্য কারণ না হয়ে পড়ে شَنَاٰنُ قَوْمٍ ঐ সসম্প্রদায়ের শত্রুতা اَنْ صَدُّوْكُمْ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ যা তোমাদেরকে মসজিদে হারাম [-এ প্রবেশ করা] হতে প্রতিরোধ করার দরুন হয়েছে اَنْ تَعْتَدُوْا সীমালঙ্ঘনের। وَتَعَاوَنُوْا এবং সাহায্য করতে থাক عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوٰى নেকী ও পরহেজগারীতে একে অন্যের وَلَا تَعَاوَنُوْا এবং একে অন্যের সাহায্য করো না عَلَى الْاِثْمِ وَالْعُدْوَانِ পাপ কার্যে ও সীমালঙ্ঘনে। وَاتَّقُوا اللّٰهَ এবং আল্লাহকে ভয় করতে থাক اِنَّ اللّٰهَ شَدِيْدُ الْعِقَابِ নিশ্চয় আল্লাহ তা'আলা কঠোর শাস্তি প্রদানকারী।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

যোগসূত্র : উপরে মোটামুটি ও ব্যাপক ভঙ্গিতে শরিয়তের বিধানসমূহ মেনে চলার আদেশ ছিল। সম্মুখের দিকে আদিষ্ট বিষয়ের শাখা-প্রশাখাগুলোর বিস্তৃত বিবরণ রয়েছে। তন্মধ্যে কতকগুলো শাখাবিধান, আর কতগুলো বিষয় বিরোধী দলের অবস্থাবলি সম্বলিত, আর কতগুলো উপরিউল্লিখিত বিষয়গুলোর ভূমিকা এবং পরিশিষ্ট।

নামকরণ : تَسْمِيَةُ الْكُلِّ بِاسْمِ الْجُزْءِ -এর নিয়মানুযায়ী একে সূরা 'আল মায়িদাহ' নামে নামকরণ করা হয়েছে। কেননা এ সূরার পঞ্চদশ রুকূ'তে ১১৪ নং আয়াতে 'মায়িদাহ' শব্দের উল্লেখ রয়েছে। যেমন, قَالَ عِيْسَى ابْنُ مَرْيَمَ اللّٰهُمَّ رَبَّنَآ اَنْزِلْ عَلَيْنَا مَآئِدَةً مِّنَ السَّمَآءِ 'মায়িদাহ' শব্দের অর্থ– হলো খাদ্যদ্রব্য, দস্তরখান, খাদ্যাধার ও ভোজৎপানীয় ইত্যাদি। ইমাম রাযী ও ইমাম রাগেব (র.) এর মতে, مَائِدَة শব্দের অর্থ অনুগ্রহ ও কল্যাণ। ফলে হযরত ঈসা (আ.)-এর প্রতি অবতারিত অনুগ্রহ ও কল্যাণসমূহ অত্র সূরায় আলোচিত হয়েছে। বিধায় এ সূরাকে 'মায়িদাহ' নামে নামকরণ করা হয়েছে।

কিছু সংখ্যক তাফসীরকারকের মতে, এ সূরাটির অপর নাম হলো سُوْرَةُ الْعُقُوْدِ 'সূরাতুল উকূদ'। যেহেতু এ সূরাতে আল্লাহর সাথে দেওয়া প্রতিশ্রুতি পূর্ণ করার কথা বর্ণিত হয়েছে। আর সূরার শুরুতে 'উকূদ' [প্রতিজ্ঞা-প্রতিশ্রুতি]-এর কথা উল্লিখিত হয়েছে। আর কোনো কোনো তাফসীরকার বলেন, এর নাম 'সূরাতুল মুনকিযাহ' [আজাব হতে মুক্তিদানকারী]। কেননা এ সূরার নির্দেশাবলির উপর আমল করলে আজাব হতে রক্ষা পাওয়া যায়।

বিষয়বস্তু : মহাগ্রন্থ আল কুরআনের সর্ববৃহৎ সূরাগুলোর অন্যতম সূরা হলো 'আল মায়িদাহ'। এর বিষয়বস্তুগুলো নিম্নরূপ :

১. **মুসলমানদেরকে তাদের ধর্মীয় ও তামাদ্দুনিক বিষয়াবলি যথাযথভাবে মান্য করার নির্দেশ :** মহান আল্লাহ তা'আলার সাথে কৃত প্রতিশ্রুতি পূর্ণ করা নির্দেশ হজের সফরের নিয়ম কানুনের বর্ণনা, আল্লাহর নিদর্শনসমূহের প্রতি সম্মান প্রদর্শন করা এবং বায়তুল্লাহ জেয়ারতকারীদের প্রতি কোনোরূপ বাধা সৃষ্টি না করার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।

২. **খাদ্যদ্রব্য সম্পর্কীয় হালাল হারামের বর্ণনা :** খাদ্য ও পানীয় দ্রব্যাদিতে হালাল হারামের সীমা নির্ধারণ করে দেওয়া হয়েছে। জাহিলিয়া যুগের বিভিন্ন উদ্দেশ্যে জবাইসমূহ হারাম করা হয়েছে। আহলে কিতাবদের সাথে পানাহার করা ও তাদের কন্যাদেরকে বিবাহ করার অনুমতি প্রদান করা হয়েছে। আল্লাহর নামে কৃত শপথ ভঙ্গের কাফফারা নির্দিষ্ট করা হয়েছে। ব্যভিচার ও গোপন প্রণয়নের নিমিত্তে গ্রহণ করতে নিষেধ করা হয়েছে।

https://e-ilm.weebly.com/

৩. **বিভিন্ন বিধিবিধান :** অজু, গোসল ও তায়াম্মুমের বিস্তারিত বিধান, ন্যায়সঙ্গতভাবে সাক্ষ্য প্রদান ও সৎকর্ম করার নির্দেশক বিষয় আলোচিত হয়েছে। ইহুদি জাতির হীন প্রকৃতি, ধর্মীয় গ্রন্থের পরিবর্তন, আল্লাহর সাথে কৃত ওয়াদার ভঙ্গ, খ্রিস্টান জাতির ভ্রান্তি ও অধঃপতন, প্রতিমাপূজকদের অন্ধ বিশ্বাস, অজ্ঞতা এবং তাদেরকে সৎ পথে আনার জন্য রাসূল প্রেরণের বিষয় উল্লিখিত হয়েছে।

৪. **ভ্রান্ত কার্যকলাপের বর্ণনা :** হযরত আদম (আ.)-এর পুত্রদ্বয় হাবীল ও কাবীলের ঘটনা, চুরি, ডাকাতি ও খুন খারাবির বিধিবিধান, ধর্মদ্রোহীদের কার্যকলাপের কথা বর্ণিত হয়েছে।

৫. **ইসলাম ও বাতিল ধর্মের বিষয়ে বর্ণনা :** পবিত্র ইসলামের পূর্ণ পরিণতি, মুসলমান জাতির স্বতন্ত্র্য ও আত্মনির্ভরশীলতার কথা আলোচিত হয়েছে। মুসলমানগণ সে সময় শাসক গোষ্ঠীতে পরিণত হয়েছিল। তাদের হাতে ক্ষমতা ও শাসনদণ্ড ছিল আর তা পূর্ববর্তী জাতিসমূহের গোমরাহী ও ভ্রষ্টতার কারণে হয়েছে। ফলে তাদেরকে উপদেশের মাধ্যমে সতর্ক করা হয়েছে।

ইহুদিশক্তি যখন চূর্ণ-বিচূর্ণ হয়ে গেছে, আরবদের উত্তরাঞ্চলের প্রায় সমগ্র ইহুদি বসতি মুসলমানদের অধিকারে চলে এসেছে, এ সময় অনুসৃত ভ্রান্তনীতি সম্পর্কে তাদেরকে আর একবার সাবধান করে দেওয়া হয় এবং সত্য পথ অনুসরণ করার আহবান জানানো হয়।

বস্তুত এ সূরায় হালাল-হারাম সম্পর্কীয় বিভিন্ন বিধিবিধান, তাওরাতের বিকৃতি, ইহুদিদের ভ্রান্তনীতি ও ধ্বংস ইঞ্জীলের বিলুপ্তি, হযরত ঈসা (আ.)-এর নির্দেশাবলি, খ্রিস্টনাদের চরম পরিণতি, কুরআনের শ্রেষ্ঠত্ব, পারলৌকিক সুবিচার, শাস্তি ও পুরস্কার ইত্যাদিসহ বহু সামাজিক, রাজনৈতিক, সাংস্কৃতিক ও ধর্মীয় বিধানাবলি পুঙ্ক্ষানুপুঙ্ক্ষরূপে আলোচিত হয়েছে।

অবতীর্ণের সময়কাল : হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা.) হতে বর্ণিত আছে যে, اَلْيَوْمَ اَكْمَلْتُ لَكُمْ دِيْنَكُمْ وَاَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِيْ وَرَضِيْتُ لَكُمُ الْاِسْلَامَ دِيْنًا ব্যতীত এ সূরার সমস্ত আয়াত মদিনায় অবতীর্ণ হয়েছে।

মুহাম্মদ আল কুরাযী (র.) হতে বর্ণিত যে, বিদায় হজে যখন রাসূল ﷺ মক্কা ও মদিনার মাঝখানে ছিলেন, তখন সূরা মায়িদাহ অবতীর্ণ হয়েছে। ঐ সময় রাসূল ﷺ উষ্ট্রীর উপর আরোহণ করেছিলেন, ওহীর ওজনের কারণে উষ্ট্রীর কাঁধ ভেঙ্গে যাবার উপক্রম হয়েছিল। তা দেখে নবী করীম ﷺ উষ্ট্রী হতে নেমে গিয়েছিলেন। –[রূহুল মা'আনী]

হযরত আয়েশা (রা.) বর্ণনা করেন যে, পবিত্র কুরআনে সূরাসমূহ নাজিল হওয়ার দিক থেকে সূরা মায়িদাহ সর্বশেষ নাজিল হয়েছে। এ জন্য এতে যা কিছু হালাল পাও, তাকে হালাল মনে কর, আর যা কিছু হারাম পাও, তাকে হারাম মনে কর। অর্থাৎ, সূরা মায়িদাহ-এর বর্ণিত কোনো বিধান বাতিল হয়নি। –[আহমদ, নাসায়ী]

এতে ১২০ টি আয়াত ও ১৬টি রুকূ' রয়েছে।

শানে নুযূল : এ সূরা বিশেষ কোনো ঘটনাকে কেন্দ্র বা উদ্দেশ্য করে অবতীর্ণ হওয়ার কোনো প্রমাণ পাওয়া যায় না। কেননা হযরত ইবনে আব্বাস (রা.)-এর এক বর্ণনায় পাওয়া যায় যে, সূরা মায়িদাহ-এর কিয়দংশ হুদায়বিয়ার সফরে, কিয়দংশ মক্কা বিজয়ের সময়, আর কিয়দংশ বিদায় হজের সময় অবতীর্ণ হয়। –[মা'আরিফুল কুরআন]

শানে নুযূল : সূরা মায়িদাহ নাজিল হবার সময় কাল সম্পর্কে হযরত ইমাম আহমদ, আসমা বিনতে ইয়াজিদ এর বরাত দিয়ে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন, সূরা মায়িদাহ যখন নাজিল হয়, তখন আমি রাসূলে কারীম ﷺ–এর আযবা নামক উটনীর লাগাম ধরে রেখেছিলাম। রাসূল ﷺ তাতে আরোহণকারী ছিলেন। নাজিলকৃত সূরা এতই ভারি ছিল যে, আযবা নামী উটনী মাটিতে দেবে যাওয়ার উপক্রম হয়েছিল।

হযরত আব্দুল্লাহ বিন আমর (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূল ﷺ যখন তাঁর সওয়ারির উপর আরোহণ করেছিলেন, তখন সূরা মায়িদাহ অবতীর্ণ হয়। সুতরাং সে সাওয়ারী তাঁকে বহন করতে অপারগ হয়ে পড়েছিল বিধায় তিনি তা হতে নেমে যান। সূরা মায়িদাহ ও সূরা ফাতাহ সর্বশেষ নাজিল হয়েছে।

হযরত জুবাইর বিন নুফাইর হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি হজ করতে গিয়ে হযরত আয়েশা (রা.)–এর নিকট গমন করি, তখন তিনি বলেন, আমাকে বললেন, হে জুবাইর! তুমি সূরা মায়িদাহ পাঠ করেছ? জবাবে বললাম, হ্যাঁ! অতঃপর তিনি বলেন এটা হলো সর্বশেষ নাজিল কৃত সূরা। তার মধ্যে যা হালাল পাবে, তাকে হালাল মনে করবে। হারাম হিসেবে যা কিছু পাবে তাকে হারাম মনে করবে। –[ইবনে কাছীর : ২/২, ফাতহুল কাদীর : ৩/২]

https://e-ilm.weebly.com/

হযরত আবূ উবাইদা মুহাম্মদ আল কারাযীর উদ্ধৃতি দিয়ে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন রাসূলুল্লাহ ﷺ–এর উপর সূরা মায়েদা বিদায় হজের সফরে মক্কা ও মদিনার মাঝ পথে অবতীর্ণ হয়েছে। তখন তিনি তার উটনীর পৃষ্ঠে ছিলেন। উটনী অক্ষম হয়ে পরে ফলে রাসূল ﷺ তা থেকে নেমে পড়লেন । –[রূহুল মা'আনী : ৪৭/৩/৬]

(১)- قوله يٰٓأَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْٓا اَوْفُوْا بِالْعُقُوْدِ الخ : আয়াতের শানে নুযূল : জাহেলি যুগের লোকেরা নিজেদের প্রবৃত্তির তাড়নায় আল্লাহ তা'আলার নির্দেশ ব্যতিরেকে আল্লাহ তা'আলার বিপক্ষে নিজেদের উপর অনেক জীব জন্তুকেই হারাম বা অবৈধ হিসেবে নির্ধারিত করে রেখেছিল। তাদের এহেন ধৃষ্টতাপূর্ণ পন্থা অবলম্বন করার জবাবে আল্লাহ তা'আলা সূরার প্রাথমিক কতিপয় আয়াত নাজিল করেন। –[নূরুল কুলূব]

(২)- قوله يٰٓأَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَا تُحِلُّوْا شَعَآئِرَ اللّٰهِ الخ : আয়াতের শানে নুযূল : আলোচ্য আয়াত একাধিক ঘটনা সম্পর্কে অবতীর্ণ হয়েছে। সেগুলোর মধ্যে একটি ঘটনাটি হচ্ছে যে, হিজরি ষষ্ঠ সনে রাসূলুল্লাহ ﷺ ও সাহাবীগণ ওমরা করার ইচ্ছা করলেন, তখন রাসূল ﷺ এক হাজারেরও অধিক সাহাবায়ে কেরামকে সাথে নিয়ে মক্কা মু'আজ্জমায় যাওয়ার জন্য ইহরাম বেঁধে যাত্রা করে মক্কার নিকটবর্তী হুদাইবিয়া নামক স্থানে পৌছে মক্কাবাসীকে অবগত করলেন যে, আমরা কোনো যুদ্ধ করা উদ্দেশ্যে আসিনি; বরং শুধু ওমরা আদায় করার জন্য এসেছি। সে জন্য তার অনুমতি গ্রহণ করার প্রয়োজন রয়েছে। মুশরিকরা অনুমতি প্রদান না করে অত্যন্ত কঠোর শর্তারোপ করে সন্ধি করল যে, এবার সকলই ইহরাম খুলে চলে যেতে হবে আগামী বৎসর নিরস্ত্রভাবে এসে তিন দিন অবস্থান করে ওমরা আদায় করার পর চলে যেতে হবে। তা ছাড়াও মুসলমানদের পক্ষে মেনে যাওয়া দুঃসাধ্য আরো অনেক শর্তারোপ করে। রাসূল ﷺ এর নির্দেশক্রমে সাহাবায়ে কেরাম তা মেনে নিয়ে নিশ্চিন্ত মনে ফিরে গেলেন। অতঃপর ৭ম হিজরি সনে শর্তসমূহের প্রতি গুরুত্ব প্রদান করে ওমরা কাজা আদায় করেন। বস্তুতঃ হুদায়বিয়ার ঘটনা এবং মক্কার মুশরিকদের পক্ষ হতে অপমানজনক শর্তসমূহ সাহাবায়ে কেরামের অন্তরে মুশরিকদের প্রতি ঘৃণার সৃষ্টি হয় এবং চরম শত্রুতার বীজ বপন করা হয়। সে পরিপ্রেক্ষিতে আলোচ্য আয়াত নাজিল করা হয়েছে।

শানে নুযূল– ২ : ঘটনা হচ্ছে যে, মক্কার মুশরিকদের মধ্য হতে হাতীম বিন হিন্দ তার ব্যবসায়ীক মাল পত্র নিয়ে মদিনা মুনাওয়ারায় আসে। সে মালামাল বিক্রি করার পর নিজের আসবাবপত্র ও লোকজনকে মদিনার বাইরে রেখে সে রাসূল আকরাম ﷺ -এর খেদমতে উপস্থিত হয়ে মুনাফেকি স্বরূপ নিজেকে মুসলমান হিসেবে প্রকাশ করে। মুসলমানরা যাতে করে তার প্রতি কোনো প্রকারের সন্দিহান না থাকে। তবে সে নরাধম আসার পূর্বেই রাসূল ﷺ ওহীর মাধ্যমে বলে দিলেন যে, আমাদের নিকট একটি লোক আসছে, সে শয়তানের ভাষ্যে কথা বলবে। অতঃপর সে যখন চলে গেল, তখন রাসূল ﷺ বললেন যে, এ লোক কুফরি নিয়ে এসেছিল এবং প্রতারণা ও প্রবঞ্চনার সাথে ফিরে গেল। সে রাসূল ﷺ–এর দরবার থেকে বের হয়ে সোজাসুজি মদিনাবাসীদের চারণভূমি গিয়ে তাদের পালিত পশুগুলো হাকিয়ে নিয়ে গেল। সাহাবায়ে কেরাম এ সংবাদ পেয়ে তাকে তাড়া করতে কিছু বিলম্ব হওয়ার কারণে সে মদিনা হতে বের হয়ে গিয়েছিল। পরবর্তীতে হিজরি ৭ম সনে সাহাবায়ে কেরামসহ যখন ওমরা কাজা আদায় করতে গিয়েছিলেন, তখন তালবিয়ার আওয়াজ শুনতে পেয়ে দেখতে পেলেন, সেই হাতীম বিন হিন্দই মদিনা থেকে চোরাইকৃত জন্তুগুলো কুরবানির জন্তু হিসেবে সাথে করে নিয়ে এসেছে। সে সময়ে সাহাবায়ে কেরামের উদ্দেশ্য ছিল তার উপর আক্রমণ করে নিজেদের পশুগুলো উদ্ধার করে তাকে সেখানেই খতম করে দেওয়া। সে পরিপ্রেক্ষিতে আলোচ্য আয়াত নাজিল হয়েছে।

শানে নুযূল–৩ : হিজরি ৮ম সনে মক্কা বিজয় হয়েছিল এবং প্রায় সারা আরব জুড়েই ইসলামের কর্তৃত্ব অর্জিত হয়েছিল। তা সত্ত্বেও রাসূল ﷺ মক্কার মুশরিকদেরকে সাধারণ ক্ষমা করে ছেড়ে দিলেন। এতে করে অত্যন্ত স্বাধীনতার সাথে তারা তাদের সকল কাজ করে যেতে লাগল। এমন কি তারা মূর্খতার রীতি অনুযায়ী হজ ও ওমরা পালন করে যেতে লাগল। অবস্থা দৃষ্টে সাহাবায়ে কেরাম যখন হুদায়বিয়ায় সংঘটিত ঘটনার প্রতিশোধ গ্রহণ করার ইচ্ছা করল। তাদের ধারণা ছিল যে, আমাদেরকে বৈধ ও আল্লাহ নির্দেশিত পন্থায় ওমরা আদায় করা থেকে বিরত রেখেছিল, আমরা তাদের অবৈধভাবে হজ ও ওমরা পালন করার জন্য স্বাধীনভাবে ছেড়ে দিব কেন। সুতরাং তাদের উপর আক্রমণ করে তাদের জন্তু জানোয়ারগুলো ছিনিয়ে নিয়ে তাদেরকে ধ্বংস করে দেওয়াই উচিত। সাহাবায়ে কেরামের সে ধারণার পরিপ্রেক্ষিতে আলোচ্য আয়াত নাজিল হয়েছে। –[মা'আরেফুন নুযূল : ৩৭৩/১]

https://e-ilm.weebly.com/

সূরা মায়িদার ও সূরা নিসার মতো বিভিন্ন বিষয়ের মাসআলা-মাসায়েল, লেন দেন, পারস্পরিক চুক্তি-অঙ্গীকার ইত্যাদির বিধি-বিধান বর্ণিত হয়েছে। এ কারণেই রূহুল মা'আনীর গ্রন্থকার বলেন : বিষয়বস্তুর দিক দিয়ে সূরা বাকার ও সূরা আলে ইমরান অভিন্ন। কেননা এ দু'টি সূরায় প্রধানতঃ মৌলিক বিধি-বিধান ও আকায়েদ, যথা, তাওহীদ, রেসালাত, কিয়ামত ইত্যাদির বর্ণনা উল্লিখিত হয়েছে। প্রসঙ্গক্রমে অনেক খুঁটিনাটি বিষয়ও বর্ণিত হয়েছে। পক্ষান্তরে সূরা নিসা ও সূরা মায়িদাহ বিষয়বস্তুর দিক দিয়ে অভিন্ন। কেননা এ দু'টি সূরায় প্রধানতঃ বিভিন্ন বিধি-বিধানের বিস্তারিত আলোচনা স্থান লাভ করেছে এবং মৌলিক বিধি-বিধান প্রসঙ্গক্রমে বর্ণিত হয়েছে। সূরা নিসায় পারস্পরিক লেন-দেন ও বান্দার হকের উপর জোর দেওয়া হয়েছে। স্বামী-স্ত্রীর হক, এতিমের হক, পিতামাতা ও অন্যান্য আত্মীয়-স্বজনের প্রাপ্য অধিকারের বিস্তারিত বিবরণ পেশ করা হয়েছে। সূরা মায়িদার প্রথম আয়াতেও এসব লেন-দেন ও চুক্তি অঙ্গীকার মেনে চলা ও পূর্ণ করার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। যেমন–

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓا۟ أَوْفُوا۟ بِٱلْعُقُودِ হে মুমিনগণ! তোমরা ওয়াদা-অঙ্গীকার পূর্ণ কর। এ কারণেই সূরা মায়িদার অপর নাম সূরা উকূদ। অর্থাৎ, ওয়াদা-অঙ্গীকারের সূরা। –[বাহরে মুহীত]

চুক্তি-অঙ্গীকার ও লেন-দেনের ক্ষেত্রে এ সূরাটি বিশেষ করে এর প্রথম আয়াতটি সবিশেষ গুরুত্বের অধিকারী। এ কারণেই রাসূলুল্লাহ ﷺ যখন আমর ইবনে হাযম (রা.)-কে ঐ আমলের শাসনকর্তা নিযুক্ত করে প্রেরণ করেন এবং একটি ফরমান লিখে তাঁর হাতে অর্পণ করেন, তখন এ ফরমানের শিরোনামে উল্লিখিত আয়াতটিও লিপিবদ্ধ করে দেন।

এ সূরার প্রথম আয়াতের প্রথম বাক্যটি এত ব্যাপক অর্থবোধক যে, এর ব্যাখ্যায় হাজার পৃষ্ঠা লেখা যায় এবং লেখাও হয়েছে। ইরশাদ হয়েছে :

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓا۟ أَوْفُوا۟ بِٱلْعُقُودِ –অর্থাৎ হে বিশ্বাসীগণ! স্বীয় চুক্তি-অঙ্গীকার পূর্ণ কর। এতে প্রথমে يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓا۟ বলে সম্বোধন করে বিষয়বস্তুর গুরুত্বের প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করা হয়েছে যে, এতে যে নির্দেশ রয়েছে, তা সাক্ষাৎ ঈমানের দাবি। এরপর বলা হয়েছে : أَوْفُوا۟ بِٱلْعُقُودِ এখানে عُقُوْدٌ শব্দটি عَقْدٌ শব্দের বহুবচন। এর শাব্দিক অর্থ বাঁধা, আবদ্ধ করা। চুক্তিতে যেহেতু দুই ব্যক্তি অথবা দুই দল আবদ্ধ হয়, এজন্য এটাকেও عَقْد বলা হয়। এভাবে عُقُوْد এর অর্থ হয় عُهُوْد অর্থাৎ, চুক্তি ও অঙ্গীকার।

খ্যাতনামা তাফসীরবিদ ইবনে জারীর উপরিউক্ত অর্থে তাফসীরবিদ সাহাবী ও তাবেয়ীগণের 'ইজমা' (ঐকমত্য) বর্ণনা করেছেন। ইমাম জাসসাস বলেন: দুই পক্ষ যদি ভবিষ্যতে কোনো কাজ করা অথবা না করার বাধ্য-বাধকতায় একমত হয়ে যায়, তবে তাকেই عَهْد ، عَقْد ও مُعَاهِد বলা হয়। আমাদের পরিভাষায় একেই চুক্তি বলা হয়। অতএব, উপরিউক্ত বাক্যের সারমর্ম এই যে, পারস্পরিক চুক্তি পূর্ণ করাকে জরুরি ও অপরিহার্য মনে কর।

এখন দেখতে হবে আয়াতে চুক্তি বলে কোন ধরনের চুক্তিকে বুঝানো হয়েছে? এ ব্যাপারে তাফসীরবিদগণের বাহ্যতঃ বিভিন্ন উক্তি রয়েছে। কেউ কেউ বলেন : আল্লাহ তা'আলা বান্দাদের কাছ থেকে ঈমান ও ইবাদত সম্পর্কিত যে সব অঙ্গীকার নিয়েছেন অথবা আল্লাহ তা'আলা বান্দাদের কাছ থেকে স্বীয় নাজিলকৃত বিধি-বিধান হালাল ও হারাম সম্পর্কিত যেসব অঙ্গীকার নিয়েছেন, আয়াতে সেগুলোকেই বুঝানো হয়েছে। এ উক্তি হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা.) থেকেও বর্ণিত আছে।

তাফসীরবিদ ইবনে সা'আদ ও যায়েদ ইবনে আসলাম বলেন : এখানে ঐসব চুক্তিকে বুঝানো হয়েছে, যা মানুষ পরস্পরে একে অন্যের সাথে সম্পাদন করে। যেমন, বিবাহ-শাদী ও ক্রয়-বিক্রয় চুক্তি ইত্যাদি।

কেউ কেউ বলেন, এখানে ঐসব শপথ ও অঙ্গীকারকে বুঝানো হয়েছে যা জাহেলিয়াত যুগে একজন অন্যজনের কাছ থেকে পারস্পরিক সাহায্য-সহযোগিতার ক্ষেত্রে সম্পাদন করত। মুজাহিদ, রবী, কাতাদাহ, প্রমুখ তাফসীরবিদগণও একথাই বলেছেন। কিন্তু প্রকৃত পক্ষে এসব উক্তির মধ্যে কোনো পরস্পর বিরোধিতা নেই। অতএব, উপরিউক্ত সব চুক্তি ও অঙ্গীকারই عُقُوْد শব্দের অন্তর্ভুক্ত এবং কুরআন সবগুলোই পূর্ণ করার নির্দেশ দিয়েছে।

এ কারণেই ইমাম রাগেব বলেছেন : চুক্তির যত প্রকার রয়েছে, সবই এ শব্দের অন্তর্ভুক্ত। অতঃপর তিনি বলেন, এর প্রাথমিক প্রকার তিনটি। এক, পালনকর্তার সাথে মানুষের অঙ্গীকার। উদাহরণতঃ ঈমান ও ইবাদতের অঙ্গীকার অথবা হারাম ও হালাল মেনে চলার অঙ্গীকার ইত্যাদি। দুই. নিজের সাথে মানুষের অঙ্গীকার। যেমন, নিজ জিম্মায় কোনো বস্তুর

https://e-ilm.weebly.com/

মান্নত মানা অথবা শপথ করে কোনো কাজ নিজের উপর জরুরি করে নেওয়া। তিন. মানুষের সাথে মানুষের সম্পাদিত চুক্তি। এছাড়া সে সব চুক্তিও এর অন্তর্ভুক্ত, যা দুই ব্যক্তি, দুই দল বা দুই রাষ্ট্রের মধ্যে সম্পাদিত হয়।

বিভিন্ন সরকারের আন্তর্জাতিক চুক্তি অথবা পারস্পরিক সমঝোতা, বিভিন্ন দলের পারস্পরিক অঙ্গীকার এবং দুই ব্যক্তির মধ্যকার সর্বপ্রকার লেন-দেন, বিবাহ, ব্যবসা, শেয়ার, ইজারা ইত্যাদিতে পারস্পরিক সম্মতিক্রমে যে সব বৈধ শর্ত স্থির করা হয়, আলোচ্য আয়াতদৃষ্টে তা মেনে চলা প্রত্যেক পক্ষের অবশ্য কর্তব্য। 'বৈধ' শব্দটি প্রয়োগ করার কারণ এই যে, শরিয়ত বিরোধী শর্ত আরোপ করা এবং তা গ্রহণ করা কারো জন্য বৈধ নয়।

অতঃপর বলা হয়েছে أُحِلَّتْ لَكُمْ بَهِيمَةُ الْأَنْعَامِ যেসব জীব জন্তুকে সাধারণভাবে নির্বোধ মনে করা হয়, সেগুলোকে بَهِيمَةٌ (অস্পষ্ট প্রাণী) বলা হয়। কেননা মানুষ অভ্যাসগতভাবে তাদের ভাষা বুঝে না। ফলে তাদের বক্তব্য مُبْهَمٌ তথা অস্পষ্ট থেকে যায়। ইমাম শা'রানী (র.) বলেন : সাধারণ লোকের ধারণা অনুযায়ী এসব জন্তুকে بَهِيمَةٌ বলার কারণ এটা নয় যে, তাদের বুদ্ধি নাই এবং বুদ্ধির বিষয়বস্তু তাদের কাছে অস্পষ্ট থেকে যায়; বরং প্রকৃত সত্য হলো এই যে, কোনো প্রাণীই বুদ্ধি ও অনুভূতিহীন নয়, এমনকি কোনো বৃক্ষ এবং প্রস্তরও নয়। তবে এদের ততটুকু বুদ্ধি নেই, যতটুকু মানুষের রয়েছে। أَنْعَامٌ শব্দটি نَعَمٌ এর বহুবচন। এর অর্থ পালিত পশু। যেমন, উট, গরু, মহিষ, ছাগল ইত্যাদি। সূরা আন'আমে এদের আটটি প্রকার বর্ণনা করা হয়েছে। এদের সবাইকে أَنْعَامٌ বলা হয়। بَهِيمَةٌ শব্দের ব্যাপকতা أَنْعَامٌ শব্দ এসে সংকুচিত করে দিয়েছে। এখন আয়াতের অর্থ দাঁড়িয়েছে এই যে, গৃহপালিত পশু আট প্রকার তোমাদের জন্য হালাল করা হয়েছে। পূর্বেই বর্ণিত হয়েছে যে, عُقُوْدٌ শব্দ বলে যাবতীয় চুক্তি-অঙ্গীকার বুঝানো হয়েছে। তন্মধ্যে একটি ছিল ঐ অঙ্গীকার, যা আল্লাহ তা'আলা হালাল ও হারাম মেনে চলার ব্যাপারে বান্দার কাছ থেকে নিয়েছেন। আলোচ্য বাক্যে এই বিশেষ অঙ্গীকারটিই বর্ণিত হয়েছে যে, আল্লাহ তা'আলা তোমাদের জন্য উট, ছাগল, গরু, মহিষ ইত্যাদিকে হালাল করে দিয়েছেন। শরিয়তের নিয়ম অনুযায়ী এগুলোকে জবাই করে খেতে পার।

আয়াতের প্রথম বাক্যে বলা হয়েছে :

يَاأَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَا تُحِلُّوْا شَعَائِرَ اللّٰهِ –অর্থাৎ, হে মুমিনগণ! আল্লাহর নির্দশনাবলির অবমাননা করো না। এখানে شَعَائِرُ শব্দটি شَعِيْرَةٌ শব্দের বহুবচন। এর অর্থ চিহ্ন। যেসব অনুভূত ও প্রত্যক্ষ ক্রিয়াকর্মকে সাধারণের পরিভাষায় মুসলমান হওয়ার চিহ্নরূপে গণ্য করা হয়, সেগুলোকে شَعَائِرِ إِسْلَامٌ তথা 'ইসলামের নিদর্শনাবলি' বলা হয়। যেমন, নামাজ, আজান, হজ, সুন্নতি দাঁড়ি ইত্যাদি। আয়াতে উল্লিখিত 'আল্লাহর নিদর্শনাবলি'র ব্যাখ্যা বিভিন্ন ভাষায় বর্ণিত আছে। কিন্তু হযরত হাসান বসরী ও আতা (র.) থেকে বর্ণিত বাহরে মুহীত ও রুহুল মা'আনী গ্রন্থে উল্লিখিত ব্যাখ্যাটিই পরিষ্কার ও সহজবোধ্য। ইমাম জাসসাস এ ব্যাখ্যাটিকে এ সম্পর্কিত সব উক্তির নির্যাস বলে আখ্যায়িত করেছেন। ব্যাখ্যাটি এই : আল্লাহর নিদর্শনাবলির অর্থ সব শরিয়ত এবং ধর্মের নির্ধারিত ওয়াজিব, ফরজ ও এদের সীমা।

আলোচ্য আয়াতে لَا تُحِلُّوْا شَعَائِرَ اللّٰهِ বলার সারমর্ম এই যে, আল্লাহর নিদর্শনাবলির অবমাননা করো না। আল্লাহর নিদর্শনাবলির এক অবমাননা এই যে, মূলতঃই এসব বিধি-বিধানকে উপেক্ষা করে চলা। প্রথমতঃ এসব বিধি-বিধানকে উপেক্ষা করে চলা। দ্বিতীয়তঃ এসব বিধি-বিধানকে অসম্পূর্ণভাবে পালন করা এবং তৃতীয়তঃ নির্ধারিত সীমালঙ্ঘন করে সম্মুখে অগ্রসর হওয়া। আয়াতে এ তিন প্রকার অবমাননাকেই নিষিদ্ধ করা হয়েছে।

কুরআন পাক এ নির্দেশটিই শব্দান্তরে বর্ণনা করেছে :

وَمَنْ يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللّٰهِ فَإِنَّهَا مِنْ تَقْوَى الْقُلُوْبِ অর্থাৎ, যে ব্যক্তি আল্লাহর নিদর্শনাবলির প্রতি সম্মান প্রদর্শন করে, তা অন্তরের আল্লাহভীতিরই লক্ষণ। আয়াতের দ্বিতীয় বাক্যে কিছু বিবরণ প্রদান করা হয়েছে।

বলা হয়েছে : وَلَا الشَّهْرَ الْحَرَامَ وَلَا الْهَدْيَ وَلَا الْقَلَائِدَ وَلَا اٰمِّيْنَ الْبَيْتَ الْحَرَامَ يَبْتَغُوْنَ فَضْلًا مِّنْ رَّبِّهِمْ وَرِضْوَانًا

অর্থাৎ, পবিত্র মাসসমূহে যুদ্ধ-বিগ্রহ করে এগুলোর অবমাননা করো না। পবিত্র মাস হচ্ছে শাওয়াল, জিলহজ ও রজব। এসব মাসে যুদ্ধ-বিগ্রহ করা শরিয়তের আইনে অবৈধ ছিল। সাধারণ আলেমগণের মতে পরবর্তীকালে এ নির্দেশ রহিত হয়ে গেছে। এছাড়া হরমে কুরবানি করার জন্য বিশেষতঃ যেসব জন্তুকে গলায় কুরবানির চিহ্নস্বরূপ কণ্ঠাভরণ পরানো হয়েছে, সেগুলোর অবমাননা করো না। এসব জন্তুর অবমাননার এক পন্থা হচ্ছে এদের হরম পর্যন্ত পৌঁছতে না দেওয়া অথবা ছিনিয়ে নেওয়া। দ্বিতীয় এই যে, এগুলো কুরবানির পরিবর্তে অন্য কোনো কাজে নিয়োজিত করা। যেমন, আরোহণ করা অথবা দুগ্ধ লাভ করা ইত্যাদি। আয়াত এসব পন্থাকেই অবৈধ করে দিয়েছে।

https://e-ilm.weebly.com/

এছাড়া ঐসব লোকেরও অবমাননা করো না, যারা হজের জন্য পবিত্র মসজিদের উদ্দেশ্যে গৃহ ত্যাগ করেছে। এ সফরে তাদের উদ্দেশ্য হচ্ছে স্বীয় পালনকর্তার কৃপা ও সন্তুষ্টি অর্জন করা। অর্থাৎ, পথিমধ্যে তাদের গতিরোধ করো না এবং কোনোরূপ কষ্ট দিও না।

অতঃপর বলা হয়েছে : وَإِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوا অর্থাৎ, প্রথম আয়াতে ইহরাম অবস্থায় শিকার করতে যে নিষেধ করা হয়েছিল, এখানে সে নিষেধাজ্ঞার সীমা বর্ণনা করা হয়েছে যে, যখন তোমরা ইহরাম থেকে মুক্ত হয়ে যাও, তখন শিকার করার নিষেধাজ্ঞা শেষ হয়ে যাবে। অতএব, তখন শিকারও করতে পারবে।

উল্লিখিত আয়াতে প্রত্যেক মানব ও পালনকর্তার মধ্যকার চুক্তির কয়েকটি অংশ এ পর্যন্ত বর্ণিত হয়েছে এতে প্রথমে আল্লাহর নিদর্শনাবলির প্রতি সর্বাবস্থায় সম্মান প্রদর্শন করতে এবং এগুলোর অবমাননা থেকে বিরত থাকতে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। অতঃপর বিশেষভাবে হজ সম্পর্কিত আল্লাহর নিদর্শনাবলির কিছু বিবরণ রয়েছে। তন্মধ্যে হজের উদ্দেশ্যে আগমনকারী যাত্রীসাধারণ ও তাদের সাথে আনীত কুরবানির জন্তুদের গতিরোধ ও সেগুলোর অবমাননা থেকে বিরত থাকার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।

অতঃপর চুক্তির দ্বিতীয় অংশ এভাবে বর্ণনা করা হয়েছে :

وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ أَنْ صَدُّوكُمْ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ أَنْ تَعْتَدُوا

অর্থাৎ, যে সম্প্রদায় হুদায়বিয়ার ঘটনার সময় তোমাদের মক্কায় প্রবেশ করতে এবং ওমরা পালন করতে বাধা প্রদান করেছিল এবং তোমরা তীব্র ক্ষোভ ও দুঃখ নিয়ে ব্যর্থ মনোরথ হয়ে ফিরে এসেছিলে, এখন শক্তি-সামর্থ্যের অধিকারী হয়ে তোমরা তাদের কাছ থেকে এভাবে প্রতিশোধ নিও না যে, তোমরা তাদের কা'বাগৃহে ও পবিত্র মসজিদে প্রবেশ করতে এবং হজ করতে বাধা দিতে শুরু করবে। এটাই হবে জুলুম। আর ইসলাম জুলুমের উত্তরে জুলুম করতে চায় না; বরং ইসলাম জুলুমের প্রতিদানে ইনসাফ এবং ইনসাফে কায়েম থাকার শিক্ষা দেয়। তারা শক্তি ও ক্ষমতা হাতে পেয়ে মুসলমানদের পবিত্র মসজিদে প্রবেশ করতে এবং ওমরা পালন করতে অন্যায়ভাবে বাধা দিয়েছিল। এখন এর প্রত্যুত্তরে এরূপ হওয়া সমীচীন নয় যে, মুসলমানরা ক্ষমতা প্রাপ্ত হয়ে তাদেরকেও হজের ক্রিয়াকর্ম থেকে বাধা প্রদান করবে।

কুরআন পাকের শিক্ষা এই যে, ইনসাফ ও ন্যায়বিচারে শত্রু-মিত্র সব সমান। তোমাদের শত্রু যতই কঠোর হোক সে তোমাদের যতই কষ্ট দিয়ে থাকুক, তার ব্যাপারেও ন্যায়বিচার করা তোমাদের কতর্ব্য।

এটা ইসলামেরই বৈশিষ্ট্য যে, সে শত্রুদের অধিকারও সংরক্ষণ করে এবং তাদের অন্যায়ের প্রত্যুত্তরে অন্যায় দ্বারা নয়; বরং ন্যায় বিচার দ্বারা শিক্ষা দেয়।

পারস্পরিক সাহায্য ও সহযোগিতার কুরআনি মূলনীতি :

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ

আলোচ্য অংশটুকু সূরা মায়িদার দ্বিতীয় আয়াতের শেষ বাক্য। এতে কুরআন পাক এমন একটি মৌলিক প্রশ্ন সম্পর্কে বিজ্ঞজনোচিত ফয়সালা দিয়েছে, যা সমগ্র বিশ্ব-ব্যবস্থার প্রাণস্বরূপ। এর উপরই মানুষের সর্ব প্রকার মঙ্গল ও সাফল্য বরং তার অস্তিত্ব ও স্থায়িত্ব নির্ভরশীল। এ প্রশ্নটি হচ্ছে পারস্পরিক সাহায্য ও সহযোগিতা। জ্ঞানী মাত্রই জানে যে, এ বিশ্বের গোটা রক্ষা ব্যবস্থা মানুষের পারস্পরিক সাহায্য ও সহযোগিতার উপর প্রতিষ্ঠিত। যদি একজন অন্যজনের সাহায্য না করে, তবে একাকী মানুষ হিসেবে সে যতই বুদ্ধিমান, শক্তিধর অথবা বিত্তশালী হোক, জীবন ধারণের প্রয়োজনীয় আসবাব-পত্র কিছুতেই সংগ্রহ করতে পারবে না। একাকী মানুষ স্বীয় খাদ্যের জন্য শস্য উৎপাদন থেকে শুরু করে আহারোপযোগী করা পর্যন্ত সব স্তর অতিক্রম করতে পারে না। এমনিভাবে পোশাক-পরিচ্ছেদের জন্য তুলা চাষ থেকে শুরু করে স্বীয় দেহের মানানসই পোশাক তৈরি করা পর্যন্ত অসংখ্য সমস্যার সমাধান করতে একাকী কোনো মানুষ কিছুতেই সক্ষম নয়। মোটকথা, প্রত্যেকটি মানুষই জীবনের প্রতি ক্ষেত্রে অন্য হাজারো লাখো মানুষের মুখাপেক্ষি। তাদের পারস্পরিক সাহায্য ও সহযোগিতা দ্বারাই সমগ্র বিশ্বের ব্যবস্থাপনা চালু রয়েছে। চিন্তা করলে দেখা যায়, এ সাহায্য ও সহযোগিতা পার্থিব জীবনের জন্যই জরুরি নয়– মৃত্যু থেকে নিয়ে কবরে সমাহিত হওয়া পর্যন্ত সকল স্তরও এ সাহায্য ও সহযোগিতার মুখাপেক্ষী; বরং এরপরও মানুষ জীবিতদের দোয়ায়ে-মাগফেরাত ও ইছালে ছওয়াবের প্রতি মুখাপেক্ষী থাকে।

https://e-ilm.weebly.com/

https://e-ilm.weebly.com/

শ্রেষ্ঠত্ব নেই। আল্লাহভীতি ও আল্লাহর অনুগত্যই শ্রেষ্ঠত্বের একমাত্র মাপকাঠি। কুরআনের এ শিক্ষা إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ [মুমিনরা পরস্পর ভাই ভাই] ঘোষণা করে আবিসিনায়ার কৃষ্ণাঙ্গকে লাল তুর্কি ও রোমীর ভাই এবং অনারব নিচ জাতের মানুষকে কোরায়শী ও হাশেমী আরবের ভাই করে দিয়েছে। জাতীয়তা ও ভ্রাতৃত্বের ভিত্তি এভাবে রচনা করেছে যে, যারা আল্লাহ তা'আলা ও তাঁর রাসূলকে মেনে চলে, তারা এক জাতি এবং যারা মানে না, তারা ভিন্ন জাতি। জাতীয়তার এ ভিত্তিই আবূ জাহেল ও আবূ লাহাবের পারিবারিক সম্পর্ক রাসূল থেকে ছিন্ন করে দিয়েছে এবং বেলাল হাবশী ও ছুহাইব রোমীর সম্পর্ককে তাঁর সাথে জুড়ে দিয়েছে।

صہیب ز روم حسن ز بصری بلال از حبش ☆ چہ خاک مکہ بوجہل ایں چہ بل عجب است

'হাসান বসরা থেকে বেলাল হাবশা থেকে ছুহাইব রোম থেকে এলেন অথচ মক্কার পবিত্র মাটি থেকে উঠলো আবূ জাহেল, এটা কেমন আশ্চর্যজনক ব্যাপার'।

এমনকি কুরআন পাক ঘোষণা করেছে : خَلَقَكُمْ فَمِنْكُمْ كَافِرٌ وَمِنْكُمْ مُؤْمِنٌ অর্থাৎ, আল্লাহ তা'আলা তোমাদের সবাইকে সৃষ্টি করেছেন। অতঃপর তোমরা দুই ভাগে বিভক্ত হয়ে পড়েছ– কিছু কাফের হয়ে গেছ এবং কিছু মুমিন। বদর, ওহুদ, আহযাব ও হুনাইনের যুদ্ধে কুরআনের এ বিভিক্তি কার্যক্ষেত্রে বিকাশ লাভ করেছিল। বংশগত ভাই আল্লাহ ও রাসূলের আনুগত্যের বাইরে চলে যাওয়ার কারণে মুসলমান ভাইয়ের ভ্রাতৃত্ব সম্পর্ক তার সাথে ছিন্ন হয়ে গিয়েছিল এবং সে তার তরবারির নিচে এসে গিয়েছিল। বদর ওহুদ ও খন্দকের ঘটনাবলি এ সত্যের সাক্ষ্য দেয়।

এর পরিষ্কার অর্থ এই যে, যদি মুসলমান ভাইও ন্যায়ের বিরুদ্ধে এবং অন্যায় ও উৎপীড়নের পথে চলে, তবে অন্যায় কার্যে তারও সাহায্য করো না। বরং অন্যায় ও অত্যাচার থেকে ফিরিয়ে আনার চেষ্টা কর। কেননা প্রকৃতপক্ষে এটাই তাকে বিশুদ্ধ সাহায্য যাতে অন্যায় ও অত্যাচারের পাপে তার ইহকাল ও পরকাল বিনষ্ট না হয়।

কুরআনে পাকের এ শিক্ষা সৎকর্ম ও আল্লাহভীতিকে আসল মাপকাঠি করেছে, তার উপরই মুসলিম জাতি জাতীয়তাবাদের প্রাচীর খাড়া করেছে এবং এর বিত্তিতেই পারস্পরিক সাহায্য ও সহযোগিতার আহ্বান জানিয়েছে। এর বিপরীতে পাপ ও অত্যাচার উৎপীড়নকে কঠোর অপরাধ গণ্য করেছে এবং এতে সাহায্য-সহযোগিতা করতে নিষেধ করেছে। এক্ষেত্রে بِرّ ও تَقْوٰى দুটি শব্দ ব্যবহার করা হয়েছে। بِرّ শব্দের অর্থ সাধারণ তাফসীরকারগণের মতে فِعْلُ الْخَيْرَاتِ তথা সৎকর্ম এবং تَقْوٰى শব্দের অর্থ تَرْكُ الْمُنْكَرَاتِ মন্দ কাজ বর্জন। إِثْم শব্দের অর্থ যে কোনো পাপকর্ম অধিকার সম্পর্কিত হোক অথবা ইবাদত সম্পর্কিত। عُدْوَانٌ শব্দের অর্থ সীমালঙ্ঘন করা। এখানে অর্থ অত্যাচার ও উৎপীড়ন করা।

সৎকর্ম ও আল্লাহভীতিতে সাহায্য করার জন্য রাসূলুল্লাহ বলেন اَلدَّالُّ عَلَى الْخَيْرِ كَفَاعِلِهِ –অর্থাৎ, যে ব্যক্তি কোনো সৎকর্মের পথ বলে দেয়, সে ততটুকু ছওয়াব পাবে, যতটুকু নিজে সৎকর্মটি করলে পেত। –[ইবনে কাছীর]

সহীহ বুখারীর হাদীসে রাসূলুল্লাহ বলেন, যে ব্যক্তি হেদায়েত ও সৎকর্মের প্রতি আহ্বান জানায়, তবে তার আহ্বানে যতলোক সৎকর্ম করবে, সে তাদের সবার সমান ছওয়াব পাবে। এতে তাদের ছওয়াব হ্রাস করা হবে না। পক্ষান্তরে যে ব্যক্তি অসৎকর্ম অথবা পাপের প্রতি আহ্বান করে, তার আহ্বানে যতলোক পাপকর্মে লিপ্ত হবে, তাদের সবার সমান গুনাহ তারও হবে। এতে তাদের গুনাহ হ্রাস করা হবে না।

ইবনে কাছীর বর্ণিত তাবারানীর রেওয়ায়েতে রাসূলুল্লাহ বলেন : যে ব্যক্তি কোনো অত্যাচারীর সাথে তার সাহায্যার্থে বের হয়, সে ইসলাম থেকে বের হয়ে যায়। এর ভিত্তিতেই পূর্ববর্তী মনীষীগণ অত্যাচারী বাদশাহর চাকুরি ও পদ গ্রহণ করতে কঠোরভাবে বিরত রয়েছেন। কারণ এতে অত্যাচারে সহায়তা করা হয়। রূহুল মা'আনীতে فَلَنْ أَكُونَ ظَهِيرًا لِلْمُجْرِمِينَ আয়াতে তাফসীর প্রসঙ্গে এ হাদীস উদ্ধৃত করা হয়েছে যে, রাসূলুল্লাহ বলেন : কিয়ামতের দিন ডাক দেওয়া হবে অত্যাচারী ও তাদের সাহায্যকারীরা কোথায় আছ? অতঃপর যারা অত্যাচারীদের দোয়াত-কলমও ঠিক করে দিয়েছে, তাদেরকেও একটি লৌহ শবাধারে একত্রিত করে জাহান্নামে নিক্ষেপ করা হবে।

কুরআন সুন্নাহর এ শিক্ষাই জগতে সততা, ইনসাফ, সহানুভূতি ও সচ্চরিত্রতা ছড়িয়ে দেওয়ার জন্য মুসলিম সম্প্রদায়ের প্রতিটি ব্যক্তিকে কর্মীরূপে প্রস্তুত করেছে এবং অপরাধ ও উৎপীড়ন দমনের জন্য প্রতিটি ব্যক্তিকে এমন সিপাহীরূপে গড়ে তুলেছিল, যারা আল্লাহভীতির কারণে প্রকাশ্যে ও গোপনে স্বীয় কর্তব্য পালনে বাধ্য থাকে। এ বিজ্ঞজনোচিত শিক্ষা ও

https://e-ilm.weebly.com/

প্রশিক্ষণের সুফল সাহাবী ও তাবেয়ীগণের যুগে জগদ্বাসী প্রত্যক্ষ করেছে। আজকালও কোনো দেশে যুদ্ধের আশঙ্কা দেখা দিলে নাগরিক প্রতিরক্ষা বিভাগ প্রতিষ্ঠা করে প্রত্যেককেই কিছু কিছু আত্মরক্ষার কৌশল শিক্ষা দেওয়ার ব্যাবস্থা করা হয়। কিন্তু অপরাধবৃত্তি নির্ধারণের জন্য জনগণকে সৎকাজের প্রতি আহ্বান প্রচেষ্টা কোথাও পরিলক্ষিত হয় না।

এটা জানা কথা যে, সামরিক কুচকাওয়াজ ও নাগরিক প্রতিরক্ষার নিয়ম অনুযায়ী এ কাজের অনুশীলন হয় না; বরং এ কাজ শিক্ষা করা ও শিক্ষা দেওয়ার উপযুক্ত স্থান হচ্ছে শিক্ষা প্রতিষ্ঠান। কিন্তু দুর্ভাগ্যের বিষয়, আজকাল শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলো এ বিষয়বস্তুর সাথে পরিচিতই নয়। আজকালকার সাধারণ শিক্ষাঙ্গনগুলোতে بِرّ ও تَقْوٰى তথা সৎকর্ম ও আল্লাহভীতির প্রবেশ নিষিদ্ধ এবং اِثْم ও عُدْوَانْ তথা পাপ ও অত্যাচারের সকল পথ উন্মুক্ত। গোটা জাতিই যেখানে হালাল ও হারাম, ন্যায় ও অন্যায় ভুলে গিয়ে অপরাধপ্রবণ হয়ে যায়, সেখানে বেচারা পুলিশ কতদূর অপরাধ দমন করতে পারে? আজ সর্বত্র ও সবদেশে অপরাধ, চুরি, ডাকাতি, অশ্লীলতা, হত্যা, লুণ্ঠন ইত্যাদি রোগ রোজ রোজ বেড়েই চলেছে এবং আইন-শৃঙ্খলা রক্ষাকারী প্রতিষ্ঠানসমূহ তা দমন করতে অক্ষম হয়ে পড়েছে। বলাবাহুল্য, এর কারণ দুটি এক, প্রচলিত সরকারগুলো কুরআনি ব্যবস্থা থেকে দূরে রয়েছে। ক্ষমতাসীন ব্যক্তিরা স্বীয় জীবনে بِرّ ও تَقْوٰى সৎকর্ম ও খোদাভীতির মূলনীতি অনুসরণ করতে দ্বিধা বোধ করে যদিও এর ফলশ্রুতিতে তাদের অসংখ্য দুঃখ ভোগ করতে হচ্ছে। আক্ষেপ! তারা যদি একবার পরীক্ষার জন্য এই তিক্ত ঢোক গিলে ফেলত এবং আল্লাহর কুদরতের তামাশা দেখত যে, কিভাবে তাদের এবং জনগণের জীবনে সুখ, শান্তি আরাম ও আনন্দের স্রোতধারা নেমে আসে।

দুই. জনগণ মনে করে নিয়েছে যে, অপরাধ প্রবণতা দমন করা একমাত্র সরকারের দায়িত্ব। শুধু তাই নয়, তারা পেশাদার অপরাধীদের অপরাধ গোপন করতেও সচেষ্ট থাকে। শুধু সত্যকে প্রতিষ্ঠিত ও অপরাধ দমন করার উদ্দেশ্যে সত্য সাক্ষ্য দেওয়ার রীতিই দেশ থেকে উঠে গেছে। জনগণের বুঝা দরকার যে, অপরাধীর অপরাধ গোপন করা এবং সত্য সাক্ষ্যদানে বিরত থাকা অপরাধে সহায়তা করার নামান্তর। এটা কুরআনের আইনে হারাম ও কঠোর পাপ এবং আলোচ্য আয়াত وَلَا تَعَاوَنُوْا عَلَى الْاِثْمِ وَالْعُدْوَانِ –এ বর্ণিত নির্দেশের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণার শামিল।

শব্দের বিশ্লেষণ :

اَوْفُوْا : সীগাহ جمع مذكر حاضر বহছ امر حاضر معروف বাব اِفْعَالٌ মাসদার اَلْاِيْفَاءُ মূলবর্ণ (و ـ ف ـ ى) জিনস لفيف مفروق অর্থ– তোমরা পুরা কর।

اَنْعَامْ : শব্দটি বহুবচন, একবচন نَعَمٌ অর্থ– গবাদি পশু।

اَلْهَدْىَ : শব্দটি একবচন, বহুবচন هَدَايَا অর্থ– কুরবানির জন্তু।

قَلَائِدَ : শব্দটি বহুবচন, একবচন قِلَادَةٌ অর্থ– কুরবানির ঐ জন্তু, যাদের কণ্ঠে কণ্ঠাবরণ পরানো হয়েছে।

اِصْطَادُوْا : সীগাহ جمع مذكر حاضر বহছ امر حاضر معروف বাব اِفْتِعَالٌ মাসদার اَلْاِصْطِيَادُ মূলবর্ণ (ص ـ ى ـ د) জিনস اجوف يائى। অর্থ– তোমরা শিকার কর।

অনুবাদ : (৩) তোমাদের প্রতি হারাম করা হয়েছে মৃত জীব, [প্রবাহিত] রক্ত, শূকরের মাংস এবং যে পশু গায়রুল্লাহর নামে অবধারিত হয়েছে এবং যে জীব শ্বাস রোধ করার দরুন মরেছে এবং যা আঘাতের কারণে মরেছে এবং যা উচ্চস্থান হতে পড়ে মরেছে এবং যা অন্যকিছুর সঙ্গে সংঘর্ষের কারণে মরেছে এবং যাকে কোনো হিংস্র প্রাণী ভক্ষণ করতে থাকে [এবং সেই আঘাতে মৃত্যু হয়,] কিন্তু যেগুলোকে জবাই করে নিয়েছে এবং যে জানোয়ারকে জবাই করা হয় [গায়রুল্লাহর] পূজার স্থানে এবং তা [-ও হারাম] যে, [গোশত ইত্যাদি] ভাগ কর লটারীর তীরের মাধ্যমে এগুলো গুনাহর কাজ, আজ তো কাফেররা নিরাশ হয়ে গিয়েছে, তোমাদের ধর্ম [পরাভূত হওয়া] হতে, সুতরাং তাদেরকে ভয় করো না এবং আমাকে ভয় করতে থাক আজ আমি তোমাদের জন্য তোমাদের ধর্মকে পূর্ণ করে দিলাম এবং আমি তোমাদের প্রতি স্বীয় নিয়ামত পরিপূর্ণ করে দিলাম এবং আমি ইসলামকে তোমাদের ধর্মরূপে পছন্দ করলাম, অনন্তর যে ব্যক্তি তীব্র ক্ষুধায় অস্থির হয়ে যায় [এবং নিষিদ্ধ বস্তু ভক্ষণ করে] কিন্তু কোনো পাপের প্রতি আকৃষ্ট না হয়, তবে নিশ্চয় আল্লাহ ক্ষমাশীল, করুণাময়।

حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَالدَّمُ وَلَحْمُ الْخِنْزِيْرِ وَمَآ اُهِلَّ لِغَيْرِ اللّٰهِ بِهٖ وَالْمُنْخَنِقَةُ وَالْمَوْقُوْذَةُ وَالْمُتَرَدِّيَةُ وَالنَّطِيْحَةُ وَمَآ اَكَلَ السَّبُعُ اِلَّا مَا ذَكَّيْتُمْ ۟ وَمَا ذُبِحَ عَلَى النُّصُبِ وَاَنْ تَسْتَقْسِمُوْا بِالْاَزْلَامِ ؕ ذٰلِكُمْ فِسْقٌ ؕ اَلْيَوْمَ يَئِسَ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا مِنْ دِيْنِكُمْ فَلَا تَخْشَوْهُمْ وَاخْشَوْنِ ؕ اَلْيَوْمَ اَكْمَلْتُ لَكُمْ دِيْنَكُمْ وَاَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِيْ وَرَضِيْتُ لَكُمُ الْاِسْلَامَ دِيْنًا ؕ فَمَنِ اضْطُرَّ فِيْ مَخْمَصَةٍ غَيْرَ مُتَجَانِفٍ لِّاِثْمٍ ۙ فَاِنَّ اللّٰهَ غَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ (٣)

শাব্দিক অনুবাদ

(৩) حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ তোমাদের প্রতি হারাম করা হয়েছে الْمَيْتَةُ মৃত জীব وَالدَّمُ রক্ত وَلَحْمُ الْخِنْزِيْرِ শূকরের মাংস وَمَآ اُهِلَّ لِغَيْرِ اللّٰهِ بِهٖ এবং যে পশু গায়রুল্লাহর নামে অবধারিত হয়েছে وَالْمُنْخَنِقَةُ এবং যে জীব শ্বাস রোধ করার দরুন মরেছে وَالْمَوْقُوْذَةُ এবং যা আঘাতের কারণে মরেছে وَالْمُتَرَدِّيَةُ এবং যা উচ্চস্থান হতে পড়ে মরেছে وَالنَّطِيْحَةُ এবং যা অন্যকিছুর সঙ্গে সংঘর্ষের কারণে মরেছে وَمَآ اَكَلَ السَّبُعُ এবং যাকে কোনো হিংস্র প্রাণী ভক্ষণ করতে থাকে اِلَّا مَا ذَكَّيْتُمْ কিন্তু যেগুলোকে জবাই করে নিয়েছে وَمَا ذُبِحَ عَلَى النُّصُبِ এবং যে জানোয়ারকে জবাই করা হয় পূজার স্থানে وَاَنْ تَسْتَقْسِمُوْا بِالْاَزْلَامِ এবং তা [-ও হারাম] যে, [গোশত ইত্যাদি] ভাগ কর লটারীর তীরের মাধ্যমে ذٰلِكُمْ فِسْقٌ এগুলো গুনাহর কাজ اَلْيَوْمَ আজ তো يَئِسَ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا কাফেররা নিরাশ হয়ে গিয়েছে مِنْ دِيْنِكُمْ তোমাদের ধর্ম হতে فَلَا تَخْشَوْهُمْ সুতরাং তাদেরকে ভয় করো না وَاخْشَوْنِ এবং আমাকে ভয় করতে থাক اَلْيَوْمَ আজ اَكْمَلْتُ لَكُمْ دِيْنَكُمْ আমি তোমাদের জন্য তোমাদের ধর্মকে পূর্ণ করে দিলাম وَاَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِيْ এবং আমি তোমাদের প্রতি স্বীয় নিয়ামত পরিপূর্ণ করে দিলাম وَرَضِيْتُ لَكُمُ الْاِسْلَامَ دِيْنًا এবং আমি ইসলামকে তোমাদের ধর্মরূপে পছন্দ করলাম فَمَنِ اضْطُرَّ فِيْ مَخْمَصَةٍ অনন্তর যে ব্যক্তি তীব্র ক্ষুধায় অস্থির হয়ে যায় غَيْرَ مُتَجَانِفٍ لِّاِثْمٍ কিন্তু কোনো পাপের প্রতি আকৃষ্ট না হয় فَاِنَّ اللّٰهَ غَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ তবে নিশ্চয় আল্লাহ ক্ষমাশীল, করুণাময়।

https://e-ilm.weebly.com/

يَسْـَٔلُوْنَكَ مَاذَآ اُحِلَّ لَهُمْ ۭ قُلْ اُحِلَّ لَكُمُ
الطَّيِّبٰتُ ۙ وَمَا عَلَّمْتُمْ مِّنَ الْجَوَارِحِ
مُكَلِّبِيْنَ تُعَلِّمُوْنَهُنَّ مِمَّا عَلَّمَكُمُ اللّٰهُ ۡ فَكُلُوْا
مِمَّآ اَمْسَكْنَ عَلَيْكُمْ وَاذْكُرُوا اسْمَ اللّٰهِ عَلَيْهِ
۠ وَاتَّقُوا اللّٰهَ ۭ اِنَّ اللّٰهَ سَرِيْعُ الْحِسَابِ (٤)

অনুবাদ : (৪) মানুষ আপনার নিকট জিজ্ঞাসা করে যে, কোন কোন জীব-জন্তু তাদের জন্য হালাল করা হয়েছে? আপনি বলে দিন, তোমাদের জন্য সমস্ত হালাল প্রাণীই হালাল রাখা হয়েছে. আর যে সমস্ত শিকারি প্রাণীকে তোমরা শিখিয়ে নাও এবং তোমরা তাদেরকে লেলিয়ে দাও এবং তাদেরকে সেই প্রণালীতে শিক্ষা দান কর যেরূপ আল্লাহ তোমাদেরকে শিখিয়েছেন, অতঃপর এরূপ জানোয়ার তোমাদের জন্য যাকিছু ধরে আনবে, তা খাও, এবং তার উপর আল্লাহর নামও উচ্চারণ কর, আর আল্লাহকে ভয় করতে থাক. নিশ্চয় আল্লাহ সত্বর হিসাব গ্রহণকারী।

اَلْيَوْمَ اُحِلَّ لَكُمُ الطَّيِّبٰتُ ۭ وَطَعَامُ الَّذِيْنَ
اُوْتُوا الْكِتٰبَ حِلٌّ لَّكُمْ ۠ وَطَعَامُكُمْ حِلٌّ
لَّهُمْ ۡ وَالْمُحْصَنٰتُ مِنَ الْمُؤْمِنٰتِ وَالْمُحْصَنٰتُ
مِنَ الَّذِيْنَ اُوْتُوا الْكِتٰبَ مِنْ قَبْلِكُمْ اِذَآ
اٰتَيْتُمُوْهُنَّ اُجُوْرَهُنَّ مُحْصِنِيْنَ غَيْرَ
مُسٰفِحِيْنَ وَلَا مُتَّخِذِيْٓ اَخْدَانٍ ۭ وَمَنْ
يَّكْفُرْ بِالْاِيْمَانِ فَقَدْ حَبِطَ عَمَلُهٗ ۡ وَهُوَ فِي
الْاٰخِرَةِ مِنَ الْخٰسِرِيْنَ (٥)

(৫) আজ তোমাদের জন্য হালাল বস্তুসমূহ হালাল রাখা হয়েছে. আর আহলে কিতাবদের জবাইকৃত জীবও তোমাদের জন্য হালাল, এবং তোমাদের জবাইকৃত জীবও তাদের জন্য হালাল, আর সতী সাধ্বী মুসলিম নারীরাও এবং তোমাদের পূর্ববর্তী আহলে কিতাবদের মধ্যকার সতী সাধ্বী নারীরাও [তোমাদের জন্য হালাল] যখন তোমরা তাদেরকে তাদের বিনিময় [মহর] প্রদান কর এরূপে যে, তোমরা [তাদেরকে] পত্নী করে নাও, না প্রকাশ্য ব্যভিচার কর, আর না গোপন প্রণয় কর, আর যে ব্যক্তি ঈমানের [বিষয়ের] সাথে কুফরি করবে, তবে তার আমল নিষ্ফল হয়ে যাবে, এবং সে ব্যক্তি পরকালে সম্পূর্ণরূপে ক্ষতিগ্রস্ত হবে।

শাব্দিক অনুবাদ

(৪) يَسْـَٔلُوْنَكَ مَاذَآ اُحِلَّ لَهُمْ মানুষ আপনার নিকট জিজ্ঞাসা করে যে, কোন কোন জীব-জন্তু তাদের জন্য হালাল করা হয়েছে? قُلْ আপনি বলে দিন اُحِلَّ لَكُمُ الطَّيِّبٰتُ তোমাদের জন্য সমস্ত হালাল প্রাণীই হালাল রাখা হয়েছে وَمَا; عَلَّمْتُمْ مِّنَ الْجَوَارِحِ আর যে সমস্ত শিকারি প্রাণীকে তোমরা শিখিয়ে নাও مُكَلِّبِيْنَ এবং তোমরা তাদেরকে লেলিয়ে দাও تُعَلِّمُوْنَهُنَّ مِمَّا عَلَّمَكُمُ اللّٰهُ এবং তাদেরকে সেই প্রণালীতে শিক্ষা দান কর যেরূপ আল্লাহ তোমাদেরকে শিখিয়েছেন فَكُلُوْا مِمَّآ اَمْسَكْنَ عَلَيْكُمْ অতঃপর এরূপ জানোয়ার তোমাদের জন্য যাকিছু ধরে আনবে, তা খাও وَاذْكُرُوا اسْمَ اللّٰهِ عَلَيْهِ এবং তার উপর আল্লাহর নামও উচ্চারণ কর وَاتَّقُوا اللّٰهَ; আর আল্লাহকে ভয় করতে থাক اِنَّ اللّٰهَ سَرِيْعُ الْحِسَابِ নিশ্চয় আল্লাহ সত্বর হিসাব গ্রহণকারী।

(৫) اَلْيَوْمَ اُحِلَّ لَكُمُ الطَّيِّبٰتُ আজ তোমাদের জন্য হালাল বস্তুসমূহ হালাল রাখা হয়েছে وَطَعَامُ الَّذِيْنَ اُوْتُوا الْكِتٰبَ আর আহলে কিতাবদের জবাইকৃত জীবও حِلٌّ لَّكُمْ তোমাদের জন্য হালাল وَطَعَامُكُمْ حِلٌّ لَّهُمْ; এবং তোমাদের জবাইকৃত জীবও তাদের জন্য হালাল وَالْمُحْصَنٰتُ مِنَ الْمُؤْمِنٰتِ; আর সতী সাধ্বী মুসলিম নারীরাও وَالْمُحْصَنٰتُ مِنَ الَّذِيْنَ اُوْتُوا الْكِتٰبَ مِنْ قَبْلِكُمْ এবং তোমাদের পূর্ববর্তী আহলে কিতাবদের মধ্যকার সতী সাধ্বী নারীরাও اِذَآ اٰتَيْتُمُوْهُنَّ اُجُوْرَهُنَّ যখন তোমরা তাদেরকে তাদের বিনিময় প্রদান কর مُحْصِنِيْنَ غَيْرَ مُسٰفِحِيْنَ এরূপে যে, তোমরা [তাদেরকে] পত্নী করে নাও, না প্রকাশ্য ব্যভিচার কর وَلَا مُتَّخِذِيْٓ اَخْدَانٍ, আর না গোপন প্রণয় কর وَمَنْ يَّكْفُرْ بِالْاِيْمَانِ; আর যে ব্যক্তি ঈমানের সাথে কুফরি করবে فَقَدْ حَبِطَ عَمَلُهٗ তবে তার আমল নিষ্ফল হয়ে যাবে وَهُوَ فِي الْاٰخِرَةِ مِنَ الْخٰسِرِيْنَ; এবং সে ব্যক্তি পরকালে সম্পূর্ণরূপে ক্ষতিগ্রস্ত হবে।

https://e-ilm.weebly.com/

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

৩- قوله اَلْيَوْمَ اَكْمَلْتُ لَكُمْ دِيْنَكُمْ وَاَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِيْ الخ **আয়াতের শানে নুযূল :** যখন নবী করীম ﷺ কে দুনিয়াতে প্রেরণের মূল উদ্দেশ্য অর্থাৎ ইসলামের সকল বিধি-বিধান পরিপূর্ণ হয়ে গেল তখন উপরিউক্ত আয়াতটি নাজিল হওয়ার বিশেষ কিছু তাৎপর্য রয়েছে। আরাফার দিন। এদিনটি পূর্ণ বৎসরের মধ্যে সর্বোত্তম দিন। ঘটনাক্রমে সেদিনটি পড়েছিল শুক্রবার। শ্রেষ্ঠত্ব ও সর্বজনবিদিত। স্থানটি হচ্ছে ময়দানে আরাফাতের জাবালে রহমত এর সন্নিকটে এ স্থানটিই আরাফার দিনে আল্লাহর পক্ষ থেকে রহমত অবতরণের বিশেষ স্থান। সময় আছরের পর যা সাধারণ দিনগুলোতেও বরকতময় সময়। বিশেষতঃ শুক্রবার দিনে অনেক রেওয়ায়েতের ভিত্তিতে এ দিনের এ সময়েই দোয়া কবুলের সময়। আরাফার দিনে আরো বেশি বৈশিষ্ট্যসহকারে দোয়া কবুলের সময় হজের জন্য মুসলমানদের সর্বপ্রথম ও সর্ববৃহৎ ঐতিহাসিক সমাবেশ। প্রায় দেড় লক্ষ্য সাহাবায়ে কেরাম উপস্থিত। রহমাতুল্লিল আলামীন সাহাবায়ে কেরামের সাথে জাবালে রহমতের নীচে স্বীয় উষ্ট্রী আযবার পিঠে সওয়ার। সবাই হজের প্রধান রোকন অর্থাৎ আরাফাতের ময়দানে অবস্থানরত। এসব শ্রেষ্ঠত্ব বরকত ও রহমতের ছত্র-ছায়ায় উপরিউক্ত পবিত্র আয়াতটি নাজিল হয়।

সাহাবায়ে কেরাম বর্ণনা করেন যখন হযরত রাসূলে কারীম ﷺ-এর উপর ওহীর মাধ্যমে আয়াতটি নাজিল হয় তখন নিয়মানুযায়ী ওহীর গুরুভার সহ্য করতে না পেরে উষ্ট্রী ধীরে ধীরে মাটিতে বসে পড়ে। হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা.) বলেন : এ আয়াত কুরআনের শেষ আয়াত। এরপর বিধি বিধান সম্পর্কিত আর কোনো আয়াত নাজিল হয়নি। শুধু উৎসাহ প্রদান ও ভীতি প্রদর্শনমূলক কয়েকখানি আয়াত এরপর নাজিল হয়েছে। এ আয়াত নাজিল হওয়ার পর রাসূলুল্লাহ ﷺ মাত্র একাশি দিন পৃথিবীতে জীবিত ছিলেন। কেননা দশম হিজরির ৯ই জিলহজ তারিখে এ আয়াত নাজিল হয় এবং একাদশ হিজরির ১২ই রবিউল আউয়াল তারিখে রাসূলে কারীম ﷺ ওফাত পান। –[মা'আরেফুল কুরআন বাংলা ৩০৯]

৪- قوله يَسْئَلُوْنَكَ مَاذَا اُحِلَّ لَهُمْ الخ **আয়াতের শানে নুযূল– ১ :** ইবনে আবী হাতেম আদী বিন হাতেম ও যায়েদ বিন মুহালহিল দু'জনের উদ্ধৃতি দিয়ে বর্ণনা করেন যে, তাঁরা রাসূল ﷺ-এর নিকট জানতে চান যে, হে আল্লাহর রাসূল! আল্লাহ তো মৃত জন্তুকে হারাম করেছিলেন তাহলে জন্তুসমূহ থেকে কোন জন্তুগুলো আমাদের জন্য হালাল করলেন। তাঁদের এ আবেদনের পরিপ্রেক্ষিতে হালাল বস্তু সম্পর্কে বর্ণনা দিয়ে আল্লাহ তা'আলা আলোচ্য আয়াত নাজিল করেন। –[ইবনে কাছীর : ১৬/২]

শানে নুযূল– ২ : ইবনে হাতেম আবূ রাফে' রাসূল ﷺ-এর দাস এর উদ্ধৃতি দিয়ে তাঁদের বর্ণনা করেন যে, যখন রাসূল ﷺ কুকুর মেরে ফেলার জন্য হুকুম করেন, তখন তা আমি লোকদের নিকট বলে দিলাম, সুতরাং মানুষেরা এসে বলল, হে আল্লাহর রাসূল! আপনি জন্তুগুলো মেরে ফেলতে নির্দেশ দিয়েছেন সে গুলো হতে আমাদের জন্য বৈধ প্রাণী কোনগুলো? তখন তিনি নীরব থাকেন। পরক্ষণেই বৈধ ও হালাল প্রাণীগুলোর বর্ণনা দেওয়ার পরিপ্রেক্ষিতে আলোচ্য আয়াত নাজিল করা হয়েছে।

শানে নুযূল– ৩ : ইবনে জারীর আবূ রাফে' এর উদ্ধৃতি দিয়ে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেন, রাসূল ﷺ মদিনার সকল কুকুর মেরে ফেলতে আমাকে নির্দেশ করেন। অবশেষে এমন এক মহিলার নিকট পৌঁছলাম, যার নিকট একটি কুকুর রয়েছে, সে কুকুরটি দ্বারা তার একটা উপকারিতাও রয়েছে। সুতরাং তার প্রতি দয়ার্দ্র হয়ে তা হত্যা করিনি। অতঃপর রাসূল ﷺ-এর নিকট ফিরে এসে সে সম্পর্কে অবগত করলাম। রাসূল ﷺ তাকে হত্যা করার নির্দেশ প্রদান করেন। ফলে পূনর্বার গিয়ে তাকে মেরে ফেলি। তখন মানুষেরা এসে আবেদন করল, যে সকল প্রাণীকে মেরে ফেলতে আপনি আদেশ প্রাপ্ত হয়েছেন, সেগুলো থেকে কোনগুলো আমাদের জন্য বৈধকরণ করা হয়ছে? এ আবেদনের পরিপ্রেক্ষিতে রাসূল ﷺ- নীরব থাকেন। তখন বৈধকরণ জন্তুগুলোর বর্ণনা দিয়ে আল্লাহ তা'আলা আলোচ্য আয়াত নাজিল করেন। –[ইবনে কাছীর : ১৭/২, রুহুল মা'আনী : ৬২/৬/৩, বাহরে মুহীত : ৪৪৩/৩, ফাতহুল কাদীর : ১৩/২, কুরতুবী : ৬৪/৬]

৫- قوله مُحْصِنِيْنَ غَيْرَ مُسَافِحِيْنَ وَلَا مُتَّخِذِيْ اَخْدَانٍ الخ **আয়াতের শানে নুযূল– ১ :** আবূ সালেহ হযরত ইবনে আব্বাস (রা.)-এর উদ্ধৃতি দিয়ে বর্ণনা করেন যে, আল্লাহ তা'আলা আহলে কিতাবীদেরকে বিবাহ করা সম্পর্কে যখন শিথিলতা করে

https://e-ilm.weebly.com/

দিলেন, তখন তারা পরস্পরে বলছিল যে, আল্লাহ তা'আলা আমাদের ধর্মকে যদি পছন্দ না করতেন, তাহলে মুমিনদের জন্য আমাদেরকে বিবাহ করা কখনো বৈধ ঘোষণা করতেন না। তখন সে অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে আলোচ্য আয়াত নাজিল হয়েছে। –[বাহরে মুহীত : ৪৪৮/৩]

শানে নুযূল– ২ : হযরত কাতাদাহ (র.) বলেন, মুসলমানরা যখন বলাবলি করতে লাগল যে, আমরা সে সকল রমণীদেরকে কিরূপভাবে বিবাহ করব, যাদের ধর্ম হচ্ছে আমাদের ধর্ম ছাড়া ভিন্ন? তখন আল্লাহ তা'আলা وَمَنْ يَكْفُرْ بِالْإِيْمَانِ আয়াতাংশ নাজিল করেন। –[বাহরে মুহীত : ৪৪৮/৩]

حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَالدَّمُ الخ : আলোচ্য অংশটুকু সূরা মায়িদার তৃতীয় আয়াত। এতে অনেক মূলনীতি এবং শাখাগত বিধি-বিধান ও মাসআলা বর্ণনা করা হয়েছে। প্রথম মাসআলাটি হচ্ছে হালাল ও হারাম জন্তু সম্পর্কিত। যেসব জন্তুর গোশত মানুষের জন্য শারীরিক দিক দিয়ে ক্ষতিকর; যেমন দেহে রোগ সৃষ্টি হতে পারে; অথবা আধ্যাত্মিক দিক দিয়ে ক্ষতিকর; যেমন চরিত্র ও অন্তরগত অবস্থা বিনষ্ট হতে পারে। কুরআনে পাক সেগুলোকে অশুচি আখ্যা দিয়ে হারাম করেছে। পক্ষান্তরে যেসব জন্তুর গোশত কোনো শারীরিক ও আধ্যাত্মিক ক্ষতি নেই, সেগুলোকে পবিত্র ও হালাল ঘোষণা করেছে।

আলোচ্য আয়াতে বলা হয়েছে : তোমাদের জন্য মৃত জন্তু হারাম করা হয়েছে। 'মৃত' বলে ঐ জন্তু বুঝানো হয়েছে। যা জবাই ব্যতীত কোনো রোগে অথবা স্বাভাবিকভাবে মরে যায়। এ ধরনের মৃত জন্তুর গোশত চিকিৎসা বিজ্ঞানের দৃষ্টিতেও মানুষের জন্য ক্ষতিকর এবং আধ্যাত্মিক দিক দিয়েও।

তবে হাদীসে রাসূল ﷺ দুই প্রকার মৃতকে বিধানের বাইরে রেখেছেন; একটি মৃত মাছ ও অপরটি মৃত টিড্ডী। –[মুসনাদে আহমদ, ইবনে মাজা, দারাকুতনী, বায়হাকী]

আলোচ্য আয়াতে বর্ণিত দ্বিতীয় হারাম বস্তু হচ্ছে রক্ত। কুরআনের অন্য আয়াতে أَوْ دَمًا مَّسْفُوْحًا বলায় বুঝা যায় যে, যে রক্ত প্রবাহিত হয়, তাই হারাম। সুতরাং কলিজা ও প্লীহা রক্ত হওয়া সত্ত্বেও হারাম নয়। পূর্বোক্ত যে হাদীসে মাছ ও টিড্ডির কথা বলা হয়েছে, তাতেই কলিজা ও প্লীহা হালাল হওয়ার কথাও বলা হয়েছে।

তৃতীয় বস্তু শূকরের গোশত। একেও হারাম করা হয়েছে। গোশত বলে তার সম্পূর্ণ দেহ বুঝানো হয়েছে। চর্বি ইত্যাদিও এর অন্তর্ভুক্ত।

চতুর্থ : ঐ জন্তু যা আল্লাহ ব্যতীত অন্যের নামে উৎসর্গ করা হয়। যদি জবাই করার সময়ও অন্যের নাম নেওয়া হয়, তবে তা খোলাখুলি শিরক। এরূপ জন্তু সর্বসম্মতভাবে মৃতের অন্তর্ভুক্ত। যেমন আরবের মুশরিকরা মূর্তিদের নামে জবাই করত। অধুনা কোনো কোনো মূর্খ লোক পীর-ফকিরের নামে জবাই করে। যদিও জবাই করার সময় আল্লাহর নাম উচ্চারণ করে; কিন্তু জন্তুটি যেহেতু অন্যের নামে উৎসর্গীকৃত এবং তাঁর সন্তুষ্টির জন্য কুরবান করে, তাই সাধারণ ফিকহিবদগণ একেও وَمَا أُهِلَّ لِغَيْرِ اللّٰهِ بِهٖ আয়াতদৃষ্টে হারাম বলেছেন।

পঞ্চম : مُنْخَنِقَةُ অর্থাৎ ঐ জন্তু হারাম, যাকে গলাটিপে হত্যা করা হয়েছে অথবা নিজেই কোনো জাল ইত্যাদিতে আবদ্ধ অবস্থায় শ্বাসরুদ্ধ হয়ে মরে গেছে।

ষষ্ঠ : مَوْقُوْذَةُ অর্থাৎ, ঐ জন্তু হারাম, যা লাঠি অথবা পাথর ইত্যাদির প্রচণ্ড আঘাতে নিহত হয়। যদি নিক্ষিপ্ত তীরের ধারালো অংশ শিকারের গায়ে না লাগে এবং তীরের আঘাতে শিকার নিহত হয়, তবে সে শিকারও مَوْقُوْذَةُ এর অন্তর্ভুক্ত এবং হারাম। مُنْخَنِقَةُ এবং مَيْتَةُ উভয়টি مَوْقُوْذَةُ তথা মৃতের অন্তর্ভুক্ত। কিন্তু জাহেলিয়াত যুগে এগুলোকে জায়েজ মনে করা হতো। এ কারণে আয়াতে বিশেষভাবে উল্লেখ করা হয়েছে।

হযরত আদী ইবনে আবী হাতেম (রা.) একবার রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে জিজ্ঞেস করলেন, আমি মাঝে মাঝে চওড়া তীর দ্বারা শিকার করি। যদি এতে শিকার মরে যায়, তবে খেতে পারি কি না? তিনি উত্তরে বললেন, তীরের যে অংশ ধারালো নয়, যদি সে অংশের আঘাতে শিকার মরে যায়, তবে তা مَوْقُوْذَةُ এর অন্তর্ভুক্ত হবে এবং তুমি খেতে পারবে না। আর যদি ধারালো অংশ শিকারের গায়ে লাগে এবং শিকারকে আহত করে, তবে তা খেতে পার। ইমাম জাসসাস 'আহকামুল কুরআন' গ্রন্থে এ হাদীসটি নিজ সনদে বর্ণনা করেছেন। এরূপ শিকার হালাল হওয়ার জন্য শর্ত এই যে, বিসমিল্লাহ বলে তীর নিক্ষেপ করতে হবে।

https://e-ilm.weebly.com/

যে শিকার বন্দুকের গুলিতে মরে যায়, ফিকহবিদগণ সেটাকেও مَوْقُوْذَةٌ -এর অন্তর্ভুক্ত করে হারাম বলেছেন। হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে ওমর (রা.) বলতেন : اَلْمَقْتُوْلَةُ بِالْبُنْدُقَةِ تِلْكَ الْمَوْقُوْذَةُ –অর্থাৎ বন্দুক দ্বারা যে জন্তুকে হত্যা করা হয়, তাই مَوْقُوْذَةٌ –অতএব হারাম। (জাসসাস)। ইমাম আবূ হানীফা (র.), শাফেয়ী, মালেক প্রমুখ সবাই এ ব্যাপারে একমত।–[কুরতুবী]

সপ্তম : مُتَرَدِّيَةٌ অর্থাৎ ঐ জন্তু হারাম, যা কোনো পাহাড়, টিলা, উঁচু দালানের উপর থেকে অথবা কূপে পড়ে মরে যায়। এ কারণেই হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা.) বলেন : যদি তুমি পাহাড়ের উপর দণ্ডায়মান কোনো শিকারের প্রতি বিসমিল্লাহ বলে তীর নিক্ষেপ কর এবং তীরের আঘাতে সে নিচে পড়ে মরে যায়, তবে তা খেয়ো না। কারণ এতে সম্ভাবনা আছে যে, শিকারটি তীরের আঘাতে না মরে নিচে পড়ে যাওয়ার কারণে মরে গেছে। এমতাবস্থায় তা اَلْمُتَرَدِّيَةُ -এর অন্তর্ভুক্ত হয়ে যাবে। এমনিভাবে কোনো পাখিকে তীর নিক্ষেপ করার পর যদি সেটি পানিতে পড়ে যায়, তবে তা খাওয়াও নিষিদ্ধ। কারণ এখানেও পানিতে ডুবে যাওয়ার কারণে মৃত্যু হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। –[জাসসাস]

অষ্টম : نَطِيْحَةٌ অর্থাৎ, ঐ জন্তু হারাম, যা কোনো সংঘর্ষে নিহত হয়। যেমন, রেলগাড়ি, মোটর ইত্যাদির নিচে এসে মরে যায় অথবা কোনো জন্তুর শিং-এর আঘাতে মরে যায়।

নবম : ঐ জন্তু হারাম, যেটি কোনো হিংস্র জন্তুর কামড়ে মরে যায়। উপরিউক্ত নয় প্রকার হারাম জন্তুর বর্ণনা করার পর একটি ব্যতিক্রম উল্লেখ করে বলা হয়েছে : اِلَّا مَا ذَكَّيْتُمْ অর্থাৎ, এসব জন্তুর মধ্যে কোনোটিকে জীবিত অবস্থায় পাওয়ার পর জবাই করতে পারলে হালাল হয়ে যাবে।

এ ব্যতিক্রম প্রথমোক্ত চার প্রকার জন্তুর সাথে সম্পর্কযুক্ত হতে পারে না। কেননা মৃত ও রক্তকে জবাই করার সম্ভাবনা নাই এবং শূকর ও আল্লাহ ব্যতীত অন্যের নাম উৎসর্গীকৃত জন্তু সত্তার দিক দিয়েই হারাম। সুতরাং এ দুটোকে জবাই করা না করা উভয়ই সমান। এ কারণে হযরত আলী (রা.), ইবনে আব্বাস (রা.), হাসান বসরী, কাতাদহ প্রমুখ পূর্ববর্তী মনীষীগণ এ বিষয়ে একমত যে, এ ব্যতিক্রম প্রথমোক্ত চারটি পরবর্তী পাঁচটির সাথে সম্পর্কযুক্ত। অতএব আয়াতের অর্থ এই দাঁড়ায় যে, এ পাঁচ প্রকার জন্তুর মধ্যে যদি জীবনের স্পন্দন অনুভব করা যায় এবং তদবস্থায়ই বিসমিল্লাহ বলে জবাই করে দেওয়া হয়, তবে এগুলো হালাল হবে।

দশম : ঐ জন্তু হারাম, যাকে নুছুবের উপর জবাই করা হয়। নুছুব ঐ প্রস্তরকে বলা হয়, যা কা'বা গৃহের আশেপাশে স্থাপিত ছিল। জাহেলিয়াত যুগে আরবরা এদের উপাসনা করত এবং এদের কাছে এদের উদ্দেশ্যে জন্তু কুরবানি করত। একে তারা ইবাদত বলে গণ্য করত।

জাহেলিয়াত যুগের আরবরা উপরিউক্ত সর্ব প্রকার জন্তুর গোশত আহারে অভ্যস্ত ছিল। কুরআন পাক এগুলোকে হারাম করেছে।

একাদশ اِسْتِقْسَامُ الْاَزْلَامِ হারাম। اَزْلَامٌ শব্দটি زَلَمٌ -এর বহুবচন। এর অর্থ ঐ তীর, যা জাহেলিয়াত যুগে ভাগ্য পরীক্ষার জন্য নির্ধারিত ছিল। এ কাজের জন্য সাতটি তীর ছিল। তন্মধ্যে একটিতে نَعَمْ (হ্যাঁ), একটিতে لَا (না) এবং অন্যগুলোতে অন্য শব্দ লিখিত ছিল। এ তীরগুলো কা'বাগৃহের খাদেমের কাছে থাকত। কেউ নিজ ভাগ্য পরীক্ষা করতে চাইলে অথবা কোনো কাজ করার পূর্বে তা উপকারি হবে না অপকারী, তা জানতে চাইলে সে কা'বার খাদেমের কাছে পৌঁছে একশত মুদ্রা উপঢৌকন দিত। খাদেম তুন থেকে একটি একটি করে তীর বের করত। 'হ্যাঁ' শব্দ বিশিষ্ট তীর বের হয়ে আসলে মনে করা হতো যে, কাজটি উপকারী। পক্ষান্তরে 'না' শব্দ বিশিষ্ট তীর বের হলে তারা বুঝে নিত যে, কাজটি করা ঠিক হবে না। হারাম জন্তুসমূহের বর্ণনা প্রসঙ্গে এ বিষয়টি উল্লেখ করার কারণ এই যে, তারা এ তীরগুলো জন্তু সমূহের গোশত বণ্টনেও ব্যবহার করত। কয়েকজন শরিক হয়ে উট ইত্যাদি জবাই করে তা মাংস প্রাপ্য অংশ অনুযায়ী বণ্টন না করে এসব জুয়ার তীরের সাহায্যে বণ্টন করত। ফলে কেউ সম্পূর্ণ বঞ্চিত, কেউ প্রাপ্য অংশের চাইতে কম এবং কেউ অনেক বেশি গোশত পেয়ে যেত। এ কারণে হারাম জন্তুর বর্ণনা প্রসঙ্গে এ হারাম বণ্টন পদ্ধতিও বর্ণনা করা হয়েছে।

আলেমগণ বলেন : ভবিষ্যৎ অবস্থা এবং অদৃশ্য বিষয় জানার যেসব পন্থা প্রচলিত আছে : যেমন ভবিষ্যৎ কথন বিদ্যা, হস্তরেখা বিদ্যা, শকুন বিদ্যা ইত্যাদি সব اِسْتِقْسَامٌ بِالْاَزْلَامِ -এর অন্তর্ভুক্ত এবং হারাম।

https://e-ilm.weebly.com/

إِسْتِقْسَامٌ بِالْأَزْلَامِ শব্দটি কখনো জুয়া অর্থেও ব্যবহৃত হয়, যাতে গুটিকা নিক্ষেপ অথবা লটারীর নিয়মে অধিকার নির্ধারণ করা হয়। কুরআনে পাক একে مَيْسِرْ নাম দিয়ে হারাম ও নিষিদ্ধ করেছে। এ কারণেই হযরত সাঈদ ইবনে জুবায়ের, মুজাহিদ ও শা'বী (র.) বলেন : আরবে যেমন ভাগ্য নির্ধারক তীরের সাহায্যে অংশ বের করা হতো পারস্য ও রোমেও তেমনি আবার ছক, চওসর ইত্যাদির গুটি দ্বারা অংশ বের করা হতো। সুতরাং তীর নিক্ষেপের মাধ্যমে নির্ধারণের ন্যায় এগুলোও হারাম। –[মাযহারী]

ভাগ্য নির্ধারক তীর দ্বারা বন্টন হারাম করার সাথে সাথে বলা হয়েছে যে, ذٰلِكُمْ فِسْقٌ অর্থাৎ, এ বন্টন পদ্ধতি পাপাচার ও পথভ্রষ্টতা। এরপর বলা হয়েছে–

اَلْيَوْمَ يَئِسَ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا مِنْ دِيْنِكُمْ فَلَا تَخْشَوْهُمْ وَاخْشَوْنِ

অর্থাৎ, অদ্য কাফেররা তোমাদের দীনকে পরাভূত করার ব্যাপারে নিরাশ হয়ে গেছে। কাজেই তোমরা তাদেরকে আর ভয় করো না। তবে আল্লাহকে ভয় কর।

এ আয়াতটি হিজরতের দশম, বৎসরে বিদায় হজে আরাফার দিনে অবতীর্ণ হয়। তখন মক্কা এবং প্রায় সমগ্র আরব মুসলমানদের করতলগত ছিল। সমগ্র আরব উপত্যকায় ইসলামি আইন প্রচলিত হয়ে গিয়েছিল। তাই বলা হয়েছে : ইতঃপূর্বে কাফেররা মুসলমানদের সংখ্যা ও শক্তি অপেক্ষাকৃত কম দেখে তাদের নিশ্চিহ্ন করে দেওয়ার পরিকল্পনা করত। কিন্তু এখন তাদের মধ্যে এরূপ দুঃসাহস ও বল-ভরসা নেই। এ কারণে মুসলমানরা যেন তাদের পক্ষ থেকে নিশ্চিন্ত হয়ে স্বীয় প্রতিপালকের আনুগত্য ও ইবাদতে মনোনিবেশ করে।

اَلْيَوْمَ اَكْمَلْتُ لَكُمْ دِيْنَكُمْ وَاَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِيْ وَرَضِيْتُ لَكُمُ الْاِسْلَامَ دِيْنًا

এ আয়াতটি যেমন বিশেষ তাৎপর্য ও গুরুত্ব সহকারে অবতীর্ণ হয়েছে তেমনি এর বিষয়বস্তুও ইসলাম ধর্ম ও মুসলমানদের জন্য বিরাট সুসংবাদ, অনন্য পুরস্কার ও স্বাতন্ত্র্যের স্বাক্ষর বহন করে। এ বিষয়বস্তুর সারমর্ম এই যে, পৃথিবীতে মানব জাতিকে সত্য দীন ও আল্লাহর নিয়ামতের চূড়ান্ত মাপকাঠি প্রদানের যে ওয়াদা ছিল, আজ তা ষোলকলায় পূর্ণ করে দেওয়া হলো। হযরত আদম (আ.)-এর আমল থেকে যে সত্যধর্ম ও আল্লাহর নিয়ামতের অবতরণ ও প্রচলন আরম্ভ করা হয়েছিল এবং প্রত্যেক যুগ ও প্রত্যেক ভূখণ্ডের অবস্থানুযায়ী এ নিয়ামত থেকে আদম সন্তানদের অংশ দেওয়া হচ্ছিল, আজ যেন সেই ধর্মও নিয়ামত পরিপূর্ণ আকারে শেষনবী হযরত মুহাম্মদ ﷺ ও তাঁর উম্মতকে প্রদান করা হলো।

يَسْئَلُوْنَكَ مَاذَا اُحِلَّ لَهُمْ الخ : উপরিউক্ত প্রশ্নোত্তরে শিকারি কুকুর, বা ইত্যাদি দ্বারা শিকার করা জন্তু হালাল হওয়ার জন্য চারটি শর্ত উল্লেখ করা হয়েছে।

১ম : কুকুর অথবা বাজ শিক্ষাপ্রাপ্ত হতে হবে। শিকার পদ্ধতি এই যে, আপনি যখন কুকুরকে শিকারের দিকে প্রেরণ করবেন, তখন সে শিকার ধরে আপনার কাছে নিয়ে আসবে, নিজে খাওয়া শুরু করবে না। বাজপখির বেলায় পদ্ধতি এই যে, আপনি ফেরত আসার জন্য ডাক দেওয়া মাত্রই সে কাল বিলম্ব না করে ফিরে আসবে– যদিও তখন সে কোনো শিকারের পিছনে ধাওয়া করতে থাকে। শিকারি জন্তু এমনভাবে শিক্ষাপ্রাপ্ত হয়ে গেলে বুঝা যাবে যে, সে আপনার জন্য শিকার করে নিজের জন্য নয়। এমতাবস্থায় এগুলো ধরে আনা শিকার স্বয়ং আপনারই শিকার বলে গণ্য হবে। যদি শিকারি জন্তু কোনো সময় এ শিক্ষার বিরুদ্ধাচরণ করে যেমন, কুকুর নিজেই খাওয়া আরম্ভ করে কিংবা বাজপাখি আপনার ডাকে ফেরত না আসে, তবে এ শিকার আপনার শিকার নয়। কাজেই তা খাওয়াও বৈধ নয়।

দ্বিতীয় : আপনি নিজ ইচ্ছায় কুকুরকে অথবা বাজকে শিকারের পিছনে প্রেরণ করবেন। কুকুর অথবা বাজ যেন স্বেচ্ছায় শিকারের পিছনে দৌড়ে শিকার না করে। আলোচ্য আয়াতে এ শর্তটি مُكَلِّبِيْنَ শব্দে বর্ণিত হয়েছে। এটি تَكْلِيْبٌ ধাতু থেকে উদ্ভূত। এর আসল অর্থ– কুকুরকে শিক্ষা দেওয়া। এরপর সাধারণ শিকারি জন্তুকে শিক্ষা দেওয়ার পর শিকারের দিকে প্রেরণ করার অর্থেও ব্যবহৃত হয়। জালালাইন– এর গ্রন্থকার مُكَلِّبِيْنَ শব্দের ব্যাখ্যায় اِرْسَالٌ শব্দ উল্লেখ করেছেন। এর অর্থ শিকারের দিকে প্রেরণ করা। তাফসীরে কুরতুবীতেও এ উক্তি উল্লেখ করা হয়েছে।

তৃতীয় : শর্ত এই যে, শিকারি জন্তু নিজে শিকারকে খাবে না; বরং আপনার কাছে নিয়ে আসবে। এ শর্তটি مِمَّا اَمْسَكْنَ عَلَيْكُمْ বাক্যাংশে বর্ণিত হয়েছে।

https://e-ilm.weebly.com/

চতুর্থ : শর্ত এই যে, শিকারি কুকুর অথবা বাজকে শিকারের দিকে প্রেরণ করার সময় 'বিসমিল্লাহ' বলতে হবে। বর্ণিত চারটি শর্ত পূর্ণ হলে শিকার আপনার হাতে পৌছার পূর্বেই যদি মরে যায়, তবুও তা হালাল হবে; জবাই করার প্রয়োজন হবে না। আর যদি জীবিত অবস্থায় হাতে আসে, তবে জবাই ব্যতীত হালাল হবে না।

ইমাম আযম আবূ হানীফা (র.)-এর মতে একটি পঞ্চম শর্তও আছে। তা এই যে, শিকারি জন্তু শিকারকে আহতও করতে হবে। جَوَارِحْ শব্দে এ শর্তের প্রতিই ইঙ্গিত রয়েছে।

যেসব বন্য জন্তু কারো করতলগত নয়, উপরিউক্ত মাসআলা তাদের বেলায় প্রযোজ্য। পক্ষান্তরে কোনো বন্য জন্তু কারো করতলগত হয়ে গেলে, তা নিয়মিত জবাই করা ব্যতীত হালাল হবে না।

উপসংহারে এ নির্দেশও দেওয়া হয়েছে যে, আল্লাহ তা'আলা শিকার করা জন্তু হালাল করেছেন ঠিক, কিন্তু শিকারের পিছনে লেগে নামাজ ও শরিয়তের অন্যান্য জরুরি নির্দেশের প্রতি উদাসীন হয়ে পড়া কিছুতেই বৈধ নয়।

اَلْيَوْمَ اُحِلَّ لَكُمُ الطَّيِّبٰتُ الخ : সূরা মায়িদার প্রথম আয়াতে গৃহপালিত পশু ছাগল, গরু, মহিষ ইত্যাদির হালাল হওয়ার কথা বর্ণিত হয়েছে এবং তৃতীয় আয়াতে নয় প্রকার হারাম জন্তুর বিবরণ দেওয়া হয়েছে। কিন্তু আলোচ্য আয়াতের বিবরণে প্রথম বাক্যেই গোটা অধ্যায়ের সারমর্ম এমনভাবে ব্যক্ত হয়েছে, যাতে বিভিন্ন জন্তুর মধ্যে হালাল ও হারাম হওয়ার বৈশিষ্ট্যসহ এর একটি মাপকাঠি ও মূলনীতি সুনির্দিষ্টভাবে জানা যায়।

ইরশাদ হচ্ছে اَلْيَوْمَ اُحِلَّ لَكُمُ الطَّيِّبٰتِ অর্থাৎ, আজ তোমাদের জন্য সব পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন বস্তু হালাল করা হলো। 'আজ' বলে এ দিনকে বুঝানো হয়েছে, যেদিন এ আয়াত ও এর পূর্ববর্তী আয়াত অবতীর্ণ হয়। অর্থাৎ, দশম হিজরির বিদায় হজের আরাফার দিন। উদ্দেশ্যে এই যে, আজ যেমন তোমাদের জন্য তোমাদের ধর্মকে পূর্ণাঙ্গ ও স্বয়ংসম্পূর্ণ করে দেওয়া হয়েছে এবং তোমাদের প্রতি আল্লাহর নিয়ামত পূর্ণতা লাভ করেছে, তেমনি আল্লাহ তা'আলার পবিত্র বস্তুসমূহ, যা পূর্বেও তোমাদের জন্য হালাল ছিল, চিরস্থায়ীভাবে হালাল রাখা হলো। এ নির্দেশ রহিত হওয়ার সম্ভাবনা শেষ হয়ে গেছে। কেননা অচিরেই ওহীর আগমন বন্ধ হয়ে যাচ্ছে।

এ আয়াতে طَيِّبَاتٌ অর্থাৎ, পবিত্র ও পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন বস্তু হালাল হওয়ার বর্ণনা দেওয়া হয়েছে। অন্য এক আয়াতে বলা হয়েছে :

يُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبٰتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبٰٓئِثَ অর্থাৎ, আল্লাহ হালাল করেন তাদের জন্য طَيِّبَاتٌ এবং হারাম করেন خَبَائِثٌ এখানে طَيِّبَاتٌ-এর বিপরীতে خَبَائِثٌ ব্যবহার করে উভয় শব্দের মর্মার্থ বর্ণনা করা হয়েছে।

অভিধানে طَيِّبَاتٌ দ্বারা পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন কাম্য বস্তুসমূহকে এবং এর বিপরীতে خَبَائِثٌ দ্বারা নোংরা ও ঘৃণার বস্তুসমূহকে বলা হয়। কাজেই আয়াতের এ বাক্যের দ্বারা বুঝা যায় যে, যেসব বস্তু পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন, উপাদেয় ও পবিত্র, সেগুলো মানুষের জন্য হালাল করা হয়েছে এবং যেসব বস্তু নোংরা, ঘৃণার্হ ও অপকারী, সেগুলো হারাম করা হয়েছে। এর কারণ এই যে, মানব জীবনের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য অন্যান্য জন্তু জানোয়ারের ন্যায় খাওয়া-পরা, নিদ্রা-জাগরণ ও জীবন-মরণের মধ্যেই সীমাবদ্ধ নয়।

সর্বশক্তিমান আল্লাহ কোনো বিশেষ লক্ষ্য অর্জনের জন্যই মানুষকে সৃষ্টির সেরা করেছেন। সে লক্ষ্যটি উত্তম ও পবিত্র চরিত্র ব্যতীত অর্জিত হতে পারে না। এ কারণেই অসচ্চরিত্র ব্যক্তি প্রকৃতপক্ষে মানুষ আখ্যা লাভেরই যোগ্য নয়।

কুরআন পাক এ ধরনের লোকদের সম্পর্কে বলে : بَلْ هُمْ اَضَلُّ অর্থাৎ, এরা চতুষ্পদ জন্তুর চাইতেও অধিকতর পথভ্রষ্ট। যখন চরিত্র সংশোধনের উপর মানবের মানবতা নির্ভরশীল, তখন যেসব বস্তু মানব চরিত্রকে কলুষিত ও বিনষ্ট করে, সেগুলো থেকে মানুষকে পুরোপুরিভাবে বাঁচিয়ে রাখা অত্যাবশ্যক। একথা স্বতঃসিদ্ধ যে, মানব চরিত্রের উপর পারিপার্শ্বিক অবস্থা দ্বারা যখন মানব চরিত্র প্রভাবান্বিত হয়, তখন যে বস্তু মানুষের শরীরের অংশে পরিণত হয়, তার দ্বারা মানব চরিত্র অবশ্যই প্রভাবান্বিত হবে। এ কারণে পানাহারের যাবতীয় বস্তুর মধ্যে এ বিষয়ে সতর্কতা অবলম্বন করা খুবই জরুরি। চুরি, ডাকাতি, ঘুষ, সুদ, জুয়া ইত্যাদির আমদানি যে ব্যক্তির শরীরের অংশ হবে, সে নিশ্চিতরূপেই মানবতা থেকে দূরে সরে পড়বে এবং শয়তানের নিকটবর্তী হয়ে যাবে।

এ কারণেই কুরআন পাক বলে : يٰٓاَيُّهَا الرُّسُلُ كُلُوْا مِنَ الطَّيِّبٰتِ وَاعْمَلُوْا صَالِحًا –এখানে সৎকর্মের জন্য হালাল ভক্ষণের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। কেননা হালাল ভক্ষণ ব্যতীত সৎকর্ম কল্পনাতীত।

https://e-ilm.weebly.com/

বিশেষ করে গোশত মানব দেহের প্রধান অংশে পরিণত হয়। সুতরাং যে গোশত চরিত্র বিনষ্ট করে, তা যাতে মানুষের খাদ্যের অন্তর্ভুক্ত না হয়, সেদিকে সতর্ক দৃষ্টিরাখা অধিকতর জরুরি। এমনিভাবে সে মাংস থেকেও বিরত থাকতে হবে, যা দৈহিক দিক দিয়ে মানুষের জন্য ক্ষতিকর। কেননা এতে রোগ-ব্যাধির জীবাণু থাকে। শরিয়ত যেসব বস্তুকে নোংরা ও ঘৃণার্হ সাব্যস্ত করেছে, সেগুলো নিশ্চিতরূপেই মানুষের দেহ কিংবা আত্মা অথবা উভয়কে বিনষ্ট করে এবং মানুষের প্রাণ অথবা চরিত্রকে ধ্বংস করে। এ কারণে সেগুলোকে হারাম করা হয়েছে। এর বিপরীতে পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন ও পবিত্র বস্তু দ্বারা মানুষের দেহ ও আত্মা লালিত হয় এবং উৎকৃষ্ট চরিত্র গঠিত হয়। এ কারণে এগুলো হালাল করা হয়েছে। মোটকথা أُحِلَّ لَكُمُ الطَّيِّبٰتُ বাক্যটি হালাল ও হারাম হওয়ার দর্শন এবং মূলনীতিও ব্যক্ত করেছে।

এখন কোন কোন বস্তু طَيِّبَاتٌ অর্থাৎ, পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন, উপাদেয় ও কাম্য এবং কোন কোন বস্তু خَبَائِثُ অর্থাৎ, নোংরা ক্ষতিকর ও ঘৃণার্হ, তা সুস্থ রুচিজ্ঞানের আগ্রহ ও অনীহার উপরই নির্ভরশীল। এ কারণেই যেসব জন্তুকে ইসলাম হারাম সাব্যস্ত করেছে, প্রতিযুগের সুস্থ স্বভাব মানুষই সেগুলোকে নোংরা ও ঘৃণার্হ মনে করে এসেছে। যেমন, মৃতজন্তু, রক্ত ইত্যাদি। তবে মাঝে মাঝে মূর্খতাসুলভ রীতিনীতি সুস্থ স্বভাবের উপর প্রবল হয়ে যায়। ফলে ভালো ও মন্দের পার্থক্য লোপ পায় অথবা কোনো কোনো বস্তুর নোংরামিও অস্পষ্ট হয়ে থাকে। এ ধরনের ব্যাপারে পয়গম্বরদের সিদ্ধান্ত সবার জন্য অকাট্য দলিলস্বরূপ। কেননা মানুষের মধ্যে পয়গম্বরগণই সর্বাধিক সুস্থ স্বভাবসম্পন্ন। আল্লাহ তা'আলা বিশেষভাবে তাঁদেরকে সুস্থ স্বভাব দ্বারা ভূষিত করেছেন। স্বয়ং তাঁদের শিক্ষাদীক্ষা দিয়েছেন। তাদের চার দিকে ফেরেশতাদের পাহারা বসিয়েছেন। ফলে তাদের মন-মস্তিষ্ক ও চরিত্র কোনো ভ্রান্ত পরিবেশ দ্বারা দূষিত হতে পারে না। তাঁরা যেসব বস্তুকে পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন আখ্যা দিয়েছেন, সেগুলো প্রকৃতপক্ষে পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন।

অতএব, হযরত নূহ (আ.)-এর আমল থেকে শেষ নবী ﷺ-এর আমল পর্যন্ত প্রত্যেক পয়গম্বর মৃত জন্তু ও শূকর ইত্যাদিকে নিজেদের সময়ে হারাম বলে ঘোষণা করেছেন। এতে বুঝা যায় যে, প্রতি যুগের সুস্থ-স্বভব মনীষীরা এদের নোংরা ও ক্ষতিকর বলেই মনে করেছেন।

হযরত শাহ ওয়ালী উল্লাহ দেহলভী (র.) 'হুজ্জাতুল্লাহিল বালেগা' গ্রন্থে বলেন, ইসলামী শরিয়তে হারামকৃত জন্তুদের সম্পর্কে চিন্তা করলে সেগুলো দু'টি মূলনীতির অন্তর্ভুক্ত হয়ে যায়। এক প্রকার জন্তু সৃষ্টিগত ও স্বভাবতভাবে নোংরা ও অপবিত্র এবং দ্বিতীয় প্রকার জন্তুর জবাই পদ্ধতি ভ্রান্ত, ফলে সেটাকে জবাই করা জন্তুর পরিবর্তে মৃত বলেই সাব্যস্ত করা হবে।

সূরা মায়িদার তৃতীয় আয়াতে নয়টি বস্তুকে হরাম বলা হয়েছে। তন্মধ্যে শূকর প্রথম প্রকারের অন্তর্ভুক্ত এবং অবশিষ্ট আটটি দ্বিতীয় প্রকাররে অন্তর্ভুক্ত।

কুরআন পাক وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبٰٓئِثَ বলে সংক্ষেপে সব নোংরা ও অপবত্রি জন্তু হারাম হওয়ার কথা ঘোষণা করা হয়েছে। অতঃপর শূকরের গোশত, প্রবাহিত রক্ত ইত্যাদি কয়েকটি বস্তুর নাম পরিষ্কার উল্লেখ করেছে। অবশিষ্ট নোংরা ও অপবত্রি বস্তুসমূহের বর্ণনা রাসূল ﷺ-এর দায়িত্বে ন্যস্ত করা হয়েছে। তিনি কোনো জন্তুর خَبِيْثٌ তথা নোংরা হওয়ার আলামত বর্ণনা প্রসঙ্গে বলেন : কোনো জাতিকে শাস্তি হিসেবে কানো জন্তুর আকৃতিতে বিকৃত ও রূপান্তরিত করা হলে বুঝা যায় যে, জন্তুটি স্বভাবগতভাবে নোংরা। ফলে যারা আল্লাহর গজবে পতিত, তাকে সেসব জীবের আকৃতিতে রূপান্তরিত করে দেওয়া হয়েছে। উদাহরণতঃ কুরআনে বলা হয়েছে : جَعَلَ مِنْهُمُ الْقِرَدَةَ وَالْخَنَازِيْرَ; অর্থাৎ, কোনো কোনো জাতিকে শাস্তি হিসেবে শূকর ও বানরের আকৃতিতে বিকৃত করা হয়েছে। অতএব, বুঝা যায় যে, এই দুই প্রকার জন্তু স্বভাবগতভাবেই নোংরা শ্রেণিভুক্ত। নিয়মিত জবাই করলেও এগুলো হালাল হবে না এছাড়া অনেক জন্তু এমনও আছে, ক্রিয়াকর্ম ও লক্ষণাদি দ্বারা সেগুলো নোংরা হওয়ার বিষয় প্রত্যেকেই অনুভব করতে পারে। উদাহরণত : হিংস্র জন্তু অন্যান্য জন্তুকে ক্ষত-বিক্ষত করা, ছিঁড়ে-ফেড়ে ভক্ষণ করা এবং নির্মমতাই এদের কাজ।

একজন্যই রাসূলুল্লাহ ﷺ একটি সাধারণ নীতি হিসেবে বর্ণনা করেন যে, দাঁত দ্বারা ছিঁড়ে খায় এমন যাবতীয় হিংস্র জন্তু যেমন, সিংহ, বাঘ ইত্যাদি এবং থাবা দ্বারা শিকার করে এমন পাখি যেমন, বাজ, চিল প্রভৃতি সবই হারাম এছাড়া ইঁদুর, মৃতভোজী জন্তু, গাধা ইত্যাদির স্বভাব হচ্ছে হীনতা, নিকৃষ্টতা ও অপবিত্রতার সাথে জড়িত হওয়া। এসব জন্তুর স্বভাবগত বৈশিষ্ট্য এবং ক্ষতিকর হওয়া প্রত্যেক সাধারণ সুস্থ-স্বভাব ব্যক্তিই অনুভব করতে সক্ষম।

মোটকথা এই যে, ইসলামি শরিয়ত যেসব জন্তুকে হারাম সাব্যস্ত করেছে, তন্মধ্যে এক প্রকার জন্তুর মধ্যে প্রকৃতিগতভাবেই নোংরামি পরিলক্ষিত হয়। দ্বিতীয় প্রকার জন্তুর মাঝে প্রকৃতিগতভাবে কোনো নোংরামি নেই; কিন্তু জন্তু জবাই করার যে

https://e-ilm.weebly.com/

পদ্ধতি আল্লাহ তা'আলা নির্ধারণ করেছেন তাকে সে পদ্ধতিতে জবাই করা হয়নি। এখন এর ধরন বিভিন্ন হতে পারে : **এক.** মূলত জবাইই করা হয়নি। যেমন, হেঁচকা টান মেরে ফেলা,. আঘাত করে মেরে ফেলা ইত্যাদি। **দুই.** জবাই করা হয়েছে কিন্তু আল্লাহর নামের পরিবর্তে অন্যের নাম নিয়ে। তিন. কারো নাম নেওয়া হয়নি এবং জবাই করার সময় ইচ্ছাকৃতভাবে আল্লাহর নাম উচ্চারণ করা হয়নি। এরূপ জবাই শরিয়তে ধর্তব্য নয়; বরং জবাই ব্যতীত মেরে ফেলারই শামিল।

وَطَعَامُ الَّذِيْنَ اُوْتُوا الْكِتٰبَ حِلٌّ لَّكُمْ وَطَعَامُكُمْ حِلٌّ لَّهُمْ

অর্থাৎ, আহলে কিতাবদের খাদ্য তোমাদের জন্য হালাল এবং তোমাদের খাদ্য আহলে কিতাবদের জন্য হালাল।

এক্ষেত্রে সাধারণ সাহাবী ও তাবেয়ীগণের মতে 'খাদ্য' বলতে জবাই করা জন্তুকে বুঝানো হয়েছে। হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা.) , আবুদ দারদা, ইবরাহীম, কাতাদাহ, সুদ্দী, জাহহাক, মুজাহিদ (রা.) থেকে এ কথাই বর্ণিত আছে। –[রূহুল মা'আনী, জাসসাস]

কেননা অন্য প্রকার খাদ্যবস্তুতে আহলে কিতাব, পৌত্তলিক, মুশরিক সবাই সমান। রুটি, আটা, চাল, ডাল ইত্যাদিতে জবাই করার প্রয়োজন নেই। এগুলো যে কোনো লোকের কাছ থেকে যে কোনো বৈধ পন্থায় অর্জিত হলে মুসলমানের জন্য খাওয়া হালাল। অতএব, আলোচ্য আয়াতে আলোচ্য বাক্যের মূল বিষয়বস্তু হচ্ছে আহলে কিতাবদের জবাই করা জন্তু মুসলমানদের জন্য এবং মুসলমানদের জবাই করা জন্তু আহলে কিতাবদের জন্য হালাল।

এখানে কয়েকটি বিষয় প্রণিধানযোগ্য। প্রথম, কুরআন ও সুন্নাহর পরিভাষায় আহলে কিতাব কারা? কিতাব বলে কোন কিতাবকে বুঝানো হয়েছে? আহলে কিতাব হওয়ার জন্য স্বীয় কিতাবের প্রতি বিশুদ্ধ ঈমান থাকা এবং আমল করা জরুরি কিনা? এটা জানা কথা যে, এ স্থলে কিতাবের আভিধানিক অর্থে যে কোনো লিখিত পাতাকে বুঝানো হয়নি; বরং যে কিতাব আল্লাহর পক্ষ থেকে আগমন করেছে, তাই বুঝানো হয়েছে। তাই এ বিষয়ে কারো দ্বিমত নেই যে, এখানে ঐ ঐশি কিতাবকেই বুঝানো হয়েছে, যা আল্লাহর কিতাব হওয়া কুরআনের সমর্থন দ্বারা নিশ্চিত। যেমন, তাওরাত, ইঞ্জিল, যাবূর এবং হযরত মূসা ও ইবরাহীম (আ.)-এর সহীফা ইত্যাদি। সুতরাং যেসব জাতি এমন কিতাবের প্রতি বিশ্বাস রাখে এবং তাকে খোদায়ী প্রত্যাদেশ বলে মনে করে তারাই আহলে কিতাব। পক্ষান্তরে আল্লাহর কিতাব বলে কুরআন ও সুন্নাহর নিশ্চিত পন্থায় প্রমাণিত নয়, তারা আহলে কিতাবদের অন্তর্ভুক্ত হবে না। যেমন, মক্কার মুশরিক, অগ্নিউপাসক, মূর্তিপূজারি হিন্দু, বৌদ্ধ, আর্য, শিখ ইত্যাদি। এতে বুঝা গেল যে, কুরআনের পরিভাষায় ইহুদি ও খ্রিস্টান জাতিই আহলে কিতাবের অন্তর্ভুক্ত। তারা তাওরাত ও ইঞ্জিলের প্রতি বিশ্বাসী।

তৃতীয় একটি জাতি হচ্ছে 'ছাবেয়ীন'। তাদের অবস্থা সন্দেহযুক্ত।

যেসব আলেমের মতে তারা হযরত দাউদ (আ.)–এর উপর নাজিলকৃত কিতাব যাবূরের প্রতি ঈমান রাখে, তাঁরা তাদেরও আহলে কিতাবের অন্তর্ভুক্ত মনে করেন। আর যারা অনুসন্ধান করে জানতে পেরেছেন যে, যাবূর কিতাবের সাথে এদের কোনো সম্পর্ক নেই; এরা তারকা উপাসক জাতি, তারা এদের মূর্তি ও অগ্নিউপাসকদের অন্তর্ভুক্ত বলে মনে করেন। মোটকথা, নিশ্চিতরূপে যাদের আহলে কিতাব বলা যায় তারা হলো ইহুদি ও খ্রিস্টান জাতি। তাদের জবাই করা জন্তু মুসলমানদের জন্য এবং মুসলমানদের জবাই করা জন্তু তাদের জন্য হালাল।

ইহুদি ও খ্রিস্টানদের মধ্যে যারা নাস্তিক, তারা এর অন্তর্ভুক্ত নয় : আজকাল ইউরোপে বিরাট সংখ্যক ইহুদি ও খ্রিস্টান রয়েছে, যারা শুধু আদমশুমারীর দিক দিয়েই ইহুদি ও খ্রিস্টান বলে কথিত হয়। প্রকৃতপক্ষে তারা আল্লাহর অস্তিত্ব ও কোনো ধর্মে বিশ্বাস করে না, তাওরাত ও ইঞ্জিলকে আল্লাহর গ্রন্থ মনে করে না এবং হযরত মূসা ও ঈসা (আ.)-কে আল্লাহর নবী ও পয়গম্বর বলে স্বীকার করে না। সুতরাং এটা জানা কথা যে, এরূপ ব্যক্তি আদমশুমারীর নামের কারণে প্রকৃতপক্ষে আহলে কিতাবের অন্তর্ভুক্ত হতে পারে না।

আহলে কিতাবের খাদ্য বলে কি বুঝানো হয়েছে : طَعَامٌ শব্দের আভিধানিক অর্থ, খাদ্য দ্রব। শাব্দিক অর্থে সর্বপ্রকার খাদ্যই এর অন্তর্ভুক্ত। কিন্তু সাধারণ আলেমদের মতে এ স্থলে طَعَامٌ বলে শুধু আহলে কিতাবদের জবাই করা পশুর গোশত বুঝানো হয়েছে। কেননা গোশত ছাড়া অন্যান্য খাদ্য দ্রব্যের ক্ষেত্রে আহলে কিতাব ও অপরাপর কাফেরদের মধ্যে কোনো তফাৎ নেই। কাফেরদের হাতের আহার্য বস্তু গম, বুট, চাউল, ফল ইত্যাদি খাওয়া হালাল। এতে কারো দ্বিমত নেই। তবে যেসব খাদ্য মানুষের হাতে প্রস্তুত হয়, সেগুলোর ব্যাপারে যেহেতু কাফেরদের বাসন-কোসন ও হাতের পবিত্রতা সম্পর্কে নিশ্চিত হওয়া যায় না, সেহেতু তা থেকে বেঁচে থাকাই উত্তম। কিন্তু এতে মুশরিক মূর্তিপূজারীর যে অবস্থা, আহলে কিতাবদেরও একই অবস্থা। কারণ অপবিত্রতার সম্ভাবনা উভয় ক্ষেত্রেই সমান।

https://e-ilm.weebly.com/

https://e-ilm.weebly.com/

https://e-ilm.weebly.com/

https://e-ilm.weebly.com/

অনুবাদ : (৭) আর তোমরা তোমাদের প্রতি বর্ষিত আল্লাহর অনুগ্রহকে স্মরণ কর এবং তাঁর সেই অঙ্গীকারকেও [স্মরণ কর] যে অঙ্গীকার তিনি তোমাদের থেকে গ্রহণ করেছেন, যখন তোমরা বলেছিলে– আমরা শ্রবণ করলাম এবং মেনে নিলাম, আর আল্লাহকে ভয় কর, নিশ্চয় আল্লাহ অন্তর্নিহিত কথাগুলোরও পূর্ণ খবর রাখেন।	وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللّٰهِ عَلَيْكُمْ وَمِيْثَاقَهُ الَّذِيْ وَاثَقَكُمْ بِهٖٓ ۙ اِذْ قُلْتُمْ سَمِعْنَا وَاَطَعْنَا ۫ وَاتَّقُوا اللّٰهَ ؕ اِنَّ اللّٰهَ عَلِيْمٌۢ بِذَاتِ الصُّدُوْرِ (٧)
(৮) হে ঈমানদারগণ! তোমরা আল্লাহর উদ্দেশ্যে বিধানসমূহ পূর্ণরূপে প্রতিষ্ঠাকারী এবং ন্যায়ের সাথে সাক্ষ্য প্রদানকারী হও, এবং কোনো বিশেষ সম্প্রদায়ের শত্রুতা যেন তোমাদেরকে তার প্রতি উদ্যত না করে যে, তোমরা ন্যায়বিচার না কর, ন্যায়বিচার কর। তা আল্লাহ-ভীতির অধিকতর নিকটবর্তী, আর আল্লাহ তা'আলাকে ভয় কর, নিশ্চয় আল্লাহ তোমাদের সমস্ত কৃতকর্ম সম্বন্ধে পূর্ণ অবগত আছেন।	يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا كُوْنُوْا قَوّٰمِيْنَ لِلّٰهِ شُهَدَآءَ بِالْقِسْطِ ۫ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَاٰنُ قَوْمٍ عَلٰٓى اَلَّا تَعْدِلُوْا ؕ اِعْدِلُوْا هُوَ اَقْرَبُ لِلتَّقْوٰى ۫ وَاتَّقُوا اللّٰهَ ؕ اِنَّ اللّٰهَ خَبِيْرٌۢ بِمَا تَعْمَلُوْنَ (٨)
(৯) আল্লাহ তা'আলা এরূপ লোকদেরকে, যারা ঈমান এনেছে এবং নেক কাজ করেছে, প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন যে, তাদের জন্য ক্ষমা ও মহান পুরস্কার রয়েছে।	وَعَدَ اللّٰهُ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَعَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ لَهُمْ مَّغْفِرَةٌ وَّاَجْرٌ عَظِيْمٌ (٩)

শাব্দিক অনুবাদ :

(৭) وَاذْكُرُوْا نِعْمَةَ اللّٰهِ عَلَيْكُمْ আর তোমরা তোমাদের প্রতি বর্ষিত আল্লাহর অনুগ্রহকে স্মরণ কর وَمِيْثَاقَهُ الَّذِيْ وَاثَقَكُمْ بِهٖ এবং তাঁর সেই অঙ্গীকারকেও যে অঙ্গীকার তিনি তোমাদের থেকে গ্রহণ করেছেন اِذْ قُلْتُمْ سَمِعْنَا وَاَطَعْنَا যখন তোমরা বলেছিলে– আমরা শ্রবণ করলাম এবং মেনে নিলাম وَاتَّقُوا اللّٰهَ আর আল্লাহকে ভয় কর اِنَّ اللّٰهَ عَلِيْمٌۢ بِذَاتِ الصُّدُوْرِ নিশ্চয় আল্লাহ অন্তর্নিহিত কথাগুলোরও পূর্ণ খবর রাখেন।

(৮) يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا হে ঈমানদারগণ! كُوْنُوْا قَوّٰمِيْنَ لِلّٰهِ তোমরা আল্লাহর উদ্দেশ্যে বিধানসমূহ পূর্ণরূপে প্রতিষ্ঠাকারী شُهَدَآءَ بِالْقِسْطِ এবং ন্যায়ের সাথে সাক্ষ্য প্রদানকারী হও وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَاٰنُ قَوْمٍ এবং কোনো বিশেষ সম্প্রদায়ের শত্রুতা যেন তোমাদেরকে তার প্রতি উদ্যত না করে যে عَلٰٓى اَلَّا تَعْدِلُوْا তোমরা ন্যায়বিচার না কর اِعْدِلُوْا ন্যায়বিচার কর هُوَ اَقْرَبُ لِلتَّقْوٰى তা আল্লাহ-ভীতির অধিকতর নিকটবর্তী وَاتَّقُوا اللّٰهَ আর আল্লাহ তা'আলাকে ভয় কর اِنَّ اللّٰهَ خَبِيْرٌۢ بِمَا تَعْمَلُوْنَ নিশ্চয় আল্লাহ তোমাদের সমস্ত কৃতকর্ম সম্বন্ধে পূর্ণ অবগত আছেন।

(৯) وَعَدَ اللّٰهُ আল্লাহ তা'আলা এরূপ লোকদেরকে প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন যে الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا যারা ঈমান এনেছে وَعَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ এবং নেক কাজ করেছে لَهُمْ مَّغْفِرَةٌ তাদের জন্য ক্ষমা وَّاَجْرٌ عَظِيْمٌ ও মহান পুরস্কার রয়েছে।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

قوله يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْٓا اِذَا قُمْتُمْ اِلَى الصَّلٰوةِ فَاغْسِلُوْا وُجُوْهَكُمْ وَاَيْدِيَكُمْ اِلَى الْمَرَافِقِ الخ -٦ **আয়াতের শানে নুযূল :** রাসূল ﷺ-এর জন্য নিত্য দিনের কাজে শিথিলতা আরোপ স্বরূপ আলোচ্য আয়াত নাজিল করা হয়েছে। কারণ রাসূল ﷺ যে কোনো কাজই করতেন তা অজু করে আদায় করতেন। এমনকি তিনি কারো সাথে কথা বলতেন না এবং সালামের জবাব দিতেন না অজু

https://e-ilm.weebly.com/

করা ব্যতীত। সুতরাং আল্লাহ তা'আলা আলোচ্য আয়াত দ্বারা জানিয়ে দিলেন যে, অজু শুধুমাত্র নামাজের জন্য শর্ত, তাছাড়া অন্য কোনো কাজের জন্য নয়। সে সম্পর্কে আলোচ্য আয়াত নাজিল করা হয়েছে। –[কুরতুবী : ৭৯/৬, বাহরে মুহীত : ৪৪৯/৩]

৮- قوله يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا كُوْنُوْا قَوّٰمِيْنَ لِلّٰهِ شُهَدَآءَ بِالْقِسْطِ الخ আয়াতের শানে নুযূল : ইবনে জারীর আব্দুল্লাহ বিন কাছীরের উদ্ধৃতি দিয়ে বর্ণনা করেন যে, আলোচ্য আয়াত খায়বারের ইহুদিদের সম্পর্কে অবতীর্ণ হয়েছে। রাসূল ﷺ তাদের নিকট হত্যার বিকল্প রক্তঋণ বা দিয়ত সম্পর্কে আলোচনা করতে যান। তখন তারা তাঁকে হত্যা করার পরিকল্পনা গ্রহণ করল, সে পরিপ্রেক্ষিতে আলোচ্য আয়াত নাজিল হয়েছে। –[ফাতহুল কাদীর : ২০/২]

৮ নং আয়াতের বিষয়বস্তু প্রায় এসব শব্দেই সূরা নিসায়ও বর্ণিত হয়েছে। পার্থক্য এতটুকু যে, সেখানে كُوْنُوْا قَوّٰمِيْنَ بِالْقِسْطِ شُهَدَآءَ لِلّٰهِ বলা হয়েছিল এবং এখানে كُوْنُوْا قَوّٰمِيْنَ لِلّٰهِ شُهَدَآءَ بِالْقِسْطِ বলা হয়েছে। এ দুটি আয়াতে শব্দ আগে পিছে করার একটি সূক্ষ্ম কারণ 'বাহরে মুহীত' কিতাবে উল্লেখ করা হয়েছে। এর সারমর্ম এই :

স্বভাবত : দুটি কারণই মানুষকে ন্যায় ও সুবিচারে বাধা-প্রদান এবং অন্যায় ও অবিচারে প্ররোচিত করে। এক. নিজের অথবা বন্ধু-বান্ধব ও আত্মীয়-স্বজনের প্রতি পক্ষপাতিত্ব। দুই. কোনো ব্যক্তির প্রতি শত্রুতা ও মনোমালিন্য। সূরা নিসার আয়াতে প্রথমোক্ত কারণের উপর ভিত্তি করে সুবিচারের আদেশ দেওয়া হয়েছে এবং সূরা মায়িদার আলোচ্য আয়াতে শেষোক্ত কারণ হিসেবে বক্তব্য রাখা হয়েছে।

এ কারণেই সূরা নিসার পরবর্তী আয়াতে বলা হয়েছে–

وَلَوْ عَلٰۤى اَنْفُسِكُمْ اَوِ الْوَالِدَيْنِ وَالْاَقْرَبِيْنَ অর্থাৎ, ন্যায়বিচারে অধিষ্ঠিত থাক, যদিও তা স্বয়ং তোমাদের অথবা তোমাদের পিতামাতা ও আত্মীয় স্বজনের বিরুদ্ধে যায়। সূরা মায়িদার আলোচ্য আয়াতে উল্লিখিত বাক্যের পর বলা হয়েছে وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَاٰنُ قَوْمٍ عَلٰۤى اَلَّا تَعْدِلُوْا অর্থাৎ, কোনো সম্প্রদায়ের শত্রুতা যেন তোমাদেরকে ন্যায়বিচারে পশ্চাদপদ হতে উদ্বুদ্ধ না করে।

অতএব, সূরা নিসার আয়াতের সারমর্ম এই যে, ন্যায় ও সুবিচারের ক্ষেত্রে নিজের এবং পি তা ও আত্মীয়-স্বজনেরও পরওয়া করো না। যদি ন্যায়বিচার তাদের বিরুদ্ধে যায়, তবে তাতেই কায়েম থাক। সূরা মায়িদার আয়াতের সারমর্ম এই যে, ন্যায় ও সুবিচারের ক্ষেত্রে কোনো শত্রুর শত্রুতার কারণে পশ্চাদপদ হওয়া উচিত নয় যে, শত্রুর ক্ষতি সাধনের উদ্দেশ্যে সুবিচারের পরিবর্তে অবিচার শুরু করবে।

এ কারণেই সূরা নিসার আয়াতে قِسْط অর্থাৎ, 'ইনসাফ' কে অগ্রে উল্লেখ করে বলা হয়েছে– كُوْنُوْا قَوّٰمِيْنَ بِالْقِسْطِ شُهَدَآءَ لِلّٰهِ এবং সূরা মায়িদার আয়াতে لِلّٰه কে অগ্রে উল্লেখ করে বলা হয়েছে كُوْنُوْا قَوّٰمِيْنَ لِلّٰهِ شُهَدَآءَ بِالْقِسْطِ অবশ্য উভয় আয়াত পরিণামের দিক দিয়ে একই উদ্দেশ্য প্রকাশ করে। কেননা যে ব্যক্তি সুবিচারের জন্য দণ্ডায়মান হবে, সে আল্লাহর জন্য দণ্ডায়মান হবে এবং সে সুবিচারই করবে। কিন্তু নিজের আত্মীয়-স্বজনের প্রতি লক্ষ্য রাখার ক্ষেত্রে এরূপ ধারণা হতে পারে যে, এসব সম্পর্কের প্রতি লক্ষ্য রাখাও তো আল্লাহর জন্যই। তাই এখানে قِسْط শব্দটি অগ্রে উল্লেখ করে ইঙ্গিত করা হচ্ছে যে, সুবিচারের বিপক্ষে কারো প্রতি লক্ষ্য রাখা আল্লাহর জন্য হতে পারে না। সূরা মায়িদায় শত্রুদের সাথে ন্যায়বিচারের নির্দেশ দিতে গিয়ে لِلّٰهِ শব্দটি অগ্রে এনে মানব স্বভাবকে ভাবাবেগের কবল থেকে দূরে রাখা হয়েছে। অর্থাৎ, তোমরা আল্লাহর জন্য দণ্ডায়মান হয়েছ। এর অনিবার্য ফলশ্রুতি হিসেবে শত্রুদের সাথেও ন্যায়বিচার কর।

মোটকথা এই যে, সূরা নিসা ও সূরা মায়িদার উভয় আয়াতে দুটি বিষয়ের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। এক. শত্রু মিত্র নির্বিশেষে সবার ব্যাপারে ন্যায় ও সুবিচারে অটল থাক। আত্মীয়তার প্রতি লক্ষ্য করে অথবা কারো শত্রুতা পরবশ হয়ে এতে দুর্বলতা প্রদর্শন করা উচিত নয়। দুই. সত্য সাক্ষ্য এবং সত্য কথা প্রকাশ করতে পিছপা হবে না। যাতে বিচারকবর্গ সত্য ও বিশুদ্ধ রায় দিতে অসুবিধার সম্মুখীন হয়।

সত্য সাক্ষ্য দিতে ক্রটি না করার প্রতি কুরআন পাক অনেক আয়াতে বিভিন্ন ভঙ্গিতে জোর দিয়েছে। এক আয়াতে অত্যন্ত খোলাখুলিভাবে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে : وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ وَمَنْ يَّكْتُمْهَا فَاِنَّهٗۤ اٰثِمٌ قَلْبُهٗ

অর্থাৎ, সাক্ষ্য গোপন করো না। যে সাক্ষ্য গোপন করে, তার অন্তর পাপী।

এতে প্রমাণিত হয় যে, সত্য সাক্ষ্য দেওয়া অপরিহার্য কর্তব্য এবং সাক্ষ্য গোপন করা কঠোর গুনাহ।

https://e-ilm.weebly.com/

কিন্তু যে বিষয়টি মানুষকে সত্য সাক্ষ্য দিতে বাধাদান করে, কুরআন পাক তার প্রতিও লক্ষ্য রেখেছে। বিষয়টি এই যে, সাক্ষীকে বার বার আদালতে হাজিরা দিতে হয় এবং অনর্থক নানা ধরনের হয়রানিরও সম্মুখীন হতে হয়। ফলে সাধারণ লোক সাক্ষীর তালিকাভুক্ত হওয়াকে সাক্ষাৎ বিপদ বলে মনে করে। নিজের কাজ কারবার তো নষ্ট হয়ই: তদুপরি অর্থহীন যাতনাও ভোগ করতে হয়।

এ কারণেই কুরআন পাক সত্য সাক্ষ্য দেওয়াকে অপরিহার্য কর্তব্য সাব্যস্ত করার সাথে সাথে এ কথাও ঘোষণা করেছে যে, وَلَا يُضَآرَّ كَاتِبٌ وَّلَا شَهِيْدٌ অর্থাৎ মোকদ্দামার বিবরণ লিপিবদ্ধকারী ও সাক্ষ্যদাতার কোনো ক্ষতি করা যাবে না।

আজকালকার আদালত ও মোকদ্দামাসমূহের খোঁজ নিলে দেখা যাবে যে, অকুস্থলের সত্য সাক্ষ্য খুব কমই পাওয়া যায়। সাক্ষীদের তালিকাভুক্ত হওয়ার ভয়ে জ্ঞানী ও ভদ্র ব্যক্তিরা কোথাও দুর্ঘটনার আঁচ পেলে দ্রুত সেখান থেকে পলায়ন করে। ফলে অনেক ক্ষেত্রেই বানোয়াট সাক্ষীর দ্বারা মামলা দাঁড় করানো হয়। এর ফল তাই দাঁড়াতে পারে, যা আজকাল আমরা দিবারাত্র প্রত্যক্ষ করে থাকি। শতকরা দশ পাঁচটি মকদ্দমারও ন্যায় ও সুবিচারভিত্তিক রায় হতে পারে না। এ ব্যাপারে আদালতকে দোষ দেওয়া যায় না। কারণ তারা প্রাপ্ত সাক্ষ্যের ভিত্তিতেই রায় দিতে বাধ্য।

সাধারণতঃ এ মারাত্মক ভুলটির প্রতি অনেকেরই দৃষ্টি আকৃষ্ট হয় না। যদি সাক্ষীদের সাথে ভদ্র ব্যবহার করা হতো এবং তাদেরকে বার বার পেরেশান করা না হতো, তবে কুরআনি শিক্ষা অনুযায়ী কোনো সত্যবাদী লোক সাক্ষ্যদান থেকে বিরত থাকতো না। কিন্তু বাস্তবে হচ্ছে এই যে, যে পুলিশ মকদ্দমার প্রাথমিক তদন্ত করে, সে-ই বার বার ডেকে সাক্ষীকে এমনভাবে পেরেশান করে দেয় যে, সে মৃত্যুর পূর্ব মুহূর্তে কোনো মকদ্দমার সাক্ষী না হওয়ার জন্য ছেলেদেরকেও অসিয়ত করে যেতে বাধ্য হয়। এর পর যদি মকদ্দমা আদালতে পৌঁছে, তবে তারিখের পর তারিখ পড়তে থাকে। প্রতি তারিখেই নিরাপরাধ সাক্ষীকে হাজিরা দেওয়ার সাজা ভোগ করতে হয়। ইংরেজ সাম্রাজ্যবাদের উত্তরাধিকাররূপে আইনের এ দীর্ঘসূত্রিতা আমাদের আদলাতসমূহকে নোংরা করে রেখেছে। হেজায ও অন্যান্য কতিপয় দেশে প্রচলিত প্রাচীন সাদা-সিধা বিচার পদ্ধতিতে একদিকে যেমন মকদ্দমার প্রাচুর্য নেই, অন্যদিকে তেমনি সাক্ষীদের পক্ষে সাক্ষ্যদানও কষ্টকর নয়।

মোটকথা এই যে, সাক্ষ্যদান পদ্ধতি ও বিচার পদ্ধতিকে কুরআনি শিক্ষা অনুযায়ী গড়ে তোলা হলে এর বরকত আজও দেখা যেতে পারে। কুরআন একদিকে ঘটনা সম্পর্কে জ্ঞাত লোকদের উপর সত্য সাক্ষ্যদান অপরিহার্য সাব্যস্ত করেছে এবং অপরদিকে সাক্ষীদেরকে অকারণে উত্যক্ত না করতে এবং যথাসম্ভব কম সময়ে বয়ান নিয়ে ছেড়ে দিতে নির্দেশ জারি করেছে।

পরীক্ষার নম্বর, সনদ-সার্টিফিকেট ও নির্বাচনের ভোট দান সবই সাক্ষ্যের অন্তর্ভুক্ত : পরিশেষে এখানে আরো একটি বিষয় জানা জরুরি। তা এই যে, আজকাল শাহাদাত তথা সাক্ষ্যদানের যে অর্থ সর্বসাধারণের মধ্যে প্রসিদ্ধি লাভ করেছে, তা শুধু মামলা মকদ্দমায় কোনো বিচারকের সামনে সাক্ষ্য দেওয়ার মধ্যেই সীমাবদ্ধ। কিন্তু কুরআন ও সুন্নাহর পরিভাষায় 'শাহাদাত' শব্দটি আরো ব্যাপকতর অর্থে ব্যবহৃত হয়। উদাহরণতঃ যদি ডাক্তার কোনো রোগীকে সার্টিফিকেট দেয় যে, সে কর্তব্য পালনের যোগ্য নয় কিংবা চাকুরি করার যোগ্য নয়, তবে এটিও একটি শাহাদাত। এতে বাস্তব অবস্থার খেলাফ যদি কিছু লেখা হয়, তবে তা মিথ্যা সাক্ষ্য হয়ে কবিরা গুনাহ হবে।

এমনিভাবে পরীক্ষার্থীদের লিখিত খাতায় নম্বর দেওয়াও একটি শাহাদাত। যদি ইচ্ছাপূর্বক কিংবা শৈথিল্যভরে কম বা বেশি নম্বর দেওয়া হয়, তবে তাও মিথ্যা সাক্ষ্যের অন্তর্ভুক্ত হারাম ও কঠোর পাপ বলে গণ্য হবে।

উত্তীর্ণ ছাত্রদের মধ্যে সনদ ও সার্টিফিকেট বিতরণের অর্থ এ বিষয়ে সাক্ষ্য দেওয়া যে, তারা সংশ্লিষ্ট কাজের পূর্ণ যোগ্যতা অর্জন করেছে। যদি সনদধারী ব্যক্তি বাস্তবে এরূপ না হয়, তবে সার্টিফিকেট ও সনদে স্বাক্ষরদাতা সবাই মিথ্যা সাক্ষ্যদানের অপরাধে অপরাধী হয়ে যাবে।

এমনিভাবে আইন সভা, কাউন্সিল ইত্যাদির নির্বাচনে ভোট দেওয়াও এক প্রকার সাক্ষ্যদান। এতে ভোটদাতার পক্ষ থেকে সাক্ষ্য দেওয়া হয় যে, আমার মতে এ ব্যক্তি ব্যক্তিগত যোগ্যতা, সততা ও বিশ্বস্ততার দিক দিয়ে জাতির প্রতিনিধি হওয়ার যোগ্য।

এখন চিন্তা করুন, আমাদের প্রতিনিধিদের মধ্যে কয়জন এমন আছেন, যাদের বেলায় এ সাক্ষ্য সত্য ও বিশুদ্ধ হতে পারে? দুর্ভাগ্যের বিষয়, আমাদের জনগণ নির্বাচনকে একটি হার-জিতের খেলা মনে করে রেখেছে। এ কারণে কখনো পয়সার বিনিময়ে ভোটাধিকার বিক্রয় করা হয়, আবার কখনো চাপের মুখে ভোটাধিকার প্রয়োগ করা হয়। আবার কখনো সাময়িক বন্ধুত্ব এবং সস্তা অঙ্গীকারের ভরসায় একে ব্যবহার করা হয়।

https://e-ilm.weebly.com/

অন্যের কথা কি বলব, লেখাপড়া জানা ধার্মিক মুসলমানও অযোগ্য প্রার্থীকে ভোট দিতে গিয়ে কখনো চিন্তা করেন না যে, সে মিথ্যা সাক্ষ্য দিয়ে আল্লাহর অভিশাপ ও শাস্তির উপযুক্ত হয়ে যাচ্ছে।

কুরআনের দৃষ্টিভঙ্গিতে প্রতিনিধি নির্বাচনের জন্য ভোট দেওয়ার দ্বিতীয় একটি দিক রয়েছে যে, যাকে শাফায়াত বা সুপারিশ বলা হয়। ভোটদাতা ব্যক্তি যেন সুপারিশ করে যে, অমুক প্রার্থীকে প্রতিনিধিত্ব দান করা হোক। কুরআনের ভাষায় এ সম্পর্কিত নির্দেশ পূর্বেই বর্ণিত হয়েছে। কুরআনের ভাষায় বলা হয়েছে :

مَنْ يَّشْفَعْ شَفَاعَةً حَسَنَةً يَّكُنْ لَّهٗ نَصِيْبٌ مِّنْهَا وَمَنْ يَّشْفَعْ شَفَاعَةً سَيِّئَةً يَّكُنْ لَّهٗ كِفْلٌ مِّنْهَا

অর্থাৎ, যে ব্যক্তি উত্তম ও সত্য সুপারিশ করবে, যার জন্য সুপারিশ করে, তাকে তার পুণ্য থেকে অংশ দেওয়া হবে এবং যে ব্যক্তি মন্দ ও মিথ্যা সুপারিশ করবে, সে তার মন্দ কর্মের অংশ পাবে।

এর ফলশ্রুতি এই যে, এ প্রার্থী নির্বাচিত হয়ে তার কর্মজীবনে যেসব ভ্রান্ত ও অবৈধ কাজ করবে, তার পাপ ভোটদাতাও বহন করবে।

শরিয়তের দৃষ্টিতে ভোটের তৃতীয় দিক হচ্ছে ওকালতির দিক। অর্থাৎ, ভোটদাতা প্রার্থীকে নিজ প্রতিনিধিত্বের জন্য উকিল নিযুক্ত করে। কিন্তু এ ওকালতি যদি ভোট দাতার ব্যক্তিগত অধিকার সম্পর্কে হতো এবং এর লাভ-লোকসান কেবল মাত্র সে-ই পেত, তবে এর জন্য সে নিজেই দায়ি হতো, কিন্তু এখানে ব্যাপারটি তেমন নয়। কেননা এ ওকালতি এমনসব অধিকারের সাথে সম্পৃক্ত যাতে তার সাথে সমগ্র জাতিও শরিক। কাজেই কোনো অযোগ্য ও অধর্মপরায়ণ ব্যক্তিকে ভোট দেওয়া, মিথ্যা সাক্ষ্যদান, মন্দ সুপারিশ এবং অবৈধ ওকালতির অন্তর্ভুক্ত এবং এর মারাত্মক ফলাফলও ভোটদাতার আমলনামায় লিপিবদ্ধ হবে।

তাই ভোটদানের পূর্বে প্রার্থী সংশ্লিষ্ট কাজের যোগ্যতা রাখে কিনা এবং সে সৎ ও ধর্মভীরু কিনা, তা যাচাই করে দেখা প্রত্যেকটি মুসলমান ভোটারের অবশ্য কর্তব্য। শৈথিল্য ও ঔদাসীন্যবশতঃ অকারণে বিরাট পাপের ভাগী হওয়া উচিত নয়।

শব্দের বিশ্লেষণ :

اِطَّهَّرُوْا : সীগাহ جمع مذكر حاضر বহছ امر حاضر معروف বাব تَفَعُّلٌ মাসদার اَلتَّطَهُّرُ মূলবর্ণ (ط . ه . ر) জিনস صحيح অর্থ– তোমরা বেশি পবিত্রতা অবলম্বন কর।

سَفَرٌ : শব্দটি একবচন, বহুবচন اَسْفَارٌ অর্থ– ভ্রমণ, দূরের পথ অতিক্রম করা।

اَطَعْنَا : সীগাহ جمع متكلم বহছ فعل ماضى معروف বাব اِفْعَالٌ মাসদার اَلْاِطَاعَةُ মূলবর্ণ (ط . و . ع) জিনস اجوف واوى অর্থ– আমরা আদেশ মানলাম।

اَلصُّدُوْرُ : শব্দটি বহুবচন, একবচন صَدْرٌ অর্থ– বক্ষসমূহ।

لَايَجْرِمَنَّ : সীগাহ واحد مذكر غائب বহছ نهى غائب معروف با نون تاكيد ثقيلة বাব ضَرَبَ মাসদার اَلْجُرْمُ মূলবর্ণ (ج . ر . م) জিনস صحيح অর্থ– তোমাদের যেন সীমালঙ্ঘন করতে প্ররোচিত না করে।

https://e-ilm.weebly.com/

وَالَّذِيْنَ كَفَرُوْا وَكَذَّبُوْا بِاٰيٰتِنَآ اُولٰٓئِكَ اَصْحٰبُ الْجَحِيْمِ (١٠)

অনুবাদ : (১০) আর যারা কুফরি করেছে এবং আমার বিধানগুলোকে মিথ্যা বলেছে, এরূপ লোক জাহান্নামের অধিবাসী ।

يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوا اذْكُرُوْا نِعْمَتَ اللّٰهِ عَلَيْكُمْ اِذْ هَمَّ قَوْمٌ اَنْ يَّبْسُطُوْٓا اِلَيْكُمْ اَيْدِيَهُمْ فَكَفَّ اَيْدِيَهُمْ عَنْكُمْ ۚ وَاتَّقُوا اللّٰهَ ؕ وَعَلَى اللّٰهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُوْنَ (١١) رکوع ۲

(১১) হে ঈমানদারগণ! তোমরা আল্লাহর অনুগ্রহকে স্মরণ কর, যা তোমাদের উপর বর্ষিত হয়েছে, যখন এক সম্প্রদায় এই চিন্তায় ছিল যে, তোমাদের দিকে হস্ত প্রসারিত করবে, কিন্তু আল্লাহ তাদের ক্ষমতা তোমাদের উপর চলতে দেননি, আর আল্লাহকে ভয় কর, আর মুমিনদেরকে আল্লাহরই উপর ভরসা রাখা উচিত ।

وَلَقَدْ اَخَذَ اللّٰهُ مِيْثَاقَ بَنِيْٓ اِسْرَآءِيْلَ ۚ وَبَعَثْنَا مِنْهُمُ اثْنَيْ عَشَرَ نَقِيْبًا ؕ وَقَالَ اللّٰهُ اِنِّيْ مَعَكُمْ ؕ لَئِنْ اَقَمْتُمُ الصَّلٰوةَ وَاٰتَيْتُمُ الزَّكٰوةَ وَاٰمَنْتُمْ بِرُسُلِيْ وَعَزَّرْتُمُوْهُمْ وَاَقْرَضْتُمُ اللّٰهَ قَرْضًا حَسَنًا لَّاُكَفِّرَنَّ عَنْكُمْ سَيِّاٰتِكُمْ وَلَاُدْخِلَنَّكُمْ جَنّٰتٍ تَجْرِيْ مِنْ تَحْتِهَا الْاَنْهٰرُ ۚ فَمَنْ كَفَرَ بَعْدَ ذٰلِكَ مِنْكُمْ فَقَدْ ضَلَّ سَوَآءَ السَّبِيْلِ (١٢)

(১২) আর আল্লাহ বনী ইসরাঈলদের নিকট হতে অঙ্গীকার নিয়েছেন এবং আমি তাদের মধ্য হতে বারজন দলপতি নিযুক্ত করে দিয়েছি, এবং আল্লাহ এরূপ বলেছেন, আমি তোমাদের সঙ্গে রয়েছি, যদি তোমরা নামাজের পাবন্দি করতে থাক এবং জাকাত দিতে থাক এবং আমার সমস্ত রাসূলের প্রতি ঈমান আনতে থাক এবং তাঁদের সাহায্য করতে থাক এবং আল্লাহ তা'আলাকে উত্তমরূপে কর্জ দিতে থাক, তবে আমি নিশ্চয় তোমাদের গুনাহগুলো তোমাদের হতে মোচন করে দিব এবং অবশ্যই তোমাদেরকে দাখিল করব এমন উদ্যানসমূহে যার তলদেশে নহরসমূহ বইতে থাকবে, অনন্তর যে ব্যক্তি তার পরও কুফরি করবে, তবে সে নিশ্চয় সোজা পথ হতে দূরে যেয়ে পড়ল ।

শাব্দিক অনুবাদ

(১০) وَالَّذِيْنَ كَفَرُوْا আর যারা কুফরি করেছে وَكَذَّبُوْا بِاٰيٰتِنَآ এবং আমার বিধানগুলোকে মিথ্যা বলেছে اُولٰٓئِكَ اَصْحٰبُ الْجَحِيْمِ এরূপ লোক জাহান্নামের অধিবাসী ।

(১১) يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوا হে ঈমানদারগণ! اذْكُرُوْا نِعْمَتَ اللّٰهِ عَلَيْكُمْ তোমরা আল্লাহর অনুগ্রহকে স্মরণ কর, যা তোমাদের উপর বর্ষিত হয়েছে اِذْ هَمَّ قَوْمٌ যখন এক সম্প্রদায় এই চিন্তায় ছিল যে اَنْ يَّبْسُطُوْٓا اِلَيْكُمْ اَيْدِيَهُمْ তোমাদের দিকে হস্ত প্রসারিত করবে فَكَفَّ اَيْدِيَهُمْ عَنْكُمْ কিন্তু আল্লাহ তাদের ক্ষমতা তোমাদের উপর চলতে দেননি وَاتَّقُوا اللّٰهَ আর আল্লাহকে ভয় কর وَعَلَى اللّٰهِ আর আল্লাহরই উপর فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُوْنَ মুমিনদেরকে ভরসা রাখা উচিত ।

(১২) وَلَقَدْ اَخَذَ اللّٰهُ আর আল্লাহ অঙ্গীকার নিয়েছেন مِيْثَاقَ بَنِيْٓ اِسْرَآءِيْلَ বনী ইসরাঈলদের নিকট হতে وَبَعَثْنَا مِنْهُمُ এবং আমি তাদের মধ্য হতে নিযুক্ত করে দিয়েছি اثْنَيْ عَشَرَ نَقِيْبًا বারজন দলপতি وَقَالَ اللّٰهُ এবং আল্লাহ এরূপ বলেছেন اِنِّيْ مَعَكُمْ আমি তোমাদের সঙ্গে রয়েছি لَئِنْ اَقَمْتُمُ الصَّلٰوةَ যদি তোমরা নামাজের পাবন্দি করতে থাক وَاٰتَيْتُمُ الزَّكٰوةَ এবং জাকাত দিতে থাক وَاٰمَنْتُمْ بِرُسُلِيْ এবং আমার সমস্ত রাসূলের প্রতি ঈমান আনতে থাক وَعَزَّرْتُمُوْهُمْ এবং তাঁদের সাহায্য করতে থাক وَاَقْرَضْتُمُ اللّٰهَ এবং আল্লাহ তা'আলাকে দিতে থাক قَرْضًا حَسَنًا উত্তমরূপে কর্জ لَّاُكَفِّرَنَّ عَنْكُمْ سَيِّاٰتِكُمْ তবে আমি নিশ্চয় তোমাদের গুনাহগুলো তোমাদের হতে মোচন করে দিব وَلَاُدْخِلَنَّكُمْ جَنّٰتٍ এবং অবশ্যই তোমাদেরকে দাখিল করব এমন উদ্যানসমূহে تَجْرِيْ مِنْ تَحْتِهَا الْاَنْهٰرُ যার তলদেশে নহরসমূহ বইতে থাকবে فَمَنْ كَفَرَ بَعْدَ ذٰلِكَ مِنْكُمْ অনন্তর যে ব্যক্তি তার পরও কুফরি করবে فَقَدْ ضَلَّ سَوَآءَ السَّبِيْلِ তবে সে নিশ্চয় সোজা পথ হতে দূরে যেয়ে পড়ল ।

https://e-ilm.weebly.com/

فَبِمَا نَقْضِهِمْ مِّيْثَاقَهُمْ لَعَنّٰهُمْ وَجَعَلْنَا
قُلُوْبَهُمْ قٰسِيَةً ۚ يُحَرِّفُوْنَ الْكَلِمَ عَنْ
مَّوَاضِعِهٖ ۙ وَنَسُوْا حَظًّا مِّمَّا ذُكِّرُوْا بِهٖ ۚ وَلَا
تَزَالُ تَطَّلِعُ عَلٰى خَآئِنَةٍ مِّنْهُمْ اِلَّا قَلِيْلًا
مِّنْهُمْ فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاصْفَحْ ۚ اِنَّ اللّٰهَ يُحِبُّ
الْمُحْسِنِيْنَ (١٣)

(১৩) বস্তুতঃ কেবল তাদের প্রতিশ্রুতি ভঙ্গের দরুনই আমি তাদেরকে স্বীয় অনুগ্রহ হতে দূর করে দিলাম, আর আমি তাদের অন্তরকে কঠিন করে দিলাম, তারা কালাম [তাওরাত]-কে পরিবর্তন করে দেয় তার স্থানসমূহ হতে এবং যা কিছু নসিহত করা হয়েছিল তারা তন্মধ্য হতে এক বড় অংশকে হারিয়ে বসেছে, আর আগামীতেও [অবিরত] তাদের কৃত কোনো না কোনো খেয়ানতের সংবাদ আপনার নিকট আসতে থাকবে, তাদের অল্প কয়েকজন ব্যতীত, সুতরাং আপনি তাদেরকে ক্ষমা করতে থাকুন এবং তাদেরকে মার্জনা করতে থাকুন নিশ্চয় আল্লাহ সদাচারী লোকদেরকে ভালোবাসেন।

শাব্দিক অনুবাদ :

(১৩) فَبِمَا نَقْضِهِمْ مِّيْثَاقَهُمْ বস্তুতঃ কেবল তাদের প্রতিশ্রুতি ভঙ্গের দরুনই لَعَنّٰهُمْ আমি তাদেরকে স্বীয় অনুগ্রহ হতে দূর করে দিলাম وَجَعَلْنَا قُلُوْبَهُمْ قٰسِيَةً আর আমি তাদের অন্তরকে কঠিন করে দিলাম يُحَرِّفُوْنَ الْكَلِمَ عَنْ مَّوَاضِعِهٖ তারা কালাম [তাওরাত]-কে পরিবর্তন করে দেয় তার স্থানসমূহ হতে وَنَسُوْا حَظًّا مِّمَّا ذُكِّرُوْا بِهٖ এবং যা কিছু নসিহত করা হয়েছিল তারা তন্মধ্য হতে এক বড় অংশকে হারিয়ে বসেছে وَلَا تَزَالُ تَطَّلِعُ عَلٰى خَآئِنَةٍ مِّنْهُمْ আর আগামীতেও তাদের কৃত কোনো না কোনো খেয়ানতের সংবাদ আপনার নিকট আসতে থাকবে اِلَّا قَلِيْلًا مِّنْهُمْ তাদের অল্প কয়েকজন ব্যতীত فَاعْفُ عَنْهُمْ সুতরাং আপনি তাদেরকে ক্ষমা করতে থাকুন وَاصْفَحْ এবং তাদেরকে মার্জনা করতে থাকুন اِنَّ اللّٰهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِيْنَ নিশ্চয় আল্লাহ সদাচারী লোকদেরকে ভালোবাসেন।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

قوله يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوا اذْكُرُوْا نِعْمَتَ اللّٰهِ عَلَيْكُمْ الخ -١١ **আয়াতের শানে নুযূল- ১ :** আব্দুর রাজ্জাক, আবদ বিন হুমাইদ, ইবনে জারীর, ইবনুল মুনযির দালায়েল গ্রন্থে জাবের বিন আব্দুল্লাহ (রা.)-এর উদ্ধৃতি দিয়ে বর্ণনা করেন যে, রাসূল ﷺ যাতুর রিকা অভিযানে সাহাবায়ে কেরাম থেকে বিচ্ছিন্ন এক জায়গায় ছায়াতলে বিশ্রাম গ্রহণ করেন। সে সময়ে গাছের মাঝে তাঁর তরবারিটি ঝুলিয়ে রাখেন। এ সুযোগে এক বেদুঈন এসে রাসূল ﷺ-এর তরবারিটি হাতে নিয়ে রাসূল ﷺ-এর দিকে এগিয়ে এসে বলল, এখন আপনাকে আমার হাত থেকে কে রক্ষা করবে? নবী করীম ﷺ বললেন, আল্লাহ! ফলে বেদুঈন তরবারি হাত থেকে রেখে দিল। তখন রাসূল ﷺ সাহাবায়ে কেরামকে এ বিষয়ে অবগত করলেন, সেও তার পাশে বসা ছিল। তবে তাকে কোনো প্রকার শাস্তি প্রদান করেননি। হাকেমও এ ধরনে হাদীস বর্ণনা করেছেন, তবে সে ব্যক্তির নাম উল্লেখ করেছেন। তিনি বলেন, তার নাম ছিল গাওরাছ বিন হারেছ। পক্ষান্তরে নবী করীম ﷺ যখন বলেন, আমাকে রক্ষা করবেন আমার আল্লাহ, তখন তার হাত থেকে তরবারিটি পড়ে গেল। পরক্ষণেই রাসূল ﷺ তরবারিটি হাতে নিয়ে বললেন, এখন তোমাকে কে রক্ষা করবে আমার হাত থেকে এবার বল তো দেখি? সে বলে উঠল, আপনার ইচ্ছা। বর্ণনাকারী বলেন, এবার রাসূল ﷺ তাকে মুক্ত করে দিলেন। এমন মাধুর্যসুলভ ক্ষমা পরায়ণ আচরণ দেখে সে লোকটি শাহাদাতাইন পড়ে ঈমান গ্রহণ করে। সে অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে আল্লাহ তা'আলা আলোচ্য আয়াত নাজিল করেন।

https://e-ilm.weebly.com/

আয়াতের শানে নুযূল– ২ : আবূ নাঈম দালায়েল গ্রন্থে হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) হতে বর্ণনা করেন, বনূ নাযীরের ইহুদি সম্প্রদায় রাসূল ﷺ ও তাঁর সাথে যাত্রী সাহাবাগণের উপর পাথর ফেলে দেবে বলে পরামর্শ করে। সুতরাং হযরত জিবরাঈল (আ.) এসে তাদের এহেন অসৎ উদ্দেশ্য সম্পর্কে অবগত করে দিলেন। ফলে রাসূল ﷺ এবং তাঁর সাথীগণ সে স্থান ত্যাগ করেন। সে পরিপ্রেক্ষিতে আলোচ্য আয়াত নাজিল করা হয়েছে। –[ফাতহুল কাদীর-২০/২, বাহরে মুহীত-৪৬৫/৩, রূহুল মা'আনী-৮৫/৩/৬, কুরতুবী-১৯/৬, ইবনে কাছীর-৩২/২]

يَٰٓأَيُّهَا الَّذِينَ اٰمَنُوا اذْكُرُوا نِعْمَتَ اللّٰهِ الخ : সূরা মায়েদার পূর্বোল্লিখিত সপ্তম আয়াতে আল্লাহ তা'আলা মুসলমানদের কাছ থেকে একটি অঙ্গীকার নেওয়ার এবং তাদের তা মেনে নেওয়ার কথা উল্লেখ করেছিলেন : وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللّٰهِ عَلَيْكُمْ وَمِيثَاقَهُ الَّذِي وَاثَقَكُمْ بِهٖٓ اِذْ قُلْتُمْ سَمِعْنَا وَاَطَعْنَا এ অঙ্গীকারটি হচ্ছে আল্লাহ ও রাসূলের আনুগত্য ও শরিয়তের বিধি-বিধান মেনে চলার অঙ্গীকার। এর পারিভাষিক শিরোনাম কালেমা لَآ اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ مُحَمَّدٌ رَّسُوْلُ اللّٰهِ উচ্চারণকারী প্রতিটি মুসলমান এ অঙ্গীকারের অধীন। এর পরবর্তী আয়াতে অঙ্গীকারের কয়েকটি প্রধান দফা অর্থাৎ, শরিয়তের বিশেষ বিশেষ বিধান বর্ণিত হয়েছে। তাতে শত্রু-মিত্র নির্বিশেষে সবার জন্য ন্যায় ও সুবিচার প্রতিষ্ঠা করার এবং ক্ষমতারোহণের পর শত্রুদের প্রতি প্রতিশোধের পরিবর্তে সুবিচার ও উদারতা প্রদর্শনের শিক্ষা দেওয়া হয়েছে। এ অঙ্গীকারটিও আল্লাহ তা'আলার একটি বড় নিয়ামত। এ কারণেই اذْكُرُوا نِعْمَةَ اللّٰهِ عَلَيْكُمْ বলে তার বর্ণনা শুরু করা হয়েছে।

আলোচ্য আয়াতটিকেও আবার اذْكُرُوا نِعْمَةَ اللّٰهِ عَلَيْكُمْ বাক্য দ্বারা শুরু করে বলা হয়েছে যে, মুসলমানরা উপরিউক্ত অঙ্গীকার পূর্ণ করার কারণে আল্লাহ তা'আলা তাদেরকে ইহকাল ও পরকালে শক্তি, উন্নতি ও উচ্চ মর্যাদা দান করেছেন এবং তাদের বিরুদ্ধে শত্রুদের কলা কৌশলকে সফল হতে দেননি।

এ আয়াতে বিশেষভাবে উল্লেখ করা হয়েছে যে, শত্রুরা বার বার রাসূলুল্লাহ ﷺ ও মুসলমানদেরকে হত্যা, লুণ্ঠন ও ধরাপৃষ্ঠ থেকে মুছে ফেলার যেসব পরিকল্পনা করে, সেগুলো আল্লাহ ব্যর্থ করে দেন। বলা হয়েছে যে, একটি সম্প্রদায় তোমাদের প্রতি হস্ত প্রসারিত করার চিন্তায় লিপ্ত ছিল, কিন্তু আল্লাহ তা'আলা তাদের হস্তকে প্রতিহত করে দিয়েছেন। ইসলামের ইতিহাসে সামগ্রিকভাবে কাফেরদের পরিকল্পনা ব্যর্থতায় পর্যবসিত হওয়ার অসংখ্য ঘটনা রয়েছে। কিন্তু তাফসীরবিদগণ এ আয়াতের ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে কিছু সংখ্যক বিশেষ বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ ঘটনাও উল্লেখ করেছেন।

উদাহরণতঃ কোনো কোনো সাহাবী থেকে এ আয়াতের তাফসীর প্রসঙ্গে বর্ণিত আছে যে, ইহুদি কা'ব ইবনে আশরাফ একবার রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে স্বগৃহে দাওয়াত করে হত্যা করার ষড়যন্ত্র করেছিল। আল্লাহ তা'আলা স্বীয় রাসূলকে যথাসময়ে এ সংবাদ দিয়ে শত্রুর ষড়যন্ত্র নস্যাৎ করে দেন। –[ইবনে কাছীর]

হযরত মুজাহিদ, ইকরিমা (রা.) প্রমুখ থেকে বর্ণিত আছে যে, একবার এক মকদ্দমার ব্যাপারে রাসূলুল্লাহ ﷺ বনী নজিরের ইহুদিদের বস্তিতে গমন করেন। তারা তাঁকে একটি প্রাচীরের নিচে বসতে দিয়ে কথাবার্তায় ব্যপৃত রাখে। অপর দিকে আমর ইবনে জাহশ নামক এক দূরাত্মাকে নিয়োগ করা হয় প্রাচীরের পিছন দিক থেকে উপরে উঠে একটি বিরাট প্রস্তর খণ্ড তাঁর উপর গড়িয়ে দেওয়ার জন্য। আল্লাহ তা'আলা স্বীয় পয়গম্বরকে তাদের সংকল্পের কথা জানিয়ে দেন এবং তিনি তৎক্ষণাত সেখান থেকে প্রস্থান করেন। –[ইবনে কাছীর]

এসব ঘটনায় কোনো বৈপরীত্য নেই। সবগুলোই আলোচ্য আয়াতের সাক্ষী হতে পারে। আয়াতে রাসূলুল্লাহ ﷺ ও মুসলমানদের অদৃশ্য হেফাজতের কথা উল্লেখ করার পর বলা হয়েছে : وَاتَّقُوا اللّٰهَ ۚ وَعَلَى اللّٰهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُوْنَ

এতে প্রথমতঃ বলা হয়েছে যে, আল্লাহর নিয়ামত লাভ করা একমাত্র রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর বৈশিষ্ট্য নয়; বরং এ সাহায্য ও অদৃশ্য হেফাজতের আসল কারণ হচ্ছে তাকওয়া তথা আল্লাহর উপর নির্ভর করা। যে কোনো জাতি অথবা ব্যক্তি যে কোনো সময় যে কোনো স্থানে এ দুটি গুণ অবলম্বন করবে, আল্লাহ তা'আলার পক্ষ থেকে তারই এভাবে হেফাজত ও সংরক্ষণ করা হবে।

জনৈক কবি চমৎকার বলেছেন– فضائے بدر پیدا کر فرشتے تیری نصرت کو ☆ اتر سکتے ہیں گردوں سے قطار اندر قطار اب بھی

"বদরের পারিবেশ সৃষ্টি কর। ফেরেশতা এখনও তোমার সাহায্যার্থে আসমান থেকে কাতারে কাতারে অবতরণ করতে পারেন।"

https://e-ilm.weebly.com/

আলোচ্য বাক্যটিকে পূর্ববর্তী আয়াত সমষ্টির সাথেও সংযুক্ত করা যায়, যাতে চরম শত্রুদের সাথেও সদ্ব্যবহারও সুবিচার করার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। তখন এদিকে ইঙ্গিত হবে যে, এহেন ঘোর শত্রুদের সাথে সদ্ব্যবহার ও উদারতার শিক্ষা বাহ্যতঃ একটি রাজনৈতিক ভ্রান্তি এবং শত্রুদেরকে দুঃসাহসী করে তোলার নামান্তর। তাই এ বাক্যে মুসলমানদেরকে হুশিয়ার করা হয়েছে যে, তোমরা যদি আল্লাহভীরু ও আল্লাহর উপর ভরসাকারী হও, তবে এ উদারতা ও সদ্ব্যবহার তোমাদের জন্য মোটেই ক্ষতিকর হবে না; বরং তা শত্রুদেরকে বিরুদ্ধাচরণে দুঃসাহসী করার পরিবর্তে তোমাদের প্রভাবাধীন ও ইসলামের নিকটবর্তী করার কারণ হবে। এছাড়া আল্লাহভীতিই মানুষকে অঙ্গীকার মেনে চলতে বাহ্যিক ও আভ্যন্তরীণ দিকে থেকে বাধ্য করতে পারে। যেখানে আল্লাহভীতি নেই, সেখানে অঙ্গীকারের দশা তাই হয়, যা আজকাল সাধারণ মানুষের মধ্যে দেখা যায়। এ কারণে পূর্ববর্তী যে আয়াতে অঙ্গীকারের কথা বলা হয়েছিল, সেখানে আয়াতের শেষাংশে اتَّقُوا اللّٰهَ; (আল্লাহকে ভয় কর) বলা হয়েছিল। আলোচ্য আয়াতে এ বাক্যটি আবার উল্লেখ করা হয়েছে। এছাড়া সম্পূর্ণ আয়াতে এদিকেও ইশারা করা হয়েছে যে, মুসলমানদের বিজয় ও সাফল্য শুধু বাহ্যিক সমরোপকরণের উপর মোটেও নির্ভরশীল নয়; বরং তাদের আসল শক্তি তাকওয়া ও আল্লাহ ভীতির মধ্যেই নিহিত।

قوله : فَبِمَا نَقْضِهِمْ مِّيْثَاقَهُمْ لَعَنّٰهُمْ وَجَعَلْنَا قُلُوْبَهُمْ قٰسِيَةً الخ : আলোচ্য আয়াতে বলা হয়েছে যে, বনী ইসরাঈল দুর্ভাগ্যবশতঃ এসব সুস্পষ্ট নির্দেশের প্রতি কর্ণপাত করেনি এবং অঙ্গীকারের বিরুদ্ধাচরণ করে। ফলে আল্লাহ তা'আলা তাদেরকে বিভিন্ন আজাবে নিক্ষেপ করেন।

বনী ইসরাঈলের প্রতি কুকর্ম ও অবাধ্যতার ফলে দুই প্রকার আজাব নেমে আসে। এক. বাহ্যিক ও ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য আজাব। যেমন, রক্ত, ব্যাঙ্গ ইত্যাদির বৃষ্টি বর্ষণ, প্রস্তর বর্ষণ, ভূমি উলটিয়ে দেওয়া ইত্যাদি। এগুলো কুরআনে পাকের অনেক আয়াতে বিভিন্ন স্থানে উল্লিখিত হয়েছে।

দুই. আত্মিক আজাব। অর্থাৎ, অবাধ্যতার ফলে তাদের অন্তর ও মস্তিষ্ক বিকৃত হয়ে যায়। তাতে চিন্তা-ভাবনা এবং বুঝার ক্ষমতাও বিলুপ্ত হয়। ফলে তারা পাপের পরিণামে আরো পাপে লিপ্ত হতে থাকে।

ইরশাদ হচ্ছে فَبِمَا نَقْضِهِمْ مِّيْثَاقَهُمْ لَعَنّٰهُمْ وَجَعَلْنَا قُلُوْبَهُمْ قٰسِيَةً "আমি বিশ্বাঘাতকতা ও অঙ্গীকার ভঙ্গ করার সাজা হিসেবে তাদেরকে স্বীয় রহমত থেকে দূরে সরিয়ে দিলাম এবং তাদের অন্তরকে কঠোর করে দিলাম।" ফলে এখন এতে কোনো কিছুর সংকুলনা রইল না। রহমত থেকে দূরে সরে পড়া এবং অন্তরের কঠোরতাকেই সূরা মুতাফফিফীনে 'মরিচা' শব্দের মাধ্যমে ব্যক্ত করা হয়েছে। যথা : كَلَّا بَلْ رَانَ عَلٰى قُلُوْبِهِمْ مَّا كَانُوْا يَكْسِبُوْنَ "কুরআনি আয়াত ও উজ্জ্বল নির্দশনাবলিকে অস্বীকার করার কারণ এই যে, তাদের অন্তরে পাপের কারণে 'মরিচা' পড়ে গেছে।"

রাসূলুল্লাহ ﷺ এক হাদীসে বলেন :

মানুষ প্রথমে যখন কোনো পাপ কাজ করে, তখন তার অন্তরে একটি কালো দাগ পড়ে। এর অনিষ্ট সর্বদাই সে অনুভব করে, যেমন পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন কাপড়ে কালো দাগ লেগে গেলে তা দৃষ্টিকে সব সময়ই কষ্ট দেয়। এরপর যদি সে সতর্ক হয়ে তওবা করে এবং ভবিষ্যতে পাপ না করে, তবে এ দাগ মিটিয়ে দেওয়া হয়। পক্ষান্তরে যদি সে সতর্ক না হয় এবং উপর্যুপরি পাপ কাজ করেই চলে, তবে প্রত্যেক গুনাহর কারণে একটি করে কালো দাগ বেড়ে যেতে থাকে। শেষ পর্যন্ত তার অন্তর কালো দাগে আচ্ছন্ন হয়ে যায়। তখন তার অন্তরের অবস্থা ঐ পাত্রের মতো হয়ে যায়, যা উপুড় করে রাখা হয় এবং কোনো জিনিস রাখতে তৎক্ষণাৎ বের হয়ে আসে। পরে পাত্রে কিছুই থাকে না। ফলে কোনো সৎ ও পুণ্যের বিষয় তার অন্তরে স্থান পায় না। সুতরাং তখন তার অন্তর لَا يَعْرِفُ مَعْرُوْفًا وَلَا يُنْكِرُ مُنْكَرًا কোনো পুণ্য কাজকে পুণ্য এবং মন্দ কাজকে মন্দ মনে করে না; বরং ব্যাপার উল্টো হয়ে যায়। অর্থাৎ, দোষকে গুণ, পুণ্যকে পাপ এবং পাপকে ছওয়াব বলে মনে করতে থাকে এবং অবাধ্যতায় বেড়েই চলে। এটা হচ্ছে তার পাপের নগদ সাজা-যা সে ইহকালেই লাভ করে।

বনী ইসরাঈলরা অঙ্গীকার ভঙ্গের নগদ সাজা এই লাভ করেছিল যে, মুক্তির সর্ববৃহৎ উপায় আল্লাহর রহমত থেকে তারা দূরে পড়ে যায় এবং অন্তর এমন পাষাণ হয়ে যায় যে, আল্লাহর কালামকে তারা স্বস্থান থেকে ঘুরিয়ে দেয়, অর্থাৎ, আল্লাহর কালামে পরিবর্তন করে। কখনো শব্দে, কখনো অর্থে এবং কখনো তেলাওয়াতে পরিবর্তন করে। পবির্তনের এ প্রকারগুলো কুরআন ও হাদীসে বর্ণিত হয়েছে। আজকাল পাশ্চাত্যের কিছু সংখ্যক খ্রিস্টানও একথা কিছু কিছু স্বীকার করে। -[তাফসীরে উসমানী]

https://e-ilm.weebly.com/

খ্রিস্টান সম্প্রদায়ের মধ্যে পারস্পরিক শত্রুতা : এ আয়াতে আল্লাহ তা'আলা খ্রিস্টানদের অঙ্গীকার ভঙ্গের সাজা বর্ণনা রে বলেছেন যে, তাদের পরস্পরের মধ্যে বিভেদ, বিদ্বেষ ও শত্রুতা সঞ্চারিত করে দেওয়া হয়েছে। যা কিয়ামত পর্যন্ত অব্যাহত থাকবে।

আজকালকার খ্রিস্টানদেরকে পরস্পর ঐক্যবদ্ধ দেখে আয়াতের সত্যতায় সন্দেহ সৃষ্টি হতে পারে। তখন উত্তর হবে এই যে, আয়াতে প্রকৃত খ্রিস্টানদের অবস্থা বর্ণনা করা হয়েছে। যারা ধর্ম ত্যাগ করে নাস্তিক হয়ে গেছে, তারা প্রকৃত পক্ষে খ্রিস্টানদের তালিকাভুক্ত নয় যদিও জাতিগতভাবে তারা নিজেদেরকে খ্রিস্টান নামেই অভিহিত করে। এমন খ্রিস্টানদের মধ্যে যদি ধর্মীয় বিদ্বেষ ও পারস্পরিক শত্রুতা না থাকে, তবে তা আলোচ্য আয়াতের পরিপন্থি নয়। কেননা ধর্মের ভিত্তিতেই বিভেদ ও বিদ্বেষ হতে পারত। যখন তাদের ধর্মই নাই, তখন বিভেদ কিসের। যারা ধর্মগত দিক দিয়ে খ্রিস্টান, আয়াতে তাদের কথাই বর্ণনা করা হয়েছে। এরূপ খ্রিস্টানদের মতভেদ সর্বজনবিদিত।

নায়যাভীর টীকায় তাইসীর গ্রন্থ থেকে উল্লেখ করা হয়েছে যে, খ্রিস্টানদের মধ্যে আসলে তিনটি সম্প্রদায় রয়েছে। এক. নাস্তুরিয়া। এরা হযরত ঈসা (আ.)-কে আল্লাহর পুত্র বলে। দুই. ইয়াকুবিয়া। এরা হযরত ঈসা (আ.)-কে আল্লাহর সাথে এক মনে করে। তিন. মালকাইয়া। এরা হযরত ঈসা (আ.)-কে তিন খোদার অন্যতম খোদা বলে বিশ্বাস করে। যেখানে মৌলিক বিশ্বাসের ক্ষেত্রে এত বড় মতানৈক্য, সেখানে পারস্পরিক শত্রুতা অপরিহার্য।

শব্দের বিশ্লেষণ

قَسِيَةً : সীগাহ واحد مؤنث বহছ اسم فاعل বাব نَصَرَ মাসদার اَلْقَسْوَةُ মূলবর্ণ (ق ـ س ـ و) জিনস ناقص واوى অর্থ– শক্ত, কঠিন, মজবুত।

لَاتَزَالُ : সীগাহ واحد مذكر حاضر বহছ نفى فعل مضارع معروف বাব سَمِعَ মাসদার اَلزَّيْلُ মূলবর্ণ (ز ـ ى ـ ل) জিনস اجوف يائى অর্থ– তুমি বিচ্যুত হবে না।

تَطَّلِعُ : সীগাহ واحد مذكر حاضر বহছ فعل مضارع معروف বাব اِفْتِعَالٌ মাসদার اَلْاِطِّلَاعُ মূলবর্ণ (ط ـ ل ـ ع) জিনস صحيح অর্থ– তুমি অবগত হবে।

اِصْفَحْ : সীগাহ واحد مذكر حاضر বহছ امر حاضر معروف বাব فَتَحَ মাসদার اَلصَّفْحُ মূলবর্ণ (ص ـ ف ـ ح) জিনস صحيح অর্থ– তুমি ক্ষমা কর, তুমি উপেক্ষা কর।

https://e-ilm.weebly.com/

অনুবাদ : (১৪) আর যারা বলে, আমরা নাসারা, আমি তাদের হতেও ওয়াদা নিয়েছি, অনন্তর তাদেরকেও যা কিছু নসিহত করা হয়েছে তন্মধ্য হতেও তারা নিজেদের এক বড় অংশ হারিয়ে বসেছে, অতএব, আমি তাদের পরস্পরের মধ্যে হিংসা ও শত্রুতা সঞ্চার করে দিলাম, কিয়ামতের দিন পর্যন্ত এবং অচিরেই তাদেরকে আল্লাহ তা'আলা তাদের কৃতকর্ম সম্বন্ধে জানিয়ে দিবেন।	وَمِنَ الَّذِيْنَ قَالُوْٓا اِنَّا نَصٰرٰٓى اَخَذْنَا مِيْثَاقَهُمْ فَنَسُوْا حَظًّا مِّمَّا ذُكِّرُوْا بِهٖ ۖ فَاَغْرَيْنَا بَيْنَهُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَآءَ اِلٰى يَوْمِ الْقِيٰمَةِ ؕ وَسَوْفَ يُنَبِّئُهُمُ اللّٰهُ بِمَا كَانُوْا يَصْنَعُوْنَ (١٤)
(১৫) হে আহলে কিতাব! তোমাদের নিকট আমার এই রাসূল এসেছেন, তোমরা কিতাবের যে সমস্ত বিষয় গোপন কর– তিনি তন্মধ্য হতে বহু বিষয় তোমাদের সম্মুখে পরিষ্কারভাবে ব্যক্ত করেন, আর বহু বিষয় [প্রকাশ করা] বর্জন করেন, তোমাদের নিকট আল্লাহর সন্নিধান হতে এক আলোকময় বস্তু এসেছে, এবং [তা] একটি স্পষ্ট কিতাব [কুরআন]	يٰٓاَهْلَ الْكِتٰبِ قَدْ جَآءَكُمْ رَسُوْلُنَا يُبَيِّنُ لَكُمْ كَثِيْرًا مِّمَّا كُنْتُمْ تُخْفُوْنَ مِنَ الْكِتٰبِ وَيَعْفُوْا عَنْ كَثِيْرٍ ؕ قَدْ جَآءَكُمْ مِّنَ اللّٰهِ نُوْرٌ وَّكِتٰبٌ مُّبِيْنٌ (١٥)
(১৬) তা দ্বারা আল্লাহ তা'আলা এরূপ ব্যক্তিদেরকে শান্তির পন্থাসমূহ বলে দেন যারা তাঁর সন্তুষ্টি অন্বেষণ করে এবং তাদেরকে নিজ তাওফীকে [ও করুণায় কুফরির] অন্ধকার হতে বের করে [ঈমানের] আলোর দিকে আনয়ন করেন এবং তাদেরক সরল [সঠিক] পথে প্রতিষ্ঠিত রাখেন।	يَّهْدِيْ بِهِ اللّٰهُ مَنِ اتَّبَعَ رِضْوَانَهٗ سُبُلَ السَّلٰمِ وَيُخْرِجُهُمْ مِّنَ الظُّلُمٰتِ اِلَى النُّوْرِ بِاِذْنِهٖ وَيَهْدِيْهِمْ اِلٰى صِرَاطٍ مُّسْتَقِيْمٍ (١٦)

শাব্দিক অনুবাদ :

(১৪) وَمِنَ الَّذِيْنَ قَالُوْٓا **আর যারা বলে** اِنَّا نَصٰرٰٓى আমরা নাসারা اَخَذْنَا مِيْثَاقَهُمْ আমি তাদের হতেও ওয়াদা নিয়েছি فَنَسُوْا حَظًّا مِّمَّا ذُكِّرُوْا بِهٖ **অনন্তর তাদেরকেও যা কিছু নসিহত করা হয়েছে তন্মধ্য হতেও তারা নিজেদের এক বড় অংশ হারিয়ে বসেছে** فَاَغْرَيْنَا بَيْنَهُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَآءَ অতএব, আমি তাদের পরস্পরের মধ্যে হিংসা ও শত্রুতা সঞ্চার করে দিলাম اِلٰى يَوْمِ الْقِيٰمَةِ কিয়ামতের দিন পর্যন্ত وَسَوْفَ يُنَبِّئُهُمُ اللّٰهُ এবং অচিরেই তাদেরকে আল্লাহ তা'আলা জানিয়ে দিবেন بِمَا كَانُوْا يَصْنَعُوْنَ তাদের কৃতকর্ম সম্বন্ধে।

(১৫) يٰٓاَهْلَ الْكِتٰبِ হে আহলে কিতাব! قَدْ جَآءَكُمْ رَسُوْلُنَا তোমাদের নিকট আমার এই রাসূল এসেছেন। يُبَيِّنُ لَكُمْ كَثِيْرًا তিনি তন্মধ্য হতে বহু বিষয় তোমাদের সম্মুখে পরিষ্কারভাবে ব্যক্ত করেন مِّمَّا كُنْتُمْ تُخْفُوْنَ مِنَ الْكِتٰبِ তোমরা কিতাবের যে সমস্ত বিষয় গোপন কর– وَيَعْفُوْا عَنْ كَثِيْرٍ আর বহু বিষয় [প্রকাশ করা] বর্জন করেন قَدْ جَآءَكُمْ مِّنَ اللّٰهِ نُوْرٌ তোমাদের নিকট আল্লাহর সন্নিধান হতে এক আলোকময় বস্তু এসেছে وَّكِتٰبٌ مُّبِيْنٌ এবং [তা] একটি স্পষ্ট কিতাব [কুরআন]

(১৬) يَهْدِيْ بِهِ اللّٰهُ তা দ্বারা আল্লাহ তা'আলা এরূপ ব্যক্তিদেরকে বলে দেন مَنِ اتَّبَعَ رِضْوَانَهٗ যারা তাঁর সন্তুষ্টি অন্বেষণ করে سُبُلَ السَّلٰمِ শান্তির পন্থাসমূহ وَيُخْرِجُهُمْ এবং তাদেরকে বের করে আনয়ন করেন مِّنَ الظُّلُمٰتِ اِلَى النُّوْرِ অন্ধকার হতে আলোর দিকে بِاِذْنِهٖ নিজ তাওফীকে وَيَهْدِيْهِمْ اِلٰى صِرَاطٍ مُّسْتَقِيْمٍ এবং তাদেরক সরল পথে প্রতিষ্ঠিত রাখেন।

https://e-ilm.weebly.com/

অনুবাদ : (১৭) নিঃসন্দেহে তারা কাফের, যারা বলে আল্লাহ স্বয়ং মসীহ ইবনে মারইয়াম, আপনি জিজ্ঞাসা করুন, যদি তাই হয়, তা হলে বল তো, এরূপ কি কেউ আছে, যে আল্লাহ হতে তোমাদেরকে একটুও রক্ষা করতে পারে? যদি আল্লাহ তা'আলা মসীহ ইবনে মারইয়ামকে এবং তাঁর মাতাকে এবং ভূপৃষ্ঠে যারা আছে তাদের সকলকে ধ্বংস করতে ইচ্ছা করেন, আর আল্লাহ তা'আলারই প্রভুত্ব নির্দিষ্ট রয়েছে আসমানসমূহে ও জমিনে এবং এতদুভয়ের মধ্যস্থিত যাবতীয় বস্তুর উপর; এবং তিনি যা ইচ্ছা সৃষ্টি করেন, আর আল্লাহ সকল বস্তুর উপর পূর্ণ ক্ষমতাবান।

لَقَدْ كَفَرَ الَّذِيْنَ قَالُوْٓا اِنَّ اللّٰهَ هُوَ الْمَسِيْحُ ابْنُ مَرْيَمَ ؕ قُلْ فَمَنْ يَّمْلِكُ مِنَ اللّٰهِ شَيْـًٔا اِنْ اَرَادَ اَنْ يُّهْلِكَ الْمَسِيْحَ ابْنَ مَرْيَمَ وَاُمَّهٗ وَمَنْ فِي الْاَرْضِ جَمِيْعًا ؕ وَلِلّٰهِ مُلْكُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا ؕ يَخْلُقُ مَا يَشَآءُ ؕ وَاللّٰهُ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ (۱۷)

শাব্দিক অনুবাদ

(১৭) لَقَدْ كَفَرَ নিঃসন্দেহে তারা কাফের الَّذِيْنَ قَالُوْٓا যারা বলে اِنَّ اللّٰهَ هُوَ الْمَسِيْحُ ابْنُ مَرْيَمَ আল্লাহ স্বয়ং মসীহ ইবনে মারইয়াম قُلْ আপনি জিজ্ঞাসা করুন فَمَنْ يَّمْلِكُ مِنَ اللّٰهِ شَيْـًٔا যদি তাই হয়, তা হলে বল তো, এরূপ কি কেউ আছে, যে আল্লাহ হতে তোমাদেরকে একটুও রক্ষা করতে পারে? اِنْ اَرَادَ যদি আল্লাহ তা'আলা ইচ্ছা করেন اَنْ يُّهْلِكَ ধ্বংস করতে الْمَسِيْحَ ابْنَ مَرْيَمَ মসীহ ইবনে মারইয়ামকে وَاُمَّهٗ এবং তাঁর মাতাকে وَمَنْ فِي الْاَرْضِ جَمِيْعًا এবং ভূপৃষ্ঠে যারা আছে তাদের সকলকে وَلِلّٰهِ مُلْكُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ আর আল্লাহ তা'আলারই প্রভুত্ব নির্দিষ্ট রয়েছে আসমানসমূহে ও জমিনে وَمَا بَيْنَهُمَا এবং এতদুভয়ের মধ্যস্থিত যাবতীয় বস্তুর উপর يَخْلُقُ مَا يَشَآءُ এবং তিনি যা ইচ্ছা সৃষ্টি করেন وَاللّٰهُ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ আর আল্লাহ সকল বস্তুর উপর পূর্ণ ক্ষমতাবান।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

১৫- قوله يٰٓاَهْلَ الْكِتٰبِ قَدْ جَآءَكُمْ رَسُوْلُنَا الخ **আয়াতের শানে নুযূল :** ইবনে জারীর হযরত ইকরিমার উদ্ধৃতি দিয়ে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন, নবী করীম ﷺ-এর নিকট ইহুদিরা এসে রজম শাস্তি সম্পর্কে জানতে চায়। রাসূল ﷺ তখন বললেন, তোমাদের মাঝে প্রবীণ আলেম কে? তারা ইবনে সুরিয়ার প্রতি ইঙ্গিত করে, রাসূল ﷺ তখন তাকে যিনি হযরত মূসা (আ.)–এর প্রতি তাওরাত নাজিল করেন এবং যিনি তাদের থেকে প্রতিশ্রুতি গ্রহণ করণার্থে তাদের উপর তূর পর্বত উত্তোলন করেছিলেন, সেই আল্লাহর কসম দিলেন। ফলে সে বলল, আমাদের মাঝে রজম শাস্তি যখন বৃদ্ধি পেয়ে গেল, তখন থেকে রজম শাস্তির পরিবর্তে একশত বেত্রাঘাত এবং মাথা মুণ্ডিয়ে লজ্জা দেই। সুরাং রাসূল ﷺ রজম বিধানই কার্যকর করেন। সে পরিপ্রেক্ষিতে আলোচ্য আয়াত নাজিল করা হয়েছে। –[রূহুল মা'আনী : ৯৭/৩/৬]

قوله يٰٓاَهْلَ الْكِتٰبِ قَدْ جَآءَكُمْ رَسُوْلُنَا الخ আলোচ্য আয়াতে খ্রিস্টানদের একটি উক্তির খণ্ডন করা হয়েছে– যা তাদের একদলের ধর্ম বিশ্বাসও ছিল। অর্থাৎ, হযরত মসীহ (আ.) হুবহু আল্লাহ তা'আলা (নাউযুবিল্লাহ)। কিন্তু যে যুক্তি দ্বারা বিষয়টির খণ্ডন করা হয়েছে, তাতে খ্রিস্টানদের সব দলের একত্ববাদ বিরোধী ভ্রান্ত বিশ্বাসের খণ্ডন হয়ে যায়, তা মসীহ (আ.)-এর খোদার সন্তান হওয়া সংক্রান্ত বিশ্বাসই হোক অথবা তিনি খোদার অন্যতম খোদা হওয়ার বিশ্বাসই হোক।

https://e-ilm.weebly.com/

এস্থলে হযরত মসীহ ও তাঁর জননীকে উল্লেখ করার মধ্যে দুটি রহস্য থাকতে পারে। এক. আল্লাহ তা'আলার সামনে মসীহ (আ.) -এর এ অক্ষমতা যে, তিনি নিজেকে রক্ষা করতে পারেন না এবং যে জননীর খেদমত ও হেফাজত তাঁর কাছে প্রাণের চেয়েও প্রিয়, সে জননীকেও রক্ষা করতে পারেন না। দুই. এতে ঐ সম্প্রদায়ের ধর্মবিশ্বাসও খন্ডন করা হয়েছে, যারা মারইয়ামকে তিন খোদার অন্যতম খোদা বলে বিশ্বাস করে।

এস্থলে হযরত মসীহ ও মারইয়ামের মৃত্যুকে ধরে নেওয়ার পর্যায়ে উল্লেখ করা হয়েছে। অথচ কুরআন অবতরণের সময় হযরত মারইয়ামের মৃত্যু ধরে নেওয়ার পর্যায়ে ছিল না; বরং বাস্তবেই মৃত্যু হয়ে গিয়েছিল। এর এক কারণ تَغْلِيْب অর্থাৎ, আসলে হযরত মাসীহ (আ.) -এর মৃত্যুকে ধরে নেওয়ার পর্যায়ে বর্ণনা করাই উদ্দেশ্য ছিল। অতঃপর জননীর মৃত্যুকেও একই ভঙ্গিতে বর্ণনা করা হয়েছে– যদিও তাঁর মৃত্যু আগেই হয়ে গিয়েছিল। এ প্রসঙ্গে একথাও বলা যায় যে, আয়াতে বুঝানো হয়েছে যে, আমি মারইয়ামকে যেমন মৃত্যুদান করেছি, তেমনি হযরত মসীহ ও অন্যান্য সৃষ্টজীবের মৃত্যুও আমারই হাতে। يَخْلُقُ مَا يَشَآءُ বাক্যে খ্রিস্টানদের এ ভ্রান্ত বিশ্বাসের কারণকেও খন্ডন করা হয়েছে। কেননা, হযরত মসীহকে খোদা মনে করার আসল কারণ তাদের মতে এই ছিল যে, তিনি জগতের সাধারণ নিয়মের বিপরীতে পিতা ছাড়া শুধুমাত্র মাতৃগর্ভ থেকে জন্মগ্রহণ করেছেন। তিনি মানুষ হলে নিয়মানুযায়ী পিতা-মাতা উভয়ের মাধ্যমে জন্মগ্রহণ করতেন।

আলোচ্য বাক্যে এর উত্তর দেওয়া হয়েছে যে, আল্লাহ তা'আলা যাকে ইচ্ছা সৃষ্টি করার পূর্ণ ক্ষমতা রাখেন। যেমন, اِنَّ مَثَلَ عِيْسٰى عِنْدَ اللّٰهِ كَمَثَلِ اٰدَمَ আয়াতে এ সন্দেহই নিরসন করা হয়েছে। অর্থাৎ আল্লাহ তা'আলার সাধারণ নিয়মের বাইরে হযরত মসীহ (আ.)-কে সৃষ্টি করা তার আল্লাহ হওয়ার প্রমাণ হতে পারে না।

লক্ষ্যণীয় যে, হযরত আদম (আ.)-কে আল্লাহ তা'আলা পিতা ও মাতা উভয়ের মাধ্যম ছাড়াই সৃষ্টি করেছিলেন। তিনি সবকিছুই করতে পারেন। তিনিই স্রষ্টা, প্রভু ও উপাসনার যোগ্য। অন্য কেউ তাঁর অংশীদার নয়।

শব্দের বিশ্লেষণ :

نَصٰرٰى : শব্দটি একবচন, বহুবচন نَصْرَانِيٌّ অর্থ– নাসারা, খ্রিস্টান লোক।

اَغْرَيْنَا : সীগাহ بحث جمع متكلم বহছ فعل ماضى معروف বাব اِفْعَالٌ মাসদার اَلْاِغْرَاءُ মূলবর্ণ (غ ـ ر ـ ى) জিনসে ناقص يائى মুহমুজ مهموز لام অর্থ– আমরা ঢেলে দিয়েছি।

تُخْفُوْنَ : সীগাহ جمع مذكر حاضر বহছ فعل مضارع معروف বাব اِفْعَالٌ মাসদার اَلْاِخْفَاءُ মূলবর্ণ (خ ـ ف ـ ى) জিনস ناقص يائى অর্থ– তোমরা গোপন কর।

يَعْفُوْا : সীগাহ جمع مذكر غائب বহছ فعل مضارع معروف বাব نَصَرَ মাসদার اَلْعَفْوُ মূলবর্ণ (ع ـ ف ـ و) জিনস ناقص واوى অর্থ– তারা ক্ষমা করে।

https://e-ilm.weebly.com/

অনুবাদ : (১৮) আর ইহুদি ও নাসারারা দাবি করে যে, আমরা আল্লাহর পুত্র এবং তাঁর প্রিয়পাত্র, আপনি জিজ্ঞাসা করুন, আচ্ছা তবে তোমাদেরকে তোমাদের পাপের দরুন শাস্তি কেন প্রদান করবেন? বরং তোমরাও অন্যান্য সৃষ্টির ন্যায় সাধারণ মানুষ মাত্র, আল্লাহ্ তা'আলা যাকে ইচ্ছা মার্জনা করবেন আর যাকে ইচ্ছা শাস্তি দিবেন, আর আল্লাহরই প্রভুত্ব রয়েছে আসমানসমূহেও এবং জমিনেও এবং এতদুভয়ের মধ্যস্থিত সবকিছুতেও, আর আল্লাহর দিকে সকলকে প্রত্যাবর্তন করতে হবে।	وَقَالَتِ الْيَهُوْدُ وَالنَّصٰرٰى نَحْنُ اَبْنٰٓؤُا اللّٰهِ وَاَحِبَّآؤُهٗ ؕ قُلْ فَلِمَ يُعَذِّبُكُمْ بِذُنُوْبِكُمْ ؕ بَلْ اَنْتُمْ بَشَرٌ مِّمَّنْ خَلَقَ ؕ يَغْفِرُ لِمَنْ يَّشَآءُ وَيُعَذِّبُ مَنْ يَّشَآءُ ؕ وَلِلّٰهِ مُلْكُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا ؗ وَاِلَيْهِ الْمَصِيْرُ (١٨)
(১৯) হে আহলে কিতাবগণ! তোমাদের নিকট আমার এই রাসূল [মুহাম্মদ ﷺ] এসে পৌঁছেছেন, যিনি তোমাদেরকে [হুকুম] স্পষ্টভাবে বলে দিচ্ছেন, এমন সময় যখন রাসূলদের [আগমনের] সূত্র [দীর্ঘকাল] বন্ধ ছিল, যেন তোমরা [কিয়ামত দিবসে] এরূপ বলে না বস যে, আমাদের নিকট কোনো সুসংবাদদাতা ও ভয় প্রদর্শনকারী আগমন করেননি, [এখন তো] তোমাদের নিকট সুসংবাদদাতা ও ভয় প্রদর্শনকারী এসেছেন, আর আল্লাহ্ সকল বস্তুর উপর পূর্ণ ক্ষমতাবান।	يٰۤاَهْلَ الْكِتٰبِ قَدْ جَآءَكُمْ رَسُوْلُنَا يُبَيِّنُ لَكُمْ عَلٰى فَتْرَةٍ مِّنَ الرُّسُلِ اَنْ تَقُوْلُوْا مَا جَآءَنَا مِنْۢ بَشِيْرٍ وَّلَا نَذِيْرٍ ؗ فَقَدْ جَآءَكُمْ بَشِيْرٌ وَّنَذِيْرٌ ؕ وَاللّٰهُ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ (١٩)

২৪৮

শাব্দিক অনুবাদ

(১৮) وَقَالَتِ الْيَهُوْدُ وَالنَّصٰرٰى আর ইহুদি ও নাসারারা দাবি করে যে نَحْنُ اَبْنٰٓؤُا اللّٰهِ وَاَحِبَّآؤُهٗ আমরা আল্লাহর পুত্র এবং তাঁর প্রিয়পাত্র قُلْ আপনি জিজ্ঞাসা করুন فَلِمَ يُعَذِّبُكُمْ بِذُنُوْبِكُمْ আচ্ছা তবে তোমাদেরকে তোমাদের পাপের দরুন শাস্তি কেন প্রদান করবেন? بَلْ اَنْتُمْ بَشَرٌ বরং তোমরাও সাধারণ মানুষ মাত্র مِّمَّنْ خَلَقَ অন্যান্য সৃষ্টির ন্যায় يَغْفِرُ لِمَنْ يَّشَآءُ আল্লাহ্ তা'আলা যাকে ইচ্ছা মার্জনা করবেন وَيُعَذِّبُ مَنْ يَّشَآءُ আর যাকে ইচ্ছা শাস্তি দিবেন وَلِلّٰهِ مُلْكُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ আর আল্লাহরই প্রভুত্ব রয়েছে আসমানসমূহেও এবং জমিনেও وَمَا بَيْنَهُمَا এবং এতদুভয়ের মধ্যস্থিত সবকিছুতেও وَاِلَيْهِ الْمَصِيْرُ আর আল্লাহর দিকে সকলকে প্রত্যাবর্তন করতে হবে।

(১৯) يٰۤاَهْلَ الْكِتٰبِ হে আহলে কিতাবগণ! قَدْ جَآءَكُمْ رَسُوْلُنَا তোমাদের নিকট আমার এই রাসূল [মুহাম্মদ ﷺ] এসে পৌঁছেছেন يُبَيِّنُ لَكُمْ যিনি তোমাদেরকে স্পষ্টভাবে বলে দিচ্ছেন عَلٰى فَتْرَةٍ مِّنَ الرُّسُلِ এমন সময় যখন রাসূলদের [আগমনের] সূত্র [দীর্ঘকাল] বন্ধ ছিল। اَنْ تَقُوْلُوْا যেন তোমরা এরূপ বলে না বস যে مَا جَآءَنَا আমাদের নিকট আগমন করেননি مِنْۢ بَشِيْرٍ وَّلَا نَذِيْرٍ কোনো সুসংবাদদাতা ও ভয় প্রদর্শনকারী فَقَدْ جَآءَكُمْ بَشِيْرٌ وَّنَذِيْرٌ তোমাদের নিকট সুসংবাদদাতা ও ভয় প্রদর্শনকারী এসেছেন وَاللّٰهُ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ আর আল্লাহ্ সকল বস্তুর উপর পূর্ণ ক্ষমতাবান।

https://e-ilm.weebly.com/

অনুবাদ : (২০) আর সেই সময়টিও উল্লেখযোগ্য, যখন মূসা স্বীয় সম্প্রদায়কে বললেন, হে আমার সম্প্রদায়! স্মরণ কর তোমাদের প্রতি আল্লাহর নিয়ামতকে, যখন তিনি তোমাদের মধ্যে বহু নবী সৃষ্টি করলেন এবং তোমাদেরকে রাজ্যাধিপতি করলেন এবং তোমাদেরকে এমন বস্তুসমূহ দান করলেন, যা বিশ্ববাসীদের মধ্যে কাউকেও দেননি।	وَاِذْ قَالَ مُوْسٰى لِقَوْمِهٖ يٰقَوْمِ اذْكُرُوْا نِعْمَةَ اللّٰهِ عَلَيْكُمْ اِذْ جَعَلَ فِيْكُمْ اَنْۢبِيَآءَ وَجَعَلَكُمْ مُّلُوْكًا ۖۗ وَّاٰتٰىكُمْ مَّا لَمْ يُؤْتِ اَحَدًا مِّنَ الْعٰلَمِيْنَ (٢٠)
(২১) হে আমার সম্প্রদায়! এরূপ পুণ্যভূমিতে প্রবেশ কর যা আল্লাহ তা'আলা তোমাদের জন্য লিখে দিয়েছেন, আর পিছনের দিকে ফিরে যেয়ো না, তাহলে সম্পূর্ণরূপে ক্ষতিগ্রস্ত হবে।	يٰقَوْمِ ادْخُلُوا الْاَرْضَ الْمُقَدَّسَةَ الَّتِيْ كَتَبَ اللّٰهُ لَكُمْ وَلَا تَرْتَدُّوْا عَلٰٓى اَدْبَارِكُمْ فَتَنْقَلِبُوْا خٰسِرِيْنَ (٢١)
(২২) তারা বলল, হে মূসা! সেখানে তো পরাক্রমশালী লোকগণ রয়েছে, অতএব, আমরা তো সেখানে কখনো পা রাখব না যতক্ষণ পর্যন্ত তারা সেখান হতে বের হয়ে না যায়, হ্যাঁ, যদি তারা সেখান হতে অন্য কোথাও চলে যায়, তবে নিশ্চয় আমরা যেতে প্রস্তুত আছি।	قَالُوْا يٰمُوْسٰٓى اِنَّ فِيْهَا قَوْمًا جَبَّارِيْنَ ۖۗ وَاِنَّا لَنْ نَّدْخُلَهَا حَتّٰى يَخْرُجُوْا مِنْهَا ۚ فَاِنْ يَّخْرُجُوْا مِنْهَا فَاِنَّا دٰخِلُوْنَ (٢٢)

শাব্দিক অনুবাদ

(২০) وَاِذْ قَالَ مُوْسٰى لِقَوْمِهٖ আর সেই সময়টিও উল্লেখযোগ্য, যখন মূসা স্বীয় সম্প্রদায়কে বললেন يٰقَوْمِ হে আমার সম্প্রদায়! اذْكُرُوْا نِعْمَةَ اللّٰهِ عَلَيْكُمْ স্মরণ কর তোমাদের প্রতি আল্লাহর নিয়ামতকে اِذْ جَعَلَ فِيْكُمْ اَنْۢبِيَآءَ যখন তিনি তোমাদের মধ্যে বহু নবী সৃষ্টি করলেন وَجَعَلَكُمْ مُّلُوْكًا এবং তোমাদেরকে রাজ্যাধিপতি করলেন وَّاٰتٰىكُمْ এবং তোমাদেরকে এমন বস্তুসমূহ দান করলেন مَّا لَمْ يُؤْتِ اَحَدًا مِّنَ الْعٰلَمِيْنَ যা বিশ্ববাসীদের মধ্যে কাউকেও দেননি।

(২১) يٰقَوْمِ হে আমার সম্প্রদায়! ادْخُلُوا প্রবেশ কর الْاَرْضَ الْمُقَدَّسَةَ এরূপ পুণ্যভূমিতে الَّتِيْ كَتَبَ اللّٰهُ لَكُمْ যা আল্লাহ তা'আলা তোমাদের জন্য লিখে দিয়েছেন وَلَا تَرْتَدُّوْا আর যেয়ো না عَلٰٓى اَدْبَارِكُمْ পিছনের দিকে ফিরে فَتَنْقَلِبُوْا خٰسِرِيْنَ তাহলে সম্পূর্ণরূপে ক্ষতিগ্রস্ত হবে।

(২২) قَالُوْا তারা বলল يٰمُوْسٰى হে মূসা! اِنَّ فِيْهَا قَوْمًا جَبَّارِيْنَ সেখানে তো পরাক্রমশালী লোকগণ রয়েছে وَاِنَّا لَنْ نَّدْخُلَهَا অতএব, আমরা তো সেখানে কখনো পা রাখব না حَتّٰى يَخْرُجُوْا مِنْهَا যতক্ষণ পর্যন্ত তারা সেখান হতে বের হয়ে না যায় فَاِنْ يَّخْرُجُوْا مِنْهَا হ্যাঁ, যদি তারা সেখান হতে অন্য কোথাও চলে যায় فَاِنَّا دٰخِلُوْنَ তবে নিশ্চয় আমরা যেতে প্রস্তুত আছি।

https://e-ilm.weebly.com/

অনুবাদ : (২৩) সেই দুই ব্যক্তি যারা [আল্লাহকে] ভয়কারীদের অন্তর্ভুক্ত ছিল [এবং] যাদের প্রতি আল্লাহ তা'আলা অনুগ্রহ [-ও] করেছিলেন, বলল, তোমরা তাদের উপর [আক্রমণ করে নগরের] দ্বারদেশ পর্যন্ত যাও, অনন্তর যখনই তোমরা দ্বারদেশে পা রাখবে, তখনই জয় লাভ করবে, এবং আল্লাহ তা'আলার উপর নির্ভর কর যদি তোমরা ঈমানদার হও।	قَالَ رَجُلٰنِ مِنَ الَّذِيْنَ يَخَافُوْنَ اَنْعَمَ اللّٰهُ عَلَيْهِمَا ادْخُلُوْا عَلَيْهِمُ الْبَابَ ۚ فَاِذَا دَخَلْتُمُوْهُ فَاِنَّكُمْ غٰلِبُوْنَ ۚ وَعَلَى اللّٰهِ فَتَوَكَّلُوْٓا اِنْ كُنْتُمْ مُّؤْمِنِيْنَ (٢٣)

শাব্দিক অনুবাদ

(২৩) قَالَ رَجُلٰنِ সেই দুই ব্যক্তি বলল مِنَ الَّذِيْنَ يَخَافُوْنَ যারা [আল্লাহকে] ভয়কারীদের অন্তর্ভুক্ত ছিল اَنْعَمَ اللّٰهُ عَلَيْهِمَا যাদের প্রতি আল্লাহ তা'আলা অনুগ্রহ করেছিলেন ادْخُلُوْا عَلَيْهِمُ الْبَابَ তোমরা তাদের উপর [আক্রমণ করে নগরের] দ্বারদেশ পর্যন্ত যাও فَاِذَا دَخَلْتُمُوْهُ অনন্তর যখনই তোমরা দ্বারদেশে পা রাখবে فَاِنَّكُمْ غٰلِبُوْنَ তখনই জয় লাভ করবে وَعَلَى اللّٰهِ فَتَوَكَّلُوْٓا এবং আল্লাহ তা'আলার উপর নির্ভর কর اِنْ كُنْتُمْ مُّؤْمِنِيْنَ যদি তোমরা ঈমানদার হও।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

১৮- قوله وَقَالَتِ الْيَهُوْدُ وَالنَّصٰرٰى نَحْنُ اَبْنٰٓؤُا اللّٰهِ وَاَحِبَّآؤُهٗ الخ **আয়াতের শানে নুযূল– ১ :** ইবনে জারীর ও বায়হাকী দালায়েল গ্রন্থে হযরত ইবনে আব্বাস (রা.)-এর উদ্ধৃতি দিয়ে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেন, নোমান বিন আযাদ, বাহরী বিন আমর ও শাম বিন আদী রাসূল ﷺ-এর নিকট এসে রাসূল ﷺ-এর সাথে আলোচনা করে, রাসূল ﷺ ও তাদের সাথে আলোচনা করেন এবং তাদেরকে আল্লাহর দিকে দাওয়াত দেন এবং আল্লাহর শাস্তির ভীতি প্রদর্শন করেন। সে সময় তারা বলল, হে মুহাম্মদ! আমাদেরকে ভয় দেখাবেন না আল্লাহর কসম, আমরা আল্লাহর পুত্র ও বন্ধু-বান্ধবগণ। খ্রিস্টানরা যা বলে থাকে, সে পরিপ্রেক্ষিতে তাদের দাবির অসারতা প্রমাণ করে আল্লাহ তা'আলা উল্লিখিত আয়াত নাজিল করেন। –[ইবনে কাছীর : ৩৬/২, ফাতহুল কাদীর : ২৫/২, রূহুল মা'আনী : ১০০/৬, কুরতুবী : ১১৭/৬]

শানে নুযূল – ২ : হযরত মু'আয বিন জাবাল, সা'আদ বিন উবাদা ও উকবা বিন ওহাব প্রমুখ ইহুদিদেরকে লক্ষ্য করে বলেন, হে ইহুদি সম্প্রদায়! তোমরা আল্লাহকে ভয় কর। প্রকৃত পক্ষে তোমরা তো নিশ্চিতভাবে জান, তিনি আল্লাহর রাসূল! তোমরা তো অবশ্য জান তিনি প্রেরিত হবার আগে তাঁর সম্পর্কে তোমরা আলোচনা করতে এবং আমাদের উদ্দেশ্যে তাঁর গুণাবলি ও পরিচিতি বর্ণনা করতে। তখন রাফে' বিন হারমালা এবং ওহাব বিন ইয়াহুযা বলল, আমরাতো তোমাদেরকে সে সম্পর্কে কিছুই বলিনি। আল্লাহ তা'আলাও হযরত মূসা (আ.)-এর পরে আর কোনো কিতাব অবতরণ করেননি। তাঁর পরবর্তীতে কোনো সুসংবাদ দানকারী ও সতর্ককারী কাউকে প্রেরণ করেননি। তখন আল্লাহ তা'আলা উক্ত আয়াত নাজিল করেন। –[কুরতুবী : ১৭৭/৬]

১৯- قوله يٰٓاَهْلَ الْكِتٰبِ قَدْ جَآءَكُمْ رَسُوْلُنَا الخ **আয়াতের শানে নুযূল :** ইবনে ইসহাক, ইবনে জারীর, ইবনুল মুনযির, ইবনে আবী হাতেম ও বায়হাকী দালায়েল গ্রন্থে হযরত ইবনে আব্বাস (রা.)-এর উদ্ধৃতি দিয়ে বর্ণনা করেন। তিনি বলেন, রাসূল ﷺ ইহুদিদেরকে ইসলামের দাওয়াত প্রদান করেন। তিনি তাদেরকে ইসলাম গ্রহণ করার প্রতি উৎসাহিত করেন এবং ভয়ও দেখান। তবে তারা তা সম্পূর্ণরূপেই অস্বীকার করে। তখন মু'আয বিন জাবাল, সা'আদ বিন উবাদাহ ও উকবা বিন ওহাব (রা.) বললেন, হে ইহুদি সম্প্রদায়! তোমরা আল্লাহকে ভয় কর। তোমরা তো নিশ্চিতভাবেই জান যে, তিনি হলেন আল্লাহ তা'আলার রাসূল। তিনি নবী হিসেবে প্রেরিত হবার আগে তোমরা তো তাঁর সম্পর্কে আলোচনা আমাদেরকে শুনিয়েছ। প্রতি উত্তরে রাফে' বিন হারমালা ও ওহাব বিন ইয়াহুযা বলল, আমরাতো তোমাদেরকে এমন বলিনি। হযরত মূসা (আ.)-

https://e-ilm.weebly.com/

অবিকৃত অবস্থায় বিদ্যমান ছিল না। বিভিন্ন পরিবর্তনের ফলে তাতে মিথ্যা ও বানোয়াট কিচ্ছা-কাহিনী অনুপ্রবেশ করেছিল। কাজেই তা থাকা না থাকা সমান ছিল। ইবনে তাইমিয়া প্রমুখ আলেমের বর্ণনা অনুযায়ী তাওরাতের আসল নির্দেশ কারো কাছে কোনো অজ্ঞাত স্থানে বিদ্যমান থাকলেও তা এর পরিপন্থি নয়।

শেষ নবীর বিশেষ মর্যাদার প্রতি ইঙ্গিত : "আমার রাসূল মুহাম্মদ ﷺ দীর্ঘ বিরতির পর আগমন করেছেন।" আলোচ্য আয়াতে আহলে কিতাবদের সম্বোধন করে একথা বলার মধ্যে এদিকেও ইঙ্গিত রয়েছে যে, তোমাদের উচিত তাঁর আগমনকে আল্লাহপ্রদত্ত বিরাট দান ও বড় নিয়ামত মনে করা। কেননা পয়গম্বরের আগমন সুদীর্ঘকাল বন্ধ ছিল : এখন তোমাদের জন্য তা আবার খোলা হয়েছে।

দ্বিতীয় ইঙ্গিত এদিকেও রয়েছে যে, তাঁর আগমন এমন এক যুগে ও এমন স্থানে হয়েছে, যেখানে জ্ঞান ও ধর্মের কোনো আলো ছিল না। আল্লাহর সৃষ্ট মানব আল্লাহর সাথে পরিচয় হারিয়ে মূর্তিপূজায় মনোনিবেশ করেছিল। এমন জাহেলিয়াতের যুগে এহেন পথভ্রান্ত জাতির সংশোধন করা সহজ কাজ ছিল না। কিন্তু তাঁর সংসর্গের কল্যাণ ও নবুয়তের জ্যোতির পরশে অল্প দিনের মধ্যেই এ জাতি সমগ্র বিশ্বের জন্য জ্ঞান গরিমা, কর্ম প্রেরণা সচ্চরিত্রতা, লেন-দেন, সামাজিকতা ও জীবনের সকল ক্ষেত্রে অনুসরণযোগ্য হয়ে পড়ে। এতে করে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর নবুয়ত ও তাঁর পয়গম্বরসুলভ শিক্ষা যে পূর্ববর্তী পয়গম্বরগণের চাইতে উত্তম ও উৎকৃষ্ট, তা প্রত্যক্ষভাবে প্রমাণিত হয়ে যায়। যে ডাক্তার কোনো চিকিৎসা থেকে নিরাশ রোগীর চিকিৎসা এমন জায়গায় করে, যেখানে ডাক্তারী যন্ত্রপাতি ও ঔষধপত্রও দুর্লভ, অতঃপর তাঁর সফল চিকিৎসায় মরণোন্মুখ রোগী শুধু আরোগ্যই লাভ করে না; বরং একজন বিচক্ষণ ও পারদর্শী চিকিৎসকও হয়ে যায়, এমন ডাক্তারের উৎকৃষ্টতায় কারো মনে কি কোনো সন্দেহ থাকতে পারে?

সুদীর্ঘ বিরতির পর যখন চারদিকে অন্ধকারই অন্ধকার বিরাজ করছিল, তখন তাঁর শিক্ষা ও প্রশিক্ষণ চতুর্দিককে এমন আলোকোদ্ভাসিত করে তুলে যে, অতীত যুগে এর দৃষ্টান্ত কোথাও দৃষ্টিগোচর হয় না। অতএব, সব মু'জিযার একদিকে রেখে একা এ মু'জিযাটিই মানুষকে তাঁর প্রতি বিশ্বাস স্থাপনে বাধ্য করতে পারে।

قوله وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ يٰقَوْمِ الخ পূর্ববর্তী এক আয়াতে সে অঙ্গীকারের কথা বলা হয়েছে যা আল্লাহ ও তাঁর রাসূলদের আনুগত্যের ব্যাপারে বনী ইসরাঈলদের কাছ থেকে নেওয়া হয়েছিল। এর সাথে সাথে তাদের সাধারণ প্রতিজ্ঞাভঙ্গকরণ, অঙ্গীকারের বিরুদ্ধাচরণ এবং তার শাস্তির কথা বর্ণিত হয়েছিল। আলোচ্য আয়াতসমূহে তাদের প্রতিজ্ঞা ভঙ্গের একটি বিশেষ ঘটনা উল্লিখিত হয়েছে।

ঘটনাটি এই যে, ফেরাউন ও তার সৈন্যবাহিনী যখন সমুদ্রে নিমজ্জিত হলো এবং হযরত মূসা (আ.) ও তাঁর সম্প্রদায় বনী ইসরাঈল ফেরাউনের দাসত্ব থেকে মুক্তিলাভ করে মিসরের আধিপত্য লাভ করল, তখন আল্লাহ তা'আলা সেই সঙ্গে তাদেরকে আরো কিছু নিয়ামত এবং তাদের পৈতৃক দেশ সিরিয়াকেও তাদের অধিকারে প্রত্যার্পণ করতে চাইলেন। সে মতে হযরত মূসা (আ.)-এর মাধ্যমে তাদেরকে জিহাদের উদ্দেশ্যে পবিত্র ভূমি সিরিয়ায় প্রবেশ করতে নির্দেশ দেওয়া হলো। সাথে সাথে তাদেরকে আগাম সুসংবাদও দেওয়া হলো যে, এ জিহাদের তারাই বিজয়ী হবে। কারণ আল্লাহ তা'আলা এ পবিত্র ভূমির আধিপত্য তাদের ভাগ্যে লিখে দিয়েছেন যা অবশ্যই বাস্তবায়িত হবে। কিন্তু বনী ইসরাঈল প্রকৃতিগত হীনতার কারণে আল্লাহর বহু নিয়ামত তথা ফেরাউনের সাগরডুবি ও তাদের মিসর অধিকার ইত্যাদি স্বচক্ষে দেখেও এক্ষেত্রে অঙ্গীকার পালনের পরাকাষ্ঠা প্রদর্শন করতে সক্ষম হলো না; তারা সিরিয়া জিহাদ সম্পর্কিত আল্লাহ তা'আলার এ নির্দেশের বিরুদ্ধে অন্যায় জেদ ধরে বসে রইল। ফলে আল্লাহ তা'আলা তাদের উপর কঠোর শাস্তি নাজিল করলেন। পরিণতিতে তারা চল্লিশ বৎসর পর্যন্ত একটি সীমাবদ্ধ এলাকায় অবরুদ্ধ ও বন্দী হয়ে রইল। বাহ্যতঃ তাদের চারপাশে কোনো বাধার প্রাচীর ছিল না এবং তাদের হাত, পা ও শিকল বাঁধা ছিল না; বরং তারা ছিল উন্মুক্ত প্রান্তরে। তারা স্বদেশে অর্থাৎ, মিসর ফিরে যাবার জন্য প্রতিদিন সকাল থেকে সন্ধ্যা পর্যন্ত পথও চলত, কিন্তু তারা নিজেদেরকে সেখানেই দেখতে পেত, যেখান থেকে রওয়ানা হয়েছিল। ইত্যবসরে হযরত মূসা (আ.) ও হারুন (আ.)-এর ওফাত হয়ে যায় এবং বনী ইসরাঈল তীহ প্রান্তরেই উদভ্রান্তের মতো ঘুরাফেরা করতে থাকে। অতঃপর আল্লাহ তা'আলা তাদের হেদায়েতের জন্য অন্য একজন পয়গম্বর প্রেরণ করলেন।

https://e-ilm.weebly.com/

এর পর আল্লাহ কোনো কিতাব অবতরণ করেননি এবং তার পরবর্তীতে কোনো সুসংবাদ দানকারী এবং সতর্ককারীরূপে কাউকে প্রেরণ করেননি। তাদের মিথ্যা দাবির জবাবে আল্লাহ তা'আলা আলোচ্য আয়াত নাজিল করেন। –[ফাতহুল কাদীর : ২৫/২, কুরতুবী : ১১/৬, বাহরে মুহীত : ৪৬৭/৩]

قوله على فترة من الرسل– فَتْرَةٌ এর শাব্দিক অর্থ মন্থর হওয়া, অনড় হওয়া এবং কোনো কাজকে বন্ধ করে দেওয়া আলোচ্য আয়াতে তাফসীরবিদগণ فَتْرَةٌ -এর শেষোক্ত অর্থই বর্ণনা করেছেন। অর্থাৎ, পয়গম্বরগণের আগমন পরম্পরা কিছুদিনের জন্য বন্ধ থাকা। হযরত ঈসা (আ.) -এর পর শেষনবী ﷺ-এর নবুয়ত লাভের সময় পর্যন্ত যে সুদীর্ঘকাল অতিবাহিত হয়েছে, তাই فَتْرَةٌ -এর জমানা।

فَتْرَةٌ –এর জমানা কতটুকু : হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা.) বলেন : হযরত মূসা ও হযরত ঈসা (আ.)-এর মাঝখানে এক হাজার সাতশ বছরের ব্যবধান ছিল। এ সময়ের মধ্যে পয়গম্বরগণের আগমন একাধিক্রমে অব্যাহত ছিল। এতে কখনো বিরতি ঘটেনি। শুধু বনী ইসরাঈলের মধ্য থেকেই এক হাজার পয়গম্বর এ সময়ে প্রেরিত হয়েছিলেন। বনী ইসরাঈল ছাড়া অন্য গোত্র থেকেও অনেক পয়গম্বর আগমন করেছিলেন। অতঃপর হযরত ঈসা (আ.)-এর জন্ম ও রাসূলুল্লাহ ﷺ–এর নবুয়ত লাভের মাঝখানে পাঁচ শ বছরকাল পয়গম্বরগণের আগমন বন্ধ ছিল। এ সময়টিকে فَتْرَةٌ তথা বিরাতির সময় বলা হয়। এর আগে কখনো এত দীর্ঘ সময় পয়গম্বরগণের আগমন বন্ধ ছিল না। –[কুরতুবী]

হযরত মূসা ও ঈসা (আ.)-এর মাঝখানে কতটুকু সময় ছিল এবং হযরত ঈসা (আ.) ও শেষ নবী হযরত মুহাম্মদ ﷺ-এর মাঝখানে কতটুকু সময় ছিল সে সম্পর্কে আরো বিভিন্ন রেওয়ায়েত বর্ণিত আছে। যাতে সময়ের পরিমাণ কম-বেশি বর্ণনা করা হয়েছে, কিন্তু এতে আসল উদ্দেশ্যে কোনো ব্যাঘাত সৃষ্টি হয় না।

ইমাম বুখারী হযরত সালমান ফারসীর রেওয়ায়েত ক্রমে বর্ণনা করেন : হযরত ঈসা (আ.) ও শেষনবী ﷺ-এর মাঝখানো সময় ছিল ছয়শ' বছর। এ সময়ের মধ্যে কোনো পয়গম্বর প্রেরিত হননি। বুখারী ও মুসলিমের বরাত দিয়ে মিশকাতে বর্ণিত হাদীসে রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন اَنَا اَوْلَى النَّاسِ بِعِيْسٰى অর্থাৎ, আমি ঈসা (আ.)-এর সবচাইতে নিকটবর্তী। এর মর্ম হাদীসের শেষাংশে বলা হয়েছে لَيْسَ بَيْنَنَا نَبِيٌّ অর্থাৎ আমাদের মাঝখানে কোনো পয়গম্বর প্রেরিত হননি।

সূরা ইয়াসীনে যে তিন জন 'রাসূলের' কথা উল্লেখ করা হয়েছে, তাঁরা প্রকৃতপক্ষে হযরত ঈসা (আ.)-এর কর্তৃক প্রেরিত দূত ছিলেন। আভিধানিক অর্থেই তাদেরকে 'রাসূল' বলা হয়েছে।

বিরতির সময়ে খালেদ ইবনে সিনান নবী ছিলেন বলে কেউ কেউ বর্ণনা করেন। এ সম্পর্কে তাফসীরে রূহুল মা'আনীতে শিহাবের বরাত দিয়ে বলা হয়েছে যে, তিনি নবী ছিলেন ঠিক; কিন্তু তাঁর নবুয়তকাল ছিল হযরত ঈসা (আ.)-এর পূর্বে-পরে নয়।

অর্ন্তবর্তীকালের বিধান : আলোচ্য আয়াত থেকে বাহ্যতঃ বুঝা যায় যে, যদি কোনো সম্প্রদায়ের কাছে কোনো রাসূল, পয়গম্বর অথবা তাদের কোনো প্রতিনিধি আগমন না করে এবং পূর্ববর্তী পয়গম্বরগণের শরিয়তও তাদের কাছে সংরক্ষিত না থাকে, তবে তারা শিরক ছাড়া অন্য কোনো কুকর্ম ও গোমরাহীতে লিপ্ত হলে তা ক্ষমার যোগ্য বলে বিবেচিত হবে। তারা আজাবের যোগ্য হবে না। এ কারণেই অন্তবর্তীকালের লোকদের সম্পর্কে ফিকহবিদগণের মধ্যে মতভেদ সৃষ্টি হয়েছে যে, তারা ক্ষমাপ্রাপ্ত হবে কি না?

সাধারণ ফিকহবিদগণ বলেন : তারা ক্ষমাপ্রাপ্ত হবে বলেই আশা করা যায়। যদি তারা নিজেদের ঐ ধর্ম অনুসরণ করে, যা ভুলভ্রান্ত অবস্থায় হযরত ঈসা (আ.) অথবা হযরত মূসা (আ.)-এর সাথে সম্বন্ধযুক্ত হয়ে তাদের কাছে এসেছিল। তারা একত্ববাদের বিরুদ্ধাচরণ ও শিরকে লিপ্ত হলে একথা প্রযোজ্য হবে না। কেননা একত্ববাদ কোনো পয়গম্বরের পথ প্রদর্শনের অপেক্ষা রাখে না। সামান্য চিন্তা-ভাবনা করে নিজস্ব জ্ঞান-বুদ্ধি দ্বারাই মানুষ তা জেনে নিতে পারে।

একটি প্রশ্ন ও তার উত্তর : এখানে প্রশ্ন দেখা দিতে পারে যে, আলোচ্য আয়াতে যেসব ইহুদি ও খ্রিস্টানকে সম্বোধন করা হয়েছে, অর্ন্তবর্তীকালে তাদের কাছে কোনো রাসূল আগমন না করলেও তাওরাত ও ইঞ্জীল তাদের মধ্যে বিদ্যমান ছিল। তাদের আলেম সম্প্রদায়ও ছিল। এমতাবস্থায় 'আমাদের কাছে কোনো সুসংবাদদাতা ও ভয় প্রদর্শক পৌছেনি বলে তাদের ওজর পেশ করার কোনো যুক্তি ছিল কি? উত্তর এই যে, হযরত রাসূলে কারীম ﷺ-এর আমল পর্যন্ত তাওরাত ও ইঞ্জীল

https://e-ilm.weebly.com/

এমনিভাবে চল্লিশ বছর অতিবাহিত হওয়ার পর বনী ইসরাঈলের অবশিষ্ট বংশধর তৎকালীন পয়গম্বরের নেতৃত্বে সিরিয়া ও বায়তুল মুকাদ্দাসের জন্য জিহাদের সংকল্প গ্রহণ করে এবং আল্লাহ তা'আলার ওয়াদা ও পূর্ণতা লাভ করে। এ হচ্ছে আয়াতে বর্ণিত ঘটনার সংক্ষিপ্ত বিবরণ। এবার কুরআনের ভাষায় বিস্তারিত ঘটনা শুনুন :

হযরত মূসা (আ.) স্বীয় সম্প্রদায়কে বায়তুল মুকাদ্দাস ও সিরিয়া অভিযানের খোদায়ী নির্দেশ শোনাবার পূর্বে পয়গম্বরসুলভ বিচক্ষণতা ও উপদেশের মাধ্যমে বনী ইসরাঈলকে প্রদত্ত নিয়ামতসমূহ স্মরণ করিয়ে দিলেন। তিনি বলেন : اذْكُرُوا نِعْمَةَ اللّٰهِ عَلَيْكُمْ اِذْ جَعَلَ فِيكُمْ اَنْبِيَاءَ وَجَعَلَكُمْ مُلُوكًا وَّاٰتٰكُمْ مَّا لَمْ يُؤْتِ اَحَدًا مِّنَ الْعٰلَمِيْنَ

"তোমাদের প্রতি আল্লাহর নিয়ামতকে স্মরণ কর। তিনি তোমাদের মধ্যে অনেক পয়গম্বর পাঠিয়েছেন, তোমাদেরকে রাজ্যের অধিপতি করেছেন এবং তোমাদেরকে এমন নিয়ামত দিয়েছেন যা বিশ্বজগতের কেউ পায়নি।

এতে তিনটি নিয়ামতের কথা বর্ণিত হয়েছে। একটি আধ্যাত্মিক নিয়ামত, অর্থাৎ, তাঁর সম্প্রদায়ে অব্যাহতভাবে বহু পয়গম্বর প্রেরণ। এর চাইতে বড় পারলৌকিক সম্মান আর কিছু হতে পারে না। তাফসীরে মাযহারীতে বর্ণিত আছে যে, বনী ইসরাঈলের মতো এত অধিক সংখ্যক পয়গম্বর অপর কোনো উম্মতে হয়নি।

হাদীসবিদ ইবনে আবী হাতেম আ'মাশের রেওয়ায়েত অনুযায়ী বর্ণনা করেন যে, বনী ইসরাঈলের শেষ পর্বে যা হযরত মূসা (আ.) থেকে শুরু করে হযরত ঈসা (আ.) পর্যন্ত শেষ হয়ে যায়, তাতেই এ সম্প্রদায়ের মধ্যে এক হাজার পয়গম্বর প্রেরিত হন। আয়াতে বর্ণিত দ্বিতীয় নিয়ামতটি হচ্ছে পার্থিব ও বাহ্যিক। অর্থাৎ, তাদেরকে রাজ্য দান। এতে ইঙ্গিত করা হয়েছে যে, বনী ইসরাঈল সুদীর্ঘকাল ফেরাউন ও ফেরাউন বংশীয়দের ক্রীতদাসরূপে দিনরাত অসহনীয় নির্যাতনের শিকার হচ্ছিল। আজ আল্লাহ তা'আলা ফেরাউন ও তার বাহিনীকে নিশ্চিহ্ন করে বনী ইসরাঈলকে তার রাজ্যের অধিপতি করে দিয়েছেন। এখানে প্রণিধানযোগ্য যে, পয়গম্বরগণের বর্ণনা প্রসঙ্গে বলা হয়েছে : وَجَعَلَ فِيكُمْ اَنْبِيَاءَ অর্থাৎ, তোমাদের সম্প্রদায়ের মধ্যে অনেককে পয়গম্বর করেছেন। এর অর্থ এই যে, সমগ্র জাতি পয়গম্বর ছিল না। বাস্তব সত্যও তাই। পয়গম্বর কয়েকজনই হন। অবশিষ্ট গোটা জাতি তাদের উম্মত ও অনুসারী হয়। কিন্তু এখানে জাগতিক রাজত্ব ও সাম্রাজ্যের কথা উল্লেখ করতে গিয়ে বলা হয়েছে وَجَعَلَكُمْ مُلُوكًا; অর্থাৎ, তোমাদেরকে রাজ্যাধিপতি করে দিয়েছেন। এর বাহ্যিক অর্থ এই যে, তোমাদের সবাইকে রাজা করে দিয়েছেন। مُلُوكٌ শব্দটি مَلِكٌ-এর বহুবচন। সাধারণ পরিভাষায় এর অর্থ অধিপতি, বাদশাহ, রাজা। একথা সবাই জানে যে, গোটা জাতি যেমন নবী ও পয়গম্বর হয় না, তেমনি কোনো দেশে গোটা জাতি বাদশাহ বা রাজাও হয় না; বরং জাতির এক ব্যক্তি অথবা কয়েক ব্যক্তি শাসন কার্য পরিচালনা করে। অবশিষ্ট জাতি তাদের অধীনস্থ হয়ে থাকে। কিন্তু কুরআনের ভাষায় তাদের সবাইকে বাদশাহ বলে উল্লেখ করা হয়েছে।

এর একটি কারণ বয়ানুল কুরআনে এক বুজুর্গের বরাত দিয়ে বলা হয়েছে যে, কোনো জাতির মধ্য থেকে কেউ বাদশাহ হলে সাধারণ পরিভাষায় তার রাজত্ব ও সাম্রাজ্যকে গোটা জাতির দিকে সম্বন্ধ করা হয়। উদাহরণতঃ ইসলামের মধ্য যুগের বাদশাহদের রাজত্বকে বনী উমাইয়া ও বনী আব্বাসের রাজত্ব; বলা হয়। এমনিভাবে ভারতবর্ষে গযনবী বংশের রাজত্ব, ঘৌরি বংশের রাজত্ব, মোঘল বংশের রাজত্ব অতঃপর ইংরেজদের রাজত্বকে সমগ্র জাতির দিকে সম্বন্ধযুক্ত করা হয়েছে। তাই যে জাতির একজন বাদশাহ হয়, সে জাতির সবাইকে বাদশাহ বলে দেওয়া হয়।

এই বিশেষ বাচনভঙ্গি অনুযায়ী কুরআন পাক সমগ্র বনী ইসরাঈলকে রাজ্যাধিপতি বলে দিয়েছে। এতে এদিকেও ইঙ্গিত থাকতে পারে যে, ইসলামি রাষ্ট্র প্রকৃতপক্ষে জনগণের রাষ্ট্র। জনগণই স্বীয় রাষ্ট্রপ্রধান নির্বাচন করার অধিকারী এবং জনগণই সম্মিলিত মত দ্বারা তাঁকে অপসারণও করতে পারে। তাই দেখার ক্ষেত্রে যদিও একজন রাষ্ট্রপ্রধান হন, কিন্তু রাষ্ট্রের প্রকৃত মালিক জনগণই।

তৃতীয় নিয়ামত বাহ্যিক ও অভ্যন্তরীণ উভয় প্রকার নিয়ামতের সমষ্টি। বলা হয়েছে : وَّاٰتٰكُمْ مَّا لَمْ يُؤْتِ اَحَدًا مِّنَ الْعٰلَمِيْنَ; অর্থাৎ তোমাদেরকে এমন সব নিয়ামত দিয়েছেন, যা বিশ্বজগতের আর কাউকে দেননি। অভ্যন্তরীণ সম্মান, নবুয়ত এবং রেসালাত এর অন্তর্ভুক্ত। এ ছাড়া বাহিক রাজত্ব এবং অর্থ-সম্পদও এরই মধ্যে পরিগণিত। প্রশ্ন হতে পারে, কুরআনের উক্তি অনুযায়ী মুসলিম সম্প্রদায় অন্য সব উম্মতের চাইতে শ্রেষ্ঠ। কুরআনের উক্তি كُنْتُمْ خَيْرَ اُمَّةٍ اُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ বাক্য এবং [illegible] অসংখ্য হাদীসও এ বক্তব্য সমর্থন করে। উত্তর এই যে, আয়াতে বিশ্ব জগতের ঐসব লোককে

https://e-ilm.weebly.com/

বুঝানো হয়েছে, যারা হযরত মূসা (আ.)-এর আমলে বিদ্যমান ছিল। তখন সমগ্র বিশ্বের কেউ ঐসব নিয়ামত পায়নি, যা বনী ইসরাঈল পেয়েছিল। পরবর্তী যুগের কোনো উম্মত যদি আরো বেশি নিয়ামত লাভ করে, তবে তা আয়াতের পরিপন্থি নয়।

আলোচ্য প্রথম আয়াতে বর্ণিত হযরত মূসা (আ.)-এর উক্তিটি ছিল ঐ নির্দেশ বর্ণনার ভূমিকা, যা পরবর্তী আয়াতে ব্যক্ত হয়েছে : يٰقَوْمِ ادْخُلُوا الْاَرْضَ الْمُقَدَّسَةَ الَّتِىْ كَتَبَ اللّٰهُ لَكُمْ অর্থাৎ, হে আমার সম্প্রদায়! তোমরা সে পবিত্র ভূমিতে প্রবেশ কর, যা আল্লাহ তা'আলা তোমাদের ভাগ্যে লিখে রেখেছেন।

পবিত্র ভূমি বলে কোন ভূমি বুঝানো হয়েছে : এ প্রশ্নে তাফসীরবিদগণের মত বাহ্যতঃ ভিন্ন ভিন্ন। কারো মতে বায়তুল মুকাদ্দাস, কারো মতে কুদস শহর ও ইলিয়া এবং কেউ কেউ বলেন : আরিহা শহর– যা জর্দান নদী ও বায়তুল মুকাদ্দাসের মধ্যস্থলে বিশ্বের একটি প্রাচীনতম শহর যা পূর্বেও ছিল এবং এখনো আছে। হযরত মূসা (আ.)-এর আমলে এ শহরের অত্যাশ্চার্য জাঁক-জমক ও বিস্তৃতি ইতিহাসে বর্ণিত আছে।

কোনো কোনো রেওয়ায়েতে বর্ণিত আছে, এ শহরের এক হাজার ভিন্ন ভিন্ন অংশ ছিল। প্রতি অংশে এক হাজার করে বাগান ছিল। কোনো কোনো রেওয়ায়েতে আছে যে, পবিত্র ভূমি বলে দামেশক ও ফিলিস্তিনকে এবং কারো মতে জর্দানকে বুঝানো হয়েছে। হযরত কাতাদাহ (র.) বলেন, সমগ্র সিরিয়াই পবিত্র ভূমি। কা'ব আহবার (রা.) বলেন : আমি আল্লাহর কিতাবে সম্ভবতঃ তাওরাতে দেখেছি যে, সমগ্র সিরিয়ায় আল্লাহ তা'আলা বিশেষ ধন-ভাণ্ডার রয়েছে এবং এতে আল্লাহর অনেক প্রিয় বান্দা রয়েছেন। পয়গম্বরগণের জন্মস্থান ও বাসস্থান হওয়ার কারণে একে পবিত্র ভূমি বলা হয়।

এক রেওয়ায়েতে আছে, একদিন হযরত ইবরাহীম (আ.) লেবাননের পাহাড়ে আরোহণ করলে আল্লাহ তা'আলা বললেন : ইবরাহীম, এখান থেকে দৃষ্টিপাত কর। যে পর্যন্ত তোমার দৃষ্টি পৌছবে, আমি তার সবটুকু পবিত্র ভূমি করে দিলাম। ইবনে কাছীর ও মাযহারী তাফসীর গ্রন্থ থেকে এসব রেওয়ায়েত উল্লেখ করা হয়েছে। এসব উক্তির মধ্যে কোনো বৈপরীত্য নেই। সর্বশেষ রেওয়ায়েত অনুযায়ী সমগ্র সিরিয়াই পবিত্র ভূমি। তবে বর্ণনায় কেউ সিরিয়ার অংশবিশেষকে এবং কেউ সমগ্র সিরিয়াকে বর্ণনা করেছেন।

قَالُوا يٰمُوْسٰى : এর আগে আল্লাহ তা'আলা হযরত মূসা (আ.)-এর মাধ্যমে বনী ইসরাঈলকে আমালেকা সম্প্রদায়ের বিরুদ্ধে জিহাদ করে সিরিয়া দখল করতে বলেছিলেন। সাথে সাথে এ সুসংবাদও দিয়েছিলেন যে, সিরিয়ার ভূখণ্ড তাদের ভাগে লেখা হয়ে গেছে। কাজেই তোমাদের বিজয় সুনিশ্চিত।

উল্লিখিত আয়াতে বর্ণনা করা হয়েছে যে, এ সত্ত্বেও বনী ইসরাঈল চিরাচরিত ঔদ্ধত্য ও বক্র স্বভাবের কারণে এ নির্দেশ পালনে স্বীকৃত হলো না; বরং হযরত মূসা (আ.)-কে বলল; হে মূসা! এ দেশে প্রবল পরাক্রান্ত জাতি বাস করে। যতদিন এ দেশ তাদের দখলে থাকবে, ততদিন আমরা সেখানে প্রবেশ করব না। যদি তারা অন্য কোথাও চলে যায়, তবে আমরা সেখানে যেতে পারি।

হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস, ইকরিমা, আলী বইনে আবী তালহা প্রমুখ তাফসীরবিদ থেকে বর্ণিত আছে যে, তখন সিরিয়া ও বায়তুল মুকাদ্দাস আমালেকা সম্প্রদায়ের দখলে ছিল। তারা ছিল আদ সম্প্রদায়ের একটি শাখা। দৈহিক দিক দিয়ে তারা অত্যন্ত সুঠাম, বলিষ্ট ও ভয়াবহ আকৃতিবিশিষ্ট ছিল। তাদেরই সাথে জিহাদ করে বায়তুল মুকাদ্দাস অধিকার করার নির্দেশ হযরত মূসা (আ.) ও তাঁর সম্প্রদায়কে দেওয়া হয়েছিল।

হযরত মূসা (আ.) আল্লাহর নির্দেশ পালনের জন্য বনী ইসরাঈলকে সঙ্গে নিয়ে সিরিয়া অভিমুখে রওয়ানা হলেন। উদ্দেশ্য ছিল বায়তুল মুকাদ্দাসে পৌছা। জর্দান নদী পার হয়ে বিশ্বের প্রাচীনতম শহর আরিহায় পৌছে শিবির স্থাপন করলেন। বনী ইসরাঈলের দেখা-শোনার জন্য বার জন সর্দার নির্বাচন করার কথা পূর্ববর্তী আয়াতে বর্ণিত হয়েছে। হযরত মূসা (আ.) এই বার জন সর্দারকে শত্রুদের অবস্থা ও রণাঙ্গণের হাল-হাকিকত জেনে আসার জন্য পাঠান। বায়তুল মুকাদ্দাসের অদূরে শহরের বাইরে আমালেকা সম্প্রদায়ের এক ব্যক্তির সাথে তাদের দেখা হয়। সে একাই বার জনকে গ্রেফতার করে বাদশার সামনে উপস্থিত করে বলল : এরা আমাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার উদ্দেশ্যে এসেছে। শাহী দরবারে নানা পরামর্শের পর তাদেরকে মুক্ত করে দেওয়ার সিদ্ধান্ত গৃহীত হলো যাতে তারা স্বজাতির কাছে পৌছে প্রত্যক্ষদর্শী হিসেবে আমালেকা জাতির শৌর্য-বির্যের কাহিনী বর্ণনা করে। ফলে আক্রমণ তো দূরের কথা, ভীত হয়ে এদিকে মুখ করার সাহসও তারা হারিয়ে ফেলে।

https://e-ilm.weebly.com/

এ স্থলে অধিকাংশ তাফসীর গ্রন্থে উল্লিখিত ঈসরাঈলী রেওয়ায়েতসমূহ নাতিদীর্ঘ কিচ্ছা-কাহিনী বর্ণনা করা হয়েছে এবং আমালেকা সম্প্রদায়ের উল্লিখিত ব্যক্তির নাম বলা হয়েছে আউজ ইবনে ওনুক। এসব রেওয়ায়েতে তার অদ্ভুত আকার-আকৃতি ও শক্তি সাহসকে এমন অতিরঞ্জিত করে বর্ণনা করা হয়েছে যে, তা সুস্থ বুদ্ধিসম্পন্ন ব্যক্তির পক্ষে উদ্ধৃত করাও কঠিন।

ইবনে কাছীর বলেন : আউজ ইবনে ওনুকের যেসব কিচ্ছা এসব ইসরাঈলী রেওয়ায়েতে স্থান পেয়েছে, সেগুলো কোনো বুদ্ধিমানের কাছে গ্রহণীয় নয় এবং শরিয়তেও এগুলোর কোনো বৈধতা নেই– এ সবই মিথ্যা ও বানোয়াট। আসল ব্যাপার এতটুকু যে, আমালেকা সম্প্রদায় ছিল আ'দ সম্প্রদায়ের উত্তর পুরুষদের একটি অংশ। আদ সম্প্রদায়ের ভয়াবহ আকার-আকৃতির কথা স্বয়ং কুরআনে পাক বর্ণনা করেছে। তাদের বিশালাকৃতি ও শক্তি-সাহস প্রবাদবাক্যে পরিণত হয়ে গিয়েছিল। ফলে তাদের এক ব্যক্তি বনী ইসরাঈলের বার ব্যক্তিকে গ্রেফতার করে নিয়ে যেতে সক্ষম হয়েছিল।

মোটকথা, বনী ইসরাঈলের বারজন সর্দার আমালেকাদের কয়েদখানা থেকে মুক্ত হয়ে আরিহায় স্বজাতির কাছে ফিরে এল। তারা হযরত মূসা (আ.)-এর কাছে এ বিস্ময়কর জাতি ও তাদের অবিশ্বাস্য শৌর্যবীর্যের কাহিনী বর্ণনা করল। হযরত মূসা (আ.) এসব কাহিনী শুনে এতটুকুও ভীত হলেন না। কারণ আল্লাহ তা'আলা ওহীর মাধ্যমে তাঁকে বিজয় ও সাফল্যের বাণী শুনিয়ে রেখেছিলেন।

হযরত মূসা (আ.) তো তাদের শৌর্যবীর্যের অবস্থা শুনে স্বস্থানে পাহাড়ের মতো দৃঢ়তা সহকারে জিহাদের প্রস্তুতিতে লেগে রইলেন। কিন্তু বনী ইসরাঈলকে নিয়েই সমস্যা। তারা যদি প্রতিপক্ষের অসাধারণ শক্তি-সাহসের কথা জেনে ফেলে, তবে নিশ্চিতই ভরাডুবি। তাই তিনি বারজন সর্দারকে আমালেকা সম্প্রদায়ের অবস্থা বনী ইসরাঈলের কাছে ব্যক্ত করতে নিষেধ করে দিলেন। কিন্তু তা হলো না। কারণ তারা প্রত্যেকেই গোপনে গোপনে বন্ধু-বান্ধবের কাছে তা ব্যক্ত করে দিল। শুধু ইউশা ইবনে নূন ও কালেব ইবনে ইউকেন্না নামক দুব্যক্তি হযরত মূসা (আ.)-এর নির্দেশ পালন করে তা কারো কাছে প্রকাশ করল না।

শব্দের বিশ্লেষণ :

اَلْمَصِيْرُ : সীগাহ واحد বহছ اسم ظرف مكان বাব ضَرَبَ মাসদার اَلصَّيْرُ মূলবর্ণ (ص . ى . ر) জিনস اجوف يائى অর্থ– প্রত্যাবর্তনের স্থান।

فَتْرَةٌ : শব্দটি একবচন, বহুবচন فَتَرَاتٌ অর্থ– বিচ্ছিন্নতা, ধীর হয়ে যাওয়া।

لَاتَرْتَدُّوْا : সীগাহ جمع مذكر حاضر বহছ نهى حاضر معروف বাব اِفْتِعَالٌ মাসদার اَلْاِرْتِدَادُ মূলবর্ণ (ر . د . د) জিনস مضاعف ثلاثى অর্থ– তোমরা ফিরে যেয়ো না।

قَوْمٌ : শব্দটি একবচন, বহুবচন اَقْوَامٌ অর্থ– জাতি।

جَبَّارِيْنَ : শব্দটি جَبْرٌ থেকে مُبَالغة এর সীগাহ। অর্থ– অবাধ্য।

https://e-ilm.weebly.com/

قَالُوْا يٰمُوْسٰٓى اِنَّا لَنْ نَّدْخُلَهَآ اَبَدًا مَّا دَامُوْا فِيْهَا فَاذْهَبْ اَنْتَ وَرَبُّكَ فَقَاتِلَآ اِنَّا هٰهُنَا قٰعِدُوْنَ (٢٤)

অনুবাদ : (২৪) তারা বলল, হে মূসা! নিশ্চয় আমরা কখনো সেখানে পা রাখব না, যে পর্যন্ত তারা সেখানে বিদ্যমান থাকে, অতএব, আপনি এবং আপনার আল্লাহ চলে যান এবং উভয়ে যুদ্ধ করুন, আমরা তো এখান হতে নড়ব না।

قَالَ رَبِّ اِنِّىْ لَآ اَمْلِكُ اِلَّا نَفْسِىْ وَاَخِىْ فَافْرُقْ بَيْنَنَا وَبَيْنَ الْقَوْمِ الْفٰسِقِيْنَ (٢٥)

(২৫) মূসা আরজ করলেন, হে আমার পরওয়ারদেগার! আমি স্বীয় প্রাণ এবং নিজ ভ্রাতার উপর অবশ্য অধিকার রাখি, সুতরাং আপনি আমাদের উভয়ের এবং এই অবাধ্য সম্প্রদায়ের মধ্যে মীমাংসা করে দিন।

قَالَ فَاِنَّهَا مُحَرَّمَةٌ عَلَيْهِمْ اَرْبَعِيْنَ سَنَةً ۚ يَتِيْهُوْنَ فِى الْاَرْضِ ۚ فَلَا تَاْسَ عَلَى الْقَوْمِ الْفٰسِقِيْنَ (٢٦) ع ٤ ٨

(২৬) ইরশাদ হলো, [তবে মীমাংসা এই যে,] এই দেশ চল্লিশ বৎসর পর্যন্ত তাদের হস্তগত হবে না, এরূপেই ভূপৃষ্ঠে মাথা কুটে ফিরতে থাকবে, সুতরাং আপনি এই অবাধ্য সম্প্রদায়ের জন্য [একটু] বিষণ্ন হবেন না।

وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَاَ ابْنَىْ اٰدَمَ بِالْحَقِّ ۘ اِذْ قَرَّبَا قُرْبَانًا فَتُقُبِّلَ مِنْ اَحَدِهِمَا وَلَمْ يُتَقَبَّلْ مِنَ الْاٰخَرِ ؕ قَالَ لَاَقْتُلَنَّكَ ؕ قَالَ اِنَّمَا يَتَقَبَّلُ اللّٰهُ مِنَ الْمُتَّقِيْنَ (٢٧) وقف لازم النصف

(২৭) আর আপনি আহলে কিতাবদেরকে আদমের পুত্রদ্বয়ের [-হাবীল ও কাবীলের] ঘটনা সঠিকভাবে পাঠ করে শুনিয়ে দিন। যখন উভয়েই এক একটি কুরবানি উপস্থিত করল এবং তন্মধ্য হতে একজনের [হাবীলের] তো কবুল হলো এবং অপর জনের কবুল হলো না, সেই অপরজন বলতে লাগল, আমি তোমাকে নিশ্চয় হত্যা করব, সে [প্রথম] জন বলল, আল্লাহ তা'আলা পরহেজগারদের আমলই কবুল করে থাকেন।

শাব্দিক অনুবাদ

(২৪) قَالُوْا তারা বলল يٰمُوْسٰٓى হে মূসা! اِنَّا لَنْ نَّدْخُلَهَآ اَبَدًا নিশ্চয় আমরা কখনো সেখানে পা রাখব না مَّا دَامُوْا فِيْهَا যে পর্যন্ত তারা সেখানে বিদ্যমান থাকে فَاذْهَبْ اَنْتَ وَرَبُّكَ অতএব, আপনি এবং আপনার আল্লাহ চলে যান فَقَاتِلَآ এবং উভয়ে যুদ্ধ করুন اِنَّا هٰهُنَا قٰعِدُوْنَ আমরা তো এখান হতে নড়ব না।

(২৫) قَالَ মূসা আরজ করলেন رَبِّ হে আমার পরওয়ারদেগার! اِنِّىْ لَآ اَمْلِكُ اِلَّا نَفْسِىْ وَاَخِىْ আমি স্বীয় প্রাণ এবং নিজ ভ্রাতার উপর অবশ্য অধিকার রাখি فَافْرُقْ بَيْنَنَا وَبَيْنَ الْقَوْمِ الْفٰسِقِيْنَ সুতরাং আপনি আমাদের উভয়ের এবং এই অবাধ্য সম্প্রদায়ের মধ্যে মীমাংসা করে দিন।

(২৬) قَالَ ইরশাদ হলো فَاِنَّهَا مُحَرَّمَةٌ عَلَيْهِمْ [তবে মীমাংসা এই যে,] এই দেশ তাদের হস্তগত হবে না اَرْبَعِيْنَ سَنَةً চল্লিশ বৎসর পর্যন্ত يَتِيْهُوْنَ فِى الْاَرْضِ এরূপেই ভূপৃষ্ঠে মাথা কুটে ফিরতে থাকবে فَلَا تَاْسَ عَلَى الْقَوْمِ الْفَاسِقِيْنَ সুতরাং আপনি এই অবাধ্য সম্প্রদায়ের জন্য বিষণ্ন হবেন না।

(২৭) وَاتْلُ عَلَيْهِمْ আর আপনি আহলে কিতাবদেরকে পাঠ করে শুনিয়ে দিন نَبَاَ ابْنَىْ اٰدَمَ আদমের পুত্রদ্বয়ের ঘটনা بِالْحَقِّ সঠিকভাবে اِذْ قَرَّبَا قُرْبَانًا যখন উভয়েই এক একটি কুরবানি উপস্থিত করল فَتُقُبِّلَ مِنْ اَحَدِهِمَا এবং তন্মধ্য হতে একজনের তো কবুল হলো وَلَمْ يُتَقَبَّلْ مِنَ الْاٰخَرِ এবং অপরজনের কবুল হলো না قَالَ সেই অপর জন বলতে লাগল لَاَقْتُلَنَّكَ আমি তোমাকে নিশ্চয় হত্যা করব قَالَ সে [প্রথম] জন বলল اِنَّمَا يَتَقَبَّلُ اللّٰهُ مِنَ الْمُتَّقِيْنَ আল্লাহ তা'আলা পরহেজগারদের আমলই কবুল করে থাকেন।

https://e-ilm.weebly.com/

অনুবাদ : (২৮) তুমি যদি আমাকে হত্যা করার জন্য আমার প্রতি হস্ত প্রসারিত কর, তথাপি আমি তোমাকে হত্যা করার জন্য তোমার দিকে কখনো আমার হাত বাড়াব না, আমি তো বিশ্বপালক আল্লাহকে ভয় করি।	لَئِنْۢ بَسَطْتَ اِلَیَّ یَدَكَ لِتَقْتُلَنِیْ مَاۤ اَنَا بِبَاسِطٍ یَّدِیَ اِلَیْكَ لِاَقْتُلَكَ ۚ اِنِّیْۤ اَخَافُ اللّٰهَ رَبَّ الْعٰلَمِیْنَ (٢٨)
(২৯) আমার ইচ্ছা এই যে, [আমার দ্বারা কোনো পাপ না হোক,] তুমি আমার পাপ এবং তোমার পাপ সমস্তই নিজের মাথায় উঠিয়ে নাও, অনন্তর তুমি দোজখীদের অন্তর্ভুক্ত হয়ে যাও, আর এরূপ শাস্তিই হয়ে থাকে অত্যাচারীদের।	اِنِّیْۤ اُرِیْدُ اَنْ تَبُوْٓاَ بِاِثْمِیْ وَ اِثْمِكَ فَتَكُوْنَ مِنْ اَصْحٰبِ النَّارِ ۚ وَ ذٰلِكَ جَزٰٓؤُا الظّٰلِمِیْنَ (٢٩)
(৩০) অতঃপর তার প্রবৃত্তি তাকে স্বীয় ভ্রাতৃ-হত্যার প্রতি উদ্বুদ্ধ করে তুলল, অতএব, সে তাকে হত্যাই করে ফেলল, ফলে সে অত্যন্ত ক্ষতিগ্রস্তদের অন্তর্ভুক্ত হয়ে পড়ল।	فَطَوَّعَتْ لَهٗ نَفْسُهٗ قَتْلَ اَخِیْهِ فَقَتَلَهٗ فَاَصْبَحَ مِنَ الْخٰسِرِیْنَ (٣٠)
(৩১) অতঃপর একটি কাক প্রেরণ করলেন, সে মাটি খুঁড়তে লাগল, যেন সে তাকে [কাবীলকে] শিখিয়ে দেয় যে, স্বীয় ভ্রাতার লাশ কিভাবে ঢাকবে, সে বলতে লাগল, আফসোস, আমার অবস্থার প্রতি, আমি কি এই কাকের সমতুল্য হতে এবং স্বীয় ভ্রাতার লাশকে ঢেকে ফেলতে অক্ষম হয়ে গেলাম, ফলে সে অত্যন্ত লজ্জিত হলো।	فَبَعَثَ اللّٰهُ غُرَابًا یَّبْحَثُ فِی الْاَرْضِ لِیُرِیَهٗ كَیْفَ یُوَارِیْ سَوْءَةَ اَخِیْهِ ؕ قَالَ یٰوَیْلَتٰۤی اَعَجَزْتُ اَنْ اَكُوْنَ مِثْلَ هٰذَا الْغُرَابِ فَاُوَارِیَ سَوْءَةَ اَخِیْ ۚ فَاَصْبَحَ مِنَ النّٰدِمِیْنَ (٣١)

শাব্দিক অনুবাদ :

(২৮) لَئِنْۢ بَسَطْتَ তুমি যদি প্রসারিত কর اِلَیَّ یَدَكَ আমার প্রতি তোমার হস্ত لِتَقْتُلَنِیْ আমাকে হত্যা করার জন্য مَاۤ اَنَا بِبَاسِطٍ یَّدِیَ اِلَیْكَ لِاَقْتُلَكَ তথাপি আমি তোমাকে হত্যা করার জন্য তোমার দিকে কখনো আমার হাত বাড়াব না اِنِّیْۤ اَخَافُ اللّٰهَ رَبَّ الْعٰلَمِیْنَ আমি তো বিশ্বপালক আল্লাহকে ভয় করি।

(২৯) اِنِّیْۤ اُرِیْدُ আমার ইচ্ছা এই যে اَنْ تَبُوْٓاَ بِاِثْمِیْ وَ اِثْمِكَ তুমি আমার পাপ এবং তোমার পাপ সমস্তই নিজের মাথায় উঠিয়ে নাও فَتَكُوْنَ مِنْ اَصْحٰبِ النَّارِ অনন্তর তুমি দোজখীদের অন্তর্ভুক্ত হয়ে যাও وَ ذٰلِكَ جَزٰٓؤُا الظّٰلِمِیْنَ আর এরূপ শাস্তিই হয়ে থাকে অত্যাচারীদের।

(৩০) فَطَوَّعَتْ لَهٗ نَفْسُهٗ অতঃপর তার প্রবৃত্তি তাকে উদ্বুদ্ধ করে তুলল قَتْلَ اَخِیْهِ স্বীয় ভ্রাতৃ-হত্যার প্রতি فَقَتَلَهٗ অতএব, সে তাকে হত্যাই করে ফেলল فَاَصْبَحَ مِنَ الْخٰسِرِیْنَ ফলে সে অত্যন্ত ক্ষতিগ্রস্তদের অন্তর্ভুক্ত হয়ে পড়ল।

(৩১) فَبَعَثَ اللّٰهُ غُرَابًا অতঃপর একটি কাক প্রেরণ করলেন یَّبْحَثُ فِی الْاَرْضِ সে মাটি খুঁড়তে লাগল لِیُرِیَهٗ যেন সে তাকে শিখিয়ে দেয় যে كَیْفَ یُوَارِیْ سَوْءَةَ اَخِیْهِ স্বীয় ভ্রাতার লাশ কিভাবে ঢাকবে قَالَ یٰوَیْلَتٰۤی সে বলতে লাগল, আফসোস আমার অবস্থার প্রতি اَعَجَزْتُ আমি অক্ষম হয়ে গেলাম اَنْ اَكُوْنَ مِثْلَ هٰذَا الْغُرَابِ আমি কি এই কাকের সমতুল্য হতে فَاُوَارِیَ سَوْءَةَ اَخِیْ এবং স্বীয় ভ্রাতার লাশকে ঢেকে ফেলতে فَاَصْبَحَ مِنَ النّٰدِمِیْنَ ফলে সে অত্যন্ত লজ্জিত হলো।

https://e-ilm.weebly.com/

https://e-ilm.weebly.com/

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

قوله قَالُوْا يٰمُوْسٰىٓ اِنَّا لَنْ نَّدْخُلَهَآ اَبَدًا مَّا دَامُوْا فِيْهَا الخ কিন্তু বনী ইসরাঈল যেখানে পয়গম্বরের কথার প্রতিই কর্ণপাত করল না, সেখানে তাদের উপদেশের আর মূল্য কি? তারা পূর্বের জওয়াবই আরও বিশ্রি ভঙ্গিতে পুনরাবৃত্তি করল: فَاذْهَبْ اَنْتَ وَرَبُّكَ فَقَاتِلَآ اِنَّا هٰهُنَا قٰعِدُوْنَ অর্থাৎ, আপনি ও আপনার আল্লাহ উভয়ে গিয়েই যুদ্ধ করুন। আমরা এখানেই বসে থাকব। বনী ইসরাঈল বিদ্রূপের ভঙ্গিতে একথা বললে, তা পরিষ্কার কুফর হতো এবং অতঃপর তাদের সাথে হযরত মূসা (আ.)-এর অবস্থান করা, তীহ প্রান্তরে দোয়া করা ইত্যাদি সম্ভবপর হতো না যা পরবর্তী আয়াতে বর্ণিত হচ্ছে।

এ কারণে তাফসীরবিদগণ উপরিউক্ত বাক্যের অর্থ এরূপ সাব্যস্ত করেছেন– আপনি যান এবং তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করুন। আপনার আল্লাহই আপনার সাহায্য করবেন, আমরা সাহায্য করতে অক্ষম। এ অর্থের দিক দিয়ে বনী ইসরাঈলের জওয়াবটি কুফরের পরিধি অতিক্রম করে যায়– যদিও কথাটি অত্যন্ত বিশ্রি ও পীড়াদায়ক। এ কারণেই তাদের এ বাক্যটি প্রবাদ বাক্যের রূপ পরিগ্রহ করেছে।

বদরযুদ্ধে নিরস্ত্র ও ক্ষুধার্ত মুসলমানদের মোকাবিলায় এক হাজার সশস্ত্র জওয়ানের বাহিনী প্রস্তুত হয়েছিল। রাসূলুল্লাহ ﷺ-এ দৃশ্য দেখে আল্লাহর দরবারে দোয়া করতে লাগলেন। এতে সাহাবী হযরত মিকদাদ ইবনে আসওয়াদ (রা.) আরজ করলেন : ইয়া রাসূলাল্লাহ! আল্লাহর কসম, আমরা কস্মিনকালেও ঐ কথা বলব না, যা হযরত মূসা (আ.)-কে তাঁর স্বজাতি বলেছিল فَاذْهَبْ اَنْتَ وَرَبُّكَ فَقَاتِلَآ اِنَّا هٰهُنَا قٰعِدُوْنَ বরং আমরা আপনার ডানে, বামে, সামনে ও পিছনে থেকে শত্রুর পিছনে থেকে শত্রুর আক্রমণ প্রতিহত করব। আপনি নিশ্চিন্তে যুদ্ধের প্রস্তুতি গ্রহণ করুন।

হাবিল ও কাবিলের কাহিনী : আলোচ্য আয়াতে রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে আল্লাহ তা'আলা নির্দেশ দিয়েছেন আপনি আহলে কিতাবদেরকে অথবা সমগ্র উম্মতকে আদম (আ.)-এর পুত্রদ্বয়ের কাহিনী সত্য সত্য বর্ণনা করে শুনিয়ে দিন।

কুরআন মাজীদে অভিনিবেশকারী মাত্রই জানে যে, কুরআন পাক কোনো কিচ্ছা-কাহিনী অথবা ইতিহাস গ্রন্থ নয় যে, তাতে কোনো ঘটনাকে শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত বর্ণনা করা হবে। এতদসত্ত্বেও অতীত ঘটনাবলি এবং বিগত জাতিসমূহের ইতিবৃত্তের মধ্যে অনেক শিক্ষা ও উপদেশ নিহিত রয়েছে। এগুলোই ইতিহাসের আসল প্রাণ। তন্মধ্যে অনেক অবস্থা ও ঘটনা এমনও রয়েছে, যেগুলোর উপর শরিয়তের বিভিন্ন বিধি-বিধান ভিত্তিশীল। এসব উপকারিতার পরিপ্রেক্ষিতে কুরআন পাকের সামগ্রিক রীতি এই যে, স্থানে স্থানে বিভিন্ন ঘটনা বর্ননা করে অধিকাংশ স্থানে পূর্ণ ঘটনা এক জায়গায় বর্ণনা করে না; বরং ঘটনার যে অংশের সাথে আলোচ্য বিষয়বস্তুর সম্পর্ক থাকে সে অংশটুকুই বর্ণনা করা হয়।

হযরত আদম (আ.)-এর পুত্রদ্বয়ের কাহিনীটিও এই বিজ্ঞ রীতির ভিত্তিতে বর্ণনা করা হচ্ছে। এতে বর্তমান ও ভবিষ্যৎ বংশধরদের জন্য অনেক শিক্ষা ও উপদেশ রয়েছে এবং প্রসঙ্গক্রমে শরিয়তের অনেক বিধি-বিধানের প্রতি ইঙ্গিত করা হয়েছে।

এখন প্রথমে আয়াতের শব্দাবলির ব্যাখ্যা এবং তৎপ্রসঙ্গে আসল কাহিনী শুনুন : অতঃপর সংশ্লিষ্ট বিধি-বিধান বর্ণনা করা হবে।

পূর্ববর্তী আয়াতে বনী ইসরাঈলের প্রতি জিহাদের নির্দেশ এবং তাতে তাদের কাপুরুষতা ও ভীরুতা বর্ণনা করা হয়েছিল। এর বিপরীতে আলোচ্য কাহিনীতে অন্যায় হত্যার অনিষ্ট ও ধ্বংসকারিতা বর্ণনা করে জাতিকে মিথ্যাচার শিক্ষা দেওয়া হয়েছে যে, সত্যের সমর্থনে এবং মিথ্যাচার থেকে পিছনে হটা যেমন ভুল, তেমনি অন্যায় হত্যাকাণ্ডে এগিয়ে যাওয়া ইহকাল ও পরকালকে বরবাদ করার শামিল।

প্রথম আয়াতে بَنِىْٓ اٰدَمَ শব্দ উল্লিখিত হয়েছে। সেমতে প্রত্যেককেই اِبْنُ اٰدَمَ বা আদম সন্তান বালা যায়। কিন্তু সাধারণ তাফসীরবিদগণের মতে এখানে بَنِىْٓ اٰدَمَ বলে হযরত আদমের ঔরসজাত পুত্রদ্বয় হাবিল ও কাবিলকে বুঝানো হয়েছে।

ঐতিহাসিক রেওয়ায়েত বর্ণনা করার ক্ষেত্রে সাবধানতা ও সততা অপরিহার্য : তাদের কাহিনী বর্ণনা করার উদ্দেশ্যে বলা হয়েছে : وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَاَ ابْنَىْ اٰدَمَ بِالْحَقِّ; অর্থাৎ, তাদেরকে হযরত আদম (আ.)-এর পুত্রদ্বয়ের কাহিনী বিশুদ্ধ

ও বাস্তব ঘটনা অনুযায়ী শুনিয়ে দিন। যাতে بِالْحَقِّ শব্দ দ্বারা ঐতিহাসিক ঘটনাবলি বর্ণনার ক্ষেত্রে একটি গুরুত্বপূর্ণ মূলনীতি শিক্ষা দেওয়া হয়েছে। অর্থাৎ, ঐতিহাসিক ঘটনাবলি বর্ণনায় খুবই সাবধানতা অবলম্বন করা প্রয়োজন এবং এতে কোনোরূপ মিথ্যা জালিয়াতি ও প্রতারণার মিশ্রণ না থাকা চাই এবং প্রকৃত ঘটনা পরিবর্তিত ও পরিবর্ধিত না হওয়া চাই। –[ইবনে কাছীর] কুরআন পাক শুধু এখানেই নয়; বরং অন্যান্য জায়গায়ও এ মূলনীতি অনুসরণ-অনুকরণ করার নির্দেশ দিয়েছে।

এছাড়া এ শব্দ দ্বারা কুরআন পাকের সম্বোধিত ব্যক্তিবর্গকে বুঝানো হয়েছে যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ বাহ্যতঃ নিরক্ষর হওয়া সত্ত্বেও হাজারো বছর পূর্বেকার ঘটনাবলি যেভাবে বিশুদ্ধ ও সত্য সত্য বর্ণনা করেছেন, তার কারণ খোদায়ী ওহী ও নবুয়ত ছাড়া আর কি হতে পারে?

এ ভূমিকার পর কুরআন পাকে পুত্রদ্বয়ের ঘটনা বর্ণনা প্রসঙ্গে বলা হয়েছে : إِذْ قَرَّبَا قُرْبَانًا فَتُقُبِّلَ مِنْ أَحَدِهِمَا وَلَمْ يُتَقَبَّلْ مِنَ الْآخَرِ আভিধানিক দিক দিয়ে যে বস্তু কারো নৈকট্য লাভের উপায় হিসেবে ব্যবহৃত হয় তাকে 'কুরবান' বলা হয়। শরিয়তের পরিভাষায় কুরবান ঐ জন্তুকে বলে যাকে আল্লাহ তা'আলার নৈকট্য লাভের উদ্দেশ্যে জবাই করা হয়।

হযরত আদম (আ.)-এর পুত্রদ্বয়ের কুরবানির ঘটনাটি বিশুদ্ধ ও শক্তিশালী সনদসহ বর্ণিত হয়েছে। ইবনে কাছীর একে পূর্ববর্তী ও পরবর্তী সর্বস্তরের আলেমদের সর্বসম্মত উক্তি বলে আখ্যা দিয়েছেন।

ঘটনাটি এই : যখন আদম ও হাওয়া (আ.) পৃথিবীতে আগমন করেন এবং সন্তান প্রজনন ও বংশ বিস্তার আরম্ভ হয়, তখন প্রতি গর্ভ থেকে একটি পুত্র ও একটি কন্যা– এরূপ যমজ সন্তান জন্মগ্রহণ করত। তখন ভ্রাতা-ভাগিনী ছাড়া হযরত আদম (আ.)-এর আর কোনো সন্তান ছিল না। অথচ ভ্রাতা-ভগিনী পরস্পর বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হতে পারে না। তাই আল্লাহ তা'আলা উপস্থিত প্রয়োজনের খাতিরে হযরত আদম (আ.)-এর শরিয়তে বিশেষভাবে এ নির্দেশ জারি করেন যে, একই গর্ভ থেকে যে যমজ পুত্র ও কন্যা জন্মগ্রহণ করবে, তারা পরস্পর সহোদর ভ্রাতা-ভগিনী গণ্য হবে। তাদের মধ্যে বৈবাহিক সম্পর্ক হারাম হবে। কিন্তু পরবর্তী গর্ভ থেকে জন্মগ্রহণকারী পুত্রের জন্য প্রথম গর্ভ থেকে জন্মগ্রহণকারিণী কন্যা সহোদরা ভগিনী গণ্য হবে না। তাদের পরস্পর বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হওয়া বৈধ হবে।

কিন্তু ঘটনাচক্রে কাবিলের সহজাত সহোদরা ভগিনীটি ছিল পরমাসুন্দরী এবং হাবিলের সহজাত কন্যাটি ছিল কুশ্রী ও কদাকার। বিবাহের সময় হলে নিয়মানুযায়ী হাবিলের সহজাত কুশ্রী ও কন্যা কাবিলের ভাগে পড়ল। এতে কাবিল অসন্তুষ্ট হয়ে হাবিলের শত্রু হয়ে গেল। সে জেদ ধরল যে, আমার সহজাত ভগিনীকেই আমার সঙ্গে বিবাহ দিতে হবে। হযরত আদম (আ.) তাঁর শরিয়তের আইনের পরিপ্রেক্ষিতে কাবিলের আব্দার প্রত্যাখ্যান করলেন। অতঃপর তিনি হাবিল ও কাবিলের মতভেদ দূর করার উদ্দেশ্যে বললেন : তোমরা উভয়েই আল্লাহর জন্য নিজ নিজ কুরবানি পেশ কর। যার কুরবানি পরিগৃহীত হবে, সেই কন্যার পানিগ্রহণ করবে। হযরত আদম (আ.)-এর নিশ্চিত বিশ্বাস যে, যে সত্য পথে আছে, তার কুরবানিই গৃহীত হবে।

তৎকালে কুরবানি গৃহীত হওয়ার একটি সুস্পষ্ট নিদর্শন ছিল এই যে, আকাশ থেকে একটি অগ্নিশিখা এসে কুরবানিকে ভস্মিভূত করে আবার অন্তর্হিত হয়ে যেত। যে কুরবানি অগ্নি ভস্মিভূত করত না, তাকে প্রত্যাখ্যাত মনে করা হতো।

হাবিল ভেড়া, দুম্বা ইত্যাদি পশু পালন করত। সে একটি উৎকৃষ্ট দুম্বা কুরবানি করল। কাবিল কৃষিকাজ করত। সে কিছু শস্য, গম ইতাদি কুরবানির জন্য পেশ করল। অতঃপর নিয়মানুযায়ী আকাশ থেকে অগ্নিশিখা অবতরণ করে হাবিলের কুরবানিটি ভস্মিভূত করে দিল এবং কাবিলের কুরবানি যেমন ছিল, তেমনি পড়ে রইল। এ অকৃতকার্যতায় কাবিলের দুঃখ ও ক্ষোভ বেড়ে গেল। সে আত্মসংবরণ করতে পারল না এবং প্রকাশ্যে ভাইকে বলে দিল : لَأَقْتُلَنَّكَ অর্থাৎ, অবশ্যই আমি তোমাকে হত্যা করব।

হাবিল তখন ক্রোধের জওয়াবে ক্রোধ প্রদর্শন না করে একটি মার্জিত ও নীতিগত বাক্য উচ্চারণ করল। এতে কাবিলের প্রতি তার সহানুভূতি ও শুভেচ্ছা ফুটে উঠেছিল। সে বলল : إِنَّمَا يَتَقَبَّلُ اللّٰهُ مِنَ الْمُتَّقِيْنَ

অর্থাৎ, আল্লাহ তা'আলার নিয়ম এই যে, তিনি আল্লাহ পরহেজগারে কর্মই গ্রহণ করেন। তুমি আল্লাহভীতি অবলম্বন করলে তোমার কুরবানি গৃহীত হতো। তুমি তা করনি, তাই কুরবানি প্রত্যাখ্যাত হয়েছে। এতে আমাদের দোষ কি?

https://e-ilm.weebly.com/

শব্দ বিশ্লেষণ

مَادَامُوْا : সীগাহ جمع مذكر غائب বহছ نفى فعل ماضى معروف বাব نَصَرَ মাসদার اَلدَّوَامُ মূলবর্ণ (د ـ و ـ م) জিনস اجوف واوى অর্থ– তারা একই অবস্থায় রয়েছে।

يَتِيْهُوْنَ : সীগাহ جمع مذكر غائب বহছ فعل مضارع معروف বাব ضَرَبَ মাসদার اَلتِّيْهُ মূলবর্ণ (ت ـ ى ـ ه) জিনস اجوف يائى অর্থ– তারা উদ্ভ্রান্ত হয়ে বেড়াতে থাকবে।

لَا تَأْسَ : সীগাহ واحد مذكر حاضر বহছ نهى حاضر معروف বাব سَمِعَ মাসদার اَلْاَسٰى মূলবর্ণ (ا ـ س ـ ى) জিনস মুরাক্কাব مهموز فاء و ناقص يائى অর্থ– তুমি চিন্তিত হয়ো না।

اُتْلُ : সীগাহ واحد مذكر حاضر বহছ امر حاضر معروف বাব نَصَرَ মাসদার اَلتِّلَاوَةُ মূলবর্ণ (ت ـ ل ـ و) জিনস ناقص واوى অর্থ– তুমি তেলাওয়াত কর।

تَبُوْءُ : সীগাহ واحد مذكر حاضر বহছ فعل مضارع معروف বাব نَصَرَ মাসদার اَلْبَوْءُ মূলবর্ণ (ب ـ و ـ ا) জিনসে মুরাক্কাব اجوف واوى ও مهموز لام অর্থ– তুমি অর্জন করবে।

يُوَارِىْ : সীগাহ واحد مذكر غائب বহছ فعل مضارع معروف বাব مُفَاعَلَةٌ মাসদার اَلْمُوَارَاةُ মূলবর্ণ (ر ـ أ ـ ى) জিনস মুরাক্কাব, مهموز عين ও ناقص يائى অর্থ– সে লুকাবে।

سَوْاَةَ : শব্দটি একবচন, বহুচন سَوْءَاتٌ অর্থ– লাশ।

https://e-ilm.weebly.com/

مِنْ اَجْلِ ذٰلِكَ ۚ كَتَبْنَا عَلٰى بَنِيْٓ اِسْرَآءِيْلَ اَنَّهٗ مَنْ قَتَلَ نَفْسًۢا بِغَيْرِ نَفْسٍ اَوْ فَسَادٍ فِي الْاَرْضِ فَكَاَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيْعًا ؕ وَمَنْ اَحْيَاهَا فَكَاَنَّمَآ اَحْيَا النَّاسَ جَمِيْعًا ؕ وَلَقَدْ جَآءَتْهُمْ رُسُلُنَا بِالْبَيِّنٰتِ ۫ ثُمَّ اِنَّ كَثِيْرًا مِّنْهُمْ بَعْدَ ذٰلِكَ فِي الْاَرْضِ لَمُسْرِفُوْنَ (٣٢)

অনুবাদ : (৩২) এই জন্যই আমি বনী ইসরাঈলদের প্রতি এই নির্দেশ দিয়েছি যে, যে ব্যক্তি কোনো ব্যক্তিকে হত্যা করে অন্য প্রাণের বিনিময় ব্যতীত, কিংবা তা কর্তৃক ভূপৃষ্ঠে কোনো ফাসাদ বিস্তার ব্যতীত, তবে যেন সে সমস্ত মানুষকে হত্যা করে ফেলল, আর যে ব্যক্তি কোনো ব্যক্তিকে রক্ষা করে, তবে যেন সে সমস্ত মানুষকে রক্ষা করল, আর বনী ইসরাঈলদের প্রতি [এই বিধান প্রবর্তনের পর] আমার বহু নবীও স্পষ্ট প্রমাণসমূহ নিয়ে আগমন করেছিলেন, তবু এর পরেও তন্মধ্য হতে অনেকেই ভূপৃষ্ঠে সীমালঙ্ঘনকারীই রয়ে গেছে।

اِنَّمَا جَزٰٓؤُا الَّذِيْنَ يُحَارِبُوْنَ اللّٰهَ وَرَسُوْلَهٗ وَيَسْعَوْنَ فِي الْاَرْضِ فَسَادًا اَنْ يُّقَتَّلُوْٓا اَوْ يُصَلَّبُوْٓا اَوْ تُقَطَّعَ اَيْدِيْهِمْ وَاَرْجُلُهُمْ مِّنْ خِلَافٍ اَوْ يُنْفَوْا مِنَ الْاَرْضِ ؕ ذٰلِكَ لَهُمْ خِزْيٌ فِي الدُّنْيَا وَلَهُمْ فِي الْاٰخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيْمٌ (٣٣)

(৩৩) যারা আল্লাহ তা'আলার সাথে ও তাঁর রাসূলের সাথে সংগ্রাম করে, আর [এই সংগ্রামের অর্থ এই যে,] ভূপৃষ্ঠে অশান্তি সৃষ্টি করে বেড়ায়, তাদের শাস্তি তাই যে, তাদেরকে হত্যা করা হবে অথবা শূলে চড়ানো হবে, অথবা তাদের এক দিকের হাত ও অপর দিকের পা কেটে ফেলা হবে অথবা ভূপৃষ্ঠের উপর [স্বাধীনভাবে বিচরণ করা] হতে বের করে [কারাগারে পাঠিয়ে] দেওয়া হবে, তা তো ইহলোকে তাদের জন্য ভীষণ অপমান, আর পরকালেও তাদের ভীষণ শাস্তি হবে,

শাব্দিক অনুবাদ

(৩২) مِنْ اَجْلِ ذٰلِكَ এই জন্যই كَتَبْنَا عَلٰى بَنِيْٓ اِسْرَآءِيْلَ আমি বনী ইসরাঈলদের প্রতি এই নির্দেশ দিয়েছি যে اَنَّهٗ مَنْ قَتَلَ نَفْسًۢا যে ব্যক্তি কোনো ব্যক্তিকে হত্যা করে بِغَيْرِ نَفْسٍ অন্য প্রাণের বিনিময় ব্যতীত اَوْ فَسَادٍ فِي الْاَرْضِ কিংবা তা কর্তৃক ভূপৃষ্ঠে কোনো ফ্যাসাদ বিস্তার ব্যতীত فَكَاَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيْعًا তবে যেন সে সমস্ত মানুষকে হত্যা করে ফেলল وَمَنْ اَحْيَاهَا আর যে ব্যক্তি কোনো ব্যক্তিকে রক্ষা করে فَكَاَنَّمَآ اَحْيَا النَّاسَ جَمِيْعًا তবে যেন সে সমস্ত মানুষকে রক্ষা করল وَلَقَدْ جَآءَتْهُمْ رُسُلُنَا بِالْبَيِّنٰتِ আর বনী ইসরাঈলদের প্রতি আমার বহু নবীও স্পষ্ট প্রমাণসমূহ নিয়ে আগমন করেছিলেন ثُمَّ اِنَّ كَثِيْرًا مِّنْهُمْ তন্মধ্য হতে অনেকেই بَعْدَ ذٰلِكَ তবু এর পরেও فِي الْاَرْضِ ভূপৃষ্ঠে لَمُسْرِفُوْنَ সীমালঙ্ঘনকারীই রয়ে গেছে।

(৩৩) اِنَّمَا جَزٰٓؤُا তাদের শাস্তি তাই যে الَّذِيْنَ يُحَارِبُوْنَ اللّٰهَ وَرَسُوْلَهٗ যারা আল্লাহ তা'আলার সাথে ও তাঁর রাসূলের সাথে সংগ্রাম করে وَيَسْعَوْنَ فِي الْاَرْضِ فَسَادًا আর ভূপৃষ্ঠে অশান্তি সৃষ্টি করে বেড়ায় اَنْ يُّقَتَّلُوْٓا তাদেরকে হত্যা করা হবে اَوْ يُصَلَّبُوْٓا অথবা শূলে চড়ানো হবে اَوْ تُقَطَّعَ اَيْدِيْهِمْ وَاَرْجُلُهُمْ مِّنْ خِلَافٍ অথবা তাদের এক দিকের হাত ও অপর দিকের পা কেটে ফেলা হবে اَوْ يُنْفَوْا مِنَ الْاَرْضِ অথবা ভূপৃষ্ঠের উপর হতে বের করে দেওয়া হবে ذٰلِكَ لَهُمْ خِزْيٌ فِي الدُّنْيَا তা তো ইহলোকে তাদের জন্য ভীষণ অপমান وَلَهُمْ فِي الْاٰخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيْمٌ আর পরকালেও তাদের ভীষণ শাস্তি হবে।

https://e-ilm.weebly.com/

অনুবাদ : (৩৪) কিন্তু হ্যাঁ, যারা তওবা করে নেয়, তোমরা তাদেরকে গ্রেফতার করার পূর্বে, তবে জেনে রাখ যে, নিশ্চয় আল্লাহ ক্ষমা করবেন, অনুগ্রহ করবেন।	اِلَّا الَّذِيْنَ تَابُوْا مِنْ قَبْلِ اَنْ تَقْدِرُوْا عَلَيْهِمْ ۚ فَاعْلَمُوْٓا اَنَّ اللّٰهَ غَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ (٣٤)
(৩৫) হে ঈমানদারগণ! আল্লাহকে ভয় কর, এবং [আনুগত্য দ্বারা] তাঁর সান্নিধ্য অন্বেষণ কর এবং আল্লাহর পথে জিহাদ করতে থাক, আশা যে, তোমরা [পূর্ণ] সফলকাম হবে।	يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوا اتَّقُوا اللّٰهَ وَابْتَغُوْٓا اِلَيْهِ الْوَسِيْلَةَ وَجَاهِدُوْا فِيْ سَبِيْلِهٖ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُوْنَ (٣٥)
(৩৬) নিশ্চয় যারা কাফের, যদি তাদের নিকট বিশ্বের সমস্ত দ্রব্যও থাকে এবং তার সাথে তৎপরিমাণ আরো হয়, যেন তারা তা প্রদান করে কিয়ামত দিবসের শাস্তি হতে মুক্ত হয়ে যায়, তবুও এই দ্রব্যসমূহ কখনো তাদের হতে কবুল করা হবে না, এবং তাদের যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি হবে।	اِنَّ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا لَوْ اَنَّ لَهُمْ مَّا فِى الْاَرْضِ جَمِيْعًا وَّمِثْلَهٗ مَعَهٗ لِيَفْتَدُوْا بِهٖ مِنْ عَذَابِ يَوْمِ الْقِيٰمَةِ مَا تُقُبِّلَ مِنْهُمْ ۚ وَلَهُمْ عَذَابٌ اَلِيْمٌ (٣٦)

শাব্দিক অনুবাদ

(৩৪) اِلَّا الَّذِيْنَ تَابُوْا কিন্তু হ্যাঁ, যারা তওবা করে নেয় مِنْ قَبْلِ اَنْ تَقْدِرُوْا عَلَيْهِمْ তোমরা তাদেরকে গ্রেফতার করার পূর্বে فَاعْلَمُوْٓا তবে জেনে রাখ যে اَنَّ اللّٰهَ غَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ নিশ্চয় আল্লাহ ক্ষমা করবেন, অনুগ্রহ করবেন।

(৩৫) يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوا হে ঈমানদারগণ! اتَّقُوا اللّٰهَ আল্লাহকে ভয় কর وَابْتَغُوْٓا اِلَيْهِ الْوَسِيْلَةَ এবং তাঁর সান্নিধ্য অন্বেষণ কর وَجَاهِدُوْا فِيْ سَبِيْلِهٖ এবং আল্লাহর পথে জিহাদ করতে থাক لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُوْنَ আশা যে, তোমরা সফলকাম হবে।

(৩৬) اِنَّ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا নিশ্চয় যারা কাফের لَوْ اَنَّ لَهُمْ مَّا فِى الْاَرْضِ جَمِيْعًا যদি তাদের নিকট বিশ্বের সমস্ত দ্রব্যও থাকে وَّمِثْلَهٗ مَعَهٗ এবং তার সাথে তৎপরিমাণ আরো হয় لِيَفْتَدُوْا بِهٖ যেন তারা তা প্রদান করে مِنْ عَذَابِ يَوْمِ الْقِيٰمَةِ কিয়ামত দিবসের শাস্তি হতে মুক্ত হয়ে যায় مَا تُقُبِّلَ مِنْهُمْ তবুও এই দ্রব্যসমূহ কখনো তাদের হতে কবুল করা হবে না وَلَهُمْ عَذَابٌ اَلِيْمٌ এবং তাদের যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি হবে।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

(৩৩) اِنَّمَا جَزٰٓؤُا الَّذِيْنَ يُحَارِبُوْنَ اللّٰهَ وَرَسُوْلَهٗ وَيَسْعَوْنَ فِى الْاَرْضِ فَسَادًا الخ **আয়াতের শানে নুযূল– ১ :** আলোচ্য আয়াতের শানে নুযূলের মাঝে মত পার্থক্য পরিলক্ষিত হয়। কারো মতে আলোচ্য আয়াত মুশরিকদের সম্পর্কে নাজিল হয়েছে। আবূ দাঊদ ও নাসায়ীর বর্ণনা মতে, ইবনে মারদুভিয়া সা'আদ বিন আবী ওয়াক্কাসের উদ্ধৃতি দিয়ে বলেন যে, আলোচ্য আয়াত হারুরি গোত্র সম্পর্কে অবতীর্ণ হয়েছে। বুখারী, মুসলিম ও অন্যান্য হাদীস গ্রন্থে হযরত আনাস (রা.)-এর বরাত দিয়ে বর্ণনা করেন যে, আলোচ্য আয়াত উকালবাসীদের সম্পর্কে নাজিল হয়েছে। উকাল গোত্রের কিছু লোকজন রাসূল ﷺ-এর দরবারে এসে ইসলাম গ্রহণ করে। পরবর্তীতে তারা মদিনায় পেটের পীড়ায় আক্রান্ত হয়। তখন নবী করীম ﷺ তাদেরকে সদকার উটের নিকট এসে তার দুধ ও পেশাব পান করতে আদেশ করেন। দুধ ও পেশাব পান করে সুস্থতা অর্জন লাভ করার পর নবী করীম ﷺ-এর পক্ষ থেকে নিয়োগকৃত উটের রাখালকে হত্যা করে উটগুলো তাড়িয়ে নিতে লাগল। রাসূল ﷺ সে সম্পর্কে খবর জেনে তাদের পিছু পিছু অনুসন্ধানকারী পাঠালেন। অনুসন্দানকারী দল তাদেরকে গ্রেফতার নিয়ে আসেন। এর শাস্তি স্বরূপ রাসূল ﷺ তাদের হাত পা কেটে দিতে এবং চক্ষুকে উপড়িয়ে উত্তপ্ত বালুকাময় মরুভূমিতে ফেলে রাখতে নির্দেশ দেন। যাতে করে তারা এভাবে মৃত্যুবরণ করে। রাসূল ﷺ কর্তৃক এ নির্দেশ জারি করার পরিপ্রেক্ষিতে আল্লাহ তা'আলা আলোচ্য আয়াত নাজিল করেন। –[ফাতহুল কাদীর : ৩৭/২, কুরতুবী ১৪১/৬, ইবনে কাছীর : ৪৯/২]

https://e-ilm.weebly.com/

শানে নুযূল– ২ : হযরত ইবনে আব্বাস ও যাহহাক কর্তৃক বর্ণিত রয়েছে যে, আলোচ্য আয়াত আহলে কিতাবদের কারণে নাজিল হয়েছে। তাদের এবং রাসূল ﷺ-এর মাঝে সন্ধি ছিল। তারা সে সন্ধিকে ভঙ্গ করে, ডাকাতি করতে আরম্ভ করল এবং জমিনের বুকে ফ্যাসাদ সৃষ্টি করতে আরম্ভ করল। কিতাবীদের চুক্তি ভঙ্গ করার পরিপ্রেক্ষিতে আলোচ্য আয়াত নাজিল করা হয়েছে। –[কুরতুবী : ১৪২/৬]

إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا مِن قَبْلِ أَن تَقْدِرُوا عَلَيْهِمْ الخ -٣٤ **আয়াতের শানে নুযূল :** রাসূল ﷺ উকল বাসীদের চক্ষুও উপড়ে ফেলেছিলেন কারণ তারাও রাখালদের চক্ষু উপড়ে ফেলেছিল। তাদের ছাড়া রাসূল ﷺ অন্য আর কারো চক্ষু উপড়ে ফেলেননি। ইবনে জারীর ওলীদ বিন মুসলিমের উদ্ধৃতি দিয়ে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেন, আমি মুহাম্মদ বিন আজলানকে বলতে শুনেছি, তিনি বলেছিলেন যে, আলোচ্য আয়াত রাসূল ﷺ-এর উপর অবতীর্ণ হয়েছে আকৃতি বিকৃত করা সম্পর্কে নিন্দা জ্ঞাপন করে। রাসূল ﷺ কে আল্লাহ তা'আলা আলোচ্য আয়াতের মাধ্যমে আকৃতি বিকৃত করার শাস্তি সম্পর্কে জানিয়ে দেন যে, তাদের শাস্তি হলো হত্যা, শূলে চড়ানো যাবেনা। আবূ ওমরের নিকট এ সম্পর্কে আলোচনা করা হলে তিনি নিন্দা প্রকাশ স্বরূপ আয়াত অবতীর্ণ হওয়াকে অস্বীকার করেন। তিনি বলেন যে, উকল গোত্রীয়দের সে শাস্তি ঠিকই ছিল। তবে তারা ছাড়া অন্যদের থেকে চক্ষু উপড়ে ফেলার শাস্তিকে রহিত করা হয়েছে। পরবর্তীতে অন্যদের শাস্তি বর্ণনা করার জন্য উক্ত আয়াত নাজিল করা হয়। –[রূহুল মা'আনী : ১২২/৩/৬]

কুরআনি আইনের অভিনব ও বৈপ্লবিক পদ্ধতি : পূর্ববর্তী আয়াতসমূহে হত্যাকাণ্ড এবং তার গুরুতর অপরাধের কথা বর্ণিত হয়েছিল। আলোচ্য আয়াত এবং পরবর্তী আয়াতসমূহে হত্যা, লুণ্ঠন, ডাকাতি ও চুরির শাস্তি বর্ণিত হয়েছে। ডাকাতি ও চুরির শাস্তির মাঝখানে আল্লাহভীতি ও ইবাদতের মাধ্যমে আল্লাহর নৈকট্য লাভের শিক্ষা দেওয়া হয়েছে। কুরআন পাকের এ পদ্ধতি অত্যন্ত সুক্ষ্মভাবে মানসিক বিপ্লব সৃষ্টি করে। মানব রচিত দণ্ডবিধির মতো কুরআন পাক শুধু অপরাধ ও শাস্তি বর্ণনা করেই ক্ষান্ত হয় না; বরং প্রত্যেক অপরাধ ও শাস্তির সাথে আল্লাহভীতি ও পরকাল কল্পনা উপস্থাপন করে মানুষের ধ্যান-ধারণাকে এমন এক জগতের দিকে ঘুরিয়ে দেয়, যার কল্পনা মানুষকে যাবতীয় অপরাধ ও গুনাহ থেকে পবিত্র করে দেয়। অভিজ্ঞতা দ্বারা প্রমাণিত রয়েছে যে, জনমনে আল্লাহ তা'আলা ও আখেরাতের ভয় সৃষ্টি করা ছাড়া জগতের কোনো আইন, পুলিশ ও সেনাবাহিনীই অপরাধ দমনের নিশ্চয়তা দিতে পারে না। কুরআন পাকের এই বিজ্ঞজনোচিত পদ্ধতিই জগতে অভূতপূর্ব বিপ্লব এনেছে এবং এমন লোকদের একটি সমাজ গঠন করেছে, যারা পবিত্রতায় ফেরেশতাদের চাইতেও উচ্চ মর্যাদার অধিকারী।

শরিয়তের শাস্তি তিন প্রকার : চুরি ও ডাকাতির শাস্তি এবং সংশ্লিষ্ট আয়াতের তাফসীর বর্ণনা করার পূর্বে এসব শাস্তি সম্পর্কে শরিয়তের পরিভাষায় কিছুটা ব্যাখ্যা আবশ্যক। কেননা এসব পরিভাষা সম্পর্কে অজ্ঞতার কারণে অনেক শিক্ষিত লোকের মনেও নানাবিধ প্রশ্ন দেখা দেয়। জগতের সাধারণ আইনে অপরাধ সম্পর্কিত সব শাস্তিকেই 'দণ্ডবিধি' নামে অভিহিত করা হয়। যেমন ভারতীয় দণ্ডবিধি', 'বাংলাদেশ দণ্ডবিধি' ইত্যাদি নামে যেসব গ্রন্থ প্রকাশিত হয়েছে, তাতে সর্বপ্রকার অপরাধ ও সব ধরনের শাস্তিই বর্ণিত হয়েছে। কিন্তু ইসলামি শরিয়ত এরূপ নয়। ইসলামি শরিয়তে অপরাধের শাস্তিকে তিন ভাগে বিভক্ত করা হয়েছে; হুদুদ, কেছাছ ও তা'যীরাত। অর্থাৎ, দণ্ডবিধি। এগুলোর সংজ্ঞা ও অর্থ জানার পূর্বে প্রথমতঃ একথা জেনে নেওয়া জরুরি যে, যেসব অপরাধের দরুন অন্য মানুষের কষ্ট অথবা ক্ষতি হয়, তাতে সৃষ্টজীবের প্রতিও অন্যায় করা হয় এবং স্রষ্টারও নাফরমানি করা হয়। তাই এ জাতীয় অপরাধে 'হক্কুল্লাহ' (আল্লাহর হক) এবং 'হক্কুল আব্দ' (বান্দার হক) উভয়টিই বিদ্যমান থাকে এবং সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি উভয়ের কাছেই অপরাধী বলে বিবেচিত হয়।

কিন্তু কোনো কোনো অপরাধে বান্দার হক এবং কোনো কোনো অপরাধে আল্লাহর হক প্রবল থাকে এবং এ প্রাবল্যের উপর ভিত্তি করেই বিধি-বিধান রচিত হয়েছে।

দ্বিতীয়তঃ একথা জানা জরুরি যে, ইসলামি শরিয়ত বিশেষ বিশেষ অপরাধ ছাড়া অবশিষ্ট অপরাধসমূহের শাস্তির কোনো পরিমাণ নির্ধারণ করেনি; বরং বিচারকের অভিমতের উপর ছেড়ে দিয়েছে। বিচারক স্থান, কাল ও পরিবেশ বিবেচনা করে অপরাধ দমনের জন্য যেরূপ ও যতটুকু শাস্তির প্রয়োজন মনে করবেন, ততটুকুই দিবেন। প্রত্যেক স্থান ও কালের ইসলামি সরকার যদি শরিয়তের রীতিনীতি বিবেচনা করে বিচারকদের ক্ষমতার উপর বিধি-নিষেধ আরোপ করে এবং অপরাধসমূহের শাস্তির কোনো পরিমাণ নির্ধারণ করে বিচারকদের তা মেনে চলতে বাধ্য করে, তবে তাও জায়েজ। বর্তমান শতাব্দীতেও তাই চলছে বর্তমানে প্রায় সব ইসলামি দেশে এ ব্যবস্থাই প্রচলিত রয়েছে।

এখন লক্ষ্য করা দরকার যে, যেসব অপরাধের কোনো শাস্তি কুরআন ও সুন্নাহ নির্ধারণ করেনি; বরং বিচারকদের অভিমতের উপর ন্যস্ত করেছে, সেসব শাস্তিকে শরিয়তের পরিভাষায় 'তা'যিরাত' তথা দণ্ড বলা হয়। পক্ষান্তরে যেসব অপরাধের শাস্তি কুরআন ও সুন্নাহ নির্ধাণ করে দিয়েছে, সেগুলো দু'রকম : এক. যেসব অপরাধে আল্লাহর হকের পরিমাণ প্রবল ধরা হয়েছে, সেগুলোর শাস্তিকে 'হদ' বলা হয়। আর 'হদ'-এর বহুবচন 'হুদূদ'। দুই. যেসব অপরাধে বান্দার হককে শরিয়তের বিচারে প্রবল ধরা হয়েছে, সেগুলোর শাস্তিকে বলা হয় 'কেছাছ'। কুরআন পাক হুদুদ ও কেছাছ পূর্ণ ব্যাখ্যা সহকারে নিজেই বর্ণনা করে দিয়েছে। আর দণ্ডনীয় অপরাধের বিবরণকে রাসূলের বর্ণনা ও সমকালীন বিচারকদের অভিমতের উপর ছেড়ে দিয়েছে।

সারকথা, কুরআন পাক যেসব অপরাধের শাস্তিকে আল্লাহর হক হিসেবে নির্ধারণ করে জারি করেছে, সেসব শাস্তিকে 'হুদূদ' বলা হয় এবং যেসব শাস্তিকে বান্দার হক হিসেবে জারি করেছে, সেগুলোকে 'কেছাছ' বলা হয়। পক্ষান্তরে যেসব অপরাধের শাস্তি নির্ধারণ করেনি, সে জাতীয় শাস্তিকে বলা হয় 'তা'যীর' তথা 'দণ্ড'। শাস্তির এ প্রকার তিনটির বিধান অনেক বিষয়েই বিভিন্ন। যারা নিজেদের পরিভাষার ভিত্তিতে প্রত্যেক অপরাধের শাস্তিকে দণ্ড বলে এবং শরিয়তের পরিভাষাগত পার্থক্যের প্রতি দৃষ্টিপাত করে না, তারা শরিয়তের বিধি-বিধানে অনেক বিভ্রান্তির সম্মুখীন হয়।

দণ্ডগত শাস্তিকে অবস্থানুযায়ী লঘু থেকে লঘুতর, কঠোর থেকে কঠোরতর এবং ক্ষমাও করা যায়। এ ব্যাপারে বিচারকদের ক্ষমতা অত্যন্ত ব্যাপক। কিন্তু হুদূদের বেলায় কোনো সরকার, শাসনকর্তা অথবা বিচারকই সামান্যতম পরিবর্তন, লঘু অথবা কঠোর করার অধিকারী নয়। স্থান ও কালভেদেও এতে কোনো পার্থক্য হয় না এবং কোনো শাসক ও বিচারক তা ক্ষমাও করতে পারে না। শরিয়তের হুদুদ মাত্র পাঁচটি : ডাকাতি, চুরি, ব্যাভিচার ও ব্যাভিচারের অপবাদ– এ চারটি শাস্তি কুরআনে বর্ণিত রয়েছে। পঞ্চমটি মদ্যপানের হদ। এটি সাহাবায়ে কেরামের ইজমা তথা ঐকমত্য দ্বারা প্রমাণিত। এভাবে মোট পাঁচটি অপরাধের শাস্তি নির্ধারিত ও হুদূদরূপে চিহ্নিত হয়েছে। এসব শাস্তি যেমন কোনো শাসক ও বিচারক ক্ষমা করতে পারে না, তেমনি তওবা করলেও ক্ষমা হয়ে যায় না। তবে খাঁটি তওবা দ্বারা আখেরাতের গুনাহ মাফ হয়ে সেখানকার হিসাব-কিতাব থেকে অব্যাহতি লাভ হতে পারে। তন্মধ্যে শুধু ডাকাতির শাস্তির বেলায় একটি ব্যতিক্রম রয়েছে। ডাকাত যদি গ্রেফতারীর পূর্বে তওবা করে এবং তার আচার-আচরণের দ্বারাও তওবার বিষয়টি নিশ্চিত হয়ে যায়, তবে সে হদ থেকে রেহাই পাবে। কিন্তু গ্রেফতারীর পরবর্তী তওবা ধর্তব্য নয়। অন্যান্য হুদুদ তওবা দ্বারাও মাফ হয় না। এ তওবা গ্রেফতারীর পূর্বে হোক অথবা পরে। সব দণ্ডনীয় অপরাধের ক্ষেত্রে ন্যায়ের অনুকূলে সুপারিশ শ্রবণ করা যায়; কিন্তু হুদূদের বেলায় সুপারিশ করা এবং তা শ্রবণ করা দুই-ই নাজায়েজ। রাসূলুল্লাহ ﷺ এ ব্যাপারে কঠোরভাবে নিষেধ করেছেন। হুদূদের শাস্তি সাধারণতঃ কঠোর। এগুলো প্রয়োগ করার আইনও নির্মম। অর্থাৎ, কোনো অবস্থাতেই তা পরিবর্তন ও লঘু করা যায় না এবং কেউ ক্ষমা করারও অধিকারী নয়। কিন্তু সাথে সাথে সামগ্রিক ব্যাপারে সমতা বিধানের উদ্দেশ্যে অপরাধ এবং অপরাধ প্রমাণের শর্তাবলিও অত্যন্ত কঠোর করা হয়েছে। নির্ধারিত শর্তাবলির মধ্য থেকে যদি কোনো একটি শর্তও অনুপস্থিত থাকে, তবে হদ অপ্রযোজ্য হয়ে যায়। অর্থাৎ, অপরাধ প্রমাণে সামান্যতম সন্দেহ পাওয়া গেলেও হদ প্রয়োগ করা যায় না। এ ব্যাপারে শরিয়তের স্বীকৃত আইন হচ্ছে اَلْحُدُوْدُ تَنْدَرِئُ بِالشُّبُهَاتِ অর্থাৎ, হুদুদ সামান্যতম সন্দেহের কারণেই অকেজো হয়ে পড়ে।

এ ক্ষেত্রে বুঝে নেওয়া উচিত যে, কোনো সন্দেহ অথবা কোনো শর্তের অনুপস্থিতির কারণে হদ অপ্রযোজ্য হয়ে পড়ার অর্থ এই নয় যে, অপরাধী অবাধ ছাড়পত্র পেয়ে যাবে যার ফলে তার অপরাধ প্রবণতা আরো বেড়ে যাবে; বরং বিচারক অবস্থার সাথে সঙ্গতি রেখে তাকে দণ্ডগত শাস্তি দিবেন। শরিয়তের দণ্ডগত শাস্তিসমূহ সাধারণতঃ দৈহিক ও আর্থিক। এগুলো দৃষ্টান্তমূলক হওয়ার কারণে অপরাধ দমনে খুবই কার্যকর। ধরুন, ব্যভিচার প্রমাণে মাত্র তিন জন সাক্ষী পাওয়া গেল এবং তারা সবাই নির্ভরযোগ্য ও মিথ্যার সন্দেহ থেকে মুক্ত। কিন্তু আইনানুযায়ী চতুর্থ সাক্ষী না থাকার কারণে হদ জারি করা যাবে না। কিন্তু এর অর্থ এই নয় যে, অপরাধী অবাধ ছুটি অথবা বেকসুর খালাস পেয়ে যাবে; বরং বিচারক তাকে অন্য কোনো উপযুক্ত দণ্ড প্রদান করবেন, যা বেত্রাঘাতের আকারে হতে পারে।

তেমনিভাবে চুরি প্রমাণের জন্য নির্ধারিত শর্তসমূহে কোনো ত্রুটি অথবা সন্দেহ দেখা দেওয়ার কারণে চোরের হাত কেটে দেওয়া যাবে না বটে, কিন্তু এমতাবস্থায় সে সম্পূর্ণ মুক্তও হয়ে যাবে না; বরং তাকে অবস্থানুযায়ী অন্য দণ্ড দেওয়া হবে।

https://e-ilm.weebly.com/

কেসাসের শাস্তিও হুদূদের মতো কুরআন পাকে নির্ধারিত। অর্থাৎ, প্রাণের বিনিময়ে প্রাণ সংহার করা হবে এবং জখমের বিনিময়ে সমান জখম করা হবে। কিন্তু পার্থক্য এই যে, হুদূদকে আল্লাহর হক হিসেবে প্রয়োগ করা হয়। সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি ক্ষমা করলেও তা ক্ষমা হবে না এবং হদ অব্যবহার্য হবে না। উদাহরণতঃ যার অর্থ চুরি করা হয়, সে ক্ষমা করলেও চোরের নির্ধারিত শাস্তি অপ্রযোজ্য হবে না। কিন্তু কেসাস এর বিপরীত। কেসাস বান্দার হক প্রবল হওয়ার কারণে হত্যা প্রমাণিত হওয়ার পর হত্যাকারীকে নিহত ব্যক্তির উত্তরাধিকারীর এখতিয়ারে ছেড়ে দেওয়া হয়। সে ইচ্ছা করলে কেসাস হিসেবে তাকে মৃত্যুদণ্ডও করতে পারে। জখমের কেসাসও তদ্রূপ। পূর্বেও বর্ণিত হয়েছে যে, হুদূদ ও কেসাস অপ্রযোজ্য হয়ে পড়ার অর্থ এই নয় যে, অপরাধী অবাধ ছুটি পেয়ে যাবে; বরং বিচারক দণ্ডমূলক শাস্তি যতটুকু উপযুক্ত মনে করবেন, দিতে পারবেন। কাজেই নিহত ব্যক্তির উত্তরাধিকারীরা হত্যাকারীকে ক্ষমা করে ছেড়ে দিলে হত্যাকারীদের সাহস বেড়ে যাবে কিংবা ব্যাপক হারে হত্যাকাণ্ড শুরু হয়ে যাবে– এরূপ আশঙ্কা করা ঠিক নয়। কেননা হত্যাকারীর প্রাণ সংহার করা ছিল নিহত ব্যক্তির উত্তরাধিকারীর প্রাপ্য, সে তা ক্ষমা করে দিয়েছে। কিন্তু অপরাপর লোকদের প্রাণরক্ষা করা সরকারের দায়িত্ব। সরকার এ দায়িত্ব পালনের জন্য হত্যাকারীকে যাবজ্জীবন কারাদণ্ড অথবা অন্য কোনো শাস্তি দিয়ে এ বিপদাশঙ্কা রোধ করতে পারে।

وَابْتَغُوْا اِلَيْهِ الْوَسِيْلَةَ; অর্থাৎ, আল্লাহর নৈকট্য অন্বেষণ কর। وَسِيْلَةٌ শব্দটি وَسْل ধাতু থেকে উদ্ভূত। এর অর্থ সংযোগ স্থাপন করা। এ শব্দটি س - ص উভয় বর্ণে প্রায় একই অর্থে আসে। পার্থক্য এতটুকু যে, وَصْل-এর অর্থ যে কোনোরূপে সাক্ষাৎ করা ও সংযোগ করা এবং وَسْل এর অর্থ আগ্রহ ও সম্প্রীতি সহকারে সাক্ষাৎ করা। –[ছেহাহ, জাওহারী, মুফরাদাতুল কুরআন] তাই وَصْلَةٌ ও وَصِيْلَةٌ ঐ বস্তুকে বলে, যা দুই বস্তুর মধ্যে মিলন ও সংযোগ স্থাপন করে– তা আগ্রহ ও সম্প্রীতির মাধ্যমেই হোক অথবা অন্য কোনো উপায়ে। পক্ষান্তরে وَسِيْلَةٌ ঐ বস্তুকে বলা হয়, যা একজনকে অপরজনের সাথে আগ্রহ ও সম্প্রীতি সহকারে সংযুক্ত করে দেয়। –[লিসানুল আরব, মুফরাদাতুল কুরআন] وَسِيْلَةٌ শব্দটির সম্পর্ক আল্লাহর সাথে হলে ঐ বস্তুকে বলা হবে, যা বান্দাকে আগ্রহ ও মহব্বত সহকারে আল্লাহর নিকটবর্তী করে দেয়। তাই পূর্ববর্তী মনীষী, সাহাবী ও তাবেয়ীগণের ইবাদত, নৈকট্য, ঈমান ও সৎকর্ম দ্বারা আয়াতে উল্লিখিত وَسِيْلَةٌ শব্দের তাফসীর করেছেন। হাকিমের বর্ণনা মতে হযরত হুযায়ফা (রা.) বলেন, 'ওসীলা' শব্দ দ্বারা নৈকট্য ও আনুগত্য বুঝানো হয়েছে। ইবনে জারীর হযরত আতা (র.), মুজাহিদ (র.) ও হাসান বসরী (রা.) থেকে এ অর্থই বর্ণনা করেছেন।

এ আয়াতের তাফসীরে হযরত কাতাদাহ (র.) বলেন, تَقَرَّبُوْا اِلَيْهِ بِطَاعَتِهِ وَالْعَمَلِ بِمَا يَرْضِيْهِ অর্থাৎ, আল্লাহর নৈকট্য অর্জন কর তাঁর আনুগত্য ও সন্তুষ্টির কাজ করে। অতএব, আয়াতের সারব্যাখ্যা এই দাঁড়ায় যে, ঈমান ও সৎকর্মের মাধ্যমে আল্লাহ তা'আলার নৈকট্য অন্বেষণ কর।

মুসনাদে আহমদ গ্রন্থে বর্ণিত এক সহীহ হাদীসে রাসূল ﷺ বলেন : জান্নাতে একটি উচ্চ স্তরের নাম 'ওসিলা'। এর ঊর্ধ্বে কোনো স্তর নেই। তোমরা আল্লাহর কাছে দোয়া কর যেন তিনি এ স্তরটি আমাকে দান করেন।

মুসলিমের এক হাদীসে রাসূল ﷺ বলেন : যখন মুয়াজ্জিন আজান দেন, তখন মুয়াজ্জিন যা বলে, তোমরাও তাই বল। এরপর দরূদ পাঠ কর এবং আমার জন্য ওয়াসীলার দোয়া কর।

এসব হাদীস থেকে জানা যাচ্ছে যে, ওয়াসীলা জান্নাতের একটি স্তর, যা রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর জন্য নির্দিষ্ট। আলোচ্য আয়াতে প্রত্যেক ঈমানদারকে ওয়াসীলা অন্বেষণের নির্দেশ বাহ্যতঃ এর পরিপন্থি। উত্তর এই যে, হেদায়েতের সর্বোচ্চ স্থান যেমন রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর জন্য নির্দিষ্ট হওয়া সত্ত্বেও তার প্রাথমিক ও মাধ্যমিক স্তরগুলো সব মুমিনই প্রাপ্ত হবে, তেমনি ওয়াসীলার সর্বোচ্চ স্তর রাসূলুল্লাহ ﷺ লাভ করবেন এবং এর নিম্নের স্তরগুলো মুমিনরা প্রাপ্ত হবে।

হযরত মুজাদ্দিদে আলফে সানী (র.) তাঁর 'মাকতুবাত' গ্রন্থে এবং কাজী ছানাউল্লাহ পানিপথী (র.) তাফসীরে মাযহারীতে বর্ণনা করেন যে, ওয়াসীলা শব্দটিতে প্রেম ও আগ্রহের অর্থ সংযুক্ত থাকায় বুঝা যায় যে, ওয়াসীলার স্তরসমূহের উন্নতি আল্লাহ ও রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর মহব্বতের উপর নির্ভরশীল। আর মহব্বত সৃষ্টি হয় সুন্নতের অনুসরণের দ্বারা। কেননা কুরআন বলে : فَاتَّبِعُوْنِىْ يُحْبِبْكُمُ اللّٰهُ (আমার অনুসরণ কর, তবেই আল্লাহ তোমাদেরকে মহব্বত করবেন)। তাই ইবাদত, লেন দেন, চরিত্র, সামাজিকতা তথা জীবনের সকল ক্ষেত্রে যে সুন্নতের যত বেশি অনুসরণ করবে, আল্লাহর মহব্বত সে তত বেশি অর্জন করতে পারবে এবং আল্লাহর প্রিয়জনে পরিণত হবে। মহব্বত যত বেশি বৃদ্ধি পাবে, নৈকট্যও ততবেশি অর্জিত হবে।

https://e-ilm.weebly.com/

ওয়াসীলা শব্দের আভিধানিক ব্যাখ্যা এবং সাহাবী ও তাবেয়ীগণের তাফসীর থেকে জানা গেল যে, যে বস্তু আল্লাহর সন্তুষ্টি ও নৈকট্য লাভের মাধ্যম হয়, তাই মানুষের জন্য আল্লাহর নিকটবর্তী হওয়ার ওয়াসীলা। ঈমান ও সৎকর্ম যেমন এর অন্তর্ভুক্ত তেমনি পয়গম্বর ও সৎকর্মীদের সংসর্গ এবং মহব্বতও এর অন্তর্ভুক্ত। কেননা এগুলোও আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভেরই উপায়। এ কারণেই তাঁদেরকে ওসীলা করে আল্লাহর দরবারে দোয়া করা জায়েজ। দুর্ভিক্ষের সময় হযরত ওমর (রা.) হযরত আব্বাস (রা.)-কে ওয়াসীলা করে বৃষ্টির জন্য দোয়া করেছিলেন এবং আল্লাহ তা'আলা সে দোয়া কবুল করেছিলেন। হাদীসে বর্ণিত আছে, রাসূলুল্লাহ ﷺ স্বয়ং জনৈক অন্ধ সাহাবীকে এভাবে দোয়া করতে বলেছিলেন : اَللّٰهُمَّ اِنِّىْٓ اَسْئَلُكَ وَاَتَوَجَّهُ اِلَيْكَ بِنَبِيِّكَ مُحَمَّدٍ نَبِىِّ الرَّحْمَةِ অর্থাৎ, আল্লাহ! আমি রহমতের নবী মুহাম্মদের অসিলায় তোমার কাছে প্রার্থনা করছি। –[মানার]

শব্দ বিশ্লেষণ

يُصَلَّبُوْا : সীগাহ جمع مذكر غائب বহছ فعل مضارع مجهول বাব تَفْعِيْل মাসদার اَلصَّلْبُ মূলবর্ণ (ص ـ ل ـ ب) জিনস صحيح অর্থ– তাদের শূলিবিদ্ধ করা হবে।

يُنْفَوْا : সীগাহ جمع مذكر غائب বহছ فعل مضارع مجهول বাব ضَرَبَ মাসদার اَلنَّفْىُ মূলবর্ণ (ن ـ ف ـ ى) জিনস ناقص يائى অর্থ– তাদেরকে দেশান্তর করা হবে। তাদেরকে কয়েদ করা হবে।

اِبْتَغُوْا : সীগাহ جمع مذكر حاضر বহছ امر حاضر معروف বাব اِفْتِعَالٌ মাসদার اَلْاِبْتِغَاءُ মূলবর্ণ (ب ـ غ ـ ى) জিনস ناقص يائى অর্থ– তোমরা নৈকট্য অর্জন কর।

عَذَابٌ : শব্দটি একবচন, বহুবচন اَعْذِبَةٌ অর্থ– শাস্তি।

https://e-ilm.weebly.com/

https://e-ilm.weebly.com/

অনুবাদ : (৩৭) তারা তো কামনা করবে যে, দোজখ হতে বের হয়ে যায় অথচ তারা তা হতে কখনো বের হতে পারবে না বস্তুত তাদের শাস্তি চিরস্থায়ী হবে।	يُرِيْدُوْنَ اَنْ يَّخْرُجُوْا مِنَ النَّارِ وَمَا هُمْ بِخٰرِجِيْنَ مِنْهَا ۘ وَلَهُمْ عَذَابٌ مُّقِيْمٌ (٣٧)
(৩৮) আর যে পুরুষ চুরি করে এবং যে নারী চুরি করে, তবে তাদের উভয়ের [ডান] হাত কেটে ফেল, তাদের কৃতকর্মের বিনিময়ে আল্লাহর পক্ষ হতে শাস্তিস্বরূপ, আর আল্লাহ অতিশয় ক্ষমাশীল, মহা প্রজ্ঞাময়।	وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوْٓا اَيْدِيَهُمَا جَزَآءًۢ بِمَا كَسَبَا نَكَالًا مِّنَ اللّٰهِ ؕ وَاللّٰهُ عَزِيْزٌ حَكِيْمٌ (٣٨)
(৩৯) অনন্তর যে ব্যক্তি এই সীমালঙ্ঘন [অর্থাৎ চুরি] করার পর তওবা করে নেয় এবং আমলকে সংশোধন করে নেয়, তবে নিশ্চয় আল্লাহ তা'আলা তার প্রতি [অনুগ্রহের] দৃষ্টি করবেন, নিশ্চয় আল্লাহ তা'আলা পরম ক্ষমাশীল, অতি দয়ালু।	فَمَنْ تَابَ مِنْۢ بَعْدِ ظُلْمِهٖ وَاَصْلَحَ فَاِنَّ اللّٰهَ يَتُوْبُ عَلَيْهِ ؕ اِنَّ اللّٰهَ غَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ (٣٩)
(৪০) তুমি কি জান না যে, আল্লাহরই জন্য রয়েছে আধিপত্য আসমানসমূহের এবং জমিনের, তিনি যাকে ইচ্ছা শাস্তি প্রদান করেন এবং যাকে ইচ্ছা ক্ষমা করে দেন, আর আল্লাহ তা'আলা সকল বিষয়ের উপর পূর্ণ ক্ষমতাবান।	اَلَمْ تَعْلَمْ اَنَّ اللّٰهَ لَهٗ مُلْكُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ ؕ يُعَذِّبُ مَنْ يَّشَآءُ وَيَغْفِرُ لِمَنْ يَّشَآءُ ؕ وَاللّٰهُ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ (٤٠)

শাব্দিক অনুবাদ

(৩৭) يُرِيْدُوْنَ তারা তো কামনা করবে যে اَنْ يَّخْرُجُوْا مِنَ النَّارِ দোজখ হতে বের হয়ে যায় وَمَا هُمْ بِخٰرِجِيْنَ مِنْهَا অথচ তারা তা হতে কখনো বের হতে পারবে না وَلَهُمْ عَذَابٌ مُّقِيْمٌ বস্তুত তাদের শাস্তি চিরস্থায়ী হবে।

(৩৮) وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ আর যে পুরুষ চুরি করে এবং যে নারী চুরি করে فَاقْطَعُوْٓا اَيْدِيَهُمَا তবে তাদের উভয়ের হাত কেটে ফেল جَزَآءًۢ بِمَا كَسَبَا তাদের কৃতকর্মের বিনিময়ে نَكَالًا مِّنَ اللّٰهِ আল্লাহর পক্ষ হতে শাস্তিস্বরূপ وَاللّٰهُ عَزِيْزٌ حَكِيْمٌ আর আল্লাহ অতিশয় ক্ষমাশীল, মহা প্রজ্ঞাময়।

(৩৯) فَمَنْ تَابَ অনন্তর যে ব্যক্তি তওবা করে নেয় مِنْۢ بَعْدِ ظُلْمِهٖ এই সীমালঙ্ঘন করার পর وَاَصْلَحَ এবং আমলকে সংশোধন করে নেয় فَاِنَّ اللّٰهَ يَتُوْبُ عَلَيْهِ তবে নিশ্চয় আল্লাহ তা'আলা তার প্রতি দৃষ্টি করবেন اِنَّ اللّٰهَ غَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ নিশ্চয় আল্লাহ তা'আলা পরম ক্ষমাশীল, অতি দয়ালু।

(৪০) اَلَمْ تَعْلَمْ তুমি কি জান না যে اَنَّ اللّٰهَ لَهٗ مُلْكُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ আল্লাহরই জন্য রয়েছে আধিপত্য আসমানসমূহের এবং জমিনের يُعَذِّبُ مَنْ يَّشَآءُ তিনি যাকে ইচ্ছা শাস্তি প্রদান করেন وَيَغْفِرُ لِمَنْ يَّشَآءُ এবং যাকে ইচ্ছা ক্ষমা করে দেন وَاللّٰهُ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ আর আল্লাহ তা'আলা সকল বিষয়ের উপর পূর্ণ ক্ষমতাবান।

يَاَيُّهَا الرَّسُوْلُ لَا يَحْزُنْكَ الَّذِيْنَ يُسَارِعُوْنَ فِي الْكُفْرِ مِنَ الَّذِيْنَ قَالُوْٓا اٰمَنَّا بِاَفْوَاهِهِمْ وَلَمْ تُؤْمِنْ قُلُوْبُهُمْ ۛ وَمِنَ الَّذِيْنَ هَادُوْا ۛ سَمّٰعُوْنَ لِلْكَذِبِ سَمّٰعُوْنَ لِقَوْمٍ اٰخَرِيْنَ ۙ لَمْ يَاْتُوْكَ ۭ يُحَرِّفُوْنَ الْكَلِمَ مِنْۢ بَعْدِ مَوَاضِعِهٖ ۚ يَقُوْلُوْنَ اِنْ اُوْتِيْتُمْ هٰذَا فَخُذُوْهُ وَاِنْ لَّمْ تُؤْتَوْهُ فَاحْذَرُوْا ۭ وَمَنْ يُّرِدِ اللّٰهُ فِتْنَتَهٗ فَلَنْ تَمْلِكَ لَهٗ مِنَ اللّٰهِ شَيْـًٔا ۭ اُولٰٓئِكَ الَّذِيْنَ لَمْ يُرِدِ اللّٰهُ اَنْ يُّطَهِّرَ قُلُوْبَهُمْ ۭ لَهُمْ فِي الدُّنْيَا خِزْيٌ ۚ وَّلَهُمْ فِي الْاٰخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيْمٌ (٤١)

অনুবাদ : (৪১) হে রাসূল! যারা দৌড়ে দৌড়ে কুফরিতে পতিত হয় [তাদের এই কর্ম] যেন আপনাকে চিন্তিত না করে, চাই তারা সেই সমস্ত লোকের মধ্য হতেই হোক যারা নিজেদের মুখেতো [মিছামিছি] বলে আমরা ঈমান এনেছি অথচ তাদের অন্তর বিশ্বাস করে নি, অথবা তারা সেই সমস্ত লোকের মধ্য হতেই হোক যারা ইহুদি, তারা অসত্য কথা শুনতে অভ্যস্ত, তারা আপনার কথাগুলো অন্য সম্প্রদায়ের জন্য কান পেতে শ্রবণ করে, সে সম্প্রদায়ের অবস্থা এরূপ যে, তারা আপনার নিকট আসেনি, [বরং অন্যকে পাঠিয়েছে] তারা কালমাকে তার স্বস্থান হতে পরিবর্তন করে থাকে, বলে, যদি তোমরা [তথায় যেয়ে] এই [বিকৃত] বিধান পাও, তবে তো তা কবুল করবে, আর যদি তোমরা এই [বিকৃত] বিধান না পাও, তবে বেঁচে থাকবে, আর যার অমঙ্গল [গোমরাহী] আল্লাহর মঞ্জুর হয়, বস্তুতঃ তার জন্য আল্লাহ তা'আলার সাথে তোমার কোনো জোর চলতে পারে না এরা এরূপ যে, তাদের অন্তরগুলো পবিত্র করা আল্লাহর অভিপ্রেত নয়, এদের জন্য ইহলোকে রয়েছে অপমান এবং পরলোকে [ও] এদের জন্য রয়েছে ভীষণ শাস্তি ।

শাব্দিক অনুবাদ

(৪১) يَاَيُّهَا الرَّسُوْلُ হে রাসূল! لَا يَحْزُنْكَ আপনাকে যেন চিন্তিত না করে [তাদের এই কর্ম] الَّذِيْنَ يُسَارِعُوْنَ فِي الْكُفْرِ যারা দৌড়ে দৌড়ে কুফরিতে পতিত হয়। مِنَ الَّذِيْنَ قَالُوْٓا চাই এরা সে সমস্ত লোকের মধ্য হতেই হোক যারা বলে اٰمَنَّا আমরা ঈমান এনেছি بِاَفْوَاهِهِمْ নিজেদের মুখে وَلَمْ تُؤْمِنْ قُلُوْبُهُمْ অথচ তাদের অন্তর বিশ্বাস করে নি وَمِنَ الَّذِيْنَ هَادُوْا অথবা এরা সে সমস্ত লোকের মধ্য হতেই হোক যারা ইহুদি سَمّٰعُوْنَ لِلْكَذِبِ এরা অসত্য কথা শুনতে অভ্যস্ত سَمّٰعُوْنَ لِقَوْمٍ اٰخَرِيْنَ এরা আপনার কথাগুলো অন্য সম্প্রদায়ের জন্য কান পেতে শ্রবণ করে لَمْ يَاْتُوْكَ যে সম্প্রদায়ের অবস্থা এরূপ যে, তারা আপনার নিকট আসেনি, يُحَرِّفُوْنَ الْكَلِمَ তারা কালমাকে পরিবর্তন করে থাকে مِنْۢ بَعْدِ مَوَاضِعِهٖ তার স্বস্থান হতে يَقُوْلُوْنَ বলে। اِنْ اُوْتِيْتُمْ هٰذَا যদি তোমরা এই বিধান পাও فَخُذُوْهُ তবে তা কবুল করবে وَاِنْ لَّمْ تُؤْتَوْهُ আর যদি তোমরা এই [বিকৃত] বিধান না পাও। فَاحْذَرُوْا তবে বেঁচে থাকবে وَمَنْ يُّرِدِ اللّٰهُ فِتْنَتَهٗ আর যার অমঙ্গল [গোমরাহী] আল্লাহর মঞ্জুর হয় فَلَنْ تَمْلِكَ لَهٗ مِنَ اللّٰهِ شَيْـًٔا বস্তুতঃ তার জন্য আল্লাহ তা'আলার সাথে তোমার কোনো জোর চলতে পারে না اُولٰٓئِكَ الَّذِيْنَ এরা এরূপ যে لَمْ يُرِدِ اللّٰهُ আল্লাহর অভিপ্রেত নয় اَنْ يُّطَهِّرَ قُلُوْبَهُمْ তাদের অন্তরগুলো পবিত্র করা لَهُمْ فِي الدُّنْيَا خِزْيٌ এদের জন্য ইহলোকে রয়েছে অপমান وَّلَهُمْ فِي الْاٰخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيْمٌ এবং পরলোকে এদের জন্য রয়েছে ভীষণ শাস্তি ।

https://e-ilm.weebly.com/

https://e-ilm.weebly.com/

জেনাকারীদের শাস্তি এরূপই কি পেয়েছ? সে বলল না। আপনি যদি আমাকে কসম না দিতেন, তাহলে আপনাকে এ সম্পর্কে তথ্য প্রদান করতাম না। আমরা তাদের ব্যাপারে রজমের শাস্তি পেয়েছি। তবে আমাদের অভিজাতদেরকে ধরতে পারলে তাদেরকে ছেড়ে দেই। আর নিম্ন শ্রেণির লোকদেরকে পেলে তাদের উপর হদ কায়েম করি। রাসূল ﷺ বললেন, আস আমরা একটি বিষয়ে একমত হয়ে উচ্চ ও নিম্নবর্ণ সমভাবে সকলের উপর এ বিধান প্রয়োগ করি। তাহলো রজমের স্থলে কালি লেপা ও জুতা পেটাই সবার উপর প্রয়োগ করি। সুতরাং রাসূল ﷺ বলেন : اَللّٰهُمَّ اِنِّيْ اَوَّلُ مَنْ اَحْيَا اَمْرَكَ اِذَا اَمَاتُوْهُ "হে আল্লাহ! আমিই প্রথম ব্যক্তি, যে তোমার বিধানকে পুনঃপ্রতিষ্ঠা করেছি। তারা তাকে বিলুপ্ত করে দেওয়ার পর।" অতঃপর রাসূল ﷺ রজম শাস্তি প্রদান করার হুকুম দেন। এরই পরিপ্রেক্ষিতে আল্লাহ তা'আলা আলোচ্য আয়াত নাজিল করেন। –[কুরতুবী :১৬৮/৬, ইবনে কাছীর : ৬০/২]

قوله يُرِيْدُوْنَ اَنْ يَّخْرُجُوْا الخ এ সম্পর্কে প্রথমে দেখা দরকার যে, কুরআন পাক মাত্র চারটি অপরাধের শাস্তি স্বয়ং নির্দিষ্ট ও নির্ধারিত করেছে। শরিয়তের পরিভাষায় এগুলোকে 'হদ' বলা হয়। ডাকাতির শাস্তি ডান হাত বা বাম পা কর্তন করা, চুরির শাস্তি ডান হাত গিঠ থেকে কর্তন করা, ব্যভিচারের শাস্তি কোনা কোনো অবস্থায় একশ' বেত্রাঘাত এবং কোনো কোনো অবস্থায় প্রস্তর নিক্ষেপে হত্যা করা এবং ব্যভিচারের মিথ্যা অপবাদ আরোপের শাস্তি আশিটি বেত্রাঘাত। পঞ্চম 'হদ' মদ্যপানের শাস্তি সাহাবীদের ঐকমত্যে আশিটি বেত্রাঘাত নির্ধারিত হয়েছে। এ পাঁচটি ছাড়া সব অপরাধের সাজা বিচারকের বিবেচনাধীন; তিনি অপরাধ, অপরাধী এবং পরিবেশের প্রতি লক্ষ্য রেখে যেরূপ ও যতটুকু শাস্তি উপযুক্ত মনে করবেন, দিবেন। এ ব্যাপারে জ্ঞানী ও বুদ্ধিজীবিদের পরামর্শক্রমে শাস্তির সীমা নির্ধারণের বিশেষ ব্যবস্থা গ্রহণ করে বিচারকদেরকে তা মেনে চলতে বাধ্য করাও জায়েজ। যেমন, আজকাল এসেম্বলীর মাধ্যমে দণ্ডবিধি নির্ধারণ করা হয় এবং বিচারক ও জজগণ নির্ধারিত দণ্ডবিধির অধীনে মামলা-মকদ্দমায় রায় দেন। তবে কুরআন ও ইজমা দ্বারা নির্ধারিত উপরিউক্ত পাঁচটি অপরাধের শাস্তি পরিবর্তন করার ক্ষমতা কোনো ব্যক্তি, গোষ্ঠী অথবা এসেম্বলীর নেই। কিন্তু এ পাঁচটির ক্ষেত্রেও যদি শরিয়তের নির্ধারিত সাক্ষ্য-প্রমাণ দ্বারা অপরাধ প্রমাণিত না হয় কিংবা অপরাধ প্রমাণিত হওয়ার পর যেসব শর্তের অধীনে 'হদ' জারি করা হয়, সেগুলো পূরণ না হয়, তবে হদ জারি করা হবে না; বরং অন্য কোনো দণ্ড দেওয়া হবে। এতদসঙ্গে এ নীতিটিও স্বীকৃত যে, সন্দেহের সুযোগ অপরাধীরা ভোগ করতে পারবে। অপরাধ প্রমাণে কিংবা অপরাধের শর্তাবলির মধ্য থেকে কোনো একটিতে সন্দেহ দেখা দিলে হদ অব্যবহার্য হয়ে যায়। এক্ষেত্রে শুধু অপরাধ প্রমাণিত হলেই সাধারণ দণ্ড দেওয়া হবে।

এতে বুঝা গেল যে, উপরিউক্ত পাঁচটি অপরাধের মধ্যে অনেক অবস্থায় হদ প্রয়োগ করা যাবে না; বরং বিচারকের বিবেচনা অনুযায়ী সাধারণ দণ্ডই দেওয়া হবে। সাধারণ দণ্ড শরিয়ত নির্ধারণ করেনি। কাল ও পরিববেশ অনুযায়ী বিভিন্ন দেশে প্রচলিত সাধারণ আইনের অনুরূপ এগুলো পরিবর্তন ও কমবেশি করা যায়। কাজেই এগুলোর ব্যাপারে কারো আপত্তি করার অবকাশ নেই। এখন আলোচ্য বিষয় থেকে যাবে শুধু এ পাঁচটি অপরাধের শাস্তি এবং এগুলোর বিশেষ বিশেষ অবস্থা। উদাহরণত চুরিই ধরুন এবং দেখুন যে, ইসলামে হস্ত কর্তনের শাস্তি সব চুরির ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য নয়; বরং যে চুরির কারণে চোরের হাত কাটা হয়, তার একটা বিশেষ সংজ্ঞা আছে। এর ব্যাখ্যা পূর্বেই বর্ণিত হয়েছে যে, অন্যের মাল হেফাজতের জায়গা থেকে বিনানুমতিতে গোপনে নিয়ে যাওয়াকেই সংজ্ঞাদৃষ্টে ও সাধারণ পরিভাষায় চুরি বলা হয়।

আলোচ্য তিনটি আয়াত এবং তৎপরবর্তী কতিপয় আয়াত যেসব কারণ ও ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে অবতীর্ণ হয় তার বিস্তারিত বিবরণ পূর্বে উল্লেখ করা হয়েছে। প্রাচীনকাল থেকেই ইহুদিরা কখনো স্বজন প্রীতির বশবর্তী হয়ে এবং কখনো নাম-যশ ও অর্থের লোভে ফতোয়া প্রার্থীদের মনমতো ফতোয়া তৈরি করে দিত। বিশেষতঃ অপরাধের শাস্তির ক্ষেত্রে এটিই ছিল তাদের সাধারণ প্রচলিত পদ্ধতি। কোনো বড়লোক অপরাধ করলে তারা তাওরাতের গুরুতর শাস্তি লঘু শাস্তিতে পরিবর্তন করে দিত। তাদের এ অবস্থাটিই আয়াতে এ বাক্যে প্রকাশ করা হয়েছে–

يُحَرِّفُوْنَ الْكَلِمَ مِنْ بَعْدِ مَوَاضِعِهٖ রাসূলুল্লাহ ﷺ যখন মদিনায় হিজরত করলেন এবং ইসলামের অভূতপূর্ব জীবন ব্যবস্থা ইহুদিদের সামনে এল, তখন তারা একে একটি সুযোগ হিসেবে ব্যবহার করতে চাইল। ইসলামি জীবন ব্যবস্থায় একদিকে

https://e-ilm.weebly.com/

https://e-ilm.weebly.com/

অনুবাদ : (৪২) তারা অসত্য কথা শ্রবণ করতে অভ্যস্ত, হারাম বস্তু ভক্ষণ করতে অভ্যস্ত, অতএব, তারা যদি আপনার নিকট আসে, তবে চাই আপনি তাদের মধ্যে মীমাংসা করে দেন কিংবা তাদের হতে বিরত থাকেন, আর যদি আপনি তাদের হতে বিরতই থাকেন, তবে তাদের সাধ্য নেই যে, আপনার বিন্দুমাত্রও ক্ষতি করে, আর যদি আপনি মীমাংসা করেন, তবে তাদের মধ্যে ন্যায়তঃ মীমাংসা করবেন, নিশ্চয় আল্লাহ তা'আলা ন্যায় বিচারকদেরকে ভালোবাসেন।	سَمّٰعُوْنَ لِلْكَذِبِ اَكّٰلُوْنَ لِلسُّحْتِ ؕ فَاِنْ جَآءُوْكَ فَاحْكُمْ بَيْنَهُمْ اَوْ اَعْرِضْ عَنْهُمْ ۚ وَاِنْ تُعْرِضْ عَنْهُمْ فَلَنْ يَّضُرُّوْكَ شَيْـًٔا ؕ وَاِنْ حَكَمْتَ فَاحْكُمْ بَيْنَهُمْ بِالْقِسْطِ ؕ اِنَّ اللّٰهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِيْنَ (٤٢)
(৪৩) আর তারা আপনার দ্বারা কিরূপে মীমাংসা করছে? অথচ তাদের নিকট তাওরাত রয়েছে, যাতে আল্লাহর বিধান বিদ্যমান, অতঃপর তারা তার পর [আপনার মীমাংসা হতে] ফিরে যায়, আর তারা কখনো আস্থাবান নয়।	وَكَيْفَ يُحَكِّمُوْنَكَ وَعِنْدَهُمُ التَّوْرٰىةُ فِيْهَا حُكْمُ اللّٰهِ ثُمَّ يَتَوَلَّوْنَ مِنْۢ بَعْدِ ذٰلِكَ ؕ وَمَاۤ اُولٰٓئِكَ بِالْمُؤْمِنِيْنَ (٤٣)
(৪৪) আমি তাওরাত নাজিল করেছিলাম যাতে [সুষ্ঠু আকায়েদের] হেদায়েত ছিল এবং [আনুষ্ঠানিক বিধানাবলির] আলো ছিল, নবীগণ যাঁরা আল্লাহ তা'আলার অনুগত ছিলেন, তাঁরা তদনুযায়ী ইহুদিদেরকে আদেশ করতেন আর আল্লাহওয়ালাগণও এবং আলেমগণও, এই নিমিত্ত যে, তাদেরকে এই কিতাবুল্লাহর সংরক্ষণের আদেশ দেওয়া হয়েছে, এবং তাঁরা তা স্বীকারও করেছেন,	اِنَّاۤ اَنْزَلْنَا التَّوْرٰىةَ فِيْهَا هُدًى وَّنُوْرٌ ۚ يَحْكُمُ بِهَا النَّبِيُّوْنَ الَّذِيْنَ اَسْلَمُوْا لِلَّذِيْنَ هَادُوْا وَالرَّبّٰنِيُّوْنَ وَالْاَحْبَارُ بِمَا اسْتُحْفِظُوْا مِنْ كِتٰبِ اللّٰهِ وَكَانُوْا عَلَيْهِ شُهَدَآءَ ۚ

শাব্দিক অনুবাদ

(৪২) سَمّٰعُوْنَ لِلْكَذِبِ তারা অসত্য কথা শ্রবণ করতে অভ্যস্ত اَكّٰلُوْنَ لِلسُّحْتِ হারাম বস্তু ভক্ষণ করতে অভ্যস্ত فَاِنْ جَآءُوْكَ অতএব, তারা যদি আপনার নিকট আসে فَاحْكُمْ بَيْنَهُمْ তবে চাই আপনি তাদের মধ্যে মীমাংসা করে দেন اَوْ اَعْرِضْ عَنْهُمْ কিংবা তাদের হতে বিরত থাকেন وَاِنْ تُعْرِضْ عَنْهُمْ আর যদি আপনি তাদের হতে বিরতই থাকেন فَلَنْ يَّضُرُّوْكَ شَيْـًٔا তবে তাদের সাধ্য নেই যে, আপনার বিন্দুমাত্রও ক্ষতি করে وَاِنْ حَكَمْتَ আর যদি আপনি মীমাংসা করেন فَاحْكُمْ بَيْنَهُمْ بِالْقِسْطِ তবে তাদের মধ্যে ন্যায়তঃ মীমাংসা করবেন اِنَّ اللّٰهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِيْنَ নিশ্চয় আল্লাহ তা'আলা ন্যায় বিচারকরদেকে ভালোবাসেন।

(৪৩) وَكَيْفَ يُحَكِّمُوْنَكَ আর তারা আপনার দ্বারা কিরূপে মীমাংসা করছে? وَعِنْدَهُمُ التَّوْرٰىةُ অথচ তাদের নিকট তাওরাত রয়েছে فِيْهَا حُكْمُ اللّٰهِ যাতে আল্লাহর বিধান বিদ্যমান ثُمَّ يَتَوَلَّوْنَ مِنْۢ بَعْدِ ذٰلِكَ অতঃপর তারা তার পর ফিরে যায় وَمَاۤ اُولٰٓئِكَ بِالْمُؤْمِنِيْنَ আর তারা কখনো আস্থাবান নয়।

(৪৪) اِنَّاۤ اَنْزَلْنَا التَّوْرٰىةَ আমি তাওরাত নাজিল করেছিলাম فِيْهَا هُدًى وَّنُوْرٌ যাতে হেদায়েত ছিল এবং আলো ছিল يَحْكُمُ بِهَا النَّبِيُّوْنَ নবীগণ তদনুযায়ী আদেশ করতেন। الَّذِيْنَ اَسْلَمُوْا যাঁরা আল্লাহ তা'আলার অনুগত ছিলেন। لِلَّذِيْنَ هَادُوْا তাঁরা ইহুদিদেরকে وَالرَّبّٰنِيُّوْنَ আর আল্লাহওয়ালাগণও وَالْاَحْبَارُ এবং আলেমগণও بِمَا اسْتُحْفِظُوْا مِنْ كِتٰبِ اللّٰهِ এই নিমিত্ত যে, তাদেরকে এই কিতাবুল্লাহর সংরক্ষণের আদেশ দেওয়া হয়েছে وَكَانُوْا عَلَيْهِ شُهَدَآءَ এবং তাঁরা তা স্বীকারও করেছেন

https://e-ilm.weebly.com/

فَلَا تَخْشَوُا النَّاسَ وَاخْشَوْنِ وَلَا تَشْتَرُوْا بِاٰيٰتِیْ ثَمَنًا قَلِیْلًا ؕ وَمَنْ لَّمْ یَحْكُمْ بِمَاۤ اَنْزَلَ اللّٰهُ فَاُولٰٓئِكَ هُمُ الْكٰفِرُوْنَ (٤٤)

অনুবাদ : সুতরাং [হে ইহুদি আলেমগণ,] তোমরাও মানুষকে ভয় করো না, আর আমাকে ভয় কর, আর আমার বিধানসমূহের বিনিময়ে [পার্থিব] সামান্য বস্তু গ্রহণ করো না, আর যে ব্যক্তি আল্লাহ তা'আলার অবতারিত [বিধান] অনুযায়ী হুকুম না করে, [এবং ইচ্ছাকৃত মনগড়া বিষয়বস্তুকে ধর্মীয় বিধান বলে আদেশ করে,] তবে এমন লোক তো পূর্ণ কাফের।

وَكَتَبْنَا عَلَیْهِمْ فِیْهَاۤ اَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ ۙ وَالْعَیْنَ بِالْعَیْنِ وَالْاَنْفَ بِالْاَنْفِ وَالْاُذُنَ بِالْاُذُنِ وَالسِّنَّ بِالسِّنِّ ۙ وَالْجُرُوْحَ قِصَاصٌ ؕ فَمَنْ تَصَدَّقَ بِهٖ فَهُوَ كَفَّارَةٌ لَّهٗ ؕ وَمَنْ لَّمْ یَحْكُمْ بِمَاۤ اَنْزَلَ اللّٰهُ فَاُولٰٓئِكَ هُمُ الظّٰلِمُوْنَ (٤٥)

(৪৫) আর আমি তাদের প্রতি তাতে [অর্থাৎ তাওরাতে] তা ফরজ করেছিলাম যে, প্রাণের বিনিময়ে প্রাণ এবং চক্ষুর বিনিময়ে চক্ষু, এবং নাকের বিনিময়ে নাক, এবং কানের বিনিময়ে কান এবং দাঁতের বিনিময়ে দাঁত, এবং [তদ্রূপ অন্যান্য] বিশেষ জখমেরও বিনিময় রয়েছে, অনন্তর যে ব্যক্তি তাকে ক্ষমা করে দেয় তবে তা তার জন্য [গুনাহর] কাফফারা হয়ে যাবে, আর যে ব্যক্তি আল্লাহ তা'আলার অবতারিত বিধান অনুযায়ী হুকুম না করে, তবে তো এমন লোক পূর্ণ জালেম।

শাব্দিক অনুবাদ

فَلَا تَخْشَوُا النَّاسَ সুতরাং তোমরাও মানুষকে ভয় করো না وَاخْشَوْنِ আর আমাকে ভয় কর وَلَا تَشْتَرُوْا আর গ্রহণ করো না بِاٰيٰتِیْ আমার বিধানসমূহের বিনিময়ে ثَمَنًا قَلِیْلًا সামান্য বস্তু وَمَنْ لَّمْ یَحْكُمْ আর যে ব্যক্তি হুকুম না করে بِمَاۤ اَنْزَلَ اللّٰهُ আল্লাহ তা'আলার অবতারিত [বিধান] অনুযায়ী فَاُولٰٓئِكَ هُمُ الْكٰفِرُوْنَ তবে এমন লোক তো পূর্ণ কাফের।

(৪৫) وَكَتَبْنَا عَلَیْهِمْ فِیْهَاۤ আর আমি তাদের প্রতি তাতে তা ফরজ করেছিলাম যে اَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ প্রাণের বিনিময়ে প্রাণ وَالْعَیْنَ بِالْعَیْنِ এবং চক্ষুর বিনিময়ে চক্ষু وَالْاَنْفَ بِالْاَنْفِ এবং নাকের বিনিময়ে নাক وَالْاُذُنَ بِالْاُذُنِ এবং কানের বিনিময়ে কান وَالسِّنَّ بِالسِّنِّ এবং দাঁতের বিনিময়ে দাঁত وَالْجُرُوْحَ قِصَاصٌ এবং বিশেষ জখমেরও বিনিময় রয়েছে فَمَنْ تَصَدَّقَ بِهٖ অনন্তর যে ব্যক্তি তাকে ক্ষমা করে দেয় فَهُوَ كَفَّارَةٌ لَّهٗ তবে তা তার জন্য কাফফারা হয়ে যাবে وَمَنْ لَّمْ یَحْكُمْ بِمَاۤ اَنْزَلَ اللّٰهُ আর যে ব্যক্তি আল্লাহ তা'আলার অবতারিত বিধান অনুযায়ী হুকুম না করে فَاُولٰٓئِكَ هُمُ الظّٰلِمُوْنَ তবে তো এমন লোক পূর্ণ জালেম।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

(৪২) قوله وَاِنْ حَكَمْتَ فَاحْكُمْ بَیْنَهُمْ بِالْقِسْطِ اِنَّ اللّٰهَ یُحِبُّ الْمُقْسِطِیْنَ **আয়াতের শানে নুযূল :** নাসায়ী শরীফ প্রণেতা হযরত ইবনে আব্বাস (রা.)-এর উদ্ধৃতি দিয়ে বর্ণনা করেন। তিনি বলেন, বনূ কুরাইযা ও বনূ নজির দু'টি গোত্র ছিল। বনূ নজির বনূ কুরাইযা হতে অধিক মর্যাদার অধিকারী ছিল। সুতরাং বনূ কুরাইযার কেউ বনূ নজিরের কাউকে যদি হত্যা করত, তাহলে তার বিনিময় কেসাস তথা হত্যার বদলে হত্যা করা হতো। আর বনূ নজিরের কেউ যদি বনূ কুরাইযার কাউকে হত্যা করত, তাহলে ১০০ অসক (৬০ সা') খেজুর দিয়ত বা রক্তপণ হিসেবে প্রদান করা হতো। রাসূল ﷺ যখন নবী হিসেবে প্রেরিত হলেন, তখন বনূ নজিরের এক ব্যক্তি বনূ কুরাইযার এক ব্যক্তিকে হত্যা করল। ফলে তারা

https://e-ilm.weebly.com/

দাবি করল যে, তাকে আমাদের হাতে অর্পন করে দাও, আমরা তাকে হত্যা করব। তখন তারা বলল, আমাদের মধ্যে এবং তোমাদের মধ্যে নবী বিদ্যমান রয়েছেন। এহেন পরিপ্রেক্ষিতে وَإِنْ حَكَمْتَ فَاحْكُمْ بَيْنَهُمْ بِالْقِسْطِ إِنَّ اللّٰهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِيْنَ অংশটি নাজিল হয়েছে। –[কুরতুবী : ১৭৮/৬]

অতঃপর আয়াতে অবহিত করে দেওয়া হয়েছে যে, তারা আন্তরিকতার সাথে আপনাকে বিচারক নিযুক্ত করছে না। তাদের নিয়তে গোলমাল রয়েছে। পরবর্তী আয়াতে রাসূলুল্লাহ ﷺ -কে ক্ষমতা দিয়ে বলা হয়েছে যে, আপনি ইচ্ছা করলে তাদের মকদ্দমায় ফয়সালা করুন, নতুবা নির্লিপ্ত থাকুন। আরো বলা হয়েছে যে, আপনি যদি নির্লিপ্ত থাকতে চান, তবে তারা আপনার কোনো ক্ষতি করতে পারবে না। فَاحْكُمْ بَيْنَهُمْ أَوْ أَعْرِضْ عَنْهُمْ আয়াতের বিষয়বস্তুও তাই। পরের আয়াতে বলা হয়েছে যদি আপনি ফয়সালাই করতে চান, তবে ইনসাফ ও ন্যায়বিচার সহকারে ফয়সালা করুন। অর্থাৎ, নিজ শরিয়ত অনুযায়ী ফয়সালা করুন। কেননা রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর নবী হওয়ার পর পূর্ববর্তী সব শরিয়ত রহিত হয়ে গেছে। কুরআনে যেসব আইন বহাল রাখা হয়েছে, সেগুলো অবশ্য রহিত হয়নি। তাই পরবর্তী আয়াতে আল্লাহর আইনের বিরুদ্ধে অন্য কোনো আইন, প্রথা ও প্রচলনের অধীনে মকদ্দমার রায় প্রদান করাকে অন্যায়, পাপাচার ও কুফর বলে আখ্যায়িত করা হয়েছে।

ইসলামি রাষ্ট্রের অমুসলিমদের মকদ্দমার বিধি : এখানে স্মর্তব্য যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর আদালতে মকদ্দমা দায়েরকারী ইহুদিরা, ইসলামে বিশ্বাসী ছিল না এবং মুসলমানদের অধীনস্থ জিম্মিও ছিল না। তবে তারা রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে ক্ষমতা দেওয়া হয়েছে যে, ইচ্ছা করলে তাদের ব্যাপারে নির্লিপ্ত থাকুন এবং ইচ্ছা করলে তাদের মকদ্দমার শরিয়তানুযায়ী ফয়সালা করুন। কেননা তাদের ব্যাপারে ইসলামি রাষ্ট্রের কোনো দায়িত্ব ছিল না। তারা জিম্মি হলে এবং ইসলামি আদালতে মকদ্দমা দায়ের করলে তার ফয়সালা করা মুসলিম বিচারকের দায়িত্বে ফরজ হতো; নির্লিপ্ত থাকা জায়েজ হতো না। কেননা তাদের অধিকারের দেখাশুনা করা এবং অত্যাচার থেকে রক্ষা করা ইসলামি রাষ্ট্রের দায়িত্ব। এ ক্ষেত্রে মুসলমান ও জিম্মির মধ্যে কোনো তফাৎ নেই; তাই পরবর্তী আয়াতে বলা হয়েছে যে, وَأَنِ احْكُمْ بَيْنَهُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللّٰهُ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ অর্থাৎ তারা আপনার কাছে মকদ্দমা নিয়ে আসলে আপনি তার ফয়সালা শরিয়ত অনুযায়ী করে দিন।

এ আয়াতে ক্ষমতা দেওয়ার পরিবর্তে নির্দিষ্ট করে ফয়সালা করার আদেশ দেওয়া হয়েছে। ইমাম আবূ বকর জাসসাস (র.) আহকামুল কুরআন গ্রন্থে উভয় আয়াতের ব্যাখ্যা এভাবেই করেছেন যে, যে আয়াতে ক্ষমতা দেওয়া হয়েছে, তা ঐসব অমুসলিমদের সম্পর্কে, যারা আমাদের রাষ্ট্রের বাসিন্দা অথবা জিম্মি নয়; বরং নিজ দেশে বাস করে আমাদের সাথে কোনো চুক্তি করেছে মাত্র। যেমন, বনী কুরাইযা ও বনী নজিরের। আর দ্বিতীয় আয়াত ঐসব অমুসলিমদের সম্পর্কে, যারা জিম্মি এবং ইসলামি রাষ্ট্রের নাগরিক।

এখন প্রণিধানযোগ্য বিষয় এই যে, উভয় আয়াতে অমুসলিমদের মকদ্দমায় নিজ শরিয়তানুযায়ী ফয়সালা করার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে এবং তাদের মনোবাঞ্ছার অনুসরণ করতে নিষেধ করা হয়েছে।

বলাবাহুল্য, এ নির্দেশ ঐসব মকদ্দমা সম্পর্কেই দেওয়া হয়েছে, যা আলোচ্য আয়াতসমূহের শানে নুযূলে বর্ণিত হয়েছে। তন্মধ্যে একটি হচ্ছে হত্যার শাস্তি ও রক্ত-বিনিময়ের মকদ্দমা ও অপরটি হচ্ছে ব্যভিচার সংক্রান্ত মকদ্দমা। এ জাতীয় মকদ্দমার ক্ষেত্রে সারা বিশ্বে একই নিয়ম। অর্থাৎ সমগ্র দেশে একই আইন বলবৎ থাকে। একে সাধারণ আইন বলা হয়। সাধারন আইনে শ্রেণি অথবা ধর্মের কারণে কোনোরূপ পার্থক্য হয় না। উদাহরণত চুরির শাস্তি হস্ত কর্তন শুধু মুসলমানদের বেলায়ই প্রযোজ্য নয়; বরং দেশের যে কোনো বাসিন্দার বেলায় এ শাস্তিই প্রযোজ্য। এমনিভাবে হত্যা ও ব্যভিচারের শাস্তিও সবার বেলায় প্রযোজ্য। কিন্তু অমুসলিমদের ব্যক্তিগত ও ধর্মীয় ব্যাপারাদির ফয়সালাও যে ইসলামি আইন অনুযায়ী করতে হবে এমনটি জরুরি নয়।

স্বয়ং রাসূলুল্লাহ ﷺ মদ্যপান ও শূকরের গোশত মুসলমানদের জন্য হারাম করে তার শাস্তিও নির্ধারিত করেছিলেন, কিন্তু অমুসলমানদেরকে এ ব্যাপারে স্বাধীনতা দিয়েছিলেন। তিনি অমুসলমানদের বিবাহ-শাদী ইত্যাদি ব্যক্তিগত ব্যাপারে কখনো হস্তক্ষেপ করেননি। তাদের ধর্ম অনুযায়ী যে বিবাহ শুদ্ধ ছিল, তিনি তাই বহাল রেখেছিলেন।

https://e-ilm.weebly.com/

হিজরের অগ্নি পূজারী এবং নাজরান ও ওয়াদিয়ে কুরার ইহুদি ও খ্রিস্টানরা ইসলামি রাষ্ট্রের জিম্মি ছিল। মহানবী ﷺ জানতেন যে, অগ্নি উপাসকদের ধর্মে মা ও ভাগিনীকেও বিয়ে করা হালাল। এমনিভাবে ইহুদি ও খ্রিস্টানদের ধর্মমতে ইদ্দত অতিবাহিত না করে এবং সাক্ষী ব্যতিরেকেও বিবাহ শুদ্ধ; কিন্তু তিনি কখনো তাদের ব্যক্তিগত বিষয়াদিতে হস্তক্ষেপ করেননি; বরং তাদের বিবাহ-শাদীর বৈধতা স্বীকার করে নিয়েছেন।

মোটকথা, ইসলামি রাষ্ট্রের অধিবাসী অমুসলিমদের ব্যক্তিগত ও ধর্মীয় বিষয়াদির মীমাংসা তাদেরই ধর্মমতের উপর ছেড়ে দেওয়া হবে। যদি এ সব ব্যাপারে মকদ্দমা উপস্থিত হয়, তবে তাদের ধর্মাবলম্বী বিচারক নিযুক্ত করে ফয়সালা করাতে হবে। তবে যদি তারা মুসলমান বিচারকের নিকট উপস্থিত হয়ে উভয় পক্ষ তাঁর রায় মেনে নিতে সম্মত হয়, তবে মুসলমান বিচারক ইসলামি আইন অনুযায়ী ফয়সালা করবেন। কেননা তখন তিনিই উভয় পক্ষের নিযুক্ত বিচারকরূপে গণ্য হবেন। وَاَنِ احْكُمْ بَيْنَهُمْ بِمَا اَنْزَلَ اللّٰهُ আয়াতে নবী করীম ﷺ-কে ইসলামি আইন অনুযায়ী ফয়সালা করে দেওয়ার যে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে, তার এক কারণ হয় এই যে, মকদ্দামাটিই সাধারণ আইনের– যাতে কোনো সম্প্রদায়ই আওতা বহির্ভূত নয়, অথবা এর কারণ এই যে, উভয় পক্ষ স্বয়ং রাসূলুল্লাহ ﷺ কে বিচারক স্বীকার করে ফয়সালার জন্য আসে, এমতাবস্থায় তাঁর ফয়সালা তাই হবে, যার প্রতি তাঁর ঈমান রয়েছে এবং যা তাঁর শরিয়তের নির্দেশ। মোটকথা, আলোচ্য প্রথম আয়াতে প্রথমে রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে সান্ত্বনা দেওয়া হয়েছে অতঃপর ইহুদিদের ষড়যন্ত্র সম্পর্কে তাঁকে অবহিত করা হয়েছে। يٰاَيُّهَا الرَّسُوْلُ لَا يَحْزُنْكَ বাক্য থেকে আয়াতের শেষ পর্যন্ত এ বিষয়টিই বর্ণিত হয়েছে। এতে এ রহস্য উদঘাটন করা হয়েছে যে, মহানবী ﷺ-এর কাছে যে প্রতিনিধি দলটি আগমন করেছিল, তারা সবাই ছিল মুনাফিক। ইহুদিদের সাথে এদের গোপন যোগ-সাজশ রয়েছে এবং এরা তাদেরই প্রেরিত। এরপর প্রতিনির্ধিদলের কতিপয় বদভ্যাস বর্ণনা করে মুসলমানদের হুশিয়ার করা হয়েছে যে, এগুলো কাফেরসুলভ অভ্যাস। এগুলো থেকে আত্মরক্ষা করা উচিত।

ইহুদিদের একটি বদঅভ্যাস : سَمّٰعُوْنَ لِلْكَذِبِ অর্থাৎ তারা মিথ্যা ও ভ্রান্ত কথাবার্তা শোনাতে অভ্যস্ত। তারা আলেম বলে কথিত বিশ্বাসঘাতক ইহুদিদেরই অন্ধ অনুসারী। তাওরাতের নির্দেশাবলির প্রকাশ্য বিরুদ্ধাচরণ দেখা সত্ত্বেও তারা তাদেরই অনুসরণ করে এবং তাদের বর্ণিত মিথ্যা ও অমূলক কেচ্ছা-কাহিনীই শুনতে থাকে।

আলেমদের অনুসরণ করার বিধি : যারা তাওরাত পরিবর্তন করে এবং আল্লাহ ও রাসূলের নির্দেশাবলিতে মিথ্যা বিষয়বস্তু অন্তর্ভুক্ত করে, আয়াতে তাদেরকে লক্ষ্য করে যেমন শাস্তিবাণী উচ্চারণ করা হয়েছে, তেমনি ঐসব লোককেও অপরাধী বলা হয়েছে যারা তাদেরকে অনুসরণযোগ্য সাব্যস্ত করে মিথ্যা ও ভ্রান্ত কথাবার্তা শোনায় অভ্যস্ত হয়ে গেছে। এতে মুসলমানদের জন্যও একটি মৌলিক নির্দেশ রয়েছে যে, আলেমদের কাছ থেকে ফতোয়া নেওয়ার পূর্বে তাদের যোগ্যতা সম্পর্কে খোঁজ-খবর নেওয়া দরকার। অজ্ঞ জনগণের ধর্ম-কর্ম করার একমাত্র পথ হচ্ছে আলেমদের ফতোয়া ও শিক্ষা অনুযায়ী কাজ করা। যেমন কোনো রুগ্ন ব্যক্তি ডাক্তার অথবা হাকীমের কাছে যাওয়ার পূর্বে পরিচিতদের কাছে খোঁজ নেওয়া যে, এ রোগের জন্য কোন ডাক্তার পারদর্শী, কোন হাকীম বেশি ভালো, তার কি কি ডিগ্রী আছে, তার চিকিৎসাধীন রোগীদের পরিণাম কি? যথাসম্ভব খোঁজ-খবর নেওয়ার পরও যদি সে কোনো ভ্রান্ত ডাক্তার অথবা হাকীমের ফাঁদে পড়ে যায়, তবে বিজ্ঞজনদের দৃষ্টিতে সে নিন্দার পাত্র নয়। কিন্তু যে ব্যক্তি কোনোরূপ খোঁজ-খবর না নিয়েই কোনো হাতুড়ে ডাক্তারের ফাঁদে পড়ে এবং পরিণামে অর্থ ও স্বাস্থ্য উভয়ই নষ্ট করে, বিজ্ঞজনদের মতে তার আত্মহত্যার জন্য সে নিজেই দায়ী হয়। জনগণের ধর্মকর্মের অবস্থাও তাই। যদি তারা এলাকার বিজ্ঞ ও অভিজ্ঞ লোকদের কাছ থেকে খোঁজ-খবর নিয়ে কোনো আলেমের অনুসরণ করে এবং তার ফতোয়া অনুযায়ী আমল করে, তবে তারা মানুষের কাছেও ক্ষমাযোগ্য হবে এবং আল্লাহর কাছেও। এ জাতীয় বিষয় সম্পর্কেই রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, فَاِنَّ اِثْمَهٗ عَلٰى مَنْ اَفْتٰى অর্থাৎ এমতাবস্থায় আলেম ও মুফতি ভুল করলে এবং কোনো মুসলমান তার ভুল ফতোয়া অনুযায়ী কাজ করলে, তার গুনাহ তার উপর নয়; বরং আলেম ও মুফতির উপরই বর্তাবে, যদি সে জেনেশুনে ভুল করে কিংবা সম্ভাব্য চিন্তা-ভাবনায় ত্রুটি করে অথবা প্রকৃতপক্ষে সে আলেম না হয়েও যদি জনগণকে ধোঁকা দিয়ে আলেমের পদ দখল করে বসে থাকে।

কিন্তু যদি কোনো ব্যক্তি প্রয়োজনীয় খোঁজ-খবর না নিয়ে শুধু নিজ মতে কোনো আলেমের অনুসরণ করে এবং তার উক্তি অনুযায়ী কাজ করে অথচ সংশ্লিষ্ট আলেম অনুসরণের যোগ্য না হয়, তবে এর গুনাহ একা তথাকথিত আলেম ব্যক্তিই বহন

https://e-ilm.weebly.com/

করবে না; বরং অনুসরণকারীরাও সমান অপরাধী হবে। এমন লোকদের সম্পর্কেই কুরআন বলেছে سَمّٰعُوْنَ لِلْكَذِبِ অর্থাৎ তারা মিথ্যা কথা শোনায় অত্যন্ত অভ্যস্ত এবং স্বীয় অনুসৃতদের ইলম, আমল ও ধার্মিকতার খোঁজ-খবর না নিয়েই তাদের অনুসরণে লিপ্ত।

কুরআন পাক ইহুদিদের এ অবস্থা বর্ণনা করে মুসলমানদেরকে শুনিয়েছে যেন তারা এ দোষ থেকে আত্মরক্ষা করে। কিন্তু পরিতাপের বিষয়, মুসলমানরা এ ব্যাপারে উদাসীন। এ উদাসীনতাই আজকাল মুসলমানদের চরম দূরবস্থার অন্যতম কারণ। অথচ তারা বৈষয়িক ব্যাপারাদিতে খুবই হুশিয়ার, কর্মচঞ্চল ও সুচতুর। অসুস্থ হলে অধিকতর যোগ্য ডাক্তার-বৈদ্য খোঁজ করে, মকদ্দমা হলে নামীদামি উকিল-ব্যারিষ্টার নিয়োগ করে এবং গৃহ নির্মাণ করতে হলে উৎকৃষ্টতর স্থপতি ও ইঞ্জিনিয়ারের শরণাপন্ন হয়। কিন্তু ধর্মের ব্যাপারে এতই উদার যে, কারো দাড়ি-কোর্তা দেখে এবং কিছু কথাবার্তা শুনেই তাকে অনুসরণযোগ্য আলেম, মুফতি ও পথপ্রদর্শক বলে নির্বাচন করে নেয়। সে নিয়মিত কোনো মাদরাসায় লেখাপড়া করেছে কি না, বিশেষজ্ঞদের সংসর্গে থেকে ধর্মীয় জ্ঞান অর্জন করেছে কিনা, সাচ্চা বুজুর্গ ও আল্লাহ ভক্তদের সংসর্গে থেকে কিছু আত্মিক পবিত্রতা অর্জন করেছে কি না ইত্যাদি বিষয়ের খবর নেওয়ারও প্রয়োজন মনে করে না।

এর ফলশ্রুতি এই যে, মুসলমানদের মধ্যে যারা ধর্ম-কর্মে মনোযোগী, তাদের একটি বিরাট অংশ মূর্খ ওয়ায়েজ ও ব্যবসায়ী পীরের ফাঁদে পড়ে বিশুদ্ধ ধর্মপথ থেকে দূরে পড়ে যায়। তাদের ধর্মীয় জ্ঞান এমন কতিপয় কেচ্ছা-কাহিনীর মধ্যে সীমাবদ্ধ, যা রৈপিক কামনা-বাসনার পরিপন্থি নয়। তারা ধর্মপথে চলছে এবং বিরাট ইবাদত করছে বলে আত্মপ্রসাদ লাভ করে, কিন্তু কুরআনের ভাষায় তাদের স্বরূপ হচ্ছে এই : اَلَّذِيْنَ ضَلَّ سَعْيُهُمْ فِي الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا وَهُمْ يَحْسَبُوْنَ اَنَّهُمْ يُحْسِنُوْنَ صُنْعًا অর্থাৎ, তারা এমন, যাদের চেষ্টা-চরিত্র ও কাজ কর্ম পার্থিব জীবনেই লুপ্ত প্রায়, অথচ তারা মনে করছে যে, চমৎকার ধর্ম-কর্ম করে যাচ্ছে।

মোটকথা এই যে, কুরআন পাক سَمّٰعُوْنَ لِلْكَذِبِ বাক্যে মুনাফিক ইহুদিদের অবস্থা বর্ণনা করে একটি বিরাট মূলনীতি ব্যক্ত করেছে। অর্থাৎ মূর্খ জনগণের পক্ষে আলেমদের অনুসরণ করা অপরিহার্য বটে, কিন্তু যথার্থ খোঁজ-খবর না নিয়ে কোনো আলেমের অনুসরণ করা ঠিক নয় এবং অজ্ঞ লোকদের মুখে মিছামিছি কথা বার্তা শোনায় অভ্যস্ত হওয়া উচিত নয়।

ইহুদিদের দ্বিতীয় বদভ্যাস : উপরিউক্ত মুনাফিকদের দ্বিতীয় বদভ্যাস হচ্ছে سَمّٰعُوْنَ لِقَوْمٍ اٰخَرِيْنَ لَمْ يَاْتُوْكَ অর্থাৎ এরা বাহ্যতঃ আপনার কাছে একটি ধর্মীয় বিষয় জিজ্ঞেস করতে এসেছে; কিন্তু প্রকৃতপক্ষে ধর্ম তাদের উদ্দেশ্য নয় এবং ধর্মীয় বিষয় জানার জন্যও আসেনি; বরং তারা এমন একটি ইহুদি সম্প্রদায়ের গুপ্তচর, যারা অহঙ্কারবশতঃ নিজে আপনার কাছে আসেনি। তাদের বাসনা অনুযায়ী এরা শুধু ব্যভিচারের শাস্তি সম্পর্কে আপনার মতবাদ জেনে তাদেরকে বলে দিতে চায়। এরপর মানা না মানা সম্পর্কে তারাই সিদ্ধান্ত নিবে। এতে মুসলমানদের জন্য হুশিয়ারি রয়েছে যে, আল্লাহ ও রাসূলের আদেশ জানা ও তা অনুসরণ করার নিয়তেই আলেমদের কাছে ফতোয়া জিজ্ঞেস করা কর্তব্য। নিজ প্রবৃত্তির অনুকূলে নির্দেশ অনুসন্ধান করার নিয়তে মুফতিদের কাছে ফতোয়া জিজ্ঞেস করা রিপু ও শয়তানের অনুসরণ বৈ কিছু নয়। এ থেকে বেঁচে থাকা কর্তব্য।

ইহুদদিদের তৃতীয় বদভ্যাস ঐশী গ্রন্থের বিকৃতিসাধন : ইহুদিরা আল্লাহর কালামকে যথার্থ পরিবেশ থেকে সরিয়ে তার ভুল অর্থ করত এবং আল্লাহর নির্দেশকে বিকৃত করত। এ বিকৃতি ছিল দ্বিবিধঃ তাওরাতের ভাষায় কিছু হেরফের করা এবং ভাষা ঠিক রেখে তদস্থলে অযৌক্তিক ব্যাখ্যা ও পরিবর্তন করা। ইহুদিরা উভয় প্রকার বিকৃতিতেই অভ্যস্ত ছিল।

এতে মুসলমানদের জন্যও একটি হুশিয়ারি উচ্চারণ করা হয়েছে। কুরআন পাকের হেফাজতের দায়িত্ব আল্লাহ তা'আলা স্বয়ং কুদরতি হাতে রেখেছেন। এতে শাব্দিক পরিবর্তনের দুঃসাহস কেউ করতে পারবে না। কেননা লিখিত গ্রন্থ ছাড়াও লাখো মানুষের মস্তিষ্কে সংরক্ষিত কালামে কেউ যের-যবরের পরিবর্তন করতেই ধরা পড়ে যায়। অর্থগত পরিবর্তন বাহ্যতঃ করা যায় এবং কেউ করেছেও। কিন্তু এর হেফাজতের জন্য আল্লাহ তা'আলার গৃহীত ব্যবস্থা এই যে, মুসলিম সম্প্রদায়ের কিয়ামত পর্যন্ত একটি সত্যপন্থি দল থাকবে, যারা হবে কুরআন ও সুন্নাহর বিশুদ্ধ অর্থের বাহক। তারা পরিবর্তনকারীদের রহস্য ফাঁস করে দিবে।

https://e-ilm.weebly.com/

চতুর্থ বদভ্যাস উৎকোচ গ্রহণ : দ্বিতীয় আয়াতে তাদের আরো একটি বদভ্যাস বর্ণনা করে বলা হয়েছে أَكَّالُونَ لِلسُّحْتِ অর্থাৎ তারা سُحْت (সুহ্‌ত) খাওয়ায় অভ্যস্ত। সুহ্‌তের শাব্দিক অর্থ কোনো বস্তুকে মূলোৎপাটিত করে ধ্বংস করে দেওয়া। এ অর্থেই কুরআনে বলা হয়েছে : فَيُسْحِتَكُمْ بِعَذَابٍ অর্থাৎ, তোমরা কুকর্ম থেকে বিরত না হলে আল্লাহ তা'আলা আজাব দ্বারা তোমাদের মূলোৎপাটন করে দিবেন। অর্থাৎ তোমাদের মূল শিকড় ধ্বংস করে দেওয়া হবে। আলোচ্য আয়াতে 'সুহ্‌ত' বলে উৎকোচকে বুঝানো হয়েছে। হযরত আলী (রা.), ইবরাহীম নখয়ী (রা.), হাসান বসরী (র.), মুজাহিদ (রা.), কাতাদাহ (রা.) ও যাহহাক (রা.) প্রমুখ তাফসীরবিদগণ এ অর্থই বর্ণনা করেছেন।

উৎকোচ বা ঘুষকে সুহ্‌ত বলার কারণ এই যে, এটি শুধু গ্রহিতাকেই ধ্বংস করে না; বরং সমগ্র দেশ ও জাতির মূলোৎপাটন করে এবং জননিরাপত্তা ধ্বংস করে। যে দেশে অথবা যে বিভাগে ঘুষ চালু হয়ে পড়ে, সেখানে আইনও নিষ্ক্রিয় হয়ে পড়ে। অথচ আইনের উপরই দেশ ও জাতির শান্তি নির্ভরশীল। আইন নিষ্ক্রিয় হয়ে পড়লে কারো জান-মাল ও ইজ্জত-আবরু সংরক্ষিত থাকে না। তাই ইসলামে একে 'সুহ্‌ত' আখ্যা দিয়ে কঠোরতর হারাম সাব্যস্ত করা হয়েছে। ঘুষের উৎসমুখ বন্ধ করার উদ্দেশ্যে পদস্থ কর্মচারী ও শাসকদেরকে প্রদত্ত উপঢৌকনকেও ছহীহ হাদীসে ঘুষ বলে আখ্যায়িত করে হারাম করে দেওয়া হয়েছে।

এক হাদীসে রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন : আল্লাহ তা'আলা ঘুষদাতা ও ঘুষগ্রহীতার প্রতি অভিসম্পাত করেন এবং ঐ ব্যক্তির প্রতিও, যে উভয়ের মধ্যে দালালি বা মধ্যস্থতা করে। –[জাস্‌সাস]

শরিয়তের পরিভাষায় ঘুষের সংজ্ঞা এই যে, যে কাজের পারিশ্রমিক গ্রহণ করা আইনতঃ জায়েজ নয় সে কাজের পারিশ্রমিক গ্রহণ করা। উদাহরণতঃ যে কাজ করা কোনো ব্যক্তির কর্তব্য কর্মের অন্তর্ভুক্ত, সে কাজের জন্য কোনো পক্ষ থেকে বিনিময় গ্রহণ করাই ঘুষ। সরকারি অফিসার ও ক্লার্ক চাকরির অধীনে স্বীয় কর্তব্য-কর্ম সম্পাদন করতে বাধ্য; সে যদি সংশ্লিষ্ট কোনো লোকের কাছ থেকে সে কাজের বিনিময়ে কিছু গ্রহণ করে, তবে তা ঘুষের অন্তর্ভুক্ত। কন্যাকে পাত্রস্থ করা পিতামাতার দায়িত্ব। তারা কারো কাছ থেকে এর বিনিময় গ্রহণ করতে পারে না। এখন কোনো পাত্রকে কন্যাদান করে তারা যদি কিছু গ্রহণ করে, তবে তাও ঘুষ। রোজা, নামাজ, হজ, তেলাওয়াতে কুরআন ইত্যাদি ইবাদতও মুসলমানদের দায়িত্ব। এ জন্য কারো কাছ থেকে বিনিময় নিলে তা ঘুষ হবে। অবশ্য পরবর্তী ফিকহবিদদের ফতোয়া অনুযায়ী কুরআন শিক্ষা দান করা ও নামাজের ইমামতি করা এ থেকে আলাদা।

কেউ যদি ঘুষের বিনিময়ে ন্যায়সঙ্গত কাজও করে দেয়, তবে সে গুনাহগার হবে এবং ঘুষের অর্থ গ্রহণ করাও তার পক্ষে হারাম হবে। পক্ষান্তরে যদি ঘুষ গ্রহণ করে কারো অন্যায় কাজ করে দেয়, সে উপরিউক্ত গুনাহ ছাড়াও অধিকার হরণ এবং খোদায়ী নির্দেশে বিকৃতি সাধনের কঠোর অপরাধে অপরাধী হয়ে যাবে। আল্লাহ তা'আলা মুসলমানদেরকে এ থেকে রক্ষা করুন।

আলোচ্য প্রথম আয়াতে বলা হয়েছে : إِنَّا أَنْزَلْنَا التَّوْرَاةَ فِيهَا هُدًى وَنُورٌ অর্থাৎ আমি তাওরাত গ্রন্থ অবতরণ করেছি, যাতে সত্যের প্রতি পথপ্রদর্শন এবং একটি বিশেষ জ্যোতি ছিল। এ বাক্যে ইঙ্গিত করা হয়েছে যে, আজ যে তাওরাতের শরিয়তকে রহিত করা হচ্ছে, এতে করে তাওরাতের কোনোরূপ মর্যাদাহানি করা হচ্ছে না; বরং সময়ের পরিবর্তনের কারণে বিধি-বিধান পরিবর্তন করার তাগিদেই তা করা হচ্ছে। নতুবা তাওরাতও আমারই প্রেরিত গ্রন্থ। এতে বনী ইসরাঈলদের জন্য পথপ্রদর্শনের মূলনীতি রয়েছে এবং একটি বিশেষ জ্যোতিও রয়েছে, যা আধ্যাত্মিক পন্থায় তাদের অন্তরে প্রভাব বিস্তার করে।

এরপর বলা হয়েছে : يَحْكُمُ بِهَا النَّبِيُّونَ الَّذِينَ أَسْلَمُوا لِلَّذِينَ هَادُوا وَالرَّبَّانِيُّونَ وَالْأَحْبَارُ অর্থাৎ তাওরাত অবতরণের কারণ ছিল এই যে, যত দিন তার শরিয়তকে রহিত করা না হয়, ততদিন পর্যন্ত ভবিষ্যতে আগমনকারী পয়গম্বর, তাঁদের প্রতিনিধি আল্লাহ ওয়ালা ও আলেমগণ সবাই এ তাওরাত অনুযায়ী ফয়সালা করবেন এবং এ আইনকেই জগতে প্রবর্তন করবেন। এ বাক্যে পয়গম্বরদের প্রতিনিধিবর্গকে দুই ভাগে উল্লেখ করা হয়েছে। প্রথমভাগ رَبَّانِيُّونَ এবং দ্বিতীয়ভাগ أَحْبَار - رِبِّيُّونَ, শব্দটি رَبّ এর সাথে সম্বন্ধযুক্ত। এর অর্থ আল্লাহ ওয়ালা (আল্লাহভক্ত)। أَحْبَار শব্দটি حَبْر এর বহুবচন। ইহুদিদের বাকপদ্ধতিতে আলেমকে حَبْر বলা হতো। একথা সুস্পষ্ট যে, আল্লাহভক্ত ব্যক্তিমাত্রই আল্লাহর জরুরি বিধি-বিধান সম্পর্কে অবশ্যই

https://e-ilm.weebly.com/

আলেমও হবে। কেননা ইলম ব্যতীত আমল হতে পারে না এবং আমল ব্যতীত কোনো ব্যক্তি আল্লাহভক্ত হতে পারে না। এমনিভাবে আল্লাহর কাছে সে ব্যক্তিই আলেম, যে ইলম অনুযায়ী আমলও করে। পক্ষান্তরে যে আলেম আল্লাহর বিধান সম্পর্কে জ্ঞাত হওয়া সত্ত্বেও জরুরি ফরজ ও ওয়াজিবের আমল করে না, তার প্রতি কেউ চোখ তুলেও তাকায় না। সে আল্লাহ ও রাসূলের দৃষ্টিতে মূর্খের চাইতেও অধম। অতএব, প্রত্যেক আল্লাহভক্তই আলেম এবং প্রত্যেক আলেমই আল্লাহভক্ত। কিন্তু আলোচ্য বাক্যে আল্লাহভক্ত আলেমকে প্রত্যক্ষভাবে উল্লেখ করে একথা ব্যক্ত করা হয়েছে যে, একটির জন্য অপরটি জরুরি হলেও যার মধ্যে যে দিক প্রবল, সে অনুযায়ী তার নাম রাখা হয়। যে ব্যক্তির মনোযোগ বেশির ভাগ ইবাদত, আমল ও জিকিরে নিবদ্ধ থাকে এবং যতটুকু দরকার ততটুকু ইলম হাসিল করে ক্ষান্ত হয় তাকে 'রাব্বানী' অর্থাৎ আল্লাহভক্ত বলা হয়। আধুনিক পরিভাষায় তাকে শায়খ, মুরশিদ, পীর ইত্যাদি নামেও অভিহিত করা হয়। পক্ষান্তরে যে ব্যক্তি শিক্ষাক্ষেত্রে পারদর্শিতা অর্জন করে জনগণকে শরিয়তের নির্দেশাবলি বর্ণনা করা ও শিক্ষা দেওয়ার কাজে বেশির ভাগ সময় নিয়োজিত থাকে এবং ফরজ, ওয়াজিব ও সুন্নতে মুয়াক্কাদা ছাড়া অন্যান্য নফল ইবাদতে বেশি সময় ব্যয় করে না তাকে حِبْر অথবা আলেম বলা হয়।

মোটকথা, এ বাক্যে শরিয়ত ও তরিকত এবং আলেম ও মাশায়েখের আসল একত্বও ব্যক্ত হয়েছে এবং কর্মপন্থা ও প্রধান বৃত্তির দিক দিয়ে তাদের পার্থক্যও ফুটিয়ে তোলা হয়েছে। এতে বুঝা গেল যে, আলেম ও সুফি দু'টি সম্প্রদায় বা দু'টি দল নয়; বরং উভয়ের জীবনের লক্ষ্যই আল্লাহ ও রাসূলের আনুগত্য। তবে লক্ষ্য অর্জনের ক্ষেত্রে তাদের কর্মপন্থা বাহ্যতঃ পৃথক বলে মনে হয়।

এরপর ইরশাদ হয়েছে : بِمَا اسْتُحْفِظُوْا مِنْ كِتٰبِ اللّٰهِ وَكَانُوْا عَلَيْهِ شُهَدَآءَ অর্থাৎ এসব পয়গম্বর ও তাঁদের উভয় শ্রেণির প্রতিনিধিবর্গ আলেম ও মাশায়েখ তওরাতের নির্দেশাবলি প্রয়োগ করতে এ কারণে বাধ্য ছিলেন যে, আল্লাহ তা'আলা তওরাতের হেফাজত তাঁদের দায়িত্বেই ন্যস্ত করেছিলন এবং তাঁরা এ দায়িত্ব পালনের ওয়াদা-অঙ্গীকারও করেছিলেন।

এ পর্যন্ত বর্ণিত হলো যে, তওরাত একটি ঐশী গ্রন্থ, পথ প্রদর্শক, জ্যোতি আর আম্বিয়া আলাইহিমুসসালাম ও তাদের সাচ্চা প্রতিনিধিবর্গ হচ্ছেন মাশায়েখ ও ওলামা যারা এর হেফাজত করেছেন। অতঃপর বর্তমান যুগের ইহুদিদেরকে তাদের বক্রতা ও বক্রতার আসল কারণ সম্পর্কে অবহিত করে বলা হয়েছে : তোমরা পুর্ববর্তীদের পদাঙ্ক অনুসরণ করে তওরাতের হেফাজত করার পরিবর্তে এর বিধি-বিধান পরিবর্তন করে দিয়েছ। তওরাতে সুস্পষ্ট ও বিস্তারিতভাবে শেষ নবী করীম ﷺ-এর আগমনের সংবাদ এবং ইহুদিদেরকে তাঁর প্রতি বিশ্বাস স্থাপনের নির্দেশ বর্ণিত হয়েছিল, কিন্তু তারা এ নির্দেশের বিরোধিতা করে এবং রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর প্রতি বিশ্বাস স্থাপনের পরিবর্তে তাঁর বিরোধিতা শুরু করে দেয়। আয়াতে তাদের মারাত্মক ভ্রান্তির কারণ বর্ণনা প্রসঙ্গে বলা হয়েছে : পার্থিব নাম যশ ও অর্থ লিপ্সাই তোমাদের এ বিরোধিতার কারণ। তোমরা রাসূলে কারীম ﷺ-কে সত্য নবী জেনেও তাঁর অনুসরণ করতে বিব্রত বোধ করছ। কারণ এখন তোমরা স্বীয় সম্প্রদায়ের অনুসরণীয় বলে গণ্য হও এবং ইহুদি জনগণ তোমাদের পিছনেই চলে। এমতাবস্থায় ইসলামে দীক্ষিত হয়ে গেলে তোমাদের সর্দারী নষ্ট হয়ে যাবে। এছাড়া বড়লোকদের কাছ থেকে মোটা অঙ্কের ঘুষ নিয়ে তাওরাতের নির্দেশ সহজ করে দেওয়াকে তারা পেশা হিসেবে গ্রহণ করেছিল। এ সম্পর্কে হুঁশিয়ার করার জন্য বর্তমান যুগের ইহুদিদেরকে বলা হয়েছে : فَلَا تَخْشَوُا النَّاسَ وَاخْشَوْنِ وَلَا تَشْتَرُوْا بِاٰيٰتِيْ ثَمَنًا قَلِيْلًا অর্থাৎ তোমরা লোকদেরকে ভয় করো না যে, তারা তোমাদের অনুসরণ ত্যাগ করবে অথবা শত্রু হয়ে যাবে। তাছাড়া দুনিয়ার নিকৃষ্ট অর্থ কড়ি গ্রহণ করে তাদের জন্য আল্লাহর নির্দেশও পরিবর্তন করো না। এতে করে তোমাদের ইহকাল ও পরকাল উভয়টিই বরবাদ হয়ে যাবে। কেননা وَمَنْ لَّمْ يَحْكُمْ بِمَآ اَنْزَلَ اللّٰهُ فَاُولٰٓئِكَ هُمُ الْكٰفِرُوْنَ অর্থাৎ যারা আল্লাহ প্রেরিত বিধানকে জরুরি মনে করে না এবং তদনুযায়ী ফয়সালা করে না; বরং এর বিরুদ্ধে ফয়সালা করে, তারা কাফের ও অবিশ্বাসী। এর শাস্তি জাহান্নামের চিরস্থায়ী আজাব।

এরপর দ্বিতীয় আয়াতে তাওরাতের বরাত দিয়ে কেসাসের বিধান বর্ণনা করে বলা হয়েছে।

وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيْهَآ اَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ وَالْعَيْنَ بِالْعَيْنِ وَالْاَنْفَ بِالْاَنْفِ وَالْاُذُنَ بِالْاُذُنِ وَالسِّنَّ بِالسِّنِّ وَالْجُرُوْحَ قِصَاصٌ

অর্থাৎ আমি ইহুদিদের জন্য তাওরাতে এ বিধান অবতরণ করেছিলাম যে, প্রাণের বিনিময়ে প্রাণ, চোখের বিনিময়ে চোখ, নাকের বিনিময়ে নাক, কানের বিনিময়ে কান, দাঁতের বিনিময়ে দাঁত এবং বিশেষ জখমেরও বিনিময় আছে।

https://e-ilm.weebly.com/

বনূ কুরাইযা ও বনূ নজিরের একটি মকদ্দমা রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর ইজলাসে উত্থাপিত হয়েছিল। বনূ নজিরে গায়ের জোরে বনূ কুরাইযাকে বাধ্য করে রেখেছিল যে, বনূ নজিরের কোনো ব্যক্তি যদি তাদের কোনো ব্যক্তিকে হত্যা করে তবে প্রাণের বিনিময়ে প্রাণ নেওয়া হবে এবং রক্ত-বিনিময়ও গ্রহণ করা হবে। পক্ষান্তরে যদি বনূ নজিরের কোনো ব্যক্তি বনূ কুরাইযার কোনো ব্যক্তিকে হত্যা করে, তবে শুধু কেছাছ নয়, রক্ত-বিনিময় দেওয়া হবে তাও বনূ নজিরের রক্ত বিনিময়ের অর্ধেক।

আলোচ্য আয়াতে আল্লাহ তা'আলা তাদের এ জাহেলিয়াতের মুখোশ উন্মোচন করে দিয়েছেন যে, স্বয়ং তাওরাতে কেসাস ও রক্ত-বিনিময়ের ক্ষেত্রে সমতার বিধান রয়েছে। তারা জেনেশুনে তার প্রতি পৃষ্ঠপ্রদর্শন করে এবং শুধু বাহানাবাজির জন্য নিজেদের মকদ্দমা রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর ইজলাসে উপস্থিত করে।

আয়াতের শেষে বলা হয়েছে : وَمَنْ لَّمْ يَحْكُمْ بِمَآ اَنْزَلَ اللهُ فَاُولٰٓئِكَ هُمُ الظّٰلِمُوْنَ অর্থাৎ, যারা আল্লাহ প্রেরিত বিধান অনুযায়ী ফয়সালা করে না, তারা জালেম, খোদায়ী বিধানে অবিশ্বাসী এবং বিদ্রোহী। ৪৬নং আয়াতে প্রথমে হযরত ঈসা (আ.)-এর নবুয়তপ্রাপ্তি প্রসঙ্গে বর্ণিত হয়েছে যে, তিনি পূর্ববর্তী গ্রন্থে তাওরাতের সত্যায়নের জন্য প্রেরিত হয়েছিলেন। এরপর ইঞ্জিল সম্পর্কে বলা হয়েছে যে, এটিও তাওরাতের মতোই হেদায়েত ও জ্যোতি।

শব্দ বিশ্লেষণ

اَكّٰلُوْنَ : সীগাহ جمع مذكر سالم এটি اَكْلٌ মাসদার থেকে মুবালাগার সীগাহ, একবচন اَكَّالٌ অর্থ– বিরাট হারামখোর।

اَلْمُقْسِطِيْنَ : সীগাহ جمع مذكر বহছ اسم فاعل বাব اِفْعَالٌ মাসদার اَلْاِقْسَاطُ মূলবর্ণ (ق . س . ط) জিনস صحيح অর্থ– ন্যায়পরায়ণ বিচারকগণ।

يَتَوَلَّوْنَ : সীগাহ جمع مذكر غائب বহছ مضارع معروف বাব تَفَعُّلٌ মাসদার اَلتَّوَلِّىْ মূলবর্ণ (و . ل ى) জিনস لفيف مفروق অর্থ– তারা মুখ ফিরিয়ে নেয়।

رَبّٰنِيُّوْنَ : শব্দটি বহুবচন, একবচন رَبَّانِىٌّ অর্থ– আল্লাহভক্ত দরবেশ।

اَلْاَحْبَارُ : শব্দটি বহুবচন, একবচন حَبْرٌ অর্থ– আলেমগণ।

https://e-ilm.weebly.com/

وَقَفَّيۡنَا عَلٰۤى اٰثَارِهِمۡ بِعِيۡسَى ابۡنِ مَرۡيَمَ مُصَدِّقًا
لِّمَا بَيۡنَ يَدَيۡهِ مِنَ التَّوۡرٰىةِ ۪ وَاٰتَيۡنٰهُ الۡاِنۡجِيۡلَ
فِيۡهِ هُدًى وَّنُوۡرٌ ۙ وَّمُصَدِّقًا لِّمَا بَيۡنَ يَدَيۡهِ مِنَ
التَّوۡرٰىةِ وَهُدًى وَّمَوۡعِظَةً لِّلۡمُتَّقِيۡنَ (٤٦)

অনুবাদ : (৪৬) আর আমি তাঁদের পর ঈসা ইবনে মারাইয়ামকে এই অবস্থায় প্রেরণ করেছিলাম যে, তিনি তাঁর পূর্ববর্তী কিতাবের অর্থাৎ তাওরাতের সত্যতা সমর্থন করছিলেন, এবং আমি তাঁকে ইঞ্জিল প্রদান করেছি, যাতে হেদায়েত ছিল এবং আলো ছিল এবং তা স্বীয় পূর্ববর্তী কিতাব অর্থাৎ তাওরাতের সত্যতা সমর্থন করে এবং তা সম্পূর্ণরূপে মুত্তাকীদের জন্য হেদায়েত ও নসিহত ছিল ।

وَلۡيَحۡكُمۡ اَهۡلُ الۡاِنۡجِيۡلِ بِمَاۤ اَنۡزَلَ اللّٰهُ فِيۡهِ ؕ
وَمَنۡ لَّمۡ يَحۡكُمۡ بِمَاۤ اَنۡزَلَ اللّٰهُ فَاُولٰٓئِكَ هُمُ
الۡفٰسِقُوۡنَ (٤٧)

(৪৭) আর আহলে ইঞ্জিলদের উচিত যে, যা কিছু আল্লাহ তাতে নাজিল করেছেন, তদনুযায়ী হুকুম প্রদান করে, আর যে ব্যক্তি আল্লাহর অবতারিত [বিধান] অনুযায়ী হুকুম প্রদান না করে, তবে তো এরূপ লোকই পূর্ণ নাফরমান ।

وَاَنۡزَلۡنَاۤ اِلَيۡكَ الۡكِتٰبَ بِالۡحَقِّ مُصَدِّقًا لِّمَا
بَيۡنَ يَدَيۡهِ مِنَ الۡكِتٰبِ وَمُهَيۡمِنًا عَلَيۡهِ
فَاحۡكُمۡ بَيۡنَهُمۡ بِمَاۤ اَنۡزَلَ اللّٰهُ وَلَا تَتَّبِعۡ
اَهۡوَآءَهُمۡ عَمَّا جَآءَكَ مِنَ الۡحَقِّ ؕ لِكُلٍّ
جَعَلۡنَا مِنۡكُمۡ شِرۡعَةً وَّمِنۡهَاجًا ؕ

(৪৮) আর আমি এই কিতাব [কুরআন]-কে আপনার প্রতি নাজিল করেছি, যা নিজেও সত্যতা গুণে বিভূষিত, এবং তার পূর্ববর্তী কিতাবসমূহেরও সত্যতা প্রমাণকারী [এবং] ঐ সমস্ত কিতাবের সংরক্ষকও, অতএব, আপনি তাদের পারস্পরিক বিষয়ে আল্লাহর অবতারিত এই কিতাব অনুযায়ী মীমাংসা করবেন, আর এই সত্য কিতাব যা আপনি প্রাপ্ত হয়েছেন, তা হতে বিরত থেকে তাদের প্রবৃত্তি অনুযায়ী কাজ করবেন না, তোমাদের প্রত্যেক [সম্প্রদায়]-এর জন্য আমি নির্দিষ্ট শরিয়ত এবং নির্দিষ্ট পন্থা নির্ধারণ করেছিলাম,

শাব্দিক অনুবাদ

(৪৬) وَقَفَّيۡنَا আর আমি এই অবস্থায় প্রেরণ করেছিলাম যে عَلٰۤى اٰثَارِهِمۡ তাঁদের পর بِعِيۡسَى ابۡنِ مَرۡيَمَ ঈসা ইবনে
মারাইয়ামকে مُصَدِّقًا তিনি সমর্থন করছিলেন لِّمَا بَيۡنَ يَدَيۡهِ مِنَ التَّوۡرٰىةِ তাঁর পূর্ববর্তী কিতাবের অর্থাৎ তাওরাতের
সত্যতা, وَاٰتَيۡنٰهُ الۡاِنۡجِيۡلَ এবং আমি তাঁকে ইঞ্জিল প্রদান করেছি فِيۡهِ هُدًى وَّنُوۡرٌ যাতে হেদায়েত ছিল এবং আলো
ছিল وَّمُصَدِّقًا لِّمَا بَيۡنَ يَدَيۡهِ مِنَ التَّوۡرٰىةِ এবং তা স্বীয় পূর্ববর্তী কিতাব অর্থাৎ তাওরাতের সত্যতা সমর্থন করে وَهُدًى
وَّمَوۡعِظَةً لِّلۡمُتَّقِيۡنَ এবং তা সম্পূর্ণরূপে মুত্তাকীদের জন্য হেদায়েত ও নসিহত ছিল ।

(৪৭) وَلۡيَحۡكُمۡ اَهۡلُ الۡاِنۡجِيۡلِ আর আহলে ইঞ্জিলদের উচিত যে, তদনুযায়ী হুকুম প্রদান করে بِمَاۤ اَنۡزَلَ اللّٰهُ فِيۡهِ যা কিছু
আল্লাহ তাতে নাজিল করেছেন وَمَنۡ لَّمۡ يَحۡكُمۡ بِمَاۤ اَنۡزَلَ اللّٰهُ আর যে ব্যক্তি আল্লাহর অবতারিত [বিধান] অনুযায়ী
হুকুম প্রদান না করে فَاُولٰٓئِكَ هُمُ الۡفٰسِقُوۡنَ তবে তো এরূপ লোকই পূর্ণ নাফরমান ।

(৪৮) وَاَنۡزَلۡنَاۤ اِلَيۡكَ الۡكِتٰبَ আর আমি এই কিতাব [কুরআন]-কে আপনার প্রতি নাজিল করেছি بِالۡحَقِّ যা নিজেও
সত্যতা গুণে বিভূষিত مُصَدِّقًا لِّمَا بَيۡنَ يَدَيۡهِ مِنَ الۡكِتٰبِ এবং তার পূর্ববর্তী কিতাবসমূহেরও সত্যতা প্রমাণকারী
وَمُهَيۡمِنًا عَلَيۡهِ এবং ঐ সমস্ত কিতাবের সংরক্ষকও فَاحۡكُمۡ بَيۡنَهُمۡ بِمَاۤ اَنۡزَلَ اللّٰهُ অতএব, আপনি তাদের পারস্পরিক
বিষয়ে আল্লাহর অবতারিত এই কিতাব অনুযায়ী মীমাংসা করবেন وَلَا تَتَّبِعۡ اَهۡوَآءَهُمۡ আর তাদের প্রবৃত্তি
অনুযায়ী কাজ করবেন না عَمَّا جَآءَكَ مِنَ الۡحَقِّ এই সত্য কিতাব যা আপনি প্রাপ্ত হয়েছেন তা হতে বিরত থেকে
لِكُلٍّ جَعَلۡنَا مِنۡكُمۡ তোমাদের প্রত্যেক [সম্প্রদায়]-এর জন্য আমি নির্ধারণ করেছিলাম شِرۡعَةً وَّمِنۡهَاجًا নির্দিষ্ট
শরিয়ত এবং নির্দিষ্ট পন্থা

https://e-ilm.weebly.com/

وَلَوْ شَاءَ اللهُ لَجَعَلَكُمْ اُمَّةً وَّاحِدَةً وَّلٰكِنْ لِّيَبْلُوَكُمْ فِيْ مَآ اٰتٰىكُمْ فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرٰتِ ؕ اِلَى اللهِ مَرْجِعُكُمْ جَمِيْعًا فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ فِيْهِ تَخْتَلِفُوْنَ (٤٨)

অনুবাদ : আর যদি আল্লাহ তা'আলা ইচ্ছা করতেন, তবে তোমাদের সকলকে একই উম্মত করে দিতেন; কিন্তু তদ্রূপ করেননি, এই নিমিত্ত যে, যে ধর্ম তোমাদেরকে প্রদান করেছেন তাতে তোমাদের সকলকে পরীক্ষা করে নেন, সুতরাং তোমরা হিতকর বিষয়সমূহের দিকে ধাবিত হও, তোমাদের সকলকে আল্লাহরই সমীপে প্রত্যাবর্তন করতে হবে, তখন তিনি তোমাদেরকে জানিয়ে দিবেন, যাতে তোমরা মতবিরোধ করছিলে।

وَاَنِ احْكُمْ بَيْنَهُمْ بِمَآ اَنْزَلَ اللهُ وَلَا تَتَّبِعْ اَهْوَآءَهُمْ وَاحْذَرْهُمْ اَنْ يَّفْتِنُوْكَ عَنْۢ بَعْضِ مَآ اَنْزَلَ اللهُ اِلَيْكَ ؕ فَاِنْ تَوَلَّوْا فَاعْلَمْ اَنَّمَا يُرِيْدُ اللهُ اَنْ يُّصِيْبَهُمْ بِبَعْضِ ذُنُوْبِهِمْ ؕ وَاِنَّ كَثِيْرًا مِّنَ النَّاسِ لَفٰسِقُوْنَ (٤٩)

(৪৯) আর আমি আদেশ দিচ্ছি যে, আপনি তাদের পারস্পরিক ব্যাপারে এই প্রেরিত কিতাব অনুযায়ী মীমাংসা করবেন এবং তাদের প্রবৃত্তি অনুযায়ী কাজ করবেন না, এবং তাদের থেকে অর্থাৎ এ বিষয়ে সতর্ক থাকবেন যেন তারা আপনাকে আল্লাহর প্রেরিত কোনো নির্দেশ হতে বিভ্রান্ত করতে না পারে, অন্তর যদি তারা পরাঙ্মুখ হয়, তবে দৃঢ় বিশ্বাস রাখুন, আল্লাহর অভিপ্রায় এটাই যে, এদেরকে এদের কোনো কোনো পাপের দরুন শাস্তি প্রদান করবেন, আর অনেক লোক তো নাফরমানই হয়ে থাকে।

اَفَحُكْمَ الْجَاهِلِيَّةِ يَبْغُوْنَ ؕ وَمَنْ اَحْسَنُ مِنَ اللهِ حُكْمًا لِّقَوْمٍ يُّوْقِنُوْنَ (٥٠)

(৫০) তবে কি তারা অজ্ঞতা-যুগের মীমাংসা কামনা করে? আর মীমাংসা কার্যে আল্লাহর চেয়ে কে উত্তম হবে দৃঢ় বিশ্বাসীদের নিকট?

শাব্দিক অনুবাদ

وَلَوْ شَاءَ اللهُ আর যদি আল্লাহ তা'আলা ইচ্ছা করতেন لَجَعَلَكُمْ اُمَّةً وَّاحِدَةً তবে তোমাদের সকলকে একই উম্মত করে দিতেন وَلٰكِنْ কিন্তু তদ্রূপ করেননি, এই নিমিত্ত যে, لِيَبْلُوَكُمْ তোমাদের সকলকে পরীক্ষা করে নেন فِيْ مَآ اٰتٰىكُمْ যে ধর্ম তোমাদেরকে প্রদান করেছেন তাতে فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرٰتِ সুতরাং তোমরা হিতকর বিষয়সমূহের দিকে ধাবিত হও اِلَى اللهِ مَرْجِعُكُمْ جَمِيْعًا তোমাদের সকলকে আল্লাহরই সমীপে প্রত্যাবর্তন করতে হবে فَيُنَبِّئُكُمْ তখন তিনি তোমাদেরকে জানিয়ে দিবেন بِمَا كُنْتُمْ فِيْهِ تَخْتَلِفُوْنَ যাতে তোমরা মতবিরোধ করতেছিলে।

৪৯) وَاَنِ احْكُمْ بَيْنَهُمْ আর আমি আদেশ দিচ্ছি যে, আপনি তাদের পারস্পরিক ব্যাপারে মীমাংসা করবেন بِمَآ اَنْزَلَ اللهُ এই প্রেরিত কিতাব অনুযায়ী وَلَا تَتَّبِعْ اَهْوَآءَهُمْ এবং তাদের প্রবৃত্তি অনুযায়ী কাজ করবেন না وَاحْذَرْهُمْ এবং তাদের থেকে অর্থাৎ এ বিষয়ে সতর্ক থাকবেন اَنْ يَّفْتِنُوْكَ যেন তারা আপনাকে বিভ্রান্ত করতে না পারে عَنْ بَعْضِ مَآ اَنْزَلَ اللهُ اِلَيْكَ আল্লাহর প্রেরিত কোনো নির্দেশ হতে فَاِنْ تَوَلَّوْا অন্তর যদি তারা পরাঙ্মুখ হয় فَاعْلَمْ তবে দৃঢ় বিশ্বাস রাখুন اَنَّمَا يُرِيْدُ اللهُ আল্লাহর অভিপ্রায় এটাই যে اَنْ يُّصِيْبَهُمْ بِبَعْضِ ذُنُوْبِهِمْ এদেরকে এদের কোনো কোনো পাপের দরুন শাস্তি প্রদান করবেন وَاِنَّ كَثِيْرًا مِّنَ النَّاسِ لَفٰسِقُوْنَ আর অনেক লোক তো নাফরমানই হয়ে থাকে।

৫০) اَفَحُكْمَ الْجَاهِلِيَّةِ يَبْغُوْنَ তবে কি তারা অজ্ঞতা-যুগের মীমাংসা কামনা করে وَمَنْ اَحْسَنُ مِنَ اللهِ حُكْمًا আর মীমাংসা কার্যে আল্লাহর চেয়ে কে উত্তম হবে لِقَوْمٍ يُّوْقِنُوْنَ দৃঢ় বিশ্বাসীদের নিকট?

https://e-ilm.weebly.com/

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

(৪৯) قوله وَاَنِ احْكُمْ بَيْنَهُمْ بِمَآ اَنْزَلَ اللّٰهُ وَلَا تَتَّبِعْ اَهْوَآءَهُمْ **আয়াতের শানে নুযূল :** ইবনে ইসহাক, ইবনে জারীর, ইবনে আবী হাতেম প্রমূখ হযরত ইবনে আব্বাস (রা.)-এর উদ্ধৃতি দিয়ে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন, কা'আব বিন আসাদ, আব্দুল্লাহ বিন সুরিয়া, শাশ বিন কায়স পরস্পরে বলল, আমাদেরকে নিয়ে মুহাম্মদের নিকট চল। আমরা তাঁর ধর্মীয় ব্যাপারে বিভ্রান্ত করে দিব। সুতরাং তারা রাসূলের নিকট এসে বলল, হে মুহাম্মদ! আপনি তো জানেন ইহুদিদের মাঝে আমরা পণ্ডিত ও অভিজাত এবং তাদের নেতা। আমরা যদি আপনার অনুসরণ করি, তাহলে ইহুদিরাও আমাদের আনুগত্য করবে। আর আমাদের ও তাদের গোত্রের মাঝে একটি বিরোধ রয়েছে, আমরা আপনার নিকট তা নিয়ে আসব। আপনি তাদের বিপক্ষে আর আমাদের পক্ষে ফয়সালা দিবেন। আমরা আপনার প্রতি ঈমান আনব এবং আমরা আপনাকে সমর্থন করে নিব। রাসূল ﷺ তাতে অস্বীকার করলেন। তাদের বিভ্রান্তিকর এহেন কুটচাল সম্পর্কে আল্লাহ তা'আলা উক্ত আয়াত নাজিল করেন। –[ফাতহুল কাদীর : ৬৮/২, রূহুল মা'আনী : ১৫৫/৩/৬, কুরতুবী : ২০০/৬, ইবনে কাছীর : ৬৮/২, বাহরে মুহীত : ৫১৫/৩]

(৫০) قوله اَفَحُكْمَ الْجَاهِلِيَّةِ يَبْغُوْنَ وَمَنْ اَحْسَنُ مِنَ اللّٰهِ حُكْمًا **আয়াতের শানে নুযুল :** রূহুল মা'আনী প্রণেতা বর্ণনা করেন, বনূ নজিরের লোকজন কোনো এক হত্যা কাণ্ড বিষয়ের বিরোধ নিষ্পত্তি করার জন্য যখন রাসূল ﷺ-এর নিকট মকদ্দমা পেশ করল। যে হত্যাকাণ্ড সংঘটিত হয়েছিল বনূ নজির ও বনূ কুরাইযাদের মাঝে। তাদের মধ্য থেকে কারো দাবি ছিল যে, রাসূল ﷺ তাদের মাঝে জাহেলী যুগের রীতি অনুযায়ী মর্যাদানুপাতে ফয়সালা করুক। তখন রাসূল ﷺ বললেন, নিহত বদলা যোগ্য অপরাধ, তখন বনূ নজিরের লোকজন বলল, আমরা তো তা মানি না। রাসূল ﷺ–এর এ সিদ্ধান্ত না মানার পরিপ্রেক্ষিতে আলোচ্য আয়াত নাজিল করা হয়েছে। –[রূহুল মা'আনী : ১৫৬/৩/৬]

৪৬ নং আয়াতে বলা হয়েছে যে, ইঞ্জিলের অধিকারীদের ইঞ্জিলে অবতীর্ণ আইন অনুযায়ী ফয়সালা করা উচিত। যারা এ আইনের বিরুদ্ধে ফয়সালা করে, তারা অবাধ্য ও উদ্ধত।

কুরআন, তাওরাত ও ইঞ্জিলের সংরক্ষক : ৪৭ ও ৪৮ নং আয়াতে নবী করীম ﷺ -কে সম্বোধন করে বলা হয়েছে : "আমি আপনার প্রতি কুরআন অবতীর্ণ করেছি, যা পূর্ববর্তী গ্রন্থ তাওরাত ও ইঞ্জিলের সত্যায়ন করে এবং এদের সংরক্ষকও বটে"। কারণ যখন তাওরাতের অধিকারীরা তাওরাতে এবং ইঞ্জিলের উত্তরাধিকারীরা ইঞ্জিলে পরিবর্তন সাধন করে, তখন কুরআনই তাদের পরিবর্তনের মুখোশ উন্মোচন করে সংরক্ষকের ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়েছে। তাওরাত ও ইঞ্জিলের প্রকৃত শিক্ষা আজও কুরআনের মাধ্যমেই পৃথিবীতে বিদ্যমান রয়েছে। অথচ এসব গ্রন্থের অধিকারী এবং অনুসরণের দাবিদাররা এদের রূপ এমনভাবে বিগড়িয়ে দিয়েছে যে, সত্য ও মিথ্যার পার্থক্যই অসম্ভব হয়ে পড়েছে। শেষাংশে মহানবী ﷺ-কে তাওরাত ও ইঞ্জিলের অনুরূপ নির্দেশ দিয়ে বলা হয়েছে: আপনার যাবতীয় নির্দেশ ও ফয়সালা আল্লাহ প্রেরিত নির্দেশ অনুযায়ী হতে হবে। যারা আপনার দ্বারা স্বীয় বৈষয়িক কামনা-বাসনা অনুযায়ী ফয়সালা করাতে চায়, তাদের ষড়যন্ত্র থেকে হুশিয়ার থাকবেন। এরূপ বলার একটি বিশেষ কারণ ছিল এই যে, ইহুদিদের কতিপয় আলেম মহানবী ﷺ-এর কাছে উপস্থিত হয়ে নিবেদন করল, আপনি জানতেন, আমরা ইহুদিদের আলেম ও ধর্মীয় নেতা। আমরা মুসলমান হয়ে গেলে তারাও সবাই মুসলমান হয়ে যাবে। তবে আমাদের একটি শর্ত আছে। তা হলো এই যে, আপনার কওমের সাথে আমাদের একটি মকদ্দমা রয়েছে আমরা মকদ্দমাটি আপনার কাছে উত্থাপন করব। আপনি এর ফয়সালা আমাদের পক্ষে করে দিলে আমরা মুসলমান হয়ে যাব। আল্লাহ তা'আলা হুজুর ﷺ-কে এ বিষয়ে সতর্ক করে বলেছেন : আপনি এদের মুসলমান হওয়ার প্রেক্ষিতে ন্যায়, সুবিচার ও আল্লাহ প্রেরিত আইনের বিপক্ষে কোনো ফয়সালা দিবেন না এবং এরা মুসলমান হবে কি হবে না এ বিষয়ের প্রতি ভ্রুক্ষেপও করবেন না।

পয়গম্বরদের বিভিন্ন শরিয়তের আংশিক প্রভেদ ও তার তাৎপর্য : আলোচ্য আয়াতে একটি গুরুত্বপূর্ণ মৌলিক প্রশ্নের উত্তর দেওয়া হয়েছে। প্রশ্নটি এই যে, সব আম্বিয়া (আ.) যখন আল্লাহর পক্ষ থেকেই প্রেরিত এবং তাঁদের প্রতি অবতীর্ণ গ্রন্থ, সহীফা শরিয়তসমূহও যখন আল্লাহর পক্ষ থেকেই আগত, তখন এসব গ্রন্থে ও শরিয়তের মাধ্যে প্রভেদ কেন এবং পরবর্তী গ্রন্থ ও শরিয়ত পূর্ববর্তী গ্রন্থ ও শরিয়তকে রহিত করে দেয় কেন? এ প্রশ্নের উত্তর ও তাৎপর্য এ আয়াতে বর্ণিত হয়েছে– لِكُلٍّ جَعَلْنَا مِنْكُمْ شِرْعَةً وَّمِنْهَاجًا ۚ وَلَوْ شَآءَ اللّٰهُ لَجَعَلَكُمْ اُمَّةً وَّاحِدَةً وَّلٰكِنْ لِّيَبْلُوَكُمْ فِيْ مَآ اٰتٰكُمْ فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرٰتِ

https://e-ilm.weebly.com/

অর্থাৎ আমি তোমাদের প্রত্যেক শ্রেণির জন্য একটি বিশেষ শরিয়ত ও বিশেষ কর্মপন্থা নির্ধারণ করেছি এবং মূলনীতি অভিন্ন ও সর্বসম্মত হওয়া সত্ত্বেও শাখাগত নির্দেশসমূহে কিছু প্রভেদ আছে। যদি আল্লাহ তোমাদের সবাইকে একই উম্মত, একই জাতি এবং সবার জন্য একই গ্রন্থ ও একই শরিয়ত নির্ধারণ করতে চাইতেন, তবে এরূপ করা তাঁর পক্ষে মোটেই কঠিন ছিল না। কিন্তু আল্লাহ তা পছন্দ করেননি। কারণ তাঁর উদ্দেশ্য ছিল মানুষকে পরীক্ষা করা। তিনি যাচাই করতে চান যে, কারা ইবাদতের স্বরূপ অবগত হয়ে নির্দেশ এলেই তা পালন করার জন্য সর্বদা কান পেতে রাখে, নতুন গ্রন্থ ও নতুন শরিয়ত এলে তার অনুসরণে লেগে যায়, পূর্ববর্তী গ্রন্থ ও শরিয়ত প্রিয় হলেও এবং পৈতৃক ধর্ম হয়ে যাওয়ার কারণে তা বর্জন করা কঠিন হলেও কারা সর্বদা উন্মুখভাবে আনুগত্যের জন্য প্রস্তুত থাকে। পক্ষান্তরে কারা এ সত্য বিস্মৃত হয়ে বিশেষ শরিয়তও বিশেষ গ্রন্থকেই সম্বল করে নেয় এবং পৈতৃক ধর্ম হিসেবে আঁকড়ে থাকে– এর বিপক্ষে আল্লাহর নির্দেশের প্রতিও কর্ণপাত করে না।

শরিয়তসমূহের বিভিন্নতার ক্ষেত্রে এটি একটি বিরাট রহস্য। এর মাধ্যমে প্রত্যেক যুগের ও প্রত্যেক স্তরের মানুষকে ইবাদত ও দাসত্বের এ স্বরূপ সম্পর্কে অবহিত করা হয় যে, প্রকৃতপক্ষে দাসত্ব, আনুগত্য ও অনুসরণকেই ইবাদত বলা হয়। এ দাসত্ব ও আনুগত্য, নামাজ, রোজা, হজ, জাকাত, জিকির ও তেলাওয়াতের মধ্যে সীমাবদ্ধ নয় এবং স্বতন্ত্র দৃষ্টিতে এগুলোর উদ্দেশ্যও নয়; বরং এগুলোর লক্ষ্য হচ্ছে আল্লাহর নির্দেশের আনুগত্য। এ কারণেই যে সময়ে নামাজ পড়তে নিষেধ করা হয়েছে সে সময়ে নামাজ পড়লে ছওয়াব তো দূরের কথা, উল্টো পাপের বোঝাই ভারি হয়। দুই ঈদসহ বছরের পাঁচ দিন রোজা রাখা নিষিদ্ধ। এসময়ে রোজা রাখা নিশ্চিত গুনাহ। ৯ই জিলহজ ছাড়া অন্য কোনো দিন কোনো মাসে আরাফাতের ময়দানে একত্রিত হয়ে দোয়া ও ইবাদত করা বিশেষভাবে কোনো ছওয়াবের কাজ নয়। অথচ ৯ই জিলহজ তারিখে এটি সর্ববৃহতৎ ইবাদত। অন্যান্য ইবাদতের অবস্থাও তাই। যতক্ষণ তা করার নির্দেশ ততক্ষণই তা ইবাদত এবং যখন যেখানে নিষেধ করা হয়, তখন সেখানে তা হারাম ও নাজায়েজ হয়ে যায়। অজ্ঞ জনসাধারণ এ সত্য সম্পর্কে অবহিত নয়। যেসব ইবাদত তাদের অভ্যাসে পরিণত হয়; বরং যেসব জাতীয় প্রথাকে তারা ইবাদত মনে করে পালন করতে থাকে, সেগুলোর বিরুদ্ধে আল্লাহ ও রাসূলের প্রকাশ্য নির্দেশের প্রতিও তারা কর্ণপাত করে না। এ ছিদ্রপথেই বিদ'আত ও মনগড়া আচার-অনুষ্ঠান ধর্মের অঙ্গীভূত হয়ে যায়। পূর্ববর্তী গ্রন্থ ও শরিয়তে পরিবর্তন হওয়ার কারণও ছিল তাই। আল্লহ তা'আলা বিভিন্ন পয়গম্বরের প্রতি বিভিন্ন গ্রন্থ ও শরিয়ত অবতরণ করে মানবজাতিকে শিক্ষা দিয়েছেন যে, কোনো একটি কাজ অথবা এক প্রকার ইবাদতকে উদ্দেশ্য করে নেওয়া ঠিক নয়; বরং বিশুদ্ধ অর্থে আল্লাহর অনুগত বান্দা হওয়া উচিত। আল্লাহ যখনই আগের কাজ বর্জন করার আদেশ দেন, তখনই তা বর্জন করা দরকার এবং যে কাজের নির্দেশ দেন, তখনই বিনা দ্বিধায় তা পালন করা কর্তব্য।

এ ছাড়া শরিয়তসমূহের বিভিন্নতার আর একটি বড় রহস্য এই যে, জগতের প্রত্যেক যুগের প্রত্যেক স্তরের মানুষের মনমেজাজ ও স্বভাব-প্রকৃতি বিভিন্ন। কালের পরিবর্তন মানবস্বভাবের উপর প্রভাব বিস্তার করে। যদি সবার জন্য শাখাগত বিধান এক করে দেওয়া হয়, তবে মানুষ গুরুতর পরিস্থিতির সম্মুখীন হবে। তাই খোদায়ী রহস্যের তাগিদে প্রত্যেক যুগ ও প্রত্যেক মানুষের ভাবাবেগের প্রতি লক্ষ্য রেখে শাখাগত বিধি-বিধান পরিবর্তন করে দেওয়া হয়েছে। এখানে 'নাসিখ' (রদকারী আদেশ) ও 'মানসুখ (রদকৃত আদেশ)-এর অর্থ এরূপ নয় যে, আদেশদাতা পূর্বের পরিস্থিতি সম্পর্কে জ্ঞাত ছিলেন না বলে একটি আদেশ জারি করার ফলে যখন নতুন পরিস্থিতি সামনে এলো, তখন অপর একটি আদেশ জারি করে একে রহিত করে দেন, অথবা পূর্বে অসাবধানতা ও ভ্রান্তিবশতঃ কোনো নির্দেশ জারি করেছিলেন, পরে হুশিয়ার হয়ে তা পরিবর্তন করে দিলেন; বরং শরিয়তসমূহে নাসিখ ও মানসুখের অবস্থা একজন বিজ্ঞ হাকিম ও ডাক্তারের ব্যবস্থাপত্রের মতো। ডাক্তার ব্যাপবস্থাপত্রে পর্যায়ক্রমে ঔষধ পরিবর্তন করে। তিনি পূর্ব থেকেই জানেন যে, তিন দিন এ ঔষধ প্রয়োগ করার পর রোগীর মধ্যে এরূপ অবস্থা দেখা দিবে, তখন অমুক ঔষধ সেবন করানো হবে। সুতরাং ডাক্তার যখন পূর্ববর্তী ব্যাবস্থাপত্র রহিত করে নতুন ব্যবস্থাপত্র দেন তখন এরূপ বলা ঠিক নয় যে, পূর্বের ব্যবস্থাপত্রটি ভুল ছিল বলেই রহিত করা হয়েছে; বরং আসল সত্য হচ্ছে এই যে, বিগত দিনগুলোতে সে ব্যবস্থাপত্রই নির্ভুল ও জরুরি ছিল এবং পরবর্তী পরিবর্তিত অবস্থায় পরিবর্তিত এ ব্যবস্থাপত্রই নির্ভুল ও জরুরি।

https://e-ilm.weebly.com/

আলোচ্য আয়াতসমূহে বর্ণিত স্পষ্ট প্রাসঙ্গিক বিধানসমূহের সারসংক্ষেপ :

১. প্রাথমিক আয়াতসমূহের দ্বারা জানা যায় যে, ইহুদিদের দায়েরকৃত মকদ্দমায় মহানবী ﷺ যে ফয়সালা দিয়েছিলেন, তা তাওরাতের শরিয়তানুযায়ী ছিল। এতে প্রমাণিত হয় যে, বিগত শরিয়তসমূহের বিধি-বিধানকে যদি কুরআন অথবা ওহী রহিত না করে, তবে তা যথারীতি বহাল থাকে। যেমন ইহুদিদের মকদ্দমায় কেসাসের সমতা এবং ব্যভিচারের শাস্তিতে প্রস্তর বর্ষণে হত্যার নির্দেশ তাওরাতে ছিল এবং অতঃপর কুরআনও তা হুবহু বহাল রেখেছে।

২. দ্বিতীয় আয়াতে জখমের কেসাস সম্পর্কিত বিধান তাওরাতের বরাত দিয়ে বর্ণনা করা হয়েছে। ইসলামেও এ বিধান রাসূল ﷺ জারি করেছেন। এ কারণেই আলেমদের মতে বিগত শরিয়তসমূহের যেসব বিধান কুরআন রহিত করেনি, সেগুলো আমাদের শরিয়তেও প্রযোজ্য এবং অনুসরণীয়। এর ভিত্তিতেই আলোচ্য আয়াতসমূহে তাওরাতের অনুসারীদেরকে তাওরাত অনুযায়ী এবং ইঞ্জিলের অনুসারীদেরকে ইঞ্জিল অনুযায়ী ফয়সালা দেওয়ার ও আমল করার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে, অথচ এ গ্রন্থদ্বয় ও তার শরিয়ত মহানবী ﷺ-এর আগমনের সাথে সাথেই রহিত হয়ে গেছে। উদ্দেশ্য এই যে, তাওরাত ও ইঞ্জিলের যেসব বিধান কুরআন রহিত করেনি, সেগুলোর আজও অনুসরণ করা জরুরি।

৩. আল্লাহ প্রেরিত বিধি-বিধান সত্য নয়– এরূপ বিশ্বাসের বশবর্তী হয়ে এসব বিধানের বিরুদ্ধে ফয়সালা করা কুফর, কিন্তু সত্য বিশ্বাস করার পর যদি কার্যতঃ বিপরীত করা হয় তবে তা অন্যায় ও পাপ।

৪. ঘুষ গ্রহণ করা সর্বাবস্থায় হারাম। বিশেষতঃ আইন বিভাগে ঘুষ গ্রহণ করা অধিকতর হারাম।

৫. আলোচ্য আয়াত থেকে সুস্পষ্ট প্রতীয়মান হয় যে, সব পয়গম্বর ও তাঁদের শরিয়ত মূলনীতির ক্ষেত্রে এক ও অভিন্ন, কিন্তু তাদের আংশিক ও শাখাগত বিধি-বিধান বিভিন্ন এবং এ বিভিন্নতা বিরাট রহস্যের উপর নির্ভরশীল।

শব্দ বিশ্লেষণ

قَفَّيْنَا : সীগাহ جمع متكلم বহছ ماضى معروف বাব تَفْعِيْل মাসদার اَلتَّقْفِيَةَ মূলবর্ণ (ق ـ ف ـ ى) জিনস ناقص يائى অর্থ– আমরা পিছনে প্রেরণ করলাম।

مُهَيْمِنًا : সীগাহ واحد مذكر বহছ اسم فاعل বাব فَعْلَلَةٌ মাসদার اَلْهَيْمَنَةَ মূলবর্ণ (ه ـ م ـ ن) জিনস صحيح অর্থ– সংরক্ষণকারী, রক্ষণাবেক্ষণকারী।

اِسْتَبِقُوْا : সীগাহ جمع مذكر حاضر বহছ امر حاضر معروف বাব اِفْتِعَالٌ মাসদার اَلْاِسْتِبَاقُ মূলবর্ণ (س ـ ب ـ ق) জিনস صحيح অর্থ– তোমরা দ্রুত অগ্রসর হও/ প্রতিযোগিতা কর।

يُوْقِنُوْنَ : সীগাহ جمع مذكر غائب বহছ مضارع معروف বাব اِفْعَالٌ মাসদার اَلْاِيْقَانَ মূলবর্ণ (و ـ ق ـ ن) জিনস مثال واوى অর্থ– তারা বিশ্বাস করে।

https://e-ilm.weebly.com/

يَاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَا تَتَّخِذُوا الْيَهُوْدَ وَالنَّصٰرٰى اَوْلِيَآءَ ۘ بَعْضُهُمْ اَوْلِيَآءُ بَعْضٍ ۗ وَمَنْ يَتَوَلَّهُمْ مِّنْكُمْ فَاِنَّهٗ مِنْهُمْ ۗ اِنَّ اللّٰهَ لَا يَهْدِى الْقَوْمَ الظّٰلِمِيْنَ (٥١)

অনুবাদ : (৫১) হে ঈমানদারগণ! তোমরা ইহুদি ও নাসারাদেরকে বন্ধুরূপে গ্রহণ করো না। তারা পরস্পর বন্ধু; আর যে ব্যক্তি তোমাদের মধ্য হতে তাদের সাথে বন্ধুত্ব করবে, নিশ্চয় সে তাদেরই মধ্যে গণ্য হবে, নিশ্চয় আল্লাহ তা'আলা সে সমস্ত লোককে সুবুদ্ধি দান করেন না, যারা নিজেদের অনিষ্ট করছে।

فَتَرَى الَّذِيْنَ فِيْ قُلُوْبِهِمْ مَّرَضٌ يُّسَارِعُوْنَ فِيْهِمْ يَقُوْلُوْنَ نَخْشٰٓى اَنْ تُصِيْبَنَا دَآئِرَةٌ ۚ فَعَسَى اللّٰهُ اَنْ يَّاْتِىَ بِالْفَتْحِ اَوْ اَمْرٍ مِّنْ عِنْدِهٖ فَيُصْبِحُوْا عَلٰى مَآ اَسَرُّوْا فِيْٓ اَنْفُسِهِمْ نٰدِمِيْنَ (٥٢)

(৫২) এ কারণেই তোমরা এরূপ লোকদেরকে যাদের অন্তরে পীড়া রয়েছে দেখছ যে, তারা দৌড়ে দৌড়ে তাদের [কাফেরদের] মধ্যে প্রবেশ করছে, এবং বলে, আমাদের আশঙ্কাই হচ্ছে যে, আমাদের উপর কোনো বিপদ এসে পড়ে, অতএব, আশা যে, অচিরেই আল্লাহ তা'আলা [মুসলমানদের] পূর্ণ বিজয় প্রকাশ করবেন অথবা অন্য কোনো বিষয় বিশেষভাবে নিজ পক্ষ হতে [প্রকাশ করবেন] অনন্তর তারা নিজেদের অন্তরে লুক্কায়িত মনোভাবের কারণে লজ্জিত হবে।

وَيَقُوْلُ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْٓا اَهٰٓؤُلَآءِ الَّذِيْنَ اَقْسَمُوْا بِاللّٰهِ جَهْدَ اَيْمَانِهِمْ ۙ اِنَّهُمْ لَمَعَكُمْ ۗ حَبِطَتْ اَعْمَالُهُمْ فَاَصْبَحُوْا خٰسِرِيْنَ (٥٣)

(৫৩) আর মুসলমানগণ বলবে, আরে! এরাই নাকি তারা? যারা অতি দৃঢ়তা সহকারে আল্লাহর নামে শপথ করত যে, আমরা তোমাদের সঙ্গেই আছি, তাদের সমস্ত কর্ম [কৌশল]-ই ব্যর্থ হয়ে গেল, ফলে অকৃতকার্য রইল।

শাব্দিক অনুবাদ

(৫১) يَاَيُّهَا الَّذِيْنَ হে ঈমানদারগণ! لَا تَتَّخِذُوا الْيَهُوْدَ وَالنَّصٰرٰى اَوْلِيَآءَ তোমরা ইহুদি ও নাসারাদেরকে বন্ধুরূপে গ্রহণ করো না بَعْضُهُمْ اَوْلِيَآءُ بَعْضٍ তারা পরস্পর বন্ধু وَمَنْ يَتَوَلَّهُمْ مِّنْكُمْ আর যে ব্যক্তি তোমাদের মধ্য হতে তাদের সাথে বন্ধুত্ব করবে فَاِنَّهٗ مِنْهُمْ নিশ্চয় সে তাদেরই মধ্যে গণ্য হবে اِنَّ اللّٰهَ لَا يَهْدِى الْقَوْمَ الظّٰلِمِيْنَ নিশ্চয় আল্লাহ তা'আলা সে সমস্ত লোককে সুবুদ্ধি দান করেন না, যারা নিজেদের অনিষ্ট করছে।

(৫২) فَتَرَى এ কারণেই তোমরা এরূপ লোকদেরকে দেখছ যে الَّذِيْنَ فِيْ قُلُوْبِهِمْ مَّرَضٌ যাদের অন্তরে পীড়া রয়েছে يُسَارِعُوْنَ فِيْهِمْ তারা দৌড়ে দৌড়ে তাদের মধ্যে প্রবেশ করছে يَقُوْلُوْنَ এবং বলে نَخْشٰى আমাদের আশঙ্কাই হচ্ছে যে اَنْ تُصِيْبَنَا دَآئِرَةٌ আমাদের উপর কোনো বিপদ এসে পড়ে فَعَسَى اللّٰهُ اَنْ يَّاْتِىَ بِالْفَتْحِ অতএব, আশা যে, অচিরেই আল্লাহ তা'আলা পূর্ণ বিজয় প্রকাশ করবেন اَوْ اَمْرٍ مِّنْ عِنْدِهٖ অথবা অন্য কোনো বিষয় বিশেষভাবে নিজ পক্ষ হতে [প্রকাশ করতেন] فَيُصْبِحُوْا عَلٰى مَآ اَسَرُّوْا فِيْٓ اَنْفُسِهِمْ نٰدِمِيْنَ অনন্তর তারা নিজেদের অন্তরে লুক্কায়িত মনোভাবের কারণে লজ্জিত হবে।

(৫৩) وَيَقُوْلُ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا আর মুসলমানগণ বলবে, اَهٰٓؤُلَآءِ এরাই নাকি তারা الَّذِيْنَ اَقْسَمُوْا بِاللّٰهِ যারা আল্লাহর নামে শপথ করত যে جَهْدَ اَيْمَانِهِمْ অতি দৃঢ়তা সহকারে اِنَّهُمْ لَمَعَكُمْ আমরা তোমাদের সঙ্গেই আছি حَبِطَتْ اَعْمَالُهُمْ এদের সমস্ত কর্ম [কৌশল]-ই ব্যর্থ হয়ে গেল فَاَصْبَحُوْا خٰسِرِيْنَ ফলে অকৃতকার্য রইল।

https://e-ilm.weebly.com/

يَاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا مَنْ يَّرْتَدَّ مِنْكُمْ عَنْ دِيْنِهٖ فَسَوْفَ يَاْتِي اللّٰهُ بِقَوْمٍ يُّحِبُّهُمْ وَيُحِبُّوْنَهٗۤ ۙ اَذِلَّةٍ عَلَى الْمُؤْمِنِيْنَ اَعِزَّةٍ عَلَى الْكٰفِرِيْنَ ۫ يُجَاهِدُوْنَ فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ وَلَا يَخَافُوْنَ لَوْمَةَ لَآئِمٍ ؕ ذٰلِكَ فَضْلُ اللّٰهِ يُؤْتِيْهِ مَنْ يَّشَآءُ ؕ وَاللّٰهُ وَاسِعٌ عَلِيْمٌ (٥٤)

অনুবাদ : (৫৪) হে ঈমানদারগণ! তোমাদের মধ্য হতে যে ব্যক্তি স্বীয় ধর্ম হতে ফিরে যায়, তবে [ইসলামের কোনো ক্ষতি নেই] কেননা আল্লাহ তা'আলা সত্বরই [তাদের স্থলে] এমন এক সম্প্রদায় সৃষ্টি করবেন, যাদেরকে আল্লাহ তা'আলা ভালোবাসবেন এবং তারাও আল্লাহকে ভালোবাসবে, তারা মুসলমানদের প্রতি মেহেরবান থাকবে, কাফেরদের প্রতি কঠোর হবে, তারা জিহাদ করবে, আল্লাহর পথে, আর তারা কোনো নিন্দুকের নিন্দার পরোয়া করবে না, তা আল্লাহ তা'আলার অনুগ্রহ যাকে ইচ্ছা প্রদান করেন, বস্তুত আল্লাহ তা'আলা সুপ্রশস্ত, মহাজ্ঞানী।

اِنَّمَا وَلِيُّكُمُ اللّٰهُ وَرَسُوْلُهٗ وَالَّذِيْنَ اٰمَنُوا الَّذِيْنَ يُقِيْمُوْنَ الصَّلٰوةَ وَيُؤْتُوْنَ الزَّكٰوةَ وَهُمْ رٰكِعُوْنَ (٥٥)

(৫৫) তোমাদের বন্ধু তো আল্লাহ ও তাঁর রাসূল এবং মুমিনগণ যারা নামাজের পাবন্দি করে, এবং জাকাত আদায় করে, এই অবস্থায় যে, তাদের মধ্যে বিনয় থাকে।

وَمَنْ يَّتَوَلَّ اللّٰهَ وَرَسُوْلَهٗ وَالَّذِيْنَ اٰمَنُوْا فَاِنَّ حِزْبَ اللّٰهِ هُمُ الْغٰلِبُوْنَ (٥٦) ع

(৫৬) আর যে ব্যক্তি বন্ধুত্ব রাখবে আল্লাহর সাথে এবং তাঁর রাসূলের সাথে এবং ঈমানদারদের সাথে, তবে [তারা আল্লাহর দলভুক্ত হলো এবং] নিশ্চয় আল্লাহর দলই বিজয়ী।

শাব্দিক অনুবাদ

(৫৪) يَاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا হে ঈমানদারগণ! مَنْ يَّرْتَدَّ مِنْكُمْ তোমাদের মধ্য হতে যে ব্যক্তি ফিরে যায় عَنْ دِيْنِهٖ স্বীয় ধর্ম হতে فَسَوْفَ يَاْتِي اللّٰهُ بِقَوْمٍ তবে আল্লাহ তা'আলা সত্বরই এমন এক সম্প্রদায় সৃষ্টি করবেন يُّحِبُّهُمْ যাদেরকে আল্লাহ তা'আলা ভালোবাসবেন وَيُحِبُّوْنَهٗ এবং তারাও আল্লাহকে ভালোবাসবে اَذِلَّةٍ عَلَى الْمُؤْمِنِيْنَ তারা মুসলমানদের প্রতি মেহেরবান থাকবে اَعِزَّةٍ عَلَى الْكٰفِرِيْنَ কাফেরদের প্রতি কঠোর হবে يُجَاهِدُوْنَ তারা জিহাদ করবে فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ আল্লাহর পথে وَلَا يَخَافُوْنَ আর তারা কোনো পরোয়া করবে না لَوْمَةَ لَآئِمٍ নিন্দুকের নিন্দার ذٰلِكَ فَضْلُ اللّٰهِ তা আল্লাহ তা'আলার অনুগ্রহ يُؤْتِيْهِ مَنْ يَّشَآءُ যাকে ইচ্ছা প্রদান করেন وَاللّٰهُ وَاسِعٌ عَلِيْمٌ বস্তুত আল্লাহ তা'আলা সুপ্রশস্ত, মহাজ্ঞানী।

(৫৫) اِنَّمَا وَلِيُّكُمُ اللّٰهُ وَرَسُوْلُهٗ তোমাদের বন্ধু তো আল্লাহ ও তাঁর রাসূল। وَالَّذِيْنَ اٰمَنُوا এবং মুমিনগণ الَّذِيْنَ يُقِيْمُوْنَ الصَّلٰوةَ যারা নামাজের পাবন্দি করে وَيُؤْتُوْنَ الزَّكٰوةَ এবং জাকাত আদায় করে وَهُمْ رٰكِعُوْنَ এই অবস্থায় যে, তাদের মধ্যে বিনয় থাকে।

(৫৬) وَمَنْ يَّتَوَلَّ اللّٰهَ وَرَسُوْلَهٗ আর যে ব্যক্তি বন্ধুত্ব রাখবে আল্লাহর সাথে এবং তাঁর রাসূলের সাথে। وَالَّذِيْنَ اٰمَنُوْا এবং ঈমানদারদের সাথে فَاِنَّ حِزْبَ اللّٰهِ هُمُ الْغٰلِبُوْنَ তবে নিশ্চয় আল্লাহর দলই বিজয়ী।

https://e-ilm.weebly.com/

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

(৫১) يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَا تَتَّخِذُوا الْيَهُوْدَ وَالنَّصٰرٰۤى اَوْلِيَآءَ الخ **আয়াতের শানে নুযূল– ১ :** ইবনে জারীর ইবনে আবী হাতেম সুদ্দীর মধ্যস্থতায় বর্ণনা করেন। তিনি বলেন, এক শ্রেণির মানুষের উপর ওহুদের ঘটনাটি অত্যন্ত পীড়াদায়ক হলো এবং ভীতি গ্রস্ত হয়ে পড়ল যে, কাফেররা তাদের সন্ধান পেয়ে যাবে। তখন এক ব্যক্তি তার সঙ্গীকে বলল, আমি অমুক ইহুদিদের সাথে মিলে গিয়ে তার নিকট থেকে নিরাপত্তা গ্রহণ করব, আর আমি কি তার সাথে ইহুদি হয়ে যাব? আমার ভয় হয় ইহুদিরা আমাদের সন্ধান দিয়ে দিবে। অপরজন বলল, আমি কি সিরিয় অমুক খ্রিস্টানদের সাথে মিলে নিরাপত্তা গ্রহণ করব আর তার সাথে কি খ্রিস্টান হয়ে যাব। তারা দু'জন সম্পর্কে আলোচ্য আয়াত নাজিল করা হয়েছে। –[রূহুল মা'আনী : ১৫৬/৩/৬, ইবনে কাছীর : ৭০/২]

শানে নুযূল– ২ : ইকরিমা বলেন, আলোচ্য আয়াত আবূ লুবাবা বিন আবুল মুনযির সম্পর্কে নাজিল হয়েছে। রাসূল ﷺ তাকে যখন বনূ কুরাইযাদের নিকট প্রেরণ করলেন, তখন তারা তাকে জিজ্ঞেস করল, আমাদের সাথে কি আচরণ করা হবে? সে সময় তিনি হলকুমের দিকে হাত দ্বারা ইশারা দিয়ে জবাই এর প্রতি ইঙ্গিত করলেন। সে পরিপ্রেক্ষিতে উল্লিখিত আয়াত নাজিল হয়েছে। ইবনে জারীর বর্ণনা করেছেন যে, কারো মতে আব্দুল্লাহ বিন উবাই বিন সালূল সম্পর্কে উল্লিখিত আয়াত নাজিল হয়েছে। –[ইবনে কাছীর : ৭০/২]

শানে নুযূল– ৩ : ইবনে জারীর ও ইবনে আবী শায়বা আতিয়া বিন সা'আদের উদ্ধৃতি দিয়ে বলেন, তিনি বলেন, বনী হারেছা বিন খাযরাজ হতে আবূ উবাদাহ বিন ছামেত রাসূল ﷺ-এর নিকট এসে বলল, হে আল্লাহর রাসূল! ইহুদিদের মাঝে আমার অনেক বন্ধু-বান্ধব রয়েছে। আমি তাদের থেকে সম্পূর্ণরূপে মুক্ত। ইহুদিদের পরিবর্তে আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের সাথে বন্ধুত্ব গড়ে নিলাম। আব্দুল্লাহ বিন উবাই তখন বলল, আমি বন্ধুদের প্রতি কালের পট পরিবর্তনে আশঙ্কা করি। সে পরিপ্রেক্ষিতে উক্ত আয়াত নাজিল করা হয়েছে। –[রূহুল মা'আনী : ১৫৭/৬, কুরতুবী : ২০৪/৬]

(৫৪) يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا مَنْ يَّرْتَدَّ مِنْكُمْ عَنْ دِيْنِهٖ **আয়াতের শানে নুযূল– ১ :** হাসান, কাতাদাহ ও অন্যান্য তাফসীরকারকগণ বলেন, আলোচ্য আয়াত হযরত আবূ বকর (রা.) ও তাঁর সাথীবর্গ সম্পর্কে নাজিল হয়েছে।

শানে নুযূল– ২ : সুদ্দী (র.) বলেন, আনসারীদের সম্পর্কে আলোচ্য আয়াত নাজিল হয়েছে।

শানে নুযূল– ৩ : আবার কারো কারো মতে এ দ্বারা এমন সম্প্রদায়ের প্রতি ইঙ্গিত করা হয়েছে, যারা তৎকালে উপস্থিত ছিল না। অর্থাৎ মুরতাদদের ব্যাপারে বলা হয়েছে। কেননা হযরত আবূ বকর (রা.) মুরতাদদের মোকাবিলায় যুদ্ধ করেছেন, যারা আয়াত নাজিল হওয়ার সময় ছিল না। আর তারা হলো ইয়ামানের কিন্দাহ ও আশজা' গোত্রের লোকজন।

শানে নুযূল– ৪ : হাকেম আবূ আব্দুল্লাহ মুস্তাদরাক গ্রন্থে বর্ণনা করেন, নবী করীম ﷺ হযরত আবূ মূসা আশআরীর প্রতি ইঙ্গিত করে বলেন, এরা হচ্ছে সেই সম্প্রদায়! যাদের ব্যাপারে এই আয়াত নাজিল হয়েছে। –[কুরতুবী : ২০৬/৬]

(৫৪) قوله وَلَا يَخَافُوْنَ لَوْمَةَ لَآئِمٍ **আয়াতের শানে নুযূল :** আয়াতের এ অংশ হযরত আবূ বকর, ওমর, উসমান ও আলী (রা.)-এর ইমামতের প্রমাণ বহন করে। কারণ তারা রাসূল ﷺ-এর জীবদ্দশায় আল্লাহর পথে জিহাদ করেছেন এবং তাঁর ইন্তেকালের পর মুরতাদদের মোকাবিলায় জিহাদ করেছেন। সুতরাং এর দ্বারা প্রতীয়মান হয় যে, এ সকল গুণ যার কাছে থাকে, তিনি আল্লাহর ওলী হবেন এবং জন সাধারণের ইমাম হবেন।

(৫৫) قوله اِنَّمَا وَلِيُّكُمُ اللّٰهُ وَرَسُوْلُهٗ وَالَّذِيْنَ اٰمَنُوا الخ **আয়াতের শানে নুযূল– ১:** হাকেম ও ইবনে মারদুভিয়া হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) হতে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন, ইবনে সালাম ও তার গোত্রের কিছু লোকজন এসে রাসূল ﷺ-এর প্রতি ঈমান গ্রহণ করে বললল, হে আল্লাহর রাসূল! আমাদের বাড়ি তো অনেক দূরে। এই বৈঠক ভিন্ন কোনো বৈঠক করিনি আর আমাদের গোত্রের লোকজন আমাদেরকে যখন দেখবে আমরা আল্লাহ ও তদ্বীয় রাসূলের প্রতি ঈমান এনেছি এবং তাঁকে আমরা সমর্থন করেছি তখন ওরা আমাদের থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়বে। আমাদের সাথে বসবেনা, কথা বলবে না, শাদি-বিবাহের সম্পর্কও গড়বে না। তা আমাদের মাঝে অত্যন্ত পীড়াদায়ক হবে। ফলে রাসূল ﷺ তাদেরকে বললেন, তোমাদের বন্ধুতো হলেন আল্লাহ ও তদ্বীয় রাসূল। অতঃপর রাসূল ﷺ মসজিদে গেলেন। তখন সাহাবীগণ দাঁড়ানো ও রুকূ অবস্থায় ইবাদতে রত ছিলেন, সে সময় একজন ভিক্ষুককে দেখলেন, রাসূল ﷺ তাকে জিজ্ঞেস করেন, তোমাকে

https://e-ilm.weebly.com/

কেউ কিছু দিয়েছে কি? সে বলল, হ্যাঁ, একটি রৌপ্য আংটি দিয়েছে। এবার জিজ্ঞেস করলেন, তোমাকে কে দিয়েছে? সে ঐ দণ্ডায়মান ব্যক্তি বলে হযরত আলী (রা.)-এর প্রতি ইঙ্গিত করল। এসময় রাসূল ﷺ জিজ্ঞেস করলেন তোমাকে কোন অবস্থায় দিয়েছে? উত্তরে বলল, রুকূ' অবস্থায় দিয়েছে। মহানবী ﷺ একবার তাকবীর বলেন, এবং এ আয়াত তেলাওয়াত করেন। সুতরাং বুঝা গেল যে, হযরত আলী (রা.) -এর নামাজরত অবস্থায় দান করা সম্পর্কে উল্লিখিত আয়াত অবতীর্ণ হয়েছে। –[ইবনে কাছীর : ৭৩/২]

শানে নুযূল– ২ : ইবনে জারীর আতীয়া বিন সাআদের উদ্ধৃতি দিয়ে বর্ণনা করেন যে, আলোচ্য আয়াত উবাদাহ বিন সা'আদ সম্পর্কে অবতীর্ণ হয়েছে। –[ফাতহুল কাদীর : ৫৩/২]

শানে নুযূল– ৩ : আবূ বকর নাক্কাশ (র.) বর্ণনা করেন, আলোচ্য আয়াত মুহাজির ও আনসারদের সম্পর্কে নাজিল হয়েছে। আবার কারো মতে হযরত আলী (রা.) সম্পর্কে নাজিল হয়েছে। –[রূহুল মা'আনী : ১৬৮/৩/৬]

প্রথম আয়াতে মুসলমানদের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে যে, তারা যেন ইহুদি ও খ্রিস্টানদের সাথে সামঞ্জস্য ও গভীর বন্ধুত্ব না করে। সাধারণ অমুসলিম এবং ইহুদি ও খ্রিস্টানদের রীতিও তাই। তারা গভীর বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক শুধু স্বীয় সম্প্রদায়ের মধ্যেই ইসীমাবদ্ধ রাখে; মুসলমানদের সাথে এরূপ সম্পর্ক স্থাপন করে না।

এরপর যদি কোনো মুসলমান এ নির্দেশ অমান্য করে কোনো ইহুদি অথবা খ্রিস্টানের সাথে গভীর বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক স্থাপন করে, তবে সে ইসলামের দৃষ্টিতে সে সম্প্রদায়েরই লোক বলে গণ্য হওয়ার যোগ্য।

তাফসীরবিদ ইবনে জারীর ইকরিমা (রা.)-এর বাচনিক বর্ণনা করেন : এ আয়াতটি একটি বিশেষ ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে অবতীর্ণ হয়েছে। ঘটনাটি এই যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ মদিনায় আগমনের পর পাশ্ববর্তী ইহুদি ও খ্রিস্টানদের সাথে এই মর্মে চুক্তি স্বাক্ষর করেন যে, তারা মুসলমানদের বিরুদ্ধে নিজেরা যুদ্ধ করবে না; বরং মুসলমানদের সাথে কাঁধ মিলিয়ে আক্রমণকারীকে প্রতিহত করবে। এমনিভাবে মুসলমানরাও তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করবে না এবং কোনো বহিরাক্রমণকারীর সাহায্য করবে না; বরং আক্রমণকারীকে প্রতিহত করবে। কিছুদিন পর্যন্ত এ চুক্তি উভয় পক্ষেই বলবৎ থাকে, কিন্তু ইহুদিরা স্বভাবগত কুটিলতা ও ইসলাম বিদ্বেষের কারণে বেশিদিন এ চুক্তি মেনে চলতে পারল না এবং মুসলমানদের বিরুদ্ধে মক্কার মুশরিকদের সাথে ষড়যন্ত্র করে তাদেরকে স্বীয় দুর্গে আহবান জানিয়ে পত্র লিখল। রাসূলুল্লাহ ﷺ এ ষড়যন্ত্রের কথা জানতে পেরে তাদের বিরুদ্ধে একটি মুজাহিদ বাহিনী প্রেরণ করলেন। বনী কুরাইযার এসব ইহুদি একদিকে মুশরিকদের সাথে হাত মিলিয়ে সড়যন্ত্রে লিপ্ত ছিল এবং অপরদিকে মুসলমানদের দলে অনুপ্রবেশ করে অনেক মুসলমানের সাথে বন্ধুত্বের চুক্তি সম্পাদন করে রেখেছিল। এভাবে মুসলমানদের বিরুদ্ধে মুশরিকদের জন্য গুপ্তচর বৃত্তিতে লিপ্ত ছিল। এ কারণে আলোচ্য আয়াত অবতীর্ণ হয় এবং মুসলমানদেরকে ইহুদি ও খ্রিস্টানদের সাথে গভীর বন্ধুত্ব স্থাপন করতে নিষেধ করে দেওয়া হয়, যাতে শত্রুরা মুসলমানদের বিশেষ সংবাদ সংগ্রহ করতে না পারে। তখন ওবাদা ইবনে ছামেত (রা.) প্রমুখ সাহাবী প্রকাশ্যভাবে তাদের সাথে চুক্তি বিলোপ ও অসহযোগের কথা ঘোষণা করেন। অপরপক্ষে কিছুসংখ্যক লোক, যারা কপট বিশ্বাসের অধীনে মুসলমানদের অন্তর্ভুক্ত ছিল কিংবা যারা তখনো ঈমানের দিক দিয়ে দুর্বল ছিল, তারা ইহুদি ও খ্রিস্টানদের সাথে সম্পর্কেচ্ছেদ করার মধ্যে সমূহ বিপদাশঙ্কা অনুভব করত। তারা চিন্তা করত, যদি মুশরিক ও ইহুদিদের চক্রান্ত সফল হয়ে যায় এবং মুসলমানরা পরাজিত হয়, তবে আমাদের প্রাণ রক্ষার একটা উপায় থাকা দরকার। কাজেই এদের সাথেও সম্পর্ক রাখা উচিত, যাতে তখন আমরা বিপদে না পড়ি। আব্দুল্লাহ ইবনে উবাই ইবনে সুলুল একারণেই বলল, এদের সাথে সম্পর্কচ্ছেদ করা আমার মতে বিপজ্জনক। তাই আমি তা করতে পারি না। এর পরিপ্রেক্ষিতে দ্বিতীয় আয়াতটি অবতীর্ণ হলো : فَتَرَى الَّذِيْنَ فِيْ قُلُوْبِهِمْ مَّرَضٌ يُّسَارِعُوْنَ فِيْهِمْ يَقُوْلُوْنَ نَخْشٰٓى اَنْ تُصِيْبَنَا دَآئِرَةٌ

অর্থাৎ অসহযোগের নির্দেশ শুনে যাদের অন্তরে কপটতাজনিত রোগ ছিল, তারা কাফের বন্ধুদের পানে দৌড়াদৌড়ি শুরু করে দিল এবং বলতে লাগল : এদের সাথে সম্পর্কচ্ছেদের মধ্যে আমাদের জন্য বিপদাশঙ্কা রয়েছে।

আল্লাহ তা'আলা এর উত্তরে বলেন : فَعَسَى اللّٰهُ اَنْ يَّاْتِيَ بِالْفَتْحِ اَوْ اَمْرٍ مِّنْ عِنْدِهٖ فَيُصْبِحُوْا عَلٰى مَآ اَسَرُّوْا فِيْٓ اَنْفُسِهِمْ نٰدِمِيْنَ

অর্থাৎ এরা তো এ কল্পনাবিলাসে মত্ত যে, মুশরিক ও ইহুদিরা মুসলমানদের বিরুদ্ধে জয়লাভ করবে, কিন্তু আল্লাহ তা'আলার সিদ্ধান্ত এই যে, এরূপ হবে না; বরং মক্কা বিজয় অতি সন্নিকটে অথবা মক্কা বিজয়ের পূর্বেই আল্লাহ তা'আলা মুনাফিকদের মুখোশ উন্মোচন করে তাদেরকে লাঞ্ছিত করবেন। তখন তারা মনের লুক্কায়িত চিন্তাধারার জন্য অনুতপ্ত হবে।

https://e-ilm.weebly.com/

তৃতীয় আয়াতে এ বিষয়টি আরো পরিষ্কার করে বলা হয়েছে যে, যখন মুনাফিকদের মুখোশ উন্মোচিত হবে এবং তাদের বন্ধুত্বের দাবি ও শপথের স্বরূপ ফুটে উঠবে, তখন মুসলমানরা বিস্ময়াভিভূত হয়ে বলবে : এরাই কি আমাদের সাথে আল্লাহর নামে কঠোর শপথ করে বন্ধুত্বের দাবি করত? আজ এদের সব লোক দেখানো ধর্মীয় কার্যকলাপই বিনষ্ট হয়ে গেছে। আলোচ্য আয়াতসমূহে আল্লাহ তা'আলা মক্কা বিজয় ও মুনাফিকদের লাঞ্ছনার যে বর্ননা দিয়েছেন, তার বাস্তব চিত্র কিছুদিন পর সবাই প্রত্যক্ষ করেছিল।

চতুর্থ আয়াতে বলা হয়েছে যে, মুসলমানদের স্বার্থেই তাদেরকে অমুসলিমদের সাথে গভীর বন্ধুত্ব ও মেলামেশা করতে নিষেধ করা হয়েছে। নতুবা সত্যধর্ম ইসলামের হেফাজতের দায়িত্ব আল্লাহ নিজেই গ্রহণ করেছেন। কোনো ব্যক্তি কিংবা দলের বক্রতা ও অবাধ্যতা দূরের কথা, স্বয়ং মুসলমানদের কোনো ব্যক্তি কিংবা দল যদি সত্যি সত্যি ইসলাম ত্যাগ করে বসে এবং সম্পূর্ণ ধর্মত্যাগী হয়ে অমুসলিমদের সাথে হাত মিলায়, তবে এতেও ইসলামের কোনোই ক্ষতি হবে না–হতে পারে না। কারণ এর হেফাজতের দায়িত্ব সর্বশক্তিমান আল্লাহর। তিনি তৎক্ষণাৎ অন্য কোনো জাতিকে কর্মক্ষেত্রে অবতারণ করবেন, যারা ইসলামের হেফাজত ও প্রচারের কর্তব্য সম্পাদন করবে। আল্লাহ তা'আলার কাজ কোনো ব্যক্তি, বিরাট দল অথবা প্রতিষ্ঠানের উপর নির্ভরশীল নয়। তিনি যখন চান খড়-কুটাকেও কড়িকাঠের কাজে লাগাতে পারেন। অন্যথা কড়ি-কাঠও পচে গলে মাটি হতে থাকে।

এ আয়াতে যেখানে একথা বলা হয়েছে যে, মুসলমানরা ধর্মত্যাগী হয়ে গেলে আল্লাহ তা'আলা কোনো জাতির অভ্যুত্থান ঘটাবেন, সেখানে সেই পুণ্যাত্মা জাতির কিছু গুণাবলিও বর্ণনা করেছেন। যারা ধর্মের কাজ করে, এ গুণগুলোর প্রতি তাদের লক্ষ্য রাখা উচিত। কারণ এসব গুণের অধিকারীরা আল্লাহর দৃষ্টিতে প্রিয় ও মকবুল।

তাদের প্রথম গুণের বর্ণনা প্রসঙ্গে বলা হয়েছে : আল্লাহ তা'আলা তাদেরকে ভালোবাসবেন এবং তারা নিজেরাও আল্লাহ তা'আলাকে ভালোবাসবেন। এ গুণটি দুই অংশে বিভক্ত : (এক) আল্লাহর সাথে তাদের ভালোবাসা। একে কোনো না কোনো স্তরে মানুষের ইচ্ছাধীন মনে করা যায়। কারো সাথে কারো স্বভাবজাত ভালোবাসা না হলেও কমপক্ষে যৌক্তিক ভালোবাসাকে স্বীয় ইচ্ছাধীন রাখতে পারে। এছাড়া স্বভাবজাত ভালোবাসা যদিও ইচ্ছাধীন নয়, কিন্তু এর উপায়-উপকরণগুলো ইচ্ছাধীন। উদাহরণতঃ আল্লাহ তা'আলার মাহাত্ম্য, প্রতাপ, শক্তি-সামর্থ্য এবং মানুষের প্রতি তাঁর অসীম ক্ষমতা ও অগণিত নিয়ামতরাজির ধ্যান ও কল্পনা অবশ্যম্ভাবীরূপে মানুষের মনে আল্লাহর প্রতি স্বভাবজাত ভালোবাসা সৃষ্টি করে দেয়।

কিন্তু দ্বিতীয় অংশ অর্থাৎ, তাদের সাথে আল্লাহ তা'আলার ভালোবাসার ক্ষেত্রে বাহ্যত মানুষের ইচ্ছা ও কর্মের কোনো ভূমিকা নেই। যে বিষয়টি মানুষের ইচ্ছা ও সামর্থ্যের বাইরে, তা মানুষকে শুনানোরও কোনো বাহ্যিক সার্থকতা নেই।

কিন্তু কুরআন পাকের অন্যান্য আয়াতের পর্যালোচনা করলে বুঝা যায় যে, এ ভালোবাসার উপায়-উপকরণগুলোও মানুষের ইচ্ছাধীন। মানুষ যদি এসব উপায়কে কাজে লাগায়, তবে তাদের সাথে আল্লাহ তা'আলার ভালোবাসা অবশ্যম্ভাবী। এসব উপায় নিম্নোক্ত আয়াতে ব্যক্ত হয়েছে : قُلْ إِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ

অর্থাৎ, হে রাসুল! আপনি বলে দিন : যদি তোমরা আল্লাহকে ভালোবাস, তবে আমাকে অনুসরণ কর। এর ফলশ্রুতিতে আল্লাহ তা'আলা তোমাদেরকে ভালোবাসতে থাকবেন।

এ আয়াত থেকে জানা গেছে যে, যে ব্যক্তি আল্লাহ তা'আলার ভালোবাসা লাভ করতে চায়, তার উচিত জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে এবং প্রতিটি পদক্ষেপে রাসূল ﷺ-এর সুন্নত অনুসরণে অবিচল থাকা। এমন করলে আল্লাহ তা'আলা তাকে ভালোবাসবেন বলে ওয়াদা দিয়েছেন। এ আয়াত থেকে আরো জানা যায় যে, যে দল সুন্নতের অনুসরণ করে, শরিয়তের নির্দেশ পালনে ত্রুটি করে না এবং নিজেরা সুন্নত বিরোধী কাজ-কর্ম ও বিদ'আত প্রচার করে না, একমাত্র তারাই কুফর ও ধর্মত্যাগের মোকাবিলা করতে সক্ষম।

উপরিউক্ত জাতির দ্বিতীয় গুণ বর্ণনা প্রসঙ্গে বলা হয়েছে– أَذِلَّةٍ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ أَعِزَّةٍ عَلَى الْكَافِرِينَ অর্থাৎ তারা মুসলমানদের সামনে নম্র হবে এবং কোনো ব্যাপারে মতবিরোধ হলে সত্যপন্থি হওয়া সত্ত্বেও সহজে বশ হয়ে তারা ঝগড়া ত্যাগ করবে। এ অর্থেই রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন : أَنَا زَعِيمٌ بِبَيْتٍ فِي رَبَضِ الْجَنَّةِ لِمَنْ تَرَكَ الْمِرَاءَ وَهُوَ مُحِقٌّ

অর্থাৎ আমি ঐ ব্যক্তিকে জান্নাতের মধ্যস্থলে বাসস্থান দেওয়ার দায়িত্ব গ্রহণ করেছি, যে সত্যপন্থি হওয়া সত্ত্বেও ঝগড়া ত্যাগ করে।

https://e-ilm.weebly.com/

মোটকথা, তারা মুসলমানদের সাথে স্বীয় অধিকার ও কাজ-কারবারের ব্যাপারে কোনোরূপ ঝগড়া-বিবাদ রাখবে না। বাক্যের দ্বিতীয় অংশে أَعِزَّةٍ শব্দ ব্যবহৃত হয়েছে। এটি عزيز -এর বহুবচন। এর অর্থ প্রবল, শক্তিশালী ও কঠোর। উদ্দেশ্য এই যে, তারা আল্লাহ ও তাঁর ধর্মের শত্রুদের মোকাবিলায় কঠোর ও পরাক্রান্ত। শত্রুরা তাদেরকে সহজে কাবু করতে পারে না।

উভয় বাক্য একত্রিত করলে সারমর্ম এই দাঁড়ায় যে, তারা হবে এমন একটি জাতি, যাদের ভালোবাসা ও শত্রুতা নিজ সত্ত্বা ও সত্ত্বাগত অধিকারের পরিবর্তে শুধু আল্লাহ, তাঁর রাসূল ও ধর্মের খাতিরে নিবেদিত প্রাণ হবে। এ কারণেই তাদের বন্দুকের নল আল্লাহ ও রাসূলের অনুগতদের দিকে নয়; বরং তাঁর শত্রু ও অবাধ্যদের দিকে নিবদ্ধ থাকবে। সূরা ফাতহে উল্লিখিত أَشِدَّآءُ عَلَى الْكُفَّارِ رُحَمَآءُ بَيْنَهُمْ আয়াতের বিষয়বস্তুও তাই।

প্রথম গুণের সারমর্ম ছিল অধিকারসমূহে পূর্ণতা এবং দ্বিতীয় গুণের সারমর্ম ছিল বান্দার অধিকার ও কাজ-কারবারের সমতা। তাদের তৃতীয় গুণ বর্ণনা প্রসঙ্গে বলা হয়েছে يُجَاهِدُوْنَ فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ অর্থাৎ তারা সত্যধর্মের প্রচার ও প্রসারের লক্ষ্যে জিহাদে প্রবৃত্ত হবে। এর সারমর্ম এই যে, কুফর ও ধর্মত্যাগের মোকাবিলা করার জন্য শুধু কতিপয় প্রচলিত ইবাদত এবং নম্র ও কঠোর হওয়াই যথেষ্ট নয়; বরং ধর্মকে প্রতিষ্ঠিত করার উদ্দীপনাও থাকতে হবে। এ উদ্দীপনাকে পূর্ণতা দানের জন্য চতুর্থ গুণ وَلَا يَخَافُوْنَ لَوْمَةَ لَآئِمٍ বাক্যে উল্লেখ করা হয়েছে। অর্থাৎ, ধর্মকে প্রতিষ্ঠিত ও সমুন্নত করার চেষ্টায় তারা কোনো ভর্ৎসনাকারীর ভর্ৎসনারই পরওয়া করবে না।

চিন্তা করলে বুঝা যাবে, যে কোনো আন্দোলন পরিচালনার পথে দু'টি বিষয় অন্তরায় হয়ে থাকে। প্রথমতঃ বিরোধী শক্তির প্রবলতা এবং দ্বিতীয়তঃ আপন লোকদের ভর্ৎসনা ও তিরস্কার। অভিজ্ঞতায় দেখা গেছে, যারা আন্দোলন পরিচালনায় দৃঢ়সংকল্প হয়ে অগ্রসর হয়, তারা অধিকাংশ ক্ষেত্রে বিরোধী শক্তির কাছে নতি স্বীকার করে না– জেল-জুলুম, জখম, হত্যা ইত্যাদি সবকিছুই অম্লানবদনে সহ্য করে নেয়। কিন্তু আপন লোকদের ভর্ৎসনা-বিদ্রূপ ও নিন্দাবাদের মুখে বড় বড় কর্মবীরদেরও পদস্খলন ঘটে। সম্ভবতঃ এ কারণেই আল্লাহ তা'আলা এখানে এর গুরুত্ব ফুটিয়ে তোলার উদ্দেশ্যে বলেছেন যে, তারা কারো ভর্ৎসনার পরওয়া না করে স্বীয় জিহাদ অব্যাহত রাখবে।

আয়াতের শেষাংশে একথাও বলা হয়েছে যে, এসব গুণ ও উত্তম অভ্যাসসমূহ আল্লাহ তা'আলারই দান। তিনিই যাকে ইচ্ছা এসব গুণ দ্বারা ভূষিত করেন। আল্লাহর অনুগ্রহ ছাড়া মানুষ শুধু চেষ্টাচরিত্রের মাধ্যমে এগুলো অর্জন করতে পারে না।

আয়াতের শব্দসমূহ বিশ্লেষণ করলে এ কথা সুস্পষ্ট হয়ে উঠে যে, মুসলমানদের মধ্য থেকে কিছু লোক ধর্মত্যাগী হয়ে গেলেও ইসলামের কোনো ক্ষতি হবে না; বরং ইসলাম হেফাজত ও সমর্থনের জন্য আল্লাহ তা'আলা একটি উচ্চস্তরের চরিত্র ও আমলের অধিকারী দলকে কর্মক্ষেত্রে অবতারণ করবেন।

তাফসীরবিদগণ বলেছেন : এ আয়াতটি প্রকৃতপক্ষে অনাগত গোলযোগকে প্রতিহতকারী দলের জন্য একটি সুসংবাদ। অনাগত গোলযোগ হচ্ছে ধর্মত্যাগের সে হিড়িক, যার কিছু কিছু জীবাণু নবুয়তের সর্বশেষ দিনগুলোতে পাখা বিস্তার করতে শুরু করেছিল। অতঃপর রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর ওফাতের পর তা ঘূর্ণির আকারে সমগ্র আরব উপত্যকায় ছড়িয়ে পড়েছিল। পক্ষান্তরে সুসংবাদ লাভের অধিকারী হচ্ছে সাহবায়ে কেরামের সে দল, যারা প্রথম খলিফা হযরত আবূ বকর (রা.)-এর ডাকে বজ্রকঠোর দৃঢ়তার সাথে ধর্মত্যাগের এ হিড়িককে স্তব্ধ করে দেন।

ঘটনাগুলো ছিল এই : সর্বপ্রথম মুসায়লামাতুল কাযযাব মহানবী ﷺ-এর সাথে নবুয়তে অংশীদারিত্বের দাবি করে। তার ধৃষ্টতা এত চরমে পৌছে যে, সে মহানবী ﷺ-এর দূতকে অপমান করে ফেরত পাঠিয়ে দেয়। সে দূতদেরকে হুমকি দিয়ে বলে : যদি দূতদেরকে হত্যা করা আন্তর্জাতিক আইনের পরিপন্থি না হতো, তবে আমি তোমাদেরকে হত্যা করতাম। মুসায়লামা স্বীয় দাবিতে মিথ্যাবাদি ছিল। হুজুর ﷺ তার বিরুদ্ধে জিহাদ ঘোষণা করার পূর্বেই ইন্তেকাল করেন।

এমনিভাবে ইয়ামনে মুযজাজ গোত্রের সর্দার আসওয়াদ আ'নাসী নবুয়তের দাবি করে বসে। রাসূলুল্লাহ ﷺ তাকে দমন করার জন্য ইয়ামনে নিযুক্ত গভর্নরকে নির্দেশ দেন। কিন্তু যে রাত্রে তাকে হত্যা করা হয়, তার আগের দিন রাসূলুল্লাহ ﷺ ওফাত পান। রবিউল আউয়াল মাসের শেষ দিকে সাহাবায়ে কেরামের কাছে এ সংবাদ পৌছে। বনী আসাদ গোত্রেও এমনি ধরনের ঘটনা ঘটে। তাদের সর্দার তোলায়হা ইবনে খুওয়াইলেদ নবুয়ত দাবি করে বসে।

https://e-ilm.weebly.com/

উপরিউক্ত তিনটি গোত্র হুজুরে আকরাম ﷺ -এর রোগ শয্যায় থাকা অবস্থায়ই ধর্মত্যাগী হয়ে যায়। অতঃপর তাঁর ওফাতের সংবাদ প্রচারিত হওয়ার সাথে সাথে সর্বত্র ধর্মত্যাগের হিড়িক পড়ে যায়। আরবের সাতটি গোত্র বিভিন্ন স্থানে ইসলাম ও ইসলামি রাষ্ট্রের আনুগত্য বর্জন করে। তারা প্রথম খলিফা হযরত আবূ বকর সিদ্দিক (রা.) কে ইসলামি আইন অনুযায়ী জাকাত প্রদান করতে অস্বীকার করে।

হুজুর ﷺ -এর ওফাতের পর দেশ ও জাতির দায়িত্ব প্রথম খলিফা হযরত আবূ বকর (রা.)-এর কাঁধে অর্পিত হয়। একদিকে তাঁরা ছিলেন রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর বিয়োগ ব্যাথায় মুহ্যমান; অপরদিকে ছিল গোলযোগ ও বিদ্রোহের হিড়িক। হযরত আয়েশা (রা.) বলেন : রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর ওফাতের পর আমার পিতা হযরত আবূ বকরের উপর যে বিপদের বোঝা পতিত হয়, তা কোনো পাহাড়ের উপর পতিত হলে পাহাড়ও চূর্ণ-বিচূর্ণ হয়ে যেত, কিন্তু আল্লাহ তা'আলা তাঁকে এমন দুর্জয় শক্তি, সাহস ও দৃঢ়তা দান করেন যে, তিনি অমিত বিক্রমে সমস্ত আপদ-বিপদের মুখোমুখি দাঁড়িয়ে যান এবং সর্বশেষ সফলকাম হন।

এটা জানা কথা যে, শক্তি প্রয়োগের মাধ্যমেও বিদ্রোহের মোকাবিলা করা যায়, কিন্তু তখনকার পরিস্থিতি এতই নাজুক ছিল যে, হযরত আবূ বকর (রা.) সাহাবায়ে কেরামের কাছে পরামর্শ চাইলে কেউ সে পরস্থিতিতে কঠোর পদক্ষেপ গ্রহণ করতে মত দিলেন না। সাহাবায়ে কেরাম অন্তর্দ্বন্দ্বে লিপ্ত হয়ে পড়লে বহিঃশক্তি এ নবীন ইসলামি দেশটির উপর চড়াও হয়ে পড়তে পারে এমন আশঙ্কাও ছিল। কিন্তু আল্লাহ তা'আলা স্বীয় সিদ্দীকের অন্তরকে এ জিহাদের জন্য পাথরের মতো মজবুত করে দিলেন। তিনি সাহাবায়ে কেরামের সামনে এমন এক মর্মভেদী ভাষণ দিলেন, যার ফলে এ জিহাদের অপরিহার্যতা সম্পর্কে কারো মনে কোনোরূপ দ্বিধা-দ্বন্দ্ব অবশিষ্ট রইল না। তিনি নিম্নোক্ত ভাষায় স্বীয় দৃঢ়তা ও অসম সাহসিকতা সবার সামনে তুলে ধরেন :

"যারা মুসলমান হওয়ার পর রাসূলুল্লাহ ﷺ প্রদত্ত নির্দেশ ও ইসলামি আইনকে অস্বীকার করে, তাদের বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণ করা আমার কর্তব্য। যদি আমার বিপক্ষে সব জিন-মানব ও বিশ্বের যাবতীয় বৃক্ষ প্রস্তর একত্রিত করে আনা হয় এবং আমার সাথে কেউ না থাকে, তবুও আমি একা এ জিহাদ চালিয়ে যাব।"

একথা বলে তিনি ঘোড়ায় চড়ে এগিয়ে যেতে লাগলেন। তখন সাহাবায়ে কেরাম সামনে এগিয়ে এলেন এবং তাঁকে এক জায়গায় বসিয়ে অল্পক্ষণের মধ্যে বিভিন্ন রণাঙ্গনে বিভিন্ন বাহিনী প্রেরণের জন্য মানচিত্র তৈরি করে ফেললেন।

এ কারণেই হযরত আলী মুর্তাজা (রা.) হাসনা বসরী (র.), যাহহাক (র.) প্রমুখ তাফসীরবিদগণ বর্ণনা করেন যে, এ আয়াতটি হযরত আবূ বকর সিদ্দীক (রা.) ও তাঁর সহকর্মীদের সম্পর্কেই অবতীর্ণ হয়েছে। আয়াতে যে জাতিকে আল্লাহর পক্ষ থেকে কর্মক্ষেত্রে আনার কথা বর্ণিত হয়েছে, তাঁরাই হলেন সর্বপ্রথম সে জাতি।

কিন্তু এর অর্থ এই নয় যে, অন্য কোনো দল আয়াতে কথিত জাতি হবে না; বরং অন্যদের বেলায়ও এ আয়াতটি প্রযোজ্য হতে পারে। যারা হযরত আবূ মূসা আশ'আরী (রা.) ও অন্যান্য সাহাবায়ে কেরামকে আয়াতের প্রতীক বলে আখ্যা দিয়েছেন, তাঁরাও এর বিরোধী নন; বরং নির্ভুল বক্তব্য এই যে, তাঁরা সবাই এবং কিয়ামত পর্যন্ত আগমনকারী যেসব মুসলমান কুরআনি নির্দেশ অনুযায়ী কুফর ও ধর্মত্যাগের মোকাবিলা করবে, তাঁরাও এ আয়াতের লক্ষণভুক্ত। মোটকথা, সাহাবায়ে কেরামের একটি দল খলিফার নির্দেশে এ গোলযোগ দমনে তৈরি হয়ে গেলেন। হযরত খালেদ ইবনে ওয়ালীদ (রা.)-কে একটি বিরাট বাহিনীসহ মুসায়লামাকে দমন করার উদ্দেশ্যে ইয়ামামার দিকে প্রেরণ করা হলো। সেখানে মুসায়লামার দল যথেষ্ট শক্তি সঞ্চয় করে নিয়েছিল। তুমুল যুদ্ধের পর মুসায়লামা হযরত ওয়াহশী (রা.)-এর হাতে নিহত হলো এবং তার দল তওবা করে পুনরায় মুসলমানদের অন্তর্ভুক্ত হয়ে গেল। এমনিভাবে তোলায়হা ইবনে খুওয়াইলেদের মোকাবিলায়ও হযরত খালেদ (রা.) ই গমন করলেন। তোলায়হা পলায়ন করে দেশের বাইরে চলে যায়। অতঃপর আল্লাহ তা'আলা তাকে পুনরায় ইসলাম গ্রহণের সৌভাগ্য দান করেন এবং সে মুসলমান হয়ে ফিরে আসে।

সিদ্দীকী খেলাফতের প্রথম মাসে রবিউল আউয়ালের শেষ দিকে আসওয়াদ আ'নাসীর হত্যা ও তার গোত্রের বশ্যতা স্বীকারের সংবাদ মদিনায় পৌছে। এটিই ছিল সর্বপ্রথম বিজয়বার্তা, যা চরম সঙ্কটময় মুহূর্তে খলিফা লাভ করেছিলেন। এমনিভাবে অন্যান্য জাকাত অস্বীকারকারীদের মোকাবিলায় আল্লাহ তা'আলা প্রতিটি রণাঙ্গণে সাহাবায়ে কেরামকে প্রকাশ্য বিজয় দান করেন।

https://e-ilm.weebly.com/

এভাবে তৃতীয় আয়াতের শেষভাগে উল্লিখিত فَاِنَّ حِزْبَ اللّٰهِ هُمُ الْمُفْلِحُوْنَ (নিশ্চয় আল্লাহভক্তদের দলই বিজয়ী)। আল্লাহ তা'আলার এ উক্তির বাস্তব ব্যাখ্যা পৃথিবীবাসী স্বচক্ষে দেখতে পায়। ঐতিহাসিক বাস্তবতার আলোকে যখন একথা সন্দেহাতীতভাবে প্রমাণিত যে, মহানবী ﷺ-এর ওফাতের পর আরবে ধর্মত্যাগের হিড়িক পড়ে যায় এবং এর মোকাবিলার জন্য আল্লাহ তা'আলা যে জাতিকে কর্মক্ষেত্রে আনয়ন করেন তাঁরা হলেন, হযরত আবূ বকর (রা.) ও তাঁর সহকর্মী সাহাবায়ে কেরাম, তখন এ আয়াত থেকেই এ কথাও প্রমাণিত হয় যে, এ দলের যেসব গুণ কুরআন পাক বর্ণনা করেছে, তা সবই হযরত আবূ বকর رضي الله عنه ও তাঁর সহকর্মী সাহাবায়ে কেরামের মধ্যে বিদ্যমান ছিল। অর্থাৎ–

- ◈ প্রথমতঃ আল্লাহ তা'আলা তাঁদেরকে ভালোবাসেন।
- ◈ দ্বিতীয়তঃ তাঁরা আল্লাহ তা'আলাকে ভালোবাসেন।
- ◈ তৃতীয়তঃ তাঁরা সবাই মুসলমানদের ব্যাপারে নম্র এবং কাফেরদের বেলায় কঠোর।
- ◈ চতুর্থতঃ তাঁদের জিহাদ নিশ্চিত রূপেই আল্লাহর পথে ছিল এবং এতে তাঁরা কোনো ভর্ৎসনাকারীর ভর্ৎসনার পরওয়া করেননি।

আয়াতের শেষভাগে এ পরম সত্যটি ফুটিয়ে তোলা হয়েছে যে, এসব গুণ, এগুলো যথাসময়ে প্রয়োগ, এগুলোর মাধ্যমে ইসলামি জিহাদে সাফল্য অর্জন প্রভৃতি বিষয় শুধুমাত্র চেষ্টা-তদবীর, শক্তি অথবা দলের জোরে অর্জিত হয় না; বরং এ সবই আল্লাহ তা'আলার অনুগ্রহ। তিনিই যাকে ইচ্ছা এই অনুগ্রহ দান করেন।

উপরিউক্ত চার আয়াতে মুসলমানদেরকে কাফেরদের সাথে গভীর বন্ধুত্ব করতে নিষেধ করা হয়েছে। পঞ্চম আয়াতে প্রমাণিত সত্য হিসেবে বলা হয়েছে যে, মুসলমানদের গভীর বন্ধুত্ব ও বিশেষ বন্ধুত্ব যাদের সাথে স্থাপিত হতে পারে, তারা কারা? এ প্রসঙ্গে সর্বপ্রথম আল্লাহ তা'আলা ও অতঃপর তাঁর রাসূলের উল্লেখ করা হয়েছে। কেননা প্রকৃতপক্ষে মুসলমানদের বন্ধু ও সাথী সর্বকালে ও সর্বাবস্থায় আল্লাহ তা'আলাই আছেন এবং তিনিই হতে পারেন। তাঁর সম্পর্ক ছাড়া যত সম্পর্ক ও বন্ধুত্ব আছে সবই ধ্বংসশীল। রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সম্পর্কও প্রকৃতপক্ষে আল্লাহ তা'আলারই সম্পর্ক; পৃথক নয়। তৃতীয় পর্যায়ে মুসলমানদের সাথী ও আন্তরিক বন্ধু ঐসব মুসলমানকে সাব্যস্ত করা হয়েছে, যারা শুধু নামে নয়– সত্যিকার মুসলমান। তাঁদের গুণাবলি ও লক্ষণাদি বর্ণনা প্রসঙ্গে বলা হয়েছে :

اَلَّذِيْنَ يُقِيْمُوْنَ الصَّلٰوةَ وَيُؤْتُوْنَ الزَّكٰوةَ وَهُمْ رٰكِعُوْنَ প্রথমতঃ তাঁরা পূর্ণ আদব ও শর্তাদিসহ নিয়মিত নামাজ পড়ে। দ্বিতীয়তঃ স্বীয় অর্থ-সম্পদ থেকে জাকাত প্রদান করে। তৃতীয়তঃ তারা বিনম্র ও বিনয়ী; স্বীয় সৎকর্মের জন্য গর্বিত নয়।

তৃতীয় বাক্য وَهُمْ رٰكِعُوْنَ এ رُكُوْعٌ শব্দের কয়েকটি অর্থ হতে পারে। তাই কোনো কোনো তাফসীরবিদ বলেন : এখানে রুকূ'-এর অর্থ পারিভাষিক রুকূ', যা নামাজের একটি রুকন। يُقِيْمُوْنَ الصَّلٰوةَ এর পর وَهُمْ رٰكِعُوْنَ বাক্যটি ব্যবহার করার উদ্দেশ্যে মুসলমানদের নামাজকে অপরাপর সম্প্রদায়ের নামাজ থেকে ভিন্নরূপে প্রকাশ করা। কারণ, ইহুদি ও খ্রিস্টানরাও নামাজ পড়ে; কিন্তু তাদের নামাজে রুকূ' নেই। রুকূ' একমাত্র ইসলামি নামাজেরই স্বাতন্ত্রমূলক বৈশিষ্ট্য। –[মাযহারী]

কিন্তু অন্যান্য তাফসীরবিদ বলেন : এখানে রুকূ' শব্দ দ্বারা আভিধানিক অর্থই বুঝানো হয়েছে। অর্থাৎ নত হওয়া, বিনয় নম্রতা ও অক্ষমতা প্রকাশ করা। বাহরে মুহীত গ্রন্থে আবূ হাইয়্যান এবং কাশশাফ গ্রন্থে যমখশরী এ অর্থই গ্রহণ করেছেন। এছাড়া তাফসীরে মাযহারী এবং বয়ানুল কুরআনেও এ অর্থই নেওয়া হয়েছে। অতএব, বাক্যটির অর্থ হচ্ছে এই যে, তারা স্বীয় সৎকর্মের জন্য গর্ব করে না; বরং বিনয় ও নম্রতা তাদের স্বভাব।

কোনো কোনো রেওয়ায়েতে বলা হয়েছে, এ বাক্যটি হযরত আলী (রা.)-এর বিশেষ একটি ঘটনা সম্পর্কে অবতীর্ণ হয়েছে। একদিন হযরত আলী (রা.) নামাজ পড়ছিলেন। যখন তিনি রুকূ'তে গেলেন, তখন জনৈক ভিক্ষুক কিছু ভিক্ষা চাইল। তিনি রুকূ' অবস্থায়ই অঙ্গুলি থেকে আংটি বের করে ভিক্ষুকের দিকে নিক্ষেপ করে দিলেন। নামাজ শেষে ভিক্ষুকের প্রয়োজন মিটাবেন, এতটুকু দেরি করাও তিনি পছন্দ করেননি। তিনি সৎকাজে যে দ্রুততা প্রদর্শন করলেন, তা আল্লাহ তা'আলার খুব পছন্দ হয় এবং আলোচ্য বাক্যের মাধ্যমে তার মূল্য দেওয়া হয়।

এ রেওয়ায়েতের সনদ আলেম ও হাদীসবিদদের মতে সর্বসম্মত নয়। তবে রেওয়ায়েতটি বিশুদ্ধ সাব্যস্ত হলে এর সারমর্ম হবে এই যে, মুসলমানদের গভীর বন্ধুত্বের যোগ্য তারাই হবে, যারা নামাজ ও জাকাতের পাবন্দি করে। বস্তুতঃ তাদের মধ্যে বিশেষভাবে হযরত আলী (রা.) এ বন্ধুত্বের অধিক যোগ্য। এক হাদীসে রাসূল বলেন, مَنْ كُنْتُ مَوْلَاهُ فَعَلِيٌّ مَوْلَاهُ অর্থাৎ আমি যার বন্ধু আলীও তার বন্ধু।

https://e-ilm.weebly.com/

হযরত আলী (রা.)-কে এ বিশেষ সম্মানে ভূষিত করার কারণ সম্ভবতঃ এই যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর অন্তর্দৃষ্টিতে ভবিষ্যত গোলযোগের ঘটনাবলি ফুটে উঠেছিল যে, কিছু লোক হযরত আলী (রা.)-এর শত্রুতায় মেতে উঠবে এবং তাঁর বিরুদ্ধে বিদ্রোহের পতাকা উত্তোলন করবে। খারেজী সম্প্রদায়ের গোলযোগের দরুন পরবর্তীকালে তাই প্রকাশ পেয়েছে।

মোটকথা, আয়াতটি এ ঘটনা সম্পর্কে অবতীর্ণ হলেও আয়াতের ভাষা ব্যাপক; সাহাবায়ে কেরাম ও সব মুসলমানও এর অন্তর্ভুক্ত। বক্তব্যের দিক দিয়ে কোনো এক ব্যক্তির সাথে আয়াতের বিশেষত্ব নেই। এ কারণেই হযরত ইমাম বাকের (র.)-কে যখন কেউ জিজ্ঞেস করল : الَّذِينَ آمَنُوا আয়াতে কি হযরত আলী (রা.)-কে বুঝানো হয়েছে? তিনি উত্তরে বললেন : মুসলমানদের অন্তর্ভুক্ত হওয়ার দিক দিয়ে তিনি আয়াতের লক্ষ্যণভুক্ত।

অতঃপর দ্বিতীয় আয়াতে যারা কুরআনের নির্দেশ পালন করে বিজাতির সাথে গভীর বন্ধুত্ব করা থেকে বিরত থাকে এবং শুধু আল্লাহ, রাসূল ও মুসলমানদেরকে বন্ধুরূপে গ্রহণ করে, তাদেরকে বিজয় ও বিশ্বজয়ী হওয়ার সুসংবাদ দেওয়া হয়েছে– وَمَن يَتَوَلَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَالَّذِينَ آمَنُوا فَإِنَّ حِزْبَ اللَّهِ هُمُ الْغَالِبُونَ

এতে বলা হয়েছে যে, যেসব মুসলমান আল্লাহ তা'আলার নির্দেশ পালন করে, তারা আল্লাহর দল। এরপর সুসংবাদ দেওয়া হয়েছে যে, পরিণামে আল্লাহর দলই সবার উপর জয়ী হবে।

পরবর্তী ঘটনাবলি থেকে সবাই প্রত্যক্ষ করে নিয়েছে যে, সাহাবায়ে কেরাম (রা.) সবার উপর জয়ী হয়েছেন। যে শক্তিই এ পাহাড়ে মাথা ঠুকেছে, সে ই চুর্ণ–বিচুর্ণ হয়ে গেছে। প্রথম খলিফার বিরুদ্ধে আভ্যন্তরীণ গোলযোগ ও বিদ্রোহ মাথাচাড়া দিয়ে উঠলে আল্লাহ তা'আলা তাঁকে সবার বিরুদ্ধে বিজয়ী করেন। হযরত ফারূকে আযম (রা.)-এর মোকাবিলায় বিশ্বের বৃহৎ শক্তিদ্বয় কায়সার ও কেসরা অবতীর্ণ হলে আল্লাহ তা'আলা তাদের নাম নিশানা পর্যন্ত মিটিয়ে দেন। তাঁদের পর খলিফা ও মুসলমানদের মধ্যে যতদিন আল্লাহর এসব নির্দেশ পালন অব্যাহত রয়েছে এবং মুসলমানরা বিজাতির সাথে মেলামেশা ও গভীর বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক স্থাপনে বিরত রয়েছে, ততদিন তাদেরকে বিজয়ী বেশেই দেখা গেছে।

শব্দ বিশ্লেষণ

أَسَرُّوا : সীগাহ جمع مذكر غائب বহছ ماضى معروف বাব إفعال মাসদার اَلْإِسْرَارُ মূলবর্ণ (س ـ ر ـ ر) জিনস مضاعف ثلاثى অর্থ– লুকানো, গোপন করা।

أَذِلَّةٍ শব্দটি বহুবচন, একবচন ذَلِيلٌ অর্থ– মেহেরবান, দয়া।

أَعِزَّةٍ শব্দটি বহুবচন, একবচন عَزِيزٌ অর্থ– শক্তিমান, ইজ্জত ওয়ালা।

يَتَوَلَّ সীগাহ واحد مذكر غائب বহছ مضارع معروف বাব تفعّل মাসদার اَلتَّوَلِّى মূলবর্ণ (و ـ ل ـ ى) জিনস لفيف مفروق অর্থ– যে কেউ বন্ধুরূপে গ্রহণ করবে।

https://e-ilm.weebly.com/

https://e-ilm.weebly.com/

قُلْ هَلْ أُنَبِّئُكُمْ بِشَرٍّ مِّنْ ذٰلِكَ مَثُوبَةً
عِنْدَ اللّٰهِ ۚ مَنْ لَّعَنَهُ اللّٰهُ وَغَضِبَ عَلَيْهِ
وَجَعَلَ مِنْهُمُ الْقِرَدَةَ وَالْخَنَازِيرَ وَعَبَدَ
الطَّاغُوتَ ۚ أُولٰٓئِكَ شَرٌّ مَّكَانًا وَّأَضَلُّ عَنْ
سَوَآءِ السَّبِيلِ (٦٠)

অনুবাদ : (৬০) আপনি বলে দিন, আমি কি তোমাদের এরূপ পন্থা বলে দিব, যা প্রতিদান প্রাপ্তি হিসেবে তা হতেও [যাকে তোমরা মন্দ বলে জান] আল্লাহর নিকট অধিক নিকৃষ্ট, এটা ঐ সমস্ত লোকদের পন্থা, যাদেরকে আল্লাহ অভিসম্পাত করেছেন এবং যাদের প্রতি গজব নাজিল করেছেন এবং যাদেরকে বানর ও শূকর বানিয়ে দিয়েছেন, এবং তারা শয়তানের পূজা করেছে, এরূপ লোক [যাদের কথা বর্ণিত হলো পরকালে] বাসস্থান হিসেবেও [যা তারা প্রতিদান হিসেবে পাবে] খুবই মন্দ এবং [ইহকালেও] সরল পথ হতে বহুদূরে।

وَإِذَا جَآءُوكُمْ قَالُوٓا اٰمَنَّا وَقَدْ دَّخَلُوا بِالْكُفْرِ وَهُمْ
قَدْ خَرَجُوا بِهٖ ۚ وَاللّٰهُ أَعْلَمُ بِمَا كَانُوا يَكْتُمُونَ (٦١)

(৬১) আর যখন এরা তোমাদের নিকট আগমন করে, তখন বলে আমরা ঈমান এনেছি, অথচ তারা কুফরই নিয়ে এসেছিল, এবং তারা কুফর নিয়ে চলে গেছে, এবং আল্লাহ তো খুব জানেন, যা তারা গোপন রাখে।

وَتَرٰى كَثِيرًا مِّنْهُمْ يُسَارِعُونَ فِي الْإِثْمِ
وَالْعُدْوَانِ وَأَكْلِهِمُ السُّحْتَ ۚ لَبِئْسَ مَا
كَانُوا يَعْمَلُونَ (٦٢)

(৬২) আর আপনি তাদের মধ্যে এমন অনেক লোক দেখছেন, যারা দৌড়ে দৌড়ে পাপ এবং জুলুম এবং হারাম ভক্ষণে নিপতিত হচ্ছে, বাস্তবিকই তাদের এই কার্য মন্দ।

لَوْلَا يَنْهٰهُمُ الرَّبّٰنِيُّونَ وَالْأَحْبَارُ عَنْ قَوْلِهِمُ الْإِثْمَ
وَأَكْلِهِمُ السُّحْتَ ۚ لَبِئْسَ مَا كَانُوا يَصْنَعُونَ (٦٣)

(৬৩) তাদেরকে আল্লাহওয়ালাগণ এবং আলেমগণ পাপের কথা হতে এবং হারাম মাল ভক্ষণ করা হতে কেন নিষেধ করছে না? বাস্তবিকই তাদের এই অভ্যাস নিন্দনীয়।

শাব্দিক অনুবাদ

(৬০) قُلْ আপনি বলে দিন هَلْ أُنَبِّئُكُمْ আমি কি তোমাদের এরূপ পন্থা বলে দিব بِشَرٍّ مِّنْ ذٰلِكَ যা তা হতেও অধিক নিকৃষ্ট مَثُوبَةً প্রতিদান প্রাপ্তি হিসেবে عِنْدَ اللّٰهِ আল্লাহর নিকট مَنْ لَّعَنَهُ اللّٰهُ এটা ঐ সমস্ত লোকদের পন্থা, যাদেরকে আল্লাহ অভিসম্পাত করেছেন وَغَضِبَ عَلَيْهِ এবং যাদের প্রতি গজব নাজিল করেছেন وَجَعَلَ مِنْهُمُ الْقِرَدَةَ وَالْخَنَازِيرَ এবং যাদেরকে বানর ও শূকর বানিয়ে দিয়েছেন وَعَبَدَ الطَّاغُوتَ এবং তারা শয়তানের পূজা করেছে أُولٰٓئِكَ شَرٌّ مَّكَانًا এরূপ লোক বাসস্থান হিসেবেও খুবই মন্দ وَأَضَلُّ عَنْ سَوَآءِ السَّبِيلِ এবং সরল পথ হতে বহুদূরে।

(৬১) وَإِذَا جَآءُوكُمْ আর যখন এরা তোমাদের নিকট আগমন করে قَالُوٓا তখন বলে اٰمَنَّا আমরা ঈমান এনেছি وَقَدْ دَّخَلُوا بِالْكُفْرِ অথচ তারা কুফর নিয়ে এসেছিল وَهُمْ قَدْ خَرَجُوا بِهٖ এবং তারা কুফর নিয়ে চলে গেছে وَاللّٰهُ أَعْلَمُ এবং আল্লাহ তো খুব জানেন بِمَا كَانُوا يَكْتُمُونَ যা তারা গোপন রাখে।

(৬২) وَتَرٰى كَثِيرًا مِّنْهُمْ আর আপনি তাদের মধ্যে এমন অনেক লোক দেখছেন يُسَارِعُونَ যারা দৌড়ে দৌড়ে নিপতিত হচ্ছে فِي الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ পাপ এবং জুলুমে وَأَكْلِهِمُ السُّحْتَ এবং হারাম ভক্ষণে لَبِئْسَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ বাস্তবিকই তাদের এই কার্য মন্দ।

(৬৩) لَوْلَا يَنْهٰهُمُ তাদেরকে কেউ নিষেধ করছে না الرَّبّٰنِيُّونَ আল্লাহওয়ালাগণ وَالْأَحْبَارُ এবং আলেমগণ عَنْ قَوْلِهِمُ الْإِثْمَ পাপের কথা হতে وَأَكْلِهِمُ السُّحْتَ এবং হারাম মাল ভক্ষণ করা হতে কেন لَبِئْسَ مَا كَانُوا يَصْنَعُونَ বাস্তবিকই তাদের এই অভ্যাস নিন্দনীয়।

https://e-ilm.weebly.com/

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

(৫৭) يَآيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَا تَتَّخِذُوا الَّذِيْنَ اتَّخَذُوْا دِيْنَكُمْ هُزُوًا وَّلَعِبًا الخ **আয়াতের শানে নুযূল– ১ :** ইবনে ইসহাক, ইবনে জারীর, ইবনুল মুনযির, ইবনে আবী হাতেম ও আবূশ শায়খ প্রমুখ হযরত ইবনে আব্বাস (রা.)-এর উদ্ধৃতি দিয়ে বর্ণনা করেন। তিনি বলেন, রেফাআহ বিন যায়েদ বিন আত্তাবুত ও সুওয়াইদ বিন হারেছ ইসলাম প্রকাশ করে মুনাফেকী করেছিল। মুসলমানরা তাদের সাথে বন্ধুত্বতার সুসম্পর্ক রেখেছিল। সুতরাং মুনাফিকদের সাথে বন্ধুত্ব রাখা নিষেধ করার পরিপ্রেক্ষিতে উক্ত আয়াত নাজিল হয়েছে। –[ফাতহুল কাদীর : ৫৬/২, রূহুল মা'আনী : ১৭১/৩/৬]

শানে নুযূল– ২ : হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, মুসলমানরা নামাজ আদায় করার সময় যখন সেজদা করতেন, তখন ইহুদি ও মুশরিকরা তাদেরকে নিয়ে হাসি উল্লাস করত। সুতরাং মুসলমানদের নামাজ নিয়ে ইহুদি ও মুশরিকদের উল্লাস করার পরিপ্রেক্ষিতে আলোচ্য আয়াত অবতীর্ণ হয়েছে। –[কুরতুবী : ২০৯/৬, রূহুল মা'আনী : ১৭১/৩/৬, ফাতহুল কাদীর : ৫৬/২]

(৫৮) وَاِذَا نَادَيْتُمْ اِلَى الصَّلٰوةِ اتَّخَذُوْهَا هُزُوًا وَّلَعِبًا الخ **আয়াতের শানে নুযূল :** আল্লামা কালবী (র.) বলেন, মুয়াজ্জিন যখন আজান দিতেন এবং নামাজে দাড়াতেন, রুকূ' ও সেজদা করতেন, তখন ইহুদিরা তাদেরকে নিয়ে হাসি উল্লাস করে আজান সম্পর্কে মন্তব্য করত যে, ওরা একটি নতুন প্রথা আবিষ্কার করেছে। অতীতে কোনো জাতির মাঝে এমন কিছু রীতি নীতির কথা শুনতে পাইনি। সে প্রেক্ষিতে উক্ত আয়াত নাজিল হয়। –[রূহুল মা'আনী : ১৭২/৩/৬, কুরতুবী : ২২১/৬]

(৫৯) قُلْ يَآهْلَ الْكِتٰبِ هَلْ تَنْقِمُوْنَ مِنَّآ اِلَّآ اَنْ اٰمَنَّا بِاللّٰهِ الخ **আয়াতের শানে নুযূল :** ইবনে ইসহাক, ইবনে জারীর, ইবনুল মুনযির, ইবনে আবী হাতেম ও আবুশ শায়খ প্রমুখ হযরত ইবনে আব্বাস (রা.)-এর উদ্ধৃতি দিয়ে বর্ণনা করেন। তিনি বলেন, নবী করীম ﷺ-এর নিকট কয়েকজন ইহুদি এসে জানতে চায় যে, তারা রাসূলের মধ্য হতে কাদের প্রতি ঈমান রাখবে? রাসূল ﷺ বলেন, আল্লাহর প্রতি ঈমান আনয়ন কর, ইবরাহীম, ইসমাঈল, ইসহাক, ইয়াকূব (আ.) এবং নবীগণের প্রতি যা আল্লাহ তা'আলা অবতরণ করেছেন, তার প্রতি ঈমান আনবে। হযরত মূসা (আ.), ঈসা (আ.) কে এবং নবীগণের প্রতি তাদের রবের পক্ষ হতে যা প্রদান করা হয়েছে তার প্রতি ঈমান আনবে। প্রতি উত্তরে তারা বলল, আমরা তাদের মাঝে কোনো প্রকারের পার্থক্য করিনি; বরং আমরা সকলকে মান্য করি। পরক্ষণেই হযরত ঈসা (আ.)-এর কথা যখন আলোচনা করা হলো। তখন তাঁর নবুয়তকেই তারা অস্বীকার করে বলল, ঈসার প্রতি এবং ঈসার প্রতি যারা ঈমান রাখে তাদের হতে কারো প্রতি আমরা ঈমান আনব না। সুতরাং এ পরিপ্রেক্ষিতে আল্লাহ তা'আলা উক্ত আয়াত নাজিল করেন। –[ফাতহুল কাদীর : ৫৬/২]

(৬০) قوله قُلْ يَآهْلَ الْكِتٰبِ هَلْ تَنْقِمُوْنَ مِنَّآ اِلَّآ اَنْ اٰمَنَّا بِاللّٰهِ الخ **আয়াতের শানে নুযূল :** ইবনে ইসহাক ও ইবনে জারীর প্রমুখ হযরত ইবনে আব্বাস (রা.)-এর উদ্ধৃতি দিয়ে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেন, ইহুদিদের থেকে কতিপয় ব্যক্তিবর্গ আবূ ইয়াসের বিন আখতাব, নাফে' বিন আবী নাফে', গাযী বিন আমর ও খালেদ ইযার বিন আবী ইযার নবী করীম ﷺ-এর নিকট এসে জানতে চায় যে, নবী করীম ﷺ রাসূলগণ হতে কাদের প্রতি বিশ্বাস রাখেন। তিনি বললেন, আমি আল্লাহ তা'আলার প্রতি বিশ্বাস রাখি, বিশ্বাস রাখি যা নাজিল করেছেন হযরত ইবরাহীম, ইসমাঈল, ইসহাক, ইয়াকূব (আ.) ও অন্যান্য নবীগণের প্রতি এবং যা নাজিল করেছেন আল্লাহ তা'আলা হযরত মূসা (আ.), ঈসা (আ.) ও অন্যান্য নবীগণের প্রতি তার প্রতিও ঈমান রাখি। তাদের মধ্যে আমরা কোনো প্রকারের পার্থক্য করি না। আমরা সাবই তার অনুগামী। পরক্ষণে হযরত ঈসা এর কথা যখন আলোচনা করা হয়, তখন তারা তার নুবয়তকে অস্বীকার করে বলে, [illegible] হযরত ঈসা (আ.)-এর প্রতি ঈমান রাখি না এবং যারা তার প্রতি ঈমান রাখে তাদের প্রতিও ঈমান আনয়ন কার না। তাবরানীর বর্ণনানুযায়ী, অতঃপর তারা বলল, তোমাদের ধর্ম অপেক্ষা অতি দূষণীয় আর অন্য কোনো ধর্ম সম্পর্কে আমরা জানি না। সুতরাং সে পরিপ্রেক্ষিতে আল্লাহ তা'আলা আলোচ্য আয়াত নাজিল করেন। –[রূহুল মা'আনী : ১৭৪/৩/৬, কুরতুবী : ২২১/৬]

(৬১) قوله وَاِذَا جَآءُوْكُمْ قَالُوْآ اٰمَنَّا وَقَدْ دَّخَلُوْا بِالْكُفْرِ الخ **আয়াতের শানে নুযূল :** হযরত কাতাদাহ ও সুদ্দী (র.) বর্ণনা করেন, আলোচ্য আয়াত ইহুদিদের কতিপয় লোক সম্পর্কে নাজিল হয়েছে। যারা রাসূল ﷺ -এর নিকট গমন করে মুনাফেকী

https://e-ilm.weebly.com/

স্বরূপ তার প্রতি ঈমান গ্রহণ করেছে বলে প্রকাশ করত এবং যা কিছু নিয়ে এসেছেন তার প্রতি অকুণ্ঠ সন্তুষ্টির কথা মুখে বলত। সুতরাং রাসূল ﷺ এবং তাঁর সাথে উপস্থিত সাহাবায়ে কেরামকে লক্ষ্য করেই আল্লাহ তা'আলা ঘোষণা করেন : এরা যখনই আসবে এবং ইসলাম প্রকাশ করবে তখন তোমরা তাদের কথা বিশ্বাস করবে না। এদের এহেন আচরণের পরিপ্রেক্ষিতে আলোচ্য আয়াত আল্লাহ তা'আলা নাজিল করেন। –[রূহুল মা'আনী : ১৭৭/৩/৬]

قوله يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ لَا تَتَّخِذُوا۟ ٱلَّذِينَ : ৫৭ নং আয়াতে তাকীদের জন্য রুকূ'র শুরুভাগে বর্ণিত নির্দেশের পুনরাবৃত্তি করা হয়েছে। অর্থাৎ, হে বিশ্ববাসী! তোমরা তাদেরকে সাথী অথবা ঘনিষ্ঠ বন্ধুরূপে গ্রহণ করো না, যারা তোমাদের ধর্মকে উপহাস ও খেলা মনে করে। এরা দুই দলে বিভক্ত : (এক) আহলে কিতাব সম্প্রদায়, (দুই) সাধারণ কাফের ও মুশরিক সম্প্রদায়।

আবূ হাইয়ান বাহরে মুহীত গ্রন্থে বলেন : كفار শব্দে আহলে কিতাব সম্প্রদায়ও অন্তর্ভুক্ত ছিল। তবুও এখানে স্বতন্ত্রভাবে আহলে কিতাবদের উল্লেখ করার কারণ সম্ভবতঃ এই যে, আহলে কিতাবরা অন্যান্য কাফেরদের তুলনায় যদিও বাহ্যতঃ ইসলামের নিকটবর্তী, কিন্তু অভিজ্ঞতার আলোকে দেখা যায় যে, তাদের কমসংখ্যক লোকই ইসলাম গ্রহণ করেছে। রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর আমল ও তৎপরবর্তী আমলে যারা ইসলাম গ্রহণ করেছে, তাদের সংখ্যা পর্যালোচনা করলে সাধারণ কাফেরদের সংখ্যাই বেশি দেখা যায়। আহলে কিতাবদের মধ্যে যারা মুসলমান হয়েছে, তাদের সংখ্যা অতি নগণ্য।

এর কারণ এই যে, আহলে কিতাবদের গর্ব ছিল যে, তারা আল্লাহ তা'আলার ধর্ম ও ঐশিগ্রন্থের অনুসারী। এ গর্ব ও অহঙ্কারই তাদেরকে সত্যধর্ম গ্রহণে বিরত রেখেছে। মুসলমানদের সাথে তারাই বেশির ভাগ ঠাট্টা-বিদ্রূপ করেছে। এ দুষ্টামির একটি ঘটনা সপ্তম আয়াতে এভাবে বর্ণিত হয়েছে : وَإِذَا نَادَيْتُمْ إِلَى ٱلصَّلَوٰةِ ٱتَّخَذُوهَا هُزُوًا وَلَعِبًا

অর্থাৎ, মুসলমানরা যখন নামাজের আজান দেয়, তখন তারা হাসি-তামাশা করে। তাফসীরে মাযহারীতে ইবনে আবী হাতেমের বরাত দিয়ে ঘটনাটি এভাবে বর্ণিত হয়েছে : মদিনায় জনৈক খ্রিস্টান বসবাস করত। সে আজানে যখন أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَّسُولُ ٱللَّهِ বাক্যটি শুনত, তখন বলত আল্লাহ মিথ্যাবাদীকে পুড়িয়ে ভস্মীভূত করুক।

পরিণামে তার এ বাক্যটিই তার গোটা পরিবার পুড়ে ভস্মীভূত হওয়ার কারণ হয়ে যায়। এক রাত্রে সে যখন ঘুমিয়েছিল, তার চাকর প্রয়োজন বশতঃ আগুন নিতে ঘরে প্রবেশ করল। আগুনের স্ফুলিঙ্গ উড়ে সবার অজ্ঞাতে কোনো একটি কাপড়ে গিয়ে পড়ল। এরপর সবাই যখন নিদ্রায় বিভোর, তখন আগুন দাউ দাউ করে জ্বলে উঠল এবং সবাই পুড়ে কাবাব হয়ে গেল।

এ আয়াতের শেষ ভাগে বলা হয়েছে : ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَّا يَعْقِلُونَ অর্থাৎ সত্যধর্মের সাথে ঠাট্টা-মস্কারা করার কারণ এছাড়া আর কিছুই নয় যে, তারা নির্বোধ।

তাফসীরে মাযহারীতে কাজী ছানাউল্লাহ (র.) বলেন : আল্লাহ তা'আলা তাদেরকে নির্বোধ বলেছেন, অথচ সাংসারিক ব্যাপারে তাদের বুদ্ধিমত্তার জুড়ি নেই। এতে বুঝা যায় যে, একজন লোক এক ধরনের কাজে চতুর ও বুদ্ধিমান এবং অন্য ধরনের কাজে নির্বোধ ও বোকা হতে পারে। এ বোকা হওয়ার কারণ দ্বিবিধ– হয় সে বুদ্ধিকে কাজে লাগায় না, না হয় তার বুদ্ধি এ ব্যাপারে অচল। কুরআন পাক এ বিষয়বস্তুটি অন্য এক আয়াতে এভাবে বর্ণনা করেছে :

يَعْلَمُونَ ظَٰهِرًا مِّنَ ٱلْحَيَوٰةِ ٱلدُّنْيَا وَهُمْ عَنِ ٱلْءَاخِرَةِ هُمْ غَٰفِلُونَ

অর্থাৎ তারা পার্থিব জীবনে বাহ্যিক বিষয়গুলো খুব বুঝে, কিন্তু পরিণাম ও পরকাল সম্পর্কে উদাসীন।

قوله أَكْثَرُهُمْ فَٰسِقُونَ : বাক্যে আল্লাহ তা'আলা ইহুদি ও খ্রিস্টানদেরকে সম্বোধন করে সবার পরিবর্তে অধিকাংশকে ঈমান থেকে বিচ্যুত বলে অভিহিত করেছেন। এর কারণ এই যে, তাদের কিছুসংখ্যক লোক এমনও ছিল, যারা সর্বাবস্থায় ঈমানদার ছিল। রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর নবুয়ত প্রাপ্তির পূর্ব পর্যন্ত তারা ছিল তাওরাত ও ইঞ্জিলের নির্দেশাবলির অনুসারী এবং এতদুভয়ে বিশ্বাসী। রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর নবুয়ত প্রাপ্তি ও কুরআন অবতরণের পর তারা তাঁর প্রতিও বিশ্বাস স্থাপন করে এবং কুরআন অনুসারে কাজকর্ম সম্পাদন করতে থাকে।

প্রচারকার্যে সম্বোধিত ব্যক্তির রেয়াত করা : قُلْ هَلْ أُنَبِّئُكُم বাক্যে উদাহরণের ভঙ্গিতে আল্লাহর অভিশাপ ও ক্রোধপ্রাপ্ত ব্যক্তিদের যে অবস্থা বর্ণিত হয়েছে, তা প্রকৃতপক্ষে সম্বোধিত ব্যক্তিদেরই অবস্থা ছিল। কাজেই এ দোষ সরাসরি তাদের

https://e-ilm.weebly.com/

https://e-ilm.weebly.com/

আলেম ও পীর-মাশায়েখের প্রতি হুশিয়ারী : আয়াতের শেষভাগে বলা হয়েছে لَبِئْسَ مَا كَانُوا يَصْنَعُونَ –অর্থাৎ, 'সৎকাজে আদেশ ও অসৎ কাজে নিষেধ' করার কর্তব্যটি ত্যাগ করে এসব মাশায়েখ ও আলেম অত্যন্ত বদভ্যাসে লিপ্ত হয়েছে। জাতিকে ধ্বংসের দিকে যেতে দেখেও তারা বাধা দিচ্ছে না।

তাফসীরবিদ আলেমগণ বলেন, প্রথম আয়াতে সর্বসাধারণে দুষ্কর্ম বর্ণিত হয়েছিল। এর শেষে لَبِئْسَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ বলা হয়েছে এবং দ্বিতীয় আয়তে মাশায়েখ ও আলেমদের ভ্রান্তি প্রকাশ করা হয়েছে। এর শেষে لَبِئْسَ مَا كَانُوا يَصْنَعُونَ বলা হয়েছে। কারণ এই যে, আরবি অভিধানের দিক দিয়ে ইচ্ছাকৃত কিংবা অনিচ্ছাকৃত সব কাজকেই فِعْل বলা হয়। عَمَل শব্দটি ঐ কাজকে বুঝাবার জন্য ব্যবহার করা হয়, যা ইচ্ছাকৃতভাবে করা হয় এবং صَنَع ও صَنْعَتْ শব্দ ঐ কাজের বেলায় প্রয়োগ করা হয়, যা ইচ্ছার সাথে সাথে বারবার অভ্যাস ও লক্ষ্য হিসেবে ঠিক করে করা হয়। তাই সর্বসাধারণের কুকর্মের পরিণতির ক্ষেত্রে শুধু عَمَل শব্দ ব্যবহার করে বলা হয়েছে لَبِئْسَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ আর বিশিষ্ট মাশায়েখ ও আলেমদের ভ্রান্ত কাজের জন্য صَنَع শব্দ প্রয়োগে لَبِئْسَ مَا كَانُوا يَصْنَعُونَ বলা হয়েছে। এতে এদিকে ইঙ্গিত হতে পারে যে, ইহুদিদের মাশায়েখ ও আলেমরা জানত যে, তারা নিষেধ করলে সর্বসাধারণ শুনবে এবং বিরত থাকবে, কিন্তু তা সত্ত্বেও উপঢৌকনের লোভে কিংবা মানুষের বদ ধারণার ভয়ে তাদের মাশায়েখ ও আলেমদের মনে সত্য সমর্থন করার কোনো আবেদন জাগ্রত হতো না। এ নিস্পৃহতা সেসব দুষ্কর্মীর দুষ্কর্মের চাইতেও গুরুতর অপরাধ।

এর সারমর্ম এই যে, কোনো জাতি অপরাধ ও পাপে লিপ্ত হলে তাদের মাশায়েখ ও আলেমরা যদি অবস্থাদৃষ্টে বুঝতে পারে যে, তারা নিষেধ করলে জাতি অপরাধ থেকে বিরত হবে, তবে এমতাবস্থায় কোনো লোভ কিংবা ভয়ের কারণে অপরাধ ও পাপ থেকে বিরত না রাখলে মাশায়েখ ও আলেমদের অপরাধ প্রকৃত অপরাধীদের অপরাধের চাইতেও গুরুতর হবে। তাই হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা.) বলেন : মাশায়েখ ও আলেমদের জন্য সমগ্র কুরআনে এ আয়াতের চাইতে কঠোর হুঁশিয়ারি আর কোথাও নাই। তাফসীরবিদ যাহহাক বলেন : আমার মতে মাশায়েখ ও আলেমদের জন্য এ আয়াত সর্বাধিক ভয়াবহ। –[ইবনে জারীর ও ইবনে কাছীর]

কারণ এই যে, এ আয়াতদৃষ্টে তাদের অপরাধ সব চোর, ডাকাত ও দুষ্কর্মীদের অপরাধের চাইতেও কঠোর হয়ে যায়। –[নাউযুবিল্লাহ]। কিন্তু স্মরণ রাখা দরকার যে, অপরাধের এ তীব্রতা তখনই হবে, যখন মাশায়েখ ও আলেমরা অবস্থাদৃষ্টে অনুমান করতে পারবেন যে, তাদের নিষেধাজ্ঞা শ্রবণ করা হবে এবং মান্য করা হবে। পক্ষান্তরে যদি অবস্থাদৃষ্টে কিংবা অভিজ্ঞতার আলোকে প্রবল বিশ্বাস জন্মে যে, তাদের নিষেধাজ্ঞা শুনবে না; বরং উল্টো তাদেরকে নির্যাতন করা হবে, তবে তাঁরা দায়িত্ব থেকে অব্যাহতি পাবেন। কিন্তু উত্তম ও শ্রেষ্ঠ তরিকা তখনো এই যে, কেউ মানুক বা না মানুক, তারা স্বীয় কর্তব্য পালন করে যাবেন এবং এ ব্যাপারে কারো নির্যাতন বা তিরস্কারের প্রতি ভ্রুক্ষেপ করবেন না। যেমন, কয়েক আয়াতপূর্বে আল্লাহ তা'আলার প্রিয় মুজাহিদদের গুণাবলির বর্ণনা প্রসঙ্গে বলা হয়েছে। وَلَا يَخَافُونَ لَوْمَةَ لَائِمٍ অর্থাৎ, তারা আল্লাহর পথে এবং সত্য প্রকাশে কোনো তিরস্কারকারীর তিরস্কারের পরওয়া করে না।

মোটকথা, যে ক্ষেত্রে কথা শোনা ও মান্য করার সম্ভাবনা বেশি, সেখানে মাশায়েখ ও আলেম; বরং প্রত্যেক মুসলমানের অবশ্য কর্তব্য হচ্ছে সাধ্যানুযায়ী পাপ কাজে বাধা দান করবে, হাতে হোক কিংবা মুখে অথবা কমপক্ষে অন্তর দ্বারা ঘৃণা করে মুখ ফিরিয়ে নিবে। পক্ষান্তরে যে ক্ষেত্রে প্রবল বিশ্বাস জন্মে যে, নিষেধাজ্ঞা শোনা হবে না অথবা নিষেধকারীর বিরুদ্ধে শত্রুতা মাথাচাড়া দিয়ে উঠবে, সেখানে নিষেধ করা ও বাধা দান করা ফরজ নয়, তবে উত্তম ও শ্রেষ্ঠ অবশ্যই। 'সৎকাজে আদেশ ও অসৎকাজে নিষেধ' সম্পর্কিত এ বিবরণ হাদীস থেকে সংগৃহীত হয়েছে। নিজে সৎকর্ম করা ও অসৎকর্ম থেকে বিরত থাকার সাথে সাথে অপরকেও সৎকর্মের প্রতি পথপ্রদর্শন করা এবং অসৎকর্ম থেকে বিরত রাখার দায়িত্ব সাধারণ মুসলমান এবং বিশেষ করে মাশায়েখ ও আলেমদের উপর ন্যস্ত করে ইসলাম জগতে শান্তি ও শৃঙ্খলা প্রতিষ্ঠার স্বর্ণাক্ষরে লেখার যোগ্য একটি মূলনীতি স্থাপন করেছে। এটি যথাযথ বাস্তবায়িত হলে সমগ্র জাতি অনায়াসেই যাবতীয় দুর্নীতি থেকে পবিত্র হতে পারবে।

উম্মতের সংশোধনের পন্থা : ইসলামের প্রথম ও পরবর্তী সমগ্র শতাব্দীগুলোতে যতদিন এ মূলনীতি বাস্তবায়িত হয়েছে, ততদিন মুসলিম জাতি জ্ঞান-গরিমা, কর্ম ও চরিত্রের দিক দিয়ে সারা বিশ্বে সমুন্নত ও স্বতন্ত্র রয়েছে। পক্ষান্তরে যেদিন থেকে মুসলমানরা এ কর্তব্য পালনে বিমুখ হয়ে পড়েছে এবং অপরাধ দমনকে শুধু সরকার ও পুলিশ বাহিনীর দায়িত্ব মনে

https://e-ilm.weebly.com/

করে নিজেরা হাত গুটিয়ে বসেছে, সেদিন থেকেই মুসলমানদের অবস্থা শোচনীয় আকার ধারণ করেছে। আজ পিতামাতা ও গোটা পরিবার ধার্মিক ও শরিয়তের অনুসারী; কিন্তু সন্তান-সন্ততি ও আত্মীয় স্বজনের অবস্থা এর বিপরীত। তাদের মতিগতি, চিন্তাধারা ও কর্মপন্থা ভিন্ন খাতে প্রবাহিত। এ কারণেই জাতির সামগ্রিক সংশোধনের নিমিত্ত কুরআন ও হাদীসে 'সৎকাজে আদেশ ও অসৎকাজে নিষেধ' এর প্রতি জোর দেওয়া হয়েছে। কুরআন এ কর্তব্যটিকে উম্মতে মুহাম্মদীর বৈশিষ্ট্য আখ্যা দিয়েছে এবং এর বিরুদ্ধাচরণ করাকে কঠোর পাপ ও শাস্তির কারণ বলে সাব্যস্ত করেছে। রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন : কোনো জাতির মধ্যে যখন পাপ কাজ করা হয়, অথচ কোনো লোক তা নিষেধ করে না, তখন তাদের প্রতি আল্লাহর পক্ষ থেকে আজাব প্রেরণের সম্ভাবনা প্রবল হয়ে যায়। –[বাহরে মুহীত]

পাপ কাজে ঘৃণা প্রকাশ করার কারণে সতর্কবাণী : মালেক ইবনে দীনার (র.) বলেন, আল্লাহ তা'আলা এক জায়গায় ফেরেশতাদেরকে নির্দেশ দিলেন যে, অমুক বস্তি ধ্বংস করে দাও। ফেরেশতারা আরজ করলেন, এ বস্তিতে আপনার অমুক ইবাদতকারী বান্দাও রয়েছে। নির্দেশ এল, তাকেও আজাবের স্বাদ গ্রহণ করাও আমার অবাধ্যতাও পাপাচার দেখেও তার চেহারা কখেনো ক্রোধে বিবর্ণ হয়নি।

হযরত ইউশা' ইবনে নুন (আ.)-এর প্রতি ওহী আসে যে, আপনার জাতির এক লক্ষ লোককে আজাবের মাধ্যমে ধ্বংস করা হবে। তাদের মধ্যে চল্লিশ হাজার সৎ লোক এবং ষাট হাজার অসৎ লোক। ইউশা' (আ.) নিবেদন করলেন, হে রাব্বুল আলামীন! অসৎ লোকদেরকে ধ্বংস করার কারণ তো জানাই, কিন্তু সৎ লোকদেরকে কেন ধ্বংস করা হচ্ছে? উত্তর এল, এ সৎলোকগুলোও অসৎলোকদের সাথে বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক রাখত। তাদের সাথে পানাহার ও হাসি তামাশায় যোগদান করত। আমার অবাধ্যতা ও পাপাচার দেখে কখনো তাদের চেহারায় বিতৃষ্ণার চিহ্নও ফুটে উঠেনি। –[বাহরে মুহীত]

শব্দ বিশ্লেষণ

نَادَيْتُمْ : সীগাহ جمع مذكرحاضر বহছ ماضى معروف বাব مُفَاعَلَةٌ মাসদার اَلْمُنَادَاةُ মূলবর্ণ (ن - د - ى) জিনস ناقص يائى অর্থ– তোমরা ডাকলে।

تَنْقِمُوْنَ : সীগাহ جمع مذكر حاضر বহছ مضارع معروف বাব ضَرَبَ মাসদার اَلنَّقْمُ মূলবর্ণ (ن - ق - م) জিনস صحيح অর্থ– তোমরা শত্রুতা পোষণ করছ।

اُنَبِّئُ : সীগাহ واحد متكلم বহছ مضارع معروف বাব تَفْعِيْل মাসদার اَلتَّنْبِيْهُ মূলবর্ণ (ن - ب - ء) জিনস مهموز لام অর্থ– আমি খবর দিব।

مَثُوْبَةً : শব্দটি একবচন, বহুবচন مَثَائِبُ অর্থ– বদলা, প্রতিশোধ।

قِرَدَةً : শব্দটি বহুবচন, একবচন قِرْدٌ অর্থ– বানর।

خَنَازِيْرُ : শব্দটি বহুবচন, একবচন خِنْزِيْرٌ অর্থ– শূকর, খিঞ্জির।

اَلرَّبَّانِيُّوْنَ : শব্দটি বহুবচন, একবচন رَبَّانِىّ অর্থ– আল্লাহওয়ালাগণ।

اَلْاَحْبَارُ : শব্দটি বহুবচন, একবচন حِبْرٌ অর্থ– আলেমগণ।

https://e-ilm.weebly.com/

وَقَالَتِ الْيَهُوْدُ يَدُ اللّٰهِ مَغْلُوْلَةٌ ؕ غُلَّتْ اَيْدِيْهِمْ وَلُعِنُوْا بِمَا قَالُوْا ۘ بَلْ يَدٰهُ مَبْسُوْطَتٰنِ ۙ يُنْفِقُ كَيْفَ يَشَآءُ ؕ وَلَيَزِيْدَنَّ كَثِيْرًا مِّنْهُمْ مَّآ اُنْزِلَ اِلَيْكَ مِنْ رَّبِّكَ طُغْيَانًا وَّكُفْرًا ؕ وَاَلْقَيْنَا بَيْنَهُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَآءَ اِلٰى يَوْمِ الْقِيٰمَةِ ؕ كُلَّمَآ اَوْقَدُوْا نَارًا لِّلْحَرْبِ اَطْفَاَهَا اللّٰهُ ۙ وَيَسْعَوْنَ فِى الْاَرْضِ فَسَادًا ؕ وَاللّٰهُ لَا يُحِبُّ الْمُفْسِدِيْنَ (٦٤)

অনুবাদ : (৬৪) আর ইহুদিরা বলল, আল্লাহর হাত বন্ধ হয়ে গেছে, তাদেরই হাত বন্ধ, এবং তাদের এই উক্তির দরুন তারা রহমত হতে বিদূরিত হয়েছে; বরং তাঁর [আল্লাহর] তো উভয় হাত উন্মুক্ত, যেরূপে ইচ্ছা ব্যয় করেন, আর যে বিষয় আপনার নিকট আপনার প্রতিপালকের পক্ষ হতে প্রেরিত হয়, তা তাদের মধ্যে অনেকের নাফরমানি ও কুফর বৃদ্ধির কারণ হয়, এবং আমি তাদের পরস্পরের মধ্যে শত্রুতা এবং হিংসা নিক্ষেপ করেছি কিয়ামত পর্যন্ত, যখনই [মুসলমানদের বিরুদ্ধে] যুদ্ধাগ্নি প্রজ্বলিত করতে চায়, আল্লাহ তা নির্বাপিত করে দেন, এবং তারা ভূপৃষ্ঠে অশান্তি ছড়িয়ে বেড়ায়, আর আল্লাহ তা'আলা অশান্তি বিস্তারকারীদেরকে ভালোবাসেন না।

وَلَوْ اَنَّ اَهْلَ الْكِتٰبِ اٰمَنُوْا وَاتَّقَوْا لَكَفَّرْنَا عَنْهُمْ سَيِّاٰتِهِمْ وَلَاَدْخَلْنٰهُمْ جَنّٰتِ النَّعِيْمِ (٦٥)

(৬৫) আর এই আহলে কিতাব [ইহুদি নাসারা]-গণ যদি ঈমান আনত এবং তাকওয়া অবলম্বন করত, তবে আমি অবশ্যই তাদের সমস্ত অন্যায় ক্ষমা করে দিতাম এবং অবশ্যই তাদেরকে শান্তির উদ্যানসমূহে দাখিল করতাম।

শাব্দিক অনুবাদ

(৬৪) وَقَالَتِ الْيَهُوْدُ আর ইহুদিরা বলল يَدُ اللّٰهِ مَغْلُوْلَةٌ আল্লাহর হাত বন্ধ হয়ে গেছে غُلَّتْ اَيْدِيْهِمْ তাদেরই হাত বন্ধ وَلُعِنُوْا এবং তারা রহমত হতে বিদূরিত হয়েছে بِمَا قَالُوْا তাদের এই উক্তির দরুন بَلْ يَدٰهُ مَبْسُوْطَتٰنِ বরং তাঁর তো উভয় হাত উন্মুক্ত يُنْفِقُ كَيْفَ يَشَآءُ যেরূপে ইচ্ছা ব্যয় করেন وَلَيَزِيْدَنَّ كَثِيْرًا مِّنْهُمْ আর তা তাদের মধ্যে অনেকের বৃদ্ধির কারণ হয় مَّآ اُنْزِلَ اِلَيْكَ مِنْ رَّبِّكَ যে বিষয় আপনার নিকট আপনার প্রতিপালকের পক্ষ হতে প্রেরিত হয় طُغْيَانًا وَّكُفْرًا নাফরমানি ও কুফর وَاَلْقَيْنَا بَيْنَهُمُ এবং আমি তাদের পরস্পরের মধ্যে নিক্ষেপ করেছি الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَآءَ শত্রুতা এবং হিংসা اِلٰى يَوْمِ الْقِيٰمَةِ কিয়ামত পর্যন্ত كُلَّمَآ اَوْقَدُوْا نَارًا لِّلْحَرْبِ যখনই [মুসলমানদের বিরুদ্ধে] যুদ্ধাগ্নি প্রজ্বলিত করতে চায় اَطْفَاَهَا اللّٰهُ আল্লাহ তা নির্বাপিত করে দেন وَيَسْعَوْنَ فِى الْاَرْضِ فَسَادًا এবং তারা ভূপৃষ্ঠে অশান্তি ছড়িয়ে বেড়ায় وَاللّٰهُ لَا يُحِبُّ الْمُفْسِدِيْنَ আর আল্লাহ তা'আলা অশান্তি বিস্তারকারীদেরকে ভালোবাসেন না।

(৬৫) وَلَوْ اَنَّ اَهْلَ الْكِتٰبِ اٰمَنُوْا আর এই আহলে কিতাবগণ যদি ঈমান আনত وَاتَّقَوْا এবং তাকওয়া অবলম্বন করত لَكَفَّرْنَا عَنْهُمْ سَيِّاٰتِهِمْ তবে আমি অবশ্যই তাদের সমস্ত অন্যায় ক্ষমা করে দিতাম وَلَاَدْخَلْنٰهُمْ جَنّٰتِ النَّعِيْمِ এবং অবশ্যই তাদেরকে শান্তির উদ্যানসমূহে দাখিল করতাম।

https://e-ilm.weebly.com/

وَلَوْ اَنَّهُمْ اَقَامُوا التَّوْرٰىةَ وَالْاِنْجِيْلَ وَمَآ اُنْزِلَ
اِلَيْهِمْ مِّنْ رَّبِّهِمْ لَاَكَلُوْا مِنْ فَوْقِهِمْ وَمِنْ
تَحْتِ اَرْجُلِهِمْ ؕ مِنْهُمْ اُمَّةٌ مُّقْتَصِدَةٌ ؕ
وَكَثِيْرٌ مِّنْهُمْ سَآءَ مَا يَعْمَلُوْنَ (٦٦)

(৬৬) আর যদি তারা তাওরাত ও ইঞ্জিলের এবং যে কিতাব [অর্থাৎ কুরআন] তাদের রবের পক্ষ থেকে তাদের প্রতি প্রেরিত হয়েছে, তার যথারীতি আমলকারী হতো, তবে তারা উপর [অর্থাৎ আসমান] হতে এবং নিম্ন [অর্থাৎ জমিন] হতে প্রাচুর্যের সাথে ভক্ষণ করত তাদের একদল তো সরল পথের পথিক, আর এদের অধিকাংশ এরূপই যে, তাদের কার্যকলাপ অতি জঘন্য।

يٰۤاَيُّهَا الرَّسُوْلُ بَلِّغْ مَآ اُنْزِلَ اِلَيْكَ مِنْ رَّبِّكَ ؕ
وَاِنْ لَّمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهٗ ؕ وَاللّٰهُ
يَعْصِمُكَ مِنَ النَّاسِ ؕ اِنَّ اللّٰهَ لَا يَهْدِى
الْقَوْمَ الْكٰفِرِيْنَ (٦٧)

(৬৭) হে রাসূল! যা কিছু আপনার প্রতিপালকের পক্ষ থেকে আপনার প্রতি নাজিল করা হয়েছে আপনি [মানুষকে] সবকিছুই পৌছে দিন, আর যদি এরূপ না করেন, তবে [যেন] আপনি আল্লাহর একটি পয়গামও পৌছাননি, আর আল্লাহ তা'আলা আপনাকে মানুষ [অর্থাৎ কাফের] হতে সংরক্ষিত রাখবেন, নিশ্চয় আল্লাহ এই কাফেরদেরকে পথ [অর্থাৎ আপনাকে হত্যা করার সুযোগ] দিবেন না।

قُلْ يٰۤاَهْلَ الْكِتٰبِ لَسْتُمْ عَلٰى شَيْءٍ حَتّٰى تُقِيْمُوا
التَّوْرٰىةَ وَالْاِنْجِيْلَ وَمَآ اُنْزِلَ اِلَيْكُمْ مِّنْ رَّبِّكُمْ ؕ
وَلَيَزِيْدَنَّ كَثِيْرًا مِّنْهُمْ مَّآ اُنْزِلَ اِلَيْكَ مِنْ رَّبِّكَ
طُغْيَانًا وَّكُفْرًا ۚ فَلَا تَاْسَ عَلَى الْقَوْمِ الْكٰفِرِيْنَ (٦٨)

(৬৮) আপনি বলে দিন, হে আহলে কিতাবগণ! তোমরা কোনো পথেই প্রতিষ্ঠিত নও, যে পর্যন্ত না তাওরাত ও ইঞ্জিল এবং যে কিতাব [অর্থাৎ কুরআন] তোমাদের নিকট তোমাদের প্রতিপালকের পক্ষ থেকে পাঠানো হয়েছে তারও পূর্ণ পাবন্দি করবে, আর অবশ্যই যা আপনার প্রতি আপনার রবের পক্ষ থেকে প্রেরণ করা হয়, তা তাদের মধ্যে অনেকেরই নাফরমানি ও কুফর বৃদ্ধির কারণ হয়ে যায়, অতএব, আপনি এই কাফেরদের জন্য মনঃক্ষুণ্ণ হবেন না।

শাব্দিক অনুবাদ

(৬৬) وَلَوْ اَنَّهُمْ اَقَامُوا التَّوْرٰىةَ وَالْاِنْجِيْلَ আর যদি তারা তাওরাত ও ইঞ্জিলের যথারীতি আমলকারী হতো وَمَآ اُنْزِلَ اِلَيْهِمْ مِّنْ رَّبِّهِمْ এবং যে কিতাব তাদের রবের পক্ষ থেকে তাদের প্রতি প্রেরিত হয়েছে তার لَاَكَلُوْا তবে তারা প্রাচুর্যের সাথে ভক্ষণ করত مِنْ فَوْقِهِمْ উপর হতে وَمِنْ تَحْتِ اَرْجُلِهِمْ এবং নিম্ন হতে مِنْهُمْ اُمَّةٌ مُّقْتَصِدَةٌ তাদের একদল তো সরল পথের পথিক وَكَثِيْرٌ مِّنْهُمْ سَآءَ مَا يَعْمَلُوْنَ আর এদের অধিকাংশ এরূপই যে, তাদের কার্যকলাপ অতি জঘন্য।

(৬৭) يٰۤاَيُّهَا الرَّسُوْلُ হে রাসূল! بَلِّغْ আপনি সবকিছুই পৌছে দিন مَآ اُنْزِلَ اِلَيْكَ যা কিছু আপনার প্রতি নাজিল করা হয়েছে مِنْ رَّبِّكَ আপনার প্রতিপালকের পক্ষ থেকে وَاِنْ لَّمْ تَفْعَلْ আর যদি এরূপ না করেন فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهٗ তবে [যেন] আপনি আল্লাহর একটি পয়গামও পৌছাননি وَاللّٰهُ يَعْصِمُكَ مِنَ النَّاسِ আর আল্লাহ তা'আলা আপনাকে মানুষ হতে সংরক্ষিত রাখবেন اِنَّ اللّٰهَ لَا يَهْدِى الْقَوْمَ الْكٰفِرِيْنَ নিশ্চয় আল্লাহ এই কাফেরদেরকে পথ দিবেন না।

(৬৮) قُلْ আপনি বলে দিন يٰۤاَهْلَ الْكِتٰبِ হে আহলে কিতাবগণ! لَسْتُمْ عَلٰى شَيْءٍ তোমরা কোনো পথেই প্রতিষ্ঠিত নও حَتّٰى تُقِيْمُوا التَّوْرٰىةَ وَالْاِنْجِيْلَ যে পর্যন্ত না তাওরাত ও ইঞ্জিলের পূর্ণ পাবন্দি করবে وَمَآ اُنْزِلَ اِلَيْكُمْ مِّنْ رَّبِّكُمْ এবং যে কিতাব তোমাদের নিকট তোমাদের প্রতিপালকের পক্ষ থেকে পাঠানো হয়েছে وَلَيَزِيْدَنَّ كَثِيْرًا مِّنْهُمْ আর তা অবশ্যই তাদের মধ্যে অনেকেরই বৃদ্ধির কারণ হয়ে যায় مَّآ اُنْزِلَ اِلَيْكَ مِنْ رَّبِّكَ যা আপনার প্রতি আপনার রবের পক্ষ থেকে প্রেরণ করা হয় طُغْيَانًا وَّكُفْرًا নাফরমানি ও কুফর فَلَا تَاْسَ عَلَى الْقَوْمِ الْكٰفِرِيْنَ অতএব, আপনি এই কাফেরদের জন্য মনঃক্ষুণ্ণ হবেন না।

https://e-ilm.weebly.com/

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

(৬৪) قوله وَقَالَتِ الْيَهُودُ يَدُ اللَّهِ مَغْلُولَةٌ غُلَّتْ أَيْدِيهِمْ وَلُعِنُوا بِمَا قَالُوا الخ **–আয়াতের শানে নুযূল :** হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) হতে বর্ণিত। ইকরিমা ও যাহহাক প্রমুখ বলেন, আল্লাহ তা'আলা ইহুদিদেরকে আর্থিকভাবে স্বচ্ছলতা ও সাবলম্বীতা দান করেছিলেন। পরবর্তীতে তারা যখন আল্লাহ তা'আলার রাসূলের হুকুম অমান্য করল, তখন আল্লাহ তা'আলা তাদেরকে যে স্বচ্ছলতা দান করেছিলেন তা তিনি বন্ধ করে দিলেন। ফলে তাদের উন্নয়নের সকল উপায় উপকরণ নিঃশেষ হয়ে গেল। ইহুদি দলপতি ফিনহাস বিন আযূরা আল্লাহর পক্ষ হতে তাদের উপর আরোপিত দারিদ্রতা ও দূর্ভিক্ষতার কষাঘাতের কারণে বলেছিল আল্লাহ তা'আলার হাত রুদ্ধ হয়ে গিয়েছে। নরাধম ফিনহাসের এহেন জগণ্যতর মন্তব্যের জবাবে আল্লাহ তা'আলা আলোচ্য আয়াত নাজিল করেন। হযরত ইবনে আব্বাস (রা.)-এর এক বর্ণনা মতে এ উক্তি ছিল নাব্বাদ্ধা বিন কায়েসের। –[রুহুল মা'আনী : ১৭৯/৩/৬, ফাতহুল কাদীর : ৫৮/২]

(৬৮) قوله يَا أَيُّهَا الرَّسُولُ بَلِّغْ مَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ الخ **–আয়াতের শানে নুযূল– ১ :** আল্লামা মারদুভিয়া হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী করীম ﷺ একদা কোনো এক গাছ তলায় বিশ্রাম করতেছিলেন, সে মূহুর্তে হঠাৎ করে এক কাফের বেদীন এসে রাসূল ﷺ -এর তরবারি হাতে নিয়ে নবী (আ.)-কে বলল, আমার হাত থেকে আপনাকে কে রক্ষা করবে? রাসূল ﷺ বললেন, আল্লাহ! তখন বেদুঈনের হাত কেপে তার হাত থেকে তরবারিটি পড়ে গেল এবং তার মাথা দিয়ে গাছে আঘাত করে, ফলে তার দেমাগ বিক্ষিপ্ত হয়ে পড়ল। সে পরিপ্রেক্ষিতে উক্ত আয়াত আল্লাহ তা'আলা নাজিল করেন।

শানে নুযূল– ২ : হযরত জাবের বিন আব্দুল্লাহ (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমরা রাসূল ﷺ -এর সাথে নজদের দিকে যুদ্ধে ছিলাম, তখন আমরা রাসূল ﷺ -কে এক পার্বত্যাঞ্চলে পেলাম, যেখানে বিশাল বিশাল বৃক্ষ বিদ্যমান রয়েছে। সে সময় রাসূল ﷺ তরবারিটি গাছের ডালে ঝুলিয়ে গাছের তলায় বিশ্রাম করতেছিলেন। তিনি বলেন, রাসূল ﷺ বললেন, সেখানে আমার নিকট এক ব্যক্তি আসে, সে সময় আমি ঘুমে ছিলাম। এ সুযোগে সে তরবারিটি হাতে নেয়, তৎক্ষণাৎ আমিও জেগে গেলাম, সে মূহুর্তে লোকটি আমার মাথার নিকট দাঁড়ানো ছিল। তার হাতে কোষ মুক্ত তরবারি, সে আমাকে বলল, আমার হাত থেকে আপনাকে এবার কে রক্ষা করবে? আমি বললাম, আল্লাহ! অতঃপর দ্বিতীয়বার বলল, আমার হাত থেকে আপনাকে এবার কে রক্ষা করবে? আমি বললাম, আল্লাহ! তখন তরবারিটি উল্টা তার মাথায় পড়ে গেল, এতে করে সে বসে পড়ল। সে পরিপ্রেক্ষিতে আল্লাহ তা'আলা উক্ত আয়াত নাজিল করেন। –[কুরতুবী : ২২৯/৬, ইবনে কাছীর : ৮১/২, ফাতহুল কাদীর : ৬১/২]

শানে নুযূল– ৩ : ইমাম মুসলিম (র.) হযরত আয়েশা সিদ্দীকা (রা.)-এর উদ্ধৃতি দিয়ে বর্ণনা করেন। তিনি বলেন, রাসূল ﷺ একদা মদিনার মুখদারে রাত্র যাপন করেন। তখন তিনি বলেন, আমার কোনো এক সাহাবী যদি আমাকে পাহারাদারি করত? হযরত আয়েশা (রা.) বলেন যে, ক্ষণিকের মাঝেই আমরা অস্ত্রের ঝনঝনানী আওয়াজ শুনতে পেলাম। সে সময় রাসূল ﷺ জিজ্ঞেস করলেন, কে? তিনি উত্তর দিলেন আমি সা'আদ বিন আবী ওয়াক্কাস। রাসূল ﷺ পুনরায় জিজ্ঞেস করলেন, কে তোমাকে নিয়ে এসেছে? উত্তরে বলল, আমার অন্তরে রাসূল ﷺ সম্পর্কীয় ভয় সঞ্চারিত হয়েছে। সে জন্য আমি আল্লাহর রাসূলের পাহারা দিতে এসেছি। একথা শুনে রাসূল ﷺ তার জন্য দোয়া করে নির্বিঘ্নে ঘুমিয়ে পড়েন। সে পরিপ্রেক্ষিতে আলোচ্য আয়াত নাজিল করা হয়েছে। –[কুরতুবী : ২৩০/৬]

(৬৮) قوله قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ لَسْتُمْ عَلَىٰ شَيْءٍ حَتَّىٰ تُقِيمُوا التَّوْرَاةَ وَالْإِنْجِيلَ الخ **–আয়াতের শানে নুযূল :** হযরত ইবনে ইসহাক, ইবনে জারীর, ইবনুল মুনযির, ইবনে আবী হাতেম ও আবুশ শায়েখ (র.) হযরত ইবনে আব্বাস (রা.)-এর উদ্ধৃতি দিয়ে বর্ণনা করেন যে, নাফে' বিন হারেছা, সালাম বিন মালিক বিন সাইফ ও রাফে' বিন হারমালা তারা সম্মিলিতভাবে বলল, হে মুহাম্মদ! আপনি তো ইবরাহিমী ধর্মে আছেন বলে দাবি করেছেন, আমাদের নিকটে তাওরাত রয়েছে তাতেও বিশ্বাস করেছেন বলে নাকি আপনি দাবি করেছেন? তা আল্লাহর পক্ষ থেকে অবতীর্ণ বলে সাক্ষীও নাকি দিচ্ছেন? নবী করীম ﷺ বললেন, তা তো সত্য! তবে তোমরা তাতে সংযোজন করছ, তাকে অমান্য করছ, তাওরাতে যে বিষয়ে তোমাদের কাছ থেকে প্রতিশ্রুতি গ্রহণ করা হচ্ছে এবং যা কিছু মানুষের নিকট বলে দিতে নির্দেশ প্রাপ্ত হয়েছিলে, তাকেও অস্বীকার করলে। সুতরাং তোমাদের নব আবিষ্কার হতে বিরত থাকবে। তারা বলল, আমাদের নিকট যা রয়েছে সে সম্পর্কে আমরা

https://e-ilm.weebly.com/

অঙ্গীকারাবদ্ধ। আমরা আপনার প্রতি ঈমান আনব না এবং আপনার অনুসরণও করব না। অতএব আল্লাহ তা'আলা তাদের সম্পর্কে আলোচ্য আয়াত অবতীর্ণ করেছেন। –[ফাতহুল কাদীর : ৬৪/২, রূহুল মা'আনী : ২০০/৩/৬, কুরতুবী : ২৩১/৬, বাহরে মুহীত : ৫৪০/৩]

ইহুদিদের একটি ধৃষ্টতার জওয়াব : وَقَالَتِ الْيَهُودُ আয়াতে ইহুদিদের একটি গুরুতর অপরাধ ও জঘন্য উক্তি বর্ণিত হয়েছে। অর্থাৎ, হতভাগারা বলতে শুরু করেছে যে, [নাউযুবিল্লাহ] আল্লাহ তা'আলা দরিদ্র হয়ে গেছেন।

ঘটনাটি ছিল এই যে, আল্লাহ তা'আলা মদিনার ইহুদিদেরকে বিত্তশালী ও স্বাচ্ছন্দ্যশীল করেছিলেন, কিন্তু যখন রাসূলুল্লাহ ﷺ মদিনায় আগমন করেন এবং তাদের কাছে ইসলামের আহ্বান পৌঁছে, তখন পাষণ্ডরা সামাজিক মোড়লি ও কুপ্রথার মাধ্যমে প্রাপ্ত নযর-নিয়াযের খাতিরে এ আহ্বান থেকে মুখ ফিরিয়ে নেয় এবং রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর বিরুদ্ধাচরণ করে। ফলে আল্লাহ তা'আলা শাস্তি হিসেবে তাদের সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য হ্রাস করে দেন। ফলে তারা দরিদ্র হয়ে পড়ে। তখন মূর্খদের মুখ থেকে এ জাতীয় কথাবার্তা বের হতে থাকে যে, [নাউযুবিল্লাহ] আল্লাহর ধনভাণ্ডার ফুরিয়ে গেছে অথবা আল্লাহ তা'আলা কৃপণ হয়ে গেছেন। এর উত্তরে আলোচ্য আয়াতে বলা হয়েছে যে, হাত তো তাদেরই বাঁধা হবে এবং তাদের প্রতি অভিসম্পাত হবে, যার ফলে পরকালে আজাব এবং ইহকালে লাঞ্ছনা ও অবমাননা ভোগ করতে হবে। আল্লাহ তা'আলার হাত সব সময়ই উন্মুক্ত রয়েছে। তাঁর দান চিরকাল অব্যাহত রয়েছে এবং থাকবে। কিন্তু তিনি যেমন ধনবান ও বিত্তশালী, তেমনি সুবিজ্ঞও বটে। তিনি বিজ্ঞতা অনুযায়ী ব্যয় করেন, যাকে উপযুক্ত মনে করেন, বিত্তশালী করে দেন এবং যার ঘাড়ে উপযুক্ত মনে করে, অভাব-অনটন ও দারিদ্র চাপিয়ে দেন।

অতঃপর বলেছেন : এরা উদ্ধত জাতি। আপনার প্রতি অবতীর্ণ কুরআনি নির্দেশাবলির দ্বারা উপকৃত হওয়ার পরিবর্তে তাদের কুফর ও অবিশ্বাস আরো কঠোর হয়ে যায়। আল্লাহ তা'আলা মুসলমানদেরকে তাদের অনিষ্ট থেকে বাঁচিয়ে রাখার উদ্দেশ্যে তাদের বিভিন্ন দলের মধ্যে ঘোর মতানৈক্য সঞ্চারিত করে দিয়েছেন। ফলে মুসলমানদের বিরুদ্ধে তারা প্রকাশ্য যুদ্ধে অবতীর্ণ হতে সাহসী হয় না এবং তাদের কোনো চক্রান্তও সফল হয় না। كُلَّمَا أَوْقَدُوا نَارًا لِلْحَرْبِ أَطْفَأَهَا اللَّهُ বাক্যে প্রকাশ্য যুদ্ধে ব্যর্থতা এবং وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا বাক্যে গোপন চক্রান্ত ব্যর্থতার কথাই বর্ণিত হয়েছে।

আল্লাহর নির্দেশাবলি পুরাপুরি পালনে ইহকালীন কল্যাণ : ৬৪তম আয়াতে বলা হয়েছে যে, ইহুদিরা তাওরাত ও ইঞ্জিলের নির্দেশাবলি এবং পয়গম্বরগণের বাণী দ্বারা কোনো উপকার লাভ করেনি এবং জাগতিক লোভ-লালসায় লিপ্ত হয়ে সবকিছু বিস্মৃত হয়ে বসেছে। ফলে দুনিয়াতেও এরা কপর্দকহীন হয়ে পড়েছে। যদি এখনও তারা বিশ্বাস ও আল্লাহভীতি অবলম্বন করে, তবে আমি তাদের বিগত সব গুনাহ মাফ কদের দিব এবং নিয়ামতপূর্ণ উদ্যান দান করব।

আল্লাহর নির্দেশাবলি পুরাপুরি পালন করার উপায় : وَلَوْ أَنَّهُمْ أَقَامُوا التَّوْرَاةَ আয়াতে ঐ বিশ্বাস ও আল্লাহভীতির কিছু বিবরণ উল্লিখিত হয়েছে, যা দ্বারা জাগতিক কল্যাণ ও সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য দানের ওয়াদা পূর্ববর্তী আয়াতে করা হয়েছিল। বিবরণ এই যে, ইহুদিরা তাওরাত, ইঞ্জিল এবং পরবর্তী সর্বশেষ গ্রন্থ কুরআনকে প্রতিষ্ঠিত করুক। এখানে عَمَلٌ তথা পালন করার পরিবর্তে إِقَامَتٌ তথা প্রতিষ্ঠিত করার কথা বলা হয়েছে। উদ্দেশ্য এই যে, এসব গন্থের আমল পুরাপুরি ও বিশুদ্ধ তখনই হবে, যখন তাতে কোনো রকম ত্রুটি ও বাড়াবাড়ি না থাকবে। যেমন, কোনো স্তম্ভকে তখনই প্রতিষ্ঠিত বলা যায়, যখন তা কোনোদিকে ঝুঁকে থাকবে না; বরং সোজা দাঁড়ানো থাকবে।

এর সারমর্ম এই যে, যদি ইহুদিরা আজও তাওরাত, ইঞ্জিল ও কুরআন পাকের নির্দেশাবলির প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করে এবং সেগুলো পুরাপুরি পালন করে ত্রুটি এবং মনগড়া বিষয়াদিকে ধর্ম বলে আখ্যা দিয়ে বাড়াবাড়ি না করে, তবে তারা পরকালের প্রতিশ্রুত নিয়ামতরাজির যোগ্য হবে এবং ইহকালেও তাদের সামনে রিজিকের দ্বার উন্মুক্ত করে দেওয়া হবে। ফলে উপর-নীচ সবদিক থেকে তাদের উপর রিজিক বর্ষিত হবে। 'উপর-নীচে'র বাহ্যিক অর্থ হচ্ছে তারা অনায়াসে ও অব্যাহতভাবে রিজিক প্রাপ্ত হবে। –[তাফসীরে কাবীর]

পূর্ববর্তী আয়াতে শুধু পরকালের নিয়ামতের ওয়াদা ছিল। আলোচ্য আয়াতে পার্থিব সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যের ওয়াদাও বিস্তারিতভাবে করা হয়েছে। এর কারণ সম্ভবতঃ এই যে, ইহুদিদের কুকর্ম এবং তাওরাত ও ইঞ্জিলের নির্দেশাবলি পরিবর্তনের বড় কারণ ছিল তাদের সংসার প্রীতি ও অর্থলিপ্সা। এ মোহই তাদেরকে কুরআন ও রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর প্রকাশ্য নিদর্শনাবলি দেখা সত্ত্বেও সেগুলো মেনে নিতে বাধা প্রদান করছিল। তাদের আশঙ্কা ছিল এই যে, তারা মুসলমান হয়ে গেলে তাদের মোড়লি

https://e-ilm.weebly.com/

শেষ হয়ে যাবে এবং ধর্মীয় নেতা হওয়ার কারণে যেসব হাদিয়া ও উপঢৌকন পাওয়া যায়, তা বন্ধ হয়ে যাবে। আল্লাহ তা'আলা তাদের এ আশঙ্কা দূর করার জন্য ওয়াদাও করেছেন যে, তারা সাচ্চা ঈমানদার ও সৎকর্মী হয়ে গেলে তাদের জাগতিক অর্থ-সম্পদ ও আরাম-আয়েশ হ্রাস পাবে না; বরং আরো বেড়ে যাবে।

একটি সন্দেহের নিরসন : এ বিবরণ থেকে একথা জানা গেল যে, এই বিশেষ ওয়াদাটি ঐসব ইহুদির জন্য করা হয়েছে, যারা মহানবী ﷺ-এর আমলে বিদ্যমান ছিল। তারা এসব নির্দেশ মেনে নিলে ইহকালেও তাদেরকে সব রকম নিয়ামত ও শান্তি প্রদান করা হতো। সে মতে তখন যারা ঈমান ও সৎকর্ম অবলম্বন করেছে, তারা এসব নিয়ামত পুরোপুরিভাবেই লাভও করেছে। যেমন আবিসিনিয়ার সম্রাট নাজ্জাসী ও আব্দুল্লাহ ইবনে সালাম প্রমূখ। এর অর্থ এই নয় যে, যে কেউ বিশ্বাস ও সৎকর্ম অবলম্বন করবে, সে-ই ইহকালে অবশ্যাম্ভবীরূপে অগাধ ধন-দৌলতের অধিকারী হবে এবং যে এরূপ না করবে, সে অবশ্যই অভাব-অনটনে পতিত হবে। কারণ এ স্থলে কোনো সমগ্রিক নীতি বর্ণনা করা উদ্দেশ্য নয়; বরং একটি বিশেষ দলের সাথে বিশেষ অবস্থায় ওয়াদা করা হয়েছে।

তবে সাধারণ নীতি হিসেবে ঈমান ও সৎকর্মের ফলস্বরূপ পবিত্র-জীবন প্রাপ্ত হওয়ার ওয়াদা রয়েছে। এটি অগাধ ধন-দৌলতের আকারেও হতে পারে কিংবা বাহ্যিক অভাব-অনটনের আকারেও। পয়গম্বর ও ওলীদের অবস্থাই এর প্রমাণ। তাঁরা সবাই অগাধ-ধন দৌলত প্রাপ্ত হননি, তবে পবিত্র-জীবন অবশ্যই প্রাপ্ত হয়েছেন।

আয়াতের শেষাংশে ইনসাফ প্রদর্শনার্থে একথাও বলা হয়েছে যে, ইহুদিদের যেসব বক্রতা ও কুকর্ম বর্ণনা করা হয়েছে, তা সব ইহুদির অবস্থা নয়; বরং مِنْهُمْ اُمَّةٌ مُّقْتَصِدَةٌ অর্থাৎ তাদের মধ্যে ক্ষুদ্র একটি দল সৎপথের অনুসারীও রয়েছে। তবে তাদের অধিকাংশই কুকর্মী। সৎপথের অনুসারী বলে তাদেরকে বুঝানো হয়েছে, যারা পূর্বে ইহুদি অথবা খ্রিস্টান ছিল, এরপর কুরআন ও রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করেছে।

প্রচারকার্যের তাকিদ ও রাসূল ﷺ-এর প্রতি সান্ত্বনা : এ আয়াতদ্বয়ে এবং এর পূর্ববর্তী উপর্যুপরি দুই রুকূতে ইহুদি ও খ্রিস্টানদের বক্রতা, বিপথগামিতা, হঠকারিতা এবং ইসলাম বিরোধী ষড়যন্ত্র বর্ণিত হয়েছে। মানুষ হিসেবে এর একটা স্বাভাবিক প্রতিক্রিয়া এরূপ হওয়াও সম্ভবপর ছিল যে, এর ফলে মহানবী ﷺ নিরাশ হয়ে পড়তেন কিংবা বাধ্য হয়ে প্রচারকার্যে ভাটা দিতে পারতেন। আর এর দ্বিতীয় প্রতিক্রিয়া এরূপও হতে পারত যে, তিনি বিরোধিতা, শত্রুতা ও নির্যাতনের পরওয়া না করে প্রচারকার্যে ব্যাপৃত থাকতেন, ফলে তাঁকে শত্রুর পক্ষ থেকে নানা রকম কষ্ট ও বিপদাপদের সম্মুখীন হতে হত। তাই তৃতীয় আয়াতে এর দিকে রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে জোরালো ভাষায় নির্দেশ দেওয়া হয়েছে যে, আপনার প্রতি আল্লাহর পক্ষ থেকে যা কিছু অবতরণ করা হয়, তার সম্পূর্ণটিই বিনা দ্বিধায় মানুষের কাছে পৌছে দিন; কেউ মন্দ বলুক অথবা ভালো, বিরোধিতা করুক কিংবা গ্রহণ করুক। অপরদিকে তাঁকে এ সংবাদ দিয়ে আশ্বস্ত করা হয়েছে যে, প্রচারকার্যে কাফেররা আপনার কোনো ক্ষতি করতে পারবে না। আল্লাহ তা'আলা স্বয়ং আপনার দেখাশোনা করবেন।

আয়াতের وَاِنْ لَّمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهٗ বাক্যটি প্রণিধানযোগ্য। এর উদ্দেশ্য এই যে, যদি আপনি আল্লাহ তা'আলার একটি নির্দেশও পৌছাতে বাকি রাখেন, তবে আপনি পয়গম্বরীর দায়িত্ব থেকে পরিত্রাণ পাবেন না। এ কারণেই রাসূলুল্লাহ ﷺ আজীবন এ কর্তব্য পালনে পূর্ণ সাহসিকতা ও সর্বশক্তি নিয়োগ করেন।

বিদায় হজের সময় মহানবী ﷺ -এর একটি উপদেশ : বিদায় হজের প্রসিদ্ধ ভাষণটি একদিক দিয়ে ছিল ইসলামের আইন এবং অপরদিক দিয়ে দয়ার সাগর, পিতামাতার চেয়েও অধিক স্নেহশীল পয়গম্বরের অন্তিম উপদেশ। এ ভাষণে তিনি সাহাবায়ে কেরামের অভূতপূর্ব সমাবেশকে লক্ষ্য করে গুরুত্বপূর্ণ নির্দেশ জারি করার পর প্রশ্ন করলেন, اَلَا هَلْ بَلَّغْتُ। শোন! আমি কি তোমাদের কাছে দীন পৌছে দিয়েছিলাম? সাহাবীগণ স্বীকার করলেন, জি হ্যাঁ, অবশ্যই পৌছে দিয়েছেন। এরপর বললেন, তোমরা এ বিষয়ে সাক্ষী থেক। তিনি আরো বললেন, فَلْيُبَلِّغِ الشَّاهِدُ الْغَائِبَ অর্থাৎ এ সমাবেশে যারা উপস্থিত আছ, তারা আমার কথাটি অনুপস্থিতদের কাছেও পৌছে দিবে। অনুপস্থিত বলে দুই শ্রেণির লোককে বুঝানো হয়েছে। এক. যারা তখন দুনিয়াতে বিদ্যমান ছিল কিন্তু সমাবেশে উপস্থিত ছিল না। দুই. যারা তখনো পর্যন্ত জন্মগ্রহণই করেনি। তাদের কাছে পয়গাম পৌছানোর পন্থা হলো, ধর্মীয় শিক্ষার প্রচার ও প্রসার। সাহাবী ও তাবেয়ীগণ এ কর্তব্য যথাযথ পালন করেছেন।

https://e-ilm.weebly.com/

এর প্রভাবেই সাধারণ অবস্থায় সাহাবায়ে কেরাম রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর বাণী ও হাদীসকে আল্লাহ তা'আলার একটি বিরাট আমানতের ন্যায় অনুভব করেছেন। তাঁরা রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর পবিত্র মুখ নিঃসৃত প্রত্যেকটি কথাই উম্মতের কাছে পৌঁছে দিতে যথাসাধ্য চেষ্টা করেছেন। যদি কোনো বিশেষ কারণ অথবা অক্ষমতার দরুন কেউ বিশেষ হাদীস অন্যের কাছে বর্ণনা না করতেন, তবে মৃত্যুর পূর্ব মূহুর্তে তা দু'চার জনকে অবশ্যই শুনিয়ে দিয়েছেন যাতে এ আমানতের দায়িত্ব থেকে অব্যাহতি লাভ করতে পারেন। সহীহ বুখারীতে হযরত মুয়ায (রা.)-এর একটি হাদীস সম্পর্কে এমনি ধরনের এক ঘটনা বর্ণিত রয়েছে। বলা হয়েছে : أَخْبَرَ بِهِ مُعَاذٌ عِنْدَ مَوْتِهِ تَأَثُّمًا অর্থাৎ, এ আমানত না পৌছানোর কারণে গুনাহগার হওয়ার ভয়ে হযরত মুয়ায (রা.) হাদীসটি মৃত্যুর সময় বর্ণনা করেছেন।

وَاللّٰهُ يَعْصِمُكَ مِنَ النَّاسِ আয়াতের এ দ্বিতীয় বাক্যে সুসংবাদ দেওয়া হয়েছে, যে যত বিরোধিতাই করুক, শত্রুরা আপনার কেশাগ্রও স্পর্শ করতে পারবে না।

হাদীসে বলা হয়েছে : এ আয়াত অবতীর্ণ হওয়ার পূর্বে কয়েকজন সাহাবী দেহরক্ষী হিসাবে সাধারণভাবে মহানবী ﷺ -এর সাথে থাকতেন এবং গৃহে ও প্রবাসে তাঁকে প্রহরা দিতেন। এ আয়াত অবতীর্ণ হওয়ার পর তিনি সবাইকে বিদায় করে দেন। কারণ এ দায়িত্ব আল্লাহ তা'আলা স্বহস্তে গ্রহণ করেন।

হযরত হাসান (রা.) বর্ণিত এক হাদীসে মহানবী ﷺ বলেন : প্রচারকার্যের নির্দেশ প্রাপ্তির পর আমার মনে বেশ ভীতির সঞ্চার হয়েছিল। কারণ, চারদিক থেকে হয়তো সবাই আমাকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করবে এবং বিরোধিতা করবে। অতঃপর যখন এ আয়াত অবতীর্ণ হলো, তখন ভয়-ভীতি দূর হয়ে অন্তর প্রশান্ত হয়ে যায়। –[তাফসীরে কবীর]

এ আয়াত অবতীর্ণ হওয়ার পর প্রচারকার্যে কেউ রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর বিন্দুমাত্রও ক্ষতি করতে সক্ষম হয়নি। অবশ্য যুদ্ধ ও জিহাদে সাময়িকভাবে কোনোরূপ কষ্ট পাওয়া এর পরিপন্থি নয়।

আহলে কিতাবদের প্রতি শরিয়ত অনুসরণের নির্দেশ : প্রথম আয়াতে আহলে কিতাব ইহুদি ও খ্রিস্টানদেরকে শরিয়ত অনুসরণের নির্দেশ দান প্রসঙ্গে বলা হয়েছে, যদি তোমরা শরিয়তের নির্দেশাবলি পালন না কর, তবে তোমরা কিছুই নও। উদ্দেশ্য এই যে, ইসলামি শরিয়ত অনুসরণ না করলে তোমাদের যাবতীয় সাধুতা ও ক্রিয়াকর্ম পণ্ডশ্রম মাত্র। আল্লাহ তা'আলা তোমাদেরকে একটি সৃষ্টিগত মর্যাদা দান করেছেন। অর্থাৎ তোমরা পয়গম্বরদের বংশধর। দ্বিতীয়তঃ তাওরাত ও ইঞ্জিলের শিক্ষাগত মর্যাদাও তোমাদের আয়ত্তাধীন; তোমাদের মধ্যে অনেক সাধু ব্যক্তিও রয়েছে। তারা আধ্যাত্মিক পথে পরিশ্রম ও সাধনা করে। কিন্তু এসব বিষয়ের মূল্য আল্লাহ তা'আলার কাছে তখনই হবে, যখন তোমরা ইসলামি শরিয়তের অনুসরণ করবে। এছাড়া কোনো সম্পর্কই কাজে আসবে না এবং শিক্ষাগত যোগ্যতা, পরিশ্রম ও সাধ্য-সাধনার কোনোটিতেই তোমাদের মুক্তি আসবে না।

এ আয়াত থেকে মুসলমানরাও নির্দেশ লাভ করেছে যে, শরিয়তের পুরোপুরি অনুসরণ ব্যতীত সাধুতা আধ্যাত্মিকতা, চেষ্টা-সাধনা অর্ন্তদৃষ্টিলাভ, ইলহাম ইত্যাদি দ্বারা মুক্তি লাভ করা যাবে না।

এ আয়াতে শরিয়ত অনুসরণের জন্য তিনটি বিষয় মেনে চলার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। প্রথম তাওরাত। দ্বিতীয়– ইঞ্জিল–, যা ইহুদি ও খ্রিস্টানদের কাছে পূর্বেই অবতীর্ণ হয়েছে এবং তৃতীয় وَمَا أُنْزِلَ إِلَيْكُمْ مِنْ رَبِّكُمْ অর্থাৎ আল্লাহর পক্ষ থেকে তোমাদের কাছে যা প্রেরিত হয়েছে।

সাহাবা ও তাবেয়ী তাফসীরবিদগণ এ বিষয়ে একমত যে, এর মর্ম কুরআন পাক, যা খ্রিস্টান ও ইহুদি সম্প্রদায়সহ সব উম্মতের জন্যই রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর মাধ্যমে প্রেরিত হয়েছে। তাই আয়াতের অর্থ হবে এই যে, যে পর্যন্ত তাওরাত, ইঞ্জিল ও কুরআনের আনীত বিধি-বিধানগুলো বিশুদ্ধভাবে ও পূর্ণরূপে পালন না করবে, সে পর্যন্ত তোমাদের বংশগত ও শিক্ষাগত যোগ্যতা এবং মর্যাদা আল্লাহর কাছে গ্রহণীয় হবে না।

এখানে প্রণিধানযোগ্য যে, আয়াতে তাওরাত ও ইঞ্জিলের মতো কুরআনেরও সংক্ষিপ্ত নাম ব্যবহার না করে একটি দীর্ঘ বাক্য وَمَا أُنْزِلَ إِلَيْكُمْ مِنْ رَبِّكُمْ ব্যবহার করা হয়েছে। এর তাৎপর্য এই যে, এতে কতিপয় হাদীসের বিষয়বস্তুর দিকে ইঙ্গিত রয়েছে। এসব হাদীসে রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন : আমাকে যেমন জ্ঞান-বিজ্ঞানের আধার কুরআন দেওয়া হয়েছে, তেমনি অন্যান্য তত্ত্বকথা সম্পর্কেও অবহিত করা হয়েছে। ভবিষ্যতে এমন হবে যে, কোনো তৃপ্ত ও আরামপ্রিয় ব্যক্তি বলাবলি করবে যে, তোমাদের জন্য কুরআনই যথেষ্ট। এতে যা হালাল করা হয়েছে তাকেই হালাল মনে কর এবং এতে যা হারাম করা হয়েছে তাকে হরাম মনে কর। অথচ বাস্তব সত্য এই যে, আল্লাহর রাসূল যা হারাম করেছেন, তাও আল্লাহর হারাম করা বস্তুর মতোই হারাম।' –[আবূ দাউ, ইবনে মাজাহ, দারেমী]

https://e-ilm.weebly.com/

শরিয়তের বিধান তিন প্রকার : স্বয়ং কুরআনও এ বিষয়ে সাক্ষ দেয় وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوٰى إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحٰى অর্থাৎ, রাসূলুল্লাহ ﷺ নিজের পক্ষ থেকে কোনো কথা বলেন না। তিনি যা কিছু বলেন, সবই আল্লাহর পক্ষ থেকে বলেন। যেসব ক্ষেত্রে তিনি কোনো কথা স্বীয় ইজতিহাদ ও কিয়াসের মাধ্যমে বলেন এবং অতঃপর ওহীর মাধ্যমে তার বিরুদ্ধে নির্দেশ অবতীর্ণ না হয়, পরিণামে সে ইজতিহাদও ওহীর মর্যাদা প্রাপ্ত হয়।

সারকথা এই যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ যেসব বিধান উম্মতকে দিয়েছেন, সেগুলো তিন প্রকার : এক. যেসব বিধান কুরআন সুস্পষ্টভাবে উল্লিখিত রয়েছে। : দুই. যেসব বিধান কুরআনে সুস্পষ্টভাবে নেই; বরং পৃথক ওহীর মাধ্যমে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর প্রতি অবতীর্ণ হয়েছে এবং তিন. যেসব বিধান তিনি স্বয়ং ইজতিহাদ ও কিয়াসের মাধ্যমে দিয়েছেন এবং এর বিরুদ্ধে ওহীর মাধ্যমে কোনো নির্দেশ অবতীর্ণ হয়নি।

আলোচ্য আয়াতে দ্বিতীয় প্রণিধানযোগ্য বিষয় এই যে, এতে ইহুদি ও খ্রিস্টানদেরকে তাওরাত, ইঞ্জিল ও কুরআন তিনটি গ্রন্থের নির্দেশাবলি পালন করতে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। অথচ এগুলোর একটি অপরটিকে রহিত করে দিয়েছে। ইঞ্জিল তাওরাতের কতক বিধানকে এবং কুরআন তাওরাত ও ইঞ্জিলের অনেক বিধানকে রহিত করেছে। এমতাবস্থায় তিনটি সমষ্টিকে পালন করা কিরূপে সম্ভবপর হবে?

এর জওয়াব সুস্পষ্ট। অর্থাৎ পরবর্তীকালে আগমনকারী গ্রন্থ পূর্ববর্তী গ্রন্থের যেসব বিধানকে পরিবর্তন করেছে, সেসব পরিবর্তিত বিধান পালন করাই উভয় গ্রন্থ পালন করার নামান্তর। রহিত বিধান পালন করা উভয় গ্রন্থের উদ্দেশ্যেরই পরিপন্থি।

মহানবী (সা.)-এর প্রতি একটি সান্ত্বনা : উপসংহারে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সান্ত্বনার জন্য বলা হয়েছে। আহলে কিতাবদের অনেকেই আমার দেওয়া সুযোগ-সুবিধা ও অনুগ্রহের দ্বারা উপকৃত হবে না; বরং তাদের কুফর ও ঔদ্ধত্য আরো বেড়ে যাবে। অতএব আপনি এতে দুঃখিত হবেন না এবং তাদের প্রতি অনুকম্পাশীলও হবেন না।

শব্দ বিশ্লেষণ

مَغْلُوْلَةٌ : সীগাহ বহছ واحد مؤنث اسم مفعول বাব نَصَرَ মাসদার اَلْغَلُّ মূলবর্ণ (غ ـ ل ـ ل) জিনস مضاعف ثلاثى অর্থ– বন্দী করা।

اَوْقَدُوْا : সীগাহ বহছ جمع مذكر غائب ماضى معروف বাব اِفْعَالٌ মাসদার اَلْاِيْقَادُ মূলবর্ণ (و ـ ق ـ د) জিনস مثال واوى অর্থ– তারা ইন্ধন যোগাল।

اَطْفَأَ : সীগাহ বহছ واحد مذكر غائب ماضى معروف বাব اِفْعَالٌ মাসদার اَلْاِطْفَاءُ মূলবর্ণ (ط ـ ف ـ ى) জিনসে ناقص يائى অর্থ– সে নিভিয়ে দিল।

لَيَزِيْدَنَّ : সীগাহ বহছ واحد مذكر غائب فعل مضارع معروف در لام تاكيد با نون تاكيد ثقيله বাব ضَرَبَ মাসদার اَلزِّيَادَةُ মূলবর্ণ (ز ـ ى ـ د) জিনস اجوف يائى অর্থ– অবশ্যই বেশি করে দিবেন।

لَا تَأْسَ : সীগাহ বহছ واحد مذكر حاضر نهى حاضر معروف বাব سَمِعَ মাসদার اَلْاَسٰى মূলবর্ণ (ا ـ س ـ ى) জিনস মুরাক্কাব مهموز فاء এবং ناقص يائى অর্থ– তুমি চিন্তিত হয়ো না।

https://e-ilm.weebly.com/

অনুবাদ : (৬৯) এটা সুনিশ্চিত যে, মুসলমান ও ইহুদি ও সাবেঈন এবং নাসারাদের মধ্যে যে ব্যক্তি বিশ্বাস রাখে আল্লাহর প্রতি এবং কিয়ামত দিবসের প্রতি এবং সৎকার্য করে, তবে এরূপ লোকদের জন্য [শেষ দিবসে] না কোনো প্রকার ভয় থাকবে আর না তারা চিন্তান্বিত হবে।	إِنَّ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَالَّذِيْنَ هَادُوْا وَالصّٰبِئُوْنَ وَالنَّصٰرٰى مَنْ اٰمَنَ بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ الْاٰخِرِ وَعَمِلَ صَالِحًا فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُوْنَ (٦٩)
(৭০) আমি বনী ইসরাঈল হতে অঙ্গীকার নিয়েছি এবং তাদের নিকট বহু পয়গম্বর প্রেরণ করেছি, যখনই তাদের নিকট কোনো নবী আগমন করতেন এমন কোনো বিধান নিয়ে যা তাদের মনঃপূত হতো না, তখনই তারা কতিপয়কে মিথ্যাবাদী সাব্যস্ত করত এবং কতিপয়কে হত্যাই করে ফেলত।	لَقَدْ اَخَذْنَا مِيْثَاقَ بَنِيْٓ اِسْرَآءِيْلَ وَاَرْسَلْنَآ اِلَيْهِمْ رُسُلًا ؕ كُلَّمَا جَآءَهُمْ رَسُوْلٌۢ بِمَا لَا تَهْوٰٓى اَنْفُسُهُمْ ۙ فَرِيْقًا كَذَّبُوْا وَفَرِيْقًا يَّقْتُلُوْنَ (٧٠)
(৭১) আর তারা এই ধারণাই করেছিল যে, কোনো শাস্তিই হবে না, এতে আরো অন্ধও বধির [-দের ন্যায়] হয়ে গেল, অতঃপর [দীর্ঘকাল পর] আল্লাহ তা'আলা তাদের প্রতি [করুণার] দৃষ্টি করলেন, তবুও তারা অন্ধ ও বধিরই হয়ে রইল তাদের অনেকে, বস্তুতঃ আল্লাহ তা'আলা তাদের [এই] কার্যকলাপ খুব প্রত্যক্ষ করেন।	وَحَسِبُوْٓا اَلَّا تَكُوْنَ فِتْنَةٌ فَعَمُوْا وَصَمُّوْا ثُمَّ تَابَ اللّٰهُ عَلَيْهِمْ ثُمَّ عَمُوْا وَصَمُّوْا كَثِيْرٌ مِّنْهُمْ ؕ وَاللّٰهُ بَصِيْرٌۢ بِمَا يَعْمَلُوْنَ (٧١)

শাব্দিক অনুবাদ

(৬৯) إِنَّ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا এটা সুনিশ্চিত যে, মুসলমান وَالَّذِيْنَ هَادُوْا ও ইহুদি وَالصَّابِئُوْنَ ও সাবেঈন وَالنَّصٰرٰى এবং নাসারাদের মধ্যে مَنْ اٰمَنَ بِاللّٰهِ যে ব্যক্তি বিশ্বাস রাখে আল্লাহর প্রতি وَالْيَوْمِ الْاٰخِرِ এবং কিয়ামত দিবসের প্রতি وَعَمِلَ صَالِحًا এবং সৎকার্য করে فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ তবে এরূপ লোকদের জন্য না কোনো প্রকার ভয় থাকবে وَلَا هُمْ يَحْزَنُوْنَ আর না তারা চিন্তান্বিত হবে।

(৭০) لَقَدْ اَخَذْنَا مِيْثَاقَ بَنِيْٓ اِسْرَآءِيْلَ আমি বনী ইসরাঈল হতে অঙ্গীকার নিয়েছি وَاَرْسَلْنَآ اِلَيْهِمْ رُسُلًا এবং তাদের নিকট বহু পয়গম্বর প্রেরণ করেছি كُلَّمَا جَآءَهُمْ رَسُوْلٌ যখনই তাদের নিকট কোনো নবী আগমন করতেন بِمَا لَا تَهْوٰٓى اَنْفُسُهُمْ এমন কোনো বিধান নিয়ে যা তাদের মনঃপূত হতো না। فَرِيْقًا كَذَّبُوْا তখনই তারা কতিপয়কে মিথ্যাবাদী সাব্যস্ত করত وَفَرِيْقًا يَّقْتُلُوْنَ এবং কতিপয়কে হত্যাই করে ফেলত।

(৭১) وَحَسِبُوْٓا আর তারা এই ধারণাই করেছিল যে اَلَّا تَكُوْنَ فِتْنَةٌ কোনো শাস্তিই হবে না। فَعَمُوْا وَصَمُّوْا তাতে আরো অন্ধও বধির হয়ে গেল ثُمَّ تَابَ اللّٰهُ عَلَيْهِمْ অতঃপর আল্লাহ তা'আলা তাদের প্রতি [করুণার] দৃষ্টি করলেন। ثُمَّ عَمُوْا وَصَمُّوْا তবুও তারা অন্ধ ও বধিরই হয়ে রইল كَثِيْرٌ مِّنْهُمْ তাদের অনেকে وَاللّٰهُ بَصِيْرٌۢ بِمَا يَعْمَلُوْنَ বস্তুতঃ আল্লাহ তা'আলা তাদের [এই] কার্যকলাপ খুব প্রত্যক্ষ করেন।

https://e-ilm.weebly.com/

لَقَدْ كَفَرَ الَّذِيْنَ قَالُوْٓا اِنَّ اللّٰهَ هُوَ الْمَسِيْحُ ابْنُ مَرْيَمَ ۭ وَقَالَ الْمَسِيْحُ يٰبَنِيْٓ اِسْرَآءِيْلَ اعْبُدُوا اللّٰهَ رَبِّيْ وَرَبَّكُمْ ۭ اِنَّهٗ مَنْ يُّشْرِكْ بِاللّٰهِ فَقَدْ حَرَّمَ اللّٰهُ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ وَمَاْوٰىهُ النَّارُ ۭ وَمَا لِلظّٰلِمِيْنَ مِنْ اَنْصَارٍ (৭২)

অনুবাদ : (৭২) নিশ্চয় তারা কাফের হয়েছে, যারা বলেছে যে, আল্লাহ তিনি তো মসীহ ইবনে মারইয়াম, অথচ মসীহ নিজেই বলেছেন যে, হে বনী ইসরাঈল! তোমরা আল্লাহর ইবাদত কর, যিনি আমারও প্রতিপালক এবং তোমাদেরও প্রতিপালক, নিশ্চয় যে ব্যক্তি আল্লাহর অংশী স্থির করবে, তবে তার জন্য আল্লাহ তা'আলা বেহেশতকে হারাম করে দিবেন এবং তার বাসস্থান হবে দোজখ, এবং এরূপ জালেমদের কোনো সাহায্যকারী হবে না।

لَقَدْ كَفَرَ الَّذِيْنَ قَالُوْٓا اِنَّ اللّٰهَ ثَالِثُ ثَلٰثَةٍ ۘ وَمَا مِنْ اِلٰهٍ اِلَّآ اِلٰهٌ وَّاحِدٌ ۭ وَاِنْ لَّمْ يَنْتَهُوْا عَمَّا يَقُوْلُوْنَ لَيَمَسَّنَّ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا مِنْهُمْ عَذَابٌ اَلِيْمٌ (৭৩)

(৭৩) নিঃসন্দেহে তারাও কাফের যারা বলে, আল্লাহ তা'আলা তিনের [অর্থাৎ তিন মা'বূদের] এক, অথচ এক মা'বূদ ভিন্ন অন্য কোনোই [হক] মা'বূদ নেই, আর যদি এরা স্বীয় উক্তিসমূহ হতে নিবৃত্ত না হয়, তবে তাদের মধ্যে যারা কাফের থাকবে তাদের উপর যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি পতিত হবে।

اَفَلَا يَتُوْبُوْنَ اِلَى اللّٰهِ وَيَسْتَغْفِرُوْنَهٗ ۭ وَاللّٰهُ غَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ (৭৪)

(৭৪) অতঃপরও কি তারা আল্লাহ তা'আলার সমীপে তওবা করে না এবং তাঁর নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করে না? অথচ আল্লাহ তা'আলা অতিশয় ক্ষমাশীল, পরম করুণাময়।

শাব্দিক অনুবাদ

(৭২) لَقَدْ كَفَرَ নিশ্চয় তারা কাফের হয়েছে। الَّذِيْنَ قَالُوْٓا যারা বলেছে যে اِنَّ اللّٰهَ هُوَ الْمَسِيْحُ ابْنُ مَرْيَمَ আল্লাহ তিনি তো মসীহ ইবনে মারইয়াম وَقَالَ الْمَسِيْحُ; অথচ মসীহ নিজেই বলেছেন যে يٰبَنِيْٓ اِسْرَآءِيْلَ হে বনী ইসরাঈল! اعْبُدُوا اللّٰهَ তোমরা আল্লাহর ইবাদত কর رَبِّيْ وَرَبَّكُمْ যিনি আমারও প্রতিপালক এবং তোমাদেরও প্রতিপালক اِنَّهٗ مَنْ يُّشْرِكْ بِاللّٰهِ নিশ্চয় যে ব্যক্তি আল্লাহর অংশী স্থির করবে فَقَدْ حَرَّمَ اللّٰهُ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ তবে তার জন্য আল্লাহ তা'আলা বেহেশতকে হারাম করে দিবেন وَمَاْوٰىهُ النَّارُ এবং তার বাসস্থান হবে দোজখ وَمَا لِلظّٰلِمِيْنَ مِنْ اَنْصَارٍ এবং এরূপ জালেমদের কোনো সাহায্যকারী হবে না।

(৭৩) لَقَدْ كَفَرَ নিঃসন্দেহে তারাও কাফের। الَّذِيْنَ قَالُوْٓا যারা বলে اِنَّ اللّٰهَ ثَالِثُ ثَلٰثَةٍ আল্লাহ তা'আলা তিনের এক وَمَا مِنْ اِلٰهٍ اِلَّآ اِلٰهٌ وَّاحِدٌ অথচ এক মা'বূদ ভিন্ন অন্য কোনোই মা'বূদ নেই وَاِنْ لَّمْ يَنْتَهُوْا عَمَّا يَقُوْلُوْنَ আর যদিএরা স্বীয় উক্তিসমূহ হতে নিবৃত্ত না হয় لَيَمَسَّنَّ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا مِنْهُمْ عَذَابٌ اَلِيْمٌ তবে তাদের মধ্যে যারা কাফের থাকবে তাদের উপর যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি পতিত হবে।

(৭৪) اَفَلَا يَتُوْبُوْنَ اِلَى اللّٰهِ অতঃপরও কি তারা আল্লাহ তা'আলার সমীপে তওবা করে না وَيَسْتَغْفِرُوْنَهٗ এবং তাঁর নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করে না وَاللّٰهُ غَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ অথচ আল্লাহ তা'আলা অতিশয় ক্ষমাশীল, পরম করুণাময়।

https://e-ilm.weebly.com/

অনুবাদ : (৭৫) মসীহ ইবনে মারইয়াম একজন রাসূল ব্যতীত আর কিছুই নন, তাঁর পূর্বে আরো বহু রাসূল গত হয়েছেন, তাঁর মাতা একজন ওলী খাতুন ছিলেন, তাঁরা উভয়ে অন্ন ভক্ষণ করতেন, লক্ষ্য করুন! আমি কিরূপে প্রমাণসমূহ তাদের নিকট বর্ণনা করছি, অতঃপর লক্ষ্য করুন! তারা উল্টা কোন দিকে যাচ্ছে।	مَا الْمَسِيحُ ابْنُ مَرْيَمَ إِلَّا رَسُولٌ ۚ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِ الرُّسُلُ ۖ وَأُمُّهُ صِدِّيقَةٌ ۖ كَانَا يَأْكُلَانِ الطَّعَامَ ۗ انْظُرْ كَيْفَ نُبَيِّنُ لَهُمُ الْآيَاتِ ثُمَّ انْظُرْ أَنَّىٰ يُؤْفَكُونَ (٧٥)

শাব্দিক অনুবাদ

(৭৫) مَا الْمَسِيحُ ابْنُ مَرْيَمَ إِلَّا رَسُولٌ মসীহ ইবনে মারইয়াম একজন রাসূল ব্যতীত আর কিছুই নন قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِ الرُّسُلُ তাঁর পূর্বে আরো বহু রাসূল গত হয়েছেন وَأُمُّهُ صِدِّيقَةٌ তাঁর মাতা একজন ওলী খাতুন ছিলেন كَانَا يَأْكُلَانِ الطَّعَامَ তাঁরা উভয়ে অন্ন ভক্ষণ করতেন انْظُرْ লক্ষ্য করুন! كَيْفَ نُبَيِّنُ لَهُمُ الْآيَاتِ আমি কিরূপে প্রমাণসমূহ তাদের নিকট বর্ণনা করছি ثُمَّ انْظُرْ অতঃপর লক্ষ্য করুন! أَنَّىٰ يُؤْفَكُونَ তারা উল্টা কোন দিকে যাচ্ছে।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

চারটি সম্প্রদায়ের প্রতি পরকালে মুক্তির ওয়াদা : দ্বিতীয় আয়াতে আল্লাহ তা'আলা চারটি সম্প্রদায়কে ঈমান ও সৎকর্মের প্রতি আহ্বান জানিয়ে সে জন্য পরকালে মুক্তির ওয়াদা করেছেন। তন্মধ্যে প্রথম সম্প্রদায় হচ্ছে الَّذِينَ آمَنُوا অর্থাৎ মুসলমান। দ্বিতীয়তঃ وَالَّذِينَ هَادُوا অর্থাৎ ইহুদি, তৃতীয়ত : صَابِئُونَ এবং চতুর্থতঃ نَصَارَىٰ এদের মধ্যে তিনটি জাতি– মুসলমান, ইহুদি ও খ্রিস্টান সর্বজন পরিচিত এবং পৃথিবীর বিভিন্ন অংশে বিদ্যমান। সাবিয়ূন অথবা ছাবেয়ী নামে আজকাল পৃথিবীতে কোনো প্রসিদ্ধ জাতি নাই। এ কারণেই এদের চিহ্নিতকরণের ব্যাপারে আলেমদের মধ্যে মতভেদ দেখা যায়।

তাফসীরবিদ ইবনে কাছীর হযরত কাতাদার বরাত দিয়ে উল্লেখ করেছেন যে, সাবিয়ূন হলো তারাই যারা ফেরেশতাদের ইবাদত করে, কেবলার উল্টো দিকে নামাজ পড়ে এবং দাউদ (আ.)-এর প্রতি অবতীর্ণ ঐশী গ্রন্থ যাবূর পাঠ করে।

কুরআন পাকের এ বর্ণনাভঙ্গি থেকে বাহ্যতঃ এর সমর্থন পাওয়া যায়। কেননা কুরআন মাজীদে চারটি ঐশী গ্রন্থের উল্লেখ রয়েছে : কুরআন, ইঞ্জিল, যাবূর ও তাওরাত। আয়াতে এ গ্রন্থ চতুষ্টয়ের অনুসারীদের কথাই উল্লেখ করা হয়েছে।

আল্লাহ তা'আলার কাছে সাফল্য সৎকর্মের উপর নির্ভরশীল : উভয় আয়াতের মোটামুটি বিষয়বস্তু এই যে, আমার দরবারে কারো বংশগত ও জাতিগত বৈশিষ্ট্যের কোনো মূল্য নেই। যে ব্যক্তি পূর্ণ আনুগত্য, বিশ্বাস ও সৎকর্ম অবলম্বন করবে, সে পূর্বে যাই থাক, আমার কাছে প্রিয় বলে গহণ্য হবে এবং তার কাজকর্ম গৃহীত হবে। একথা সুস্পষ্ট যে, কুরআন অবতরণের পর পূর্ণ আনুগত্য মুসলমান হওয়ার মধ্যেই সীমাবদ্ধ। কারণ, পূর্ববর্তী গ্রন্থ তাওরাত এবং ইঞ্জিলেও এরই নির্দেশ রয়েছে। কুরআন পাক শুধুমাত্র এ উদ্দেশ্যেই অবতীর্ণ হয়েছে। এ কারণেই কুরআন অবতরণ ও রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর নবুয়ত প্রাপ্তির পর কুরআন ও রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করা ছাড়া তাওরাত ইঞ্জিল ও যাবূরের অনুসরণ বিশুদ্ধ হতে পারে না। অতএব আয়াতের উদ্দেশ্য এই যে, এসব সম্প্রদায়ের মধ্যে যারা মুসলমান হবে, তারাই পরকালে মুক্তি ও ছওয়াবের অধিকারী হবে। এতে এ ধারণাও খণ্ডন করা হয়েছে যে, এরা কুফর ও পাপের পথে থেকে এ যাবৎ ইসলাম ও মুসলমানদের বিরুদ্ধে যেসব হীন চক্রান্ত করেছে, মুসলমান হওয়ার পর এদের পরিণাম কি হবে? আয়াতদৃষ্টে বুঝা যাচ্ছে যে, অতীত সব গুনাহ ও ভুল ত্রুটি ক্ষমা করা হবে এবং পরকালে তারা শঙ্কিত ও দুঃখিত হবে না।

বিষয়বস্তুর প্রতি লক্ষ্য করলে বাহ্যতঃ বুঝা যায় যে, এখানে মুসলমানদের উল্লেখ নিষ্প্রয়োজন। কেননা আয়াতে যে স্তরের ঈমান ও আনুগত্য কামনা করা হয়েছে, তারা পূর্ব থেকেই সে স্তরে বিরাজমান। এ স্তরের প্রতি যাদেরকে ডাকা উদ্দেশ্য, আয়াতে শুধু তাদের উল্লেখ করাই প্রয়োজন ছিল। কিন্তু তাদের সাথে মুসলমানদের যুক্ত করার ফলে একটি বিশেষ ভাষালঙ্কার সৃষ্টি হয়েছে। একটি দৃষ্টান্ত দ্বারা বিষয়টি বুঝা যাবে। কোনো শাসনকর্তা অথবা বাদশাহ এরূপ স্থলে বলে

https://e-ilm.weebly.com/

থাকেন: আমাদের আইন সবার বেলায় প্রযোজ্য, অনুগত হোক কিংবা বিরোধী, যে-ই আনুগত্য করবে, সে-ই অনুগ্রহ ও পুরস্কারের যোগ্য হবে। এখন সবারই জানা যে, অনুগতরা তো আনুগত্য করছেই, যে বিরোধী আসলে তাকে শোনানোই উদ্দেশ্য। কিন্তু এখানে অনুগতকে উল্লেখ করার তাৎপর্য এই যে, অনুগতদের প্রতি আমাদের যে কৃপাদৃষ্টি, তা কোনো বংশগত ও জাতিগত বৈশিষ্ট্যের ভিত্তিতে নয়; বরং তাদের আনুগত্যের উপরই নির্ভরশীল। যদি বিরুদ্ধবাদী ব্যক্তিও আনুগত্য অবলম্বন করে, তবে সেও এ কৃপা ও অনুগ্রহের অধিকারী হবে।

উপরিউক্ত চার সম্প্রদায়কে সম্বোধন করে যে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে, তার তিনটি অংশ আল্লাহর প্রতি বিশ্বাস, কিয়ামতের প্রতি বিশ্বাস এবং সৎকর্ম।

রেসালতে বিশ্বাস স্থাপন ব্যতীত মুক্তি নেই : এ আয়াতে ঈমান ও বিশ্বাস সম্বন্ধীয় সব বিষয়ের বিবরণ পেশ করা লক্ষ্য নয়। ইসলামের কয়েকটি মৌলিক বিশ্বাস উল্লেখ করে সব বিশ্বাসের প্রতি ইঙ্গিত করা এবং তৎপ্রতি আহবান জানানোই এখানে উদ্দেশ্য। নতুবা যে আয়াতেই ঈমানের উল্লেখ করা হবে, সেখানেই ঈমানের আদ্যোপান্ত বিবরণ উল্লেখ করতে হবে। অথচ এমনটি অপরিহার্য হতে পারে না। তাই এক্ষেত্রেও রাসূল অথবা রেসালাতের প্রতি বিশ্বাসের কথা সুস্পষ্টরূপে উল্লিখিত না হওয়ায় কোনো সামান্যতম জ্ঞান-বুদ্ধি ও বিচার শক্তিসম্পন্ন ব্যক্তির পক্ষেও কোনোরূপ সন্দেহ করার অবকাশ ছিল না। বিশেষ করে যখন সমগ্র কুরআন ও তার শত শত আয়াত রেসালাতের প্রতি বিশ্বাসের স্পষ্টোক্তিতে পরিপূর্ণ রয়েছে। এসব আয়াতে সুস্পষ্টভাবে বলা হয়েছে যে, রাসূল ও রাসূলের বাণীর প্রতি পূর্ণ বিশ্বাস স্থাপন ব্যতীত মুক্তি নেই এবং বিশ্বাস ছাড়া কোনো ঈমান ও সৎকর্মই গ্রহণীয় নয়। কিন্তু একটি ধর্মদ্রোহী দল কোনো না কোনো উপায়ে নিজেদের ভ্রান্ত মতবাদ কুরআনের অন্তর্ভুক্ত করতে সচেষ্ট। আলোচ্য আয়াতে পরিষ্কারভাবে রেসালাত উল্লিখিত না হওয়ায় তারা একটি নতুন মতবাদ খাড়া করেছে, যা কুরআন ও হাদীসের অসংখ্য স্পষ্টোক্তির সম্পূর্ণ বিপরীত। তা এই যে, প্রত্যেক বিজ্ঞ লোক তা ইহুদি, খ্রিস্টান এমন কি মূর্তিপূজারী পৌত্তলিক থাকা অবস্থায়ও যদি শুধু আল্লাহ ও কিয়ামতের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করে এবং সৎকর্ম সম্পাদন করে, তবে পরকালে মুক্তির অধিকারী হতে পারে– পারলৌকিক মুক্তির জন্য ইসলাম গ্রহণ করা কোনো জরুরি বিষয় নয়। –[নাউযুবিল্লাহ]

আল্লাহ তা'আলা যাদেরকে কুরআন পাঠের শক্তি এবং কুরআনের প্রতি বিশুদ্ধ ঈমান দান করেছেন, তাদের পক্ষে কুরআনি স্পষ্টোক্তি দ্বারা এ বিভ্রান্তি দূর করা খুব বেশি বিদ্যা-বুদ্ধির মুখাপেক্ষি নয়। যারা কুরআনের অনুবাদ জানে তারাও এ কাল্পনিক ভ্রান্তি অনায়াসে বুঝতে পারে।

রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন : "আজ যদি হযরত মূসা (আ.) জীবিত থাকতেন, তবে আমার অনুসরণ ছাড়া তাঁর গতি ছিল না।" অতএব প্রত্যেক ধর্মাবলম্বী নিজ নিজ ধর্ম পালন করে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর প্রতি বিশ্বাস স্থাপন না করেই এবং মুসলমান না হয়েই পরকালে মুক্তি পাবে এবং এরূপ বলা কুরআনের উপরিউক্ত আয়াতসমূহের প্রকাশ্য বিরুদ্ধাচরণ নয় কি?

বনী ইসরাঈলদের অঙ্গীকার ভঙ্গ : كُلَّمَا جَآءَهُمْ رَسُوْلٌ بِمَا لَا تَهْوٰٓى اَنْفُسُهُمْ অর্থাৎ বনী ইসরাঈলের কাছে তাদের রাসূল যখন কোনো নির্দেশ নিয়ে আসতেন যা তাদের রুচিবিরুদ্ধ হতো, তখন অঙ্গীকার ভঙ্গ করে তারা আল্লাহর সাথে বিশ্বাসঘাতকতা করতে শুরু করত এবং পয়গম্বরদের মধ্যে কারো প্রতি মিথ্যারোপ করত এবং কাউকে হত্যা করত এটি ছিল আল্লাহর প্রতি বিশ্বাস ও সৎকর্মের ক্ষেত্রে তাদের অবস্থা। এখন পরকালের প্রতি বিশ্বাসের অবস্থা এ দ্বারা অনুমান করা যায় যে, এতসব নির্মম অত্যাচার ও বিদ্রোহীসুলভ অপরাধে লিপ্ত হয়েও তারা সম্পূর্ণ নিশ্চিন্ত হয়ে বসে থাকত। ভাবখানা এই যে, এসব কুকর্মের কোনো সাজাই ভোগ করতে হবে না এবং নির্যাতন ও বিদ্রোহের অশুভ পরিণতি কখনো সামনে আসবে না। এহেন ধারণার বশবর্তী হয়ে তারা খোদায়ী নিদর্শন ও হুঁশিয়ারি থেকে সম্পূর্ণ অন্ধ ও বধির হয়ে যায় এবং যা গর্হিত তাই করতে থাকে। এমনকি কতক পয়গম্বরকে তারা হত্যা করে এবং কতককে বন্দী করে। অবশেষে আল্লাহ তা'আলা বাদশাহ বখতে নছরকে তাদের উপর চাপিয়ে দেন। অতঃপর দীর্ঘদিন অতীত হলে জনৈক পারস্য সম্রাট তাদেরকে বখতে নছরের লাঞ্ছনা ও অবমাননার কবল থেকে উদ্ধার করে বাবেল থেকে বায়তুল মোকাদ্দাসে আনেন। তখন তারা তওবা করে এবং অবস্থা সংশোধনে মনোনিবেশ করে। আল্লাহ তা'আলা তাদের সে তওবা কবুল করেন। কিন্তু কিছুদিন যেতে না যেতেই তারা আবার দুষ্কৃতিতে মেতে উঠে এবং অন্ধ ও বধির হয়ে হযরত জাকারিয়া ও হযরত ইয়াহইয়া (আ.)-কে হত্যা করার দুঃসাহস প্রদর্শন করে। তারা হযরত ঈসা (আ.)-কেও হত্যা করতে উদ্যত হয়। –[ফাওয়ায়েদে ওসমানী]

https://e-ilm.weebly.com/

قوله اِنَّ اللّٰهَ ثَالِثُ ثَلٰثَةٍ الخ অর্থাৎ হযরত মসীহ, রূহুল কুদুস ও আল্লাহ কিংবা মসীহ, মরিয়ম ও আল্লাহ, সবাই আল্লাহ (নাউযুবিল্লাহ)। তাদের মধ্যে একজন অংশীদার হলেন আল্লাহ। এরপর তাঁরা তিন জনই এক এবং একজনই তিন। এ হচ্ছে খ্রিস্টান সম্প্রদায়ের সাধারণ ধর্মবিশ্বাস। এ যুক্তিবিরোধী ধর্মবিশ্বাসকে তারা জটিল ও দ্ব্যার্থবোধক ভাষায় ব্যক্ত করে। অতঃপর বিষয়টি যখন কারো বোধগম্য হয় না, তখন একে 'বুদ্ধি বহির্ভূত সত্য' বলে আখ্যা দিয়ে ক্ষান্ত হয়। –[ফাওয়ায়েদে ওসমানী]

মসীহ (আ.)-এর উপাস্যতা খণ্ডন : قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِ الرُّسُلُ অর্থাৎ, অন্যান্য পয়গম্বর যেমন পৃথিবীতে আগমন করার পর কিছুদিন অবস্থান করে এখান থেকে লোকান্তরিত হয়ে গেছেন এবং স্থায়িত্ব লাভ করতে পারেননি যা উপাস্য হওয়ার লক্ষণ, এমনিভাবে হযরত মসীহ (আ.) যিনি তাঁদের মতোই একজন মানুষ স্থায়িত্ব ও অমরত্ব লাভ করতে পারেননি। কাজেই তিনি উপাস্য হতে পারেন না।

চিন্তা করলে বুঝা যাবে, যে ব্যক্তি পানাহারের মুখাপেক্ষি, সে পৃথিবীর সব কিছুরই মুখাপেক্ষী। মাটি, বাতাস, পানি, সূর্য এবং জীবজন্তু থেকে সে পরাঙ্মুখ হতে পারে না। খাদ্যশস্য উদরে পৌঁছা এবং হজম হওয়া পর্যন্ত চিন্তা করুন, প্রত্যক্ষ্য ও পরোক্ষভাবে কতকিছু প্রয়োজন। এরপর খাওয়ার যে প্রতিক্রিয়া দেখা দিবে, তা কতদূর পর্যন্ত পৌঁছবে। পরমুখাপেক্ষিতার এ দীর্ঘ পরম্পরার প্রতি লক্ষ্য রেখে আমরা মসীহ ও মরিয়মের উপাস্যতা খণ্ডনকল্পে যুক্তির আকারে এরূপ বলতে পারি: মসীহ ও মরিয়ম পানাহারের প্রয়োজনীয় আসবাবপত্র থেকে মুক্ত ছিলেন না। এ বিষয়টি চাক্ষুষ অভিজ্ঞতা ও লোকপরম্পরা দ্বারা প্রমাণিত। যে ব্যক্তি পানাহার থেকে মুক্ত নয়, সে পৃথিবীর কোনো বস্তু থেকেই নিষ্কৃতি লাভ করতে পারে না। এখন আপনিই বলুন, যে সত্তা মানব-মণ্ডলীর মতো স্বীয় অস্তিত্ব রক্ষার্থে বস্তুজগত থেকে পরাঙ্মুখ নয়, সে কিভাবে আল্লাহ হতে পারে? এ শক্তিশালী ও সুস্পষ্ট যুক্তিটি জ্ঞানী ও মূর্খ সবাই সমভাবে বুঝতে পারে। অর্থাৎ পানাহার করা উপাস্য হওয়ার পরিপন্থি– যদিও পানাহার না করাও উপাস্য হওয়ার প্রমাণ নয়। নতুবা সব ফেরেশতা আল্লাহ হয়ে যাবে।(نَعُوْذُ بِاللّٰهِ) –[ফাওয়ায়েদে ওসমানী]

হযরত মরিয়ম পয়গম্বর ছিলেন কি ওলী : হযরত মরিয়মের পয়গম্বর ও ওলী হওয়ার ব্যাপারে মতভেদ রয়েছে। আলোচ্য আয়াতে প্রশংসার স্থলে صِدِّيْقَةٌ শব্দ ব্যবহৃত হওয়ায় বাহ্যতঃ বুঝা যায় যে, তিনি ওলী ছিলেন– নবী নয়। কারণ প্রশংসার স্থলে সাধারণতঃ উচ্চপদই উল্লেখ করা হয়। নবুয়ত প্রাপ্ত হয়ে থাকলে এখানে نَبِيَّةٌ বলা হতো। অথচ বলা হয়েছে صِدِّيْقَةٌ এটি ওলীত্বের একটি স্তর। –[রূহুল মা'আনী, সংক্ষিপ্ত]

আলেমদের সুচিন্তিত অভিমত এই যে, মহিলারা কখনো নবুয়ত লাভ করেনি। এ পদ সর্বদা পুরুষদের জন্যই সংরক্ষিত রয়েছে। وَمَآ اَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ اِلَّا رِجَالًا نُّوْحِيْٓ اِلَيْهِمْ مِّنْ اَهْلِ الْقُرٰى অর্থাৎ মহানবী ﷺ-এর পূর্বে পুরুষদের কাছেই ওহী প্রেরিত হয়েছে। –[সূরা ইউসুফ]

শব্দ বিশ্লেষণ

لَاتَهْوٰى : সীগাহ واحد مؤنث غائب বহছ نفى فعل مضارع معروف বাব سَمِعَ মাসদার اَلْهَوٰى মূলবর্ণ (ه ـ و ـ ى) জিনস لفيف مقرون অর্থ– সে চায় না।

عَمُوْا : সীগাহ جمع مذكر غائب বহছ ماضى معروف বাব سَمِعَ মাসদার اَلْعَمٰى মূলবর্ণ (ع ـ م ـ ى) জিনস ناقص يائى অর্থ– তারা অন্ধ হলো।

صَمُّوْا : সীগাহ جمع مذكر غائب বহছ ماضى معروف বাব سَمِعَ মাসদার اَلصَّمَمُ মূলবর্ণ (ص ـ م ـ م) জিনস مضاعف ثلاثى অর্থ– তারা বধির হলো।

صِدِّيْقَةٌ : সীগাহ واحد مؤنث বহছ اسم مبالغة বাব نَصَرَ মাসদার اَلصِّدْقُ মূলবর্ণ (ص ـ د ـ ق) জিনস صحيح অর্থ– বড় সত্যবাদী।

https://e-ilm.weebly.com/

অনুবাদ : (৭৬) আপনি বলুন, তোমরা কি আল্লাহ ব্যতীত এমন বস্তুর ইবাদত কর, যা না তোমাদের কোনো অপকার করার ক্ষমতা রাখে আর না কোনো উপকার করার, অথচ আল্লাহই সব শুনেন, সব জানেন।	قُلْ اَتَعْبُدُوْنَ مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ مَا لَا يَمْلِكُ لَكُمْ ضَرًّا وَّلَا نَفْعًا ۚ وَاللّٰهُ هُوَ السَّمِيْعُ الْعَلِيْمُ (٧٦)
(৭৭) আপনি বলে দিন, হে আহলে কিতাব! তোমরা নিজেদের ধর্মে অন্যায়ভাবে সীমালঙ্ঘন করো না এবং ঐ সমস্ত লোকের [ভিত্তিহীন] কল্পনার উপর চলো না, যারা অতীতে নিজেরাও ভ্রান্তিতে পতিত হয়েছে এবং আরো বহু লোককে ভ্রান্তিতে নিক্ষেপ করেছে, বস্তুতঃ তারা সরল পথ হতে দূরে সরে পড়েছিল।	قُلْ يٰۤاَهْلَ الْكِتٰبِ لَا تَغْلُوْا فِيْ دِيْنِكُمْ غَيْرَ الْحَقِّ وَلَا تَتَّبِعُوْۤا اَهْوَآءَ قَوْمٍ قَدْ ضَلُّوْا مِنْ قَبْلُ وَاَضَلُّوْا كَثِيْرًا وَّضَلُّوْا عَنْ سَوَآءِ السَّبِيْلِ (٧٧)
(৭৮) বনী ইসরাঈলদের মধ্যে যারা কাফের ছিল তাদের উপর লা'নত করা হয়েছিল দাউদ এবং ঈসা ইবনে মারইয়ামের মুখে, এই লা'নত এ কারণে করা হয়েছিল যে, তারা আদেশের বিরোধিতা করেছে এবং সীমার বাইরে চলে গেছে।	لُعِنَ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا مِنْۢ بَنِيْۤ اِسْرَآءِيْلَ عَلٰى لِسَانِ دَاوٗدَ وَعِيْسَى ابْنِ مَرْيَمَ ۚ ذٰلِكَ بِمَا عَصَوْا وَّكَانُوْا يَعْتَدُوْنَ (٧٨)
(৭৯) যে অন্যায় কাজ তারা করেছিল তা হতে তারা নিবৃত্ত হচ্ছিল না, বাস্তবিকই তাদের কাজগুলো ছিল অত্যন্ত গর্হিত।	كَانُوْا لَا يَتَنَاهَوْنَ عَنْ مُّنْكَرٍ فَعَلُوْهُ ۚ لَبِئْسَ مَا كَانُوْا يَفْعَلُوْنَ (٧٩)

শাব্দিক অনুবাদ

(৭৬) قُلْ আপনি বলুন اَتَعْبُدُوْنَ مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ তোমরা কি আল্লাহ ব্যতীত এমন বস্তুর ইবাদত কর مَا لَا يَمْلِكُ যা না ক্ষমতা রাখে لَكُمْ ضَرًّا وَّلَا نَفْعًا তোমাদের কোনো অপকার করার আর না কোনো উপকার করার وَاللّٰهُ هُوَ السَّمِيْعُ الْعَلِيْمُ অথচ আল্লাহই সব শুনেন, সব জানেন।

(৭৭) قُلْ আপনি বলে দিন يٰۤاَهْلَ الْكِتٰبِ হে আহলে কিতাব! لَا تَغْلُوْا فِيْ دِيْنِكُمْ তোমরা নিজেদের ধর্মে সীমালঙ্ঘন করো না غَيْرَ الْحَقِّ অন্যায়ভাবে وَلَا تَتَّبِعُوْۤا اَهْوَآءَ قَوْمٍ এবং ঐ সমস্ত লোকের [ভিত্তিহীন] কল্পনার উপর চলো না قَدْ ضَلُّوْا مِنْ قَبْلُ যারা অতীতে নিজেরাও ভ্রান্তিতে পতিত হয়েছে وَاَضَلُّوْا كَثِيْرًا এবং আরো বহু লোককে ভ্রান্তিতে নিক্ষেপ করেছে وَضَلُّوْا عَنْ سَوَآءِ السَّبِيْلِ বস্তুতঃ তারা সরল পথ হতে দূরে সরে পড়েছিল।

(৭৮) لُعِنَ তাদের উপর লা'নত করা হয়েছিল الَّذِيْنَ كَفَرُوْا مِنْ بَنِيْۤ اِسْرَآءِيْلَ বনী ইসরাঈলদের মধ্যে যারা কাফের ছিল عَلٰى لِسَانِ دَاوٗدَ وَعِيْسَى ابْنِ مَرْيَمَ দাউদ এবং ঈসা ইবনে মারইয়ামের মুখে ذٰلِكَ بِمَا عَصَوْا وَّكَانُوْا يَعْتَدُوْنَ এই লা'নত এ কারণে করা হয়েছিল যে, তারা আদেশের বিরোধিতা করেছে এবং সীমার বাইরে চলে গেছে।

(৭৯) كَانُوْا لَا يَتَنَاهَوْنَ তা হতে তারা নিবৃত্ত হচ্ছিল না عَنْ مُّنْكَرٍ فَعَلُوْهُ যে অন্যায় কাজ তারা করেছিল لَبِئْسَ مَا كَانُوْا يَفْعَلُوْنَ বাস্তবিকই তাদের কাজগুলো ছিল অত্যন্ত গর্হিত।

https://e-ilm.weebly.com/

تَرٰى كَثِيْرًا مِّنْهُمْ يَتَوَلَّوْنَ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا ؕ
لَبِئْسَ مَا قَدَّمَتْ لَهُمْ اَنْفُسُهُمْ اَنْ سَخِطَ
اللّٰهُ عَلَيْهِمْ وَفِي الْعَذَابِ هُمْ خٰلِدُوْنَ (٨٠)

অনুবাদ : (৮০) আপনি এদের [ইহুদিদের] মধ্যে অনেক লোককে দেখবেন যে, বন্ধুত্ব করছে কাফেরদের সাথে, যে কাজ তারা ভবিষ্যতে [শাস্তি ভোগ] -এর জন্য করছে, তা নিঃসন্দেহে মন্দ, যেহেতু আল্লাহ তা'আলা তাদের প্রতি অসন্তুষ্ট হয়েছেন, ফলতঃ তারা আজাবে চিরকাল থাকবে।

وَلَوْ كَانُوْا يُؤْمِنُوْنَ بِاللّٰهِ وَالنَّبِيِّ وَمَآ اُنْزِلَ
اِلَيْهِ مَا اتَّخَذُوْهُمْ اَوْلِيَآءَ وَلٰكِنَّ كَثِيْرًا
مِّنْهُمْ فٰسِقُوْنَ (٨١)

(৮১) আর যদি এরা আল্লাহর প্রতি ঈমান আনত এবং নবী [মূসা] -এর প্রতি এবং ঐ কিতাবের [অর্থাৎ তাওরাতের] প্রতি যা তাঁর নিকট প্রেরিত হয়েছিল। তবে তাদেরকে [অর্থাৎ মুশরিকদেরকে] কখনো বন্ধুরূপে গ্রহণ করত না, কিন্তু তাদের অধিকাংশ লোকই নাফরমান।

لَتَجِدَنَّ اَشَدَّ النَّاسِ عَدَاوَةً لِّلَّذِيْنَ اٰمَنُوا
الْيَهُوْدَ وَالَّذِيْنَ اَشْرَكُوْا ۚ وَلَتَجِدَنَّ اَقْرَبَهُمْ
مَّوَدَّةً لِّلَّذِيْنَ اٰمَنُوا الَّذِيْنَ قَالُوْٓا اِنَّا نَصٰرٰى ؕ
ذٰلِكَ بِاَنَّ مِنْهُمْ قِسِّيْسِيْنَ وَرُهْبَانًا وَّاَنَّهُمْ
لَا يَسْتَكْبِرُوْنَ (٨٢)

(৮২) আপনি মানবমণ্ডলীর মধ্যে মুসলমানদের সাথে অধিক শত্রুতা পোষণকারী পাবেন এই ইহুদি ও মুশরিকদেরকে, আর তন্মধ্যে মুসলমানদের সাথে বন্ধুত্ব রাখার অধিকতর নিকটবর্তী ঐ সমস্ত লোককে পাবেন, যারা নিজেদেরকে নাসারা বলে, এটা এ কারণে যে, তাদের মধ্যে বহু জ্ঞান পিপাসু আলেম এবং বহু সংসার বিরাগী দরবেশ রয়েছে, আর এই কারণে যে,এরা অহংকারী নয়।

শাব্দিক অনুবাদ

(৮০) تَرٰى كَثِيْرًا مِّنْهُمْ আপনি এদের [ইহুদিদের] মধ্যে অনেক লোককে দেখবেন যে يَتَوَلَّوْنَ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا বন্ধুত্ব করছে কাফেরদের সাথে لَبِئْسَ مَا قَدَّمَتْ لَهُمْ اَنْفُسُهُمْ যে কাজ তারা ভবিষ্যতে [শাস্তি ভোগ] -এর জন্য করছে, তা নিঃসন্দেহে মন্দ اَنْ سَخِطَ اللّٰهُ عَلَيْهِمْ যেহেতু আল্লাহ তা'আলা তাদের প্রতি অসন্তুষ্ট হয়েছেন وَفِي الْعَذَابِ هُمْ خٰلِدُوْنَ ফলতঃ এরা আজাবে চিরকাল থাকবে।

(৮১) وَلَوْ كَانُوْا يُؤْمِنُوْنَ بِاللّٰهِ আর যদি এরা আল্লাহর প্রতি ঈমান আনত وَالنَّبِيِّ এবং নবী [মূসা] -এর প্রতি وَمَآ اُنْزِلَ اِلَيْهِ এবং ঐ কিতাবের প্রতি যা তাঁর নিকট প্রেরিত হয়েছিল مَا اتَّخَذُوْهُمْ اَوْلِيَآءَ তবে তাদেরকে [অর্থাৎ মুশরিকদেরকে] কখনো বন্ধুরূপে গ্রহণ করত না وَلٰكِنَّ كَثِيْرًا مِّنْهُمْ فٰسِقُوْنَ কিন্তু তাদের অধিকাংশ লোকই নাফরমান।

(৮২) لَتَجِدَنَّ আপনি পাবেন اَشَدَّ النَّاسِ عَدَاوَةً মানবমণ্ডলীর মধ্যে অধিক শত্রুতা পোষণকারী। لِّلَّذِيْنَ اٰمَنُوْا মুসলমানদের সাথে। الْيَهُوْدَ وَالَّذِيْنَ اَشْرَكُوْا এই ইহুদি ও মুশরিকদেরকে وَلَتَجِدَنَّ اَقْرَبَهُمْ আর তন্মধ্যে অধিকতর নিকটবর্তী ঐ সমস্ত লোককে পাবেন। مَوَدَّةً لِّلَّذِيْنَ اٰمَنُوْا মুসলমানদের সাথে বন্ধুত্ব রাখার الَّذِيْنَ قَالُوْٓا اِنَّا نَصٰرٰى যারা নিজেদেরকে নাসারা বলে ذٰلِكَ بِاَنَّ مِنْهُمْ এটা এ কারণে যে, তাদের মধ্যে রয়েছে قِسِّيْسِيْنَ বহু জ্ঞান পিপাসু আলেম وَرُهْبَانًا এবং বহু সংসার বিরাগী দরবেশ وَّاَنَّهُمْ لَا يَسْتَكْبِرُوْنَ আর এই কারণে যে, এরা অহংকারী নয়।

https://e-ilm.weebly.com/

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

(৮২) لَتَجِدَنَّ اَشَدَّ النَّاسِ عَدَاوَةً لِّلَّذِيْنَ اٰمَنُوا الْيَهُوْدَ وَالَّذِيْنَ اَشْرَكُوْا الخ -**আয়াতের শানে নুযূল -১ :** আলোচ্য আয়াত নাজ্জাশী ও তাঁর সাথীদের সম্পর্কে নাজিল হয়েছে। ঘটনা প্রবাহ হলো নিম্নরূপ, মুসলমানরা সর্বপ্রথম যখন আবিসিনিয়ার দিকে হিজরত করে গেলেন মুশরিকদের ভয়ে, তখন তারা কতকজন ছিলেন। অতঃপর রাসূল ﷺ মদিনায় হিজরত করেন। সে সময় মক্কাবাসীরা রাসূল ﷺ পর্যন্ত আর পৌঁছতে সক্ষম হলো না। পারস্পরিক যুদ্ধ তাদের সামনে বাধা হয়ে দাড়াল। পরবর্তীতে বদর সংঘটিত হলে সেখানে কাফের নেতারা নিহত হলো, তৎকালে কাফের কুরাইশরা একে অপরকে বলল যে, হাবশার আবিসিনিয়ায় তোমাদের প্রভাব রয়েছে। সুতরাং নাজ্জাশীর নিকট উপঢৌকনসহ দুজন বিচক্ষণ ব্যক্তি প্রেরণ কর। তাহলে তাদের নিকট যে সকল মুসলমানরা রয়েছে, তাদেরকে তোমাদের হাতে তারা তুলে দিবে। তাহলে বদর যুদ্ধে তোমাদের থেকে যারা নিহত হয়েছে, তাদের প্রতিশোধ হিসেবে তাদেরকে হত্যা করবে। সে সিদ্ধান্ত মোতাবেক কুরাইশ কাফেররা আমর বিন আস ও আব্দুল্লাহ বিন আবী রাবীয়াহকে উপঢৌকনসহ আবিসিনিয়ায় পাঠাল; সুতরাং রাসূল ﷺ ও এ বিষয়টি শুনতে পেয়ে আমর বিন উমাইয়্যা জামিরীকে একটি পত্র দিয়ে নাজ্জাশীর নিকট পাঠালেন। তিনি রাসূল ﷺ -এর পত্র পাঠ করে, জাফর বিন আবী তালিব ও অন্যান্য মুহাজিরগণকে ডেকে আনলেন, ডেকে আনলেন খ্রিস্ট যাজক পাদ্রী ও পোপদেরকে এবং সবাইকে ডেকে এনে জমায়েত করেন। অতঃপর জাফরকে তাদের সামনে কুরআন তেলাওয়াত করতে বলেন। সুতরাং তিনি সূরায়ে মারইয়াম তেলাওয়াত করেন। ফলে তারা সকলেই কুরআন শ্রবণ করে অশ্রুসিক্ত হয়ে যায়। তখন তাদের অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে আল্লাহ তা'আলা আলোচ্য আয়াত নাজিল করেন।

শানে নুযূল– ২ : বায়হাকী ইবনে ইসহাকের উদ্ধৃতি দিয়ে বর্ণনা করেন। তিনি বলেন, নবী করীম ﷺ -এর নিকট বিশজন খ্রিস্টান আসে। সে সময় রাসূল (সা.) মক্কা অথবা তার নিকটতম কোনো স্থানে ছিলেন। তখন তারা রাসূল ﷺ -কে মসজিদে পেয়ে বিভিন্ন বিষয়ে কথোপকথন করল এবং যা কিছু জানার ছিল জেনে নিল। অতঃপর রাসূল ﷺ তাদেরকে আল্লাহ তা'আলার একত্ববাদের দাওয়াত দেন এবং তাদের নিকট কুরআন তেলাওয়াত করেন। কুরআন তেলাওয়াত শুনে তাদের চক্ষুগুলো অশ্রুসিক্ত হয়ে পড়ে। পরবর্তীতে তারা রাসূল ﷺ-এর ডাকে সাড়া দিয়ে রাসূলের প্রতি ঈমান আনে ও তাঁকে সমর্থন করে এবং তাদের কিতাবে রাসূল ﷺ সম্পর্কে যে সকল গুনাবলি রয়েছে তাকে তারা স্বীকার করে। তারা এখান থেকে যখন উঠে দাড়াল, তখনই আবূ জাহেল কুরাইশের লোকজনসহ তাদের পিছু লেগে গেল এবং বলতে লাগল, আল্লাহ তা'আলা তোমাদেরকে ধ্বংস করুক, তোমরা সাধারণ একজন মানুষের কথায় নিজেদের ধর্মকে ধ্বংস করে দিলে? সে যা বলছে তাতেই তোমরা বিশ্বাস করে বসলে? তোমাদের অপেক্ষা বড় নির্বোধ আর কাউকে পাইনি। তারা বলল, তোমাদের প্রতি সালাম। তোমাদেরকে আমরা বলছি না। আমাদের আমল আমাদের জন্য এবং তোমাদের আমল তোমাদের জন্য। আমরা নিজেদেরকে ভালো বলছি না। তারা নাজরানের খ্রিস্টান ছিল বলে কথিত রয়েছে। তাদের সম্পর্কে আল্লাহ তা'আলা উক্ত আয়াত অবতীর্ণ করেছেন বলে অভিমত রয়েছে।

শানে নুযূল– ৩ : জাফর ও তার সঙ্গী-সাথীগণ সত্তর জন মানুষসহ রাসূল ﷺ -এর দরবারে উপস্থিত হয়। তাদের পরনে ছিল পশমী পোষাক। তাদের মধ্যে ৬২ জন ছিল আবিসিনিয় অধিবাসী এবং ৮ জন ছিল সিরিয় অধিবাসী। তারা ছিল ১. বুহাইরা রাহেব, ২. ইদরীস, ৩. আশরাফ, ৪. আবরাহা, ৫. ছুমামাহ, ৬. কুছাম, ৭. দুরীদ ও ৮. আইমন। সুতরাং তাদের সামনে রাসূল ﷺ সূরা ইয়াসিন পাঠ করেন। তারা কুরআন শুনতে পেয়ে কান্নায় ভেঙ্গে পড়েন এবং ঈমান গ্রহণ করে হযরত ঈসা (আ.)-এর প্রতি যা নাজিল হয়েছিল তা সে কিতাবেরই অনুরূপ বলে মন্তব্য ও করলেন। অতঃপর তাদের সম্পর্কেই আল্লাহ তা'আলা আলোচ্য আয়াত নাজিল করেন।

শানে নুযূল– ৪ : হযরত কাতাদাহ (রা.) বলেন, উক্ত আয়াত আহলে কিতাবদের এক শ্রেণির লোকজন সম্পর্কে নাজিল হয়েছে। হযরত ঈসা (আ.) যে শরিয়ত নিয়ে এসেছিলেন সে শরিয়তের প্রতি যাদের ছিল অগাধ বিশ্বাস। অতঃপর আল্লাহ তা'আলা যখন হযরত মুহাম্মদ ﷺ-কে নবী হিসেবে প্রেরণ করেন, তখন তারা তাঁর প্রতি ঈমান আনয়ন করেন। তাদের প্রশংসা করেই আল্লাহ তা'আলা আলোচ্য আয়াত নাজিল করেন। –[কুরতুবী : ২৩৯-৪০/৬, ফাতহুল কাদীর : ৬৮-৬৯/২, বাহরে মুহীত : ৫/৪, ইবনে কাছীর : ৭৮৭-৮৮/২]

https://e-ilm.weebly.com/

বনী ইসরাঈলদের কুটিলতার আরেকটি দিক : قُلْ يَٰٓأَهْلَ ٱلْكِتَٰبِ لَا تَغْلُوا۟ فِى دِينِكُمْ পূর্ববর্তী আয়াতসমূহে বনী ইসরাঈলের ঔদ্ধত্য ও তাদের অত্যাচার উৎপীড়ন বর্ণনা করা হয়েছিল যে, আল্লাহ তা'আলা প্রেরিত রাসূল যারা তাদের অক্ষয় জীবনের বার্তা ও তাদের ইহকাল ও পরকাল সংশোধনের কার্যবিধি নিয়ে আগমন করেছিলেন, তাদের প্রতি সম্মান প্রদর্শনের পরিবর্তে তারা তাদের সাথে দুর্ব্যবহার করে فَرِيقًا كَذَّبُوا۟ وَفَرِيقًا يَقْتُلُونَ অর্থাৎ কতক পয়গম্বরকে তারা মিথ্যারোপ করে এবং কতককে হত্যা করে ফেলে।

আলোচ্য আয়াতসমূহে এসব বনী ইসরাঈলেরই কুটিলতার আরেকটি দিক ব্যক্ত করা হয়েছে যে, মূর্খরা যেমন ঔদ্ধত্য ও অবাধ্যতার এক প্রান্তে থেকে আল্লাহর পয়গম্বরদের প্রতি মিথ্যারোপ করেছে এবং কতককে হত্যা করেছে, তেমনি এরাই বক্রতার অপর প্রান্তে পৌঁছে পয়গম্বরদের প্রতি সম্মান প্রদর্শনে বাড়াবাড়ি করে তাদেরকে আল্লাহতে পরিণত করে দিয়েছে। لَقَدْ كَفَرَ ٱلَّذِينَ قَالُوٓا۟ إِنَّ ٱللَّهَ هُوَ ٱلْمَسِيحُ ٱبْنُ مَرْيَمَ অর্থাৎ যে সব বনী ইসরাঈল বলে যে, আল্লাহ তো ঈসা ইবনে মারইয়ামেরই নাম, তারা কাফের হয়ে গেছে।

এখানে এ উক্তিটি শুধু খ্রিস্টানদের বলে বর্ণিত হয়েছে। অন্যত্র একই ধরনের বাড়াবাড়ি ও পথভ্রষ্টতা ইহুদিদের ব্যাপারেও বর্ণনা করা হয়েছে وَقَالَتِ ٱلْيَهُودُ عُزَيْرٌ ٱبْنُ ٱللَّهِ وَقَالَتِ ٱلنَّصَٰرَى ٱلْمَسِيحُ ٱبْنُ ٱللَّهِ

অর্থাৎ ইহুদিরা বলে যে, হযরত ওযায়ের আল্লাহর পুত্র এবং খ্রিস্টানরা বলে যে, মসীহ আল্লাহর পুত্র।

غُلُوٌّ শব্দের অর্থ সীমা অতিক্রম করা। ধর্মের সীমা অতিক্রম করার অর্থ এই যে, বিশ্বাস ও কর্মের ক্ষেত্রে ধর্ম যে সীমা নির্ধারণ করেছে, তা লঙ্ঘন করা।

উদাহরণতঃ পয়গম্বরদের প্রতি সম্মান প্রদর্শনের সীমা এই যে, আল্লাহর সৃষ্টজীবের মধ্যে তাঁদেরকে সর্বোত্তম মনে করতে হবে। এ সীমা অতিক্রম করে তাদেরকে আল্লাহ কিংবা আল্লাহর পুত্র বলে দেওয়া হচ্ছে বিশ্বাসগত সীমালঙ্ঘন।

বনী ইসরাঈলের বাড়াবাড়ি : পয়গম্বরগণের প্রতি মিথ্যারোপ করা এবং হত্যা করতেও কুণ্ঠিত না হওয়া, অথবা তাঁদেরকে স্বয়ং আল্লাহ কিংবা আল্লাহর পুত্র বলে দেওয়া, বনী ইসরাঈলের এ পরস্পর বিরোধী দু'টি কাজই হচ্ছে মূর্খতপ্রসূত বাড়াবাড়ি। আরবের প্রসিদ্ধ প্রবচন হচ্ছে اَلْجَاهِلُ إِمَّا مُفْرِطٌ أَوْ مُفَرِّطٌ অর্থাৎ মূর্খ ব্যক্তি কখনো মিতাচার ও মধ্যপন্থা অবলম্বন করতে পারে না। সে হয় বাড়াবাড়িতে লিপ্ত হয়, না হয় সীমালঙ্ঘনে। এ বাড়াবাড়ি ও সীমালঙ্ঘন বনী ইসরাঈলের দু'টি ভিন্ন দলের পক্ষ থেকে হয়ে থাকতে পারে এবং এমনও হতে পারে যে, একদল লোকই দু'টি ভিন্নমুখি কর্ম বিভিন্ন পয়গম্বরদের সাথে করেছে। অর্থাৎ কারো কারো প্রতি মিথ্যারোপ করে হত্যা করেছে এবং কাউকে আল্লাহর সমতুল্য করে দিয়েছে।

আল্লাহ পর্যন্ত পৌঁছার পথ : এটা বাস্তব সত্য যে, সমগ্র দুনিয়া-জাহানের স্রষ্টা ও পালনকর্তা একমাত্র আল্লাহ তা'আলা। সমগ্র বিশ্বে তাঁরই রাজত্ব এবং তাঁরই নির্দেশ চালু। তাঁরই অনুগত্য করা প্রতিটি মানবের অপরিহার্য কর্তব্য। কিন্তু বেচারী মাটির মানুষ মৃত্তিকাজনিত তমসা ও অধোগতির দ্বারা পরিবেষ্টিত রয়েছে। সে আল্লাহ তা'আলার পবিত্র সত্তা এবং তাঁর বিধান ও নির্দেশাবলি শত চেষ্টা করেও জানতে পারে না। আল্লাহ তা'আলা স্বীয় কৃপায় তার জন্য দুটি মাধ্যম নির্ধারণ করে দিয়েছেন। এ মাধ্যমদ্বয়ের দ্বারা সে আল্লাহ তা'আলার পছন্দ-অপছন্দ এবং আদিষ্ট ও নিষিদ্ধ বিষয়সমূহের জ্ঞান লাভ করতে পারে। তন্মধ্যে একটি মাধ্যম হচ্ছে ঐশী গ্রন্থ, যা মানুষের জন্য আইন ও নির্দেশনামা বিশেষ। দ্বিতীয় মাধ্যম হচ্ছে মানুষের মধ্য থেকেই মনোনীত আল্লাহ তা'আলার প্রিয় বান্দা। আল্লাহ তা'আলা তাদেরকে স্বীয় পছন্দ ও অপছন্দের বাস্তব নমুনা এবং স্বীয় গ্রন্থের বাস্তব ব্যাখ্যাদাতা রূপে পাঠিয়েছেন। ধর্মীয় পরিভাষায় তাঁদেরকে রাসূল কিংবা নবী বলা হয়। কেননা অভিজ্ঞতা সাক্ষ্য দেয় যে, কোনো গ্রন্থ তা যতই সর্ব বিষয় সমন্বিত ও বিস্তারিত হোক না কেন, মানুষের সংশোধন ও শিক্ষা-দীক্ষার জন্য যথেষ্ট হয় না; বরং স্বভাবগতভাবেই মানুষের প্রশিক্ষক ও সংস্কারক একমাত্র মানুষই হতে পারে। তাই আল্লাহ তা'আলা সংশোধন ও শিক্ষা-দীক্ষার জন্য দু'টি উপায় রেখেছেন, আল্লাহর গ্রন্থ এবং আল্লাহর প্রিয় বান্দার জামাত। পয়গম্বরগণ, তাঁদের উত্তরসূরি আলেম ও মাশায়েখ এঁরা সবাই এ মানব মণ্ডলীর অন্তর্ভুক্ত। আল্লাহর প্রিয় এসব মানুষের সম্মানের হ্রাস-বৃদ্ধির ব্যাপারে প্রাচীনকাল থেকেই বিশ্ববাসী বাড়াবাড়ির ভুলে লিপ্ত রয়েছে। ধর্মের ক্ষেত্রে যেসব দল-উপদল সৃষ্টি হয়েছে, সে সবই এ ভুলের ফসল। কোথাও তাদেরকে সীমা ডিঙ্গিয়ে ব্যক্তিপূজার স্তরে পৌঁছিয়ে দেওয়া হয়েছে এবং কোথাও সম্পূর্ণ উপেক্ষা করে حَسْبُنَا كِتَابُ اللّٰهِ বাক্যটিতে ভুল অর্থ পরিয়ে দেওয়া হয়েছে। একদিকে

https://e-ilm.weebly.com/

রাসূলকে বরং পীরদেরকেও 'আলেমুল গায়েব' এবং আল্লাহর বৈশিষ্ট্যের অধিকারী মনে করে নেওয়া হয়েছে এবং পীরপূজা ও কবরপূজা আরম্ভ হয়েছে। অপরদিকে আল্লাহর রাসূলকে শুধুমাত্র একজন পত্র বাহকের মর্যাদা দেওয়া হয়েছে। আলোচ্য আয়াতসমূহে পয়গম্বরদের অবমাননাকারীদেরকে যেমন কাফের বলা হয়েছে, তেমনি তাঁদেরকে সীমা ছাড়িয়ে আল্লাহর সমতুল্য আখ্যাদানকারীদেরকেও কাফের সাব্যস্ত করা হয়েছে। لَا تَغْلُوْا فِيْ دِيْنِكُمْ আয়াতখানি এ বিষয়বস্তুরই ভূমিকা। এতে ফুটে উঠেছে যে, ধর্ম প্রকৃতপক্ষে কতগুলো সীমা ও প্রতিবন্ধককেই বলা হয়। এ সীমার ভিতরে ত্রুটি করা যেমন অপরাধ, তেমনি এ সীমাকে ডিঙ্গিয়ে যাওয়াও অন্যায়। রাসূল ও তাঁদের উত্তরসূরিদের কথা অমান্য করা এবং তাঁদের অবমাননা করা যেমন মহাপাপ, তেমনি তাদেরকে আল্লাহ তা'আলার বিশেষ গুণাবলির অধিকারী মনে করা আরো গুরুতর অপরাধ।

শিক্ষাগত তথ্যানুসন্ধান ও চুলচেরা বিশ্লেষণ বাড়াবাড়ি নয় : আলোচ্য আয়াতে لَا تَغْلُوْا فِيْ دِيْنِكُمْ বলার সাথে সাথে غَيْرَ الْحَقِّ বলা হয়েছে। এর অর্থ এই যে, অন্যায় বাড়াবাড়ি করো না। সূক্ষ্মদর্শী তাফসীরবিদদের মতে এ শব্দটি তাকিদ অর্থাৎ বিষয়বস্তুকে জোরদার করার জন্য ব্যবহৃত হয়েছে। কেননা ধর্মে বাড়াবাড়ি সর্বাবস্থায়ই অন্যায়। এটা ন্যায় হওয়ার কোনো সম্ভাবনাই নেই। আল্লামা যমখশরী প্রমুখ তাফসীরবিদগণ, এ স্থলে বাড়াবাড়িকে দুই ভাগে বিভক্ত করেছেন। একটি অন্যায় ও অসত্য, যা আলোচ্য আয়াতে নিষিদ্ধ করা হয়েছে এবং অপরটি ন্যায় ও বৈধ। এর দৃষ্টান্ত হিসেবে তাঁরা শিক্ষাগত তথ্যানুসন্ধান ও চুলচেরা বিচার-বিশ্লেষণকে উপস্থিত করেছেন। ধর্মীয় বিশ্বাস সম্পর্কিত মাসআলায় মুসলিম দার্শনিকগণ এবং ফিকহ সংক্রান্ত মাসআলায় ফিকহবিদগণ এরূপ তথ্যানুসন্ধান করেছেন। উপরিউক্ত তাফসীরবিদগণের মতে এগুলোও বাড়াবাড়ি; তবে ন্যায় ও বৈধ। সাধারণ তাফসীরবিদগণের মতে এগুলো আদৌ বাড়াবাড়ি নয়। কুরআন ও সুন্নাহর মাসআলায় যতটুকু তথ্যানুসন্ধান ও চুলচেরা বিচার-বিশ্লেষণ রাসূলে কারীম ﷺ, সাহাবী ও তাবেয়ীগণ থেকে প্রমাণিত রয়েছে, ততটুকু বাড়াবাড়ি নয় এবং যা বাড়াবাড়ির সীমা পর্যন্ত পৌছে যায়, তা এ ক্ষেত্রেও নিন্দনীয়।

বনী ইসরাঈলকে মধ্যবর্তী পথ অবলম্বনের নির্দেশ : আলোচ্য আয়াতের শেষভাগে বর্তমানকালের বনী ইসরাঈলদেরকে সম্বোধন করে বলা হয়েছে– وَلَا تَتَّبِعُوْا أَهْوَاءَ قَوْمٍ قَدْ ضَلُّوْا مِنْ قَبْلُ وَأَضَلُّوْا كَثِيْرًا অর্থাৎ ঐ সম্প্রদায়ের অনুসরণ করো না, যারা তোমাদের পূর্বে নিজেরা পথভ্রষ্ট হয়েছিল এবং অপরকেও পথভ্রষ্ট করেছিল। অতঃপর তাদের পথভ্রষ্টতার স্বরূপ ও কারণ বর্ণনা করে বলা হয়েছে : وَضَلُّوْا عَنْ سَوَاءِ السَّبِيْلِ

অর্থাৎ তারা সরল পথ থেকে বিচ্যুত হয়ে পড়েছিল, যা ছিল বাড়াবাড়ি ও ত্রুটির মাঝখানে মধ্যবর্তী পথ। এভাবে এ আয়াতে বাড়াবাড়ি ও ত্রুটি যে, একটি মারাত্মক ভ্রান্তি, তা এবং সরল পথে কায়েম থাকার কথাও বর্ণিত হয়েছে।

বনী ইসরাঈলের কু-পরিণাম : দ্বিতীয় আয়াতে বাড়াবাড়ি ও ত্রুটিজনিত পথভ্রষ্টতায় লিপ্ত বনী ইসরাঈলের কু-পরিণাম বর্ণনা করে বলা হয়েছে যে, তাদের উপর আল্লাহর অভিসম্পাত বর্ষিত হয়েছে– প্রথমতঃ হযরত দাউদ (আ.)-এর মুখে, যার ফলে তাদের আকার-আকৃতি বিকৃত হয়ে শূকরে পরিণত হয়। অতঃপর হযরত ঈসা (আ.)-এর বাচনিক এ অভিসম্পাত তাদের ঘাড়ে ছওয়ার হয়। এর জাগতিক প্রতিক্রিয়া এই হয় যে, তারা বিকৃত হয়ে বানরে পরিণত হয়। কোনো কোনো তাফসীরবিদ বলেছেন যে, এ স্থলে স্থানোপযোগিতার কারণে মাত্র দুজন পয়গম্বরের বাচনিক তাদের উপর অভিসম্পাত বর্ষিত হওয়ার কথা বলা হয়েছে। কিন্তু বাস্তরেব তাদের উপর অভিসম্পাত বর্ষিত হওয়ার কথা বলা হয়েছে। কিন্তু বাস্তবে তাদের উপর অভিসম্পাতের সূচনা হযরত মূসা (আ.) থেকে হয়েছিল এবং তা সমাপ্ত হয়েছে শেষ নবী মুহাম্মদ ﷺ -এর বাচনিক। এভাবে উপর্যুপরি চারজন পয়গম্বরের বাচনিক তাদের উপর অভিসম্পাত বর্ষিত হয়েছে, যারা পয়গম্বরদের বিরুদ্ধাচরণ করেছিল কিংবা তাঁদেরকে সীমা ডিঙ্গিয়ে আল্লাহ তা'আলার গুণাবলিতে অংশীদার করেছিল।

সর্বশেষ দোয়াতে কাফেরদের সাথে গভীর বন্ধুত্ব করতে নিষেধ করা হয়েছে এবং এর মারাত্মক পরিণতি বর্ণিত হয়েছে। এতে এদিকেও ইঙ্গিত হতে পারে যে, বনী ইসরাঈলের সব বক্রতা ও পথভ্রষ্টতা তাদের ভ্রান্ত পরিবেশ ও কাফেরদের সাথে আন্তরিক বন্ধুত্বেরই ফলশ্রুতি ছিল, যা তাদেরকে ধ্বংসের গহ্বরে নিক্ষেপ করেছিল।

কতিপয় আহলে কিতাবের সত্যানুরাগ : আলোচ্য আয়াতসমূহে মুসলমানদের সাথে শত্রুতা ও বন্ধুত্বের মাপকাঠিতে ঐসব আহলে কিতাবের কথা আলোচনা করা হয়েছে, যারা সত্যানুরাগ ও আল্লাহভীরুতার কারণে মুসলমানদের প্রতি হিংসা ও শত্রুতা পোষণ করত না। কিন্তু ইহুদিদের মধ্যে এ জাতীয় লোকের সংখ্যা ছিল নেহায়েতই নগণ্য। উদাহরণতঃ আব্দুল্লাহ

https://e-ilm.weebly.com/

ইবনে সালাম প্রমুখ। খ্রিস্টানদের মধ্যে তুলনামূলকভাবে এরূপ লোকের সংখ্যা ছিল বেশি। বিশেষতঃ মহানবী ﷺ -এর যুগে আবিসিনিয়ার সম্রাট নাজ্জাশী এবং উচ্চপদস্থ কর্মচারী ও জনগণের মধ্যে এরূপ লোকের সংখ্যা ছিল প্রচুর। এ কারণেই মক্কার নবদীক্ষিত মুসলমানরা কুরাইশদের অত্যাচারে অতিষ্ট হয়ে গেলে রাসূলুল্লাহ ﷺ তাদেরকে আবিসিনিয়ায় হিজরত করার পরামর্শ দেন এবং বলেন, আমি শুনেছি আবিসিনিয়ার সম্রাট কারো প্রতি জুলুম করেন না এবং কাউকে জুলুম করতে দেন না। তাই মুসলমানরা কিছুদিনের জন্য সেখানে চলে যেতে পারে।

পরামর্শ অনুযায়ী প্রথমবার এগার জনের একটি দল আবিসিনিয়ায় চলে যায়। তাদের মধ্যে হযরত উসমান গনী (রা.) এবং তাঁর স্ত্রীয় নবী-দুহিতা হযরত রুকাইয়া (রা.)-ও ছিলেন। এরপর হযরত জা'ফর ইবনে আবী তালেবের নেতৃত্বে একটি বিরাট কাফেলা আবিসিনিয়ায় গিয়ে পৌছে এ কাফেলায় পুরুষ ছিলেন ৮২ জন। আবিসিনিয়ার অধিবাসীরা তাদেরকে সাদর সম্ভাষণ জানায় এবং তারা তথায় সুখে-শান্তিতে বসবাস করতে থাকেন।

কিন্তু মুসলমানরা অন্য কোনো দেশে গিয়ে শান্তিতে জীবন যাপন করবে, মক্কার ক্রোধান্ধ কাফেরকুলের তাও সহ্য হলো না। তারা প্রচুর উপঢৌকনসহ একটি প্রতিনিধি দল আবেসিনিয়ার সম্রাটের দরবারে পাঠিয়ে দিল এবং মুসলমানদেরকে দেশ থেকে বের করে দেওয়ার জন্য অনুরোধ করল। কিন্তু সম্রাট প্রকৃত অবস্থা তদন্ত করলেন এবং জা'ফর ইবনে আবূ তালেব (রা.) ও তাঁর সঙ্গীদের কাছ থেকে ইসলাম ও রাসূলুল্লাহ ﷺ সম্পর্কে বিস্তারিত তথ্য অবগত হলেন। এসব তথ্য ও ইসলামি শিক্ষাকে তিনি হযরত ঈসা (আ.) ও ইঞ্জিলের ভবিষ্যদ্বাণীর সম্পূর্ণ অনুরূপ পেলেন। বলাবাহুল্য, ভবিষ্যদ্বাণীতে মহানবী ﷺ -এর আবির্ভাব, তাঁর শিক্ষার সংক্ষিপ্ত চিত্র, তাঁর ও তাঁর সহচরবর্গের দৈহিক আকার আকৃতি ইত্যাদিও বর্ণিত হয়েছিল এতে প্রভাবান্বিত হয়ে সম্রাট কুরাইশী প্রতিনিধি দলের সব উপঢৌকন ফেরত দিলেন এবং তাদেরকে পরিষ্কার বলে দিলেন যে, আমি এমন লোকদেরকে কখনো দেশ থেকে বহিষ্কারের আদেশ দিতে পারি না।

জা'ফর ইবনে আবী তালেবের বক্তৃতার প্রভাব : হযরত জা'ফর ইবনে আবী তালেব নাজ্জাশীর দরবারে ইসলাম ও ইসলামি শিক্ষার একটি সংক্ষিপ্ত ও সর্বাঙ্গ সুন্দর চিত্র ফুটিয়ে তুলেছিলেন। এছাড়া সেখানে তাঁদের বসবাসের ফলেও সম্রাট, রাজকর্মচারী ও জনগণের অন্তরে ইসলামের প্রতি অগাধ ভালোবাসা সৃষ্টি হয়ে গিয়েছিল। রাসূলুল্লাহ ﷺ মদিনায় হিজরত করার পর যখন সাহাবীদের নিয়ে নিরাপদে কালাতিপাত করতে থাকেন। তখন আবিসিনিয়ার মুহাজিরগণ মদিনায় যাওয়ার সংকল্প করেন। এ সময় ইসলামের সৌন্দর্যে মুগ্ধ সম্রাট নাজ্জাশী তাঁদের সাথে প্রধান প্রধান খ্রিস্টান আলেম ও মাশায়েখের একটি প্রতিনিধি দল মহানবী ﷺ -এর দরবারে পাঠিয়ে দিলেন। সত্তর জনের এ প্রতিনিধিদলে বাষট্টি জন আবিসিনিয় ও আট জন সিরিয় আলেম ও মাশায়েখ ছিলেন।

নবীর দরবারে শাহী প্রতিনিধি দলের উপস্থিতি : প্রতিনিধিদলটি সংসারত্যাগী দরবেশুলভ পোশাক পরিহিত হয়ে দরবারে উপস্থি হলে মহানবী ﷺ তাদেরকে সূরা ইয়াসিন পাঠ করে শুনালেন। কুরআন পাঠ শুনে তাদের চোখ থেকে অবিরাম অশ্রু ঝরছিল। তারা শ্রদ্ধাপ্লুত কণ্ঠে বললেন : এ কালাম হযরত ঈসা (আ.)-এর প্রতি অবতীর্ণ কালামের সাথে কতই না গভীর সামঞ্জস্যপূর্ণ। অতঃপর প্রতিনিধিদলের সবাই মুসলমান হয়ে গেলেন।

তাদের প্রত্যাবর্তনের পর সম্রাট নাজ্জাশীও ইসলাম গ্রহণের কথা ঘোষণা করলেন এবং একখানা চিঠি লিখে স্বীয় পুত্রের নেতৃত্বে অপর একটি প্রতিনিধি দল মদিনায় পাঠালেন। কিন্তু ঘটনাচক্রে জাহাজ ডুবির ফলে তারা সবাই প্রাণত্যাগ করল। মোটকথা, আবিসিনিয়ার সম্রাট, রাজ কর্মচারী ও জনগণ ইসলাম ও মুসলমানদের সাথে শুধু ভদ্র ও সৌজন্যমূলক ব্যবহার করেই ক্ষান্ত হয়নি; বরং পরিশেষে তারা নিজেরাও মুসলমান হয়ে যান।

তাফসীরবিদগণের মতে উল্লিখিত আয়াতসমূহ তাঁদের সম্পর্কেই অবতীর্ণ হয়েছে।

وَلَتَجِدَنَّ اَقْرَبَهُمْ مَّوَدَّةً لِّلَّذِيْنَ اٰمَنُوا الَّذِيْنَ قَالُوْٓا اِنَّا نَصٰرٰى এবং পরবর্তী আয়াতে আল্লাহর ভয়ে তাদের ক্রন্দন করা এবং সত্যকে গ্রহণ করার কথা বর্ণিত হয়েছে। তাফসীরবিদগণ এ বিষয়েও একমত যে, যদিও আলোচ্য আয়াতসমূহ সম্রাট নাজ্জাশী ও তাঁর প্রেরিত প্রতিনিধিদল সম্পর্কে অবতীর্ণ হয়েছে তা সত্ত্বেও ভাষার ব্যাপকতার দরুন অন্যান্য ন্যায়পরায়ণ ও সত্যনিষ্ঠ খ্রিস্টানদের বেলায়ও এ আয়াত প্রযোজ্য। অর্থাৎ যারা ইসলাম পূর্বকালে ইঞ্জিলের অনুসারী ছিল এবং ইসলামোত্তর কালে ইসলামের অনুসারী হয়ে গেছে।

https://e-ilm.weebly.com/

ইহুদিদের মধ্যেও এ ধরনের কয়েকজন ছিলেন যারা পূর্বে তাওরাতের অনুসরণ করতেন এবং ইসলাম আসার পর ইসলামে দীক্ষিত হয়েছেন। কিন্তু তাদের সংখ্যা জাতিসমূহের আলোচনায় অনুল্লেখযোগ্য পরিমাণে কম ছিল। অবশিষ্ট ইহুদিদের অবস্থা সবারই জ্ঞাত ছিল যে, তারা মুসলমানদের শত্রুতা ও মূলোৎপাটনে অগ্রণী ভূমিকা পালন করত। তাই আয়াতের শুরুভাগে ইহুদিদের আলোচনা প্রসঙ্গে বলা হয়েছে : لَتَجِدَنَّ اَشَدَّ النَّاسِ عَدَاوَةً لِّلَّذِيْنَ اٰمَنُوا الْيَهُوْدَ অর্থাৎ মুসলমানদের প্রতি শত্রুতায় ইহুদিরাই সর্বাধিক কঠোর।

মোটকথা, এ আয়াতে খ্রিস্টানদের একটি বিশেষ দলের গুণকীর্তন করা হয়েছে, যারা ছিল আল্লাহভীরু ও সত্য প্রিয়। নাজ্জাশী ও তাঁর পরিষদবর্গও এ দলের অন্তর্ভুক্ত। অন্যান্য যেসব খ্রিস্টান এসব গুণের বাহক ছিল কিংবা ভবিষ্যতে হবে, তারাও এ দলেরই অন্তর্ভুক্ত। কিন্তু আয়াতের অর্থ এই নয় এবং হতেও পারে না যে, খ্রিস্টান জাতি যতই পথভ্রষ্ট হোক না কেন এবং ইসলামের বিরুদ্ধে যতই কঠোর পদক্ষেপ গ্রহণ করুক না কেন সর্বাবস্থায়ই তাদেরকে মুসলমানদের বন্ধু ও হিতৈষী বলে মনে করতে হবে এবং মুসলমানরা তাদের প্রতি বন্ধুত্বের হাত প্রসারিত করবে। কেননা এমন অর্থ করাও নির্জলা ভুল এবং ঘটনাবলির পরিপন্থি। তাই ইমাম আবূ বকর জাসসাস আহকামুল কুরআনে বলেন : কিছু সংখ্যক অজ্ঞ লোকের ধারণা এই যে, এসব আয়াতে সর্বাবস্থায় খ্রিস্টানদের প্রশংসা কীর্তন করা হয়েছে এবং তারা সর্বোতভাবে ইহুদিদের চাইতে উত্তম। এটি নিরেট মূর্খতা। কারণ সাধারণভাবে উভয় সম্প্রদায়ের ধর্মীয় বিশ্বাস যাচাই করলে দেখা যায়, খ্রিস্টানদের মুশরিক হওয়াই অধিক সুস্পষ্ট। মুসলমানদের সাথে কাজ কারবার পরীক্ষা করলে দেখা যায়, বর্তমান কালের সাধারণ খ্রিস্টানরাও ইসলাম বিদ্বেষে ইহুদিদের চাইতে পিছিয়ে নেই। তবে এ কথা সত্য যে, এক সময় খ্রিস্টানদের মধ্যে আল্লাহভীরু ও সত্যপ্রিয় লোকদের প্রাচুর্য ছিল। ফলে তারা ইসলাম গ্রহণে সমর্থ হয়েছে। আলোচ্য আয়াত উভয় সম্প্রদায়ের মধ্যে একটা পার্থক্য ফুটিয়ে তোলার জন্যই অবতীর্ণ হয়েছে। স্বয়ং এ আয়াতের শেষভাগে কুরআন এ সত্য বর্ণনা করে বলেছে : ذٰلِكَ بِاَنَّ مِنْهُمْ قِسِّيْسِيْنَ وَرُهْبَانًا وَّاَنَّهُمْ لَا يَسْتَكْبِرُوْنَ অর্থাৎ, এসব আয়াতে খ্রিস্টানদের প্রশংসা করার কারণ এই যে, তাদের মধ্যে আলেম, সংসারত্যাগী ও আল্লাহভীরু ব্যক্তিবর্গ রয়েছে এবং তাদের মধ্যে অহংকার নেই যে, অন্যের কথা শুনতে সম্মত হবে না। এতে বুঝা গেল যে, ইহুদিদের অবস্থা এমন ছিল না। তারা আল্লাহভীরু ও সত্যপ্রিয় ছিল না। তাদের আলেমরাও সংসারত্যাগের পরিবর্তে স্বীয় জ্ঞান-বুদ্ধিকে শুধু জীবিকা-উপার্জনে নিয়োজিত করেছিল এবং সংসারের প্রতি এমন মোহবিষ্ট ছিল যে, সত্যাসত্য ও হালাল-হারামের প্রতিও ভ্রুক্ষেপ করত না।

সত্যানুরাগী আলেম ও মাশায়েখই জাতির প্রাণকেন্দ্র : আলোচ্য আয়াত থেকে একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় জানা গেল যে, সত্যানুরাগী আলেম ও মাশায়েখই জাতির আসল প্রাণকেন্দ্র। তাদের অস্তিত্বের মধ্যেই সমগ্র জাতির জীবন নিহিত। যতদিন কোনো জাতির মধ্যে এমন আলেম ও মাশায়েখ বিদ্যমান থাকেন, যারা পার্থিব লোভ-লালসার বশবর্তী নয় এবং যারা আল্লাহভীরু, ততদিন সে জাতি অব্যাহতভাবে কল্যাণ ও বরকত লাভ করতে থাকে।

শব্দ বিশ্লেষণ

لَا تَغْلُوْا : সীগাহ جمع مذكر حاضر বহছ نهى حاضر معروف বাব نَصَرَ মাসদার اَلْغُلُوُّ মূলবর্ণ (غ . ل . و) জিনস ناقص واوى অর্থ– তোমরা বাড়াবাড়ি কর না।

يَعْتَدُوْنَ : সীগাহ جمع مذكر غائب বহছ مضارع معروف বাব اِفْتِعَالٌ মাসদার اَلْاِعْتِدَاءُ মূলবর্ণ (ع . د . و) জিনস ناقص واوى অর্থ– তারা সীমলঙ্ঘন করেছে,

يَتَوَلَّوْنَ : সীগাহ جمع مذكر غائب বহছ مضارع معروف বাব تَفَعُّلٌ মাসদার اَلتَّوَلِّىْ মূলবর্ণ (و . ل . ى) জিনস لفيف مفروق অর্থ– তারা মুখ ফিরিয়ে নেয়।

قِسِّيْسِيْنَ : শব্দটি বহুবচন, একবচন قِسِّيْسٌ অর্থ– খ্রিস্টান আলেমগণ।

رُهْبَانًا : শব্দটি বহুবচন, একবচন رَاهِبٌ অর্থ– ধর্মীয়গুরু, দরবেশ।

https://e-ilm.weebly.com/

৭ম পারা

وَاِذَا سَمِعُوْا مَاۤ اُنْزِلَ اِلَى الرَّسُوْلِ تَرٰۤى اَعْيُنَهُمْ تَفِيْضُ مِنَ الدَّمْعِ مِمَّا عَرَفُوْا مِنَ الْحَقِّ ۚ يَقُوْلُوْنَ رَبَّنَاۤ اٰمَنَّا فَاكْتُبْنَا مَعَ الشّٰهِدِيْنَ (٨٣)

অনুবাদ : (৮৩) আর যখন তারা তা শ্রবণ করে, যা রাসূলের প্রতি নাজিল হয়েছে, তখন আপনি তাদের চোখে অশ্রু বইতে দেখবেন এ কারণে যে, তারা সত্যকে উপলব্ধি করতে পেরেছে, তারা এরূপ বলে যে, হে আমাদের প্রতিপালক! আমরা মুসলমান হলাম, অতএব, আমাদেরকেও ঐসব লোকের সাথে লিপিবদ্ধ করে নিন যারা [মুহাম্মদ ﷺ ও কুরআন সত্য হওয়া] স্বীকার করে।

وَمَا لَنَا لَا نُؤْمِنُ بِاللّٰهِ وَمَا جَآءَنَا مِنَ الْحَقِّ ۙ وَنَطْمَعُ اَنْ يُّدْخِلَنَا رَبُّنَا مَعَ الْقَوْمِ الصّٰلِحِيْنَ (٨٤)

(৮৪) আর আমাদের এমন কি ওজর আছে যে, আমরা ঈমান আনব না আল্লাহ তা'আলার প্রতি এবং সেই সত্যের প্রতি যা আমাদের নিকট পৌঁছেছে? অথচ এই আশা রাখব যে, আমাদের পরওয়ারদেগার নেকারদের সাথে আমাদেরকে শামিল করবেন।

فَاَثَابَهُمُ اللّٰهُ بِمَا قَالُوْا جَنّٰتٍ تَجْرِيْ مِنْ تَحْتِهَا الْاَنْهٰرُ خٰلِدِيْنَ فِيْهَا ؕ وَذٰلِكَ جَزَآءُ الْمُحْسِنِيْنَ (٨٥)

(৮৫) ফলতঃ তাদের এই উক্তি [ও বিশ্বাস] -এর বিনিময়ে আল্লাহ তা'আলা তাদেরকে এমন উদ্যানসমূহ প্রদান করবেন, যার তলদেশে নহরসমূহ বইতে থাকবে, তারা তাতে অনন্তকাল অবস্থান করবে, আর এটাই নেককারদের বিনিময়।

وَالَّذِيْنَ كَفَرُوْا وَكَذَّبُوْا بِاٰيٰتِنَاۤ اُولٰۤئِكَ اَصْحٰبُ الْجَحِيْمِ (٨٦)

(৮৬) আর যারা কাফের রয়েছে এবং আমার আয়াতসমূহকে মিথ্যা বলে, তারা হবে জাহান্নামের অধিবাসী।

শাব্দিক অনুবাদ

(৮৩) وَاِذَا سَمِعُوْا আর যখন তারা তা শ্রবণ করে مَاۤ اُنْزِلَ اِلَى الرَّسُوْلِ যা রাসূলের প্রতি নাজিল হয়েছে تَرٰۤى اَعْيُنَهُمْ তখন আপনি তাদের চোখে দেখবেন تَفِيْضُ مِنَ الدَّمْعِ অশ্রু বইতে مِمَّا عَرَفُوْا مِنَ الْحَقِّ এ কারণে যে, তারা সত্যকে উপলব্ধি করতে পেরেছে يَقُوْلُوْنَ তারা এরূপ বলে যে رَبَّنَاۤ اٰمَنَّا হে আমাদের প্রতিপালক! আমরা মুসলমান হলাম فَاكْتُبْنَا مَعَ الشّٰهِدِيْنَ অতএব, আমাদেরকেও ঐসব লোকের সাথে লিপিবদ্ধ করে নিন যারা স্বীকার করে।

(৮৪) وَمَا لَنَا আর আমাদের এমন কি ওজর আছে যে لَا نُؤْمِنُ بِاللّٰهِ আমরা ঈমান আনব না আল্লাহ তা'আলার প্রতি وَمَا جَآءَنَا مِنَ الْحَقِّ এবং সেই সত্যের প্রতি যা আমাদের নিকট পৌঁছেছে? وَنَطْمَعُ অথচ এই আশা রাখব যে اَنْ يُّدْخِلَنَا رَبُّنَا আমাদের পরওয়ারদেগার আমাদেরকে শামিল করবেন مَعَ الْقَوْمِ الصّٰلِحِيْنَ নেকারদের সাথে।

(৮৫) فَاَثَابَهُمُ اللّٰهُ بِمَا قَالُوْا ফলতঃ তাদের এই উক্তি [ও বিশ্বাস] -এর বিনিময়ে আল্লাহ তা'আলা তাদেরকে প্রদান করবেন جَنّٰتٍ এমন উদ্যানসমূহ تَجْرِيْ مِنْ تَحْتِهَا الْاَنْهٰرُ যার তলদেশে নহরসমূহ বইতে থাকবে خٰلِدِيْنَ فِيْهَا তারা তাতে অনন্তকাল অবস্থান করবে وَذٰلِكَ جَزَآءُ الْمُحْسِنِيْنَ আর এটাই নেককারদের বিনিময়।

(৮৬) وَالَّذِيْنَ كَفَرُوْا আর যারা কাফের রয়েছে وَكَذَّبُوْا بِاٰيٰتِنَاۤ এবং আমার আয়াতসমূহকে মিথ্যা বলে اُولٰۤئِكَ اَصْحٰبُ الْجَحِيْمِ তারা হবে জাহান্নামের অধিবাসী।

https://e-ilm.weebly.com/

يَاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَا تُحَرِّمُوْا طَيِّبٰتِ مَآ اَحَلَّ اللّٰهُ لَكُمْ وَلَا تَعْتَدُوْا ؕ اِنَّ اللّٰهَ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِيْنَ (٨٧)

অনুবাদ : (৮৭) হে ঈমানদারগণ! আল্লাহ যে সমস্ত বস্তু তোমাদের জন্য হালাল করেছেন, তন্মধ্যে সুস্বাদু বস্তুগুলোকে হারাম করো না এবং সীমালঙ্ঘন করো না, নিঃসন্দেহে আল্লাহ সীমালঙ্ঘনকারীদেরকে পছন্দ করেন না।

وَكُلُوْا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللّٰهُ حَلٰلًا طَيِّبًا ۪ وَّاتَّقُوا اللّٰهَ الَّذِيْٓ اَنْتُمْ بِهٖ مُؤْمِنُوْنَ (٨٨)

(৮৮) আর আল্লাহ তা'আলা যা তোমাদেরকে দান করেছেন তন্মধ্য হতে হালাল রুচিকর বস্তুগুলো ভক্ষণ কর, এবং আল্লাহ তা'আলাকে ভয় কর, যার প্রতি তোমরা ঈমান রাখ।

لَا يُؤَاخِذُكُمُ اللّٰهُ بِاللَّغْوِ فِيْٓ اَيْمَانِكُمْ وَلٰكِنْ يُّؤَاخِذُكُمْ بِمَا عَقَّدْتُّمُ الْاَيْمَانَ ۚ فَكَفَّارَتُهٗٓ اِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسٰكِيْنَ مِنْ اَوْسَطِ مَا تُطْعِمُوْنَ اَهْلِيْكُمْ اَوْ كِسْوَتُهُمْ اَوْ تَحْرِيْرُ رَقَبَةٍ ؕ فَمَنْ لَّمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلٰثَةِ اَيَّامٍ ؕ ذٰلِكَ كَفَّارَةُ اَيْمَانِكُمْ اِذَا حَلَفْتُمْ ؕ وَاحْفَظُوْٓا اَيْمَانَكُمْ ؕ كَذٰلِكَ يُبَيِّنُ اللّٰهُ لَكُمْ اٰيٰتِهٖ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُوْنَ (٨٩)

(৮৯) আল্লাহ তোমাদেরকে তোমাদের কসমসমূহের মধ্যে অর্থহীন কসমের জন্য পাকড়াও করবেন না কিন্তু পাকড়াও করবেন তাতে, যে কসমসমূহকে তোমরা [ভবিষ্যতে বিষয়ের প্রতি] দৃঢ় কর, সুতরাং তার [অর্থাৎ শপথ ভঙ্গের] কাফফারা দশ জন অভাবগ্রস্তকে খাদ্য প্রদান করা মধ্যম ধরনের, যা নিজ পরিবারের লোকদেরকে ভক্ষণ করিয়ে থাক, কিংবা তাদেরকে পরিধেয় বস্ত্র দান করা [মধ্যম ধরনের] কিংবা একটি গোলাম বা বাদী আজাদ করা, আর যে ব্যক্তি সমর্থ না হয়, তবে [একাধারে] তিন দিনের রোজা, এটা তোমাদের কসমসমূহের কাফফারা যখন তোমরা কসম কর [অতঃপর ভঙ্গ কর] এবং নিজেদের কসমসমূহের প্রতি লক্ষ্য রেখ, এরূপেই আল্লাহ তা'আলা তোমাদের জন্য স্বীয় বিধানসমূহ বর্ণনা করেন, যেন তোমরা শোকর কর।

শাব্দিক অনুবাদ

(৮৭) يَاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا হে ঈমানদারগণ! لَا تُحَرِّمُوْا তোমরা হারাম করো না طَيِّبٰتِ সুস্বাদু বস্তুগুলোকে مَآ اَحَلَّ اللّٰهُ لَكُمْ আল্লাহ যে সমস্ত বস্তু তোমাদের জন্য হালাল করেছেন وَلَا تَعْتَدُوْا এবং সীমালঙ্ঘন করো না اِنَّ اللّٰهَ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِيْنَ নিঃসন্দেহে আল্লাহ সীমালঙ্ঘনকারীদেরকে পছন্দ করেন না।

(৮৮) وَكُلُوْا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللّٰهُ حَلٰلًا طَيِّبًا আর আল্লাহ তা'আলা যা তোমাদেরকে দান করেছেন তন্মধ্য হতে হালাল রুচিকর বস্তুগুলো ভক্ষণ কর وَّاتَّقُوا اللّٰهَ এবং আল্লাহ তা'আলাকে ভয় কর الَّذِيْٓ اَنْتُمْ بِهٖ مُؤْمِنُوْنَ যার প্রতি তোমরা ঈমান রাখ।

(৮৯) لَا يُؤَاخِذُكُمُ اللّٰهُ আল্লাহ তোমাদেরকে পাকড়াও করবেন না بِاللَّغْوِ فِيْٓ اَيْمَانِكُمْ তোমাদের কসমসমূহের মধ্যে অর্থহীন কসমের জন্য وَلٰكِنْ يُّؤَاخِذُكُمْ কিন্তু পাকড়াও করবেন তাতে بِمَا عَقَّدْتُّمُ الْاَيْمَانَ যে কসমসমূহকে তোমরা দৃঢ় কর فَكَفَّارَتُهٗٓ সুতরাং তার কাফফারা اِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسٰكِيْنَ দশ জন অভাবগ্রস্তকে খাদ্য প্রদান করা مِنْ اَوْسَطِ مَا تُطْعِمُوْنَ اَهْلِيْكُمْ মধ্যম ধরনের, যা নিজ পরিবারের লোকদেরকে ভক্ষণ করিয়ে থাক اَوْ كِسْوَتُهُمْ কিংবা তাদেরকে পরিধেয় বস্ত্র দান করা اَوْ تَحْرِيْرُ رَقَبَةٍ কিংবা একটি গোলাম বা বাদী আজাদ করা فَمَنْ لَّمْ يَجِدْ আর যে ব্যক্তি সমর্থ না হয় فَصِيَامُ ثَلٰثَةِ اَيَّامٍ তবে [একাধারে] তিন দিনের রোজা ذٰلِكَ كَفَّارَةُ اَيْمَانِكُمْ এটা তোমাদের কসমসমূহের কাফফারা اِذَا حَلَفْتُمْ যখন তোমরা কসম কর وَاحْفَظُوْٓا اَيْمَانَكُمْ এবং নিজেদের কসমসমূহের প্রতি লক্ষ্য রেখ كَذٰلِكَ يُبَيِّنُ اللّٰهُ لَكُمْ اٰيٰتِهٖ এরূপেই আল্লাহ তা'আলা তোমাদের জন্য স্বীয় বিধানসমূহ বর্ণনা করেন لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُوْنَ যেন তোমরা শোকর কর।

https://e-ilm.weebly.com/

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

(৮৩) وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنْزِلَ إِلَى الرَّسُولِ تَرَى أَعْيُنَهُمْ الخ **আয়াতের শানে নুযূল :** ইবনে জারীর ও ইবনে আবী হাতেম সুদ্দী হতে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন– নাজ্জাশী বাদশাহ রাসূল ﷺ -এর নিকট ১২ জন লোক প্রেরণ করেন। তন্মধ্যে ৭জন ছিল খ্রিস্টান ধর্মজাযক; আর ৫ জন ছিল পাদ্রী (ইহুদি ধর্মগুরু)। তারা রাসূল ﷺ–কে প্রত্যক্ষ করে তাঁকে জিজ্ঞাসাবাদ করেন সুতরাং তারা যখন রাসূল ﷺ–এর সাথে সাক্ষাৎ করে, তখন রাসূল ﷺ তাদের সামনে কুরআন তেলাওয়াত করেন। তারা আল্লাহ যা অবতরণ করেছেন, তার প্রতি লক্ষ্য করে অশ্রু সজল হয়ে ঈমান গ্রহণ করে। তাদের সম্পর্কে আল্লাহ তা'আলা আলোচ্য আয়াত নাজিল করেন। –[ফাতহুল কাদীর : ৬৯/২]

(৮৭) يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَا تُحَرِّمُوْا طَيِّبٰتِ مَآ اَحَلَّ اللّٰهُ لَكُمْ الخ **আয়াতের শানে নুযূল :** ইমাম তিরমিযী, ইবনে জারীর, ইবনে আবী হাতেম, কামেল নামক গ্রন্থে ইবনে আদী, তাবারানী ও হযরত ইবনে মারদুভিয়া প্রমুখ হযরত ইবনে আব্বাস (রা.)–এর উদ্ধৃতি দিয়ে বর্ণনা করেন যে, নবী করীম ﷺ–এর দরবারে এক লোক এসে আরজ করল, হে আল্লাহর রাসূল! আমি যখন গোশ্ত আহার করি। তখন মহিলাদের জন্য অচেতন হয়ে পড়ি এবং প্রবৃত্তি আমাকে আক্রান্ত করে। ফলে আমি আমার জান্য গোশতকে হারাম করে দিলাম। সুতরাং কোনো হালাল বা বৈধ বস্তু নিজের জন্য হারাম বা অবৈধ করার নিষেধাজ্ঞাসহ আলোচ্য আয়াত নাজিল করা হয়েছে।

শানে নুযূল– ২ : ইবনে জারীর, ইবনে আবী হাতেম, হযরত ইবনে মারদুভিয়া, হযরত ইবনে আব্বাস (রা.)-এর উদ্ধৃতি দিয়ে অপর এক রেওয়ায়েতে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেন– সাহাবাগণের এক জামাত সম্পর্কে আলোচ্য আয়াত নাজিল হয়েছে। ঘটনা প্রবাহ হলো, তারা বলেছিলেন যে, আমরা আমাদের পুরুষাঙ্গগুলো কেটে ফেলব। জাগতিক কাম-প্রবৃত্তি ছেড়ে দিব, রাতব্যাপী জাগ্রত থাকব, যেরূপভাবে রাহেবরা করে থাকে। এ সংবাদ রাসূল ﷺ–এর নিকট পৌঁছল। সুতরাং রাসূল ﷺ তাদেরকে ডেকে এনে এ সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলেন, তারা তা অস্বীকার করেন। তখন রাসূল ﷺ বললেন, পক্ষান্তরে আমি তো রোজা রাখি, ইফতার করি, নামাজ আদায় করি, নিদ্রা যেয়ে থাকি, স্ত্রীদের সাথে মিলন করি। সুতরাং যে আমার সুন্নতকে আঁকড়ে ধরবে সে আমার দলভুক্ত, আর আমার সুন্নতকে যারা আঁকড়ে ধরবে না, তারা আমার দলভুক্ত নয়। এ ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে আলোচ্য আয়াত নাজিল হয়েছে।

শানে নুযূল– ৩ : ইবনে জারীর ও ইবনে আবী হাতেম যায়েদ বিন আসলামের উদ্ধৃতি দিয়ে বর্ণনা করেন যে, আব্দুল্লাহ বিন রাওয়াহা পরিবারে একজন অতিথি হয়েছিলেন, সে সময় তিনি ছিলেন রাসূল ﷺ–এর দরবারে। তিনি ফিরে এসে দেখতে পেলেন যে, তার পরিবারের লোকজন তাদের মেহমানকে তার অপেক্ষা করে খাবার খাওয়াননি। এমন অবস্থা দেখে তিনি তার স্ত্রীকে বললেন, আমার কারণে আমার মেহমানকে তোমরা অনাহারে রাখলে! কাজেই এ খাবার গ্রহণ করা আমার জন্য হারাম। তার স্ত্রী বললেন, তাহলে তাতো আমার জন্যও হারাম। অতঃপর মেহমান শুনতে পেয়ে বললেন, তা আমার জন্যও হারাম। সুতরাং তিনি যখন পরিস্থিতি এমন এলোমেলো দেখতে পেলেন, তখন সে খাদ্যের উপর হাত রেখে বললেন, আল্লাহর নাম নিয়ে খাবার খেতে আরম্ভ কর। অতঃপর তিনি রাসূল ﷺ–এর নিকট গিয়ে এ বিষয়ে রাসূল ﷺ–কে অবগত করলেন। রাসূল ﷺ তা শুনে বললেন যে, قَدْ أَصَبْتَ তুমি তো ঠিকই করেছ। সে অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে আলোচ্য আয়াত নাজিল হয়েছে। –[ফাতহুল কাদীর : ৭০/২, ইবনে কাছীর : ৮৯/২, বাহরে মুহীত : ১০/৪]

শানে নুযূল– ৪ : সুদ্দী হতে একাধিক তাফসীরবিদ বর্ণনা করেছেন যে, রাসূল ﷺ একদা লোকজনের উপস্থিতিতে উপদেশ করে চলে গেলেন, সে সময় ভীতি প্রদর্শন ছাড়া আর অন্য কোনো বিষয়ে কিছু বলেননি। অতঃপর ১০ জন সাহাবী যাদের মধ্যে হযরত আলী বিন আবী তালেব (রা.), উসমান বিন মাযউন (রা.)ও ছিলেন। তারা বলছিলেন যে, আমরা যদি আমল না করি, তাহলে আমাদের কি হকটিই বা আদায় হলো। খ্রিস্টানরা নিজেদের জন্য কতিপয় প্রিয়তম বস্তুকে হারাম করেছে। কাজেই আমরাও আমাদের জন্য কতিপয় প্রিয়তম বস্তুকে হারাম করে নিব। সুতরাং কেউ গোশত ও চর্বি খাওয়া এবং কেউ দিনে আহার করাকে নিলেন। কেউ নিদ্রা যাওয়া হারাম করে নিলেন। কেউ স্ত্রীকে হারাম করে নিলেন। যারা স্ত্রীকে হারাম করেছিলেন, তাদের মধ্যে উসমান বিন মাযউন (রা.) ছিলেন একজন। ফলে তিনি তাঁর স্ত্রীর নিকটেও যেতেন না। সুতরাং তার স্ত্রী হাওলা হযরত আয়েশা (রা.)-এর নিকট আসেন। তখন হযরত আয়েশা (রা.) এবং অন্যান্য

https://e-ilm.weebly.com/

উম্মাহাতুল মুমিনীনগণ তাকে জিজ্ঞেস করলেন, কি হলো তোমার হে হাওলা! তোমরা রং বিকৃত-মাথার চুলও আচড়ে পরিপাটি করছ না, সুগন্ধিও ব্যবহার করনি? হাওলা বলল, চুল আচড়ে ও সুগন্ধি ব্যাবহার করেই বা কি করব? আমার স্বামী আমার উপর আরোহণ করছে না এবং এমনকি কাপড়ও উল্টায়নি। তাঁর কথা শুনে তারা হাসতে লাগলেন, রাসূল ﷺ ঘরে এসে দেখলেন তাঁরা হাসছেন। বিধায় জিজ্ঞাসা করলেন, কিসে তোমাদেরকে এমনভাবে হাসালো। হযরত আয়েশা (রা.) বললেন, আমি তাঁর ব্যাপারে জিজ্ঞেস করেছিলাম, সে বলে যে, আমার স্বামী আমার কাপড়ও উল্টায়নি। রাসূল ﷺ তৎক্ষণাৎ তার স্বামীকে ডেকে আনার জন্য পাঠালেন। অতঃপর রাসূল ﷺ তাকে জিজ্ঞেস করেন, উসমান! তোমার কি হলো? তিনি বললেন, আমি একাগ্রতা অর্জন করে আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জনের জন্য তা বর্জন করে দিয়েছি এবং পুরা ঘটনার বর্ণনাও দিলেন। উসমান নিজেকে অকর্মণ্য করে দিতে চেয়েছিলেন। রাসূল ﷺ জিজ্ঞেস করলেন, তুমি কি কসম খেয়েছ? নতুবা তোমার স্ত্রীর সাথে মিলন কর। তখন তিনি বললেন, আমি রোজা রেখেছি, হে আল্লাহর রাসূল! রাসূল ﷺ বললেন, তুমি ইফতার কর। ফলে তিনি ইফতার করে তাঁর স্ত্রীর নিকট গেলেন। অতঃপর হাওলা হযরত আয়েশা (রা.)–এর নিকট চুল আঁচড়ে সুরমা দিয়ে এবং সুগন্ধি ব্যবহার করে আসলেন, ফলে হযরত আয়েশা (রা.) হেসে জিজ্ঞেস করলেন। হাওলা! তোমার কি অবস্থা? তিনি বলেন, গতকাল স্বামী তার নিকট এসেছিল। অতএব রাসূল ﷺ বললেন, কি হলো তাদের, তারা স্ত্রী, খাদ্য ও নিদ্রা হারাম করে দিল। জেনে রেখ! আমি অবশ্যই নিদ্রা যাই, নামাজ পড়ি, ইফতার করি, রোজা রাখি, স্ত্রী মিলনও করে থাকি। আমাকে যারা উপক্ষো করবে, তারা আমার দলভুক্ত নয়। সে ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে আলোচ্য আয়াত নাজিল হয়েছে। –[ইবনে কাছীর : ৯০২/]

(৮৯) لَا يُؤَاخِذُكُمُ اللّٰهُ بِاللَّغْوِ فِيْٓ اَيْمَانِكُمْ وَلٰكِنْ يُّؤَاخِذُكُمْ الخ **আয়াতের শানে নুযূল :** ইবনে জারীর হযরত ইবনে আব্বাস (রা.)-এর উদ্ধৃতি দিয়ে বর্ণনা করেন। তিনি বলেন, يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَا تُحَرِّمُوْا طَيِّبٰتِ مَآ اَحَلَّ اللّٰهُ আয়াত যখন নাজিল হয়, তখন যারা নিজেদের জন্য স্ত্রী ও গোশতকে হারাম করেছিলেন, তারা বললেন, হে আল্লাহর রাসূল! আমরা যারা শপথ গ্রহণ করেছি সে সম্পর্কে আমরা কি করব? সে জিজ্ঞাসার পরিপ্রেক্ষিতে আল্লাহ তা'আলা আলোচ্য আয়াত নাজিল করেন। –[ফাতহুল কাদীর : ৭২/২, কুরতুবী : ২৪৭/৬]

শানে নুযূল– ২ : বর্ণিত রয়েছে যে, আব্দুল্লাহ বিন রাওয়াহাদের ঘরে কতকজন এতিম এবং একজন মেহমান ছিলেন। হযরত আব্দুল্লাহ বিন রাওয়াহা (রা.) কোনো কাজের ব্যস্ততায় থাকার দরুন রাতের কিছু অংশ অতিক্রম হবার পর এসে জিজ্ঞেস করেন যে, তোমরা আমার মেহমানকে খাবার দিয়েছ কি? তারা বলল, আপনার অপেক্ষায় ছিলাম। সুতরাং তিনি বলে ফেলেন যে, وَاللّٰهِ, আজ রাতে আমি খাব না। অতঃপর এতিমেরা বলল, আমরাও খাব না। অবস্থার হ য ব র ল তা দেখে তিনি নিজে খেলেন, তারাও সকলে মিলে আহার করল। অতঃপর নবী করীম ﷺ–এর নিকট এসে তা জানালেন। রাসূল ﷺ বললেন, দয়াময় আল্লাহর অনুগত্য করবে। শয়তানের বিরোধিতা করবে। সে ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে আলোচ্য আয়াত নাজিল হয়েছে। –[কুরতুবী : ২৪৭/৬, রূহুল মা'আনী : ১০/৪/৭]

শানে নুযূল– ৩ : ইবনে মাজাহ হযরত ইবনে আব্বাস (রা.)-এর উদ্ধৃতি দিয়ে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেন, কোনো এক ব্যক্তি তার পরিবারের লোকজনকে সামর্থ্য অনুপাতে খাদ্য দান করেছে, অপর কোনো ব্যক্তি কার্পণ্যতার সাথে তার পরিবারের সদস্যকে খাদ্য দান করেছে। সে পরিপ্রেক্ষিতে مِنْ اَوْسَطِ مَا تُطْعِمُوْنَ اَهْلِيْكُمْ আয়াতাংশটি নাজিল হয়েছে। –[ফাতহুল কাদীর : ২৫৮/৬, ফাতহুল কাদীর : ৭৩/২, ইবনে কাছীর : ৯১/২]

সংসার ত্যাগ ইলাহী সীমার ভিতরে হলে বৈধ, নতুবা হারাম : উল্লিখিত আয়াতসমূহে বলা হয়েছে যে, সংসার ত্যাগ ও ভোগ-বিলাস ত্যাগ করা যদিও এক পর্যায়ে প্রশংসনীয়, কিন্তু এতেও আল্লাহর নির্ধারিত সীমা অতিক্রম করা নিন্দনীয় ও হারাম। এর বিবরণ নিম্নরূপ :

হালাল বস্তুকে হারাম সাব্যস্ত করার তিনটি স্তর : কোনো হালাল বস্তুকে হারাম করে নেওয়ার তিনটি স্তর রয়েছে : **এক.** বিশ্বাসগতভাবে হারাম মনে করে নেওয়া, **দুই.** উক্তির মাধ্যমে কোনো বস্তুকে নিজের জন্য হারাম মনে করে নেওয়া। উদাহরণতঃ এরূপ প্রতিজ্ঞা করা যে, ঠাণ্ডা পানি পান করব না কিংবা অমুক হালাল খাদ্য খাবে না অথবা অমুক জায়েজ কাজ করবে না এবং **তিন.** বিশ্বাস ও উক্তি কিছুই নয় কিন্তু কার্যতঃ কোনো হালাল বস্তুকে চিরতরে বর্জন করার সংকল্প করে নেওয়া।

প্রথমবাস্থায় যদি ঐ বস্তু অকাট্য প্রমাণের মাধ্যমে হালাল হয়ে থাকে, তবে তাকে হারাম বলে যে লোক বিশ্বাস করবে সে আল্লাহর আইনের প্রকাশ্য বিরুদ্ধাচরণের কারণে কাফের হয়ে যাবে।

https://e-ilm.weebly.com/

দ্বিতীয় অবস্থায় যদি কসমের শব্দ যোগে হালাল বস্তুটিকে নিজের উপর হারাম করে থাকে, তবে কসম শুদ্ধ হবে। কসমের শব্দ অনেক, যা ফিকহ্ গ্রন্থে বিস্তারিত উল্লিখিত রয়েছে। উদাহরণতঃ কেউ এরূপ বলে যে, আমি আল্লাহর কসম খেয়ে বলছি, অমুক বস্তু খাব না কিংবা অমুক কাজ করব না অথবা এরূপ বলে যে, আমি অমুক বস্তু কিংবা অমুক কাজকে নিজের উপর হারাম করেছি। বিনা প্রয়োজনে এরূপ কসম খাওয়া গুনাহ। কিন্তু এরূপ কসম ভঙ্গ করলে তার কাফফারা দেওয়া জরুরি। কাফফারার বিবরণ পরে বর্ণিত হবে।

তৃতীয় অবস্থায় অর্থাৎ বিশ্বাস ও উক্তি দ্বারা কোনো হালালকে হারাম না করে কার্যতঃ হারামের মতো ব্যবহার করলে যদি এরূপ বর্জনকে ছওয়াবের কাজ মনে করে, তবে তা বিদ'আত এবং বৈরাগ্য বা সংসার ত্যাগ। এরূপ বৈরাগ্য যে মহাপাপ তা কুরআনের স্পষ্ট আয়াতে বর্ণিত আছে। এর বিরুদ্ধাচারণ করা ওয়াজিব এবং এরূপ বিধি নিষেধে অটল থাকা গুনাহ। তবে এরূপ বিধি নিষেধ ছওয়াবের নিয়তে না হয়ে অন্য কোনো কারণে যথা, কোনো দৈহিক কিংবা আত্মিক অসুস্থতার কারণে কোনো বিশেষ বস্তুকে স্থায়ীভাবে বর্জন করলে তাতে গুনাহ নেই। কোনো কোনো সুফী বুজুর্গ হালাল বস্তু স্থায়ীভাবে বর্জন করেছেন বলে যেসব ঘটনা বর্ণিত আছে, তা এমনি ধরনের বর্জনের অন্তর্ভুক্ত। তাঁরা এসব বস্তুকে স্বীয় নফসের জন্য ক্ষতিকর মনে করেছেন কিংবা কোনো বুজুর্গ ক্ষতিকর বলেছেন। তাই প্রতিকারার্থে তা বর্জন করেছেন। এতে কোনো দোষ নেই।

আয়াতের শেষাংশে বলা হয়েছে : وَلَا تَعْتَدُوْا اِنَّ اللّٰهَ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِيْنَ অর্থাৎ আল্লাহ তা'আলা কর্তৃক নির্ধারিত সীমা অতিক্রম কর না। কেননা আল্লাহ তা'আলা সীমাতিক্রমকারীদেরকে পছন্দ করেন না।

সীমা অতিক্রম করার অর্থ এই যে, কোনো হালাল বস্তুকে বিনা ওজরে ছওয়াব মনে করে বর্জন করা। অজ্ঞ ব্যক্তি একে তাকওয়া তথা আল্লাহভীরুতা মনে করে। অথচ আল্লাহর কাছে এটা সীমাতিক্রম ও অবৈধ। তাই দ্বিতীয় আয়াতে বলা হয়েছে : وَاتَّقُوا اللّٰهَ الَّذِيْٓ اَنْتُمْ بِهٖ مُؤْمِنُوْنَ অর্থাৎ আল্লাহ তা'আলা যে পবিত্র ও হালাল বস্তু তোমাদেরকে দিয়েছেন, তা খাও এবং আল্লাহকে ভয় কর, যার প্রতি তোমাদের বিশ্বাস রয়েছে।

এ আয়াতে পরিষ্কার বলা হয়েছে যে, হালাল ও পবিত্র বস্তুকে ছওয়াব মনে করে বর্জন করা তাকওয়া নয়; বরং আল্লাহর নিয়ামত মনে করে ব্যবহার করা ও কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করার মধ্যেই তাকওয়াই নিহিত। হাঁ, কোনো দৈহিক ও আত্মিক রোগের প্রতিকারার্থে কোনো বস্তু বর্জন করলে তা এর অন্তর্ভুক্ত নয়।

শপথের কয়েকটি প্রকার ও তার বিধান : আলোচ্য আয়াতে শপথের কয়েকটি প্রকার বর্ণিত হয়েছে। তন্মধ্যে কয়েকটি সূরা বাকারায়ও বর্ণিত হয়েছে। সবগুলোর সারকথা এই যে, যদি অতীত ঘটনা সম্পর্কে ইচ্ছাকৃতভাবে মিথ্যা শপথ করা হয়, তবে ফিকহবিদদের পরিভাষায় এরূপ শপথকে 'ইয়ামীনে গামূস' বলা হয়। উদাহরণতঃ কেউ একটি কাজ করে ফেলল এবং সে জানে যে, এ কাজটি সে করেছে। এরপর সে জেনেশুনে শপথ করে যে, সে কাজটি করেনি। মিথ্যা শপথ কবিরা গুনাহ এবং ইহকাল ও পরকালে শাস্তির কারণ। কিন্তু এর জন্য কোনোরূপ কাফফারা ওয়াজিব হয় না। তবে তওবা ও ইস্তেগফার করা জরুরি। এ কারণেই একে পরিভাষায় 'ইয়ামীনে গামূস' বলা হয়। কেননা গামূসের অর্থ, যে ডুবিয়ে দেয়। এ শপথ গুনাহ ও শাস্তিতে ডুবিয়ে দেয়।

দ্বিতীয় প্রকার এই যে, নিজ ধারণায় সত্য মনে করে কোনো অতীত ঘটনা সম্পর্কে শপথ করা; কিন্তু বাস্তবে তা অসত্য হওয়া। উদাহরণতঃ কোনো সূত্রে জানা গেল যে, অমুক ব্যক্তি এসে গেছে। এর উপর নির্ভর করে কেউ শপথ করল যে, অমুক ব্যক্তি এসে গেছে। এর পর দেখা গেল যে, এটা বাস্তবের বিপরীত। এরূপ শপথকে 'ইয়ামীনে লগভ' বলা হয়। এরূপ শপথে গুনাহ নেই এবং কাফফারাও দিতে হয় না।

তৃতীয় প্রকার এই যে, ভবিষ্যতে কোনো কাজ করা বা না করার শপথ করা। এরূপ শপথকে 'ইয়ামীনে মুনআকিদা' বলা হয়। এ শপথ ভঙ্গ করলে কাফফারা ওয়াজিব হয়। তবে কোনো কোনো অবস্থায় গুনাহ হয়, কিন্তু কোনো কোনো অবস্থায় গুনাহ হয় না।

এস্থলে কুরআনে পাকের উল্লিখিত আয়াতে 'লগভ' বলে বাহ্যতঃ এমন শপথকেই বুঝানো হয়েছে যাতে কাফফারা নেই; গুনাহ হোক বা না হোক। কেননা এর বিপরীতে عَقَّدْتُّمُ الْاَيْمَانَ উল্লিখিত হয়েছে। এতে বুঝা গেল যে, এখানে পাকড়াও করার অর্থ জাগতিকভাবে পাকড়াও, যা কাফফারা আকারে হয়।

https://e-ilm.weebly.com/

https://e-ilm.weebly.com/

يَاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْٓا اِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْاَنْصَابُ وَالْاَزْلَامُ رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطٰنِ فَاجْتَنِبُوْهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُوْنَ (٩٠)

অনুবাদ : (৯০) হে ঈমানদারগণ! নিশ্চয় মদ এবং জুয়া এবং মূর্তি ইত্যাদি এবং লটারীর তীর এ সমস্ত বিষয়, শয়তানি কাজ ব্যতীত আর কিছুই নয়, অতএব, তা হতে সম্পূর্ণরূপে পৃথক থাক, যেন তোমাদের কল্যাণ হয়।

اِنَّمَا يُرِيْدُ الشَّيْطٰنُ اَنْ يُّوْقِعَ بَيْنَكُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَآءَ فِى الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ وَيَصُدَّكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللّٰهِ وَعَنِ الصَّلٰوةِ ۚ فَهَلْ اَنْتُمْ مُّنْتَهُوْنَ (٩١)

(৯১) শয়তান তো এরূপই চায় যে, মদ এবং জুয়া দ্বারা তোমাদের পরস্পরের মধ্যে শত্রুতা ও হিংসা সৃষ্টি করে এবং আল্লাহ তা'আলার স্মরণ হতে ও নামাজ হতে তোমাদেরকে বিরত রাখে, সুতরাং এখনো কি তোমরা ফিরে আসবে?

وَاَطِيْعُوا اللّٰهَ وَاَطِيْعُوا الرَّسُوْلَ وَاحْذَرُوْا ۚ فَاِنْ تَوَلَّيْتُمْ فَاعْلَمُوْٓا اَنَّمَا عَلٰى رَسُوْلِنَا الْبَلٰغُ الْمُبِيْنُ (٩٢)

(৯২) আর তোমরা আল্লাহর আনুগত্য করতে থাক এবং রাসূলের আনুগত্য করতে থাক এবং সতর্ক থাক, আর যদি বিমুখ থাক, তবে জেনে রাখ যে আমার রাসূলের দায়িত্ব ছিল শুধু স্পষ্টভাবে [আদেশ] পৌছে দেওয়া।

لَيْسَ عَلَى الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَعَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ جُنَاحٌ فِيْمَا طَعِمُوْٓا اِذَا مَا اتَّقَوْا وَّاٰمَنُوْا وَعَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ ثُمَّ اتَّقَوْا وَّاٰمَنُوْا ثُمَّ اتَّقَوْا وَّاَحْسَنُوْا ۗ وَاللّٰهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِيْنَ (٩٣) ع ١٢/٢

(৯৩) যারা ঈমান রাখে এবং নেককাজ করে, এরূপ লোকদের উপর তাতে কোনো গুনাহ নেই যা তারা পানাহার করেছে, যখন তারা পরহেজ করে এবং ঈমান রাখে ও নেককাজ করে, পুনঃ পরহেজ করতে থাকে এবং ঈমান রাখে পুনঃ পরহেজ করতে থাকে, এবং খুব নেককাজ করতে থাকে, বস্তুতঃ আল্লাহ তা'আলা এরূপ নেককারদেরকে ভালোবাসেন।

শাব্দিক অনুবাদ

(৯০) يَاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْٓا হে ঈমানদারগণ! اِنَّمَا الْخَمْرُ নিশ্চয় মদ وَالْمَيْسِرُ এবং জুয়া وَالْاَنْصَابُ এবং মূর্তি ইত্যাদি وَالْاَزْلَامُ এবং লটারীর তীর رِجْسٌ এ সমস্ত গর্হিত বিষয় مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطٰنِ শয়তানি কাজ ব্যতীত আর কিছুই নয় فَاجْتَنِبُوْهُ অতএব, তা হতে সম্পূর্ণরূপে পৃথক থাক لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُوْنَ যেন তোমাদের কল্যাণ হয়।

(৯১) اِنَّمَا يُرِيْدُ الشَّيْطٰنُ শয়তান তো এরূপই চায় যে اَنْ يُّوْقِعَ بَيْنَكُمُ তোমাদের পরস্পরের মধ্যে সৃষ্টি করে الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَآءَ শত্রুতা ও হিংসা فِى الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ মদ এবং জুয়া দ্বারা وَيَصُدَّكُمْ এবং তোমাদেরকে বিরত রাখে عَنْ ذِكْرِ اللّٰهِ আল্লাহ তা'আলার স্মরণ হতে وَعَنِ الصَّلٰوةِ ও নামাজ হতে فَهَلْ اَنْتُمْ مُّنْتَهُوْنَ সুতরাং এখনো কি তোমরা ফিরে আসবে?

(৯২) وَاَطِيْعُوا اللّٰهَ আর তোমরা আল্লাহর আনুগত্য করতে থাক وَاَطِيْعُوا الرَّسُوْلَ এবং রাসূলের আনুগত্য করতে থাক وَاحْذَرُوْا এবং সতর্ক থাক فَاِنْ تَوَلَّيْتُمْ আর যদি বিমুখ থাক فَاعْلَمُوْٓا তবে জেনে রাখ যে اَنَّمَا عَلٰى رَسُوْلِنَا الْبَلٰغُ الْمُبِيْنُ আমার রাসূলের দায়িত্ব ছিল শুধু স্পষ্টভাবে [আদেশ] পৌছে দেওয়া।

(৯৩) لَيْسَ عَلَى الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا যারা ঈমান রাখে وَعَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ এবং নেককাজ করে جُنَاحٌ এরূপ লোকদের উপর নেই তাতে কোনো গুনাহ فِيْمَا طَعِمُوْٓا যা তারা পানাহার করেছে। اِذَا مَا اتَّقَوْا যখন তারা পরহেজ করে وَّاٰمَنُوْا এবং ঈমান রাখে وَعَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ ও নেককাজ করে। ثُمَّ اتَّقَوْا পুনঃ পরহেজ করতে থাকে। وَّاٰمَنُوْا এবং ঈমান রাখে। ثُمَّ اتَّقَوْا পুনঃ পরহেজ করতে থাকে। وَّاَحْسَنُوْا এবং খুব নেককাজ করতে থাকে وَاللّٰهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِيْنَ বস্তুতঃ আল্লাহ তা'আলা এরূপ নেককারদেরকে ভালোবাসেন।

https://e-ilm.weebly.com/

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَيَبْلُوَنَّكُمُ اللَّهُ بِشَيْءٍ
مِّنَ الصَّيْدِ تَنَالُهُ أَيْدِيكُمْ وَرِمَاحُكُمْ
لِيَعْلَمَ اللَّهُ مَن يَخَافُهُ بِالْغَيْبِ ۚ فَمَنِ
اعْتَدَىٰ بَعْدَ ذَٰلِكَ فَلَهُ عَذَابٌ أَلِيمٌ (٩٤)

অনুবাদ : (৯৪) হে ঈমানদারগণ! আল্লাহ তোমাদেরকে কতক শিকারের দ্বারা পরীক্ষা করবেন, যেগুলো পর্যন্ত তোমাদের হাত এবং তোমাদের বল্লম পৌছতে পারবে, এই উদ্দেশ্যে যে, আল্লাহ তা'আলা জেনে নেন, কে তাঁকে না দেখে ভয় করে, সুতরাং যে ব্যক্তি এর পরও সীমালঙ্ঘন করবে, তার জন্য যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি রয়েছে।

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَقْتُلُوا الصَّيْدَ
وَأَنتُمْ حُرُمٌ ۚ وَمَن قَتَلَهُ مِنكُم مُّتَعَمِّدًا
فَجَزَاءٌ مِّثْلُ مَا قَتَلَ مِنَ النَّعَمِ يَحْكُمُ بِهِ
ذَوَا عَدْلٍ مِّنكُمْ هَدْيًا بَالِغَ الْكَعْبَةِ أَوْ
كَفَّارَةٌ طَعَامُ مَسَاكِينَ أَوْ عَدْلُ ذَٰلِكَ صِيَامًا
لِّيَذُوقَ وَبَالَ أَمْرِهِ ۗ عَفَا اللَّهُ عَمَّا سَلَفَ ۚ
وَمَنْ عَادَ فَيَنتَقِمُ اللَّهُ مِنْهُ ۗ وَاللَّهُ عَزِيزٌ
ذُو انتِقَامٍ (٩٥)

(৯৫) হে ঈমানদারগণ! বন্য শিকারকে হত্যা করো না যখন তোমরা ইহরামের অবস্থায় থাক, আর যে ব্যক্তি তোমাদের মধ্য হতে ইচ্ছাপূর্বক তাকে হত্যা করবে, তবে তার উপর বিনিময় ওয়াজিব হবে, যা [মূল্যের দিক দিয়ে] সেই জানোয়ারের সমতুল্য হয় যাকে সে হত্যা করেছে, যার [আনুমানিক মূল্যের] মীমাংসা তোমাদের মধ্য হতে দু'জন নির্ভরযোগ্য ব্যক্তি করে দিবে, [অতঃপর নিরূপিত মূল্য দ্বারা] সেই বিনিময় চাই নির্দিষ্ট চতুষ্পদ জন্তুই হোক, এই শর্তে যে, নিয়াজস্বরূপ কা'বা ঘর পর্যন্ত পৌছে দিবে, অথবা কাফ্ফারা [স্বরূপ নিরূপিত মূল্যের সমপরিমাণ খাদ্য দ্রব্য] মিসকিনদের মধ্যে বিতরণ করে দিবে, অথবা এর সমপরিমাণ রোজা রাখবে, যেন নিজ কৃতকর্মের পরিণামের স্বাদ গ্রহণ করে, অতীত [ত্রুটি] আল্লাহ ক্ষমা করে দিয়েছেন, আর যে ব্যক্তি পুনরায় এরূপ কর্মই করবে, তবে আল্লাহ তা'আলা সেই ব্যক্তি হতে [তার] প্রতিশোধ নিবেন, আর আল্লাহ পরাক্রান্ত, প্রতিশোধ গ্রহণে সক্ষম।

শাব্দিক অনুবাদ

(৯৫) يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا হে ঈমানদারগণ! لَا تَقْتُلُوا الصَّيْدَ বন্য শিকারকে হত্যা করো না وَأَنتُمْ حُرُمٌ যখন তোমরা ইহরামের অবস্থায় থাক وَمَن قَتَلَهُ مِنكُم আর যে ব্যক্তি তোমাদের মধ্য হতে তাকে হত্যা করবে مُّتَعَمِّدًا ইচ্ছাপূর্বক فَجَزَاءٌ তবে তার উপর বিনিময় ওয়াজিব হবে مِّثْلُ مَا قَتَلَ مِنَ النَّعَمِ যা সেই জানোয়ারের সমতুল্য হয় যাকে সে হত্যা করেছে يَحْكُمُ بِهِ ذَوَا عَدْلٍ مِّنكُمْ যার মীমাংসা তোমাদের মধ্য হতে দু'জন নির্ভরযোগ্য ব্যক্তি করে দিবে هَدْيًا সেই বিনিময় চাই নির্দিষ্ট চতুষ্পদ জন্তুই হোক بَالِغَ الْكَعْبَةِ এই শর্তে যে, নিয়াজস্বরূপ কা'বা ঘর পর্যন্ত পৌছে দিবে أَوْ كَفَّارَةٌ طَعَامُ مَسَاكِينَ অথবা কাফ্ফারা মিসকিনদের মধ্যে বিতরণ করে দিবে أَوْ عَدْلُ ذَٰلِكَ صِيَامًا অথবা এর সমপরিমাণ রোজা রাখবে لِّيَذُوقَ وَبَالَ أَمْرِهِ যেন নিজ কৃতকর্মের পরিণামের স্বাদ গ্রহণ করে, عَفَا اللَّهُ عَمَّا سَلَفَ অতীত [ত্রুটি] আল্লাহ ক্ষমা করে দিয়েছেন وَمَنْ عَادَ আর যে ব্যক্তি পুনরায় এরূপ কর্মই করবে فَيَنتَقِمُ اللَّهُ مِنْهُ তবে আল্লাহ তা'আলা সেই ব্যক্তি হতে প্রতিশোধ নিবেন وَاللَّهُ عَزِيزٌ আর আল্লাহ পরাক্রান্ত ذُو انتِقَامٍ প্রতিশোধ গ্রহণে সক্ষম।

(৯৪) يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا হে ঈমানদারগণ! لَيَبْلُوَنَّكُمُ اللَّهُ بِشَيْءٍ مِّنَ الصَّيْدِ আল্লাহ তোমাদেরকে কতক শিকারের দ্বারা পরীক্ষা করবেন تَنَالُهُ যেগুলো পৌছতে পারবে أَيْدِيكُمْ وَرِمَاحُكُمْ তোমাদের হাত এবং তোমাদের বল্লম পর্যন্ত لِيَعْلَمَ اللَّهُ এই উদ্দেশ্যে যে, আল্লাহ তা'আলা জেনে নেন مَن يَخَافُهُ بِالْغَيْبِ কে তাঁকে না দেখে ভয় করে فَمَنِ اعْتَدَىٰ بَعْدَ ذَٰلِكَ সুতরাং যে ব্যক্তি এর পরও সীমালঙ্ঘন করবে فَلَهُ عَذَابٌ أَلِيمٌ তার জন্য যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি রয়েছে।

https://e-ilm.weebly.com/

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

(৯১) قوله يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ الخ **আয়াতের শানে নুযূল :** ইবনে জারীর, ইবনে আবী হাতেম ইবনে মারদুভীয়াও বায়হাকী, হযরত ইবনে ওমর (রা.)–এর উদ্ধৃতি দিয়ে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন, মদ সংক্রান্ত বিষয়ে পবিত্র কুরআনে তিনটি আয়াত নাজিল হয়েছে। সর্বপ্রথম يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ আয়াত অবতীর্ণ হয়েছে। তখন সাহাবীগণকে জানানো হলো যে, মদ হরাম করা হচ্ছে। তখন কারো পক্ষ হতে আবেদন করা হলো যে, হে আল্লাহর রাসূল! তা দ্বারা উপকৃত হবার সুযোগ আমাদেরকে দান করুন। সুতরাং তা আর আমলে আনা হলো না। অতঃপর لَا تَقْرَبُوا الصَّلَوٰةَ وَأَنْتُمْ سُكَارَىٰ নাজিল হয়। তখন সাহাবীগণকে জানানো হলো যে, মদ হারাম হতে যাচ্ছে। তারা আবেদন করলেন, হে আল্লাহর রাসূল! আমরা নামাজের নিকটতম সময়ে মদ পান করব না। সুতরাং তখনও বাস্তবায়িত হলো না। অতঃপর يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ الخ নাজিল হয়। সে সময় রাসূল ﷺ বলে দিলেন যে, মদ হারাম করে দেওয়া হয়েছে। সে পরিপ্রেক্ষিতে আলোচ্য আয়াত নাজিল হয়েছে।

ইবনে জারীর, ইবনুল মুনযির, ইবনে আবী হাতেম, নাহহাস তাঁর নাসেখ গ্রন্থে, আবুশ শায়খ ও ইবনে মারদুভিয়া সা'আদ বিন আবী ওয়াক্কাসের উদ্ধৃতি দিয়ে বর্ণনা করেন। তিনি বলেন, মদ হারাম হবার বিধানকে আমাকে উপলক্ষ করে নাজিল হয়েছে। ঘটনা প্রবাহ হলো যে, আনসারী একজন সাহাবী খাদ্য প্রস্তুত করে খাওয়ার জন্য মানুষকে দাওয়াত দেন। সুতরাং মানুষেরা এসে দাওয়াত খেয়ে মদ্য পান করে মাতাল হয়ে পরস্পরে গর্ব করতে থাকে। অতএব আনসারীরা বলতে লাগল যে, আনসারীরা মুহাজির অপেক্ষা উত্তম। কুরাইশরা বলতে ছিল যে, কুরাইশরা উত্তম। অতঃপর কোনো একজন লোক আমার উটের লাগাম ধরে আমার নাকে আঘাত করে। সুতরাং আমি নবী করীম ﷺ–এর নিকট এসে এ সম্পর্কে আলোচনা করলাম। এ ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে আলোচ্য আয়াত নাজিল হয়েছে।

আবদ বিন হুমাইদ, নাসায়ী, ইবনে জারীর ও ইবনুল মুনযির হযরত ইবনে আব্বাস (রা.)–এর উদ্ধৃতি দিয়ে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন– আনসারী দু'টি গোত্র উপলক্ষে আলোচ্য আয়াত নাজিল হয়েছে। তারা মদপান করে যখন মাতাল হয়ে যায়, তখন তারা একে অপরের সাথে খেলাধুলা করতে থাকে। তারা যখন সুস্থ হয়ে যায় তখন তাদের চেহারায় দাড়িতে ও মাথায় আঘাত দেখতে পায়। সুতরাং তারা জিজ্ঞেস করল, আমার সাথে অমুক ভাই এমন আচরণ করল! অথচ তাদের পরস্পরের মাঝে ছিল ভ্রাতৃত্ব বন্ধন, তাদের অন্তরে কোনো প্রকারের বিদ্বেষ ছিল না। আল্লাহর কসম! আমার প্রতি যদি ক্ষমাশীল ও অনুগ্রহশীল হতো, তাহলে আমার সাথে এমন ব্যবহার করতো না। অবশেষে তাদের অন্তরে বিদ্বেষের বীজ বপন হলো। এর পরিপ্রেক্ষিতে আলোচ্য আয়াত নাজিল করেন। –[ফাতহুল কাদীর : ৭৫/২, ইবনে কাছীর : ৯৪/২-৯৭/২, কুরতুবী : ২৬৮/৬-২৭২/৬, বাহরে মুহীত : ১৫/৪]

(৯৩) قوله لَيْسَ عَلَى الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ جُنَاحٌ الخ **আয়াতের শানে নুযূল :** হযরত ইবনে আব্বাস, বারা ও আনাস (রা.) বলেন, মদ হারাম হওয়া সম্পর্কীয় আয়াত যখন নাজিল হয়, তখন কতিপয় সাহাবী রাসূল ﷺ–এর দরবারে উপস্থিত হয়ে বললেন, আমাদের মাঝে যারা মদ্যপান করা ও জুয়া খেলার উৎস আয় ভোগ করে মারা গিয়েছে, তাদের কি অবস্থা হবে? সুতরাং সাহাবায়ে কেরামের এ আবেদনের পরিপ্রেক্ষিতে আলোচ্য আয়াত নাজিল করা হয়েছে। –[বাহরে মুহীত : ১৮/৪, রূহুল মা'আনী :১৮/৪/৭]

শানে নুযূল– ২ : আহমদ, হযরত আবূ হুরায়রা (রা.)-এর উদ্ধৃতি দিয়ে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন, মদ তিন বার হারাম করা হয়েছে। এবং হযরত ইবনে ওমর (রা.)-এর হাদীসের ন্যায় হাদীসও বর্ণনা করা হয়েছে। উপস্থিত সাহাবীগণ বলেন, হে আল্লাহর রাসূল! অনেক মানুষ আল্লাহর রাস্তায় জিহাদ করে শাহাদাত বরণ করেছেন, আবার কেউ অসুস্থ হয়ে নিজ বিছানায় পড়ে ইন্তেকাল করেছেন, তারা মদ ও জুয়া খেলার অর্জিত অর্থও ভোগ করছিলেন। অথচ আল্লাহ তা'আলা উভয়টিকে অপবিত্র ও শয়তানের কাজ বলে ঘোষণা দিয়েছেন। তখন আল্লাহ তা'আলা আলোচ্য আয়াত নাজিল করেন। –[ফাতহুল কাদীর : ৭৫/২, কুরতুবী : ২৭৩/৬, ইবনে কাছীর : ৯৪/২]

https://e-ilm.weebly.com/

(৯৪) قوله يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَيَبْلُوَنَّكُمُ اللهُ بِشَيْءٍ مِنَ الصَّيْدِ الخ **আয়াতের শানে নুযূল :** ইবনে আবী হাতেম ও মুকাতিল হতে বর্ণিত রয়েছে যে, আলোচ্য আয়াত হুদায়বিয়ার সন্ধির সনে অবতীর্ণ হয়েছে। আল্লাহ তা'আলা শিকারি জন্তু দ্বারা তাঁদেরকে পরীক্ষা করেন। তাঁরা ছিলেন এহরাম বাঁধা আর বন্য প্রাণীরা তারা সাওয়ারী থাকার অবস্থায়ই তাদেরকে ঘিরে ফেলে। তারা ইচ্ছা করলে হাতে ধরে অথবা বর্ম দ্বারা গা দিয়েই শিকার করতে পারতেন। এহরাম বাঁধা অবস্থায় শিকার করা তো হারাম তবে শিকারী জন্তু এভাবে ঘিরে ফেলার অবস্থায় নিজ হস্ত সংযত রাখার হুকুম দেওয়ার পরিপ্রেক্ষিতে আল্লাহ তা'আলা আলোচ্য আয়াত অবতীর্ণ করেন। –[রূহুল মা'আনী : ২১/৪/৭, বাহরে মুহীত : ১৯/৪]

শানে নুযূল– ২ : কারো কারো মতে আলোচ্য আয়াত হুদায়বিয়ার সন্ধির সনে নাজিল হয়েছে। ঘটনা প্রবাহ হলো, নবী করীম ﷺ–এর সাথে কেউ এহরাম বেঁধে ছিলেন আবার কেউ এহরাম বাঁধেননি। সুতরাং শিকারি জন্তু যখন ভিড় জমালো, তখন তাদের অবস্থা ও কার্যকলাপের মাঝে কিছুটা পার্থক্যতা দেখা দিল এবং বিধানাবলি সম্পর্কেও সন্দেহ সংশয় দেখা দিল। সুতরাং অবস্থার প্রেক্ষাপট ও কাজের বর্ণনা দিয়ে আল্লাহ তা'আলা আলোচ্য আয়াত নাজিল করেন। –[কুরতুবী :২৭৯/৬]

(৯৫) قوله يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَقْتُلُوا الصَّيْدَ وَأَنْتُمْ حُرُمٌ الخ **আয়াতের শানে নুযূল :** বর্ণিত আছে, হুদায়বিয়া অঞ্চলে থাকাকালে আশে পাশে ছিল জংলি গাধা। হযরত আবূ ইয়াসার (রা.) গাধাগুলোর প্রতি আকৃষ্ট হয়ে বর্শা দ্বারা আঘাত করে একটি শিকার করে ফেললেন। ফলে তাকে জিজ্ঞেস করা হলো যে, তুমি এটিকে কেন হত্যা করে ফেললে? অথচ তুমি তো ইহরাম বেঁধেছ? তখন তিনি রাসূল ﷺ–এর নিকট এসে সে বিষয়ে জানতে চান। তখন আল্লাহ তা'আলা আলোচ্য আয়াত নাজিল করেন। –[রূহুল মা'আনী : ২৩/৪/৭]

মানুষের কল্যাণের জন্যই বস্তুজগতের সৃষ্টি : আলোচ্য আয়াতসমূহে একথা বলা উদ্দেশ্য যে, রাব্বুল আলামীন সমগ্র বিশ্বকে মানুষের উপকারার্থেই সৃষ্টি করেছেন। তিনি প্রত্যেক বস্তুকে মানুষের বিশেষ বিশেষ কাজে নিয়োজিত করেছেন এবং মানুষকে সমগ্র বিশ্বের সেবার যোগ্য করেছেন। তবে তিনি মানুষের প্রতি শুধু একটি বিধি-নিষেধ আরোপ করেছেন। তা এই যে, আমর সৃষ্টবস্তু দ্বারা উপকৃত হওয়ার যে সীমা আমি নির্ধারণ করে দিয়েছি, তা লঙ্ঘন করবেনা। যেসব বস্তু তোমাদের জন্য হালাল ও পবিত্র করেছি, সেগুলো থেকে বিরত থাকা ধৃষ্টতা ও অকৃতজ্ঞতা এবং যেসব বস্তুর বিশেষ ব্যবহারকে হারাম করেছি, তার বিরুদ্ধাচরণ করা অবাধ্যতা ও বিদ্রোহ। দাসের কর্তব্য প্রভুর নির্দেশ অনুযায়ী তার সৃষ্টবস্তুকে ব্যবহার করা? এরই নাম দাসত্ব।

প্রথম আয়াতে মদ, জুয়া, মূর্তি এবং ভাগ্য পরীক্ষার শর এই চারটি বস্তুকে হারাম বলা হয়েছে। এ বিষয়বস্তুরই একটি আয়াত প্রায় একই ধরনের শব্দ সহযোগে সূরা বাকারায়ও উল্লিখিত হয়েছে।

يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ

এতে উপরিউক্ত চার বস্তুকে رِجْسٌ বলা হয়েছে। আরবি ভাষায় رِجْسٌ এমন নোংরা বস্তুকে বলা হয়। যার প্রতি মানুষের মনে ঘৃণা জন্মে। এ চারটি বস্তুও এমন যে, সামান্য সুস্থ বিবেক বুদ্ধিসম্পন্ন ব্যক্তির মনেই এগুলোর প্রতি আপনা-আপনিই ঘৃণা জন্মে।

'আযলাম'–এর ব্যাখ্যা : এ চার বস্তুর মধ্যে أَزْلَامٌ অন্যতম। এটি زَلَمٌ–এর বহুবচন। আযলাম এমন শরকে বলা হয়, যা দ্বারা আরবে ভাগ্যনির্ধারণী জুয়া খেলার প্রথা প্রচলিত ছিল। দশ ব্যক্তি শরিক হয়ে একটি উট জবাই করত। অতঃপর মাংস সমান দশ ভাগে ভাগ করার পরিবর্তে তা দ্বারা জুয়া খেলা হতো। দশটি শরের সাতটিতে বিভিন্ন অংশের চিহ্ন অঙ্কিত থাকত। কোনোটিতে এক এবং কোনোটিতে দুই বা তিন অংশ অঙ্কিত থাকত। অবশিষ্ট তিনটি শর অংশবিহীন সাদা থাকত। এ শরগুলোকে তূনের মধ্যে রেখে খুব নাড়াচাড়া করে নিয়ে একে অংশীদারের জন্য একটি শর বের করা হতো। যত অংশবিশিষ্ট শর যার নামে বের হতো, সে তত অংশের অধিকারী হতো এবং যার নামে অংশবিহীন শর হতো, সে বঞ্চিত হতো। আজকাল এ ধরনের অনেক লটারী বাজারে প্রচলিত আছে। এগুলোও জুয়া এবং হারাম।

লটারীর জায়েজ প্রকার : এক প্রকার লটারী জায়েজ এবং রাসূলুল্লাহ ﷺ থেকে প্রমাণিত আছে। তা এই যে, অধিকার সবার সমান এবং অংশও সমান বণ্টন করা হয়েছে। এখন কার অংশ কোনটি, তা লটারীর মাধ্যমে নির্দিষ্ট করা যায়।

https://e-ilm.weebly.com/

উদাহরণতঃ একটি গৃহ চারজন অংশীদারের মধ্যে বন্টন করতে হবে। এখন মূলের দিক দিয়ে গৃহটিকে সমান চার ভাগে ভাগ করতে হবে। অতঃপর কে কোন ভাগ নিবে, তা যদি পারস্পরিক সম্মতিক্রমে নির্দিষ্ট করা সম্ভব না হয়, তবে লটারীর মাধ্যমে যার নামে যে অংশ আসে, তা তাকে দেওয়াও জায়েজ। অথবা মনে করুন, কোনো একটি বস্তুর প্রার্থী এক হাজার জন এবং সবার অধিকারও সমান। কিন্তু যে বস্তুটি ভাগ করতে হবে। তা সর্বমোট একশটি। এ ক্ষেত্রেও লটারীযোগে মীমাংসা করা যায়।

মাসআলা : হেরেমের সীমার ভিতরে ইহরাম অবস্থায় যেসব শিকার হারাম, তা খাদ্য জাতীয় অর্থাৎ হালাল জন্তু হোক কিংবা অখাদ্য অর্থাৎ হারাম বস্তু হোক সবই হারাম।

* বন্য জন্তুকে শিকার বলা হয়, যেগুলোর প্রকৃতিগতভাবে মানুষের কাছে থাকে না। সুতরাং যেসব বস্তু সৃষ্টিগতভাবে গৃহপালিত, যেমন ভেড়া, ছাগল, গরু, উট এগুলো জবাই করা এবং খাওয়া জায়েজ।

শব্দ বিশ্লেষণ

اَلْخَمْرُ : শব্দটি একবচন, বহুবচন خُمُوْرٌ অর্থ– মদ, শরাব।

اَلْمَيْسَرُ : শব্দটি একবচন, এর বহুবচন আসে না। অর্থ– জুয়া।

اَلْاَنْصَابُ : শব্দটি বহুবচন, একবচন نُصُبٌ অর্থ– মূর্তি কিংবা অন্য কিছু।

اَلْاَزْلَامُ : শব্দটি বহুবচন, একবচন زَلَمٌ অর্থ– লটারীর তীর, জুয়া।

رِجْسٌ : শব্দটি একবচন, বহুবচন اَرْجَاسٌ অর্থ– নাপাকী, বিপদ, অপরিষ্কার।

مُنْتَهُوْنَ : সীগাহ جمع مذكر বহছ اسم فاعل বাব اِفْتِعَالٌ মাসদার اَلْاِنْتِهَاءُ মূলবর্ণ (ن ـ ه ـ ى) জিনস ناقص يائى অর্থ– বিরত থাকে যারা, থেকে থাকে যারা।

اَلنَّعَمُ : শব্দটি একবচন, বহুবচন اَنْعَامٌ অর্থ– চতুষ্পদ জন্তু।

هَدْيًا : শব্দটি একবচন, বহুবচন هَدَايَا অর্থ– কুরবানির জন্তু।

كَفَّارَةٌ : শব্দটি একবচন, বহুবচন كَفَّارَاتٌ অর্থ– গুনাহের কাফফারা।

https://e-ilm.weebly.com/

أُحِلَّ لَكُمْ صَيْدُ الْبَحْرِ وَطَعَامُهُ مَتَاعًا لَّكُمْ
وَلِلسَّيَّارَةِ ۚ وَحُرِّمَ عَلَيْكُمْ صَيْدُ الْبَرِّ مَا دُمْتُمْ
حُرُمًا ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ (٩٦)

অনুবাদ : (৯৬) তোমাদের জন্য সামুদ্রিক শিকার ধরা ও তা খাওয়া হালাল করা হয়েছে উপভোগের জন্য তোমাদের এবং মুসাফিরদের, আর স্থলচর শিকার ধরা তোমাদের জন্য হারাম করা হয়েছে যতক্ষণ ইহরাম অবস্থায় থাক, আর আল্লাহকে ভয় কর, যাঁর সমীপে একত্রিত করা হবে।

جَعَلَ اللَّهُ الْكَعْبَةَ الْبَيْتَ الْحَرَامَ قِيَامًا
لِّلنَّاسِ وَالشَّهْرَ الْحَرَامَ وَالْهَدْيَ وَالْقَلَائِدَ
ۚ ذَٰلِكَ لِتَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ
وَمَا فِي الْأَرْضِ وَأَنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ (٩٧)

(৯৭) মহা সম্মানিত গৃহ কা'বাকে আল্লাহ মানুষের কল্যাণ সুদৃঢ় থাকার উপায় নির্ধারণ করে দিয়েছেন এবং সম্মানিত মাসকেও এবং হেরেমে কুরবানির জন্তুকেও এবং সেই জীবকেও যাদের গলায় নিদর্শন আছে, তা এই জন্য যে, দৃঢ় বিশ্বাস রাখ যে, নিশ্চয় আল্লাহ আসমানসমূহ ও জমিনস্থিত সমস্ত বস্তুরই খবর রাখেন, আর নিশ্চয় আল্লাহ তা'আলা সর্ববিষয়ে পূর্ণ জ্ঞাত

اعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ وَأَنَّ اللَّهَ
غَفُورٌ رَّحِيمٌ (٩٨)

(৯৮) তোমরা জেনে রাখ, আল্লাহ কঠোর শাস্তিও প্রদানকারী এবং আল্লাহ অতি ক্ষমাশীল, করুণাময়ও।

مَّا عَلَى الرَّسُولِ إِلَّا الْبَلَاغُ ۗ وَاللَّهُ يَعْلَمُ مَا
تُبْدُونَ وَمَا تَكْتُمُونَ (٩٩)

(৯৯) রাসূলের দায়িত্ব শুধু পৌঁছে দেওয়া মাত্র, আর আল্লাহ তা'আলা সমস্তই জানেন, যা কিছু তোমরা প্রকাশ কর এবং যা কিছু তোমরা গোপন রাখ।

শাব্দিক অনুবাদ

(৯৬) أُحِلَّ لَكُمْ **তোমাদের জন্য হালাল করা হয়েছে** صَيْدُ الْبَحْرِ وَطَعَامُهُ সামুদ্রিক শিকার ধরা ও তা খাওয়া مَتَاعًا لَّكُمْ وَلِلسَّيَّارَةِ **উপভোগের জন্য তোমাদের এবং মুসাফিরদের** وَحُرِّمَ عَلَيْكُمْ আর তোমাদের জন্য হারাম করা হয়েছে صَيْدُ الْبَرِّ **স্থলচর শিকার ধরা** مَا دُمْتُمْ حُرُمًا **যতক্ষণ ইহরাম অবস্থায় থাক** وَاتَّقُوا اللَّهَ আর আল্লাহকে ভয় কর الَّذِي إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ **যাঁর সমীপে একত্রিত করা হবে।**

(৯৭) جَعَلَ اللَّهُ **আল্লাহ নির্ধারণ করে দিয়েছেন** الْكَعْبَةَ الْبَيْتَ الْحَرَامَ মহা সম্মানিত গৃহ কা'বাকে قِيَامًا لِّلنَّاسِ মানুষের **কল্যাণ সুদৃঢ় থাকার উপায়** وَالشَّهْرَ الْحَرَامَ এবং সম্মানিত মাসকেও وَالْهَدْيَ এবং হেরেমে কুরবানির জন্তুকেও وَالْقَلَائِدَ **এবং সেই জীবকেও যাদের গলায় নিদর্শন আছে** ذَٰلِكَ তা এই জন্য যে لِتَعْلَمُوا দৃঢ় বিশ্বাস রাখ যে أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ **নিশ্চয় আল্লাহ** আসমানসমূহ ও জমিনস্থিত সমস্ত **বস্তুরই খবর রাখেন** وَأَنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ আর নিশ্চয় **আল্লাহ** তা'আলা **সর্ববিষয়ে পূর্ণ জ্ঞাত**

(৯৮) اعْلَمُوا তোমরা জেনে রাখ أَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ **আল্লাহ কঠোর শাস্তিও প্রদানকারী** وَأَنَّ اللَّهَ غَفُورٌ এবং আল্লাহ অতি **ক্ষমাশীল** رَّحِيمٌ **করুণাময়ও।**

(৯৯) مَا عَلَى الرَّسُولِ إِلَّا الْبَلَاغُ রাসূলের দায়িত্ব শুধু পৌঁছে দেওয়া মাত্র وَاللَّهُ يَعْلَمُ আর আল্লাহ তা'আলা সমস্তই জানেন مَا تُبْدُونَ যা কিছু তোমরা প্রকাশ কর وَمَا تَكْتُمُونَ এবং যা কিছু তোমরা গোপন রাখ

https://e-ilm.weebly.com/

অনুবাদ : (১০০) আপনি বলে দিন, অপবিত্র এবং পবিত্র সমান নয়, যদিও অপবিত্রের আধিক্য তোমাকে আশ্চর্যান্বিত করে, অতএব, হে জ্ঞানীগণ! আল্লাহকে ভয় করতে থাক যেন তোমরা [পূর্ণ] সফলকাম হও।	قُلْ لَّا يَسْتَوِى الْخَبِيْثُ وَالطَّيِّبُ وَلَوْ اَعْجَبَكَ كَثْرَةُ الْخَبِيْثِ ۚ فَاتَّقُوا اللّٰهَ يٰٓاُولِى الْاَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُوْنَ (١٠٠)
(১০১) হে ঈমানদারগণ! এমন সব বিষয় সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা করো না যদি তা তোমাদের নিকট প্রকাশ করে দেওয়া হয়, তবে তোমাদের বিরক্তির কারণ হবে, আর যদি তোমরা কুরআন অবতীর্ণ হওয়ার সময় উক্ত বিষয়সমূহ সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা কর, তবে তোমাদের জন্য প্রকাশ করে দেওয়া হবে, অতীতের জিজ্ঞাসাবাদ আল্লাহ ক্ষমা করে দিয়েছেন, বস্তুতঃ আল্লাহ মহা ক্ষমাশীল, অতিশয় সহিষ্ণু।	يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَا تَسْـَٔلُوْا عَنْ اَشْيَآءَ اِنْ تُبْدَ لَكُمْ تَسُؤْكُمْ ۚ وَاِنْ تَسْـَٔلُوْا عَنْهَا حِيْنَ يُنَزَّلُ الْقُرْاٰنُ تُبْدَ لَكُمْ ؕ عَفَا اللّٰهُ عَنْهَا ؕ وَاللّٰهُ غَفُوْرٌ حَلِيْمٌ (١٠١)
(১০২) এরূপ বিষয় তোমাদের পূর্বে অন্যান্য লোকেরাও জিজ্ঞাসা করেছে, অতঃপর সে সমস্ত বিষয়ের হক তারা আদায় করেনি।	قَدْ سَاَلَهَا قَوْمٌ مِّنْ قَبْلِكُمْ ثُمَّ اَصْبَحُوْا بِهَا كٰفِرِيْنَ (١٠٢)
(১০৩) আল্লাহ না বাহীরার প্রচলন করেছেন এবং না সায়েবার এবং না অসিলার এবং না হামীর, কিন্তু যারা কাফের, তারা আল্লাহ তা'আলার প্রতি মিথ্যারোপ করে, আর অধিকাংশ কাফের [ধর্ম] জ্ঞান রাখেন না।	مَا جَعَلَ اللّٰهُ مِنْۢ بَحِيْرَةٍ وَّلَا سَآئِبَةٍ وَّلَا وَصِيْلَةٍ وَّلَا حَامٍ ۙ وَّلٰكِنَّ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا يَفْتَرُوْنَ عَلَى اللّٰهِ الْكَذِبَ ؕ وَاَكْثَرُهُمْ لَا يَعْقِلُوْنَ (١٠٣)

শাব্দিক অনুবাদ

(১০০) قُلْ আপনি বলে দিন لَا يَسْتَوِى الْخَبِيْثُ وَالطَّيِّبُ অপবিত্র এবং পবিত্র সমান নয় وَلَوْ اَعْجَبَكَ যদিও তোমাকে আশ্চর্যান্বিত করে كَثْرَةُ الْخَبِيْثِ অপবিত্রের আধিক্য فَاتَّقُوا اللّٰهَ অতএব, আল্লাহকে ভয় করতে থাক يٰٓاُولِى الْاَلْبَابِ হে জ্ঞানীগণ! لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُوْنَ যেন তোমরা [পূর্ণ] সফলকাম হও।

(১০১) يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا হে ঈমানদারগণ! لَا تَسْـَٔلُوْا عَنْ اَشْيَآءَ এমন সব বিষয় সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা করো না اِنْ تُبْدَ لَكُمْ যদি তোমরা তা তোমাদের নিকট প্রকাশ করে দেওয়া হয় تَسُؤْكُمْ তবে তোমাদের বিরক্তির কারণ হবে وَاِنْ تَسْـَٔلُوْا عَنْهَا আর যদি উক্ত বিষয়সমূহ সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা কর حِيْنَ يُنَزَّلُ الْقُرْاٰنُ কুরআন অবতীর্ণ হওয়ার সময় تُبْدَ لَكُمْ তবে তোমাদের জন্য প্রকাশ করে দেওয়া হবে عَفَا اللّٰهُ عَنْهَا অতীতের জিজ্ঞাসাবাদ আল্লাহ ক্ষমা করে দিয়েছেন وَاللّٰهُ غَفُوْرٌ বস্তুতঃ আল্লাহ মহা ক্ষমাশীল حَلِيْمٌ অতিশয় সহিষ্ণু।

(১০২) قَدْ سَاَلَهَا قَوْمٌ এরূপ বিষয় অন্যান্য লোকেরাও জিজ্ঞাসা করেছে مِّنْ قَبْلِكُمْ তোমাদের পূর্বে ثُمَّ اَصْبَحُوْا بِهَا كٰفِرِيْنَ অতঃপর সে সমস্ত বিষয়ের হক তারা আদায় করেনি।

(১০৩) مَا جَعَلَ اللّٰهُ مِنْۢ بَحِيْرَةٍ আল্লাহ না বাহীরার প্রচলন করেছেন وَّلَا سَآئِبَةٍ এবং না সায়েবার وَّلَا وَصِيْلَةٍ এবং না অসিলার وَّلَا حَامٍ এবং না হামীর وَّلٰكِنَّ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا কিন্তু যারা কাফের يَفْتَرُوْنَ عَلَى اللّٰهِ الْكَذِبَ তারা আল্লাহ তা'আলার প্রতি মিথ্যারোপ করে وَاَكْثَرُهُمْ لَا يَعْقِلُوْنَ আর অধিকাংশ কাফের [ধর্ম] জ্ঞান রাখেন না।

https://e-ilm.weebly.com/

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

(৯৬) أُحِلَّ لَكُمْ صَيْدُ الْبَحْرِ وَطَعَامُهُ مَتَاعًا لَّكُمْ وَلِلسَّيَّارَةِ الخ **আয়াতের শানে নুযূল :** আল্লামা কালবী (র.) বলেন, মুদালাজ গোত্রের লোকেরা উপকূলীয় অঞ্চলে বসবাস করত। তারা রাসূল ﷺ কে শুষ্কমাছ সম্পর্কে জানতে চেয়ে জিজ্ঞেস করেছিল যে, যে সকল মাছ থেকে পানি শুকিয়ে যায় সে সকল মাছ সম্পর্কে বিধান রয়েছে? সে আবেদনের পরিপ্রেক্ষিতে আলোচ্য আয়াত নাজিল হয়েছে। –[বাহরে মুহীত : ২৫/৪]

(১০০) قُل لَّا يَسْتَوِي الْخَبِيثُ وَالطَّيِّبُ وَلَوْ أَعْجَبَكَ كَثْرَةُ الْخَبِيثِ الخ **আয়াতের শানে নুযূল– ১ :** হযরত জাবের (রা.) বর্ণনা করেন, আলোচ্য আয়াত এক মদ ব্যবসায়ী সম্পর্কে অবতীর্ণ হয়েছে। সে ব্যক্তি রাসূল ﷺ কে লক্ষ্য করে বলেছিল, হে আল্লাহর রাসূল! মদ তো আমার একটি ব্যবসা ছিল, তা বেচাকেনা করে কিছু ধন সম্পদও অর্জন করেছি। সুতরাং এই সম্পদ থেকে যদি আল্লাহর পথে ব্যয় করি তাহলে কি আমার উপকারে আসবে? তখন নবী করীম ﷺ বলেন, আল্লাহ তা'আলা উত্তম মাল ছাড়া গ্রহণ করেন না তা-ই নিশ্চিত। রাসূল ﷺ–এর এ বাণীর সমর্থনে আলোচ্য আয়াত নাজিল করা হয়েছে। –[বাহরে মুহীত : ৩০/৪]

শানে নুযূল– ২ : অপর এক বর্ণনা মতে এক লোকের জিজ্ঞাসার জবাবে আলোচ্য আয়াত নাজিল হয়। সে ব্যক্তি বলেছিল, হে আল্লাহর রাসূল! মদ ছিল আমার পেশা। তা বিক্রি করে কিছু ধন সম্পদও জমায়েত করেছি। সে মাল যদি আল্লাহর আনুগত্যতায় ব্যয় করি, তাহলে তা কি আমার উপকারে আসবে? রাসূল ﷺ বললেন, তুমি যদি এ মাল হজ পালন করতে অথবা জিহাদের পথে ব্যয় কর, তা একটি মাছির পাখার সম উপকারও পাবে না। কারণ আল্লাহ তা'আলা পূতঃ পবিত্র মাল ব্যতীত কবুল করেন না। রাসূল ﷺ কে জিজ্ঞেস করা এবং এর জবাবের পরিপ্রেক্ষিতে আলোচ্য আয়াত নাজিল করা হয়েছে। –[রূহুল মা'আনী : ৩৭/৪/৭]

(১০১) قوله يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَسْأَلُوا عَنْ أَشْيَاءَ الخ **আয়াতের শানে নুযূল :** তিরমিযী ও দারাকুতনী হযরত আলী (রা.) হতে বর্ণনা করেছেন, তিনি বলেন, لِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا আয়াত যখন নাজিল হয়, তখন সাহাবায়ে কেরাম বলেছিলেন, হে আল্লাহর রাসূল! তা কি প্রতি বৎসরই? রাসূল ﷺ নীরব থাকেন। অতঃপর তারা আবারও বললেন, তা কি প্রতি বৎসরই? রাসূল ﷺ বললেন, না! পরক্ষণে তিনি বলেন, আমি যদি হ্যাঁ বলতাম, তাহলে তা প্রতি বৎসরই ওয়াজিব হয়ে যেত। তখন আল্লাহ তা'আলা আলোচ্য আয়াত নাজিল করেন। –[কুরতুবী : ৩০৭/৬, রূহুল মা'আনী : ৩৯/৪/৭, ফাতহুল কাদীর : ৮৩/২, ইবনে কাছীর : ১০৭/২]

শানে নুযূল– ২ : ইমাম বুখারী (র.) হযরত আনাস বিন মালিক (রা.)–এর উদ্ধৃতি দিয়ে বর্ণনা করেন তিনি বলেন, রাসূল ﷺ একদা এমন ভাষণ দেন, যে ধরনের ভাষণ আমি কখনো শুনতে পাইনি। তিনি ভাষণকালে বলেন, এ মজলিসে আমি যা জানতেছি, তোমরা যদি তা জানতে, তাহলে তোমরা নিতান্তই কম হাসতে এবং অধিক পরিমাণে কাঁদতে। রাবী বলেন, অতঃপর সাহাবায়ে কেরাম-এর চেহারা আবৃত্ত করে ফেলে। অতঃপর এক ব্যক্তি বলল, আমার পিতা কে? রাসূল ﷺ বললেন, অমুক। তখন আলোচ্য আয়াত নাজিল করা হয়। –[ইবনে কাছীর : ১০৬/২, বাহরে মুহীত : ৩৪/৪]

- যেসব জন্তু দলিলের ভিত্তিতে ব্যতিক্রমধর্মী, সেগুলোকে ধরা এবং বধ করা হালাল। যেমন, সামুদ্রিক জন্তু শিকার দলিল এই : أُحِلَّ لَكُمْ صَيْدُ الْبَحْرِ (তোমাদের জন্য সমুদ্রের শিকার হালাল করা হয়েছে।) কিছুসংখ্যক স্থলভাগের জন্তু, যেমন, কাক, চিল, বাঘ, সাপ, বিচ্ছু, পাগলা কুকুর প্রভৃতি বধ করা হালাল। এমনিভাবে যে হিংস্র জন্তু নিজে আক্রমণ করে, সেটিকে বধ করাও হালাল। হাদীসে এগুলোর ব্যতিক্রম উল্লিখিত হয়েছে।
- যে হালাল জন্তু ইহরাম ছাড়া অবস্থায় এবং হেরেমের বাইরে শিকার করা হয়, ইহরামওয়ালা ব্যক্তির পক্ষে তা খাওয়া জায়েজ। যদি সে জন্তুকে শিকার করা ও বধ করার কাজে সে নিজে সহায়ক কিংবা পরামর্শদাতা কিংবা জন্তুর প্রতি ইঙ্গিতকারী না হয়। হাদীসে তাই বলা হয়েছে এবং আয়াতের لَا تَقْتُلُوا শব্দেও এদিকে ইঙ্গিত রয়েছে। কেননা আয়াতে لَا تَقْتُلُوا [বধ করো না।] বলা হয়েছে– لَا تَأْكُلُوا (খেয়ো না) বলা হয়নি।
- হেরেমের এলাকায় প্রাপ্ত শিকারকে জেনেশুনে বধ করলে যেমন বিনিময় ওয়াজিব হয়, তেমনিভাবে ভুলক্রমে বা অজান্তে বধ করলেও বিনিময় ওয়াজিব। –[রূহুল মা'আনী]

https://e-ilm.weebly.com/

- প্রথমবার বধ করলে যেমন বিনিময় ওয়াজিব, এমনিভাবে দ্বিতীয়-তৃতীয়বার বধ করলেও বিনিময় ওয়াজিব।
- বিনিময়ের সারমর্ম এই যে, যে সময়ে এবং যে স্থানে জন্তুকে বধ করা হয়, উত্তম এই যে, দু'জন নির্ভরযোগ্য ব্যক্তি দ্বারা (একজন নির্ভরযোগ্য ব্যক্তি দ্বারাও জায়েজ) জন্তুর মূল্য অনুমান করাতে হবে। যদি নিহত জন্তু খাবার অযোগ্য (অর্থাৎ হারাম) হয়, তবে এর মূল্য একটি ছাগলের মূল্যের চাইতে বেশি ওয়াজিব হবে না। আর যদি জন্তুটি খাবারযোগ্য (অর্থাৎ হালাল) হয়, তবে যে পরিমাণ মূল্য অনুমান করা হবে, তাই ওয়াজিব হবে। উভয় অবস্থায় পরবর্তীতে তিনটি কাজের মধ্য থেকে সে যেকোনো একটি করতে পারে। হয় এ মূল্যের দ্বারা কুরবানির শর্তানুযায়ী কোনো জন্তু ক্রয় করে হেরেমের সীমানার ভিতরে তা জবাই করে মাংস ফকিরদের মধ্যে বণ্টন করে দিবে, না হয় এর মূল্যের সমপরিমাণ খাদ্যশস্য ফেতরার শর্তানুযায়ী প্রতি মিসকিনকে অর্ধ সা' হিসেবে দান করে দিবে এবং না হয় সে খাদ্যশস্য অর্ধ সা' হিসেবে যত জনকে দেওয়া যেত তত সংখ্যক রোজা রাখবে। খাদ্যশস্য বণ্টন এবং রোজা রাখা হেরেমের ভিতরে হওয়া শর্ত নয়। যদি অনুমানকৃত মূল্য অর্ধ সা' থেকেও কম হয়, তবে ইচ্ছা করলে তা একজন ফকিরকে দিয়ে দিতে পারবে কিংবা ইচ্ছা করলে একটি রোজা রাখতে পাবে। এমনিভাবে প্রতি মিসকিনকে অর্ধ সা' হিসেবে দেওয়ার পর যদি অর্ধ সা' থেকে কম অবশিষ্ট থাকে, তবুও ইচ্ছা করলে তা এক মিসকিনকে দিয়ে দিবে কিংবা ইচ্ছা করলে একটি রোজা রাখবে। আমাদের দেশে প্রচলিত ওজন অনুযায়ী অর্ধ সা' পৌনে দুই সেরের সমান।
- উল্লিখিত অনুমানে যতজন মিসকিনের অংশ সাব্যস্ত হয়, যদি তাদেরকে দু'বেলা পেট ভরে আহার করিয়ে দেয়, তবে তাও জায়েজ।
- যদি এ মূল্য দিয়ে জবাই করার জন্য জন্তু ক্রয় করার পর কিছু টাকা উদ্বৃত্ত হয়, তবে উদ্বৃত্ত টাকা দিয়ে ইচ্ছা করলে অন্য জন্তু ক্রয় করতে পারবে কিংবা খাদ্যশস্য ক্রয় করতে পারবে কিংবা খাদ্যশস্যের হিসেবে রোজা রাখতে পারবে। জন্তু বধ যেমন বিনিময় ওয়াজিব হয়, তেমনিভাবে জন্তুকে আহত করলেও অনুমান করাতে হবে যে, এ আঘাতের ফলে জন্তুটির কতটুকু মূল্য হ্রাস পেয়েছে। অতঃপর হ্রাসপ্রাপ্ত মূল্য দিয়ে পূর্বোক্ত তিনটি কাজের যে কোনো একটি কাজ করা জায়েজ হবে।
- এহরাম বাঁধা ব্যক্তির পক্ষে যে জন্তু শিকার করা হারাম সেই জন্তুকে জবাই করাও হারাম। তার জবাইকৃত জীবটি মৃত বলে গণ্য হবে। لَا تَقْتُلُوا বাক্যে ইঙ্গিত রয়েছে যে, ইহরাম বাঁধা ব্যক্তির পক্ষে জবাই করা বধ করারই অনুরূপ।
- যদি কোনো অনাবাদী জায়গায় জন্তু বধ করা হয়, তবে নিকটতম জনবসতির বাজার দর হিসেবে মূল্য অনুমান করতে হবে।
- শিকার কাজের জন্য ইঙ্গিত-ইশারা করা, বলে দেওয়া এবং সাহায্য করাও শিকার করার মতোই হারাম।

শান্তির চারটি উপায় : প্রথম আয়াতে আল্লাহ তা'আলা চারটি বস্তুকে মানুষের প্রতিষ্ঠা, স্থায়িত্ব ও শান্তির কারণ বলে উল্লেখ করেছেন।

প্রথমতঃ কা'বা। আরবি ভাষায় কা'বা চতুষ্কোণবিশিষ্ট গৃহকে বলা হয়। আরবে খাছ আম গোত্রের নির্মিত অপর একটি গৃহও এ নামে খ্যাত ছিল। সে গৃহকে কা'বা এমানিয়্যাহ' বলা হতো। তাই বায়তুল্লাহকে সে কা'বা থেকে স্বতন্ত্র করে বুঝাবার জন্য কা'বা শব্দের সাথে الْبَيْتَ الْحَرَامَ শব্দ যোগ করা হয়েছে।

قِيَامٌ ও قِوَامٌ শব্দটি اِسْمُ مَصْدَرٍ এর অর্থ ঐ সব বস্তু, যার উপর কোনো বস্তুর স্থায়িত্ব নির্ভরশীল। তাই قِيٰمًا لِّلنَّاسِ -এর অর্থ হবে এই যে, কা'বা ও তৎসম্পর্কিত বস্তুসমূহ মানুষের প্রতিষ্ঠা ও স্থায়িত্বের কারণ এবং উপায়।

نَاسٌ শব্দের অর্থ সাধারণ মানুষ। এক্ষেত্রে স্থানের ইঙ্গিতে বিশেষভাবে মক্কার লোকজন কিংবা আরববাসী কিংবা সমগ্র বিশ্বের মানুষকেও বুঝা যেতে পারে। বাহ্যত সমগ্র বিশ্বের মানুষই এর অন্তর্ভুক্ত। তবে মক্কা ও আরববাসীদের একটি বিশেষ বৈশিষ্ট্য রয়েছে। কাজেই আয়াতের মর্ম এই যে, আল্লাহ তা'আল কা'বা তথা বায়তুল্লাহকে এবং পরবর্তীতে উল্লিখিত আরো কতিপয় বস্তুকে সমগ্র বিশ্ব-মানবের জন্য শান্তি ও স্থিতিশীলতার উপায় করে দিয়েছেন। যতদিন পর্যন্ত জগতের প্রতিটি দেশ ও অঞ্চলের মানুষ বায়তুল্লাহর দিকে মুখ করে নামাজ আদায় করতে থাকবে এবং হজব্রত পালন করতে থাকবে, অর্থাৎ যাদের উপর হজ ফরজ, তারা হজ করতে থাকবে, ততদিন পর্যন্ত সমগ্র বিশ্ব প্রতিষ্ঠিত ও সংরক্ষিত থাকবে। পক্ষান্তরে যদি এক বছরকালও কেউ হজব্রত পালন না করে কিংবা বায়তুল্লাহর দিকে মুখ করে কেউ নামাজ আদায় না করে, তবে সমগ্র বিশ্বে ব্যাপক আজাব নেমে আসবে।

https://e-ilm.weebly.com/

কা'বা সমগ্র বিশ্বের স্তম্ভ : এ বিষয়বস্তুটি তাফসীরবিদ হযরত আতা (র.) এভাবে বর্ণনা করেছেন : لو تركوه عاما واحدا لم ينظروا ولم يؤخروا (بحر محيط) এতে বুঝা গেল যে, তাৎপর্যগত ভাবে খানায়ে কা'বা বিশ্বের স্তম্ভ। যতদিন এর দিকে মুখ করা হবে এবং হজ পালিত হতে থাকবে, ততদিনই জগত প্রতিষ্ঠিত থাকবে। যদি কোনো সময় বায়তুল্লাহর এ সম্মান বিলুপ্ত হয়ে যায়, তবে বিশ্বকেও বিলীন করে দেওয়া হবে। বিশ্বের ব্যবস্থাপনা ও বায়তুল্লাহর মাঝে যে যোগসূত্র রয়েছে তার স্বরূপ জানা জরুরি নয়। যেমন, চুম্বক লোহা এবং বিশেষ প্রকারের আঠা ও খড়-কুটোর পারস্পরিক সম্পর্কের স্বরূপ কেউ জানে না। কিন্তু এটি এমন একটি বাস্তব সত্য, যা চোখেই দেখা যায় কেউ একে অস্বীকার করতে পারে না। বায়তুল্লাহর ও বিশ্ব-ব্যবস্থাপনায় পারস্পরিক সম্পর্কের স্বরূপ হৃদয়ঙ্গম করা মানুষের সাধ্যাতীত। বিশ্ব-স্রষ্টার বর্ণনার মাধ্যমেই তা জানা যায়। বায়তুল্লাহর সমগ্র বিশ্বের স্থায়িত্বের কারণ হওয়া এটি তাৎপর্যপূর্ণ বিষয়। বাহ্যিক দৃষ্টি তা অনুভব করতে পারে না, কিন্তু আরব ও মক্কাবাসীদের জন্য এটি যে শান্তি ও নিরাপত্তার কারণ, তা দীর্ঘ অভিজ্ঞতা ও চাক্ষুষ জ্ঞান দ্বারা প্রমাণিত।

বায়তুল্লাহর অস্তিত্ব বিশ্ব-শান্তির কারণ : সাধারণতঃ বিশ্বে রাষ্ট্রীয় আইন প্রয়োগের মাধ্যমে শান্তি প্রতিষ্ঠা করা হয়। এসব কারণে ডাকাত চোর, হত্যা ও লুণ্ঠনকারীরা দুঃসাহস করতে পারে না। কিন্তু জাহেলিয়াত যুগের আরবে কোনো নিয়মতান্ত্রিক রাষ্ট্র কিংবা জন-নিরাপত্তার জন্য কোনো নিয়মিত আইনও প্রচলিত ছিল না। গোত্রীয় কাঠামোতেই রাজনৈতিক ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠিত ছিল। এক গোত্র অন্য গোত্রের জান-মাল ও মান-সম্ভ্রমের উপর যখন ইচ্ছা আক্রমণ করতে পারত। কাজেই কোনো গোত্রের পক্ষে কখনো শান্তি ও নিরাপত্তার সুযোগ ছিল না। আল্লাহ তা'আলার স্বীয় পরিপূর্ণ কুদরতের বলে মক্কার বায়তুল্লাহকে রাষ্ট্রের স্থলাভিষিক্ত করে শান্তির উপায় করে দেন। রাষ্ট্রীয় আইনের বিরুদ্ধাচরণ করার মতো ধৃষ্টতা যেমন, কোনো বুদ্ধিমান ব্যক্তি করতে পারে না, বায়তুল্লাহ শরীফের মর্যাদা ক্ষুণ্ন করার সাহসও তেমনিভাবে কেউ করতে পারত না। আল্লাহ তা'আলা জাহেলিয়াত যুগে বায়তুল্লাহ শরীফের সম্মান ও মাহাত্ম্য সাধারণ মানুষের অন্তরে এমনভাবে সংস্থাপিত করে দেন যে, তারা এর প্রতি সম্মান প্রদর্শনের জন্য যাবতীয় ভাবাবেগ ও প্রবৃত্তিকে বর্জন করতেও কুণ্ঠিত হতো না।

সে যুগের আরবদের রণোন্মাদনা ও গোত্রগত বিদ্বেষ সারা বিশ্বে প্রবাদবাক্যের মতো খ্যাত ছিল। আল্লাহ তাদের অন্তরে বায়তুল্লাহ ও তার আনুষঙ্গিক বস্তুসামগ্রীর সম্মান ও মাহাত্ম্য এমনভাবে বদ্ধমূল করে দিয়েছিলেন যে, প্রাণের ঘোরতর শত্রু কিংবা কঠোরতম অপরাধীও যদি একবার হেরেম শরীফের সীমানায় আশ্রয় নিতে পারত, তবে তার সাত খুন মাফ হয়ে যেত। তারা তীব্র দুঃখ ও ক্রোধ সত্ত্বেও তাকে কিছুই বলত না। হেরেমের অভ্যন্তরে পিতৃহন্তাকে চোখের সামনে দেখেও তারা চক্ষু নত করে চলে যেত।

এমনিভাবে যে ব্যক্তি হজ ও ওমরার নিয়তে বাড়ি থেকে বের হতো কিংবা যে জন্তু হেরেম শরীফে কুরবানির জন্য আনা হতো, তার প্রতিও আরবরা সম্মান প্রদর্শন করত এবং কোনো অতি মন্দ ব্যক্তিও এর ক্ষতি করত না। হজ ও ওমরার কোনো লক্ষণ কিংবা কণ্ঠাভরণ বাধা অবস্থায় কোনো প্রাণের শত্রুকেও তারা কিছুই বলত না।

ষষ্ঠ হিজরিতে রাসূলুল্লাহ ﷺ একদল সাহাবায়ে কেরামকে সাথে করে ওমরার ইহরাম বেঁধে বায়তুল্লাহর উদ্দেশ্যে রওয়ানা হন। হেরেম শরীফের সীমানার সন্নিকটে হুদায়বিয়া নামক স্থানে তিনি যাত্রাবিরতি করেন এবং হযরত হযরত উসমান (রা)–কে কয়েকজন সঙ্গীসহ মক্কায় পাঠিয়ে দেন, যাতে তাঁরা মক্কার সর্দারদেরকে বলে দেন যে, মুসলমানরা যুদ্ধের নিয়তে নয়– ওমরা আদায় করার জন্য এসেছেন। কাজেই তাদের পথে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করা উচিত হবে না।

মোটকথা, জাহেলিয়াত যুগে আল্লাহ তা'আলা আরবদের মনে হারাম শরীফের সম্মান প্রতিষ্ঠিত করেছিলেন। ফলে শান্তি ও নিরাপত্তা অব্যাহত ছিল; এ সম্মানের ফলশ্রুতিতে শুধু হারাম শরীফের ভিতরে যাতায়াতকারী লোকজন এবং বিশেষ চিহ্ন পরিহিত অবস্থায় হজ ও ওমরার জন্য আগমনকারীরা নিরাপদ হয়ে যেত বটে, কিন্তু বর্হিবিশ্বের লোকজন এ দ্বারা কোনো উপকার, শান্তি ও নিরাপত্তা অর্জন করতে পারত না। কিন্তু আরবে যেভাবে বায়তুল্লাহ ও হেরেম শরীফের সম্মান ব্যাপকভাবে প্রতিপালিত হতো, তেমনিভাবে হজের মাসগুলোর প্রতিও বিশেষ সম্মান প্রদর্শন করা হতো। আরবরা এ মাসগুলোকে 'আশহুরে হুরুম' বা সম্মানিত মাস বলত। কেউ কেউ এগুলোর সাথে রজব মাসকেও অন্তর্ভুক্ত করে নিয়েছিল। এসব মাসে হেরেমের বাইরে যুদ্ধ-বিগ্রহ করাকেও আরবরা হারাম মনে করত এবং এ থেকে সযত্নে বেঁচে থাকত।

https://e-ilm.weebly.com/

এ কারণে কুরআন পাক মানুষের স্থায়িত্বের উপায় হিসেবে কা'বার সাথে আরো তিনটি বস্তুর উল্লেখ করেছে; প্রথমতঃ وَالشَّهْرَ الْحَرَامَ অর্থাৎ, সম্মান ও মহত্ত্বের মাস। এখানে شَهْر শব্দটি একবচনে ব্যবহৃত হওয়া সাধারণ তাফসীরবিদগণ বলেছেন যে, এখানে شَهْر حَرَامٌ বলে জিলহজ মাসকে বুঝানো হয়েছে। এ মাসেই হজের ক্রিয়াকর্ম সম্পন্ন হয়। আবার কেউ কেউ বলেছেন যে, শব্দটি একবচন হলেও অর্থের দিক দিয়ে جِنْس হওয়ার কারণে অন্যান্য সম্মানিত মাসও এর অন্তর্ভুক্ত।

দ্বিতীয় বস্তু হচ্ছে هَدْى হারাম শরীফে যে জন্তুকে কুরবানি করা হয়, তাকে هَدْى বলা হয়। যে ব্যক্তির সাথে এরূপ জন্তু থাকত, সে নির্বিবাদে পথ চলতে পারত; তাকে কেউ কিছু বলত না। এভাবে কুরবানির জন্তুও ছিল শান্তি ও নিরাপত্তার অন্যতম উপায়।

তৃতীয় বস্তু قَلَائِدُ এটি قِلَادَةٌ শব্দের বহুবচন। এর অর্থ, গলার হার। জাহেলিয়াত যুগের আরবের প্রথা প্রচলিত ছিল যে, কেউ হজের উদ্দেশ্যে বের হলে চিহ্নস্বরূপ গলায় একটি হার পরে নিত– যাতে একে দেখে সবাই বুঝতে পারে যে, লোকটি হজ করতে যাচ্ছে, ফলে কেউ যেন তাকে কোনো কষ্ট না দেয়। কুরবানির জন্তুর গলায়ও এ ধরনের হার পরিয়ে দেওয়া হতো। এসব হারকেও قَلَائِدُ বলা হয়। এ কারণে قَلَائِدُ ও শান্তি প্রতিষ্ঠার অন্যতম উপায় হয়ে যায়।

চিন্তা করলে বুঝা যাবে যে, সম্মানিত মাসসমূহ, কুরবানির জন্তু এবং গলার হার এ তিনটি বস্তুই বায়তুল্লাহর সাথে সম্পর্কযুক্ত। এদের সম্মানও বায়তুল্লাহর সম্মানেরই একেকটি অংশ। সারকথা এই যে বায়তুল্লাহ ও তৎসম্পর্কিত বস্তুসমূহকে আল্লাহ তা'আলা সমগ্র বিশ্বমানবের জন্য সাধারণভাবে এবং আরব ও মক্কাবাসীদের জন্য বিশেষভাবে স্থায়িত্বের উপায় করে দিয়েছেন।

قِيٰمًا لِّلنَّاسِ এর ব্যাখ্যায় কোনো কোনো তাফসীরবিদ বলেছেন, এর অর্থ এই যে, বায়তুল্লাহ ও হেরেমকে সবার জন্য শান্তির আবাসস্থল করা হয়েছে। কেউ বলেছেন, এর অর্থ হচ্ছে মক্কাবাসীদের জন্য রুজি রোজগারের সুবিধা দান। কেননা এখানে কোনো কিছু উৎপন্ন হয় না। কিন্তু আল্লাহ তা'আলা সারা বিশ্বের জিনিসপত্র এখানে পৌঁছিয়ে দেন।

কেউ বলেন, মক্কাবাসীরা যেহেতু কা'বা গৃহের খাদেম ও সংরক্ষক বলে পরিচিত ছিল, তাই তাদেরকে আল্লাহভক্ত মনে করে সর্বদা মানুষ তাদের সম্মান করত। قِيٰمًا لِّلنَّاسِ বাক্যে তাদের এ বিশেষ সম্মানকেই বুঝানো হয়েছে।

ইমাম আব্দুল্লাহ রাযী (র.) বলেন, এসব উক্তির মধ্যে কোনোরূপ বৈপরীত্য নেই। এসবগুলোই উপরিউক্ত বাক্যের উদ্দেশ্য হতে পারে। কেননা আল্লাহ তা'আলা বায়তুল্লাহকে সব মানুষের স্থায়িত্ব, ইহকাল ও পরকালের মঙ্গল ও সাফল্যের উপায় করেছেন এবং আরব ও মক্কাবাসীদেরকে বিশেষভাবে এর বাহ্যিক ও আভ্যন্তরীণ মঙ্গল ও বরকত দ্বারা ভূষিত করেছেন।

আয়াতের শেষাংশে বলা হয়েছে : ذٰلِكَ لِتَعْلَمُوْٓا اَنَّ اللّٰهَ يَعْلَمُ مَا فِي السَّمٰوٰتِ وَمَا فِي الْاَرْضِ وَاَنَّ اللّٰهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيْمٌ

অর্থাৎ আমি বায়তুল্লাহ ও তৎসম্পর্কিত বস্তুসমূহকে মানুষের জন্য স্থায়িত্ব, শান্তি ও নিরাপত্তার উপায় করেছি। আরববাসীরা বিশেষভাবে এ বিষয়টি প্রত্যক্ষ করে। এটা এজন্য বলা হয়েছে যাতে সবাই জেনে নেয় যে, আল্লাহ তা'আলা ভূমণ্ডল ও নভোমণ্ডলের যাবতীয় বিষয় যথাযথভাবে জানেন এবং তিনিই এর ব্যবস্থাপনা পরিচালনা করতে পারেন।

দ্বিতীয় আয়াতে বলা হয়েছে : اِعْلَمُوْٓا اَنَّ اللّٰهَ شَدِيْدُ الْعِقَابِ وَاَنَّ اللّٰهَ غَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ

অর্থাৎ জেনো, আল্লাহ তা'আলা কঠোর শাস্তিদাতা এবং আল্লাহ তা'আলা অত্যন্ত ক্ষমাশীল, করুণাময়। এতে বলা হয়েছে যে, হালাল ও হারামের যেসব বিধান দেওয়া হয়েছে, তা অত্যন্ত উপযোগী। এগুলো পালন করার মাধ্যমে তোমাদের মঙ্গল নিহিত। পক্ষান্তরে এগুলোর বিরুদ্ধাচরণ করা কঠোর শাস্তির কারণ। সাথে সাথে একথাও বলে দেওয়া হয়েছে যে, মানবীয় ভুলভ্রান্তি ও ঔদাসীন্যের কারণে কোনো গুনাহ হয়ে গেলে আল্লাহ তা'আলা তৎক্ষণাৎ শাস্তি দেন না; বরং তওবাকারী-অনুতপ্ত লোকদের জন্য ক্ষমার দ্বারও উন্মুক্ত রাখেন।

তৃতীয় আয়াতে বলা হয়েছে : مَا عَلَى الرَّسُوْلِ اِلَّا الْبَلٰغُ ۚ وَاللّٰهُ يَعْلَمُ مَا تُبْدُوْنَ وَمَا تَكْتُمُوْنَ

অর্থাৎ আমার রাসূলের দায়িত্ব এতটুকুই যে, তিনি আমার নির্দেশাবলি মানুষের কাছে পৌঁছে দিবেন। এরপর তা মানা না মানার লাভ ও ক্ষতি তারাই ভোগ করবে; তারা না মানলে আমার রাসূলের কোনোই ক্ষতি নেই। এ কথাও জেনো যে, আল্লাহ তা'আলাকে ধোঁকা দেওয়া যাবে না। তিনি তোমাদের প্রকাশ্য ও গোপন সব কাজ সম্পর্কে ওয়াকিফহাল।

চতুর্থ আয়াতে বলা হয়েছে : قُلْ لَّا يَسْتَوِي الْخَبِيْثُ وَالطَّيِّبُ

https://e-ilm.weebly.com/

আরবি ভাষায় خَبِيْثٌ ও طَيِّبٌ দু'টি বিপরীত শব্দ। প্রত্যেক উৎকৃষ্ট বস্তুকে طَيِّبٌ এবং প্রত্যেক নিকৃষ্ট বস্তুকে خَبِيْثٌ বলা হয়। আয়াতে অধিকাংশ তাফসীরবিদদের মতে خَبِيْثٌ শব্দ দ্বারা হারাম ও অপবিত্র এবং طَيِّبٌ শব্দ দ্বারা হালাল ও পবিত্র বস্তুকে বুঝানো হয়েছে। অতএব, আয়াতের অর্থ এই যে, আল্লাহ তা'আলার দৃষ্টিতে বরং প্রত্যেক সুস্থ বুদ্ধি সম্পন্ন লোকের দৃষ্টিতেও পবিত্র ও অপবিত্র এবং হালাল ও হারাম সমান হতে পারে না।

এক্ষেত্রে خَبِيْثٌ ও طَيِّبٌ শব্দ দু'টি স্বীয় ব্যাপকতার দিক দিয়ে হালাল ও হারাম অর্থ– সম্পদ, উত্তম ও অধম মানুষ এবং ভালো ও মন্দ কাজকর্ম ও চরিত্রকে অন্তর্ভুক্ত করেছে। আয়াতের সুস্পষ্ট অর্থ এই যে, কোনো সুস্থ বিবেকবানের দৃষ্টিতে সৎ ও অসৎ এবং ভালো ও মন্দ সমান নয়। এ স্বাভাবিক নিয়ম অনুযায়ী আল্লাহ তা'আলার কাছে হালাল ও হারাম কিংবা পবিত্র ও অপবিত্র বস্তু সমান নয়। এমনভাবে ভালো ও মন্দ কাজ-কর্ম ও চরিত্র এবং সৎ ও অসৎ লোকও সমান নয়।

অতঃপর বলা হয়েছে : وَلَوْ اَعْجَبَكَ كَثْرَةُ الْخَبِيْثِ অর্থাৎ যদিও মাঝে মাঝে মন্দ ও অনুৎকৃষ্ট বস্তুর প্রাচুর্য দর্শকদেরকে বিস্মিত করে দেয় এবং আশ-পাশে মন্দ ও অপবিত্র বস্তুর ব্যাপক প্রসারের কারণে সেগুলোকেই ভালো মনে করতে থাকে, কিন্তু আসলে এটি মানুষের অবচেতন মনের একটি রোগ এবং অনুভূতির ত্রুটি বিশেষ।

অনাবশ্যক প্রশ্ন করা নিষিদ্ধ : আলোচ্য আয়াতসমূহে ব্যক্ত করা হয়েছে যে, কিছু সংখ্যক লোক ইলাহী বিধি-বিধানে অনাবশ্যক চুলচেড়া ঘাঁটাঘাঁটি করতে আগ্রহী হয়ে থাকে এবং যেসব বিধান দেওয়া হয়নি, সেগুলো নিয়ে বিনা প্রয়োজনে প্রশ্নের উপর প্রশ্ন তুলতে থাকে। আয়াতে তাদেরকে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে যে, তারা যেন এরূপ প্রশ্ন না করে, যার ফলশ্রুতিতে তারা কষ্টে নিপতিত হবে কিংবা গোপন রহস্য ফাঁস হওয়ার কারণে অপমানিত ও লাঞ্ছিত হবে।

মহানবী ﷺ-এর পর নবুয়ত ও ওহী আগমনের সমাপ্তি : এ আয়াতে একটি প্রাসঙ্গিক বাক্যে বলা হয়েছে : وَاِنْ تَسْئَلُوْا عَنْهَا حِيْنَ يُنَزَّلُ الْقُرْاٰنُ تُبْدَ لَكُمْ অর্থাৎ কুরআন অবতরণকালে যদি তোমরা এরূপ প্রশ্ন কর, তবে ওহীর মাধ্যমে উত্তর এসে যাবে। এতে 'কুরআন অবতরণকালে' বলে ইঙ্গিত করা হয়েছে যে, কুরআন অবতরণ সমাপ্ত হলে নবুয়ত ও ওহীর আগমনও বন্ধ করে দেওয়া হবে।

নবুয়তের আগমন খতম হয়ে যাওয়া ও ওহীর আগমন বন্ধ হয়ে যাওয়ার পর এ ধরনের প্রশ্নের ফলে যদিও নতুন কোনো বিধান আসবে না এবং যা ফরজ নয়, তা ফরজ হবে না কিংবা ওহীর মাধ্যমে কারো গোপন তথ্য ফাঁস হয়ে যাবে না, তথাপি অনাবশ্যক প্রশ্ন তৈরি করে সেগুলোর তথ্যানুসন্ধানে ব্যাপৃত হওয়া কিংবা অপ্রয়োজনীয় বিষয় নিয়ে প্রশ্ন করা নবুয়ত বন্ধ হয়ে যাওয়ার পরও নিন্দনীয় ও নিষিদ্ধই থাকবে। কেননা এতে করে নিজের ও অপরের সময় নষ্ট করা হয়। রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন : مِنْ حُسْنِ اِسْلَامِ الْمَرْءِ تَرْكُهُ مَا لَا يَعْنِيْهِ অর্থাৎ মুসলমান হওয়ার একটি সৌন্দর্য এই যে, মুসলমান ব্যক্তি অনর্থক বিষয়াদি পরিত্যাগ করে। আজকাল অনেক মুসলমান অনর্থক বিয়াদির তথ্যানুসন্ধানে ব্যাপৃত থাকে। হযরত মূসা (আ.)-এর মায়ের নাম কি ছিল, হযরত নূহ (আ.)-এর নৌকার দৈর্ঘ্য প্রস্থ কি ছিল, ইত্যাকার প্রশ্নের কোনো সম্পর্ক মানুষের কর্মের সাথে নেই। উপরিউক্ত হাদীস থেকে জানা গেল যে, এ জাতীয় প্রশ্ন করা নিন্দনীয়, বিশেষ করে যখন এ কথাও জানা যায় যে, এরূপ প্রশ্নকারীরা অধিকাংশ ক্ষেত্রে জরুরি ও গুরুত্বপূর্ণ ধর্মীয় মাসআলা সম্পর্কেই অজ্ঞ থাকে। অনর্থক কাজে ব্যাপৃত হওয়ার ফলে মানুষ জরুরি কাজ থেকে বঞ্চিত থাকে। অতীতে ফিকহবিদ আলেমগণ মাসআলা-মাসায়েলের অনেক কাল্পনিক দিক বের করে এবং বিভিন্ন প্রশ্ন তৈরি করে শরিয়তের বিধান বর্ণনা করেছেন। পরবর্তী ঘটনাবলি থেকে প্রমাণিত হয়েছে যে, ভবিষ্যৎ বংশদরদের জন্য এগুলো জরুরি ছিল। তাই এসব প্রশ্ন অনর্থক ও অনাবশ্যক ছিল না। ইসলামের অন্যতম শিক্ষা এই যে, কোনো দীনি কিংবা জাগতিক উপকার লক্ষ্য না হলে যে কোনো জ্ঞানানুশীলন, কর্ম অথবা কথায় ব্যাপৃত হওয়া উচিত নয়।

বহিরা, সায়েবা ইত্যাদির সংজ্ঞা : 'বহিরা' 'সায়েবা' 'ওছিলা' 'হামী' প্রভৃতি সবই জাহেলিয়াত যুগের কুপ্রথা ও কুসংস্কারের সাথে সম্পর্কযুক্ত বিষয়। এগুলোর ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে তাফসীরবিদদের মধ্যে বিস্তর মতভেদ রয়েছে। তবে আলোচ্য শব্দগুলোর মধ্যে প্রত্যেকটি বিভিন্ন প্রকারের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হওয়া সম্ভবপর। আমরা সহীহ বুখারী থেকে সা'ঈদ ইবনে মুসাইয়্যেবের ব্যাখ্যা উদ্ধৃতি করছি।

'বহিরা' এমন জন্তুকে বলা হয় যার দুধ প্রতিমার নামে উৎসর্গ করা হতো এবং কেউ নিজের কাজে ব্যবহার করত না।

'সায়েবা' ঐ জন্তু, যাকে প্রতিমার নামে আমাদের দেশে ষাঁড়ের নামে ছেড়ে দেওয়া হতো।

https://e-ilm.weebly.com/

'হামী' পুরুষ উট, যে বিশেষ সংখ্যক রমণ ক্রিয়া সমাপ্ত করে। এরূপ উটকেও প্রতিমার নামে ছেড়ে দেওয়া হতো। 'ওছিলা' যে উষ্ট্রী উপর্যুপরি মাদী বাচ্চা প্রসব করে। জাহিলি যুগে এরূপ উষ্ট্রীকেও প্রতিমার নামে ছেড়ে দেওয়া হতো। এসব শিরকের নিদর্শনাবলি তো ছিলই; তদুপরি যে জন্তুর মাংস, দুধ ইত্যাদি দ্বারা উপকৃত হওয়া আল্লাহর আইনে বৈধ, নিজেদের পক্ষ থেকে শর্তাদি আরোপ করে সে জন্তুকে হালাল ও হারাম করার অধিকার তারা কোথায় পেল? মনে হয়, তারা শরিয়ত প্রণেতার পদে নিজেরাই আসীন হয়ে গিয়েছিল। আরো অবিচার এই যে নিজেদের এসব মুশরিকসুলভ কুপ্রথাকে তারা আল্লাহ তা'আলার সন্তুষ্টি ও নৈকট্যের উপায় বলে মনে করত। এর উত্তরে বলা হয়েছে যে, আল্লাহ তা'আলা কখনো এসব প্রথা নির্ধারণ করেননি; বরং তাদের বড়রা আল্লাহর প্রতি এর অপবাদ আরোপ করেছে এবং অধিকাংশ নির্বোধ জনগণ একে গ্রহণ করে নিয়েছে। মোটকথা, এখানে হুঁশিয়ার করা হয়েছে যে, অনর্থক প্রশ্ন করে শরিয়তের বিধানে সংকীর্ণতা ও কঠোরতা সৃষ্টি করা যেমন অপরাধ, তেমনি শরিয়ত প্রণেতার নির্দেশ ছাড়া স্বীয় অভিমত ও প্রবৃত্তি দ্বারা হালাল-হারাম নির্ধারণ করা আরো বড় অপরাধ।

শাব্দিক অনুবাদ

دُمْتُمْ : সীগাহ جمع مذكر حاضر বহছ ماضى معروف বাব نَصَرَ মাসদার اَلدَّوَامُ মূলবর্ণ (د ـ و ـ م) জিনস اجوف واوى অর্থ– তোমরা ছিলে।

تُبْدَ : সীগাহ واحد مؤنث غائب বহছ مضارع مجهول বাব اِفْعَالٌ মাসদার اَلْاِبْدَاءُ মূলবর্ণ (ب ـ د ـ ء) জিনস ناقص واوى অর্থ– তাকে প্রকাশ করে দেওয়া হবে।

تَسُؤْ : সীগাহ واحد مؤنث غائب বহছ مضارع معروف বাব نَصَرَ মাসদার اَلسَّوْءُ মূলবর্ণ (س ـ و ـ ء) জিনস মুরাক্কাব اجوف واوى و مهموز لام অর্থ– তা খারাপ লাগে।

بَحِيْرَةٌ : শব্দটি একবচন, বহুবচন بَحَائِرُ অর্থ– দেবতার নামে সম্পর্কিত, কেউ পান করে না। কানকাটা জন্তু।

سَائِبَةٌ : শব্দটি একবচন, বহুবচন سَوَائِبُ অর্থ– যে উটনীকে দশটি মাদী বাচ্চা পাওয়ার পর দেবতার নামে উৎসর্গ করা হতো।

وَصِيْلَةٌ : শব্দটি একবচন, বহুবচন وَصَائِلُ অর্থ– যে মিলিয়ে নেয়। যে উটনী পর পর দুটি মাদী বাচ্চা প্রসব করে।

حَامٍ : শব্দটি একবচন, বহুবচন حَوَامِىْ অর্থ– যে উট দশটি বাচ্চা প্রজনন দেওয়ার পর অক্ষম হয়ে গেছে। যাকে দেবতার নামে ছেড়ে দেওয়া হয়েছে। এর উপর বোঝা বহন বা আরোহণ করা হয় না।

https://e-ilm.weebly.com/

وَاِذَا قِيْلَ لَهُمْ تَعَالَوْا اِلٰى مَاۤ اَنْزَلَ اللّٰهُ وَاِلَى الرَّسُوْلِ قَالُوْا حَسْبُنَا مَا وَجَدْنَا عَلَيْهِ اٰبَآءَنَا ؕ اَوَلَوْ كَانَ اٰبَآؤُهُمْ لَا يَعْلَمُوْنَ شَيْـًٔا وَّلَا يَهْتَدُوْنَ (١٠٤)

অনুবাদ : (১০৪) আর যখন তাদেরকে বলা হয় যে, আস আল্লাহর অবতারিত বিধানসমূহের দিকে এবং তাঁর রাসূলের দিকে, তখন তারা বলে, আমাদের জন্য তাই যথেষ্ট যাতে নিজেদের পূর্বপুরুষদেরকে পেয়েছি [তা তাদের জন্য যথেষ্ট হবে?] যদিও তাদের পূর্বপুরুষগণ না কোনো জ্ঞান রাখত, আর না হেদায়েতপ্রাপ্ত ছিল।

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا عَلَيْكُمْ اَنْفُسَكُمْ ۚ لَا يَضُرُّكُمْ مَّنْ ضَلَّ اِذَا اهْتَدَيْتُمْ ؕ اِلَى اللّٰهِ مَرْجِعُكُمْ جَمِيْعًا فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُوْنَ (١٠٥)

(১০৫) হে ঈমানদারগণ! নিজেদের [সংশোধন করার] চিন্তা কর, যখন তোমরা [দীনের] পথে চলছ, অতঃপর যে পথভ্রষ্ট হয় তাতে তোমাদের কোনো ক্ষতি নেই, আল্লাহরই সমীপে তোমাদের সকলকে প্রত্যাবর্তিত হতে হবে, অতঃপর তিনি তোমাদেরকে জানিয়ে দিবেন, যা কিছু তোমরা করছিলে।

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا شَهَادَةُ بَيْنِكُمْ اِذَا حَضَرَ اَحَدَكُمُ الْمَوْتُ حِيْنَ الْوَصِيَّةِ اثْنٰنِ ذَوَا عَدْلٍ مِّنْكُمْ اَوْ اٰخَرٰنِ مِنْ غَيْرِكُمْ اِنْ اَنْتُمْ ضَرَبْتُمْ فِى الْاَرْضِ

(১০৬) হে ঈমানদারগণ! তোমাদের পরস্পরের [বিষয়াদির] মধ্যে দুই জন লোক ওছী থাকা সঙ্গত যখন তোমাদের মধ্যে কারোও মৃত্যু আসন্ন হয় [অর্থাৎ] অসিয়ত করার সময়, [এবং] এই দুই ব্যক্তি এরূপ যে, দীনদার এবং তোমাদের মধ্য হতে হতে অথবা ভিন্ন সম্প্রদ্রায় হতে দু'জন হবে যদি তোমরা সফরে থাক,

https://e-ilm.weebly.com/

শাব্দিক অনুবাদ

(১০৪) وَاِذَا قِيْلَ لَهُمْ আর যখন তাদেরকে বলা হয় যে تَعَالَوْا আস اِلٰى مَاۤ اَنْزَلَ اللّٰهُ আল্লাহর অবতারিত বিধানসমূহের দিকে وَاِلَى الرَّسُوْلِ এবং তাঁর রাসূলের দিকে قَالُوْا তখন তারা বলে حَسْبُنَا مَا وَجَدْنَا عَلَيْهِ اٰبَآءَنَا আমাদের জন্য তাই যথেষ্ট যাতে নিজেদের পূর্বপুরুষদেরকে পেয়েছি اَوَلَوْ كَانَ اٰبَآؤُهُمْ যদিও তাদের পূর্বপুরুষগণ لَا يَعْلَمُوْنَ شَيْـًٔا وَّلَا يَهْتَدُوْنَ না কোনো জ্ঞান রাখত, আর না হেদায়েতপ্রাপ্ত ছিল।

(১০৫) يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا হে ঈমানদারগণ! عَلَيْكُمْ اَنْفُسَكُمْ নিজেদের [সংশোধন করার] চিন্তা কর لَا يَضُرُّكُمْ مَّنْ ضَلَّ অতঃপর যে পথভ্রষ্ট হয় তাতে তোমাদের কোনো ক্ষতি নেই اِذَا اهْتَدَيْتُمْ যখন তোমরা [দীনের] পথে চলছ اِلَى اللّٰهِ مَرْجِعُكُمْ جَمِيْعًا আল্লাহরই সমীপে তোমাদের সকলকে প্রত্যাবর্তিত হতে হবে فَيُنَبِّئُكُمْ অতঃপর তিনি তোমাদেরকে জানিয়ে দিবেন بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُوْنَ যা কিছু তোমরা করছিলে।

(১০৬) يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا হে ঈমানদারগণ! شَهَادَةُ بَيْنِكُمْ তোমাদের পরস্পরের মধ্যে দুই জন লোক ওছী থাকা সঙ্গত اِذَا حَضَرَ اَحَدَكُمُ الْمَوْتُ যখন তোমাদের মধ্যে কারোও মৃত্যু আসন্ন হয় حِيْنَ الْوَصِيَّةِ অসিয়ত করার সময় اثْنٰنِ ذَوَا عَدْلٍ مِّنْكُمْ এই দুই ব্যক্তি এরূপ যে দীনদার এবং তোমাদের মধ্য হতে হবে اَوْ اٰخَرٰنِ مِنْ غَيْرِكُمْ অথবা ভিন্ন সম্প্রদ্রায় হতে দু'জন হবে اِنْ اَنْتُمْ ضَرَبْتُمْ فِى الْاَرْضِ যদি তোমরা সফরে থাক

فَاَصَابَتْكُمْ مُّصِيْبَةُ الْمَوْتِ ۭ تَحْبِسُوْنَهُمَا مِنْۢ بَعْدِ الصَّلٰوةِ فَيُقْسِمٰنِ بِاللّٰهِ اِنِ ارْتَبْتُمْ لَا نَشْتَرِيْ بِهٖ ثَمَنًا وَّلَوْ كَانَ ذَا قُرْبٰى ۙ وَلَا نَكْتُمُ شَهَادَةَ اللّٰهِ لَآ اِنَّآ اِذًا لَّمِنَ الْاٰثِمِيْنَ (١٠٦)

অনুবাদ : অতঃপর মৃত্যুর ঘটনা তোমাদের উপর উপস্থিত হয়, যদি তোমাদের সন্দেহ হয়, তবে ওছীদ্বয়কে নামাজের [জামাতের] পর রুখে নাও, অতঃপর তারা উভয়ে আল্লাহর নামে শপথ করবে যে, আমরা এই শপথের বিনিময়ে কোনো স্বার্থ ভোগ করব না, যদি কোনো আত্মীয়ও হয়, আর আল্লাহর বিধানকে আমরা গোপন করব না, [যদি এরূপ করি, তবে] এমতাস্থায় আমরা ভীষণ পাপী হবো।

فَاِنْ عُثِرَ عَلٰٓى اَنَّهُمَا اسْتَحَقَّآ اِثْمًا فَاٰخَرٰنِ يَقُوْمٰنِ مَقَامَهُمَا مِنَ الَّذِيْنَ اسْتَحَقَّ عَلَيْهِمُ الْاَوْلَيٰنِ فَيُقْسِمٰنِ بِاللّٰهِ لَشَهَادَتُنَآ اَحَقُّ مِنْ شَهَادَتِهِمَا وَمَا اعْتَدَيْنَآ ۖ اِنَّآ اِذًا لَّمِنَ الظّٰلِمِيْنَ (١٠٧)

(১০৭) অতঃপর যদি জানা যায় যে, ওছীদ্বয় কোনো পাপে জড়িত হয়েছে, তবে যাদের বিরুদ্ধে পাপে জড়িত হয়েছিল তাদের মধ্য হতে [মৃতের] সর্বাপেক্ষা নিকটতম অপর দুই ব্যক্তি সেই স্থানে দাঁড়াবে যেখানে ওছীদ্বয় দাঁড়িয়েছিল, অতঃপর উভয়ে [এরূপে] আল্লাহর নামে শপথ করবে যে, নিশ্চয় আমাদের এই শপথ তাদের শপথ অপেক্ষা অধিক সত্য এবং আমরা কিছুমাত্র ব্যতিক্রম করিনি, [যদি করি, তবে] এমতাবস্থায় জালেমদের অন্তর্ভুক্ত হব।

ذٰلِكَ اَدْنٰٓى اَنْ يَّاْتُوْا بِالشَّهَادَةِ عَلٰى وَجْهِهَآ اَوْ يَخَافُوْٓا اَنْ تُرَدَّ اَيْمَانٌۢ بَعْدَ اَيْمَانِهِمْ ۭ وَاتَّقُوا اللّٰهَ وَاسْمَعُوْا ۭ وَاللّٰهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْفٰسِقِيْنَ (١٠٨) ع ٤

(১০৮) এটাই এ বিষয়ের অতীব সহজ পন্থা যে, তারা ঘটনা যথাযথভাবে প্রকাশ করে দেয়, অথবা এর ভয় করে যে, তাদের শপথ গ্রহণ করার পর [পুনঃ] শপথগুলোকে ফিরানো হবে, আর আল্লাহ তা'আলাকে ভয় কর এবং [বিধানসমূহ] শ্রবণ কর, আর আল্লাহ ফাসেকদেরকে পথ দেখাবেন না।

শাব্দিক অনুবাদ

فَاَصَابَتْكُمْ مُّصِيْبَةُ الْمَوْتِ অতঃপর মৃত্যুর ঘটনা তোমাদের উপর উপস্থিত হয় تَحْبِسُوْنَهُمَا তবে ওছীদ্বয়কে রুখে নাও مِنْ بَعْدِ الصَّلٰوةِ নামাজের পর فَيُقْسِمٰنِ بِاللّٰهِ অতঃপর তারা উভয়ে আল্লাহর নামে শপথ করবে যে, اِنِ ارْتَبْتُمْ যদি তোমাদের সন্দেহ হয় لَا نَشْتَرِيْ بِهٖ ثَمَنًا আমরা এই শপথের বিনিময়ে কোনো স্বার্থ ভোগ করব না وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبٰى যদি কোনো আত্মীয়ও হয় وَلَا نَكْتُمُ شَهَادَةَ اللّٰهِ আর আল্লাহর বিধানকে আমরা গোপন করব না اِنَّآ اِذًا لَّمِنَ الْاٰثِمِيْنَ এমতাস্থায় আমরা ভীষণ পাপী হবো।

(১০৭) فَاِنْ عُثِرَ অতঃপর যদি জানা যায় যে عَلٰٓى اَنَّهُمَا اسْتَحَقَّآ اِثْمًا ওছীদ্বয় কোনো পাপে জড়িত হয়েছে فَاٰخَرٰنِ يَقُوْمٰنِ مَقَامَهُمَا অপর দুই ব্যক্তি সেই স্থানে দাঁড়াবে যেখানে ওছীদ্বয় দাঁড়িয়েছিল مِنَ الَّذِيْنَ اسْتَحَقَّ عَلَيْهِمُ الْاَوْلَيٰنِ যাদের বিরুদ্ধে পাপে জড়িত হয়েছিল তাদের মধ্য হতে [মৃতের] সর্বাপেক্ষা নিকটতম فَيُقْسِمٰنِ بِاللّٰهِ অতঃপর উভয়ে আল্লাহর নামে শপথ করবে যে لَشَهَادَتُنَآ اَحَقُّ مِنْ شَهَادَتِهِمَا নিশ্চয় আমাদের এই শপথ তাদের শপথ অপেক্ষা অধিক সত্য وَمَا اعْتَدَيْنَآ এবং আমরা কিছুমাত্র ব্যতিক্রম করিনি اِنَّآ اِذًا لَّمِنَ الظّٰلِمِيْنَ [যদি করি, তবে] এমতাবস্থায় জালেমদের অন্তর্ভুক্ত হব।

(১০৮) ذٰلِكَ اَدْنٰٓى এটাই এ বিষয়ের অতীব সহজ পন্থা যে اَنْ يَّاْتُوْا بِالشَّهَادَةِ عَلٰى وَجْهِهَآ তারা ঘটনা যথাযথভাবে প্রকাশ করে দেয় اَوْ يَخَافُوْٓا অথবা এর ভয় করে যে, اَنْ تُرَدَّ اَيْمَانٌۢ بَعْدَ اَيْمَانِهِمْ তাদের শপথ গ্রহণ করার পর [পুনঃ] শপথগুলোকে ফিরানো হবে وَاتَّقُوا اللّٰهَ আর আল্লাহ তা'আলাকে ভয় কর। وَاسْمَعُوْا এবং [বিধানসমূহ] শ্রবণ কর وَاللّٰهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْفٰسِقِيْنَ আর আল্লাহ ফাসেকদেরকে পথ দেখাবেন না।

https://e-ilm.weebly.com/

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

শানে নুযূল : জাহিলিয়াত যুগে যেসব কুপ্রথা প্রচলিত ছিল, তন্মধ্যে পিতৃপুরুষদের পদাঙ্ক অনুসরণ করা ছিল অন্যতম। এ কুপ্রথাই তাদেরকে কুকর্মে লিপ্ত ও সৎকর্ম থেকে বঞ্চিত করে রেখেছিল। তাফসীর দুররে মনসূরে ইবনে আবী হাতেমের বরাত দিয়ে বর্ণিত রয়েছে যে, কোনো ভাগ্যবান ব্যক্তি যদি সত্যোপলব্ধির ফলে মুসলমান হয়ে যেত, তবে তাকে এমনভাবে ধিক্কার দেওয়া হতো যে, তুই আমাদের পিতৃপুরুষদেরকে বেওকুফ সাব্যস্ত করেছিস। তাদের রীতিনীতি ত্যাগ করে অন্য তরিকা অবলম্বন করেছিস। তাদের এ অন্ধ বিশ্বাসের পরিপ্রেক্ষিতেই এ আয়াতটি অবতীর্ণ হয়–

وَاِذَا قِيْلَ لَهُمْ تَعَالَوْا اِلٰى مَآ اَنْزَلَ اللّٰهُ وَاِلَى الرَّسُوْلِ قَالُوْا حَسْبُنَا مَا وَجَدْنَا عَلَيْهِ اٰبَآءَنَا -

অর্থাৎ, যখন তাদেরকে বলা হতো যে, তোমরা আল্লাহর অবতীর্ণ সত্য বিধানাবলি ও রাসূলের দিকে এসো, যা সর্বাদিক দিয়ে উপযোগী এবং তোমাদের মঙ্গল ও সাফল্যের রক্ষাকবচ, তখন তারা এছাড়া কোনো উত্তর দিতো না যে, আমরা বাপদাদাদেরকে যে তরিকায় পেয়েছি, আমাদের জন্য তা-ই যথেষ্ট।

(১০৫) قوله يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا عَلَيْكُمْ الخ **আয়াতের শানে নুযূল :** আবূ সালেহ ইবনে আব্বাস (রা.)-এর উদ্ধৃতি দিয়ে বর্ণনা করেন যে, মক্কায় মুনাফিক সম্প্রদায় রাসূল ﷺ-এর প্রতি আশ্চর্য বোধ করে বলছিল, মুহাম্মদ ধারণা করছে যে, আল্লাহ তাঁকে সকল মানুষের মোকাবিলায় মুসলমান না হওয়া পর্যন্ত হত্যা পরিচালনা করার জন্য প্রেরণ করেছেন। অথচ তিনি অগ্নিপূজারীকে বহিষ্কার ও আহলে কিতাব হতে জিযিয়া কর গ্রহণ করেছেন। ইসলাম গ্রহণ করার জন্য তাদেরকে বাধ্য করেননি কেন? মুসলমানদের নিকট তা অত্যন্ত পীড়াদায়ক বলে মনে হলো। সেই অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে আল্লাহ তা'আলা আলোচ্য আয়াত নাজিল করেন। –[বাহরে মুহীত : ৪১/৪]

(১০৬) قوله يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا شَهَادَةُ بَيْنِكُمْ اِذَا حَضَرَ اَحَدَكُمُ الْمَوْتُ الخ **আয়াতের শানে নুযূল–১ :** বুখারী ও দারাকুতনীর বর্ণনা মতে আলোচ্য আয়াত তামীম দারী ও আদী বিন বাদ্দা দু'খ্রিস্টান সম্পর্কে অবতীর্ণ হয়েছে। তারা হযরত ইবনে আব্বাস (রা.)-এর উদ্ধৃতি দিয়ে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেন, তামীমে দারী ও আদী বিন বাদ্দা মক্কা গেল। তাদের সাথে বনী সাহাম গোত্রে এক যুবকও বের হলো। অতঃপর সে এমন একটি অঞ্চলে মারা গেল, যেখানে মুসলমান কেউ ছিলনা। সুতরাং সে তাদেরকে অসিয়ত করল, তারা তার অসিয়ত অনুযায়ী তার পরিবারের লোকজনের নিকট তার ত্যাজ্য সম্পদ সোপর্দ করল কিন্তু তার খাঁটি স্বর্ণ রৌপ্য দ্বারা তৈরি পেয়ালাটি তারা রেখে দিল। হযরত রাসূল ﷺ-এর নিকট এ নালিশ যাওয়ার পর রাসূল ﷺ তাদের দু'জন থেকে শপথ গ্রহণ করে জিজ্ঞেস করেন। তারা তাতে অস্বীকার করল। পরবর্তীতে সে পেয়ালাটি মক্কায় পাওয়া গেল। তাদেরকে জিজ্ঞেস করা হলে তারা উত্তরে বলল যে, আমরা আদী ও তামীম থেকে তা খরিদ করেছি। সুতরাং সাহামীর ওয়ারিশ দু'জন এসে শপথ করে বলল যে, এ পেয়ালাটি সাহামীর। তারা আরও বললেন যে, তাদের সাক্ষী অপেক্ষা আমাদের সাক্ষী অতি নির্ভরযোগ্য। আমরা সীমালঙ্ঘন করি না। অতএব তারা এ পেয়ালাটি নিয়ে আসে। তাদের এ ঘটনা সম্পর্কে আলোচ্য আয়াত নাজিল করা হয়েছে। –[কুরতুবী : ৩২১/৬, ফাতহুল কাদীর : ৮৯/২]

শানে নুযূল– ২ : নাক্কাশ বলেন, আলোচ্য আয়াত বুদাইল বিন আবী মারযাম, আস বিন ওয়ায়েল আস সাহামীর দাস সম্পর্কে নাজিল হয়েছে। তিনি আবেসিনিয়ার উদ্দেশ্যে সমুদ্র পথে বের হন। তাঁর সাথে ছিল লাযম ও আদী নামক দু'জন খ্রিস্টান। জাহাজে থাকাকালেই তিনি ইন্তেকাল করেন। সুতরাং তারা তাকে সমুদ্রে ফেলে দিল। আর তিনি একটি অসিয়ত নামা লিখে তার মালের মাঝে রেখে দিয়ে তাদেরকে বললেন, আমার এ মাল আমার পরিবারের লোকজনের নিকট পৌঁছে দিবে। বুদাইল মারা যাবার পর পরই তারা দু'জনে তার মাল নিজেদের মালিকানায় নিয়ে যায়। সে মালের মধ্যে তাদের নিকট অতি পছন্দনীয় বস্তু স্বর্ণ রৌপ্য দ্বারা নির্মিত একটি পাত্র ছিল, তারা সে পাত্রটি নিয়ে নেয়। পরবর্তীতে বুদাইলের প্রেরিত মালের সাথে মৃত্যুকালীন লিখিত সে পত্র পেয়ে বুদাইলের পরিবারের লোকজন তাদেরকে এ পাত্রটির কথা জিজ্ঞেস করলে তারা তার ওয়ারিশদের নিকট স্বীকার করেনি। কিন্তু বুদাইলের ওয়ারিশগণ রাসূল ﷺ-এর নিকট এ বিষয়ে মকদ্দমা নিয়ে যায়। সে পরিপ্রেক্ষিতে আলোচ্য আয়াত নাজিল হয়েছে। –[কুরতুবী : ৩২২/৬, বাহরে মুহীত : ৪৩/৩]

(১০৭) قوله فَاِنْ عُثِرَ عَلٰٓى اَنَّهُمَا اسْتَحَقَّآ اِثْمًا فَاٰخَرٰنِ يَقُوْمٰنِ مَقَامَهُمَا الخ **আয়াতের শানে নুযূল :** মুফাসসিরগণ (র.) বর্ণনা করেছেন যে, পূর্ববর্তী আয়াত অর্থাৎ يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا شَهَادَةُ بَيْنِكُمْ الخ যখন নাজিল হয়েছে, তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ আদী ও তামীমকে

https://e-ilm.weebly.com/

ডেকে এনে মিম্বরের নিকট তাদের হাতে শপথ বাক্য গ্রহণ করেন। তাদের দায়িত্বে অর্পিত বস্তুসামগ্রী হতে তারা কোনো বস্তুতে কোনো ধরনের খিয়ানত করেনি বলে শপথ বাক্য পাঠ করে। তাদের এভাবে শপথ করার কারণে রাসূল ﷺ তাদেরকে ছেড়ে দিলেন। তাছাড়া আর অন্য কোনো বিধান আরোপ করেননি। পরবর্তীতে স্বর্ণের সে পাত্রটি কোনো স্বর্ণকারের নিকট অর্পণ করার কারণে বুদাইলের ওয়ারিশগণ পুনরায় রাসূল ﷺ-এর নেকট বিষয়টি উত্থাপন করেন, সুতরাং পুনর্বার তাদেরকে রাসূল ﷺ-এর খেদমতে উপস্থিত হতে হয়েছে। সে পরিপ্রেক্ষিতে আলোচ্য আয়াত নাজিল হয়েছে। –[মা'আরিফুল নুযূল : ৪২৭/১]

وَاِذَا قِيْلَ لَهُمْ تَعَالَوْا اِلٰى مَا اَنْزَلَ اللّٰهُ وَاِلَى الرَّسُوْلِ قَالُوْا حَسْبُنَا مَا وَجَدْنَا عَلَيْهِ اٰبَآءَنَا

অর্থাৎ যখন তাদেরকে বলা হতো যে, তোমরা আল্লাহর অবতীর্ণ সত্য বিধানাবলি ও রাসূলের দিকে এসো, যা সর্বদিক দিয়ে উপযোগী এবং তোমাদের মঙ্গল ও সাফল্যের রক্ষাকবচ, তখন তারা এছাড়া কোনো উত্তর দিত না যে, আমরা বাপ-দাদাদেরকে যে তরিকায় পেয়েছি, আমাদের জন্য তাই যথেষ্ট।

এ শয়তানি যুক্তিই লক্ষ লক্ষ মানুষকে সাধারণ জ্ঞানবুদ্ধির অধিকারী হওয়া সত্ত্বেও পথভ্রষ্ট করেছে। কুরআন পাক এর উত্তরে বলে اَوَلَوْ كَانَ اٰبَآؤُهُمْ لَا يَعْلَمُوْنَ شَيْئًا চিন্তাশীল ব্যক্তি মাত্রই বুঝতে পারে যে, কুরআন পাকের এ বাক্যটি কোনো ব্যক্তি অথবা দলের অনুসরণ করার ব্যাপারে একটি বিশুদ্ধ মূলনীতি ব্যক্ত করেছে। ফলে অন্ধরা দৃষ্টিশক্তি লাভ করেছে এবং মূর্খও গাফেলদের জন্য সত্য প্রকাশের পথ খুলে গেছে, মূলনীতিটি এই যে, অজ্ঞরা জ্ঞানবানদের অনভিজ্ঞারা অভিজ্ঞদের এবং মূর্খরা জ্ঞানীদের অনুসরণ করবে একথা স্বতঃসিদ্ধ, কিন্তু জ্ঞান-বুদ্ধি ও হেদায়েতের মাপকাঠি পরিত্যাগ করে বাপ-দাদা কিংবা ভাই বন্ধুদের অনুসরণকে নীতি হিসেবে গ্রহণ করা কিছুতেই যুক্তিযুক্ত হতে পারে না। অনুসৃত ব্যক্তি নিজে কোথায় যাচ্ছে এবং অনুসারীদেরকেই বা কোথায় নিয়ে যাবে একথা না জেনে তার পদাঙ্ক অনুসরণে লেগে যাওয়া মূর্খতা ছাড়া আর কিছুই নয়।

এমনিভাবে কিছুসংখ্যক লোক বেশি মানুষের সমাগমকেই অনুসরণের মাপকাঠি মনে করে। যার কাছে মানুষের ভিড় দেখে তারা তারই অনুসরণে লেগে যায়। এটিও একটি অযৌক্তিক কাজ। কেননা জগতে সব সময়ই বেকুব, নির্বোধ ও কুকর্মীদের সংখ্যাগরিষ্ঠতা রয়েছে। তাই মানুষের ভিড়ই সত্যাসত্য ও ভালো মন্দ চিহ্নিত করার মাপকাঠি হতে পারে না।

অযোগ্য ব্যক্তির অনুসরণ করা ধ্বংস ডেকে আনার শামিল : কুরআন পাকের এ বাক্যের সুস্পষ্ট শিক্ষা এই যে, বাপ-দাদা, ভাই-বেরাদর ইত্যাদি কেউ অনুসৃত হওয়ার জন্য যথেষ্ট নয়; বরং প্রতিটি মানুষের পক্ষে সর্বপ্রথম স্বীয় জীবনের লক্ষ্য ও জীবনযাত্রার গতিপথ নির্ধারণ করা জরুরি। এরপর তা অর্জনের জন্য দেখা দরকার যে, এমন ব্যক্তি কে, যার এ লক্ষ্য অর্জনের পথ সম্পর্কে সম্যক জ্ঞান রয়েছে এবং এ পথে নিজেও চলেছেন। এমন ব্যক্তি পাওয়া গেলে তার অনুসরণ অবশ্যই মনযিলে মাকসূদে পৌঁছাতে পারে। মুজতাহিদ ইমামদের অনুসরণের তাৎপর্যও তাই। তাঁরা দীন সম্পর্কে যেমন সম্যক অবগত, তেমনি নিজেরাও এ পথেই চলেন। তাই অজ্ঞ ব্যক্তি তাদের অনুসরণ করে ধর্মের লক্ষ্য অর্থাৎ আল্লাহ ও রাসূলের নির্দেশ পালন করতে পারে। পক্ষান্তরে যে ব্যক্তি নিজেই বিপথগামী, যার মনজিলে মাকসূদ জানা নেই কিংবা জেনেশুনে বিপরীত দিকে ধাবমান, তার পিছনে চলা জ্ঞানী মাত্রের দৃষ্টিতেই নিজ প্রচেষ্টা ও কর্মকে বিনষ্ট করার শামিল; বরং ধ্বংস ডেকে আনার নামান্তর। দুঃখের বিষয়, বর্তমান জ্ঞান-গরিমা ও আধুনিকতার যুগেও শিক্ষিত ও জ্ঞানী ব্যক্তিরা এ সত্যের প্রতি চরম উপেক্ষা প্রদর্শন করছে। বর্তমান ধ্বংস ও বিপর্যয়ের প্রধান কারণই হচ্ছে অযোগ্য ও ভ্রান্ত নেতাদের অনুসরণ।

অনুসরণের মাপকাঠি : কুরআন পাকের এ বাক্য দু'টি বিষয়কে অনুসরণের যুক্তিযুক্ত ও সুস্পষ্ট মাপকাঠি সাব্যস্ত করেছে; একটি عِلْم ও অপরটি اِقْتِدَاء এখানে عِلْم এর অর্থ– মানজিলে মাকসূদ ও মানজিলে মাকসূদ পর্যন্ত পৌছার পথ সম্পর্কিত জ্ঞান এবং اِقْتِدَاء –এর অর্থ এ লক্ষ্যের পথে চলা, অর্থাৎ বিশুদ্ধ জ্ঞান ও সরল কর্ম।

সারকথা এই যে, অনুসরণ করার জন্য যে ব্যক্তিকে নির্বাচন করবে প্রথমে দেখে নিবে যে, অভিষ্ট লক্ষ্য ও লক্ষ্যের পথ সম্পর্কে সে অবগত কি না। এরপর দেখবে, সে নিজেও সে পথেই চলছে কি না এবং তার কর্ম তার জ্ঞানের সাথে সঙ্গতিপূর্ণ কি না।

https://e-ilm.weebly.com/

মোটকথা, কাউকে অনুসৃতব্য সাব্যস্ত করার জন্য তাকে বিশুদ্ধ জ্ঞান ও সরল কর্মের কষ্টিপাথরে যাচাই করা জরুরি। শুধু বাপ-দাদা হওয়া কিংবা অনেক মানুষের নেতা হওয়া অথবা ধনাঢ্য হওয়া কিংবা রাষ্ট্রের অধিপতি হওয়া ইত্যাদি কোনোটিই অনুসরণের মাপকাঠি হওয়ার যোগ্য নয়।

কারো সমালোচনা করার কার্যকরী পন্থা : কুরআন পাক আলোচ্য আয়াতে বাপ-দাদার অনুসরণে অভ্যস্ত লোকদের বিভ্রান্তি ব্যক্ত করার সাথে সাথে অন্যের সমালোচনা ও তার বিভ্রান্তি প্রকাশ করার একটি কার্যকরী পন্থাও শিক্ষা দিয়েছে। এ পন্থায় সমালোচনা করলে সমালোচিত ব্যক্তি ব্যথিত কিংবা উত্তেজিত হয় না। কেননা পৈতৃক কর্ম অনুসরণকারীদের জওয়াবে কুরআন পাক এ কথা বলেনি যে, তোমাদের বাপ-দাদা মূর্খ ও পথভ্রষ্ট; বরং বিষয়টিকে প্রশ্নের আকারে বলেছে : বাপ-দাদার অনুসরণ তখনো কি যুক্তিযুক্ত হতে পারে, যখন বাপ-দাদার মধ্যে না থাকে জ্ঞান এবং না থাকে সৎকর্ম?

যারা মানুষের সংশোধন চিন্তা করে তাদের জন্য একটি সান্ত্বনা : দ্বিতীয় আয়াতে মানুষের সংশোধন চিন্তায় সবকিছু বিসর্জনকারী মুসলমানদেরকে সান্ত্বনা দিয়ে বলা হয়েছে: সত্যপ্রচার ও শিক্ষায় তোমাদের সাধ্যমতো চেষ্টা এবং যথাযথ হিতকাঙ্ক্ষার পরও যদি কেও পথভ্রষ্টাতায়ই ডুবে থাকে, তবে এর জন্য মোটেই চিন্তিত হয়ো না। এমতাবস্থায় অন্যের পথভ্রষ্টতার কারণে তোদের কোনোই ক্ষতি হবে না। বলা হয়েছে : يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ عَلَيْكُمْ أَنفُسَكُمْ ۖ لَا يَضُرُّكُم مَّن ضَلَّ إِذَا ٱهْتَدَيْتُمْ অর্থাৎ হে মুসলমানগণ! তোমরা নিজেও চিন্তা কর। তোমরা যখন সঠিক পথে চলছ, তখন যে বিপথগামী, তার কারণে তোমাদের কোনোই ক্ষতি নেই।

এ আয়াতের বাহ্যিক শব্দের দ্বারা বুঝা যায় যে, প্রতিটি মানুষের পক্ষে নিজের ও নিজের কর্ম সংশোধনের চিন্তা করাই যথেষ্ট। অন্যরা যা ইচ্ছা করুক। সেদিকে ভ্রুক্ষেপ করার প্রয়োজন নেই। অথচ এ বিষয়টি কুরআন পাকের বহু আয়াতের পরিপন্থি। সেসব আয়াতে 'সৎকাজে আদেশ ও অসৎকাজে বারণ' করাকে ইসলামের একটি গুরুত্বপূর্ণ কর্তব্য এবং মুসলিম সম্প্রদায়ের একটি স্বতন্ত্রমূলক বৈশিষ্ট্য সাব্যস্ত করা হয়েছে। এ কারণেই আয়াতটি অবতীর্ণ হলে কিছু লোকের মনে প্রশ্ন দেখা দেয়। তারা রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সামনে প্রশ্ন রাখেন এবং তিনি উত্তরে বলেন যে, আয়াতটি 'সৎকাজে আদেশ দান' এর পরিপন্থি নয়। তোমরা যদি 'সৎকাজে আদশে দান' পরিত্যাগ কর, তবে অপরাধীদের সাথে তোমাদেরকেও পাকড়াও করা হবে। এজন্যই তাফসীরে বাহরে মুহীতে হযরত সায়ীদ ইবনে জুবায়ের থেকে এ আয়াতের তাফসীর প্রসঙ্গে বর্ণিত রয়েছে, তোমরা স্বীয় কর্তব্য পালন করতে থাক। জিহাদ এবং 'সৎকাজে আদেশ' দানও এ কর্তব্যের অন্তর্ভুক্ত। এগুলো করার পরও যদি কেউ পথভ্রষ্ট থেকে যায়, তবে তাতে তোমাদের কোনো ক্ষতি নেই। কুরআনের إِذَا ٱهْتَدَيْتُمْ শব্দে চিন্তা করলে এ তাফসীরের যথার্থতা ফুটে উঠে। কেননা এর অর্থ এই যে, যখন তোমরা সঠিক পথে চলতে থাকবে, তখন অন্যের পথভ্রষ্টতা তোমাদের জন্য ক্ষতিকর নয়। এখন এ কথা সুস্পষ্ট যে, যে ব্যক্তি 'সৎকাজে আদেশ দান' এর কর্তব্যটি বর্জন করে, সে সঠিক পথে চলমান নয়।

তাফসীরে দুররে মানসূরে হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে ওমর (রা.)-এর একটি ঘটনা বর্ণিত রয়েছে। তাঁকে কোনো এক ব্যক্তি বলল যে, অমুক অমুক ব্যক্তির মধ্যে ঘোর বিবাদ-বিসম্বাদ রয়েছে। তারা একে অপরকে মুশরিক বলে অভিহিত করে। হযরত ইবনে ওমর (রা.) বললেন, তুমি কি মনে কর যে, আমি তাদের সাথে যুদ্ধ করতে তোমাকে আদেশ করব? কখনই নয়। যাও, তাদেরকে নম্রতার সাথে বুঝাও। যদি মানে উত্তম, নতুবা তাদের চিন্তা ছেড়ে নিজের চিন্তা কর। অতঃপর এ উক্তির প্রমাণ হিসেবে তিনি আলোচ্য আয়াতটি তেলাওয়াত করলেন।

পাপ দমন সম্পর্কে হযরত আবূ বকর (রা.)-এর একটি ভাষণ : আয়াতের বাহ্যিক শব্দাবলি থেকে বাহ্যদৃষ্টিতে যে প্রশ্ন দেখা দেয়, তার পরিপ্রেক্ষিতে হযরত আবূ বকর সিদ্দীক (রা.) এক ভাষণে বললেন, তোমরা আয়াতটি পাঠ করে একে অস্থানে প্রয়োগ করছ এবং বলছ যে, 'সৎকাজে আদশ দান' এর প্রয়োজন নেই। জেনে রাখ, আমি নিজে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর মুখে শুনেছি : যারা কোনো পাপ কাজ হতে দেখেও (সাধ্যানুযায়ী) তা দমন করতে চেষ্টা করে না, আল্লাহ তা'আলা সত্বরই হয় তো তাদেরকেও অপরাধীদের অন্তর্ভুক্ত করে আজাবে নিক্ষেপ করবেন।

এ হাদীসটি তিরমিযী ও ইবনে মাজায় বর্ণিত রয়েছে। আবূ দাউদের ভাষায় হাদীসটি এরূপ : "যারা কোনো অত্যাচারীকে অত্যাচার করতে দেখেও (সাধ্যানুযায়ী) বাধা দেয় না, আল্লাহ তা'আলা তাদের সবাইকে একযোগে আজাবে নিক্ষেপ

https://e-ilm.weebly.com/

مَعْرُوْف ও مُنْكَرْ-এর অর্থ : পূর্বোক্ত আলোচনা থেকে এ কথা জানা গেল যে, مُنْكَرْ অর্থাৎ অবৈধ কার্যাবলি দমন করা কিংবা কমপক্ষে ঘৃণা প্রকাশ করা প্রত্যেক মুসলমানের অবশ্য কর্তব্য। এখন জানা দরকার যে, مَعْرُوْف ও مُنْكَرْ কাকে বলে?

مَعْرُوْف শব্দটি مَعْرِفَةٌ এবং مُنْكَرْ শব্দটি اِنْكَارٌ থেকে উদ্ভূত। مَعْرُوْف বলা হয় কোনো বস্তুকে চিন্তা-ভাবনার মাধ্যমে বোঝা ও চেনা। এর বিপরীতে اِنْكَارٌ বলে, না বুঝে ও না চেনা দুটি শব্দই বিপরীতমুখী। কুরআন পাকের এক জায়গায় বলা হয়েছে– يَعْرِفُوْنَ نِعْمَةَ اللّٰهِ ثُمَّ يُنْكِرُوْنَهَا অর্থাৎ, আল্লাহ তা'আলার শক্তি ও সামর্থ্যের বিকাশ দেখে তাঁর নিয়ামতসমূহকে চেনে, এরপর একগুঁয়েমিবশত সেগুলো এমনভাবে অস্বীকার করে, যেন এগুলোকে চেনেই না। এতে বোঝা গেল যে, আভিধানিক দিক مَعْرُوْف-এর অর্থ পরিচিত বস্তু এবং مُنْكَرْ এর অর্থ অপরিচিতি বস্তু। এ অর্থের সাথে সঙ্গতি রেখে ইমাম রাগেব ইস্পাহানী 'মুফরাদাতুল-কুরআন' গ্রন্থে শরিয়তের পরিভাষায় مَعْرُوْف ও مُنْكَرْ-এর অর্থ বর্ণনা করেছেন– مَعْرُوْف ঐ কর্মকে বলা হয় যার উত্তম হওয়া যুক্তি কিংবা শরিয়তের মাধ্যমে জানা যায়। আর مُنْكَرْ এমন কাজকে বলা হয় যা যুক্তি ও শরিয়তের দৃষ্টিতে অপরিচিত অর্থাৎ, মন্দ মনে করা হয়। তাই اَمْرٌ بِالْمَعْرُوْفِ অর্থ হচ্ছে– সৎ কাজে আদেশ দান এবং نَهْىٌ عَنِ الْمُنْكَرِ অর্থ– অসৎ কাজে নিষেধ করা।

মুজতাহিদ ইমামদের বিভিন্ন উক্তিতে কোনো শরিয়তগত مُنْكَرْ নেই :

কিন্তু এতে গোনাহ বা ছওয়াব কিংবা মন্যকরণ ও অমান্যকরণ না বলে مَعْرُوْف ও مُنْكَرْ শব্দ ব্যবহার করার মধ্যে সম্ভবত এদিকে ইঙ্গিত করাই উদ্দেশ্য যে, যেসব সূক্ষ্ম ও ইজতিহাদী মাস'আলায় কুরআন ও সুন্নাহর সংক্ষিপ্ত বর্ণনা কিংবা অস্পষ্টতার কারণে ফিকহবিদগণ বিভিন্ন মত ব্যক্তি করেছেন, সেগুলো এর আওতাভুক্ত নয়। মুজতাহিদ ইমামদের ইজতিহাদ আলিম সমাজে স্বীকৃত। তারা যদি কোনো মাস'আলা ভিন্নমুখী দুটি মত ব্যক্ত করেন, তবে উভয়ের মধ্যে কোনোটিকেই শরিয়তগত مُنْكَرْ বলা যায় না। বরং উভয় মতই مَعْرُوْف-এর অন্তর্ভুক্ত। এরূপ মাস'আলার যে ব্যক্তি একটি মতকে প্রবল মনে করে, অপরটিকে গোনাহ হিসেবে অগ্রাহ্য করার অধিকারও তার নেই। এ কারণেই সাহাবী ও তাবেয়ীদের মধ্যে অনেক ইজতিহাদী মতবিরোধ ও পরস্পর বিরোধী মতামত থাকা সত্ত্বেও কোথাও একথা বর্ণিত নেই যে, তাঁরা একে অরকে ফাসিক কিংবা গুনাহগার বলেছেন। বাহাস-বিতর্ক, কথা কাটাকাটি ইত্যাদি সবই হতো এবং প্রত্যেকেই নিজ নিজ মতের সপক্ষে যুক্তি-প্রমাণ বর্ণনা করতেন, কিন্তু এ মতবিরোধের কারণে একজন অপরজনকে গুনাহগার মনে করতেন না।

সারকথা এই যে, ইজতিহাদী মতবিরোধের ক্ষেত্রে প্রত্যেক জ্ঞানী ব্যক্তি যে মতকে প্রবল মনে করেন তাই গ্রহণ করতে পারেন, কিন্তু ভিন্নমতকে مُنْكَرْ মনে করে অগ্রাহ্য করার অধিকার কারোও নেই। এতে বুঝা গেল, আজকাল ইজতিহাদী মাস'আলা সম্পর্কে কোনো কোনো মহল থেকে যেসব দাঙ্গা-হাঙ্গামা ও ঘৃণা-বিদ্বেষ সৃষ্টিকারী বক্তৃতা ও প্রবন্ধ রচনা করা হয়, সেগুলো 'সৎ কাজে আদেশ দান' ও 'অসৎ কাজে নিষেধকরণের' অন্তর্ভুক্ত নয়, নিছক অজ্ঞতা ও মূর্খতার কারণেই এসব মাসআলাকে রণক্ষেত্রে পরিণত করা হয়।

মাসআলা : মরণোন্মুখ ব্যক্তি যার হাতে মাল সোপর্দ করে অন্য কাউকে দিতে বলে যায়, তাকে ওসী বলা হয়। ওসী একজন বা একাধিক ব্যক্তিও হতে পারে।

- সফরে হোক কিংবা স্বগৃহে অবস্থানকালে মুসলমান ও ধর্মপরায়ণ ওসী নিয়োগ করা উত্তম; জরুরি নয়।
- মকদ্দমার যে পক্ষ অতিরিক্ত বিষয় প্রমাণ করতে সচেষ্ট হয়, সে বাদী এবং অপর পক্ষ বিবাদী।
- প্রথমে বাদীর কাছ থেকে সাক্ষী তলব করা হয়। যদি সে শরিয়তের বিধি মোতাবেক রায় দেওয়া হয়। পক্ষান্তরে সাক্ষী উপস্থিত করতে না পারলে বিবাদীর কাছ থেকে কসম নেওয়া হয় এবং তার পক্ষে মকদ্দমার রায় দেওয়া হয়। যদি বিবাদী কসম খেতে অস্বীকার করে, তবে বাদীর পক্ষেই মকদ্দমার রায় দেওয়া হয়।
- আলোচ্য আয়াতে অনুরূপ কাল কিংবা স্থান-দ্বারা কসমকে কঠোর করা বিচারকের অভিমতের উপর নির্ভাশীল– জরুরি নয়। এ আয়াত দ্বারাও জরুরি হওয়া প্রমাণিত হয় না। অন্যান্য আয়াত ও হাদীস থেকেও জরুরি না হওয়া প্রমাণিত হয়।

https://e-ilm.weebly.com/

- বিবাদী নিজের কোনো কাজ সম্পর্কে কসম খেলে ভাষা এরূপ হয়– 'আমি এ কাজ সম্পর্কে জানি না।'
- যদি উত্তরাধিকারের মকদ্দমার ওয়ারিশ বিবাদী হয়, তবে শরিয়তের আইনানুযায়ী যারা উত্তরাধিকার, তাদেরকেই কসম খেতে হবে তা একজন হোক কিংবা একাধিক। যারা উত্তরাধিকারী নয়, তারা কসম খাবে না।–[বয়ানুল কুরআন]

কাফেরের ব্যাপারে কাফেরের সাক্ষ্য গ্রহণযোগ : يَاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا شَهَادَةُ بَيْنِكُمْ اِذَا حَضَرَ اَحَدَكُمُ الْمَوْتُ حِيْنَ الْوَصِيَّةِ اثْنَانِ ذَوَا عَدْلٍ مِّنْكُمْ اَوْ اٰخَرَانِ مِنْ غَيْرِكُمْ এ আয়াতে মুসলমানদেরকে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে যে, তোমাদের মধ্যে কারো মৃত্যু উপস্থিত হলে দু'ব্যক্তিকে ওসী নিযুক্ত কর। তারা তোমাদের মধ্যে থেকেই হবে এবং ধর্মপরায়ণ হবে। যদি স্বজাতীয় লোক না থাকে, তবে বিজাতি অর্থাৎ কাফেরদের মধ্য থেকে নিযুক্ত কর।

এ আয়াত থেকে ইমাম আবূ হানীফা (র.) এ মাসআলা উদ্ভাবন করেছেন যে, কাফেরদের ব্যাপারে কাফেরদের সাক্ষ্য বৈধ। কেননা আয়াতে কাফেরদের সাক্ষ্য মুসলমানদের ব্যাপারে বৈধ সাব্যস্ত করা হয়েছে। اَوْ اٰخَرٰنِ مِنْ غَيْرِكُمْ থেকে তা সুস্পষ্ট। অতএব, কাফেররে ব্যাপারে কাফেরের সাক্ষ্য আরো উত্তমরূপে বৈধ হবে। কিন্তু পরে يَاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا اِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ اِلٰى اَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوْهُ আয়াতে মুসলমানদের ব্যাপারে কাফেরদের সাক্ষ্যের বৈধতা রহিত হয়ে গেছে। কিন্তু কাফেরদের ব্যাপারে কাফেরদের সাক্ষ্যের বৈধতা পূর্বাবস্থায়ই বহাল রয়েছে। –[কুরতুবী, আহকামুল কুরআন]

ইমাম সাহেবের মতের সমর্থন এ হাদীস দ্বারাও হয়। জনৈক ইহুদি ব্যভিচারে লিপ্ত হলে জনগণ তার মুখে চুনকালি মাখিয়ে মহানবী (সা.)-এর দরবারে উপস্থিত করে। তিনি তার দূরবস্থার কারণ জিজ্ঞেস করলে তারা বলল, সে ব্যভিচার করেছে। তিনি সাক্ষীদের সাক্ষ্য গ্রহণ করে অপরাধীকে প্রস্তর বর্ষণে হত্যা করার নির্দেশ দিলেন– –[জাসসাস]

প্রাপক খাতককে কয়েদ করাতে পারে : تَحْبِسُوْنَهُمَا আয়াত থেকে একটি মূলনীতি জানা যায় যে, যার জিম্মায় অপরের কোনো প্রাপ্য ওয়াজিব রয়েছে, তাকে পাওনাদার ব্যক্তি পাওনার দায়ে প্রয়োজন বোধে কয়েদ করাতে পারে। –[কুরতুবী]

قوله مِنْ بَعْدِ الصَّلٰوةِ : এখানে صلوة বলে আছরের নামাজ বুঝানো হয়েছে। এ সময়টি নির্ধারণ করার কারণ এই যে, আহলে কিতাব এ সময়ের প্রতি অত্যন্ত সম্মান প্রদর্শন করত। এ সময়ে মিথ্যা বলা তাদের মতে নিষিদ্ধ ছিল। এতে বুঝা যায় যে, কোনো বিশেষ সময় কিংবা স্থানের শর্ত যোগ করে কসমকে কঠোর করা জায়েজ। –[কুরতুবী]

শব্দ বিশ্লেষণ

اِرْتَبْتُمْ : সীগাহ جمع مذكر حاضر বহছ ماضى معروف বাব اِفْتِعَالٌ মাসদার اَلْاِرْتِيَابُ মূলবর্ণ (ر ـ ي ـ ب) জিনস اجوف يائى অর্থ– তোমরা সন্দেহ করেছ।

عُثِرَ : সীগাহ واحد مذكر غائب বহছ ماضى مجهول বাব نَصَرَ মাসদার اَلْعُثُوْرُ মূলবর্ণ (ع ـ ث ـ ر) জিনস صحيح অর্থ– তাকে খবর দেওয়া হয়েছে।

اِسْتَحَقَّا : সীগাহ تثنية مذكر غائب বহছ ماضى معروف বাব اِسْتِفْعَالٌ মাসদার اَلْاِسْتِحْقَاقُ মূলবর্ণ (ح ـ ق ـ ق) জিনস مضاعف ثلاثى অর্থ– তারা যোগ্য হলো।

https://e-ilm.weebly.com/

يَوْمَ يَجْمَعُ اللّٰهُ الرُّسُلَ فَيَقُوْلُ مَاذَآ اُجِبْتُمْ ؕ قَالُوْا لَا عِلْمَ لَنَا ؕ اِنَّكَ اَنْتَ عَلَّامُ الْغُيُوْبِ (١٠٩)

অনুবাদ : (১০৯) যেদিন আল্লাহ সমস্ত রাসূলকে সমবেত করবেন অতঃপর বলবেন যে, তোমরা [উম্মতগণ হতে] কি উত্তর পেয়েছিলে? তাঁরা বলবেন, [তাদের অন্তরের কথা] আমাদের কিছুই জানা নেই, নিশ্চয় আপনি সমস্ত গোপনীয় বিষয় সম্পূর্ণ জ্ঞাত।

اِذْ قَالَ اللّٰهُ يٰعِيْسَى ابْنَ مَرْيَمَ اذْكُرْ نِعْمَتِيْ عَلَيْكَ وَعَلٰى وَالِدَتِكَ ۘ اِذْ اَيَّدْتُّكَ بِرُوْحِ الْقُدُسِ ۟ تُكَلِّمُ النَّاسَ فِي الْمَهْدِ وَكَهْلًا ۚ وَاِذْ عَلَّمْتُكَ الْكِتٰبَ وَالْحِكْمَةَ وَالتَّوْرٰىةَ وَالْاِنْجِيْلَ ۚ وَاِذْ تَخْلُقُ مِنَ الطِّيْنِ كَهَيْـَٔةِ الطَّيْرِ بِاِذْنِيْ فَتَنْفُخُ فِيْهَا فَتَكُوْنُ طَيْرًۢا بِاِذْنِيْ وَتُبْرِئُ الْاَكْمَهَ وَالْاَبْرَصَ بِاِذْنِيْ ۚ وَاِذْ تُخْرِجُ الْمَوْتٰى بِاِذْنِيْ ۚ وَاِذْ كَفَفْتُ بَنِيْۤ اِسْرَآءِيْلَ عَنْكَ اِذْ جِئْتَهُمْ بِالْبَيِّنٰتِ فَقَالَ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا مِنْهُمْ اِنْ هٰذَاۤ اِلَّا سِحْرٌ مُّبِيْنٌ (١١٠)

(১১০) যখন আল্লাহ বলবেন, হে ঈসা ইবনে মারইয়াম! আমার অনুগ্রহ স্মরণ কর, যা তোমার এবং তোমার জননীর উপর [প্রদত্ত] হয়েছে। যখন আমি তোমাকে রূহুল কুদুস দ্বারা সাহায্য করেছি, [এবং] তুমি মানুষের সাথে কথা বলতে, [জননীর] কোলে এবং প্রৌঢ় বয়সেও, আর যখন আমি তোমাকে কিতাবসমূহ এবং জ্ঞানের কথা ও তাওরাত এবং ইঞ্জিল শিক্ষা দিয়েছি, আর যখন তুমি মাটি দ্বারা পাখির আকৃতি সদৃশ এক আকৃতি প্রস্তুত করেছ আমার আদেশে, অতঃপর তুমি তাতে ফুৎকার দিতে, যদ্দরুন তা পক্ষী হয়ে যেত আমার আদেশে, আর তুমি নিরাময় করে দিতে জন্মান্ধকে এবং কুষ্ঠ রোগীকে আমার আদেশে, আর যখন তুমি মৃতদেরকে বের করে দাঁড় করাতে আমার আদেশে, আর যখন আমি বনী ইসরাঈলকে তোমা [-কে হত্যা করা] হতে নিবৃত্ত রেখেছি, যখন তুমি তাদের নিকট [স্বীয় নবুয়তের] প্রমাণাদি নিয়ে উপস্থিত হয়েছিলে, অতঃপর তাদের মধ্যে যারা কাফের ছিল তারা বলেছে যে, এটা [মু'জিযাসমূহ] স্পষ্ট জাদু ভিন্ন আর কিছুই নয়।

শাব্দিক অনুবাদ

(১০৯) يَوْمَ يَجْمَعُ اللّٰهُ الرُّسُلَ যেদিন আল্লাহ সমস্ত রাসূলকে সমবেত করবেন فَيَقُوْلُ অতঃপর বলবেন যে مَاذَآ اُجِبْتُمْ তোমরা [উম্মতগণ হতে] কি উত্তর পেয়েছিলে قَالُوْا তাঁরা বলবেন لَا عِلْمَ لَنَآ আমাদের কিছুই জানা নেই اِنَّكَ اَنْتَ عَلَّامُ الْغُيُوْبِ নিশ্চয় আপনি সমস্ত গোপনীয় বিষয় সম্পূর্ণ জ্ঞাত।

(১১০) اِذْ قَالَ اللّٰهُ যখন আল্লাহ বলবেন يٰعِيْسَى ابْنَ مَرْيَمَ হে ঈসা ইবনে মারইয়াম! اذْكُرْ نِعْمَتِيْ আমার অনুগ্রহ স্মরণ কর عَلَيْكَ وَعَلٰى وَالِدَتِكَ যা তোমার এবং তোমার জননীর উপর [প্রদত্ত] হয়েছে اِذْ اَيَّدْتُّكَ بِرُوْحِ الْقُدُسِ যখন আমি তোমাকে রূহুল কুদুস দ্বারা সাহায্য করেছি تُكَلِّمُ النَّاسَ তুমি মানুষের সাথে কথা বলতে فِي الْمَهْدِ وَكَهْلًا কোলে এবং প্রৌঢ় বয়সেও وَاِذْ عَلَّمْتُكَ আর যখন আমি তোমাকে শিক্ষা দিয়েছি الْكِتٰبَ وَالْحِكْمَةَ কিতাবসমূহ এবং জ্ঞানের কথা وَالتَّوْرٰىةَ وَالْاِنْجِيْلَ ও তাওরাত এবং ইঞ্জিল وَاِذْ تَخْلُقُ আর যখন তুমি প্রস্তুত করছিলে مِنَ الطِّيْنِ মাটি দ্বারা كَهَيْـَٔةِ الطَّيْرِ পাখির আকৃতি সদৃশ এক আকৃতি بِاِذْنِيْ আমার আদেশে فَتَنْفُخُ فِيْهَا অতঃপর তুমি তাতে ফুৎকার দিতে فَتَكُوْنُ طَيْرًۢا بِاِذْنِيْ যদ্দরুন তা পক্ষী হয়ে যেত আমার আদেশে وَتُبْرِئُ الْاَكْمَهَ আর তুমি নিরাময় করে দিতে জন্মান্ধকে وَالْاَبْرَصَ এবং কুষ্ঠ রোগীকে بِاِذْنِيْ আমার আদেশে وَاِذْ تُخْرِجُ الْمَوْتٰى আর যখন তুমি মৃতদেরকে বের করে দাঁড় করাতে بِاِذْنِيْ আমার আদেশে وَاِذْ كَفَفْتُ আর যখন আমি নিবৃত্ত রেখেছি بَنِيْۤ اِسْرَآءِيْلَ عَنْكَ বনী ইসরাঈলকে তোমা [-কে হত্যা করা] হতে اِذْ جِئْتَهُمْ بِالْبَيِّنٰتِ যখন তুমি তাদের নিকট প্রমাণাদি নিয়ে উপস্থিত হয়েছিলে فَقَالَ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا مِنْهُمْ অতঃপর তাদের মধ্যে যারা কাফের ছিল তারা বলেছে যে اِنْ هٰذَاۤ اِلَّا سِحْرٌ مُّبِيْنٌ এটা স্পষ্ট জাদু ভিন্ন আর কিছুই নয়।

https://e-ilm.weebly.com/

وَاِذْ اَوْحَيْتُ اِلَى الْحَوَارِيّٖنَ اَنْ اٰمِنُوْا بِيْ وَبِرَسُوْلِيْ ۚ قَالُوْٓا اٰمَنَّا وَاشْهَدْ بِاَنَّنَا مُسْلِمُوْنَ (١١١)

অনুবাদ : (১১১) আর যখন আমি হাওয়ারীদেরকে আদেশ করলাম, আমার প্রতি এবং আমার রাসূলের প্রতি ঈমান আন, তারা বলল– আমরা ঈমান আনলাম, এবং আপনি সাক্ষ্য থাকুন যে, আমরা পূর্ণ অনুগত।

اِذْ قَالَ الْحَوَارِيُّوْنَ يٰعِيْسَى ابْنَ مَرْيَمَ هَلْ يَسْتَطِيْعُ رَبُّكَ اَنْ يُّنَزِّلَ عَلَيْنَا مَآئِدَةً مِّنَ السَّمَآءِ ۗ قَالَ اتَّقُوا اللّٰهَ اِنْ كُنْتُمْ مُّؤْمِنِيْنَ (١١٢)

(১১২) সেই সময়টুকু স্মরণীয় যখন হাওয়ারীরা বলল, হে ঈসা ইবনে মারইয়াম! আপনার প্রতিপালক কি এরূপ করতে পারেন যে, আমাদের জন্য আসমান হতে কিছু খাদ্য প্রেরণ করেন, ঈসা (আ.) বললেন, আল্লাহকে ভয় কর যদি তোমরা ঈমানদার হয়ে থাক।

قَالُوْا نُرِيْدُ اَنْ نَّاْكُلَ مِنْهَا وَتَطْمَئِنَّ قُلُوْبُنَا وَنَعْلَمَ اَنْ قَدْ صَدَقْتَنَا وَنَكُوْنَ عَلَيْهَا مِنَ الشّٰهِدِيْنَ (١١٣)

(১১৩) তারা বলল, আমাদের উদ্দেশ্য এই যে, আমরা তা হতে আহার করি এবং আমাদের অন্তরসমূহ সম্পূর্ণ প্রশান্ত হয়ে যায় এবং আমাদের এই বিশ্বাস আরো সুদৃঢ় হয় যে, আপনি আমাদের নিকট সত্য বলেছেন, এবং আমরা তার প্রতি সাক্ষ্য প্রদানকারীদের অন্তর্ভুক্ত হই।

শাব্দিক অনুবাদ

(১১১) وَاِذْ اَوْحَيْتُ اِلَى الْحَوَارِيّٖنَ আর যখন আমি হাওয়ারীদেরকে আদেশ করলাম اَنْ اٰمِنُوْا بِيْ وَبِرَسُوْلِيْ আমার প্রতি এবং আমার রাসূলের প্রতি ঈমান আন। قَالُوْٓا তারা বলল– اٰمَنَّا আমরা ঈমান আনলাম وَاشْهَدْ بِاَنَّنَا مُسْلِمُوْنَ এবং আপনি সাক্ষ্য থাকুন যে, আমরা পূর্ণ অনুগত।

(১১২) اِذْ قَالَ الْحَوَارِيُّوْنَ সেই সময়টুকু স্মরণীয় যখন হাওয়ারীরা বলল يٰعِيْسَى ابْنَ مَرْيَمَ হে ঈসা ইবনে মারইয়াম! هَلْ يَسْتَطِيْعُ رَبُّكَ আপনার প্রতিপালক কি এরূপ করতে পারেন যে اَنْ يُّنَزِّلَ عَلَيْنَا مَآئِدَةً مِّنَ السَّمَآءِ আমাদের জন্য আসমান হতে কিছু খাদ্য প্রেরণ করেন قَالَ ঈসা (আ.) বললেন اتَّقُوا اللّٰهَ আল্লাহকে ভয় কর اِنْ كُنْتُمْ مُّؤْمِنِيْنَ যদি তোমরা ঈমানদার হয়ে থাক।

(১১৩) قَالُوْا তারা বলল نُرِيْدُ আমাদের উদ্দেশ্য এই যে اَنْ نَّاْكُلَ مِنْهَا আমরা তা হতে আহার করি وَتَطْمَئِنَّ قُلُوْبُنَا এবং আমাদের অন্তরসমূহ সম্পূর্ণ প্রশান্ত হয়ে যায় وَنَعْلَمَ এবং আমাদের এই বিশ্বাস আরো সুদৃঢ় হয় যে اَنْ قَدْ صَدَقْتَنَا আপনি আমাদের নিকট সত্য বলেছেন وَنَكُوْنَ عَلَيْهَا مِنَ الشّٰهِدِيْنَ এবং আমরা তার প্রতি সাক্ষ্য প্রদানকারীদের অন্তর্ভুক্ত হই।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

কিয়ামতে পয়গম্বরগণকে সর্বপ্রথম প্রশ্ন করা হবে : يَوْمَ يَجْمَعُ اللّٰهُ الرُّسُلَ কিয়ামতে পৃথিবীর শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত জন্মগ্রহণকারী সব মানুষ একটি উন্মুক্ত মাঠে উপস্থিত হবে। যে কোনো অঞ্চলের, যে কোনো দেশের এবং যে কোনো সময়ের মানুষই হোক না কেন, সবাই সে সুবিশাল ময়দানের উপস্থিত হবে এবং সবার কাছ থেকে তাদের সারা জীবনের কাজকর্মের হিসাব নেওয়া হবে। কিন্তু আয়াতে বিশেষভাবে নবী-রাসূলগণের কথা উল্লেখ করে বলা হয়েছে যে, يَوْمَ يَجْمَعُ اللّٰهُ الرُّسُلَ অর্থাৎ, ঐ দিনটি বাস্তবিকই স্মরণীয়, যেদিন আল্লাহ তা'আলা সব পয়গম্বরকে হিসাবের জন্য একত্রিত করবেন উদ্দেশ্য এই যে, একত্রিত সবাইকে করা হবে, কিন্তু সর্বপ্রথম প্রশ্ন নবী-রাসূলগণকেই করা হবে যাতে সমগ্র সৃষ্টজগত দেখতে

https://e-ilm.weebly.com/

পায় যে, আজ হিসাব ও প্রশ্ন থেকে কেউ বাদ পড়বে না। পয়গম্বরগণকে যে প্রশ্ন করা হবে, তা এই مَاذَآ اُجِبْتُمْ অর্থাৎ তোমরা যখন নিজ নিজ উম্মতকে আল্লাহ ও তাঁর সত্য ধর্মের দিকে আহবান করেছিলে, তখন তারা তোমাদেরকে কি উত্তর দিয়েছিল? তারা তোমাদের বর্ণিত নির্দেশাবলি পালন করেছিল, না অস্বীকার ও বিরোধিতা করেছিল?

এ প্রশ্নটি যদিও আম্বিয়া (আ.)-কে করা হবে, কিন্তু প্রকৃত উদ্দেশ্য হবে তাঁদের উম্মতকে শুনানো। অর্থাৎ, উম্মতরা যেসব সৎকর্ম ও কুকর্ম করেছে, তার সাক্ষ্য সর্বপ্রথম তাদের পয়গম্বরদের কাছ থেকে নেওয়া হবে। উম্মতের জন্যও মূহুর্তটি হবে অত্যন্ত নাজুক। কারণ তারা এ হৃদয়বিদারক পরিস্থিতিতে যখন নিজেদের নবী-রাসূলগণের সুপারিশ আশা করবে, তখনই স্বয়ং নবী-রাসূলগণের কাছে তাদের সম্পর্কে এ প্রশ্ন করা হবে। এটা স্বতঃসিদ্ধ কথা যে, আম্বিয়াগণ কোনো ভ্রান্ত ও বাস্তব বিরোধী কথা বলতে পারবেন না। তাই গুনাহগার ও অপরাধীরা আশঙ্কা করবে যে, যখন স্বয়ং নবীগণই আমাদের অপরাধসমূহের সাক্ষ্যদাতা তখন আর কে আমাদের সুপারিশ ও সাহায্য করবে?

এ প্রশ্নের উত্তরে তাঁরা বললেবন : قَالُوْا لَا عِلْمَ لَنَآ اِنَّكَ اَنْتَ عَلَّامُ الْغُيُوْبِ অর্থাৎ তাদের ঈমান ও কাজকর্ম সম্পর্কে আমাদের জনা নেই। আপনিই স্বয়ং যাবতীয় অদৃশ্য বিষয়ে মহাজ্ঞানী।

একটি সন্দেহের নিরসন : এখানে প্রশ্ন উঠতে পারে যে, প্রত্যেক পয়গম্বরের ওফাতের পর তাঁর যে উম্মত জন্মগ্রহণ করে, তাদের সম্পর্কে পয়গম্বরগণের এ উত্তর নির্ভুল ও সুস্পষ্ট। কেননা অদৃশ্য বিষয় আল্লাহ ছাড়া কারো জানা নেই। কিন্তু বিরাট সংখ্যক উম্মত এমনও তো রয়েছে, যারা স্বয়ং পয়গম্বরগণের অক্লান্ত চেষ্টায় তাঁদের হাতেই মুসলমান হয় এবং তাঁদের সমানেই বর্ণিত নির্দেশাবলি পালন করে। এমনিভাবে যেসব কাফের পয়গম্বরগণের আদেশের বিরোধিতা ও তাঁদের সাথে শত্রুতা করে, তাদের সম্পর্কে একথা বলা কিভাবে নির্ভুল হতে পারে যে, তাদের ঈমান ও কাজকর্ম সম্পর্কে আমাদের জানা নেই? তাফসীরে বাহরে মুহীতে ইমাম আবূ আব্দুল্লাহ রাযী (র.)–এর উত্তরে বলেন : এখানে পৃথক পৃথক দু'টি বিষয় রয়েছে : **এক.** ইলম, যার অর্থ পূর্ণ বিশ্বাস, **দুই.** প্রবল ধারণা। একজন মানুষ অন্য একজন মানুষের সামনে থাকা সত্ত্বেও তার ঈমান ও কাজকর্ম সম্পর্কে প্রবল ধারণার ভিত্তিতেই সাক্ষ্য দিতে পারে, পূর্ণ বিশ্বাসের ভিত্তিতে নয়। কেননা অন্তরের ভেদ ও সত্যিকার ঈমান সম্পর্কে কেউ ওহী ব্যতীত নিশ্চিতভাবে জানতে পারে না। কারণ, ঈমানের সম্পর্ক হলো অন্তরের সাথে। প্রত্যেক উম্মতেই কপট বিশ্বাসী মুনাফিকদেরও একটি দল ছিল। তারা বাহ্যতঃ ঈমানও আনত এবং নির্দেশাবলিও পালন করত, কিন্তু তাদের অন্তরে ঈমান ছিল না এবং নির্দেশাবলি অনুসরণের আন্তরিক কোনো প্রেরণাও ছিল না। তাদের মধ্যে যা কিছু ছিল, সবই ছিল লোক দেখানো। তবে বাহ্যিক ক্রিয়াকর্মের উপরই জাগতিক বিচার নির্ভরশীল। যে ব্যক্তি নিজেকে মুসলমান বলে দাবি করে। খোদায়ী নির্দেশাবলি অনুসরণ করে এবং ইসলাম ও ঈমান বিরোধী কোনো কথা ও কর্মে জড়িত হয় না; নবী রাসূলগণ তাকে 'ঈমানদার ও সৎকর্মী' বলতে বাধ্য ছিলেন; সে অন্তরে খাঁটি ঈমানদার কিংবা মুনাফিক যাই হোক। এ কারণেই রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন : نَحْنُ نَحْكُمُ بِالظَّوَاهِرِ وَاللّٰهُ مُتَوَلِّي السَّرَائِرِ অর্থাৎ আমরা তো বাহ্যিক কাজকর্ম দেখে বিচার করি। অন্তর্নিহিত গোপন ভেদের মালিক হচ্ছেন আল্লাহ তা'আলা।

এ বিধান অনুযায়ী দুনিয়াতে আম্বিয়া (আ.) ও তাঁদের উত্তরাধিকারী আলেম সমাজ বাহ্যিক কাজকর্মের ভিত্তিতে কারো ঈমানদার সৎকর্মী হওয়ার ব্যাপারে সাক্ষ্য দিতে পারতেন। কিন্তু আজ সে দুনিয়া ও দুনিয়ার রীতি-নীতি শেষ হয়ে গেছে। আজ হাশরের ময়দান। এখানে চুলচেরা তথ্য উদঘাটিত হবে এবং প্রত্যেক বস্তুর প্রকৃত স্বরূপ উদঘাটন হবে। অপরাধীদের বিরুদ্ধে প্রথমে অন্যদের সাক্ষ্য নেওয়া হবে। যদি অপরাধী এতে নিশ্চিত না হয় এবং স্বীয় অপরাধ স্বীকার না করে, তবে বিশেষ ধরনের সরকারি সাক্ষী উপস্থিত করা হবে। অপরাধীদের মুখে ও জিহ্বায় সীল মেরে দেওয়া হবে এবং তাদের হস্ত, পদ ও চামড়ার সাক্ষ্য গ্রহণ করা হবে। এরা প্রত্যেক কাজের পূর্ণ স্বরূপ তুলে ধরবে– ।

اَلْيَوْمَ نَخْتِمُ عَلٰٓى اَفْوَاهِهِمْ وَتُكَلِّمُنَآ اَيْدِيْهِمْ وَتَشْهَدُ اَرْجُلُهُمْ بِمَا كَانُوْا يَكْسِبُوْنَ

অর্থাৎ অদ্য আমি তাদের মুখে সীল মেরে দিব। তাদের হাত আমার সাথে কথা বলবে এবং তাদের পদযুগল তাদের ক্রিয়া-কর্ম সম্পর্কে সাক্ষ্য দিবে। তখন মানুষ জানতে পারবে যে, তার অঙ্গ-প্রত্যঙ্গও ছিল রাব্বুল আলামীনের গুপ্ত পুলিশ। এদের বর্ণনার পর অস্বীকার করার কোনো উপায় থাকবে না।

মোটকথা, পরজগতে শুধু ধারণা ও অনুমানের ভিত্তিতে কোনো কিছুর বিচার করা হবে না; বরং অকাট্য জ্ঞান ও দৃঢ় বিশ্বাসের ভিত্তিতেই সবকিছুর বিচার হবে। পূর্বেই বর্ণিত হয়েছে যে, কারো ঈমান ও কর্মের সত্যিকার ও নিশ্চিত জ্ঞান আল্লাহ ছাড়া কারো নেই। তাই হাশরের ময়দানের যখন নবী রাসূলগণকে প্রশ্ন করা হবে مَاذَآ اُجِبْتُمْ তখন তাঁরা এ প্রশ্নের

https://e-ilm.weebly.com/

উদ্দেশ্য বুঝে ফেলবেন যে, এ প্রশ্ন ইহজগতে হচ্ছে না যে, ধারণা ও অনুমানের ভিত্তিতে জওয়াব দিলেই চলবে; বরং এ প্রশ্ন হচ্ছে হাশরের ময়দানে, যেখানে দৃঢ় বিশ্বাস ছাড়া কোনো কিছু বলা যাবে না। তাই তাঁদের এ উত্তর যথার্থ ও সঙ্গত যে, এ সম্বন্ধে আমরা কিছুই জানি না।

একটি প্রশ্ন ও তার উত্তর পয়গম্বরগণের চূড়ান্ত দয়ার্দ্রতা প্রকাশ : এখানে প্রশ্ন হচ্ছে যে, উম্মতের গ্রহণ করা ও গ্রহণ না করা এবং আনুগত্য ও অবাধ্যতার যেসব ঘটনা তাঁদের সামনে সংঘটিত হয়েছে, এগুলো সম্পর্কে প্রবল ধারণাপ্রসূত জ্ঞান তাঁরা অর্জন করেছিলেন, উপরিউক্ত প্রশ্নের উত্তরে অন্ততঃ তা বর্ণনা করা উচিত ছিল। এ জ্ঞানটি নিশ্চিত কি না, শুধু এ বিষয়টিই আল্লাহর জ্ঞানে সমর্পণ করলে চলত। কিন্তু এখানে নবী-রাসূলগণ নিজস্ব জ্ঞান ও সংঘটিত ঘটনাবলি একেবারেই উল্লেখ করেননি। সবকিছু আল্লাহর জ্ঞানের উপর সমর্পণ করে তাঁরা চুপ হয়ে গেলেন।

এর তাৎপর্য এই যে, নবী-রাসূলগণ নিজ নিজ উম্মত ও সাধারণ সৃষ্টির প্রতি অত্যন্ত দয়াশীল। তাঁদের সম্পর্কে এমন কোনো কথাই উচ্চারণ করতে তাঁরা অনিচ্ছুক, যার ফলে তাঁরা বিপদের সম্মুখীন হয়। তবে নিরুপায় হলে অবশ্যই বলতে হতো। এখানে অকাট্য জ্ঞান না থাকার অজুহাত ছিল। এ অজুহাতকে কাজে লাগিয়ে মুখে উম্মতের বিরুদ্ধে কিছু থেকে আত্মরক্ষা করতে পারতেন এবং সেমতে তাঁরা তাই করে আত্মরক্ষা করেছেন।

হাশরের পাঁচটি বিষয় সম্পর্কে প্রশ্ন : সারকথা এই যে, আলোচ্য আয়াতে কিয়ামতের ভয়াবহ দৃশ্যের একটি ঝলক সম্মুখে উপস্থাপিত করা হয়েছে। হিসাব-নিকাশের কাঠগড়ায় আল্লাহ তা'আলার সর্বাধিক ঘনিষ্ঠ ও প্রিয় রাসূলগণ কম্পিত বদনে উপস্থিত হবেন। সুতরাং অন্যদের যে কি অবস্থা হবে, তা সহজেই অনুমেয়। তাই এখন থেকেই সে ভয়াবহ দিনের চিন্তা করা উচিত এবং জীবনকে এ হিসাব-নিকাশ প্রস্তুতিতে নিয়োজিত করা কর্তব্য।

তিরমিযীর এক হাদীসে রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন,

لَا تَزُوْلُ قَدَمَا ابْنِ اٰدَمَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ حَتّٰى يُسْئَلَ عَنْ خَمْسٍ عَنْ عُمْرِهٖ فِيْمَا اَفْنَاهُ وَعَنْ شَبَابِهٖ فِيْمَا اَبْلَاهُ وَعَنْ مَالِهٖ مِنْ اَيْنَ اِكْتَسَبَهٗ وَاَيْنَ اَنْفَقَهٗ وَمَاذَا عَمِلَ بِمَا عَلِمَ

"হাশরের ময়দানে কোনো ব্যক্তির পদযুগল ততক্ষণ পর্যন্ত সামনে অগ্রসর হতে পাবে না, যতক্ষণ না তার কাছ থেকে পাঁচটি প্রশ্নের উত্তর নেওয়া হয়। প্রথম এই যে, সে জীবনের সুদীর্ঘ ও প্রচুর সংখ্যক দিবারাত্রকে কি কাজে ব্যয় করেছে? দ্বিতীয় এই যে, বিশেষভাবে কর্মক্ষম যৌবনকালকে সে কিভাবে অতিবাহতি করেছে? তৃতীয় এই যে, সে অর্থকড়ি কোন (হালল কিংবা হরাম) পথে উপার্জন করেছে? চতুর্থ এই যে, অর্থকড়িকে সে কোন (জায়েজ কিংবা নাজায়েজ) কাজে ব্যয় করেছে? পঞ্চম এই যে, নিজ ইলম অনুযায়ী সে কি আমল করেছে?

আল্লাহ তা'আলা চূড়ান্ত অনুগ্রহ ও দয়াবশতঃ এ পরীক্ষার প্রশ্নপত্র পূর্বেই রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর মাধ্যমে উম্মতের কাছে প্রকাশ করে দিয়েছেন। এখন এসব প্রশ্নের সমাধান শিক্ষা করাই উম্মতের কাজ। পরীক্ষার পূর্বে প্রশ্নপত্র প্রকাশ করে দেওয়ার পরও যদি কেউ ফেল করে, তবে এর চাইতে দুর্ভাগ্য আর কি হতে পারে?

হযরত ঈসা (আ.)-এর সাথে বিশেষ প্রশ্নোত্তর : প্রথম আয়াতে সমগ্র পয়গম্বরগণের অবস্থা ও তাঁদের সাথে প্রশ্নোত্তর বর্ণিত হয়েছে। দ্বিতীয় আয়াতে এবং এর পরবর্তী নয় আয়াতে [সূরার শেষ পর্যন্ত] বিশেষভাবে বনী ইসরাঈলের শেষ পয়গম্বর হযরত ঈসা (আ.)-এর সাথে আলোচনা ও তাঁর প্রতি বিশেষ অনুগ্রহের কিছু বিবরণ দেওয়া হয়েছে। হাশরে তাঁকে একটি বিশেষ প্রশ্ন ও তার উত্তর পরবর্তী আয়াতসমূহে উল্লিখিত হয়েছে।

এ প্রশ্নোত্তরের সারমর্ম ও বনী ইসরাঈল তথা সমগ্র মানব জাতির সামনে কিয়ামতের ভয়াবহ দৃশ্য তুলে ধরা। এ ময়দানে রুহুল্লাহ ও কালিমাতুল্লাহ অর্থাৎ, হযরত ঈসা (আ.)-কেও প্রশ্ন করা হবে যে, তোমার উম্মত তোমাকে আল্লাহর অংশীদার সাব্যস্ত করেছে। হযরত ঈসা (আ.) স্বীয় সম্মান, মাহাত্ম্য, নিষ্পাপতা ও নবুয়ত সত্ত্বেও অস্থির হয়ে আল্লাহর দরবারে সাফাই পেশ করবেন। একবার নয়, বার বার বিভিন্ন ভঙ্গিতে প্রকাশ করবেন যে, তিনি উম্মতকে এ শিক্ষা দেননি। প্রথমে বলবেন : سُبْحَانَكَ مَا يَكُوْنُ لِيْۤ اَنْ اَقُوْلَ مَا لَيْسَ لِيْ بِحَقٍّ

অর্থাৎ আপনি পবিত্র, আমার কি সাধ্য ছিল যে, আমি এমন কথা বলব, যা বলার অধিকার আমার নেই?

স্বীয় সাফাইয়ের দ্বিতীয় ভঙ্গি এই যে, তিনি স্বয়ং আল্লাহ তা'আলাকে সাক্ষী করে বলবেন, যদি আমি এরূপ বলতাম, তবে অবশ্যই আপনার তা জানা থাকত। কেননা আপনি তো আমার অন্তরের গোপন রহস্য সম্পর্কেও অবগত। কথা ও কর্মেরই কেন, আপনি তো 'আল্লামুল গুয়ূব' যাবতীয় অদৃশ্য বিষয়ের মহাজ্ঞানী।

এ দীর্ঘ ভূমিকার পর হযরত ঈসা (আ.) প্রশ্নের উত্তর দিবেন।

https://e-ilm.weebly.com/

হযরত ঈসা (আ.)-এর উত্তর : আমি তাদেরকে ঐ শিক্ষাই দিয়েছি, যার নির্দেশ আপনি দিয়েছিলেন, اَنِ اعْبُدُوا اللّٰهَ رَبِّيْ وَرَبَّكُمْ অর্থাৎ আল্লাহর দাসত্ব অবলম্বন কর, যিনি আমার ও তোমাদের সকলের পালনকর্তা। এ শিক্ষার পর আমি যত দিন তাদের মধ্যে ছিলাম, ততদিন আমি তাদের কথাবার্তা ও ক্রিয়াকর্মের সাক্ষী ছিলাম, (তখন পর্যন্ত তাদের কেউ এরূপ কথা বলত না) এরপর আপনি যখন আমাকে উঠিয়ে নেন, তখন তারা আপনার দেখাশোনার মধ্যেই ছিল। আপনিই তাদের কথাবার্তা ও ক্রিয়াকর্ম সম্পর্কে সম্যক জ্ঞাত।

হযরত ঈসা (আ.)-এর প্রতি কতিপয় বিশেষ অনুগ্রহের বর্ণনা : আলোচ্য আয়াতসমূহে হযরত ঈসা (আ.)-এর সাথে যে প্রশ্নোত্তরের কথা বর্ণিত হয়েছে, তার পূর্বে ঐসব অনুগ্রহের বিষয়ও উল্লিখিত হয়েছে, যা বিশেষভাবে হযরত ঈসা (আ.)-কে মু'জিযা আকারে দেওয়া হয়। এতে একদিকে বিশেষ অনুগ্রহ ও অপরদিকে জবাবদিহির দৃশ্যের অবতারণা করে বনী ইসরাঈলের জাতিদ্বয়কে হুঁশিয়ার করা হয়েছে, যাদের এক জাতি তাঁকে অপমানিত করে এবং নানা অপবাদ আরোপ করে কষ্ট দেয় এবং অন্য জাতি 'খোদা' কিংবা 'খোদার পুত্র' আখ্যা দেয়। অনুগ্রহ উল্লেখ করে প্রথম জাতিকে এবং প্রশ্নোত্তর উল্লেখ করে শেষোক্ত জাতিকে হুঁশিয়ার করা হয়েছে। এখানে যেসব অনুগ্রহ কয়েকটি আয়াতে বিস্তারিত বর্ণিত হয়েছে, তন্মধ্যে একটি বাক্য খুবই প্রণিধানযোগ্য। এতে বলা হয়েছে : تُكَلِّمُ النَّاسَ فِي الْمَهْدِ وَكَهْلًا অর্থাৎ হযরত ঈসা (আ.)-কে দেওয়া একটি বিশেষ মু'জিযা এই যে, তিনি মানুষের সাথে শিশু অবস্থায়ও কথা বলেন এবং পরিণত বয়সেও কথা বলেন। এখানে প্রথমোক্ত বিষয়টি যে, মু'জিযা ও বিশেষ অনুগ্রহ, তা বলাই বাহুল্য। জন্মগ্রহণের প্রথম দিকে শিশু কথা বলতে পারে না। কোনো শিশু মায়ের কোলে কিংবা দোলনায় কথাবার্তা বললে, তা তার বিশেষ স্বাতন্ত্র্যরূপে গণ্য হবে। পরিণত বয়সে কথা বলা, যা আয়াতে বর্ণিত হয়েছে, কোনো উল্লেখযোগ্য বিষয় নয়। প্রত্যেক মানুষই এ বয়সে কথা বলে থাকে। কিন্তু হযরত ঈসা (আ.)-এর বিশেষ অবস্থার প্রতি লক্ষ্য করলে বুঝা যাবে যে, এটিও একটি মু'জিযা। কেননা পরিণতি বয়সে পৌঁছার পূর্বেই হযরত ঈসা (আ.)-কে ইহজগত থেকে উঠিয়ে নেওয়া হয়েছে। এখন এ জগতের মানুষের সাথে পরিণত বয়সে কথা বলা তখনই হতে পারে, যখন দ্বিতীয়বার তিনি এ জগতের পদার্পণ করবেন। মুসলমানদের সর্বসম্মত বিশ্বাস তাই এবং কুরআন ও সুন্নাহর বর্ণনা থেকেও এ কথাই প্রমাণিত। অতএব বুঝা গেল যে, হযরত ঈসা (আ.)-এর শিশু অবস্থায় কথা বলা যেমন মু'জিযা, তেমনি পরিণত বয়সে কথা বলাও একটি মু'জিযা। কারণ তিনি পুনর্বার পৃথিবীতে পদার্পণ করবেন।

মু'জিযা দাবি করা মুমিনের পক্ষে অনুচিত : قَالَ اتَّقُوا اللّٰهَ اِنْ كُنْتُمْ مُّؤْمِنِيْنَ যখন হাওয়ারীরা হযরত ঈসা (আ.)-এর কাছে আকাশ থেকে খাদ্যাধার অবতারণ দাবি করল, তখন তিনি উত্তরে বলনে, যদি তোমরা ঈমানদার হও, তবে আল্লাহকে ভয় কর। এতে বুঝা যায় যে, ঈমানদার বান্দার পক্ষে এ ধরনের ফরমায়েশ করে আল্লাহকে পরীক্ষা করা কিংবা তাঁর কাছে অলৌকিক বিষয় দাবি করা একান্ত অনুচিত; বরং ঈমানদার বান্দার পক্ষে আল্লাহর নির্ধারিত পথে রুজি ইত্যাদি অন্বেষণ করাই কর্তব্য।

শব্দ বিশ্লেষণ

اَيَّدْتُّ : সীগাহ واحد متكلم বহছ ماضى معروف বাব تَفْعِيْل মাসদার اَلتَّاْيِيْدُ মূলবর্ণ (أ . ى . د) জিনস মুরাক্কাব مهموز فاء و اجوف يائى অর্থ– আমি সাহায্য করলাম।

اَلْمَهْدُ : শব্দটি একবচন, বহুবচন مُهُوْدٌ অর্থ- কোল।

كَهْلٌ : শব্দটি একবচন, বহুবচন كُهُوْلٌ অর্থ– পূর্ণ বয়স, মধ্য বয়স। ৩২-৩৫ বছর বয়সের লোক।

تُبْرِئُ : সীগাহ واحد مذكر حاضر বহছ مضارع معروف বাব اِفْعَالٌ মাসদার اَلْاِبْرَاءُ মূলবর্ণ (ب . ر . ء) জিনস مهموز لام অর্থ– তুমি নিরাময় করে দিতে।

اَلْأَكْمَهَ : সীগাহ واحد مذكر বহছ صفات مشبه বাব سَمِعَ মাসদার اَلْكَمَهُ মূলবর্ণ (ك . م . ه) জিনস صحيح অর্থ– জন্মান্ধ।

اَلْاَبْرَصَ : সীগাহ واحد مذكر বহছ صفات مشبه বাব سَمِعَ মাসদার اَلْبَرَصُ মূলবর্ণ (ب . ر . ص) জিনস صحيح অর্থ– কুষ্ঠরোগী।

مَائِدَةً : শব্দটি একবচন, বহুবচনে مَائِدَاتٌ অর্থ– খাওয়ার জিনিস।

https://e-ilm.weebly.com/

قَالَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ اللّٰهُمَّ رَبَّنَآ اَنْزِلْ عَلَيْنَا مَآئِدَةً مِّنَ السَّمَآءِ تَكُوْنُ لَنَا عِيْدًا لِّاَوَّلِنَا وَاٰخِرِنَا وَاٰيَةً مِّنْكَ ۚ وَارْزُقْنَا وَاَنْتَ خَيْرُ الرّٰزِقِيْنَ (١١٤)

অনুবাদ : (১১৪) ঈসা ইবনে মারইয়াম দোয়া করলেন, হে আল্লাহ! হে আমাদের প্রতিপালক! আমাদের প্রতি আসমান হতে খাদ্য অবতীর্ণ করুন, যেন তা আমাদের জন্য অর্থাৎ আমাদের মধ্যে যারা প্রথমে [বর্তমানে আছে] এবং যারা পরে সকলের জন্য একটা আনন্দের বিষয় হয় এবং আপনার পক্ষ হতে এক নিদর্শন হয়ে থাকে, আর আমাদেরকে [খাদ্য] প্রদান করুন, বস্তুতঃ আপনি তো সর্বোত্তম প্রদানকারী।

قَالَ اللّٰهُ اِنِّيْ مُنَزِّلُهَا عَلَيْكُمْ ۚ فَمَنْ يَّكْفُرْ بَعْدُ مِنْكُمْ فَاِنِّيْٓ اُعَذِّبُهٗ عَذَابًا لَّآ اُعَذِّبُهٗٓ اَحَدًا مِّنَ الْعٰلَمِيْنَ (١١٥)

(১১৫) আল্লাহ তা'আলা বললেন, আমি এই খাদ্য তোমাদের প্রতি অবতীর্ণ করব, অনন্তর তোমাদের মধ্যে যে তার পর অকৃতজ্ঞ হবে, আমি তাকে এমন শাস্তি দিব যে, বিশ্ববাসীদের মধ্যে ঐ শাস্তি আর কাউকেও দিব না।

وَاِذْ قَالَ اللّٰهُ يٰعِيْسَى ابْنَ مَرْيَمَ ءَاَنْتَ قُلْتَ لِلنَّاسِ اتَّخِذُوْنِيْ وَاُمِّيَ اِلٰهَيْنِ مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ ۗ قَالَ سُبْحٰنَكَ مَا يَكُوْنُ لِيْٓ اَنْ اَقُوْلَ مَا لَيْسَ لِيْ ۚ بِحَقٍّ ۗ اِنْ كُنْتُ قُلْتُهٗ فَقَدْ عَلِمْتَهٗ ۗ تَعْلَمُ مَا فِيْ نَفْسِيْ وَلَآ اَعْلَمُ مَا فِيْ نَفْسِكَ ۗ اِنَّكَ اَنْتَ عَلَّامُ الْغُيُوْبِ (١١٦)

(১১৬) আর যখন আল্লাহ বলবেন, হে ঈসা ইবনে মারইয়াম! তুমি কি তাদেরকে বলেছিলে যে, আল্লাহ ছাড়াও আমাকে এবং আমার মাতাকে মা'বূদ নির্ধারণ করে নাও, ঈসা নিবেদন করবেন, আমি তো আপনাকে পবিত্র মনে করি, আমার পক্ষে কোনো মতেই শোভনীয় ছিল না যে, আমি এমন কথা বলি যা বলার আমার কোনোই অধিকার নেই, যদি আমি বলে থাকি, তাহলে অবশ্যই আপনার জানা থাকবে, আপনি তো আমার অন্তরস্থিত কথাও জানেন, পক্ষান্তরে আপনার জ্ঞানে যা কিছু রয়েছে, আমি তা জানি না, সমস্ত গায়েবের বিষয় আপনিই জ্ঞাত।

শাব্দিক অনুবাদ

(১১৪) قَالَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ ঈসা ইবনে মারইয়াম দোয়া করলেন اللّٰهُمَّ হে আল্লাহ! رَبَّنَآ হে আমাদের প্রতিপালক! اَنْزِلْ عَلَيْنَا مَآئِدَةً مِّنَ السَّمَآءِ আমাদের প্রতি আসমান হতে খাদ্য অবতীর্ণ করুন تَكُوْنُ لَنَا عِيْدًا যেন তা আমাদের জন্য একটা আনন্দের বিষয় হয় لِّاَوَّلِنَا وَاٰخِرِنَا অর্থাৎ আমাদের মধ্যে যারা প্রথমে [বর্তমানে আছে] এবং যারা পরে সকলের জন্য وَاٰيَةً مِّنْكَ এবং আপনার পক্ষ হতে এক নিদর্শন হয়ে থাকে وَارْزُقْنَا আর আমাদেরকে [খাদ্য] প্রদান করুন وَاَنْتَ خَيْرُ الرّٰزِقِيْنَ বস্তুতঃ আপনি তো সর্বোত্তম প্রদানকারী।

(১১৫) قَالَ اللّٰهُ আল্লাহ তা'আলা বললেন اِنِّيْ مُنَزِّلُهَا عَلَيْكُمْ আমি এই খাদ্য তোমাদের প্রতি অবতীর্ণ করব فَمَنْ يَّكْفُرْ بَعْدُ مِنْكُمْ অনন্তর তোমাদের মধ্যে যে তার পর অকৃতজ্ঞ হবে فَاِنِّيْٓ اُعَذِّبُهٗ عَذَابًا আমি তাকে এমন শাস্তি দিব যে لَّآ اُعَذِّبُهٗٓ اَحَدًا مِّنَ الْعٰلَمِيْنَ বিশ্ববাসীদের মধ্যে ঐ শাস্তি আর কাউকেও দিব না।

(১১৬) وَاِذْ قَالَ اللّٰهُ আর যখন আল্লাহ বলবেন يٰعِيْسَى ابْنَ مَرْيَمَ হে ঈসা ইবনে মারইয়াম! ءَاَنْتَ قُلْتَ لِلنَّاسِ তুমি কি তাদেরকে বলেছিলে যে اتَّخِذُوْنِيْ وَاُمِّيَ اِلٰهَيْنِ আমাকে এবং আমার মাতাকে মা'বূদ নির্ধারণ করে নাও مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ আল্লাহ ছাড়াও قَالَ ঈসা নিবেদন করবেন سُبْحٰنَكَ আমি তো আপনাকে পবিত্র মনে করি مَا يَكُوْنُ لِيْٓ اَنْ اَقُوْلَ আমার পক্ষে কোনো মতেই শোভনীয় ছিল না যে مَا لَيْسَ لِيْ بِحَقٍّ আমি এমন কথা বলি যা বলার আমার কোনোই অধিকার নেই اِنْ كُنْتُ قُلْتُهٗ যদি আমি বলে থাকি فَقَدْ عَلِمْتَهٗ তা হলে অবশ্যই আপনার জানা থাকবে تَعْلَمُ مَا فِيْ نَفْسِيْ আপনি তো আমার অন্তরস্থিত কথাও জানেন وَلَآ اَعْلَمُ مَا فِيْ نَفْسِكَ পক্ষান্তরে আপনার জ্ঞানে যা কিছু রয়েছে, আমি তা জানি না اِنَّكَ اَنْتَ عَلَّامُ الْغُيُوْبِ সমস্ত গায়েবের বিষয় আপনিই জ্ঞাত।

https://e-ilm.weebly.com/

https://e-ilm.weebly.com/

مَا قُلْتُ لَهُمْ اِلَّا مَآ اَمَرْتَنِيْ بِهٖٓ اَنِ اعْبُدُوا اللّٰهَ رَبِّيْ وَرَبَّكُمْ ۚ وَكُنْتُ عَلَيْهِمْ شَهِيْدًا مَّا دُمْتُ فِيْهِمْ ۚ فَلَمَّا تَوَفَّيْتَنِيْ كُنْتَ اَنْتَ الرَّقِيْبَ عَلَيْهِمْ ؕ وَاَنْتَ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيْدٌ (١١٧)

অনুবাদ : (১১৭) আমি তো তাদেরকে কিছুই বলিনি তা ব্যতীত, যা আপনি আমাকে বলতে আদেশ করেছেন যে, তোমরা আল্লাহর বন্দেগি কর, যিনি আমারও পরওয়ারদেগার তোমাদেরও পরওয়ারদেগার, আমি তাদের সম্বন্ধে জ্ঞাত ছিলাম, যতক্ষণ তাদের মধ্যে ছিলাম, অনন্তর যখন আপনি আমাকে উঠিয়ে নিয়েছেন, তখন আপনিই তাদের সম্বন্ধে অবগত রয়েছেন, আর আপনি সর্ববিষয়ে পূর্ণ খবর রাখেন।

اِنْ تُعَذِّبْهُمْ فَاِنَّهُمْ عِبَادُكَ ۚ وَاِنْ تَغْفِرْ لَهُمْ فَاِنَّكَ اَنْتَ الْعَزِيْزُ الْحَكِيْمُ (١١٨)

(১১৮) আপনি যদি তাদেরকে শাস্তি প্রদান করেন, তবে তারা তো আপনার বান্দা, আর যদি তাদেরকে ক্ষমা করে দেন, তবে আপনি পরাক্রমশালী, প্রজ্ঞাময়।

قَالَ اللّٰهُ هٰذَا يَوْمُ يَنْفَعُ الصّٰدِقِيْنَ صِدْقُهُمْ ؕ لَهُمْ جَنّٰتٌ تَجْرِيْ مِنْ تَحْتِهَا الْاَنْهٰرُ خٰلِدِيْنَ فِيْهَآ اَبَدًا ؕ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمْ وَرَضُوْا عَنْهُ ؕ ذٰلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيْمُ (١١٩)

(১১৯) আল্লাহ বলবেন, তা সেই দিন যে, যারা সত্যবাদী ছিল তাদের সত্যবাদিতা তাদের কাজে আসবে, তারা উদ্যান প্রাপ্ত হবে, যার তলদেশে নহরসমূহ বইতে থাকবে, যেখানে তারা অনন্তকাল থাকবে, আল্লাহ তা'আলা তাদের প্রতি সন্তুষ্ট হয়েছেন, এবং তারা আল্লাহর প্রতি সন্তুষ্ট হয়েছে, তাই হচ্ছে মহা সফলতা।

لِلّٰهِ مُلْكُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ وَمَا فِيْهِنَّ ؕ وَهُوَ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ (١٢٠) ع ١٦

(১২০) আল্লাহরই জন্য রয়েছে বাদশাহী আসমানসমূহের ও জমিনের এবং ঐ সকল বস্তুর যা তাতে বিদ্যমান রয়েছে, আর তিনি সকল বিষয়ে পূর্ণ ক্ষমতাবান।

শাব্দিক অনুবাদ.

(১১৭) مَا قُلْتُ لَهُمْ আমি তো তাদেরকে কিছুই বলিনি তা ব্যতীত اِلَّا مَآ اَمَرْتَنِيْ بِهٖ যা আপনি আমাকে বলতে আদেশ করেছেন اَنِ اعْبُدُوا اللّٰهَ যে তোমরা আল্লাহর বন্দেগি কর رَبِّيْ وَرَبَّكُمْ যিনি আমারও পরওয়ারদেগার তোমাদেরও পরওয়ারদেগার وَكُنْتُ عَلَيْهِمْ شَهِيْدًا আমি তাদের সম্বন্ধে জ্ঞাত ছিলাম مَّا دُمْتُ فِيْهِمْ যতক্ষণ তাদের মধ্যে ছিলাম فَلَمَّا تَوَفَّيْتَنِيْ অনন্তর যখন আপনি আমাকে উঠিয়ে নিয়েছেন كُنْتَ اَنْتَ الرَّقِيْبَ عَلَيْهِمْ তখন আপনিই তাদের সম্বন্ধে অবগত রয়েছেন وَاَنْتَ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيْدٌ আর আপনি সর্ববিষয়ে পূর্ণ খবর রাখেন।

(১১৮) اِنْ تُعَذِّبْهُمْ আপনি যদি তাদেরকে শাস্তি প্রদান করেন فَاِنَّهُمْ عِبَادُكَ তবে তারা তো আপনার বান্দা وَاِنْ تَغْفِرْ لَهُمْ আর যদি তাদেরকে ক্ষমা করে দেন فَاِنَّكَ اَنْتَ الْعَزِيْزُ الْحَكِيْمُ তবে আপনি পরাক্রমশালী, প্রজ্ঞাময়।

(১১৯) قَالَ اللّٰهُ আল্লাহ বলবেন هٰذَا يَوْمُ يَنْفَعُ الصّٰدِقِيْنَ صِدْقُهُمْ তা সেই দিন যে, যারা সত্যবাদী ছিল তাদের সত্যবাদিতা তাদের কাজে আসবে لَهُمْ جَنّٰتٌ তারা উদ্যান প্রাপ্ত হবে تَجْرِيْ مِنْ تَحْتِهَا الْاَنْهٰرُ যার তলদেশে নহরসমূহ বইতে থাকবে خٰلِدِيْنَ فِيْهَآ اَبَدًا যেখানে তারা অনন্তকাল থাকবে رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمْ আল্লাহ তা'আলা তাদের প্রতি সন্তুষ্ট হয়েছেন وَرَضُوْا عَنْهُ এবং তারা আল্লাহর প্রতি সন্তুষ্ট হয়েছে ذٰلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيْمُ তাই হচ্ছে মহা সফলতা।

(১২০) لِلّٰهِ مُلْكُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ আল্লাহরই জন্য রয়েছে বাদশাহী আসমানসমূহের ও জমিনের وَمَا فِيْهِنَّ এবং ঐ সকল বস্তুর যা তাতে বিদ্যমান রয়েছে وَهُوَ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ আর তিনি সকল বিষয়ে পূর্ণ ক্ষমতাবান।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

নিয়ামত অসাধারণ বড় হলে অকৃতজ্ঞতার শাস্তিও বড় হয় : فَإِنِّىٓ أُعَذِّبُهُۥ عَذَابًا لَّآ أُعَذِّبُهُۥٓ أَحَدًا مِّنَ ٱلْعَٰلَمِينَ এ আয়াত থেকে জানা গেল যে, নিয়ামত অসাধারণ ও অনন্য হলে তার কৃতজ্ঞতার তাকিদও অসাধারণ হওয়া দরকার এবং অকৃতজ্ঞতার শাস্তিও অসাধারণ হওয়া স্বাভাবিক।

মায়েদা তথা খাদ্যাধার আকাশ থেকে অবতীর্ণ হয়েছিল কি না, এ সম্পর্কে তাফসীরবিদগণের মধ্যে মতভেদ রয়েছে। সাধারণ তাফসীরবিদগণ থেকে বর্ণিত হয়েছিল। তিরমিযীর হাদীসে হযরত আম্মার ইবনে ইয়াসার (র.) থেকে বর্ণিত আছে যে, খাদ্যাধার আকাশ থেকে নাজিল হয়েছিল এবং তাতে রুটি ও গোশত ছিল। এ হাদীসে আরো বলা হয়েছে যে, তারা (অর্থাৎ তাদের কিছু সংখ্যক) বিশ্বাসভঙ্গে লিপ্ত হয়েছিল এবং পরবর্তী দিনের জন্য সঞ্চয় করে রেখেছিল। ফলে তারা বানর ও শূকরে রূপান্তরিত হয়ে গিয়েছিল। (نَعُوذُ بِاللّٰهِ مِنْ غَضَبِ اللّٰهِ)

এ হাদীস থেকে আরো জানা যায় যে, তারা তা ভক্ষণও করেছিল। আয়াতে نَأْكُلَ শব্দে এ তথ্যও বিবৃত হয়েছে। তবে পরবর্তী সময়ের জন্য সঞ্চয় করে রাখা নিষিদ্ধ ছিল। –[বয়ানুল কুরআন]

وَإِذْ قَالَ اللّٰهُ يٰعِيسَى আল্লাহ তা'আলা সবকিছু জানেন। সুতরাং অজানাকে জানার জন্য হযরত ঈসা (আ.)–কে প্রশ্ন করা হয়নি; বরং এর উদ্দেশ্য খ্রিস্টান জাতিকে তিরস্কার করা ও ধিক্কার দেওয়া যে, যাকে তোমরা উপাস্য মনে করছ সে স্বয়ং তোমাদের বিশ্বাসের বিপরীতে স্বীয় দাসত্ব স্বীকার করছে এবং তোমাদের অপবাদ থেকে সে মুক্ত। –[ইবনে কাছীর]

فَلَمَّا تَوَفَّيْتَنِى كُنتَ أَنتَ ٱلرَّقِيبَ عَلَيْهِمْ : হযরত ঈসা (আ.)–এর মৃত্যু অথবা আকাশে উত্থিত করা ইত্যাদি বিষয়ে সূরা আলে-ইমরানের إِنِّى مُتَوَفِّيكَ وَرَافِعُكَ আয়াতে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে। সেখানে দেখে নেওয়া দরকার। فَلَمَّا تَوَفَّيْتَنِى বাক্যটিকে হযরত ঈসা (আ.)–এর মৃত্যুর দলিল ও আকাশে উত্থিত হওয়ার বিষয়টিকে অস্বীকার করার প্রমাণ হিসেবে উপস্থিত করা ঠিক নয়। কেননা এ কথোপকথন কিয়ামতের দিন হবে। তখন আকাশ থেকে অবতরণের পর তাঁর সত্যিকার মৃত্যু হবে অতীত বিষয়। ইবনে কাছীর হযরত আবূ মূসা আশআরী (রা.) -এর রেওয়াতে ক্রমে এক হাদীস বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন, কিয়ামতের দিন নবী-রাসূলগণকে ও তাঁদের উম্মতকে ডাকা হবে। অতঃপর হযরত ঈসা (আ.)–কে ডাকা হবে। আল্লাহ তা'আলা তাঁকে স্বীয় নিয়ামতের কথা স্মরণ করাবেন এবং নিকটে এনে বলবেন : হে মরিয়ম তনয় ঈসা, اُذْكُرْ نِعْمَتِى عَلَيْكَ وَعَلٰى وَالِدَتِكَ তোমার প্রতি ও তোমার মাতার প্রতি আমি যে সমস্ত নিয়ামত দান করেছিলাম তা স্মরণ কর। অবশেষে বলবেন : وَإِذْ قَالَ اللّٰهُ يٰعِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ ءَاَنْتَ قُلْتَ لِلنَّاسِ اتَّخِذُوْنِىْ وَاُمِّىَ اِلٰهَيْنِ مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ হে ঈসা! তুমি কি লোকদেরকে এমন কথা বলেছ যে, আমাকে ও আমার মাতাকে আল্লাহ ছাড়া উপাস্যরূপে গ্রহণ কর?

ঈসা বলবেন : পরওয়ারদেগার! আমি এরূপ বলিনি। এরপর খ্রিস্টানদেরকে প্রশ্ন করা হবে। তারা বলবে : হ্যাঁ, তিনি আমাদেরকে এ নির্দেশই দিয়েছিলেন। এরপর খ্রিস্টানদেরকে দোজখের দিকে হাঁকিয়ে দেওয়া হবে।

اِنْ تُعَذِّبْهُمْ فَاِنَّهُمْ عِبَادُكَ অর্থাৎ আপনি বান্দাদের প্রতি জুলুম ও অন্যায় কঠোরতা করতে পারেন না। তাই তাদেরকে শাস্তি দিলে তা ন্যায়বিচার ও বিজ্ঞতা-ভিত্তিকই হবে। অগত্যা যদি ক্ষমা করে দেন, তবে এ ক্ষমাও অক্ষমতাপ্রসূত হবে না। কেননা আপনি মহাপরাক্রান্ত ও প্রবল। তাই কোনো অপরাধী আপনার শক্তির নাগালের বাইরে যেতে পারবে না। যেহেতু আপনি সুবিজ্ঞ , তাই এটাও সম্ভব নয় যে, অপরাধীকে বিনা বিচারেই ছেড়ে দিবেন। মোটকথা, অপরাধীদের ব্যাপারে আপনি যে রায়ই দিবেন, তাই সম্পূর্ণ বিজ্ঞজনোচিত ও সক্ষমতাসুলভ হবে। হযরত ঈসা (আ.) হাশরের ময়দানে এসব কথা বলবেন। সেখানে কাফেরদের পক্ষে কোনোরূপ সুপারিশ, দয়া ভিক্ষা ইত্যাদি চলবে না। তাই তিনি عَزِيزٌ حَكِيمٌ এর পরিবর্তে غَفُورٌ رَّحِيمٌ ইত্যাদি গুণবাচক শব্দ অবলম্বন করেননি। এর বিপরীতে হযরত ইবরাহীম (আ.) দুনিয়াতে পরওয়ারদেগারের দরবারে আরজ করেছিলেন : رَبِّ اِنَّهُنَّ اَضْلَلْنَ كَثِيْرًا مِّنَ النَّاسِ فَمَنْ تَبِعَنِىْ فَاِنَّهٗ مِنِّىْ وَمَنْ عَصَانِىْ فَاِنَّكَ غَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ হে পরওয়ারদেগার! এ মূর্তিগুলো অনেক মানুষকে পথভ্রষ্ট করেছে। তাদের মধ্যে যে আমার অনুসরণ করে, সে আমার লোক এবং যে আমার অবাধ্যতা করে, তুমি অত্যন্ত ক্ষমাশীল ও পরম দয়ালু। অর্থাৎ, এখনও সময় আছে; তুমি স্বীয় রহমতে ভবিষ্যতে তাদেরকে তওবা ও সত্যের প্রতি প্রত্যাবর্তনের শক্তি দান করে অতীত গুনাহ ক্ষমা করতে পার। –[ফাওয়ায়েদে উসমানী]

https://e-ilm.weebly.com/

ইবনে কাছীর হযরত আবূ যর (রা.)–এর বাচনিক বর্ণনা করেন যে, মহানবী ﷺ একবার সারা রাত্রি إِنْ تُعَذِّبْهُمْ فَإِنَّهُمْ عِبَادُكَ আয়াতখানিই পাঠ করতে থাকেন। ভোর হলে আমি আরজ করলাম : ইয়া রাসূলাল্লাহ! আপনি এ আয়াতটিই পাঠ করতে করতে ভোর করেছেন। এ আয়াত দ্বারাই রুকূ' করেছেন এবং এ আয়াত দ্বারা সেজদা করেছেন। তিনি বললেন : আমি পরওয়ারদেগারে কাছে নিজের জন্য শাফায়াতের আবেদন করেছি। আবেদন মঞ্জুর হয়েছে। অতি সত্বরই আমি তা লাভ করব। আমি এমন এক ব্যক্তির জন্য শাফায়াত করতে পারব, যে আল্লাহ তা'আলার সাথে কোনো অংশীদার করেনি।

অন্য এক হাদীসে বলা হয়েছে : মহানবী ﷺ উপরিউক্ত আয়াত পাঠ করে আকাশের দিকে হস্ত প্রসারিত করেন এবং বলেন اَللّٰهُمَّ اُمَّتِىْ অর্থাৎ হে পাক পরওয়ারদেগার! আমার উম্মতের প্রতি করুণার দৃষ্টি দাও। অতঃপর তিনি কাঁদতে থাকেন। আল্লাহ তা'আলা জিবরাঈলের মাধ্যমে এভাবে কাঁদার কারণ জিজ্ঞেস করলে তিনি জিবরাঈলকে উপরিউক্ত উক্তি শুনিয়ে দেন। আল্লাহ তা'আলা জিবরাঈলকে বলেছেন : তা হলে যাও এবং (হযরত) মুহাম্মদ ﷺ কে বলে দাও যে, আমি অতিসত্ত্বর আপনার উম্মতের ব্যাপারে আপনাকে সন্তুষ্ট করব– অসন্তুষ্ট করব না।

قَالَ اللّٰهُ هٰذَا يَوْمُ يَنْفَعُ الصّٰدِقِيْنَ صِدْقُهُمْ সাধারণভাবে বাস্তবসম্মত উক্তিকে 'সিদক' তথা সত্য এবং বাস্তব বিরুদ্ধ উক্তিকে 'কিযব' তথা মিথ্যা মনে করা হয়। কিন্তু কুরআন-সুন্নাহ, থেকে জানা যায় যে, সত্য ও মিথ্যা শুধু উক্তিই নয়, কর্মও হতে পারে। নিম্নোক্ত হাদীসে বাস্তব বিরোধী কর্মকেও মিথ্যা বলা হয়েছে :

مَنْ تَحَلّٰى بِمَا لَمْ يُعْطَ كَانَ كَلَابِسِ ثَوْبَىْ زُوْرٍ অর্থাৎ, কেউ যদি এমন অলঙ্কারে সজ্জিত হয়, যা তাকে দেওয়া হয়নি, অর্থাৎ, এমন কোনো গুণ বা কর্ম দাবি করে, যা তার মধ্যে নেই, তবে সে যেন মিথ্যার বস্ত্র পরিধান করে।'

অন্য এক হাদীসে প্রকাশ্য ও গোপনে উত্তমরূপে নামাজ আদায়কারীকে সত্য বান্দা বলা হয়েছে :

اِنَّ الْعَبْدَ اِذَا صَلّٰى فِى الْعَلَانِيَةِ فَاَحْسَنَ وَصَلّٰى فِى السِّرِّ فَاَحْسَنَ قَالَ اللّٰهُ تَعَالٰى هٰذَا عَبْدِىْ حَقًّا

অর্থাৎ যে ব্যক্তি জনসমক্ষে উত্তমরূপে নামাজ পড়ে এবং নির্জনতায়ও এমনিভাবে নামাজ পড়ে, তার সম্পর্কে আল্লাহ তা'আলা বলেন : সে আমার সত্যিকার বান্দা। –[মিশকাত]

رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُمْ وَرَضُوْا عَنْهُ অর্থাৎ আল্লাহ তাদের প্রতি সন্তুষ্ট এবং তারাও আল্লাহর প্রতি। এক হাদীসে বলা হয়েছে জান্নাত পাওয়ার পর আল্লাহ তা'আলা বলবেন, বড় নিয়ামত এই যে, আমি তোমাদের প্রতি সন্তুষ্ট; এখন থেকে কখনও তেমাদের প্রতি অসন্তুষ্ট হবো না। وَذٰلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيْمُ অর্থাৎ এটিই মহান। সফলতা স্রষ্টা ও পরম প্রভুর সন্তুষ্টি অর্জিত হয়ে গেলে এর চাইতে বৃহত্তর সফলতা আর কি হতে পারে?

শব্দ বিশ্লেষণ

اَلْغُيُوْبُ : শব্দটি একবচন, বহুবচন غَيْبٌ অর্থ– অদৃশ্য জ্ঞান।

تَوَفَّيْتَ : সীগাহ واحد مذكر حاضر বহছ ماضى معروف বাব تَفَعُّلٌ মাসদার اَلتَّوَفِّىْ মূলবর্ণ (و ـ ف ـ ى) জিনস لفيف مفروق অর্থ– আপনি উঠিয়ে নিয়েছেন।

اَلرَّقِيْبُ : সীগাহ واحد مذكر বহছ صفت مشبهة বাব نَصَرَ মাসদার اَلرَّقَابَةُ মূলবর্ণ (ر ـ ق ـ ب) জিনস صحيح অর্থ– হেফাজতকারী।

https://e-ilm.weebly.com/

سُوْرَةُ الْاَنْعَامِ

সূরাতুল আন'আম

মদীনায় অবতীর্ণ : আয়াত– ১২০, রুকূ'– ১৬

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

পরম করুণাময়, দয়ালু আল্লাহর নামে শুরু করছি

অনুবাদ : (১) সমস্ত প্রশংসা আল্লাহরই জন্য, যিনি আসমানসমূহ ও জমিনকে সৃষ্টি করেছেন এবং আঁধার ও আলোকে বানিয়েছেন, তবুও কাফেররা [ইবাদতে] নিজ পরওয়ারদেগারের সমতুল্য [অন্যকে] সাব্যস্ত করে।	اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِيْ خَلَقَ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضَ وَجَعَلَ الظُّلُمٰتِ وَالنُّوْرَ ۚ ثُمَّ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا بِرَبِّهِمْ يَعْدِلُوْنَ (١)
(২) তিনি এমন যিনি তোমাদেরকে সৃষ্টি করেছেন মৃত্তিকা হতে অতঃপর নির্দিষ্ট করে দিয়েছেন, [মৃত্যুর জন্য] এক সময় এবং আরো একটি নির্দিষ্ট সময় [অর্থাৎ পুনরুত্থান হওয়ার সময়] খাছ আল্লাহর নিকট রয়েছে, তথাপিও তোমরা সন্দেহ কর।	هُوَ الَّذِيْ خَلَقَكُمْ مِّنْ طِيْنٍ ثُمَّ قَضٰى اَجَلًا ؕ وَاَجَلٌ مُّسَمًّى عِنْدَهٗ ثُمَّ اَنْتُمْ تَمْتَرُوْنَ (٢)
(৩) আর তিনিই বরহক মা'বূদ আসমানেও এবং জমিনেও তিনি তোমাদের গোপনীয় অবস্থাকেও জানেন এবং তোমাদের প্রকাশ্য অবস্থাকেও জানেন, আর তোমরা যা কিছু অর্জন কর, তাও জানেন।	وَهُوَ اللّٰهُ فِي السَّمٰوٰتِ وَفِي الْاَرْضِ ؕ يَعْلَمُ سِرَّكُمْ وَجَهْرَكُمْ وَيَعْلَمُ مَا تَكْسِبُوْنَ (٣)

শাব্দিক অনুবাদ

(১) اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ সমস্ত প্রশংসা আল্লাহরই জন্য اَلَّذِيْ خَلَقَ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضَ যিনি আসমানসমূহ ও জমিনকে সৃষ্টি করেছেন وَجَعَلَ الظُّلُمٰتِ وَالنُّوْرَ এবং আঁধার ও আলোকে বানিয়েছেন ثُمَّ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا بِرَبِّهِمْ يَعْدِلُوْنَ তবুও কাফেররা [ইবাদতে] নিজ পরওয়ারদেগারের সমতুল্য [অন্যকে] সাব্যস্ত করে।

(২) هُوَ الَّذِيْ خَلَقَكُمْ তিনি এমন যিনি তোমাদেরকে সৃষ্টি করেছেন مِّنْ طِيْنٍ মৃত্তিকা হতে ثُمَّ قَضٰى اَجَلًا অতঃপর নির্দিষ্ট করে দিয়েছেন, [মৃত্যুর জন্য] এক সময় وَاَجَلٌ مُّسَمًّى عِنْدَهٗ এবং আরো একটি নির্দিষ্ট সময় [অর্থাৎ পুনরুত্থান হওয়ার সময়] খাছ আল্লাহর নিকট রয়েছে ثُمَّ اَنْتُمْ تَمْتَرُوْنَ তথাপিও তোমরা সন্দেহ কর।

(৩) وَهُوَ اللّٰهُ আর তিনিই বরহক মা'বূদ فِي السَّمٰوٰتِ وَفِي الْاَرْضِ আসমানেও এবং জমিনেও يَعْلَمُ سِرَّكُمْ তিনি তোমাদের গোপনীয় অবস্থাকেও জানেন وَجَهْرَكُمْ এবং তোমাদের প্রকাশ্য অবস্থাকেও জানেন وَيَعْلَمُ مَا تَكْسِبُوْنَ আর তোমরা যা কিছু অর্জন কর তাও জানেন।

https://e-ilm.weebly.com/

https://e-ilm.weebly.com/

وَمَا تَأْتِيهِمْ مِنْ آيَةٍ مِنْ آيَاتِ رَبِّهِمْ إِلَّا كَانُوا عَنْهَا مُعْرِضِينَ (٤)

অনুবাদ : (৪) আর তাদের নিকট তাদের প্রতিপালকের নিদর্শনসমূহ হতে যে কোনো নির্দশনই আসে তারা তা হতে বিমুখই থাকে।

فَقَدْ كَذَّبُوا بِالْحَقِّ لَمَّا جَاءَهُمْ ۖ فَسَوْفَ يَأْتِيهِمْ أَنْبَاءُ مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ (٥)

(৫) অনন্তর তারা এই সত্য কিতাবকেও মিথ্যা প্রতিপন্ন করেছে, যখন তা তাদের নিকট পৌঁছেছে, সুতরাং তার সংবাদ সত্বরই তাদের নিকট পৌঁছবে, যার সাথে তারা উপহাস করছিল।

أَلَمْ يَرَوْا كَمْ أَهْلَكْنَا مِنْ قَبْلِهِمْ مِنْ قَرْنٍ مَكَّنَّاهُمْ فِي الْأَرْضِ مَا لَمْ نُمَكِّنْ لَكُمْ وَأَرْسَلْنَا السَّمَاءَ عَلَيْهِمْ مِدْرَارًا وَجَعَلْنَا الْأَنْهَارَ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهِمْ فَأَهْلَكْنَاهُمْ بِذُنُوبِهِمْ وَأَنْشَأْنَا مِنْ بَعْدِهِمْ قَرْنًا آخَرِينَ (٦)

(৬) তারা কি দেখেনি যে, আমি তাদের পূর্বে কত সম্প্রদায়কে ধ্বংস করে দিয়েছি? যাদেরকে আমি পৃথিবীতে এমন শক্তি দান করেছিলাম, যে শক্তি তোমাদেরকে প্রদান করিনি, এবং আমি তাদের উপর প্রচুর বৃষ্টি বর্ষণ করেছি এবং আমি তাদের [ক্ষেত ও বাগানসমূহের] পাদদেশে নহরসমূহ প্রবাহিত করেছি, অনন্তর আমি তাদেরকে ধ্বংস করে দিয়েছি তাদের পাপের দরুন এবং তাদের পরে সৃষ্টি করেছি অন্য সম্প্রদায়কে।

وَلَوْ نَزَّلْنَا عَلَيْكَ كِتَابًا فِي قِرْطَاسٍ فَلَمَسُوهُ بِأَيْدِيهِمْ لَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِنْ هَٰذَا إِلَّا سِحْرٌ مُبِينٌ (٧)

(৭) আর যদি আমি কাগজে লিখিত কোনো কিতাব আপনার প্রতি নাজিল করতাম অতঃপর তারা তাকে নিজ হস্ত দ্বারা স্পর্শ করত, তথাপিও এসব কাফেররা তাই বলত যে, তা স্পষ্ট জাদু ভিন্ন আর কিছুই নয়।

শাব্দিক অনুবাদ

(৪) وَمَا تَأْتِيهِمْ مِنْ آيَةٍ مِنْ آيَاتِ رَبِّهِمْ আর তাদের নিকট তাদের প্রতিপালকের নিদর্শনসমূহ হতে যে কোনো নির্দশনই আসে إِلَّا كَانُوا عَنْهَا مُعْرِضِينَ তারা তা হতে বিমুখই থাকে।

(৫) فَقَدْ كَذَّبُوا بِالْحَقِّ অনন্তর তারা এই সত্য কিতাবকেও মিথ্যা প্রতিপন্ন করেছে لَمَّا جَاءَهُمْ যখন তা তাদের নিকট পৌঁছেছে فَسَوْفَ يَأْتِيهِمْ أَنْبَاءُ সুতরাং তার সংবাদ সত্বরই তাদের নিকট পৌঁছবে مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ যার সাথে তারা উপহাস করছিল।

(৬) أَلَمْ يَرَوْا তারা কি দেখেনি যে كَمْ أَهْلَكْنَا مِنْ قَبْلِهِمْ مِنْ قَرْنٍ আমি তাদের পূর্বে কত সম্প্রদায়কে ধ্বংস করে দিয়েছি? مَكَّنَّاهُمْ فِي الْأَرْضِ যাদেরকে আমি পৃথিবীতে এমন শক্তি দান করেছিলাম مَا لَمْ نُمَكِّنْ لَكُمْ যে শক্তি তোমাদেরকে প্রদান করিনি। وَأَرْسَلْنَا السَّمَاءَ عَلَيْهِمْ مِدْرَارًا এবং আমি তাদের উপর প্রচুর বৃষ্টি বর্ষণ করেছি وَجَعَلْنَا الْأَنْهَارَ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهِمْ এবং আমি তাদের [ক্ষেত ও বাগানসমূহের] পাদদেশে নহরসমূহ প্রবাহিত করেছি فَأَهْلَكْنَاهُمْ অনন্তর আমি তাদেরকে ধ্বংস করে দিয়েছি بِذُنُوبِهِمْ তাদের পাপের দরুন وَأَنْشَأْنَا مِنْ بَعْدِهِمْ قَرْنًا آخَرِينَ এবং তাদের পরে সৃষ্টি করেছি অন্য সম্প্রদায়কে।

(৭) وَلَوْ نَزَّلْنَا عَلَيْكَ আর যদি আমি আপনার প্রতি নাজিল করতাম كِتَابًا فِي قِرْطَاسٍ কাগজে লিখিত কোনো কিতাব فَلَمَسُوهُ بِأَيْدِيهِمْ অতঃপর তারা তাকে নিজ হস্ত দ্বারা স্পর্শ করত لَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا তথাপিও এসব কাফেররা তাই বলত যে إِنْ هَٰذَا إِلَّا سِحْرٌ مُبِينٌ তা স্পষ্ট জাদু ভিন্ন আর কিছুই নয়।

অনুবাদ : (৮) আর তারা এরূপ [-ও] বলে যে, তাঁর নিকট কোনো ফেরেশতা কেন প্রেরণ করা হয়নি? আর যদি আমি কোনো ফেরেশতা প্রেরণ করতাম, তবে সমস্ত বিষয়েরই সমাপ্তি ঘটত, অতঃপর তাদেরকে একটু অবকাশও দেওয়া হতো না।	وَقَالُوْا لَوْلَآ اُنْزِلَ عَلَيْهِ مَلَكٌ ؕ وَلَوْ اَنْزَلْنَا مَلَكًا لَّقُضِيَ الْاَمْرُ ثُمَّ لَا يُنْظَرُوْنَ (٨)

শাব্দিক অনুবাদ

(৮) وَقَالُوْا আর তারা এরূপ [-ও] বলে যে لَوْلَآ اُنْزِلَ عَلَيْهِ مَلَكٌ তাঁর নিকট কোনো ফেরেশতা কেন প্রেরণ করা হয়নি وَلَوْ اَنْزَلْنَا مَلَكًا আর যদি আমি কোনো ফেরেশতা প্রেরণ করতাম لَّقُضِيَ الْاَمْرُ তবে সমস্ত বিষয়েরই সমাপ্তি ঘটত ثُمَّ لَا يُنْظَرُوْنَ অতঃপর তাদেরকে একটু অবকাশও দেওয়া হতো না।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

যোগসূত্র : সূরা আল মায়িদাহ-এর শেষাংশ ও এ সূরার প্রথমাংশের মধ্যে যোগসূত্র এই যে, উভয় স্থলেই শিরকের খণ্ডন ও একত্ববাদের প্রমাণের আলোচনা করা হয়েছে। আর সমষ্টিগতভাবে উভয় সূরার মধ্যে যোগসূত্র এই যে, উভয় সূরার মধ্যেই শরিয়তের বিধানাবলির আলোচনা করা হয়েছে। অবশ্য এতটুকু প্রভেদ রয়েছে যে, সূরা আল-মায়িদাহ- এ শরিয়তের মূলনীতির অন্যায় তার শাখা-বিধানসমূহও প্রচুর পরিমাণে বর্ণিত হয়েছে, গণনায় তার সংখ্যা বিশ পর্যন্ত উঠেছে। আর এ সূরার মধ্যে প্রায় সমগ্র সূরায় ব্যাপকভাবে শরিয়তের মূলনীতির বর্ণনাই অধিক হয়েছে, শাখা-বিধান খুবই কম। গণনায় আনুমানিক উল্লিখিত সংখ্যার তৃতীয়াংশ অথবা চতুর্থাংশের (অর্থাৎ ৫,৭ -এর) অধিক হবে না।

নামকরণ : أَنْعَامٌ (আন'আম) শব্দটি আরবি ভাষায় চতুষ্পদ ও গবাদি পশু তথা উট, গাভী, ভেড়া ও ছাগল ইত্যাদি-এর নর ও মাদী বুঝানোর জন্য ব্যবহৃত হয়। অত্র সূরায় ষোড়শ ও সপ্তদশ রুকূতে গৃহপালিত চতুষ্পদ জন্তু হালাল ও হারাম হওয়া সম্পর্কে আরবদের অন্ধবিশ্বাস ও কুসংস্কারাচ্ছন্ন ধারণার প্রতিবাদ করা হয়েছে। এটার প্রতি লক্ষ্য রেখেই এ সূরাটির নামকরণ করা হয়েছে। সূরা 'আল আন'আম' বা 'গৃহপালিত পশু'। এ কথার দ্বারা এটা বুঝানো উদ্দেশ্য নয় যে, অত্র সূরায় শুধু আন'আম সম্পর্কেই আলোচনা করা হয়েছে; বরং অনেক বিষয়ই আলোচিত হয়েছে, কিন্তু আন'আমের আলোচনাটি অতীব গুরুত্বপূর্ণ ছিল তাই সূরাটির নামকরণ 'আল আন'আম' হওয়া যথার্থ হয়েছে।

বিষয়বস্তু : সূরা আল আন'আম মক্কা মুয়াযযমায় অবতীর্ণ হয়েছে। এতে ১৬৫ টি আয়াত ও ২০টি রুকূ রয়েছে। এ সূরার সার হলো কয়েকটি বিষয়। যথা– একত্ববাদের প্রমাণ, প্রেরিতত্বের প্রমাণ, তাওহীদ ও রিসালাতের পোষকতার জন্য কতিপয় আম্বিয়ায়ে কেরামের ঘটনাবলি বর্ণনা, কুরআনের প্রমাণ, হাশরের দিন পুনরুত্থানের প্রমাণ, এ সমস্ত বিষয়ের অবিশ্বাসকারীদের শত্রুতামূলক আচরণ ও উক্তি, সেই অবিশ্বাসীদের প্রতি শাস্তির ভীতি প্রদর্শন, সেই ভীতি প্রদর্শনসমূহের পোষকতার জন্য প্রাচীন কালের কতিপয় কাফের সম্প্রদায়ের শাস্তির বর্ণনা, ঐ সমস্ত অবিশ্বাসকারীদের সাথে কথোপকথন ও বিতর্ক, তাদের কুপ্রথা ও বদ-অভ্যাসসমূহের নিন্দাবাদ, এদের সাথে আচরণে মধ্যম পন্থা বজায় রাখার শিক্ষা প্রদান, যেন তাবলীগেও শৈথিল্য না হয় এবং কঠোরতা করতে গিয়ে শরিয়তের সীমাও লঙ্ঘিত না হয়; মেলামেশা করতে গিয়ে তোষামোদ না হয়, তাদের মন রক্ষা করতে কিংবা হেদায়েত করবার চিন্তায় অতিশয্য না হয়, তাদের মূর্খতামূলক প্রথাসমূহের মোকাবিলায় কতিপয় ইসলামিক মহান চরিত্রের বর্ণনা ইত্যাদি। এ সমস্ত কথোপকথন মুশরিকদের সাথেই হয়েছে, মাত্র দুই তিন স্থানে নবুয়ত ও কুরআনের মাসআলা কিংবা বস্তুসমূহের হালাল ও হারাম হওয়ার আলোচনার সামঞ্জস্যের দরুন প্রাসঙ্গিকভাবে আহলে কিতাব, বিশেষ করে ইহুদিদের দুষ্কৃতির আলোচনা হয়েছে।

অবতীর্ণের সময়কাল : এ সূরাটি অবতীর্ণ হওয়ার সময়কাল প্রসঙ্গে হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) হতে বর্ণিত আছে যে, সূরা আল আন'আম মক্কা মুয়াযযমায় একরাত্রে অবতীর্ণ হয়েছে। তখন তার চতুর্দিকে ৭০ হাজার ফেরেশতা ঘিরে ছিলেন এবং তারা তাসবীহ পাঠ করছিলেন। হযরত ইবনে ওমর (রা.) এ সম্পর্কে বলেন, নবী করীম ﷺ বলেছেন, সূরা আল আন'আম একত্রে নাজিল হয়েছে। হযরত আসমা বিনতে ইয়াযীদ (রা.) বলেন, এ সূরাটি যখন রাসূলে কারীম ﷺ-এর

https://e-ilm.weebly.com/

https://e-ilm.weebly.com/

সম্ভবতঃ এই যে, এ জগতে অন্ধকার হলো আসল এবং আলো বিশেষ বিশেষ বস্তুর সাথে জড়িত। সেসব বস্তু সামনে থাকলে আলোর উদ্ভব হয়, না থাকলে সবকিছু অন্ধকারে আচ্ছন্ন হয়ে যায়।

আলোচ্য আয়াতের উদ্দেশ্য একত্ববাদের স্বরূপ ও সুস্পষ্ট প্রমাণ বর্ণনা করে জগতের ঐসব জাতিকে হুশিয়ার করা, যারা মূলত একত্ববাদে বিশ্বাসী নয় কিংবা বিশ্বাসী হওয়া সত্ত্বেও একত্ববাদের তাৎপর্যকে পরিত্যাগ করে বসেছে।

অগ্নি উপাসকদের মতে জগতের স্রষ্টা দু'জন ইয়াযদান ও আহরামান। তারা ইয়াযদানকে মঙ্গলের স্রষ্টা এবং আহরামানকে অমঙ্গলের স্রষ্টা বলে বিশ্বাস করে। এ দুটিকেই তারা অন্ধকার ও আলো বলে ব্যক্ত করে।

ভারতের পৌত্তলিকদের মতে তেত্রিশ কোটি দেবতা খোদার অংশীদার। আর্য সমাজ একত্ববাদে বিশ্বাসী হওয়া সত্ত্বেও আত্মা ও মূল পদার্থকে অনাদি এবং খোদার শক্তি-সামর্থ্য ও সৃষ্টি থেকে মুক্ত সাব্যস্ত করে একত্ববাদের মূল স্বরূপ থেকে সরে দাঁড়িয়েছে। এমনিভাবে খ্রিস্টানরা আল্লাহ তা'আলার অংশীদার সাব্যস্ত করেছে। এরপর একত্ববাদের বিশ্বাসকে টিকিয়ে রাখার জন্য তারা 'একে তিন' এবং 'তিনে এক'–এর অযৌক্তিক মতবাদের আশ্রয় নিয়েছে। আরবের মুশরিকরা তো ইলাহী বণ্টনে চূড়ান্ত বদান্যতার পরিচয় দিয়েছে। প্রতিটি পাহাড়ের প্রতিটি বড় পাথরও তাদের মতে মানবজাতির উপাস্য হতে পারত। মোটকথা, যে মানবকে আল্লাহ তা'আলা 'আশরাফুল মাখলুকাত' তথা সৃষ্টির সেরা করেছিলেন, তারা যখন পথভ্রষ্ট হলো, তখন চন্দ্র, সূর্য, তারকারাজি, আকাশ, পানি, বৃক্ষলতা, এমনকি, পোকা-মাকড়কেও সেজদার যোগ্য উপাস্য রুজিদাতা ও বিপদ বিদূরণকারী সাব্যস্ত করে নিল।

কুরআন পাক আলোচ্য আয়াতে আল্লাহ তা'আলাকে নভোমণ্ডল ও ভূমণ্ডলের স্রষ্টা এবং অন্ধকার ও আলোর উদ্ভাবক বলে উপরিউক্ত সব ভ্রান্ত বিশ্বাসের মূলোৎপাটন করেছে। কেননা অন্ধকার ও আলো, নভোমণ্ডল এবং এতে উৎপন্ন যাবতীয় বস্তু আল্লাহ তা'আলার সৃষ্ট। অতএব এগুলোকে কেমন করে আল্লাহ তা'আলার অংশীদার করা যায়?

প্রথম আয়াতে বৃহৎ জগৎ অর্থাৎ সমগ্র বিশ্বের বৃহত্তর বস্তুগুলোকে আল্লাহ তা'আলার সৃষ্ট ও মুখাপেক্ষী বলে মানুষকে নির্ভুল একত্ববাদ শিক্ষা দেওয়া হয়েছে। অতঃপর দ্বিতীয় আয়াতে মানুষকে বলা হয়েছে যে, তোমার অস্তিত্ব স্বয়ং একটি ক্ষুদ্র জগৎ বিশেষ। যদি এরই সূচনা, পরিণতি ও বাসস্থানের প্রতি লক্ষ্য করা হয়, তবে একত্ববাদ একটা বাস্তব সত্য হয়ে সামনে ফুটে উঠবে। এ আয়াতে বলা হয়েছে : هُوَ الَّذِيْ خَلَقَكُمْ مِّنْ طِيْنٍ ثُمَّ قَضٰىٓ اَجَلًا অর্থাৎ, আল্লাহ তা'আলাই সে সত্তা যিনি তোমাদেরকে মাটি থেকে সৃজন করেছেন। আল্লাহ তা'আলা হযরত আদম (আ.)-কে একটি বিশেষ পরিমাণ মাটি থেকে সৃষ্টি করেছেন। সমগ্র পৃথিবীর অংশ এতে অন্তর্ভুক্ত ছিল। এ কারণেই আদম-সন্তানরা বর্ণ, আকার এবং চরিত্র ও অভ্যাসে বিভিন্ন। কেউ কৃষ্ণবর্ণ, কেউ শ্বেতবর্ণ, কেউ লালবর্ণ, কেউ কঠোর, কেউ নম্র, কেউ পবিত্র-স্বভাব বিশিষ্ট এবং কেউ অপবিত্র-স্বভাবের হয়ে থাকে। –[মাযহারী]

এই হচ্ছে মানব সৃষ্টির সূচনা। এরপর পরিণতির দুটি মনজিল উল্লেখ করা হয়েছে। একটি মানবের ব্যক্তিগত পরিণতি, যাকে মৃত্যু বলা হয়। অপরটি সমগ্র মানবগোষ্ঠীর ও তার উপকারে নিয়োজিত সৃষ্টজগত– সবার সমষ্টির পরিণতি, যাকে কিয়ামত বলা হয়। মানবের ব্যক্তিগতক পরিণতি বুঝাবার জন্য বলা হয়েছে : ثُمَّ قَضٰىٓ اَجَلًا অর্থাৎ মানব সৃষ্টির পর আল্লাহ তা'আলা তার স্থায়িত্ব ও আয়ুষ্কালের জন্য একটি মেয়াদ নির্ধারণ করে দিয়েছিলেন। এ মেয়াদের শেষ প্রান্তে পৌঁছার নাম মৃত্যু। এ মেয়াদ মানবের জানা না থাকলেও আল্লাহর ফেরেশতারা জানেন; বরং এ দিক দিয়ে মানুষও মৃত্যু সম্পর্কে অবগত। কেননা সে সর্বদা, সর্বত্র আশ-পাশে আদম-সন্তানদেরকে মৃত্যুবরণ করতে দেখে।

এরপর সমগ্র বিশ্বের পরিণতি অর্থাৎ, কিয়ামতের উল্লেখ করে বলা হয়েছে : وَاَجَلٌ مُّسَمًّى عِنْدَهٗ; অর্থাৎ আরো একটি মেয়াদ নির্দিষ্ট আছে, যা একমাত্র আল্লাহ তা'আলাই জানেন। এ মেয়াদের পূর্ণ জ্ঞান ফেরেশতাদের নেই এবং মানুষেরও নেই।

সারকথা এই যে, প্রথম আয়াতে বৃহৎ জগৎ অর্থাৎ গোটা বিশ্বের অবস্থা সম্পর্কে বলা হয়েছে যে, তা আল্লাহ তা'আলা কর্তৃক সৃষ্ট ও নির্মিত। দ্বিতীয় আয়াতে এমনিভাবে ক্ষুদ্র জগৎ অর্থাৎ মানুষ যে আল্লাহর সৃষ্টজীব, তা বর্ণিত হয়েছে। এরপর মানুষকে শৈথিল্য থেকে জাগ্রত করার জন্য বলা হয়েছে যে, প্রত্যেক মানুষের একটি বিশেষ আয়ুষ্কাল রয়েছে, যার পর তার মৃত্যু অবধারিত প্রতিটি মানুষ এ বিষয়টি সর্বক্ষণ নিজের আশ-পাশে প্রত্যক্ষ করে।

وَاَجَلٌ مُّسَمًّى عِنْدَهٗ; বাক্যে এ নির্দেশ রয়েছে যে, মানুষের ব্যক্তিগত। মৃত্যুকে যুক্তি ও প্রমাণ হিসেবে দাঁড় করিয়ে সমগ্র বিশ্বের ব্যাপক মৃত্যু অর্থাৎ কিয়ামতকে সপ্রমাণ করা একটা মনস্তাত্ত্বিক ও স্বাভাবিক বিষয়। তাই কেয়ামতের আগমনে কোনো সন্দেহের অবকাশ নেই। এ কারণে আয়াতের শেষভাগে উপযুক্ততা প্রকাশার্থে বলা হয়েছে : ثُمَّ اَنْتُمْ تَمْتَرُوْنَ অর্থাৎ এহেন সুস্পষ্ট যুক্তি-প্রমাণ সত্ত্বেও তোমরা কিয়ামত সম্পর্কে সন্দেহ পোষণ কর; এটা অনুচিত

https://e-ilm.weebly.com/

তৃতীয় আয়াতে প্রথম দু আয়াতে বর্ণিত বিষয়বস্তুর ফলাফল বর্ণিত হয়েছে। তাই এই যে, আল্লাহ তা'আলাই এমন এক সত্তা যিনি নভোমণ্ডল ও ভূমণ্ডলে ইবাদত ও আনুগত্যের যোগ্য এবং তিনিই তোমাদের প্রতিটি প্রকাশ্য ও গোপন অবস্থা এবং প্রতিটি উক্তি ও কর্ম সম্পর্কে পুরোপুরি পরিজ্ঞাত।

চতুর্থ আয়াতে অমনোযোগী মানুষের হঠকারিতা ও সত্য বিরোধী জেদের কথা উল্লেখ করা হয়েছে : وَمَا تَأْتِيهِمْ مِّنْ اٰيَةٍ مِّنْ اٰيٰتِ رَبِّهِمْ اِلَّا كَانُوْا عَنْهَا مُعْرِضِيْنَ অর্থাৎ আল্লাহ তা'আলার একত্ববাদের সুস্পষ্ট যুক্তি-প্রমাণ ও নিদর্শন সত্ত্বেও অবিশ্বাসীরাও এ কর্মপন্থা অবলম্বন করে রেখেছে যে, আল্লাহর পক্ষ থেকে তাদের হেদায়েতের জন্য যে কোনো নিদর্শন প্রেরণ করা হয়, তারা তা থেকে মুখ ফিরিয়ে নেয়– এ সম্পর্কে মোটেই চিন্তা-ভাবনা করে না।

পঞ্চম আয়াতে কতিপয় ঘটনার দিকে ইঙ্গিত করে এ অমনোযোগিতার আরো বিবরণ দেওয়া হয়েছে, فَقَدْ كَذَّبُوْا بِالْحَقِّ لَمَّا جَآءَهُمْ অর্থাৎ সত্য যখন তাদের সামনে প্রতিভাত হলো, তখন তারা সত্যকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করল। এখানে 'সত্যের' অর্থ কুরআন হতে পারে এবং নবী করীম ﷺ–এর পবিত্র ব্যক্তিত্বও হতে পারে।

কেননা মহানবী ﷺ আজীবন আরব গোত্রসমূহের মধ্যেই অবস্থান করেন। তাঁর শৈশব থেকে যৌবন এবং যৌবন থেকে বার্ধক্য তাদের সামনে সুস্পষ্ট হয়ে উঠেছে। তারা একথাও পুরোপুরিভাবেই জানত যে, মহানবী ﷺ কোনো মানুষের কাছে এক অক্ষরও শিক্ষালাভ করেননি। এমন কি নিজ হাতে নিজের নামও লিখতে পারতেন না। সারা আরবে তিনি উম্মি (নিরক্ষর) উপাধিতে খ্যাত ছিলেন। চল্লিশ বছর পূর্ণ হয়ে যেতেই অকস্মাৎ তাঁর মুখ দিয়ে নিগুঢ়তত্ত্ব, আধ্যাত্মবিদ্যা এবং জ্ঞান-বিজ্ঞানের এমন স্রোতধারা প্রবাহিত হতে লাগল, যা জগতের পারদর্শী দার্শনিকদেরকেও বিস্ময়াভিভূত করে দেয়। তিনি নিজের আনীত কালামের মোকাবিলা করার জন্য আরবের স্বনামখ্যাত প্রাঞ্জলভাষী কবি-সাহিত্যিক ও অলঙ্কারবিদদেরকে চ্যালেঞ্জ দিলেন। তারা মহানবী ﷺ-কে হেয় প্রতিপন্ন করার জন্য স্বীয় জান-মাল, মান-সম্ভ্রম, সন্তান-সন্ততি ও পরিবার-পরিজন বিসর্জন দিতে সর্বদা প্রস্তুত থাকত, কিন্তু এ চ্যালেঞ্জ গ্রহণ করে কুরআনের একটি আয়াতের অনুরূপ বাক্য রচনা করার সাহস তাদের কারো হলো না।

এভাবে নবী করীম ﷺ এবং কুরআনের অস্তিত্ব ছিল সত্যের এক বিরাট নির্দশন। এছাড়া মহানবী ﷺ–এর মাধ্যমে হাজারো মু'জিযা ও খোলাখুলি নিদর্শন প্রকাশ পায়, যে কোনো সুস্থ বিবেকসম্পন্ন মানুষ যা অস্বীকার করতে পারত না। কিন্তু কাফেররা এসব নিদর্শনকে সম্পূর্ণ মিথ্যা বলে উড়িয়ে দিল। তাই আয়াতে বলা হয়েছে : فَقَدْ كَذَّبُوْا بِالْحَقِّ لَمَّا جَآءَهُمْ আয়াতের শেষে তাদের অস্বীকৃতি ও মিথ্যারোপের অশুভ পরিণতির দিকে ইঙ্গিত করে বলা হয়েছে : فَسَوْفَ يَاْتِيْهِمْ اَنْۢبٰٓؤُا مَا كَانُوْا بِهٖ يَسْتَهْزِءُوْنَ অর্থাৎ আজ তো এসব অপরিণামদর্শী লোকেরা রাসূলুল্লাহ ﷺ–এর মু'জিযা, তাঁর আনীত হেদায়েত, কিয়ামত ও পরকাল সবকিছু নিয়েই হাস্যোপহাস করছে, কিন্তু সে সময় দূরে নয়, যখন এগুলোর স্বরূপ তাদের দৃষ্টিতে প্রতিভাত হবে। কিয়ামত প্রতিষ্ঠিত হবে। ঈমান ও আমলের হিসাব দিতে হবে এবং প্রত্যেক ব্যক্তি নিজ নিজ কৃতকর্মের প্রতিদান ও শাস্তি পাবে। তখন এগুলোকে বিশ্বাস ও স্বীকার করলেও কোনো উপকার হবে না। কেননা সেটা কর্ম জগৎ নয়– প্রতিদান দিবস। আল্লাহ তা'আলা এখনো চিন্তা ভাবনার সুযোগ দিয়েছেন। এ সুযোগের সদ্ব্যবহার করে খোদায়ী নিদর্শনাবলিতে বিশ্বাস স্থাপন করলেই ইহকাল ও পরকালের কল্যাণ সাধিত হবে।

قوله اَلَمْ يَرَوْا كَمْ اَهْلَكْنَا مِنْ قَبْلِهِمْ الخ : পূর্ববর্তী আয়াতসমূহে যারা খোদায়ী বিধান ও পয়গম্বরগণের শিক্ষা থেকে মুখ ফিরিয়ে নিত কিংবা বিরোধিতা করত, তাদের প্রতি কঠোর শাস্তিবাণী উচ্চারিত হয়েছিল। আলোচ্য আয়াতসমূহে এসব অবিশ্বাসীর দৃষ্টি পরিপার্শ্বিক অবস্থা ও প্রাচীনকালের ঐতিহাসিক ঘটনাবলির প্রতি আকৃষ্ট করে তাদেরকে শিক্ষা ও উপদেশ গ্রহণের সুযোগ দেওয়া হয়েছে। নিঃসন্দেহে বিশ্ব-ইতিহাস একটি শিক্ষাগ্রন্থ। জ্ঞানচক্ষু মেলে নিরীক্ষণ করলে এটি হাজারো উপদেশের চাইতে অধিক কার্যকারী উপদেশ। 'জগৎ একটি উৎকৃষ্ট গ্রন্থ এবং কাল উৎকৃষ্ট শিক্ষক" –জনৈক দার্শনিকের এ উক্তি অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ। এ কারণেই কুরআন পাকের একটি বিরাট বিষয়বস্তু হচ্ছে কাহিনী ও ইতিহাস। কিন্তু সাধারণভাবে অমনোযোগী মানুষেরা জগতের ইতিহাসকেও একটি চিত্তবিনোদনের সামগ্রীর চাইতে অধিক গুরুত্ব দেয়নি; বরং উপদেশ ও জ্ঞানের এ উৎকৃষ্ট বিষয়টিকেও তারা অমনোযোগিতা ও গুনাহের উপায় হিসেবে গ্রহণ করেছে।পূর্ববর্তী কিচ্ছা-কাহিনীকে হয় শুধু ঘুমের পূর্বে ঘুমের ঔষধের স্থলে ব্যবহার করা হয়; না হয় অবসর সময়ে চিত্তবিনোদনের উপায় হিসেবে গ্রহণ করা হয়।

https://e-ilm.weebly.com/

সম্ভবতঃ এ কারণেই কুরআন পাক শিক্ষা ও উপদেশের জন্য বিশ্ব-ইতিহাসকে বেছে নিয়েছে। তবে কুরআনের বর্ণনাভঙ্গি বিশ্বের সাধারণ ঐতিহাসিক গ্রন্থের মতো নয়, তাতে কাহিনী ও ইতিহাস রচনাই মূল লক্ষ্য হয়ে থাকে। তাই কুরআন ঐতিহাসিক ঘটনাবলিকে ধারাবাহিক কাহিনীর আকারে বর্ণনা করেনি; বরং কাহিনীর যতটুকু অংশ যে ব্যাপারে ও যে অবস্থার সাথে সম্পর্কযুক্ত, সে ব্যাপারে ততটুকু অংশই উল্লেখ করেছে। অতঃপর অন্যত্র এ কাহিনীর অন্য অংশ বিষয়বস্তুর সাথে সামঞ্জস্যের কারণ বর্ণনা করা হয়েছে। এতে এ সত্যের দিকে ইঙ্গিত হতে পারে যে, কোনো কাহিনী কখনো স্বয়ং উদ্দেশ্য হয় না; বরং প্রত্যেক ঘটনা বর্ণনা করার লক্ষ্য হচ্ছে তা থেকে কোনো কার্যকর ফল বের করা। এ কারণে এ ঘটনার যতটুকু অংশ এ লক্ষ্যের জন্য জরুরি, ততটুকু পাঠ কর এবং সামনে এগিয়ে যাও। স্বীয় অবস্থা পর্যালোচনা কর এবং অতীত ঘটনাবলি থেকে শিক্ষা অর্জন করে আত্মসংশোধনে ব্রতী হও।

আলোচ্য প্রথম আয়াতে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর প্রত্যক্ষ সম্বোধিত মক্কাবাসীদের সম্পর্কে বলা হয়েছে যে, তারা কি পূর্ববর্তী জাতিসমূহের অবস্থা দেখেনি? দেখলে তা থেকে তারা শিক্ষা ও উপদেশ অর্জন করতে পারত। এখানে 'দেখা'র অর্থ তাদের অবস্থা সম্পর্কে চিন্তা-ভাবনা করা। কেননা সে জাতিগুলো তখন তাদের সামনে ছিল না। এরপর পূর্ববর্তী জাতিসমূহের ধ্বংস ও বিপর্যয় উল্লেখ করে বলা হয়েছে : كَمْ أَهْلَكْنَا مِنْ قَبْلِهِمْ مِنْ قَرْنٍ – অর্থাৎ তাদের পূর্বে অনেক সম্প্রদায়কে আমি ধ্বংস করে দিয়েছি।

قَرْنٌ শব্দের অর্থ সমসাময়িক লোকসমাজ এবং সুদীর্ঘকাল। দশ বছর থেকে একশ' বছর পর্যন্ত সময়কাল অর্থেও এ শব্দটি ব্যবহৃত হয়। কিন্তু قَرْن শব্দের অর্থ যে এক শতাব্দী, কোনো কোনো ঘটনা ও হাদীস থেকে এর সমর্থন পাওয়া যায়। এক হাদীসে আছে; মহানবী ﷺ আব্দুল্লাহ ইবনে বিশর মাযেনীকে বলেছিলেন : তুমি এক 'কারন' পর্যন্ত জীবিত থাকবে। পরে দেখা গেল যে, তিনি পূর্ণ একশ' বছর জীবিত ছিলেন। মহানবী ﷺ জনৈক বালককে দোয়া দেন যে, তুমি এক 'কারন' জীবিত থেক। বালকটি পূর্ণ একশ' বছর জীবিত ছিল। خَيْرُ الْقُرُوْنِ قَرْنِيْ ثُمَّ الَّذِيْنَ يَلُوْنَهُمْ ثُمَّ الَّذِيْنَ يَلُوْنَهُمْ এ হাদীসের অর্থ করতে গিয়ে অধিকাংশ আলেম এক 'কারন' বলতে এক শতাব্দী স্থির করেছেন।

এ আয়াতে অতীত জাতিসমূহ সম্পর্কে প্রথমে বলা হয়েছে যে, আল্লাহ তা'আলা তাদেরকে পৃথিবীতে এমন বিভূতি, শক্তি ও জীবন ধারণের সাজ-সরঞ্জাম দান করেছিলেন, যা পরবর্তী লোকদের ভাগ্যে জুটেনি। কিন্তু তারাই যখন পয়গম্বরগণের প্রতি মিথ্যারোপ করল এবং আল্লাহর নির্দেশের বিরুদ্ধাচরণ করল, তখন প্রভূত জাঁকজমক, প্রতাপ-প্রতিপত্তি ও অর্থ-সম্পদ তাদেরকে আল্লাহর আজাব থেকে রক্ষা করতে পারল না। তারা পৃথিবীর বুক থেকে নিশ্চিহ্ন হয়ে গেছে। আজ মক্কাবাসীদেরকে সম্বোধন করা হচ্ছে। আদ ও সামূদ গোত্রের মতো শক্তিবল তাদের নেই এবং সিরিয়া ও ইয়েমেনবাসীদের অনুরূপ স্বাচ্ছন্দ্যশীলও তারা নয়। এসব অতীত জাতিসমূহের ঘটনাবলি থেকে শিক্ষা গ্রহণ করা এবং নিজেদের ক্রিয়াকর্মের পর্যালোচনা করে দেখা তাদের উচিত। বিরুদ্ধাচরণ করলে তাদের পরিণতি কি হবে, তাও ভেবে দেখা দরকার।

আয়াতের শেষভাগে বলা হয়েছে : وَأَنْشَأْنَا مِنْ بَعْدِهِمْ قَرْنًا اٰخَرِيْنَ –অর্থাৎ আল্লাহ তা'আলার শক্তি-সামর্থ্য শুধু প্রবল প্রতাপান্বিত, অসাধারণ জাঁকজমক ও সাম্রাজ্যের অধিপতি এবং জনবহুল ও মহাপরাক্রান্ত জাতিসমূহকে চোখের পলকে অন্য জাতি সৃষ্টি করে সেখানে বসিয়ে দিয়েছে। ফলে কেউ বুঝতেই পারল না যে, এখান থেকে লোকজন হ্রাস পেয়েছে।

قوله وَلَوْ نَزَّلْنَا عَلَيْكَ كِتٰبًا فِيْ قِرْطَاسٍ الخ : আয়াতটি একটি বিশেষ ঘটনা সম্পর্কে অবতীর্ণ হয়েছে। একদিন হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আবী উমাইয়া রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সামনে একটি হঠকারিতাপূর্ণ দাবি পেশ করে বসল। সে বলল, আমি আপনার প্রতি ততক্ষণ পর্যন্ত বিশ্বাস স্থাপন করতে পারি না, যে পর্যন্ত না আপনাকে আকাশে আরোহণ করে সেখান থেকে একটি গ্রন্থ নিয়ে আসতে দেখব। গ্রন্থে আমার নাম উল্লেখ করে এ আদেশ লিপিবদ্ধ থাকতে হবে; হে আব্দুল্লাহ! রাসূলের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন কর। সে আরো বলল : আপনি এগুলোর করে দেখালেও আমার মুসলমান হওয়ার সম্ভাবনা ক্ষীণ।

আশ্চর্যের বিষয় এই যে, এতসব কথার পরও লোকটি মুসলমান হয়েছিল। শুধু তাই নয়, ইসলামের গাজী হয়ে তায়েফ যুদ্ধে শাহাদাতও বরণ করেছিলেন।

জাতির এহেন অন্যায়, হঠকারিতাপূর্ণ দাবি-দাওয়া এবং উপহাসের ভঙ্গিতে কথাবার্তা পিতামাতার চাইতে অধিক স্নেহশীল রাসূলে কারীম ﷺ-এর অন্তরকে কতটুকু ব্যথিত করেছিল, তার সঠিক অনুমান আমরা করতে পারি না। শুধু ঐ ব্যক্তি হয়তো তা অনুভব করতে পারে, যে জাতির মঙ্গল ও কল্যাণ চিন্তাকে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর মতো জীবনে লক্ষ্য হিসেবে বেছে নিয়েছে।

https://e-ilm.weebly.com/

قوله وَقَالُوْا لَوْلَآ اُنْزِلَ عَلَيْهِ مَلَكٌ الخ : আয়াত অবতরণেরও একটি ঘটনা রয়েছে। পূর্বোল্লিখিত আব্দুল্লাহ ইবনে আবী উমাইয়া, নযর ইবনে হারেস এবং নওফল ইবনে খালেদ একবার একত্রিত হয়ে রাসূলুল্লাহ ﷺ–এর কাছে উপস্থিত হয় এবং বলে: আমরা আপনার প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করব যদি আপনি আকাশ থেকে একটি গ্রন্থ নিয়ে আসেন। গ্রন্থের সাথে চারজন ফেরেশতা এসে সাক্ষ্য দিবে যে, এ গ্রন্থ আল্লাহর পক্ষ থেকেই এসেছে এবং আপনি আল্লাহর রাসূল।

আল্লাহ তা'আলার পক্ষ থেকে এর এক উত্তর এই যে, গাফেলরা এসব দাবি দাওয়া করে মৃত্যু ও ধ্বংসকেই ডেকে আনছে। কেননা আল্লাহর আইন এই যে, কোনো জাতি কোনো পয়গম্বরের কাছে যখন বিশেষ কোনো মু'জিযা দাবি করে এবং আল্লাহ তা'আলার পক্ষ থেকে তাদের দাবি পূরণ করে দেওয়া হয়, তখন ইসলাম গ্রহণে সামান্য দেরিও সহ্য করা হয় না। ব্যাপক আজাবের মাধ্যমে তাদেরকে ধ্বংস করে দেওয়া হয়। মক্কাবাসীরাও এ দাবি সদুদ্দেশ্য প্রণোদিত হয়ে করছিল না যে, তা মেনে নেওয়ার আশা করা যেত। তাই বলা হয়েছে : وَلَوْ اَنْزَلْنَا مَلَكًا لَّقُضِىَ الْاَمْرُ ثُمَّ لَا يُنْظَرُوْنَ অর্থাৎ আমি যদি তাদের চাহিদা মতো মু'জিযা দেখানোর জন্য ফেরেশতা পাঠিয়ে দেই তবে মু'জিযা দেখার পরও বিরুদ্ধাচরণ করলে আল্লাহর পক্ষ থেকে ধ্বংসের নির্দেশ জারি হয়ে যাবে। এরপর তাদেরকে বিন্দুমাত্রও অবকাশ দেওয়া হবে না। কাজেই তাদের বুঝে নেওয়া উচিত যে, তাদের চাওয়া মু'জিযা প্রকাশ না করলে তাদেরই মঙ্গল।

এরই দ্বিতীয় উত্তর চতুর্থ আয়াতে অন্যভাবে দেওয়া হয়েছে। বলা হয়েছে– এরা ফেরেশতা অবতারণের দাবি করে অদ্ভুত বোকামির পরিচয় দিচ্ছে। কেননা ফেরেশতা যদি আসল আকার-আকৃতিতে সামনে আসে, তবে ভয়ে মানুষের অন্তরাত্মা কাঠ হয়ে যাবে। এমনকি, আতঙ্কগ্রস্ত হয়ে তৎক্ষণাৎ প্রাণবায়ু বের হয়ে যাবার আশঙ্কাও রয়েছে।

পক্ষান্তরে যদি মানবাকৃতি ধারণ করে ফেশেতা সামনে আসে, যেমন জিবরাঈল বহুবার মহানবী ﷺ–এর কাছে এসেছেন, তবে তারা তাঁকে একজন মানুষই মনে করবে এবং তাদের আপত্তি পূর্বাবস্থায়ই বহাল থাকবে।

এসব হঠকারিতাপূর্ণ কথাবার্তার উত্তর দেওয়ার পর পঞ্চম আয়াতে নবী করীম ﷺ–এর সান্ত্বনার জন্য বলা হয়েছে: স্বজাতির পক্ষ থেকে আপনি যে উপহাস, ঠাট্টা-বিদ্রূপ ও যাতনা ভোগ করছেন, তা শুধু আপনারই বৈশিষ্ট্য নয়, আপনার পূর্বেও সব পয়গম্বরকে এমনি হৃদয়বিদারক ও প্রাণঘাতি ঘটনাবলির সম্মুখীন হতে হয়েছে। কিন্তু তারা সাহস হারাননি। পরিণামে বিদ্রূপকারী জাতিকে সে আজাবই পাকড়াও করেছে, যাকে নিয়ে তারা ঠাট্টা-বিদ্রূপ করত।

মোটকথা এই যে, আল্লাহর বিধানাবলি প্রচার করারই আপনার কাজ। এ দায়িত্ব পালন করে আপনি দায়মুক্ত হয়ে যান। কেউ তা গ্রহণ করল কিনা? তা দেখাশোনা করা আপনার দায়িত্বে নয়। তাই এতে মশগুল হয়ে আপনি অন্তরকে ব্যথিত করবেন না।

শব্দ বিশ্লেষণ

قُضِىَ : সীগাহ واحد مذكر غائب বহছ ماضى معروف বাব ضَرَبَ মাসদার اَلْقَضَاءُ মূলবর্ণ (ق - ض - ى) জিনস ناقص يائى অর্থ– সে নির্দেশ দিল, সতর্ক করল।

تَمْتَرُوْنَ : সীগাহ جمع مذكر حاضر বহছ مضارع معروف বাব اِفْتِعَالٌ মাসদার اَلْاِمْتِرَاءُ মূলবর্ণ (م - ر - ى) জিনস ناقص يائى অর্থ– তোমরা সন্দেহ করছ।

اَنْشَأْنَا : সীগাহ جمع متكلم বহছ ماضى معروف বাব اِفْعَالٌ মাসদার اَلْاِنْشَاءُ মূলবর্ণ (ن - ش - ء) জিনস মুরাক্কাব مهموز لام অর্থ– আমরা সৃষ্টি করেছি।

قِرْطَاسٍ : শব্দটি একবচন, বহুবচনে قَرَاطِيْسُ অর্থ– কাগজ।

لَمَسُوْا : সীগাহ جمع مذكر غائب বহছ ماضى معروف বাব ضَرَبَ মাসদার اَللَّمْسُ মূলবর্ণ (ل - م - س) জিনস صحيح অর্থ– তারা স্পর্শ করে নেয়।

https://e-ilm.weebly.com/

وَلَوْ جَعَلْنٰهُ مَلَكًا لَّجَعَلْنٰهُ رَجُلًا وَّلَلَبَسْنَا
عَلَيْهِمْ مَّا يَلْبِسُوْنَ (٩)

অনুবাদ : (৯) আর যদি আমি তাঁকে মনোনীত করতাম কোনো ফেরেশতা, তবে আমি তাকে [আকৃতিতে] মানুষই বানাতাম এবং তারা তার পরেও সেই সংশয়েই থাকত, যে সংশয়ে বর্তমানে রয়েছে।

وَلَقَدِ اسْتُهْزِئَ بِرُسُلٍ مِّنْ قَبْلِكَ فَحَاقَ
بِالَّذِيْنَ سَخِرُوْا مِنْهُمْ مَّا كَانُوْا بِهٖ
يَسْتَهْزِءُوْنَ (١٠)

(১০) আর বাস্তবিকই আপনার পূর্বে যে সকল নবী অতীত হয়েছেন, তাঁদের সঙ্গেও বিদ্রূপ করা হয়েছে, অনন্তর যারা তাঁদের সাথে বিদ্রূপ করেছিল তাদেরকে ঐ আজাব পরিবেষ্টিত করে নিল, যার প্রতি তারা বিদ্রূপ করত।

قُلْ سِيْرُوْا فِي الْاَرْضِ ثُمَّ انْظُرُوْا كَيْفَ كَانَ
عَاقِبَةُ الْمُكَذِّبِيْنَ (١١)

(১১) আপনি বলুন, পৃথিবীতে একটু ভ্রমণ কর, অতঃপর প্রত্যক্ষ কর, মিথ্যা আরোপকারীদের কি পরিণাম হয়েছে।

قُلْ لِّمَنْ مَّا فِي السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ ؕ قُلْ لِّلّٰهِ
ؕ كَتَبَ عَلٰى نَفْسِهِ الرَّحْمَةَ ؕ لَيَجْمَعَنَّكُمْ
اِلٰى يَوْمِ الْقِيٰمَةِ لَا رَيْبَ فِيْهِ ؕ اَلَّذِيْنَ
خَسِرُوْٓا اَنْفُسَهُمْ فَهُمْ لَا يُؤْمِنُوْنَ (١٢)

(১২) আপনি বলুন, যা কিছু আসমানসমূহে ও জমিনে রয়েছে, এ সমস্তের স্বত্ব কার? আপনি বলে দিন, সব কিছুরই স্বত্ব [একমাত্র] আল্লাহর, এবং আল্লাহ অনুগ্রহ করাকে নিজের জন্য কর্তব্য করে নিয়েছেন, আল্লাহ তোমাদেরকে কিয়ামত দিবসে একত্র করবেন, এতে কোনো সন্দেহ নেই, যারা নিজেদেরকে বিনষ্ট করেছে, অতএব, তারা ঈমান আনবে না।

শাব্দিক অনুবাদ

(৯) وَلَوْ جَعَلْنٰهُ مَلَكًا আর যদি আমি তাঁকে মনোনীত করতাম কোনো ফেরেশতা لَّجَعَلْنٰهُ رَجُلًا তবে আমি তাকে [আকৃতিতে] মানুষই বানাতাম وَّلَلَبَسْنَا عَلَيْهِمْ مَّا يَلْبِسُوْنَ এবং তারা তার পরেও সেই সংশয়েই থাকত, যে সংশয়ে বর্তমানে রয়েছে।

(১০) وَلَقَدِ اسْتُهْزِئَ بِرُسُلٍ مِّنْ قَبْلِكَ আর বাস্তবিকই আপনার পূর্বে যে সকল নবী অতীত হয়েছেন, তাঁদের সঙ্গেও বিদ্রূপ করা হয়েছে فَحَاقَ بِالَّذِيْنَ سَخِرُوْا مِنْهُمْ অনন্তর যারা তাঁদের সাথে বিদ্রূপ করেছিল তাদেরকে ঐ আজাব পরিবেষ্টিত করে নিল مَّا كَانُوْا بِهٖ يَسْتَهْزِءُوْنَ যার প্রতি তারা বিদ্রূপ করত।

(১১) قُلْ আপনি বলুন سِيْرُوْا فِي الْاَرْضِ পৃথিবীতে একটু ভ্রমণ কর ثُمَّ انْظُرُوْا অতঃপর প্রত্যক্ষ কর كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُكَذِّبِيْنَ মিথ্যা আরোপকারীদের কি পরিণাম হয়েছে।

(১২) قُلْ আপনি বলুন لِّمَنْ مَّا فِي السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ যা কিছু আসমানসমূহে ও জমিনে রয়েছে, এ সমস্তের স্বত্ব কার? قُلْ لِّلّٰهِ আপনি বলে দিন, সব কিছুরই স্বত্ব [একমাত্র] আল্লাহর كَتَبَ عَلٰى نَفْسِهِ الرَّحْمَةَ এবং আল্লাহ অনুগ্রহ করাকে নিজের জন্য কর্তব্য করে নিয়েছেন لَيَجْمَعَنَّكُمْ اِلٰى يَوْمِ الْقِيٰمَةِ আল্লাহ তোমাদেরকে কিয়ামত দিবসে একত্র করবেন لَا رَيْبَ فِيْهِ এতে কোনো সন্দেহ নেই اَلَّذِيْنَ خَسِرُوْٓا اَنْفُسَهُمْ যারা নিজেদেরকে বিনষ্ট করেছে فَهُمْ لَا يُؤْمِنُوْنَ অতএব, তারা ঈমান আনবে না।

https://e-ilm.weebly.com/

https://e-ilm.weebly.com/

অনুবাদ : (১৩) আর সবকিছুই আল্লাহর স্বত্বে রয়েছে যা কিছু রাত্রিতে ও দিবাভাগে অবস্থিত এবং তিনিই অতি শ্রবণকারী, মহা জ্ঞাতা।	وَلَهٗ مَا سَكَنَ فِي الَّيْلِ وَالنَّهَارِ ؕ وَهُوَ السَّمِيْعُ الْعَلِيْمُ (١٣)
(১৪) আপনি বলে দিন, আমি কি সেই আল্লাহ ব্যতীত অন্য কাউকেও মা'বূদ সাব্যস্ত করব? যিনি আসমানসমূহ ও জমিনের সৃষ্টিকর্তা এবং তিনি [সকলকে] আহার দান করেন, আর তাঁকে কেউ আহার প্রদান করে না। আপনি বলে দিন, আমাকে এই আদেশ দেওয়া হয়েছে যে, আমি সর্বপ্রথম ইসলাম গ্রহণ করি এবং [আরো বলা হয়েছে] আপনি কখনো মুশরিকদের দলভুক্ত হবেন না।	قُلْ اَغَيْرَ اللّٰهِ اَتَّخِذُ وَلِيًّا فَاطِرِ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ وَهُوَ يُطْعِمُ وَلَا يُطْعَمُ ؕ قُلْ اِنِّيْۤ اُمِرْتُ اَنْ اَكُوْنَ اَوَّلَ مَنْ اَسْلَمَ وَلَا تَكُوْنَنَّ مِنَ الْمُشْرِكِيْنَ (١٤)
(১৫) আপনি বলে দিন যে, আমি যদি আমার প্রতিপালকের আদেশ অমান্য করি, তবে এক মহা দিবসের শাস্তির ভয় করি।	قُلْ اِنِّيْۤ اَخَافُ اِنْ عَصَيْتُ رَبِّيْ عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيْمٍ (١٥)
(১৬) সেদিন যে ব্যক্তি হতে ঐ আজাব সরিয়ে নেওয়াও হবে, তবে তো তার প্রতি আল্লাহ তা'আলা অশেষ করুণা করলেন, আর তাই স্পষ্ট সফলতা।	مَنْ يُّصْرَفْ عَنْهُ يَوْمَئِذٍ فَقَدْ رَحِمَهٗ ؕ وَذٰلِكَ الْفَوْزُ الْمُبِيْنُ (١٦)

শাব্দিক অনুবাদ

(১৩) وَلَهٗ مَا سَكَنَ فِي الَّيْلِ وَالنَّهَارِ আর সবকিছুই আল্লাহর স্বত্বে রয়েছে যা কিছু রাত্রিতে ও দিবাভাগে অবস্থিত وَهُوَ السَّمِيْعُ এবং তিনিই অতি শ্রবণকারী, الْعَلِيْمُ মহা জ্ঞাতা।

(১৪) قُلْ আপনি বলে দিন اَغَيْرَ اللّٰهِ اَتَّخِذُ وَلِيًّا আমি কি সেই আল্লাহ ব্যতীত অন্য কাউকেও মা'বূদ সাব্যস্ত করব فَاطِرِ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ যিনি আসমানসমূহ ও জমিনের সৃষ্টিকর্তা وَهُوَ يُطْعِمُ এবং তিনি [সকলকে] আহার দান করেন وَلَا يُطْعَمُ আর তাঁকে কেউ আহার প্রদান করে না قُلْ আপনি বলে দিন اِنِّيْۤ اُمِرْتُ আমাকে এই আদেশ দেওয়া হয়েছে যে اَنْ اَكُوْنَ اَوَّلَ مَنْ اَسْلَمَ আমি সর্বপ্রথম ইসলাম গ্রহণ করি এবং وَلَا تَكُوْنَنَّ مِنَ الْمُشْرِكِيْنَ আপনি কখনো মুশরিকদের দলভুক্ত হবেন না।

(১৫) قُلْ আপনি বলে দিন যে اِنِّيْۤ اَخَافُ আমি ভয় করি اِنْ عَصَيْتُ رَبِّيْ যদি আমার প্রতিপালকের আদেশ অমান্য করি عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيْمٍ এক মহা দিবসের শাস্তির ।

(১৬) مَنْ يُّصْرَفْ عَنْهُ يَوْمَئِذٍ সেদিন যে ব্যক্তি হতে ঐ আজাব সরিয়ে নেওয়াও হবে فَقَدْ رَحِمَهٗ তবে তো তার প্রতি আল্লাহ তা'আলা অশেষ করুণা করলেন وَذٰلِكَ الْفَوْزُ الْمُبِيْنُ আর তাই স্পষ্ট সফলতা।

অনুবাদ : (১৭) আর যদি আল্লাহ তা'আলা তোমাকে কোনো কষ্ট দেন, তবে তিনি ব্যতীত আর কেউ তা বিদূরিত করতে পারবেন না, আর যদি তোমার কোনো কল্যাণ করেন, তবে [কেউ প্রতিরোধ করতে পারবে না] তিনি সর্ববিষয়ে পূর্ণ ক্ষমতাবান।	وَاِنْ يَّمْسَسْكَ اللّٰهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهٗٓ اِلَّا هُوَ ؕ وَاِنْ يَّمْسَسْكَ بِخَيْرٍ فَهُوَ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ (১৭)
(১৮) আর আল্লাহই স্বীয় বান্দাদের উপর ক্ষমতাবান, পরাক্রান্ত, ও তিনিই প্রজ্ঞাময়, পূর্ণ অবহিত।	وَهُوَ الْقَاهِرُ فَوْقَ عِبَادِهٖ ؕ وَهُوَ الْحَكِيْمُ الْخَبِيْرُ (১৮)

শাব্দিক অনুবাদ

(১৭) وَاِنْ يَّمْسَسْكَ اللّٰهُ بِضُرٍّ আর যদি আল্লাহ তা'আলা তোমাকে কোনো কষ্ট দেন فَلَا كَاشِفَ لَهٗٓ اِلَّا هُوَ তবে তিনি ব্যতীত আর কেউ তা বিদূরিত করতে পারবেন না وَاِنْ يَّمْسَسْكَ بِخَيْرٍ আর যদি তোমার কোনো কল্যাণ করে فَهُوَ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ তবে [কেউ প্রতিরোধ করতে পারবে না] তিনি সর্ববিষয়ে পূর্ণ ক্ষমতাবান।

(১৮) وَهُوَ الْقَاهِرُ فَوْقَ عِبَادِهٖ আর আল্লাহই স্বীয় বান্দাদের উপর ক্ষমতাবান, পরাক্রান্ত وَهُوَ الْحَكِيْمُ ও তিনিই প্রজ্ঞাময়, الْخَبِيْرُ পূর্ণ অবহিত।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

(১০) وَلَقَدِ اسْتُهْزِئَ بِرُسُلٍ مِّنْ قَبْلِكَ فَحَاقَ بِالَّذِيْنَ سَخِرُوْا مِنْهُمْ الخ **আয়াতের শানে নুযূল :** ইবনে মুনযির ও ইবনে আবী হাতেম মুহাম্মদ বিন ইসাহাকের উদ্ধৃতি দিয়ে বলেন যে, তিনি বলেন, আলোচ্য আয়াত ওলীদ বিন মুগীরাহ উমায়্যা বিন খালফ ও আবূ জাহেল বিন হেশাম সম্পর্কে নাজিল হয়েছে। বিস্তারিত বিবরণ হচ্ছে যে,

مَرَّ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ فِيْمَا بَلَغَنِيْ بِالْوَلِيْدِ بْنِ الْمُغِيْرَةِ وَاُمَيَّةَ بْنِ خَلَفٍ وَاَبِيْ جَهْلِ بْنِ هِشَامٍ فَهَمَزُوْهُ وَاسْتَهْزَءُوْا بِهٖ فَغَاظَهٗ ذٰلِكَ - فَاَنْزَلَ اللّٰهُ الْاٰيَةَ

আমি জানতে পেরেছি যে, একদা রাসূল ﷺ, ওলীদ বিন মুগীরাহ, উমাইয়্যা বিন খালফ ও আবূ জাহেলের পার্শ্ব দিয়ে যাচ্ছিলেন, তখন এ নরাধমেরা রাসূল ﷺ-কে লক্ষ্য করে ঠাট্টা-বিদ্রূপ করতে লাগল : তা রাসূল ﷺ-এর মাঝে ক্রোধের সঞ্চার করল, সে পরিপ্রেক্ষিতে আল্লাহ তা'আলা আলোচ্য আয়াত নাজিল করেন। -[ফাতহুল কাদীর ১০২, দুররে মানছূর ৫/৩]

(১৩) وَلَهٗ مَا سَكَنَ فِي الَّيْلِ وَالنَّهَارِ ؕ وَهُوَ السَّمِيْعُ الْعَلِيْمُ الاية **আয়াতের শানে নুযূল :** একদা মক্কায় কাফের সম্প্রদায় হযরত রাসূলে মাকবূল ﷺ-এর খেদমতে উপস্থিত হয়ে আরজ করল যে, আপনি নিজের স্বার্থে যা কিছু ছল-চাতুরী ও নবুয়তের দাবি করে চলেছেন একমাত্র কারণ হচ্ছে আপনার জাগতিক জীবনের জীবন পাথেয় বা আর্থিক সঙ্কট। এ ছাড়া আর অন্য কোনো কারণই হতে পারে না। সুতরাং আমরা আপনার জন্য আমাদের সম্পদ হতে উল্লেখযোগ্য একটি অংশ এনে দিচ্ছি, যা দ্বারা আপনি ধন সম্পদের মালিক বলে পরিচিত হয়ে যাবেন। আর আপিন যে নেতৃত্ব পাবার প্রত্যাশী তাও অনায়াসেই এসে যাবে। সে পরিস্থিতিতে আলোচ্য আয়াত নাজিল হয়েছে। -[কুরতুবী ৩৬৫/৬, মা'আরিফু নুযূল ৪৩০/১]

(১৪) قُلْ اَغَيْرَ اللّٰهِ اَتَّخِذُ وَلِيًّا فَاطِرِ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ الخ **আয়াতের শানে নুযূল :** মক্কাবাসীরা রাসূল ﷺ-কে লক্ষ্য করে বলল, হে মুহাম্মদ! তুমি তোমার কওমের ধর্মকে ছেড়ে দিলে। আর আমরা জানতে পারলাম তুমি এ কাজটি করেছ দারিদ্র্যতার

https://e-ilm.weebly.com/

তাড়নায়। সুতরাং তুমি তোমার সে পথ থেকে ফিরে আস। তাহলে আমরা তোমার জন্য মাল জমা করে দিচ্ছি। ফলে তুমি আমাদের মাঝে একজন ধনাঢ্য ব্যক্তিতে পরিণত হয়ে যাবে। মক্কাবাসীদের মাল সম্পদ প্রদান করার প্রলোভন দেখিয়ে বিভ্রান্ত করার এহেন চক্রান্ত করার পরিপ্রেক্ষিতে আলোচ্য আয়াত নাজিল হয়। –[রূহুল মা'আনী-১০৯/৪/৭]

মক্কার মুশরিকরা যখন রাসূল ﷺ–কে মূর্তি পূজা তথা তাদের পৈত্রিক ধর্মের দিকে আহ্বান জানাল তখন আল্লাহ তা'আলা আলোচ্য আয়াত নাজিল করেন। –[কুরতুবী-৩৬৫/৬]

قوله قُلْ لِّمَنْ مَّا فِى السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ : আয়াতে কাফেরদেরকে প্রশ্ন করা হয়েছে : নভোমণ্ডল, ভূমণ্ডল এবং এতদুভয়ে যা আছে, তার মালিক কে? অতঃপর আল্লাহ নিজেই রাসূলুল্লাহ ﷺ–এর বাচনিক উত্তর দিয়েছেন? সবার মালিক আল্লাহ। কাফেরদের উত্তরের অপেক্ষা করার পরিবর্তে নিজেই উত্তর দেওয়ার কারণ এই যে, এ উত্তর কাফেরদের কাছেও স্বীকৃত। তারা যদিও শিরক ও পৌত্তলিকতায় লিপ্ত ছিল, তথাপি ভূমণ্ডল, নভোমণ্ডল ও সবকিছুর মালিক আল্লাহ তা'আলাকেই মানত।

قوله لَيَجْمَعَنَّكُمْ اِلٰى يَوْمِ الْقِيٰمَةِ : বাক্যে اِلٰى শব্দটি فِىْ অর্থে ব্যবহার হয়েছে। তাতে মর্ম দাঁড়িয়েছে এই যে, আল্লাহ তা'আলা আদি-অন্ত সব মানুষকে কিয়ামতের দিন সমবেত করবেন কিংবা এখানে কবরে একত্র করা বুঝানো হয়েছে। উদ্দেশ্য এই যে, কিয়ামত পর্যন্ত সব মানুষকে কবরে একত্র করতে থাকবেন এবং কিয়ামতের দিন সবাইকে জীবিত করবেন। –[কুরতুবী]

قوله كَتَبَ عَلٰى نَفْسِهِ الرَّحْمَةَ : সহীহ মুসলিমে হযরত আবূ হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন, যখন আল্লাহ তা'আলা যাবতীয় বস্তুনিচয় সৃষ্টি করেন, তখন একটি ওয়াদাপত্র লিপিবদ্ধ করেন। এটি আল্লাহ তা'আলার কাছেই রয়েছে। এতে লিখিত আছে : اِنَّ رَحْمَتِىْ سَبَقَتْ عَلٰى غَضَبِىْ অর্থাৎ আমার অনুগ্রহ আমার ক্রোধের উপর প্রবল থাকবে। –[কুরতুবী]

قوله اَلَّذِيْنَ خَسِرُوْٓا اَنْفُسَهُمْ এতে ইঙ্গিত আছে যে, আয়াতের শুরুতে বর্ণিত আল্লাহ তা'আলার ব্যাপক অনুগ্রহ থেকে যদি কাফের ও মুশরিকরা বঞ্চিত হয়, তবে স্বীয় কৃতকর্মের কারণেই হবে। কারণ তারা অনুগ্রহ লাভের উপায় অর্থাৎ ঈমান অবলম্বন করেনি। –[কুরতুবী]

قوله وَلَهٗ مَا سَكَنَ فِى الَّيْلِ وَالنَّهَارِ : এখানে سُكُوْن অর্থ اِسْتِقْرَارْ অবস্থান করা : অর্থাৎ পৃথিবীর দিবারাত্রিতে যা কিছু অবস্থিত আছে, তা সবই আল্লাহর। অথবা এর অর্থ سُكُوْن وَ حَرَكَتْ এর সমষ্টি। অর্থাৎ مَا سَكَنَ وَمَا تَحَرَّكَ (স্থাবর ও অস্থাবর) আয়াতে শুধু سُكُوْن উল্লেখ করা হয়েছে। কেননা এর বিপরীত حَرَكَتْ আপনা-আপনিই বুঝা যায়।

قوله قُلْ اِنِّىْٓ اَخَافُ اِنْ عَصَيْتُ رَبِّىْ عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيْمٍ : পূর্ববর্তী আয়াতসমূহে আল্লাহ তা'আলার অপার শক্তি-সামর্থ্য উল্লেখ করে তৎপ্রতি বিশ্বাস স্থাপন করার এবং শিরক থেকে বেঁচে থাকার নির্দেশ দেওয়া হয়েছিল। আলোচ্য আয়াতসমূহের প্রথম আয়াতে এ নির্দেশ অমান্য করার শাস্তি এক বিশেষ ভঙ্গিতে বর্ণনা করা হয়েছে। রাসূলুল্লাহ ﷺ–কে আদেশ দেওয়া হয়েছে যে, আপনি বলে দিন: মনে কর, যদি আমিও স্বীয় প্রতিপালকের নির্দেশ অমান্য করি, তবে আমারও কিয়ামতের শাস্তির ভয় রয়েছে। এটা জানা কথা যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ নিষ্পাপ। তাঁর দ্বারা অবাধ্যতা হতেই পারে না। কিন্তু তাঁর দিকে সম্বন্ধ করে উম্মতকে একথা বলা উদ্দেশ্য যে, এ নির্দেশের বিরোধিতা করলে যখন নবীগণের সর্দারকেও ক্ষমা করা যায় না, তখন অন্যদের কি অবস্থা হবে?

এরপর বলা হয়েছে : مَنْ يُّصْرَفْ عَنْهُ يَوْمَئِذٍ فَقَدْ رَحِمَهٗ অর্থাৎ হাশর দিবসের শাস্তি অত্যন্ত লোমহর্ষক ও কঠোর হবে। কারও উপর থেকে এ শাস্তি সরে গেলে মনে করতে হবে যে, তার প্রতি আল্লাহর অশেষ করুণা হয়েছে : وَذٰلِكَ الْفَوْزُ الْمُبِيْنُ অর্থাৎ এটিই বৃহৎ ও প্রকাশ্য সফলতা। এখানে সফলতার অর্থ জান্নাতে প্রবেশ। এতে বুঝা গেল যে, শাস্তি থেকে মুক্তি ও জান্নাতে প্রবেশ ওতপ্রোতভাবে জড়িত।

দ্বিতীয় আয়াতে ইসলামের একটি মৌলিক বিশ্বাস বর্ণিত হয়েছে। অর্থাৎ প্রতিটি লাভ-ক্ষতির মালিক প্রকৃতপক্ষে আল্লাহ তা'আলা। সত্যিকারভাবে কোনো ব্যক্তি কারো সামান্য উপকারও করতে পারে না। ক্ষতিও করতে পারে না। আমরা বাহ্যতঃ একজনকে অপরজন দ্বারা উপকৃত কিংবা ক্ষতিগ্রস্ত হতে দেখি। এটি নিছক একটি বাহ্যিক আকার। সত্যের সামনে একটি পর্দার চাইতে বেশি এর কোনো গুরুত্ব নেই।

https://e-ilm.weebly.com/

আলোচ্য আয়াতের ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে ইমাম বগভী হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা.) থেকে বর্ণনা করেন। একবার রাসূলুল্লাহ ﷺ উটে সওয়ার হয়ে আমাকে পিছনে বসিয়ে নিলেন। কিছু দূর চলার পর আমার দিকে মুখ ফিরিয়ে বললেন, হে বৎস! আমি আরজ করলাম: আদেশ করুন, আমি হাজির আছি। তিনি বললে, 'তুমি আল্লাহকে স্মরণ রাখলে সর্বাবস্থায় তাঁকে সামনে দেখতে পাবে। তুমি শান্তি ও সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যের সময় আল্লাহকে স্মরণ রাখলে, বিপদের সময় তিনি তোমাকে স্মরণ রাখবেন। কোনো কিছু যাচনা করতে হলে তুমি আল্লাহর কাছেই যাচনা কর এবং সাহায্য চাইতে হলে আল্লাহর কাছেই সাহায্য চাও। জগতে যা কিছু হবে, ভাগ্যের লেখনী তা লিখে ফেলেছে। তোমার অংশে নেই– তোমার এমন কোনো উপকার করতে সমগ্র সৃষ্টজীব সম্মিলিতভাবে চেষ্টা করলেও তারা কখনো তা করতে পারবে না। পক্ষান্তরে যদি তারা সবাই মিলে তোমার এমন কোনো ক্ষতি করতে চায়, যা তোমার ভাগ্যে নেই, তবে কখনই তারা তা করতে সক্ষম হবে না। যদি তুমি বিশ্বাস সহকারে ধৈর্যধারণ করতে পার তবে অবশ্যই তা করো। সক্ষম না হলে ধৈর্য ধর। কেননা স্বভাব-বিরুদ্ধ কাজে ধৈর্য ধরার মধ্যে অনেক মঙ্গল রয়েছে। মনে রাখবে, আল্লাহর সাহায্য ধৈর্যের সাথে জড়িত– কষ্টের সাথে সুখ এবং অভাবের সাথে স্বাচ্ছন্দ্য জড়িত।' –[তিরমিযী, মুসনাদে আহমদ]

পরিতাপের বিষয়, কুরআন পাকের এ সুস্পষ্ট ঘোষণা এবং রাসূলুল্লাহ ﷺ–এর আজীবনের শিক্ষা সত্ত্বেও মুসলমানরা এ ব্যাপারে পথভ্রান্ত। তারা আল্লাহ তা'আলার সব ক্ষমতা সৃষ্টজীবের মধ্যে বণ্টন করে দিয়েছে। আজ এমন মুসলমানের সংখ্যা নগণ্য, যারা বিপদের সময় আল্লাহ তা'আলাকে স্মরণ করে না; বরং তারা তাঁর কাছে দোয়া করার পরিবর্তে বিভিন্ন নামের দোহাই দেয় এবং তাদেরই সাহায্য কামনা করে। তারা আল্লাহ তা'আলার প্রতি লক্ষ্য করে না। পয়গম্বর ও ওলীদের অসিলায় দোয়া করা ভিন্ন কথা, এটা জায়েজ। স্বয়ং নবী করীম ﷺ -এর শিক্ষায় এর প্রমাণ রয়েছে। কিন্তু সরাসরি কোনো সৃষ্টজীবকে অভাব পূরণের জন্য ডাকা এ কুরআনি নির্দেশের পরিপন্থি ও প্রকাশ্য বিদ্রোহ ঘোষণার নামান্তর। আল্লাহ তা'আলা মুসলমানদেরকে সরল পথে কায়েম রাখুন।

আয়াতের শেষে বলেছেন : وَهُوَ الْقَاهِرُ فَوْقَ عِبَادِهٖ ۚ وَهُوَ الْحَكِيْمُ الْخَبِيْرُ অর্থাৎ আল্লাহ তা'আলাই সবার উপর পরাক্রান্ত ও শক্তিমান এবং সবাই তাঁর ক্ষমতাধীন ও মুখাপেক্ষী। এ কারণেই দুনিয়ার জীবনে অনেক যোগ্যতা সম্পন্ন মহত্তম ব্যক্তিগণও সব কাজে সাফল্য অর্জন করতে পারে না এবং তার সব মনোবাঞ্ছা পূর্ণ হয় না, তিনি নৈকট্যশীল রাসূলই হোন কিংবা রাজাধিরাজ।

শব্দ বিশ্লেষণ

حَاقَ : সীগাহ واحد مذكر غائب বহছ ماضى معروف বাব ضَرَبَ মাসদার اَلْحَيْقُ মূলবর্ণ (ح ـ ى ـ ق) জিনস اجوف يائى অর্থ– সে ঘিরে রাখল।

سِيْرُوْا : সীগাহ جمع مذكرحاضر বহছ امر حاضر معروف বাব ضَرَبَ মাসদার اَلسَّيْرُ মূলবর্ণ (س ـ ى ـ ر) জিনস اجوف يائى অর্থ– তোমরা ভ্রমণ কর।

عَصَيْتُ : সীগাহ واحد متكلم বহছ ماضى معروف বাব ضَرَبَ মাসদার اَلْعِصْيَانُ মূলবর্ণ (ع ـ ص ـ ى) জিনস ناقص يائى অর্থ– আমি আদেশ অমান্য করেছি।

ضُرٌّ : শব্দটি একবচন, বহুবচন اِضْرَارٌ অর্থ– কষ্ট, দুঃখ।

قَدِيْرٌ : সীগাহ واحد مذكر বহছ اسم فاعل বাব كَرُمَ মাসদার اَلْقَدْرُ মূলবর্ণ (ق ـ د ـ ر) জিনস صحيح অর্থ– শক্তিশালী, ক্ষমতাবান।

https://e-ilm.weebly.com/

قُلْ اَىُّ شَىْءٍ اَكْبَرُ شَهَادَةً ؕ قُلِ اللّٰهُ ۟ شَهِيْدٌۢ
بَيْنِىْ وَبَيْنَكُمْ ۟ وَاُوْحِىَ اِلَىَّ هٰذَا الْقُرْاٰنُ
لِاُنْذِرَكُمْ بِهٖ وَمَنْۢ بَلَغَ ؕ اَئِنَّكُمْ لَتَشْهَدُوْنَ
اَنَّ مَعَ اللّٰهِ اٰلِهَةً اُخْرٰى ؕ قُلْ لَّاۤ اَشْهَدُ ۚ قُلْ اِنَّمَا
هُوَ اِلٰهٌ وَّاحِدٌ وَّاِنَّنِىْ بَرِىْۤءٌ مِّمَّا تُشْرِكُوْنَ (١٩)

অনুবাদ : (১৯) আপনি জিজ্ঞাসা করুন, সাক্ষ্যরূপে কোন বস্তু সর্বাধিক শ্রেষ্ঠ? আপনি বলুন, আমার এবং তোমাদের মধ্যে আল্লাহই সাক্ষী আছেন, এবং আমার নিকট এই কুরআন ওহীরূপে প্রেরিত হয়েছে যেন আমি এই কুরআন দ্বারা তোমাদেরকে এবং যাদের নিকট এই কুরআন পৌছবে, সকলকে ভয় প্রদর্শন করি, তোমরা সত্যই কি এই সাক্ষ্যই দিবে যে, আল্লাহর সাথে অন্য আরো মা'বূদ রয়েছে? আপনি বলে দিন, আমি তো সাক্ষ্য দিচ্ছি না, আপনি বলে দিন, তিনিই তো একক মা'বূদ, আর নিশ্চয় আমি তোমাদের শরিক সাব্যস্ত করা হতে পবিত্র।

اَلَّذِيْنَ اٰتَيْنٰهُمُ الْكِتٰبَ يَعْرِفُوْنَهٗ كَمَا
يَعْرِفُوْنَ اَبْنَآءَهُمْ ۘ اَلَّذِيْنَ خَسِرُوْۤا
اَنْفُسَهُمْ فَهُمْ لَا يُؤْمِنُوْنَ (٢٠)

(২০) যাদেরকে আমি কিতাব প্রদান করেছি তারা রাসূলকে চিনে, যেরূপে নিজেদের পুত্রদেরকে চিনে, যারা নিজেদেরকে বিনষ্ট করে ফেলেছে, সুতরাং তারা ঈমান আনবে না।

وَمَنْ اَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرٰى عَلَى اللّٰهِ كَذِبًا اَوْ
كَذَّبَ بِاٰيٰتِهٖ ؕ اِنَّهٗ لَا يُفْلِحُ الظّٰلِمُوْنَ (٢١)

(২১) আর সে ব্যক্তি অপেক্ষা অধিক জালেম কে হবে, যে ব্যক্তি আল্লাহর প্রতি মিথ্যা অপবাদ আরোপ করে কিংবা আল্লাহর আয়াতগুলোকে মিথ্যা বলে সাব্যস্ত করে? তা সুনিশ্চিত যে, এরূপ জালেমরা নাজাত পাবে না।

শাব্দিক অনুবাদ

(১৯) قُلْ আপনি জিজ্ঞাসা করুন اَىُّ شَىْءٍ اَكْبَرُ شَهَادَةً সাক্ষ্যরূপে কোন বস্তু সর্বাধিক শ্রেষ্ঠ قُلِ اللّٰهُ আপনি বলুন شَهِيْدٌۢ بَيْنِىْ وَبَيْنَكُمْ আমার এবং তোমাদের মধ্যে আল্লাহই সাক্ষী আছেন وَاُوْحِىَ اِلَىَّ هٰذَا الْقُرْاٰنُ এবং আমার নিকট এই কুরআন ওহীরূপে প্রেরিত হয়েছে لِاُنْذِرَكُمْ بِهٖ وَمَنْۢ بَلَغَ যেন আমি এই কুরআন দ্বারা তোমাদেরকে এবং যাদের নিকট এই কুরআন পৌছবে, সকলকে ভয় প্রদর্শন করি اَئِنَّكُمْ لَتَشْهَدُوْنَ তোমরা সত্যই কি এই সাক্ষ্যই দিবে যে اَنَّ مَعَ اللّٰهِ اٰلِهَةً اُخْرٰى আল্লাহর সাথে অন্য আরো মা'বূদ রয়েছে قُلْ لَّاۤ اَشْهَدُ আপনি বলে দিন, আমি তো সাক্ষ্য দিচ্ছি না قُلْ আপনি বলে দিন اِنَّمَا هُوَ اِلٰهٌ وَّاحِدٌ তিনিই তো একক মা'বূদ وَّاِنَّنِىْ بَرِىْۤءٌ مِّمَّا تُشْرِكُوْنَ আর নিশ্চয় আমি তোমাদের শরিক সাব্যস্ত করা হতে পবিত্র।

(২০) اَلَّذِيْنَ اٰتَيْنٰهُمُ الْكِتٰبَ যাদেরকে আমি কিতাব প্রদান করেছি يَعْرِفُوْنَهٗ তারা রাসূলকে চিনে كَمَا يَعْرِفُوْنَ اَبْنَآءَهُمْ যেরূপে নিজেদের পুত্রদেরকে চিনে اَلَّذِيْنَ خَسِرُوْۤا اَنْفُسَهُمْ যারা নিজেদেরকে বিনষ্ট করে ফেলেছে فَهُمْ لَا يُؤْمِنُوْنَ সুতরাং তারা ঈমান আনবে না।

(২১) وَمَنْ اَظْلَمُ আর সে ব্যক্তি অপেক্ষা অধিক জালেম কে হবে مِمَّنِ افْتَرٰى عَلَى اللّٰهِ كَذِبًا যে ব্যক্তি আল্লাহর প্রতি মিথ্যা অপবাদ আরোপ করে اَوْ كَذَّبَ بِاٰيٰتِهٖ কিংবা আল্লাহর আয়াতগুলোকে মিথ্যা বলে সাব্যস্ত করে اِنَّهٗ لَا يُفْلِحُ الظّٰلِمُوْنَ তা সুনিশ্চিত যে, এরূপ জালেমরা নাজাত পাবে না।

https://e-ilm.weebly.com/

وَيَوْمَ نَحْشُرُهُمْ جَمِيعًا ثُمَّ نَقُولُ لِلَّذِينَ أَشْرَكُوا أَيْنَ شُرَكَاؤُكُمُ الَّذِينَ كُنتُمْ تَزْعُمُونَ (٢٢)

অনুবাদ : (২২) আর সেই সময়টুকুও স্মরণীয় যেদিন আমি সমস্ত সৃষ্টিকে একত্র করব, অতঃপর আমি মুশরিকদেরকে বলব– তোমাদের সেই শরিকরা কোথায় গেল যাদের মা'বূদ হওয়ার দাবি করতে?

ثُمَّ لَمْ تَكُن فِتْنَتُهُمْ إِلَّا أَن قَالُوا وَاللَّهِ رَبِّنَا مَا كُنَّا مُشْرِكِينَ (٢٣)

(২৩) অতঃপর তাদের শিরকের পরিণাম তা ব্যতীত আর কিছুই হবে না যে, তারা এরূপ বলবে, আমাদের প্রতিপালক আল্লাহর কসম! আমরা মুশরিক ছিলাম না।

انظُرْ كَيْفَ كَذَبُوا عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ ۚ وَضَلَّ عَنْهُم مَّا كَانُوا يَفْتَرُونَ (٢٤)

(২৪) একটু দেখ তো! তারা নিজেদের আত্মার উপর কিরূপে মিথ্যা বলল, আর তারা যে সমস্ত বস্তুকে মিছামিছি রচনা করত তা সমস্তই অদৃশ্য হয়ে গেল।

وَمِنْهُم مَّن يَسْتَمِعُ إِلَيْكَ ۖ وَجَعَلْنَا عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ أَكِنَّةً أَن يَفْقَهُوهُ وَفِي آذَانِهِمْ وَقْرًا ۚ

(২৫) আর তাদের মধ্যে কতিপয় এমনও আছে যে, [আপনি কুরআন তেলাওয়াতকালে] আপনার দিকে কর্ণপাত করে, আর আমি তা [অর্থাৎ কুরআন] হৃদয়ঙ্গম করা হতে তাদের অন্তরসমূহের উপর পর্দা ফেলে রেখেছি এবং তাদের কর্ণসমূহে ছিপি দিয়ে রেখেছি,

শাব্দিক অনুবাদ

(২২) وَيَوْمَ نَحْشُرُهُمْ جَمِيعًا আর সেই সময়টুকুও স্মরণীয় যেদিন আমি সমস্ত সৃষ্টিকে একত্র করব ثُمَّ نَقُولُ لِلَّذِينَ أَشْرَكُوا অতঃপর আমি মুশরিকদেরকে বলব– أَيْنَ شُرَكَاؤُكُمُ তোমাদের সেই শরিকরা কোথায় গেল الَّذِينَ كُنتُمْ تَزْعُمُونَ যাদের মা'বূদ হওয়ার দাবি করতে?

(২৩) ثُمَّ لَمْ تَكُن فِتْنَتُهُمْ إِلَّا অতঃপর তাদের শিরকের পরিণাম তা ব্যতীত আর কিছুই হবে না যে أَن قَالُوا তারা এরূপ বলবে وَاللَّهِ رَبِّنَا; আমাদের প্রতিপালক আল্লাহর কসম مَا كُنَّا مُشْرِكِينَ আমরা মুশরিক ছিলাম না।

(২৪) انظُرْ একটু দেখ তো! كَيْفَ كَذَبُوا عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ তারা নিজেদের আত্মার উপর কিরূপে মিথ্যা বলল وَضَلَّ عَنْهُم مَّا كَانُوا يَفْتَرُونَ; আর তারা যে সমস্ত বস্তুকে মিছামিছি রচনা করত তা সমস্তই অদৃশ্য হয়ে গেল।

(২৫) وَمِنْهُم مَّن يَسْتَمِعُ إِلَيْكَ; আর তাদের মধ্যে কতিপয় এমনও আছে যে, আপনার দিকে কর্ণপাত করে وَجَعَلْنَا عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ أَكِنَّةً আর আমি তাদের অন্তরসমূহের উপর পর্দা ফেলে রেখেছি أَن يَفْقَهُوهُ; তা [অর্থাৎ কুরআন] হৃদয়ঙ্গম করা হতে وَفِي آذَانِهِمْ وَقْرًا; এবং তাদের কর্ণসমূহে ছিপি দিয়ে রেখেছি وَإِن يَرَوْا كُلَّ آيَةٍ

https://e-ilm.weebly.com/

https://e-ilm.weebly.com/

https://e-ilm.weebly.com/

জায়গায় বসে পড়ল। তিনি নিকটে চলে এসে বললেন, হে ভ্রাতুষ্পুত্র! তোমার সাথে এমন আচরণ কে করল? রাসূল ﷺ বললেন, আব্দুল্লাহ বিন যিবা'রী এবার আবূ তালিব গোবর ও রক্ত নিয়ে তার চেহারা, দাড়ি ও কাপড়ে মাখিয়ে দিলেন। আর তাদের এ আচরণকে অত্যন্ত মন্দ বললেন। রাসূল ﷺ–এর সাথে কুরাইশদের এ আচরণের পরিপ্রেক্ষিতে আলোচ্য আয়াত নাজিল হয়েছে। –[কুরতুবী-৩৭২/৬]

মুশরিকদের ব্যর্থতার অবস্থা : পূর্ববর্তী আয়াতে উল্লেখ করা হয়েছিল যে, অত্যাচারী ও কাফেররা সফলতা পাবে না। আলোচ্য আয়াতসমূহে এর বিবরণ ও ব্যাখ্যা দেওয়া হয়েছে। প্রথম ও দ্বিতীয় আয়াতে একটি সর্ববৃহৎ পরীক্ষার কথা বর্ণিত হয়েছে যা হাশরের ময়দানে রাব্বুল আলামীনের সামনে অনুষ্ঠিত হবে। বলা হয়েছে : وَيَوْمَ نَحْشُرُهُمْ جَمِيعًا অর্থাৎ ঐ দিনটিও স্মরণযোগ্য, যেদিন আমি সবাইকে অর্থাৎ মুশরিক ও তাদের তৈরি করা উপাস্যসমূহকে একত্রিত করব। ثُمَّ نَقُولُ لِلَّذِينَ أَشْرَكُوا أَيْنَ شُرَكَاؤُكُمُ الَّذِينَ كُنْتُمْ تَزْعُمُونَ অর্থাৎ অতঃপর আমি তাদেরকে প্রশ্ন করব যে, তোমরা যেসব উপাস্যকে আমার অংশীদার, স্বীয় অভাব পূরণকারী ও বিপদ বিদূরণকারী মনে করতে, আজ তারা কোথায়? তারা তোমাদের সাহায্য করে না কেন?

এখানে ثُمَّ শব্দ ব্যবহার করা হয়েছে, যা বিলম্ব ও দেরির অর্থে ব্যবহৃত হয়। এতে বুঝা যায় যে, হাশরের মাঠে একত্রিত হওয়ার সাথে সাথে প্রশ্নোত্তর অনুষ্ঠান আরম্ভ হবে না; বরং সবাই দীর্ঘকাল পর্যন্ত হতবাক ও কিংকর্তব্যবিমূঢ় অবস্থায় দাঁড়িয়ে থাকবে। অনেক কাল পর হিসাব-কিতাব ও জিজ্ঞাসাবাদ শুরু হবে।

এক হাদীসে রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন, তখন তোমাদের কি অবস্থা হবে, যখন আল্লাহ তা'আলা হাশরের ময়দানে তোমাদেরকে এমনভাবে একত্রিত করবেন, যেমন তীলসমূহকে তূণীরে একত্রিত করা হয়। পঞ্চাশ হাজার বছর তোমরা এমনিভাবে থাকবে। অন্য এক হাদীসে আছে, কিয়ামতের দিন এক হাজার বছর পর্যন্ত সবাই অন্ধকারে থাকবে। পরস্পর কথাবার্তাও বলতে পারবে না। –[মুস্তাদরাক, বায়হাকী]

উপরিউক্ত দুই হাদীসে পঞ্চাশ হাজার ও এক হাজারের যে পার্থক্য, তা কুরআনে পাকের দুই আয়াতেও উল্লিখিত আছে। এক আয়াত বলা হয়েছে : كَانَ مِقْدَارُهُ خَمْسِينَ أَلْفَ سَنَةٍ অর্থাৎ ঐ দিনের পরিমাণ পঞ্চাশ হাজার বছর হবে। অন্য আয়াতে বলা হয়েছে : إِنَّ يَوْمًا عِنْدَ رَبِّكَ كَأَلْفِ سَنَةٍ অর্থাৎ একদিন তোমরা প্রতিপালকের কাছে এক হাজার বছরের মতো হবে। এ পার্থক্যের কারণ এই যে, এ দিনটি তীব্র কষ্ট ও কঠোর শ্রমের দিক দিয়ে দীর্ঘ হবে। কষ্ট ও শ্রমের স্তর বিভিন্ন রূপ হবে। তাই কারো কাছে এ দিন পঞ্চাশ হাজার বছরের এবং কারো কাছে এক হাজার বছরের সমান বলে মনে হবে।

সারকথা, এ মহাপরীক্ষা কেন্দ্রে প্রথমতঃ দীর্ঘকাল পর্যন্ত পরীক্ষা শুরুই হবে না। এমনকি সবাই বাসনা করতে থাকবে যে, কোনোরূপ পরীক্ষা ও হিসাব-কিতাব হয়ে যাক-পরিণতি যাই হোক, এ অনিশ্চয়তার কষ্ট তো দূর হবে। এ দীর্ঘ অবস্থানের প্রতি ইঙ্গিত করার জন্য ثُمَّ শব্দ প্রয়োগ করে ثُمَّ نَقُولُ বলা হয়েছে। এমনিভাবে পরবর্তী আয়াতে মুশরিকদের পক্ষ থেকে যে উত্তর বর্ণিত হয়েছে, তাতেও ثُمَّ শব্দ ব্যবহৃত হয়েছে। এতে বুঝা যায় যে, তারাও দীর্ঘ বিরতির পর যথেষ্ট চিন্তা-ভাবনা ও বিচারবিশ্লেষণ করে এ উত্তর দিবে : وَاللَّهِ رَبِّنَا مَا كُنَّا مُشْرِكِينَ অর্থাৎ আল্লাহ রাব্বুল আলামীনের কসম! আমরা মুশরিক ছিলাম না। এ আয়াতে তাদের উত্তরকে فِتْنَة শব্দে ব্যক্ত করা হয়েছে। এ শব্দটি পরীক্ষার অর্থেও ব্যবহৃত হয় এবং কারো প্রতি আসক্ত হয়ে পড়ার অর্থেও ব্যবহৃত হয়। এখানে উভয় অর্থই সম্ভবপর। প্রথম অর্থে তাদের পরীক্ষার উত্তরকেই পরীক্ষা বলা হয়েছে। এবং দ্বিতীয় অর্থে উদ্দেশ্যে এই যে, এরা পৃথিবীতে এসব মূর্তি ও স্বহস্ত নির্মিত উপাস্যদের প্রতি আসক্ত ছিল, স্বীয় অর্থ-সম্পদ এদের জন্যই উৎসর্গ করত। কিন্তু আজ সব ভালোবাসা ও আসক্তি নিঃশেষ হয়ে গেছে এবং এ ছাড়া তাদের মুখে কোনো উত্তর যোগাচ্ছে না। কাজেই তাদের থেকে নির্লিপ্ত ও বিচ্ছিন্ন হওয়ারই দাবি করে বসল।

তাদের উত্তরে একটি বিস্ময়কর বিষয় এই যে, কিয়ামতের ভয়াবহ ও লোমহর্ষক দৃশ্যাবলি এবং রাব্বুল আলামীনের শক্তি-সামর্থ্যের অভাবনীয় ঘটনাবলি দেখার পর তারা কোন সাহসে রাব্বুল আলামীনের সামনে দাঁড়িয়ে এমন নির্জলা মিথ্যা বলতে পারল! তাও এমন বলিষ্ঠ চিত্তে যে, আল্লাহর মহান সত্তার কসম খেয়ে বলছে যে, আমরা মুশরিক ছিলাম না। অধিকাংশ তাফসীরবিদ এর উত্তরে বলেন : তাদের এ উত্তর বিবেক-বুদ্ধি ও পরিণামদর্শিতার উপর ভিত্তিশীল নয়; বরং ভয়ের আতিশয্যে হতবুদ্ধিতার আবেশে মুখে যা এসেছে, তাই বলেছে। কিন্তু হাশরের সাধারণ ঘটনাবলি ও অবস্থা চিন্তা করলে এ কথাও বলা যায় যে, আল্লাহ তা'আলা তাদের পূর্ণ অবস্থা দৃষ্টির সামনে আনার জন্য তাদেরকে এ শক্তিও দিয়েছেন, যেন তারা পৃথিবীর মতো অবাধ ও মুক্ত পরিবেশে যা ইচ্ছা বলুক– যাতে কুফর ও শিরকের সাথে সাথে তাদের এ দোষটিও হাশরবাসীদের জানা হয়ে যায় যে, তারা মিথ্যা ভাষণে অদ্বিতীয় পটু, এহেন ভয়াবহ পরিস্থিতিতেও তারা মিথ্যা বলতে দ্বিধা করে না। কুরআনে পাকের অপর এক আয়াতে فَيَحْلِفُونَ لَهُ كَمَا يَحْلِفُونَ لَكُمْ বলে এরই প্রতি ইঙ্গিত করা হয়েছে। বাক্যটির অর্থ এই যে, এরা মুসলমানদের সামনে যেমন মিথ্যা কসম খায়, তেমনি স্বয়ং রাব্বুল আলামীনের সামনেও মিথ্যা কসম খেতে দ্বিধা করবে না।

https://e-ilm.weebly.com/

হাশরে ময়দানে যখন তারা কসম খেয়ে নিজ নিজ শিরকি ও কুফরি অস্বীকার করবে, তখন সর্বশক্তিমান আল্লাহ তা'আলা তাদের মুখে মোহর এঁটে তাদের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ ও হস্তপদকে নির্দেশ দিবেন যে, তোমরা সাক্ষ্য দাও, তারা কি করতো! তখন প্রমাণিত হবে যে, আমাদের হস্ত-পদ, চক্ষু কর্ণ– এরা সবাই ছিল আল্লাহ তা'আলার গুপ্ত পুলিশ। তারা সব কাজকর্ম একটি একটি করে সামনে তুলে ধরবে। এ সম্পর্কেই সূরা ইয়াসীনে বলা হয়েছে : اَلْيَوْمَ نَخْتِمُ عَلٰٓى اَفْوَاهِهِمْ وَتُكَلِّمُنَآ اَيْدِيْهِمْ وَتَشْهَدُ اَرْجُلُهُمْ بِمَا كَانُوْا يَكْسِبُوْنَ
অর্থাৎ, অদ্য আমি তাদের মুখে মোহর এঁটে দিব, তাদের হাত আমার সাথে কথা বলবে এবং তাদের পদযুগল তাদের কার্যকলাপ সম্পর্কে সাক্ষ্য দিবে।

এহেন ক্ষমতা প্রত্যক্ষ করার পর আর কেউ কোনো তথ্য গোপন ও মিথ্যা ভাষণে দুঃসাহসী হবে না।

অন্য আয়াতে বলা হয়েছে : وَلَا يَكْتُمُوْنَ اللّٰهَ حَدِيْثًا অর্থাৎ ঐদিন তারা আল্লাহর কাছ থেকে কোনো কথা গোপন করতে পারবে না। হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা.)-এর মতে এর অর্থ এই যে, প্রথম প্রথম তারা খুব মিথ্যা বলবে এবং মিথ্যা কসম খাবে, কিন্তু স্বয়ং তাদের হস্তপদ যখন তাদের বিরুদ্ধে সাক্ষ্য দিবে, তখন কেউ ভুল কথা বলতে সাহসী হবে না।

মাহ বিচারপতি আদালতে সম্পূর্ণ মুক্ত পরিবেশে আত্মপক্ষ সমর্থনের পূর্ণ সুযোগ দেওয়া হবে। পৃথিবীতে যেভাবে সে মিথ্যা বলত, তখনও তার মিথ্যা বলার এ ক্ষমতা ছিনিয়ে নেওয়া হবে না। কেননা সর্বশক্তিমান আল্লাহ তার মিথ্যা আবরণ স্বয়ং তার হস্তপদের সাক্ষ্য দ্বারা উন্মোচিত করে দিবেন।

মৃত্যুর পর কবরে মুনকার নকীর ফেরেশতাদ্বয়ের সামনে প্রথম পরীক্ষা হবে। একে ভর্তি পরীক্ষা বলা যেতে পারে। এ পরীক্ষা সম্পর্কে হাদীসে বলা হয়েছে : মুনকার নাকীর যখন কাফেরকে জিজ্ঞেস করবে مَنْ رَّبُّكَ وَمَا دِيْنُكَ অর্থাৎ তোমার প্রতিপালক কে এবং তোমার দীন কি? কাফের বলবে هَاهْ هَاهْ لَا اَدْرِىْ অর্থাৎ হায়, হায়। আমি কিছুই জানি না। এর বিপরীতে মুমিন বলবে, رَبِّىَ اللّٰهُ وَدِيْنِىَ الْاِسْلَامُ [আমার প্রতিপালক আল্লাহ, এবং আমার দীন ইসলাম] এতে বুঝা যায় যে, এ পরীক্ষায় কেউ মিথ্যা বলার ধৃষ্টতা দেখাতে পারবে না। নতুবা কাফের ও মুমিনের ন্যায় উত্তর দিতে পারত। কারণ এই যে, এখানে পরীক্ষক হচ্ছেন ফেরেশতা। তারা অদৃশ্য বিষয়ে জ্ঞাত নয় এবং তারা হস্তপদের সাক্ষ্যও গ্রহণ করতে অক্ষম। এখানে মিথ্যা বলার ক্ষমতা মানুষকে দেওয়া হলে ফেরেশতা তার উত্তর অনুযায়ীই কাজ করত। ফলে পরীক্ষার উদ্দেশ্যই ব্যর্থ হয়ে যেত। হাশরের পরীক্ষা এরূপ নয়। সেখানে প্রশ্ন ও উত্তর সরাসরি সর্বজ্ঞ, সর্বজ্ঞাত ও সর্বশক্তিমানের সাথে হবে। সেখানে কেউ মিথ্যা বললেও তা কার্যকরী হবে না।

তাফসীরে 'বাহরে মুহীত' ও 'মাযহারী'তে কোনো কোনো তাফসীরবিদের এ উক্তিও বর্ণিত আছে যে, যারা মিথ্যা কসম খেয়ে স্বীয় শিরককে অস্বীকার করবে, তারা হলো সেসব লোক, যারা কোনো সৃষ্টজীবকে খোলাখুলি আল্লাহর কিংবা আল্লাহর প্রতিনিধি না বলেও আল্লাহর সব ক্ষমতা সৃষ্টজীবে বণ্টন করে দিয়েছিল। সৃষ্টজীবের কাছেই প্রয়োজনীয় জিনিসপত্র যাচনা করত, তাদের নামে নৈবেদ্য প্রদান করত এবং তাদের কাছেই স্বাস্থ্য, রুজি-রোজগার, সন্তান-সন্ততি ও অন্যান্য যাবতীয় মনোবাঞ্ছা প্রার্থনা করত। তারা নিজেদেরকে মুশরিক মনে করত না। তাই হাশরের ময়দানেও কসম খেয়ে বলবে যে, তারা মুশরিক ছিল না। কিন্তু কসম খাওয়া সত্ত্বেও আল্লাহ তা'আলা তাদের লাঞ্ছিত করবেন।

আলোচ্য আয়াতে দ্বিতীয় প্রশ্ন এই যে, কুরআনের কোনো কোনো আয়াতের দ্বারা জানা যায় যে, আল্লাহ তা'আলা কাফের ও গুনাহগারদের সাথে কথা বলবেন না। অথচ আলোচ্য আয়াত থেকে পরিষ্কার বুঝা যাচ্ছে যে, তাদেরকে সম্বোধন করে তিনি কথা বলবেন।

উত্তর এই যে, এ সম্বোধন ও কথাবার্তা সম্মান প্রদান ও প্রার্থনা শ্রবণ হিসেবে হবে না। হুমকি প্রদর্শন ও শাসানির জন্যও সম্বোধন হবে না, উক্ত আয়াতের অর্থ তা নয়। এ কথাও বলা যায় যে, আলোচ্য আয়াতে যে সম্বোধন রয়েছে, তা হবে ফেরেশতাদের মধ্যস্থতায়। পক্ষান্তরে যে আয়াতে সম্বোধন ও কথাবার্তা হবে না বলে বলা হয়েছে, সেখানে প্রত্যক্ষ কথাবার্তা বুঝানো হয়েছে।

আয়াতের শেষে বলা হয়েছে : اُنْظُرْ كَيْفَ كَذَبُوْا عَلٰٓى اَنْفُسِهِمْ وَضَلَّ عَنْهُمْ مَّا كَانُوْا يَفْتَرُوْنَ
–এতে রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে বলা হয়েছে যে, দেখুন, তারা নিজেদের বিপক্ষে কেমন মিথ্যা বলেছে; আল্লাহর বিরুদ্ধে যাদেরকে তারা মিছামিছি শরিক তৈরি করেছিল, আজ তারা সবাই উধাও হয়ে গেছে। নিজেদের বিরুদ্ধে মিথ্যা বলার অর্থ এই যে, এ মিথ্যার শাস্তি তাদের উপরই পতিত হবে। মনগড়া তৈরি করার অর্থ এই যে, দুনিয়াতে তাদেরকে আল্লাহর অংশীদার করার ব্যাপারটি ছিল মিছামিছি (শরিক) ও মনগড়া। আজ বাস্তব সত্য সামনে এসে যাওয়ায় এ মিথ্যা অকেজো হয়ে গেছে। মনগড়া তৈরির অর্থ মিথ্যা কসমও হতে পারে, যা হাশরের ময়দানে উচ্চারণ করবে।

https://e-ilm.weebly.com/

অতঃপর হস্তপদ ও অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের সাক্ষ্য দ্বারা সে মিথ্যা ধরা পড়ে যাবে। কোনো কোনো তাফসীরবিদ বলেছেন : মনগড়া তৈরি করা বলে মুশরিকদের ঐসব অপব্যাখ্যা বুঝানো হয়েছে, যা তারা দুনিয়াতে মিথ্যা উপাস্যদের সম্পর্কে বর্ণনা করত। উদাহরণতঃ তারা বলত مَا نَعْبُدُهُمْ اِلَّا لِيُقَرِّبُوْنَا اِلَى اللّٰهِ زُلْفٰى অর্থাৎ আমরা উপাস্য মনে করে মূর্তির উপাসনা করি না; বরং উপাসনা করার কারণ এই যে, তারা আল্লাহর কাছে সুপারিশ করে আমাদেরকে তাঁর নিকটবর্তী করে দিবে। হাশরে তাদের এ মনগড়া ব্যাখ্যা এমনভাবে মিথ্যা প্রমাণিত হবে যে, তাদের মহাবিপদের সময় কেউ তাদের সুপারিশ করবে না।

উভয় আয়াতে বিশেষভাবে স্মরণযোগ্য যে, হাশরের ভয়াবহ ময়দানে মুশরিকদেরকে যা ইচ্ছা, বলার স্বাধীনতা দানের মধ্যে সম্ভবতঃ ইঙ্গিত রয়েছে যে, মিথ্যা বলার অভ্যাস একটি দুষ্ট অভ্যাস যা পরিত্যাগ করা অতি কঠিন। সুতরাং যারা দুনিয়াতে মিথ্যা কসম খেত, তারা এখানেও তা থেকে বিরত থাকতে পারেনি। ফলে সমগ্র সৃষ্টজগতের সামনে তারা লাঞ্ছিত হয়েছে। এ কারণেই কুরআনের স্থানে স্থানে মিথ্যাবাদীর প্রতি অভিসম্পাত বর্ণিত হয়েছে। রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন: মিথ্যা থেকে বেঁচে থাক। কেননা মিথ্যা পাপাচারের দোসর। মিথ্যা ও পাচার উভয়ই জাহান্নামে যাবে। –[ইবনে হাব্বান]

রাসূলুল্লাহ (সা.)-কে জিজ্ঞেস করা হয়: যে কাজের দরুন মানুষ দোজখে যাবে, তা কি? তিনি বললেন, সে কাজ হচ্ছে মিথ্যা। –[মুসনাদে আহমদ]

মিরাজ রজনীতে রাসূলুল্লাহ ﷺ প্রত্যক্ষ করেছিলেন যে, এক ব্যক্তির চোয়াল চিরে দেওয়া হচ্ছে। সে আবার পূর্বাবস্থায় ফিরে আসছে। অতঃপর আবার চিরে দেওয়া হচ্ছে। তার সাথে এ কার্যধারা কিয়ামত পর্যন্ত অব্যাহত থাকবে। তিনি হযরত জিবরাঈল (আ.)-কে জিজ্ঞেস করলেন : এ ব্যক্তি কে? হযরত জিবরাঈল বললেন . এ হলো মিথ্যাবাদী।

মুসনাদের আহমদের এক হাদীসে বর্ণিত রয়েছে, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন : মিথ্যা সম্পূর্ণরূপে বর্জন না করা পর্যন্ত কেউ পূর্ণ মুমিন হতে পারে না। এমনকি, হাসি-ঠাট্টা ছলেও মিথ্যা না বলা উচিত।

বায়হাকীতেও সহীহ সনদ সহকারে বর্ণিত আছে, মুসলমানের মধ্যে অন্য কু–অভ্যাস থাকতে পারে; কিন্তু আত্মসাৎ ও মিথ্যা থাকতে পারে না। অন্য এক হাদীসে আছে, মিথ্যা মানুষের রিজিক কমিয়ে দেয়।

قوله وَهُمْ يَنْهَوْنَ عَنْهُ যাহ্হাক, কাতাদাহ, মুহাম্মদ ইবনে হানাফিয়া (র.) প্রমুখ তাফসীরবিদগণের মতে এ আয়াত মক্কার কাফেরদের সম্পর্কে অবতীর্ণ হয়েছে। তারা কুরআন শুনতে ও অনুসরণ করতে লোকদের বারণ করত এবং নিজেরাও তা থেকে দূরে সরে থাকত। হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা.) থেকে আরো বর্ণিত আছে যে, এ আয়াত মহানবী ﷺ–এর চাচা আবূ তালেব ও আরো কয়েকজন চাচা সম্পর্কে অবতীর্ণ হয়েছে, যাঁরা তাঁকে সমর্থন করতেন এবং কাফেরদের উৎপীড়ন থেকে তাঁকে রক্ষা করতেন, কিন্তু কুরআনে বিশ্বাস স্থাপন করতেন না। এমতাবস্থায় عَنْهُ শব্দের সর্বনামটির অর্থ কুরআনের পরিবর্তে নবী করীম ﷺ হবেন। –[মাযহারী]

শব্দ বিশ্লেষণ

اُوْحِيَ : সীগাহ واحد مذكر غائب বহছ ماضى مجهول বাব اِفْعَالٌ মাসদার اَلْاِيْحَاءُ মূলবর্ণ (و . ح . ى) জিনস لفيف مفروق অর্থ– অবতীর্ণ হয়েছে, প্রেরিত হয়েছে।

بَرِيْئٌ : সীগাহ واحد مذكر বহছ اسم فاعل বাব سَمِعَ মাসদার اَلْبَرَاءَةُ মূলবর্ণ (ب . ر . ء) জিনস مهموز لام অর্থ– মুক্ত , পবিত্র।

كَانُوْا يَفْتَرُوْنَ : সীগাহ جمع مذكر غائب বহছ ماضى استمرارى معروف বাব اِفْتِعَالٌ মাসদার اَلْاِفْتِرَاءُ মূলবর্ণ (ف . ر . ى) জিনস ناقص يائى অর্থ– তারা মিথ্যা রচনা করত।

قُلُوْبٌ : শব্দটি বহুবচন, একবচন قَلْبٌ অর্থ– অন্তর।

اَكِنَّةً : শব্দটি বহুবচন, একবচন كِنَانٌ অর্থ– পর্দা, আবরণ।

يَفْقَهُوْا : সীগাহ جمع مذكر غائب বহছ مضارع معروف বাব سَمِعَ মাসদার اَلْفِقْهُ মূলবর্ণ (ف . ق . ه) জিনস صحيح অর্থ– তারা উপলব্ধি করে।

https://e-ilm.weebly.com/

وَلَوْ تَرٰٓى اِذْ وُقِفُوْا عَلَى النَّارِ فَقَالُوْا يٰلَيْتَنَا نُرَدُّ وَلَا نُكَذِّبَ بِاٰيٰتِ رَبِّنَا وَنَكُوْنَ مِنَ الْمُؤْمِنِيْنَ (٢٧)	**অনুবাদ :** (২৭) আর যদি আপনি সেই সময় প্রত্যক্ষ করেন, যখন তাদেরকে দোজখের সন্নিকটে দাঁড় করানো হবে, তখন বলবে, হায় কতই না উত্তম হতো যদি আমাদেরকে পুনরায় পাঠানো হতো, আর যদি এরূপ হয়ে যায়, তবে আমরা স্বীয় প্রতিপালকের নিদর্শনসমূহকে অসত্য বলব না এবং আমরা ঈমানওয়ালাদের দলভুক্ত হয়ে যাব।
بَلْ بَدَا لَهُمْ مَّا كَانُوْا يُخْفُوْنَ مِنْ قَبْلُ ؕ وَلَوْ رُدُّوْا لَعَادُوْا لِمَا نُهُوْا عَنْهُ وَاِنَّهُمْ لَكٰذِبُوْنَ (٢٨)	(২৮) বরং যা তারা এর পূর্বে গোপন করত তা [আজ] তাদের সম্মুখে উপস্থিত হয়েছে, আর যদি তাদেরকে পুনরায় পাঠানো হয়, তবুও তারা সেই কাজই করবে যা করতে নিষেধ করা হয়েছিল, আর নিশ্চয় তারা সম্পূর্ণ মিথ্যাবাদী।
وَقَالُوْٓا اِنْ هِيَ اِلَّا حَيَاتُنَا الدُّنْيَا وَمَا نَحْنُ بِمَبْعُوْثِيْنَ (٢٩)	(২৯) আর তারা বলে, জীবন তো আর কোথাও নয় শুধু বর্তমান জীবনই এবং আমরা পুনর্জীবিত হব না।
وَلَوْ تَرٰٓى اِذْ وُقِفُوْا عَلٰى رَبِّهِمْ ؕ قَالَ اَلَيْسَ هٰذَا بِالْحَقِّ ؕ قَالُوْا بَلٰى وَرَبِّنَا ؕ قَالَ فَذُوْقُوا الْعَذَابَ بِمَا كُنْتُمْ تَكْفُرُوْنَ (٣٠)	(৩০) আর যদি আপনি সেই সময় প্রত্যক্ষ করেন, যখন তাদেরকে তাদের রবের সম্মুখে দাঁড় করানো হবে, আল্লাহ বলবেন, তা কি বাস্তব বিষয় নয়? তারা বলবে, শপথ আমাদের পরওয়ারদেগারের, নিঃসন্দেহে আল্লাহ তা'আলা বলবেন, তবে এখন নিজেদের কুফরের বিনিময়ে শাস্তির স্বাদ গ্রহণ কর।

শাব্দিক অনুবাদ

(২৭) وَلَوْ تَرٰى আর যদি আপনি সেই সময় প্রত্যক্ষ করেন اِذْ وُقِفُوْا عَلَى النَّارِ যখন তাদেরকে দোজখের সন্নিকটে দাঁড় করানো হবে فَقَالُوْا তখন বলবে يٰلَيْتَنَا نُرَدُّ হায় কতই না উত্তম হতো যদি আমাদেরকে পুনরায় পাঠানো হতো وَلَا نُكَذِّبَ بِاٰيٰتِ رَبِّنَا আর যদি এরূপ হয়ে যায়, তবে আমরা স্বীয় প্রতিপালকের নিদর্শনসমূহকে অসত্য বলব না وَنَكُوْنَ مِنَ الْمُؤْمِنِيْنَ এবং আমরা ঈমানওয়ালাদের দলভুক্ত হয়ে যাব।

(২৮) بَلْ بَدَا لَهُمْ বরং তা [আজ] তাদের সম্মুখে উপস্থিত হয়েছে مَا كَانُوْا يُخْفُوْنَ مِنْ قَبْلُ যা তারা এর পূর্বে গোপন করত وَلَوْ رُدُّوْا আর যদি তাদেরকে পুনরায় পাঠানো হয় لَعَادُوْا لِمَا نُهُوْا عَنْهُ তবুও তারা সেই কাজই করবে যা করতে নিষেধ করা হয়েছিল وَاِنَّهُمْ لَكٰذِبُوْنَ আর নিশ্চয় তারা সম্পূর্ণ মিথ্যাবাদী।

(২৯) وَقَالُوْا আর তারা বলে اِنْ هِيَ اِلَّا حَيَاتُنَا الدُّنْيَا জীবন তো আর কোথাও নয় শুধু বর্তমান জীবই وَمَا نَحْنُ بِمَبْعُوْثِيْنَ এবং আমরা পুনর্জীবিত হব না।

(৩০) وَلَوْ تَرٰى আর যদি আপনি সেই সময় প্রত্যক্ষ করেন اِذْ وُقِفُوْا عَلٰى رَبِّهِمْ যখন তাদেরকে তাদের রবের সম্মুখে দাঁড় করানো হবে قَالَ আল্লাহ বলবেন اَلَيْسَ هٰذَا بِالْحَقِّ তা কি বাস্তব বিষয় নয়? قَالُوْا তারা বলবে بَلٰى وَرَبِّنَا শপথ আমাদের পরওয়ারদেগারের নিঃসন্দেহে قَالَ আল্লাহ তা'আলা বলবেন فَذُوْقُوا الْعَذَابَ তবে এখন শাস্তির স্বাদ গ্রহণ কর بِمَا كُنْتُمْ تَكْفُرُوْنَ নিজেদের কুফরের বিনিময়ে।

https://e-ilm.weebly.com/

অনুবাদ : (৩১) নিঃসন্দেহে তারাই ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে যারা আল্লাহর সাথে সাক্ষাৎ হওয়াকে অসত্য বলেছে, এমন কি যখন সেই নির্দিষ্ট সময় তাদের প্রতি অকস্মাৎ এসে পৌছবে, বলবে, হায়! আফসোস আমাদের ত্রুটির উপর যা এ সম্বন্ধে ঘটেছে, আর তাদের অবস্থা এই হবে যে, তারা নিজেদের [গুনাহর] বোঝা নিজেদের কটিদেশে বহন করবে, উত্তমরূপে শুনে নাও, মন্দ হবে ঐ বস্তু যা তারা বহন করবে।	قَدْ خَسِرَ الَّذِيْنَ كَذَّبُوْا بِلِقَآءِ اللهِ ط حَتّٰى اِذَا جَآءَتْهُمُ السَّاعَةُ بَغْتَةً قَالُوْا يٰحَسْرَتَنَا عَلٰى مَا فَرَّطْنَا فِيْهَا ۙ وَهُمْ يَحْمِلُوْنَ اَوْزَارَهُمْ عَلٰى ظُهُوْرِهِمْ ط اَلَا سَآءَ مَا يَزِرُوْنَ (٣١)
(৩২) আর পার্থিব জীবন তো খেল ও তামাশা ব্যতীত কিছুই নয়, আর মুত্তাকীদের জন্য পরকালের বাসস্থানই উত্তম; তোমরা কি ভেবে দেখ না?	وَمَا الْحَيٰوةُ الدُّنْيَآ اِلَّا لَعِبٌ وَّلَهْوٌ ط وَلَلدَّارُ الْاٰخِرَةُ خَيْرٌ لِّلَّذِيْنَ يَتَّقُوْنَ ط اَفَلَا تَعْقِلُوْنَ (٣٢)
(৩৩) আমি অবশ্যই জানি যে, তাদের উক্তিসমূহ আপনাকে ব্যথিত করে, বস্তুতঃ তারা তো আপনাকে মিথ্যাবাদী বলছে না; বরং এই জালেমরা তো আল্লাহর আয়াতসমূহকে অস্বীকার করছে।	قَدْ نَعْلَمُ اِنَّهٗ لَيَحْزُنُكَ الَّذِيْ يَقُوْلُوْنَ فَاِنَّهُمْ لَا يُكَذِّبُوْنَكَ وَلٰكِنَّ الظّٰلِمِيْنَ بِاٰيٰتِ اللهِ يَجْحَدُوْنَ (٣٣)

শাব্দিক অনুবাদ

(৩১) قَدْ خَسِرَ নিঃসন্দেহে তারাই ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে الَّذِيْنَ كَذَّبُوْا بِلِقَآءِ اللهِ যারা আল্লাহর সাথে সাক্ষাৎ হওয়াকে অসত্য বলছে حَتّٰى اِذَا جَآءَتْهُمُ السَّاعَةُ بَغْتَةً এমন কি যখন সেই নির্দিষ্ট সময় তাদের প্রতি অকস্মাৎ এসে পৌছবে। قَالُوْا বলবে يٰحَسْرَتَنَا عَلٰى مَا فَرَّطْنَا فِيْهَا হায়! আফসোস আমাদের ত্রুটির উপর যা এ সম্বন্ধে ঘটেছে وَهُمْ يَحْمِلُوْنَ اَوْزَارَهُمْ আর তাদের অবস্থা এই হবে যে তারা নিজেদের [গুনাহর] বোঝা বহন করবে عَلٰى ظُهُوْرِهِمْ নিজেদের কটিদেশে اَلَا سَآءَ مَا يَزِرُوْنَ উত্তমরূপে শুনে নাও, মন্দ হবে ঐ বস্তু যা তারা বহন করবে।

(৩২) وَمَا الْحَيٰوةُ الدُّنْيَآ اِلَّا لَعِبٌ وَّلَهْوٌ আর পার্থিব জীবন তো খেল ও তামাশা ব্যতীত কিছুই নয় وَلَلدَّارُ الْاٰخِرَةُ خَيْرٌ আর পরকালের বাসস্থানই উত্তম لِّلَّذِيْنَ يَتَّقُوْنَ মুত্তাকীদের জন্য اَفَلَا تَعْقِلُوْنَ তোমরা কি ভেবে দেখ না?

(৩৩) قَدْ نَعْلَمُ আমি অবশ্যই জানি যে اِنَّهٗ لَيَحْزُنُكَ الَّذِيْ يَقُوْلُوْنَ তাদের উক্তিসমূহ আপনাকে ব্যথিত করে فَاِنَّهُمْ لَا يُكَذِّبُوْنَكَ বস্তুতঃ তারা তো আপনাকে মিথ্যাবাদী বলছে না وَلٰكِنَّ الظّٰلِمِيْنَ بِاٰيٰتِ اللهِ يَجْحَدُوْنَ বরং এই জালেমরা তো আল্লাহর আয়াতসমূহকে অস্বীকার করছে।

https://e-ilm.weebly.com/

অনুবাদ : (৩৪) এবং বহু পয়গম্ব যাঁরা আপনার পূর্বে অতীত হয়েছেন, তাঁদেরকেও মিথ্যাবাদী সাব্যস্ত করা হয়েছিল, তবুও তাঁরা সবরই করেছিলেন, তাঁদেরকে মিথ্যাবাদী সাব্যস্ত করা ও তাঁদেরকে যাতনা দেওয়ার প্রতি যে পর্যন্ত না তাঁদের নিকট আমার সাহায্য পৌঁছেছিল, বস্তুতঃ আল্লাহর বাণীসমূহের কোনো পরিবর্তনকারী নেই, আর আপনার নিকট পয়গম্বরগণের কতিপয় ইতিবৃত্ত পৌঁছেছে।

وَلَقَدْ كُذِّبَتْ رُسُلٌ مِّنْ قَبْلِكَ فَصَبَرُوْا عَلٰى مَا كُذِّبُوْا وَاُوْذُوْا حَتّٰى اَتٰهُمْ نَصْرُنَا ۚ وَلَا مُبَدِّلَ لِكَلِمٰتِ اللّٰهِ ۚ وَلَقَدْ جَآءَكَ مِنْ نَّبَاِى الْمُرْسَلِيْنَ (٣٤)

শাব্দিক অনুবাদ

(৩৪) وَلَقَدْ كُذِّبَتْ رُسُلٌ مِّنْ قَبْلِكَ এবং বহু পয়গম্ব যাঁরা আপনার পূর্বে অতীত হয়েছেন, তাঁদেরকেও মিথ্যাবাদী সাব্যস্ত করা হয়েছিল। فَصَبَرُوْا তবুও তাঁরা সবরই করেছিলেন। عَلٰى مَا كُذِّبُوْا وَاُوْذُوْا তাঁদেরকে মিথ্যাবাদী সাব্যস্ত করা ও তাঁদেরকে যাতনা দেওয়ার প্রতি حَتّٰى اَتٰهُمْ نَصْرُنَا যে পর্যন্ত না তাঁদের নিকট আমার সাহায্য পৌঁছেছিল وَلَا مُبَدِّلَ لِكَلِمٰتِ اللّٰهِ বস্তুতঃ আল্লাহর বাণীসমূহের কোনো পরিবর্তনকারী নেই وَلَقَدْ جَآءَكَ مِنْ نَّبَاِى الْمُرْسَلِيْنَ আর আপনার নিকট পয়গম্বরগণের কতিপয় ইতিবৃত্ত পৌঁছেছে।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

(৩৩) قوله قَدْ نَعْلَمُ اِنَّهٗ لَيَحْزُنُكَ الَّذِىْ يَقُوْلُوْنَ الخ **আয়াতের শানে নুযূল– ১ :** হযরত কাতাদাহ (রা.) হতে বর্ণিত রয়েছে, সুদ্দী কর্তৃক একটি বর্ণনাও তার সমর্থনে রয়েছে যে, আখনাস বিন শুরাইক এবং আবূ জাহেল একদা এক সাথে মিলিত হয়। সে সময়ে আখনাস আবূ জাহলকে বলল, হে আবুল হেকাম! মুহাম্মদ সম্পর্কে কিছু তথ্য আমাকে দান কর। লোকটা কি মিথ্যুক না সত্যবাদী? তুমি আমার সাথে যা বলবে তা শুনে নিব, এখন আমি ভিন্ন অন্য কোনো লোক নেই। তখন আবূ জাহল বলল, আল্লাহর শপথ, মুহাম্মদ ﷺ একজন সত্যবাদী, মুহাম্মদ কখনো মিথ্যা কথা বলেননি। তাদের গোপনীয় এ আলোচনার পরিপ্রেক্ষিতে আলোচ্য আয়াত অবতীর্ণ হয়েছে।

শানে নুযূল– ২ : ওয়াহেদী বর্ণনা করেন যে, হারেছ বিন আমের বিন নওফেল বিন আবদে মনাফ বিন কুসাই বিন কেলাব লোক সমাজে নবী আলাইহিস সালামকে মিথ্যাবাদী বলে প্রচার করত। তবে তার পরিবারের লোকজনের সাথে যখন নিবৃত্তে মিলিত হতো, তখন বলতো মুহাম্মদ মিথ্যুক নন। তিনি মিথ্যুক নন বলেই আমি মনে প্রাণে বিশ্বাস করি। তখন হারেছ বিন আমরের এহেন কপটতাপূর্ণ আচরণের প্রেক্ষাপটে আলোচ্য আয়াত নাজিল হয়েছে।

শানে নুযূল– ৩ : তিরমিযী ও হাকেম হযরত আলী (রা.) হতে বর্ণনা করেন যে, আবূ জাহল নবী করীম ﷺ-কে বলত, আমরা তো আপনাকে মিথ্যাবাদী বলি না। আপনি আমাদের নিকট সত্যবাদী। তবে আপনি যে দীন নিয়ে এসেছেন তাকে সত্য হিসেবে মেনে নিতে পারি না। তখন আবূ জাহলের এহেন কপটতাপূর্ণ আচরণের প্রেক্ষাপটে আলোচ্য আয়াত নাজিল হয়েছে। –[রূহুল মা'আনী ১৩৬/৪/৭, ফাতহুল কাদীর ১১৩/২, বাহরে মুহীত ১১৪/৪, কুরতুবী ৩৮১/৬]

قوله وَلَوْ تَرٰى اِذْ وُقِفُوْا عَلَى النَّارِ فَقَالُوْا يٰلَيْتَنَا الخ ইসলামের তিনটি মূলনীতি রয়েছে : ১. একত্ববাদ, ২. রিসালাত ও ৩. আখেরাতে বিশ্বাস। অবশিষ্ট সব বিশ্বাস এ তিনটিরই অধীন। এ তিন মূলনীতি মানুষকে স্বীয় স্বরূপ ও জীবনের লক্ষ্যের সাথে পরিচয় করিয়ে দেয় এবং জীবনে বিপ্লব সৃষ্টি করে তাকে এক সরল ও স্বচ্ছ পথে দাঁড় করিয়ে দেয়। এগুলোর মধ্যে পরকাল ও পরকালের প্রতিদান ও শাস্তির বিশ্বাস কার্যতঃ এমন একটি বৈপ্লবিক বিশ্বাস, যা মানুষের প্রত্যেক কাজের গতি বিশেষ একটি দিকে ঘুরিয়ে দেয়। এ কারণেই কুরআনে পাকের সব বিষয়বস্তু এ তিনটির মধ্যে চক্রাকারে আবর্তিত হয়। আলোচ্য আয়াতসমূহে বিশেষভাবে পরকালের প্রশ্ন ও উত্তর, কঠোর শাস্তি অশেষ ছওয়াব এবং ক্ষণস্থায়ী দুনিয়ার স্বরূপ বর্ণিত হয়েছে।

https://e-ilm.weebly.com/

প্রথম আয়াতে অবিশ্বাসী, অপরাধীদের অবস্থার বর্ণনা করে বলা হয়েছে : পরকালে যখনন তাদেরকে দোজখের কিনারায় দাঁড় করানো হবে এবং তারা কল্পনাতীত ভয়াবহ শাস্তি প্রত্যক্ষ করবে, তখন তারা আকাঙ্ক্ষা প্রকাশ করে বলবে, আফসোস! আমাদেরকে পুনরায় দুনিয়াতে প্রেরণ করা হলে আমরা পালনকর্তার প্রেরিত নিদর্শনাবলি ও নির্দেশাবলিকে মিথ্যারোপ করতাম না; বরং এগুলো বিশ্বাস করে মুমিনদের অন্তর্ভুক্ত হয়ে যেতাম।

দ্বিতীয় আয়াতে সর্বজ্ঞ, সর্বজ্ঞাত, মহাবিচারপতি তাদের বিহবল আকাঙ্ক্ষার রহস্য উন্মোচন করে বলেছেন, এরা চিরকাল মিথ্যায় অভ্যস্ত ছিল। এ আকাঙ্ক্ষায়ও এরা মিথ্যাবাদী। আসল ব্যাপার এই যে, পয়গম্বরগণের মাধ্যমে যেসব বাস্তব সত্য তাদের সামনে তুলে ধরা হয়েছিল এবং তারা তা জানা ও চেনা সত্ত্বেও শুধু হঠকারিতা কিংবা লোভ-লালসার বশবর্তী হয়ে এসব সত্যকে পর্দায় আবৃত রাখার চেষ্টা করত। আজ সেগুলো একটি একটি করে তাদের সামনে উপস্থিত হয়ে গেছে, আল্লাহ পাকের একচ্ছত্র অধিকার ও ও শক্তি সামর্থ্য চোখে দেখেছে, পয়গম্বর গণের সত্যতা অবলোকন করেছে, পরকালে পুনর্জীবিত হওয়া যা সর্ব সময়ই তারা অস্বীকার করত, নির্মম সত্য হয়ে সামনে এসেছে, প্রতিদান ও শাস্তি প্রকাশ হতে দেখেছে এবং দোজখও দেখেছে। কাজেই বিরোধিতা করার কোনো ছুতা তাদের হাতে অবশিষ্ট রইল না। তাই এমনিতেই বলতে শুরু করেছে যে, আমরা দুনিয়াতে পুনর্বার প্রেরিত হলে ঈমানদার হয়ে ফিরতাম।

তাদের এ উক্তিকে মিথ্যা বলা পরিণতির দিক দিয়েও হতে পারে। অর্থাৎ তারা যে ওয়াদা করছে যে, আমরা দুনিয়াতে পুনঃ প্রেরিত হলে মিথ্যারোপ করব না, এর পরিণতি কিন্তু এরূপ হবে না; তারা দুনিয়াতে পৌছে আবারও মিথ্যারোপ করবে। এ মিথ্যা বলার এ অর্থও হতে পারে যে, তারা এখনও যা কিছু বলছে, তা সদিচ্ছায় বলছে না; বরং সাময়িক বিপদ টলানোর উদ্দেশ্যে, শাস্তির কবল থেকে বাঁচার জন্য বলছে– অন্তরে এখনও তাদের সদিচ্ছা নেই।

তৃতীয় আয়াতে বলা হয়েছে : إِنْ هِيَ إِلَّا حَيَاتُنَا الدُّنْيَا –এর عَطْفٌ হয়েছে। عَادُوْا –এর উপর। অর্থ এই যে, যদি তারা দুনিয়াতে পুনঃ প্রেরিত হয়, তবে সেখানে পৌছে একথাই বলবে যে, আমরা এ পার্থিব জীবন ছাড়া অন্য কোনো জীবন মানি না। এজীবনই একমাত্র জীবন। আমাদেরকে পুনরায় জীবিত করা হবে না।

এখানে একটি প্রশ্ন উঠে যে, যখন কিয়ামতে পুনরুজ্জীবিত হওয়াকে এবং হিসাব-নিকাশ, প্রতিদান ও শাস্তিকে একবার স্বচক্ষে দেখেছে, তখন দুনিয়াতে এসে পুনরায় তা অস্বীকার করা কিরূপে সম্ভবপর?

উত্তর এই যে, অস্বীকার করার জন্য বাস্তবে ঘটনাবলির বিশ্বাস না থাকা জরুরি নয়; বরং আজকাল যেমন অনেক কাফের ইসলামি সত্যসমূহ পূর্ণ বিশ্বাসী হওয়া সত্ত্বেও শুধু হঠকারিতা বশতঃ ইসলামকে অস্বীকার করে চলেছে, এমনিভাবে তারা দুনিয়াতে প্রত্যাবর্তনের পর কিয়ামত, পুনরুজ্জীবন ও পরকাল সম্পর্কে পূর্ণ বিশ্বাসী হওয়া সত্ত্বেও শুধু হঠকারিতার বশবর্তী হয়ে এগুলো অস্বীকারে প্রবৃত্ত হবে। কুরআন পাক বর্তমান জীবনে কোনো কোনো কাফের সম্পর্কে বলে :

وَجَحَدُوا بِهَا وَاسْتَيْقَنَتْهَا أَنفُسُهُمْ ظُلْمًا وَعُلُوًّا অর্থাৎ তারা আমার নিদর্শনসমূহ অস্বীকার করছে কিন্তু তাদের অন্তরে এগুলোর সত্যতা সম্পর্কে পূর্ণ বিশ্বাস রয়েছে। যেমন, ইহুদিদের সম্পর্কে বলা হয়েছে যে, তারা শেষ নবী ﷺ–কে এমনভাবে চেনে, যেমন স্বীয় সন্তানদেরকে চেনে। কিন্তু তা সত্ত্বেও তারা তাঁর বিরোধিতায় উঠে পড়ে লেগে আছে।

মোটকথা, জগৎস্রষ্টা স্বীয় আদি জ্ঞানের মাধ্যমে জানেন যে, তাদের এ বক্তব্য যে, দুনিয়াতে পুনঃ প্রেরিত হলে মুমিন হয়ে যাব, সম্পূর্ণ মিথ্যা ও প্রতারণামূলক। তাদের কথা অনুযায়ী পুনরায় জগৎ সৃষ্টি করে তাদেরকে সেখানে ছেড়ে দিলেও তারা আবার তাই করবে, যা প্রথম জীবনে করত।

তাফসীরে মাযহারীতে তাবারানীর বরাত দিয়ে রাসূলুল্লাহ ﷺ –এর উক্তি বর্ণিত আছে যে, হিসাব-কিতাবের সময় আল্লাহ তা'আলা হযরত আদম (আ.)–কে বিচার দণ্ডের কাছে দাঁড় করিয়ে বলবেন, সন্তানদের কাজকর্ম স্বচক্ষে পরিদর্শন কর। যার সৎকর্ম পাপকর্মের চাইতে এক রতি বেশি হয়, তাকে তুমি জান্নাতে পৌছাতে পার। আল্লাহ তা'আলা আরো বলবেন, আমি জাহান্নামের আজাবে ঐ ব্যক্তিকে প্রবিষ্ট করাব, যার সম্পর্কে জানি যে, দুনিয়াতে পুনঃ প্রেরিত হলেও পূর্বের মতোই কাজ করবে।

قوله وَهُمْ يَحْمِلُونَ أَوْزَارَهُمْ : হাদীসে আছে, কিয়ামতের দিন সৎ লোকদের কাজকর্ম তাদের বাহন হয়ে যাবে। পক্ষান্তরে অসৎ লোকদের কাজকর্ম ভারি বোঝার আকারে তাদের মাথায় চাপিয়ে দেওয়া হবে।

https://e-ilm.weebly.com/

এখানে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য যে, কাফের ও পাপীরা হাশরের ময়দানের প্রাণরক্ষার্থে কিংকর্তব্যবিমূঢ় হয়ে নানা ধরনের কথা-বার্তা বলবে। কখনো মিথ্যা কসম খাবে, কখনো দুনিয়ায় পুনঃ প্রেরিত হওয়ার আকাঙ্ক্ষা করবে। কিন্তু একথা কেউ বলবে না যে, আমরা এখন বিশ্বাস স্থাপন করেছি এবং একন সংকাজ্ঞ করব। কেননা এ সত্য স্বতঃসিদ্ধ হয়ে তাদের সামনে এসে যাবে যে, এজগৎ কর্মজগৎ নয় এবং বিশ্বাস স্থাপন ততক্ষণ পর্যন্তই শুদ্ধ, যতক্ষণ তা অদৃশ্যে বিশ্বাস স্থাপন হয়। দেখার পর সত্য জানা, তা দেখারই প্রতিক্রিয়া, আল্লাহ ও রাসূলকে সত্য জানা নয়। এতে বুঝা গেল যে, আল্লাহর সন্তুষ্টি, এর ফলাফল– অর্থাৎ, চিরস্থায়ী আরাম আয়েশ, দুনিয়াতে শান্তিময় পবিত্র জীবন এবং পরকালে জান্নাত লাভ শুধুমাত্র পার্থিব জীবনের মাধ্যমেই অর্জিত হতে পারে। এর পূর্বে আত্মজগতে এগুলো অর্জন করা সম্ভব নয় এবং এর পরে পরকালেও এগুলো উপার্জন করা সম্ভবপর নয়।

এতে ফুটে উঠল যে, পার্থিব জীবন অনেক বড় নিয়ামত এবং অত্যন্ত মূল্যবান বিষয়: উপরিউক্ত সুমহান সওদা এ জীবনেই ক্রয় করা যায়। তাই ইসলামে আত্মহত্যা হারাম এবং মৃত্যুর জন্য দোয়া ও মৃত্যু কামনা করা নিষিদ্ধ। কারণ এতে আল্লাহ তা'আলার একটি বিরাট নিয়ামতের প্রতি অকৃতজ্ঞতা প্রকাশ করা হয়।

সারকথা এই যে, দুনিয়াতে যে বস্তুটি প্রত্যেকেই প্রাপ্ত হয়েছে এবং যা সর্বাধিক মূল্যবান ও প্রিয়, তা হচ্ছে মানুষের জীবন। একাও সবার জানা যে, মানুষের জীবনের একটা সীমাবদ্ধ গণ্ডি রয়েছে কিন্তু জীবনের সঠিক সীমা কারো জানা নেই যে, তা সত্তর বছর হবে, না সত্তর ঘন্টা, না একটি শ্বাস ছাড়ারও সময় পাওয়া যাবেনা।

শব্দ বিশ্লেষণ

تَرٰى : সীগাহ واحد مذكر حاضر বহছ مضارع معروف বাব فَتَحَ মাসদার اَلرُّؤْيَةُ মূলবর্ণ (ر. أ. ى) জিনস মুরাক্কাব مهموز عين এবং ناقص يائى অর্থ– তুমি দেখছ, তুমি দেখবে।

رُدُّوْا : সীগাহ جمع مذكر غائب বহছ ماضى مجهول বাব نَصَرَ মাসদার اَلرَّدُّ মূলবর্ণ (ر . د . د) জিনস مضاعف ثلاثى অর্থ– তারা পুনঃপ্রেরিত হয়েছে।

لَعَادُوْا : সীগাহ جمع مذكر غائب বহছ ماضى معروف বাব نَصَرَ মাসদার اَلْعَوْدَةُ মূলবর্ণ (ع . و . د) জিনস اجوف واوى অর্থ– অবশ্যই তারা ফিরবে।

نُهُوْا : সীগাহ جمع مذكر غائب বহছ ماضى مجهول বাব فَتَحَ মাসদার اَلنَّهْىُ মূলবর্ণ (ن . ه . ى) জিনস ناقص يائى অর্থ– তাদেরকে নিষেধ করা হয়েছিল।

وُقِفُوْا সীগাহ جمع مذكر غائب বহছ ماضى مجهول বাব ضَرَبَ মাসদার اَلْوَقْفُ মূলবর্ণ (و . ق . ف) জিনস مثال واوى অর্থ– তাদেরকে দাঁড় করানো হবে।

ذُوْقُوْا : সীগাহ جمع مذكر حاضر বহছ امر حاضر معروف বাব نَصَرَ মাসদার اَلذَّوْقُ মূলবর্ণ (ذ . و . ق) জিনস اجوف واوى অর্থ– তোমরা স্বাদ নাও, স্বাদ গ্রহণ কর।

https://e-ilm.weebly.com/

وَإِنْ كَانَ كَبُرَ عَلَيْكَ إِعْرَاضُهُمْ فَإِنِ اسْتَطَعْتَ
أَنْ تَبْتَغِيَ نَفَقًا فِي الْأَرْضِ أَوْ سُلَّمًا فِي السَّمَاءِ
فَتَأْتِيَهُمْ بِآيَةٍ ۚ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَمَعَهُمْ عَلَى
الْهُدَىٰ ۚ فَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْجَاهِلِينَ (٣٥)

অনুবাদ : (৩৫) আর যদি তাদের বিমুখতা আপনার নিকট অসহনীয় হয়, তবে যদি আপনার এরূপ ক্ষমতা থাকে জমিনে [প্রবেশ করার] কোনো সুড়ঙ্গ অথবা আসমানে [আরোহণ করার] কোনো সোপান অন্বেষণ করে নিতে অতঃপর [তার সাহায্যে গমনপূর্বক তথা হতে] কোনো মু'জিযা আনয়ন করতে পারেন, তবে আনয়ন করুন, আর যদি আল্লাহ ইচ্ছা করতেন, তবে তাদের সকলকে সরল পথে একত্র করে দিতেন, অতএব, আপনি নির্বোধ লোকদের দলভুক্ত হবেন না।

إِنَّمَا يَسْتَجِيبُ الَّذِينَ يَسْمَعُونَ ۘ وَالْمَوْتَىٰ
يَبْعَثُهُمُ اللَّهُ ثُمَّ إِلَيْهِ يُرْجَعُونَ (٣٦)

(৩৬) তারাই কবুল করে যারা সত্যানুসন্ধানের জন্য শ্রবণ করে; আর মৃতদেরকে আল্লাহ [কিয়ামত দিবসে] জীবিত করে উঠাবেন, অনন্তর সকলেই আল্লাহর দিকে প্রত্যাবর্তিত হবে।

وَقَالُوا لَوْلَا نُزِّلَ عَلَيْهِ آيَةٌ مِنْ رَبِّهِ ۚ قُلْ إِنَّ اللَّهَ
قَادِرٌ عَلَىٰ أَنْ يُنَزِّلَ آيَةً وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا
يَعْلَمُونَ (٣٧)

(৩৭) আর এ সমস্ত লোক বলে যে, তাঁর প্রতি কোনো মু'জিযা কেন অবতরণ করা হয় না– তাঁর রবের পক্ষ থেকে? আপনি বলে দিন, নিশ্চয় এ বিষয়ে আল্লাহর পূর্ণ ক্ষমতা রয়েছে যে, তিনি মু'জিযা অবতীর্ণ করতে পারেন, কিন্তু তাদের অধিকাংশই বে-খবর।

وَمَا مِنْ دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ وَلَا طَائِرٍ يَطِيرُ
بِجَنَاحَيْهِ إِلَّا أُمَمٌ أَمْثَالُكُمْ ۚ مَا فَرَّطْنَا فِي
الْكِتَابِ مِنْ شَيْءٍ ۚ ثُمَّ إِلَىٰ رَبِّهِمْ يُحْشَرُونَ (٣٨)

(৩৮) আর যত প্রকার প্রাণী ভূপৃষ্ঠে বিচরণ করে এবং যত প্রকার পাখি স্বীয় ডানাদ্বয়ের সাহায্যে উড়ে তন্মধ্যে কোনো প্রকারই এরূপ নেই যারা [কিয়ামত দিবসে] তোমাদের ন্যায় [সমবেত] দল হবে না, আমি কিতাবে কোনো কিছুই ছাড়িনি, অতঃপর সকলকে স্বীয় পরওয়ারদেগারের সমীপে সমবেত করা হবে।

النصف وقف غفران

শাব্দিক অনুবাদ

(৩৫) وَإِنْ كَانَ كَبُرَ عَلَيْكَ إِعْرَاضُهُمْ আর যদি তাদের বিমুখতা আপনার নিকট অসহনীয় হয় فَإِنِ اسْتَطَعْتَ তবে যদি আপনার এরূপ ক্ষমতা থাকে أَنْ تَبْتَغِيَ অন্বেষণ করে নিতে نَفَقًا فِي الْأَرْضِ জমিনে [প্রবেশ করার] কোনো সুড়ঙ্গ أَوْ سُلَّمًا فِي السَّمَاءِ অথবা আসমানে [আরোহণ করার] কোনো সোপান فَتَأْتِيَهُمْ بِآيَةٍ অতঃপর [তার সাহায্যে গমনপূর্বক তথা হতে] কোনো মু'জিযা আনয়ন করতে পারেন, তবে আনয়ন করুন وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ আর যদি আল্লাহর ইচ্ছা করতেন لَجَمَعَهُمْ عَلَى الْهُدَىٰ তবে তাদের সকলকে সরল পথে একত্র করে দিতেন فَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْجَاهِلِينَ অতএব, আপনি নির্বোধ লোকদের দলভুক্ত হবেন না।

(৩৬) إِنَّمَا يَسْتَجِيبُ তারাই কবুল করে الَّذِينَ يَسْمَعُونَ যারা সত্যানুসন্ধানের জন্য শ্রবণ করে وَالْمَوْتَىٰ يَبْعَثُهُمُ اللَّهُ আর মৃতদেরকে আল্লাহ [কিয়ামত দিবসে] জীবিত করে উঠাবেন ثُمَّ إِلَيْهِ يُرْجَعُونَ অনন্তর সকলেই আল্লাহর দিকে প্রত্যাবর্তিত হবে।

(৩৭) وَقَالُوا আর এ সমস্ত লোক বলে যে لَوْلَا نُزِّلَ عَلَيْهِ آيَةٌ তাঁর প্রতি কোনো মু'জিযা কেন অবতরণ করা হয় না– مِنْ رَبِّهِ তাঁর রবের পক্ষ থেকে? قُلْ আপনি বলে দিন إِنَّ اللَّهَ قَادِرٌ নিশ্চয় এ বিষয়ে আল্লাহর পূর্ণ ক্ষমতা রয়েছে যে عَلَىٰ أَنْ يُنَزِّلَ آيَةً তিনি মু'জিযা অবতীর্ণ করতে পারেন وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ কিন্তু তাদের অধিকাংশই বে-খবর।

(৩৮) وَمَا مِنْ دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ আর যত প্রকার প্রাণী ভূপৃষ্ঠে বিচরণ করে وَلَا طَائِرٍ يَطِيرُ بِجَنَاحَيْهِ এবং যত প্রকার পাখি স্বীয় ডানাদ্বয়ের সাহায্যে উড়ে তন্মধ্যে কোনো প্রকারই এরূপ নেই إِلَّا أُمَمٌ أَمْثَالُكُمْ যারা [কিয়ামত দিবসে] তোমাদের ন্যায় [সমবেত] দল হবে না مَا فَرَّطْنَا فِي الْكِتَابِ مِنْ شَيْءٍ আমি কিতাবে কোনো কিছুই ছাড়িনি ثُمَّ إِلَىٰ رَبِّهِمْ يُحْشَرُونَ অতঃপর সকলকে স্বীয় পরওয়ারদেগারের সমীপে সমবেত করা হবে।

https://e-ilm.weebly.com/

وَالَّذِيْنَ كَذَّبُوْا بِاٰيٰتِنَا صُمٌّ وَّبُكْمٌ فِي الظُّلُمٰتِ ؕ مَنْ يَّشَاِ اللّٰهُ يُضْلِلْهُ ؕ وَمَنْ يَّشَاْ يَجْعَلْهُ عَلٰى صِرَاطٍ مُّسْتَقِيْمٍ (٣٩)

অনুবাদ : (৩৯) আর যারা আমার আয়াতগুলোকে মিথ্যা সাব্যস্ত করে তারা তো বধির ও বোবা সাজছে। [এবং] নানাবিধ অন্ধকারে [লিপ্ত] আল্লাহ তা'আলা যাকে ইচ্ছা বিপথগামী করেন, এবং যাকে ইচ্ছা সরল পথে চালিত করেন।

قُلْ اَرَءَيْتَكُمْ اِنْ اَتٰىكُمْ عَذَابُ اللّٰهِ اَوْ اَتَتْكُمُ السَّاعَةُ اَغَيْرَ اللّٰهِ تَدْعُوْنَ ۚ اِنْ كُنْتُمْ صٰدِقِيْنَ (٤٠)

(৪০) আপনি বলুন, আচ্ছা বল তো! যদি তোমাদের উপর আল্লাহর কোনো আজাব এসে পৌছে, কিংবা তোমাদের উপর কিয়ামতই এসে পৌছে, তবে কি আল্লাহ ভিন্ন আর কাউকেও ডাকবে? যদি তোমরা সত্যবাদী হও।

بَلْ اِيَّاهُ تَدْعُوْنَ فَيَكْشِفُ مَا تَدْعُوْنَ اِلَيْهِ اِنْ شَآءَ وَتَنْسَوْنَ مَا تُشْرِكُوْنَ (٤١)

(৪১) বরং তাঁকেই ডাকতে থাক, অতএব, যে উদ্দেশ্যে তোমরা ডাক, যদি তিনি চান, তবে তা বিদূরিত করতেও পারেন, আর যেগুলোকে তোমরা শরিক সাব্যস্ত করছে সেগুলো ভুলে যাও।

وَلَقَدْ اَرْسَلْنَآ اِلٰٓى اُمَمٍ مِّنْ قَبْلِكَ فَاَخَذْنٰهُمْ بِالْبَاْسَآءِ وَالضَّرَّآءِ لَعَلَّهُمْ يَتَضَرَّعُوْنَ (٤٢)

(৪২) আর আমি আপনার পূর্বে অন্যান্য উম্মতের নিকটও পয়গম্বর প্রেরণ করেছিলাম, অনন্তর আমি তাদেরকে অভাব-অনটন ও পীড়া দ্বারা ধৃত করেছিলাম, যেন বিনীত হয়ে পড়ে।

فَلَوْلَآ اِذْ جَآءَهُمْ بَاْسُنَا تَضَرَّعُوْا وَلٰكِنْ قَسَتْ قُلُوْبُهُمْ وَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطٰنُ مَا كَانُوْا يَعْمَلُوْنَ (٤٣)

(৪৩) সুতরাং যখন তাদের উপর আমার শাস্তি পৌছেছে, তখনো কেন বিনীত হলো না? বরং তাদের অন্তরগুলো কঠিনই রইল, আর শয়তান তাদের কর্মগুলোকে তাদের কল্পনাতে সুসজ্জিত করছিল।

শাব্দিক অনুবাদ

(৩৯) وَالَّذِيْنَ كَذَّبُوْا بِاٰيٰتِنَا আর যারা আমার আয়াতগুলোকে মিথ্যা সাব্যস্ত করে صُمٌّ وَّبُكْمٌ তারা তো বধির ও বোবা সাজছে فِي الظُّلُمٰتِ [এবং] নানাবিধ অন্ধকারে [লিপ্ত] مَنْ يَّشَاِ اللّٰهُ يُضْلِلْهُ আল্লাহ তা'আলা যাকে ইচ্ছা বিপথগামী করেন وَمَنْ يَّشَاْ এবং যাকে ইচ্ছা يَجْعَلْهُ عَلٰى صِرَاطٍ مُّسْتَقِيْمٍ সরল পথে চালিত করেন।

(৪০) قُلْ আপনি বলুন اَرَءَيْتَكُمْ আচ্ছা বল তো! اِنْ اَتٰىكُمْ عَذَابُ اللّٰهِ যদি তোমাদের উপর আল্লাহর কোনো আজাব এসে পৌছে اَوْ اَتَتْكُمُ السَّاعَةُ কিংবা তোমাদের উপর কিয়ামতই এসে পৌছে اَغَيْرَ اللّٰهِ تَدْعُوْنَ তবে কি আল্লাহ ভিন্ন আর কাউকেও ডাকবে? اِنْ كُنْتُمْ صٰدِقِيْنَ যদি তোমরা সত্যবাদী হও।

(৪১) بَلْ اِيَّاهُ تَدْعُوْنَ বরং তাঁকেই ডাকতে থাক فَيَكْشِفُ مَا تَدْعُوْنَ اِلَيْهِ অতএব, যে উদ্দেশ্যে তোমরা ডাক তবে তা বিদূরিত করতেও পারেন اِنْ شَآءَ যদি তিনি চান وَتَنْسَوْنَ আর সেগুলো ভুলে যাও مَا تُشْرِكُوْنَ যেগুলোকে তোমরা শরিক সাব্যস্ত করছ।

(৪২) وَلَقَدْ اَرْسَلْنَآ اِلٰٓى اُمَمٍ مِّنْ قَبْلِكَ আর আমি আপনার পূর্বে অন্যান্য উম্মতের নিকটও পয়গম্বর প্রেরণ করেছিলাম فَاَخَذْنٰهُمْ অনন্তর আমি তাদেরকে ধৃত করেছিলাম بِالْبَاْسَآءِ وَالضَّرَّآءِ অভাব-অনটন ও পীড়া দ্বারা لَعَلَّهُمْ يَتَضَرَّعُوْنَ যেন বিনীত হয়ে পড়ে।

(৪৩) فَلَوْلَآ اِذْ جَآءَهُمْ بَاْسُنَا تَضَرَّعُوْا সুতরাং যখন তাদের উপর আমার শাস্তি পৌছেছে তখনো কেন বিনীত হলো না? وَلٰكِنْ قَسَتْ قُلُوْبُهُمْ বরং তাদের অন্তরগুলো কঠিনই রইল وَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطٰنُ আর শয়তান তাদের কল্পনাতে সুসজ্জিত করছিল مَا كَانُوْا يَعْمَلُوْنَ তাদের কর্মগুলোকে।

https://e-ilm.weebly.com/

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

(৩৫) وَإِنْ كَانَ كَبُرَ عَلَيْكَ إِعْرَاضُهُمْ فَإِنِ اسْتَطَعْتَ أَنْ تَبْتَغِيَ نَفَقًا فِي الْأَرْضِ الخ **আয়াতের শানে নুযূল :** কোনো এক বর্ণনা মতে হারেছ বিন আমের বিন নওফেল বিন আবদে মানাফ কুরাইশদের সামনেই রাসূল ﷺ-এর নিকট এসে বলল, হে মুহাম্মদ! আল্লাহর পক্ষ হতে কোনো মু'জিযা নিয়ে আস। পূর্ববর্তী নবীগণ যে সমস্ত কাজ করে গেছেন আমি তো আপনাকে বিশ্বাস করেই যাচ্ছি। আল্লাহ তা'আলা তাদের সামনেই নিদর্শন প্রকাশ করতে নিষেধ করেন তাদের কৃত অপরাধের কারণে। সুতরাং তারা রাসূল ﷺ-এর নিকট হতে ফিরে গেল । এভাবে চলে যাওয়া রাসূল ﷺ-এর নিকট অত্যন্ত পীড়াদায়ক বলে মনে হলো। কারণ রাসূল ﷺ নিজ গোত্রবাসীর প্রতি অত্যন্ত প্রত্যাশী ছিলেন যে, তারা ঈমান গ্রহণ করুক, সে জন্য তারা যখন কোনো নিদর্শন কামনা করত, তখন আল্লাহ তা'আলা তা অবতরণ করবেন, তাই কামনা ছিল। যেহেতু তিনি তাদের ঈমান গ্রহণ করার প্রতি আগ্রহী ছিলেন। সে পরিপ্রেক্ষিতে আলোচ্য আয়াত নাজিল হয়েছে। –[রূহুল মা'আনী ১৩৮/৪/৭]

(৩৭) وَقَالُوا لَوْلَا نُزِّلَ عَلَيْهِ آيَةٌ مِنْ رَبِّهِ الخ **আয়াতের শানে নুযূল :** হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) বলেন, আলোচ্য আয়াত কুরাইশ নেতৃবর্গ সম্পর্কে অবতীর্ণ হয়েছে। তারা রাসূল ﷺ-এর প্রতি নিন্দা ও অবজ্ঞা প্রদর্শন করে রাসূলের নিকট মু'জিযা প্রকাশ করার দাবি করেছিল। অথচ রাসূল ﷺও তাদের নিকট অনেক মু'জিযাই নিয়ে এসেছিলেন। কুরাইশেরদের দাবি অনুসারে মু'জিযা প্রকাশ না হওয়ার রহস্য বর্ণনা সম্পর্কে আলোচ্য আয়াত নাজিল করা হয়। –[বাহরে মুহীত ১২৪/৪]

(৪৩) وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا إِلَى أُمَمٍ مِنْ قَبْلِكَ فَأَخَذْنَاهُمْ بِالْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ الخ **আয়াতের শানে নুযূল :** পূর্ববর্তী সকল জাতিসমূহের একটি স্বভাব ছিল, তারা নবীগণকে মিথ্যাবাদী বলে অভিযোগ আরোপ করত। তাদের অন্তঃকরণ ছিল অত্যন্ত কঠোর। তারা এতই ঔদ্ধত্য ছিল যে, যখন কোনো শাস্তি দ্বারা আক্রান্ত হতো, তখন তারাই আল্লাহর প্রতি বিনয়ী হতো না এবং সে শাস্তি থেকে মুক্তি পাওয়ার জন্য প্রার্থনা করত না। যে জাতির প্রতি আল্লাহ রাসূল প্রেরণ করেছেন, তারই অধিক বিমুখতা অবলম্বনকারী হয়ে যেত। সে পরিপ্রেক্ষিতে রাসূল ﷺ-কে সান্ত্বনা দেওয়ার জন্যে আল্লাহ তা'আলা আলোচ্য আয়াত নাজিল করেন। –[বাহরে মুহীত ১৩৩/৪]

পূর্বে উল্লিখিত আয়াতসমূহের ৩৩ নং আয়াতে বলা হয়েছে : فَإِنَّهُمْ لَا يُكَذِّبُونَكَ অর্থাৎ কাফেররা প্রকৃতপক্ষে আপনার প্রতি মিথ্যারোপ করে না; বরং আল্লাহর নিদর্শনাবলির প্রতিই মিথ্যারোপ করে। সুদ্দীর বর্ণনা সূত্রে তাফসীরে মাযহারীতে এ সম্পর্কিত একটি ঘটনা বর্ণিত হয়েছে যে, একবার দু'জন কাফের সর্দার আখনাস ইবনে শুরাইক ও আবূ জাহলের মধ্যে সাক্ষাৎ হলে আখনাস আবূ জাহলকে জিজ্ঞেস করল, হে আবুল হিকাম! [আরবে আবূজাহল 'আবুল হিকাম' (জ্ঞানধর) নামে খ্যাত ছিল। ইসলাম যুগে কুফরি ও হঠকারিতার কারণে তাকে 'আবূ জাহল' (মূর্খতাধর) উপাধি দেওয়া হয়।] আমরা এখন একান্তে আছি। আমাদের কথাবার্তা কেউ শুনবে না; মুহাম্মদ ইবনে আব্দুল্লাহ সম্পর্কে তোমার সঠিক ধারণা কি? আমাকে সত্য সত্য বল? তাকে সত্যবাদী মনে কর? না, মিথ্যাবাদী?

আবূ জাহল আল্লাহর কসম খেয়ে বলল, নিঃসন্দেহে মুহাম্মদ সত্যবাদী। তিনি সারা জীবন মিথ্যা বলেননি। কিন্তু ব্যাপার এই যে, কুরাইশ গোত্রের একটি শাখা 'বনী কুসাই' এ সব গৌরব ও মহত্ত্বের সমাবেশ ঘটবে, অবশিষ্ট কুরাইশরা রিক্ত হস্ত থেকে যাবে– আমরা তা কিরূপে সহ্য করতে পারি? পতাকা বনী কুসাই-এর হাতে রয়েছে। হরম শরীফে হাজীদেরকে পানি পান করানোর গৌরবজনক কাজটিও তাদের দখলে। খানায়ে কা'বার প্রহরা ও চাবি তাদের করায়ত্ত। এখন যদি আমরা নবুয়তও তাদের ছেড়ে দেই, তবে অবশিষ্ট কুরাইশদের হাতে কি থাকবে?

নাজিয়া ইবনে কা'ব থেকে বর্ণিত অপর এক রেওয়ায়েতে বলা হয়েছে যে, একবার আবূ জাহল স্বয়ং রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে বলল : আপনি মিথ্যাবাদী– এরূপ কোনো ধারণা আমরা পোষণ করি না। তবে আমরা ঐ ধর্ম ও গ্রন্থকে অসত্য মনে করি, যা আপনি প্রাপ্ত হয়েছেন। –[মাযহারী]

এসব রেওয়ায়েতের ভিত্তিতে আলোচ্য আয়াতটিকে তার প্রকৃত অর্থেও নেওয়া যেতে পারে, কোনো রূপক অর্থ করার প্রয়োজন হয় না। অর্থাৎ কাফেররা আপনাকে নয়– আল্লাহর নিদর্শনাবলিকে মিথ্যা বলে। আয়াতের এ অর্থও হতে পারে যে, কাফেররা বাহ্যতঃ যদিও আপনাকে মিথ্যা বলার পরিণাম স্বয়ং আল্লাহ তা'আলা ও তাঁর নিদর্শনাবলিকে মিথ্যা বলা। যেমন, এক হাদীসে রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন : যে ব্যক্তি আমাকে কষ্ট দেয়, সে যেন প্রকৃতপক্ষে আল্লাহকেই কষ্ট দেয়।

https://e-ilm.weebly.com/

৩৮ নং আয়াতে وَمَا مِنْ دَآبَّةٍ বাক্য থেকে জানা যায় যে, কিয়ামতের দিন মানুষের সাথে সর্বপ্রকার জানোয়ারকেও জীবিত করা হবে। ইবনে জরীর, ইবনে আবী হাতেম ও বায়হাকী প্রমুখ হযরত আবূ হুরায়রা (রা.)-এর রেওয়ায়েতক্রমে বর্ণনা করেন যে, কিয়ামতের দিন সব প্রাণী চতুষ্পদ জন্তু এবং পক্ষীকুলকেও পুনরুজ্জীবিত করা হবে এবং আল্লাহ তা'আলা এমন সুবিচার করবেন যে, কোনো শিং বিশিষ্ট জন্তু কোনো শিংবিহীন জন্তুকে দুনিয়াতে আঘাত করে থাকলে এ দিনে তার প্রতিশোধ তার কাছ থেকে নেওয়া হবে। (এমনিভাবে অন্যান্য জন্তুর পারস্পরিক নির্যাতনের প্রতিশোধও নেওয়া হবে।) যখন তাদের পারস্পরিক অধিকার ও নির্যাতনের প্রতিশোধ নেওয়া সমাপ্ত হবে, তখন আদেশ হবে 'তোমরা সব মাটি হয়ে যাও।' সব জন্তু তৎক্ষণাৎ মাটির স্তূপে পরিণত হবে। এ সময়েই কাফেররা আক্ষেপ করে বলবে : يٰلَيْتَنِىْ كُنْتُ تُرٰبًا অর্থাৎ, আফসোস! আমিও যদি মাটি হয়ে যেতাম এবং জাহান্নামের শাস্তি থেকে বেঁচে যেতাম।

ইমাম বগভী হযরত আবূ হুরায়রা (রা.)-এর বাচনিক রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর উক্তি বর্ণনা করেন যে, কিয়ামতের দিন সব পাওনাদারের পাওনা পরিশোধ করা হবে। এমন কি শিং বিহীন ছাগলের প্রতিশোধ শিং বিশিষ্ট ছাগলের কাছ থেকে নেওয়া হবে।

সৃষ্টজীবের পাওনার গুরুত্ব : সবাই জানে যে, জীব-জানোয়ারকে কোনো শরিয়ত ও বিধি-বিধান পালন করতে আদেশ দেওয়া হয়নি, এ আদেশ শুধু মানুষ ও জিনদের প্রতি। একথাও জানা যে, যারা আদিষ্ট নয় তাদের সাথে প্রতিদান ও শাস্তির ব্যবহার হতে পারে না। তাই আলেমগণ বলেন, হাশরে জীব-জানোয়ারের প্রতিশোধ তাদের আদিষ্ট হওয়ার কারণে নয়; বরং রাব্বুল আলামীনের চূড়ান্ত ইনসাফ ও সুবিচারের কারণে এক জন্তুর নির্যাতনের প্রতিশোধ অন্য জন্তুর কাছ থেকে নেওয়া হবে। তাদের অন্য কেনো কাজের হিসাব-নিকাশ হবে না। এতে বুঝা যায় যে, সৃষ্টজীবের পারস্পরিক পাওনা বা নির্যাতনের ব্যাপারটি এতই গুরুতর যে, আদিষ্ট নয়– এমন জন্তুদেরকেও তা থেকে মুক্ত রাখা হয়নি। কিন্তু দুঃখের বিষয়, অনেক ধার্মিক ও ইবাদতকারী ব্যক্তিও এর প্রতি উদাসীনতা প্রদান করেন।

قوله وَلَقَدْ اَرْسَلْنَا اِلٰٓى اُمَمٍ مِّنْ قَبْلِكَ فَاَخَذْنٰهُمْ الخ আলোচ্য আয়াতসমূহে একটি বিশেষ ভঙ্গিতে কুফর ও শিরক বাতিল করে একত্ববাদ সপ্রমাণ করা হয়েছে। পূর্বোক্ত আয়াতে মক্কার মুশরিকদেরকে প্রশ্ন করা হয়েছে : যদি আজ তোমাদের উপর কোনো বিপদ এসে পড়ে– উদাহরণত আল্লাহর আজাব যদি দুনিয়াতেই তোমাদেরকে পাকড়াও করে, কিংবা মৃত্যু অথবা কিয়ামতের ভয়াবহ হাঙ্গামা শুরু হয়ে যায়, তবে চিন্তা করে বল, তোমরা এ বিপদ দূর করার জন্য কাকে ডাকবে? কার কাছে বিপদমুক্তির আশা করবে? নাকি পাথরের এসব হস্তনির্মিত মূর্তি কিংবা অন্য কোনো সৃষ্টজীব, যাদেরকে তোমরা খোদার মর্যাদায় আসীন করে রেখেছ, তারা তখন তোমাদের কাজে আসবে কি? তোমরা তাদের কাছে ফরিয়াদ করবে? না শুধু আল্লাহ তা'আলাকেই আহবান করবে?

এর উত্তর যে কোনো সচেতন মানুষের পক্ষ থেকে এ ছাড়া কিছুই হতে পারে না, যা আল্লাহ তা'আলা তাদের পক্ষ থেকে উল্লেখ করেছেন। অর্থাৎ এ ব্যাপক বিপদমুহূর্তে কট্টর মুশরিকই সব মূর্তি ও হস্তনির্মিত উপাস্যদেরকে ভুলে যাবে এবং একমাত্র আল্লাহ তা'আলাকেই আহবান করবে। এখন ফলাফল সুস্পষ্ট যে, তোমাদের মূর্তি এবং উপাস্য, যাদেরকে তোমরা আল্লাহর আসনে আসীন করে রেখেছ এবং বিপদ বিদূরণকারী ও অভাব মোচনকারী মনে করছ, তারা যখন এ বিপদ মুহূর্তে তোমাদের কাজে আসবে না এবং তোমরা সাহায্যের জন্য তাদেরকে আহবান করতেও সাহসী হবে না, তখন তাদের ইবাদত কোন উপকারে আসবে।

এ বিষয়টি পূর্ববর্তী আয়াতের সারমর্ম। এসব আয়াতে কুফর, শিরক ও অবাধ্যতার শাস্তিস্বরূপ পার্থিব জীবনেও আজাব আসার সম্ভাব্যতা বর্ণিত হয়েছে। ধরে নেওয়া যাক, যদি এ জীবনে আজাব নাও আসে, তবে কিয়ামতের আগমন তো অবশ্যম্ভাবী। সেখানে মানুষের সব কাজকর্মের হিসাব নেওয়া হবে এবং প্রতিদান ও শাস্তির বিধান জারি হবে।

এখানে سَاعَةٌ শব্দের প্রসিদ্ধ অর্থ কিয়ামতও হতে পারে এবং 'কিয়ামত ছুগরা' (ছোট কিয়ামত)-ও হতে পারে। প্রত্যেক মানুষের মৃত্যুতেই এ কিয়ামত কায়েম হয়ে যায়। প্রবাদবাক্য আছে مَنْ مَاتَ فَقَدْ قَامَتْ قِيَامَتُهٗ অর্থাৎ যার মৃত্যু হয় তার কিয়ামত সেদিনই হয়ে যায়। কেননা কিয়ামতের হিসাব-কিতাবের প্রাথমিক নমুনাও কবর ও বরযখে দেখা যাবে এবং প্রতিদান ও শাস্তির নমুনাও এখান থেকেই শুরু হয়ে যাবে।

https://e-ilm.weebly.com/

https://e-ilm.weebly.com/

এসব আয়াত দ্বারাই এ সন্দেহ দূর হয়ে যায় যে, ইহকাল প্রতিদান জগৎ নয়; বরং কর্মজগৎ। এখানে সৎ-অসৎ, ভালো-মন্দ একই পাল্লায় ওজন করা হয়; বরং অসৎ লোক সৎ লোকদের চেয়ে অধিক সুখে থাকে। অতএব, এ জগতে শাস্তি কার্যকর করার অর্থ কি? এ সন্দেহের উত্তর সুস্পষ্ট। অর্থাৎ আসল প্রতিদান ও শাস্তি কিয়ামতেই হবে। তাই কিয়ামতের অপর নাম 'ইয়াওমুদ্দীন'; প্রতিদান দিবস। কিন্তু আজাবের নমুনা হিসাবে কিছু কষ্ট এবং ছওয়াবের নমুনা হিসেবে কিছু সুখ করুণাবশতঃ ইহজগতে প্রেরণ করা হয়। কোনো কোনো সাধক বলেছেন যে, এ জগতের সব সুখ ও আরাম জান্নাতের সুখেরই নমুনা যাতে মানুষ জান্নাতের প্রতি আগ্রহী হয়। পক্ষান্তরে দুনিয়াতে যত কষ্ট, বিপদ ও দুঃখ রয়েছে, সব পরকালের শাস্তিরই নমুনা, যাতে মানুষ জাহান্নাম থেকে আত্মরক্ষায় সচেষ্ট হয়। বলাবহুল্য, নমুনা ব্যতীত কোনো কিছুর প্রতি আগ্রহও সৃষ্টি করা যায় না এবং কোনো কিছু থেকে ভীতি প্রদর্শনও করা যায় না।

আলোচ্য আয়াতের শেষ ভাগেও لَعَلَّهُمْ يَتَضَرَّعُونَ বাক্যে এ তাৎপর্যটিরই উল্লেখ করা হয়েছে। অর্থাৎ আমি তাদেরকে দুনিয়াতে যে কষ্ট ও বিপদে জড়িত করেছি, এর উদ্দেশ্যে প্রকৃত পক্ষে শাস্তিদান নয়; বরং এ পরীক্ষায় ফেলে আমার দিকে আকৃষ্ট করাই ছিল উদ্দেশ্য, কারণ স্বাভাবিকভাবেই বিপদে আল্লাহর কথা স্মরণ হয়। এতে বুঝা গেল যে, দুনিয়াতে আজাব হিসেবেও যে কষ্ট ও বিপদ কোনো ব্যক্তি অথবা সম্প্রদায়ের উপর পতিত হয়, তাতেও একদিক দিয়ে আল্লাহর রহমতই কার্যরত থাকে।

শব্দ বিশ্লেষণ

دَابَّةٌ : শব্দটি একবচন, বহুবচন دَوَابُّ অর্থ– বিচরণশীল।

طَائِرٌ : শব্দটি একবচন, বহুবচন طُيُوْرٌ অর্থ– পাখি, পাখা বিশিষ্ট প্রাণী।

يَطِيْرُ : সীগাহ واحد مذكر غائب বহছ مضارع معروف বাব ضَرَبَ মাসদার اَلطَّيْرُ মূলবর্ণ (ط . ي . ر) জিনস اجوف يائى অর্থ– সে উড়ে বেড়ায়।

جَنَاحَيْهِ : শব্দটি جَنَاحٌ শব্দের تثنية বহুবচন اَجْنُحٌ. اَجْنِحَةٌ অর্থ– ডানা, পাখা।

يَشَاءُ : সীগাহ واحد مذكر غائب বহছ مضارع معروف বাব فَتَحَ মাসদার اَلْمَشِيْئَةُ মূলবর্ণ (ش . ى . ء) জিনস মুরাক্কাব مهموز لام ও اجوف يائى অর্থ– সে ইচ্ছা করে।

https://e-ilm.weebly.com/

فَلَمَّا نَسُوْا مَا ذُكِّرُوْا بِهٖ فَتَحْنَا عَلَيْهِمْ اَبْوَابَ كُلِّ شَيْءٍ ؕ حَتّٰۤى اِذَا فَرِحُوْا بِمَاۤ اُوْتُوْۤا اَخَذْنٰهُمْ بَغْتَةً فَاِذَا هُمْ مُّبْلِسُوْنَ (٤٤)	অনুবাদ : (৪৪) অতঃপর যখন তারা ভুলে রইল, যে সম্বন্ধে তাদেরকে নসিহত করা হতো, তখন আমি তাদের প্রতি উন্মুক্ত করে দিলাম সকল বস্তুর দ্বার, এমন কি যখন তারা গর্বিত হয়ে পড়ল, তার দরুন, যা তারা প্রাপ্ত হয়েছিল, তখন তাদেরকে অসম্মাৎ ধৃত করলাম, অতঃপর তারা সম্পূর্ণ হতাশ হয়ে পড়ল।
فَقُطِعَ دَابِرُ الْقَوْمِ الَّذِيْنَ ظَلَمُوْا ؕ وَالْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ (٤٥)	(৪৫) অনন্তর জালেমদের মূল কর্তিত হলো, আর আল্লাহর শোকর যিনি সারা বিশ্বের প্রতিপালক।
قُلْ اَرَءَيْتُمْ اِنْ اَخَذَ اللّٰهُ سَمْعَكُمْ وَاَبْصَارَكُمْ وَخَتَمَ عَلٰى قُلُوْبِكُمْ مَّنْ اِلٰهٌ غَيْرُ اللّٰهِ يَاْتِيْكُمْ بِهٖ ؕ اُنْظُرْ كَيْفَ نُصَرِّفُ الْاٰيٰتِ ثُمَّ هُمْ يَصْدِفُوْنَ (٤٦)	(৪৬) আপনি বলুন, আচ্ছা বল তো যদি আল্লাহ তোমাদের শ্রবণশক্তি ও দর্শনশক্তিগুলো সম্পূর্ণরূপে নিয়ে নেন এবং তোমাদের অন্তরসমূহের উপর মহর করে দেন, তবে আল্লাহ ভিন্ন আর কোনো মা'বূদ আছে, যে এটা তোমাদেরকে পুনরায় দিবে? আপনি দেখুন! আমি কিরূপে প্রমাণসমূহকে বিভিন্ন ধরনে বর্ণনা করছি, তবুও তারা পরাঙ্মুখ হচ্ছে।
قُلْ اَرَءَيْتَكُمْ اِنْ اَتٰىكُمْ عَذَابُ اللّٰهِ بَغْتَةً اَوْ جَهْرَةً هَلْ يُهْلَكُ اِلَّا الْقَوْمُ الظّٰلِمُوْنَ (٤٧)	(৪৭) আপনি বলুন, আচ্ছা তা তো বল, যদি তোমাদের উপর আল্লাহর আজাব এসে পড়ে চাই আকস্মিকভাবে অথবা অবহিতভাবে, তবে অনাচারী ব্যতীত অন্য কাউকেও ধ্বংস করা হবে কি?

শাব্দিক অনুবাদ

(৪৪) فَلَمَّا نَسُوْا অতঃপর যখন তারা ভুলে রইল مَا ذُكِّرُوْا بِهٖ যে সম্বন্ধে তাদেরকে নসিহত করা হতো فَتَحْنَا عَلَيْهِمْ তখন আমি তাদের প্রতি উন্মুক্ত করে দিলাম اَبْوَابَ كُلِّ شَيْءٍ সকল বস্তুর দ্বার। حَتّٰۤى اِذَا فَرِحُوْا এমন কি যখন তারা গর্বিত হয়ে পড়ল। بِمَاۤ اُوْتُوْۤا তার দরুন যা তারা প্রাপ্ত হয়েছিল اَخَذْنٰهُمْ بَغْتَةً তখন তাদেরকে অসম্মাৎ ধৃত করলাম। فَاِذَا هُمْ مُّبْلِسُوْنَ অতঃপর তারা সম্পূর্ণ হতাশ হয়ে পড়ল।

(৪৫) فَقُطِعَ دَابِرُ الْقَوْمِ الَّذِيْنَ ظَلَمُوْا অনন্তর জালেমদের মূল কর্তিত হলো وَالْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ আর আল্লাহর শোকর যিনি সারা বিশ্বের প্রতিপালক।

(৪৬) قُلْ আপনি বলুন اَرَءَيْتُمْ আচ্ছা বল তো اِنْ اَخَذَ اللّٰهُ سَمْعَكُمْ وَاَبْصَارَكُمْ যদি আল্লাহ তোমাদের শ্রবণশক্তি ও দর্শনশক্তিগুলো সম্পূর্ণরূপে নিয়ে নেন وَخَتَمَ عَلٰى قُلُوْبِكُمْ এবং তোমাদের অন্তরসমূহের উপর মহর করে দেন مَّنْ اِلٰهٌ غَيْرُ اللّٰهِ তবে আল্লাহ ভিন্ন আর কোন মা'বূদ আছে يَاْتِيْكُمْ بِهٖ যে এটা তোমাদেরকে পুনরায় দিবে اُنْظُرْ। আপনি দেখুন! كَيْفَ نُصَرِّفُ الْاٰيٰتِ আমি কিরূপে প্রমাণসমূহকে বিভিন্ন ধরনে বর্ণনা করছি ثُمَّ هُمْ يَصْدِفُوْنَ তবুও তারা পরাঙ্মুখ হচ্ছে।

(৪৭) قُلْ আপনি বলুন اَرَءَيْتَكُمْ আচ্ছা তা তো বল اِنْ اَتٰىكُمْ عَذَابُ اللّٰهِ যদি তোমাদের উপর আল্লাহর আজাব এসে পড়ে بَغْتَةً চাই আকস্মিকভাবে اَوْ جَهْرَةً অথবা অবহিতভাবে هَلْ يُهْلَكُ اِلَّا الْقَوْمُ الظّٰلِمُوْنَ তবে অনাচারী ব্যতীত অন্য কাউকেও ধ্বংস করা হবে কি?

https://e-ilm.weebly.com/

অনুবাদ : (৪৮) আর আমি রাসূলদেরকে শুধু এই জন্যই প্রেরণ করি যে, তাঁরা সুসংবাদ দেন ও ভয় প্রদর্শন করেন, অনন্তর যে ব্যক্তি ঈমান আনবে, এবং সংশোধন করে নিবে, তবে তাদের কোনো ভয় নেই, এবং বিষণ্নও হবে না।	وَمَا نُرْسِلُ الْمُرْسَلِيْنَ اِلَّا مُبَشِّرِيْنَ وَمُنْذِرِيْنَ ۚ فَمَنْ اٰمَنَ وَاَصْلَحَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُوْنَ (٤٨)
(৪৯) আর যারা আমার নিদর্শনগুলোকে অসত্য বলে, তাদেরকে আজাব স্পর্শ করে এই কারণে যে, তারা [ঈমানের] গণ্ডি হতে বের হয়ে যায়।	وَالَّذِيْنَ كَذَّبُوْا بِاٰيٰتِنَا يَمَسُّهُمُ الْعَذَابُ بِمَا كَانُوْا يَفْسُقُوْنَ (٤٩)
(৫০) আপনি বলুন, আমি তোমাদেরকে একথা বলি না যে, আমার নিকট আল্লাহর খাজানা রয়েছে, আর না আমি সমস্ত গায়েব সম্বন্ধে অবগত আছি, আর না আমি তোমাদেরকে একথাও বলি যে, আমি ফেরেশতা, আমার নিকট যে ওহী আসে, আমি তো শুধু তারই অনুসরণ করি, আপনি বলুন, অন্ধ ও চক্ষুষ্মান কি সমতুল্য হতে পারে? তবুও কি ভেবে দেখ না?	قُلْ لَّآ اَقُوْلُ لَكُمْ عِنْدِيْ خَزَآئِنُ اللّٰهِ وَلَآ اَعْلَمُ الْغَيْبَ وَلَآ اَقُوْلُ لَكُمْ اِنِّيْ مَلَكٌ ۚ اِنْ اَتَّبِعُ اِلَّا مَا يُوْحٰٓى اِلَيَّ ۗ قُلْ هَلْ يَسْتَوِى الْاَعْمٰى وَالْبَصِيْرُ ۗ اَفَلَا تَتَفَكَّرُوْنَ (٥٠)
(৫১) আর কুরআন দ্বারা এরূপ লোকদেরকে ভয় দেখানো, যারা এর ভয় পোষণ করে যে, তাদেরকে স্বীয় প্রতিপালকের সমীপে এরূপ অবস্থায় সমবেত করা হবে যে, গায়রুল্লাহ হতে কেউই তাদের সাহায্যকারী হবে না এবং সুফারিশকারীও হবে না, এই আশায় যে, তারা ভীত হবে।	وَاَنْذِرْ بِهِ الَّذِيْنَ يَخَافُوْنَ اَنْ يُّحْشَرُوْٓا اِلٰى رَبِّهِمْ لَيْسَ لَهُمْ مِّنْ دُوْنِهٖ وَلِيٌّ وَّلَا شَفِيْعٌ لَّعَلَّهُمْ يَتَّقُوْنَ (٥١)

শাব্দিক অনুবাদ

(৪৮) وَمَا نُرْسِلُ الْمُرْسَلِيْنَ اِلَّا مُبَشِّرِيْنَ আর আমি রাসূলদেরকে শুধু এই জন্যই প্রেরণ করি যে, তাঁরা সুসংবাদ দেন وَمُنْذِرِيْنَ ও ভয় প্রদর্শন করেন فَمَنْ اٰمَنَ অনন্তর যে ব্যক্তি ঈমান আনবে وَاَصْلَحَ এবং সংশোধন করে নিবে لَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ তবে তাদের কোনো ভয় নেই وَلَا هُمْ يَحْزَنُوْنَ এবং বিষণ্নও হবে না।

(৪৯) وَالَّذِيْنَ كَذَّبُوْا بِاٰيٰتِنَا আর যারা আমার নিদর্শনগুলোকে অসত্য বলে يَمَسُّهُمُ الْعَذَابُ তাদেরকে আজাব স্পর্শ ক بِمَا كَانُوْا يَفْسُقُوْنَ এই কারণে যে, তারা [ঈমানের] গণ্ডি হতে বের হয়ে যায়।

(৫০) قُلْ আপনি বলুন لَّآ اَقُوْلُ لَكُمْ আমি তোমাদেরকে একথা বলি না যে عِنْدِيْ خَزَآئِنُ اللّٰهِ আমার নিকট আল্লাহর খাজানা রয়েছে وَلَآ اَعْلَمُ الْغَيْبَ আর না আমি সমস্ত গায়েব সম্বন্ধে অবগত আছি وَلَآ اَقُوْلُ لَكُمْ اِنِّيْ مَلَكٌ আর না আমি তোমাদেরকে একথাও বলি যে, আমি ফেরেশতা اِنْ اَتَّبِعُ اِلَّا مَا يُوْحٰٓى اِلَيَّ আমার নিকট যে ওহী আসে, আমি তো শুধু তারই অনুসরণ করি قُلْ আপনি বলুন هَلْ يَسْتَوِى الْاَعْمٰى وَالْبَصِيْرُ অন্ধ ও চক্ষুষ্মান কি সমতুল্য হতে পারে اَفَلَا تَتَفَكَّرُوْنَ তবুও কি ভেবে দেখ না?

(৫১) وَاَنْذِرْ بِهِ আর কুরআন দ্বারা এরূপ লোকদেরকে ভয় দেখানো الَّذِيْنَ يَخَافُوْنَ যারা এর ভয় পোষণ করে যে اَنْ يُّحْشَرُوْٓا اِلٰى رَبِّهِمْ তাদেরকে স্বীয় প্রতিপালকের সমীপে এরূপ অবস্থায় সমবেত করা হবে যে لَيْسَ لَهُمْ তাদের مِّنْ دُوْنِهٖ গায়রুল্লাহ হতে وَلِيٌّ সাহায্যকারী হবে না وَّلَا شَفِيْعٌ এবং সুফারিশকারীও হবে না لَّعَلَّهُمْ يَتَّقُوْنَ এই আশায় যে, তারা ভীত হবে।

https://e-ilm.weebly.com/

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

(৫০) قُلْ لَّآ اَقُوْلُ لَكُمْ عِنْدِىْ خَزَآئِنُ اللّٰهِ وَلَآ اَعْلَمُ الْغَيْبَ **আয়াতের শানে নুযূল** : একদা মক্কার লোকজন হযরত রাসূলে আকরাম ﷺ-এর নিকট উপস্থিত হয়ে বলল যে, আল্লাহ যদি আপনার প্রতি বিশাল ধন ভাণ্ডার দান করতেন, তাহলে আপনি জাগতিক জীবন যাপনের ক্ষেত্রে সম্পূর্ণ অভাবমুক্ত হয়ে যেতেন। কারণ আমরা তো আপনাকে অভাবী হিসাবে দেখতে পাচ্ছি। তা না হলে আল্লাহ আপনাকে বিশালাকার একটি বাগান দান করেন না কেন? যা দ্বারা আপনি পানাহার এবং বিলাসিতা ভোগ করতেন। ফলে আর ক্ষুধার্ত থাকতেন না। কারণ আমরা আপনাকে একজন ক্ষুধার্ত ব্যাক্তি হিসেবে দেখতে পাচ্ছি। সে পরিপ্রেক্ষিতে আল্লাহ তা'আলা আলোচ্য আয়াত নাজিল করেন। –[মা'আরিফুন নুযূল ৪৩৭/১]

এখানে ৪৪ নং আয়াতে বলা হয়েছে : فَتَحْنَا عَلَيْهِمْ اَبْوَابَ كُلِّ شَىْءٍ অর্থাৎ তাদের অবাধ্যতা যখন সীমাতিক্রম করতে থাকে, তখন তাদেরকে একটি বিপজ্জনক পরীক্ষার সম্মুখীন করা হয়। অর্থাৎ তাদের জন্য দুনিয়ার নিয়ামত, সুখ ও সাফল্যের দ্বার খুলে দেওয়া হয়।

এতে সাধারণ মানুষকে হুশিয়ার করা হয়েছে যে, দুনিয়াতে কোনো ব্যক্তি অথবা সম্প্রদায়ের সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য ও সম্পদের প্রাচুর্য দেখে ধোঁকা খেয়ো না যে, তারাই বুঝি বিশুদ্ধ পথে আছে এবং সফল জীবন যাপন করছে। অনেক সময় আজাবে পতিত অবাধ্য জাতি সমূহেরও এরূপ অবস্থা হয়ে থাকে। তাদের ব্যাপারে আল্লাহর সিদ্ধান্ত এই যে, তাদেরকে অকস্মাৎ কঠোর আজাবের মাধ্যমে পাকড়াও করা হবে।

তাই রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, যখন তোমরা দেখ যে, কোনো ব্যক্তির উপর নিয়ামত ও ধন-দৌলতের বৃষ্টি বর্ষিত হচ্ছে, অথচ সে গুনাহ ও অবাধ্যতায় অটল, তখন বুঝে নিবে, তাকে ঢিল দেওয়া হচ্ছে। অর্থাৎ তার এ ভোগ-বিলাস কঠোর আজাবে গ্রেফতার হওয়ারই পূর্বাভাস। –[ইবনে কাছীর]

তাফসীরবিদ ইবনে জারীর হযরত ওবাদা ইবনে সামেত (রা.) থেকে রেওয়ায়েত করেছেন যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : "আল্লাহ তা'আলা যখন কোনো জাতিকে টিকিয়ে রাখতে ও উন্নত করতে চান, তখন তাদের মধ্যে দুটি গুণ সৃষ্টি করে দেন– **এক.** প্রত্যেক কাজে সমতা ও মধ্যবর্তিতা, দুই. সাধুতা ও পবিত্রতা। অর্থাৎ অসত্য বিষয় ব্যবহারে বিরত থাকা। পক্ষান্তরে আল্লাহ তা'আলা যখন কোনো জাতিকে ধ্বংস ও বরবাদ করতে চান, তাদের জন্য বিশ্বাসভঙ্গ ও আত্মসাতের দ্বার খুলে দেন। অর্থাৎ বিশ্বাস ভঙ্গ ও কুকর্ম সত্ত্বেও তারা দুনিয়াতে সফল বলে মনে হয়।"

৪৫ নং আয়াতে বলা হয়েছে : আল্লাহর ব্যাপক আজাব আসার ফলে অত্যাচারীদের বংশ নির্মূল হয়ে গেল। এরই পর পর বলা হয়েছে : وَالْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ এতে ইঙ্গিত করা হয়েছে যে, অপরাধী ও অত্যাচারীদের উপর আজাব নাজিল হওয়াও সারা বিশ্বের জন্য একটি নিয়ামত। এ জন্য আল্লাহ তা'আলার কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করা উচিত।

কিন্তু তা সত্ত্বেও কুরাইশ কাফেরদেরকে বাসনা অনুযায়ী অন্য রকম মু'জিযাসমূহের মধ্যে কোনো কোনোটি আল্লাহ তা'আলা প্রকাশ্যভাবে কার্যক্ষেত্রে দেখিয়ে দিয়েছেন। তারা চন্দ্রকে দ্বিখণ্ডিত করার দাবি করেছিল। চন্দ্র দ্বিখণ্ডিত করার মু'জিযাটি শুধু কুরাইশরাই নয়, তৎকালীন বিশ্বের বহু লোক স্বচক্ষে দেখেছিল।

তাদের দাবি অনুযায়ী এমন বিরাট মু'জিযা প্রকাশিত হওয়া সত্ত্বেও তারা কুফর ও পথভ্রষ্টতায় এবং জেদ ও হঠকারিতায় পূর্ববৎ অটল থেকে যায় এবং আল্লাহ তা'আলার এ নিদর্শনকে اِنْ هٰذَآ اِلَّا سِحْرٌ مُّسْتَمِرٌّ বলে উপেক্ষা করে। এসব বিষয় দেখা ও বুঝা সত্ত্বেও তারা প্রতিদিন রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর কাছে নতুন নতুন মু'জিযা দাবি করত।

আলোচ্য আয়াতসমূহে এ ধরনের লোকদের প্রশ্ন ও দাবির উত্তর একটি বিশেষ ভঙ্গিতে দেওয়া হয়েছে।

কাফেররা বিভিন্ন সময়ে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর কাছে তিনটি দাবি করেছিল **এক.** যদি আপনি বাস্তবিকই আল্লাহর রাসূল হয়ে থাকেন, তবে মু'জিযার মাধ্যমে সারা পৃথিবীর ধনভাণ্ডার আমাদের জন্য একত্রিত করে দিন। **দুই.** যদি আপনি বাস্তবিকই সত্য রাসূল হয়ে থাকেন, তবে আমাদের ভবিষ্যৎ উপকারী ও ক্ষতিকর অবস্থা ও ঘটনাবলি ব্যক্ত করুন যাতে আমরা উপকারী বিষয়গুলো অর্জন করার এবং ক্ষতিকর বিষয়গুলো বর্জন করার ব্যবস্থা পূর্ব থেকেই করে নিতে পারি। **তিন.** আমরা বুঝতে অক্ষম যে, আমাদেরই স্বগোত্রের একজন লোক, যিনি আমাদের মতোই পিতামাতার মাধ্যমে জন্মগ্রহণ

https://e-ilm.weebly.com/

করেছেন এবং পানাহারও বাজারে ঘুরাফেরা ইত্যাদি মানবিক গুণে আমাদের সম অংশীদার, তিনি কিরূপে আল্লাহর রাসূল হতে পারেন! সৃষ্টি ও গুণাবলিতে আমাদের থেকে স্বতন্ত্র কোনো ফেরেশতা হলে আমরা তাঁকে আল্লাহর রাসূল ও মানব জাতির নেতারূপে মেনে নিতাম।

উপরিউক্ত তিনটি দাবির উত্তরে বলা হয়েছে : قُلْ لَّآ اَقُوْلُ لَكُمْ عِنْدِىْ خَزَآئِنُ اللّٰهِ وَلَآ اَعْلَمُ الْغَيْبَ وَلَآ اَقُوْلُ لَكُمْ اِنِّىْ مَلَكٌ ۚ اِنْ اَتَّبِعُ اِلَّا مَا يُوْحٰٓى اِلَىَّ 'রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে যে, তাদের বাজে প্রশ্নাদির উত্তরে আপনি বলে দিন : তোমরা আমার কাছে পৃথিবীর ধণভাণ্ডারও দাবি করছ, কিন্তু আমি কবে এ দাবি করলাম যে, অল্লাহ তা'আলার সব ধনভাণ্ডার আমার করায়ত্ত? তোমরা দাবি করেছ যে, আমি ভবিষ্যতের সব উপকারী ও ক্ষতিকর ঘটনা তোমাদেরকে বলে দেই, আমি এ কথাও কবে বললাম যে, আমি সব অদৃশ্য বিষয় জানি? তোমরা আমার মধ্যে ফেরেশতাসুলভ গুণাবলি দেখতে চাও, আমি কবে এ দাবি করলাম যে, আমি ফেরেশতা?

মোটকথা, আমি যে বিষয় দাবি করি, তার প্রমাণই আমার কাছে চাওয়া যেতে পারে। অর্থাৎ আমি আল্লাহর রাসূল। তাঁর প্রেরিত নির্দেশাবলি মানুষের কাছে পৌঁছাই এবং নিজেও তা অনুসরণ করি, অপরকেও অনুসরণে উদ্বুদ্ধ করি। এর জন্য একটি দুটি নয়– অসংখ্য সুস্পষ্ট প্রমাণও উপস্থিত করা হয়েছে।

রিসালাত দাবি করার জন্য আল্লাহ তা'আলা সব ধনভাণ্ডারের মালিক হওয়া আল্লাহ তা'আলারই মতো প্রত্যেকে ছোট বড় অদৃশ্য বিষয়ে অবগত হওয়া এবং মানবিক গুণের উর্ধ্বে কোনো ফেরেশতা হওয়া মোটেই জরুরি নয়। রাসূলের কর্তব্য এতটুকুই যে, তিনি আল্লাহ প্রেরিত ঐশিবাণী অনুসরণ করবেন; নিজেও তদনুযায়ী কাজ করবেন এবং অপরকেও কাজ করতে আহবান করবেন।

এ নির্দেশনামা দ্বারা এক দিকে রিসালাতের প্রকৃত দায়িত্ব ফুটিয়ে তোলা হয়েছে এবং অপরদিকে রাসূল সম্পর্কে মানুষের মনে যে ভ্রান্ত ধারণা বিরাজ করছিল, তাও দূর করা হয়েছে। প্রসঙ্গক্রমে মুসলমানদেরকেও পথ নির্দেশ করা হয়েছে যে, তারা যেন খ্রিস্টানদের মতো রাসূলকে আল্লাহ না মনে করে বসে। রাসূলের মাহাত্ম্য ও ভালোবাসার দাবিও তাই। এ ব্যাপারে ইহুদি ও খ্রিস্টানদের মতো বাড়াবাড়ি করা যাবে না। ইহুদিরা রাসূলদের সম্মান হানিতে বাড়াবাড়ি করে তাঁদেরকে হত্যা পর্যন্ত করেছে এবং খ্রিস্টানরা সম্মানদানে বাড়াবাড়ি করে তাঁদেরকে আল্লাহ বানিয়ে দিয়েছে।

আলোচ্য আয়াতের প্রথম বাক্যে বলা হয়েছে : আল্লাহর ধনভাণ্ডার আমার করায়ত্ত নয়। এ ধনভাণ্ডার দ্বারা কি বুঝানো হয়েছে : সে সম্পর্কে তাফসীরবিদগণ অনেক জিনিসের নাম উল্লেখ করেছেন। কিন্তু কুরআন স্বয়ং ধনভাণ্ডার প্রসঙ্গে অন্যত্র বলেছে : وَاِنْ مِّنْ شَيْءٍ اِلَّا عِنْدَنَا خَزَآئِنُهٗ অর্থাৎ দুনিয়াতে এমন কোনো বস্তু নেই, যার ভাণ্ডার আমার কাছে নেই। এতে বুঝা যায়, ভাণ্ডার বলে দুনিয়ার সব বস্তুকেই বুঝানো হয়েছে, এতে কোনো বিশেষ বস্তুকে নির্দিষ্ট করা যায় না। অবশ্য তাফসীরবিদগণ যেসব নির্দিষ্ট বস্তুর কথা উল্লেখ করেছেন, তাও দৃষ্টান্ত স্বরূপই উল্লেখ করেছেন। খোদায়ী ভাণ্ডার পয়গম্বরকুল-শিরোমণি হযরত মুহাম্মদ মুস্তফা ﷺ–এর হাতেও নেই, তখন উম্মতের কোনো ওলী অথবা বুজুর্গ সম্বন্ধে এরূপ ধারণা পোষণ করা যে, তিনি যা ইচ্ছা করেন, যাকে ইচ্ছা দিতে পারেন– সুস্পষ্ট মুর্খতা বৈ কিছু নয়।

শেষ বাক্যে বলা হয়েছে : وَلَآ اَقُوْلُ لَكُمْ اِنِّىْ مَلَكٌ অর্থাৎ আমি তোমাদেরকে বলি না যে, আমি ফেরেশতা, যে কারণে তোমরা আমার মানবিক গুণ দেখে রোসালাতে অস্বীকার করবে।

মধ্যবর্তী বাক্যে কথার ভঙ্গি পরিবর্তন করে لَآ اَقُوْلُ لَكُمْ اِنِّىْ اَعْلَمُ الْغَيْبَ বলার পরিবর্তে وَلَآ اَعْلَمُ الْغَيْبَ বলা হয়েছে। অর্থাৎ 'আমি তোমাদেরকে বলি না যে, আমি অদৃশ্য বিষয় জানি। একথা না বলে 'আমি অদৃশ্য বিষয় জানি না' বলা হয়েছে।

তাফসীরে বাহরে মুহীতে আবূ হাইয়্যান এরূপ বলার একটি সূক্ষ্ম কারণ বর্ণনা করেছেন। তা এই যে, আল্লাহর ভাণ্ডারের মালিক হওয়া না হওয়া এবং কোনো ব্যক্তির ফেরেশতা হওয়া না হওয়া এগুলো প্রত্যক্ষ বিষয়। কাফেররাও জানত যে, আল্লাহ তা'আলার সব ভাণ্ডার রাসূলের হাতে নেই এবং তিনি ফেরেশতাও নন। তারা শুধু হঠকারিতাবশতঃ এসব দাবি করত। কাজেই কাফেরদের এসব কথার উত্তরে একথা বলে দেওয়াই যথেষ্ট ছিল যে, আমি আল্লাহর ভাণ্ডারের মালিক হওয়া এবং ফেরেশতা হওয়ার দাবি কখনো করিনি।

https://e-ilm.weebly.com/

৫১ নং আয়াতে রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে যে, এ সুস্পষ্ট বর্ণনার পরও যদি তারা জেদ পরিহার না করে, তবে তাদের সাথে তর্ক-বিতর্ক বন্ধ করে আসল কাজে অর্থাৎ রেসালত প্রচারে আত্মনিয়োগ করুন। যারা কিয়ামতে আল্লাহর দরবারে উপস্থিত ও হিসাব-নিকাশে বিশ্বাস করে, তাদেরকে ভীতি প্রদর্শন করুন। যেমন, মুসলমান কিংবা যারা কমপক্ষে এসব বিষয় অস্বীকার করে না, আর কিছু না হোক, কমপক্ষে তারা হিসাবের আশঙ্কা করে।

মোটকথা এই যে, কিয়ামত সম্পর্কে তিন প্রকার লোক রয়েছে, **এক.** কিয়ামতে নিশ্চিত বিশ্বাসী, **দুই.** অনিশ্চিত বিশ্বাসী এবং **তিন.** সম্পূর্ণ অবিশ্বাসী। এ তিন প্রকার লোককেই ভীতি প্রদর্শনের নির্দেশ নবী-রাসূলগণকে দেওয়া হয়েছে। কুরআনের অনেক আয়াত দ্বারা তা প্রমাণিত। কিন্তু প্রথমোক্ত দুই প্রকার লোক ভীতি প্রদর্শনে প্রভাবান্বিত হবে বলে বেশি আশা করা যায়। তাই আলোচ্য আয়াতে বিশেষভাবে তাদের দিকে মনোযোগ দানের নির্দেশ দিয়ে বলা হয়েছে :

وَاَنْذِرْ بِهِ الَّذِيْنَ يَخَافُوْنَ اَنْ يُّحْشَرُوْٓا اِلٰى رَبِّهِمْ অর্থাৎ যারা আল্লাহর কাছে একত্রিত হওয়ার আশঙ্কা করে, তাদেরকে কুরআন দ্বারা ভীতি প্রদর্শন করুন।

শব্দ বিশ্লেষণ

نَسُوْا : সীগাহ جمع مذكر غائب বহছ ماضى معروف বাব سَمِعَ মাসদার اَلنِّسْيَانُ،اَلنَّسِىُ মূলবর্ণ (ن ـ س ـ ى) জিনস ناقص يائى অর্থ– তারা ভুলে গেল।

مُبْلِسُوْنَ : সীগাহ جمع مذكر বহছ اسم فاعل বাব اِفْعَالٌ মাসদার اَلْاِبْلَاسُ মূলবর্ণ (ب ـ ل ـ س) জিনস صحيح অর্থ– নিরাশ হওয়া।

كَانُوْا يَفْسُقُوْنَ : সীগাহ جمع مذكر غائب বহছ ماضى استمرارى معروف বাব نَصَرَ মাসদার اَلْفِسْقُ মূলবর্ণ (ف ـ س ـ ق) জিনস صحيح অর্থ– তারা নাফরমানি করেছিল।

https://e-ilm.weebly.com/

https://e-ilm.weebly.com/

وَلَا تَطْرُدِ الَّذِيْنَ يَدْعُوْنَ رَبَّهُمْ بِالْغَدٰوةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيْدُوْنَ وَجْهَهٗ ؕ مَا عَلَيْكَ مِنْ حِسَابِهِمْ مِّنْ شَيْءٍ وَّمَا مِنْ حِسَابِكَ عَلَيْهِمْ مِّنْ شَيْءٍ فَتَطْرُدَهُمْ فَتَكُوْنَ مِنَ الظّٰلِمِيْنَ (٥٢)	অনুবাদ : (৫২) আর তাদেরকে [আপনার মজলিস হতে] বের করবেন না, যারা প্রাতে ও সন্ধ্যায় স্বীয় রবের ইবাদত করে, শুধু তাঁরই সন্তুষ্টি কামনা করে, তাদের হিসাবের কিছুই আপনার দায়িত্বে নয়, এবং আপনার হিসাব একটুও তাদের দায়িত্বে নয়, যদ্দরুন, তাদেরকে বের করে দিবেন, অন্যথা আপনি অনাচারীদের অন্তর্ভুক্ত হবেন।
وَكَذٰلِكَ فَتَنَّا بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ لِّيَقُوْلُوْا اَهٰۤؤُلَآءِ مَنَّ اللّٰهُ عَلَيْهِمْ مِّنْۢ بَيْنِنَا ؕ اَلَيْسَ اللّٰهُ بِاَعْلَمَ بِالشّٰكِرِيْنَ (٥٣)	(৫৩) আর এরূপে আমি এক [দল]-কে অপর [দল]-এর দ্বারা পরীক্ষার মধ্যে ফেলে রেখেছি, যেন তারা বলে–এরাই নাকি? আমাদের মধ্যে যাদের প্রতি আল্লাহ করুণা করেছেন, এটা নয় কি যে, আল্লাহ সত্য উপলব্ধিকারীদেরকে খুব জানেন?
وَاِذَا جَآءَكَ الَّذِيْنَ يُؤْمِنُوْنَ بِاٰيٰتِنَا فَقُلْ سَلٰمٌ عَلَيْكُمْ كَتَبَ رَبُّكُمْ عَلٰى نَفْسِهِ الرَّحْمَةَ ۙ اَنَّهٗ مَنْ عَمِلَ مِنْكُمْ سُوْٓءًۢا بِجَهَالَةٍ ثُمَّ تَابَ مِنْۢ بَعْدِهٖ وَاَصْلَحَ فَاَنَّهٗ غَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ (٥٤)	(৫৪) আর যখন ঐ সমস্ত লোক আপনার নিকট আসে– যারা আমার আয়াতসমূহের উপর ঈমান রাখে, তখন এরূপ বলে দেন যে, তোমাদের উপর শান্তি রয়েছে, তোমাদের প্রতিপালক অনুগ্রহ করাকে নিজের জিম্মায় নির্ধারিত করে নিয়েছেন, তোমাদের মধ্য হতে, যে ব্যক্তি অজ্ঞতাবশতঃ কোনো মন্দ কাজ করে বসে, অতঃপর সে তার পর তওবা করে নেয়, এবং সংশোধন করে নেয়, তবে আল্লাহর শান এই যে, তিনি অতি ক্ষমাশীল, পরম করুণাময়।

শাব্দিক অনুবাদ

(৫২) وَلَا تَطْرُدِ আর তাদেরকে [আপনার মজলিস হতে] বের করবেন না الَّذِيْنَ يَدْعُوْنَ رَبَّهُمْ যারা স্বীয় রবের ইবাদত করে بِالْغَدٰوةِ وَالْعَشِيِّ প্রাতে ও সন্ধ্যায় يُرِيْدُوْنَ وَجْهَهٗ শুধু তাঁরই সন্তুষ্টি কামনা করে مَا عَلَيْكَ مِنْ حِسَابِهِمْ مِّنْ شَيْءٍ তাদের হিসাবের কিছুই আপনার দায়িত্বে নয় وَّمَا مِنْ حِسَابِكَ عَلَيْهِمْ مِّنْ شَيْءٍ এবং আপনার হিসাব একটুও তাদের দায়িত্বে নয় فَتَطْرُدَهُمْ যদ্দরুন, তাদেরকে বের করে দিবেন فَتَكُوْنَ مِنَ الظّٰلِمِيْنَ অন্যথা আপনি অনাচারীদের অন্তর্ভুক্ত হবেন।

(৫৩) وَكَذٰلِكَ فَتَنَّا بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ আর এরূপে আমি এক [দল]-কে অপর [দল]-এর দ্বারা পরীক্ষার মধ্যে ফেলে রেখেছি لِّيَقُوْلُوْا যেন তারা বলে اَهٰۤؤُلَآءِ এরাই নাকি مَنَّ اللّٰهُ عَلَيْهِمْ مِّنْۢ بَيْنِنَا আমাদের মধ্যে যাদের প্রতি আল্লাহ করুণা করেছেন اَلَيْسَ اللّٰهُ بِاَعْلَمَ بِالشّٰكِرِيْنَ এটা নয় কি যে, আল্লাহ সত্য উপলব্ধিকারীদেরকে খুব জানেন?

(৫৪) وَاِذَا جَآءَكَ আর যখন ঐসমস্ত লোক আপনার নিকট আসে– الَّذِيْنَ يُؤْمِنُوْنَ بِاٰيٰتِنَا যারা আমার আয়াতসমূহের উপর ঈমান রাখে فَقُلْ তখন এরূপ বলে দেন যে سَلٰمٌ عَلَيْكُمْ তোমাদের উপর শান্তি রয়েছে كَتَبَ رَبُّكُمْ عَلٰى نَفْسِهِ الرَّحْمَةَ তোমাদের প্রতিপালক অনুগ্রহ করাকে নিজের জিম্মায় নির্ধারিত করে নিয়েছেন اَنَّهٗ مَنْ عَمِلَ مِنْكُمْ سُوْٓءًا তোমাদের মধ্য হতে যে ব্যক্তি কোনো মন্দ কাজ করে বসে بِجَهَالَةٍ অজ্ঞতাবশতঃ ثُمَّ تَابَ مِنْۢ بَعْدِهٖ অতঃপর সে তার পর তওবা করে নেয় وَاَصْلَحَ এবং সংশোধন করে নেয় فَاَنَّهٗ غَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ তবে আল্লাহর শান এই যে, তিনি অতি ক্ষমাশীল, পরম করুণাময়।

অনুবাদ : (৫৫) আর এরূপেই আমি আয়াতসমূহের বিস্তারিত বর্ণনা করে থাকি, আর যেন অপরাধীদের পন্থা প্রকাশ পায়।	وَكَذٰلِكَ نُفَصِّلُ الْاٰيٰتِ وَلِتَسْتَبِيْنَ سَبِيْلُ الْمُجْرِمِيْنَ (٥٥) ع ١٢
(৫৬) আপনি বলে দিন, আমাকে তা নিষেধ করা হয়েছে যে, তাদের ইবাদত করি তোমরা আল্লাহকে ছেড়ে যাদের ইবাদত করছ, আপনি বলে দিন, আমি তোমাদের মনোবৃত্তিগুলো অনুসরণ করবন না, অন্যথা আমি তো বিপথগামী হয়ে যাব এবং হেদায়েত প্রাপ্তদের মধ্যে থাকব না।	قُلْ اِنِّيْ نُهِيْتُ اَنْ اَعْبُدَ الَّذِيْنَ تَدْعُوْنَ مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ ط قُلْ لَّآ اَتَّبِعُ اَهْوَآءَكُمْ قَدْ ضَلَلْتُ اِذًا وَّمَآ اَنَا مِنَ الْمُهْتَدِيْنَ (٥٦)
(৫৭) আপনি বলে দিন যে, আমার নিকট তো একটা প্রমাণ রয়েছে আমার রবের পক্ষ হতে অথচ তাকে অসত্য বলছ, তোমরা যে বিষয়ে তাকাযা করছ, তা আমার নিকট নেই, হুকুম কারো নয় আল্লাহ ব্যতীত, তিনি বাস্তব কথা বর্ণনা করেন, এবং তিনিই সর্বাপেক্ষা উত্তম মীমাংসাকারী।	قُلْ اِنِّيْ عَلٰى بَيِّنَةٍ مِّنْ رَّبِّيْ وَكَذَّبْتُمْ بِهٖ ط مَا عِنْدِيْ مَا تَسْتَعْجِلُوْنَ بِهٖ ط اِنِ الْحُكْمُ اِلَّا لِلّٰهِ ط يَقُصُّ الْحَقَّ وَهُوَ خَيْرُ الْفٰصِلِيْنَ (٥٧)
(৫৮) আপনি বলে দিন, যদি আমার নিকট সে বস্তু [আজাব] থাকত, তোমরা যার তাকাযা করছ, তবে আমার ও তোমাদের মধ্যকার বিষয়টি মীমাংসিত হয়ে যেত, আর আল্লাহ জালেমদেরকে খুব জানেন।	قُلْ لَّوْ اَنَّ عِنْدِيْ مَا تَسْتَعْجِلُوْنَ بِهٖ لَقُضِيَ الْاَمْرُ بَيْنِيْ وَبَيْنَكُمْ ط وَاللّٰهُ اَعْلَمُ بِالظّٰلِمِيْنَ (٥٨)

শাব্দিক অনুবাদ

(৫৫) وَكَذٰلِكَ نُفَصِّلُ الْاٰيٰتِ আর এরূপেই আমি আয়াতসমূহের বিস্তারিত বর্ণনা করে থাকি وَلِتَسْتَبِيْنَ سَبِيْلُ الْمُجْرِمِيْنَ আর যেন অপরাধীদের পন্থা প্রকাশ পায়।

(৫৬) قُلْ আপনি বলে দিন اِنِّيْ نُهِيْتُ আমাকে তা নিষেধ করা হয়েছে যে اَنْ اَعْبُدَ তাদের ইবাদত করি الَّذِيْنَ تَدْعُوْنَ مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ তোমরা আল্লাহকে ছেড়ে যাদের ইবাদত করছ قُلْ আপনি বলে দিন لَّآ اَتَّبِعُ اَهْوَآءَكُمْ আমি তোমাদের মনোবৃত্তিগুলো অনুসরণ করব না قَدْ ضَلَلْتُ اِذًا অন্যথা আমি তো বিপথগামী হয়ে যাব وَّمَآ اَنَا مِنَ الْمُهْتَدِيْنَ এবং হেদায়েত প্রাপ্তদের মধ্যে থাকব না।

(৫৭) قُلْ আপনি বলে দিন যে اِنِّيْ عَلٰى بَيِّنَةٍ مِّنْ رَّبِّيْ আমার নিকট তো একটা প্রমাণ রয়েছে আমার রবের পক্ষ হতে وَكَذَّبْتُمْ بِهٖ অথচ তাকে অসত্য বলছ مَا عِنْدِيْ مَا تَسْتَعْجِلُوْنَ بِهٖ তোমরা যে বিষয়ে তাকাযা করছ, তা আমার নিকট নেই اِنِ الْحُكْمُ اِلَّا لِلّٰهِ হুকুম কারো নয় আল্লাহ ব্যতীত يَقُصُّ الْحَقَّ তিনি বাস্তব কথা বর্ণনা করেন وَهُوَ خَيْرُ الْفَاصِلِيْنَ এবং তিনিই সর্বাপেক্ষা উত্তম মীমাংসাকারী।

(৫৮) قُلْ আপনি বলে দিন لَّوْ اَنَّ عِنْدِيْ যদি আমার নিকট সে বস্তু [আজাব] থাকত مَا تَسْتَعْجِلُوْنَ بِهٖ তোমরা যার তাকাযা করছ لَقُضِيَ الْاَمْرُ بَيْنِيْ وَبَيْنَكُمْ তবে আমার ও তোমাদের মধ্যকার বিষয়টি মীমাংসিত হয়ে যেত وَاللّٰهُ اَعْلَمُ بِالظّٰلِمِيْنَ আর আল্লাহ জালেমদেরকে খুব জানেন।

https://e-ilm.weebly.com/

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

(৫২) قوله وَلَا تَطْرُدِ الَّذِيْنَ يَدْعُوْنَ رَبَّهُمْ بِالْغَدٰوةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيْدُوْنَ وَجْهَهُ الخ **আয়াতের শানে নুযূল-১ :** ইমাম আহমদ (রা.) হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা.)-এর উদ্ধৃতি দিয়ে বলেন যে, একদা কুরাইশ নেতৃবর্গ রাসূল ﷺ-এর নিকট দিয়ে যাচ্ছিল, সে সময় রাসূল ﷺ-এর নিকট হযরত খাব্বাব, সুহাইব, বিলাল ও আম্মার (রা.) বসা ছিলেন। তখন তারা বলল, হে মুহাম্মদ! তাদের নিয়েই তুমি সন্তুষ্ট চিত্তে থাকবে? তাদের এহেন উপহাসসুলভ আচরণ সম্পর্কে আলোচ্য আয়াত নাজিল করা হয়েছে। -[ইবনে কাছীর-১৩৭/২]

শানে নুযূল- ২ : ইবনে জারীর, হযরত ইবনে আব্বাস (রা.)-এর উদ্ধৃতি দিয়ে বর্ণনা করে বলেন, কুরাইশ নেতৃবর্গ একদা রাসূল ﷺ-এর নিকট দিয়ে অতিক্রম করে যাচ্ছিল। সে সময় রাসূল ﷺ-এর নিকট বসা ছিলেন হযরত সুহাইব, বিলাল, আম্মার, খাব্বাব ও অন্যান্য দারিদ্র মুসলমানরা। তখন তারা বলল, হে মুহাম্মদ! তুমি কি তোমার গোত্রের এ সকল দরিদ্র লোক নিয়েই আত্মতৃপ্তি পাবে? আমাদের মধ্য হতে এ সকল লোকের প্রতিই কি আল্লাহর অনুগ্রহ রয়েছে? আমরা কি এ সকল লোকের অনুকরণেই থাকব? তাদেরকে আপনি উঠিয়ে দিন, তাহলে আমরাও হয়তো আপনার অনুসরণ করব। সে প্রেক্ষিতে وَلَا تَطْرُدِ الَّذِيْنَ ...... بِالشّٰكِرِيْنَ পর্যন্ত নাজিল করা হয়। -[ইবনে কাছীর ১৩৭/২, রূহুল মা'আনী ১৫৮/৪/৭]

শানে নুযূল- ৩ : ইবনে আবী হাতেম হযরত খাব্বাব (রা.)-এর উদ্ধৃতি দিয়ে বলেন যে, আকরা' বিন হাবেস তামিমী ও ওয়াইনা ইবনুল হামাল আল ফাযারী এসে রাসূল ﷺ-কে হযরত সুহাইব, বিলাল, আম্মার, খাব্বাব, ও অন্যান্য দরিদ্র মুমিনগণের সাথে বসা দেখতে পেল। তারা রাসূল ﷺ-এর পার্শ্বে তাদেরকে বসা দেখে তুচ্ছ দৃষ্টিতে তাকাল। অতঃপর তারা রাসূল ﷺ-এর সাথে পৃথকভাবে বসে বলল, আমাদের কামনা যে, আপনি আমাদের জন্য পৃথকভাবে বসার কোনো ব্যবস্থা করবেন। আরবের লোকেরা যাতে আমাদের মর্যাদা সম্পর্কে উপলব্ধি করতে পারে। কারণ আরবের প্রতিনিধিরা আপনার নিকট আসলে আমাদের লজ্জা বোধ হয় যে, তারা আমাদেরকে এ সকল নিম্ন বর্ণের লোকদের সাথে বসা দেখবে। সুতরাং আমরা যখন আপনার নিকট আসব, তখন আপনি তাদেরকে আমাদের মজলিস থেকে উঠিয়ে দিবেন। আমাদের কাজ যখন শেষ হয়ে যাবে, তখন আপনি তাদের সাথে বৈঠক করেন। তখন রাসূল ﷺ সম্মতি দান করে বললেন হ্যাঁ, যে প্রেক্ষিতে তারা বলল, তাহলে আমাদেরকে কোনো লিখা দিন। তখন রাসূল ﷺ হযরত আলী (রা.)-কে তা লিখে দেওয়ার জন্য ডাকলেন। সে সময় আমরা রাসূল ﷺ -এর পাশেই বসা ছিলাম। সেই মুহূর্তেই হযরত জিবরাইল আমীন অবতরণ করে পাঠ করেন- وَلَا تَطْرُدِ الَّذِيْنَ يَدْعُوْنَ رَبَّهُمْ الخ -[ইবনে কাছীর ১৩৭/২, কুরতুবী-৩৯৫/৬, রূহুল মা'আনী -১৫৮/৪/৭, বাহরে মুহীত-১৩৮/৪]

আয়াতের শানে নুযূল- ৪ : আহমদ হযরত সা'আদ (রা.)-এর উদ্ধৃতি দিয়ে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেন আলোচ্য আয়াত আমি, ইবনে মাসউদ, সুহাইব, আম্মার, মিকদাদ ও বিলাল আমরা এ ছয়জন সম্পর্কে নাজিল হয়েছে। তিনি বলেন, কুরাইশরা রাসূল ﷺ-কে বলেছিল, আমরা তাদের পশ্চাতে থাকাকে পছন্দ করিনা। সুতরাং তাদেরকে তাড়িয়ে দিন তখন আল্লাহ তা'আলা আলোচ্য আয়াত নাজিল করেন। -[কুরতুবী ২৯৬/৬]

(৫৪) وَإِذَا جَاءَكَ الَّذِيْنَ يُؤْمِنُوْنَ بِاٰيٰتِنَا فَقُلْ سَلٰمٌ عَلَيْكُمْ الخ **আয়াতের শানে নুযূল :** আল্লাহ তা'আলা যে সকল সাহাবীগণকে রাসূল ﷺ-এর দরবার হতে তাড়িয়ে দিতে নিষেধ করেছেন, তাদের সম্পর্কে আল্লাহ তা'আলা আলোচ্য আয়াত নাজিল করেন। অতঃপর রাসূল ﷺ যখন তাদেরকে দেখেন, তখন সর্বপ্রথম তিনি তাদেরকে সালাম প্রদান করে বলেন

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِيْ جَعَلَ فِيْ اُمَّتِيْ مَنْ اَمَرَنِيْ اَنْ اَبْدَأَ هُمْ بِالسَّلَامِ -[কুরতুবী ৩৯৭/৬, বাহরে মুহীত ১৪৩/৪]

হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) বলেন যে, আলোচ্য আয়াত হযরত আবূ বকর, ওমর, উসমান ও আলী (রা.) সম্পর্কে নাজিল হয়েছে। ফুযাইল বিন আইয়াজ বলেন, মুসলমানদের একটি দল নবী করীম ﷺ-এর নিকট এসে বললেন, আমরা পাপ করেছি। সুতরাং আমাদের জন্য আল্লাহর দরবারে ক্ষমা প্রার্থনা করুন এবং আপনি আমাদেরকে ক্ষমা করে দিন। -[কুরতুবী ৩৯৮/৬, বাহরে মুহীত ১৪৩/৪, রূহুল মা'আনী ১৯৪/৪/৭ ফাতহুল কাদীর ১২১/২]

(৫৭) قوله قُلْ اِنِّيْ عَلٰى بَيِّنَةٍ مِّنْ رَّبِّيْ وَكَذَّبْتُمْ بِهٖ الخ **আয়াতের শানে নুযূল :** আলোচ্য আয়াত নযর বিন হারিছ এবং মক্কার নেতৃস্থানীয় লোকজন সম্পর্কে অবতীর্ণ হয়েছে। তারা বলত যে, তোমরা যে শাস্তির ভীতি প্রদর্শন করছ, সে শাস্তি উপস্থিত করে আমাদেরকে দেখাও। এর দ্বারা রাসূল ﷺ-কে বিদ্রূপ করাই ছিল তাদের মূল লক্ষ্য। সে পরিপ্রেক্ষিতে আলোচ্য আয়াত নাজিল করা হয়েছে। -[মা'আরিফুল নুযূল ৪৪১/১]

https://e-ilm.weebly.com/

মান অপমানের ইসলামি মাপকাঠি : ইসলামের ধনী ও দরিদ্রের মধ্যে পার্থক্য নেই : যারা মানুষ হওয়া সত্ত্বেও মনুষত্ব কাকে বলে তা জানে না; বরং মানুষকে জগতের বিভিন্ন জানোয়ারের মধ্যে এমন একটি সজ্ঞান জানোয়ার মনে করে, যে অন্য জানোয়ারদেরকে অধীনস্থ ও প্রভাবাধীন করে স্বীয় সেবাদাসে পরিণত করেছে, তাদের মতে জীবনের লক্ষ্য পানাহার, নিদ্রা-জাগরণ ও অন্যান্য জৈবিক অনুভূতিতে ব্যবহার করা ছাড়া আর কিই বা হতে পারে? জীবনের লক্ষ্য যখন শুধু তাই হয়, তখন জগতে ভালো মন্দ, ছোট-বড়, সম্মানিত ও অপমানিত, ভদ্র ও ইতর পরিচয়ের মাপকাঠি এ ছাড়া আর কি হতে পারে যে, যার কাছে পানাহার ও ভোগ্য বস্তুর প্রাচুর্য রয়েছে, সেই কৃতকর্মা, সম্ভ্রান্ত ও ভদ্র এবং যার কাছে এসব বস্তু স্বল্পমাত্রায় আছে সে অপমানিত, লাঞ্ছিত ও অকতৃকর্মা।

সত্য বলতে কি, এ বিশ্বাস ও মতবাদ অনুযায়ী ভদ্র ও সম্ভ্রান্ত হওয়ার জন্য সচ্চরিত্র ও সৎকর্মের কোনো প্রয়োজন নেই; বরং যে কর্ম ও চরিত্র এ জৈবিক লক্ষ্য অর্জনে সহায়ক, তাই সৎকর্ম ও সচ্চরিত্র।

এ কারণেই নবী-রাসূলগণের এবং তাদের আনীত ধর্মের সর্বপ্রথম ও সর্বশেষ শিক্ষা ছিল এই যে, এ জীবনের পর আরেকটি চিরস্থায়ী ও অনন্ত জীবন রয়েছে, সে জীবনের সুখশান্তি যেমন পূর্ণ ও চিরস্থায়ী, তেমনি কষ্ট, শাস্তি ও চিরস্থায়ী। পার্থিব জীবন স্বয়ং লক্ষ্য নয়; বরং পর জীবনে যে যে বিষয় উপকারী, তা সংগ্রহে ব্যস্ত থাকাই ক্ষণস্থায়ী জীবনের আসল লক্ষ্য।

মানুষ ও জন্তু জানোয়ারের মধ্যে পার্থক্য এই যে, জন্তু-জানোয়ারকে পর জীবনের চিন্তা করতে হয় না, কিন্তু জ্ঞানী ও সচেতন ব্যক্তিদের মতে পরজীবনের সংশোধনই মানুষের সর্ববৃহৎ চিন্তা। এ বিশ্বাস ও মতবাদ অনুযায়ী ভদ্রতা ও নীচতা এবং সম্মান ও অপমানের মাপকাঠি অধিক পানহার কিংবা অধিক ধন-সম্পদ আহরণে হবে না; বরং সচ্চরিত্রতা ও সৎকর্মই হবে আভিজাত্যের এক মাত্র মাপকাঠি। পরকালের সম্মান এগুলোর উপরই নির্ভরশীল।

জগদ্বাসী যখনই নবী রাসূলগণের নির্দেশাবলি, শিক্ষা এবং পরকাল বিশ্বাসের প্রতি অমনোযোগী হয়েছে, তখনই তারা স্বাভাবিক ফলশ্রুতিও সামনে এসে গেছে– অর্থাৎ শুধু অন্ন ও উদরই মান-অপমান, ভদ্রতা ও নীচতার মাপকাঠি হিসেবে গণ্য হয়েছে। যারা এতে সফলকাম তারা ভদ্র ও সম্ভ্রান্ত বলে আখ্যায়িত হয়েছে এবং যারা এতে ব্যর্থ কিংবা অসম্পূর্ণ, তারা দরিদ্র, সম্মানহীন, নীচ ও লাঞ্ছিত বলে পরিগণিত রয়েছে।

তাই সর্বকালে শুধু পার্থিব জীবনের গোলক ধাঁধায় আবদ্ধ মানুষ বিত্তবানদের কে সম্ভ্রান্ত ও ভদ্র এবং দীন-দরিদ্র বিত্তহীনদেরকে সম্মানহীন ও নীচ বলে গণ্য করেছে। এ মাপকাঠির ভিত্তিতেই হযরত নূহ (আ.)-এর ক্বওম বিশ্বাস স্থাপনকারী দরিদ্রদের নীচ বলে আখ্যা দিয়ে বলেছিল: আমরা এ নীচদের সাথে একত্রে বসতে পারি না। আপনি যদি আমাদেরকে কোনো পয়গাম শুনাতে চান, তবে দরিদ্র ও নিঃস্বদেরকে আগে দরবার থেকে বহিষ্কার করুন।

মহানবী ﷺ-এর আমলে আবারও এ প্রশ্নই দেখা দেয়। আলোচ্য আয়াতসমূহে এরই উত্তর বিশেষ নির্দেশসহ উল্লিখিত হয়েছে।

ইবনে কাছীর ইমাম ইবনে জারীরের রেওয়ায়েতক্রমে বর্ণনা করেন যে, ওতবা, শায়বা, ইবনে রবিয়া, মুতআম ইবনে আদী, হারেছ ইবনে নওফল প্রমুখ কতিপয় কুরাইশ সর্দার মহানবী ﷺ-এর চাচা আবূ তালেবের নিকট এসে বলল : আপনার ভ্রাতুষ্পুত্র মুহাম্মদ ﷺ-এর কথা মেনে নিতে আমাদের সামনে একটি বাধা এই যে, তার চার পাশে সর্বদা এমন সব লোকের ভিড় লেগে থাকে, যারা হয় আমাদের ক্রীতদাস ছিল, এরপর আমরা মুক্ত করে দিয়েছি, না হয় আমাদেরই দান-দক্ষিণায় যারা লালিত-পালিত হতো। এমন নিকৃষ্ট লোকদের উপস্থিতিতে আমরা তার মজলিসে যোগদান করতে পারি না। আপনি তাকে বলে দিন, যদি সে আমাদের আসার সময় তাদেরকে মজলিস থেকে সরিয়ে দেয়, তবে আমরা তার কথা নিয়ে বিবেচনা করতে সম্মত রয়েছি।

আবূ তালেব মহানবী ﷺ-কে বক্তব্য জানিয়ে দিলে হযরত ওমর (রা.) মত প্রকাশ করে বললেন, এতে অসুবিধা কি? আপনি কিছুদিন তাই করে দেখুন। এরা তো অপকট বন্ধুবর্গই। কুরাইশ সরদারের আগমনের সময় এরা না হয় সরেই যাবে। এরই পরিপ্রেক্ষিতে আলোচ্য আয়াত অবতীর্ণ হয়। এতে উল্লিখিত পরিকল্পনা বাস্তবায়িত করতে কঠোর ভাষায় নিষেধ করা হয়েছে। আয়াত অবতরণের পর হযরত ফারুকে আজম (রা.)-কে 'আমার মত ভ্রান্ত ছিল' এই বলে ক্ষমা প্রার্থনা করতে হয়।

যে দরিদ্রদের সম্পর্কে আয়াতে আলোচনা করা হয়েছে, তাঁরা ছিলেন হযরত বেলাল হাবশী (রা.), ছোহায়েব রূমী (রা.), আম্মার ইবনে ইয়াসির (রা.), আবূ হুযায়ফার মুক্ত ক্রীতদাস সালেম (রা.), উসায়েদের মুক্ত ক্রীতদাস ছবীহ (রা.), হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা.), মিকদাদ ইবনে আমর (রা.), মাসউদ ইবনুল ক্বারী (রা.), যুশ শিমালাইন (রা.) প্রমুখ সাহাবায়ে কেরাম। তাঁদের সম্মান ও ভদ্রতার সনদ আল্লাহর তরফ থেকে অবতীর্ণ হয়েছে।

https://e-ilm.weebly.com/

কতিপয় নির্দেশ : উল্লিখিত আয়াত থেকে কতিপয় নির্দেশ বুঝা যায়– প্রথমতঃ কারো ছিন্নবস্ত্র কিংবা বাহ্যিক দুরবস্থা দেখে তাকে নিকৃষ্ট ও হীন মনে করার অধিকার কারো নেই। প্রায়ই এ ধরনের পোশাকে এমন লোকও থাকেন, যারা আল্লাহর কাছে অত্যন্ত সম্মানিত ও প্রিয়। রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন : অনেক দুর্দশাগ্রস্ত, ধূলি-ধূসরিত লোক বলে বসেন, 'এরূপ হবে" তবে আল্লাহ তা'আলা তাদের সে আবদার অবশ্যই পূর্ণ করেন।'

দ্বিতীয়তঃ শুধু পার্থিব ধন-দৌলতকে ভদ্রতা ও নীচতার মাপকাঠি মনে করা মানবতার সচ্চরিত্র ও সৎকর্ম। তৃতীয়তঃ কোনো জাতির সংস্কারক ও প্রচারকের জন্য ব্যাপক প্রচারকার্যও জরুরি। অর্থাৎ পক্ষ-বিপক্ষ, মান্যকারী ও অমান্যকারী সবার কাছেই স্বীয় বক্তব্য প্রচার করতে হবে। কিন্তু যারা তার শিক্ষার সাথে একাত্মতা ঘোষণা করে তা পালন করে চলবে, তাদের অধিকার অগ্রগণ্য। অন্যের কারণে তাদেরকে পিছনে ফেলা কিংবা উপেক্ষা করা জয়েজ নয়। উদাহরণতঃ অমুসলমানদের মধ্যে প্রচার কার্যের জন্য অজ্ঞ মুসলমানদের শিক্ষাদান ও সংশোধনকে পিছনে ফেলে দেওয়া উচিত নয়।

চতুর্থতঃ আল্লাহর নিয়ামত কৃতজ্ঞতার অনুপাতে বৃদ্ধি পায়। যে ব্যক্তি খোদায়ী নিয়ামতের আধিক্য কামনা করে, কথায় ও কাজে কৃতজ্ঞতা অবলম্বন করা তার পক্ষে অপরিহার্য।

এবার আয়াতসমূহের পূর্ণ ব্যাখ্যা দেখুন। প্রথম আয়াতে বলা হয়েছে : وَإِذَا جَاءَكَ الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِآيَاتِنَا فَقُلْ سَلَامٌ عَلَيْكُمْ ۖ كَتَبَ رَبُّكُمْ عَلَىٰ نَفْسِهِ الرَّحْمَةَ

অর্থাৎ আমার নিদর্শনাবলিতে বিশ্বাস করে, এমন লোক যখন আপনার কাছে আসে (এখানে ايات –এর অর্থ কুরআনের আয়াতও হতে পারে এবং আল্লাহ তা'আলার শক্তি ও কুদরতের সাধারণ নিদর্শনাবলিও হতে পারে।) তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে যে, আপনি তাদেরকে سَلٰمٌ عَلَيْكُمْ বলে সম্বোধন করুন। এখানে سَلٰمٌ عَلَيْكُمْ –এর দ্বিবিধ অর্থ হতে পারে : **এক.** তাদেরকে আল্লাহ তা'আলার সালাম পৌঁছিয়ে দিন, যাতে তাদের প্রতি চূড়ান্ত সম্মান বুঝা যায়। এতে করে ঐসব দরিদ্র মুসলমানদের মনোবেদনার চমৎকার প্রতিকার হয়ে গেছে, যাদেরকে মজলিস থেকে হটিয়ে দেওয়ার প্রস্তাব কুরাইশ সর্দাররা করেছিল। **দুই.** আপনি তাদেরকে নিরাপত্তার সুসংবাদ শুনিয়ে দিন যে, তাদের ভুলত্রুটি হয়ে থাকলেও তা ক্ষমা করে দেওয়া হবে এবং তারা সর্বপ্রকার বিপদাপদ থেকে নিরাপদ থাকবে।

كَتَبَ رَبُّكُمْ عَلَىٰ نَفْسِهِ الرَّحْمَةَ –বাক্যে এ অনুগ্রহের উপর আরো অনুগ্রহ ও নিয়ামত দানের ওয়াদা করে বলা হয়েছে যে, আপনি মুসলমানদেরকে বলে দিন : তোমাদের প্রতিপালক দয়া প্রদর্শনকে নিজ দায়িত্বে লিপিবদ্ধ করে নিয়েছেন। কাজেই খুব ভীত ও অস্থির হয়ো না। এ বাক্যে প্রথমতঃ رَبّ (প্রতিপালক) শব্দ ব্যবহার করে আয়াতের বিষয়বস্তুকে যুক্তিযুক্ত করে দেওয়া হয়েছে যে, আল্লাহ তা'আলা তোমাদের প্রতিপালক। এখন জানা কথা যে, কোনো প্রতিপালক স্বীয় প্রতিপালিতদেরকে বিনষ্ট হতে দেন না। অতঃপর رَبّ শব্দটি যে দয়ার প্রতি ইঙ্গিত করেছিল, তা পরিষ্কারভাবেও উল্লেখ করা হয়েছে। তাও এমন ভঙ্গিতে যে, তোমাদের প্রতিপালক দয়া প্রদর্শনকে নিজ দায়িত্বে লিখে নিয়েছেন। কাজেই কোনো ভুল ও সৎ লোকের দ্বারাই যখন ওয়াদা খেলাফী হতে পারে না, তখন রাব্বুল আলামীনের দ্বারা তা কেমন করে হতে পারে? বিশেষ করে যখন ওয়াদাটি চুক্তির আকারে লিপিবদ্ধ করে নেওয়া হয়।

সহীহ বুখারী, মুসলিম ও মুসনাদে আহমদ গ্রন্থে হযরত আবূ হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত হাদীসে রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন : যখন আল্লাহ তা'আলা সব কিছু সৃষ্টি করলেন এবং প্রত্যেকের ভাগ্যের ফয়সালা করলেন, তখন একটি কিতাব লিপিবদ্ধ করে নিজের কাছে আরশে রেখে দিলেন। তাতে লেখা আছে : إِنَّ رَحْمَتِي غَلَبَتْ عَلَى غَضَبِي অর্থাৎ আমার দয়া আমার ক্রোধের উপর প্রবল হয়ে গেছে।

হযরত সালমান (রা.) বলেন : আমি তাওরাতে লিখিত দেখেছি, যখন আল্লাহ তা'আলা আসমান, জমিন ও এতদুভয়ের সবকিছু সৃষ্টি করলেন, তখন 'রহমত' (দয়া) গুণটিকে একশ' ভাগ করে একভাগ সমগ্র সৃষ্টজীবকে দান করলেন। মানুষ, জীবজন্তু ও অন্যান্য সৃষ্ট বস্তুর মধ্যে দয়ার যেসব লক্ষণ দেখা যায়, তা ঐ এক ভাগেরই ক্রিয়া। পিতামাতা ও সন্তাদের মধ্যে, ভ্রাতা-ভগিনীর মধ্যে, স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে, অন্যান্য আত্মীয়দের মধ্যে এবং প্রতিবেশী ও বন্ধু-বান্ধবের মধ্যে যে পারস্পরিক সহানুভূতি, ভালোবাসা ও দয়া পরিলক্ষিত হয়, তা ঐ একভাগ দয়ারই ফলশ্রুতি। অবশিষ্ট নিরানব্বই ভাগ দয়া আল্লাহ তা'আলা নিজের জন্য রেখেছেন। কোনো কোনো রেওয়ায়েতে একে নবী করীম ﷺ-এর হাদীসরূপেও বর্ণনা করা হয়েছে। এতেই অনুমান করা যায় যে, সৃষ্টজীবের প্রতি আল্লাহ তা'আলার দয়া কিরূপ ও কতটুকু।

আর তিনি অত্যন্ত দয়ালু। অর্থাৎ ক্ষমা করেই ক্ষান্ত হবেন না; বরং নিয়ামতও দান করবেন।

https://e-ilm.weebly.com/

আয়াতে 'অজ্ঞতা' শব্দ দ্বারা বাহ্যতঃ কেউ ধারণা করতে পারে যে, গুনাহ্ ক্ষমা করার ওয়াদা একমাত্র তখনই প্রযোজ্য হবে যখন অজ্ঞতাবশতঃ কোনো গুনাহ হয়ে যায়, জেনেশুনে গুনাহ করলে হয়তো এ ওয়াদা প্রযোজ্য নয়। কিন্তু বাস্তবে তা নয়। কেননা এস্থলে 'অজ্ঞতা' বলে অজ্ঞতার কাজ বুঝানো হয়েছে। অর্থাৎ এমন কাজ করে বসে, যার পরিণাম সম্পর্কে অজ্ঞ ও মূর্খ ব্যক্তির পক্ষেই কেবল তা করা সম্ভব। এর জন্য বাস্তবে অজ্ঞ হওয়া জরুরি নয়। স্বয়ং جهالت (অজ্ঞতা) শব্দেই এর সমর্থন পাওয়া যায়। এখানে جهل শব্দের পরিবর্তে جهالت-এর ব্যবহার সম্ভবতঃ এদিকে ইঙ্গিত করার জন্যই করা হয়েছে। কেননা جهل শব্দটি علم (জ্ঞান)-এর বিপরীত এবং جهالت শব্দটি حلم , وقار (সহনশীলতা ও গাম্ভীর্য)-এর বিপরীত। অর্থাৎ جهالت শব্দটি বাক পদ্ধতিতে কার্যগত অজ্ঞতার অর্থেই ব্যবহৃত হয়। চিন্তা করলে দেখা যায় যে, যখনই কোনো গুনাহ হয়ে যায়, তা কার্যগত অজ্ঞতার কারণেই হয়। তাই কোনো কোনো বুজুর্গ বলেন : যে ব্যক্তি আল্লাহ ও রাসূলের কোনো নির্দেশের বিরুদ্ধাচরণ করে, সে অজ্ঞ। এখানে কার্যগত অজ্ঞতাই বুঝানো হয়েছে। এর জন্য অজ্ঞান হওয়া জরুরি নয়। কেননা কুরআন পাক ও অসংখ্য সহীহ্ হাদীস থেকে জানা যায় যে, তওবা দ্বারা প্রত্যেক গুনাহ মাফ হয়ে যায়– অমনোযোগিতা ও অজ্ঞতাবশতঃ হোক কিংবা জেনেশুনে মানসিক দুর্মতি ও প্রবৃত্তির তাড়নাবশতই হোক।

এখানে বিশেষভাবে প্রণিধানযোগ্য যে, আয়াতে দু'টি শর্তাধীনে গুনাহগারদের সম্পর্কে ক্ষমা ও রহমতের ওয়াদা করা হয়েছে। এক. তওবা অর্থাৎ গুনাহের জন্য অনুতপ্ত হওয়া। হাদীসে বলা হয়েছে : اِنَّمَا التَّوْبَةُ النَّدَمُ অর্থাৎ অনুশোচনার নামই হলো তওবা।

দুই. ভবিষ্যতের জন্য আমল সংশোধন করা। কয়েকটি বিষয় এ আমল সংশোধনের অন্তর্ভুক্ত। ভবিষ্যতে এ পাপ কাজের নিকটবর্তী না হওয়ার সংকল্প করা ও সে বিষয়ে যত্নবান হওয়া এবং কৃত গুনাহর কারণে কারো অধিকার নষ্ট হয়ে থাকলে যথাসম্ভব তা পরিশোধ করা, তা আল্লাহর অধিকার হোক কিংবা বান্দার অধিকার। আল্লাহর অধিকার যেমন– নামাজ, রোজা, জাকাত, হজ ইত্যাদি ফরজ কর্মে ত্রুটি করা। আর বান্দার অধিকার– যেমন, কারো অর্থ সম্পদ অবৈধভাবে করায়ত্ত করা ও ভোগ করা, কারো ইজ্জত আবরু নষ্ট করা, কাউকে গালি গালাজের মাধ্যমে কিংবা অন্য কোনো প্রকারে কষ্ট দেওয়া ইত্যাদি।

তাই তওবার পূর্ণতার জন্য যেমন অতীত গুনাহর জন্য অনুতপ্ত হয়ে আল্লাহর কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করা, ভবিষ্যতের জন্য কর্ম-সংশোধন করা এবং গুনাহর নিকটবর্তী না হওয়া জরুরি, তেমনিভাবে যেসব নামাজ ও রোজা অমনোযোগিতাবশতঃ তরক করা হয়েছে, সেগুলোর কাজা করা, যে জাকাত দেওয়া হয়নি, তা এখন দিয়ে দেওয়া, হজ ফরজ হওয়া সত্ত্বেও হজ না করে থাকলে এখন তা আদায় করে নেওয়া নিজে করতে সক্ষম না হলে বদলী হজ করানো প্রভৃতি বিষয়ও অপরিহার্য। যদি জীবদ্দশায় বদলী হজ ও অন্যান্য কাজার পুরোপুরি সুযোগ না মিলে তবে অসিয়ত করা, যাতে ওয়ারিশ ব্যক্তিরা তার ফরজসমূহের ফিদিয়া (বিনিময়) ও বদলী হজ্জের ব্যবস্থা করে। মোটকথা, কর্ম সংশোধনের জন্য শুধু ভবিষ্যৎ কর্ম সংশোধন করাই যথেষ্ট নয়, বিগত ফরজ ও ওয়াজিবসমূহ আদায় করাও জরুরি।

এমনিভাবে যদি কারো অর্থ সম্পদ অবৈধভাবে হস্তগত করে থাকে, তবে তা ফেরত দিতে হবে কিংবা তার কাছ থেকে ক্ষমা নিতে হবে। কাউকে হাতে কিংবা মুখে কষ্ট দিয়ে থাকলে তারও ক্ষমা নিতে হবে। যদি ক্ষমা নেওয়া সম্ভবপর না হয়– উদাহরণতঃ সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি যদি মারা যায়, কিংবা তার ঠিকানা অজ্ঞাত হয়, তবে তার জন্য নিয়মিতভাবে আল্লাহ তা'আলার কাছে মাগফিরাতের দোয়া করতে থাকবে। এতে আশা করা যায়, সে সন্তুষ্ট হবে এবং ঋণী ব্যক্তি ঋণ থেকে অব্যাহতি পাবে।

শব্দ বিশ্লেষণ

لَا تَطْرُدْ : সীগাহ جمع مذكر غائب বহছ نهى حاضر معروف বাব نَصَرَ মাসদার الطَّرْدُ মূলবর্ণ (ط . ر . د) জিনস صحيح অর্থ– তুমি বিতাড়িত করো না, তুমি বের করো না।

لِتَسْتَبِيْنَ : সীগাহ واحد مؤنث غائب বহছ مضارع معروف বাব اِسْتِفْعَالٌ মাসদার اَلْاِسْتِبَانَةُ মূলবর্ণ (ب . ى . ن) জিনস اجوف يائى অর্থ– যেন সে স্পষ্টভাবে প্রকাশ পায়।

نُهِيْتُ : সীগাহ واحد متكلم বহছ ماضى مجهول বাব فتح মাসদার اَلنَّهْىُ মূলবর্ণ (ن . ه . ى) জিনস ناقص يائى অর্থ– আমাকে নিষেধ করা হয়েছে।

اَهْوَآءَ : শব্দটি বহুবচন, একবচন هَوًى অর্থ– কুপ্রবৃত্তি, কামনা, বাসনা।

https://e-ilm.weebly.com/

অনুবাদ : (৫৯) আর আল্লাহরই নিকট আছে সমস্ত গুপ্ত বস্তুর ভাণ্ডার, আল্লাহ ভিন্ন অপর কেউই তা অবগত নয়, এবং তিনি সমস্তই অবগত আছেন যা কিছু স্থলে এবং সমুদ্রে রয়েছে, এবং তার জ্ঞাতসার ব্যতীত কোনো পাতা ঝরে না, আর কোনো বীজ জমিনের অন্ধকার অংশে পতিত হয় না এবং কোনো আর্দ্র এবং শুষ্ক বস্তুও পতিত হয় না, কিন্তু এই সমস্তই উজ্জ্বল কিতাবে লিপিবদ্ধ রয়েছে।	وَعِنْدَهٗ مَفَاتِحُ الْغَيْبِ لَا يَعْلَمُهَآ اِلَّا هُوَ ط وَيَعْلَمُ مَا فِى الْبَرِّ وَالْبَحْرِ ط وَمَا تَسْقُطُ مِنْ وَّرَقَةٍ اِلَّا يَعْلَمُهَا وَلَا حَبَّةٍ فِىْ ظُلُمٰتِ الْاَرْضِ وَلَا رَطْبٍ وَّلَا يَابِسٍ اِلَّا فِىْ كِتٰبٍ مُّبِيْنٍ (٥٩)
(৬০) আর তিনি এমন যে, রাত্রিকালে তোমাদের রূহকে এক প্রকার কব্‌য [অকেজো] করে দেন এবং তোমরা দিবসে যা কিছু কর তাও তিনি জানেন, অতঃপর দিবাভাগে তোমাদেরকে জাগ্রত করেন, যেন নির্দিষ্ট সীমাকাল পূর্ণ হয়ে যায়, অতঃপর তাঁরই দিকে তোমাদেরকে ফিরতে হবে, তৎপর জানিয়ে দিবেন, যা কিছু তোমরা করছিলে।	وَهُوَ الَّذِىْ يَتَوَفّٰىكُمْ بِالَّيْلِ وَيَعْلَمُ مَا جَرَحْتُمْ بِالنَّهَارِ ثُمَّ يَبْعَثُكُمْ فِيْهِ لِيُقْضٰٓى اَجَلٌ مُّسَمًّى ج ثُمَّ اِلَيْهِ مَرْجِعُكُمْ ثُمَّ يُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُوْنَ (٦٠)
(৬১) আর তিনিই বান্দাদের উপর ক্ষমতাবান, পরাক্রান্ত এবং তোমাদের প্রতি রক্ষকদেরকে পাঠান, ঐ পর্যন্ত যখন তোমাদের কারো মৃত্যু উপস্থিত হয়, [তখন] আমার প্রেরিত [অপর ফেরেশতা]-গণ তার রূহ কব্‌য করে এবং তারা একটুও ত্রুটি করে না।	وَهُوَ الْقَاهِرُ فَوْقَ عِبَادِهٖ وَيُرْسِلُ عَلَيْكُمْ حَفَظَةً ط حَتّٰىٓ اِذَا جَآءَ اَحَدَكُمُ الْمَوْتُ تَوَفَّتْهُ رُسُلُنَا وَهُمْ لَا يُفَرِّطُوْنَ (٦١)

শাব্দিক অনুবাদ

(৫৯) وَعِنْدَهٗ مَفَاتِحُ الْغَيْبِ আর আল্লাহরই নিকট আছে সমস্ত গুপ্ত বস্তুর ভাণ্ডার لَا يَعْلَمُهَآ اِلَّا هُوَ আল্লাহ ভিন্ন অপর কেউই তা অবগত নয় وَيَعْلَمُ এবং তিনি সমস্তই অবগত আছেন مَا فِى الْبَرِّ وَالْبَحْرِ যা কিছু স্থলে এবং সমুদ্রে রয়েছে وَمَا تَسْقُطُ مِنْ وَّرَقَةٍ এবং কোনো পাতা ঝরে না اِلَّا يَعْلَمُهَا তার জ্ঞাতসার ব্যতীত وَلَا حَبَّةٍ فِىْ ظُلُمٰتِ الْاَرْضِ আর কোনো বীজ জমিনের অন্ধকার অংশে পতিত হয় না وَلَا رَطْبٍ وَّلَا يَابِسٍ এবং কোনো আর্দ্র এবং শুষ্ক বস্তুও পতিত হয় না اِلَّا فِىْ كِتٰبٍ مُّبِيْنٍ কিন্তু এই সমস্তই উজ্জ্বল কিতাবে লিপিবদ্ধ রয়েছে।

(৬০) وَهُوَ الَّذِىْ يَتَوَفّٰىكُمْ আর তিনি এমন যে, তোমাদের রূহকে এক প্রকার কব্‌য [অকেজো] করে দেন بِالَّيْلِ রাত্রিকালে وَيَعْلَمُ مَا جَرَحْتُمْ بِالنَّهَارِ এবং তোমরা দিবসে যা কিছু কর তাও তিনি জানেন ثُمَّ يَبْعَثُكُمْ فِيْهِ অতঃপর দিবাভাগে তোমাদেরকে জাগ্রত করেন لِيُقْضٰٓى اَجَلٌ مُّسَمًّى যেন নির্দিষ্ট সীমাকাল পূর্ণ হয়ে যায় ثُمَّ اِلَيْهِ مَرْجِعُكُمْ অতঃপর তাঁরই দিকে তোমাদেরকে ফিরতে হবে ثُمَّ يُنَبِّئُكُمْ তৎপর জানিয়ে দিবেন بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُوْنَ যা কিছু তোমরা করছিলে।

(৬১) وَهُوَ الْقَاهِرُ فَوْقَ عِبَادِهٖ আর তিনিই বান্দাদের উপর ক্ষমতাবান, পরাক্রান্ত وَيُرْسِلُ عَلَيْكُمْ حَفَظَةً এবং তোমাদের প্রতি রক্ষকদেরকে পাঠান حَتّٰىٓ اِذَا جَآءَ اَحَدَكُمُ الْمَوْتُ ঐ পর্যন্ত যখন তোমাদের কারো মৃত্যু উপস্থিত হয় تَوَفَّتْهُ رُسُلُنَا আমার প্রেরিত [অপর ফেরেশতা]-গণ তার রূহ কব্‌য করে وَهُمْ لَا يُفَرِّطُوْنَ এবং তারা একটুও ত্রুটি করে না।

https://e-ilm.weebly.com/

ثُمَّ رُدُّوْٓا اِلَى اللّٰهِ مَوْلٰىهُمُ الْحَقِّ ؕ اَلَا لَهُ الْحُكْمُ ۟ وَهُوَ اَسْرَعُ الْحٰسِبِيْنَ (٦٢)	অনুবাদ : (৬২) অতঃপর সকলেই মালিকে বরহক সমীপে নীত হবে, ভালোরূপে শুনে নাও, মীমাংসার অধিকার কেবল আল্লাহরই। এবং তিনি সত্বরই হিসাব নিবেন।
قُلْ مَنْ يُّنَجِّيْكُمْ مِّنْ ظُلُمٰتِ الْبَرِّ وَالْبَحْرِ تَدْعُوْنَهٗ تَضَرُّعًا وَّخُفْيَةً ۚ لَئِنْ اَنْجٰنَا مِنْ هٰذِهٖ لَنَكُوْنَنَّ مِنَ الشّٰكِرِيْنَ (٦٣)	(৬৩) আপনি বলুন, সে ব্যক্তি কে? যিনি তোমাদেরকে স্থলভাগের ও সমুদ্রের অন্ধকার হতে এরূপ অবস্থায় মুক্তি প্রদান করেন, যখন তোমরা তাঁকে মিনতি সহকারে ও চুপি চুপি ডাকতে থাক, যদি আপনি আমাদেরকে তা হতে মুক্তি প্রদান করেন, তবে নিশ্চয় আমরা সত্য উপলব্ধিকারীদের অন্তর্ভুক্ত হয়ে যাব।
قُلِ اللّٰهُ يُنَجِّيْكُمْ مِّنْهَا وَمِنْ كُلِّ كَرْبٍ ثُمَّ اَنْتُمْ تُشْرِكُوْنَ (٦٤)	(৬৪) আপনি বলে দিন, আল্লাহই তোমাদেরকে তা হতে মুক্তি প্রদান করেন এবং সমস্ত দুঃখ হতেও, তথাপিও তোমরা শিরক করতে থাক।
قُلْ هُوَ الْقَادِرُ عَلٰٓى اَنْ يَّبْعَثَ عَلَيْكُمْ عَذَابًا مِّنْ فَوْقِكُمْ اَوْ مِنْ تَحْتِ اَرْجُلِكُمْ اَوْ يَلْبِسَكُمْ شِيَعًا وَّيُذِيْقَ بَعْضَكُمْ بَاْسَ بَعْضٍ ؕ اُنْظُرْ كَيْفَ نُصَرِّفُ الْاٰيٰتِ لَعَلَّهُمْ يَفْقَهُوْنَ (٦٥)	(৬৫) আপনি বলে দিন, তাতেও তিনিই ক্ষমতাবান যে, তোমাদের প্রতি কোনো আজাব তোমাদের উর্ধ্বদেশ হতে প্রেরণ করেন কিংবা তোমাদের পদতলস্থ [জমিন] হতে কিংবা তোমাদেরকে দলে দলে বিচ্ছিন্ন করে সকলকে যুদ্ধোন্মাদ করে দেন এবং তোমাদের এককে অপরের যুদ্ধের স্বাদ গ্রহণ করান আপনি দেখুন তো! আমি কিরূপে প্রমাণসমূহকে বিভিন্ন ধরনের বর্ণনা করছি, হয়তো তারা বুঝে নিবে।

শাব্দিক অনুবাদ

(৬২) ثُمَّ رُدُّوْٓا অতঃপর সকলেই নীত হবে اِلَى اللّٰهِ مَوْلٰىهُمُ الْحَقِّ মালিকে বরহক সমীপে اَلَا لَهُ الْحُكْمُ ভালোরূপে শুনে নাও মীমাংসার অধিকার কেবল আল্লাহরই وَهُوَ اَسْرَعُ الْحٰسِبِيْنَ এবং তিনি সত্বরই হিসাব নিবেন।

(৬৩) قُلْ আপনি বলুন مَنْ يُّنَجِّيْكُمْ সে ব্যক্তি কে? যিনি তোমাদেরকে এরূপ অবস্থায় মুক্তি প্রদান করেন مِّنْ ظُلُمٰتِ الْبَرِّ وَالْبَحْرِ স্থলভাগের ও সমুদ্রের অন্ধকার হতে تَدْعُوْنَهٗ تَضَرُّعًا وَّخُفْيَةً যখন তোমরা তাঁকে মিনতি সহকারে ও চুপি চুপি ডাকতে থাক لَئِنْ اَنْجٰنَا مِنْ هٰذِهٖ যদি আপনি আমাদেরকে তা হতে মুক্তি প্রদান করেন لَنَكُوْنَنَّ مِنَ الشّٰكِرِيْنَ তবে নিশ্চয় আমরা সত্য উপলব্ধিকারীদের অন্তর্ভুক্ত হয়ে যাব।

(৬৪) قُلِ আপনি বলে দিন اللّٰهُ يُنَجِّيْكُمْ مِّنْهَا আল্লাহই তোমাদেরকে তা হতে মুক্তি প্রদান করেন وَمِنْ كُلِّ كَرْبٍ এবং সমস্ত দুঃখ হতেও ثُمَّ اَنْتُمْ تُشْرِكُوْنَ তথাপিও তোমরা শিরক করতে থাক।

(৬৫) قُلْ আপনি বলে দিন هُوَ الْقَادِرُ তাতেও তিনিই ক্ষমতাবান যে عَلٰٓى اَنْ يَّبْعَثَ عَلَيْكُمْ عَذَابًا তোমাদের প্রতি কোনো আজাব প্রেরণ করেন مِّنْ فَوْقِكُمْ তোমাদের উর্ধ্বদেশ হতে اَوْ مِنْ تَحْتِ اَرْجُلِكُمْ কিংবা তোমাদের পদতলস্থ [জমিন] হতে اَوْ يَلْبِسَكُمْ شِيَعًا কিংবা তোমাদেরকে দলে দলে বিচ্ছিন্ন করে সকলকে যুদ্ধোন্মাদ করে দেন وَّيُذِيْقَ بَعْضَكُمْ بَاْسَ بَعْضٍ এবং তোমাদের এককে অপরের যুদ্ধের স্বাদ গ্রহণ করান اُنْظُرْ আপনি দেখুন তো! كَيْفَ نُصَرِّفُ الْاٰيٰتِ আমি কিরূপে প্রমাণসমূহকে বিভিন্ন ধরনের বর্ণনা করছি لَعَلَّهُمْ يَفْقَهُوْنَ হয়তো তারা বুঝে নিবে।

https://e-ilm.weebly.com/

অনুবাদ : (৬৬) আর আপনার কওম তাকে মিথ্যা সাব্যস্ত করছে, অথচ তা বরহক, আপনি বলে দিন, আমি তোমাদের উপর উকিলরূপে নিযুক্ত হইনি।	وَكَذَّبَ بِهِ قَوْمُكَ وَهُوَ الْحَقُّ ۚ قُل لَّسْتُ عَلَيْكُم بِوَكِيلٍ (٦٦)
(৬৭) প্রত্যেক সংবাদ সংঘটিত হওয়ার একটা [নির্দিষ্ট] সময় আছে এবং অচিরেই তোমরা জানতে পারবে।	لِّكُلِّ نَبَإٍ مُّسْتَقَرٌّ ۚ وَسَوْفَ تَعْلَمُونَ (٦٧)

শাব্দিক অনুবাদ

(৬৬) وَكَذَّبَ بِهِ قَوْمُكَ আর আপনার কওম তাকে মিথ্যা সাব্যস্ত করছে وَهُوَ الْحَقُّ অথচ তা বরহক قُلْ আপনি বলে দিন لَّسْتُ عَلَيْكُم بِوَكِيلٍ আমি তোমাদের উপর উকিলরূপে নিযুক্ত হইনি।

(৬৭) لِّكُلِّ نَبَإٍ مُّسْتَقَرٌّ প্রত্যেক সংবাদ সংঘটিত হওয়ার একটা [নির্দিষ্ট] সময় আছে وَسَوْفَ تَعْلَمُونَ এবং অচিরেই তোমরা জানতে পারবে।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

(৬৫) قُلْ هُوَ الْقَادِرُ عَلَىٰ أَن يَبْعَثَ عَلَيْكُمْ عَذَابًا مِّن فَوْقِكُمْ أَوْ مِن تَحْتِ أَرْجُلِكُمْ الخ **আয়াতের শানে নুযূল :** হযরত যায়েদ ইবনে আসলাম (রা.) বলেন, যখন উপরিউক্ত আয়াত অবতীর্ণ হলো তখন নবী করীম ﷺ সাহাবায়ে কেরাম (রা.)-কে সম্বোধন করে ইরশাদ করলেন, আমার মৃত্যুর পর তোমরা সবাই কাফের হয়ে যেয়ো না এবং পরস্পর মারামারি হানাহানি আরম্ভ করে দিও না। সাহাবায়ে কেরাম (রা.) আরজ করলেন, আমরা তাওহীদ ও রিসালাতে বিশ্বাসী হওয়া সত্ত্বেও এরূপ হয়ে যাব। অনেকে বললেন, এটা কখনো হতে পারে না যে, আমরা পরস্পর মারামারি হানাহানি করব। অথচ আমরা মুসলমান। তখন এ আয়াত অবতীর্ণ হয়।

গুনাহ থেকে বেঁচে থাকার অমোঘ ব্যবস্থাপত্র : সারা বিশ্বে যত ধর্মমত প্রচলিত রয়েছে, তন্মধ্যে ইসলামের স্বাতন্ত্র্যমূলক বৈশিষ্ট্য ও প্রধান স্তম্ভ হচ্ছে একত্ববাদের বিশ্বাস। বলা বাহুল্য শুধু আল্লাহর সত্তাকে এক ও অদ্বিতীয় জানার নামই একত্ববাদ নয়; বরং পূর্ণত্বের যত গুণ আছে সবগুলোতেই তাঁকে একক ও অদ্বিতীয় মনে করা এবং তাঁকে ছাড়া কোনো সৃষ্ট বস্তুকে এসব গুণে অংশীদার ও সমতুল্য মনে না করাকে একত্ববাদ বলা হয়।

আল্লাহ তা'আলার গুণাবলি হচ্ছে জীবন, জ্ঞান, শক্তি-সামর্থ্য, শ্রবণ, দর্শন, বাসনা, ইচ্ছা, সৃষ্টি, অন্নদান ইত্যাদি। তিনি এসব গুণে এমন পরিপূর্ণ যে, কোনো সৃষ্টজীব কোনো গুণে তাঁর সমতুল্য হতে পারে না। এসব গুণের মধ্যমেও দু'টি গুণ সব চেয়ে বিখ্যাত। (এক) জ্ঞান এবং (দুই) শক্তি-সামর্থ্য। তাঁর জ্ঞান বিদ্যমান, অবিদ্যমান, প্রকাশ্য অপ্রকাশ্য, ছোট বড়, অণু-পরমাণু। সবকিছুতে পরিব্যাপ্ত এবং তাঁর শক্তি-সামর্থ্যও সবকিছুতেই পরিবেষ্টিত। উল্লিখিত দু'আয়াতে এ দু'টি গুণই বর্ণিত হয়েছে। এ দু'টি গুণ এমন যে, যে ব্যক্তি এগুলোর প্রতি পূর্ণ বিশ্বাস স্থাপন করে এবং চিন্তায় উপস্থিত রাখে, তার পক্ষে গুনাহ ও অপরাধ করা কিছুতেই সম্ভবপর নয়। বলাবাহুল্য, কথায়, কাজে, উঠায়-বসায় এমনকি প্রতি পদক্ষেপে যদি কারো চিন্তায় একথা উপস্থাপিত থাকে যে, একজন সর্বজ্ঞানী ও সর্বশক্তিমান তাকে দেখছেন এবং তার প্রকাশ্য, অপ্রকাশ্য এবং মনের ইচ্ছা ও কল্পনা পর্যন্ত জানেন তবে এ উপস্থিতি কখনো তাকে সর্ব শক্তিমানের অবাধ্যতার দিকে পা বাড়াতে দিবে না। তাই আলোচ্য আয়াত দু'টি মানুষকে পূর্ণ মানুষ হিসেবে গড়ে তোলার জন্য তার ক্রিয়াকর্ম ও চরিত্র সংশোধন করা ও সংশোধিত রাখার একটি অমোঘ ব্যবস্থাপত্র বললে অত্যুক্তি হবে না।

প্রথম আয়াতে বলা হয়েছে : وَعِندَهُ مَفَاتِحُ الْغَيْبِ لَا يَعْلَمُهَا إِلَّا هُوَ এখানে مَفَاتِحُ শব্দটি বহুবচন। এর একবচন مَفْتَحٌ ও مِفْتَحٌ উভয়টিই হতে পারে। مَفْتَحٌ-এর অর্থ ভাণ্ডার এবং مِفْتَحٌ অর্থ চাবি। আয়াতে উভয় অর্থ হওয়ার অবকাশ আছে। তাই কোনো কোনো তাফসীরবিদ ও অনুবাদক مَفَاتِحُ এর অনুবাদ করেছেন, ভাণ্ডার, আবার কেউ কেউ অনুবাদ করেছেন চাবি। উভয় অনুবাদ সারকথা এক। কেননা 'চাবির মালিক হলেও 'ভাণ্ডারের মালিক' বুঝানো হয়েছে।

https://e-ilm.weebly.com/

কুরআনের পরিভাষায় অদৃশ্যের জ্ঞান ও অসীম ক্ষমতা একমাত্র আল্লাহর : غَيْبٌ শব্দ দ্বারা এমন বস্তু বুঝানো হয়, যা অস্তিত্ব লাভ করেছে, কিন্তু আল্লাহ তা'আলা কাউকে সে বিষয়ে অবগত হতে দেননি। –[মাযহারী]

প্রথম প্রকারের দৃষ্টান্ত ঐসব অবস্থা ও ঘটনা, যা কিয়ামতের সাথে সম্পর্কযুক্ত কিংবা সৃষ্ট জগতের ভবিষ্যৎ ঘটনাবলির সাথে সম্পর্কযুক্ত। উদাহরণতঃ কে কখন ও কোথায় জন্মগ্রহণ করবে, কতবার পা ফেলবে কোথায় মরবে, কোথায় সমাধিস্থ হবে এবং কে কতটুকু রিজিক পাবে, কখন পাবে, বৃষ্টি কখন, কোথায় কি পরিমাণ হবে।

দ্বিতীয় প্রকারের দৃষ্টান্ত ঐ ভ্রূণ, যা স্ত্রীলোকের গর্ভাশয়ে অস্তিত্ব লাভ করেছে, কিন্তু কারো জানা নেই যে, পুত্র না কন্যা, সুশ্রী না কুশ্রী, সৎস্বভাব না বদস্বভাব। এমনি ধরনে আরো যেসব বস্তু অস্তিত্ব লাভ করা সত্ত্বেও সৃষ্ট জীবের জ্ঞান ও দৃষ্টি থেকে উহ্য রয়েছে।

وَعِنْدَهٗ مَفَاتِحُ الْغَيْبِ এর অর্থ এই দাঁড়াল যে, অদৃশ্য বিষয়ের ভাণ্ডার আল্লাহরই কাছে রয়েছে। কাছে থাকার অর্থ মালিকানায় ও করায়ত্ত থাকা। উদ্দেশ্য এই যে, অদৃশ্য বিষয়ের ভাণ্ডারসমূহের জ্ঞান তাঁর করায়ত্ত এবং সেগুলোকে অস্তিত্ব দান করা অর্থাৎ কখন কতটুকু অস্তিত্ব লাভ করবে– তাও তাঁর সামর্থ্যের অন্তর্গত। কুরআন পাকের অন্য আয়াতে বলা হয়েছে : وَاِنْ مِّنْ شَيْءٍ اِلَّا عِنْدَنَا خَزَآئِنُهٗ وَمَا نُنَزِّلُهٗۤ اِلَّا بِقَدَرٍ مَّعْلُوْمٍ অর্থাৎ প্রত্যেক বস্তুর ভাণ্ডার আমার কাছে রয়েছে। কিন্তু আমি প্রত্যেক বস্তু একটি বিশেষ পরিমাণে অবতীর্ণ করি।

মোটকথা এই যে, এ বাক্য দ্বারা আল্লাহ তা'আলার নজিরবিহীন জ্ঞানগত পরাকাষ্ঠাও প্রমাণিত হয়েছে এবং সামর্থ্যগত পরাকাষ্ঠাও। আরও প্রমাণিত হয়েছে যে, এ জ্ঞান ও সামর্থ্য একমাত্র আল্লাহ তা'আলার বৈশিষ্ট্য। এ গুণ অন্য কেউ অর্জন করতে পারে না। আরবি ব্যাকরণের নিয়মানুযায়ী عِنْدَهٗ শব্দটি অগ্রে উল্লেখ করে এ বৈশিষ্ট্যের প্রতি ইঙ্গিত করা হয়েছে। পরবর্তী বাক্যে এ ইঙ্গিতকে সুস্পষ্ট উক্তিতে রূপান্তরিত করে পুরোপুরি হৃদয়ঙ্গম করানোর জন্য বলা হয়েছে : لَا يَعْلَمُهَاۤ اِلَّا هُوَ অর্থাৎ অদৃশ্য বিষয়ের এসব ভাণ্ডার সম্পর্কে আল্লাহ ছাড়া কেউ অবহিত নয়।

তাই এ বাক্য দ্বারা দু'টি বিষয় প্রমাণিত হয়েছে : **এক.** আল্লাহ তা'আলার পরিব্যাপ্ত জ্ঞানের মাধ্যমে সব অদৃশ্য বিষয়ে জ্ঞাত হওয়া ও পরিপূর্ণ শক্তি-সামর্থ্যের মাধ্যমে সব অদৃশ্য বিষয়ের উপর সামর্থ্যবান হওয়া এবং **দুই.** তাঁকে ছাড়া অন্য কোনো সৃষ্ট বস্তুর এরূপ জ্ঞান ও সামর্থ্য অর্জিত না হওয়া।

কুরআনের পরিভাষায় غَيْبٌ শব্দের অর্থ পূর্বে তাফসীরে মাযহারীর বরাত দিয়ে বর্ণিত হয়েছে। অর্থাৎ যেসব বিষয় এখন পর্যন্ত অস্তিত্ব লাভ করেনি কিংবা অস্তিত্ব লাভ করলেও কোনো সৃষ্টজীব সে সম্পর্কে জ্ঞাত হতে পারেনি। এ অর্থের প্রতি লক্ষ্য রাখলে অদৃশ্য বিষয়ের প্রশ্নের জনসাধারাণের মনে বাহ্যতদৃষ্টিতে যেসব প্রশ্ন দেখা দেয়, তা আপনা-আপনিই দূর হয়ে যাবে।

কিন্তু غَيْبٌ শব্দটি দ্বারা মানুষ সাধারণত আভিধানিক অর্থ বুঝে। ফলে যে বস্তু আমাদের জ্ঞান ও দৃষ্টির অন্তরালে, তাকেও সাধারণ মানুষ غَيْبٌ বলে দেয়, যদিও অন্যদের কাছে সে সম্পর্কে জ্ঞান অর্জনের উপকরণাদি বিদ্যমান থাকে। এর ফলে নানাবিধ প্রশ্ন মাথাচাড়া দিয়ে উঠে। উদাহরণত : জ্যোতির্বিদ্যা, ভবিষ্যৎকথন বিদ্যা, গণনাবিদ্যা কিংবা হস্ত-রেখা বিদ্যা দ্বারা ভবিষ্যৎ ঘটনাবলির জ্ঞান অর্জন করা হয় অথবা 'কাশফ ও ইলহাম' (আল্লাহর প্রকাশিত সত্য স্বর্গীয় প্রেরণা) দ্বারা কেউ কেউ ভবিষ্যৎ ঘটনাবলি জেনে ফেলে অথবা মৌসুমী বায়ুর গতি-প্রকৃতি দেখে আবহাওয়া বিশেষজ্ঞরা ঝড়-বৃষ্টি সম্পর্কে ভবিষ্যদ্বাণী করে এবং তা অনেকাংশে সত্যেও পরিণত হয়– এসব বিষয় জনসাধারণের দৃষ্টিতে 'ইলমে গায়ব' তথা অদৃশ্য বিষয়কে জ্ঞান। তাই আলোচ্য আয়াত সম্পর্কে প্রশ্ন দেখা দেয় যে, কুরআন পাক 'ইলমে গায়ব' কে আল্লাহ তা'আলার বৈশিষ্ট্য বলেছে, অথচ চাক্ষুষ দেখা যায় যে, অন্যরাও তা অর্জন করতে পারে।

উত্তর এই যে, আল্লাহ তা'আলা 'কাশফ ও ইলহামের' মাধ্যমে যদি বান্দাকে কোনো ভবিষ্যৎ ঘটনা বলে দেন, তবে কুরআনের পরিভাষায় তাকে 'ইলমে গায়েব' বলা যায় না। এমনিভাবে উপকরণ ও যন্ত্রাদির মাধ্যমে যে জ্ঞান অর্জন করা হয়, তাও কুরআনি পরিভাষা অনুযায়ী 'ইলমে গায়েব' নয়, যেমন আবহাওয়া বিভাগের খবর কিংবা নাড়ি দেখে রোগীর শারীরিক অবস্থা বলে দেওয়া। কারণ আবহাওয়ার বিভাগ কিংবা কোনো হাকিম-ডাক্তার এসব খবর দেওয়ার সুযোগ তখনই পায়, যখন এসব ঘটনার উকপরণ সৃষ্টি হয়ে প্রকাশ পায়। তবে ব্যাপকভাবে প্রকাশ পায় না। যন্ত্রপাতির মাধ্যমে বিশেষজ্ঞদের দৃষ্টিতে প্রকাশ পায় কিন্তু জনসাধারণ অজ্ঞ থাকে। এরপর উপকরণ যখন শক্তিশালী হয়ে যায়, তখন সবার

https://e-ilm.weebly.com/

দৃষ্টিতেই ব্যাপকভাবে প্রকাশ পায়। এ কারণেই আবহাওয়া বিভাগ একমাস দুমাস পর যে বৃষ্টি হবে, তার খবর আজ দিতে পারে না। কেননা এখনো পর্যন্ত এ বৃষ্টির উপকরণ সৃষ্টি হয়ে প্রকাশ পায়নি। এমনিভাবে কোনো হাকিম-ডাক্তার আজ নাড়ি দেখে বৎসর-দু বছর পূর্বে কিংবা পরে সেবনকৃত ঔষধ কিংবা পথ্যের সন্ধান দিতে পারে না। কারণ স্বভাবতঃ এর কোনো ক্রিয়া নাড়িতে থাকে না।

মোটকথা চিহ্ন ও লক্ষণাদি দেখেই এসব বিষয়ের অস্তিত্বের খবর দেওয়া হয়। লক্ষণাদি ও উপকরণ প্রকাশ পাওয়ার পর আর সেগুলো অদৃশ্য বিষয় থাকে না; বরং প্রত্যক্ষ বিষয়ে পরিণত হয়। তবে সূক্ষ্ম হওয়ার কারণে ব্যাপকভাবে প্রত্যক্ষ করা যায় না; শক্তিশালী হয়ে উঠার পরই সবার চোখে ফুটে উঠে।

এতদ্ব্যতীত উপরিউক্ত উপায়ে যে জ্ঞান অর্জিত হয়, তা সবকিছু সত্ত্বেও অনুমানের অতিরিক্ত কিছু নয়। ইলম বলা হয় নিশ্চিত জ্ঞানকে, তা এগুলোর কোনোটির মাধ্যমেই অর্জিত হয় না। তাই এসব খবর ভ্রান্ত হওয়ার ঘটনাও বিরল নয়।

জ্যোতির্বিজ্ঞানে যেসব বিষয় হিসাবের সাথে সম্পর্কযুক্ত তা জানা ইলম বটে, কিন্তু 'গায়েব' নয়। যেমন হিসাব করে কেউ বলে দেয় যে, আজ পাঁচটা একচল্লিশ মিনিটে সূর্যোদয় হবে কিংবা অমুক মাসের অমুক তারিখে চন্দ্রগ্রহণ অথবা সূর্যগ্রহণ হবে। বলাবাহুল্য, একটি ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য বস্তুর গতি হিসাব করে সময় নির্দিষ্ট করা এমনই যেমন আমরা কোনো রেলগাড়ি কিংবা উড়োজাহাজের স্টেশনের কিংবা বিমান বন্দরে পৌঁছার খবর দিয়ে দেই। এছাড়া জ্যোতির্বিজ্ঞানের মাধ্যমে খবর জানার যে দাবি করা হয়, তা প্রতারণা বৈ কিছুই নয়। একশটি মিথ্যার ভিতর থেকে একটি সত্য বেরিয়ে আসা আদৌ পাণ্ডিত্য নয়।

গর্ভস্থ ভ্রূণ পুত্র না কন্যা, এ সম্পর্কেও বিশেষজ্ঞরা মন্তব্য করতে ছাড়ে না। কিন্তু অভিজ্ঞতা সাক্ষ্য দেয় যে, এটিও নিছক অনুমান ছাড়া কিছু নয়। শতকরা দু'চার ক্ষেত্রে নির্ভুল হয়ে যাওয়া স্বাভাবিক ব্যাপার। কোনো জ্ঞান ও পাণ্ডিত্যের সাথে এর কোনো সম্পর্ক নেই।

এক্সরে মেশিন আবিষ্কৃত হওয়ার পর অনেকেই মনে করেছিল, এবার এর মাধ্যমে গর্ভস্থ সন্তান পুত্র কি কন্যা জানা যাবে। কিন্তু প্রমাণিত হয়ে গেছে যে, এক্ষেত্রে এক্সরে যন্ত্রপাতিও ব্যর্থ।

মোটকথা কুরআনের পরিভাষায় যাকে 'গায়ব' বা অদৃশ্য বলা হয়, তা আল্লাহ ছাড়া কারো জানা নেই। পক্ষান্তরে উপকরণ ও যন্ত্রপাতির মাধ্যমে মানুষ স্বভাবতঃ যেসব বিষয়ের জ্ঞান অর্জন করে, তা প্রকৃত পক্ষে 'গায়ব' নয়; যদিও ব্যাপকভাবে প্রকাশ না পাওয়ার দরুন তাকে 'গায়ব' বলেই অভিহিত করা হয়।

আল্লাহর জ্ঞান ও অপার শক্তির কয়েকটি নমুনা : পূর্ববর্তী আয়াতসমূহে আল্লাহ তা'আলার জ্ঞান ও শক্তির পরাকাষ্ঠা এবং নজিরবিহীন বিস্তৃতি বর্ণিত হয়েছিল। আলোচ্য আয়াতসমূহে এতদুভয়ের কয়েকটি চিহ্ন ও নমুনা বর্ণিত হচ্ছে।

প্রথম আয়াতে ظُلُمٰتٌ শব্দটি ظُلْمَةٌ –এর বহুবচন। অর্থ– অন্ধকার।

ظُلُمٰتِ الْبَرِّ وَالْبَحْرِ -এর অর্থ স্থল ও সমুদ্রের অন্ধকারসমূহ। অন্ধকারের অনেক প্রকার রয়েছে : রাত্রির অন্ধকার, মেঘমালার অন্ধকার, ধুলাবালির অন্ধকার, সমুদ্রের ঢেউয়ের অন্ধকার ইত্যাদি সব প্রকার বুঝাবার জন্য ظُلُمٰتٌ শব্দটি বহুবচন ব্যবহার করা হয়েছে।

নিদ্রা ও বিশ্রাম গ্রহণের জন্য অন্ধকারও মানুষের জন্য একটি নিয়ামত। কিন্তু সাধারণ অবস্থায় মানুষের কাজকর্ম আলো দ্বারাই সম্পন্ন হয় এবং অন্ধকার সব কাজকর্ম থেকে অকেজো করা ছাড়াও মানুষের অগণিত দুঃখ ও বিপদাপদের কারণ হয়ে যায়। তাই আরবদের বাক-পদ্ধতিতে ظُلْمَةٌ শব্দটি দুঃখ ও বিপদাপদের অর্থেও ব্যবহৃত হয়। আলোচ্য আয়াতেও সাধারণ তাফসীরবিদগণ এ অর্থই বর্ণনা করেছেন।

আয়াতের উদ্দেশ্য এই যে, আল্লাহ তা'আলা মুশরিকদেরকে হুঁশিয়ার ও তাদের ভ্রান্ত কর্ম সম্পর্কে সতর্ক করার জন্য রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে নির্দেশ দিয়েছিলেন : আপনি তাদেরকে জিজ্ঞেস করুন, স্থল ও সামুদ্রিক ভ্রমণে যখনই তোমরা বিপদের সম্মুখীন হও এবং সব আরাধ্য দেব-দেবিকে ভুলে গিয়ে একমাত্র আল্লাহকে আহবান কর, কখনও প্রকাশ্যে বিনীতভাবে এবং কখনো মনে মনে স্বীকার কর যে, এ বিপদ থেকে আল্লাহ ছাড়া কেউ উদ্ধার করতে পারবে না, এর সাথে সাথে তোমরা এরূপ ওয়াদাও কর যে, আল্লাহ তা'আলা যদি আমাদেরকে এ বিপদ থেকে উদ্ধার করেন, তবে আমরা তাঁর কৃতজ্ঞতা অবলম্বন করব, তাঁকেই কার্যনির্বাহী মনে করব, তাঁর সাথে কাউকে অংশীদার করব না। কেননা বিপদেই যখন

https://e-ilm.weebly.com/

কাজে আসে না, তখন তাদের পূজাপাট আমরা কেন করব? তাই আপনি জিজ্ঞেস করুন যে, এমতাবস্থায় কে তোমাদেরকে বিপদ ও ধ্বংসের কবল থেকে রক্ষা করে? উত্তর নির্দিষ্ট ও জানা। কেননা তারা এ স্বতঃসিদ্ধতা অস্বীকার করতে পারে না যে, আল্লাহ ছাড়া কোনো দেব-দেবি এ অবস্থায় তাদের কাজে আসেনি। তাই দ্বিতীয় আয়াতে আল্লাহ তা'আলা স্বয়ং রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে আদেশ দিয়েছেন যে, আপনিই বলে দিন : একমাত্র আল্লাহ তা'আলাই তোমাদেরকে এ বিপদ থেকে মুক্তি দিবেন; বরং অন্যান্য সব কষ্ট-বিপদ থেকে তিনি উদ্ধার করবেন। কিন্তু এসব সুস্পষ্ট নির্দশন সত্ত্বেও যখন তোমরা বিপদ থেকে মুক্ত হয়ে যাও, তখন আবার শিরকে লিপ্ত হয়ে পড় এবং দেব-দেবির পূজা-পার্বণ শুরু করে দাও। এটা কেমন বিশ্বাসঘাতকতা ও মারাত্মক মূর্খতা।

আলোচ্য আয়াতদ্বয়ে কয়েকটি বিষয় বর্ণিত হয়েছে : **এক.** আল্লাহ তা'আলা অপার শক্তি-সামর্থ্য; অর্থাৎ প্রত্যেক মানুষকে বিপদাপদ থেকে মুক্তি দিতে তিনি পুরোপুরি সামর্থ্য। **দুই.** সর্বপ্রকার বিপদাপদ, কষ্ট ও অস্থিরতা দূর করা একমাত্র আল্লাহ তা'আলারই করায়ত্ত এবং **তিন.** একথা বাস্তব সত্য ও স্বতঃসিদ্ধ যে, আজীবন দেব-দেবির পূজাকারীরাও যখন বিপদে পতিত হয়, তখন একমাত্র আল্লাহ তা'আলাকেই আহবান করে এবং তাঁর প্রতিই মনোনিবেশ করে।

শিক্ষণীয় : মুশরিকদের এ কর্মপন্থা বিশ্বাঘাতকতার দিক দিয়ে যত বড় অপরাধই হোক, কিন্তু বিপদে পড়ে একমাত্র আল্লাহর প্রতি মনোনিবেশ করা ও সত্যকে স্বীকার করা মুসলমানদের জন্য একটি শিক্ষার চাবুক বিশেষ। আমরা মুসলমান আল্লাহর প্রতি বিশ্বাসী হওয়া সত্ত্বেও বিপদের সময়ও তাঁকে স্মরণ করি না; বরং আমাদের সব ধ্যান বস্তুনিষ্ঠ সাজ-সরঞ্জামের প্রতি নিবদ্ধ থাকে। আমরা যদিও মূর্তি ও দেব-দেবিকে স্বীয় কার্যনির্বাহী মনে করি না, কিন্তু বস্তুনিষ্ঠ সাজ-সরঞ্জাম উপকরণ ও যন্ত্রাপাতিও আমাদের কাছে দেব-দেবির চাইতে কম নয়। এদের চিন্তায় আমরা এমনভাবে ডুবে আছি যে, আল্লাহ ও আল্লাহর অপার মহিমার প্রতি মনোযোগ দেওয়ার অবসর আমাদের নেই।

বিপদাপদের আসল প্রতিকার : আমরা প্রত্যেক অসুখে শুধু ডাক্তার ও ঔষধকে এবং প্রত্যেক ঝড়-তুফান বন্যায় শুধু বস্তুনিষ্ঠ সাজ-সরঞ্জামকে কার্যনির্বাহী মনে করে এমন মত্ত হয়ে পড়ি যে, স্রষ্টার কথা চিন্তাই করি না। অথচ কুরআন পাক বার বার সুস্পষ্ট ভাষায় বর্ণনা করেছে যে, পার্থিব বিপদাপদ সাধারণতঃ মানুষের কুকর্মের ফল এবং পারলৌকিক শাস্তির একটা অতি সাধারণ নমুনা। এসব বিপদাপদ মুসলমানদের জন্য এক প্রকার রহমত। কারণ বিপদাপদ দিয়েই অমনোযোগী মানুষকে সতর্ক করা হয়, যাতে তারা এখনো স্বীয় কুকর্ম থেকে বিরত থাকতে যত্নবান হয় এবং পরকালের কঠোর বিপদ থেকে নিরাপদ থাকে। এ বিষয়বস্তুটি বুঝানোর জন্যই কুরআন পাক বলে : وَلَنُذِيقَنَّهُمْ مِّنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَىٰ دُونَ الْعَذَابِ الْأَكْبَرِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ

অর্থাৎ আমি তাদেরকে পৃথিবীতে সামান্য শাস্তি আস্বাদন করাই পরকালের বড় শাস্তির পূর্বে- যাতে তারা অমনোযোগিতা ও মন্দকাজ থেকে ফিরে আসে। অন্য এক আয়াতে বলা হয়েছে : وَمَا أَصَابَكُمْ مِّنْ مُّصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ وَيَعْفُوا عَنْ كَثِيرٍ

অর্থাৎ তোমাদেরকে যে বিপদাপদ স্পর্শ করে, তা তোমাদের কুকর্মের প্রতিফল। আল্লাহ তা'আলা অনেক কুকর্ম ক্ষমা করে দেন। -[শূরা]

এ আয়াতের বর্ণনায় রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন : ঐ সত্তার কসম! যাঁর হাতে আমার প্রাণ– কারো গায়ে কোনো কাষ্ঠখণ্ডের সামান্য আঁচড় লাগলে কিংবা কারো কোথাও পদস্খলন ঘটলে কিংবা কারো রোগ-ব্যাথা দেখা দিলে তা সবই কোনো না কোনো গুনাহের প্রতিফল মনে করতে হবে। আল্লাহ তা'আলা অনেক গুনাহ ক্ষমাও করে দেন।

আল্লামা বায়যাভী (র.) বলেন, এর অর্থ এই যে, অপরাধী ও গুনাহগাররা যেসব রোগ-ব্যাধি ও বিপদাপদের সম্মুখীন হয়, তা সবই গুনাহের ফল। কিন্তু নিষ্পাপ ও পাপমুক্তদেরকে রোগ-ব্যাধি ও বিপদাপদের সম্মুখীন করার উদ্দেশ্য তাদের ধৈর্য ও দৃঢ়তার পরীক্ষা নেওয়া এবং জান্নাতে তাদেরকে উচ্চস্তর মর্যাদা দান করা হয়ে থাকে।

এ থেকে আরো জানা যায় যে, সব বিপদাপদ, অস্থিরতা, দুর্ঘটনা ও সঙ্কটের আসল ও সত্যিকার প্রতিকার হচ্ছে আল্লাহ তা'আলার দিকে প্রত্যাবর্তন করা, অতীত গুনাহের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করে ভবিষ্যতে তা থেকে বিরত থাকতে দৃঢ়সংকল্প বদ্ধ হওয়া এবং বিপদ মুক্তির জন্য আল্লাহর কাছে দোয়া করা।

এর অর্থ এই নয় যে, বস্তুনিষ্ঠ সাজ-সরঞ্জাম, ঔষধ পত্র, চিকিৎসা এবং বিপদমুক্তির জন্য বস্তুগত কলা-কৌশল অনর্থক; বরং উদ্দেশ্য এই যে, প্রকৃত কার্যনির্বাহী আল্লাহ তা'আলাকেই মনে করতে হবে এবং বস্তুগত সাজ-সরঞ্জামকেও তাঁরই নিয়ামত মনে করে ব্যবহার করতে হবে। কেননা সব সাজ-সরঞ্জাম ও যন্ত্রপাতি তাঁরই সৃজিত এবং তাঁরই প্রদত্ত নিয়ামত। এগুলো তাঁরই নির্দেশ ও ইচ্ছার অনুগামী হয়ে মানুষের সেবা করে।

https://e-ilm.weebly.com/

মোটকথা এই যে, বিপদ মুহূর্তে মুশরিকরা আল্লাহকেই স্মরণ করে এ ঘটনা থেকে মুসলমানদের শিক্ষা গ্রহণ করা উচিত। সব বিপদাপদ ও কষ্ট দূর করার জন্য বস্তুনিষ্ঠ সাজ-সরঞ্জাম ও কলা-কৌশলের চাইতে আল্লাহ তা'আলার দিকে প্রত্যাবর্তন করাই মুমিনের কাজ। নতুবা এর পরিণতি যা হচ্ছে তাই হবে। অর্থাৎ সব কলাকৌশল সামগ্রিক হিসাব উল্টো দিকে যাচ্ছে। বন্যা প্রতিরোধ ও তার ক্ষয়ক্ষতির কবল থেকে আত্মরক্ষার সব কৌশলই অবলম্বন করা হচ্ছে, কিন্তু বন্যা আসে এবং বার বার আসে। রোগ-ব্যাধির চিকিৎসার নতুন নতুন ফন্দি-ফিকির করা হচ্ছে, কিন্তু রোগ-ব্যাধি রোজ রোজ বৃদ্ধি পাচ্ছে। দ্রব্যমূল্যের ঊর্ধ্বগতি রোধ করার জন্য সর্ব প্রকার চেষ্টা চলছে এবং বাহ্যতঃ তা কার্যকারীও মনে হচ্ছে। কিন্তু সামগ্রিক দিক দিয়ে এ পাগলা ঘোড়া ছুটেই চলছে। চুরি, ডাকাতি, অপহরণ, ঘুষ, চোরা কারবার প্রভৃতি দমন করার জন্য সব সরকারই বস্তুনিষ্ঠ কলা-কৌশল ব্যবহার করছে, কিন্তু হিসাব করলে দেখা যাবে যে, প্রত্যহ এসব অপরাধের মাত্রা বেড়েই চলছে। আফসোস! আজ ব্যক্তিগত ও বাহ্যতঃ লাভ-লোকসানের ঊর্ধ্বে উঠে অবস্থা পর্যালোচনা করলে প্রমাণিত হবে যে, সামগ্রিক দিক দিয়ে আমাদের বস্তুগত কলা-কৌশল ব্যর্থতায় পর্যবসিত হয়েছে; বরং এগুলো আমাদের বিপদকে আরো বাড়িয়ে তুলেছে। এর পর কুরআন বর্ণিত প্রতিকারের প্রতি দৃষ্টিপাত করা দরকার যে, বিপদাপদ থেকে উদ্ধার পাওয়ার একমাত্র পথ হচ্ছে স্রষ্টার দিকে প্রত্যাবর্তন করা এবং বস্তুগত কলা-কৌশলকেও তাঁর প্রদত্ত নিয়মাত হিসেবে ব্যবহার করা। এছাড়া নিরাপত্তার আর কোনো বিকল্পপথ নেই।

قوله قُلْ هُوَ الْقَادِرُ عَلَىٰٓ اَنْ يَّبْعَثَ عَلَيْكُمْ عَذَابًا الخ পূর্ববর্তী আয়াতসমূহে আল্লাহ তা'আলার সুবিস্তৃত জ্ঞান ও নজিরবিহীন শক্তি-সামর্থ্য উল্লেখ করে বলা হয়েছিল যে, প্রত্যেক মানুষের বিপদাপদ তিনিই দূর করতে পারেন এবং বিপদ মুহূর্তে যে তাঁকে আহবান করে, সে তাঁর সাহায্য স্বচক্ষে দেখতে পায়। কেননা সমগ্র সৃষ্টজগতের উপর তাঁর শক্তি-সামর্থ্য কামেল ও পরিপূর্ণ এবং সৃষ্টজীবের প্রতি তাঁর দয়াও অসাধারণ। তাঁকে ছাড়া অন্য কারো এরূপ শক্তি-সামর্থ্য নেই এবং সমগ্র সৃষ্টজীবের প্রতিও দয়া-মমতা নেই।

উল্লিখিত আয়াতসমূহে পরিপূর্ণ শক্তি-সামর্থ্যের অপর পিঠ বর্ণিত হয়েছে। অর্থাৎ আল্লাহ তা'আলা যে কোনো আজাব ও যে কোনো বিপদ দূর করতে যেমন সক্ষম, তেমনিভাবে তিনি যখন কোনো ব্যক্তি অথবা সম্প্রদায়কে অবাধ্যতার শাস্তি দিতে চান, তখন যে কোনো শাস্তি দেওয়া এবং কোনো সাহায্যকারীও প্রয়োজন হয় না। এ বিষয়বস্তুটিই এভাবে বর্ণিত হয়েছে–

هُوَ الْقَادِرُ عَلَىٰٓ اَنْ يَّبْعَثَ عَلَيْكُمْ عَذَابًا مِّنْ فَوْقِكُمْ اَوْ مِنْ تَحْتِ اَرْجُلِكُمْ اَوْ يَلْبِسَكُمْ شِيَعًا

অর্থাৎ আল্লাহ তা'আলা এ বিষয়েও শক্তিমান যে, তোমাদের প্রতি উপর দিক থেকে কিংবা পদতল থেকে কোনো শাস্তি পাঠিয়ে দিবেন কিংবা তোমাদেরকে বিভিন্ন দলে উপদলে বিভক্ত করে পরস্পরের মুখোমুখি করে দিবেন এবং এককে অপরের হাতে শাস্তি দিয়ে ধ্বংস করে দিবেন।

আল্লাহর শাস্তির তিনটি প্রকার : এখানে তিন প্রকার শাস্তি বর্ণিত হয়েছে : এক. যা উপর দিক থেকে আসে, দুই. যা নিচের দিক থেকে আসে এবং তিন. যা নিজেদের মধ্যে মতানৈক্যের আকারে সৃষ্টি হয়। عذابا শব্দটিকে تنوين সহ نكره উল্লেখ করে ব্যাকরণের দিক দিয়ে ইঙ্গিত করা হয়েছে যে, এ তিন প্রকারের মধ্যেও বিভিন্ন প্রকার হতে পারে।

তাফসীরবিদগণ বলেন : উপর দিক থেকে আজাব আসার দৃষ্টান্ত বিগত উম্মতসমূহের মধ্যে অনেক রয়েছে। যেমন হযরত নূহ (আ.)-এর সম্প্রদায়ের উপর প্লাবনাকারে বৃষ্টি বর্ষিত হয়েছিল, আ'দ জাতির উপর ঝড়ঝঞ্ঝা চড়াও হয়েছিল, হযরত লূত (আ.)-এর সম্প্রদায়ের উপর প্রস্তর বর্ষিত হয়েছিল এবং বনী ইসরাঈলের উপর রক্ত, ব্যাঙ ইত্যাদি বর্ষণ করা হয়েছিল। আবরাহার হস্তীবাহিনী যখন মক্কার উপর চড়াও হয়, তখন পক্ষীকুল দ্বারা তাদের উপর কঙ্কর বর্ষণ করা হয়। ফলে সবাই চর্বিত ভূষির ন্যায় হয়ে যায়।

এমনিভাবে বিগত উম্মতসমূহের মধ্যে নিচের দিক থেকে আজাব আসারও বিভিন্ন প্রকার অতিবাহিত হয়েছে। হযরত নূহ (আ.)-এর সম্প্রদায়ের প্রতি উপরের আজাব বৃষ্টির আকারে এবং নিচের আজাব ভূতল থেকে পানি স্ফীত হয়ে প্রকাশ পেয়েছিল। তারা একই সময়ে উভয় প্রকার আজাবে পতিত হয়েছিল। ফেরাউনের সম্প্রদায়কে পদতলের আজাবে গ্রেফতার করা হয়েছিল। কারণ স্বীয় ধন-ভাণ্ডারসহ এ আজাবে পতিত হয়ে মৃত্তিকার অভ্যন্তরে প্রোথিত হয়েছিল।

হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা.), মুজাহিদ প্রমুখ তাফসীরবিদগণ বলেন : উপরের আজাবের অর্থ অত্যাচারী বাদশাহ ও নির্দয় শাসকবর্গ এবং নিচের আজাবের অর্থ নিজ চাকর, নোকর ও অধীন কর্মচারীদের বিশ্বাসঘাতকতা, কর্তব্যে অবহেলাকারী ও আত্মসাৎকারী হওয়া।

https://e-ilm.weebly.com/

রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর কতিপয় উক্তি থেকেও উপরিউক্ত তাফসীরের সমর্থন পাওয়া যায়। মিশকাত শরীফে এ উক্তি বর্ণিত রয়েছে : كَمَا تَكُوْنُوْنَ يُؤَمَّرُ عَلَيْكُمْ অর্থাৎ তোমাদের কাজকর্ম যেমন ভালো কিংবা মন্দ হবে, তেমনি শাসকবর্গ তোমাদের উপর চাপিয়ে দেওয়া হবে। তোমরা সৎ ও আল্লাহর বাধ্য হলে তোমাদের শাসকবর্গও দয়ালু ও সুবিচারক হবে। পক্ষান্তরে তোমরা কুকর্মী হলে তোমাদের শাসকবর্গও নিষ্ঠুর ও অত্যাচারী হবে। প্রসিদ্ধ উক্তি اَعْمَالُكُمْ -এর অর্থ তাই।

মিশকাতে উল্লিখিত এক হাদীসে রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন :

–আল্লাহ বলেন, আমি আল্লাহ। আমাকে ছাড়া অন্য কোনো উপাস্য নেই। আমি সব বাদশহারও প্রভু। সব অন্তর আমার করায়ত্ত। আমার বান্দারা যখন আমার আনুগত্য করে, তখন আমি বাদশাহ ও শাসকদের অন্তরে তাদের প্রতি স্নেহ সৃষ্টি করে দেই। পক্ষান্তরে আমার বান্দারা যখন আমার অবাধ্যতা করে, তখন আমি শাসকদের অন্তরকে তাদের প্রতি কঠোর করে দেই। তারা তাদেরকে সব রকম নির্যাতন করে। তাই শাসকবর্গকে মন্দ বলে নিজের সময় নষ্ট করো না; বরং আল্লাহর দিকে প্রত্যাবর্তন ও স্বীয় কাজ কর্ম সংশোধন কর– যাতে আমি তোমাদের সব কাজ ঠিক করে দেই।

এমনিভাবে আবূ দাউদ ও নাসায়ীতে হযরত আয়েয (রা.) বর্ণিত হাদীসে রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন :

যখন আল্লাহ তা'আলা কোনো প্রশাসক বা শাসনকর্তার মঙ্গল চান, তখন তাকে উত্তম সহকারী দান করেন, যাতে প্রশাসক কোনো ভুল করে ফেললে সে স্মরণ করিয়ে দেয় এবং সঠিক কাজ করলে সে তার সাহায্য করে। পক্ষান্তরে যখন কোনো প্রশাসক বা শাসনকর্তার জন্য অমঙ্গল অবধারিত হয়, তখন মন্দ লোকদেরকে তার পরামর্শদাতা ও অধীন করে দেওয়া হয়।

এসব হাদীস ও আলোচ্য আয়াতের উল্লিখিত তাফসীরের সারমর্ম এই যে, জনগণ শাসকবর্গের হাতে যেসব কষ্ট ও বিপদাপদ ভোগ করে, তা উপর দিককার আজাব এবং এসব কষ্ট অধীনস্থ কর্মচারীদের দ্বারা ভোগ করতে হয়, সেগুলো নিচের দিককার আজাব। এগুলো কোনো আকস্মিক দুর্ঘটনা নয়; বরং আল্লাহর আইন অনুসারে মানুষের কৃতকর্মের শাস্তি। হযরত সুফিয়ান ছাওরী (র.) বলেন : যখন আমি কোনো গুনাহ করে ফেলি, তখন এর ক্রিয়া স্বীয় চাকর, আরোহণের ঘোড়া ও বোঝা বহনের গাধার মেযাজেও অনুভব করি। এরা সবাই আমার অবাধ্যতা করতে থাকে।

আয়াতে বর্ণিত তৃতীয় প্রকার আজাব হচ্ছে : اَوْ يَلْبِسَكُمْ شِيَعًا অর্থাৎ তোমরা বিভিন্ন দল-উপদলে বিভক্ত হয়ে পরস্পরে মুখোমুখি হয়ে যাবে এবং একদল অন্য দলের জন্য আজাব হয়ে যাবে। এতে يَلْبِسَكُمْ শব্দটি لَبْسٌ ধাতু থেকে উদ্ভূত। এর আসল অর্থ গোপন করা, আবৃত করা। এ অর্থেই لِبَاسٌ ঐ কাপড়কে বলে, যা মানুষের দেহকে আবৃত করে এবং এ কারণেই اِلْتِبَاسٌ সন্দেহ ও অস্পষ্টতা অর্থে ব্যবহৃত হয়। অর্থাৎ যেখানে কোনো বাক্যে উদ্দিষ্ট অর্থ আবৃত ও অস্পষ্ট হয়।

شِيَعٌ শব্দটি شِيْعَةٌ –এর বহুবচন। এর অর্থ অনুযায়ী ও অনুগামী। কুরআনে বলা হয়েছে : وَاِنَّ مِنْ شِيْعَتِهٖ لَاِبْرٰهِيْمَ অর্থাৎ হযরত নূহ (আ.)–এর অনুসারী হলেন হযরত ইবরাহীম (আ.)। সাধারণে প্রচলিত ভাষা ও বাক-পদ্ধতিতে شِيْعَةٌ শব্দটি এমন দলকে বলা হয়, যারা কোনো বিশেষ উদ্দেশ্যে একত্রিত হয় এবং এ উদ্দেশ্যে একে অন্যের সহায়ক হয়। অধুনা প্রচলিত ভাষায় এর স্বতঃস্ফূর্ত অনুবাদ হচ্ছে দল বা পার্টি।

তাই আয়াতের অনুবাদ এরূপ হবে : এক প্রকার আজাব এই যে, জাতি বিভিন্ন দল-উপদলে বিভিক্ত হয়ে পরস্পরে মুখোমুখি হয়ে যাবে। এ কারণেই আলোচ্য আয়াত অবতীর্ণ হওয়ার পর রাসূলুল্লাহ ﷺ মুসলমানদেরকে সম্বোধন করে বললেন : اَلَا لَا تَرْجِعُوْا بَعْدِىْ كُفَّارًا يَضْرِبُ بَعْضُكُمْ رِقَابَ بَعْضٍ

অর্থাৎ তোমরা আমার পরে পুনরায় কাফের হয়ে যেয়ো না যে, একে অন্যের গর্দান মারতে শুরু করবে।–[মাযহারী]

হযরত সা'দ ইবনে আবী ওয়াক্কাস (রা.) বলেন : একবার আমরা রাসূলুল্লাহ ﷺ–এর সাথে চলতে চলতে মসজিদে প্রবেশ করে দু'রাকাত নামাজ পড়লাম। অনেক্ষণ দোয়া করার পর তিনি বললেন, আমি পালনকর্তার কাছে তিনিটি বিষয় প্রার্থনা করেছি : **এক.** আমার উম্মতকে যেন নিমজ্জিত করে ধ্বংস করা না হয়। আল্লাহ তা'আলা এ দোয়া কবুল করেছেন। **দুই.** আমার উম্মতকে যেন দুর্ভিক্ষ ও ক্ষুধা দ্বারা ধ্বংস করা না হয়, আল্লাহ তা'আলা এ দোয়াও কবুল করেছেন। **তিন.** আমার উম্মত যেন পারস্পরিক দ্বন্দ্ব-কলহে ধ্বংস না হয়। আমাকে শেষ পর্যন্ত এরূপ দোয়া করতে নিষেধ করা হয়েছে।–[মাযহারী]

https://e-ilm.weebly.com/

এ বিষয়বস্তু সম্পর্কিত অন্য একটি হাদীস হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে ওমর (রা.) থেকে বর্ণিত রয়েছে। এতে তিনিটি দোয়ার মধ্যে একটি এই যে, আমার উম্মতের উপর এমন শত্রুকে চাপিয়ে দিবেন না, যে সবাইকে ধ্বংস ও বরবাদ করে দেয়। এ দোয়া কবুল হয়েছে। অপর দোয়া এই যে, তারা যেন পরস্পরে মারমুখী না হয়ে পড়ে। এরূপ দোয়া করতে নিষেধ করা হয়েছে।

এসব হাদীস থেকে প্রমাণিত হয় যে, উম্মতে মুহাম্মদীর উপর বিগত উম্মতদের ন্যায় আকাশ কিংবা ভূতল থেকে কোনো ব্যাপক আজাব আগমন করবে না; কিন্তু একটি আজাব দুনিয়াতে তাদের উপরও আসতে থাকবে। এ আজাব হচ্ছে পারস্পরিক যুদ্ধ-বিগ্রহ এবং দলীয় সংঘর্ষ। এ জন্যই রাসূলুল্লাহ ﷺ অত্যন্ত জোর সহকারে উম্মতকে বিভিন্ন দলে উপদলে বিভক্ত হয়ে পারস্পরিক দ্বন্দ্ব কলহ ও যুদ্ধ বিগ্রহে লিপ্ত হতে নিষেধ করেছেন। তিনি প্রতি ক্ষেত্রেই হুঁশিয়ার করেছেন যে, দুনিয়াতে যদি তোমাদের উপর আল্লাহর শাস্তি নেমে আসে, তবে তা পারস্পরিক যুদ্ধ-বিগ্রহের মাধ্যমেই আসবে।

সূরা হুদের এক আয়াতে এ বিষয় বস্তুটি আরো স্পষ্টভাবে বর্ণিত হয়েছে : وَلَا يَزَالُونَ مُخْتَلِفِينَ إِلَّا مَنْ رَّحِمَ رَبُّكَ অর্থাৎ তারা সর্বদা পরস্পরে মতবিরোধই করতে থাকবে, তবে যাদের প্রতি আল্লাহর রহমত রয়েছে, তারা এর ব্যতিক্রম।

এতে বুঝা যায় যে, যারা পরস্পরে (শরিয়তসম্মত কারণ ছাড়া) মতবিরোধ করে, তারা আল্লাহর রহমত থেকে বঞ্চিত কিংবা দূরবর্তী।

এক আয়াতে বলা হয়েছে : وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللّٰهِ جَمِيْعًا وَّلَا تَفَرَّقُوْا অর্থাৎ তোমরা আল্লাহর রজ্জুকে দলবদ্ধভাবে শক্ত করে ধারণ কর এবং বিভক্ত হয়ে পড়ো না। অন্য এক আয়াতে আছে : وَلَا تَكُوْنُوْا كَالَّذِيْنَ تَفَرَّقُوْا وَاخْتَلَفُوْا অর্থাৎ যারা বিভক্ত হয়ে পড়েছে এবং মতবিরোধ করেছে, তোমরা তাদের মতো হয়ো না।

শব্দ বিশ্লেষণ

يَتَوَفّٰكُمْ : সীগাহ واحد مذكر غائب, বহছ مضارع معروف বাব تَفَعُّلْ মাসদার اَلتَّوَفِّىْ মূলবর্ণ (و . ف . ى) জিনস لفيف مفروق
অর্থ– তিনি তোমাদের মৃত্যু ঘটান।

رُدُّوْا : সীগাহ جمع مذكر غائب বহছ ماضى مجهول বাব نَصَرَ মাসদার اَلرَّدُّ মূলবর্ণ (ر . د . د) জিনস مضاعف ثلاثى
অর্থ– তারা প্রত্যাবর্তিত হয়।

مَوْلٰهُمْ : শব্দটি একবচন, বহুবচন مَوَالِىْ অর্থ– প্রতিপালক, প্রভু।

اَسْرَعُ : সীগাহ واحد مذكر, বহছ اسم تفضيل বাব كَرُمَ মাসদার اَلسُّرْعَةُ মূলবর্ণ (س . ر . ع) জিনস صحيح অর্থ– সর্বাপেক্ষা তৎপর, বেজায় দ্রুত।

مُسْتَقَرٌّ : সীগাহ واحد مذكر, বহছ اسم ظرف বাব اِسْتِفْعَالْ মাসদার اَلْاِسْتِقْرَارُ মূলবর্ণ (ق . ر . ر) জিনস مضاعف ثلاثى
অর্থ– সংঘটিত হওয়ার সময়।

https://e-ilm.weebly.com/

وَإِذَا رَأَيْتَ الَّذِينَ يَخُوضُونَ فِي آيَاتِنَا
فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ حَتَّىٰ يَخُوضُوا فِي حَدِيثٍ
غَيْرِهِ ۚ وَإِمَّا يُنسِيَنَّكَ الشَّيْطَانُ فَلَا تَقْعُدْ
بَعْدَ الذِّكْرَىٰ مَعَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ (٦٨)

অনুবাদ : (৬৮) আর যখন তুমি তাদেরকে দেখতে পাও যারা আমার আয়াতে দোষান্বেষণ করে, তখন তাদের থেকে দূরে থাক, যে পর্যন্ত তারা অন্য আলোচনায় প্রবৃত্ত হয়, আর যদি শয়তান তোমাকে ভুলিয়ে দেয়, তবে স্মরণ হওয়ার পর পুনরায় এমন অনাচারীদের সঙ্গে বসো না।

وَمَا عَلَى الَّذِينَ يَتَّقُونَ مِنْ حِسَابِهِم مِّن
شَيْءٍ وَلَٰكِن ذِكْرَىٰ لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ (٦٩)

(৬৯) আর যারা মুত্তাকী তাদের উপর তাদের হিসাবের কোনো প্রতিক্রিয়া হবে না, কিন্তু যাদের দায়িত্ব হলো সদুপদেশ দেওয়া, হয়তো তারাও সংযমী হবে।

وَذَرِ الَّذِينَ اتَّخَذُوا دِينَهُمْ لَعِبًا وَلَهْوًا وَغَرَّتْهُمُ
الْحَيَاةُ الدُّنْيَا ۚ وَذَكِّرْ بِهِ أَن تُبْسَلَ نَفْسٌ بِمَا
كَسَبَتْ لَيْسَ لَهَا مِن دُونِ اللَّهِ وَلِيٌّ وَلَا شَفِيعٌ
وَإِن تَعْدِلْ كُلَّ عَدْلٍ لَّا يُؤْخَذْ مِنْهَا ۗ أُولَٰئِكَ
الَّذِينَ أُبْسِلُوا بِمَا كَسَبُوا ۖ لَهُمْ شَرَابٌ مِّنْ
حَمِيمٍ وَعَذَابٌ أَلِيمٌ بِمَا كَانُوا يَكْفُرُونَ (٧٠)

(৭০) আর এরূপ লোকদের হতে সম্পূর্ণ দূরে থাক, যারা নিজেদের ধর্মকে খেল ও তামাশা বানিয়ে রেখেছে, অথচ পার্থিব জীবনই তাদেরকে ধোঁকায় ফেলে রেখেছে, আর এই কুরআন দ্বারা উপদেশও প্রদান করতে থাক, যেন কেউ স্বীয় কৃতকর্মের দরুন [আজাবে] এমনিভাবে জড়িত হয়ে না পড়ে যে, না কোনো গায়রুল্লাহ তার সাহায্যকারী হবে আর না সুপারিশকারী হবে, আর অবস্থা এরূপ হবে– যদি সে বিশ্বের সকল বিনিময়ও প্রদান করে তথাপি তার নিকট হতে তা গ্রহণ করা হবে না, তারা এরূপ যে, স্বীয় কৃতকর্মের দরুন [আজাবে] লিপ্ত হয়ে পড়েছে, তাদের পান করার জন্য অতি উত্তপ্ত পানি থাকবে ও যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি হবে, স্বীয় কুফরের দরুন।

শাব্দিক অনুবাদ

(৬৮) وَإِذَا رَأَيْتَ আর যখন তুমি তাদেরকে দেখত পাও الَّذِينَ يَخُوضُونَ فِي آيَاتِنَا যারা আমার আয়াতে দোষান্বেষণ করে فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ তখন তাদের থেকে দূরে থাক حَتَّىٰ يَخُوضُوا فِي حَدِيثٍ غَيْرِهِ যে পর্যন্ত তারা অন্য আলোচনায় প্রবৃত্ত হয় وَإِمَّا يُنسِيَنَّكَ الشَّيْطَانُ আর যদি শয়তান তোমাকে ভুলিয়ে দেয় فَلَا تَقْعُدْ তবে বসো না بَعْدَ الذِّكْرَىٰ স্মরণ হওয়ার পর مَعَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ পুনরায় এমন অনাচারীদের সঙ্গে।

(৬৯) وَمَا عَلَى الَّذِينَ يَتَّقُونَ আর যারা মুত্তাকী তাদের উপর হবে না مِنْ حِسَابِهِم مِّن شَيْءٍ তাদের হিসাবের কোনো প্রতিক্রিয়া وَلَٰكِن ذِكْرَىٰ কিন্তু যাদের দায়িত্ব হলো সদুপদেশ দেওয়া لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ হয়তো তারাও সংযমী হবে।

(৭০) وَذَرِ আর এরূপ লোকদের হতে সম্পূর্ণ দূরে থাক الَّذِينَ اتَّخَذُوا যারা বানিয়ে রেখেছে دِينَهُمْ নিজেদের ধর্মকে لَعِبًا وَلَهْوًا খেল ও তামাশা وَغَرَّتْهُمُ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا অথচ পার্থিব জীবনই তাদেরকে ধোঁকায় ফেলে রেখেছে وَذَكِّرْ بِهِ আর এই কুরআন দ্বারা উপদেশও প্রদান করতে থাক أَن تُبْسَلَ نَفْسٌ যেন কেউ এমনিভাবে জড়িত হয়ে না পড়ে যে بِمَا كَسَبَتْ স্বীয় কৃতকর্মের দরুন [আজাবে] لَيْسَ لَهَا مِن دُونِ اللَّهِ وَلِيٌّ না কোনো গায়রুল্লাহ তার সাহায্যকারী হবে وَلَا شَفِيعٌ আর না সুফারিশকারী হবে وَإِن تَعْدِلْ كُلَّ عَدْلٍ আর অবস্থা এরূপ হবে– যদি সে বিশ্বের সকল বিনিময়ও প্রদান করে لَا يُؤْخَذْ مِنْهَا তথাপি. তার নিকট হতে তা গ্রহণ করা হবে না أُولَٰئِكَ الَّذِينَ أُبْسِلُوا بِمَا كَسَبُوا তারা এরূপ যে, স্বীয় কৃতকর্মের দরুন [আজাবে] লিপ্ত হয়ে পড়েছে لَهُمْ شَرَابٌ مِّنْ حَمِيمٍ তাদের পান করার জন্য অতি উত্তপ্ত পানি থাকবে وَعَذَابٌ أَلِيمٌ ও যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি হবে بِمَا كَانُوا يَكْفُرُونَ স্বীয় কুফরের দরুন।

https://e-ilm.weebly.com/

قُلْ اَنَدْعُوْا مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ مَا لَا يَنْفَعُنَا وَلَا يَضُرُّنَا وَنُرَدُّ عَلٰٓى اَعْقَابِنَا بَعْدَ اِذْ هَدٰىنَا اللّٰهُ كَالَّذِى اسْتَهْوَتْهُ الشَّيٰطِيْنُ فِى الْاَرْضِ حَيْرَانَ ۖ لَهٗٓ اَصْحٰبٌ يَّدْعُوْنَهٗٓ اِلَى الْهُدَى ائْتِنَا ؕ قُلْ اِنَّ هُدَى اللّٰهِ هُوَ الْهُدٰى ؕ وَاُمِرْنَا لِنُسْلِمَ لِرَبِّ الْعٰلَمِيْنَ ﴿٧١﴾

অনুবাদ : (৭১) আপনি বলে দিন, আমি কি আল্লাহকে ছেড়ে এমন বস্তুর ইবাদত করব– যে আমাদের উপকার করতে পারে না এবং আমাদের অপকারও করতে পারে না, আর আমরা কি বিপরীত দিকে ফিরে যাব, আল্লাহ তা'আলা আমাদেরকে হেদায়েত করার পর? ঐ ব্যক্তির ন্যায় শয়তানেরা যাকে প্রান্তরে পথহারা করে দেয়, আর সে দিশেহারা অবস্থায় ঘুরতে থাকে, [অথচ] তার কতিপয় সঙ্গীও ছিল যারা সঠিক পথের দিকে আহ্বান করতেছে যে, আমাদের দিকে আস. আপনি বলে দিন নিশ্চয় প্রকৃত সরল পথ শুধু আল্লাহরই পথ, আর আমরা আদিষ্ট হয়েছি যে, আমরা বিশ্বপালকের পূর্ণ অনুগত হই

وَاَنْ اَقِيْمُوا الصَّلٰوةَ وَاتَّقُوْهُ ؕ وَهُوَ الَّذِىْٓ اِلَيْهِ تُحْشَرُوْنَ ﴿٧٢﴾

(৭২) আর তাও যে, নামাজের পাবন্দি কর, এবং তাঁকে ভয় কর, আর তিনিই [আল্লাহ] যাঁর সমীপে তোমাদের সকলকে একত্র করা হবে।

وَهُوَ الَّذِىْ خَلَقَ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضَ بِالْحَقِّ ؕ وَيَوْمَ يَقُوْلُ كُنْ فَيَكُوْنُ ؕ قَوْلُهُ الْحَقُّ ؕ وَلَهُ الْمُلْكُ يَوْمَ يُنْفَخُ فِى الصُّوْرِ ؕ عٰلِمُ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ ؕ وَهُوَ الْحَكِيْمُ الْخَبِيْرُ ﴿٧٣﴾

(৭৩) আর তিনিই [সেই আল্লাহ] যিনি আসমানসমূহ এবং জমিনকে উপকারার্থে সৃষ্টি করেছেন, আর যেদিন আল্লাহ এতটুকু বলবেন যে, হয়ে যাও। তাঁর কথা সত্য যেদিন শিঙ্গায় ফুঁৎকার করা হবে, সেদিন তাঁরই আধিপত্য হবে তিনি অদৃশ্য বিষয়ে এবং প্রত্যক্ষ বিষয়ে জ্ঞাত, তিনিই প্রজ্ঞাময় সর্বজ্ঞ।

শাব্দিক অনুবাদ

(৭১) قُلْ আপনি বলে দিন اَنَدْعُوْا مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ আমি কি আল্লাহকে ছেড়ে এমন বস্তুর ইবাদত করব– مَا لَا يَنْفَعُنَا وَلَا يَضُرُّنَا যে আমাদের উপকার করতে পারে না এবং আমাদের অপকারও করতে পারে না وَنُرَدُّ عَلٰٓى اَعْقَابِنَا আর আমরা কি বিপরীত দিকে ফিরে যাব بَعْدَ اِذْ هَدٰىنَا اللّٰهُ আল্লাহ তা'আলা আমাদেরকে হেদায়েত করার পর كَالَّذِى اسْتَهْوَتْهُ الشَّيٰطِيْنُ ঐ ব্যক্তির ন্যায় শয়তানরা যাকে প্রান্তরে পথহারা করে দেয় فِى الْاَرْضِ حَيْرَانَ আর সে দিশেহারা অবস্থায় ঘুরতে থাকে لَهٗٓ اَصْحٰبٌ [অথচ] তার কতিপয় সঙ্গীও ছিল يَّدْعُوْنَهٗٓ যারা আহ্বান করছে যে اِلَى الْهُدَى সঠিক পথের দিকে ائْتِنَا আমাদের দিকে আস قُلْ আপনি বলে দিন اِنَّ هُدَى اللّٰهِ هُوَ الْهُدٰى নিশ্চয় প্রকৃত সরল পথ শুধু আল্লাহরই পথ وَاُمِرْنَا আর আমরা আদিষ্ট হয়েছি যে لِنُسْلِمَ لِرَبِّ الْعٰلَمِيْنَ আমরা বিশ্বপালকের পূর্ণ অনুগত হই।

(৭২) وَاَنْ اَقِيْمُوا الصَّلٰوةَ আর তাও যে, নামাজের পাবন্দি কর وَاتَّقُوْهُ এবং তাঁকে ভয় কর وَهُوَ الَّذِىْٓ اِلَيْهِ تُحْشَرُوْنَ আর তিনিই [আল্লাহ] যাঁর সমীপে তোমাদের সকলকে একত্র করা হবে।

(৭৩) وَهُوَ الَّذِىْ خَلَقَ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضَ আর তিনিই [সেই আল্লাহ] যিনি আসমানসমূহ এবং জমিনকে সৃষ্টি করেছেন بِالْحَقِّ উপকারার্থে وَيَوْمَ يَقُوْلُ আর যেদিন আল্লাহ এতটুকু বলবেন যে كُنْ হয়ে যাও فَيَكُوْنُ অমনি তা হয়ে যাবে। قَوْلُهُ الْحَقُّ তাঁর বাণী সত্যিকার وَلَهُ الْمُلْكُ সর্বময় কর্তৃত্ব একমাত্র তাঁরই হবে يَوْمَ يُنْفَخُ فِى الصُّوْرِ আর যে দিন সিঙ্গায় ফুঁক দেওয়া হবে عٰلِمُ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ এবং তিনি গোপন ও প্রকাশ্য বিষয়সমূহ পরিজ্ঞাত وَهُوَ الْحَكِيْمُ الْخَبِيْرُ এবং তিনিই অতীব প্রজ্ঞাময় সর্ববিদিত

https://e-ilm.weebly.com/

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

(৬৮) وَإِذَا رَأَيْتَ الَّذِيْنَ يَخُوْضُوْنَ فِيْٓ اٰيٰتِنَا فَاَعْرِضْ عَنْهُمْ الخ **আয়াতের শানে নুযূল– ১ :** ইবনে জারীর, ইবনে মুনযির ও আবুশ শায়খ প্রমুখ ইবনে জুরাইজ হতে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেন, মুশরিকরা রাসূল ﷺ-এর নিকট বসে রাসূল ﷺ যা বলেন, তা শুনতে আগ্রহ প্রকাশ করত। অতঃপর যখন তারা কিছু শুনে নিত, তখন তা নিয়ে বিদ্রূপ করত, সে সকল প্রবৃত্তি পূজারীদের সম্পর্কে আলোচ্য আয়াত নাজিল করা হয়েছে। –[দুররে মানসূর ২১/৩]

শানে নুযূল– ২ : আবুশ শায়খ হযরত সাঈদ বিন জুবাইর (রা.)-এর উদ্ধৃতি দিয়ে বলেন যে, তিনি বলেছেন, মুসলমানরা যখন হিজরত করে মদিনায় চলে যান, তখন মক্কার মুশরিকদের ন্যায় মুনাফিকরাও তাদের সাথে বসত এবং যখন কুরআন থেকে কিছু শুনত তা নিয়ে তারা বিদ্রূপ ও উপহাস করত। সে পরিপ্রেক্ষিতে আবারও আলোচ্য আয়াত নাজিল হয় –[দুররে মানসূর ২১/৩]

(৭১) قوله قُلْ اَنَدْعُوْا مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ مَا لَا يَنْفَعُنَا وَلَا يَضُرُّنَا الخ **আয়াতের শানে নুযূল– ১ :** ইবনে জারীর, ইবনে হাতেম ও আবুশ শায়খ প্রমুখ আল্লামা সুদ্দী (রা.)-এর উদ্ধৃতি দিয়ে বর্ণনা করেন যে , মুশরিকরা মুমিনদেরকে বলতো যে, তোমরা আমাদের পথ ও পদাঙ্ক অনুসরণ কর। মুহাম্মদের ধর্ম ছেড়ে দাও। মুশরিকদের এ প্ররোচনার পরিপ্রেক্ষিতে আল্লাহ তা'আলা আলোচ্য আয়াত নাজিল করেন।

শানে নুযূল– ২ : কারো মতে আলোচ্য আয়াত হযরত আবূ বকর সিদ্দীক (রা.) সম্পর্কে নাজিল হয়েছে। হযরত আবূ বকর সিদ্দীক (রা.)-এর পুত্র আব্দুর রহমান তাঁকে মূর্তি পূজা করার দিকে আহ্বান করেছিলেন। সে পরিপ্রেক্ষিতে আলোচ্য আয়াত নাজিল হয়। –[রূহুল মা'আনী–১৮৮/৪/৭]

বাতেল পন্থিদের সংস্পর্শ থেকে দূরে থাকার নির্দেশ : উল্লিখিত আয়াতসমূহে মুসলমানদেরকে একটি গুরুত্বপূর্ণ মৌলিক নির্দেশ দেওয়া হয়েছে যে, যে কাজ নিজে করা গুনাহ, সেই কাজ যারা করে, তাদের মজলিসে যোগদান করাও গুনাহ। এ থেকে বেঁচে থাকা উচিত। এর বিবরণ এরূপ :

প্রথম আয়াতে يَخُوْضُوْنَ শব্দটি خَوْض থেকে উদ্ভূত। এর আসল অর্থ– পানিতে অবতরণ করা ও পানিতে চলা। বাজে অনর্থক কাজে প্রবেশ করাকেও خَوْضٌ বলা হয়। কুরআন পাকে এ শব্দটি সাধারণতঃ এ অর্থেই ব্যবহৃত হয়েছে। وَكُنَّا نَخُوْضُ مَعَ الْخَآئِضِيْنَ এবং فِيْ خَوْضِهِمْ يَلْعَبُوْنَ ইত্যাদি আয়াত এর পক্ষে সাক্ষ্য দেয়।

তাই خَوْضٌ فِي الْاٰيَاتِ–এর অনুবাদ এ স্থলে 'দোষান্বেষণ' (অর্থাৎ দোষ খোঁজাখুঁজি) কিংবা 'কলহ' করা হয়েছে। অর্থাৎ, আপনি যখন তাদেরকে দেখেন, যারা আল্লাহ তা'আলার নিদর্শনাবলিতে শুধু ক্রীড়া-কৌতুক ও ঠাট্টা-বিদ্রূপের জন্য প্রবেশ করে এবং–দোষান্বেষণ করে, তখন আপনি তাদের দিক থেকে মুখ ফিরিয়ে নিন।

এ আয়াতে প্রত্যেক সম্বোধনযোগ্য ব্যক্তিকে সম্বোধন করা হয়েছে। নবী করীম ﷺ ও এর অন্তর্ভুক্ত আছেন এবং উম্মতের ব্যক্তিবর্গও। প্রকৃতপক্ষে রাসূলুল্লাহ ﷺ–কে সম্বোধন করাও সাধারণ মুসলমানদেরকে শুনানোর জন্য। নতুবা তিনি এর আগেও কখনো এরূপ মজলিসে যোগদান করেননি। কাজেই কোনো নিষেধাজ্ঞার প্রয়োজন ছিল না। অতঃপর মিথ্যাপন্থিদের মজলিস থেকে মুখ ফিরিয়ে নেওয়া কয়েক প্রকারে হতে পারে : **এক.** মজলিস ত্যাগ করা, **দুই.** সেখানে থেকেও অন্য কাজে প্রবৃত্ত হওয়া– তাদের দিকে ভ্রুক্ষেপ না করা। কিন্তু আয়াতের শেষে যা বলা হয়েছে তাতে, প্রথম প্রকারই বুঝানো হয়েছে, অর্থাৎ মজলিসে বসা যাবে না, সেখান থেকে উঠে যেতে হবে।

আয়াতের শেষে বলা হয়েছে : যদি শয়তান তোমাকে বিস্মৃত করিয়ে দেয় অর্থাৎ ভুলক্রমে তাদের মজলিসে যোগদান করে ফেল– নিষেধাজ্ঞা স্মরণ না থাকার কারণে হোক কিংবা তারা যে স্বীয় মজলিসে আল্লাহর আয়াত ও রাসূলের বিপক্ষে আলোচনা করে, তা তোমার স্মরণ ছিল না, তাই যোগদান করেছ। উভয় অবস্থাতে যখনই স্মরণ হয় তখনই মজলিস ত্যাগ করা উচিত। স্মরণ হওয়ার পর সেখানে বসে থাকা গুনাহ। অন্য এক আয়াতেও এ বিষয়বস্তু বর্ণিত হয়েছে এবং শেষ ভাগে বলা হয়েছে যে, যদি তুমি সেখানে বসে থাক, তবে তুমিও তাদের মধ্যে গণ্য হবে।

ইমাম রাযী (র.) তাফসীরে কাবীরে বলেন : এ আয়াতের আসল উদ্দেশ্য হচ্ছে গুনাহর মজলিস ও মজলিসের লোকদের থেকে মুখ ফিরিয়ে নেওয়া। এর উত্তম পন্থা হচ্ছে মজলিস ত্যাগ করে চলে যাওয়া। কিন্তু মজলিস ত্যাগ করার মধ্যে যদি জান, মাল কিংবা ইজ্জতের ক্ষতির আশঙ্কা থাকে, তবে সর্বসাধারণের পক্ষে মুখ ফিরিয়ে নেওয়ার অন্য পন্থা অবলম্বন করাও জায়েজ। উদাহরণতঃ অন্য কাজে ব্যাপৃত হওয়া এবং তাদের প্রতি ভ্রুক্ষেপ না করা। কিন্তু বিশিষ্ট লোক ধর্মীয় ক্ষেত্রে যাদের অনুকরণ করা হয়– তাদের পক্ষে সর্বাবস্থায় সেখান থেকে উঠে যাওয়াই সমীচীন।

https://e-ilm.weebly.com/

এরপর বলা হয়েছে : وَإِمَّا يُنسِيَنَّكَ الشَّيْطَانُ অর্থাৎ যদি শয়তান তোমাকে বিস্মৃত করিয়ে দেয়। এখানে সাধারণ মুসলমানের প্রতি সম্বোধন হয়ে থাকলে তাতে কোনো আপত্তির বিষয় নেই। কেননা ভুল করা ও বিস্মৃত হওয়া প্রত্যেক মানুষের মুদ্রাদোষ। কিন্তু রাসূলুল্লাহ ﷺ–এর প্রতি যদি সম্বোধন হয়ে থাকে, তবে প্রশ্ন দেখা দেয় যে, আল্লাহর রাসূলও যদি ভুল করেন এবং বিস্মৃত হন, তবে তাঁর শিক্ষার প্রতি আস্থা কিরূপে থাকতে পারে?

উত্তর এই যে, বিশেষ কোনো রহস্য ও উপযোগিতার অধীনে নবীগণও (আ.) ভুল করতে পারেন, কিন্তু আল্লাহর পক্ষ থেকে অনতিবিলম্বে ওহীর মাধ্যমে তাঁদের ভুল সংশোধন করে দেওয়া হতো। ফলে তাঁরা ভুলের উপর কায়েম থাকতেন না; তাই পরিণামে তাঁদের শিক্ষা ভুলভ্রান্তি ও বিস্মৃতির সন্দেহ থেকে মুক্ত হয়ে যায়।

মোটকথা আয়াতের এ বাক্য থেকে জানা গেল যে, কেউ ভুলক্রমে কোনো ভ্রান্ত কাজে জড়িত হয়ে পড়লে তা মাফ করা হবে। এক হাদীসে রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন : رُفِعَ عَنْ أُمَّتِي الْخَطَأُ وَمَا اسْتُكْرِهُوا عَلَيْهِ অর্থাৎ আমার উম্মতকে ভুলভ্রান্তি ও বিস্মৃতির গুনাহ এবং যে কাজ অপরে জোরজবরদস্তির সাথে করায়, সেই কাজের গুনাহ থেকে অব্যাহতি দান করা হয়েছে।

ইমাম জাসসাস আহকামুল কুরআনে বলেন : 'আলোচ্য আয়াত দ্বারা বুঝা যায় যে, যে মজলিসে আল্লাহ, আল্লাহর রাসূল কিংবা শরিয়তের বিপক্ষে কথাবার্তা হয় এবং তা বন্ধ করা, করানো কিংবা কমপক্ষে সত্য প্রকাশ করার সাধ্য না থাকে, তবে এরূপ মজলিসে যোগদান করলে এবং হক কথা প্রকাশ করলে তাতে কোনো দোষ নেই।" আয়াতের শেষে বলা হয়েছে : স্মরণ হওয়ার পর অত্যাচারী সম্প্রদায়ের সাথে উপবেশন করো না। এ থেকে ইমাম জাসসাস মাসআলা চয়ন করেছেন যে, এরূপ অত্যাচারী, অধার্মিক ও উদ্ধত লোকদের মজলিসে যোগদান করা সর্বাবস্থায় গুনাহ, তারা তখন কোনো অবৈধ আলোচনায় লিপ্ত হোক বা না হোক। কারণ বাজে আলোচনা শুরু করতে তাদের দেরি লাগে না। কেননা আয়াতে সর্বাবস্থায় জালেমদের সাথে বসতে নিষেধ করা হয়েছে। তারা তখনো জুলুমে ব্যাপৃত থাকবে এরূপ কোনো শর্ত আয়াতে নেই।

কুরআন পাকের অন্য আয়াতেও এ বিষয়টি পরিষ্কারভাবে বর্ণিত হয়েছে : وَلَا تَرْكَنُوا إِلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا فَتَمَسَّكُمُ النَّارُ অর্থাৎ অত্যাচারীদের সাথে মেলামেশা ও উঠাবসা করো না। নতুবা তোমাদেরকেও জাহান্নামের অগ্নি স্পর্শ করবে।

আলোচ্য আয়াত অবতীর্ণ হলে সাহাবায়ে কেরাম (রা.) আরজ করলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! যদি সর্বাবস্থায় তাদের মজলিসে যাওয়ার নিষেধাজ্ঞা বহাল থাকে, তবে আমরা মসজিদে হারামে নামাজ ও তওয়াফ থেকেও বঞ্চিত হয়ে যাব। কেননা তারা সর্বদাই সেখানে বসে থাকে। এটি মক্কাবিজয়ের পূর্ববর্তী ঘটনা এবং ছিদ্রান্বেষণ ও কুভাষণ ছাড়া তাদের আর কোনো কাজ নেই। এই পরিপ্রেক্ষিতে পরবর্তী দ্বিতীয় আয়াত অবতীর্ণ হয় : وَمَا عَلَى الَّذِينَ يَتَّقُونَ مِنْ حِسَابِهِمْ مِنْ شَيْءٍ وَلَٰكِنْ ذِكْرَىٰ لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ অর্থাৎ যারা সংযমী, তারা নিজের কাজে মসজিদে হারামে গেলে দুষ্ট লোকদের কুকর্মের কোনো দায়-দায়িত্ব তাদের উপর বর্তাবে না। তবে তাদের কর্তব্য শুধু হক কথা বলে দেওয়া। সম্ভবতঃ দুষ্টেরা এতে উপদেশ গ্রহণ করে বিশুদ্ধ পথ অনুসরণ করবে।

তৃতীয় আয়াতেও প্রায় একই বিষয়বস্তুর উপর আরো জোর দিয়ে বলা হয়েছে : وَذَرِ الَّذِينَ اتَّخَذُوا دِينَهُمْ لَعِبًا وَلَهْوًا এখানে ذر শব্দটি وذر থেকে উদ্ভূত। এর অর্থ অসন্তুষ্ট হয়ে কোনো কিছু পরিত্যাগ করা। আয়াতের অর্থ এই : আপনি তাদেরকে পরিত্যাগ করুন, যারা স্বীয় ধর্মকে ক্রীড়া কৌতুক করে রেখেছে। এর দুটি অর্থ হতে পারে। এক. তাদের জন্য সত্য ধর্ম ইসলাম প্রেরিত হয়েছে; কিন্তু একে তারা ক্রীড়া ও কৌতুকের বস্তুতে পরিণত করেছে এবং একে নিয়ে ঠাট্টা-বিদ্রূপ করে। দুই. তারা আসল ধর্ম পরিত্যাগ করে ক্রীড়া ও কৌতুককেই ধর্ম হিসেবে গ্রহণ করেছে। উভয় অর্থেরই সারমর্ম প্রায় এক।

এরপর বলা হয়েছে : وَغَرَّتْهُمُ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا অর্থাৎ দুনিয়াতে ক্ষণস্থায়ী জীবন তাদেরকে ধোঁকায় ফেলে রেখেছে। এটিই তাদের ব্যাধির আসল কারণ। অর্থাৎ তাদের যাবতীয় লম্ফঝম্ফ ও ঔদ্ধত্যের আসল কারণই হচ্ছে এই যে, তারা ইহকালের ক্ষণস্থায়ী জীবন দ্বারা প্রলোভিত এবং পরকাল বিস্মৃত। পরকাল ও কিয়ামতের বিশ্বাস থাকলে তারা কখনো এসব কাজ করত না।

এ আয়াতে রাসূলুল্লাহ ﷺ ও সাধারণ মুসলমানদেরকে দুটি নির্দেশ দেওয়া হয়েছে: এক. উল্লিখিত বাক্যে বর্ণিত লোকদের কাছ থেকে দূরে সরে থাকা এবং মুখ ফিরিয়ে নেওয়াই যথেষ্ট নয়; বরং ধনাত্মকভাবে তাদেরকে কুরআন দ্বারা উপদেশ দান করা এবং আল্লাহ তা'আলার আজাবের ভয় প্রদর্শন করাও জরুরি।

আয়াতের শেষে আজাবের বিবরণ দিয়ে বলা হয়েছে যে, তাদের এ অবস্থা অব্যাহত থাকলে তারা স্বয়ং কুকর্মের জালে আবদ্ধ হয়ে যাবে। আয়াতে أَنْ تُبْسَلَ শব্দ ব্যবহার করা হয়েছে। এর অর্থ আবদ্ধ হয়ে যাওয়া এবং জড়িত হয়ে পড়া।

কোনো ভুল কিংবা কারো প্রতি অত্যাচার করে বসলে তার সম্ভাব্য শাস্তির কবল থেকে আত্মরক্ষার জন্য মানুষ দুনিয়াতে তিন প্রকার উপায় অবলম্বন করতে অভ্যস্ত। স্বীয় দলবল ব্যবহার করে অত্যাচারের প্রতিশোধ থেকে রেহাই পাওয়ার চেষ্টা করে। এতে ব্যর্থ হলে প্রভাবশালীদের সুপারিশ কাজে লাগায়। এতেও উদ্দেশ্য সিদ্ধ না হলে শাস্তির কবল থেকে আত্মরক্ষার জন্য অর্থ-সম্পদ ব্যয় করার চেষ্টা করে।

https://e-ilm.weebly.com/

আল্লাহ তা'আলা আলোচ্য আয়াতে বলেছেন যে, আল্লাহ অপরাধীকে যখন শাস্তি দিবেন, তখন সে শাস্তির কবল থেকে উদ্ধার করার জন্য কোনো আত্মীয়-স্বজন ও বন্ধু-বান্ধব এগিয়ে আসবে না, আল্লাহর অনুমতি ছাড়া কারো সুপারিশ কার্যকর হবে না এবং কোনো অর্থ-সম্পদ গ্রহণ করা হবে না। যদি কেউ সারা বিশ্বের অর্থ-সম্পদের অধিকারী হয় এবং শাস্তির কবল থেকে আত্মরক্ষার জন্য তা বিনিময় স্বরূপ দিতে চায়, তবুও এ বিনিময় গ্রহণ করা হবে না।

আয়াতের শেষে বলা হয়েছে : أُولَٰئِكَ الَّذِينَ أُبْسِلُوا بِمَا كَسَبُوا ۖ لَهُمْ شَرَابٌ مِّنْ حَمِيمٍ وَعَذَابٌ أَلِيمٌ بِمَا كَانُوا يَكْفُرُونَ

অর্থাৎ এরা ঐসব লোক, যাদেরকে কুকর্মের শাস্তিতে গ্রেফতার করা হয়েছে। তাদেরকে জাহান্নামের ফুটন্ত পানি পান করার জন্য দেওয়া হবে। অন্য আয়াতে বলা হয়েছে যে, এ পানি তাদের নাড়িভুঁড়িকে ছিন্ন-বিচ্ছিন্ন করে দিবে। এ পানি ছাড়াও অন্যান্য যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি হবে, তাদের কুফর ও অবিশ্বাসের কারণে।

এ শেষ আয়াত দ্বারা আরো জানা গেল যে, যারা পরকালের প্রতি অমনোযোগী হয়ে শুধু পার্থিব জীবন নিয়ে মগ্ন, তাদের সংসর্গও অপরের জন্য মারাত্মক। তাদের সংসর্গে উঠা-বসাকারীরাও পরিণামে তাদের অনুরূপ আজাবে পতিত হবে।

উল্লিখিত আয়াত তিনটির সারমর্ম মুসলমানদেরকে অশুভ পরিবেশ ও খারাপ সংসর্গ থেকে বাঁচিয়ে রাখা। এটি যে কোনো মানুষের জন্যেই বিষতুল্য। কুরআন ও হাদীসের অসংখ্য উক্তি ছাড়াও চাক্ষুস অভিজ্ঞতা সাক্ষ্য দেয় যে, অসৎ সমাজ ও মন্দ পরিবেশই মানুষকে কুকর্ম ও অপরাধে লিপ্ত করে। এ পরিবেশে জড়িয়ে পড়ার পর মানুষ প্রথমত বিবেক ও মনের বিরুদ্ধে কুকর্মে লিপ্ত হয়। এরপর আস্তে আস্তে কুকর্ম যখন অভ্যাসে পরিণত হয়, তখন মন্দের অনুভূতিও লোপ পায়; বরং মন্দকে ভালো এবং ভালোকে মন্দ মনে করতে থাকে। যেমন, এক হাদীসে রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন : যখন কোনো ব্যক্তি প্রথমবার গুনাহ করে, তখন তার মানসপটে একটি কালো দাগ পড়ে। সাদা কাপড়ে কালো দাগ যেমন প্রত্যেকের কাছেই অপ্রীতিকর ঠেকে, তেমনি সে-ও গুনাহের কারণে অন্তরে অস্বস্তি অনুভব করে। কিন্তু যখন অব্যাহতভাবে দ্বিতীয় ও তৃতীয় গুনাহ করে চলে এবং অতীত গুনাহের জন্য তওবা করে না, তখন একের পর এক কালো দাগ পড়তে থাকে, এমনকি নুরোজ্জ্বল মানসপট সম্পূর্ণ কৃষ্ণবর্ণ ধারণ করে। এর ফলশ্রুতিতে ভালো মন্দের পার্থক্য থাকে না। কুরআন পাকে ران শব্দ দ্বারা এ অবস্থাকে ব্যক্ত করা হয়েছে : كَلَّا بَلْ رَانَ عَلَىٰ قُلُوبِهِم مَّا كَانُوا يَكْسِبُونَ অর্থাৎ কুকর্মের কারণ তাদের অন্তরে মরচে পড়ে গেছে। ফলে ভালো মন্দ পার্থক্য করার যোগ্যতাই লোপ পেয়েছে।

চিন্তা করলে বুঝা যায়, অধিকাংশ ভ্রান্ত পরিবেশ ও অসৎ সঙ্গই মানুষকে এ অবস্থায় পৌছায়। نَعُوذُ بِاللّٰهِ مِنْهُمْ এ কারণেই অভিভাকদের কর্তব্য ছেলেদেরকে এ ধরনের পরিবেশ থেকে বাঁচিয়ে রাখতে আপ্রাণ চেষ্টা করা।

পরবর্তী তিন আয়াতেও শিরকের খণ্ডন এবং একত্ববাদ ও পরকাল সপ্রমাণের বিষয়বস্তু বর্ণিত হয়েছে, যা অনুবাদ থেকেই বুঝা যায়।

শব্দ বিশ্লেষণ

يَخُوضُوا : সীগাহ جمع مذكر غائب বহছ مضارع معروف বাব نَصَرَ মাসদার اَلْخَوْضُ মূলবর্ণ (خ ـ و ـ ض) জিনস اجوف واوى অর্থ- তারা আলোচনা মগ্ন না হয়, তারা প্রবৃত্ত না হয়।

لَا تَقْعُدْ : সীগাহ جمع مذكر حاضر বহছ نهى حاضر معروف বাব نَصَرَ মাসদার اَلْقُعُوْدُ মূলবর্ণ (ق ـ ع ـ د) জিনস صحيح অর্থ- তুমি উপবিষ্ট হয়ো না। তুমি বসো না।

ذَرِ : সীগাহ واحد مذكر حاضر বহছ امر حاضر معروف বাব سَمِعَ মাসদার اَلْوَذْرُ মূলবর্ণ (و ـ ذ ـ ر) জিনস مثال واوى অর্থ- তুমি পরিত্যাগ কর।

تُبْسَلَ : সীগাহ واحد مؤنث غائب বহছ مضارع مجهول বাব اِفْعَالٌ মাসদার اَلْاِبْسَالُ মূলবর্ণ (ب ـ س ـ ل) জিনস صحيح অর্থ- কেউ যেন (আজাবে) গ্রেফতার না হয়ে যায়।

شَرَابٌ : শব্দটি একবচন, বহুবচনে اَشْرِبَةٌ অর্থ- পানীয়, শরবত।

حَمِيمٌ : সীগাহ واحد مذكر বহছ صفت مشبهة বাব نَصَرَ মাসদার اَلْحَمُّ মূলবর্ণ (ح ـ م ـ م) জিনস مضاعف ثلاثى অর্থ- উত্তপ্ত পানি, গরম পানি, অত্যুষ্ণ পানীয়, ঘাম।

نُرَدُّ : সীগাহ جمع متكلم বহছ مضارع مجهول বাব نَصَرَ মাসদার اَلرَّدُّ মূলবর্ণ (ر ـ د ـ د) জিনস مضاعف ثلاثى অর্থ- আমরা ফিরে যাব, আমরা পূর্বাবস্থায় ফিরে যাব।

حَيْرَانَ : শব্দটি একবচন, বহুবচন حَيَارَىٰ অর্থ- দিশেহারা, হয়রান।

https://e-ilm.weebly.com/

অনুবাদ : (৭৪) আর সেই সময়টুকুও স্মরণীয় যখন ইবরাহীম স্বীয় পিতা আযরকে বললেন, তুমি কি মূর্তিগুলোকে মা'বূদ সাব্যস্ত করছ? নিশ্চয় আমি তোমাকে ও তোমার গোটা সম্প্রদায়কে স্পষ্ট ভ্রান্তির মধ্যে দেখছি।	وَاِذْ قَالَ اِبْرٰهِيْمُ لِاَبِيْهِ اٰزَرَ اَتَتَّخِذُ اَصْنَامًا اٰلِهَةً ۚ اِنِّيْۤ اَرٰىكَ وَقَوْمَكَ فِيْ ضَلٰلٍ مُّبِيْنٍ (٧٤)
(৭৫) আর আমি এরূপেই ইবরাহীমকে আসমানসমূহ ও জমিনের সৃষ্টিসমূহ প্রদর্শন করেছি, যেন তিনি আরেফ হন, আর যেন পূর্ণ প্রত্যয়শীলদের অন্তর্ভুক্ত হয়ে যান।	وَكَذٰلِكَ نُرِيْۤ اِبْرٰهِيْمَ مَلَكُوْتَ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ وَلِيَكُوْنَ مِنَ الْمُوْقِنِيْنَ (٧٥)
(৭৬) অতঃপর যখন রাত্রের অন্ধকার তাঁকে আচ্ছন্ন করে ফেলল, তখন তিনি একটি তারকা দেখতে পেলেন, বললেন, [তোমাদের মতে] তা আমার প্রতিপালক, অনন্তর যখন তা অস্তমিত হলো, তখন তিনি বললেন, আমি অস্তগামীদেরকে ভালোবাসি না।	فَلَمَّا جَنَّ عَلَيْهِ الَّيْلُ رَاٰ كَوْكَبًا ۚ قَالَ هٰذَا رَبِّيْ ۚ فَلَمَّاۤ اَفَلَ قَالَ لَاۤ اُحِبُّ الْاٰفِلِيْنَ (٧٦)
(৭৭) অতঃপর যখন দেখলেন চন্দ্রকে দীপ্যমান, তখন বললেন, তা আমার প্রতিপালক, অনন্তর যখন তা অস্তমিত হলো, তখন তিনি বললেন, যদি আমাকে আমার প্রতিপালক পথপ্রদর্শন করতে না থাকেন, তাহলে আমিও পথভ্রষ্টদের অন্তর্ভুক্ত হয়ে যাবে।	فَلَمَّا رَاَ الْقَمَرَ بَازِغًا قَالَ هٰذَا رَبِّيْ ۚ فَلَمَّاۤ اَفَلَ قَالَ لَئِنْ لَّمْ يَهْدِنِيْ رَبِّيْ لَاَكُوْنَنَّ مِنَ الْقَوْمِ الضَّاۤلِّيْنَ (٧٧)

শাব্দিক অনুবাদ

(৭৪) وَاِذْ قَالَ اِبْرٰهِيْمُ لِاَبِيْهِ اٰزَرَ আর সেই সময়টুকুও স্মরণীয় যখন ইবরাহীম স্বীয় পিতা আযরকে বললেন اَتَتَّخِذُ اَصْنَامًا اٰلِهَةً তুমি কি মূর্তিগুলোকে মা'বূদ সাব্যস্ত করছ? اِنِّيْۤ اَرٰىكَ وَقَوْمَكَ নিশ্চয় আমি তোমাকে ও তোমার গোটা সম্প্রদায়কে দেখছি فِيْ ضَلٰلٍ مُّبِيْنٍ স্পষ্ট ভ্রান্তির মধ্যে।

(৭৫) وَكَذٰلِكَ نُرِيْۤ اِبْرٰهِيْمَ আর আমি এরূপেই ইবরাহীমকে প্রদর্শন করেছি مَلَكُوْتَ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ আসমানসমূহ ও জমিনের সৃষ্টিসমূহ যেন তিনি আরেফ হন وَلِيَكُوْنَ مِنَ الْمُوْقِنِيْنَ আর যেন পূর্ণ প্রত্যয়শীলদের অন্তর্ভুক্ত হয়ে যান।

(৭৬) فَلَمَّا جَنَّ عَلَيْهِ الَّيْلُ অতঃপর যখন রাত্রের অন্ধকার তাঁকে আচ্ছন্ন করে ফেলল رَاٰ كَوْكَبًا তখন তিনি একটি তারকা দেখতে পেলেন قَالَ বললেন هٰذَا رَبِّيْ এটা আমার প্রতিপালক فَلَمَّاۤ اَفَلَ অনন্তর যখন তা অস্তমিত হলো قَالَ তখন তিনি বললেন لَاۤ اُحِبُّ الْاٰفِلِيْنَ আমি অস্তগামীদেরকে ভালোবাসি না।

(৭৭) فَلَمَّا رَاَ الْقَمَرَ بَازِغًا অতঃপর যখন দেখলেন চন্দ্রকে দীপ্যমান قَالَ هٰذَا رَبِّيْ তখন বললেন, তা আমার প্রতিপালক فَلَمَّاۤ اَفَلَ অনন্তর যখন তা অস্তমিত হলো قَالَ তখন তিনি বললেন لَئِنْ لَّمْ يَهْدِنِيْ رَبِّيْ যদি আমাকে আমার প্রতিপালক পথপ্রদর্শন করতে না থাকেন لَاَكُوْنَنَّ مِنَ الْقَوْمِ الضَّاۤلِّيْنَ তাহলে আমিও পথভ্রষ্টদের অন্তর্ভুক্ত হয়ে যাব।

https://e-ilm.weebly.com/

فَلَمَّا رَاَ الشَّمْسَ بَازِغَةً قَالَ هٰذَا رَبِّيْ هٰذَآ
اَكْبَرُ ۚ فَلَمَّآ اَفَلَتْ قَالَ يٰقَوْمِ اِنِّيْ بَرِيْٓءٌ مِّمَّا
تُشْرِكُوْنَ (٧٨)

অনুবাদ : (৭৮) অতঃপর যখন সূর্যকে দেখলেন প্রদীপ্ত অবস্থায়, বললেন, এটা আমার প্রতিপালক, এটা সর্বাপেক্ষা বৃহৎ অনন্তর যখন এটা অস্তমিত হলো, তিনি বললেন, হে আমার সম্প্রদায়! নিশ্চয় আমি তোমাদের অংশীবাদের প্রতি অসন্তুষ্ট।

اِنِّيْ وَجَّهْتُ وَجْهِيَ لِلَّذِيْ فَطَرَ السَّمٰوٰتِ
وَالْاَرْضَ حَنِيْفًا وَّمَآ اَنَا مِنَ الْمُشْرِكِيْنَ (٧٩)

(৭৯) আমি একাগ্রতার সাথে স্বীয় মুখমণ্ডল তাঁর দিকে ফিরাচ্ছি, যিনি আসমানসমূহ ও জমিনকে সৃষ্টি করেছেন, এবং আমি মুশরিকদের অন্তর্ভুক্ত নই।

وَحَآجَّهٗ قَوْمُهٗ ؕ قَالَ اَتُحَآجُّوْٓنِّيْ فِي اللّٰهِ وَقَدْ
هَدٰىنِ ؕ وَلَآ اَخَافُ مَا تُشْرِكُوْنَ بِهٖٓ اِلَّآ اَنْ
يَّشَآءَ رَبِّيْ شَيْـًٔا ؕ وَسِعَ رَبِّيْ كُلَّ شَيْءٍ عِلْمًا
اَفَلَا تَتَذَكَّرُوْنَ (٨٠)

(৮০) আর তার সম্প্রদায় তাঁর সাথে তর্ক জুড়ে দিল, তিনি বললেন, তোমরা কি আল্লাহ সম্বন্ধে আমার সাথে তর্ক করছ? অথচ তিনি আমাকে পথ দেখিয়েছেন, আর তোমরা আল্লাহর সাথে যেগুলোকে শরিক স্থির করছ, আমি সেগুলোকে ভয় করি না, হ্যাঁ, তবে যদি আমার প্রতিপালকই কোনো কিছু ইচ্ছা করেন, আমার পরওয়ারদেগার প্রত্যেক বস্তুকে স্বীয় জ্ঞানের মধ্যে বেষ্টন করে আছেন তবুও কি তোমরা খেয়াল কর না?

وَكَيْفَ اَخَافُ مَآ اَشْرَكْتُمْ وَلَا تَخَافُوْنَ اَنَّكُمْ
اَشْرَكْتُمْ بِاللّٰهِ مَا لَمْ يُنَزِّلْ بِهٖ عَلَيْكُمْ سُلْطٰنًا ؕ فَاَيُّ
الْفَرِيْقَيْنِ اَحَقُّ بِالْاَمْنِ ۚ اِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُوْنَ (٨١)

(৮১) আর আমি এগুলোকে ভয় করব, যেগুলোকে তোমরা শরিক সাব্যস্ত করেছ, অথচ এ বিষয়ে কোনো ভয় করছ না যে, আল্লাহর সাথে এমন বস্তুকে শরিক করেছ যেগুলো সম্বন্ধে তিনি তোমাদের প্রতি কোনো প্রমাণ অবতারণ করেননি। সুতরাং এতদুভয় দলের মধ্যে নিরাপত্তার অধিকতর হকদার কারা? যদি তোমরা খবর রাখ।

শাব্দিক অনুবাদ

(৭৮) فَلَمَّا رَاَ الشَّمْسَ بَازِغَةً অতঃপর যখন সূর্যকে দেখলেন প্রদীপ্ত অবস্থায় قَالَ বললেন هٰذَا رَبِّيْ এটা আমার প্রতিপালক هٰذَآ اَكْبَرُ এটা সর্বাপেক্ষা বৃহৎ فَلَمَّآ اَفَلَتْ অনন্তর যখন এটা অস্তমিত হলো قَالَ তিনি বললেন يٰقَوْمِ হে আমার সম্প্রদায়! اِنِّيْ بَرِيْٓءٌ مِّمَّا تُشْرِكُوْنَ নিশ্চয় আমি তোমাদের অংশীবাদের প্রতি অসন্তুষ্ট।

(৭৯) اِنِّيْ وَجَّهْتُ وَجْهِيَ আমি স্বীয় মুখমণ্ডল তাঁর দিকে ফিরাচ্ছি لِلَّذِيْ فَطَرَ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضَ যিনি আসমানসমূহ ও জমিনকে সৃষ্টি করেছেন حَنِيْفًا একাগ্রতার সাথে وَّمَآ اَنَا مِنَ الْمُشْرِكِيْنَ এবং আমি মুশরিকদের অন্তর্ভুক্ত নই।

(৮০) وَحَآجَّهٗ قَوْمُهٗ আর তার সম্প্রদায় তাঁর সাথে তর্ক জুড়ে দিল قَالَ তিনি বললেন اَتُحَآجُّوْٓنِّيْ فِي اللّٰهِ তোমরা কি আল্লাহ সম্বন্ধে আমার সাথে তর্ক জুড়ে দিচ্ছ? وَقَدْ هَدٰىنِ অথচ তিনি আমাকে পথ দেখিয়েছেন وَلَآ اَخَافُ আর আমি সেগুলোকে ভয় করি না مَا تُشْرِكُوْنَ بِهٖ তোমরা আল্লাহর সাথে যেগুলোকে শরিক স্থির করছ اِلَّآ اَنْ يَّشَآءَ رَبِّيْ شَيْـًٔا হ্যাঁ, তবে যদি আমার প্রতিপালকই কোনো কিছু ইচ্ছা করেন وَسِعَ رَبِّيْ كُلَّ شَيْءٍ عِلْمًا আমার পরওয়ারদেগার প্রত্যেক বস্তুকে স্বীয় জ্ঞানের মধ্যে বেষ্টন করে আছেন اَفَلَا تَتَذَكَّرُوْنَ তবুও কি তোমরা খেয়াল কর না?

(৮১) وَكَيْفَ اَخَافُ আর আমি এগুলোকে ভয় করব مَآ اَشْرَكْتُمْ যেগুলোকে তোমরা শরিক সাব্যস্ত করেছ وَلَا تَخَافُوْنَ অথচ এ বিষয়ে কোনো ভয় করছ না যে اَنَّكُمْ اَشْرَكْتُمْ بِاللّٰهِ আল্লাহর সাথে এমন বস্তুকে শরিক করেছ مَا لَمْ يُنَزِّلْ بِهٖ عَلَيْكُمْ سُلْطٰنًا যেগুলো সম্বন্ধে তিনি তোমাদের প্রতি কোনো প্রমাণ অবতারণ করেননি فَاَيُّ الْفَرِيْقَيْنِ اَحَقُّ بِالْاَمْنِ সুতরাং এতদুভয় দলের মধ্যে নিরাপত্তার অধিকতর হকদার কারা? اِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُوْنَ যদি তোমরা খবর রাখ।

https://e-ilm.weebly.com/

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

قوله وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لِأَبِيهِ آزَرَ الخ : পূর্ববর্তী আয়াতে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর পক্ষ থেকে মুশরিকদেরকে সম্বোধন এবং প্রতিমাপূজা ছেড়ে আল্লাহর আরাধনার আহবান বর্ণিত হয়েছিল।

আলোচ্য আয়াতসমূহে একটি বিশেষ ভঙ্গিতে এ আহ্বানকেই সমর্থন দান করা হয়েছে। এ ভঙ্গি স্বভাবগতভাবেই আরবদের মনে প্রভাব বিস্তার করতে পারে। হযরত ইবরাহীম (আ.) ছিলেন সমগ্র আরবের পিতামহ। তাই গোটা আরব তাঁর প্রতি সম্মান প্রদর্শনে সর্বদা একমত ছিল। আলোচ্য আয়াতসমূহে হযরত ইবরাহীম (আ.)-এর একটি তর্কযুদ্ধ উল্লেখ করা হয়েছে, যা তিনি প্রতিমাপূজা ও তারকা-পূজার বিপক্ষে স্বীয় সম্প্রদায়ের সাথে করেছিলেন এবং সবাইকে একত্ববাদের শিক্ষা দান করেছিলেন।

প্রথম আয়াতে বলা হয়েছে যে, হযরত ইবরাহীম (আ.) তদীয় পিতা আযরকে বললেন : তুমি স্বহস্তে নির্মিত প্রতিমাকে স্বীয় উপাস্য স্থির করেছ। আমি তোমাকে এবং তোমার গোটা সম্প্রদায়কে পথ ভ্রষ্টতায় পতিত দেখতে পাচ্ছি।

হযরত ইবরাহীম (আ.)-এর পিতার নাম 'আযর' বলেই প্রসিদ্ধ। অধিকাংশ ইতিহাসবিদ তার নাম 'তারেখ' উল্লেখ করেছেন। তাদের মতে 'আযর' তার উপাধি। ইমাম রাযী এবং কিছু সংখ্যক পূর্ববর্তী আলেম বলেন যে, হযরত ইবরাহীম (আ.)-এর পিতার নাম 'তারেখ' এবং চাচার নাম 'আযর' ছিল। তাঁর চাচা আযর নমরূদের মন্ত্রীত্ব গ্রহণ করার পর মুশরিক হয়ে যায়। চাচাকে পিতা বলা আরবি বাকপদ্ধতিতে সাধারণভাবে প্রচলিত রীতি। এ রীতি অনুযায়ী আয়াতে আযরকে হযরত ইবরাহীম (আ.)-এর পিতা বলা হয়েছে। যারকানী 'মাওয়াহেব' গ্রন্থের টীকায় এর পক্ষে কয়েকটি সাক্ষ্য-প্রমাণও বর্ণনা করেছেন।

বিশ্বাস ও কর্ম সংশোধনের আহবান : আযর হযরত ইবরাহীম (আ.)–এর পিতা হোক কিংবা চাচা– সর্বাবস্থায় বংশগত দিক দিয়ে একজন সম্মানিত ব্যক্তি ছিল। হযরত ইবরাহীম (আ.) সর্বপ্রথম নিজ গৃহ থেকে সত্য প্রচারের কাজ শুরু করেন। রাসূলুল্লাহ ﷺ-কেও অনুরূপ নির্দেশ দেওয়া হয়েছিল : وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ; অর্থাৎ নিকট আত্মীয়দেরকে শাস্তির ভয় প্রদর্শন করুন। সেমতে তিনি সর্বপ্রথম সাফা পর্বতে আরোহণপূর্বক সত্য প্রচারের জন্য পরিবারের সদস্যদেরকে একত্রিত করেন।

তাফসীরে বাহরে মুহীতে বলা হয়েছে : এতে বুঝা যায় যে, পরিবারের কোনো সম্মানিত ব্যক্তি যদি ভ্রান্ত পথে থাকে তবে তাকে বিশুদ্ধ পথে আহবান করা সম্মানের পরিপন্থি নয়; বরং সহানুভূতি ও শুভেচ্ছার দাবি তাই। আরো জানা গেল যে, সত্যপ্রচার ও সংশোধনের কাজ নিকট আত্মীয়দের থেকে শুরু করা পয়গম্বরগণের সুন্নত।

দ্বিজাতি তত্ত্ব : এ ছাড়া আয়াতে হযরত ইবরাহীম (আ.) স্বীয় পরিবার ও সম্প্রদায়কে নিজের দিকে সম্বন্ধ করার পরিবর্তে পিতাকে বললেন : তোমার সম্প্রদায় পথভ্রষ্টতায় পতিত রয়েছে। মুশরিক স্বজনদের সাথে সম্পর্কচ্ছেদ করে হযরত ইবরাহীম (আ.) আল্লাহর পথে যে মহান ত্যাগ স্বীকার করেন, এ উক্তিতে সেদিকেই ইঙ্গিত করা হয়েছে। তিনি স্বীয় কর্মের মাধ্যমে বলে দিলেন যে, ইসলামের সম্পর্ক দ্বারাই মুসলিম জাতীয়তা প্রতিষ্ঠিত হয়। বংশগত ও দেশগত জাতীয়তা যদি মুসলিম জাতীয়তার পরিপন্থি হয়, তবে মুসলিম জাতীয়তার বিপরীতে সব জাতীয়তাই বর্জনীয়।

কুরআন পাক হযরত ইবরাহীম (আ.)–এর এ ঘটনা উল্লেখ করে ভবিষ্যৎ উম্মতকে নির্দেশ দিয়েছে, যেন তারা তাঁর পদাঙ্ক অনুসরণ করে।

বলা হয়েছে : قَدْ كَانَتْ لَكُمْ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ فِي إِبْرَاهِيمَ وَالَّذِينَ مَعَهُ إِذْ قَالُوا لِقَوْمِهِمْ إِنَّا بُرَآءُ مِنكُمْ وَمِمَّا تَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ

অর্থাৎ হযরত ইবরাহীম (আ.) ও তাঁর সঙ্গীরা যা করেছিলেন, তা উম্মতে মুহাম্মদীর জন্য উত্তম আদর্শ ও অনুকরণযোগ্য। তাঁরা স্বীয় বংশগত ও দেশগত স্বজনদেরকে পরিষ্কার বলে দিয়েছিলেন যে, আমরা তোমাদের ও তোমাদের ভ্রান্ত উপাস্যদের থেকে মুক্ত। আমাদের ও তোমাদের মধ্যে পারস্পরিক প্রতিহিংসা ও শত্রুতার প্রাচীর ততদিন খাড়া থাকবে, যতদিন তোমরা এক আল্লাহর ইবাদতে সমবেত না হও।

বলাবাহুল্য এ দ্বিজাতি তত্ত্বই এ যুগের একটি স্বতন্ত্র মুসলিম রাষ্ট্রের জন্ম দিয়েছে। হযরত ইবরাহীম (আ.) সর্বপ্রথম এ মতবাদ ঘোষণা করেন। উম্মতে মুহাম্মদী ও অন্যান্য সব উম্মত নির্দেশানুযায়ী এ পন্থাই অবলম্বন করেছে এবং

https://e-ilm.weebly.com/

মুসলমানদের মধ্যে ব্যাপকভাবে এ জাতীয়তা জনপ্রিয়তা লাভ করেছে। বিদায় হজের সফরে রাসূলুল্লাহ ﷺ একটি কাফেরের সাক্ষাৎ পেয়ে জিজ্ঞেস করলেন : তোমরা কোন জাতীয় লোক? উত্তর হলো نَحْنُ قَوْمٌ مُسْلِمُوْنَ অর্থাৎ আমরা মুসলমান জাতি।–[বুখারী]

এতে ঐ সত্যিকার ও কালজয়ী জাতীয়তার প্রতি ইঙ্গিত করা হয়েছে, যা দুনিয়া থেকে শুরু করে পরকাল পর্যন্ত চালু থাকবে। হযরত ইবরাহীম (আ.) এখানে পিতাকে সম্বোধন করার সময় স্বজনদেরকে পিতার যুক্ত করে স্বীয় অসন্তুষ্টি ব্যক্ত করেছেন; কিন্তু সেখানে জাতিকে নিজের দিকে সমৃদ্ধ করে বলেছেন : يٰقَوْمِ اِنِّىْ بَرِىْٓءٌ مِّمَّا تُشْرِكُوْنَ অর্থাৎ হে আমার কওম! আমি তোমাদের শিরক থেকে মুক্ত। এতে এদিকে ইঙ্গিত রয়েছে যে, যদিও বংশ ও দেশ হিসেবে তোমরা আমার জাতি, কিন্তু তোমাদের মুশরিকসুলভ ক্রিয়াকর্ম আমাকে তোমাদের সাথে সম্পর্কচ্ছেদ করতে বাধ্য করছে।

হযরত ইবরাহীম (আ.)–এর স্বজন ও তদীয় পিতা দ্বিবিধ শিরকে লিপ্ত ছিল। তারা প্রতিমা পূজাও করত এবং নক্ষত্র পূজাও। এ কারণেই হযরত ইবরাহীম (আ.) এ দু'টি প্রশ্নেই পিতা ও স্বজাতির সাথে তর্কযুদ্ধে অবতীর্ণ হন।

প্রথম আয়াতে উল্লিখিত হয়েছে যে, প্রতিমা পূজা পথভ্রষ্টতা পরবর্তী আয়াতসমূহে বর্ণিত হয়েছে যে, প্রতিমা পূজা পথভ্রষ্টতা পরবর্তী আয়াতসমূহে বর্ণিত হয়েছে যে, তারকাপুঞ্জ আরাধনার যোগ্য নয়। মাঝখানে এক আয়াতে ভূমিকাস্বরূপ আল্লাহ তা'আলা হযরত ইবরাহীম (আ.)-এর বিশেষ মর্যাদা ও সুউচ্চ জ্ঞান-গরিমা উল্লেখ করে বলেছেন :

وَكَذٰلِكَ نُرِىْٓ اِبْرٰهِيْمَ مَلَكُوْتَ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ وَلِيَكُوْنَ مِنَ الْمُوْقِنِيْنَ

অর্থাৎ আমি ইবরাহীমকে নভোমণ্ডল ও ভুমণ্ডলের সৃষ্টবস্তুসমূহ প্রদর্শন করেছি, যাতে সেসব বিষয়ের স্বরূপ সুস্পষ্টভাবে জেনে নেয় এবং তার বিশ্বাস পূর্ণতা লাভ করে। এর ফলশ্রুতিই পরবর্তী আয়াতসমূহে একটি অভিনব বিতর্কের আকারে বর্ণিত হয়েছে।

প্রচারকার্যে প্রজ্ঞা ও দূরদর্শিতা প্রয়োগ করা পয়গম্বরগণের সুন্নত : فَلَمَّا جَنَّ عَلَيْهِ الَّيْلُ رَاٰ كَوْكَبًا ۚ قَالَ هٰذَا رَبِّىْ অর্থাৎ এক রাত্রিতে যখন অন্ধকার সমাচ্ছন্ন হলো এবং একটি নক্ষত্রের উপর দৃষ্টি পড়ল, তখন স্বজাতিকে শুনিয়ে বললেন : এ নক্ষত্র আমার প্রতিপালক। উদ্দেশ্য এই যে, তোমাদের ধারণা ও বিশ্বাস অনুযায়ী এটিই আমার ও তোমাদের প্রতিপালক। এখন অল্পক্ষণের মধ্যেই এর স্বরূপ দেখে নিবে। কিছুক্ষণ পর নক্ষত্রটি অস্তমিত হয়ে গেলে হযরত ইবরাহীম (আ.) জাতিকে জব্দ করার চমৎকার সুযোগ পেলেন। তিনি বললেন– لَآ اُحِبُّ الْاٰفِلِيْنَ – اٰفِلِيْنَ শব্দটি اُفُوْل থেকে উদ্ভূত। এর অর্থ–অস্ত যাওয়া। উদ্দেশ্য এই যে, আমি অস্তগামী বস্তুসমূহকে ভালোবাসি না। যে বস্তু আল্লাহ কিংবা উপাস্য হবে, তার সর্বাধিক ভালোবাসার পাত্র হওয়া উচিত।

এরপর অন্য কোনো রাত্রিকে চাঁদকে ঝলমল করতে দেখে পুনরায় জাতিকে শুনিয়ে পূর্বোক্ত পন্থা অবলম্বন করলেন এবং বললেন : (তোমাদের বিশ্বাস অনুযায়ী) এটি আমার পালনকর্তা। কিন্তু এর স্বরূপও কিছুক্ষণের মধ্যেই ফুটে উঠবে। সেমতে চন্দ্র যখন অস্তাচলে ডুবে গেল, তখন বললেন : যদি আমার পালনকর্তা আমাকে পথপ্রদর্শন না করতে থাকতেন, তবে আমিও তোমাদের মতো পথভ্রষ্টদের অন্তর্ভুক্ত হয়ে যেতাম এবং চাঁদকেই স্বীয় পালনকর্তা ও উপাস্য মনে করে বসতাম। কিন্তু এর উদয়াস্তের পরিবর্তনশীল অবস্থা আমাকে সতর্ক করেছে যে, এ নক্ষত্রটিও আরাধনার যোগ্য নয়।

এ আয়াতে এদিকেও ইঙ্গিত আছে যে, আমার পালনকর্তা অন্য কোনো শক্তি, যার পক্ষ থেকে আমাকে সর্বক্ষণ পথপ্রদর্শন করা হয়।

এরপর একদিন সূর্য উদিত হতে দেখে পুনরায় জাতিকে শুনিয়ে ঐভাবেই বললেন : (তোমাদের ধারণা অনুযায়ী) এটি আমার প্রতিপালক এবং বৃহত্তম। কিন্তু এ বৃহত্তমের স্বরূপও অতি সত্বর দৃষ্টিগোচর হয়ে যাবে। সে মতে যথাসময়ে সূর্যও অন্ধকারে মুখ লুকালে জাতির সামনে সর্বশেষ প্রমাণ সম্পন্ন করার পর প্রকৃত স্বরূপ তুলে ধরলেন এবং বললেন : يٰقَوْمِ اِنِّىْ بَرِىْٓءٌ مِّمَّا تُشْرِكُوْنَ অর্থাৎ হে আমার জাতি! আমি তোমাদের এসব মুশরিকসুলভ ধারণা থেকে মুক্ত। তোমরা আল্লাহ তা'আলার সৃষ্ট বস্তুকেই আল্লাহর অংশীদার স্থির করেছ।

অতঃপর এ স্বরূপ উদঘাটন করলেন যে, আমার ও তোমাদের পালনকর্তা এসব সৃষ্টবস্তুর মধ্যে কোনোটিই হতে পারে না। এরা স্বীয় অস্তিত্ব রক্ষার্থে অন্যের মুখাপেক্ষী এবং প্রতি মুহূর্তে উত্থান-পতন, উদয়-অস্ত ইত্যাদি পরিবর্তনের আবর্তে নিপতিত; বরং সেই সত্তা আমাদের সবার পালনকর্তা, যিনি নভোমণ্ডল, ভূমণ্ডল ও এতদুভয়ের মধ্যে সৃষ্ট সবকিছুকে সৃষ্টি করেছেন। তাই আমি স্বীয় আনন তোমাদের স্বনির্মিত প্রতিমা এবং পরিবর্তন ও প্রভাবের আবর্তে নিপতিত নক্ষত্রপুঞ্জ থেকে হটিয়ে 'আল্লাহ ওয়াহদাহু লা শারীকের' দিকে করে নিয়েছি এবং আমি তোমাদের ন্যায় অংশীবাদীদের অন্তর্ভুক্ত নই।

https://e-ilm.weebly.com/

https://e-ilm.weebly.com/

https://e-ilm.weebly.com/

وَمِنْ اٰبَآئِهِمْ وَذُرِّيّٰتِهِمْ وَاِخْوَانِهِمْ ۚ وَاجْتَبَيْنٰهُمْ وَهَدَيْنٰهُمْ اِلٰى صِرَاطٍ مُّسْتَقِيْمٍ (٨٧)

অনুবাদ : (৮৭) আরো তাঁদের পিতৃবর্গের কতিপয় এবং সন্তুতিবর্গের কতিপয় এবং ভ্রাতৃবর্গের কতিপয়কেও, আর আমি তাঁদেরকে মকবুল করেছি এবং আমি তাঁদেরকে সরল পথ প্রদর্শন করেছি।

ذٰلِكَ هُدَى اللّٰهِ يَهْدِيْ بِهٖ مَنْ يَّشَآءُ مِنْ عِبَادِهٖ ۚ وَلَوْ اَشْرَكُوْا لَحَبِطَ عَنْهُمْ مَّا كَانُوْا يَعْمَلُوْنَ (٨٨)

(৮৮) আল্লাহর হেদায়েত তা এটাই [অর্থাৎ এই ধর্ম], নিজ বান্দাগণের মধ্য হতে যাকে ইচ্ছা তার হেদায়েত করেন, আর যদি ধরে নেওয়া হয় যে, তাঁরাও শিরক করতেন, তবে তাঁরা যে আমল করতেন, তা তাদের হতে সমস্তই পণ্ড হয়ে যেত।

اُولٰٓئِكَ الَّذِيْنَ اٰتَيْنٰهُمُ الْكِتٰبَ وَالْحُكْمَ وَالنُّبُوَّةَ ۚ فَاِنْ يَّكْفُرْ بِهَا هٰٓؤُلَآءِ فَقَدْ وَكَّلْنَا بِهَا قَوْمًا لَّيْسُوْا بِهَا بِكٰفِرِيْنَ (٨٩)

(৮৯) তাঁরা এমন ছিলেন যে, আমি তাঁদেরকে কিতাব এবং হিকমত এবং নবুয়ত দান করেছিলাম, সুতরাং যদি তারা আপনার নবুয়তকেও অস্বীকার করে, তবে আমি এর জন্য এমন বহু লোক নির্ধারণ করে দিয়েছি, যারা এর প্রত্যাখ্যানকারী নয়।

اُولٰٓئِكَ الَّذِيْنَ هَدَى اللّٰهُ فَبِهُدٰىهُمُ اقْتَدِهْ ۚ قُلْ لَّآ اَسْـَٔلُكُمْ عَلَيْهِ اَجْرًا ۚ اِنْ هُوَ اِلَّا ذِكْرٰى لِلْعٰلَمِيْنَ (٩٠)

(৯০) এরা এরূপ ছিলেন, যাঁদেরকে আল্লাহ তা'আলা হেদায়েত করেছেন, সুতরাং আপনিও তাঁদেরই পথ অনুসরণ করুন, আপনি বলে দিন, আমি তার জন্য তোমাদের নিকট কোনো বিনিময় চাই না, এটা তো শুধু বিশ্ববাসীদের জন্য একটি উপদেশ মাত্র।

শাব্দিক অনুবাদ

(৮৭) وَمِنْ اٰبَآئِهِمْ আরো তাঁদের পিতৃবর্গের কতিপয় وَذُرِّيّٰتِهِمْ وَاِخْوَانِهِمْ এবং সন্তুতিবর্গের কতিপয় এবং ভ্রাতৃবর্গের কতিপয়কেও وَاجْتَبَيْنٰهُمْ আর আমি তাঁদেরকে মকবুল করেছি وَهَدَيْنٰهُمْ اِلٰى صِرَاطٍ مُّسْتَقِيْمٍ এবং আমি তাঁদেরকে সরল পথ প্রদর্শন করেছি।

(৮৮) ذٰلِكَ هُدَى اللّٰهِ আল্লাহর হেদায়েত তা এটাই [অর্থাৎ এই ধর্ম] يَهْدِيْ بِهٖ مَنْ يَّشَآءُ مِنْ عِبَادِهٖ নিজ বান্দাগণের মধ্য হতে যাকে ইচ্ছা তার হেদায়েত করেন وَلَوْ اَشْرَكُوْا আর যদি ধরে নেওয়া হয় যে, তাঁরাও শিরক করতেন لَحَبِطَ عَنْهُمْ مَّا كَانُوْا يَعْمَلُوْنَ তবে তাঁরা যে আমল করতেন, তা তাদের হতে সমস্তই পণ্ড হয়ে যেত।

(৮৯) اُولٰٓئِكَ তাঁরা এমন ছিলেন যে الَّذِيْنَ اٰتَيْنٰهُمُ الْكِتٰبَ وَالْحُكْمَ وَالنُّبُوَّةَ আমি তাঁদেরকে কিতাব এবং হিকমত এবং নবুয়ত দান করেছিলাম فَاِنْ يَّكْفُرْ بِهَا هٰٓؤُلَآءِ সুতরাং যদি তারা আপনার নবুয়তকেও অস্বীকার করে فَقَدْ وَكَّلْنَا بِهَا قَوْمًا তবে আমি এর জন্য এমন বহু লোক নির্ধারণ করে দিয়েছি لَّيْسُوْا بِهَا بِكٰفِرِيْنَ যারা এর প্রত্যাখ্যানকারী নয়।

(৯০) اُولٰٓئِكَ এরা এরূপ ছিলেন الَّذِيْنَ هَدَى اللّٰهُ যাঁদেরকে আল্লাহ তা'আলা হেদায়েত করেছেন فَبِهُدٰىهُمُ اقْتَدِهْ সুতরাং আপনিও তাঁদেরই পথ অনুসরণ করুন قُلْ আপনি বলে দিন لَّآ اَسْـَٔلُكُمْ عَلَيْهِ اَجْرًا আমি তার জন্য তোমাদের নিকট কোনো বিনিময় চাই না اِنْ هُوَ اِلَّا ذِكْرٰى لِلْعٰلَمِيْنَ এটা তো শুধু বিশ্ববাসীদের জন্য একটি

https://e-ilm.weebly.com/

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

আলোচ্য আয়াতসমূহের প্রথম আয়াতে বলা হয়েছে : শাস্তির কবল থেকে নিরাপদ ও নিশ্চিত তারাই হতে পারে, যারা আল্লাহর প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করে, অতঃপর বিশ্বাসের সাথে কোনোরূপ জুলুলকে মিশ্রিত না করে। হাদীসে আছে, এ আয়াত নাজিল হলে সাহাবায়ে কেরাম চমকে উঠেন এবং আরজ করেন : ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমাদের মধ্যে এমন কে আছে, যে পাপের মাধ্যমে নিজের উপর কোনো জুলুম করেনি? এ আয়াতে শাস্তির কবল থেকে নিরাপদ হওয়ার জন্য বিশ্বাসের সাথে জুলুমকে মিশ্রিত না করার শর্ত বর্ণিত হয়েছে। এমতাবস্থায় আমাদের মুক্তির উপায় কি? মহানবী ﷺ উত্তরে বললেন, তোমরা আয়াতের প্রকৃত অর্থ বুঝতে সক্ষম হওনি। আয়াতে 'জুলুম' বলে শিরককে বুঝানো হয়েছে। দেখ অন্য আয়াতে আল্লাহ তা'আলা বলেন : اِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيْمٌ (নিশ্চিত শিরক বিরাট জুলুম) কাজেই আয়াতের অর্থ এই যে, যে ব্যক্তি বিশ্বাস স্থাপন করে, অতঃপর আল্লাহর সত্তা ও গুণাবলিতে কাউকে অংশীদার স্থির না করে, সে শাস্তির কবল থেকে নিরাপদ ও সুপথ প্রাপ্ত।

মোটকথা এই যে, যারা প্রতিমা, প্রস্তর, বৃক্ষ, নক্ষত্র, সমুদ্র ইত্যাদির পূজা করে তারা নির্বুদ্ধিতাবশতঃ এগুলোকে ক্ষমতাশালী মনে করে এবং ধারণা করে, এরা হয়তো কোনো ক্ষতি করে ফেলবে– এ কারণে এদের আরাধনা ত্যাগ করতে ভয় পায়। হযরত ইবরাহীম (আ.) তাদের নিগূঢ় কথা বলে দিলেন যে, আল্লাহ তা'আলা তোমাদের ভালোমন্দ সবকিছু করার ব্যাপারে সর্বশক্তিমান। তাঁর বিরুদ্ধাচরণ করলে বিপদ হবে– অথচ এ ভয় তো তোমরা কর না। পক্ষান্তরে যাদের জ্ঞানও নেই, শক্তিও নেই– তাদের পক্ষ থেকে বিপদের ভয় কর– এটা নির্বুদ্ধিতা নয় তো কি? একমাত্র আল্লাহ তা'আলাকে ভয় করা উচিত। যে আল্লাহর প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করে, তার কোনো বিপদাশঙ্কা নেই।

এ আয়াতে وَلَمْ يَلْبِسُوْٓا اِيْمَانَهُمْ بِظُلْمٍ বলা হয়েছে। এতে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর ব্যাখ্যা অনুযায়ী জুলুমের অর্থ শিরক– সাধারণ গুনাহ নয়। কিন্তু ظُلْمٌ শব্দটি نَكِرَةٌ ব্যবহার করায় আরবি ব্যাকরণ অনুযায়ী এর অর্থ ব্যাপক হয়ে গেছে। অর্থাৎ যাবতীয় শিরকই এর অন্তর্ভুক্ত। يَلْبِسُوْا শব্দটি لَبْسٌ থেকে উদ্ভূত। এর অর্থ পরিধান করা কিংবা মিশ্রিত করা। আয়াতের উদ্দেশ্য এই যে, যে ব্যক্তি স্বীয় বিশ্বাসের সাথে কোনো প্রকার শিরক মিশ্রিত করে; অর্থাৎ আল্লাহ তা'আলাকে তাঁর যাবতীয় গুণসহ স্বীকার করা সত্ত্বেও অন্যকেও কোনো কোনো ঐশী গুণের বাহক মনে করে, সে ঈমান থেকে খারিজ।

এ আয়াত দ্বারা বুঝা গেল যে, খোলাখুলিভাবে মুশরিক ও মূর্তিপূজারী হয়ে যাওয়াই শুধু শিরক নয়; বরং সে ব্যক্তিও মুশরিক, যে কোনো প্রতিমার পূজা করে না এবং ইসলামের কালিমা উচ্চারণ করে; কিন্তু কোনো ফেরেশতা কিংবা রাসূল কিংবা ওলীকে খোদার কোনো কোনো বিশেষ গুণে অংশীদার মনে করে। সুতরাং জনসাধারণের মধ্যে যারা ওলীদেরকে এবং তাদের মাযারকে 'মনোবাঞ্ছাপূরণকারী' বলে বিশ্বাস করে এবং কার্যতঃ মনে করে যে, ইলাহী ক্ষমতা যেন তাদেরকে হস্তান্তর করা হয়েছে, আয়াতে তাদের প্রতি কঠোর হুঁশিয়ারি উচ্চারণ করা হয়েছে। نَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنْهُ

আয়াতে উল্লিখিত সতের জন পয়গম্বরের তালিকায় একজন অর্থাৎ হযরত নূহ (আ.) হযরত ইবরাহীম (আ.)–এর পূর্বপুরুষ। অবশিষ্ট সবাই তাঁর সন্তান-সন্ততি। বলা হয়েছে : وَمِنْ ذُرِّيَّتِهٖ دَاوٗدَ وَسُلَيْمٰنَ –এ আয়াতে হযরত ঈসা (আ.) সম্পর্কে প্রশ্ন হতে পারে যে, তিনি পিতা ছাড়া জন্মগ্রহণ করার কারণে হযরত ইবরাহীম (আ.)-এর কন্যা পক্ষের সন্তান; অর্থাৎ পৌত্র নয়– দৌহিত্র। অতএব, তাঁকে বংশধর কিরূপে বলা যায়? অধিকাংশ আলেম ও ফিকহবিদ এর উত্তরে বলেছেন যে, ذُرِّيَّتٌ শব্দটি পৌত্র ও দৌহিত্র সবাইকে অন্তর্ভুক্ত করে। এ প্রমাণের ভিত্তিতেই তারা বলেন যে, হযরত হোসাইন (রা.) রাসূলুল্লাহ ﷺ–এর বংশধর।

দ্বিতীয় আপত্তি হযরত লূত (আ.) সম্পর্কে দেখা দেয় যে, তিনি হযরত ইবরাহীম (আ.)-এর সন্তানভুক্ত নন; বরং তিনি ভ্রাতুষ্পুত্র। এর উত্তরও সুস্পষ্ট যে, সাধারণ পরিভাষায় পিতৃব্যকে পিতা এবং ভ্রাতুষ্পুত্রকে পুত্র বলা সুবিদিত।

আলোচ্য আয়াতসমূহে হযরত ইবরাহীম (আ.)-এর প্রতি ইলাহী অবদানসমূহ বর্ণনা করে এ আইন ব্যক্ত করা হয়েছে যে, যে ব্যক্তি আল্লাহর পথে প্রিয়বস্তু বিসর্জন দেয়, আল্লাহ তা'আলা তাকে দুনিয়াতেও তদপেক্ষা উত্তম বস্তু দান করেন। অপরদিকে মক্কার মুশরিকদেরকে এসব অবস্থা শুনিয়ে বলা হয়েছে যে, দেখ, তোমাদের মান্যবর হযরত ইবরাহীম (আ.)

https://e-ilm.weebly.com/

ও তাঁর সমগ্র পবিার এ কথাই বলে এসেছেন যে, আরাধনার যোগ্য একমাত্র আল্লাহ তা'আলার সত্তা। তাঁর সাথে অন্যকে আরাধনায় শরিক করা কিংবা তাঁর বিশেষ গুণে তাঁর সমতুল্য মনে করা কুফর ও পথভ্রষ্টতা। অতএব তোমরা যদি মুহাম্মদ ﷺ-এর আদেশ অমান্য কর, তবে তোমরা আপন স্বীকৃত বিষয় অনুযায়ীও অভিযুক্ত।
অষ্টম আয়াতে এ বিষয়বস্তুই বর্ণিত হয়েছে। পরিশেষে মহানবী ﷺ-কে সান্ত্বনা দিয়ে বলা হয়েছে :
فَإِنْ يَكْفُرْ بِهَا هَٰؤُلَاءِ فَقَدْ وَكَّلْنَا بِهَا قَوْمًا لَيْسُوا بِهَا بِكَافِرِينَ অর্থাৎ আপনার কিছু সংখ্যক সম্বোধিত ব্যক্তি যদি আপনার কথা অমান্য করে এবং পূর্ববর্তী সব পয়গম্বরের নির্দেশ বর্ননা করা সত্ত্বেও অস্বীকারই করতে থাকে, তবে আপনি দুঃখিত হবেন না। কেননা আপনার নবুয়ত স্বীকার করার জন্য আমি একটি বিরাট জাতি স্থির করে রেখেছি। তারা অবিশ্বাস করবে না। মহানবী ﷺ-এর আমলে বিদ্যমান মুহাজির ও আনসার এবং কিয়ামত পর্যন্ত আগমনকারী সব মুসলমান এ 'বিরাট জাতির' অন্তর্ভুক্ত। এ আয়াত তাঁদের সবার জন্য গর্বের সামগ্রী। কেননা এ আয়াতে আল্লাহ তা'আলা প্রশংসার স্থলে তাদের উল্লেখ করেছেন اَللّٰهُمَّ اجْعَلْنَا مَعَهُمْ وَاحْشُرْنَا فِي زُمْرَتِهِمْ

শব্দ বিশ্লেষণ

لَا تَتَذَكَّرُوْنَ : সীগাহ جمع مذكر حاضر বহছ نفى مضارع معروف বাব تَفَعُّلٌ মাসদার اَلتَّذَكُّرُ মূলবর্ণ (ذ . ك . ر) জিনস صحيح অর্থ– তোমরা চিন্তা করছ না, তোমরা অনুধাবন করবে না।

مُهْتَدِيْنَ : সীগাহ جمع مذكر বহছ اسم مفعول বাব اِفْتِعَالٌ মাসদার اَلْاِهْتِدَاءُ মূলবর্ণ (ه . د . ى) জিনস ناقص يائى অর্থ– হেদায়েতপ্রাপ্ত।

اٰتَيْنَا সীগাহ جمع متكلم বহছ ماضى معروف বাব اِفْعَالٌ মাসদার اَلْاِيْتَاءُ মূলবর্ণ (ا . ت . ى) জিনস মুরাক্কাব مهموز لام ও ناقص يائى অর্থ– আমি দিয়েছি।

نَشَاءُ সীগাহ جمع متكلم বহছ مضارع معروف বাব فَتَحَ মাসদার اَلْمَشِيْئَةُ মূলবর্ণ (ش . ى . ء) জিনস মুরাক্কাব اجوف يائى ও مهموز لام অর্থ– আমি ইচ্ছা করি।

نَجْزِىْ : সীগাহ جمع متكلم বহছ مضارع معروف বাব ضَرَبَ মাসদার اَلْجَزَاءُ মূলবর্ণ (ج . ز . ى) জিনস ناقص يائى অর্থ– আমি প্রতিদান দিয়ে থাকি।

اِجْتَبَيْنَا : সীগাহ جمع متكلم বহছ ماضى معروف বাব اِفْتِعَالٌ মাসদার اَلْاِجْتِبَاءُ মূলবর্ণ (ج . ب . ى) জিনস ناقص يائى অর্থ– আমি মনোনীত করেছি।

اِقْتَدِهْ : সীগাহ واحد مذكر حاضر বহছ امر حاضر معروف বাব اِفْتِعَالٌ মাসদার اَلْاِقْتِدَاءُ মূলবর্ণ (ق . د . و) জিনস ناقص واوى অর্থ– আপনি অনুসরণ করুন।

https://e-ilm.weebly.com/

وَمَا قَدَرُوا اللّٰهَ حَقَّ قَدْرِهٖٓ اِذْ قَالُوْا مَآ اَنْزَلَ اللّٰهُ عَلٰى بَشَرٍ مِّنْ شَىْءٍ ؕ قُلْ مَنْ اَنْزَلَ الْكِتٰبَ الَّذِىْ جَآءَ بِهٖ مُوْسٰى نُوْرًا وَّهُدًى لِّلنَّاسِ تَجْعَلُوْنَهٗ قَرَاطِيْسَ تُبْدُوْنَهَا وَتُخْفُوْنَ كَثِيْرًا ۚ وَعُلِّمْتُمْ مَّا لَمْ تَعْلَمُوْٓا اَنْتُمْ وَلَآ اٰبَآؤُكُمْ ؕ قُلِ اللّٰهُ ۙ ثُمَّ ذَرْهُمْ فِىْ خَوْضِهِمْ يَلْعَبُوْنَ (٩١)

অনুবাদ : (৯১) আর তারা আল্লাহ তা'আলার মর্যাদা সেরূপভাবে উপলব্ধি করেনি, যেরূপে উপলব্ধি করা কর্তব্য ছিল, যখন তারা এরূপ বলে ফেলল যে, আল্লাহ কোনো মানুষের প্রতি কোনো বস্তুই নাজিল করেননি। আপনি বলুন, সেই কিতাবটি কে নাজিল করেছে? যা মূসা আনয়ন করেছেন, যার অবস্থা এই যে, তা নূর এবং মানুষের জন্য পথপ্রদর্শক, যাকে তোমরা বিভিন্ন পত্রে রেখেছ তা [-র কিছু] প্রকাশ করে থাক, এবং অনেক বিষয় গোপন কর, এবং তোমাদেরকে এমন অনেক বিষয় শিক্ষা দেওয়া হয়েছে, যা তোমরাও জানতে না এবং তোমাদের পূর্ব-পুরুষরাও না, আপনি বলে দিন, আল্লাহ নাজিল করেছেন অতঃপর তাদেরকে তাদের নিজ নিজ অনর্থক কর্মে লিপ্ত থাকতে দিন।

وَهٰذَا كِتٰبٌ اَنْزَلْنٰهُ مُبٰرَكٌ مُّصَدِّقُ الَّذِىْ بَيْنَ يَدَيْهِ وَلِتُنْذِرَ اُمَّ الْقُرٰى وَمَنْ حَوْلَهَا ؕ وَالَّذِيْنَ يُؤْمِنُوْنَ بِالْاٰخِرَةِ يُؤْمِنُوْنَ بِهٖ وَهُمْ عَلٰى صَلَاتِهِمْ يُحَافِظُوْنَ (٩٢)

(৯২) আর এটাও এমনই কিতাব যা আমি নাজিল করেছি, যা অতিশয় বরকতবিশিষ্ট [এবং] স্বীয় পূর্ববর্তী কিতাবসমূহের সত্যতা প্রমাণকারী, আর এই জন্য যে, আপনি ভয় প্রদর্শন করেন মক্কাবাসী ও তৎপার্শ্ববর্তী লোকদেরকে, আর যারা আখেরাতের প্রতি বিশ্বাস রাখে তারাই তার প্রতি ঈমান আনে এবং তারা নিজেদের নামাজে নিরবচ্ছিন্নতা রক্ষা করে।

শাব্দিক অনুবাদ

(৯১) وَمَا قَدَرُوا اللّٰهَ حَقَّ قَدْرِهٖ আর তারা আল্লাহ তা'আলার মর্যাদা সেরূপভাবে উপলব্ধি করেনি, যেরূপে উপলব্ধি করা কর্তব্য ছিল اِذْ قَالُوْا যখন তার এরূপ বলে ফেলল যে مَآ اَنْزَلَ اللّٰهُ عَلٰى بَشَرٍ مِّنْ شَىْءٍ আল্লাহ কোনো মানুষের প্রতি কোনো বস্তুই নাজিল করেননি قُلْ আপনি বলুন مَنْ اَنْزَلَ الْكِتٰبَ সেই কিতাবটি কে নাজিল করেছে الَّذِىْ جَآءَ بِهٖ مُوْسٰى যা মূসা আনয়ন করেছেন نُوْرًا وَّهُدًى لِّلنَّاسِ যার অবস্থা এই যে, তা নূর এবং মানুষের জন্য পথপ্রদর্শক تَجْعَلُوْنَهٗ قَرَاطِيْسَ যাকে তোমরা বিভিন্ন পত্রে রেখেছ تُبْدُوْنَهَا তা [-র কিছু] প্রকাশ করে থাক وَتُخْفُوْنَ كَثِيْرًا এবং অনেক বিষয় গোপন কর وَعُلِّمْتُمْ এবং তোমাদেরকে এমন অনেক বিষয় শিক্ষা দেওয়া হয়েছে مَّا لَمْ تَعْلَمُوْٓا اَنْتُمْ যা তোমরাও জানতে না وَلَآ اٰبَآؤُكُمْ এবং তোমাদের পূর্ব-পুরুষরাও না قُلِ اللّٰهُ আপনি বলে দিন, আল্লাহ নাজিল করেছেন ثُمَّ ذَرْهُمْ فِىْ خَوْضِهِمْ يَلْعَبُوْنَ অতঃপর তাদেরকে তাদের নিজ নিজ অনর্থক কর্মে লিপ্ত থাকতে দিন।

(৯২) وَهٰذَا كِتٰبٌ اَنْزَلْنٰهُ আর এটাও এমনই কিতাব যা আমি নাজিল করেছি مُبٰرَكٌ যা অতিশয় বরকতবিশিষ্ট [এবং] مُّصَدِّقُ الَّذِىْ بَيْنَ يَدَيْهِ স্বীয় পূর্ববর্তী কিতাবসমূহের সত্যতা প্রমাণকারী وَلِتُنْذِرَ اُمَّ الْقُرٰى وَمَنْ حَوْلَهَا আর এই জন্য যে, আপনি ভয় প্রদর্শন করেন মক্কাবাসী ও তৎপার্শ্ববর্তী লোকদেরকে وَالَّذِيْنَ يُؤْمِنُوْنَ بِالْاٰخِرَةِ আর যারা আখেরাতের প্রতি বিশ্বাস রাখে يُؤْمِنُوْنَ بِهٖ তারাই তার প্রতি ঈমান আনে وَهُمْ عَلٰى صَلَاتِهِمْ يُحَافِظُوْنَ এবং তারা নিজেদের নামাজে নিরবচ্ছিন্নতা রক্ষা করে।

https://e-ilm.weebly.com/

وَمَنْ اَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرٰى عَلَى اللّٰهِ كَذِبًا اَوْ
قَالَ اُوْحِيَ اِلَيَّ وَلَمْ يُوْحَ اِلَيْهِ شَيْءٌ وَّمَنْ قَالَ
سَاُنْزِلُ مِثْلَ مَآ اَنْزَلَ اللّٰهُ ؕ وَلَوْ تَرٰٓى اِذِ
الظّٰلِمُوْنَ فِيْ غَمَرٰتِ الْمَوْتِ وَالْمَلٰٓئِكَةُ بَاسِطُوْٓا
اَيْدِيْهِمْ ۚ اَخْرِجُوْٓا اَنْفُسَكُمْ ؕ اَلْيَوْمَ تُجْزَوْنَ
عَذَابَ الْهُوْنِ بِمَا كُنْتُمْ تَقُوْلُوْنَ عَلَى اللّٰهِ غَيْرَ
الْحَقِّ وَكُنْتُمْ عَنْ اٰيٰتِهٖ تَسْتَكْبِرُوْنَ (٩٣)

অনুবাদ : (৯৩) আর সেই ব্যক্তি অপেক্ষা জালেম কে হবে, যে আল্লাহর প্রতি মিথ্যা অপবাদ আরোপ করে? অথবা এরূপ বলে যে, আমার নিকট ওহী আসে, অথচ তার নিকট কোনো বিষয়েই ওহী আসেনি, আর যে ব্যক্তি এরূপ বলে যে, যেরূপ আল্লাহ নাজিল করেছেন, তদ্রূপ কালাম আমিও আনয়ন করি, আর যদি আপনি সেই সময়ে দেখেন যখন এই জালেমরা মৃত্যু-যন্ত্রণায় [অভিভূত] হবে এবং ফেরেশতাগণ স্বীয় হস্ত প্রসারিত করতে থাকবে, [এবং বলবে] নিজেদের প্রাণগুলো বের কর, আজ তোমাদেরকে অবমাননাকর শাস্তি দেওয়া হবে, এ কারণে যে, তোমরা আল্লাহর প্রতি অসত্য বলতে এবং তোমরা আল্লাহর আয়াতসমূহ [কবুল করা] হতে অহংকার করতে।

وَلَقَدْ جِئْتُمُوْنَا فُرَادٰى كَمَا خَلَقْنٰكُمْ اَوَّلَ
مَرَّةٍ وَّتَرَكْتُمْ مَّا خَوَّلْنٰكُمْ وَرَآءَ ظُهُوْرِكُمْ ۚ
وَمَا نَرٰى مَعَكُمْ شُفَعَآءَكُمُ الَّذِيْنَ زَعَمْتُمْ
اَنَّهُمْ فِيْكُمْ شُرَكٰٓؤُا ؕ لَقَدْ تَّقَطَّعَ بَيْنَكُمْ
وَضَلَّ عَنْكُمْ مَّا كُنْتُمْ تَزْعُمُوْنَ (٩٤)

(৯৪) আর তোমরা আল্লাহর নিকট একক এককভাবে এসেছ, যেভাবে আমি প্রথমবার তোমাদেরকে সৃষ্টি করেছিলাম, আর যা কিছু আমি তোমাদেরকে দিয়েছিলাম তা নিজেদের পশ্চাতেই ছেড়ে এসেছ, আর আমি তো তোমাদের সঙ্গে তোমাদের সেই সুপারিশকারীদেরকে দেখছি না যাদের সম্বন্ধে তোমরা দাবি করতে যে, তারা তোমাদের কাজেকর্মে [আমার] শরিক, বাস্তবিকই তোমাদের পরস্পরের সম্পর্ক তো বিচ্ছিন্ন হয়ে গেছে এবং তোমাদের সে সমস্ত দাবি তোমাদের থেকে ব্যর্থ হয়ে গেছে।

শাব্দিক অনুবাদ

(৯৩) وَمَنْ اَظْلَمُ আর সেই ব্যক্তি অপেক্ষা জালেম কে হবে مِمَّنِ افْتَرٰى عَلَى اللّٰهِ كَذِبًا যে আল্লাহর প্রতি মিথ্যা অপবাদ আরোপ করে? اَوْ قَالَ অথবা এরূপ বলে যে اُوْحِيَ اِلَيَّ আমার নিকট ওহী আসে وَلَمْ يُوْحَ اِلَيْهِ شَيْءٌ অথচ তার নিকট কোনো বিষয়েই ওহী আসেনি وَّمَنْ قَالَ আর যে ব্যক্তি এরূপ বলে যে سَاُنْزِلُ مِثْلَ مَآ اَنْزَلَ اللّٰهُ যেরূপ আল্লাহ নাজিল করেছেন, তদ্রূপ কালাম আমিও আনয়ন করি وَلَوْ تَرٰٓى আর যদি আপনি সেই সময়ে দেখেন اِذِ الظّٰلِمُوْنَ فِيْ غَمَرٰتِ الْمَوْتِ যখন এই জালেমরা মৃত্যু-যন্ত্রণায় [অভিভূত] হবে وَالْمَلٰٓئِكَةُ بَاسِطُوْٓا اَيْدِيْهِمْ এবং ফেরেশতাগণ স্বীয় হস্ত প্রসারিত করতে থাকবে اَخْرِجُوْٓا اَنْفُسَكُمْ [এবং বলবে] নিজেদের প্রাণগুলো বের কর اَلْيَوْمَ تُجْزَوْنَ عَذَابَ الْهُوْنِ আজ তোমাদেরকে অবমাননাকর শাস্তি দেওয়া হবে بِمَا كُنْتُمْ تَقُوْلُوْنَ عَلَى اللّٰهِ غَيْرَ الْحَقِّ এ কারণে যে, তোমরা আল্লাহর প্রতি অসত্য বলতে وَكُنْتُمْ عَنْ اٰيٰتِهٖ تَسْتَكْبِرُوْنَ এবং তোমরা আল্লাহর আয়াতসমূহ [কবুল করা] হতে অহংকার করতে।

(৯৪) وَلَقَدْ جِئْتُمُوْنَا فُرَادٰى আর তোমরা আল্লাহর নিকট একক এককভাবে এসেছ كَمَا خَلَقْنٰكُمْ اَوَّلَ مَرَّةٍ যেভাবে আমি প্রথমবার তোমাদেরকে সৃষ্টি করেছিলাম وَّتَرَكْتُمْ مَّا خَوَّلْنٰكُمْ আর যা কিছু আমি তোমাদেরকে দিয়েছিলাম তা وَرَآءَ ظُهُوْرِكُمْ নিজেদের পশ্চাতেই ছেড়ে এসেছ وَمَا نَرٰى مَعَكُمْ আর আমি তো তোমাদের সঙ্গে দেখছি না তোমাদের সেই شُفَعَآءَكُمُ সুপারিশকারীদেরকে الَّذِيْنَ زَعَمْتُمْ যাদের সম্বন্ধে তোমরা দাবি করতে যে اَنَّهُمْ فِيْكُمْ شُرَكٰٓؤُا তারা তোমাদের কাজেকর্মে [আমার] শরিক لَقَدْ تَّقَطَّعَ بَيْنَكُمْ বাস্তবিকই তোমাদের পরস্পরের সম্পর্ক তো বিচ্ছিন্ন হয়ে গেছে وَضَلَّ عَنْكُمْ مَّا كُنْتُمْ تَزْعُمُوْنَ এবং তোমাদের সে সমস্ত দাবি তোমাদের থেকে ব্যর্থ হয়ে গেছে।

https://e-ilm.weebly.com/

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

(৯১) قوله وَمَا قَدَرُوا اللّٰهَ حَقَّ قَدْرِهٖٓ اِذْ قَالُوْا مَآ اَنْزَلَ اللّٰهُ عَلٰى بَشَرٍ مِّنْ شَيْءٍ الخ **আয়াতের শানে নুযূল– ১ :** ইবনে জারীর, ইবনুল মুনযির, ইবনে আবী হাতেম, আবুশ শায়খ ও ইবনে মারদুভিয়া প্রমুখ হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) -এর উদ্ধৃতি দিয়ে বর্ণনাা করেন, তিনি বলেন– কাফের গোষ্ঠী আল্লাহ তা'আলার কুদরতের প্রতি বিশ্বাসী ছিল না। আল্লাহ তা'আলা সর্বময় ক্ষমতাবান বলে যারা বিশ্বাস রাখে, প্রকৃত পক্ষে তারাই আল্লাহ তা'আলার যথার্থ মর্যাদা প্রদান করেছে। যারা এরূপ বিশ্বাস করেনি, তারা আল্লাহকে যথার্থ মর্যাদা প্রদান করেনি, যে কারণে তারা বলত যে, আল্লাহ কোনো মানুষের প্রতি কোনো কিছুই অবতরণ করেননি। ইহুদিরা বলেছিল যে, হে মুহাম্মদ! তোমার প্রতি কি আল্লাহ কিতাব অবতীর্ণ করেছেন? তিনি বলেন, হ্যাঁ। তারা তখন বলেছিল, আল্লাহর শপথ! আসমান হতে আল্লাহ তা'আলা কোনো কিতাব নাজিল করেননি। সে সময় আল্লাহ তা'আলা কাফের ও ইহুদিদের এ ভ্রান্ত আকিদা-বিশ্বাসের জবাব দেওয়ার পরিপ্রেক্ষিতে আলোচ্য আয়াত নাজিল করেন। –[ফাতহুল কাদীর ১৪১. দুররে মানছুর ২৯/৩]

শানে নুযূল– ২ : ইবনে জারীর, ইবনুল মুনযির ও ইবনে আবী হাতেম প্রমুখ সাঈদ বিন জুবাইরের উদ্ধৃতি দিয়ে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন, ইহুদিদের মধ্যে মালেক বিন সাইফ একদা সে রাসূলুল্লাহ ﷺ–এর সাথে বিতর্ক করে। তখন সে পরিপ্রেক্ষিতে রাসূল ﷺ তাকে জিজ্ঞেস করলেন যে, যিনি হযরত মূসা (আ.)-এর প্রতি তাওরাত নাজিল করেছেন, তাঁর কসম দিয়ে বলছি, তুমি কি তাওরাতে পেয়েছ যে, মুসলমানের প্রতি আল্লাহ ক্রুদ্ধ? ফলে সে আরো ক্রোধান্বিত হয়ে বলল, আল্লাহর শপথ আল্লাহ কোনো মানুষের প্রতি কিছুই নাজিল করেননি। সুতরাং তার সাথীরা বলল, হযরত মূসা (আ.)–এর প্রতিও কি কোনো কিছু নাজিল করেননি। মালিক বিন সাইফ ইহুদির ভিত্তিহীন মন্তব্যের পরিপ্রেক্ষিতে আল্লাহ তা'আলা আলোচ্য আয়াত নাজিল করেন। [ফাতহুল কাদীর ১৪১/২, বাহরে মুহীত ১৮০/৪, দুররে মানছুর ২৯/৩, রূহুল মা'আনী ২১৯/৪/৭]

(৯৩) قوله وَمَنْ اَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرٰى عَلَى اللّٰهِ كَذِبًا الخ **আয়াতের শানে নুযূল– ১ :** হাকিম মুসতাদরাক গ্রন্থে সুরাহ বিন সা'আদের উদ্ধৃতি দিয়ে বর্ণনা করেন যে, আব্দুল্লাহ বিন সুরাহ সম্পর্কে আলোচ্য আয়াত নাজিল হয়েছে।

শানে নুযূল– ২ : আব্দ বিন হুমাইদ, ইবনুল মুনযির, ইবনে জুরাইজের উদ্ধৃতি দিয়ে বর্ণনা করেন যে, আলোচ্য আয়াত নবুয়তের মিথ্যা দাবিদার মুসাইলামাতুল কাযযাব সম্পর্কে নাজিল হয়েছে। –[রূহুল মা'আনী ২২২/৪/৭, দুররে মানছূর ৩/৩, ফাতহুল কাদীর ১৪১/৩]

শানে নুযূল– ৩ : আব্দ বিন হুমাইদ ইকরিমার বরাত দিয়ে বলেন وَالْمُرْسَلَاتِ عُرْفًا فَالْعَاصِفَاتِ عَصْفًا আয়াতের বিপরীতে বনী আবুদ্দার গোত্রের নযর وَالطَّاحِنَاتِ طَحْنًا وَالْعَاجِنَاتِ عَجْنًا قَوْلًا كَثِيْرًا গঠন করে ওহী আসার দাবি করে। তার আরবি ছন্দ গঠন করে এহেন ধৃষ্টতাপূর্ণ আচরণের জবাব দেওয়ার পরিপ্রেক্ষিতে আল্লাহ তা'আলা আলোচ্য আয়াত নাজিল করেন। –[দুররে মানছুর ৩০/৩, ফাতহুল কাদীর ১৪১/২, রূহুল মা'আনী ২২২/৪/৭]

(৯৪) قوله وَلَقَدْ جِئْتُمُوْنَا فُرَادٰى كَمَا خَلَقْنٰكُمْ اَوَّلَ مَرَّةٍ الخ **আয়াতের শানে নুযূল :** ইবনে জারীর, ইবনুল মুনযির, ইবনে আবী হাতেম ও আবুশ শায়খ প্রমুখ হযরত ইকরিমার (রা.)-এর উদ্ধৃতি দিয়ে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেন– নজর বিন হারেছ বলল, খুব শীঘ্রই লাত ও উযা আমার জন্য সুপারিশ করবে। তার এ দাবি ভ্রান্ত ও অলীক। সে পরিপ্রেক্ষিতে আলোচ্য আয়াত নাজিল হয়েছে। –[ফাতহুল কাদীর ১৪২/২]

হযরত ইবরাহীম (আ.) আল্লাহর জন্য স্বজাতি ও স্বগোত্র পরিত্যাগ করার বিনিময়ে আম্বিয়া (আ.)-এর একটি বিরাট দল লাভ করেন, যাদের অধিকাংশই ছিলেন তাঁর সন্তান-সন্ততি। তিনি ইরাক ও সিরিয়া পরিত্যাগ করার বিনিময়ে আল্লাহর ঘর, নিরাপদ শহর, উম্মুল কুরা অর্থাৎ মক্কা লাভ করেন। তাঁর জাতি তাঁকে লাঞ্ছিত করতে চাইলে এর বিনিময়ে তিনি সমগ্র বিশ্ব এবং কিয়ামত পর্যন্ত আগমনকারী মানব জাতির ইমাম ও নেতা রূপে প্রেরিত হন। বিশ্বের বিভিন্ন জাতি ও ধর্মাবলম্বী পারস্পরিক মতবিরোধ সত্ত্বেও তাঁর প্রতি সম্মান ও শ্রদ্ধা প্রদর্শনে একমত।

এ ক্ষেত্রে সতের জন পয়গম্বরের নাম উল্লেখ করা হয়েছিল। তাঁদের অধিকাংশই হযরত ইবরাহীম (আ.)-এর সন্তান-সন্ততি ও বংশধর। তাঁদের সম্পর্কে বলা হয়েছিল যে, আল্লাহ তা'আলা তাঁদেরকে ধর্মের খেদমতের জন্য মনোনীত করেছেন এবং সৎপথ প্রদর্শন করেছেন।

https://e-ilm.weebly.com/

আলোচ্য আয়াতসমূহের প্রথম আয়াতে রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে সম্বোধন করে মক্কাবাসীদেরকে শুনানো হয়েছে যে, কোনো জাতির পূর্ব-পুরুষরা শুধু পিতৃপুরুষ হওয়ার কারণেই অনুসরণীয় হতে পারে না যে, তাদের প্রত্যেকটি কথা ও কাজকে অনুসরণযোগ্য মনে করতে হবে। আরবদের সাধারণ ধারণা তাই ছিল। অনুসরণের ক্ষেত্রে প্রথমে দেখতে হবে যে, যার অনুসরণ করা হবে, সে নিজেও বিশুদ্ধ পথে আছে কি না। তাই আম্বিয়া (আ.)-এর একটি সংক্ষিপ্ত তালিকা উল্লেখ করে বলা হয়েছে যে, أُولَٰئِكَ الَّذِينَ هَدَى اللَّهُ অর্থাৎ এঁরাই এমন লোক, যাদেরকে আল্লাহ তা'আলা সৎপথ প্রদর্শন করেছেন। এরপর বলেছেন فَبِهُدَاهُمُ اقْتَدِهْ অর্থাৎ আপনিও তাদের হেদায়েত ও কর্মপন্থা অনুসরণ করুন।

এতে দুটি নির্দেশ রয়েছে : **এক.** আরববাসী ও সমগ্র উম্মতকে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে যে, পৈতৃক অনুসরণের কুসংস্কার পরিত্যাগ কর এবং আল্লাহর পক্ষ থেকে সুপথপ্রাপ্ত মহাপুরুষদের পদাঙ্ক অনুসরণ কর।

দুই. রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে যে, আপনিও পূর্ববর্তী পয়গম্বরগণের পন্থা অবলম্বন করুন।

এখানে প্রণিধানযোগ্য বিষয় এই যে, আম্বিয়া (আ.)-এর শরিয়তসমূহে শাখাগত ও আংশিক বিভিন্নতা পূর্বেও ছিল এবং ইসলামেও তাঁদের থেকে ভিন্ন অনেক বিধি-বিধান অবতীর্ণ হয়েছে। এমতাবস্থায় মহানবী ﷺ-কে পূর্ববর্তী পয়গম্বরগণের পথ অনুসরণের নির্দেশ দানের অর্থ কি? দ্বিতীয় আয়াত এবং বিভিন্ন হাদীসের পরিপ্রেক্ষিতে এর উত্তর এই যে, এখানে সব শাখাগত ও আংশিক বিধি-বিধানে পূর্ববর্তী পয়গম্বরদের পথ অনুসরণ করার নির্দেশ দেওয়া হয়নি; বরং ধর্মের মূলনীতি একত্ববাদ, রেসালাত ও পরকালে তাদের পথ অনুসরণ করা উদ্দেশ্য। এগুলো কোনো পয়গম্বরের শরিয়তেই পরিবর্তিত হয়নি। হযরত আদম (আ.) থেকে শুরু করে শেষনবী ﷺ পর্যন্ত একই বিশ্বাস এবং একই পথ অব্যাহত রয়েছে। যেসব শাখাগত বিধানে পরিবর্তন করা হয়নি, সেগুলোতেও অভিন্ন কর্মপন্থা রয়েছে এবং যেসব বিধানের ক্ষেত্রে অবস্থার পরিবর্তনের কারণে ভিন্ন নির্দেশ দেওয়া হয়েছে, তা পালিত হয়েছে।

এ কারণেই রাসূলুল্লাহ ﷺ ওহীর মাধ্যমে বিশেষ নির্দেশ না পাওয়া পর্যন্ত শাখাগত ব্যাপারেও পূর্ববর্তী পয়গম্বরগণের কর্মপন্থা অনুসরণ করতেন। –[মাযহারী ইত্যাদি]

এরপর মহানবী ﷺ-কে বিশেষভাবে একটি ঘোষণা করতে বলা হয়েছে যে, যা পূর্ববর্তী পয়গম্বরগণও করেছেন। ঘোষণাটি এই : قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِنْ هُوَ إِلَّا ذِكْرَى لِلْعَالَمِينَ অর্থাৎ আমি তোমাদের জীবনকে পরিপাটি করার জন্য যেসব নির্দেশ দিয়ে যাচ্ছি, তজ্জন্য তোমাদের কাছে কোনো ফিস বা পারিশ্রমিক চাই না। তোমরা এসব নির্দেশ মেনে নিলে আমার কোনো লাভ নেই এবং না মানলে তাতেও কোনো ক্ষতি নেই। এটি হচ্ছে সমগ্র বিশ্ববাসীর জন্য উপদেশ ও শুভেচ্ছার বার্তা। শিক্ষা ও প্রচার কার্যের জন্য কোনোরূপ পারিশ্রমিক গ্রহণ না করা সব যুগে সব পয়গম্বরের অভিন্ন রীতি ছিল। প্রচারকার্য কার্যকরী হওয়ার ব্যাপারে এর প্রভাব অনস্বীকার্য।

দ্বিতীয় আয়াতে ঐসব লোকের জওয়াব দেওয়া হয়েছে, যারা বলেছিল, আল্লাহ তা'আলা কোনো মানুষের প্রতি কখনো কোনো গ্রন্থ অবতীর্ণই করেননি। গ্রন্থ ও রাসূলদের ব্যাপারটি মূলতঃ ভিত্তিহীন।

ইবনে কাছীরের বর্ণনা অনুযায়ী এটি মূর্তিপূজারীদের উক্তি হলে ব্যাপার সুস্পষ্ট কেননা তারা কোনো গ্রন্থ ও নবীর প্রবক্তা কোনো কালে ছিল না। অন্যান্য তাফসীরকারের মতে এটি ইহুদিদের উক্তি। আয়াতের বর্ননা-পরম্পরা বাহ্যতঃ এরই সমর্থন করে। এমতাবস্থায় তাদের এ উক্তি ছিল ক্রোধ ও বিরক্তির বহিঃপ্রকাশ, যা স্বয়ং তাদেরও ধর্মের পরিপন্থি ছিল। ইমাম বগভী (র.)-এর এক রেওয়ায়েতে বলা হয়েছে, যে ব্যক্তি এ উক্তি করেছিল, ইহুদিরা তার বিরুদ্ধে ক্ষেপে গিয়ে তাকে ধর্মীয় পদ থেকে অপসারিত করেছিল।

এ আয়াতে আল্লাহ তা'আলা রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে বলেছেন : যারা এমন বাজে কথা বলেছে, তারা যথোপযুক্তভাবে আল্লাহ তা'আলাকে চিনেনি। নতুবা এরূপ ধৃষ্টতাপূর্ণ উক্তি তাদের মুখ থেকে বেরই হতো না। যারা সর্বাবস্থায় ঐশীগ্রন্থকে অস্বীকার করে, আপনি তাদেরকে বলে দিন : আল্লাহ তা'আলা কোনো মানুষের কাছে যদি গ্রন্থ প্রেরণ না-ই করে থাকেন, তবে যে তাওরাত তোমরা স্বীকার কর এবং যার কারণে তোমরা জাতির 'হর্তা কর্তা' হয়ে বসে আছ, সে তাওরাত কে অবতীর্ণ করেছে? আরো বলে দিন : তোমরা এমন বক্রগামী যে, তোমরা যে তাওরাতকে ঐশীগ্রন্থ বলে স্বীকার কর, তার সাথেও তোমাদের ব্যবহার সহজ-সরল নয়। তোমরা একে বাঁধাই করা গ্রন্থের আকারে না রেখে বিচ্ছিন্ন পত্রে লিপিবদ্ধ করে রেখেছ, যাতে যখনই মন চায়, তখনই মাঝখান থেকে কোনো পাতা উধাও করে দিয়ে তার বিষয়বস্তু অস্বীকার করতে পার। তাওরাতে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর পরিচয় ও গুণাবলি সম্পর্কিত কিছু আয়াত ছিল। ইহুদিরা সেগুলো তাওরাত থেকে উধাও করে দিয়েছিল। আয়াতের শেষে تَجْعَلُونَهُ قَرَاطِيسَ বাক্যের উদ্দেশ্য তাই। قَرَاطِيسَ শব্দটি قِرْطَاسٌ-এর বহুবচন। এর অর্থ কাগজের পাতা।

https://e-ilm.weebly.com/

এরপর তাদেরকেই সম্বোধন করে বলা হয়েছে : وَعُلِّمْتُمْ مَّا لَمْ تَعْلَمُوْٓا اَنْتُمْ وَلَآ اٰبَآؤُكُمْ অর্থাৎ কুরআনের মাধ্যমে তোমাদেরকে তাওরাত ও ইঞ্জীলের চাইতেও অধিক জ্ঞান দান করা হয়েছে, যা ইতঃপূর্বে তোমরাও জানতে না এবং তোমাদের বাপ-দাদাদেরও জানা ছিল না।

আয়াতের শেষে বলা হয়েছে : قُلِ اللّٰهُ ثُمَّ ذَرْهُمْ فِىْ خَوْضِهِمْ يَلْعَبُوْنَ অর্থাৎ আল্লাহ তা'আলা কোনো গ্রন্থ অবতীর্ণ না করে থাকলে তাওরাত কে অবতীর্ণ করেছে? এ প্রশ্নের উত্তর তারা কি দিবে; আপনিই বলে দিন : আল্লাহ তা'আলাই অবতীর্ণ করেছেন। যখন তাদের বিরুদ্ধে যুক্তি পূর্ণ হয়ে গেছে, তখন আপনার কাজও শেষ হয়ে গেছে। এখন তারা যে ক্রীড়া-কৌতুকে ডুবে আছে তাতেই তাদেরকে থাকতে দিন।

তাদের প্রতি আল্লাহর পক্ষ থেকে অবতীর্ণ গ্রন্থসমূহের ব্যাপারে তাদের বিরুদ্ধে যুক্তি পূর্ণ করার পর তৃতীয় আয়াতে বলা হয়েছে : وَهٰذَا كِتٰبٌ اَنْزَلْنٰهُ مُبٰرَكٌ مُّصَدِّقُ الَّذِىْ بَيْنَ يَدَيْهِ وَلِتُنْذِرَ اُمَّ الْقُرٰى وَمَنْ حَوْلَهَا

অর্থাৎ তাওরাত আল্লাহর পক্ষ থেকে অবতীর্ণ– একথা যেমন তারাও স্বীকার করে, তেমনিভাবে এ কুরআনও আমি অবতীর্ণ করেছি। কুরআনের সত্যতার জন্য তাদের পক্ষে এ সাক্ষ্যই যথেষ্ট যে, কুরআন, তাওরাত ও ইঞ্জীল অবতীর্ণ সব বিষয়বস্তুর সত্যায়ন করে। তাওরাত ও ইঞ্জিলের পর এ গ্রন্থ অবতীর্ণ করার প্রয়োজন এ জন্য দেখা দেয় যে, এ গ্রন্থদ্বয় বনী ইসরাঈলের জন্য অবতীর্ণ হয়েছিল। তাদের অপর শাখা বনী ইসরাঈল যারা আরব নামে খ্যাত এবং উম্মুল কুরা অর্থাৎ মক্কা ও তার পার্শ্ববর্তী এলাকায় বসবাস করে, তাদের পথ প্রদর্শনের নিমিত্ত কোনো বিশেষ পয়গম্বর ও গ্রন্থ এ যাবত অবতীর্ণ হয়নি। তাই এ কুরআন বিশেষভাবে তাদের জন্য এবং সাধারণভাবে সমগ্র বিশ্বের জন্য অবতীর্ণ করা হয়েছে। মক্কা মুয়াজ্জামাকে কুরআন পাক 'উম্মুল কুরা' বলেছে। অর্থাৎ বস্তিসমূহের মূল। এর কারণ এই যে, ঐতিহাসিক বর্ণনা অনুযায়ী এখান থেকেই পৃথিবী সৃষ্টির সূচনা হয়েছিল। এছাড়া এ স্থানটি সারা বিশ্বের কেবলা এবং মুখ ফেরানের কেন্দ্রবিন্দু। –[মাযহারী]

উম্মুল কুরার পর وَمَنْ حَوْلَهَا বলা হয়েছে। অর্থাৎ মক্কার পার্শ্ববর্তী এলাকা। পূর্ব, পশ্চিম, উত্তর, দক্ষিণের সমগ্র বিশ্ব এর অন্তর্ভুক্ত।

আয়াতের শেষাংশে বলা হয়েছে : وَالَّذِيْنَ يُؤْمِنُوْنَ بِالْاٰخِرَةِ يُؤْمِنُوْنَ بِهٖ وَهُمْ عَلٰى صَلَاتِهِمْ يُحَافِظُوْنَ

অর্থাৎ যারা পরকালে বিশ্বাস করে, তারা কুরআনের প্রতিও বিশ্বাস স্থাপন করে এবং নামাজ সংরক্ষণ করে। এতে ইহুদি ও মুশরিকদের একটি অভিন্ন রোগ সম্পর্কে হুশিয়ার করা হয়েছে। অর্থাৎ যা ইচ্ছা মেনে নেওয়া এবং যা ইচ্ছা প্রত্যাখ্যান করা এর বিরুদ্ধে রণক্ষেত্র তৈরি করা– এটি পরকালে বিশ্বাসহীনতা রোগেরই প্রতিক্রিয়া। যে ব্যক্তি পরকালে বিশ্বাস করে, খোদাভীতি অবশ্যই তাকে যুক্তি-প্রমাণে চিন্তা ভাবনা করতে এবং পৈতৃক প্রথার পরওয়া না করে সত্যকে গ্রহণ করে নিতে উদ্বুদ্ধ করবে।

চিন্তা করলে দেখা যায়, পরকালের চিন্তা না থাকাই সর্বরোগের মূল কারণ। কুফর ও শিরকসহ যাবতীয় পাপও এরই ফলশ্রুতি। পরকালে বিশ্বাসী ব্যক্তির দ্বারা যদি কোনো সময় ভুল ও পাপ হয়েও যায়, তাতে তার অন্তরাত্মা কেঁপে উঠে এবং অবশেষে তওবা করে পাপ থেকে বেঁচে থাকতে কৃতসংকল্প হয়। প্রকৃতপক্ষে আল্লাহ ভীতি এবং পরকালভীতিই মানুষকে মানুষ করে এবং অপরাধ থেকে বিরত রাখে। এ কারণেই কুরআন পাকের কোনো সূরা; বরং কোনো রুকূ' এমন নেই যে, পরকাল চিন্তার প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করা হয়নি।

শব্দ বিশ্লেষণ

ذَرْ : সীগাহ واحد مذكر حاضر বহছ امر حاضر معروف বাব سَمِعَ মাসদার اَلْوَذْرُ মূলবর্ণ (و . ذ . ر) জিনস مثال واوى অর্থ– আপনি থাকতে দিন, আপনি ছেড়ে দিন।

تُجْزَوْنَ : সীগাহ جمع مذكر حاضر বহছ مضارع مجهول বাব ضَرَبَ মাসদার اَلْجَزَاءُ মূলবর্ণ (ج . ز . ى) জিনস ناقص واوى অর্থ– তোমাদেরকে প্রদান করা হবে।

خَوَّلْنٰكُمْ : সীগাহ جمع متكلم বহছ ماضى معروف বাব تَفْعِيْلٌ মাসদার اَلتَّخْوِيْلُ মূলবর্ণ (خ . و . ل) জিনস اجوف واوى অর্থ– আমি দিয়েছি, আমি দান করেছি।

كُنْتُمْ تَزْعُمُوْنَ : সীগাহ جمع مذكر حاضر বহছ ماضى استمرارى معروف বাব نَصَرَ মাসদার اَلزَّعْمُ মূলবর্ণ (ز . ع . م) জিনস صحيح অর্থ– তোমরা দাবি করেছিলে/ ধারণা করেছিলে।

https://e-ilm.weebly.com/

https://e-ilm.weebly.com/

অনুবাদ : (৯৫) নিঃসন্দেহে আল্লাহ তা'আলা বীজ ও আঁটিগুলোকে বিদীর্ণকারী, তিনি নির্জীব হতে সজীবকে বের করে থাকেন, এবং তিনি সজীব হতে নির্জীবকে বের করেন, তিনিই আল্লাহ, সুতরাং তোমরা কোথায় বিপরীত দিকে চলেছ?	إِنَّ اللَّهَ فَالِقُ الْحَبِّ وَالنَّوَىٰ ۖ يُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ وَمُخْرِجُ الْمَيِّتِ مِنَ الْحَيِّ ۚ ذَٰلِكُمُ اللَّهُ ۖ فَأَنَّىٰ تُؤْفَكُونَ (٩٥)
(৯৬) তিনি প্রভাতের বিকাশকারী, আর তিনি রাত্রিকে বিশ্রামকাল এবং সূর্য ও চন্দ্র [-এর গতি] -কে হিসাব নিরূপক বানিয়েছেন, এটা সেই সত্তার নির্ধারিত বিষয় যিনি ক্ষমতাবান, মহাজ্ঞানী।	فَالِقُ الْإِصْبَاحِ وَجَعَلَ اللَّيْلَ سَكَنًا وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ حُسْبَانًا ۚ ذَٰلِكَ تَقْدِيرُ الْعَزِيزِ الْعَلِيمِ (٩٦)
(৯৭) আর তিনি এমন যে, যিনি তোমাদের জন্য নক্ষত্ররাজিকে সৃষ্টি করেছেন, যেন তোমরা তাদের সাহায্যে অন্ধকারে পথের সন্ধান পেতে পার, স্থলভাগেও এবং সমুদ্রেও; নিশ্চয় আমি প্রমাণসমূহ খুব বিশদভাবে বর্ণনা করে দিয়েছি, ঐ সকল লোকের জন্য যারা জ্ঞান রাখে।	وَهُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ النُّجُومَ لِتَهْتَدُوا بِهَا فِي ظُلُمَاتِ الْبَرِّ وَالْبَحْرِ ۗ قَدْ فَصَّلْنَا الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ (٩٧)
(৯৮) আর তিনি এমন যে, যিনি তোমাদেরকে এক ব্যক্তি [আদম] হতে সৃজন করেছেন, অনন্তর একটি স্থান অধিক দিন [মাতৃগর্ভে] আর একটি স্থান অল্প দিন [পিতৃঔরসে] থাকার জন্য রয়েছে, নিশ্চয় আমি প্রমাণসমূহ বিশদরূপে বর্ণনা করেছি ঐ সকল লোকের জন্য যারা বুঝে।	وَهُوَ الَّذِي أَنْشَأَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ فَمُسْتَقَرٌّ وَمُسْتَوْدَعٌ ۗ قَدْ فَصَّلْنَا الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَفْقَهُونَ (٩٨)

শাব্দিক অনুবাদ

(৯৫) إِنَّ اللَّهَ فَالِقُ الْحَبِّ وَالنَّوَىٰ নিঃসন্দেহে আল্লাহ তা'আলা বীজ ও আঁটিগুলোকে বিদীর্ণকারী يُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ তিনি নির্জীব হতে সজীবকে বের করে থাকেন وَمُخْرِجُ الْمَيِّتِ مِنَ الْحَيِّ এবং তিনি সজীব হতে নির্জীবকে বের করেন ذَٰلِكُمُ اللَّهُ তিনিই আল্লাহ فَأَنَّىٰ تُؤْفَكُونَ সুতরাং তোমরা কোথায় বিপরীত দিকে চলেছ?

(৯৬) فَالِقُ الْإِصْبَاحِ তিনি প্রভাতের বিকাশকারী وَجَعَلَ اللَّيْلَ سَكَنًا আর তিনি রাত্রিকে বিশ্রামকাল وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ حُسْبَانًا এবং সূর্য ও চন্দ্র [-এর গতি] -কে হিসাব নিরূপক বানিয়েছেন ذَٰلِكَ تَقْدِيرُ الْعَزِيزِ الْعَلِيمِ এটা সেই সত্তার নির্ধারিত বিষয় যিনি ক্ষমতাবান, মহাজ্ঞানী।

(৯৭) وَهُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ النُّجُومَ আর তিনি এমন যে, যিনি তোমাদের জন্য নক্ষত্ররাজিকে সৃষ্টি করেছেন لِتَهْتَدُوا بِهَا যেন তোমরা তাদের সাহায্যে পথের সন্ধান পেতে পার فِي ظُلُمَاتِ الْبَرِّ وَالْبَحْرِ অন্ধকারে স্থলভাগেও এবং সমুদ্রেও قَدْ فَصَّلْنَا الْآيَاتِ নিশ্চয় আমি প্রমাণসমূহ খুব বিশদভাবে বর্ণনা করে দিয়েছি لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ ঐ সকল লোকের জন্য যারা জ্ঞান রাখে।

(৯৮) وَهُوَ الَّذِي أَنْشَأَكُمْ আর তিনি এমন যে, যিনি তোমাদেরকে সৃজন করেছেন مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ এক ব্যক্তি [আদম] হতে فَمُسْتَقَرٌّ وَمُسْتَوْدَعٌ অনন্তর একটি স্থান অধিক দিন [মাতৃগর্ভে] আর একটি স্থান অল্প দিন [পিতৃঔরসে] থাকার জন্য রয়েছে قَدْ فَصَّلْنَا الْآيَاتِ নিশ্চয় আমি প্রমাণসমূহ বিশদরূপে বর্ণনা করেছি لِقَوْمٍ يَفْقَهُونَ ঐ সকল

https://e-ilm.weebly.com/

وَهُوَ الَّذِيْۤ اَنْزَلَ مِنَ السَّمَآءِ مَآءً ۚ فَاَخْرَجْنَا
بِهٖ نَبَاتَ كُلِّ شَيْءٍ فَاَخْرَجْنَا مِنْهُ خَضِرًا
نُّخْرِجُ مِنْهُ حَبًّا مُّتَرَاكِبًا ۚ وَمِنَ النَّخْلِ مِنْ
طَلْعِهَا قِنْوَانٌ دَانِيَةٌ وَّجَنّٰتٍ مِّنْ اَعْنَابٍ
وَّالزَّيْتُوْنَ وَالرُّمَّانَ مُشْتَبِهًا وَّغَيْرَ مُتَشَابِهٍ
ؕ اُنْظُرُوْۤا اِلٰى ثَمَرِهٖۤ اِذَاۤ اَثْمَرَ وَيَنْعِهٖ ؕ اِنَّ فِيْ
ذٰلِكُمْ لَاٰيٰتٍ لِّقَوْمٍ يُّؤْمِنُوْنَ (٩٩)

অনুবাদ : (৯৯) আর তিনি এমন যে, যিনি আকাশ হতে পানি বর্ষণ করেছেন, অনন্তর আমি তা দ্বারা সর্বপ্রকার উদ্ভিদ উদ্‌গত করেছি, অতঃপর আমি তা হতে সবুজ গাছগুলো বের করেছি, যা হতে আমি একে অন্যের উপর সংস্থাপিত দানা বের করি এবং খেজুর বৃক্ষ হতে অর্থাৎ তার মাথি হতে, ছড়া [বের] হয় যা নিম্ন দিকে ঝুলে পড়ে এবং আঙ্গুরের উদ্যানসমূহ এবং যাইতুন ও আনার [বৃক্ষ উৎপন্ন করেছি] যা [রং ও আকারে কতক] একে অন্যের সদৃশ এবং [কতক] অসাদৃশ্য, প্রত্যেক বৃক্ষের ফলের প্রতি তো লক্ষ্য কর, যখন তা ফলবান হয়, আর তা পাকার সময় [-ও] লক্ষ্য কর, এই সমুদয়ের মধ্যে প্রমাণসমূহ রয়েছে, ঐ সকল লোকের জন্য যারা ঈমান রাখে।

وَجَعَلُوْا لِلّٰهِ شُرَكَآءَ الْجِنَّ وَخَلَقَهُمْ وَخَرَقُوْا
لَهٗ بَنِيْنَ وَبَنٰتٍۢ بِغَيْرِ عِلْمٍ ؕ سُبْحٰنَهٗ وَتَعٰلٰى
عَمَّا يَصِفُوْنَ (١٠٠) ১২ ع ১৪

(১০০) আর [মুশরিক] লোকেরা শয়তানদেরকে আল্লাহর শরিক স্থির করে রেখেছে, অথচ তাদেরকে তিনি সৃষ্টি করেছেন, আর তারা আল্লাহর জন্য পুত্র ও কন্যাগণ প্রমাণ ব্যতিরেকে কল্পনা করে রেখেছে, তিনি এ সমস্ত উক্তি হতে পবিত্র ও বহু উর্ধ্বে, যা তারা বর্ণনা করেছে।

بَدِيْعُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ ؕ اَنّٰى يَكُوْنُ لَهٗ وَلَدٌ
وَّلَمْ تَكُنْ لَّهٗ صَاحِبَةٌ ؕ وَخَلَقَ كُلَّ شَيْءٍ ۚ وَهُوَ
بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيْمٌ (١٠١)

(১০১) তিনি আকাশসমূহ এবং জমিনের সৃষ্টিকর্তা, আল্লাহর সন্তান হবে কি করে? অথচ তাঁর তো কোনো বিবি নেই, এবং তিনি প্রত্যেক বস্তুকে সৃষ্টি করেছেন, এবং তিনি প্রত্যেক বস্তুকে জানেন।

শাব্দিক অনুবাদ

(৯৯) فَاَخْرَجْنَا بِهٖ نَبَاتَ كُلِّ شَيْءٍ আর তিনি এমন যে, যিনি আকাশ হতে পানি বর্ষণ করেছেন وَهُوَ الَّذِيْۤ اَنْزَلَ مِنَ السَّمَآءِ مَآءً
অনন্তর আমি তা দ্বারা সর্বপ্রকার উদ্ভিদ উদ্‌গত করেছি। فَاَخْرَجْنَا مِنْهُ خَضِرًا অতঃপর আমি তা হতে সবুজ
গাছগুলো বের করেছি نُّخْرِجُ مِنْهُ حَبًّا مُّتَرَاكِبًا যা হতে আমি একে অন্যের উপর সংস্থাপিত দানা বের করি وَمِنَ
النَّخْلِ এবং খেজুর বৃক্ষ হতে مِنْ طَلْعِهَا অর্থাৎ তার মাথি হতে قِنْوَانٌ دَانِيَةٌ ছড়া [বের] হয় যা নিম্ন দিকে ঝুলে
পড়ে وَّجَنّٰتٍ مِّنْ اَعْنَابٍ এবং আঙ্গুরের উদ্যানসমূহ وَّالزَّيْتُوْنَ وَالرُّمَّانَ এবং যাইতুন ও আনার [বৃক্ষ উৎপন্ন করেছি]
مُشْتَبِهًا যা [রং ও আকারে কতক] একে অন্যের সদৃশ وَّغَيْرَ مُتَشَابِهٍ এবং [কতক] অসাদৃশ্য اُنْظُرُوْۤا اِلٰى ثَمَرِهٖۤ প্রত্যেক
বৃক্ষের ফলের প্রতি তো লক্ষ্য কর اِذَاۤ اَثْمَرَ وَيَنْعِهٖ যখন তা ফলবান হয়, আর তা পাকার সময় [-ও] লক্ষ্য কর اِنَّ
فِيْ ذٰلِكُمْ لَاٰيٰتٍ এই সমুদয়ের মধ্যে প্রমাণসমূহ রয়েছে, لِّقَوْمٍ يُّؤْمِنُوْنَ ঐ সকল লোকের জন্য যারা ঈমান রাখে।
(১০০) وَجَعَلُوْا لِلّٰهِ شُرَكَآءَ الْجِنَّ আর [মুশরিক] লোকেরা শয়তানদেরকে আল্লাহর শরিক স্থির করে রেখেছে وَخَلَقَهُمْ অথচ
তাদেরকে তিনি সৃষ্টি করেছেন وَخَرَقُوْا لَهٗ আর তারা আল্লাহর জন্য কল্পনা করে রেখেছে بَنِيْنَ وَبَنٰتٍ পুত্র ও কন্যাগণ بِغَيْرِ
عِلْمٍ প্রমাণ ব্যতিরেকে سُبْحٰنَهٗ وَتَعٰلٰى عَمَّا يَصِفُوْنَ তিনি এ সমস্ত উক্তি হতে পবিত্র ও বহু উর্ধ্বে, যা তারা বর্ণনা করছে।
(১০১) بَدِيْعُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ তিনি আকাশসমূহ এবং জমিনের সৃষ্টিকর্তা اَنّٰى يَكُوْنُ لَهٗ وَلَدٌ আল্লাহর সন্তান হবে কি করে?
وَّلَمْ تَكُنْ لَّهٗ صَاحِبَةٌ অথচ তাঁর তো কোনো বিবি নেই وَخَلَقَ كُلَّ شَيْءٍ এবং তিনি প্রত্যেক বস্তুকে সৃষ্টি করেছে وَهُوَ بِكُلِّ
شَيْءٍ عَلِيْمٌ এবং তিনি প্রত্যেক বস্তুকে জানেন।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

(১০০) قوله وَجَعَلُوا لِلّٰهِ شُرَكَاءَ الْجِنَّ وَخَلَقَهُمْ وَخَرَقُوا لَهُ بَنِيْنَ وَبَنٰتٍ بِغَيْرِ عِلْمٍ الخ **আয়াতের শানে নুযূল :** কালবী বলেন, আলোচ্য আয়াত যিন্দীকদের সম্পর্কে অবতীর্ণ হয়েছে। তাদের আকিদা ও দাবি ছিল, আল্লাহ তা'আলা মানুষ ও প্রাণী জগতের সৃষ্টিকর্তা। আর ইবলিস হলো সাপ, বিচ্ছু, ও হিংস্র প্রাণীর সৃষ্টিকর্তা। তাদের শিরকি আকিদা ও বিশ্বাসের জবাবেই আলোচ্য আয়াত নাজিল করা হয়েছে। –[বাহরে মুহীত ১৯৫/৪]

৯৫-৯৮ এই চার আয়াতে আল্লাহ তা'আলা মানুষের এ রোগের প্রতিকারার্থে স্বীয় বিস্তৃত জ্ঞান ও মহান শক্তির কয়েকটি নমুনা এবং মানুষের প্রতি নিয়ামতও অনুগ্রহরাজি উল্লেখ করেছেন। এতে সামান্য চিন্তা করলেই প্রত্যেক সুস্থ স্বভাব ব্যক্তি স্রষ্টার মাহাত্ম্য ও তাঁর অপরিসীম শক্তি-সামর্থ্য স্বীকার না করে থাকতে পারবে না। তখন সে মুক্ত কণ্ঠে ঘোষণা করবে যে, এ বিরাট কীর্তি আল্লাহ তা'আলা ছাড়া আর কারো হতে পারে না। বলা হয়েছে : إِنَّ اللّٰهَ فَالِقُ الْحَبِّ وَالنَّوٰى অর্থাৎ আল্লাহ তা'আলা বীজ ও আঁটি অঙ্কুরণকারী। এতে খোদায়ী শক্তি-সামর্থ্যের এক বিস্ময়কর ঘটনা বিধৃত হয়েছে। শুষ্ক বীজ ও শুষ্ক আঁটি ফাঁক করে তার ভিতর থেকে শ্যামল ও সতেজ বৃক্ষ বের করে দেওয়া একমাত্র জগত স্রষ্টারই কাজ– এতে কোনো মানুষের চেষ্টা ও কর্মের কোনো প্রভাব নেই। আল্লাহর শক্তির বলে বীজ ও আঁটির ভিতর থেকে যে নাজুক অঙ্কুর গজিয়ে উঠে, তার পথ থেকে সকল প্রতিবন্ধকতা ও ক্ষতিকর বস্তুকে দূরে সরিয়ে দেওয়াই কৃষকের সকল চেষ্টার মূল বিষয়। লাঙ্গল চষে মাটি নরম করা, সার দেওয়া, পানি দেওয়া ইত্যাদি কর্মের ফল এর চাইতে বেশি কিছু নয় যে, অঙ্কুরের পথে কোনোরূপ প্রতিবন্ধকতা না থাকে। এ ব্যাপারে আসল কাজ হচ্ছে বীজ ও আঁটি ফেটে বৃক্ষের অঙ্কুরোদ্গম হওয়া, অতঃপর তাতে রং-বেরঙের রকমারি পাতা গজানো এবং এমন ফল-ফুলে সুশোভিত হওয়া যে, মানুষের বুদ্ধি ও মস্তিষ্ক তার একটি পাতা ও পাপড়ি তৈরি করতেও অক্ষম হয়ে যায়। এটা জানা কথা যে, এতে মানব কর্মের কোনো প্রভাব নেই। তাই কুরআনের অন্যত্র বলা হয়েছে : اَفَرَاَيْتُمْ مَّا تَحْرُثُوْنَ ءَاَنْتُمْ تَزْرَعُوْنَهٗۤ اَمْ نَحْنُ الزّٰرِعُوْنَ

অর্থাৎ তোমরা কি ঐ বীজগুলোকে দেখ না যা তোমরা মাটিতে ফেলে দাও? এগুলো থেকে তোমরা ফসল উৎপাদন কর না আমি করি?

দ্বিতীয় বাক্যে বলা হয়েছে : يُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ وَمُخْرِجُ الْمَيِّتِ مِنَ الْحَيِّ অর্থাৎ আল্লাহ তা'আলাই মৃত বস্তু থেকে জীবিত বস্তু সৃষ্টি করেন। মৃত বস্তু যেমন, বীর্য ও ডিম এগুলো থেকে মানুষ ও জন্তু-জানোয়ারের সৃষ্টি হয়, এমনিভাবে তিনি জীবিত বস্তু থেকে মৃত বস্তু বের করে দেন– যেমন, বীর্য ও ডিম জীবিত বস্তু থেকে বের হয়।

এরপর বলেছেন : ذٰلِكُمُ اللّٰهُ فَاَنّٰى تُؤْفَكُوْنَ অর্থাৎ এগুলো সবই এক আল্লাহর কাজ। অতঃপর একথা জেনে শুনে তোমরা কোন দিকে বিভ্রান্ত হয়ে ঘোরাফেরা করছ? তোমরা স্বহস্তে নির্মিত প্রতিমাকে বিপদ-বিদূরণকারী ও অভাব পূরণকারী উপাস্য বলতে শুরু করেছ।

দ্বিতীয় আয়াতে বলা হয়েছে : فَالِقُ الْاِصْبَاحِ – فَالِقُ শব্দের অর্থ ফাঁককারী এবং اِصْبَاحٌ শব্দের অর্থ এখানে প্রভাতকাল। فَالِقُ الْاِصْبَاحِ –এর প্রভাতের ফাঁককারী; অর্থাৎ গভীর অন্ধকারের চাদর ফাঁক করে প্রভাতের উন্মেষকারী। এটিও এমন একটি কাজ, যাতে নিজ, মানব ও সমগ্র সৃষ্ট জীবের শক্তিই ব্যর্থ। প্রতিটি চক্ষুষ্মান ব্যক্তি একথা বুঝতে বাধ্য যে, রাত্রির অন্ধকারের পর প্রভাতরশ্মির উদ্ভাবক জিন, মানব, ফেরেশতা অথবা অন্য কোনো সৃষ্টজীব হতে পারে না; বরং এটি বিশ্বস্রষ্টা আল্লাহ তা'আলারই কাজ।

সৌর ও চান্দ্র হিসাব : বলা হয়েছে : وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ حُسْبَانًا – حُسْبَانًا একটি ধাতু। এর অর্থ হিসাব করা, গণনা করা। অর্থাৎ আল্লাহতা'আলা সূর্য ও চন্দ্রের উদয়, অস্ত এবং এদের গতিকে একটি বিশেষ হিসাবের অধীনে রেখেছেন। এর ফলে মানুষ বৎসর, মাস, দিন, ঘণ্টা এমনকি, মিনিট ও সেকেণ্ডের হিসাবও অতি সহজে করতে পারে।

আল্লাহ তা'আলা অপার শক্তিই এসব উজ্জ্বল মহাগোলক ও এদের গতি-বিধিকে অটল অনড় নিয়মের অধীন করে দিয়েছে। হাজার হাজার বছরেও এদের গতি-বিধিকে এক মিনিট বা এক সেকেণ্ডের পার্থক্য হয় না। এদের কলকজা মেরামতের জন্য কোনো ওয়ার্কশপের প্রয়োজন হয় না এবং যন্ত্রাংশের ক্ষয়প্রাপ্তি ও পরিবর্তনের আবশ্যকতাও দেখা দেয় না। এ উজ্জ্বল গোলকদ্বয় নিজ নিজ কক্ষপথে নির্দিষ্ট গতিতে বিচরণ করছে : لَا الشَّمْسُ يَنْۢبَغِيْ لَهَاۤ اَنْ تُدْرِكَ الْقَمَرَ وَلَا الَّيْلُ سَابِقُ النَّهَارِ

পরিতাপের বিষয়, প্রকৃতির এ অটল ও অপরিবর্তনীয় ব্যবস্থা থেকেই মানুষ প্রতারিত হয়েছে। তারা এগুলোকেই স্বয়ংসম্পূর্ণ; বরং উপাস্য ও উদ্দিষ্ট মনে করে বসেছে। যদি এ ব্যবস্থা মাঝে মাঝে অচল হয়ে যেত এবং কলকব্জা মেরামতের জন্য কয়েক দিন বা কয়েক ঘণ্টার বিরতি দেখা যেত, তবে মানুষ বুঝতে পারত যে, এসব মেশিন আপনা আপনি চলে না; বরং এগুলোর পরিচালক ও নির্মাতা আছে। ঐশীগ্রন্থ, পয়গম্বর ও রাসূলগণ এ সত্য উদঘাটন করার জন্যই প্রেরিত হন।

কুরআন পাকের এ বাক্য আরো ইঙ্গিত করেছে যে, বছর ও মাসের সৌর ও চান্দ্র উভয় প্রকার হিসাবই হতে পারে এবং উভয়টি আল্লাহ তা'আলার নিয়ামত। এটা ভিন্ন কথা যে, সাধারণ অশিক্ষিত লোকদের সুবিধার্থে এবং তাদেরকে হিসাব-কিতাবের জটিলতা থেকে দূরে রাখার জন্য ইসলামি বিধি বিধানের চান্দ্র বৎসর ব্যবহার করা হয়েছে। যেহেতু ইসলামি তারিখ এবং ইসলামি বিধান পুরোপুরিভাবে চান্দ্র হিসাবের উপর নির্ভরশীল, তাই এ হিসাবকে স্থায়ী ও প্রতিষ্ঠিত রাখা সকল মুসলমানের অবশ্যই কর্তব্য। প্রয়োজনবশতঃ সৌর ও অন্যান্য হিসাবও ব্যবহার করা যেতে পারে, তাতে কোনো পাপ হবে না। কিন্তু চান্দ্র হিসাবকে সম্পূর্ণ উপেক্ষা করা এবং বিলোপ করে দেওয়া পাপের কারণ। এতে রমজান কিংবা জিলহজ ও মহররম কবে হবে তা অজ্ঞাত হয়ে যাবে।

আয়াতের শেষাংশে বলা হয়েছে : ذٰلِكَ تَقْدِيْرُ الْعَزِيْزِ الْعَلِيْمِ অর্থাৎ এ বিস্ময়কর অটল ব্যবস্থা যাতে কখনো এক মিনিট ও এক সেকেণ্ড এদিক-ওদিক হয় না– একমাত্র আল্লাহ তা'আলারই অপরিসীম শক্তির কারসাজি, যিনি পরাক্রান্ত ও শক্তিমান এবং সব ব্যাপারে জ্ঞানী।

তৃতীয় আয়াতে বলা হয়েছে : وَهُوَ الَّذِيْ جَعَلَ لَكُمُ النُّجُوْمَ لِتَهْتَدُوْا بِهَا فِيْ ظُلُمٰتِ الْبَرِّ وَالْبَحْرِ
অর্থাৎ সূর্য ও চন্দ্র ছাড়া অন্যান্য নক্ষত্রও আল্লাহ তা'আলার অপরিসীম শক্তির বহিঃপ্রকাশ। এগুলো সৃষ্টি করার পিছনে যে হাজারো রহস্য রয়েছে তন্মধ্যে একটি এই যে, জল ও স্থলপথে ভ্রমণ করার সময় রাত্রির অন্ধকারে যখন দিক নির্ণয় করা কঠিন হয়ে পড়ে, তখন মানুষ এসব নক্ষত্রের সাহায্যে পথ ঠিক করতে পারে। অভিজ্ঞতা সাক্ষ্য দেয়, আজ বৈজ্ঞানিক কলকব্জার যুগেও মানুষ নক্ষত্রপুঞ্জের পথ প্রদর্শনের প্রতি অমুখাপেক্ষী নয়।

এ আয়াতেও মানুষকে হুঁশিয়ার করা হয়েছে যে, এসব নক্ষত্রও কোনো একজন নির্মাতা ও নিয়ন্ত্রকের নিয়ন্ত্রণাধীন বিচরণ করছে। এরা স্বীয় অস্তিত্ব, স্থায়িত্ব ও কর্মে স্বয়ং-সম্পূর্ণ নয়। যারা শুধু এদের প্রতি দৃষ্টি নিবদ্ধ করে বসে আছে এবং নির্মাতার প্রতি দৃষ্টিপাত করে না, তারা অত্যন্ত সংকীর্ণমনা এবং আত্মপ্রবঞ্চিত।

এরপর বলেছেন : قَدْ فَصَّلْنَا الْاٰيٰتِ لِقَوْمٍ يَّعْلَمُوْنَ অর্থাৎ আমি শক্তির প্রমাণাদি বিস্তারিতভাবে বর্ণনা করে দিয়েছি বিজ্ঞজনদের জন্য। এতে ইঙ্গিত করা হয়েছে যে, যারা এসব সুস্পষ্ট নিদর্শন দেখেও আল্লাহকে চিনে না, তারা বে-খবর ও অচেতন।

চতুর্থ আয়াতে বলা হয়েছে : وَهُوَ الَّذِيْٓ اَنْشَاَكُمْ مِّنْ نَّفْسٍ وَّاحِدَةٍ فَمُسْتَقَرٌّ وَّمُسْتَوْدَعٌ – مُسْتَقَرٌّ শব্দটি قَرَارٌ থেকে উদ্ভূত। কোনো বস্তুর অবস্থান স্থলকে مُسْتَقَرٌّ বলা হয়। مُسْتَوْدَعٌ শব্দটি وَدِيْعَتٌ থেকে উদ্ভূত। এর অর্থ কারো কাছে কোনো বস্তু অস্থায়ীভাবে কয়েক দিন রাখা হয়।

অর্থাৎ আল্লাহ তা'আলাই সে পবিত্র সত্তা যিনি মানুষকে এক সত্তা থেকে অর্থাৎ হযরত আদম (আ.) থেকে সৃষ্টি করেছেন। এরপর তার জন্য একটি দীর্ঘকালীন এবং একটি স্বল্পকালীন অবস্থান স্থল নির্ধারণ করে দিয়েছেন।

কুরআন পাকের ভাষা এরূপ হলেও এর ব্যাখ্যায় বহুবিধ সম্ভাবনা রয়েছে। এ কারণেই এ সম্পর্কে তাফসীরকারদের বিভিন্ন উক্তি রয়েছে। কেউ বলেছেন। مُسْتَقَرٌّ ও مُسْتَوْدَعٌ যথাক্রমে মাতৃগর্ভ ও দুনিয়া। আবার কেউ বলেছেন : কবর ও পরলোক। এছাড়া আরো বিভিন্ন উক্তি আছে এবং কুরআনের ভাষায় সবগুলোরই অবকাশ রয়েছে। কাজী সানাউল্লাহ পানিপথী (র.) তাফসীরে মাযহারীতে বলেছেন : مُسْتَقَرٌّ হচ্ছে পরলোকের বেহেশত ও দোজখ। আর মানুষের জন্ম থেকে শুরু করে পরকাল অবধি সবগুলোর স্তর। তা মাতৃগর্ভই হোক কিংবা পৃথিবীতে বসবাসের জায়গাই হোক কিংবা কবর ও বরজখই হোক– সবগুলোই হচ্ছে مُسْتَوْدَعٌ অর্থাৎ সাময়িক অবস্থান স্থল। কুরআন পাকের এক আয়াত দ্বারাও এ উক্তির অগ্রগণ্যতা বুঝা যায়। আয়াতে বলা হয়েছে : لَتَرْكَبُنَّ طَبَقًا عَنْ طَبَقٍ অর্থাৎ তোমরা সর্বদা এক স্তর থেকে অন্য স্তরে আরোহণ করতে থাকবে। এর সারমর্ম এই যে, পরকালের পূর্বে মানুষ সমগ্র জীবনে একজন মুসাফিরসদৃশ। বাহ্যিক স্থিরতা ও অবস্থিতির সময়ও প্রকৃতপক্ষে সে জীবন-সফরের বিভিন্ন মনজিল অতিক্রম করতে থাকে।

https://e-ilm.weebly.com/

قوله وَهُوَ الَّذِيْٓ اَنْزَلَ مِنَ السَّمَآءِ الخ আলোচ্য আয়াতসমূহের বিষয়বস্তুতে অভিনব শ্রেণিবিন্যাস নির্দেশিত হয়েছে। এখানে তিন প্রকার সৃষ্ট জগতের কথা উল্লেখ করা হয়েছে : এক. উর্ধ্বজগত। দুই. অধঃজগত এবং তিন. শূন্যজগত। অর্থাৎ ভূমণ্ডল ও নভোমণ্ডলের মধ্যবর্তী শূন্যজগতে সৃষ্ট বস্তুসমূহ। প্রথমে অধঃজগতের বস্তুসমূহ সম্পর্কে বর্ণনা করা হয়েছে। কারণ এগুলো আমাদের অধিক নিকটবর্তী। অতঃপর এগুলোর বর্ণনাকে দু'ভাগে ভাগ করা হয়েছে : এক. মাটি থেকে উৎপন্ন উদ্ভিদ, বৃক্ষ ও বাগানের বর্ণনা এবং দুই. মানব ও জীবজন্তুর বর্ণনা। প্রথমোক্তটি প্রথমে বর্ণিত হয়েছে। কেননা এটি অপরটির তুলনায় অধিক স্পষ্ট এবং অপরটি যেহেতু আত্মার উপর নির্ভরশীল, তাই কিছুটা সূক্ষ্ম। সে মতে বীর্যের বিভিন্ন স্তর ও অবস্থা চিকিৎসকদের অনুভূতির সাথে বিশেষভাবে সম্পর্কশীল। এর বিপরীতে উদ্ভিদের বৃদ্ধি ও ফলে-ফুলে সমৃদ্ধ হওয়ার ব্যাপারটি সাধারণভাবে প্রত্যক্ষ। এরপর শূন্যজগতের উল্লেখ করা হয়েছে : অর্থাৎ সকাল ও বিকাল। অতঃপর অধঃজগতের সৃষ্ট বস্তু বর্ণিত হয়েছে। অর্থাৎ সূর্য, চন্দ্র ও নক্ষত্ররাজি। অতঃপর অধঃজগতের বস্তুসমূহ অধিক প্রত্যক্ষ হওয়ার কারণে এগুলোর পূর্ণ বর্ণনা দ্বারা আলোচনা সমাপ্ত করা হয়েছে। তবে পূর্বে এগুলো সংক্ষিপ্তাকারে উল্লিখিত হয়েছিল। এবার বিস্তারিতভাবে বর্ণিত হয়েছে। কিন্তু বিস্তারিত বর্ণনার শ্রেণিবিন্যাসে সংক্ষিপ্ত বর্ণনার শ্রেণিবিন্যাসের বিপরীত করা হয়েছে। অর্থাৎ প্রাণীদের বর্ণনা অগ্রে এবং উদ্ভিদের বর্ণনা পরে। সম্ভবতঃ এর কারণ এই যে, এই বিস্তারিত বর্ণনায় নিয়ামত প্রকাশের ভঙ্গি অবলম্বন হয়েছে। তাই مُنْعَمٌ عَلَيْهِ যাদের কে নিয়ামত প্রদান হয়েছে, তারা উদ্দিষ্ট হওয়ার কারণে তাদেরকে অগ্রাধিকার দেওয়া হয়েছে। উদ্ভিদের মধ্যে পূর্বোক্ত শ্রেণিবিন্যাস বহাল রয়েছে। অর্থাৎ শস্যের অবস্থা, বীজ ও আঁটির বর্ণনা আগে এনে এবং একে উদ্ভিদের অনুগামী করে মাঝখানে বৃষ্টির প্রসঙ্গ টানা হয়েছে। এতে আরো একটি সূক্ষ্ম কারণ থাকতে পারে। তা এই যে, সূচনার দিক থেকে বৃষ্টি উর্ধ্বজগতের, পরিণতির দিক দিয়ে অধঃজগতের এবং দূরত্ব অতিক্রমের দিক দিয়ে শূন্যজগতের বস্তু।

শব্দ বিশ্লেষণ

تُؤْفَكُوْنَ : সীগাহ جمع مذكر حاضر বহছ مضارع مجهول বাব ضَرَبَ মাসদার اَلْاِفْكُ মূলবর্ণ (ا . ف . ك) জিনস مهموز فاء অর্থ– তোমরা বিপরীত দিকে চলছ।

لِتَهْتَدُوْا : সীগাহ جمع مذكر حاضر বহছ مضارع معروف বাব اِفْتِعَالٌ মাসদার اَلْاِهْتِدَاءُ মূলবর্ণ (ه . د . ى) জিনস ناقص يائى অর্থ– যেন তোমরা পথ পাও।

مُسْتَقَرٌّ : সীগাহ واحد مذكر বহছ اسم ظرف ও اسم مفعول বাব اِسْتِفْعَالٌ মাসদার اَلْاِسْتِقْرَارُ মূলবর্ণ (ق . ر . ر) জিনস مضاعف ثلاثى অর্থ– ঠিকানা, অবস্থানস্থল, বসবাসের জায়গা।

مُسْتَوْدَعٌ : সীগাহ واحد مذكر বহছ اسم ظرف ও اسم مفعول বাব اِسْتِفْعَالٌ মাসদার اَلْاِسْتِيْدَاعُ মূলবর্ণ (و . د . ع) জিনস مثال واوى অর্থ–আমানত রাখা হয় যে স্থানে।

مُتَرَاكِبًا : সীগাহ واحد مذكر বহছ اسم فاعل বাব تَفَاعُلٌ মাসদার اَلتَّرَاكُبُ মূলবর্ণ (ر . ك . ب) জিনস صحيح অর্থ– একে অপরের উপর সংস্থাপিত দানা।

طَلْعٌ : শব্দটি একবচন, বহুবচন اَطْلَاعٌ অর্থ– খেজুর গাছের শিষ, কোরক।

قِنْوَانٌ শব্দটি বহুবচন, একবচন قِنْوٌ অর্থ– কাদি, ছড়া, খেজুরের কাদি।

دَانِيَةٌ সীগাহ واحد مؤنث বহছ اسم فاعل বাব نَصَرَ মাসদার اَلدُّنُوُّ মূলবর্ণ (د . ن . و) জিনস ناقص واوى অর্থ– ঝুলন্ত, যা নুয়ে থাকে।

يَنْعٌ শব্দটি বাব ضَرَبَ ও فَتَحَ এর মাসদার। অর্থ– পেকে যাওয়া।

https://e-ilm.weebly.com/

https://e-ilm.weebly.com/

ذٰلِكُمُ اللّٰهُ رَبُّكُمْ ۚ لَآ اِلٰهَ اِلَّا هُوَ ۚ خَالِقُ كُلِّ شَيْءٍ فَاعْبُدُوْهُ ۚ وَهُوَ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ وَّكِيْلٌ (١٠٢)

অনুবাদ : (১০২) ইনিই আল্লাহ, তোমাদের রব, তিনি ভিন্ন কেউ ইবাদতের যোগ্য নয়, তিনি প্রত্যেক বস্তুর স্রষ্টা, অতএব, তাঁর ইবাদত কর, বস্তুতঃ তিনি সকল বিষয়ের কার্য সম্পাদক।

لَا تُدْرِكُهُ الْاَبْصَارُ ز وَهُوَ يُدْرِكُ الْاَبْصَارَ ۚ وَهُوَ اللَّطِيْفُ الْخَبِيْرُ (١٠٣)

(১০৩) তাঁকে তো কারো দৃষ্টি পরিবেষ্টন করতে পারে না, এবং তিনি সকল দৃষ্টিকেই পরিবেষ্টন করে আছেন, এবং তিনিই অতি সূক্ষ্মদর্শী, সর্বজ্ঞ।

قَدْ جَآءَكُمْ بَصَآئِرُ مِنْ رَّبِّكُمْ ۚ فَمَنْ اَبْصَرَ فَلِنَفْسِهٖ ۚ وَمَنْ عَمِيَ فَعَلَيْهَا ۗ وَمَآ اَنَا عَلَيْكُمْ بِحَفِيْظٍ (١٠٤)

(১০৪) [বলে দিন] নিশ্চয়, তোমাদের নিকট তোমাদের রবের পক্ষ হতে সত্য দর্শনের উপায়সমূহ পৌঁছেছে, সুতরাং যে [সত্যকে] দেখে নিবে, সে নিজের উপকার করবে, আর যে অন্ধ থাকবে সে নিজেরই অনিষ্ট করবে, এবং আমি তোমাদের পর্যবেক্ষক নই।

وَكَذٰلِكَ نُصَرِّفُ الْاٰيٰتِ وَلِيَقُوْلُوْا دَرَسْتَ وَلِنُبَيِّنَهٗ لِقَوْمٍ يَّعْلَمُوْنَ (١٠٥)

(১০৫) আর আমি এরূপ প্রমাণসমূহকে বিভিন্ন দিক দিয়ে বর্ণনা করি, যেন আপনি সকলকে পৌঁছে দিন, আর যেন, তারা [বিদ্বেষাপন্ন হয়ে] এরূপ বলে যে, আপনি কারো নিকট পড়ে নিয়েছেন, এবং যেন আমি তাকে জ্ঞানীদের জন্য স্পষ্টরূপে প্রকাশ করে দেই।

اِتَّبِعْ مَآ اُوْحِيَ اِلَيْكَ مِنْ رَّبِّكَ ۚ لَآ اِلٰهَ اِلَّا هُوَ ۚ وَاَعْرِضْ عَنِ الْمُشْرِكِيْنَ (١٠٦)

(১০৬) আপনি স্বয়ং ঐ পথের অনুসরণ করতে থাকুন যে সম্বন্ধে আপনার প্রতিপালকের পক্ষ হতে আপনার নিকট ওহী এসেছে, আল্লাহ তা'আলা ব্যতীত কেউ ইবাদতের যোগ্য নয়, আর মুশরিকদের প্রতি লক্ষ্য করবেন না।

শাব্দিক অনুবাদ

(১০২) ذٰلِكُمُ اللّٰهُ رَبُّكُمْ ইনিই আল্লাহ, তোমাদের রব لَآ اِلٰهَ اِلَّا هُوَ তিনি ভিন্ন কেউ ইবাদতের যোগ্য নয় خَالِقُ كُلِّ شَيْءٍ তিনি প্রত্যেক বস্তুর স্রষ্টা فَاعْبُدُوْهُ অতএব, তাঁর ইবাদত কর وَهُوَ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ وَّكِيْلٌ বস্তুতঃ তিনি সকল বিষয়ের কার্য সম্পাদক।

(১০৩) لَا تُدْرِكُهُ الْاَبْصَارُ তাঁকে তো কারো দৃষ্টি পরিবেষ্টন করতে পারে না وَهُوَ يُدْرِكُ الْاَبْصَارَ এবং তিনি সকল দৃষ্টিকেই পরিবেষ্টন করে আছেন وَهُوَ اللَّطِيْفُ الْخَبِيْرُ এবং তিনিই অতি সূক্ষ্মদর্শী, সর্বজ্ঞ।

(১০৪) قَدْ جَآءَكُمْ নিশ্চয়, তোমাদের নিকট পৌঁছেছে بَصَآئِرُ সত্য দর্শনের উপায়সমূহ مِنْ رَّبِّكُمْ তোমাদের রবের পক্ষ হতে فَمَنْ اَبْصَرَ فَلِنَفْسِهٖ সুতরাং যে [সত্যকে] দেখে নিবে, সে নিজের উপকার করবে وَمَنْ عَمِيَ فَعَلَيْهَا আর যে অন্ধ থাকবে সে নিজেরই অনিষ্ট করবে وَمَآ اَنَا عَلَيْكُمْ بِحَفِيْظٍ এবং আমি তোমাদের পর্যবেক্ষক নই।

(১০৫) وَكَذٰلِكَ نُصَرِّفُ الْاٰيٰتِ আর আমি এরূপ প্রমাণসমূহকে বিভিন্ন দিক দিয়ে বর্ণনা করি وَلِيَقُوْلُوْا دَرَسْتَ যেন আপনি সকলকে পৌঁছে দিন وَلِنُبَيِّنَهٗ لِقَوْمٍ يَّعْلَمُوْنَ আর যেন, তারা [বিদ্বেষাপন্ন হয়ে] এরূপ বলে যে, আপনি কারো নিকট পড়ে নিয়েছেন, এবং যেন আমি তাকে জ্ঞানীদের জন্য স্পষ্টরূপে প্রকাশ করে দেই।

(১০৬) اِتَّبِعْ আপনি স্বয়ং ঐ পথের অনুসরণ করতে থাকুন مَآ اُوْحِيَ اِلَيْكَ مِنْ رَّبِّكَ যে সম্বন্ধে আপনার প্রতিপালকের পক্ষ হতে আপনার নিকট ওহী এসেছে لَآ اِلٰهَ اِلَّا هُوَ আল্লাহ তা'আলা ব্যতীত কেউ ইবাদতের যোগ্য নয় وَاَعْرِضْ عَنِ الْمُشْرِكِيْنَ আর মুশরিকদের প্রতি লক্ষ্য করবেন না।

অনুবাদ : (১০৭) আর যদি আল্লাহর অভিপ্রেত হতো, তবে তারা শিরক করত না, আর আমি আপনাকে এদের পর্যবেক্ষক করিনি, এবং আপনি তাদের উপর ক্ষমতাপ্রাপ্তও নন।	وَلَوْ شَآءَ اللّٰهُ مَآ اَشْرَكُوْا ۗ وَمَا جَعَلْنٰكَ عَلَيْهِمْ حَفِيْظًا ۚ وَمَآ اَنْتَ عَلَيْهِمْ بِوَكِيْلٍ (١٠٧)
(১০৮) আর এরা আল্লাহ ব্যতীত যাদের ইবাদত করে, তাদেরকে গালি দিও না, কেননা তা হলে এরা মূর্খতাবশতঃ সীমালঙ্ঘনপূর্বক আল্লাহর শানে বে-আদবী করবে, আমি এরূপেই প্রত্যেক উম্মতের নিকট তাদের কার্যকলাপকে সুশোভিত করে রেখেছি, অতঃপর স্বীয় প্রতিপালকের নিকটই তাদেরকে যেতে হবে, তখন তিনি তাদেরকে জানিয়ে দিবেন, যা কিছুই তারা করত।	وَلَا تَسُبُّوا الَّذِيْنَ يَدْعُوْنَ مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ فَيَسُبُّوا اللّٰهَ عَدْوًاۢ بِغَيْرِ عِلْمٍ ۗ كَذٰلِكَ زَيَّنَّا لِكُلِّ اُمَّةٍ عَمَلَهُمْ ۪ ثُمَّ اِلٰى رَبِّهِمْ مَّرْجِعُهُمْ فَيُنَبِّئُهُمْ بِمَا كَانُوْا يَعْمَلُوْنَ (١٠٨)
(১০৯) আর তারা (কাফেররা) শপথসমূহে খুব দৃঢ়তার সাথে আল্লাহ তা'আলার নামে শপথ করল যে, যদি তাদের নিকট কোনো নিদর্শন উপস্থিত হয় তবে তারা অবশ্যই তার প্রতি ঈমান আনবে; আপনি বলে দিন নিদর্শনগুলো সমস্তই আল্লাহর অধিকারে এবং তোমাদের তার কি খবর যে, এই নিদর্শনগুলো যখন উপস্থিত হবে তখনও তারা ঈমান আনবে না।	وَاَقْسَمُوْا بِاللّٰهِ جَهْدَ اَيْمَانِهِمْ لَئِنْ جَآءَتْهُمْ اٰيَةٌ لَّيُؤْمِنُنَّ بِهَا ۚ قُلْ اِنَّمَا الْاٰيٰتُ عِنْدَ اللّٰهِ وَمَا يُشْعِرُكُمْ ۙ اَنَّهَآ اِذَا جَآءَتْ لَا يُؤْمِنُوْنَ (١٠٩)
(১১০) আর আমিও তাদের অন্তরসমূহকে এবং চক্ষুসমূহকে ফিরিয়ে দিব যেরূপভাবে তারা তৎপ্রতি প্রথমবার ঈমান আনয়ন করেনি, এবং আমি তাদেরকে এদের অবাধ্যতার মধ্যে দিশেহারা অবস্থায় থাকতে দিব।	وَنُقَلِّبُ اَفْـِٕدَتَهُمْ وَاَبْصَارَهُمْ كَمَا لَمْ يُؤْمِنُوْا بِهٖٓ اَوَّلَ مَرَّةٍ وَّنَذَرُهُمْ فِيْ طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُوْنَ (١١٠) ع

শাব্দিক অনুবাদ

(১০৭) وَلَوْ شَآءَ اللّٰهُ আর যদি আল্লাহর অভিপ্রেত হতো مَآ اَشْرَكُوْا তবে তারা শিরক করত না وَمَا جَعَلْنٰكَ عَلَيْهِمْ حَفِيْظًا আর আমি আপনাকে এদের পর্যবেক্ষক করিনি وَمَآ اَنْتَ عَلَيْهِمْ بِوَكِيْلٍ এবং আপনি তাদের উপর ক্ষমতাপ্রাপ্তও নন।

(১০৮) وَلَا تَسُبُّوا আর তাদেরকে গালি দিও না الَّذِيْنَ يَدْعُوْنَ এরা যাদের ইবাদত করে مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ আল্লাহ ব্যতীত فَيَسُبُّوا اللّٰهَ কেননা তাহলে এরা আল্লাহর শানে বে-আদবী করবে عَدْوًا সীমালঙ্ঘনপূর্বক بِغَيْرِ عِلْمٍ মূর্খতাবশতঃ كَذٰلِكَ আমি এরূপেই زَيَّنَّا সুশোভিত করে রেখেছি لِكُلِّ اُمَّةٍ প্রত্যেক উম্মতের নিকট عَمَلَهُمْ তাদের কার্যকলাপকে ثُمَّ اِلٰى رَبِّهِمْ مَّرْجِعُهُمْ অতঃপর স্বীয় প্রতিপালকের নিকটই তাদেরকে যেতে হবে فَيُنَبِّئُهُمْ তখন তিনি তাদেরকে জানিয়ে দিবেন بِمَا كَانُوْا يَعْمَلُوْنَ যা কিছুই তারা করত।

(১০৯) وَاَقْسَمُوْا بِاللّٰهِ جَهْدَ اَيْمَانِهِمْ আর তারা (কাফেররা) শপথসমূহে খুব দৃঢ়তার সাথে আল্লাহ তা'আলার নামে শপথ করল যে لَئِنْ جَآءَتْهُمْ اٰيَةٌ যদি তাদের নিকট কোনো নিদর্শন উপস্থিত হয় لَّيُؤْمِنُنَّ بِهَا তবে তারা অবশ্যই তার প্রতি ঈমান আনবে قُلْ আপনি বলে দিন اِنَّمَا الْاٰيٰتُ عِنْدَ اللّٰهِ নিদর্শনগুলো সমস্তই আল্লাহর অধিকারে وَمَا يُشْعِرُكُمْ এবং তোমাদের তার কি খবর যে اَنَّهَآ اِذَا جَآءَتْ لَا يُؤْمِنُوْنَ এই নিদর্শনগুলো যখন উপস্থিত হবে তখনও তারা ঈমান আনবে না।

(১১০) وَنُقَلِّبُ আর আমিও ফিরিয়ে দিব اَفْـِٕدَتَهُمْ وَاَبْصَارَهُمْ তাদের অন্তরসমূহকে এবং চক্ষুসমূহকে كَمَا لَمْ يُؤْمِنُوْا بِهٖٓ اَوَّلَ مَرَّةٍ যেরূপভাবে তারা তৎপ্রতি প্রথমবার ঈমান আনয়ন করেনি وَّنَذَرُهُمْ فِيْ طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُوْنَ এবং আমি তাদেরকে এদের অবাধ্যতার মধ্যে দিশেহারা অবস্থায় থাকতে দিব।

https://e-ilm.weebly.com/

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

(১০৮) وَلَا تَسُبُّوا الَّذِيْنَ يَدْعُوْنَ مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ فَيَسُبُّوا اللّٰهَ عَدْوًا بِغَيْرِ عِلْمٍ الخ আয়াতের শানে নুযূল : আব্দুর রাজ্জাক কাতাদার উদ্ধৃতি দিয়ে বলেন যে, মুসলমানরা কাফেরদের উপাস্য, প্রতিমাও মূর্তিগুলোকে ভর্ৎসনা ও মন্দাচারী করত। ফলে কাফেররাও অজ্ঞতা বশতঃ শত্রুতামূলকভাবে সরাসরি আল্লাহ তা'আলকে ভর্ৎসনা ও মন্দাচারী করত। সুতরাং বাতেল মা'বুদকে গালি দিয়ে প্রকৃত মা'বুদ আল্লাহকে গালি না দেওয়ানোর পরিপ্রেক্ষিতে আল্লাহ তা'আলা আলোচ্য আয়াত নাজিল করেন। –[ইবনে কাছীর ১৬৭/২, বাহরে মুহীত ২০১/৪, রূহুল মা'আনী ২৫২/৪/৭]

(১০৯) وَاَقْسَمُوا بِاللّٰهِ جَهْدَ اَيْمَانِهِمْ لَئِنْ جَآءَتْهُمْ اٰيَةٌ لَّيُؤْمِنُنَّ بِهَا الخ আয়াতের শানে নুযূল– ১ : হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) বর্ণনা করেন যে, আলোচ্য আয়াত কুরাইশদের সম্পর্কে অবতীর্ণ হয়েছে।

শানে নুযূল– ২ : ইবনে জারীর, মুহাম্মদ বিন কা'আব আল কুরাযীর উদ্ধৃতি দিয়ে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন, রাসূল ﷺ কুরাইশদের সাথে কোনো বিষয় নিয়ে আলোচনায় ছিলেন। এরই মধ্যে তারা রাসূল ﷺ-কে বলল, হে মুহাম্মদ! এ বিষয়ে আমাদেরকে অবহিত করেন যে, হযরত মূসা (আ.)-এর সাথে কি এমন কোনো লাঠি ছিল, যা দ্বারা তিনি পাথরকে আঘাত করতেন? হযরত ঈসা (আ.) কি মৃতকে জীবিত করতে পারতেন? ছামূদ গোত্রের জন্য কি কোনো উটনী ছিল? আমাদের নিকটও এধরনের কোনো নিদর্শন নিয়ে আসুন, তাহলে আমরাও আপনাকে বিশ্বাস ও সমর্থন করব। তখন রাসূল ﷺ বললেন, কোনো বস্তুকে তোমাদের সামনে প্রকাশ করতে কামনা কর? তারা বলল, সাফা পর্বতকে স্বর্ণে পরিণত করে দাও। রাসূল ﷺ বললেন, আমি যদি এমন করি, তাহলে কি তোমরা আমাকে বিশ্বাস করবে? ওরা বলল, হ্যাঁ, আল্লাহর শপথ আপনি যদি এমন করতে সক্ষম হন, অবশ্যই আমরা আপনার অনুসরণ করব। সুতরাং রাসূল ﷺ দোয়া করার লক্ষ্যে দাঁড়ালেন। তৎক্ষণাতই হযরত জিবরাঈল আমীন তাঁকে বললেন, আপনি যদি চান তাহলে সকালেই স্বর্ণে পরিণত হয়ে যাবে। যে সময় যদি তারা ঈমান না আনে, তবে আমি তাদেরকে কঠোর শাস্তি প্রদান করব। ইচ্ছা করলে আপনি তাদেরকে নিজ অবস্থায় রেখে দিন। যাতে তারা তওবা করে নেয়। রাসূল ﷺ বললেন, তারা ক্ষমা চেয়ে নিবে। রাসূল ﷺ-এর নিকট কুরাইশদের মু'জিযা চাওয়ার পরিপ্রেক্ষিতে আল্লাহ তা'আলা আলোচ্য আয়াত নাজিল করেন। –[ইবনে কাছীর ১৬৮/২, ফাতহুল কাদীর ১৫৪/২, রূহুল মা'আনী ২৫৩/৪/৭]

قوله لَا تُدْرِكُهُ الْاَبْصَارُ وَهُوَ يُدْرِكُ الْاَبْصَارَ وَهُوَ اللَّطِيْفُ الْخَبِيْرُ : আলোচ্য প্রথম আয়াতে اَبْصَارٌ শব্দটি بَصَرٌ-এর বহুবচন। এর অর্থ দৃষ্টি এবং দৃষ্টিশক্তি; ادراك শব্দের অর্থ পাওয়া, ধরা, বেষ্টন করা। হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) এ স্থলে اِدْرَاكٌ শব্দের অর্থ বেষ্টন করা বর্ণনা করেছেন। –[বাহরে মুহীত]

এতে আয়াতের অর্থ হয় এই যে, নিজ, মানব, ফেরেশতা ও যাবতীয় জীব-জন্তুর দৃষ্টি একত্রিত হয়েও আল্লাহর সত্তাকে বেষ্টন করে দেখতে পারে না। পক্ষান্তরে আল্লাহ তা'আলা সমগ্র সৃষ্টজীবের দৃষ্টিকে পূর্ণরূপে দেখেন। এ সংক্ষিপ্ত আয়াতে আল্লাহ তা'আলার দুটি বিশেষ গুণ বর্ণিত হয়েছে। **এক.** সমগ্র সৃষ্ট জগতে কারো দৃষ্টি এমনকি সবার দৃষ্টি একত্রিত হয়েও তাঁর সত্তাকে বেষ্টন করতে পারে না।

হযরত আবূ সাঈদ খুদরী (রা.)-এর এক রেওয়ায়েতে রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন : এ যাবত পৃথিবীতে যত মানুষ, জিন, ফেরেশতা ও শয়তান জন্মগ্রহণ করেছে এবং ভবিষ্যতে যত জন্মগ্রহণ করবে, তারা সবাই যদি এক কাতারে দাঁড়িয়ে যায়, তবে সবার সম্মিলিত দৃষ্টি দ্বারাও আল্লাহ তা'আলার সত্তাকে পুরোপুরি বেষ্টন করা সম্ভবপর নয়। –[মাযহারী]

এ বিশেষ গুণটি একমাত্র আল্লাহ তা'আলারই হতে পারে। নতুবা আল্লাহর দৃষ্টিকে এত শক্তি দিয়েছেন যে, ক্ষুদ্রতম জীবের ক্ষুদ্রতম চক্ষু পৃথিবীর বৃহত্তম মণ্ডলকে দেখতে পারে এবং চতুর্দিক বেষ্টন করে দেখতে পারে। সূর্য ও চন্দ্র কি বিরাট গ্রহ। এদের বিপরীতে পৃথিবী ও সমগ্র বিশ্ব কিছুই নয়। কিন্তু প্রত্যেক মানুষ; বরং ক্ষুদ্রতম জন্তুর চক্ষু এসব গ্রহকে চতুর্দিক বেষ্টন করে দেখতে পারে।

সত্যি বলতে কি, দৃষ্টি মানুষের একটি ইন্দ্রিয়বিশেষ। এর দ্বারা শুধু ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য বিষয়সমূহেরেই জ্ঞান লাভ করা যায়। আল্লারহ পবিত্র সত্তা বুদ্ধি ও ধারণার বেষ্টনীরও উর্ধ্বে। দৃষ্টিশক্তি দ্বারা তাঁর জ্ঞান কিরূপে অর্জিত হতে পারে?

https://e-ilm.weebly.com/

স্রষ্টার দর্শন সম্পর্কিত আলোচনা : মানুষ আল্লাহ তা'আলাকে দেখতে পারে কিনা? এ সম্পর্কে আহলে সুন্নত ওয়াল জামাতের বিশ্বাস এই যে, এ জগতে এটা সম্ভবপর নয়। এ কারণেই হযরত মূসা (আ.) যখন رَبِّ أَرِنِي (হে পরওয়ারদেগার! আমাকে দেখা দাও) বলে আল্লাহকে দেখতে চেয়েছিলেন, তখন উত্তরে বলা হয়েছিল : لَن تَرَانِي (তুমি কস্মিনকালেও আমাকে দেখতে পারবে না।) হযরত মূসা যখন এ উত্তর পেয়েছিলেন, তখন অন্য কোনো জিন ও মানুষের সাধ্য কি। তবে পরকালে মুমিনরা আল্লাহ তা'আলার সাক্ষাৎ লাভ করবে। একথা সহীহ হাদীস দ্বারা প্রমাণিত। স্বয়ং কুরআন পাকে বলা হয়েছে : وُجُوهٌ يَوْمَئِذٍ نَّاضِرَةٌ إِلَىٰ رَبِّهَا نَاظِرَةٌ কিয়ামতের দিন অনেক মুখমণ্ডল সজীব ও প্রফুল্ল হবে। তারা স্বীয় পালনকর্তাকে দেখতে থাকবে।

তবে কাফের ও অবিশ্বাসীরা সেদিনও সাজা হিসেবে আল্লাহকে দেখার গৌরব থেকে বঞ্চিত থাকবে। কুরআনের এক আয়াতে বলা হয়েছে : كَلَّا إِنَّهُمْ عَن رَّبِّهِمْ يَوْمَئِذٍ لَّمَحْجُوبُونَ অর্থাৎ কাফেররা সেদিন স্বীয় পালনকর্তার সাক্ষাৎ থেকে বঞ্চিত থাকবে।

পরকালে বিভিন্ন স্থানে আল্লাহ তা'আলার সাক্ষাৎ ঘটবে– হাশরে অবস্থানকালেও এবং জান্নাতে পৌঁছার পরও। জান্নাতীদের জন্য আল্লাহর সাক্ষাতই হবে সর্ববৃহৎ নিয়ামত।

রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন : জান্নাতিরা জান্নাতে প্রবেশ করার পর আল্লাহ বলবেন, তোমরা যেসব নিয়ামত প্রাপ্ত হয়েছ, এগুলোর চাইতে বৃহৎ আরো কোনো নিয়ামতের প্রয়োজন হলে বল, আমি তাও দিব। জান্নাতিরা নিবেদন করবে : ইয়া আল্লাহ! আপনি আমাদেরকে দোজখ থেকে মুক্তি দিয়েছেন এবং জান্নাতে স্থান দিয়েছেন। এর বেশি আমরা আর কি চাইব। তখন মধ্যবর্তী পর্দা সরিয়ে নেওয়া হবে এবং সবার সাথে আল্লাহর সাক্ষাৎ হবে। এটিই হবে জান্নাতের সর্বশ্রেষ্ঠ নিয়ামত। এ হাদীসটি সহীহ মুসলিমে হযরত সোহাইব (রা.) থেকে বর্ণিত আছে।

বুখারীর এক হাদীসে আছে, রাসূলুল্লাহ ﷺ এক চন্দ্রালোকিত রাত্রে সাহাবীদের সমভিব্যাহারে উপবিষ্ট ছিলেন। তিনি চাঁদের দিকে দৃষ্টিপাত করে বললেন, (পরকালে) তোমরা স্বীয় প্রতিপালককে এ চাঁদের ন্যায় চাক্ষুষ দেখতে পাবে।

তিরমিযী ও মুসনাদে আহমদের এক হাদীসে হযরত ইবনে ওমর (রা.)–এর রেওয়ায়েতে বর্ণিত আছে যে, আল্লাহ তা'আলা যাদেরকে জান্নাতে বিশেষ মর্যাদা দান করবেন, তাঁদেরকে প্রতিদিন সকাল-বিকাল সাক্ষাৎ দান করবেন।

মোটকথা, এ জগতে কেউ আল্লাহর সাক্ষাৎ লাভ করতে পারবে না এবং পরকালে সব জান্নাতি এ নিয়ামত লাভ করবে। রাসূলুল্লাহ ﷺ মি'রাজের রাত্রে যে সাক্ষাৎ লাভ করেছেন, তাও প্রকৃতপক্ষে পরকালেরই সাক্ষাৎ শায়খ মুহিউদ্দীন ইবনে আরাবী (র.) বলেন, আকাশসমূহের মধ্যে সীমাবদ্ধ স্থানকেই জগত বা দুনিয়া বলা হয়। আকাশের উপর পরকালের স্থান। সেখানে পৌঁছে যে সাক্ষাৎ হয়েছে, তাকে পার্থিব সাক্ষাৎ বলা যায় না।

এখন প্রশ্ন থাকে যে, لَا تُدْرِكُهُ الْأَبْصَارُ আয়াত দ্বারা জানা গেল যে, মানুষ আল্লাহ তা'আলাকে দেখতেই পাবে না। এমতাবস্থায় কিয়ামতে কিরূপে দেখবে? এর উত্তর এই যে, 'আল্লাহকে দেখা মানুষের পক্ষে অসম্ভব।' আয়াতের অর্থ এটা নয়; বরং অর্থ এই যে, মানুষের দৃষ্টি তাঁর সত্তাকে চতুর্দিক বেষ্টন করে দেখতে পারে না। কারণ তাঁর সত্তা অসীম এবং মানুষের দৃষ্টি সসীম।

কিয়ামতের দেখাও চতুর্দিক বেষ্টন করে হবে না। দুনিয়াতে এরূপ দর্শন সহ্য করার মতো শক্তি মানুষের চোখে নেই। তাই দুনিয়াতে কোনো অবস্থাতেই দেখা যেতে পারে না। পরকালে এ শক্তি সৃষ্টি হবে এবং দেখা ও সাক্ষাৎ হতে পারবে। কিন্তু দৃষ্টিতে আল্লাহর সত্তাকে চতুর্দিক থেকে বেষ্টন করে দেখা তখনো হতে পারবে না।

আয়াতে বর্ণিত আল্লাহর দ্বিতীয় গুণ এই যে, তাঁর দৃষ্টি সমগ্র সৃষ্টজগতকে পরিবেষ্টনকারী। জগতের অণু-কণা পরিমাণ বস্তুও তাঁর দৃষ্টির অন্তরালে নয়। সর্বাবস্থায় এ জ্ঞান এবং জ্ঞানগত পরিবেষ্টনও আল্লাহ তা'আলারই বৈশিষ্ট্য। তাঁকে ছাড়া কোনো সৃষ্টজগত ও তার অণু-পরমাণুর এরূপ জ্ঞান লাভ কখনো হয়নি এবং হতে পারেও না। কেননা এটা আল্লাহ তা'আলারই বিশেষ গুণ।

এরপর ইরশাদ হয়েছে : وَهُوَ اللَّطِيفُ الْخَبِيرُ; আরবি অভিধানে لَطِيف শব্দটি দু'অর্থে ব্যবহৃত হয়: এক. দয়ালু, দুই. সূক্ষ্ম বস্তু যা ইন্দ্রিয়ের সাহায্যে অনুভব করা কিংবা জানা যায় না।

https://e-ilm.weebly.com/

خَبِيْرٌ শব্দের অর্থ যে খবর রাখে। বাক্যের অর্থ এই যে, আল্লাহ সূক্ষ্ম তাই ইন্দ্রিয়ের সাহায্যে তাঁকে অনুভব করা যায় না এবং তিনি খবর রাখেন। তাই সমগ্র সৃষ্টজগতের কণা পরিমাণ বস্তুও তাঁর জ্ঞান ও খবরের বাইরে নয়। এখানে لَطِيْفٌ শব্দের অর্থ দয়ালু নেওয়া হলে আলোচ্য বাক্যে এদিকে ইঙ্গিত হবে যে, তিনি যদিও আমাদের প্রত্যেক কণা ও কাজের খবর রাখেন এবং এজন্য আমাদের গুনাহর কারণে আমাদেরকে পাকড়াও করতে পারেন, কিন্তু যেহেতু তিনি দয়ালুও, তাই সব গুনাহর কারণেই পাকড়াও করেন না।

দ্বিতীয় আয়াতের بَصَائِرُ শব্দটি بَصِيْرَةٌ–এর বহুবচন। এর অর্থ বুদ্ধি ও জ্ঞান। অর্থাৎ যে শক্তি দ্বারা মানুষ অতিন্দ্রিয় বিষয় সম্পর্কে জ্ঞান লাভ করে। আয়াতে بَصَائِرُ বলে ঐসব যুক্তি-প্রমাণ ও উপায়াদিকে বুঝানো হয়েছে, যেগুলো দ্বারা মানুষ সত্য ও বাস্তব রূপকে জানতে পারে। আয়াতের অর্থ এই যে, আল্লাহ তা'আলার পক্ষ থেকে তোমাদের কাছে সত্য দর্শনের উপায়-উপকরণ পৌঁছে গেছে। অর্থাৎ কুরআন, রাসূল ﷺ ও বিভিন্ন মু'জিযা আগমন করেছে এবং তোমরা রাসূলের চরিত্র, কাজ-কর্ম ও শিক্ষা প্রত্যক্ষ করেছ। এগুলোই হচ্ছে সত্য দর্শনের উপায়।

অতএব, যে ব্যক্তি এসব উপায় ব্যবহার রে চক্ষুষ্মান হয়ে যায়, সে নিজেরই উপকার সাধন করে। পক্ষান্তরে যে ব্যক্তি এসব উপায় পরিত্যাগ করে সত্য সম্পর্কে অন্ধ হয়ে থাকে, সে নিজেরই ক্ষতিসাধন করে।

আয়াতের শেষে বলা হয়েছে : আমি তোমাদের সংরক্ষক নই। অর্থাৎ মানুষকে জবরদস্তিমূলকভাবে অশোভনীয় কাজ থেকে বিরত রাখা রাসূলুল্লাহ ﷺ–এর দায়িত্ব নয়, যেমনটি সংরক্ষকের দায়িত্ব হয়ে থাকে। রাসূলের একমাত্র দায়িত্ব হচ্ছে আল্লাহর নির্দেশাবলি পৌঁছে দেওয়া ও বুঝিয়ে দেওয়া। এরপর স্বেচ্ছায় সেগুলো অনুসরণ করা না করা মানুষের দায়িত্ব।

এরপর বলা হয়েছে : وَلِيَقُوْلُوْا دَرَسْتَ وَلِنُبَيِّنَهٗ لِقَوْمٍ يَّعْلَمُوْنَ –এর মর্ম এই যে, হেদায়েতের সব সাজ-সরঞ্জাম, মু'জিযা, অনুপম প্রমাণাদি- যেমন, কুরআন– একজন নিরক্ষরের মুখ দিয়ে এমন জ্ঞান-বিজ্ঞান ও সত্য প্রাকশ করা, যা ব্যক্ত করতে জগতের সব দার্শনিক পর্যন্ত অক্ষম এবং এমন অলঙ্কারপূর্ণ কালাম উচ্চারিত হওয়া, যার সমতুল্য কালাম রচনা করার জন্য কিয়ামত পর্যন্ত আগমনকারী সমস্ত জিন ও মানবকে চ্যালেঞ্জ করার পরও সারা বিশ্ব অক্ষমতা প্রকাশ করেছে– সত্য দর্শনের এসব সরঞ্জাম দেখে যে কোনো হটকারী অবিশ্বাসীরও রাসূলুল্লাহ ﷺ–এর পদতলে লুটিয়ে পড়া উচিত ছিল, কিন্তু যাদের অন্তরে বক্রতা বিদ্যমান ছিল, তারা বলতে থাকে دَرَسْتَ অর্থাৎ এসব জ্ঞান-বিজ্ঞান আপনি কারো কাছ থেকে অধ্যয়ন করে নিয়েছেন।

সাথে সাথেই বলা হয়েছে : وَلِنُبَيِّنَهٗ لِقَوْمٍ يَّعْلَمُوْنَ –এর সারমর্ম এই যে, সঠিক বুদ্ধিমান ও সুস্থ জ্ঞানীদের জন্য এ বর্ণনা উপকারী প্রমাণিত হয়েছে। মোটকথা এই যে, হেদায়েতের সরঞ্জাম সবার সামনেই রাখা হয়েছে। কিন্তু কুটিল ব্যক্তিরা এর দ্বারা উপকৃত হয়নি। পক্ষান্তরে সুস্থ জ্ঞানী মনীষীরা এর মাধ্যমে বিশ্বের পথপ্রদর্শক হয়ে গেছেন।

রাসূলুল্লাহ ﷺ–কে বলা হয়েছে : কে মানে আর কে মানে না– আপনি তা দেখবেন না। আপনি স্বয়ং ঐ পথ অনুসরণ করুন, যা অনুসরণ করার জন্য পালনকর্তার পক্ষ থেকে আপনার প্রতি প্রত্যাদেশ আগমন করেছে। এর প্রধান বিষয় হচ্ছে এ বিশ্বাস যে, আল্লাহ ছাড়া উপাসনার যোগ্য আর কেউ নেই। এ প্রত্যাদেশ প্রচারের নির্দেশও রয়েছে। এর উপর প্রতিষ্ঠিত থেকে মুশরিকদের জন্য পরিতাপ করবেন না যে, তারা কেন গ্রহণ করল না।

এর কারণ এই ব্যক্ত করা হয়েছে যে, আল্লাহ যদি সৃষ্টিগতভাবে ইচ্ছা করতেন যে, সবাই মুসলমান হয়ে যাক, তবে কেউ শিরক করতে পারত না। কিন্তু তাদের দুষ্কৃতির কারণ তিনি ইচ্ছা করেননি; বরং তাদেরকে শাস্তি দিতেই চেয়েছেন। তাই শাস্তির সরঞ্জামও সরবরাহ করে দিয়েছেন। এমতাবস্থায় আপনি তাদেরকে কিরূপে মুসলমান করতে পারেন? আপনি এ ব্যাপারে মাথা ঘামাবেন কেন, আমি আপনাকে তাদের সংরক্ষক নিযুক্ত করিনি এবং আপনি এসব কাজকর্মের জন্য তাদেরকে শাস্তি দেওয়ার জন্য আমার পক্ষ থেকে ক্ষমতাপ্রাপ্তও নন। কাজেই তাদের কাজ-কর্মের ব্যাপারে আপনার উদ্বিগ্ন না হওয়াই বাঞ্ছনীয়।

আলোচ্য ১০৮ নং আয়াতটি একটি বিশেষ ঘটনা সম্পর্কে অবতীর্ণ হয়েছে। এতে একটি গুরুত্বপূর্ণ মৌলিক মাসআলা নির্দেশিত হয়েছে যে, যে কাজ করা বৈধ নয়, সে কাজের কারণ ও উপায় হওয়াও বৈধ নয়।

ইবনে জারীরের বর্ণনা অনুযায়ী আয়াতের শানে নুযূল এই : রাসূলুল্লাহ ﷺ–এর পিতৃব্য আবূ তালেব যখন অন্তিম রোগে শয্যাশায়ী ছিলেন, তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ–এর শত্রুতায়, নির্যাতনে এবং তাঁকে হত্যার ষড়যন্ত্রে লিপ্ত মুশরিক সর্দাররা

https://e-ilm.weebly.com/

মহাফাঁপরে পড়ে যায়। তারা পরস্পর বলাবলি করতে থাকে : আবূ তালেবের মৃত্যু আমাদের জন্য কঠিন সমস্যা হয়ে দাঁড়াবে। তার মৃত্যুর পর আমরা যদি মুহাম্মদকে হত্যা করি, তবে এটা আমাদের আত্মসম্মান ও গৌরবের পরিপন্থি হবে। লোকে বলবে : আবূ তালেব জীবিত থাকতে তো তার কেশাগ্রও স্পর্শ করতে পারেনি, এখন একা পেয়ে তাকে হত্যা করেছে। কাজেই এখনও সময় আছে, চল আমরা সকলে মিলে স্বয়ং আবূ তালেবের সাথেই চূড়ান্ত কথাবার্তা বলে নেই।

প্রায় প্রতিটি শিক্ষিত মুসলমান জানে যে, আবূ তালেব মুসলমান না হলেও ভ্রাতুষ্পুত্রের প্রতি তাঁর অগাধ মহব্বত ছিল। তিনি রাসূলুল্লাহ ﷺ–এর শত্রুদের মোকাবিলায় সব সময় ঢাল হয়ে থাকতেন।

কতিপয় কুরাইশ সর্দারের পরামর্শক্রমে আবূ তালেবের কাছে যাওয়ার জন্য একটি প্রতিনিধিদল গঠন করা হলো। আবূ সুফিয়ান, আবূ জাহল, আমর ইবনে আস প্রমুখ সর্দার এ প্রতিনিধিদলের অন্তর্ভুক্ত ছিল। সাক্ষাতের সময় নির্ধারণের জন্য মুত্তালিব নামক এক ব্যক্তিকে দায়িত্ব অর্পণ করা হলো। সে আবূ তালেবের কাছ থেকে অনুমতি নিয়ে প্রতিনিধি দলকে সেখানে পৌঁছিয়ে দিল।

তারা আবূ তালেবকে বলল : আপনি আমাদের মান্যবর এবং সর্দার। আপনি জানেন, আপনার ভ্রাতুষ্পুত্র মুহাম্মদ আমাদেরকে এবং আমাদের উপাস্যদেরকে ভীষণ কষ্টে ফেলে রেখেছেন। আমাদের অনুরোধ এই যে, তিনি যদি আমাদের উপাস্যদেরকে মন্দ না বলেন, তবে আমরা তাঁর সাথে সন্ধি স্থাপন করব। তিনি যেভাবে ইচ্ছা নিজ ধর্ম পালন করবেন, যাকে ইচ্ছা, উপাস্য করবেন; আমরা কিছুই বলব না।

আবূ তালেব রাসূলুল্লাহ ﷺ–কে কাছে ডেকে বললেন : এরা সমাজের সর্দার, আপনার কাছে এসেছেন। রাসূলুল্লাহ ﷺ প্রতিনিধিদলকে সম্বোধন করে বললেন : আপানারা কি চান? তারা বলল : আমাদের বাসনা, আপনি আমাদেরকে এবং আমাদের উপাস্যদেরকে মন্দ বলা থেকে বিরত থাকুন। আমরাও আপনাকে এবং আপনার উপাস্যকে মন্দ বলব না। এভাবে পারস্পরিক বিরোধের অবসান হবে।

রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন : আচ্ছা, যদি আমি আপনাদের কথা মেনে নেই, তবে আপনারা কি এমন একটি বাক্য উচ্চারণ করতে সম্মত হবেন, যা উচ্চারণ করলে আপনারা সমগ্র আরবের প্রভু হয়ে যাবেন এবং অনারবরাও আপনাদের অনুগত ও করদাতায় পরিণত হয়ে যাবে?

আবূ জাহল উচ্ছ্বাসিত হয়ে বলল : এরূপ বাক্য একটি নয়, আমরা দশটি উচ্চারণ করতে সম্মত। বলুন বাক্যটি কি? রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন : 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ'। একথা শুনতেই তারা উত্তেজিত হয়ে উঠল। আবূ তালেবও রাসূলুল্লাহ ﷺ–কে বললেন : ভ্রাতুষ্পুত্র, এ কালিমা ছাড়া অন্য কোনো কথা বলুন। কেননা আপনার সম্প্রদায় এ কালিমা শুনে ঘাবড়ে গেছে।

রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন : চাচাজান! আমি এ কালিমা ছাড়া অন্য কোনো কালিমা বলতে পারি না। যদি তারা আকাশ থেকে সূর্যকে নিয়ে আসে এবং আমার হাতে রেখে দেয়, তবুও আমি এ কালিমা ছাড়া অন্য কিছু বলব না। এভাবে তিনি কুরাইশ সর্দারদেরকে নিরাশ করে দিলেন।

এতে তারা অসন্তুষ্ট হয়ে বলতে লাগল : হয় আপনি আমাদের উপাস্য প্রতিমাদেরকে মন্দ বলা থেকে বিরত হবেন, না হয় আমরা আপনাকেও গালি দিব এবং ঐ সত্তাকেও, আপনি নিজেকে যার রাসূল বলে দাবি করেন। এরই পরিপ্রেক্ষিতে আলোচ্য আয়াত অবতীর্ণ হয়। وَلَا تَسُبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ فَيَسُبُّوا اللَّهَ عَدْوًا بِغَيْرِ عِلْمٍ

অর্থাৎ আপনি ঐ প্রতিমাদেরকে মন্দ বলবেন না, যাদেরকে তারা উপাস্য বানিয়ে রেখেছে। তাহলে তারা আল্লাহকে মন্দ বলা শুরু করবে পথভ্রষ্টতা ও অজ্ঞতার কারণে।

এখানে لَا تَسُبُّوا শব্দটি سَبٌّ ধাতু থেকে উদ্ভূত। এর অর্থ গালি দেওয়া। রাসূলুল্লাহ ﷺ স্বভাবগত চরিত্রের কারণে শৈশবকালেও কোনো মানুষকে; বরং কোনো জন্তুকেও কখনো গালি দেননি। সম্ভবতঃ কোনো সাহাবীর মুখ থেকে এমন কোনো কঠোর বাক্য বের হয়ে থাকতে পারে, যাকে মুশরিকরা গালি মনে করে নিয়েছে। কুরাইশ সর্দাররা এ ঘটনাকে রাসূলুল্লাহ ﷺ–এর সামনে রেখে ঘোষণা করেছে যে, আপনি আমাদের প্রতিমাদেরকেও গালি-গালাজ করা থেকে বিরত না হলে আমরা আপনার আল্লাহকেও গালি-গালাজ করব।

https://e-ilm.weebly.com/

এতে কুরআনের এ নির্দেশ অবতীর্ণ হয়েছে। এতে মুশরিকদের মিথ্যা উপাস্যদের সম্পর্কে কোনো কঠোর বাক্য বলতে মুসলমানদেরকে নিষেধ করা হয়েছে। এখানে বিশেষভাবে প্রণিধানযোগ্য যে, এর পূর্ববর্তী আয়াতে স্বয়ং রাসূলুল্লাহ ﷺ–কে সম্বোধন করা হচ্ছিল : যেমন বলা হয়েছে–

اِتَّبِعْ مَآ اُوْحِيَ اِلَيْكَ مِنْ رَّبِّكَ لَآ اِلٰهَ اِلَّا هُوَ وَاَعْرِضْ عَنِ الْمُشْرِكِيْنَ وَلَوْ شَآءَ اللّٰهُ مَآ اَشْرَكُوْا وَمَا جَعَلْنٰكَ عَلَيْهِمْ حَفِيْظًا وَمَآ اَنْتَ عَلَيْهِمْ بِوَكِيْلٍ

এসব বাক্যে রাসূলুল্লাহ ﷺ–কে সম্বোধন করা হয়েছিল যে, আপনি এমন করুন কিংবা এমন করবেন না। অতঃপর এ আয়াতে সম্বোধনকে রাসূলুল্লাহ থেকে ঘুরিয়ে সাধারণ মুসলমানদের দিকে করে দিয়ে। لَا تَسُبُّوْا বলা হয়েছে। এতে এ দিকে ইঙ্গিত রয়েছে যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ তো কখনো কাউকে গালি দেননি। কাজেই সরাসরি তাঁকে সম্বোধন করা হয়েছে। ফলে সব সাহাবায়ে কেরামও এ ব্যাপারে সাবধান হয়ে যান। –[বাহরে মুহীত]

এখন প্রশ্ন হয় যে, কুরআন পাকের অনেক আয়াতে কঠোর ভাষায় প্রতিমাদের কথা আলোচনা করা হয়েছে যে, এসব আয়াত রহিত নয়। অদ্যাবধি এগুলো তেলাওয়াত করা হয়।

উত্তর এই যে, কুরআনের আয়াতে যেখানে কঠোর ভাষা ব্যবহৃত হয়েছে, সেখানে বিতর্ক হিসেবে কোনো সত্যকে ফুটিয়ে তোলার জন্য তা বলা হয়েছে। এরূপ ক্ষেত্রে কারো মনে কষ্ট দেওয়া উদ্দেশ্য নয় এবং কোনো বুদ্ধিমান ব্যক্তি এ সিদ্ধান্তে উপনীতি হতে পারে না যে, এতে প্রতিমাদেরকে মন্দ বলা কিংবা মুশরিকদের সাথে ব্যঙ্গ-বিদ্রূপ করা হয়েছে। এ সুস্পষ্ট পার্থক্যটি প্রত্যেক ভাষার বিশেষ বাক-পদ্ধতি সম্পর্কে অভিজ্ঞ ব্যক্তি সহজেই বুঝতে পারে যে, কখনো কোনো বিষয়ের তথ্য উদঘাটনের উদ্দেশ্যে কোনো ব্যক্তির দোষ-ক্রটি আলোচনা করা হয়; যেমন সাধারণতঃ আদালতসমূহে এরূপ হয়ে থাকে। আদালতের সামনে প্রদত্ত এ ধরনের বিবৃতিকে জগতের কেউ এরূপ বলে না যে, অমুক অমুককে গালি দিয়েছে। এমনিভাবে ডাক্তার ও হাকীমদের সামনে মানুষের অনেক দোষ বর্ণিত হয়। এগুলোই অন্যত্র ও অন্যভাবে বর্ণিত হলে গালি মনে করা হবে। কিন্তু চিকিৎসার উদ্দেশ্যে এগুলো বর্ণনা করাকে কেউ গালি মনে করে না।

এমনিভাবে কুরআন পাক স্থানে স্থানে প্রতিমাদের অচেতন, অজ্ঞান, শক্তিহীন ও অসহায় হওয়ার কথা এমনভাবে ব্যক্ত করেছে, যাতে বুদ্ধিমান ব্যক্তিমাত্রই তাদের প্রকৃত স্বরূপ বুঝে নিতে পারে এবং যারা বুঝতে পারে না; তাদের ভ্রান্তি ও অদূরদর্শিতাও ফুটে উঠে। বলা হয়েছে : ضَعُفَ الطَّالِبُ وَالْمَطْلُوْبُ অর্থাৎ প্রতিমা ও প্রতিমার উপাসক উভয়ই দুর্বল। অন্যত্র বলা হয়েছে : اِنَّكُمْ وَمَا تَعْبُدُوْنَ مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ حَصَبُ جَهَنَّمَ অর্থাৎ তোমরা এবং তোমাদের উপাস্য প্রতিমারা–সবই জাহান্নামের ইন্ধন। এখানেও কাউকে মন্দ বলা উদ্দেশ্য নয়– পথভ্রষ্টতা ও ভ্রান্তির কুপরিণাম ব্যক্ত করাই লক্ষ্য। ফিকহবিদগণ বর্ণনা করেছেন যে, কেউ এ আয়াতটি মুশরিকদের সাথে ব্যঙ্গ করার উদ্দেশ্য পাঠ করলে এ পাঠও নিষিদ্ধ গালির অন্তর্ভুক্ত এবং না-জায়েজ হবে। যেমন, মাকরূহ স্থানসমূহে কুরআন তেলাওয়াত যে না-জায়েজ, তা সবাই জানে। –[রূহুল মা'আনী]

মোটকথা রাসূলুল্লাহ ﷺ–এর মুখে এবং কুরআন পাকে পূর্বে এরূপ কোনো বাক্য উচ্চারিত হয়নি যাকে গালি বলা যায় এবং ভবিষ্যতেও উচ্চারিত হওয়ার আশঙ্কা ছিল না। তবে মুসলমানদের পক্ষ থেকে এরূপ হওয়ার সম্ভাবনা ছিল। তাই আলোচ্য আয়াতে তা নিষেধ করা হয়েছে।

এ ঘটনা সম্পর্কিত কুরআনি নির্দেশ একটি বিরাট জ্ঞানের দ্বার উন্মুক্ত কর দিয়েছে এবং কতিপয় মৌলিক বিধান থেকে বের হয়ে এসেছে।

কোনো পাপের কারণ হওয়াও পাপ : উদাহরণতঃ একটি মূলনীতি এই বের হয়েছে যে, যে কাজ নিজ সত্তার দিক দিয়ে বৈধ; বরং কোনো না কোনো স্তরে প্রশংসনীয়ও, সে কাজ করলে যদি কোনো ফ্যাসাদ অবশ্যম্ভাবী হয়ে পড়ে কিংবা তার ফলশ্রুতিতে মানুষ গুনাহে লিপ্ত হয়ে পড়ে, তবে সে কাজও নিষিদ্ধ হয়ে যায়। কেননা মিথ্যা উপাস্য অর্থাৎ প্রতিমাদেরকে মন্দ বলা কমপক্ষে বৈধ অবশ্যই এবং ঈমানি মর্যদাবোধের দিক দিয়ে দেখলে সম্ভবতঃ নিজ সত্তায় ছওয়াব ও প্রশংসনীয়ও বটে, কিন্তু এর ফলশ্রুতিতে আশঙ্কা দেখা দেয় যে, প্রতিমাপূজারীরা আল্লাহ তা'আলাকে মন্দ বলবে। অতএব, যে ব্যক্তি প্রতিমাদরেকে মন্দ বলবে, সে এ মন্দের কারণ হয়ে যাবে। তাই এ বৈধ কাজটিও নিষিদ্ধ করা হয়েছে।

হাদীসে এর আরো একটি দৃষ্টান্ত বর্ণিত হয়েছে। একবার রাসূলুল্লাহ ﷺ হযরত আয়েশা (রা.)–কে বললেন : জাহেলিয়াত যুগে এক দুর্ঘটনায় কা'বাগৃহ বিধ্বস্ত হয়ে গেলে কুরাইশরা তার পুনঃনির্মাণ করে। এ পুনঃনির্মাণে কয়েকটি

https://e-ilm.weebly.com/

বিষয় প্রাচীন ইবরাহীম ভিত্তির খেলাফ হয়ে গেছে। প্রথমতঃ কা'বার যে অংশকে 'হাতীম' বলা হয়, তাও কা'বাগৃহের অংশবিশেষ ছিল। কিন্তু পুনঃনির্মাণে অর্থাভাবের কারণে সে অংশ বাদ দেওয়া হয়েছে। দ্বিতীয়তঃ কা'বা গৃহের পূর্ব ও পশ্চিম দিকে দু'টি দরজা ছিল। একটি প্রবেশের এবং অপরটি প্রস্থানের জন্য নির্দিষ্ট ছিল। জাহেলিয়াত যুগের নির্মাতারা পশ্চিম দরজা বন্ধ করে একটি মাত্র দরজা রেখেছে। এটিও ভূপৃষ্ঠ থেকে উঁচে স্থাপন করেছে যাতে কেউ তাদের ইচ্ছার বিরুদ্ধে কা'বা গৃহে প্রবেশ করতে না পারে। রাসূলুল্লাহ ﷺ আরো বললেন : আমার আন্তরিক বাসনা এই যে, কা'বা গৃহের বর্তমান নির্মাণ ভেঙ্গে দিয়ে সম্পূর্ণরূপে হযরত ইবরহীম (আ.)–এর নির্মাণের অনুরূপ করে দেই। কিন্তু আশঙ্কা এই যে, তোমার সম্প্রদায় অর্থাৎ আরব জাতি নতুম নতুন মুসলমান হয়েছে। কা'বা গৃহ বিধ্বস্ত করলে তাদের মনে বিরূপ সন্দেহ দেখা দিতে পারে। তাই আমি আমার বাসনা মুলতবি রেখেছি।

এটা জানা কথা যে, কা'বা গৃহকে ইবরাহীমি ভিত্তির অনুরূপ নির্মাণ করা একটি ইবাদত ও ছওয়াবের কাজ ছিল। কিন্তু জনগণের অজ্ঞতার কারণে এতে আশঙ্কা আঁচ করে রাসূলুল্লাহ ﷺ এ পরিকল্পনা ত্যাগ করেন। এ ঘটনা থেকেও এ মূলনীতিই জানা গেল যে, কোনো বৈধ ছওয়াবের কাজও যদি কোনো অনিষ্ট অবশ্যম্ভাবী হয়ে পড়ে তবে সে বৈধ কাজও নিষিদ্ধ হয়ে যায়।

কিন্তু এতে রূহুল মা'আনী গ্রন্থে আবূ মনসূর কর্তৃক একটি আপত্তির বিষয় উল্লেখ রয়েছে। তা এই যে, আল্লাহ তা'আলা মুসলমানদের উপর জিহাদ ও কাফের নিধন ফরজ করেছেন। অথচ কাফের নিধনের অবশ্যম্ভাবী পরিণতি হলো এই যে, কোনো মুসলমান কোনো কাফেরকে হত্যা করলে কাফেররাও মুসলমানদেরকে হত্যা করবে। অথচ মুসলমানকে হত্যা করা হারাম। এখানে জিহাদ মুসলমান হত্যার কারণ হয়েছে। অতএব, উপরিউক্ত মূলনীতি অনুযায়ী জিহাদও নিষিদ্ধ হওয়া উচিত। এমনিভাবে আমাদের প্রচারকার্য, কুরআন তেলাওয়াত, আজান ও নামাজের প্রতি অনেক কাফের ব্যঙ্গ-বিদ্রূপ করে। অতএব, আমরা কি তাদের এ ভ্রান্ত কর্মের দরুন নিজ ইবাদত থেকেও হাত গুটিয়ে নিব?

এর জওয়াবও স্বয়ং আবূ মনসূর থেকে বর্ণিত আছে যে, একটি জরুরি শর্তের প্রতি উপেক্ষা প্রদর্শনের ফলে এ প্রশ্নের জন্ম হয়েছে। শর্তটি এই যে, ফ্যাসাদ অবশ্যম্ভাবী হওয়ার কারণে যে বৈধ কাজটি নিষিদ্ধ করা হয়, তা ইসলামের উদ্দিষ্ট ও জরুরি কর্মসমূহের অন্তর্ভুক্ত না হওয়া চাই। যেমন মিথ্যা উপাস্যদেরকে মন্দ বলা। এর সাথে ইসলামের কোনো উদ্দেশ্য সম্পর্কযুক্ত নয়। এমনিভাবে কা'বা গৃহের নির্মাণকে ইবরাহীমি ভিত্তির অনুরূপ করার উপরও ইসলামের কোনো উদ্দেশ্য নির্ভরশীল নয়। তাই এগুলো পরিত্যক্ত হয়েছে। পক্ষান্তরে যে কাজ স্বয়ং ইসলামের উদ্দেশ্য কিংবা কোনো ইসলামি উদ্দেশ্য যার উপর নির্ভরশীল, যদি বিধর্মীদের ভ্রান্ত আচরণের কারণে তাতে কোনো অনিষ্টও দেখা দেয়, তবুও এ জাতীয় উদ্দেশ্যকে কোনো অবস্থাতেই পরিত্যাগ করা হবে না; বরং এরূপ কাজ স্বস্থানে অব্যাহত রেখে যতদূর সম্ভব অনিষ্টের পথ বন্ধ করার চেষ্টা করা হবে।

এ কারণেই একবার হযরত হাসান বসরী ও মুহাম্মদ ইবনে সিরীন (র.) উভয়েই এক জানাযার নামাজে যোগদানের উদ্দেশ্যে রওয়ানা হন। নিকটে পৌঁছে দেখলেন, সেখানে পুরুষদের সাথে সাথে মহিলাদেরও সমাবেশ হয়েছে। এ অবস্থা দেখে মুহাম্মদ ইবনে সিরীন (র.) সেখান থেকেই ফিরে গেলেন। কিন্তু হাসান বসরী (র.) বললেন, জনসাধারণের ভ্রান্ত কর্মপন্থার কারণে আমরা জরুরি কাজ কিরূপে ত্যাগ করতে পারি? জানাযার নামাজ ফরজ। উপস্থিত অনিষ্টের কারণে তা ত্যাগ করা যায় না। তবে অনিষ্ট দূরীকরণের জন্য যথাসম্ভব চেষ্টা করা হবে।

এ ঘটনাটিও রূহুল মা'আনীতে বর্ণিত রয়েছে। তাই আলোচ্য আয়াত থেকে উদ্ভূত মূলনীতির সারমর্ম এই যে, যে কাজ নিজ সত্তায় বৈধ বরং ফ্যাসাদ বা অনিষ্ট অবশ্যম্ভাবী হয়ে পড়ে, তবে তা বর্জন করা ওয়াজিব। পক্ষান্তরে কাজটি শরিয়তের উদ্দেশ্যাবলির অন্তর্ভুক্ত হলে অনিষ্ট অবশ্যাম্ভাবী হওয়ার কারণেও তা বর্জন করা যাবে না।

এ মূলনীতি অনুসরণ করে ফিকহবিদগণ হাজারো বিধান ব্যক্ত করেছেন। তাঁরা বলেছেন : পিতা যদি অবাধ্য পুত্র সম্পর্কে একথা জানেন যে, তাকে কোনো কাজ করতে বললে অস্বীকার করবে এবং বিরুদ্ধাচরণ করবে যদ্দরুন তার কঠোর গুনাহগার হওয়া অবশ্যম্ভাবী হয়ে পড়বে, তবে পিতার উচিত আদেশের ভঙ্গিতে কাজটি করতে বা না করতে বলার পরিবর্তে উপদেশের ভঙ্গিতে এভাবে বলবেন, অমুক কাজটি করলে খুবই ভালো হতো। এভাবে অস্বীকার অথবা বিরুদ্ধাচরণ করলেও একটি নতুন অবাধ্যতার গুনাহ পত্রের উপর বর্তাবে না। –[খোলাছাতুল ফতোয়া]

https://e-ilm.weebly.com/

এমনিভাবে কাউকে উপদেশ দানের ক্ষেত্রেও যদি লক্ষণাদি দৃষ্টে জানা যায় যে, সে উপদেশ গ্রহণ করার পরিবর্তে কোনো কুকাণ্ড করে বসবে, যদ্দরুন আরো অধিকতর গুনাহে লিপ্ত হয়ে পড়বে, তবে তাকে উপদেশ প্রদান না করাই উত্তম। ইমাম বুখারী (র.) স্বীয় হাদীস গ্রন্থে এ বিষয়ে একটি স্বতন্ত্র অধ্যায় রেখেছেন।

بَابُ مَنْ تَرَكَ بَعْضَ الْاِخْتِيَارِ مَخَافَةَ اَنْ يَقْصُرَ فَهْمُ بَعْضِ النَّاسِ فَيَقَعُوْا فِىْ اَشَدَّ مِنْهُ

অর্থাৎ মাঝে মাঝে বৈধ; বরং উত্তম কাজও এজন্য পরিত্যাগ করা হয় যে, তাতে স্বল্পবুদ্ধি জনগণের কোনো ভুল বুঝাবুঝিতে লিপ্ত হওয়ার আশঙ্কা থাকে। তবে শর্ত এই যে, কাজটি ইসলামি উদ্দেশ্যসমূহের অন্তর্ভুক্ত না হওয়া চাই।

কিন্তু যে কাজ ইসলামি উদ্দেশ্যসমূহের অন্তর্ভুক্ত– ফরজ, ওয়াজিব, সুন্নতে মোয়াক্কাদাহ্ অথবা অন্য কোনো প্রকার ইসলামি বৈশিষ্ট্য হবে তা করলে যদিও কিছু স্বল্পজ্ঞানী লোক ভুল বুঝাবুঝিতে লিপ্ত হয়, তবু এ কাজ কখনো ত্যাগ করা যাবে না; বরং অন্য পন্থায় তাদের ভুল বুঝাবুঝিরও ভ্রান্তি দূর করার চেষ্টা করা হবে। ইসলামের প্রাথমিক যুগের ঘটনাবলি সাক্ষ্য দেয় যে, নামাজ, কুরআন তেলাওয়াত ও ইসলাম প্রচারের কারণে কাফেররা উত্তেজিত হয়ে উঠত, কিন্তু এ কারণে এসব ইসলামি বৈশিষ্ট্য কখনো ত্যাগ করা হয়নি। স্বয়ং আলোচ্য আয়াতের শানে নুযূলে বর্ণিত আবূ জাহল প্রমুখের ঘটনার সারমর্ম তাই ছিল যে, কুরাইশ সর্দাররা তাওহীদ প্রচার ত্যাগ করার শর্তে সন্ধি স্থাপন করতে চেয়েছিল। কিন্তু উত্তরে রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন যে, তারা যদি চন্দ্র ও সূর্য এনে আমার হাতে রেখে দেয়, তবুও আমি তাওহীদ প্রচার ত্যাগ করতে পারি না।

তাই এ মাসআলাটি এভাবে সুস্পষ্ট হয়ে গেছে যে, যে কাজ ইসলামি উদ্দেশ্যাবলির অন্তর্ভুক্ত, যদি তা করলে কিছু লোক ভুল বুঝাবুঝির শিকার হয়, তবুও তা কখনো ত্যাগ করা যাবে না। অবশ্য যে কাজ ইসলামি উদ্দেশ্যাবলির অন্তর্ভুক্ত নয়;বরং যা ত্যাগ করলে কোনো ধর্মীয় উদ্দেশ্য ব্যাহত হয় না, এ ধরনের কাজ অপরের ভুল বুঝাবুঝি অথবা ভ্রান্তির আশঙ্কার কারণে পরিত্যাগ করা উচিত।

পূর্ববর্তী আয়াতসমূহে উল্লেখ করা হয়েছিল যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সুস্পষ্ট মু'জিযা ও আল্লাহ তা'আলার উজ্জ্বল নিদর্শনসমূহ দেখা সত্ত্বেও হঠকারী লোকের সেগুলো দ্বারা উপকৃত হয়নি এবং স্বীয় অস্বীকার ও জেদে অটল রয়েছে। পরবর্তী আয়াতসমূহে বলা হয়েছে যে, তারা স্বীয় জেদ ও নতুন সংস্করণ রচনা করে রাসূলুল্লাহ ﷺ–এর কাছে বিশেষ বিশেষ ধরনের মু'জিযা দাবি করেছে। যেমন ইবনে জারীরের বর্ণনা অনুযায়ী কুরাইশ সর্দাররা দাবি উত্থাপন করেছে যে, আপনি যদি সাফা পাহাড়টি স্বর্ণে পরিণত হওয়ার মু'জিযা আমাদেরকে দেখাতে পারেন। তবে আমরা আপনার নবুয়ত মেনে নিব এবং মুসলমান হয়ে যাব।

রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন, আচ্ছা, শপথ কর, যদি এ মু'জিযা প্রকাশ পায়, তবে তোমরা মুসলমান হয়ে যাবে। তারা শপথ করল। তিনি আল্লাহর কাছে দোয়া করার জন্য দাঁড়ালেন যে, এ পাহাড়কে স্বর্ণে পরিণত করে দিন। তৎক্ষণাৎ হযরত জিবরাঈল (আ.) প্রত্যাদেশ নিয়ে এলেন কিন্তু আল্লাহর আইনানুযায়ী এর পরিণাম হবে এই যে, এরপরও বিশ্বাস স্থাপন না করলে ব্যাপক আজাব নাজিল করে সবাইকে ধ্বংস করে দেওয়া হবে। বিগত সম্প্রদায়সমূহের বেলায়ও তাই হয়েছে। তারা বিশেষ কোনো মু'জিযা দাবি করার পর তা দেখানো হয়েছে। এরপরও যখন তারা বিশ্বাস স্থাপন করেনি, তখন তাদের উপর আল্লাহর গজব ও আজাব নাজিল হয়েছে। দয়ার সাগর রাসূলুল্লাহ ﷺ কাফেরদের অভ্যাস ও হঠকারিতা সম্পর্কে জ্ঞাত ছিলেন। তাই দয়াপরবশ হয়ে বললেন : এখন আমিও মু'জিযার দোয়া করি না। এ ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে আলোচ্য আয়াত অবতীর্ণ হয় : وَاَقْسَمُوْا بِاللّٰهِ جَهْدَ اَيْمَانِهِمْ এতে কাফেরদের উক্তি বর্ণনা করা হয়েছে যে, তারা প্রার্থিত মু'জিযা প্রকাশিত হলে মুসলমান হওয়ার জন্য শপথ করল। এর পরবর্তী اِنَّمَا الْاٰيٰتُ عِنْدَ اللّٰهِ আয়াতে তাদের উক্তির জওয়াব দেওয়া হয়েছে যে, মু'জিযা ও নিদর্শন সবই আল্লাহর ইচ্ছাধীন। যেসব মু'জিযা ইতঃপূর্বে প্রকাশিত হয়েছে, সেগুলোও তাঁর পক্ষ থেকেই ছিল এবং যেসব মু'জিযা দাবি করা হচ্ছে, এগুলো প্রকাশ করতেও তিনি পূর্ণরূপে সক্ষম। কিন্তু বিবেক ও ইনসাফের দিক দিয়ে তাদের এরূপ দাবি করার কোনো অধিকার নেই। কেননা রাসূলুল্লাহ ﷺ রেসালাতের দাবিদার এবং এ দাবির পক্ষে অনেক যুক্তি-প্রমাণ ও সাক্ষ্য মু'জিযা আকারে উপস্থিত করেছেন। এখন এসব যুক্তি-প্রমাণ ও সাক্ষ্য খণ্ডন করার এবং ভ্রান্ত প্রমাণিত করার অধিকার প্রতিপক্ষের আছে। কিন্তু এসব সাক্ষ্য খণ্ডন না করে অন্য সাক্ষ্য দাবি করার

https://e-ilm.weebly.com/

সম্পূর্ণ অযৌক্তিক। যেমন, আদালতে কোনো বিবাদী বাদীর উপস্থিত করার সাক্ষীদের অযোগ্যতা প্রমাণ না করেই দাবি করে বসে যে, আমি এসব সাক্ষীর সাক্ষ্য মানি না। অমুক নির্দিষ্ট ব্যাক্তি সাক্ষ্য দিলে তা মেনে নিব। বাদির এ উদ্ভট দাবির প্রতি কোনো আদালতই কর্ণপাত করবে না।

এমনিভাবে নবুয়ত ও রেসালতের পক্ষে অসংখ্য নিদর্শন ও মু'জিযা প্রকাশিত হওয়ার পর এগুলো খণ্ডন না করা পর্যন্ত তাদের এরূপ বলার অধিকার নেই যে, আমরা তো অমুক ধরনের মু'জিযা দেখেই বিশ্বাস স্থাপন করব।

এরপর শেষ অবধি আয়াতসমূহে মুসলমানদেরকে সম্বোধন করে আদেশ করা হয়েছে যে, নিজে সত্য ধর্মে কায়েম থাকা এবং অপরের কাছে তা শুদ্ধরূপে পৌছে দেওয়াই হচ্ছে তোমাদের দায়িত্ব। এরপরও যদি তারা হঠকারিতা করে, তবে তাদের চিন্তায় মাথা ঘামানো উচিত নয়। কেননা জোর-জবরদস্তি করে কাউকে মুসলমান করা উদ্দেশ্য নয়। যদি তা উদ্দেশ্য হতো, তবে তা করতে আল্লাহর চাইতে শক্তিশালী কে? তিনি নিজেই সবাইকে মুসলমান করে দিতেন। এসব আয়াতে মুসলমানদেরকে সান্ত্বনা দান করার জন্য আরও বলা হয়েছে যে, আমি যদি প্রার্থিত মু'জিযাসমূহ সুস্পষ্টরূপে প্রকাশ করে দেই, তবুও তারা বিশ্বাস স্থাপন করবে না। কেননা তাদের অস্বীকৃতি কোনো ভুল বুঝাবুঝি ও অজ্ঞতার কারণে নয়; বরং জেদ ও হঠকারিতার কারণে। কোনো মু'জিযা দ্বারা এর প্রতিকার হবার নয়।

শব্দ বিশ্লেষণ

شَيْئٌ : শব্দটি একবচন, বহুবচন اَشْيَاءُ অর্থ– জিনিস, বস্তু, দ্রব্য।

يُدْرِكُ : সীগাহ واحد مذكر غائب বহছ مضارع معروف বাব اِفْعَالٌ মাসদার اَلْاِدْرَاكُ মূলবর্ণ (د . ر . ك) জিনস صحيح অর্থ– সে বেষ্টন করতে পারে, সে অনুধাবন করতে পারে।

بَصَآئِرُ : শব্দটি বহুবচন, একবচন بَصِيْرَةٌ অর্থ– স্পষ্ট প্রমাণ, নিদর্শনসমূহ।

لَاتَسُبُّوْا : সীগাহ جمع مذكر حاضر বহছ نهى حاضر معروف বাব نَصَرَ মাসদার اَلسَّبُّ মূলবর্ণ (س . ب . ب) জিনস مضاعف ثلاثى অর্থ– তোমরা গালি দিও না।

يُنَبِّئُهُمْ : সীগাহ واحد مذكر غائب বহছ مضارع معروف বাব تَفْعِيْل মাসদার اَلتَّنْبِئَةُ মূলবর্ণ (ن . ب . ء) জিনস مهموز لام অর্থ– তিনি অবহিত করবেন, তিনি জানিয়ে দিবেন।

https://e-ilm.weebly.com/

https://e-ilm.weebly.com/

أَفَغَيْرَ اللّٰهِ أَبْتَغِيْ حَكَمًا وَهُوَ الَّذِيْٓ أَنْزَلَ إِلَيْكُمُ الْكِتٰبَ مُفَصَّلًا ۚ وَالَّذِيْنَ اٰتَيْنٰهُمُ الْكِتٰبَ يَعْلَمُوْنَ أَنَّهٗ مُنَزَّلٌ مِّنْ رَّبِّكَ بِالْحَقِّ فَلَا تَكُوْنَنَّ مِنَ الْمُمْتَرِيْنَ (١١٤)

অনুবাদ : (১১৪) [আপনি বলুন] তবে কি আল্লাহ ভিন্ন অন্য কোনো মীমাংসাকারীকে অনুসন্ধান করব? অথচ তিনি এমন যে, তোমাদের নিকট একটি পূর্ণাঙ্গ কিতাব নাজিল করেছেন, যার বিষয়সমূহ বিশদরূপে বর্ণিত হয়েছে, আর যাদেরকে আমি কিতাব দান করেছি তারা এ কথাটি নিশ্চিতরূপে জানে যে, তা আপনার রবের পক্ষ হতে বাস্তবানুসারে প্রেরিত হয়েছে, অতএব, আপনি সন্দেহকারীদের অন্তর্ভুক্ত হবেন না।

وَتَمَّتْ كَلِمَتُ رَبِّكَ صِدْقًا وَّعَدْلًا ۚ لَا مُبَدِّلَ لِكَلِمٰتِهٖ ۚ وَهُوَ السَّمِيْعُ الْعَلِيْمُ (١١٥)

(১১৫) আর আপনার রবের বাণী বাস্তবতা ও মধ্য পন্থার দিক দিয়ে পরিপূর্ণ, তাঁর বাণীর কোনো পরিবর্তনকারী নেই, এবং তিনি খুব শুনেন, খুব জানেন।

وَإِنْ تُطِعْ أَكْثَرَ مَنْ فِي الْأَرْضِ يُضِلُّوْكَ عَنْ سَبِيْلِ اللّٰهِ ۚ إِنْ يَّتَّبِعُوْنَ إِلَّا الظَّنَّ وَإِنْ هُمْ إِلَّا يَخْرُصُوْنَ (١١٦)

(১১৬) আর দুনিয়ার অধিকাংশ লোক এমন যে, যদি আপনি তাদের অনুসরণ করেন, তবে তারা আপনাকে আল্লাহর পথ হতে বিপথগামী করে দিবে, তারা কেবল অমূলক ধারণার অনুসরণ করে এবং সম্পূর্ণ কাল্পনিক কথা বলে।

إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ مَنْ يَّضِلُّ عَنْ سَبِيْلِهٖ ۚ وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِيْنَ (١١٧)

(১১৭) নিশ্চয় আপনার রব তাদেরকে উত্তমরূপে জানেন, যারা তাঁর পথ হতে বিপথগামী হয়ে যায়, এবং তিনি তাদেরকেও উত্তমরূপে জানেন যারা তাঁর পথে চলে।

فَكُلُوْا مِمَّا ذُكِرَ اسْمُ اللّٰهِ عَلَيْهِ إِنْ كُنْتُمْ بِاٰيٰتِهٖ مُؤْمِنِيْنَ (١١٨)

(১১৮) অতএব, যে জীবের উপর [জবাই কালে] আল্লাহর নাম উচ্চারিত হয়, তা হতে খাও, যদি তোমরা তাঁর নিদর্শনাবলির প্রতি ঈমান রাখ।

শাব্দিক অনুবাদ

(১১৪) أَفَغَيْرَ اللّٰهِ أَبْتَغِيْ حَكَمًا [আপনি বলুন] তবে কি আল্লাহ ভিন্ন অন্য কোনো মীমাংসাকারীকে অনুসন্ধান করব? وَهُوَ الَّذِيْٓ أَنْزَلَ إِلَيْكُمُ الْكِتٰبَ অথচ তিনি এমন যে, তোমাদের নিকট একটি পূর্ণাঙ্গ কিতাব নাজিল করেছেন مُفَصَّلًا যার বিষয়সমূহ বিশদরূপে বর্ণিত হয়েছে وَالَّذِيْنَ اٰتَيْنٰهُمُ الْكِتٰبَ আর যাদেরকে আমি কিতাব দান করেছি يَعْلَمُوْنَ তারা এ কথাটি নিশ্চিতরূপে জানে যে أَنَّهٗ مُنَزَّلٌ مِّنْ رَّبِّكَ তা আপনার রবের পক্ষ হতে প্রেরিত হয়েছে بِالْحَقِّ বাস্তবানুসারে فَلَا تَكُوْنَنَّ مِنَ الْمُمْتَرِيْنَ অতএব, আপনি সন্দেহকারীদের অন্তর্ভুক্ত হবেন না।

(১১৫) وَتَمَّتْ كَلِمَتُ رَبِّكَ আর আপনার রবের বাণী পরিপূর্ণ صِدْقًا وَّعَدْلًا বাস্তবতা ও মধ্য পন্থার দিক দিয়ে لَا مُبَدِّلَ لِكَلِمٰتِهٖ তাঁর বাণীর কোনো পরিবর্তনকারী নেই وَهُوَ السَّمِيْعُ الْعَلِيْمُ এবং তিনি খুব শুনেন, খুব জানেন।

(১১৬) وَإِنْ تُطِعْ أَكْثَرَ مَنْ فِي الْأَرْضِ আর দুনিয়ার অধিকাংশ লোক এমন যে, যদি আপনি তাদের অনুসরণ করেন يُضِلُّوْكَ عَنْ سَبِيْلِ اللّٰهِ তবে তারা আপনাকে আল্লাহর পথ হতে বিপথগামী করে দিবে إِنْ يَّتَّبِعُوْنَ إِلَّا الظَّنَّ তারা কেবল অমূলক ধারণার অনুসরণ করে وَإِنْ هُمْ إِلَّا يَخْرُصُوْنَ এবং সম্পূর্ণ কাল্পনিক কথা বলে।

(১১৭) إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ নিশ্চয় আপনার রব তাদেরকে উত্তমরূপে জানেন مَنْ يَّضِلُّ عَنْ سَبِيْلِهٖ যারা তাঁর পথ হতে বিপথগামী হয়ে যায় وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِيْنَ এবং তিনি তাদেরকেও উত্তমরূপে জানেন যারা তাঁর পথে চলে।

(১১৮) فَكُلُوْا অতএব, তা হতে খাও مِمَّا ذُكِرَ اسْمُ اللّٰهِ عَلَيْهِ যে জীবের উপর [জবাই কালে] আল্লাহর নাম উচ্চারিত হয় إِنْ كُنْتُمْ بِاٰيٰتِهٖ مُؤْمِنِيْنَ যদি তোমরা তাঁর নিদর্শনাবলির প্রতি ঈমান রাখ।

https://e-ilm.weebly.com/

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

(১১১) قوله وَلَوْ اَنَّنَا نَزَّلْنَآ اِلَيْهِمُ الْمَلٰٓئِكَةَ وَكَلَّمَهُمُ الْمَوْتٰى وَحَشَرْنَا عَلَيْهِمْ كُلَّ شَيْءٍ الخ **আয়াতের শানে নুযূল :** মক্কার কতিপয় মুশরিক অলীক প্রশ্নাবলি উত্থাপন করেছিল, সে পরিপ্রেক্ষিতে আলোচ্য আয়াত নাজিল করা হয়েছে। ঘটনা প্রবাহ হচ্ছে যে, মক্কার মুশরিকদের একটি দল হযরত রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাই ওয়া সাল্লামের নিকট এসে বিদ্রূপাত্মকভাবে বলতে লাগল যে আমাদের যে সকল লোক দুনিয়া হতে চলে গেছে, তাদের ব্যাপারে আপনার নিকট আমাদের দাবি হচ্ছে যে, তাদেরকে জীবিত করে আনুন। আর তারা যেন আমাদেরকে আপনার আনীত বিধানের ব্যাপারে সমর্থন করে যান। যাতে আপনারা যা বলছেন তা সত্য না মিথ্যা সে সম্পর্কে জানতে পারি। অথবা ফেরেশতাদের একটি জামাত হাজির করে দেন, তাহলে তারা আপনার আল্লাহর রাসূল হবার সত্যতা সম্পর্কে সাক্ষ্য দিবে। না হয় আপনি আল্লাহ ও ফেরেশতাগণের সমন্বিত একটি জামাত এনে হাজির করুন, তাহলে তারা আপনি যে আল্লাহর প্রেরিত রাসূল সে কথা বলে দেবে। সে সময়ই মুশরিকদের এ দাবির অসারতা ও অযৌক্তিকতার জবাব দিয়ে চলমান পরিস্থিতির পরিপ্রেক্ষিতে আলোচ্য আয়াত নাজিল করা হেয়েছে। –[মাআরেফুন নুযূল-৪৫০/১]

(১১৪) قوله اَفَغَيْرَ اللّٰهِ اَبْتَغِيْ حَكَمًا وَّهُوَ الَّذِيْٓ اَنْزَلَ اِلَيْكُمُ الْكِتٰبَ مُفَصَّلًا الخ **আয়াতের শানে নুযূল :** কুরাইশের মুশরিকরা একদা রাসূল ﷺ-কে বলল, আমাদের অনুপাতে ও তোমাদের মধ্যে ইহুদি পণ্ডিত পাদ্রীকে বিচারক নির্ধারণ করুন। আপনার ইচ্ছানুপাতে খ্রিস্টান পণ্ডিত পোপকে নির্ধারিত করে দিন। তাহলে তিনি আমাদেরকে তাদের কিতাবে আপনার সম্পর্কে যা রয়েছে সে অনুপাতে সংবাদ দিবেন। তখন সে পরিপ্রেক্ষিতে আলোচ্য আয়াত নাজিল হয়েছে। –[বাহরে মুহীত ২১১/৪]

(১১৬) قوله وَاِنْ تُطِعْ اَكْثَرَ مَنْ فِى الْاَرْضِ يُضِلُّوْكَ عَنْ سَبِيْلِ اللّٰهِ الخ **আয়াতের শানে নুযূল :** বর্ণিত আছে রাসূল ﷺ ও মুশরিকদের মাঝে জবাই করার জন্তু সম্পর্কীয় একটি বাদানুবাদের প্রেক্ষিতে আলোচ্য আয়াত নাজিল হয়েছে। তাদের অভিযোগ ছিল। যে তোমরা যেগুলো হত্যা কর সেগুলো আহার কর, কিন্তু আল্লাহ তা'আলা যে গুলোকে হত্যা করেন সেগুলোকে তোমরা আহার করা থেকে বিরত থাক। সে পরিপ্রেক্ষিতে আল্লাহ তা'আলা আলোচ্য আয়াত নাজিল করেন। –[বাহরে মুহীত ২১৩/৪]

(১১৮) قوله فَكُلُوْا مِمَّا ذُكِرَ اسْمُ اللّٰهِ عَلَيْهِ اِنْ كُنْتُمْ بِاٰيٰتِهٖ مُؤْمِنِيْنَ الاية **আয়াতের শানে নুযূল– ১ :** আল্লামা ওয়াহেদী (রা.) বর্ণনা করেন যে, একদা মুশরিকরা রাসূল ﷺ কে বলল যে, বকরিটি মারা গেল তাকে কে হত্যা করল? রাসূল ﷺ বললেন, আল্লাহ তা'আলা। তখন তারা বলল, পক্ষান্তরে যেগুলোকে তুমি হত্যা কর বা তোমার কোনো সহচর হত্যা করল, যাকে চিল ও কুকুর হত্যা করেছে। সেগুলো হালাল এবং যেগুলো আল্লাহ হত্যা করেছেন সেগুলোকে হারাম বলে ধারণা করছ। মুশরিকদের বিভ্রান্তিকর ও বিব্রতকর এ অভিযোগ উত্থাপন করার পরিপ্রেক্ষিতে আল্লাহ তা'আলা আলোচ্য আয়াত নাজিল করেন।

শানে নুযূল– ২ : ইকরিমা বলেন, মৃত জন্তু হারাম হবার বিধান যখন নাজিল হলো, তখন পারস্যের অগ্নি পূজারীরা কুরাইশ মুশরিকদের নিকট পত্র লিখল। আইয়ামে জাহেলিয়াতে মক্কার মুশরিক ও পারস্যের অগ্নি পূজারীরা ছিল একে অপরের বন্ধু এবং পারস্পরিকভাবে ছিল সন্ধিবদ্ধ এই মর্মে যে, মুহাম্মদ ﷺ ও তাঁর সঙ্গীদের ধারণা মতে তারা আল্লাহর হুকুমকে মান্য করে চলে তদুপরি তাদের বিশ্বাস তাদের হাতে যে সকল জন্তু মারে সেগুলো তাদের জন্য হালাল, পক্ষান্তরে আল্লাহ যেগুলোকে মারেন সেগুলো তাদের জন্য হারাম । এ মন্তব্য দ্বারা কোনো কোনো মুসলমানের অন্তরে এক প্রকারের সন্দেহ ও সংশয়ের দানা বেঁধে উঠে। মুমিনদের অন্তর হতে সে সন্দেহ ও সংশয় নিরসনের জন্য আল্লাহ তা'আলা আলোচ্য আয়াত নাজিল করেন।

শানে নুযূল– ৩ : ইমাম আবূ দাউদ ও তিরমিযী হযরত ইবনে আব্বাস (রা.)–এর উদ্ধৃতি দিয়ে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেন, এক জামাত ইহুদিরা নবী করীম ﷺ–এর নিকট এসে বলল, আমরা যে সকল জন্তুকে হত্যা করি

https://e-ilm.weebly.com/

সেগুলো আমরা খাব আর যে সকল জন্তুকে আল্লাহ হত্যা করবেন সেগুলোকে কি আমরা খাব না? তাদের সন্দেহ ও সংশয়ের পরিপ্রেক্ষিতে আল্লাহ তা'আলা আলোচ্য আয়াতে নাজিল করেন। –[রূহুল মা'আনী ১৩, ফাতহুল কাদীর ১৫৭/২, কুরতুবী ৬৫/৭]

قوله وَلَوْ اَنَّنَا نَزَّلْنَا আয়াতে এ বিষয়বস্তুই বর্ণিত হয়েছে যে, যদি আমি তাদের প্রার্থিত মু'জিযাসমূহ দেখিয়ে দেই; বরং এর চাইতেও বেশি ফেরেশতাদের সাথে তাদের সাক্ষাৎ এবং মৃতদের সাথে বাক্যালাপ করিয়ে দেই, তবুও তারা মানবে না। পরবর্তী দুই আয়াতে রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে সান্ত্বনা দেওয়া হয়েছে যে, এরা যদি আপনার সাথে শত্রুতা করে, তবে তা মোটেই আশ্চর্যের বিষয় নয়। পূর্ববর্তী সব পয়গম্বরেরও অব্যাহতভাবে শত্রু ছিল। অতএব, আপনি এতে মনঃক্ষুণ্ন হবেন না।

قوله اَفَغَيْرَ اللّٰهِ اَبْتَغِىْ حَكَمًا অর্থাৎ তোমরা কি চাও যে, আল্লাহ তা'আলার এ ফয়সালার পর আমি অন্য কোনো ফয়সালাকারী অনুসন্ধান করি? না, তা হতে পারে না। এরপর কুরআন পাকের এমন কতিপয় বৈশিষ্ট্য উল্লেখ করা হয়েছে, যেগুলো স্বয়ং কুরআনের সত্যতা এবং আল্লাহর কালাম হওয়ারই প্রমাণ। উদাহরণ স্বরূপ বলা হয়েছে: وَهُوَ الَّذِىْٓ اَنْزَلَ اِلَيْكُمُ الْكِتٰبَ مُفَصَّلًا এ আয়াতে কুরআন পাকের চারটি বিশেষ পূর্ণতার কথা বর্ণিত হয়েছে: (এক) কুরআন আল্লাহর পক্ষ থেকে অবতীর্ণ। (দুই) এটি একটি স্বয়ং-সম্পূর্ণ ও আলৌকিক গ্রন্থ-এর মোকাবিলা করতে সারা বিশ্ব অক্ষম। (তিন) যাবতীয় গুরুত্বপূর্ণ ও মৌলিক বিষয়বস্তু এতে বিস্তারিতভাবে বর্ণিত হয়েছে। (চার) পূর্ববর্তী আহলে কিতাব ইহুদি ও খ্রিস্টানরাও নিশ্চিতভাবে জানে যে, কুরআন আল্লাহর পক্ষ থেকে অবতীর্ণ সত্য কালাম। এরপর তাদের মধ্যে যারা সত্যভাষী ছিল, তারা একথা প্রকাশও করেছে। পক্ষান্তরে যারা হঠকারী, তারা বিশ্বাস সত্ত্বেও তা প্রকাশ করেনি।

কুরআন পাকের এ চারটি পূর্ণতা বর্ণনা করার পর রাসূল ﷺ-কে সম্বোধন করা হয়েছে: فَلَا تَكُوْنَنَّ مِنَ الْمُمْتَرِيْنَ অর্থাৎ "এসব সুস্পষ্ট প্রমাণের পর আপনি সংশয়কারীদের অন্তর্ভুক্ত হবেন না।" এটা জানা কথা যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ কোনো সময়ই সংশয়কারী ছিলেন না, থাকতে পারেন না, যেমন স্বয়ং তিনি বলেন: আমি কোনো সময় সন্দেহ করিনি এবং প্রশ্ন করিনি–[ইবনে কাছীর]। এতে বুঝা গেল যে, এখানে রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে সম্বোধন করা হলেও প্রকৃতপক্ষে অন্যান্য লোকদের শোনানোই এর উদ্দেশ্য। এছাড়া বিষয়টিকে জোরদার করার উদ্দেশ্যে সরাসরি তাঁকে সম্বোধন করা হয়েছে। অর্থাৎ রাসূলুল্লাহ ﷺ-কেই যখন এরূপ বলা হয়েছে। এগুলোও কুরআন পাক যে আল্লাহর কালাম, এর প্রকৃষ্ট প্রমাণ। বলা হয়েছে وَتَمَّتْ كَلِمَتُ رَبِّكَ صِدْقًا وَّعَدْلًا لَا مُبَدِّلَ لِكَلِمٰتِهٖ

অর্থাৎ আপনার পালনকর্তার কালাম সত্যতা, ইনসাফ ও সমতার দিক দিয়ে সম্পূর্ণ। তাঁর কালামের কোনো পরিবর্তনকারী নেই।

وَتَمَّتْ শব্দে সম্পূর্ণ হওয়া বর্ণিত হয়েছে এবং كَلِمَتُ رَبِّكَ বলে কুরআনকে বুঝানো হয়েছে। –[বাহরে মুহীত]। কুরআনের গোটা বিষয়বস্তু দু'প্রকার (এক) যাতে বিশ্ব ইতিহাসের শিক্ষণীয় ঘটনাবলি, অবস্থা, সৎকাজের জন্য পুরস্কারের ওয়াদা এবং অসৎ কাজের জন্য শাস্তির ভীতি প্রদর্শন বর্ণিত হয়েছে এবং (দুই) যাতে মানব জাতির কল্যাণ ও সাফল্যের বিধান বর্ণিত হয়েছে। কুরআন পাকের এ দুই প্রকার বিষয়বস্তু সম্পর্কে صِدْقًا وَّعَدْلًا দুই অবস্থা বর্ণনা করা হয়েছে। صِدْق –এর সম্পর্কে প্রথম প্রকারের সাথে, অর্থাৎ কুরআন যেসব ঘটনা অবস্থা ওয়াদা ও ভীতি বর্ণিত হয়েছে, সেগুলো সবই সত্য ও নির্ভুল। এগুলোতে কোনোরূপ ভ্রান্তির সম্ভাবনা নেই। عَدْل -এর সম্পর্ক দ্বিতীয় প্রকার অর্থাৎ বিধানের সাথে। উদ্দেশ্য এই যে, আল্লাহ তা'আলার সব বিধান عَدْل তথা ন্যায়বিচার ভিত্তিক। عَدْل শব্দের দু'টি অর্থ: (এক) ইনসাফ, যাতে কারও প্রতি অবিচার ও অধিকার হরণ করা হয় না। (দুই) সমতা ও সুষমতা। অর্থাৎ আল্লাহর বিধান সম্পূর্ণরূপে মানবিক প্রবৃত্তির অনুসারীও নয় এবং এমনও নয় যে, মানবিক প্রেরণা ও স্বভাবগত ধারণক্ষমতা তা সহ্য করতে পারে না। অতএব আয়াতের উদ্দেশ্য এই যে, খোদায়ী বিধান সুবিচার ও সমতার উপর ভিত্তিশীল। এতে কারও প্রতি অবিচার নেই এবং এমন কোনো কঠোরতাও নেই যা মানুষ সহ্য করত পারে না। অন্য এক আয়াতে বলা হয়েছে: لَا يُكَلِّفُ اللّٰهُ نَفْسًا اِلَّا وُسْعَهَا অর্থাৎ

https://e-ilm.weebly.com/

আল্লাহ তা'আলা ক্ষমতা ও সামর্থ্যের বাইরে কারো প্রতি কোনো বাধ্যবাধকতা আরোপ করেননি। আলোচ্য আয়াতে تَمَّتْ শব্দ ব্যবহার করে আরও বলা হয়েছে যে, কুরআনে শুধু صِدْقٌ ও عَدْلٌ বিদ্যামনই নয়; বরং কুরআন এসব গুণে সব দিক দিয়ে পূর্ণ ও স্বয়ং সম্পূর্ণ।

কুরআন পাকের যাবতীয় বিধান বিশ্বের সকল জাতি, কিয়ামত পর্যন্ত আগমনকারী বংশধর এবং পরিবর্তনশীল অবস্থার জন্য সুবিচার ও সমতাভিত্তিক। এ কথাটি একমাত্র আল্লাহ রচিত বিধানের মধ্যেই থাকা সম্ভবপর হতে পারে। জগতের কোনো আইনসত্তা কর্তমান ও ভবিষ্যত সকল অবস্থা পুরোপুরি অনুমান করে তদনুযায়ী কোনো আইন রচনা করতে পারে না। প্রত্যেক দেশ ও জাতি নিজ দেশ ও জাতির শুধু বর্তমান অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতেই আইন রচনা করে। এসব আইনের মধ্যেও অনেক বিষয় অভিজ্ঞতার পর সুবিচার ও সমতা পরিপন্থি দেখা গেলে সেগুলো পরিবর্তন করতে হয়। ভবিষ্যৎ অবস্থার প্রতি পুরোপুরি লক্ষ্য রেখে প্রত্যেক জাতি, প্রত্যেক দেশ ও প্রত্যেক অবস্থার জন্য সুবিচার ও সমতাভিত্তিক আইন রচনা করার বিষয়টি মানুষের চিন্তা-কল্পনারও অনেক ঊর্ধ্বে। এটা একমাত্র আল্লাাহ তা'আলার কালামেই সম্ভবপর। তাই কুরআন পাকের এ পঞ্চম অবস্থাটি [অর্থাৎ কুরআন বর্ণিত অতীত ও ভবিষ্যতের ঘটনাবলি, পুরস্কারের ওয়াদা ও শাস্তির ভীতি প্রদর্শন সবই সত্য, এসব ব্যাপারে বিন্দুমাত্র সন্দেহের অবকাশ নেই। কুরআনে বর্ণিত যাবতীয় বিধান সমগ্র বিশ্ব ও কিয়ামত পর্যন্ত আগমনকারী বংশধরদের জন্য সুবিচার ও সমতাভিত্তিক, এগুলোতে কারও প্রতি অবিচার নেই এবং সমতা ও মধ্যবর্তিতার চুল পরিমাণ লঙ্ঘন নেই।] কুরআন যে আল্লাাহর কালাম তার প্রকৃষ্ট প্রমাণ।

কুরআনের ষষ্ঠ অবস্থা এই যে, لَا مُبَدِّلَ لِكَلِمٰتِهٖ অর্থাৎ আল্লাহর কালামের কোনো পরিবর্তনকারী নেই। পরিবর্তনের এক প্রকার হচ্ছে যে, এতে কোনো ভুল প্রমাণিত করার কারণে পরিবর্তন করা এবং দ্বিতীয় প্রকার হচ্ছে জবরদস্তি মূলকভাবে পরিবর্তন করা। আল্লাহর কালাম এ সকল প্রকার পরিবর্তনের উর্ধ্বে। আল্লাহ স্বয়ং ওয়াদা করেছেনঃ إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ অর্থাৎ আমিই কুরআন অবতীর্ণ করেছি এবং এর সংরক্ষক। এমতাবস্থায় কার সাধ্য আছে যে, এ রক্ষাহব্যুহ ভেদ করে একে পরিবর্তন করে? কুরআনের উপর দিয়ে চৌদ্দশত বছর অতিবাহিত হয়ে গেছে। প্রতি শতাব্দী ও প্রতি যুগে এর শত্রুদের সংখাও এর অনুসারীদের তুলনায় বেশি ছিল। কিন্তু এর একটি যের ও যবর পরিবর্তন সম্ভবপর ছিলনা। তা এই যে, স্বয়ং অল্লাহ তা'আলা কুরআনের রহিত করে পরিবর্তন করাতে পারতেন। এ কারণেই হযরত আব্দুল্লাহ'ইবনে আব্বাস (রা.) বলেনঃ এ আয়াতে ইঙ্গিত করা হয়েছে যে, রাসুলুল্লাহ ﷺ সর্বশেষ পয়গাম্বর এবং কুরআনের অন্যান্য আয়াতে এ বিষয়বস্তুটি আরও সুস্পষ্টভাবে বর্ণিত হয়েছে।

وَهُوَ السَّمِيْعُ الْعَلِيْمُ অর্থাৎ তারা যেসব কথাবার্তা বলছে আল্লাহ সব শোনেন এবং সবার অবস্থা জানেন তিনি প্রত্যেকের কার্যের প্রতিফল দেবেন।

তৃতীয় আয়াতে আল্লাহ তা'আলা রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে অবহিত করেছেন যে, পৃথিবীর অধিবাসীদের অধিকাংশই পথভ্রষ্ট। আপনি এতে ভীত হবেন না এবং তাদের কথায় কর্ণপাত করবেন না। কুরআনে একাধিক জায়গায় এ বিষয়টি বর্ণনা করেছে। এক জায়াগায় বলা হয়েছে: وَمَآ اَكْثَرُ النَّاسِ وَلَوْ حَرَصْتَ بِمُؤْمِنِيْنَ উদ্দেশ্য এই যে, সংখ্যাধিক্যের ভীতি স্বভাবতই মানুষের মধ্যে প্রতিফলিত হয়। ফলে মানুষ তাদের আনুগত্য করতে থাকে কাজেই রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে বলা হয়েছে :

পৃথিবীতে অধিকাংশ লোক এমন রয়েছে যে, আপনি যদি তাদের নির্দেশ মান্য করেন, তবে তারা আপনাকে বিপথগামী করে দেবে। কেননা তারা বিশ্বাস ও মতবাদে শুধু মাত্র কল্পনা ও কুসংস্কারের পেছেনে চলে এবং বিধি বিধানে একমাত্র ভিত্তিহীন অনুমান দ্বারা চালিত হয়।

মোটকথা, আপনি তাদের সংখ্যধিক্যে ভীত হয়ে তাদের সাথে একাত্মতার কথা চিন্তাও করবেন না। কারণ এরা সবাই নীতিহীন ও বিপথগামী।

আয়াতের শেষে বলা হয়েছেঃ যারা আল্লাহর পথ ছেড়ে বিপথগামী হয়ে যায় এবং যারা আল্লাহর পথে চলে, নিশ্চয় আপনার পালনকর্তা তাদের সবাইকে জানেন। অতএব, তিনি বিপথগামীদেরকে যেমন শাস্তি দেবেন, তিমনি সরল পথের অনুসারীদেরকেও পুরস্কৃত করবেন।

https://e-ilm.weebly.com/

https://e-ilm.weebly.com/

অনুবাদ : (১১৯) আর যে জীবের উপর আল্লাহর নাম উচ্চারিত হয়েছে তা হতে না খাওয়ার তোমাদের কি কারণ থাকতে পারে? অথচ আল্লাহ ঐ সকল জীবের বিস্তারিত বর্ণনা করে দিয়েছেন, যেগুলো তোমাদের জন্য হারাম করেছেন, কিন্তু তাও তোমাদের একান্ত প্রয়োজন হলে হালাল, আর তা সুনিশ্চিত যে, অনেকে স্বীয় ভ্রান্ত ধারণা অনুসারে বিভ্রান্ত করতে থাকে প্রমাণ ব্যতিরেকে, এতে কোনো সন্দেহ নেই যে, আল্লাহ সীমালঙ্ঘনকারীদেরকে খুব জানেন।	وَمَا لَكُمْ اَلَّا تَاْكُلُوْا مِمَّا ذُكِرَ اسْمُ اللّٰهِ عَلَيْهِ وَقَدْ فَصَّلَ لَكُمْ مَّا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ اِلَّا مَا اضْطُرِرْتُمْ اِلَيْهِ ؕ وَاِنَّ كَثِيْرًا لَّيُضِلُّوْنَ بِاَهْوَآئِهِمْ بِغَيْرِ عِلْمٍ ؕ اِنَّ رَبَّكَ هُوَ اَعْلَمُ بِالْمُعْتَدِيْنَ (١١٩)
(১২০) আর তোমরা বর্জন কর প্রকাশ্য পাপও এবং অপ্রকাশ্য পাপও নিঃসন্দেহে যারা গুনাহ করছে, তারা স্বীয় কৃতকর্মের শাস্তি সত্বরই প্রাপ্ত হবে।	وَذَرُوْا ظَاهِرَ الْاِثْمِ وَبَاطِنَهٗ ؕ اِنَّ الَّذِيْنَ يَكْسِبُوْنَ الْاِثْمَ سَيُجْزَوْنَ بِمَا كَانُوْا يَقْتَرِفُوْنَ (١٢٠)
(১২১) আর এমন জীব হতে ভক্ষণ করো না যার উপর আল্লাহর নাম উচ্চারিত হয়নি, এবং নিঃসন্দেহে তা গুনাহের কাজ, আর নিশ্চয় শয়তানরা স্বীয় বন্ধুদেরকে শিক্ষা দিচ্ছে, যেন তারা তোমাদের সাথে [অযথা] বিতর্ক করে, আর যদি তোমরা তাদের অনুসরণ করতে থাক, তবে নিশ্চয় মুশরিক হয়ে যাবে।	وَلَا تَاْكُلُوْا مِمَّا لَمْ يُذْكَرِ اسْمُ اللّٰهِ عَلَيْهِ وَاِنَّهٗ لَفِسْقٌ ؕ وَاِنَّ الشَّيٰطِيْنَ لَيُوْحُوْنَ اِلٰۤى اَوْلِيٰٓئِهِمْ لِيُجَادِلُوْكُمْ ۚ وَاِنْ اَطَعْتُمُوْهُمْ اِنَّكُمْ لَمُشْرِكُوْنَ ۧ (١٢١) ع ١٤

শাব্দিক অনুবাদ

(১১৯) وَمَا لَكُمْ আর তোমাদের কি কারণ থাকতে পারে? اَلَّا تَاْكُلُوْا তা হতে না খাওয়ার مِمَّا ذُكِرَ اسْمُ اللّٰهِ عَلَيْهِ যে জীবের উপর আল্লাহর নাম উচ্চারিত হয়েছে وَقَدْ فَصَّلَ لَكُمْ অথচ আল্লাহ ঐ সকল জীবের বিস্তারিত বর্ণনা করে দিয়েছেন مَّا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ যেগুলো তোমাদের জন্য হারাম করেছেন اِلَّا مَا اضْطُرِرْتُمْ اِلَيْهِ কিন্তু তাও তোমাদের একান্ত প্রয়োজন হলে হালাল। وَاِنَّ كَثِيْرًا আর তা সুনিশ্চিত যে لَّيُضِلُّوْنَ বিভ্রান্ত করতে থাকে بِاَهْوَآئِهِمْ অনেকে স্বীয় ভ্রান্ত ধারণা অনুসারে بِغَيْرِ عِلْمٍ প্রমাণ ব্যতিরেকে اِنَّ رَبَّكَ هُوَ اَعْلَمُ بِالْمُعْتَدِيْنَ এতে কোনো সন্দেহ নেই যে, আল্লাহ সীমালঙ্ঘনকারীদেরকে খুব জানেন।

(১২০) وَذَرُوْا আর তোমরা বর্জন কর ظَاهِرَ الْاِثْمِ وَبَاطِنَهٗ প্রকাশ্য পাপও এবং অপ্রকাশ্য পাপও اِنَّ الَّذِيْنَ يَكْسِبُوْنَ الْاِثْمَ নিঃসন্দেহে যারা গুনাহ করছে سَيُجْزَوْنَ بِمَا كَانُوْا يَقْتَرِفُوْنَ তারা স্বীয় কৃতকর্মের শাস্তি সত্বরই প্রাপ্ত হবে।

(১২১) وَلَا تَاْكُلُوْا আর এমন জীব হতে ভক্ষণ করো না مِمَّا لَمْ يُذْكَرِ اسْمُ اللّٰهِ عَلَيْهِ যার উপর আল্লাহর নাম উচ্চারিত হয়নি وَاِنَّهٗ لَفِسْقٌ এবং নিঃসন্দেহে তা গুনাহের কাজ وَاِنَّ الشَّيٰطِيْنَ আর নিশ্চয় শয়তানরা لَيُوْحُوْنَ اِلٰۤى اَوْلِيٰٓئِهِمْ স্বীয় বন্ধুদেরকে শিক্ষা দিচ্ছে لِيُجَادِلُوْكُمْ যেন তারা তোমাদের সাথে [অযথা] বিতর্ক করে وَاِنْ اَطَعْتُمُوْهُمْ আর যদি তোমরা তাদের অনুসরণ করতে থাক اِنَّكُمْ لَمُشْرِكُوْنَ তবে নিশ্চয় মুশরিক হয়ে যাবে।

https://e-ilm.weebly.com/

أَوَمَنْ كَانَ مَيْتًا فَأَحْيَيْنَٰهُ وَجَعَلْنَا لَهُۥ نُورًا يَمْشِى بِهِۦ فِى ٱلنَّاسِ كَمَن مَّثَلُهُۥ فِى ٱلظُّلُمَٰتِ لَيْسَ بِخَارِجٍ مِّنْهَا ۚ كَذَٰلِكَ زُيِّنَ لِلْكَٰفِرِينَ مَا كَانُوا۟ يَعْمَلُونَ (١٢٢)

অনুবাদ : (১২২) এমন ব্যক্তি, যে পূর্বে মৃত [অর্থাৎ গোমরাহ] ছিল, অতঃপর আমি তাকে জীবিত [অর্থাৎ মুসলমান] করেছি, এবং তাকে এমন এক নূর [ঈমান] দিয়েছি, যা নিয়ে সে মানুষের মধ্যে চলাফেরা করে, এমন ব্যক্তি কি সেই ব্যক্তির ন্যায় হতে পারে যার অবস্থা এই যে, সে অন্ধকারপুঞ্জে রয়েছে [এবং] তা হতে বের হতে পারছে না, এরূপে কাফেরদের নিকট নিজেদের কার্যকলাপ সুশোভন বোধ হয়।

وَكَذَٰلِكَ جَعَلْنَا فِى كُلِّ قَرْيَةٍ أَكَٰبِرَ مُجْرِمِيهَا لِيَمْكُرُوا۟ فِيهَا ۖ وَمَا يَمْكُرُونَ إِلَّا بِأَنفُسِهِمْ وَمَا يَشْعُرُونَ (١٢٣)

(১২৩) আর এরূপে আমি প্রত্যেক জনপদে তথাকার নেতৃস্থানীয় লোকদেরকে [প্রথমতঃ] পাপে লিপ্ত করেছি, যেন তারা তথায় শঠতা করতে থাকে, বস্তুতঃ তারা নিজেদের সঙ্গেই শঠতা করছে, অথচ তারা মোটেই অনুভব করছে না।

وَإِذَا جَآءَتْهُمْ ءَايَةٌ قَالُوا۟ لَن نُّؤْمِنَ حَتَّىٰ نُؤْتَىٰ مِثْلَ مَآ أُوتِىَ رُسُلُ ٱللَّهِ ۘ ٱللَّهُ أَعْلَمُ حَيْثُ يَجْعَلُ رِسَالَتَهُۥ ۗ سَيُصِيبُ ٱلَّذِينَ أَجْرَمُوا۟ صَغَارٌ عِندَ ٱللَّهِ وَعَذَابٌ شَدِيدٌۢ بِمَا كَانُوا۟ يَمْكُرُونَ (١٢٤)

(১২৪) আর যখন তাদের নিকট কোনো আয়াত সমাগত হয়, তখন এরূপ বলে, আমরা কিছুতেই ঈমান আনব না যে পর্যন্ত আমাদেরকেও তেমনি বস্তু [ওহী] না দেওয়া হয় যা আল্লাহর রাসূলগণকে দেওয়া হয়। সেই যোগ্য পাত্রকে তো আল্লাহই উত্তমরূপে জানেন যেখানে তিনি স্বীয় পয়গাম প্রেরণ করেন, অচিরেই এ সমস্ত লোক যারা এর অপরাধ করেছে, আল্লাহর নিকটে পৌঁছে অপমানিত হবে এবং কঠিন শাস্তি [-ও হবে] তাদের শঠতার বিনিময়ে।

শাব্দিক অনুবাদ

(১২২) أَوَمَنْ كَانَ مَيْتًا এমন ব্যক্তি, যে পূর্বে মৃত [অর্থাৎ গোমরাহ] ছিল فَأَحْيَيْنَٰهُ অতঃপর আমি তাকে জীবিত [অর্থাৎ মুসলমান] করেছি وَجَعَلْنَا لَهُۥ نُورًا এবং তাকে এমন এক নূর [ঈমান] দিয়েছি يَمْشِى بِهِۦ فِى ٱلنَّاسِ যা নিয়ে সে মানুষের মধ্যে চলাফেরা করে كَمَن مَّثَلُهُۥ فِى ٱلظُّلُمَٰتِ এমন ব্যক্তি কি সেই ব্যক্তির ন্যায় হতে পারে যার অবস্থা এই যে, সে অন্ধকারপুঞ্জে রয়েছে لَيْسَ بِخَارِجٍ مِّنْهَا তা হতে বের হতে পারছে না كَذَٰلِكَ এরূপে زُيِّنَ لِلْكَٰفِرِينَ কাফেরদের নিকট সুশোভন বোধ হয় مَا كَانُوا۟ يَعْمَلُونَ নিজেদের কার্যকলাপ।

(১২৩) وَكَذَٰلِكَ আর এরূপে جَعَلْنَا فِى كُلِّ قَرْيَةٍ আমি প্রত্যেক জনপদে লিপ্ত করেছি أَكَٰبِرَ مُجْرِمِيهَا তথাকার নেতৃস্থানীয় লোকদেরকে [প্রথমতঃ] পাপে لِيَمْكُرُوا۟ فِيهَا যেন তারা তথায় শঠতা করতে থাকে وَمَا يَمْكُرُونَ إِلَّا بِأَنفُسِهِمْ বস্তুতঃ তারা নিজেদের সঙ্গেই শঠতা করছে وَمَا يَشْعُرُونَ অথচ তারা মোটেই অনুভব করছে না।

(১২৪) وَإِذَا جَآءَتْهُمْ ءَايَةٌ আর যখন তাদের নিকট কোনো আয়াত সমাগত হয় قَالُوا۟ তখন এরূপ বলে لَن نُّؤْمِنَ আমরা কিছুতেই ঈমান আনব না حَتَّىٰ نُؤْتَىٰ যে পর্যন্ত আমাদেরকেও তেমনি বস্তু [ওহী] না দেওয়া হয় مِثْلَ مَآ أُوتِىَ رُسُلُ ٱللَّهِ যা আল্লাহর রাসূলগণকে দেওয়া হয় ٱللَّهُ أَعْلَمُ حَيْثُ يَجْعَلُ رِسَالَتَهُۥ সেই যোগ্য পাত্রকে তো আল্লাহই উত্তমরূপে জানেন যেখানে তিনি স্বীয় পয়গাম প্রেরণ করেন سَيُصِيبُ ٱلَّذِينَ أَجْرَمُوا۟ অচিরেই এ সমস্ত লোক যারা এর অপরাধ করেছে صَغَارٌ عِندَ ٱللَّهِ আল্লাহর নিকটে পৌঁছে অপমানিত হবে وَعَذَابٌ شَدِيدٌ এবং কঠিন শাস্তি [-ও হবে] بِمَا كَانُوا۟ يَمْكُرُونَ তাদের শঠতার বিনিময়ে।

https://e-ilm.weebly.com/

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

(১১৯) وَمَا لَكُمْ اَلَّا تَأْكُلُوْا مِمَّا ذُكِرَ اسْمُ اللّٰهِ عَلَيْهِ الخ **আয়াতের শানে নুযূল :** ইমাম আবূ মানসূর (র.)-এর মতানুসারে উক্ত আয়াতের শানে নুযূল হলো এক শ্রেণির মুসলমানেরা পবিত্র ও উন্নত বস্তুসমূহকে দরবেশি ও পরহেজগারী স্বরূপ আহার করা থেকে বিরত থাকত। তাদের এহেন ধারণা সঠিক নয়, সে সম্পর্কে আলোচ্য আয়াত নাজিল হয়েছে। –[রুহুর মাআনী ১৪/৪/৮]

(১২১) وَلَا تَأْكُلُوْا مِمَّا لَمْ يُذْكَرِ اسْمُ اللّٰهِ عَلَيْهِ وَاِنَّهٗ لَفِسْقٌ الخ **আয়াতের শানে নুযূল– ১ :** ইমাম আবূ দাউদ হযরত ইবনে আব্বাস (রা.)-এর উদ্ধৃতি দিয়ে বর্ণনা করেন যে. তিনি বলেন একদা নবী করীম ﷺ–এর নিকট ইহুদিরা এসে বলল, আমরা নিজ হাতে যে জন্তুকে হত্যা করি সেগুলো আহার করি আল্লাহ যে জন্তুকে হত্যা করেন অর্থাৎ মৃত সেগুলোকে কি আমরা আহার করব না? তাদের ভ্রান্ত যুক্তির জবাবে আল্লাহ তা'আলা আলোচ্য আয়াত নাজিল করেন। –[কুরতুবী ৬৭/৭, ইবনে কাছীর ১৭৫/২]

শানে নুযূল–২ : হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, وَلَا تَأْكُلُوْا আয়াত যখন নাজিল হয় তখন পারস্য থেকে কুরাইশের নামে এই অভিযোগ দিয়ে দূত প্রেরণ করে যে, তারা মুহাম্মদের সাথে বাদানুবাদ করছে যে, তোমার নিজ হাতে ছুরি দ্বারা যে জন্তু জবাই করছ, তা হলো হালাল, আর আল্লাহর সোনালী ছুরি অর্থাৎ মৃত্যু দ্বারা যে জন্তু জবাই করেছেন তা হলো হারাম। পারসিকদের প্রেরিত এ কুটচালের তথ্য প্রকাশ করার প্রেক্ষিতে وَاِنَّ الشَّيٰطِيْنَ لَيُوْحُوْنَ اِلٰۤى اَوْلِيٰٓـئِهِمْ لِيُجَادِلُوْكُمْ وَاِنْ اَطَعْتُمُوْهُمْ اِنَّكُمْ لَمُشْرِكُوْنَ আয়াতাংশ নাজিল করা হয়েছে। –[ইবনে কাছীর ১৭৫/২]

(১২২) اَوَمَنْ كَانَ مَيْتًا فَاَحْيَيْنٰهُ وَجَعَلْنَا لَهٗ نُوْرًا يَّمْشِيْ بِهٖ فِى النَّاسِ الخ **আয়াতের শানে নুযূল– ১ :** আবুশ শায়খ হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) হতে বর্ণনা করেন যে, আলোচ্য আয়াত হযরত ওমর বিন খাত্তাব (রা.) ও আবূ জাহল সম্পর্কে অবতীর্ণ হয়েছে। এখানে জীবন দান দ্বারা ঈমান ও হেদায়ত দান এবং মৃত্যু দ্বারা ভ্রষ্টতা ও অবাধ্যতাকে বুঝানো হয়েছে।

শানে নুযূল– ২ : হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) হতেই অপর এক বর্ণনা অনুসারে আলোচ্য আয়াত হযরত হামযা (রা.) এবং আবূ জাহল সম্পর্কে অবতীর্ণ হয়েছে।

শানে নুযূল– ৩ : ইকরিমা হতে বর্ণিত আলোচ্য আয়াত আম্মার বিন ইয়াসির ও আবূ জাহল সম্পর্কে নাজিল হয়েছে। –[রূহুল মা'আনী ১৯/৪/৮, বাহরে মুহীত ২১৬/৪]

শানে নুযূল– ৪ : ইবনুল মুনযির ও ইবনে আবী হাতেম, হযরত যায়েদ বিন আসলামের উদ্ধৃতি দিয়ে বর্ণনা করেন যে. তিনি বলেন, আলোচ্য আয়াত হযরত ওমর বিন খাত্তাব (রা.) ও আবূ জাহল বিন হিশাম সম্পর্কে অবতীর্ণ হয়েছে। তারা উভয়জনই ভ্রষ্টতার মৃত্যুতে ছিল। অতঃপর আল্লাহ ওমরকে ইসলাম দ্বারা জীবন দান করেছেন এবং সম্মান দান করেছেন। তাদের এ অবস্থার বর্ণনা দিয়ে আল্লাহ তা'আলা আলোচ্য আয়াত নাজিল করেন। –[ফাতহুল কাদীর ১৬০/২]

(১২৩) وَكَذٰلِكَ جَعَلْنَا فِىْ كُلِّ قَرْيَةٍ اَكٰبِرَ مُجْرِمِيْهَا لِيَمْكُرُوْا فِيْهَا الخ **আয়াতের শানে নুযূল– :** ইমামে তাফসীর আল্লামা হযরত ইকরিমা (র.) বলেন, আলোচ্য আয়াত কুরআন ও রাসূল ﷺ–কে নিয়ে যারা বিদ্রূপ করত, তাদের সম্পর্কে অবতীর্ণ হয়েছে। –[বাহরে মুহীত ২১৬/৪, ফাতহুল কাদীর ১৬০/২]

(১২৪) وَاِذَا جَآءَتْهُمْ اٰيَةٌ قَالُوْا لَنْ نُّؤْمِنَ حَتّٰى نُؤْتٰى مِثْلَ مَاۤ اُوْتِىَ رُسُلُ اللّٰهِ الخ **আয়াতের শানে নুযূল– ১ :** তাফসীরবিদ মুকাতিল বলেন, আলোচ্য আয়াত আবূ জাহল সম্পর্কে অবতীর্ণ হয়েছে এ মর্মে যে, সে বলেছিল যে, বনূ আব্দে মনাফের মর্যাদা অর্জনের ক্ষেত্রে আমরা হলাম প্রধান অন্তরায় বা প্রতিবন্ধক থাকব, যতক্ষণ পর্যন্ত না আমরা আমাদের ঘোড়ার ন্যায় আটকা পড়ব। তারা বলল, অমুক নাকি আমাদের মধ্য থেকে নবী, তার নিকট ওহী আসার দাবি করছে। আল্লাহর কসম আমি কখনো তা মেনে নেবনা এবং তার অনুসরণও করব না যে পর্যন্ত না আমার নিকট কোনো ওহী আসবে। সেই প্রেক্ষিতে আলোচ্য আয়াত নাজিল হয়।

শানে নুযূল– ২ : আবার কারো মতে আলোচ্য আয়াত নাজিল হয়েছে ওলীদ বিন মুগীরা সম্পর্কে। একদা ওলীদ বিন মুগীরা রাসূল ﷺ–কে লক্ষ্য করে বলল, নবুয়ত যদি সত্যিই কোনো মর্যাদার বিষয় হতো, তাহলে আমিই তার জন্য

https://e-ilm.weebly.com/

তোমার অপেক্ষা অধিক যোগ্য ছিলাম, কারণ আমি বয়সে তোমার অপেক্ষা বড়, ধন, সম্পদ এবং সন্তান সন্ততিও তোমার অপেক্ষা আমার বেশি রয়েছে। সুতরাং তার জন্য আমি উপযুক্ত ব্যক্তি ছিলাম। ওলীদ বিন মুগীরা নবীগণের সমতার দাবি করার পরিপ্রেক্ষিতে এ নরাধমের জবাবে আল্লাহ তা'আলা উক্ত আয়াত নাজিল করেন। –[রূহুল মা'আনী ২১/৪/৮, কুরতুবী ৭১/৭, বাহরে মুহীত ২১৮/৭]

পূর্ববর্তী আয়াতসমূহে প্রথমে উল্লিখিত হয়েছিল যে, ইসলামের শত্রুরা রাসূলুল্লাহ ﷺ কুরআন পাকের খোলাখুলি মু'জিযা দেখা সত্ত্বেও জেদ ও হঠকারিতার বশতঃ নতুন নতুন মু'জিযা দাবি করে। অতঃপর কুরআন ব্যক্ত করেছে যে, যদি তারা বাস্তবিকই সত্যান্বেষী হতো, তবে এ যাবত যেসব মু'জিযা প্রকাশিত হয়েছিল, সেগুলো তাদেরকে সৎপথ প্রদর্শনের জন্য পর্যাপ্তের চেয়েও বেশি ছিল। অতঃপর সেসব মু'জিযা বর্ণিত হয়েছে।

আলোচ্য আয়াতে রাসূলুল্লাহ ﷺ এবং কুরআনে বিশ্বাসী ও অবিশ্বাসীদের কিছু অবস্থা, চিন্তাধারা, উভয়ের সু ও কুপরিণামের বর্ণনা, মুমিন ও কাফের এবং ঈমান ওকুফরের স্বরূপ উদাহরণের মাধ্যমে বুঝানো হয়েছে। মুমিন ও কাফেরের দৃষ্টান্ত জীবিত ও মৃত দ্বারা এবং ঈমান ও কুফরের দৃষ্টান্ত আলো ও অন্ধকার দ্বারা দেওয়া হয়েছে। এগুলো কুরআন বর্ণিত দৃষ্টান্ত। এগুলোতে কবিত্ব নেই- আছে সত্যের উদঘাটন।

মুমিন জীবিত, আর কাফের মৃত : এ দৃষ্টান্তে মুমিনকে জীবিত এবং কাফেরকে মৃত বলা হয়েছে। এর কারণ এই যে, মানুষ , জীব-জন্তু, উদ্ভিদ ইত্যাদির মধ্যে জীবনের প্রকার ও রূপরেখা যদিও ভিন্ন ভিন্ন কিন্তু বিষয়টি কোনো বুদ্ধিমান ব্যক্তি অস্বীকার করতে পারো না যে, এদের মধ্যে প্রত্যেকের জীবনই কোনো বিশেষ লক্ষ্য অর্জনের নিমিত্ত। প্রকৃতি প্রত্যেকের মধ্যে সে লক্ষ্যার্জনের যোগ্যতা ও পারদর্শিতা নিহিত রেখেছে। أَعْطٰى كُلَّ شَيْءٍ خَلْقَهٗ ثُمَّ هَدٰى -কুরআনের এ বাক্যে এ বিষয়টিই বর্ণিত হয়েছে যে আল্লাহ তা'আলা বিশ্ব জাহানের প্রত্যেক বস্তু সৃষ্টি করেছেন এবং তাকে অভীষ্ট লক্ষ্য পর্যন্ত পৌছানোর জন্য পূর্ণরূপে পথ প্রদর্শন করেছেন। এ পথপ্রদর্শন অনুযায়ী প্রত্যেক সৃষ্টজীব নিজ নিজ কর্তব্য সম্পর্কে পুরোপুরি সচেতন হয়ে তা পালন করে যাচ্ছে। কর্তব্য পালনই তাদের প্রত্যেকের জীবনের প্রমাণ। এদের মধ্যে যে বস্তু যখন যে অবস্থায় স্বীয় কর্তব্য পালন ত্যাগ করে, তখন সে জীবিত নয়– মৃত। পানি যদি স্বীয় কর্তব্য পিপাসা নিবারণ ও ময়লা নিষ্কাশন ইত্যাদি ছেড়ে দেয়, তবে তাকে পানি বলা যায় না। আগুন জ্বালানো পোড়ানো ছেড়ে দিলে আগুন থাকবে না। বৃক্ষ ও ঘাস উৎপন্ন হওয়া বেড়ে উঠা অতঃপর ফলে-ফুলে সমৃদ্ধ হওয়া ত্যাগ করলে বৃক্ষও উদ্ভিদ থাকবে না। কেননা সে স্বীয় জীবনের লক্ষ্যকে ত্যাগ করেছে। ফলে সে নিষ্প্রাণ মৃতের মতো হয়ে গেছে।

সমগ্র সৃষ্ট জগতের বিস্তারিত পর্যালোচনা করার পর সামান্য জ্ঞান-বুদ্ধি ও চেতনা সম্পন্ন ব্যক্তিও এ ব্যাপারে চিন্তা করতে বাধ্য হবে যে, মানুষের জীবনের লক্ষ্য ও কর্তব্য কি? সে যদি স্বীয় জীবনের লক্ষ্য অর্জনে ব্রতী হয়, তবে সে জীবিত বলে অভিহিত হওয়ার যোগ্য। নতুবা তার স্বরূপ একটি মৃতদেহের চেয়ে বেশি কিছু নয়।

এখন দেখতে হবে, মানুষের জীবনের লক্ষ্য ও কর্তব্য কি? উল্লিখিত নীতি অনুযায়ী একথা সুনির্দিষ্ট যে, সে যদি জীবনের লক্ষ্য ও কর্তব্য পালন করে যায়, তবে সে জীবিত, নতুবা মৃত বলে আখ্যায়িত হওয়ার যোগ্য। যেসব জ্ঞানপাপী পণ্ডিত মানুষকে জগতের একটি স্বউদগত ঘাস কিংবা একটি চালাক ধরনের জন্তু বলে সাব্যস্ত করেছে, যাদের মতে মানুষ ও গাধার মধ্যে কোনো স্বাতন্ত্র্য নেই এবং যারা মানবিক প্রবৃত্তি চরিতার্থ করা, পানাহার, নিদ্রা জাগরণ এবং অবশেষে মরে যাওয়াকেই মানব জীবনের লক্ষ্য হিসাবে স্থির করেছে, তারা প্রকৃত জ্ঞানীদের কাছে সম্বোধনের যোগ্যও নয়। বিশ্বের প্রত্যেক ধর্ম ও চিন্তাধারার সাথে সম্পর্কশীল মনীষীবৃন্দ সৃষ্টির আদিকাল থেকে অদ্যাবধি এ বিষয়ে একমত যে, মানুষ সৃষ্টির সেরা, আশরাফুল মাখলুকাত। এটা জানা কথা যে, যা জীবনের লক্ষ্য সেরা ও উত্তম হওয়ার দিক দিয়ে স্বতন্ত্র মর্যাদার অধিকারী, তাকেই সেরা ও উত্তম বলা যেতে পারে। প্রত্যেক বুদ্ধিমান ব্যক্তি একথাও জানে যে, পানাহার, নিদ্রা-জাগরণ, বসবাস ও পরিধানের ব্যাপারে অন্যান্য জীব-জন্তুর চেয়ে মানুষের বিশেষ কোনো স্বাতন্ত্র্য নেই; বরং অনেক জীবজন্তু মানুষের চেয়ে উত্তম ও বেশি পানাহার করে, মানুষের চেয়ে ভালো প্রাকৃতিক পোশাকে পরিবৃত এবং মানুষের চেয়ে উৎকৃষ্ট আলো-বাতাসে বসবাস করে। নিজের লাভ-লোকসান চেনার ব্যাপারেও প্রত্যেক জন্তু বরং প্রত্যেক উদ্ভিদ বেশ সচেতন। উপকারী বস্তু অর্জন এবং ক্ষতিকর বস্তু থেকে আত্মরক্ষার যথেষ্ট যোগ্যতা তারা রাখে। এমনি ভাবে অপরের উপকার সাধনের ব্যাপারে তো সকল জীবজন্তু উদ্ভিদ বাহ্যতঃ মানুষের চাইতেও অগ্রে। তাদের মাংস, চামড়া অস্থি, রগ, এবং বৃক্ষের শিকড় থেকে নিয়ে শাখা-প্রশাখা ও পত্র-পল্লব পর্যন্ত প্রতিটি বস্তু সৃষ্ট জীবের জন্য উপকারী। পক্ষান্তরে মানুষের মাংস, চামড়া, লোম, অস্থি, রগ, ইত্যাদি কোনো কাজেই আসে না।

https://e-ilm.weebly.com/

এখন দেখতে হবে, এমতাবস্থায় মানুষ কিসের ভিত্তিতে সৃষ্টির সেরা পদে অভিষিক্ত হয়েছে? সত্যোপলব্ধির মনজিল এবার কাছেই এসে গেছে। সামান্য চিন্তা করলেই বোঝা যাবে যে, উপরিক্ত বস্তু সমূহের বুদ্ধি ও চেতনার দৌড় উপস্থিত জীবনের সাময়িক লাভ-লোকসান পর্যন্তই সীমাবদ্ধ। এ জীবনেই এগুলো অপরের জন্য উপকারি বলে দেখা যায়। পার্থিব জীবনের পূর্বে কি ছিল এবং পরে কি হবে- এ ক্ষেত্রে জড় পদার্থ ও উদ্ভিদের তো কথাই নেই, কোনো বৃহত্তম হুশিয়ার জন্তুর জ্ঞান চেতনাও কাজ করে না এবং এক্ষেত্রে এগুলোর মধ্যে কোনো বস্তুই কারও উপকারে আসে না। ব্যস, এক্ষেত্রেই সৃষ্টির সেরা মানুষকে কাজ করতে হবে এবং এর দ্বারাই অন্যান্য সৃষ্টজীব থেকে তার স্বাতন্ত্র্য পরিস্ফুট হতে পারে।

জানা গেল যে, মানুষের জীবনের লক্ষ্য হচ্ছে সমগ্র বিশ্বের আদি-অন্তকে সামনে রেখে সবার পরিণাম চিন্তা করে এটা নির্ধারণ করা যে, সামগ্রিক দিক দিয়ে কোন বস্তু উপকারী এবং কোন বস্তু ক্ষতিকর ও কষ্টদায়ক। অতঃপর এ জ্ঞানের আলোতে নিজের জন্য উপকারী বস্তু সমূহ অর্জন করা এবং ক্ষতিকর বস্তু সমূহ থেকে বেঁচে থাকা। অপরকেও এসব উপকারী বস্তু সমূহের প্রতি আহ্বান করা এবং ক্ষতিকর বস্তু সমূহ থেকে বাঁচিয়ে রাখতে সচেষ্ট হওয়া, যাতে চিরস্থায়ী সুখ, আরাম ও শান্তির জীবন অর্জিত হয়। যখন মানব জীবনের লক্ষ্য এবং মানবিক পূর্ণতার এ আদর্শগত উপকার নিজেকে অর্জন করতে হবে এবং অপরকে পৌছাতে হবে, তখন কুরআনের এ দৃষ্টান্ত বাস্তব রূপ ধারণ করে ফুটে উঠবে যে, ঐ ব্যক্তিই জীবিত যে, আল্লাহ তা'আলা ও তাঁর রাসূলের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করে এবং বিশ্বের আদি-অন্ত ও এর সামগ্রিক লাভ লোকসানকে খোদায়ী প্রত্যাদেশের আলোকে যাচাই করে। কেননা নিছক মানবিক জ্ঞান বুদ্ধি কখনও এ কাজ করেনি এবং করত পারেও না। বিশ্বের বড় বড় পণ্ডিত ও দার্শনিক অবশেষে একথা স্বীকার করেছেন।

ঈমান আলো এবং কুফর অন্ধকার : ঈমানকে আলো এবং কুফরকে অন্ধকার বলা হয়েছে। চিন্তা করলে বুঝা যায়, এ দৃষ্টান্তটি মোটেই কাল্পনিক নয়। বাস্তব সত্যেরই বর্ণনা। আরোও অন্ধকারের আসল উদ্দেশ্য সম্পর্কে চিন্তা করলে দৃষ্টান্তের স্বরূপ ফুটে উঠবে আলোর উদ্দেশ্য হচ্ছে নিকট ও দূরের বস্তু সমূহ দেখা, যার ফলে ক্ষতিকর বস্তুসমূহ বেঁচে থাকা এবং উপকারী বস্তু সমূহকে অবলম্বন করার সুযোগ পাওয়া যায়।

এখন ঈমানকে দেখুন। সেটি একটি নূর, যার আলো সমগ্র আকাশ, ভূপৃষ্ঠ এবং এগুলোর বাইরের সব বস্তুতে প্রতিফলিত। একবার এ আলোই গোটা বিশ্বের পরিণাম এবং সব কিছুর বিশুদ্ধ ফলাফল দেখাতে পারে। যার কাছে এ নূর থাকে, সে নিজেও সব ক্ষতিকর বস্তু থেকে বাঁচতে পারে এবং অপরকেও বাঁচাতে পারে। পক্ষান্তরে যার কাছে এ আলো নেই, সে নিজে অন্ধকারে নিমজ্জিত । সামগ্রিক বিশ্বকে এবং গোটা জীবনের দিক দিয়ে কোন বস্তু উপকারী এবং কোন বস্তু অপকারী সে তা বাছাই করতে পারে না। শুধু হাতের কাছের বস্তু সমূহকে অনুমান করে কিছু চিনতে পারে। ইহকালীন জীবনই হচ্ছে তাদের কাছের পরিবেশ। কাফের ব্যক্তি পার্থিব ও ক্ষণস্থায়ী এ জীবন এবং এর লাভ-লোকসান চিনে নেয়। কিন্তু পরবর্তী চিরস্থায়ী জীবনের কোনো খবরই সে রাখেনা। এ জীবনের লাভ-লোকসানের কোনো অনুভূতিও তার নেই? কুরআন পাক এ বিষয়টি বুঝাবার জন্যই বলেছে: يَعْلَمُوْنَ ظَاهِرًا مِّنَ الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا وَهُمْ عَنِ الْاٰخِرَةِ هُمْ غٰفِلُوْنَ অর্থাৎ তারা বহ্যিক পার্থিব জীবন এবং এর লাভ-লোকসান যৎসামান্য বোঝে, কিন্তু পরকাল সম্পর্কে এরা একেবারেই গাফেল।

অন্য এক আয়াতে পূর্ববর্তী কাফের সম্প্রদায়সমূহের কথা উল্লেখ করার পর কুরআন বলে: وَكَانُوْا مُسْتَبْصِرِيْنَ অর্থাৎ পরকালের ব্যাপারে এমন তীব্র গাফেল ব্যক্তিরা এ জগতে বোকা ও নির্বোধ ছিল না, বরং তারা ছিল উর্বর মস্তিষ্ক প্রগতি বাদী। কিন্তু এ বাহ্যিক চিন্তার ঔজ্জ্বল্য শুধু জগতের ক্ষণস্থায়ী জীবনের পরিপাটিতেই কাজে লাগাতে পারত। পরকালের চিরস্থায়ী জীবনে এর কোনো প্রভাব ছিল না।

এ বিবরণ শোনার পর আলোচ্য আয়াতটি পুনরায় পাঠ করুন: اَوَمَنْ كَانَ مَيْتًا فَاَحْيَيْنٰهُ وَجَعَلْنَا لَهٗ نُوْرًا يَّمْشِيْ بِهٖ فِى النَّاسِ كَمَنْ مَّثَلُهٗ فِى الظُّلُمٰتِ لَيْسَ بِخَارِجٍ مِّنْهَا উদ্দেশ্য এই যে, যে ব্যক্তি পূর্বে মৃত অর্থাৎ কাফের ছিল, অতঃপর আমি তাকে জীবিত করেছি অর্থাৎ মুসলমান করেছি এবং তাকে এমন একটি নূর অর্থাৎ ঈমান দিয়েছি, যা নিয়ে সে মানুষের মধ্যে চলাফেরা করে, সে কি ঐ ব্যক্তির সমতূল্য হতে পারে, যার অবস্থা এই যে, সে এমন অন্ধকারসমূহে পতিত। সে নিজেই নিজের লাভ-লোকসান চিনে না, অপরকে কি উপকার করবে।

ঈমানের আলোর উপকার অন্যরাও পায় : এ আয়াতে نُوْرًا يَّمْشِيْ بِهٖ فِى النَّاسِ বলে এ কথাও ব্যক্ত করা হয়েছে যে, ঈমানের আলো শুধু মসজিদ, খানকা, নির্জন প্রকোষ্ঠ কিংবা হুজরার মধ্যেই একে নিয়ে জনসমাবেশে চলাফেরা করে এবং সর্বত্র এর দ্বারা নিজেও উপকৃত হয় এবং অপরকেও উপকার পৌছায়। আলো কোনো অন্ধকারের কাছে পরাভূত হয় না। একটি

https://e-ilm.weebly.com/

মিটিমিটি প্রদীপ ও অন্ধকারে নতি স্বীকার করে না, তবে প্রদীপের আলো দূর পর্যন্ত পৌঁছে না। কিরণ প্রখর হলে দূর পর্যন্ত পৌঁছে এবং নিস্তেজ হলে অল্প স্থান আলোকিত করে। কিন্তু সর্বাবস্থায়ই সে অন্ধকার ভেদ করে। অন্ধকার তাকে ভেদ করতে পারে না। অন্ধকার যে আলোকে ভেদ করে, সে আলোই নয়। এমনিভাবে যে ঈমান কুফরের কাছে পরাভূত হয়ে যায়, তা ঈমানই নয়। ঈমানের নূর মানব জীবনের সর্বক্ষেত্রে, সর্বাবস্থায় ও সর্বযুগে মানুষের সাথে থাকে।

এমনিভাবে এ দৃষ্টান্তে আরও একটি ইঙ্গিত রয়েছে যে, আলোর উপকারিতা প্রত্যেক মানুষ ও জীব-জন্তু ইচ্ছায় ও অনিচ্ছায় সর্বাবস্থায় কিছু না কিছু ভোগ করে। মনে করুন, আলোর মালিক চায় না যে, অন্য কেউ এ আলোর দ্বারা উপকৃত হোক এবং অপর ব্যক্তিও উপকার লাভের ইচ্ছা করেনি, কিন্তু কারো সাথে আলো থাকলে অনিচ্ছায় ও স্বাভাবিকভাবে সবাই তা দ্বারা উপকৃত হবে। এমনিভাবে মুমিনের ঈমান দ্বারা অন্যরাও কিছু না কিছু উপকার লাভ করে, সে অনুভব করুক বা না করুক। আয়াতের শেষে বলা হয়েছে : كَذٰلِكَ زُيِّنَ لِلْكٰفِرِيْنَ مَا كَانُوْا يَعْمَلُوْنَ অর্থাৎ এসব স্পষ্ট ও খোলাখুলি প্রমাণ সত্ত্বেও কাফেরদের কুফরে অটল থাকার কারণ এই যে, প্রত্যেকেই নিজ ধারণায় একটা না একটা বাতিক পোষণ করে। শয়তান ও মানবিক প্রবৃত্তি তাদের মন্দ কাজকেই তাদের দৃষ্টিতে সুশোভিত করে রেখেছে। এটা মারাত্মক বিভ্রান্তি। (না'উযুবিল্লাহি মিনহু)।

قوله وَكَذٰلِكَ جَعَلْنَا فِيْ كُلِّ قَرْيَةٍ الخ : পূর্ববর্তী আয়াতের শেষভাগে বলা হয়েছিল যে, এ জগত একটি পরীক্ষাকেন্দ্র। এখানে সৎকর্মের সাথে যেমন কিছু পরিশ্রম, কষ্ট ও বাধা-বিপত্তি রয়েছে, তেমনি মন্দ কর্মের সাথে ক্ষণস্থায়ী আনন্দ এবং কামনা-বাসনার ধোঁকা সংযুক্ত রয়েছে। এ ধোঁকা অপরিণামদর্শী মানুষের দৃষ্টিতে তাদের মন্দ কাজকেই সুশোভিত করে রাখে। জগতের অনেক চতুর ব্যক্তিও এ ধোঁকায় লিপ্ত হয়ে পড়ে।

আলোচ্য আয়াতসমূহের প্রথমটিতে বর্ণিত হয়েছে যে, এটাও এ পরীক্ষারই এক পিঠ যে, পৃথিবীর আদিকাল থেকে প্রত্যেক জনপদের সর্দার ও ধনী ব্যক্তিরাই বাস্তব সত্য ও পরিণামফল থেকে উদাসীন হয়ে ক্ষণস্থায়ী আনন্দে বিভোর হয়ে অপরাধ করে থাকে এবং জনসাধারণ বড় লোকদের পিছনে চলা এবং তাদের অনুকরণ করাকেই সৌভাগ্য ও সাফল্য গণ্য করে। আম্বিয়া (আ.) ও তাঁদের নায়েব আলেম ও মাশায়েখগণ তাদেরকে মন্দ কাজ থেকে বিরত রাখতে এবং পরিণামের প্রতি আকৃষ্ট করতে চাইলে বড় লোকেরা তাঁদের বিরুদ্ধে নানারকম চক্রান্ত করে। এসব চক্রান্ত বাহ্যতঃ পয়গম্বর আলেম ও মাশায়েখদের বিরুদ্ধে হলেও পরিণামের দিক দিয়ে এগুলোর শাস্তি স্বয়ং তাদের দিকেই প্রত্যাবর্তন করে এবং প্রায় সময় দুনিয়াতে তা প্রকাশ পায়।

এতে মুসলমানদেরকে হুশিয়ার করা হয়েছে যাতে তারা বড় লোক ও ধনীদের পদাঙ্ক অনুসরণ না করে, যেন তাদের পিছনে চলার অভ্যাস না করে, যেন পরিণাম দর্শিতা অবলম্বন করে এবং ভালো-মন্দ যেন নিজেই চিনে নেয়।

এছাড়া আয়াতে রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে সান্ত্বনা দেওয়া হয়েছে যে, কুরাইশ সর্দারদের বিরুদ্ধাচরণে আপনি মনক্ষুণ্ন হবেন না। এটা নতুন ঘটনা নয়। পূর্ববর্তী পয়গম্বরদেরকেও এধরনের লোকের সাথে পালা পড়েছে। পরিণামে এরা অপমানিত ও লাঞ্ছিত হয়েছে এবং আল্লাহর বাণী সমুন্নত হয়েছে।

ইমাম বগভী (র.) বর্ণনা করেন যে, কুরাইশ প্রধান আবূ জাহল একবার বলল যে, আবদে মনাফ গোত্রের (অর্থাৎ রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর গোত্রের) সাথে আমরা প্রতি ক্ষেত্রেই প্রতিযোগিতা করেছি এবং কখনও পিছনে পড়িনি। কিন্তু এখন তারা বলে: তোমরা ভদ্রতা ও শ্রেষ্ঠত্বে আমাদের সমতুল্য হতে পারবে না। আমাদের পরিবারে একজন নবী আগমন করেছেন। তাঁর কাছে আল্লাহর পক্ষ থেকে ওহী আসে। আবূ জাহল বলল : আল্লাহর কসম, আমরা কোনোদিনই তাদের অনুসরণ করব না, যে পর্যন্ত না আমাদের কাছে তাদের অনুরূপ ওহী আসে। আয়াতের وَاِذَا جَآءَتْهُمْ اٰيَةٌ قَالُوْا لَنْ نُّؤْمِنَ حَتّٰى نُؤْتٰى مِثْلَ مَآ اُوْتِيَ رُسُلُ اللّٰهِ বাক্যের অর্থ তাই।

নবুয়ত সাধনালব্ধ বিষয় নয়; বরং আল্লাহ প্রদত্ত একটি মহান পদ : কুরআন পাক এ উক্তি বর্ণনা করার পর জওয়াবে বলেছে— اَللّٰهُ اَعْلَمُ حَيْثُ يَجْعَلُ رِسَالَتَهٗ অর্থাৎ আল্লাহ তা'আলাই জানেন, হেদায়েত কাকে দান করতে হবে। উদ্দেশ্য এই যে, এ নির্বোধ মনে করে রেখেছে যে, নবুয়ত বংশগত সম্ভ্রান্ততা কিংবা গোত্রীয় সর্দারী ও ধনাঢ্যতার মাধ্যমে অর্জন করা যায়। অথচ নবুয়ত হচ্ছে আল্লাহর প্রতিনিধিত্বের একটি পদ। এটা অর্জন করা মানুষের ক্ষমতা বহির্ভূত। হাজারো গুণ অর্জন করার পরেও কেউ স্বেচ্ছায় অথবা গুণের জোরে রেসালত অর্জন করতে পারে না। এটা খাঁটি আল্লাহর দান। তিনি যাকে

https://e-ilm.weebly.com/

ইচ্ছা দান করেন। এতে প্রমাণিত হয় যে, রেসালাত ও নবুয়ত উপার্জন করার বস্তু নয় যে, জ্ঞানগত ও কর্মগত গুণাবলি অথবা সাধনা ইত্যাদি দ্বারা অর্জন করা যাবে। আল্লাহর বন্ধুত্বের সুউচ্চ শিখর আরোহণ করেও কেউ নবুয়ত লাভ করতে পারে না বরং আল্লাহর এ খাঁটি অনুগ্রহ আল্লাহর জ্ঞান ও রহস্য অনুযায়ী বিশেষ বিশেষ বান্দাকে দান করা হয়। তবে এটা জরুরি যে, আল্লাহ যাকে এ পদমর্যাদা দিতে ইচ্ছা করেন তাকে প্রথম থেকেই এর জন্য উপযোগী করে গড়ে তোলা হয়, তাঁর চরিত্র ও কাজকর্ম বিশেষভাবে গঠন করা হয়।

আয়াতে বলা হয়েছে:

سَيُصِيبُ الَّذِينَ أَجْرَمُوا صَغَارٌ عِندَ اللهِ وَعَذَابٌ شَدِيدٌ بِمَا كَانُوا يَمْكُرُونَ এখানে صَغَارٌ শব্দটি একটি ধাতু। এর অর্থ, অপমান ও লাঞ্ছনা। এ বাক্যের অর্থ এই যে, সত্যের যেসব শত্রু আজ স্বগোত্রে সর্দার ও বড় লোক খেতাবে ভূষিত, অতিসত্বর তাদের বড়ত্ব ও সম্মান ধুলায় লুণ্ঠিত হবে। আল্লাহর কাছে তারা তীব্র অপমান ও লাঞ্ছনা ভোগ করবে এবং কঠোর শাস্তিতে পতিত হবে।

'আল্লাহর কাছে' -এর অর্থ এই যে, কিয়ামতের দিন যখন তারা আল্লাহর সামনে উপস্থিত হবে, তখন অপমানিত ও লাঞ্ছিত অবস্থায় উপস্থিত হবে। অতঃপর তাদেরকে কঠোর শাস্তি দেওয়া হবে। দ্বিতীয় অর্থ এটাও হতে পারে যে, বর্তমানে বাহ্যত তারা সর্দার ও সম্মানিত হলেও আল্লাহর পক্ষ থেকে তাদেরকে তীব্র অপমান ও লাঞ্ছনা স্পর্শ করবে। এমনটি দুনিয়াতেও হতে পারে এবং পরকালেও ; যেমন, পয়গাম্বরদের শত্রুদের ব্যাপারে জগতের ইতিহাসে এরূপ হতে দেখা গেছে। অর্থাৎ তাঁদের শত্রুরা পরিণামে দুনিয়াতেও লাঞ্ছিত হয়েছে। আমাদের প্রিয়নবী হযরত মুহাম্মদ ﷺ-এর বড় বড় শত্রু, যারা নিজেরা সম্মানি বলে খুব আস্ফালন করত, তারা একে একে হয় ইসলাম গ্রহণ করে নিয়েছে, না হয় অপমানিত ও লাঞ্ছিত অবস্থায় ধ্বংস হয়ে গেছে। আবূ জাহল, আবূ লাহাব প্রমুখ কোরাইশ সর্দারদের শোচনীয় অবস্থা বিশ্ববাসীর চোখের সামনে ফুটে উঠেছে। মক্কা বিজয়ের ঘটনা তাদের সবার কোমর ভেঙ্গে দেয়।

শব্দ বিশ্লেষণ

اُضْطُرِرْتُمْ : সীগাহ جمع مذكر حاضر বহছ ماضى مجهول বাব اِفْتِعَالٌ মাসদার اَلْاِضْطِرَارُ মূলবর্ণ (ض . ر . ر) জিনস مضاعف ثلاثى অর্থ– তোমরা নিরুপায় হয়েছ, তোমরা বাধ্য হয়েছ।

ذَرُوْا সীগাহ جمع مذكر حاضر বহছ امر حاضر معروف বাব سَمِعَ মাসদার اَلْوَذْرُ মূলবর্ণ (و . ذ . ر) জিনস مثال واوى অর্থ– তোমরা বর্জন কর, তোমরা পরিত্যাগ কর, তোমরা ছেড়ে দাও।

لَيُوْحُوْنَ : সীগাহ جمع مذكر غائب বহছ مضارع معروف বাব اِفْعَالٌ মাসদার اَلْاِيْحَاءُ মূলবর্ণ (و . ح . ى) জিনস لفيف مفروق অর্থ– তারা প্ররোচনা দেয়, তারা প্রত্যাদেশ করে, তারা শিক্ষা দিচ্ছে, তারা কুমন্ত্রণা দিচ্ছে।

زُيِّنَ সীগাহ واحد مذكر غائب বহছ ماضى مجهول বাব تَفْعِيْل মাসদার اَلتَّزْيِيْنُ মূলবর্ণ (ز . ى . ن) জিনস اجوف يائى অর্থ– তাকে সুশোভিত করা হয়েছে, তাকে শোভন করে দেওয়া হয়েছে।

اَكٰبِرَ সীগাহ جمع مذكر বহছ اسم تفضيل বাব كَرُمَ। মাসদার كِبَارَةٌ. كِبْرٌ মূলবর্ণ (ك . ب . ر) জিনস صحيح অর্থ– বড়, মহৎ, বয়স্ক, প্রবীণ।

https://e-ilm.weebly.com/

অনুবাদ : (১২৫) অতএব, আল্লাহ যাকে হেদায়েত করতে ইচ্ছা করেন, তার অন্তরকে ইসলামের জন্য উন্মুক্ত করে দেন, এবং যাকে বিপথে রাখতে চান, তার অন্তরকে সঙ্কীর্ণ করে দেন, অতি সঙ্কীর্ণ যেমন কেউ আসমানে আরোহণ করছে, এভাবেই আল্লাহ লা'নত করে থাকেন, তাদেরকে যারা ঈমান আনয়ন করে না।	فَمَنْ يُّرِدِ اللّٰهُ اَنْ يَّهْدِيَهٗ يَشْرَحْ صَدْرَهٗ لِلْاِسْلَامِ ۚ وَمَنْ يُّرِدْ اَنْ يُّضِلَّهٗ يَجْعَلْ صَدْرَهٗ ضَيِّقًا حَرَجًا كَاَنَّمَا يَصَّعَّدُ فِى السَّمَآءِ ۚ كَذٰلِكَ يَجْعَلُ اللّٰهُ الرِّجْسَ عَلَى الَّذِيْنَ لَا يُؤْمِنُوْنَ (١٢٥)
(১২৬) আর এটাই তোমার প্রতিপালকের [প্রদর্শিত] সরল পথ, আমি উপদেশ গ্রহণকারীদের জন্য এই আয়াতগুলোকে স্পষ্টরূপে বর্ণনা করে দিয়েছি।	وَهٰذَا صِرَاطُ رَبِّكَ مُسْتَقِيْمًا ۚ قَدْ فَصَّلْنَا الْاٰيٰتِ لِقَوْمٍ يَّذَّكَّرُوْنَ (١٢٦)
(১২৭) তাদের জন্য তাদের প্রতিপালকের নিকট রয়েছে, দারুসসালাম [জান্নাত] এবং আল্লাহ তা'আলা তাদের সাথে ভালোবাসা রাখেন তাদের আমলের দরুন।	لَهُمْ دَارُ السَّلٰمِ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَهُوَ وَلِيُّهُمْ بِمَا كَانُوْا يَعْمَلُوْنَ (١٢٧)
(১২৮) আর যেদিন আল্লাহ সমস্ত সৃষ্ট জীবকে একত্রে সমবেত করবেন [এবং তিরস্কার করে বলবেন] হে জিন সম্প্রদায়! তোমরা মানব [-কে পথভ্রষ্ট করা]-এর মধ্যে প্রচুর অংশগ্রহণ করেছ, আর যে সমস্ত মানুষ তাদের সাথে সংস্রব রাখত তারা বলবে, হে আমাদের পরওয়ারদেগার! আমাদের মধ্যে একে অপর হতে উপকার প্রাপ্ত হয়েছি	وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ جَمِيْعًا ۚ يٰمَعْشَرَ الْجِنِّ قَدِ اسْتَكْثَرْتُمْ مِّنَ الْاِنْسِ ۚ وَقَالَ اَوْلِيٰٓؤُهُمْ مِّنَ الْاِنْسِ رَبَّنَا اسْتَمْتَعَ بَعْضُنَا بِبَعْضٍ

শাব্দিক অনুবাদ

(১২৫) فَمَنْ يُّرِدِ اللّٰهُ اَنْ يَّهْدِيَهٗ অতএব, আল্লাহ যাকে হেদায়েত করতে ইচ্ছা করেন يَشْرَحْ صَدْرَهٗ لِلْاِسْلَامِ তার অন্তরকে ইসলামের জন্য উন্মুক্ত করে দেন وَمَنْ يُّرِدْ اَنْ يُّضِلَّهٗ এবং যাকে বিপথে রাখতে চান يَجْعَلْ صَدْرَهٗ ضَيِّقًا حَرَجًا তার অন্তরকে সঙ্কীর্ণ করে দেন, অতি সঙ্কীর্ণ كَاَنَّمَا يَصَّعَّدُ فِى السَّمَآءِ যেমন কেউ আসমানে আরোহণ করছে كَذٰلِكَ এভাবেই يَجْعَلُ اللّٰهُ الرِّجْسَ আল্লাহ লা'নত করে থাকেন عَلَى الَّذِيْنَ لَا يُؤْمِنُوْنَ তাদেরকে যারা ঈমান আনয়ন করে না।

(১২৬) وَهٰذَا صِرَاطُ رَبِّكَ مُسْتَقِيْمًا আর এটাই তোমার প্রতিপালকের [প্রদর্শিত] সরল পথ قَدْ فَصَّلْنَا الْاٰيٰتِ আমি এই আয়াতগুলোকে স্পষ্টরূপে বর্ণনা করে দিয়েছি لِقَوْمٍ يَّذَّكَّرُوْنَ উপদেশ গ্রহণকারীদের জন্য।

(১২৭) لَهُمْ دَارُ السَّلٰمِ তাদের জন্য রয়েছে, দারুসসালাম [জান্নাত] عِنْدَ رَبِّهِمْ তাদের প্রতিপালকের নিকট وَهُوَ وَلِيُّهُمْ এবং আল্লাহ তা'আলা তাদের সাথে ভালোবাসা রাখেন بِمَا كَانُوْا يَعْمَلُوْنَ তাদের আমলের দরুন।

(১২৮) وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ جَمِيْعًا আর যেদিন আল্লাহ সমস্ত সৃষ্ট জীবকে একত্রে সমবেত করবেন [এবং তিরস্কার করে বলবেন] يٰمَعْشَرَ الْجِنِّ হে জিন সম্প্রদায়! قَدِ اسْتَكْثَرْتُمْ مِّنَ الْاِنْسِ তোমরা মানব [-কে পথভ্রষ্ট করা]-এর মধ্যে প্রচুর অংশগ্রহণ করেছ وَقَالَ اَوْلِيٰٓؤُهُمْ مِّنَ الْاِنْسِ আর যে সমস্ত মানুষ তাদের সাথে সংস্রব রাখত তারা বলবে رَبَّنَا হে আমাদের পরওয়ারদেগার! اسْتَمْتَعَ بَعْضُنَا بِبَعْضٍ আমাদের মধ্যে একে অপর হতে উপকার প্রাপ্ত হয়েছি

https://e-ilm.weebly.com/

وَبَلَغْنَآ اَجَلَنَا الَّذِیْٓ اَجَّلْتَ لَنَا ؕ قَالَ النَّارُ مَثْوٰىكُمْ خٰلِدِیْنَ فِیْهَآ اِلَّا مَا شَآءَ اللّٰهُ ؕ اِنَّ رَبَّكَ حَكِیْمٌ عَلِیْمٌ (١٢٨)

অনুবাদ : এবং আমরা নিজেদের সেই নির্দিষ্ট সীমাকাল [কিয়ামত] পর্যন্ত পৌছেছি, যা আপনি আমাদের জন্য নির্ধারিত করেছেন, আল্লাহ বলবেন, তোমাদের সকলেরই ঠিকানা দোজখ– যাতে তোমরা চিরকাল থাকবে, হ্যাঁ, যদি আল্লাহর অভিপ্রায় হয়, তবে স্বতন্ত্র কথা, নিশ্চয় আপনার প্রতিপালক অতীব প্রজ্ঞাময়, মহাজ্ঞানী।

وَكَذٰلِكَ نُوَلِّیْ بَعْضَ الظّٰلِمِیْنَ بَعْضًاۢ بِمَا كَانُوْا یَكْسِبُوْنَ (١٢٩)

(১২৯) আর এভাবেই আমি [দোজখে] কাফেরদের কতিপয়কে কতিপয়ের নিকটে রাখব তাদের কার্যকলাপের দরুন।

یٰمَعْشَرَ الْجِنِّ وَالْاِنْسِ اَلَمْ یَاْتِكُمْ رُسُلٌ مِّنْكُمْ یَقُصُّوْنَ عَلَیْكُمْ اٰیٰتِیْ وَیُنْذِرُوْنَكُمْ لِقَآءَ یَوْمِكُمْ هٰذَا ؕ قَالُوْا شَهِدْنَا عَلٰٓی اَنْفُسِنَا وَغَرَّتْهُمُ الْحَیٰوةُ الدُّنْیَا وَشَهِدُوْا عَلٰٓی اَنْفُسِهِمْ اَنَّهُمْ كَانُوْا كٰفِرِیْنَ (١٣٠)

(১৩০) হে জিন ও মানব সম্প্রদায়! তোমাদের নিকট কি তোমাদের মধ্য হতে রাসূলগণ আসেননি, যাঁরা তোমাদের নিকট আমার বিধানসমূহ বর্ণনা করতেন এবং তোমাদের আজকের এই দিনের সংবাদ প্রদান করতেন? তারা সকলে বলবে, আমরা নিজেদের [অপরাধ] স্বীকার করছি, আর তাদেরকে পার্থিব জীবন ভ্রমে ফেলে রেখেছে, আর তারা স্বীকারোক্তিকারী হবে যে, তারা কাফের ছিল।

শাব্দিক অনুবাদ

وَبَلَغْنَآ اَجَلَنَا الَّذِیْٓ اَجَّلْتَ لَنَا এবং আমরা নিজেদের সেই নির্দিষ্ট সীমাকাল [কিয়ামত] পর্যন্ত পৌছেছি, যা আপনি আমাদের জন্য নির্ধারিত করেছেন قَالَ আল্লাহ বলবেন النَّارُ مَثْوٰىكُمْ তোমাদের সকলেরই ঠিকানা দোজখ– خٰلِدِیْنَ فِیْهَآ যাতে তোমরা চিরকাল থাকবে اِلَّا مَا شَآءَ اللّٰهُ হ্যাঁ, যদি আল্লাহর অভিপ্রায় হয়, তবে স্বতন্ত্র কথা اِنَّ رَبَّكَ حَكِیْمٌ عَلِیْمٌ নিশ্চয় আপনার প্রতিপালক অতীব প্রজ্ঞাময়, মহাজ্ঞানী।

(১২৯) وَكَذٰلِكَ আর এভাবেই نُوَلِّیْ আমি [দোজখে] রাখব بَعْضَ الظّٰلِمِیْنَ بَعْضًا কাফেরদের কতিপয়কে কতিপয়ের নিকটে بِمَا كَانُوْا یَكْسِبُوْنَ তাদের কার্যকলাপের দরুন।

(১৩০) یٰمَعْشَرَ الْجِنِّ وَالْاِنْسِ হে জিন ও মানব সম্প্রদায়! اَلَمْ یَاْتِكُمْ رُسُلٌ مِّنْكُمْ তোমাদের নিকট কি তোমাদের মধ্য হতে রাসূলগণ আসেননি یَقُصُّوْنَ عَلَیْكُمْ اٰیٰتِیْ যাঁরা তোমাদের নিকট আমার বিধানসমূহ বর্ণনা করতেন وَیُنْذِرُوْنَكُمْ لِقَآءَ یَوْمِكُمْ هٰذَا এবং তোমাদের আজকের এই দিনের সংবাদ প্রদান করতেন? قَالُوْا তারা সকলে বলবে شَهِدْنَا عَلٰٓی اَنْفُسِنَا আমরা নিজেদের [অপরাধ] স্বীকার করছি وَغَرَّتْهُمُ الْحَیٰوةُ الدُّنْیَا আর তাদেরকে পার্থিব জীবন ভ্রমে ফেলে রেখেছে وَشَهِدُوْا عَلٰٓی اَنْفُسِهِمْ আর তারা স্বীকারোক্তিকারী হবে যে اَنَّهُمْ كَانُوْا كٰفِرِیْنَ তারা কাফের ছিল।

https://e-ilm.weebly.com/

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

(১২৫) فَمَنْ يُّرِدِ اللّٰهُ اَنْ يَّهْدِيَهٗ يَشْرَحْ صَدْرَهٗ لِلْاِسْلَامِ الخ আয়াতের শানে নুযূল : ইমামে তাফসীর মুকাতিল (র.) বলেন, যে, আলোচ্য আয়াত হযরত রাসূলে আকরাম ﷺ এবং আবূ জাহল সম্পর্কে অবতীর্ণ হয়েছে। –[বাহরে মুহীত ২১৯/৪]

ধর্ম সম্পর্কে বক্ষ উন্মুক্তকরণ এবং এর লক্ষণাদি : বলা হয়েছে : فَمَنْ يُّرِدِ اللّٰهُ اَنْ يَّهْدِيَهٗ يَشْرَحْ صَدْرَهٗ لِلْاِسْلَامِ অর্থাৎ যাকে আল্লাহ তা'আলা হেদায়েত দিতে চান, তার বক্ষ ইসলামের জন্য উন্মুক্ত করে দেন।

হাকেম মুস্তাদরাক গ্রন্থে এবং বায়হাকী শোআবুল ঈমান গ্রন্থে হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা.)-এর বাচনিক বর্ননা করেন যে, এ আয়াত অবতীর্ণ হলে সাহাবায়ে কোরাম (রা.) রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে شَرْحِ صَدْر অর্থাৎ বক্ষ উন্মুক্ত করণের তফসীর জিজ্ঞেস করেন। তিনি বললেন: আল্লাহ তা'আলা মুমিনের অন্তরে একটি আলো সৃষ্টি করে দেন। ফলে তার অন্তর সত্যকে নিরীক্ষণ করা, হৃদয়ঙ্গম করা এবং গ্রহণ করার জন্য উন্মুক্ত হয়ে যায়। [সত্যকে সহজে গ্রহণ করতে শুরু করে এবং অসত্যকে ঘৃণা করতে থাকে।] সাহাবায়ে কোরাম আরজ করলেন : এরূপ ব্যক্তিকে চেনার মতো কোনো লক্ষণ আছে কি? তিনি বরলেন: হ্যাঁ, লক্ষণ এই যে, এরূপ ব্যক্তির সমগ্র আশা আকাঙ্ক্ষা পরকাল ও পরকালের নিয়ামতের সাথ যুক্ত হয়ে যায়। সে পার্থিব অন্যায় কামনা-বাসনা এবং ধ্বংসশীল আনন্দ-উল্লাস থেকে বিরত থাকে এবং মৃত্যু আসার পূর্বেই মৃত্যুর জন্য প্রস্তুত হতে থাকে।

অতঃপর বলা হয়েছে وَمَنْ يُّرِدْ اَنْ يُّضِلَّهٗ يَجْعَلْ صَدْرَهٗ ضَيِّقًا حَرَجًا كَاَنَّمَا يَصَّعَّدُ فِي السَّمَآءِ অর্থাৎ যাকে আল্লাহ তা'আলা পথভ্রষ্টতায় রাখতে চান, তার অন্তর সংকীর্ণ এবং অত্যধিক সংকীর্ণ করে দেন। সত্যকে গ্রহণ করা এবং তদনুযায়ী কাজ করা তার কাছে এমন কঠিন মনে হয়, যেমন কারও আকাশে আরোহণ করা।

তফসীরবিদ কালবী বলেন; তার অন্তর সংকীর্ণ হওয়ার অর্থ এই যে, তাতে সত্য ও সৎকর্মের জন্য কোনো পথ থাকে না। হযরত ফারূকে আযম (রা.) থেকেও এ বিষয়বস্তু বর্ণিত আছে। হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা.) বলেন : আল্লাহর জিকির থেকে তার মন বিমুখ থাকে এবং কুফর ও শিরকের কথাবার্তা নিবিষ্ট হয়।

সাহাবায়ে কেরাম ধর্মের ব্যাপারে উন্মুক্তবক্ষ ছিলেন : আল্লাহ তা'আলা সাহাবায়ে কেরামকে স্বীয় রাসূলের সংসর্গ এবং প্রত্যক্ষ শিষ্যত্বের জন্য মনোনীত করেছিলেন। ইসলামি বিধি বিধানে তারা খুব কমই সন্দেহ ও সংশয়ের সম্মুখীন হতেন। তাঁরা সারা জীবনে যেসব প্রশ্ন রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর কাছে উত্থাপন করেন, সেগুলো গুণাগুণ কয়েকটি মাত্র। কারণ এই যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সংসর্গের কল্যাণে আল্লাহর মাহাত্ম্য ও ভালোবাসা তাঁদের অন্তরে সুগভীর রেখাপাত করেছিল। ফলে তাঁরা شَرْحِ صَدْر তথা বক্ষ উন্মুক্তকরণের স্তরে উন্নীত হয়েছিলেন। তাঁদের অন্তর আপনা থেকেই সত্য ও মিথ্যার মানদণ্ডে পরিণত হয়েছিল। তাঁরা সত্যকে অতি সহজে কালবিলম্ব না করে গ্রহণ করে নিতেন এবং অসত্য তাঁদের অন্তরে পথ খুঁজে পেত না। এরপর রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর যুগ থেকে যতই দূরত্ব বাড়তে থাকে, সন্দেহ ও সংশয় ততই অন্তরে রাস্তা পেতে থাকে এবং বিশ্বাসের ক্ষেত্রে মতবিরোধ দেখা দিতে থাকে।

সন্দেহ দূর করার প্রকৃত পন্থা : আজ সমগ্র বিশ্ব এসব সন্দেহ ও সংশয়ের আবর্তে নিপতিত। তারা তর্ক-বিতর্কের মাধ্যমে এর মীমাংসা করতে সচেষ্ট। অথচ এটা এর নির্ভুল পথ নয়।

সাহাবায়ে কেরাম ও পূর্ববর্তী মনীষীবৃন্দ যে পথ ধরেছিলেন, সেটাই ছিল যথার্থ পথ। অর্থাৎ আল্লাহ তা'আলার পরিপূর্ণ শক্তি ও নিয়ামত কল্পনায় উপস্থিত করে অন্তরে তাঁর মাহাত্ম্য ও ভালোবাসা সৃষ্টি করলে সন্দেহ সংশয় আপনা থেকেই দূর হয়ে যায়। এ কারণেই কুরআন পাক রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে এ দোয়া করার আদেশ দিয়েছে : رَبِّ اشْرَحْ لِيْ صَدْرِيْ অর্থা' হে আমার পালনকর্তা, আমার বক্ষকে উন্মুক্ত করে দাও।

আয়াতের শেষে বলা হয় : كَذٰلِكَ يَجْعَلُ اللّٰهُ الرِّجْسَ عَلَى الَّذِيْنَ لَا يُؤْمِنُوْنَ অর্থাৎ আল্লাহ তা'আলা এমনিভাবে যারা বিশ্বাস স্থাপন করে না, তাদের প্রতি ধিক্কার দেন। তাদের অন্তরে শত্য আসন পায় না এবং তারা প্রত্যেক মন্দ ও অপকর্মে সোল্লাসে ঝাঁপিয়ে পড়ে।

আলোচ্য ১২৬ নং আয়াতে রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে সম্বোধন করে বলা হয়েছে- وَهٰذَا صِرَاطُ رَبِّكَ অর্থাৎ এটা আপনার পালনকর্তার সরল পথ। এখানে هٰذَا (এটা) শব্দ দ্বারা হযরত ইবনে মাসউদ (রা.)-এর মতে কুরআনের দিকে এবং হযরত

https://e-ilm.weebly.com/

ইবনে আব্বাস (রা.)-এর মতে ইসলামের দিকে ইশারা করা হয়েছে। -[রূহুল মাআনী]। উদ্দেশ্য এই যে, আপনাকে প্রদত্ত কুরআন কিংবা ইসলাম আপনার পালনকর্তার পথ। অর্থাৎ এমন পথ , যা আপনার পালনকর্তা স্বীয় প্রজ্ঞার মাধ্যমে স্থির করেছেন এবং মনোনীত করেছেন। এখানে পথকে পালনর্তার দিকে সম্পৃক্ত করে ইঙ্গিত করা হয়েছে যে, কুরআন ও ইসলামের যে কর্মব্যবস্থা রাসূলুল্লাহ ﷺ কে দেওয়া হয়েছে, তা পালন করা আল্লাহ তা'আলার উপকারের জন্য নয়; বরং পালনকারীদের উপকারের জন্য পালনকর্তার দাবির ভিত্তিতে দেওয়া হয়েছে। এর মাধ্যমে মানুষকে এমন এমন শিক্ষাই দান করা উদ্দেশ্য যা তাদের চিরস্থায়ী সাফল্য ও কল্যাণের নিশ্চয়তা বিধান করে।

এখানে رَبِّ শব্দকে রাসূল ﷺ –এর দিকে সম্বন্ধ করে তাঁর প্রতি এমন এক বিশেষ অনুগ্রহ ও কৃপা প্রকাশ করা হয়েছে যার বসাম্বাদন বিশেষ ব্যক্তিরাই অনুভব করতে পারেন। কেননা পালনকর্তা ও উপাস্যের সাথে কোনো বান্দার সামান্যতম সম্বন্ধ অর্জিত হয়ে যাওয়া ও তার জন্য পরম গৌরবের বিষয়। তদুপরি পরম পালনকর্তা নিজেকে বান্দার দিকে সম্বন্ধ করে বলেন। এরপর مُسْتَقِيْمًا শব্দ দ্বারা বর্ণিত হয়েছে যে, কুরআনের এ পথই হলো সরল পথ। এখানেও مُسْتَقِيْمًا -কে صِرَاط-এর বিশেষণ হিসেবে উল্লেখ না করে অবস্থা হিসেবে উল্লেখ করে ইঙ্গিত করা হয়েছে যে, বিশ্ব পালকের স্থিরীকৃত পথ মুস্তাকীম ও সরল হওয়া ছাড়া আর কিছু হওয়ার সম্ভাবনাই নেই। –[রূহুল মা'আনী, বাহরে মুহীত]

এরপর قَدْ فَصَّلْنَا الْاٰيٰتِ لِقَوْمٍ يَّذَّكَّرُوْنَ -অর্থাৎ আমি উপদেশ গ্রহণকারীদের জন্য আয়াত সমূহকে পরিষ্কারভাবে বর্ণনা করেছি। বলা হয়েছে : এখানে فَصَّلْنَا শব্দটি تَفْصِيْل থেকে উদ্ভূত। এর অর্থ কোনো বিষয়বস্তুকে বিভিন্ন ভাগে বিভক্ত করে এক এক অধ্যায়কে পৃথক পৃথক করে বিশেষভাবে বর্ননা করা। এভাবে গোটা বিষয়বস্তু হৃদয়ঙ্গম হয়ে যায়। অতএব, تَفْصِيْل -এর সারমর্ম হচ্ছে বিস্তারিত ও বিশদভাবে বর্ণনা করা। উদ্দেশ্য এই যে, আমি মৌলিক বিষয়গুলোকে পরিস্কার ও বিশদভাবে বর্ণনা করেছি, এতে কোনো সংক্ষিপ্ততা বা অস্পষ্টতা রাখিনি। এতে لِقَوْمٍ يَّذَّكَّرُوْنَ বলে ব্যক্ত করা হয়েছে যে, কোরআনের বক্তব্য পুরোপুরি সুস্পষ্ট ও পরিস্কার হলেও , তা দ্বারা একমাত্র তারাই উপকৃত হয়েছে, যারা উপদেশ গ্রহণের অভিপ্রায় কুরআনরে উপর চিন্তা ভাবনা করে, জেদ, হঠকারিতা এবং পৈতৃক প্রথার নিশ্চল অনুসরণের প্রাচীর যাদের সামনে অন্তরায় সৃষ্টি করে না।

لَهُمْ دَارُ السَّلٰمِ عِنْدَ رَبِّهِمْ –অর্থাৎ উপরিউক্ত ব্যক্তি, যারা মুক্ত মনে উপদেশ গ্রহণের অভিপ্রায়ে কুআনের পয়গাম নিয়ে চিন্তা ভাবনা করে এবং এর অবশ্যম্ভাবী পরিণতি স্বরূপ কুরআনি নির্দেশ মেনে চলে, তাদের জন্য তাদের পালনকর্তার কাছে 'দারুস-সালাম' –এর পুরস্কার সংরক্ষিত রয়েছে। এখানে 'দার' শব্দের অর্থ গৃহ এবং 'সালাম' -শব্দের অর্থ যাবতীয় বিপদাপদ থেকে নিরাপত্তা। কাজেই 'দারুস-সালাম' এমন গৃহকে বলা যায়, যেখানে কষ্ট-শ্রম, দুঃখ বিষাদ, বিপদাপদ ইত্যাদির সমাগম নেই। নিঃসন্দেহে এটা জান্নাতই হতে পারে।

হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা.) বলেন ; সালাম আল্লাহ তা'আলার একটি নাম। দারুস-সালামের অর্থ আল্লাহর গৃহ। আল্লাহর গৃহে বলতে শান্তি ও নিরাপত্তার স্থান বোঝায়। অতএব, সার অর্থ আবারও তাই হয় যে, এমন গৃহ যাতে শান্তি, সুখ, নিরাপত্তা ও প্রশান্তি বিদ্যমান। জান্নাতকে দারুস-সালাম বলে ইঙ্গিত করা হয়েছে যে, একমাত্র জান্নাতই এমন জায়গা, যেখানে মানুষ সর্বপ্রকার কষ্ট, উৎকণ্ঠা, উপদ্রব ও স্বভাব বিরুদ্ধ বস্তু থেকে পূর্ণরূপে ও স্থায়ী ভাবে নিরাপদ থাকে। এরূপ নিরাপত্তা জগতে কোনো রাজাধিরাজ এবং নবী-রাসূলও কখনও লাভ করেন না। কেননা ধ্বংসশীল জগত এরূপ পরিপূর্ণ ও স্থায়ী শান্তির জায়গাই নয়।

আলোচ্য আয়াতে বলা হয়েছে যে, এসব সৌভাগ্যশালীর জন্য তাদের প্রতিপালকের কাছে দারুস-সালাম রয়েছে। 'প্রতিপালকের কাছে' এর এক অর্থ এই যে, এ দারুস-সালাম ইহজগতে নগদ পাওয়া যায় না, কেয়ামতের দিন যখন তারা স্বীয় প্রতিপালকের কাছে যাবে, তখনই তা পাবে! দ্বিতীয় অর্থ এই যে, দারুস-সালাম ওয়াদা ভ্রান্ত হতে পারে না। প্রতি পালক নিজেই এর জামিন। তাঁর কাছে তা সংরক্ষিত রয়েছে। এতে এদিকও ইঙ্গিত রয়েছে যে, এ দারুস-সালামের নিয়ামত ও আরাম আজ কেউ কল্পনাও করতে পারে না। যে প্রতিপালকের কাছে এ ভাণ্ডার সংরক্ষিত আছে, তিনিই তা জানেন।

দ্বিতীয় অর্থের দিকে দিয়ে দারুস-সালাম লাভ করা কিয়ামত ও পরকালের উপর নির্ভরশীল মনে হয় না। বরং পালনকর্তা যাকে ইচ্ছা, এ জগতেও সর্বপ্রকার বিপদাপদ থেকে নিরাপত্তা দিয়ে দারুস-সালাম (শান্তির আবাস) দান করতে পারেন।

https://e-ilm.weebly.com/

দুনিয়ার কোনো বিপদাপদই তাকে স্পর্শ করে না। যেমন, পূর্ববর্তী পয়গম্বর ও ওলীগণের মধ্যে এর নজির দেখতে পাওয়া যায়। আবার পরকালের নিয়ামত তার সামনে উপস্থিত করে তাঁর দৃষ্টিকে এমন সত্যদর্শী করে দেওয়া হয় যে, দুনিয়ার ক্ষণস্থায়ী বিপদাপদ তাঁর দৃষ্টিতে নিতান্ত নগণ্য বলে প্রতিভাত হতে থাকে। বিপদের পাহাড়ও তাকে বিন্দুমাত্র বিচলিত করতে পারে না।

এ আয়াতে সৎলোকের জন্য যে দারুস-সালামের কথা বলা হয়েছে, তা পরকালে তো নিশ্চিত ও অবধারিত, পরন্তু দুনিয়াতেও তাদেরকে দারুস-সালামের সুখ ও আনন্দ দেওয়া যেতে পারে।

আয়াতের শেষে বলা হয়েছে : وَهُوَ وَلِيُّهُمْ بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ অর্থাৎ তাদের সৎকর্মের কারণে আল্লাহ তা'আলা তাদের অভিভাবক, পৃষ্ঠপোষক ও সাহায্যকারী হয়ে যান। তাদের সব মুশকিল আসান হয়ে যায়।

তৃতীয় আয়াতে হাশরের ময়দানে সব জিন ও মানবকে একত্রিত করার পর উভয় দলের সাথে একটি প্রশ্ন ও উত্তর বর্ণিত হয়েছে। আল্লাহ তা'আলা শয়তান জিনদেরকে সম্বোধন করে তাদের অপরাধ ব্যক্ত করবেন এবং বলবেন : তোমরা মানব জাতিকে পথভ্রষ্ট করার কাজে বিরাট অংশ নিয়েছ। এর উত্তরে জিনরা কি বলবে, কুরআন তা উল্লেখ করেনি। তবে এটা বোঝা যায় যে, মহাজ্ঞানী ও সর্বজ্ঞ আল্লাহর সামনে স্বীকারোক্তি করা ছাড়া গতি নেই। কিন্তু তাদের স্বীকারোক্তি উল্লেখ না করার মধ্যেই ইঙ্গিত রয়েছে যে, এ প্রশ্ন শোনে তারা এমন হতবাক হয়ে যাবে যে, উত্তর দেওয়ার জন্য মুখই খুলতে পারবে না। –[রূহুল মা'আনী]

এরপর শয়তান মানব অর্থাৎ দুনিয়াতে যারা শয়তানদের অনুগামী ছিল, নিজেরাও পথভ্রষ্ট হয়েছে এবং অপরকেও পথভ্রষ্ট করেছে, তাদের পক্ষ থেকে আল্লাহর দরবারে একটি উত্তর বর্ণনা করা হয়েছে। এ ক্ষেত্রে উপরিউক্ত প্রশ্ন যদিও তাদের কে করা হয়নি : কিন্তু প্রসঙ্গক্রমে তাদেরকেও যেন সম্বোধন করা হয়েছিল। কেননা তারাও শয়তান জিনদের কাজ অর্থাৎ পথভ্রষ্টতাই প্রচার করেছিল। এ প্রাসঙ্গিক সম্বোধনের কারণে তারা উত্তর দিয়েছে। কিন্তু বাহ্যত : বোঝা যায় যে, মানবরূপী শয়তানদেরকেও প্রশ্ন করা হয়ে থাকবে। তা স্পষ্টত এখানে উল্লেখ করা না হলেও সূরা ইয়াসীনের এক আয়াতে উল্লিখিত হয়েছে : أَلَمْ أَعْهَدْ إِلَيْكُمْ يَابَنِيْٓ اٰدَمَ أَنْ لَّا تَعْبُدُوا الشَّيْطَانَ অর্থাৎ হে আদম সন্তানরা! আমি কি তোমাদেরকে পয়গম্বরদের মাধ্যমে বলিনি যে, শয়তানদের অনুসরণ করো না?

এতে বোঝা যায়, এ সময়ে মানুষ শয়তানদেরকেও প্রশ্ন করা হবে। তারা উত্তরে স্বীকার করবে যে, নিঃসন্দেহে আমরা শয়তানদের কথা মান্য করার অপরাধ করেছি। তারা আরও বলবেঃ হ্যাঁ, জিন শয়তানরা আমাদের সাথে এবং আমরা তাদের সাথে বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক রেখে পরস্পর পরস্পরের দ্বারা ফল লাভ করেছি। মানুষ শয়তানরা তাদের কাছ থেকে এ ফল লাভ করেছে যে, দুনিয়ার ভোগবিলাস আহরণের উপায়াদি শিক্ষা করেছে এবং কোথাও কোথাও জিন শয়তানদের দোহাই দিয়ে কিংবা অন্য পন্থায় তাদের কাছ থেকে সাহায্যও লাভ করেছে, যেমন মূর্তিপূজারী হিন্দুদেরর মধ্যে বরং ক্ষেত্র বিশেষে অনেক মূর্খ মুসলমানের মধ্যে এ পন্থা প্রচলিত আছে, যা দ্বারা শয়তান ও জিনদের কাছ থেকে কোনো কোনো কাজে সাহায্য নেওয়া যায়। জিন শয়তানরা মানুষদের কাছ থেকে যে ফল লাভ করেছে, তা এই যে, তাদের কথা অনুসরণ করা হয়েছে এবং তার মানুষকে অনুগামী করতে সক্ষম হয়েছে। এমন কি, তারা মৃত্যু ও পরকালকে ভুলে গিয়েছে। এই মুহূর্তে তারা স্বীকার করবে যে, শয়তানের বিপথগামী করার কারণে আমরা যে মৃত্যুও পরকালকে ভুলে গিয়েছিলাম, এখন তা সামনে এসে গেছে। এ স্বীকারোক্তির পর আল্লাহ তা'আলা বলবেন ;

النَّارُ مَثْوٰىكُمْ خٰلِدِيْنَ فِيْهَآ إِلَّا مَا شَآءَ اللّٰهُ إِنَّ رَبَّكَ حَكِيْمٌ عَلِيْمٌ অর্থাৎ তোমরা উভয় দলের অপরাধের শাস্তি এই যে, তোমাদের বাসস্থান হবে অগ্নি, যাতে সদা-সর্বদা থাকবে। তবে আল্লাহ কাউকে তা থেকে বের করতে চাইলে তা ভিন্ন কথা । কুরআনের অন্যান্য আয়াত সাক্ষ্য দেয় যে, আল্লাহ তা'আলাও তা চাইবেন না। তাই অনন্তকালই সেখানে থাকতে হবে।

قوله وَكَذٰلِكَ نُوَلِّيْ بَعْضَ الظّٰلِمِيْنَ الخ আয়াতে نُوَلِّيْ শব্দটির আভিধানিক দিক দিয়ে দু'টি অর্থ হতে পারে। **(এক)** পরস্পরকে যুক্ত করে দেওয়া ও নিকটবর্তী করে দেওয়া এবং **(দুই)** শাসক হিসেবে চালিয়ে দেওয়া। তফসীরবিদ সাহাবী ও তাবেয়ীগণের কাছ থেকে উভয় প্রকার অর্থই বর্ণিত আছে।

হাশরে কর্ম ও চরিত্রের ভিত্তিতে দল বিভক্ত হবে–– জাগতিক সম্পর্কের ভিত্তিতে নয় : হযরত সায়ীদ ইবনে জোবায়ের কাতাদাহ (রা.) প্রমুখ তাফসীরবিদ প্রথমোক্ত অর্থে আয়াতের উদ্দেশ্য এরূপ ব্যক্ত করেছেন যে, কিয়ামতের দিন আল্লাহ

https://e-ilm.weebly.com/

তা'আলার কাছে মানুষের দল বিভিন্ন বংশ , দেশ ভাষা, কিংবা বর্ণ ও ভাষার ভিত্তিতে হবে না; বরং কর্ম ও চরিত্রের ভিত্তিতে হবে। আল্লাহর আনুগত্যশীল মুসলমান যেখানেই থাকবে, সে মুসলমানদের সাথি হবে এবং অবাধ্য কাফের যেখানেই থাকবে সে কাফেরদের সাথি হবে, তাদের বংশ, দেশ, ভাষা, বর্ণ ও জীবনযাপন পদ্ধতিতে যতই দূরত্ব ও পার্থক্যই থেকে থাকুক না কেন।

এরপর মুসলমানদের মধ্যেও সৎ ও ধার্মিকেরা ধার্মিকদের সাথে থাকবে এবং পাপী ও কুকর্মীদেরকে কুকর্মীদের সাথে যুক্ত করে দেওয়া হবে। সূরা তাকভীরে বলা হয়েছে : وَإِذَا النُّفُوسُ زُوِّجَتْ অর্থাৎ মানব কুলের যুগল ও দল তৈরি করে দেওয়া হবে। এর উদ্দেশ্যও তাই যে, কর্ম ও চরিত্রের দিক দিয়ে হাশরবাসীরা বিভিন্ন দলে বিভক্ত হয়ে যাবে।

হযরত ওমর ফারূক (রা.) এ আয়াতের তাফসীরে বলেন ; সৎ কিংবা অসৎ এক ধরনের আমলকারীদেরকে একত্রিত করে দেওয়া হবে। সৎলোকেরা সৎলোকদের সাথে জান্নাতে এবং অসৎলোকেরা অসৎ লোকদের সাথে জাহান্নামে পৌছবে।

আলোচ্য আয়াতের সার বিষয়বস্তু এই যে, আল্লাহ তা'আলা কতক জালেমকে অন্য জালেমদের সাথে যুক্ত করে একদলে পরিণত করে দিবেন– বংশগত ও দেশগতভাবে তাদের মধ্যে যতই দূরত্ব থাক না কেন।

অন্য এক আয়াতে একথাও স্পষ্টভাবে ব্যক্ত করা হয়েছে যে, পার্থিব ও আনুষ্ঠানিক ঐক্য প্রতিষ্ঠিত রয়েছে, হাশরের মাঠে তা সম্পূর্ণ বিলুপ্ত হয়ে যাবে। বলা হয়েছে : وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ يَوْمَئِذٍ يَتَفَرَّقُونَ –অর্থাৎ যেদিন কিয়ামত কায়েম হবে, সেদিন পরস্পরে ঐক্যবদ্ধ ও ঐকমত্য পোষণকারী ব্যক্তিরা পৃথক হয়ে যাবে।

দুনিয়ার সঙ্ঘবদ্ধ কাজ-কারবারে কর্ম ও চরিত্রের প্রভাব : পার্থিব আত্মীয়তা, সম্পর্ক ও আনুষ্ঠানিক সংগঠনসমূহ বিচ্ছিন্ন হয়ে যাওয়া কিয়ামতের দিন তো সুস্পষ্টভাবে সবারই দৃষ্টিগোচর হবে, দুনিয়াতেও এর সামান্য নমুনা সর্বত্র পরিলক্ষিত হয়। এখানে সৎলোকের সম্পর্ক সৎ লোকদের সাথেই স্থাপিত হয় এবং তাদেরই দল ও সমাজের সাথে জড়িত থাকে। ফলে তার সামনে সৎকর্মের বিভিন্ন পথ খুলতে থাকে এবং তার সংকল্প দৃঢ় হতে থাকে। এমনিভাবে অসৎ ব্যক্তির সম্পর্ক তার মতো অসৎ ব্যক্তিদের সাথেই স্থাপিত হয়। সে তাদের মধ্যে উঠাবসা করে। তাদের সংসর্গে তার অসৎকর্ম ও অসচ্চরিত্রতা উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পেতে থাকে এবং তার সামনে সৎকর্মের দ্বার রুদ্ধ হতে থাকে। এটা তোর মন্দ-কর্মের নগদ সাজা, যা এ দুনিয়াতেই সে পায়।

রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন : আল্লাহ তা'আলা কোনো বাদশাহ ও শাসনকর্তার প্রতি প্রসন্ন হলে তাকে সৎ মন্ত্রী ও সৎ কর্মচারী দান করেন, ফলে তার রাজ্যের সব কাজকর্ম ঠিকঠাক ও উন্নত হয়ে যায়। পক্ষান্তরে আল্লাহ তা'আলা কারও প্রতি অপ্রসন্ন হলে সে অসৎ সহকর্মী ও অসৎ কর্মচারী পায়। সে কোনো ভালো কাজ করার ইচ্ছা করলেও কুলিয়ে উঠতে পারে না।

এক জালেম অপর জালেমের হাতে শাস্তি ভোগ করে : আলোচ্য আয়াতের ব্যাখ্যা نُوَلِّى শব্দের প্রথমোক্ত অর্থের দিক বর্ণিত হলো। হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে যোবায়ের, ইবনে যায়েদ (রা.), মালেক ইবনে দিনার (র.) প্রমুখ তফসীরবিদ থেকে দ্বিতীয় অর্থের দিক দিয়ে আয়াতের তাফসীর এরূপ বর্ণিত আছে যে, আল্লাহ তা'আলা একজন জালেমকে অপর জালেমের হাতে শাস্তি দেন।

এ বিষয়বস্তুও যথাস্থানে সঠিক ও নির্ভুল এবং কুরআন হাদীসের অন্যান্য বক্তব্যের সাথে সঙ্গতিশীল। এক হাদীসে রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন : كَمَا تَكُونُونَ كَذٰلِكَ يُؤَمَّرُ عَلَيْكُمْ অর্থাৎ তোমরা যেমন হবে তোমাদের উপর তেমনি শাসনকর্তা নিযুক্ত হবে। তোমরা জালেম ও পাপাচারী হলে তোমাদের শাসকবর্গও জালেম ও পাপাচারীই হবে। পক্ষান্তরে তোমরা সাধু ও সৎকর্মী হলে আল্লাহ তা'আলা তোমাদের শাসনকর্তারূপে সাধু, দয়ালু ও সুবিচারক লোকদের মনোনীত করবেন।

ইবনে কাছীর হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদের বাচনিক রাসূলুল্লাহ ﷺ–এর এ উক্তি বর্ণনা করেছেন : مَنْ اَعَانَ ظَالِمًا سَلَّطَهُ اللّٰهُ عَلَيْهِ অর্থাৎ যে ব্যক্তি কোনো অত্যাচারীর অত্যাচারে তাকে সাহায্য করে, আল্লাহ তা'আলা তাকে শাস্তি দেওয়ার জন্য এ জালেমকেই তার উপর চাপিয়ে দেন। তার হাতেই তাকে শাস্তি দেন।

দ্বিতীয় আয়াতে একটি প্রশ্ন ও উত্তর বর্ণিত হয়েছে। এ প্রশ্নটি হাশরের ময়দানে জিন ও মানবকে করা হবে। প্রশ্নটি এই যে, তোমরা কি কারণে কুফর ও আল্লাহর অবাধ্যতায় লিপ্ত হলে? তোমাদের কাছে কি আমার পয়গম্বর পৌছেনি? সে তো তোমাদের মধ্য থেকেই ছিল এবং আমার আয়াতসমূহ তোমাদেরকে পাঠ করে শোনাত , আজকের দিনের উপস্থিতি এবং

https://e-ilm.weebly.com/

হিসাব কিতাবের ভয় প্রদর্শন করত। এর উত্তরে তাদের সবার পক্ষ থেকে পয়গম্বরদের আগমন, আল্লাহর বাণী পৌঁছানো এবং এতদসত্ত্বেও কুফরে লিপ্ত হওয়ার স্বীকারোক্তির কথা উল্লেখ করা হয়েছে। এ ভ্রান্ত কর্মের কোনো কারণ ও হেতু তাদের পক্ষ থেকে বর্ণনা করা হয়নি; বরং আল্লাহ নিজেই এর কারণ বর্ণনা করেছেন যে, وَغَرَّتْهُمُ الْحَيٰوةُ الدُّنْيَا অর্থাৎ তাদেরকে পার্থিব জীবন ও ভোগ বিলাস ধোঁকায় ফেলে দিয়েছে। ফলে তারা একেই সবকিছু মনে করে বসেছে, অথচ এটা প্রকৃত পক্ষে কিছুই নয়।

আলোচ্য আয়াতে প্রথমত: প্রণিধানযোগ্য বিষয় এই যে, অন্য কতিপয় আয়াতে বলা হয়েছে, হাশরের ময়দানে মুশরিকদেরকে কুফর ও শিরক সম্পর্কে প্রশ্ন করা হলে তারা মুখ মুছে অস্বীকার করবে এবং পালনকর্তার দরবারে কসম খেয়ে মিথ্যা বলবে : وَاللّٰهِ رَبِّنَا مَا كُنَّا مُشْرِكِيْنَ –অর্থাৎ আমাদের পালনকর্তার কসম, আমরা কখনও মুশরিক ছিলাম না। অথচ এ আয়াত থেকে জানা যাচ্ছে যে, তারা অনুতাপ সহকারে স্বীয় কুফর ও শিরক স্বীকার করে নিবে। অতএব আয়াতদ্বয়ের মধ্যে বাহ্যত পরস্পর বিরোধিতা দেখা দেয়। কিন্তু অন্যান্য আয়াতে এভাবে এর ব্যাখ্যা করা হয়েছে যে, প্রথমে যখন তাদের কে প্রশ্ন করা হবে, তখন তারা অস্বীকার করবে। সে মতে আল্লাহ তা'আলা স্বীয় কুদরত বলে তাদের মুখ বন্ধ করে দিবেন। হাত, পা ও অন্যান্য অঙ্গ প্রত্যঙ্গের সাক্ষ্য নিবেন। আল্লাহর কুদরতে সেগুলো বাকশক্তি প্রাপ্ত হবে। সেগুলো পরিষ্কারভাবে তাদের কুকর্মের ইতিবৃত্ত বর্ণনা করে দিবেন। তখন জিন ও মানব জানতে পারবে যে, তাদের হাত, পা, কান , জিহ্বা সবই ছিল আল্লাহর গুপ্ত প্রহরী, যারা সব কাজ কারবার ও অবস্থার অভ্রান্ত রিপোর্ট প্রদান করেছে। এমতাবস্থায় তাদের আর অস্বীকার করার জো থাকবে না। তখন তারা সবাই পরিষ্কার ভাষায় অপরাধ স্বীকার করে নিবে।

জিনদের মধ্যেও কি পয়গম্বর প্রেরিত হন? দ্বিতীয় প্রণিধানযোগ্য বিষয় এখানে এই যে, আলোচ্য আয়াতে আল্লাহ তা'আলা জিন ও মানব উভয় সম্প্রদায়কে সম্বোধন করে বলেছেন : তোমাদের মধ্য থেকে আমার পয়গম্বর কি তোমাদের কাছে পৌঁছেনি? এতে বুঝা যায় যে, মানব জাতির পয়গম্বররূপে যেমন মানব প্রেরিত হয়েছে, তেমনি জিন জাতির পয়গম্বর রূপে জিন প্রেরিত হয়েছে।

এ ব্যাপারে হাদীস ও তাফসীরবিদগণের উক্তি বিভিন্নরূপ। কেউ কেউ বলেন: রাসূল ও নবী একমাত্র মানবই হয়েছে। জিন জাতির মধ্যে কোনো ব্যক্তি প্রত্যক্ষভাবে রাসূল হয়নি; বরং মানব রাসূলের বাণী স্বজাতির কাছে পৌঁছানোর জন্য জিনদের মধ্য থেকে কিছু লোক নিযুক্ত করা হয়েছে । তারা প্রকৃতপক্ষে মানব রাসূলগণের দূত ও বার্তাবাহক ছিল। অপ্রকৃতভাবে তাদেরকেও রাসূল বলে দেওয়া হয়। যেসব তফসীরবিদ একথা বলেন, তাদের প্রমাণ ঐ সব আয়াত যেগুলোতে জিনদের এ জাতীয় উক্তি বর্ণিত হয়েছে যে, তারা নবীর বাণী অথবা কুরআন শ্রবণ করে স্বজাতির কছে পৌঁছিয়েছে। উদাহরণত : وَلَّوْا اِلٰى قَوْمِهِمْ مُّنْذِرِيْنَ এবং সূরা জিনের আয়াত فَقَالُوْا اِنَّا سَمِعْنَا قُرْاٰنًا عَجَبًا يَّهْدِيْۤ اِلَى الرُّشْدِ فَاٰمَنَّا بِهٖ ইত্যাদি।

কিন্তু আয়াতের বাহ্যিক অর্থের দিক দিক দিয়ে একদল আলেম এ বিষয়েরও প্রবক্তা যে, শেষনবী ﷺ –এর পূর্বে প্রত্যেক সম্প্রদায়ের রাসূল সে সম্প্রদায় থেকেই প্রেরিত হতেন। মানব সম্প্রদায়ের বিভিন্ন স্তরে মানব বাসূল এবং জিন জাতির বিভিন্ন স্তরে জিন রাসূলই আগমন করতেন। শেষনবী ﷺ–এর বৈশিষ্ট্য এই যে, তিনি সমগ্র বিশ্বের মানব ও জিনদের একমাত্র রাসূল হিসেবে প্রেরিত হয়েছেন, তাও কোনো এক বিশেষ কালের জন্য নয়; বরং কিয়ামত অবধি সমস্ত জিন ও মানব তাঁর উম্মত এবং তিনিই সবার রাসূল।

হিন্দুদের অবতারও সাধারণতঃ জিন, তাদের মধ্যে কোনো রাসূল ও নবী হওয়ার সম্ভাবনা : কালবী, মুজাহিদ (র.) প্রমুখ তাফসীরবিদ এ উক্তিই গ্রহণ করেছেন। কাযী ছানাউল্লাহ পনিপতী (র.) তাফসীরে মাযহারীতে এ উক্তি গ্রহণ করে বলেছেন; এ আয়াত থেকে প্রমাণিত হয় যে, হযরত আদম (আ.)–এর পূর্বে জিনদের রাসূল জিনদের মধ্য থেকেই আবির্ভূত হতো যখন একথা প্রমাণিত যে, পৃথিবীতে মানব আগমনের হাজার হাজার বছর পূর্বে জিন জাতি বসবাস করত এবং তারাও মানবজাতির মতো বিধি- বিধান পালন করতে আদিষ্ট ছিল, তখন শরিয়ত ও যুক্তির দিক দিয়ে তাদের মধ্যে আল্লাহর বিধান পৌঁছানোর জন্য পয়গম্বর হওয়া অপরিহার্য ।

কাযী ছানাউল্লাহ (র.) আরও বলেন : ভারতবর্ষের হিন্দুরা তাদের ধর্মগ্রন্থ বেদের ইতিহাস হাজার হাজার বছরের পুরানো বলে বর্ণনা করে এবং তাদের অনুসৃত অবতারদেরকে সে যুগেরই লোক বলে উল্লেখ করে। এটা অসম্ভব নয় যে, তারা এ

https://e-ilm.weebly.com/

জিন জাতিরই পয়গম্বর ছিলেন এবং তাদেরই আনীত নির্দেশাবলি পুস্তকাকারে সন্নিবেশিত করা হয়েছে। হিন্দু সম্প্রদায়ের অবতারদের যেসব চিত্র ও মূর্তি মন্দিরসমূহে রাখা হয়, সেগুলোর দেহাকৃতিও অনেকটা এমনি ধরনের, কারও অনেকগুলো মুখমণ্ডল, কারও অনেক হাত, পা, কারও হাতীর মতো শুঁড়, এগুলো সাধারণ মানবাকৃতি থেকে ভিন্ন। জিনদের পক্ষে এহেন আকৃতি ধারণ করা মোটেই অসম্ভব নয়। তাই এটা সম্ভব যে, তাদের অবতার জিন জাতির রাসূল কিংবা তাদের প্রতিনিধি ছিলেন এবং তাদের ধর্মগ্রন্থও তাদের নির্দেশাবলির সমষ্টি ছিল। এরপর আস্তে আস্তে অন্যান্য ধর্মগ্রন্থের ন্যায় একেও পরিবর্তিত করে তাতে শিরক ও মূর্তিপূজা ঢুকিয়ে দেওয়া হয়েছে।

যদি আসল ধর্মগ্রন্থ এবং জিন জাতির বিশুদ্ধ নির্দেশাবলিও বিদ্যমান থাকত, তবুও রাসূলুল্লাহ ﷺ–এর আবির্ভাবও রেসালতের পর তাও রহিত হয়ে যেত, বিকৃত ও পরিবর্তিত ধর্মগ্রন্থের তো কথাই নেই।

শব্দ বিশ্লেষণ

يُرِدْ : সীগাহ واحد مذكر غائب বহছ مضارع معروف বাব اِفْعَالٌ মাসদার اَلْاِرَادَةُ মূলবর্ণ (ر ـ و ـ د) জিনস اجوف واوى অর্থ– তিনি চান, তিনি ইচ্ছা করেন।

يَذَّكَّرُوْنَ : সীগাহ جمع مذكر غائب বহছ مضارع معروف বাব اِفَّعُّلٌ মাসদার اَلْاِذَّكُّرُ মূলবর্ণ (ذ ـ ك ـ ر) জিনস صحيح অর্থ– তারা উপদেশ গ্রহণ করছে।

اَجَّلْتَ : সীগাহ واحد مذكر حاضر বহছ ماضى معروف বাব تَفْعِيْلٌ মাসদার اَلتَّاْجِيْلُ মূলবর্ণ (ا ـ ج ـ ل) জিনস مهموز فاء অর্থ– তুমি নির্ধারণ করেছ।

مَثْوٰىكُمْ : সীগাহ واحد বহছ اسم ظرف বাব ضَرَبَ মাসদার اَلثَّوَاءُ،اَلثَّوْىُ،مَثْوًى মূলবর্ণ (ث ـ و ـ ى) জিনস لفيف مقرون অর্থ– বাসস্থান, ঠিকানা।

غَرَّتْ : সীগাহ واحد مؤنث غائب বহছ ماضى معروف বাব نَصَرَ মাসদার اَلْغُرُوْرُ মূলবর্ণ (غ ـ ر ـ ر) জিনস مضاعف ثلاثى অর্থ– সে প্রতারিত করেছে।

https://e-ilm.weebly.com/

ذٰلِكَ اَنْ لَّمْ يَكُنْ رَّبُّكَ مُهْلِكَ الْقُرٰى بِظُلْمٍ وَّاَهْلُهَا غٰفِلُوْنَ (١٣١)

অনুবাদ : (১৩১) এটা [রাসূলদের প্রেরণ] এই জন্য যে, আপনার প্রতিপালক কোনো জনপদের অধিবাসীকে কুফরির কারণে এমন অবস্থায় ধ্বংস করেন না যে, উক্ত অধিবাসীরা বে-খবর থাকে।

وَلِكُلٍّ دَرَجٰتٌ مِّمَّا عَمِلُوْا ؕ وَمَا رَبُّكَ بِغَافِلٍ عَمَّا يَعْمَلُوْنَ (١٣٢)

(১৩২) আর প্রত্যেকের জন্য তাদের আমল অনুসারে শ্রেণি হবে, আর আপনার রব তাদের কার্যকলাপ সম্বন্ধে বে-খবর নন।

وَرَبُّكَ الْغَنِيُّ ذُو الرَّحْمَةِ ؕ اِنْ يَّشَاْ يُذْهِبْكُمْ وَيَسْتَخْلِفْ مِنْۢ بَعْدِكُمْ مَّا يَشَآءُ كَمَآ اَنْشَاَكُمْ مِّنْ ذُرِّيَّةِ قَوْمٍ اٰخَرِيْنَ (١٣٣)

(১৩৩) আর আপনার প্রতিপালক সম্পূর্ণ বেনিয়াজ, দয়াশীল, যদি তিনি ইচ্ছা করেন, তবে তোমাদের সকলকে অকস্মাৎ পৃথিবী হতে অপসারিত করতে পারেন এবং তোমাদের পরে যাকে ইচ্ছা তোমাদের স্থলাভিষিক্ত করতে পারেন, যেমন তোমাদেরকে অন্য এক কওমের বংশ হতে সৃষ্টি করেছেন।

اِنَّ مَا تُوْعَدُوْنَ لَاٰتٍ ۙ وَّمَآ اَنْتُمْ بِمُعْجِزِيْنَ (١٣٤)

(১৩৪) তোমাদের সাথে যে বিষয়ের ওয়াদা করা হচ্ছে তা অবশ্যই আগমনকারী বস্তু এবং তোমরা [আল্লাহকে] অক্ষম করতে পারবে না।

قُلْ يٰقَوْمِ اعْمَلُوْا عَلٰى مَكَانَتِكُمْ اِنِّيْ عَامِلٌ ۚ فَسَوْفَ تَعْلَمُوْنَ ۙ مَنْ تَكُوْنُ لَهٗ عَاقِبَةُ الدَّارِ ؕ اِنَّهٗ لَا يُفْلِحُ الظّٰلِمُوْنَ (١٣٥)

(১৩৫) আপনি বলে দিন, হে আমার সম্প্রদায়! তোমরা নিজ অবস্থায় আমল করতে থাক আমিও আমল করছি, অতঃপর সত্বরই জানতে পারবে যে, ইহজগতের কর্মফল কার জন্য কল্যাণকর হবে, এটা নিশ্চিত যে, হক নষ্টকারীরা কখনো সফলকাম হবে না।

শাব্দিক অনুবাদ

(১৩১) ذٰلِكَ এটা এই জন্য যে اَنْ لَّمْ يَكُنْ رَّبُّكَ مُهْلِكَ الْقُرٰى আপনার প্রতিপালক কোনো জনপদের অধিবাসীকে এমন অবস্থায় ধ্বংস করেন না যে بِظُلْمٍ কুফরির কারণে وَّاَهْلُهَا غٰفِلُوْنَ উক্ত অধিবাসীরা বে-খবর থাকে।

(১৩২) وَلِكُلٍّ دَرَجٰتٌ আর প্রত্যেকের জন্য শ্রেণি হবে। مِّمَّا عَمِلُوْا তাদের আমল অনুসারে وَمَا رَبُّكَ بِغَافِلٍ আর আপনার রব বে-খবর নন عَمَّا يَعْمَلُوْنَ তাদের কার্যকলাপ সম্বন্ধে ।

(১৩৩) وَرَبُّكَ الْغَنِيُّ ذُو الرَّحْمَةِ আর আপনার প্রতিপালক সম্পূর্ণ বেনিয়াজ, দয়াশীল اِنْ يَّشَاْ যদি তিনি ইচ্ছা করেন يُذْهِبْكُمْ তবে তোমাদের সকলকে অকস্মাৎ পৃথিবী হতে অপসারিত করতে পারেন وَيَسْتَخْلِفْ مِنْۢ بَعْدِكُمْ مَّا يَشَآءُ এবং তোমাদের পরে যাকে ইচ্ছা তোমাদের স্থলাভিষিক্ত করতে পারেন كَمَآ اَنْشَاَكُمْ مِّنْ ذُرِّيَّةِ قَوْمٍ اٰخَرِيْنَ যেমন তোমাদেরকে অন্য এক কওমের বংশ হতে সৃষ্টি করেছেন।

(১৩৪) اِنَّ مَا تُوْعَدُوْنَ তোমাদের সাথে যে বিষয়ের ওয়াদা করা হচ্ছে لَاٰتٍ তা অবশ্যই আগমনকারী বস্তু وَّمَآ اَنْتُمْ بِمُعْجِزِيْنَ এবং তোমরা [আল্লাহকে] অক্ষম করতে পারবে না।

(১৩৫) قُلْ আপনি বলে দিন يٰقَوْمِ হে আমার সম্প্রদায়! اعْمَلُوْا عَلٰى مَكَانَتِكُمْ তোমরা নিজ অবস্থায় আমল করতে থাক اِنِّيْ عَامِلٌ আমিও আমল করছি فَسَوْفَ تَعْلَمُوْنَ অতঃপর সত্বরই জানতে পারবে যে مَنْ تَكُوْنُ لَهٗ عَاقِبَةُ الدَّارِ ইহজগতের কর্মফল কার জন্য কল্যাণকর হবে اِنَّهٗ لَا يُفْلِحُ الظّٰلِمُوْنَ এটা নিশ্চিত যে, হক নষ্টকারীরা কখনো সফলকাম হবে না।

https://e-ilm.weebly.com/

https://e-ilm.weebly.com/

وَجَعَلُوْا لِلّٰهِ مِمَّا ذَرَاَ مِنَ الْحَرْثِ وَالْاَنْعَامِ نَصِيْبًا فَقَالُوْا هٰذَا لِلّٰهِ بِزَعْمِهِمْ وَهٰذَا لِشُرَكَآئِنَا ۚ فَمَا كَانَ لِشُرَكَآئِهِمْ فَلَا يَصِلُ اِلَى اللّٰهِ ۚ وَمَا كَانَ لِلّٰهِ فَهُوَ يَصِلُ اِلٰى شُرَكَآئِهِمْ ؕ سَآءَ مَا يَحْكُمُوْنَ (١٣٦)

অনুবাদ : (১৩৬) আর আল্লাহ তা'আলা যে সব শস্য ও পশু সৃষ্টি করেছেন তারা [মুশরিকরা] তার কিছু অংশ আল্লাহর ওয়াস্তে নির্দিষ্ট করে এবং নিজেদের ধারণা মতে বলে, তা তো আল্লাহর, আর তা আমাদের দেবতাদের, অনন্তর যে অংশ তাদের দেবতাদের হয়, তা তো আল্লাহর দিকে পৌছে না, আর যে অংশ আল্লাহর [নামে] হয় তা তাদের দেবতাদের দিকে পৌছে যায়, তারা কতই না মন্দ ব্যবস্থা করে রেখেছে।

وَكَذٰلِكَ زَيَّنَ لِكَثِيْرٍ مِّنَ الْمُشْرِكِيْنَ قَتْلَ اَوْلَادِهِمْ شُرَكَآؤُهُمْ لِيُرْدُوْهُمْ وَلِيَلْبِسُوْا عَلَيْهِمْ دِيْنَهُمْ ؕ وَلَوْ شَآءَ اللّٰهُ مَا فَعَلُوْهُ فَذَرْهُمْ وَمَا يَفْتَرُوْنَ (١٣٧)

(১৩৭) আর এরূপে বহু মুশকিরদের দৃষ্টিতে তাদের দেবতাগণ তাদের সন্তান হত্যাকে সুশোভন করে রেখেছে, যেন তারা তাদেরকে বিনষ্ট করে দেয় এবং তাদের রীতি-নীতিকে গোলমেলে করে দেয়, আর যদি আল্লাহ চাইতেন, তবে এরা এরূপ করত না, সুতরাং আপনি তাদেরকে এবং তাদের ভ্রান্ত উক্তিগুলোকে ছেড়ে দিন।

শাব্দিক অনুবাদ

(১৩৬) وَجَعَلُوْا لِلّٰهِ আর তারা [মুশরিকরা] আল্লাহর ওয়াস্তে নির্দিষ্ট করে مِمَّا ذَرَاَ مِنَ الْحَرْثِ وَالْاَنْعَامِ আল্লাহ তা'আলা যে সব শস্য ও পশু সৃষ্টি করেছেন نَصِيْبًا তার কিছু অংশ فَقَالُوْا هٰذَا لِلّٰهِ بِزَعْمِهِمْ এবং নিজেদের ধারণা মতে বলে, তা তো আল্লাহর وَهٰذَا لِشُرَكَآئِنَا আর তা আমাদের দেবতাদের فَمَا كَانَ لِشُرَكَآئِهِمْ অনন্তর যে অংশ তাদের দেবতাদের হয় فَلَا يَصِلُ اِلَى اللّٰهِ তা তো আল্লাহর দিকে পৌছে না وَمَا كَانَ لِلّٰهِ আর যে অংশ আল্লাহর [নামে] হয় فَهُوَ يَصِلُ اِلٰى شُرَكَآئِهِمْ তা তাদের দেবতাদের দিকে পৌছে যায় سَآءَ مَا يَحْكُمُوْنَ তারা কতই না মন্দ ব্যবস্থা করে রেখেছে।

(১৩৭) وَكَذٰلِكَ আর এরূপে زَيَّنَ সুশোভন করে রেখেছে لِكَثِيْرٍ مِّنَ الْمُشْرِكِيْنَ বহু মুশকিরদের দৃষ্টিতে قَتْلَ اَوْلَادِهِمْ তাদের সন্তান হত্যাকে شُرَكَآؤُهُمْ তাদের দেবতাগণ لِيُرْدُوْهُمْ যেন তারা তাদেরকে বিনষ্ট করে দেয় وَلِيَلْبِسُوْا عَلَيْهِمْ دِيْنَهُمْ এবং তাদের রীতি-নীতিকে গোলমেলে করে দেয় وَلَوْ شَآءَ اللّٰهُ আর যদি আল্লাহ চাইতেন مَا فَعَلُوْهُ তবে এরা এরূপ করত না فَذَرْهُمْ وَمَا يَفْتَرُوْنَ সুতরাং আপনি তাদেরকে এবং তাদের ভ্রান্ত উক্তিগুলোকে ছেড়ে দিন।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

১৩১ নং আয়াতে বলা হয়েছে যে, মানব ও জিনদের মধ্যে রাসূল প্রেরণ করা আল্লাহ তা'আলার ন্যায়বিচার ও অনুগ্রহের প্রতীক। তিনি কোনো জাতির প্রতি এমনিতেই শাস্তি প্রেরণ করেন না, যে পর্যন্ত না তাদেরকে পূর্বাহ্নে পয়গম্বরদের মধ্যেমে জাগ্রত করা হয় এবং হেদায়েতের আলো প্রেরণ করা হয়।

১৩২ নং আয়াতের মর্ম সুস্পষ্ট যে, আল্লাহ তা'আলার কাছে মানব ও জিন জাতির প্রত্যেক স্তরের লোকদের পদমর্যাদা নির্ধারিত রয়েছে। এসব পদমর্যাদা তাদের কাজকর্মের ভিত্তিতেই নির্ধারণ করা হয়েছে। তাদের প্রত্যেকের প্রতিদান ও শাস্তি এসব কর্মের মাপ অনুযায়ী হবে।

قوله وَرَبُّكَ الْغَنِيُّ ذُو الرَّحْمَةِ الخ পূর্ববর্তী আয়াতে বলা হয়েছিল যে, জিন ও মানব জাতির প্রত্যেক সম্প্রদায়ের নিকট রাসূল ও হেদায়েত প্রেরণ করা আল্লাহ তা'আলার চিরন্তন রীতি। পয়গম্বরদের মাধ্যমে তাদেরকে পূর্ণভাবে সতর্ক না করা পর্যন্ত কুফর, শিরক ও অবাধ্যতার কারণে কখনও শাস্তি দেওয়া হয়নি।

আলোচ্য আয়াতে বলা হয়েছে যে, পয়গম্বর ও আসমানি কিতাবসমূহের অব্যাহত ধারা এ জন্য ছিল না যে, বিশ্ব পালনকর্তা আমাদের ইবাদত ও আনুগত্যের মুখাপেক্ষী কিংবা তাঁর কোনো কাজ আমাদের আনুগত্যের উপর নির্ভরশীল নয়, তিনি সম্পূর্ণ অমুখাপেক্ষী ও অভাবমুক্ত । তবে পরিপূর্ণ অস্তিত্ব ও স্থায়িত্ব দান করা এবং বিশ্ববাসীর বাহ্যিক ও অভ্যন্তরীণ, বর্তমান ও ভবিষ্যৎ সব প্রয়োজন অযাচিতভাবে মিটানোর কারণও তাঁর এ দয়াগুণে। নতুবা মানুষ তথা গোটা সৃষ্টি নিজের প্রয়োজনাদি নিজে সমাধা করার যোগ্য হওয়া তো দূরের কথা, সে স্বীয় প্রয়োজনাদি চাওয়ার রীতি-নীতিও জানে না। বিশেষত অস্তিত্বের যে নিয়ামত দান করা হয়েছে, তা যে চাওয়া ছাড়াই পাওয়া গেছে, তা দিবালোকের মতো স্পষ্ট। কোনো মানুষ কোথাও নিজের সৃষ্টির জন্য দোয়া করেনি এবং অস্তিত্ব লাভের পূর্বে দোয়া করা কল্পনাও করা যায় না। এমনিভাবে অন্তর এবং যেসব অঙ্গ প্রত্যঙ্গের সমন্বয়ে মানুষের সৃষ্টি হাত, পা, মন-মস্তিষ্ক প্রভৃতি এগুলো কোনো মানব চেয়েছিল কি?

আল্লাহ কারও মুখাপেক্ষী নন- জগত-সৃষ্টি শুধু তাঁর অনুগ্রহের ফল : মোটকথা, আলোচ্য আয়াতে وَرَبُّكَ الْغَنِيُّ শব্দ দ্বারা বিশ্বপালকের অমুখাপেক্ষিতা বর্ণনা করার সাথেই ذُو الرَّحْمَةِ যোগ করে বলা হয়েছে যে, তিনি করুণাময়ও বটে।

আল্লাহ যে কোনো মানুষকে অমুখাপেক্ষী করেননি তার তাৎপর্য : অমুখাপেক্ষিতা আল্লাহ পাকেরই বিশেষ গুণ। নতুবা মানুষ অপরের প্রতি অমুখাপেক্ষী হয়ে গেলে সে অপরের লাভ লোকসান ও সুখ দুঃখের প্রতি মোটেই ভ্রূক্ষেপ করত না; বরং অপরের প্রতি অত্যাচার ও উৎপীড়ন করতে উদ্যত হতো। কুরআন পাকের এক আয়াতে বলা হয়েছে : إِنَّ الْإِنْسَانَ لَيَطْغَىٰ أَنْ رَآهُ اسْتَغْنَىٰ অর্থাৎ মানুষ যখন নিজেকে অমুখাপেক্ষী দেখতে পায়, তখন অবাধ্যতা ও ঔদ্ধত্যে মেতে উঠে। তাই আল্লাহ তা'আলা মানুষকে এমন প্রয়োজনাদির শিকলে আষ্টেপৃষ্ঠে বেঁধে দিয়েছেন, যেগুলো অপরের সাহায্য ব্যতিরেকে পূর্ণ হতে পারে না। প্রবল প্রতাপান্বিত রাজা বাদশাও চাকর-চাকরানির মুখাপেক্ষী। বিত্তশালী ও মিল মালিক শ্রমিকদের মুখাপেক্ষী। প্রত্যুষে একজন শ্রমিক ও রিকসা চালক কিছু পয়সা উপার্জন করে অভাব অনটন দূর করার জন্য যেমন রোজগারের তালাশে বের হয়, ঠিক তেমনিভাবে বিত্তশালী ব্যক্তিও শ্রমিক, রিকসা ও যান বাহনের খোঁজে বের হয়। সর্বশক্তিমান আল্লাহ সবাইকে অভাব অনটনের এক শিকলে বেঁধে রেখেছেন। প্রত্যেকেই মুখাপেক্ষী। কারো প্রতি কারো অনুগ্রহ নেই। এরূপ না হলে কোনো ধনী ব্যক্তি কাউকে এক পয়সাও দিত না এবং কোনো শ্রমিক কারো সামান্য বোঝাও বহন করত না। এটা একমাত্র আল্লাহ পাকেরই বিশেষ গুণ যে, পুরোপুরি অমুখাপেক্ষিতা সত্ত্বেও তিনি দয়ালু, করুণাময়। এরপর আরও বলা হয়েছে যে, তাঁর রহমত যেমন ব্যাপক ও পূর্ণ, তেমনি তাঁর শক্তি-সামর্থ্য প্রত্যেক বস্তু ও প্রত্যেক বিষয়ে পরিব্যাপ্ত। তিনি ইচ্ছা করলে মুহূর্তে সবাইকে নিশ্চিহ্ন করে দিতে পারেন। সমগ্র সৃষ্ট জগত নিশ্চিহ্ন করে দিলেও তাঁর কুদরতের কারখানায় বিন্দুমাত্র পার্থক্য দেখা দেবে না। তিনি যদি ইচ্ছা করেন, তবে বর্তমান সৃষ্টজগৎকে ধ্বংস করে তদস্থলে অন্য সৃষ্টজগৎ এমনিভাবে এ মুহূর্তে উদ্ভব করে স্থাপন করতে পারেন। এর একটি নজির প্রতি যুগের মানুষের সামনেই রয়েছে। আজ কোটি কোটি মানুষ পৃথিবীর আনাচে-কানাচে বসবাস করছে এবং জীবনের বিভিন্ন ক্ষেত্রে বিভিন্ন কাজ কারবার চালিয়ে যাচ্ছে । যদি আজ থেকে একশ বছর পূর্বেকার অবস্থার দিকে তাকানো যায়, তবে দেখা যাবে কখনও এ পৃথিবী এমনিভাবে জমজমাট ছিল এবং সব কাজ কারবার এভাবেই চলত। কিন্তু তখন বর্তমান অধিবাসী ও কার্য পরিচালানাকারীদের কেউই ছিল না। অন্য এক জাতি ছিল, যারা আজ ভূগর্ভে চলে গেছে এবং যাদের নাম নিশানা পর্যন্ত পাওয়া যায় না। বর্তমান দুনিয়া সে জাতির বংশধর থেকেই সৃজিত হয়েছে। বলা হয়েছে : إِنْ يَشَأْ يُذْهِبْكُمْ وَيَسْتَخْلِفْ مِنْ بَعْدِكُمْ مَا يَشَاءُ كَمَا أَنْشَأَكُمْ مِنْ ذُرِّيَّةِ قَوْمٍ آخَرِينَ

"আল্লাহ ইচ্ছা করলে, তোমাদের সবাইকে নিয়ে যেতে পারেন; নিয়ে যাওয়ার" অর্থ এমনভাবে ধ্বংস করে দেওয়া যেন নাম নিশানা পর্যন্ত অবশিষ্ট না থাকে। তাই এখানে ধ্বংস করা বা মেরে ফেলার কথা বলা হয়নি; বরং নিয়ে যাওয়া বলা হয়েছে। এতে পুরোপুরি ধ্বংস ও নাম-নিশানাহীন করে দেওয়ার প্রতিই ইঙ্গিত করা হয়েছে।"

এ আয়াতে আল্লাহ তা'আলার অমুখাপেক্ষী হওয়া, করুণাময় হওয়া এবং সর্বশক্তির অধিকারী হওয়ার কথা উল্লেখ করার পর অবাধ্য ও নির্দেশ অমান্যকারীদেরকে হুঁশিয়ার করা হয়েছে যে,

إِنَّ مَا تُوعَدُونَ لَآتٍ وَمَا أَنْتُمْ بِمُعْجِزِينَ অর্থাৎ আল্লাহ তা'আলা তোমাদেরকে যে শাস্তির ভয় প্রদর্শন করেছেন, তা অবশ্যই আগমন করবে এবং তোমরা সব একত্রিত হয়েও আল্লাহর সে আজাব প্রতিরোধ করতে পারবে না।

তৃতীয় আয়াতে পুনরায় তাদেরকে হুঁশিয়ার করার জন্য অন্য এক পন্থা অবলম্বন করে বলা হয়েছে : قُلْ يَا قَوْمِ اعْمَلُوا عَلَىٰ مَكَانَتِكُمْ إِنِّي عَامِلٌ فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ مَنْ تَكُونُ لَهُ عَاقِبَةُ الدَّارِ إِنَّهُ لَا يُفْلِحُ الظَّالِمُونَ

https://e-ilm.weebly.com/

"হে রাসূল, আপনি মক্কাবাসীদেরকে বলে দিন : হে আমার সম্প্রদায়! যদি তোমরা আমার কথা না মান। তবে তোমাদের ইচ্ছা, না মান এবং স্বস্থানে স্বীয় বিশ্বাস ও হঠকারিতা অনুযায়ী কাজ করতে থাক। আমিও স্বীয় বিশ্বাস অনুযায়ী কাজ করতে থাকব। এতে আমার কোনো ক্ষতি নেই । কিন্তু অচিরেই তোমরা জানতে পারবে যে, কে পরকালের মুক্তি ও সফলতা অর্জন করে। মনে রেখ, জালেম অর্থাৎ অধিকার আত্মসাৎকারী কখনও সফল হয় না।"

পরবর্তী ১৩৬ নং আয়াতে মুশরিকদের একটি বিশেষ পথভ্রষ্টতা ব্যক্ত করা হয়েছে। আরবদের অভ্যাস ছিল যে, শস্যক্ষেত্র, বাগান এবং ব্যবসা বাণিজ্য থেকে যা কিছু আমদানি হতো, তার এক অংশ আল্লাহর জন্য এবং এক অংশ উপাস্য দেব দেবীর নামে পৃথক করে রাখত। আল্লাহর নামের অংশ থেকে গরিব মিসকিনকে দান করা হতো এবং দেব-দেবীর অংশ মন্দিরের পূজারী, সেবায়েত ও রক্ষকদের জন্য ব্যয় করত।

প্রথমত : এটাই কম অবিচার ছিল না যে, যাবতীয় বস্তু সৃষ্টি করেছেন আল্লাহ এবং সমুদয় উৎপন্ন ফসলও তিনিই দান করেছেন, কিন্তু আল্লাহ প্রদত্ত বস্তুসমূহের মধ্যে প্রতিমাদেরকে অংশীদার করা হতো। তদুপরি তারা আরও অবিচার করত এই যে, কখনও উৎপাদন কম হলে তারা কমের ভাগটি আল্লাহর অংশ থেকে কেটে নিত, অথচ মুখে বলত : আল্লাহ তো সম্পদশালী, অভাবমুক্ত, তিনি আমাদের সম্পদের মুখাপেক্ষী নন। এরপর প্রতিমাদের অংশ এবং নিজেদের ব্যবহারের অংশ পুরোপুরি নিয়ে নিত। আবার কোনো সময় এমনও হতো যে, প্রতিমাদের কিংবা নিজেদের অংশ থেকে কোনো বস্তু আল্লাহর অংশে পড়ে গেলে তা হিসাব ঠিক করার জন্য সেখান থেকে তুলে নিত। পক্ষান্তরে যদি আল্লাহর অংশ থেকে কোনো বস্তু নিজেদের কিংবা প্রতিমাদের অংশে পড়ে যেত, তবে তা সেখানেই থাকতে দিত এবং বলত : আল্লাহ অভাবমুক্ত, তাঁর অংশ কম হলেও ক্ষতি নেই।

কুরআন পাক তাদের এ পথভ্রষ্টতার উল্লেখ করে বলেছে : سَآءَ مَا يَحْكُمُوْنَ অর্থাৎ তাদের এ বিচার পদ্ধতি অত্যন্ত বিশ্রী ও একদেশদর্শী। যে আল্লাহ তাদেরকে এবং তাদের সমুদয় বস্তু সামগ্রীকে সৃষ্টি করেছেন, প্রথমত তারা তাঁর সাথে অপরকে অংশীদার করেছে। তদুপরি তাঁর অংশও নানা ছলছুতায় অন্যদিকে পাচার করে দিয়েছে।

কাফেরদের প্রতি হুশিয়ারিতে মুসলমানদের জন্য শিক্ষা : এ হচ্ছে মুশরিকদের একটি পথভ্রষ্টতা ও ভ্রান্তির জন্য হুশিয়ারি। এতে ঐসব মুসলমানের জন্যও শিক্ষার চাবুক রয়েছে, যারা আল্লাহ প্রদত্ত জীবন ও অঙ্গ প্রত্যঙ্গ পূর্ণ কার্যক্ষমতাকে বিভিন্ন অংশে বিভক্ত করে বয়স ও সময়ের এক অংশ তারা আল্লাহর ইবাদতের জন্য নির্দিষ্ট করে। অথচ জীবনের সমস্ত সময় ও মুহূর্তকে তাঁরই ইবাদত ও আনুগত্যের জন্য ওয়াকফ করে মানবিক প্রয়োজনাদি মিটানোর জন্য তা থেকে কিছু সময় নিজের জন্য বের করে নেওয়াই সঙ্গত ছিল। সত্য বলতে কি এরপরও আল্লাহর যথার্থ কৃতজ্ঞতা আদায় হতো না। কিন্তু আমাদের অবস্থা এই যে, দিবা রাত্রির চব্বিশ ঘন্টার মধ্যে যদি কিছু সময় আমরা আল্লাহর ইবাদতের জন্য নির্দিষ্ট করি, তবে কোনো প্রয়োজন দেখা দিলে কাজ কারবার ও আরাম আয়েশের সময় পুরোপুরি ঠিক রেখে তার সমস্ত জের নামাজ, তেলাওয়াত ও ইবাদতের জন্য নির্দিষ্ট সময়ের উপর ফেলে দেই। কোনো অতিরিক্ত কাজের সম্মুখীন হলে কিংবা অসুখবিসুখ হলে সর্বপ্রথম এর প্রভাব ইবাদতের নির্দিষ্ট সময়ের উপর পড়ে। এটা নিঃসন্দেহে অবিচার, অকৃতজ্ঞতা এবং অধিকার হরণ। আল্লাহ আমাদেরকে এবং সব মুসলমানকে এহেন গর্হিত কাজ থেকে বাঁচিয়ে রাখুন।

শব্দ বিশ্লেষণ

يَشَآءُ : সীগাহ واحد مذكر غائب বহছ مضارع معروف বাব ضَرَبَ মাসদার اَلْمَشِيْئَةُ মূলবর্ণ (ش . ى . ء) জিনস মুরাক্কাব مهموز لام ও اجوف يائى অর্থ– তিনি ইচ্ছা করেন।

ذُرِّيَّةٌ : শব্দটি একবচন; বহুবচন ذراری ও ذريات অর্থ– সন্তান-সন্ততি।

تُوْعَدُوْنَ : সীগাহ جمع مذكر حاضر বহছ مضارع مجهول বাব ضَرَبَ মাসদার اَلْوَعْدُ মূলবর্ণ (و . ع . د) জিনস مثال واوى অর্থ– তোমাদের সাথে ওয়াদা করা হচ্ছে।

اٰتٍ : সীগাহ واحد مذكر বহছ اسم فاعل বাব ضَرَبَ মাসদার اَلْإِيْتَاءُ মূলবর্ণ (ا . ت . ى) জিনস মুরাক্কাব مهموز فاء ও ناقص يائى অর্থ– আগমনকারী বস্তু।

مَكَانَةٌ : শব্দটি একবচন, বহুবচন مكانات অর্থ– স্থান, অবস্থান।

لِيُرْدُوْهُمْ : সীগাহ جمع مذكر غائب বহছ مضارع معروف বাব اِفْعَالٌ মাসদার اَلْإِرْدَاءُ মূলবর্ণ– (ر . د . ى) জিনস ناقص واوى অর্থ– যেন তারা বিনষ্ট করে দেয়।

https://e-ilm.weebly.com/

https://e-ilm.weebly.com/

وَهُوَ الَّذِیْۤ اَنْشَاَ جَنّٰتٍ مَّعْرُوْشٰتٍ وَّغَیْرَ مَعْرُوْشٰتٍ وَّالنَّخْلَ وَالزَّرْعَ مُخْتَلِفًا اُكُلُهٗ وَالزَّیْتُوْنَ وَالرُّمَّانَ مُتَشَابِهًا وَّغَیْرَ مُتَشَابِهٍ ؕ كُلُوْا مِنْ ثَمَرِهٖۤ اِذَاۤ اَثْمَرَ وَاٰتُوْا حَقَّهٗ یَوْمَ حَصَادِهٖ ۖؗ وَلَا تُسْرِفُوْا ؕ اِنَّهٗ لَا یُحِبُّ الْمُسْرِفِیْنَ (١٤١)

অনুবাদ : (১৪১) আর তিনিই সেই সত্তা, যিনি বাগানসমূহ সৃষ্টি করেছেন, যেগুলো মাচায় তুলে দেওয়া হয় এবং তাও যেগুলো মাচায় তুলে দেওয়া হয় না, এবং খেজুর বৃক্ষ ও শস্যক্ষেত্র, যাতে বিভিন্ন প্রকারের খাদ্যবস্তু উৎপন্ন হয়, এবং যাইতুন ও ডালিম যা পরস্পর সাদৃশ্যও হয় এবং অসাদৃশ্যও হয়, এগুলোর ফল ভক্ষণ কর যখন তা ধরে, আর তার [নির্ধারিত] হক প্রদান কর তার কাটার দিনে এবং সীমালঙ্ঘন করো না নিশ্চয় তিনি সীমালঙ্ঘনকারীদেরকে পছন্দ করেন না।

وَمِنَ الْاَنْعَامِ حَمُوْلَةً وَّفَرْشًا ؕ كُلُوْا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللّٰهُ وَلَا تَتَّبِعُوْا خُطُوٰتِ الشَّیْطٰنِ ؕ اِنَّهٗ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِیْنٌ (١٤٢)

(১৪২) আর চতুষ্পদগুলোর মধ্যে উচ্চাকৃতি ও খর্বাকৃতির, যা কিছু আল্লাহ তোমাদেরকে প্রদান করেছেন, তা ভক্ষণ কর, আর শয়তানের পদাঙ্ক অনুসরণ করো না, নিঃসন্দেহে সে তোমাদের প্রকাশ্য শত্রু।

শাব্দিক অনুবাদ

(১৪১) وَهُوَ الَّذِیْۤ اَنْشَاَ جَنّٰتٍ আর তিনিই সেই সত্তা, যিনি বাগানসমূহ সৃষ্টি করেছেন مَّعْرُوْشٰتٍ যেগুলো মাচায় তুলে দেওয়া হয় وَّغَیْرَ مَعْرُوْشٰتٍ এবং তাও যেগুলো মাচায় তুলে দেওয়া হয় না وَّالنَّخْلَ এবং খেজুর বৃক্ষ وَالزَّرْعَ ও শস্যক্ষেত্র, مُخْتَلِفًا اُكُلُهٗ যাতে বিভিন্ন প্রকারের খাদ্যবস্তু উৎপন্ন হয় وَالزَّیْتُوْنَ وَالرُّمَّانَ এবং যাইতুন ও ডালিম مُتَشَابِهًا وَّغَیْرَ مُتَشَابِهٍ যা পরস্পর সাদৃশ্যও হয় এবং অসাদৃশ্যও হয় كُلُوْا مِنْ ثَمَرِهٖ এগুলোর ফল ভক্ষণ কর اِذَاۤ اَثْمَرَ যখন তা ধরে وَاٰتُوْا حَقَّهٗ আর তার [নির্ধারিত] হক প্রদান কর یَوْمَ حَصَادِهٖ তার কাটার দিনে। وَلَا تُسْرِفُوْا এবং সীমালঙ্ঘন করো না اِنَّهٗ لَا یُحِبُّ الْمُسْرِفِیْنَ নিশ্চয় তিনি সীমালঙ্ঘনকারীদেরকে পছন্দ করেন না।

(১৪২) وَمِنَ الْاَنْعَامِ حَمُوْلَةً وَّفَرْشًا আর চতুষ্পদগুলোর মধ্যে উচ্চাকৃতি ও খর্বাকৃতির كُلُوْا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللّٰهُ যা কিছু আল্লাহ তোমাদেরকে প্রদান করেছেন, তা ভক্ষণ কর وَلَا تَتَّبِعُوْا خُطُوٰتِ الشَّیْطٰنِ আর শয়তানের পদাঙ্ক অনুসরণ করো না اِنَّهٗ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِیْنٌ নিঃসন্দেহে সে তোমাদের প্রকাশ্য শত্রু।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

(১৪০) قوله قَدْ خَسِرَ الَّذِیْنَ قَتَلُوْۤا اَوْلَادَهُمْ سَفَهًا بِغَیْرِ عِلْمٍ الخ **আয়াতের শানে নুযূল :** ইবনুল মুনযির ও আবুশ শায়খ তাফসীরবিদ ইকরিমার উদ্ধৃতি দিয়ে বর্ণনা করেন। মুদ্বার এবং রবীআর যে সকল লোক দারিদ্র্যতার ভয়ে কন্যা সন্তানদেরকে হত্যা করেছে তাদেরকে জাগতিক ও পরকালীন শাস্তি অথবা পার্থিব কল্যাণ ও ধর্ম ধ্বংস করে নিজেকে শাস্তি যোগ্য করে তুলেছে, তাছাড়া যারা প্রাণীসমূহকে হারাম বলে ধার্য করেছে, তাদের ভয়াবহ পরিণতি সম্পর্কে আল্লাহ তা'আলা আলোচ্য আয়াত নাজিল করেছেন। -[রূহুল মা'আনী ৩৭, ফাতহুল কাদীর ১৬৮/২]

(১৪১) قوله وَهُوَ الَّذِیْۤ اَنْشَاَ جَنّٰتٍ مَّعْرُوْشٰتٍ وَّغَیْرَ مَعْرُوْشٰتٍ الخ **আয়াতের শানে নুযূল :** ইবনে জারীর ও ইবনে আবী হাতেম, ইবনে জুরাইজের উদ্ধৃতি দিয়ে বর্ণনা করেন। যেমন তিনি বলেন, আলোচ্য আয়াত ছাবেত বিন কায়স বিন শম্মান সম্পর্কে নাজিল হয়েছে। তার ছিল পাঁচশত খেজুর গাছের একটি বাগান। সে একদা বলল, আজ আমার নিকট যে ব্যক্তিই আসবে তাকে আমি বাগান থেকে খাওয়াব। ফলে সন্ধ্যা পর্যন্ত সে আগন্তুকদের খাবার দিয়েছে। অবশেষে তার বাগানে আর কোনো ফল থাকেনি। সে সম্পর্কে আল্লাহ তা'আলা আলোচ্য আয়াত নাজিল করেন। -[রূহুল মা'আনী ৩৮, ইবনে কাছীর ১৮৬/২, বাহরে মুহীত ২৪০/৪]

https://e-ilm.weebly.com/

قوله وَقَالُوا هٰذِهٖٓ اَنْعَامٌ وَّحَرْثٌ الخ পূর্ববর্তী আয়াতসমূহে মুশরিকদের এ পথভ্রষ্টতা বর্ণিত হয়েছিল যে, জালেমরা আল্লাহ সৃজিত জন্তু-জানোয়ার এবং আল্লাহ প্রদত্ত নিয়ামতসমূহে স্বহস্তনির্মিত নিষ্প্রাণ অচেতন প্রতিমাদেরকে আল্লাহর অংশীদার স্থির করেছিল এবং যেসব বস্তু তারা সদকা-খয়রাতের জন্য পৃথক করত, সেগুলোতে এক অংশ আল্লাহর এবং এক অংশ প্রতিমাদের জন্য রাখত। অতঃপর আল্লাহর অংশকেও বিভিন্ন ছলছুতায় প্রতিমাদের অংশের মধ্যে পাচার করে দিত। এমনি ধরনের আরও অনেক মুর্খতাসুলভ কুপ্রথাকে তারা ধর্মীয় আইনের মর্যাদা দান করেছিল।

আলোচ্য আয়তসমূহের প্রথম আয়াতে আল্লাহ তা'আলা উদ্ভিদ ও বৃক্ষের বিভিন্ন প্রকার এবং তাদের উপকারিতা ও ফল সৃজনে স্বীয় শক্তি-সামর্থ্যের বিস্ময়কর পরাকাষ্ঠা বর্ণনা করেছেন। দ্বিতীয় আয়াতে এমনিভাবে জানোয়ার ও চতুষ্পদ জন্তুদের বিভিন্ন প্রকার সৃজনের কথা উল্লেখ করে মুশরিকদের পথভ্রষ্টতা সম্পর্কে হুশিয়ার করেছেন যে, এ কাণ্ডজ্ঞানহীন লোকেরা কেমন সর্বশক্তিমান, মহাজ্ঞানীও সর্বজ্ঞ আল্লাহর সাথে কেমন অজ্ঞ, অচেতন, নিষ্প্রাণ ও অসহায় বস্তুসমূহেকে শরিক ও অংশীদার করে ফেলেছে।

অতঃপর তাদেরকে সরল পথ ও বিশুদ্ধ কর্মপন্থা নির্দেশ করেছেন যে, যখন এসব বস্তু সৃষ্টি করা ও তোমাদেরকে দান করার কাজে কোনো অংশীদার নেই, তখন ইবাদতে তাদেরকে অংশীদার করা একান্তই অকৃতজ্ঞতা ও জুলুম। যিনি এসব বস্তু সৃষ্টি করে তোমাদেরকে দান করেছেন এবং এমন অনুগত করে দিয়েছেন যে, তোমরা যেভাবে ইচ্ছা সেগুলোকে ব্যবহার করতে পার, এরপর সবগুলোকে তোমাদের জন্য হালাল করে দিয়েছেন, তোমাদের কর্তব্য এসব নিয়ামত দ্বারা উপকৃত হওয়ার সময় তাঁর প্রতি কৃতজ্ঞতা স্মরণে রাখা এবং প্রকাশ করা শয়তানি ধ্যান ধারণা এবং মূর্খতাসুলভ প্রথাকে ধর্ম হিসেবে গ্রহণ করা উচিত নয়।

প্রথম আয়াতে اَنْشَاَ শব্দের অর্থ সৃষ্টি করেছেন এবং مَعْرُوْشٰتٍ শব্দটি عَرْشٌ থেকে উদ্ভূত। এর অর্থ উঠানো এবং উচ্চ করা। مَعْرُوْشٰتٍ বলে উদ্ভিদের ঐসব লতা বুঝানো হয়েছে, যেগুলোকে মাচার উপরে চড়ানো হয় না, কাণ্ডবিশিষ্ট বৃক্ষ হোক, যাদের লতাই হয়না, কিংবা লতাবিশিষ্ট হোক, কিন্তু সেগুলো মাটিতেই বিস্তৃত হয় এবং উপরে চড়ানো হয় না; যেমন তরমুজ, খরবুযা ইত্যাদি।

نَخْلٌ শব্দের অর্থ খর্জুর বৃক্ষ, زَرْعٌ সর্ব প্রকার শস্য, زَيْتُوْنٌ যায়তূন বৃক্ষকে বলা হয় এবং এর ফলকেও এবং رُمَّانٌ ডালিমকে বলা হয়।

এসব আয়াতে আল্লাহ তা'আলা প্রথমে বাগানে উৎপন্ন বৃক্ষসমূহের দুই প্রকার বর্ণনা করেছেন। এক, যেসব বৃক্ষের লতা উপরে চড়ানো নয় এবং দুই, যেসব বৃক্ষের লতা উপরে চাড়ানো হয় না। এতে আল্লাহর চুড়ান্ত রহস্য ও কুদরতের প্রতি ইঙ্গিত রয়েছে যে, একই মাটি, একই পানি এবং একই পরিবেশে কেবল বিভিন্ন প্রকার চারাগাছ সৃষ্টি করেছেন। এরপর এদের ফল তৈরি, সজীবতা এবং এদর মধ্যে নিহিত হাজারো বৈশিষ্ট্য ও প্রভাবের প্রতি লক্ষ্য রেখে কোনো বৃক্ষের প্রকৃতি এমন করেছেন যে, যতদিন লতা উপরে না চড়ানো হয়, ততদিন প্রথমত ফলই ধরে না- যদি ধরেও, তবে তা বাড়ে না এবং বাকি থাকে না; যেমন আঙ্গুর ইত্যাদি। পক্ষান্তরে কোনো বৃক্ষের প্রকৃতি এমন করেছেন, যেমন লতা উপরে চাড়াতে চাইলেও চড়ে না -চড়ালেও ফল দুর্বল হয়ে যায়। যেমন খরবুযা, তরমুজ ইত্যাদি। কোনো বৃক্ষকে মজবুত কাণ্ডের উপর দাঁড় করিয়ে এত উচ্চে নিয়ে গেছেন যে, মানুষের চেষ্টায় এত উচ্চে নিয়ে যাওয়া স্বভাবতঃ সম্ভবপর ছিল না। বিরাট রহস্যের অধীনে ফলের প্রকৃতির দিকে লক্ষ্য রেখে বৃক্ষসমূহ বিভিন্নভরূপে সৃষ্টি করা হয়েছে। কোনো কোনো ফল মাটিতেই বাড়ে এবং পরিপক্ক হয় এবং কোনো কোনো ফল মাটির সংস্পর্শে নষ্ট হয়ে যায়। কতক ফলের জন্য উচ্চ শাখায় ঝুলে অবিরাম তাজা বাতাস, সূর্যকিরণ এবং তারকার রশ্মি থেকে রং গ্রহণ করা জরুরি। সর্ব শক্তিমান প্রত্যেকের জন্য উপযুক্ত ব্যবস্থা করে দিয়েছেন। فَتَبٰرَكَ اللّٰهُ اَحْسَنُ الْخٰلِقِيْنَ

এরপর বিশেষভাবে খর্জুর বৃক্ষ এবং শস্যের কথা উল্লেখ করেছেন। খর্জুর ফল সাধারণভাবে চিত্তবিনোদনের উদ্দেশ্যে খাওয়া হয়। প্রয়োজন হলে এ দ্বারা পূর্ণ খাদ্যের কাজও নেওয়া যায়। শস্যক্ষেত্রে উৎপন্ন শস্য থেকে সাধারণতঃ মানুষের খোরাক এবং জন্তু-জানোয়ারের খাদ্য সংগ্রহ করা হয়।

এ দু'টি বস্তু উল্লেখ করার পর বলা হয়েছে। مُخْتَلِفًا اُكُلُهٗ এখানে اُكُلُهٗ -এর সর্বনাম زَرْعٌ এবং نَخْلٌ উভয়ের দিকে যেতে পারে অর্থ এই যে, খেজুরের বিভিন্ন প্রকার এবং প্রত্যেক প্রকারের বিভিন্ন স্বাদ ও উপকারিতা আছেই। একই পানি,

https://e-ilm.weebly.com/

বাতাস এবং একই মাটি থেকে উৎপন্ন ফলের মধ্যে এত বিরাট ব্যবধান এবং প্রত্যেক প্রকারের উপকারিতা ও বৈশিষ্ট্যের এমন বিস্ময়কর বিভিন্নতা স্বল্প জ্ঞানসম্পন্ন ব্যক্তিকেও একথা স্বীকার করতে বাধ্য করে যে, এদের সৃষ্টিকর্তা এমন এক অচিন্তনীয় সত্তা, যার জ্ঞান ও রহস্য মানুষ অনুমান করতেও সক্ষম নয়।

এরপর আরও দু'টি বস্তুর উল্লেখ করা হয়েছে: যায়তূন ও ডালিম। যায়তূন একাধারে ফল ও তরকারি হয়ে থাকে। এর তৈল সর্বাধিক পরিষ্কার, স্বচ্ছ এবং অসংখ্য গুণাগুণ ও বৈশিষ্ট্যের অধিকারী হয়ে থাকে। এটি হাজারো রোগের উত্তম প্রতিষেধক। এমনিভাবেই ডালিমেরও অনেক গুণাগুণ সবার জানা আছে। এ দুই প্রকার ফলন উল্লেখ করার পর বলা হয়েছে : مُتَشَابِهًا وَّغَيْرَ مُتَشَابِهٍ অর্থাৎ এদের প্রত্যেকটির কিছু ফল রং ও স্বাদের দিক দেয়ে সাদৃশ্যশীল হয় এবং কিছু ফলের রং, স্বাদ ও পরিমাণ একই রূপ হয় এবং ভিন্ন ভিন্নও হয়। যায়তূনের অবস্থাও তদ্রূপ।

এসব বৃক্ষ ও ফল সম্পর্কে উল্লেখ করার পর মানুষের প্রতি দু'টি নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। প্রথম নির্দেশ মানুষের বাসনা ও প্রবৃত্তির দাবির পরিপূরক । বলা হয়েছে : كُلُوا مِنْ ثَمَرِهٖٓ اِذَآ اَثْمَرَ অর্থাৎ এসব বৃক্ষের ও শস্যক্ষেত্রের ফল তখন ভক্ষণ কর। যখন এগুলো ফলন্ত হয়। এতে ইঙ্গিত আছে যে, এসব বিভিন্ন প্রকার বৃক্ষ সৃষ্টি করে সৃষ্টিকর্তা নিজের কোনো প্রয়োজন মেটাতে চান না; বরং তোমাদেরই উপকারের জন্য এগুলো সৃষ্টি করেছেন। অতএব, তোমরা খাও এবং উপকৃত হও। اِذَآ اَثْمَرَ বলে ইঙ্গিত করেছেন যে, বৃক্ষের ডাল থেকে ফল বের করা তোমাদের সাধ্যাতীত কাজ। কাজেই আল্লাহর নির্দেশে যখন ফল বের হয়ে আসে, তখনই তোমরা তা খেতে পার, পরিপক্ব হোক বা না হোক।

ক্ষেতের ওশর : দ্বিতীয় নির্দেশ এই দেওয়া হয়েছে : وَاٰتُوْا حَقَّهٗ يَوْمَ حَصَادِهٖ শব্দের অর্থ আন অথবা আদায় কর ফসল কাটা কিংবা ফল নামানোর সময় কে حَصَادِهٖ বলা হয়। শব্দের সর্বনাম পূর্বোল্লিখিত প্রত্যেকটি খাদ্য বস্তুর দিকে যেতে পারে। বাক্যের অর্থ এই যে, এমন বস্তু খাও, পান করা এবং ব্যবাহর কর; কিন্তু মনে রাখবে যে, ফসল কাটা কিংবা ফল নামানোর সময় এদের হকও আদায় করতে হবে। 'হক' বলে ফকির-মিসকিনকে দান করা বুঝানো হয়েছে : وَالَّذِيْنَ فِيْٓ اَمْوَالِهِمْ حَقٌّ مَّعْلُوْمٌ لِّلسَّآئِلِ وَالْمَحْرُوْمِ অর্থাৎ সৎ লোকদের ধন-সম্পদে নির্দিষ্ট হক রয়েছে ফকির মিসকিনদের।

এখানে সাধারণ সদকা-খয়রাত বুঝানো হয়েছে না ক্ষেতের জাকাত ও ওশর বুঝানো হয়েছে, এসম্পর্কে তাফসীরবিদ সাহাবী ও তাবেয়ীগণের দু'রকম উক্তি রয়েছে। কেউ কেউ প্রথমোক্ত মত প্রকাশ করে প্রমাণ হিসেবে উল্লেখ করেছেন যে, আয়াতটি মক্কায় অবতীর্ণ এবং জাকাত মদিনায় হিজরত করার দুই বছর পর ফরজ হয়েছে। তাই এখানে 'হক' -এর অর্থ ক্ষেতের জাকাত হতে পারে না। পক্ষান্তরে কেউ কেউ আয়াতটিকে মদিনায় অবতীর্ণ বলেছেন এবং حَقٌّ –এর অর্থ জাকাত ও ওশর নিয়েছেন।

তাফসীরবিদ ইবনে কাছীর স্বীয় তাফসীর গ্রন্থে এবং ইবনে আরাবী উন্দুলূসী 'আহকামুল-কুরআন' -এর সিদ্ধান্ত দিয়ে বলেছেন যে, আয়াত মক্কায় অবতীর্ণ হোক অথবা মদিনায়, উভয় অবস্থাতেই এ আয়াত থেকে শস্যক্ষেত্রের জাকাত অর্থাৎ ওশর অর্থ নেওয়া যেতে পারে। কেননা তাঁদের মতে জাকাতের নির্দেশ মক্কায় অবতীর্ণ হয়েছিল। সূরা মুযযাম্মিলের আয়াতে জাকাতের নির্দেশ ব্যক্ত হয়েছে। এ সূরাটি সর্বসম্মতিক্রমে মক্কায় অবতীর্ণ। তবে জাকাতের পরিমাণ ও নেসাব নির্ধারণের নির্দেশ হিজরতের পর অবতীর্ণ হয়েছে। আলোচ্য আয়াত থেকে শুধু এতটুকু জানা যায় যে, ক্ষেতের উৎপন্ন ফসলের উপর আল্লাহ তা'আলার পক্ষ থেকে একটি হক আরোপ করা হয়েছে। এর পরিমাণ আয়াতে উল্লিখিত হয়নি। কাজেই পরিমাণের ব্যাপারে আয়াতটি সংক্ষিপ্ত। মক্কায় পরিমাণ নির্ধারণের প্রয়োজনও ছিল না। কেননা ক্ষেত ও বাগানের ফসল অনায়াসে লাভ করার ব্যাপারে তখন মুসলমানরা নিশ্চিত ছিলেন না। তাই পূর্ব থেকে সৎলোকদের মধ্যে যে নিয়ম প্রচলিত ছিল তাই অনুসৃত হতো। অর্থাৎ ফসল কাটা ও ফল নামানোর সময় যেসব গরিব ও মিসকিন সেখানে উপস্থিত থাকত, তাদেরকে কিছু দান করা হতো। কোনো বিশেষ পরিমাণ নির্ধারিত ছিল না। ইসলাম পূর্বকালে অন্যান্য উম্মতের মধ্যেও ফল ও ফসল এভাবে দান করার প্রথা কুরআন পাকের اِنَّا بَلَوْنٰهُمْ كَمَا بَلَوْنَآ اَصْحٰبَ الْجَنَّةِ আয়াতে বর্ণিত হয়েছে। হিজরতের দু'বছর পর রাসূলুল্লাহ ﷺ যেমন অন্যান্য ধন-সম্পদের জাকাতও নেসাবের পরিমাণ ওহীর নির্দেশক্রমে বর্ণনা করেন, তেমনিভাবে ফসলের জাকাতও বর্ণনা করেন। হযরত মুয়ায ইবনে জাবাল, ইবনে ওমর ও জাবের ইবনে আব্দুল্লাহ (রা.) প্রমুখের রেওয়ায়েতক্রমে বিষয়টি সব হাদীসগ্রন্থে এভাবে বর্ণিত রয়েছে : مَاسَقَتِ السَّمَآءُ فَفِيْهِ الْعُشْرُ وَمَاسُقِيَ بِالسَّانِيَةِ فَنِصْفُ الْعُشْرِ অর্থাৎ যেসব ক্ষেতে পানি সেচনের ব্যবস্থা নেই শুধু বৃষ্টির পানির উপর নির্ভর করতে হয়, সেসব ক্ষেতের উৎপন্ন ফসলের দশ ভাগের এক ভাগ জাকাত হিসেবে দান করা ওয়াজিব এবং যেসব ক্ষেত কূপের পানি দ্বারা সেচ করা হয়, সেগুলোর উৎপন্ন ফসলের বিশ ভাগের এক ভাগ ওয়াজিব।

https://e-ilm.weebly.com/

ইসলামি শরিয়ত জাকাত আইনে সর্বত্র এ বিষয়টিকে মূলনীতি হিসাবে ব্যবহার করেছে। যে ফসলে পরিশ্রম ও ব্যয় কম, তার জাকাতের পরিমাণ বেশি এবং পরিশ্রম ও ব্যয় যে পরিমাণ বৃদ্ধি পায়, জাকাতের পরিমাণও সে পরিমাণে হ্রাস পায়। উদাহরণত যদি কেউ কোনো লুক্কায়িত ধনভাণ্ডার পেয়ে বসে কিংবা সোনা-রূপা ইত্যাদির খনি আবিষ্কৃত হয়, তবে তার পাঁচ ভাগের এক ভাগ জাকাত হিসেবে দান করা ওয়াজিব। কেননা এখানে পরিশ্রম ও ব্যয় কম এবং উৎপাদন বেশি। এরপর বৃষ্টি বিধৌত ক্ষেতের নম্বর আসে। এতে পরিশ্রম ও ব্যয় অপেক্ষাকৃত কম। তাই এর জাকাত পাঁচ ভাগের একের অর্ধেক– অর্থাৎ দশ ভাগের একভাগ ধার্য করা হয়েছে। এরপর রয়েছে ঐক্ষেত, যা কূপ থেকে সেচের মধ্যমে কিংবা খালের পানি ক্রয় করে সিক্ত করা হয়। এতে পরিশ্রম ও খরচ বেড়ে যায়। ফলে এর জাকাত তারও অর্ধেক। অর্থাৎ বিশ ভাগের এক ভাগ ধার্য করা হয়েছে। এরপর আসে সাধারণ সোনা-রূপা ও পণ্য সামগ্রীর পালা। এগুলো অর্জন করতে পরিশ্রম ব্যয় অত্যধিক। এজন্য এগুলোর জাকাত তারও অর্ধেক অর্থাৎ চল্লিশ ভাগের এক ভাগ ধার্য করা হয়েছে।

উল্লিখিত আয়াত ও হাদীসে ক্ষেতের ফসলের জন্য কোনো নেসাব নির্ধারিত হয়নি। তাই ইমাম আবূ হানীফা ও আহমদ ইবনে হাম্বল (র.)-এর মাযহাব এই যে, ক্ষেতের ফসল কম হোক কিংবা বেশি, সর্বাবস্থায় তার জাকাত বের করা জরুরি। সূরা বাকারার যে আয়াতে ক্ষেতের জাকাত উল্লেখ করা হয়েছে, সেখানেও এর কোনো নেসাব বর্ণিত হয়নি। বলা হয়েছে : أَنفِقُوا مِن طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُم مِّنَ الْأَرْضِ অর্থাৎ স্বীয় হালাল উপার্জন থেকে ব্যয় কর এবং ঐ ফসল থেকে, যা আমি তোমাদের জন্য ক্ষেত খামার থেকে উৎপন্ন করেছি।

রাসূলুল্লাহ ﷺ পণ্য-সামগ্রী ও চতুষ্পদ জন্তুর নেসাব বর্ণনা প্রসঙ্গে বলেছেন যে, রূপা সাড়ে বায়ান্ন তোলার কম হলে জাকাত নেই। ছাগল ১০০ এবং উট ৫-এর কম হলে জাকাত নেই। কিন্তু ক্ষেতের ফসল সম্পর্কে পূর্বোল্লেখিত হাদীসে কোনো নেসাব ব্যক্ত করা হয়নি। তাই প্রত্যেক ক্ষেতের ফসলের উপরই উৎপাদনের পরিমাণ অনুসারে দশ ভাগের এক ভাগ কিংবা বিশ ভাগের এক জাকাত দেওয়া ওয়াজিব।

আয়াতের শেষে বলা হয়েছে : وَلَا تُسْرِفُوا إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ অর্থাৎ সীমাতিরিক্ত ব্যয় করো না। কেননা আল্লাহ তা'আলা অপব্যয়ীদেরকে পছন্দ করেন না। এখানে প্রশ্ন হয় যে, আল্লাহর পথে যদি কেউ সমস্ত ধন-সম্পদ; বরং জীবনও ব্যয় করে দেয়, তবে একে অপব্যয় বলা যায় না; বরং যথার্থ প্রাপ্য পরিশোধ হয়েছে এরূপ বলাও কঠিন। এমতাবস্থায় এখানে অপব্যয় করতে নিষেধ করার উদ্দেশ্য কি? উত্তর এই যে, বিশেষ কোনো ক্ষেত্রে অপব্যয়ের ফল স্বভাবত অন্যান্য ক্ষেত্রে ত্রুটিরূপে দেখা দেয় যে ব্যক্তি স্বীয় কামনা- বাসনা চরিতার্থ করতে মুক্ত হস্তে সীমাতিরিক্ত ব্যয় করে, সে সাধারণত অন্যের প্রাপ্য পরিশোধ করতে ত্রুটি করে। এখানে এরূপ ত্রুটি করতেই বারণ করা হয়েছে। অর্থাৎ যদি কেউ একই ক্ষেত্রে স্বীয় যথাসর্বস্ব লুটিয়ে দিয়ে রিক্তহস্ত হয়ে বসে, তবে পরিবার-পরিজন আত্মীয়-স্বজন বরং নিজের প্রাপ্য কিরূপে পরিশোধ করবে। তাই নির্দেশ দেওয়া হয়েছে যে, আল্লাহর পথে ব্যয়ও সুষম হওয়া চাই, যাতে সবার প্রাপ্য পরিশোধ করা সম্ভব হয়।

শব্দ বিশ্লেষণ

كَانُوا يَفْتَرُونَ : সীগাহ جمع مذكر غائب বহছ ماضى استمرارى معروف বাব اِفْتِعَالٌ মাসদার اَلْاِفْتِرَاءُ মূলবর্ণ (ف . ر . ى) জিনস ناقص يائى অর্থ– তারা মিথ্যা রচনা করছিল।

سَيَجْزِيهِمْ : সীগাহ واحد مذكر غائب বহছ مضارع معروف বাব ضَرَبَ মাসদার اَلْجَزَاءُ মূলবর্ণ (ج . ز . ى) জিনস ناقص يائى অর্থ– অচিরেই তিনি শাস্তি দিবেন।

مَعْرُوشَاتٍ : শব্দটি বহুবচন, একবচন معروشة অর্থ– মাচাযুক্ত, মাচার উপর রক্ষিত।

الرُّمَّانَ : শব্দটি বহুবচন; একবচন رمانة অর্থ– আনার, ডালিম, বেদানা।

مُتَشَابِهًا : সীগাহ واحد مذكر বহছ اسم فاعل বাব تَفَاعُلٌ মাসদার اَلتَّشَابُهُ মূলবর্ণ (ش . ب . ه) জিনস صحيح অর্থ– সদৃশ, সাদৃশ্যশীল।

آتُوا : সীগাহ جمع مذكر حاضر বহছ امر حاضر معروف বাব اِفْعَالٌ মাসদার اَلْاِيْتَاءُ মূলবর্ণ (ا . ت . ى) জিনসে মুরাক্কাব ناقص يائى ও مهموز فاء অর্থ– তোমরা দান কর।

https://e-ilm.weebly.com/

ثَمٰنِيَةَ اَزْوَاجٍ ۚ مِنَ الضَّاْنِ اثْنَيْنِ وَمِنَ الْمَعْزِ اثْنَيْنِ ؕ قُلْ ءٰٓالذَّكَرَيْنِ حَرَّمَ اَمِ الْاُنْثَيَيْنِ اَمَّا اشْتَمَلَتْ عَلَيْهِ اَرْحَامُ الْاُنْثَيَيْنِ ؕ نَبِّـُٔوْنِيْ بِعِلْمٍ اِنْ كُنْتُمْ صٰدِقِيْنَ ۙ (١٤٣)

অনুবাদ : (১৪৩) [তিনি সৃষ্টি করেছেন] আটটি নর ও মাদী, অর্থাৎ ভেড়া [ও দুম্বা]-এর মধ্যে দুই প্রকার, এবং বকরির মধ্যে দুই প্রকার, আপনি বলুন, আল্লাহ তা'আলা কি এতদুভয় নরকে হারাম বলেছেন, অথবা উভয় মাদীকে, অথবা তাকে যা উভয় মাদী গর্ভে ধারণ করে আছে? তোমরা আমাকে প্রমাণ সহকারে তো বল, যদি তোমরা সত্যবাদী হও।

وَمِنَ الْاِبِلِ اثْنَيْنِ وَمِنَ الْبَقَرِ اثْنَيْنِ ؕ قُلْ ءٰٓالذَّكَرَيْنِ حَرَّمَ اَمِ الْاُنْثَيَيْنِ اَمَّا اشْتَمَلَتْ عَلَيْهِ اَرْحَامُ الْاُنْثَيَيْنِ ؕ اَمْ كُنْتُمْ شُهَدَآءَ اِذْ وَصّٰىكُمُ اللّٰهُ بِهٰذَا ۚ فَمَنْ اَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرٰى عَلَى اللّٰهِ كَذِبًا لِّيُضِلَّ النَّاسَ بِغَيْرِ عِلْمٍ ؕ اِنَّ اللّٰهَ لَا يَهْدِى الْقَوْمَ الظّٰلِمِيْنَ (١٤٤) ع ١٧

(১৪৪) আর উটের মধ্যে দুই প্রকার ও গরুর মধ্যে দুই প্রকার, [নর ও মাদী] আপনি বলুন, আল্লাহ কি এতদুভয় নরকে হারাম বলেছেন, অথবা উভয় মাদীকে? অথবা তাকে যা উভয় মাদী গর্ভে ধারণ করে আছে? তোমরা কি উপস্থিত ছিলে যখন আল্লাহ তা'আলা তোমাদেরকে এর [অবৈধতা ও বৈধতার] আদেশ করেন? তবে তার চেয়ে অধিক জালেম আর কে হবে, যে ব্যক্তি বিনা প্রমাণে আল্লাহর প্রতি মিথ্যা অপবাদ আরোপ করে লোকদেরকে বিভ্রান্ত করার উদ্দেশ্যে, নিশ্চয় আল্লাহ পাক জালেমদেরকে পথ প্রদর্শন করবেন না।

শাব্দিক অনুবাদ

(১৪৩) ثَمٰنِيَةَ اَزْوَاجٍ [তিনি সৃষ্টি করেছেন] আটটি নর ও মাদী مِنَ الضَّاْنِ اثْنَيْنِ অর্থাৎ ভেড়া [ও দুম্বা]-এর মধ্যে দুই প্রকার وَمِنَ الْمَعْزِ اثْنَيْنِ এবং বকরির মধ্যে দুই প্রকার قُلْ আপনি বলুন ءٰٓالذَّكَرَيْنِ حَرَّمَ আল্লাহ তা'আলা কি এতদুভয় নরকে হারাম বলেছেন اَمِ الْاُنْثَيَيْنِ অথবা উভয় মাদীকে اَمَّا اشْتَمَلَتْ عَلَيْهِ اَرْحَامُ الْاُنْثَيَيْنِ অথবা তাকে যা উভয় মাদী গর্ভে ধারণ করে আছে? نَبِّـُٔوْنِيْ بِعِلْمٍ তোমরা আমাকে প্রমাণ সহকারে তো বল اِنْ كُنْتُمْ صٰدِقِيْنَ যদি তোমরা সত্যবাদী হও।

(১৪৪) وَمِنَ الْاِبِلِ اثْنَيْنِ আর উটের মধ্যে দুই প্রকার وَمِنَ الْبَقَرِ اثْنَيْنِ ও গরুর মধ্যে দুই প্রকার, [নর ও মাদী] قُلْ আপনি বলুন ءٰٓالذَّكَرَيْنِ حَرَّمَ আল্লাহ কি এতদুভয় নরকে হারাম বলেছেন اَمِ الْاُنْثَيَيْنِ অথবা উভয় মাদীকে? اَمَّا اشْتَمَلَتْ عَلَيْهِ اَرْحَامُ الْاُنْثَيَيْنِ অথবা তাকে যা উভয় মাদী গর্ভে ধারণ করে আছে? اَمْ كُنْتُمْ شُهَدَآءَ তোমরা কি উপস্থিত ছিলে اِذْ وَصّٰىكُمُ اللّٰهُ بِهٰذَا যখন আল্লাহ তা'আলা তোমাদেরকে এর [অবৈধতা ও বৈধতার] আদেশ করেন? فَمَنْ اَظْلَمُ তবে তার চেয়ে অধিক জালেম আর কে হবে مِمَّنِ افْتَرٰى عَلَى اللّٰهِ كَذِبًا যে ব্যক্তি আল্লাহর প্রতি মিথ্যা অপবাদ আরোপ করে لِّيُضِلَّ النَّاسَ লোকদেরকে বিভ্রান্ত করার উদ্দেশ্যে بِغَيْرِ عِلْمٍ বিনা প্রমাণে اِنَّ اللّٰهَ لَا يَهْدِى الْقَوْمَ الظّٰلِمِيْنَ নিশ্চয় আল্লাহ পাক জালেমদেরকে পথ প্রদর্শন করবেন না।

https://e-ilm.weebly.com/

অনুবাদ : (১৪৫) আপনি বলে দিন, যে সমস্ত আহকাম ওহীর মাধ্যমে আমার নিকট পৌঁছেছে, তাতে তো আমি কোনো হারাম খাদ্য দেখছি না কোনো ভক্ষণকারীর জন্য যে তা ভক্ষণ করে, কিন্তু মৃত [জীব] কিংবা প্রবহমান রক্ত কিংবা শূকরের মাংস [হারাম], কেননা শূকর সম্পূর্ণ নাপাক, অথবা যা শিরকের উপকরণ, আল্লাহ ব্যতীত অন্য কারো নামে যেগুলো উৎসর্গ করা হয়েছে [এগুলো সমস্তই হারাম] অনন্তর যে ব্যক্তি [ক্ষুধায়] অনন্যোপায় হয়ে পড়ে, এই শর্তে যে, সে স্বাদ গ্রহণেচ্ছুক না হয় এবং সীমা অতিক্রমকারীও না হয়, তবে অবশ্যই আপনার প্রতিপালক অতীব মার্জনাকারী, পরম দয়ালু।	قُلْ لَّآ اَجِدُ فِيْ مَآ اُوْحِيَ اِلَيَّ مُحَرَّمًا عَلٰى طَاعِمٍ يَّطْعَمُهٗٓ اِلَّآ اَنْ يَّكُوْنَ مَيْتَةً اَوْ دَمًا مَّسْفُوْحًا اَوْ لَحْمَ خِنْزِيْرٍ فَاِنَّهٗ رِجْسٌ اَوْ فِسْقًا اُهِلَّ لِغَيْرِ اللّٰهِ بِهٖ ۚ فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَّلَا عَادٍ فَاِنَّ رَبَّكَ غَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ (١٤٥)
(১৪৬) আর আমি ইহুদিদের জন্য সকল নখরবিশিষ্ট জীব হারাম করে দিয়েছিলাম এবং গরু ও ছাগল হতে তাদের জন্য উভয়ের চর্বি হারাম করেছিলাম, কিন্তু যা তাদের পিঠের উপর অথবা অন্ত্রের সাথে জড়িত অথবা হাড়ের সাথে মিলিত থাকে, তাদের দুষ্টামির দরুন তাদেরকে এই শাস্তি দিয়েছিলাম, আর আমি নিশ্চয় সত্যবাদী।	وَعَلَى الَّذِيْنَ هَادُوْا حَرَّمْنَا كُلَّ ذِيْ ظُفُرٍ ۚ وَمِنَ الْبَقَرِ وَالْغَنَمِ حَرَّمْنَا عَلَيْهِمْ شُحُوْمَهُمَآ اِلَّا مَا حَمَلَتْ ظُهُوْرُهُمَآ اَوِ الْحَوَايَآ اَوْ مَا اخْتَلَطَ بِعَظْمٍ ۚ ذٰلِكَ جَزَيْنٰهُمْ بِبَغْيِهِمْ ۖ وَاِنَّا لَصٰدِقُوْنَ (١٤٦)

শাব্দিক অনুবাদ

(১৪৫) قُلْ আপনি বলে দিন لَّآ اَجِدُ তাতে তো আমি দেখছি না فِيْ مَآ اُوْحِيَ اِلَيَّ যে সমস্ত আহকাম ওহীর মাধ্যমে আমার নিকট পৌঁছেছে مُحَرَّمًا কোনো হারাম খাদ্য عَلٰى طَاعِمٍ কোনো ভক্ষণকারীর জন্য يَّطْعَمُهٗٓ যে তা ভক্ষণ করে اِلَّآ اَنْ يَّكُوْنَ مَيْتَةً কিন্তু মৃত [জীব] اَوْ دَمًا مَّسْفُوْحًا কিংবা প্রবহমান রক্ত اَوْ لَحْمَ خِنْزِيْرٍ কিংবা শূকরের মাংস [হারাম] فَاِنَّهٗ رِجْسٌ কেননা শূকর সম্পূর্ণ নাপাক اَوْ فِسْقًا অথবা যা শিরকের উপকরণ اُهِلَّ لِغَيْرِ اللّٰهِ بِهٖ আল্লাহ ব্যতীত অন্য কারো নামে যেগুলো উৎসর্গ করা হয়েছে [এগুলো সমস্তই হারাম] فَمَنِ اضْطُرَّ অনন্তর যে ব্যক্তি [ক্ষুধায়] অনন্যোপায় হয়ে পড়ে غَيْرَ بَاغٍ এই শর্তে যে, সে স্বাদ গ্রহণেচ্ছুক না হয় وَّلَا عَادٍ এবং সীমা অতিক্রমকারীও না হয় فَاِنَّ رَبَّكَ তবে অবশ্যই আপনার প্রতিপালক غَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ অতীব মার্জনাকারী, পরম দয়ালু।

(১৪৬) وَعَلَى الَّذِيْنَ هَادُوْا আর ইহুদিদের জন্য حَرَّمْنَا আমি হারাম করে দিয়েছিলাম كُلَّ ذِيْ ظُفُرٍ সকল নখরবিশিষ্ট জীব وَمِنَ الْبَقَرِ وَالْغَنَمِ এবং গরু ও ছাগল হতে حَرَّمْنَا عَلَيْهِمْ شُحُوْمَهُمَآ তাদের জন্য উভয়ের চর্বি হারাম করেছিলাম اِلَّا مَا حَمَلَتْ ظُهُوْرُهُمَآ কিন্তু যা তাদের পিঠের উপর اَوِ الْحَوَايَآ অথবা অন্ত্রের সাথে জড়িত اَوْ مَا اخْتَلَطَ بِعَظْمٍ অথবা হাড়ের সাথে মিলিত থাকে ذٰلِكَ جَزَيْنٰهُمْ بِبَغْيِهِمْ তাদের দুষ্টামির দরুন তাদেরকে এই শাস্তি দিয়েছিলাম وَاِنَّا لَصٰدِقُوْنَ আর আমি নিশ্চয় সত্যবাদী।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

(১৪৪) قوله وَمِنَ الْاِبِلِ اثْنَيْنِ وَمِنَ الْبَقَرِ اثْنَيْنِ الخ **আয়াতের শানে নুযূল :** আখফাশ ও আলী বিন সুলায়মান বলেন, আলোচ্য আয়াত মালিক বিন আওফ ও তার সাথীদের সম্পর্কে নাজিল হয়েছে। তারা বলত যে, এসকল চতুষ্পদ প্রাণীদের পেটে যে বাচ্চাই রয়েছে, তা একমাত্র আমাদের পুরুষদের জন্য বৈধ এবং মহিলাদের জন্য অবৈধ ও হারাম। সুতরাং আল্লাহ তাঁর নবী ও ঈমানদার বান্দাদেরকে সে সম্পর্কীয় বিধান অবহিত করার জন্য আলোচ্য আয়াত অবতীর্ণ করেন। -[কুরতুবী ১০০/৭]

(১৪৫) قوله قُلْ لَّآ اَجِدُ فِيْ مَآ اُوْحِيَ اِلَيَّ مُحَرَّمًا عَلٰى طَاعِمٍ يَّطْعَمُهٗٓ اِلَّآ اَنْ يَّكُوْنَ مَيْتَةً الخ **আয়াতের শানে নুযূল :** আবদ বিন হুমাইদ ত্বাউসের উদ্ধৃতি দিয়ে বলেন, জাহিলী যুগের মানুষেরা কতক বস্তুকে হারাম হিসেবে চিহ্নিত করত। আর কতক বস্তুকে হালাল হিসেবে নির্ধারণ করত। সুতরাং আল্লাহ তা'আলা হালাল এবং হারামের বিধান বর্ণনা করেই আলোচ্য আয়াত নাজিল করেন। -[ফাতহুল কাদীর ১৭২/২]

https://e-ilm.weebly.com/

قوله اِلَّا اَنْ يَّكُوْنَ مَيْتَةً اَوْ دَمًا مَّسْفُوْحًا الخ -এর ব্যাখ্যা : আয়াতে চরটি বস্তুর সাথে হারাম হওয়া সংশ্লিষ্ট রয়েছে কিনা? সে সম্পর্কে বিভিন্ন অভিমত লক্ষ্য করা যায়। সুতরাং ইমাম মালেক (র.)-এর প্রকাশ্য মাযহাব এই যে, চারটি বস্তুর সাথেই হারাম হওয়া সংশ্লিষ্ট রয়েছে। তিনি এই আয়াতকে দলিল স্বরূপ পেশ করেছেন। কিন্তু অধিকাংশ ওলামাগণের অভিমত হলো আহার্য বস্তুর হারামকৃত বস্তু উপরিউক্ত চারটির মধ্যেই সীমাবদ্ধ নয়। কেননা ঐ চারটি কুরআন দ্বারা হারাম করা হয়েছে। সুতরাং আয়াতের অর্থ হলো, তোমরা যে সব বস্তু হারাম করেছ তার কোনোটিই এই পর্যন্ত আমার নিকট নাজিলকৃত বিধানে এ চারটি বস্তু ব্যতীত কিছুই পাইনি। এ আয়াত অবতীর্ণের সময় এ চারটি বস্তুই হারাম বস্তুই হারাম হওয়ার বিধান অবতীর্ণ হয়েছে, অন্যান্য হারামের বিধান এ আয়াত অবতীর্ণের পর জারি হয়েছে। সুতরাং সীমাবদ্ধতার আওতায় উক্ত আয়াতকে জড়িত করা কিছুতেই সমীচীন নয়।

قوله اُهِلَّ لِغَيْرِ اللّٰهِ بِهٖ -এর মর্মার্থ : যে সমস্ত জীব-জন্তুতে আল্লাহ ছাড়া অন্যের নাম উচ্চারিত হয়েছে, ঠাকুর দেবতাদের নামে নজর-মানতের জন্তু, তাদের সান্নিধ্য ও সন্তোষ লাভে যা উৎসর্গীত তা আল্লাহ তা'আলার নাম নিয়ে জবাই করা হোক না কেন নিঃসন্দেহে হারাম। তবে যদি কেউ গায়রুল্লাহর নামে মানত করার পর নিজের ভুল বুঝাতে পারে, সতর্ক হয়, তা পাপ মনে করে নিজের নিয়ত বদলিয়ে নেয়, সংশোধন করে, তওবা করে তা জবাই করে তবে তা হালাল হবে, তা খেতে কোনো দোষ নেই।

قوله غَيْرَ بَاغٍ وَّلَا عَادٍ-এর মর্মার্থ : ইমাম শাফেয়ী (র.)-এর মতে সাধারণ মুসলমানদের স্বার্থের বিরুদ্ধে সংগ্রাম ও বিরুদ্ধাচরণকারী بَاغِي আর চুরি ডাকাতি রাহাজানি ইত্যাদির দ্বারা মুসলমানদের সীমালজ্ঘণকারী عَادِيْ- ইমাম আবূ হানীফা (র.)-এর মতে যে ব্যক্তি মৃত খাওয়ার ব্যাপারে অপর (مُضْطَرّ) -এর উপর নিজেকে প্রাধান্য দেওয়ায় যে অপর ব্যক্তি প্রাণ হারাল সে ব্যক্তি بَاغِيْ আর যে ব্যক্তি سَدَّ رَمَقْ -এর সীমা অতিক্রম করে পেট ভরে খেল সেই ব্যক্তি عادي আয়াতে فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَّلَا عَادٍ দ্বারা আল্লাহ তা'আলা মানুষের জন্য আহার্য বস্তু না পাওয়া অবস্থায় জীবন রক্ষার্থে হারাম বস্তু ভক্ষণের অবকাশ দিয়েছেন। কিন্তু কি পরিমাণ আহার করা জায়েজ এ ব্যাপারে ফকীহগণ বিভিন্ন মতবাদ প্রকাশ করেছেন। ইমাম আবূ হানীফা ও ইমাম শাফেয়ী (র.)-এর মতে, জীবন রক্ষার্থে ক্ষুধা নিবারণের পরিমাণ হারাম বস্তু আহার করা জায়েজ। এটাই হলো আল্লাহভীরুতার নিদর্শন। ইমাম আহমদ ও মালেক (র.)-এর বলেন, এ অবস্থায় পরিতৃপ্তি হওয়া পরিমাণ হারাম বস্তু আহার করা জায়েজ।

মাসআলা : কোনো ব্যক্তি গুনাহের সংকল্প করে ভ্রমণে গেল। ইমাম শাফেয়ী (র.) বলেন, তার জন্য নিরূপায় অবস্থায়ও হারাম খাদ্য খাওয়া জয়েজ নয়। ইমাম আবূ হানীফা (র.)-এর মতে নিরূপায় অবস্থায় হলে তার জন্য মৃত প্রাণী খাওয়া জায়েজ।

قوله حَرَّمْنَا عَلَيْهِمْ شُحُوْمَهُمَا -এর ব্যাখ্যা : বনী ইসরাঈলের উপর দু'প্রকার চর্বি হারাম (১)পেটের চর্বি যাকে ثُرُوْب বলে। (২) شَحْمُ الْكُلْيَتَيْنِ যা মুলতাসিক এবং মিলিত যে চর্বি। এটা ছাড়া পৃষ্ঠ দেশের চর্বি, নাড়িভুড়ির চর্বি ও হাড়ের সাথে মিশ্রিত চর্বি হারামের অন্তর্ভুক্ত ছিল না।

শব্দ বিশ্লেষণ

اَلضَّاْنُ : শব্দটি একবচন; বহুবচন ضَائِنٌ অর্থ– মেষ, ভেড়া।

اَلْمَعْزُ : শব্দটি একবচন; বহুবচন مَاعِزٌ অর্থ– বকরি, ছাগল।

ذَكَرَيْنِ : শব্দটি দ্বিবচন,; একবচন ذَكَرٌ বহুবচন ذُكُوْرٌ অর্থ– নর, পুরুষ।

اِبِلٌ : শব্দটি একবচন; বহুবচন اٰبَالٌ، اَبِيْلٌ অর্থ– উট।

اَلْبَقَرُ : শব্দটি একবচন; বহুবচন اَبْقَارٌ، بُقُوْرٌ অর্থ– গরু, ষাড়, গবাদি পশু।

مَسْفُوْحًا : সীগাহ واحد مذكر বহছ اسم مفعول বাব فَتَحَ মাসদার اَلسَّفْحُ মূলবর্ণ (س . ف . ح) জিনস صحيح অর্থ– প্রবহমান, প্রবাহিত।

بَاغٍ : সীগাহ واحد مذكر বহছ اسم فاعل বাব ضَرَبَ মাসদার اَلْبِغَاءُ মূলবর্ণ (ب . غ . ى) জিনস ناقص يائى অর্থ– স্বাদ গ্রহণেচ্ছুক, কামনাকারী।

عَادٍ : সীগাহ واحد مذكر বহছ اسم فاعل বাব نَصَرَ মাসদার اَلْعُدْوَانُ মূলবর্ণ (ع . د . و) জিনস ناقص واوى অর্থ– সীমালজ্ঘনকারী, সীমাতিক্রমকারী।

شُحُوْمٌ : শব্দটি বহুবচন; একবচন شَحْمٌ অর্থ– চর্বি, মেদ, তেল।

ظُهُوْرٌ : শব্দটি বহুবচন; একবচন ظَهْرٌ অর্থ– পিঠ, পৃষ্ঠ, বহিরভাগ।

اَلْحَوَايَا : শব্দটি বহুবচন; একবচন حَاوِيَةٌ ও حَاوِيَاءُ অর্থ– অন্তভূড়ি, নাড়িভূড়ি।

https://e-ilm.weebly.com/

https://e-ilm.weebly.com/

فَإِنْ كَذَّبُوكَ فَقُلْ رَّبُّكُمْ ذُو رَحْمَةٍ وَّاسِعَةٍ ۚ وَلَا يُرَدُّ بَأْسُهُ عَنِ الْقَوْمِ الْمُجْرِمِينَ (١٤٧)

অনুবাদ : (১৪৭) অতঃপর যদি তারা আপনাকে মিথ্যাবাদী বলে, তবে আপনি বলে দিন, তোমাদের প্রতিপালক সুপ্রশস্ত করুণাবান, এবং তাঁর শাস্তি অপরাধীদের থেকে টলবে না।

سَيَقُولُ الَّذِينَ أَشْرَكُوا لَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا أَشْرَكْنَا وَلَا آبَاؤُنَا وَلَا حَرَّمْنَا مِنْ شَيْءٍ ۚ كَذَٰلِكَ كَذَّبَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ حَتَّىٰ ذَاقُوا بَأْسَنَا ۗ قُلْ هَلْ عِنْدَكُمْ مِنْ عِلْمٍ فَتُخْرِجُوهُ لَنَا ۖ إِنْ تَتَّبِعُونَ إِلَّا الظَّنَّ وَإِنْ أَنْتُمْ إِلَّا تَخْرُصُونَ (١٤٨)

(১৪৮) এই মুশরিকরা এরূপ বলতে উদ্যত যে, যদি আল্লাহর মঞ্জুর হতো, তবে আমরাও শিরক করতাম না এবং আমাদের পূর্ব পুরুষরাও না, আর আমরা কোনো বস্তুকে হারামও বলতে পারতাম না, এরূপেই তাদের পূর্ববর্তীরাও [রাসূলগণকে] মিথ্যাবাদী সাব্যস্ত করেছে, যে পর্যন্ত না তারা আমার আজাবের আস্বাদ গ্রহণ করেছে, আপনি বলুন, তোমাদের নিকট কোনো প্রমাণ আছে কি, যে তা আমাদের নিকট প্রকাশ করবে? তোমরা কেবল অলীক কল্পনার পিছনেই চলছ, এবং তোমরা সম্পূর্ণ অনুমানের উপরই বলছ।

قُلْ فَلِلَّهِ الْحُجَّةُ الْبَالِغَةُ ۖ فَلَوْ شَاءَ لَهَدَاكُمْ أَجْمَعِينَ (١٤٩)

(১৪৯) আপনি বলুন, পূর্ণ যুক্তি-প্রমাণ কেবল আল্লাহরই রয়েছে, অনন্তর যদি তিনি চাইতেন, তবে তোমাদের সকলকে পথে আনয়ন করতেন।

শাব্দিক অনুবাদ

(১৪৭) فَإِنْ كَذَّبُوكَ অতঃপর যদি তারা আপনাকে মিথ্যাবাদী বলে فَقُلْ তবে আপনি বলে দিন رَبُّكُمْ ذُو رَحْمَةٍ وَاسِعَةٍ তোমাদের প্রতিপালক সুপ্রশস্ত করুণাবান وَلَا يُرَدُّ بَأْسُهُ এবং তাঁর শাস্তি টলবে না عَنِ الْقَوْمِ الْمُجْرِمِينَ অপরাধীদের থেকে।

(১৪৮) سَيَقُولُ الَّذِينَ أَشْرَكُوا এই মুশরিকরা এরূপ বলতে উদ্যত যে لَوْ شَاءَ اللَّهُ যদি আল্লাহর মঞ্জুর হতো مَا أَشْرَكْنَا তবে আমরাও শিরক করতাম না وَلَا آبَاؤُنَا এবং আমাদের পূর্ব পুরুষরাও না وَلَا حَرَّمْنَا مِنْ شَيْءٍ আর আমরা কোনো বস্তুকে হারামও বলতে পারতাম না كَذَٰلِكَ এরূপেই كَذَّبَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ তাদের পূর্ববর্তীরাও [রাসূলগণকে] মিথ্যাবাদী সাব্যস্ত করেছে حَتَّىٰ ذَاقُوا بَأْسَنَا যে পর্যন্ত না তারা আমার আজাবের আস্বাদ গ্রহণ করেছে قُلْ আপনি বলুন هَلْ عِنْدَكُمْ مِنْ عِلْمٍ তোমাদের নিকট কোনো প্রমাণ আছে কি فَتُخْرِجُوهُ لَنَا যে তা আমাদের নিকট প্রকাশ করবে إِنْ تَتَّبِعُونَ إِلَّا الظَّنَّ তোমরা কেবল অলীক কল্পনার পিছনেই চলছ وَإِنْ أَنْتُمْ إِلَّا تَخْرُصُونَ এবং তোমরা সম্পূর্ণ অনুমানের উপরই বলছ।

(১৪৯) قُلْ আপনি বলুন فَلِلَّهِ الْحُجَّةُ الْبَالِغَةُ পূর্ণ যুক্তি-প্রমাণ কেবল আল্লাহরই রয়েছে فَلَوْ شَاءَ অনন্তর যদি তিনি চাইতেন لَهَدَاكُمْ أَجْمَعِينَ তবে তোমাদের সকলকে পথে আনয়ন করতেন।

قُلْ هَلُمَّ شُهَدَآءَكُمُ الَّذِيْنَ يَشْهَدُوْنَ اَنَّ اللّٰهَ حَرَّمَ هٰذَا ۚ فَاِنْ شَهِدُوْا فَلَا تَشْهَدْ مَعَهُمْ ۚ وَلَا تَتَّبِعْ اَهْوَآءَ الَّذِيْنَ كَذَّبُوْا بِاٰيٰتِنَا وَالَّذِيْنَ لَا يُؤْمِنُوْنَ بِالْاٰخِرَةِ وَهُمْ بِرَبِّهِمْ يَعْدِلُوْنَ (١٥٠) ع ١٨

অনুবাদ : (১৫০) আপনি বলুন, নিজেদের সাক্ষীদেরকে আন যারা এর সাক্ষ্য দেয় যে, আল্লাহ তা'আলা এই বস্তুগুলোকে হারাম করেছেন, অনন্তর যদি তারা সাক্ষ্য প্রদানও করে, তবুও আপনি সেই সাক্ষ্য গ্রহণ করবেন না, এবং এরূপ লোকদের অমূলক ধারণার অনুসরণ করবেন না, যারা আমার আয়াতগুলোকে মিথ্যা সাব্যস্ত করে, এবং যারা আখেরাতের প্রতি ঈমান রাখে না, আর তারা স্বীয় প্রতিপালকের সমকক্ষ অন্যকে সাব্যস্ত করে।

قُلْ تَعَالَوْا اَتْلُ مَا حَرَّمَ رَبُّكُمْ عَلَيْكُمْ اَلَّا تُشْرِكُوْا بِهٖ شَيْـًٔا وَّبِالْوَالِدَيْنِ اِحْسَانًا ۚ وَلَا تَقْتُلُوْٓا اَوْلَادَكُمْ مِّنْ اِمْلَاقٍ ؕ نَحْنُ نَرْزُقُكُمْ وَاِيَّاهُمْ ۚ وَلَا تَقْرَبُوا الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ ۚ وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِيْ حَرَّمَ اللّٰهُ اِلَّا بِالْحَقِّ ؕ ذٰلِكُمْ وَصّٰكُمْ بِهٖ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُوْنَ (١٥١)

(১৫১) আপনি বলুন, আস, আমি তোমাদেরকে ঐ সকল বিষয়গুলো পড়ে শুনাই, যেগুলো তোমাদের রব তোমাদের জন্য হারাম করে দিয়েছেন, তা এই যে, আল্লাহ তা'আলার সাথে কোনো বস্তুকে শরিক স্থির করো না, আর পিতা-মাতার সাথে সদ্ব্যবহার করবে এবং নিজেদের সন্তানদেরকে দারিদ্র্যের কারণে হত্যা করো না, আমি এদেরকে এবং তোমাদের রিজিক দান করব, এবং লজ্জাহীনতার যত পন্থা আছে তার নিকটেও যেয়ো না, তা প্রকাশ্যই হোক আর গোপনই হোক, আর যাকে হত্যা করা আল্লাহ হারাম করেছেন, তাকে হত্যা করো না, কিন্তু হকভাবে [শরিয়তানুযায়ী] এ বিষয়ে তোমাদেরকে তাকীদী নির্দেশ দিয়েছেন, যেন তোমরা উপলব্ধি কর।

শাব্দিক অনুবাদ

(১৫০) قُلْ আপনি বলুন هَلُمَّ شُهَدَآءَكُمُ নিজেদের সাক্ষীদেরকে আন الَّذِيْنَ يَشْهَدُوْنَ যারা এর সাক্ষ্য দেয় যে اَنَّ اللّٰهَ حَرَّمَ هٰذَا আল্লাহ তা'আলা এই বস্তুগুলোকে হারাম করেছেন فَاِنْ شَهِدُوْا অনন্তর যদি তারা সাক্ষ্য প্রদানও করে فَلَا تَشْهَدْ مَعَهُمْ তবুও আপনি সেই সাক্ষ্য গ্রহণ করবেন না وَلَا تَتَّبِعْ اَهْوَآءَ এবং এরূপ লোকদের অমূলক ধারণার অনুসরণ করবেন না الَّذِيْنَ كَذَّبُوْا بِاٰيٰتِنَا যারা আমার আয়াতগুলোকে মিথ্যা সাব্যস্ত করে لَا يُؤْمِنُوْنَ بِالْاٰخِرَةِ এবং যারা আখেরাতের প্রতি ঈমান রাখে না وَهُمْ بِرَبِّهِمْ يَعْدِلُوْنَ আর তারা স্বীয় প্রতিপালকের সমকক্ষ অন্যেকে সাব্যস্ত করে।

(১৫১) قُلْ আপনি বলুন। تَعَالَوْا আস اَتْلُ আমি তোমাদেরকে ঐ সকল বিষয়গুলো পড়ে শুনাই مَا حَرَّمَ رَبُّكُمْ عَلَيْكُمْ যেগুলো তোমাদের রব তোমাদের জন্য হারাম করে দিয়েছেন اَلَّا تُشْرِكُوْا بِهٖ شَيْـًٔا তা এই যে, আল্লাহ তা'আলার সাথে কোনো বস্তুকে শরিক স্থির করো না وَّبِالْوَالِدَيْنِ اِحْسَانًا আর পিতা-মাতার সাথে সদ্ব্যবহার করবে। وَلَا تَقْتُلُوْٓا اَوْلَادَكُمْ مِّنْ اِمْلَاقٍ এবং নিজেদের সন্তানদেরকে দারিদ্র্যের কারণে হত্যা করো না نَحْنُ نَرْزُقُكُمْ وَاِيَّاهُمْ আমি এদেরকে এবং তোমাদের রিজিক দান করব وَلَا تَقْرَبُوا الْفَوَاحِشَ এবং লজ্জাহীনতার যত পন্থা আছে তার নিকটেও যেয়ো না مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ তা প্রকাশ্যই হোক আর গোপনই হোক وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ আর তাকে হত্যা করো না الَّتِيْ حَرَّمَ اللّٰهُ যাকে হত্যা করা আল্লাহ হারাম করেছেন اِلَّا بِالْحَقِّ কিন্তু হকভাবে [শরিয়তানুযায়ী] ذٰلِكُمْ وَصّٰكُمْ بِهٖ এ বিষয়ে তোমাদেরকে তাকীদী নির্দেশ দিয়েছেন لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُوْنَ যেন তোমরা উপলব্ধি কর।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

(১৫০) قوله قُلْ هَلُمَّ شُهَدَآءَكُمُ الَّذِيْنَ يَشْهَدُوْنَ اَنَّ اللّٰهَ حَرَّمَ هٰذَا الخ **আয়াতের শানে নুযূল :** আল্লামা নাক্কাশ বলেন, আলোচ্য আয়াত দাহরিয়া, যিন্দীক যারা রাসূলকে মিথ্যায় প্রতিপন্ন করত, তবে তারা পরজগতের জীবনের প্রতি বিশ্বাস রাখত। বলাবাহুল্য তারা মূর্তি পূজা করত এবং ইবাদতের ক্ষেত্রে আল্লাহর সাথে অন্যদেরকে অংশীদার নির্ধারণ করত। তাদের এহেন শিরকি আকিদা পোষণ করা সম্পর্কে আলোচ্য আয়াতাংশ নাজিল করা হয়েছে। –[বাহরে মুহীত ২৫০/৪]

https://e-ilm.weebly.com/

قوله لَوْ شَآءَ اللّٰهُ مَآ اَشْرَكْنَا **-এর ব্যাখ্যা :** আল্লাহ তা'আলা ইচ্ছা করলে আমরা শিরক করতাম না। এ সমস্ত কাজ, কর্ম আচার আচরণ, উল্লিখিত বস্তু হারাম এবং নিষিদ্ধ বলেও ঘোষণা করতাম না। যখন আমরা তাঁরই রাজত্বে তাঁরই ক্ষমতাধীনে এ সমস্ত কাজ করে যাচ্ছি, শক্তি এবং ক্ষমতা থাকা সত্ত্বেও তিনি যখন এতে বাধা দান করছেন না তখন স্বভাবতই বুঝা যায় যে, আমরা যা কিছু করছি, আমাদের আচার আচরণ সমস্তই তাঁর কাছে বৈধ এবং প্রিয়। এ উক্তি দ্বারা মুশরিকদের স্বীয় কৃতকর্ম এবং পাপাচারের বৈধতা, উত্তমতা এবং আল্লাহ প্রিয়তা যদি উদ্দেশ্য হয়, তথা সবই আল্লাহর মর্জি, আমরা নিরীহ অক্ষম মানুষ, আমরা কি করতে পারি? ভালো-মন্দ, পাপ পুণ্য সবই তাঁর হাতে, তার ইচ্ছায়ই আমরা এ সমস্ত আচরণ করছি।

অতএব নবী এবং রাসূল কেন আল্লাহর ইচ্ছার বিরুদ্ধে আমাদের প্রতিবন্ধকতা করেন? কেন তারা আমাদেরকে আল্লাহর আজাবের ভয় দেখাচ্ছেন? এ কথাই যদি মুশরিকরা বলতে চায় তখন উত্তর হবে, তোমাদেরই কথা মতো যে আল্লাহর ইচ্ছায় তোমরা পাপাচার এবং শিরক করছ সে আল্লাহর ইচ্ছায় তাঁরই নির্দেশে পয়গম্বর ও রাসূল তোমাদেরকে বাধা দিচ্ছেন, সতর্ক করছেন, পরিণামের ভয় দেখাচ্ছেন এবং তাঁর ইচ্ছাই তোমাদের কৃতকর্মের শাস্তি দান করেন এবং করবেন। তোমাদের যুক্তির মূলে কোনো সত্যতা নেই, তোমরা নিছক ধারণা ও অনুমান করে এসব কথা বলছ।

قوله فَلَوْ شَآءَ لَهَدٰىكُمْ اَجْمَعِيْنَ **-এর মর্মার্থ :** আল্লাহর ইচ্ছা ও সম্মতির মূলতত্ত্ব কি? যদি তোমাদের যুক্তি যথার্থই হয় তবে তো আল্লাহ তা'আলা তোমাদের সকলকে সুপথও প্রদান করতে পারতেন। আল্লাহর ইচ্ছার মূলতত্ত্ব হলো তোমাদের সত্য ও অসত্য হেদায়েত ও গোমরাহী এবং ভালো-মন্দ গ্রহণে যে পথই বেছে নিবে আল্লাহ সে পথেই তোমাদেরকে পরিচালিত করবেন। কিন্তু অসত্য গোমরাহী ও মন্দে আল্লাহর সম্মতি ও সন্তোষ থাকে না। সুতরাং তোমরা যে পথই গ্রহণ করো না কেন আল্লাহ তা'আলা তোমাদেরকে বাধা দেবেন না। এটাই হলো আল্লাহর ইচ্ছা ও সন্তোষের মূলতত্ত্ব। স্মরণ রাখা অপরিহার্য যে, আল্লাহর দলিল প্রমাণ ও যুক্তিই হলো পূর্ণাঙ্গ ও নির্ভেজাল। অতএব সঠিক ও সত্য পথে চলতে ইচ্ছা হলে তোমরা নিজেদের ধারণা ও মনগড়া কথাবার্তা পরিহার করে আল্লাহর দলিল প্রমাণ ও যুক্তির কাছে মাথা নত কর এবং তা মেনে চল। আর এটাই হলো তোমাদের মুক্তির সঠিক পথ।

قوله فَاِنْ شَهِدُوْا فَلَا تَشْهَدْ مَعَهُمْ **-এর মর্মার্থ :** আয়াতে কাফেরদেরকে সাক্ষী উপস্থিত করার জন্য আহবান জানিয়েছেন। আর মহানবী ﷺ-কে সতর্ক করে দিয়েছেন যে, তারা সাক্ষী দিলে আপনি তা গ্রহণ করবেন না। কারণ সাক্ষী হওয়ার জন্য চাক্ষুষ দর্শন বা অনুরূপ চাক্ষুষ দর্শনের জ্ঞান লাভ হয় এমন অবগতি থাকা অপরিহার্য। কিন্তু তাদের এসব কিছুই নেই। তারা সাক্ষ্য দিলে মিথ্যা সাক্ষী দিবে। সঠিক সাক্ষ্য পাবে কোথায়? সুতরাং আপনি তাদের সাক্ষ্য গহণ করবেন না এবং তাদের ধারণা, অনুমান ও মনগড়া কথার অনুসরণ করবেন না। কারণ যারা আল্লাহর আয়াতকে মিথ্যা জ্ঞানে এবং পরকালের প্রতি ঈমান আনে না, আর আল্লাহর সাথে শরিক করে থাকে। অতএব এহেন লোকের সাক্ষ্য গ্রহণ করা এবং তাদের কথা মেনে চলা আপনার পক্ষে কিরূপে সম্ভব হতে পারে?

শব্দ বিশ্লেষণ

اَلْمُجْرِمِيْنَ : সীগাহ جمع مذكر বহছ اسم فاعل বাব اِفْعَال মাসদার اَلْاِجْرَامُ মূলবর্ণ (ج . ر . م) জিনস صحيح অর্থ– অপরাধীরা।

ذَاقُوْا : সীগাহ جمع مذكر غائب বহছ ماضى معروف বাব نَصَرَ মাসদার اَلذَّوْقُ মূলবর্ণ (ذ . و . ق) জিনস اجوف واوى অর্থ– তারা স্বাদ গ্রহণ করেছে।

تَخْرُصُوْنَ : সীগাহ جمع مذكر حاضر বহছ مضارع معروف বাব نَصَرَ মাসদার اَلْخَرْصُ মূলবর্ণ (خ . ر . ص) জিনস صحيح অর্থ– তোমরা অনুমান করে কথা বলছ।

هَلُمَّ : এটি ইসমে ফে'ল اُحْضُرُوْا এর অর্থে ব্যবহৃত হয়। واحد . تثنية . جمع সবার জন্য ব্যবহৃত হয়। এখানে جمع অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। অর্থ– তোমরা উপস্থিত কর।

اَهْوَآءَ : শব্দটি বহুবচন, একবচনে هَوٰى অর্থ– প্রবৃত্তি, কামনা, বাসনা।

تَعَالَوْا : সীগাহ جمع مذكر حاضر বহছ امر حاضر معروف বাব تَفَاعُلٌ মাসদার اَلتَّعَالِىُّ মূলবর্ণ (ع . ل . و) জিনস ناقص واوى অর্থ– তোমরা আস।

اَوْلَادَكُمْ শব্দটি বহুবচন, একবচন وَلَدٌ অর্থ– সন্তান।

لَا تَقْرَبُوْا সীগাহ جمع مذكر حاضر বহছ نهى حاضر معروف বাব سَمِعَ মাসদার اَلْقُرْبَانُ মূলবর্ণ (ق . ر . ب) জিনস صحيح অর্থ– তোমরা নিকটে যেয়ো না।

اَلْفَاحِشَ শব্দটি বহুবচন; একবচন فَاحِشَةٌ অর্থ– অশ্লীল কাজ, কুকর্ম, নির্লজ্জতা।

https://e-ilm.weebly.com/

وَلَا تَقْرَبُوْا مَالَ الْيَتِيْمِ اِلَّا بِالَّتِيْ هِيَ اَحْسَنُ حَتّٰى يَبْلُغَ اَشُدَّهٗ ۚ وَاَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيْزَانَ بِالْقِسْطِ ۚ لَا نُكَلِّفُ نَفْسًا اِلَّا وُسْعَهَا ۚ وَاِذَا قُلْتُمْ فَاعْدِلُوْا وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبٰى ۚ وَبِعَهْدِ اللّٰهِ اَوْفُوْا ؕ ذٰلِكُمْ وَصّٰىكُمْ بِهٖ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُوْنَ (١٥٢)

অনুবাদ : (১৫২) এতিমের ধন-সম্পত্তির নিকটও যেও না, কিন্তু এরূপে যা উত্তম হয়– যে পর্যন্ত না তারা সাবালক হয়, আর পরিমাপ ও ওজন ঠিক ঠিকভাবে সম্পন্ন করবে, ন্যায়ের সাথে, আমি কোনো মানুষকে তার সাধ্যাতীত কষ্ট প্রদান করি না, আর যখন তোমরা [সাক্ষ্য বা মীমাংসার] কথা বল, তখন ন্যায়ের প্রতি লক্ষ্য রেখ, যদি সেই ব্যক্তি আত্মীয়ও হয়, আর আল্লাহর সাথে যে অঙ্গীকার কর তা পূর্ণ করবে, এই [সকল] বিষয়ে আল্লাহ পাক তোমাদের প্রতি তাকীদী নির্দেশ দিয়েছেন, যেন তোমরা স্মরণ রাখ।

وَاَنَّ هٰذَا صِرَاطِيْ مُسْتَقِيْمًا فَاتَّبِعُوْهُ ۚ وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيْلِهٖ ؕ ذٰلِكُمْ وَصّٰىكُمْ بِهٖ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُوْنَ (١٥٣)

(১৫৩) আর এটা [-ও বলুন] যে, এই ধর্ম আমার পথ- যা সোজা, অতএব, এই পথের অনুসরণ কর, এবং অন্য সব পথের অনুসরণ করো না, কেননা ঐ সকল পথ তোমাদেরকে আল্লাহর পথ হতে বিচ্ছিন্ন করে ফেলবে, এই সকল বিষয়ে তোমাদেরকে আল্লাহ তাকীদী নির্দেশ দিয়েছেন, যেন তোমরা মুত্তাকী হয়ে যাও।

ثُمَّ اٰتَيْنَا مُوْسَى الْكِتٰبَ تَمَامًا عَلَى الَّذِيْٓ اَحْسَنَ وَتَفْصِيْلًا لِّكُلِّ شَيْءٍ وَّهُدًى وَّرَحْمَةً لَّعَلَّهُمْ بِلِقَآءِ رَبِّهِمْ يُؤْمِنُوْنَ (١٥٤)

(১৫৪) অতঃপর আমি মূসাকে কিতাব দান করেছি, যাতে উত্তমরূপে আমলকারীদের প্রতি আমার নিয়ামত পূর্ণ হয় এবং সমস্ত বিধানের বিস্তারিত বর্ণনা হয় এবং পথপ্রদর্শক হয় এবং রহমত হয়, যেন তারা নিজ রবের সাথে সাক্ষাতের প্রতি বিশ্বাসী হয়।

শাব্দিক অনুবাদ

(১৫২) وَلَا تَقْرَبُوْا مَالَ الْيَتِيْمِ এতিমের ধন-সম্পত্তির নিকটও যেও না اِلَّا بِالَّتِيْ هِيَ اَحْسَنُ কিন্তু এরূপে যা উত্তম হয়– যে পর্যন্ত না তারা সাবালক হয় وَاَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيْزَانَ আর পরিমাপ ও ওজন ঠিক ঠিকভাবে সম্পন্ন করবে بِالْقِسْطِ ন্যায়ের সাথে لَا نُكَلِّفُ نَفْسًا اِلَّا وُسْعَهَا আমি কোনো মানুষকে তার সাধ্যাতীত কষ্ট প্রদান করি না وَاِذَا قُلْتُمْ আর যখন তোমরা [সাক্ষ্য বা মীমাংসার] কথা বল। فَاعْدِلُوْا তখন ন্যায়ের প্রতি লক্ষ্য রেখ وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبٰى যদি সেই ব্যক্তি আত্মীয়ও হয়। وَبِعَهْدِ اللّٰهِ اَوْفُوْا আর আল্লাহর সাথে যে অঙ্গীকার কর তা পূর্ণ করবে ذٰلِكُمْ وَصّٰىكُمْ بِهٖ এই [সকল] বিষয়ে আল্লাহ পাক তোমাদের প্রতি তাকীদী নির্দেশ দিয়েছেন لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُوْنَ যেন তোমরা স্মরণ রাখ।

(১৫৩) وَاَنَّ هٰذَا صِرَاطِيْ আর এটা [-ও বলুন] যে, এই ধর্ম আমার পথ- مُسْتَقِيْمًا যা সোজা فَاتَّبِعُوْهُ অতএব, এই পথের অনুসরণ কর وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ এবং অন্য সব পথের অনুসরণ করো না فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيْلِهٖ কেননা ঐ সকল পথ তোমাদেরকে আল্লাহর পথ হতে বিচ্ছিন্ন করে ফেলবে ذٰلِكُمْ وَصّٰىكُمْ بِهٖ এই সকল বিষয়ে তোমাদেরকে আল্লাহ তাকীদী নির্দেশ দিয়েছেন لَعَلَّكُمْ تَتَّقُوْنَ যেন তোমরা মুত্তাকী হয়ে যাও।

(১৫৪) ثُمَّ اٰتَيْنَا مُوْسَى الْكِتٰبَ অতঃপর আমি মূসাকে কিতাব দান করেছি تَمَامًا عَلَى الَّذِيْٓ اَحْسَنَ যাতে উত্তমরূপে আমলকারীদের প্রতি আমার নিয়ামত পূর্ণ হয় وَتَفْصِيْلًا لِّكُلِّ شَيْءٍ এবং সমস্ত বিধানের বিস্তারিত বর্ণনা হয় وَّهُدًى এবং পথপ্রদর্শক হয় وَّرَحْمَةً এবং রহমত হয় لَّعَلَّهُمْ بِلِقَآءِ رَبِّهِمْ يُؤْمِنُوْنَ যেন তারা নিজ রবের সাথে সাক্ষাতের প্রতি বিশ্বাসী হয়।

https://e-ilm.weebly.com/

অনুবাদ : (১৫৫) আর তা [কুরআন] একটি কিতাব, যা আমি নাজিল করেছি, অতি কল্যাণময়, অতএব, তার অনুসরণ কর এবং ভয় কর, যেন তোমাদের প্রতি রহমত হয়।	وَهٰذَا كِتٰبٌ اَنْزَلْنٰهُ مُبٰرَكٌ فَاتَّبِعُوْهُ وَاتَّقُوْا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُوْنَ (١٥٥)
(১৫৬) তোমরা হয়তো বলতে পার যে, কিতাব তো শুধু আমাদের পূর্বে যে দুই সম্প্রদায় ছিল, তাদের প্রতি নাজিল হয়েছে, আর আমরা তো তার পঠন ও পাঠন হতে সম্পূর্ণ বে-খবর ছিলাম।	اَنْ تَقُوْلُوْٓا اِنَّمَآ اُنْزِلَ الْكِتٰبُ عَلٰى طَآئِفَتَيْنِ مِنْ قَبْلِنَا وَاِنْ كُنَّا عَنْ دِرَاسَتِهِمْ لَغٰفِلِيْنَ (١٥٦)
(১৫৭) অথবা এরূপ বলতে পার যে, যদি আমাদের প্রতি কোনো কিতাব নাজিল হতো, তবে আমরা তাদের অপেক্ষাও অধিক সুপথে থাকতাম, অতএব, এখন তোমাদের নিকট তোমাদের রবের পক্ষ থেকে একটি সুস্পষ্ট কিতাব এবং হেদায়েতের উপকরণ ও রহমত সমাগত হয়েছে, সুতরাং সে ব্যক্তি হতে অধিক জালেম কে হবে, যে আল্লাহর আয়াতসমূহ মিথ্যা সাব্যস্ত করে এবং তা হতে [অন্যকেও] প্রতিরোধ করে? আমি শীঘ্রই তাদেরকে- যারা আমার আয়াতসমূহ হতে [অন্যকে] প্রতিরোধ করে, তাদের এই প্রতিরোধের কারণে কঠোর শাস্তি দিব।	اَوْ تَقُوْلُوْا لَوْ اَنَّآ اُنْزِلَ عَلَيْنَا الْكِتٰبُ لَكُنَّآ اَهْدٰى مِنْهُمْ ۚ فَقَدْ جَآءَكُمْ بَيِّنَةٌ مِّنْ رَّبِّكُمْ وَهُدًى وَّرَحْمَةٌ ۚ فَمَنْ اَظْلَمُ مِمَّنْ كَذَّبَ بِاٰيٰتِ اللّٰهِ وَصَدَفَ عَنْهَا ۗ سَنَجْزِى الَّذِيْنَ يَصْدِفُوْنَ عَنْ اٰيٰتِنَا سُوْٓءَ الْعَذَابِ بِمَا كَانُوْا يَصْدِفُوْنَ (١٥٧)

শাব্দিক অনুবাদ

(১৫৫) وَهٰذَا كِتٰبٌ আর তা [কুরআন] একটি কিতাব اَنْزَلْنٰهُ যা আমি নাজিল করেছি مُبٰرَكٌ অতি কল্যাণময় فَاتَّبِعُوْهُ অতএব, তার অনুসরণ কর وَاتَّقُوْا এবং ভয় কর لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُوْنَ যেন তোমাদের প্রতি রহমত হয়।

(১৫৬) اَنْ تَقُوْلُوْا তোমরা হয়তো বলতে পার যে اِنَّمَآ اُنْزِلَ الْكِتٰبُ কিতাব তো শুধু নাজিল হয়েছে عَلٰى طَآئِفَتَيْنِ যে দু সম্প্রদায় ছিল, তাদের প্রতি مِنْ قَبْلِنَا আমাদের পূর্বে وَاِنْ كُنَّا عَنْ دِرَاسَتِهِمْ لَغٰفِلِيْنَ আর আমরা তো তার পঠন ও পাঠন হতে সম্পূর্ণ বে-খবর ছিলাম।

(১৫৭) اَوْ تَقُوْلُوْا অথব এরূপ বলতে পার যে لَوْ اَنَّآ اُنْزِلَ عَلَيْنَا الْكِتٰبُ যদি আমাদের প্রতি কোনো কিতাব নাজিল হতে لَكُنَّآ اَهْدٰى مِنْهُمْ তবে আমরা তাদের অপেক্ষাও অধিক সুপথে থাকতাম فَقَدْ جَآءَكُمْ অতএব এখন তোমাদে নিকট সমাগত হয়েছে بَيِّنَةٌ একটি সুস্পষ্ট কিতাব مِنْ رَّبِّكُمْ তোমাদের রবের পক্ষ থেকে وَهُدًى এব হেদায়েতের উপকরণ وَّرَحْمَةٌ ও রহমত فَمَنْ اَظْلَمُ সুতরাং সে ব্যক্তি হতে অধিক জালেম কে হবে مِمَّنْ كَذَّبَ بِاٰيٰتِ اللّٰهِ যে আল্লাহর আয়াতসমূহ মিথ্যা সাব্যস্ত করে وَصَدَفَ عَنْهَا এবং তা হতে [অন্যকেও] প্রতিরোধ করে سَنَجْزِى আমি শীঘ্রই তাদেরকে দিব- الَّذِيْنَ يَصْدِفُوْنَ عَنْ اٰيٰتِنَا যারা আমার আয়াতসমূহ হতে [অন্যকে] প্রতিরো করে سُوْٓءَ الْعَذَابِ কঠোর শাস্তি بِمَا كَانُوْا يَصْدِفُوْنَ তাদের এই প্রতিরোধের কারণে।

https://e-ilm.weebly.com/

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

আলোচ্য আয়াতসমূহের পূর্বে প্রায় দু'তিন রুকূ'তে অব্যাহতভাবে এ বিষয়টি বর্ণিত হয়েছে যে, গাফেল ও মূর্খ মানুষ ভূমণ্ডল ও নভোমণ্ডলের সৃষ্টিকর্তা আল্লাহ প্রেরিত আইন পরিত্যাগ করে পৈতৃক ও মনগড়া কুপ্রথাকে ধর্ম হিসেবে গ্রহণ করেছে। আল্লাহ তা'আলা যেসব বস্তু অবৈধ করেছিলেন, সেগুলোকে তারা বৈধ মনে করে ব্যবহার করতে শুরু করেছে। পক্ষান্তরে আল্লাহ কতৃক হালালকৃত অনেক বস্তুকে তারা নিজেদের জন্য হারাম করে নিয়েছে এবং কোনো কোনো বস্তুকে শুধু পুরুষদের জন্য হালাল স্ত্রীদের জন্য হারাম করেছে। আবার কোনো কোনো বস্তুকে স্ত্রীদের জন্য হালাল এবং পুরুষদের জন্য হারাম করেছে।

আলোচ্য তিন আয়াতে সেসব বস্তু সম্পর্কে বলা হয়েছে, যেগুলোকে আল্লাহ তা'আলা হারাম করেছেন। বিশদ বর্ণনায় নয়টি বস্তুর উল্লেখ হয়েছে। এরপর দশম নির্দেশ বর্ণনা প্রসঙ্গে বলা হয়েছে هٰذَا صِرَاطِىْ مُسْتَقِيْمًا فَاتَّبِعُوْهُ অর্থাৎ এ ধর্মই হচ্ছে আমার সরল পথ। এ পথের অনুসরণ কর। এতে রাসূলুল্লাহ ﷺ–এর আনীত ও বর্ণিত ধর্মের প্রতি ইঙ্গিত করে সমস্ত হালাল-হারাম, জায়েজ-নাজায়েজ, মাকরূহ ও মোস্তাহাব বিষয়কে এ ধর্মে ন্যস্ত করা হয়েছে। অর্থাৎ হযরত মুহাম্মদ ﷺ–এর ধর্ম যে বিষয়কে হালাল বলেছে, তাকে হালাল এবং যে বিষয়কে হারাম বলেছে তাকে হারাম মনে করবে– নিজের পক্ষ থেকে হালাল হারামের ফতোয়া জারি করবে না।

আলোচ্য আয়াতসমূহে যে দশটি বিষয় বিস্তারিত বর্ণিত হয়েছে সেগুলোর আসল লক্ষ্য হচ্ছে হারাম বিষয়সমূহ বর্ণনা করা। কাজেই সবগুলোকে নিষেধাজ্ঞার ভঙ্গিতে বর্ণনা করাই ছিল সঙ্গত, কিন্তু কুরআন পাক স্বীয় বিজ্ঞজনোচিত পদ্ধতি অনুসারে তন্মধ্যে কয়েকটি বিষয়কে ধনাত্মভাবে আদেশের ভঙ্গিতে বর্ণনা করেছে। তার উদ্দেশ্য এই যে এর বিপরীত কারা হারাম। (কাশশাফ) এর তাৎপর্য পরে জানা যাবে। আয়াতে বর্ণিত দশটি হারাম বিষয় হচ্ছে এই :

(১) আল্লাহ তা'আলার সাথে ইবাদত ও আনুগত্যে কাউকে অংশীদার স্থির করা, (২) পিতামাতার সাথে সদ্ব্যবহার না করা, (৩) দারিদ্র্যের ভয়ে সন্তান হত্যা করা, (৪) অশ্লীল কাজ করা, (৫) কাউকে অন্যায়ভাবে হত্যা করা, (৬) এতিমের ধন-সম্পদ অবৈধভাবে আত্মসাৎ করা, (৭) ওজন ও মাপে কম দেওয়া, (৮) সাক্ষ্য, ফয়সালা অথবা অন্যান্য কথাবার্তায় অবিচার করা, (৯) আল্লাহর অঙ্গীকার পূর্ণ না করা এবং (১০) আল্লাহ তা'আলার সোজা-সরল পথ ছেড়ে অন্য পথ অবলম্বন করা।

আলোচ্য আয়াত সমূহের গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্য : তাওরাত বিশেষজ্ঞ কা'বে আহবার পূর্বে ইহুদি ছিলেন, অতঃপর মুসলমান হয়ে যান। তিনি বলেন : আল্লাহর কিতাব তাওরাত বিসমিল্লাহর পর কুরআন পাকের এসব আয়াত দ্বারাই শুরু হয়, যেগুলোতে দশটি হারাম বিষয় বর্ণিত হয়েছে। আরও বর্ণিত আছে যে, এ দশটি বাক্যই হযরত মূসা (আ.)-এর প্রতিও অবতীর্ণ হয়েছিল।

তাফসীরবিদ হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা.) বলেন, সূরা আলে ইমরানে মুহকাম আয়াতের বর্ণনায় এ আয়াতগুলোকেই বুঝানো হয়েছে। হযরত আদম (আ.) থেকে শুরু করে শেষ নবী হযরত মুহাম্মদ (সা.) পর্যন্ত সব পয়গম্বরের শরিয়তই এসব আয়াত সম্পর্কে একমত। কোনো ধর্ম ও শরিয়তে এগুলোর কোনোটিই মানসূখ বা রহিত হয়নি। –[তফসীরে বাহরে মুহীত]

এসব আয়াত রাসূলুল্লাহ ﷺ–এর অসিয়তনামা : তাফসীরে ইবনে কাছীরে হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা.)–এর উক্তি বর্ণিত আছে যে, যে ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর মোহরাঙ্কিত অসিয়তনামা দেখতে চায়, সে যেন এ আয়াগুলো পাঠ করে। এসব আয়াতে ঐ অসিয়ত বিদ্যমান, যা রাসূলুল্লাহ ﷺ আল্লাহর নির্দেশে উম্মতকে দিয়েছেন।

হাকেম হযরত ওবাদা ইবনে সামেত (রা.)-এর রেওয়ায়েতক্রমে বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : কে আছে যে আমার হাতে তিনটি আয়াতের আজ্ঞানুবর্তী হওয়ার শপথ করবে? অতঃপর তিনি আলোচ্য তিনটি আয়াত তেলাওয়াত করে বললেন : যে ব্যক্তি এ শপথ পূর্ণ করবে, তাকে পুরস্কৃত করা আল্লাহর দায়িত্ব।

এবার দশটি বিষয়ের বিস্তারিত বর্ণনা এবং আয়াতত্রয়ের তাফসীর লক্ষ্য করুন। আয়াতগুলোর সূচনা এভাবে করা হয়েছে : قُلْ تَعَالَوْا اَتْلُ مَا حَرَّمَ رَبُّكُمْ عَلَيْكُمْ এতে تَعَالَوْا শব্দের অর্থ 'এসো'। আসলে উচ্চস্থানে দণ্ডায়মান হয়ে নিম্নের লোকদেরকে

https://e-ilm.weebly.com/

নিজের কাছে ডাকা অর্থে এশব্দটি ব্যবহৃত হয়। এতে ইঙ্গিত রয়েছে যে, এ দাওয়াত কবুল করার মধ্যেই তাদের জন্য শ্রেষ্ঠত্ব ও প্রাধান্য বিদ্যমান। এখনে রাসূলুল্লাহ ﷺ–কে সম্বোধন করে বলা হয়েছে যে, আপনি তাদেরকে বলুন : এসো, যাতে আমি তোমাদেরকে ঐসব বিষয়ে পাঠ করে শুনাতে পারি যেগুলো আল্লাহ তা'আলা তোমাদের জন্য হারাম করেছেন। এটা প্রত্যক্ষভাবে আল্লাহর পক্ষ থেকে আগত বার্তা। এতে কারও কল্পনা, আন্দাজ ও অনুমানের কোনো প্রভাব নেই, যাতে তোমরা এসব বিষয় থেকে আত্মরক্ষা করতে যত্নবান হও এবং অনর্থক নিজের পক্ষ থেকে আল্লাহর হালালকৃত বিষয়সমূহকে হারাম না কর।

এ আয়াতে যদিও সরাসরি মক্কার মুশরিকদেরকে সম্বোধন করা হয়েছে, কিন্তু বিষয়টি ব্যপক হওয়ার কারণে সমগ্র মানবজাতিই এর আওতাধীন মুমিন হোক কিংবা কাফের, আরব হোক কিংবা অনারব, উপস্থিত লোকজন হোক কিংবা অনাগত বংশধর। –[বাহরে মুহীত]

সর্বপ্রথম মহাপাপ শিরক, যা হারাম করা হয়েছে : এরূপ সযত্ন সম্বোধনের পর হারাম ও নিষিদ্ধ বিষয়সমূহের তালিকায় সর্বপ্রথম বলা হয়েছে : لَا تُشْرِكُوْا بِهٖ شَيْئًا অর্থাৎ সর্বপ্রথম কাজ এই যে, আল্লাহর সাথে কাউকে শরিক ও অংশীদার করোনা। আরবের মুশরিকদের মতো দেব-দেবীদের বা মূর্তিকে খোদা মনে করো না। ইহুদি ও খ্রিস্টানদের মতো পয়গম্বরগণকে খোদা কিংবা খোদার পুত্র বলো না। অন্যদের মতো ফেরেশতাদেরকে আল্লাহর কন্যা বলে আখ্যা দিও না। মূর্খ জনগণের মতো পয়গম্বর ও ওলীগণকে জ্ঞান ও শক্তি সামর্থ্যে আল্লাহর সমতুল্য সাব্যস্ত করো না।

শিরকের সংজ্ঞা ও প্রকারভেদ : তফসীরে মাযহারীতে বলা হয়েছে : এখানে شَيْئًا -এর অর্থ এরূপ হতে পারে যে, 'জলী' অর্থাৎ প্রকাশ্য শিরক ও প্রচ্ছন্ন শিরক। এ প্রকারদ্বয়ের মধ্য থেকে কোনোটিতেই লিপ্ত হয়ো না। প্রকাশ্য শিরকের অর্থ সবাই জানে যে, ইবাদত আনুগত্য অথবা অন্য কোনো বিশেষ গুণে অন্যকে আল্লাহ তা'আলার সমতুল্য অথবা তাঁর অংশীদার সাব্যস্ত করা। প্রচ্ছন্ন শিরক এই যে, নিজ কাজ কর্মে ধর্মীয় ও পার্থিব উদ্দেশ্যসমূহে এবং লাভ-লোকসানে আল্লাহ তা'আলাকে কার্যনির্বাহী মনে করা এবং যাবতীয় প্রচেষ্টা অন্যদের সাথেই জড়িত রাখা। এছাড়া লোক দেখানো ইবাদত করা, অন্যদেরকে দেখানোর জন্য নামাজ ইত্যাদি ঠিকমতো পড়া, নাম-যশ লাভের উদ্দেশ্যে দান-খয়রাত করা অথবা কার্যত লাভ-লোকসানের মালিক আল্লাহ ছাড়া অন্যকে সাব্যস্ত করা ইত্যাদিও প্রচ্ছন্ন শিরকের অন্তর্ভুক্ত।

মোটকথা, প্রকাশ্য প্রচ্ছন্ন উভয় প্রকার শিরক থেকেই বেঁচে থাকা দরকার। প্রতিমা ইত্যাদির পূজাপাট যেমন শিরকের অন্তর্ভুক্ত, তেমনি পয়গম্বর ও ওলীদেরকে জ্ঞান ও শক্তি-সামর্থ্য ইত্যাদি গুণে আল্লাহ তা'আলার সমতুল্য মনে করাও অন্যতম শিরক। আল্লাহ না করুন! যদি কারও বিশ্বাস এরূপ হয়, তবে তা প্রকাশ্য শিরক। আর বিশ্বাস এরূপ না হয়ে কাজ এরূপ করলে তা হবে প্রচ্ছন্ন শিরক। এ স্থলে সর্বপ্রথম শিরক থেকে আত্মরক্ষার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। কারণ শিরকের অপরাধ সম্পর্কে কুরআন পাকের সিদ্ধান্ত এই যে, এর ক্ষমা নেই।

দ্বিতীয় গুনাহ পিতামাতার সাথে অসদ্ব্যবহার : বর্ণনা করা হয়েছে : وَبِالْوَالِدَيْنِ اِحْسَانًا অর্থাৎ পিতা মাতার সাথে সদ্ব্যবহার করা। উদ্দেশ্য এই যে, পিতা-মাতার অবাধ্যতা করো না। তাদেরকে কষ্ট দিও না। কিন্তু বিজ্ঞজনোচিত ভঙ্গি তে বলা হয়েছে যে, পিতা-মাতার সাথে সদ্ব্যবহার কর। এতে এদিকে ইঙ্গিত করা উদ্দেশ্য যে, পিতা-মাতার অবাধ্যতা না করা এবং কষ্ট না দেওয়াই যাথেষ্ট নয়; বরং সদ্ব্যবহারের মাধ্যমে তাদেরকে সন্তুষ্ট রাখা ফরজ। কুরআন পাকের অন্যত্র এ কথাটি এভাবে বর্ণিত হয়েছে: وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ

এ আয়াতে পিতামাতাকে কষ্ট দেওয়া শিরকের পর দ্বিতীয় পর্যায়ের অপরাধ সাব্যস্ত করা হয়েছে। যেমন অন্য এক আয়াতে তাদের আনুগত্য ও সুখ বিধানকে আল্লাহ তা'আলার ইবাদতের সাথে সংযুক্ত করে বলা হয়েছে :

وَقَضٰى رَبُّكَ اَلَّا تَعْبُدُوْٓا اِلَّآ اِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ اِحْسَانًا অর্থাৎ তোমার পালনকর্তা ফয়সালা করেছেন যে, তাঁকে ছাড়া অন্য কারও ইবাদত করো না এবং পিতা মাতার সাথে সদ্ব্যবহার কর। অন্য এক জায়গায় বলা হয়েছে : اَنِ اشْكُرْ لِيْ وَلِوَالِدَيْكَ اِلَيَّ الْمَصِيْرُ অর্থাৎ আমার কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করা এবং পিতামাতার। অতঃপর আমার দিকেই প্রত্যাবর্তন করতে হবে। অর্থাৎ বিপরীত করলে শাস্তি পাবে।

বুখারী ও মুসলিমে হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা.) থেকে বর্ণিত আছে যে, তিনি রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে জিজ্ঞেস করলেন, সর্বোত্তম কাজ কোনটি? তিনি উত্তরে বললেন : নামাজ মোস্তাহাব সময়ে পড়া। তিনি আবার প্রশ্ন করলেন : এরপর কোনটি উত্তম? উত্তর হলো : পিতামাতার সথে সদ্ব্যবহার। আবার প্রশ্ন হলো : এরপর কোনটি? উত্তর হলো : আল্লাহর পথে জিহাদ।

https://e-ilm.weebly.com/

সহীহ মুসলিমে হযরত আবূ হুরায়রা (রা.)–এর বাচনিক বর্ণিত আছে। একদিন রাসূলুল্লাহ ﷺ তিনবার বললেন : رَغِمَ أَنْفُهُ، رَغِمَ أَنْفُهُ، رَغِمَ أَنْفُهُ অর্থাৎ সে লাঞ্ছিত হয়েছে। সাহাবায়ে কেরাম আরজ করলেন : ইয়া রাসূলাল্লাহ! কে লাঞ্ছিত হয়েছে? তিনি বললেন : পিতামাতাকে বার্ধক্য অবস্থায় পেয়েও জান্নাতে প্রবেশ করতে পারে না।

তৃতীয় হারাম : সন্তান হত্যা : আয়াতে বর্ণিত তৃতীয় হারাম বিষয় হচ্ছে সন্তান হত্যা। এখানে পূর্বাপর সম্পর্ক এই যে, ইতিপূর্বে পিতা-মাতার হক বর্ণিত হয়েছে, যা সন্তানের কর্তব্য। এখন সন্তানের হক বর্ণিত হচ্ছে, যা পিতা মাতার কর্তব্য। জাহেলিয়াত যুগে সন্তানকে জীবন্ত পুঁতে ফেলা কিংবা হত্যা করার ব্যাপারটি ছিল সন্তানের সাথে অসদ্ব্যবহারের চূড়ান্ত বহিঃপ্রকাশ আয়াতে তা নিষিদ্ধ করে বলা হয়েছে : وَلَا تَقْتُلُوٓا أَوْلَادَكُم مِّنْ إِمْلَاقٍ نَّحْنُ نَرْزُقُكُمْ وَإِيَّاهُمْ অর্থাৎ দারিদ্র্যের কারণে স্বীয় সন্তানদেরকে হত্যা করোনা। আমি তোমাদেরকে এবং তাদেরকে উভয়কেই জীবিকা দান করব।

জাহিলি যুগে এ নিকৃষ্টতম নির্দয় পাষণ্ডপ্রথা প্রচলিত ছিল যে, কন্যা সন্তান জন্ম গ্রহণ করলে কাউকে জামাতা করার লজ্জা থেকে পরিত্রাণ পাওয়ার উদ্দেশ্যে তাকে জীবন্ত পুঁতে ফেলা হতো। মাঝে মাঝে জীবিকা নির্বাহ কঠিন হবে মনে করে পাষণ্ডরা নিজ হাতে সন্তানদেরকে হত্যা করত। কুরআন পাক এ কুপ্রথা রহিত করে দিয়েছে। উল্লিখিত আয়াতে তাদের সেই মানসিক ব্যাধিরও প্রতিকার বর্ণিত হয়েছে, যে কারণে তারা এ ঘৃণ্য অপরাধে লিপ্ত হতো। সন্তানের পানাহারের সংস্থান কোথা থেকে হবে, এ ভাবনাই ছিল তাদের মানসিক রোগ। আল্লাহ তা'আলা আয়াতে ব্যক্ত করেছেন যে, পানাহার করানো এবং জীবিকা প্রদানের আসল দায়িত্ব তোমাদের নয়, এ কাজ সরাসরি আল্লাহ তা'আলার। তোমরা স্বয়ং জীবিকা ও পানাহারে তাঁর মুখাপেক্ষী। তিনি দিলে তোমরা সন্তানদেরকেও দিয়ে থাক। তিনি না দিলে তোমাদের কি সাধ্য যে, একটি গম অথবা চালের দানা নিজে সৃষ্টি করবে। শক্ত মাটির বুক চিরে বীজকে অঙ্কুরিত করা, অতঃপর তাকে বৃক্ষের আকার দান করা, অতঃপর ফুলে ফলে সমৃদ্ধ করা কার কাজ? পিতা-মাতা এ কাজ করতে পারে কি? এগুলো সর্বশক্তিমানের কুদরতের কারসাজি। এ কাজে মানুষের কোনো হাত নেই। সে শুধু মাটিকে নরম করতে এবং চারা গজালে পানি দিতে পারে। কিন্তু ফুল ফল সৃষ্টিতে তার বিন্দুমাত্রও হাত নেই। অতএব, পিতা-মাতার এ ধারণা অমূলক যে, তারা সন্তানদেরকে রিজিক দান করে; বরং আল্লাহ তা'আলার অদৃশ্য ভাণ্ডার থেকে পিতা মাতাও পায় এবং সন্তানরাও। তাই এখানে প্রথমে পিতামাতার উল্লেখ করে বলা হয়েছে যে, আমি তোমাদেরকেও রিজিক দেব এবং তাদেরকেও। এতে আরও ইঙ্গিত হতে পারে যে, তোমাদেরকে রিজিক এজন্য দেওয়া হয়, যাতে তোমরা সন্তানদেরকে পৌঁছে দাও। এক হাদীসে রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন إِنَّمَا تُنْصَرُونَ وَتُرْزَقُونَ بِضُعَفَائِكُمْ অর্থাৎ তোমাদের দুর্বল ও অক্ষম লোকদের কারণে আল্লাহ তা'আলা তোমাদের সাহায্য করেন ও রিজিক দান করেন।

সূরা ইসরায়ও এ বিষয়টি বর্ণিত হয়েছে। কিন্তু সেখানে রিজিকের ব্যাপারে প্রথমে সন্তানের উল্লেখ করে বলা হয়েছে : نَحْنُ نَرْزُقُهُمْ وَإِيَّاكُمْ অর্থাৎ আমি তাদেরকেও রিজিক দেব এবং তোমাদেরকেও। এতেও ইঙ্গিত রয়েছে যে, আমার কাছে রিজিকের প্রথম হকদার দুর্বল ও অক্ষম সন্তানরা। তাদের খাতিরেই তোমাদেরকেও দেওয়া হয়।

সন্তানের শিক্ষা ও চরিত্রগঠন না করা এবং ধর্মবিমুখতার জন্য স্বাধীন ছেড়ে দেওয়াও এক প্রকার সন্তান হত্যা : আয়াতে বর্ণিত সন্তান হত্যা যে অপরাধ ও কঠোর গোনাহ তা বাহ্যিক হত্যা ও মেরে ফেলার অর্থে তো সুস্পষ্টই। চিন্তা করলে বুঝা যায় যে, সন্তানকে শিক্ষা দীক্ষা না দেওয়া এবং তার চরিত্র গঠন না করা, যদ্দরুন সে আল্লাহ রাসূল ও পরকালের প্রতি উদাসীন হয়ে পড়ে এবং চরিত্রহীন ও নির্লজ্জ কাজে জড়িত হয়ে পড়ে, এটাও সন্তান হত্যার চাইতে কম মারাত্মক নয়। কুরআন পাকের ভাষায় সে ব্যক্তি মৃত, যে আল্লাহকে চিনে না এবং তাঁর আনুগত্য করে না। أَوَ مَنْ كَانَ مَيْتًا فَأَحْيَيْنَاهُ আয়াতে তাই বর্ণিত হয়েছে– যারা সন্তানদের কাজ কর্ম ও চরিত্র সংশোধনের প্রতি মনোযোগ দেয়না, তাদেরকে স্বাধীনভাবে ছেড়ে দেয় কিংবা এমন ভ্রান্ত শিক্ষা দেয় যার ফলে ইসলামি চরিত্র ধ্বংস হয়ে যায়, তারাও একদিক দিয়ে সন্তান হত্যার অপরাধে অপরাধী। বাহ্যিক হত্যার প্রভাবে তো শুধু ক্ষণস্থায়ী জাগতিক জীবন বিপর্যস্ত হয়। কিন্তু এ হত্যা মানুষের পরলৌকিক ও চিরস্থায়ী জীবনের মূলেও কুঠারাঘাত করে।

চতুর্থ হারাম নির্লজ্জ কাজ : আয়াতে বর্ণিত চতুর্থ হারাম বিষয় হচ্ছে নির্লজ্জ কাজ। এ সম্পর্কে বলা হয়েছে : وَلَا تَقْرَبُوا الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ অর্থাৎ প্রকাশ্য হোক কিংবা গোপন, যে কোনো রকম অশ্লীলতার কাছেও যেয়ো না।

https://e-ilm.weebly.com/

https://e-ilm.weebly.com/

তিরমিযী ও ইবনে মাজাহ গ্রন্থে হযরত আবূ হুরায়রা (রা.) বর্ণিত এক রেওয়ায়েতে রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন : যে ব্যক্তি কোনো জিম্মী অমুসলিমকে হত্যা করে, সে আল্লাহর অঙ্গীকার ভঙ্গ করে। যে আল্লাহর অঙ্গীকার ভঙ্গ করে, সে জান্নাতের গন্ধও পাবে না। অথচ জান্নাতের সুগন্ধি সত্তর বছরের দূরত্ব পর্যন্ত পৌঁছে। এই একটি আয়াতে দাশটির মধ্যে পাঁচটি হারাম বিষয়ের বর্ণনা দেওয়ার পর বলা হয়েছে: ذٰلِكُمْ وَصّٰكُمْ بِهٖ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُوْنَ অর্থাৎ এসব বিষয়ে তোমাদেরকে আল্লাহ তা'আলা জোর নির্দেশ দিয়েছেন, যেন তোমরা বুঝ।

ষষ্ঠ হারাম এতিমের ধন-সম্পদ অবৈধভাবে ভক্ষণ করা : দ্বিতীয় আয়াতে এতিমদের ধন-সম্পদ অবৈধভাবে ভক্ষণ করা যে হারাম, সে সম্পর্কে বলা হয়েছে : وَلَا تَقْرَبُوْا مَالَ الْيَتِيْمِ اِلَّا بِالَّتِيْ هِيَ اَحْسَنُ حَتّٰى يَبْلُغَ اَشُدَّهٗ অর্থাৎ এতিমের মালের কাছেও যেয়ো না। কিন্তু উত্তম পন্থায়, যে পর্যন্ত না সে বয়োঃপ্রাপ্ত হয়ে যায়। এখানে অপ্রাপ্ত বয়স্কএতিম শিশুদের অভিভাবককে সম্বোধন করে বলা হয়েছে, তারা যেন এতিমদের মালকে আগুন মনে করে এবং অবৈধভাবে তা খাওয়া ও নেওয়ার কাছেও না যায়। অন্য এক আয়াতে অনুরূপ ভাষায়ই বলা হয়েছে যে, যারা এতিমদের মাল অন্যায় ও অবৈধভাবে ভক্ষণ করে, তারা নিজেদের পেটে আগুন ভর্তি করে।

তবে এতিমের মাল সংরক্ষণ করা এবং স্বভাবত লোকসানের আশঙ্কা নেই এরূপ কারবারে নিয়োগ করে তা বৃদ্ধি করা উত্তম ও জরুরি পন্থা। এতিমদের অভিভাবকের এ পন্থা অবলম্বন করাই উচিত।

এরপর এতমের মাল সংরক্ষণের সীমা বর্ণনা করা হয়েছে, حَتّٰى يَبْلُغَ اَشُدَّهٗ অর্থাৎ সে বয়োঃপ্রাপ্ত হয়ে গেলে অভিভাবকের দায়িত্ব শেষ হয়ে যায়। অতঃপর তার মাল তার কাছে সমর্পণ করতে হবে।

اَشُدٌّ শব্দের প্রকৃত অর্থ শক্তি। আলেমগণের মতে বয়ঃপ্রাপ্ত হলেই এর সূচনা হয়। বালক-বালিকার মধ্যে বয়ঃপ্রাপ্তির লক্ষণ দেখা দিলে কিংবা বয়স পনের-ষোল বছর পূর্ণ হয়ে গেলে শরিয়তের মতে তাদেরকে বয়ঃপ্রাপ্ত বলা হবে।

তবে বয়ঃপ্রাপ্ত হওয়ার পর দেখতে হবে, তার মধ্যে নিজের মালের রক্ষণা বেক্ষণ এবং শুদ্ধ খাতে ব্যয় করার যোগ্যতা হয়েছে কিনা। যোগ্যতা দেখলে বয়ঃপ্রাপ্তির সাথে সাথে তার ধন সম্পদ তার হাতে সমর্পণ করা হবে। অন্যথায় পঁচিশ বছর বয়স পর্যন্ত ধন-সম্পদ হেফাজত করার দায়িত্ব অভিভাবকদের। ইতোমধ্যে যখনই ধন সম্পদ সংরক্ষণ এবং কারবারের যোগ্যতা তার মধ্যে দেখা যাবে, তখনই তার ধন সম্পদ তার হাতে সমর্পণ করতে হবে। যদি পঁচিশ বছর বয়স পর্যন্তও তার মধ্যে এ যোগ্যতা সৃষ্টি না হয়, তবে ইমাম আবূ হানীফা (র.)–এর মতে তার মাল তাকেই সমর্পণ করতে হবে যদি সে উম্মাদ না হয়। কোনো কোনো ইমামের মতে তখনও তার মাল তাকে দেওয়া হবে না; বরং শরিয়তের কাজি (বিচারক) তার মাল সংরক্ষণের জন্য কোনো দায়িত্বশীল ব্যক্তির হাতে সমর্পণ করবেন।

সপ্তম হারাম ওজন ও মাপে ক্রটি করা: এ আয়াতে সপ্তম নির্দেশ ওজন ও মাপ ন্যায়ভাবে পূর্ণ করা সম্পর্কে বর্ণিত হয়েছে। 'ন্যায়ভাবে' বলার উদ্দেশ্য এই যে, যে ওজন করে দেবে, সে প্রতিপক্ষকে কম দেবে না এবং প্রতিপক্ষ নিজ প্রাপ্যের চাইতে বেশি নেবে না। –[রূহুল মা'আনী]

দ্রব্য আদান-প্রদানে ওজন ও মাপে কম-বেশি করাকে কুরআন কঠোর হারাম সাব্যস্ত করেছে। যারা এর বিরুদ্ধাচরণ করে, তাদের জন্য সূরা মুতাফফিফীনে কঠোর শাস্তিবাণী বর্ণিত হয়েছে।

তাফসীরবিদ হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা.) বলেন : যারা ব্যবসা-বাণিজ্যে ওজন ও মাপের কাজ করে, তাদেরকে সম্বোধন করে রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : ওজন ও মাপ এমন একটি কাজ যে, এতে অন্যায় আচরণ করে তোমাদের পূর্বে অনেক উম্মত আল্লাহর আজাবে পতিত হয়ে ধ্বংস হয়ে গেছে। তোমরা এ ব্যাপারে পুরোপুরি সাবধানতা অবলম্বন কর। –[ইবনে কাছীর]

কর্মচারী ও শ্রমিকদের নির্ধারিত কর্তব্য কর্মে ক্রটি করাও ওজন ও মাপে ক্রটি করার অনুরূপ: ওজন ও মাপে ক্রটি করাকে কুরআন পাকে تَطْفِيْف বলা হয়েছে। এটা শুধু ওজন করার সময় কমবেশি করার মধ্যেই সীমাবদ্ধ নয়; বরং অন্যের প্রাপ্যে ক্রটি করাও تَطْفِيْف-এর অন্তর্ভুক্ত। ইমাম মালেক (র.) স্বীয় মুয়াত্তা গ্রন্থে হযরত ওমর (রা.) থেকে বর্ণনা করেন যে, এক ব্যক্তিকে নামাজের আরকানে ক্রটি করতে দেখে তিনি বলেছিলেন: তুমি تَطْفِيْف করেছ, অর্থাৎ যথার্থ প্রাপ্য শোধ করনি। এ ঘটনা বর্ণনা করে ইমাম মালেক (র.) বলেন : لِكُلِّ شَيْءٍ وَفَاءٌ وَتَطْفِيْفٌ অর্থাৎ প্রাপ্য পুরোপুরি দেওয়া ও ক্রটি করা প্রত্যেক বিষয়ের মধ্যেই হয় শুধু ওজন ও মাপের মধ্যেই তা সীমাবদ্ধ নয়।

https://e-ilm.weebly.com/

এতে বুঝা যায় যে, ব্যক্তি কর্তব্যকর্ম পূর্ণ করে না, সময় চুরি করে কিংবা কাজে ত্রুটি করে, সে-ও উপরিক্ত আয়াতের অন্তর্ভুক্ত, সে কোনো মন্ত্রী হোক প্রশাসক হোক কিংবা সাধারণ কর্মচারী হোক অথবা ধর্মীয় শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের কর্মে নিয়োজিত হোক না কেন।

এরপর বলা হয়েছে : لَا نُكَلِّفُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا অর্থাৎ আমি কোনো ব্যক্তিকে তার সাধ্যাতিরিক্ত কাজের নির্দেশ দেই না। কোনো কোনো হাদীসে এর অর্থ এরূপ বর্ণিত হয়েছে যে, যে ব্যক্তি সাধ্য মতো পুরোপুরি ওজন করে, এতদসত্ত্বেও যদি অনিচ্ছাকৃতভাবে ওজনে কমবেশি হয়ে যায়, তবে তা মাফ। কেননা এটা তার শক্তি ও সাধ্যের বাইরে।

তাফসীরে মাযহারীতে বলা হয়েছে : এ বাক্য যোগ করে ইঙ্গিত করা হয়েছে যে, প্রাপ্য পরিশোধের সময় কিছু বেশি দেওয়াই সতর্কতা, যাতে কমের সন্দেহ না থাকে। যেমন এরূপ স্থলেই রাসূলুল্লাহ ﷺ ওজনকারীকে নির্দেশ দিয়েছিলেন : زِنْ وَارْجِحْ অর্থাৎ ওজন কর এবং কিছু ঝুঁকিয়ে ওজন কর। –[আহমদ, আবূদাউদ, তিরমিযী]

রাসূলুল্লাহ ﷺ–এর সাধারণ অভ্যাস তাই ছিল। তিনি কারও প্রাপ্য পরিশোধ করার সময় প্রাপ্যের চাইতে বেশি দেওয়া পছন্দ করতেন।

অষ্টম নির্দেশ ন্যায় ও সুবিচারের বিপরীত করা হারাম : বলা হয়েছে : وَإِذَا قُلْتُمْ فَاعْدِلُوا وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَىٰ অর্থাৎ তোমরা যখন কথা বলবে ন্যায় সঙ্গত কথা বলবে, যদি সে আত্মীয়ও হয়। এখানে বিশেষ কোনো কথার উল্লেখ নেই। তাই সাধারণ তফসীরবিদগণের মতে সব রকম কথাই এর অন্তর্ভুক্ত। কোনো ব্যাপারের সাক্ষ্য হোক কিংবা বিচারকের ফয়সালা হোক অথবা পারস্পরিক বিভিন্ন প্রকার কথা বার্তাই হোক, সব ক্ষেত্রে সর্বাবস্থায় ন্যায় ও সত্যের প্রতি লক্ষ্য রেখে কথা বলতে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। মকদ্দমার সাক্ষ্যে কিংবা ফয়সালার ক্ষেত্রে ন্যায় ও সত্য কায়েম রাখার অর্থ এই যে, ঘটনা সম্পর্কে নিশ্চিতভাবে যা জানা আছে নিজের পক্ষ থেকে কম বেশি না করে তা পরিষ্কার বলে দেওয়া অনুমান ও ধারণার ভিত্তিতে কোনো কথা না বলা এবং এতে কারও উপকার কিংবা কারও অপকারের ভ্রুক্ষেপ না করা। মকদ্দমার ফয়সালার সাক্ষীদেরকে শরিয়তের নীতি অনুযায়ী যাচাই করার পর তাদের সাক্ষ্য ও অন্যান্য সূত্র দ্বারা যা প্রমাণিত হয়, তাই ফয়সালা করা। সাক্ষ্য ও ফয়সালায় কারও বন্ধুত্বও ভালোবাসা এবং কারও শত্রুতা ও বিরোধিতা সত্য বলার পথে অন্তরায় না হওয়া উচিত। এ কারণেই আয়াতে وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَىٰ বাক্যটি যুক্ত করা হয়েছে। অর্থাৎ যার মকদ্দমায় সাক্ষ্য দিবে কিংবা ফয়সালা করবে, সে তোমার নিকটাত্মীয়ের হলেও ন্যায় ও সত্যকে কোনো অবস্থাতেই হাত ছাড়া করবে না।

মিথ্যা সাক্ষ্য ও অসত্য ফয়সালা প্রতিরোধ করাই এ আয়াতের উদ্দেশ্য। মিথ্যা সাক্ষ্য সম্পর্কে আবূ দাউদ ও ইবনে মাজায় নিম্নোক্ত হাদীস বর্ণিত রয়েছে : মিথ্যা সাক্ষ্য শিরকের সমতুল্য।

নবম নির্দেশ : আল্লাহর সাথে কৃত অঙ্গীকার পূর্ণ করা : বলা হয়েছে : وَبِعَهْدِ اللَّهِ أَوْفُوا অর্থাৎ আল্লাহ তা'আলার সাথে কৃত অঙ্গীকার পূর্ণ কর। এর অর্থ ঐ অঙ্গীকারও হতে পারে যা রূহের জগতে অবস্থান করার সময় প্রত্যেক মানুষের কাছ থেকে নেওয়া হয়েছে। তখন সব মানুষকে বলা হয়েছিল : أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ (আমি কি তোমাদের পালনকর্তা নই?) তখন সবাই সমস্বরে উত্তর দিয়েছিল : بَلَىٰ (অর্থাৎ নিঃসন্দেহে আপনি আমাদের পালনকর্তা) এ অঙ্গীকারের দাবি হলো এই যে, পালনকর্তার কোনো নির্দেশ অমান্য করা যাবে না। তিনি যে কাজের আদেশ দেন, তাকে অগ্রাধিকার দিতে হবে। তিনি যে কাজে নিষেধ করেন, তার কাছেও যাওয়া যাবে না এবং সন্দেহযুক্ত কাজ থেকেও বাঁচতে হবে। অঙ্গীকারের সারকথা এই যে, আল্লাহ তা'আলার পুরোপুরি আনুগত্য করতে হবে।

এছাড়া এর অর্থ কুরআনের বিভিন্ন স্থানে বর্ণিত তিনটি আয়াত এদের অন্তর্ভুক্ত, যেগুলোর তাফসীর করা হচ্ছে এবং যেগুলোতে দশটি নির্দেশ তাকিদ সহকারে উল্লেখ করা হয়েছে।

আলেমগণ বলেন : নযর, মান্নত ইত্যাদি পূর্ণ করাও এ অঙ্গীকারের অন্তর্ভুক্ত। এতে অমুক কাজ করব কিংবা করব না বলে মানুষ আল্লাহ তা'আলার সাথে অঙ্গীকার করে। কুরআন পাকের অন্য এক আয়াতেও একথা পরিষ্কার ভাষায় উল্লেখ করা হয়েছে يوفون بالنذر অর্থাৎ আল্লাহর সৎ বান্দারা স্বীয় মান্নত পূর্ণ করে।

মোটকথা, এ নবম নির্দেশটি গণনার দিক দিয়ে নবম হলেও স্বরূপের দিক দিয়ে শরিয়তের যাবতীয় আদেশ নিষেধের মধ্যে পরিব্যাপ্ত। এ আয়াতের শেষভাগে বলা হয়েছে : ذَٰلِكُمْ وَصَّاكُم بِهِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ অর্থাৎ আল্লাহ তা'আলা তোমাদেরকে এসব কাজের জোর নির্দেশ দিয়েছেন, যাতে তোমরা স্মরণ রাখ।

https://e-ilm.weebly.com/

দশম নির্দেশ : وَاَنَّ هٰذَا صِرَاطِىْ مُسْتَقِيْمًا فَاتَّبِعُوْهُ وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيْلِهٖ অর্থাৎ এ শরিয়তে মুহাম্মদী হলো আমার সরল পথ। অতএব, তোমরা এপথে চল এবং অন্য কোনো পথে চলো না। কেননা সেসব পথ তোমাদেরকে আল্লাহর পথ থেকে বিচ্ছিন্ন করে দেবে। এখানে هٰذَا শব্দ দ্বারা দীনে ইসলাম অথবা কুরআনের প্রতি ইশারা করা হয়েছে। সূরা আন'আমের প্রতিও ইশারা হতে পারে। কেননা তাতেও ইসলামের যাবতীয় মূলনীতি, তৌহিদ, রেসালত এবং মূল বিধি বিধান ব্যক্ত হয়েছে। مُسْتَقِيْمٌ শব্দটি صِرَاطٌ-এর বিশেষণ। কিন্তু ব্যাকরণিক দিক দিয়ে একে حَالٌ তথা বর্তমান কাল বাচক উল্লেখ করে ইঙ্গিত করা হয়েছে যে, সরল হওয়া ইসলামের একটি অপরিহার্য বিশেষণ। এরপর বলা হয়েছে : فَاتَّبِعُوْهُ অর্থাৎ ইসলামই যখন আমার পথ এবং এটাই যখন সরল পথ, তখন মনযিলে মাকসূদের (অভিষ্ট লক্ষ্যের) সোজা পথ হাতে এসে গেছে। তাই এ পথেই চল। এরপর বলা হয়েছে : وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيْلِهٖ

سُبُلٌ শব্দটি سَبِيْلٌ-এর বহুবচন, এর অর্থও পথ। উদ্দেশ্য এই যে, আল্লাহ পর্যন্ত পৌছা এবং তাঁর সন্তুষ্টি অর্জনের আসল পথ তো একটিই, জগতে যদিও মানুষ নিজ নিজ ধারণা অনুযায়ী অনেক পথ করে রেখেছে। তোমরা সেসব পথে চলো না। কেননা সেগুলো বাস্তবে আল্লাহ পর্যন্ত পৌছে না। কাজেই যে এসব পথে চলবে সে আল্লাহ থেকে দূরেই সরে পড়বে।

তাফসীরে মাযহারীতে বলা হয়েছে : কুরআন পাক ও রাসূলুল্লাহ ﷺ কে প্রেরণ করার আসল উদ্দেশ্য এই যে, মানুষ নিজ নিজ ধ্যান ধারণা, ইচ্ছা ও পছন্দকে কুরআন ও সুন্নাহের ছাঁচে ঢেলে নিক এবং স্বীয় জীবনকে এরই অনুসারী করে নিক। কিন্তু বাস্তব হচ্ছে এই যে, মানুষ কুরআন ও সুন্নাহকে নিজ নিজ ধ্যান ধারণা ও পছন্দের ছাঁচে ঢেলে নিতে চাচ্ছে। কোনো আয়াত কিংবা হাদীসকে নিজের মতলব বা ধারণার বিপরীতে দেখলে তারা তার মনগড়া ব্যাখ্যা করে স্বীয় প্রবৃত্তির পক্ষে নিয়ে যায়। এখান থেকেই অন্যান্য বিদআত ও পথভ্রষ্টতার জন্ম। আয়াতে এসব পথ থেকে বেঁচে থাকতেই নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।

قوله وَاِنْ كُنَّا عَنْ دِرَاسَتِهِمْ لَغٰفِلِيْنَ গাফেল থাকার কারণ এটা নয় যে, তওরাত ও ইঞ্জিল আরবি ভাষায় ছিল না, অনুবাদের মাধ্যমে বিষয়বস্তু জানা সম্ভাবপর ও বাস্তবসম্মত; বরং কারণ এই যে, আহলে কিতাবরা আরবদের শিক্ষা ও একত্ববাদের ব্যাপারে কখনও যত্নবান হয়নি। ঘটনাচক্রে কোনো বিষয়বস্তু পাঠ করাই হুঁশিয়ার হওয়ার ব্যাপারে ততটুকু কার্যকর নয়। তবে এতটুকু হুঁশিয়ারির কারণে একত্ববাদের জ্ঞান অনুসন্ধান ও তা নিয়ে চিন্তা ভাবনা করা ওয়াজিব হয়ে যায় এবং এ কারণেই একত্ববাদ বর্জন করার জন্য আরবদেরকে শাস্তি দেওয়া সম্ভবপর ছিল। এতে একথা জরুরি হয় না যে, তাহলে হযরত মূসা (আ.) ও ঈসা (আ.) এর নবুয়ত ব্যাপক ও সবার জন্য ছিল। এরূপ নয়; বরং এধরনের ব্যাপকতা আমাদের পয়গম্বর মুহাম্মদ ﷺ–এরই বৈশিষ্ট্য এবং তা মূলনীতি ও শাখা প্রশাখার উভয়ের সমষ্টির দিক দিয়ে। নতুবা মূল নীতিতে সকল পয়গাম্বরের অনুসরণই সব মানুষের জন্য জরুরি। সুতরাং এদিক দিয়ে আরবদেরকে শাস্তি দেওয়া অশুদ্ধ হতো না; কিন্তু আয়াতে বর্ণিত অজুহাতটি বাহ্যদৃষ্টিতে পেশ করা সম্ভবপর ছিল। এখন তারও অবকাশ রইল না এবং আল্লাহর যুক্তি পূর্ণ হয়ে গেল।

শব্দ বিশ্লেষণ

مَالٌ : শব্দটি একবচন; বহুবচন اَمْوَالٌ অর্থ– সম্পদ, মাল।

يَتِيْمٌ : শব্দটি একবচন; বহুবচন اَيْتَامٌ ও يَتَامٰى অর্থ– এতিম, অনাথ।

اَشُدَّهٗ : শব্দটি বহুবচন; একবচন شُدٌّ অর্থ– শক্তি, বল, তেজ।

قُرْبٰى : সীগাহ واحد مؤنث বহছ اسم تفضيل বাব كَرُمَ মাসদার اَلْقُرْبُ মূলবর্ণ (ق . ر . ب) জিনস صحيح অর্থ– নিকটাত্মীয়, ঘনিষ্ঠ।

اَوْفُوْا : সীগাহ جمع مذكر حاضر বহছ امر حاضر معروف বাব اِفْعَالٌ মাসদার اَلْاِيْفَاءُ মূলবর্ণ (و . ف . ى) জিনস لفيف مفروق অর্থ– তোমরা পূর্ণ কর।

اَحْسَنَ : সীগাহ واحدمذكرغائب বহছ ماضى معروف বাব اِفْعَالٌ মাসদার اَلْاِحْسَانُ মূলবর্ণ (ح . س . ن) জিনস صحيح অর্থ– সে উত্তম কাজ করেছে, সে ভালো কাজ করেছে।

اَهْدٰى : সীগাহ واحد مذكر বহছ اسم تفضيل বাব ضَرَبَ মাসদার اَلْهِدَايَةُ মূলবর্ণ (ه . د . ى) জিনস ناقص يائى অর্থ– হেদায়েতপ্রাপ্ত, অধিক সুপথপ্রাপ্ত।

https://e-ilm.weebly.com/

অনুবাদ : (১৫৮) তারা কেবল এই প্রতীক্ষায় রয়েছে যে, তাদের নিকট ফেরেশতা পৌছবে অথবা আপনার রব আগমন করবেন অথবা আপনার রবের একটি বড় নিদর্শন আসবে, [শুনে রাখুন] যেদিন আপনার প্রতিপালকের বড় নিদর্শন এসে পৌছবে, [সেদিন] কোনো এরূপ ব্যক্তির ঈমান তার কাজে আসবে না, যে ব্যক্তি পূর্ব হতে ঈমানদার ছিল না, অথবা [ঈমানদার তো ছিল কিন্তু] সে স্বীয় ঈমানের মধ্যে কোনো সৎকাজ করেনি, আপনি বলে দিন, তোমরা প্রতীক্ষায় থাক, আমিও প্রতীক্ষায় রইলাম।	هَلْ يَنْظُرُوْنَ اِلَّآ اَنْ تَاْتِيَهُمُ الْمَلٰٓئِكَةُ اَوْ يَاْتِيَ رَبُّكَ اَوْ يَاْتِيَ بَعْضُ اٰيٰتِ رَبِّكَ ؕ يَوْمَ يَاْتِيْ بَعْضُ اٰيٰتِ رَبِّكَ لَا يَنْفَعُ نَفْسًا اِيْمَانُهَا لَمْ تَكُنْ اٰمَنَتْ مِنْ قَبْلُ اَوْ كَسَبَتْ فِيْٓ اِيْمَانِهَا خَيْرًا ؕ قُلِ انْتَظِرُوْٓا اِنَّا مُنْتَظِرُوْنَ (١٥٨)
(১৫৯) নিশ্চয় যারা নিজেদের ধর্মকে খণ্ডে খণ্ডে বিভক্ত করে ফেলেছে এবং দলে দলে বিভক্ত হয়েছে, তাদের সাথে আপনার কোনো সংস্রব নেই, তাদের বিষয়াদি আল্লাহ তা'আলার হাওয়ালায় রয়েছে, অতঃপর তিনি তাদেরকে তাদের কৃতকর্মগুলো জানিয়ে দিবেন।	اِنَّ الَّذِيْنَ فَرَّقُوْا دِيْنَهُمْ وَكَانُوْا شِيَعًا لَّسْتَ مِنْهُمْ فِيْ شَيْءٍ ؕ اِنَّمَآ اَمْرُهُمْ اِلَى اللّٰهِ ثُمَّ يُنَبِّئُهُمْ بِمَا كَانُوْا يَفْعَلُوْنَ (١٥٩)
(১৬০) যে ব্যক্তি নেক কাজ সম্পাদন করবে, সে তার দশ গুণ প্রাপ্ত হবে, আর যে ব্যক্তি মন্দ কাজ করবে, সুতরাং সে তার কর্ম পরিণামই শাস্তি প্রাপ্ত হবে, এবং তাদের প্রতি জুলুম করা হবে না।	مَنْ جَآءَ بِالْحَسَنَةِ فَلَهٗ عَشْرُ اَمْثَالِهَا ۚ وَمَنْ جَآءَ بِالسَّيِّئَةِ فَلَا يُجْزٰٓى اِلَّا مِثْلَهَا وَهُمْ لَا يُظْلَمُوْنَ (١٦٠)

শাব্দিক অনুবাদ

(১৫৮) هَلْ يَنْظُرُوْنَ اِلَّآ তারা কেবল এই প্রতীক্ষায় রয়েছে যে اَنْ تَاْتِيَهُمُ الْمَلٰٓئِكَةُ তাদের নিকট ফেরেশতা পৌছবে اَوْ يَاْتِيَ رَبُّكَ অথবা আপনার রব আগমন করবেন اَوْ يَاْتِيَ بَعْضُ اٰيٰتِ رَبِّكَ অথবা আপনার রবের একটি বড় নিদর্শন আসবে يَوْمَ يَاْتِيْ بَعْضُ اٰيٰتِ رَبِّكَ যেদিন আপনার প্রতিপালকের বড় নিদর্শন এসে পৌছবে لَا يَنْفَعُ نَفْسًا اِيْمَانُهَا [সেদিন] কোনো এরূপ ব্যক্তির ঈমান তার কাজে আসবে না لَمْ تَكُنْ اٰمَنَتْ مِنْ قَبْلُ যে ব্যক্তি পূর্ব হতে ঈমানদার ছিল না اَوْ كَسَبَتْ فِيْٓ اِيْمَانِهَا خَيْرًا অথবা [ঈমানদার তো ছিল কিন্তু] সে স্বীয় ঈমানের মধ্যে কোনো সৎকাজ করেনি قُلِ আপনি বলে দিন انْتَظِرُوْٓا তোমরা প্রতীক্ষায় থাক اِنَّا مُنْتَظِرُوْنَ আমিও প্রতীক্ষায় রইলাম।

(১৫৯) اِنَّ الَّذِيْنَ فَرَّقُوْا دِيْنَهُمْ নিশ্চয় যারা নিজেদের ধর্মকে খণ্ডে খণ্ডে বিভক্ত করে ফেলেছে وَكَانُوْا شِيَعًا এবং দলে দলে বিভক্ত হয়েছে لَسْتَ مِنْهُمْ فِيْ شَيْءٍ তাদের সাথে আপনার কোনো সংস্রব নেই اِنَّمَآ اَمْرُهُمْ اِلَى اللّٰهِ তাদের বিষয়াদি আল্লাহ তা'আলার হাওয়ালায় রয়েছে ثُمَّ يُنَبِّئُهُمْ অতঃপর তিনি তাদেরকে জানিয়ে দিবেন بِمَا كَانُوْا يَفْعَلُوْنَ তাদের কৃতকর্মগুলো।

(১৬০) مَنْ جَآءَ بِالْحَسَنَةِ যে ব্যক্তি নেক কাজ সম্পাদন করবে فَلَهٗ عَشْرُ اَمْثَالِهَا সে তার দশ গুণ প্রাপ্ত হবে وَمَنْ جَآءَ بِالسَّيِّئَةِ আর যে ব্যক্তি মন্দ কাজ করবে فَلَا يُجْزٰٓى اِلَّا مِثْلَهَا সুতরাং সে তার কর্ম পরিণামই শাস্তি প্রাপ্ত হবে وَهُمْ لَا يُظْلَمُوْنَ এবং তাদের প্রতি জুলুম করা হবে না।

(১৬১) قُلْ আপনি বলে দিন اِنَّنِيْ هَدٰىنِيْ رَبِّيْٓ আমার রব আমাকে পথ প্রদর্শন করেছেন اِلٰى صِرَاطٍ مُّسْتَقِيْمٍ একটি সরল دِيْنًا قِيَمًا তা একটি সুদৃঢ় ধর্ম مِّلَّةَ اِبْرٰهِيْمَ যা ইবরাহীমের তরিকা حَنِيْفًا যাতে একটুও বক্রতা নেই وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِيْنَ এবং তিনি মুশরিকদের অন্তর্ভুক্ত ছিলেন না।

https://e-ilm.weebly.com/

قُلْ اِنَّنِیْ هَدٰىنِیْ رَبِّیْۤ اِلٰی صِرَاطٍ مُّسْتَقِیْمٍ ۚ۬ دِیْنًا قِیَمًا مِّلَّةَ اِبْرٰهِیْمَ حَنِیْفًا ۚ وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِیْنَ (١٦١)

অনুবাদ : (১৬১) আপনি বলে দিন, আমার রব আমাকে একটি সরল পথ প্রদর্শন করেছেন, তা একটি সুদৃঢ় ধর্ম যা ইবরাহীমের তরিকা যাতে একটুও বক্রতা নেই, এবং তিনি মুশরিকদের অন্তর্ভুক্ত ছিলেন না।

قُلْ اِنَّ صَلَاتِیْ وَنُسُكِیْ وَمَحْیَایَ وَمَمَاتِیْ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِیْنَ (١٦٢)

(১৬২) আপনি বলে দিন নিশ্চয় আমার নামাজ এবং আমার সকল ইবাদত এবং আমার জীবন এবং আমার মরণ এই সমুদয় একমাত্র আল্লাহরই জন্য, যিনি সমগ্র বিশ্বের অধিপতি।

لَا شَرِیْكَ لَهٗ ۚ وَبِذٰلِكَ اُمِرْتُ وَاَنَا اَوَّلُ الْمُسْلِمِیْنَ (١٦٣)

(১৬৩) তাঁর কোনো শরিক নেই, এবং আমার প্রতি এরই আদেশ হয়েছে এবং আমি সমস্ত অনুগতদের মধ্যে প্রথম [অনুগত]।

قُلْ اَغَیْرَ اللّٰهِ اَبْغِیْ رَبًّا وَّهُوَ رَبُّ كُلِّ شَیْءٍ ؕ وَلَا تَكْسِبُ كُلُّ نَفْسٍ اِلَّا عَلَیْهَا ۚ وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِّزْرَ اُخْرٰی ۚ ثُمَّ اِلٰی رَبِّكُمْ مَّرْجِعُكُمْ فَیُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ فِیْهِ تَخْتَلِفُوْنَ (١٦٤)

(১৬৪) আপনি বলে দিন, আমি কি আল্লাহ ভিন্ন অপর কাউকেও প্রতিপালকরূপে অন্বেষণ করব? অথচ তিনি সকল বস্তুর মালিক, আর প্রত্যেক ব্যক্তিই যা কিছু করে, তা তারই উপর বর্তায়, এবং কেউ অন্য কারো [গুনাহর] বোঝা বহন করবে না, পরিশেষে তোমাদের সকলকে স্বীয় রবের সমীপে যেতে হবে, অনন্তর তিনি তোমাদেরকে জানিয়ে দিবেন, যে যে বিষয়ে তোমরা মতভেদ করছিলে।

وَهُوَ الَّذِیْ جَعَلَكُمْ خَلٰٓئِفَ الْاَرْضِ وَرَفَعَ بَعْضَكُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجٰتٍ لِّیَبْلُوَكُمْ فِیْ مَاۤ اٰتٰىكُمْ ؕ اِنَّ رَبَّكَ سَرِیْعُ الْعِقَابِ ۖؗ وَاِنَّهٗ لَغَفُوْرٌ رَّحِیْمٌ (١٦٥) النصف ع ٢٠ / ٧

(১৬৫) আর তিনি এমন যিনি তোমাদেরকে ভূপৃষ্ঠে ক্ষমতাবান বানিয়েছেন এবং একের মর্যাদা অন্যের উপর বৃদ্ধি করেছেন, যেন তোমাদেরকে পরীক্ষা করে নেন, ঐ সকল বস্তুর মধ্যে যা তোমাদেরকে প্রদান করেছেন, নিশ্চয় আপনার রব ত্বরিত শাস্তি প্রদানকারী, আর নিঃসন্দেহে তিনি প্রকৃতপক্ষে অতি ক্ষমাশীল, পরম দয়াময়।

শাব্দিক অনুবাদ

(১৬২) قُلْ আপনি বলে দিন اِنَّ صَلَاتِیْ নিশ্চয় আমার নামাজ وَنُسُكِیْ এবং আমার সকল ইবাদত وَمَحْیَایَ এবং আমার জীবন وَمَمَاتِیْ এবং আমার মরণ لِلّٰهِ এই সমুদয় একমাত্র আল্লাহরই জন্য رَبِّ الْعٰلَمِیْنَ যিনি সমগ্র বিশ্বের অধিপতি।

(১৬৩) لَا شَرِیْكَ لَهٗ তাঁর কোনো শরিক নেই وَبِذٰلِكَ اُمِرْتُ এবং আমার প্রতি এরই আদেশ হয়েছে وَاَنَا اَوَّلُ الْمُسْلِمِیْنَ এবং আমি সমস্ত অনুগতদের মধ্যে প্রথম [অনুগত]।

(১৬৪) قُلْ আপনি বলে দিন اَغَیْرَ اللّٰهِ اَبْغِیْ رَبًّا আমি কি আল্লাহ ভিন্ন অপর কাউকেও প্রতিপালকরূপে অন্বেষণ করব? وَهُوَ رَبُّ كُلِّ شَیْءٍ অথচ তিনি সকল বস্তুর মালিক وَلَا تَكْسِبُ كُلُّ نَفْسٍ আর প্রত্যেক ব্যক্তিই যা কিছু করে তা তারই উপর বর্তায় وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِّزْرَ اُخْرٰی এবং কেউ অন্য কারো [গুনাহর] বোঝা বহন করবে না ثُمَّ اِلٰی رَبِّكُمْ مَّرْجِعُكُمْ পরিশেষে তোমাদের সকলকে স্বীয় রবের সমীপে যেতে হবে فَیُنَبِّئُكُمْ অনন্তর তিনি তোমাদেরকে জানিয়ে দিবেন بِمَا كُنْتُمْ فِیْهِ تَخْتَلِفُوْنَ যে যে বিষয়ে তোমরা মতভেদ করছিলে।

(১৬৫) وَهُوَ الَّذِیْ جَعَلَكُمْ خَلٰٓئِفَ الْاَرْضِ আর তিনি এমন যিনি তোমাদেরকে ভূপৃষ্ঠে ক্ষমতাবান বানিয়েছেন وَرَفَعَ بَعْضَكُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجٰتٍ এবং একের মর্যাদা অন্যের উপর বৃদ্ধি করেছেন لِّیَبْلُوَكُمْ যেন তোমাদেরকে পরীক্ষা করে নেন, فِیْ مَاۤ اٰتٰىكُمْ ঐ সকল বস্তুর মধ্যে যা তোমাদেরকে প্রদান করেছেন اِنَّ رَبَّكَ নিশ্চয় আপনার রব سَرِیْعُ الْعِقَابِ ত্বরিত শাস্তি প্রদানকারী وَاِنَّهٗ لَغَفُوْرٌ رَّحِیْمٌ আর নিঃসন্দেহে তিনি প্রকৃতপক্ষে অতি ক্ষমাশীল, পরম দয়াময়।

https://e-ilm.weebly.com/

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

(১৬০) مَنْ جَآءَ بِالْحَسَنَةِ فَلَهٗ عَشْرُ اَمْثَالِهَا الخ **আয়াতের শানে নুযূল :** হযরত আবূ সাঈদ খুদরী ও ইবনে ওমর (রা.) বর্ণনা করেন যে, উপরিউক্ত আয়াত সেই সকল বেদুইনদের সম্পর্কে অবতীর্ণ হয়েছে, যারা হিজরতের পর ঈমান গ্রহণ করেছে; তাদের নেক আমলগুলো দশগুণ বৃদ্ধিলাভ করেছে। যারা হিজরত করে এসেছেন তাদের নেক আমল নয়শত গুণ পর্যন্ত বৃদ্ধি করা হয়েছে। সৎকাজ করা ও হিজরত করার প্রতি উৎসাহ দান করার পরিপ্রেক্ষিতে আল্লাহ তা'আলা আলোচ্য আয়াত নাজিল করেন। –[বাহরে মুহীত ২৬১/২]

সূরা আনআমের অধিকাংশই মক্কাবাসী ও আরব মুশরিকদের বিশ্বাস ও ক্রিয়াকর্মের সংস্কার এবং তাদের সন্দেহ ও প্রশ্নের জওয়াবে অবতীর্ণ হয়েছে।

গোটা সূরায় এবং বিশেষভাবে পূর্ববর্তী আয়াতসমূহে মক্কা ও আরবের অধিবাসীদের সামনে সুস্পষ্টভাবে ব্যক্ত করা হয়েছে যে, তোমরা রাসূলুল্লাহ ﷺ –এর মু'জিযা ও প্রমাণাদি দেখে নিয়েছ, তাঁর সম্পর্কে পূর্ববর্তী গ্রন্থ ও পয়গম্বরগণের ভবিষ্যদ্বাণীও শুনে নিয়েছ এবং একজন নিরক্ষরের মুখ থেকে কুরআনের সুস্পষ্ট আয়াত শোনার মু'জিযাটিও লক্ষ্য করেছ। এখন ন্যায় ও সত্যের সমুদয় পথ তোমাদের সামনে উন্মুক্ত হয়ে গেছে। অতএব, বিশ্বাস স্থাপনের জন্য আর কিসের অপেক্ষা?

এ বিষয়টি আলোচ্য আয়াতে অত্যন্ত হৃদয়গ্রাহী ভঙ্গিতে বলা হয়েছে : هَلْ يَنْظُرُوْنَ اِلَّآ اَنْ تَاْتِيَهُمُ الْمَلٰٓئِكَةُ اَوْ يَاْتِيَ رَبُّكَ اَوْ يَاْتِيَ بَعْضُ اٰيٰتِ رَبِّكَ يَوْمَ يَاْتِيْ بَعْضُ اٰيٰتِ رَبِّكَ অর্থাৎ তারা কি বিশ্বাস স্থাপনের ব্যাপারে এ জন্য অপেক্ষা করছে যে, মৃত্যুর ফেরেশতা তাদের কাছে পৌঁছবে। না কি হাশরের ময়দানের জন্য অপেক্ষা করছে, যেখানে প্রতিদান ও শাস্তির ফয়সালা করার জন্য আল্লাহ তা'আলা স্বয়ং আগমন করবেন অথবা কিয়ামতের কোনো একটি সর্বশেষ নিদর্শন দেখে নেওয়ার জন্য অপেক্ষা করছে? ফয়সালার জন্য কিয়ামতের ময়দানে পালনকর্তার উপস্থিতি কুরআন পাকের একাধিক আয়াতে বর্ণিত হয়েছে।

কিয়ামতের ময়দানে আল্লাহ তা'আলা কিভাবে এবং কি অবস্থায় উপস্থিত হবেন, তা মানবজ্ঞান পুরোপুরি হৃদয়ঙ্গম করতে অক্ষম। তাই এ ধরনের আয়াত সম্পর্কে সাহাবায়ে কেরাম ও পূর্ববর্তী মনীষীবৃন্দের অভিমত এই যে, কুরআনে যা উল্লেখ করা হয়েছে, তাই বিশ্বাস করতে হবে। উদাহরণতঃ এ আয়াতে বিশ্বাস করতে হবে যে, আল্লাহ তা'আলা কিয়ামতের ময়দানে প্রতিদান ও শাস্তির মীমাংসা করার জন্য উপস্থিত হবেন। তবে কি অবস্থায় উপস্থিত হবেন এবং কোনো দিকে অবস্থান করবেন এ আলোচনা অর্থহীন।

অতঃপর এ আয়াতে বলা হয়েছে يَوْمَ يَاْتِيْ بَعْضُ اٰيٰتِ رَبِّكَ الخ "যেদিন আপনার পালনকর্তার কোনো কোনো নিদর্শন এসে যাবে ....।"

এতে হুঁশিয়ার করা হয়েছে যে, আল্লাহ তা'আলার কোনো কোনো নিদর্শন প্রকাশিত হওয়ার পর তওবার দরজা বন্ধ হয়ে যাবে। যে ব্যক্তি ইতঃপূর্বে বিশ্বাস স্থাপন করেনি, তখন বিশ্বাস স্থাপন করলে তা কবুল করা হবে না এবং যে ব্যক্তি পূর্বেই বিশ্বাস স্থাপন করেছে, কিন্তু কোনো সৎকর্ম করেনি, সে তখন তওবা করে ভবিষ্যতে সৎকর্ম করার ইচ্ছা করেন তার তওবাও কবুল করা হবে না। মোটকথা, কাফের স্বীয় কুফর থেকে এবং পাপাচারী স্বীয় পাপাচার থেকে যদি তখন তওবা করতে চায়, তবে তা কবুল হবে না।

কারণ বিশ্বাস স্থাপন ও তওবা যতক্ষণ মানুষের ইচ্ছাধীন থাকে, ততক্ষণই তা কবুল হতে পারে। আল্লাহর শাস্তি ও পরকালের স্বরূপ ফুটে উঠার পর প্রত্যেক মানুষ বিশ্বাস স্থাপন ও তওবা করতে আপনা থেকেই বাধ্য হবে। বলাবাহুল্য, এরূপ ঈমান ও তওবা গ্রহণযোগ্য নয়।

এ আয়াতের ব্যাখ্যায় রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন : যখন কিয়ামতের সর্বশেষ নিদর্শনটি প্রকাশিত হবে অর্থাৎ সূর্য পূর্বদিকের পরিবর্তে পশ্চিমদিক থেকে উদিত হবে, তখন এ নির্দশনটি দেখা মাত্রই সারা বিশ্বের মানুষ ঈমানের কালিমা পাঠ করতে শুরু করবে এবং সব আবাধ্য লোকও অনুগত হয়ে যাবে। কিন্তু তখনকার ঈমান ও তওবা গ্রহণীয় হবে না। –[বগভী]

এ আয়াত থেকে একথা জানা গেল যে, কিয়ামতের কোনো কোনো নিদর্শন প্রকাশিত হওয়ার পর তওবার দরজা বন্ধ হয়ে যাবে। তখন আর কোনো কাফের কিংবা ফাসেকের তওবা কবুল করা হবে না। কিন্তু এ নিদর্শন কোনটি কুরআন পাক তা পরিষ্কারভাবে বর্ণনা করেনি।

https://e-ilm.weebly.com/

সহীহ মুসলিমে এর বিস্তারিত বিবরণে হুযায়ফা ইবনে ওসায়েদ (রা.)–এর রেওয়ায়েতে বর্ণিত হয়েছে যে, একবার সাহাবায়ে কেরাম পরস্পর কিয়ামতের লক্ষণাদি সম্পর্কে আলোচনা করছিলেন। তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ সেখানে উপস্থিত হয়ে বললেন : দশটি নির্দশন না দেখা পর্যন্ত কিয়ামত হবে না। (এক) পশ্চিম দিক থেকে সূর্যোদয়, (দুই) বিশেষ এক প্রকার ধোঁয়া, (তিন) দাব্বাতুল আরদ, (চার) ইয়াজুয মাজুযের আবির্ভাব, (পাঁচ) হযরত ঈসা (আ.)–এর অবতরণ, (ছয়) দাজ্জালের অভ্যুদয়, (সাত, আট, নয়) প্রাচ্য, পাশ্চাত্য ও আরব উপদ্বীপ-এ তিন জায়গায় মাটি ধসে যাওয়া এবং (দশ) আদন থেকে একটি আগুন বেরিয়ে মানুষকে সামনের দিনে হাঁকিয়ে নিয়ে যাওয়া। মুসনাদে আহমদে হযরত ইবনে ওমর (রা.)–এর রেওয়ায়েতক্রমে বর্ণিত এক হাদীসে রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন : এসব নিদর্শনের মধ্যে সর্ব প্রথম নিদর্শনটি হলো পশ্চিম দিক থেকে সূর্যোদয় ও দাব্বতুল আরদ আবির্ভাব।

ইমাম কুরতুবী তাযকেরা গ্রন্থে এবং হাফেজ ইবনে হাজার বুখারীর টীকায় হযরত ইবনে ওমর (রা.)–এর রেওয়ায়েতক্রমে বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন, এ ঘটনার অর্থাৎ পশ্চিম দিক থেকে সূর্যোদয়ের পর একশ বিশ বছর পর্যন্ত পৃথিবী বিদ্যমান থাকবে। –[রূহুল মা'আনী]

এ বিবরণ দৃষ্টে প্রশ্ন হয় যে, হযরত ঈসা (আ.)–এর অবতরণের পর সহীহ রেওয়ায়েত অনুযায়ী তিনি মানব জাতিকে ঈমানের দাওয়াত দিবেন এবং মানুষ ঈমান কবুল করবে। ফলে সমগ্র বিশ্বে ইসলামি শাসন ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠিত হবে। যদি তখনকার ঈমান গ্রহণীয় না হয়, তবে এ দাওয়াত এবং মানুষের ইসলাম গ্রহণ অর্থহীন হয়ে যায় না কি?

তাফসীর রূহুল মা'আনীতে এর উত্তরে বলা হয়েছে যে, পশ্চিম দিক থেকে সূর্যোদয়ের ঘটনা হযরত ঈসা (আ.)–এর অবতরণের অনেক পরে হবে। তওবার দরজা তখন থেকেই বন্ধ হবে, হযরত ঈসা (আ.)–এর অবতরণের সঙ্গে সঙ্গে নয়।

قوله إِنَّ الَّذِيْنَ فَرَّقُوْا دِيْنَهُمْ وَكَانُوْا شِيَعًا الخ : সূরা আল আনআমের অধিকাংশই মক্কার মুশরিকদেরকে সম্বোধন এবং তাদের প্রশ্ন ও উত্তরের সাথে সম্পর্কযুক্ত। এতে তাদেরকে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে যে, এখন আল্লাহ তা'আলার সোজা পথ একমাত্র কুরআন ও রাসূলুল্লাহ ﷺ–এর অনুসরণের মধ্যেই সীমাবদ্ধ। পূববর্তী পয়গম্বরগণের যুগে যেমন তাঁদের ও তাঁদের গ্রন্থ ও শরিয়তের অনুসরণের উপর মুক্তি নির্ভরশীল ছিল, তেমনি আজ শুধু রাসূলুল্লাহ ﷺ ও তাঁর শরিয়তের নির্দেশ মেনে চলার মধ্যেই মুক্তি সীমাবদ্ধ। কাজেই তোমরা বুদ্ধিমত্তার পরিচয় দাও এবং সোজা সরল পথ ছেড়ে এদিক ওদিক ভ্রান্তপথ অবলম্বন করো না। এসব পথ তোমাদেরকে আল্লাহ থেকে বিচ্ছিন্ন করে দেবে।

আলোচ্য প্রথম আয়াতে মুশরিক, ইহুদি, খ্রিস্টান ও মুসলমান সবাইকে ব্যাপকভাবে সম্বোধন করা হয়েছে এবং তাদেরকে আল্লাহর সরল পথ পরিহার করার অশুভ পরিণতি সম্পর্কে হুঁশিয়ার করা হয়েছে। রাসূলুল্লাহ ﷺ–কে বলা হয়েছে যে, এসব ভ্রান্ত পথের মধ্যে কিছু সরল পথের সম্পূর্ণ বিপরীতমুখীও রয়েছে। যেমন, মুশরিক ও আহলে কিতাবদের অনুসৃত পথ এবং কিছু বিপরীতমুখী নয়, কিন্তু সরল পথ থেকে বিচ্যুত করে ডানে বামে নিয়ে যায়। এগুলো হচ্ছে সন্দেহযুক্ত ও বিদআতের পথ। এগুলোও মানুষকে পথভ্রষ্টতায় লিপ্ত করে দেয়।

বলা হয়েছে– إِنَّ الَّذِيْنَ فَرَّقُوْا دِيْنَهُمْ وَكَانُوْا شِيَعًا لَّسْتَ مِنْهُمْ فِيْ شَيْءٍ ۚ إِنَّمَا أَمْرُهُمْ إِلَى اللّٰهِ ثُمَّ يُنَبِّئُهُمْ بِمَا كَانُوْا يَفْعَلُوْنَ

"যারা ধর্মের মধ্যে বিভিন্ন পথ আবিষ্কার করেছে এবং বিভিন্ন দলে বিভক্ত হয়ে পড়েছে, তাদের সথে আপনার কোনো সম্পর্ক নেই। তাদের কাজ আল্লাহ তা'আলার নিকট সমর্পিত। অতঃপর আল্লাহ তা'আলা তাদের কাছে তাদের কৃতকর্মসমূহ বিবৃত করবেন।

আয়াতে উল্লিখিত ধর্মে বিভেদ সৃষ্টি করা এবং বিভিন্ন দলে বিভক্ত হওয়ার অর্থ ধর্মের মূলনীতিসমূহের অনুসরণ ছেড়ে স্বীয় ধ্যান ধারণাও প্রভৃতি অনুযায়ী কিংবা শয়তানের ধোঁকা ও সন্দেহে লিপ্ত হয়ে ধর্মে কিছু নতুন বিষয় ঢুকিয়ে দেওয়া অথবা কিছু বিষয় তা থেকে বাদ দেওয়া।

ধর্মে বিদ'আত আবিষ্কার করার কারণে কঠোর শাস্তিবাণী : তাফসীরে মাযহারীতে বলা হয়েছে– কিছু লোক ধর্মের মূলনীতি বর্জন করে সে জায়গায় নিজের পক্ষ থেকে কিছু বিষয় ঢুকিয়ে দিয়েছিল। এ উম্মতের বেদআতীরাও নতুন ও ভিত্তিহীন বিষয়কে ধর্মের অন্তর্ভুক্ত করে থাকে। তারা সবাই আলোচ্য আয়াতের অন্তর্ভুক্ত। রাসূলুল্লাহ ﷺ এ বিষয়টি বর্ণনা করে বলেন : বনী ইসরাঈলরা যেসব অবস্থার সম্মুখীন হয়েছিল, আমার উম্মতেও সগুলোর সম্মুখীন হবে। তারা যেমন কুকর্মে লিপ্ত হয়েছিল, আমার উম্মতও তেমনি হবে। বনী ইসরাঈলরা ৭২ টি দলে বিভক্ত হয়েছিল আমার উম্মতে ৭৩ টি দল সৃষ্টি হবে। তন্মধ্যে একদল ছাড়া সবাই দোজখে যাবে। সাহাবায়ে কেরাম আরজ করলেন : মুক্তি প্রাপ্ত দল কোনটি? উত্তর হলো যে দল আমার ও আমার সাহাবীদের পথ অনুসরণ করবে, তারাই মুক্তি পাবে। –[তিরমিযী, আবূ দাউদ]

https://e-ilm.weebly.com/

তাবারানী নির্ভরযোগ্য সনদ সহকারে হযরত ফারুকে আজম (রা.) থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি হযরত আয়েশা (রা.)–কে বলেছিলেন : এ আয়াতে বিদআতী, প্রবৃত্তির অনুসারী এবং নতুন পথের উদ্ভাবকদের কথা উল্লেখ রয়েছে। হযরত আবূ হুরায়রা (রা.) থেকেও অনুরূপ উক্তি বর্ণিত আছে। এ কারণেই রাসূলুল্লাহ ধর্মে নিজের পক্ষ থেকে নতুন নতুন পথ আবিষ্কার করতে কঠোর ভাষায় নিষেধ করেছেন।

ইমাম আহমদ, আবূ দাউদ, তিরমিযী প্রমুখ ইরবায ইবনে সারিয়া (রা.) থেকে বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : তোমাদের মধ্যে যারা আমার পর জীবিত থাকবে, তারা বিস্তর মতানৈক্য দেখতে পাবে। তাই (আমি তোমাদেরকে উপদেশ দিচ্ছি যে,) তোমরা আমার ও খোলাফায়ে রাশেদীনের সুন্নতকে শক্তভাবে আঁকড়ে থেকো এবং তদনুযায়ী কাজ করে যেয়ো। নতুন নতুন পথ থেকে সযত্নে গা বাঁচিয়ে চলো। কেননা ধর্মে নতুন সৃষ্ট প্রত্যেক বিষয়ই বিদআত এবং প্রত্যেক বিদআতই পথভ্রষ্টতা।"

হযরত আয়েশা (রা.) বলেন যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন: ছয় ব্যক্তির প্রতি আমি অভিসম্পাত করি এবং আল্লাহ তা'আলাও তাদের প্রতি অভিসম্পাত করেন। (এক) যে ব্যক্তি নিজের পক্ষ থেকে আল্লাহর গ্রন্থে কোনো কিছু যোগ করে (তা শব্দই যোগ করুক কিংবা এমন কোনো অর্থ যোগ করুক যা সাহাবায়ে কেরামের তাফসীরের বিপরীত)। (দুই) যে ব্যক্তি তকদীরকে অস্বীকার করে। (তিন) যে ব্যক্তি জবরদস্তিমূলকভাবে মুসলমানদের নেতা হয়ে যায়, যাতে ঐ ব্যক্তিকে সম্মানিত করে, যাকে আল্লাহ লাঞ্ছিত করেছেন এবং ঐ ব্যক্তিকে লাঞ্ছিত করে, যাকে আল্লাহ সম্মান দান করেছেন। (চার) যে ব্যক্তি আল্লাহ কর্তৃক হারামকৃত বস্তুকে হালাল মনে করে, অর্থাৎ মক্কার হেরেমে খুন খারাবি করে কিংবা শিকার করে। (পাঁচ) যে ব্যক্তি আমার বংশধর ও সন্তান সন্ততির সম্মান হানি করে। (ছয়) যে ব্যক্তি আমার সুন্নত ত্যাগ করে।

দ্বিতীয় আয়াতে বলা হয়েছে : مَنْ جَآءَ بِالْحَسَنَةِ فَلَهٗ عَشْرُ اَمْثَالِهَا وَمَنْ جَآءَ بِالسَّيِّئَةِ فَلَا يُجْزٰۤى اِلَّا مِثْلَهَا وَهُمْ لَا يُظْلَمُوْنَ পূর্ববর্তী আয়াতে বলা হয়েছিল যে, সরল পথ থেকে বিমুখ ব্যক্তিদেরকে আল্লাহ তা'আলাই কিয়ামতের দিন শাস্তি দিবেন।

এ আয়াতে পরকালের প্রতিদান ও শাস্তির একটি সহৃদয় বিধি বর্ণিত হয়েছে যে, যে ব্যক্তি একটি সৎকাজ করবে, তাকে দশগুণ প্রতিদান দেওয়া হবে। পক্ষান্তরে যে ব্যক্তি একটি গুনাহ করবে তাকে শুধু একটি গুনাহর সমান বদলা দেওয়া হবে। বুখারী, মুসলিম, নাসায়ী ও মুসনাদে আহমদে বর্ণিত এক হাদীসে রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন : তোমাদের প্রতিপালক অত্যন্ত দয়ালু। যে ব্যক্তি কোনো সৎকাজের শুধু ইচ্ছা করে, তার জন্য একটি নেকি লেখা হয়। ইচ্ছাকে কার্যে পরিণত করুক বা না করুক। অতঃপর যখন সে সৎকাজটি সম্পাদন করে, তখন তার আমলনামায় দশটি নেকী লেখা হয়। পক্ষান্তরে যে ব্যক্তি কোনো পাপ কজের ইচ্ছা করে, অতঃপর তা কার্যে পরিণত না করে, তার আমলনামায়ও একটি নেকি লেখা হয়। অতঃপর যদি সে ইচ্ছাকে কার্যে পরিণত করে, তবে একটি গোনাহ লেখা হয়। কিংবা একেও মিটিয়ে দেওয়া হয়। এহেন দয়া ও অনুকম্পা সত্ত্বেও আল্লাহর দরবারে ঐ ব্যক্তিই ধ্বংস হতে পারে, যে ধ্বংস হতেই দৃঢ়সংকল্প। –[ইবনে কাছীর]

এক হাদীসে কুদসীতে হযরত আবূ বকর (রা.) থেকে বর্ণিত আছে যে ব্যক্তি একটি সৎকাজ করে, সে দশটি সৎকাজের ছওয়াব পায়; বরং আরও বেশি পায়। পক্ষান্তরে যে ব্যক্তি একটি গুনাহ করে সে তার শাস্তি এক গুনাহর সমপরিমাণ পায় কিংবা তাও আমি মাফ করে দিব। যে ব্যক্তি পৃথিবীভর্তি গোনাহ করার পর আমার কাছে এসে ক্ষমা প্রার্থনা করে আমি তার সাথে ততটুকু ক্ষমার ব্যবহার করব। "যে ব্যক্তি আমার দিকে অর্ধহাত অগ্রসর হয়, আমি তার দিকে একহাত অগ্রসর হই এবং যে ব্যক্তি আমার দিকে একহাত অগ্রসর হয় আমি তার দিকে বা' (অর্থাৎ দুই বাহু প্রসারিত) পরিমাণ অগ্রসর হই। যে ব্যক্তি আমার দিকে লাফিয়ে আসে, আমি তার দিকে দৌড়ে যাই।"

এসব হাদীস থেকে জানা যায়, আয়াতে যে সৎকাজের প্রতিদান দশগুণ দেওয়ার কথা বলা হয়েছে, তা সর্বনিম্ন পরিমাণ। আল্লাহ তা'আলা স্বীয় কৃপায় আরও বেশি দিতে পারেন এবং দিবেন। অন্যান্য হাদীস দ্বারা সত্তর গুণ বা সাতশ'গুণ পর্যন্ত প্রমাণিত রয়েছে।

আলোচ্য আয়াতগুলো হচ্ছে সূরা আনআমের সর্বশেষ ছয় আয়াত। যারা সত্যধর্মে বাড়াবাড়ি ও কম বেশি করে একে ভিন্ন ধর্মে রূপান্তরিত করেছিল এবং নিজেরা বিভিন্ন দলে ও সম্প্রদায়ে বিভক্ত হয়ে পড়েছিল, তাদের মোকাবিলায় প্রথম তিন আয়াতে সত্যধর্মের বিশুদ্ধ চিত্র, মৌলিক নীতি এবং কতিপয় গুরুত্বপূর্ণ শাখাগত বিধান বর্ণনা করা হয়েছে। প্রথম দু'আয়াতে মূলনীতি এবং তৃতীয় আয়াতে শাখাগত বিধান উল্লিখিত হয়েছে। উভয় ক্ষেত্রে রাসূলুল্লাহ ﷺ–কে সম্বোধন করে বলা হয়েছে যে, আপনি তাদেরকে একথা বলে দিন যে, قُلْ اِنَّنِىْ هَدٰىنِىْ اِلٰى صِرَاطٍ مُّسْتَقِيْمٍ আমাকে আমার পলনকর্তা একটি

https://e-ilm.weebly.com/

সরল পথ বাতলে দিয়েছেন। এতে ইঙ্গিত করা হয়েছে যে, আমি তোমাদের মতো নিজ ধ্যান ধারণা বা পৈতৃক কুপ্রথার অনুসারী হয়ে এ পথ অবলম্বন করিনি, বরং আমার পালনকর্তাই আমাকে এ পথ বাতলে দিয়েছেন। (পালনকর্তা) শব্দের দ্বারা ইঙ্গিত করা হয়েছে যে, বিশুদ্ধ পথ বলে দেওয়া তাঁর পালনকর্তার একটি দাবি। তোমরাও ইচ্ছা কর তবে হেদায়েতের আয়োজন তোমাদের জন্যও বিদ্যমান রয়েছে।

قوله دِينًا قِيَمًا مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ : এখানে قِيَمًا শব্দটি قَيِّمٌ ধাতুর অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। এর অর্থ সুদৃঢ় অর্থাৎ এ দীন সুদৃঢ় যা আল্লাহর পক্ষ থেকে আগত মজবুত ভিত্তির উপর সুপ্রতিষ্ঠিত, কারও ব্যক্তি গত ধ্যান ধারণা নয়। এবং যাতে সন্দেহ হতে পারে এমন কোনো নতুন ধর্মও নয়; বরং এটিই ছিল পূর্ববর্তী সব পয়গম্বরের ধর্ম। এক্ষেত্রে বিশেষভাবে হযরত ইবরাহীম (আ.)-এর নাম উল্লেখ করার কারণ এই যে, জগতের প্রত্যেক ধর্মাবলম্বীই তাঁর মাহাত্ম্যে ও নেতৃত্বে বিশ্বাসী। বর্তমান সম্প্রাদয়সমূহের মধ্যে ইহুদি, খ্রিস্টান ও আরবের মুশরিকরা পরস্পর যতই ভিন্ন মতালম্বী হোক না কেন, হযরত ইবরাহীম (আ.)-এর মাহাত্ম্যে ও নেতৃত্বে সবাই একমত। নেতৃত্বের এ মহান পদমর্যাদা আল্লাহ তা'আলা বিশেষভাবে হযরত ইবরাহীম (আ.)-কে দান করেছেন। বলা হয়েছে : "আমি তোমাকে মানবজাতির নেতা রূপে বরণ করব।"

তাদের মধ্যে প্রতিটি সম্পদায়ই একথা প্রমাণ করতে সচেষ্ট থাকত যে, তারা ইবরাহীমী ধর্মেই অটল রয়েছে এবং তাদের ধর্মই মিল্লাতে ইবরাহীম। তাদের এ বিভ্রান্ত দূর করার উদ্দেশ্যে বলা হয়েছে : হযরত ইবরাহীম (আ.) আল্লাহকে ছেড়ে অন্যের উপাসনা থেকে বেঁচে থাকতেন এবং শিরকের প্রতি ঘৃণা পোষণ করতেন। এটাই তাঁর সর্ববৃহৎ ও অক্ষয় কীর্তি। তোমাদের মধ্যে যখন ইহুদিরা হযরত ওযায়ের (আ.)-কে খ্রিস্টনারা হযরত ঈসা (আ.)-কে এবং আরবের মুশরিকরা হাজারো পাথরকে আল্লাহর অংশীদার করে নিয়েছে, তখন কারও একথা বলার অধিকার নেই যে, তারা ইবরাহীমী ধর্মের অনুসারী। অবশ্য বুক ফুলিয়ে একথা বলার অধিকার একমাত্র মুসলমানদেরই আছে। কারণ তারা যাবতীয় শিরক ও কুফরের প্রতি বীতশ্রদ্ধ।

قوله قُلْ إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ এখানে نُسُكٌ শব্দের অর্থ কুরবানি। হজের ক্রিয়ার্মকেও نُسُكٌ বলা হয়। এ শব্দটি সাধারণ ইবাদত উপাসনার অর্থেও ব্যবহৃত হয়। তাই نَاسِكٌ শব্দটি عَابِدٌ (ইবাদতকারী) অর্থেও বলা হয়। আয়াতে এসব ক'টি অর্থই নেওয়া যেতে পারে। তাফসীরবিদ সাহাবী ও তাবেয়ীগণের কাছ থেকেও এসব তাফসীর বর্ণিত রয়েছে। তবে এখানে সাধারণ ইবাদত অর্থ নেওয়াই অধিক সঙ্গত মনে হয়। আয়াতের অর্থ এই যে, আমার নামাজ, আমার সমগ্র ইবাদত, আমার জীবন , আমার মরণ-সবই বিশ্ব প্রতিপালক আল্লাহর জন্য নিবেদিত।

এখানে ধর্মের শাখাগত কাজ কর্মের মধ্যে সর্ব প্রথম নামাজের কথা উল্লেখ করা হয়েছে। কেননা এটি যাবতীয় সৎকর্মের প্রাণ ও ধর্মের স্তম্ভ। এরপর অন্যান্য সব কাজ ও ইবাদত সংক্ষেপে উল্লেখ করা হয়েছে। অতঃপর সমগ্র জীবনের কাজকর্ম ও অবস্থা এবং সবশেষে মরণের কথা উল্লেখ করে বলা হয়েছে যে, আমার এসব কিছুই একমাত্র বিশ্ব পালক আল্লাহর জন্য নিবেদিত যার কোনো শরিক নেই। এটিই হচ্ছে পূর্ণ বিশ্বাস ও পূর্ণ আন্তরিকাতর ফল। মানুষ জীবনের প্রতিটি কাজে ও প্রতিটি অবস্থায় একথা মনে রাখবে যে, আমার এবং সমগ্র বিশ্বের একজন পালনকর্তা আছেন, আমি তাঁর দাস এবং সর্বদা তাঁর দৃষ্টিতে রয়েছি।

আমার অন্তর, মস্তিষ্ক, চক্ষু, কর্ণ, হাত, পা, কলব ও পদক্ষেপ তাঁর ইচ্ছার বিরুদ্ধে যাওয়া উচিত নয়। মানুষ যদি অন্তরে ও মস্তিস্কে এ মোরাকাবা ও ধ্যানকে সদা সর্বদা উপস্থিত রাখে, তবে সে বিশুদ্ধ অর্থে পরিপূর্ণ মানুষে পরিণত হতে পারে এবং যাবতীয় পাপ ও অপরাধ থেকে নির্মল ও পুতঃপবিত্র জীবন যাপন করতে পারে।

অতঃপর বলা হয়েছে : وَبِذَٰلِكَ أُمِرْتُ وَأَنَا أَوَّلُ الْمُسْلِمِينَ "আমাকে আল্লাহ তা'আলার পক্ষ থেকে এরূপ ঘোষণা করার এবং আন্তরিকতা অবলম্বন করার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।" আর আমি সর্বপ্রথম অনুগত মুসলমান। উদ্দেশ্য এই যে, এ উম্মতের মধ্যে সর্বপ্রথম মুসলমান আমি। কেননা প্রত্যেক উম্মতের প্রথম মুসলমান স্বয়ং ঐ পয়গম্বরই হন যার প্রতি ওহী অবতরণ করা হয়। প্রথম মুসলমান হওয়া দ্বারা এদিকেও ইঙ্গিত হতে পারে যে, সৃষ্ট জগতের মাঝে সর্বপ্রথম রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর নূর সৃষ্টি করা হয়েছে। এরপর সমস্ত নভোমণ্ডল, ভূমণ্ডল ও অন্যান্য সৃষ্টজগত অস্তিত্ব লাভ করেছে। এক হাদীসে বলা হয়েছে: أَوَّلُ مَا خَلَقَ اللّٰهُ نُوْرِيْ অর্থাৎ আল্লাহ তা'আলা সর্বপ্রথম আমার নূর সৃষ্টি করেছেন। –[রূহুল মা'আনী]

https://e-ilm.weebly.com/

একের পাপের বোঝা অন্যে বহন করতে পারে না: ১৬৪ নং আয়াতে মক্কার মুশরিক ওলীদ ইবনে মুগীরা প্রমুখের উত্তর দেওয়া হয়েছে। তারা রাসূলুল্লাহ ﷺ এবং সাধারণ মুসলমানদেরকে বলত : তোমরা আমাদের ধর্মে ফিরে এলে আমরা তোমাদের যাবতীয় পাপের বোঝা বহন করব। বলা হয়েছে: قُلْ أَغَيْرَ اللهِ أَبْغِي رَبًّا وَهُوَ رَبُّ كُلِّ شَيْءٍ অর্থাৎ আপনি তাদেরকে বলে দিন : তোমরা কি আমার কাছ থেকে এমন আশা কর যে, তোমাদের মতো আমিও আল্লাহ ছাড়া অন্য কোনো পালনকর্তা অনুসন্ধান করব? অথচ তিনিই সারা জাহান ও সমগ্র সৃষ্টজগতের পালনকর্তা। আমার কাছ থেকে এরূপ পথভ্রষ্টতার আশা করা বৃথা। আমাদের পাপের বোঝা বহন করার যে কথা তোমরা বলছ, তা একান্তই একটি নির্বুদ্ধিতা। যে ব্যক্তি পাপ করবে, তারই আমলনামায় তা লেখা হবে এবং সেই এর শাস্তি ভোগ করবে। তোমাদের এ কথার কারণে পাপ তোমাদের দিকে স্থানান্তরিত হতে পারে না। যদি মনে করা হয় যে, হিসাব ও আমলনামায় তো তাদের থাকবে, কিন্তু হাশরের ময়দানে এর যে শাস্তি নির্ধারিত হবে, তা আমরা ভাগ করে নিব, তবে এ ধারণাকেও পরবর্তী আয়াত নাকচ করে দিয়েছে। বলা হয়েছে : وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى অর্থাৎ কিয়ামতের দিন কেউ কারও পাপের বোঝা বহন করবে না।

এ আয়াত মুশরিকদের অর্থহীন উক্তির জবাব তো দিয়েছেই সাথে সাথে সাধারণ মুসলমানদেরকেও এ নীতি বলে দিয়েছে যে, কিয়ামতের আইন কানুন দুনিয়ার মতো নয়। দুনিয়াতে কেউ অপরাধ করে তার দায়িত্ব অপরের ঘাড়ে চাপাতে পারে, যখন অপর পক্ষ তাতে সম্মত হয়। কিন্তু খোদায়ী আদালতে এর কোনো অবকাশ নেই। সেখানে একজনের পাপের জন্য অন্যজনকে কিছুতেই পাকড়াও করা হবে না। এ আয়াতদৃষ্টেই রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : ব্যভিচারের ফলে যে সন্তান জন্মগ্রহণ করে, তার উপর পিতামাতার অপরাধের কোনো প্রতিক্রিয়া হবে না। এ হাদীসটি হাকিম হযরত আয়েশার (রা.)-এর রেওয়ায়েতক্রমে বিশুদ্ধ সনদ সহকারে বর্ণনা করেছেন।

শব্দ বিশ্লেষণ

لَمْ تَكُنْ : সীগাহ واحد مؤنث غائب বহছ نفى جحد بلم در فعل مستقبل معروف বাব نَصَرَ মাসদার اَلْكَيْنُوْنَةُ মূলবর্ণ (ك ـ و ـ ن) জিনস اجوف واوى অর্থ– সে ছিল না।

دِيْنٌ : শব্দটি একবচন, বহুবচন اَدْيَانٌ অর্থ– দীন, ধর্ম, বিশ্বাস, প্রথা।

شِيَعًا : শব্দটি বহুবচন, একবচনে شِيْعَةٌ অর্থ– দল, সম্প্রদায়।

لَا يُجْزٰى : সীগাহ واحد مذكر غائب বহছ نفى مضارع مجهول বাব ضَرَبَ মাসদার اَلْجَزَاءُ মূলবর্ণ (ج ـ ز ـ ى) জিনস ناقص يائى অর্থ–সে শাস্তি প্রাপ্ত হবে না।

مِلَّةً : শব্দটি একবচন, বহুবচন مِلَلٌ অর্থ– মিল্লাত, জাতি, ধর্ম, দল।

لَا تَزِرُ : সীগাহ واحد مؤنث غائب বহছ مضارع معروف বাব ضَرَبَ মাসদার اَلْوِزْرُ মূলবর্ণ (و ـ ز ـ ر) জিনস مثال واوى অর্থ– সে বহন করবে না।

خَلٰئِفَ : শব্দটি বহুবচন, একবচন خَلِيْفَةٌ অর্থ– খলিফা, ক্ষমতাবান, উত্তরাধিকারী, প্রতিনিধি।

يَبْلُوَكُمْ : সীগাহ واحد مذكر غائب বহছ مضارع معروف বাব نَصَرَ মাসদার اَلْبَلَاءُ মূলবর্ণ (ب ـ ل ـ و) জিনস ناقص واوى অর্থ– যেন তিনি তোমাদেরকে পরীক্ষা করেন।

سُوْرَةُ الْاَعْرَافِ

সূরাতুল আ'রাফ

মদীনায় অবতীর্ণ : আয়াত- ২০৬, রুকূ'- ২৪

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

পরম করুণাময় দয়ালু আল্লাহর নামে শুরু

অনুবাদ : (১) আলিফ-লাম-মীম- সোয়াদ।	الٓمّٓصٓ (١)
(২) এটা একটি কিতাব, যা আপনার নিকট এজন্য নাজিল করা হয়েছে যে, আপনি এটার দ্বারা ভয় প্রদর্শন করেন, সুতরাং আপনার অন্তরে এতে [অর্থাৎ এই ধারণায় যে, যদি কেউ অমান্য করে, তবে] যেন মোটেই সংকীর্ণতা না আসে, এবং তা নসিহত মুমিনদের জন্য।	كِتٰبٌ اُنْزِلَ اِلَيْكَ فَلَا يَكُنْ فِىْ صَدْرِكَ حَرَجٌ مِّنْهُ لِتُنْذِرَ بِهٖ وَذِكْرٰى لِلْمُؤْمِنِيْنَ (٢)
(৩) তোমরা তার অনুসরণ কর, যা তোমাদের নিকট তোমাদের রবের পক্ষ থেকে এসেছে, এবং আল্লাহকে ছেড়ে অন্য অভিভাবকদের তাবেদারী করো না, তোমরা খুব অল্পই উপদেশ গ্রহণ করে থাক।	اِتَّبِعُوْا مَاۤ اُنْزِلَ اِلَيْكُمْ مِّنْ رَّبِّكُمْ وَلَا تَتَّبِعُوْا مِنْ دُوْنِهٖۤ اَوْلِيَآءَ ۗ قَلِيْلًا مَّا تَذَكَّرُوْنَ (٣)
(৪) আর বহু জনপদকে আমি ধ্বংস করে দিয়েছি, এবং তাদের প্রতি আমার আজাব রাত্রিকালে পৌঁছেছিল, অথবা এমন অবস্থায় যে, তারা দ্বি-প্রহরে বিশ্রাম করছিল।	وَكَمْ مِّنْ قَرْيَةٍ اَهْلَكْنٰهَا فَجَآءَهَا بَاْسُنَا بَيَاتًا اَوْ هُمْ قَآئِلُوْنَ (٤)
(৫) অনন্তর যখন তাদের প্রতি আমার আজাব আসল, তখন তাদের মুখ হতে তা ব্যতীত আর কোনো কথাই বের হচ্ছিল না যে, বাস্তবিকই আমরা অনাচারী ছিলাম।	فَمَا كَانَ دَعْوٰىهُمْ اِذْ جَآءَهُمْ بَاْسُنَاۤ اِلَّاۤ اَنْ قَالُوْۤا اِنَّا كُنَّا ظٰلِمِيْنَ (٥)

শাব্দিক অনুবাদ

(১) الٓمّٓصٓ আলিফ-লাম-মীম- সোয়াদ।

(২) كِتٰبٌ এটা একটি কিতাব اُنْزِلَ اِلَيْكَ যা আপনার নিকট এজন্য নাজিল করা হয়েছে যে فَلَا يَكُنْ فِىْ صَدْرِكَ حَرَجٌ مِّنْهُ সুতরাং আপনার অন্তরে এতে যেন মোটেই সংকীর্ণতা না আসে لِتُنْذِرَ بِهٖ আপনি এটার দ্বারা ভয় প্রদর্শন করেন وَذِكْرٰى لِلْمُؤْمِنِيْنَ এবং তা নসিহত মুমিনদের জন্য।

(৩) اِتَّبِعُوْا তোমরা তার অনুসরণ কর مَاۤ اُنْزِلَ اِلَيْكُمْ مِّنْ رَّبِّكُمْ যা তোমাদের নিকট তোমাদের রবের পক্ষ থেকে এসেছে وَلَا تَتَّبِعُوْا مِنْ دُوْنِهٖۤ اَوْلِيَآءَ এবং আল্লাহকে ছেড়ে অন্য অভিভাবকদের তাবেদারী করো না قَلِيْلًا مَّا تَذَكَّرُوْنَ তোমরা খুব অল্পই উপদেশ গ্রহণ করে থাক।

(৪) وَكَمْ مِّنْ قَرْيَةٍ اَهْلَكْنٰهَا আর বহু জনপদকে আমি ধ্বংস করে দিয়েছি فَجَآءَهَا بَاْسُنَا بَيَاتًا এবং তাদের প্রতি আমার আজাব রাত্রিকালে পৌঁছেছিল اَوْ هُمْ قَآئِلُوْنَ অথবা এমন অবস্থায় যে, তারা দ্বি-প্রহরে বিশ্রাম করছিল।

https://e-ilm.weebly.com/

فَلَنَسْـَٔلَنَّ الَّذِيْنَ اُرْسِلَ اِلَيْهِمْ وَلَنَسْـَٔلَنَّ الْمُرْسَلِيْنَ (٦)	অনুবাদ : (৬) অতঃপর আমি তাদেরকে অবশ্যই জিজ্ঞাসা করব, যাদের নিকট রাসূল পাঠানো হয়েছিল এবং আমি রাসূলদেরকে [-ও] নিশ্চয় জিজ্ঞাসা করব।
فَلَنَقُصَّنَّ عَلَيْهِمْ بِعِلْمٍ وَّمَا كُنَّا غَآئِبِيْنَ (٧)	(৭) অনন্তর তাদের সম্মুখে আমি বর্ণনা করে দিব, যেহেতু আমি পূর্ণরূপে জ্ঞাত আছি, আর আমি তো বে-খবর ছিলাম না।
وَالْوَزْنُ يَوْمَئِذِنِ الْحَقُّ ۚ فَمَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِيْنُهٗ فَاُولٰٓئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُوْنَ (٨)	(৮) আর সেই দিনকার [নেকী বদীর] ওজন বরহক, অনন্তর যার পাল্লা ভারি হবে, এরূপ লোকেরাই সফলকাম হবে।
وَمَنْ خَفَّتْ مَوَازِيْنُهٗ فَاُولٰٓئِكَ الَّذِيْنَ خَسِرُوْٓا اَنْفُسَهُمْ بِمَا كَانُوْا بِاٰيٰتِنَا يَظْلِمُوْنَ (٩)	(৯) আর যার পাল্লা হালকা হবে, ফলতঃ তারা হচ্ছে সেই সকল লোক যারা নিজেদের ক্ষতি সাধন করেছে, এ কারণে যে, তারা আমার আয়াতসমূহের হক নষ্ট করত।
وَلَقَدْ مَكَّنّٰكُمْ فِى الْاَرْضِ وَجَعَلْنَا لَكُمْ فِيْهَا مَعَايِشَ ۭ قَلِيْلًا مَّا تَشْكُرُوْنَ (١٠)	(১০) আর নিশ্চয় আমি তোমাদেরকে ভূপৃষ্ঠে থাকার জায়গা দিয়েছি এবং আমি তোমাদের জন্য তাতে জীবিকা নির্বাহের উপকরণগুলো সৃষ্টি করেছি, তোমরা খুব কম শোকর কর।
وَلَقَدْ خَلَقْنٰكُمْ ثُمَّ صَوَّرْنٰكُمْ ثُمَّ قُلْنَا لِلْمَلٰٓئِكَةِ اسْجُدُوْا لِاٰدَمَ ۖ فَسَجَدُوْٓا اِلَّآ اِبْلِيْسَ ۭ لَمْ يَكُنْ مِّنَ السّٰجِدِيْنَ (١١)	(১১) আর আমি তোমাদেরকে সৃষ্টি করেছি, অতঃপর তোমাদের আকৃতি গঠন করেছি অতঃপর আমি ফেরেশতাদেরকে বললাম যে, আদমকে সেজদা কর, সুতরাং সকলেই সেজদা করল ইবলীস ব্যতীত, সে সেজদাকারীদের অন্তর্ভুক্ত হলো না।

শাব্দিক অনুবাদ

(৫) فَمَا كَانَ دَعْوٰىهُمْ অনন্তর তখন তাদের মুখ হতে বের হচ্ছিল না اِذْ جَآءَهُمْ بَاْسُنَآ যখন তাদের প্রতি আমার আজাব আসল اِلَّآ اَنْ قَالُوْٓا তা ব্যতীত আর কোনো কথাই যে اِنَّا كُنَّا ظٰلِمِيْنَ বাস্তবিকই আমরা অনাচারী ছিলাম।

(৬) فَلَنَسْـَٔلَنَّ অতঃপর আমি তাদেরকে অবশ্যই জিজ্ঞাসা করব الَّذِيْنَ اُرْسِلَ اِلَيْهِمْ যাদের নিকট রাসূল পাঠানো হয়েছিল وَلَنَسْـَٔلَنَّ الْمُرْسَلِيْنَ; এবং আমি রাসূলদেরকে [-ও] নিশ্চয় জিজ্ঞাসা করব।

(৭) فَلَنَقُصَّنَّ عَلَيْهِمْ অনন্তর তাদের সম্মুখে আমি বর্ণনা করে দিব بِعِلْمٍ যেহেতু আমি পূর্ণরূপে জ্ঞাত আছি وَمَا كُنَّا غَآئِبِيْنَ আর আমি তো বে-খবর ছিলাম না।

(৮) وَالْوَزْنُ يَوْمَئِذِنِ الْحَقُّ; আর সেই দিনকার [নেকী বদীর] ওজন বরহক فَمَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِيْنُهٗ অনন্তর যার পাল্লা ভারি হবে فَاُولٰٓئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُوْنَ এরূপ লোকেরাই সফলকাম হবে।

(৯) وَمَنْ خَفَّتْ مَوَازِيْنُهٗ আর যার পাল্লা হালকা হবে فَاُولٰٓئِكَ ফলতঃ তারা হচ্ছে সেই সকল লোক الَّذِيْنَ خَسِرُوْٓا اَنْفُسَهُمْ যারা নিজেদের ক্ষতি সাধন করেছে بِمَا كَانُوْا بِاٰيٰتِنَا يَظْلِمُوْنَ এ কারণে যে, তারা আমার আয়াতসমূহের হক নষ্ট করত।

(১০) وَلَقَدْ مَكَّنّٰكُمْ فِى الْاَرْضِ; আর নিশ্চয় আমি তোমাদেরকে ভূপৃষ্ঠে থাকার জায়গা দিয়েছি وَجَعَلْنَا لَكُمْ فِيْهَا مَعَايِشَ এবং আমি তোমাদের জন্য তাতে জীবিকা নির্বাহের উপকরণগুলো সৃষ্টি করেছি قَلِيْلًا مَّا تَشْكُرُوْنَ তোমরা খুব কম শোকর কর।

(১১) وَلَقَدْ خَلَقْنٰكُمْ; আর আমি তোমাদেরকে সৃষ্টি করেছি ثُمَّ صَوَّرْنٰكُمْ অতঃপর তোমাদের আকৃতি গঠন করেছি ثُمَّ قُلْنَا لِلْمَلٰٓئِكَةِ অতঃপর আমি ফেরেশতাদেরকে বললাম যে اسْجُدُوْا لِاٰدَمَ আদমকে সেজদা কর فَسَجَدُوْٓا اِلَّآ اِبْلِيْسَ সুতরাং সকলেই সেজদা করল ইবলীস ব্যতীত لَمْ يَكُنْ مِّنَ السّٰجِدِيْنَ সে সেজদাকারীদের অন্তর্ভুক্ত হলো না।

https://e-ilm.weebly.com/

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

যোগসূত্র : সূরা আল- আন'আম-এর শেষাংশ ও এ সূরার প্রথমাংশের মধ্যে যোগসূত্র হলো, পূর্ব সূরা শেষভাগে قُلْ اِنَّنِيْ هَدٰىنِيْ الخ আয়াতে সত্য ধর্মের পরিচয় বর্ণিত হয়েছিল এবং অতঃপর هُوَ الَّذِيْ جَعَلَكُمْ الخ আয়াতে ছওয়াব অর্জনের প্রতি উৎসাহ প্রদান ও আজাব হতে ভয় প্রদর্শন করা হয়েছিল। আর এ সূরার প্রারম্ভে كِتٰبٌ اُنْزِلَ اِلَيْكَ الخ আয়াতে সে সত্য ধর্ম প্রচারের আদেশ এবং فَلَنَسْـَٔلَنَّ الَّذِيْنَ الخ আয়াতে পরলোকের ব্যাপারসমূহ যথা– হিসাব ও আমল ওজন হওয়া এবং ছওয়াব ও আজাবের বর্ণনা রয়েছে। অতএব পূর্ব সূরার উল্লিখিত বিষয়বস্তু দুটি অত্র সূরার এ দুটি বিষয়বস্তুর সাথে খুবই সামঞ্জস্যশীল।

নামকরণ : اَعْرَافٌ (আ'রাফ) শব্দটি عُرْفٌ ('উরফুন) শব্দের বহুবচন। অর্থ হচ্ছে– উর্ধ্ব বা উচ্চ স্থান, প্রাচীরের উপরিভাগ, টিলা ভূমি, ভূমি হতে অপেক্ষাকৃত উঁচু প্রতিটি বস্তুকেই اَعْرَافٌ বলা হয়। তাছাড়া জান্নাত ও জাহান্নামের মধ্যবর্তী স্থানকেও اَعْرَافٌ বলা হয়। যেহেতু এ স্থান হতে একে অপরকে তথা পরস্পরকে চিনতে পারবে, তাই এ স্থানকে اَعْرَافٌ নামে অভিহিত করা হয়। সাথে সাথে এ সূরার পঞ্চম রুকূ'-এর ৪৬ তম আয়াতে 'আসহাবুল আ'রাফ বা আ'রাফবাসীদের প্রসঙ্গে আলোচনা করা হয়েছে। সেখানে থেকে এ সূরার নামকরণ করা হয়েছে 'আল-আ'রাফ' বলে।

বিষয়বস্তু : সূরা আল-আ'রাফ মক্কা মুয়ায্যামায় অবতীর্ণ হয়েছে। এতে ২০৬ টি আয়াত ও ২৪ টি রুকূ' রয়েছে। এটি কুরআন মাজীদের একটি বৃহত্তম সূরা। এ সূরার বিষয়বস্তু হলো, সমগ্র সূরা আ'রাফের প্রতি লক্ষ্য করলে জানা যায় যে, এ সূরার অধিকাংশ বিষয়বস্তুই পরকাল ও রিসালাতের সাথে সম্পৃক্ত। প্রথম আয়াত كِتٰبٌ اُنْزِلَ নবুয়তের এবং ষষ্ঠ আয়াত فَلَنَسْـَٔلَنَّ পরকালের সত্যতা সম্পর্কিত। চতুর্থ রুকূ'র অর্ধেক থেকে ষষ্ঠ রুকূ'র শেষ পর্যন্ত সম্পূর্ণ পরকালের আলোচনা রয়েছে। অতঃপর অষ্টম রুকূ' থেকে একুশতম রুকূ' পর্যন্ত আম্বিয়া (আ.) ও তাঁদের উম্মতের ব্যাপারাদি বর্ণিত হয়েছে। এগুলো সবই রিসালাতের সাথে সম্পর্কিত। এসব কাহিনীতে রিসালাত অবিশ্বাসীদের শাস্তির কথাও বর্ণনা করা হয়েছে, যাতে বর্তমান অবিশ্বাসীরা শিক্ষা গ্রহণ করতে পারে। বাইশতম রুকূ'র অর্ধেক থেকে তেইশতম রুকূ'র শেষ পর্যন্ত পরকাল সম্পর্কিত বিষয়ের পুনরালোচনা করা হয়েছে। শুধু সপ্তম ও বাইশতম রুকূ'র শুরুতে এবং সর্বশেষ চব্বিশতম রুকূ'র বেশিরভাগ অংশে তাওহীদ সম্পর্কে বিশেষ আলোচনা করা হয়েছে। এ সূরার খুব কম অংশই এমন আছে যাতে স্থানাপোযোগী শাখাগত বিধিবিধান আলোচিত হয়েছে।

অবতীর্ণের সময়কাল ও কারণ : এ সূরাটি রাসূলে কারীম ﷺ-এর মক্কী জীবনের শেষ দিকে অবতীর্ণ হয়েছে। রাসূলে কারীম ﷺ–এর ইসলাম প্রচারের কারণে কুরাইশদের শত্রুতা, বিরুদ্ধতা ও জুলুম নিষ্পেষণের মাত্রা চরম সীমায় পৌঁছে যায় এবং এ নির্যাতনে অতিষ্ঠ হয়ে কিছু মুসলমান হাবশায় হিজরত করেন। এ সময় রাসূলে কারীম ﷺ–এর সহযোগিতা করার মতো তাঁর চাচা আবূ তালেব ও হযরত খাদীজাতুল কুবরা (রা.) জীবিত ছিলেন না। এজন্য সকল আশ্রয় ও সহযোগিতা হতে বঞ্চিত হয়ে কঠিন প্রতিবন্ধকতা উপেক্ষা করেও রাসূলে কারীম ﷺ তাবলীগ ও রিসালাতের দায়িত্ব পালন করছিলেন। যার প্রভাবে মক্কা ও তার পার্শ্ববর্তী এলাকার বহু লোক ইসলামে দীক্ষিত হতে লাগল। এটা দেখে সমগ্র আরবজাতি সমষ্টিগতভাবে ইসলামের দাওয়াত প্রত্যাহার ও অস্বীকার করার জন্য সংকল্প করেছিল। যখনই কোনো ব্যক্তি ইসলাম গ্রহণ করতো, তখনই এ সময় শুধুমাত্র মদিনায় বসবাসকারী আওস ও খাযরাজ গোত্রদ্বয়ের কিছুসংখ্যক লোক বিনা বাধায় ইসলাম কবুল করেছিলেন। মদিনায় বসবাসকারী এ অল্প সংখ্যক লোকের ইসলামে দীক্ষিত হওয়াটাই ইসলাম প্রসার লাভের বিরাট উজ্জ্বল সম্ভাবনা ছিল, তা তখন মক্কাবাসীরা বুঝতে পারেনি। বস্তুত এটার ফল ও পরিণতি হলো যে, গোটা জাহান ইসলামের ছায়াতলে এসে যায়। এমনি মুহূর্তে সূরা আল আ'রাফ অবতীর্ণ হলো।

قوله فَلَا يَكُنْ فِيْ صَدْرِكَ حَرَجٌ প্রথম আয়াতে রাসূলুল্লাহ ﷺ–কে সম্বোধন করে বলা হয়েছে : এ কুরআন আল্লাহর গ্রন্থ, যা আপনার কাছে প্রেরিত হয়েছে। এর কারণে আপনার অন্তরে কোনো সংকোচ থাকা উচিত নয়। অন্তরের সংকোচ অর্থ হলো কুরআন পাক ও এর নির্দেশাবলি প্রচারের ক্ষেত্রে কারও ভয়ভীতি অন্তরায় না হওয়া উচিত যে, মানুষ এর প্রতি মিথ্যারোপ করবে এবং আপনাকে কষ্ট দেবে। –[মাযহারী]

https://e-ilm.weebly.com/

এতে ইঙ্গিত রয়েছে যে, যিনি আপনার প্রতি এ গ্রন্থ নাজিল করেছেন, তিনি আপনার সাহায্য এবং হেফাজতেরও ব্যবস্থা করেছেন। কাজেই আপনি মনকে সংকুচিত করবেন কেন? কারো কারো মতে এখানে অন্তরের সংকোচনের অর্থ এই যে, কুরআন ও ইসলামি বিধি বিধান শুনেও যদি কেউ ইসলাম গ্রহণ না করে, তবে রাসূলুল্লাহ ﷺ দয়ার কারণে মর্মাহত হতেন। একেই মানসিক সংকোচ বলে ব্যক্ত করা হয়েছে এবং বলা হয়েছে : আপনার কর্তব্য শুধু দীনের প্রচার করা। এটা করার পর কে মুসলমান হলো আর কে হলো না এ দায়িত্ব আপনার নয়। অতএব, আপনি অহেতুক মর্মাহত হবেন কেন?

فَلَنَسْـَٔلَنَّ الَّذِيْنَ اُرْسِلَ اِلَيْهِمْ وَلَنَسْـَٔلَنَّ الْمُرْسَلِيْنَ অর্থাৎ কিয়ামতের দিন সর্বসাধারণকে জিজ্ঞেস করা হবে যে, আমি তোমাদের কাছে রাসূল ও গ্রন্থসমূহ প্রেরণ করেছিলাম, তোমরা তাদের সাথে কিরূপ ব্যবহার করেছিলে? পয়গম্বরগণকে জিজ্ঞেস করা হবে : যেসব বার্তা ও বিধান দিয়ে আমি আপনাদেরকে প্রেরণ করেছিলাম, সেগুলো আপনারা নিজ নিজ উম্মতের কাছে পৌছিয়েছেন কি না? −[মাযহারী]

সহীহ মুসলিমে হযরত জাবের (রা.) থেকে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ বিদায় হজের ভাষণে উপস্থিত জনতাকে প্রশ্ন করেছিলেন : কিয়ামতের দিন আমার সম্পর্কে তোমাদেরকে জিজ্ঞেস করা হবে যে, আমি আল্লাহর পয়গাম পৌছিয়েছি কি না। তখন তোমরা উত্তরে কি বলবে? সাহাবায়ে কেরাম আরজ করলেন : আমরা বলব, আপনি আল্লাহর পয়গাম আমাদের কাছে পৌছে দিয়েছেন এবং আল্লাহ প্রদত্ত দায়িত্ব যথাযথ পালন করেছেন। একথা শুনে রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন, اَللّٰهُمَّ اشْهَدْ। অর্থাৎ হে আল্লাহ আপনি সাক্ষী থাকুন।

মুসনাদে আহমদে বর্ণিত আছে, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : কিয়ামতের দিন আল্লাহ তা'আলা আমাকে জিজ্ঞেস করবেন, আমি তাঁর পয়গাম বান্দাদের কাছে পৌছিয়েছি কি না। আমি উত্তরে বলব পৌছিয়েছি। কাজেই এখানে তোমরা এ বিষয়ে সচেষ্ট হও যে, যারা এখন উপস্থিত রয়েছে, তারা যেন অনুপস্থিতদের কাছে আমার পয়গাম পৌছিয়ে দেয়। −[মাযহারী]

অনুপস্থিতদের অর্থ যারা সে যুগে বর্তমান ছিল, কিন্তু মজলিসে উপস্থিত ছিল না। এবং সেসব বংশধর যারা পরবর্তীকালে জন্মগ্রহণ করবে। তাদের কাছে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর পৌছানোর অর্থ এই যে, প্রতি যুগের মানুষ তাদের পরবর্তী বংশধরদের কাছে পৌছানোর ধারা অব্যাহত রাখবে। যাতে কিয়ামত পর্যন্ত জন্মগ্রহণকারী সব মানুষের কাছে এ পয়গাম পৌছে যায়।

এ আয়াতে বলা হয়েছে : وَالْوَزْنُ يَوْمَئِذِنِ الْحَقُّ (সেদিন যে ভালো-মন্দ কাজ-কর্মের ওজন হবে তা সত্য সঠিকভাবেই হবে) এতে কোনোরূপ সন্দেহের অবকাশ নেই। এখানে ইঙ্গিত করা হয়েছে যে, এতে মানুষ ধোঁকায় পড়তে পারে যে, সব বস্তু ভারি, সেগুলোর ওজন ও পরিমাপ হতে পারে। মানুষের ভালো মন্দ কাজকর্ম কোনো জড়পদার্থ নয় যে, এগুলোকে ওজন করা যেতে পারে। এমতাবস্থায় কাজকর্মের ওজন কিরূপে করা হবে? উত্তর এই যে, প্রথমত পরম প্রভু আল্লাহ সর্বশক্তিমান। তিনি সব কিছুই করতে পারেন। অতএব, আমরা যা ওজন করতে পারি না আল্লাহ তা'আলাও তা ওজন করতে পারবেন না, এমনটা কল্পনা করা যায় না। দ্বিতীয়তঃ আজকাল জগতে ওজন করার নতুন নতুন যন্ত্র আবিষ্কার হয়েছে যাতে দাঁড়িপাল্লা, স্কেলকাঁটা ইত্যাদির কোনো প্রয়োজন নেই। এসব নবাবিষ্কৃত যন্ত্রের সাহায্যে আজকাল এমন বস্তুও ওজন করা যায়, যা ইতঃপূর্বে ওজন করার কল্পনাও কারো যেত না। আজকাল বাতাসের চাপ এবং বৈদ্যুতিক প্রবাহও ওজন করা যায়, এমনকি শীত-গ্রীষ্ম পর্যন্ত ওজন করা হয়। এগুলোর মিটারই এদের দাঁড়িপাল্লা। যদি আল্লাহ তা'আলা স্বীয় অসীম শক্তির বলে মানুষের কাজর্ম ওজন করে নেন, তবে এতে বিস্ময়ের কিছুই নেই।

আমলের ওজন সম্পর্কে একটি সন্দেহ ও তার উত্তর : আমলের ওজন সম্পর্কে হাদীস সমূহের বিশদ বর্ণনায় একটি প্রণিধানযোগ্য বিষয় এই যে, একাধিক হাদীসের বর্ণনা অনুযায়ী হাশরের দাঁড়িপাল্লায় কালেমা 'লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহু মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ'র ওজন হবে সবচাইতে বেশি। এ কালিমা যে পাল্লায় থাকবে, তা সর্বাধিক ভারি হবে।

তিরমিযী, ইবনে মাজাহ, ইবনে হাব্বান, বায়হাকী ও হাকেম প্রমুখ আব্দুল্লাহ ইবনে ওমর (রা.) থেকে বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন : হাশরের ময়দানে আমার উম্মতের এক ব্যক্তিকে তার নিরানব্বইটি আমলনামাসহ সকলের সামনে উপস্থিত করা হবে। প্রত্যেকটি আমলনামা তার দৃষ্টিসীমা পর্যন্ত দীর্ঘ হবে। আর সবগুলো আমলনামাই অসৎকাজ এবং গোনাহে পরিপূর্ণ হবে। তাকে জিজ্ঞেস করা হবে এসব আমলনামায় যা কিছু লেখা রয়েছে, তার সবই ঠিক, না কি আমলনামা লেখক ফেরেশতা তোমার প্রতি কোনো অবিচার করেছে এবং অবাস্তব কোনো কথাও লিখে দিয়েছে? সে স্বীকার

https://e-ilm.weebly.com/

করে বলবে : আয় পরওয়ারদেগার এতে যা কিছু আছে, সবই ঠিক। সে মনে মনে অস্থির হবে যে, এখন মুক্তির উপায় কি? তখন আল্লাহ তা'আলা বলবেন। আজ কারও প্রতি অবিচার হবে না। এসব পাপের মোকবিলায় তোমার 'আশহাদু আল্লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু ওয়া আশহাদু আন্না মুহাম্মাদান আবদুহূ ওয়া রাসূলুহু' লেখা হয়েছে। লোকটি বলবে: ইয়া রব, এত বিরাট পাপপূর্ণ আমলনামার মোকাবিলায় এ ছোট পাতাটির কি মূল্য? তখন আল্লাহ বলবেন, তোমার প্রতি অবিচার করা হবে না। অতঃপর এক পাল্লায় পাপে পরিপূর্ণ আমলনামাগুলো রাখা হবে এবং অপর পাল্লায় ঈমানের কালেমা সম্বলিত পাতাটি রাখা হবে। এতে কালেমার পাল্লা ভারি হবে এবং পাপের পাল্লা হালকা হবে। এ ঘটনা বর্ণনা করার পর রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন : আল্লাহর নামের তুলনায় কোনো বস্তুই ভারি হতে পারে না। –[মাযহারী]

মুসনাদ, বাযযার ও মুস্তাদরাক হাকেমে উদ্ধৃত হযরত ইবনে ওমর (রা.) এক রেওয়ায়েতে রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন : হযরত নূহ (আ.)-এর ওফাত নিকটবর্তী হলে তিনি তাঁর পুত্রদেরকে সমবেত করে বললেন : আমি তোমাদেরকে কালেমা 'লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ'র অসিয়ত করছি। কেননা যদি সাত আসমান ও জমিন এক পাল্লায় এবং কালিমা 'লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ' অপর পাল্লায় রাখা হয়, তবে কালেমার পাল্লাই ভারি হবে। এ সম্পর্কিত অনেক হাদীস হযরত আবূ সায়ীদ খুদরী, ইবনে আব্বাস ও আবূ দারদা (রা.) থেকে নির্ভরযোগ্য সনদসহ হাদীস গ্রন্থসমূহে বর্ণিত রয়েছে। –[মাযহারী]

এসব হাদীস থেকে জানা যায় যে, মুমিনের পাল্লা সব সময়ই ভারি হবে, সে যত পাপই করুক। কিন্তু কুরআনের অন্যান্য আয়াত এবং অনেক হাদীসের দ্বারা প্রমাণিত আছে যে, মুসলমানের নেকী ও পাপকর্মসমূহেরও ওজন করা হবে। কারও নেকীর পাল্লা ভারি হবে এবং কারও পাপের পাল্লা ভারি হবে। যার নেকীর পল্লা ভারি হবে, সে মুক্তি পাবে এবং যার পাপের পাল্লা ভারি হবে, সে শাস্তি ভোগ করবে।

উদাহরণত: কুরআন পাকের এক আয়াতে আছে : وَنَضَعُ الْمَوَازِيْنَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيٰمَةِ فَلَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا وَاِنْ كَانَ مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِّنْ خَرْدَلٍ اَتَيْنَا بِهَا وَكَفٰى بِنَا حٰسِبِيْنَ অর্থাৎ আমি কিয়ামতের দিন ইনসাফের পাল্লা স্থাপন করব। কাজেই কারও প্রতি বিন্দুমাত্র অবিচার হবে না। যদি একটি রাঈদানা পরিমাণও ভালোমন্দ কাজ কেউ করে, তবে সবই সে পাল্লায় রাখা হবে। আমিই হিসাবের জন্য যথেষ্ট। সূরা কারিয়ায় বলা হয়েছে: فَاَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِيْنُهٗ فَهُوَ فِيْ عِيْشَةٍ رَّاضِيَةٍ وَاَمَّا مَنْ خَفَّتْ مَوَازِيْنُهٗ فَاُمُّهٗ هَاوِيَةٌ অর্থাৎ যার নেকীর পাল্লা ভারি হবে, সে সুখ স্বাচ্ছন্দ্যে থাকবে এবং যার নেকীর পাল্লা হালকা হবে, তার স্থান হবে দোজখে।

এসব আয়াতের তাফসীরে হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা.) বলেন : যে মুমিনের নেকীর পাল্লা ভারি হবে, সে স্বীয় আমলসহ জান্নাতে এবং যার পাপের পাল্লা ভারি হবে, সে স্বীয় পাপকর্মসহ জাহান্নামে নিক্ষিপ্ত হবে। –[মাযহারী]

আবূ দাউদে হযরত আবূ হুরায়রা (রা.)-এর রেওয়ায়েতক্রমে বর্ণিত রয়েছে যে, যদি কোনো বান্দার ফরজ কাজসমূহে কোনো ত্রুটি পাওয়া যায়, তবে রাব্বুল আলামীন বলবেন, দেখ, তার নফল কাজ আছে কি না। নফল কাজ থাকলে ফরজের ত্রুটি নফল দ্বারা পূরণ করা হবে।

আমলের ওজন কিভাবে হবে : হযরত আবূ হুরায়ারা (রা.) রেওয়ায়েতক্রমে বুখারী ও মুসলিমে বর্ণিত হাদীসে রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন : কিয়ামতের দিন কিছু মোটা লোক আসবে। তাদের মূল্য আল্লাহর কাছে মশার পাখার সমানও হবে না। এ কথার সমর্থনে তিনি কুরআন পাকের এ আয়াত পাঠ করলেন : فَلَا نُقِيْمُ لَهُمْ يَوْمَ الْقِيٰمَةِ وَزْنًا –অর্থাৎ কিয়ামতের দিন আমি তাদের কোনো ওজন স্থির করবো না। –[মাযহারী]

হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে মাসঊদ (রা.)-এর প্রশংসায় বর্ণিত এক হাদীসে রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন : তাঁর পা দু'টি বাহ্যতঃ যতই সরু হোক, কিন্তু যার হাতে আমার প্রাণ সেই সত্তার কসম! কিয়ামতের দাঁড়িপাল্লায় তাঁর ওজন পর্বতের চেয়েও হবে। হযরত আবূ হুরায়রা (রা.) -এর যে হাদীস দ্বারা ইমাম বুখারী (র.) স্বীয় গ্রন্থের সমাপ্তি টেনেছেন তাতে বলা হয়েছে দু'টি বাক্য উচ্চারণের দিক থেকে খুবই হালকা; কিন্তু দাঁড়িপাল্লায় অত্যন্ত ভারি এবং আল্লাহর কাছে অধিক প্রিয়। বাক্য দু'টি এই: سُبْحَانَ اللّٰهِ وَبِحَمْدِهٖ سُبْحَانَ اللّٰهِ الْعَظِيْمِ হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে ওমর (রা.) থেকে বর্ণিত আছে, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলতেন : 'সোবহানাল্লাহ' বললে আমলের দাঁড়িপাল্লার অর্ধেক ভরে যায় আর 'আলহামদু লিল্লাহ' বললে বাকি অর্ধেক পূর্ণ হয়ে যায়।

আবূ দাউদ, তিরমিযী ও ইবনে হাব্বান বিশুদ্ধ সনদে হযরত আবুদ্দারদা (রা.) থেকে বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : আমলের ওজনের বেলায় কোনো আমলই সচ্চরিত্রতায় সমান ভারি হবে না।

https://e-ilm.weebly.com/

হযরত আবূ যর গিফারী (রা.)-কে রাসুলুল্লাহ ﷺ বলেছিলেন : তোমাকে দু'টি কাজের কথা বলছি এগুলো কর। মানুষের জন্য মোটেই কঠিন নয়, কিন্তু ওজনের দিক দিয়ে এগুলো খুবই ভারি হবে। (এক) সচ্চরিত্রতা এবং (দুই) অধিক মৌনতা, অর্থাৎ বিনা প্রয়োজনে কথা না বলা।

ইমাম আহমদ কিতাবুয যুহদে হযরত হাযেম (রা.)-এর রেওয়ায়েতক্রমে বর্ণনা করেছেন যে, একবার রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর কাছে হযরত জিবারাঈল (আ.) আগমন করলেন। তখন এক ব্যক্তি আল্লাহর ভয়ে কাঁদছিলেন। হযরত জিবরাঈল (আ.) বললেন, মানুষের সব আমালেরই ওজন হবে, কিন্তু আল্লাহ ও পরকালের ভয়ে কাঁদা এমন একটি আমল, যার কোনো ওজন হবে না; বরং এর এক ফোঁটা অশ্রুও জাহান্নামের বৃহত্তম আগুন নির্বাপিত করে দিবে। –[মাযহারী]

এক হাদীসে আছে হাশরের ময়দানে একটি লোক উপস্থিত হয়ে যখন আমলনামায় সৎকর্ম কম দেখবে, তখন খুবই অস্থির হয়ে পড়বে। তখন হঠাৎ একটি বস্তু মেঘের মতো উঠে আসবে এবং তার আমলনামার পাল্লায় এসে পড়বে। তাকে বলা হবে দুনিয়াতে তুমি মানুষকে মাসআলা বলতে এবং শিক্ষা দিতে। এ হচ্ছে তোমার সেই আমলের ফল। তোমার এ শিক্ষা এগিয়ে এসেছে এবং যারা এ শিক্ষা অনুয়ায়ী আমল করেছে, তাদের সবার আমলও তোমার অংশে রাখা হয়েছে। –[মাযহারী]

তাবারানী হযরত ইবনে আব্বাস (রা.)-এর বাচনিক বর্ণনা করেছেন যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন : যে, ব্যক্তি জানাজার সাথে কবরস্থান পর্যন্ত যায়, তার আমলের ওজনে দু'টি কীরাত রেখে দেওয়া হবে। অন্য এক রেওয়ায়েতে বলা হয়েছে, এই কিরাতের ওজন হবে ওহুদ পাহাড়ের সমান।

তাবারানী হযরত জাবের (রা.)-এর বাচনিক বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : মানুষের আমলের দাঁড়ি পাল্লায় সর্বপ্রথম যে আমল রাখা হবে, তা হবে তার পরিবার পরিজনের ভরণ পোষণের ব্যয়রূপী সৎকর্ম।

ইমাম যাহাবী (র.) হযরত ইমরান ইবনে হাসীন (রা.)–এর বাচনিক বর্ণনা করেছেন, যে কালি দ্বারা দীনি ইলম ও বিধান সংক্রান্ত বিষয় লেখা হয় তা এবং শহীদদের রক্ত কিয়ামতের দিন ওজন করা হবে। তখন ওজনের ক্ষেত্রে আলেমদের কালি শহীদের রক্তের চেয়েও ভারি হবে।

কিয়ামতে আমলের ওজন সম্পর্কে এ ধরনের বহু হাদীস রয়েছে। এখানে কয়েকটি এজন্য উল্লেখ করা হলো যে, এগুলো দ্বারা বিশেষ আমলের শ্রেষ্ঠত্ব ও মূল্য অনুমান করা যায়।

মোটকথা মানুষের যাবতীয় প্রয়োজনীয় আসবাবপত্র আল্লাহ তা'আলার কৃতজ্ঞতা স্বীকার করাই মানুষের কর্তব্য। কিন্তু মানুষ গাফেল হয়ে স্রষ্টার অনুগ্রহরাজি বিস্মৃত হয়ে যায় এবং পার্থিব দ্রব্য সামগ্রীর মধ্যেই নিজেকে হারিয়ে ফেলে। তাই আয়াতের শেষে অভিযোগের সূরে বলা হয়েছে : قَلِيلًا مَّا تَشْكُرُونَ অর্থাৎ তোমরা খুব কম লোকই কৃতজ্ঞতা স্বীকার কর।

শব্দ বিশ্লেষণ

فَلَا يَكُنْ : সীগাহ واحد مذكر غائب বহছ نهى غائب معروف বাব نَصَرَ মাসদার اَلْكَيْنُوْنَةُ মূলবর্ণ (ك . و . ن) জিনস اجوف واوى অর্থ– যেন না হয়।

لَنَقُصَّنَّ : সীগাহ جمع متكلم বহছ فعل مستقبل معروف در لام تاكيد بانون تاكيد ثقيلة বাব نَصَرَ মাসদার اَلْقَصَصُ মূলবর্ণ (ق . ص . ص) জিনস مضاعف ثلاثى অর্থ– আমি অবশ্যাই অবশ্যই বর্ণনা করব।

ثَقُلَتْ : সীগাহ واحد مؤنث غائب বহছ ماضى معروف বাব كَرُمَ মাসদার اَلثِّقَلُ মূলবর্ণ (ث . ق . ل) জিনস صحيح অর্থ– ভারি হয়েছে।

خَفَّتْ : সীগাহ واحد مؤنث غائب বহছ ماضى معروف বাব ضَرَبَ মাসদার اَلْخَفُّ মূলবর্ণ (خ . ف . ف) জিনস مضاعف ثلاثى অর্থ– সে হালকা হবে।

مَعَايِشَ শব্দটি বহুবচন, একবচন مَعِيْشَةٌ অর্থ– জীবিকা, জীবন যাপনের সামগ্রী।

https://e-ilm.weebly.com/

https://e-ilm.weebly.com/

অনুবাদ : (১৮) আল্লাহ বললেন, এখান হতে বের হয়ে যাও লাঞ্ছিত ও ধিকৃত হয়ে, এদের মধ্যে যে ব্যক্তি তোমার অনুসরণ করবে, আমি অবশ্যই তোমাদের দ্বারা জাহান্নাম পূর্ণ করবো।	قَالَ اخْرُجْ مِنْهَا مَذْءُوْمًا مَّدْحُوْرًا ۭ لَمَنْ تَبِعَكَ مِنْهُمْ لَاَمْلَئَنَّ جَهَنَّمَ مِنْكُمْ اَجْمَعِيْنَ (١٨)
(১৯) আর আমি আদেশ করলাম, হে আদম! তুমি ও তোমার স্ত্রী জান্নাতে বাস কর, অনন্তর যে স্থান হতে ইচ্ছা উভয়ে ভক্ষণ কর, আর এই বৃক্ষটির নিকটে যেয়োনা– এরূপ না হয় যে, তোমরা ঐ লোকদের অন্তর্ভুক্ত হয়ে পড়, যারা অসঙ্গত কাজ করে।	وَيٰٓاٰدَمُ اسْكُنْ اَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ فَكُلَا مِنْ حَيْثُ شِئْتُمَا وَلَا تَقْرَبَا هٰذِهِ الشَّجَرَةَ فَتَكُوْنَا مِنَ الظّٰلِمِيْنَ (١٩)
(২০) অতঃপর শয়তান তাদের উভয়ের অন্তরে প্ররোচনার সঞ্চার করল যেন তাদের দেহের আবৃতাঙ্গগুলো যা পরস্পর হতে গোপন ছিল, উভয়ের সমক্ষে প্রকাশ করে দেয়, আর বলতে লাগল, তোমাদের প্রতিপালক তোমাদের উভয়কে এই বৃক্ষটি হতে অন্য কোনো কারণে নিষেধ করেননি, কিন্তু শুধু এজন্য যে, তোমরা ফেরেশতা হয়ে যাবে, অথবা অনন্ত জীবনধারণকারীদের অন্তর্ভুক্ত হবে।	فَوَسْوَسَ لَهُمَا الشَّيْطٰنُ لِيُبْدِيَ لَهُمَا مَا وٗرِيَ عَنْهُمَا مِنْ سَوْاٰتِهِمَا وَقَالَ مَا نَهٰكُمَا رَبُّكُمَا عَنْ هٰذِهِ الشَّجَرَةِ اِلَّآ اَنْ تَكُوْنَا مَلَكَيْنِ اَوْ تَكُوْنَا مِنَ الْخٰلِدِيْنَ (٢٠)
(২১) আর সে তাদের উভয়ের সম্মুখে শপথ করে বলল যে, বিশ্বাস করুন, আমি আপনাদের উভয়ের হিতকামী।	وَقَاسَمَهُمَآ اِنِّيْ لَكُمَا لَمِنَ النّٰصِحِيْنَ (٢١)

শাব্দিক অনুবাদ

(১৮) قَالَ আল্লাহ বললেন اخْرُجْ مِنْهَا এখান হতে বের হয়ে যাও مَذْءُوْمًا مَّدْحُوْرًا লাঞ্ছিত ও ধিকৃত হয়ে لَمَنْ تَبِعَكَ مِنْهُمْ এদের মধ্যে যে ব্যক্তি তোমার অনুসরণ করবে لَاَمْلَئَنَّ جَهَنَّمَ مِنْكُمْ اَجْمَعِيْنَ আমি অবশ্যই তোমাদের দ্বারা জাহান্নাম পূর্ণ করবো।

(১৯) وَيٰٓاٰدَمُ হে আদম! اسْكُنْ اَنْتَ وَزَوْجُكَ আর আমি আদেশ করলাম, তুমি ও তোমার স্ত্রী বাস কর الْجَنَّةَ জান্নাতে فَكُلَا مِنْ حَيْثُ شِئْتُمَا অনন্তর যে স্থান হতে ইচ্ছা উভয়ে ভক্ষণ কর وَلَا تَقْرَبَا هٰذِهِ الشَّجَرَةَ আর এই বৃক্ষটির নিকটে যেয়োনা– فَتَكُوْنَا مِنَ الظّٰلِمِيْنَ এরূপ না হয় যে, তোমরা ঐ লোকদের অন্তর্ভুক্ত হয়ে পড়, যারা অসঙ্গত কাজ করে।

(২০) فَوَسْوَسَ لَهُمَا الشَّيْطٰنُ অতঃপর শয়তান তাদের উভয়ের অন্তরে প্ররোচনার সঞ্চার করল لِيُبْدِيَ لَهُمَا যেন তাদের দেহের আবৃতাঙ্গগুলো مَا وٗرِيَ عَنْهُمَا مِنْ سَوْاٰتِهِمَا যা পরস্পর হতে গোপন ছিল, উভয়ের সমক্ষে প্রকাশ করে দেয় وَقَالَ আর বলতে লাগল مَا نَهٰكُمَا رَبُّكُمَا عَنْ هٰذِهِ الشَّجَرَةِ তোমাদের প্রতিপালক তোমাদের উভয়কে এই বৃক্ষটি হতে অন্য কোনো কারণে নিষেধ করেননি اِلَّآ اَنْ تَكُوْنَا مَلَكَيْنِ কিন্তু শুধু এইজন্য যে, তোমরা ফেরেশতা হয়ে যাবে اَوْ تَكُوْنَا مِنَ الْخٰلِدِيْنَ অথবা অনন্ত জীবনধারণকারীদের অন্তর্ভুক্ত হবে।

(২১) وَقَاسَمَهُمَآ আর সে তাদের উভয়ের সম্মুখে শপথ করে বলল যে, বিশ্বাস করুন اِنِّيْ لَكُمَا لَمِنَ النّٰصِحِيْنَ আমি আপনাদের উভয়ের হিতকামী।

https://e-ilm.weebly.com/

فَدَلّٰىهُمَا بِغُرُوْرٍ ۚ فَلَمَّا ذَاقَا الشَّجَرَةَ بَدَتْ لَهُمَا سَوْاٰتُهُمَا وَطَفِقَا يَخْصِفَانِ عَلَيْهِمَا مِنْ وَّرَقِ الْجَنَّةِ ؕ وَنَادٰىهُمَا رَبُّهُمَآ اَلَمْ اَنْهَكُمَا عَنْ تِلْكُمَا الشَّجَرَةِ وَاَقُلْ لَّكُمَآ اِنَّ الشَّيْطٰنَ لَكُمَا عَدُوٌّ مُّبِيْنٌ (٢٢)

অনুবাদ : (২২) অনন্তর তাঁদের উভয়কে ধোঁকা দিয়ে নিচে নিয়ে আসল, তৎপর যেমনি উভয়ে বৃক্ষটির আস্বাদ গ্রহণ করল, [তৎক্ষণাৎ] উভয়ের আবৃতাঙ্গ পরস্পরের সম্মুখে প্রকাশ হয়ে পড়ল, এবং উভয়েই বেহেশতের পত্রগুলো নিজেদের উপর সংযুক্ত করতে লাগলেন, এবং তাদের রব তাদেরকে আহ্বান করে বললেন, আমি কি তোমাদের উভয়কে এই বৃক্ষ [ভক্ষণ করা] হতে নিষেধ করেছিলাম না এবং এটা কি বলেছিলাম না যে, শয়তান তোমাদের প্রকাশ্য দুশমন?

শাব্দিক অনুবাদ

(২২) فَدَلّٰىهُمَا بِغُرُوْرٍ অনন্তর তাঁদের উভয়কে ধোঁকা দিয়ে নিচে নিয়ে আসল فَلَمَّا ذَاقَا الشَّجَرَةَ তৎপর যেমনি উভয়ে বৃক্ষটির আস্বাদ গ্রহণ করল بَدَتْ لَهُمَا سَوْاٰتُهُمَا [তৎক্ষণাৎ] উভয়ের আবৃতাঙ্গ পরস্পরের সম্মুখে প্রকাশ হয়ে পড়ল وَطَفِقَا يَخْصِفَانِ এবং উভয়েই সংযুক্ত করতে লাগলেন عَلَيْهِمَا নিজেদের উপর مِنْ وَّرَقِ الْجَنَّةِ বেহেশতের পত্রগুলো وَنَادٰىهُمَا رَبُّهُمَآ এবং তাদের রব তাদেরকে আহ্বান করে বললেন اَلَمْ اَنْهَكُمَا عَنْ تِلْكُمَا الشَّجَرَةِ আমি কি তোমাদের উভয়কে এই বৃক্ষ [ভক্ষণ করা] হতে নিষেধ করেছিলাম না وَاَقُلْ لَّكُمَآ এবং এটা কি বলেছিলাম না যে اِنَّ الشَّيْطٰنَ لَكُمَا عَدُوٌّ مُّبِيْنٌ শয়তান তোমাদের প্রকাশ্য দুশমন?

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

এখানে উল্লিখিত হযরত আদম (আ.) ও শয়তানের এ ঘটনা সূরা বাকারার চতুর্থ রুকূ'তেও বর্ণিত হয়েছে। এ সম্পর্কিত আরও অনেক জ্ঞাতব্য বিষয়ের আলোচনা সেখানে করা হয়েছে। এখানে আরও কতিপয় জ্ঞতব্য বিষয় নিয়ে আ্যালোচনা হচ্ছে।

কিয়ামত পর্যন্ত জীবিত থাকা সম্পর্কে ইবলীসের দোয়া কবুল হয়েছে কি না? কবুল হয়ে থাকলে দু'টি পরস্পর বিরোধী আয়াতের ভাষার সামঞ্জস্য বিধান : ইবলিস ঠিক ক্রোধ ও গজবের মুহূর্তে আল্লাহ তা'আলার কাছে একটি অভিনব প্রার্থনা করে বলেছিল। আমাকে হাশরের দিন পর্যন্ত জীবন দান করুন। আলোচ্য আয়াতে এর উত্তরে শুধু এতটুকুই বলা হয়েছে ; اِنَّكَ مِنَ الْمُنْظَرِيْنَ অর্থাৎ তোকে অবকাশ দেওয়া হলো। দোয়া ও প্রশ্নের ইঙ্গিতে এ থেকে বুঝে নেওয়া যায় যে, এ অবকাশ হাশর পর্যন্ত সময়ের জন্যই দেওয়া হয়েছে। কারণ সে এ প্রার্থনাই করেছিল। কিন্তু এ আয়াতে স্পষ্টভাবে এ কথা বলা হয়নি যে, এখানে উল্লিখিত অবকাশ ইবলিসের আবদার অনুযায়ী হাশর পর্যন্ত দেওয়া হয়েছে, না কি অন্য কোনো মেয়াদ পর্যন্ত। কিন্তু অন্য আয়াতে এ স্থলে اِلٰى يَوْمِ الْوَقْتِ الْمَعْلُوْمِ শব্দাবলিও ব্যবহৃত হয়েছে। এ থেকে বাহ্যত বুঝা যায় যে, ইবলিসের প্রার্থিত অবকাশ কিয়ামত পর্যন্ত দেওয়া হয়নি; বরং একটি বিশেষ মেয়াদ পর্যন্ত দেওয়া হয়েছে, যা আল্লাহর জন্য সংরক্ষিত। অতএব সারকথা এই যে, ইবলিসের এ দোয়া কবুল হলেও আংশিক কবুল হয়ে থাকবে। অর্থাৎ কিয়ামত পর্যন্ত অবকাশ দানের পরিবর্তে একটি বিশেষ মেয়াদ পর্যন্ত অবকাশ দেওয়া হয়েছে।

মোটকথা, শয়তান ঐ সময় পর্যন্ত অবকাশ প্রার্থনা করেছিল যখন দ্বিতীয়বার শিঙ্গায় ফুঁক দেওয়া পর্যন্ত সব মৃতকে জীবিত করা হবে। একেই পুনরুত্থান দিবস বলা হয়। এ দোয়া হুবহু কবুল হলে যে সময় একমাত্র আল্লাহকে ছাড়া অন্য কেউ জীবিত থাকবে না এবং كُلُّ مَنْ عَلَيْهَا فَانٍ وَّيَبْقٰى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلٰلِ وَالْاِكْرَامِ -এর বহিঃপ্রকাশ ঘটবে, এ দোয়ার কারণে ইবলিস

https://e-ilm.weebly.com/

তখনও জীবিত থাকতো। এ কারণেই তার পুনরুত্থান দিবস পর্যন্ত অবকাশ দানের একই দোয়াকে পরিবর্তন করে প্রথমবার শিঙ্গায় ফুঁক দেওয়া পর্যন্ত কবুল করা হয়েছে। এর ফলে যেসময় সমগ্র বিশ্ব মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়বে, তখন ইবলিসও মৃত্যুমুখে পতিত হবে। অতঃপর সবাই যখন পুনারয় জীবিত হবে, তখন সেও জীবিত হবে।

কাফেরের দোয়াও কবুল হতে পারে কি : وَمَا دُعَاءُ الْكٰفِرِيْنَ اِلَّا فِيْ ضَلٰلٍ -এ আয়াত থেকে বাহ্যত বুঝা যায় যে, কাফেরের দোয়া কবুল হয় না; কিন্তু ইবলিসের এ ঘটনাও আলোচ্য আয়াত থেকে সুস্পষ্টভাবে উপরিউক্ত প্রশ্ন দেখা দেয় । উত্তর এই যে, দুনিয়াতে কাফেরের দোয়াও কবুল হতে পারে, ফলে ইবলিসের মতো মহা কাফেরের দোয়াও কবুল হয়ে গেছে। কিন্তু পরকালে কাফেরের দোয়া কবুল হবে না। উল্লিখিত আয়াতে وَمَا دُعَاءُ الْكٰفِرِيْنَ اِلَّا فِيْ ضَلٰلٍ পরকালের সাথে সম্পর্কযুক্ত। দুনিয়ার সাথে এর কোনো সম্পর্ক নেই।

আল্লাহর সামনে এমন নির্ভীকভাবে কথা বলার দুঃসাহস ইবলিসের কিরূপে হলো : রাব্বুল ইজ্জত আল্লাহর মহান দরবারে তাঁর মাহাত্ম্য ও প্রতাপের কারণে রাসূল কিংবা ফেরেশতাদেরও নিঃশ্বাস ফেলার সাধ্য ছিল না। ইবলিসের এরূপ দুঃসাহস কিরূপে হলো? আলেমগণ বলেন, এটাও আল্লাহ তা'আলার চূড়ান্ত গজবের বহিঃপ্রকাশ। আল্লাহর রহমত থেকে বিতাড়িত হওয়ার কারণে ইবলিসের সামনে একটি পর্দা অন্তরায় হয়ে যায়। এ পর্দা তার সামনে আল্লাহর তা'আলার মাহাত্ম্য ও প্রতাপকে ঢেকে দেয় এবং তার মধ্যে নির্লজ্জতা প্রবল করে দেয়। -[বয়ানুল কুরআন : সংক্ষেপিত]

মানুষের উপর শয়তানের হামলা চতুর্দিকে সীমাবদ্ধ নয়– আরও ব্যাপক : আলোচ্য আয়াতে ইবলিস আদম সন্তানদের উপর আক্রমণ করার জন্য চারটি দিক বর্ণনা করেছে অগ্র, পশ্চাৎ, ডান ও বাম। এখানে প্রকৃতপক্ষে কোনো সীমাবদ্ধতা উদ্দেশ্য নয়; বরং এর অর্থ হলো প্রত্যেক দিক ও প্রত্যেক কোণ থেকে । তাই উপর কিংবা নিচের দিক থেকে পথভ্রষ্ট করার সম্ভাবনা এর পরিপন্থি নয়। এভাবে হাদীসের এ বর্ণনাও এর পরিপন্থি নয় যে, শয়তান মানবদেহে প্রবেশ করে রক্তবাহী রগের মাধ্যমে সমগ্র দেহে হস্তক্ষেপ করে।

শব্দ বিশ্লেষণ

اِهْبِطْ : সীগাহ واحد مذكر حاضر বহছ امر حاضر معروف বাব ضَرَبَ মাসদার اَلْهُبُوْطُ মূলবর্ণ (هـ . ب . ط) জিনস صحيح অর্থ– তুমি নেমে যাও।

اَيْمَانِ : শব্দটি বহুবচন; একবচন يَمِيْنٌ অর্থ– ডান দিক, ডান হাত, ডান পার্শ্ব।

شَمَآئِلَ : শব্দটি বহুবচন; একবচন شِمَالٌ অর্থ– বাম দিক, বাঁ দিক।

مَذْءُوْمًا : সীগাহ واحد مذكر বহছ اسم مفعول বাব سَمِعَ মাসদার اَلذَّمُّ اَلْمَذَمَّةُ মূলবর্ণ (ذ - م - م) জিনস مضاعف ثلاثى অর্থ– তিরস্কৃত, লাঞ্ছিত।

مَدْحُوْرًا : সীগাহ واحد مذكر বহছ اسم مفعول বাব فَتَحَ মাসদার اَلدَّحْرُ মূলবর্ণ (د . ح . ر) জিনস صحيح অর্থ– অপমানিত, লাঞ্ছিত।

وُرِيَ : সীগাহ واحد مذكر غائب বহছ ماضى مجهول বাব مُفَاعَلَة মাসদার اَلْمُوَارَاةُ মূলবর্ণ (و . ر . ى) জিনস لفيف مفروق অর্থ– যা গোপন রাখা হয়েছিল।

سَوْاٰت : শব্দটি বহুবচন; একবচন سوأة অর্থ– লজ্জাস্থান, লজ্জা।

ذَاقَا : সীগাহ تثنية مذكر غائب বহছ ماضى معروف বাব نَصَرَ মাসদার اَلذَّوْقُ মূলবর্ণ (ذ . و . ق) জিনস اجوف واوى অর্থ– তারা উভয়ে স্বাদ আস্বাদন করল।

https://e-ilm.weebly.com/

قَالَا رَبَّنَا ظَلَمْنَآ اَنْفُسَنَا ۫ وَاِنْ لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُوْنَنَّ مِنَ الْخٰسِرِيْنَ (٢٣)

অনুবাদ : (২৩) উভয়ে বলল, হে আমাদের রব! আমরা নিজেদের বড়ই ক্ষতি করেছি, আর যদি আমাদেরকে ক্ষমা না করেন, এবং আমাদের প্রতি অনুগ্রহ না করেন, তবে অবশ্যই নেহায়েত ক্ষতি হবে।

قَالَ اهْبِطُوْا بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ ۚ وَلَكُمْ فِى الْاَرْضِ مُسْتَقَرٌّ وَّمَتَاعٌ اِلٰى حِيْنٍ (٢٤)

(২৪) আল্লাহ বললেন, তোমরা নীচে যাও এমন অবস্থায় যে, তোমরা একে অপরের শত্রু থাকবে, এবং তোমাদের জন্য পৃথিবীতে বাসস্থান আছে এবং কেটি নির্দিষ্ট সময় পর্যন্ত ফল ভোগ আছে।

قَالَ فِيْهَا تَحْيَوْنَ وَفِيْهَا تَمُوْتُوْنَ وَمِنْهَا تُخْرَجُوْنَ (٢٥) ع ٢

(২৫) [আরো] বললেন, সেখানেই তোমরা জীবন যাপন করবে এবং সেখানেই মরবে এবং তথা হতে বের করা হবে।

يٰبَنِىْٓ اٰدَمَ قَدْ اَنْزَلْنَا عَلَيْكُمْ لِبَاسًا يُّوَارِىْ سَوْاٰتِكُمْ وَرِيْشًا ۖ وَلِبَاسُ التَّقْوٰى ۙ ذٰلِكَ خَيْرٌ ۚ ذٰلِكَ مِنْ اٰيٰتِ اللّٰهِ لَعَلَّهُمْ يَذَّكَّرُوْنَ (٢٦)

(২৬) হে বনী আদম! আমি তোমাদের জন্য পোশাক সৃষ্টি করেছি, যা তোমাদের দেহের আবৃতাঙ্গকেও আবৃত করে এবং সৌন্দর্যের উপকরণও হয়, আর পরহেজগারীর লেবাস, এটা ওটা হতে উত্তম; এটা আল্লাহর নিদর্শনসমূহের অন্তর্ভুক্ত, যেন তারা স্মরণ রাখে।

يٰبَنِىْٓ اٰدَمَ لَا يَفْتِنَنَّكُمُ الشَّيْطٰنُ كَمَآ اَخْرَجَ اَبَوَيْكُمْ مِّنَ الْجَنَّةِ يَنْزِعُ عَنْهُمَا لِبَاسَهُمَا لِيُرِيَهُمَا سَوْاٰتِهِمَا ۗ

(২৭) হে বনী আদম! শয়তান যেন তোমাদেরকে কোনো মন্দ কাজে লিপ্ত না করে, যেমন সে তোমাদের পিতা-মাতাকে জান্নাত হতে বহিষ্কৃত করেছিল, এমন অবস্থায় যে, তাদের পোশাকও তাদের দেহচ্যুত করিয়েছিল, যেন উভয়কেই উভয়ের আবৃতাঙ্গ দৃষ্টিগোচর হয়,

শাব্দিক অনুবাদ

(২৩) قَالَا উভয়ে বলল رَبَّنَا হে আমাদের রব! ظَلَمْنَآ اَنْفُسَنَا আমরা নিজেদের বড়ই ক্ষতি করেছি وَاِنْ لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا আর যদি আমাদেরকে ক্ষমা না করেন وَتَرْحَمْنَا এবং আমাদের প্রতি অনুগ্রহ না করেন لَنَكُوْنَنَّ مِنَ الْخٰسِرِيْنَ তবে অবশ্যই নেহায়েত ক্ষতি হবে।

(২৪) قَالَ আল্লাহ বললেন। اهْبِطُوْا তোমরা নীচে যাও بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ এমন অবস্থায় যে, তোমরা একে অপরের শত্রু থাকবে وَلَكُمْ এবং তোমাদের জন্য فِى الْاَرْضِ পৃথিবীতে مُسْتَقَرٌّ অবস্থান আছে وَّمَتَاعٌ এবং ফল ভোগ আছে اِلٰى حِيْنٍ একটি নির্দিষ্ট সময় পর্যন্ত।

(২৫) قَالَ [আরো] বললেন فِيْهَا تَحْيَوْنَ সেখানেই তোমরা জীবন যাপন করবে وَفِيْهَا تَمُوْتُوْنَ এবং সেখানেই মরবে وَمِنْهَا تُخْرَجُوْنَ এবং তথা হতে বের করা হবে।

(২৬) হে বনী আদম! قَدْ اَنْزَلْنَا عَلَيْكُمْ لِبَاسًا আমি তোমাদের জন্য পোশাক সৃষ্টি করেছি يُّوَارِىْ سَوْاٰتِكُمْ যা তোমাদের দেহের আবৃতাঙ্গকেও আবৃত করে وَرِيْشًا এবং সৌন্দর্যের উপকরণও হয় وَلِبَاسُ التَّقْوٰى আর পরহেজগারীর লেবাস ذٰلِكَ خَيْرٌ এটা ওটা হতে উত্তম ذٰلِكَ مِنْ اٰيٰتِ اللّٰهِ এটা আল্লাহর নিদর্শনসমূহের অন্তর্ভুক্ত لَعَلَّهُمْ يَذَّكَّرُوْنَ যেন তারা স্মরণ রাখে।

(২৭) يٰبَنِىْٓ اٰدَمَ হে বনী আদম! لَا يَفْتِنَنَّكُمُ الشَّيْطٰنُ শয়তান যেন তোমাদেরকে কোনো মন্দ কাজে লিপ্ত না করে كَمَآ اَخْرَجَ اَبَوَيْكُمْ যেমন সে তোমাদের পিতা-মাতাকে বহিষ্কৃত করিয়েছিল مِّنَ الْجَنَّةِ জান্নাত হতে يَنْزِعُ عَنْهُمَا لِبَاسَهُمَا এমন অবস্থায় যে, তাদের পোশাকও তাদের দেহচ্যুত করিয়েছিল لِيُرِيَهُمَا سَوْاٰتِهِمَا যেন উভয়কেই উভয়ের আবৃতাঙ্গ দৃষ্টিগোচর হয়

https://e-ilm.weebly.com/

অনুবাদ : সে এবং তার দল-বল তোমাদেরকে এমনভাবে দর্শন করে যে, তোমরা তাদেরকে দর্শন কর না, আমি শয়তানদেরকে ঐ সকল লোকের সহচর হতে দেই, যারা ঈমান আনে না।	إِنَّهُ يَرٰىكُمْ هُوَ وَقَبِيلُهُ مِنْ حَيْثُ لَا تَرَوْنَهُمْ ۗ إِنَّا جَعَلْنَا الشَّيٰطِينَ أَوْلِيَاءَ لِلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ (٢٧)
(২৮) আর যখন তারা কোনো নিলর্জ্জতার কাজ করে, তখন বলে যে, আমরা আমাদের পিতৃ-পুরুষদেরকে এই অবস্থার উপর পেয়েছি, আর আল্লাহও আমাদেরকে তাই আদেশ করেছেন, আপনি বলে দিন, আল্লাহ নির্লজ্জতা শিক্ষা দেন না, তোমরা কি আল্লাহর প্রতি এমন অপবাদ আরোপ করছ, যার প্রমাণ তোমাদের নিকট নেই?	وَإِذَا فَعَلُوا فَاحِشَةً قَالُوا وَجَدْنَا عَلَيْهَا آبَاءَنَا وَاللّٰهُ أَمَرَنَا بِهَا ۗ قُلْ إِنَّ اللّٰهَ لَا يَأْمُرُ بِالْفَحْشَاءِ ۖ أَتَقُولُونَ عَلَى اللّٰهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ (٢٨)
(২৯) বলে দিন, আমার রব আদেশ করেছেন ন্যায়বিচারের এবং তার যে, প্রত্যেক সেজদার সময় স্বীয় মুখমণ্ডল সোজা রেখ, আর আল্লাহর ইবাদত এরূপে কর, যেন ঐ ইবাদত শুধু আল্লাহরই উদ্দেশ্যে হয়, আল্লাহ তোমাদেরকে প্রথমে যেরূপে সৃষ্টি করেছেন, সেরূপেই তোমরা পুনরায় [কিয়ামত দিবসে] সৃষ্ট হবে।	قُلْ أَمَرَ رَبِّي بِالْقِسْطِ ۖ وَأَقِيمُوا وُجُوهَكُمْ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ وَادْعُوهُ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ ۚ كَمَا بَدَأَكُمْ تَعُودُونَ (٢٩)
(৩০) কতিপয় লোককে তো আল্লাহ হেদায়েত করেছেন এবং কতিপয়ের প্রতি [গোমরাহী] সাব্যস্ত হয়েছে, তারা শয়তানদেরকে সহচর করে নিয়েছে, আল্লাহ তা'আলাকে ছেড়ে, অথচ ধারণা রাখে যে, তারা সুপথে রয়েছে।	فَرِيقًا هَدَىٰ وَفَرِيقًا حَقَّ عَلَيْهِمُ الضَّلَالَةُ ۗ إِنَّهُمُ اتَّخَذُوا الشَّيَاطِينَ أَوْلِيَاءَ مِنْ دُونِ اللّٰهِ وَيَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ مُهْتَدُونَ (٣٠)

শাব্দিক অনুবাদ

إِنَّهُ يَرٰىكُمْ هُوَ وَقَبِيلُهُ সে এবং তার দল-বল তোমাদেরকে এমনভাবে দর্শন করে যে مِنْ حَيْثُ لَا تَرَوْنَهُمْ তোমরা তাদেরকে দর্শন কর না إِنَّا جَعَلْنَا الشَّيٰطِينَ أَوْلِيَاءَ আমি শয়তানদেরকে সহচর হতে দেই لِلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ ঐ সকল লোকের যারা ঈমান আনে না।

(২৮) وَإِذَا فَعَلُوا فَاحِشَةً আর যখন তারা কোনো নিলর্জ্জতার কাজ করে। قَالُوا তখন বলে যে وَجَدْنَا عَلَيْهَا آبَاءَنَا আমরা আমাদের পিতৃ-পুরুষদেরকে এই অবস্থার উপর পেয়েছি وَاللّٰهُ أَمَرَنَا بِهَا আর আল্লাহও আমাদেরকে তাই আদেশ করেছেন قُلْ আপনি বলে দিন إِنَّ اللّٰهَ لَا يَأْمُرُ بِالْفَحْشَاءِ আল্লাহ নির্লজ্জতা শিক্ষা দেন না أَتَقُولُونَ عَلَى اللّٰهِ তোমরা কি আল্লাহর প্রতি এমন অপবাদ আরোপ করছ مَا لَا تَعْلَمُونَ যার প্রমাণ তোমাদের নিকট নেই?

(২৯) قُلْ বলে দিন أَمَرَ رَبِّي আমার রব আদেশ করেছেন بِالْقِسْطِ ন্যায়বিচারের وَأَقِيمُوا وُجُوهَكُمْ এবং এটার যে, স্বীয় মুখমণ্ডল সোজা রেখ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ প্রত্যেক সেজদার সময় وَادْعُوهُ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ আর আল্লাহর ইবাদত এরূপে কর, যেন ঐ ইবাদত শুধু আল্লাহরই উদ্দেশ্যে হয় كَمَا بَدَأَكُمْ تَعُودُونَ আল্লাহ তোমাদেরকে প্রথমে যেরূপে সৃষ্টি করেছেন, সেরূপেই তোমরা পুনরায় [কিয়ামত দিবসে] সৃষ্ট হবে।

(৩০) فَرِيقًا هَدَىٰ কতিপয় লোককে তো আল্লাহ হেদায়েত করেছেন وَفَرِيقًا حَقَّ عَلَيْهِمُ الضَّلَالَةُ এবং কতিপয়ের প্রতি [গোমরাহী] সাব্যস্ত হয়েছে إِنَّهُمُ اتَّخَذُوا الشَّيَاطِينَ أَوْلِيَاءَ তারা শয়তানদেরকে সহচর করে নিয়েছে مِنْ دُونِ اللّٰهِ আল্লাহ তা'আলাকে ছেড়ে وَيَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ অথচ ধারণা রাখে যে, مُهْتَدُونَ তারা সুপথে রয়েছে।

https://e-ilm.weebly.com/

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

(২৬) قوله يٰبَنِيْٓ اٰدَمَ قَدْ اَنْزَلْنَا عَلَيْكُمْ لِبَاسًا يُّوَارِيْ سَوْاٰتِكُمْ وَرِيْشًا الخ **আয়াতের শানে নুযূল :** বিভিন্ন সূত্রে বর্ণিত রয়েছে যে, আহলে আরব উলঙ্গ হয়ে কা'বা গৃহ তওয়াফ করত। কারণ তাদের কথা ছিল যে, আমরা যে সকল কাপড় পরিধান করে আল্লাহ তা'আলার নাফরমানি করেছি, সে কাপড়গুলো পরেই আল্লাহর পবিত্র গৃহ তওয়াফ করবনা। সুতরাং নির্লজ্জভাবে কা'বা তওয়াফ করা এবং পোষাকের তাৎপর্যতা বর্ণনা করার পরিপ্রেক্ষিতে আলোচ্য আয়াত নাজিল করা হয়েছে। –[রূহুল মা'আনী]

(২৮) قوله وَاِذَا فَعَلُوْا فَاحِشَةً قَالُوْا وَجَدْنَا عَلَيْهَآ اٰبَآءَنَا وَاللّٰهُ اَمَرَنَا بِهَا الخ **আয়াতের শানে নুযূল :** ইসলামের পূর্বে জাহিলিয়া যুগে শয়তান মানুষকে যেসব লজ্জাজনক ও অর্থহীন কুপ্রথায় লিপ্ত করেছিল, তন্মধ্যে একটি ছিল এই যে, কুরাইশদের ছাড়া কোনো ব্যক্তি নিজ বস্ত্র পরিহিত অবস্থায় কা'বা শরীফ তওয়াফ করতে পারত না। তাকে হয় কোনো কুরাইশির নিকট হতে কাপড় ধার করতে হতো , না হয় উলঙ্গ অবস্থায় তওয়াফ করতে হতো। এটা জানা কথা যে, আরবের সব মানুষকে বস্ত্র দেওয়া কুরাইশদের পক্ষে সম্ভবপর ছিল না। তাই পুরুষ মহিলা অধিকাংশ লোক উলঙ্গ অবস্থায় তওয়াফ করত। মহিলারা সাধারণত রাতের অন্ধকারে তওয়াফ করতো। তারা এই শয়তানি কাজের কারণ এ বর্ণনা করতো যে, যেসব পোশাক পরে আমরা পাপ কাজ করি, সেগুলো পরিধান করে আল্লাহ তা'আলার ঘর প্রদক্ষিণ করা বেআদবি। এ জ্ঞান পাপীরা এ কথা বুঝত না যে, উলঙ্গ হয়ে তওয়াফ করা আরো বেশি বেআদবি কাজ। হেরেম শরীফের সেবক হওয়ার সুবাদে কুরাইশ গোত্র এ উলঙ্গতা আইনের ব্যতিক্রম ছিল। আলোচ্য আয়াত এ নির্লজ্জ প্রথা ও তার অনিষ্ট বর্ণনা করার জন্য অবতীর্ণ হয়েছে। এতে বলা হয়েছে, তারা যখন কোনো অশ্লীল কাজ করতো তখন কেউ নিষেধ করলে তারা উত্তরে বলতো, আমাদের বাপ দাদা ও মুরব্বিরা তাই করে এসেছেন। তাদের তরিকা ত্যাগ করা লজ্জার কথা। তারা আরো বলতো, আল্লাহ তা'আলা আমাদেরকে এ নির্দেশ দিয়েছেন।

আদম (আ.) ও ইবলিসের যে ঘটনা আলোচ্য আায়াতসমূহে বর্ণিত হয়েছে, হুবহু এ ঘটনাই সূরা বাকারার চতুর্থ রুকূ'তে বিশদ বর্ণনাসহ উল্লিখিত হয়েছে। এ সম্পর্কে সম্ভাব্য সব প্রশ্ন ও সন্দেহের বিস্তারিত উত্তর পূর্ণ ব্যাখ্যা ও জ্ঞাতব্য বিষয়াদিসহ সূরা বাকারার তাফসীরে লিপিবদ্ধ করা হয়েছে। প্রয়োজন হলে সেখানে দেখে নেওয়া যেতে পারে।

ইতঃপূর্বে পূর্ণ এক রুকূ'তে হযরত আদম (আ.) ও অভিশপ্ত শয়তানের ঘটনা বর্ণনা করা হয়েছিল। এতে শয়তানি প্ররোচনার প্রথম পরিণতিতে হযরত আদম ও হাওয়া (আ.)-এর জান্নাতি পোশাক খুলে গিয়েছিল এবং তাঁরা উলঙ্গ হয়ে পড়েছিলেন। ফলে তাঁরা বৃক্ষপত্র দ্বারা গুপ্তাঙ্গ ঢাকতে শুরু করেছিলেন।

২৬নং আয়াতে আল্লাহ তা'আলা সমস্ত আদম সন্তানকে সম্বোধন করে বলেছেন– তোমাদের পোশাক আল্লাহ তা'আলার একটি মহান নিয়ামত। একে যথার্থ মূল্য দাও। এখানে মুসলমানদেরকে সম্বোধন করা হয়নি সমস্ত বনী আদমকে করা হয়েছে। এতে ইঙ্গিত রয়েছে যে, গুপ্তাঙ্গ আচ্ছাদন ও পোশাক মানব জাতির একটি সহজাত প্রবৃত্তি ও প্রয়োজন। জাতি ধর্ম নির্বিশেষে সবাই এ নিয়ম পালন করে। অতঃপর এর বিশদ বিবরণে তিন প্রকার পোশাকের উল্লেখ করা হয়েছে।

প্রথম, لِبَاسًا يُّوَارِيْ سَوْاٰتِكُمْ وَرِيْشًا -এখানে يُوَارِيْ শব্দটি مُوَارَاةٌ থেকে উদ্ভূত। এর অর্থ আবৃত করা। سَوْاٰتٌ শব্দটি سَوْءَةٌ -এর বহুবচন। এর অর্থ মানুষের ঐসব অঙ্গ, যেগুলো খোলা রাখাকে মানুষ স্বভাবতই খারাপ ও লজ্জাকর মনে করে উদ্দেশ্য এই যে, আমি তোমাদের মঙ্গলার্থে এমন একটি পোশাক সৃষ্টি করেছি, যা দ্বারা তোমরা গুপ্তাঙ্গ আবৃত করতে পার।

এরপর বলা হয়েছে : وَرِيْشًا সাজ-সজ্জার জন্য মানুষ যে পোশাক পরিধান করে, তাকে رِيْشٌ বলা হয়। অর্থ এই যে, গুপ্তাঙ্গ আবৃত করার জন্য তো সংক্ষিপ্ত পোশাকই যথেষ্ট হয়; কিন্তু আমি তোমাদেরকে আরও পোশাক দিয়েছি, যাতে তোমরা তা দ্বারা সাজ সজ্জা করে বাহ্যিক দেহাবয়বকে সুশোভিত করেত পার।

পোশাকের দ্বিবিধ উপকারিতা ; আয়াতে পোশাকের দু'টি উপকারিতা বর্ণিত হয়েছে। (এক) গুপ্তাঙ্গ আচ্ছাদিত করা এবং (দুই) শীত গ্রীষ্ম থেকে আত্মরক্ষা এবং অঙ্গ সজ্জা। এথম উপকারিতাটি অগ্রে বর্ণনা করে ইঙ্গিত করা হয়েছে যে, গুপ্তাঙ্গ আবৃত করা পোশাকের আসল লক্ষ্য। এটাই সাধারণ জন্তু জানোয়ার থেকে মানুষের স্বাতন্ত্র্য। জন্তু জানোয়ারের পোশাক

https://e-ilm.weebly.com/

সৃষ্টিগতভাবে তাদের দেহের অঙ্গ। এ পোশাকের কাজ শুধু শীত গ্রীষ্ম থেকে আত্মরক্ষা নয় অঙ্গ সজ্জাও বটে। গুপ্তাঙ্গ আচ্ছাদনেও এর তেমন কোনো ভূমিকা নেই। তবে তাদের দেহে গুপ্তাঙ্গ এমনভাবে স্থাপিত হয়েছে, যাতে সম্পূর্ণ খোলা না থাকে। কোথাও লেজ দ্বারা আবৃত করা হয়েছে এবং কোথাও অন্যভাবে।

আদম, হাওয়া এবং তাঁদের সাথে শয়তানি প্ররোচনায় ঘটনা বর্ণনা করার পর পোশাকের কথা উল্লেখ করায় এদিকে ইঙ্গিত রয়েছে যে, উলঙ্গ হওয়া এবং গুপ্তাঙ্গ অপরের সামনে খোলা চূড়ান্ত হীনতা ও নির্লজ্জতার লক্ষণ এবং নানা প্রকার অনিষ্টের ভূমিকা বিশেষ।

মানুষের উপর শয়তানের প্রথম হামলা : মানুষের বিরুদ্ধে শয়তানের সর্বপ্রথম আক্রমণের ফলে তার পোশাক খসে পড়েছিল। আজও শয়তান তার শিষ্যবর্গের মাধ্যমে মানুষকে পথভ্রষ্ট করার ইচ্ছায় সভ্যতার নামে সর্বপ্রথম তাকে উলঙ্গ বা বা অর্ধ উলঙ্গ করে পথে নামিয়ে দেয়। শয়তানের তথাকথিত প্রগতি নারীকে লজ্জা শরম থেকে বঞ্চিত করে সাধারণ্যে অর্ধ উলঙ্গ অবস্থায় নিয়ে আসা ছাড়া অর্জিতই হয় না।

ঈমানের পর সর্বপ্রথম ফরজ গুপ্তাঙ্গ আবৃত করা : শয়তান মানুষের এ দুর্বলতা আঁচ করে সর্বপ্রথম হামলা গুপ্তাঙ্গ আচ্ছাদনের উপর করেছে। তাই মানুষের সর্বপ্রকার মঙ্গল বিধানকারী শরিয়ত গুপ্তাঙ্গ আচ্ছাদনের প্রতি এতটুকু গুরুত্ব আরোপ করেছে যে, ঈমানের পর সর্বপ্রথম ফরজ গুপ্তাঙ্গ আবৃত করাকেই স্থির করেছে। নামাজ, রোজা ইত্যাদি সবই এরপর।

হযরত ফারুকে আযম (র.) বলেন যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন ; নুতুন পোশাক পরিধান করার সময় আগে দোয়া পাঠ করা উচিত : দোয়াটি হলো– اَلْحَمْدُلِلّٰهِ الَّذِىْ كَسَانِىْ مَا اُوَارِىْ بِهٖ عَوْرَتِىْ وَاَتَجَمَّلُ بِهٖ فِىْ حَيَاتِىْ অর্থাৎ "সমস্ত প্রশংসা আল্লাহর যিনি আমাকে পোশাক দিয়েছেন। এ পোশাক দ্বারা আমি গুপ্ত অঙ্গ আবৃত করি এবং সাজ সজ্জা করি।"

নতুন পোশাক তৈরির সময় পুরাতন পোশাক দান করে দেওয়ার ছওয়াব : তিনি আরও বলেন : যে ব্যক্তি নতুন পোশাক পরার পর পুরাতন পোশাক ফকির-মিসকিনকে দান করে দেয়, সে জীবনে ও মরণে সর্বাবস্থায় আল্লাহর আশ্রয়ে চলে আসে। –[ইবনে কাছীর]

এ হাদীসেও মানুষকে পোশাক পরিধানের সময় ঐ দু'টি উপকারিতাই স্মরণ করানো হয়েছে, যার জন্য আল্লাহ তা'আলা পোশাক সৃষ্টি করেছেন।

পোশাকের তৃতীয় প্রকার : গুপ্ত অঙ্গ আবৃতকরণ এবং আরাম ও সাজ সজ্জার জন্য দু'প্রকার পোশাক বর্ণনা করার পর কুরআন পাক তৃতীয় এক প্রকার পোশাকের কথা উল্লেখ করে বলেছে : وَلِبَاسُ التَّقْوٰى ذٰلِكَ خَيْرٌ কোনো কোনো কেরাতে যবর দিয়ে لِبَاسَ التَّقْوٰى পড়া হয়েছে। এমতাবস্থায় اَنْزَلْنَا -এর مفعول হয়ে অর্থ হবে এই যে, আমি একটি তৃতীয় পোশাক অর্থাৎ তাকওয়ার পোশাক অবতীর্ণ করেছি। প্রসিদ্ধ কেরাত অনুযায়ী অর্থ এই যে, এ দু'প্রকার পোশাক তো সবাই জানে। তৃতীয় একটি পোশাক হচ্ছে তাকওয়ার পোশাক। এটি সর্বোত্তম পোশাক। হযরত ইবনে আব্বাস ও ওরওয়া ইবনে যুবায়ের (রা.)-এর তফসীর অনুযায়ী তাকওয়ার পোশাক বলে সৎকর্ম ও আল্লাহভীতিকে বুঝানো হয়েছে। –[রূহুল মা'আনী]

উদ্দেশ্য এই যে, বাহ্যিক পোশাক যেমন মানুষের গুপ্ত অঙ্গের জন্য আবরণ এবং শীত গ্রীষ্ম থেকে আত্মরক্ষা ও সাজ সজ্জার উপায় হয়, তেমনি সৎকর্ম ও আল্লাহ ভীরুতারও একটি অন্তরগত পোশাক রয়েছে। এটি মানুষের চারিত্রিক দোষ ও দুর্বলতার আবরণ এবং স্থায়ী কষ্ট ও বিপদাপদ থেকে মুক্তি লাভের উপায়। এ কারণেই এটি সর্বোত্তম পোশাক।

বাহ্যিক পোশাকেরও আসল উদ্দেশ্য তাকওয়া অর্জন করা : وَلِبَاسُ التَّقْوٰى শব্দ থেকে এদিকেও ইঙ্গিত পাওয়া যায় যে, বাহ্যিক পোশাক দ্বারা গুপ্ত অঙ্গ আবৃত করা ও সাজ সজ্জা করার আসল উদ্দেশ্য তাকওয়া ও আল্লাহভীতি। এ আল্লাহভীতি পোশাকের মধ্যেও এভাবে প্রকাশ পাওয়া উচিত যেন গুপ্তাঙ্গ সমূহ পুরোপুরি আবৃত হয়। পোশাক শরীরে এমন আঁটসাটও না হওয়া চাই, যাতে এসব অঙ্গ উলঙ্গের মতো দৃষ্টিগোচর হয়। পোশাকে অহঙ্কারেরও গার্বের ভঙ্গিও না থাকা চাই; বরং নম্রতার চিহ্ন পরিদৃষ্ট হওয়া চাই। প্রয়োজনাতিরিক্ত অপব্যয় না হওয়া চাই, মহিলাদের জন্য পুরুষদের এবং পুরুষদের জন্য মহিলাদের পোশাক না হওয়া চাই, যা আল্লাহ তা'আলার অপছন্দনীয়। অধিকন্তু পোশাক বিজাতির অনুকরণও না হওয়া চাই, যা স্বজাতির প্রতি বিশ্বাসঘাতকতার পরিচায়ক।

https://e-ilm.weebly.com/

এতদসঙ্গে পোশাকের আসল উদ্দেশ্য চরিত্র ও কর্মের সংশোধনও হওয়া চাই আয়াতের শেষে বলা হয়েছে : ذٰلِكَ مِنْ اٰيٰتِ اللّٰهِ لَعَلَّهُمْ يَذَّكَّرُوْنَ অর্থাৎ মানুষকে এ তিন প্রকার পেশাক দান করা আল্লাহ তা'আলার শক্তির নিদর্শনসমূহের অন্যতম- যাতে মানুষ এ থেকে শিক্ষা গ্রহণ করে।

দ্বিতীয় আয়াতে পুনরায় সব মানব সন্তানকে সম্বোধন করে হুঁশিয়ার করা হয়েছে যে, প্রত্যেক কাজে শয়তান থেকে বেঁচে থাক। সে যেন আবার তোমাদেরকে ফ্যাসাদে ফেলে না দেয়, যেমন তোমাদের পিতা-মাতা আদম ও হাওয়াকে জান্নাত থেকে বের করিয়েছে এবং তাদের পাশাক খুলে উলঙ্গ করার কারণ হয়েছে। সে তোমাদের পুরাতন শত্রু। সর্বদা তার শত্রুতার প্রতি লক্ষ্য রাখ।

ইসলামের পূর্বে জাহেলিয়াত যুগে শয়তান মানুষকে যেসব লজ্জাজনক ও অর্থহীন কুপ্রথায় লিপ্ত করেছিল, তন্মধ্যে একটি ছিল এই যে, কুরাইশদের ছাড়া কোনো ব্যক্তি নিজ বস্ত্র পরিহিত অবস্থায় কা'বা গৃহের তওয়াফ করতে পারত না। তাকে হয় কোনো কুরাইশির কাছ থেকে বস্ত্র ধার করতে হতো , না হয় উলঙ্গ অবস্থায় তওয়াফ করতে হতো।

এটা জানা কথা যে, আরবের সব মানুষকে বস্ত্র দেওয়া কুরাইশদের পক্ষে সম্ভবপর ছিল না। তাই পুরুষ মহিলা অধিকাংশ লোক উলঙ্গ অবস্থায় তওয়াফ করত। মহিলারা সাধারণত ; রাতের অন্ধাকারে তওয়াফ করত। তারা এ শয়তানি কাজের কারণ এই বর্ণনা করত যে, যেসব পোশাক পরে আমরা পাপ কাজ করি , সেগুলো পরিধান করে আল্লাহর ঘর প্রদক্ষিণ করা বেআদবি ।(এ জ্ঞানপাপীরা এ বিষয়টি বুঝত না যে, উলঙ্গ হয়ে তওয়াফ করা আরও বেশি বেআদবির কাজ। হেরেমের সেবক হওয়ার সুবাদে শুধু কুরাইশ গোত্র এ উলঙ্গতা আইনের ব্যতিক্রম ছিল)।

আলোচ্য ২৮ নং আয়াত এ নির্লজ্জ প্রথা ও তার অনিষ্ট বর্ণনা করার জন্য অবতীর্ণ হয়েছে। এতে বলা হয়েছে : তারা যখন কোনো অশ্লীল কাজ করত, তখন কেউ নিষেধ করলে তারা উত্তরে বলত; আমাদের বাপ দাদা ও মুরুব্বিরা তাই করে এসেছেন। তাদের তরিকা ত্যাগ করা লজ্জার কথা। তারা আরও বলত আল্লাহ তা'আলা আমাদেরকে এ নির্দেশই দিয়েছেন।

অধিকাংশ তাফসীরবিদের মতে আয়াতে অশ্লীল কাজ বলে উলঙ্গ অবস্থায় তওয়াফকেই বুঝানো হয়েছে। فَحْشَاءُ، فَاحِشَةٌ ও فُحْشٌ এমন প্রত্যেক মন্দ কাজকে বলা হয়, যা চূড়ান্ত পর্যায়ের মন্দ এবং যুক্তি বুদ্ধি ও সুস্থ বিবেকের কাছে পূর্ণমাত্রায় সুস্পষ্ট। −[মাযহারী]

এ স্তরে ভালো ও মন্দের যুক্তিগত ব্যাপার হওয়া সবার কাছে স্বীকৃত। −[রূহুল মা'আনী]

তারা এ বাজে প্রথার বৈধতা পতিপন্ন করার জন্য দু'টি প্রমাণ উপস্থিত করেছে। **এক.** বাপ দাদার অনসুসরণ, অর্থাৎ বাপ দাদার তরিকা কায়েম রাখার মধ্যেই মঙ্গল নিহিত। এর উত্তর দিবালোকের মতো সুস্পষ্ট। মূর্খ বাপদাদার অনুসরণ করার মধ্যে কোনো যৌক্তিকতা নেই। সামান্য জ্ঞান ও চেতনাসম্পন্ন ব্যক্তিও একথা বুঝতে পারে যে, কোনো তরিকার বিশুদ্ধতার জন্য যথেষ্ট হয়, তবে দুনিয়াতে বিভিন্নর লোকের বাপ দাদার বিভিন্ন ও পরস্পর বিরোধী তরিকা ছিল। এ যুক্তির ফলে জগতের সব ভ্রান্ত তরিকাও বৈধ ও বিশুদ্ধ প্রমাণিত হয়ে যায়। মোটকথা, মূর্খদের এ প্রমাণ ভ্রুক্ষেপযোগ্য ছিল না বলেই কুরআনে কারীম এখানে উত্তর দেওয়া জরুরি মনে করেনি। তবে অন্যান্য আয়াতে এরও উত্তর দিয়ে বলা হয়েছে যে, বাপদাদার কোনো মূর্খতামসুলভ কাজ করলেও কি তা অনুসরণযোগ্য হতে পারে?

উলঙ্গ অবস্থায় তওয়াফ করার বৈধতার প্রশ্নে তাদের দ্বিতীয় প্রমাণ এই যে, আল্লাহ তা'আলাই আমাদেরকে এ নির্দেশ দিয়েছেন। এটা সর্বৈব মিথ্যা এবং আল্লাহ তা'আলার প্রতি ভ্রান্তি আরোপ। এর উত্তরে রাসূলুল্লাহ ﷺ–কে সম্বোধন করে বলা হয়েছে : قُلْ اِنَّ اللّٰهَ لَا يَاْمُرُ بِالْفَحْشَاۤءِ অর্থাৎ আপনি বলে দিন : আল্লাহ তা'আলা কখনও অশ্লীল কাজের নির্দেশ দেন না। কেননা এরূপ নির্দেশ দেওয়া খোদায়ী প্রজ্ঞা ও শানের পরিপন্থি। অতঃপর তাদের এ মিথ্যা অপবাদ ও ভ্রান্ত ধারণা পূর্ণরূপে প্রকাশ করার জন্য তাদেরকে হুশিয়ার করে বলা হয়েছে : اَتَقُوْلُوْنَ عَلَى اللّٰهِ مَا لَا تَعْلَمُوْنَ। অর্থাৎ তোমরা কি আল্লাহর প্রতি এমন বিষয় আরোপ কর, যার জ্ঞান তোমাদের কাছে নেই? জানা কথা যে, না জেনে না শুনে কোনো ব্যক্তির প্রতি কোনো কিছুর সম্বন্ধ করে দেওয়া চরম ধৃষ্টতা ও আন্যায়। অতএব, আল্লাহর প্রতি এমন ভ্রান্ত সম্বন্ধ করা কত বড় অপরাধ ও অন্যায় হবে! মুজতাহিদগণ কুরআনের আয়াত থেকে ইজতিহাদের মাধ্যমে যে সব বিধান উদ্ভাবন করেন, সেগুলো এর অন্তর্ভুক্ত নয়। কেননা তাঁরা প্রমাণের ভিত্তিতেই এসব বিধান উদ্ভাবন করেন।

https://e-ilm.weebly.com/

২৯ নং আয়াতে বরা হয়েছে : قُلْ اَمَرَ رَبِّيْ بِالْقِسْطِ অর্থাৎ যেসব মূর্খ উলঙ্গ তওয়াফ বৈধ করার ভ্রান্ত সম্বন্ধ আল্লাহর দিকে করে, আপনি তাদের বলে দিন: আল্লাহ তা'আলা সর্বদা قِسْط -এর নির্দেশ দেন। قِسْط -এর আসল অর্থ ন্যায়বিচার ও সমতা। এখানে ঐ কাজকে বুঝানো হয়েছে, যাতে কোনোরূপ ক্রটিও নেই এবং নির্দিষ্ট সীমালঙ্ঘনও নেই। অর্থাৎ স্বল্পতা ও বাহুল্য থেকে মুক্ত। শরিয়তের সব বিধি বিধানের অবস্থা তাই। এজন্য قِسْط শব্দের অর্থে যাবতীয় ইবাদত, আনুগত্য ও শরিয়তের সাধারণ বিধি বিধান অন্তর্ভুক্ত রয়েছে। –[রূহুল মা'আনী]

এ আয়াতে ন্যায়বিচার ও সমতার নির্দেশ বর্ণনা করার পর তাদের পথভ্রষ্টতার উপযোগী দুটি বিধান বিশেষভাবে বর্ণনা করা হয়েছে। এক. وَاَقِيْمُوْا وُجُوْهَكُمْ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ এবং দুই. وَادْعُوْهُ مُخْلِصِيْنَ لَهُ الدِّيْنَ প্রথম বিধানটি মানুষের বাহ্যিক কাজ কর্মের সাথে সম্পর্কযুক্ত। অধিকাংশ তাফসীরবিদের মতে প্রথম বিধানে مَسْجِد শব্দটি সেজদা ও ইবাদতের অর্থে বর্ণিত হয়েছে। অর্থ এই যে, প্রত্যেক ইবাদত ও নামাজের সময় স্বীয় মুখমণ্ডল সোজা রাখা। এর এক উদ্দেশ্য এই হতে পারে যে, নামাজের সময় মুখমণ্ডল সোজা কেবলার দিকে রাখতে যত্নবান হও এবং দ্বিতীয় উদ্দেশ্য এও হতে পারে যে, প্রত্যেক কথায়, কাজে এবং কর্মে স্বীয় আননকে প্রতিপালকের নির্দেশের অনুসারী রাখ এবং সতর্ক থাক যে, এদিক সেদিক যেন না হয়। এ অর্থের দিক দিয়ে এ বিধানটি বিশেষভাবে নামাজের জন্য হবে না; বরং যাবতীয় ইবাদত ও লেনদেনকেও পরিব্যাপ্ত করবে। দ্বিতীয় বিধানে অর্থ এই যে, আল্লাহ তা'আলাকে এমনভাবে ডাক, যেন ইবাদত খাঁটিভাবে তাঁরই হয়; এতে যেন অন্য কারও অংশীদারিত্ব না থাকে, এমন কি, গোপন শিরক অর্থাৎ লোক দেখানো ও নাম যশের উদ্দেশ্য থেকেও পবিত্র হওয়া চাই।

এ বিধান দু'টি পাশাপাশি উল্লেখ করার মধ্যে এদিকেও ইঙ্গিত থাকতে পারে যে, বাহ্যিক ও আভ্যন্তরীণ উভয় অবস্থাকে শরিয়তের বিধান অনুযায়ী সংশোধন করা অবশ্য কর্তব্য। আন্তরিকতা ব্যতীত শুধু বাহ্যিক শরিয়ত অনুযায়ী সংশোধন করা এবং অন্তরকেও আল্লাহর জন্য খাঁটি রাখা একান্ত জরুরি। এতে তাদের ভ্রান্তি ফুটে উঠেছে, যারা শরিয়ত ও তরীকতকে ভিন্ন ভিন্ন পন্থা মনে করে। তাদের ধারণা এই যে, তরীকত অনুযায়ী অন্তর সংশোধন করে নেওয়াই যথেষ্ট, তাতে শরিয়তের বিরুদ্ধাচরণ হলেও কোনো দোষ নেই। বলাবহুল্য এটা সুস্পষ্ট পথভ্রষ্টতা।

আয়াতের শেষে বলা হয়েছে ; كَمَا بَدَاَكُمْ تَعُوْدُوْنَ অর্থাৎ আল্লাহ তা'আলা যেভাবে তোমাদেরকে প্রথমবার সৃষ্টি করেছিলেন, তেমনিভাবে কিয়ামতের দিন পুনর্বার তোমাদেরকে সৃষ্টি করে দণ্ডায়মান করবেন। তাঁর অসীম শক্তির পক্ষে এটা কোনো কঠিন কাজ নয়; বরং খুব সহজ। সম্ভবত; এ সহজ হওয়ার দিকে ইঙ্গিত করার জন্য يُعِيْدُكُمْ -এর পরিবর্তে تعودون বলেছেন। অর্থাৎ পুনর্বার সৃষ্টি করার জন্য বিশষ কোনো কর্মতৎপরতার প্রচেষ্টার প্রয়োজন নেই। –[রূহুল মা'আনী]

এ বাক্যটি এখান আনার আরও একটি উপকারিতা এই যে, এর ফলে শরিয়তের বিধানাবলিতে পূর্ণরূপে কায়েম থাকা মানুষের জন্য সহজ হয়ে যাবে। কেননা পরকাল ও কিয়ামত এবং তথায় ভালোমন্দ কর্মের প্রতিদান ও শাস্তির কল্পনাই মানুষের জন্য প্রত্যেক কঠিনকে সহজ এবং কষ্টকে সুখে রূপান্তরিত করতে পারে। অভিজ্ঞতা সাক্ষ্য দেয় যে মানুষের মধ্যে এ ভীতি জাগ্রত না হওয়া পর্যন্ত কোনো ওয়াজ ও উপদেশ তাকে সোজা করতে পারে না এবং কোনো আইনেও তাকে আপরাধ থেকে ফিরিয়ে রাখতে পারে না।

৩০ নং আয়াতে বলা হয়েছে : একদল লোককে তো আল্লাহ তা'আলা হেদায়েত দান করেছেন এবং একদলের জন্য পথভ্রষ্টতা অবধারিত হয়ে গেছে। কেননা তারা আল্লাহকে ছেড়ে শয়তানদেরকে সহচর করেছে, অথচ তাদের ধারণা এই যে, তারা সঠিক পথে রয়েছে।

উদ্দেশ্য এই যে, আল্লাহর হেদায়েত যদিও সবার জন্য ছিল কিন্তু তারা এ থেকে মুখ ফিরিয়ে শয়তানদের অনুসরণ করেছে এবং জুলুমের উপর জুলুম এই হয়েছে যে, তারা স্বীয় অসুস্থ অবস্থাকেই সুস্থতা এবং পথভ্রষ্টতাকেই হেদায়েত মনে করে নিয়েছে।

এ আয়াত থেকে জানা গেল যে, শরিয়তের বিধি বিধান সম্পর্কে মূর্খতা ও অজ্ঞতা কোনো ওজর নয়। যদি কেউ ভ্রান্ত পথকে বিশুদ্ধ মনে করে পূর্ণ আন্তরিকতা সহকারে তা অবলম্বন করে তবে সে আল্লাহর কাছে ক্ষমাযোগ্য নয়। কেননা

https://e-ilm.weebly.com/

আল্লাহ তা'আলা প্রত্যেককে চেতনা, ইন্দ্রিয় এবং জ্ঞান ও বুদ্ধি এ জন্যই দিয়েছেন, যাতে সে তা দ্বারা আসল ও মেকী এবং অশুদ্ধ ও শুদ্ধকে চিনে নেয়। অতঃপর তাকে এ জ্ঞানবুদ্ধির উপরই ছেড়ে দেননি, পয়গম্বর প্রেরণ করেছেন এবং গ্রন্থ নাজিল করেছেন। এসবের মাধ্যমে শুদ্ধ ও ভ্রান্ত এবং সত্য ও মিথ্যাকে পুরোপুরিভাবে ফুটিয়ে তুলেছেন। যদি কারও মনে সন্দেহ লাগে যে, যে ব্যক্তি বাস্তবে নিজেকে সত্য মনে করে যদিও সে ভ্রান্ত হয়, তাতে তার দোষ কি? সে ক্ষমার্হ হওয়া উচিত। কারণ সে নিজের ভ্রান্তি সম্পর্কে জ্ঞাতই ছিল না। উত্তর এই যে, আল্লাহ তা'আলা প্রত্যেক মানুষকে জ্ঞান, বিবেচনা অতঃপর পয়গম্বরগণের মাধ্যমে শিক্ষা দান করেছেন। এগুলোর মাধ্যমে কমপক্ষে তার অবলম্বিত পথের বিপরীতটির সম্ভাবনা ও সন্দেহ অবশ্যই হওয়া উচিত। এখন তার দোষ এই যে, সে এসব সম্ভাবনা ও সন্দেহের প্রতি ভ্রুক্ষেপই করেনি এবং যে ভ্রান্ত পথ অবলম্বন করেছে তাতেই অটল রয়েছে।

অবশ্য যে ব্যক্তি সত্যান্বেষণে যথাসাধ্য চেষ্টা করা সত্ত্বেও বিশুদ্ধ পথ ও সত্যের সন্ধান লাভে ব্যর্থ হয়, আল্লাহ তা'আলার কাছে তার ক্ষমার্হ হওয়ার সম্ভাবনা আছে। ইমাম গাযালী (র.) 'আত্তাফরিকাতু বাইনাল ইসলামি ওয়াযযিনদিকাহ' গ্রন্থে একথা বর্ণনা করেছেন।

৩১ নং আয়াতে বলা হয়েছে : হে আদম সন্তানেরা! তোমরা মসজিদে প্রত্যেক উপস্থিতির সময় স্বীয় পোশাক পরিধান করে নাও এবং তৃপ্তির সাথে খাও ও পান কর সীমালঙ্ঘন করো না। নিশ্চয় আল্লাহ তা'আলা সীমালঙ্ঘনকারীদেরকে পছন্দ করেন না। জাহেলিয়াতের যুগে আরবরা উলঙ্গ অবস্থায় কা'বা গৃহের তওয়াফকে যেমন বিশুদ্ধ ইবাদত এবং কা'বা গৃহের প্রতি সম্মান প্রদর্শন মনে করত, তেমনি তারা হজের দিনগুলোতে পানাহার ত্যাগ করত। এতটুকু পানাহার করত যাতে শ্বাস প্রশ্বাস চালু থাকতে পারে। বিশেষত ঘি, দুধ ও অন্যান্য সুস্বাদু খাদ্য সম্পূর্ণরূপে বর্জন করত। –[ইবনে জরীর]

তাদের এ অর্থহীন আচার অনুষ্ঠানের বিরুদ্ধে এ আয়াত অবতীর্ণ হয়েছে। এতে বলা হয়েছে যে, উলঙ্গ হয়ে তওয়াফ করা নির্লজ্জতা ও বেআদবী বিধায় বর্জনীয়। এমনিভাবে আল্লাহ প্রদত্ত সুস্বাদু খাদ্য অহেতুক বর্জন করাও কোনো ধর্মকাজ নয়; বরং তাঁর হালালকৃত বস্তুসমূহকে হারাম করে নেওয়া ধৃষ্টতা এবং ইবাদতে সীমালঙ্ঘন। আল্লাহ তা'আলা একে পছন্দ করেন না। তাই হজের দিনগুলোকে তৃপ্তির সাথে খাও, পান কর, তবে অপব্যয় করো না। হালাল খাদ্যসমূহ সম্পূর্ণরূপে বর্জন করাও অপব্যয়ের অন্তর্ভুক্ত। যেমন, হজের আসল লক্ষ্য এবং আল্লাহর স্মরণ থেকে গাফেল হয়ে পানাহার মশগুল থাকাও অপব্যয়ের অন্তর্ভুক্ত।

এ আয়াতটি যদিও জাহিলিয়াত যুগের আরবদের একটি কুপ্রথা উলঙ্গতাকে মিটানো জন্য অবতীর্ণ হয়েছে, যা তারা তওয়াফের সময় আল্লাহর গৃহের প্রতি সম্মান প্রদর্শনের নামে করত, কিন্তু তাফসীরবিদ ও ফিকহবিদগণ এ বিষয়ে একমত যে, কোনো বিশেষ ঘটনায় কোনো নির্দেশ অবতীর্ণ হওয়ার অর্থ এরূপ নয় যে, নির্দেশটি এ ঘটনার মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকবে; বরং ভাষার ব্যাপকতা দেখতে হবে। যে যে বিষয় ভাষার ব্যাপকতার আওতায় পড়ে, সবগুলোর ক্ষেত্রে সে নির্দেশ প্রযোজ্য হবে।

নামাজে গুপ্ত অঙ্গ আবৃত করা ফরজ : তাই সাহাবী, তাবেয়ী ও মুজতাহিদ ইমামগণ এ আয়াত থেকে বেশ কয়েকটি বিধান উদ্ভাবন করেছেন। প্রথম উলঙ্গ অবস্থায় তওয়াফ করা যেমন নিষিদ্ধ হয়েছে, তেমনি উলঙ্গ অবস্থায় নামাজ পড়াও হারাম ও বাতিল। কারণ রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন: اَلطَّوَافُ بِالْبَيْتِ صَلٰوةٌ (বায়তুল্লাহর তওয়াফও এক প্রকার নামাজ) এছাড়া স্বয়ং এ আয়াতেই তাফসীরবিদগণের মতে যখন مَسْجِدٌ বলে সেজদা বুঝানো হয়েছে, তখন সেজদা অবস্থায় উলঙ্গতার নিষেধাজ্ঞা আয়াতে স্পষ্টভাবেই বর্ণিত হয়ে যায়। সেজদা যখন নিষিদ্ধ হলো, তখন নামাজের যাবতীয় ক্রিয়াকর্মেও অপরিহার্যরূপে নিষিদ্ধ হবে।

অতঃপর রাসূলুল্লাহ ﷺ–এর উক্তি বিষয়টিকে আরও ফুটিয়ে তুলেছে। এক হাদীসে তিনি বলেন : চাদর পরিধান ব্যতীত কোনো প্রাপ্তবয়স্কা মহিলার নামাজ জায়েজ নয়। –[তিরমিযী]

নামাজ ছাড়া অন্যান্য অবস্থায়ও গুপ্ত অঙ্গ আবৃত করা যে ফরজ তা অন্যান্য আয়াত ও রেওয়ায়েত দ্বারা প্রমাণিত আছে। তন্মধ্যে এ সূরারই একটি আয়াত পূর্বে উল্লেখিত হয়েছে : يٰبَنِيْٓ اٰدَمَ قَدْ اَنْزَلْنَا عَلَيْكُمْ لِبَاسًا يُّوَارِيْ سَوْاٰتِكُمْ وَرِيْشًا অর্থাৎ হে আদম

সন্তানগণ! আমি অবশ্যই তোমাদের জন্য পোশাক অবতীর্ণ করেছি যাতে তোমরা আবরু ঢাকতে পার। মোটকথা, এই যে, গুপ্তাঙ্গ আবৃত করা মানুষের জন্য প্রথম মানবিক ও ইসলামি ফরজ। এটা সর্বাবস্থায় অপরিহার্য। নামাজ ও তওয়াফে আরও উত্তমরূপে ফরজ।

শব্দ বিশ্লেষণ

يُوَارِيْ : সীগাহ واحد مذكر غائب বহছ مضارع معروف বাব مُفَاعَلَةٌ মাসদার اَلْمُوَارَاةُ মূলবর্ণ (و . ر . ى) জিনস لفيف مفروق অর্থ– সে আবৃত করছে, সে ঢাকছে।

سَوْاٰتِ : শব্দটি বহুবচন; একবচন سَوْاَةٌ অর্থ– লজ্জা। লজ্জাস্থান।

رِيْشًا : শব্দটি বহুবচন; একবচন رِيْشَةٌ অর্থ– সাজ-সজ্জার বস্ত্র, সৌন্দর্যের উপকরণ।

يَذَّكَّرُوْنَ : সীগাহ جمع مذكر غائب বহছ مضارع معروف বাব اِفَّعُّلٌ মাসদার اَلْاِذَّكُّرُ মূলবর্ণ (ذ . ك . ر) জিনস صحيح অর্থ– তারা উপদেশ গ্রহণ করে।

لَا يَفْتِنَنَّ : সীগাহ واحد مذكر غائب বহছ نهى غائب معروف بانون ثقيلة বাব ضَرَبَ মাসদার اَلْفَتْنُ মূলবর্ণ (ف . ت . ن) জিনস صحيح অর্থ– যেন সে বিভ্রান্ত না করে।

لِبَاسٌ : শব্দটি একবচন; বহুবচন لُبُسٌ. اَلْبِسَةٌ অর্থ– পোশাক, কাপড়।

لِيُرِيَهُمَا : সীগাহ واحد مذكر غائب বহছ مضارع معروف বাব اِفْعَالٌ মাসদার اَلْاِرَاءَةُ মূলবর্ণ (ر . أ . ى) জিনস মুরাক্কাব, مهموز عين ও ناقص يائى অর্থ– সে দেখাবে।

فَرِيْقٌ : শব্দটি একবচন; বহুবচন اَفْرِقَةٌ. فُرُوْقٌ অর্থ– দল, গোষ্ঠী, শ্রেণি।

مُهْتَدُوْنَ : সীগাহ جمع مذكر বহছ اسم فاعل বাব اِفْتِعَالٌ মাসদার اَلْاِهْتِدَاءُ মূলবর্ণ (ه . د . ى) জিনস ناقص يائى অর্থ– সৎপথ প্রাপ্ত।

https://e-ilm.weebly.com/

يٰبَنِيْۤ اٰدَمَ خُذُوْا زِيْنَتَكُمْ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ وَّكُلُوْا وَاشْرَبُوْا وَلَا تُسْرِفُوْا ۚ اِنَّهٗ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِيْنَ (٣١)

অনুবাদ : (৩১) হে বনী আদম! প্রত্যেকবার মসজিদে উপস্থিত হওয়া কালে নিজেদের পোশাক পরিধান করে নাও, এবং খুব খাও ও পান কর, আর সীমার বাইরে যেয়ো না, নিশ্চয় আল্লাহ তা'আলা সীমা অতিক্রমকারীদেরকে পছন্দ করেন না।

قُلْ مَنْ حَرَّمَ زِيْنَةَ اللّٰهِ الَّتِيْۤ اَخْرَجَ لِعِبَادِهٖ وَالطَّيِّبٰتِ مِنَ الرِّزْقِ ؕ قُلْ هِيَ لِلَّذِيْنَ اٰمَنُوْا فِي الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا خَالِصَةً يَّوْمَ الْقِيٰمَةِ ؕ كَذٰلِكَ نُفَصِّلُ الْاٰيٰتِ لِقَوْمٍ يَّعْلَمُوْنَ (٣٢)

(৩২) আপনি বলুন, আল্লাহর সৃষ্ট পোশাক যা তিনি স্বীয় বান্দাদের জন্য বানিয়েছেন, এবং পানাহারের হালাল বস্তুগুলোকে কোন ব্যক্তি হারাম করল? আপনি বলে দিন, প্রকৃতপক্ষে এই নিয়ামতগুলো ঈমানদারদের জন্য, পার্থিব জীবনে বিশেষ করে কিয়ামত দিবসেও তাদেরই জন্য, আমি এরূপেই আয়াতসমূহকে জ্ঞানীদের জন্য স্পষ্টরূপে বর্ণনা করে থাকি।

قُلْ اِنَّمَا حَرَّمَ رَبِّيَ الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ وَالْاِثْمَ وَالْبَغْيَ بِغَيْرِ الْحَقِّ

(৩৩) আপনি বলে দিন, অবশ্য আমার রব তো হারাম করেছেন, বিশেষ করে সকল নির্লজ্জ কাজ-কর্মসমূহকে, তন্মধ্যে যেগুলো প্রকাশ্য তাকেও এবং যেগুলো অপ্রকাশ্য তাকেও, এবং সকল প্রকার পাপ কার্যকে এবং অন্যায়ভাবে কারো উপর অত্যাচার করাকে,

শব্দিক অনুবাদ

(৩১) يٰبَنِيْۤ اٰدَمَ হে বনী আদম! خُذُوْا زِيْنَتَكُمْ নিজেদের পোশাক পরিধান করে নাও عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ প্রত্যেকবার মসজিদে উপস্থিত হওয়া কালে। وَّكُلُوْا وَاشْرَبُوْا এবং খুব খাও ও পান কর। وَلَا تُسْرِفُوْا আর সীমার বাইরে যেয়ো না اِنَّهٗ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِيْنَ নিশ্চয় আল্লাহ তা'আলা সীমা অতিক্রমকারীদেরকে পছন্দ করেন না।

(৩২) قُلْ আপনি বলুন مَنْ حَرَّمَ কোন ব্যক্তি হারাম করল? زِيْنَةَ اللّٰهِ الَّتِيْۤ اَخْرَجَ لِعِبَادِهٖ আল্লাহর সৃষ্ট পোশাক যা তিনি স্বীয় বান্দাদের জন্য বানিয়েছেন وَالطَّيِّبٰتِ مِنَ الرِّزْقِ এবং পানাহারের হালাল বস্তুগুলোকে قُلْ আপনি বলে দিন هِيَ لِلَّذِيْنَ اٰمَنُوْا প্রকৃতপক্ষে এই নিয়ামতগুলো ঈমানদারদের জন্য فِي الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا পার্থিব জীবনে خَالِصَةً يَّوْمَ الْقِيٰمَةِ বিশেষ করে কিয়ামত দিবসেও তাদেরই জন্য كَذٰلِكَ এরূপেই نُفَصِّلُ الْاٰيٰتِ আমি আয়াতসমূহকে স্পষ্টরূপে বর্ণনা করে থাকি لِقَوْمٍ يَّعْلَمُوْنَ জ্ঞানীদের জন্য।

(৩৩) قُلْ আপনি বলে দিন اِنَّمَا حَرَّمَ رَبِّيَ অবশ্য আমার রব তো হারাম করেছেন الْفَوَاحِشَ বিশেষ করে সকল নির্লজ্জ কাজ-কর্মসমূহকে مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ তন্মধ্যে যেগুলো প্রকাশ্য তাকেও এবং যেগুলো অপ্রকাশ্য তাকেও وَالْاِثْمَ এবং সকল প্রকার পাপ কার্যকে وَالْبَغْيَ بِغَيْرِ الْحَقِّ এবং অন্যায়ভাবে কারো উপর অত্যাচার করাকে

https://e-ilm.weebly.com/

وَاَنْ تُشْرِكُوْا بِاللّٰهِ مَا لَمْ يُنَزِّلْ بِهٖ سُلْطٰنًا وَّاَنْ تَقُوْلُوْا عَلَى اللّٰهِ مَا لَا تَعْلَمُوْنَ (٣٣)

অনুবাদ : আর তাকে যে, তোমরা আল্লাহর সাথে কোনো এমন বস্তুকে শরিক সাব্যস্ত কর, যার সম্বন্ধে কোনো প্রমাণ আল্লাহ পাক নাজিল করেননি, আর তাকে যে, তোমরা আল্লাহর প্রতি এমন কথা আরোপ কর যার কোনো প্রমাণ তোমাদের নিকট নেই।

وَلِكُلِّ اُمَّةٍ اَجَلٌ ۚ فَاِذَا جَآءَ اَجَلُهُمْ لَا يَسْتَاْخِرُوْنَ سَاعَةً وَّلَا يَسْتَقْدِمُوْنَ (٣٤)

অনুবাদ : (৩৪) আর প্রত্যেক সম্প্রদায়ের জন্য [শাস্তির] এক নির্ধারিত সময় রয়েছে, সুতরাং যখন তাদের নির্দিষ্ট সময় উপনীত হবে, তখন এক মুহূর্তও পিছনে হটতে পারবে না এবং আগেও বাড়তে পারবে না।

يٰبَنِيْٓ اٰدَمَ اِمَّا يَاْتِيَنَّكُمْ رُسُلٌ مِّنْكُمْ يَقُصُّوْنَ عَلَيْكُمْ اٰيٰتِيْ ۙ فَمَنِ اتَّقٰى وَاَصْلَحَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُوْنَ (٣٥)

(৩৫) হে বনী আদম! তোমাদেরই মধ্য হতে যদি তোমাদের নিকট রাসূল আগমন করেন, যিনি আমার আহকামসমূহ তোমাদের নিকট বর্ণনা করবেন, তখন যে ব্যক্তি পরহেজগারী অবলম্বন করে এবং [আমল] সংশোধন করে নেয়, তবে এই সমস্ত লোকের কোনো আশঙ্কা থাকবে না এবং তারা চিন্তান্বিতও হবে না।

وَالَّذِيْنَ كَذَّبُوْا بِاٰيٰتِنَا وَاسْتَكْبَرُوْا عَنْهَآ اُولٰٓئِكَ اَصْحٰبُ النَّارِ ۚ هُمْ فِيْهَا خٰلِدُوْنَ (٣٦)

(৩৬) আর যারা আমার সেই আহকামসমূহকে মিথ্যা সাব্যস্ত করবে এবং তৎসম্বন্ধে অহংকার করবে, তারা জাহান্নামবাসী হবে, তারা তাতে অনন্তকাল থাকবে।

https://e-ilm.weebly.com/

শাব্দিক অনুবাদ

وَاَنْ تُشْرِكُوْا بِاللّٰهِ আর তাকে যে, তোমরা আল্লাহর সাথে কোনো এমন বস্তুকে শরিক সাব্যস্ত কর مَا لَمْ يُنَزِّلْ بِهٖ سُلْطٰنًا যার সম্বন্ধে কোনো প্রমাণ আল্লাহ পাক নাজিল করেননি وَّاَنْ تَقُوْلُوْا عَلَى اللّٰهِ আর তাকে যে, তোমরা আল্লাহর প্রতি এমন কথা আরোপ কর مَا لَا تَعْلَمُوْنَ যার কোনো প্রমাণ তোমাদের নিকট নেই।

(৩৪) وَلِكُلِّ اُمَّةٍ اَجَلٌ আর প্রত্যেক সম্প্রদায়ের জন্য [শাস্তির] এক নির্ধারিত সময় রয়েছে فَاِذَا جَآءَ اَجَلُهُمْ সুতরাং যখন তাদের নির্দিষ্ট সময় উপনীত হবে لَا يَسْتَاْخِرُوْنَ سَاعَةً তখন এক মুহূর্তও পিছনে হটতে পারবে না وَّلَا يَسْتَقْدِمُوْنَ এবং আগেও বাড়তে পারবে না।

(৩৫) يٰبَنِيْٓ اٰدَمَ হে বনী আদম! اِمَّا يَاْتِيَنَّكُمْ رُسُلٌ مِّنْكُمْ তোমাদেরই মধ্য হতে যদি তোমাদের নিকট রাসূল আগমন করেন يَقُصُّوْنَ عَلَيْكُمْ اٰيٰتِيْ যিনি আমার আহকামসমূহ তোমাদের নিকট বর্ণনা করবেন فَمَنِ اتَّقٰى وَاَصْلَحَ তখন যে ব্যক্তি পরহেজগারী অবলম্বন করে এবং [আমল] সংশোধন করে নেয় فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ তবে এই সমস্ত লোকের কোনো আশঙ্কা থাকবে না وَلَا هُمْ يَحْزَنُوْنَ এবং তারা চিন্তান্বিতও হবে না।

(৩৬) وَالَّذِيْنَ كَذَّبُوْا بِاٰيٰتِنَا আর যারা আমার সেই আহকামসমূহকে মিথ্যা সাব্যস্ত করবে وَاسْتَكْبَرُوْا عَنْهَآ এবং তৎসম্বন্ধে অহংকার করবে اُولٰٓئِكَ اَصْحٰبُ النَّارِ তারা জাহান্নামবাসী হবে هُمْ فِيْهَا خٰلِدُوْنَ তারা তাতে অনন্তকাল থাকবে।

فَمَنْ اَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرٰى عَلَى اللّٰهِ كَذِبًا اَوْ كَذَّبَ بِاٰيٰتِهٖ ؕ اُولٰٓئِكَ يَنَالُهُمْ نَصِيْبُهُمْ مِّنَ الْكِتٰبِ ؕ حَتّٰٓى اِذَا جَآءَتْهُمْ رُسُلُنَا يَتَوَفَّوْنَهُمْ ۙ قَالُوْٓا اَيْنَ مَا كُنْتُمْ تَدْعُوْنَ مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ ؕ قَالُوْا ضَلُّوْا عَنَّا وَشَهِدُوْا عَلٰٓى اَنْفُسِهِمْ اَنَّهُمْ كَانُوْا كٰفِرِيْنَ (٣٧)

অনুবাদ : (৩৭) অতএব, সে ব্যক্তি অপেক্ষা কে অধিক জালেম হবে, যে আল্লাহর প্রতি মিথ্যা আরোপ করে অথবা তাঁর আয়াতগুলোকে মিথ্যা সাব্যস্ত করে? তাদের ভাগ্যের যা কিছু আছে তারা তা প্রাপ্ত হবে, এমনকি যখন তাদের নিকট আমার প্রেরিত ফেরেশতাগণ তাদের রূহ কব্য করার জন্য পৌছবে, তখন [ফেরেশতাগণ] বলবেন, তারা কোথায় গেল, তোমরা আল্লাহকে ছেড়ে যাদের ইবাদত করছিলে? তারা বলবে, আমাদের নিকট হতে সকলেই অদৃশ্য হয়ে গেছে, এবং নিজেরাই নিজেদের কাফের হওয়ার স্বীকারোক্তি করবে।

শাব্দিক অনুবাদ

(৩৭) فَمَنْ اَظْلَمُ অতএব, সে ব্যক্তি অপেক্ষা কে অধিক জালেম হবে مِمَّنِ افْتَرٰى عَلَى اللّٰهِ كَذِبًا যে আল্লাহর প্রতি মিথ্যা আরোপ করে اَوْ كَذَّبَ بِاٰيٰتِهٖ অথবা তাঁর আয়াতগুলোকে মিথ্যা সাব্যস্ত করে اُولٰٓئِكَ يَنَالُهُمْ نَصِيْبُهُمْ مِّنَ الْكِتٰبِ তাদের ভাগ্যের যা কিছু আছে তারা তা প্রাপ্ত হবে حَتّٰٓى اِذَا جَآءَتْهُمْ رُسُلُنَا এমনকি যখন তাদের নিকট আমার প্রেরিত ফেরেশতাগণ পৌছবে يَتَوَفَّوْنَهُمْ তাদের রূহ কব্য করার জন্য قَالُوْٓا তখন [ফেরেশতাগণ] বলবেন اَيْنَ مَا তারা কোথায় গেল كُنْتُمْ تَدْعُوْنَ তোমরা যাদের ইবাদত করছিলে مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ আল্লাহকে ছেড়ে قَالُوْا তারা বলবে ضَلُّوْا عَنَّا আমাদের নিকট হতে সকলেই অদৃশ্য হয়ে গেছে وَشَهِدُوْا عَلٰٓى اَنْفُسِهِمْ اَنَّهُمْ كَانُوْا كٰفِرِيْنَ এবং নিজেরাই নিজেদের কাফের হওয়ার স্বীকারোক্তি করবে।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

(৩১) قوله يٰبَنِيْٓ اٰدَمَ خُذُوْا زِيْنَتَكُمْ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ الخ **আয়াতের শানে নুযূল– ১ :** হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) হতে বর্ণিত রয়েছে যে, আরবের এক শ্রেণির লোকেরা কা'বা গৃহের তওয়াফ করত সম্পূর্ণরূপে উলঙ্গ হয়ে। এমনকি মহিলারাও তওয়াফ করতে হলে উলঙ্গ হয়েই তওয়াফ করত। গাধার চেহারা মাছি থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্য যেরূপভাবে কাপড়ের টুকরা ঝুলিয়ে রাখ, ঠিক অনুরূপ ভাবেই তওয়াফের সময়ে তাদের লজ্জাস্থান একটি কাপড় দ্বারা ঢেকে রাখত। আর মহিলারা মুখে বলত- اَلْيَوْمَ يَبْدُو بَعْضُهُ اَوْ كُلُّه وما بدا منه فلا احله সে পরিপ্রেক্ষিতে আল্লাহ তা'আলা আলোচ্য আয়াত নাজিল করেন। –[রূহুল মা'আনী ১০৯/৮/৪, ফাতহুল কাদীর ২০১/২]

শানে নুযূল– ২ : জাহিলী যুগে মানুষেরা উলঙ্গ হয়ে তওয়াফ করত। হজের দিন সমূহে চর্বিযুক্ত কোনো আহার গ্রহণ করত না। প্রোটিনযুক্ত খাবার তারা গ্রহণ করত না। এসব কিছু করা হতো হজের সম্মানার্থে। সে পরিপ্রেক্ষিতে আল্লাহ তা'আলা আলোচ্য আয়াত নাজিল করেন। –[বাহরে মুহীত ২৯১/৪]

শানে নুযূল– ৩ : আল্লামা কালবী (র.) বলেন, জাহিলী যুগে মানুষেরা হজের দিনসমূহের সম্মান রক্ষার্থে তারা চর্বিযুক্ত আহার্য খেতনা। আহার করত না তারা বিলাসপূর্ণ কোনো প্রকারের খাদ্য। তা দেখে কোনো কোনো মুসলমানও রাসূল -এর নিকট আবেদন করলেন, হে আল্লাহর রাসূল! এ কাজটি ছওয়াবের জন্য করা অধিক যোগ্য। তখন সাজ সজ্জা গ্রহণ করা এবং আহার্য গ্রহণ করার বিধান আরোপ করে আল্লাহ তা'আলা আলোচ্য আয়াত নাজিল করেন। –[রূহুল মা'আনী ১১০/৪/৮]

https://e-ilm.weebly.com/

(৩২) قُلْ مَنْ حَرَّمَ زِيْنَةَ اللهِ الَّتِيْٓ اَخْرَجَ لِعِبَادِهٖ وَالطَّيِّبٰتِ مِنَ الرِّزْقِ الخ **আয়াতের শানে নুযূল :** ইবনে জারীর, ইবনুল মুনযির ও ইবনে আবী হাতেম হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) হতে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেন, জাহিলী যুগে মানুষেরা আল্লাহ তা'আলা কর্তৃক হালালকৃত বস্তুসমূহকে হারাম মনে করত। যেমন আল্লাহ বলেন- قُلْ اَرَءَيْتُمْ مَّآ اَنْزَلَ اللهُ لَكُمْ مِّنْ رِّزْقٍ فَجَعَلْتُمْ مِّنْهُ حَرَامًا وَّحَلٰلًا; তখন আল্লাহ তা'আলা হালাল ও হারাম নির্ধারণ করার ক্ষেত্রে স্বেচ্ছাচারিতা সম্পর্কে আলোচ্য আয়াত নাজিল করেন। –[ফাতহুল কাদীর ২২০/২]

(৩৩) قُلْ اِنَّمَا حَرَّمَ رَبِّيَ الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ الخ **আয়াতের শানে নুযূল :** আল্লামা কালবী (র.) বলেন, মুসলমানরা যখন কাপড় পরিধান করে কা'বা গৃহের তওয়াফ করতে আরম্ভ করে, মুশরিক যারা ছিল, তারা মুসলমানদেরকে লজ্জা দিতে আরম্ভ করে। তারা বলতে লাগল যে, ওরা তো হারাম তথা অবৈধকে বৈধ করতে আরম্ভ করল। তখন মুশরিকদের জবাবে আলোচ্য আয়াত নাজিল করা হয়েছে। –[বাহরে মুহীত : ২৯৪/৪]

নামাজের জন্য উত্তম পোশাক : আয়াতের দ্বিতীয় মাসআলা পোশাককে زِيْنَت (সাজ সজ্জা) শব্দের সাধ্যমে ব্যক্ত করে ইঙ্গিত করা হয়েছে যে, নামাজ শুধু গুপ্ত অঙ্গ আবৃত করা ছাড়াও সামর্থ্য অনুযায়ী সাজ সজ্জার পোশাক পরিধান করা শ্রেয়। হযরত হাসান (রা.) নামাজের সময় উত্তম পোশাক পরিধানে অভ্যস্ত ছিলেন। তিনি বলতেন : আল্লাহ তা'আলা সৌন্দর্য পছন্দ করেন, তাই আমি প্রতিপালকের সামনে সুন্দর পোশাকই পরে হাজির হই। তিনি বলেছেন : خُذُوْا زِيْنَتَكُمْ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ বুঝা গেল, এ আয়াত দ্বারা যেমন নামাজে শুধু অঙ্গ আবৃত করা ফরজ বলে প্রমাণিত হয়, তেমনি সামর্থ্য অনুযায়ী পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন পোশাক পরিধান করার ফজিলতও প্রমাণিত হয়।

নামাজের পোশাক সম্পর্কে কয়েকটি মাসআলা : যে গুপ্ত অঙ্গ সর্বঅবস্থায় বিশেষত নামাজ ও তওয়াফে আবৃত করা ফরজ, তার সীমা কি? কুরআন পাক সংক্ষেপে গুপ্ত অঙ্গ আবৃত করার নির্দেশ দিয়ে এর বিবরণ দানের দায়িত্ব রাসূল ﷺ–এর উপর ন্যস্ত করেছে। তিনি বিশদভাবে বর্ণনা করেছেন যে, পুরুষের গুপ্তাঙ্গ নাভি থেকে হাঁটু পর্যন্ত এবং মহিলাদের গুপ্তাঙ্গ মুখমণ্ডল, হাতের তালু এবং পদযুগল বাদে সমস্ত দেহ।

হাদীসসমূহে এসব বিবরণ বর্ণিত রয়েছে। নাভির নিচের অংশ অথবা হাঁটু খোলা থাকলে পুরুষের জন্য এরূপ পোশাক এমনিতেও গর্হিত এবং এতে নামাজও আদায় হয় না। এমনিভাবে নারীর মস্তক, ঘাড় অথবা বাহু অথবা পায়ের গোছা খোলা থাকলে এরূপ পোশাক এমনিতে নাজায়েজ এবং এতে নামাজও আদায় হয় না। এক হাদীসে বলা হয়েছে : যে গৃহে নারী খোলা মাথায় থাকে, সে গৃহে নেকীর ফেরেশতা প্রবেশ করে না।

নারীর মুখমণ্ডল, হাতের তালু এবং পদযুগল সতরের বাইরে রাখা হয়েছে। এর অর্থ এই যে, নামাজ এসব অঙ্গ খোলা থাকলে নামাজে কোনো ত্রুটি হবে না। এর অর্থ এরূপ কখনও নয় যে, মাহরাম নয়, এরূপ ব্যক্তির সামনেও সে শরিয়ত সম্মত ওজর ব্যতীত মুখমণ্ডল খুলে ঘুরাফেরা করবে।

এ হচ্ছে গুপ্তাঙ্গের ফরজ সম্পার্কত বিধান। এটি ছাড়া নামাজই হয় না। নামাজে শুধু গুপ্তাঙ্গ আবৃত করাই কাম্য নয়; বরং সাজ সাজ্জার পোশাক পরিধান করতেও বলা হয়েছে। তাই পুরুষের উলঙ্গ মাথায় নামাজ পড়া কিংবা কনুই খুলে নামাজ পড়া মাকরূহ। হাফশার্ট পরিহিত অবস্থায় হোক কিংবা আস্তিন গুটানো হোক সর্বাবস্থায় মাকরুহ। এমনিভাবে এমন পোশাক পরে নামাজ পড়া মাকরূহ, যা পরিধান করে বন্ধু বান্ধব অথবা অপরের সামনে যাওয়া লজ্জাজনক মনে করা হয়; যেমন কোর্তা ছাড়া শুধু গেঞ্জি গায়ে নামাজ পড়া, যদিও আস্তিক পূর্ণ হয় কিংবা টুপির পরিবর্তে মাথায় অথবা ছোট হাত রুমাল বেধে নামাজ পাড়া। কারণ রুচিসম্পন্ন ব্যক্তি মাত্রই এ অবস্থায় বন্ধু-বান্ধব অথবা অপরের সামনে যাওয়া পছন্দ করে না। এমতাবস্থায় বিশ্ব পালনকর্তা আল্লাহর দরবারে যাওয়া কিরূপে পছন্দনীয় হতে পারে? মাথা, কাঁধ, কনুই ইত্যাদি খুলে নামাজ পড়া যে মাকরূহ তা আয়াতে ব্যবহৃত زِيْنَت (সাজ সজ্জা) শব্দ থেকে এবং রাসূলুল্লাহ ﷺ–এর বক্তব্য থেকেও বুঝা যায়।

আয়াতের প্রথম বাক্য যেমন মূর্খতা যুগের আরবদের উলঙ্গতা মিটানোর জন্য অবতীর্ণ হয়েছে কিন্তু ভাষার ব্যাপকতাদৃষ্টে তা থেকে অনেক বিধান ও মাসআলাও জনা গেছে। এমনিভাবে দ্বিতীয় كُلُوْا وَاشْرَبُوْا وَلَا تُسْرِفُوْا; বাক্যটিও আরবদের হজের দিনগুলোতে উৎকৃষ্ট পানাহারকে গোনাহ মনে করার কুপ্রথা মিটানোর জন্য অবতীর্ণ হলেও ভাষার ব্যাপকাতদৃষ্টে এখানেও অনেক বিধান ও মাসআলা প্রমাণিত হয়।

https://e-ilm.weebly.com/

যতটুকু প্রয়োজন, ততটুকু পানাহার ফরজ : প্রথম, শরিয়তের দিক দিয়েও পনাহার করা মানুষের জন্য ফরজ ও জরুরি। সামর্থ্য থাকা সত্ত্বেও যদি কেউ পানাহার বর্জন করে, ফলে মৃত্যুমুখে পতিত হয় কিংবা এখন দুর্বল হয়ে পড়ে যে, ফরজ কর্মও সম্পাদন করতে অক্ষম হয়, তবে সে আল্লাহর কাছে অপরাধী ও পাপী হবে।

নিষিদ্ধতা প্রমাণিত না হওয়া পর্যন্ত কোনো কিছু অবৈধ হয় না : আহকামুল কুরআন জাসসাসের বর্ণনা মতে এ আয়াতে থেকে একটি মাসআলা এরূপ বুঝা যায় যে, জগতে পানাহারের যত বস্তু রয়েছে আসলের দিক দিয়ে সেগুলো সব হালাল ও বৈধ। যতক্ষণ পর্যন্ত কোনো বিশেষ বস্তুর অবৈধতা ও নিষিদ্ধতা শরিয়তের কোনো প্রমাণ দ্বারা প্রমাণিত না হয়, ততক্ষণ প্রত্যেক বস্তুকে হালাল ও বৈধ মানে করা হবে। وَكُلُوا وَاشْرَبُوا বাক্যে مفعول অর্থাৎ কি বস্তু পানাহার করবে, তা উল্লেখ না করায় এ মাসআলার প্রতি ইঙ্গিত করা হয়েছে। আরবি ভাষায় বিশেষজ্ঞগণ বলেন : এরূপ স্থলে مفعول - এর ব্যাপকতার প্রতি ইঙ্গিত করা হয় অর্থাৎ প্রত্যেক বস্তু পানাহার করতে পারে ঐসব দ্রব্যসামগ্রী বাদে, যেগুলো স্পষ্টভাবে হারাম করা হয়েছে।

পানাহারে সীমালজ্ঘন বৈধ নয় : আয়াতের শেষ বাক্য وَلَا تُسْرِفُوا দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, পানাহারের অনুমতি বরং নির্দেশ থাকার সাথে সাথে অপব্যয় করার নিষেধাজ্ঞাও রয়েছে। আয়াতে ব্যবহৃত إِسْرَاف শব্দের অর্থ সীমালজ্ঘন করা। সীমালাজ্ঘন কয়েক প্রকারের হতে পারে। **এক.** হালালকে অতিক্রম করে হারাম পর্যন্ত পৌঁছা এবং হারাম বস্তু পানাহার করতে থাকা। এ সীমালজ্ঘন যে হারাম তা বর্ণনা সাপেক্ষ নয়।

দুই. আল্লাহর হালালকৃত বস্তুমূহকে শরিয়তসম্মত কারণ ছাড়াই হারাম মনে করে বর্জন করা। হারাম বস্তু ব্যবহার করা যেমন অপরাধ ও গুনাহ তেমনি হালালকে হারাম মনে করাও ইলাহী আইনের বিরোধিতা ও কঠোর গুনাহ। –[ইবনে কাছীর, মাযহারী, রূহুল মা'আনী]

ক্ষুধা ও প্রয়োজনের চাইতে অধিক পানাহার করাও সীমালজ্ঘনের মধ্যে গণ্য। তাই ফিকহবিদগণ উদর পূর্তির অধিক ভক্ষণ করাকে নাজায়েজ লিখেছেন। [আহকামুল কুরআন]

এমনিভাবে শক্তি সামর্থ্য থাকা সত্ত্বেও কম খেয়ে দুর্বল হয়ে পড়া, ফলে ফরজ কর্ম সম্পাদনের শক্তি না থাকা এটাও সীমালজ্ঘনের মধ্যে গণ্য। উল্লিখিত উভয় প্রকার অপব্যয় নিষিদ্ধ করার জন্য কুরআন পাকের এক জায়গায় বলা হয়েছে : إِنَّ الْمُبَذِّرِينَ كَانُوا إِخْوَانَ الشَّيَاطِينِ অর্থাৎ অপব্যয়কারীরা শয়তানের ভাই। অন্যত্র বলা হয়েছে : وَالَّذِينَ إِذَا أَنْفَقُوا لَمْ يُسْرِفُوا وَلَمْ يَقْتُرُوا وَكَانَ بَيْنَ ذَٰلِكَ قَوَامًا অর্থাৎ আল্লাহ তাদেরকে পছন্দ করেন, যারা ব্যয় করার ক্ষেত্রে মধ্যবর্তিতা অবলম্বন করে, প্রয়োজনের চাইতে বেশি ব্যয় করে না এবং কমও করে না।

পানাহারে মধ্য পন্থাই দীন দুনিয়ার জন্য উপকারী : হযরত ওমর (রা.) বলেন : বেশি পানাহার থেকে বেঁচে থাক। কারণ অধিক পানাহার দেহকে নষ্ট করে, রোগের জন্ম দেয় এবং কর্মে অলসতা সৃষ্টি করে। পানাহারের ক্ষেত্রে মধ্য পন্থা অবলম্বন করা এটা দৈহিক সুস্থতার পক্ষে উপকারী এবং অপব্যয় থেকে দূরবর্তী। তিনি আরও বলেন ; আল্লাহ তা'আলা স্থূলদেহী আলেমকে পছন্দ করেন না। (অর্থাৎ যে বেশি পানাহার করে সে নিজের প্রচেষ্টায়ই স্থূলদেহী হয়।) আরও বলেন : মানুষ ততক্ষণ ধ্বংস হয় না, যতক্ষণ না সে মানসিক প্রবৃত্তিকে ধর্মের উপর অগ্রাধিকার দান করে। –[রূহুল মা'আনী]

বায়হাকী বর্ণনা করেন, একবার রাসূলুল্লাহ ﷺ হযরত আয়েশা (রা.)–কে দিনে দুবার খেতে দেখে বললেন : হে আয়েশা! তুমি কি পছন্দ কর যে, আহার করাই তোমার একমাত্র কাজ হোক?

এ আয়াতে পানাহার সম্পর্কে যে মধ্যবর্তিতার নির্দেশ বর্ণিত হয়েছে, তা শুধু পানাহারের ক্ষেত্রেই সীমাবদ্ধ নয়; বরং পরিধান ও বসবাসের প্রত্যেক কাজেই মধ্য পন্থা পছন্দনীয় ও কাম্য। হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) বলেন : যা ইচ্ছা পানাহার কর এবং যা ইচ্ছা পরিধান কর, তবে শুধু দু'টি বিষয় থেকে বেঁচে থাক। **এক.** তাতে অপব্যয় অর্থাৎ প্রয়োজনের চাইতে বেশি না হওয়া চাই এবং **দুই.** গর্ব ও অহঙ্কার না থাকা চাই।

এক আয়াত থেকে আটটি মাসআলা : মোট কথা এই যে, وَكُلُوا وَاشْرَبُوا وَلَا تُسْرِفُوا বাক্য থেকে আটটি মাসআলার উত্তর হয়। **এক.** যতটুকু প্রয়োজন, ততটুকু পানাহার করা ফরজ। **দুই.** শরিয়তের কোনো প্রমাণ দ্বারা কোনো বস্তুর অবৈধতা প্রমাণিত না হওয়া পর্যন্ত সব বস্তুই হালাল। **তিন.** আল্লাহ তা'আলা ও রাসূলুল্লাহ ﷺ কর্তৃক নিষিদ্ধ বস্তুসমূহ ব্যবহার করা অপব্যয় ও অবৈধ। **চার.** যেসব বস্তু আল্লাহ তা'আলা হালাল করেছেন, সেগুলোকে হারাম মনে করাও অপব্যয় এবং মাহাপাপ।

https://e-ilm.weebly.com/

পাঁচ. পেট ভরে খাওয়ার পরও আহার করা নাজায়েজ। **ছয়.** এতটুকু কম খাওয়াও অবৈধ, যদ্দরুন দুর্বল হয়ে ফরজ কর্ম সম্পাদন করতে অক্ষম হয়ে পড়ে। **সাত.** সর্বদা পানাহারের চিন্তায় মগ্ন থাকাও অপব্যয়। **আট.** মনে কিছু চাইলেই তা অবশ্যই খাওয়া অপব্যয়।

৩২ নং আয়াতে সেসব লোককে হুশিয়ার করা হয়েছে, যারা ইবাদতে বাড়াবাড়ি করে এবং স্বকল্পিত সংকীর্ণতা সৃষ্টি করে আল্লাহ তা'আলা কর্তৃক হালালকৃত বস্তুসমূহ থেকে বিরত থাকা এবং হারাম মনে করাকে ইবাদত জ্ঞান করে। যেমন, মক্কার মুশরিকরা হজের দিনগুলোতে তওয়াফ করার সময় পোশাক পরিধানকেই বৈধ মনে করত না এবং আল্লাহ তা'আলা কর্তৃক হালালকৃত ও উপাদেয় খাদ্যসমূহ বর্জন করাকে ইবাদত মনে করত।

এহেন লোকদেরকে শাসানোর ভাঙ্গিতে হুশিয়ার করা হয়েছে যে, বান্দাদের জন্য সৃজিত আল্লাহর زِينَة অর্থাৎ উত্তম পোশাক এবং আল্লাহ প্রদত্ত সুস্বাদু ও উপাদেয় খাদ্যকে হারাম করেছে?

উৎকৃষ্ট পোশাক ও সুস্বাদু খাদ্য বর্জন করা ইসলামের শিক্ষা নয় : উদ্দেশ্য এই যে, কোনো বস্তু হালাল অথবা হারাম করা একমাত্র সে সত্তারই কাজ যিনি এসব বস্তু সৃষ্টি করেছেন। এতে অন্যের হস্তক্ষেপ বৈধ নয়। কাজেই সেসব লোক দণ্ডনীয়, যারা আল্লাহর হালালকৃত উৎকৃষ্ট পোশাক অথবা পবিত্র ও সুস্বাদু খাদ্যকে হারাম মনে করে। সঙ্গতি থাকা সত্ত্বেও জীর্ণাবস্থায় থাকা ইসলামের শিক্ষা নয় এবং ইসলামের দৃষ্টিতে পছন্দনীয়ও নয়; যেমন অনেক অজ্ঞ লোক মনে করে।

পূর্ববর্তী মনীষীদের অনেককেই আল্লাহ তা'আলা আর্থিক স্বাচ্ছন্দ্য দান করেছিলেন। তাঁরা প্রায়ই উৎকৃষ্ট ও মূল্যবান পোশাক পরিধান করতেন। দু'জাহানের সর্দার রাসূলুল্লাহ ﷺ ও যখন সঙ্গতিপ্রাপ্ত হয়েছিলেন, তখন উৎকৃষ্টতর পোশাকও অঙ্গে ধারণ করেছিলেন। এক হাদীসে আছে, একবার যখন তিনি বাড়ির বাইরে আসেন, তখন তাঁর গায়ে এমন চাদর শোভা পাচ্ছিল যার মূল্য ছিল এক হাজার দিরহাম। বর্ণিত আছে ইমাম আযম আবূ হানীফা (র.) চারশ গিনি মূল্যের চাদর ব্যবহার করেছেন। এমনিভাবে হযরত ইমাম মালেক (র.) সব সময় উৎকৃষ্ট পোশাক পরিধান করতেন। তাঁর জন্য জনৈক বিত্তশালী ব্যক্তি সারা বছরের জন্য ৩৬০ জোড়া পোশাক নিজের দায়িত্বে গ্রহণ করেছিল, যে বস্ত্রজোড়া তিনি একবার পরিধান করতেন, দ্বিতীয়বার তা আর ব্যবহার করতেন না। মাত্র একদিন ব্যবহার করেই কোনো দরিদ্র ছাত্রকে দিয়ে দিতেন।

কারণ এই যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন : আল্লাহ তা'আলা যখন কোনো বান্দাকে নিয়ামত ও স্বাচ্ছন্দ্য দান করেন, তখন আল্লাহ তা'আলা এ নিয়ামতের চিহ্ন তার পোশাক পরিচ্ছদে ফুটে উঠাকে পছন্দ করেন। কেননা নিয়ামতকে ফুটিয়ে তোলাও এক প্রকার কৃতজ্ঞতা। এর বিপরীতে সামর্থ্য থাকা সত্ত্বেও ছিন্নবস্ত্র অথবা মলিন পোশাক পরিধান করা অকৃতজ্ঞতা।

অবশ্য দু'টি বিষয় থেকে বেঁচে থাকা জরুরি : **এক.** রিয়া ও নামযশ এবং **দুই.** গর্ব ও অহঙ্কার। অর্থাৎ শুধু লোক দেখানো এবং নিজের বড় মানুষী প্রকাশ করার জন্য জাঁকজমকপূর্ণ পোশাক পরিধান করা যাবে না। পূর্ববর্তী মনীষীগণ এ দু'টি বিষয় থেকে মুক্ত ছিলেন।

রাসূলুল্লাহ ﷺ ও পূর্ববর্তী মনীষীদের মধ্যে হযরত ওমর (রা.) এবং আরও কয়েকজন সাহাবী থেকে মা'মুলী পোশাক কিংবা তালিযুক্ত পোশাক পরিধান করার কথা বর্ণিত আছে। এর কারণ ছিল দ্বিবিধ। প্রথম এই যে, তাঁদের হাতে যে ধন সম্পদ আসত, তা প্রায়ই ফকির মিসকিন ও ধর্মীয় কাজে ব্যয় করে ফেলতেন। নিজের জন্য কিছুই অবশিষ্ট থাকত না, যা দ্বারা উৎকৃষ্ট পোশাক নিতে পারতেন। দ্বিতীয় এই যে, তিনি ছিলেন সবার অনুসৃত। সাদাসিধা ও সস্তা পোশাক পরে অন্যান্য শাসনকর্তাকে শিক্ষা দেওয়া উদ্দেশ্য ছিল যাতে সাধারণ দরিদ্র ও ফকিরদের উপর তাদের আর্থিক স্বাচ্ছন্দ্যের প্রভাব না পড়ে।

এমনিভাবে সূফী বুযুর্গগণ শিষ্যদেরকে প্রথম পর্যায়ে সাজ সজ্জার পোশাক পরিধান করতে এবং উৎকৃষ্ট খাদ্য ভক্ষণ করতে নিষেধ করেন। এর উদ্দেশ্য এরূপ নয় যে, এসব বস্তু স্থায়ীভাবে বর্জন করা ছওয়াবের কাজ; বরং প্রবৃত্তিকে বশে আনার জন্য প্রথম পর্যায়ে চিকিৎসা ও প্রতিকারার্থে এধরনের সাধনার ব্যবস্থা করা হয়। যখন সে প্রবৃত্তিকে বশীভূত করে ফেলে এবং এমন স্তরে পৌঁছে যায় যে, প্রবৃত্তি তাকে হারাম ও নাজায়েজের প্রতি আকৃষ্ট করতে পারে না, তখন সব সূফী বুযুর্গই পূর্ববর্তী সাধক মনীষীদের ন্যায় উত্তম পোশাক ও সুস্বাদু খাদ্য ব্যবহার করেন। তখন এসব উৎকৃষ্ট খাদ্য ও পোশাক তাঁদের জন্য আধ্যাত্ম পথে বিঘ্ন সৃষ্টির পরিবর্তে অধিক নৈকট্য লাভের উপায় হয়ে যায়।

https://e-ilm.weebly.com/

খোরাক ও পোশাকে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সুন্নত : খোরাক ও পোশাক সম্পর্কে রাসূলুল্লাহ ﷺ সাহাবী ও তাবেয়ীগণের সুন্নতের সারকথা এই যে, এসব ব্যাপারে লৌকিকতা পরিহার করতে হবে। যেরূপ পোশাক ও খোরাক সহজলভ্য তাই কৃতজ্ঞতা সহকারে ব্যবহার করতে হবে। মোটা তাত ও মোটা কাপড় জুটলে যে কোনো উপায়ে এমনকি কর্জ করে হলেও উৎকৃষ্টটি অর্জনের জন্য সচেষ্ট হবে না।

এমনিভাবে উৎকৃষ্ট পোশাক ও সুস্বাদু খাদ্য জুটলে তাকে জেনে শুনে খারাপ মনে করবে না অথবা তার ব্যবহার থেকে বিরত থাকবে না। উৎকৃষ্ট পোশাকও সুস্বাদু খাদ্যের পিছনে লাগা যেমন লৌকিকতা, তেমনি উৎকৃষ্টকে নিকৃষ্ট করা কিংবা তা বাদ দিয়ে নিকৃষ্ট বস্তু ব্যবহার করাও নিন্দনীয় লৌকিকতা।

আয়াতের পরবর্তী বাক্যে এর একটি বিশেষ তাৎপর্য বর্ণনা করা হয়েছে। যে দুনিয়ার সব নিয়ামত, উৎকৃষ্ট পোশাক ও সুস্বাদু খাদ্য প্রকৃতপক্ষে আনুগত্যশীল মুমিনদের জন্যই সৃষ্টি করা হয়েছে এবং তাদের কল্যাণেই অন্যরা ভোগ করতে পারছে। কেননা এ দুনিয়া হচ্ছে কর্মক্ষেত্র, প্রতিদান নয়। এখানে পার্থিব নিয়ামতের মধ্যে আসল-নকল ও ভালোমন্দের পার্থক্য করা যায় না। করুণাময় আল্লাহ তা'আলার দস্তরখান সবার জন্য সমভাবে বিছানো রয়েছে; বরং এখানে আল্লাহর রীতি এই যে, মুমিন ও অনুগত বান্দাদের আনুগত্যে কিছু ত্রুটি হয়ে গেলে অন্যরা তাদের উপর প্রবল হয়ে পার্থিব নিয়ামতের ভাণ্ডার অধিকার করে বসে এবং তারা দারিদ্র্য ও উপবাসের কবলে গ্রাসে পতিত হয়।

কিন্তু এ আইন শুধু এ দুনিয়ারূপী কর্মক্ষেত্রের মধ্যেই সীমাবদ্ধ। পরকালে সমস্ত নিয়ামত ও সুখ কেবলমাত্র আল্লাহর অনুগত বান্দাদের জন্য নির্দিষ্ট থাকবে। আয়াতের এ বাক্যে তাই বলা হয়েছে : 'قُلْ هِيَ لِلَّذِينَ آمَنُوا فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا خَالِصَةً يَوْمَ الْقِيَامَةِ' অর্থাৎ আপনি বলে দিন : সব পার্থিব নিয়ামত প্রকৃতপক্ষে পার্থিব জীবনেও মুমিনেরই প্রাপ্য এবং কিয়ামতের দিন তো এককভাবে তাদের জন্যই নির্দিষ্ট হবে।

হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা.)-এর মতে এ বাক্যটির অর্থ এই যে, পার্থিব সব নিয়ামত ও সুখ সাচ্ছন্দ্য পরকালে শাস্তির কারণ হবে'- না এ বিশেষ অবস্থাসহ তা একমাত্র অনুগত মুমিন বান্দাদেরই প্রাপ্য। কাফের ও পাপাচারীর অবস্থা এরূপ নয়। পার্থিব নিয়ামত তারাও পায়; বরং আরও বেশি পায়; কিন্তু এসব নিয়ামত পরকালে তাদের জন্য শাস্তি ও স্থায়ী আজাবের কারণ হবে। কাজেই পরিণামের দিক দিয়ে এসব নিয়ামত তাদের জন্য সম্মান ও সুখের বস্তু নয়।

কোনো কোনো তাফসীরবিদের মতে এর অর্থ এই যে, পার্থিব সব নিয়ামতের সাথে পরিশ্রম, কষ্ট, হস্তচ্যুত হওয়ার আশঙ্কা ও নানারকম দুঃখ কষ্ট লেগে থাকে, নির্ভেজাল নিয়ামত ও অনাবিল সুখের অস্তিত্ব এখানে নেই। তবে কিয়ামতে যারা এসব নিয়ামত লাভ করবে, তারা নির্ভেজাল অবস্থায় লাভ করবে। এগুলোর সাথে কোনোরূপ পরিশ্রম, কষ্ট হস্তচ্যুত হওয়ার আশঙ্কা এবং কোনো চিন্তা ভাবনা থাকবে না। উপরিউক্ত তিন প্রকার অর্থই আয়াতের এ বাক্যের সাথে সঙ্গতিপূর্ণ। তাই সাহাবী ও তাবেয়ী তাফসীরবিদগণ এসব অর্থই গ্রহণ করেছেন।

আয়াতের শেষে বলা হয়েছে : كَذَٰلِكَ نُفَصِّلُ الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ অর্থাৎ "আমি স্বীয় অসীম শক্তির নিদর্শনাবলি জ্ঞানবানদের জন্য এমনিভাবে খুলে খুলে বর্ণনা করি, যাতে পণ্ডিত মূর্খ নির্বিশেষে সবাই বুঝে নেয়।" ভালো পোশাক ও ভালো খাদ্য বর্জন করলে আল্লাহ তা'আলা সন্তুষ্ট হন -এ আয়াতে মানুষের এ বাড়াবাড়ি ও মূর্খতাসুলভ ধারণা খণ্ডন করা হয়েছে।

অতঃপর দ্বিতীয় আয়াতে কতিপয় এমন বিষয় বর্ণিত হয়েছে, যেগুলো আল্লাহ তা'আলা হারাম করেছেন। সত্য এই যে, এগুলো বর্জন করলেই আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জন করা যায়। এতে ইঙ্গিত রয়েছে যে, তারা দ্বিবিধ মূর্খতায় লিপ্ত। একদিকে আল্লাহ তা'আলার হালালকৃত উত্তম ও মনোরম বস্তুসমূহকে নিজেদের জন্য অহেতুক হারাম সাব্যস্ত করে এসব নিয়ামত থেকে বঞ্চিত হয়েছে এবং অপরদিকে যেসব বস্তু প্রকৃতপক্ষে হারাম ছিল এবং যেগুলো ব্যবহারের পরিণতিতে আল্লাহর গজব ও পরকালের শাস্তি অবশ্যম্ভাবী ছিল, সেগুলোর ব্যবহারে লিপ্ত হয়ে পরকালের শাস্তি ক্রয় করেছে। এভাবে ইহকাল ও পরকাল উভয় ক্ষেত্রে নিয়ামত থেকে বঞ্চিত হয়ে দু'কুলই হারিয়েছে। বলা হয়েছে:

إِنَّمَا حَرَّمَ رَبِّيَ الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ وَالْإِثْمَ وَالْبَغْيَ بِغَيْرِ الْحَقِّ وَأَنْ تُشْرِكُوا بِاللَّهِ مَا لَمْ يُنَزِّلْ بِهِ سُلْطَانًا وَأَنْ تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ অর্থাৎ "যেসব বস্তুকে তোমরা অহেতুক হারাম সাব্যস্ত করেছ, সেগুলো তো হারাম নয়,. কিন্তু আল্লাহ তা'আলা সব নির্লজ্জ কাজ হারাম করেছেন, তা প্রাকশ্য হোক কিংবা গোপন হোক। আরও হারাম করেছেন, প্রত্যেক পাপকাজ অন্যায় উৎপীড়ন, বিনা প্রমাণে আল্লাহর সাথে কাউকে পাপকাজ অন্যায় উৎপীড়ন, বিনা প্রমাণে আল্লাহর সাথে কাউকে অংশীদার করা এবং আল্লাহর প্রতি এমন কথা আরোপ করা, যার কোনো সনদ তোমাদের কাছে নেই।"

https://e-ilm.weebly.com/

এখানে اِثْم (পাপকাজ) শব্দের আওতায় সেসব গোনাহ অন্তর্ভুক্ত হয়ে গেছে, যেগুলো মানুষের নিজের সাথে সম্পর্কযুক্ত এবং بَغْى (উৎপীড়ন) শব্দের অর্থ অপরের সাথে লেনদেনও অপরেরের অদিকার সম্পর্কিত গোনাহ এসে গেছে। অতঃপর শিরক ও আল্লাহর প্রতি মিথ্যারোপ এগুলো সুস্পষ্ট ভাবেই বিশ্বাসগত মহাপাপ।

৩২ ও ৩৩ নং আয়াতে মুশরিকদের দু'টি ভ্রান্ত কাজ বর্ণিত হয়েছিল। **এক.** হালালকে হারাম করা এবং **দুই.** হারামকে হালাল করা। তৃতীয় আয়াতে তাদের ভয়াবহ পরিণাম এবং পরকালীন শাস্তি ও আজাব বর্ণনা করা হয়েছে :

وَلِكُلِّ اُمَّةٍ اَجَلٌ فَاِذَا جَآءَ اَجَلُهُمْ لَا يَسْتَاْخِرُوْنَ سَاعَةً وَّلَا يَسْتَقْدِمُوْنَ অর্থাৎ যেসব অপরাধী সর্ব প্রকার অবাধ্যতা সত্ত্বেও আল্লাহ তা'আলার নিয়ামতের মধ্যে লালিত পালিত হচ্ছে এবং বাহ্যত তাদের উপর কোনো আজাব আসতে দেখা যায় না, তারা যেন আল্লাহ তা'আলার এ চিরাচরিত রীতি সম্পর্কে উদাসীন না থাকে যে, তিনি অপরাধীদেরকে কৃপাবশত ঢিল দিতে থাকেন, যাতে কোনো রকমে তারা স্বীয় কার্যকলাপ থেকে বিরত হয়, কিন্তু আল্লাহ তা'আলার জ্ঞানে এ ঢিল ও অবকাশের একটি মেয়াদ নির্দিষ্ট থাকে। যখন এ মেয়াদ শেষ হয়, তখন এক মুহূর্তও আগ পাছ হয় না এবং তাদেরকে আজাব দ্বারা পাকড়াও করা হয়। কখনোও দুনিয়াতেই আজাব এসে যায় এবং যদি দুনিয়াতে না আসে, তবে মৃত্যুর সাথে সাথেই আজাবে প্রবিষ্ট হয়ে যায়।

এ আয়াতে নির্দিষ্ট মেয়াদের আগে পিছে না হওয়ার কথা বলা হয়েছে। এটি এমন একটি বাকপদ্ধতি, যেমন আমাদের পরিভাষায় ক্রেতা দোকানদারকে বলে : মূল্য কিছু কম বেশি হতে পারবে কি না? এখানে জানা কথা যে, বেশি মূল্য তার কাম্য নয়; কম হবে কিনা, তাই জিজ্ঞেস করে। কিন্তু কমের অনুগামী করে বেশিও উল্লেখ করা হয়। এমনিভাবে এখানে আসল উদ্দেশ্য এই যে, নির্দিষ্ট মেয়াদের পর বিলম্ব হবে না। কিন্তু সাধারণের বাকপদ্ধতি অনুযায়ী বিলম্বের সাথে আগে হওয়া উল্লেখ করা হয়েছে।

শব্দ বিশ্লেষণ

اَلْفَوَاحِشَ : শব্দটি বহুবচন; একবচন فَاحِشَةٌ অর্থ– অশ্লীলতা, নির্লজ্জতা।

اَلْاِثْمَ : শব্দটি একবচন; বহুবচন اٰثَامٌ অর্থ– গুনাহ, পাপ।

اُمَّةٌ : শব্দটি একবচন; বহুবচন اُمَمٌ অর্থ– জাতি, দল, সম্প্রদায়।

اَجَلٌ : শব্দটি একবচন; বহুবচন اٰجَالٌ অর্থ– নির্ধারিত সময়।

اِسْتَكْبَرُوْا : সীগাহ جمع مذكر غائب বহছ ماضى معروف বাব اِسْتِفْعَالٌ মাসদার اَلْاِسْتِكْبَارُ মূলবর্ণ (ك . ب . ر) জিনস صحيح অর্থ– তারা অহংকার করেছে।

يَتَوَفَّوْنَ : সীগাহ جمع مذكر غائب বহছ مضارع معروف বাব تَفَعُّلٌ মাসদার اَلتَّوَفِّىْ মূলবর্ণ (و . ف . ى) জিনস لفيف مفروق অর্থ– তারা [ফেরেশতাগণ] জান কবজ করার জন্য পৌঁছবে।

كُنْتُمْ تَدْعُوْنَ : সীগাহ جمع مذكر حاضر বহছ ماضى استمرارى معروف বাব نَصَرَ মাসদার اَلدَّعْوَةُ মূলবর্ণ (د . ع . و) জিনস ناقص واوى অর্থ– তোমরা আহ্বান করছিলে।

https://e-ilm.weebly.com/

قَالَ ادْخُلُوْا فِيْٓ اُمَمٍ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِكُمْ
مِّنَ الْجِنِّ وَالْاِنْسِ فِي النَّارِ ۭ كُلَّمَا دَخَلَتْ اُمَّةٌ
لَّعَنَتْ اُخْتَهَا ۭ حَتّٰٓى اِذَا ادَّارَكُوْا فِيْهَا جَمِيْعًا ۙ
قَالَتْ اُخْرٰىهُمْ لِاُوْلٰىهُمْ رَبَّنَا هٰٓؤُلَاۗءِ اَضَلُّوْنَا
فَاٰتِهِمْ عَذَابًا ضِعْفًا مِّنَ النَّارِ ڛ قَالَ لِكُلٍّ
ضِعْفٌ وَّلٰكِنْ لَّا تَعْلَمُوْنَ (٣٨)

অনুবাদ : (৩৮) আল্লাহ তা'আলা বলবেন, যে সকল সম্প্রদায় তোমাদের পূর্বে গত হয়েছে জিনদের মধ্য হতেও এবং মানুষের মধ্য হতেও, তাদের সঙ্গে তোমরাও দোজখে যাও, যখনই কোনো দল [জাহান্নামে] প্রবেশ করবে, তখন নিজেদের অনুরূপ অন্য দলকে লা'নত করবে, এমনকি যখন সকলে তাতে সমবেত হবে, তখন পরবর্তী লোকেরা পূর্ববর্তী লোকদের সম্বন্ধে বলবে, হে আমাদের প্রতিপালক! তারা আমাদেরকে বিপথগামী করেছিল, অতএব, তাদেরকে দোজখের শাস্তি দ্বিগুণ করে দিন, আল্লাহ পাক বলবেন, সকলের জন্যই দ্বিগুণ [শাস্তি] রয়েছে কিন্তু তোমরা বুঝতে পারছ না।

وَقَالَتْ اُوْلٰىهُمْ لِاُخْرٰىهُمْ فَمَا كَانَ لَكُمْ عَلَيْنَا مِنْ
فَضْلٍ فَذُوْقُوا الْعَذَابَ بِمَا كُنْتُمْ تَكْسِبُوْنَ (٣٩) ع ٤

(৩৯) আর পূর্ববর্তী লোকেরা পরবর্তী লোকদেরকে বলবে, তা হলে তো আমাদের উপর তোমাদের কোনোই প্রাধান্য নেই, অতএব, তোমরা স্বীয় কৃতকর্মের ফলস্বরূপ শাস্তির আস্বাদ গ্রহণ করতে থাক।

اِنَّ الَّذِيْنَ كَذَّبُوْا بِاٰيٰتِنَا وَاسْتَكْبَرُوْا عَنْهَا لَا
تُفَتَّحُ لَهُمْ اَبْوَابُ السَّمَاۗءِ وَلَا يَدْخُلُوْنَ
الْجَنَّةَ حَتّٰى يَلِجَ الْجَمَلُ فِيْ سَمِّ الْخِيَاطِ ۭ
وَكَذٰلِكَ نَجْزِي الْمُجْرِمِيْنَ (٤٠)

(৪০) নিশ্চয় যারা আমার আয়াতসমূহকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করে এবং তার প্রতি অহংকার প্রদর্শন করে, তাদের জন্য আসমানের দ্বারগুলো মুক্ত করা হবে না, এবং তারা কখনো জান্নাতে যাবে না যে পর্যন্ত উষ্ট্র চলে যায় সুঁচের ছিদ্রপথ দিয়ে, আর আমি অপরাধীদেরকে এরূপ শাস্তি দিয়ে থাকি।

শাব্দিক অনুবাদ

(৩৮) قَالَ আল্লাহ তা'আলা বলবেন ادْخُلُوْا তাদের সঙ্গে তোমরাও যাও فِيْٓ اُمَمٍ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِكُمْ যে সকল সম্প্রদায় তোমাদের পূর্বে গত হয়েছে مِّنَ الْجِنِّ وَالْاِنْسِ জিনদের মধ্য হতেও এবং মানুষের মধ্য হতেও فِي النَّارِ দোজখে كُلَّمَا دَخَلَتْ اُمَّةٌ যখনই কোনো দল [জাহান্নামে] প্রবেশ করবে لَّعَنَتْ اُخْتَهَا তখন নিজেদের অনুরূপ অন্য দলকে লা'নত করবে حَتّٰٓى اِذَا ادَّارَكُوْا فِيْهَا جَمِيْعًا এমনকি যখন সকলে তাতে সমবেত হবে قَالَتْ اُخْرٰىهُمْ لِاُوْلٰىهُمْ তখন পরবর্তী লোকেরা পূর্ববর্তী লোকদের সম্বন্ধে বলবে رَبَّنَا হে আমাদের প্রতিপালক! هٰٓؤُلَاۗءِ اَضَلُّوْنَا তারা আমাদেরকে বিপথগামী করেছিল فَاٰتِهِمْ عَذَابًا ضِعْفًا مِّنَ النَّارِ অতএব, তাদেরকে দোজখের শাস্তি দ্বিগুণ করে দিন قَالَ আল্লাহ পাক বলবেন لِكُلٍّ ضِعْفٌ সকলের জন্যই দ্বিগুণ [শাস্তি] রয়েছে وَّلٰكِنْ لَّا تَعْلَمُوْنَ কিন্তু তোমরা বুঝতে পারছ না।

(৩৯) وَقَالَتْ اُوْلٰىهُمْ لِاُخْرٰىهُمْ আর পূর্ববর্তী লোকেরা পরবর্তী লোকদেরকে বলবে فَمَا كَانَ لَكُمْ عَلَيْنَا مِنْ فَضْلٍ তা হলে তো আমাদের উপর তোমাদের কোনোই প্রাধান্য নেই فَذُوْقُوا الْعَذَابَ অতএব, তোমরা শাস্তির আস্বাদ গ্রহণ করতে থাক بِمَا كُنْتُمْ تَكْسِبُوْنَ স্বীয় কৃতকর্মের ফলস্বরূপ।

(৪০) اِنَّ الَّذِيْنَ كَذَّبُوْا بِاٰيٰتِنَا নিশ্চয় যারা আমার আয়াতসমূহকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করে وَاسْتَكْبَرُوْا عَنْهَا এবং তার প্রতি অহংকার প্রদর্শন করে لَا تُفَتَّحُ لَهُمْ اَبْوَابُ السَّمَاۗءِ তাদের জন্য আসমানের দ্বারগুলো মুক্ত করা হবে না وَلَا يَدْخُلُوْنَ الْجَنَّةَ এবং তারা কখনো জান্নাতে যাবে না حَتّٰى يَلِجَ الْجَمَلُ যে পর্যন্ত উষ্ট্র চলে যায় فِيْ سَمِّ الْخِيَاطِ সুঁচের ছিদ্রপথ দিয়ে وَكَذٰلِكَ আর এরূপ نَجْزِي الْمُجْرِمِيْنَ আমি অপরাধীদেরকে শাস্তি দিয়ে থাকি।

https://e-ilm.weebly.com/

لَهُمْ مِّنْ جَهَنَّمَ مِهَادٌ وَّمِنْ فَوْقِهِمْ غَوَاشٍ ۚ وَكَذٰلِكَ نَجْزِي الظّٰلِمِيْنَ (٤١)

অনুবাদ : (৪১) তাদের জন্য নরকাগ্নির শয্যা হবে, এবং তাদের উপর তারই আচ্ছাদন হবে, এবং আমি এমন জালেমদেরকে এ রকমই শাস্তি দিয়ে থাকি।

وَالَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَعَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ لَا نُكَلِّفُ نَفْسًا اِلَّا وُسْعَهَآ اُولٰٓئِكَ اَصْحٰبُ الْجَنَّةِ ۚ هُمْ فِيْهَا خٰلِدُوْنَ (٤٢)

(৪২) আর যারা ঈমান এনেছে, এবং নেক কাজ করেছে, আমি কোনো ব্যক্তিকে তার সাধ্যাতীত কোনো কাজ করতে বলব না, এরূপ লোকই জান্নাতবাসী, তারা তাতে অনন্তকাল থাকবে।

وَنَزَعْنَا مَا فِيْ صُدُوْرِهِمْ مِّنْ غِلٍّ تَجْرِيْ مِنْ تَحْتِهِمُ الْاَنْهٰرُ ۚ وَقَالُوا الْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِيْ هَدٰىنَا لِهٰذَا ۖ وَمَا كُنَّا لِنَهْتَدِيَ لَوْلَآ اَنْ هَدٰىنَا اللّٰهُ ۚ لَقَدْ جَآءَتْ رُسُلُ رَبِّنَا بِالْحَقِّ ؕ وَنُوْدُوْٓا اَنْ تِلْكُمُ الْجَنَّةُ اُوْرِثْتُمُوْهَا بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُوْنَ (٤٣)

(৪৩) আর তাদের অন্তরে যে মলিনতা থাকবে, আমি তা বিদূরিত করে দিব, [এবং] তাদের [বাসস্থানের] নিম্নদেশ দিয়ে নহরসমূহ বইতে থাকবে এবং তারা বলবে, আল্লাহর অসংখ্য অনুগ্রহ, যিনি আমাদেরকে এই স্থানে পৌছিয়েছেন, আর আমরা [এখানে] কিছুতেই পৌছতে পারতাম না, যদি আল্লাহ তা'আলা আমাদেরকে না পৌছাতেন, বাস্তবিক, আমাদের প্রতিপালকের রাসূলগণ সত্য বাণী নিয়ে এসেছিলেন, আর তাদেরকে সম্বোধন করে বলা হবে, এই জান্নাত তোমাদেরকে দান করা হলো তোমাদের কৃতকার্যের বিনিময়ে।

শাব্দিক অনুবাদ

(৪১) لَهُمْ مِّنْ جَهَنَّمَ مِهَادٌ তাদের জন্য নরকাগ্নির শয্যা হবে وَّمِنْ فَوْقِهِمْ غَوَاشٍ এবং তাদের উপর তারই আচ্ছাদন হবে وَكَذٰلِكَ نَجْزِي الظّٰلِمِيْنَ এবং আমি এমন জালেমদেরকে এ রকমই শাস্তি দিয়ে থাকি।

(৪২) وَالَّذِيْنَ اٰمَنُوْا আর যারা ঈমান এনেছে وَعَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ এবং নেক কাজ করেছে لَا نُكَلِّفُ نَفْسًا اِلَّا وُسْعَهَآ আমি কোনো ব্যক্তিকে তার সাধ্যাতীত কোনো কাজ করতে বলব না اُولٰٓئِكَ اَصْحٰبُ الْجَنَّةِ এরূপ লোকই জান্নাতবাসী هُمْ فِيْهَا خٰلِدُوْنَ তারা তাতে অনন্তকাল থাকবে।

(৪৩) وَنَزَعْنَا مَا فِيْ صُدُوْرِهِمْ مِّنْ غِلٍّ আর তাদের অন্তরে যে মলিনতা থাকবে, আমি তা বিদূরিত করে দিব تَجْرِيْ مِنْ تَحْتِهِمُ الْاَنْهٰرُ [এবং] তাদের [বাসস্থানের] নিম্নদেশ দিয়ে নহরসমূহ বইতে থাকবে وَقَالُوا এবং তারা বলবে الْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِيْ هَدٰىنَا لِهٰذَا আল্লাহর অসংখ্য অনুগ্রহ, যিনি আমাদেরকে এই স্থানে পৌছিয়েছেন وَمَا كُنَّا لِنَهْتَدِيَ আর আমরা [এখানে] কিছুতেই পৌছতে পারতাম না لَوْلَآ اَنْ هَدٰىنَا اللّٰهُ যদি আল্লাহ তা'আলা আমাদেরকে না পৌছাতেন لَقَدْ جَآءَتْ رُسُلُ رَبِّنَا بِالْحَقِّ বাস্তবিক, আমাদের প্রতিপালকের রাসূলগণ সত্য বাণী নিয়ে এসেছিলেন وَنُوْدُوْٓا আর তাদেরকে সম্বোধন করে বলা হবে اَنْ تِلْكُمُ الْجَنَّةُ اُوْرِثْتُمُوْهَا এই জান্নাত তোমাদেরকে দান করা হলো بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُوْنَ তোমাদের কৃতকার্যের বিনিময়ে।

https://e-ilm.weebly.com/

https://e-ilm.weebly.com/

https://e-ilm.weebly.com/

তাফসীরে বাহরে মুহীতে বলা হয়েছে : মানুষকে সৎকর্মের আদেশ দেওয়ার সময় এরূপ সম্ভাবনা ছিল যে, সব সৎকর্ম সর্বত্র ও সর্বাবস্থায় পালন করা মানুষের সাধ্যাতীত হওয়ার কারণে আদেশটি তাদের জন্য কঠিন হতে পারে। তাই এ সন্দেহ দূরী করণার্থে বলা হয়েছেঃ আমি মানব জীবনের সকল কাল ও অবস্থা যাচাই করে সর্বাবস্থায় সব সময় ও সব জায়গার জন্য উপযুক্ত নির্দেশাবলি প্রদান করি। এগুলোর বাস্তবায়ন মোটেই কঠিন কাজ নয়।

জান্নাতীদের মন থেকে পারস্পরিক মালিন্য অপসারণ করা হবে : ৪৩ নং আয়াতে জান্নাতীদের দু'টি বিশেষ অবস্থা বর্ণিত হয়েছে। [এক] وَنَزَعْنَا مَا فِيْ صُدُوْرِهِمْ مِّنْ غِلٍّ تَجْرِيْ مِنْ تَحْتِهِمُ الْاَنْهٰرُ অর্থাৎ জান্নাতীদের অন্তরে পরস্পরের পক্ষ থেকে যদি কোনো মালিন্য থাকে, তবে আমি তা তাদের অন্তর থেকে অপসারণ করে দিব। তারা একে অপরের প্রতি সন্তুষ্ট ও ভাই ভাই হয়ে জান্নাতে যাবে এবং বসবাস করবে।

সহীহ বুখারীতে বর্ণিত আছে যে, মুমিনরা যখন পুলসিরাত অতিক্রম করে জাহান্নাম থেকে মুক্তি লাভ করবে, তখন জান্নাত ও দোজখের মধ্যবর্তী এক পুলের উপর তাদেরকে থামিয়ে দেওয়া হবে। তাদের পরস্পরের মধ্যে যদি কারো প্রতি কারো কোনো কষ্ট থাকে কিংবা কারো কাছে কারো পাওনা থাকে, তবে এখানে পৌছে পরস্পরে প্রতিদান নিয়ে পারস্পরিক সম্পর্ক পরিষ্কার করে নেবে। এভাবে হিংসা, বিদ্বেষ, শত্রুতা, ঘৃণা ইত্যাদি থেকে সম্পূর্ণ পুতপবিত্র হয়ে জান্নাতে প্রবেশ করবে।

তাফসীর মাযহারীতে আছে, এ পুল বাহ্যত পুলসিরাতের শেষ প্রান্ত এবং জান্নাত সংলগ্ন। আল্লামা সুয়ূতী প্রমুখ এ মতই গ্রহণ করেছেন।

এ স্থলে যেসব পাওনা দাবি করা হবে সেগুলো টাকা পয়সা দ্বারা পরিশোধ করা যাবে না। কারণ সেখানে কারও কাছে টাকা পয়সা থাকবে না। মুসলিমের এক হাদীস অনুযায়ী সৎকর্ম দ্বারা এ সব পাওনা পরিশোধ করা হবে। যদি কারো সৎকর্ম এভাবে নিঃশেষিত হয়ে যায় এবং তার পরেও পাওনা বাকি থাকে, তবে প্রাপকের গুনাহ তার উপর চাপিয়ে দেওয়া হবে।

এক হাদীসে রাসূলুল্লাহ ﷺ এরূপ ব্যক্তিকে সর্বাধিক নিঃস্ব বলে আখ্যা দিয়েছেন, যে দুনিয়োতে সৎকর্ম সম্পাদন করে, কিন্তু অপরের পাওনার প্রতি ভ্রুক্ষেপ করে না, ফলে পরকালে সে যাবতীয় সৎকর্ম থেকে রিক্তহস্ত হয়ে পড়ে।

এ হাদীসে পাওনা পরিশোধের সাধারণ বিধি বর্ণিত হয়েছে। কিন্তু সবার ক্ষেত্রে এরূপ করা জরুরি নয়। ইবনে কাছীর ও তাফসীরে মাযহারীর বর্ণনা অনুযায়ী সেখানে প্রতিশোধ গ্রহণ ব্যতিরেকে পারস্পরিক হিংসা ও মলিন্য দূর হয়ে যাওয়াও সম্ভব।

যেমন, কোনো কোনো হাদীসে আছে, তারা পুলসিরাত অতিক্রম করে একটি ঝর্ণার কাছে পৌছবে এবং পানি পান করবে। এ পানির বৈশিষ্ট্য এই যে, সবার মন থেকে পারস্পরিক হিংসা ও মালিন্য ধুয়ে মুছে যাবে। ইমাম কুরতুবী (র.) কুরআন পাকের। وَسَقٰهُمْ رَبُّهُمْ شَرَابًا طَهُوْرًا আয়াতের তাফসীরও তাই বর্ণনা করেছেন যে, এ পানি দ্বারা সবার মনের কলহ ও মালিন্য ধুয়ে পরিষ্কার হয়ে যাবে।

হযরত আলী (রা.) একবার এ আয়াতে পাঠ করে বললেন : আমি আশা করি আমি, ওসামান, তালহা ও যুবায়ের ঐ সব লোকের অন্তর্ভুক্ত হব, যাদের বক্ষ জান্নাতে প্রবেশের পূর্বে মনোমালিন্য থেকে পরিষ্কার করে দেওয়া হবে। –[ইবনে কাছীর] বলাবাহুল্য দুনিয়াতে তাদের পারস্পরিক মতবিরোধ দেখা দেওয়ার ফলে যুদ্ধ পর্যন্ত সংঘটিত হয়েছিল।

আলোচ্য আয়াতে বর্ণিত জান্নাতীদের দ্বিতীয় অবস্থা এই যে, জান্নাতে পৌছে তারা আল্লাহ তা'আলার কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করবে যে, তিনি তাদেরকে জান্নাতের দিকে পথ প্রদর্শন করেছেন এবং জান্নাতের পথ সহজ করে দিয়েছেন। তারা বলবে; যদি আল্লাহ তা'আলার কৃপা না করতেন তবে এখানে পৌছার সাধ্য আমাদের ছিলনা।

এতে বোঝা যায় যে, কোনো মানুষ কেবল স্বীয় প্রচেষ্টায় জান্নাতে যেতে পাবে না, যে পর্যন্ত না তার প্রতি আল্লাহ তা'আলার কৃপা হয়। কেননা স্বয়ং প্রচেষ্টা তার ইচ্ছাধীন নয়। এটাও শুধু আল্লাহ তা'আলার দয়া ও অনুগ্রহে-ই অর্জিত হয়ে থাকে।

হেদায়েতের বিভিন্ন স্তর : ইমাম রাগেব ইস্পাহানী 'হেদায়েত' শব্দের ব্যাখ্যায় অত্যন্ত চমৎকার ও গুরুত্বপূর্ণ কথা বলেছেন। তা এই যে, 'হেদায়েত' শব্দটি অত্যন্ত ব্যাপক। এর বিভিন্ন স্তর রয়েছে। সত্য এই যে, আল্লাহর দিকে যাওয়ার পথ প্রাপ্তির নামই হেদায়েত। তাই আল্লাহর নৈকট্যের স্তর যেমন বিভিন্ন ও অনন্ত , তেমনি হেদায়েতের স্তরও অত্যধিক বিভিন্ন। কুফর ও শিরক থেকে মুক্তি ও ঈমান এর সর্বনিম্ন স্তর। এরই মাধ্যমে মানুষের গতিধারা ভ্রান্ত পথ থেকে সরে

https://e-ilm.weebly.com/

https://e-ilm.weebly.com/

وَنَادٰۤى اَصْحٰبُ الْجَنَّةِ اَصْحٰبَ النَّارِ اَنْ قَدْ
وَجَدْنَا مَا وَعَدَنَا رَبُّنَا حَقًّا فَهَلْ وَجَدْتُّمْ مَّا
وَعَدَ رَبُّكُمْ حَقًّا ؕ قَالُوْا نَعَمْ ۚ فَاَذَّنَ
مُؤَذِّنٌۢ بَيْنَهُمْ اَنْ لَّعْنَةُ اللّٰهِ عَلَى الظّٰلِمِيْنَ (٤٤)

অনুবাদ : (৪৪) আর জান্নাতবাসীরা জাহান্নামবাসীদেরকে ডেকে বলবে, আমাদের সাথে আমাদের প্রতিপালক যে ওয়াদা করেছেন, আমরা তো তা যথার্থভাবে প্রাপ্ত হয়েছি, তবে তোমরাও কি প্রাপ্ত হয়েছ যথার্থভাবে তোমাদের রব তোমাদের সাথে যার ওয়াদা করেছিলেন? তারা বলবে, হ্যাঁ, অনন্তর এক ঘোষণাকারী উভয়ের মধ্যবর্তী স্থানে [দাঁড়িয়ে] ঘোষণা করবে যে, আল্লাহর লা'নত হোক সেই জালেমদের উপর।

الَّذِيْنَ يَصُدُّوْنَ عَنْ سَبِيْلِ اللّٰهِ وَيَبْغُوْنَهَا
عِوَجًا ۚ وَهُمْ بِالْاٰخِرَةِ كٰفِرُوْنَ (٤٥) وقف لازم

(৪৫) যারা আল্লাহর পথ হতে বিরত থাকত এবং তাতে বক্রতা অন্বেষণ করত এবং তারা পরকালের প্রতিও অবিশ্বাসী ছিল।

وَبَيْنَهُمَا حِجَابٌ ۚ وَعَلَى الْاَعْرَافِ رِجَالٌ
يَّعْرِفُوْنَ كُلًّا ۢ بِسِيْمٰهُمْ ۚ وَنَادَوْا اَصْحٰبَ
الْجَنَّةِ اَنْ سَلٰمٌ عَلَيْكُمْ ۗ لَمْ يَدْخُلُوْهَا وَهُمْ
يَطْمَعُوْنَ (٤٦)

(৪৬) আর এতদুভয় সম্প্রদায়ের মধ্যস্থলে একটি ব্যবধায়ক [প্রাচীর] থাকবে, এবং আ'রাফে, বহু লোক অবস্থান করবে, তারা প্রত্যেককে তার লক্ষণ দ্বারা চিনতে পারবে, এবং তারা জান্নাতবাসীকে ডেকে বলবে, আস্‌সালামু আলাইকুম! এই আ'রাফবাসীরা এখনো বেহেশতে প্রবেশ করেনি এবং তার আশায় রয়েছে।

وَاِذَا صُرِفَتْ اَبْصَارُهُمْ تِلْقَآءَ اَصْحٰبِ النَّارِ ۙ
قَالُوْا رَبَّنَا لَا تَجْعَلْنَا مَعَ الْقَوْمِ الظّٰلِمِيْنَ (٤٧) ع ٨ / ١٢

(৪৭) আর যখন তাদের দৃষ্টি জাহান্নামবাসীদের প্রতি পতিত হবে, তখন বলবে, হে আমাদের পরওয়ারদেগার! আমাদেরকে এই জালেম লোকদের সহচর করবেন না।

শাব্দিক অনুবাদ

(৪৪) وَنَادٰۤى اَصْحٰبُ الْجَنَّةِ اَصْحٰبَ النَّارِ আর জান্নাতবাসীরা জাহান্নামবাসীদেরকে ডেকে বলবে اَنْ قَدْ وَجَدْنَا আমরা তো তা প্রাপ্ত হয়েছি مَا وَعَدَنَا رَبُّنَا আমাদের সাথে আমাদের প্রতিপালক যে ওয়াদা করেছেন حَقًّا যথার্থভাবে فَهَلْ وَجَدْتُّمْ তবে তোমরাও কি প্রাপ্ত হয়েছ مَا وَعَدَ رَبُّكُمْ حَقًّا যথার্থভাবে তোমাদের রব তোমাদের সাথে যার ওয়াদা করেছিলেন? قَالُوْا তারা বলবে نَعَمْ হ্যাঁ فَاَذَّنَ مُؤَذِّنٌۢ بَيْنَهُمْ অনন্তর এক ঘোষণাকারী উভয়ের মধ্যবর্তী স্থানে [দাঁড়িয়ে] ঘোষণা করবে যে اَنْ لَّعْنَةُ اللّٰهِ عَلَى الظّٰلِمِيْنَ আল্লাহর লা'নত হোক সেই জালেমদের উপর।

(৪৫) الَّذِيْنَ যারা يَصُدُّوْنَ عَنْ سَبِيْلِ اللّٰهِ আল্লাহর পথ হতে বিরত থাকত وَيَبْغُوْنَهَا عِوَجًا এবং তাতে বক্রতা অন্বেষণ করত وَهُمْ بِالْاٰخِرَةِ كٰفِرُوْنَ এবং তারা পরকালের প্রতিও অবিশ্বাসী ছিল।

(৪৬) وَبَيْنَهُمَا حِجَابٌ আর এতদুভয় সম্প্রদায়ের মধ্যস্থলে একটি ব্যবধায়ক [প্রাচীর] থাকবে وَعَلَى الْاَعْرَافِ رِجَالٌ এবং আ'রাফে, বহু লোক অবস্থান করবে يَعْرِفُوْنَ كُلًّا ۢ بِسِيْمٰهُمْ তারা প্রত্যেককে তার লক্ষণ দ্বারা চিনতে পারবে। وَنَادَوْا اَصْحٰبَ الْجَنَّةِ এবং তারা জান্নাতবাসীকে ডেকে বলবে اَنْ سَلٰمٌ عَلَيْكُمْ আস্‌সালামু আলাইকুম! لَمْ يَدْخُلُوْهَا এই আ'রাফবাসীরা এখনো বেহেশতে প্রবেশ করেনি وَهُمْ يَطْمَعُوْنَ এবং তার আশায় রয়েছে।

(৪৭) وَاِذَا صُرِفَتْ اَبْصَارُهُمْ আর যখন তাদের দৃষ্টি পতিত হবে تِلْقَآءَ اَصْحٰبِ النَّارِ জাহান্নামবাসীদের প্রতি। قَالُوْا তখন বলবে رَبَّنَا হে আমাদের পরওয়ারদেগার! لَا تَجْعَلْنَا مَعَ الْقَوْمِ الظّٰلِمِيْنَ আমাদেরকে এই জালেম লোকদের সহচর করবেন না।

https://e-ilm.weebly.com/

অনুবাদ	আয়াত
অনুবাদ : (৪৮) আর আ'রাফবাসীগণ বহু লোককে যাদেরকে তারা লক্ষণ দ্বারা চিনবে– ডাকবে– [এবং] বলবে, তোমাদের দলবল এবং তোমাদের আত্মম্ভরিতা তোমাদের কোনো কাজে আসবে না।	وَنَادٰىٓ اَصۡحٰبُ الۡاَعۡرَافِ رِجَالًا يَّعۡرِفُوۡنَهُمۡ بِسِيۡمٰهُمۡ قَالُوۡا مَآ اَغۡنٰى عَنۡكُمۡ جَمۡعُكُمۡ وَمَا كُنۡتُمۡ تَسۡتَكۡبِرُوۡنَ (٤٨)
(৪৯) তারা কি সেই [মুসলমান] লোক যাদের সম্পর্কে তোমরা শপথ করে বলতে যে, তাদের প্রতি আল্লাহ অনুগ্রহ প্রদর্শন করবেন না, [এখন তো] তাদের প্রতি এই আদেশ হলো– তোমরা বেহেশতে দাখিল হয়ে যাও, তোমাদের কোনো ভয়ও নেই, এবং তোমরা চিন্তান্বিত হবে না।	اَهٰٓؤُلَآءِ الَّذِيۡنَ اَقۡسَمۡتُمۡ لَا يَنَالُهُمُ اللّٰهُ بِرَحۡمَةٍ ؕ اُدۡخُلُوا الۡجَنَّةَ لَا خَوۡفٌ عَلَيۡكُمۡ وَلَآ اَنۡتُمۡ تَحۡزَنُوۡنَ (٤٩)
(৫০) আর জাহান্নামবাসীরা বেহেশত বাসীদেরকে ডেকে বলবে, আমাদের উপর সামান্য পানিই নিক্ষেপ কর, অথবা অন্য কিছুই দান কর, যা আল্লাহ পাক তোমাদেরকে দিয়েছেন, জান্নাতীরা বলবে, আল্লাহ তা'আলা উভয় বস্তুই কাফেরদের জন্য নিষিদ্ধ করে রেখেছেন।	وَنَادٰىٓ اَصۡحٰبُ النَّارِ اَصۡحٰبَ الۡجَنَّةِ اَنۡ اَفِيۡضُوۡا عَلَيۡنَا مِنَ الۡمَآءِ اَوۡ مِمَّا رَزَقَكُمُ اللّٰهُ ؕ قَالُوۡٓا اِنَّ اللّٰهَ حَرَّمَهُمَا عَلَى الۡكٰفِرِيۡنَ (٥٠)
(৫১) যারা ইহলোকে নিজেদের ধর্মকে খেল ও তামাশা করে রেখেছিল, এবং পার্থিব জীবন যাদেরকে ধোকায় ফেলে রেখেছিল। অতএব, আমি আজ তাদের নাম নিব না যেরূপ তারা আজকের এই [মহান] দিনের নাম পর্যন্ত নেয়নি, আর যেরূপ তারা আমার আয়াতসমূহকে অস্বীকার করত।	الَّذِيۡنَ اتَّخَذُوۡا دِيۡنَهُمۡ لَهۡوًا وَّلَعِبًا وَّغَرَّتۡهُمُ الۡحَيٰوةُ الدُّنۡيَا ۚ فَالۡيَوۡمَ نَنۡسٰىهُمۡ كَمَا نَسُوۡا لِقَآءَ يَوۡمِهِمۡ هٰذَا ۙ وَمَا كَانُوۡا بِاٰيٰتِنَا يَجۡحَدُوۡنَ (٥١)

শাব্দিক অনুবাদ

(৪৮) وَنَادٰىٓ اَصۡحٰبُ الۡاَعۡرَافِ আর আ'রাফবাসীগণ ডাকবে– رِجَالًا বহু লোককে يَّعۡرِفُوۡنَهُمۡ بِسِيۡمٰهُمۡ যাদেরকে তারা লক্ষণ দ্বারা চিনবে– قَالُوۡا [এবং] বলবে مَآ اَغۡنٰى عَنۡكُمۡ তোমাদের কোনো কাজে আসবে না جَمۡعُكُمۡ وَمَا كُنۡتُمۡ تَسۡتَكۡبِرُوۡنَ তোমাদের দলবল এবং তোমাদের আত্মম্ভরিতা।

(৪৯) اَهٰٓؤُلَآءِ الَّذِيۡنَ اَقۡسَمۡتُمۡ তারা কি সেই [মুসলমান] লোক যাদের সম্পর্কে তোমরা শপথ করে বলতে যে لَا يَنَالُهُمُ اللّٰهُ بِرَحۡمَةٍ তাদের প্রতি আল্লাহ অনুগ্রহ প্রদর্শন করবেন না اُدۡخُلُوا الۡجَنَّةَ [এখন তো] তাদের প্রতি এই আদেশ হলো– তোমরা বেহেশতে দাখিল হয়ে যাও لَا خَوۡفٌ عَلَيۡكُمۡ তোমাদের কোনো ভয়ও নেই وَلَآ اَنۡتُمۡ تَحۡزَنُوۡنَ এবং তোমরা চিন্তান্বিত হবে না।

(৫০) وَنَادٰىٓ اَصۡحٰبُ النَّارِ আর জাহান্নামবাসীরা ডেকে বলবে اَصۡحٰبَ الۡجَنَّةِ জান্নাতবাসীদেরকে اَنۡ اَفِيۡضُوۡا عَلَيۡنَا مِنَ الۡمَآءِ আমাদের উপর সামান্য পানিই নিক্ষেপ কর اَوۡ مِمَّا رَزَقَكُمُ اللّٰهُ অথবা অন্য কিছুই দান কর, যা আল্লাহ পাক তোমাদেরকে দিয়েছেন قَالُوۡٓا জান্নাতীরা বলবে اِنَّ اللّٰهَ حَرَّمَهُمَا عَلَى الۡكٰفِرِيۡنَ আল্লাহ তা'আলা উভয় বস্তুই কাফেরদের জন্য নিষিদ্ধ করে রেখেছেন।

(৫১) الَّذِيۡنَ اتَّخَذُوۡا যারা ইহলোকে করে রেখেছিল دِيۡنَهُمۡ নিজেদের ধর্মকে لَهۡوًا وَّلَعِبًا খেল ও তামাশা وَّغَرَّتۡهُمُ الۡحَيٰوةُ الدُّنۡيَا এবং পার্থিব জীবন যাদেরকে ধোকায় ফেলে রেখেছিল فَالۡيَوۡمَ نَنۡسٰىهُمۡ অতএব, আমি আজ তাদের নাম নিব না كَمَا نَسُوۡا لِقَآءَ يَوۡمِهِمۡ هٰذَا যেরূপ তারা আজকের এই [মহান] দিনের নাম পর্যন্ত নেয়নি وَمَا كَانُوۡا بِاٰيٰتِنَا يَجۡحَدُوۡنَ আর যেরূপ তারা আমার আয়াতসমূহকে অস্বীকার করত।

https://e-ilm.weebly.com/

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

(৪৪) وَنَادٰى اَصْحٰبُ الْجَنَّةِ اَصْحٰبَ النَّارِ الخ **আয়াতের শানে নুযূল :** ওলীদ ইবনে মুগীরা, 'আস ইবনে ওয়ায়েল প্রভৃতি কাফের অংশীবাদীগণ বলত যে, আম্মার, বেলাল ও সুহাইব প্রমুখ দরিদ্র ব্যক্তি জান্নাতে যাবে, আর আমরা সম্মানিত ব্যক্তিরা তাদের সাথে একই জান্নাতে অবস্থান করব, এটা কি সম্ভব? এ ভ্রান্ত ধারণার প্রতিবাদে আল্লাহ অত্র আয়াত অবতীর্ণ করে উভয় দলের প্রকৃত অবস্থার কথা তুলে ধরেছেন। প্রশ্নকারী ও প্রার্থনাকারী বলতে ঐ সকল লোকদেরকে বুঝতে হবে যাদের নিকট ধর্মের দাওয়াত পেশ করা হতো এবং তারা অবজ্ঞা ভরে তা প্রত্যাখ্যান করত ও ধর্মানুরাগীদের উপহাস প্রদর্শন করত।

জান্নাতীরা জান্নাতে এবং দোজখিরা দোজখে নিজ নিজ ঠিকানায় পৌছে গেলে বাহ্যতই উভয় স্থানের মধ্যে সব দিক দিয়ে বিরাট ব্যবধান হবে। কিন্তু এতদসত্ত্বেও কুরআন পাকের অনেক আয়াত সাক্ষ্য দেয় যে, উভয় স্থানের মাঝখানে এমন কিছু রাস্তা থাকবে, যার ফলে একে অপরকে দেখতে পারবে এবং পরস্পরের মধ্যে কথাবার্তা ও প্রশ্নোত্তর হবে।

সূরা সাফফাতে দু'ব্যক্তির কথা বিস্তারিতভাবে উল্লেখ করা হয়েছে। তারা দুনিয়াতে একে অপরের সঙ্গি ছিল। কিন্তু একজন ছিল মুমিন আর অপর জন ছিল কাফের। পরকালে যখন মুমিন জান্নাতে এবং কাফের দোজখে চলে যাবে। তখন তারা একে অপরকে দেখবে এবং কথা বার্তা বলবে। বলা হয়েছে। فَاطَّلَعَ فَرَاٰهُ فِىْ سَوَآءِ الْجَحِيْمِ قَالَ تَاللّٰهِ اِنْ كِدْتَّ لَتُرْدِيْنِ وَلَوْ لَا نِعْمَةُ رَبِّىْ لَكُنْتُ مِنَ الْمُحْضَرِيْنَ اَفَمَا نَحْنُ بِمَيِّتِيْنَ اِلَّا مَوْتَتَنَا الْاُوْلٰى وَمَا نَحْنُ بِمُعَذَّبِيْنَ "জান্নাতী সাথি উকি দিয়ে দোজখী সাথিকে দেখবে এবং তাকে দোজখের মধ্যস্থলে পতিত পাবে। সে বলবে; হতভাগা, তোর ইচ্ছা ছিল আমিও তোর মতো বরবাদ হয়ে যাই। যদি আল্লাহর কৃপা না হতো, তবে আজ আমিও তোর সাথে জাহান্নামে পড়ে থাকতাম। তুমি আমাকে বলতে যে, এ দুনিয়ার মৃত্যুর পর কোনো জীবন, কোনো হিসাব কিতাব বা ছওয়াব আজাব হবে না।" এখন দেখলি এসব কি হচ্ছে?

আলোচ্য আয়াতেসমূহ ও পরবর্তী প্রায় এক রুকূ পর্যন্ত এধরনেরই কথাবার্তা ও প্রশ্নোত্তর বর্ণিত হয়েছে, যা জান্নাতী ও দোজখীদের মধ্যে হবে।

জান্নাত ও দোজখের মাঝখানে একে অপরকে দেখা ও কথাবার্তা বলার পথও প্রকৃতপক্ষে দোজখীদের জন্য এক প্রকার আজাব হবে। চারদিক থেকে তাদের প্রতি অভিসম্পাত বর্ষিত হবে। জান্নাতীদের নিয়ামত ও সুখ দেখে দোজখের আগুনের সাথে সাথে অনুতাপের আগুনেও তারা দগ্ধ হবে। অপরপক্ষে জান্নাতীদের নিয়ামত ও সুখে এক নতুন সংযোজন হবে। কেননা প্রতিপালকের বিপদ দেখে নিজ সুখ ও নিয়ামতের মূল্য বেড়ে যাবে। যারা দুনিয়াতে ধার্মিকদের প্রতি বিদ্রূপ-বাণ বর্ষণ করত এবং তারা কোনোরূপ প্রতিশোধ নিত না, আজ তাদেরকে অপমানিত ও লাঞ্ছিত অবস্থায় আজাবে পতিত দেখে তারা হাসবে যে, তাদের কৃতকর্মের প্রতিফল তারা পেয়ে গেছে। কুরআন কারীমে এ বিষয়টি সূরা 'মুতাফফিফীনে' এভাবে বিধৃত হয়েছে : فَالْيَوْمَ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا مِنَ الْكُفَّارِ يَضْحَكُوْنَ عَلَى الْاَرَآئِكِ يَنْظُرُوْنَ ـ هَلْ ثُوِّبَ الْكُفَّارُ مَا كَانُوْا يَفْعَلُوْنَ দোজখীদেরকে তাদের পথভ্রষ্টতার জন্য হুশিয়ারি এবং বোকাসুলভ কথাবার্তার জন্য ফেরেশতাদের পক্ষ থেকেও তিরস্কার করা হবে। তারা তাদেরকে সম্বোধন করে বলবে : هٰذِهِ النَّارُ الَّتِىْ كُنْتُمْ بِهَا تُكَذِّبُوْنَ - اَفَسِحْرٌ هٰذَا اَمْ اَنْتُمْ لَا تُبْصِرُوْنَ এ হচ্ছে ঐ আগুন, যাকে তোমরা মিথ্যা বলতে। এখন দেখ এটা কি জাদু, না তোমরা চোখে দেখ না।

এমনিভাবে ৪৪ নং আয়াতে বলা হয়েছে, যে, জান্নাতীরা দোজখীদেরকে প্রশ্ন করবে; আমাদের পালনকর্তা আমাদের সাথে যেসব নিয়ামত ও সুখের ওয়াদা করেছিলেন, আমরা সেগুলো সম্পূর্ণ সঠিক পেয়েছি। তোমরা বল, তোমাদেরকে যে শাস্তির ভয় প্রদর্শন করা হয়েছিল, তা তোমাদের সামনে এসেছে কিনা? তারা স্বীকার করবে যে, নিঃসন্দেহে আমরা তা প্রত্যক্ষ করেছি।

তাদের এ প্রশ্নোত্তরের সমর্থনে আল্লাহর পক্ষ থেকে কোনো ফেরেশতা ঘোষণা করবে যে, জালেমদের উপর আল্লাহ তা'আলার অভিসম্পাত হোক। তারা মানুষকে আল্লাহর পথে আসতে বাধা দিত এবং পরকালে অবিশ্বাস করত।

আ'রাফবাসী কারা : জান্নাতী ও দোজখীদের পারস্পরিক কথাবার্তা প্রসঙ্গে তৃতীয় আয়াতে আরও একটি বিষয় বর্ণিত হয়েছে যে, কিছু লোক এমনও থাকবে, যারা দোজখ থেকে তো মুক্তি পাবে, কিন্তু তখনও জান্নাতে প্রবেশ করবে না, তবে তারা জান্নাতে প্রবেশ করতে আশা পোষণ করবে। তাদেরকেই আ'রাফবাসী বলা হয়।

আ'রাফ কি? সূরা হাদীদের আয়াত থেকে এর ব্যাখ্যা পাওয়া যায়। এতে জানা যায় যে, হাশরের ময়দানে তিনটি দল হবে। [এক] সুস্পষ্ট কাফের ও মুশরিক। এদের পুলসিরাতে চলার প্রশ্নই উঠবে না। এর আগেই জাহান্নামের দরজা দিয়ে

https://e-ilm.weebly.com/

ভিতরে ঢুকিয়ে দেওয়া হবে। [দুই] মুমিনের দল। তাদের সাথে ঈমানের আলো থাকবে। [তিন] মুনাফিকের দল। এরা দুনিয়াতে মুসলমানদের সাথে লাগা থাকত। সেখানও প্রথম দিকে তাদের সাথে লাগা থাকবে এবং পুলসিরাতে চলতে শুরু করবে। তখন একটি ভীষণ অন্ধকার সবাইকে ঘিরে ফেলকে। মুমিনরা ঈমানের আলোর সাহায্যে সামনে এগিয়ে যাবে। মুনাফিকরা ডেকে ডেকে তাদেরকে বলবে : একটু আস। আমরাও তোমাদের আলো দ্বারা উপকৃত হই। এতে আল্লাহর পক্ষ থেকে কোনো ফেরেশতা বলবে ; পেছনে ফিরে যাও এবং সেখানেই আলো তালাশ কর। উদ্দেশ্য এই যে, এ আলো হচ্ছে ঈমান ও সৎকর্মের । এ আলো হাসিল করার স্থান পেছনে চলে গেছে। যারা সেখানে ঈমান ও সৎকর্মের মাধ্যমে এ আলো অর্জন করেনি, তারা আজ আলো দ্বারা উপকৃত হবে না। এমতাবস্থায় মুমিন ও মুনাফিকদের মধ্যে একটি প্রাচীর বেষ্টনী দাঁড় করিয়ে দেওয়া হবে। এতে একটি দরজা থাকবে। দরজার বাইরে কেবলই আজাব দৃষ্টি গোচর হবে এবং ভিতরে মুমিনরা থাকবে। তাদের সামনে আল্লাহর রহমত এবং জান্নাতের মনোরম পরিবেশ বিরাজ করবে।

وَبَيْنَهُمَا حِجَابٌ وَعَلَى الْأَعْرَافِ رِجَالٌ يَعْرِفُونَ كُلًّا بِسِيمَاهُمْ

ইবনে কাছীর ও অন্যান্য তফসীরের মতে এ আয়াতে حِجَابٌ বলে ঐ প্রাচীর বেষ্টনীকেই বুঝানো হয়েছে । এ প্রাচীর বেষ্টনীর উপরিভাগের নামই আ'রাফ। কেননা আ'রাফ ওরফের বহুবচন। এর অর্থ প্রত্যেক বস্তুর উপরিভাগ। কারণ দূর থেকে এ ভাগই মারুফ তথা খ্যাত হয়ে থাকে। এ ব্যাখ্যা থেকে জানা গেল যে, জান্নাত ও দোজখের মধ্যবর্তী প্রাচীর বেষ্টনীর উপরিভাগকে আ'রাফ বলা হয়। আয়াতে বলা হয়েছে যে, হাশরে এ স্থানে কিছু সংখ্যক লোক থাকবে। তারা জান্নাত ও দোজখ উভয় দিকের অবস্থা নিরীক্ষণ করবে এবং উভয়পক্ষের লোকদের সাথে প্রশ্নোত্তর ও কথা বার্তা বলবে।

সালামের মসনুন শব্দ : আ'রাফবাসীদের ব্যাখ্যা ও সংজ্ঞা জ্ঞাত হওয়ার পর এখন আয়াতের বিষয়বস্তু দেখুন। বলা হয়েছে : আ'রাফবাসীরা জান্নাতিদেরলে ডেকে বলবে: "সালামুন আলাইকুম"। এ বাক্যটি দুনিয়াতেও পারস্পারিক সাক্ষাতের সময় সম্মান প্রদর্শনার্থে বলা হয় এবং বলা সুন্নাত। মৃত্যুর পর কবর জেয়ারতের সময় এবং হাশর ও কিয়ামতেও বলা হবে। কিন্তু আয়াত ও হাদীসদৃষ্টে জানা যায় যে, দুনিয়াতে আসসালামু আলাইকুম বলা সুন্নত। কবর জেয়ারতের জন্য কুরআন পাকে سَلٰمٌ عَلَيْكُمْ بِمَا صَبَرْتُمْ فَنِعْمَ عُقْبَى الدَّارِ উল্লিখিত হয়েছে। ফেরেশতাগণ যখন জান্নাতীদেরকে অভ্যর্থনা জানাবে, তখনও বলা হবে : سَلٰمٌ عَلَيْكُمْ طِبْتُمْ فَادْخُلُوهَا خٰلِدِيْنَ আলোচ্য আয়াতেও আ'রাফবাসীরা জান্নাতিদেরকে এ বাক্য দ্বারা সালাম করবে। অতঃপর আ'রাফবাসীদের সম্পর্কে বলা হয়েছে যে, তারা এখনও জান্নাতে প্রবেশ করেনি, কিন্তু এ ব্যাপারে আগ্রহী। অতঃপর বলা হয়েছে– وَإِذَا صُرِفَتْ أَبْصَارُهُمْ تِلْقَاءَ أَصْحٰبِ النَّارِ قَالُوْا رَبَّنَا لَا تَجْعَلْنَا مَعَ الْقَوْمِ الظّٰلِمِيْنَ অর্থাৎ 'আ'রাফবাসীদের দৃষ্টি যখন দোজখীদের উপর পড়বে এবং তাদের শাস্তি ও বিপদ প্রত্যক্ষ করবে, তখন আল্লাহর কাছে আশ্রয় প্রার্থনা করবে যে, আমাদেরকে এসব জালেমের সাথী করবেন না।'

শব্দ বিশ্লেষণ

لَعْنَةٌ : শব্দটি একবচন; বহুবচন لَعَنَاتٌ ও لِعَانٌ অর্থ– অভিশাপ, অভিসম্পাত।

يَبْغُوْنَ : সীগাহ جمع مذكر غائب বহছ مضارع معروف বাব نَصَرَ মাসদার اَلْبَغْيُ মূলবর্ণ (ب . غ . ى) জিনস ناقص يائى অর্থ– তারা অনুসন্ধান করে। কামনা করে।

نَادَوْا সীগাহ جمع مذكر غائب বহছ ماضى معروف বাব مُفَاعَلَةٌ মাসদার اَلْمُنَادَاةُ মূলবর্ণ (ن . د . ى) জিনস ناقص يائى অর্থ– তারা ডেকে বলবে।

لَا يَنَالُ : সীগাহ واحد مذكر غائب বহছ مضارع معروف বাব سَمِعَ মাসদার اَلنَّيْلُ মূলবর্ণ (ن . ى . ل) জিনস اجوف يائى অর্থ– তিনি প্রদর্শন করবেন না।

اَفِيْضُوْا সীগাহ جمع مذكر حاضر বহছ امر حاضر معروف বাব اِفْعَالٌ মাসদার اَلْاِفَاضَةُ মূলবর্ণ (ف . و . ض) জিনস اجوف واوى অর্থ– তোমরা নিক্ষেপ কর।

غَرَّتْهُمْ সীগাহ واحد مؤنث غائب বহছ ماضى معروف বাব نَصَرَ মাসদার اَلْغُرُوْرُ মূলবর্ণ (غ . ر . ر) জিনস مضاعف ثلاثى অর্থ– সে প্রতারিত করেছিল।

https://e-ilm.weebly.com/

অনুবাদ : (৫২) আর আমি তাদের নিকট এমন এক কিতাব পৌঁছিয়েছি যাকে আমি স্বীয় জ্ঞান দ্বারা অতি স্পষ্টরূপে বর্ণনা করে দিয়েছি, [এটা] হেদায়েত ও রহমতের উপকরণ তাদের জন্য যারা ঈমান আনয়ন করে।

وَلَقَدْ جِئْنٰهُمْ بِكِتٰبٍ فَصَّلْنٰهُ عَلٰى عِلْمٍ هُدًى وَّرَحْمَةً لِّقَوْمٍ يُّؤْمِنُوْنَ (٥٢)

(৫৩) তারা কেবল তার [নির্দেশিত] পরিণাম ব্যতীত আর কিছুরই প্রতীক্ষা করছে না, যেদিন তার শেষ পরিণতি সমাগত হবে, সেদিন যারা তাকে পূর্ব হতে ভুলে রয়েছে, তারা এরূপ বলবে বাস্তবিক আমাদের রবের রাসূলগণ সত্য কথাই আনয়ন করছিলেন, সুতরাং এখন কি আমাদের জন্য কোনো সুপারিশকারী আছে যে, তারা আমাদের জন্য সুপারিশ করবে, অথবা আমরা কি পুনঃ প্রেরিত হতে পারি? যেন আমরা তার বিপরীত কাজ করতে পারি যা পূর্বে করেছি, নিশ্চয় তারা নিজেদেরকে ক্ষতিতে পতিত করেছে এবং তারা যে সকল অলীক কল্পনা করত [আজ] তৎসমুদয় তাদের থেকে উধাও হয়ে গেছে।

هَلْ يَنْظُرُوْنَ اِلَّا تَاْوِيْلَهٗ ؕ يَوْمَ يَاْتِيْ تَاْوِيْلُهٗ يَقُوْلُ الَّذِيْنَ نَسُوْهُ مِنْ قَبْلُ قَدْ جَآءَتْ رُسُلُ رَبِّنَا بِالْحَقِّ ۚ فَهَلْ لَّنَا مِنْ شُفَعَآءَ فَيَشْفَعُوْا لَنَآ اَوْ نُرَدُّ فَنَعْمَلَ غَيْرَ الَّذِيْ كُنَّا نَعْمَلُ ؕ قَدْ خَسِرُوْٓا اَنْفُسَهُمْ وَضَلَّ عَنْهُمْ مَّا كَانُوْا يَفْتَرُوْنَ (٥٣)

(৫৪) নিঃসন্দেহে তোমাদের প্রতিপালক আল্লাহ, যিনি আসমানসমূহ ও জমিনকে ছয় দিনে সৃষ্টি করেছেন, অতঃপর প্রতিষ্ঠিত হলেন আরশের উপর, তিনি আচ্ছন্ন করে দেন রাত্রি দ্বারা দিবসকে এরূপে যে, সেই রাত্রি দিবসের পানে দ্রুত পৌঁছে, এবং সূর্য ও চন্দ্র ও অন্যান্য নক্ষত্ররাজিকেও সৃষ্টি করেছেন

اِنَّ رَبَّكُمُ اللّٰهُ الَّذِيْ خَلَقَ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضَ فِيْ سِتَّةِ اَيَّامٍ ثُمَّ اسْتَوٰى عَلَى الْعَرْشِ ۫ يُغْشِي الَّيْلَ النَّهَارَ يَطْلُبُهٗ حَثِيْثًا ۙ وَّالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ وَالنُّجُوْمَ

শাব্দিক অনুবাদ

(৫২) وَلَقَدْ جِئْنٰهُمْ بِكِتٰبٍ আর আমি তাদের নিকট এমন এক কিতাব পৌঁছিয়েছি فَصَّلْنٰهُ عَلٰى عِلْمٍ যাকে আমি স্বীয় জ্ঞান দ্বারা অতি স্পষ্টরূপে বর্ণনা করে দিয়েছি هُدًى وَّرَحْمَةً [এটা] হেদায়েত ও রহমতের উপকরণ لِّقَوْمٍ يُّؤْمِنُوْنَ তাদের জন্য যারা ঈমান আনয়ন করে।

(৫৩) هَلْ يَنْظُرُوْنَ اِلَّا تَاْوِيْلَهٗ তারা কেবল তার [নির্দেশিত] পরিণাম ব্যতীত আর কিছুরই প্রতীক্ষা করছে না يَوْمَ يَاْتِيْ تَاْوِيْلُهٗ যেদিন তার শেষ পরিণতি সমাগত হবে يَقُوْلُ الَّذِيْنَ نَسُوْهُ مِنْ قَبْلُ সেদিন যারা তাকে পূর্ব হতে ভুলে রয়েছে তারা এরূপ বলবে قَدْ جَآءَتْ رُسُلُ رَبِّنَا بِالْحَقِّ বাস্তবিক আমাদের রবের রাসূলগণ সত্য কথাই আনয়ন করছিলেন فَهَلْ لَّنَا مِنْ شُفَعَآءَ সুতরাং এখন কি আমাদের জন্য কোনো সুপারিশকারী আছে যে فَيَشْفَعُوْا لَنَآ তারা আমাদের জন্য সুপারিশ করবে اَوْ نُرَدُّ অথবা আমরা কি পুনঃ প্রেরিত হতে পারি? فَنَعْمَلَ غَيْرَ الَّذِيْ كُنَّا نَعْمَلُ যেন আমরা তার বিপরীত কাজ করতে পারি যা পূর্বে করেছি قَدْ خَسِرُوْٓا اَنْفُسَهُمْ নিশ্চয় তারা নিজেদেরকে ক্ষতিতে পতিত করেছে وَضَلَّ عَنْهُمْ مَّا كَانُوْا يَفْتَرُوْنَ এবং তারা যে সকল অলীক কল্পনা করত [আজ] তৎসমুদয় তাদের থেকে উধাও হয়ে গেছে।

(৫৪) اِنَّ رَبَّكُمُ اللّٰهُ নিঃসন্দেহে তোমাদের প্রতিপালক আল্লাহ الَّذِيْ خَلَقَ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضَ যিনি আসমানসমূহ ও জমিনকে সৃষ্টি করেছেন فِيْ سِتَّةِ اَيَّامٍ ছয় দিনে ثُمَّ اسْتَوٰى عَلَى الْعَرْشِ অতঃপর প্রতিষ্ঠিত হলেন আরশের উপর يُغْشِي الَّيْلَ النَّهَارَ তিনি আচ্ছন্ন করে দেন রাত্রি দ্বারা দিবসকে এরূপে যে يَطْلُبُهٗ حَثِيْثًا সেই রাত্রি দিবসের পানে দ্রুত পৌঁছে وَّالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ وَالنُّجُوْمَ এবং সূর্য ও চন্দ্র ও অন্যান্য নক্ষত্ররাজিকেও সৃষ্টি করেছেন

https://e-ilm.weebly.com/

مُسَخَّرٰتٍۭ بِاَمْرِهٖ ؕ اَلَا لَهُ الْخَلْقُ وَالْاَمْرُ ؕ تَبٰرَكَ اللّٰهُ رَبُّ الْعٰلَمِيْنَ (٥٤)

অনুবাদ : এমনভাবে যে, সকলেই তাঁর আদেশের অনুবর্তী, স্মরণ রেখ, আল্লাহরই জন্য নির্দিষ্ট রয়েছে স্রষ্টা হওয়া এবং আদেশ প্রদান করা, সকল গুণে পরিপূর্ণ আল্লাহ, যিনি সমগ্র বিশ্বের প্রতিপালক।

اُدْعُوْا رَبَّكُمْ تَضَرُّعًا وَّخُفْيَةً ؕ اِنَّهٗ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِيْنَ (٥٥)

(৫৫) তোমরা স্বীয় প্রতিপালকের হুযূরে দোয়া করবে, বিনীতভাবে এবং চুপি চুপিও, নিশ্চয় আল্লাহ ঐ সমস্ত লোককে পছন্দ করেন না যারা সীমা অতিক্রমকারী।

وَلَا تُفْسِدُوْا فِى الْاَرْضِ بَعْدَ اِصْلَاحِهَا وَادْعُوْهُ خَوْفًا وَّطَمَعًا ؕ اِنَّ رَحْمَتَ اللّٰهِ قَرِيْبٌ مِّنَ الْمُحْسِنِيْنَ (٥٦)

(৫৬) আর তোমরা ভূপৃষ্ঠে ফ্যাসাদ সৃষ্টি করো না, তার সংস্কারের পর এবং তোমরা আল্লাহর ইবাদত করতে থাক ভয় ও আশা সহকারে; নিশ্চয় আল্লাহর রহমত নেককারদের নিকটবর্তী।

وَهُوَ الَّذِىْ يُرْسِلُ الرِّيٰحَ بُشْرًاۢ بَيْنَ يَدَىْ رَحْمَتِهٖ ؕ حَتّٰۤى اِذَاۤ اَقَلَّتْ سَحَابًا ثِقَالًا سُقْنٰهُ لِبَلَدٍ مَّيِّتٍ فَاَنْزَلْنَا بِهِ الْمَآءَ فَاَخْرَجْنَا بِهٖ مِنْ كُلِّ الثَّمَرٰتِ ؕ كَذٰلِكَ نُخْرِجُ الْمَوْتٰى لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُوْنَ (٥٧)

(৫৭) আর তিনি এরূপ যে, স্বীয় রহমতরূপ বৃষ্টির পূর্বে বায়ুরাশি প্রেরণ করেন, যা আনন্দিত করে দেয়, এমন কি যখন সেই বায়ুরাশি ভারি মেঘমালাকে বহন করে নেয়, তখন আমি সেই মেঘমালাকে কোনো শুষ্ক ভূখণ্ডের দিকে পরিচালিত করি, অনন্তর সেই মেঘমালা হতে বারি বর্ষণ করি তৎপর সেই পানির দ্বারা সর্বপ্রকার ফল উৎপন্ন করি, এরূপে আমি মৃতদেরকে [জমিন হতে] বের করে দাঁড় করাব, যেন তোমরা বুঝতে পার।

শাব্দিক অনুবাদ

مُسَخَّرٰتٍۭ بِاَمْرِهٖ যে, সকলেই তাঁর আদেশের অনুবর্তী اَلَا لَهُ الْخَلْقُ وَالْاَمْرُ স্মরণ রেখ, আল্লাহরই জন্য নির্দিষ্ট রয়েছে স্রষ্টা হওয়া এবং আদেশ প্রদান করা تَبٰرَكَ اللّٰهُ সকল গুণে পরিপূর্ণ আল্লাহ رَبُّ الْعٰلَمِيْنَ যিনি সমগ্র বিশ্বের প্রতিপালক।

(৫৫) اُدْعُوْا رَبَّكُمْ তোমরা স্বীয় প্রতিপালকের হুযূরে দোয়া করবে تَضَرُّعًا وَّخُفْيَةً বিনীতভাবে এবং চুপি চুপিও اِنَّهٗ لَا يُحِبُّ নিশ্চয় আল্লাহ ঐ সমস্ত লোককে পছন্দ করেন না الْمُعْتَدِيْنَ যারা সীমা অতিক্রমকারী।

(৫৬) وَلَا تُفْسِدُوْا فِى الْاَرْضِ আর তোমরা ভূপৃষ্ঠে ফ্যাসাদ সৃষ্টি করো না بَعْدَ اِصْلَاحِهَا তার সংস্কারের পর وَادْعُوْهُ এবং তোমরা আল্লাহর ইবাদত করতে থাক خَوْفًا وَّطَمَعًا ভয় ও আশা সহকারে اِنَّ رَحْمَتَ اللّٰهِ قَرِيْبٌ مِّنَ الْمُحْسِنِيْنَ নিশ্চয় আল্লাহর রহমত নেককারদের নিকটবর্তী।

(৫৭) وَهُوَ الَّذِىْ يُرْسِلُ الرِّيٰحَ بُشْرًاۢ بَيْنَ يَدَىْ رَحْمَتِهٖ আর তিনি এরূপ যে, স্বীয় রহমতরূপ বৃষ্টির পূর্বে বায়ুরাশি প্রেরণ করেন, যা আনন্দিত করে দেয় حَتّٰۤى اِذَاۤ اَقَلَّتْ سَحَابًا ثِقَالًا এমন কি যখন সেই বায়ুরাশি ভারি মেঘমালাকে বহন করে নেয় سُقْنٰهُ لِبَلَدٍ مَّيِّتٍ তখন আমি সেই মেঘমালাকে কোনো শুষ্ক ভূখণ্ডের দিকে পরিচালিত করি فَاَنْزَلْنَا بِهِ الْمَآءَ অনন্তর সেই মেঘমালা হতে বারি বর্ষণ করি فَاَخْرَجْنَا بِهٖ مِنْ كُلِّ الثَّمَرٰتِ তৎপর সেই পানির দ্বারা সর্বপ্রকার ফল উৎপন্ন করি كَذٰلِكَ এরূপে نُخْرِجُ الْمَوْتٰى আমি মৃতদেরকে [জমিন হতে] বের করে দাঁড় করাব لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُوْنَ যেন তোমরা বুঝতে পার।

https://e-ilm.weebly.com/

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

قوله اِنَّ رَبَّكُمُ اللّٰهُ الَّذِىْ خَلَقَ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضَ الخ : আলোচ্য আয়াতে নভোমণ্ডল, ভূমণ্ডল ও গ্রহ নাক্ষত্র সৃষ্টি করা এবং একটি বিশেষ অটল ব্যবস্থার অনুগামী হয়ে তাদের নিজ নিজ কাজে নিয়োজিত থাকার কথা উল্লেখ করা হয়েছে। এ প্রসঙ্গে আল্লাহ তা'আলার অসীম শক্তির কথা বর্ণনা করে প্রত্যেক বুদ্ধিমান মানুষকে চিন্তার আহবান জানানো হয়েছে যে, যে পবিত্র সত্তা এ বিশাল বিশ্ব সৃষ্টি করতে এবং বিজ্ঞজনোচিত ব্যবস্থাধীন পরিচালনা করতে সক্ষম, তাঁর জন্য এসব বস্তুকে ধ্বংস করে কিয়ামতের দিন পুনরায় সৃষ্টি করা কি কঠিন কাজ? তাই কিয়ামতকে অস্বীকার না করে একমাত্র তাঁকেই স্বীয় পালনকর্তা মনে করে, তার কাছেই প্রয়োজনাদি প্রার্থনা কর, তাঁরই ইবাদত কর এবং সৃষ্ট বস্তুকে পূজা করার পঙ্কিলতা থেকে বিরত হয়ে সত্যকে চিন। এ আয়াতে বলা হয়েছে : আল্লাহ তা'আলাই তোমাদের পালনকর্তা তিনি নভোমণ্ডল ও ভূমণ্ডলকে ছয় দিনে সৃষ্টি করেছেন।

নভোমণ্ডল ও ভূমণ্ডলকে ছয় দিনে সৃষ্টি করার কারণ : এখানে প্রশ্ন হয় যে, আল্লাহ তা'আলা সমগ্র বিশ্বকে মুহূর্তের মধ্যে সৃষ্টি করতে সক্ষম। স্বয়ং কুরআন পাকেও বিভিন্ন ভঙ্গিতে একথাই বারবার বলা হয়েছে। কোথাও বলা হয়েছে : وَمَاۤ اَمْرُنَاۤ اِلَّا وَاحِدَةٌ كَلَمْحٍ بِالْبَصَرِ "এক নিমিষের মধ্যে আমার আদেশ কার্যকরী হয়ে যায়।" কোথাও বলা হয়েছে : اِذَاۤ اَرَادَ شَيْئًا اَنْ يَّقُوْلَ لَهٗ كُنْ فَيَكُوْنُ "আল্লাহ তা'আলা যখন কোনো বস্তুকে সৃষ্টি করতে চান, তখন বলে দেন : হয়ে যাও। আর সঙ্গে সঙ্গে তা সৃষ্টি হয়ে যায়।" এমতাবস্থায় বিশ্ব সৃষ্টি করতে ছয় দিন লাগার কারণ কি?

তাফসীরবিদ হযরত সায়ীদ ইবনে জোবায়ের (রা.) এ প্রশ্নের উত্তরে বলেন : আল্লাহ তা'আলার মহাশক্তি নিঃসন্দেহে এক নিমিষে সব কিছু সৃষ্টি করতে পারে, কিন্তু মানুষকে বিশ্ব ব্যবস্থা পরিচালনায় ধারাবাহিকতা ও কর্মপক্বতা শিক্ষা দেওয়ার উদ্দেশ্যেই এতে ছয় দিন ব্যয় করা হয়েছে।

নভোমণ্ডল ও ভূমণ্ডল ও গ্রহ উপগ্রহ সৃষ্টির পূর্বে দিবা রাত্রির পরিচয় কি ছিল?

দ্বিতীয় প্রশ্ন এই যে, সূর্যের পরিক্রমণের ফলে দিন ও রাত্রির সৃষ্টি। নভোমণ্ডল ও ভূমণ্ডল সৃষ্টির পূর্বে যখন চন্দ্র সূর্যই ছিল না, তখন ছয় দিনের সংখ্যা কি হিসাবে নিরূপিত হলো?

কোনো কোনো তাফসীরবিদ বলেছেন : ছয়দিন বলে এতটুকু সময় বুঝানো হয়েছে, যা এ জগতের হিসাবে ছয় দিন হয়। কিন্তু পরিষ্কার ও নির্মল উত্তর এই যে, সূর্যোদয় থেকে সূর্যাস্ত পর্যন্ত যে দিন এবং সূর্যাস্ত থেকে সূর্যোদয় পর্যন্ত যে রাত এটা এ জগতের পরিভাষা। বিশ্ব সৃষ্টির পূর্বে আল্লাহ তা'আলার কাছে দিবা রাত্রির পরিচয়ের জন্য কোনো লক্ষণ নির্দিষ্ট থাকতে পারে, যেমন জান্নাত দিবা রাত্রি সূর্যের পরিক্রমণের অনুগামী হবে না।

সহীহ রেওয়ায়েত অনুযায়ী যে ছয় দিনে জগত সৃষ্টি হয়েছে তা রবিবার থেকে শুরু করে শুক্রবারে শেষ হয়। শনিবার জগত সৃষ্টির কাজ হয়নি। কোনো কোনো আলেম বলেন سَبْتٌ -এর অর্থ কর্তন করা। এদিনে কাজ শেষ হয়ে গিয়েছিল বলে এদিনকে يَوْمُ السَّبْتِ (শনিবার) বলা হয়। –[ইবনে কাছীর]

আলোচ্য আয়াতে নভোমণ্ডল ও ভূমণ্ডল সৃষ্টি ছয় দিনে সমাপ্ত হওয়ার কথা বলা হয়েছে। সূরা হামীম সেজদার নবম ও দশম আয়াতে এর বিবরণ দিয়ে বলা হয়েছে যে, দু'দিনে ভূমণ্ডল, দু'দিনে ভূমণ্ডলের পাহাড়, সমুদ্র, খনি, বৃক্ষ, উদ্ভিদ, এবং মানুষ ও জন্তু জানোয়ারের পানাহারের বস্তু সামগ্রী সৃষ্টি করা হয়েছে। মোট চার দিন হলো। বলা হয়েছে : خَلَقَ الْاَرْضَ فِىْ يَوْمَيْنِ আবার বলা হয়েছে : وَقَدَّرَ فِيْهَاۤ اَقْوَاتَهَا فِىْۤ اَرْبَعَةِ اَيَّامٍ যে দু'দিনে ভূমণ্ডলে সৃষ্টি করা হয়েছে, তা ছিল রবিবার ও সোমবার। দ্বিতীয় দু'দিন ছিল সঙ্গল ও বুধবার যাতে ভূমণ্ডলের সাজ সরঞ্জাম পাহাড় নদী ইত্যাদি সৃষ্টি করা হয়। এরপর বলা হয়েছে : فَقَضٰىهُنَّ سَبْعَ سَمٰوٰتٍ فِىْ يَوْمَيْنِ অর্থাৎ অতঃপর সাত আকাশ সৃষ্টি করেন দু'দিনে। বাহ্যত এ দু'দিন হবে বৃহস্পতি ও শুক্রবার। এভাবে শুক্রবার পর্যন্ত ছয় দিন হলো। নভোমণ্ডল ও ভূমণ্ডল সৃজনের কথা বর্ণনার পর বলা হয়েছে ; ثُمَّ اسْتَوٰى عَلَى الْعَرْشِ অর্থাৎ অতঃপর আরশের উপর অধিষ্ঠিত হলেন। اِسْتَوٰى -এর শাব্দিক অর্থ– অধিষ্ঠিত হওয়া। 'আরশ' রাজসিংহাসনকে বলা হয়। এখন আল্লাহর 'আরশ' কিরূপ এবং কি –এর উপর অধিষ্ঠিত হওয়ায় অর্থই বা কি? এ সম্পর্কে নির্মল, পরিষ্কার ও বিশুদ্ধ মাযহাব সাহাবী ও তাবেয়ীদের কাছ থেকে এবং পরবর্তীতেকালে সূফী বুযুর্গদের কাছ থেকে এরূপ বর্ণিত হয়েছে

https://e-ilm.weebly.com/

যে, মানব জ্ঞান আল্লাহর সত্তা ও গুণাবলির স্বরূপ পূর্ণরূপে বুঝতে অক্ষম। এর অনুসন্ধানে ব্যাপৃত হওয়া অর্থহীন; বরং ক্ষতিকরও বটে। এ সম্পর্কে সংক্ষেপে এরূপ বিশ্বাস স্থাপন করা উচিত যে, এসব বাক্যের যে অর্থ আল্লাহ তা'আলার উদ্দিষ্ট, তাই শুদ্ধ ও সত্য। এরপর নিজে কোনো অর্থ উদ্ভাবন করার চিন্তা করাও অনুচিত।

হযরত ইমাম মলেক (র.) -কে কেউ اسْتَوٰى عَلَى الْعَرْشِ -এর অর্থ জিজ্ঞেস করলে তিনি কিছুক্ষণ চিন্তা করে বললেন, اِسْتِوَاءٌ শব্দের অর্থ তো জানাই আছে, কিন্তু এর স্বরূপ ও অবস্থা মানব বুদ্ধি সম্যক বুঝতে অক্ষম। এতে বিশ্বাস স্থাপন করা ওয়াজিব। এর অবস্থা ও স্বরূপ জিজ্ঞেস করা বিদ'আত। কেননা সাহাবায়ে কেরাম (রা.) রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে এ ধরনের প্রশ্ন করেননি। সুফিয়ান ছাওরী ইমাম আওযায়ী' লায়ছ ইবনে সা'দ, সুফিয়ান ইবনে ওয়াইনা, আব্দুল্লাহ ইবনে মোবারক (র.) প্রমুখ বলেছেন : যেসব আয়াত আল্লাহ তা'আলার সত্তা ও গুণাবলি সম্পর্কে বর্ণিত রয়েছে, সেগুলোর প্রতি যেভাবে আছে সেভাবেই রেখে কোনোরূপ ব্যাখ্যা ও সদর্থ ছাড়াই বিশ্বাস স্থাপন করা উচিত। –[মাযহারী]

এরপর বলা হয়েছে : يُغْشِى الَّيْلَ النَّهَارَ يَطْلُبُهُ حَثِيْثًا অর্থাৎ আল্লাহ তা'আলা রাত্রি দ্বারা দিনকে সমাচ্ছন্ন করেন এভাবে যে, রাত্রি দ্রুত দিনকে ধরে ফেলে। উদ্দেশ্য এই যে, সমগ্র বিশ্বকে আলো থেকে অন্ধকারে অথবা অন্ধকার থেকে আলোতে নিয়ে আসেন। দিবা রাত্রির এ বিরাট পরিবর্তন আল্লাহর কুদরতে অতি দ্রুত ও সহজে সম্পন্ন হয়ে যায় মোটেই দেরি হয় না।

এরপর বলা হয়েছে : وَّالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ وَالنُّجُوْمَ مُسَخَّرٰتٍ بِاَمْرِهٖ অর্থাৎ আল্লাহ তা'আলা সূর্য, চন্দ্র ও নক্ষত্র সমূহকে এমতাবস্থায় সৃষ্টি করেছেন যে, সবাই আল্লাহ তা'আলার নির্দেশের অনুগামী।

এতে প্রত্যেক বুদ্ধিমানের জন্য চিন্তার খোরাক রয়েছে। বড় বড় বিশেষজ্ঞদের তৈরি মেশিনসমূহে প্রথমত কিছু না কিছু ত্রুটি নাও থাকে, তবুও যত কঠিন ইস্পাতের মেশিন ও কল কব্জাই হোক না কেন, চলতে চলতে তা ক্ষয়প্রাপ্ত হয় এবং এক সময় ঢিলে হয়ে পড়ে। ফলে মেরামত দরকার হয়। এজন্য কয়েকদিন শুধু নয়; বরং অনেক সময় কয়েক সপ্তাহ ও কয়েক মাস তা অকেজো পড়ে থাকে। কিন্তু আল্লাহ তা'আলার নির্মিত মেশিনের প্রতি লক্ষ্য করুন, প্রথম দিন যেভাবে এগুলো চালু করা হয়েছিল আজো তেমনি চালু রয়েছে। এগুলোর গতিতে কখনও এক মিনিট কিংবা এক সেকেন্ডের পার্থক্য হয় না। কখনও এগুলোর কোনো কলকব্জা ক্ষয়প্রাপ্ত হয় না এবং কখনও মেরামতের জন্য ওয়ার্কশপে পাঠাতে হয় না। কারণ এগুলো শুধুমাত্র আল্লাহর আদেশে চলছে। অর্থাৎ এগুলো চালানোর জন্য না বিদ্যুৎ শাক্তির প্রয়োজন হয়, না কোনো ইঞ্জিনের সাহায্য নিতে হয়; বরং শুধু আল্লাহর আদেশের শক্তি বলেই চলছে। এ চলার খাতিরে বিন্দুমাত্র পার্থক্য আসাও অসম্ভব। তবে সর্বশক্তিমান আল্লাহ নিজেই যখন নির্দিষ্ট সময়ে এগুলোকে ধ্বংস করার ইচ্ছা করবেন, তখন গোটা ব্যবস্থাই তছনছ হয়ে যাবে। আর এরই নাম হলো কিয়ামত।

কয়েকটি দৃষ্টান্ত উল্লেখ করার পর আল্লাহ তা'আলার অসীম ক্ষমতা একটি সামগ্রিক বিধির আকারে বর্ণনা করে বলা হয়েছে : اَلَا لَهُ الْخَلْقُ وَالْاَمْرُ - خَلْقٌ শব্দের অর্থ সৃষ্টি করা এবং اَمْرٌ শব্দের অর্থ আদেশ করা। বাক্যের অর্থ এই যে, সৃষ্টিকর্তা হওয়া এবং আদেশদাতা হওয়া আল্লাহর জন্যই নির্দিষ্ট। অন্য কেউ না সামান্যতম বস্তু সৃষ্টি করতে পারে, আর না কাউকে আদেশ করার অধিকার রাখে। তবে আল্লাহর পক্ষ থেকে কাউকে কোনো বিশেষ বিভাগ বা কার্যভার সমর্পণ করা হলে তাও বস্তুত আল্লাহ তা'আলারই আদেশ। তাই আয়াতের উদ্দেশ্য এই যে, এসব বস্তু সৃষ্টি করাও তাঁরই কাজ এবং সৃষ্টির পর এগুলোকে কর্মে নিয়োগ করাও অন্য কারও সাধ্যের বিষয় নয়; বরং আল্লাহ তা'আলারই অসীম শক্তির বহিঃপ্রকাশ।

قوله اُدْعُوْا رَبَّكُمْ تَضَرُّعًا وَّخُفْيَةً الخ পূর্ববর্তী আয়াতসমূহে আল্লাহ তা'আলার অসীম শক্তির বহিঃপ্রকাশ এবং গুরুত্বপূর্ণ নিয়ামতসমূহ বর্ণিত হয়েছিল, আলোচ্য আয়াতসমূহে বর্ণিত হয়েছে যে, একমাত্র বিশ্ব পালকই যখন অসীম শক্তির অধিকারী এবং যাবতীয় অনুকম্পা ও নিয়ামত প্রদানকারী, তখন বিপদাপদ ও অভাব অনটনে তাঁকেই ডাকা এবং তাঁর কাছেই দোয়া প্রার্থনা করা উচিত। তাঁকে ছেড়ে অন্যদিকে মনোনিবেশ করা মূর্খতা এবং বঞ্চিত হওয়ার নামান্তর।

এতদসহ আলোচ্য আয়াতসমূহে দোয়ার কতিপয় আদবও ব্যক্ত করা হয়েছে। এগুলোর প্রতি লক্ষ্য রাখলে দোয়া কবুল হওয়ার আশা বেড়ে যায়।

আরবি ভাষায় : دُعَاءٌ (দোয়া) শব্দটির অর্থ দ্বিবিধ- এক, বিপদাপদ দূরীকরণ ও অভাব পূরণের জন্য কউকে ডাকা এবং দুই, যে কোনো অবস্থায় কউকে স্মরণ করা। এ আয়াতে উভয় অর্থই হতে পারে। বলা হয়েছে : اُدْعُوْا رَبَّكُمْ অর্থাৎ অভাব পূরণের জন্য স্বীয় পালনকর্তাকে ডাক অথবা স্মরণ কর এবং পালনকর্তার ইবাদত কর।

https://e-ilm.weebly.com/

প্রথমাবস্থায় অর্থ হবে, স্বীয় অভাব অনটনের সমাধান একমাত্র আল্লাহর কাছেই প্রার্থনা কর। আর দ্বিতীয় অবস্থায় অর্থ হবে, স্মরণ ও ইবাদত একমাত্র তাঁরই কর। উভয় তাফসীরই পূর্ববর্তী মনীষী তাফসীরবিদগণের কাছ থেকে বর্ণিত রয়েছে।

এরপর বলা হয়েছে : تَضَرُّعًا وَّخُفْيَةً - تَضَرُّعٌ শব্দের অর্থ অক্ষমতা, বিনয় ও ভদ্রতা প্রকাশ করা এবং خُفْيَةً শব্দের অর্থ গোপন। এ শব্দদ্বয়ে দোয়া ও স্মরণের দু'টি গুরুত্বপূর্ণ আদব বর্ণিত হয়েছে। প্রথমত অপারগতা ও অক্ষমতা এবং বিনয় ও নম্রতা প্রকাশ করে দোয়া করা, এটা কবুল হওয়ার জন্য জরুরি শর্ত। দোয়ার ভাষাও অক্ষমতার সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ হতে হবে। বলার ভঙ্গি এবং দোয়ার আকার-আকৃতিও বিনয় এবং নম্রতাসূচক হওয়া চাই। এতে বোঝা যায় যে, আজকাল জনসাধারণ যে ভঙ্গিতে দোয়া প্রার্থনা করে প্রথমত একে দোয়া প্রার্থনা বলাই যায় না বরং দোয়া পাঠ করা বলা উচিত। কেননা প্রায়ই জানা থাকে না যে, মুখে যে সব শব্দ উচ্চারণ করা হচ্ছে সে গুলোর অর্থ কি? আজকাল সাধারণ মসজিদসমূহে এটি ইমামদের অভ্যাসে পরিণত হয়েছে। তাদের কতিপয় আরবি বাক্য মুখস্থ থাকে এবং নামাজ শেষে সেগুলোই আবৃতি করা হয়। অধিকাংশ ক্ষেত্রে স্বয়ং ইমামদেরও এসব শব্দের অর্থ জানা থাকে না। তাদের জানা থাকলেও মুক্তাদিরা সে সম্পর্কে সম্পূর্ণ অজ্ঞ থাকে। তারা অর্থ না বুঝেই ইমামের আবৃতি করা বাক্যাবলির সাথে সাথে আমীন আমীন বলতে থাকে। এই আগাগোড়া প্রহসনের সামমর্ম কতিপয় বাক্যের আবৃত্তি ছাড়া কিছুই নয়। দোয়া প্রার্থনার যে স্বরূপ তা এ ক্ষেত্রে পাওয়া যায় না। এটা ভিন্ন কথা যে, আল্লাহ তা'আলা স্বীয় কৃপায় এসব নিষ্প্রাণ বাক্যগুলোও কবুল করে নিতে পারেন। কিন্তু একথা বোঝা দরকার যে দোয়া প্রার্থনার বিষয় পাঠ করার বিষয় নয়। কাজেই চাওয়ার যথার্থ রীতি অনুযায়ীই চাইতে হবে।

এ ছাড়া যদি কারও নিজের উচ্চারিত বাক্যাবলির অর্থও জানা থাকে এবং তা বুঝেসুঝে বলে তবে বলার ভঙ্গি এবং বাহ্যিক আকার আকৃতিতে বিনয় ও নম্রতা ফুটে না উঠলে এ দোয়াও দাবিতে পরিণত হয়, যা করার অধিকার কোনো বান্দারই নেই।

মোটকথা প্রথম শব্দে দোয়ার প্রাণ এরূপ ব্যক্ত হয়েছে যে, স্বীয় অক্ষমতা, দীনতা, হীনতা এবং বিনয় ও নম্রতা প্রকাশ করে আল্লাহর কাছে অভাব অনটন ব্যক্ত করা। দ্বিতীয় শব্দে আরও একটি নির্দেশ রয়েছে যে, চুপিচুপি ও সঙ্গোপনে দোয়া করা উত্তম এবং কবুলের নিকটবর্তী। কারণ উচ্চৈঃস্বরে দোয়া চাওয়ার মধ্যে প্রথমত বিনয় ও নম্রতা বিদ্যমান থাকা কঠিন। দ্বিতীয়ত এতে রিয়া এবং সুখ্যাতিরও আশঙ্কা রয়েছে। তৃতীয়ত এতে প্রকাশ পায় যে, সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি একথা জানে না যে, আল্লাহ তা'আলা শ্রোতা ও মহাজ্ঞানী, প্রকাশ্য ও অপ্রকাশ্য সবই তিনি জানেন এবং সরব ও নীরব সব কথাই তিনি শোনেন। এ কারণেই খায়বর যুদ্ধের সময় দোয়া করতে গিয়ে সাহাবায়ে কেরামের আওয়াজ উচ্চ হয়ে গেলে রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন, তোমরা কোনো বধিরকে অথবা অনুপস্থিতকে ডাকাডাকি করছনা যে, এত জোরে বলতে হবে; বরং একজন শ্রোতা ও নিকটবর্তীকে সম্বোধন করছ অর্থাৎ আল্লাহ তা'আলাকে, তাই সজোরে বলা অর্থহীন। স্বয়ং আল্লাহ তা'আলা জনৈক সৎকর্মীর দোয়া উল্লেখ করে বলেন ; إِذْ نَادٰى رَبَّهٗ نِدَآءً خَفِيًّا অর্থাৎ যখন সে তার পালনকর্তাকে অনুচ্চস্বরে ডাকল। এতে বোঝা যায় যে, অনুচ্চস্বরে দোয়া করা আল্লাহ তা'আলার পছন্দনীয়।

হযরত হাসান বসরী (র,) বলেন : প্রকাশ্যে ও সজোরে দোয়া করা এবং নীরবে ও অনুচ্চস্বরে দোয়া করা এতদুভয়ের ফজিলত ৭০ডিগ্রী তফাত রয়েছে। পূর্ববর্তী মনীষীবৃন্দ অধিকাংশ সময় আল্লাহর স্মরণে ও দোয়ায় মশগুল থাকতেন, কিন্তু কেউ তাদের আওয়াজ শুনতে পেত না; বরং তাদের দোয়া তাদের ও আল্লাহর মধ্যে সীমিত থাকত। তাদের অনেকেই সমগ্র কুরআন মুখস্থ তেলাওয়াত করতেন, কিন্তু অন্য কেউ টেরও পেত না। অনেকেই প্রভূত ধর্মীয় জ্ঞান অর্জন করতেন। কিন্তু মানুষের কাছে তা প্রকাশ করে বেড়াতেন না। অনেকেই রাতের বেলায় স্বগৃহে দীর্ঘ সময় নামাজ পড়তেন। কিন্তু আগন্তুকরা তা বুঝতেই পারত না। হযরত হাসান বসরী (র.) আরও বলেন : আমি এমন অনেককেই দেখেছি, যারা গোপনে সম্পাদন করার মতো কোনো ইবাদত কখনও প্রকাশ্যে করেননি। দোয়ায় তাঁদের আওয়াজ অত্যন্ত অনুচ্চ হতো। –[ইবনে কাছীর, মাযহারী]

ইবনে জুরাইজ বলেন : দোয়ায় আওয়াজকে উচ্চ করা এবং শোরগোল করা মাকরূহ। আবূ বকর জাসসাস হানাফী আহকামুল কুরআন গ্রন্থে বলেন : এ আয়াত থেকে জানা যায় যে, নীরবে দোয়া করা জোরে দোয়া করার চাইতে উত্তম। হাসান বসরী ও হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) থেকেও এ কথাই বর্ণিত রয়েছে। এ আয়াত থেকে আরও জানা যায় যে, নামাজে সূরা ফাতেহার শেষে 'আমীন' ও আস্তে বলা উত্তম। কারণ এটিও একটি দোয়া।

অভাব-অনটনের ব্যাপারে দোয়া করা সম্পর্কে এ পর্যন্ত বর্ণনা করা হলো। আয়াতে যদি দোয়ার অর্থ জিকির ও ইবাদত নেওয়া হয়, তবে এ সম্পর্কেও পূর্ববর্তী মনীষীদের সুনিশ্চিত অভিমত এই যে. নীরবে জিকির সরব জিকির অপেক্ষা উত্তম।

https://e-ilm.weebly.com/

সূফীগণের মধ্যে চিশতিয়া তরিকার বুযুর্গগণ মুরিদকে প্রথম পর্যায়ে সরব জিকির শিক্ষা দিতেন। তাঁরা সংশ্লিষ্ট ব্যক্তির অবস্থার প্রতিকার হিসেবে এরূপ করেন, যাতে শব্দের মাধ্যমে অলসতা দূর হয়ে যায় এবং জিকিরের সাথে আত্মার সম্পর্ক সৃষ্টি হতে পারে। নতুবা সরব জিকির জায়েজ হলেও তা তাঁদের কাম্য নয়। অবশ্য এর বৈধতাও হাদীস দ্বারা প্রমাণিত রয়েছে, এ বৈধতার জন্য রিয়া ও সুখ্যাতি অর্জন উদ্দেশ্য না হওয়া শর্ত।

ইমাম আহমদ, ইবনে হাব্বান ও বায়হাকী প্রমুখ হযরত সা'দ ইবনে আবী ওয়াক্কাস (রা.) থেকে বর্ণনা করেছেন যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন : خَيْرُ الذِّكْرِ الْخَفِيُّ وَخَيْرُ الرِّزْقِ مَا يَكْفِيْ অর্থাৎ নীরব জিকির উত্তম এবং ঐ রিজিক উত্তম যা যথেষ্ট হয়ে যায়।

তবে বিশেষ বিশেষ ক্ষেত্রে ও সময়ে সরব জিকিরও কাম্য ও উত্তম। রাসূলুল্লাহ ﷺ স্বীয় উক্তি ও কর্ম দ্বারা এসব অবস্থা ও সময় বিস্তারিত বর্ণনা করেছেন। উদাহরণত : আজান ও ইকামত উঁচৈঃস্বরে বলা, সরব নামাজসমূহে উঁচৈঃস্বরে কুরআন তেলাওয়াত করা, নামাজের তাকবীর, তাশরীকের তাকবীর এবং হজে লাব্বাইকা আল্লাহুম্মা উঁচৈঃস্বরে বলা ইত্যাদি। এ কারণেই এ সম্পর্কে ফিকহবিদগণের সিদ্ধান্ত এই যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ যেসব বিশেষ অবস্থা ও স্থানে কথা ও কর্মের মাধ্যমে সরব জিকির করার শিক্ষা দিয়েছেন, সেখানে সজোরেই তা করা উচিত। এছাড়া অন্যান্য অবস্থা ও স্থানে নীরব জিকিরই উত্তম ও অধিক উপকারী।

আয়াতের শেষে বলা হয়েছে : إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِيْنَ - مُعْتَدِيْنَ শব্দটি اِعْتِدَاءٌ থেকে উদ্ভূত। এর অর্থ সীমা অতিক্রম করা। উদ্দেশ্য এই যে, আল্লাহ তা'আলা সীমা অতিক্রম কারীদেরকে পছন্দ করেন না। তা দোয়ায় সীমা অতিক্রম করাই হোক কিংবা অন্য কোনো কাজে, কোনোটিই আল্লাহর পছন্দনীয় নয়। চিন্তা করলে দেখা যায় যে, সীমা ও শর্তাবলি পালন ও আনুগত্যের নামই ইসলাম। নামাজ, রোজা, হজ, জাকাত ও অন্যান্য লেনদেনে শরিয়তের সীমা অতিক্রম করলে সেগুলো ইবাদতের পরিবর্তে গুনাহে রূপান্তরিত হয়ে যায়।

দোয়ায় সীমা অতিক্রম করা কয়েক প্রকারের হতে পারে। **এক.** দোয়ায় শাব্দিক লৌকিকতা, ছন্দ ইত্যাদি অবলম্বন করা। এতে বিনয় ও নম্রতা ব্যাহত হয়। **দুই.** দোয়ায় অনাবশ্যক শর্ত সংযুক্ত করা। যেমন বর্ণিত আছে যে, হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে মুগাফফাল (রা.) স্বীয় পুত্রকে এভাবে দোয়া করতে দেখলেন : হে আল্লাহ! আমি আপনার কাছে জান্নাতে শুভ্র রঙের ডান দিকস্থ প্রাসাদ প্রার্থনা করি। তিনি পুত্রকে বারণ করে বললেন : দোয়ায় এ ধরনের শর্তযুক্ত করা সীমা অতিক্রম। কুরআন ও হাদীসে তা নিষিদ্ধ। -[মাযহারী]

তিন. সাধারণ মুসলমানদের জন্য বদ দোয়া কিংবা এমন কোনো বিষয় কামনা করা যা সাধারণ লোকের জন্য ক্ষতিকর এবং এমনিভাবে এখানে উল্লিখিত দোয়ায় বিনা প্রয়োজনে আওয়াজ উচ্চ করাও এক প্রকার সীমা অতিক্রম। -[তাফসীরে মাযহারী, আহকামুল করআন]

দ্বিতীয় আয়াতে বলা হয়েছে : وَلَا تُفْسِدُوْا فِي الْاَرْضِ بَعْدَ اِصْلَاحِهَا এখানে صَلَاحٌ ও فَسَادٌ দু'টি পরস্পর বিরোধী শব্দ ব্যবহৃত হয়েছে। صَلَاحٌ শব্দের অর্থ সংস্কার এবং فَسَادٌ শব্দের অর্থ অনর্থ ও গোলযোগ। ইমাম রাগেব মুফরাদাতুল কুরআন গ্রন্থে বলেন : সমতা থেকে বের হয়ে যাওয়াকেই فَسَادٌ বলা হয়, তা সামান্য হোক কিংবা বেশি। কম বের হলে কম ফাসাদ এবং বেশি বের হলে বেশি ফাসাদ হবে। اِفْسَادٌ শব্দের অর্থ অনর্থ সৃষ্টি করা এবং اِصْلَاحٌ শব্দের অর্থ সংস্কার করা। কাজেই আয়াতের অর্থ দাঁড়ায় এই যে, পৃথিবীতে অনর্থ সৃষ্টি করো না, আল্লাহ তা'আলা কর্তৃক সংস্কার করার পর।

ইমাম রাগেব (র.) বলেন : আল্লাহ তা'আলার সংস্কার কয়েক প্রকার হতে পারে। **এক.** প্রথমেই জিনিসটি সঠিকভাবে সৃষ্টি করা। যেমন বলা হয়েছে : وَاَصْلَحَ بَالَهُمْ; **দুই.** অনর্থ আসার পর তা দূর করা। যেমন يُصْلِحْ لَكُمْ اَعْمَالَكُمْ **তিন.** সংস্কারের নির্দেশ দান করা। আয়াতে বলা হয়েছে, যখন আল্লাহ তা'আলা পৃথিবীর সংস্কার সাধন করেছেন, তখন তোমরা তাতে অনর্থ সৃষ্টি করো না। এখানে পৃথিবীর সংস্কার সাধন করার দু'টি অর্থ হতে পারে। **এক.** বাহ্যিক সংস্কার অর্থাৎ পৃথিবীকে চাষাবাদ ও বৃক্ষ রোপণের উপযোগী করেছেন, তাতে মেঘের সাহায্যে পানি বর্ষণ করে মাটি থেকে ফল ফুল উৎপন্ন করেছেন এবং মানুষ ও অন্যান্য জীব জন্তুর জন্য মাটির থেকে জীবন ধারণের প্রয়োজনীয় সামগ্রী সৃষ্টি করেছেন।

দুই. পৃথিবীর অভ্যন্তরীণ ও অর্থগত সংস্কার করেছেন। পয়গম্বর গ্রন্থ ও হেদায়েত প্রেরণ করে পৃথিবীকে কুফর, শিরক ও পাপাচার থেকে পবিত্র করেছেন। আয়াতে উভয় অর্থ, বাহ্যিক ও অভ্যন্তরীণ সংস্কারও উদ্দিষ্ট হতে পারে। অতএব,

https://e-ilm.weebly.com/

আয়াতের অর্থ এই যে, আল্লাহ তা'আলা বাহ্যিক ও অভ্যন্তরীণ দিক দিয়ে পৃথিবীর সংস্কার সাধন করেছেন। এখন তোমরা এতে গুনাহ ও অবাধ্যতার মাধ্যমে গোলযোগ ও অনর্থ সৃষ্টি করো না।

ভূপৃষ্ঠের সংস্কার ও অনর্থের মর্ম : সংস্কার যেমন দু'রকম : বাহ্যিক ও আভ্যন্তরীণ, তেমনি অনর্থও দু'রকম। ভূপৃষ্ঠের বাহ্যিক সংস্কার এই যে, আল্লাহ তা'আলা একে এমন এক পদার্থরূপে সৃষ্টি করেছেন, যা পানির মতো নরমও নয় যে, তাতে কোনো কিছু স্থিতাবস্থা লাভ করতে পারে না এবং পাথরের মতো শক্তও নয় যে, খনন করা যাবে না; বরং এক মধ্যবর্তী অবস্থায় রেখেছেন যাতে মানুষ একে চাষাবাদের মাধ্যমে নরম করে নিয়ে বৃক্ষ ও ফল ফুল উৎপন্ন করতে পারে এবং খনন করে কূপ, পরিখা ও নদীনালা তৈরি করতে পারে ও গৃহের ভিত্তি স্থাপন করতে পারে। এরপর মাটির ভিতরে ও বাইরে আবাদ করার উপকরণ সৃষ্টি করেছেন, যাতে শস্য, তরিতরকারি, উদ্ভিদ ও ফলফুল উৎপন্ন হয়। বাইরে বাতাস, আলো, ঠাণ্ডা ও উত্তাপ সৃষ্টি করেছেন। অতঃপর মেঘমালার মাধ্যমে তাতে বৃষ্টি বর্ষণ করেছেন, যার ফলে বৃক্ষ উৎপন্ন হতে পারে। বিভিন্ন নক্ষত্র ও গ্রহপুঞ্জের শীতল ও উত্তপ্ত কিরণ নিক্ষেপ করে ফুল ও ফলে রঙ ও রস ভরে দেওয়া হয়েছে। মানুষকে জ্ঞান-বুদ্ধি দান করা হয়েছে। যাদ্বারা সে মৃত্তিকাজাত কাঁচামাল কাঠ, লোহা, তামা, পিতল, এলোমোনিয়াম ইত্যাদিকে জোড়া দিয়ে শিল্পদ্রব্যের এক নতুন জগত সৃষ্টি করেছে। এগুলো ভূপৃষ্ঠের বাহ্যিক সংস্কার এবং আল্লাহ তা'আলা স্বীয় অসীম শক্তির বলে তা সাধন করেছেন।

অভ্যন্তরীণ ও আত্মিক সংস্কার হলো আল্লাহর স্মরণ আল্লাহর সাথে সম্পর্ক স্থাপন এবং তাঁর আনুগত্যের উপর নির্ভরশীলতা। এর জন্য আল্লাহ তা'আলা প্রথমে প্রতিটি মানুষের অন্তরে আনুগত্যে ও স্মরণের একটি সূক্ষ্ম প্রেরণা নিহিত রেখেছেন : فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا (আল্লাহ মানুষকে পাপাচার ও খোদাভীতির দ্বারা অনুপ্রাণিত করেছেন) মানুষের চার পাশের প্রতিটি বস্তুর মধ্যে অসীম শক্তি ও বিস্ময়কর কারিগরির এমন বহিঃপ্রকাশ রেখেছেন, যেগুলো দেখে সামান্য বুদ্ধি বিবেকসম্পন্ন ব্যক্তিও বলে উঠে : فَتَبَارَكَ اللَّهُ أَحْسَنُ الْخَالِقِينَ (সমুচ্চ হোন সুন্দরতম স্রষ্টা) এছাড়া রাসূল প্রেরণ করেছেন এবং ধর্মগ্রন্থ নাজিল করেছেন। এভাবে স্রষ্টার সাথে সৃষ্টির সম্পর্ক স্থাপনের পুরোপুরি ব্যবস্থা করা হয়েছে।

এভাবে যেন ভূপৃষ্ঠের পরিপূর্ণ বাহ্যিক ও অভ্যন্তরীণ সংস্কার হয়ে গেছে। এখন নির্দেশ দেওয়া হচ্ছে : আমি এ ভূপৃষ্ঠকে ঠিকঠাক করে দিয়েছি। তোমরা একে বিনষ্ট করো না।

সংস্কার যেমন বাহ্যিক ও আভ্যন্তরীণ দু'টি রূপ বর্ণিত হয়েছে, তেমনি এর বিপরীতে ফাসাদ ও অনর্থ সৃষ্টিরও বাহ্যিক ও আভ্যন্তরীণ দু'টি প্রকার রয়েছে। আলোচ্য আয়াত দ্বারা ফাসাদের উভয় প্রকারই নিষিদ্ধ করা হয়েছে।

কুরআন ও রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর আসল ও প্রধান কর্তব্য হচ্ছে অভ্যন্তরীণ সংস্কার সাধন এবং অভ্যন্তরীণ অনর্থ সৃষ্টিকে প্রতিরোধ করা। কিন্তু এ জগতে বাহ্যিক ও অভ্যন্তরীণ সংস্কার ও ফাসাদের মধ্যে এমন নিবিড় সম্পর্ক রয়েছে যে, একটির ফাসাদ অন্যটির ফাসাদের কারণ হয়ে যায়। তাই শরিয়ত অভ্যন্তরীণ ফাসাদের দ্বার যেমন রুদ্ধ করেছে, তেমনি বাহ্যিক ফাসাদকেও প্রতিরোধ করেছে। চুরি, ডাকাতি, হত্যা এবং যাবতীয় অশ্লীল কার্যকলাপও জগতে বাহ্যিক ও অভ্যন্তরীণ ফাসাদ সৃষ্টি করে। তাই এসব বিষয়ের উপর বিশেষভাবে নিষেধাজ্ঞা ও কঠোর শাস্তি আরোপ করা হয়েছে এবং নিষিদ্ধ করা হয়েছে। কেননা প্রত্যেকটি অপরাধ ও পাপ কাজই কোথাও বাহ্যিক ফাসাদ সৃষ্টি করে এবং কোথাও অভ্যন্তরীণ ফাসাদের কারণ হয়। চিন্তা করলে দেখা যায়, প্রতিটি বাহ্যিক ফাসাদ অভ্যন্তরীণ ফাসাদের কারণ হয় এবং প্রতিটি অভ্যন্তরীণ ফাসাদ বহ্যিক ফাসাদ ডেকে আনে।

বাহ্যিক ফাসাদ যে অভ্যন্তরীণ ফাসাদের কারণ হয় তা বলাই বহুল্য। কারণ বাহ্যিক ফাসাদ হচ্ছে আল্লাহ তা'আলার নির্দেশাবলির বিরুদ্ধাচরণ। বস্তুত : আল্লাহর নাফরমানিরই অপর নাম অভ্যন্তরীণ ফাসাদ। তবে আভ্যন্তরীণ ফাসাদ যে বাহ্যিক ফাসাদ ডেকে আনে, তা বুঝা কিছুটা চিন্তাসাপেক্ষ ব্যাপার। কারণ এ বিশ্বচরাচরে ও এর প্রত্যেকটি ক্ষুদ্র বৃহৎ বস্তু আল্লাহ তা'আলার সৃষ্ট এবং তাঁর আজ্ঞাধীন। মানুষ যত দিন ক্ষুদ্র বৃহৎ বস্তু আল্লাহ তা'আলার সৃষ্ট এবং তাঁর আজ্ঞাধীন। মানুষ যতদিন আল্লাহ তা'আলার আজ্ঞাধীন থকে, তত দিন এসব বস্তুও মানুষের খাদেম হয়ে থাকে। পক্ষান্তরে মানুষ যখন আল্লাহ তা'আলার অবাধ্যতা করতে শুরু করে, তখন জগতের প্রত্যেকটি বস্তু অজান্তে ও পারোক্ষভাবে মানুষের অবাধ্য হয়ে উঠে, যা মানুষ বাহ্যত চর্মচক্ষে দেখে না; কিন্তু এসব বস্তুর প্রভাব বৈশিষ্ট্য, পরিণাম ও উপকারিতার প্রতি লক্ষ্য করলে এর জাজ্জ্বল্যমান প্রমাণ পাওয়া যায়।

https://e-ilm.weebly.com/

বাহ্যত : জগতের সব বস্তুই মানুষের ব্যবহারে এসে থাকে। পানি কণ্ঠনালীতে পৌছে পিপাসা নিবৃত করতে অস্বীকার করে না। খাদ্য ক্ষুধা দূর করতে বিরত হয় না। পোশক-পরিচ্ছদ ও বাসগৃহ শীত গ্রীষ্মে সুখ সরবরাহ করতে অস্বীকৃত হয় না। কিন্তু পরিণাম চিন্তা করলে বোঝা যায় যে, এসবের কোনো একটি বস্তুও স্বীয় কর্তব্য পুরোপুরি পালন করছে না। কেননা এসব বস্তু ও এসবের ব্যবহারের আসল উদ্দেশ্য আরাম ও সুখ লাভ করা, অস্থিরতা ও কষ্ট দূর হওয়া এবং অসুখে বিসুখে রোগমুক্তি অর্জিত হওয়া। অথচ তা হচ্ছে না।

এখন জগতের অবস্থার প্রতি লক্ষ্য করলে বুঝতে পারবেন যে, আজকাল আরাম আয়েশ ও রোগমুক্তি, সাজ-সরঞ্জামের ধারণাতীত প্রাচুর্য সত্ত্বেও মানবগোষ্ঠী অস্থিরতা ও রোগ ব্যাধির শিকার হচ্ছে। নতুন নতুন রোগ ব্যাধি ও বিপদাপদ ভিড় জমাচ্ছে। কোনো ধনকুবেরও স্বস্থানে নিশ্চিন্ত ও তৃপ্ত নয়; বরং এসব সাজ সরঞ্জাম যে হারে বৃদ্ধি পাচ্ছে, সে হারেই বিপদাপদ, রোগ ব্যাধি এবং অস্থিরতাও বেড়ে চলছে।

আজ বিদ্যুৎ, বাষ্প ও অন্যান্য বস্তুনিষ্ঠ চাকচিক্যে বিমোহিত মানুষ যদি এসব বস্তুর উর্ধ্বে উঠে চিন্তা করে, তবে বুঝা যাবে যে, আমাদের সব প্রচেষ্টা সব শিল্প ও আবিষ্কারই আমাদের আসল লক্ষ্য অর্থাৎ কারণ নেই যে, আমারা স্বীয় প্রতিপালক ও প্রভুর অবাধ্যতার পথ বেছে নিয়েছি। ফলে তাঁর সৃষ্ট বস্তুসমূহও অলক্ষ্যে আমাদের অবাধ্যতা শুরু করেছে।

অর্থাৎ জগতের এসব বস্তুকে বাহ্যত প্রাণহীন ও চেতনাহীন বলে মনে হলেও প্রকৃতপক্ষে প্রভুর আজ্ঞাহীন হয়ে কাজ করার উপলব্ধি তাদেরও রয়েছে।

সারকথা, চিন্তা করলে বুঝা যায়, প্রতিটি গুনাহ ও আল্লাহর প্রত্যেকটি অবাধ্যতা দুনিয়াতে শুধু অভ্যন্তরীণ অনর্থই সৃষ্টি করে না; বরং বাহ্যিক অনর্থও এর অবশ্যম্ভাবী পরিণতি হয়ে থাকে। মাওলানা রূমী (র.) বলেছেন–

এটা কোনো কবির কল্পনা নয়; বরং এমন একটি বাস্তব সত্য, কুরআন ও হাদীস যার সাক্ষ্য । শাস্তির হালকা নমুনা এ জগতে রোগ ব্যাধি, মহামারী, ঝড় ও বন্যার আকারে দেখা দেয়।

তাই وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا বাক্যের অর্থে যেমন জগতে বাহ্যিক ফাসাদ সৃষ্টিকারী গুনাহ ও অপরাধসমূহ অন্তর্ভুক্ত রয়েছে। তেমনি আল্লাহ তা'আলার যাবতীয় অবাধ্যতাই এর অন্তর্ভুক্ত। তাই আলোচ্য আয়াতে অতঃপর বলা হয়েছে : وَادْعُوهُ خَوْفًا وَطَمَعًا; অর্থাৎ আল্লাহকে ভয় ও আশা সহকারে ডাক। অর্থাৎ একদিকে দোয়া অগ্রাহ্য হওয়ার ভয় থাকবে এবং অপরদিকে তাঁর করুণা লাভের পূর্ণ আশাও থাকবে। এ আশা ও ভয়ই দৃঢ়তার পথে মানবাত্মার দু'টি বাহু । এ বাহুদ্বয়ের সাহয্যে সে উর্ধ্বলোকে আরোহণ করে এবং সুউচ্চ পদমর্যাদা অর্জন করে।

এ বাক্য থেকে বাহ্যত প্রতীয়মান হয় যে, আশা ও উভয় সমান সমান হওয়া উচিত। কোনো কোনো আলেম বলেন, জীবিতাবস্থায় ও সুস্থতার সময় ভয়কে প্রবল রাখা প্রয়োজন; যাতে আনুগত্যে ত্রুটি না হয়, আর যখন মৃত্যু নিকটবর্তী হয়, তখন আশাকে প্রবল রাখবে। কেননা এখন কাজ করার শক্তি বিদায় নিয়েছে। করুণা লাভের আশা করাই এখন তার একমাত্র কাজ। –[বাহরে মুহীত]

কোনো কোনো সূক্ষ্মদর্শী আলেম বলেন : ধর্মের বিশুদ্ধ পথে অচল থাকা এবং সর্বক্ষণ আল্লাহর আনুগত্য করাই প্রকৃত লক্ষ্য। মানুষের মেজাজ ও স্বভাব বিভিন্নরূপ। কেউ ভয়ের প্রবলতার দ্বারা এ লক্ষ্য অর্জন করতে পারে। আবার কেউ মহব্বত ও আশার প্রবলতার দ্বারা । যার জন্য যে অবস্থা লক্ষ্য অর্জনে সহায়ক হয়, সে তাই হাসিল করতে চেষ্টিত হবে।

মোটকথা, পরবর্তী আয়াতে দোয়ার দু'টি আদব বর্ণিত হয়েছে। **এক.** বিনয় ও নম্রতা সহকারে দোয়া করা এবং **দুই.** আস্তে ও সঙ্গোপনে দোয়া করা। এদু'টি গুণই মানুষের বাহ্যিক দেহের সাথে সম্পৃক্ত। কেননা বিনয়ের অর্থ হলো দোয়ার সময় দৈহিক আকার আকৃতিকে অপারক ও ফকিরের মতো করে নেওয়া, অহংকারী ও বেপরওয়ার মতো না হওয়া। দোয়া সঙ্গোপনে করার সম্পর্কও মুখ ও জিহবার সাথে যুক্ত।

وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ الخ আয়াতে দোয়ার আরও দু'টি অভ্যন্তরীণ আদব বর্ণিত হয়েছে। এ গুলোর সম্পর্ক মানুষের মনের সাথে। আর তা হলো এই যে, দোয়াকারীর মনে এ এ আশঙ্কা থাকা উচিত যে, সম্ভবত দোয়াটি গ্রাহ্য হবে না এবং এ আশাও থাকা উচিত যে, দোয়া কবুল হতে পারে। কেননা পাপ ও গোনাহ থেকে নিশ্চিত হয়ে যাওয়াও ঈমানের পরিপন্থি। অপরদিকে আল্লাহর রহমত থেকে নিরাশ হয়ে যাওয়াও কুফর। এতদুভয়ের মধ্যবর্তী অবস্থায় থাকলেই দোয়া কবুল হবে বলে আশা করা যায়।

https://e-ilm.weebly.com/

অতঃপর আয়াতের শেষে বলা হয়েছে : إِنَّ رَحْمَتَ اللّٰهِ قَرِيبٌ مِّنَ الْمُحْسِنِينَ অর্থাৎ আল্লাহ তা'আলার করুণা সৎকর্মীদের নিকটবর্তী। এতে ইঙ্গিত করা হয়েছে যে, যদিও দোয়ার সময় ভয় ও আশা উভয় অবস্থায়ই থাকা বাঞ্ছনীয়, কিন্তু এতদুভয়ের মধ্যে আশার দিকটিই থাকবে প্রবল। কেননা বিশ্ব প্রতিপালক পরম দয়ালু আল্লাহর দান ও অনুগ্রহে কোনো ত্রুটি ও কৃপণতা নেই। তিনি মন্দের চেয়ে মন্দ লোক এমনকি শয়তানের দোয়াও কবুল করতে পারেন। কবুল না হওয়ার আশঙ্কা একমাত্র স্বীয় কুকর্ম ও গুনাহর অকল্যাণেই থাকতে পারে। কারণ আল্লাহর রহমতের নিকটবর্তী হওয়ার জন্য সৎকর্মী হওয়া প্রয়োজন।

এ কারণেই রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন ; বান্দা যতক্ষণ কোনো গোনাহ অথবা আত্মীয়তার সম্পর্কচ্ছেদের দোয়া না করে এবং তড়িঘড়ি না করে, ততক্ষণ তার দোয়া কবুল হতে থাকে। সাহাবায়ে কেরাম আরজ করলেন : তড়িঘড়ি দোয়া করার অর্থ কি? তিনি বললেন; এর অর্থ হলো এরূপ ধারণা করে বসা যে , আমি এত দীর্ঘ দিন থেকে দোয়া করছি, অথচ এখনো কবুল হলো না। অতঃপর নিরাশ হয়ে দোয়া ত্যাগ করা। –[মুসলিম, তিরমিযী]

অন্য এক হাদীসে রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন : যখনই আল্লাহর কাছে দোয়া করবে, তখনই কবুল হওয়ার ব্যাপারে নিঃসন্দেহ হয়ে দোয়া করবে।

অর্থাৎ আল্লাহর রহমতের বিস্তৃতিকে সামনে রেখে দোয়া করলে অবশ্যই দোয়া কবুল হবে বলে মনকে মজবুত কর। এমন মনে কর গোনাহের কারণে দোয়া কবুল না হওয়ার আশঙ্কা অনুভব করা এর পরিপন্থি নয়।

قوله وَهُوَ الَّذِي يُرْسِلُ الرِّيَاحَ بُشْرًا بَيْنَ يَدَيْ رَحْمَتِهِ : পূর্ববর্তী আয়াতসমূহে আল্লাহ তা'আলা তাঁর বিশেষ ও বড় নিয়ামতসমূহ উল্লেখ করেছিলেন। নভোমণ্ডল, ভূমণ্ডল, দিবারাত্র, চন্দ্র সূর্য, সাধারণ নক্ষত্রমণ্ডলীর সৃষ্টি ও মানুষের প্রয়োজনাদি সরবরাহে এবং সেবায় এগুলো নিয়োজিত থাকার কথা উল্লেখ করে এ ব্যাপারে হুশিয়ার করেছিলেন যে, যখন এক পবিত্র সত্তাই যাবতীয় প্রয়োজন; ও সুখ শান্তির উপকরণ সৃষ্টি করেছেন, তখন যে কোনো অভাব অনটন ও প্রয়োজনে তাঁর কাছেই দোয়া প্রার্থনা করা উচিত এবং তাঁর দিকে প্রত্যাবর্তনকেই সাফল্যের চাবিকাঠি বলে মনে করা কর্তব্য।

আলোচ্য প্রথম আয়াতেও এমনি ধরনের গুরুত্বপূর্ণ ও বড় নিয়ামত সৃষ্টজীবের জীবন ও স্থায়িত্ব নির্ভরশীল। উদাহরণত বৃষ্টি এবং তা দ্বারা উৎপন্ন বৃক্ষ, ফসলাদি তরিতরকারি ইত্যাদি। পার্থক্য এই যে, পূর্ববর্তী আয়াতসমূহে ঊর্ধ্বজগতের সাথে সম্পর্কযুক্ত নিয়ামতসমূহ বর্ণিত হয়েছিল এবং আলোচ্য আয়াতে নিম্নজগতের সাথে সম্পর্কশীল নিয়ামতসমূহ বর্ণিত হচ্ছে। –[বাহরে মুহীত]

শব্দ বিশ্লেষণ

شُفَعَآءَ : শব্দটি বহুবচন; একবচন شَفِيْعٌ অর্থ– সুপারিশকারী।

يَشْفَعُوْا : সীগাহ جمع مذكر غائب বহছ مضارع معروف বাব فَتَحَ মাসদার اَلشَّفَاعَةُ মূলবর্ণ (ش ـ ف ـ ع) জিনস صحيح অর্থ– তারা সুপারিশ করবে।

اِسْتَوٰى : সীগাহ واحد مذكر غائب বহছ ماضى معروف বাব اِفْتِعَالٌ মাসদার اَلْاِسْتِوَاءُ মূলবর্ণ (س ـ و ـ ى) জিনস মুরাক্কাব لفيف مقرون অর্থ– তিনি অধিষ্ঠিত হয়েছেন।

اَلْمُعْتَدِيْنَ : সীগাহ جمع مذكر বহছ اسم فاعل বাব اِفْتِعَالٌ মাসদার اَلْاِعْتِدَاءُ মূলবর্ণ (ع ـ د ـ و) জিনস ناقص واوى অর্থ– সীমা অতিক্রমকারী।

اَقَلَّتْ : সীগাহ واحد مؤنث غائب বহছ ماضى معروف বাব اِفْعَالٌ মাসদার اَلْاِقْلَالُ মূলবর্ণ (ق ـ ل ـ ل) জিনস مضاعف ثلاثى অর্থ– সে বহন করে।

سَحَابًا : শব্দটি বহুবচন; একবচন سُحُبٌ অর্থ– মেঘ, জলধর।

ثِقَالًا : শব্দটি বহুবচন; একবচন ثَقِيْلٌ অর্থ– ঘন, ভারি।

سُقْنٰهُ : সীগাহ جمع متكلم বহছ ماضى معروف বাব نَصَرَ মাসদার اَلسَّوْقُ মূলবর্ণ (س ـ و ـ ق) জিনস اجوف واوى অর্থ– আমি পরিচালিত করি।

https://e-ilm.weebly.com/

وَالْبَلَدُ الطَّيِّبُ يَخْرُجُ نَبَاتُهٗ بِاِذْنِ رَبِّهٖ ۚ وَالَّذِیْ خَبُثَ لَا يَخْرُجُ اِلَّا نَكِدًا ؕ كَذٰلِكَ نُصَرِّفُ الْاٰيٰتِ لِقَوْمٍ يَّشْكُرُوْنَ (٥٨) ع

অনুবাদ : (৫৮) আর যে ভূ-খণ্ড উত্তম তার ফসল তো আল্লাহর আদেশে প্রচুর উৎপন্ন হয়, আর যা উত্তম নয় তার ফসল সামান্য উৎপন্ন হয়, এভাবে আমি প্রমাণগুলো বিভিন্ন দিক দিয়ে বর্ণনা করি ঐ সমস্ত লোকের জন্য যারা শোকরগুজার।

لَقَدْ اَرْسَلْنَا نُوْحًا اِلٰى قَوْمِهٖ فَقَالَ يٰقَوْمِ اعْبُدُوا اللّٰهَ مَا لَكُمْ مِّنْ اِلٰهٍ غَيْرُهٗ ؕ اِنِّیْۤ اَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيْمٍ (٥٩)

(৫৯) আমি নূহকে তাঁর সম্প্রদায়ের নিকট প্রেরণ করলাম, অতএব, তিনি বললেন, হে আমার সম্প্রদায়! তোমরা কেবল আল্লাহর ইবাদত কর, তিনি ব্যতীত তোমাদের কোনো মা'বূদ নেই, আমি তোমাদের জন্য এক কঠিন দিবসের শাস্তির আশঙ্কা করছি।

قَالَ الْمَلَاُ مِنْ قَوْمِهٖۤ اِنَّا لَنَرٰىكَ فِیْ ضَلٰلٍ مُّبِيْنٍ (٦٠)

(৬০) তাঁর সম্প্রদায়ের সম্ভ্রান্ত লোকগণ বলল, আমরা তোমাকে স্পষ্ট ভ্রান্তিতে দেখছি।

قَالَ يٰقَوْمِ لَيْسَ بِیْ ضَلٰلَةٌ وَّلٰكِنِّیْ رَسُوْلٌ مِّنْ رَّبِّ الْعٰلَمِيْنَ (٦١)

(৬১) তিনি বললেন, হে আমার সম্প্রদায়! আমাতে তো কিছুমাত্রও ভ্রম নেই; বরং আমি বিশ্বপালকের রাসূল।

اُبَلِّغُكُمْ رِسٰلٰتِ رَبِّیْ وَاَنْصَحُ لَكُمْ وَاَعْلَمُ مِنَ اللّٰهِ مَا لَا تَعْلَمُوْنَ (٦٢)

(৬২) তোমাদেরকে আমার পরওয়ারদেগারের পয়গাম পৌঁছাচ্ছি এবং তোমাদের কল্যাণ কামনা করি, আর আমি আল্লাহর পক্ষ হতে এমন সব বিষয় অবহিত আছি যা তোমরা অবগত নও।

শাব্দিক অনুবাদ

(৫৮) وَالْبَلَدُ الطَّيِّبُ আর যে ভূ-খণ্ড উত্তম يَخْرُجُ نَبَاتُهٗ بِاِذْنِ رَبِّهٖ তার ফসল তো আল্লাহর আদেশে প্রচুর উৎপন্ন হয় وَالَّذِیْ خَبُثَ আর যা উত্তম নয় لَا يَخْرُجُ اِلَّا نَكِدًا তার ফসল সামান্য উৎপন্ন হয় كَذٰلِكَ نُصَرِّفُ الْاٰيٰتِ এভাবে আমি প্রমাণগুলো বিভিন্ন দিক দিয়ে বর্ণনা করি لِقَوْمٍ يَّشْكُرُوْنَ ঐ সমস্ত লোকের জন্য যারা শোকরগুজার।

(৫৯) لَقَدْ اَرْسَلْنَا نُوْحًا اِلٰى قَوْمِهٖ আমি নূহকে তাঁর সম্প্রদায়ের নিকট প্রেরণ করলাম فَقَالَ অতএব, তিনি বললেন يٰقَوْمِ হে আমার সম্প্রদায়! اعْبُدُوا اللّٰهَ তোমরা কেবল আল্লাহর ইবাদত কর مَا لَكُمْ مِّنْ اِلٰهٍ غَيْرُهٗ তিনি ব্যতীত তোমাদের কোনো মা'বূদ নেই اِنِّیْۤ اَخَافُ عَلَيْكُمْ আমি তোমাদের জন্য আশঙ্কা করছি عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيْمٍ এক কঠিন দিবসের শাস্তির ।

(৬০) قَالَ الْمَلَاُ مِنْ قَوْمِهٖ তাঁর সম্প্রদায়ের সম্ভ্রান্ত লোকগণ বলল اِنَّا لَنَرٰىكَ فِیْ ضَلٰلٍ مُّبِيْنٍ আমরা তোমাকে স্পষ্ট ভ্রান্তিতে দেখছি।

(৬১) قَالَ তিনি বললেন يٰقَوْمِ হে আমার সম্প্রদায়! لَيْسَ بِیْ ضَلٰلَةٌ আমাতে তো কিছুমাত্রও ভ্রম নেই وَلٰكِنِّیْ رَسُوْلٌ مِّنْ رَّبِّ الْعٰلَمِيْنَ বরং আমি বিশ্বপালকের রাসূল।

(৬২) اُبَلِّغُكُمْ তোমাদেরকে পৌঁছাচ্ছি رِسٰلٰتِ رَبِّیْ আমার পরওয়ারদেগারের পয়গাম وَاَنْصَحُ لَكُمْ এবং তোমাদের কল্যাণ কামনা করি وَاَعْلَمُ مِنَ اللّٰهِ আর আমি আল্লাহর পক্ষ হতে এমন সব বিষয় অবহিত আছি مَا لَا تَعْلَمُوْنَ যা তোমরা অবগত নও।

https://e-ilm.weebly.com/

اَوَ عَجِبْتُمْ اَنْ جَآءَكُمْ ذِكْرٌ مِّنْ رَّبِّكُمْ عَلٰى رَجُلٍ مِّنْكُمْ لِيُنْذِرَكُمْ وَلِتَتَّقُوْا وَلَعَلَّكُمْ تُرْحَمُوْنَ (٦٣)

অনুবাদ : (৬৩) আর তোমরা কি এ বিষয়ে বিস্ময় বোধ করছ যে, তোমাদের প্রতিপালকের পক্ষ থেকে উপদেশবাণী সমাগত হয়েছে তোমাদের নিকট এমন এক ব্যক্তির মাধ্যমে যিনি তোমাদেরই মধ্যকার একজন? যেন তিনি তোমাদেরকে ভয় প্রদর্শন করেন, এবং যেন তোমরা সংযত হও, আর আশা যে, তোমাদের প্রতি দয়া বর্ষিত হবে।

فَكَذَّبُوْهُ فَاَنْجَيْنٰهُ وَالَّذِيْنَ مَعَهٗ فِى الْفُلْكِ وَاَغْرَقْنَا الَّذِيْنَ كَذَّبُوْا بِاٰيٰتِنَا ؕ اِنَّهُمْ كَانُوْا قَوْمًا عَمِيْنَ (٦٤)

(৬৪) অনন্তর তারা তাঁকে মিথ্যাবাদীই সাব্যস্ত করতে রইল, সুতরাং আমি নূহকে এবং যারা তাঁর সঙ্গে নৌকায় ছিল তাদেরকে রক্ষা করলাম, আর যারা আমার আয়াতসমূহকে মিথ্যা সাব্যস্ত করেছিল তাদেরকে নিমজ্জিত করে দিলাম, নিঃসন্দেহে তারা অন্ধ সেজেছিল।

وَاِلٰى عَادٍ اَخَاهُمْ هُوْدًا ؕ قَالَ يٰقَوْمِ اعْبُدُوا اللّٰهَ مَا لَكُمْ مِّنْ اِلٰهٍ غَيْرُهٗ ؕ اَفَلَا تَتَّقُوْنَ (٦٥)

(৬৫) আর আমি আ'দ সম্প্রদায়ের প্রতি তাদের ভ্রাতা হূদকে প্রেরণ করলাম, তিনি বললেন, হে আমার সম্প্রদায়! তোমরা [কেবল] আল্লাহ তা'আলার ইবাদত কর, তিনি ব্যতীত আর কেউই তোমাদের মা'বূদ নেই, অতএব, তোমরা কি ভয় কর না।

শাব্দিক অনুবাদ

(৬৩) اَوَعَجِبْتُمْ আর তোমরা কি এ বিষয়ে বিস্ময় বোধ করছ যে اَنْ جَآءَكُمْ ذِكْرٌ مِّنْ رَّبِّكُمْ তোমাদের প্রতিপালকের পক্ষ থেকে উপদেশবাণী সমাগত হয়েছে তোমাদের নিকট عَلٰى رَجُلٍ مِّنْكُمْ এমন এক ব্যক্তির মাধ্যমে যিনি তোমাদেরই মধ্যকার একজন لِيُنْذِرَكُمْ যেন তিনি তোমাদেরকে ভয় প্রদর্শন করেন وَلِتَتَّقُوْا এবং যেন তোমরা সংযত হও وَلَعَلَّكُمْ تُرْحَمُوْنَ আর আশা যে, তোমাদের প্রতি দয়া বর্ষিত হবে।

(৬৪) فَكَذَّبُوْهُ অনন্তর তারা তাঁকে মিথ্যাবাদীই সাব্যস্ত করতে রইল فَاَنْجَيْنٰهُ সুতরাং আমি নূহকে রক্ষা করলাম وَالَّذِيْنَ مَعَهٗ فِى الْفُلْكِ এবং যারা তাঁর সঙ্গে নৌকায় ছিল তাদেরকে وَاَغْرَقْنَا الَّذِيْنَ كَذَّبُوْا بِاٰيٰتِنَا আর যারা আমার আয়াতসমূহকে মিথ্যা সাব্যস্ত করেছিল তাদেরকে নিমজ্জিত করে দিলাম اِنَّهُمْ كَانُوْا قَوْمًا عَمِيْنَ নিঃসন্দেহে তারা অন্ধ সেজেছিল।

(৬৫) وَاِلٰى عَادٍ اَخَاهُمْ هُوْدًا আর আমি আ'দ সম্প্রদায়ের প্রতি তাদের ভ্রাতা হূদকে প্রেরণ করলাম قَالَ তিনি বললেন يٰقَوْمِ হে আমার সম্প্রদায়! اعْبُدُوا اللّٰهَ তোমরা [কেবল] আল্লাহ তা'আলার ইবাদত কর مَا لَكُمْ مِّنْ اِلٰهٍ غَيْرُهٗ তিনি ব্যতীত আর কেউই তোমাদের মা'বূদ নেই اَفَلَا تَتَّقُوْنَ অতএব, তোমরা কি ভয় কর না।

https://e-ilm.weebly.com/

অনুবাদ : (৬৬) তাঁর সম্প্রদায়ের মধ্যে যে সব সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি কাফের ছিল, তারা বলল, আমরা তোমাকে স্বল্প বুদ্ধিতার মধ্যে দেখছি এবং আমরা নিঃসন্দেহে তোমাকে মিথ্যাবাদীদের অন্তর্ভুক্ত মনে করি।	قَالَ الْمَلَاُ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا مِنْ قَوْمِهٖۤ اِنَّا لَنَرٰىكَ فِيْ سَفَاهَةٍ وَّاِنَّا لَنَظُنُّكَ مِنَ الْكٰذِبِيْنَ (٦٦)
(৬৭) তিনি বললেন, হে আমার সম্প্রদায়! আমার মধ্যে একটুও নির্বুদ্ধিতা নেই; বরং আমি বিশ্ব প্রতিপালকের প্রেরিত রাসূল।	قَالَ يٰقَوْمِ لَيْسَ بِيْ سَفَاهَةٌ وَّلٰكِنِّيْ رَسُوْلٌ مِّنْ رَّبِّ الْعٰلَمِيْنَ (٦٧)

শাব্দিক অনুবাদ

(৬৬) قَالَ الْمَلَاُ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا مِنْ قَوْمِهٖ তাঁর সম্প্রদায়ের মধ্যে যে সব সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি কাফের ছিল, তারা বলল اِنَّا لَنَرٰىكَ فِيْ سَفَاهَةٍ আমরা তোমাকে স্বল্প বুদ্ধিতার মধ্যে দেখছি وَّاِنَّا لَنَظُنُّكَ مِنَ الْكٰذِبِيْنَ এবং আমরা নিঃসন্দেহে তোমাকে মিথ্যাবাদীদের অন্তর্ভুক্ত মনে করি।

(৬৭) قَالَ তিনি বললেন يٰقَوْمِ হে আমার সম্প্রদায়! لَيْسَ بِيْ سَفَاهَةٌ আমার মধ্যে একটুও নির্বুদ্ধিতা নেই وَّلٰكِنِّيْ رَسُوْلٌ مِّنْ رَّبِّ الْعٰلَمِيْنَ বরং আমি বিশ্ব প্রতিপালকের প্রেরিত রাসূল।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

قوله وَالْبَلَدُ الطَّيِّبُ يَخْرُجُ نَبَاتُهٗ بِاِذْنِ رَبِّهٖ الخ আয়াতে বিশেষভাবে একথা বলা হয়েছে যে, আমার এসব বিরাট নিয়ামত যদিও ভূখণ্ডের সর্বত্র ব্যাপক, বৃষ্টি বর্ষিত হলে যদিও পাহাড়, সমুদ্র, উর্বর, অনুর্বর এবং উত্তম ও অনুত্তম সব রকম ভূখণ্ডেই সমভাবে বর্ষিত হয়, কিন্তু ফসল, বৃক্ষ ও তরিতরকারি একমাত্র এমন ভূখণ্ডেই উৎপন্ন হয়, যাতে উর্বরতা রয়েছে, কঙ্কর ও বালুকাময় ভূখণ্ড এ বৃষ্টির দ্বারা উপকৃত হয় না।

وَهُوَ الَّذِيْ يُرْسِلُ الرِّيٰحَ بُشْرًا الخ আয়াতের ফলাফল ব্যক্ত করা হয়েছে যে, যে পবিত্র সত্তা মৃত ভূখণ্ডে ফসল উৎপাদনের মতো জীবনীশক্তি দান করেন, তাঁর পক্ষে যে মানুষ পূর্বে জীবিত ছিল অতঃপর মারা যায়, তার মধ্যে পুনরায় জীবনের স্পন্দন সৃষ্টি করে দেওয়া মোটেই কঠিন নয়। এ ফলাফলটি আয়াতে স্পষ্টরূপে বিবৃত হয়েছে। وَالْبَلَدُ الطَّيِّبُ يَخْرُجُ نَبَاتُهٗ الخ আয়াত থেকে এরূপ ফলাফল বের করা হয়েছে যে, আল্লাহর হেদায়েত, ঐশী গ্রন্থসমূহ, আম্বিয়া (আ.), তাঁদের প্রতিনিধি আলেম ও মাশায়েখের শিক্ষাও বৃষ্টির মতো সবার জন্যই ব্যাপক কিন্তু বৃষ্টি দ্বারা যেমন সব ভূখণ্ডই উপকৃত হয় না। তেমনি এ আধ্যাত্মিক বৃষ্টির উপকারও তারাই লাভ করে, যাদের মধ্যে যোগ্যতা রয়েছে। পক্ষান্তরে যাদের অন্তর কঙ্করময় কিংবা বালুকাময় ভূখণ্ডের মতো উৎপাদনের যোগ্যতা বিবর্জিত, তারা যাবতীয় সুস্পষ্ট নিদর্শন সত্ত্বেও স্বীয় পথভ্রষ্টতায় অটল থাকে। এর ফলাফলের দিকেই দ্বিতীয় আয়াতের শেষ বাক্যে ইঙ্গিত করা হয়েছে। كَذٰلِكَ نُصَرِّفُ الْاٰيٰتِ لِقَوْمٍ يَّشْكُرُوْنَ অর্থাৎ আমি এমনিভাবে স্বীয় প্রমাণাদি ঘুরিয়ে ফিরিয়ে বর্ণনা করি তাদের জন্য যারা এর মূল্য দেয়। উদ্দেশ্য এই যে, বাস্তবে যদিও এ বর্ণনা সবার জন্যই ব্যাপক, কিন্তু পরিণতির দিক দিয়ে তাদের জন্যই উপকারী প্রমাণিত হয়েছে যারা যোগ্যতাসম্পন্ন এবং যারা এর মূল্য ও মর্যাদা বোঝে। এভাবে উল্লিখিত আয়াতদ্বয়ে ইহকাল ও পরকালের গুরুত্বপূর্ণ বিষয়াদি অন্তর্ভুক্ত হয়ে গেল। এবার উভয় আয়াতের বিস্তারিত বর্ণনা শুনুন। প্রথম আয়াতে বলা হয়েছে : وَهُوَ الَّذِيْ يُرْسِلُ الرِّيٰحَ بُشْرًا بَيْنَ يَدَيْ رَحْمَتِهٖ অর্থাৎ এতে رِيَاح শব্দটি رِيْح -এর বহুবচন। এর অর্থ বায়ু। بُشْر শব্দের অর্থ আল্লাহ তা'আলাই বৃষ্টির পূর্বে সুসংবাদ দেওয়ার জন্য বায়ু প্রেরণ করেন।

উদ্দেশ্য এই যে, বৃষ্টির পূর্বে ঠাণ্ডা বায়ু প্রেরণ করা আল্লাহর চিরন্তন রীতি। এ বাতাস দ্বারা স্বয়ং মানুষ আরাম ও প্রফুল্লতা অর্জন করে এবং তা যেন ভারি বৃষ্টির সংবাদও পূর্বাহ্নে প্রদান করে। অতএব, এ বায়ু দু'টি নিয়ামতের সমষ্টি। **এক.** স্বয়ং মানুষ ও সাধারণ সৃষ্টজীবের জন্য উপকারী এবং **দুই.** বৃষ্টির পূর্বে বৃষ্টির আগমনবার্তা বহনকারী। কেননা মানুষ একটি নরম ও নাজুক সৃষ্টি, তার অনেক প্রয়োজনীয় কাজ বৃষ্টির কারণে বন্ধ হয়ে যায়। বৃষ্টির সংবাদ পূর্বে পেয়ে সে নিজের ব্যবস্থা সম্পন্ন করে নেয়। এছাড়া স্বয়ং তার অস্তিত্ব এবং তার আসবাবপত্র ও নিজের রক্ষণাবেক্ষণ ব্যবস্থা করে নেয়।

https://e-ilm.weebly.com/

এরপর বলা হয়েছে : حَتّٰٓى اِذَآ اَقَلَّتْ سَحَابًا ثِقَالًا - سَحَابٌ শব্দের অর্থ মেঘ এবং ثِقَالٌ শব্দটি ثَقِيْلٌ -এর বহুবচন। এর অর্থ ভারি। অর্থাৎ বায়ু যখন ভারি মেঘমালাকে উপরে উঠিয়ে নেয়। ভারি মেঘমালার অর্থ পানিতে ভরপুর মেঘমালা যা বাতাসের কাঁধে সওয়ার হয়ে উপরে উঠে যায়। এভাবে হাজারো মণ ভারি পানি বাতাসে ভর করে উপরে পৌঁছে যায়। বিস্ময়কর ব্যাপার এই যে, এতে কোনো মশিন কাজ করে না এবং কোনো মানুষও শ্রম নিয়োগ করে না। আল্লাহ তা'আলার হুকুম হওয়া মাত্র আপনা আপনি সমুদ্র থেকে বাষ্প (মৌসুমী বায়ু) উত্থিত হতে থাকে এবং উপরে উঠে মেঘমালার আকার ধারণ করে। অতঃপর হাজারো বরং লাখো গ্যালন পানি ভর্তি এ জাহাজ বাতাসের কাঁধে সওয়ার হয়ে আকাশ পানে ধাবিত হয়।

এরপর বলা হয়েছে : سُقْنٰهُ لِبَلَدٍ مَّيِّتٍ - سَوْقٌ -এর অর্থ কোনো জন্তুকে হাঁকানো ও চালানো, بَلَدٌ -এর অর্থ শহর, বস্তি ও জনপদ। আর مَيِّتٌ -এর অর্থ মৃত। অর্থাৎ বাতাস যখন ভারি মেঘমালাকে তুলে নেয়, তখন আমি মেঘমালাকে কোনো মৃত শহরের দিকে পরিচালিত করি। মৃত শহর বলে এমন জনপদকে বুঝানো হয়েছে। যা পানির অভাবে উজাড় প্রায়। এখানে সাধারণ ভূখণ্ডের পরিবর্তে বিশেষভাবে শহর উল্লেখ করা এ জন্য সমীচীন হয়েছে যে, বৃষ্টি বাদল প্রেরণ ও মাটিকে সিক্ত করার প্রকৃত লক্ষ্য হচ্ছে মানুষের প্রয়োজন মেটানো। মানুষের বাসস্থান হচ্ছে শহর। নতুবা বন জঙ্গলের সজীবতা স্বয়ং কোনো লক্ষ্য নয়।

এ পর্যন্ত আলোচ্য আয়াতের বিষয় বস্তুর কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ দিক প্রমাণিত হলো। প্রথমত বৃষ্টি মেঘমালা থেকে বর্ষিত হয়। যেমন দৃশ্যতও তাই এতে বুঝা গেল যে, যেসব আয়াতে আকাশ থেকে বৃষ্টি বর্ষণের কথা বলা হয়েছে, সেখানেও 'সামা' (আকাশ) শব্দ দ্বারা মেঘমালাকেই বোঝানো হয়েছে। কোনো সময় সামুদ্রিক মোসুমী বায়ুর পরিবর্তে সরাসরি আকাশ থেকে মেঘমালা সৃষ্টি হয়ে বৃষ্টি বর্ষিত হওয়া সম্ভব নয়।

দ্বিতীয় কোনো বিশেষ দিক কিংবা বিশেষ ভূখণ্ডের দিকে মেঘমালা ধাবিত হওয়া সরাসরি আল্লাহর নির্দেশের সাথে সম্পর্কযুক্ত। তিনি যখন যেখানে ইচ্ছা এবং যে পরিমাণ ইচ্ছা বৃষ্টি বর্ষণের নির্দেশ দান করেন। মেঘমালা আল্লাহর সে নির্দেশই পালন করে মাত্র।

এ বিষয়টি সর্বত্রই এভাবে প্রত্যক্ষ করা যায় যে, মাঝে মাঝে কোনো শহর অথবা জনপদের উপর মেঘমালা পুঞ্জীভূত হয়ে থাকে এবং সেখানে বৃষ্টির প্রয়োজনও থাকে। কিন্তু মেঘমালা সেখানে এক ফোটা পানিও দেয় না; বরং আল্লাহর নির্দেশে যে শহর বা জনপদের প্রাপ্য নির্ধারিত থাকে, সেখানে পৌঁছেই বর্ষিত হয়। নির্দিষ্ট শহর ছাড়া অন্যত্র মেঘের পানি লাভ করার সাধ্য কারো নেই।

প্রাচীন ও আধুনিক দার্শনিকগণ মৌসুমী বায়ুর গতিপথ নির্ণয়ের জন্য কিছু কিছু বিধি ও মূলনীতি আবিষ্কার করে রেখেছেন। এসবের মাধ্যমে তারা বলে দেন যে, অমুক সাগর থেকে যে মৌসুমী বায়ু উত্থিত হয়েছে তা কোন দিকে প্রবাহিত হবে, কোথায় বৃষ্টি বর্ষণ করবে এবং কতটুকু বৃষ্টি বৃষ্টপাত হবে। বিভিন্ন দেশে এ ধরনের তথ্য পরিবেশন করার জন্য আবহাওয়া বিভাগ কায়েম করা হয়। কিন্তু অভিজ্ঞতা সাক্ষ্য দেয় যে, আবহাওয়া বিভাগ প্রদত্ত খবর প্রচুর পরিমাণে ভ্রান্ত প্রমাণিত হয়। আল্লাহর নির্দেশ তাদের বিপরীতে বলে তাদের সব নিয়ম কানুনই আকেজো হয়ে যায় এবং মৌসুমী বায়ু তাদের প্রদত্ত খবরের বিপরীতে অন্য কোনো দিকে গতি পরিবর্তন করে চলে যায়। ফলে আবহাওয়া বিভাগের নিষ্ফল তাকিয়ে থাকাই সার হয়।

এছাড়া বায়ুর গতিপ্রবাহ নির্ণয়ের জন্য বৈজ্ঞানিকদের উদ্ভাবিত নীতিমালা ও মেঘমালা যে আল্লাহ তা'আলার আজ্ঞাধীন এ বিষয়ের পরিপন্থি নয়। কেননা বিশ্ব চরাচরের সব কাজ-কারবারে আল্লাহর চিরন্তন রীতি এই যে, আল্লাহর নির্দেশ স্বাভাবিক কারণসমূহের আবরণ ভেদ করে প্রকাশ পায়। এসব স্বাভাবিক কারণ দৃষ্টেই মানুষ নীতিমালা প্রণয়ন করে।

অতঃপর বলা হয়েছে : فَاَنْزَلْنَا بِهِ الْمَآءَ فَاَخْرَجْنَا بِهٖ مِنْ كُلِّ الثَّمَرٰتِ অর্থাৎ আমি মৃত জনপদে পানি বর্ষণ করি, অতঃপর পানি দ্বারা সব রকম ফল-ফসল উৎপন্ন করি। আয়াতের শেষে বলা হয়েছে : كَذٰلِكَ نُخْرِجُ الْمَوْتٰى لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُوْنَ অর্থাৎ এভাবেই আমি মৃতদেরকে কিয়ামতের দিন উত্থিত করব যাতে তোমরা বুঝ। উদ্দেশ্য এই যে, আমি যেভাবে মৃত ভূখণ্ডকে জীবিত করি এবং তা থেকে বৃক্ষ ও ফল-ফসল নির্গত করি, তেমনিভাবে কিয়ামতের দিন মৃতদেরকে পূনারায় জীবিত করে তুলব। আমি এসব দৃষ্টান্ত এজন্য বর্ণনা করি, যাতে তোমরা চিন্তা ভাবনা করার সুযোগ পাও।

https://e-ilm.weebly.com/

https://e-ilm.weebly.com/

হযরত আবূ হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, কিয়ামতে দু'বার শিঙ্গা ফুৎকার দেওয়া হবে। প্রথম ফুৎকারের পর সারা বিশ্ব ধ্বংসস্তূপে পরিণত হবে, কোনো কিছু জীবিত থাকবে না। দ্বিতীয় ফুৎকারের পর নতুনভাবে সারা বিশ্ব সৃজিত হবে এবং সব মৃত জীবিত হয়ে যাবে। সূরা হাদীদে আরও বলা হয়েছে যে, উভয়বার শিঙ্গা ফুৎকারের মাঝখানে চল্লিশ বছরের ব্যবধান হবে। এ চল্লিশ বছর পর্যন্ত অবিরাম বৃষ্টিপাত হতে থাকবে। এ সময়ের মধ্যেই প্রতিটি মৃত মানুষ ও জন্তুর দেহের অংশ একত্রিত করে পূর্ণ কাঠামো তৈরি করা হবে। অতঃপর শিঙ্গা ফুঁকার সাথে এসব মৃতদেহে আত্মা এসে যাবে এবং জীবিত হয়ে দণ্ডায়মান হবে। এ রেওয়ায়েতের বেশির ভাগ বুখারী ও মুসলিম থেকে এবং কিছু অংশ আবূ দাউদের কিতাবুল বা'ছ থেকে গৃহীত হয়েছে।

দ্বিতীয় আয়াতে ইরশাদ হয়েছে : وَالْبَلَدُ الطَّيِّبُ يَخْرُجُ نَبَاتُهُ بِإِذْنِ رَبِّهِ وَالَّذِي خَبُثَ لَا يَخْرُجُ إِلَّا نَكِدًا - نَكِدٌ শব্দের অর্থ ঐ বস্তু, যা অনর্থক এবং সামান্য। অর্থাৎ বৃষ্টির কল্যাণধারা যদিও প্রত্যেক শহর ও ভূখণ্ডে দু'প্রকার হয়ে থাকে। এক. উর্বর ও ভালো যাতে উৎপাদন ক্ষমতা রয়েছে। এ ধরনের ভূখণ্ড থেকে সর্বপ্রকার ফল-ফসল উৎপন্ন হয়। দুই. শক্ত ও লবণাক্ত ভূভণ্ড। এতে উৎপাদনের যোগ্যতা নেই। এরূপ ভূখণ্ডে একে তো কিছু উৎপন্নই হয় না, আর কিছু হলেও খুব অল্প পরিমাণ হয়। যা উৎপন্ন হয় তাও অকোজো ও নষ্ট হয়ে থাকে।

আয়াতের শেষে বলা হয়েছে : كَذَٰلِكَ نُصَرِّفُ الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَشْكُرُونَ অর্থাৎ আমি স্বীয় শক্তির প্রমাণাদি নানাভাবে বর্ণনা করি তাদের জন্য যারা এগুলোর মর্যাদা দেয়।

এতে ইঙ্গিত রয়েছে যে, বৃষ্টির কল্যাণধারার মতো আল্লাহর হেদায়েত ও নিদর্শনাবলির কল্যাণও সব মানুষের জন্য ব্যাপক, কিন্তু প্রতিটি ভূখণ্ডই যেমন বৃষ্টি থেকে উপকার লাভ করে না, তেমনি প্রতিটি মানুষই এ হেদায়েত থেকে ফায়দা হাসিল করে না; বরং একমাত্র তারাই ফায়দা হাসিল করে, যারা কৃতজ্ঞ ও জ্ঞান সম্পন্ন এসব নিদর্শনের মর্যাদা দেওয়ার মতো যোগ্যতা রাখে।

قوله لَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ فَقَالَ يَا قَوْمِ ... إِنَّهُمْ كَانُوا قَوْمًا عَمِينَ (٥٩-٦٤) : আলোচ্য আয়াতসমূহ সূরা আ'রাফের পূর্ণ অষ্টম রুকূ'। এতে হযরত নূহ (আ.) এর উম্মতের অবস্থা ও তাদের সংলাপের বিবরণ রয়েছে। নবীগণের পরম্পরায় হযরত আদম (আ.) যদিও সর্বপ্রথম নবী, কিন্তু তাঁর আমলে ঈমানের সাথে কুফর ও গোমরাহীর মোকাবিলা ছিল না। তাঁর শরিয়তের অধিকাংশ বিধানই পৃথিবী আবাদকরণ ও মানবীয় প্রয়োজনাদির সাথে সম্পৃক্ত ছিল। কুফর ও কাফেরদের কোথাও অস্তিত্ব ছিল না। কুফর ও শিরকের সাথে ঈমানের প্রতিদ্বন্দ্বিতা হযরত নূহ (আ.)-এর আমল থেকেই শুরু হয় রিসালত ও শরিয়তের দিক দিয়ে তিনিই জগতের প্রথমত রাসূল। এছাড়া তুফানে সমগ্র বিশ্ব নিমজ্জিত হওয়ার পর যারা প্রাণে বেঁচে ছিল, তারা ছিল হযরত নূহ (আ.) ও তাঁর নৌকাস্থিত সঙ্গী সাথী। তাদের দ্বারাই পৃথিবী নতুনভাবেই আবাদ হয়। এ কারণেই তাঁকে ছোট আদম বলা হয়। বলাবাহুল্য, একারণেই পয়গম্বরগণের কাহিনীর সূচনা তাঁর দ্বারাই করা হয়েছে। এই কাহিনীতে সাড়ে নয়শ' বছরের সুদীর্ঘ আয়ুকালে তাঁর পয়গম্বরসুলভ চেষ্টা চরিত্র, অধিকাংশ উম্মতের বিরুদ্ধাচরণ এবং এর পরিণতিতে গুটি কতক ঈমানদার ছাড়া অবশিষ্ট সবার প্লাবনে নিমজ্জিত হওয়ার বিষয় বর্ণিত হয়েছে। এর বিবরণ নিম্নরূপ :

প্রথম আয়াতে বলা হয়েছে : لَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ নূহ (আ.) হযরত আদমের অষ্টম পুরুষ। মুসতাদরাক হাকেমে হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) থেকে বর্ণিত রয়েছে যে, হযরত আদম (আ.) ও নূহ (আ.)-এর মাঝখানে দশ শতাব্দী অতিক্রান্ত হয়েছে। এ বিষয়বস্তুই তাবারানী হযরত আবূ যর (রা.)-এর বাচনিক রাসূলুল্লাহ ﷺ থেকে বর্ণনা করেছেন। –[তাফসীরে মাযহারী]

একশ' বছরে এক শতাব্দী হয়। তাই এ রেওয়ায়েত অনুযায়ী তাঁদের উভয়ের মাঝে এক হাজার বছরের ব্যবধান হয়ে যায়। ইবনে জারীর (র.) বর্ণনা করেন যে, হযরত নূহ (আ.)-এর জন্ম হযরত আদম (আ.)-এর জন্মের আটশ' ছাব্বিশ বছর পর হয়েছিল। আর কুরআনের বর্ণনা অনুযায়ী তাঁর বয়স হয়েছিল নয়শ' পঞ্চাশ বছর, হযরত আদম (আ.)-এর বয়স সম্পর্কে এক হাদীসে চল্লিশ কম এক হাজার বছর বলা হয়েছে। এভাবে হযরত আদম (আ.)-এর জন্ম থেকে হযরত নূহ (আ.)-এর ওফাত পর্যন্ত মোট দু'হাজার আটশ' ছাপ্পান্ন বছর হয়। –[মাযহারী] হযরত নূহ (আ.)-এর আসল নাম 'শাকের'। কোনো কোনো রেওয়ায়েতে 'সাকান' এবং কোনো কোনো রেওয়ায়েতে আব্দুল গাফফার বর্ণিত হয়েছে।

এ ব্যাপারে মতভেদ রয়েছে যে, তাঁর যুগটি হযরত ইদরীস (আ.)-এর পূর্বে ছিল, না পরে? অধিকাংশ সাহাবীর মতে তিনি পূর্বে ছিলেন। –[বাহরে মুহীত]

মুস্তাদরাকে হাকেমে হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) থেকে বর্ণিত রয়েছে রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন : হযরত নূহ (আ.) চল্লিশ বছর বয়সে নবুয়ত প্রাপ্ত হন এবং প্লাবনের পর ষাট বছর জীবিত থাকেন।

لَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ আয়াত দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, হযরত নূহ (আ.) শুধু স্বজাতিরই জন্য নবী হিসেবে প্রেরিত হয়েছিলেন। তিনি সমগ্র বিশ্বের নবী ছিলেন না। তাঁর সম্প্রদায় ইরাকে বসবাসকারী ছিল এবং বাহ্যত সভ্য হলেও শিরকে লিপ্ত ছিল। তিনি তাদেরকে দাওয়াত দিয়ে একথা বলেন : فَقَالَ يٰقَوْمِ اعْبُدُوا اللّٰهَ مَا لَكُمْ مِّنْ إِلٰهٍ غَيْرُهُ إِنِّيْ أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيْمٍ অর্থাৎ হে আমার সম্প্রদায়! তোমরা আল্লাহ তা'আলার ইবাদত কর। তিনি ব্যতীত তোমাদের কোনো উপাস্য নেই । আমি তোমাদের জন্য একটি মহাদিবসের শাস্তির আশঙ্কা করি। এর প্রথম বাক্যে আল্লাহ তা'আলার ইবাদতের প্রতি দাওয়াত রয়েছে। এটাই সব নীতির মূলনীতি। দ্বিতীয় বাক্যে শিরক ও কুফর থেকে বিরত থাকতে বলা হয়েছে। এটি এ সম্প্রদায়ের মধ্যে মহামারীর আকারে ছড়িয়ে পড়েছিল। তৃতীয় বাক্যে ঐ মহাশাস্তির আশঙ্কা সম্পর্কে অবহিত করা হয়েছে যা বিরুদ্ধাচারণের আবশ্যম্ভাবী পরিণতি। এর অর্থ পরকালের মহাশাস্তিও হতে পারে এবং জগতে প্লাবনের শাস্তিও হতে পারে। (কবীর) তাঁর সম্প্রদায় উত্তরে বলল : قَالَ الْمَلَأُ مِنْ قَوْمِهِ إِنَّا لَنَرٰىكَ فِيْ ضَلٰلٍ مُّبِيْنٍ এখানে مَلَأٌ শব্দের অর্থ সম্প্রদায়ের সর্দার ও সমাজের মোড়ল। উদ্দেশ্য এই যে, হযরত নূহ (আ.)-এর দাওয়াতের জবাবে সম্প্রদায়ের প্রধানরা বলল : আমরা মনে করি যে, আপনি প্রকাশ্য ভ্রান্তিতে পতিত রয়েছেন। কারণ আপনি আমাদেরকে বাপ দাদার ধর্ম পরিত্যাগ করতে বলছেন। কিয়ামতে পুনরায় জীবিত হওয়া প্রতিদান ও শাস্তি ইত্যাদি কুসংস্কার বৈ নয়।

এহেন পীড়াদায়ক ও মর্মন্তুদ কথাবার্তার জবাবে হযরত নূহ (আ.) পয়গম্বরসুলভ ভাষায় যা বললেন, তা প্রচারক ও সংস্কারকদের জন্য একটি উজ্জ্বল শিক্ষা ও হেদায়েত। উত্তেজনার স্থলে উত্তেজিত ও ক্রোধান্বিত হওয়ার পরিবর্তে তিনি সহজ-সরল ভাষায় তাদের সন্দেহ নিরসনে প্রবৃত্ত হলেন। বললেন :

قَالَ يٰقَوْمِ لَيْسَ بِيْ ضَلٰلَةٌ وَّلٰكِنِّيْ رَسُوْلٌ مِّنْ رَّبِّ الْعٰلَمِيْنَ - أُبَلِّغُكُمْ رِسٰلٰتِ رَبِّيْ وَأَنْصَحُ لَكُمْ وَأَعْلَمُ مِنَ اللّٰهِ مَا لَا تَعْلَمُوْنَ

অর্থাৎ হে আমার সম্প্রদায়! আমার মধ্যে কোনো পথভ্রষ্টতা নেই। তবে আমি তোমাদের ন্যায় পৈতৃক ধর্মের অনুসারী নই; বরং বিশ্ব পালকের পক্ষ থেকে প্রেরিত পয়গম্বর। আমি যা কিছু বলি, মহান পালনকর্তার নির্দেশেই বলি এবং আল্লাহ তা'আলার পয়গামই তোমাদের কাছে পৌছাই । এতে তোমাদেরই মঙ্গল। এতে না আল্লাহর কোনো লাভ আছে এবং না আমার কোনো স্বার্থ আছে। এখানে رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ 'বিশ্ব পালনকর্তা' শব্দটি শিরকের মূলে কুঠারাঘাত স্বরূপ।

এ সম্পর্কে চিন্তা করলে কোনো দেবদেবী ইয়াযদাঁ ও আহরেমানই টিকতে পারে না। এরপর বলেছেন : কিয়ামতের শাস্তি সম্পর্কে তোমাদের যে সন্দেহ এর কারণ তোমাদের অজ্ঞতা। আমাকে আল্লাহর পক্ষ থেকে এ সম্পর্কে নিশ্চিত জ্ঞান দান করা হয়েছে।

এর পর তাদের দ্বিতীয় সন্দেহের উত্তর দেওয়া হয়েছে , যা সূরা মুমিনুনে স্পষ্টভাবে উল্লিখিত রয়েছে :

مَا هٰذَا إِلَّا بَشَرٌ مِّثْلُكُمْ يُرِيْدُ أَنْ يَّتَفَضَّلَ عَلَيْكُمْ وَلَوْ شَآءَ اللّٰهُ لَأَنْزَلَ مَلٰٓئِكَةً অর্থাৎ নূহ (আ.)-এর দাওয়াত শোনে তাঁর কওম এমনও সন্দেহ করল যে, সে তো আমাদেরই মতো একজন মানুষ, আমদেরই মতো পানাহার করে এবং নিদ্রিত ও জাগ্রত হয়, তাঁকে আমরা কিরূপে অনুসৃত মেনে নিতে পারি? আল্লাহ তা'আলা যদি আমাদের কাছে কোনো পয়গাম পাঠাতে চাইতেন, তবে ফেরেশতাদেরকে প্রেরণ করতেন। তাদের স্বাতন্ত্র্য ও মাহাত্ম্য আমাদের দৃষ্টিতে সুস্পষ্ট হতো এবং এছাড়া আর কোনো কিছু নয় যে, আমাদের গোত্রেরই এক ব্যক্তি আমাদের উপর শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিষ্ঠিত করতে চায়।

এর উত্তরে তিনি বললেন : أَوَعَجِبْتُمْ أَنْ جَآءَكُمْ ذِكْرٌ مِّنْ رَّبِّكُمْ عَلٰى رَجُلٍ مِّنْكُمْ لِيُنْذِرَكُمْ وَلِتَتَّقُوْا وَلَعَلَّكُمْ تُرْحَمُوْنَ অর্থাৎ তোমরা কি এ ব্যাপারে বিস্মিত যে, তোমাদের পালনকর্তার পয়গাম তোমাদেরই মধ্য থেকে একজনের মাধ্যমে তোমাদের কাছে এসেছে, যাতে সে তোমাদেরকে ভীতি প্রদর্শন করে, যাতে তোমরা ভীত হও এবং যাতে তোমরা অনুগৃহীত হও। অর্থাৎ তাঁর ভয় প্রদর্শনের ফলে তোমরা হুশিয়ার হয়ে বিরুদ্ধাচরণ ত্যাগ কর, যার ফলে তোমাদের প্রতি অনুগ্রহ নাজিল হয়।

উদ্দেশ্য এই যে, মানুষকে রাসূল রাসূলরূপে মনোনীত করা কোনো বিস্ময়কর ব্যাপার নয়। প্রথমত আল্লাহ তা'আলা সম্পূর্ণ স্বেচ্ছাধীন। তিনি যাকে ইচ্ছা রেসালত দান করবেন। এতে কারও টু-শব্দটি করার অধিকার নেই। এছাড়া আসল ব্যাপারে চিন্তা করলেও বুঝা যায় যে, সাধারণ মানুষের প্রতি রেসালাতের উদ্দেশ্য মানুষের মাধ্যমেই পূর্ণ হতে পারে। ফেরেশতাদের দ্বারা এ উদ্দেশ্য সাধিত হতে পারে না।

https://e-ilm.weebly.com/

https://e-ilm.weebly.com/

ইতিহাসবিদগণের উক্তি বিভিন্ন রূপ। অধিক প্রসিদ্ধ উক্তি এই যে, আদের দাদার নাম ইরাম। তাঁর পুত্র আওসের বংশধররাই আদ। তাদেরকে প্রথম আদ বলা হয়। অপর পুত্র জাসুর পুত্র হচ্ছে ছামূদ। তার বংশধরকে দ্বিতীয় আদ বলা হয়। এ বক্তব্যের সারমর্ম এই যে, আদ ও ছামূদ উভয়ই ইরামের দু'শাখা। এক শাখাকে প্রথম 'আদ' এবং অপর শাখাকে 'ছামূদ' বা দ্বিতীয় 'আদ' বলা হয়। 'ইরাম' শব্দটি আদ ও ছামূদ উভয়ের জন্য সমভাবে প্রযোজ্য।

আদ সম্প্রদায়ের তেরটি পরিবার ছিল। আম্মান থেকে শুরু করে হাযরামাওত ও ইয়ামন পর্যন্ত তাদের বসতি ছিল। তাদের খেত খামারগুলো অত্যন্ত সজীব ও শস্য-শ্যামল ছিল। সব রকম বাগান ছিল। তারা ছিল সুঠামদেহী ও বিরাট বপুসম্পন্ন। আয়াতে وَزَادَكُمْ فِي الْخَلْقِ بَصْطَةً বাক্যের উদ্দেশ্য তাই। আল্লাহ তা'আলা তাদের সামনে দুনিয়ার যাবতীয় নিয়ামতের দ্বার খুলে দিয়েছিলেন। কিন্তু বক্রবুদ্ধির কারণেই এসব নিয়ামতেই তাদের জন্য কাল হয়ে দাঁড়ালো। তারা শক্তিমদমত্ত হয়ে مَنْ أَشَدُّ مِنَّا قُوَّةً (আমাদের চাইতে শক্তিশালী কে?)–এর ঔদ্ধত্য প্রদর্শন করতে থাকে।

যে বিশ্ব প্রতিপালকের নিয়ামতের বৃষ্টি তাদের উপর বর্ষিত হচ্ছিল, তারা তাঁকে পরিত্যাগ করে মূর্তিপূজায় আত্মনিয়োগ করে।

কোনো কোনো তাফসীরবিদ বলেন : আদ সম্প্রদায়ের উপর যখন আজাব আসে, তখন তাদের একটি প্রতিনিধি দল মক্কা গমন করেছিল। ফলে তারা আজাব থেকে রক্ষা পেয়ে যায়। তাদেরকে দ্বিতীয় আদ বলা হয়। –[বয়ানুল কুরআন]

'হূদ' একজন পয়গম্বরের নাম। তিনি হযরত নূহ (আ.)–এর পঞ্চম পুরুষের মধ্যে এবং সামের বংশধর এক ব্যক্তি। আদ সম্প্রদায় এবং হূদ (আ.)–এর বংশ তালিকা চতুর্থ পুরুষে সাম পর্যন্ত পৌঁছে এক হয়ে যায়। তাই হূদ (আ.) আদের বংশগত ভাই। এ কারণেই আয়াতে أَخَاهُمْ هُودًا (তাদের ভাই হূদ) বলা হয়েছে।

হযরত হূদ (আ.) -এর বংশ তালিকা ও কিছু জীবন-চরিত্র : আল্লাহ তা'আলাই তাদের হেদায়েতের জন্য হযরত হূদ (আ.)-কে পয়গম্বররূপে প্রেরণ করেন। তিনি ছিলেন তারই পরিবারের একজন। আরব বংশে বিশেষজ্ঞ আবুল বারাকাত জওফী লিখেন : হযরত হূদ (আ.)–এর পুত্র ইয়ারাব ইবনে কাহতান ইয়ামনে পৌঁছে বসতি স্থাপন করে। ইয়ামনের সব সম্প্রদায় তাঁরই বংশধর। আরবি ভাষার সূচনা তাঁর থেকেই হয়েছে এবং তার নামানুসারে ভাষার নাম আরবি এবং এ ভাষাভাষীদের নাম হয়েছে আরব। –[বাহরে মুহীত]

কিন্তু বিশুদ্ধ তথ্য এই যে, আরবি ভাষা হযরত নূহ (আ.)-এর আমল থেকেই প্রচলিত ছিল। হযরত নূহ (আ.)–এর নৌকার একজন আরোহী জুরহাম আরবি ভাষায় কথা বলতেন। –[বাহরে মুহীত]। জুরহাম থেকেই মক্কা শহর আবাদ হয়েছে। এটা সম্ভব যে, ইয়ামনে আরবি ভাষার সূচনা ইয়ারাব ইবনে কাহতান থেকে হয়েছিল। আবুল বারাকাতের বক্তব্যের উদ্দেশ্যও হয়তো তাই।

হযরত হূদ (আ.) আদ জাতিকে মূর্তি পূজা ত্যাগ করে একত্ববাদের অনুসরণ করতে এবং অত্যাচার উৎপীড়ন ত্যাগ করে ন্যায় ও সুবিচারেরে পথ ধরতে আদেশ করেন। কিন্তু তারা স্বীয় ধনৈশ্বর্যের মোহে মত্ত হয়ে তাঁর আদেশ অমান্য করে। এ পরিণতিতে তাদের উপর প্রথম আজাব নাজিল হয় এবং তিন বছর পর্যন্ত উপর্যুপরি বৃষ্টি বন্ধ থাকে। তাদের শস্যক্ষেত শুষ্ক বালুকাময় মরুভূমিতে পরিণত হয়ে যায়। বাগান জ্বলে পুড়ে ছারখার হয়ে যায়। কিন্তু এতদসত্ত্বেও তারা শিরক ও মূর্তি পূজা ত্যাগ করে না। অতঃপর আট দিন সাত রাত্রি পর্যন্ত তাদের উপর প্রবল ঘূর্ণিঝড়ের আজাব আপতিত হয়। ফলে তাদের অবশিষ্ট বাগ-বাগিচা ও দালান কোঠা ভূমিসাৎ হয়ে হয়ে যায়। মানুষ ও জীব জন্তু শূন্যে উড়তে থাকে। অতঃপর উপুড় হয়ে মাটিতে পড়তে থাকে। এভাবে আদ জাতিকে সমূলে ধ্বংস করে দেওয়া হয়। আলোচ্য আয়াতসমূহে বলা হয়েছে : وَقَطَعْنَا دَابِرَ الَّذِينَ كَذَّبُوا অর্থাৎ আমি মিথ্যারোপকারীদের বংশ কেটে দিয়েছি। এর মর্ম কোনো কোনো তাফসীরকার এটাই স্থির করেছেন যে, তখন তাদের মধ্যে যারা জীবিত ছিল তাদের সবাইকে ধ্বংস করে দেওয়া হয়েছে। কেউ কেউ এর অর্থ এরূপ বর্ণনা করেছেন যে, ভবিষ্যতের জন্যও আদ জাতিকে নির্বংশ করে দেওয়া হয়েছে।

হযরত হূদ (আ.)-এর আদেশ অমান্য করা এবং কুফর ও শিরকে লিপ্ত থাকার কারণে যখন আদ জাতির উপর আজাব নাজিল হয়, তখন হযরত হূদ (আ.) ও তাঁর সঙ্গীরা একটি কুড়ে ঘরে আশ্রয় গ্রহণ করেন। আশ্চর্যের বিষয় ছিল এই যে, ঘূর্ণিঝড়ের দাপটে বিরাট বিরাট অট্টালিকা মাটিতে লুটিয়ে পড়লেও এ কুড়ে ঘরটিতে বাতাস খুব সুষম পরিমাণে প্রবেশ করত। হযরত হূদ (আ.) ও তাঁর সঙ্গীরা ঠিক আজাবের মুহূর্তেও এখানে নিশ্চিন্তে বসে রইলেন। তাঁদের কোনো কষ্টই হয়নি। সবাই ধ্বংস হয়ে যাওয়ার পর তিনি মক্কায় চলে যান এবং সেখানেই ওফাত পান। –[বাহরে মুহীত]

https://e-ilm.weebly.com/

আদ জাতির উপর ঘূর্ণিঝড়ের আকারে আজাব আসা কুরআন পাকে সুস্পষ্টভাবে উল্লিখিত রয়েছে। সূরা মু'মিনুনে হযরত নূহ (আ.) -এর কাহিনী উল্লেখ করার পর বলা হয়েছে : ثُمَّ أَنْشَأْنَا مِنْ بَعْدِهِمْ قَرْنًا آخَرِينَ অর্থাৎ অতঃপর আমি তাদের পরে আরও একটি সম্প্রদায় সৃষ্টি করেছি। বাহ্যত এরাই হচ্ছে 'আদ' জাতি। পরে এ সম্প্রদায়ের কাজ-কর্ম ও কথাবার্তা বর্ণনা করার পর বলা হয়েছে فَأَخَذَتْهُمُ الصَّيْحَةُ بِالْحَقِّ অর্থাৎ একটি বিকট শব্দ তাদেরকে পাকড়াও করল। এ আয়াতের ভিত্তিতে কোনো কোনো তাফসীরবিদ বলেন : আদ জাতির উপর বিকট ধরনের শব্দের আজাব আপতিত হয়েছিল। কিন্তু উভয় মতের মধ্যে কোনো বৈপরীত্য নেই। এটা সম্ভব যে, বিকট শব্দ ঘূর্ণিঝড় ও উভয়টিই হয়েছিল।

এ হচ্ছে আদ জাতি ও হযরত হূদ (আ.) -এর সংক্ষিপ্ত ঘটনা। কুরআন পাকের ভাষায় এর বিবরণ এরূপ : وَإِلَىٰ عَادٍ أَخَاهُمْ هُودًا ۗ قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُمْ مِنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ ۚ أَفَلَا تَتَّقُونَ অর্থাৎ আমি আদ জাতির প্রতি তাদের ভাই হূদ (আ.) কে হেদায়েতের জন্য প্রেরণ করেছি। যে বলল : হে আমার সম্প্রদায়! তোমরা শুধু আল্লাহ তা'আলারই ইবাদত কর। তিনি ব্যতীত তোমাদের কোনো উপাস্য নেই। তোমরা কি ভয় করো না?

আদ জাতির পূর্বে হযরত নূহ (আ.)–এর সম্প্রদায়ের উপর পতিত মহাশাস্তির স্মৃতি তখনও মানুষের মন থেকে মুছে যায়নি। তাই হযরত হূদ (আ.) আজাবের কঠোরতা বর্ণনা করা প্রয়োজন মনে করেননি; বরং এতটুকু বলাই যথেষ্ট মনে করেছেন যে, তোমরা কি ভয় করো না?

আয়াতে বলা হয়েছে : قَالَ الْمَلَأُ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ قَوْمِهِ إِنَّا لَنَرَاكَ فِي سَفَاهَةٍ وَإِنَّا لَنَظُنُّكَ مِنَ الْكَاذِبِينَ অর্থাৎ সম্প্রদায়ের প্রধানরা বলল : আমরা তোমাকে নির্বুদ্ধিতায় লিপ্ত দেখতে পাচ্ছি। আমাদের ধারণা তুমি একজন মিথ্যাবাদী।

এটা প্রায় হযরত নূহ (আ.)-এর সম্প্রদায়ের প্রত্যুত্তরে মতোই শুধু কয়েকটি শব্দের পার্থক্য মাত্র। ৬৭ ও ৬৮ নং আয়াতে এর উত্তর প্রায় তেমনি দেওয়া হয়েছে, যেমন হযরত নূহ (আ.) দিয়েছিলেন। অর্থাৎ আমার মধ্যে কোনো নির্বুদ্ধিতা নেই। ব্যাপার শুধু এতটুকু যে, আমি বিশ্ব পালনকর্তার কাছ থেকে রাসূল হয়ে এসেছি। তাঁর বার্তা তোমাদের কাছে পৌঁছাই। আমি সুস্পষ্টভাবে তোমাদের হিতাকাঙ্ক্ষী। তাই তোমাদের পৈতৃক মূর্খতায় তোমাদের সঙ্গী হওয়ার পরিবর্তে তোমাদের ইচ্ছার বিরুদ্ধে সত্য কথা তোমাদের কাছে পৌঁছে দেই। কিন্তু তা তোমাদের মনঃপূত নয়।

শব্দ বিশ্লেষণ

نَكِدًا : সীগাহ واحد مذكر غائب বহছ صفت مشبهة বাব سَمِعَ মাসদার اَلنَّكَدُ মূলবর্ণ (ن ـ ك ـ د) জিনস صحيح অর্থ– কঠোর পরিশ্রম।

لِتَتَّقُوا : সীগাহ جمع مذكر حاضر বহছ مضارع معروف বাব اِفْتِعَالٌ মাসদার اَلْاِتِّقَاءُ মূলবর্ণ (و ـ ق ـ ى) জিনস لفيف مقرون অর্থ– যেন তোমরা সংযত হও।

تُرْحَمُونَ : সীগাহ جمع مذكر حاضر বহছ مضارع مجهول বাব سَمِعَ মাসদার اَلرَّحْمَةُ মূলবর্ণ (ر ـ ح ـ م) জিনস صحيح অর্থ– তোমরা অনুগ্রহ প্রাপ্ত হবে।

أَغْرَقْنَا : সীগাহ جمع متكلم বহছ ماضى معروف বাব اِفْعَالٌ মাসদার اَلْاِغْرَاقُ মূলবর্ণ (غ ـ ر ـ ق) জিনস صحيح অর্থ– আমি নিমজ্জিত করেছি।

عَمِينَ শব্দটি বহুবচন; একবচন عَمِىٌّ অর্থ– অন্ধলোক

لَنَرَاكَ সীগাহ جمع متكلم বহছ مضارع معروف বাব فَتَحَ মাসদার اَلرُّؤْيَةُ মূলবর্ণ (ر ـ أ ـ ى) জিনস মুরাক্কাব ناقص يائى ও مهموز عين অর্থ– অবশ্যই আমরা দেখছি

https://e-ilm.weebly.com/

https://e-ilm.weebly.com/

اُبَلِّغُكُمْ رِسٰلٰتِ رَبِّيْ وَاَنَا لَكُمْ نَاصِحٌ اَمِيْنٌ (٦٨)

অনুবাদ : (৬৮) তোমাদেরকে আমার প্রতিপালকের পয়গাম পৌছাচ্ছি আর আমি তোমাদের সত্যিকারের হিতাকাঙ্ক্ষী।

اَوَعَجِبْتُمْ اَنْ جَآءَكُمْ ذِكْرٌ مِّنْ رَّبِّكُمْ عَلٰى رَجُلٍ مِّنْكُمْ لِيُنْذِرَكُمْ ؕ وَاذْكُرُوْٓا اِذْ جَعَلَكُمْ خُلَفَآءَ مِنْۢ بَعْدِ قَوْمِ نُوْحٍ وَّزَادَكُمْ فِى الْخَلْقِ بَصْۜطَةً ۚ فَاذْكُرُوْٓا اٰلَآءَ اللّٰهِ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُوْنَ (٦٩)

(৬৯) আর তোমরা কি এ বিষয়ে আশ্চর্যবোধ করছ যে, তোমাদের প্রতিপালকের পক্ষ হতে উপদেশবাণী সমাগত হয়েছে তেমাদের নিকট এমন এক ব্যক্তির মাধ্যমে যিনি তোমাদেরই মধ্যকার একজন? যেন তিনি তোমাদের ভয় প্রদর্শন করেন, আর তোমরা সেই অবস্থা স্মরণ কর, যখন আল্লাহ তা'আলা তোমাদেরকে নূহ সম্প্রদায়ের পর [ভূপৃষ্ঠে] আবাদ করেছেন, এবং দৈহিক গঠনে তোমাদেরকে অধিক প্রশস্ততা দান করেছেন, অতএব, আল্লাহর নিয়ামতগুলো স্মরণ কর, যেন তোমাদের কল্যাণ হয়।

قَالُوْٓا اَجِئْتَنَا لِنَعْبُدَ اللّٰهَ وَحْدَهٗ وَنَذَرَ مَا كَانَ يَعْبُدُ اٰبَآؤُنَا ۚ فَاْتِنَا بِمَا تَعِدُنَآ اِنْ كُنْتَ مِنَ الصّٰدِقِيْنَ (٧٠)

(৭০) তারা বলতে লাগল, আপনি কি আমাদের নিকট এজন্য আগমন করেছেন যে, আমরা শুধু আল্লাহরই ইবাদত করি আর আমাদের পিতৃপুরুষগণ যাদেরকে পূজা করত তাদেরকে ত্যাগ করি? আর আমাদেরকে যে শাস্তির ভয় প্রদর্শন করছেন, তা আমাদের নিকট আনয়ন করুন, যদি আপনি সত্যবাদী হন।

শাব্দিক অনুবাদ

(৬৮) اُبَلِّغُكُمْ رِسٰلٰتِ رَبِّيْ তোমাদেরকে আমার প্রতিপালকের পয়গাম পৌছাচ্ছি وَاَنَا لَكُمْ نَاصِحٌ اَمِيْنٌ আর আমি তোমাদের সত্যিকারের হিতাকাঙ্ক্ষী।

(৬৯) اَوَعَجِبْتُمْ আর তোমরা কি এ বিষয়ে আশ্চর্য বোধ করছ যে اَنْ جَآءَكُمْ ذِكْرٌ مِّنْ رَّبِّكُمْ তোমাদের প্রতিপালকের পক্ষ হতে উপদেশবাণী সমাগত হয়েছে তেমাদের নিকট عَلٰى رَجُلٍ مِّنْكُمْ এমন এক ব্যক্তির মাধ্যমে যিনি তোমাদেরই মধ্যকার একজন لِيُنْذِرَكُمْ যেন তিনি তোমাদের ভয় প্রদর্শন করেন وَاذْكُرُوْٓا আর তোমরা সেই অবস্থা স্মরণ কর اِذْ جَعَلَكُمْ خُلَفَآءَ যখন আল্লাহ তা'আলা তোমাদেরকে [ভূপৃষ্ঠে] আবাদ করেছেন مِنْۢ بَعْدِ قَوْمِ نُوْحٍ নূহ সম্প্রদায়ের পর وَّزَادَكُمْ فِى الْخَلْقِ بَصْۜطَةً এবং দৈহিক গঠনে তোমাদেরকে অধিক প্রশস্ততা দান করেছেন فَاذْكُرُوْٓا اٰلَآءَ اللّٰهِ অতএব, আল্লাহর নিয়ামতগুলো স্মরণ কর لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُوْنَ যেন তোমাদের কল্যাণ হয়।

(৭০) قَالُوْٓا তারা বলতে লাগল اَجِئْتَنَا لِنَعْبُدَ اللّٰهَ وَحْدَهٗ আপনি কি আমাদের নিকট এজন্য আগমন করেছেন যে, আমরা শুধু আল্লাহরই ইবাদত করি وَنَذَرَ مَا كَانَ يَعْبُدُ اٰبَآؤُنَا আর আমাদের পিতৃপুরুষগণ যাদেরকে পূজা করত তাদেরকে ত্যাগ করি فَاْتِنَا بِمَا تَعِدُنَآ আর আমাদেরকে যে শাস্তির ভয় প্রদার্শন করছেন, তা আমাদের নিকট আনয়ন করুন اِنْ كُنْتَ مِنَ الصّٰدِقِيْنَ যদি আপনি সত্যবাদী হন।

قَالَ قَدْ وَقَعَ عَلَيْكُمْ مِّنْ رَّبِّكُمْ رِجْسٌ وَّغَضَبٌ ۖ اَتُجَادِلُوْنَنِيْ فِيْٓ اَسْمَآءٍ سَمَّيْتُمُوْهَآ اَنْتُمْ وَاٰبَآؤُكُمْ مَّا نَزَّلَ اللّٰهُ بِهَا مِنْ سُلْطٰنٍ ۚ فَانْتَظِرُوْٓا اِنِّيْ مَعَكُمْ مِّنَ الْمُنْتَظِرِيْنَ (٧١)	অনুবাদ : (৭১) তিনি বললেন, ব্যস, এখন তোমাদের উপর আল্লাহ তা'আলার পক্ষ হতে আজাব ও গজব আসার উপক্রম হয়েছে, তোমরা কি আমার সঙ্গে এমন কতকগুলো নাম সম্পর্কে বিতর্ক করছ যেগুলোকে তোমরা এবং তোমাদের পিতৃপুরুষগণ নির্দিষ্ট করে নিয়েছে, তাদের উপাস্য হওয়া সম্পর্কে আল্লাহ তা'আলা কোনো প্রমাণ প্রেরণ করেননি, অতএব, তোমরা প্রতীক্ষা করতে থাক, আমিও তোমাদের সাথে প্রতীক্ষায় রইলাম।
فَاَنْجَيْنٰهُ وَالَّذِيْنَ مَعَهٗ بِرَحْمَةٍ مِّنَّا وَقَطَعْنَا دَابِرَ الَّذِيْنَ كَذَّبُوْا بِاٰيٰتِنَا وَمَا كَانُوْا مُؤْمِنِيْنَ (٧٢)	(৭২) ফলকথা আমি তাঁকে এবং তাঁর সঙ্গিদেরকে স্বীয় করুণার দ্বারা রক্ষা করলাম, এবং সে সমস্ত লোকের মূলোৎপাটন করে দিলাম যারা আমার আয়াতগুলোকে মিথ্যা সাব্যস্ত করেছিল, আর তারা ঈমান আনয়নকারী। [-ও] ছিল না।
وَاِلٰى ثَمُوْدَ اَخَاهُمْ صٰلِحًا ۘ قَالَ يٰقَوْمِ اعْبُدُوا اللّٰهَ مَا لَكُمْ مِّنْ اِلٰهٍ غَيْرُهٗ ۚ قَدْ جَآءَتْكُمْ بَيِّنَةٌ مِّنْ رَّبِّكُمْ ۚ هٰذِهٖ نَاقَةُ اللّٰهِ لَكُمْ اٰيَةً فَذَرُوْهَا تَاْكُلْ فِيْٓ اَرْضِ اللّٰهِ وَلَا تَمَسُّوْهَا بِسُوْٓءٍ فَيَاْخُذَكُمْ عَذَابٌ اَلِيْمٌ (٧٣)	(৭৩) আর আমি ছামূদ সম্প্রদায়ের প্রতি তাদের ভ্রাতা ছালেহকে প্রেরণ করলাম, তিনি [স্বীয় সম্প্রদায়কে] বললেন, হে আমার সম্প্রদায়! তোমরা [কেবল] আল্লাহর ইবাদত কর, তিনি ভিন্ন কেউ তোমাদের মা'বূদ নেই, তোমাদের নিকট তোমাদের প্রতিপালকের পক্ষ হতে একটি স্পষ্ট নিদর্শন এসেছে, এটা আল্লাহর উষ্ট্রী, যা তোমাদের জন্য প্রমাণস্বরূপ, অতএব, এটাকে মুক্ত করে দাও, যেন আল্লাহর জমিনে খেয়ে বেড়ায়, আর তোমরা তাকে মন্দ উদ্দেশ্যে স্পর্শও করো না অন্যথা তোমাদেরকে যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি পাকড়াও করবে।

রুকু ৯

শাব্দিক অনুবাদ

(৭১) قَالَ তিনি বললেন قَدْ وَقَعَ عَلَيْكُمْ ব্যস, এখন তোমাদের উপর আসার উপক্রম হয়েছে مِّنْ رَّبِّكُمْ আল্লাহ তা'আলার পক্ষ হতে رِجْسٌ وَّغَضَبٌ আজাব ও গজব اَتُجَادِلُوْنَنِيْ তোমরা কি আমার সঙ্গে বিতর্ক করছ فِيْٓ اَسْمَآءٍ এমন কতকগুলো নাম সম্পর্কে سَمَّيْتُمُوْهَآ اَنْتُمْ وَاٰبَآؤُكُمْ যেগুলোকে তোমরা এবং তোমাদের পিতৃপুরুষগণ নির্দিষ্ট করে নিয়েছে مَّا نَزَّلَ اللّٰهُ بِهَا مِنْ سُلْطٰنٍ তাদের উপাস্য হওয়া সম্পর্কে আল্লাহ তা'আলা কোনো প্রমাণ প্রেরণ করেননি فَانْتَظِرُوْٓا অতএব, তোমরা প্রতীক্ষা করতে থাক اِنِّيْ مَعَكُمْ مِّنَ الْمُنْتَظِرِيْنَ আমিও তোমাদের সাথে প্রতীক্ষায় রইলাম।

(৭২) فَاَنْجَيْنٰهُ وَالَّذِيْنَ مَعَهٗ ফলকথা আমি তাঁকে এবং তাঁর সঙ্গীদেরকে রক্ষা করলাম بِرَحْمَةٍ مِّنَّا স্বীয় করুণার দ্বারা وَقَطَعْنَا دَابِرَ এবং সে সমস্ত লোকের মূলোৎপাটন করে দিলাম الَّذِيْنَ كَذَّبُوْا بِاٰيٰتِنَا যারা আমার আয়াতগুলোকে মিথ্যা সাব্যস্ত করেছিল وَمَا كَانُوْا مُؤْمِنِيْنَ আর তারা ঈমান আনয়নকারী [-ও] ছিল না।

(৭৩) وَاِلٰى ثَمُوْدَ اَخَاهُمْ صٰلِحًا আর আমি ছামূদ সম্প্রদায়ের প্রতি তাদের ভ্রাতা ছালেহকে প্রেরণ করলাম قَالَ يٰقَوْمِ তিনি [স্বীয় সম্প্রদায়কে] বললেন, হে আমার সম্প্রদায়! اعْبُدُوا اللّٰهَ তোমরা [কেবল] আল্লাহর ইবাদত কর مَا لَكُمْ مِّنْ اِلٰهٍ غَيْرُهٗ তিনি ভিন্ন কেউ তোমাদের মা'বূদ নেই قَدْ جَآءَتْكُمْ তোমাদের নিকট এসেছে بَيِّنَةٌ একটি স্পষ্ট নিদর্শন مِّنْ رَّبِّكُمْ তোমাদের প্রতিপালকের পক্ষ হতে هٰذِهٖ نَاقَةُ اللّٰهِ এটা আল্লাহর উষ্ট্রী لَكُمْ اٰيَةً যা তোমাদের জন্য প্রমাণস্বরূপ فَذَرُوْهَا অতএব, এটাকে মুক্ত করে দাও تَاْكُلْ فِيْٓ اَرْضِ اللّٰهِ যেন আল্লাহর জমিনে খেয়ে বেড়ায় وَلَا تَمَسُّوْهَا بِسُوْٓءٍ আর তোমরা তাকে মন্দ উদ্দেশ্যে স্পর্শও করো না فَيَاْخُذَكُمْ عَذَابٌ اَلِيْمٌ অন্যথা তোমাদেরকে যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি পাকড়াও করবে।

https://e-ilm.weebly.com/

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

৬৯ নং আয়াতে আদ জাতির সে আপত্তির কথাই উল্লেখ করা হয়েছে, যা তাদের পূর্বে হযরত নূহ (আ.)–এর সম্প্রদায় উত্থাপন করেছিল। অর্থাৎ আমরা নিজেদেরই মতো কোনো মানুষকে নেতারূপে কিভাবে মেনে নিতে পারি? কোনো ফেরেশতা হলে মেনে নেওয়া সম্ভব ছিল। এর উত্তরেও কুরআন পাক তাই উল্লেখ করেছে, যা হযরত নূহ (আ.) দিয়েছিলেন। অর্থাৎ এটা আশ্চর্যের বিষয় নয় যে, কোনো মানুষ আল্লাহর রাসূল হয়ে মানুষকে ভয় প্রদর্শনের জন্য আসবেন। কেননা মানুষকে বুঝানোর জন্য মানুষের পয়গম্বর হওয়াই কার্যকরী হতে পারে।

এরপর আদ জাতিকে আল্লাহ প্রদত্ত নিয়ামতসমূহ স্মরণ করিয়ে বলা হয়েছে : وَاذْكُرُوٓا اِذْ جَعَلَكُمْ خُلَفَآءَ مِنْۢ بَعْدِ قَوْمِ نُوْحٍ وَّزَادَكُمْ فِى الْخَلْقِ بَصْطَةً فَاذْكُرُوٓا اٰلَآءَ اللّٰهِ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُوْنَ অর্থাৎ স্মরণ কর যে, আল্লাহ তা'আলা তোমাদেরকে কওমে নূহের পর ভূপৃষ্ঠের মালিক করে দিয়েছেন এবং দেহাবয়বে বিশালতা ও সংখ্যায় আধিক্য দিয়েছেন। আল্লাহর এসব নিয়ামত স্মরণ করলে তোমাদের মঙ্গল হবে।

কিন্তু এ আবাধ্য জাতি এসব উপদেশের প্রতি কর্ণপাত করল না। তারা পথভ্রষ্টদের চিরাচরিত প্রথায় উত্তর দিল : তুমি কি আমাদের বাপ দাদাদের ধর্ম আমাদের কাছ থেকে ছিনিয়ে নিতে চাও? দেবতাদেরকে ছেড়ে আমরা এক আল্লাহর ইবাদত করি, এটাই কি তোমার কাম্য? না, আমরা তা করতে পারব না। তুমি যে শাস্তির হুমকি দিচ্ছ, তা নিয়ে আস যদি সত্যবাদী হও।

৭০ নং আয়াতে হযরত হূদ (আ.) উত্তর দিয়েছেন : তোমরা যখন এমনি অবাধ্য ও অজ্ঞান, তখন তোমাদের উপর আল্লাহর গজব ও শাস্তি এলো বলে, তোমরা অপেক্ষা কর। আমিও এখন তারই প্রতীক্ষা করছি। জাতির এ উস্কানিমূলক উত্তর শুনে তিনি আজাব আসার সংবাদ দিয়েছিলেন বটে; কিন্তু পয়গম্বরসুলভ দয়া ও শুভেচ্ছা তাঁকে সাথে সাথে একথা বলতেও বাধ্য করল : পরিতাপের বিষয়, তোমরা এবং তোমাদের বাপ দাদারা জড় ও অচেতন পদার্থসমূহকে উপাস্য করে নিয়েছে। এদের উপাস্য হওয়ার না কোনো যুক্তিগত প্রমাণ আছে, না ইতিহাসগত। এদের ইবাদতে তোমরা এতই পাকা হয়ে গেছ যে, এদের সমর্থনে আমার সাথে বিতর্ক করে যাচ্ছ।

সর্বশেষ আয়াতে বলা হয়েছে, হযরত হূদ (আ.)–এর সব প্রচেষ্টা এবং আদ জাতির অবাধ্যতার সর্বশেষ পরিণতি এই দাঁড়ায় যে, আমি হূদ ও তাঁর সাথি মুমিনদেরকে আজাব থেকে নিরাপদে রেখেছি এবং মিথ্যারোপকারীদের মূল কেটে দিয়েছি। তারা বিশ্বাস স্থাপনকারী ছিল না।

এ কাহিনীতে গাফেলদের জন্য আল্লাহর স্মরণ ও আনুগত্যে আত্মনিয়োগ করার নির্দেশ, বিরুদ্ধাচরণকারীদের জন্য শিক্ষাসামগ্রী এবং প্রচারক সংস্কারকদের জন্য পয়গম্বরসূলভ প্রচার ও সংস্কার পদ্ধতির শিক্ষা বিদ্যমান রয়েছে।

قوله : وَاِلٰى ثَمُوْدَ اَخَاهُمْ صٰلِحًا الخ : আলোচ্য আয়াতসমূহে হযরত ছালেহ (আ.) ও তাঁর সম্প্রদায়ের অবস্থা বর্ণিত হয়েছে। যেমন ইতঃপূর্বে কওমে নূহ ও কওমে হূদের প্রসঙ্গ আলোচিত হয়েছে। সূরা আ'রাফের শেষ পর্যন্ত পূর্ববর্তী পয়গম্বরও তাদের উম্মতদের অবস্থা এবং সত্যের প্রতি দাওয়াত দেওয়ার কারণে তাদের কুফর ও অশুভ পরিণতির বিষয় বর্ণিত হবে।

আলোচ্য প্রথম আয়াতে বলা হয়েছে : وَاِلٰى ثَمُوْدَ اَخَاهُمْ صٰلِحًا ইতঃপূর্বে আদ জাতির আলোচনায় বলা হয়েছে যে, আদ ও ছামূদ একই দাদার বংশধরের দু'ব্যক্তির নাম। তাদের সন্তানরাও তাদের নামে অভিহিত হয়ে দু'সম্প্রদায়ের পরিণত হয়। একটি আদ সম্প্রদায় আর একটি ছামূদ সম্প্রদায় তারা আরবের উত্তর পশ্চিম এলাকায় বসবাস করত । তাদের প্রধান শহরের নাম ছিল ''হজর' বর্তমানে একে সাধারণত 'মাদায়েনে ছালেহ' বলা হয়। আদ জাতির মতো ছামূদ জাতিও সম্পন্ন, শক্তিশালী ও বীর জাতি ছিল। তারা প্রস্তর খোদাই ও স্থাপত্য বিদ্যায় খুবই পারদর্শী ছিল। সমতল ভূমিতে বিশালকায় অট্টালিকা নির্মাণ ছাড়াও পর্বত খোদাই করে নানা রকম প্রকোষ্ঠ নির্মাণ করত। 'আরদুল কুরআন''গ্রন্থে মাওলানা সাইয়্যেদ সোলায়মান নদভী লিখেছেন : তাদের স্থাপত্যের নিদর্শনাবলি আজও পর্যন্ত বিদ্যমান রয়েছে। এগুলোর গায়ে ইরামী ও ছামূদী বর্ণমালায় শিলালিপি রয়েছে।

https://e-ilm.weebly.com/

পার্থিব বিত্ত ও ধনৈশ্বর্যের পরিণতি প্রায়ই অশুভ হয়ে থাকে। বিত্তশালীরা আল্লাহ ও পরকাল ভুলে গিয়ে ভ্রান্তপথে পা বাড়ায়। সামূদ জাতির বেলায়ও তাই হয়েছে।

অথচ পূর্ববর্তী কওমে নূহের শাস্তির ঘটনাবলি তখনও লোকমুখে আলোচিত হতো এবং আদ জাতির ধ্বংসের কাহিনী যেন সাম্প্রতিক কালের ঘটনা বলে বিবেচিত হতো। কিন্তু ঐশ্বর্য ও শক্তির নেশা এমন জিনিস যে একজনে ধ্বংসস্তূপের উপর অন্যজন এসে স্বীয় প্রাসাদ নির্মাণ করে এবং প্রথম জনের ইতিবৃত্ত সম্পূর্ণ ভুলে যায়। আদ জাতির ধ্বংসের পর ছামূদ জাতি তাদের পরিত্যক্ত ঘরবাড়ি ও সহায় সম্পত্তির উত্তরাধিকারী হয় এবং যে সব জায়গায় নিজেদের বিলাস বহুল প্রাসাদ গড়ে তোলে সেখানেই তাদের ভাইয়েরা নিশ্চিহ্ন হয়েছিল। তারা আদ জতির অনুরূপ কার্যকলাপও শুরু করে দেয়। আল্লাহ ও পরকাল বিস্মিত হয়ে শিরক ও মূর্তি পূজায় মনোনিবেশ করে। আল্লাহ তা'আলা স্বীয় চিরন্তন রীতি অনুযায়ী তাদের হেদায়েতের জন্য হযরত সালেহ (আ.) কে পয়গম্বররূপে প্রেরণ করেন। তিনি বংশ ও দেশের দিক দিয়ে ছামূদ জাতিরই একজন এবং সামেরই বংশধর ছিলেন। একারণেই আয়াতে তাঁকে أَخَاهُمْ صَالِحًا অর্থাৎ ছামূদ জাতির ভাই বলে উল্লেখ করা হয়েছে। হযরত সালেহ (আ.) স্বীয় সম্প্রদায়কে সে দাওয়াতেই দেন, যা হযরত আদম (আ.) থেকে শুরু করে তখনও পর্যন্ত সমস্ত পয়গম্বর নিয়ে এসেছিলেন। যেমন, কুরআনে বলা হয়েছে : وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَّسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ অর্থাৎ আমি প্রত্যেক উম্মতে একজন করে রাসূল প্রেরণ করেছি, যাতে তারা মানুষকে আল্লাহর ইবাদত করার ও মূর্তি পূজা পরিহার করার নির্দেশ দেশ। পূর্ববর্তী পয়গম্বরদের ন্যায় ছালেহ (আ.) ও তাঁর জাতিকে এ কথাই বললেন যে, আল্লাহ তা'আলাকে প্রতিপালক ও স্রষ্টা মনে কর। তিনি ব্যতীত ইবাদতের যোগ্য কেউ নেই তাঁর ভাষায় يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُمْ مِنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ এতদসঙ্গে আরও বললেন : قَدْ جَاءَتْكُمْ بَيِّنَةٌ مِنْ رَبِّكُمْ অর্থাৎ এখন তো একটি সুস্পষ্ট নিদর্শনও প্রতিপালকের পক্ষ থেকে তোমাদের কাছে এসে গেছে। এ নিদর্শনের অর্থ একটি আশ্চর্য ধরনের উষ্ট্রী। এ আয়াতে এর সংক্ষিপ্ত উল্লেখ রয়েছে এবং কুরআনের বিভিন্ন সূরায় এর বিস্তারিত বিবরণ উল্লিখিত হয়েছে। এ উষ্ট্রির ঘটনা এই যে, হযরত সালেহ (আ.) যৌবনকাল থেকেই স্বীয় সম্প্রাদয়কে একত্ববাদের দাওয়াত দিতে শুরু করেন এবং এ কাজেই বার্ধক্যের দ্বারে উপনীত হন। তাঁর বারবার পীড়াপীড়িতে অতিষ্ঠ হয়ে তাঁর সম্প্রদায়ের লোকেরা স্থির করল যে, তাঁর কাছে এমন একটি দাবি করতে হবে যা পূরণ করতে তিনি অক্ষম হয়ে পড়বেন এবং তাঁর বিরুদ্ধে জয়লাভ করব। সে মতে তারা দাবি করল যে, আপনি যদি বাস্তবিকই আল্লাহর পয়গম্বর হন, তবে আমাদেরকে কাতেবা পাহাড়ের ভিতর থেকে একটি দশ মাসের গর্ভবতী, সবল ও স্বাস্থ্যবতী উষ্ট্রী বের করে দেখান।

হযরত সালেহ (আ.) প্রথমে তাদের কাছ থেকে অঙ্গীকার নিলেন যে, যদি আমি তোমাদের দাবি পূরণ করে দেই, তবে তোমরা আমার প্রতি ও আমার দাওয়াতের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করবে কি না? সবাই যখন এই মর্মে অঙ্গীকার করল, তখন হযরত ছালেহ (আ.) দু'রাকাত নামাজ পড়ে আল্লাহর কাছে দোয়া করলেন, ইয়া পরওয়ারদেগার, আপনার জন্য কোনো কাজই কঠিন নয়। তাদরে দাবি পূরণ করে দিন। দোয়ার সাথে সাথে পাহাড়ের গায়ে স্পন্দন দেখা গেল এবং একটি বিরাট প্রস্থর খণ্ড বিস্ফারিত হয়, তার ভিতর থেকে দাবির অনুরূপ একটি উষ্ট্রী বের হয়ে এলো।

হযরত সালেহ (আ.)–এর এ বিস্ময়কর মু'জিযা দেখে কিছু লোক তৎক্ষণাৎ মুসলমান হয়ে গেল এবং অবশিষ্টরাও মুসলমান হওয়ার ইচ্ছা করল, কিন্তু দেবদেবীদের বিশেষ পূজারী ও মূর্তিপূজার ঠাকুর ধরনের কিছু সর্দার তাদেরকে ইসলাম গ্রহণে বাধা দিল। হযরত ছালেহ (আ.) স্বীয় সম্প্রদায়কে অঙ্গীকার ভঙ্গ করতে দেখে শঙ্কিত হলেন যে, এদের উপর আজাব এসে যেতে পারে। তাই পয়গম্বরসুলভ দয়া প্রকাশ করে বললেন : এ উষ্ট্রীর দেখাশোনা কর। একে কোনোরূপ কষ্ট দিও না। এভাবে হয়ত তোমরা আজাব থেকে বেঁচে যেতে পার। এর অন্যথায় হলে তোমরা সাথে সাথে আজাবে পতিত হবে। নিম্নোক্ত আয়াতে এই কথাই ব্যক্ত হয়েছে : هَٰذِهِ نَاقَةُ اللَّهِ لَكُمْ آيَةً فَذَرُوهَا تَأْكُلْ فِي أَرْضِ اللَّهِ وَلَا تَمَسُّوهَا بِسُوءٍ فَيَأْخُذَكُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ অর্থাৎ এটি আল্লাহর উষ্ট্রী তোমাদের জন্য নিদর্শন। অতএব একে আল্লাহর জমিনে চলে বেড়াতে দাও এবং একে অনিষ্টের অভিপ্রায়ে স্পর্শ করো না। নতুবা তোমাদেরকে যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি পাকড়াও করবে। এ উষ্ট্রীকে আল্লাহর উষ্ট্রী বলার কারণ এই যে, এটি আল্লাহর আসীম শক্তির নিদর্শন এবং হযরত ছালেহ (আ.)–এর মু'জিযা হিসেবে বিস্ময়কর পন্থায় সৃষ্টি হয়েছিল। যেমন, হযরত ঈসা (আ.) এর জন্মও অলৌকিক পন্থায় হয়েছিল বলে তাঁকে রূহুল্লাহ (আল্লাহর আত্মা) বলা

https://e-ilm.weebly.com/

হয়েছে। تَأْكُلْ فِيْٓ اَرْضِ اللّٰهِ বলে ইঙ্গিত করা হয়েছে যে, এ উষ্ট্রীর পানাহারে তোমাদের মালিকানা ও তোমাদের ঘর থেকে কিছুই ব্যয় হয় না। জমিন আল্লাহর এবং এর উৎপন্ন ফসলও আল্লাহর সৃজিত। কাজেই তাঁর উষ্ট্রীকে তাঁর জমিনে স্বাধীনভাবে ছেড়ে দাও, যাতে সাধারণভাবে চাবণ ক্ষেত্রে বিচরণ করে বেড়াতে পারে।

ছামূদ জাতি যে কূপ থেকে পানি পান করত এবং জন্তুদেরকে পান করাত, এ উষ্ট্রীও সে কূপ থেকেই পানি পান করত। কিন্তু এ আশ্চর্য ধরনের উষ্ট্রী যখন পানি পান করত, তখন পানি নিঃশেষে পান করে ফেলত। হযরত ছালেহ (আ.) আল্লাহর নির্দেশে ফয়সালা করে দিলেন যে, একদিন এ উষ্ট্রী পানি পান করবে এবং অন্যদিন সম্প্রদায়ের সবাই পানি নিবে। যেদিন উষ্ট্রী পানি পান করত সেদিন অন্যরা উষ্ট্রীর দুধ দ্বারা তাদের সব পাত্র ভর্তি করে নিত। কুরআনের অন্যত্র এভাবে পানি বন্টনের কথা উল্লেখ করে বলা হয়েছে : وَنَبِّئْهُمْ اَنَّ الْمَآءَ قِسْمَةٌۢ بَيْنَهُمْ كُلُّ شِرْبٍ مُّحْتَضَرٌ অর্থাৎ হে সালেহ! তুমি স্বজাতিকে বলে দাও যে, কূপের পানি তাদের এবং উষ্ট্রীর মধ্যে বন্টন হবে। একদিন উষ্ট্রীর এবং পরবর্তী দিন তাদের। আল্লাহর পক্ষ থেকে ফেরেশতারা এ বন্টন ব্যবস্থা দেখাশোনা করবে। যাতে কেউ এর খেলাফ করতে না পারে। অন্য এক আয়াতে আছে هٰذِهٖ نَاقَةٌ لَّهَا شِرْبٌ وَّلَكُمْ شِرْبُ يَوْمٍ مَّعْلُوْمٍ অর্থাৎ এটি আল্লাহর উষ্ট্রী। একদিন এর পানি এবং অন্য নির্দিষ্ট দিনের পানি তোমাদের।

শব্দ বিশ্লেষণ

رِسٰلٰتِ : শব্দটি বহুবচন, একবচন رِسَالَةٌ অর্থ– পয়গাম, বাণী।

اَمِيْنٌ সীগাহ واحد مذكر صفت مشبهة বহছ كَرُمَ বাব اَلْاَمَانَةُ মাসদার (ا ـ م ـ ن) মূলবর্ণ مهموز فاء জিনস অর্থ– বিশ্বস্ত, বিশ্বাসী, আমানতদার, নিরাপদ, নিশ্চিন্ত, সচিব, রক্ষক।

جِئْتَ : সীগাহ واحد مذكر حاضر ماضى معروف বহছ ضَرَبَ বাব اَلْمَجِيْئَةُ মাসদার (ج ـ ى ـ ء) মূলবর্ণ জিনস মুরাক্কাব اجوف يائى ও مهموز لام অর্থ– তুমি এসেছ।

فَأْتِنَا : সীগাহ واحد مذ كر حاضر امر حاضرمعروف বহছ اِفْعَالٌ বাব اَلْاِيْتَاءُ মাসদার (ا ـ ت ـ ى) মূলবর্ণ জিনস মুরাক্কাব ناقص يائى ও مهموز فاء অর্থ– তুমি আনয়ন কর।

تَعِدُنَا : সীগাহ واحد مذكر حاضر مضارع معروف বহছ ضَرَبَ বাব اَلْعِدَةُ মাসদার (و ـ ع ـ د) মূলবর্ণ জিনস مثال واوى অর্থ– তুমি প্রতিশ্রুতি দিচ্ছ।

سَمَّيْتُمُ : সীগাহ جمع مذكر حاضر ماضى معروف বহছ تَفْعِيْلٌ বাব اَلتَّسْمِيَةُ মাসদার (س ـ م ـ و) মূলবর্ণ জিনস ناقص واوى অর্থ– তোমরা নাম রেখেছ।

دَابِرَ : সীগাহ واحد مذكر اسم فاعل বহছ نَصَرَ বাব اَلدُّبُوْرُ মাসদার (د ـ ب ـ ر) মূলবর্ণ জিনস صحيح অর্থ– অতিবাহিত হওয়া।

https://e-ilm.weebly.com/

وَاذْكُرُوْٓا اِذْ جَعَلَكُمْ خُلَفَآءَ مِنْۢ بَعْدِ عَادٍ وَّبَوَّاَكُمْ فِى الْاَرْضِ تَتَّخِذُوْنَ مِنْ سُهُوْلِهَا قُصُوْرًا وَّتَنْحِتُوْنَ الْجِبَالَ بُيُوْتًا ۚ فَاذْكُرُوْٓا اٰلَآءَ اللّٰهِ وَلَا تَعْثَوْا فِى الْاَرْضِ مُفْسِدِيْنَ (٧٤)

অনুবাদ : (৭৪) আর তোমরা সেই অবস্থাকে স্মরণ কর, যখন আল্লাহ তা'আলা তোমাদেরকে আদ সম্প্রদায়ের পর [ভূপৃষ্ঠে] আবাদ করেছেন, এবং তোমাদেরকে ভূপৃষ্ঠে থাকার জন্য বাসস্থান প্রদান করেছেন, যেন তোমরা কোমল মাটিতে বড় অট্টালিকা নির্মাণ কর এবং পাহাড়গুলোকে খুঁড়ে খুঁড়ে তাতে গৃহ নির্মাণ কর, সুতরাং আল্লাহ তা'আলার নিয়ামতগুলোকে স্মরণ কর, আর ভূপৃষ্ঠে ফ্যাসাদ বিস্তার করো না।

قَالَ الْمَلَاُ الَّذِيْنَ اسْتَكْبَرُوْا مِنْ قَوْمِهٖ لِلَّذِيْنَ اسْتُضْعِفُوْا لِمَنْ اٰمَنَ مِنْهُمْ اَتَعْلَمُوْنَ اَنَّ صٰلِحًا مُّرْسَلٌ مِّنْ رَّبِّهٖ ۚ قَالُوْٓا اِنَّا بِمَآ اُرْسِلَ بِهٖ مُؤْمِنُوْنَ (٧٥)

(৭৫) তাঁর সম্প্রদায়ের মধ্যে যে সকল দাম্ভিক সরদার ছিল, তারা সেই সকল দরিদ্রদেরকে যারা তাদের মধ্য হতে ঈমান আনয়ন করেছিল, জিজ্ঞাসা করল, তোমরা কি বিশ্বাস কর যে, ছালেহ তার পরওয়ারদেগারের পক্ষ হতে প্রেরিত [রাসূল]? তারা [উত্তরে] বলল, নিশ্চয় আমরা তো পূর্ণ বিশ্বাস রাখি তৎপ্রতি, যা তাঁকে দিয়ে প্রেরণ করা হয়েছে।

قَالَ الَّذِيْنَ اسْتَكْبَرُوْٓا اِنَّا بِالَّذِيْٓ اٰمَنْتُمْ بِهٖ كٰفِرُوْنَ (٧٦)

(৭৬) সেই দাম্ভিক ব্যক্তিরা বলতে লাগল, তোমরা যে বিষয়ের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করেছ, আমরা তো তার অস্বীকারকারী।

শাব্দিক অনুবাদ

(৭৪) وَاذْكُرُوْٓا আর তোমরা সেই অবস্থাকে স্মরণ কর اِذْ جَعَلَكُمْ خُلَفَآءَ যখন আল্লাহ তা'আলা তোমাদেরকে [ভূপৃষ্ঠে] আবাদ করেছেন مِنْۢ بَعْدِ عَادٍ আদ সম্প্রদায়ের পর وَّبَوَّاَكُمْ فِى الْاَرْضِ এবং তোমাদেরকে ভূপৃষ্ঠে থাকার জন্য বাসস্থান প্রদান করেছেন تَتَّخِذُوْنَ مِنْ سُهُوْلِهَا قُصُوْرًا যেন তোমরা কোমল মাটিতে বড় অট্টালিকা নির্মাণ কর وَّتَنْحِتُوْنَ الْجِبَالَ بُيُوْتًا এবং পাহাড়গুলোকে খুঁড়ে খুঁড়ে তাতে গৃহ নির্মাণ কর فَاذْكُرُوْٓا اٰلَآءَ اللّٰهِ সুতরাং আল্লাহ তা'আলার নিয়ামতগুলোকে স্মরণ কর وَلَا تَعْثَوْا فِى الْاَرْضِ مُفْسِدِيْنَ আর ভূপৃষ্ঠে ফ্যাসাদ বিস্তার করো না।

(৭৫) قَالَ জিজ্ঞাসা করল الْمَلَاُ الَّذِيْنَ اسْتَكْبَرُوْا যে সকল দাম্ভিক সরদার ছিল مِنْ قَوْمِهٖ তাঁর সম্প্রদায়ের মধ্যে لِلَّذِيْنَ اسْتُضْعِفُوْا তারা সেই সকল দরিদ্রদেরকে لِمَنْ اٰمَنَ مِنْهُمْ যারা তাদের মধ্য হতে ঈমান আনয়ন করেছিল اَتَعْلَمُوْنَ তোমরা কি বিশ্বাস কর যে اَنَّ صٰلِحًا مُّرْسَلٌ مِّنْ رَّبِّهٖ সালেহ তার পরওয়ারদেগারের পক্ষ হতে প্রেরিত [রাসূল]? قَالُوْٓا তারা [উত্তরে] বলল اِنَّا بِمَآ اُرْسِلَ بِهٖ مُؤْمِنُوْنَ নিশ্চয় আমরা তো পূর্ণ বিশ্বাস রাখি তৎপ্রতি, যা তাঁকে দিয়ে প্রেরণ করা হয়েছে।

(৭৬) قَالَ الَّذِيْنَ اسْتَكْبَرُوْٓا সেই দাম্ভিক ব্যক্তিরা বলতে লাগল اِنَّا بِالَّذِيْٓ اٰمَنْتُمْ بِهٖ كٰفِرُوْنَ তোমরা যে বিষয়ের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করেছ, আমরা তো তার অস্বীকারকারী।

https://e-ilm.weebly.com/

https://e-ilm.weebly.com/

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

৭৪ নং আয়াতে এ অবাধ্য ও অঙ্গীকার ভঙ্গকারী জাতির শুভেচ্ছা ও তাদেরকে আজাব থেকে বাঁচানোর জন্য পুনরায় তাদেরকে আল্লাহর নিয়ামতসমূহ স্মরণ করানো হয়েছে, যাতে তারা অবাধ্যতা পরিহার করে। বলা হয়েছে : وَاذْكُرُوْٓا اِذْ جَعَلَكُمْ خُلَفَآءَ مِنْۢ بَعْدِ عَادٍ وَّبَوَّاَكُمْ فِى الْاَرْضِ এতে خُلَفَاءُ শব্দটি خَلِيْفَةٌ -এর বহুবচন। এর অর্থ হলো স্থলাভিষিক্ত ও প্রতিনিধি। قُصُوْرًا শব্দটি قَصْرٌ -এর বহুবচন। এর অর্থ উচ্চ অট্টালিকা ও প্রাসাদ। تَنْحِتُوْنَ শব্দটি نَحْتٌ থেকে উদ্ভূত। এর অর্থ প্রস্তর খোদাই করা। جِبَالًا শব্দটি جَبَلٌ -এর বহুবচন। এর অর্থ পাহাড়। بُيُوْتًا শব্দটি بَيْتٌ -এর বহুবচন। এর অর্থ প্রকোষ্ঠ। অর্থাৎ আল্লাহর তা'আলার নিয়ামত স্মরণ কর যে, তিনি আদ জাতিকে ধ্বংস করে তাদের স্থলে তোমাদেরকে অভিষিক্ত করেছেন, তাদের ঘর বাড়ি ও সহায় সম্পত্তি তোমাদেরকে দান করেছেন এবং তোমাদেরকে এ শিল্প কার্য শিক্ষা দিয়েছেন যে, উন্মুক্ত জায়গায় তোমরা প্রাসাদোপম অট্টালিকা নির্মাণ করে ফেল এবং পাহাড়ের গাত্র খোদাই করে তাতে প্রকোষ্ঠ তৈরি কর। আয়াতের শেষে বলা হয়েছে : فَاذْكُرُوْٓا اٰلَآءَ اللّٰهِ وَلَا تَعْثَوْا فِى الْاَرْضِ مُفْسِدِيْنَ অর্থাৎ আল্লাহর নিয়ামতসমূহ স্মরণ কর, অনুগ্রহ স্বীকার কর, তাঁর আনুগত্য অবলম্বন কর এবং পৃথিবীতে অনর্থ সৃষ্টি করে ফিরো না।

জ্ঞাতব্য বিষয় : আলোচ্য আয়াতসমূহ থেকে কতিপয় মৌলিক ও শাখাগত মাসআলা জানা যায়।

(এক) ধর্মের মূল বিশ্বাসসমূহে সব পয়গম্বরই একমত এবং তাঁদের সবার শরিয়তই অভিন্ন। সবারই দাওয়াত ছিল এক আল্লাহর ইবাদত করা এবং এর বিরুদ্ধাচরণের কারণে ইহকাল ও পরকালের শাস্তির ভয় প্রদর্শন করা।

(দুই) পূর্ববর্তী সব উম্মতের মধ্যে এই হয়েছে যে, সম্প্রদায়ের বিত্তশালী ও প্রধানরা পয়গম্বরদের দাওয়াত কবুল করেনি। ফলে তারা ইহকালেও ধ্বংস হয়েছে এবং পরকালেও শাস্তির যোগ্য হয়েছে।

(তিন) তাফসীরে কুরতুবীতে বলা হয়েছে এ আয়াত দ্বারা জানা গেল যে, আল্লাহর নিয়ামতসমূহ দুনিয়াতে কাফেরদেরকেও দান করা হয় যেমন, আদ ও ছামূদ জাতির সামনে আল্লাহ তা'আলা ধন সম্পদ ও শক্তির দ্বার খুলে দিয়েছেন।

(চার) তাফসীরে কুরতুবীতে আছে, এ আয়াত থেকে জানা গেল যে, সুউচ্চ প্রাসাদ ও বৃহদাকার অট্টালিকা নির্মাণ করাও আল্লাহ তা'আলার নিয়ামত ও বৈধ।

এটা ভিন্ন কথা যে, কোনো নবী, রাসূল ও ওলীগণ অট্টালিকা পছন্দ করেননি। করণ এগুলো মানুষকে গাফেল করে দেয়। রাসূলুল্লাহ ﷺ থেকে সুউচ্চ প্রাসাদ নির্মাণ সম্পর্কে যেসব বক্তব্য বর্ণিত আছে, সেগুলো এ ধরনেরই।

৭৫ ও ৭৬ নং আয়াতে ছামূদ জাতির দু'দলের মধ্যে অনুষ্ঠিত সংলাপ উল্লেখ করা হয়েছে। একদল হযরত সালেহ (আ.)-এর প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করেছিল। দ্বিতীয় দল ছিল অবিশ্বাসী কাফেরদের। বলা হয়েছে : قَالَ الْمَلَاُ الَّذِيْنَ اسْتَكْبَرُوْا مِنْ قَوْمِهٖ لِلَّذِيْنَ اسْتُضْعِفُوْا لِمَنْ اٰمَنَ مِنْهُمْ অর্থাৎ সালেহ (আ.)-এর সম্প্রদায়ের মধ্যে যারা অহঙ্কারী ছিল, তারা তাদেরকে বলল, যাদেরকে দুর্বল ও হীন মনে করা হতো অর্থাৎ যারা বিশ্বাস স্থাপন করেছিল।

ইমাম রাযী (র.) তাফসীরে কাবীরে বলেন : এখানে দু'দলের দু'টি গুণ ব্যক্ত হয়েছে। কিন্তু কাফেরদের গুণটি صِيْغَةُ مَعْرُوْف ও اِسْتَكْبَرُوْا বলা হয়েছে এবং মুমিনদের গুণটি صِيْغَةُ مَجْهُوْل এ اِسْتُضْعِفُوْا বলা হয়েছে। এতে ইঙ্গিত পাওয়া যায় যে, কাফেরদের অহংকার গুণটি ছিল তাদের নিজস্ব কাজ যা দণ্ডনীয়, তিরস্কৃত ও পরিণামে শাস্তির কারণ হয়েছে। পক্ষান্তরে মুমিনদের যে বিশেষণ তারা বর্ণনা করত যে, এরা নিকৃষ্ট, হীন ও দুর্বল এটা কাফেরদেরই কথা, স্বয়ং মুমিনদের বাস্তব অবস্থা ও বিশেষণ নয়, যা তিরস্কারযোগ্য হতে পারে; বরং তিরস্কার তাদেরই প্রাপ্য, যারা বিনা কারণে তাদেরকে হীন ও দুর্বল বলত ও মনে করত। উভয় দলের মধ্যে অনুষ্ঠিত সংলাপ ছিল এই যে, কাফেররা মুমিনদেরকে বলল: তোমরা কি বাস্তবিকই জান যে, সালেহ (আ.) তাঁর পতিপালকের পক্ষ থেকে প্রেরিত রাসূল?

উত্তরে মুমিনরা বলল : আল্লাহর পক্ষ থেকে যে হেদায়েতসহ তিনি প্রেরিত হয়েছেন আমরা সেগুলোর প্রতি বিশ্বাসী।

https://e-ilm.weebly.com/

তাফসীর কাশশাফে বলা হয়েছে : ছামূদ জাতির মুমিনরা কি চমৎকার অলংকার পূর্ণ উত্তরই না দিয়েছে যে, তোমরা এ আলোচনায় ব্যস্ত রয়েছ যে, তিনি রাসূল কি না। আসলে এটা আলোচনার বিষয়ই নয়; বরং জাজ্জ্বল্যমান ও নিশ্চিত। সাথে সাথে এটাও নিশ্চিত যে, তিনি যা বলেন, তা আল্লাহর তা'আলার কাছে থেকে আনীত পয়গাম। জিজ্ঞাস্য বিষয় কিছু থাকলে তা এই যে, কে তাঁর প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করে এবং কে করে না? আল্লাহর ফযলে আমরা তাঁর আনীত সব নির্দেশের প্রতিই বিশ্বাসী।

কিন্তু তাদের অলংকারপূর্ণ উক্তি শুনেও ছামূদ জাতি পূর্ববৎ ঔদ্ধত্য প্রদর্শন করে বলল : যে বিষয়ের প্রতি তোমরা বিশ্বাস স্থাপন করেছ, আমরা তা মানি না। দুনিয়ার মহব্বত, ধন সম্পদ ও শক্তির মত্ততা থেকে আল্লাহ তা'আলা নিরাপদ রাখুন। এগুলো মানুষের চোখে পর্দা হয়ে দাঁড়ায়। ফলে তারা জাজ্জ্বল্যমান বিষয়কেও অস্বীকার করতে শুরু করে।

قوله فَعَقَرُوا النَّاقَةَ وَعَتَوْا عَنْ أَمْرِ رَبِّهِمْ الخ পূর্ববর্তী আয়াতসমূহে বর্ণিত হয়েছে যে, হযরত সালেহ (আ.)–এর দোয়ায় পাহাড়ের একটি বিরাট প্রস্তর খণ্ড বিস্ফারিত হয়ে আশ্চর্য ধরনের এক উষ্ট্রী বের হয়ে এসেছিল। আল্লাহ তা'আলা এ উষ্ট্রীকেই এ সম্প্রদায়ের জন্য সর্বশেষ পরীক্ষার বিষয় করে দিয়েছিলেন। সে মতে সে জনপদের সব মানুষ ও জীব জন্তু যে কূপ থেকে পানি পান করত, উষ্ট্রী তার সব পানি পান করে ফেলত। তাই হযরত সালেহ (আ.) তাদের জন্য পানির পালা নির্ধারণ করে দিয়েছিলেন যে, একদিন উষ্ট্রী পানি পান করবে এবং অন্য দিন জনপদের অধিবাসীরা।

সুতরাং এ উষ্ট্রীর কারণে ছামূদ জাতির বেশ অসুবিধা হচ্ছিল, ফলে তারা এর ধ্বংস কামনা করত। কিন্তু আজাবের ভয়ে নিজেরা একে ধ্বংস করতে উদ্যোগী হতো না।

যে সুবৃহৎ প্রতারণার মাধ্যমে শয়তান মানুষের বুদ্ধি জ্ঞান ও চেতনাকে বিলুপ্ত করে দেয়, তা হচ্ছে নারীর প্রলোভন। সুতরাং সম্প্রদায়ের দু'জন পরমা সুন্দরী নারী বাজি রাখল যে, যে ব্যক্তি এ উষ্ট্রীকে হত্যা করবে, সে আমাদের এবং আমাদের কন্যাদের মধ্য থেকে যাকে ইচ্ছা গ্রহণ করতে পারবে।

সম্প্রদায়ের দুজন যুবক মিসদা ও কাসার এ নেশায় মত্ত হয়ে উষ্ট্রীকে হত্যা করার জন্য বেরিয়ে পড়ল। তারা উষ্ট্রীর পথে একটি বড় প্রস্তর খণ্ডের আড়ালে আত্মগোপন করে বসে রইল। উষ্ট্রী সামনে আসেতই মিসদা তার প্রতি তীর নিক্ষেপ করল এবং কাসার তারবারির আঘাতে তার পা কেটে হত্যা করল।

কুরআন পাক তাকেই ছামূদ জাতির সর্ববৃহৎ হতভাগা বলে আখ্যা দিয়ে বলেছেন : إِذِ انْبَعَثَ أَشْقٰهَا কেননা তার কারণেই গোটা সম্প্রাদায় আজাবে পতিত হয়।

উষ্ট্রী হত্যার ঘটনা জানার পর হযরত সালেহ (আ.) স্বীয় সম্প্রদায়কে আল্লাহর নির্দেশ জানিয়ে দিলেন যে, এখন থেকে তোমাদের জীবনকাল মাত্র তিন দিন অবশিষ্ট রয়েছে। فَتَمَتَّعُوا فِيْ دَارِكُمْ ثَلٰثَةَ أَيَّامٍ ذٰلِكَ وَعْدٌ غَيْرُ مَكْذُوْبٍ অর্থাৎ আরও তিন দিন আরাম করে নাও (এরপরই আজাব নেমে আসবে)। এ ওয়াদা সত্য , এর ব্যতিক্রম হওয়া সম্ভবপর নয়। কিন্তু যে জাতির দুঃসময় ঘনিয়ে আসে, তার জন্য কোনো উপদেশ ও হুশিয়ারি কার্যকর হয় না। সুতরাং হযরত সালেহ (আ.)–এর কথা শুনেও তারা ঠাট্টা বিদ্রূপ করে বলল : এ শাস্তি কিভাবে এবং কোথা থেকে আসবে? এর লক্ষণ কি হবে?

হযরত সালেহ (আ.) বললেন: তাহলে আজাবের লক্ষণও শুনে নাও আগামীকাল বৃহস্পতিবার তোমাদের নারী পুরুষ যুবক বৃদ্ধ নির্বিশেষে সবার মুখমণ্ডল হলদে ফ্যাকাশে হয়ে যাবে। অতঃপর পরশু শুক্রবার সবার মুখমণ্ডল গাঢ় লাল বর্ণ ধারণ করবে। অতঃপর শনিবার দিন সবার মুখমণ্ডল ঘোর কৃষ্ণবর্ণ হয়ে যাবে। এটাই হবে তোমাদের জীবনের শেষ দিন। হতভাগ্য জাতি একথা শুনেও ক্ষমা প্রার্থনা করার পরিবর্তে স্বয়ং হযরত সালেহ (আ.)–কেই হত্যা করার সিদ্ধান্ত নিল। তারা ভাবল, যদি সে সত্যবাদী হয় এবং আমাদের উপর আজাব আসেই তবে আমরা নিজেদের পূর্বে তার ভবলীলাই সাঙ্গ করে দিই না কেন? পক্ষান্তরে যদি সে মিথ্যাবাদী হয়, তবে মিথ্যার সাজা ভোগ করুক। ছামূদ জাতির এ সংকল্পের বিষয় কুরআন পাকের অন্যত্র বিশদভাবে বর্ণিত হয়েছে। এ সর্বসম্মত সিদ্ধান্ত অনুযায়ী কিছু লোক রাতের বেলায় হযরত ছালেহ (আ.)-কে হত্যা করার উদ্দেশ্যে তাঁর গৃহপানে রওয়ানা হলো। কিন্তু আল্লাহ তা'আলা পথিমধ্যেই প্রস্তর বর্ষণে ওদেরকে ধ্বংস করে দিলেন।

https://e-ilm.weebly.com/

وَمَكَرُوا مَكْرًا وَّمَكَرْنَا مَكْرًا وَّهُمْ لَا يَشْعُرُوْنَ অর্থাৎ তারাও গোপন ষড়যন্ত্র করল এবং আমিও প্রত্যুত্তরে এমন কৌশল অবলম্বন করলাম যে, তারা তা জানতেই পারল না। বৃহস্পতিবার ভোরে হযরত সালেহ (আ.)–এর কথা অনুযায়ী সবার মুখমণ্ডল গভীর হলুদ রঙে আচ্ছাদিত হয়ে গেল। প্রথম লক্ষণ সত্য হওয়ার পরও জালেমরা ঈমানের প্রতি মনোনিবেশ করল না; বরং তারা হযরত সালেহ (আ.)–এর প্রতি আরও চটে গেল এবং সমগ্র জাতি তাকে হত্যা করার জন্য ঘোরাফেরা করতে লাগল। আল্লাহ রক্ষা করুন, তাঁর গজবেরও লক্ষণাদি থাকে। মানুষের মন ও মস্তিষ্ক যখন অধোমুখী হয় যায় তখন লাভকে ক্ষতি ও ক্ষতিকে লাভ এবং ভালোকে মন্দ ও মন্দকে ভালো মনে করতে থাকে।

দ্বিতীয় দিন ভবিষ্যদ্বাণী অনুযায়ী সবার মুখমণ্ডল লাল এবং তৃতীয় দিন ঘোর কালো হয়ে গেল। তখন সবাই নিরাশ হয়ে অপেক্ষা করতে লাগল যে, কোন দিক থেকে কিভাবে আজাব আসে।

এমতাবস্থায় ভীষণ ভূমিকম্প শুরু হলো এবং উপর থেকে বিকট ও ভয়াবহ চিৎকার শুনা গেল। ফলে সবাই একযোগে বসা অবস্থায় অধোমুখী হয়ে ধরাশায়ী হলো। আলোচ্য আয়াতসমূহে ভূমিকম্পের কথা উল্লিখিত রয়েছে। فَاَخَذَتْهُمُ الرَّجْفَةُ এখানে رَجْفَةٌ শব্দের অর্থ– ভূমিকম্প।

অন্যান্য আয়াতে فَاَخَذَتْهُمُ الصَّيْحَةُ ও বলা হয়েছে। صَيْحَةٌ শব্দের অর্থ ভীষণ চিৎকার ও বিকট শব্দ। উভয় আয়াতদৃষ্টে প্রতীয়মান হয় যে, তাদের উপর উভয় প্রকার আজাবই এসেছিল : নীচের দিক থেকে ভূমিকম্প আর উপর দিক থেকে বিকট চিৎকার ফলে তারা فَاَصْبَحُوْا فِيْ دَارِهِمْ جٰثِمِيْنَ এ পরিণত হয়েছিল جَاثِمٌ শব্দটি جُثُوْمٌ ধাতু থেকে উদ্ভূত। এর অর্থ চেতনাহীন হয়ে পড়ে যাওয়া কিংবা বসে থাকা। (কামূস) অর্থাৎ যে যে অবস্থায় ছিল, সে সেভাবেই মৃত্যুমুখে পতিত হলো। نَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنْ قَهْرِهٖ وَعَذَابِهٖ

এ কাহিনীর প্রধান অংশগুলো স্বয়ং কুরআন পাকের বিভিন্ন সূরায় এবং কিছু অংশ হাদীসে বর্ণিত হয়েছে। কিছু অংশ এমনও রয়েছে যা তাফসীরবিদগণ ইসরাইলী (অর্থাৎ ইহুদি ও খ্রিস্টানদের) বর্ণনা থেকে সংগ্রহ করেছেন। কিন্তু এগুলোর উপর কোনো ঘটনার প্রমাণ নির্ভরশীল নয়।

সহীহ বুখারীর এক হাদীসে বর্ণিত আছে, তাবূক যুদ্ধের সফরে রাসূলুল্লাহ ﷺ হিজর নামক সে স্থানটি অতিক্রম করেন, যেখানে ছামূদ জাতির উপর আজাব এসেছিল। তিনি সহাবায়ে কেরামকে নির্দেশ দেন, কেউ যেন এ আজাব বিধ্বস্ত এলাকার ভিতরে প্রবেশ কিংবা এর কূপের পানি ব্যাবাহর না করে। –[মাযহারী]

কোনো কোনো হাদীসে রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন : ছামূদ জাতির উপর আপতিত আজাব থেকে আবূ রেগাল নামক এক ব্যক্তি ছাড়া কেউ প্রাণে বাঁচতে পারেনি। এ ব্যক্তি তখন মক্কায় এসেছিল। মক্কার হেরেমের সম্মনার্থে আল্লাহ তা'আলা তাকে বাঁচিয়ে রাখেন। অবশেষে যখন সে হেরেম থেকে বাইরে যায় তখন ছামূদ; জাতির আজাব তার উপরও পতিত হয় এবং সেও মৃত্যুমুখে পতিত হয়। রাসূলুল্লাহ ﷺ সাহাবায়ে কেরামকে মক্কার বাইরে আবূ রেগালের কবরের চিহ্নও দেখান এবং বলেন : তার সাথে স্বর্ণের একটি ছড়িও দাফন হয়ে গিয়েছিল। সাহাবায়ে কেরাম কবর খনন করলে ছড়িটি পাওয়া যায়। এ রেয়ায়েতে আরও বলা হয়েছে যে, তায়েফের অধিবাসী ছাকীফ গোত্র আবূ রোগলেরই বংশধর। –[মাযহারী]

এসব আজাব বিধ্বস্ত সম্প্রদায়ের বস্তিগুলোকে আল্লাহ তা'আলা ভবিষ্যৎ লোকদের জন্য শিক্ষাস্থল হিসেবে সংরক্ষিত রেখেছেন। কুরআন পাক আরবদেরকে বারবার হুঁশিয়ার করেছে যে, তোমাদের সিরিয়া গমনের পথে এসব স্থান আজও শিক্ষার কাহিনী হয়ে বিদ্যমান রয়েছে। لَمْ تُسْكَنْ مِّنْ بَعْدِهِمْ اِلَّا قَلِيْلًا

আজাবের ঘটনা বিবৃত করার পর বলা হয়েছে ; فَتَوَلّٰى عَنْهُمْ وَقَالَ يٰقَوْمِ لَقَدْ اَبْلَغْتُكُمْ رِسَالَةَ رَبِّيْ وَنَصَحْتُ لَكُمْ وَلٰكِنْ لَّا تُحِبُّوْنَ النّٰصِحِيْنَ অর্থাৎ স্বজাতির উপর আজাব নাজিল হওয়ার পর হযরত ছালেহ (আ.) ও ঈমানদারগণ সে এলাকা পরিত্যাগ করে অন্যত্র চলে যান। কোনো কোনো রেওয়ায়েতে আছে তাঁর সাথে চার হাজার মুমিন ছিল। তিনি সবাইকে নিয়ে ইয়ামনের হাযারা মাওতে চলে গেলেন। সেখানেই তাঁর ওফাত হয়। কোনো কোনো রেওয়ায়েত থেকে তাঁর মক্কায় প্রস্থান এবং সেখানে ওফাতের কথাও জানা যায়। আয়াতে বাহ্যিক অর্থে জানা যায় যে, হযরত সালেহ (আ.) প্রস্থানকালে জাতিকে সম্বোধন করে

https://e-ilm.weebly.com/

বললেন : হে আমার সম্প্রদায়! আমি তোমাদেরকে প্রতিপালকের পয়গাম পৌঁছে দিয়েছি এবং তোমাদের কল্যাণ কামনা করেছি, কিন্তু আফসোস! তোমরা কল্যাণকামীদেরকে পছন্দই কর না।

এখানে প্রশ্ন হয় যে, সবাই যখন ধ্বংস হয়ে গেছে, তখন তাদেরকে সম্বোধন করে লাভ কি? উত্তর এই যে, এক লাভ তো হলো– এ থেকে অন্যরাও শিক্ষা লাভ করতে পারবে। রাসূলুল্লাহ ﷺ নিজেও বদর যুদ্ধে নিহত কুরাইশ সর্দারদেরকে এমনিভাবে সম্বোধন করে কিছু কথা বলেছিলেন। এছাড়া হযরত সালেহ (আ.)-এর এ সম্বোধন আজাব অবতরণের পূর্বেও হতে পারে। যদিও বর্ণনায় তা পরে উল্লেখ করা হয়েছে।

قوله وَلُوْطًا اِذْ قَالَ لِقَوْمِهٖٓ اَتَاْتُوْنَ الْفَاحِشَةَ الخ : পয়গম্বর ও তাঁদের উম্মতদেরই কাহিনী পর্বের চতুর্থ কাহিনী হচ্ছে হযরত লূত (আ.)-এর কাহিনী।

হযরত লূত (আ.) ছিলেন হযরত ইবরাহীম (আ.)–এর ভ্রাতুষ্পুত্র। উভয়ের মাতৃভূমি ছিল পশ্চিম ইরাকে বসরার নিকটবর্তী প্রসিদ্ধ বাবেল শহর। এখানে মূর্তিপূজার ব্যাপক প্রচলন ছিল। স্বয়ং হযরত ইবরাহীম (আ.) -এর পরিবারও মূতিপূজায় লিপ্ত ছিল। তাদের হেদায়েতের জন্য আল্লাহ তা'আলা হযরত ইবরাহীম (আ.)-কে পয়গম্বর করে পাঠান। কিন্তু সবাই তাঁর বিরুদ্ধাচরণ করে এবং ব্যাপারটি নমরূদের অগ্নি পর্যন্ত গড়ায়। স্বয়ং পিতা তাঁকে গৃহ থেকে বহিষ্কার করার হুমকি দেন।

নিজ পরিবারের মধ্যে শুধু সহধর্মিনী হযরত সারা ও ভ্রাতুষ্পুত্র হযরত লূত মুসলমান হন। فَاٰمَنَ لَهٗ لُوْطٌ অবশেষে তাদেরকে সাথে নিয়ে হযরত ইবরাহীম (আ.) দেশ ছেড়ে সিরিয়ায় হিজরত করেন। জর্দান নদীর তীরে পৌঁছার পর আল্লাহর নির্দেশে হযরত ইবরাহীম (আ.) কেনানে গিয়ে অবস্থানে করেন, যা বায়তুল মাকদিসের অদূরেই অবস্থিত।

হযরত লূত (আ.)-কেও আল্লাহ তা'আলা নবুয়ত দান করে জর্দান ও বায়তুল মাকদিসের মধ্যবর্তী ছামূদের অধিবাসীদের পথ প্রদর্শনের জন্য প্রেরণ করেন। এ এলাকায়, সাদূম, আমূরা, উমা, সাবূবিম, বালে, অথবা সূগর নামক পাঁচটি বড় বড় শহর ছিল। কুরআন পাক বিভিন্ন স্থানে এদের সমষ্টিকে 'মু'তাফিকা ও মু'তাফিকাত শব্দে বর্ণনা করেছে। এসব শহরের মধ্যে সাদূমকেই রাজধানী মনে করা হতো। হযরত লূত (আ.) এখানেই অবস্থান করতেন। এ এলাকার ভূমি ছিল উর্বর ও শস্য শ্যামল। এখানে সর্বপ্রকার শস্য ও ফলের প্রাচুর্য ছিল। –[এসব ঐতিহাসিক তথ্য বাহরে মুহীত, মাযহারী, ইবনে কাছীর. আল মানার প্রভৃতি গ্রন্থে উল্লিখিত হয়েছে]

কুরআন পাকের ভাষায় মানুষের সাধারণ অভ্যাস হচ্ছে كَلَّآ اِنَّ الْاِنْسَانَ لَيَطْغٰٓى اَنْ رَّاٰهُ اسْتَغْنٰى অর্থাৎ মানুষ যখন দেখে সে কারও মুখাপেক্ষী নয়, তখন অবাধ্যতা শুরু করে। তাদের সামনেও আল্লাহ তা'আলা স্বীয় নিয়ামতের দ্বার খুলে দিয়েছিলেন। তারা মানুষের সাধারণ অভ্যাস অনুযায়ী ধনৈশ্বর্যের নেশায় মত্ত হয়ে বিলাস-ব্যসন, কাম প্রবৃত্তি ও লোভ লালসার জালে এমনভাবে আবদ্ধ হয়ে পড়ে যে, লজ্জা শরম ও ভালো মন্দের স্বভাবজাত পার্থক্য ও বিস্মৃত হয়ে যায়। তারা এমন প্রকৃতি বিরুদ্ধ নির্লজ্জতায় লিপ্ত হয়, যা হারাম ও গুনাহ তো বটেই, সুস্থ স্বভাবের কাছে ঘৃণ্য হওয়ার কারণে সাধারণ জন্তু জানোয়ারও এর নিকটবর্তী হয় না।

আল্লাহ তা'আলা হযরত লূত (আ.)–কে তাদের হেদায়েতের জন্য নিযুক্ত করেন। তিনি স্বজাতিকে সম্বোধন করে বলেন।

اَتَاْتُوْنَ الْفَاحِشَةَ مَا سَبَقَكُمْ بِهَا مِنْ اَحَدٍ مِّنَ الْعٰلَمِيْنَ অর্থাৎ হুশিয়ার করে বললেন : তোমরা কি এমন অশ্লীল কাজ কর, যা তোমাদের পূর্বে পৃথিবীর কেউ করেনি। জেনা তথা ব্যভিচার সম্পর্কে কুরআন পাক اِنَّهٗ كَانَ فَاحِشَةً আলিফ ও লাম ব্যতিরেকেই فَاحِشَةٌ শব্দ ব্যবহার করেছে; কিন্তু এখানে আলিফ লামসহ اَلْفَاحِشَةُ বলে ইঙ্গিত করা হয়েছে যে, এ স্বভাববিরুদ্ধ ব্যভিচার যেন একাই সমস্ত অশ্লীলতার সমাহার এবং জেনার চাইতেও কাঠোর অপরাধ।

এরপর বলা হয়েছে, নির্লজ্জ কাজ তোমাদের পূর্বে পৃথিবীতে কেউ করেনি। আমর ইবনে দীনার বলেন : এ জাতির পূর্বে পৃথিবীতে কখনও এহেন কুকর্ম দেখা যায়নি। –[মাযহারী] সাদূমবাসীদের পূর্বে কোনো ঘোরতর মন্দ ব্যক্তির চিন্তাও এদিকে যায়নি। উমাইয়া খলিফা আব্দুল মালেক বলেন : কুরআনে লূত (আ.)–এর সম্প্রদায়ের ঘটনা উল্লেখ না হলে আমি কল্পনাও করতে পারতাম না যে, কোনো মানুষ এরূপ কাজ করতে পারে। –[ইবনে কাছীর]

https://e-ilm.weebly.com/

এতে তাদের নির্লজ্জতার কারণে দু'দিক দিয়ে হুশিয়ার করা হয়েছে। এক. অনেক গোনাহে মানুষ পরিবেশ অথবা পূর্ববর্তীদের অনুকরণের কারণে লিপ্ত হয়ে যায়। যদিও তা কোনো শরিয়ত সম্মত ওজর নয়; কিন্তু সাধারণের দৃষ্টিতে তাকে কোনো না কোনো স্তরে ক্ষমাযোগ্য মনে করা যায়। কিন্তু যে গুনাহ পূর্বে কেউ করেনি এবং তা করার বিশেষ কোনো কারণও নেই. তা নিঃসন্দেহে অধিক শাস্তির যাগ্য। দুই. যে ব্যক্তি কোনো মন্দ কাজ কিংবা কুপ্রথার উদ্ভাবন ও প্রথম প্রচলন করে, তার উপর তার নিজের কাজের গোনাহ ও শাস্তি তো চাপেই সাথে সাথে ঐসব লোকর শাস্তিও তার গর্দানে চেপে বসে, যারা কিয়ামত পর্যন্ত তার সে কাজে প্রভাবিত হয়ে গোনাহে লিপ্ত হেয়।

৮১ নং আয়াতে তাদের এ নির্লজ্জতাকে আরও স্পষ্ট ভাষায় ব্যক্ত করে বলা হয়েছে : তোমরা নারীদেরকে বাদ দিয়ে পুরুষদের সাথে কামপ্রবৃত্তি চরিতার্থ কর। এতে ইঙ্গিত করা হয়েছে যে মানুষের স্বভাবজাত কামনা বাসনা চরিতার্থ করার জন্য আল্লাহ তা'আলা একটি হালাল ও জায়েজ পন্থা নির্ধারণ করেছেন এবং তা হচ্ছে নারীদেরকে বিয়ে করা। এ পন্থা ছেড়ে অস্বাভাবিক পন্থা অবলম্বন করা একান্ত হীনতা ও বিকৃত চিন্তারই পরিচায়ক।

এ কারণেই সাহাবী, তাবেয়ী ও মুজতাহিদগণ এ অপরাধকে সাধারণ ব্যভিচারের চাইতেও অধিক গুরুতর আপরাধ ও গুনাহ বলে সাব্যস্ত করেছেন। ইমাম আজম আবূ হানীফা (র.) বলেন: যারা একাজ করে তাদেরকে ঐ রকম শাস্তিই দেওয়া উচিত, যেমন হযরত লূত (আ.)–এর সম্প্রদায়কে আল্লাহর পক্ষ থেকে দেওয়া হয়েছে। অর্থাৎ আকাশ থেকে প্রস্তর বর্ষিত হয়েছে এবং মাটি উল্টিয়ে দেওয়া হয়েছে। তাই এরূপ ব্যক্তিকে কোনো উঁচু পাহাড় থেকে নীচে ফেলে দিয়ে উপর থেকে প্রস্তর বর্ষণ করা উচিত। মুসনাদে আহমদ, আবূ দাউদ, তিরমিযী, ও ইবনে মাজায় হযরত ইবনে আব্বাস (রা.)-এর বাচনিক বর্ণিত আছে, যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ এরূপ ব্যক্তিদের সম্পর্কে বলেছেন : فَاقْتُلُوا الْفَاعِلَ وَالْمَفْعُوْلَ অর্থাৎ একাজে জড়িত উভয় ব্যক্তিকে হত্যা কর। –[ইবনে কাছীর]

আয়াতের শেষে বলা হয়েছে : بَلْ اَنْتُمْ قَوْمٌ مُّسْرِفُوْنَ অর্থাৎ তোমরা মনুষ্যত্বের সীমা অতিক্রমকারী সম্প্রদায়। প্রত্যেক কাজে সীমা অতিক্রম করাই তোমাদের আসল রোগ। যৌন কামনার ক্ষেত্রেও তোমরা আল্লাহর নির্ধারিত সীমা ডিঙ্গিয়ে স্বভাব বিরুদ্ধ কাজে লিপ্ত হয়েছ।

৮২ নং আয়াতে লূত (আ.)–এর উপদেশের জওয়াবে তাঁর সম্প্রদায়ের উক্তি বর্ণনা করে বলা হয়েছে : তাদের দ্বারা যখন কোনো যুক্তিসঙ্গত জওয়াব দেওয়া সম্ভবপর হলো না , তখন জেদের বশবর্তী হয়ে পারস্পরিক বলতে লাগল : এরা বড় পবিত্র ও পরিচ্ছন্ন বলে দাবি করে। এদের চিকিৎসা এই যে, এদেরকে বস্তি থেকে বের করে দাও।

৮২ ও ৮৩ নং আয়াতে সামূদ সম্প্রদায়ের বক্রতা ও বেহায়াপনায় আসমানি শাস্তির কথা বর্ণিত হয়েছে। বলা হয়েছে যে, গোটা জাতিই আল্লাহর আজাবে পতিত হলো। শুধু হযরত লূত (আ.) ও তাঁর কয়েকজন সঙ্গি আজাব থেকে বেঁচে রইলেন। কুরআনের ভাষায় فَاَنْجَيْنٰهُ وَاَهْلَهٗ বলা হয়েছে। অর্থাৎ আমি লূত ও তাঁর পরিবারকে আজাব থেকে বাঁচিয়ে রেখেছি। ''আহল' সন্তানাদি তথা পরিবারকে বলা হয়। এ সম্পর্কে কোনো কোনো তাফসীরবিদ বলেন : তাঁর পরিবারের মধ্যে দুটি কন্যা মুসলমান হয়েছিল। কিন্তু তাঁর সহধর্মিনী মুসলমান হয়নি। কুরআন পাকের অন্য এক আয়াতে বলা হয়েছে : فَمَا وَجَدْنَا فِيْهَا غَيْرَ بَيْتٍ مِّنَ الْمُسْلِمِيْنَ অর্থাৎ সমগ্র বস্তির মধ্যে একটি ঘর ছাড়া কোনো মুসলমান ছিল না। এতে বাহ্যত বোঝা যায় যে, হযরত লূত (আ.)–এর ঘরের লোকই শুধু মুসলামন ছিল। সুতরাং তারাই আজাব থেকে মুক্তি পেল। অবশ্য তাদের মধ্যে তাঁর বিবি অন্তর্ভুক্ত ছিল না। কোনো কোনো তাফসীরবিদ বলেন, আহলের অর্থ ব্যাপক। এতে পরিবারের লোকজন এবং অন্যান্য মুসলমানকেও বুঝানো হয়েছে। সারকথা এই যে, গুণা-গুণতি কয়েকজন মুসলমান ছিল। তাদেরকে আজাব থেকে বাঁচানোর জন্য আল্লাহ তা'আলা হযরত লূত (আ.)–কে নির্দেশ দেন যে, বিবি ব্যতীত অন্যান্য পরিবার পরিজন ও সম্পর্কশীল লোকদেরকে নিয়ে শেষ রাতে বস্তি থেকে বের হয়ে যান এবং পেছনে ফিরে দেখবেন না. কেননা আপনি খন বস্তি-হতে বের হয়ে যাবেন. তখনই

https://e-ilm.weebly.com/

হযরত লূত (আ.) এ নির্দেশ মতো স্বীয় পরিবার পরিজন ও সম্পর্কশীলদেরকে নিয়ে শেষ রাত্রে ছামূদ ত্যাগ করেন। তাঁর বিবি প্রসঙ্গে দু'রকম রেওয়ায়েতই বর্ণিত রয়েছে। এক রেওয়ায়েত অনুযায়ী সে সঙ্গে রওয়ানাই হয়নি। দ্বিতীয় রেওয়ায়েতে আছে, কিছু দূর সঙ্গে চলার পর আল্লাহর নির্দেশের বিপরীতে পিছনে ফিরে বস্তিবাসীদের অবস্থা দেখতে চেয়েছিল। ফলে সাথে সাথে আজাব এসে তাকেও পাকড়াও করল। কুরআন পাকের বিভিন্ন জায়গায় এ ঘটনাটি সংক্ষেপে ও বিস্তারিতভাবে বর্ণিত হয়েছে। এখানেও তৃতীয় আয়াতে শুধু বলা হয়েছে যে, আমি হযরত লূত (আ.) ও তাঁর পরিবার-পরিজনকে আজাব থেকে মুক্তি দিয়েছি। কিন্তু তাঁর সহধর্মিনী আজাবে লিপ্ত রয়ে গেছে। শেষ রাত্রে বস্তি ত্যাগ করা এবং পিছন ফিরে না দেখার নির্দেশ কুরআন পাকের অন্যান্য আয়াতেও উল্লিখিত রয়েছে।

শব্দ বিশ্লেষণ

بَوَّأَكُمْ : সীগাহ جمع مذكر غائب বহছ ماضى معروف বাব تَفْعِيْل মাসদার اَلتَّبْوِيَةُ মূলবর্ণ (ب . و . ء) জিনস মুরাক্কাব اجوف واوى এবং مهموزلام অর্থ– তিনি ঠিকানা দান করেছেন।

قُصُوْرٌ : শব্দটি বহুবচন; একবচন قَصْرٌ অর্থ– প্রাসাদ, অট্টালিকা।

تَنْحِتُوْنَ : সীগাহ جمع مذكر حاضر বহছ مضارع معروف বাব نَصَرَ মাসদার اَلنَّحْتُ মূলবর্ণ (ن . ح . ت) জিনস صحيح অর্থ– তোমরা কাটছ, তোমরা খনন করছ।

عَقَرُوْا : সীগাহ جمع مذكر غائب বহছ ماضى معروف বাব ضَرَبَ মাসদার اَلْعَقْرُ মূলবর্ণ (ع . ق . ر) জিনস صحيح অর্থ– তারা রদ করল, তারা হত্যা করল।

النَّاقَةُ : শব্দটি একবচন; বহুবচন نَاقَاتٌ অর্থ– উষ্ট্রী, উটনী।

عَتَوْا : সীগাহ جمع مذكر غائب বহছ ماضى معروف বাব نَصَرَ মাসদার اَلْعُتُوُّ মূলবর্ণ (ع . ت . و) জিনস ناقص واوى অর্থ– তারা অমান্য করেছে।

تَأْتُوْنَ : সীগাহ جمع مذكرحاضر বহছ مضارع معروف বাব ضَرَبَ মাসদার اَلْاِتْيَانُ মূলবর্ণ (ا . ت . ى) জিনস মুরাক্কাব مهموز فاء ও ناقص يائى অর্থ– তোমরা আস, তোমরা গমন কর।

https://e-ilm.weebly.com/

وَمَا كَانَ جَوَابَ قَوْمِهٖٓ اِلَّآ اَنْ قَالُوْٓا اَخْرِجُوْهُمْ مِّنْ قَرْيَتِكُمْ ۚ اِنَّهُمْ اُنَاسٌ يَّتَطَهَّرُوْنَ (٨٢)

অনুবাদ : (৮২) আর তাঁর সম্প্রদায় কোনো উত্তরই দিতে পারল না একথা ব্যতীত, নিজেদের মধ্যে বলাবলি করতে লাগল, তোমরা এদেরকে নিজেদের আবাসভূমি হতে বের করে দাও, এরা বড়ই পবিত্রতা অবলম্বন করছে।

فَاَنْجَيْنٰهُ وَاَهْلَهٗٓ اِلَّا امْرَاَتَهٗ ۖ كَانَتْ مِنَ الْغٰبِرِيْنَ (٨٣)

(৮৩) অনন্তর আমি লূতকে এবং তার পরিবারবর্গ [ও অন্যান্য ঈমানদারগণ]-কে তার স্ত্রীকে ব্যতীত, সে তাদের মধ্যেই রইল, যারা আজাবের মধ্যে রয়ে গিয়েছিল।

وَاَمْطَرْنَا عَلَيْهِمْ مَّطَرًا ۚ فَانْظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُجْرِمِيْنَ (٨٤)

(৮৪) আর আমি তাদের উপর এক নতুন ধরনের বৃষ্টি বর্ষণ করলাম, অতএব, এখন দেখ তো! এই পাপীদের কিরূপ পরিণাম হলো।

وَاِلٰى مَدْيَنَ اَخَاهُمْ شُعَيْبًا ۚ قَالَ يٰقَوْمِ اعْبُدُوا اللّٰهَ مَا لَكُمْ مِّنْ اِلٰهٍ غَيْرُهٗ ۚ قَدْ جَآءَتْكُمْ بَيِّنَةٌ مِّنْ رَّبِّكُمْ فَاَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيْزَانَ وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ اَشْيَآءَهُمْ وَلَا تُفْسِدُوْا فِى الْاَرْضِ بَعْدَ اِصْلَاحِهَا ۚ ذٰلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ اِنْ كُنْتُمْ مُّؤْمِنِيْنَ (٨٥)

(৮৫) আর আমি মাদইয়ানের দিকে তাদের ভ্রাতা শোয়াইবকে [রাসূলরূপে] প্রেরণ করলাম, তিনি বললেন, হে আমার সম্প্রদায়! তোমরা [কেবল] আল্লাহ তা'আলার ইবাদত কর, তিনি ব্যতীত আর কেউ তোমাদের মা'বূদ নেই, তোমাদের নিকট তোমাদের পরওয়ারদেগারের পক্ষ হতে স্পষ্ট প্রমাণ এসেছে, অতএব, তোমরা পরিমাপ ও ওজন পূর্ণরূপে করো এবং লোকদেরকে তাদের মালে কম দিও না, আর ভূপৃষ্ঠে তার সংস্কার সাধনের পর ফ্যাসাদ বিস্তার করো না, এটা তোমাদের জন্য কল্যাণকর, যদি তোমরা ঈমান আনয়নকারী হও।

শাব্দিক অনুবাদ

(৮২) وَمَا كَانَ جَوَابَ قَوْمِهٖٓ اِلَّآ اَنْ قَالُوْٓا আর তাঁর সম্প্রদায় কোনো উত্তরই দিতে পারল না একথা ব্যতীত, নিজেদের মধ্যে বলাবলি করতে লাগল اَخْرِجُوْهُمْ مِّنْ قَرْيَتِكُمْ তোমরা এদেরকে নিজেদের আবাসভূমি হতে বের করে দাও اِنَّهُمْ اُنَاسٌ يَّتَطَهَّرُوْنَ এরা বড়ই পবিত্রতা অবলম্বন করছে।

(৮৩) فَاَنْجَيْنٰهُ وَاَهْلَهٗٓ অনন্তর আমি লূতকে এবং তার পরিবারবর্গ [ও অন্যান্য ঈমানদারগণ]-কে اِلَّا امْرَاَتَهٗ তার স্ত্রীকে ব্যতীত كَانَتْ مِنَ الْغٰبِرِيْنَ সে তাদের মধ্যেই রইল, যারা আজাবের মধ্যে রয়ে গিয়েছিল।

(৮৪) وَاَمْطَرْنَا عَلَيْهِمْ مَّطَرًا আর আমি তাদের উপর এক নতুন ধরনের বৃষ্টি বর্ষণ করলাম فَانْظُرْ অতএব, এখন দেখ তো! كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُجْرِمِيْنَ এই পাপীদের কিরূপ পরিণাম হলো।

(৮৫) وَاِلٰى مَدْيَنَ আর আমি মাদইয়ানের দিকে اَخَاهُمْ شُعَيْبًا তাদের ভ্রাতা শোয়াইবকে [রাসূলরূপে] প্রেরণ করলাম قَالَ তিনি বললে يٰقَوْمِ হে আমার সম্প্রদায়! اعْبُدُوا اللّٰهَ তোমরা [কেবল] আল্লাহ তা'আলার ইবাদত কর مَا لَكُمْ مِّنْ اِلٰهٍ غَيْرُهٗ তিনি ব্যতীত আর কেউ তোমাদের মা'বূদ নেই قَدْ جَآءَتْكُمْ তোমাদের নিকট এসেছে بَيِّنَةٌ স্পষ্ট প্রমাণ مِّنْ رَّبِّكُمْ তোমাদের পরওয়ারদেগারের পক্ষ হতে فَاَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيْزَانَ অতএব, তোমরা পরিমাপ ও ওজন পূর্ণরূপে করো وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ اَشْيَآءَهُمْ এবং লোকদেরকে তাদের মালে কম দিও না وَلَا تُفْسِدُوْا فِى الْاَرْضِ আর ভূপৃষ্ঠে ফ্যাসাদ বিস্তার করো না بَعْدَ اِصْلَاحِهَا তার সংস্কার সাধনের পর ذٰلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ এটা তোমাদের জন্য কল্যাণকর اِنْ كُنْتُمْ مُّؤْمِنِيْنَ যদি তোমরা ঈমান আনয়নকারী হও।

https://e-ilm.weebly.com/

https://e-ilm.weebly.com/

وَلَا تَقْعُدُوْا بِكُلِّ صِرَاطٍ تُوْعِدُوْنَ وَتَصُدُّوْنَ عَنْ سَبِيْلِ اللّٰهِ مَنْ اٰمَنَ بِهٖ وَتَبْغُوْنَهَا عِوَجًا ۚ وَاذْكُرُوْٓا اِذْ كُنْتُمْ قَلِيْلًا فَكَثَّرَكُمْ ۠ وَانْظُرُوْا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُفْسِدِيْنَ (٨٦)

অনুবাদ : (৮৬) আর তোমরা পথসমূহে এই উদ্দেশ্যে বসো না যে, আল্লাহর উপর ঈমান আনয়নকারীদের প্রতি ভয় প্রদর্শন করবে এবং আল্লাহর পথ হতে প্রতিরোধ করবে এবং তাতে বক্রতা অন্বেষণ করবে, আর সেই অবস্থাকে স্মরণ কর, যখন তোমরা স্বল্প সংখ্যক ছিলে, অতঃপর আল্লাহ তা'আলা তোমাদেরকে পরিবর্ধিত করেছেন, এবং লক্ষ্য কর, ফ্যাসাদকারীদের কিরূপ পরিণাম হয়েছে।

وَاِنْ كَانَ طَآئِفَةٌ مِّنْكُمْ اٰمَنُوْا بِالَّذِيْٓ اُرْسِلْتُ بِهٖ وَطَآئِفَةٌ لَّمْ يُؤْمِنُوْا فَاصْبِرُوْا حَتّٰى يَحْكُمَ اللّٰهُ بَيْنَنَا ۚ وَهُوَ خَيْرُ الْحٰكِمِيْنَ (٨٧)

(৮৭) আর যদি তোমাদের কেউ কেউ ঈমান এনে থাকে তৎপ্রতি যা দিয়ে আমাকে প্রেরণ করা হয়েছে, এবং কতক ঈমান না এনে থাকে, তবে অপেক্ষা কর, যে পর্যন্ত না আল্লাহ তা'আলা আমাদের মধ্যে মীমাংসা করে দেন, বস্তুত তিনি সমস্ত মীমাংসাকারীদের অপেক্ষা উত্তম।

শাব্দিক অনুবাদ

(৮৬) وَلَا تَقْعُدُوْا بِكُلِّ صِرَاطٍ আর তোমরা পথসমূহে এই উদ্দেশ্যে বসো না যে تُوْعِدُوْنَ ভয় প্রদর্শন করবে وَتَصُدُّوْنَ عَنْ سَبِيْلِ اللّٰهِ এবং আল্লাহর পথ হতে প্রতিরোধ করবে مَنْ اٰمَنَ بِهٖ আল্লাহর উপর ঈমান আনয়নকারীদের প্রতি وَتَبْغُوْنَهَا عِوَجًا এবং তাতে বক্রতা অন্বেষণ করবে وَاذْكُرُوْٓا আর সেই অবস্থাকে স্মরণ কর اِذْ كُنْتُمْ قَلِيْلًا যখন তোমরা স্বল্প সংখ্যক ছিলে فَكَثَّرَكُمْ অতঃপর আল্লাহ তা'আলা তোমাদেরকে পরিবর্ধিত করেছেন। وَانْظُرُوْا এবং লক্ষ্য কর كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُفْسِدِيْنَ ফ্যাসাদকারীদের কিরূপ পরিণাম হয়েছে।

(৮৭) وَاِنْ كَانَ طَآئِفَةٌ مِّنْكُمْ আর যদি তোমাদের কেউ কেউ اٰمَنُوْا ঈমান এনে থাকে بِالَّذِيْٓ اُرْسِلْتُ بِهٖ তৎপ্রতি যা দিয়ে আমাকে প্রেরণ করা হয়েছে। وَطَآئِفَةٌ لَّمْ يُؤْمِنُوْا এবং কতক ঈমান না এনে থাকে। فَاصْبِرُوْا তবে অপেক্ষা কর حَتّٰى يَحْكُمَ اللّٰهُ بَيْنَنَا যে পর্যন্ত না আল্লাহ তা'আলা আমাদের মধ্যে মীমাংসা করে দেন وَهُوَ خَيْرُ الْحٰكِمِيْنَ বস্তুত তিনি সমস্ত মীমাংসাকারীদের অপেক্ষা উত্তম।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

৮৩ নং আয়াতে আজাব সম্পর্কে সংক্ষেপে এটুকুই বলা হয়েছে যে, তাদের উপর এক অভিনব বৃষ্টি বর্ষণ করা হয়। সূরা হুদে এ আয়াতের বিস্তারিত অবস্থা উল্লেখ করে বলা হয়েছে :

فَلَمَّا جَآءَ اَمْرُنَا جَعَلْنَا عَالِيَهَا سَافِلَهَا وَاَمْطَرْنَا عَلَيْهَا حِجَارَةً مِّنْ سِجِّيْلٍ مَّنْضُوْدٍ مُّسَوَّمَةً عِنْدَ رَبِّكَ وَمَا هِيَ مِنَ الظّٰلِمِيْنَ بِبَعِيْدٍ

অর্থাৎ যখন আমার আজাব এসে গেল, তখন আমি বস্তিটিকে উলটে দিলাম এব তাদের উপর স্তরে স্তরে প্রস্তর বর্ষণ করলাম যা আপনার প্রতিপালকের নিকট চিহ্নযুক্ত ছিল। সে বস্তিটি এ কাফেরদের থেকে বেশি দূরে নয়।

এতে বুঝা যাচ্ছে যে, উপর থেকে প্রস্তর বর্ষিত হয়েছে এবং নিচে থেকে হযরত জিবরাঈল (আ.) গোটা ভূখণ্ডকে উপরে তুলে উল্টে দিয়েছেন। বর্ষিত প্রস্তরসমূহ স্তরে একত্রিত ছিল। অর্থাৎ এমন অবিরাম ধারায় বর্ষিত হয়েছিল যে, স্তরে স্তরে জমা হয়ে গিয়েছিল। এসব প্রস্তর চিহ্নযুক্ত ছিল। কোনো কোনো তাফসীরবিদ বলেন, প্রত্যেক পাথরে ঐ ব্যক্তির নাম লিখিত ছিল। যাকে খতম করার জন্য পাথরটি নিক্ষিপ্ত হয়েছিল। সূরা হিজরের আয়াতে এ আজাবের বর্ণনার পূর্বে বলা হয়েছে : فَاَخَذَتْهُمُ الصَّيْحَةُ مُشْرِقِيْنَ অর্থাৎ সূর্যোদয়ের সময় বিকট শব্দ তাদেরকে পাকড়াও করল।

এতে জান যায় যে, প্রথমে আকাশ থেকে একটি বিকট চিৎকার ধ্বনি এবং এরপর আন্যান্য আজাব এসেছে। বাহ্যত বুঝা যায় যে, চিৎকার ধ্বনির পর প্রথমে ভূখণ্ড উল্টিয়ে দেওয়া হয়। অতঃপর তাদেরকে অধিকতর লাঞ্ছিত করার জন্য উপর

https://e-ilm.weebly.com/

অন্য মানুষের কোনো উল্লোখযোগ্য লাভ ক্ষতি সম্পর্কযুক্ত নয়। যেমন- ইবাদত, নামাজ, রোজা ইত্যাদি। **দুই.** বান্দার হক। এর সম্পর্ক অন্য মানুষের সাথে। হযরত শোয়ায়েব (আ.)–এর সম্প্রদায় উভয় প্রকার হক সম্পর্কে অজ্ঞ হয়ে উভয়ের বিপক্ষে কাজ করছিল।

তারা আল্লাহ তা'আলা ও রাসূলের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন না করে আল্লাহর হকের বিরুদ্ধাচরণ করছিল। এর সাথে ক্রয় বিক্রয়ে মাপ ও ওজনে কম দিয়ে বান্দাদের হক নষ্ট করছিল। তদুপরি তারা রাস্তা ও সড়কের মুখে বসে থাকত এবং পথিকদের ভয় ভীতি দেখিয়ে তাদের ধন সম্পদ লুটে নিত এবং হযরত শোয়ায়েব (আ.)–এর প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করতে বাধা দিত। তারা এভাবে ভূপৃষ্ঠে অনর্থ সৃষ্টি করছিল। এসব অপরাধের পরিপ্রেক্ষিতে তাদের হেদায়েতের জন্য হযরত শোয়ায়েব (আ.) প্রেরিত হয়েছিলেন।

আলোচ্য আয়াতসমূহের ৮৫ ও ৮৬ নং আয়াতে তাদের সংশোধনের জন্য হযরত শোয়ায়েব (আ.) তিনটি বিষয় বর্ণনা করেছেন। প্রথমত يٰقَوْمِ اعْبُدُوا اللّٰهَ مَا لَكُمْ مِّنْ اِلٰهٍ غَيْرُهٗ অর্থাৎ হে আমার সম্প্রদায়! তোমরা আল্লাহর ইবাদত কর। তিনি ব্যতীত উপাস্য হওয়ার যোগ্য কেউ নেই। একত্ববাদের এ দাওয়াতই সব পয়গম্বর দিয়ে এসেছেন। এটিই সব বিশ্বাস ও কর্মের প্রাণ। এ সম্প্রদায়ও সৃষ্ট বস্তুর পূজায় লিপ্ত ছিল এবং আল্লাহর সত্তা, গুণাবলি ও হক সম্পর্কে গাফেল হয়ে পড়েছিল। তাই তাদেরকে সর্বপ্রথম এ পয়গাম দেওয়া হয়েছে। আরও বলা হয়েছে : قَدْ جَآءَتْكُمْ بَيِّنَةٌ مِّنْ رَّبِّكُمْ অর্থাৎ তোমাদের কাছে প্রতিপালকের পক্ষ থেকে সুস্পষ্ট প্রমাণ এসে গেছে। এখানে সুস্পষ্ট প্রমাণ এর অর্থ ঐসব মু'জিযা, যা হযরত শোয়ায়েব (আ.)-এর হাতে প্রকাশ পেয়েছিল। তাঁরি মু'জিযার বিভিন্ন প্রকার তাফসীরে বাহরে মুহীতে উল্লিখিত হয়েছে।

দ্বিতীয়ত فَاَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيْزَانَ وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ اَشْيَآءَهُمْ এতে كَيْل শব্দের অর্থ মাল এবং مِيْزَان শব্দের অর্থ ওজন করা। بَخْس শব্দের অর্থ কারও পাওনা হ্রাস করে ক্ষতি করা। অর্থাৎ তোমরা মাপ ও ওজন পূর্ণ কর এবং মানুষের দ্রব্যাদিতে কম দিয়ে তাদের ক্ষতি করো না।

এতে প্রথমে একটি বিশেষ অপরাধ নিষিদ্ধ করা হয়েছে, যা ক্রয়-বিক্রয়ের সময় ওজনে কম দিয়ে করা হতো। অতঃপর وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ اَشْيَآءَهُمْ বলে সর্ব প্রকার হকে ক্রটি করাকে ব্যাপকভাবে নিষিদ্ধ করা হয়েছে, তা ধন সম্পদ, ইজ্জত-আবরু অথবা অন্য যে কোনো বস্তুর সাথেই সম্পর্ক যুক্ত হোক না কেন। –[বাহরে মুহীত]

এ থেকে জানা গেল যে, মাপ ও ওজনে পাওনার চাইতে কম দেওয়া যেমন হারাম, তেমনি অন্যান্য হকে ক্রটি করাও হারাম। কারও ইজ্জত-আবরু নষ্ট করা, কারও পদমর্যাদা অনুযায়ী তার সম্মান না করা যাদের আনুগত্য জরুরি তাদের আনুগত্যে ক্রটি করা। অথবা যার সম্মান করা ওয়াজিব, তার সম্মানে ক্রটি করা ইত্যাদি সবই এ অপরাধের অন্তর্ভুক্ত যা হযরত শোয়ায়েব (আ.)-এর সম্প্রদায় করত। বিদায় হজের ভাষণে রাসূলুল্লাহ ﷺ মানুষের ইজ্জত-আবরুকে তাদের রক্তের সমান সম্মানযোগ্য ও সংরক্ষণযোগ্য সাব্যস্ত করেছেন।

কুরআন পাকে مُطَفِّفِيْن ও تَطْفِيْف –এর কথা উল্লেখ করা হয়েছে, উপরিউক্ত সব বিষয়ই এর অর্ন্তভুক্ত । হযরত ওমর (রা.) এক ব্যক্তিকে তড়িঘড়ি রুকূ' সেজদা করতে দেখে বললেন; قَدْ طَفَّفْتَ অর্থাৎ তুমি মাপ ও ওজনে ক্রটি করেছ। (মুয়াত্তা ইমাম মালেক) অর্থাৎ তুমি নামাজের হক পূর্ণ করনি। এখানে নামাজের হক পূর্ণ না করাকে تَطْفِيْف শব্দে ব্যক্ত করা হয়েছে। আয়াতের শেষে বলা হয়েছে : وَلَا تُفْسِدُوْا فِى الْاَرْضِ بَعْدَ اِصْلَاحِهَا অর্থাৎ পৃথিবীর সংস্কার সাধিত হওয়ার পর তাতে অনর্থ ছড়িওনা। এ বাক্যটি সূরা আ'রাফের পূর্বও উল্লিখিত হয়েছে। সেখানে এর বিস্তারিত অর্থ এই বর্ণিত হয়েছে যে, পৃথিবীর বাহ্যিক সংস্কার হলো, প্রত্যেকটি বস্তুকে যথার্থ স্থানে ব্যয় করা , এবং নির্ধারিত সীমার প্রতি লক্ষ্য রাখা। বস্তুত তা ন্যায় ও সুবিচার প্রতিষ্ঠার উপর নির্ভরশীল। আর অভ্যন্তরীণ সংস্কার হলো আল্লাহর সাথে সম্পর্ক রাখা এবং তা তাঁর নির্দেশাবলি পালনের উপর ভিত্তিশীল। এমনিভাবে পৃথিবীর বাহ্যিক ও অভ্যন্তরীণ অনর্থ এসব নীতি ত্যাগ করার কারণেই দেখা দেয়। হযরত শোয়াইব (আ.)–এর সম্প্রদায় এসব নীতির প্রতি চরম উপেক্ষা প্রদর্শন করেছিল। ফলে পৃথিবীতে বাহ্যিক ও অভ্যন্তরীণ সব রকম অনর্থ বিরাজমান ছিল। তাই তাদেরকে উপদেশ দেওয়া হয়েছে যে, তোমাদের এসব কর্মকাণ্ড সমগ্র ভূপৃষ্ঠে অনর্থ সৃস্টি করবে। তাই এগুলো থেকে বেঁচে থাক।

অতঃপর বলা হয়েছে : ذٰلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ اِنْ كُنْتُمْ مُّؤْمِنِيْنَ অর্থাৎ যদি তোমরা আমার কথা মান্য কর, তবে এ বিষয়টি তোমাদের জন্য উত্তম। উদ্দেশ্য এই যে, যদি তোমরা অবৈধ কাজ কর্ম থেকে বিরত হও, তবে এতেই তোমাদের ইহকাল ও পরকালের কল্যাণ ও মঙ্গল নিহিত রয়েছে। ধর্ম ও পরকালীন মঙ্গলের বর্ণনা নিষ্প্রয়োজন। কারণ এটি আল্লাহর

https://e-ilm.weebly.com/

আনুগত্যের সাথেই সর্বতোভাবে জড়িত। ইহকালের মঙ্গল এ জন্য যে, যখন সবাই জানতে পারবে যে, অমুক ব্যক্তি মাপ ও ওজন এবং অন্যান্য হকের ব্যাপারে সত্যনিষ্ঠ, তখন বাজারে তার প্রভাব বিস্তৃত হবে এবং ব্যবসায়ে উন্নতি সাধিত হবে।

৮৭ নং আয়াতে বলা হয়েছে যে, তোমরা মানুষকে ভীতি প্রদর্শন ও আল্লাহর পথে বাধা দান করার জন্য পথে ঘাটে ওঁৎ পেতে বসে থেকো না। কোনো কোনো তাফসীরবিদের মতে এখানে উভয় বাক্যের উদ্দেশ্যই এক। অর্থাৎ তারা রাস্তাঘাটে বসে হযরত শোয়ায়েব (আ.)-এর কাছে আগমনকারীদেরকে ভীতি প্রদর্শন করত। তাদেরকে এ কাজ করতে নিষেধ করা হয়েছে।

আবার কেউ কেউ বলেন যে, তাদের পৃথক পৃথক দুটি অপরাধ ছিল। পথে বসে লুটপাটও করত এবং হযরত শোয়ায়েব (আ.)-এর প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করতেও বাধা দিত। প্রথম বাক্যে প্রথম অপরাধ এবং দ্বিতীয় বাক্যে দ্বিতীয় অপরাধ বর্ণনা করা হয়েছে। বাহরে মুহীত প্রভৃতি তাফসীর গ্রন্থে এ অর্থই গৃহীত হয়েছে। তারা শরিয়ত বিরোধী অবৈধ ট্যাক্স আদায় করার জন্য রাস্তার মোড়ে স্থাপিত চৌকিসমূহকেও পথে বসে লুটপাট করার অন্তর্ভুক্ত করেছেন।

আল্লামা কুরতুবী (রা.) বলেন, যারা পথে বসে শরিয়ত বিরোধী অবৈধ ট্যাক্স আদায় করে, তারাও হযরত শোয়ায়েব (আ.)–এর সম্প্রদায়ের ন্যায় অপরাধী; বরং তাদের চাইতেও অধিক অত্যাচারী ও দুষ্কৃতিকারী।

আয়াতের শেষে বলা হয়েছে– وَتَبْغُوْنَهَا عِوَجًا অর্থাৎ তোমরা আল্লাহর পথে বক্রতার অন্বেষণে ব্যাপৃত থাক, যাতে কোথাও অঙ্গুলি রাখার জায়গা পাওয়া গেলে আপত্তি ও সন্দেহের ঝড় সৃষ্টি করে মানুষকে সত্যধর্ম থেকে বিমুখ করার চেষ্টা করা যায়। এরপর বলা হয়েছে : وَاذْكُرُوْآ اِذْ كُنْتُمْ قَلِيْلًا فَكَثَّرَكُمْ وَانْظُرُوْا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُفْسِدِيْنَ এখানে তাদেরকে হুশিয়ার করার জন্য উৎসাহ প্রদান ও ভীতি প্রদর্শন উভয় পন্থা ব্যবহার করা হয়েছে। প্রথমে উৎসাহ প্রদানের উদ্দেশ্যে আল্লাহ তা'আলার নিয়ামত স্মরণ করানো হয়েছে যে তোমরা পূর্বে সংখ্যা ও গণনার দিক দিয়ে কম ছিলে, আল্লাহ তা'আলা তোমাদের বংশ বৃদ্ধি করে তোমাদেরকে একটি বিরাট জাতিতে পরিণত করেছেন। অথবা তোমরা ধন সম্পদের দিক দিয়ে কম ছিলে, আল্লাহ তা'আলা ঐশ্বর্য দান করে তোমাদের স্বনির্ভর করে দিয়েছেন। অতঃপর ভীতি প্রদর্শনার্থে বলাই হয়েছে : পূর্ববর্তী অনর্থ সৃষ্টিকারী জাতিসমূহের পরিণামের প্রতি লক্ষ্য কর। কওমে নূহ, আদ, ছামূদ ও কওমে লূতের উপর কি ভীষণ আজাব এসেছে। তোমরা ভেবে চিন্তে কাজ করো।

এরপর এ সম্প্রদায়ের একটি সন্দেহের জওয়াব দেওয়া হয়েছে। হযরত শোয়ায়েব (আ.)-এর দাওয়াতের পর তাঁর সম্প্রদায় দুভাগে বিভক্ত হয়ে যায়। কিছু সংখ্যক মুসলমান হয় এবং কিছু সংখ্যক কাফেরই থেকে যায়। কিন্তু বাহ্যিক দিক দিয়ে উভয় দল একই রূপ আরাম-আয়েশে দিনাতিপাত করতে থাকে। এতে তারা সন্দেহ প্রকাশ করে যে, কাফের হওয়া অপরাধ হলে অপরাধীরা অবশ্যই শাস্তি পেত। এ সন্দেহের উত্তরে বলা হয়েছে فَاصْبِرُوْا حَتّٰى يَحْكُمَ اللّٰهُ بَيْنَنَا অর্থাৎ তাড়াহুড়া কিসের । আল্লাহ তা'আলা স্বীয় সহনশীলতা ও কৃপাগুণে অপরাধীদেরকে অবকাশ দিয়ে থাকেন। তারা যখন চূড়ান্ত সীমায় পৌছে যায় তখন সত্য ও মিথ্যার মীমাংসা করে দেওয়া হয়। তোমাদের অবস্থা তদ্রূপ। তোমরা যদি কুফর থেকে বিরত না হও, তবে অতি সত্বর কাফেরদের উপর চূড়ান্ত আজাব নাজিল হয়ে যাবে

শব্দ বিশ্লেষণ

قَرْيَةٌ : শব্দটি একবচন; বহুবচন قُرًى অর্থ– গ্রাম, পল্লী।

اَنَاسٌ : শব্দটি বহুবচন; একবচন انس অর্থ– মানুষ, মানবজাতি।

اَوْفُوْا : সীগাহ جمع مذكر حاضر বহছ امر حاضر معروف বাব افعال মাসদার اَلْاِيْفَاءُ মূলবর্ণ (و . ف . ى) জিনস لفيف مفروق অর্থ– তোমরা পূর্ণ কর।

تُوْعِدُوْنَ : সীগাহ جمع مذكر حاضر বহছ مضارع معروف বাব افعال মাসদার اِيْعَادٌ মূলবর্ণ (و . ع . د) জিনস مثال واوى অর্থ– তোমরা ভীতি প্রদর্শন করছ।

تَصُدُّوْنَ : সীগাহ جمع مذكر حاضر বহছ مضارع معروف বাব نصر মাসদার اَلصَّدُّ মূলবর্ণ (ص . د . د) জিনস مضاعف ثلاثى অর্থ– তোমরা বাধা সৃষ্টি করবে, তোমরা প্রতিরোধ করবে

تَبْغُوْنَ সীগাহ جمع مذكر حاضر বহছ مضارع معروف বাব ضرب মাসদার البغى মূলবর্ণ (ب . غ . ى) জিনস ناقص يائى অর্থ– তোমরা অনুসন্ধান করবে।

https://e-ilm.weebly.com/

৯ম পারা

قَالَ الْمَلَاُ الَّذِيْنَ اسْتَكْبَرُوْا مِنْ قَوْمِهٖ لَنُخْرِجَنَّكَ يٰشُعَيْبُ وَالَّذِيْنَ اٰمَنُوْا مَعَكَ مِنْ قَرْيَتِنَاۤ اَوْ لَتَعُوْدُنَّ فِىْ مِلَّتِنَا ؕ قَالَ اَوَلَوْ كُنَّا كٰرِهِيْنَ ۚ(٨٨)

অনুবাদ : (৮৮) তাঁর সম্প্রদায়ের দাম্ভিক সরদারগণ বলল, হে শোয়াইব! আমরা আপনাকে এবং যারা আপনার সাথে ঈমান এনেছে, তাদেরকে আমাদের বস্তি হতে বের করে দিব অথবা এটা যে, আপনারা আমাদের ধর্মে ফিরে আসবেন, শোয়াইব. বললেন, আমরা কি তোমাদের ধর্মে ফিরে আসব, যদিও আমরা তাকে ঘৃণিতই মনে করি?

قَدِ افْتَرَيْنَا عَلَى اللّٰهِ كَذِبًا اِنْ عُدْنَا فِىْ مِلَّتِكُمْ بَعْدَ اِذْ نَجّٰىنَا اللّٰهُ مِنْهَا ؕ وَمَا يَكُوْنُ لَنَاۤ اَنْ نَّعُوْدَ فِيْهَاۤ اِلَّاۤ اَنْ يَّشَآءَ اللّٰهُ رَبُّنَا ؕ وَسِعَ رَبُّنَا كُلَّ شَىْءٍ عِلْمًا ؕ عَلَى اللّٰهِ تَوَكَّلْنَا ؕ رَبَّنَا افْتَحْ بَيْنَنَا وَبَيْنَ قَوْمِنَا بِالْحَقِّ وَاَنْتَ خَيْرُ الْفٰتِحِيْنَ (٨٩)

(৮৯) আমরা তো আল্লাহর প্রতি বড়ই মিথ্যা অপবাদকারী হয়ে যাব যদি আমরা তোমাদের ধর্মে ফিরে আসি, এরপর যে, আল্লাহ আমাদেরকে তা হতে নাজাত দিয়েছেন, আর আমাদের দ্বারা সম্ভব নয় যে, তোমাদের ধর্মে প্রত্যাবর্তন করি , হ্যাঁ, যদি আল্লাহ তা'আলাই– যিনি আমাদের প্রতিপালক নির্ধারণ করে থাকেন, আমাদের প্রতিপালকের জ্ঞান সমস্ত বস্তুকে বেষ্টন করে আছে, আমরা আল্লাহরই উপর ভরসা রাখি। হে আমাদের প্রতিপালক! আমাদের ও আমাদের সম্প্রদায়ের মধ্যে মীমাংসা করে দিন ন্যায় অনুযায়ী, বস্তুতঃ আপনি সর্বাপেক্ষা উত্তম মীমাংসাকারী।

শাব্দিক অনুবাদ

(৮৮) قَالَ الْمَلَاُ الَّذِيْنَ اسْتَكْبَرُوْا مِنْ قَوْمِهٖ তাঁর সম্প্রদায়ের দাম্ভিক সরদারগণ বলল لَنُخْرِجَنَّكَ আমরা আপনাকে বের করে দিব يٰشُعَيْبُ হে শোয়াইব! وَالَّذِيْنَ اٰمَنُوْا مَعَكَ এবং যারা আপনার সাথে ঈমান এনেছে, তাদেরকে مِنْ قَرْيَتِنَاۤ আমাদের বস্তি হতে اَوْ لَتَعُوْدُنَّ فِىْ مِلَّتِنَا অথবা এটা যে, আপনারা আমাদের ধর্মে ফিরে আসবেন قَالَ শোয়াইব বললেন اَوَلَوْ كُنَّا كٰرِهِيْنَ আমরা কি তোমাদের ধর্মে ফিরে আসব, যদিও আমরা তাকে ঘৃণিতই মনে করি?

(৮৯) قَدِ افْتَرَيْنَا عَلَى اللّٰهِ كَذِبًا আমরা তো আল্লাহর প্রতি বড়ই মিথ্যা অপবাদকারী হয়ে যাব اِنْ عُدْنَا فِىْ مِلَّتِكُمْ যদি আমরা তোমাদের ধর্মে ফিরে আসি بَعْدَ اِذْ نَجّٰىنَا اللّٰهُ مِنْهَا এর পর যে, আল্লাহ আমাদেরকে তা হতে নাজাত দিয়েছেন وَمَا يَكُوْنُ لَنَاۤ اَنْ نَّعُوْدَ فِيْهَاۤ আর আমাদের দ্বারা সম্ভব নয় যে, তোমাদের ধর্মে প্রত্যাবর্তন করি اِلَّاۤ اَنْ يَّشَآءَ اللّٰهُ رَبُّنَا হ্যাঁ, যদি আল্লাহ তা'আলাই– যিনি আমাদের প্রতিপালক নির্ধারণ করে থাকেন وَسِعَ رَبُّنَا كُلَّ شَىْءٍ عِلْمًا আমাদের প্রতিপালকের জ্ঞান সমস্ত বস্তুকে বেষ্টন করে আছে عَلَى اللّٰهِ تَوَكَّلْنَا আমরা আল্লাহরই উপর ভরসা রাখি رَبَّنَا হে আমাদের প্রতিপালক! افْتَحْ بَيْنَنَا وَبَيْنَ قَوْمِنَا আমাদের ও আমাদের সম্প্রদায়ের মধ্যে মীমাংসা করে দিন بِالْحَقِّ ন্যায় অনুযায়ী وَاَنْتَ خَيْرُ الْفٰتِحِيْنَ বস্তুতঃ আপনি সর্বাপেক্ষা উত্তম মীমাংসাকারী।

https://e-ilm.weebly.com/

وَقَالَ الْمَلَاُ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا مِنْ قَوْمِهٖ لَئِنِ اتَّبَعْتُمْ شُعَيْبًا اِنَّكُمْ اِذًا لَّخٰسِرُوْنَ (٩٠)

অনুবাদ : (৯০) আর তাঁর সম্প্রদায়ের কাফের সরদারগণ বলল, যদি তোমরা শোয়াইবের অনুসরণ কর তবে অবশ্যই অতি ক্ষতিগ্রস্ত হবে।

فَاَخَذَتْهُمُ الرَّجْفَةُ فَاَصْبَحُوْا فِيْ دَارِهِمْ جٰثِمِيْنَ (٩١)

(৯১) সুতরাং তাদেরকে ভূমিকম্প ধৃত করল, ফলে তারা নিজেদের ঘরে উপুড় হয়ে পড়ে রইল।

اَلَّذِيْنَ كَذَّبُوْا شُعَيْبًا كَاَنْ لَّمْ يَغْنَوْا فِيْهَا ۚ اَلَّذِيْنَ كَذَّبُوْا شُعَيْبًا كَانُوْا هُمُ الْخٰسِرِيْنَ (٩٢)

(৯২) যারা শোয়াইবকে মিথ্যাবাদী সাব্যস্ত করেছিল তাদের এমন অবস্থা হলো, যেন এ সমস্ত ঘরে কখনো বসবাসই করেনি। যারা শোয়াইবকে মিথ্যাবাদী করেছিল, তারাই ক্ষতিগ্রস্ত হলো।

فَتَوَلّٰى عَنْهُمْ وَقَالَ يٰقَوْمِ لَقَدْ اَبْلَغْتُكُمْ رِسٰلٰتِ رَبِّيْ وَنَصَحْتُ لَكُمْ ۚ فَكَيْفَ اٰسٰى عَلٰى قَوْمٍ كٰفِرِيْنَ (٩٣)

(৯৩) তখন শোয়াইব তাদের হতে মুখ ফিরিয়ে চললেন, এবং বলতে লাগলেন, হে আমার সম্প্রদায়! আমি তোমাদেরকে স্বীয় প্রতিপালকের আহকাম পৌছে দিয়েছিলাম এবং আমি তোমাদের কল্যাণ কামনা করেছি, অতএব, আমি এই কাফেরদের উপর কোন অনুশোচনা করব?

وَمَاۤ اَرْسَلْنَا فِيْ قَرْيَةٍ مِّنْ نَّبِيٍّ اِلَّاۤ اَخَذْنَاۤ اَهْلَهَا بِالْبَاْسَآءِ وَالضَّرَّآءِ لَعَلَّهُمْ يَضَّرَّعُوْنَ (٩٤)

(৯৪) আর আমি [উল্লিখিত এবং তা ব্যতীত অন্যান্য জনপদ হতে] কোনো জনপদে কোনো নবী [এমনভাবে] প্রেরণ করিনি যে, তথাকার অধিবাসীদেরকে [সতর্ক করার উদ্দেশ্যে] দারিদ্র্য ও পীড়া দ্বারা আক্রান্ত না করেছি যেন তারা বিনম্র হয়।

শাব্দিক অনুবাদ

(৯০) وَقَالَ الْمَلَاُ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا مِنْ قَوْمِهٖ আর তাঁর সম্প্রদায়ের কাফের সরদারগণ বলল لَئِنِ اتَّبَعْتُمْ شُعَيْبًا যদি তোমরা শোয়াইবের অনুসরণ কর اِنَّكُمْ اِذًا لَّخٰسِرُوْنَ তবে অবশ্যই অতি ক্ষতিগ্রস্ত হবে।

(৯১) فَاَخَذَتْهُمُ الرَّجْفَةُ সুতরাং তাদেরকে ভূমিকম্প ধৃত করল فَاَصْبَحُوْا ফলে তারা পড়ে রইল فِيْ دَارِهِمْ جٰثِمِيْنَ নিজেদের ঘরে উপুড় হয়ে।

(৯২) اَلَّذِيْنَ كَذَّبُوْا شُعَيْبًا যারা শোয়াইবকে মিথ্যাবাদী সাব্যস্ত করেছিল তাদের এমন অবস্থা হলো كَاَنْ لَّمْ يَغْنَوْا فِيْهَا যেন এ সমস্ত ঘরে কখনো বসবাসই করেনি اَلَّذِيْنَ كَذَّبُوْا شُعَيْبًا যারা শোয়াইবকে মিথ্যাবাদী করেছিল كَانُوْا هُمُ الْخٰسِرِيْنَ তারাই ক্ষতিগ্রস্ত হলো।

(৯৩) فَتَوَلّٰى عَنْهُمْ তখন শোয়াইব তাদের হতে মুখ ফিরিয়ে চললেন وَقَالَ; এবং বলতে লাগলেন يٰقَوْمِ হে আমার সম্প্রদায়! لَقَدْ اَبْلَغْتُكُمْ رِسٰلٰتِ رَبِّيْ আমি তোমাদেরকে স্বীয় প্রতিপালকের আহকাম পৌছে দিয়েছিলাম وَنَصَحْتُ لَكُمْ এবং আমি তোমাদের কল্যাণ কামনা করেছি فَكَيْفَ اٰسٰى عَلٰى قَوْمٍ كٰفِرِيْنَ অতএব, আমি এই কাফেরদের উপর কোন অনুশোচনা করব?

(৯৪) وَمَاۤ اَرْسَلْنَا فِيْ قَرْيَةٍ مِّنْ نَّبِيٍّ আর আমি কোনো জনপদে কোনো নবী প্রেরণ করিনি যে اِلَّاۤ اَخَذْنَاۤ اَهْلَهَا بِالْبَاْسَآءِ وَالضَّرَّآءِ তথাকার অধিবাসীদেরকে [সতর্ক করার উদ্দেশ্যে] দারিদ্র্য ও পীড়া দ্বারা আক্রান্ত না করেছি لَعَلَّهُمْ يَضَّرَّعُوْنَ যেন তারা বিনম্র হয়।

https://e-ilm.weebly.com/

ثُمَّ بَدَّلْنَا مَكَانَ السَّيِّئَةِ الْحَسَنَةَ حَتّٰى عَفَوْا وَّقَالُوْا قَدْ مَسَّ اٰبَآءَنَا الضَّرَّآءُ وَالسَّرَّآءُ فَاَخَذْنٰهُمْ بَغْتَةً وَّهُمْ لَا يَشْعُرُوْنَ (٩٥)

অনুবাদ : (৯৫) অতঃপর আমি ঐ দুরবস্থার স্থলে সুঅবস্থার পরিবর্তন করে দিলাম, এ পর্যন্ত যে, তাদের অতি উন্নতি হলো এবং বলতে লাগল, আমাদের পূর্বপুরুষদের প্রতিও অসচ্ছলতা এবং সচ্ছলতা সমাগত হয়েছিল, অনন্তর আমি তাদেরকে অকস্মাৎ ধৃত করলাম অথচ তাদের খবরও ছিল না।

শাব্দিক অনুবাদ

(৯৫) ثُمَّ بَدَّلْنَا مَكَانَ السَّيِّئَةِ الْحَسَنَةَ অতঃপর আমি ঐ দুরবস্থার স্থলে সুঅবস্থার পরিবর্তন করে দিলাম। حَتّٰى عَفَوْا এ পর্যন্ত যে, তাদের অতি উন্নতি হলো। وَقَالُوْا এবং বলতে লাগল قَدْ مَسَّ اٰبَآءَنَا الضَّرَّآءُ وَالسَّرَّآءُ আমাদের পূর্বপুরুষদের প্রতিও অসচ্ছলতা এবং সচ্ছলতা সমাগত হয়েছিল فَاَخَذْنٰهُمْ بَغْتَةً অনন্তর আমি তাদেরকে অকস্মাৎ ধৃত করলাম وَهُمْ لَا يَشْعُرُوْنَ অথচ তাদের খবরও ছিল না।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

হযরত শোয়াইব (আ.)-কে তাঁর সম্প্রদায়ের লোকেরা বলল, আপনি যদি সত্যপন্থি হতেন, তবে আপনার অনুসারীরা সমৃদ্ধ হতো এবং অমান্যকারীদের উপর আজাব আসত। কিন্তু হচ্ছে এই যে, উভয় দল সমভাবে আরামে দিন যাপন করছে। এমতাবস্থায় আমরা আপনাকে সত্যপন্থি বলে কিরূপে মেনে নিতে পারি? উত্তরে হযরত শোয়াইব (আ.) বললেন, তাড়াহুড়া কিসের? অতি সত্বর আল্লাহ তা'আলা আমাদের ও তোমাদের মধ্যে ফয়সালা করে দিবেন। এরপর সম্প্রদায়ের অহংকারী সর্দাররা অত্যাচারী ও উদ্ধত লোকদের চিরাচরিত পন্থায় বলে উঠল : হে শোয়াইব! হয় তুমি এবং তোমার অনুসারী মুমিনরা আমাদের ধর্মে ফিরে আসবে, না হয় আমরা তোমাদেরকে বস্তি থেকে উচ্ছেদ করে দিব।

তাদের ধর্মে ফিরে আসা কথাটা মুমিনের ক্ষেত্রে যথার্থই প্রযোজ্য। কারণ তারা পূর্বে তাদের ধর্মেই ছিল এবং পরে হযরত শোয়াইব (আ.)-এর দাওয়াতে সাড়া দিয়ে মুসলমান হয়েছিল। কিন্তু শোয়াইব (আ.) একদিনও তাদের মিথ্যা ধর্মে ছিলেন না। আল্লাহর কোনো পয়গম্বর কখনও কোনো মুশরিকসুলভ মিথ্যা ধর্মের অনুসারী হতেই পারেন না। এমতাবস্থায় তাঁকে ফিরে আসার কথা বলা সম্ভবত এ কারণে ছিল যে, নবুয়ত প্রাপ্তির পূর্বে হযরত শোয়াইব (আ.) তাদের বাতিল কথাবার্তা ও কাজকর্ম দেখে চুপ থাকতেন এবং তাদের সাথে মিলেমিশে থাকতেন। ফলে তাঁর সম্পর্কেও সম্প্রদায়ের লোকদের ধারণা ছিল যে, তিনিও তাদেরই সমধর্মী। ঈমানের দাওয়াত দেওয়ার পর তারা জনতে পারল যে, তাঁর ধর্ম তাদের থেকে ভিন্ন অথবা তিনি তাদের ধর্ম ত্যাগ করেছেন। হযরত শোয়াইব (আ.) উত্তরে বললেন– اَوَلَوْ كُنَّا كٰرِهِيْنَ অর্থাৎ তোমাদের উদ্দেশ্য কি এই যে, তোমাদের ধর্মকে অপছন্দ করা সত্ত্বেও আমরা তোমাদের ধর্মে ফিরে যাব? অর্থাৎ এটা হতে পারে না। এ পর্যন্ত প্রথম আয়াতের বিষয়বস্তু বর্ণিত হলো।

দ্বিতীয় আয়াতে বলা হয়েছে যে, হযরত শোয়াইব (আ.) তাঁর জাতিকে বললেন, তোমাদের মিথ্যা ধর্ম থেকে আল্লাহ তা'আলা আমাদেরকে মুক্তি দিয়েছেন। এরপর আমরা যদি তোমাদের ধর্মে ফিরে যাই, তবে এ হবে আমাদের পক্ষ থেকে আল্লাহর তা'আলার প্রতি জঘন্য অপবাদ আরোপ করা। কেননা প্রথমত কুফর ও শিরককে ধর্ম বলে স্বীকার করার অর্থ এই যে, আল্লাহ তা'আলাই যেন এ নির্দেশ দিয়েছেন। এটা আল্লাহর প্রতি মিথ্যা অপবাদ। এছাড়া বিশ্বাস স্থাপন করা এবং জ্ঞান ও চক্ষুষ্মানতা অর্জিত হওয়ার পর পুনরায় কুফরের দিকে ফিরে যাওয়া যেন একথা বলা যে, পূর্বের ধর্ম মিথ্যা ও ভ্রান্ত ছিল। এখন যে ধর্ম গ্রহণ করা হচ্ছে, তাই সত্য ও বিশুদ্ধ এটা দ্বিমুখী মিথ্যা ও অপবাদ। কারণ এতে সত্যকে মিথ্যা এবং মিথ্যাকে সত্য বলা হয়।

https://e-ilm.weebly.com/

হযরত শোয়াইব (আ.)-এর উক্তিতে এক প্রকার দাবি ছিল যে, তোমাদের ধর্মে আমরা কখনও ফিরে যেতে পারি না। এরূপ দাবি করা বাহ্যত আল্লাহর প্রতি আনুগত্যের পরিপন্থি এবং নৈকট্যশীল ও আধ্যাত্মবিদদের পক্ষে অসমীচীন। তাই পরে বলেছেন– وَمَا يَكُوْنُ لَنَآ اَنْ نَّعُوْدَ فِيْهَآ اِلَّآ اَنْ يَّشَآءَ اللّٰهُ رَبُّنَا ۚ وَسِعَ رَبُّنَا كُلَّ شَيْءٍ عِلْمًا ۚ عَلَى اللّٰهِ تَوَكَّلْنَا অর্থাৎ আমরা তোমাদের ধর্মে কখনও ফিরে যেতে পারি না। অবশ্য যদি (আল্লাহ না করুন) আমাদের প্রতিপালকই আমাদেরকে পথভ্রষ্ট করার ইচ্ছা করেন, তবে ভিন্ন কথা। আমাদের প্রতিপালকের জ্ঞান প্রত্যেক বস্তুকে পরিবেষ্টনকারী। আমরা তাঁর উপরই ভরসা করেছি।

এতে স্বীয় অক্ষমতা প্রকাশ করা হয়েছে এবং আল্লাহর উপর ভরসা ব্যক্ত করা হয়েছে। অর্থাৎ আমরা কোনো কাজ করা অথবা না করাকে কোনো সৎকাজ করা অথবা মন্দকাজ থেকে বেঁচে থাকা আল্লাহর মেহেরবানিতেই হয়ে থাকে যেমন রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন– وَاللّٰهِ لَوْلَا اللّٰهُ مَا اهْتَدَيْنَا وَلَا تَصَدَّقْنَا وَلَا صَلَّيْنَا অর্থাৎ আল্লাহর কৃপা না হলে আমরা সৎপথ পেতাম না, সদকা খয়রাত করতে পারতাম না এবং নামাজ পড়তে সক্ষম হতাম না।

জাতির অহংকারী সর্দারদের সাথে এ পর্যন্ত আলাপ-আলোচনার পর যখন হযরত শোয়াইব (আ.) বুঝতে পারলেন যে, তারা কোনো কিছুতেই প্রভাবান্বিত হচ্ছে না, তখন তাদের সাথে কথাবার্তা ছেড়ে আল্লাহ তা'আলার কাছে দোয়া করলেন– رَبَّنَا افْتَحْ بَيْنَنَا وَبَيْنَ قَوْمِنَا بِالْحَقِّ وَاَنْتَ خَيْرُ الْفٰتِحِيْنَ অর্থাৎ হে আমাদের প্রতিপলক! আমাদের ও আমাদের জাতির মধ্যে ফয়সালা করে দিন সত্যভাবে এবং আপনি শ্রেষ্ঠতম ফয়সালাকারী। হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা.) বলেন, فَتْحٌ শব্দের অর্থ এখানে ফয়সালা করা। এ অর্থেই فَاتِحٌ শব্দটি قَاضِىْ অর্থাৎ বিচারক অর্থে ব্যবহৃত হয়। –[বাহরে মুহীত]

প্রকৃতপক্ষে এর মাধ্যমে হযরত শোয়াইব (আ.) স্বীয় সম্প্রদায়ের কাফেরদেরকে ধ্বংস করার দোয়া করেছিলেন। আল্লাহ তা'আলা এ দোয়া কবুল করে ভূমিকম্পের মাধ্যমে তাদেরকে ধ্বংস করে দেন।

৯০ নং আয়াতে অহংকারী সর্দারদের একটি ভ্রান্ত উক্তি উদ্ধৃত করা হয়েছে যে, তারা পরস্পর অথবা নিজ নিজ অনুসারীদেরকে বলতে লাগল : যদি তোমরা শোয়াইবের অনুসরণ কর, তবে অত্যন্ত বেওকুফ ও মূর্খ প্রতিপন্ন হবে। –[বাহরে মুহীত]

৯১ নং আয়াতে তাদের আজাবের ঘটনা বর্ণনা করে বলা হয়েছে– فَاَخَذَتْهُمُ الرَّجْفَةُ فَاَصْبَحُوْا فِيْ دَارِهِمْ جٰثِمِيْنَ অর্থাৎ তাদেরকে ভীষণ ভূমিকম্প পকড়াও করল। ফলে তারা গৃহমধ্যে উপড় হয়ে পড়ে রইল।

হযরত শোয়াইব (আ.)-এর সম্প্রদায়ের আজাবকে এ আয়াতে ভূমিকম্প বলা হয়েছে। কিন্তু অন্যান্য আয়াতে فَاَخَذَهُمْ عَذَابُ يَوْمِ الظُّلَّةِ বলা হয়েছে। অর্থাৎ তাদেরকে ছায়া দিবসের আজাব পাকড়াও করেছে। 'ছায়া দিবসের' অর্থ এই যে, প্রথমে তাদের উপর ঘন কালো মেঘের ছায়া পতিত হয়। তারা এর নিচে একত্রিত হয়ে গেলে এ মেঘ থেকেই তাদের উপর প্রস্তর অথবা অগ্নিবৃষ্টি বর্ষণ করা হয়।

হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা.) উভয় আয়াতের সামঞ্জস্য প্রসঙ্গে বলেন, হযরত শোয়াইব (আ.)-এর সম্প্রদায়ের উপর প্রথমে এমন ভীষণ গরম চাপিয়ে দেওয়া হয়, যেন জাহান্নামের দরজা তাদের দিকে খুলে দেওয়া হয়েছিল। ফলে তাদের শ্বাস রুদ্ধ হতে থাকে। ছায়া এমনকি পানিতেও তাদের জন্য শান্তি ছিল না। তারা অসহ্য গরমে অতিষ্ঠ হয়ে ভূগর্ভস্থ কক্ষে প্রবেশ করে দেখল, সেখানে আরও বেশি গরম। অতঃপর অস্থির হয়ে জঙ্গলের দিকে ধাবিত হলো। সেখানে আল্লাহ তা'আলা একটি ঘন কালো মেঘ পাঠিয়ে দিলেন যার নিচে শীতল বাতাস বইছিল। তারা সবাই গরমে দিগ্বিদিক জ্ঞানহারা হয়ে মেঘের নিচে এসে ভিড় করল। তখন মেঘমালা আগুনে রূপান্তরিত হয়ে তাদের উপর বর্ষিত হলো এবং ভূমিকম্পও এলো। ফলে তারা সবাই ভস্মস্তূপে পরিণত হলো। এভাবে তাদের উপর ভূমিকম্প ও ছায়ার আজাব উভয়টিই আসে। –[বাহরে মুহীত]

কোনো কোনো তাফসীরবিদ বলেন, এটাও সম্ভব যে, তাদের বিভিন্ন অংশের উপর বিভিন্ন আজাব এসেছে। ফলে এক অংশ ভূমিকম্প এবং এক অংশ ছায়ার আজাবে ধ্বংস প্রাপ্ত হয়েছে।

৯২ নং আয়াতে তাদের ঘটনা থেকে অন্যান্যদেরকে শিক্ষা দেওয়া হয়েছে, যা এ ঘটনা বর্ণনা করার আসল উদ্দেশ্য। বলা হয়েছে, اَلَّذِيْنَ كَذَّبُوْا شُعَيْبًا كَاَنْ لَّمْ يَغْنَوْا فِيْهَا - غَنٰى শব্দের এক অর্থ কোনো স্থানে আরাম-আয়েশে জীবন-যাপন করা। এখানে এ অর্থই বোঝানো হয়েছে। উদ্দেশ্য এই যে, তারা যেসব গৃহে আরাম-আয়েশে জীবন-যাপন করত, আজাবের পর এমন অবস্থা হলো, যেন এখানে কোনো দিন আরাম-আয়েশের নাম নিশানাও ছিল না। অতঃপর বলা হয়েছে– اَلَّذِيْنَ كَذَّبُوْا شُعَيْبًا

https://e-ilm.weebly.com/

كَانُوْا هُمُ الْخٰسِرِيْنَ অর্থাৎ যারা হযরত শোয়াইব (আ.) -কে মিথ্যা বলেছিল তারাই ক্ষতিগ্রস্ত হলো। এতে ইঙ্গিত করা হয়েছে যে, যারা হযরত শোয়াইব (আ.) ও তাঁর মুমিন সঙ্গীদেরকে বস্তি থেকে বহিষ্কার করার হুমকি দিত, পরিণামে ক্ষতির বোঝা তাদের ঘাড়েই চেপেছে।

৯৩ নং আয়াতে বলা হয়েছে– فَتَوَلّٰى عَنْهُمْ অর্থাৎ স্বজাতির উপর আজাব আসতে দেখে হযরত শোয়াইব (আ.) সঙ্গীদেরকে নিয়ে সেখান থেকে প্রস্থান করেন। তাফসীরবিদগণ বলেন যে, তাঁরা মক্কা মুয়াযযমায় চলে আসেন এবং শেষ পর্যন্ত এখানেই অবস্থান করেন।

জাতির চরম অবাধ্যতায় নিরাশ হয়ে হযরত শোয়াইব (আ.) বদদোয়া করেছিলেন ঠিকই কিন্তু যখন আজাব এসে গেল, তখন পয়গম্বরসুলভ দয়ার কারণে তাঁর অন্তর ব্যথিত হলো। তাই নিজের মনকে প্রবোধ দিয়ে জাতির উদ্দেশ্যে বললেন, আমি তোমাদের কাছে প্রতিপালকের নির্দেশ পৌছে দিয়েছিলাম এবং তোমাদের হিতাকাঙ্ক্ষায় কোনো ত্রুটি করিনি। কিন্তু আমি কাফের সম্প্রদায়ের জন্য কতটুকু কি করতে পারি?

পূর্ববর্তী নবীগণ (আ.) তাঁদের জাতিসমূহের ইতিহাস এবং তাঁদের দৃষ্টান্তসুলভ অবস্থা ও স্মরণীয় ঘটনাবলি যার বর্ণনাধারা কয়েক রুকূ পূর্বে থেকে চলে আসছে, তাতে এ পর্যন্ত পাঁচজন নবীর কাহিনী বর্ণিত হয়েছে। ষষ্ঠ কাহিনীটি হযরত মূসা (আ.) এবং তাঁর সম্প্রদায় বনী ইসরাঈলের।

قوله وَمَاۤ اَرْسَلْنَا فِىْ قَرْيَةٍ مِّنْ نَّبِىٍّ اِلَّاۤ اَخَذْنَاۤ اَهْلَهَا الخ পূর্বেই বলা হয়েছে, কুরআনে কারীম বিশ্ব ইতিহাস এবং বিশ্বের বিভিন্ন জাতির অবস্থা বর্ণনা করে। কিন্তু তার বর্ণনারীতি হলো এই যে, তাতে সাধারণ ইতিহাসগ্রন্থ কিংবা গল্প উপন্যাসের মতো আলোচ্য বিষয়ের সবিস্তার বর্ণনা না করে; বরং স্থান ও কালের উপযোগিতা অনুসারে ইতিহাস ও গল্প কাহিনীর অংশবিশেষ তুলে ধরা হয়। সে সঙ্গে আলোচ্য কাহিনীতে প্রাপ্ত নিদর্শনমূলক ফলাফল সম্পর্কে আলোকপাত করা হয়। এ নিয়ম অনুযায়ী সে পাঁচটি কাহিনী বর্ণনার পর এখানে কিছু সতর্কতামূলক প্রসঙ্গ আলোচনা করা হয়েছে।

৯৪ নং আয়াতে বলা হয়েছে যে, হযরত নূহ (আ.)-এর সম্প্রদায় এবং 'আদ' ও 'ছামূদ' জাতিকে যেসব ঘটনার সম্মুখীন হতে হয়েছিল, তা শুধুমাত্র তাদের সাথেই এককভাবে সম্পৃক্ত নয়; বরং আল্লাহ রাব্বুল আলামীন স্বীয় রীতি অনুযায়ী দুনিয়ার বিভ্রান্ত ও পথভ্রষ্ট জাতি সম্প্রদায়ের সংশোধন ও কল্যাণ সাধনকল্পে যেসব নবী-রাসূল প্রেরণ করেন তাঁদের আদেশ উপদেশের প্রতি যারা মনোনিবেশ করে না প্রথমে তাদেরকে পার্থিব বিপদাপদের সম্মুখীন করা হয়, যাতে এই বিপদের চাপে তারা নিজেদের গতিকে আল্লাহ তা'আলার প্রতি পরিবর্তিত করে নিতে পারে। কারণ প্রকৃতিগতভাবেই মানুষের মনে বিপদাপদের মুখেই আল্লাহর কথা স্মরণ হয় বেশি। আর এই বাহ্যিক দুঃখকষ্ট প্রকৃতপক্ষে আল্লাহ রাহমানুর রাহীমেরই দান। উল্লিখিত আয়াতে قوله اَخَذْنَاۤ اَهْلَهَا بِالْبَأْسَآءِ وَالضَّرَّآءِ لَعَلَّهُمْ يَضَّرَّعُوْنَ বাক্যটির মর্মও তাই। بَأْسَاء ও بُؤْس শব্দ দুটির অর্থ দারিদ্র্য ও ক্ষুধা। আর ضَرَّاء ও ضَرّ শব্দদ্বয়ের অর্থ হলো রোগ ও ব্যাধি। কুরআন মাজীদের বিভিন্ন স্থানে উল্লিখিত অর্থেই শব্দগুলো ব্যবহৃত হয়েছে। হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে মাসঊদ (রা.)ও এ অর্থই বর্ণনা করেছেন। কোনো কোনো অভিধানবিদ অবশ্য بَأْسَاء ও بُؤْس শব্দ দুটির অর্থ আর্থিক ক্ষতি এবং ضَرّ ও ضَرَّاء অর্থ শারীরিক বা স্বাস্থ্যগত ক্ষতি বলে উল্লেখ করেছেন। মূলত উভয় অর্থেরই মর্ম এক।

আয়াতটির মর্ম হচ্ছে এই যে, যখনই আমি কোনো জাতি বা সম্প্রদায়ের প্রতি রাসূল প্রেরণ করি এবং সে জাতি তাঁদের কথা অমান্য করে, তখন আমার রীতি হলো, প্রথমে সে অবাধ্য লোকগুলোকে পৃথিবীতেই অর্থনৈতিক ও শারীরিক ক্ষতি আর রোগ-ব্যাধির সম্মুখীন করে দেওয়া যাতে পরিণতির প্রতি লক্ষ্য করে আল্লাহর দিকে ফিরে আসে। পরবর্তী আয়াতে ثُمَّ بَدَّلْنَا مَكَانَ السَّيِّئَةِ الْحَسَنَةَ حَتّٰى عَفَوْا এখানে سَيِّئَة শব্দে পূর্বোল্লিখিত দারিদ্র্য, ক্ষুধা ও রোগ-ব্যাধির দুরবস্থাই উদ্দেশ্য করা হয়েছে। আর حَسَنَة শব্দে উদ্দেশ্য করা হয়েছে দারিদ্র্য, ক্ষুধা ও রোগ-ব্যাধির বিপরীত দিক, ধনসম্পদের বিস্তৃতি ও সচ্ছলতা এবং সুস্বাস্থ্য ও নিরাপত্তা। পরবর্তী عَفَوْا শব্দটি عَفْر থেকে উদ্ভূত। এর একটি অর্থ হয় প্রবৃদ্ধি ও উন্নতি লাভ করা।

সারমর্ম এই যে, প্রথম পরীক্ষাটি নেওয়া হয়েছে তাদেরকে দারিদ্র্য, ক্ষুধা এবং রোগ-ব্যাধির সম্মুখীন করে। তারা যখন তাতে অকৃতকার্য হয়েছে আল্লাহ তা'আলার প্রতি ফিরে আসেনি, তখন দ্বিতীয় পরীক্ষাটি নেওয়া হয় দারিদ্র্য, ক্ষুধা ও রোগ-ব্যাধির পরিবর্তে তাদের ধনসম্পদের প্রবৃদ্ধি এবং সুস্বাস্থ্য ও নিরাপত্তা দানের মাধ্যমে। তাতে তারা যথেষ্ট উন্নত লাভ করে

https://e-ilm.weebly.com/

এবং অনেক গুণ বেড়ে যায়। এ পরীক্ষার উদ্দেশ্য ছিল যাতে তারা দুঃখকষ্টের পরে সুখ ও সমৃদ্ধি প্রাপ্তির ফলে আল্লাহর প্রতি কৃতজ্ঞতা স্বীকার করে এবং এভাবে যেন আল্লাহ কর্তৃক নির্ধারিত পথে ফিরে আসে। কিন্তু কর্মবিমুখ, শৈথিল্যপরায়ণের দল তাতেও সতর্ক হয়নি; বরং বলতে শুরু করে দেয় যে, এটা কোনো নতুন বিষয় নয়, সৎ কিংবা অসৎ কর্মের পরিণতিও নয়; বরং প্রকৃতির নিয়মই তাই, কখনও সুখ কখনও দুঃখ, কখনও রোগ কখনও স্বাস্থ্য কখনও দারিদ্র্য কখনও সচ্ছলতা –এমনই হয়ে থাকে। আমাদের পিতা পিতামহ প্রমুখ পূর্বপুরুষদেরকেও এমনি সব অবস্থার সম্মুখীন হতে হয়েছে। আর তখনই ধরা পড়ল আকস্মিক আজাবের মধ্যে। فَاَخَذْنٰهُمْ بَغْتَةً وَّهُمْ لَا يَشْعُرُوْنَ (বাগতাতান) হঠাৎ সহসা বা অকস্মাৎ। তার অর্থ যখন তারা উভয় পরীক্ষা এতই অকৃতকার্য হয়ে গেল এবং সতর্ক হলো না, তখন আমি তাদেরকে আকস্মিক আজাবের মাধ্যমে ধরে ফেললাম এবং এ ব্যাপারে তাদের কোনো খবরই ছিল না।

শব্দ বিশ্লেষণ

لَنُخْرِجَنَّ : সীগাহ جمع متكلم বহছ فعل مستقبل معروف در تاكيد ثقيله بانون تاكيد لام বাব اِفْعَالٌ মাসদার اَلْاِخْرَاجُ মূলবর্ণ (خ . ر . ج) জিনস صحيح অর্থ– অবশ্যই অবশ্যই আমরা বের করে দিব।

لَتَعُوْدُنَّ : সীগাহ جمع مذكر حاضر বহছ فعل مستقبل معروف در تاكيد ثقيله بانون تاكيد لام বাব نَصَرَ মাসদার اَلْعَوْدُ মূলবর্ণ (ع . و . د) জিনস اجوف واوى অর্থ– অবশ্যই অবশ্যই তোমরা ফিরে আসবে।

نَجّٰنَا : সীগাহ جمع مذكر غائب বহছ اثبات فعل ماضى معروف বাব تَفْعِيْل মাসদার اَلتَّنْجِيَةُ মূলবর্ণ– (ن . ج . و) জিনস ناقص واوى অর্থ– তিনি উদ্ধার করেছেন।

يَشَآءُ : সীগাহ واحد مذكر غائب বহছ اثبات فعل مضارع معروف বাব فَتَحَ মাসদার اَلْمَشِيْئَةُ মূলবর্ণ (ش . ى . ء) জিনস মুরাক্কাব مهموز لام ও اجوف يائى অর্থ– সে চাচ্ছে, সে চাইবে।

جٰثِمِيْنَ : সীগাহ جمع مذكر বহছ اسم فاعل বাব نَصَرَ মাসদার اَلْجُثُوْمُ মূলবর্ণ (ج . ث . م) জিনস صحيح অর্থ– উপুড় করে, অধঃমুখে।

يَضَّرَّعُوْنَ : সীগাহ جمع مذكر غائب বহছ اثبات فعل مضارع معروف বাব اِفَّعُّلْ মাসদার اَلْاِضَّرُّعُ মূলবর্ণ (ض . ر . ع) জিনস صحيح অর্থ– তারা কাকুতি-মিনতি করছে।

https://e-ilm.weebly.com/

অনুবাদ : (৯৬) আর যদি এ সমস্ত জনপদের অধিবাসীরা ঈমান আনত এবং তাকওয়া অবলম্বন করত, তবে আমি তো তাদের জন্য আসমান ও জমিনের বরকতসমূহ উন্মুক্ত করে দিতাম, কিন্তু তারা তো [পয়গম্বরদেরকে] মিথ্যাবাদী সাব্যস্ত করল, অতএব, আমি তাদের কৃতকর্মের দরুন তাদেরকে ধৃত করলাম।	وَلَوْ اَنَّ اَهْلَ الْقُرٰٓى اٰمَنُوْا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكٰتٍ مِّنَ السَّمَآءِ وَالْاَرْضِ وَلٰكِنْ كَذَّبُوْا فَاَخَذْنٰهُمْ بِمَا كَانُوْا يَكْسِبُوْنَ (٩٦)
(৯৭) তবে কি এই জনপদের অধিবাসীরা এ সম্বন্ধে নিশ্চিন্ত হয়ে পড়েছে যে, তাদের উপর আমার আজাব রাত্রিকালে আপতিত হয়– যখন তারা নিদ্রিত থাকে?	اَفَاَمِنَ اَهْلُ الْقُرٰٓى اَنْ يَّاْتِيَهُمْ بَاْسُنَا بَيَاتًا وَّهُمْ نَآئِمُوْنَ (٩٧)
(৯৮) আর এই জনপদের অধিবাসীরা কি এ সম্বন্ধে নিশ্চিন্ত হয়ে পড়েছে যে, তাদের উপর আমার আজাব দিন দুপুরেই আপতিত হয়, যখন তারা ক্রীড়া-কৌতুকে মগ্ন থাকে?	اَوَ اَمِنَ اَهْلُ الْقُرٰٓى اَنْ يَّاْتِيَهُمْ بَاْسُنَا ضُحًى وَّهُمْ يَلْعَبُوْنَ (٩٨)
(৯৯) হ্যাঁ, তবে কি তারা আল্লাহর এই পাকড়াও হতে নিশ্চিন্ত হয়ে পড়েছে? বস্তুতঃ আল্লাহর পাকড়াও হতে কেউই নিশ্চিন্ত হয় না ঐ সকল লোক ব্যতীত যাদের দুর্গতিই উপস্থিত হয়েছে।	اَفَاَمِنُوْا مَكْرَ اللّٰهِ ۚ فَلَا يَاْمَنُ مَكْرَ اللّٰهِ اِلَّا الْقَوْمُ الْخٰسِرُوْنَ (٩٩) ع ١٢
(১০০) আর ভূপৃষ্ঠের সেই অধিবাসীদের পর যারা তাদের স্থলে ভূপৃষ্ঠে [এখন] বাস করছে, তাদেরকে কি উক্ত ঘটনাবলি এই শিক্ষা দেয় না যে, যদি আমি ইচ্ছা করতাম, তবে তাদেরকে [-ও] তাদের গুনাহর দরুন ধ্বংস করে দিতাম, আর আমি তাদের অন্তরসমূহের উপর মোহর করে রেখেছি, অতএব, তারা শুনতে পায় না।	اَوَلَمْ يَهْدِ لِلَّذِيْنَ يَرِثُوْنَ الْاَرْضَ مِنْۢ بَعْدِ اَهْلِهَآ اَنْ لَّوْ نَشَآءُ اَصَبْنٰهُمْ بِذُنُوْبِهِمْ ۚ وَنَطْبَعُ عَلٰى قُلُوْبِهِمْ فَهُمْ لَا يَسْمَعُوْنَ (١٠٠)

শাব্দিক অনুবাদ

(৯৬) وَلَوْ اَنَّ اَهْلَ الْقُرٰٓى اٰمَنُوْا আর যদি এ সমস্ত জনপদের অধিবাসীরা ঈমান আনত وَاتَّقَوْا এবং তাকওয়া অবলম্বন করত لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ তবে আমি তো তাদের জন্য উন্মুক্ত করে দিতাম بَرَكٰتٍ مِّنَ السَّمَآءِ وَالْاَرْضِ আসমান ও জমিনের বরকতসমূহ وَلٰكِنْ كَذَّبُوْا কিন্তু তারা তো [পয়গম্বরদেরকে] মিথ্যাবাদী সাব্যস্ত করল فَاَخَذْنٰهُمْ بِمَا كَانُوْا يَكْسِبُوْنَ অতএব, আমি তাদের কৃতকর্মের দরুন তাদেরকে ধৃত করলাম।

(৯৭) اَفَاَمِنَ اَهْلُ الْقُرٰٓى তবুও কি এই জনপদের অধিবাসীরা এ সম্বন্ধে নিশ্চিন্ত হয়ে পড়েছে যে اَنْ يَّاْتِيَهُمْ بَاْسُنَا بَيَاتًا তাদের উপর আমার আজাব রাত্রিকালে আপতিত হয়– وَّهُمْ نَآئِمُوْنَ যখন তারা নিদ্রিত থাকে?

(৯৮) اَوَ اَمِنَ اَهْلُ الْقُرٰٓى আর এই জনপদের অধিবাসীরা কি এ সম্বন্ধে নিশ্চিন্ত হয়ে প[ড়ে]ছে যে اَنْ يَّاْتِيَهُمْ بَاْسُنَا ضُحًى তাদের উপর আমার আজাব দিন দুপুরেই আপতিত হয় وَّهُمْ يَلْعَبُوْنَ যখন তারা ক্রীড়া-কৌতুকে মগ্ন থাকে?

(৯৯) اَفَاَمِنُوْا مَكْرَ اللّٰهِ হ্যাঁ, তবে কি তারা আল্লাহর এই পাকড়াও হতে নিশ্চিন্ত হ[য়ে] পড়েছে فَلَا يَاْمَنُ مَكْرَ اللّٰهِ বস্তুতঃ আল্লাহর পাকড়াও হতে কেউই নিশ্চিন্ত হয় না اِلَّا الْقَوْمُ الْخٰسِرُوْنَ ঐ সকল লোক ব্যতীত যাদের দুর্গতিই উপস্থিত হয়েছে।

(১০০) اَوَلَمْ يَهْدِ আর তাদেরকে কি উক্ত ঘটনাবলি এই শিক্ষা দে[য়] না যে لِلَّذِيْنَ يَرِثُوْنَ الْاَرْضَ مِنْۢ بَعْدِ اَهْلِهَآ ভূপৃষ্ঠের সেই অধিবাসীদের পর যারা তাদের স্থলে ভূপৃষ্ঠে [এখন] বাস করছে اَنْ لَّوْ نَشَآءُ যদি আমি ইচ্ছা করতাম اَصَبْنٰهُمْ তবে তাদেরকে [-ও] তাদের গুন[াহর দ]রুন ধ্বংস করে দিতাম بِذُنُوْبِهِمْ وَنَطْبَعُ عَلٰى قُلُوْبِهِمْ আর আমি তাদের অন্তরসমূহের উপর মোহর করে রেখেছি فَهُمْ لَا يَسْمَعُوْنَ অতএব, তারা শুনতে পায় না।

https://e-ilm.weebly.com/

অনুবাদ : (১০১) এ সমস্ত জনপদের কিছু কিছু ঘটনাবলি আমি আপনার নিকট বর্ণনা করছি, আর যে সকল লোকদের নিকট তাদের নবীগণ মু'জিযাসহ উপস্থিত হয়েছিলেন, অনন্তর তারা যে বিষয়টিকে প্রথমে বলেছিল, অতঃপর এরূপ হলো যে, তারা তা মেনে নিত, আল্লাহ তা'আলা এরূপে কাফেরদের অন্তরসমূহে মোহর মেরে দেন।	تِلْكَ الْقُرٰى نَقُصُّ عَلَيْكَ مِنْ اَنْۢبَآئِهَا ۚ وَلَقَدْ جَآءَتْهُمْ رُسُلُهُمْ بِالْبَيِّنٰتِ ۚ فَمَا كَانُوْا لِيُؤْمِنُوْا بِمَا كَذَّبُوْا مِنْ قَبْلُ ؕ كَذٰلِكَ يَطْبَعُ اللّٰهُ عَلٰى قُلُوْبِ الْكٰفِرِيْنَ (١٠١)
(১০২) আর তাদের অধিকাংশের মধ্যে আমি অঙ্গীকার পালনকারী দেখিনি, এবং আমি তাদের অধিকাংশকে নাফরমানই পেয়েছি।	وَمَا وَجَدْنَا لِاَكْثَرِهِمْ مِّنْ عَهْدٍ ۚ وَاِنْ وَّجَدْنَآ اَكْثَرَهُمْ لَفٰسِقِيْنَ (١٠٢)
(১০৩) অতঃপর আমি তাঁদের পর মূসাকে স্বীয় প্রমাণসমূহ দিয়ে ফেরাউন এবং তার প্রধানবর্গের নিকট প্রেরণ করেছি, সুতরাং তারা মোটেই তার হক আদায় করেনি, অতএব, দেখুন,সেই ফ্যাসাদকারীদের কি পরিণাম হলো।	ثُمَّ بَعَثْنَا مِنْۢ بَعْدِهِمْ مُّوْسٰى بِاٰيٰتِنَآ اِلٰى فِرْعَوْنَ وَمَلَا۠ئِهٖ فَظَلَمُوْا بِهَا ۚ فَانْظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُفْسِدِيْنَ (١٠٣)
(১০৪) আর মূসা বললেন, হে ফেরাউন! আমি সকল জাহানের প্রতিপালকের পক্ষ হতে পয়গম্বর।	وَقَالَ مُوْسٰى يٰفِرْعَوْنُ اِنِّيْ رَسُوْلٌ مِّنْ رَّبِّ الْعٰلَمِيْنَ (١٠٤)

শাব্দিক অনুবাদ

(১০১) تِلْكَ الْقُرٰى نَقُصُّ عَلَيْكَ مِنْ اَنْۢبَآئِهَا এ সমস্ত জনপদের কিছু কিছু ঘটনাবলি আমি আপনার নিকট বর্ণনা করছি وَلَقَدْ جَآءَتْهُمْ رُسُلُهُمْ بِالْبَيِّنٰتِ আর যে সকল লোকদের নিকট তাদের নবীগণ মু'জিযাসহ উপস্থিত হয়েছিলেন। فَمَا كَانُوْا لِيُؤْمِنُوْا بِمَا كَذَّبُوْا مِنْ قَبْلُ অনন্তর তারা যে বিষয়টিকে প্রথমে বলেছিল كَذٰلِكَ يَطْبَعُ اللّٰهُ عَلٰى قُلُوْبِ الْكٰفِرِيْنَ অতঃপর এরূপ হলো যে, তারা তা মেনে নিত আল্লাহ তা'আলা এরূপে কাফেরদের অন্তরসমূহে মোহর মেরে দেন।

(১০২) وَمَا وَجَدْنَا لِاَكْثَرِهِمْ مِّنْ عَهْدٍ আর তাদের অধিকাংশের মধ্যে আমি অঙ্গীকার পালনকারী দেখিনি وَاِنْ وَّجَدْنَآ اَكْثَرَهُمْ لَفٰسِقِيْنَ এবং আমি তাদের অধিকাংশকে নাফরমানই পেয়েছি।

(১০৩) ثُمَّ بَعَثْنَا অতঃপর আমি প্রেরণ করেছি مِنْۢ بَعْدِهِمْ مُّوْسٰى তাঁদের পর মূসাকে بِاٰيٰتِنَآ স্বীয় প্রমাণসমূহ দিয়ে اِلٰى فِرْعَوْنَ وَمَلَا۠ئِهٖ ফেরাউন এবং তার প্রধানবর্গের নিকট فَظَلَمُوْا بِهَا সুতরাং তারা মোটেই তার হক আদায় করেনি فَانْظُرْ অতএব, দেখুন كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُفْسِدِيْنَ সেই ফ্যাসাদকারীদের কি পরিণাম হলো।

(১০৪) وَقَالَ مُوْسٰى আর মূসা বললেন يٰفِرْعَوْنُ হে ফেরাউন! اِنِّيْ رَسُوْلٌ مِّنْ رَّبِّ الْعٰلَمِيْنَ আমি সকল জাহানের প্রতিপালকের পক্ষ হতে পয়গম্বর।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

وَلَوْ اَنَّ اَهْلَ الْقُرٰى اٰمَنُوْا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكٰتٍ مِّنَ السَّمَآءِ وَالْاَرْضِ وَلٰكِنْ كَذَّبُوْا فَاَخَذْنٰهُمْ بِمَا كَانُوْا يَكْسِبُوْنَ অর্থাৎ সে জনপদের অধিবাসীরা যদি ঈমান আনত এবং নাফরমানি থেকে বিরত থাকত তাহলে আমি তাদের জন্য আসমান ও জমিনের সমস্ত বরকতের দ্বার উন্মুক্ত করে দিতাম। কিন্তু তারা যখন মিথ্যারোপ করেছে, তখন আমি তাদেরকে তাদেরই কৃতকর্মের দরুন পাকড়াও করেছি।

https://e-ilm.weebly.com/

বরকতের শাব্দিক অর্থ প্রবৃদ্ধি। আসমান ও জমিনের সমস্ত বরকত খুলে দেওয়া বলতে উদ্দেশ্য হলো সব রকম কল্যাণ সর্বদিক থেকে খুলে দেওয়া। অর্থাৎ তাদের প্রয়োজন অনুযায়ী সঠিক সময়ে আসমান থেকে বৃষ্টি বর্ষিত হতো আর জমিন থেকে যে কোনো বস্তু তাদের মনমতো উৎপাদিত হতো এবং অতঃপর সেসব বস্তু দ্বারা তাদের লাভবান হওয়ার এবং সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যের ব্যবস্থা করে দেওয়া হতো। তাতে তাদেরকে এমন কোনো চিন্তাভাবনা কিংবা টানাপড়নের সম্মুখীন হতে হতো না, যার দরুন বড় বড় নিয়ামতও পঙ্কিলতাপূর্ণ হয়ে পড়ে। ফলে তাদের প্রতিটি বিষয়ে বরকত প্রবৃদ্ধি ঘটত।

পৃথিবীতে বরকতের বিকাশ ঘটে দু'রকম। কখনও মূল বস্তুটি প্রকৃতভাবেই বেড়ে যায়। যেমন রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর মু'জিযাসমূহের মধ্যে রয়েছে, একটি সাধারণ পাত্রের পানি দ্বারা গোটা কাফেলার পরিতৃপ্ত হওয়া। কিংবা সামান্য খাদ্যদ্রব্যে বিরাট সমাবেশের পূর্ণোদর খাওয়া ও যা সঠিক ও বিশুদ্ধ রেওয়ায়েতে বর্ণিত রয়েছে। আবার কোনো কোনো সময় মূল বস্তুতে বাহ্যত কোনো বরকত বা প্রবৃদ্ধি যদিও হয় না, পারিমাণ যা ছিল তাই থেকে যায়, কিন্তু তার দ্বারা এত বেশি কাজ হয় যা এমন দ্বিগুণ-চতুর্গুণ বস্তুর দ্বারাও সাধারণত সম্ভব হয় না। তাছাড়া সাধারণভাবেও দেখা যায়, কোনো একটা পাত্র, কাপড়চোপড় কিংবা ঘরদোর অথবা ঘরের অন্য কোনো আসবাবপত্র এমন বরকতময় হয় যে, মানুষ তাতে আজীবন উপকৃত হওয়ার পরেও তা তেমনি বিদ্যমান থেকে যায়। পক্ষান্তরে অনেক জিনিস তৈরি করার সময়ই ভেঙ্গে বিনষ্ট হয়ে যায়। কিংবা অটুট থাকলেও তার দ্বারা উপকার লাভের কোনো সুযোগ আসে না। অথবা উপকারে আসলেও তাতে পারিপূর্ণ উপকৃত হওয়া সম্ভব হয়ে উঠে না।

এই বরকত মানুষের ধনসম্পদেও হতে পারে, মন-মস্তিষ্কেও হতে পারে। আবার কাজকর্মেও হতে পারে। কোনো কোনো সময় মাত্র একগ্রাস খাদ্যও মানুষের জন্য পূর্ণশক্তি-সামর্থ্যের কারণ হয়। আবার কোনো কোনো সময় অতি উত্তম পুষ্টিকর খাদ্যদ্রব্য বা ঔষধও কোনো কাজে আসে না। তেমনিভাবে কোনো সময়ের মধ্যে বরকত হলে মাত্র এক ঘণ্টা সময়ে এত অধিক কাজ করা যায়, যা অন্য সময় চার ঘণ্টায়ও করা যায় না। বস্তুত এসব ক্ষেত্রে পরিমাণের দিক দিয়ে সম্পদ বা সময় বাড়ে না সত্য কিন্তু এমনি বরকত তাতে প্রকাশ পায় যাতে কাজ হয় বহুগুণ বেশি।

এ আয়াতের দ্বারা স্পষ্ট হয়ে গেছে যে, আসমান ও জমিনের সমস্ত সৃষ্টি ও বস্তুরাজির বরকত ঈমান ও পরহেজগারির উপর নির্ভরশীল । ঈমান ও পরহেজগারির পথ অবলম্বন করলে আখেরাতের মুক্তির সঙ্গে সঙ্গে দুনিয়ার কল্যাণ এবং বরকতও লাভ হয়। পক্ষান্তরে ঈমান ও পরহেজগারি পরিহার করলে সেগুলোর কল্যাণ ও বরকত থেকে বঞ্চিত হতে হয়। বর্তমান বিশ্বের যে অবস্থা সেদিকে লক্ষ্য করলে বিষয়টি বাস্তব সত্য হয়ে সামনে এসে যায়। এখন বাহ্যিক দিক দিয়ে জমির উৎপাদন পূর্বের তুলনায় অনেক বেশি। তাছাড়া ব্যবহার্য দ্রব্যাদির আধিক্য এবং নতুন নতুন আবিষ্কার এত বেশি যা পূর্ববর্তী বংশধরেরা ধারণা বা কল্পনাও করতে পারত না। কিন্তু এ সমুদয় বস্তু উপকরণের প্রাচুর্য্য ও আধিক্য সত্ত্বেও আজকের মানুষকে নিতান্তই হতবুদ্ধি রুগ্ণ ও দারিদ্র্য-পীড়িত দেখা যায়। সুখ ও শান্তি কিংবা মানসিক প্রশান্তির অস্তিত্ব কোথাও নেই। এর কারণ এছাড়া আর কি বলা যায় যে, উপকরণ সবই বর্তমান এবং প্রচুর পরিমাণেই বর্তমান, কিন্তু এ সবের বরকত শেষ হয়ে গেছে।

اَوَلَمْ يَهْدِ لِلَّذِيْنَ يَرِثُوْنَ الْاَرْضَ مِنْۢ بَعْدِ اَهْلِهَآ اَنْ لَّوْ نَشَآءُ اَصَبْنٰهُمْ بِذُنُوْبِهِمْ আয়াতে يَهْدِيْ، هَدٰى অর্থ চিহ্নিতকরণ এবং বাতলে দেওয়া। এখানে এর কর্তা হলো সে সমস্ত ঘটনাবলি যা উপরে উল্লেখ করা হয়েছে। অর্থাৎ বর্তমান যুগের লোকেরা যারা অতীত জাতিসমূহের ধ্বংসের পরে তাদের ভূসম্পত্তি ও ঘরবাড়ির উত্তরাধিকারী হয়েছে, কিংবা পরে হবে, তাদেরকে শিক্ষণীয় সেসব অতীত ঘটনাবলি একথা বাতলে দেয়নি যে, কুফরি ও অস্বীকৃতি এবং আল্লাহর বিধানের বিরোধিতার পরিণতিতে যেভাবে তাদের পূর্বপুরুষরা (অর্থাৎ বিগত জাতিসমূহ) ধ্বংস ও বিধ্বস্ত হয়ে গেছে। তেমনিভাবে তারাও যদি অনুরূপ অপরাধে লিপ্ত থাকে তাহলে তাদের উপরও আল্লাহ তা'আলার আজাব ও গজব আসতে পারে।

অতঃপর বলা হয়েছে– وَنَطْبَعُ عَلٰى قُلُوْبِهِمْ فَهُمْ لَا يَسْمَعُوْنَ - طَبْع শব্দের অর্থ ছাপ এবং মোহর লাগানো । তার মানে, এরা অতীত ঘটনাবলি থেকেও কোনো রকম শিক্ষা গ্রহণ করে না। ফলে আল্লাহর গজবের দরুন তাদের অন্তরে মোহর এঁটে যায়; তারা তখন কিছু শুনতে পায় না। হাদীসে মহানবী ﷺ ইরশাদ করেছেন যে, কোনো লোক যখন প্রথম প্রথম পাপ কাজ করে, তখন তার অন্তরে কালির একটা বিন্দু লেগে যায়। দ্বিতীয়বার পাপ করলে দ্বিতীয় বিন্দু লাগে আর তৃতীয়বার পাপ করলে তৃতীয় বিন্দুটি লেগে যায়। এমনকি সে যদি অনবরত পাপের পথে অগ্রসর হতে থাক, তওবা না করে , তাহলে এই

https://e-ilm.weebly.com/

কালির বিন্দু তার সমগ্র অন্তরকে ঘিরে ফেলে ও মানুষের অন্তরে ভালো মন্দকে চেনার এবং মন্দ থেকে বেঁচে থাকার জন্য আল্লাহ তা'আলা যে স্বাভাবিক যোগ্যতাটি দিয়ে রেখেছেন, তা হয় নিঃশেষিত, না হয় পরাভূত হয়ে যায়। আর তখন তার ফল দাঁড়ায় এই যে, সে ভালোকে মন্দ, মন্দকে ভালো এবং ইষ্টকে অনিষ্ট, অনিষ্টকে ইষ্ট বলে ধারণা করতে আরম্ভ করে। এ অবস্থানটিকেই কুরআনে رَانَ অর্থাৎ অন্তরের মরচে বলে অভিহিত করা হয়েছে । আর এ অবস্থার সর্বশেষ পরিণতিকেই আলোচ্য আয়াতে এবং আরও বহু আয়াতে طَبْع অর্থাৎ মোহর এঁটে দেওয়া হয় বলা হয়েছে।

এখানে লক্ষণীয় যে, মোহর লেগে যাওয়ার পরিণতি তো জ্ঞান-বুদ্ধির সম্পূর্ণ বিলুপ্তি– কানের দ্বারা শ্রবণের উপর তো তার কোনো প্রতিক্রিয়া স্বভাবত হওয়ার কথা নয়। কাজেই উক্ত আয়াতের এ স্থানটিতে فَهُمْ لَا يَفْقَهُونَ অর্থাৎ 'তারা বুঝে না।' বলাই সমীচীন ছিল। কিন্তু কুরআনে কারীমে এ ক্ষেত্রে বলা হয়েছে– فَهُمْ لَا يَسْمَعُونَ অর্থাৎ তারা শুনে না। এর কারণ হলো এই যে, এখানে শোনা অর্থ মান্য করা এবং অনুসরণ করা, যা বুঝা বা উপলব্ধি করারই ফল। কাজেই প্রকৃত মর্ম দাঁড়ায় এই যে, অন্তরে মোহর এঁটে যাবার দারুন তারা কোনো সত্য ও ন্যায় বিষয়কে মেনে নিতে উদ্বুদ্ধ হয় না। তাছাড়া এও বলা যেতে পারে যে, মানুষের অন্তর হলো তার সমস্ত অঙ্গপ্রত্যঙ্গ ও অনুভূতিসমূহের কেন্দ্র। অন্তরের ক্রিয়ায় যখন কোনো রকম গোলযোগ দেখা দেয়, তখন অঙ্গপ্রত্যঙ্গের যাবতীয় কার্যকলাপও গোলযোগপূর্ণ হয়ে যায়। অন্তরে যখন কোনো বিষয়ের ভালো কিংবা মন্দ বদ্ধমূল হয়ে যায়, তখন চোখেও তাই দেখা যায় এবং কানেও তাই শোনা যায়।

تِلْكَ الْقُرٰى نَقُصُّ عَلَيْكَ مِنْ اَنْۢبَآئِهَا আয়াতে اَنْبَاءُ শব্দটি نَبَأٌ-এর বহুবচন। যার অর্থ– কোনো গুরুত্বপূর্ণ সংবাদ। অর্থাৎ বিধ্বস্ত জনপদসমূহের কোনো কোনো ঘটনা আপনাকে বলছি। এখানে مِنْ বিশেষণের মাধ্যমে ইঙ্গিত করা হয়েছে যে, অতীত জাতিসমূহের যে ঘটনাবলি আলেচনা করা হলো, এগুলোই শেষ নয়; বরং এমন হাজারো ঘটনার মধ্যে কয়েকটি উল্লেখযোগ্য ঘটনা মাত্র।

অতঃপর বলা হয়েছে– وَلَقَدْ جَآءَتْهُمْ رُسُلُهُمْ بِالْبَيِّنٰتِ فَمَا كَانُوْا لِيُؤْمِنُوْا بِمَا كَذَّبُوْا مِنْ قَبْلُ অর্থাৎ এসব লোকদের প্রতি প্রেরিত নবী ও রাসূলগণ তাদের কাছে মু'জিযা (অলৌকিক নিদর্শন) সমূহ নিয়ে উপস্থিত হয়েছেন, যার দ্বারা সত্য ও মিথ্যার মীমাংসা হয়ে যায়, কিন্তু তাদেব একগুয়েমি ও হঠকারিতার এমনি অবস্থা ছিল যে, সে বিষয় সম্পর্কে একবার তাদের মুখ দিয়ে বেরিয়ে পড়তো যে এটা ভুল এবং মিথ্যা, তখন আর সে বিষয়ের যথার্থতা ও সত্যতার পক্ষে যতই মু'জিযা এবং দলিল প্রমাণ উপস্থিত হোক না কেন, কিছুতেই তারা আর তাকে বিশ্বাস ও স্বীকার করতে উদ্বুদ্ধ হতো না।

এ আয়াতের দ্বারা একটা বিষয় জানা গেল যে, সমস্ত নবী রাসূলকেই মু'জিযা দান করা হয়েছে। সেগুলোর মধ্যে কোনো নবী (আ.)-এর মু'জিযার আলোচনা কুরআনে এসেছে, অনেকের আসেওনি। এতে এমন কোনো ধারণা করা যথার্থ হতে পারে না যে, যাদের মু'জিযার বিষয় কুরআনে আলোচিত হয়নি, আদৌ তাদের কোনো মু'জিযাই ছিল না। আর সূরা হূদ এ হযরত হূদ (আ.)-এর সম্প্রদায়ের যে উক্তি উল্লেখ করা হয়েছে যে, مَا جِئْتَنَا بِبَيِّنَةٍ অর্থাৎ 'আপনি কোনো মু'জিযা উপস্থিত করেননি' এ আয়াত দ্বারা বুঝা যাচ্ছে যে, তাদের এ উক্তিটি ছিল শুধুমাত্র হঠকারিতা ও একগুয়েমি বশত কিংবা তাঁর মু'জিযাগুলোকে তারা তুচ্ছ জ্ঞান করে একথা বলেছিল।

এখানে আরেকটি বিষয় লক্ষণীয় যে, এ আয়াতে তাদের সে অবস্থার কথা বলা হয়েছে যে, কোনো ভুল কথা মুখ দিয়ে বেরিয়ে গেলে তারা তাই পালন করত; তার বিপরীতে যতই প্রকৃষ্ট দলিল-প্রমাণ আসুক না কেন তারা নিজেদের ধ্যানধারণা থেকে ফিরত না। আল্লাহর অস্তিত্বে অবিশ্বাসী ও কাফের জাতিসমূহের এমনি অবস্থা। বহু মুসলমান এমনকি আলেম ওলামা এবং বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গও এ ব্যাধিতে ভুগছেন। প্রথম ধাক্কায় একবার কোনো বিষয়কে মিথ্যা বা ভুল বলে উচ্চারণ করে ফেললে পরে বিষয়টির সত্যতার হাজারো প্রমাণ উপস্থাপিত হলেও তাঁরা নিজেদের সে ধারণাই অনুসরণ করতে থাকেন। সূফীতত্ত্ব মতে এ অবস্থাটি আল্লাহর গজবের কারণ হয়ে দাঁড়ায়।

অতঃপর বলা হয়েছে كَذٰلِكَ يَطْبَعُ اللّٰهُ عَلٰى قُلُوْبِ الْكٰفِرِيْنَ অর্থাৎ যেভাবে তাদের অন্তরে মোহর এঁটে দেওয়া হয়েছে, তেমনিভাবে সাধারণ কাফের ও নাস্তিকদের অন্তরেও আল্লাহ মোহর এঁটে দিয়ে থাকেন। যাতে সততা বা নেকী অবলম্বনের যোগ্যতা অবশিষ্ট থাকে না।

https://e-ilm.weebly.com/

তারপর বলা হয়েছে– وَاِنْ وَّجَدْنَآ اَكْثَرَهُمْ لَفٰسِقِيْنَ অর্থাৎ আমি তাদের অধিকাংশকে শ্রদ্ধা ও আনুগত্য থেকে বিমুখ পেয়েছি। এ পর্যন্ত বিগত নবী রাসূলগণ এবং তাঁদের জাতি সম্প্রদায়ের পাঁচটি ঘটনা বিবৃত করার মাধ্যমে বর্তমান উম্মতকে সেগুলো থেকে শিক্ষা গ্রহণের তাগিদ দেওয়া হয়েছে।

অতঃপর ষষ্ঠ ঘটনাটি তে হযরত মূসা (আ.) সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা করা হবে। এতে প্রসঙ্গক্রমে বহু হুকুম-আহকাম, মাসআলা-মাসায়েল এবং শিক্ষা ও উপদেশ সংক্রান্ত বিচিত্র বিষয় রয়েছে সেজন্যই কুরআনে কারীমে এ ঘটনার অংশবিশেষ বার বার পুনরাবৃত হয়েছে।

قوله ثُمَّ بَعَثْنَا مِنْۢ بَعْدِهِمْ مُّوْسٰى بِاٰيٰتِنَآ اِلٰى فِرْعَوْنَ الخ-এ সূরা নবী-রাসূলগণ এবং তাদের জাতি ও সম্প্রদায় সম্পর্কে যত কাহিনী ও ঘটনাবলি আলোচনা করা হয়েছে, এটা হলো সেগুলোর মধ্যে ষষ্ঠ কাহিনী। এখানে এ কাহিনীটি বেশি বিস্তারিতভাবে বর্ণনা করার কারণ এই যে, হযরত মূসা (আ.)-এর মু'জিযাসমূহ বিগত অন্যান্য নবী রাসূলগণের তুলনায় যেমন সংখ্যায় বেশি তেমনিভাবে প্রকাশের বলিষ্ঠতার দিক দিয়েও অধিক। এমনিভাবে তাঁর সম্প্রদায় বনী ইসরাঈলের মূর্খতা এবং হঠকারিতাও বিগত উম্মত বা জাতিসমূহের তুলনায় বেশি কঠিন। তদুপরি এই কাহিনীর আলোচনা প্রসঙ্গে বহু জ্ঞাতব্য বিষয় ও হুকুম আহকামের কথা এসেছে।

১০৩ নং আয়াতে ইরশাদ হয়েছে যে, তাঁদের পরে অর্থাৎ হযরত নূহ, হুদ, সালেহ, লূত ও শোয়াইব (আ.)-এর বা তাঁদের জাতি ও সম্প্রদায়ের পরে আমি মূসা (আ.)-কে আমার নিদর্শনসহ ফেরাউন ও তার জাতির প্রতি পাঠিয়েছি। নিদর্শন বা আয়াত বলতে আসমানি কিতাব তাওরাতের আয়াতও হতে পারে, কিংবা হযরত মূসা (আ.)-এর মু'জিযাসমূহও হতে পারে। আর সে যুগে ফেরাউন হতো মিসরের সম্রাটের খেতাব। হযরত মূসা (আ.)-এর সময়ে যে ফেরাউন ছিল তাঁর নাম কাবুস বলে উল্লেখ করা হয়। –[কুরতুবী]

فَظَلَمُوْا بِهَا এর যে সর্বনাম তার লক্ষ্য হলো নিদর্শন। অর্থাৎ তারা আয়াত বা নির্দশনসমূহের প্রতি জুলুম করেছে। আর আল্লাহর আয়াত ও নিদর্শনের প্রতি জুলুম করার অর্থ হলো এই যে, আল্লাহ তা'আলার আয়াতে বা নিদর্শনের কোনো মর্যাদা বুঝেনি। সেগুলোর শুকরিয়া আদায় করার পরিবর্তে অস্বীকৃতি জ্ঞাপন করেছে এবং ঈমানের পরিবর্তে কুফরি অবলম্বন করেছে। কারণ জুলুম-এর প্রকৃত সংজ্ঞা হচ্ছে কোনো বস্তু বা বিষয়কে তার সঠিক স্থান কিংবা সঠিক সময়ের বিপরীত ব্যবহার করা।

অতঃপর বলা হয়েছে– فَانْظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُفْسِدِيْنَ অর্থাৎ চেয়ে দেখ না, সেই দাঙ্গা-ফ্যাসাদ সৃষ্টিকারীদের কি পরিণতি ঘটেছে। এর মর্মার্থ এই যে, ওদের দুষ্কর্মের অশুভ পরিণতি সম্পর্কে চিন্তা কর এবং তা থেকে শিক্ষা গ্রহণ কর।

শব্দ বিশ্লেষণ

اِتَّقَوْا : সীগাহ جمع مذكر غائب বহছ اثبات فعل ماضى معروف বাব اِفْتِعَالٌ মাসদার اَلْاِتِّقَاءُ মূলবর্ণ (و ـ ق ـ ى) জিনস لفيف مفروق অর্থ– তারা পরহেজগারী অবলম্বন করেছে।

نَآئِمُوْنَ : সীগাহ جمع مذكر বহছ اسم فاعل বাব سَمِعَ মাসদার اَلنَّوْمُ মূলবর্ণ (ن ـ و ـ م) জিনস اجوف واوى অর্থ– নিদ্রিত, নিদ্রামগ্ন।

يَلْعَبُوْنَ : সীগাহ جمع مذكر غائب বহছ اثبات فعل مضارع معروف বাব سَمِعَ মাসদার اَللَّعِبُ মূলবর্ণ (ل ـ ع ـ ب) জিনস صحيح অর্থ– তারা ক্রীড়ারত থাকবে।

اَصَبْنَا : সীগাহ جمع متكلم বহছ اثبات فعل ماضى معروف বাব اِفْعَالٌ মাসদার اَلْاِصَابَةُ মূলবর্ণ (ص ـ و ـ ب) জিনস اجوف واوى অর্থ– আমি ধ্বংস করতাম, আমি পাকড়াও করতাম।

ذُنُوْبٌ : শব্দটি বহুবচন; একবচন ذَنْبٌ অর্থ– গুনাহ, পাপ।

اَكْثَرَ : সীগাহ واحد مذكر বহছ اسم تفضيل বাব كَرُمَ মাসদার اَلْكَثْرَةُ মূলবর্ণ (ك ـ ث ـ ر) জিনস صحيح অর্থ– অধিক হওয়া, বেশি হওয়া।

https://e-ilm.weebly.com/

অনুবাদ : (১০৫) আমার পক্ষে এটাই শোভনীয় যে, সত্য ব্যতীত অন্য কোনো কথা আল্লাহর প্রতি আরোপ না করি, আমি তোমাদের নিকট তোমাদের রবের পক্ষ হতে একটি বড় প্রমাণও আনয়ন করেছি, অতএব, তুমি বনী ইসরাঈলকে আমার সঙ্গে পাঠিয়ে দাও।	حَقِيْقٌ عَلٰٓى اَنْ لَّآ اَقُوْلَ عَلَى اللّٰهِ اِلَّا الْحَقَّ ؕ قَدْ جِئْتُكُمْ بِبَيِّنَةٍ مِّنْ رَّبِّكُمْ فَاَرْسِلْ مَعِيَ بَنِيْٓ اِسْرَآءِيْلَ (١٠٥)
(১০৬) ফেরাউন বলল, যদি আপনি কোনো মু'জিযা নিয়ে এসে থাকেন, তবে তা এখন উপস্থিত করুন, যদি আপনি সত্যবাদী হয়ে থাকেন।	قَالَ اِنْ كُنْتَ جِئْتَ بِاٰيَةٍ فَاْتِ بِهَآ اِنْ كُنْتَ مِنَ الصّٰدِقِيْنَ (١٠٦)
(১০৭) পরন্তু তিনি স্বীয় লাঠি নিক্ষেপ করলেন, ফলে নিমিষে তা একটি প্রত্যক্ষ অজগর হয়ে গেল।	فَاَلْقٰى عَصَاهُ فَاِذَا هِيَ ثُعْبَانٌ مُّبِيْنٌ (١٠٧)
(১০৮) আর তিনি নিজ হস্ত [বগল হতে] বের করলেন, ফলে তা অকস্মাৎ সকল দর্শকের সম্মুখে অতি দীপ্তিমান হয়ে পড়ল।	وَّنَزَعَ يَدَهٗ فَاِذَا هِيَ بَيْضَآءُ لِلنّٰظِرِيْنَ (١٠٨)
(১০৯) ফেরাউন সম্প্রদায়ের প্রধানরা বলল, বাস্তবিকই এই লোকটি অতি দক্ষ জাদুকর।	قَالَ الْمَلَاُ مِنْ قَوْمِ فِرْعَوْنَ اِنَّ هٰذَا لَسٰحِرٌ عَلِيْمٌ (١٠٩)
(১১০) সে চায় যে, তোমাদেরকে তোমাদের আবাসভূমি হতে বহিষ্কার করে দেয়, অতএব, তোমরা কি পরামর্শ দাও?	يُّرِيْدُ اَنْ يُّخْرِجَكُمْ مِّنْ اَرْضِكُمْ ۚ فَمَاذَا تَاْمُرُوْنَ (١١٠)

শাব্দিক অনুবাদ

(১০৫) حَقِيْقٌ عَلٰٓى اَنْ لَّآ اَقُوْلَ আমার পক্ষে এটাই শোভনীয় যে, আরোপ না করি عَلَى اللّٰهِ আল্লাহর প্রতি اِلَّا الْحَقَّ সত্য ব্যতীত অন্য কোনো কথা قَدْ جِئْتُكُمْ আমি তোমাদের নিকট আনয়ন করেছি بِبَيِّنَةٍ একটি বড় প্রমাণও مِّنْ رَّبِّكُمْ তোমাদের রবের পক্ষ হতে فَاَرْسِلْ مَعِيَ بَنِيْٓ اِسْرَآءِيْلَ অতএব, তুমি বনী ইসরাঈলকে আমার সঙ্গে পাঠিয়ে দাও।

(১০৬) قَالَ ফেরাউন বলল اِنْ كُنْتَ جِئْتَ بِاٰيَةٍ যদি আপনি কোনো মু'জিযা নিয়ে এসে থাকেন فَاْتِ بِهَآ তবে তা এখন উপস্থিত করুন اِنْ كُنْتَ مِنَ الصّٰدِقِيْنَ যদি আপনি সত্যবাদী হয়ে থাকেন।

(১০৭) فَاَلْقٰى عَصَاهُ পরন্তু তিনি স্বীয় লাঠি নিক্ষেপ করলেন فَاِذَا هِيَ ثُعْبَانٌ مُّبِيْنٌ ফলে নিমিষে তা একটি প্রত্যক্ষ অজগর হয়ে গেল।

(১০৮) وَّنَزَعَ يَدَهٗ আর তিনি নিজ হস্ত [বগল হতে] বের করলেন فَاِذَا هِيَ بَيْضَآءُ لِلنّٰظِرِيْنَ ফলে তা অকস্মাৎ সকল দর্শকের সম্মুখে অতি দীপ্তিমান হয়ে পড়ল।

(১০৯) قَالَ الْمَلَاُ مِنْ قَوْمِ فِرْعَوْنَ ফেরাউন সম্প্রদায়ের প্রধানরা বলল اِنَّ هٰذَا لَسٰحِرٌ عَلِيْمٌ বাস্তবিকই এই লোকটি অতি দক্ষ জাদুকর।

(১১০) يُّرِيْدُ সে চায় যে اَنْ يُّخْرِجَكُمْ مِّنْ اَرْضِكُمْ তোমাদেরকে তোমাদের আবাসভূমি হতে বহিষ্কার করে দেয় فَمَاذَا تَاْمُرُوْنَ অতএব, তোমরা কি পরামর্শ দাও?

https://e-ilm.weebly.com/

قَالُوْٓا اَرْجِهْ وَاَخَاهُ وَاَرْسِلْ فِى الْمَدَآئِنِ حٰشِرِيْنَ (١١١)	অনুবাদ : (১১১) তারা বলল, আপনি তাকে ও তার ভ্রাতাকে অবকাশ দিন এবং নগরসমূহে সংগ্রহকারীদেরকে প্রেরণ করুন।
يَاْتُوْكَ بِكُلِّ سٰحِرٍ عَلِيْمٍ (١١٢)	(১১২) যেন তারা অভিজ্ঞ জাদুকরদেরকে [সংগ্রহ করে] আপনার নিকট উপস্থিত করে।
وَجَآءَ السَّحَرَةُ فِرْعَوْنَ قَالُوْٓا اِنَّ لَنَا لَاَجْرًا اِنْ كُنَّا نَحْنُ الْغٰلِبِيْنَ (١١٣)	(১১৩) আর সেই জাদুকরেরা ফেরাউনের নিকট উপস্থিত হলো [এবং] বলতে লাগল, যদি আমরা বিজয়ী হই, তবে [কি] আমাদের জন্য কোনো বড় রকমের বিনিময় রয়েছে?
قَالَ نَعَمْ وَاِنَّكُمْ لَمِنَ الْمُقَرَّبِيْنَ (١١٤)	(১১৪) ফেরাউন বলল, হ্যাঁ, এবং নিশ্চয় তোমরা সান্নিধ্যপ্রাপ্ত লোকদের অন্তর্ভুক্ত হয়ে যাবে।
قَالُوْا يٰمُوْسٰٓى اِمَّآ اَنْ تُلْقِىَ وَاِمَّآ اَنْ نَّكُوْنَ نَحْنُ الْمُلْقِيْنَ (١١٥)	(১১৫) জাদুকরেরা বলল, হে মূসা! হয় আপনি নিক্ষেপ করুন, আর না হয়, আমরাই নিক্ষেপ করি।
قَالَ اَلْقُوْا ۚ فَلَمَّآ اَلْقَوْا سَحَرُوْٓا اَعْيُنَ النَّاسِ وَاسْتَرْهَبُوْهُمْ وَجَآءُوْ بِسِحْرٍ عَظِيْمٍ (١١٦)	(১১৬) মূসা (আ.) বললেন, তোমরাই নিক্ষেপ কর, অনন্তর যখন তারা নিক্ষেপ করল, তখন লোকদের চোখে ভেলকি লাগিয়ে দিল এবং তাদের উপর আতঙ্ক বিস্তার করল, বস্তুতঃ একটা বড় রকমের জাদু প্রদর্শন করল।

শাব্দিক অনুবাদ

(১১১) قَالُوْٓا তারা বলল اَرْجِهْ وَاَخَاهُ আপনি তাকে ও তার ভ্রাতাকে অবকাশ দিন وَاَرْسِلْ এবং প্রেরণ করুন فِى الْمَدَآئِنِ নগরসমূহে حٰشِرِيْنَ সংগ্রহকারীদেরকে ।

(১১২) يَاْتُوْكَ যেন তারা আপনার নিকট উপস্থিত করে بِكُلِّ سٰحِرٍ عَلِيْمٍ অভিজ্ঞ জাদুকরদেরকে ।

(১১৩) وَجَآءَ السَّحَرَةُ فِرْعَوْنَ আর সেই জাদুকরেরা ফেরাউনের নিকট উপস্থিত হলো قَالُوْٓا বলতে লাগল اِنَّ لَنَا لَاَجْرًا তবে [কি] আমাদের জন্য কোনো বড় রকমের বিনিময় রয়েছে اِنْ كُنَّا نَحْنُ الْغٰلِبِيْنَ যদি আমরা বিজয়ী হই,?

(১১৪) قَالَ ফেরাউন বলল نَعَمْ হ্যাঁ وَاِنَّكُمْ لَمِنَ الْمُقَرَّبِيْنَ এবং নিশ্চয় তোমরা সান্নিধ্যপ্রাপ্ত লোকদের অন্তর্ভুক্ত হয়ে যাবে ।

(১১৫) قَالُوْا জাদুকরেরা বলল يٰمُوْسٰٓى হে মূসা! اِمَّآ اَنْ تُلْقِىَ হয় আপনি নিক্ষেপ করুন وَاِمَّآ اَنْ نَّكُوْنَ نَحْنُ الْمُلْقِيْنَ আর না হয়, আমরাই নিক্ষেপ করি ।

(১১৬) قَالَ মূসা (আ.) বললেন اَلْقُوْا। তোমরাই নিক্ষেপ কর فَلَمَّآ اَلْقَوْا। অনন্তর যখন তারা নিক্ষেপ করল سَحَرُوْٓا اَعْيُنَ النَّاسِ তখন লোকদের চোখে ভেলকি লাগিয়ে দিল وَاسْتَرْهَبُوْهُمْ এবং তাদের উপর আতঙ্ক বিস্তার করল وَجَآءُوْ بِسِحْرٍ عَظِيْمٍ বস্তুতঃ একটা বড় রকমের জাদু প্রদর্শন করল ।

(১১৭) وَاَوْحَيْنَآ اِلٰى مُوْسٰٓى আর আমি মূসাকে আদেশ করলাম যে اَنْ اَلْقِ عَصَاكَ আপনি স্বীয় লাঠি নিক্ষেপ করুন فَاِذَا هِىَ تَلْقَفُ مَا يَاْفِكُوْنَ অতএব লাঠি নিক্ষেপ করতেই তা জাদুকরদের তৈরি সমস্ত খেলার সামগ্রীগুলোকে গ্রাস করতে লাগল ।

https://e-ilm.weebly.com/

অনুবাদ : (১১৭) আর আমি মূসাকে আদেশ করলাম যে, আপনি স্বীয় লাঠি নিক্ষেপ করুন, অতএব লাঠি নিক্ষেপ করতেই তা জাদুকরদের তৈরি সমস্ত খেলার সামগ্রীগুলোকে গ্রাস করতে লাগল।	وَاَوْحَيْنَآ اِلٰى مُوْسٰٓى اَنْ اَلْقِ عَصَاكَ ۚ فَاِذَا هِىَ تَلْقَفُ مَا يَاْفِكُوْنَ ﴿١١٧﴾
(১১৮) ফলে সত্য প্রকাশ হয়ে পড়ল এবং তারা যা কিছু বানিয়েছিল, সমস্তই বিলীন হয়ে গেল।	فَوَقَعَ الْحَقُّ وَبَطَلَ مَا كَانُوْا يَعْمَلُوْنَ ﴿١١٨﴾
(১১৯) সুতরাং তারা [অর্থাৎ ফেরাউন এবং তার সম্প্রদায়] সেস্থলে পরাভূত হলো এবং নিতান্ত অপদস্থ হলো।	فَغُلِبُوْا هُنَالِكَ وَانْقَلَبُوْا صٰغِرِيْنَ ﴿١١٩﴾
(১২০) আর সেই যে জাদুকরেরা ছিল তারা সেজদায় পতিত হলো।	وَاُلْقِىَ السَّحَرَةُ سٰجِدِيْنَ ﴿١٢٠﴾
(১২১) বলতে লাগল, আমরা ঈমান আনলাম সকল জাহানের প্রতিপালকের প্রতি।	قَالُوْٓا اٰمَنَّا بِرَبِّ الْعٰلَمِيْنَ ﴿١٢١﴾

শাব্দিক অনুবাদ

(১১৮) فَوَقَعَ الْحَقُّ ফলে সত্য প্রকাশ হয়ে পড়ল وَبَطَلَ مَا كَانُوْا يَعْمَلُوْنَ এবং তারা যা কিছু বানিয়েছিল, সমস্তই বিলীন হয়ে গেল।

(১১৯) فَغُلِبُوْا هُنَالِكَ সুতরাং তারা [অর্থাৎ ফেরাউন এবং তার সম্প্রদায়] সেস্থলে পরাভূত হলো وَانْقَلَبُوْا صٰغِرِيْنَ এবং নিতান্ত অপদস্থ হলো।

(১২০) وَاُلْقِىَ আর পতিত হলো السَّحَرَةُ সেই যে জাদুকরেরা ছিল তারা سٰجِدِيْنَ সেজদায়।

(১২১) قَالُوْٓا বলতে লাগল اٰمَنَّا আমরা ঈমান আনলাম بِرَبِّ الْعٰلَمِيْنَ সকল জাহানের প্রতিপালকের প্রতি।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

১০৪ নং আয়াতে বলা হয়েছে যে, হযরত মূসা (আ.) ফেরাউনকে বললেন, আমি বিশ্ব পালক আল্লাহ তা'আলার রাসূল। আর আমার এই যে, আমার যে নবুয়তী মর্যাদা তার দাবি হলো, যাতে আমি আল্লাহর প্রতি সত্য ছাড়া কোনো বিষয় আরোপ না করি। কারণ, নবীগণকে আল্লাহ তা'আলার পক্ষ থেকে সত্যের যে পয়গাম দান করা হয়, তা তাঁদের নিকট আল্লাহর আমানত। নিজের পক্ষ থেকে সেগুলোতে কোনো পরিবর্তন পরিবর্ধন করা সবই আমানতের খেয়ানত। পক্ষান্তরে নবী-রাসূলগণ হলেন খেয়ানত ও যাবতীয় পাপ থেকে মুক্ত নিষ্পাপ। সারকথা, আমার কথার উপর তোমাদের বিশ্বাস এজন্য স্থাপন করা কর্তব্য যে, আমার সত্যতা তোমাদের সবার সামনে ভাস্বর। আমি কখনও মিথ্যা বলিওনি, বলতে পারিও না। তাছাড়া قَدْ جِئْتُكُمْ بِبَيِّنَةٍ مِّنْ رَّبِّكُمْ فَاَرْسِلْ مَعِىَ بَنِىْٓ اِسْرَآءِيْلَ অর্থাৎ শুধু তাই নয় যে আমি কখনও মিথ্যা বলিনি বরং আমার দাবির স্বপক্ষে আমার মু'জিযাসমূহও প্রমাণ হিসেবে রয়েছে। সুতরাং এসব বিষয়ের প্রেক্ষিতে তোমরা আমার কথা শুন, আমার কথা মান। বনী ইসরাঈল সম্প্রদায়কে অন্যায় দাসত্ব থেকে মুক্তি দিয়ে আমার সাথে দিয়ে দাও। কিন্তু ফেরাউন অন্য কোনো কথাই লক্ষ্য করল না। মু'জিযা দেখাবার দাবি করতে লাগল এবং বলল, اِنْ كُنْتَ جِئْتَ بِاٰيَةٍ فَاْتِ بِهَآ اِنْ كُنْتَ مِنَ الصّٰدِقِيْنَ অর্থাৎ বাস্তবিকই যদি তুমি কোনো মু'জিযা নিয়ে এসে থাক, তাহলে তা উপস্থাপন কর, যদি তুমি সত্যবাদীদের অন্তর্ভুক্ত হয়ে থাক।

https://e-ilm.weebly.com/

হযরত মূসা (আ.) তার দাবি মেনে নিয়ে স্বীয় লাঠিখানা মাটিতে ফেলে দিলেন। আর অমনি তা এক বিরাট অজগরে পরিণত হয়ে গেল فَإِذَا هِيَ ثُعْبَانٌ مُّبِينٌ 'ছু'বান' বলা হয় বিরাটকায় অজগরকে। আর তার গুণবাচক مُبِيْنٌ (মুবীন) শব্দ উল্লেখ করে বলে দেওয়া হয়েছে যে, সে লাঠির সাপ হয়ে যাওয়াটা এমন কোনো ঘটনা ছিল না যা অন্ধকারে কিংবা পর্দার আড়ালে ঘটে থাকবে, যা কেউ দেখে থাকবে, কেউ দেখবে না। সাধারণত জাদুকর বা ঐন্দ্রজালিকদের বেলায় ঘটে থাকে; বরং এ ঘটনাটি সংঘটিত হলো প্রকাশ্য দরবারে সবার সামনে।

কোনো কোনো ঐতিহাসিক উদ্ধৃতিতে হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) থেকে বর্ণিত আছে যে, সেই অজগর ফেরাউনের প্রতি যখন হা করে মুখ বাড়াল, তখন সে সিংহাসন থেকে লাফিয়ে পড়ে হযরত মূসা (আ.)-এর শরণাপন্ন হলো; আর দরবারের বহু লোক ভয়ে মৃত্যুমুখে পতিত হলো। -[তাফসীরে কাবীর]

লাঠি সাপ হয়ে যাওয়া অসম্ভব কোনো ব্যাপার নয়, অবশ্য সাধারণ প্রকৃতি বিরুদ্ধ হওয়ার কারণে এটা যে অত্যন্ত বিস্ময়কর, তাতে সন্দেহ নেই। আর মু'জিযা বা কারামতের উদ্দেশ্যও থাকে তাই। যে কাজ সাধারণ মানুষ করতে পারে না, তা নবী রাসূলগণের মাধ্যমে আল্লাহর পক্ষ থেকে অনুষ্ঠিত করে দেওয়া হয় যাতে মানুষ বুঝতে পারে যে, তাঁদের সঙ্গে কোনো ঐশী শক্তি সক্রিয় রয়েছে। কাজেই হযরত মূসা (আ.) এর লাঠির সাপ হয়ে যাওয়াটা বিস্ময়কর কিংবা অস্বীকার করার মতো কোনো বিষয় হতে পারে না।

অতঃপর বলা হয়েছে- وَنَزَعَ يَدَهُ فَإِذَا هِيَ بَيْضَاءُ لِلنَّاظِرِينَ -نزع (নায'উন) অর্থ হচ্ছে কোনো একটি বস্তুকে অপর একটি বস্তুর ভিতর থেকে কিছুটা বল প্রয়োগের মাধ্যমে বের করা। অর্থাৎ নিজের হাতটিকে টেনে বের করলেন। এখানে কিসের ভিতর থেকে বের করলেন, তা উল্লেখ করা হয়নি। অন্য আয়াতে দুটি বস্তুর উল্লেখ রয়েছে। এক স্থানে এসেছে স্বীয় হাত গলাবন্ধ কিংবা বগলের নিচে থেকে অর্থাৎ কখনও গলাবন্ধের ভিতরে ঢুকিয়ে হাত বের করলে আবার কখনো বগল তলে দাবিয়ে সেখান থেকে বের করে আনলে এ মু'জিযা প্রকাশ পেত অর্থাৎ সে হাতটি দর্শকদের সামনে প্রদীপ্ত হতে থাকত।

তখন ফেরাউনের দাবিতে হযরত মূসা (আ.) দুটি মু'জিযা প্রদর্শন করেছিলেন। একটি হলো লাঠির সাপ হয়ে যাওয়া; আর অপরটি হলো হাত গলাবন্ধ কিংবা বগলের নীচে দাবিয়ে বের করে করে আনলে তার প্রদীপ্ত ও উজ্জ্বল হয়ে উঠা। প্রথম মু'জিযাটি ছিল বিরোধীদেরকে ভীতি প্রদর্শন করার জন্য, আর দ্বিতীয়টি তাদেরকে আকৃষ্ট করে কাছে আনার উদ্দেশ্যে। এতে ইঙ্গিত ছিল যে, হযরত মূসা (আ.)-এর শিক্ষায় একটি হেদায়েতের জ্যোতি রয়েছে, আর সেটির অনুসরণ ছিল কল্যাণের কারণ।

قَالَ الْمَلَأُ -مَلَأ শব্দটি ব্যবহৃত হয় কোনো সম্প্রদায়ের প্রভাবশালী নেতৃবর্গকে বুঝাবার জন্য। অর্থ হচ্ছে এই যে, ফেরাউনের সম্প্রদায়ের নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিরা এসব মু'জিযা দেখে তাদের সম্প্রদায়কে লক্ষ্য করে বলল, এ যে, বড় পারদর্শী জাদুকর। তার কারণ, প্রত্যেকের চিন্তাই তার নিজ যোগ্যতা অনুসারেই হয়ে থাকে। সে হতভাগারা আল্লাহর পরিপূর্ণ কুদরত ও মহিমা সম্পর্কে কি বুঝবে, যারা জীবনভর ফেরাউনকে খোদা আর জাদুকরদেরকে নিজের পথপ্রদর্শক মনে করেছে এবং জাদুকরদের ভোজবাজীই দেখে এসেছে। কাজেই তারা এহেন বিস্ময়কর ঘটনা দেখার পর এছাড়া আর কিইবা বলতে পারত যে, এটা একটা মহা জাদুকর। কিন্তু তারাও এখানে سَاحِرٌ-এর সাথে عَلِيْمٌ শব্দটি যোগ করে একথা প্রকাশ করে দিয়েছে যে, হযরত মূসা (আ.) -এর মু'জিযা সম্পর্কে তাদের মনেও এ অনুভূতি জন্মেছিল যে, এ কাজটি সাধারণ জাদুকরদের কাজ থেকে স্বতন্ত্র ও ভিন্ন প্রকৃতির। সেজন্যই স্বীকার করে দিয়েছে যে, তিনি বড়ই বিজ্ঞ জাদুকর।

মু'জিযা ও জাদুর পার্থক্য : বস্তুত আল্লাহ তা'আলা সর্বযুগেই নবী রাসূলগণের মু'জিযাসমূহকে এমনি ভঙ্গিতে প্রকাশ করেছেন যে, দর্শকবৃন্দ যদি সামান্যও চিন্তা করে আর হঠকারিতা অবলম্বন না করে, তাহলে মু'জিযা ও জাদুর মাঝে যে পার্থক্য তা নিজেরাই বুঝতে পারে। জাদুকররা সাধারণত অপবিত্রতা ও পঙ্কিলতার মধ্যে ডুবে থাকে। পঙ্কিলতা ও অপবিত্রতা যত বেশি হবে, তাদের জাদুও তত বেশি কার্যকর হবে। পক্ষান্তরে পবিত্রতা ও পরিচ্ছন্নতা হলো নবী-রাসূলগণের সহজাত অভ্যাস। আর এও একটি পরিষ্কার পার্থক্য যে, আল্লাহর পক্ষ থেকেই নবুওয়তের দাবির পর কারও কোনো জাদু কার্যকর হয় না।

https://e-ilm.weebly.com/

তাছাড়া বিজ্ঞজনেরা জানেন যে, জাদুর মাধ্যমে যে বিষয় প্রকাশ করা হয়,. সেসব মানসিক বিষয়সমূহের আওতাভুক্তই হয়ে থাকে। পার্থক্য শুধু এতটুকু যে, সে বিষয়গুলো সাধারণ মানুষের মাঝে প্রকাশ পায় না; বরং অন্তর্নিহিত থাকে। কাজেই সে মনে করে, এ কাজটি বাহ্যিক কোনো কারণ ছাড়াই প্রকাশিত হয়ে পড়েছে। পক্ষান্তরে মু'জিযাতে বাহ্যিক বা মানসিক কোনো বিষয়ের সামান্যতম সংযোগও থাকে না। তা সরাসরি আল্লাহ তা'আলার কুদরতের কাজ। তাই কুরআন মাজীদে এ বিষয়টিকে আল্লাহ তা'আলার সম্পৃক্ত করা হয়েছে। যেমন, وَلٰكِنَّ اللّٰهَ رَمٰى এবং আল্লাহ তা'আলাই সে তীর নিক্ষেপ করেছিলেন।

এতে বুঝা যাচ্ছে যে, মু'জিযা এবং জাদুর প্রকৃতি সম্পূর্ণ ভিন্ন ও বিপরীতধর্মী। যারা তত্ত্বজ্ঞ তাদের কাছে এতদুভয়ের মিলে যাওয়ার কোনো কারণই নেই। তবে সাধারণ মানুষের কাছে তা মিলে যেতে পারে, কিন্তু আল্লাহ তা'আলা এই বিভ্রান্তিটি দূর করার উদ্দেশ্যে এমনসব বৈশিষ্ট্য স্থাপন করে দিয়েছেন যার ফলে মানুষ ধোঁকা থেকে বেঁচে যেতে পারে।

সারমর্ম এই যে, ফেরাউনের সম্প্রদায়ও হযরত মূসা (আ.) -এর মু'জিযাকে নিজেদের জাদুকরদের কার্যকলাপ থেকে কিছুটা স্বতন্ত্রই মনে করেছিল। সেজন্যই একথা বলতে বাধ্য হয়েছিল যে, এ যে বড় বিজ্ঞ জাদুকর, সাধারণ জাদুকররা যে, এমন কাজ দেখাতে পারে না।

يُرِيْدُ اَنْ يُّخْرِجَكُمْ مِّنْ اَرْضِكُمْ ۚ فَمَاذَا تَاْمُرُوْنَ অর্থাৎ এই বিজ্ঞ জাদুকরের ইচ্ছা হলো তোমাদেরকে দেশ থেকে বের দেওয়া। এবার বল, তোমরা কি পরামর্শ দাও?

قوله قَالُوْٓا اَرْجِهْ وَاَخَاهُ وَاَرْسِلْ فِى الْمَدَآئِنِ الخ এ আয়াতগুলোতে হযরত মূসা (আ.) -এর অবশিষ্ট কাহিনীর উল্লেখ রয়েছে যে, ফেরাউন যখন হযরত মূসা (আ.) -এর প্রকৃষ্ট মু'জিযা দেখল। লাঠি মাটিতে ফেলার সঙ্গে সঙ্গে তা সাপে পরিণত হয়ে গেল এবং আবার যখন সেটাকে হাতে ধরলেন, তখন পুনরায় লাঠি হয়ে গেল। আর হাতকে যখন গলাবন্ধের ভিতরে দাবিয়ে বের করলেন, তখনতা প্রদীপ্ত হয়ে চকমক করতে লাগল। এ ঐশী নিদর্শনরে যৌক্তিক দাবি ছিল হযরত মূসা (আ.)-এর উপর ঈমান নিয়ে আসা, কিন্তু ভ্রান্তবাদীরা যেমন সত্যকে গোপন করার জন্য এবং তা থেকে ফিরিয়ে রাখার উদ্দেশ্যে বাস্তব ও সঠিক বিষয়ের উপর মিথ্যার শিরোনাম লাগিয়ে থাকে, ফেরাউন এবং তার সম্প্রদায়ের নেতারাও তাই করল। বলল যে, তিনি বড় বিজ্ঞ জাদুকর এবং তাঁর উদ্দেশ্য হলো তোমাদের দেশ দখল করে নিয়ে তোমাদেরকে বের করে দেওয়া। কাজেই তোমরাই বল এখন কি করা উচিত?

ফেরাউনের সম্প্রদায় একথা শুনে উত্তর দিল– اَرْجِهْ وَاَخَاهُ وَاَرْسِلْ فِى الْمَدَآئِنِ حٰشِرِيْنَ এ বাক্যটিতে اَرْجِهْ শব্দটি اِرْجَاءٌ থেকে উদ্ভূত যার অর্থ– ঢিল দেওয়া শিথিল করা এবং আশা দান করা। আর مَدَائِن শব্দটি مَدِيْنَةٌ-এর বহুবচন, যার অর্থ হলো– আহ্বানকারী এবং সংগ্রহকারী। মর্মার্থ হলো সৈন্যদল, যারা দেশের বিভিন্ন স্থান থেকে জাদুকরদেরকে তুলে এনে একত্রিত করবে।

আয়াতের অর্থ দাঁড়ায় এই যে, সম্প্রদায়ের লোকেরা পরামর্শ দিল যে, ইনি যদি জাদুকর হয়ে থাকেন এবং জাদুর দ্বারাই আমাদের দেশ দখল করতে চান, তবে তাঁর মোকাবিলা করা আমাদের পক্ষে মোটেই কঠিন নয়। আমাদের দেশেও বহু বড় বড় অভিজ্ঞ হাদুকর রয়েছে যারা তাকে জাদুর দ্বারা পরাভূত করে দিবে। কাজেই কিছু সৈন্য সামন্ত দেশের বিভিন্ন স্থানে পাঠিয়ে দিন। তারা সব শহর থেকে জাদুকরদেরকে ডেকে নিয়ে আসবে।

তার কারণ ছিল যে, তখন জাদু মন্ত্রের বহুল প্রচলন ছিল এবং সাধারণ লোকদের উপর জাদুকরদের প্রচুর প্রভাব ছিল। আর মূসা (আ.) কেও লাঠি এবং উজ্জ্বল হাতের মু'জিযা এজন্যই দেওয়া হয়েছিল যাতে জাদুকরদের সাথে তাঁর প্রতিদ্বন্দ্বিতা হয় এবং মু'জিযার মোকাবিলায় জাদুর পরাজয় সবাই দেখে নিতে পারে। আল্লাহ তা'আলার সনাতন রীতিও ছিল তাই। প্রত্যেক যুগের নবী-রাসূলকেই তিনি সে যাগের জনগণের সাধারণ প্রবণতা অনুপাতে মু'জিযা দান করেছেন। হযরত ঈসা (আ.)-এর যুগে গ্রীক বিজ্ঞান ও গ্রীক চিকিৎসা বিজ্ঞান যেহেতু উৎকর্ষের চরম শিখরে ছিল সেহেতু তাঁকে মু'জিযা দেওয়া হয়েছিল জন্মান্ধকে দৃষ্টিসম্পন্ন করে দেওয়া এবং কুষ্ঠরোগগ্রস্তকে সুস্থ করে তোলা। রাসূলে কারীম ﷺ-এর যুগে আরবরা সর্বাধিক পরাকাষ্ঠা অর্জন করেছিল অলংকার শাস্ত্র ও বাগ্মিতায়। তাই রাসূলে আকরাম ﷺ-এর সবচেয়ে বড় মু'জিযা হলো কুরআন যার মোকাবিলা গোটা আরব আজম অসমর্থ হয়ে পড়ে।

https://e-ilm.weebly.com/

হযরত মূসা (আ.)-এর সাথে প্রতিদ্বন্দ্বিতার উদ্দেশ্যে সারা দেশ থেকে যেসব জাদুকর এসে সমবেত হয়েছিল তাদের সংখ্যার ব্যাপারে বিভিন্ন ঐতিহাসিক বর্ণনা রয়েছে। ৯০০ থেকে শুরু করে তিন লক্ষ পর্যন্ত রেওয়ায়েত আছে। তদের সাথে লাঠি ও দাড়ির এক বিরাট স্তুপও ছিল। যা ৩০০ উটের পিঠে বোঝাই করে আনা হয়েছিল। –[কুরতুবী]

ফেরাউনের জাদুকররা প্রথমে এসেই দরকষাকষি করতে শুরু করল যে, আমরা প্রতিদ্বন্দ্বিতা করলে এবং তাতে জয়ী হলে, আমরা কি পাব? তার কারণ, যারা ভ্রান্ত বাদী, পার্থিব লাভই হলো তাদের মুখ্য। কাজেই যে কোনো কাজ করার পূর্বে তাদের সামনে থাকে বিনিময় কিংবা লাভের প্রশ্ন। অথচ নবী-রাসূলগণ এবং তাঁদের যারা নায়েব বা প্রতিনিধি তাঁরা প্রতি পদক্ষেপে ঘোষণা করেন– وَمَآ اَسْـَٔلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ اَجْرٍ اِنْ اَجْرِيَ اِلَّا عَلٰى رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ অর্থাৎ 'আমরা যে সত্যের বাণী তোমাদের মঙ্গলের জন্য তোমাদেরকে পৌঁছে দেই তার বিনিময়ে তোমাদের কাছে কোনো প্রাতিদান কামনা করি না; বরং আমাদের প্রতিবাদের দায়িত্ব শুধু আল্লাহর উপরই রয়েছে।' ফেরাউন তাদেরকে বলল, তোমরা পারিশ্রমিক চাইছ? আমি পারিশ্রমিক তো দেবই, আর তার সঙ্গে সঙ্গে তোমাদেরকে শাহী দরবারের ঘনিষ্ঠদেরও অন্তর্ভুক্ত করে নেব।

ফেরাউনের সাথে এসব কাথাবার্তা বলে নেওয়ার পর জাদুকররা হযরত মূসা (আ.) -এর সাথে প্রতিদ্বন্দ্বিতার স্থান ও সময় সাব্যস্ত করিয়ে নিল। সেমতে এক বিস্তৃত ময়দানে এবং এক উৎসবের দিনে সূর্যোদয়ের কিছুক্ষণ পরে প্রতিদ্বন্দ্বিতার সময় সাব্যস্ত হলো। যেমন কুরআনে বলা হয়েছে– قَالَ مَوْعِدُكُمْ يَوْمُ الزِّيْنَةِ وَاَنْ يُّحْشَرَ النَّاسُ ضُحًى কোনো কোনো রেওয়ায়েতে বর্ণিত রয়েছে যে, এ সমস্ত জাদুকরদের সর্দারের সাথে হযরত মূসা (আ.) আলোচনা করলেন যে, আমি যদি তোমাদের উপর জয় লাভ করি, তবে তোমরা ঈমান গ্রহণ করবে তো? সে বলল, আমাদের কাছে এমন জাদু রয়েছে যে, তার উপর কেউ জয়ী হতে পারে না। কাজেই আমাদের পরাজয়ের কোনো প্রশ্নই উঠতে পারে না। আর অগত্যাই যদি তুমি জয়ী হয়ে যাও, তাহলে প্রকাশ্য ঘোষণার মাধ্যমে ফেরাউনের চোখের সামনে তোমার প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করে নেব। –[মাযহারী, কুরতুবী]

قَوْلُهٗ قَالُوْا يٰمُوْسٰۤى اِمَّاۤ اَنْ تُلْقِيَ وَاِمَّاۤ اَنْ نَّكُوْنَ نَحْنُ الْمُلْقِيْنَ এখানে اِلْقَاءٌ –এর অর্থ নিক্ষেপ করা । অর্থাৎ প্রতিদ্বন্দ্বিতার জন্য যখন মাঠে গিয়ে সবাই উপস্থিত, তখন জাদুকরেরা হযরত মূসা (আ.)-কে বলল, হয় আপনি প্রথমে নিক্ষেপ করুন অথবা আমরা প্রথম নিক্ষেপকারীদের অন্তর্ভুক্ত হয়ে যাই। জাদুকরদের এ উক্তিটি ছিল নিজেদের নিশ্চিন্ততা ও শ্রেষ্ঠত্ব প্রকাশ করার উদ্দেশ্য যে, এ ব্যাপারে আমাদের কোনো পারোয়াই নেই যে, প্রথমে আমরা শুরু করি। কারণ আমরা নিজের শাস্ত্রের ব্যাপারে সম্পূর্ণ আশ্বস্ত। তাদের বর্ণনাভঙ্গিতে একথা বুঝা গেল যে, তারা মনে করে প্রথমে আক্রমণের প্রত্যাশী ছিল কিন্তু শক্তিমত্তা প্রকাশের উদ্দেশ্যে হযরত মূসা (আ.) -কে জিজ্ঞেস করে নিল যে, প্রথমে আপনি আরম্ভ করবেন, না আমরা করব।

হযরত মূসা (আ.) তাদের উদ্দেশ্য উপলব্ধি করে নিয়ে নিজের মু'জিযা সম্পর্কে পরিপূর্ণ আশ্বস্তার দরুন প্রথম তাদেরকেই সুযোগ দিলেন। বললেন, اَلْقُوْا অর্থাৎ তোমরাই প্রথমে নিক্ষেপ কর।

তাফসীরে ইবনে কাছীরে বলা হয়েছে যে. জাদুকররা হযরত মূসা (আ.)-এর প্রতি আদব ও সম্মানজনক ব্যবহার করতে গিয়েই প্রথম সুযোগ নেওয়ার জন্য তাঁকে আমন্ত্রণ জানাল। তারই প্রতিক্রিয়ায় তাদের ঈমান আনার সৌভাগ্য হয়েছিল। فَلَمَّاۤ اَلْقَوْا سَحَرُوْۤا اَعْيُنَ النَّاسِ وَاسْتَرْهَبُوْهُمْ وَجَآءُوْا بِسِحْرٍ عَظِيْمٍ অর্থাৎ জাদুকররা যখন তাদের লাঠি ও দড়িগুলো মাটিতে নিক্ষেপ করল, তখন দর্শকদের নজরবন্দী করে দিয়ে তাদের উপর ভীতি সঞ্চারিত করে দিল এবং মহাজাদু দেখাল।

এ আয়াতের দ্বারা বোঝা যায় যে, তাদের জাদু ছিল এক প্রকার নজরবন্দি যাতে দর্শকদের মনে হতে লাগল যে, এই লাঠি আর দড়িগুলো সাপ হয়ে দৌড়াচ্ছে। অথচ প্রকৃতপক্ষে সেগুলো ছিল, তেমনি লাঠি ও দড়ি যা পূর্বে ছিল, সাপ হয়নি। এটা এক রকম সন্মোহনী , যার প্রভাব মানুষের কল্পনা ও দৃষ্টিকে ধাঁধিয়ে দেয়।

কিন্তু তাই বলে একথা প্রতীয়মান হয় না যে, জাদু এ প্রকারেই সীমাবদ্ধ এবং জাদুর মাধ্যমে বাস্তব বিষয়ের পরিবর্তন ঘটতে পারে না। কারণ শরিয়তের বা যুক্তির কোনো প্রমাণ এর বিরুদ্ধে স্থাপিত হয়নি; বরং বিভিন্ন প্রকার জাদুর প্রমাণ বিদ্যমান রয়েছে। কোথাও তা শুধু নজরবন্দীর কাজ করে। যেমন, কাজ করে সম্মোহনী। আর কোথাও যদি বাস্তব বিষয়ের পরিবর্তন ঘটেও যায়, যেমন মানুষের পাথর হয়ে যাওয়া, তাহলে সেটা শরিয়ত বা বৈজ্ঞানিক যুক্তির বিরুদ্ধে নয়।

https://e-ilm.weebly.com/

https://e-ilm.weebly.com/

অনুবাদ : (১২২) যিনি মূসা এবং হারূনেরও প্রতিপালক।	رَبِّ مُوْسٰى وَهٰرُوْنَ (١٢٢)
(১২৩) ফেরাউন বলল, বেশ তো! তোমরা মূসার প্রতি ঈমান আনলে আমি তোমাদেরকে অনুমতি দেওয়া ব্যতিরেকেই! নিশ্চয় এটা চক্রান্ত ছিল, যা তোমরা করে দেখালে এই নগরে, যেন তোমরা এই নগর হতে তার অধিবাসীদেরকে বহিষ্কার করে দাও, অতএব, এখনই তোমরা প্রকৃত ব্যাপার [চক্রান্তের পরিণাম] জানতে পারবে।	قَالَ فِرْعَوْنُ اٰمَنْتُمْ بِهٖ قَبْلَ اَنْ اٰذَنَ لَكُمْ ۚ اِنَّ هٰذَا لَمَكْرٌ مَّكَرْتُمُوْهُ فِى الْمَدِيْنَةِ لِتُخْرِجُوْا مِنْهَآ اَهْلَهَا ۚ فَسَوْفَ تَعْلَمُوْنَ (١٢٣)
(১২৪) আমি তোমাদের এক দিকের হাত ও অপর দিকের পা কর্তন করব অতঃপর তোমাদের সকলকে শূলে চড়াব।	لَاُقَطِّعَنَّ اَيْدِيَكُمْ وَاَرْجُلَكُمْ مِّنْ خِلَافٍ ثُمَّ لَاُصَلِّبَنَّكُمْ اَجْمَعِيْنَ (١٢٤)
(১২৫) তারা বলল, আমরা মরে নিজ পরওয়ারদেগারের সমীপে যাব।	قَالُوْٓا اِنَّآ اِلٰى رَبِّنَا مُنْقَلِبُوْنَ ۚ (١٢٥)
(১২৬) আর তুমি আমাদের মধ্যে কি দোষ দেখতে পেলে তা ব্যতীত যে, আমরা আমাদের রবের নির্দেশনাবলির উপর ঈমান এনেছি, হে আমাদের রব! আমাদের প্রতি বর্ষণ করুন ধৈর্য এবং আমাদের প্রাণ মুসলমান অবস্থায় বের করুন।	وَمَا تَنْقِمُ مِنَّآ اِلَّآ اَنْ اٰمَنَّا بِاٰيٰتِ رَبِّنَا لَمَّا جَآءَتْنَا ؕ رَبَّنَآ اَفْرِغْ عَلَيْنَا صَبْرًا وَّتَوَفَّنَا مُسْلِمِيْنَ ۚ (١٢٦) ع ١٤

শাব্দিক অনুবাদ

(১২২) رَبِّ যিনি প্রতিপালক مُوْسٰى وَهٰرُوْنَ মূসা এবং হারূনেরও।

(১২৩) قَالَ فِرْعَوْنُ ফেরাউন বলল বেশ তো! اٰمَنْتُمْ بِهٖ তোমরা মূসার প্রতি ঈমান আনলে قَبْلَ اَنْ اٰذَنَ لَكُمْ আমি তোমাদেরকে অনুমতি দেওয়া ব্যতিরেকেই! اِنَّ هٰذَا لَمَكْرٌ নিশ্চয় এটা চক্রান্ত ছিল مَّكَرْتُمُوْهُ فِى الْمَدِيْنَةِ যা তোমরা করে দেখালে এই নগরে لِتُخْرِجُوْا مِنْهَآ اَهْلَهَا যেন তোমরা এই নগর হতে তার অধিবাসীদেরকে বহিষ্কার করে দাও فَسَوْفَ تَعْلَمُوْنَ অতএব, এখনই তোমরা প্রকৃত ব্যাপার [চক্রান্তের পরিণাম] জানতে পারবে।

(১২৪) لَاُقَطِّعَنَّ اَيْدِيَكُمْ আমি তোমাদের এক দিকের হাত কর্তন করব وَاَرْجُلَكُمْ مِّنْ خِلَافٍ ও অপর দিকের পা কর্তন করব ثُمَّ لَاُصَلِّبَنَّكُمْ اَجْمَعِيْنَ অতঃপর তোমাদের সকলকে শূলে চড়াব।

(১২৫) قَالُوْٓا তারা বলল اِنَّآ اِلٰى رَبِّنَا مُنْقَلِبُوْنَ আমরা মরে নিজ পরওয়ারদেগারের সমীপে যাব।

(১২৬) وَمَا تَنْقِمُ مِنَّآ আর তুমি আমাদের মধ্যে কি দোষ দেখতে পেলে اِلَّآ তা ব্যতীত যে اَنْ اٰمَنَّا بِاٰيٰتِ رَبِّنَا لَمَّا جَآءَتْنَا আমরা আমাদের রবের নির্দেশনাবলির উপর ঈমান এনেছি رَبَّنَآ হে আমদের রব! اَفْرِغْ عَلَيْنَا صَبْرًا আমাদের প্রতি বর্ষণ করুন ধৈর্য وَّتَوَفَّنَا مُسْلِمِيْنَ এবং আমাদের প্রাণ মুসলমান অবস্থায় বের করুন।

https://e-ilm.weebly.com/

অনুবাদ : (১২৭) ফেরাউন সম্প্রদায়ের প্রধানরা বলল, আপনি কি মূসাকে এবং তার সম্প্রদায়কে এভাবেই থাকতে দিবেন যে, তারা দেশে ফ্যাসাদ করে বেড়াবে, আর সে আপনাকে ও আপনার উপাস্যদেরকে বর্জন করে চলবে? ফেরাউন বলল, আমি এখনই এদের পুত্র-সন্তানদেরকে হত্যা করতে আরম্ভ করব এবং এদের নারীদেরকে জীবিত থাকতে দিব এবং এদের উপর আমার সর্বপ্রকারের ক্ষমতা আছে।	وَقَالَ الْمَلَاُ مِنْ قَوْمِ فِرْعَوْنَ اَتَذَرُ مُوْسٰى وَقَوْمَهٗ لِيُفْسِدُوْا فِى الْاَرْضِ وَيَذَرَكَ وَاٰلِهَتَكَ ۚ قَالَ سَنُقَتِّلُ اَبْنَآءَهُمْ وَنَسْتَحْيٖ نِسَآءَهُمْ ۚ وَاِنَّا فَوْقَهُمْ قٰهِرُوْنَ (١٢٧)
(১২৮) মূসা নিজ সম্প্রদায়কে বললেন, আল্লাহর ভরসা রাখ এবং দৃঢ় থাক, এবং জমিন আল্লাহ তা'আলারই, নিজ বান্দাদের মধ্য হতে যাকে ইচ্ছা উত্তরাধিকারী বানিয়ে দেন আর পরিশেষে সফলতা তাদেরই হয়, যারা আল্লাহ তা'আলাকে ভয় করে।	قَالَ مُوْسٰى لِقَوْمِهِ اسْتَعِيْنُوْا بِاللّٰهِ وَاصْبِرُوْا ۚ اِنَّ الْاَرْضَ لِلّٰهِ ۙ يُوْرِثُهَا مَنْ يَّشَآءُ مِنْ عِبَادِهٖ ۗ وَالْعَاقِبَةُ لِلْمُتَّقِيْنَ (١٢٨)
(১২৯) সম্প্রদায়ের লোকেরা বলতে লাগল, আমরা তো সর্বদা মসিবতেই রইলাম আপনার আগমনের পূর্বেও এবং আপনার আগমনের পরেও, মূসা বললেন, সত্বরই আল্লাহ তোমাদের দুশমনকে ধ্বংস করবেন, এবং তাদের স্থলে তোমাদেরকে এই ভূখণ্ডের অধিকারী করে দিবেন, তৎপর তোমাদের কর্ম পদ্ধতি দেখবেন।	قَالُوْٓا اُوْذِيْنَا مِنْ قَبْلِ اَنْ تَاْتِيَنَا وَمِنْ بَعْدِ مَا جِئْتَنَا ۚ قَالَ عَسٰى رَبُّكُمْ اَنْ يُّهْلِكَ عَدُوَّكُمْ وَيَسْتَخْلِفَكُمْ فِى الْاَرْضِ فَيَنْظُرَ كَيْفَ تَعْمَلُوْنَ (١٢٩) ع ١٥
(১৩০) আর আমি ফেরাউন বংশধরকে ধৃত করলাম দুর্ভিক্ষ ও ফলাদির স্বল্প উৎপাদনের দ্বারা যেন তারা উপলব্ধি করে।	وَلَقَدْ اَخَذْنَآ اٰلَ فِرْعَوْنَ بِالسِّنِيْنَ وَنَقْصٍ مِّنَ الثَّمَرٰتِ لَعَلَّهُمْ يَذَّكَّرُوْنَ (١٣٠)

শাব্দিক অনুবাদ

(১২৭) وَقَالَ الْمَلَاُ مِنْ قَوْمِ فِرْعَوْنَ ফেরাউন সম্প্রদায়ের প্রধানরা বলল اَتَذَرُ مُوْسٰى وَقَوْمَهٗ আপনি কি মূসাকে এবং তার সম্প্রদায়কে এভাবেই থাকতে দিবেন যে لِيُفْسِدُوْا فِى الْاَرْضِ তারা দেশে ফ্যাসাদ করে বেড়াবে وَيَذَرَكَ وَاٰلِهَتَكَ আর সে আপনাকে ও আপনার উপাস্যদেরকে বর্জন করে চলবে قَالَ ফেরাউন বলল سَنُقَتِّلُ اَبْنَآءَهُمْ আমি এখনই এদের পুত্র-সন্তানদেরকে হত্যা করতে আরম্ভ করব وَنَسْتَحْيٖ نِسَآءَهُمْ এবং এদের নারীদেরকে জীবিত থাকতে দিব وَاِنَّا فَوْقَهُمْ قٰهِرُوْنَ এবং এদের উপর আমার সর্বপ্রকারের ক্ষমতা আছে।

(১২৮) قَالَ مُوْسٰى لِقَوْمِهِ মূসা নিজ সম্প্রদায়কে বললেন اسْتَعِيْنُوْا بِاللّٰهِ আল্লাহর ভরসা রাখ وَاصْبِرُوْا এবং দৃঢ় থাক اِنَّ الْاَرْضَ لِلّٰهِ এবং জমিন আল্লাহ তা'আলারই يُوْرِثُهَا উত্তরাধিকারী বানিয়ে দেন مَنْ يَّشَآءُ যাকে ইচ্ছা مِنْ عِبَادِهٖ নিজ বান্দাদের মধ্য হতে وَالْعَاقِبَةُ لِلْمُتَّقِيْنَ আর পরিশেষে সফলতা তাদেরই হয়, যারা আল্লাহ তা'আলাকে ভয় করে।

(১২৯) قَالُوْٓا সম্প্রদায়ের লোকেরা বলতে লাগল اُوْذِيْنَا مِنْ قَبْلِ اَنْ تَاْتِيَنَا আমরা তো সর্বদা মসিবতেই রইলাম আপনার আগমনের পূর্বেও وَمِنْ بَعْدِ مَا جِئْتَنَا এবং আপনার আগমনের পরেও قَالَ মূসা বললেন عَسٰى رَبُّكُمْ اَنْ يُّهْلِكَ عَدُوَّكُمْ সত্বরই আল্লাহ তোমাদের দুশমনকে ধ্বংস করবেন وَيَسْتَخْلِفَكُمْ فِى الْاَرْضِ এবং তাদের স্থলে তোমাদেরকে এই ভূখণ্ডের অধিকারী করে দিবেন فَيَنْظُرَ كَيْفَ تَعْمَلُوْنَ তৎপর তোমাদের কর্ম পদ্ধতি দেখবেন।

(১৩০) وَلَقَدْ اَخَذْنَآ اٰلَ فِرْعَوْنَ আর আমি ফেরাউন বংশধরকে ধৃত করলাম بِالسِّنِيْنَ وَنَقْصٍ مِّنَ الثَّمَرٰتِ দুর্ভিক্ষ ও ফলাদির স্বল্প উৎপাদনের দ্বারা لَعَلَّهُمْ يَذَّكَّرُوْنَ যেন তারা উপলব্ধি করে।

https://e-ilm.weebly.com/

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

قوله قَالَ فِرْعَوْنُ اٰمَنْتُمْ بِهٖ قَبْلَ اَنْ اٰذَنَ لَكُمْ الخ এর পূর্ববর্তী আয়াতগুলোতে উল্লেখ ছিল যে, ফেরাউন তার সম্প্রদায়ের সর্দারদের পরামর্শ অনুযায়ী হযরত মূসা (আ.) -এর সাথে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করার জন্য যেসব জাদুকরকে সমগ্র দেশ থেকে এনে সমবেত করেছিল, তারা প্রতিদ্বন্দ্বিতার ময়দানে পরাজয় বরণ করল তো বটেই, তদুপরি হযরত মূসা (আ.) -এর প্রতি ঈমানও নিয়ে এলো।

ঐতিহাসিক বর্ণনায় রয়েছে যে, জাদুকরদের সর্দার মুসলমান হয়ে গেলে তার দেখাদেখি ফেরাউনের সম্প্রদায়ের ছয় লক্ষ লোক হযরত মূসা (আ.)-এর প্রতি ঈমান নিয়ে এল এবং তা ঘোষণা করে দিল।

এই প্রতিদ্বন্দ্বিতা ও বিতর্কের পূর্বে তো হযরত মূসা (আ.) ও হারূন (আ.) এ দুজন ফেরাউনের বিরোধী ছিলেন, কিন্তু এর পরে সবচেয়ে বড় জাদুকর যে স্বীয় সম্প্রদায়ে বিপুল প্রভাবের অধিকারী ছিল এবং তার সাথে ছিল ছয় লক্ষ জনসাধারণ, তারা সবাই মুসলমান হয়ে যাবার দরুন একটি বিরাট শক্তি ফেরাউনের প্রতিদ্বন্দ্বী হয়ে দাঁড়াল।

সে সময় ফেরাউনের ব্যাকুলতা ও ভীতসন্ত্রস্ত হয়ে পড়াটা একেবারে নিরর্থক ছিল না। কিন্তু সে তা গোপন করে একজন ধূর্ত ও বিজ্ঞ রাজনীতিকের ভঙ্গিতে প্রথমে জাদুকরদের উপর বিদ্রোহমূলক অপবাদ আরোপ করল যে, তোমরা মূসা (আ.) -এর সাথে গোপন ষড়যন্ত্র করে এ কাজটি নিজের দেশ ও জাতিকে ক্ষতিগ্রস্ত করার উদ্দেশ্যে করেছ।

اِنَّ هٰذَا لَمَكْرٌ مَّكَرْتُمُوْهُ فِى الْمَدِيْنَةِ অর্থাৎ এটা একটা ষড়যন্ত্র, যা তোমরা প্রতিদ্বন্দ্বিতার মাঠে আসার পূর্বেই শহরের ভিতরে নিজেদের মধ্যে স্থির করে রেখেছিলে। তারপর জাদুকরদেরকে লক্ষ্য করে বলল اٰمَنْتُمْ بِهٖ قَبْلَ اَنْ اٰذَنَ لَكُمْ অর্থাৎ তোমরা কি আমার অনুমতির পূর্বেই ঈমান গ্রহণ করে ফেললে। অস্বীকৃতিবাচক এই কৈফিয়তটি ছিল হুমকি ও তাম্বীহ স্বরূপ। স্বীয় অনুমতির পূর্বে ঈমান আনার কথা বলে লোকেদেরকে আশ্বস্ত করার চেষ্টা করল যে, আমারও কাম্য ছিল যে, হযরত মূসা (আ.)-এর সত্যের উপর প্রতিষ্ঠিত হওয়ার ব্যাপারটি যদি প্রতীয়মান হয়ে যায় তাহলে আমিও তাকে মেনে নিব এবং লোকদেরকে ও মুসলামন হওয়ার জন্য অনুমতি দান করব। কিন্তু তোমরা তাড়াহুড়া করলে এবং প্রকৃত তাৎপর্য না বুঝে শুনেই একটি ষড়যন্ত্রের শিকার হয়ে গেলে ।

এই চাতুর্যের মাধ্যমে একদিকে লোকের সামনে হযরত মূসা (আ.) -এর মু'জিযা আর জাদুকরদের স্বীকৃতিকে একটা ষড়যন্ত্র সাব্যস্ত করে তাদেরকে আদি বিভ্রান্তিতে ফেলে রাখার ব্যবস্থা করল। অপরদিকে রাজনৈতিক চালাকিটি করল এই যে, হযরত মূসা (আ.)-এর কার্যকলাপ এবং জাদুকরদের ইসলাম গ্রহণ একান্তই ফেরাউনের পথভ্রষ্টতাকে পরিষ্কার করে তুলে ধরার জন্য অনুষ্ঠিত হয়েছিল এবং জাতি ও জনসাধারণের সাথে যার কোনোই সম্পর্ক ছিল না। একটা রাষ্ট্রীয় ও রাজনৈতিক বিষয়ে পরিণত করার উদ্দেশ্যে বলল لِتُخْرِجُوْا مِنْهَاۤ اَهْلَهَا অর্থাৎ তোমাদের এই ষড়যন্ত্র এজন্য করেছ যে, তোমরা মিসর দেশের উপর জয়লাভ করে এ দেশের অধিবাসীদের এখান থেকে বহিষ্কার করতে চাও। এই চাতুর্য-চালাকির পর সবার উপর নিজের আতঙ্ক এবং সরকারের প্রভাব ও ভীতি সঞ্চার করার জন্য জাদুকরদের হুমকি দিতে আরম্ভ করল। প্রথমে অস্পষ্ট ভঙ্গিতে বলল, فَسَوْفَ تَعْلَمُوْنَ অর্থাৎ তোমাদের যে কি পরিণতি তোমরা এখনই দেখতে পাবে। অতঃপর তা পরিষ্কার ভাবে বলল, لَاُقَطِّعَنَّ اَيْدِيَكُمْ وَاَرْجُلَكُمْ مِّنْ خِلَافٍ ثُمَّ لَاُصَلِّبَنَّكُمْ اَجْمَعِيْنَ অর্থাৎ 'আমি তোমাদের সবার বিপরীত দিকের হাত পা কেটে তোমাদের সবাইকে শূলিতে চড়াব।' বিপরীত দিকে কাটা অর্থ হলো ডান হাত, বাম পা। যাতে উভয়পার্শ্বে জখমি হয়ে বেকার হয়ে পড়বে।

ফেরাউন এই দুরবাস্থার উপর নিয়ন্ত্রণ লাভ করার জন্য এবং স্বীয় পরিষদবর্গ ও জনগণকে নিয়ন্ত্রণে রাখার উদ্দেশে যথেষ্ট ব্যবস্থা নিয়েছিল। আর তার উৎপীড়নমূলক শাস্তি আগে থেকেই প্রসিদ্ধ এবং অন্তরাত্মাকে কাঁপিয়ে দেওয়ার জন্য যথেষ্ট ছিল।

কিন্তু ইসলাম ও ঈমান এমন এক প্রবল শক্তি যে, যখন তা কোনো আত্মার বদ্ধমূল হয়ে যায়, তখন মানুষ সমগ্র পৃথিবী ও তার যাবতীয় উপরণের মোকাবিলা করতে তৈরি হয়ে যায়।

যে জাদুকররা কয়েক ঘণ্টা আগেও ফেরাউনকে নিজের খোদা বলে মানত এবং অন্যকেও এই পথভ্রষ্টতার দীক্ষা দিত, কয়েক মুহূর্তে ইসলামের কালেমা পড়ার সঙ্গে সঙ্গে তাদের মধ্যে সে কি জিনিস সৃষ্টি হয়েছিল, যাতে তারা ফেরাউনের যাবতীয় হুমকির উত্তরে বলে উঠে– اِنَّاۤ اِلٰى رَبِّنَا مُنْقَلِبُوْنَ অর্থাৎ তুমি যদি আমাদেরকে হত্যা করে ফেল তাতে কিছু আসে যায় না, আমরা আমাদের পালনকর্তার কাছেই চলে যাব, যেখানে আমরা সব রকম শান্তি পাব।

قوله فَاقْضِ مَاۤ اَنْتَ قَاضٍ اِنَّمَا تَقْضِىْ هٰذِهِ الْحَيٰوةَ الدُّنْيَا অর্থাৎ আমাদের ব্যাপারে তোমার যা ইচ্ছা হুকুম দিয়ে দাও। ব্যাস, এতটুকুই তো যে তোমার হুকুম আমাদের পার্থিব জীবনে চলতে পারে এবং তোমার রোষাণলে আমাদের এ জীবন শেষ হয়ে যেতে পারে। কিন্তু ঈমান আনার পর আমাদের দৃষ্টিতে এই পার্থিব জীবনের সে গুরুত্বই অবশিষ্ট রয়নি যা ঈমান আনার পূর্বে ছিল। কারণ আমরা জেনেছি যে, এ জীবন দুঃখে হোক সুখে হোক কেটে যাবেই। চিন্তা সে জীবনের ব্যাপারে করা কর্তব্য যার পরে আর মৃত্যু নেই এবং যার শান্তিও স্থায়ী, অশান্তিও স্থায়ী।

https://e-ilm.weebly.com/

চিন্তা করার বিষয় যে, যারা কিছুক্ষণ আগেও নিকৃষ্টতম কুফরিতে আক্রান্ত ছিল, ফেরাউনের মতো একজন বাজে লোককে খোদা হিসেবে মানত, আল্লাহর মহত্ত্ব সম্পর্কে সম্পূর্ণ অজ্ঞ ছিল, তাদের মধ্যে সহসা এমন বৈপ্লবিক পরিবর্তন কেমন করে এলো যে, এখন বিগত সমস্ত বিশ্বাস ও কার্যক্রম থেকে একেবারে তওবা করে নিয়ে সত্য দীনের উপর এমন বদ্ধমূল হয়ে গেল যে, তার জন্য প্রাণ পর্যন্ত বিসর্জন দিতে প্রস্তুত দেখা যায় এবং দুনিয়া থেকে বিগত হয়ে যাওয়াকে এজন্য পছন্দ করে নেয় যে, এতে স্বীয় পালনকর্তার কাছে চলে যেতে পারবে।

শুধু ঈমানের শক্তি এবং আল্লাহর রাহে জিহাদের সৎ সাহসই যে তাদের মধ্যে সৃষ্টি হয় তাই নয়; বরং মনে হয়, তাদের জন্য সত্য ও প্রকৃত মা'রেফত জ্ঞানের দ্বারও যেন উন্মুক্ত হয়ে গিয়েছিল। সে কারণেই ফেরাউনের বিরুদ্ধে এহেন সাহসী বিবৃতি দেওয়ার সাথে সাথে এ প্রার্থনাও করে যে, رَبَّنَآ اَفۡرِغۡ عَلَيۡنَا صَبۡرًا وَّتَوَفَّنَا مُسۡلِمِيۡنَ অর্থাৎ হে আমাদের পালনকর্তা! আমাদেরকে পরিপূর্ণ ধৈর্য দান কর এবং মুসলমান অবস্থায় আমাদেরকে মৃত্যু দান কর।

এতে সেই মা'রেফতের প্রতি ইঙ্গিত রয়েছে যে, আল্লাহ যদি না চান তাহলে মানুষের সাহস ও দৃঢ়তা কিছু কাজেরই নয়। কাজেই এখানে স্থিরতার প্রার্থনা করা হয়েছে। আর এ প্রার্থনা যেমন সত্যকে চিনে নেওয়ার ফল, তেমনিভাবে সেই বিপদ থেকে মুক্তি পাবার জন্যও সর্বোত্তম উপায়, যাতে তারা তখন পড়েছিল। কারণ ধৈর্য ও দৃঢ়তাই এমন বিষয় যা মানুষকে তার প্রতিপক্ষের সাথে প্রতিদ্বন্দ্বিতায় বিজয় লাভের নিশ্চয়তা দিতে পারে।

জাদুকরদের ঈমানী বিপ্লব হযরত মূসা (আ.)-এর এক বিরাট মু'জিযা : পরিতাপের বিষয়, ইদানীং মুসলমানগণ এবং মুসলিম রাষ্ট্রসমূহ নিজেদের শক্তিশালী করে তোলার জন্য সকল ব্যবস্থাই অবলম্বন করে চলছে, কিন্তু সে রহস্যটি তারা ভুলে গেছে যা শক্তি ও স্বকীয়তার প্রাণকেন্দ্র। অথচ ফেরাউনের যাদুকরেরাও প্রথম পর্যায়েই তা বুঝে নিয়েছিল। আর তা সারা জীবন আল্লাহর পরিচয়বিমুখ নাস্তিক কাফেরদেরকে মুহূর্তে শুধু যে মুসলমান বানিয়ে দিয়েছিল, তাই নয়; বরং একেকজনকে পরিপূর্ণ আরেফ এবং মুজাহিদে পরিণত করে দিয়েছিল। কাজেই হযরত মূসা (আ.)-এর এই মু'জিযা লাঠি এবং জ্যোতির্ময় হাতের মু'জিযা অপেক্ষা কম ছিল না।

ফেরাউনের উপর হযরত মূসা ও হারুন (আ.)-এর ভীতিজনক প্রতিক্রিয়া : ফেরাউনের ধূর্ততা এবং রাজনৈতিক চাল তার সাথে পুরাতন পথভ্রষ্টতায় লিপ্ত থাকার ব্যাপারে কিছুটা সহায়ক হয়েছিল বটে, কিন্তু এই বিস্ময়কর ব্যাপারটি তাদের জন্য লক্ষ্য করার মতো ছিল যে, ফেরাউনের সমস্ত রোষানল জাদুকরদের উপরই শেষ হয়ে গেল। হযরত মূসা (আ.) সম্পর্কে ফেরাউনের মুখ দিয়ে কোনো কথাই বের হলো না। অথচ তিনিই ছিলেন আসল বিরোধী কাজেই তাদেরকে বলতে হলো : اَتَذَرُ مُوۡسٰى وَقَوۡمَهٗ لِيُفۡسِدُوۡا فِى الۡاَرۡضِ وَيَذَرَكَ وَاٰلِهَتَكَ অর্থাৎ তাহলে কি তুমি মূসা (আ.) এবং তাঁর সম্প্রদায়কে এমনি ছেড়ে দিবে, যাতে তোমাকে এবং তোমার উপাস্যদেরকে পরিহার করে দেশময় দাঙ্গা ফাসাদ করতে থাকবে?

এতে বাধ্য হয়ে ফেরাউন বলল : سَنُقَتِّلُ اَبۡنَآءَهُمۡ وَنَسۡتَحۡىٖ نِسَآءَهُمۡ وَاِنَّا فَوۡقَهُمۡ قٰهِرُوۡنَ অর্থাৎ তাঁর বিষয়টি আমাদের পক্ষে তেমন চিন্তার বিষয় নয়। আমরা তাদের জন্য এই ব্যবস্থা নিব যে, তাদের মধ্যে কোনো পুত্রসন্তান জন্মগ্রহণ করলে তাকে হত্যা করব, শুধু কন্যা সন্তানদের বাঁচতে দেব। যার ফলে কিছুকালের মধ্যেই তাদের জাতি পুরুষশূন্য হয়ে পড়বে; থাকবে শুধু নারী আর নারী। আর তারা হবে আমাদের সেবাদাসী। তাছাড়া তাদের উপরে তো আমাদের পরিপূর্ণ ক্ষমতা রয়েছেই; যা ইচ্ছা তাই করব। এরা আমাদের কোনো ক্ষতিই করতে পারবে না।

তাফসীরকার আলেমগণ বলেছেন যে, সম্প্রদায়ের এহেন জেরার মুখেও ফেরাউন একথাই বলল যে, আমরা বনী ইসরাঈলের ছেলে সন্তানদেরকে হত্যা করে দিব, কিন্তু হযরত মূসা ও হারুন (আ.) সম্পর্কে তখনও তার মুখে কোনো কথাই এলেনা। তার কারণ হযরত মূসা (আ.)-এর এই মু'জিযা এবং তার পরবর্তী ঘটনা ফেরাউনের মন-মস্তিষ্কে হযরত মূসা (আ.)-এর ব্যাপারে কঠিন ভীতির সঞ্চার করে দিয়েছিল।

হযরত সাঈদ ইবনে জুবাইর (রা.) বলেন, ফেরাউনের এমন অবস্থা দাঁড়িয়েছিল যে, যখনই সে হযরত মূসা (আ.)-কে দেখত, তখন অচেতন অবস্থায়ই তার পেশাব বেরিয়ে যেত।

ফেরাউন হযরত মূসা (আ.)-এর সাথে প্রতিদ্বন্দ্বিতায় পরাজিত হয়ে বনী ইসরাঈলদের প্রতি তার রাগ ঝাড়ল যে, তাদের ছেলেদেরকে জীবিত হত্যা করে মেয়েদেরকে রাখার আইন তৈরি করে দিল। এতে বনী ইসরাঈলরা ভীতসন্ত্রস্ত হয়ে পড়ল যে, হযরত মূসা (আ.)-এর জন্মের পূর্বে ফেরাউন তাদের উপর যে আজাব চাপিয়ে দিয়েছিল তা আবার চাপিয়ে দেওয়া হয়েছে। আর হযরত মূসা (আ.)ও যখন তা উপলব্ধি করলেন, তখন একান্তই রাসূল জনোচিত সোহাগ ও দর্শনানুযায়ী সে বিপদ থেকে অব্যাহতি লাভের জন্য তাদেরকে দুটি বিষয় শিক্ষাদান করলেন। (এক) শত্রুর মোকাবিলায় আল্লাহর সাহায্য প্রার্থনা করা এবং (দুই) কার্যসিদ্ধি পর্যন্ত সাহস ও ধৈর্যধারণ। সেই সঙ্গে একথাও বাতলে দিলেন যে, এই ব্যবস্থা যদি

https://e-ilm.weebly.com/

অবলম্বন করতে পার, তাহলে এ দেশ তোমাদের, তোমরাই জয়ী হবে। এই হলো ১২৮ নং আয়াতের বক্তব্য যাতে বলা হয়েছে– اِسْتَعِيْنُوْا بِاللّٰهِ وَاصْبِرُوْا অর্থাৎ আল্লাহর নিকট সাহায্য প্রার্থনা কর এবং ধৈর্যধারণ কর। তারপর বলা হয়েছে– اِنَّ الْاَرْضَ لِلّٰهِ يُوْرِثُهَا مَنْ يَّشَآءُ مِنْ عِبَادِهٖ ۗ وَالْعَاقِبَةُ لِلْمُتَّقِيْنَ অর্থাৎ সমগ্র ভূমি আল্লাহর। তিনি যাকে ইচ্ছা এই ভূমির উত্তরাধিকারী ও মালিক করবেন। তার একথা নিশ্চিত যে, শেষ পর্যন্ত মুত্তাকী পরহেজগারগণই কৃতকার্যতা লাভ করে থাকে। এখানে ইঙ্গিত করা হয়েছে যে, তোমরা যদি পরহেজগারি অবলম্বন কর যার পদ্ধতি উপরে বর্ণিত হয়েছে। অর্থাৎ আল্লাহর সাহায্য প্রার্থনা ও ধৈর্যধারণের ব্যাপারে নিয়মানুবর্তী হও, তাহলে শেষ পর্যন্ত তোমরাই হবে মিসর দেশের মালিক ও অধিপতি।

জটিলতা ও বিপদমুক্তির অমোঘ ব্যবস্থা : হযরত মূসা (আ.) শত্রুর উপর বিজয় লাভের জন্য বনী ইসরাঈলদেরকে যে দার্শনিকসুলভ ব্যবস্থার শিক্ষা দান করেছিলেন, গভীরভাবে লক্ষ্য করলে এই হচ্ছে সেই অমোঘ ব্যবস্থা যা কখনও ভুল হয় না এবং যার অবলম্বনে বিজয় সুনিশ্চিত। এই ব্যবস্থার প্রথম অংশটি হলো আল্লাহর নিকট সাহায্য প্রার্থনা। এটাই হলো এ ব্যবস্থার প্রকৃত প্রাণ। কারণ বিশ্বস্রষ্টা যার সহায় থাকেন, তার দিকে সমগ্র বিশ্বের সহায়তার দৃষ্টি আকৃষ্ট হয়ে পড়ে। সমগ্র সৃষ্টি হয় তাঁরই হুকুমের আওতাভুক্ত।

হাদীসে বর্ণিত রয়েছে যে, আল্লাহ যখন কোনো কাজের ইচ্ছা করেন, তখন আপনা থেকেই তার উপকারণাদি সংগৃহীত হতে থাকে। কাজেই শত্রুর মোকাবিলায় বৃহত্তর শক্তিও মানুষের ততটা কাজে আসতে পারে না, যতটা আল্লাহর সাহায্য প্রার্থনা কাজে লাগাতে পারে। অবশ্য তার শর্ত হলো এই যে, সাহায্য প্রার্থনা হতে হবে একান্তই সত্যনিষ্ঠার সাথে শুধু কিছু শব্দের আবৃত্তি নয়।

দ্বিতীয় অংশটি হলো 'সবর' -এর ব্যবস্থা। অভিধান অনুযায়ী সবর এর প্রকৃত অর্থ হলো ইচ্ছাবিরুদ্ধ বিষয়ে ধীরস্থির থাকা এবং রিপুকে আয়াত্তে রাখা। কোনো বিপদে ধৈর্য ধারণকেও সেজন্যই 'সবর' বলা হয় যে, তাতে কান্নাকাটি এবং বিলাপের স্বাভাবিক চেতনাকে দাবিয়ে রাখা হয়।

যে কোনো অভিজ্ঞ বুদ্ধিমান ব্যক্তিই জানেন যে, দুনিয়ার যে কোনো বৃহৎ উদ্দেশ্যে সাধনের পথে বহু ইচ্ছাবিরুদ্ধ পরিশ্রম ও কষ্টসহিষ্ণুতা অপরিহার্য। যে লোক পরিশ্রমের অভ্যাস করে নিতে পারে এবং ইচ্ছাবিরুদ্ধ বিষয়সমূহকে সহ্য করার ক্ষমতা অর্জন করে নিতে পারে, সে তার অধিকাংশ উদ্দেশ্য সিদ্ধি লাভ করতে পারে। হাদীসে রাসূলে কারীম ﷺ–এর ইরশাদ বর্ণিত আছে যে, সবর বা ধৈর্য এমন একটি নিয়ামত, যার চাইতে বিস্তৃত আর কোনো নিয়ামত কেউ পায়নি। –[আবূ দাউদ]

হযরত মূসা (আ.)-এর বিজ্ঞজনোচিত উপদেশ এবং তার প্রেক্ষিতে বিজয় ও কৃতকার্যতার সংক্ষিপ্ত ওয়াদা কুটিলমতি বনী ইসরাঈল কি বুঝবে; এসব শুনে বরং বলে উঠল– اُوْذِيْنَا مِنْ قَبْلِ اَنْ تَأْتِيَنَا وَمِنْۢ بَعْدِ مَا جِئْتَنَا অর্থাৎ আপনার আগমনের পূর্বেও আমাদেরকে কষ্টই দেওয়া হয়েছে আর আপনার আগমনের পরেও তাই হচ্ছে।

উদ্দেশ্য ছিল এই যে, আপনার আগমনের পূর্বে তো এ আশায় দিন কেটে যেত যে, আমাদের উদ্ধারের জন্য কোনো একজন পয়গম্বর আসবেন। অথচ এখন আপনার আগমনের পরেও উৎপীড়নের সে ধারাই যদি বহাল থাকল, তাহলে আমরা কি করব।

শব্দবিশ্লেষণ

مَكَرْتُمُوْهُ : সীগাহ جمع مذكر حاضر বহছ ماضى معروف বাব نَصَرَ মাসদার اَلْمَكْرُ মূলবর্ণ (م . ك . ر) জিনস صحيح অর্থ– তোমরা প্রতারণা করেছ।

لَاُقَطِّعَنَّ : সীগাহ واحد متكلم বহছ لام تاكيد بانون تاكيد ثقيلة در فعل مستقبل معروف বাব تَفْعِيْل মাসদার اَلتَّقْطِيْعُ মূলবর্ণ (ق . ط . ع) জিনস صحيح অর্থ– আমি অবশ্যই অবশ্যই কর্তন করব।

لَاُصَلِّبَنَّ : সীগাহ واحد متكلم বহছ لام تاكيد بانون تاكيد ثقيلة در فعل مستقبل معروف বাব تَفْعِيْل মাসদার اَلتَّصْلِيْبُ মূলবর্ণ (ص . ل . ب) জিনস صحيح অর্থ– অবশ্যই অবশ্যই আমি শূলিবিদ্ধ করব।

تَذَرُ : সীগাহ واحد مذكر حاضر বহছ مضارع معروف বাব ضَرَبَ মাসদার اَلْوَذْرُ মূলবর্ণ (و . ذ . ر) জিনস مثال واوى অর্থ– তুমি ছেড়ে দিবে।

قٰهِرُوْنَ : সীগাহ جمع مذكر বহছ اسم فاعل বাব فَتَحَ মাসদার اَلْقَهْرُ মূলবর্ণ (ق . ه . ر) জিনস صحيح অর্থ– প্রবল, ক্ষমতাবান, পরাস্তকারী।

اِسْتَعِيْنُوْا : সীগাহ جمع مذكر غائب বহছ امر حاضر معروف বাব اِسْتِفْعَالٌ মাসদার اَلْاِسْتِعَانَةُ মূলবর্ণ (ع . و . ن) জিনস اجوف واوى অর্থ– তোমরা সাহায্য প্রার্থনা কর।

اُوْذِيْنَا : সীগাহ جمع متكلم বহছ اثبات فعل ماضى مجهول বাব افتعال মাসদার اَلْاِيْذَاءُ মূলবর্ণ (ا . ذ . ى) জিনস মুরাক্কাব مهموز فاء ও ناقص يائى অর্থ– আমরা নির্যাতিত হয়েছি।

https://e-ilm.weebly.com/

فَاِذَا جَآءَتۡهُمُ الۡحَسَنَةُ قَالُوۡا لَنَا هٰذِهٖ ۚ وَاِنۡ تُصِبۡهُمۡ سَیِّئَةٌ یَّطَّیَّرُوۡا بِمُوۡسٰی وَمَنۡ مَّعَهٗ ؕ اَلَاۤ اِنَّمَا طٰٓئِرُهُمۡ عِنۡدَ اللّٰهِ وَلٰکِنَّ اَکۡثَرَهُمۡ لَا یَعۡلَمُوۡنَ ﴿۱۳۱﴾

অনুবাদ : (১৩১) অতএব, যখন উপস্থিত হতো তাদের প্রতি সুঅবস্থা তখন বলত, এটা তো যেন আমাদের জন্য হওয়াই চাই, আর যদি উপস্থিত হতো তাদের প্রতি কোনো দুরবস্থা তখন মূসা ও তাঁর সঙ্গীদের অশুভ লক্ষণ বলে মন্তব্য করত, স্মরণ রেখ, তাদের [এই] অশুভ লক্ষণ [-এর কারণ] আল্লাহ তা'আলার জ্ঞানে রয়েছে, কিন্তু তাদের অধিকাংশ লোক জানত না।

وَقَالُوۡا مَهۡمَا تَاۡتِنَا بِهٖ مِنۡ اٰیَةٍ لِّتَسۡحَرَنَا بِهَا ۙ فَمَا نَحۡنُ لَکَ بِمُؤۡمِنِیۡنَ ﴿۱۳۲﴾

(১৩২) আর এরূপ বলত যে, যত চমকপ্রদ বিষয়ই আমাদের নিকট আনয়ন কর যে, তা দ্বারা আমাদের প্রতি জাদু চালনা করার জন্য, তবুও আমরা তোমার কথা কিছুতেই মানব না।

فَاَرۡسَلۡنَا عَلَیۡهِمُ الطُّوۡفَانَ وَالۡجَرَادَ وَالۡقُمَّلَ وَالضَّفَادِعَ وَالدَّمَ اٰیٰتٍ مُّفَصَّلٰتٍ ۟ فَاسۡتَکۡبَرُوۡا وَکَانُوۡا قَوۡمًا مُّجۡرِمِیۡنَ ﴿۱۳۳﴾

(১৩৩) অতঃপর আমি তাদের প্রতি প্রেরণ করলাম, তূফান এবং পঙ্গপাল এবং ঘুণ-কীট এবং ভেক ও রক্ত, এ সমস্ত স্পষ্ট মু'জিযা ছিল। তবুও তারা অহংকার করতে রইল এবং তারা ছিলও অপরাধপরায়ণ জাতি।

وَلَمَّا وَقَعَ عَلَیۡهِمُ الرِّجۡزُ قَالُوۡا یٰمُوۡسَی ادۡعُ لَنَا رَبَّکَ بِمَا عَهِدَ عِنۡدَکَ ۚ لَئِنۡ کَشَفۡتَ عَنَّا الرِّجۡزَ لَنُؤۡمِنَنَّ لَکَ وَلَنُرۡسِلَنَّ مَعَکَ بَنِیۡۤ اِسۡرَآءِیۡلَ ﴿۱۳۴﴾

(১৩৪) আর যখন তাদের উপর কোনো আজাব আপতিত হতো তখন এরূপ বলত, হে মূসা! আমাদের জন্য নিজ পরওয়ারদেগারের সমীপে সেই দোয়া করুন যে সম্বন্ধে তিনি আপনার সাথে ওয়াদা করে রেখেছেন, যদি আপনি এই আজাবকে আমাদের হতে বিদূরিত করে দেন, তবে অবশ্যই আমরা আপনার কথানুসারে ঈমান আনব এবং আমরা বনী ইসরাঈলদেরকেও মুক্ত করে আপনার সঙ্গে যেতে দিব।

শাব্দিক অনুবাদ

(১৩১) فَاِذَا جَآءَتۡهُمُ الۡحَسَنَةُ অতএব, যখন উপস্থিত হতো তাদের প্রতি সুঅবস্থা। قَالُوۡا তখন বলত لَنَا هٰذِهٖ এটা তো যেন আমাদের জন্য হওয়াই চাই وَاِنۡ تُصِبۡهُمۡ سَیِّئَةٌ আর যদি উপস্থিত হতো তাদের প্রতি কোনো দুরবস্থা। یَّطَّیَّرُوۡا তখন অশুভ লক্ষণ বলে মন্তব্য করত بِمُوۡسٰی وَمَنۡ مَّعَهٗ মূসা ও তাঁর সঙ্গীদের اَلَاۤ اِنَّمَا طٰٓئِرُهُمۡ স্মরণ রেখ, তাদের [এই] অশুভ লক্ষণ [-এর কারণ] عِنۡدَ اللّٰهِ আল্লাহ তা'আলার জ্ঞানে রয়েছে وَلٰکِنَّ اَکۡثَرَهُمۡ لَا یَعۡلَمُوۡنَ কিন্তু তাদের অধিকাংশ লোক জানত না।

(১৩২) وَقَالُوۡا আর এরূপ বলত যে مَهۡمَا تَاۡتِنَا بِهٖ مِنۡ اٰیَةٍ যত চমকপ্রদ বিষয়ই আমাদের নিকট আনয়ন কর যে لِّتَسۡحَرَنَا بِهَا তা দ্বারা আমাদের প্রতি জাদু চালনা করার জন্য فَمَا نَحۡنُ لَکَ بِمُؤۡمِنِیۡنَ তবুও আমরা তোমার কথা কিছুতেই মানব না।

(১৩৩) فَاَرۡسَلۡنَا عَلَیۡهِمۡ অতঃপর আমি তাদের প্রতি প্রেরণ করলাম الطُّوۡفَانَ তূফান وَالۡجَرَادَ এবং পঙ্গপাল وَالضَّفَادِعَ এবং ঘুণ-কীট وَالدَّمَ এবং ভেক ও রক্ত اٰیٰتٍ مُّفَصَّلٰتٍ এ সমস্ত স্পষ্ট মু'জিযা ছিল فَاسۡتَکۡبَرُوۡا তবুও তারা অহংকার করতে রইল وَکَانُوۡا قَوۡمًا مُّجۡرِمِیۡنَ এবং তারা ছিলও অপরাধপরায়ণ জাতি।

(১৩৪) وَلَمَّا وَقَعَ عَلَیۡهِمُ الرِّجۡزُ আর যখন তাদের উপর কোনো আজাব আপতিত হতো قَالُوۡا তখন এরূপ বলত یٰمُوۡسَی হে মূসা! ادۡعُ لَنَا رَبَّکَ আমাদের জন্য নিজ পরওয়ারদেগারের সমীপে সেই দোয়া করুন بِمَا عَهِدَ عِنۡدَکَ যে সম্বন্ধে তিনি আপনার সাথে ওয়াদা করে রেখেছেন لَئِنۡ کَشَفۡتَ عَنَّا الرِّجۡزَ যদি আপনি এই আজাবকে আমাদের হতে বিদূরিত করে দেন لَنُؤۡمِنَنَّ لَکَ তবে অবশ্যই আমরা আপনার কথানুসারে ঈমান আনব وَلَنُرۡسِلَنَّ مَعَکَ بَنِیۡۤ اِسۡرَآءِیۡلَ এবং আমরা বনী ইসরাঈলদেরকেও মুক্ত করে আপনার সঙ্গে যেতে দিব।

https://e-ilm.weebly.com/

অনুবাদ : (১৩৫) অতঃপর যখন আমি তাদের থেকে সেই আজাবকে এক নির্দিষ্ট সময় পর্যন্ত যে পর্যন্ত তাদের উপনীত হওয়া অনিবার্য ছিল দূর করে দিতাম, তখন তারা সঙ্গে সঙ্গেই প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ করতে আরম্ভ করত।	فَلَمَّا كَشَفْنَا عَنْهُمُ الرِّجْزَ إِلَىٰ أَجَلٍ هُمْ بَالِغُوهُ إِذَا هُمْ يَنْكُثُونَ (١٣٥)
(১৩৬) অতঃপর আমি তাদের হতে প্রতিশোধ নিলাম, অর্থাৎ তাদেরকে নদীগর্ভে নিমজ্জিত করে দিলাম, এ কারণে যে, তারা আমার আয়াতগুলোকে মিথ্যা সাব্যস্ত করত এবং তার প্রতি সম্পূর্ণ অমনোযোগিতা প্রদর্শন করত।	فَانْتَقَمْنَا مِنْهُمْ فَأَغْرَقْنَاهُمْ فِي الْيَمِّ بِأَنَّهُمْ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا وَكَانُوا عَنْهَا غَافِلِينَ (١٣٦)
(১৩৭) আর আমি সেই লোকদেরকে যারা অতি দুর্বল বিবেচিত হতো, সেই ভূখণ্ডের পূর্ব ও পশ্চিমের উত্তরাধিকারী করে দিলাম যাতে আমি [জাহেরী ও বাতেনী] বরকত রেখেছি, আর আপনার প্রতিপালকের মঙ্গলকর অঙ্গীকার বনী ইসরাঈলদের প্রতি পূর্ণ হলো, তাদের ধৈর্যধারণের দরুন, আর আমি ধ্বংস করে দিলাম ফেরাউনের ও তার সম্প্রদায়ের তৈরি কারখানাসমূহ এবং যে সকল সুউচ্চ প্রাসাদগুলো তারা নির্মাণ করত।	وَأَوْرَثْنَا الْقَوْمَ الَّذِينَ كَانُوا يُسْتَضْعَفُونَ مَشَارِقَ الْأَرْضِ وَمَغَارِبَهَا الَّتِي بَارَكْنَا فِيهَا ۖ وَتَمَّتْ كَلِمَتُ رَبِّكَ الْحُسْنَىٰ عَلَىٰ بَنِي إِسْرَائِيلَ بِمَا صَبَرُوا ۖ وَدَمَّرْنَا مَا كَانَ يَصْنَعُ فِرْعَوْنُ وَقَوْمُهُ وَمَا كَانُوا يَعْرِشُونَ (١٣٧)

শাব্দিক অনুবাদ

(১৩৫) فَلَمَّا كَشَفْنَا অতঃপর যখন আমি দূর করে দিতাম عَنْهُمُ الرِّجْزَ তাদের থেকে সেই আজাবকে إِلَىٰ أَجَلٍ এক নির্দিষ্ট সময় পর্যন্ত هُمْ بَالِغُوهُ যে পর্যন্ত তাদের উপনীত হওয়া অনিবার্য ছিল إِذَا هُمْ يَنْكُثُونَ তখন তারা সঙ্গে সঙ্গেই প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ করতে আরম্ভ করত।

(১৩৬) فَانْتَقَمْنَا مِنْهُمْ অতঃপর আমি তাদের হতে প্রতিশোধ নিলাম فَأَغْرَقْنَاهُمْ فِي الْيَمِّ অর্থাৎ তাদেরকে নদীগর্ভে নিমজ্জিত করে দিলাম بِأَنَّهُمْ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا এ কারণে যে, তারা আমার আয়তগুলোকে মিথ্যা সাব্যস্ত করত وَكَانُوا عَنْهَا غَافِلِينَ এবং তার প্রতি সম্পূর্ণ অমনোযোগিতা প্রদর্শন করত।

(১৩৭) وَأَوْرَثْنَا الْقَوْمَ আর আমি সেই লোকদেরকে উত্তরাধিকারী করে দিলাম الَّذِينَ كَانُوا يُسْتَضْعَفُونَ যারা অতি দুর্বল বিবেচিত হতো مَشَارِقَ الْأَرْضِ وَمَغَارِبَهَا সেই ভূখণ্ডের পূর্ব ও পশ্চিমের الَّتِي بَارَكْنَا فِيهَا যাতে আমি [জাহেরী ও বাতেনী] বরকত রেখেছি وَتَمَّتْ আর পূর্ণ হলো كَلِمَتُ رَبِّكَ الْحُسْنَىٰ আপনার প্রতিপালকের মঙ্গলকর অঙ্গীকার عَلَىٰ بَنِي إِسْرَائِيلَ বনী ইসরাঈলদের প্রতি بِمَا صَبَرُوا তাদের ধৈর্যধারণের দরুন وَدَمَّرْنَا আর আমি ধ্বংস করে দিলাম مَا كَانَ يَصْنَعُ فِرْعَوْنُ وَقَوْمُهُ ফেরাউনের ও তার সম্প্রদায়ের তৈরি কারখানাসমূহ وَمَا كَانُوا يَعْرِشُونَ এবং যে সকল সুউচ্চ প্রাসাদগুলো তারা নির্মাণ করত।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

قوله فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمُ الطُّوفَانَ وَالْجَرَادَ الخ আলোচ্য আয়াতগুলোতে ফেরাউনের সম্প্রদায় এবং হযরত মূসা (আ.)-এর অবশিষ্ট কাহিনীর আলোচনা করা হয়েছে। বলা হয়েছে যে, ফেরাউনের জাদুকররা হযরত মূসা (আ.)-এর সাথে প্রতিদ্বন্দ্বিতায় হেরে গিয়ে ঈমান এনেছে, কিন্তু ফেরাউনের সম্প্রদায় তেমনি ঔদ্ধত্য ও কুফরিতে আঁকড়ে রয়েছে।

https://e-ilm.weebly.com/

এ ঘটনার পর ঐতিহাসিক বর্ণনা অনুযায়ী হযরত মূসা (আ.) বিশ বছর যাবৎ মিসরে অবস্থান করে সেখানকার অধিবাসীদেরকে আল্লাহর বাণী শোনান এবং সত্য ও সরল পথের দিকে আহ্বান করতে থাকেন। এ সময়ে আল্লাহ তা'আলা হযরত মূসা (আ.)-কে নয়টি মু'জিযা দান করেছিলেন। এগুলোর উদ্দেশ্য ছিল ফেরাউনের সম্প্রদায়কে সতর্ক করে সত্য পথে আনা لَقَدْ اٰتَيْنَا مُوْسٰى تِسْعَ اٰيٰتٍ; আয়াতে এই নয়টি মু'জিযা সম্পর্কেই বলা হয়েছে। এ নয়টি মু'জিযার মধ্যে প্রথম দুটি মু'জিযা অর্থাৎ লাঠির সাপে পরিণত হওয়া এবং হাতের কিরণময় হওয়া ফেরাউনের দরবারে প্রকাশিত হয়। আর এগুলোর মাধ্যমেই জাদুকরদের বিরুদ্ধে হযরত মূসা (আ.) জয়লাভ করেন। তারপরের একটি মু'জিযা যার আলোচনা পূর্ববর্তী আয়াতে করা হয়েছে, তা ছিল ফেরাউনের সম্প্রদায়ের হঠকারিতা ও দুরাচরণের ফলে দুর্ভিক্ষের আগমন। যাতে তাদের ক্ষেতের ফসল এবং বাগ-বাগিচার উপাদান চরমভাবে হ্রাস পেয়েছিল। ফলে এরা অত্যন্ত ব্যাকুল হয়ে পড়ে এবং শেষ পর্যন্ত হযরত মূসা (আ.)-এর মাধ্যমে দুর্ভিক্ষ থেকে মুক্তি লাভের দোয়া করায়। কিন্তু দুর্ভিক্ষ রহিত হয়ে গেলে পুনরায় নিজেদের ঔদ্ধত্যে লিপ্ত হয় এবং বলতে শুরু করে যে, এই দুর্ভিক্ষ তো মূসা (আ.) -এর সঙ্গী সাথীদের অলক্ষণের দরুনই আপতিত হয়েছিল। আর এখন যে দুর্ভিক্ষ রহিত হয়েছে তা হলে আমাদের সুকৃতির স্বাভাবিক ফলশ্রুতি। এমনটিই তো আমাদের প্রাপ্য।

পরবর্তী ছয়টি মু'জিযার বিষয় আলোচিত হয়েছে আলোচ্য আয়াতগুলোতে। فَاَرْسَلْنَا عَلَيْهِمُ الطُّوْفَانَ وَالْجَرَادَ وَالْقُمَّلَ وَالضَّفَادِعَ وَالدَّمَ اٰيٰتٍ مُّفَصَّلٰتٍ অর্থাৎ অতঃপর আমি তাদের উপর পাঠিয়েছি তুফান, পঙ্গপাল, ঘুণ পোকা, বেঙ এবং রক্ত। এতে ফেরাউনের সম্প্রদায়ের উপর আপতিত পাঁচ রকমের আজাবের কথা আলোচিত হয়েছে এবং এগুলোকে উক্ত আয়াতে وَالدَّمَ اٰيٰتٍ مُّفَصَّلٰتٍ বলে উল্লেখ করা হয়েছে। হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা.)-এর তফসীর অনুযায়ী এর অর্থ হলো এই যে, এগুলোর মধ্যে প্রত্যেকটি আজাবই নির্ধারিত সময় পর্যন্ত থেকে রহিত হয়ে যায় এবং কিছু সময় বিরতির পর দ্বিতীয় ও তৃতীয় আজাব পৃথক পৃথকভাবে আসে।

ইবনে মুনযির হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা.)-এর রেওয়ায়েত উদ্ধৃত করেছেন যে, এর প্রতিটি আজাব ফেরাউনের সম্প্রদায়ের উপর সাত দিন করে স্থায়ী হয়। শনিবার দিন শুরু হয়ে দ্বিতীয় শনিবারে রহিত হয়ে যেত এবং পরবর্তী আজাব আসা পর্যন্ত তিন সপ্তাহের অবকাশ দেওয়া হতো।

ইমাম বগভী (র.) হযরত ইবনে আব্বাস (রা.)-এর উদ্ধৃতি দিয়ে বলেছেন যে, প্রথমবার যখন ফেরাউনের সম্প্রদায়ের উপর দুর্ভিক্ষের আজাব চেপে বসে এবং হযরত মূসা (আ.)–এর দোয়ায় তা রহিত হয়ে যায়, কিন্তু তারা নিজেদের ঔদ্ধত্য থেকে বিরত হয় না, তখন হযরত মূসা (আ.) প্রার্থনা করেন, হে আমার পরওয়ারদেগার! এরা এতই উদ্ধত যে, দুর্ভিক্ষের আজাবেও প্রভাবিত হয়নি; নিজেদের কৃত প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ করেছে। এবার তাদের উপর এমন কোনো আজাব চাপিয়ে দাও, যা হবে তাদের জন্য বেদনাদায়ক এবং আমাদের জাতির জন্য উপদেশের কাজ করবে ও পরবর্তীদের জন্য যা হবে ভৎসনামূলক শিক্ষা। তখন আল্লাহ তা'আলা প্রথমে তাদের উপর নাজিল করেন তুফানজনিত আজাব। প্রখ্যাত মুফাসসিরগণের মতে তুফান অর্থ পানির তুফান। অর্থাৎ জলোচ্ছ্বাস। তাতে ফেরাউনের সম্প্রদায়ের সমস্ত ঘর বাড়ি ও জমি জমা জলোচ্ছ্বাসের আবর্তে এসে যায়। না থাকে কোথাও শোয়া বসার জায়গা, না থাকে জমিতে চাষ বাসের কোনো ব্যবস্থা আরো আশ্চর্যের বিষয় ছিল এই যে, ফেরাউনের সম্প্রদায়ের সঙ্গেই ছিল বনী ইসরাঈলদের ও জমা-জমি ও ঘরবাড়ি। অথচ বনী ইসরাঈলদের ঘর-বাড়ি ও জমি-জমা সবই ছিল শুষ্ক। সেগুলোর কোথাও জলোচ্ছ্বাসের পানি ছিল না, অথচ ফেরাউনের সম্প্রদায়ের জমি ছিল অথৈ পানির নীচে।

এই জলোচ্ছ্বাসে ভীত হয়ে ফেরাউন সম্প্রদায় হযরত মূসা (আ.)-এর নিকট প্রার্থনা করল যে, আপনার পরওয়ারদেগারের দরবারে দোয়া করুন যাতে এ আজাব দূর হয়ে যায়, তাহলে আমরা ঈমান আনব এবং বনী ইসরাঈলদেরকে মুক্ত করে দিব। হযরত মূসা (আ.)-এর দোয়ায় জলোচ্ছ্বাসের তুফান রহিত হয়ে গেল এবং তারপর তাদের শস্য ফসল অধিকতর সবুজ শ্যামল হয়ে উঠল। তখন তারা বলতে আরম্ভ করল যে, আদতে এই তুফান তথা জলোচ্ছ্বাস কোনো আজাব ছিল না; বরং আমাদের ফয়দার জন্যই তা এসেছিল। যার ফলে আমাদের শস্যভূমি উৎপাদন ক্ষমতা বেড়ে গেছে। সুতরাং হযরত মূসা (আ.)-এর এতে কোনো দখল নেই। এসব কথা বলেই তারা কৃত প্রতিজ্ঞার প্রতি উপেক্ষা প্রদর্শন করতে শুরু করে।

https://e-ilm.weebly.com/

এভাবে এরা মাসাধিককাল সুখে-শান্তিতে বসবাস করতে থাকে। আল্লাহ তাদের চিন্তা-ভাবনার অবকাশ দান করলেন। কিন্তু তাদের চৈতন্যোদয় হলো না। তখন দ্বিতীয় আজাব পঙ্গপালকে তাদের উপর চাপিয়ে দেওয়া হলো। এই পঙ্গপাল তাদের সমস্ত শস্য, ফসল ও বাগানের ফল-ফলারী খেয়ে নিঃশেষ করে ফেলল। কোনো কোনো রেওয়ায়েতে বর্ণিত আছে যেত, কাঠের দরজা জানালা ছাদ প্রভৃতিসহ ঘরে ব্যবহার্য সমস্ত আসবাবপত্র পঙ্গপালেরা খেয়ে শেষ করে ফেলেছিল। আর এ আজাবের ক্ষেত্রেও মূসা (আ.)-এর মু'জিযা পরিলক্ষিত হয় যে, এই সমস্ত পঙ্গপালই শুধুমাত্র কিবতী বা ফেরাউনের সম্প্রদায়ের শস্যক্ষেত্র ও ঘর বাড়িতে ছেয়ে গিয়েছিল। সংলগ্ন ইসরাঈলীদের ঘরবাড়ি, শস্যভূমি ও বাগ-বাগিচা সম্পূর্ণ সুরক্ষিত থাকে।

এবারও ফেরাউনের সম্প্রদায় চিৎকার করতে লাগল এবং হযরত মূসা (আ.)-এর নিকট আবেদন জানাল যে, এবার আপনি আল্লাহ তা'আলার দরবারে দোয়া করে আজাব সরিয়ে দিলে আমরা পাকা ওয়াদা করছি যে, ঈমান আনব এবং বনী ইসরাঈলদেরকে মুক্তি দিয়ে দিব। তখন হযরত মূসা (আ.) আবার দোয়া করলেন এবং এ আজাবও সরে গেল। আজাব সরে যাওয়ার পর তারা দেখল যে, আমাদের কাছে এখনও এ পরিমাণ খাদ্যশস্য মজুদ রয়েছে, যা আমরা আরও বছরকাল খেতে পারব। তখন আবার প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ করতে এবং ঔদ্ধত্য প্রদর্শনে প্রবৃত্ত হলো। ঈমানও আনল না, বনী ইসরাঈলদেরকেও মুক্তি দিল না। আবার আল্লাহ তা'আলা এক মাসের জন্য অবকাশ দান করলেন। এই অবকাশের পর তাদের উপর চাপালেন তৃতীয় আজাব قُمَّلَ (কোম্মালা)। قُمَّلَ সে উকুনকে বলা হয়, যা মানুষের চুলে বা কাপড়ে জন্মে থাকে এবং সেসব পোকা বা কীটকেও বলা হয় , যা কোনো কোনো সময় খাদ্য শস্যে পড়ে এবং যাকে সাধারণত ঘুণ এবং কেরী পোকাও বলা হয়। কোম্মালের এ আজাবে সম্ভবত উভয় রকমের পোকাই অন্তর্ভুক্ত ছিল। তাদের খাদ্যশস্যেও ঘুণ ধরেছিল এবং শরীরে মাথায়ও উকুন পড়েছিল বিপুল পরিমাণে।

সে যুগের ফলে খাদ্যশস্যের অবস্থা দাঁড়িয়েছিল যে, দশ সের গমে তিন সের আটাও হতো না। আর উকূন তাদরে চুল ভ্রু পর্যন্ত খেয়ে ফেলেছিল।

শেষে আবার ফেরাউনের সম্প্রদায় ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদতে লাগল এবং হযরত মূসা (আ.)-এর নিকট এসে ফরিয়াদ করল, এবার আর আমরা ওয়াদা ভঙ্গ করব না, আপনি দোয়া করুন। হযরত মূসা (আ.)–এর দোয়ায় এ আজাবও চলে গেল। কিন্তু যে হতভাগাদের জন্য ধ্বংসই ছিল অনিবার্য এরা প্রতিজ্ঞা পূরণ করবে কেমন করে। অব্যাহতি লাভের সাথে সাথে সবই ভুলে গেল এবং অস্বীকার করে বসল।

তারপর আবার একমাসের সময় দেওয়া হলো। যাতে প্রচুর আরাম আয়েশে কাটাল। কিন্তু যখন এই অবকাশেরও কোনো সুযোগ নিল না , তখন চতুর্থ আজাব হিসাবে এসে হাজির হলো বেঙ। এত অধিক সংখ্যায় ব্যাঙ তাদের ঘরে জন্মাল যে, কোনোখানে বসতে গেলে গলা পর্যন্ত উঠত ব্যাঙের স্তূপ। শুতে গেলে বেঙের স্তূপের নীচে তলিয়ে যেতে হতো, পাশ ফেরা অসম্ভব হয়ে পড়ত। রান্নার হাড়ি, আটা চালের মটকা বা টিন সব কিছুই ব্যাঙে ভরে যেত। এই আজাবে অসহ্য হয়ে সবাই বিলাপ করতে লাগল এবং আগের চাইতেও পাকাপাকি ওয়াদার পর হযরত মূসা (আ.)–এর দোয়ায় এ আজাবও সরলো। কিন্তু যে জাতির উপর খোদায়ী গজব চেপে থাকে তাদের বুদ্ধি-বিবেচনা, জ্ঞান-চেতনা কোনো কাজই করে না। কাজেই এ ঘটনার পরেও আজাব থেকে মুক্তি পেয়ে এরা আবারও নিজেদের হঠকারিতায় আঁকড়ে বসল এবং বলতে আরম্ভ করল যে, এবার তো আমাদের বিশ্বাস আরও দৃঢ় হয়ে গেছে যে, হযরত মূসা (আ.) মহাজাদুকর, আর এসবই তাঁর জাদুর কীর্তিকাণ্ড।

অতঃপর আরেক মাসের জন্য আল্লাহ তা'আলা তাদেরকে অব্যাহতি দান করলেন, কিন্তু তারা এবারও কোনো সুযোগ নিল না। তখন এল পঞ্চম আজাব 'রক্ত'। তাদের সমস্ত পানাহারের বস্তু রক্তে রূপান্তরিত হয়ে গেল। কূপ কিংবা হাউজ থেকে পানি তুলে আনলে তা রক্ত হয়ে যায়, খাবার রান্না করার জন্য তৈরি করে নিলে, তাও রক্ত হয়ে যায়। কিন্তু এ সমস্ত আজাবের বেলায়ই হযরত মূসা (আ.)-এর এ মু'জিযা বরাবর প্রকাশ পেতে থকে যে, যে কোনো আজাব থেকে ইসরাঈলীরা থাকে মুক্ত ও সুরক্ষিত । রক্তের আজাবের সময় ফেরাউনের সম্প্রদায়ের লোকেরা বনী ইসরাঈলদের বাড়ি থেকে পানি চাইত। কিন্তু তা তাদের হাতে যাওয়া মাত্র রক্তে পরিণত হয়ে যেত। একই দস্তরখানে ব'সে কিবতী ও বনী ইসরাঈল খাবার খাচ্ছে খাবার খেতে গেলে যে লোকমাটি বনী ইসরাঈলরা তুলতো তা যথারূপ থাকত, কিন্তু যে লোকমা বা

https://e-ilm.weebly.com/

পানির ঘোট কোনো কিবতী মুখে তুলত তাই রক্ত হয়ে যেত। এ আজাবও পূর্বরীতি অনুযায়ী সাত দিন পর্যন্ত স্থায়ী হলো এবং আবার এই দুরাচার প্রতিজ্ঞাভঙ্গকারী জাতি চীৎকার করতে লাগল। অতঃপর হযরত মূসা (আ.)-এর নিকট ফরিয়াদ করল এবং অধিকতর দৃঢ়ভাবে ওয়াদা করল। দোয়া করা হলে এ আজাবও সরে গেল, কিন্তু এরা তেমনি গোমরাহীতে স্থির থাকল। এ বিষয়েই কুরআন বলেছে : فَاسْتَكْبَرُوا وَكَانُوا قَوْمًا مُجْرِمِينَ অর্থাৎ এরা আত্মগর্ব প্রকাশ করতে থাকল। বস্তুত এরা ছিল অপরাধে অভ্যস্ত জাতি।

অতঃপর ষষ্ঠ আজাবের আলোচনা প্রসঙ্গে আয়াতে رِجْز-এর নাম বলা হয়েছে। এই শব্দটি অধিকাংশ ক্ষেত্রে প্লেগ রোগকে বুঝাবার জন্য ব্যবহৃত হয়। অবশ্য বসন্ত প্রভৃতি মহামারীকেও رِجْز (রিজয) বলা হয়।

তাফসীর সংক্রান্ত রেওয়ায়েতে উল্লেখ রয়েছে যে, ওদের উপর প্লেগের মহামারী চাপিয়ে দেওয়া হয়, যাতে তাদের সত্তর হাজার লোকের মৃত্যু ঘটেছিল। তখন আবারও তারা নিবেদন করে এবং পুনরায় দোয়া করা হলে প্লেগের আজাবও তাদের উপর থেকে সরে যায়। কিন্তু তারা যথারীতি ওয়াদা ভঙ্গ করে। ক্রমাগত এতবার পরীক্ষা ও অবকাশ দানের পরেও যখন তাদের মধ্যে অনুভূতির সৃষ্টি হয়নি তখন চলে আসে সর্বশেষ আজাব। তাহলো এই যে, তারা নিজেদের ঘর বাড়ি, জমি-জমা ও আসবাবাপত্র ছেড়ে হযরত মূসা (আ.)–এর পশ্চাদ্ধাবনের উদ্দেশ্যে বেরিয়ে পড়ে এবং শেষ পর্যন্ত লোহিত সাগরের গ্রাসে পরিণত হয়। তাই বলা হয়েছে–

فَأَغْرَقْنٰهُمْ فِي الْيَمِّ بِأَنَّهُمْ كَذَّبُوا بِاٰيٰتِنَا وَكَانُوا عَنْهَا غٰفِلِيْنَ - قوله وَاَوْرَثْنَا الْقَوْمَ الَّذِيْنَ كَانُوْا يُسْتَضْعَفُوْنَ مَشَارِقَ الْاَرْضِ وَمَغَارِبَهَا الَّتِيْ بٰرَكْنَا فِيْهَا

অর্থাৎ যে জাতিকে দুর্বল ও হীন বলে মনে করা হতো, তাদেরকে আমি সে ভূমির উদয়াচল ও অস্তাচলের অধিপতি বানিয়ে দিয়েছি, যাতে আমি রেখেছি বরকত বা আশীর্বাদ।

কুরআনের শব্দগুলো লক্ষ্য করলে দেখা যায়, এতে যে জাতিকে ফেরাউনের সম্প্রদায় দুর্বল ও হীন মনে করেছিল' বলা হয়েছে। এ কথা বলা হয়নি যে, 'যে জাতি দুর্বল ও হীন ছিল'; এতে ইঙ্গিত করা হয়েছে যে, আল্লাহ তা'আলা 'যে জাতির সহায়তায় থাকেন প্রকৃতপক্ষে তারা কখনও দুর্বল হয় না। যদিও কোনো সময় তাদের বাহ্যিক অবস্থা দেখে অন্যান্য লোক ধোঁকায় পড়ে যায় এবং তাদেরকে দুর্বল বলে মনে করে বসে। কিন্তু শেষ পরিণতির ক্ষেত্রে সবাই দেখতে পায় যে, তারা মোটেই দুর্বল ও হীন ছিল না। কারণ প্রকৃত শক্তি ও মর্যাদা সম্পূর্ণভাবে আল্লাহরই হাতে।

আর জমিনের মালিক বানিয়ে দেওয়ার ক্ষেত্রে وَاَوْرَثْنَا শব্দটি ব্যবহার করে বলেছেন যে, তাদেরকে উত্তরাধিকারী বানিয়েছি। এতে ইঙ্গিত করা হয়েছে যে, 'ওয়ারিশ' বা উত্তরাধিকারী যেমন করে নিজের পূর্ব পুরুষের সম্পদের অধিকারী হয় এবং পিতার জীবদ্দশায়ই সবাই একথা জেনে নিতে পারে যে, শেষ পর্যন্ত তাঁর ধন সম্পদের মালিক তাঁর সন্তানেরাই হবে, তেমনিভাবে আল্লাহর জানা মতে বনী ইসরাঈলরা পূর্ব থেকেই কওমে ফেরাউনের ধন সম্পদের অধিকারী ছিল।

مَشَارِقُ শব্দটি مَشْرِقُ- এর বহুবচন। আর مَغَارِبُ হচ্ছে مَغْرِبُ এর বহুবচন। শীত ও গ্রীষ্মের বিভিন্ন ঋতুতে যেহেতু সূর্যের উদয়াস্ত পরিবর্তিত হয়ে থাকে, সেহেতু এখানে 'মাশরিক' (উদয়াচলসমূহ) এবং 'মাগরিব' (অস্তাচলসমূহ) বহুবচন জ্ঞাপক শব্দ ব্যবহার করা হয়েছে। আর ভূমি ও জমিন বলতে এক্ষেত্রে অধিকাংশ মুফাসসিরীনের মতে শাম বা সিরিয়া ও মিসর ভূমিকেই উদ্দেশ্য করা হয়েছে– যাতে আল্লাহ তা'আলা কওমে ফেরাউন ও কওমে আ'মালেকাকে ধ্বংস করার পর বনী ইসরাঈলকে প্রতিষ্ঠিত করেছিলেন এবং শাসনক্ষমতা দান করেছিলেন।

হযরত মূসা (আ.) যখন স্বীয় সম্প্রদায়ের সাথে সাহায্যের ওয়াদা করেছিলেন তখনও তিনি জাতিকে বলেছিলেন যে, আল্লাহর কাছে সাহায্য প্রার্থনা করা এবং একান্ত দৃঢ়তার সাথে বিপদাপদের মোকাবিলা করাই কৃতকার্যতার চাবিকাঠি। হযরত হাসান বসরী (র.) বলেছেন যে, এ আয়াতে ইঙ্গিত করা হয়েছে যে, মানুষ যদি এমন কোনো লোক বা দলের প্রতিদ্বন্দ্বিতার সম্মুখীন হয়, যাকে প্রতিহত করা তার ক্ষমতার বাইরে, তবে সে ক্ষেত্রে কৃতকার্যতা ও কল্যাণের সঠিক পথ হলো তার মোকাবিলা না করে; বরং সবর করা। তিনি বলেন, যখন কোনো ব্যক্তি অপর কোনো ব্যক্তির উৎপীড়নের মোকাবিলা উৎপীড়নের মাধ্যমে করে অর্থাৎ নিজেই নিজের প্রতিশোধ নেওয়ার চিন্তা করে, তখন আল্লাহ তা'আলা তাকে তার শক্তি-সামর্থ্যের উপর ছেড়ে দেন। তাতে সে কৃতকার্য হোক, কি অকৃতকার্য হোক– সে ব্যাপারে তাঁর কোনো দায়িত্ব থাকে না। পক্ষান্তরে যখন কোনো লোক মানুষের উৎপীড়নের মোকাবিলা ধৈর্য বা সবর এবং আল্লাহর সাহায্য প্রার্থনার মাধ্যমে করে, তখন আল্লাহ স্বয়ং তার জন্য পথ খুলে দেন।

https://e-ilm.weebly.com/

আর যেভাবে আল্লাহ বনী ইসরাঈলের সাথে তাদের সবর ও দৃঢ়তার প্রেক্ষিতে এই ওয়াদা করেছিলেন যে, তাদেরকে শত্রুর উপর বিজয় এবং জমিনের উপর শাসনক্ষমতা দান করবেন, তেমনিভাবে মহানবী ﷺ -এর উম্মতের প্রতিও ওয়াদা করেছেন। وَعَدَ اللّٰهُ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا مِنْكُمْ وَعَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِى الْاَرْضِ

আর যেভাবে বনী ইসরাঈলরা আল্লাহর ওয়াদা প্রত্যক্ষ করেছিল মহানবী (সা.)-এর উম্মতরা তার চেয়েও প্রকৃষ্টভাবে আল্লাহর সাহায্য প্রত্যক্ষ করেছে; সমগ্র বিশ্বে তাদের শাসন ও রাষ্ট্রকে ব্যাপাক করে দেওয়া হয়েছে। –[রূহুল বয়ান]

শব্দবিশ্লেষণ

يَطَّيَّرُوْا : সীগাহ جمع مذكر غائب বহছ اثبات فعل مضارع معروف বাব تَفَعُّلٌ মাসদার اَلتَّطَيُّرُ মূলবর্ণ (ط . ی . ر) জিনস اجوف يائى অর্থ– তারা অক্ষুণে বলে অভিহিত করে।

الْجَرَادُ : শব্দটি বহুবচন; একবচন جَرَادَةٌ অর্থ– পঙ্গপাল, ফড়িং।

الْقُمَّلُ : শব্দটি বহুবচন; একবচন قُمْلَةٌ অর্থ– উকুন, ঘুণকীট।

الضَّفَادِعُ : শব্দটি বহুবচন; একবচন ضِفْدَعٌ অর্থ– বেঙ।

لَنُؤْمِنَنَّ : সীগাহ جمع متكلم বহছ فعل مستقبل معروف در بانون تاكيد ثقيلة لام تاكيد বাব اِفْعَالٌ মাসদার اَلْاِيْمَانُ মূলবর্ণ (ا . م . ن) জিনস مهموز فاء অর্থ– অবশ্যই অবশ্যই আমরা ঈমান আনব।

يَنْكُثُوْنَ : সীগাহ جمع مذكر غائب বহছ اثبات فعل مضارع معروف বাব نَصَرَ মাসদার اَلنَّكْثُ মূলবর্ণ (ن . ك . ث) জিনস صحيح অর্থ– তারা অঙ্গীকার ভঙ্গ করে।

كَانُوْا يَعْرِشُوْنَ : সীগাহ جمع مذكر غائب বহছ اثبات فعل ماضى استمرارى معروف বাব ضَرَبَ মাসদার اَلْعَرْشُ মূলবর্ণ (ع . ر . ش) জিনস صحيح অর্থ– তারা সুউচ্চ করেছিল, তারা সুউচ্চ প্রাসাদগুলো নির্মাণ করেছিল।

https://e-ilm.weebly.com/

وَجٰوَزْنَا بِبَنِىٓ اِسْرَآءِيْلَ الْبَحْرَ فَاَتَوْا عَلٰى قَوْمٍ يَّعْكُفُوْنَ عَلٰٓى اَصْنَامٍ لَّهُمْ ۚ قَالُوْا يٰمُوْسَى اجْعَلْ لَّنَآ اِلٰهًا كَمَا لَهُمْ اٰلِهَةٌ ؕ قَالَ اِنَّكُمْ قَوْمٌ تَجْهَلُوْنَ (١٣٨)

অনুবাদ : (১৩৮) আর আমি বনী ইসরাঈলদেরকে নদী হতে [অপর] তীরে পৌছে দিলাম, অনন্তর তারা এমন এক সম্প্রদায়ের নিকট পৌছল, যারা নিজেদের কতগুলো প্রতিমার সন্নিকটে [উপাসনার উদ্দেশ্যে] বসে রয়েছে। বনী ইসরাঈলরা বলল, হে মূসা! আমাদের জন্যও এরূপ একটি উপাস্য নির্ধারণ করে দিন, যেরূপ এদের এই উপাস্যগুলো। মূসা বললেন, বাস্তবিকই তোমাদের মধ্যে মূর্খতা রয়েছে।

اِنَّ هٰٓؤُلَآءِ مُتَبَّرٌ مَّا هُمْ فِيْهِ وَبٰطِلٌ مَّا كَانُوْا يَعْمَلُوْنَ (١٣٩)

(১৩৯) এরা যে কাজে লিপ্ত রয়েছে তা বিনষ্ট করে দেওয়া হবে, আর এদের ঐ কাজগুলো সম্পূর্ণ ভিত্তিহীন।

قَالَ اَغَيْرَ اللّٰهِ اَبْغِيْكُمْ اِلٰهًا وَّهُوَ فَضَّلَكُمْ عَلَى الْعٰلَمِيْنَ (١٤٠)

(১৪০) মূসা বললেন, তবে কি আল্লাহ ভিন্ন কাউকেও তোমাদের উপাস্য করে দিব? অথচ তিনি তোমাদেরকে সমস্ত বিশ্ববাসীর উপর শ্রেষ্ঠত্ব দান করেছেন।

وَاِذْ اَنْجَيْنٰكُمْ مِّنْ اٰلِ فِرْعَوْنَ يَسُوْمُوْنَكُمْ سُوْٓءَ الْعَذَابِ ۚ يُقَتِّلُوْنَ اَبْنَآءَكُمْ وَيَسْتَحْيُوْنَ نِسَآءَكُمْ ؕ وَفِىْ ذٰلِكُمْ بَلَآءٌ مِّنْ رَّبِّكُمْ عَظِيْمٌ (١٤١) ع ١٦

(১৪১) আর সেই সময়টি স্মরণ কর, যখন আমি তোমাদেরকে ফেরাউন সম্প্রদায়ের কবল হতে মুক্ত করলাম, যারা তোমাদেরকে কঠোর শাস্তি প্রদান করত, তোমাদের পুত্রসন্তানদেরকে হত্যা করত এবং তোমাদের নারীদেরকে জীবিত রাখত, আর তাতে তোমাদের রবের পক্ষ হতে পরীক্ষা ছিল।

শাব্দিক অনুবাদ

(১৩৮) وَجٰوَزْنَا بِبَنِىٓ اِسْرَآءِيْلَ الْبَحْرَ আর আমি বনী ইসরাঈলদেরকে নদী হতে [অপর] তীরে পৌছে দিলাম فَاَتَوْا عَلٰى قَوْمٍ অনন্তর তারা এমন এক সম্প্রদায়ের নিকট পৌছল يَّعْكُفُوْنَ عَلٰٓى اَصْنَامٍ لَّهُمْ যারা নিজেদের কতগুলো প্রতিমার সন্নিকটে [উপাসনার উদ্দেশ্যে] বসে রয়েছে قَالُوْا বনী ইসরাঈলরা বলল يٰمُوْسَى হে মূসা! اجْعَلْ لَّنَآ اِلٰهًا আমাদের জন্যও এরূপ একটি উপাস্য নির্ধারণ করে দিন كَمَا لَهُمْ اٰلِهَةٌ যেরূপ এদের এই উপাস্যগুলো قَالَ মূসা বললেন اِنَّكُمْ قَوْمٌ تَجْهَلُوْنَ বাস্তবিকই তোমাদের মধ্যে মূর্খতা রয়েছে।

(১৩৯) اِنَّ هٰٓؤُلَآءِ مُتَبَّرٌ مَّا هُمْ فِيْهِ এরা যে কাজে লিপ্ত রয়েছে তা বিনষ্ট করে দেওয়া হবে وَبٰطِلٌ مَّا كَانُوْا يَعْمَلُوْنَ আর এদের ঐ কাজগুলো সম্পূর্ণ ভিত্তিহীন।

(১৪০) قَالَ মূসা বললেন اَغَيْرَ اللّٰهِ اَبْغِيْكُمْ اِلٰهًا তবে কি আল্লাহ ভিন্ন কাউকেও তোমাদের উপাস্য করে দিব وَّهُوَ فَضَّلَكُمْ عَلَى الْعٰلَمِيْنَ অথচ তিনি তোমাদেরকে সমস্ত বিশ্ববাসীর উপর শ্রেষ্ঠত্ব দান করেছেন।

(১৪১) وَاِذْ اَنْجَيْنٰكُمْ مِّنْ اٰلِ فِرْعَوْنَ আর সেই সময়টি স্মরণ কর, যখন আমি তোমাদেরকে ফেরাউন সম্প্রদায়ের কবল হতে মুক্ত করলাম يَسُوْمُوْنَكُمْ سُوْٓءَ الْعَذَابِ যারা তোমাদেরকে কঠোর শাস্তি প্রদান করত يُقَتِّلُوْنَ اَبْنَآءَكُمْ তোমাদের পুত্রসন্তানদেরকে হত্যা করত وَيَسْتَحْيُوْنَ نِسَآءَكُمْ এবং তোমাদের নারীদেরকে জীবিত রাখত وَفِىْ ذٰلِكُمْ بَلَآءٌ مِّنْ رَّبِّكُمْ عَظِيْمٌ আর তাতে তোমাদের রবের পক্ষ হতে পরীক্ষা ছিল।

https://e-ilm.weebly.com/

https://e-ilm.weebly.com/

وَوٰعَدْنَا مُوْسٰى ثَلٰثِيْنَ لَيْلَةً وَّاَتْمَمْنٰهَا بِعَشْرٍ فَتَمَّ مِيْقَاتُ رَبِّهٖٓ اَرْبَعِيْنَ لَيْلَةً ۚ وَقَالَ مُوْسٰى لِاَخِيْهِ هٰرُوْنَ اخْلُفْنِيْ فِيْ قَوْمِيْ وَاَصْلِحْ وَلَا تَتَّبِعْ سَبِيْلَ الْمُفْسِدِيْنَ (١٤٢)

অনুবাদ : (১৪২) আর আমি মূসার সাথে ত্রিশ রাত্রির ওয়াদা করলাম এবং ঐ ত্রিশ রাত্রির সাথে আরো দশ রাত্রি সংযোজন করলাম। অতএব, তাঁর প্রতিপালকের [নির্ধারিত] সময় পূর্ণ চল্লিশ রাত্রি হলো. আর মূসা নিজ ভ্রাতা হারূনকে বললেন, আমার অনুপস্থিতিতে এ সমস্ত লোকদের পরিচালনা করতে থাক এবং [এদের] সংশোধন করতে থাক, আর বিশৃঙ্খলাকারীদের অভিমতানুসারে কাজ করো না।

وَلَمَّا جَآءَ مُوْسٰى لِمِيْقَاتِنَا وَكَلَّمَهٗ رَبُّهٗ ۙ قَالَ رَبِّ اَرِنِيْٓ اَنْظُرْ اِلَيْكَ ۚ قَالَ لَنْ تَرٰىنِيْ وَلٰكِنِ انْظُرْ اِلَى الْجَبَلِ فَاِنِ اسْتَقَرَّ مَكَانَهٗ فَسَوْفَ تَرٰىنِيْ ۚ فَلَمَّا تَجَلّٰى رَبُّهٗ لِلْجَبَلِ جَعَلَهٗ دَكًّا وَّخَرَّ مُوْسٰى صَعِقًا ۚ فَلَمَّآ اَفَاقَ قَالَ سُبْحٰنَكَ تُبْتُ اِلَيْكَ وَاَنَا اَوَّلُ الْمُؤْمِنِيْنَ (١٤٣)

(১৪৩) আর মূসা যখন আমার নির্ধারিত সময়ে উপস্থিত হলেন এবং তাঁর প্রতিপালক তাঁর সাথে বাক্যালাপ করলেন, তখন আরজ করলেন, হে আমার পরওয়ারদেগার! আপনার দীদার আমাকে দেখিয়ে দিন, যেন আমি আপনাকে এক নজর দেখতে পাই। আল্লাহ বললেন, তুমি আমাকে কিছুতেই দেখতে পারবে না কিন্তু তুমি এই পর্বতের দিকে দেখতে থাক, অতএব, যদি এটা স্বস্থানে স্থির থাকে, তবে তুমিও আমাকে দেখতে পারবে, অনন্তর তাঁর রব যখন পর্বতের উপর জ্যোতি বিকাশ করলেন, জ্যোতি তাকে চূর্ণবিচূর্ণ করে ফেলল, আর মূসা সংজ্ঞাহীন হয়ে পড়ে গেলেন। অতঃপর যখন সংজ্ঞা লাভ করলেন, তখন আরজ করলেন, নিশ্চয় আপনার সত্তা পবিত্র, আমি আপনার হুযুরে ক্ষমা চাচ্ছি এবং সর্বপ্রথম আমি এটার প্রতি ঈমান আনয়ন করছি।

শাব্দিক অনুবাদ

(১৪২) وَوٰعَدْنَا مُوْسٰى ثَلٰثِيْنَ لَيْلَةً আর আমি মূসার সাথে ত্রিশ রাত্রির ওয়াদা করলাম وَّاَتْمَمْنٰهَا بِعَشْرٍ এবং ঐ ত্রিশ রাত্রির সাথে আরো দশ রাত্রি সংযোজন করলাম فَتَمَّ مِيْقَاتُ رَبِّهٖ অতএব, তাঁর প্রতিপালকের [নির্ধারিত] সময় পূর্ণ হলো اَرْبَعِيْنَ لَيْلَةً চল্লিশ রাত্রি وَقَالَ مُوْسٰى لِاَخِيْهِ هٰرُوْنَ আর মূসা নিজ ভ্রাতা হারূনকে বললেন اخْلُفْنِيْ فِيْ قَوْمِيْ আমার অনুপস্থিতিতে এ সমস্ত লোকদের পরিচালনা করতে থাক وَاَصْلِحْ এবং [এদের] সংশোধন করতে থাক وَلَا تَتَّبِعْ سَبِيْلَ الْمُفْسِدِيْنَ আর বিশৃঙ্খলাকারীদের অভিমতানুসারে কাজ করো না।

(১৪৩) وَلَمَّا جَآءَ مُوْسٰى لِمِيْقَاتِنَا আর মূসা যখন আমার নির্ধারিত সময়ে উপস্থিত হলেন وَكَلَّمَهٗ رَبُّهٗ এবং তাঁর প্রতিপালক তাঁর সাথে বাক্যালাপ করলেন قَالَ তখন আরজ করলেন رَبِّ হে আমার পরওয়ারদেগার! اَرِنِيْٓ আপনার দীদার আমাকে দেখিয়ে দিন اَنْظُرْ اِلَيْكَ যেন আমি আপনাকে এক নজর দেখতে পাই قَالَ আল্লাহ বললেন لَنْ تَرٰىنِيْ তুমি আমাকে কিছুতেই দেখতে পারবে না وَلٰكِنِ انْظُرْ اِلَى الْجَبَلِ কিন্তু তুমি এই পর্বতের দিকে দেখতে থাক فَاِنِ اسْتَقَرَّ مَكَانَهٗ অতএব, যদি এটা স্বস্থানে স্থির থাকে فَسَوْفَ تَرٰىنِيْ তবে তুমিও আমাকে দেখতে পারবে فَلَمَّا تَجَلّٰى رَبُّهٗ لِلْجَبَلِ অনন্তর তাঁর রব যখন পর্বতের উপর জ্যোতি বিকাশ করলেন جَعَلَهٗ دَكًّا জ্যোতি তাকে চূর্ণবিচূর্ণ করে ফেলল وَّخَرَّ مُوْسٰى صَعِقًا আর মূসা সংজ্ঞাহীন হয়ে পড়ে গেলেন فَلَمَّآ اَفَاقَ অতঃপর যখন সংজ্ঞা লাভ করলেন قَالَ তখন আরজ করলেন سُبْحٰنَكَ নিশ্চয় আপনার সত্তা পবিত্র تُبْتُ اِلَيْكَ আমি আপনার হুযুরে ক্ষমা চাচ্ছি وَاَنَا اَوَّلُ الْمُؤْمِنِيْنَ এবং সর্বপ্রথম আমি এটার প্রতি ঈমান আনয়ন করছি।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

قوله وَجٰوَزْنَا بِبَنِيْٓ اِسْرَآءِيْلَ الْبَحْرَ অর্থাৎ আমি বনী ইসরাঈলদেরকে সাগর পার করে দিয়েছি। ফেরাউন সম্প্রদায়ের মোকাবিলায় বনী ইসরাঈলদের যে আলৌকিক কৃতকার্যতা ও প্রশান্তি লাভ হয়, তার সে প্রতিক্রিয়াই হয়েছে যা সাধারণত প্রাচুর্য আসার পর বস্তুবাদী জনগোষ্ঠীর মধ্যে সৃষ্টি হয়ে থাকে। অর্থাৎ ওরাও ভোগবিলাসের প্রতি আকৃষ্ট হতে শুরু করল।

ঘটনাটি হলো এই যে, এই জাতি হযরত মূসা (আ.)-এর মু'জিযা বলে সদ্য লোহিত সাগর পাড়ি দিয়ে এসেছিল এবং গোটা ফেরাউন সম্প্রদায়ের সাগরে ডুবিয়ে মরার দৃশ্য স্বচক্ষে দেখে নিয়েছিল, কিন্তু তা সত্ত্বেও একটু অগ্রসর হতেই তারা এমন এক মানব গোষ্ঠীর বাসভূমির উপর দিয়ে অতিক্রম করল, যারা বিভিন্ন মূর্তির পূজায় লিপ্ত ছিল। এই দেখে বনী ইসরাঈলদেরও তাদের সে রীতিনীতিই পছন্দ হতে লাগল। তাই হযরত মূসা (আ.)-এর নিকট আবেদন জানাল, এসব লোকের যেমন বহু উপাস্য রয়েছে, আপনি আমাদের জন্যও এমনি ধরনের কোনো একটা উপাস্য নির্ধারণ করে দিন, যাতে আমরা একটা দৃষ্ট বস্তুকে সামনে রেখে ইবাদত উপাসনা করতে পারি- আল্লাহর সত্তা তো আর সামনে আসে না।

হযরত মূসা (আ.) বললেন— اِنَّكُمْ قَوْمٌ تَجْهَلُوْنَ অর্থাৎ তোমাদের মধ্যে বড়ই মূর্খতা রয়েছে। যাদের রীতিনীতি তোমরা পছন্দ করছ, তাদের সমস্ত আমল যে বিনষ্ট ও বরবাদ হয়ে গেছে। এরা মিথ্যার অনুগামী। ওদের এসব ভ্রান্ত রীতিনীতির প্রতি আকৃষ্ট হওয়া তোমাদের পক্ষে উচিত নয়। আল্লাহকে বাদ দিয়ে আমি কি তোমাদের জন্য অন্য কোনো উপাস্য বানিয়ে দেব? অথচ তিনিই তোমাদেরকে দুনিয়াবাসীর উপর বিশিষ্টতা দান করেছেন অর্থাৎ তৎকালীন বিশ্ববাসীর উপর মর্যাদাসম্পন্ন করেছেন। কারণ তখন হযরত মূসা (আ.)-এর উপর যারা ঈমান এনেছিল, তারাই ছিল অন্যান্য লোক অপেক্ষা বেশি মর্যাদা সম্পন্ন ও উত্তম। অতঃপর বনী ইসরাঈলদেরকে তাদের বিগত অবস্থা স্মরণ করিয়ে দেওয়া হয়েছে যে, ফেরাউনের কওমের হাতে তারা এমনই অসহায় ও দুর্দশাগ্রস্ত ছিল যে, তাদের ছেলেদেরকে হত্যা করে নারীদেরকে অব্যাহতি দেওয়া হতো সেবাদাসী বানিয়ে রাখার উদ্দেশ্যে। আল্লাহ তা'আলা হযরত মূসা (আ.)-এর বদৌলতে এবং তাঁর দোয়ার বরকতে তাদেরকে সে আজাব থেকে মুক্তি দিয়েছেন। এই অনুগ্রহের প্রভাব কি এই হওয়া উচিত যে, তোমরা সেই রাব্বুল আলামীনের সাথে দুনিয়ার নিকৃষ্টতর পাথরকে অংশীদার সাব্যস্ত করবে। এ যে মহা জুলুম। এর থেকে তওবা কর।

قوله وَوٰعَدْنَا مُوْسٰى ثَلٰثِيْنَ لَيْلَةً الخ এতে وٰعَدْنَا শব্দটি وَعْدَه (ওয়াদাহ) থেকে উদ্ভূত। আর ওয়াদার তাৎপর্য হলো এই যে, কাউকে লাভজনক কোনো কিছু দেওয়ার পূর্বে তা প্রকাশ করে দেওয়া যে, তোমার জন্য অমুক কাজ করব।

এ ক্ষেত্রে আল্লাহ তা'আলা হযরত মূসা (আ.)-এর প্রতি স্বীয় কিতাব নাজিল করার ওয়াদা করেছেন এবং সেজন্য শর্ত আরোপ করেছেন যে, মূসা (আ.) ত্রিশ রাত্রি তূর পর্বতে ই'তেকাফ ও আল্লাহর ইবাদত আরাধনায় অতিবাহিত করবেন। অতঃপর এই ত্রিশ রাত্রির উপর আরও দশ রাত্রি বাড়িয়ে চল্লিশ করে দিয়েছেন।

وٰعَدْنَا শব্দটির প্রকৃত অর্থ হলো দু'পক্ষ থেকে প্রতিজ্ঞা বা প্রতিশ্রুতি দান করা। এখানেও আল্লাহ জাল্লা শানুহূর পক্ষ থেকে ছিল তাওরাত দানের প্রতিশ্রুতি, আর হযরত মূসা (আ.)-এর পক্ষ থেকে চল্লিশ রাত এবং ই'তেকাফের প্রতিজ্ঞা কাজেই وَعَدْنَا না বলে وٰعَدْنَا বলা হয়েছে।

এ আয়াতে কয়েকটি বিষয় ও নির্দেশ লক্ষণীয়

প্রথমত : চল্লিশ রাত ই'তেকাফ করানোই যখন আল্লাহর ইচ্ছা ছিল, তখন প্রথমে ত্রিশ এবং পরে দশ বৃদ্ধি করে চল্লিশ করার তাৎপর্য কি? একত্রেই চল্লিশ রাতের ই'তেকাফের হুকুম দিয়ে দিলে কি ক্ষতি ছিল? আল্লাহর হিকমতের সীমা পরিসীমা কে জানবে। তবুও আলেম সমাজ এর কিছু কিছু হিকমত বা তাৎপর্য বর্ণনা করেছেন।

তাফসীরে রূহুল বয়ানে বলা হয়েছে যে, এর একটি তাৎপর্য হলো ক্রমধারা সৃষ্টি করা। যাতে কোনো কাজ কারো দায়িত্ব অর্পণ করতে হলে, প্রথমেই তার উপর সম্পূর্ণ কাজের চাপ সৃষ্টি করা হয় না; বরং ক্রমান্বয়ে বা ধাপে ধাপে যেন বাড়ানো হয়, যাতে সে সহজে তা পালন করতে পারে। তারপর অতিরিক্ত কাজ অর্পণ করা।

তাফসীরে কুরতুবীতে আরও বলা বলা হয়েছে যে, এভাবে শাসক ও দায়িত্বশীল লোকদেরকে শিক্ষা দেওয়া উদ্দেশ্যে যে, কাউকে যদি কোনো নির্দিষ্ট সময়ে কোনো কাজের বা বিষয়ের দায়িত্ব দেওয়া হয় আর সে যদি উক্ত সময়ের মধ্যে তা

https://e-ilm.weebly.com/

সম্পাদন করতে ব্যর্থ হয় তাহলে তাকে আরও সময় দেওয়া বাঞ্ছনীয়। যেমন, হযরত মূসা (আ.)-এর সাথে হয়েছে ত্রিশ রাত্রিতে যে অবস্থা লাভ উদ্দেশ্য ছিল তা যখন পূর্ণ হয়নি, তখন অতিরিক্ত দশ রাত্রি বাড়িয়ে দেওয়া হয়। কারণ এই দশ রাত্রি বৃদ্ধির ব্যাপারে তাফসীরকারগণ যে ঘটনার উল্লেখ করেছেন তা হলো এই যে, ত্রিশ রাত্রির ই'তেকাফের সময় হযরত মূসা (আ.) নিয়মানুযায়ী ত্রিশটি রোজাও রেখেছেন, কিন্তু মাঝে কোনো ইফতার করেননি। ত্রিশ রোজা শেষ করার পর ইফতার করে তূর পর্বতের নির্ধারিত স্থানে গিয়ে হাজির হলে আল্লাহর পক্ষ থেকে যে বিশেষ এক রকম গন্ধ পেটের বাষ্পজনিত কারণে সৃষ্টি হয়, তা আল্লাহ তা'আলার নিকট অতি পছন্দনীয়, কিন্তু আপনি মিসওয়াক করে সে গন্ধ দূর করে দিয়েছেন। কাজেই আরও দশটি রোজা রাখুন যাতে সে গন্ধ আবার সৃষ্টি হয়।

কোনো কোনো তাফসীর সংক্রান্ত রেওয়ায়েতে উদ্ধৃত আছে যে, ত্রিশ রোজার পর হযরত মূসা (আ.) মিসওয়াক করে ফেলেছিলেন, যার ফলে রোজাজনিত মুখের গন্ধ চলে গিয়েছিল। এতে প্রমাণিত হয় না যে, রোজাদারের জন্য মিসওয়াক করা অনুত্তম বা নিষিদ্ধ। কারণ, প্রথমত এই রেওয়ায়েতের কোনো সনদ নেই। দ্বিতীয়ত এমনও হতে পারে যে, এ হুকুমটি ব্যক্তিগতভাবে শুধু হযরত মূসা (আ.)-এরই জন্য; সাধারণ নির্দেশ নয়। অথবা হযরত মূসা (আ.) -এর শরিয়তে এ ধরনের হুকুম হয়তো সবারই জন্য ছিল যে, রোজার সময় মিসওয়াক করা যাবে না। কিন্তু শরিয়তে মুহাম্মদীয়া বা মহানবী ﷺ -এর শরিয়তে রোজা অবস্থায় মিসওয়াক করার প্রচলন হাদীসের দ্বারা প্রমাণিত রয়েছে, যা বায়হাকী হযরত আয়েশা সিদ্দীকা (রা.)-এর রেওয়ায়েতে উদ্ধৃত করেছেন। তাতে উল্লেখ করা হয়েছে যে, রাসূল ﷺ বলেছেন– خَيْرُ خِصَالِ الصَّيَامِ السِّوَاكُ। অর্থাৎ 'রোজাদারের সর্বোত্তম কাজ হলো মিসওয়াক করা।' এ রেওয়ায়েটি জামেউস সগীরে উদ্ধৃত করে একে 'হাসান' বলা হয়েছে।

জ্ঞাতব্য : এ রেওয়ায়েতের প্রেক্ষিতে একটা প্রশ্ন হয় যে, হযরত মূসা (আ.) হযরত খিযিরের সন্ধানে যখন সফর করছিলেন, তখন যে ক্ষেত্রে অর্ধ দিনের ক্ষুধাতেও ধৈর্যধারণ করতে পারেননি এবং নিজের ভ্রমণসঙ্গীকে বলেছেন যে, اٰتِنَا غَدَآءَنَا لَقَدْ لَقِيْنَا مِنْ سَفَرِنَا هٰذَا نَصَبًا অর্থাৎ 'আমাদের নাশতা বের কর। কারণ এ ভ্রমণ আমাদেরকে পরিশ্রান্তির সম্মুখীন করে দিয়েছে।' সেক্ষেত্রে তূর পর্বতে ক্রমাগত এমনভাবে ত্রিশ রোজা করা যাতে রাতের বেলায়ও কোনো ইফতার করা যাবে না বিস্ময়ের ব্যাপার নয় কি?

তাফসীরে রূহুল বয়ানে বর্ণিত আছে যে, এই পার্থক্যটা ছিল এতদুভয় সফরের প্রকৃতির পার্থক্যের দরুন। প্রথমোক্ত সফরের সম্পর্ক ছিল সৃষ্টির সাথে সৃষ্টির। পক্ষান্তরে তূর পর্বতের এই সাফর ছিল সৃষ্টি থেকে আলাদা হয়ে মহান পরওয়ারদেগারের অন্বেষায়। এমন একটি মহৎ ক্রিয়ার প্রতিক্রিয়াতেই তাঁর জৈবিক চাহিদা এমন স্তিমিত হয়ে গেছে এবং পানাহারের প্রয়োজনীয়তা এত কমে গেছে যে, ত্রিশ রোজা পর্যন্ত কোনো কষ্টই তিনি অনুভব করেননি।

ইবাদতের বেলায় চান্দ্র হিসাব ও পার্থিব ব্যাপারে সৌর হিসাবের অবকাশ : আয়াতটিতে আরও একটি বিষয় সাব্যস্ত হয় যে, নবী-রাসূলগণের শরিয়তে তারিখের হিসাব ধরা হতো রাত থেকে। কারণ এ আয়াতেও ত্রিশ দিনের স্থলে ত্রিশ রাতের উল্লেখ করা হয়েছে। এর কারণ হলো এই যে, নবী রাসূলগণের শরিয়তে চান্দ্রমাস গ্রহণীয়। আর চান্দ্রমাস শুরু হয় চাঁদ দেখা থেকে এবং তা রাতের বেলাতেই হতে পারে। সেজন্যই চান্দ্রমাস শুরু হয় রাত থেকে এবং তার প্রতিটি তারিখের গণনা শুরু হয় সূর্যাস্তের সাথে সাথে। আসমানি যত গ্রন্থ রয়েছে সে সবগুলোর হিসাবই এভাবে চান্দ্রমাস থেকে এবং তারিখের গণনা সূর্যাস্ত থেকে সাব্যস্ত করা হয়েছে।

ইবনে আরাবীর বরাতে কুরতুবী উদ্ধৃত করেছেন যে, حِسَابُ الشَّمْسِ لِلْمَنَافِعِ وَحِسَابُ الْقَمَرِ لِلْمَنَاسِكِ অর্থাৎ সৌর হিসাব হলো পার্থিব লাভের জন্য; আর চান্দ্র হিসাব হলো ইবাদত উপাসনার জন্য।

হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা.) -এর তাফসীর অনুসারে এই ত্রিশ রাত্রি ছিল জিলকদ মাসের রাত্রি; আর এরই উপর জিলহজ মাসের দশ রাত বাড়িয়ে দেওয়া হয়। এতে বুঝা যাচ্ছে যে, হযরত মূসা (আ.) তাওরাতের উপঢৌকনটি লাভ করেছিলেন কুরবানির দিনে। –[কুরতুবী]

আত্মশুদ্ধিতে ৪০ দিনের বিশেষ তাৎপর্য : এ আয়াতের ইঙ্গিত বুঝা যাচ্ছে যে, অভ্যন্তরীণ অবস্থার সংশোধনে ৪০ দিনের একটি বিশেষ তাৎপর্য রয়েছে। এক হাদীসে রাসূলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন, যে লোক ৪০ দিন নিঃস্বার্থতার সাথে আল্লাহর ইবাদত করবে, আল্লাহ তার অন্তর থেকে জ্ঞান ও হিকমতের ঝর্ণাধারাই প্রবাহিত করে দেন। –[রূহুল বয়ান]

https://e-ilm.weebly.com/

মানুষের প্রতি সকল কাজে ধীরস্থিরতা ও ক্রমান্বয়ের শিক্ষা : এ আয়াতের দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, গুরুত্বপূর্ণ কাজের জন্য একটা বিশেষ সময় নির্ধারিত করে নেওয়া এবং তা ধীরস্থিরতার সাথে পর্যায়কক্রমিকভাবে সমাধা করা আল্লাহ তা'আলার রীতি। কোনো কাজে তাড়াহুড়া করা আল্লাহর পছন্দ নয়।

সর্বপ্রথম স্বয়ং আল্লাহ তা'আলা তাঁর কাজের জন্য অর্থাৎ বিশ্ব সৃষ্টি উপলক্ষে ছয় দিনের সময় নির্ধারণ করে এ নিয়মটিই বাতলে দিয়েছেন। অথচ আল্লাহর পক্ষে আসমান-জমিন তথা সমগ্র বিশ্বজাহান সৃষ্টির জন্য এক মিনিট সময়েরও প্রয়োজন ছিল না। কারণ তিনি যখনই কোনো কিছু সৃষ্টি করতে ইচ্ছা করেন, সঙ্গে সঙ্গে তা হয়ে যায়। কিন্তু সময় নির্ধারণ এ বিশেষ পদ্ধতির মাধ্যমে সৃষ্টিকে এ হেদায়েত দানই উদ্দেশ্য ছিল যে, তোমরা প্রতিটি কাজ একান্ত বিচার-বিবেচনার মাধ্যমে ধীর-স্থিরভাবে সমাধা করবে। তেমনিভাবে হযরত মূসা (আ.)-কে তওরাত দান করার জন্যও যে সময় নির্ধারণ করা হয় তাতেও সে ইঙ্গিতই রয়েছে।

আর এই হলো সে রীতি, যাকে উপেক্ষা করার দরুন বনী ইসরাঈলদেরকে গোমরাহির সম্মুখীন হতে হয়। কারণ হযরত মূসা (আ.) আল্লাহ তা'আলার সাবেক হুকুম অনুসারে স্বীয় সম্প্রদায়কে বলে গিয়েছিলেন যে, আমি ত্রিশ দিনের জন্য যাচ্ছি। কিন্তু এদিকে যখন দশ দিনের সময় বাড়িয়ে দেওয়া হয়, তখন এরা নিজেদের তাড়াহুড়ার দরুন বলতে শুরু করে যে, হযরত মূসা (আ.) তো কোথাও হারিয়েই গেছেন। কাজেই আমাদের অপর কোনো নেতা নির্ধারণ করে দেওয়াই উচিত। তার ফলে তারা সহসাই 'সামেরী'-এর ফাঁদে আটকে গিয়ে 'বাছুর'-এর পূজা করতে শুরু করে দেয়। তারা যদি চিন্তাভাবনা করে এবং নিজেদের কাজে ধীরস্থিরতা ও পর্যায়ক্রমিকতা আবলম্বন করত, তাহলে এহেন পরিণতি হতো না। –[কুরতুবী]

প্রয়োজনবশত স্থলাভিষিক্ত নির্ধারণ : প্রথমত হযরত মূসা (আ.) আল্লাহ তা'আলার ওয়াদা অনুসারে তূর পর্বতে গিয়ে যখন ই'তেকাফ করার ইচ্ছা করেন, তখন স্বীয় সঙ্গী হযরত হারুন (আ.)-কে বললেন, اخْلُفْنِي فِي قَوْمِي অর্থাৎ আমার পিছনে বা অবর্তমানে আপনি আমার সম্প্রদায়ে আমার স্থলাভিষিক্ত হিসেবে দায়িত্ব পালন করুন। এতে প্রমাণিত হয় যে, যদি কোনো ব্যক্তি কোনো কাজের দায়িত্বে নিয়োজিত হন তবে প্রয়োজনবোধে কোথাও যেতে হলে সে কাজের ব্যবস্থাপনার জন্য কোনো লোক নিয়োগ করে যাওয়া কর্তব্য।

আরও প্রমাণিত হয় যে, রাষ্ট্রের দায়িত্বশীল ব্যক্তিবর্গ যখন কোথাও সফরে যাবেন, তখন নিজের কোনো লোককে স্থলাভিষিক্ত বা প্রতিনিধি নিযুক্ত করে যাবেন।

রাসূলে কারীম ﷺ-এর সাধারণ রীতি এই ছিল যে, কখনও যদি তাঁকে মদিনার বাইরে যেতে হতো, তখন তিনি কাউকে প্রতিনিধি নিযুক্ত করে যেতেন। একবার তিনি হযরত আলী মুর্তজা (রা.) -কে খলিফা বা প্রতিনিধি নির্ধারণ করেন এবং একবার হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে উম্মে মাকতূম (রা.)-কে খলিফা নিযুক্ত করেন। এমনিভাবে বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন সাহাবী (রা.)-কে মদিনায় খলিফা নিযুক্ত করে তিনি বাইরে যেতেন। –[কুরতুবী]

হযরত মূসা (আ.) হযরত হারূন (আ.)-কে খলিফা নিযুক্ত করার সময় তাঁকে কয়েকটি উপদেশ দান করেন। তাতে প্রমাণিত হয় যে, কাজের সুবিধার জন্য প্রতিনিধিকে প্রয়োজনীয় নির্দেশ বা উপদেশ দিয়ে যেতে হয়। এই হেদায়েত বা নির্দেশাবলির মধ্যে প্রথম নির্দেশ হলো أَصْلِحْ; এখানে أَصْلِحْ; -এর কোনো 'কর্ম' উল্লেখ করা হয়নি যে, কার ইসলাহ বা সংশোধন করা হবে। এতে বুঝা যায় যে, নিজেরও ইসলাহ করবেন এবং সঙ্গে সঙ্গে স্বীয় সম্প্রদায়ের এসলাহ করবেন। অর্থাৎ তাদের মাঝে দাঙ্গা হাঙ্গামা জনিত কোনো বিষয় আঁচ করতে পারলে তাদেরকে সরল পথে আনয়নের চেষ্টা করবেন। দ্বিতীয় হেদায়েত দেওয়া হলো এই যে, وَلَا تَتَّبِعْ سَبِيلَ الْمُفْسِدِينَ; অর্থাৎ 'দাঙ্গা হাঙ্গামা সৃষ্টিকারীদের পথ অনুসরণ করবেন না। বলাবাহুল্য, হযরত হারূন (আ.) হলেন আল্লাহর নবী; তাঁর নিজের পক্ষে ফাসাদে পতিত হওয়ার কোনো আশঙ্কাই ছিল না।' কাজেই এই হেদায়েতের উদ্দেশ্য ছিল এই যে, দাঙ্গাহাঙ্গামা বা ফাসাদ সৃষ্টিকারীদের কোনো সাহায্য-সহায়তা করবেন না।

সুতরাং হযরত হারূন (আ.) যখন দেখলেন, তাঁর সম্প্রদায় 'সামেরী' এর অনুগমন করতে শুরু করেছে, এমনকি তাঁর কথা মতো 'বাছুরের' পূজা করতে শুরু করে দিয়েছে, তখন তাঁর সম্প্রদায়কে এহেন ভণ্ডামি থেকে বাধা দান করলেন এবং

https://e-ilm.weebly.com/

https://e-ilm.weebly.com/

ফেরাউনের সম্প্রদায়ের ডুবে মরার পর বনী ইসরাঈলরা মিসরে ফিরে গিয়েছিল কি না? যদি মিসরে ফিরে গিয়ে থাকে এবং মিসর সাম্রাজ্যে অধিকার প্রতিষ্ঠা করে থাকে: যেমন আয়াতে وَاَوْرَثْنَا الْقَوْمَ الَّذِيْنَ -এর দ্বারা সমর্থন পাওয়া যায়, তবে মিসরে তাদের আধিপত্য আলোচ্য তূর পর্বতের তাজাল্লী বা জ্যোতি বিকিরণের ঘটনার আগেই প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। তাতে এ আয়াতে دَارَ الْفٰسِقِيْنَ অর্থ শাম দেশ বা সিরিয়াই নির্ধারিত হয়ে যায়। কিন্তু যদি তখন তারা মিসরে ফিরে না গিয়ে থাকে, তাহলে তাতে উভয় দেশই উদ্দেশ্য হতে পারে।

শব্দ বিশ্লেষণ

اَبْغِيْكُمْ : সীগাহ واحد متكلم বহছ اثبات فعل مضارع معروف বাব ضَرَبَ মাসদার اَلْبَغْىُ মূলবর্ণ (ب . غ . ى) জিনস ناقص يائى অর্থ– আমি অনুসন্ধান করব।

يَسُوْمُوْنَ : সীগাহ جمع مذكر غائب বহছ اثبات فعل مضارع معروف বাব نَصَرَ মাসদার اَلسَّوْمُ মূলবর্ণ (س . و . م) জিনস اجوف واوى অর্থ– তারা শাস্তি দিত।

يَسْتَحْيُوْنَ : সীগাহ جمع مذكر غائب বহছ اثبات فعل مضارع معروف বাব اِسْتِفْعَالٌ মাসদার اَلْاِسْتِحْيَاءُ মূলবর্ণ (ح . ى . ى) জিনসে لفيف مقرون অর্থ– তারা জীবিত রাখত।

تَجَلّٰى : সীগাহ واحد مذكر غائب বহছ ماضى معروف বাব تَفَعُّلٌ মাসদার اَلتَّجَلِّىْ মূলবর্ণ (ج . ل . و) জিনস ناقص واوى অর্থ– তিনি জ্যোতি প্রকাশ করলেন।

خَرَّ : সীগাহ واحد مذكر غائب বহছ اثبات فعل ماضى معروف বাব نَصَرَ মাসদার اَلْخَرُّ মূলবর্ণ (خ . ر . ر) জিনস مضاعف ثلاثى অর্থ– তিনি পড়ে গেলেন।

صَعِقًا : সীগাহ واحد مذكر বহছ صفت مشبه বাব سَمِعَ মাসদার اَلصَّعْقُ মূলবর্ণ (ص . ع . ق) জিনস صحيح অর্থ– সংজ্ঞাহীন, অজ্ঞান।

اَفَاقَ : সীগাহ واحد مذكر غائب বহছ اثبات فعل ماضى معروف বাব اِفْعَالٌ মাসদার اَلْاِفَاقَةُ মূলবর্ণ (ف . و . ق) জিনস اجوف واوى অর্থ– সে সংজ্ঞা ফিরে পেল।

https://e-ilm.weebly.com/

قَالَ يٰمُوْسٰٓى اِنِّيْ اصْطَفَيْتُكَ عَلَى النَّاسِ بِرِسٰلٰتِيْ
وَبِكَلَامِيْ ۖ فَخُذْ مَآ اٰتَيْتُكَ وَكُنْ مِّنَ الشّٰكِرِيْنَ (١٤٤)

অনুবাদ : (১৪৪) ইরশাদ হলো, হে মূসা! আমি পয়গম্বরী এবং আমার সাথে বাক্যালাপের [মর্যাদা] দ্বারা অন্যান্য লোকদের উপর তোমাকে বৈশিষ্ট্য দান করলাম, অতএব, আমি তোমাকে যা কিছু দান করলাম তা গ্রহণ কর এবং কৃতজ্ঞ হও।

وَكَتَبْنَا لَهٗ فِي الْاَلْوَاحِ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ مَّوْعِظَةً
وَّتَفْصِيْلًا لِّكُلِّ شَيْءٍ ۚ فَخُذْهَا بِقُوَّةٍ وَّاْمُرْ
قَوْمَكَ يَاْخُذُوْا بِاَحْسَنِهَا ۗ سَاُورِيْكُمْ دَارَ
الْفٰسِقِيْنَ (١٤٥)

(১৪৫) আর আমি কয়েকখানি ফলকের উপর সর্বপ্রকার উপদেশ এবং সকল বিষয়ের বিস্তারিত বর্ণনা তাঁকে লিখে দিয়েছি, অতএব, তাদেরকে কার্যে পরিণত কর, দৃঢ়তার সাথে এবং নিজ সম্প্রদায়কে আদেশ কর যে, তাদের ভালো ভালো আদেশগুলো পালন করে, আমি সত্বরই তোমাদেরকে ঐ নাফরমানদের বাসস্থান দেখাচ্ছি।

سَاَصْرِفُ عَنْ اٰيٰتِيَ الَّذِيْنَ يَتَكَبَّرُوْنَ فِي الْاَرْضِ
بِغَيْرِ الْحَقِّ ۗ وَاِنْ يَّرَوْا كُلَّ اٰيَةٍ لَّا يُؤْمِنُوْا بِهَا ۚ
وَاِنْ يَّرَوْا سَبِيْلَ الرُّشْدِ لَا يَتَّخِذُوْهُ سَبِيْلًا ۚ
وَاِنْ يَّرَوْا سَبِيْلَ الْغَيِّ يَتَّخِذُوْهُ سَبِيْلًا ۗ ذٰلِكَ
بِاَنَّهُمْ كَذَّبُوْا بِاٰيٰتِنَا وَكَانُوْا عَنْهَا غٰفِلِيْنَ (١٤٦)

(১৪৬) আমি এমন লোকদেরকে আমার নির্দেশনাবলি হতে বিমুখ করে রাখব যারা পৃথিবীতে অহংকার করে যা করার কোনো অধিকার তাদের নেই, আর যদি তারা সমস্ত নিদর্শনও দেখে নেয়, তবুও তার প্রতি ঈমান আনবে না, আর যদি হেদায়েতের পথ দেখতেও পায়, তবু তাকে নিজেদের পথরূপে গ্রহণ করবে না, আর যদি গোমরাহির পথ দেখতে পায়, তবে তাকে নিজেদের পথরূপে গ্রহণ করে, এটা এ কারণে যে, তারা আমার আয়াতগুলোকে মিথ্যা সাব্যস্ত করেছে এবং তা হতে গাফেল রয়েছে।

শাব্দিক অনুবাদ

(১৪৪) قَالَ ইরশাদ হলো يٰمُوْسٰٓى হে মূসা! اِنِّيْ اصْطَفَيْتُكَ عَلَى النَّاسِ আমি অন্যান্য লোকদের উপর তোমাকে বৈশিষ্ট্য দান করলাম بِرِسٰلٰتِيْ وَبِكَلَامِيْ পয়গম্বরী এবং আমার সাথে বাক্যালাপের [মর্যাদা] দ্বারা فَخُذْ مَآ اٰتَيْتُكَ অতএব, আমি তোমাকে যা কিছু দান করলাম তা গ্রহণ কর وَكُنْ مِّنَ الشّٰكِرِيْنَ এবং কৃতজ্ঞ হও।

(১৪৫) وَكَتَبْنَا لَهٗ আর আমি তাঁকে লিখে দিয়েছি فِي الْاَلْوَاحِ কয়েকখানি ফলকের উপর مِنْ كُلِّ شَيْءٍ مَّوْعِظَةً সর্বপ্রকার উপদেশ وَّتَفْصِيْلًا لِّكُلِّ شَيْءٍ এবং সকল বিষয়ের বিস্তারিত বর্ণনা فَخُذْهَا بِقُوَّةٍ অতএব, তাদেরকে কার্যে পরিণত কর দৃঢ়তার সাথে وَّاْمُرْ قَوْمَكَ এবং নিজ সম্প্রদায়কে আদেশ কর যে يَاْخُذُوْا بِاَحْسَنِهَا তাদের ভালো ভালো আদেশগুলো পালন করে سَاُورِيْكُمْ دَارَ الْفٰسِقِيْنَ আমি সত্বরই তোমাদেরকে ঐ নাফরমানদের বাসস্থান দেখাচ্ছি।

(১৪৬) سَاَصْرِفُ عَنْ اٰيٰتِيَ আমি এমন লোকদেরকে আমার নির্দেশনাবলি হতে বিমুখ করে রাখব الَّذِيْنَ يَتَكَبَّرُوْنَ فِي الْاَرْضِ যারা পৃথিবীতে অহংকার করে بِغَيْرِ الْحَقِّ যা করার কোনো অধিকার তাদের নেই وَاِنْ يَّرَوْا كُلَّ اٰيَةٍ আর যদি তারা সমস্ত নিদর্শনও দেখে নেয় لَّا يُؤْمِنُوْا بِهَا তবুও তার প্রতি ঈমান আনবে না وَاِنْ يَّرَوْا سَبِيْلَ الرُّشْدِ আর যদি হেদায়েতের পথ দেখতেও পায় لَا يَتَّخِذُوْهُ سَبِيْلًا তবু তাকে নিজেদের পথরূপে গ্রহণ করবে না وَاِنْ يَّرَوْا سَبِيْلَ الْغَيِّ আর যদি গোমরাহীর পথ দেখতে পায় يَتَّخِذُوْهُ سَبِيْلًا তবে তাকে নিজেদের পথরূপে গ্রহণ করে ذٰلِكَ بِاَنَّهُمْ كَذَّبُوْا بِاٰيٰتِنَا এটা এই কারণে যে, তারা আমার আয়াতগুলোকে মিথ্যা সাব্যস্ত করেছে وَكَانُوْا عَنْهَا غٰفِلِيْنَ এবং তা হতে গাফেল রয়েছে।

https://e-ilm.weebly.com/

وَالَّذِيْنَ كَذَّبُوْا بِاٰيٰتِنَا وَلِقَآءِ الْاٰخِرَةِ حَبِطَتْ اَعْمَالُهُمْ ؕ هَلْ يُجْزَوْنَ اِلَّا مَا كَانُوْا يَعْمَلُوْنَ (١٤٧)	অনুবাদ : (১৪৭) আর যারা আমার আয়াতগুলোকে এবং কিয়ামত আগত হওয়াকে মিথ্যা সাব্যস্ত করেছে, তাদের সমস্ত আমল ব্যর্থ হয়েছে, তাদেরকে ঐ শাস্তিই প্রদান করা হবে যা কিছু এরা করছিল।
وَاتَّخَذَ قَوْمُ مُوْسٰى مِنْۢ بَعْدِهٖ مِنْ حُلِيِّهِمْ عِجْلًا جَسَدًا لَّهٗ خُوَارٌ ؕ اَلَمْ يَرَوْا اَنَّهٗ لَا يُكَلِّمُهُمْ وَلَا يَهْدِيْهِمْ سَبِيْلًا ۘ اِتَّخَذُوْهُ وَكَانُوْا ظٰلِمِيْنَ (١٤٨)	(১৪৮) আর মূসার সম্প্রদায় তাঁর [তূরে গমন করার] পর নিজেদের অলঙ্কারসমূহ দ্বারা একটি গো-বৎস নির্ধারণ করল, যা একটি দেহ ছিল, তাতে একপ্রকার শব্দ ছিল, তারা কি এটা লক্ষ্য করেনি যে, তা তাদের সাথে কথাও বলত না এবং তাদেরকে কোনো [সৎ] পথও দেখাত না। তাকে তারা উপাস্যরূপে স্থির করল, বস্তুতঃ নিতান্ত অশোভনীয় কাজ করল।
وَلَمَّا سُقِطَ فِيْٓ اَيْدِيْهِمْ وَرَاَوْا اَنَّهُمْ قَدْ ضَلُّوْا ۙ قَالُوْا لَئِنْ لَّمْ يَرْحَمْنَا رَبُّنَا وَيَغْفِرْ لَنَا لَنَكُوْنَنَّ مِنَ الْخٰسِرِيْنَ (١٤٩)	(১৪৯) আর যখন তারা লজ্জিত হলো, এবং জানতে পারল যে, বাস্তবিকই পথভ্রষ্ট হয়েছে, তখন বলতে লাগল, যদি আমাদের রব আমাদের প্রতি অনুগ্রহ না করেন এবং আমাদের অপরাধ ক্ষমা না করেন, তবে আমরা সম্পূর্ণ ক্ষতিগ্রস্ত হবো।

শাব্দিক অনুবাদ

(১৪৭) وَالَّذِيْنَ كَذَّبُوْا আর যারা মিথ্যা সাব্যস্ত করেছে بِاٰيٰتِنَا আমার আয়াতগুলোকে وَلِقَآءِ الْاٰخِرَةِ এবং কিয়ামত আগত হওয়াকে حَبِطَتْ اَعْمَالُهُمْ তাদের সমস্ত আমল ব্যর্থ হয়েছে هَلْ يُجْزَوْنَ اِلَّا مَا كَانُوْا يَعْمَلُوْنَ তাদেরকে ঐ শাস্তিই প্রদান করা হবে যা কিছু এরা করছিল।

(১৪৮) وَاتَّخَذَ قَوْمُ مُوْسٰى আর মূসার সম্প্রদায় নির্ধারণ করল مِنْۢ بَعْدِهٖ তাঁর পর مِنْ حُلِيِّهِمْ নিজেদের অলঙ্কারসমূহ দ্বারা عِجْلًا একটি গো-বৎস جَسَدًا لَّهٗ خُوَارٌ যা একটি দেহ ছিল, তাতে এক প্রকার শব্দ ছিল। اَلَمْ يَرَوْا তারা কি এটা লক্ষ্য করেনি যে اَنَّهٗ لَا يُكَلِّمُهُمْ তা তাদের সাথে কথাও বলত না وَلَا يَهْدِيْهِمْ سَبِيْلًا এবং তাদেরকে কোনো [সৎ] পথও দেখাত না। اِتَّخَذُوْهُ তাকে তারা উপাস্যরূপে স্থির করল وَكَانُوْا ظٰلِمِيْنَ বস্তুতঃ নিতান্ত অশোভনীয় কাজ করল।

(১৪৯) وَلَمَّا سُقِطَ فِيْٓ اَيْدِيْهِمْ আর যখন তারা লজ্জিত হলো। وَرَاَوْا এবং জানতে পারল যে। اَنَّهُمْ قَدْ ضَلُّوْا বাস্তবিকই পথভ্রষ্ট হয়েছে। قَالُوْا তখন বলতে লাগল لَئِنْ لَّمْ يَرْحَمْنَا رَبُّنَا যদি আমাদের রব আমাদের প্রতি অনুগ্রহ না করেন وَيَغْفِرْ لَنَا এবং আমাদের অপরাধ ক্ষমা না করেন لَنَكُوْنَنَّ مِنَ الْخٰسِرِيْنَ তবে আমরা সম্পূর্ণ ক্ষতিগ্রস্ত হবো।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

قوله وَكَتَبْنَا لَهٗ فِى الْاَلْوَاحِ এতে প্রতীয়মান হয় যে, পূর্ব থেকে লেখা তাওরাতের পাতা বা তখতী হযরত মূসা (আ.)-কে অর্পণ করা হয়েছিল। আর সে তখতীগুলোর নামই হলো 'তওরাত'।

১৪৬ নং আয়াতে বলা হয়েছে যে, "আমি আমার নিদর্শনসমূহ থেকে সেসব লোককে বিমুখ বা বঞ্চিত করব, যারা পৃথিবীতে অধিকার না থাকা সত্ত্বেও গর্বিত অহংকারী হয়।"

এখানে "অধিকার না থাকা" শব্দটি প্রয়োগ করে ইঙ্গিত করা হয়েছে যে, গর্বিত অহংকারীদের মোকাবিলায় প্রতি-অহংকার করা অন্যায় ও গুনাহ নয়। কারণ এক্ষেত্রে তা শুধু বাহ্যিক রূপের দিক দিয়ে অহংকার, প্রকৃত প্রস্তাবে তা নয়। যেমন প্রবাদ আছে অর্থাৎ অহংকারীদের সাথে প্রতি-অহংকারই হলো নম্রতা। –[মাসায়েলে সুলূক]

অহংকার মানুষকে সুষ্ঠু জ্ঞান ও আসমানি ইলম থেকে বঞ্চিত করে দেয় : গর্বিত অহংকারীদেরকে স্বীয় নিদর্শসমূহ থেকে বঞ্চিত করে দেওয়ার প্রকৃত মর্ম হচ্ছে এই যে, তাদের থেকে আল্লাহর নিদর্শন বা আয়াতসমূহ বুঝা বা উপলব্ধি করার এবং

https://e-ilm.weebly.com/

তার দ্বারা উপকৃত হওয়ার সামর্থ্য ও তওফীক তুলে নেওয়া হয়। আর এখানে আল্লাহর নিদর্শন বা আয়াত কথাটিও ব্যাপক অর্থে ব্যবহৃত হতে পারে। যাতে তাওরাত, যাবূর ও কুরআনে বর্ণিত আয়াত বা নিদর্শসমূহের যেমন অন্তর্ভুক্ত তেমনিভাবে সৃষ্টির মাঝে বিস্তৃত। কাজেই আলোচ্য আয়াতের মূল বক্তব্য দাঁড়ায় এই যে, তাকাব্বুর, অর্থাৎ নিজকে নিজে অন্যান্যদের চাইতে বড় ও উত্তম মনে করা এমনই দূষণীয় ও জঘন্য অভ্যাস যে, এতে যে পতিত হয়, তার সুষ্ঠু বুদ্ধি জ্ঞান থাকে না। সেজন্যই সে আল্লাহ তা'আলার আয়াতের জ্ঞান থেকে বঞ্চিত থেকে যায়। না থাকে কুরআনের আয়াত বুঝবার ক্ষমতা ও তওফীক, না আল্লাহর সৃষ্ট প্রাকৃতিক নিদর্শনসমূহ সম্পর্কে যথার্থ চিন্তাভাবনার মাধ্যমে আল্লাহর মা'রেফাত বা পরিচয় লাভ। তাফসীরে রূহুল বয়ানে উল্লেখ করা হয়েছে যে, অহংকার ও গর্ব এমন এক মন্দ অভ্যাস যা আসমানি জ্ঞান লাভের পথে অন্তরায় হয়ে দাঁড়ায়। কারণ আল্লাহর জ্ঞান লাভ হতে পারে একমাত্র আল্লাহরই রহমতে। আর আল্লাহর রহমত হয় একমাত্র বিনম্রতার মাধ্যমে।

হযরত মূসা (আ.) যখন তওরাত গ্রহণ করার জন্য তূর পাহাড়ে গিয়ে ধ্যানে বসলেন এবং ইতঃপূর্বে ত্রিশ দিন ও ত্রিশ রাত ধ্যানের যে নির্দেশ হয়েছিল, সে মতে স্বীয় সম্প্রদায়কে বলে গিয়েছিলেন যে, ত্রিশ দিন পরে আমি ফিরে আসব, সেক্ষেত্রে আল্লাহ তা'আলা যখন আরও দশ দিন ধ্যানের মেয়াদ বাড়িয়ে দিলেন, তখন ইসরাঈলী সম্প্রদায় তাদেরই চিরাচরিত তাড়াহুড়া ও ভ্রষ্টতার দরুন নানা রকম মন্তব্য করতে আরম্ভ করল। তাঁর সম্প্রদায়ে 'সামেরী' নামে একটি লোক ছিল। তাকে সম্প্রদায়ের লোকেরা 'বড় মোড়ল' বলে মানত। কিন্তু সে ছিল একান্তই দুর্বল বিশ্বাসের লোক। কাজেই সে সুযোগ বুঝে বনী ইসরাঈলের লোকদের বলল, তোমাদের কাছে ফেরাউনের সম্প্রদায়ের যেসব অলংকারপত্র রয়েছে সেগুলো তো তোমরা কিবতীদের কাছ থেকে ধার করে এনেছিলে, এখন তারা সবাই ডুবে মরেছে, আর অলংকারগুলো তোমাদের কাছেই রয়ে গেছে, কাজেই এগুলো তোমাদের জন্য হালাল নয়। কারণ তখন কাফেরদের সাথে যুদ্ধে বিজিত সম্পদও হালাল ছিল না। বনী ইসরাঈলরা তার কথামতো সমস্ত অলংকারাদি তার কাছে (সামেরীর কাছে) এনে জমা দিল। সে এই সোনা রূপা দিয়ে একটি বাছুরের প্রতিমূর্তি তৈরি করল এবং হযরত জিবরাইল (আ.) -এর ঘোড়ার খুরের তলার মাটি যা পূর্ব থেকেই তার কাছে রাখা ছিল এবং যাকে আল্লাহ তা'আলা জীবন ও জীবনী শক্তিতে সমৃদ্ধ করে দিয়েছিলেন, সোনা রূপাগুলো আগুনে গলাবার সময় সে তাতে মাটি মিশিয়ে দিল। ফলে বাছুরের প্রতিমূর্তিটিতে জীবনী শক্তির নিদর্শন সৃষ্টি হলো এবং তার ভিতর থেকে গাভীর মতো হাম্বা রব বেরোতে লাগল। এ ক্ষেত্রে عِجْلًا শব্দের ব্যাখ্যায় جَسَدًا لَّهٗ خُوَارٌ বলে এ দিকেই ইঙ্গিত করা হয়েছে।

সামেরীর এ বিস্ময়কর পৈশাচিক আবিষ্কার যখন সামনে উপস্থিত হলো, তখন সে বনী ইসরাঈলদেরকে কুফরির প্রতি আমন্ত্রণ জানাল যে, "এটাই হলো খোদা। হযরত মূসা (আ.) তো আল্লাহর সাথে কথা বলার জন্য গেছেন তূর পাহাড়ে, আর এদিকে আল্লাহ (নাউযুবিল্লাহ) সশরীরে এখানে এসে হাজির হয়ে গেছেন। হযরত মূসা (আ.)-এর সত্যি ভুলই হয়ে গেল।" বনী ইসরাঈলদের সবাই পূর্ব থেকেই সামেরীর কথা শুনত। আর এখন তার এই অদ্ভূত ম্যাজিক দেখার পর তো আর কথাই নেই; সবাই একেবারে ভক্তে পরিণত হয়ে গেল এবং সে বাছুরকে খোদা মনে করে তারই উপাসনা ইবাদতে প্রবৃত্ত হলো।

শব্দ বিশ্লেষণ

سَأُرِيْكُمْ : সীগাহ واحد متكلم بحث اثبات فعل مضارع معروف বহছ বাব اِفْعَالٌ মাসদার اَلْاِرَاءَةُ মূলবর্ণ (ر ـ ا ـ ى) জিনস মুরাক্কাব مهموز عين ও ناقص يائى অর্থ– অতি সত্বর আমি দেখাচ্ছি।

حُلِيٌّ : শব্দটি বহুবচন; একবচন حُلْىٌ অর্থ– গহনা, অলংকার।

عِجْلًا : শব্দটি একবচন; বহুবচন عُجُوْلٌ ও عِجَالٌ অর্থ– গো-বৎস, বাছুর।

جَسَدٌ : শব্দটি একবচন; বহুবচন اَجْسَادٌ অর্থ– দেহ, শরীর।

خُوَارٌ : শব্দটি বাব نَصَرَ -এর মাসদার। অর্থ– হাম্বা-হাম্বা শব্দ।

لَمْ يَرَوْا : সীগাহ جمع مذكر غائب বহছ نفى جحد بلم درمستقبل معروف বাব فَتَحَ মাসদার اَلرُّؤْيَةُ মূলবর্ণ (ر ـ أ ـ ى) জিনস মুরাক্কাব مهموز عين ও ناقص يائى অর্থ– তারা দেখে না।

لَنَكُوْنَنَّ : সীগাহ جمع متكلم বহছ لام تاكيد بانون تاكيد ثقيلة در فعل مستقبل معروف বাব نَصَرَ মাসদার اَلْكَيْنُوْنَةُ মূলবর্ণ (ك ـ و ـ ن) জিনস اجوف واوى অর্থ– আমরা হয়ে যাব।

https://e-ilm.weebly.com/

وَلَمَّا رَجَعَ مُوسَىٰ إِلَىٰ قَوْمِهِ غَضْبَانَ أَسِفًا قَالَ بِئْسَمَا خَلَفْتُمُونِي مِنْ بَعْدِي ۖ أَعَجِلْتُمْ أَمْرَ رَبِّكُمْ ۖ وَأَلْقَى الْأَلْوَاحَ وَأَخَذَ بِرَأْسِ أَخِيهِ يَجُرُّهُ إِلَيْهِ ۚ قَالَ ابْنَ أُمَّ إِنَّ الْقَوْمَ اسْتَضْعَفُونِي وَكَادُوا يَقْتُلُونَنِي فَلَا تُشْمِتْ بِيَ الْأَعْدَاءَ وَلَا تَجْعَلْنِي مَعَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ (١٥٠)

অনুবাদ : (১৫০) আর যখন মূসা নিজ সম্প্রদায়ের নিকট ফিরে আসলেন ক্রোধ ও অনুতাপসহ, তখন তিনি বললেন, তোমরা আমার [তূরে যাওয়ার] পর এটা অতি জঘন্য কাজ করেছ, তোমরা কি নিজ পরওয়ারদেগারের আদেশের পূর্বেই তাড়াহুড়া করে ফেললে? এবং তিনি তাড়াতাড়ি ফলকখণ্ডগুলো এক পার্শ্বে রেখে দিলেন এবং নিজ ভ্রাতার মস্তক ধরে নিজের দিকে টানতে লাগলেন, হারুন বললেন, হে আমার সহোদর! তারা আমাকে দুর্বল ভেবেছিল এবং তারা আমাকে হত্যা করে ফেলার উপক্রম করেছিল, অতএব, আপনি আমাকে শত্রুদের হাস্যের বস্তু করবেন না এবং আমাকে এই জালেমদের অন্তর্ভুক্ত করবেন না ।

قَالَ رَبِّ اغْفِرْ لِي وَلِأَخِي وَأَدْخِلْنَا فِي رَحْمَتِكَ ۖ وَأَنْتَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ (١٥١)

(১৫১) মূসা বললেন, হে আমার প্রতিপালক! আমার ত্রুটি ক্ষমা করে দিন এবং আমার ভ্রাতারও এবং আমাদের উভয়কে নিজ রহমতে দাখিল করুন, বস্তুতঃ আপনি সমস্ত দয়ালুদের চেয়ে অধিক দয়াশীল ।

إِنَّ الَّذِينَ اتَّخَذُوا الْعِجْلَ سَيَنَالُهُمْ غَضَبٌ مِنْ رَبِّهِمْ وَذِلَّةٌ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا ۚ وَكَذَٰلِكَ نَجْزِي الْمُفْتَرِينَ (١٥٢)

(১৫২) যারা গো-বৎস পূজা করছে, সত্বরই তাদের উপর পরওয়ারদেগারের পক্ষ হতে পতিত হবে গজব এবং লাঞ্ছনা এই পার্থিব জীবনেই এবং আমি মিথ্যা রচনাকারীদেরকে এরূপই শাস্তি প্রদান করে থাকি ।

শাব্দিক অনুবাদ

(১৫০) وَلَمَّا رَجَعَ مُوسَىٰ আর যখন মূসা ফিরে আসলেন إِلَىٰ قَوْمِهِ নিজ সম্প্রদায়ের নিকট غَضْبَانَ أَسِفًا ক্রোধ ও অনুতাপসহ قَالَ তখন তিনি বললেন بِئْسَمَا خَلَفْتُمُونِي مِنْ بَعْدِي তোমরা আমার [তূরে যাওয়ার] পর এটা অতি জঘন্য কাজ করেছ أَعَجِلْتُمْ তোমরা কি তাড়াহুড়া করে ফেললে أَمْرَ رَبِّكُمْ নিজ পরওয়ারদেগারের আদেশের পূর্বেই? وَأَلْقَى الْأَلْوَاحَ এবং তিনি তাড়াতাড়ি ফলকখণ্ডগুলো এক পার্শ্বে রেখে দিলেন وَأَخَذَ بِرَأْسِ أَخِيهِ يَجُرُّهُ إِلَيْهِ এবং নিজ ভ্রাতার মস্তক ধরে নিজের দিকে টানতে লাগলেন قَالَ হারুন বললেন ابْنَ أُمَّ হে আমার সহোদর! إِنَّ الْقَوْمَ اسْتَضْعَفُونِي তারা আমাকে দুর্বল ভেবেছিল وَكَادُوا يَقْتُلُونَنِي এবং তারা আমাকে হত্যা করে ফেলার উপক্রম করেছিল فَلَا تُشْمِتْ بِيَ الْأَعْدَاءَ অতএব, আপনি আমাকে শত্রুদের হাস্যের বস্তু করবেন না وَلَا تَجْعَلْنِي مَعَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ এবং আমাকে এই জালেমদের অন্তর্ভুক্ত করবেন না ।

(১৫১) قَالَ মূসা বললেন رَبِّ হে আমার প্রতিপালক! اغْفِرْ لِي আমার ত্রুটি ক্ষমা করে দিন وَلِأَخِي এবং আমার ভ্রাতারও وَأَدْخِلْنَا فِي رَحْمَتِكَ এবং আমাদের উভয়কে নিজ রহমতে দাখিল করুন وَأَنْتَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ বস্তুতঃ আপনি সমস্ত দয়ালুদের চেয়ে অধিক দয়াশীল ।

(১৫২) إِنَّ الَّذِينَ اتَّخَذُوا الْعِجْلَ যারা গো-বৎস পূজা করছে سَيَنَالُهُمْ غَضَبٌ مِنْ رَبِّهِمْ সত্বরই তাদের উপর পরওয়ারদেগারের পক্ষ হতে পতিত হবে গজব وَذِلَّةٌ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا এবং লাঞ্ছনা এই পার্থিব জীবনেই وَكَذَٰلِكَ نَجْزِي الْمُفْتَرِينَ এবং আমি মিথ্যা রচনাকারীদেরকে এরূপই শাস্তি প্রদান করে থাকি ।

https://e-ilm.weebly.com/

وَالَّذِيْنَ عَمِلُوا السَّيِّاٰتِ ثُمَّ تَابُوْا مِنْۢ بَعْدِهَا وَ اٰمَنُوْٓا ۡ اِنَّ رَبَّكَ مِنْۢ بَعْدِهَا لَغَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ (١٥٣)	অনুবাদ : (১৫৩) আর যারা পাপ কার্য সম্পাদন করেছে, অনন্তর তারা তার উপর তওবা করে নেয় এবং ঈমান আনয়ন করে, তাহলে তোমার প্রতিপালক ঐ তওবার পর ক্ষমাশীল, দয়াশীল।
وَلَمَّا سَكَتَ عَنْ مُّوْسَى الْغَضَبُ اَخَذَ الْاَلْوَاحَ ۚ وَفِيْ نُسْخَتِهَا هُدًى وَّرَحْمَةٌ لِّلَّذِيْنَ هُمْ لِرَبِّهِمْ يَرْهَبُوْنَ (١٥٤)	(১৫৪) আর যখন মূসার ক্রোধ প্রশমিত হলো, তখন সেই ফলকগুলো তুলে নিলেন, আর তাদের বিষয়বস্তুগুলোর মধ্যে হেদায়েত ও রহমত ছিল সে সমস্ত লোকের জন্য যারা নিজেদের প্রতিপালককে ভয় করে।
وَاخْتَارَ مُوْسٰى قَوْمَهٗ سَبْعِيْنَ رَجُلًا لِّمِيْقَاتِنَا ۚ فَلَمَّآ اَخَذَتْهُمُ الرَّجْفَةُ قَالَ رَبِّ لَوْ شِئْتَ اَهْلَكْتَهُمْ مِّنْ قَبْلُ وَاِيَّايَ ؕ اَتُهْلِكُنَا بِمَا فَعَلَ السُّفَهَآءُ مِنَّا ۚ اِنْ هِيَ اِلَّا فِتْنَتُكَ ؕ تُضِلُّ بِهَا مَنْ تَشَآءُ وَتَهْدِيْ مَنْ تَشَآءُ ؕ اَنْتَ وَلِيُّنَا فَاغْفِرْ لَنَا وَارْحَمْنَا وَاَنْتَ خَيْرُ الْغٰفِرِيْنَ (١٥٥)	(১৫৫) আর মূসা সত্তরজন পুরুষকে নিজ সম্প্রদায় হতে আমার নির্ধারিত সময়ের জন্য নির্বাচন করলেন, অনন্তর যখন তাদেরকে ভূমিকম্প পাকড়াও করল, তখন মূসা আরজ করলেন, হে আমার পরওয়ারদেগার! যদি আপনি ইচ্ছা করতেন, তবে এটার পূর্বেই এদেরকে ও আমাকে ধ্বংস করতে পারতেন, এটা কেমন করে হতে পারে যে, আপনি আমাদের মধ্যকার কতিপয় নির্বোধ লোকের কার্যের দরুন, আমাদের সকলকে ধ্বংস করে ফেলবেন, এই ঘটনাটি তো কেবল আপনার পক্ষ হতে একটি পরীক্ষা, এরূপ পরীক্ষা দ্বারা আপনি যাকে ইচ্ছা বিপথগামী করতে পারেন এবং যাকে ইচ্ছা সৎপথে স্থায়ী রাখতে পারেন। আপনিই তো আমাদের তত্ত্বাবধায়ক, আমাদেরকে ক্ষমা করুন ও দয়া করুন, আর আপনিই সর্বোত্তম ক্ষমাকারী।

শাব্দিক অনুবাদ

(১৫৩) وَالَّذِيْنَ عَمِلُوا السَّيِّاٰتِ আর যারা পাপ কার্য সম্পাদন করেছে ثُمَّ تَابُوْا مِنْۢ بَعْدِهَا অনন্তর তারা তার উপর তওবা করে নেয় وَاٰمَنُوْٓا এবং ঈমান আনয়ন করে اِنَّ رَبَّكَ مِنْۢ بَعْدِهَا তাহলে তোমার প্রতিপালক ঐ তওবার পর لَغَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ ক্ষমাশীল, দয়াশীল।

(১৫৪) وَلَمَّا سَكَتَ عَنْ مُّوْسَى الْغَضَبُ আর যখন মূসার ক্রোধ প্রশমিত হলো اَخَذَ الْاَلْوَاحَ তখন সেই ফলকগুলো তুলে নিলেন وَفِيْ نُسْخَتِهَا هُدًى وَّرَحْمَةٌ আর তাদের বিষয়বস্তুগুলোর মধ্যে হেদায়েত ও রহমত ছিল لِّلَّذِيْنَ هُمْ لِرَبِّهِمْ يَرْهَبُوْنَ সে সমস্ত লোকের জন্য যারা নিজেদের প্রতিপালককে ভয় করে।

(১৫৫) وَاخْتَارَ مُوْسٰى আর মূসা নির্বাচন করলেন قَوْمَهٗ নিজ সম্প্রদায় হতে سَبْعِيْنَ رَجُلًا সত্তরজন পুরুষকে لِّمِيْقَاتِنَا আমার নির্ধারিত সময়ের জন্য فَلَمَّآ اَخَذَتْهُمُ الرَّجْفَةُ অনন্তর যখন তাদেরকে ভূমিকম্প পাকড়াও করল قَالَ তখন মূসা আরজ করলেন رَبِّ হে আমার পরওয়ারদেগার! لَوْ شِئْتَ যদি আপনি ইচ্ছা করতেন اَهْلَكْتَهُمْ مِّنْ قَبْلُ وَاِيَّايَ তবে এটার পূর্বেই এদেরকে ও আমাকে ধ্বংস করতে পারতেন اَتُهْلِكُنَا بِمَا فَعَلَ السُّفَهَآءُ مِنَّا এটা কেমন করে হতে পারে যে, আপনি আমাদের মধ্যকার কতিপয় নির্বোধ লোকের কার্যের দরুন আমাদের সকলকে ধ্বংস করে ফেলবেন اِنْ هِيَ اِلَّا فِتْنَتُكَ এ ঘটনাটি তো কেবল আপনার পক্ষ হতে একটি পরীক্ষা تُضِلُّ بِهَا مَنْ تَشَآءُ এরূপ পরীক্ষা দ্বারা আপনি যাকে ইচ্ছা বিপথগামী করতে পারেন وَتَهْدِيْ مَنْ تَشَآءُ এবং যাকে ইচ্ছা সৎপথে স্থায়ী রাখতে পারেন اَنْتَ وَلِيُّنَا আপনিই তো আমাদের তত্ত্বাবধায়ক فَاغْفِرْ لَنَا আমাদেরকে ক্ষমা করুন وَارْحَمْنَا ও দয়া করুন وَاَنْتَ خَيْرُ الْغٰفِرِيْنَ আর আপনিই সর্বোত্তম ক্ষমাকারী।

https://e-ilm.weebly.com/

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

কোন কোন পাপের শাস্তি পার্থিব জীবনেই পাওয়া যায় : সামেরী ও তার সঙ্গীদের যেমন হয়েছিল যে, গোবৎস উপাসনা থেকে যখন তারা যথার্থভাবে তওবা করল না, তখন আল্লাহ তা'আলা তাকে এ পৃথিবীতে অপদস্থ অপমানিত করে ছেড়েছেন। তাকে হযরত মূসা (আ.) নির্দেশ দিয়ে দিলেন, সে যেন সকলের কাছ থেকে পৃথক থাকে, সেও যাতে কাউকে না ছোঁয়, তাকেও যেন কেউ না ছোঁয়। সুতরাং সারা জীবন এমনিভাবে জীবজন্তুর সাথে বসবাস করতে থকে, কোনো মানুষ তার সংস্পর্শে আসত না।

তাফসীরে কুরতুবীতে হযরত কাতাদাহ (রা.) -এর উদ্ধৃতিতে বলা হয়েছে যে, আল্লাহ তা'আলা তার উপর এমন আজাব চাপিয়ে দিয়েছিলেন যে, যখনই সে কাউকে স্পর্শ করত কিংবা তাকে কেউ স্পর্শ করতে তখন সঙ্গে সঙ্গে উভয়েরই গায়ে জ্বর এসে যেত। –[কুরতুবী]

তাফসীরে রূহুল বয়ানে বলা হয়েছে যে, আজও তার বংশধরদের মাঝে এমনি অবস্থা বিদ্যমান। আয়াতের শেষদিকে বলা হয়েছে– وَكَذٰلِكَ نَجْزِى الْمُفْتَرِيْنَ অর্থাৎ যারা আল্লাহর প্রতি অপবাদ আরোপ করে, তাদেরকে এমনি শাস্তি দিয়ে থাকি। হযরত সুফিয়ান ইবনে উইয়াইনাহ (র.) বলেন, যারা ধর্মীয় ব্যাপারে বিদআত অবলম্বন করে (অর্থাৎ ধর্মে কোনো রকম কুসংস্কার সৃষ্টি অথবা গ্রহণ করে।) তারাও আল্লাহর প্রতি অপবাদ আরোপের অপরাধে অপরাধী হয়ে সে শাস্তিরই যোগ্য হয়ে পড়ে। –[মাযহারী]

ইমাম মালেক (র.) এ আয়াতের মাধ্যমে প্রমাণ করেন যে, ধর্মীয় ব্যাপারে যারা নিজেদের পক্ষ থেকে কোনো বিদ'আত বা কুসংস্কার আবিষ্কার করে তাদের শাস্তি এই যে, তারা আখেরাতে আল্লাহর রোষাণলে পতিত হবে এবং পার্থিব জীবনে অপমান ও লাঞ্ছনা ভোগ করবে। –[কুরতুবী]

১৫৩ নং আয়াতে সেসব লোকের অবস্থা বর্ণনা করা হয়েছে, যারা হযরত মূসা (আ.) -এর সতর্কীকরণের পর নিজেদের এই অপরাধের জন্য তওবা করে নিয়েছে এবং তওবার জন্য আল্লাহর পক্ষ থেকে যে কাঠোরতর শর্ত আরোপ করা হয়েছিল যে, তাদেরই একজন অপরজনকে হত্যা করতে থাকলেই তওবা কবুল হবে তারা সে শর্তও পালন করল, তখন হযরত মূসা (আ.) আল্লাহ তা'আলার নির্দেশক্রমে তাদেরকে ডেকে বললেন, তোমাদের সবার তওবাই কবুল হয়েছে। এই হত্যাযজ্ঞে যারা মৃত্যুবরণ করেছে, তারা শহীদ হয়েছে, আর যারা বেঁচে রয়েছে তারা এখন ক্ষমাপ্রাপ্ত। এ আয়াতে বলা হয়েছে, যেসব লোক মন্দকাজে লিপ্ত হয়ে পড়ে তা সে কাজ যত বড় পাপই হোক, কুফরিও যদি হয়, তবুও পরবর্তীতে তওবা করে নিলে এবং ঈমান ঠিক করে ঈমানের দাবি অনুযায়ী নিজের আমল বা কর্ম সংশোধন করে নিলে, আল্লাহ তাকে নিজ রহমতে ক্ষমা করে দিবেন। কাজেই কারো দ্বারা কোনো পাপ হয়ে গেলে, সঙ্গে সঙ্গে তা থেকে তওবা করে নেওয়া একান্ত কর্তব্য।

১৫৪ নং আয়াতে বলা হয়েছে যে, হযরত মূসা (আ.) -এর রাগ যখন প্রশমিত হয়, তখন তাড়াতাড়িতে ফেলে রাখা তওরাতের তখতিগুলো আবার তুলে নিলেন। আল্লাহ তা'আলাকে যারা ভয় করে তাদের জন্য সে 'সংকলনে' হেদায়েত ও রহমত ছিল। نُسْخَةٌ 'সংকলন' বলা হয় সে লেখাকে যা কোনো গ্রন্থরাজি থেকে উদ্ধৃত করা হয়। কোনো কোনো বর্ণনায় রয়েছে যে, হযরত মূসা (আ.) রাগের মাথায় যখন তওরাতের তখতিগুলো তাড়াতাড়িতে নামিয়ে রাখেন তখন সেগুলো ভেঙ্গে গিয়েছিল। ফলে পরে আল্লাহ তা'আলা অন্য কোনো কিছুতে লেখা তাওরাত দান করেছিলেন। তাকেই 'নোসখা' বা সংকলন বলে উল্লেখ করা হয়েছে।

সত্তরজন বনী ইসরাঈলের নির্বাচন এবং তাদের ধ্বংসের ঘটনা : ১৫৫ নং আয়াতে একটি বিশেষ ঘটনা সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে যে, হযরত মূসা (আ.) যখন আল্লাহর কিতাব তাওরাত নিয়ে এসে বনী ইসরাঈলদেরকে দিলেন, তখন নিজেদের বক্রতা ও ছলছুতার দরুন বলতে লাগল যে, আমরা একথা কেমন করে বিশ্বাস করব যে, এটা আল্লাহরই কালাম? এমনও তো হতে পারে যে, আপনি নিজেই এগুলো নিয়ে এসে থাকবেন। হযরত মূসা (আ.) তখন এ বিষয়ে তাদের নিশ্চয়তা বিধানের জন্য আল্লাহ তা'আলার দরবারে প্রার্থনা করলেন। তারই প্রেক্ষিতে আল্লাহ তা'আলার পক্ষ থেকে বল হলো যে, আপনি এ সম্প্রদায়ের নির্বাচিত ব্যক্তিদেরকে তূরে নিয়ে আসুন। আমি তাদেরকেও নিজের কালাম শুনিয়ে দেব। তাহলেই বিষয়টি তাদের বিশ্বাস হয়ে যাবে। হযরত মূসা (আ.) তাদের মধ্য থেকে সত্তরজনকে নির্বাচিত করে তূরে নিয়ে গেলেন। ওয়াদা অনুযায়ী তারা নিজ কানে আল্লাহর কালামও শুনল। এ প্রমাণও যথার্থভাবে প্রতিষ্ঠিত হয়ে গেলে তারা পুনরায় বলতে লাগল, কে জানে এ শব্দ আল্লাহরই না অন্য কারও। আমরা তো তখনই বিশ্বাস করব, আল্লাহকে যখন

https://e-ilm.weebly.com/

প্রকাশ্য আমাদের সামনে সরাসরি দেখতে পাব। তাদের এ দাবি যেহেতু একান্তই হঠকারিতা ও মূর্খতার ভিত্তিতে ছিল, তাই তাদের উপর ঐশী রোষাণল বর্ষিত হলো। ফলে তাদের নিচের দিক থেকে এলো ভূমিকম্প, আর উপর দিকে থেকে শুরু হলো বজ্র গর্জন। যার দরুন তারা অজ্ঞান হয়ে পড়ে গেল এবং দৃশ্যত মৃতে পরিণত হলো। এ ঘটনার বর্ণনা প্রসঙ্গে সূরা বাক্বারায় এ ক্ষেত্রে صاعقة (সা'ইক্বাহ) শব্দ ব্যবহৃত হয়েছে। আর এখানে বলা হয়েছে رجفة (রাজফাহ্)। 'সা'ইক্বাহ' অর্থ– বজ্র গর্জন। আর 'রাজফাহ' অর্থ– ভূমিকম্প। কাজেই ভূমিকম্প ও বজ্র গর্জন একই সাথে আরম্ভ হয়ে যাওয়াও কিছুই অসম্ভব নয়।

প্রকৃতপক্ষে মৃত্যু হোক আর নাই হোক, তারা মৃতের মতো হয়ে মাটিতে লুটিয়ে পড়ল, যাতে বাহ্যত মৃত বলেই মনে হতে পারে। এ ঘটনায় হযরত মূসা (আ.) অত্যন্ত বিচলিত হলেন। কারণ, একে তো এরা ছিল সম্প্রদায়ের বাছা বাছা (বুদ্ধিজীবী) লোক, দ্বিতীয়ত জাতির কাছে গিয়ে তিনি কি জবাব দিবেন। তারা অপবাদ আরোপ করবে যে, হযরত মূসা (আ.) তাদেরকে কোথাও নিয়ে গিয়ে হত্যা করে ফেলেছে। তদুপরি এ অপবাদ আরোপের পর এরা আমাকেও রেহাই দিবে না: নির্ঘাত হত্যা করবে। সেজন্যই তিনি আল্লাহর দরবারে নিবেদন করলেন, হে পরওয়ারদেগার! আমি জানি, এ ঘটনায় তাদেরকে হত্যা করা আপনার উদ্দেশ্য নয়। কারণ তাই যদি হতো, তবে ইতঃপূর্বে বহু ঘটনা ঘটেছে যাতে এরা নিহত হয়ে যেতে পারত: ফেরাউনের সাথে তাদরেও সলিল সমাধি হতে পারত; কিংবা গোবৎস পূজার সময়ও সবার সামনে হত্যা করে দেওয়া যেতে পারত। তাছাড়া আপনি ইচ্ছা করলে আমাকেও তাদের সাথেই ধ্বংস করে দিতে পারতেন, কিন্তু আপনি তা চাননি। তাতে বুঝা যাচ্ছে, এক্ষেত্রেও তাদেরকে ধ্বংস করে দেওয়া উদ্দেশ্য নয়; বরং উদ্দেশ্য হলো শাস্তি দেওয়া এবং সতর্ক করা। তাছাড়া এটা হয়ইবা কেমন করে যে, আপনি আমাদের কয়েকজন নিরেট মূর্খের কার্যকলাপের দরুন আমাদের সবাইকে ধ্বংস করে দিবেন। এক্ষেত্রে নিজকে নিজে ধ্বংস করা এজন্য বলা হয়েছে যে, এ সত্তরজনের এভাবে অদৃশ্য মৃত্যুর পরিণতি সম্প্রদায়ের হাতে হযরত মূসা (আ.) -এর ধ্বংসেরই নামান্তর ছিল।

অতঃপর নিবেদন করলেন যে, আমি জানি, এটা একান্তই পরীক্ষা, যাতে আপনি কোনো কোনো লোককে পথভ্রষ্ট গোমরাহ করে দেন, যার ফলে তারা আল্লাহ তা'আলার নাশোকর বা অকৃতজ্ঞ হয়ে উঠে। আবার অনেককে এর দ্বারা সুপথে প্রতিষ্ঠিত রাখেন। পরে তারা আল্লাহ তা'আলার তত্ত্ব ও কল্যাণসমূহ উপলব্ধি করে প্রশান্তি অনুভব করতে থাকে। আমিও আপনার বিজ্ঞতা ও জ্ঞানী হওয়ার ব্যাপারে জ্ঞাত রয়েছি। সুতরাং আপনার এ পরীক্ষায় আমি সন্তুষ্ট। তাছাড়া আপনিই তো আমাদের প্রকৃত অভিভাবক আমাদেরকে ক্ষমা করুন, আমাদের প্রতি করুণা ও রহমত দান করুন। আপনিই সমস্ত ক্ষমাকারীদের মধ্যে মহান ক্ষমাকারী। কাজেই তাদের ধৃষ্টতাকেও ক্ষমা করুন। বস্তুত (এ প্রার্থনার পর) তারা যথাপূর্ব জীবিত হয়ে উঠে।

শব্দ বিশ্লেষণ

عَجِلْتُمْ : সীগাহ جمع مذكر حاضر বহছ اثبات فعل ماضى معروف বাব سَمِعَ মাসদার اَلْعَجْلُ মূলবর্ণ (ع - ج - ل) জিনস صحيح অর্থ– তোমরা ত্বরান্বিত করলে।

يَجُرُّ : সীগাহ واحد مذكر غائب বহছ اثبات فعل مضارع معروف বাব نَصَرَ মাসদার اَلْجَرُّ মূলবর্ণ (ج - ر - ر) জিনস مضاعف ثلاثى অর্থ– তিনি টেনে আনলেন।

لَاتُشْمِتْ : সীগাহ واحد مذكر حاضر বহছ نهى حاضر معروف বাব اِفْعَالٌ মাসদার اَلْاِشْمَاتُ মূলবর্ণ (ش - م - ت) জিনস صحيح অর্থ– তুমি হাস্যের বস্তু বানাবে না।

سَيَنَالُهُمْ : সীগাহ واحد مذكر غائب বহছ مضارع معروف বাব سَمِعَ মাসদার اَلنَّيْلُ মূলবর্ণ (ن - ى - ل) জিনস اجوف يائى অর্থ– সে পতিত হবে।

يَرْهَبُوْنَ : সীগাহ جمع مذكر غائب বহছ اثبات فعل مضارع معروف বাব نَصَرَ মাসদার اَلرَّهْبُ মূলবর্ণ (ر - ه - ب) জিনস صحيح অর্থ– তারা ভয় করে।

شِئْتَ : সীগাহ واحد مذكر حاضر বহছ اثبات فعل ماضى معروف বাব فَتَحَ মাসদার اَلْمَشِيْئَةُ মূলবর্ণ (ش - ى - ء) জিনস মুরাক্কাব مهموز لام ও اجوف يائى অর্থ– তুমি ইচ্ছা করেছ।

https://e-ilm.weebly.com/

وَاكْتُبْ لَنَا فِيْ هٰذِهِ الدُّنْيَا حَسَنَةً وَّفِي الْاٰخِرَةِ اِنَّا هُدْنَآ اِلَيْكَ ۚ قَالَ عَذَابِيْٓ اُصِيْبُ بِهٖ مَنْ اَشَآءُ ۚ وَرَحْمَتِيْ وَسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ ۚ فَسَاَكْتُبُهَا لِلَّذِيْنَ يَتَّقُوْنَ وَيُؤْتُوْنَ الزَّكٰوةَ وَالَّذِيْنَ هُمْ بِاٰيٰتِنَا يُؤْمِنُوْنَ (١٥٦)

অনুবাদ : (১৫৬) আর আমাদের নামে কল্যাণ লিখে দিন ইহলোকেও এবং পরলোকেও, আমরা আপনার দিকেই প্রত্যাবর্তন করছি। আল্লাহ বললেন, আমি স্বীয় আজাব তো তাকেই প্রদান করি যাকে ইচ্ছা করি, আর আমার অনুগ্রহ সকল বস্তুকে পরিবেষ্টন করে আছে, অতএব, সেই অনুগ্রহ তো তাদের জন্য অবশ্যই লিখব যারা আল্লাহ তা'আলাকে ভয় করে এবং জাকাত প্রদান করে এবং যারা আমার আয়াতসমূহের প্রতি ঈমান আনয়ন করে।

اَلَّذِيْنَ يَتَّبِعُوْنَ الرَّسُوْلَ النَّبِيَّ الْاُمِّيَّ الَّذِيْ يَجِدُوْنَهٗ مَكْتُوْبًا عِنْدَهُمْ فِي التَّوْرٰىةِ وَالْاِنْجِيْلِ يَاْمُرُهُمْ بِالْمَعْرُوْفِ وَيَنْهٰىهُمْ عَنِ الْمُنْكَرِ وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبٰتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبٰٓئِثَ وَيَضَعُ عَنْهُمْ اِصْرَهُمْ وَالْاَغْلٰلَ الَّتِيْ كَانَتْ عَلَيْهِمْ ۚ فَالَّذِيْنَ اٰمَنُوْا بِهٖ وَعَزَّرُوْهُ وَنَصَرُوْهُ وَاتَّبَعُوا النُّوْرَ الَّذِيْٓ اُنْزِلَ مَعَهٗٓ ۙ اُولٰٓئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُوْنَ (١٥٧)

(১৫৭) যারা অনুসরণ করে এমন রাসূলের যিনি নবীয়ে-উম্মী, যাঁকে তারা লিখিত পায় নিজেদের নিকটে তাওরাত ও ইঞ্জীলে, তিনি তাদেরকে সৎকাজের আদেশ করেন এবং মন্দকাজ হতে নিষেধ করেন, আর পবিত্র বস্তুগুলোকে তাদের জন্য হালাল বলেন এবং অপবিত্র বস্তুগুলোকে তাদের উপর হারাম করে দেন এবং তাদের উপর যে গুরুভার ও বেড়ী ছিল তা তাদের হতে বিদূরিত করেন, অতএব, যারা এই নবীর প্রতি ঈমান আনয়ন করে এবং তাঁর সহযোগিতা ও তাঁর সাহায্য করে এবং সেই নূর [কুরআন] -এর অনুসরণ করে যা প্রেরিত হয়েছে তাঁর সাথে, এরূপ লোকেই পূর্ণ সফলকাম।

শাব্দিক অনুবাদ

(১৫৬) وَاكْتُبْ لَنَا আর আমাদের নামে লিখে দিন فِيْ هٰذِهِ الدُّنْيَا ইহলোকেও حَسَنَةً কল্যাণ وَّفِي الْاٰخِرَةِ এবং পরলোকেও اِنَّا هُدْنَآ اِلَيْكَ আমরা আপনার দিকেই প্রত্যাবর্তন করছি قَالَ আল্লাহ বললেন عَذَابِيْٓ اُصِيْبُ بِهٖ مَنْ اَشَآءُ আমি স্বীয় আজাব তো তাকেই প্রদান করি যাকে ইচ্ছা করি وَرَحْمَتِيْ وَسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ আর আমার অনুগ্রহ সকল বস্তুকে পরিবেষ্টন করে আছে فَسَاَكْتُبُهَا অতএব, সেই অনুগ্রহ তো তাদের জন্য অবশ্যই লিখব لِلَّذِيْنَ يَتَّقُوْنَ যারা আল্লাহ তা'আলাকে ভয় করে وَيُؤْتُوْنَ الزَّكٰوةَ এবং জাকাত প্রদান করে وَالَّذِيْنَ هُمْ بِاٰيٰتِنَا يُؤْمِنُوْنَ এবং যারা আমার আয়াতসমূহের প্রতি ঈমান আনয়ন করে

(১৫৭) اَلَّذِيْنَ يَتَّبِعُوْنَ যারা অনুসরণ করে الرَّسُوْلَ النَّبِيَّ الْاُمِّيَّ এমন রাসূলের যিনি নবীয়ে-উম্মী الَّذِيْ يَجِدُوْنَهٗ مَكْتُوْبًا যাকে তারা লিখিত পায় عِنْدَهُمْ নিজেদের নিকটে فِي التَّوْرٰىةِ وَالْاِنْجِيْلِ তাওরাত ও ইঞ্জীলে يَاْمُرُهُمْ بِالْمَعْرُوْفِ তিনি তাদেরকে সৎকাজের আদেশ করেন وَيَنْهٰىهُمْ عَنِ الْمُنْكَرِ এবং মন্দকাজ হতে নিষেধ করেন وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبٰتِ আর পবিত্র বস্তুগুলোকে তাদের জন্য হালাল বলেন وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبٰٓئِثَ এবং অপবিত্র বস্তুগুলোকে তাদের উপর হারাম করে দেন وَيَضَعُ عَنْهُمْ এবং তাদের হতে বিদূরিত করেন اِصْرَهُمْ وَالْاَغْلٰلَ الَّتِيْ كَانَتْ عَلَيْهِمْ তাদের উপর যে গুরুভার ও বেড়ি ছিল তা فَالَّذِيْنَ اٰمَنُوْا بِهٖ অতএব, যারা এই নবীর প্রতি ঈমান আনয়ন করে وَعَزَّرُوْهُ وَنَصَرُوْهُ এবং তাঁর সহযোগিতা ও তাঁর সাহায্য করে وَاتَّبَعُوا النُّوْرَ, এবং সেই নূর [কুরআন] -এর অনুসরণ করে الَّذِيْٓ اُنْزِلَ مَعَهٗٓ যা প্রেরিত হয়েছে তাঁর সাথে اُولٰٓئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُوْنَ এরূপ লোকই পূর্ণ সফলকাম।

https://e-ilm.weebly.com/

قُلْ يَاَيُّهَا النَّاسُ اِنِّيْ رَسُوْلُ اللّٰهِ اِلَيْكُمْ جَمِيْعَا ۨالَّذِيْ لَهٗ مُلْكُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ ۚ لَاۤ اِلٰهَ اِلَّا هُوَ يُحْيٖ وَيُمِيْتُ ۖ فَاٰمِنُوْا بِاللّٰهِ وَرَسُوْلِهِ النَّبِيِّ الْاُمِّيِّ الَّذِيْ يُؤْمِنُ بِاللّٰهِ وَكَلِمٰتِهٖ وَاتَّبِعُوْهُ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُوْنَ (١٥٨)

অনুবাদ : (১৫৮) আপনি বলে দিন, হে মানবসকল! আমি তোমাদের সকলের প্রতি সেই আল্লাহ কর্তৃক প্রেরিত [রাসূল] যাঁর পূর্ণ আধিপত্য রয়েছে আসমানসমূহে এবং জমিনে, তিনি ভিন্ন কেউই ইবাদতের যোগ্য নয়, তিনিই জীবন দান করেন এবং তিনিই মৃত্যু ঘটান। অতএব তোমরা আল্লাহর প্রতি ঈমান আন এবং তাঁর প্রেরিত নবীয়ে-উম্মীর প্রতি [-ও] যিনি [স্বয়ং] আল্লাহ তা'আলার প্রতি এবং তাঁর নির্দেশনাবলির প্রতি ঈমান রাখেন এবং তাঁর অনুসরণ কর, যেন তোমরা [সৎ] পথ প্রাপ্ত হও।

وَمِنْ قَوْمِ مُوْسٰۤى اُمَّةٌ يَّهْدُوْنَ بِالْحَقِّ وَبِهٖ يَعْدِلُوْنَ (١٥٩)

(১৫৯) আর মূসার সম্প্রদায়ের মধ্যে একদল এমনও রয়েছে, যারা সত্যের অনুরূপ হেদায়েত করে এবং তারই অনুরূপ বিচারও করে।

শাব্দিক অনুবাদ

(১৫৮) قُلْ আপনি বলে দিন يَاَيُّهَا النَّاسُ হে মানব সকল! اِنِّيْ رَسُوْلُ اللّٰهِ اِلَيْكُمْ جَمِيْعَا আমি তোমাদের সকলের প্রতি সেই আল্লাহ কর্তৃক প্রেরিত [রাসূল] الَّذِيْ لَهٗ مُلْكُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ যাঁর পূর্ণ আধিপত্য রয়েছে আসমানসমূহে এবং জমিনে لَاۤ اِلٰهَ اِلَّا هُوَ তিনি ভিন্ন কেউই ইবাদতের যোগ্য নয় يُحْيٖ وَيُمِيْتُ তিনিই জীবন দান করেন এবং তিনিই মৃত্যু ঘটান فَاٰمِنُوْا بِاللّٰهِ অতএব তোমরা আল্লাহর প্রতি ঈমান আন وَرَسُوْلِهِ النَّبِيِّ الْاُمِّيِّ এবং তাঁর প্রেরিত নবীয়ে-উম্মীর প্রতি [-ও] الَّذِيْ يُؤْمِنُ بِاللّٰهِ وَكَلِمٰتِهٖ যিনি [স্বয়ং] আল্লাহ তা'আলার প্রতি এবং তাঁর নির্দেশনাবলির প্রতি ঈমান রাখেন وَاتَّبِعُوْهُ এবং তাঁর অনুসরণ কর لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُوْنَ যেন তোমরা [সৎ] পথ প্রাপ্ত হও।

(১৫৯) وَمِنْ قَوْمِ مُوْسٰۤى اُمَّةٌ আর মূসার সম্প্রদায়ের মধ্যে একদল এমনও রয়েছে يَّهْدُوْنَ بِالْحَقِّ যারা সত্যের অনুরূপ হেদায়েত করে وَبِهٖ يَعْدِلُوْنَ এবং তাঁরই অনুরূপ বিচারও করে।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

(১৫৬) قوله وَرَحْمَتِيْ وَسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ الخ **আয়াতের শানে নুযূল :** আবুশ শায়খ আল্লামা সুদ্দীর বরাত দিয়ে বলেন যে, তিনি বলেছেন وَرَحْمَتِيْ وَسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ (আমার রহমত সকল বস্তুকে পরিবেষ্টন করে রেখেছে) আয়াতাংশ যখন নাজিল হয়, তখন শয়তান বলল, আমিও তো একটি বস্তু। সুতরাং আমিও আল্লাহর রহমতের পরিবেষ্টনীতে রয়েছি। তখন শয়তানের সে প্রত্যাশার পরিপ্রেক্ষিতে আল্লাহ তা'আলা আলোচ্য আয়াত রহিত করে তার পরবর্তী অংশ فَسَاَكْتُبُهَا لِلَّذِيْنَ يَتَّقُوْنَ وَيُؤْتُوْنَ الزَّكٰوةَ وَالَّذِيْنَ هُمْ بِاٰيٰتِنَا يُؤْمِنُوْنَ নাজিল করেন। –[ফাতহুল কাদীর : ২৫৩/২]

(১৫৯) قوله وَمِنْ قَوْمِ مُوْسٰۤى اُمَّةٌ يَّهْدُوْنَ بِالْحَقِّ وَبِهٖ يَعْدِلُوْنَ الاية **: আয়াতের শানে নুযূল :** প্রখ্যাত মুফাসসির ইবনে জারীর, ইবনে কাছীর প্রমুখ এ প্রসঙ্গে এক কাহিনী উদ্ধৃত করেছেন যে, এ জামাত দ্বারা সে দলই উদ্দেশ্য যারা বনী ইসরাঈলের গোমরাহি, অসৎকর্ম, নারী, হত্যা প্রভৃতি কার্যকলাপে অতিষ্ঠ হয়ে তাদের থেকে সরে পড়েছিল। বনী ইসরাঈলদের বারটি গোত্রের মধ্যে একটি গোত্র ছিল যারা নিজেদের জাতির কার্যকলাপে অতিষ্ঠ হয়ে প্রার্থনা করেছিল যে, হে আল্লাহ! আমাদেরকে তাদের থেকে সরিয়ে কোনো দূর দেশে পুনর্বাসিত করে দিন। যাতে আমরা আমাদের দীনের উপর দৃঢ়তার সাথে আমল করতে পারি। আল্লাহ তাঁর পরিপূর্ণ কুদরতের দ্বারা তাদেরকে দূর প্রাচ্যের কোনো ভূখণ্ডে পৌঁছে দেন। সেখানে তারা

https://e-ilm.weebly.com/

নির্ভেজাল ইবাদতে আত্মনিয়োগ করে। রাসূলে কারীম ﷺ-এর আবির্ভাবের পরেও আল্লাহর মহিমায় তাদের মুসলমান হওয়ার এই ব্যবস্থা হয় যে, মিরাজের রাত্রে হযরত জিবরাঈল (আ.) রাসূল ﷺ-কে সেদিকে নিয়ে যান তখন তারা মহানবী ﷺ-এর উপর ঈমান আনে। রাসূল ﷺ তাদেরকে জিজ্ঞাসা করলেন, তোমাদের কি মাপের কোনো ব্যবস্থা আছে? তোমাদের জীবিকার ব্যবস্থা কি? তারা উত্তরে দিল যে, আমরা জমিতে শস্য বপন করি। যখন তা উপযুক্ত হয় তখন সেগুলোকে কেটে সেখানেই স্তূপীকৃত করে দেই। সে স্তূপ থেকে সবাই নিজ নিজ প্রয়োজন মতো নিয়ে আসে। সুতরাং আমাদের মাপের কোনো প্রয়োজন পড়ে না।

রাসূল ﷺ জিজ্ঞাসা করলেন, তোমাদের মধ্যে কি কেউ মিথ্যা বলে? তারা বলল, না। কারণ কেউ যদি তা করে তাহলে সাথে সাথে একটি আগুন এসে তাকে পুড়িয়ে দেয়। রাসূল ﷺ জিজ্ঞাসা করলেন, তোমাদের সবার ঘরবাড়িগুলো একই রকম কেন? তারা বলল যাতে কেউ কারও উপর প্রাধান্য প্রকাশ করতে না পারে। অতঃপর রাসূল ﷺ জিজ্ঞেস করলেন, তোমরা তোমাদের বাড়িগুলোর সামনে এসব কবর কেন বানিয়ে রেখেছ? তারা বলল, যাতে আমাদের সামনে সর্বক্ষণ মৃত্যু উপস্থিত থাকে। অতঃপর যখন রাসূল ﷺ মিরাজ থেকে মক্কায় ফিরে আসলেন তখন উক্ত আয়াতটি নাজিল হয়। তাফসীরে কুরতুবী এ রেওয়ায়েতটিকে মৌলিক সাব্যস্ত করে অন্যান্য সম্ভাব্যর কথাও লিখেছেন। ইবনে কাছীর একে বিস্ময়কর কাহিনী বলেছেন। কিন্তু একে খণ্ডন করেননি। অবশ্য কুরতুবী এ রেওয়ায়েতটি উদ্ধৃত করে বলেছেন যে, সম্ভবত এ রেওয়ায়েতটি বিশুদ্ধ নয়। –[সূত্র তাফসীরে মা'আরিফুল কুরআন-৪৯২]

অন্য রেওয়ায়েতে আছে যে, উক্ত আয়াতটি আব্দুল্লাহ ইবনে সালাম ও তার সঙ্গীদের সম্পর্কে নাজিল হয়েছে যারা প্রথমে ইহুদি ছিল পরবর্তীতে মুসলমান হয়ে যায়।

খাতামুন্নাবিয়্যীন মুহাম্মদ মোস্তফা ﷺ ও তাঁর উম্মতের গুণ বৈশিষ্ট্য : পূর্ববর্তী আয়াতে হযরত মূসা (আ.)-এর দোয়ার প্রতিউত্তরে বলা হয়েছিল যে, সাধারণত আল্লাহর রহমত তো সমস্ত মানুষ ও বিষয় সামগ্রীতে ব্যাপক, আপনার বর্তমান উম্মতও তা থেকে বঞ্চিত নয়, কিন্তু পরিপূর্ণ নিয়ামত ও রহমতের অধিকারী হলো তারাই যারা ঈমান, তাকওয়া পরহেজগারি ও জাকাত দান প্রভৃতি বিশেষ শর্তসমূহ পূরণ করেন।

এ আয়াতে তাদেরই সন্ধান দেওয়া হয়েছে যে, উল্লিখিত শর্তসতমূহের যথার্থ পূরণকারী কারা হতে পারে। বলা হয়েছে, এরা হচ্ছে সেসব লোক যারা উম্মী নবী হযরত মুহাম্মদ মুস্তফা ﷺ-এর যথাযথ অনুসরণ করবে। এ প্রসঙ্গে মহানবী ﷺ-এর কয়েকটি বিশেষ বৈশিষ্ট্য ও নিদর্শনের কথা উল্লেখ করে তাঁর প্রতি শুধু ঈমান আনা বা বিশ্বাস স্থাপনই নয়; বরং সেই সাথে তাঁর অনুসরণ ও আনুগত্যেরও নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। এতে প্রতীয়মাণ হয় যে, পরকালীন কল্যাণ লাভের জন্য ঈমানের সঙ্গে সঙ্গে শরিয়ত ও সুন্নাহর আনুগত্য অনুসরণও একান্ত আবশ্যক।

اَلرَّسُوْلَ النَّبِيَّ الْاُمِّيَّ এখানে মহানবী ﷺ-এর দুটি পদবী 'রাসূল' ও 'নবী' -এর সাথে সাথে তৃতীয় একটি বৈশিষ্ট্য 'উম্মী' - এরও উল্লেখ করা হয়েছে। اُمِّيٌّ (উম্মী) শব্দের অর্থ হলো– নিরক্ষর। যে লেখাপড়া কোনোটাই জানে না। সাধারণ আরবদেরকে সে কারণেই কুরআনে اُمِّيِّيْن (উম্মিয়ীন) বা নিরক্ষর জাতি বলে অভিহিত করেছে যে, তাদের মধ্যে লেখাপড়ার প্রচলন খুবই কম ছিল। তবে উম্মী বা নিরক্ষর হওয়াটা কোনো মানুষের জন্য প্রসংশনীয় গুণ নয়; বরং ত্রুটি হিসেবেই গণ্য। কিন্তু রাসূলে কারীম ﷺ-এর জ্ঞান-গরীমা, তত্ত্ব ও তথ্য অবগতি এবং আন্যান্য গুণ বৈশিষ্ট্য ও পরাকাষ্ঠা সত্ত্বেও উম্মী হওয়া তাঁর পক্ষে বিরাট গুণ ও পরিপূর্ণতায় পরিণত হয়েছে। কারণ শিক্ষাগত, কার্যগত ও নৈতিক পরাকাষ্ঠা যদি কোনো লেখাপড়া জানা মানুষের দ্বারা প্রকাশ পায়, তাহলে তা হয়ে থাকে তার সে লেখাপড়ারই ফলশ্রুতি, কিন্তু কোনো একান্ত নিরক্ষর ব্যক্তির দ্বারা এমন অসাধারণ, অভূতপূর্ব ও অনন্য তত্ত্ব, তথ্য ও সূক্ষ্ম বিষয় প্রকাশ পেলে, তা তাঁর প্রকৃষ্ট মু'জিযা ছাড়া আর কি হতে পারে– যা কোনো প্রথম শ্রেণির বিদ্বেষীও অস্বীকার করতে পারে না। বিশেষ করে মহানবী ﷺ-এর জীবনের প্রথম চল্লিশটি বছর মক্কা নগরীতে সবার সামনে এমনভাবে অতিবাহিত হয়েছে, যাতে তিনি কারও কাছে এক অক্ষর পড়েনওনি লেখেনওনি। ঠিক চল্লিশ বছর বয়সকালে সহসা তাঁর পবিত্র মুখ থেকে এমন বাণীর ঝর্ণাধারা প্রবাহিত হলো, যার একটি ক্ষুদ্র থেকে ক্ষুদ্রতর অংশের মতো একটি সূরা রচনায় সমগ্র বিশ্ব অপারগ হয়ে পড়ল। কাজেই এমতাবস্থায় তাঁর উম্মী বা নিরক্ষর হওয়া, আল্লাহ কর্তৃক মনোনীত রাসূল হওয়ার এবং কুরআন মাজীদ আল্লাহর কালাম হওয়ারই সবচেয়ে বড় প্রমাণ। অতএব উম্মী হওয়া যদিও অন্যদের জন্য কোনো প্রশংসনীয় গুণ নয়, কিন্তু রাসূলে কারীম

https://e-ilm.weebly.com/

ﷺ-এর জন্য একটি প্রশংসনীয় ও মহান গুণ ও পরাকাষ্ঠা ছাড়া আর কিছুই নয়। কোনো মানুষের জন্য যেমন অহংকারী শব্দটি কোনো প্রসংশা বাচক গুণ নয় বরং ত্রুটি বলে গণ্য হয়, কিন্তু মহান আল্লাহ রাব্বুল আলামীনের জন্য এটি বিশেষভাবেই প্রশংসাবাচক সিফত।

আলোচ্য আয়াতে মহানবী ﷺ-এর চতুর্থ বৈশিষ্ট্য এই বর্ণনা করা হয়েছে যে, তারা (অর্থাৎ ইহুদি নাসারারা) আপনার সম্পর্কে তাওরাতে ও ইঞ্জীলে লেখা দেখবে। এখানে লক্ষণীয় যে, কুরআন মাজীদ একথা বলেনি যে, 'আপনার গুণ বৈশিষ্ট্য ও অবস্থাসমূহ তাতে লেখা পাবে।' এতে ইঙ্গিত করা হয়েছে যে, তওরাত ও ইঞ্জীলে মহানবী ﷺ-এর অবস্থা ও গুণ বৈশিষ্ট্যসমূহ এমন স্পষ্ট ও বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে, যার প্রতি লক্ষ্য করা স্বয়ং রাসূল ﷺ-কে দেখারই শামিল। আর এখানে তাওরাত ও ইঞ্জীলের কথা বিশেষভাবে উল্লেখ করার কারণ এই যে. বনী ইসরাঈলরা এ দুটি গ্রন্থকেই স্বীকৃতি দিয়ে থাকত। তা না হলে মহানবী ﷺ-এর গুণ বৈশিষ্ট্যের আলোচনা 'যাবুর' গ্রন্থেও রয়েছে।

উল্লিখিত আয়াতের প্রকৃত লক্ষ্য হচ্ছেন হযরত মূসা (আ.)। এতে তাঁকে বলা হয়েছে, দুনিয়া ও আখেরাতের পরিপূর্ণ কল্যাণ আপনার উম্মতের মধ্যে তারাই পেতে পারবে, যারা উম্মী নবী ও খাতামুল আম্বিয়া আলাইহিস সালাতু ওয়াস সালামের অনুসরণ করবে। এ বিষয়গুলো তারা তওরাত ও ইঞ্জীলে লেখা দেখতে পাবে।

তাওরাত ও ইঞ্জীলে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর গুণবৈশিষ্ট্য ও নিদর্শন : বর্তমান কালের তাওরাত ও ইঞ্জীল অসংখ্য রদবদল ও বিকৃতি সাধনের ফলে বিশ্বাসযোগ্য থাকেনি। কিন্তু তা সত্ত্বেও এখন পর্যন্ত তাদের এমন সব বাক্যও বর্ণনা রয়েছে, যাতে মহানবী হযরত মুহাম্মদ মুস্তফা ﷺ-এর সন্ধান পাওয়া যায়। আর এ বিষয়টি অত্যন্ত স্পষ্ট যে, কুরআন মাজীদ যখন ঘোষণা করেছে যে, শেষ নবীর গুণবৈশিষ্ট্য ও নিদর্শনসমূহ তাওরাত ও ইঞ্জীলে রয়েছে, তখন একথাটি যদি বাস্তবতার বিরোধী হতো, তাবে সে যুগের ইহুদি ও নাসারাদের হাতে ইসলামের বিরুদ্ধে এমন এক বিরাট হাতিয়ার উপস্থিত হতো যার মাধ্যমে (সহজেই) কুরআনকে মিথ্যা সাব্যস্ত করতে পারত যে, না তাওরাত ও ইঞ্জীলের কোথাও নবীয়ে উম্মী ﷺ সম্পর্কে আলোচনা নেই। কিন্তু তখনকার ইহুদি বা নাসারারা কুরআনের এ ঘোষণার বিরুদ্ধে কোনো পাল্টা ঘোষণা করেনি। এটাই একটা বিরাট প্রমাণ যে, তখনকার তাওরাত ও ইঞ্জীলে রাসূলে করীম ﷺ-এর গুণ-বৈশিষ্ট্য ও নিদর্শনাদি সম্পর্কে বিশদ আলোচনা বিদ্যমান ছিল, ফলে তারাও ছিল সম্পূর্ণ নীরব নিশ্চুপ।

খাতামুন্নাবিয়্যীন (সমস্ত নবীর শেষ নবী ﷺ-এর যেসব গুণ-বৈশিষ্ট্য তাওরাত ও ইঞ্জীলে লিপিবদ্ধ ছিল সেগুলোর কিছু আলোচনা তাওরাত ও ইঞ্জীলের উদ্ধৃতি সাপেক্ষে কুরআন মাজীদেও করা হয়েছে। আর কিছু সে সমস্ত মনীষীবৃন্দের উদ্ধৃতিতে হাদীসে উল্লেখ করা হয়েছে, যাঁরা তওরাত ও ইঞ্জীলের আসল সংকলন স্বচক্ষে দেখেছেন এবং তাতে রাসূলে কারীম ﷺ-এর আলোচনা নিজে পড়েই মুসলমান হয়েছেন।

হযরত বায়হাকী (র.) 'দালায়েলুন্নবুয়্যাত' গ্রন্থে উদ্ধৃত করেছেন যে, কোনো এক ইহুদি বালক নবী করীম ﷺ -এর খেদমত করত। হঠাৎ সে একবার অসুস্থ হয়ে পড়লে রাসূল ﷺ তার অবস্থা জানার জন্য তশরিফ নিয়ে গেলেন। তিনি দেখলেন তার পিতা তার মাথার কাছে দাঁড়িয়ে তাওরাত তেলাওয়াত করছে। রাসূল ﷺ বললেন, হে ইহুদি! আমি তোমাকে কসম দিচ্ছি সে মহান সত্তার যিনি হযরত মূসা (আ.) -এর উপর তাওরাত নাজিল করেছেন, তুমি কি তাওরাতে আমার অবস্থা ও গুণ-বৈশিষ্ট্য এবং আবির্ভাব সম্পর্কে কোনো বর্ণনা পেয়েছ? সে অস্বীকার করল। তখন তার ছেলে বলল, ইয়া রাসূলাল্লাহ! তিনি (অর্থাৎ এই ছেলের পিতা) ভুল বলছেন। তাওরাতে আমরা আপনার আলোচনা এবং আপনার গুণ-বৈশিষ্ট্য দেখতে পাই। আর আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, আল্লাহ ছাড়া অন্য কোনো উপাস্য নেই এবং আপনি তাঁর প্রেরিত রাসূল। অতঃপর রাসূলে কারীম ﷺ সাহাবায়ে কেরাম (রা.)-কে নির্দেশ দিলেন যে, এখন এ বালক মুসলমান। তার মৃত্যুর পর তার কাফন-দাফন মুসলমানরা করবে। তার পিতার হাতে দেওয়া হবে না। –[মাযহারী]

হযরত আলী মুর্তাযা (রা.) হতে বর্ণিত আছে, রাসূলে কারীম ﷺ-এর নিকট জনৈক ইহুদির কিছু ঋণ প্রাপ্য ছিল। সে এসে তার ঋণ চাইল। রাসূল ﷺ বললেন, এ মুহূর্তে আমার কাছে কিছুই নেই; আমাকে কিছু সময় দাও। ইহুদি কঠোরভাবে তাগাদা করে বলল, আমি আপনাকে ঋণ প্ররিশোধ না করা পর্যন্ত কিছুতেই ছাড়ব না। রাসূল ﷺ বললেন, তোমার সে অধিকার রয়েছে আমি তোমার কাছে বসে পড়ব। তারপর রাসূল ﷺ সেখানেই বসে পড়লেন এবং জোহর, আসর, মাগরিব ও ইশার নামাজ সেখানেই আদায় করলেন। এমনকি পরের দিন ফজরের নামাজও সেখানেই পড়লেন।

https://e-ilm.weebly.com/

বিষয়টি দেখে সাহাবায়ে কেরাম (রা.) অত্যন্ত মর্মাহত হলেন এবং ক্রমাগত রাগান্বিত হচ্ছিলেন; আর ইহুদিকে আস্তে আস্তে ধমকাচ্ছিলেন যাতে সে রাসূল ﷺ কে ছেড়ে দেয়। রাসূল ﷺ বিষয়টি বুঝতে পেরে সাহাবীগণকে বললেন, একি করছ? তখন তাঁরা নিবেদন করলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! এটা আমরা কেমন করে সহ্য করব যে, একজন ইহুদি আপনাকে বন্দি করে রাখবে? রাসূল ﷺ বললেন, 'আমার পরওয়ারদেগার কোনো চুক্তিবদ্ধ ব্যক্তির প্রতি জুলুম করতে আমাকে বারণ করেছেন।' ইহুদি এসব ঘটনাই লক্ষ্য করছিল। ভোর হওয়ার সাথে সাথে ইহুদি বলল– أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلٰهَ إِلَّا اللّٰهُ وَأَشْهَدُ أَنَّكَ رَسُوْلُ اللّٰهِ অর্থাৎ (আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি, নিশ্চয়ই আল্লাহ ছাড়া কোনো উপাস্য নেই এবং আরো সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, নিঃসন্দেহে আপনি আল্লাহর রাসূল।) এভাবে ইসলাম গ্রহণ করে সে বলল, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমি আমার অর্ধেক সম্পদ আল্লাহর রাস্তায় দিয়ে দিলাম। আর আমি আল্লাহর কসম করে বলছি, এতক্ষণ আমি যা কিছু করেছি তার উদ্দেশ্য ছিল শুধু পরীক্ষা করা যে, তাওরাতে আপনার যেসব গুণ বৈশিষ্ট্যের কথা বলা হয়েছে তা আপনার মধ্যে যথার্থই বিদ্যমান কি না। আমি আপনার সম্পর্কে তাওরাতে এ কথাগুলো পড়েছি। "মুহাম্মদ ইবনে আব্দুল্লাহ, তাঁর জন্ম হবে মক্কায়, তিনি হিজরত করবেন 'তাইবা'র দিকে; আর তাঁর দেশ হবে সিরিয়া। তিনি কঠোর মেজাজের হবেন না, কঠোর ভাষায় তিনি কথাও বলবেন না, হাটে বাজারে তিনি হট্টগোলও করবেন না। অশ্লীলতা ও নির্লজ্জতা থেকে তিনি দূরে থাকবেন।"

পরীক্ষা করে আমি এখন এসব বিষয় সঠিক পেয়েছি। কাজেই সাক্ষ্য দিচ্ছি, আল্লাহ ছাড়া কোনো উপাস্যই নেই; আর আপনি হলেন আল্লাহর রাসূল। আর এই হলো আমার অর্ধেক সম্পদ। আপনি যেভাবে খুশি খরচ করতে পারেন। সে ইহুদি বহু ধনসম্পত্তির মালিক ছিল। তার অর্ধেক সম্পদও ছিল এক বিরাট সম্পদ। –[বায়হাকী কৃত 'দালায়েলুন্নবুয়ত' গ্রন্থের বরাত দিয়ে তাফসীরে মাযহারীতে ' ঘটনাটি উদ্ধৃত করা হয়েছে]

ইমাম বগভী (র.) নিজ সনদে কা'আবে আহবার (রা.) থেকে উদ্ধৃত করেন যে, তিনি বলেছেন, তাওরাতে রাসূলে কারীম ﷺ সম্পর্কে লেখা রয়েছে। "মুহাম্মদ আল্লাহর রাসূল ও নির্বাচিত বান্দা। তিনি না কঠোর মেজাজের লোক, না বাজে বক্তা। নাইবা তিনি হাটে-বাজারে হট্টগোল করার লোক। তিনি মন্দের প্রতিশোধ মন্দের দ্বারা গ্রহণ করেন না; বরং ক্ষমা করে দেন এবং ছেড়ে দেন। তাঁর জন্ম হবে মক্কায় আর হিজরত হবে তাইবায়। তাঁর দেশ হবে শাম (সিরিয়া)। আর তাঁর উম্মত হবে 'হাম্মাদীন'। অর্থাৎ আনন্দ বেদনা উভয় অবস্থাতেই আল্লাহ তা'আলার প্রশংসা ও কৃতজ্ঞতা প্রকাশকারী। তারা যে, কোনো উর্ধ্বারোহণকালে তাকবীর বলবে। তারা সূর্যের ছায়ার প্রতি লক্ষ্য রাখবে, যাতে সময় নির্ণয় করে যথাসময়ে নামাজ পড়তে পারে। তিনি তাঁর শরীরের নিম্নাংশে 'তহবন্দ' (লুঙ্গি) পরবেন এবং হস্ত-পদাদি অজুর মাধ্যমে পবিত্র পরিচ্ছন্ন রাখবেন। তাঁদের আজানদাতা আকাশে সুউচ্চ স্বরে আহ্বান করবেন। জিহাদের ময়দানে তাদের সারিগুলো এমন হবে, যেমন নামাজে হয়ে থাকে। রাতের বেলায় তাদের তেলাওয়াত ও জিকিরের শব্দ এমনভাবে উঠতে থাকবে, যেন মধুমক্ষিকার শব্দ।" –[মাযহারী]

ইবনে সা'আদ ও ইবনে আসাকির (র.) হযরত সাহাল মওলা খাইসামা (রা.) থেকে সনদ সহকারে উদ্ধৃত করেছেন যে, হযরত সাহাল বলেন, আমি নিজে ইঞ্জীলে মুহাম্মদ মুস্তফা ﷺ-এর গুণ বৈশিষ্ট্যসমূহ পড়েছি যে, "তিনি খুব বেঁটেও হবেন না, আবার খুব লম্বাও হবেন না। উজ্জ্বল বর্ণ ও দুটি কেশ গুচ্ছাধারী হবেন। তাঁর দু-কাঁধের মধ্যস্থলে নবুয়তের মোহর থাকবে। তিনি সদকা গ্রহণ করবেন না। গাধা ও উটের উপর সওয়ারি করবেন। ছাগলের দুধ নিজে দোহন করে নিবেন। তালি লাগানো জামা পরবেন। আর যারা এমন করে তারা অহংকারমুক্ত হয়ে থাকেন। তিনি হযরত ইসমাঈল (আ.)-এর বংশধর হবেন তার নাম হবে আহমদ।"

আর ইবনে সা'আদ দারেমী ও বায়হাকী যথাক্রমে তাবাকাত, মুসনাদ ও দালায়েলে নবুয়ত গ্রন্থে হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে সালাম (রা.) থেকে উদ্ধৃত করেছেন, যিনি ছিলেন ইহুদিদের সবচেয়ে বড় আলেম এবং তাওরাতের সর্বপ্রধান বিশেষজ্ঞ। তিনি বলেছেন যে, তাওরাতে রাসূলুল্লাহ ﷺ সম্পর্কে উল্লেখ রয়েছে : "হে নবী! আমি আপনাকে সমস্ত উম্মতের জন্য সাক্ষী, সৎকর্মশীলদের জন্য সুসংবাদদাতা, অসৎকর্মীদের জন্য ভীতি প্রদর্শনকারী এবং উম্মিয়্যীন অর্থাৎ আরবদের জন্য রক্ষণাবেক্ষণকারী বানিয়ে পাঠিয়েছি। আপনি আমার বান্দা ও রাসূল। আমি আপনার নাম 'মুতাওয়াক্কিল' রেখেছি। আপনি কঠোর মেজাজও নন, দাঙ্গাবাজও নন। হাটে-বাজারে হট্টগোলকারীও নন। মন্দের প্রতিশোধ মন্দের দ্বারা গ্রহণ করেন না;

https://e-ilm.weebly.com/

বরং ক্ষমা করে দেন। আল্লাহ তা'আলা ততক্ষণ পর্যন্ত তাঁকে মৃত্যু দিবেন না; যতক্ষণ না তাঁর মাধ্যমে বাঁকা জাতিকে সোজা করে নেবেন। এমনকি যতক্ষণ না তারা لَآ اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ (আল্লাহ ছাড়া আর কোনো উপাস্য নেই) এর মন্ত্রে স্বীকৃত হয়ে যাবেন, যতক্ষণ না অন্ধ চোখ খুলে দিবেন, বধির কান যতক্ষণ না শোনার যোগ্য বানাবেন এবং বন্ধ হৃদয় যতক্ষণ না খুলে দেবেন।"

এমনি ধরনের একটি রেওয়ায়েত হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আমর ইবনে আস (রা.) থেকে বুখারী শরীফেও উদ্ধৃত করা হয়েছে।

আর প্রাচীন গ্রন্থ বিশারদ আলেম হযরত ওহাব ইবনে মুনাব্বিহ (রা.) থেকে ইমাম বায়হাকী তাঁর তাঁর দালায়েলে নবুয়ত গ্রন্থে উদ্ধৃত করেছেন যে, "আল্লাহ তা'আলা হযরত দাউদ (আ.)-এর প্রতি ওহী নাজিল করেন যে, হে দাউদ! আপনার পরে একজন নবী আসবেন, যাঁর নাম হবে 'আহমদ'। আমি তাঁর প্রতি কখনো অসন্তুষ্ট হবো না এবং তিনি কখনো আমার নাফরমানি করবেন না। আমি তাঁর গত আগত সমস্ত পাপ ক্ষমা করে দিয়েছি। তাঁর উম্মত হলো দয়াকৃত উম্মত (উম্মতে মরহুমাহ)। আমি তাদেরকে সে সমস্ত নফল বিষয় দান করছি, যা পূর্ববর্তী নবীগণকে দিয়েছিলাম এবং তাদের উপর সেসব ফরজ আরোপ করেছি, যা পূর্ববর্তী নবীগণের প্রতি অপরিহার্য করেছিলাম। এমনকি তারা হাশরের দিন আমার সামনে এমন অবস্থায় উপস্থিত হবে যে, তাদের নূর আম্বিয়া (আ.)-এর নূরের মতো হবে। হে দাউদ! আমি মুহাম্মদ ﷺ ও তাঁর উম্মতকে সমস্ত উম্মত অপেক্ষা শ্রেষ্ঠত্ব দান করেছি। আমি তাদেরকে বিশেষভাবে ছয়টি বিষয় দিয়েছি যা অন্য কোনো উম্মতকে দেইনি। ১. কোনো ভুল-ভ্রান্তির জন্য তাদের কোনো শাস্তি হবে না। ২. অনিচ্ছা সত্ত্বেও তাদের দ্বারা কোনো পাপ কাজ হয়ে গেলে যদি সে আমার নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করে, তাহলে আমি তাকে ক্ষমা করে দেব। ৩. যে মাল সে পবিত্র মনে আল্লাহর রাহে খরচ করবে, আমি দুনিয়াতেই তাকে তা থেকে বহুগুণ বেশি দিয়ে দেব। ৪. তাদের উপর কোনো বিপদ এসে উপস্থিত হলে যদি তারা اِنَّا لِلّٰهِ وَاِنَّآ اِلَيْهِ رٰجِعُوْنَ পড়ে, তবে আমি তাদের জন্য এ বিপদকে করুণা ও রহমত এবং জান্নাতের দিকে পথনির্দেশে পরিণত করে দেব। ৫-৬. তারা যে দোয়া করবে আমি তা কবুল করব, কখনও যা চেয়েছে তাই দান করে, আর কখনও এই দোয়াকেই তাদের আখেরাতের পাথেয় করে দিয়ে। –[রূহুল মা'আনী]

শত শত আয়াতের মধ্যে এ ক'টি রেওয়ায়েত তাওরাত, ইঞ্জীল ও যাবূর এর উদ্ধৃতিতে উল্লেখ করা হলো। সমগ্র রেওয়ায়েতসমূহ মুহাদ্দিসগণ বিভিন্ন গ্রন্থে উদ্ধৃত করেছেন।

তাওরাত ও ইঞ্জীলে বর্ণিত শেষনবী ﷺ ও তাঁর উম্মতের গুণ বৈশিষ্ট্য এবং নিদর্শনসমূহের বিশ্লেষণ ও ব্যাখ্যা সম্পর্কে বহু স্বতন্ত্র গ্রন্থ প্রণয়ন করা হয়েছে। বর্তমান জমানায় হযরত মাওলানা রহমতুল্লাহ কীরানভী মুহাজিরে মাক্কী (র.) তাঁর গ্রন্থ 'এযহারুল হক' -এ বিষয়টিকে অত্যন্ত বিস্তারিত ব্যাখ্যা ও গবেষণাসহ লিখেছেন। তাতে উল্লেখ করা হয়েছে যে, বর্তমান যুগের তাওরাত ও ইঞ্জীল যাতে সীমাহীন বিকৃতি সাধিত সাধিত হয়েছে, তাতেও মহানবী ﷺ -এর বহু গুণাগুণ বৈশিষ্ট্যের উল্লেখ রয়েছে বলে প্রমাণিত হয়েছে। এ গ্রন্থটির উর্দু অনুবাদ ইতঃমধ্যেই প্রকাশিত হয়েছে।

উপরে তাওরাতের উদ্ধৃতিতে রাসূলে কারীম ﷺ -এর যে সমস্ত গুণ বৈশিষ্ট্য বর্ণনা করা হয়েছিল তাতে একথাও ছিল যে, আল্লাহ রাব্বুল আলামীন তাঁর মাধ্যমে অন্ধ চোখে আলো এবং বধির কানে শ্রবণশক্তি দান করবেন; আর বন্ধ অন্তরাত্মাকে খুলে দেবেন। রাসূলে কারীম ﷺ -কে আল্লাহ তা'আলা اَمْرٌ بِالْمَعْرُوْفِ (সৎ কাজের নির্দেশ দান) এবং نَهْىٌ عَنِ الْمُنْكَرِ (অন্যায় কাজ থেকে বারণ করা) এর জন্য যে, অনন্য স্বাতন্ত্র্য দান করেছিলেন এ সমস্ত গুণাবলিও হয়তো তারই ফলশ্রুতি।

দ্বিতীয় গুণটি এই বলা হয়েছে যে, মহানবী ﷺ মানবজাতির জন্য পবিত্র ও পছন্দনীয় বস্তু সামগ্রী হালাল করবেন, আর পঙ্কিল বস্তু সামগ্রীকে হারাম করবেন। অর্থাৎ অনেক সাধারণ পছন্দনীয় বস্তু সামগ্রী যা শাস্তি স্বরূপ বনী ইসরাঈলদের জন্য হারাম করে দেওয়া হয়েছিল রাসূলে কারীম ﷺ সেগুলোর উপর থেকে বিধি নিষেধ প্রত্যাহার করে নিবেন। উদাহরণত পশুর চর্বি বা মেদ প্রভৃতি যা বনী ইসরাঈলদের জন্য অসদাচরণের শাস্তি হিসেবে হারাম করে দেওয়া হয়েছিল, মহানবী ﷺ সেগুলোকে হালাল সাব্যস্ত করেছেন। আর নোংরা ও পঙ্কিল বস্তু সামগ্রীর মধ্যে রক্ত, মৃত পশু, মদ ও সমস্ত হারাম জন্তু অন্তর্ভুক্ত এবং যাবতীয় হারাম উপায়ের আয় যথা, সুদ, ঘুষ, জুয়া প্রভৃতিও এর অন্তর্ভুক্ত। –[আসসিরাজুল মুনীর]

কোনো কোনো মনীষী মন্দ চরিত্র ও অভ্যাসকেও পঙ্কিলতার অন্তর্ভুক্ত করেছেন।

https://e-ilm.weebly.com/

তৃতীয় গুণ বর্ণনা প্রসঙ্গে বলা হয়েছে– وَيَضَعُ عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ وَالْأَغْلَالَ الَّتِي كَانَتْ عَلَيْهِمْ অর্থাৎ মহানবী ﷺ মানুষের উপর থেকে সেই বোঝা ও প্রতিবন্ধকতাও সরিয়ে দিবেন যা তাদের উপর চেপে ছিল।

اِصْر (ইসর) শব্দের অর্থ এমন ভারী বোঝা যা নিয়ে মানুষ চলাফেরা করতে অক্ষম। আর اَغْلَال (আগলাল) غُلٌّ -এর বহুবচন। 'গুল্লুন' সে হাতকড়াকে বলা হয় যা দ্বারা অপরাধীর হাত তার ঘাড়ের সাথে বেঁধে দেওয়া হয় এবং একেবারেই নিরূপায় হয়ে পড়ে।

اِصْر (ইসর) ও اَغْلَال (আগলাল) অর্থাৎ অসহনীয় চাপ ও আবদ্ধতা বলতে এ আয়াতে সে সমস্ত কঠিন ও সাধ্যাতীত কর্তব্যের বিধি বিধানকে বুঝানো হয়েছে যা প্রকৃতপক্ষে ধর্মের উদ্দেশ্য ছিল না। কিন্তু বনী ইসরাঈল সম্প্রদায়ের উপর একান্ত শাস্তি হিসেবে আরোপ করা হয়েছিল। যেমন, কাপড় নাপাক হয়ে গেলে পানিতে ধুয়ে ফেলা বনী ইসরাঈলদের জন্য যথেষ্ট ছিল না; বরং যে স্থানটিতে অপবিত্র বস্তু লেগেছে সেটুকু কেটে ফেলা ছিল তাদের জন্য অপরিহার্য। আর বিধর্মী কাফেরদের সাথে জিহাদ করে গনিমতের যে মাল পাওয়া যেত, তা বনী ইসরাঈলদের জন্য হালাল ছিল না; বরং আকাশ থেকে একটি আগুন নেমে এসে সেগুলোকে জ্বালিয়ে দিত। শনিবার দিন শিকার করাও তাদের জন্য বৈধ ছিল না। কোনো অঙ্গ দ্বারা কোনো পাপ কাজ সংঘটিত হয়ে গেলে সেই অঙ্গটি কেটে ফেলা ছিল অপরিহার্য ওয়াজিব। কারো হত্যা, তা ইচ্ছাকৃত হোক বা অনিচ্ছাকৃত, উভয় অবস্থাতেই হত্যাকরীকে হত্যা করা ছিল ওয়াজিব। খুনের ক্ষতিপূরণের কোনো বিধানই ছিল না।

এ সমস্ত কঠিন ও জটিল বিধানসমূহ যা বনী ইসরাঈলদের উপর আরোপিত ছিল, কুরআনে সেগুলোকে 'ইসর' ও 'আগলাল' বলা হয়েছে এবং সুসংবাদ দেওয়া হয়েছে যে, রাসূলে কারীম ﷺ এসব কঠিন বিধিবিধানের পরিবর্তন অর্থাৎ এগুলোকে রহিত করে তদস্থলে সহজ বিধি বিধান প্রবর্তন করবেন।

এক হাদীসে মহানবী ﷺ এ বিষয়টিই বলেছেন যে, আমি তোমাদেরকে একটি সহজ ও সার্বজনীন শরিয়তের উপর প্রতিষ্ঠিত করেছি। তাতে না আছে কোনো পরিশ্রম, না পথভ্রষ্টতার কোনো ভয় ভীতি।

অন্য এক হাদীসে ইরশাদ হয়েছে اَلدِّيْنُ يُسْرٌ অর্থাৎ ধর্ম সহজ। কুরআনে কারীমে বলা হয়েছে وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّيْنِ مِنْ حَرَجٍ অর্থাৎ আল্লাহ তা'আলা ধর্মের ব্যাপারে কোনো সংকীর্ণতা আরোপ করেননি।

উম্মী নবী ﷺ-এর বিশেষ ও পরিপূর্ণ গুণ বৈশিষ্ট্যের আলোচনার পর বলা হয়েছে– فَالَّذِيْنَ اٰمَنُوْا بِهٖ وَعَزَّرُوْهُ وَنَصَرُوْهُ وَاتَّبَعُوا النُّوْرَ الَّذِيْٓ اُنْزِلَ مَعَهٗٓ اُولٰٓئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُوْنَ অর্থাৎ তাওরাত ও ইঞ্জীলে আখেরী নবী ﷺ-এর প্রকৃষ্ট গুণ বৈশিষ্ট্য ও লক্ষণাদি বাতলে দেওয়ার পরিণতি এই যে, যারা আপনার প্রতি ঈমান আনবে এবং আপনার সহায়তা করবে আর সেই নূরের অনুসরণ করবে, যা আপনার প্রতি অবতীর্ণ হয়েছে অর্থাৎ যারা কুরআনের অনুসরণ করবে, তারাই হলো কল্যাণপ্রাপ্ত।

এখানে কল্যাণ লাভের জন্য চারটি শর্ত আরোপ করা হয়েছে। প্রথমত মহানবী ﷺ-এর প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করে ঈমান আনা, দ্বিতীয়ত তাঁর প্রতি শ্রদ্ধা ও সম্মান করা, তৃতীয়ত তাঁর সাহায্য ও সহায়তা করা এবং চতুর্থত কুরআন অনুযায়ী চলা। শ্রদ্ধা ও সম্মান প্রদর্শন বুঝাবার জন্য عَزَّرُوْهُ (আযযারূহু) শব্দ ব্যবহৃত হয়েছে যা تَعْزِيْر (তা'যীর) অর্থ– সস্নেহে বারণ করা ও রক্ষা করা। হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা.) عَزَّرُوْهُ (আযযারূহু) -এর অর্থ করেছেন শ্রদ্ধা ও সম্মান করা। মুবাররাদ বলেছেন যে, উচ্চতর সম্মান ও শ্রদ্ধা প্রদর্শনকে বলা হয় تَعْزِيْر (তা'যীর)।

তার অর্থ যারা মহানবী ﷺ-এর প্রতি যথাযথ সম্মান ও মহত্ত্ববোধ সহকারে তাঁর সাহায্য ও সমর্থন করবে এবং বিরোধীদের মোকাবিলায় তাঁর সহায়তা করবে, তারাই হবে পরিপূর্ণ কৃতকার্য ও কল্যাণপ্রাপ্ত। নবী করীম ﷺ-এর জীবনকালে সাহায্য ও সমর্থনের সম্পর্ক ছিল স্বয়ং তাঁর সত্তার সাথে। কিন্তু রাসূল ﷺ-এর তিরোধানের পর তাঁর শরিয়ত এবং তাঁর প্রবর্তিত দীনের সাহায্য সমর্থনই হলো মহানবীর সাহায্য সমর্থনের শামিল।

এ আয়াতে কুরআনে কারীমকে 'নূর' বলে অভিহিত করা হয়েছে। তার কারণ এই যে, 'নূর' বা জ্যোতির পক্ষে জ্যোতি হওয়ার জন্য যেমন কোনো দলিল প্রমাণের প্রয়োজন নেই; বরং সে নিজেই নিজের অস্তিত্বের প্রমাণ, তেমনিভাবে কুরআন কারীমও নিজেই আল্লাহর কালাম সত্যবাণী হওয়ার প্রমাণ যে, একজন একবার একান্ত উম্মী বা নিরক্ষর ব্যক্তির মুখ দিয়ে এমন উচ্চতর সালঙ্কার বাগ্মিতাপূর্ণ কালাম বেরিয়েছে, যার কোনো উপমা উপস্থাপনে সমগ্র বিশ্ব অপারগ হয়ে পড়েছে। এটা স্বয়ং কুরআন কারীমের আল্লাহর কালাম হওয়ারই প্রমাণ।

https://e-ilm.weebly.com/

তদুপরি নূর যেমন নিজেই উজ্জ্বল হয়ে উঠে এবং অন্ধকারকে আলোময় করে দেয়, তেমনিভাবে কুরআন কারীমও ঘোর অন্ধকারের আবর্তে আবদ্ধ পৃথিবীকে আলোতে নিয়ে এসেছে।

কুরআনের সাথে সাথে সুন্নাহর অনুসরণও ফরজ : এ আয়াতের শুরুতে বলা হয়েছে يَتَّبِعُونَ الرَّسُولَ النَّبِيَّ الْأُمِّيَّ -এর আয়াতের শেষে বলা হয়েছে– وَاتَّبَعُوا النُّورَ الَّذِيٓ أُنْزِلَ مَعَهُ -এর প্রথম বাক্যে 'উম্মী নবীর' অনুসরণ এবং পরবর্তী বাক্যে কুরআনের অনুসরণের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।

এতে প্রমাণিত হয়ে যায় যে, আখেরাতের মুক্তি কুরআন ও সুন্নাহ উভয়টি অনুসরণের উপরই নির্ভরশীল। কারণ, উম্মী নবীর অনুসরণ তাঁর সুন্নাহর অনুসরণের মাধ্যমেই সম্ভব হতে পারে।

শুধু রাসূলের অনুসরণই নয়; বরং মুক্তির জন্য তাঁর প্রতি শ্রদ্ধা এবং মহব্বত থাকাও ফরজ : উল্লিখিত বাক্য দুটির মাঝে وَعَزَّرُوهُ وَنَصَرُوهُ শীর্ষক দুটি শব্দ সংযোজন করে ইঙ্গিত করা হয়েছে যে, মহানবী ﷺ কর্তৃক প্রবর্তিত বিধিবিধানের এমন অনুসরণ উদ্দেশ্য নয়; যেমন সাধারণত দুনিয়ার শাসকদেরকে বাধ্যতামূলকভাবে করতে হয়; বরং অনুসরণ বলতে এমন অনুসরণ উদ্দেশ্য যা হলে মহত্ত্ব, শ্রদ্ধাবোধ ও ভালোবাসার ফলশ্রুতি। অর্থাৎ অন্তরে রাসূলে আকরাম ﷺ -এর মহবত ও ভালোবাসা এত অধিক পরিমাণে থাকতে হবে, যার ফলে তাঁর বিধিবিধানের অনুসরণে বাধ্য হতে হয়। কারণ উম্মতের সম্পর্ক থাকে নিজ রাসূলের সাথে বিভিন্ন রকম। একে তো তিনি হলেন আজ্ঞাদানকারী মনিব, আর উম্মত হচ্ছে আজ্ঞাবহ প্রজা। দ্বিতীয়ত তিনি হলেন প্রেমাস্পদ, আর উম্মত হচ্ছে প্রেমিক।

এদিকে রাসূলে কারীম ﷺ জ্ঞান কর্ম ও নৈতিকতার ভিত্তি স্থাপনকারী একক মহত্ত্বের আধার; আর সে তুলনায় সমগ্র উম্মত হচ্ছে একান্তই হীণ ও অক্ষম।

আমাদের পেয়ারা নবী ﷺ -এর মাঝে যাবতীয় মহত্ত্ব পরিপূর্ণভাবে বিদ্যমান, কাজেই তাঁর প্রতিটি মহত্ত্বের দাবি পূরণ করা প্রত্যেক উম্মতের জন্য অবশ্য কর্তব্য। রাসূল হিসেবে তাঁর প্রতি ঈমান আনতে হবে, মনিব ও হাকিম হিসেবে তাঁর সাথে গভীরতম প্রেম ও ভালোবাসা রাখতে হবে এবং নবুয়তের ক্ষেত্রে যেহেতু তিনি পরিপূর্ণ তাই তার প্রতি শ্রদ্ধা ও সম্মান প্রদর্শন করতে হবে।

রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর আনুগত্য ও অনুসরণ তো উম্মতের উপর ফরজ হওয়াই উচিত কারণ,. এছাড়া নবী-রাসূলগণকে প্রেরণের উদ্দেশ্যই সাধিত হয় না। কিন্তু আল্লাহ রাব্বুল আলামীন আমাদের রাসূলে মকবুল ﷺ সম্পর্কে শুধু অনুগত্য অনুসরণের উপর ক্ষান্ত করেননি; বরং উম্মতের উপর তাঁর প্রতি সম্মান, শ্রদ্ধা ও মর্যাদা দান করাকেও অবশ্য কর্তব্য সাব্যস্ত করে দিয়েছেন। উপরন্তু কুরআন কারীমের বিভিন্ন স্থানে তাঁর রীতি নীতির শিক্ষা দেওয়া হয়েছে।

এ আয়াতে وَعَزَّرُوهُ وَنَصَرُوهُ বাক্যে সেদিকেই হেদায়েত দান করা হয়েছে। অপর এক আয়াতে বলা হয়েছে– وَتُعَزِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ অর্থাৎ 'তাঁর প্রতি সম্মান প্রদর্শন কর এবং তাঁকে পরিপূর্ণ মর্যাদা দান কর।' এ ছাড়া আরও কয়েকটি আয়াতে এ হেদায়েত দেওয়া হয়েছে যে, মহানবী ﷺ -এর উপস্থিতিতে এত উচ্চৈঃস্বরে কথা বলো না, যা তার স্বর থেকে বেড়ে যেতে পারে। বলা হয়েছে ; يَٰٓأَيُّهَا الَّذِينَ اٰمَنُوا لَا تَرْفَعُوٓا أَصْوَاتَكُمْ فَوْقَ صَوْتِ النَّبِيِّ অন্য আয়াতে বলা হয়েছে يَٰٓأَيُّهَا الَّذِينَ اٰمَنُوا لَا تُقَدِّمُوا بَيْنَ يَدَيِ اللّٰهِ وَرَسُولِهِ অর্থাৎ হে মুসলমানগণ! আল্লাহ ও তাঁর রাসূল থেকে এগিয়ে যেয়ো না। অর্থাৎ যদি মজলিসে হুজুর আকরাম ﷺ উপস্থিত থাকেন এবং তাতে কোনো বিষয় উপস্থিত হয় তাহলে তোমরা তাঁর আগে কোনো কথা বলো না।

হযরত সাহল ইবনে আব্দুল্লাহ (রা.) এ আয়াতের অর্থ করতে গিয়ে বলেছেন যে, রাসূল ﷺ -এর পূর্বে কেউ কথা বলবে না এবং তিনি যখন কোনো কথা বলবেন, তখন সবাই তা নিশ্চুপ বসে শুনবে।

কুরআনের এক আয়াতে বলা হয়েছে যে, মহানবী ﷺ -কে ডাকার সময় আদবের প্রতি লক্ষ্য রাখবে; এমনভাবে ডাকবে না; নিজেদের মধ্যে একে অপরকে যেভাবে ডেকে থাক। বলা হয়েছে– لَا تَجْعَلُوا دُعَآءَ الرَّسُولِ بَيْنَكُمْ كَدُعَآءِ بَعْضِكُمْ بَعْضًا এ আয়াত শেষে সতর্ক করে দেওয়া হয়েছে যে, এ নির্দেশের খেলাফ কোনো অসম্মান জনক কাজ করা হলে সমস্ত সৎকর্ম ধ্বংস ও বরবাদ হয়ে যাবে।

এ কারণেই সাহাবায়ে কেরাম রেযওয়ানুল্লাহি আলাইহিম যদিও সর্বক্ষণ সর্বাবস্থায় মহানবী ﷺ -এর কর্মসঙ্গী ছিলেন এবং এমতাবস্থায় সম্মান ও আদবের প্রতি পরিপূর্ণ লক্ষ্য রাখা বড়ই কঠিন হয়ে থাকে; তবুও তাঁদের অবস্থা এই ছিল যে, এ আয়াতটি অবতীর্ণ হওয়ার পর হযরত সিদ্দীকে আকবর (রা.) যখন মহানবী ﷺ -এর খেদমতে কোনো বিষয় নিবেদন করতেন, তখন এমনভাবে বলতেন যেন কোনো গোপন বিষয় আস্তে আস্তে বলছেন। এমনি অবস্থা ছিল হযরত ফারুকে আজম (রা.) -এরও। –[শেফা]

https://e-ilm.weebly.com/

হযরত আমর ইবনুল আ'স (রা.) বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ অপেক্ষা আমার কোনো প্রিয় ব্যক্তি সারা বিশ্বে ছিল না। আর আমার এ অবস্থা ছিল যে, আমি তাঁর প্রতি পূর্ণ দৃষ্টিতে দেখতেও পারতাম না। আমার কাছে যদি রাসূল ﷺ -এর আকার অবয়ব সম্পর্কে কেউ জানতে চায় তাহলে তা বলতে আমি এজন্য অপারগ যে, আমি কখনও তাঁর প্রতি পূর্ণ দৃষ্টিতে চেয়েও দেখিনি।

ইমাম তিরমিযী হযরত আনাস (রা.) এর বর্ণনায় রেওয়ায়েত করেছেন যে, মজলিসে যখন রাসূল ﷺ তশরিফ আনতেন তখনই সবাই নিম্নদৃষ্টি হয়ে বসে থাকতেন। শুধু সিদ্দীকে আকবর ও ফারুকে আ'যম (রা.) তাঁর দিকে চোখ তুলে চাইতেন আর তিনি তাদের দিকে চেয়ে মুচকি হাসতেন।

ওরওয়া ইবনে মাসউদকে মক্কাবাসীরা গুপ্তচর বানিয়ে মুসলমানদের অবস্থা জানার জন্য মদিনায় পাঠাল। সে সাহাবায়ে কেরাম (রা.)-কে রাসূল ﷺ -এর প্রতি এমন নিবেদিত প্রাণ দেখতে পেল যে, ফিরে গিয়ে রিপোর্ট দিল– "আমি কিসরা ও কায়সারের দরবারেও দেখেছি এবং সম্রাট নাজাশীর সাথেও সাক্ষাৎ করেছি; কিন্তু মুহাম্মদ ﷺ -এর সাহাবীগণের যে অবস্থা আমি দেখেছি, এমনটি আর কোথাও দেখিনি। আমার ধারণা তোমরা কস্মিনকালেও তাদের মোকাবিলায় জয়ী হতে পারবে না।"

হযরত মুগীরা ইবনে শো'বা (রা.)-এর বর্ণিত হাদীসে উল্লেখ রয়েছে যে, রাসূল ﷺ যখন ঘরের ভিতর অবস্থান করতেন, তখন তাঁকে বাইরে থেকে সশব্দে ডাকাকে সাহাবায়ে কেরাম বেআদবি মনে করতেন। দরজায় কড়া নাড়তে হলেও শুধু নখ দিয়ে টোকা দিতেন যাতে বেশি জোরে শব্দ না হয়।

মহানবী ﷺ -এর তিরোধানের পরও সাহাবায়ে কেরামের অভ্যাস ছিল যে, মসজিদে নববীতে কখনও জোরে কথা বলা তো দূরের কথা কোনো ওয়াজ কিংবা বয়ান বিবৃতিও উচ্চৈঃস্বরে করা পছন্দ করতেন না। অধিকাংশ সাহাবী (রা.)-এর এমনি অবস্থা ছিল যে, যখনই কেউ রাসূল ﷺ -এর পবিত্র নাম উল্লেখ করতেন, তখনই কেঁদে উঠতেন এবং ভীত হয়ে পড়তেন।

এই শ্রদ্ধা ও মর্যাদাবোধের বরকতেই তাঁরা নবুয়তি ফয়েয থেকে বিশেষ উত্তরাধিকার লাভ করতে পেরেছিলেন এবং আল্লাহ রাব্বুল আলামীন এখানেই তাঁদেরকে আম্বিয়া (আ.) -এর পর সর্বোচ্চ মর্যাদা দান করেছেন।

قوله قُلْ يَٰٓأَيُّهَا ٱلنَّاسُ إِنِّى رَسُولُ ٱللَّهِ إِلَيْكُمْ جَمِيعًا এ আয়াতে ইসলামের মূলনীতি সংক্রান্ত বিষয়গুলোর মধ্য থেকে রেসালতের একটি গুরুত্বপূর্ণ দিক আলোচিত হয়েছে যে, আমাদের রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর রেসালত সমগ্র দুনিয়ার সমস্ত জিন ও মানবজাতি তথা কিয়ামত পর্যন্ত আগত তাদের বংশধরদের জন্য ব্যাপক।

এ আয়াতে রাসূলে করীম ﷺ -কে সাধারণভাবে ঘোষণা করে দেওয়ার জন্য নির্দেশ দেওয়া হয়েছে যে, আপনি মানুষকে বলে দিন যে, আমি তোমাদের সবার প্রতি নবীরূপে প্রেরিত হয়েছি। আমার নবুয়ত লাভ ও রেসালাতপ্রাপ্তি বিগত নবীগণের মতো কোনো বিশেষ জাতি কিংবা বিশেষ ভূখণ্ড অথবা কোনো নির্দিষ্টসময়ের জন্য নয়; বরং সমগ্র বিশ্ব মানবের জন্য বিশ্বের প্রতিটি অংশ প্রতিটি দেশ ও রাষ্ট্র এবং বর্তমান ও ভবিষ্যৎ বংশধরদের জন্য কিয়ামত কাল পর্যন্ত জন্য তা পরিব্যাপ্ত। আর মানব জাতি ছাড়াও এতে জিন জাতিও অন্তর্ভুক্ত।

মহানবী ﷺ -এর নবুয়ত কিয়ামতকাল পর্যন্ত সমগ্র বিশ্বের জন্য ব্যাপক, তাই তাঁর উপরই নবুয়তের ধারাও সমাপ্ত : নবুয়ত সমাপ্তির এটাই হলো প্রকৃত রহস্য। কারণ মহানবী ﷺ -এর নবুয়ত যখন কিয়ামত পর্যন্ত আগত বংশধরদের জন্য ব্যাপক তখন আর অন্য কোনো নবী বা রাসূলের আবির্ভাবের না কোনো প্রয়োজনীয়তা রয়ে গেছে না তার কোনো অবকাশ আছে। আর এই হলো মহানবী ﷺ -এর উম্মতের বৈশিষ্ট্যের প্রকৃত রহস্য যে, নবী করীম ﷺ -এর ভাষায় এতে সর্বদাই এমন একটি দল প্রতিষ্ঠিত থাকবে, যারা ধর্মের মাঝে সৃষ্ট যাবতীয় ফেতনা ফ্যাসাদের মোকাবিলা করবেন এবং ধর্মীয় বিষয়ে সৃষ্ট সমস্ত প্রতিবন্ধকতা প্রতিরোধ করতে থাকবেন। কুরআন সুন্নাহর ব্যাখ্যা ও বিশ্লেষণের ক্ষেত্রে যেসব বিভ্রান্তির সৃষ্টি হবে, এদল সেগুলোরও অপানোদন করবে এবং আল্লাহ তা'আলার বিশেষ সাহায্য ও সহায়তাপ্রাপ্ত হবেন, যার ফলে তারা সবার উপরই বিজয়ী হবেন। কারণ প্রকৃতপক্ষে এ দলটি হবে মহানবী ﷺ -এর রেসালাতের দায়িত্ব সম্পাদনে তাঁরই স্থলাভিষিক্ত, নায়েব।

https://e-ilm.weebly.com/

ইমাম রাযী (র.) وَكُوْنُوْا مَعَ الصّٰدِقِيْنَ আয়াতের ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে বলেছেন যে, এ আয়াতে এই ইঙ্গিত বিদ্যমান রয়েছে যে, এ উম্মতের মধ্যে 'সাদেকীন' অর্থাৎ সত্যনিষ্ঠদের একটি দল অবশ্যই অবশিষ্ট থাকবে। তা না হলে বিশ্ববাসীর প্রতি সত্যনিষ্ঠদের সাথে থাকার নির্দেশই দেওয়া হতো না। আর এরই ভিত্তিতে ইমাম রাযী (রা.) সর্বযুগে ইজমায়ে উম্মত বা মুসলমান জাতির ঐকমত্যকে শরিয়তের দলিল বলে প্রমাণ করেছেন। তার কারণ, সত্যনিষ্ঠ দলের বর্তমানে কোনো ভুল বিষয় কিংবা কোনো পথভ্রষ্টতায় সবাই ঐকমত্য বা ঐক্যবদ্ধ হতে পারে না।

ইমাম ইবনে কাছীর (র.) বলেছেন যে, এ আয়াতে মহানবী ﷺ-এর খাতামুন্নাবিয়্যীন বা শেষনবী হওয়ার বিষয়ে ইঙ্গিত করা হয়েছে। কারণ রাসূল ﷺ–এর আবির্ভাব ও রিসালত যখন কিয়ামত পর্যন্ত আগত সমস্ত বংশধরদের জন্য এবং সমগ্র বিশ্বের জন্য ব্যাপক তখন আর অন্য কোনো নতুন রাসূলের প্রয়োজনীয়তা অবশিষ্ট থাকেই না। সেজন্যই শেষ জামানায় হযরত ঈসা (আ.) যখন আসবেন, তখন তিনিও যথাস্থানে নিজের নবুয়তে বিদ্যমান থাকা সত্ত্বেও মহানবী ﷺ কর্তৃক প্রবর্তিত শরিয়তের উপরই আমল করবেন। রাসূল ﷺ-এর আবির্ভাবের পূর্বে তাঁর নিজস্ব যে শরিয়ত ছিল, তাকে তখন তিনিও রহিত বলেই গণ্য করবেন। বিশুদ্ধ রেওয়ায়েতের দ্বারা তাই প্রতীয়মান হয়।

মহানবী ﷺ -এর কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্য : ইবনে কাছীর মুসনাদে আহমদ গ্রন্থের বরাত দিয়ে অত্যন্ত নির্ভরযোগ্য সনদের সাথে উদ্ধৃত করেছেন যে, গযওয়ায়ে তাবূকের (তাবূক যুদ্ধ) সময় রাসূলে করীম ﷺ তাহাজ্জুদের নামাজ পড়ছিলেন। সাহাবায়ে কেরামের ভয় হচ্ছিল যে, শত্রুরা না এ অবস্থায় আক্রমণ করে বসে। তাই তাঁরা রাসূল ﷺ–এর চারদিকে সমবেত হয়ে গেলেন। রাসূল ﷺ নামাজ শেষ করে ইরশাদ করলেন, আজকের রাতে আমাকে এমন পাঁচটি বিষয় দান করা হয়েছে, যা আমার পূর্বে আর কোনো নবী-রাসূলকে দেওয়া হয়নি। তার একটি হলো এই যে, আমার রেসালত ও নবুয়তকে সমগ্র দুনিয়ার জাতিসমূহের জন্য ব্যাপক করা হয়েছে। আর আমার পূর্বে যত নবী-রাসূলই এসেছেন, তাঁদের দাওয়াত ও আবির্ভাব নিজ নিজ সম্প্রদায়ের সাথে সম্পৃক্ত ছিল। দ্বিতীয়ত আমাকে আমার শত্রুর মোকাবিলায় এমন প্রভাব দান করা হয়েছে যাতে তারা যদি আমার কাছ থেকে এক মাসের দূরত্বেও থাকে, তবুও তাদের উপর আমার প্রভাব ছেয়ে যাবে। তৃতীয়ত কাফেরদের সাথে যুদ্ধে প্রাপ্ত মালে গনিমত আমার জন্য হালাল করে দেওয়া হয়েছে। অথচ পূর্ববর্তী উম্মতদের জন্য তা হালাল ছিল না; বরং এসব মালের ব্যবহার মহাপাপ বলে মনে করা হতো। তাদের গনিমতের মাল ব্যয়ের একমাত্র স্থান ছিল এই যে, আকাশ থেকে বিদ্যুৎ এসে সে সমস্তকে জ্বালিয়ে খাক করে দিয়ে যাবে। চতুর্থত আমার জন্য সমগ্র ভূমণ্ডলকে মসজিদ করে দেওয়া হয়েছে এবং পবিত্র করার উপকরণ বানিয়ে দেওয়া হয়েছে, যাতে আমাদের নামাজ যে কোনো জমি যে কোনো জায়গায় শুদ্ধ হয়, কোনো বিশেষ মসজিদে সীমাবদ্ধ নয়। পক্ষান্তরে পূর্ববর্তী উম্মতদের ইবাদত শুধু তাদের উপাসনালয়েই হতো, অন্য কোথাও নয়। নিজেদের ঘরে কিংবা মাঠে ময়দানে তাদের নামাজ বা ইবাদত হতো না। তাছাড়া পানি ব্যবহারের যখন সামর্থ্যও না থাকে তা পানি না পাওয়ার জন্য হোক কিংবা কোনো রোগ শোকের কারণে, তখন মাটির দ্বারা তায়াম্মুম করে নেওয়াই পবিত্রতা ও অজুর পরিবর্তে যথেষ্ট হয়ে যায়। পূর্ববর্তী উম্মতদের জন্য এ সুবিধা ছিল না। অতঃপর বললেন আর পঞ্চমটির কথা তো বলতেই নেই, তা নিজেই নিজের উদাহরণ, একেবারে অনন্য। তা হলো এই যে, আল্লাহ্ তা'আলা তাঁর প্রত্যেক রাসূলকে একটি দোয়া কবুল হওয়ার এমন নিশ্চয়তা দান করেছেন, যার কোনো ব্যতিক্রম হতে পারে না। আর প্রত্যেক নবী-রাসূলই তাঁদের নিজ নিজ দোয়াতে বিশেষ উদ্দেশ্যে ব্যবহার করে নিয়েছেন এবং সে উদ্দেশ্যেও সিদ্ধ হয়েছে। আমাকে তাই বলা হলো যে, আপনি কোনো একটা দোয়া করুন আমি আমার দোয়াকে আখেরাতের জন্য সংরক্ষিত করিয়ে নিয়েছি। সে দোয়া তোমাদের জন্য এবং কিয়ামত পর্যন্ত لَا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ কালেমার সাক্ষ্য দানকারী যেসব লোকের জন্য হবে, তাদের কাজে লাগবে।

হযরত আবূ মূসা আশ'আরী (রা.) থেকে উদ্ধৃত ইমাম আহমদ (র.) ইরশাদ করেছেন যে, যে লোক আমার আবির্ভাব সম্পর্কে শুনবে, তা সে আমার উম্মতদের মধ্যে হোক বিংবা ইহুদি খ্রিস্টান হোক যদি সে আমার উপর ঈমান না আনে তাহলে জাহান্নামে যাবে।

আর সহীহ বুখারী শরীফে এ আয়াতের বর্ণনা প্রসঙ্গে হযরত আবুদ্দারদা (রা.)-এর রেওয়ায়েত উদ্ধৃত করা হয়েছে যে, হযরত আবূ বকর ও হযরত ওমর (রা.)-এর মধ্যে কোনো এক বিষয় মতবিরোধ হয়। তাতে হযরত ওমর (রা.) নারাজ হয়ে চলে যান। তা দেখে হযরত আবূ বকর (রা.) তাকে মানাবার জন্য এগিয়ে যান। কিন্তু হযরত ওমর (রা.) কিছুতেই

https://e-ilm.weebly.com/

রাজি হলেন না। এমনকি নিজের ঘরে পৌঁছে দরজা বন্ধ করে দিলেন। হযরত আবূ বকর (রা.) ফিরে যেতে বাধ্য হন এবং মহানবী ﷺ-এর দরবারে গিয়ে হাজির হন। এদিকে কিছুক্ষণ পরেই হযরত ওমর (রা.) নিজের এহেন আচরণের জন্য লজ্জিত হয়ে মহানবী ﷺ -এর দরবারে গিয়ে উপস্থিত হয়ে নিজের ঘটনা বিবৃত করেন। হযরত আবুদ্দারদা (রা.) বলেন, যে, এতে রাসূলুল্লাহ ﷺ অসন্তুষ্ট হয়ে পড়েন। হযরত আবূ বকর (রা.) যখন লক্ষ্য করলেন যে, হযরত ওমর (রা.)-এর প্রতি ভর্ৎসনা করা হচ্ছে, তখন নিবেদন করলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ দোষ আমারই বেশি। রাসূলে কারীম ﷺ বললেন, আমার একজন সহচরকে কষ্ট দেওয়া থেকে বিরত থাকাটাও কি তোমাদের পক্ষে সম্ভব হয় না। তোমরা কি জান না যে, আল্লাহর অনুমতিক্রমে আমি যখন বললাম يٰٓاَيُّهَا النَّاسُ اِنِّيْ رَسُوْلُ اللّٰهِ اِلَيْكُمْ جَمِيْعًا অর্থাৎ "হে মানবমণ্ডলী আমি তোমাদের সমস্ত লোকের আল্লাহর রাসূল।" তখন তোমরা সবাই আমাকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করেছিলে। শুধু এই আবূ বকর (রা.) ই ছিলেন যিনি সর্বপ্রথম আমাকে সত্য বলে স্বীকৃতি দিয়েছেন।

সারমর্ম এই যে, এ আয়াতের দ্বারা বর্তমান ও ভবিষ্যত বংশধরদের জন্য, প্রত্যেক দেশ ও ভূখণ্ডের অধিবাসীদের জন্য এবং প্রত্যেকটি জাতি ও সম্প্রদায়ের জন্য মহানবী ﷺ-এর ব্যাপকভাবে রাসূল হওয়া প্রমাণিত হয়েছে। সাথে সাথে একথাও সাব্যস্ত হয়ে গেছে যে, রাসূলে কারীম ﷺ -এর আবির্ভাবের পর যে লোক তাঁর প্রতি ঈমান আনবে না, সে লোক কোনো সাবেক শরিয়ত ও কিতাবের কিংবা অন্য কোনো ধর্ম ও মতের পরিপূর্ণ আনুগত্য একান্ত নিষ্ঠাপরায়ণভাবে করতে থাকা সত্ত্বেও কস্মিনাকলেও মুক্তি পাবে না।

হযরত মূসা (আ.)-এর সম্প্রদায়ের একটি সত্যনিষ্ঠ দল : দ্বিতীয় আয়াতে ইরশাদ হয়েছে– وَمِنْ قَوْمِ مُوْسٰٓى اُمَّةٌ يَّهْدُوْنَ بِالْحَقِّ وَبِهٖ يَعْدِلُوْنَ অর্থাৎ হযরত মূসা (আ.)-এর সম্প্রদায়ের মধ্যে এমন একটি দলও রয়েছে যারা নিজেরা সত্যের অনুসরণ করে এবং নিজেদের বিতর্কমূলক বিষয়সমূহের মীমাংসার বেলায় সত্য অনুযায়ী মীমাংসা করে থাকে।

বিগত আয়াতসমূহে হযরত মূসা (আ.)-এর সম্প্রদায়ের অসদাচরণ কূটতর্ক এবং গোমরাহীর বর্ণনা ছিল। কিন্তু এ আয়াতে বলা হয়েছে যে, গোটা জাতিটিই এমন নয়; তাদের মধ্যে বরং কিছু লোক ভালোও রয়েছে যারা সত্যানুসরণ করে এবং ন্যায়ভিত্তিক মীমাংসা করে। এরা হলো সেসব লোক, যারা তাওরাত ও ইঞ্জীলের যুগে সেগুলোর হেদায়েত অনুযায়ী আমল করত এবং যখন খাতামুন্নাবিয়্যীন ﷺ -এর আবির্ভাব হয়, তখন তাওরাত ও ইঞ্জীলের সুসংবাদ অনুসারে তাঁর উপর ঈমান আনে এবং তাঁর যথাযথ অনুসরণও করে। বনী ইসরাঈলদের এই সত্যনিষ্ঠ দলটির উল্লেখও কুরআন মাজীদে বারংবারই করা হয়েছে।

প্রখ্যাত তাফসীরকার ইবনে জারীর ও ইবনে কাছীর (র.) প্রমুখ এ প্রসঙ্গে এক কাহিনী উদ্ধৃত করেছেন যে, এ জামাত বা দল দ্বারা সে দলই উদ্দেশ্য, যারা বনী ইসরাঈলদের গোমরাহি, অসৎকর্ম, নারী হত্যা প্রভৃতি কার্যকলাপে অতিষ্ঠ হয়ে তাদের থেকে সরে পড়েছিল। বনী ইসরাঈলদের বারটি গোত্রের মধ্যে একটি গোত্র ছিল যারা নিজেদের জাতির কর্যকালাপে অতিষ্ঠ হয়ে প্রার্থনা করেছিল যে, হে পরওয়ারদেগারে আলম! আমাদেরকে এদের থেকে সরিয়ে কোনো দূর দেশে পূণর্বাসিত করে দেন, যাতে আমরা আমাদের দীনের উপর দৃঢ়তার সাথে আমল করতে পারি। আল্লাহ তাঁর পরিপূর্ণ কুদরতের দ্বারা তাদেরকে দূর প্রাচ্যের কোনো ভূখণ্ডে পৌঁছে দেন। সেখানেই তারা নির্ভেজাল ইবাদতে আত্মনিয়োগ করে। রাসূলে কারীম ﷺ–এর আবির্ভাবের পরেও আল্লাহর মহিমায় তাদের মুসলমান হওয়ার এই ব্যবস্থা হয় যে, মি'রাজের রাতে হযরত জিবরাঈল (আ.) রাসূল ﷺ-কে সেদিকে নিয়ে যান। তখন তারা মহানবী ﷺ–এর উপর ঈমান আনে। রাসূল ﷺ তাদেরকে জিজ্ঞেস করলেন যে, তোমাদের কি মাপ জোপের কোনো ব্যবস্থা আছে? আর তোমাদের জীবিকার ব্যবস্থা কি? তারা উত্তর দিল যে, আমরা জমিতে শস্য বপন করি, যখন তা উপযোগী হয়, তখন সেগুলোকে কেটে সেখানেই স্তূপীকৃত করে দেই। সেই স্তূপ থেকে সবাই নিজ নিজ প্রয়োজনমতো নিয়ে আসে। কাজেই আমাদের মাপজোখের কোনো প্রয়োজন পড়ে না। রাসূল ﷺ জিজ্ঞোসা করলেন, তোমাদের মধ্যে কি কেউ মিথ্যা কথা বলে? তারা নিবেদন করল না। কারণ কেউ যদি তা করে, তাহলে সাথে সাথে একটি আগুন এসে তাকে পুড়িয়ে দেয়। হুজুর ﷺ জিজ্ঞেস করলেন তোমাদের সবার ঘর বাড়িগুলো একই রকম কেন? নিবেদন করল, যাতে কেউ কারও উপর প্রাধান্য প্রকাশ করতে না পারে। অতঃপর রাসূল ﷺ জিজ্ঞেস করলেন, তোমরা তোমাদের বাড়িগুলোর সামনে এসব কবর কেন বানিয়ে রেখেছ? নিবেদন করল যাতে আমাদের সামনে সর্বক্ষণ মৃত্যু উপস্থিত থাকে। অতঃপর রাসূল ﷺ যখন মে'রাজ

https://e-ilm.weebly.com/

থেকে মক্কায় ফিরে আসলেন, তখন আয়াতটি নাজিল হলো وَمِنْ قَوْمِ مُوْسٰى اُمَّةٌ يَّهْدُوْنَ بِالْحَقِّ وَبِهٖ يَعْدِلُوْنَ তাফসীরে কুরতুবী এ রেওয়ায়েত দুটিকে মৌলিক সাব্যস্ত করে অন্যান্য সম্ভাব্যতার কথাও লিখেছেন। ইবনে কাছীর একে বিস্ময়কর কাহিনী বলেছেন, কিন্তু একে খণ্ডন করেননি। অবশ্য কুরতুবী এ রেওয়ায়েতটি উদ্ধৃত করে বলেছেন যে, সম্ভবত এই রেওয়ায়েতটি বিশুদ্ধ নয়।

যাহোক এ আয়াতের মর্ম দাঁড়ায় এই যে, হযরত মূসা (আ.)-এর সম্প্রদায়ের মধ্যে একটি দল রয়েছে যারা সব সময়ই সত্যে সুদৃঢ় রয়েছে। তা তারা রাসূল ﷺ -এর আবির্ভাবের সংবাদ শুনে যারা ইসলামে দীক্ষিত হয়েছিল তারাই হোক অথবা বনী ইসরাঈলদের দ্বাদশতম সে গোত্রই হোক, যাকে আল্লাহ তা'আলা পৃথিবীর কোনো বিশেষ স্থানে পুনর্বাসিত করে রেখেছেন, যেখানে যাওয়া অন্য কারও পক্ষে সম্ভব নয়। (আল্লাহই সর্বাধিক জ্ঞানী)

শব্দ বিশ্লেষণ

هُدْنَا : সীগাহ جمع متكلم বহছ اثبات فعل ماضى معروف বাব نَصَرَ মাসদার اَلْهَوْدُ মূলবর্ণ (ه ـ و ـ د) জিনস اجوف واوى অর্থ– আমরা প্রত্যাবর্তন করছি।

اَشَآءُ : সীগাহ واحد متكلم বহছ اثبات فعل مضارع معروف বাব ضَرَبَ মাসদার اَلْمَشِيْئَةُ মূলবর্ণ (ش ـ ى ـ ء) জিনস মুরাক্কাব مهموز لام ও اجوف يائى অর্থ– আমি ইচ্ছা করি।

يَنْهٰى : সীগাহ واحد مذكر غائب বহছ نفى فعل مضارع معروف বাব فَتَحَ মাসদার اَلنَّهْىُ মূলবর্ণ (ن ـ ه ـ ى) জিনস ناقص يائى অর্থ– তিনি বাধা দেন।

اَلْمُنْكَرُ : সীগাহ واحد مذكر বহছ اسم مفعول বাব افعال মাসদার اَلْاِنْكَارُ মূলবর্ণ (ن ـ ك ـ ر) জিনস صحيح অর্থ– অসৎকাজ।

خَبَآئِثَ : শব্দটি বহুবচন; একবচন خَبِيْثَةٌ অর্থ– অপবিত্র বস্তু।

اِصْرٌ : শব্দটি একবচন; বহুবচন اَصَارٌ অর্থ– ভারী বোঝা, কঠিন কাজ।

اَلْاَغْلَالُ : শব্দটি বহুবচন; একবচন غُلٌّ অর্থ– বেড়ি, শৃঙ্খল।

عَزَّرُوْا : সীগাহ جمع مذكر غائب বহছ اثبات فعل ماضى معروف বাব تَفْعِيْل মাসদার اَلتَّعْزِيْرُ মূলবর্ণ (ع ـ ز ـ ر) জিনস صحيح অর্থ– তারা সম্মান করেছে।

https://e-ilm.weebly.com/

وَقَطَّعْنٰهُمُ اثْنَتَيْ عَشْرَةَ اَسْبَاطًا اُمَمًا ؕ وَاَوْحَيْنَآ
اِلٰى مُوْسٰٓى اِذِ اسْتَسْقٰهُ قَوْمُهٗٓ اَنِ اضْرِبْ بِّعَصَاكَ
الْحَجَرَ ۚ فَانْۢبَجَسَتْ مِنْهُ اثْنَتَا عَشْرَةَ عَيْنًا ؕ قَدْ
عَلِمَ كُلُّ اُنَاسٍ مَّشْرَبَهُمْ ؕ وَظَلَّلْنَا عَلَيْهِمُ الْغَمَامَ
وَاَنْزَلْنَا عَلَيْهِمُ الْمَنَّ وَالسَّلْوٰى ؕ كُلُوْا مِنْ طَيِّبٰتِ
مَا رَزَقْنٰكُمْ ؕ وَمَا ظَلَمُوْنَا وَلٰكِنْ كَانُوْٓا اَنْفُسَهُمْ
يَظْلِمُوْنَ (١٦٠)

অনুবাদ : (১৬০) আর আমি তাদেরকে দ্বাদশ গোত্রে বিভক্ত করে সকলকে পৃথক পৃথক দল নির্ধারণ করে দিলাম এবং আমি মূসাকে আদেশ দিলাম, যখন তাঁর সম্প্রদায় তাঁর নিকট পানি চাইল, আপনার এই লাঠি দ্বারা অমুক পাথরের উপর আঘাত করুন, অনন্তর তৎক্ষণাৎ তা হতে বারটি প্রস্রবণ বের হলো, প্রত্যেকে নিজ নিজ পানি পানের স্থান জেনে নিল, আর আমি তাদের উপর মেঘমালাকে ছায়াদার করে দিলাম এবং তাদেরকে মান্না ও সালওয়া পৌঁছালাম। খাও পবিত্র বস্তুগুলো হতে যা আমি তোমাদেরকে দিয়েছি, বস্তুতঃ তারা আমার কোনো ক্ষতি করেনি, বরং নিজেদের ক্ষতি করছিল।

وَاِذْ قِيْلَ لَهُمُ اسْكُنُوْا هٰذِهِ الْقَرْيَةَ وَكُلُوْا
مِنْهَا حَيْثُ شِئْتُمْ وَقُوْلُوْا حِطَّةٌ وَّادْخُلُوا
الْبَابَ سُجَّدًا نَّغْفِرْ لَكُمْ خَطِيْٓئٰتِكُمْ ؕ
سَنَزِيْدُ الْمُحْسِنِيْنَ (١٦١)

(১৬১) আর যখন তাদেরকে আদেশ করা হলো যে, তোমরা এই জনপদে, বসবাস কর এবং তা হতে ভক্ষণ কর– যেখানে তোমাদের আগ্রহ হয় এবং মুখে এটা বলতে থাক, তওবা এবং দ্বারদেশে দিয়ে অবনত মস্তকে প্রবেশ করিও, আমি তোমাদের ত্রুটিগুলো ক্ষমা করে দিব, যারা নেক কাজ করবে তাদেরকে তদুপরি আরো প্রদান করব।

শাব্দিক অনুবাদ

(১৬০) وَقَطَّعْنٰهُمُ اثْنَتَيْ عَشْرَةَ اَسْبَاطًا اُمَمًا আর আমি তাদেরকে দ্বাদশ গোত্রে বিভক্ত করে সকলকে পৃথক পৃথক দল নির্ধারণ করে দিলাম وَاَوْحَيْنَآ اِلٰى مُوْسٰٓى এবং আমি মূসাকে আদেশ দিলাম اِذِ اسْتَسْقٰهُ قَوْمُهٗٓ যখন তাঁর সম্প্রদায় তাঁর নিকট পানি চাইল اَنِ اضْرِبْ بِّعَصَاكَ الْحَجَرَ আপনার এই লাঠি দ্বারা অমুক পাথরের উপর আঘাত করুন فَانْۢبَجَسَتْ مِنْهُ اثْنَتَا عَشْرَةَ عَيْنًا অনন্তর তৎক্ষণাৎ তা হতে বারটি প্রস্রবণ বের হলো قَدْ عَلِمَ জেনে নিল كُلُّ اُنَاسٍ প্রত্যেকে مَّشْرَبَهُمْ নিজ নিজ পানি পানের স্থান وَظَلَّلْنَا عَلَيْهِمُ الْغَمَامَ আর আমি তাদের উপর মেঘমালাকে ছায়াদার করে দিলাম وَاَنْزَلْنَا عَلَيْهِمُ الْمَنَّ وَالسَّلْوٰى এবং তাদেরকে মান্না ও সালওয়া পৌঁছালাম كُلُوْا খাও مِنْ طَيِّبٰتِ مَا رَزَقْنٰكُمْ পবিত্র বস্তুগুলো হতে যা আমি তোমাদেরকে দিয়েছি وَمَا ظَلَمُوْنَا বস্তুতঃ তারা আমার কোনো ক্ষতি করেনি وَلٰكِنْ كَانُوْٓا اَنْفُسَهُمْ يَظْلِمُوْنَ বরং নিজেদের ক্ষতি করছিল।

(১৬১) وَاِذْ قِيْلَ لَهُمُ আর যখন তাদেরকে আদেশ করা হলো যে اسْكُنُوْا هٰذِهِ الْقَرْيَةَ তোমরা এই জনপদে বসবাস কর وَكُلُوْا مِنْهَا এবং তা হতে ভক্ষণ কর– حَيْثُ شِئْتُمْ যেখানে তোমাদের আগ্রহ হয় وَقُوْلُوْا এবং মুখে এটা বলতে থাক حِطَّةٌ তওবা وَّادْخُلُوا الْبَابَ এবং দ্বারদেশে দিয়ে প্রবেশ করিও سُجَّدًا অবনত মস্তকে نَّغْفِرْ لَكُمْ خَطِيْٓئٰتِكُمْ আমি তোমাদের ত্রুটিগুলো ক্ষমা করে দিব سَنَزِيْدُ الْمُحْسِنِيْنَ যারা নেক কাজ করবে তাদেরকে তদুপরি আরো প্রদান করব

https://e-ilm.weebly.com/

অনুবাদ : (১৬২) অনন্তর সেই জালেমগণ পরিবর্তন করে দিল অন্য এক বাক্য– যা বিপরীত ছিল ঐ বাক্যের যার আদেশ তাদেরকে প্রদান করা হয়েছিল। অতএব, আমি তাদের প্রতি আসমান হতে একটি আজাব প্রেরণ করলাম, এ কারণে যে, তারা আদেশ অমান্য করত।	فَبَدَّلَ الَّذِيْنَ ظَلَمُوْا مِنْهُمْ قَوْلًا غَيْرَ الَّذِىْ قِيْلَ لَهُمْ فَاَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ رِجْزًا مِّنَ السَّمَآءِ بِمَا كَانُوْا يَظْلِمُوْنَ (١٦٢)
(১৬৩) আর আপনি এই লোকদের নিকট সেই জনপদের [অধিবাসীদের] অবস্থা জিজ্ঞাসা করুন যা লোহিত সাগর উপকূলে অবস্থিত ছিল। যখন তারা শনিবার সম্বন্ধে সীমালঙ্ঘন করছিল, যখন শনিবার দিবসে তাদের [সমুদ্রের] মৎসগুলো আত্মপ্রকাশ করে তাদের সম্মুখে আসত, আর যেদিন শনিবার দিবস না হতো সেদিন তাদের সামনে আসত না, এভাবে আমি তাদেরকে পরীক্ষা করতাম এজন্য যে, তারা আদেশ লঙ্ঘন করত।	وَاسْئَلْهُمْ عَنِ الْقَرْيَةِ الَّتِىْ كَانَتْ حَاضِرَةَ الْبَحْرِ ۘ اِذْ يَعْدُوْنَ فِى السَّبْتِ اِذْ تَاْتِيْهِمْ حِيْتَانُهُمْ يَوْمَ سَبْتِهِمْ شُرَّعًا وَّيَوْمَ لَا يَسْبِتُوْنَ ۙ لَا تَاْتِيْهِمْ ۚ كَذٰلِكَ ۚ نَبْلُوْهُمْ بِمَا كَانُوْا يَفْسُقُوْنَ (١٦٣)

শাব্দিক অনুবাদ

(১৬২) فَبَدَّلَ الَّذِيْنَ ظَلَمُوْا مِنْهُمْ قَوْلًا অনন্তর সেই জালেমগণ পরিবর্তন করে দিল অন্য এক বাক্য– غَيْرَ الَّذِىْ قِيْلَ لَهُمْ যা বিপরীত ছিল ঐ বাক্যের যার আদেশ তাদেরকে প্রদান করা হয়েছিল فَاَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ অতএব, আমি তাদের প্রতি প্রেরণ করলাম رِجْزًا مِّنَ السَّمَآءِ আসমান হতে একটি আজাব بِمَا كَانُوْا يَظْلِمُوْنَ এ কারণে যে, তারা আদেশ অমান্য করত।

(১৬৩) وَاسْئَلْهُمْ আর আপনি অবস্থা জিজ্ঞাসা করুন عَنِ الْقَرْيَةِ এই লোকদের নিকট সেই জনপদের [অধিবাসীদের] الَّتِىْ كَانَتْ حَاضِرَةَ الْبَحْرِ যা লোহিত সাগর উপকূলে অবস্থিত ছিল اِذْ يَعْدُوْنَ فِى السَّبْتِ যখন তারা শনিবার সম্বন্ধে সীমালঙ্ঘন করছিল اِذْ تَاْتِيْهِمْ حِيْتَانُهُمْ যখন তাদের মৎসগুলো সম্মুখে আসত يَوْمَ سَبْتِهِمْ শনিবার দিবসে شُرَّعًا আত্মপ্রকাশ করে وَّيَوْمَ لَا يَسْبِتُوْنَ আর যে দিন শনিবার দিবস না হতো لَا تَاْتِيْهِمْ সেদিন তাদের সামনে আসত না كَذٰلِكَ نَبْلُوْهُمْ এভাবে আমি তাদেরকে পরীক্ষা করতাম بِمَا كَانُوْا يَفْسُقُوْنَ এজন্য যে, তারা আদেশ লঙ্ঘন করত।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

(১৬৩) قوله وَاسْئَلْهُمْ عَنِ الْقَرْيَةِ الَّتِىْ كَانَتْ حَاضِرَةَ الْبَحْرِ الخ **আয়াতের শানে নুযূল :** মহানবী ﷺ মদিনার ইহুদিগণকে তাদের কুফরির জন্য খুবই ধমক দিতেন এবং ভর্ৎসনা করতেন। আর বলতেন তোমরা কুফরিকরণে এবং নবী-রাসূলগণকে অস্বীকারকরণে তোমাদের পূর্বপুরুষগণকে অনুসরণ করে চলছ। তখন তারা জবাবে বলত আমাদের বাপদাদা ও পূর্ববপুরুষগণ কখনো নিজেদের প্রতিপালকের সাথে কুফরি করেননি এবং কোনো নবী-রাসূলকেও অস্বীকার করেননি। উপরিউক্ত জনপদে যা কিছু ঘটেছিল সে বিষয়ে ইহুদিরা ভালোভাবে ওয়াকিফহাল ছিল। কিন্তু বিষয়টি তারা গোপন রাখত আর মনে করত এ ঘটনা সম্পর্কে আর কেউ ওয়াকিফহাল নয়। তখন আল্লাহ তা'আলা وَاسْئَلْهُمْ عَنِ الْقَرْيَةِ الَّتِىْ كَانَتْ حَاضِرَةَ

https://e-ilm.weebly.com/

البحر হতে আটটি আয়াত নাজিল করে নবী করীম ﷺ-কে মূল ঘটনা সম্পর্কে ওয়াকিফহাল করেন। তারা নবী করীম ﷺ-এর কণ্ঠে এটা শুনে বিস্ময় বোধ করল। এ সূরাটি যদিও মক্কায় অবতীর্ণ হয়েছে; কিন্তু আয়াতগুলোতে মদিনার ইহুদিকেই সম্বোধন করা হয়েছে।

قوله وَقَطَّعْنٰهُمُ اثْنَتَيْ عَشْرَةَ اَسْبَاطًا اُمَمًا الخ আলোচ্য আয়াতের পূর্ববর্তী আয়াতে হযরত মূসা (আ.)-এর অবশিষ্ট কাহিনী বিবৃত করার পর তাঁর উম্মত (ইহুদি)-এর অসৎকর্মশীল লোকদের প্রতি নিন্দাবাদ এবং তাদের নিকৃষ্ট পরিণতির বর্ণনা এসেছে। এ আয়াতগুলোতেও তাদের শাস্তি এবং অশুভ পরিণতি সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে।

প্রথম আয়াতে সে দুটি শাস্তির বর্ণনা দেওয়া হয়েছে যা পৃথিবীতে তাদের উপর আরোপিত হয়েছে আর তা হলো প্রথমত কিয়ামত পর্যন্ত আল্লাহ তা'আলা তাদের উপর এমন কোনো ব্যক্তিকে অবশ্যই চাপিয়ে রাখতে থাকবেন, যে তাদেরকে কঠিন শাস্তি দিতে থাকবে এবং অপমান ও লাঞ্ছনায় জড়িয়ে রাখবে। সুতরাং তখন থেকে নিয়ে অদ্যাবধি ইহুদিরা সবসময়ই সর্বত্র ঘৃণিত, পরাজিত ও পরাধীন অবস্থায় রয়েছে। সাম্প্রতিককালের ইসরাঈলী রাষ্ট্রের কারণে এ বিষয়ে এজন্য সন্দেহ হতে পারে না যে, যারা বিষয়টি সম্পর্কে অবগত তাদের জনা আছে যে, প্রকৃতপক্ষে আজও ইসরাঈলীদের না আছে নিজস্ব কোনো ক্ষমতা, না আছে রাষ্ট্র। প্রকৃতপক্ষে এটা ইসলামের প্রতি রাশিয়া ও আমেরিকার একান্ত শত্রুতারই ফলশ্রুতি হিসেবে আদেরই একটা ঘাঁটি মাত্র। এর চেয়ে বেশি কোনো গুরুত্বই এর নেই। তাছাড়া আজও ইহুদিরা তাদেরই অধীন ও আজ্ঞাবহ। যখনই এতদুভয় শক্তি তাদের সাহায্য করা বন্ধ করে দিবে, তখনই ইসরাঈলের অস্তিত্ব বিশ্বের পাতা থেকে মুছে যেতে পারে।

শব্দ বিশ্লেষণ

اَسْبَاطًا : শব্দটি বহুবচন; একবচন سِبْطٌ অর্থ– সন্তানের সন্তান। (এখানে উদ্দেশ্য কন্যার পুত্র, দৌহিত্র।)

اُمَمًا : শব্দটি বহুবচন; একবচন اُمَّةٌ অর্থ– দল, গোত্র, সম্প্রদায়।

مَشْرَبٌ : সীগাহ واحد مذكر বহছ اسم ظرف বাব سَمِعَ মাসদার اَلشُّرْبُ মূলবর্ণ (ش . ر . ب) জিনস صحيح অর্থ– পানস্থান, ঘাট।

ظَلَّلْنَا : সীগাহ جمع متكلم বহছ اثبات فعل ماضى معروف বাব تَفْعِيْل মাসদার اَلتَّظْلِيْلُ মূলবর্ণ (ظ . ل . ل) জিনস مضاعف ثلاثى অর্থ– আমি ছায়া দান করলাম।

غَمَامٌ : শব্দটি একবচন; বহুবচনে غَمَائِمُ অর্থ– মেঘ, মেঘমালা।

كُلُوْا : সীগাহ جمع مذكر حاضر বহছ امر حاضر معروف বাব نَصَرَ মাসদার اَلْاَكْلُ মূলবর্ণ (ا . ك . ل) জিনস مهموز فاء অর্থ– তোমরা খাও, তোমরা আহার কর।

يَعْدُوْنَ : সীগাহ جمع مذكر غائب বহছ اثبات فعل مضارع معروف বাব نَصَرَ মাসদার اَلْعُدْوَانُ মূলবর্ণ (ع . د . و) জিনস ناقص واوى অর্থ– তারা সীমালঙ্ঘন করেছে।

حِيْتَانٌ : শব্দটি বহুবচন; একবচন حُوْتٌ অর্থ– মাছ।

شُرَّعًا : শব্দটি বহুবচন; একবচন شارع অর্থ– পানির উপর দৃশ্যমান, ভাসমান, আত্মপ্রকাশ করা।

لَايَسْبِتُوْنَ : সীগাহ جمع مذكر غائب বহছ نفى فعل مضارع معروف বাব ضَرَبَ মাসদার اَلسَّبْتُ মূলবর্ণ (س . ب . ت) জিনস صحيح অর্থ– তারা শনিবার উর্দযাপন করত না।

https://e-ilm.weebly.com/

وَاِذْ قَالَتْ اُمَّةٌ مِّنْهُمْ لِمَ تَعِظُوْنَ قَوْمًا ۨ اللّٰهُ مُهْلِكُهُمْ اَوْ مُعَذِّبُهُمْ عَذَابًا شَدِيْدًا ؕ قَالُوْا مَعْذِرَةً اِلٰى رَبِّكُمْ وَلَعَلَّهُمْ يَتَّقُوْنَ (١٦٤)

অনুবাদ : (১৬৪) আর যখন তাদের মধ্যকার একটি দল এরূপ বলল যে, তোমরা এমন লোকদেরকে কেন উপদেশ দিচ্ছ যাদেরকে আল্লাহ তা'আলা সম্পূর্ণরূপে ধ্বংস করবেন অথবা তাদেরকে কঠোর শাস্তি প্রদান করবেন, তারা [দ্বিতীয় দল] বলল, তোমাদের রবের সমীপে ওজর পেশ করার জন্য, আর এজন্য যে, হয়তো তারা ভীত হবে।

فَلَمَّا نَسُوْا مَا ذُكِّرُوْا بِهٖۤ اَنْجَيْنَا الَّذِيْنَ يَنْهَوْنَ عَنِ السُّوْٓءِ وَاَخَذْنَا الَّذِيْنَ ظَلَمُوْا بِعَذَابٍۭ بَئِيْسٍۭ بِمَا كَانُوْا يَفْسُقُوْنَ (١٦٥)

(১৬৫) অনন্তর যখন তারা সেই কাজ বর্জনকারীই রইল, যে সম্বন্ধে তাদেরকে উপদেশ দেওয়া হতো, তখন আমি সে সকল লোকদেরকে তো বাঁচিয়ে নিলাম যারা সেই মন্দ কার্য হতে বারণ করত, আর সেই সকল লোক যারা সীমা অতিক্রম করত, তাদেরকে আক্রান্ত করলাম এক কঠোর আজাবে তাদের নাফরমানি করার দরুন।

فَلَمَّا عَتَوْا عَنْ مَّا نُهُوْا عَنْهُ قُلْنَا لَهُمْ كُوْنُوْا قِرَدَةً خٰسِئِيْنَ (١٦٦)

(১৬৬) অর্থাৎ যখন তারা সীমা অতিক্রম করল ঐ কাজে যে কাজ হতে তাদেরকে নিষেধ করা হয়েছিল, তখন আমি তাদেরকে বললাম যে, তোমরা লাঞ্ছিত বানর হয়ে যাও।

وَاِذْ تَاَذَّنَ رَبُّكَ لَيَبْعَثَنَّ عَلَيْهِمْ اِلٰى يَوْمِ الْقِيٰمَةِ مَنْ يَّسُوْمُهُمْ سُوْٓءَ الْعَذَابِ ؕ اِنَّ رَبَّكَ لَسَرِيْعُ الْعِقَابِ ۖۚ وَاِنَّهٗ لَغَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ (١٦٧)

(১৬৭) আর ঐ সময়কে স্মরণ করুন, যখন আপনার রব একথা জানিয়ে দিলেন যে, তিনি অবশ্যই এই ইহুদিদের উপর কিয়ামত পর্যন্ত এমন ব্যক্তিকে আধিপত্য দান করতে থাকবেন, যে তাদেরকে কঠোর শাস্তি দ্বারা যাতনা দিতে থাকবে; নিশ্চয় আপনার পরওয়ারদেগার সত্বরই শাস্তি প্রদান করে থাকেন। আর নিশ্চয় তিনি অতি ক্ষমাশীল, পরম করুণাময়।

শাব্দিক অনুবাদ

(১৬৪) وَاِذْ قَالَتْ اُمَّةٌ مِّنْهُمْ আর যখন তাদের মধ্যকার একটি দল এরূপ বলল যে لِمَ تَعِظُوْنَ قَوْمًا তোমরা এমন লোকদেরকে কেন উপদেশ দিচ্ছ اللّٰهُ مُهْلِكُهُمْ যাদেরকে আল্লাহ তা'আলা সম্পূর্ণরূপে ধ্বংস করবেন اَوْ مُعَذِّبُهُمْ عَذَابًا شَدِيْدًا অথবা তাদেরকে কঠোর শাস্তি প্রদান করবেন। قَالُوْا তারা [দ্বিতীয় দল] বলল مَعْذِرَةً اِلٰى رَبِّكُمْ তোমাদের রবের সমীপে ওজর পেশ করার জন্য وَلَعَلَّهُمْ يَتَّقُوْنَ আর এজন্য যে, হয়তো তারা ভীত হবে।

(১৬৫) فَلَمَّا نَسُوْا অনন্তর যখন তারা সেই কাজ বর্জনকারীই রইল مَا ذُكِّرُوْا بِهٖ যে সম্বন্ধে তাদেরকে উপদেশ দেওয়া হতো اَنْجَيْنَا তখন আমি সে সকল লোকদেরকে তো বাঁচিয়ে নিলাম الَّذِيْنَ يَنْهَوْنَ عَنِ السُّوْٓءِ যারা সেই মন্দ কার্য হতে বারণ করত। وَاَخَذْنَا الَّذِيْنَ ظَلَمُوْا আর সেই সকল লোক যারা সীমা অতিক্রম করত তাদেরকে আক্রান্ত করলাম بِعَذَابٍۭ بَئِيْسٍ এক কঠোর আজাবে بِمَا كَانُوْا يَفْسُقُوْنَ তাদের নাফরমানি করার দরুন।

(১৬৬) فَلَمَّا عَتَوْا অর্থাৎ যখন তারা সীমা অতিক্রম করল عَنْ مَّا نُهُوْا عَنْهُ ঐ কাজে যে কাজ হতে তাদেরকে নিষেধ করা হয়েছিল قُلْنَا لَهُمْ তখন আমি তাদেরকে বললাম যে كُوْنُوْا قِرَدَةً خٰسِئِيْنَ তোমরা লাঞ্ছিত বানর হয়ে যাও।

(১৬৭) وَاِذْ تَاَذَّنَ رَبُّكَ আর ঐ সময়কে স্মরণ করুন, যখন আপনার রব একথা জানিয়ে দিলেন যে لَيَبْعَثَنَّ عَلَيْهِمْ তিনি অবশ্যই এই ইহুদিদের উপর এমন ব্যক্তিকে আধিপত্য দান করতে থাকবেন যে اِلٰى يَوْمِ الْقِيٰمَةِ কিয়ামত পর্যন্ত مَنْ يَّسُوْمُهُمْ سُوْٓءَ الْعَذَابِ তাদেরকে কঠোর শাস্তি দ্বারা যাতনা দিতে থাকবে اِنَّ رَبَّكَ لَسَرِيْعُ الْعِقَابِ নিশ্চয় আপনার পরওয়ারদেগার সত্বরই শাস্তি প্রদান করে থাকেন وَاِنَّهٗ لَغَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ আর নিশ্চয় তিনি অতি ক্ষমাশীল, পরম করুণাময়।

https://e-ilm.weebly.com/

وَقَطَّعْنٰهُمْ فِي الْاَرْضِ اُمَمًا ۚ مِنْهُمُ الصّٰلِحُوْنَ وَمِنْهُمْ دُوْنَ ذٰلِكَ ۖ وَبَلَوْنٰهُمْ بِالْحَسَنٰتِ وَالسَّيِّاٰتِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُوْنَ ﴿١٦٨﴾

অনুবাদ : (১৬৮) আর আমি ভূপৃষ্ঠে তাদেরকে বিভিন্ন দলে বিভক্ত করে দিয়েছি, তাদের মধ্যে কতক ভালো [ও] ছিল এবং তাদের মধ্যে কতক অন্য রকমের ছিল, আর আমি তাদেরকে পরীক্ষা করে থাকি, সু-অবস্থা ও দুরবস্থাসমূহ দ্বারা, যেন তারা ফিরে আসে।

فَخَلَفَ مِنْۢ بَعْدِهِمْ خَلْفٌ وَّرِثُوا الْكِتٰبَ يَاْخُذُوْنَ عَرَضَ هٰذَا الْاَدْنٰى وَيَقُوْلُوْنَ سَيُغْفَرُ لَنَا ۚ وَاِنْ يَّاْتِهِمْ عَرَضٌ مِّثْلُهٗ يَاْخُذُوْهُ ؕ اَلَمْ يُؤْخَذْ عَلَيْهِمْ مِّيْثَاقُ الْكِتٰبِ اَنْ لَّا يَقُوْلُوْا عَلَى اللّٰهِ اِلَّا الْحَقَّ وَدَرَسُوْا مَا فِيْهِ ؕ وَالدَّارُ الْاٰخِرَةُ خَيْرٌ لِّلَّذِيْنَ يَتَّقُوْنَ ؕ اَفَلَا تَعْقِلُوْنَ ﴿١٦٩﴾

(১৬৯) অনন্তর তাদের পর এমন লোক তাদের স্থলাভিষিক্ত হলো, যারা তাদের নিকট হতে কিতাব লাভ করল, কিন্তু [তারা কিতাবের বিনিময়ে] এই তুচ্ছ দুনিয়ার ধনসম্পদ গ্রহণ করে এবং বলে যে, নিশ্চয় আমরা ক্ষমা প্রাপ্ত হবো, অথচ যদি [পুনরায়] তাদের নিকট তদ্রূপ ধনসম্পদ আসে তখন তারা তা গ্রহণ করে না, তাদের নিকট হতে কি সেই কিতাবের এই বিষয়টির অঙ্গীকার গ্রহণ করা হয়নি যে, আল্লাহর প্রতি সত্য ভিন্ন অন্য কোনো কথা আরোপ করবে না, আর তারা সেই কিতাবে যা [লিপিবদ্ধ] ছিল তা পাঠ [ও] করেছে, আর পরকালের বাসস্থান ঐ সমস্ত লোকদের জন্য উত্তম যারা পরহেজ করে চলে, তবে কি তোমরা বুঝ না?

وَالَّذِيْنَ يُمَسِّكُوْنَ بِالْكِتٰبِ وَاَقَامُوا الصَّلٰوةَ ؕ اِنَّا لَا نُضِيْعُ اَجْرَ الْمُصْلِحِيْنَ ﴿١٧٠﴾

(১৭০) আর যারা কিতাব [তাওরাত]-কে দৃঢ়ভাবে ধারণ করে, এবং নামাজ কায়েম রাখে; নিশ্চয় আমি এরূপ লোকদের বিনিময় নষ্ট করব না, যারা নিজেদের সংশোধন করে নেয়।

শাব্দিক অনুবাদ

(১৬৮) وَقَطَّعْنٰهُمْ فِي الْاَرْضِ اُمَمًا আর আমি ভূপৃষ্ঠে তাদেরকে বিভিন্ন দলে বিভক্ত করে দিয়েছি مِنْهُمُ الصّٰلِحُوْنَ তাদের মধ্যে কতক ভালো [ও] ছিল وَمِنْهُمْ دُوْنَ ذٰلِكَ এবং তাদের মধ্যে কতক অন্য রকমের ছিল وَبَلَوْنٰهُمْ আর আমি তাদেরকে পরীক্ষা করে থাকি بِالْحَسَنٰتِ وَالسَّيِّاٰتِ সু-অবস্থা ও দুরবস্থাসমূহ দ্বারা لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُوْنَ যেন তারা ফিরে আসে।

(১৬৯) فَخَلَفَ مِنْۢ بَعْدِهِمْ خَلْفٌ অনন্তর তাদের পর এমন লোক তাদের স্থলাভিষিক্ত হলো وَّرِثُوا الْكِتٰبَ যারা তাদের নিকট হতে কিতাব লাভ করল يَاْخُذُوْنَ عَرَضَ هٰذَا الْاَدْنٰى কিন্তু [তারা কিতাবের বিনিময়ে] এই তুচ্ছ দুনিয়ার ধন সম্পদ গ্রহণ করে وَيَقُوْلُوْنَ এবং বলে যে سَيُغْفَرُ لَنَا নিশ্চয় আমরা ক্ষমা প্রাপ্ত হবো وَاِنْ يَّاْتِهِمْ عَرَضٌ مِّثْلُهٗ অথচ যদি [পুনরায়] তাদের নিকট তদ্রূপ ধন-সম্পদ আসে يَاْخُذُوْهُ তখন তারা তা গ্রহণ করে اَلَمْ يُؤْخَذْ عَلَيْهِمْ তাদের নিকট হতে কি গ্রহণ করা হয়নি যে مِّيْثَاقُ الْكِتٰبِ সেই কিতাবের এই বিষয়টির অঙ্গীকার اَنْ لَّا يَقُوْلُوْا عَلَى اللّٰهِ اِلَّا الْحَقَّ আল্লাহর প্রতি সত্য ভিন্ন অন্য কোনো কথা আরোপ করবে না وَدَرَسُوْا مَا فِيْهِ আর তারা সেই কিতাবে যা [লিপিবদ্ধ] ছিল তা পাঠ [ও] করেছে وَالدَّارُ الْاٰخِرَةُ خَيْرٌ আর পরকালের বাসস্থান ঐ সমস্ত লোকদের জন্য উত্তম لِّلَّذِيْنَ يَتَّقُوْنَ যারা পরহেজ করে চলে اَفَلَا تَعْقِلُوْنَ তবে কি তোমরা বুঝ না?

(১৭০) وَالَّذِيْنَ يُمَسِّكُوْنَ بِالْكِتٰبِ আর যারা কিতাব [তাওরাত]-কে দৃঢ়ভাবে ধারণ করে وَاَقَامُوا الصَّلٰوةَ এবং নামাজ কায়েম রাখে اِنَّا لَا نُضِيْعُ اَجْرَ الْمُصْلِحِيْنَ নিশ্চয় আমি এরূপ লোকদের বিনিময় নষ্ট করব না, যারা নিজেদের সংশোধন করে নেয়।

https://e-ilm.weebly.com/

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

قَوْلُهُ: وَالَّذِيْنَ يُمَسِّكُوْنَ بِالْكِتٰبِ وَاَقَامُوا الصَّلٰوةَ الخ (১৭০) আয়াতের শানে নুযূল : আহলে কিতাবদের মধ্যে যারা নবী করীম ﷺ -এর প্রতি ঈমান এনে ইসলাম গ্রহণ করেছিল। যেমন– হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে সালাম ও তাঁর সঙ্গী-সাথীবৃন্দ তাঁদের সম্পর্কে অত্র আয়াত অবতীর্ণ হয়েছিল। কেননা তাঁরা প্রথমে তাঁদের নবীর কিতাব তাওরাতের ও অন্যান্য কিতাবের প্রতি ঈমান এনেছিল এবং একে দৃঢ়ভাবে ধারণ করে রেখেছিল এবং যথাসময়ে সে কিতাবের বিধান কায়েম করতে সর্বদা সচেষ্ট ছিল। তাদের সম্পর্কেই উপরিউক্ত আয়াত অবতীর্ণ হয়। অত্র আয়াতে বলা হয়েছে, বনী ইসরাঈলের কোনো কোনো আলেম এমনও রয়েছে যারা তাওরাতের বিধিবিধানকে দৃঢ়তার সাথে ধরেছে এবং বিশ্বাসের সঙ্গে সঙ্গে সৎকাজের অবলম্বন করেছে আর যথারীতি নামাজও প্রতিষ্ঠা করেছে এমনি লোকদের প্রতিদান ও প্রাপ্য বিনষ্ট হতে পারে না।

قَوْلُهُ: وَقَطَّعْنٰهُمْ فِي الْاَرْضِ اُمَمًا الخ ১৬৮ নং আয়াতে ইহুদিদের উপর আরোপিত অন্য আরেক শাস্তির কথা বলা হয়েছে, যা এই পৃথিবীতেই তাদেরকে দেওয়া হয়েছে, যা এই পৃথিবীর বিভিন্ন স্থানে একান্ত বিক্ষিপ্ত করে দেওয়া। কোথাও কোনো এক দেশে তাদের সমবেতভাবে বসবাসের সুযোগ হয়নি। وَقَطَّعْنٰهُمْ فِي الْاَرْضِ اُمَمًا এর মর্মও তাই। قَطَّعْنَا শব্দটি تَقْطِيْعٌ থেকে নির্গত। যার অর্থ খণ্ড বিখণ্ড করে দেওয়া। আর اُمَمٌ হলো اُمَّةٌ-এর বহুবচন। যার অর্থ দল বা শ্রেণি। মর্ম হলো এই যে, আমি ইহুদি জাতিকে খণ্ডখণ্ড করে পৃথিবীর বিভিন্ন অংশে বিক্ষিপ্ত করে দিয়েছি।

এতে বুঝা গেল যে, কোনো জাতিবিশেষের কোনো এক স্থানে সমবেত জীবনযাপন ও সংখ্যাগরিষ্ঠতা অর্জনও আল্লাহ তা'আলার একটি নিয়ামত পক্ষান্তরে তাদের বিভিন্ন স্থানে বিক্ষিপ্ত ও বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়া একরকম আসমানি আজাব। মুসলমানদের প্রতি আল্লাহর এ নিয়ামত সব সময়ই রয়েছে এবং ইনশাআল্লাহ থাকবেও কিয়ামত পর্যন্ত। তারা যেখানেই অবস্থান করেছে সেখানেই তাদের প্রবল একটি সমবেত শক্তি গড়ে উঠেছে। মদিনা থেকে এ ধারা শুরু হয়ে প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যে এভাবেই এক বিস্ময়কর প্রক্রিয়ায় বিস্তার লাভ করেছে। দূরপ্রাচ্যে পাকিস্তান, ইন্দোনেশিয়া প্রভৃতি স্থায়ী ইসলামি রাষ্ট্রসমূহের ফলশ্রুতিতে গঠিত। পক্ষান্তরে ইহুদিরা সব সময়ই বিভন্ন দেশে বিক্ষিপ্ত হয়েছে। যতই ধনী ও সম্পদশালী হোক না কেন কখনও শাসনক্ষমতা তাদের হাতে আসেনি।

কয়েক বছর থেকে ফিলিস্তিনের একটি অংশ তাদের সমবেত হওয়া এবং কৃত্রিম ক্ষমতার কারণে ধোঁকায় পড়া উচিত হবে না : শেষ জমানায় এখনে তাদের সমবেত হওয়াটা ছিল অপরিহার্য। কারণ সদাসত্য রাসূলে করীম ﷺ -এর হাদীসে বলা আছে যে, কিয়ামতের কাছাকাছি সময়ে তাই ঘটবে। শেষ জমানায় হযরত ঈসা (আ.) অবতীর্ণ হবেন, সমস্ত খ্রিস্টান মুসলমান হয়ে যাবে এবং তিনি ইহুদিদের সাথে জিহাদ করে তাদেরকে হত্যা করবেন। অবশ্য আল্লাহর অপরাধীকে সমন জারি করে এবং পুলিশের মাধ্যমে ধরে হাজির করা হবে না; বরং তিনি এমনই প্রাকৃতিক উপকরণ সৃষ্টি করবেন যাতে অপরাধী পায়ে হেটে বহু চেষ্টা করে নিজের বধ্যভূমিতে গিয়ে হাজির হবে। হযরত ঈসা (আ.)-এর অবতরণ ঘটবে সিরিয়ার দামেশকে। ইহুদিদের সাথে তার যুদ্ধ ও সেখানে সংঘটিত হবে যাতে ঈসা (আ.) -এর পক্ষে তাদেরকে নিধন করা সহজ হয়। আল্লাহ তা'আলা ইহুদিদেরকে সর্বদাই রাজক্ষমতা থেকে বঞ্চিত অবস্থায় বিভিন্ন দেশে বিক্ষিপ্ত করে রেখে অমর্যাদা জনিত শাস্তির আস্বাদ গ্রহণ করিয়েছেন। অতঃপর শেষ জমানায় হযরত ঈসা (আ.)-এর জন্য সহজসাধ্য করার লক্ষ্যে তাদেরকে তাদের বধ্যভূমিতে সমবেত করেছেন। কাজেই তাদের এ সমবেত হওয়া বর্ণিত আজাবের পরিপন্থি নয়।

রইল তাদের বর্তমান রাষ্ট্র ও রাষ্ট্রীয় ক্ষমতার প্রশ্ন। বস্তুত এটা এমন একটা ধোঁকা যার উপরে বর্তমান যুগের সভ্য পৃথিবী যদিও অতি সুন্দর কারুকার্যময় আবরণ জড়িয়ে দিয়েছে, কিন্তু বিশ্ব রাজনীতি সম্পর্কে সজাগ কোনো ব্যক্তি এক মুহূর্তের জন্যও এতে ধোঁকা খেতে পারে না। কারণ অধুনা যে এলাকাটিকে ইসরাঈল নামে অভিহিত করা হয়, প্রকৃতপক্ষে রাশিয়া, আমেরিকা ও ইংল্যাণ্ডের একটা যৌথ ছাউনির অতিরিক্ত কোনো গুরুত্ব তার নেই। এটি শুধুমাত্র এসব দেশের সাহায্যেই বেঁচে আছে এবং এদের বশংবদ থাকার ভিতরেই নিহিত রয়েছে তার অস্তিত্বের রহস্য। বলাবাহুল্য, নির্ভেজাল দাসত্বকে ভেজাল রাষ্ট্র নামে অভিহিত করে দেওয়ায় এ জাতির কোনো ক্ষমতা লাভ ঘটেনা কুরআনে কারীম তাদের সম্পর্কে কিয়ামতকাল পর্যন্ত অপমান ও লাঞ্ছনা জনিত যে শাস্তির কথা বলেছে তা আজও তেমনিভাবে অব্যাহত। ১৬৭ নং আয়াতটিতে তারই আলোচনা এভাবে করা হয়েছে– وَاِذْ تَاَذَّنَ رَبُّكَ لَيَبْعَثَنَّ عَلَيْهِمْ اِلٰى يَوْمِ الْقِيٰمَةِ مَنْ يَّسُوْمُهُمْ سُوْٓءَ الْعَذَابِ অর্থাৎ আপনার পালনকর্তা যখন সুদৃঢ় ইচ্ছা করে নিয়েছেন যে, কিয়ামত পর্যন্ত তাদের উপর এমন এক শক্তিকে চাপিয়ে দিবেন,

https://e-ilm.weebly.com/

যা তাদেরকে নিকৃষ্ট আজাবের স্বাদ আস্বাদন করাবে। যেমন প্রথমে হযরত সোলায়মান (আ.) -এর হাতে পরে বুখতানাসারের দ্বারা এবং অতঃপর মহানবী ﷺ -এর মাধ্যমে. আর সর্বশেষ হযরত ফারূকে আ'যম (রা.)-এর মাধ্যমে সব জায়গা থেকে অপামন ও লাঞ্ছনার সাথে ইহুদিদের বহিষ্কার করা একান্ত প্রসিদ্ধ ঐতিহাসিক ঘটনা।

এ আয়াতের দ্বিতীয় বাক্যটি হলো এই– مِنْهُمُ الصَّالِحُونَ وَمِنْهُمْ دُونَ ذَٰلِكَ অর্থাৎ 'এদের মধ্যে কিছু লোক রয়েছে সৎ এবং কিছু অন্য রকম। 'অন্য রকম' এর মর্ম হলো এই যে, কাফের দুষ্কৃতকারী অসৎলোক রয়েছে। অর্থাৎ ইহুদিদের মধ্যে সবই এক রকম লোক নয়, কিছু সৎও আছে। এর অর্থ সেসব লোক, যারা তাওরাতের যুগে তাওরাতের নির্দেশাবলির পূর্ণ আনুগত্য ও অনুশীলন করেছে। না তার হুকুমের প্রতি কৃতঘ্নতা প্রকাশ করেছে, আর না কোনো রকম অপব্যাখ্যা ও বিকৃতির আশ্রয় নিয়েছে। এছাড়া এতে তারাও উদ্দেশ্য হতে পারেন, যারা কুরআন অবতীর্ণ হওয়ার পর তার আনুগত্যে আত্মনিয়োগ করেছেন এবং রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর উপর ঈমান এনেছেন। অপরদিকে রয়েছে সে সমস্ত লোক যারা তাওরাতকে আসমানি গ্রন্থ বলে স্বীকার করা সত্ত্বেও তার বিরুদ্ধাচরণ করেছে, কিংবা তার আহকাম বা বিধি বিধানের বিকৃতি ঘটিয়ে নিজেদের পরকালকে পৃথিবীতে নিকৃষ্ট বস্তু সামগ্রীর বিনিময়ে বিক্রি করে দিয়েছে।

আয়াতের শেষাংশে ইরশাদ হয়েছে : وَبَلَوْنَاهُمْ بِالْحَسَنَاتِ وَالسَّيِّئَاتِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ; অর্থাৎ আমি ভালো মন্দ অবস্থার দ্বারা তাদের পরীক্ষা করেছি যেন তারা নিজেদের গর্হিত আচার আচরণ থেকে ফিরে আসে। 'ভালো অবস্থার দ্বারা' এর অর্থ হলো এই যে, তাদেরকে ধন সম্পদের প্রাচুর্য ও ভোগ বিলাসের উপকরণ দান আর মন্দ অবস্থার অর্থ হয় লাঞ্ছনা গঞ্জনার সে অবস্থা যা যুগে যুগে বিভিন্নভাবে তাদের উপর নেমে এসেছে, অথবা কোনো কোনো সময়ে তাদের উপর আপতিত দুর্ভিক্ষ ও দারিদ্র্য। যাহোক সারমর্ম হলো এই যে, মানব জাতির আনুগত্যে ও ঔদ্ধত্যের পরীক্ষা করার দুটিই প্রক্রিয়া। তাদের ব্যাপারে উভয়টিই ব্যবহৃত হয়েছে। একটি হলো দান ও অনুগ্রহের মাধ্যমে পরীক্ষা করা যে, তারা দাতা ও অনুগ্রহকারীর কৃতজ্ঞতা ও আনুগত্য স্বীকার ও সম্পাদন করে কি না? দ্বিতীয়ত তাদেরকে বিভিন্ন কষ্ট ও দ্বন্দ্বের সম্মুখীন (করে পরীক্ষা) করা হয় যে, তারা নিনেজেদের পালনকর্তার দিকে প্রত্যাবর্তন করে নিজেদের মন্দ ও আসদাচরণ থেকে তওবা করে কি না? কিন্তু ইহুদি সম্প্রদায় এতদুভয় পরীক্ষাতেই অকৃতকার্য হয়েছে। আল্লাহ তা'আলা যখন তাদের জন্য নিয়ামতের দুয়ার খুলে দিয়েছেন ধন সম্পদের প্রাচুর্য দান করেছেন, তখন তারা বলতে শুরু করেছে– قَالُوا إِنَّ اللَّهَ فَقِيرٌ وَنَحْنُ أَغْنِيَاءُ অর্থাৎ (নাউযুবিল্লাহ) আল্লাহ হলেন ফকির আর আমরা ধনী। আর তাদেরকে যখন দারিদ্র্য ও দুর্দশার মাধ্যমে পরীক্ষা করা হয়েছে, তখন বলতে শুরু করেছে– وَقَالَتِ الْيَهُودُ يَدُ اللَّهِ مَغْلُولَةٌ; অর্থাৎ আল্লাহর হাত সংকুচিত হয়ে গেছে।

জ্ঞাতব্য বিষয় : এ আয়াতের দ্বারা একটা বিষয় তো এই জানা গেল যে, কোনো জাতির একত্র বাস আল্লাহ তা'আলার নিয়ামত এবং তার বিচ্ছিন্নতা হলো একটা শাস্তি। দ্বিতীয়ত পার্থিব আরাম-আয়েশ. আনন্দ-বেদনা এগুলো প্রকৃতপক্ষে আসমানি পরীক্ষারই বিভিন্ন উপকরণ যার যার মাধ্যমে তাদের ঈমান ও আল্লাহর আনুগত্যের পরীক্ষা নেওয়া হয়। এখানকার যে দুঃখ কষ্ট তা তেমন একটা হা হুতাশ বা কান্নাকাটির বিষয় নয়। তেমনিভাবে এখানকার আনন্দ-উচ্ছলতাও অহংকারী হয়ে উঠার মতো কোনো উপকরণ নয়। দূরদর্শী বুদ্ধিমানের জন্য এতদুভয়টিই লক্ষণীয় বিষয়।

পূর্ববর্তী আয়াতগুলোতে একটি প্রতিজ্ঞা ও প্রতিশ্রুতি সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে যা বিশেষত বনী ইসরাঈলদের আলেম সম্প্রদায়ের নিকট থেকে তওরাত সম্পর্কে নেওয়া হয়েছিল যে, এতে কেনো রকম পরিবর্তন কিংবা বিকৃতি সাধন করবে না এবং সত্য ও সঠিক বিষয় ছাড়া মহান পরওয়ারদেগারের প্রতি অন্য কোনো বিষয় আরোপ করবে না। আর এ বিষয়টি পূর্বেই উল্লিখিত হয়ে গিয়েছিল যে, বনী ইসরাঈলের আলেমগণ প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ করে স্বার্থান্বেষীদের কাছ থেকে উৎকোচ নিয়ে তাওরাতের বিধিবিধানের পরিবর্তন করেছে এবং তাদের উদ্দেশ্যও স্বার্থের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ করে বাতলিয়েছে। এখন আলোচ্য ১৭০ আয়াতটিতে সে বর্ণনারই উপসংহার হিসেবে বলা হয়েছে যে, বনী ইসরাঈলের সব বিধিবিধানকে দৃঢ়তার সাথে ধরেছে এবং বিশ্বাসের সঙ্গে সঙ্গে সৎকাজেও নিষ্ঠা অবলম্বন করেছে। আর যথারীতি নামাজও প্রতিষ্ঠা করেছে। এমনি লোকদের সম্পর্কে বলা হয়েছে আল্লাহ তাদের প্রতিদান বিনষ্ট করে দেন না, যারা নিজেদের সংশোধন করে। কাজেই যারা ঈমান ও আমলের উভয় ফরজ আদায়ের মাধ্যমে নিজের সংশোধন করে নিয়েছে তাদের প্রতিদান বা প্রাপ্য বিনষ্ট হতে পারে না।

এ আয়াতে কয়েকটি লক্ষণীয় ও জ্ঞাতব্য বিষয় রয়েছে। প্রথমত এই যে, কিতাব বলতে এতে সে কিতাবই উদ্দেশ্য। যেমন তাওরাত যাবুর ইঞ্জীল ও কুরআন।

https://e-ilm.weebly.com/

দ্বিতীয়ত এ আয়াতের দ্বারা বুঝা গেছে যে, আল্লাহর কিতাবকে একান্ত আদব ও সম্মানের সাথে অতি যত্ন সহকারে নিজের কাছে শুধু রেখে দিলেই তার উদ্দেশ্য সাধিত হয় না; বরং তার বিধি বিধান ও নির্দেশবলির অনুবর্তীও হতে হবে। আর এর কারণেই এখানে বলা হয়েছে يُمَسِّكُوْنَ যার অর্থ হয় দৃঢ়তার সাথে পরিপূর্ণভাবে ধরা। অর্থাৎ তার সমস্ত বিধিবিধানের অনুশীলন করা।

তৃতীয়ত লক্ষণীয় বিষয় হলো এই যে, এখানে তাওরাতের বিধি-বিধানের অনুবর্তিতার কথা বলা হয়েছিল আর তাওরাতের বিধিনিষেধ একটি দুটি নয় শত শত। সেগুলোর মধ্যে এখানে একটিমাত্র বিধান নামাজ প্রতিষ্ঠা করার কথা বলেই ক্ষান্ত করা হয়েছে। এতে ইঙ্গিত করা হয়েছে যে, আল্লাহর কিতাবের বিধিবিধানসমূহের মধ্যে সর্বোত্তম ও গুরুত্বপূর্ণ বিধান হলো নামাজ। তদুপরি নামাজের অনুবর্তিতা আসমানি বিধানসমূহের অনুবর্তিতার বিশেষ লক্ষণ। এরই মাধ্যমে চেনা যায় কে কৃতজ্ঞ আর কে কৃতঘ্ন। আর এর নিয়মানুবর্তিতার একটা বিশেষ কার্যকারিতাও রয়েছে যে, যে লোক নামাজে নিয়মানুবর্তী হয়ে যাবে তার জন্য অন্যান্য বিধিবিধানের নিয়মানুবর্তিতাও সহজ হয়ে যায়। পক্ষান্তরে যে লোক নামাজের ব্যাপারে নিয়মানুবর্তী নয়, তার দ্বারা অন্যান্য বিধিবিধানের নিয়মানুবর্তিতাও সম্ভব হয় না। সহীহ হাদীসে রাসূলে কারীম ﷺ -এর ইরশাদ রয়েছে নামাজ হলো দীনের স্তম্ভ, যার উপরে তার ইমারত রচিত হয়েছে, যে ব্যক্তি এই স্তম্ভকে প্রতিষ্ঠিত রেখেছে– সে দীনকে প্রতিষ্ঠিত রেখেছে, যে এ স্তম্ভকে বিধ্বস্ত করেছে, সে গোটা দীনের ইমারতকে বিধ্বস্ত করে দিয়েছে।

সে কারণেই এ আয়াতে وَالَّذِيْنَ يُمَسِّكُوْنَ بِالْكِتٰبِ -এর পরে وَاَقَامُوا الصَّلٰوةَ বলে এ কথাই বাতলে দেওয়া হয়েছে যে, দৃঢ়তার সাথে কিতাব অবলম্বনকারী এবং তার অনুবর্তী তাকেই বলা যাবে যে সমুদয় শর্ত মোতাবেক নিয়মানুবর্তিতার সাথে নামাজ আদায় করে। আর যে নামাজের ব্যাপারে গাফলতি করে, সে যত তাসবীহ অজিফাই পড়ুক কিংবা যত মুজাহাদা সাধনাই করুক না কেন আল্লাহর নিকট সে কিছুই নয়। এমনকি তার যদি কারামত কাশফও হয় তবুও তার কোনো গুরুত্ব আল্লাহর কাছে নেই।

ধর্মের ব্যাপারে বাধ্যবাধকতা না থাকার প্রকৃত মর্ম ও কয়েকটি সন্দেহের উত্তর : এখানে একটি বিষয় প্রণিধানযোগ্য যে, কুরআন মাজীদের পরিষ্কার ঘোষণা রয়েছে যে, لَآ اِكْرَاهَ فِى الدِّيْنِ অর্থাৎ দীনের ব্যাপারে কোনো জবরদস্তি বা বাধ্যতামূলকভাবে সত্যধর্ম গ্রহণে বাধ্য করা যেতে পারে। অথচ আলোচ্য এই ঘটনায় পরিষ্কার বুঝা যাচ্ছে যে, দীন কবুল করার জন্য বনী ইসরাঈলদেরকে বাধ্য করা হয়েছে।

কিন্তু সামান্য একটু চিন্তা করলেই পার্থক্যটা স্পষ্ট হয়ে উঠে যে, কোনো অমুসলিমকে ইসলাম গ্রহণে কোথাও কখনও বাধ্য করা হয়নি। কিন্তু যে ব্যক্তি মুসলমান হয়ে ইসলামি প্রতিজ্ঞা প্রতিশ্রুতির অনুবর্তী হয়ে যায় এবং তারপরে সে যদি তার বিরুদ্ধাচরণ করতে আরম্ভ করে, তাহলে অবশ্যই তার উপর জবরদস্তি করা হবে এবং এই বিরুদ্ধাচরণের দরুন তাকে শাস্তি দেওয়া হবে। ইসলামি শাস্তি বিধানে এ ব্যাপারে বহুবিধ শাস্তি নির্ধারিত রয়েছে।

শব্দ বিশ্লেষণ

تَعِظُوْنَ : সীগাহ جمع مذكر حاضر বহছ اثبات فعل مضارع معروف বাব ضَرَبَ মাসদার اَلْوَعْظُ মূলবর্ণ (و ـ ع ـ ظ) জিনস مثال واوى অর্থ– তোমরা সদুপদেশ দিচ্ছ।

عَتَوْا : সীগাহ جمع مذكر غائب বহছ اثبات فعل ماضى معروف বাব نَصَرَ মাসদার اَلْعُتُوُّ মূলবর্ণ (ع ـ ت ـ و) জিনস ناقص واوى অর্থ– তারা অহংকার করল।

نُهُوْا : সীগাহ جمع مذكر غائب বহছ ماضى مجهول বাব سَمِعَ মাসদার اَلنَّهْىُ মূলবর্ণ (ن ـ ه ـ ى) জিনস ناقص يائى অর্থ– তাদেরকে নিষেধ করা হয়েছে।

بَلَوْنَا : সীগাহ جمع متكلم বহছ اثبات فعل ماضى معروف বাব نَصَرَ মাসদার اَلْبَلَاءُ মূলবর্ণ (ب ـ ل ـ و) জিনস ناقص واوى অর্থ– আমি পরীক্ষা করেছি।

مِيْثَاقٌ : শব্দটি একবচন; বহুবচন مواثيق অর্থ– অঙ্গীকার, প্রতিশ্রুতি।

حَقٌّ : শব্দটি একবচন; বহুবচন حقوق অর্থ– ন্যায়।

لَانُضِيْعُ : সীগাহ جمع متكلم বহছ اثبات فعل مضارع معروف বাব اِفْعَالٌ মাসদার اَلْاِضَاعَةُ মূলবর্ণ (ض ـ ى ـ ع) জিনস اجوف يائى অর্থ– আমি বিনষ্ট করব না।

اَجْرٌ : শব্দটি একবচন; বহুবচনে اُجُوْرٌ অর্থ– প্রতিদান, প্রতিফল।

https://e-ilm.weebly.com/

অনুবাদ	আয়াত
অনুবাদ : (১৭১) আর এ সময়টিও স্মরণ করুন, যখন আমি পাহাড়কে উত্তোলন করে তাদের উপর ছাদের মতো [শূন্যে] ঝুলিয়ে রাখলাম, আর তাদের বিশ্বাস জন্মিল যে, এখনই তা তাদের উপর পতিত হচ্ছে, [এবং আল্লাহ বলবেন,] যে কিতাব আমি তোমাদেরকে দান করেছি, তা দৃঢ়তার সাথে গ্রহণ কর, এবং ঐ নির্দেশনাবলি স্মরণ রাখ যা তাতে রয়েছে, যা দ্বারা আশা করা যায় যে, তোমরা মুত্তাকী হবে।	وَاِذْ نَتَقْنَا الْجَبَلَ فَوْقَهُمْ كَاَنَّهٗ ظُلَّةٌ وَّظَنُّوْٓا اَنَّهٗ وَاقِعٌۢ بِهِمْ ۚ خُذُوْا مَآ اٰتَيْنٰكُمْ بِقُوَّةٍ وَّاذْكُرُوْا مَا فِيْهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُوْنَ (١٧١)
(১৭২) আর যখন আপনার রব আদম সন্তানগণের পৃষ্ঠ হতে তাদের বংশধরদেরকে বের করলেন এবং তাদের হতে তাদেরই সম্বন্ধে স্বীকারোক্তি নিলেন, আমি কি তোমাদের রব নই? সকলেই বলল, হ্যাঁ! আমরা সকলে সাক্ষী রইলাম, [এটা এজন্য যে,] যেন তোমরা কিয়ামত দিবসে এরূপ বলতে না পার যে, আমরা তো এটা হতে সম্পূর্ণ বে-খবর ছিলাম।	وَاِذْ اَخَذَ رَبُّكَ مِنْۢ بَنِيْٓ اٰدَمَ مِنْ ظُهُوْرِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَاَشْهَدَهُمْ عَلٰٓى اَنْفُسِهِمْ ۚ اَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ ؕ قَالُوْا بَلٰى ۛ شَهِدْنَا ۛ اَنْ تَقُوْلُوْا يَوْمَ الْقِيٰمَةِ اِنَّا كُنَّا عَنْ هٰذَا غٰفِلِيْنَ (١٧٢)
(১৭৩) অথবা এরূপ বলতে না পার যে, শিরক তো আমাদের পূর্বপুরুষেরা করেছিল, আর আমরা হচ্ছি তাদের পরবর্তী বংশধর; তবে কি আপনি সেই বিপথগামীদের কর্মের দরুন আমাদেরকে ধ্বংস করে দিবেন?	اَوْ تَقُوْلُوْٓا اِنَّمَآ اَشْرَكَ اٰبَآؤُنَا مِنْ قَبْلُ وَكُنَّا ذُرِّيَّةً مِّنْۢ بَعْدِهِمْ ۚ اَفَتُهْلِكُنَا بِمَا فَعَلَ الْمُبْطِلُوْنَ (١٧٣)
(১৭৪) আর আমি এরূপেই আয়াতগুলোকে স্পষ্টরূপে বর্ণনা করি, আর যেন তারা ফিরে আসে।	وَكَذٰلِكَ نُفَصِّلُ الْاٰيٰتِ وَلَعَلَّهُمْ يَرْجِعُوْنَ (١٧٤)

ع ٢١ ربع

শাব্দিক অনুবাদ

(১৭১) وَاِذْ نَتَقْنَا الْجَبَلَ আর এ সময়টিও স্মরণ করুন, যখন আমি পাহাড়কে উত্তোলন করে ঝুলিয়ে রাখলাম فَوْقَهُمْ তাদের উপর كَاَنَّهٗ ظُلَّةٌ ছাদের মতো [শূন্যে] وَّظَنُّوْٓا আর তাদের বিশ্বাস জন্মিল যে اَنَّهٗ وَاقِعٌۢ بِهِمْ এখনই তা তাদের উপর পতিত হচ্ছে خُذُوْا তা গ্রহণ কর مَآ اٰتَيْنٰكُمْ যে কিতাব আমি তোমাদেরকে দান করেছি بِقُوَّةٍ দৃঢ়তার সাথে وَّاذْكُرُوْا مَا فِيْهِ এবং ঐ নির্দেশনাবলি স্মরণ রাখ যা তাতে রয়েছে لَعَلَّكُمْ تَتَّقُوْنَ যা দ্বারা আশা করা যায় যে, তোমরা মুত্তাকী হবে।

(১৭২) وَاِذْ اَخَذَ رَبُّكَ আর যখন আপনার রব বের করলেন مِنْۢ بَنِيْٓ اٰدَمَ مِنْ ظُهُوْرِهِمْ আদম সন্তানগণের পৃষ্ঠ হতে ذُرِّيَّتَهُمْ তাদের বংশধরদেরকে وَاَشْهَدَهُمْ عَلٰٓى اَنْفُسِهِمْ এবং তাদের হতে তাদেরই সম্বন্ধে স্বীকারোক্তি নিলেন اَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ আমি কি তোমাদের রব নই? قَالُوْا সকলেই বলল بَلٰى হ্যাঁ! شَهِدْنَا আমরা সকলে সাক্ষী রইলাম اَنْ تَقُوْلُوْا যেন তোমরা এরূপ বলতে না পার যে يَوْمَ الْقِيٰمَةِ কিয়ামত দিবসে اِنَّا كُنَّا عَنْ هٰذَا غٰفِلِيْنَ আমরা তো এটা হতে সম্পূর্ণ বে-খবর ছিলাম।

(১৭৩) اَوْ تَقُوْلُوْٓا অথবা এরূপ বলতে না পার যে اِنَّمَآ اَشْرَكَ اٰبَآؤُنَا مِنْ قَبْلُ শিরক তো আমাদের পূর্বপুরুষেরা করেছিল وَكُنَّا ذُرِّيَّةً مِّنْۢ بَعْدِهِمْ আর আমরা হচ্ছি তাদের পরবর্তী বংশধর اَفَتُهْلِكُنَا তবে কি আপনি আমাদেরকে ধ্বংস করে দিবেন بِمَا فَعَلَ الْمُبْطِلُوْنَ সেই বিপথগামীদের কর্মের দরুন?

(১৭৪) وَكَذٰلِكَ نُفَصِّلُ الْاٰيٰتِ আর আমি এরূপেই আয়াতগুলোকে স্পষ্টরূপে বর্ণনা করি وَلَعَلَّهُمْ يَرْجِعُوْنَ আর যেন তারা ফিরে আসে।

https://e-ilm.weebly.com/

অনুবাদ : (১৭৫) আর এদেরকে সেই ব্যক্তির অবস্থা পাঠ করে শুনিয়ে দিন, যাকে আমি আমার আয়াতগুলো প্রদান করেছিলাম, অনন্তর সে তা হতে সম্পূর্ণরূপে বের হয়ে পড়ল, অতএব, শয়তান তার পিছনে লেগে গেল, ফলে সে বিপথগামীদের অন্তর্ভুক্ত হয়ে গেল।	وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ الَّذِيٓ اٰتَيْنٰهُ اٰيٰتِنَا فَانْسَلَخَ مِنْهَا فَاَتْبَعَهُ الشَّيْطٰنُ فَكَانَ مِنَ الْغٰوِيْنَ (١٧٥)
(১৭৬) আর যদি আমি ইচ্ছা করতাম তবে তাকে সেই আয়াতসমূহের কল্যাণে উচ্চ মর্যাদাশীল করে দিতাম, কিন্তু সে তো দুনিয়ার দিকে আকৃষ্ট হয়ে পড়ল। এবং নিজ প্রবৃত্তির অনুসরণ করতে লাগল। ফলতঃ তার অবস্থা কুকুরের মতো হয়ে গেল, তুমি যতি তাকে আক্রমণ কর, তবুও হাঁপাতে থাকে অথবা যদি তাকে [নিজ অবস্থায়] ছেড়ে দাও, তবুও হাঁপাতে থাকে। এ অবস্থাই হলো সেই লোকদের যারা আমার আয়াতসমূহকে মিথ্যা সাব্যস্ত করেছে, অতএব, আপনি এই অবস্থাটি বর্ণনা করে দিন, হয়তো তারা কিছুটা চিন্তা করে দেখবে।	وَلَوْ شِئْنَا لَرَفَعْنٰهُ بِهَا وَلٰكِنَّهٗٓ اَخْلَدَ اِلَى الْاَرْضِ وَاتَّبَعَ هَوٰىهُ ۚ فَمَثَلُهٗ كَمَثَلِ الْكَلْبِ ۚ اِنْ تَحْمِلْ عَلَيْهِ يَلْهَثْ اَوْ تَتْرُكْهُ يَلْهَثْ ۚ ذٰلِكَ مَثَلُ الْقَوْمِ الَّذِيْنَ كَذَّبُوْا بِاٰيٰتِنَا ۚ فَاقْصُصِ الْقَصَصَ لَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُوْنَ (١٧٦)
(১৭৭) ঐ লোকদের অবস্থাও মন্দ যারা আমার আয়াতসমূহকে মিথ্যা সাব্যস্ত করে, বস্তুতঃ তারা নিজেদেরই ক্ষতি করে।	سَآءَ مَثَلًا ۟الْقَوْمُ الَّذِيْنَ كَذَّبُوْا بِاٰيٰتِنَا وَاَنْفُسَهُمْ كَانُوْا يَظْلِمُوْنَ (١٧٧)
(১৭৮) আল্লাহ পাক যাকে পথ প্রদর্শন করেন সেই ব্যক্তিই পথ প্রাপ্ত হয়, আর তিনি যাকে পথভ্রষ্ট করেন, বস্তুতঃ এরূপ লোকেরাই ক্ষতিগ্রস্ত হয়।	مَنْ يَّهْدِ اللّٰهُ فَهُوَ الْمُهْتَدِيْ ۚ وَمَنْ يُّضْلِلْ فَاُولٰٓئِكَ هُمُ الْخٰسِرُوْنَ (١٧٨)

শাব্দিক অনুবাদ

(১৭৫) وَاتْلُ عَلَيْهِمْ আর এদেরকে পাঠ করে শুনিয়ে দিন نَبَأَ الَّذِيٓ اٰتَيْنٰهُ সেই ব্যক্তির অবস্থা যাকে আমি প্রদান করেছিলাম اٰيٰتِنَا আমার আয়াতগুলো فَانْسَلَخَ مِنْهَا অনন্তর সে তা হতে সম্পূর্ণরূপে বের হয়ে পড়ল فَاَتْبَعَهُ الشَّيْطٰنُ অতএব, শয়তান তার পিছনে লেগে গেল فَكَانَ مِنَ الْغٰوِيْنَ ফলে সে বিপথগামীদের অন্তর্ভুক্ত হয়ে গেল।

(১৭৬) وَلَوْ شِئْنَا আর যদি আমি ইচ্ছা করতাম لَرَفَعْنٰهُ بِهَا তবে তাকে সেই আয়াতসমূহের কল্যাণে উচ্চ মর্যাদাশীল করে দিতাম وَلٰكِنَّهٗٓ اَخْلَدَ اِلَى الْاَرْضِ কিন্তু সে তো দুনিয়ার দিকে আকৃষ্ট হয়ে পড়ল وَاتَّبَعَ هَوٰىهُ এবং নিজ প্রবৃত্তির অনুসরণ করতে লাগল فَمَثَلُهٗ كَمَثَلِ الْكَلْبِ ফলতঃ তার অবস্থা কুকুরের মতো হয়ে গেল اِنْ تَحْمِلْ عَلَيْهِ يَلْهَثْ তুমি যতি তাকে আক্রমণ কর, তবুও হাঁপাতে থাকে اَوْ تَتْرُكْهُ يَلْهَثْ অথবা যদি তাকে [নিজ অবস্থায়] ছেড়ে দাও, তবুও হাঁপাতে থাকে ذٰلِكَ مَثَلُ الْقَوْمِ এ অবস্থাই হলো সেই লোকদের الَّذِيْنَ كَذَّبُوْا بِاٰيٰتِنَا যারা আমার আয়াতসমূহকে মিথ্যা সাব্যস্ত করেছে فَاقْصُصِ الْقَصَصَ অতএব, আপনি এই অবস্থাটি বর্ণনা করে দিন لَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُوْنَ হয়তো তারা কিছুটা চিন্তা করে দেখবে?

(১৭৭) سَآءَ مَثَلًا الْقَوْمُ ঐ লোকদের অবস্থাও মন্দ الَّذِيْنَ كَذَّبُوْا بِاٰيٰتِنَا যারা আমার আয়াতসমূহকে মিথ্যা সাব্যস্ত করে وَاَنْفُسَهُمْ كَانُوْا يَظْلِمُوْنَ বস্তুতঃ তারা নিজেদেরই ক্ষতি করে।

(১৭৮) مَنْ يَّهْدِ اللّٰهُ আল্লাহ তা'আলা যাকে পথ প্রদর্শন করেন فَهُوَ الْمُهْتَدِيْ সেই ব্যক্তিই পথ প্রাপ্ত হয় وَمَنْ يُّضْلِلْ আর তিনি যাকে পথভ্রষ্ট করেন فَاُولٰٓئِكَ هُمُ الْخٰسِرُوْنَ বস্তুতঃ এরূপ লোকেরাই ক্ষতিগ্রস্ত হয়।

https://e-ilm.weebly.com/

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

(১৭২) قوله وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِنْ بَنِيْ آدَمَ مِنْ ظُهُوْرِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ الخ **আয়াতের শানে নুযূল :** আল্লাহ তা'আলা রূহ জগতে হযরত আদম (আ.)-কে সৃষ্টি করার পর যেরূপ তাকে ফেরেশতার দ্বারা সেজদা করিয়েছিলেন এবং যাবতীয় জ্ঞান দান করে পৃথিবীতে তার প্রতিনিধি মনোনীত করেছিলেন, তদ্রূপ হযরত আদম (আ.)-এর পৃষ্ঠদেশ হতে দুনিয়ায় আগত সমগ্র মানুষকে জীবন চেতনা ও বিবেক এবং বাকশক্তি দান করে বের করেছিলেন। আর আল্লাহ সমুদয় কুদরত, ক্ষমতা ও সৃষ্টি রহস্য অবলোকন করে মানবকুলের নিকট এ জিজ্ঞাসা করেছিলেন, আমি কি তোমাদের প্রভু নই? তখন সমস্ত মানবকুলই স্বীকার করেছিল যে, হ্যাঁ আপনি আমাদের প্রভু! আপনি ব্যতীত আর আমাদের কোনো প্রতিপালক নেই। উপরিউক্ত আয়াতে আল্লাহ তা'আলা এ ঘটনার প্রতিশ্রুতি প্রদানের কথাই স্মরণ করে দিয়েছিলেন। অতএব, তোমরা সে প্রতিশ্রুতির কথা স্মরণ করো এবং পরকালের জবাবদিহির জন্য প্রস্তুত হও।

আহলে সুন্নত ওয়াল জামাতের মতে রূহ জগতে এরূপ ঘটনা হওয়া এবং মানবকুল হতে প্রতিশ্রুতি গ্রহণ করা স্বাভাবিক ব্যাপার। কিন্তু মু'তাযিলা সম্প্রদায় এ ঘটনার বাস্তবতা স্বীকার করে না। তারা একে একটি ব্যাপক ঘটনা বলে থাকে। তাদের মতে এরূপ ঘটনা হওয়ার এবং প্রতিশ্রুতি নেওয়ার কোনো প্রয়োজন ছিল না।

(১৭৫) قوله وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ الَّذِيْ آتَيْنٰهُ اٰيٰتِنَا الخ **আয়াতের শানে নুযূল– ১ :** হযরত সাঈদ ইবনে মুসায়্যিব বলেন, আলোচ্য আয়াত আবূ আমের ইবনে সাঈফী সম্পর্কে নাজিল হয়েছে। জাহিলিয়া যুগে সে মাসিহী পোশাক পরিধান করেছিল। অতঃপর নবী (আ.)-কে অস্বীকার করল। সে মদিনায় নবী করীম ﷺ-এর নিকট গমন করে বলল, হে মুহাম্মদ! আপনি কোন ধর্ম নিয়ে এসেছেন? রাসূল ﷺ বললেন, সঠিক সরল দীনে ইবরাহীমী নিয়ে এসেছি। তখন সে বলল, আমিও তো ইবরাহীমী ধর্মে রয়েছি। রাসূল ﷺ জবাবে বললেন, তুমি তাতে ছিলে না; বরং তুমি তাতে প্রবেশ করেছ। ফলে আবূ আমের বলল, আল্লাহ সকল মিথ্যুককে মৃত্যু দান করেছেন। রাসূল ﷺ বললেন, অবশ্য অনুরূপভাবে আমাদের মধ্যকার মিথ্যুককেও মৃত্যুদান করেছেন। সে যখন মক্কা থেকে বের হয়েছিল, তখন এমন বলেছিল। অতঃপর সে সিরিয়া চলে গিয়ে মুনাফিকদের নামে পত্র লিখল যে, তোমরা প্রস্তুতি গ্রহণ করে থাক, আমি কায়সারের পক্ষ থেকে সৈন্য নিয়ে তোমাদের নিকট আসব মুহাম্মদকে মদিনা থেকে বহিষ্কার করার জন্য। অতঃপর সে সিরিয়াতে একা থেকেই মৃত্যুবরণ করে। সেই নরাধম সম্পর্কে আলোচ্য আয়াত অবতীর্ণ হয়েছে। –[কুরতুবী-২৮১/১]

শানে নুযূল– ২ : হযরত উবাদা ইবনে সামেত (রা.) বলেন, আলোচ্য আয়াত কুরাইশ সম্পর্কে নাজিল হয়েছে। আল্লাহ তা'আলা সেই নিদর্শনই তাদের সামনে দিয়েছেন মুহাম্মদ ﷺ–এর প্রতি তিনি যা নাজিল করেছেন। বস্তুত তারা তা থেকে কেটে পরে তারা তা গ্রহণ করেনি। তাদের এহেন বিভ্রান্তির প্রেক্ষিতে আল্লাহ তা'আলা আলোচ্য আয়াত নাজিল করেন। –[কুরতুবী-২২৮/৭]

"أَلَسْتُ" সংক্রান্ত প্রতিশ্রুতির বিশ্লেষণ : এ আয়াতগুলোতে মহা প্রতিজ্ঞা ও প্রতিশ্রুতির কথা আলোচনা করা হয়েছে যা স্রষ্টা ও সৃষ্টি এবং দাস ও মনিবের মাঝে সেসময় হয়েছিল, যখন এই দাঙ্গা বিক্ষুব্ধ পৃথিবীতে কোনো সৃষ্টি আসেওনি। যাকে বলা হয় عَهْدِ أَلَسْتُ বা عَهْدِ أَزَلْ

আল্লাহ রাব্বুল আলামীন সমগ্র বিশ্বের স্রষ্টা ও অধিপতি। আকাশ ও ভূমণ্ডলের মাঝে অথবা এসবের বাইরে যা কিছু রয়েছে সবই তাঁর সৃষ্টি ও অধিকারভুক্ত। তিনিই এসবের মালিক। না তাঁর উপর কারো কোনো বিধান টলতে পারে, আর নাই বা থাকতে পারে তাঁর কোনো কাজের উপর কারও কোনো প্রশ্ন করার অধিকার।

কিন্তু তিনি নিজের একান্ত অনুগ্রহে বিশ্বব্যবস্থাকে এমনভাবে তৈরি করেছেন যে, প্রত্যেকটি বস্তুর জন্য একটি নিয়ম, একটা বিধিব্যবস্থা রয়েছে। নিয়ম ও বিধিব্যবস্থা অনুযায়ী যারা চলবে তাদের জন্য নির্ধারিত রয়েছে স্থায়ী ও সুখ ও শান্তি। আর তার বিপরীতে যারা তার বিরুদ্ধচারী তাদের জন্য রয়েছে সব রকমের আজাব ও শাস্তি।

তাছাড়া বিরুদ্ধাচরণকারী অপরাধীকে শাস্তি দেওয়ার জন্য তার নিজস্ব সর্বব্যাপক জ্ঞানই যথেষ্ট ছিল, যা সমগ্র বিশ্বের প্রতিটি অণু পরমাণুকে পর্যন্ত অন্তর্ভুক্ত করে নেয় এবং সে জ্ঞানের সামনে গোপন ও প্রকাশ্য যাবতীয় কাজ কর্ম; বরং মনের গোপন ইচ্ছে পর্যন্ত সম্পূর্ণ বিকশিত। কাজেই আমলনামা লিখে রাখার জন্য কোনো পরিদর্শক নিয়োগ করা, আমলনামা তৈরি করা, আমলনামাসমূহের ওজন দেওয়া এবং সেজন্য সাক্ষী সাবুদ দাঁড় করানোর কোনো প্রয়োজনীয়তাই ছিল না।

https://e-ilm.weebly.com/

কিন্তু তিনিই তাঁর বিশেষ অনুগ্রহের দারুন এ ইচ্ছাও করলেন যে, কোনো লোককে ততক্ষণ পর্যন্ত শাস্তি দেবেন না, যতক্ষণ না তার বিরুদ্ধে লিখিত-পড়িত প্রমাণ এবং অনস্বীকার্য সাক্ষী-সাবুদের মাধ্যমে সে অপরাধ তার সামনে এমনভাবে এসে যায়, যেন সে নিজেও নিজেকে অপরাধী বলে স্বীকার করে এবং নিজেকে যথার্থই শাস্তিযোগ্য মনে করে।

সে জন্যই প্রতিটি মানুষের সঙ্গে তার প্রতিটি আমল এবং প্রতিটি বাক্য লেখার জন্য ফেরেশতা নিয়োগ করে দিয়েছেন। বলা হয়েছে– مَا يَلْفِظُ مِنْ قَوْلٍ إِلَّا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ অর্থাৎ এমন কেনো বাক্য মানুষের মুখ থেকে উচ্চারিত হয় না, যার জন্য আল্লাহর পক্ষ থেকে পরিদর্শক ফেরেশতা নিয়োগ করে দিয়েছেন। বলা হয়েছে– وَكُلُّ صَغِيرٍ وَكَبِيرٍ مُسْتَطَرٌ অর্থৎ মানুষের প্রতিটি ছোট বড় কাজ লিখিত রয়েছে।

অতঃপর হাশর ময়দানে ন্যায়বিচারের মানদণ্ড স্থাপন করে মানুষের সৎ ও অসৎ কর্মের ওজন দেওয়া হবে। যদি সৎকর্মের পাল্লা ভারী হয়ে যায়, তাহলে সে মুক্তি পাবে। আর যদি পাপের পাল্লা ভারী হয়ে যায়, তাহলে আজাবে ধরা পড়বে।

এছাড়া মহাবিচারকের দরবার যখন হাশরের মাঠে স্থাপিত হবে, তখন প্রত্যেকের কাজ কর্মের উপর সাক্ষ্য গ্রহণ করা হবে। কেনো কোনো অপরাধী সাক্ষীদেরকে মিথ্যা বলে দাবি করবে, তখন তারই হাত পা এবং অঙ্গপ্রত্যঙ্গ থেকে এবং সে ভূমি ও স্থান থেকে সাক্ষ্য গ্রহণ করা হবে, যার দ্বারা এবং যেখানে সে এ অপরাধমূলক কাজ করেছিল। সেগুলো আল্লাহর নির্দেশক্রমে সত্য সঠিক ঘটনা বাতলে দেবে। এমনকি তখন অপরাধীদের মিথ্যা প্রতিপন্ন করা কিংবা অস্বীকার করার কোনো সুযোগই থাকবে না। তারা স্বীকার করবে– فَاعْتَرَفُوا بِذَنْبِهِمْ فَسُحْقًا لِأَصْحَابِ السَّعِيرِ মহান করুণাময় প্রভু ন্যায়বিচার অনুষ্ঠানের এ ব্যবস্থা করেই ক্ষান্ত হননি এবং পার্থিব রাষ্ট্রসমূহের মতো নিছক একটা পদ্ধতি ও আইনই শুধু তাদেরকে দিয়ে দেননি; বরং আইনের সঙ্গে একটা ধারাবাহিক বাস্তবায়ন ব্যবস্থাও স্থাপন করেছেন।

একজন অনন্য সাধারণ স্নেহপরায়ণ পিতা যেমন নিজের পারিবারিক ব্যবস্থার সুষ্ঠুতা বিধানের উদ্দেশ্যে এবং পরিবার-পরিজনকে ভদ্রতা ও শিষ্টাচার শেখাবার জন্য কিছু পারিবারিক নিয়মপদ্ধতি ও রীতিনীতি তৈরি করেন যে, যে-ই এর বিরুদ্ধাচরণ করবে সেই শাস্তিপ্রাপ্ত হবে। কিন্তু তার (পিতার) স্নেহ ও অনুগ্রহ তাকে এমন ব্যবস্থা স্থাপনেও উদ্বুদ্ধ করে, যাতে কেউ শাস্তি যোগ্য না হয়; বরং সবাই যেন সেই নিয়মপদ্ধতি মোতাবেক চলতে পারে। বাচ্চার জন্য যদি সকালবেলা স্কুলে যাওয়ার নির্দেশ থাকে এবং তার বিরুদ্ধাচরণের জন্য যদি শাস্তি নির্ধারিত থাকে, তাহলে পিতা ভোর হতেই এ চিন্তাও করেন, যাতে বাচ্চা তার কাজটি করার জন্য সময়ের আগেই তৈরি হয়ে যেতে পারে।

সৃষ্টির প্রতি আল্লাহর রাব্বুল আলামীনের রহমত মাতা পিতার দয়া ও করুণার চেয়ে বহুগুণ বেশি। কাজেই তিনি তার কিতাবকে শুধু আইন কানুন ও শাস্তিবিধি হিসেবেই তৈরি করে দেননি; বরং একটি নির্দেশনামাও বানিয়েছেন এবং প্রতিটি আইনের সাথে সাথে এমন সব নিয়ম পদ্ধতি লিখে দিয়েছেন, যেগুলোর মাধ্যমে আইনের উপর আমল করা সহজ হয়ে যায়।

ঐশী এ ব্যবস্থার তাগিদেই তিনি নিজে নবী-রাসূল পাঠিয়েছেন, তাঁদের সাথে পাঠিয়েছেন আসমানি নির্দেশনামা। এক বিরাট সংখক ফেরেশতাকে সৎকর্মের প্রতি পথ প্রদার্শনের জন্য এবং সৎকর্মে সাহায্য করার জন্য নিয়োজিত করে দিয়েছেন।

এই ঐশী ব্যবস্থারই একটা তাগিদ ছিল, প্রত্যেকটি জাতি ও সম্প্রদায়কে অবহেলা থেকে সজাগ করার এবং নিজের মহান পালনকর্তাকে স্মরণ করার জন্য বিভিন্ন উপকরণ তৈরি করে দেওয়া, আসমান ও জমিনের সমস্ত সৃষ্টি রাত ও দিনের পরিবর্তন এবং স্বয়ং মানুষের নিজস্ব পরিমণ্ডলে তাকে স্মরণ করিয়ে দেওয়ার মতো এমনসব নিদর্শন স্থাপন করে দেওয়া যে, যদি সামান্য সচেতনতা অবলম্বণ করা যায়, তাহলে কোনো সময় স্বীয় মালিককে ভুলবে না। তাই বলা হয়েছে– وَفِي الْأَرْضِ آيَاتٌ لِلْمُوقِنِينَ وَفِي أَنْفُسِكُمْ أَفَلَا تُبْصِرُونَ অর্থাৎ যারা দৃষ্টিমান তাদের জন্য পৃথিবীতে আমার নিদর্শন রয়েছে। আর স্বয়ং তোমাদের সত্তার মাঝেও (নিদর্শন রয়েছে)। তারপরেও কি তোমরা দেখছ না?

তা ছাড়া যারা গাফেল তাদেরকে সজাগ করার জন্য এবং সৎকাজে নিয়োজিত করার জন্য রাব্বুল আলামীন একটি ব্যবস্থা এটাও করেছেন, যে ব্যক্তি, দল ও জাতিসমূহের কাছ থেকে বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন সমসয়ে নবী-রাসূলগণের মাধ্যমে প্রতিজ্ঞা প্রতিশ্রুতি আদায় করে তাদেরকে আইনের অনুবর্তিতার জন্য প্রস্তুত করেছেন।

কুরআন মাজীদের একাধিক আয়াতে বহু প্রতিজ্ঞা-প্রতিশ্রুতির কথা আলোচনা করা হয়েছে, যা বিভিন্ন দল ও সম্প্রদায়ের কাছ থেকে বিভিন্ন সময়ে ও অবস্থায় আদায় করা হয়েছে। নবী-রাসূলগণের কাছ থেকে প্রতিশ্রুতি নেওয়া হয়েছে, তারা যেন আল্লাহ তা'আলার পক্ষ থেকে প্রাপ্ত রেসালাতের বাণীসমসূহ অবশ্যই উম্মতকে পৌছে দেন। এতে যেন কারো ভয়

https://e-ilm.weebly.com/

https://e-ilm.weebly.com/

'আল্লাহ তা'আলা সর্বপ্রথম হযরত আদম (আ.) -কে সৃষ্টি করেন। তারপর নিজের কুদরতের হাত যখন তাঁর পিঠে বুলিয়ে দিলেন, তখন তাঁর ঔরসে যত সৎমানুষ জন্মাবার ছিল তারা সব বেরিয়ে এলো। তখন তিনি বললেন, এদেরকে আমি জান্নাতের জন্য সৃষ্টি করেছি এবং এরা জান্নাতেরই কাজ করবে। পুনরায় দ্বিতীয়বার তাঁর পিঠে কুদরতের হাত বুলালেন। তখন যত পাপী তাপী মানুষ তাঁর ঔরসে জন্মাবার ছিল, তাদেরকে বের করে আনলেন এবং বললেন, এদেরকে আমি দোজখের জন্য সৃষ্টি করেছি এবং এরা দোজখে যাবার মতোই কাজ করবে।' সাহাবীগণের মধ্যে একজন নিবেদন করলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! প্রথমেই যখন জান্নাতী ও দোজখী সাব্যস্ত করে দেওয়া হয়েছে, তখন আর আমল করানো হয় কি উদ্দেশ্য? হুজুর ﷺ বললেন, 'যখন আল্লাহ তা'আলা কাউকে জান্নাতের জন্য সৃষ্টি করেন, তখন সে জান্নাত বাসের কাজই করতে শুরু করে। এমনকি তার মৃত্যুও এমন কাজের ভিতরেই হয়, যা জান্নাতবাসীদের কাজ। আর আল্লাহ যখন কাউকে দোজখের জন্য তৈরি করেন, তখন সে দোজখের কাজই করতে আরম্ভ করে। এমন কি তার মৃত্যুও এমন কাজের মাধ্যমেই হয়, যা জাহান্নামের কাজ।'

অর্থাৎ মানুষ যখন জানে না যে, সে কোন শ্রেণিভুক্ত, তখন তার পক্ষে নিজের সামর্থ্য শক্তি ও ইচ্ছাকে এমন কাজেই ব্যয় করা উচিত যা জান্নাতবাসীদের কাজ, আর এমন আশাই পোষণ করা কর্তব্য যে, সেও তাদেরই অন্তর্ভুক্ত হবে।

ইমাম আহমদ (র.)-এর রেওয়ায়েতে বিষয়টি হযরত আবুদ্দারদা (রা.) -এর উদ্ধৃতিতে বর্ণনা করা হয়েছে যে, প্রথমবারে যারা হযরত আদম (আ.)-এর ঔরস থেকে বেরিয়ে এসেছিল তারা ছিল শ্বেতবর্ণ যাদেরকে বলা হয়েছে জান্নাতবাসী। আর দ্বিতীয়-বার যারা বেরিয়েছিল তারাই ছিল কৃষ্ণবর্ণ যাদেরকে জাহান্নামসবাসী বলা হয়েছে।

আর তিরমিযীতেও একই বিষয় হযরত আবূ হুরায়রা (রা.) -এর রেওয়ায়েতে উদ্ধৃত করা হয়েছে। এতে এ কথাও রয়েছে যে, এভাবে কিয়ামত পর্যন্ত জন্মানোর মতো যত আদম সন্তান বেরিয়ে এল, তাদের সবার ললাটে একটা বিশেষ ধরনের দীপ্তি ছিল।

এখন লক্ষণীয় এই যে, এসব হাদীসে তো 'যুররিয়াত' -এর হযরত আদম (আ.) -এর পৃষ্ঠদেশ থেকে নেওয়ার এবং বেরিয়ে আসার কথা উল্লেখ রয়েছে, অথচ কুরআনের শব্দে 'বনী আদম' অর্থাৎ আদম সন্তানের ঔরসে জন্মগ্রহণের কথা বলা হয়েছে। এতদুভয়ের সামঞ্জস্য এই যে, হযরত আদম (আ.)-এর পিঠ থেকে তাদেরকে বের করা হয়েছে যারা সরাসরি আদম (আ.)-এর ঔরসে জন্মগ্রহণ করার ছিল। তারপর তাঁর বংশধরদের পৃষ্ঠদেশ থেকে বের করা হয়েছে।

হাদীসের বর্ণনায় সবাইকে হযরত আদম (আ.)-এর পৃষ্ঠদেশ থেকে বের করার অর্থও এই যে, আদম থেকে তাঁর সন্তানদেরকে, অতঃপর এই সন্তানদের থেকে তাদের সন্তানদেরকে আনুক্রমিকভাবে সৃষ্টি করা হয়।

কুরআন মাজীদে সমস্ত আদম সন্তানের কাছ থেকে যে, স্বীকৃতি নেওয়া হয়েছে বলে উল্লেখ রয়েছে, এতে ইঙ্গিত পাওয়া যাচ্ছে যে, এই আদম সন্তান, যাদেরকে তখন পৃষ্ঠদেশ থেকে বের করা হয়েছিল, তারা শুধু আত্মাই ছিল না; বরং আত্মা ও শরীরের এমন একটা সমম্বয় ছিল যা শরীরের সুক্ষ্মতর অণু পরমাণুর দ্বারা তৈরি করা হয়েছিল। কারণ পালনকর্তা, বিদ্যমানতা এবং লালন-পালনের প্রয়োজন বেশির ভাগ সে ক্ষেত্রেই দেখা দেয়, যেখানে দেহ ও আত্মার সমম্বয় ঘটে এবং যাকে এক পর্যায় থাকে আরেক পর্যায়ে উন্নীত হতে হয়। রূহ বা আত্মাসমূহের অবস্থা তা নয়। তা প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত একই অবস্থায় থাকে। তাছাড়া উল্লিখিত হাদীসসমূহে যে তাদের সাদা ও কালো বর্ণের কথা উল্লেখ করা হয়েছে কিংবা তাদের ললাটদেশে দীপ্তির বর্ণনা রয়েছে তাতেও বুঝা যায় যে, সেগুলো শুধু অশরীরি আত্মাই ছিল না। রূহ বা আত্মার কোনো রং বা বর্ণ নেই , শরীরের সাথেই এসব গুণ বৈশিষ্ট্যের সম্পর্ক হয়ে থাকে।

এতেও বিস্ময়ের কোনো কারণ নেই যে, কিয়ামত পর্যন্ত জন্মাবার যোগ্য সমস্ত মানুষ এক জায়গায় কেমন করে সমবেত হতে পারল? কারণ হযরত আবুদ্দারদা (রা.)-এর বর্ণিত হাদীসে এ বিষয়েরও বিশ্লেষণ রয়ে গেছে যে, তখন যে আদম সন্তানকে আদমের পৃষ্ঠদেশ থেকে বের করা হয়েছিল, সেগুলো নিজেদের প্রকৃত অবয়বে ছিল না যা নিয়ে তারা পৃথিবীতে আসবে; বরং তখন তারা ছিল ক্ষুদ্র পিঁপড়ার মতো। তাছাড়া বিজ্ঞানে বর্তমান উন্নতির যুগে তো কোনো সমঝদার লোকের এ ব্যাপারে কোনো প্রশ্নই উদয় হওয়া উচিত নয় যে, এত বড় আকার অবয়বসম্পন্ন মানুষ একটি পিঁপড়ার আকৃতিতে কেমন করে বিকাশ লাভ করল। ইদানিং তো একটি অণুর ভিতরে গোটা সৌরজগৎ মণ্ডলীর ব্যবস্থার অস্তিত্ব সম্পর্কে পরীক্ষা-নিরীক্ষা চলছে। ফিল্মের মাধ্যমে একটি বড়র চেয়ে বড় বস্তুকেও একটি বিন্দুর আয়তনে দেখানো যেতে পারে। কাজেই আল্লাহ তা'আলা যদি এই অঙ্গীকার ও প্রতিজ্ঞা-প্রতিশ্রুতির সময় সমস্ত আদম সন্তানকে নিতান্ত ক্ষুদ্র দেহে অস্তিত্ব দান করে থাকেন, তবে তা আর তেমন কঠিন হবে কেন?

https://e-ilm.weebly.com/

আদি প্রতিশ্রুতি সম্পর্কে কয়েকটি প্রশ্ন ও তার উত্তর : এই আদি প্রতিশ্রুতি সম্পর্কে আরও কয়েকটি লক্ষণীয় বিষয় রয়েছে। প্রথমত এই প্রতিজ্ঞা প্রতিশ্রুতি কোথায় এবং কখন নেওয়া হয়েছিল?

দ্বিতীয়ত এ অঙ্গীকার যখন এমন অবস্থাতে নেওয়া হয় যে, তখন একমাত্র আদম ছাড়া অন্য কোনো মানুষের জন্মই হয়নি, তখন তাদের জ্ঞান বুদ্ধি কেমন করে হলো, যাতে তারা আল্লাহকে চিনতে পারবে এবং তার পালনকর্তা হওয়ার কথা স্বীকার করবে? কারণ পালনকর্তার কথা সেই স্বীকার করতে পারে, যে পালনকর্তা সম্পর্কে জানবে বা প্রত্যক্ষ করবে। পক্ষান্তরে এই প্রত্যক্ষ করাটা এ পৃথিবীতে জন্মানোর পরেই সম্ভব হতে পারে।

প্রথম প্রশ্ন যে, প্রতিজ্ঞা-প্রতিশ্রুতি কোথায় এবং কখন নেওয়া হয়েছিল এ সম্পর্কে মুফাসসিরে কুরআন হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা.) থেকে অত্যন্ত নির্ভরযোগ্য সনদ সহকারে ইমাম আহমদ, নাসায়ী ও হাকেম (র.) যে রেওয়ায়েত উদ্ধৃত করেছেন তা হলো এই যে, এই প্রতিজ্ঞা-প্রতিশ্রুতি তখনই নেওয়া হয়, যখন হযরত আদম (আ.)-কে জান্নাত থেকে পৃথিবীতে নামিয়ে দেওয়া হয়। আর এ প্রতিশ্রুতির স্থানটি হলো, 'ওয়াদিয়ে নু'মান' যা পরবর্তীকালে আরাফাতের ময়দান নামে প্রসিদ্ধি ও খ্যাতি লাভ করেছে। –[তাফসীরে মাযহারী]

থাকল দ্বিতীয় প্রশ্ন যে, এই নতুন সৃষ্টি যাকে এখনও উপকরণগত অস্তিত্ব দান করা হয়নি, সে কেমন করে বুঝবে যে, আমাদের কোনো স্রষ্টা ও পালনকর্তা রয়েছেন? এমন অবস্থাতে তাদেরকে প্রশ্ন করাই তাদের উপর অসহনীয় চাপ, তা তারা উত্তর কি দেবে। এর উত্তর হলো এই যে, যে বিশ্বস্রষ্টা তাঁর পরিপূর্ণ ক্ষমতাবলে সমস্ত মানুষকে একটি অণুর আকারে সৃষ্টি করেছেন, তাঁর পক্ষে তখনও প্রয়োজনানুপাতে তাদেরকে জ্ঞান বুদ্ধি ও চেতনা অনুভূতি দেওয়া কি তেমন কঠিন ব্যাপার ছিল। আর প্রকৃতপক্ষে হয়েও ছিল তাই। আল্লাহ জাল্লা শানুহু সেই ক্ষুদ্র অস্তিত্বের মাঝে যাবতীয় মানবীয় ক্ষমতার সমন্বয় ঘটিয়েছিলেন। তার মধ্যে সবচেয়ে বড় ছিল জ্ঞানানুভূতি।

স্বয়ং মানুষের অস্তিত্বে আল্লাহ তা'আলার মহত্ত্ব ও কুদরতে এমনসব অসংখ্য নিদর্শন রয়েছে, যেগুলো সম্পর্কে গাফেল থাকতে পারে না। কুরআনে রয়েছে– وَفِى الْاَرْضِ اٰيٰتٌ لِّلْمُوْقِنِيْنَ وَفِىْٓ اَنْفُسِكُمْ اَفَلَا تُبْصِرُوْنَ অর্থাৎ 'বিজ্ঞানদের জন্য এ পৃথিবীতে আল্লাহ তা'আলার বহু নিদর্শন রয়েছে। আর স্বয়ং তোমাদের সত্তার মাঝেও (নিদর্শন রয়েছে) তবুও কি তোমরা দেখছ না?'

এখানে তৃতীয় আরেকটি প্রশ্ন হতে পারে যে, এই আদি প্রতিশ্রুতি (আহদে আলাস্তু) যতই নিশ্চিত ও নিঃসন্দেহে হোক না কেন, কিন্তু এ কথাটি তো অন্তত সবাই জানে যে, এ পৃথিবীতে আসার পর এ প্রতিশ্রুতি কারোই স্মরণ থাকেনি। তাহলে প্রতিশ্রুতিতে লাভটা কি হলো?

এর উত্তর এই যে, একে তো এই আদম সন্তাদের মধ্যে অনেক এমন ব্যক্তিবর্গও রয়েছে যারা একথা স্বীকার করেছেন যে, আমাদের এই প্রতিশ্রুতির কথা যথার্থই মনে আছে। হযরত যুন্নুন মিসরী (র.) বলেছেন, এই প্রতিশ্রুতির কথা আমার এমনভাবে স্মরণ আছে, যেন এখনও শুনছি। আর অনেকে তো এমনও বলেছেন যে, যখন এই স্বীকারোক্তি গ্রহণ করা হয়, তখন আমার আশেপাশে কারা কারা উপস্থিত ছিল সে কথাও আমার স্মরণ আছে। তবে একথা বলাই বাহুল্য যে, এমন লোকের সংখ্যা একান্তই বিরল। কাজেই সাধারণ লোকের বুঝার বিষয় হলো এই যে, বহু কাজ থাকে যেগুলোর বৈশিষ্ট্যগত কিছু প্রভাব থেকে যায়, তা কারো স্মরণ থাক বা নাই থাক। এ বিষয়ে কারও ধারণা-কল্পনা না থাকলেও সে তার প্রভাব বিস্তার করবেই। এই প্রতিজ্ঞা-প্রতিশ্রুতির অবস্থাও তেমনি। প্রকৃতপক্ষে এই স্বীকারোক্তি প্রত্যেকটি মানুষের মনে আল্লাহ পরিচিতের একটা বীজ রোপণ করে দিয়েছে, যা ক্রমান্বয়ে লালিত হচ্ছে, সে ব্যাপারে কারও জানা থাক কিংবা না থাক। আর এই বীজেরই ফুল ফসল এই যে, প্রতিটি মানুষের মনেই ঐশী প্রেম ও মহত্ত্বের অস্তিত্ব বিদ্যমান রয়েছে। তার বিকাশ যেভাবেই হোক। চাই পৌত্তলিকতা এবং কতিপয় হতভাগা, যাদের প্রকৃতি বিকৃত হয়ে গিয়ে তাদের জ্ঞান ও রুচিবোধ বিনষ্ট হয়ে গেছে এবং তিক্ত মিষ্টির পার্থক্য করাও যাদের দ্বারা সম্ভব নয়, তাদের ছাড়া সমগ্র দুনিয়ার শত শত কোটি মানুষ আল্লাহর ধ্যান, তাঁর কল্পনা ও মহিমান্বিত অস্তিত্বের অনুভূতি থেকে শূন্য নয়। অবশ্য যদি কেউ জৈবিক কামনা বাসনায় মোহিত হয়ে অথবা কোনো গোমরাহ ও ভ্রষ্ট সমাজ পরিবেশের কবলে পড়ে সেই সহজাত বৃত্তিকে ভুলে যায়, তবে তা স্বতন্ত্র কথা। মহানবী ﷺ ইরশাদ করেছেন– كُلُّ مَوْلُوْدٍ يُوْلَدُ عَلَى الْفِطْرَةِ কোনো কোনো বর্ণনায় রয়েছে– عَلٰى هٰذِهِ الْمِلَّةِ। (বুখারী ও মুসলিম) অর্থাৎ প্রতিটি সন্তান স্বভাবধর্ম অর্থাৎ ইসলামের উপরেই জন্মায়। পরে তার পিতামাতা তাকে অন্যান্য মত ও পথে প্রবৃত্ত করে দেয়। সহীহ মুসলিমের এক হাদীসে আছে রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন আল্লাহ বলেন যে, আমি আমার বান্দাদেরকে 'হানীফ' অর্থাৎ এক আল্লাহতে বিশ্বাসীরূপে সৃষ্টি করেছি। অতঃপর শয়তান তাদের পিছনে লেগে গেছে এবং তাদেরকে সেই সঠিক পথ থেকে দূরে সরিয়ে নিয়েছে।

এমনিভাবে বৈশিষ্ট্যগত প্রভাব বা প্রতিক্রিয়াসম্পন্ন বহু আমল ও কথা রয়েছে, যা এ পৃথিবীতে ও নবী-রাসূল (আ.)-এর শিক্ষার মাধ্যমে প্রচলিত হয়েছে। সেগুলোর ক্রিয়া প্রতিক্রিয়া মানুষ বুঝুক বা না বুঝুক, স্মরণ রাখুক বা না রাখুক সেগুলো কিন্তু যে কোনো অবস্থাতেই নিজের কাজ করে যাচ্ছে এবং আপন ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়া বিকশিত করছে।

উদাহরণত শিশু ভূমিষ্ঠ হওয়ার সাথে সাথে তার ডান কানে আজান আর বাম কানে একামত ও তাকবীর বলার যে সুন্নতটি সব মুসলমানই জানে এবং (আলহামদু লিল্লাহ) সমগ্র মুসলিম বিশ্বে প্রচলিত রয়েছে যদিও শিশুরা এসব বাক্যের অর্থ কিছুই বুঝে না এবং বড় হওয়ার পরে স্মরণও থাক না যে, তার কি কথা বলা হয়েছিল, কিন্তু তবুও এর একটা তাৎপর্য রয়েছে আর তাহলো এই যে, এতে করে সেই আদি প্রতিশ্রুতিতে শক্তি সঞ্চার করে কানের পথে অন্তরে ঈমানের বীজ বপন করে দেওয়া হয়। পরবর্তীকালে এরই প্রতিক্রিয়ায় লক্ষ্য করা যায় যে, বড় হওয়ার পর যদি সে ইসলাম ও ইসলামিয়াত থেকে বহু দূরেও সরে পড়ে, কিন্তু নিজকে নিজে মুসলমান বলে এবং মুসলমানের তালিকা থেকে বিচ্ছিন্ন হওয়াকে একান্তই খারাপ মনে কর। এমনিভাবে যারা কুরআনের ভাষা জানে না তাদের প্রতিও কুরআন তেলাওয়াতের যে নির্দেশটি দেওয়া হয়েছে, তারও তাৎপর্য হয় তো এই যে, এতে করে অন্তত এই গোপন উপকারিতা নিশ্চিতই লাভ হয় যে, মানুষের মনে ঈমানের জ্যোতি সজীব হয়।

সেজন্যই আয়াতের শেষাংশে বলা হয়েছে– اَنْ تَقُوْلُوْا يَوْمَ الْقِيٰمَةِ اِنَّا كُنَّا عَنْ هٰذَا غٰفِلِيْنَ অর্থাৎ এ স্বীকারোক্তি আমি এ কারণে গ্রহণ করেছি যাতে তোমরা কেয়ামতের দিন একথা বলতে না পার যে, আমরা তো এ ব্যাপারে অজ্ঞ ছিলাম। এতেও ইঙ্গিত করা হয়েছে যে, এই আদি প্রশ্নোত্তরে তোমাদের অন্তরে ঈমানের মূল এমনিভাবে স্থাপিত হয়ে গেছে যে, সামান্য একটু চিন্তা করলেই তোমাদের পক্ষে আল্লাহ রাব্বুল আলামীনকে পালনকর্তা স্বীকার না করে কোনো অব্যাহতি থাকবে না।

অতঃপর দ্বিতীয় আয়াতে বলা হয়েছে : اَوْ تَقُوْلُوْٓا اِنَّمَآ اَشْرَكَ اٰبَآؤُنَا مِنْ قَبْلُ وَكُنَّا ذُرِّيَّةً مِّنْ بَعْدِهِمْ ۚ اَفَتُهْلِكُنَا بِمَا فَعَلَ الْمُبْطِلُوْنَ অর্থাৎ 'এ অঙ্গীকার আমি এজন্যও গ্রহণ করেছি, আবার না তোমরা কিয়ামতের দিন এমন কোনো ওজর আপত্তি করতে থাক যে, শিরক ও পৌত্তলিকতা তো আসলে আমাদের বড়রা অবলম্বন করেছিল, আর আমরা তো ছিলাম তাদের পরে তাদের বংশধর। আমরা তো খাঁটি অখাঁটি ভুল শুদ্ধ কোনোটাই জানতাম না। কাজেই বড়রা যা কিছু করেছে আমরাও তাই করেছি। অতএব, বড়দের শাস্তি আমাদেরকে দেওয়া হবে কেন?' আল্লাহ তা'আলা বাতলে দিয়েছেন যে, অন্যের শাস্তি তোমাদেরকে দেওয়া হয়নি; বরং স্বয়ং তোমাদেরই শৈথিল্য ও গাফলতির শাস্তি দেওয়া হয়েছে। কারণ আদি প্রতিশ্রুতির মাধ্যমে মানবাত্মায় এমন এক জ্ঞান ও দর্শনের বীজ রোপণ করে দেওয়া হয়েছিল যাতে সামান্য চিন্তা করলেই এটুকু বিষয় বুঝতে পারা কোনো কঠিন ছিল না যে, এসব পাথরের মূর্তি যেগুলোকে আমরা নিজের হাতে গড়ে নিয়েছি কিংবা আগুন, পানি, বৃক্ষ অথবা কোনো মানুষ প্রভৃতির কেনো একটিও এমন নয়, যাকে কোনো মানুষ নিজের স্রষ্টা ও পালনকর্তা বা মোক্ষদাতা কিংবা মুক্তি দাতা বলে বিশ্বাস করতে পারে।

তৃতীয় আয়াতেও একই বিষয়ে বর্ণনা এভাবে দেওয়া হয়েছে– وَكَذٰلِكَ نُفَصِّلُ الْاٰيٰتِ وَلَعَلَّهُمْ يَرْجِعُوْنَ অর্থাৎ 'আমি এমনিভাবে আমার নিদর্শনগুলোকে সবিস্তারে বর্ণনা করে থাকি, যাতে মানুষ শৈথিল্য, গাফলতি ও অনাচার থেকে ফিরে আসে।, অর্থাৎ আল্লাহর নিদর্শনসমূহ সম্পর্কে যদি কেউ সামান্য লক্ষ্যও করে, তাহলে সে সেই আদি প্রতিজ্ঞা-প্রতিশ্রুতির দিকে ফিরে আসতে পারে, যা সৃষ্টিলগ্নে করেছিল। অর্থাৎ একটু লক্ষ্য করলেই আল্লাহ রাব্বুল আলামীনের পালনকর্তা হওয়ার স্বীকৃতি দিতে শুরু করবে এবং তার ফলে তাঁর আনুগত্যকে নিজের জন্য অবশ্যম্ভাবী মনে করবে।

قوله وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَاَ الَّذِيْٓ اٰتَيْنٰهُ اٰيٰتِنَا فَانْسَلَخَ مِنْهَا الخ উল্লিখিত আয়াতে বনী ইসরাঈলের জনৈক বড় আলেম ও অনুসরণীয় ব্যক্তির জ্ঞান ও দর্শনের সুউচ্চ স্তরে পৌঁছার পর সহসা গোমরাহ ও অভিশপ্ত হয়ে যাওয়ার একটি দৃষ্টান্তমূলক ঘটনা এবং তার কারণসমূহ বিবৃত হয়েছে। আর তাতে বহু শিক্ষণীয় বিষয়ও রয়েছে।

পূর্ববর্তী আয়াতসমূহের সাথে এ ঘটনার যোগসূত্র এই যে, পূর্বের আয়াতগুলোতে সেই প্রতিজ্ঞা প্রতিশ্রুতির আলোচনা ছিল যা আল্লাহ তা'আলা আদিলগ্নে সমস্ত আদম সন্তান থেকে এবং পরবর্তীতে বিশেষ বিশেষ অবস্থায় ইহুদি নাসারা প্রভৃতি বিশেষ জাতি সম্প্রদায়ের কাছ থেকে নিয়েছেন। আর উল্লিখিত আয়াতগুলোতে এ আলোচনাও প্রাসঙ্গিকভাবে এসেছিল যে, প্রতিশ্রুতিদাতাদের মধ্যে অনেকেই সেই প্রতিশ্রুতি রক্ষা করেনি। যেমন ইহুদিরা খাতামুন্নাবিয়্যীন ﷺ-এর এ পৃথিবীতে আগমনের পূর্বে তাঁর আবির্ভাবের জন্য অপেক্ষা করত এবং তাঁর গুণ বৈশিষ্ট্য ও আকার অবয়ব সম্পর্কে মানুষের কাছে বর্ণনা করত এবং তিনি যে সত্য নবী তার প্রমাণ করত। কিন্তু যখন মহানবী ﷺ-এর আবির্ভাব হয়, তখন তুচ্ছ পার্থিব স্বার্থের লোভে তাঁর প্রতি ঈমান আনতে এবং তাঁর অনুসরণ করতে বিরত থাকে।

https://e-ilm.weebly.com/

বনী ইসরাঈলের জনৈক অনুসরণীয় আলেমের পথভ্রষ্টতার দৃষ্টান্তমূলক ঘটনা : এ আয়াতগুলোতে রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর প্রতি নির্দেশ দেওয়া হয়েছে যে, আপনি স্বীয় জাতিকে সে ঘটনা শুনিয়ে দিন, যাতে বনী ইসরাঈলের একজন বিরাট আলেম ও আরেফের এমনি উত্থানের পর পতন ও হেদায়েতের পর গোমরাহির কথা বর্ণিত রয়েছে। সে বিস্তারিত জ্ঞান এবং পরিপূর্ণ মারেফাত হাসিল করার পর যখন রৈপিক কামনা-বাসনা ও স্বার্থ তার উপর প্রবল হয়ে গেল, তখন তার সমস্ত জ্ঞান গরিমা, নৈকট্য ও সমস্ত মর্যাদা বিলুপ্ত হয়ে গেল এবং তাকে চরম লাঞ্ছনা ও অপমানের সম্মুখীন হতে হলো।

কুরআন মাজীদে সে লোকের নাম বা কোনো পরিচয় উল্লেখ করা হয়নি। তাফসীরবিদ, সাহাবী ও তাবেয়ীদের কাছ থেকে এ ব্যাপারে বিভিন্ন রেওয়ায়েত উল্লেখ রয়েছে। সেগুলোর মধ্যে সবচেয়ে প্রসিদ্ধ এবং অধিকাংশ আলেমের নিকট গ্রহণযোগ্য রেওয়ায়েতটি হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা.) থেকে হযরত ইবনে মারদুইয়াহ (র.) উদ্ধৃত করেছেন। তাতে বলা হয়েছে যে, সে লোকটির নাম ছিল বালআম ইবনে বা'উরা। সে সিরিয়ায় বায়তুল মোকাদ্দাসের নিকটবর্তী কেনআনের অধিবাসী ছিল। অপর এক রেওয়ায়েতে আছে, সে বনী ইসরাঈল সম্প্রদায়ের লোক ছিল। আল্লাহর কোনো কোনো কিতাবের ইলম তার ছিল। তার গুণ বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে কুরআন কারীমে যে, اٰتَيْنٰهُ اٰيٰتِنَا বলা হয়েছে, তাতে সে ইলমের প্রতিই ঈঙ্গিত করা হয়েছে।

ফেরাউনের জলমগ্নতা ও মিসর বিজয়ের পর যখন হযরত মূসা (আ.) ও বনী ইসরাঈলদেরকে 'জাব্বারীন' সম্প্রদায়ের বিরুদ্ধে জিহাদ করার হুকুম হলো এবং 'জাব্বারীন' সম্প্রদায় যখন দেখল যে, হযরত মূসা (আ.) সমগ্র বনী ইসরাঈল সৈন্যসহ পৌছে গেছেন পক্ষান্তরে তাদের মোকাবিলায় ফেরাউন সম্প্রদায়ের জলমগ্ন হয়ে মারার কথা পূর্ব থেকেই তাদের জানা ছিল, তাখন তাদের ভয় হলো। তারা সবাই মিলে বালআম ইবনে বা'উরার কাছে সমবেত হয়ে বলল, হযরত মূসা (আ.) অতি কঠিন লোক, তদুপরি বিপুল সংখ্যক লোকজনও রয়েছে তাঁর সাথে। তারা এসেছে আমাদেরকে তাদের দেশ থেকে বের করে দেওয়ার জন্য। আপনি আমাদের জন্য আল্লাহ তা'আলার দরবারে প্রর্থনা করুন, যাতে তিনি তাদেরকে আমাদের মোকাবিলা থেকে ফিরিয়ে দেন। বালআম ইবনে বা'উরা ইসমে আজম জানত এবং সেই ইসমের মাধ্যমে যে দোয়া করত তাই কবুল হতো।

বালআ'ম বলল, অতি পরিতাপের বিষয়, তোমরা একি বলছ। তিনি হলেন আল্লাহর নবী। তাঁর সাথে রয়েছেন আল্লাহর ফেরেশতা। আমি তাঁর বিরুদ্ধে কেমন করে বদদোয়া করতে পারি? অথচ আল্লাহর দরবারে তাঁর যে মর্যাদা, তাও আমি জানি। আমি যদি এহেন কাজ করি, তাহলে আমার দুনিয়া আখেরাত সবই ধ্বংস হয়ে যাবে।

সমাজের প্রভাবশালী লোকেরা পীড়াপীড়ি করতে থাকলে বালআম বলল, আচ্ছা তাহলে আমি আমার পালনকর্তার নিকট জেনে নেই, এ ব্যাপারে দোয়া করার অনুমতি আছে কিনা? সে তার নিয়মানুযায়ী বিষয়টি জানার জন্য এস্তেখারা কিংবা অন্য কোনো আমল করল। তাতে স্বপ্ন যোগে তাকে বলে দেওয়া হলো যে, সে যেন এমন কাজ কখনও না করে। সে সম্প্রদায়কে বলল যে, বদদোয়া করতে আমাকে বারণ করা হয়েছে। তখন সমাজপতিরা তাকে একটা লোভনীয় উপঢৌকন দান করল। প্রকৃতপক্ষে সেটি ছিল উৎকোচ বিশেষ। সে যখন সেই উপঢৌকন গ্রহণ করে নিল, তখন সমম্প্রদায়ের লোকজন তার পেছনে লেগে গেল যে, আপনি এ কাজটি করে দিন। তাদের অনুরোধ-উপরোধ আর পীড়াপীড়ির অন্ত ছিল না। কেনো কোনো বর্ণনা অনুযায়ী তার স্ত্রী উৎকোচ গ্রহণ করে তাদের কাজটি করে দেওয়ার পরামর্শ দেয়। তখন স্ত্রীর সন্তুষ্টি কামনা এবং সম্পদের মোহ তাকে অন্ধ করে দিল। ফলে সে হযরত মূসা (আ.) এবং বনী ইবাঈলদের বিরুদ্ধে বদদোয়া করতে আরম্ভ করল।

সে মুহূর্তে আল্লাহর মহা কুদরতের এক অশ্চর্য বিষয় দেখা দেয়, হযরত মূসা (আ.) ও তাঁর সম্প্রদায়ের বিরুদ্ধে বদদোয়া করতে গিয়ে সে যেসব বাক্য বলতে চাইছিল সেসবই নিজ সম্প্রদায়ের প্রভবশালীদের বিরুদ্ধে উচ্চারিত হয়ে যাচ্ছিল। তখন সবাই চিৎকার করে উঠল, তুমি যে আমাদের জন্যই বদদোয়া করছ। বালআ'ম বলল, এটা আমার ইচ্ছাকৃত নয় আমার জিহবা এর বিরুদ্ধাচারণে সমর্থ নয়।

ফল দাঁড়াল এই যে, সে সম্প্রদায়ের উপর ধ্বংস নাজিল হলো। আর বালআমের শাস্তি হলো এই যে, তার জিহবা বেরিয়ে এসে বুকের উপর লটকে গেল। আমার দোয়া যে আর চলছে না; তবে আমি তোমাদেরকে একটা কৌশল বলে দিচ্ছি, যার দ্বারা তোমরা হযরত মূসা (আ.) -এর বিরুদ্ধে জয়ী হতে পারবে। তা হলো এই যে, তোমরা তোমাদের সুন্দরী নারীদেরকে সাজিয়ে বনী ইসরাঈল সৈন্যদের মাঝে পাঠিয়ে দাও। তাদেরকে একথা ভালো করে বুঝিয়ে দাও যে, বনী

https://e-ilm.weebly.com/

ইসরাঈলের লোকেরা তাদের সাথে যাই কিছু করতে চায়, তারা যেন তা করতে দেয়; কোনো রকম বাধ যেন না সাধে। এরা মুসাফির, দীর্ঘদিন ঘর ছাড়া, হয় তো বা এরা এ অবস্থায় ব্যভিচারে লিপ্ত হয়ে পড়বে। আর আল্লাহর নিকট ব্যভিচার অত্যন্ত ঘৃণিত কাজ। যে জাতির মাঝে তা অনুপ্রবেশ করে, তাদের উপর গজব ও অভিসম্পাত নাজিল হয়, সে জাতি কখনও বিজয় কিংবা কৃতকার্যতা অর্জন করতে পারে না।

বালআ'মের এই পৈশাচিক চালটি তাদের বেশ পছন্দ হলো এবং সেমতেই কাজ করা হলো। বনী ইসরাঈলদের জনৈক নেতৃস্থানীয় ব্যক্তি এ চালের শিকার হয়ে গেল। হযরত মূসা (আ.) তাকে এই দুষ্কর্ম থেকে বারণ করলেন। কিন্তু সে বিরত হলো না; বরং পৈশাচিক ফাঁদে জড়িয়ে পড়ল।

ফলে বনী ইসরাঈলের মাঝ কঠিন প্লেগ ছড়িয়ে পড়ল তাতে একই দিনে সত্তর হাজার ইসরাঈলী মৃত্যুমুখে পতিত হলো। এমনকি যে লোক অসৎকর্মে লিপ্ত হয়েছিল, তাকে এবং যার সাথে লিপ্ত হয়েছিল তাকে বনী ইসরাঈলরা হত্যা করে প্রকাশ্যে টাঙ্গিয়ে রাখল, যাতে অন্যান্যরা শিক্ষা গ্রহণ করে এবং তারা সবাই তওবাও করল। তখন সে প্লেগ দমিত হলো।

কুরআন মাজীদে উল্লিখিত ব্যাপারে বলা হয়েছে যে, فَانْسَلَخَ مِنْهَا অর্থাৎ আমি আমার নিদর্শনসমূহ এবং এর সম্পর্কিত জ্ঞান পরিচয় সে লোককে দান করেছিলাম , কিন্তু সে তা থেকে বেরিয়ে গেছে। اِنْسِلَاخٌ (ইনসিলাখুন) শব্দটি প্রকৃতপক্ষে পশুদের চামড়ার ভিতর থেকে কিংবা সাপের ছলমের ভিতর থেকে বেরিয়ে আসার ক্ষেত্রেও বলা হয়। এখানেও আয়াতের জ্ঞানকে একটি পোশাকে বা লেবাসের সাথে তুলনা করে বলা হয়েছে যে, এ লোকটি জ্ঞান বিজ্ঞানের আওতা থেকে সম্পূর্ণভাবে সরে পড়েছে। فَاَتْبَعَهُ الشَّيْطٰنُ (শয়তান তার পিছনে লেগে গেছে।) অর্থাৎ যে পর্যন্ত আয়াতের জ্ঞান এবং আল্লাহর স্মরণ তার সাথে ছিল, সে পর্যন্ত তার উপর শয়তান কোনো রকম প্রভাব বিস্তার করতে পারছিল না। কিন্তু যখন তা শেষ হয়ে গেল, তখন শয়তান তাকে কাবু করে ফেলল। فَكَانَ مِنَ الْغٰوِيْنَ (অতঃপর সে হয়ে গেল গোমরাহদের অন্তর্ভুক্ত) অর্থাৎ শয়তান কাবু করে ফেলার দরুন সে পথভ্রষ্টদের অন্তর্ভুক্ত হয়ে গেল।

অন্য আয়াতে বলা হয়েছে– وَلَوْ شِئْنَا لَرَفَعْنٰهُ بِهَا وَلٰكِنَّهٗٓ اَخْلَدَ اِلَى الْاَرْضِ وَاتَّبَعَ هَوٰىهُ অর্থাৎ আমি ইচ্ছা করলে এসব আয়াতের মাধ্যমে তাকে উচ্চমর্যাদা সম্পন্ন করে দিতাম, কিন্তু সে দুনিয়ার প্রতি আকৃষ্ট হয়ে গিয়ে রৈপিক কামনা-বাসনার দাসত্ব করতে শুরু করেছে। এখানে اَخْلَدَ শব্দটি اِخْلَادٌ ধাতু থেকে গঠিত হয়েছে। যার অর্থ হলো– কোনো কিছুর প্রতি আকৃষ্ট হওয়া কিংবা কোনো স্থানকে আঁকড়ে ধরা। আর اَرْضٌ -এর প্রকৃত অর্থ হলো– ভূমি। পৃথিবীতে যাবতীয় যা কিছু রয়েছে সেগুলো হয় সরাসরি ভূমি হবে, আর না হয় ভূমি সংক্রান্ত বিষয়সম্পত্তি, বাড়িঘর, ক্ষেত-খামার প্রভৃতি হবে অথবা ভূমি থেকেই উৎপন্ন অন্যান্য লাখো কোটি বস্তু সামগ্রী যার উপর মানুষের জীবন এবং আরাম-আয়েশ নির্ভরশীল। সুতরাং اَرْضٌ (আরয) শব্দ বলে এখানে সমগ্র পৃথিবীকেই বুঝানো হয়েছে। এ আয়াতে ইঙ্গিত করে দেওয়া হয়েছে যে, ঐ আয়াতসমূহ এবং সে সম্পর্কিত জ্ঞানই হলো প্রকৃত মর্যাদা ও উন্নতির কারণ। কিন্তু যে লোক এ সমস্ত আয়াতের যথার্থ সম্মান না দিয়ে পার্থিব কামনা-বাসনাকে আল্লাহর আয়াতসমূহ অপেক্ষা অগ্রাধিকার দিবে তার জন্য এই জ্ঞানই মহাবিপদ হয়ে যাবে।

এ বিপদের কথাটিও আয়াতে এভাবে বলা হয়েছে– فَمَثَلُهٗ كَمَثَلِ الْكَلْبِ اِنْ تَحْمِلْ عَلَيْهِ يَلْهَثْ اَوْ تَتْرُكْهُ يَلْهَثْ -لَهْثٌ শব্দের অর্থ হলো– জিহ্বা বের করে জোরে শ্বাস নেওয়া।

প্রত্যেকটি প্রাণীই নিজের জীবন রক্ষার জন্য ভিতরের উষ্ণ বায়ু বাইরে বের করে দিতে এবং বাইরে থেকে নতুন তাজা বায়ু নাক ও গলার মাধ্যমে ভিতরে টেনে নিতে বাধ্য। এরই উপর নির্ভরশীল প্রতিটি প্রাণীর জীবন। আল্লাহ তা'আলাও প্রত্যেক জীবের জন্য এ কাজটি এতই সহজ ও সাবলীল করে দিয়েছেন যে, কোনো ইচ্ছা বা পরিশ্রম ছাড়াই নাকের রন্ধ্র দিয়ে ভিতরের হাওয়া বাইরে এবং বাইরের হওয়া ভিতরে আসা যাওয়া করছে। এতে না কোনো শক্তি প্রয়োগের প্রয়োজন হয়, না ইচ্ছা করে করার প্রয়োজন পড়ে। স্বাভাবিক ও প্রাকৃতিকভাবেই এ কাজটি ক্রমাগত সম্পন্ন হতে থাকে।

জীব জন্তুর মধ্যে শুধু কুকুরই এমন এক জীব যাকে নিজের শ্বাস-প্রশ্বাসের আসা যাওয়ার ব্যাপারে জিহ্বা বের করে জোর দিতে হয় এবং পরিশ্রম করতে হয়। অন্যান্য জীবের বেলায় এমন অবস্থা তখনই সৃষ্টি হয়, যখন তাদের প্রতি কেউ আক্রমণ করে কিংবা সে ক্লান্ত প্ররিশ্রান্ত হয়ে পড়ে অথবা আকস্মিক কোনো বিপদের সম্মুখীন হয়।

কুরআনে কারীম সে ব্যক্তিকে কুকুরের সাথে তুলনা করেছে। তার কারণ আল্লাহর নির্দেশ অমান্য করার দরুনই তাকে এ শাস্তি দেওয়া হয়েছিল। তার জিহ্বা বেরিয়ে গিয়ে বুকের উপর ঝুলে পড়েছিল এবং তাতে সে অনবরত কুকুরের মতো হাঁপাচ্ছিল। তাকে কেউ তাড়া করুক আর নাই করুক, সে যে কোনো অবস্থায় শুধু হাঁপাতেই থাকত।

https://e-ilm.weebly.com/

উল্লিখিত আয়াতগুলোর সারমর্ম হচ্ছে-

প্রথমত : কারো পক্ষেই নিজের জ্ঞান গরিমা এবং ইবাদত-উপাসনার ব্যাপারে গর্ব করা উচিত নয়। কারণ সময় বদলাতে এবং বিপরীতগামী হতে দেরি হয় না। যেমন হয়েছিল বালআ'ম ইবনে বাউরার পরিণতি। ইবাদত-উপাসনার সাথে সাথে আল্লাহর শোকরগুজারী ও তাতে দৃঢ়তার জন্য আল্লাহর দরবারে প্রার্থনা করা এবং তাঁর উপর ভরসা করা কর্তব্য।

দ্বিতীয়ত : এমনসব পরিবেশ ও কার্যকলাপ থেকে বেঁচে থাকা উচিত যাতে স্বীয় ধর্মীয় ব্যাপারে ক্ষতির আশঙ্কা থাকে। বিশেষ করে ধনসম্পদ ও সন্তানসন্ততির ভালোবাসার ক্ষেত্রে সেই অশুভ পরিণতির কথা সর্বক্ষণ স্মরণ রাখা আবশ্যক।

তৃতীয়ত : অসৎ ও পথভ্রষ্ট লোকদের সাথে সম্পর্ক রাখা এবং তাদের নিমন্ত্রণ বা উপহার উপঢৌকন গ্রহণ করা থেকে বেঁচে থাকাও কর্তব্য। কারণ ভ্রান্ত লোকদের উপঢৌকন গ্রহণ করার কারণেই বাল'আম ইবনে বা'উরা এই মহাবিপদের সম্মুখীন হয়েছিল।

চুতর্থত : অশ্লীলতা ও হারামের অনুসরণ গোটা জাতির জন্য ধ্বংস ও বিলুপ্তির কারণ হয়ে দাঁড়ায়। যে জাতি নিজেদেরকে বিপদাপদ থেকে বিমুক্ত রাখতে চায়, তার কর্তব্য হলো নিজ জাতিকে যথাশক্তি অশ্লীলতার প্রকোপ হতে বিরত রাখা। অন্যথায় আল্লাহ তা'আলার আজাবকেই আমন্ত্রণ জানানো হবে।

পঞ্চমত : আল্লাহর আয়াতসমূহের বিরুদ্ধাচরণ নিজেরও একটি আজাব এবং এর কারণে শয়তান তার উপর প্রবল হয়ে গিয়ে আরও হাজার রকমের মন্দ কাজে উদ্বুদ্ধ করে দেয়। কাজেই যে লোককে আল্লাহ তা'আলা দীনের জ্ঞান দান করেছেন, সাধ্যমতো সে জ্ঞানের সম্মান দান এবং নিজ আমল সংশোধনের চিন্তা থেকে এক মুহূর্তের জন্যও বিরত না থাকা তার একান্ত কর্তব্য।

শব্দ বিশ্লেষণ

نَتَقْنَا : সীগাহ جمع متكلم বহছ اثبات فعل ماضى معروف বাব نَصَرَ ও ضَرَبَ মাসদার اَلنَّتْقُ মূলবর্ণ (ن . ت . ق) জিনস صحيح অর্থ– আমি উত্তোলন করলাম।

خُذُوْا : সীগাহ جمع مذكر حاضر বহছ امر حاضر معروف বাব نَصَرَ মাসদার اَلْاَخْذُ মূলবর্ণ (ا . خ . ذ) জিনস مهموز فاء অর্থ– তোমরা ধর, তোমরা গ্রহণ কর।

شِئْنَا : সীগাহ جمع متكلم বহছ اثبات فعل ماضى معروف বাব ضَرَبَ মাসদার اَلْمَشِيْئَةَ মূলবর্ণ (ش . ى . ء) জিনস মুরাক্কাব اجوف يائى ও مهموز لام অর্থ– আমি চাইলে, আমি ইচ্ছা করলে।

هَوٰى : শব্দটি একবচন, বহুবচন اَهْوَاءُ অর্থ– প্রবৃত্তি, কামনা।

قَصَصٌ : শব্দটি বহুবচন, একবচন قِصَّةٌ অর্থ– কেসসা, কাহিনী, গল্প।

سَآءَ : সীগাহ واحد مذكر غائب বহছ (فعل ذم) ماضى معروف বাব نَصَرَ মাসদার اَلسُّوْءَ মূলবর্ণ (س . و . ء) জিনস মুরাক্কাব اجوف واوى ও مهموز لام অর্থ– মন্দ হওয়া।

https://e-ilm.weebly.com/

وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِّنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ ۖ لَهُمْ قُلُوبٌ لَّا يَفْقَهُونَ بِهَا وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لَّا يُبْصِرُونَ بِهَا وَلَهُمْ آذَانٌ لَّا يَسْمَعُونَ بِهَا ۚ أُولَٰئِكَ كَالْأَنْعَامِ بَلْ هُمْ أَضَلُّ ۚ أُولَٰئِكَ هُمُ الْغَافِلُونَ (١٧٩)

অনুবাদ : (১৭৯) আর আমি এমন অনেক জিন ও মানবকে সৃষ্টি করেছি দোজখের জন্য, যাদের অন্তর [আছে কিন্তু] এরূপ যা দ্বারা তারা [হক] বুঝে না এবং যাদের চক্ষুসমূহ [আছে কিন্তু] এরূপ যা দ্বারা তারা দর্শন করে না, আর যাদের কর্ণসমূহ [আছে কিন্তু] এরূপ যা দ্বারা তারা শ্রবণ করে না, এই সকল লোকেরাই চতুষ্পদ জন্তুর ন্যায় বরং এরা [তদপেক্ষা] অধিক পথভ্রষ্ট। এ সমস্ত লোকেরা হচ্ছে গাফেল।

وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَىٰ فَادْعُوهُ بِهَا ۖ وَذَرُوا الَّذِينَ يُلْحِدُونَ فِي أَسْمَائِهِ ۚ سَيُجْزَوْنَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ (١٨٠)

(১৮০) আর আল্লাহরই জন্য ভালো ভালো নামসমূহ রয়েছে। সুতরাং সেই নামসমূহ দ্বারা আল্লাহকেই ডাকবে, আর এরূপ লোকদের সাথে সংস্রবও রেখ না যারা তাঁর নামসমূহে বক্রতা অবলম্বন করে, এরা নিশ্চয় তাদের কৃতকর্মের প্রতিফল পাবে।

وَمِمَّنْ خَلَقْنَا أُمَّةٌ يَهْدُونَ بِالْحَقِّ وَبِهِ يَعْدِلُونَ (١٨١) ع ২২ ١٢

(১৮১) আর আমি যাদেরকে সৃষ্টি করেছি তাদের মধ্যে এমন একটি দলও রয়েছে, যারা সত্য [অর্থাৎ দীন ইসলাম] -এর অনুরূপ হেদায়েত করে এবং তারই অনুরূপ ইনসাফও করে।

শাব্দিক অনুবাদ

(১৭৯) وَلَقَدْ ذَرَأْنَا আর আমি সৃষ্টি করেছি لِجَهَنَّمَ দোজখের জন্য كَثِيرًا مِّنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ এমন অনেক জিন ও মানবকে لَهُمْ قُلُوبٌ যাদের অন্তর [আছে] لَّا يَفْقَهُونَ بِهَا [কিন্তু] এরূপ যা দ্বারা তারা [হক] বুঝে না وَلَهُمْ أَعْيُنٌ এবং যাদের চক্ষুসমূহ [আছে] لَّا يُبْصِرُونَ بِهَا [কিন্তু] এরূপ যা দ্বারা তারা দর্শন করে না وَلَهُمْ آذَانٌ আর যাদের কর্ণসমূহ [আছে] لَّا يَسْمَعُونَ بِهَا [কিন্তু] এরূপ যা দ্বারা তারা শ্রবণ করে না أُولَٰئِكَ كَالْأَنْعَامِ এই সকল লোকেরাই চতুষ্পদ জন্তুর ন্যায় بَلْ هُمْ أَضَلُّ বরং এরা [তদপেক্ষা] অধিক পথভ্রষ্ট أُولَٰئِكَ هُمُ الْغَافِلُونَ এই সমস্ত লোকেরা হচ্ছে গাফেল।

(১৮০) وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَىٰ আর আল্লাহরই জন্য ভালো ভালো নামসমূহ রয়েছে فَادْعُوهُ بِهَا সুতরাং সেই নামসমূহ দ্বারা আল্লাহকেই ডাকবে وَذَرُوا الَّذِينَ আর এরূপ লোকদের সাথে সংস্রবও রেখ না يُلْحِدُونَ فِي أَسْمَائِهِ যারা তাঁর নামসমূহে বক্রতা অবলম্বন করে سَيُجْزَوْنَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ এরা নিশ্চয় তাদের কৃতকর্মের প্রতিফল পাবে।

(১৮১) وَمِمَّنْ خَلَقْنَا আর আমি যাদেরকে সৃষ্টি করেছি أُمَّةٌ তাদের মধ্যে এমন একটি দলও রয়েছে يَهْدُونَ بِالْحَقِّ যারা সত্য [অর্থাৎ দীন ইসলাম] -এর অনুরূপ হেদায়েত করে وَبِهِ يَعْدِلُونَ এবং তারই অনুরূপ ইনসাফও করে।

https://e-ilm.weebly.com/

(১৮২) আর যারা আমার আয়াতসমূহকে মিথ্যা সাব্যস্ত করে, আমি তাদেরকে ক্রমান্বয়ে [দোজখের দিকে] নিয়ে যাচ্ছি এরূপে যে, তারা অবগতও নয়।	وَالَّذِيْنَ كَذَّبُوْا بِاٰيٰتِنَا سَنَسْتَدْرِجُهُمْ مِّنْ حَيْثُ لَا يَعْلَمُوْنَ (١٨٢)
অনুবাদ : (১৮৩) আর তাদেরকে অবকাশ প্রদান করি, নিঃসন্দেহে আমার ব্যবস্থা অতি দৃঢ়।	وَاُمْلِيْ لَهُمْ ۗ اِنَّ كَيْدِيْ مَتِيْنٌ (١٨٣)
(১৮৪) তারা কি এ বিষয়ে চিন্তা করে দেখেনি যে, যাঁর সাথে এদের সম্পর্ক তাঁর মধ্যে উন্মাদনার লেশমাত্রও নেই। তিনি তো কেবল একজন প্রকাশ্য ভয় প্রদর্শনকারী।	اَوَلَمْ يَتَفَكَّرُوْا ۜ مَا بِصَاحِبِهِمْ مِّنْ جِنَّةٍ ۚ اِنْ هُوَ اِلَّا نَذِيْرٌ مُّبِيْنٌ (١٨٤)
(১৮৫) আর এরা কি ভেবে দেখেনি– নভোমণ্ডল ও ভূমণ্ডল রাজ্যের প্রতি, আর ঐ বস্তুসমূহের প্রতি, যেগুলো আল্লাহ তা'আলা সৃষ্টি করেছেন? আর এই বিষয়ে [-ও ভেবে দেখে না] যে, হয়তো তাদের [নির্দিষ্ট] কাল নিকটবর্তী হয়ে এসেছে, তবে তারা কুরআনের পরে আর কোনো কথার উপর ঈমান আনবে?	اَوَلَمْ يَنْظُرُوْا فِيْ مَلَكُوْتِ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ وَمَا خَلَقَ اللّٰهُ مِنْ شَيْءٍ ۙ وَّاَنْ عَسٰٓى اَنْ يَّكُوْنَ قَدِ اقْتَرَبَ اَجَلُهُمْ ۚ فَبِاَيِّ حَدِيْثٍۢ بَعْدَهٗ يُؤْمِنُوْنَ (١٨٥)
(১৮৬) আল্লাহ যাকে গোমরাহ করেন তাকে কেউই সুপথে আনতে পারে না, আর আল্লাহ তা'আলা তাদেরকে তাদের গোমরাহিতে ঘুরপাক খেতে ছেড়ে দেন।	مَنْ يُّضْلِلِ اللّٰهُ فَلَا هَادِيَ لَهٗ ۚ وَيَذَرُهُمْ فِيْ طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُوْنَ (١٨٦)

শাব্দিক অনুবাদ

(১৮৩) وَاُمْلِيْ لَهُمْ আর তাদেরকে অবকাশ প্রদান করি اِنَّ كَيْدِيْ مَتِيْنٌ নিঃসন্দেহে আমার ব্যবস্থা অতি দৃঢ়।

(১৮৪) اَوَلَمْ يَتَفَكَّرُوْا তারা কি এ বিষয়ে চিন্তা করে দেখেনি যে مَا بِصَاحِبِهِمْ مِّنْ جِنَّةٍ যাঁর সাথে এদের সম্পর্ক তাঁর মধ্যে উন্মাদনার লেশ মাত্রও নেই اِنْ هُوَ اِلَّا نَذِيْرٌ مُّبِيْنٌ তিনি তো কেবল একজন প্রকাশ্য ভয় প্রদর্শনকারী।

(১৮৫) اَوَلَمْ يَنْظُرُوْا আর এরা কি ভেবে দেখেনি– فِيْ مَلَكُوْتِ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ নভোমণ্ডল ও ভূমণ্ডল রাজ্যের প্রতি وَمَا خَلَقَ اللّٰهُ مِنْ شَيْءٍ আর ঐ বস্তুসমূহের প্রতি, যেগুলো আল্লাহ তা'আলা সৃষ্টি করেছেন? وَّاَنْ عَسٰٓى اَنْ يَّكُوْنَ قَدِ اقْتَرَبَ اَجَلُهُمْ আর এই বিষয়ে [-ও ভেবে দেখে না] যে, হয়তো তাদের [নির্দিষ্ট] কাল নিকটবর্তী হয়ে এসেছে فَبِاَيِّ حَدِيْثٍ بَعْدَهٗ يُؤْمِنُوْنَ তবে তারা কুরআনের পরে আর কোন কথার উপর ঈমান আনবে?

(১৮৬) مَنْ يُّضْلِلِ اللّٰهُ আল্লাহ যাকে গোমরাহ করেন فَلَا هَادِيَ لَهٗ তাকে কেইউ সুপথে আনতে পারে না وَيَذَرُهُمْ আর আল্লাহ তা'আলা তাদেরকে ছেড়ে দেন فِيْ طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُوْنَ তাদের গোমরাহিতে ঘুরপাক খেতে।

(১৮২) وَالَّذِيْنَ كَذَّبُوْا بِاٰيٰتِنَا আর যারা আমার আয়াতসমূহকে মিথ্যা সাব্যস্ত করে سَنَسْتَدْرِجُهُمْ আমি তাদেরকে ক্রমান্বয়ে [দোজখের দিকে] নিয়ে যাচ্ছি مِّنْ حَيْثُ এরূপে যে لَا يَعْلَمُوْنَ তারা অবগতও নয়।

https://e-ilm.weebly.com/

(১৮৭) এরা আপনার নিকট কিয়ামত সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা করে যে কখন তার সংঘটন হবে? আপনি বলে দিন যে, তার খবর কেবল আমার রবেরই নিকট রয়েছে, তাকে তার সময়মতো আল্লাহ ব্যতীত অন্য কেউ প্রকাশ করবে না। তা আসমানসমূহ এবং জমিনে অতি গুরুতর ব্যাপার হবে। তা কেবল তোমাদের উপর অকস্মাৎই এসে পড়বে। তারা আপনাকে এমনভাবে জিজ্ঞাসা করে, যেন আপনি তার অনুসন্ধান করে রেখেছেন। আপনি বলে দিন, তার খবর একমাত্র আল্লাহরই নিকট রয়েছে, কিন্তু অধিকাংশ মানুষ অবগত নয়।	يَسْئَلُوْنَكَ عَنِ السَّاعَةِ اَيَّانَ مُرْسٰهَا ۖ قُلْ اِنَّمَا عِلْمُهَا عِنْدَ رَبِّيْ ۚ لَا يُجَلِّيْهَا لِوَقْتِهَا اِلَّا هُوَ ؕ ثَقُلَتْ فِي السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ ۖ لَا تَاْتِيْكُمْ اِلَّا بَغْتَةً ۖ يَسْئَلُوْنَكَ كَاَنَّكَ حَفِيٌّ عَنْهَا ۖ قُلْ اِنَّمَا عِلْمُهَا عِنْدَ اللّٰهِ وَلٰكِنَّ اَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُوْنَ (١٨٧)

শাব্দিক অনুবাদ

(১৮৭) يَسْئَلُوْنَكَ এরা আপনার নিকট জিজ্ঞাসা করে عَنِ السَّاعَةِ কিয়ামত সম্বন্ধে اَيَّانَ مُرْسٰهَا যে কখন তার সংঘটন হবে? قُلْ আপনি বলে দিন যে اِنَّمَا عِلْمُهَا عِنْدَ رَبِّيْ তার খবর কেবল আমার রবেরই নিকট রয়েছে لَا يُجَلِّيْهَا তাকে অন্য কেউ প্রকাশ করবে না لِوَقْتِهَا তার সময়মতো اِلَّا هُوَ আল্লাহ ব্যতীত ثَقُلَتْ তা অতি গুরুতর ব্যাপার হবে فِي السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ আসমানসমূহ এবং জমিনে لَا تَاْتِيْكُمْ اِلَّا بَغْتَةً তা কেবল তোমাদের উপর অকস্মাৎই এসে পড়বে يَسْئَلُوْنَكَ তারা আপনাকে এমনভাবে জিজ্ঞাসা করে كَاَنَّكَ حَفِيٌّ عَنْهَا যেন আপনি তার অনুসন্ধান করে রেখেছেন قُلْ আপনি বলে দিন اِنَّمَا عِلْمُهَا عِنْدَ اللّٰهِ তার খবর একমাত্র আল্লাহরই নিকট রয়েছে وَلٰكِنَّ اَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُوْنَ কিন্তু অধিকাংশ মানুষ অবগত নয়।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

(১৮০) قوله وَلِلّٰهِ الْاَسْمَآءُ الْحُسْنٰى فَادْعُوْهُ بِهَا الخ **আয়াতের শানে নুযূল :** মুকাতিল ও অন্যান্য তাফসীরবিদগণ বলেন যে, আলোচ্য আয়াত মুসলমানদের সম্পর্কে অবতীর্ণ হয়েছে। যারা নামাজ বা দোয়ায় বলতেন, ইয়া রাহমান! ইয়া রাহীম! তখন মক্কার মুশরিকরা বলত যে, মুহাম্মদ ﷺ ও তাঁর সাথিদের দাবি হলো যে, তারা এক আল্লাহর ইবাদত করে। পক্ষান্তরে তাদের দাবি হলো, তারা তো দুজন উপাস্যের উপাসনা করে, তখন আল্লাহ তা'আলা মুশরিকদের বিভ্রান্তিকর এ দাবির পরিপ্রেক্ষিতে আলোচ্য আয়াত নাজিল করেন। -[কুরতুবী-২৫৮/৭]

(১৮৩) قوله وَاُمْلِيْ لَهُمْ اِنَّ كَيْدِيْ مَتِيْنٌ الاية **আয়াতের শানে নুযূল :** আলোচ্য আয়াত কুরাইশের বিদ্রূপকারীদের সম্পর্কে নাজিল হয়েছে। আল্লাহ তা'আলা যাদেরকে দীর্ঘ কাল অবকাশ ও সুযোগ দান করার পর এক রাতেই তাদেরকে হত্যা ও ধ্বংস করে দিয়েছেন। এরাই রূহুল মা'আনীর বর্ণনানুযায়ী কুরাইশের সে সকল লোক, যারা রাসূল ﷺ -কে নিয়ে বিদ্রূপ করত, তাদেরকে দীর্ঘকাল অবকাশ দেওয়ার পর বদরের দিন ধ্বংস করে দিলেন। তাদের সম্পর্কে আল্লাহ তা'আলা আলোচ্য আয়াত নাজিল করেন। -[কুরতুবী-২৮৯/৭, রূহুল মা'আনী-১২৭/৯/৫, বাহরে মুহীত-৪২৯/৪]

(১৮৪) قوله اَوَلَمْ يَتَفَكَّرُوْا مَا بِصَاحِبِهِمْ مِّنْ جِنَّةٍ الخ **আয়াতের শানে নুযূল :** হাসান ও কাতাদাহ বলেন, রাসূল ﷺ একদা রাতে সাফা পাহাড়ের উপর আরোহণ করে নাম ধরে কুরাইশের গোত্রগুলোকে ডাকতে থাকেন যে, হে অমুক গোত্র! হে অমুক গোত্রের লোক-জন! তাদেরকে আল্লাহ তা'আলার প্রতি আহ্বান করা হচ্ছে। সুতরাং যখন সকাল হলো, তখন কাফের নেতৃবর্গ বলতে লাগল যে, এ পাগল রাত ভর সকাল পর্যন্ত চিৎকার করেছে। তারা এও বলত যে, এ হলো পাগল কবি। সুতরাং তারা যে মন্তব্য করত তা ছিল মিথ্যা। তাদের এ দাবি অবান্তর ঘোষণা করেই আল্লাহ তা'আলা আলোচ্য আয়াত অবতরণ করেন এবং এতে বলে দেওয়া হয় যে, তিনি পাগল নন, প্রকৃতপক্ষে তিনি হলেন আল্লাহ তা'আলা সম্পর্কে একজন সতর্ককারী। -[বাহরে মুহীত- ৪২৯/৪, কুরতুবী- ২৯০/৭, রূহুল মা'আনী ১২৮/৯/৫৫]

https://e-ilm.weebly.com/

(১৮৭) قوله يَسْئَلُوْنَكَ عَنِ السَّاعَةِ اَيَّانَ مُرْسٰهَا الخ **আয়াতের শানে নুযূল— ১.** রাসূল ﷺ -কে কিয়ামত তথা মহাপ্রলয় সম্পর্কে জিজ্ঞেস করা হয়েছিল । যারা জিজ্ঞেস করেছিল তাদের ব্যাপারে মতপার্থক্য রয়েছে। ক. তারা ইহুদি ছিল। খ. তারা কুরাইশ ছিল।

শানে নুযূল— ২ : ইবনে ইসহাক ও অন্যান্য তাফসীরবিদগণ হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) -এর বরাত দিয়ে বলেন যে, তিনি বলেন, ইহুদিদের থেকে হামল ইবনে আবী কুশাইর, শামুল ইবনে যায়েদ রাসূল ﷺ -কে জিজ্ঞেস করেছিল, আপনি যেরূপভাবে নবীত্বের কথা দাবি করেন প্রকৃতপক্ষে আপনি সত্যিকার অর্থে যদি নবী হয়ে থাকেন, তাহলে বলুন তো দেখি কিয়ামত কবে বা কখন হবে? সে সম্পর্কে জেনে, যদি সত্যই বলে থাকেন, তাহলে ঈমান আনব? সুতরাং আল্লাহ কিয়ামত সম্পর্কিত উত্থাপিত জিজ্ঞাসা সম্পর্কে আলোচ্য আয়াত নাজিল করে জানিয়ে দেন যে, এ বিষয়ে আল্লাহ ছাড়া আর অন্য কেউ জানে না।

শানে নুযূল— ৩ : আব্দ ইবনে হুমাইদ ও ইবনে জারীর কাতাদাহ এর বরাত দিয়ে বলেন যে, কুরাইশের কিছু লোকজন এসে বলল, হে মুহাম্মদ! কিয়ামত সম্পর্কে আমাদেরকে অবগত করুন। কারণ আমাদের মধ্যে ও আপনার মধ্যে রয়েছে আত্মীয়তার গভীর সম্পর্ক। তখন কিয়ামত সম্পর্কে গায়েবী ইলম রাসূল ﷺ -এর অজানা বিষয় ঘোষণা দিয়ে আল্লাহ তা'আলা আলোচ্য আয়াত নাজিল করেন। −[রূহুল মা'আনী-১৩২/৯/৫, বাহরে মুহীত-৪৩১/৪, ফাতহুল কাদীর-২৭৫/২]

কাফেরদের না বুঝা, না দেখা ও না শুনার তাৎপর্য : এ আয়াতে সেসব লোকের বুঝা, দেখা ও শুনাকে সম্পূর্ণভাবে অস্বীকার করা হয়েছে। বলা হয়েছে— এরা কিছুই বুঝে না, কোনো কিছু দেখেও না এবং শোনেও না। অথচ বাস্তবে এরা পাগল বা উন্মাদ নয় যে, কিছুই বুঝতে পারে না। অন্ধও নয় যে, কোনো কিছু দেখবে না, কিংবা কালাও নয় যে, কোনো কিছু শুনবে না; বরং প্রকৃতপক্ষে এরা পার্থিব বিষয়ে অধিকাংশ লোকের তুলনায় অধিক সতর্ক ও চতুর।

কিন্তু কথা হলো এই যে, আল্লাহ তা'আলা স্বীয় সৃষ্টির প্রয়োজন অনুপাতে তার জীবনের লক্ষ্য অনুযায়ী বুদ্ধি ও উপলব্ধি ক্ষমতা দান করেছেন। যেসব জিনিসকে আমরা বুদ্ধি বিবর্জিত ও অনুভূতিহীন বলে মনে করি, প্রকৃতপক্ষে সেগুলোও জ্ঞান-বুদ্ধি ও চেতনা-অনুভূতি বিবর্জিত নয়। অবশ্য এসব বিষয় সেগুলোর মাঝে সে অনুপাতেই দেওয়া হয়েছে যেটুকু তাদের অস্তিত্বের উদ্দেশ্য বাস্তবায়নের জন্য প্রয়োজন। সবচেয়ে কম বুদ্ধি ও চেতনা-উপলব্ধি রয়েছে মাটি, পাথর প্রভৃতি জড়পদার্থের মাঝে। যাদের না আছে প্রবৃদ্ধি, না স্বস্থান থেকে কোথাও যাওয়া কিংবা চলাফেরার প্রয়োজন। কাজেই এতে সে শক্তি-সামর্থ্য এতই ক্ষীণ যে, তাদের জীবনীশক্তির আন্দাজ করাও কঠিন। এগুলোর চাইতে সামান্য বেশি রয়েছে উদ্ভিদদের মধ্যে যার অস্তিত্বের লক্ষ্যের মাঝে প্রবৃদ্ধি এবং ফল দান প্রভৃতি অন্তর্ভুক্ত। এগুলোকে বুদ্ধি-উপলব্ধিও সে অনুপাতেই দেওয়া হয়েছে। তারপর আসে পশুর নাম্বার; যাদের জীবনের উদ্দেশ্যগুলোর মধ্যে রয়েছে প্রবর্ধন ও চলাফেরা করে খাবার আহরণ, ক্ষতিকর বিষয় থেকে আত্মরক্ষা আর বংশবৃদ্ধি প্রভৃতি বিষয়। এ কারণেই তাদেরকে যে বুদ্ধি, চেতনা ও অনুভূতি দেওয়া হয়েছে, তা অন্যান্য সৃষ্টির তুলনায় বেশি। কিন্তু ততটুকু বেশি যাতে তারা নিজেদের পানাহার, উদরপূর্তি ও নিদ্রা জাগরণ প্রভৃতি ব্যবস্থা সম্পন্ন করতে পারে, শত্রুর আক্রমণ থেকে আত্মরক্ষা করতে পারে। এসবের পরে আসে মানুষের নম্বর; যার অস্তিত্বের সর্বপ্রথম উদ্দেশ্য হলো নিজের স্রষ্টা ও পালনকর্তাকে চেনা, তাঁর ইচ্ছা অনুযায়ী চলা, তাঁর অসন্তুষ্টির বিষয় থেকে বেঁচে থাকা, সমগ্র সৃষ্টির তাৎপর্যের প্রতি লক্ষ্য করা এবং তাঁর দ্বারা উপকৃত হওয়া। সমগ্র বস্তুজগতের পরিণতি ও ফলাফলকে উপলব্ধি করা, আসল ও মেকী যাচাই করে যা ভালো, মঙ্গল ও কল্যাণকর সেগুলোকে গ্রহণ করা, আর যা কিছু মন্দ, অকল্যাণকর সেগুলো থেকে বেঁচে থাকা। এ কারণেই মানব জাতি এমন বৈশিষ্ট্যপ্রাপ্ত হয়েছে, জীবনের উন্নতি লাভের সুবিস্তৃত ক্ষেত্র লাভ করেছে যা অন্য কোনো সৃষ্টি পায়নি। মানুষ উন্নতি লাভ করে ফেরেশতাদের কাতার থেকেও এগিয়ে যেতে পারে। একমাত্র মানুষের মাঝেই এমন গুণ বৈশিষ্ট্য বিদ্যমান রয়েছে যে, তার কর্মের জন্য ভালোমন্দ প্রতিদান রয়েছে। যে কারণে তাদেরকে বুদ্ধি-জ্ঞান এবং চেতনা-উপলব্ধিও দেওয়া হয়েছে। সমগ্র সৃষ্টির তুলনায় অধিক, যাতে করে সাধারণ জীবের স্তরের ঊর্ধ্বে উঠে নিজের অস্তিত্বের উদ্দেশ্য মোতাবেক কাজে আত্মনিয়োগ করে। আল্লাহ প্রদত্ত বিশেষ বুদ্ধি চেতনা ও উপলব্ধিকে এবং দর্শন ও শ্রবণশক্তিকে যেন সেমত কাজে নিয়োগ করে।

এই তাৎপর্যপূর্ণ বিষয়টি সামনে এসে যাবার পর একজন মানুষের বুঝা, তার দর্শন অন্যান্য জীব জন্তুর বুঝা, শোনা ও দেখা থেকে ভিন্ন রকম হওয়াই উচিত। মানুষও যদি নিজেদের দর্শন শ্রবণ ও বিবেচনা শক্তিকে তেমনি কাজে নিয়োগ করে, যেমন কাজে অন্যান্য জীবজন্তুরা নিয়োগ করে থাকে এবং মানুষের জন্য মন্দ পরিণতি ও ভবিষ্যৎ ফলাফলের প্রতি লক্ষ্য

https://e-ilm.weebly.com/

রাখা, অমঙ্গল থেকে বেঁচে থাকা. কল্যাণ ও মঙ্গলকর বিষয়কে গ্রহণ করা প্রভৃতি যেসব কাজ নির্ধারিত ছিল, সেগুলোর প্রতি যদি লক্ষ্য না রাখে, তবে বুদ্ধি থাকা সত্ত্বেও তাকে নির্বোধ বলা হবে, চোখ থাকা সত্ত্বেও তাকে অন্ধ এবং কান থাক সত্ত্বেও তাকে বধির বলেই আখ্যায়িত করা হবে। সেজন্যই কুরআন কারীম অন্যত্র এ ধরনের লোকদিগকে صُمٌّ بُكْمٌ عُمْيٌ অর্থাৎ বধির, বোবা ও অন্ধ বলে আখ্যায়িত করেছে।

এতে একথা বিবৃত করা হয়নি যে, তারা নিজেদের পানাহার, থাকা পরা ও নিদ্রা জাগরণ প্রভৃতি জৈবিক প্রয়োজন সম্পর্কেও বুঝে না কিংবা জৈবিক প্রয়োজন সম্পর্কিত বিষয়গুলোও দেখতে বা শোনতে পায় না; বরং স্বয়ং কুরআনে পাক তাদের সম্পর্কে আরেক জায়গায় বলেছে– يَعْلَمُونَ ظَاهِرًا مِّنَ الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا وَهُمْ عَنِ الْاٰخِرَةِ هُمْ غٰفِلُوْنَ অর্থাৎ 'তারা পার্থিব জীবনের বাহ্যিক দিকগুলো সম্পর্কে যথেষ্ট সচেতন, কিন্তু আখেরাত সম্পর্কে একান্ত গাফেল।' আর ফেরাউন, হামান এবং তাদের সম্প্রদায় সম্পর্কে বলেছে- وَكَانُوْا مُسْتَبْصِرِيْنَ 'তারা একান্তভাবেই বাহ্যদৃষ্টিসম্পন্ন ছিল'। কিন্তু তাদের বুদ্ধিমত্তা ও দর্শনক্ষমতার ব্যবহার যেহেতু শুধুমাত্র সে পর্যায়েই সীমিত ছিল, যে পর্যায়ে সাধারণ জীবজন্তুর থাকে অর্থাৎ শুধু পেট ও দেহের সেবা করা, আত্মার সেবা কিংবা তার তৃপ্তি সম্পর্কে কোনো কিছুই না ভাবা বা না দেখা, সেহেতু তারা এই বৈষয়িকতা ও সামাজিকতায় যত উন্নতি অগ্রগতিই লাভ করুক না কেন, চন্দ্র ও মঙ্গলের অভিযানে যত বিজয়ই অর্জন করুক না কেন এবং কৃত্রিম উপগ্রহে সমগ্র নভোমণ্ডলকে ভবে দিক না কেন, কিন্তু এসব পেট ও শরীরের সেবা, তার চেয়ে অধিক কিছু নয়। আত্মার স্থায়ী শান্তি ও তৃপ্তির জন্য এগুলোতে কিছুই নেই। কাজেই কুরআন তাদেরকে অন্ধ বধির বলেছে। এ আয়াতে তাদের উপলব্ধি দর্শন ও শ্রবণকে অস্বীকার করা হয়েছে। উদ্দেশ্য এই যে, তাদের যা বুঝা বা উপলব্ধি করা উচিত ছিল তারা তা করেনি, যা দেখা উচিত ছিল তা তারা দেখেনি, যা কিছু তাদের শোনা উচিত ছিল তা তারা শোনেনি। আর যা কিছু বুঝেছে, দেখেছে এবং শুনেছে। তা সবই ছিল সাধারণ জীব জন্তুর পর্যায়ের বুঝা, দেখা ও শোনা যাতে গাধা ঘোড়া গরু ছাগল সবই সমান।

এজন্যই উল্লিখিত আয়াতের শেষাংশে এসব লোক সম্পর্কে বলা হয়েছে- اُولٰٓئِكَ كَالْاَنْعَامِ অর্থাৎ এরা চুতষ্পদ জীব জানোয়ারের মতো, শুধুমাত্র শরীরের বর্তমান কাঠামোর সেবায় নিয়েজিত। খাদ্য আর পেটই হলো তাদের চিন্তার সর্বোচ্চ স্তর। অতঃপর বলা হয়েছে بَلْ هُمْ اَضَلُّ অর্থাৎ এরা চুতষ্পদ জীব জানোয়ারের চেয়েও নিকৃষ্ট। তার কারণ চতুষ্পদ জীব জানোয়ার শরিয়তের বিধি নিষেধের আওতাভুক্ত নয়। তাদের জন্য কোনো সাজা শাস্তি কিংবা দান প্রতিদান নেই। তাদের লক্ষ্য যদি শুধুমাত্র জীবন ও শরীর কাঠামোতে সীমিত থাকে তবেই যথেষ্ট । কিন্তু মানুষকে যে স্বীয় কৃতকর্মের হিসাব দিতে হবে। সে জন্য তাদের সুফল কিংবা শাস্তি ভোগ করতে হবে। কাজেই এসব বিষয়কেই নিজেদের উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য বলে সাব্যস্ত করে বর্সা জীবজন্তুর চেয়েও অধিক নিবুর্দ্ধিতা। তাছাড়া জীব জানোয়ার নিজের প্রভু ও মালিকের সেবা যথার্থই সম্পাদন করে। পক্ষান্তরে অকৃতজ্ঞ নাফরমান মানুষ স্বীয় মালিক, পরওয়ারদেগারের আনুগত্যে ত্রুটি করতে থাকে। সে কারণে তারা চতুষ্পদ জানোয়ার অপেক্ষা বেশি নির্বোধ ও গাফেল প্রতিপন্ন হয়। কাজেই বলা হয়েছে– اُولٰٓئِكَ هُمُ الْغٰفِلُوْنَ অর্থাৎ এরাই হলো প্রকৃত গাফেল। وَلِلّٰهِ الْاَسْمَآءُ الْحُسْنٰى فَادْعُوْهُ بِهَا অর্থাৎ সব উত্তম নাম আল্লাহরই জন্য নির্ধারিত রয়েছে। কাজেই তোমরা তাঁকে সেসব নামেই ডাক।

'আসমায়ে হুসনা' বা উত্তম নামের বিশ্লেষণ : উত্তম নাম বলতে সে সমস্ত নামকে বুঝানো হয়েছে, যা গুণ-বৈশিষ্ট্যের পরিপূর্ণতার সর্বোচ্চ স্তরকে চিহ্নিত করে। বলাবাহুল্য, কোনো গুণ বা বৈশিষ্ট্যের পরিপূর্ণতার সর্বোচ্চ স্তর যার উর্ধ্বে আর কোনো স্তর থাকতে পারে না, তা শুধুমাত্র সহান পালনকর্তা আল্লাহ জাল্লা শানুহুর জন্যই নির্দিষ্ট । তাঁকে ছাড়া কোনো সৃষ্টির পক্ষে এই স্তরে উন্নীত হওয়া সম্ভব নয়। কারণ যে কোনো পূর্ণ ব্যক্তি অপেক্ষা অপর ব্যক্তি পূর্ণতার এবং জ্ঞানী অপেক্ষা অধিক জ্ঞানী হতে পারে। وَفَوْقَ كُلِّ ذِىْ عِلْمٍ عَلِيْمٌ -এর মর্মও তাই। প্রত্যেক জ্ঞানসম্পন্ন ব্যক্তি অপেক্ষা অপর ব্যক্তি অধিকতর জ্ঞানসম্পন্ন হতে পারে।

সে কারণেই আয়াতে এমন ভাষা প্রয়োগ করা হয়েছে, যাতে বুঝা যায় যে, এসব আসমায়ে হুসনা বা উত্তম নামসমূহ একমাত্র আল্লাহ রাব্বুল আলামীনের বৈশিষ্ট্য । এ বৈশিষ্ট্য লাভ করা অন্য কারও পক্ষে সম্ভব নয়; কাজহৈ فَادْعُوْهُ بِهَا অর্থাৎ এ বিষয়টি যখন জানা গেল যে, আল্লাহ রাব্বুল আলামীনের কিছু আসমায়ে হুসনা রয়েছে এবং সে সমস্ত আসমা বা নাম একমাত্র আল্লাহর সত্তার সাথেই নির্দিষ্ট তখন আল্লাহকে যখনই ডাকবে এসব নামে ডাকাই কর্তব্য।

ডাকা কিংবা আহ্বান করা হলো 'দোয়া' শব্দের অর্থ । আর দোয়া শব্দটি কুরআনে দুই অর্থে ব্যবহৃত হয়। একটি হলো আল্লাহর জিকির প্রশংসা ও তাসবীহ তাহলীলের সাথে যুক্ত। আর অপরটি হলো নিজের অভীষ্ট বিষয় প্রার্থনা এবং বিপদাপদ থেকে মুক্তি আর সকল জটিলতার নিরসনকল্পে সাহায্যের আবেদন সম্পর্কিত। এ আয়াতে فَادْعُوْهُ بِهَا শব্দটি উভয়

https://e-ilm.weebly.com/

অর্থেই ব্যাপক। অতএব আয়াতের মর্ম হলো এই যে, হামদ বিপদাপদে মুক্তি দান আর প্রয়োজন মেটানোও শুধু তাঁরই ক্ষমতায়। কাজেই যদি প্রশংসা বা গুণকীর্তন করতে হয়, তবে তাঁরই করবে আর নিজের প্রয়োজন বা উদ্দেশ্য সিদ্ধি কিংবা বিপদ মুক্তির জন্য ডাকতে হলে, সাহায্য প্রার্থনা করতে হলে শুধু তাঁকেই ডাকবে, তাঁরই কাছে সাহায্য চাইবে।
আর ডাকার সে পদ্ধতিও বলে দেওয়া হয়েছে যে, এসব আসমায়ে হুসনা বা উত্তম নামে ডাকবে যা আল্লাহর নবী বলে প্রমাণিত

দোয়া করার কিছু আদবকায়দা : এ আয়াতের মাধ্যমে গোটা মুসলিম জাতি দোয়া প্রার্থনার বিষয়ে দুটি হেদায়েত বা দিকনির্দেশ লাভ করেছে। প্রথমত আল্লাহ ব্যতীত কোনো সত্তাই প্রকৃত হামদ ছানা কিংবা বিপদ মুক্তি বা উদ্দেশ্য সিদ্ধির জন্য ডাকার যোগ্য নয়। দ্বিতীয়ত তাঁকে ডাকার জন্য মানুষ এমন মুক্ত নয় যে, যে কোনো শব্দে ইচ্ছা ডাকতে থাকবে; বরং আল্লাহ বিশেষ অনুগ্রহ পরবশ হয়ে আমাদেরকে সেসব শব্দসমষ্টিও শিখিয়ে দিয়েছেন যাতে আমরা নিজের মতে শব্দের পরিবর্তন না করি। কারণ আল্লাহর গুণ বৈশিষ্ট্যের সব দিক লক্ষ্য রেখে তাঁর মহত্ত্বের উপযোগী শব্দ চয়ন করতে পারা মানুষের সাধ্যের উর্ধ্বে।

ইমাম বুখারী ও মুসলিম হযরত আবূ হুরায়রা (রা.) থেকে রেওয়ায়েত করেছেন যে, রাসূলে কারীম ﷺ ইরশাদ করেছেন, আল্লাহ তা'আলার নিরানব্বাইটি নাম রয়েছে। যে ব্যক্তি এগুলোকে আয়ত্ত করে নিবে সে জান্নাতে প্রবেশ করবে। এই নিরানব্বাইটি নাম সম্পর্কে ইমাম তিরমিযী ও হাকেম (র.) সবিস্তারে বর্ণনা করেছেন।

আল্লাহর নিরানব্বই নাম পাঠাতে যে উদ্দেশ্যের জন্যই প্রার্থনা করা হয় তা কবুল হয়। আল্লাহ স্বয়ং ওয়াদা করেছেন- ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ অর্থাৎ 'তোমরা যদি আমাকে ডাক, তাহলে আমি তোমাদের প্রার্থনা মঞ্জুর করব।' উদ্দেশ্য সিদ্ধি কিংবা জটিলতা বা বিপদমুক্তির জন্য দোয়া ছাড়া অন্য কোনো পন্থা এমন নেই যাতে কোনো না কোনো ক্ষতির আশঙ্কা থাকবে না এবং ফল লাভ নিশ্চিত হবে। নিজের প্রয়োজনের জন্য আল্লাহ তা'আলার নিকট প্রার্থনা করাতে কোনো ক্ষতির সম্ভাবনা নেই তদুপরি একটা নগদ লাভ হলো এই যে, দোয়া যে একটি ইবাদত তার ছওয়াব দোয়াকারীর আমলনামায় তখনই লেখা হয়ে যায়। হাদীসে বর্ণিত আছে اَلدُّعَاءُ مُخُّ الْعِبَادَةِ অর্থাৎ দোয়া হলো ইবাদতের মগজ। যে উদ্দেশ্যে মানুষ দোয়া করে অধিকাংশ সময় হুবহু সে উদ্দেশ্যটি সিদ্ধ হয়ে যায়। আবার কোনো কোনো সময় এমনও হয় যে, যে বিষয়টিকে প্রার্থনাকারী নিজের উদ্দেশ্য সাব্যস্ত করেছিল, তা তার পক্ষে কল্যাণকর নয় বলে আল্লাহ স্বীয় অনুগ্রহে সে দোয়াকে অন্য দিকে ফিরিয়ে দেন, যা তার জন্য একান্ত উপকারী ও কল্যাণকর। আর আল্লাহর হামদ ও ছানার মাধ্যমে জিকির করা হলো ঈমানের খোরাক। এর দ্বারা আল্লাহ তা'আলার প্রতি মানুষের মহব্বত ও আগ্রহ বৃদ্ধি পায় এবং তাতে সামান্য পার্থিব দুঃখকষ্ট হলেও শীঘ্রই সহজ হয়ে যায়।

সেজন্যই বুখারী মুসলিম তিরমিযী ও নাসায়ীর হাদীসে বর্ণিত হয়েছে যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন, যে লোক চিন্তাভাবনা, পেরেশানি কিংবা কোনো জটিল বিষয়ের সম্মুখীন হবে, তার পক্ষে নিম্নলিখিত বাক্যগুলো পড়া উচিত। তাতে সমস্ত জটিলতা সহজ হয়ে যাবে। বাক্যগুলো এরূপ-

لَا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ الْعَظِيْمُ الْحَلِيْمُ . لَا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيْمِ . لَا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ رَبُّ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ وَرَبُّ الْعَرْشِ الْكَرِيْمِ .

'মুসতাদরাকে হাকেমে' হযরত আনাস (রা.)-এর উদ্ধৃতিতে বর্ণিত রয়েছে যে, রাসূলে কারীম ﷺ হযরত ফাতেমা যাহরা (রা.)-কে বলেন, আমার অসিয়তগুলো শুনে নিতে (এবং সেমতে আমল করতে) তোমার বাধা কিসে। সে অসিয়তটি হলো এই যে, সকাল-সন্ধ্যায় এই দোয়াটি পড়ে নেবে-

يَا حَيُّ يَا قَيُّوْمُ بِرَحْمَتِكَ اَسْتَغِيْثُ اَصْلِحْ لِيْ شَأْنِيْ كُلَّهُ وَلَا تَكِلْنِيْ اِلٰى نَفْسِيْ طَرْفَةَ عَيْنٍ

এটি সমস্ত মকসূদ ও জটিলতা থেকে মুক্তি লাভের জন্য তুলনাহীন। সারকথা হলো, উল্লিখিত আয়াতের এ বাক্যে উম্মতকে দুটি হেদায়েত দেওয়া হয়েছে। একটি হলো এই যে, যে কোনো উদ্দেশ্য হাসিলের জন্য যে কোনো বিপদ থেকে মুক্তি লাভের জন্য শুধুমাত্র আল্লাহকেই ডাকবে, কোনো সৃষ্টিকে নয়। অপরটি হলো, তাঁকে সে নামেই ডাকবে যা আল্লাহ তা'আলার নাম হিসেবে প্রমাণিত হয়েছে। তার শব্দের কোনো পরিবর্তন করবে না।

আয়াতের পরবর্তী বাক্যে এ সম্পর্কেই বলা হয়েছে- وَذَرُوا الَّذِيْنَ يُلْحِدُوْنَ فِيْٓ اَسْمَآئِهٖ سَيُجْزَوْنَ مَا كَانُوْا يَعْمَلُوْنَ অর্থাৎ সেসমস্ত লোকের কথা ছাড়ুন, যারা আল্লাহ তা'আলার আসমায়ে হুসনার ব্যাপারে বাঁকা চাল অবলম্বন করে। তারা তাদের কৃত বাঁকামীর প্রতিফল পেয়ে যাবে। অভিধান অনুযায়ী اَلْحَادٌ (ইলহাদ) অর্থ ঝুঁকে পড়া এবং মধ্যমপন্থা থেকে সরে পড়া। এ কারণেই বগলী কবরকে لَحْد বলা হয়। কারণ তাতেও লাশ মাঝ থেকে সরিয়ে রাখা হয়। কুরআনের পরিভাষায় اَلْحَادٌ বলা হয় কুরআনের সঠিক অর্থ ছেড়ে তাতে এদিক সেদিকের ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ জুড়ে দেওয়াকে।

https://e-ilm.weebly.com/

এ আয়াতে রাসূলে করীম ﷺ-কে হেদায়েত দেওয়া হয়েছে যে, আপনি এমন সব লোকের সাথে সম্পর্ক ছিন্ন করে ফেলুন, যারা আল্লাহ তা'আলার আসমায়ে হুসনার ব্যাপারে বক্রতা অর্থাৎ অপব্যাখ্যা ও অপবিশ্লেষণ করে।

আল্লাহর নামের বিকৃতি সাধনের নিষেধাজ্ঞা এবং তার কয়েকটি দিক : আল্লাহর নামের অপব্যাখ্যা ও বিকৃতির কয়েকটি পন্থাই হতে পারে। আর সে সমস্তই এ আয়াতে বর্ণিত বিষয়বস্তুর অন্তর্ভুক্ত।

প্রথমত আল্লাহ তা'আলার জন্য এমন কোনো নাম ব্যবহার করা যা কুরআন হাদীসের দ্বারা প্রমাণিত নয়। সত্যনিষ্ঠ আলেমগণ এ ব্যাপারে একমত যে, আল্লাহর নাম ও গুণাবলির ব্যাপারে কারোই এমন কোনো অধিকার নেই যে, যা ইচ্ছা নাম রাখবে কিংবা যে গুণে ইচ্ছা তাঁর গুণকীর্তন করবে। শুধুমাত্র সে সমস্ত শব্দ প্রয়োগ করাই আবশ্যক যা কুরআন ও সুন্নাহতে আল্লাহ তা'আলার নাম কিংবা গুণবাচক হিসাবে উল্লিখিত রয়েছে। যেমন আল্লাহকে 'করীম' বলা যাবে, কিন্তু 'সখী' বা 'দাতা' বলা যাবে না। 'নূর' বলা যাবে, কিন্তু জ্যোতি বলা যাবে না। 'শাফী' বলা যাবে, কিন্তু 'তবীব' বা চিকিৎসক বলা যাবেনা। কারণ এই দ্বিতীয় শব্দগুলো প্রথম শব্দের সমার্থক হলেও কুরআন হাদীসে বর্ণিত হয়নি।

ইসলামে বিকৃতি সাধনের দ্বিতীয় পন্থাটি হলো আল্লাহর যে সমস্ত নাম কুরআন হাদীসে উল্লেখ রয়েছে সেগুলোর মধ্যে কোনো নামকে অশোভন মনে করে বর্জন বা পরিহার করা। এতে সে নামের প্রতি বেআদবী বা অবজ্ঞা প্রদর্শন বুঝা যায়।

কোনো লোককে আল্লাহ তা'আলার জন্য নির্ধারিত নামে সম্বোধন করা জায়েজ নয় : তৃতীয় পন্থা হলো আল্লাহর জন্য নির্ধারিত নাম অন্য কোনো লোকের জন্য ব্যবহার করা। তবে এতে এই ব্যাখ্যা রয়েছে যে, আসমায়ে হুসনাসমূহের মধ্যে কিছু নাম এমনও আছে যেগুলো স্বয়ং কুরআন ও হাদীসে অন্যান্য লোকের জন্যও ব্যবহার করা হয়েছে। আর কিছু নাম রয়েছে যেগুলো শুধুমাত্র আল্লাহ ব্যতীত অপর কারোও জন্য ব্যবহার কারার কোনো প্রমাণ কুরআন হাদীসে নেই। যেসব নাম আল্লাহ ব্যতীত অন্য কারও জন্য ব্যবহার করা কুরআন হাদীস দ্বারা প্রমাণিত, সেসব নাম অন্যের জন্য ব্যবহার করা যেতে পারে। যেমন– রাহীম, রাশীদ, আলী, কারীম, আজীজ প্রভৃতি। পক্ষান্তরে আল্লাহ ছাড়া অপর কারো জন্য যেসব নামের ব্যবহার কুরআন হাদীস দ্বারা প্রমাণিত নয়, সেগুলো একমাত্র আল্লাহর জন্য নির্দিষ্ট। আল্লাহ ছাড়া অন্য কারো জন্য এগুলোর ব্যবহার করাই উল্লিখিত 'এলহাদ' তথা বিকৃতি সাধনের অন্তর্ভুক্ত এবং নাজায়েজ ও হারাম। যেমন রাহমান, বুরহান, রাযযাক, খালেক, গাফফার, কুদ্দূস প্রভৃতি।

তদুপরি এই নির্দিষ্ট নামগুলো যদি আল্লাহ ছাড়া অপর করো ক্ষেত্রে কোনো ভ্রান্ত বিশ্বাসের ভিত্তিতে হয় যে, যাকে এসব শব্দের দ্বারা সম্বোধন করা হচ্ছে তাকেই যদি খালেক কিংবা রাযযাক মনে করা হয়, তাহলে তা সম্পূর্ণ কুফর। আর বিশ্বাস যদি ভ্রান্ত না হয়, শুধুমাত্র অমনোযোগিতা কিংবা না বুঝার দরুন কাউকে খালেক, রাযযাক, রাহমান, কিংবা সুবহান বলে ডেকে থাকে, তাহলে তা যদিও কুফর নয়, কিন্তু শিরকিসুলভ শব্দ হওয়ার কারণে কঠিন পাপের কাজ বটে।

উল্লিখিত আয়াতসমূহের সারমর্ম এই যে, তাদের হঠকারিতা এবং সত্য গ্রহণে অনীহার দরুন তিনি যেন মনঃক্ষুণ্ণ না হন। কারণ সত্য বিষয়টি পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন ও হৃদয়গ্রাহী ভঙ্গিতে পৌঁছে দেওয়াই ছিল তাঁর নির্ধারিত দায়িত্ব। তা তিনি সম্পাদনও করেছেন। তাঁর উপর অর্পিত দায় দায়িত্বও শেষ হয়ে গেছে। এখন কারও মানা না মানার ব্যাপারটি হলো একান্ত ভাগ্য সংক্রান্ত। এতে তাঁর কোনো হাত নেই। সুতরাং তিনি কেন দুঃখিত হবেন।

এ সূরার বিষয়বস্তুগুলোর মধ্যে তিনটি বিষয় ছিল খুবই গুরুত্বপূর্ণ। যথা–১. তাওহীদ। ২. রেসালাত। ৩. আখেরাত। আর এই তিনটি বিষয়ই ঈমান ও ইসলামের মূলভিত্তি। এগুলোর মধ্যে তাওহীদ ও রেসালতের বিষয় পূর্ববর্তী আয়াতসমূহে সবিস্তারে আলোচিত হয়েছে। উল্লিখিত আয়াতগুলোর মধ্যে শেষ দুটি আয়াতে বর্ণিত হয়েছে আখেরাত ও কিয়ামত সংক্রান্ত বিষয়। এগুলো নাজিলের পিছনে বিশেষ একটি ঘটনাও কার্যকর ছিল। তাই তাফসীরে ইমাম ইবনে জরীর (র.) এবং আবদ ইবনে হুমাইদ (রা.) হযরত কাতাদাহ (রা.)-এর রেওয়ায়েতে উদ্ধৃত করেছেন যে, মক্কার কুরাইশরা রাসূলে কারীম ﷺ-এর নিকট ঠাট্টা ও বিদ্রূপচ্ছলে জিজ্ঞেস করল যে, আপনি কিয়ামত আগমনের সংবাদ দিয়ে দিয়ে মানুষকে এ ব্যাপারে ভীতি প্রদর্শন করে থাকেন, এ ব্যাপারে যদি আপনি সত্য হয়ে থাকেন, তবে নির্দিষ্ট করে বলুন, কিয়ামত কোন সালের কত তারিখে অনুষ্ঠিত হবে, যাতে আমরা তা আসার আগেই তৈরি হয়ে যেতে পারি। আপনার এবং আমাদের মাঝে আত্মীয়তার যে সম্পর্ক বিদ্যমান তার দাবিও তাই। আর যদি সাধারণ লোকদেরকে বিষয়টি আপনি বলতে না চান, তবে অন্তত আমাদেরকে বলে দিন। এ ঘটনার ভিত্তিতেই নাজিল হয় يَسْئَلُوْنَكَ عَنِ السَّاعَةِ আয়াতটি।

এখানে উল্লিখিত سَاعَةٌ শব্দটি আরবি ভাষায় সামান্য সময় বা মুহূর্তকে বলা হয়। আভিধানিকভাবে যার কোনো বিশেষ পরিসীমা নেই। আর গণিতিক ও জ্যোতির্বিদদের পরিভাষায় রাত ও দিনের চব্বিশ অংশের এক অংশকে বলা হয় سَاعَةٌ

https://e-ilm.weebly.com/

(সা'আত) যাকে বাংলায় ঘণ্টা নামে অভিহিত করা হয়। কুরআনের পরিভাষায় এ শব্দটি সে দিবসকে বুঝাবার জন্য ব্যবহৃত হয়, যা হবে সমগ্র সৃষ্টির মৃত্যুদিবস এবং সেদিনকেও বলা হয় যাতে সমগ্র সৃষ্টি পুনরায় জীবিত হয়ে আল্লাহ রাব্বুল আলামীনের দরবারে উপস্থিত হবে। أَيَّانَ (আইয়্যানা) অর্থ– কবে। আর مُرْسٰى (মুরসা) অর্থ অনুষ্ঠিত কিংবা স্থাপিত হওয়া। لَا يُجَلِّيهَا শব্দটি تَجْلِيَةٌ থেকে গঠিত। এর অর্থ– প্রকাশিত এবং খোলা। بَغْتَةً (বাগতাতান) অর্থ– অকস্মাৎ। حَفِيٌّ (হাফিয়্যুন) অর্থ হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা.) বলেছেন, জ্ঞানী ও অবহিত ব্যক্তি। প্রকৃতপর্বে এমন লোককে 'হাফী বলা হয়, যে প্রশ্ন করে বিষয়ের পরিপূর্ণ তথ্য অনুসন্ধান করে নিতে পারে।

কাজেই আয়াতের মর্ম দাঁড়াল এই যে, এরা আপনার নিকট কিয়ামত নির্দিষ্টতার জ্ঞান শুধুমাত্র আমার পালনকর্তারই রয়েছে এ ব্যাপারে পূর্ব থেকে কারও জানা নেই এবং সঠিক সময় ও কেউ জানতে পারবে না। নির্ধারিত সময়টি যখন উপস্থিত হয়ে যাবে, ঠিক তখনই আল্লাহ তা'আলা তা প্রকাশ করে দেবেন। এতে কোনো মাধ্যম থাকবে না। কিয়ামতের ঘটনাটি আসমান ও জমিনের জন্য একান্ত ভয়ানক ঘটনা হবে। সেগুলোও টুকরা টুকরা হয়ে উড়তে থাকবে। সুতরাং এহেন ভয়াবহ ঘটনা সম্পর্কে পূর্ব থেকে প্রকাশ না করাই বিচক্ষণতার তাকাদা। তা না হলে যারা বিশ্বনবী তাদের জীবন দুর্বিষহ হয়ে উঠত এবং যারা অবিশ্বাসী মুনকির তারা অধিকতর ঠাট্টা-বিদ্রূপের সুযোগ পেয়ে যেত। সেজন্যই বলা হয়েছে–
لَا تَأْتِيكُمْ إِلَّا بَغْتَةً অর্থাৎ কিয়ামত তোমাদের নিকট আকস্মিকভাবেই এসে উপস্থিত হবে।

বুখারী ও মুসলিমের হাদীসে হযরত আবূ হুরায়রা (রা.)-এর রেওয়ায়েতক্রমে উদ্ধৃত করা হয়েছে যে, রাসূল কারীম ﷺ কিয়ামতের আকস্মিক আগমন সম্পর্কে বলেছেন, 'মানুষ নিজ নিজ কাজে পরিব্যাপ্ত থাকবে। এক লোক খরিদদারকে দেখাবার উদ্দেশ্যে কাপড়ের থান খুলে সামনে ধরে থাকবে, সে (সওদার) এ বিষয়টিও সাব্যস্ত করতে পারবে না, এরই মধ্যে কিয়ামত এসে যাবে। এক লোক তার উষ্ট্রনীর দুধ দোহন করে নিয়ে যেতে থাকবে এবং তখনও তা ব্যবহার করতে পারবে না, এরই মধ্যে কিয়ামত সংঘটিত হয়ে যাবে। কেউ নিজের হাউজ মেরামত করতে থাকবে– তা থেকে অবসর হওয়ার পূর্বেই কিয়ামত সংঘটিত হয়ে যাবে। কেউ হয় তো খাবার লোকমা হাতে তুলে নেবে, তা মুখে দেওয়ার পূর্বেই কিয়ামত হয়ে যাবে।, –[রূহুল মা'আনী]

যেভাবে মানুষের ব্যক্তিগত মৃত্যুর তারিখ ও সময়-ক্ষণ অনির্দিষ্ট ও গোপন রাখার মাঝে বিরাট তাৎপর্য নিহিত রয়েছে, তেমনিভাবে কিয়ামতকেও যা সমগ্র বিশ্বের সামগ্রিক মৃত্যুরই নামান্তর, তাকে গোপন এবং অনির্দিষ্ট রাখার মধ্যেও বিপুল রহস্য ও তাৎপর্য বিদ্যমান। তা না হলে একে তো এতই বিশ্ববাসীদের জীবন দুর্বিষহ হয়ে উঠবে এবং পার্থিব যাবতীয় কাজকর্ম অত্যন্ত কঠিন হয়ে দাঁড়ায়, তদুপরি অবিশ্বাসীরা সুদীর্ঘ সময়ের কথা শুনে ঠাট্টা-বিদ্রূপের সুযোগ পাবে এবং তাদের ঔদ্ধত্য অধিকতর বৃদ্ধি পাবে।

সে জন্যই হেকমত ও বিচক্ষণতার তাগিদে তার তারিখ বা দিন ক্ষণকে অনির্দিষ্ট রাখা হয়েছে, যাতে করে মানুষ তার ভয়াবহতা সম্পর্কে সদা ভীত থাকে। আর এ ভয়ই মানুষকে অপরাধ প্রবণতা থেকে বিরত রাখার জন্য সর্বাধিক কার্যকর পন্থা। সুতরাং উক্ত আয়াতগুলোতে এ জ্ঞানই দেওয়া হয়েছে যে, কোনো একদিন কিয়ামতের আগমন ঘটবে, আল্লাহর সমীপে সবারই উপস্থিত হতে হবে এবং তাদের সারা জীবনের ছোট বড় ভালো মন্দ সমস্ত কার্যকলাপের হিসাব নিকাশ নেওয়া হবে। যার ফলে হয় জান্নাতের অকল্পনীয় ও অনন্ত নিয়ামতরাজি লাভ হবে অথবা জাহান্নামের সেই কঠিন ও দুর্বিষহ যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি ভোগ করতে হবে, যার কল্পনা করতেও পিত্ত পানি হয়ে যেতে থাকবে। যখন কারও বিশ্বাস ও প্রত্যয় থাকবে, তখন কোনো বুদ্ধিমানের কাজ এমন হওয়া উচিত নয় যে, আমলের অবকাশকে এমন বিতর্কের মাঝে নষ্ট করবে যে, এ ঘটনা কবে কখন সংঘটিত হবে; বরং বুদ্ধিমত্তার সঠিক দাবি হলো বয়সের অবকাশকে গনিমত মনে করে সে দিবসের জন্য তৈরি হওয়ার কাজে ব্যাপৃত থাকা এবং আল্লাহ রাব্বুল আলামীনের নির্দেশ লঙ্ঘন করতে গিয়ে এমনভাবে ভয় করা, যেমন আগুনকে ভয় করা হয়।

আয়াতের শেষাংশে পুনরায় তাদের প্রশ্নের পুনরাবৃত্তি করে বলা হয়েছে– يَسْـَٔلُونَكَ كَأَنَّكَ حَفِيٌّ عَنْهَا প্রথম প্রশ্নটি ছিল এ প্রসঙ্গে যে, এমন গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা যখন সংঘটিত হবেই তখন আমাদেরকে তার যথাযথ ও সঠিক তারিখ, দিন-ক্ষণ ও সময় সম্পর্কে অবহিত করা প্রয়োজন। তারই উত্তর দেওয়া হয়েছে যে, এ প্রশ্নটি একান্ত নির্বুদ্ধিতা ও বোকামিপ্রসূত। পক্ষান্তরে বুদ্ধিমত্তার দাবি হলো এর নির্দিষ্টতা সম্পর্কে কাউকে অবহিত না করা, যাতে প্রত্যেক আমলকারী প্রতি মুহূর্তে আখেরাতের আজাবের ভয় করে নেক আমলঅবলম্বন করার এবং অসৎকর্ম থেকে বিরত থাকার প্রতি পরিপূর্ণ মনোযোগী হয়।

https://e-ilm.weebly.com/

আর এ দ্বিতীয় প্রশ্নের উদ্দেশ্য হলো তাদের একথা বুঝা যে, মহানবী ﷺ অবশ্যই কিয়ামতের তারিখ ও সময়-ক্ষণ সম্পর্কে অবগত এবং আল্লাহ তা'আলার নিকট থেকে এ বিষয়ে অবশ্যই তিনি জ্ঞান লাভ করে নিয়েছেন, কিন্তু তিনি কোনো বিশেষ কারণে সে কথা বলছেন না। সেজন্যই নিজ আত্মীয়তার দোহাই দিয়ে তারা তাঁকে প্রশ্ন করল যে, আমাদেরকে কিয়ামতের পরিপূর্ণ সন্ধান দিয়ে দিন। এ প্রশ্নের উত্তরে ইরশাদ হয়েছে– قُلْ اِنَّمَا عِلْمُهَا عِنْدَ اللّٰهِ وَلٰكِنَّ اَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُوْنَ অর্থাৎ আপনি লোকদেরকে বলে দিন যে, প্রকৃতপক্ষে কিয়ামতের সঠিক তারিখ সম্পর্কিত জ্ঞান একমাত্র আল্লাহ ছাড়া তাঁর কোনো ফেরেশতা কিংবা নবী-রাসূল পর্যন্ত জানতে পারেন না। মানুষ নিজেদের মূর্খতাবশত মনে করে যে, কিয়ামত অনুষ্ঠানের তারিখ সম্পর্কিত জ্ঞান নবী কিংবা রাসূল হওয়ার জন্য অপরিহার্য। এরই ভিত্তিতে তারা এই প্রেক্ষিত আবিষ্কার করে যে, মহানবী ﷺ -এর যখন এ ব্যাপারে পরিপূর্ণ ইলম নেই, কাজেই এটা তাঁর নবী না হওয়ারই লক্ষণ (নাঊযুবিল্লাহ)। কিন্তু উপরোল্লিখিত আলোচনায় জানা গেছে যে, এ ধরনের ধারণা সম্পূর্ণ ভ্রান্ত।

সারকথা হলো, যারা এ ধরনের প্রশ্ন উত্থাপন করে, তারা বড়ই বোকা, নির্বোধ ও অজ্ঞ। না এরা বিষয়ের তাৎপর্য সম্পর্কে অবগত, না জানে তার অন্তর্নিহিত রহস্য ও প্রশ্ন করার পদ্ধতি।

তবে হ্যাঁ, মহানবী ﷺ -কে কিয়ামতের কিছু নিদর্শন ও লক্ষণাদি সম্পর্কিত জ্ঞান দান করা হয়েছে। আর তা হলো এই যে, এখন তা নিকটবর্তী। এ বিষয়টি মহানবী ﷺ বহু বিশুদ্ধ হাদীসে অত্যন্ত পরিষ্কারভাবে বর্ণনা করে দিয়েছেন। ইরশাদ হয়েছে– "আমার আবির্ভাব এবং কিয়ামত এমনভাবে মিশে আছে, যেমন মিশে থাকে হাতের দুটি আঙ্গুল।" –[তিরমিযী]

কোনো কোনো ইসলামি কিতাবে পৃথিবীর বয়স সাত হাজার বছর হয়েছে বলে যে কথা বলা হয়েছে, তা রাসূলে কারীম ﷺ -এর কোনো হাদীস নয়; বরং তা ইসরাঈলী মিথ্যা রেওয়ায়েত থেকে নেওয়া বিষয়।

ভূমণ্ডল বিষয়ক পণ্ডিতগণ আধুনিক গবেষণার মাধ্যমে পৃথিবীর বয়স লক্ষ লক্ষ বছর হয়েছে বলে মত প্রকাশ করেছেন। কুরআনের কোনো আয়াত কিংবা কোনো বিশুদ্ধ হাদীসের সাথে এ নতুন গবেষণার কোনো বিরোধ ঘটে না। ইসলামি রেওয়ায়েতসমূহে এহেন অলীক রেওয়ায়েত ঢুকিয়ে দেওয়ার উদ্দেশ্যই হয় তো ইসলামের বিরুদ্ধে মানুষের মনে কু-ধারণা সৃষ্টি করা, যার খণ্ডন স্বয়ং বিশুদ্ধ হাদীসেও বিদ্যমান রয়েছে। বিশুদ্ধ এক হাদীসে রাসূলে কারীম ﷺ স্বয়ং উম্মতকে লক্ষ্য করে ইরশাদ করেছেন যে "পূর্ববর্তী উম্মতদের তুলনায় তোমাদের উদাহরণ এমন যেন এক কালো বলদের গায়ে একটা সাদা লোম।" এতে যে কেউ অনুমান করতে পারে যে, হুজুর ﷺ -এর দৃষ্টিতেও পৃথিবীর বয়স এত দীর্ঘ, যার অনুমান করাও কঠিন। সে কারণেই হাফেজ ইবনে হাযেম উন্দুলুসী (র.) বলেছেন যে, আমাদের বিশ্বাস দুনিয়ার বয়স সম্পর্কে সঠিক কোনো ধারণা করা যায় না; তার সঠিক জ্ঞান শুধুমাত্র আল্লাহ তা'আলারই রয়েছে। –[মুরাগী]

শব্দ বিশ্লেষণ

قَدْ ذَرَأْنَا : সীগাহ جمع متكلم বহছ اثبات فعل ماضى قريب معروف বাব فَتَحَ মাসদার اَلذَّرْءُ মূলবর্ণ (ذ ـ ر ـ ء) জিনস مهموز لام অর্থ– অবশ্যই আমি সৃষ্টি করেছি।

يُلْحِدُوْنَ : সীগাহ جمع مذكر غائب বহছ اثبات فعل مضارع معروف বাব اِفْعَالٌ মাসদার اَلْاِلْحَادُ মূলবর্ণ (ل ـ ح ـ د) জিনস صحيح অর্থ– তারা বক্রতা অবলম্বন করে।

سَيُجْزَوْنَ : সীগাহ جمع مذكر غائب বহছ اثبات فعل مضارع مجهول বাব ضَرَبَ মাসদার اَلْجَزَاءُ মূলবর্ণ (ج ـ ز ـ ى) জিনস ناقص يائى অর্থ– অতি শীঘ্রই তাদেরকে প্রতিদান দেওয়া হবে।

يَهْدُوْنَ : সীগাহ جمع مذكر غائب বহছ اثبات فعل مضارع معروف বাব نَصَرَ মাসদার اَلْهِدَايَةُ মূলবর্ণ (ه ـ د ـ ى) জিনস ناقص يائى অর্থ– তারা পথ দেখায়।

حَقٌّ : শব্দটি একবচন; বহুবচন حُقُوْقٌ অর্থ– সত্য, ন্যায়, সঠিক।

مَتِيْنٌ : সীগাহ واحد مذكر বহছ صفت مشبهة অর্থ– বলিষ্ঠ, অতি পাকা।

اَجَلٌ : শব্দটি একবচন; বহুবচন اٰجَالٌ অর্থ– নির্ধারিত।

حَدِيْثٌ : শব্দটি একবচন; বহুবচন اَحَادِيْثُ অর্থ– কথা, বাণী।

مُرْسٰهَا : সীগাহ واحد مذكر বহছ اسم ظرف বাব افعال মাসদার اَلْاِرْسَاءُ মূলবর্ণ (ر ـ س ـ و) জিনস ناقص واوى অর্থ– সংঘটিত হওয়ার সময়, ঘটার সময়।

https://e-ilm.weebly.com/

قُلْ لَّآ اَمْلِكُ لِنَفْسِىْ نَفْعًا وَّلَا ضَرًّا اِلَّا مَا شَآءَ اللّٰهُ ۚ وَلَوْ كُنْتُ اَعْلَمُ الْغَيْبَ لَاسْتَكْثَرْتُ مِنَ الْخَيْرِ ۚ وَمَا مَسَّنِىَ السُّوْٓءُ ۚ اِنْ اَنَا اِلَّا نَذِيْرٌ وَّبَشِيْرٌ لِّقَوْمٍ يُّؤْمِنُوْنَ (١٨٨) ع ٢٢/١٢

অনুবাদ : (১৮৮) আপনি বলে দিন, আমি তো না আমার নিজের জন্যও কোনো উপকারের ক্ষমতা রাখি আর না কোনো অপকারের কিন্তু এতটুকু যতটুকু আল্লাহ তা'আলা ইচ্ছা করেন, আর যদি আমি গায়েবের বিষয়সমূহ জানতে পারতাম, তাহলে আমি বহু কল্যাণ সঞ্চয় করতে পারতাম এবং কোনো ক্ষতি আমাকে স্পর্শ করতে পারত না, আমি তো কেবল ভয় প্রদর্শনকারী ও সুসংবাদ প্রদানকারী সেই সকল লোকদের জন্য যারা ঈমান রাখে।

هُوَ الَّذِىْ خَلَقَكُمْ مِّنْ نَّفْسٍ وَّاحِدَةٍ وَّجَعَلَ مِنْهَا زَوْجَهَا لِيَسْكُنَ اِلَيْهَا ۚ فَلَمَّا تَغَشّٰهَا حَمَلَتْ حَمْلًا خَفِيْفًا فَمَرَّتْ بِهٖ ۚ فَلَمَّآ اَثْقَلَتْ دَّعَوَا اللّٰهَ رَبَّهُمَا لَئِنْ اٰتَيْتَنَا صَالِحًا لَّنَكُوْنَنَّ مِنَ الشّٰكِرِيْنَ (١٨٩)

(১৮৯) সেই আল্লাহ এমন যিনি তোমাদেরকে এক প্রাণী [অর্থাৎ আদম (আ.)] হতে সৃষ্টি করেছেন, এবং তা হতেই তার জুড়ি [হওয়াকে] সৃষ্টি করেছেন, যেন সে তার জুড়ির সান্নিধ্যে শান্তি লাভ করে, অনন্তর স্বামী যখন স্ত্রীতে উপগত হলো, তখন সে লঘুভার গর্ভ ধারণ করল, অতঃপর সে তা নিয়ে চলাফেরা করতে থাকল, অনন্তর যখন সে ভারাক্রান্ত হয়ে পড়ল, তখন স্বামী স্ত্রী উভয়ই তাদের পরওয়ারদেগার আল্লাহর সমীপে প্রার্থনা করতে রইল– যদি আপনি আমাদেরকে নিখুঁত সুস্থ সন্তান দান করেন, তাহলে আমরা খুব শোকর করব।

فَلَمَّآ اٰتٰىهُمَا صَالِحًا جَعَلَا لَهٗ شُرَكَآءَ فِيْمَآ اٰتٰىهُمَا ۚ فَتَعٰلَى اللّٰهُ عَمَّا يُشْرِكُوْنَ (١٩٠)

(১৯০) অতঃপর যখন আল্লাহ তাদেরকে নিখুঁত সুস্থ সন্তান দান করলেন, তখন আল্লাহ প্রদত্ত বস্তুকে তারা উভয়ে আল্লাহর শরিক সাব্যস্ত করতে লাগল, বস্তুতঃ আল্লাহ হচ্ছেন তাদের শিরক হতে পবিত্র।

শাব্দিক অনুবাদ

(১৮৮) قُلْ আপনি বলে দিন لَّآ اَمْلِكُ আমি তো না ক্ষমতা রাখি لِنَفْسِىْ আমার নিজের জন্যও نَفْعًا কোনো উপকারের وَّلَا ضَرًّا আর না কোনো অপকারের اِلَّا مَا شَآءَ اللّٰهُ কিন্তু এতটুকু যতটুকু আল্লাহ তা'আলা ইচ্ছা করেন وَلَوْ كُنْتُ اَعْلَمُ الْغَيْبَ আর যদি আমি গায়েবের বিষয়সমূহ জানতে পারতাম لَاسْتَكْثَرْتُ مِنَ الْخَيْرِ তাহলে আমি বহু কল্যাণ সঞ্চয় করতে পারতাম وَمَا مَسَّنِىَ السُّوْٓءُ এবং কোনো ক্ষতি আমাকে স্পর্শ করতে পারত না اِنْ اَنَا اِلَّا نَذِيْرٌ আমি তো কেবল ভয় প্রদর্শনকারী وَّبَشِيْرٌ ও সুসংবাদ প্রদানকারী لِّقَوْمٍ يُّؤْمِنُوْنَ সেই সকল লোকদের জন্য যারা ঈমান রাখে।

(১৮৯) هُوَ الَّذِىْ خَلَقَكُمْ مِّنْ نَّفْسٍ وَّاحِدَةٍ সেই আল্লাহ এমন যিনি তোমাদেরকে এক প্রাণী [অর্থাৎ আদম (আ.)] হতে সৃষ্টি করেছেন وَّجَعَلَ مِنْهَا زَوْجَهَا এবং তা হতেই তাঁর জুড়ি [হওয়াকে] সৃষ্টি করেছেন لِيَسْكُنَ اِلَيْهَا যেন সে তার জুড়ির সান্নিধ্যে শান্তি লাভ করে فَلَمَّا تَغَشّٰهَا অনন্তর স্বামী যখন স্ত্রীতে উপগত হলো حَمَلَتْ حَمْلًا خَفِيْفًا তখন সে লঘুভার গর্ভ ধারণ করল فَمَرَّتْ بِهٖ অতঃপর সে তা নিয়ে চলাফেরা করতে থাকল فَلَمَّآ اَثْقَلَتْ অনন্তর যখন সে ভারাক্রান্ত হয়ে পড়ল دَّعَوَا اللّٰهَ رَبَّهُمَا তখন স্বামী স্ত্রী উভয়ই তাদের পরওয়ারদেগার আল্লাহর সমীপে প্রার্থনা করতে রইল– لَئِنْ اٰتَيْتَنَا صَالِحًا যদি আপনি আমাদেরকে নিখুঁত সুস্থ সন্তান দান করেন لَّنَكُوْنَنَّ مِنَ الشّٰكِرِيْنَ তাহলে আমারা খুব শোকর করব।

(১৯০) فَلَمَّآ اٰتٰىهُمَا صَالِحًا অতঃপর যখন আল্লাহ তাদেরকে নিখুঁত সুস্থ সন্তান দান করলেন جَعَلَا لَهٗ شُرَكَآءَ فِيْمَآ اٰتٰىهُمَا তখন আল্লাহ প্রদত্ত বস্তুকে তারা উভয়ে আল্লাহর শরিক সাব্যস্ত করতে লাগল فَتَعٰلَى اللّٰهُ عَمَّا يُشْرِكُوْنَ বস্তুতঃ আল্লাহ হচ্ছেন তাদের শিরক হতে পবিত্র।

https://e-ilm.weebly.com/

অনুবাদ : (১৯১) তবে কি তারা এমন সব বস্তুকে অংশী সাব্যস্ত করে যারা কোনো কিছু সৃষ্টি করতে পারে না; বরং তারা নিজেরাই সৃষ্ট।	أَيُشْرِكُونَ مَا لَا يَخْلُقُ شَيْئًا وَهُمْ يُخْلَقُونَ (١٩١)
(১৯২) আর না তারা তাদের কোনো রকম সাহায্য করতে পারে আর না তারা নিজেরা নিজেদেরও সাহায্য করতে পারে।	وَلَا يَسْتَطِيعُونَ لَهُمْ نَصْرًا وَلَا أَنْفُسَهُمْ يَنْصُرُونَ (١٩٢)
(১৯৩) আর যদি তোমরা তাদেরকে কোনো কথা বলে দিতে আহ্বান কর, তবে তারা তোমাদের কথার অনুসরণ করে না, তোমাদের পক্ষে উভয় বিষয়ই সমান– তোমরা তাদেরকে আহ্বান কর অথবা নীরব থাক।	وَإِنْ تَدْعُوهُمْ إِلَى الْهُدَىٰ لَا يَتَّبِعُوكُمْ ۚ سَوَاءٌ عَلَيْكُمْ أَدَعَوْتُمُوهُمْ أَمْ أَنْتُمْ صَامِتُونَ (١٩٣)
(১৯৪) বাস্তবিকই তোমরা আল্লাহকে ছেড়ে যাদের উপাসনা কর, তারাও তো তোমাদেরই মতো বান্দা, অতএব, তোমরা তাদেরকে ডাক, অতঃপর তাদের উচিত যেন তারা তোমাদের প্রার্থনা পূর্ণ করে যদি তোমরা [দাবিতে] সত্যবাদী হও।	إِنَّ الَّذِينَ تَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ عِبَادٌ أَمْثَالُكُمْ ۖ فَادْعُوهُمْ فَلْيَسْتَجِيبُوا لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ (١٩٤)
(১৯৫) তাদের কি পা আছে, যা দ্বারা তারা চলতে পারে? অথবা তাদের কি হাত আছে, যা দ্বারা তারা কোনো কিছু ধরতে পারে? অথবা তাদের কি চক্ষু আছে, যা দ্বারা তারা দেখতে পায়? অথবা তাদের কি কান আছে, যা দ্বারা তারা শুনতে পায়? আপনি বলে দিন যে, তোমরা তোমাদের সকল অংশীদারদেরকে ডেকে নাও, তৎপর [সকলে একত্রে] আমার ক্ষতি সাধনের তদবির কর এবং আমাকে একটুও অবকাশ দিও না।	أَلَهُمْ أَرْجُلٌ يَمْشُونَ بِهَا ۖ أَمْ لَهُمْ أَيْدٍ يَبْطِشُونَ بِهَا ۖ أَمْ لَهُمْ أَعْيُنٌ يُبْصِرُونَ بِهَا ۖ أَمْ لَهُمْ آذَانٌ يَسْمَعُونَ بِهَا ۗ قُلِ ادْعُوا شُرَكَاءَكُمْ ثُمَّ كِيدُونِ فَلَا تُنْظِرُونِ (١٩٥)

শাব্দিক অনুবাদ

(১৯১) أَيُشْرِكُونَ তবে কি তারা এমন সব বস্তুকে অংশী সাব্যস্ত করে مَا لَا يَخْلُقُ شَيْئًا যারা কোনো কিছু সৃষ্টি করতে পারে না وَهُمْ يُخْلَقُونَ বরং তারা নিজেরাই সৃষ্ট।

(১৯২) وَلَا يَسْتَطِيعُونَ لَهُمْ نَصْرًا আর না তারা তাদের কোনো রকম সাহায্য করতে পারে وَلَا أَنْفُسَهُمْ يَنْصُرُونَ আর না তারা নিজেরা নিজেদেরও সাহায্য করতে পারে।

(১৯৩) وَإِنْ تَدْعُوهُمْ إِلَى الْهُدَىٰ আর যদি তোমরা তাদেরকে কোনো কথা বলে দিতে আহবান কর لَا يَتَّبِعُوكُمْ তবে তারা তোমাদের কথার অনুসরণ করে না سَوَاءٌ عَلَيْكُمْ তোমাদের পক্ষে উভয় বিষয়ই সমান– أَدَعَوْتُمُوهُمْ তোমরা তাদেরকে আহ্বান কর أَمْ أَنْتُمْ صَامِتُونَ অথবা নীরব থাক।

(১৯৪) إِنَّ الَّذِينَ تَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ বাস্তবিকই তোমরা আল্লাহকে ছেড়ে যাদের উপাসনা কর عِبَادٌ أَمْثَالُكُمْ তারাও তো তোমাদেরই মতো বান্দা فَادْعُوهُمْ অতএব, তোমরা তাদেরকে ডাক فَلْيَسْتَجِيبُوا لَكُمْ অতঃপর তাদের উচিত যেন তারা তোমাদের প্রার্থনা পূর্ণ করে إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ যদি তোমরা [দাবিতে] সত্যবাদী হও।

(১৯৫) أَلَهُمْ أَرْجُلٌ তাদের কি পা আছে يَمْشُونَ بِهَا যা দ্বারা তারা চলতে পারে أَمْ لَهُمْ أَيْدٍ অথবা তাদের কি হাত আছে يَبْطِشُونَ بِهَا যা দ্বারা তারা কোনো কিছু ধরতে পারে? أَمْ لَهُمْ أَعْيُنٌ অথবা তাদের কি চক্ষু আছে يُبْصِرُونَ بِهَا যা দ্বারা তারা দেখতে পায়? أَمْ لَهُمْ آذَانٌ অথবা তাদের কি কান আছে يَسْمَعُونَ بِهَا যা দ্বারা তারা শুনতে পায়? قُلِ আপনি বলে দিন যে ادْعُوا شُرَكَاءَكُمْ তোমরা তোমাদের সকল অংশীদারদেরকে ডেকে নাও ثُمَّ كِيدُونِ তৎপর [সকলে একত্রে] আমার ক্ষতি সাধনের তদবির কর فَلَا تُنْظِرُونِ এবং আমাকে একটুও অবকাশ দিও না।

https://e-ilm.weebly.com/

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

(১৮৮) قوله قُلْ لَّآ اَمْلِكُ لِنَفْسِىْ نَفْعًا وَّلَا ضَرًّا اِلَّا مَا شَآءَ اللّٰهُ الخ **আয়াতের শানে নুযূল– ১ :** হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) বলেন, মক্কাবাসীরা বলল, তোমার রব কি দ্রব্য মূল্য বেড়ে যাবার আগে তার কম মূল্য সম্পর্কে তোমাকে অবগত কী করেননি? তাহলে তো তা খরিদ করে রেখে লাভবান হতে পারতে এবং সে ফসলহীন ভূমি সম্পর্কে অবগত কি করেননি, তাহলে তুমি সেখান থেকে ফলনশীল ভূমিতে চলে যেতে। তখন মক্কাবাসীদের অহেতুক জিজ্ঞাসাবাদের জবাবে আল্লাহ তা'আলা আলোচ্য আয়াত নাজিল করেন।

শানে নুযূল– ২ : অপর এক বর্ণনায় বর্ণিত রয়েছে যে, বনী মুস্তালিক অভিযান থেকে নবী কারীম ﷺ যখন প্রত্যাবর্তন করেন, তখন পথিমধ্যে প্রচণ্ড বাতাস আক্রান্ত করে। সে মুহূর্তে রেফআর মৃত্যু সংবাদ দেওয়া হলো, যার মধ্যে ছিল প্রচণ্ড নেফাক। তখন রাসূল ﷺ বললেন, আমার উট কোথায়? মুনাফিক নেতা আব্দুল্লাহ ইবনে উবাই বলল, এমন ব্যক্তি সম্পর্কে কি তোমাদের আশ্চার্য বোধ হয় না? যে ব্যক্তি মদিনায় এক ব্যক্তি মারা গিয়েছে সে সংবাদটুকু বলতে পারল, কিন্তু নিজের উট সম্পর্কে কিছুই বলছেন না। তখন রাসূল ﷺ বললেন যে, মুনাফিকদের থেকেই কোনো কোনো মানুষ এমন বলে আর আমার উট রয়েছে পর্বত চূড়ায় তার লোম এক গাছে ঝড়িয়ে আছে। সুতরাং তারা সেখানে গিয়ে তা পেয়েছে। তখন আব্দুল্লাহ ইবনে উবাই এর বিদ্রুপ করার পরিপ্রেক্ষিতে আল্লাহ তা'আলা আলোচ্য আয়াত নাজিল করেন। –[বাহরে মুহীত–৪৩৩/৪]

(১৮৯) قوله هُوَ الَّذِىْ خَلَقَكُمْ مِّنْ نَّفْسٍ وَّاحِدَةٍ وَّجَعَلَ مِنْهَا زَوْجَهَا لِيَسْكُنَ اِلَيْهَا الخ **আয়াতের শানে নুযূল :** অত্র আয়াতে আল্লাহ রাব্বুল আলামীনের স্বীয় অসীম ও পরিপূর্ণ ক্ষমতার একটি নিদর্শন হযরত আদম ও হাওয়ার জন্ম বৃত্তান্ত প্রসঙ্গে নাজিল হয় এবং তাতে আদম ও বিবি হাওয়ার অবস্থা বর্ণনা করা হয়েছিল। বিবি হাওয়ার গর্ভলগ্নে শয়তান তাকে নানাভাবে ভীতি বিভ্রান্ত করতে চেষ্টা করেছিল। শয়তান বিবি হাওয়ার প্রসূত সন্তানের নাম আব্দুল হারিছ রাখতে পরামর্শ দিয়েছিল। মূলত হারিছ ছিল শয়তানের নাম, কিন্তু শয়তানের সেই প্রতারণা কার্যকরী হতে পারেনি। হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) বলেন, বিবি হাওয়ার গর্ভজাত সন্তানের নাম তারা আব্দুল্লাহ বা ওবায়দুল্লাহ, আব্দুর রহমান বা ওবায়দুর রহমান রাখতেন। কিন্তু সেই সন্তান শৈশবেই মৃত্যুবরণ করলে বিবি হাওয়া শোকাতুর হয়ে পড়েছিলেন। ইত্যবসরে চতুর শয়তান তাকে পরামর্শ দিয়েছিল যে, পরবর্তী সময়ে যদি তার সন্তানের নাম আব্দুল হারিছ রাখে তাহলে সে জীবিত থাকবে। সুতরাং পরবর্তী সময়ে জন্মগ্রহণকারী ছেলেন নাম আব্দুল হারিছ রেখেছিলেন। কিন্তু আল্লাহ তা'আলা তাদের সেই ভুল সংশোধন করে দিয়েছিলেন এবং তাদেরকে ক্ষমা করে দিয়েছিলেন।

(১৯৫) قوله قُلِ ادْعُوْا شُرَكَآءَكُمْ ثُمَّ كِيْدُوْنِ فَلَا تُنْظِرُوْنِ الاية **আয়াতের শানে নুযূল :** কুরআনের ভাষায় মক্কার কাফেরদের প্রতিমা ও দেবদবীর ক্ষমার গোমর তুলে ধরায় কাফেররা খুব ক্ষিপ্ত হলো। তারা রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে এই বলে ধমক দিতে লাগল যে, হে মুহাম্মদ! তুমি আমাদের প্রতিমাগুলোর কুৎসা রটনা হতে বিরত থাক, নতুবা তোমার উপর বিরাট আপদ-বিপদ এসে পড়বে, তুমি ধ্বংস হয়ে যাবে। এ বক্তব্যের প্রতিবাদেই আল্লাহ তা'আলা قُلِ ادْعُوْا شُرَكَآءَكُمْ ثُمَّ كِيْدُوْنِ فَلَا تُنْظِرُوْنِ আয়াতটি নাজিল করেন।

قوله قُلْ لَّآ اَمْلِكُ لِنَفْسِىْ نَفْعًا وَّلَا ضَرًّا الخ আয়াত মুশরিক ও সাধারণ মানুষের সেই ভ্রান্ত আকিদার খণ্ডন করা হয়েছে; যা তারা নবী-রাসূলগণের ব্যাপারে পোষণ করত যে, তাঁরা গায়বি বিষয়েও অবগত রয়েছেন। তাঁদের জ্ঞানও আল্লাহর মতোই সমগ্র বিশ্বের প্রতিটি অনু পরমাণুতে পরিব্যপ্ত এবং তাঁরা কল্যাণ ও অকল্যাণের মালিক। যাকে ইচ্ছা কল্যাণ দান কিংবা যার জন্য ইচ্ছা অকল্যাণ করার ক্ষমতাও তাদেরই হাতে।

এ আয়াতে তাদের এই শিরকি আকিদার খণ্ডন উপলক্ষে বলা হয়েছে যে, ইলমে গায়ব এবং সমগ্র বিশ্বের প্রতিটি অণু-পরমাণুর ব্যাপক ইলম শুধুমাত্র আল্লাহ তা'আলারই রয়েছে। এটা তাঁরই বিশেষ বৈশিষ্ট্য। এতে কোনো সৃষ্টিকে অংশীদার সাব্যস্ত করা, তা ফেরেশতাই হোক আর নবী ও রাসূলগণই হোক– শিরকি এবং মহাপাপ। তেমনিভাবে প্রত্যেক লাভ ক্ষতি কিংবা মঙ্গলামঙ্গলের মালিক হওয়াও এককভাবে আল্লাহ তা'আলারই গুণ। এতে কাউকে অংশীদার দাঁড় করানোও শিরকি। বস্তুত এই শিরকি বা আল্লাহ রাব্বুল আলামীনের সাথে কোনো অংশীদারিত্বের আকিদাকে খণ্ডন করার জন্যই কুরআন অবতীর্ণ হয়েছে এবং রাসূলে মাকবুল ﷺ -এর আবির্ভাব ঘটেছে।

কুরআনে কারীম অসংখ্য আয়াতে এ বিষয়টি একান্ত প্রকৃষ্টভাবে বিশ্লেষণ করেছে। ইরশাদ হয়েছে, ইলমে গায়ব এবং ব্যাপক জ্ঞান যে জ্ঞানের বাইরে কোনো কিছুই থাকতে পারে না, তা শুধুমাত্র আল্লাহ তা'আলারই একক গুণ। তেমনি সাধারণ ক্ষমতা অর্থাৎ যাবতীয় কল্যাণ অকল্যাণ লাভ লোকসান সবই যার অন্তর্ভুক্ত তাও আল্লাহর একক গুণ। এতে আল্লাহ ছাড়া অপর কাউকে অংশীদার সাব্যস্ত করা শিরক।

https://e-ilm.weebly.com/

এ আয়াতে মহানবী ﷺ -কে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে, আপনি ঘোষণা করে দিন যে, আমি নিজের লাভ-ক্ষতিরও মালিক নই অন্যের লাভ-ক্ষতি তো দূরের কথা।

এভাবে তিনি যেন একথাও ঘোষণা করে দেন যে, আমি আলেমে গায়ব নই যে, যাবতীয় পূর্ণ জ্ঞান আমার থাকা অনিবার্য হবে। তাছাড়া আমার যদি গায়বি জ্ঞান থাকতই, তবে আমি প্রত্যেকটি লাভজনক বস্তুই হাসিল করে নিতাম. কোনো একটি লাভও আমার হাতছাড়া হতে পারত না। আর প্রতিটি ক্ষতিকর বিষয় থেকে সর্বদা রক্ষিত থাকতাম। কখনও কোনো ক্ষতি আমার ধারেকাছে পর্যন্ত পৌঁছতে পারত না। অথচ এতদুভয় বিষয়ের কোনোটিই বাস্তব নয়। বহু বিষয় রয়েছে যা রাসূলে কারীম ﷺ আয়ত্ত করতে চেয়েছেন, কিন্তু তা করতে পারেননি। তাছাড়া বহু দুঃখকষ্ট রয়েছে যা থেকে আত্মরক্ষার জন্য তিনি ইচ্ছা করেছেন, কিন্তু শেষ পর্যন্ত তাতে পতিত হতে হয়েছে। হুদায়বিয়ার সন্ধির সময় রাসূল ﷺ ইহরাম বেঁধে সাহাবায়ে কেরামের সাথে ওমরা করার উদ্দেশ্যে হেরেমের সীমানা পর্যন্ত এগিয়ে যান, কিন্তু হেরেম শরীফে প্রবেশ কিংবা ওমরা করা তখনও সম্ভব হতে পারেনি: সবাইকে ইহরাম খুলে ফিরে আসতে হয়েছে।

তেমনিভাবে ওহুদ যুদ্ধে মহানবী ﷺ আহত হন এবং মুসলমানদেরকে সাময়িক পরাজয় বরণ করতে হয়। এমনি আরও বহু অতি প্রসিদ্ধ ঘটনা রয়েছে যা মহানবী ﷺ -এর জীবনে সংঘটিত হয়েছে।

আর এমনসব ঘটনা প্রকাশের উদ্দেশ্যও হয়তো এই ছিল যে, যাতে মানুষের সামনে কার্যত একথা স্পষ্ট করে দেওয়া যায় যে, নবী-রাসূলগণ আল্লাহ তা'আলার নিকট সবচেয়ে বেশি উত্তম ও প্রিয় সৃষ্টি, কিন্তু তবুও তাঁরা খোদায়ী জ্ঞান ও শক্তির অধিকারী নন। এভাবে সুস্পষ্ট করে দেওয়ার উদ্দেশ্যও এই, যাতে মানুষ এমন কোনো বিভ্রান্তিতে পতিত না হয় যে, নবী রাসূলগণ আল্লাহর গুণাবলি ও বৈশিষ্ট্যাবলির অধিকারী। যেমন, ইহুদি-খ্রিস্টানরা এমনিভাবে নিজেদের রাসূলগণ সম্পর্কে খোদায়ী গুণাবলির অধিকারী হওয়ার বিশ্বাস করে শিরক ও কুফরে পতিত হয়েছিল।

এ আয়াত একথাও স্পষ্ট করে দিয়েছে যে, নবী-রাসূলগণ সর্বশক্তিমানও নন এবং ইলমে গায়েবের মালিকও নন; বরং তাঁরা জ্ঞান ও কুদরতের ততটুকুরই অধিকারী হয়েছিলেন, যতটা আল্লাহ রাব্বুল আলামীন তাঁদেরকে নিজের পক্ষ থেকে দান করেছিলেন।

অবশ্য এতে কোনো রকম সংশয়ের অবকাশ নেই যে, তাঁদেরকে জ্ঞানের যতটা অংশ দান করা হয়েছে, তা সমগ্র সৃষ্টির সমষ্টিগগত জ্ঞানের চাইতেও বহু বেশি। বিশেষ করে আমাদের রাসূলে কারীম ﷺ -কে তাঁর পূর্ববর্তী সমগ্র সৃষ্টির সমপরিমাণ জ্ঞান দান করা হয়েছে। অর্থাৎ সমস্ত নবী-রাসূলগণকে যে পরিমাণ জ্ঞান দান করা হয়েছে সে সমুদয় এবং তার চেয়েও বহুগুণ বেশি জ্ঞান দান করা হয়েছিল। আর এই দানকৃত জ্ঞান অনুযায়ী তিনি শত সহস্র গোপন বা সাধারণভাবে অজানা বিষয়ের সংবাদ দিয়েছেন, যার সত্যতা সম্পর্কে সাধারণ অসাধারণ নির্বিশেষে সবাই প্রত্যক্ষ করেছেন। ফলে বলা যেতে পারে যে, রাসূলে কারীম ﷺ -কে লক্ষ লক্ষ গায়বি বিষয়ের জ্ঞান দান করা হয়েছিল। কিন্তু একে কুরআনের পরিভাষায় ইলমে গায়ব বলা হয় না। কাজেই রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর জ্ঞানকে 'ইলমে গায়ব' বলা যেতে পারে না।

শব্দ বিশ্লেষণ

اِسْتَكْثَرْتُ : সীগাহ واحد متكلم বহছ اثبات فعل ماضى معروف বাব اِسْتِفْعَالٌ মাসদার اَلْاِسْتِكْثَارُ মূলবর্ণ (ك ـ ث ـ ر) জিনস صحيح অর্থ– আমি বহু অর্জন করে নিতে পারতাম।

تَغَشَّا : সীগাহ واحد مذكر غائب বহছ اثبات فعل ماضى معروف বাব تَفَعُّلٌ মাসদার اَلتَّغَشِّى মূলবর্ণ (غ ـ ش ـ ى) জিনস ناقص يائى অর্থ– সে আবৃত করল।

خَفِيْفًا : সীগাহ واحد مذكر বহছ اسم فاعل বাব ضَرَبَ মাসদার اَلْخِفَّةُ মূলবর্ণ (خ ـ ف ـ ف) জিনস مضاعف ثلاثى অর্থ– লঘু, হালকা।

تَدْعُوْا : সীগাহ واحد مذكر حاضر বহছ اثبات فعل مضارع معروف বাব نَصَرَ মাসদার اَلدَّعْوَةُ মূলবর্ণ (د ـ ع ـ و) জিনস ناقص واوى অর্থ– তুমি ডাক, তুমি আহবান কর।

يَمْشُوْنَ : সীগাহ جمع مذكر غائب বহছ اثبات فعل مضارع معروف বাব ضرب মাসদার المشى মূলবর্ণ (م ـ ش ـ ى) জিনস ناقص يائى অর্থ– তারা চলাফেরা করে।

كِيْدُوْنِ : সীগাহ جمع مذكر حاضر বহছ امر حاضر معروف বাব ضَرَبَ মাসদার الكيد মূলবর্ণ (ك ـ ى ـ د) জিনস اجوف يائى অর্থ– তোমরা ষড়যন্ত্র কর।

https://e-ilm.weebly.com/

إِنَّ وَلِـيِّۦَ اللّٰهُ الَّذِىْ نَزَّلَ الْكِتٰبَ ۖ وَهُوَ يَتَوَلَّى الصّٰلِحِيْنَ (١٩٦)

অনুবাদ : (১৯৬) নিশ্চয় আল্লাহ তা'আলাই হচ্ছেন আমার মদদগার, যিনি এই কিতাব অবতরণ করেছেন, আর তিনি নেক বান্দাদের সাহায্য করে থাকেন।

وَالَّذِيْنَ تَدْعُوْنَ مِنْ دُوْنِهٖ لَا يَسْتَطِيْعُوْنَ نَصْرَكُمْ وَلَآ اَنْفُسَهُمْ يَنْصُرُوْنَ (١٩٧)

(১৯৭) আর তোমরা আল্লাহ ব্যতীত যাদের উপাসনা কর, তারা না তোমাদের কোনো সাহায্য করতে পারে, আর না নিজেরা নিজেদের সাহায্য করতে পারে।

وَاِنْ تَدْعُوْهُمْ اِلَى الْهُدٰى لَا يَسْمَعُوْا ۖ وَتَرٰىهُمْ يَنْظُرُوْنَ اِلَيْكَ وَهُمْ لَا يُبْصِرُوْنَ (١٩٨)

(১৯৮) আর যদি তাদেরকে কোনো কথা বলে দেওয়ার জন্য ডাক, তাও শুনে না, আর আপনি তাদেরকে দেখছেন যেন তারা আপনার প্রতি তাকিয়ে আছে, অথচ তারা কিছুই দেখে না।

خُذِ الْعَفْوَ وَاْمُرْ بِالْعُرْفِ وَاَعْرِضْ عَنِ الْجٰهِلِيْنَ (١٩٩)

(১৯৯) বাহ্যিক [দৃষ্টিতে তাদের সাথে যে] আচরণ [সমীচীন মনে হয়, তা] গ্রহণ করুন, আর ভালো কাজের শিক্ষা দিতে থাকুন এবং মূর্খদের হতে একদিকে সরে থাকুন।

وَاِمَّا يَنْزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطٰنِ نَزْغٌ فَاسْتَعِذْ بِاللّٰهِ ۖ اِنَّهٗ سَمِيْعٌ عَلِيْمٌ (٢٠٠)

(২০০) আর যদি শয়তানের পক্ষ হতে কোনো প্ররোচনা আপনাকে প্ররোচিত করতে চায়, তবে আল্লাহ তা'আলার আশ্রয় প্রার্থনা করতে থাকুন, নিশ্চয় তিনি অতি শ্রবণকারী, মহাজ্ঞানী।

শাব্দিক অনুবাদ

(১৯৬) إِنَّ وَلِيِّۦَ اللّٰهُ নিশ্চয় আল্লাহ তা'আলাই হচ্ছেন আমার মদদগার الَّذِىْ نَزَّلَ الْكِتٰبَ যিনি এই কিতাব অবতরণ করেছেন وَهُوَ يَتَوَلَّى الصّٰلِحِيْنَ আর তিনি নেক বান্দাদের সাহায্য করে থাকেন।

(১৯৭) وَالَّذِيْنَ تَدْعُوْنَ مِنْ دُوْنِهٖ আর তোমরা আল্লাহ ব্যতীত যাদের উপাসনা কর لَا يَسْتَطِيْعُوْنَ نَصْرَكُمْ তারা না তোমাদের কোনো সাহায্য করতে পারে وَلَآ اَنْفُسَهُمْ يَنْصُرُوْنَ আর না নিজেরা নিজেদের সাহায্য করতে পারে।

(১৯৮) وَاِنْ تَدْعُوْهُمْ اِلَى الْهُدٰى আর যদি তাদেরকে কোনো কথা বলে দেওয়ার জন্য ডাক لَا يَسْمَعُوْا তাও শুনে না وَتَرٰىهُمْ আর আপনি তাদেরকে দেখছেন يَنْظُرُوْنَ اِلَيْكَ যেন তারা আপনার প্রতি তাকিয়ে আছে وَهُمْ لَا يُبْصِرُوْنَ অথচ তারা কিছুই দেখে না।

(১৯৯) خُذِ الْعَفْوَ বাহ্যিক [দৃষ্টিতে তাদের সাথে যে] আচরণ [সমীচীন মনে হয়, তা] গ্রহণ করুন وَاْمُرْ بِالْعُرْفِ আর ভালো কাজের শিক্ষা দিতে থাকুন وَاَعْرِضْ عَنِ الْجٰهِلِيْنَ এবং মূর্খদের হতে একদিকে সরে থাকুন।

(২০০) وَاِمَّا يَنْزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطٰنِ نَزْغٌ আর যদি শয়তানের পক্ষ হতে কোনো প্ররোচনা আপনাকে প্ররোচিত করতে চায় فَاسْتَعِذْ بِاللّٰهِ তবে আল্লাহ তা'আলার আশ্রয় প্রার্থনা করতে থাকুন اِنَّهٗ سَمِيْعٌ عَلِيْمٌ নিশ্চয় তিনি অতি শ্রবণকারী, মহাজ্ঞানী।

https://e-ilm.weebly.com/

https://e-ilm.weebly.com/

অনুবাদ : (২০৫) আর হে মানব! স্মরণ কর স্বীয় প্রতিপালককে নিজ অন্তঃকরণে বিনয়ের সাথে এবং ভয়ের সাথে, আর উচ্চৈস্বর ব্যতিরেকে নিম্নস্বরের সাথে প্রত্যুষে ও সন্ধ্যায়, আর গাফেলদের অন্তর্ভুক্ত হয়ো না।	وَاذْكُرْ رَّبَّكَ فِيْ نَفْسِكَ تَضَرُّعًا وَّخِيْفَةً وَّدُوْنَ الْجَهْرِ مِنَ الْقَوْلِ بِالْغُدُوِّ وَالْاٰصَالِ وَلَا تَكُنْ مِّنَ الْغٰفِلِيْنَ (٢٠٥)
(২০৬) নিশ্চয় যারা [অর্থাৎ ফেরেশতাগণ] তোমার প্রতিপালকের নিকটে রয়েছে, তারা তাঁর ইবাদত করতে অহংকার করে না এবং তাঁর পবিত্রতা বর্ণনা করে, আর তাঁকেই সেজদা করে।	اِنَّ الَّذِيْنَ عِنْدَ رَبِّكَ لَا يَسْتَكْبِرُوْنَ عَنْ عِبَادَتِهٖ وَيُسَبِّحُوْنَهٗ وَلَهٗ يَسْجُدُوْنَ (٢٠٦)

শাব্দিক অনুবাদ

(২০৫) وَاذْكُرْ رَّبَّكَ আর হে মানব! স্মরণ কর স্বীয় প্রতিপালককে فِيْ نَفْسِكَ নিজ অন্তঃকরণে تَضَرُّعًا বিনয়ের সাথে وَّخِيْفَةً এবং ভয়ের সাথে وَّدُوْنَ الْجَهْرِ مِنَ الْقَوْلِ আর উচ্চৈস্বর ব্যতিরেকে নিম্নস্বরের সাথে بِالْغُدُوِّ وَالْاٰصَالِ প্রত্যুষে ও সন্ধ্যায় وَلَا تَكُنْ مِّنَ الْغٰفِلِيْنَ আর গাফেলদের অন্তর্ভুক্ত হয়ো না।

(২০৬) اِنَّ الَّذِيْنَ عِنْدَ رَبِّكَ নিশ্চয় যারা [অর্থাৎ ফেরেশতাগণ] তোমার প্রতিপালকের নিকটে রয়েছে لَا يَسْتَكْبِرُوْنَ عَنْ عِبَادَتِهٖ তারা তাঁর ইবাদত করতে অহংকার করে না وَيُسَبِّحُوْنَهٗ এবং তাঁর পবিত্রতা বর্ণনা করে وَلَهٗ يَسْجُدُوْنَ আর তাঁকেই সেজদা করে।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

(২০০) قوله وَاِمَّا يَنْزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطٰنِ نَزْغٌ فَاسْتَعِذْ بِاللّٰهِ الخ **আয়াতের শানে নুযূল– ১ :** সাঈদ ইবনে মানসূর, ইবনে আবী শাইবা, বুখারী, আবূ দাউদ, নাসায়ী, নাহহাস নাসেখ গ্রন্থে, ইবনে জারীর, ইবনুল মুনযির ইবনে আবী হাতেম, তাবারী, আবুশ শায়খ, ইবনে মারদুভিয়া দালায়েল গ্রন্থে এবং বায়যাভী প্রমুখ হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে যুবাইর (রা.)-এর বরাত দিয়ে বর্ণনা করেন যে, আলোচ্য আয়াত মানুষের মতানৈক্য সম্পর্কে অবতীর্ণ হয়েছে। অপর এক মতানুসারে আল্লাহ তা'আলা তাঁর নবী (আ.)-কে মানবীয় উত্তম গুণাবলি ক্ষমা প্রদর্শনকে আদর্শ হিসেবে গ্রহণ করার নির্দেশ দিয়েছেন। সে সম্পর্কে আলোচ্য আয়াত নাজিল হয়েছে।

শানে নুযূল– ২ : ইবনে জারীর, ইবনে যায়েদ হতে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেন, خُذِ الْعَفْوَ الخ আয়াত যখন নাজিল হয়, তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন "ক্রোধের সময় কিরূপভাবে হবে হে আমার রব!" তখন পরবর্তী আয়াত وَاِمَّا يَنْزَغَنَّكَ الخ নাজিল হয়। –[ফাতহুল কাদীর : ২৮২/২, বাহরে মুহীত : ৪৪৪/৪, ইবনে কাছীর : ২৮৩/২]

(২০৪) قوله وَاِذَا قُرِئَ الْقُرْاٰنُ فَاسْتَمِعُوْا لَهٗ الخ **আয়াতের শানে নুযূল– ১ :** ইবনে জারীর ও ইবনে আবী হাতেম প্রমুখ হযরত আবূ হুরায়রা (রা.)-এর বরাত দিয়ে বলেন যে, তিনি বলেছেন, রাসূল ﷺ-এর পিছনে নামাজরত অবস্থায় সাহাবায়ে কেরাম উচ্চৈঃস্বরে কেরাত পাঠ করতেন। রাসূল ﷺ -এর পিছনে একতেদা করলে নীরবতা অবলম্বন করা সম্পর্কে নির্দেশ দিয়ে আলোচ্য আয়াত নাজিল করা হয়েছে।

শানে নুযূল– ২ : ইবনে মারদুভিয়া ও বায়হাকী হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) হতে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেন, রাসূল ﷺ কেরাত পাঠ করতেন, পিছন থেকে সাহাবীগণও কেরাত পাঠ করত। এতে রাসূল ﷺ -এর কেরাতে এলোমেলোর সৃষ্টি হতো এমনভাবে কেরাতে বাধা দিয়ে আল্লাহ তা'আলা আলোচ্য আয়াত নাজিল করেন।

শানে নুযূল– ৩ : যুহরীর এক বর্ণনায় রয়েছে, আনসারীর এক যুবক ছিল সে রাসূল ﷺ -এর সাথে সাথে কেরাত পাঠ করত। সুতরাং তাকে নিষেধ করেই আলোচ্য আয়াতের অবতারণা হয়। –[ফাতহুল কাদীর : ২৮২/২, ইবনে কাছীর : ২৮৬/২, কুরতুবী-৩১০/৭]

https://e-ilm.weebly.com/

শানে নুযূল– ৪ : কাতাদা বলেন, প্রাথমিক যুগে নামাজরত অবস্থায় কেউ আসলে নামাজিকে জিজ্ঞেস করত নামাজ কত রাকাত আদায় করেছ, আর কত রাকাত বাকি রয়েছে? তখন নামাজে কথা না বলে নীরবতা অবলম্বন করার জন্য আল্লাহ তা'আলা আলোচ্য আয়াত নাজিল করেন।

শানে নাযূল– ৫ : মুজাহিদ বলেন, প্রাথমিক যুগে মানুষেরা নামাজের মধ্যেই নিজেদের প্রয়োজনাদি নিয়ে আলোচনা করত। ফলে তা হতে নিষেধ করে لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ অবতীর্ণ করা হয়। –[কুরতুবী]

শানে নাযূল– ৬ : হযরত আতা, ইবনে জুবাইর, মুজাহিদ, আমর ইবনে দিনার ও আব্দুল্লাহ ইবনে মুবারক প্রমুখ বলেন যে, আলোচ্য আয়াত খুৎবা পাঠকালে নীরবতা পালন করা সম্পর্কে অবতীর্ণ হয়েছে। তবে এ মতামতটি নেহায়েতই দুর্বল। কারণ খোতবায় কুরআন হতে খুব কম অংশ পাঠ করা হয়। এ আয়াতটি হচ্ছে মাক্কী। খোতবা সংক্রান্ত বিষয়টি হিজরতের পরবর্তী সময়ের। ইবনে জুবাইর বলেন যে-যেখানে জেহরী পড়তে হয়, সেখানে নীরব থাকা সম্পর্কে আলোচ্য আয়াত নাজিল হয়েছে। –[বাহরে মুহীত : ৪৪৮/৪]

(২০৩) قوله وَإِذَا لَمْ تَأْتِهِمْ بِآيَةٍ قَالُوا لَوْلَا اجْتَبَيْتَهَا الخ **আয়াতের শানে নুযূল :** মক্কার লোকেরা রাসূলুল্লাহ ﷺ–এর নিকট অসংখ্য মু'জিযা মানুষের সামনে আসা সত্ত্বেও নিজেদের জেদ ও হঠকারিতাবশত নিজের পক্ষ হতে নির্ধারণ করে নতুন নতুন মু'জিযা দেখানোর দাবি করে। তাদের এহেন কাজের প্রতিবাদে আল্লাহ তা'আলা আয়াত নাজিল করেন। তার সারসংক্ষেপ হলো, পয়গম্বরের মু'জিযা তাঁর নবুয়ত ও রিসালাতের একটি সাক্ষ্যও প্রমাণ স্বরূপ। বস্তুত বাদীর দাবি যখন কোনো বিশ্বস্ত ও নিশ্চিত সাক্ষ্য-প্রমাণে প্রমাণিত হয়ে যায় এবং প্রতিপক্ষও যখন তার উপর প্রতিবাদ করে না তখন তাকে পৃথিবীর কোনো আদালতই এমন অধিকার দান করে না যে, সে বাদীর নিকট এমন কোনো দাবি পেশ করবে যে, অমুক অমুক বিশেষ লোকের সাক্ষী উপস্থিত করলেই আমরা তা মেনে নিব, অন্যথা নয়। বর্তমান সাক্ষ্য-প্রমাণের উপর কোনো প্রকার জেরা আরোপ ব্যতীত আমরা মেনে নিব না। অতএব বহুবিধ প্রকাশ্য প্রকৃষ্ট মু'জিযা প্রত্যক্ষ করার পর বিরোধীদের এ কথা বলা যে, অমুক প্রকার মু'জিযা যদি দেখাতে পারেন তবেই আমরা আপনাকে রাসূল বলে মেনে নিব– এটা একান্তই বিদ্বেষমূলক দাবি যা কোনো আদালতই যথার্থ বলে স্বীকার করতে পারে না। অতএব হে নবী! আপনি তাদেরকে এ উত্তর দিয়ে দিন যে, নিজের ইচ্ছামতো কোনো রকম মু'জিযা প্রদর্শন করা আমার কাজ নয়; বরং আমার আসল কাজ হলো সে সমস্ত আহকামের অনুসরণ করা যা আমার প্রতিপালকের পক্ষ হতে আমার উপর ওহীর মাধ্যমে প্রেরণ করা হয় যাতে প্রচার ও প্রসার অন্তর্ভুক্ত। অতএব আমি আমার আসল কাজেই নিয়োজিত রয়েছি।

إِنَّ وَلِيِّيَ اللَّهُ الَّذِي نَزَّلَ الْكِتَابَ وَهُوَ يَتَوَلَّى الصَّالِحِينَ এখানে 'ওলী' অর্থ রক্ষাকারী। আর 'কিতাব' অর্থ কুরআন। 'সালেহীন' অর্থ হযরত ইবনে আব্বাস (রা.)-এর ভাষায় সে সমস্ত লোক, যাঁরা আল্লাহর সাথে কাউকে সমান করে না। এতে নবী-রাসূল থেকে শুরু করে সাধারণ সৎকর্মশীল মুসলমান পর্যন্ত সবাই অন্তর্ভুক্ত।

বস্তুত আয়াতের অর্থ হলো এই যে, তোমাদের বিরোধিতার কোনো ভয় আমার এ কারণেই নেই যে, আমার রক্ষাকারী হলেন আল্লাহ যিনি আমার উপর কুরআন অবতীর্ণ করেছেন।

এখানে আল্লাহ তা'আলার সমস্ত গুণাবলির মধ্যে বিশেষভাবে কুরআন অবতীর্ণ করার গুণটি উল্লেখ করা হয়েছে এজন্য যে, তোমরা যে আমার শত্রুতা ও বিরোধিতায় বদ্ধপরিকর হয়ে আছ তার কারণ হচ্ছে যে, আমি তোমাদেরকে কুরআনের শিক্ষা দেই এবং কুরআনের প্রতি আহ্বান করি। কাজেই যিনি আমার উপর কুরআন নাজিল করেছেন তিনিই আমার সাহায্যদাতা ও রক্ষণাবেক্ষণকারী। অতএব, আমার কি চিন্তা?

অতঃপর আয়াতের শেষ বাক্যটিতে একটি সাধারণ নিয়ম বাতলে দেওয়া হয়েছে যে, নবী-রাসূলগণের মর্যাদা তো বহু ঊর্ধ্বে সাধারণ সৎ মুসলমানদের জন্যও আল্লাহ সহায় ও রক্ষাকারী। তিনি তাদের সাহায্য করেন বলেই কোনো শত্রুর শত্রুতা তাদের ক্ষতিসাধন করতে পারে না। অধিকাংশ সময় এ পৃথিবীতেই তাদেরকে শত্রুর উপর জয়ী করে দেওয়া হয়। আর যদি কখনও কোনো বিশেষ তাৎপর্যের কারণে তাৎক্ষণিক বিজয় দান করা নাও হয়, তাতে বিজয়ের প্রকৃত উদ্দেশ্যের কোনো ব্যাঘাত ঘটে না। তারা বাহ্যিক অকৃতকার্যতা সত্ত্বেও উদ্দেশ্যের দিক দিয়ে কৃতকার্য হয়ে থাকেন। কারণ সৎকর্মশীল মুমিনের প্রতিটি কাজ হয় আল্লাহ তা'আলার সন্তুষ্টিরই উদ্দেশ্যে নিবেদিত। তাঁর আনুগত্যের জন্য। কাজেই তারা যদি কোনো কারণে পার্থিব জীবনে অকৃতকার্যও হয়, কিন্তু আল্লাহ তা'আলার ক্ষেত্রে তাদের উদ্দেশ্য লাভে কৃতকার্য হয়ে থাকে। বস্তুত এটাই হলো সত্যিকার কৃতজ্ঞতা।

https://e-ilm.weebly.com/

কুরআনি চরিত্রের একটি ব্যাপক হেদায়েতনামা : قوله خُذِ الْعَفْوَ وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ وَأَعْرِضْ عَنِ الْجٰهِلِيْنَ আলোচ্য আয়াতগুলো কুরআনি চরিত্র দর্শনের এক অনন্য ও ব্যাপক হেদায়েতনামা স্বরূপ। এর মাধ্যমে রাসূলে কারীম ﷺ -কে প্রশিক্ষণ দান করে তাঁকে পূর্ববর্তী ও পরবর্তী সমস্ত সৃষ্টির মাঝে মহান চরিত্রবান খেতাবে ভূষিত করা হয়েছে।

পূর্ববর্তী আয়াতসমূহে ইসলামের শত্রুদের মন্দ চালচলন, হঠকারিতা ও অসচ্চরিত্রতার আলোচনার পর আলোচ্য এই আয়াতগুলোতে তার বিপরীতে মহানবী ﷺ -কে সর্বোত্তম চরিত্রের হেদায়েত দেওয়া হয়েছে। তাতে তিনটি বাক্য রয়েছে। প্রথম বাক্য خُذِ الْعَفْوَ। আরবি অভিধান মোতাবেক عَفْو (আফবুন) -এর অর্থ একাধিক হতে পারে এবং একত্রে সব ক'টি অর্থই প্রযোজ্য হতে পারে। সে কারণেই তাফসীরবিদ আলেমগণের বিভিন্ন দল বিভিন্ন অর্থ গ্রহণ করেছেন। অধিকাংশ তাফসীরকার যে অর্থ নিয়েছেন তাহলো এই যে, عَفْو বলা হয় এমন প্রত্যেকটি কাজকে যা সহজে কোনো রকম আয়াস ব্যতিরেকে সম্পন্ন হতে পারে। তা হলে বাক্যটির অর্থ দাঁড়ায় এই যে, আপনি এমন বিষয় গ্রহণ করে নিন, যা মানুষ অনায়াসে করতে পারে। অর্থাৎ শরিয়ত নির্ধারিত কর্তব্য সম্পাদনে আপনি সাধারণ মানুষের কাছে সুউচ্চমান দাবি করবেন না; বরং তারা সহজে যে পরিমাণ আমল করতে পারে আপনি তাই গ্রহণ করে নিন। যেমন, নামাজের প্রকৃত রূপ হচ্ছে এই যে, বান্দা সমগ্র দুনিয়া থেকে বিচ্ছিন্ন ও একাগ্র হয়ে আপন পালনকর্তার সামনে হাত বেঁধে এমনভাবে দাঁড়াবে, যেন আল্লাহর প্রশংসা ও গুণাবলি বর্ণনার মাধ্যমে নিজের আবেদনসমূহ কোনো প্রকার মাধ্যম ব্যতীত তাঁর দরবারে সরাসরি পেশ করছে। তখন সে যেন সরাসরি আল্লাহ রাব্বুল আলামীনের সাথে কথোপকথন করছে। এজন্য যে বিনয়, নম্রতা, রীতি-পদ্ধতি ও সম্মানবোধের প্রয়োজন, তা যে লাখো নামাজির মধ্যে বিরল বান্দাদের ভাগ্যেই জোটে, তা বলাই বাহুল্য। সাধারণ মানুষ এ স্তর লাভ করতে পারে না। অতএব, এ আয়াতে রাসূলে কারীম ﷺ-কে শিক্ষা দেওয়া হয়েছে যে, আপনি সেসব লোকদের কাছে এমন সুউচ্চ স্তরের প্রত্যাশাই করবেন না; বরং যে স্তর তারা সহজে ও অনায়াসে লাভ করতে পারে তাই গ্রহণ করে নিন। তেমনিভাবে অন্যান্য ইবাদত জাকাত, রোজা, হজ এবং সাধারণ আচার আচরণ ও সামাজিক ব্যাপারে শরিয়ত নির্ধারিত কর্তব্যসমূহ যারা পরিপূর্ণভাবে সম্পাদন করতে পারে না, তাদের কাছ থেকে সেটুকুই কবুল করে নেওয়া বাঞ্ছনীয়, যা তারা অনায়াসে করতে পারে।

সহীহ বুখারী শরীফেও হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে যোবায়ের (রা.)-এর উদ্ধৃতিতে স্বয়ং রাসূলুল্লাহ ﷺ হতে উল্লিখিত আয়াতের এ অর্থই বর্ণনা করা হয়েছে।

অপর এক রেওয়ায়েতে আছে, এ আয়াতটি নাজিল হলে রাসূল ﷺ বললেন, আল্লাহ আমাকে মানুষের আমল আখলাকের ব্যাপারে সাধারণ আনুগত্য কবুল করে নেওয়ার নির্দেশ দিয়েছেন। আমি প্রতিজ্ঞা করে নিয়েছি যে, যে পর্যন্ত আমি তাদের মাঝে থাকব এমনি করব। –[ইবনে কাছীর]

তাফসীরশাস্ত্রের ইমামগণের এক বিরাট জামাত হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে ওমর, হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে যোবায়ের, হযরত আয়েশা সিদ্দীকা (রা.) এবং মুজাহিদ প্রমুখও এ বাক্যটির উল্লিখিত অর্থই সাব্যস্ত করেছেন।

عَفْو -এর অপর অর্থ– ক্ষমা করা এবং অব্যাহতি দেওয়াও হয়ে থাকে। তাফসীরকার আলেমগণের এক দল এ ক্ষেত্রে এ অর্থেই বাক্যটির মর্ম সাব্যস্ত করেছেন এই যে, আপনি পাপী-তাপীদের অপরাধ ক্ষমা করে দিন।

তাফসীরশাস্ত্রের ইমাম ইবনে জারীর (র.) উদ্ধৃত করেছেন যে, এ আয়াতটি যখন নাজিল হয়, তখন মহানবী ﷺ হযরত জিবরাঈল আমীনকে এর মর্ম জিজ্ঞেস করেন। অতঃপর হযরত জিবরাঈল (আ.) স্বয়ং আল্লাহ তা'আলার নিকট থেকে জেনে নিয়ে মহানবী ﷺ -কে জানান যে, কেউ যদি আপনার প্রতি অন্যায়-অবিচার করে তবে আপনি তাকে ক্ষমা করে দিন। যে আপনাকে কিছুই দেয় না, তাকে আপনি দান করুন এবং যে আপনার সাথে সম্পর্ক ছিন্ন করে আপনি তার সাথেও মেলামেশা করুন।

এ প্রসঙ্গে ইবনে মারদুবিয়া (র.) হযরত সা'দ ইবনে ওবাদা (রা.)-এর রেওয়ায়েতক্রমে উদ্ধৃত করেন যে, গযওয়ায়ে ওহুদের সময় যখন রাসূল ﷺ-এর চাচা হযরত হামযা (রা.) -কে শহীদ করা হয় এবং অত্যন্ত নৃশংসভাবে তাঁর শরীরের অঙ্গপ্রত্যঙ্গ কেটে লাশের প্রতি চরম অসম্মানজনক আচরণ করা হয়, তখন মহানবী ﷺ লাশটিকে সে অবস্থায় দেখতে পেয়ে বললেন, যারা হামযা (রা.)-এর সাথে এহেন আচরণ করেছে, আমি তাদের সত্তর জনের সাথে এমনি আচরণ করে ছাড়ব। এরই প্রেক্ষিতে এ আয়াতটি অবতীর্ণ হয় এবং এতে রাসূল ﷺ -কে বাতলে দেওয়া হয় যে, এটা আপনার মর্যাদাসম্পন্ন নয়; বরং আপনার মর্যাদার উপযোগী হলো ক্ষমা ও অব্যাহতি দান করা।

https://e-ilm.weebly.com/

وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ– مَعْرُوف অর্থে عُرْف বলা হয় যে কোনো ভালো ও প্রশংসনীয় কাজকে। অর্থাৎ যেসব লোক আপনার সাথে মন্দ ও উৎপীড়নমূলক আচরণ করে আপনি তাদের থেকে প্রতিশোধ গ্রহণ করবেন না; বরং তাদেরকে ক্ষমা করে দিন। কিন্তু সেই সাথে তাদেরকে তাদের আচরণ এবং অত্যাচারের বিনিময় শুধুমাত্র ন্যায়নীতির মাধ্যমেই নয়; বরং অনুগ্রহের মাধ্যমে দান করুন।

وَأَعْرِضْ عَنِ الْجٰهِلِيْنَ -এর অর্থ হলো এই যে, যারা জাহেল বা মূর্খ তাদের কাছ থেকে আপনি দূরে সরে থাকুন। মর্মার্থ এই যে, আপনি অত্যাচারের প্রতিশোধ না নিয়ে তাদের সাথে কল্যাণকর ও সৌহার্দ্যপূর্ণ ব্যবহার করুন এবং একান্ত কোমলতার সাথে তাদেরকে সত্য ও ন্যায়ের বিষয় বাতলে দিন। কিন্তু বহু মূর্খ এমনও থাকে যারা এহেন ভদ্রোচিত রূঢ় ব্যবহারে প্রবৃত্ত হয় এমন ধরনের লোকদের সাথে আপনার আচরণ হবে এই যে, তাদের হৃদয়বিদারক মূর্খজনোচিত কথা বার্তায় দুঃখিত হয়ে তাদেরই মতো ব্যবহার আপনিও করবেন না; বরং তাদের থেকে দূরে সরে থাকবেন।

তাফসীরশাস্ত্রের ইমাম ইবনে কাছীর (র.) বলেন যে, দূরে সরে থাকার অর্থও মন্দের প্রত্যুত্তরে মন্দ ব্যবহার না করা। এর অর্থ এই নয় যে, তাদের হেদায়েত করাও বর্জন করতে হবে। কারণ এটা রেসালত ও নবুয়তের দায়িত্ব এবং মর্যাদার যোগ্য নয়।

সহীহ বুখারীতে এক্ষেত্রে হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা.) থেকে বর্ণিত একটি ঘটনা উদ্ধৃত করা হয়েছে যে, হযরত ফারূকে আ'যম (রা.)-এর খেলাফত আমলে উয়াইনাহ ইবনে হিসন একবার মদিনায় আসে এবং স্বীয় ভ্রাতুষ্পুত্র হুর ইবনে কায়সের মেহমান হয়। হুর ইবনে কায়স ছিলেন সে সমস্ত বিজ্ঞ আলেমদের একজন যাঁরা হযরত ফারূকে আ'যম (রা.)-এর পরামর্শ সভায় অংশগ্রহণ করতেন। উয়াইনাহ স্বীয় ভ্রাতুষ্পুত্র হুরকে বলল, তুমি তো আমীরুল মু'মিনীনের একজন অতি ঘনিষ্ঠ লোক, আমার জন্য তাঁর সাথে সাক্ষাতের একটা সময় নিয়ে এসো। হুর ইবনে কায়স (রা.) হযরত ফারুকে আ'যম (রা.)-এর নিকট নিবেদন করলেন যে, আমার চাচা উয়াইনাহ আপনার সাথে সাক্ষাৎ করতে চান। তখন তিনি অনুমতি দিয়ে দিলেন।

কিন্তু উয়াইনাহ হযরত ফারূকে আ'যম (রা.)-এর দরবারে উপস্থিত হয়েই একান্ত অমার্জিত ও ভ্রান্ত কথাবার্তা বলতে লাগল যে, "আপনি আমাদেরকে না দেন আমাদের ন্যায্য অধিকার, না করেন আমাদের সাথে ন্যায় ও ইনসাফের আচরণ।" হযরত ফারূকে আ'যম (রা.) তার এসব কথা শুনে ক্ষিপ্ত হয়ে উঠলে হুর ইবনে কায়স (রা.) নিবেদন করলেন, ইয়া আমীরুল মু'মিনীন! "আল্লাহ রাব্বুর আলামীন বলেছেন– خُذِ الْعَفْوَ وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ وَأَعْرِضْ عَنِ الْجٰهِلِيْنَ আর এ লোকটিও জাহেলদের একজন।" এ আয়াতটি শোনার সাথে সাথে হযরত ফারূকে আ'যম (রা.)-এর সমস্ত রাগ শেষ হয়ে গেল এবং তাকে কোনো কিছুই বললেন না। হযরত ফারূকে আ'যম (রা-এর ব্যাপারে প্রসিদ্ধ ছিল যে, كَانَ وَقَّافًا عِنْدَ كِتَابِ اللّٰهِ عَزَّ وَجَلَّ অর্থাৎ আল্লাহর কিতাবে বর্ণিত হুকুমের সামনে তিনি ছিলেন উৎসর্গিত প্রাণ।

قوله وَإِمَّا يَنْزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطٰنِ نَزْغٌ فَاسْتَعِذْ بِاللّٰهِ ۚ إِنَّهٗ سَمِيْعٌ عَلِيْمٌ অর্থাৎ আপানার মনে যদি শয়তানের পক্ষ থেকে কোনো ওয়াসওয়াসা আসতে আরম্ভ করে, তখন সাথে সাথে আল্লাহ তা'আলার নিকট আশ্রয় প্রার্থনা করবেন। তিনি শ্রবণকারী, পরিজ্ঞাত।

প্রকৃতপক্ষে এ আয়াতটিও পূর্ববর্তী আয়াতের উপসংহার। কারণ এতে হেদায়েত দেওয়া হয়েছে যে, যারা অত্যাচার উৎপীড়ন করে এবং মূর্খজনোচিত ব্যবহার করে, তাদের ভুল ক্রটি ক্ষমা করে দিবেন। তাদের মন্দের উত্তর মন্দের দ্বারা দেবেন না। এ বিষয়টি মানব প্রকৃতির পক্ষে একান্তই কঠিন। বিশেষত এমন পরিস্থিতিতে সৎ এবং ভালো মানুষদেরকেও শয়তান রাগান্বিত করে লড়াই ঝগড়ায় প্রবৃত্ত করেই ছাড়ে। সেজন্যই পরবর্তী আয়াতে উপদেশ দেওয়া হয়েছে যে, যদি এহেন মুহূর্তে রোষানল জ্বলে উঠতে দেখা যায়, তবে বুঝবেন শয়তানের পক্ষ থেকেই এমনটি হচ্ছে এবং তার প্রতিকার হলো আল্লাহর নিকট পানাহ চাওয়া, তাঁর সাহায্য প্রার্থনা করা।

হাদীসে উল্লেখ রয়েছে যে, দুজন লোক মহানবী ﷺ -এর সামনে ঝগড়া-বিবাদ করছিল। এদের একজন রাগে হিতাহিত জ্ঞান হারাবার উপক্রম হলে রাসূল ﷺ বললেন, "আমি একটি বাক্য জানি, যদি এ লোকটি সে বাক্য উচ্চারণ করে, তাহলে তার এই উত্তেজনা প্রশমিত হয়ে যাবে। তারপর বললেন, বাক্যটি হলো এই– أَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطٰنِ الرَّجِيْمِ সে লোক রাসূল ﷺ -এর নিকট শুনে সঙ্গে সঙ্গে বাক্যটি উচ্চারণ করল। তাতে সাথে সাথে তার রোষানল প্রশমিত হয়ে গেল।"

https://e-ilm.weebly.com/

هٰذَا بَصَآئِرُ مِنْ رَّبِّكُمْ অর্থাৎ এই কুরআন তোমাদের পরওয়ারদেগারের পক্ষ থেকে আগত বহুবিধ দলিল-প্রমাণ ও মু'জিযার এক সমাহার। এতে সামান্য লক্ষ্য করলেই একথা বিশ্বাস না করে উপায় থাকে না যে, এটি যথার্থই আল্লাহর কালাম। এতে কোনো সৃষ্টিরই কোনো হাত নেই। অতঃপর বলা হয়েছে : وَهُدًى وَّرَحْمَةٌ لِّقَوْمٍ يُّؤْمِنُوْنَ অর্থাৎ এই কুরআন সারা বিশ্বের জন্য সত্য দলিল তো বটেই, তদুপরি যারা ঈমানদার তাদেরকে আল্লাহর রহমত ও হেদায়েত পর্যন্ত পৌছে দেওয়ার অবলম্বনও বটে।

২০৪ নং আয়াতে বলা হয়েছে যে, কুরআন মু'মিনদের জন্য রহমত। কিন্তু এই রহমতের দ্বারা লাভবান হওয়ার জন্য কয়েকটি শর্ত ও প্রক্রিয়া রয়েছে, যা সাধারণ সম্বোধনের মাধ্যমে এভাবে বলা হয়েছে। وَاِذَا قُرِئَ الْقُرْاٰنُ فَاسْتَمِعُوْا لَهٗ وَاَنْصِتُوْا অর্থাৎ যখন কুরআন পাঠ করা হয়, তখন তোমরা সবাই তার প্রতি কান লাগিয়ে চুপচাপ থাকবে।

এ আয়াতের শানে নুযূল সম্পর্কে বিভিন্ন রেওয়ায়েতে রয়েছে যে, এ হুকুমটি কি নামাজের কুরআন পাঠ সংক্রান্ত, না কোনো বয়ান বিবৃতিতে কুআন পাঠের ব্যাপারে, নাকি সাধারণভাবে কুরআন পাঠের বেলায়; তা নামাজেই হোক অথবা অন্য যে কোনো অবস্থায় হোক। অধিকাংশ মুফাসসিরীনের মতে এটাই যথার্থ যে, আয়াতের শব্দগুলো যেমন ব্যাপক, তেমনি এই হুকুমটিও ব্যাপক। কতিপয় নিষিদ্ধ স্থান বা কাল ব্যতীত যে কোনো অবস্থায় কুরআন পাঠের ক্ষেত্রে এ নির্দেশ ব্যাপক।

সে কারণেই হানাফী মাযহাবের ওলামাগণ এ আয়াত দ্বারা প্রমাণ করেছেন যে, ইমামের পেছনে নামাজ পড়ার সময় মুকতাদীগণের জন্য কেরাত পড়া বিধেয় নয়। পক্ষান্তরে যেসব ফেকাহা মুকতাদীগণকে (ইমামের পেছনে নামাজ পড়ার ক্ষেত্রেও) সূরা ফাতেহা পাঠ করার কথা বলেছেন, তাঁদের মধ্যেও অনেকে বলেছেন যে, ফাতেহা পড়লেও তা ইমামের কেরাতের ফাঁকে ফাঁকে পড়বে।

আলোচ্য আয়াতের প্রকৃত বিষয় হলো এই যে, কুরআন কারীমকে যাদের জন্য রহমত সাব্যস্ত করা হয়েছে সে জন্য শর্ত হচ্ছে যে, তাদেরকে কুরআনের আদব ও মর্যাদা সম্পর্কে অবহিত হতে হবে এবং এর উপর আমল করতে হবে আর কুরআনের বড় আদব হলো এই যে, যখন তা পাঠ করা হয়, ততক্ষণ শ্রোতা সেদিকে কান লাগিয়ে নিশ্চুপ থাকবে কুরআন পাঠ শ্রবণ করা এবং তার হুকুম আহকামের উপর আমল করার চেষ্টা করা উভয়টিই কান লাগিয়ে রাখার অন্তর্ভুক্ত। –[মাযহারী ও কুরতুবী] আয়াত শেষে لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُوْنَ বলে ইঙ্গিত করা হয়েছে যে, কুরআনের রহমত হওয়া উল্লিখিত আসবাবসমূহের অনুবর্তিতার উপর নির্ভরশীল।

কুরআন তেলাওয়াতের সময় নীরব থেকে তা শ্রবণ করা সম্পর্কে কয়েকটি জরুরি মাসায়েল : একথা একান্তই সুস্পষ্ট যে, কেউ যদি উল্লিখিত নির্দেশের বিরুদ্ধাচরণ করে কুরআন কারীমের প্রতি অসম্মান প্রদর্শন করে, তবে সে রহমতের পরিবর্তে আল্লাহর গজব ও রোষাণলের অধিকারী হবে।

নামাজের মধ্যে কুরআনের দিকে কান লাগানো এবং নিশ্চুপ থাকার অমনোযোগিতার কারণে এমনও ঘটে যায় যে, অনেকে একথাও বলতে পারে ইমাম কোন সূরাটি পাঠ করেছেন। তাদের পক্ষে কুরআনের মাহাত্ম্য অবগত হওয়া এবং শোনার জন্য মনোনিবেশ করা কর্তব্য। জুম'আ কিংবা ঈদের খুতবার হুকুমও তাই। এই আয়াত ছাড়াও রাসূলে কারীম ﷺ বিশেষ করে খুতবার ব্যাপারে ইরশাদ করেছেন– اِذَا خَرَجَ الْاِمَامُ لِلْخُطْبَةِ فَلَا صَلٰوةَ وَلَا كَلَامَ অর্থাৎ ইমাম যখন খুতবার জন্য এসে উপস্থিত হন তখন না নামাজ পড়বে, না কোনো কিছু বলবে।

অন্য এক হাদীসে বর্ণিত আছে, তখন কোনো লোক অপর কাউকে উপদেশ দেওয়ার উদ্দেশ্যে একথাও বলবে না যে, চুপ কর। (অগত্যা যদি বলতেই হয়, তবে হাতে ইশারা করে দিবে) যাহোক খুতবা চলাকালে কোনো রকম কথাবার্তা, তাসবীহ তাহলীল, দোয়া দরূদ কিংবা নামাজ প্রভৃতি জায়েজ নয়।

ফিকহবিদগণ বলেছেন যে, জুমার খুতবার যে হুকুম, ঈদ কিংবা বিয়ে প্রভৃতির খুতবার হুকুমও তাই অর্থাৎ তখন মনোনিবেশ সহকারে নীরব থাকা ওয়াজিব।

অবশ্য নামাজ এবং খুতবা ব্যতীত সাধারণ অবস্থায় কেউ যখন আপন মনে কুরআন তেলাওয়াত করতে থাকে, তখন অন্যান্যদের কান লাগিয়ে রাখা এবং নীরব থাকা ওয়াজিব কিনা, এ ব্যাপারে ফকীহগণের মতপার্থক্য রয়েছে। কোনো কোনো মনীষী কান লাগানো এবং নীরব থাকাকে ওয়াজিব বলেছেন, আর এর বিরুদ্ধাচরণকে পাপ বলে সাব্যস্ত করেছেন। সেজন্যই যেসব স্থানে মানুষ নিজ নিজ কাজকর্মে নিয়োজিত থাকে কিংবা বিশ্রাম করতে থাকে, সেসব জায়গায় কারও পক্ষে সরবে কুরআন পাঠ করাকে তাঁরা অবৈধ বলেছেন এবং যে লোক এমন জায়গায় উচ্চৈঃস্বরে কুরআন পাঠ করবে তাকে গুনাহগার বলেছেন। 'খোলাসাতুল ফাতাওয়া প্রভৃতি গ্রন্থেও তাই লেখা রয়েছে।

https://e-ilm.weebly.com/

কিন্তু কোনো কোনো ফকীহ বিশ্লেষণ করেছেন যে, কান লাগানো এবং শোনা শুধুমাত্র সে সমস্ত জায়গায়ই ওয়াজিব, যেখানে শোনাবার উদ্দেশ্যেই কতুরআন তেলাওয়াত করা হয়। যেমন নামাজ ও খুতবা প্রভৃতিতে আর যদি কোনো লোক নিজের ভাবে তেলাওয়াত করতে থাকে, কিংবা কয়েকজন কোনো এক স্থানে নিজ নিজ তেলাওয়াতে নিয়েজিত থাকে, তাহলে অন্যের আওয়াজের প্রতি কান লাগিয়ে রাখা এবং নীরব থাকা ওয়াজিব নয়। তার কারণ সহীহ ও বিশুদ্ধ হাদীসের দ্বারা প্রামণিত রয়েছে যে, রাসূলে কারীম ﷺ রাত্রি বেলায় নামাজে সরবে কুরআন তেলাওয়াত করতেন এবং আযওয়াজে মুতাহহারাত তখন ঘুমোতে থাকতেন। অনেক সময় হুজরার বাইরেও রাসূল ﷺ -এর আওয়াজ শোনা যেত।

নীরব ও সরব জিকিরের বিধিবিধান : এ আয়াতে কুরআনে কারীম নিঃশব্দ জিকির কিংবা সশব্দ জিকির দুরকম জিকিরেরই স্বাধীনতা দিয়েছে। নিঃশব্দ জিকির সম্পর্কে বলা হয়েছে– وَاذْكُرْ رَبَّكَ فِيْ نَفْسِكَ অর্থাৎ স্বীয় পরওয়ারদেগারকে স্মরণ কর নিজের মনে। এরও দুটি উপায় রয়েছে। যথা– ১. জিহ্বা না নেড়ে শুধু মনে মনে আল্লাহর 'যাত' (সত্তা) ও গুণাবলির ধ্যান করবে, যাকে 'যিকরে ক্বলবী' (আত্মিক জিকির) বা 'তাফাককুর' (নিবিষ্ট চিন্তা) বলা হয়। ২. তৎসঙ্গে মুখেও ক্ষীণ শব্দে আল্লাহ তা'আলার নামের অক্ষরগুলো উচ্চারণ করবে। এটাই হলো জিকিরের সর্বোত্তম ও উৎকৃষ্টতার উপায় যে, যে বিষয়ের জিকির করা হয়েছে তার বিষয়বস্তু উপলব্ধি করে অন্তরেও তার প্রতিফলন ঘটিয়ে ধ্যান করবে এবং মুখেও তা উচ্চারণ করবে। কারণ এভাবে অন্তরের সাথে মুখও জিকিরে অংশগ্রহণ করে। পক্ষান্তরে যদি শুধু মনে মনেই ধ্যান ও চিন্তায় মগ্ন থাকে, মুখে কোনো অক্ষর উচ্চারিত না হয়, তবে তাতেও যথেষ্ট ছওয়াব রয়েছে, কিন্তু সর্বনিম্ন স্তর হলো শুধু মুখে মুখে জিকির করা, অন্তরাত্মার তা থেকে বিমুখ থাকা।

জিকিরেরে দ্বিতীয় পন্থা এ আয়াতেই বলা হয়েছে– وَدُوْنَ الْجَهْرِ مِنَ الْقَوْلِ অর্থাৎ 'সুউচ্চ স্বরের চাইতে কম স্বরে।' অর্থাৎ যে লোক আল্লাহ তা'আলার জিকির করবে তার স্বশব্দ জিকির করার অধিকার রয়েছে। তবে তার আদব হলো এই যে, অত্যন্ত জোরে চিৎকার করে জিকির করবে না। মাঝামাঝি আওয়াজে করবে যাতে আদব এবং মর্যাদাবোধের প্রতি লক্ষ্য হয়ে থাকে। অতি উচ্চৈঃস্বরে জিকির বা তেলাওয়াত করাতে এ কথাই প্রতীয়মান যে, যার উদ্দেশ্যে জিকির করা হচ্ছে তাঁর মর্যাদাবোধ অন্তরে নেই। যে সত্তার সম্মান ও মর্যাদা এবং ভয় মানব মনে বিদ্যমান থাকে, তাঁর সামনে স্বভাবগতভাবেই মানুষ অতি উচ্চৈঃস্বরে কথা বলতে পারে না। কাজেই আল্লাহর সাধারণ জিকিরই হোক কিংবা কুরআনের তেলাওয়াতই হোক যখন আওয়াজের সাথে পড়া হবে, তখন সেদিকে লক্ষ্য রাখা কর্তব্য যাতে তা প্রয়োজনের চাইতে বেশি উচ্চৈঃস্বরে না হতে পারে।

সারকথা এই যে, এ আয়াতের দ্বারা আল্লাহর জিকির বা কুরআন তেলাওয়াতের তিনটি পদ্ধতি বা নিয়ম জানা গেল। প্রথমত আত্মিক জিকির অর্থাৎ কুরআনের মর্ম এবং জিকির কল্পনা ও চিন্তার মাঝেই যা সীমিত থাকবে যার সাথে জিহ্বার সামান্যতম স্পন্দনও হবে না। দ্বিতীয়ত যে জিকিরে আত্মার চিন্তা কল্পনার সাথে সাথে জিহ্বাও নড়বে। কিন্তু বেশি উচ্চ শব্দ হবে না, যা অন্যান্য লোকেও শোনবে। এ দুটি পদ্ধতিই আল্লাহর বাণী وَاذْكُرْ رَبَّكَ فِيْ نَفْسِكَ –এর অন্তর্ভুক্ত। আর তৃতীয় পদ্ধতিটি হলো অন্তরে উদ্দিষ্ট সত্তার উপস্থিতি ও ধ্যান করার সাথে সাথে জিহ্বার স্পন্দনও হবে এবং সেই সঙ্গে শব্দও বেরোবে। কিন্তু এই পদ্ধতির জন্য আদব বা রীতি হলো আওয়াজকে অধিক উচ্চ না করা। সীমার বাইরে যাতে না যায় সে দিকে লক্ষ্য রাখা। জিকিরের এ পদ্ধতিটিই وَدُوْنَ الْجَهْرِ مِنَ الْقَوْلِ আয়াতে শেখানো হয়েছে। কুরআনের আরও একটি আয়াতে বিষয়টিকে বিশেষ বিশ্লেষণ করে বলা হয়েছে– وَلَا تَجْهَرْ بِصَلَاتِكَ وَلَا تُخَافِتْ بِهَا وَابْتَغِ بَيْنَ ذٰلِكَ سَبِيْلًا -এতে রাসূলে কারীম ﷺ -এর প্রতি নির্দেশ করা হয়েছে যাতে কেরাত্ পড়তে গিয়ে অতি উচ্চৈঃস্বরেও পড়া না হয় এবং একেবারে মনে মনেও নয়; বরং কেরাতে যেন মাঝামাঝি আওয়াজ অবলম্বন করা হয়।

নামাজের মাঝে কুরআন তেলাওয়াত সম্পর্কে মহানবী ﷺ হযরত সিদ্দীকে আকবর (রা.) ও হযরত ফারূকে আ'যম (রা.) -কে এ হেদায়েতই দিয়েছেন।

সহীহ ও বিশুদ্ধ হাদীসে উল্লেখ রয়েছে যে, একবার রাসূলে কারীম ﷺ শেষ রাতে ঘর থেকে বেরিয়ে হযরত আবূ বকর সিদ্দীক (রা.)-এর বাড়ি গিয়ে দেখলেন, তিনি নামাজ পড়ছেন। কিন্তু তাতে আস্তে আস্তে অর্থাৎ শব্দহীনভাবে কুরআন তেলাওয়াত করছেন। তারপর তিনি (রাসূল ﷺ -সেখান থেকে হযরত ওমর ফারুক (রা.)-এর বাড়ি গিয়ে দেখলেন, তিনি অতি উচ্চৈঃস্বরে তেলাওয়াত করছেন। অতঃপর ভোরে যখন উভয়ে রাসূলে কারীম ﷺ -এর খেদমতে উপস্থিত হলেন, তখন তিনি হযরত আবূ বকর সিদ্দীক (রা.)-কে লক্ষ্য করে বললেন, আমি রাতে আপনার নিকট গিয়ে দেখলাম,

https://e-ilm.weebly.com/

আপনি অতি ক্ষীণ আওয়াজে কুরআন তেলাওয়াত করছিলেন। হযরত সিদ্দীকে আকবর (রা.) নিবেদন করলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! যে সত্তাকে শোনানো আমার উদ্দেশ্য ছিল তিনি শুনে নিয়েছেন, তাই যথেষ্ট নয় কি? তেমনিভাবে হযরত ফারুকে আ'যম (রা.)-কে লক্ষ্য করে রাসূল ﷺ বললেন, আপনি অতি উচ্চৈঃস্বরে তেলাওয়াত করছিলেন। তিনি নিবেদন করলেন, উচ্চ শব্দে কেরাত পড়তে গিয়ে আমার উদ্দেশ্য ছিল, যাতে ঘুম আসতে না পারে এবং শয়তান যেন সে শব্দ শুনে পালিয়ে যায়। অতঃপর রাসূলে কারীম ﷺ মীমাংসা করে দিলেন। তিনি হযরত সিদ্দীকে আকবর (রা.)-কে কিছুটা জোরে এবং হযরত ফারুকে আযম (রা.) কে কিছুটা আস্তে তেলাওয়াত করতে বললেন। –[আবূ দাউদ]

সেজদার কতিপয় ফজিলত ও আহকাম : এখানে নামাজসংক্রান্ত ইবাদতের মধ্য থেকে শুধু সেজদার কথা উল্লেখ করার কারণ এই যে, নামাজের সমগ্র আরকানের মধ্যে সেজদার একটি বিশেষ ফজিলত রয়েছে।

সহীহ মুসলিমে বর্ণিত রয়েছে যে, কোনো এক লোক হযরত ছাওবান (রা.)-এর নিকট নিবেদন করলেন যে, আমাকে এমন একটা আমল বাতলে দিন যাতে আমি জান্নাতে যেতে পারি। হযরত ছাওবান (রা.) নীরব রইলেন, কিছুই বললেন না, লোকটি আবার নিবেদন করলেন, তখনও তিনি চুপ করে রইলেন। এভাবে তৃতীয়বার যখন বললেন, তখন তিনি বললেন, আমি এ প্রশ্নটিই রাসূলে করীম ﷺ-এর দরবারে করেছিলাম। তিনি আমাকে অসিয়ত করেছিলেন যে, অধিক পরিমাণে সেজদা করতে থাক। কারণ তোমরা যখন একটি সেজদা কর তখন তার ফলে আল্লাহ তা'আলা তোমাদের মর্যাদা এক ডিগ্রি বাড়িয়ে দেন এবং একটি গুনাহ ক্ষমা করে দেন।

লোকটি বললেন, হযরত ছাওবান (রা.)-এর সাথে আলাপ করার পর আমি হযরত আবুদ্দারদা (রা.) -এর সাথে সাক্ষাৎ করে তাঁর কাছেও একই নিবেদন করলাম এবং তিনিও একই উত্তর দিলেন।

সহীহ মুসলিমে হযরত আবূ হুরায়রা (রা.)-এর রেওয়ায়েতক্রমে উদ্ধৃত করা হয়েছে যে, রাসূলে কারীম ﷺ ইরশাদ করেছেন, বান্দা স্বীয় পরওয়ারদেগারের সর্বাধিক নিকটবর্তী তখনই হয়, যখন সে বান্দা সেজদায় অবনত থাকে। কাজেই তোমরা সেজাদরত অবস্থায় খুব বেশি করে দোয়া প্রার্থনা করবে। তাতে তা কবুল হওয়ার যথেষ্ট আশা রয়েছে।

মনে রাখতে হবে যে, শুধুমাত্র সেজদা হিসেবে কোনো ইবাদত নেই। কাজেই ইমাম আ'যম আবূ হানীফা (র.)-এর মতে অধিক পরিমাণে সেজদা করার অর্থ অধিক পরিমাণে নফল নামাজ পড়া। নফল যত বেশি হবে সেজদাও ততই বেশি হবে। কিন্তু কোনো লোক যদি শুধু সেজদা করেই দোয়া করে নেয়, তাহলে তাতেও কোনো ক্ষতি নেই। আর সেজদারত অবস্থায় দোয়া করার হেদায়েত শুধু নফল নামাজের সাথে সম্পৃক্ত, ফরজ নামাজে নয়।

সূরা আ'রাফ শেষ হলো। এর শেষ আয়াতটি হলো আয়াতে সেজদা। সহীহ মুসলিম শরীফে হযরত আবূ হুরায়রা (রা.)-এর রেওয়ায়েতক্রমে উদ্ধৃত রয়েছে যে, কোনো আদম সন্তান যখন কোনো সেজদার আয়াত পাঠ করে অতঃপর সেজদায় তেলাওয়াত সম্পন্ন করে, তখন শয়তান কাঁদতে কাঁদতে পালিয়ে যায় এবং বলে যে, আফসোস, মানুষের প্রতি সেজদার হুকুম হলো আর সে তা আদায়ও করল, ফলে তার ঠিকানা হলো জান্নাত, আর আমার প্রতিও সেজদার হুকুম হলো কিন্তু আমি তার নাফরমানি করেছি বলে আমার ঠিকানা হলো জাহান্নাম।

শব্দ বিশ্লেষণ

يَنْزَغَنَّ : সীগাহ واحد مذكر غائب বহছ اثبات فعل مضارع معروف বাব فَتَحَ মাসদার النَّزغ মূলবর্ণ (ن ـ ز ـ غ) জিনস صحيح অর্থ– অবশ্যই সে প্ররোচিত করতে চায়।।

يَمُدُّ : সীগাহ واحد مذكر غائب বহছ اثبات فعل مضارع معروف বাব نَصَرَ মাসদার اَلْمَدُّ মূলবর্ণ (م ـ د ـ د) জিনস مضاعف ثلاثي অর্থ– তারা টেনে নিয়ে যায়।

قُرِئَ : সীগাহ واحد مذكر غائب বহছ اثبات فعل ماضي مجهول বাব فَتَحَ মাসদার اَلْقِرَاءَةَ মূলবর্ণ (ق ـ ر ـ ء) জিনস مهموز لام অর্থ– পাঠ করা হয়।

يُسَبِّحُوْنَ : সীগাহ جمع مذكر غائب বহছ اثبات فعل مضارع معروف বাব تَفْعِيْل মাসদার اَلتَّسْبِيْحُ মূলবর্ণ (س ـ ب ـ ح) জিনস صحيح অর্থ– তারা পবিত্রতা বর্ণনা করে।

https://e-ilm.weebly.com/

سُوْرَةُ الْاَنْفَالِ

সূরা আনফাল

মদীনায় অবতীর্ণ : আয়াত– ৭৫, রুকূ'– ১০

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

পরম করুণাময় দয়ালু আল্লাহর নামে শুরু

يَسْـَٔلُوْنَكَ عَنِ الْاَنْفَالِ ؕ قُلِ الْاَنْفَالُ لِلّٰهِ وَالرَّسُوْلِ ۚ فَاتَّقُوا اللّٰهَ وَاَصْلِحُوْا ذَاتَ بَيْنِكُمْ ۪ وَاَطِيْعُوا اللّٰهَ وَرَسُوْلَهٗۤ اِنْ كُنْتُمْ مُّؤْمِنِيْنَ (١)

অনুবাদ : (১) তারা আপনার নিকট গনিমতসমূহের বিধান জিজ্ঞাসা করে, আপনি বলে দিন, এই গনিমতসমূহ আল্লাহ ও রাসূলের জন্য, অতএব, তোমরা আল্লাহকে ভয় কর, এবং তোমাদের পারস্পরিক সম্পর্কের সংশোধন কর, আর আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের অনুসরণ কর, যদি তোমরা ঈমানদার হও।

اِنَّمَا الْمُؤْمِنُوْنَ الَّذِيْنَ اِذَا ذُكِرَ اللّٰهُ وَجِلَتْ قُلُوْبُهُمْ وَاِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ اٰيٰتُهٗ زَادَتْهُمْ اِيْمَانًا وَّعَلٰى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُوْنَ (٢)

(২) নিশ্চয় ঈমানদারগণ তো এরূপই হয় যে, যখন [তাদের সম্মুখে] আল্লাহর নাম উচ্চারণ করা হয়, তখন তাদের অন্তরসমূহ ভীত হয়ে পড়ে, আর যখন তাদেরকে আল্লাহর আয়াতসমূহ পড়ে শুনানো হয়, তখন সেই আয়াতসমূহ তাদের ঈমানকে আরো বৃদ্ধি করে দেয়, আর তারা নিজেদের পরওয়ারদেগারের উপর নির্ভর করে।

الَّذِيْنَ يُقِيْمُوْنَ الصَّلٰوةَ وَمِمَّا رَزَقْنٰهُمْ يُنْفِقُوْنَ (٣)

(৩) [আর] যারা নামাজের পাবন্দি করে এবং আমি যা কিছু তাদেরকে দিয়েছি তা হতে ব্যয় করে।

শাব্দিক অনুবাদ

(১) يَسْـَٔلُوْنَكَ তারা আপনার নিকট জিজ্ঞাসা করেছে عَنِ الْاَنْفَالِ গনিমতসমূহের বিধান قُلِ আপনি বলে দিন الْاَنْفَالُ لِلّٰهِ وَالرَّسُوْلِ এই গনিমতসমূহ আল্লাহ ও রাসূলের জন্য فَاتَّقُوا اللّٰهَ অতএব, তোমরা আল্লাহকে ভয় কর وَاَصْلِحُوْا ذَاتَ بَيْنِكُمْ এবং তোমাদের পারস্পরিক সম্পর্কের সংশোধন কর وَاَطِيْعُوا اللّٰهَ وَرَسُوْلَهٗ আর আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের অনুসরণ কর اِنْ كُنْتُمْ مُّؤْمِنِيْنَ যদি তোমরা ঈমানদার হও।

(২) اِنَّمَا الْمُؤْمِنُوْنَ নিশ্চয় ঈমানদারগণ তো এরূপই হয় যে الَّذِيْنَ اِذَا ذُكِرَ اللّٰهُ যখন [তাদের সম্মুখে] আল্লাহর নাম উচ্চারণ করা হয় وَجِلَتْ قُلُوْبُهُمْ তখন তাদের অন্তরসমূহ ভীত হয়ে পড়ে وَاِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ اٰيٰتُهٗ আর যখন তাদেরকে আল্লাহর আয়াতসমূহ পড়ে শুনানো হয় زَادَتْهُمْ اِيْمَانًا তখন সেই আয়াতসমূহ তাদের ঈমানকে আরো বৃদ্ধি করে দেয় وَعَلٰى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُوْنَ আর তারা নিজেদের পরওয়ারদেগারের উপর নির্ভর করে।

(৩) الَّذِيْنَ يُقِيْمُوْنَ الصَّلٰوةَ [আর] যারা নামাজের পাবন্দি করে وَمِمَّا رَزَقْنٰهُمْ يُنْفِقُوْنَ এবং আমি যা কিছু তাদেরকে দিয়েছি তা হতে ব্যয় করে।

https://e-ilm.weebly.com/

অনুবাদ : (৪) এরাই সত্যিকারের ঈমানদার, এদের জন্য রয়েছে উচ্চ পদসমূহ তাদের রবের সন্নিধানে, আর ক্ষমা ও সম্মানজনক রিজিক।	أُولَٰئِكَ هُمُ الْمُؤْمِنُونَ حَقًّا ۚ لَهُمْ دَرَجَاتٌ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَمَغْفِرَةٌ وَرِزْقٌ كَرِيمٌ (٤)
(৫) যেরূপে আপনার রব আপনাকে আপনার গৃহ হতে [বদরের দিকে] যথাযথভাবে বের করলেন, আর মুসলমানদের একটি দল তাকে দুর্বহ মনে করছিল।	كَمَا أَخْرَجَكَ رَبُّكَ مِنْ بَيْتِكَ بِالْحَقِّ وَإِنَّ فَرِيقًا مِنَ الْمُؤْمِنِينَ لَكَارِهُونَ (٥)
(৬) সেই যথার্থ বিষয় প্রকাশ হওয়ার পরও তাতে তারা আপনার সঙ্গে এরূপ বিবাদ করছিল, যেন কেউ তাদেরকে মৃত্যুর দিকে হাঁকিয়ে নিয়ে যাচ্ছে, আর তারা প্রত্যক্ষ করছে।	يُجَادِلُونَكَ فِي الْحَقِّ بَعْدَمَا تَبَيَّنَ كَأَنَّمَا يُسَاقُونَ إِلَى الْمَوْتِ وَهُمْ يَنْظُرُونَ (٦)
(৭) আর তোমরা সেই সময়টিকে স্মরণ কর, যখন আল্লাহ তোমাদেরকে সেই দুটি দলের মধ্য হতে একটি সম্বন্ধে প্রতিশ্রুতি দিচ্ছিলেন যে, তা তোমাদের করতলগত হবে, আর তোমরা এই অভিপ্রায়ে ছিলে যেন নিরস্ত্র দলটি তোমাদের আয়ত্তে এসে পড়ে, আর আল্লাহর ইচ্ছা ছিল এই যে, আপন নির্দেশাবলি দ্বারা সত্যকে সত্যরূপে প্রতিপন্ন করে দেন এবং সেই কাফেরদের মূলকে কর্তন করে দেন।	وَإِذْ يَعِدُكُمُ اللَّهُ إِحْدَى الطَّائِفَتَيْنِ أَنَّهَا لَكُمْ وَتَوَدُّونَ أَنَّ غَيْرَ ذَاتِ الشَّوْكَةِ تَكُونُ لَكُمْ وَيُرِيدُ اللَّهُ أَنْ يُحِقَّ الْحَقَّ بِكَلِمَاتِهِ وَيَقْطَعَ دَابِرَ الْكَافِرِينَ (٧)
(৮) যেন সত্যকে সত্যরূপে এবং অসত্যকে অসত্যরূপে প্রমাণিত করে দেন, যদিও এই অপরাধীরা অপ্রীতিকরই মনে করে।	لِيُحِقَّ الْحَقَّ وَيُبْطِلَ الْبَاطِلَ وَلَوْ كَرِهَ الْمُجْرِمُونَ (٨)

শাব্দিক অনুবাদ

(৪) أُولَٰئِكَ هُمُ الْمُؤْمِنُونَ حَقًّا এরাই সত্যিকারের ঈমানদার لَهُمْ دَرَجَاتٌ এদের জন্য রয়েছে উচ্চ পদসমূহ عِنْدَ رَبِّهِمْ তাদের রবের সন্নিধানে وَمَغْفِرَةٌ আর ক্ষমা وَرِزْقٌ كَرِيمٌ ও সম্মানজনক রিজিক।

(৫) كَمَا أَخْرَجَكَ رَبُّكَ যেরূপে আপনার রব আপনাকে [বদরের দিকে] বের করলেন مِنْ بَيْتِكَ আপনার গৃহ হতে بِالْحَقِّ যথাযথভাবে وَإِنَّ فَرِيقًا مِنَ الْمُؤْمِنِينَ لَكَارِهُونَ আর মুসলমানদের একটি দল তাকে দুর্বহ মনে করছিল।

(৬) يُجَادِلُونَكَ তারা আপনার সঙ্গে এরূপ বিবাদ করছিল فِي الْحَقِّ بَعْدَمَا تَبَيَّنَ সেই যথার্থ বিষয় প্রকাশ হওয়ার পরও كَأَنَّمَا يُسَاقُونَ إِلَى الْمَوْتِ যেন কেউ তাদেরকে মৃত্যুর দিকে হাঁকিয়ে নিয়ে যাচ্ছে وَهُمْ يَنْظُرُونَ আর তারা প্রত্যক্ষ করতেছে।

(৭) وَإِذْ يَعِدُكُمُ اللَّهُ আর তোমরা সেই সময়টিকে স্মরণ কর, যখন আল্লাহ তোমাদেরকে প্রতিশ্রুতি দিচ্ছিলেন إِحْدَى الطَّائِفَتَيْنِ সেই দুটি দলের মধ্য হতে একটি সম্বন্ধে أَنَّهَا لَكُمْ যে তা তোমাদের করতলগত হবে وَتَوَدُّونَ আর তোমরা এই অভিপ্রায়ে ছিলে أَنَّ غَيْرَ ذَاتِ الشَّوْكَةِ যেন নিরস্ত্র দলটি تَكُونُ لَكُمْ তোমাদের আয়ত্বে এসে পড়ে وَيُرِيدُ اللَّهُ আর আল্লাহর ইচ্ছা ছিল এই যে أَنْ يُحِقَّ الْحَقَّ بِكَلِمَاتِهِ আপন নির্দেশাবলি দ্বারা সত্যকে সত্যরূপে প্রতিপন্ন করে দেন وَيَقْطَعَ دَابِرَ الْكَافِرِينَ এবং সেই কাফেরদের মূলকে কর্তন করে দেন।

(৮) لِيُحِقَّ الْحَقَّ যেন সত্যকে সত্যরূপে প্রমাণিত করে দেন وَيُبْطِلَ الْبَاطِلَ এবং অসত্যকে অসত্যরূপে وَلَوْ كَرِهَ الْمُجْرِمُونَ যদিও এই অপরাধীরা অপ্রীতিকরই মনে করে।

https://e-ilm.weebly.com/

https://e-ilm.weebly.com/

যাবে। সুতরাং বৃদ্ধ যারা তারা পতাকা তলে রয়ে গেলেন এবং যুবকেরা হত্যা ও গনিমতের মালামাল জমায়েত করার জন্য প্রতিযোগিতায় নেমে গেলেন। তখন বৃদ্ধরা যুবকদের বললেন যে, তোমাদের সাথে আমাদেরকেও শরিক রাখবে। আমরা তোমাদের পশ্চাৎ বাহিনী। তোমরা যদি কোনো প্রকারের আঘাতপ্রাপ্ত হতে, তাহলে আমাদের নিকট এসে তোমরা আশ্রয় গ্রহণ করতে। সুতরাং সেই সম্পর্কীয় বিরোধ নিয়ে তারা রাসূল ﷺ-এর নিকট পেশ করলেন। তখন গনিমতের মাল বন্টন করা সম্পর্কীয় বিধানসহ আল্লাহ তা'আলা আলোচ্য আয়াত নাজিল করেন।

শানে নুযূল– ২ : আবদ ইবনে হুমাইদ, নাহাস, আশ শায়খ ও ইবনে মরাদুভীয়া হযরত সা'আদ (রা.) হতে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেছেন, রাসূল ﷺ বিপুল পরিমাণে গনিমতের মাল লাভ করেন। সেখানে একটি তরবারিও ছিল। সুতরাং আমি তরবারিটি হাতে নিয়ে রাসূল ﷺ-এর নিকট এসে বললাম, এ তরবারিটি আমাকে অতিরিক্ত হিসেবে দিয়ে দিন। জানার মতো শুধু আমিই একা। রাসূল ﷺ বললেন যেখান হতে এনেছ, সেখানে নিয়ে রেখে দাও। সুতরাং তা স্তুপে নিয়ে রেখে দেওয়ার জন্য আমি ফিরে গেলাম। নিজকে নিজে ভর্ৎসনা ও তিরস্কার করলাম। রাসূল ﷺ-এর নিকট ফিরে গিয়ে বললাম। আমাকে তা দিয়ে দিন। ফলে রাসূল ﷺ আমার প্রতি কঠোরতা আরোপ করে বললেন যে, যে জায়গা হতে এনেছিলে সেখানে নিয়ে রেখে এস। তখন আল্লাহ তা'আলা সে পরিপ্রেক্ষিতে আলোচ্য আয়াত নাজিল করেন।

শানে নুযূল– ৩ : আল্লামা নাহাস তার নাসেখ গ্রন্থে হযরত সাঈদ ইবনে জুবাইর (রা.) হতে বর্ণনা করেন যে, সা'আদ ও আনসারী এক ব্যক্তি দুজনে অতিরিক্ত কিছু অনুসন্ধানের জন্য বের হয়ে দুজনে মিলে একটি তরবারি পান। তারা উভয়জন তা নিয়ে বাদানুবাদ করতে থাকেন। সা'আদ বলেন, এ তরবারিটি আমার। আনসারী ব্যক্তি বলেন, আমি তা মানি না, তরবারিটি আমার। অবশেষে তারা রাসূল ﷺ -এর নিকট উপস্থিত হয়ে ঘটনার বর্ণনা শুনালেন। পরে রাসূল (সা.) বলেন, হে সা'আদ! এ তরবারিটি তোমার নয় আনসারী ব্যক্তিরও নয়। তরবারিটি হলো আমার। তখন এ বিরোধ নিরসনকরণার্থে আল্লাহ তা'আলা আলোচ্য আয়াত নাজিল করেন। –[রূহুল মা'আনী : ১৬২/৯/৫, ফাতহুল কাদীর : ২৮৪/২, কুরতুবী : ৩১৭/৭, ইবনে কাছীর : ২৯০/২]

শানে নুযূল– ৪ : উবাদা ইবনে সামেত (রা.) বর্ণনা করেন, তিনি বলেন, রাসূল ﷺ বদর অভিমুখে যাত্রা করে শত্রুবাহিনীর সাথে মুখোমুখি হন। অতঃপর আল্লাহ তা'আলা শত্রু বাহিনীকে পরাজিত করেন, তখন মুসলমানদের একটি দল তাদের পিছনে তাড়া করে হত্যা করে এগিয়ে যায়। অপর একটি দল রাসূলকে ঘিরে রাখে। তৃতীয় একটি দল গনিমতের মালামাল জমায়েত করতে থাকে। আল্লাহ তা'আলা যখন শত্রুবাহিনীকে বিতাড়িত করেন এবং যারা ওদেরকে পশ্চাদ্ধাবন করেছিল তারাও ফিরে এল, তখন তারা বললেন, নফল বা অতিরিক্ত সম্পদের অধিকারী আমরা। আমরাই তো শত্রুবাহিনীর অনুসন্ধান করেছি এবং আমাদের মাধ্যমেই আল্লাহ তা'আলা তাদেরকে বিতাড়িত ও পরাজিত করেছেন। যারা রাসূল ﷺ-কে ঘিরে রেখেছিলেন, তারা বললেন, তোমরা আমাদের অপেক্ষা নফলের অধিকারী অধিক নও; নফলের অধিকারী একমাত্র আমরাই। কারণ আমরা রাসূল ﷺ-কে পরিবেষ্টন করে রেখেছি। যার কারণে শত্রু বাহিনীরা তাঁর নিকট পর্যন্ত পৌঁছাতে পারেনি। যারা গনিমতের মালামাল জমায়েত করতে ব্যস্ত রয়ে ছিলেন, তারা বললেন আমরাই একমাত্র তার অধিকারী তোমরা তার অধিকারী নও। কারণ আমরাই এ মালামাল জমায়েত করেছি এবং তা হেফাজত করেছি। সে বিরোধ নিরসনের পরিপ্রেক্ষিতে আল্লাহ তা'আলা আলোচ্য আয়াত নাজিল করেন। –[কুরতুবী : ৩১৬/৭, ফাতহুল কাদীর-২৮৩/২]

(৫) قوله كَمَا أَخْرَجَكَ رَبُّكَ مِنْ بَيْتِكَ بِالْحَقِّ الخ **আয়াতের শানে নুযূল :** ইবনে জারীর, ইবনে আবী হাতেম প্রমুখ হযরত আবূ আইয়ুব আনসারী (রা.) -এর বরাত দিয়ে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেন, আমরা যখন মদিনায় অবস্থানরত ছিলাম, তখন রাসূল ﷺ আমাদেরকে ইরশাদ করেন যে, আমি সংবাদ পেয়েছি, আবূ সুফিয়ানের বাণিজ্যিক কাফেলা আসছে. তোমাদের কি ক্ষমতা রয়েছে যে, সামনে বাধা হয়ে দাঁড়াবে? আল্লাহ আমাদেরকে হয়তো গনিমত হিসেবে এ সম্পদ দিয়েও দিতে পারেন আমরা তখন হ্যাঁ বলে সাড়া দিলাম। সুতরাং তিনি আমাদেরকে নিয়ে বের হলেন। অতএব আমরা একদিন অথবা দুদিন চলার পর আমাদেরকে বললেন, শত্রুবাহিনীর সাথে মোকাবিলা করতে তোমরা কি মতামত প্রকাশ কর। তারা তো তোমাদের বের হয়ে আসা সম্পর্কীয় সংবাদ পেয়ে ফেলেছে আমরা সে মুহূর্তে বললাম যে, আল্লাহর কসম শত্রু সৈন্যের সাথে মোকাবিলা করতে আমাদের কি মতামত রয়েছে? আমরা তখনও পূর্বের ন্যায় বললাম। তখন মিকদাদ ইবনে ওমর বললেন যে, হে আল্লাহর রাসূল! আল্লাহর শপথ, মূসা (আ.) -এর উম্মতেরা মূসা (আ.)-কে যেরূপ বলেছিল, আমরা

আপনাকে তদ্রূপ বলব না যে, আপনি এবং আপনার রব দুজন গিয়ে তাদের সাথে যুদ্ধ করুন, আমরা এখানে অবস্থান করে থাকি। হযরত মিকদাদ (রা.) -এর দ্ব্যর্থহীনভাবে এ মতামত প্রকাশ করার পরিপ্রেক্ষিতে আল্লাহ্ তা'আলা আলোচ্য আয়াত নাজিল করেন। –[ইবনে কাছীর-২৯৪/২, ফাতহুল কাদীর-২৮৮/২]

এ আয়াতটি বদর যুদ্ধে সংঘটিত একটি ঘটনার সাতে সম্পর্কিত। আয়াতের বিস্তারিত তাফসীরের পূর্বে সে ঘটনাটি জানা থাকবে এর তাফসীর বুঝতে সহজ হবে বলে আশা করি।

ঘটনাটি হলো এই যে, কুফর ও ইসলামের প্রথম সংঘর্ষ বদর যুদ্ধে যখন মুসলমানদের বিজয় সূচিত হয়ে গেল এবং কিছু গনিমতের মাল সামান্য হাতে এলো, তখন সেগুলোর বিলিবণ্টন নিয়ে সাহাবায়ে কেরামের মধ্যে এমন এক ঘটনা ঘটে যা নিঃস্বার্থতা, এখলাস ও ঐক্যের সেই সুউচ্চমানের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ ছিল না, যার ভিত্তিতে সাহাবায়ে কেরাম (রা.) -এর গোটা জীবন ঢেলে সাজানো ছিল। সেজন্য সর্বাগ্রে এ আয়াতে তার সমাধান দেওয়া হয়, যাতে করে এই পুতঃপবিত্র এবং নিষ্কলষ সম্প্রদায়ের অন্তরে বিশ্বাস ও নিঃস্বার্থতা এবং ঐক্য ও আত্মত্যাগের প্রেরণা ছাড়া অন্য কোনো বিষয় থাকতে না পারে।

এ ঘটনার বিস্তারিত বিবরণ বদর যুদ্ধে অংশগ্রহণকারী হযরত ওবাদা (রা.)-এর রেওয়ায়েতক্রমে মুসনাদে আহমদ, তিরমিযী, ইবনে মাজা, মুসতাদরাকে হাকেম প্রভৃতি গ্রন্থে এভাবে উদ্ধৃত রয়েছে যে, হযরত ওবাদা ইবনে সামেত (রা.)-এর নিকট কোনো এক ব্যক্তি আয়াতে উল্লিখিত 'আনফাল' শব্দের মর্ম জিজ্ঞেস করলে তিনি বললেন, "এ আয়াতটি তো আমাদের অর্থাৎ বদর যুদ্ধে যারা অংশগ্রহণ করেছিলেন তাদের সম্পর্কেই নাজিল হয়েছে। সে ঘটনাটি ছিল এই যে, গনিমতের মালামাল বিলি বণ্টন ব্যাপারে আমাদের মাঝে সামান্য মত বিরোধ হয়ে গিয়েছিল যাতে আমাদের পবিত্র চরিত্র একটা অশুভ প্রতিক্রিয়া দেখা দেয়। আল্লাহ এ আয়াতের মাধ্যমে গনিমতের সমস্ত মালামাল আমাদের হাত থেকে নিয়ে রাসূলে করীম ﷺ -এর দায়িত্বে অর্পণ করেন। আর রাসূলে কারীম ﷺ বদরে অংশগ্রহণকারী সবার মধ্যে সমানভাবে সেগুলো বন্টন করে দেন।:

ব্যাপার ঘটেছিল এই যে, বদরের যুদ্ধে আমরা সবাই রাসূলে করীম ﷺ -এর সাথে বেরিয়ে যাই এবং উভয় দলের মধ্যে তুমুল যুদ্ধের পর আল্লাহ্ তা'আলা যখন শত্রুদের পরাজিত করে দেন, তখন আমাদের সেনাবাহনী তিনটি ভাগে বিভক্ত হয়ে যায়। কিছু লোক শত্রুদের পশ্চাদ্ধাবন করেন, যাতে তারা পুনারায় ফিরে আসতে না পারে। কিছু লোক কাফেরদের পরিত্যক্ত গনিমতের মালামাল সংগ্রহে মনোনিবেশ করেন। আর কিছু লোক রাসূলে করীম ﷺ -এর পাশে এসে সমবেত হন, যাতে গোপনে লুকিয়ে থাকা কোনো শত্রু মহানবী ﷺ -এর উপর আক্রমণ করতে না পারে। যুদ্ধ শেষে সবাই যখন নিজেদের অবস্থানে এসে উপস্থিত হন, তখন যাঁরা গনিমতের মালামাল সংগ্রহ করেছিলেন, তাঁরা বলতে লাগলেন যে, এ সমস্ত মালামাল যেহেতু আমরা সংগ্রহ করেছি, কাজেই এতে আমাদের ছাড়া অপর কারও ভাগ নেই। আর যারা শত্রুর পশ্চাদ্ধাবন করতে গিয়েছিলেন তাঁরা বললেন, এতে তোমরা আমাদের চাইতে বেশি অধিকারী নও। কারণ, আমরাই তো শত্রুকে হটিয়ে দিয়ে তোমাদের জন্য সুযোগ করে দিয়েছি। যাতে তোমরা নিশ্চিন্তে গনিমতের মালামালগুলো সংগ্রহ করে আনতে পার। পক্ষান্তরে যারা মহানবী ﷺ -এর হেফাযতকল্পে তাঁর পাশে সমবেত ছিলেন, তাঁরা বললেন, আমরাও ইচ্ছা করলে গনিমতের এই মাল সংগ্রহে তোমাদের সাথে অংশগ্রহণ করতে পারতাম, কিন্তু আমরা জিহাদের সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপুর্ণ কাজ রাসূলে কারীম ﷺ -এর হেফাযতে নিয়োজিত ছিলাম। অতএব আমরাও এর অধিকারী।

সাহাবায়ে কেরাম (রা.)-এর কথাবার্তা হুজুর (সা.) পর্যন্ত পৌঁছার পর এ আয়াতটি অবতীর্ণ হয়। এতে পরিষ্কার হয়ে যায় যে, এসব মালামাল আল্লাহ্ তা'আলার; একমাত্র আল্লাহ্ ব্যতীত এর জন্য কোনো মালিক বা অধিকারী নেই, শুধু তাঁকে ছাড়া যাকে রাসূলে কারীম ﷺ দান করেন। সুতরাং মহানবী ﷺ আল্লাহ রাব্বুল আলামীনের নির্দেশ অনুযায়ী এসব মালামাল জিহাদে অংশগ্রহণকারীদের মাঝে সমানভাবে বণ্টন করে দেন। –[ইবনে কাছীর]

অতঃপর সবাই আল্লাহ ও রাসুলের এই সিদ্ধান্তের উপর রাজি হয়ে যান এবং তাঁদের মহান মর্যাদার পরিপন্থি পারস্পরিক প্রতিদ্বন্দ্বিতার যে পরিস্থিতির উদ্ভব হয়েছিল সেজন্য সবাই লজ্জিত হন।

اَنْفَالٌ শব্দটি نَفْلٌ -এর বহুবচন। এর অর্থ– অনুগ্রহ, দান ও উপঢৌকন। নফল নামাজ, রোজা সদকা প্রভৃতিকে এ কারণেই 'নফল' বলা হয় যে, নিজের খুশিতেই করে থাকে। কুরআন ও সুন্নাহর পরিভাষায় 'নফল ও আনফাল' গনিমত বা যুদ্ধলব্ধ মালামালকে বুঝাবার জন্য ব্যবহৃত হয় যা যুদ্ধ চলাকালে কাফেরদের থেকে লাভ করা হয়। তবে কুরআন মাজীদে

https://e-ilm.weebly.com/

এতদর্থে তিনটি শব্দ ব্যবহার করা হয়েছে– ১. আনফাল ২. গনিমত এবং ৩. ফায়। اَنْفَالُ শব্দটি তো এ আয়াতেই রয়েছে আর غَنِيْمَةٌ (গনিমত) এবং তার ব্যাখ্যা সূরা হাশরের আয়াত وَمَآ اَفَآءَ اللّٰهُ প্রসঙ্গে করা হয়েছে। এ তিনটি শব্দের অর্থ যৎসামান্য পার্থক্যসহ বিভিন্ন রকম। সামান্য ও সাধারণ পার্থক্যের কারণে অনেক সময় একটি শব্দকে অন্যটির জায়গায় শুধু 'গনিমতের মাল' অর্থেও ব্যবহার করা হয়। اَنْفَالُ (গনিমত) সাধারণত সে মালকে বলা হয়, যা যুদ্ধ জিহাদের মাধ্যমে বিরোধী দলের কাছ থেকে হাসিল করা হয়। আর فَيْئٌ (ফায়) বলা হয় সে মালকে যা কোনো রকম যুদ্ধবিগ্রহ ছাড়াই কাফেরদের কাছ থেকে পাওয়া যায়। তা সেগুলো ফেলে কাফেররা পালিয়েই যাক, অথবা স্বেচ্ছায় দিয়ে দিতে রাজি হোক। আর نَفْلٌ ও اَنْفَالُ (নফল ও আনফাল) শব্দটি অধিকাংশ সময় এনআম বা পুরস্কার অর্থেও ব্যবহৃত হয়, যা জিহাদের নায়ক কোনো বিশেষ মুজাহিদকে তার কৃতিত্বের বিনিময় হিসেবে গনিমতের প্রাপ্য অংশের অতিরিক্ত পুরস্কার দিয়ে থাকেন। তাফসীরে ইবনে জারীর গ্রন্থে হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা.) থেকে এ অর্থই উদ্ধৃত করা হয়েছে। –[ইবনে কাছীর] আবার কখনও 'নফল' ও 'আনফাল' শব্দ দ্বারা সাধারণ গনিমতের মালকেও বুঝানো হয়। এ আয়াতের ক্ষেত্রেও অধিকাংশ তাফসীরকার এই সাধারণ অর্থই গ্রহণ করেছেন। সহীহ বুখারী শরীফে হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা.) থেকে এ অর্থই উদ্ধৃত করা হয়েছে। প্রকৃতপক্ষে এ শব্দটি সাধারণ অসাধারণ উভয় অর্থেই ব্যবহৃত হয়ে থাকে। এতে কোনো মতবিরোধ নেই। বস্তুত এর সর্বোত্তম ব্যাখ্যা ও পর্যালোচনা হলো সেটাই যা ইমাম আবূ ওবাইদ (র.) করেছেন। তিনি স্বীয় গ্রন্থ 'কিতাবুল আমওয়াল' এ উল্লেখ করেছেন যে, মূল অভিধান অনুযায়ী 'নফল' বলা হয় দান ও পুরস্কারকে। আর এই উম্মতের প্রতি এটা এক বিশেষ দান যে, জিহাদ ও লড়াইয়ের মাধ্যমে যেসব মাল সামান কাফেরদের কাছ থেকে লাভ করা হয়, সেগুলো মুসলমানদের জন্য হালাল করে দেওয়া হয়েছে। বিগত উম্মতের মধ্যে এই প্রচলন ছিল না।

উল্লিখিত আয়াতে আনফাল -এর বিধান বর্ণনা প্রসঙ্গে বলা হয়েছে যে, এগুলো আল্লাহর এবং রাসূলের। তার অর্থ এই যে, এগুলোর প্রকৃত মালিকানা আল্লাহ রাব্বুল আলামীনের এবং রাসূলে করীম ﷺ হচ্ছেন সেগুলোর ব্যবস্থাপক। তিনি আল্লাহ তা'আলার নির্দেশ মোতাবেক স্বীয় কল্যাণ বিবেচনায় সেগুলো বিলি বণ্টন করবেন।

সেজন্যই হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা.), ইকরিমা (রা.) এবং মুজাহিদ ও সুদ্দী (র.) প্রমুখসহ তাফসীরবিদগণের এক বিরাট দল মত প্রকাশ করেছেন যে, এ হুকুমটি ছিল ইসলামের প্রাথমিক আমলের যখন গনিমতের মাল সামান বিলি বণ্টনের ব্যাপারে কোনো আইন অবতীর্ণ হয়নি [আলোচ্য সূরায় পঞ্চম রুকূতে এ বিষয়টিই আলোচিত হবে]। এ আয়াতে গনিমতের যাবতীয় মালামালের বিষয়টি মহানবী ﷺ-এর কল্যাণ বিবেচনায় উপর ছেড়ে দেওয়া হয়েছে। তিনি যেভাবে ইচ্ছা তার ব্যবস্থা করতে পারেন। কিন্তু পরবর্তীতে যে বিস্তারিত বিধি বিধান এসেছে, তাতে বলে দেওয়া হয়েছে যে, গনিমতের সম্পূর্ণ মালামালকে পাঁচ ভাগ করে তার এক ভাগ বায়তুল মালে সাধারণ মুসলমানদের প্রয়োজনের লক্ষ্যে সংরক্ষণ করতে হবে এবং বাকী চার ভাগ বিশেষ নিয়ম নীতির ভিত্তিতে জিহাদে অংশগ্রহণকারী মুজাহিদগণের মাঝে বণ্টন করে দেওয়া হবে। এ সম্পর্কিত বিস্তারিত বিবরণ হাদীসে উল্লেখ রয়েছে। সে সমস্ত বিস্তারিত ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ সূরা আনফালের আলোচ্য প্রথম আয়াতটিকে রহিত করে দিয়েছে। আবার কোনো কোনো মনীষী বলেছেন যে, এখানে কোনো 'নাসেখ মনসুখ' অর্থাৎ রহিত কিংবা রহিতকারী নেই; বরং সংক্ষেপন ও বিশ্লেষণের পার্থক্য মাত্র। সূরা আনফালের প্রথম আয়াতে যা সংক্ষেপে বলা হয়েছে, একত্রিশতম আয়াতে তারই বিশ্লেষণ করা হয়েছে। অবশ্য 'ফায়' এর মালামাল যার বিধান সূরা হাশরে বিবৃত হয়েছে, তা সম্পূর্ণভাবে রাসূলে কারীম ﷺ-এর অধিকারভুক্ত। তিনি নিজের ইচ্ছা ও বিবেচনা অনুযায়ী যেভাবে ইচ্ছা ব্যবহার করতে পারেন। সে কারণেই সেখানে তার বিধান বর্ণনা প্রসঙ্গে বলা হয়েছে– "আমার রাসূল যা কিছু তোমাদের দেন, তা গ্রহণ কর এবং যা থেকে বারণ করেন, তা থেকে বিরত থাক।"

এ বিশ্লেষণের দ্বারা প্রতীয়মান হচ্ছে যে, গনিমতের মাল হলো সে সমস্ত মালামাল যা যুদ্ধ জিহাদের মাধ্যমে হস্তগত করা হয়। আর 'ফায়' হলো সে সমস্ত মালামাল যা কোনো রকম লড়াই এবং জিহাদ ছাড়াই হাতে আসে। আর اَنْفَالُ (আনফাল) শব্দটি উভয় মালামালের জন্য সাধারণভাবে ব্যবহৃত হয় এবং সেই বিশেষ পুরস্কার বা উপঢৌকনের অর্থেও ব্যবহৃত হয়, যা জিহাদের নেতা বা পরিচালক দান করেন।

এ প্রসঙ্গে সাথিদেরকে পুরস্কার দেওয়ার চারটি রীতি মহানবী ﷺ-এর যুগ থেকে প্রচলিত রয়েছে। ১. একথা ঘোষণা করে দেওয়া যে, যে লোক কোনো বিরোধী শত্রুকে হত্যা করতে পারবে যে সামগ্রী তার সাথে থাকবে সেগুলো তারই হয়ে যাবে, যে হত্যা করেছে। এসব সামগ্রী গনিমতের সাধারণ মালামালের সাথে জমা হবে না। ২. বড় কোনো সৈন্যদল থেকে

কোনো দলকে পৃথক করে কোনো বিশেষ দিকে জেহাদ করার জন্য পাঠিয়ে দেওয়া এবং এমন নির্দেশ দেওয়া যে, এদিক থেকে যেসব গনিমতের মালামাল সংগৃহীত হবে সেগুলো উল্লিখিত বিশেষ দলের জন্য নির্দিষ্ট হয়ে যাবে। যারা সে অভিযানে অংশগ্রহণ করবে। তবে এতে শুধু এটুকু করতে হবে যে, সমস্ত মালামাল থেকে এক পঞ্চমাংশ সাধারণ মুসলমানদের প্রয়োজনে বায়তুল মালে জমা করতে হবে। ৩. বায়তুল মালে গনিমতের যে এক পঞ্চমাংশ জমা করা হয়, তা থেকে কোনো বিশষ গাজী (জয়ী)-কে তার কোনো বিশেষ কৃতিত্বের প্রতিদান হিসাবে আমীরের কল্যাণে বিবেচনা অনুযায়ী কিছু দান করা। ৪. সমগ্র গনিমতের মালামালের মধ্য থেকে কিছু অংশ পৃথক করে নিয়ে সেবাজীবী লোকদের মধ্যে পুরস্কারস্বরূপ দান করা, যারা মুজাহিদ বা সৈনিকদের ঘোড়া প্রভৃতির দেখাশোনা করে এবং তাদের বিভিন্ন কাজে সাহায্য করে । –[ইবনে কাছীর]

তাহলে আয়াতের মোটামুটি বিষয়বস্তু দাঁড়াল এই যে, এতে আল্লাহ তা'আলা রাসূলে কারীম ﷺ-কে উদ্দেশ্য করে বলেছেন, আপনার নিকট লোকেরা 'আনফাল' সম্পর্কে প্রশ্ন করে। আপনি তাদেরকে বলে দিন যে, 'আনফাল' সবই হলো আল্লাহ এবং তাঁর রাসূলের। অর্থাৎ নিজস্বভাবে কেউ এসবের অধিকারী কিংবা মালিক নয়। আল্লাহর নির্দেশক্রমে তাঁর রাসূল ﷺ এগুলোর ব্যাপারে যে সিদ্ধান্ত নিবেন, তাই কার্যকর হবে।

তাকওয়া ও আল্লাহভীতি সৌহার্দ্য ও ঐক্যের ভিত্তি : এ আয়াতের শেষ বাক্যে বলা হয়েছে– فَاتَّقُوا اللّٰهَ وَاَصْلِحُوْا ذَاتَ بَيْنِكُمْ وَاَطِيْعُوا اللّٰهَ وَرَسُوْلَهٗٓ اِنْ كُنْتُمْ مُّؤْمِنِيْنَ এতে সাহাবায়ে কেরামকে উদ্দেশ্য করে বলা হয়েছে যে, তোমরা আল্লাহকে ভয় কর এবং পারস্পরিক সম্পর্ককে ভালো রাখ। এতে ইঙ্গিত করা হয়েছে যে, ঘটনার প্রতি যা বদর যুদ্ধে গনিমতের মালামালের বিলিবন্টন সংক্রান্ত ব্যাপারে সাহাবায়ে কেরামরে মাঝে ঘটে গিয়েছিল। এতে পারস্পরিক তিক্ততা এবং অসন্তুষ্টি সৃষ্টির আশঙ্কা বিদ্যমান ছিল। কাজেই আল্লাহ রাব্বুল আলামীন স্বয়ং গনিমতের মালামালের বিলি বন্টনের বিষয় এ আয়াতের দ্বারা পরে মীমাংসা করে দিয়েছেন। তার পর তাঁদের আভ্যন্তরীণ সংস্কার ও পারস্পরিক সম্পর্ককে সুন্দর করার উপায় বলা হয়েছে যার কেন্দ্রবিন্দু হলো তাকওয়া বা পরহেজগারি এবং আল্লাহভীতি।

وَاَصْلِحُوْا ذَاتَ بَيْنِكُمْ অর্থাৎ তাকওয়া ও পরহেজগারির মাধ্যমে পারস্পরিক সম্পর্কের সংশোধন কর। এরই কিছুটা বিশ্লেষণ করে বলা হয়েছে– وَاَطِيْعُوا اللّٰهَ وَرَسُوْلَهٗٓ اِنْ كُنْتُمْ مُّؤْمِنِيْنَ অর্থাৎ তোমরা যদি মুমিনই হবে, তাহলে আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের পুর্ণ আনুগত্য কর। অর্থাৎ ঈমানের দাবিই হলো আনুগত্য। আর আনুগত্যের ফল হলো তাকওয়া। কাজেই মানুষ যখন এ বিষয়গুলো লাভ করতে সমর্থ হয়, তখন তাদের পারস্পরিক বিবাদ বিসংবাদ, লড়াই ঝগড়া আপনা থেকেই তিরোহিত হয়ে যায় এবং শত্রুতার স্থলে অন্তরে সৃষ্টি হয় প্রেম সৌহার্দ্য।

মুমিনের বিশেষ গুণ বৈশিষ্ট্য : এ আয়াতগুলোতে সে সমস্ত গুণ-বৈশিষ্ট্যের কথা বলা হয়েছে যা প্রতিটি মুমিনের মধ্যে থাকা প্রয়োজন। এতে ইঙ্গিত করা হয়েছে যে, প্রতিটি মুমিন নিজের বাহ্যিক ও আভ্যন্তরীণ অবস্থায় পর্যালোচনা করে দেখবে, যদি তার মধ্যে এসব গুণ-বৈশিষ্ট্য বিদ্যমান থাকে, তাহলে আল্লাহ তা'আলার শুকরিয়া আদায় করবে যে, তিনি তাকে মুমিনের গুণাবলিতে মণ্ডিত করেছেন। আর যদি এগুলোর মধ্যে কোনো একটি গুণ তার মধ্যে না থাকে, কিংবা থাকলেও তা একান্ত দুর্বল বলে মনে হয়, তাহলে তা অর্জন করার কিংবা তাকে সবল করে তোলার প্রচেষ্টায় আত্মনিয়োগ করবে।

প্রথম বৈশিষ্ট্য আয়াহর ভয় : আয়াতে প্রথম বৈশিষ্ট্য প্রসঙ্গে বলা হয়েছে– اِذَا ذُكِرَ اللّٰهُ وَجِلَتْ قُلُوْبُهُمْ অর্থাৎ তাদের সামনে যখন আল্লাহর আলোচনা করা হয়, তখন তাদের অন্তর আঁতকে উঠে। অর্থাৎ তাদের অন্তর আল্লাহর মহত্ত্ব ও প্রেমে ভরপুর, যার দাবী হলো ভয় ও ভীতি। কুরআন কারীমের অন্য এক আয়াতে তারই আলোচনাক্রমে খোদ প্রেমিকদেরকে সুসংবাদ দেওয়া হয়েছে। বলা হয়েছে– وَبَشِّرِ الْمُخْبِتِيْنَ اِذَا ذُكِرَ اللّٰهُ وَجِلَتْ قُلُوْبُهُمْ অর্থাৎ '(হে নবী) সুসংবাদ দিয়ে দিন সে সমস্ত বিনয়ী, কোমলপ্রাণ লোকদেরকে যাদের অন্তর তখন ভীতসন্ত্রস্ত হয়ে উঠে, যখন তাদের সামনে আল্লাহর আলোচনা করা হয়।' এতদুভয় আয়াতে আল্লাহর আলোচনা ও স্মরণের একটা বিশেষ অবস্থার কথা উল্লেখ করা হয়েছে, তা হলো ভয় ও ত্রাস। আর অপর আয়াতটিতে আল্লাহর জিকিরের এ বৈশিষ্ট্যরও বর্ণনা করা হয়েছে যে, তাতে অন্তর প্রশান্ত হয়ে উঠে। বলা হয়েছে– اَلَا بِذِكْرِ اللّٰهِ تَطْمَئِنُّ الْقُلُوْبُ অর্থাৎ আল্লাহর জিকিরের দ্বারাই আত্মা শান্তি লাভ করে, প্রশান্ত হয়।

এতে বুঝা যাচ্ছে যে, আয়াতে যে ভয় ও ভীতির কথা বলা হয়েছে তা মনের প্রশান্তি এবং স্বস্তির পরিপন্থি নয়, যেমন হিংস্র জীবজন্তু কিংবা শত্রুর ভয় মানুষের মনের শান্তিকে ধ্বংস করে দেয়। আল্লাহর জিকিরের দরুন অন্তরে সৃষ্ট ভয় তা থেকে

https://e-ilm.weebly.com/

সম্পূর্ণ আলাদা। সেজন্য এখানে خَوْفٌ শব্দটি ব্যবহার করা হয়নি; وَجَلٌ শব্দের দ্বারা বুঝানো হয়েছে। এর অর্থ সাধারণ ভয় নয়; বরং এমন ভয়, যা বড়দের মহত্ত্বের কারণে মনের মধ্যে সৃষ্টি হয়। কোনো কোনো তাফসীরকার বলেছেন যে, এখানে আল্লাহর জিকির বা স্মরণ অর্থ হচ্ছে, কোনো ব্যক্তি কোনো পাপ কাজে লিপ্ত হতে ইচ্ছা করছিল, তখনই আল্লাহর কথা তার স্মরণ হয়ে গেল এবং তাতে সে আল্লাহর আজাবের ভয়ে ভীত হয়ে গেল এবং সে পাপ থেকে বিরত রইল। এ ক্ষেত্রে ভয় অর্থ হবে আজাবের ভয়। –[বাহরে মহীত]

দ্বিতীয় বৈশিষ্ট্য ঈমানের উন্নতি : মুমিনের দ্বিতীয় বৈশিষ্ট্য প্রসঙ্গে বলা হয়েছে যে, তার সামনে যখন আল্লাহ তা'আলার আয়াত পাঠ করা হয়, তখন তার ঈমান বৃদ্ধি পায়। সমস্ত আলেম, তাফসীরবিদ ও হাদীসবিদগণের সর্বসম্মত মতে, ঈমান বৃদ্ধির অর্থ হলো ঈমানের শক্তি, অবস্থা এবং ঈমানী শক্তি, অবস্থা এবং ঈমানী জ্যোতির উন্নতি। আর একথা অভিজ্ঞতার মাধ্যমে প্রমাণিত যে, সৎকাজের দ্বারা ঈমানী শক্তি এবং এমন আত্মিক প্রশান্তি সৃষ্টি হয়, তাতে সৎকর্ম মানুষের অভ্যাসে পরিণত হয়ে যায়। তখন তা পরিহার করতে গেলে খুবই কষ্ট হয় এবং পাপের প্রতি একটি প্রকৃতিগত ঘৃণার উদ্ভব হয়, যার ফলে সে তার কাছেও যেতে পারে না। ঈমানের এ অবস্থাকেই হাদীসে 'ঈমানের মাধুর্য' শব্দে বিশ্লেষণ করা হয়েছে।

সুতরাং আয়াতের সারমর্ম হচ্ছে এই যে, একজন পরিপূর্ণ মুমিনের এমন গুণ বৈশিষ্ট্য থাকা উচিত যে, তার সামনে যখনই আল্লাহর আয়াত পাঠ করা হবে, তখন তার ঈমানের উজ্জ্বলতা বৃদ্ধি পাবে, তাতে উন্নতি সাধিত হবে এবং সৎকর্মের প্রতি অনুরাগ বৃদ্ধি পাবে, তাতে উন্নতি সাধিত হবে এবং সৎকর্মের প্রতি অনুরাগ বৃদ্ধি পাবে। এতে বুঝা যাচ্ছে, সাধারণ মুসলমানরা যেভাবে কুরআন পাঠ করে এবং শুনে, যাতে না থাকে কুরআনের আদব ও মর্যাদাবোধের কোনো খেয়াল, না থাকে আল্লাহ জাল্লা শানুহুর মহত্ত্বের ফলাফলও সৃষ্টি হয় না। অবশ্য সেটাও সম্পূর্ণভাবে পূর্ণ বিবর্জিত নয়।

তৃতীয় বৈশিষ্ট্য আল্লাহর প্রতি ভরসা: মুমিনের তৃতীয় বৈশিষ্ট্য বর্ণনা করতে গিয়ে বলা হয়েছে যে, তারা আল্লাহ তা'আলার উপর ভরসা করবে। তাওয়াক্কুল অর্থ হলো– আস্থা ও ভরসা। অর্থাৎ নিজের যাবতীয় কাজ কর্ম ও অবস্থায় তার পরিপূর্ণ আস্থা ও ভরসা থাকে শুধুমাত্র একক সত্তা আল্লাহ তা'আলার উপর। সহীহ হাদীসে বর্ণিত রয়েছে মহানবী (সা.) চেষ্টা চরিত্রকে পরিত্যাগ করে বসে থাকবে; বরং এর অর্থ হলো এই যে, বাহ্যিক জড় উপকরণকেই প্রকৃত কৃতকার্যতার জন্য যথেষ্ট বলে মনে না করবে বরং নিজের সামর্থ্য ও সাহস অনুযায়ী জড় উপকরণের আয়োজন ও চেষ্টা চরিত্রের পর সাফল্য আল্লাহ তা'আলার উপর ছেড়ে দেবে এবং মনে করবে যে, যাবতীয় উপরকণও তাঁরই সৃষ্টি এবং সে উকরণসমুহের তিনিই সৃষ্টি করেন। বস্তুত হবেও তাই, যা তিনি চাইবেন। এক হাদীসে বলা হয়েছে اَجْمِلُوْا فِى الطَّلَبِ وَتَوَكَّلُوْا عَلَى اللّٰهِ অর্থাৎ স্বীয় জিকির এবং অন্যান্য প্রয়োজনের জন্য মাঝামাঝি পর্যায়ের অন্বেষণ এবং জড় উপকরণের মাধ্যমে চেষ্টা করার পর তা আল্লাহর উপর ছেড়ে দাও। নিজের মন মস্তিষ্কেরে শুধুমাত্র স্থূল পচেষ্টা ও জড়উপরকরণের মাঝেই জড়িয়ে রেখোনা।

চুতর্থ বৈশিষ্ট্য নামাজ প্রতিষ্ঠা করা : মুমিনের চতুর্থ বৈশিষ্ট্য বলা হয়েছে নামাজ প্রতিষ্ঠা করা। এখানে এ বিষয়টি স্মরণ রাখার যোগ্য যে, এখানে 'নামাজ' পড়ার কথা নয়; বরং নামাজ প্রতিষ্ঠা করার কথা বলা হয়েছে। اِقَامَتْ শব্দের অর্থ হলো কোনো কিছুকে সোজা দাঁড় করানো। কাজেই اِقَامَتْ صَلٰوة এব মর্মার্থ হচ্ছে নামাজের যাবতীয় আদব কায়দা রীতি নীতি ও শর্তাশর্ত এমনভাবে সম্পাদন করা, যেমন করে রাসূলে কারীম (সা.) স্বীয় কথা ও কাজের মাধ্যমে বাতলে দিয়েছেন। আদবকায়দা ও শর্তাশর্তের কোনো রকম ত্রুটি হলে তাকে নামাজ পড়া বলা গেলেও নামাজ প্রতিষ্ঠা করা বলা যেতে পারে না। কুরআন মাজীদে নামাজের যেসব উপকারিতা, প্রভাব-প্রতিক্রিয়া এবং বরকতের কথা বলা হয়েছে যেমন– اِنَّ الصَّلٰوةَ تَنْهٰى عَنِ الْفَحْشَاۤءِ وَالْمُنْكَرِ (অর্থাৎ নামাজ লজ্জাহীনতা ও পাপ থেকে বিরত রাখে।) তা নামাজ প্রতিষ্ঠা করার উপরই নির্ভরশীল। নামাজের আদবসমূহের যখন কোনো রকম ত্রুটি-বিচ্যুতি ঘটে তখন ফতোয়ার দিক দিয়ে তার সে নামাজকে জায়েজ বলা হলেও ত্রুটির পরিমাণ হিসেবে নামাজের বরকত ও কল্যাণে পার্থক্য দেখা দিবে। কোনো কোনো অবস্থায় তার বরকত বা কল্যাণ থেকে সম্পূর্ণভাবে বঞ্চিত হতে হবে।

পঞ্চম বৈশিষ্ট্য আল্লাহর রাহে ব্যয় করা : মর্দে মুমিনের পঞ্চম বৈশিষ্ট্য প্রসঙ্গে বলা হয়েছে যে, আল্লাহ তাকে যে রিজিক দান করেছেন, তা থেকে আল্লাহর রাহে খরচ করবে। আল্লাহর রাহে এই ব্যয় করার অর্থ ব্যাপক। এতে শরিয়ত নির্ধারিত যাকাত ফেতরা প্রভৃতি নফল দান-খয়রাতসহ মেনমানদারি, বড়দের কিংবা বন্ধুবান্ধবের প্রতি কৃত আর্থিক সাহায্য-সহায়তা প্রভৃতি সব করমের দান খয়রাতই অন্তর্ভুক্ত।

https://e-ilm.weebly.com/

মর্দে মুমিনের এই পাঁচটি বৈশিষ্ট্য বর্ণনা করার পর বলা হয়েছে أُولَٰئِكَ هُمُ الْمُؤْمِنُونَ حَقًّا অর্থাৎ এমনসব লোকই হলো সত্যিকার মুমিন যাদের ভিতর ও বাহির এক রকম এবং মুখ ও অন্তর ঐক্যবদ্ধ। অন্যথা যাদের মধ্যে এ সমস্ত বৈশিষ্ট্য অবর্তমান, তারা মুখে أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلٰهَ إِلَّا اللّٰهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَّسُولُ اللّٰهِ বললেও তাদের অন্তরে না থকে তাওহীদের রং আর না থাকে রাসূলের আনুগত্য। তাদের কার্যধারা তাদের কথাকে প্রত্যাখ্যান করে। কাজেই এ আয়াতে এই ইঙ্গিত দেওয়া হয়েছে যে, প্রত্যেক সত্যেরই একটি তাৎপর্য থাকে। তা যখন অর্জিত হয় না, তখন সত্যটিও লাভ হয় না।

কোনো এক ব্যক্তি হযরত হাসান বসরী (র.)-এর নিকট জিজ্ঞেস করেছিল যে, হে আবূ সাঈদ! আপনি কি মুমিন? তখন তিনি বললেন, ভাই ঈমান দু'প্রকার। তোমার পশ্নের উদ্দেশ্য যদি এই হয়ে থাকে যে, আমি আল্লাহ তাঁর ফেরেশতাগণ, কিতাবসমূহ ও রাসূলগণের উপর এবং বেহেশত দোজখ কেয়ামত ও হিসাব কিতাবের উপর বিশ্বাস রাখি কি না? তাহলে তার উত্তর এই যে, নিশ্চয়ই আমি মুমিন। পক্ষান্তরে সূরা আনফলের আয়াতে যে মুমিনে কামেল বা পরিপুর্ণ মুমিনের কথা বলা হয়েছে তোমার প্রশ্নের উদ্দেশ্য যদি এই হয় আমি তেমন মুমিন কি না? তাহলে আমি তা কিছুই জানি না যে, আমি তার অন্তর্ভুক্ত কিনা। সূরা আনফালের আয়াত বলতে সে আয়াতগুলেই উদ্দেশ্য যা আপনারা এইমাত্র শুনলেন।

আয়াতগুলোতে সত্যিকার মুমিনের গুণ বৈশিষ্ট্য ও লক্ষণাদি বর্ণনা করার পর বলা হয়েছে لَهُمْ دَرَجٰتٌ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَمَغْفِرَةٌ وَّرِزْقٌ كَرِيْمٌ এতে মুমিনদের জন্য তিনটি বিয়য়ের ওয়াদা করা হয়েছে। ১. সুউচ্চ মর্যাদা, ২. মাগফেরাত বা ক্ষমা এবং ৩.সম্মানজনকক রিজিক।

তাফসীরে বাহরে মুহীতে উল্লেখ রয়েছে যে, এর পূর্ববর্তী আয়াতে মুমিনদের যে গুণ-বৈশিষ্ট্যের কথা বলা হয়েছে সেগুলো তিন রকম– ১. সেসব বৈশিষ্ট্য যার সম্পর্ক অন্তর ও অভ্যন্তরের সাথে। যেমন ইমান খোদাভীতি আল্লাহর উপর ভরসা বা নির্ভরশীলতা, ২. যার সম্পর্ক দৈহিক কার্যকলাপের সাথে। যেমন নামাজ, রোজা প্রভৃতি ৩. যার সম্পর্ক ধনসম্পদের সাথে। যেমন আল্লাহর পথে ব্যয় কর।

এ তিনটি বৈশিষ্ট্যের প্রেক্ষিতে তিনিটি পুরস্কারের কথা বলা হয়েছে। আত্মিক গুণাবলরি জন্য 'সুউচ্চ মার্যাদা'। সে সমস্ত আমল বা জকাজ কর্মের জন্য 'মাগফেরাত' ক্ষমা যেগুলোর সম্পর্ক মানুষের দেহের সাথে। যেমন নামাজ, রোজা প্রভৃতি। হাদীসে উল্লেখ রয়েছে যে, রিজিক এর ওয়াদা দেওয়া হয়েছে আল্লাহর রাহে ব্যয় করার জন্য। মুমিন এ পথে যা ব্যয় করবে, আখেরাতে সে তদপেক্ষা বহু উত্তম ও বেশি প্রাপ্ত হবে।

সূরার শুরুতে বর্ণনা করা হয়েছে যে, সুরা আনফালের অধিকাংশ বিষয়টিই হলো কাফের মুশরিকদের আজাব ও প্রতিশোধ এবং মুসলমানদের প্রতি অনুগ্রহ ও পুরস্কার সম্পর্কিত। এতে উভয়পক্ষের জন্যই শিক্ষা ও উপদেশমূলক বিষয় এবং বিধি বিধান বর্ণিত হয়েছে। আর এসব বিষয়ের মধ্যে সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ বিষয়টি ছিল বদর যুদ্ধ। এতে বিপুল আয়োজন, সংখ্যাধিক গুরুত্বপুর্ণ বিষয়টি ছিল বদর যুদ্ধ। এতে বিপুল আয়োজন, সংখ্যাধিক্য ও প্রচুর শক্তি সত্ত্বেও মুশরিকরা জান মালের বিপুল ক্ষতিসহ পরাজয় বরণ করেছে। পক্ষান্তরে মুসলমানরা সর্বপ্রকার স্বল্পতা সত্ত্বেও বিজয়ের গৌরব অর্জন করেছেন।

বদর যুদ্ধের সময় কোনো কোনো মুসলমান জিহাদের অভিযান পছন্দ করছিলেন না, কিন্তু আল্লাহ তা'আলার বিশেষ ফরমানের সাহায্যে রাসূলে কারীম ﷺ-কে জিহাদাভিযানের নির্দেশ দিলে তারাও তাতে অংশগ্রহণ করেন যারা ইতঃপূর্বে বিষয়টিকে পছন্দ করছেলেন। এর বিষয়টি বর্ণনা করতে গিয়ে কুরআন করীম এমনসব শব্দ প্রয়োগ করেছে, যেগুলো বিভিন্নভাবে প্রণিধানযোগ্য।

আয়াতটিতে আরজ করা হয়েছে كَمَا أَخْرَجَكَ رَبُّكَ বাক্য দিয়ে। এতে كَمَا এমন একটি বাক্যাংশ যা তুলনা বা উদাহরণ দিতে গিয়ে প্রয়োগ করা হয়। অতএব, লক্ষ্য করার বিষয় যে, এখানে কিসের সাথে কিসের তুলনা করা হচ্ছে। তাফসীরকার মনীষীবৃন্দ এর বিভিণ্ন বিশ্লেষণ করেছেন। তাতে বহুবিধ সম্ভাবত রয়েছে।

১. এই তুলনার উদ্দেশ্য এই যে, যেভাবে বদর যুদ্ধে হস্তগত গনিমতের মালামতাল বণ্টন করার সময় সাহাবায়ে কেরাম (রা.) -এর মাঝে পারস্পরিক কিছুটা মতবিরোধ হয়েছিল এবং পরে আল্লাহ তা'আলার নির্দেশ মোতাবেক সবাই মহানবী ﷺ-এর হুকুমের প্রতি আনুগত্য করেন এবং তাঁর বরকত ও শুভ পরিণতিসমূহ দেখতে পান, তেমনিভাবে এ জিহাদের প্রারম্ভে কারো পক্ষ থেকে তা অপছন্দ করা হলেও পরে আল্লাহ তা'আলার নির্দেশ অনুযায়ী সবাই আনুগত্য প্রদর্শন করে এবং তার শুভফল ও উত্তম পরণতি দেখতে পায়। এ বিশ্লষণকে ফাররা ও মুবাররাদ নাহবীদ্বয়ের সাথে সম্পৃক্ত করা হয়েছে। তাছাড়া বয়ানুল কুরআনেও এ বিশ্লেষণকেই অগ্রাধিকার দেওয়া হয়েছে।

https://e-ilm.weebly.com/

২. এমন সম্ভাবনাও হতে পারে যে, বিগত আয়াতসমূহে সত্যিকার মুমিনগণের জন্য আখেরাতে সুউচ্চ মর্যাদা ক্ষমা ও সম্মানজনক রুজি দানের প্রতিশ্রুতি দেওয়া হয়েছিল। অতঃপর এ আয়াতগুলোতে সে সমস্ত প্রতিশ্রুতি যদিও এখনই চোখে পড়ে না, কিন্তু বদর যুদ্ধে আল্লাহ তা'আলার পক্ষ থেকে বিজয় ও সাহায্যের যে প্রতিশ্রুতি প্রত্যক্ষ করা গেছে তা থেকে শিক্ষা গ্রহণ কর এবং দৃঢ়ভাবে একথা বিশ্বাস কর যে, এ পৃথিবীতেই যেভাবে ওয়াদা বাস্তবায়িত হয়েছে তেমনিভাবে আখেরাতের ওয়াদাও অবশ্যই বাস্তবায়িত হবে। -[কুরতুবী]

৩. এমনও সম্ভাবনা রয়েছে যা আবু হাইয়্যান (র.) মুফাসসেরীনদের উক্তি উদ্ধৃত করার পর লিখেছেন যে, এ সমস্ত উক্তির যে কোনোটির উপরেও আমার পরিপূর্ণ আস্থা ছিল না। একদিন আমি এ আয়াতটির বিষয় চিন্তা করতে করতে ঘুমিয়ে পড়লে স্বপ্নে দেখলাম, আমি কোথাও যাচ্ছি এবং আমার সাথে অন্য একটি লোক রয়েছে। আমি সে লোকটির সাথে এ আয়াতের ব্যাপারে তর্ক বিতর্ক করতে গিয়ে বললাম আমি কখনোও এমন জটিলতার সম্মুখীন হয়নি, যেমনটি এ আয়াতের ব্যাপারে হয়েছি। আমার মনে হচ্ছে, যেন এখানে কোনো একটি শব্দ উহ্য রয়ে গেছে তারপর হঠাৎ স্বপ্নের মাঝেই আমার মনে পড়ে গেল যে, এখানে نَصَرَكَ (নাসারাকা) শব্দটি উহ্য রয়েছে। বিষয়টি আমারও বেশ মনঃপূত ও পছন্দ হলো এবং যার সাথে তর্ক করছিলাম সেও পছন্দ করলো। ঘুম থেকে জাগার পর পুনরায় বিষয়টি নিয়ে আমি ভাবতে লাগলাম। তাতে আমার মনের সন্দেহ বা প্রশ্ন দূর হয়ে গেল। কারণ এ ক্ষেত্রে كَمَا শব্দটির ব্যবহার উদাহরণ ব্যক্ত করার জন্য থাকে না; রবং কারণ বিশ্লেষণাত্মক হয়ে দাড়ায়। আর তখন আয়াতের অর্থ দাঁড়ায় এই যে, বদর যুদ্ধের সময় মহান পরওয়ারদেগার আল্লাহ তা'আলার পক্ষ থেকেই যে বিশেষ সাহায্য সহায়তা নবী করীম ﷺ-এর প্রতি হয়েছিল তার কারণ ছিল এই যে, এই জিহাদে তিনি যা কিছু করেছিলেন তার কোনো কিছুই নিজের মতে করেননি; বরং সেসবই করেছিলেন প্রভুর নির্দেশে এবং খোদায়ী হুকুমের প্রেক্ষিতে। তাঁরই হুকুমে তিনি ঘর ছেড়ে বেরিয়েছিলেন। আল্লাহর আনুগত্যের ফলও তাই হওয়া উচিত এবং তাতেই আল্লাহর সাহায্য সহায়তা পাওয়া যায়।

যাহোক, আয়াতে বর্ণিত এই বাক্যটিতে উল্লিখিত তিনটি আর্থেরই সম্ভাবনা রয়েছে এবং তিনটিই যথার্থ বটে।

বস্তুত : اَخْرَجَكَ বাক্যের দ্বারা ইঙ্গিত করা হয়েছে যে, জিহাদের উদ্দেশ্যে মহানবী ﷺ-এর যাত্রা প্রকৃত প্রস্তাবে যেন আল্লাহ তা'আলারই যাত্রা ছিল যা হুজুরের মাধ্যমে বাস্তবতা লাভ করেছে বা প্রকাশ পেয়েছে।

এখানে এ বিষয়টিও লক্ষণীয় যে, এখানে اَخْرَجَكَ رَبُّكَ বলা হয়েছে যাতে আল্লাহর উল্লেখ এসেছে 'রব' গুণবাচক নামে। এতে ইঙ্গিত করা হয়েছে যে, তাঁর এ জিহাদ মাত্র ছিল পালনকর্তা ও লালনসুলভ গুণেরই দাবী, কারণ এতে অত্যাচারিত উৎপীড়িত মুসলমানদের জন্য বিজয় এবং অত্যাচারী, দাম্ভিক কাফেরদের জন্য আজাবের বিকাশই ছিল উদ্দেশ্য।

مِنْ بَيْتِكَ -এর অর্থ হলো- আপনার ঘর থেকে। অর্থাৎ আপনার পালনকর্তা আপনাকে আপনার ঘর থেকে বের করেছেন। অধিকাংশ তাফসীরকারের মতে এই 'ঘর' বলতে মদিনা তাইয়্যেবার ঘর কিংবা মদিনাকে বুঝানো হয়েছে। যেখানে হিজরতের পর তিনি অবস্থান করছিলেন। কারণ বদরের ঘটনাটি হিজরি দ্বিতীয় বর্ষে সংঘটিত হয়েছিল। এরই সঙ্গে بِالْحَقِّ শব্দ ব্যবহার করে বাতলে দেওয়া হয়েছে যে, এই সমুদয় বিষয়টিই সত্য ও ন্যায় প্রতিষ্ঠা এবং অন্যায় ও অসত্যকে প্রতিহত করার উদ্দেশ্যে অনুষ্ঠিত হয়েছে। অন্যান্য রাষ্ট্র বা সরকারের মতো রাজ্য বিস্তারের লোভ কিংবা রাজ্যবর্গের রাগ রোষের প্রেক্ষিতে ছিল না। আয়াতের শেষাংশে বলা হয়েছে- وَاِنَّ فَرِيْقًا مِّنَ الْمُؤْمِنِيْنَ لَكٰرِهُوْنَ অর্থাৎ মুসলমানদের কোনো একটি দল এ জিহাদ কঠিন মনে করছিল এবং পছন্দ করছিল না। সাহাবায়ে কেরামের মনে এই কঠিনতাবোধ কেমন করে এল, সেকথা উপলব্ধি করার জন্য এবং পরবর্তী অন্যান্য আয়াতগুলো যথাযথভাবে বুঝার জন্য প্রথম গযওয়ায়ে বদরের প্রাথমিক অবস্থা ও কারণগুলো জেনে নেওয়া প্রয়োজন।

ইবনে আকাবাহ ও ইবনে আমরের বর্ণনা অনুসারে ঘটনাটি ছিল এই যে, রাসূলে কারীম ﷺ -এর নিকট মীনায় এ সংবাদ এসে পৌছে যে, আবূ সুফিয়ান একটি বাণিজ্যিক কাফেলাসহ বাণিজ্যিক পণ্য সামগ্রী নিয়ে সিরিয়া থেকে মক্কার দিকে যাচ্ছে। আর এই বাণিজ্যে মক্কার সমস্ত কুরাইশ অংশীদার। ইবনে আকাবার বর্ণনা অনুযায়ী মক্কায় এমন কোনো কুরাইশ নারী বা পুরুষ ছিল না যার অংশ এ বাণিজ্যে ছিল না। কারো কাছে এক সিকাল (সাড়ে চার মাশা) পরিমাণ সোনা থাকলে সেও তা এতে নিজের অংশ হিসাবে লাগিয়েছিল। এই কাফেলার মোট পুঁজি সম্পর্কে ইবনে আকাবার বর্ণনা হচ্ছে এই যে, তা পঞ্চাশ হাজার দিনার ছিল। দিনার হলো একটি স্বর্ণমুদ্রা যার ওজন সাড়ে চার মাশা। স্বর্ণের দর অনুযায়ী এর মূল্য হয়, বায়ান্ন টাকা এবং গোটা পুঁজির মূল্য হয় ছাব্বিশ লক্ষ টাকা। আর তাও আজকের নয়; বরং চৌদ্দ শত বছর পূর্বেকার

https://e-ilm.weebly.com/

ছাব্বিশ লক্ষ যা বর্তমান চাব্বিশ কোটি অপেক্ষাও অনেক গুণ বেশি হতে পাারে। এই বাণিজ্যিক কাফেলার রক্ষণাবেক্ষণ এবং ব্যবসার জন্য সত্তর জন কুরাইশ যুবক ও সর্দার এর সাথে ছিল। এতে প্রতীয়মান হয় যে, পকৃতপক্ষে এই বাণিজ্য কাফেলাটি ছিল কুরাইশদের একটি বাণিজ্য কোম্পানী।

ইবনে আব্বাস (রা.) প্রমুখের রেওয়ায়েত মতে বগভী (র.) উল্লেখ করেছেন যে, এই কাফেলার অন্তর্ভুক্ত ছিলেন কুরাইশদের চল্লিশ জন ঘোড়সওয়ার সর্দার যাদের মধ্যে আমর ইবনুল আস, মাখরামাহ ইবনে নাওফেল বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। তাছাড়া একথাও সবাই জানত যে, কুরাইশদের এই বাণিজ্য এবং বানিজ্যিক এই পুঁজিই ছির সবচেয়ে বেড় শক্তি। এরই ভরসায় তারা রাসূলে কারীম (সা.) ও তাঁর সঙ্গী সাথীদেরকে উৎপীড়ন করে মক্কা ছেড়ে যেতে বাধ্য করেছিল। সে কারণেই রাসূল ﷺ যখন সিরিয়া থেকে এই কাফেলা ফিরে আসার সংবাদ পেলেন, তখন তিনি স্থির করলেন যে, এখনই কাফেলার মোকাবিলা করে কুরাইশদের ক্ষমতাকে ভেঙ্গে দেওয়ার উপযুক্ত সময়। তিনি সহাবায়ে কেরামের সাথে এ বিষেয়ে পরামর্শ করলেন। তখন ছিল রমজানের মাস। যুদ্ধেরও কোনো পুর্বপ্রস্তুতি ছিল না। কাজেই কেউ কেউ সাহস ও শৌর্য প্রদর্শন করলেও অনেকে কিছুট দোদুল্যমানতা প্রকাশ করলেন। স্বয়ং রাসূল ﷺ ও সবার সাব্যস্ত করলেন না; বরং তিনি হুকুম করলেন, যাদের কাছে সওয়ারির ব্যবস্থা রয়েছে, তারা যেন আমাদের সাথে যুদ্ধ যাত্রা করেন। তাতে অনেকে যুদ্ধ যাত্রা থেকে বিরত থেকে যান। আর যারা যুদ্ধে যেতে ইচ্ছুক ছিলেন, কিন্তু তাদের সওয়ারী ছিল গ্রাম এলাকায়, তাঁরা গ্রাম থেকে সওয়ারী আনিয়ে পরে যুদ্ধে অংশগ্রহণের অনুমতি চাইলেন, কিন্তু এতটা অপেক্ষা করার মতো সময় তখন ছিল না। তাই নির্দেশ হলো, যাদের নিকট এ মুহূর্তে সওয়ারী উপস্থিত রয়েছে এবং জিহাদে যেতে চান, শুধু তাঁরাই যাবেন। বাইরে থেকে সওয়ারী আনিয়ে নেবার মতো সময় এখন নেই। কাজেই রাসূল ﷺ-এর সাথে যেতে আগ্রহীদের মধ্যেও অল্পই তৈরী হতে পারলেন।

বস্তুত যারা এই জিহাদে অংশগ্রহণের আদৌ ইচ্ছাই করেনি, তার কারণও ছিল তা এই যে, মহানবী ﷺ এতে অংশগ্রহণ করা সবার জন্য ওয়াজিব বা অপরিহার্য সাব্যস্ত করেননি। তাছাড়া তাদের মনে এ বিশ্বাসও ছিল যে, এটা একটি বাণিজ্যিক কাফেলা মাত্র, কোনো যুদ্ধবাহিনী নয় যার মোকাবিলা করার জন্য রাসূলে কারীম ﷺ এবং তাঁর সঙ্গীদেরকে খুব বেশি পরিমাণ সৈন্য কিংবা মুজাহেদীনের প্রয়োজন পড়তে পারে। কাজেই সাহাবায়ে কেরামরে এক বিরাট অংশ এতে অংশগ্রহণ করেননি।

মহানবী ﷺ 'বি'রে সুকইয়া' নামক স্থানে পৌছে যখন কায়েস ইবনে সা'দ আদ (রা.)-কে সৈন্য গণনা করার নির্দেশ দেন, তখন তিনি তা গুণে নিয়ে জানান তিন'শ তের জন রয়েছে। মহানবী ﷺ এ কথা শুনে আনন্দিত হয়ে বললেন, তালুতের সৈন্য সংখ্যাও তাই ছিল। কাজেই লক্ষণ শুভ। বিজয় ও কৃতকার্যতারই রক্ষণ বটে। সাহাবায়ে কেরামের সাথে মোট উট ছিল সত্তরটি। প্রতি তিন জনের জন্য একটি, যাতে তারা পালাক্রমে সওয়ারী করেছিলেন। স্বয়ং রাসূলে করীম ﷺ-এর সাথে অপর দুজন একটি উটের অংশীদার ছিলেন। তাঁরা ছিলেন হযরত আবূ লুবাবা ও হযরত আলী (রা.)। যখন রাসূল ﷺ-এর পায়ে হেঁটে চলার পালা আসত, তখন তারা বলতেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আপনি উটের উপরেই থাকুন, আপনার পরিবর্তে আমরা হেঁটে চলব। তাতে রাহমাতুল্লিল আলামীনের পক্ষ থেকে উত্তর আসত না, তোমরা আমার চাইতে বেশি বলিষ্ঠ, আর না আখেরাতের ছওয়াবে আমার প্রয়োজন নেই যে, আমার বলিষ্ঠ, আর না আখোরতের ছওয়াবের সুযোগটি তোমাদেরকে দিয়ে দেব। সুতরাং নিজের পালা এলে মহানবী ﷺ ও পায়ে হেঁটে চলতেন।

অপরদিকে সিরিয়ার বিখ্যাত স্থান 'আইনে যোরকায়' পৌছে এক ব্যাক্তি কোরায়েশ কাফেলার নেতা আবূ সুফিয়ানকে এ সংবাদ দিল যে, রাসূলে করীম (সা.) তদের এ কাফেলার অপেক্ষা করেছেন। তিনি এর পশ্চাদ্ধাবন করবেন। আবূ সুফিয়ান সতকর্তা মুলক ব্যবস্থা অবলম্বন করল। যখন কাফেলাটি হেজাযের সীমানায় পৌছাল, তখন বিচক্ষণ ও কর্মক্ষম জনৈক দমদম ইবনে ওমরকে কুড়ি মেসকাল সোনা অর্থাৎ প্রায় দু'হাজার টাকা মজুরি দিয়ে এ ব্যাপারে রাজি করাল যে, সে একটি দুতগামী উষ্ট্রীতে চড়ে যথাশীঘ্রই মক্কা মুকাররামায় গিয়ে এ সংবাদটি পৌছে দিবে যে, তাদের কাফেলা সাহাবায়ে কেরামের আক্রমণ আশঙ্কার সম্মুখীন হয়েছে।

দমদম ইবনে ওমর সেকালের বিশেষ রীতি অনুযায়ী আশঙ্কার ঘোষণা দেওয়ার উদ্দেশ্যে তার উষ্ট্রীর নাক কান কেটে এবং নিজের পরিধেয় পোশাকের সামনে পেছনে ছিঁড়ে ফেলল এবং হাওদাটি উলে। এভাবে উষ্ট্রীর পিঠে বসিয়ে দেল। এটি ছিল সেকালের ঘোর বিপদের চিহ্ন যখন সে এভাবে মক্কায় এসে ঢুকল, তখন; গোটা মক্কা নগরীতে এক হৈচে পড়ে গেল, সাজ

https://e-ilm.weebly.com/

সাজ রব উঠলছ। সমস্ত কুরাইশ প্রতিরোধের জন্য তৈরি হয়ে গেল। যারা এ যুদ্ধে যেতে পারল, নিজেই অংশগ্রহণ করল। আর যারা কোনো কারণে অপারগ ছিল, তারা অন্য কাউকে নিজের স্থলাভিষিক্ত করে যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত করল। এভাবে মাত্র তিন দিনের মধ্যে সমগ্র কুরাইশ বাহিনী পরিপূর্ণ সাজ সরঞ্জাম নিয়ে যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হয়ে গেল।

তাদের মধ্যে যারা এ যুদ্ধে অংশগ্রহণে গড়িমসি করত, তাদেরক তার সন্দেহের দৃষ্টিতে দেখত এবং মুসলমানদের সমর্থক বলে মনে করত। কাজেই এ ধরনের লোকদের তারা বিশেষভাবে যুদ্ধে অংশগ্রহণে বাধ্য করেছিল। যারা প্রকাশ্যভাবে মুসলমান ছিলেন এবং কোনো অসুবিধার দরুন তখনও হিজরত করতে না পেরে মক্কাতে অবস্থান করছিলেন, তাদেরকেও এ যুদ্ধে অংশগ্রহণে বাধ্য করা হয়েছিল। এ সমস্ত অসহায় লোকদের মধ্যে মহানবী ﷺ-এর পিতৃব্য হযরত আব্বাস (রা.) এবং আবূ তালেবের দুই পুত্র তালেব ও আকীলও ছিলেন।

যাহোক এভাবে সব মিলিয়ে এই বাহিনীতে এক হাজার জওয়ান দুইশ ঘোড়া ছয়শ বর্মধারী এবং সারী গায়িকা বাঁদী দিল তাদের বাদ্যযন্ত্রাদিসহ বদর অভিমুখে রওয়ানা হলো। প্রত্যেক মঞ্জিলে তাদের খাবার জন্য দশটি করে উট জবাই করা হতো।

অপরদিকে রাসূলে কারীম ﷺ শুধুমাত্র একটি বাণিজ্যিক কাফেলার মোকাবিলা করার অনুপাতে প্রস্তুতি নিয়ে ১২ই রমজান শনিবার মদিনা তাইয়্যেবা থেকে রওয়ানা হন এবং কয়েক মঞ্জিল অতিক্রম করার পর বদরের নিকট এসে পৌছে দুজন সাহাবীকে আবু সুফিয়ানের কাফেলার সংবাদ নিয়ে আসার জন্য পাঠিয়ে দেন। –[তাফসীরে মাযহারী]

সংবাদবাহকরা ফিরে এসে জানালেন যে, আবূ সুফিয়ানের কাফেলা মহানবীর পশ্চাদ্ধাবনের সংবাদ জানতে পেরে নদীর তীর ধরে অতিক্রম করে চলে গেছে। আর কুরাইশরা তাদেব রক্ষণাবেক্ষণ ও মুসলমানদের সাথে মোকাবিলা করার জন্য মক্কা থেকে এক হাজার সৈন্যের এক বাহিনী নিয়ে এগিয়ে আসছে। –[ইবনে কাছীর]

বলাবাহুল্য' এ সংবাদে অবস্থার মোড় পাল্টে গেল তখন রাসূলে কারীম ﷺ সঙ্গী সাহাবীগণের সাথে পরামর্শ করলেন যে, আগত এ বাহিনীর সাথে যুদ্ধ করা হবে কিনা। হযরত আবূ আইয়ূব আনসারী ও অন্যান্য কতিপয় সাহাবী নিবেদন করলেন, তাদের মোকাবিলা করার মতো শক্তি আমাদের নেই। তাছাড়া আমরা এমন কোনো উদ্দেশ্য নিয়েও আসিনি। তখন হযরত সিদ্দীকে আকবর (রা.) উঠে দাঁড়ালেন এবং তেমনিভাবে নির্দেশ পালনের জন্য নিজেকে নিবেদন করলেন। তারপর হযরত ফারূকে আযম (রা.) উঠে দাঁড়ালেন এবং তেমনিভাবে নির্দেশ পালন ও জিহাদের জন্য প্রস্তুতির কথা প্রকাশ করলেন। অতঃপর মেকদাদ (রা.) উঠে নিবেদন করলেন: "ইয়া রাসূলাল্লাহ! আল্লাহর পক্ষ থেকে আপনি যে ফরমান পেয়েছেন, তা জারি করে দিন, আমরা আপনার সাথে রয়েছি। আল্লাহর কসম! আমরা আপনাকে এমন উত্তর দেব না, যা বনী ইসরাঈলরা দিয়েছিল হযরত মুসা (আ.)-কে। তারা বলেছিল– فَاذْهَبْ أَنتَ وَرَبُّكَ فَقَاتِلَا إِنَّا هَاهُنَا قَاعِدُونَ অর্থাৎ 'যান, আপনি ও আপনার রব (পালনকর্তা) গিয়ে লড়াই করুন, আমরা তো এখানে বসে থাকলাম।' সে সত্তার কসম, যিনি আপনাকে সত্য ধর্ম দিয়ে পাঠিয়েছেন, আপনি যদি আমাদের আবিসিনিয়ার নামক স্থান নিয়ে যান, তবুও আমরা জিহাদ করার জন্য আপনার সাথে যাব"।

মহানবী ﷺ হযরত মেকদাদের কথা শুনে অত্যন্ত আনন্দিত হন এবং দোয়া করেন। কিন্তু তখনও আনসারগণের পক্ষ থেকে সহযোগিতার কোনো সাড়া পাওয়া যাচ্ছিল না আর এমন একটা সম্ভাবনাও ছিল যে, রাসূলে কারীম ﷺ-এর সাথে আনসারগণের যে সহযোগিতা চুক্তি সম্পাদিত হয়েছিল যেহেতু তা ছিল মদিনার অভ্যন্তরের জন্য সেহেতু তারা মদিনার বাইরে সাহায্য-সহায়তার ব্যাপারে বাধ্যও ছিলেন না। সুতরাং মহানবী ﷺ সভাসদকে লক্ষ্য করে বললেন, বন্ধুগণ! তোমরা আমাকে পরামর্শ দাও যে, আমরা এই জিহাদে মদিনার বাইরে এগিয়ে যাব কিনা? এই সম্বোধণের মূল লক্ষ্য ছিলেন আনসারগণ। হযরত সা'দ ইবনে মো'আয আনসারী (রা.) হুজুর ﷺ -এর উদ্দেশ্য বুঝতে পেরে নিবেদন করলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আপনি কি আমাদেরকে জিজ্ঞেস করছেন? তিনি বললেন হ্যাঁ, তখন সা'দ ইবনে মো'আয (রা.) বললেন, "ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমরা আপনার উপর ঈমান এনেছি এবং সাক্ষ্য দান করেছি যে, আপনি যা কিছু বলেন তা সত্য। আমরা এ প্রতিশ্রুতি দিয়েছি যে, যে কোনো অবস্থায় আপনার আনুগত্য করব। অতএব, আপনি আল্লাহর পক্ষ থেকে যে ফরমান লাভ করেছেন, তা জারি করে দিন। সে সত্তার কসম! যিনি আপনাকে দীনে হক দিয়ে পাঠিয়েছেন আপনি যদি আমাদেরকে সমুদ্রে নিয়ে যান, তবে আমরা আপনার সাথে তাতেই ঝাঁপিয়ে পড়ব। আমাদের মধ্য থেকে কোনো একটি লোকও আপনার কাছ থেকে সরে যাবেন না। আপনি যদি কালই আমাদেরকে শত্রুর সম্মুখীন করে দেন, তবুও আমাদের

https://e-ilm.weebly.com/

মনে এতটুকু ক্ষোভ থাকবে না। আমরা আশা করি আল্লাহ তা'আলা আমাদের কর্মের মাধ্যমে এমন বিষয় প্রত্যক্ষ করবেন, যা দেখে আপনার চোখ জুড়িয়ে যাবে। আল্লাহর নামে আমাদেরকে যেখানে ইচ্ছা নিয়ে যান।" এ বক্তব্য শুনে রাসূলুল্লাহ (সা.) অত্যন্ত খুশী হলেন এবং স্বীয় কাফেলাকে হুকুম করলেন আল্লাহর নামে এগিয়ে যাও। সাথে সাথে এ সুসংবাদও শোনালেন যে, আমাদের আল্লাহ রাব্বুল আলামীন ওয়াদা করেছেন যে, এ দুটি দলের মধ্যে একটির উপর আমাদের ভয় হবে। দু'ই দল বলতে একটি হলো আবূ সুফিয়ানের বাণিজ্যিক কাফেলাআর অপরটি হলো মক্কা থেকে আগত সৈন্যদল। অতঃপর তিনি ইরশাদ করলেন আল্লাহর কসম আমি যেন মুশরিকদের বধ্যভূমি স্বচক্ষে দেখছি। –[এ সমুদয় ঘটনা তাফসীরে ইবনে কাছীর এবং মাযহারী থেকে উদ্ধৃত]

وَإِنَّ فَرِيقًا مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ لَكَارِهُونَ অর্থাৎ মুসলমানদের একটি দল এই জিহাদকে কঠিন মনে করছিল বলে যে উক্তি করা হয়েছে, তাতে পরামর্শকালে সাহাবায়ে কেরামের পক্ষ থেকে জিহাদের ব্যাপারে যে দুর্বলতা প্রকাশ পেয়েছিল, সেদিকেই ইঙ্গিত করা হয়েছে।

আর এ ঘটনারই বিশ্লেষণ ব্যক্ত হয়েছে পরবর্তী يُجَادِلُونَكَ فِي الْحَقِّ بَعْدَمَا تَبَيَّنَ كَأَنَّمَا يُسَاقُونَ إِلَى الْمَوْتِ وَهُمْ يَنظُرُونَ আয়াতে।
অর্থাৎ এরা আপনার সাথে সত্যের ব্যাপারে বিতর্ক ও বিরোধ করেছে যেন তাদেরকে মৃত্যুর দিকে টেনে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে, যা তারা স্বচক্ষে প্রত্যক্ষ করেছে।

সাহাবায়ে কেরাম যদিও কোনো রকম নির্দেশ লঙ্ঘন করেননি; বরং পরামর্শের উত্তরে নিজেদের দুর্বলতা ও ভীরুতা প্রকাশ করেছিলেন, কিন্তু রাসূলের সহচরদের কাছ থেকে এহেন মত প্রকাশও তাদের সুউচ্চ মর্যাদার প্রেক্ষিতে আল্লাহর পছন্দ ছিল না।, কাজেই অসন্তোষের ভাষায়ই তা বিবৃত করা হয়েছে।

শব্দ বিশ্লেষণ

اَلْاَنْفَالِ : শব্দটি বহুবচন, একবচন نَفْلٌ অর্থ– বিনাযুদ্ধে লব্ধ সম্পদ।

اَطِيْعُوْا : সীগাহ جمع مذكر حاضر বহছ امر حاضر معروف বাব اِفْعَالٌ মাসদার اَلْاِطَاعَةُ মূলবর্ণ (ط ـ و ـ ع) জিনস صحيح অর্থ– তোমরা অনুসরণ কর।

تُلِيَتْ : সীগাহ واحد مؤنث غائب বহছ اثبات فعل ماضى مجهول বাব نَصَرَ মাসদার اَلتِّلَاوَةُ মূলবর্ণ (ت ـ ل ـ و) জিনস ناقص واوى অর্থ– তাকে তেলাওয়াত করা হয়, তাকে পাঠ করা হয়।

يُسَاقُوْنَ : সীগাহ جمع مذكر غائب বহছ اثبات فعل فعل مضارع مجهول বাব نَصَرَ মাসদার اَلسَّوْقُ মূলবর্ণ (س ـ و ـ ق) জিনসে اجوف واوى অর্থ– তারা চালিত হচ্ছে, তাদেরকে হাঁকিয়ে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে।

تَوَدُّوْنَ : সীগাহ جمع مذكر حاضر বহছ اثبات فعل مضارع معروف বাব سَمِعَ মাসদার اَلْمَوَدَّةُ মূলবর্ণ (و ـ د ـ ى) জিনস لفيف مفروق অর্থ– তোমরা চাচ্ছ, তোমরা কামনা করছিলে।

اَلشَّوْكَةُ : শব্দটি একবচন, বহুবচন شَوْكَاتٌ অর্থ– কাটা, কন্টক।

دَابِرٌ : শব্দটি একবচন, বহুবচন دَوَابِرُ অর্থ– মূল, প্রত্যেক জিনিসের শেষাংশ।

https://e-ilm.weebly.com/

https://e-ilm.weebly.com/

اِذْ تَسْتَغِيْثُوْنَ رَبَّكُمْ فَاسْتَجَابَ لَكُمْ اَنِّيْ مُمِدُّكُمْ بِاَلْفٍ مِّنَ الْمَلٰٓئِكَةِ مُرْدِفِيْنَ ﴿٩﴾

অনুবাদ : (৯) সেই সময়টি [-ও] স্মরণ কর, যখন তোমরা নিজ প্রতিপালকের সমীপে ফরিয়াদ করছিলে, তৎপর আল্লাহ তোমাদের [ফরিয়াদ]-কে কবুল করলেন যে, আমি তোমাদেরকে এক হাজার ফেরেশতা দ্বারা সাহায্য করব, যারা ক্রমান্বয়ে চলে আসবে।

وَمَا جَعَلَهُ اللّٰهُ اِلَّا بُشْرٰى وَلِتَطْمَئِنَّ بِهٖ قُلُوْبُكُمْ ۚ وَمَا النَّصْرُ اِلَّا مِنْ عِنْدِ اللّٰهِ ؕ اِنَّ اللّٰهَ عَزِيْزٌ حَكِيْمٌ ﴿١٠﴾

(১০) আর আল্লাহ এই সাহায্য কেবল খোশ-খবরির জন্য করেছিলেন, আর যেন তোমাদের অন্তরসমূহ শান্ত হয়ে যায়, আর সাহায্য কেবল আল্লাহরই পক্ষ হতে হয়, তিনি জবরদস্ত হেকমতওয়ালা।

اِذْ يُغَشِّيْكُمُ النُّعَاسَ اَمَنَةً مِّنْهُ وَيُنَزِّلُ عَلَيْكُمْ مِّنَ السَّمَآءِ مَآءً لِّيُطَهِّرَكُمْ بِهٖ وَيُذْهِبَ عَنْكُمْ رِجْزَ الشَّيْطٰنِ وَلِيَرْبِطَ عَلٰى قُلُوْبِكُمْ وَيُثَبِّتَ بِهِ الْاَقْدَامَ ﴿١١﴾

(১১) সেই সময়কে স্মরণ কর, যখন আল্লাহ তোমাদেরকে স্বীয় সন্নিধান হতে শান্তি প্রদানের জন্য তন্দ্রাচ্ছন্ন করছিলেন, আর তোমাদের উপর আসমান হতে পানি বর্ষণ করছিলেন যেন সেই পানি দ্বারা তোমাদেরকে পবিত্র করে দেন, আর তোমাদের থেকে শয়তানের ওয়াসওয়াসা দূরীভূত করে দেন এবং তোমাদের অন্তরসমূহকে দৃঢ় করে দেন, আর যেন তোমাদের পদসমূহকে স্থিতিশীল করে দেন।

اِذْ يُوْحِيْ رَبُّكَ اِلَى الْمَلٰٓئِكَةِ اَنِّيْ مَعَكُمْ فَثَبِّتُوا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا ؕ سَاُلْقِيْ فِيْ قُلُوْبِ الَّذِيْنَ كَفَرُوا الرُّعْبَ

(১২) সেই সময়টি স্মরণ করুন, যখন আপনার পরওয়ারদেগার ফেরেশতাদেরকে আদেশ দিচ্ছিলেন যে, আমি তোমাদের সঙ্গে আছি, সুতরাং তোমরা ঈমানদারদের সাহস বাড়াও, আমি সত্বরই কাফেরদের অন্তরসমূহে আতঙ্ক বিস্তার করে দিচ্ছি,

শাব্দিক অনুবাদ

(৯) اِذْ تَسْتَغِيْثُوْنَ رَبَّكُمْ সেই সময়টি [-ও] স্মরণ কর, যখন তোমরা নিজ প্রতিপালকের সমীপে ফরিয়াদ করছিলে فَاسْتَجَابَ لَكُمْ তৎপর আল্লাহ তোমাদের [ফরিয়াদ]-কে কবুল করলেন যে اَنِّيْ مُمِدُّكُمْ بِاَلْفٍ مِّنَ الْمَلٰٓئِكَةِ আমি তোমাদেরকে এক হাজার ফেরেশতা দ্বারা সাহায্য করব مُرْدِفِيْنَ যারা ক্রমান্বয়ে চলে আসবে

(১০) وَمَا جَعَلَهُ اللّٰهُ اِلَّا بُشْرٰى আর আল্লাহ এই সাহায্য কেবল খোশ-খবরির জন্য করেছিলেন وَلِتَطْمَئِنَّ بِهٖ قُلُوْبُكُمْ আর যেন তোমাদের অন্তরসমূহ শান্ত হয়ে যায় وَمَا النَّصْرُ اِلَّا مِنْ عِنْدِ اللّٰهِ আর সাহায্য কেবল আল্লাহরই পক্ষ হতে হয় اِنَّ اللّٰهَ عَزِيْزٌ حَكِيْمٌ তিনি জবরদস্ত হেকমতওয়ালা।

(১১) اِذْ يُغَشِّيْكُمُ النُّعَاسَ اَمَنَةً مِّنْهُ সেই সময়কে স্মরণ কর, যখন আল্লাহ তোমাদেরকে স্বীয় সন্নিধান হতে শান্তি প্রদানের জন্য তন্দ্রাচ্ছন্ন করতেছিলেন وَيُنَزِّلُ عَلَيْكُمْ আর তোমাদের উপর বর্ষণ করছিলেন مِّنَ السَّمَآءِ مَآءً আসমান হতে পানি لِّيُطَهِّرَكُمْ بِهٖ যেন সেই পানি দ্বারা তোমাদেরকে পবিত্র করে দেন وَيُذْهِبَ عَنْكُمْ আর তোমাদের থেকে দূরীভূত করে দেন رِجْزَ الشَّيْطٰنِ শয়তানের ওয়াসওয়াসা وَلِيَرْبِطَ عَلٰى قُلُوْبِكُمْ এবং তোমাদের অন্তরসমূহকে দৃঢ় করে দেন وَيُثَبِّتَ بِهِ الْاَقْدَامَ, আর যেন তোমাদের পদসমূহকে স্থিতিশীল করে দেন।

(১২) اِذْ يُوْحِيْ رَبُّكَ اِلَى الْمَلٰٓئِكَةِ সেই সময়টি স্মরণ করুন, যখন আপনার পরওয়ারদেগার ফেরেশতাদেরকে আদেশ দিচ্ছিলেন যে اَنِّيْ مَعَكُمْ আমি তোমাদের সঙ্গে আছি فَثَبِّتُوا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا সুতরাং তোমরা ঈমানদারদের সাহস বাড়াও سَاُلْقِيْ আমি সত্বরই বিস্তার করে দিচ্ছি فِيْ قُلُوْبِ الَّذِيْنَ كَفَرُوا কাফেরদের অন্তরসমূহে الرُّعْبَ আতঙ্ক

অনুবাদ	আয়াত
অনুবাদ : অতএব, তোমরা [কাফেরদের] গর্দানসমূহের উপর আঘাত হান, আর আঘাত কর তাদের অঙ্গুলিসমূহের প্রত্যেক জোড়ায় জোড়ায়।	فَاضْرِبُوْا فَوْقَ الْاَعْنَاقِ وَاضْرِبُوْا مِنْهُمْ كُلَّ بَنَانٍ (١٢)
(১৩) এটা এই অপরাধের শাস্তি যে, তারা আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের বিরুদ্ধাচরণ করেছে, আর যারা আল্লাহ ও আল্লাহর রাসূলের বিরুদ্ধাচরণ করে, তবে আল্লাহ তা'আলা তাদেরকে কঠোর শাস্তি প্রদান করেন।	ذٰلِكَ بِاَنَّهُمْ شَآقُّوا اللّٰهَ وَرَسُوْلَهٗ ۚ وَمَنْ يُّشَاقِقِ اللّٰهَ وَرَسُوْلَهٗ فَاِنَّ اللّٰهَ شَدِيْدُ الْعِقَابِ (١٣)
(১৪) অতএব, এই শাস্তির স্বাদ আস্বাদন কর, আর জেনে রাখ যে, কাফেরদেরই জন্য দোজখের আজাব নির্ধারিত রয়েছে।	ذٰلِكُمْ فَذُوْقُوْهُ وَاَنَّ لِلْكٰفِرِيْنَ عَذَابَ النَّارِ (١٤)
(১৫) হে ঈমানদারগণ! যখন তোমরা কাফেরদের সাথে মুখোমুখি যুদ্ধে লিপ্ত হও, তখন তাদের দিকে পিঠ ফিরায়ো না।	يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْۤا اِذَا لَقِيْتُمُ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا زَحْفًا فَلَا تُوَلُّوْهُمُ الْاَدْبَارَ (١٥)
(১৬) আর সেই সময়ে যে ব্যক্তি তাদের দিকে পৃষ্ঠ প্রদর্শন করবে, কিন্তু হ্যাঁ, যে ব্যক্তি যুদ্ধের জন্য কৌশল অবলম্বন করে কিংবা যে ব্যক্তি স্বদলের নিকট আশ্রয় নিতে আসে তার কথা স্বতন্ত্র, এতদ্ব্যতীত আর যে ব্যক্তি এরূপ করবে, সে আল্লাহর গজবে পতিত হবে এবং তার ঠিকানা হবে দোজখ, আর তা অতিশয় মন্দ আবাসস্থল।	وَمَنْ يُّوَلِّهِمْ يَوْمَئِذٍ دُبُرَهٗۤ اِلَّا مُتَحَرِّفًا لِّقِتَالٍ اَوْ مُتَحَيِّزًا اِلٰى فِئَةٍ فَقَدْ بَآءَ بِغَضَبٍ مِّنَ اللّٰهِ وَمَاْوٰىهُ جَهَنَّمُ ؕ وَبِئْسَ الْمَصِيْرُ (١٦)

শাব্দিক অনুবাদ

فَاضْرِبُوْا فَوْقَ الْاَعْنَاقِ অতএব, তোমরা [কাফেরদের] গর্দানসমূহের উপর আঘাত হান وَاضْرِبُوْا مِنْهُمْ كُلَّ بَنَانٍ আর আঘাত কর তাদের অঙ্গুলিসমূহের প্রত্যেক জোড়ায় জোড়ায়।

(১৩) ذٰلِكَ এটা এই অপরাধের শাস্তি যে بِاَنَّهُمْ شَآقُّوا اللّٰهَ وَرَسُوْلَهٗ তারা আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের বিরুদ্ধাচরণ করেছে وَمَنْ يُّشَاقِقِ اللّٰهَ وَرَسُوْلَهٗ আর যারা আল্লাহ ও আল্লাহর রাসূলের বিরুদ্ধাচরণ করে فَاِنَّ اللّٰهَ شَدِيْدُ الْعِقَابِ তবে আল্লাহ তা'আলা তাদেরকে কঠোর শাস্তি প্রদান করেন।

(১৪) ذٰلِكُمْ فَذُوْقُوْهُ অতএব, এই শাস্তির স্বাদ আস্বাদন কর وَاَنَّ لِلْكٰفِرِيْنَ عَذَابَ النَّارِ আর জেনে রাখ যে, কাফেরদেরই জন্য দোজখের আজাব নির্ধারিত রয়েছে।

(১৫) يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْۤا হে ঈমানদারগণ! اِذَا لَقِيْتُمُ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا زَحْفًا যখন তোমরা কাফেরদের সাথে মুখোমুখি যুদ্ধে লিপ্ত হও فَلَا تُوَلُّوْهُمُ الْاَدْبَارَ তখন তাদের দিকে পিঠ ফিরায়ো না।

(১৬) وَمَنْ يُّوَلِّهِمْ يَوْمَئِذٍ دُبُرَهٗۤ আর সেই সময়ে যে ব্যক্তি তাদের দিকে পৃষ্ঠ প্রদর্শন করবে اِلَّا কিন্তু হ্যাঁ مُتَحَرِّفًا لِّقِتَالٍ যে ব্যক্তি যুদ্ধের জন্য কৌশল অবলম্বন করে مُتَحَرِّفًا لِّقِتَالٍ কিংবা যে ব্যক্তি স্বদলের নিকট আশ্রয় নিতে আসে তার কথা স্বতন্ত্র فَقَدْ بَآءَ بِغَضَبٍ مِّنَ اللّٰهِ এতদ্ব্যতীত আর যে ব্যক্তি এরূপ করবে সে আল্লাহর গজবে পতিত হবে وَمَاْوٰىهُ جَهَنَّمُ এবং তার ঠিকানা হবে দোজখ وَبِئْسَ الْمَصِيْرُ আর তা অতিশয় মন্দ আবাসস্থল।

https://e-ilm.weebly.com/

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

(৯) قوله إِذْ تَسْتَغِيثُونَ رَبَّكُمْ فَاسْتَجَابَ لَكُمْ أَنِّي مُمِدُّكُمْ الخ **আয়াতের শানে নুযূল :** ইমাম আহমদ, মুসলিম, আবূ দাউদ ও তিরমিযী প্রমুখ হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) -এর বরাত দিয়ে হযরত ওমর (রা.) কর্তৃক বর্ণিত এক হাদীস বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেন, বদর অভিযান করে রাসূল ﷺ সাহাবীগণের প্রতি লক্ষ্য করে যখন দেখতে পেলেন তারা হলেন তিন শতের কিছু উর্ধ্বে। মুশরিক ও কাফেরদের প্রতি লক্ষ্য করে দেখতে পেলেন যে, তার হলো হাজার হতে কিছু উর্ধ্বে নবী ﷺ তৎক্ষণাৎ কিবলামুখী হয়ে বসে পড়লেন অতঃপর দুহাত আল্লাহর দরবারে উঠিয়ে তদীয় রবের দরবারে আওয়াজ করে কাঁদতে আরম্ভ করেন এরূপভাবে যে, হে আল্লাহ! তুমি আমাকে যে প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলে তা আমকে দাও। হে আল্লাহ! তুমি যদি মুসলমানদের এ জামাতকে ধ্বংস করে দাও, তাহলে ভূপৃষ্ঠে তোমার উপাসনা করা হবে না। তিনি এমনভাবে তাঁর রবের সমীপে কিবলামূখী হয়ে দুহাত প্রশারিত করে আওয়াজ করে কাঁদতে থাকেন। এমনকি পরিধেয় চাদর পড়ে গেল। অতঃপর হযরত আবূ বকর (রা.) এসে চাদর মুবারক তুলে তাঁর কাঁধে রেখে পিছন দিক থেকে জড়িয়ে ধরে বলেন, হে আল্লাহর নবী! আপনার রবের সাথে এ মুনাজিরা যথেষ্ট। আল্লাহ আপনাকে যে প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন, তা অবশ্যই পূর্ণ করে দিবেন। এ অবস্থায় পরিপ্রেক্ষিতে আল্লাহ তা'আলা আলোচ্য আয়াত নাজিল করেন। –[রূহুল মা'আনী-১৭৩/৯/৫, ইবনে কাছীর-২৯৬/২, কুরতুবী-৩২৫/৭]

(১১) قوله إِذْ يُغَشِّيكُمُ النُّعَاسَ أَمَنَةً مِنْهُ وَيُنَزِّلُ عَلَيْكُمْ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً الخ **আয়াতের শানে নুযূল :** বদর যুদ্ধের প্রথম রাত তিনশত তেরোজন নিরস্ত্র মুসলমান কাফেরদের প্রায় এক হাজার সশস্ত্র বাহিনীর সাথে মোকাবিলা করার জন্য প্রস্তুতি নিয়েছিলেন। দেখা গেল যুদ্ধক্ষেত্রের উপযুক্ত স্থানটি কুরাইশ বাহিনীর দখলে। পক্ষান্তরে নিম্নাঞ্চল, তাও বালুময় এলাকা, যাতে চলাফেরাও কষ্টকর সে স্থানটি পড়ল মুসলমানদের ভাগে। স্বাভাবিকভাবে যুদ্ধের পেরেশানী, দুশ্চিন্তা ও দুর্ভাবনা সবার মধ্যে নিহিত ছিল। কারো কারো মনে শয়তান এমন ধারণাও সঞ্চার করেছিল যে, তোমরা নিজেদেরকে ন্যায়ের উপর প্রতিষ্ঠিত বলে দাবি করো এবং এখনও আরাম ও স্বস্তি করার পরিবর্তে তাহাজ্জুদের নামাজে লিপ্ত রয়েছে 'থচ সবদিক দিয়েই শত্রুরা তোমাদের উপর বিজয়ী এবং ভালো অবস্থায় রয়েছে। এমনি অবস্থায় আল্লাহ মুসলমানদের উপর এক বিশেষ ধরণের তন্দ্রা চাপিয়ে দিলেন, যুদ্ধ অবস্থায়ই ঘুম আসাটা আল্লাহর পক্ষ হতে শান্তি ও স্বস্তির লক্ষণ। এ রাতেই আরও যে নিয়ামতটি প্রাপ্ত হয়েছিলেন। তা ছিল বৃষ্টি, এর কারণে চলাফেরা করা ছিল দুষ্কর। বৃষ্টি এভাবে অল্প হয়, যাতে সমস্ত বালুকে বসিয়ে দিয়ে মাঠকে অতি সমতল ও আরামদায়ক করে দেওয়া হয়। আলোচ্য আয়াতে আল্লাহ তা'আলা উল্লিখিত দু'টি নিদ্রা ও বৃষ্টি নিয়ামতের কথা স্মরণ করে দিয়েছে।

সূরা আনফালের শুরু থেকেই আল্লাহ তা'আলার সে সমস্ত নিয়ামতের আলোচনা চলছে যা তাঁর অনুগত বান্দাদের প্রতি প্রদত্ত হয়েছে। গযওয়ায়ে বদরের ঘটনাগুলোও সে ধারারই কয়েকটি বিষয়। গযওয়ায়ে বদরে যেসব নিয়ামত আল্লাহ তা'আলার তরফ থেকে দান করা হয়েছে তার প্রথমটি ছিল এ যুদ্ধের জন্য মুসলমানদের যাত্রা করা যা كَمَا أَخْرَجَكَ رَبُّكَ আয়াতের বিবৃত হয়েছে। দ্বিতীয় নিয়ামত হলো ফেরেশতাদের মাধ্যমে সাহায্য করার ওয়াদা যা وَإِذْ يَعِدُكُمُ اللَّهُ আয়াতে ব্যক্ত হয়েছে। আর তৃতীয় নিয়ামত দোয়ার মঞ্জুরী ও সাহায্যের ওয়াদা পূরণ। আর তারই আলোচনা করা হয়েছে– إِذْ تَسْتَغِيثُونَ رَبَّكُمْ আয়াতে। উল্লিখিত আয়াতসমূহের প্রথমটিতে রয়েছে চতুর্থ দানের আলোচনা। তাতে মুসলমানদের জন্য দু'ট নিয়ামতের কথা বলা হয়েছে। একটি হলো সবার উপর তন্দ্রা নেমে আসার ফলে ক্লান্তি-শ্রান্তি বিদূরিত হয়ে যাওয়া এবং দ্বিতীয়টি হলো বৃষ্টির মাধ্যমে তাদের জন্য পানির ব্যবস্থা করে দেওয়া এবং যুদ্ধক্ষেত্রটিকে তাদের জন্য সমতল আর শত্রুদের জন্য কাদাপূর্ণ করে দেওয়া।

এ ঘটনার বিস্তারিত বিবরণ এই যে, কুফর ও ইসলামের সর্ব প্রথম এই সফর যখন অবশ্যম্ভাবী হয়ে পড়ে, তখন মক্কার কাফের বাহিনী প্রথমে সেখানে পৌঁছে গিয়ে এমন জায়গায় অবস্থান নিয়ে নেয় যা উপরের দিকে ছিল। পানি ছিল তাদের নিকটে। পক্ষান্তরে মহানবী ﷺ ও সাহাবায়ে কেরাম সেখানে পৌঁছলে তাদেরকে অবস্থান গ্রহণ করতে হয় নিম্নাঞ্চলে। কুরআনে কারীম এই যুদ্ধক্ষেত্রের নকশা সূরার বিয়াল্লিশতম আয়াতে এভাবে বিবৃত করেছে– إِذْ أَنْتُمْ بِالْعُدْوَةِ الدُّنْيَا وَهُمْ بِالْعُدْوَةِ الْقُصْوَى সবিস্তার বিশ্লেষণ পরবর্তীতে করা হবে।

https://e-ilm.weebly.com/

যেখানে পৌঁছার পর রাসূলে করীম ﷺ প্রথম অবস্থান গ্রহণ করেন, সে স্থানের সাথে পরিচিত হযরত হোবাব ইবনে মুনযির (রা.) স্থানটিকে যুদ্ধের জন্য অনুপযোগী বিবেচনা করে নিবেদন কররেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! যে জায়গাটি আপনি গ্রহণ করেছেন, তা কি আপনি আল্লাহ তা'আলার নির্দেশে গ্রহণ করেছেন, যাতে আমদের কিছু বলার কোনো অধিকার নেই, নাকি শুধুমাত্র নিজের মতে ও অন্যান্য কল্যাণ বিবেচনায় বেছে নিয়েছেন?

রাসূলে কারীম ﷺ বললেন, না এটা আল্লাহর নির্দেশ নয়; এতে পরিবর্তনও করা যেতে পারে। তখন হোবাব ইবনে মুনযির (রা.) নিবেদন করলেন, তাহলে এখান থেকে এগিয়ে গিয়ে মক্কী সর্দারদের বাহিনীর নিকটবর্তী একটি পানিপুর্ণ স্থান রয়েছে, সেটি অধিকার করাই হবে উত্তম। মহানবী ﷺ তাঁর এ পরামর্শ গ্রহণ করেন এবং সেখানে পৌঁছে পানির উপর কাজ করে নেন। একটি হাউজ বানিয়ে তাতে পানির সঞ্চয় গড়ে তোলেন।

এ বিষয়ে নিশ্চিত হওয়ার পর হযরত সা'দ ইবনে মো'আয (রা.) নিবেদন করেন, ইয়া রাসুলাল্লাহ! আমরা আপনার জন্য কোনো একটি সুরক্ষিত স্থানে একটি সামিয়ানা টাঙ্গিয়ে দিতে চাই। সেখানে আপনি অবস্থান করবেন এবং আপনার সওয়ারিগুলোও আপনার কাছেই থাকবে।

এর উদ্দেশ্য এই যে, আমরা শত্রুর বিরুদ্ধে জিহাদ করব। আল্লাহর যদি আমাদেরকে বিজয় দান করেন, তবে তো এটাই উদ্দেশ্য । আর যদি খোদানাখাস্তা অন্য কোনো অবস্থার উদ্ভব হয়ে যায়, তাহলে পানি আপনার সওয়ারীতে সওয়ার হয়ে সে সমস্ত সাহাবায়ে কেরামের সাথে গিয়ে মিলবেন, যারা মদিনা তাইয়্যেবায় রয়ে গেছেন। কারণ, আমার ধারণা, তাঁরাও একান্ত জীবন উৎসর্গকারী এবং আপনার সাথে মহব্বতের ক্ষেত্রে তাঁরাও আমাদের চাইতে কোনো অংশে কম নয়। আপনার মদিনা থেকে বেরিয়ে আসার সময় তাঁরা যদি একথা জানতেন যে, আপনাকে এহেন মুসজ্জিত বাহিনরি সাথে যুদ্ধে লিপ্ত হতে হবে। তাহলে তাদের একজনও পিছনে থাকতেন না। আপনি মদিনায় গিয়ে পৌঁছলে তাঁরা হবেন আপনার সহকর্মী। মহানবী ﷺ তার এই বরোচিত প্রস্তবনার প্রেক্ষিতে দোয়া করলেন এবং তাঁর জন্য একটি সংক্ষিপ্ত সামিয়ানার ব্যবস্থা করে দেওয়া হলো। তাতে মহানবী ﷺ এবং সিদ্দীকে আকবর (রা.) ছাড়া আর কেউ ছিলেন না। হযরত মো'আয (রা.) তাঁদের হেফাজতের জন্য তরবারি হাতে দরজায় দাঁড়িয়ে ছিলেন।

যুদ্ধের প্রথম রাত। তিনশ' তেরোজন নিরস্ত্র লোকের মোকাবিলা নিজেদের চাইতে তিন গুণ অর্থাৎ প্রায় এক হাজার লোকের এক বাহিনীর সাথে। যুদ্ধক্ষেত্রের উপযুক্ত স্থানটিও ওদের দখলে। পক্ষান্তরে নিম্নাঞ্চল, তাও বালুময় এলাকা, যাতে চলাফেরাও কষ্টকর, সেটি পড়ল মুসলমানদের ভাগে। স্বাভাবিকভাবেই পেরেশানি চিন্তা দুর্ভাবনা সবারই মধ্যে ছিল; কারো কারো মনে শয়তান এমন ধারণাও সঞ্চার করেছিল যে, তোমরা নিজেদেরকে ন্যায়ের উপর প্রতিষ্ঠিত বলে দাবি কর এবং এখনও আরাম করার পরিবর্তে তাহাজ্জুদের নামাজে ব্যাপৃত রয়েছে। অথচ সবদিক দিয়েই শত্রুরা তোমাদের উপর বিজয়ী এবং ভালো অবস্থায় রয়েছে। এমনি অবস্থায় আল্লাহ তা'আলা মুসলমানদের উপর এক বিশেষ ধরণের তন্দ্রা চাপিয়ে দিলেন। তাতে ঘুমানোর কোনো প্রবৃত্তি থাক বা নাই থাক জবরদাস্তি সবাইকে ঘুম পাড়িয়ে দিলেন।

হাফেযে হাদীস আবু ইয়া'লা উদ্ধৃত করেছেন যে, হযরত আলী (রা.) বলেছেন, বদর যুদ্ধের এই রাতে কেউ ছিল না, যে ঘুমায়নি শুধু রাসূলে কারীম ﷺ সারা রাত জেগে থেকে ভোর পর্যন্ত তাহাজ্জুদের নামাজে নিয়েজিত থাকেন।

ইবনে কাছীর বিশুদ্ধ সনদসহজ উদ্ধৃত করেছেন যে, রাসূলে কারীম ﷺ এ রাতে যখন স্বীয় 'আরীশ' অর্থাৎ সামিয়ানার নীচে তাহাজ্জুদ নামাজে নিয়েজিত ছিলেন তখন তাঁর ছোখেও সামান্য নিদ্রা এসে গিয়েছিল, কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে তিনি হাসতে হাসতে জেগে উঠে বলেন হে আবু বকর! সুসংবাদ শোন, এই যে, হযরত জিবরাঈল (আ.) টিলার কাছে দাঁড়িয়ে আছেন। একথা বলতে বলতে তিনি سَيُهْزَمُ الْجَمْعُ وَيُوَلُّونَ الدُّبُرَ আয়াতটি পড়তে পড়তে সামিয়ানার বাইরে বেরিয়ে এলেন। আয়াতের অর্থ এই যে, শীঘ্রই শত্রুপক্ষ পরাজিত হয়ে যাবে এবং পশ্চাদপসরণ করে পালিয়ে যাবে। কোনো কোনো রেওয়ায়েতে আছে যে, তিনি সামিয়ানার বাইরে এসে বিভিন্ন জায়গার প্রতি ইশারা করে বললেন, এটা আবূ জাহলের হত্যা স্থান, এটা অমুকের; সেটা অমুকের। অতঃপর ঘটনা তেমনিভাবে ঘটতে থাকে। –[তাফসীরে মাযহারী] আর বদর যুদ্ধে যেমন ক্লান্তি পরিশ্রান্তি দূর করে দেওয়ার জন্য আল্লাহ তা'আলা সমস্ত সাহাবায়ে কেরামরে উপর এক বিশেষ ধরনের তন্দ্রালুতা চাপিয়ে দিয়েছিলেন, তেমনি ঘটনা ঘটেছিল ওহুদ যুদ্ধের ক্ষেত্রেও।

https://e-ilm.weebly.com/

সুফিয়ান ছওরী (রা.) হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা.) -এর রেওয়ায়েতক্রমে উদ্ধৃত করেছেন যে, যুদ্ধাবস্থায় ঘুম আসাটা আল্লাহর পক্ষ থেকে শান্তি ও স্বস্তির লক্ষণ, আর নামাজের সময় ঘুম আসাটা শয়তানের পক্ষ থেকে। –[ইবনে কাছীর]

এ রাতে মুসলমানগণ দ্বিতীয় যে নিয়ামতটি প্রাপ্ত হয়েছিলেন, তা ছিল বৃষ্টি। এর ফলে গোটা সমরাঙ্গণের চেহারাই পাল্টে যায়। কুরাইশ সৈন্যরা যে জায়গাটি দখল করেছিল তাতে বৃষ্টি হয় খুবই তীব্র এবং সারা মাঠ জুড়ে কাদা হয়ে গিয়ে চলাচলই দুষ্কর হয়ে পড়ে। পক্ষান্তরে যেখানে মহানবী ﷺ ও সাহাবায়ে কেরাম অবস্থান করেছিলেন, সেখানে বালুর কারণে চলাচল করা ছিল দুষ্কর। বৃষ্টি এখানে অল্প হয়। যাতে সমস্ত বালুকে বসিয়ে দিয়ে মাঠকে অতি সমতল ও আরামদায়ক করে দেওয়া হয়।

উল্লিখিত আয়াতে এ দুটি নিয়ামতের কথাই বলা হয়েছে– ১. নিদ্রা ও ২. বৃষ্টি, যাতে গোটা মাঠের রূপই বদলে যায় এবং দুর্বলচিত্ত ব্যক্তিদের মন থেকে সে সমস্ত শয়তানি ওসওয়াসা ধুয়ে মুছে যায় যে, আমরা ন্যায়ের উপর প্রতিষ্ঠিত থাকা সত্ত্বেও পারাজিত ও পতিত বলে মনে হচ্ছে, অথচ শত্রুরা অন্যায়ের উপর থেকেও শক্তি সামর্থ্য ও শান্তিপূর্ণ অবস্থায় রয়েছে।

উল্লিখিত আয়াতে বলা হয়েছে যে, সে সময়ের কথা স্মরণ কর, যখন আল্লাহ তোমাদের উপর তন্দ্রাচ্ছন্নতা চাপিয়ে দিচ্ছিলেন তোমাদেরক প্রশান্তি দান করার জন্য আর তোমাদের উপর পানি বর্ষণ করেছিলেন, যেন তোমাদের পবিত্র করে দেন এবং যেন তোমাদের মন থেকে শয়তানি ওসওয়াসা দূর করে দেন। আর যেন তোমাদরে মনকে সুদৃঢ় করেন এবং তোমাদেরকে দৃঢ়পদ করেন।

দ্বিতীয় আয়াতে পঞ্চম নিয়ামতের উল্লেখ করা হয়েছে, যা বদরের সমরাঙ্গণে মুসলমানদের দেওয়া হয়েছে। তাহলো এই যে, আল্লাহ তা'আলা যেসব ফেরেশতাকে মুসলমানদের সাহায্যের জন্য পাঠিয়েছিলেন তাঁদের সম্বোধন করে বলা হয়েছে, আমি এখনই তাদের মনে ভীতির সঞ্চার করে দিচ্ছি। বস্তুত কাফেরদের গর্দানের উপর অস্ত্রের আঘাত হানে: তাদের হত্যা কর দলে দলে।

এভাবে ফেরেশতাদেরকে দুটি কাজের দায়িত্ব অর্পণ করা হয়। প্রথমত মুসলমানদের সাহস বৃদ্ধি করবে। এ কাজটি ফেরেশতাগণ কর্তৃক মুসলমানদের সঙ্গে যুদ্ধক্ষেত্রে উপস্থিত হয়ে দলবৃদ্ধি করে কিংবা তাঁদের শে মিলে যুদ্ধ করার মাধ্যমেও হতে পারে এবং নিজেদের বৈক্ষমাত প্রয়োগের মাধ্যমে মুসলমানদের অন্তরসমূহকে সুদৃঢ় ও শক্তিশালী করাও হতে পারে। যাহোক তাঁদের উপর দ্বিতীয় দায়িত্ব অর্পণ করা হয় যে, ফেরেশতাগেণ নিজেরাও যুদ্ধে অংশগ্রহণ করবেন এবং কাফেরদের উপর আক্রমণও করবেন। সুতরাং এ আয়াতের দ্বারা একথাই প্রতীয়মান হয় যে, ফেরেশাতাগণ উভয় দায়িত্বই যথাযথ সম্পাদন করেছেন। মুসলমানদের মনে দৈবক্ষমতা প্রয়োগক্রমে তাদের সাহস ও বল বৃদ্ধিও করেছেন এবং যুদ্ধেও অংশগ্রহণ করেছন। তদুপরি বিষয়টির সমর্থন কতিপয় হাদীসের বর্ণনার দ্বারাও হয়, যো তাফসীরে দুররে মানসুর ও মাযহারীতে সবিস্তারে বিধৃত হয়েছে। তাতে ফেরেশাতাদের যুদ্ধ সম্পর্কে সাহাবায়ে কেরামের চাক্ষুস সাক্ষ্য-প্রমাণও বর্ণনা করো হয়েছে।

আলোচ্য তৃতীয় আয়াতে বলা হয়েছে যে, কুফর ও ইসলামের এ সম্মুখ সমরে যা কিছু ঘটেছে তার কারণ ছিল কুফফার কর্তৃক আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের বিরুদ্ধাচরণ। আর যে লোক আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের বিরুদ্ধাচরণ করে তার উপর আরোপিত হয় আল্লাহ তা'আলার সুকঠিন আযাব। এতে বুঝা যাচ্ছে যে, বদর যুদ্ধে একদিকে মুসলমানদের উপর নাজিল হয়েছে আল্লাহ তা'আলার নিয়ামতরাজি অপরদিকে কাফেরদের উপর মুসলমানদের মাধ্যমে আজাব নাজিল করে তাদেই অসদাচরণর যসামান্য শাস্তি দেওয়া হয়েছে। অবশ্য তার চেয়ে কঠিনর শাস্তি হবে আখেরাতে। আর তাই বলা হয়েছে চতুর্থ আয়াতে ذٰلِكُمْ فَذُوْقُوْهُ وَاَنَّ لِلْكٰفِرِيْنَ عَذَابَ النَّارِ অর্থাৎ এটা হলো আমার যৎসামান্য আজাব, এর আস্বাদ গ্রহণ কর এবং জেনে রাখ যে, এরপরেও কাফেরদের জন্য আরো আজাব আসবে, যা হবে অত্যান্ত কঠিন, দীর্ঘস্থায়ী ও কল্পনাতীত।

উল্লিখিত ১৫ ও ১৬নং আয়াতে زَحْفًا শব্দের মর্মার্থ হলো উভয় বাহিনীর মোকাবিলা ও মুখোমুখি সংঘর্ষ। অর্থাৎ এমনভাবে যুদ্ধ আরম্ভ হয়ে যাবার পর পশ্চাদপসরণ এবং যুদ্ধক্ষেত্র থেকে পালিয়ে যাওয়া মুসলমানদের জন্য জায়েজ নয়।

১৬ নং আয়াতে এই হুকুমের আওতা থেকে একটি অব্যাহতি এবং নাজায়েজ পন্থায় পলায়নকারীদের সুকঠিন আজাবের বিষয় বর্ণনা করা হয়েছে।

https://e-ilm.weebly.com/

দুটি অবস্থার ক্ষেত্রে অব্যাহতি রয়েছে– إِلَّا مُتَحَرِّفًا لِقِتَالٍ أَوْ مُتَحَيِّزًا إِلَى فِئَةٍ অর্থাৎ যুদ্ধাবস্থায় পশ্চাদপসরণ করা দুই অবস্থায় জায়েজ। প্রথমত যুদ্ধক্ষেত্র থেকে এ পশ্চাদপসরণ হবে শুধুমাত্র যুদ্ধের কৌশলস্বরূপ, শত্রুকে দেখাবার জন্য । প্রকৃতপক্ষে এতে যুদ্ধ ছেড়ে পালায়নের কোনোই উদ্দেশ্য থাকবেনা; বরং প্রতিপক্ষকে অসতর্কাবস্থায় ফেলে হঠাৎ আক্রমণ করাই থাকবে এর প্রকৃত উদ্দেশ্য। এটাই হলো ফেলে إِلَّا مُتَحَرِّفًا لِقِتَالٍ-এর অর্থ। কারণ تَحَرُّفٌ অর্থ হয় কোনো একদিকে ঝুঁকে পড়া। –[রূহুল মা'আনী]

দ্বিতীয়ত বিশেষ কোনো অবস্থা যাতে সম্মুখ থেকে পশ্চাদপসরণের অনুমতি রয়েছে, তা হলো এই যে, নিজেদের উপস্থিত মুজাহিদগণ অতিরিক্ত শক্তি অর্জন করে নিয়ে পুনরায় আক্রমণ করতে সমর্থ হয়। أَوْ مُتَحَيِّزًا إِلَى فِئَةٍ -এর অর্থ তাই। কারণ -এর আভিধানিক অর্ত হলো মিলিত হওয়া এবং فِئَةٌ অর্থ দল। কাজেই এর মর্মার্থ হচ্ছে এই যে, নিজেদের দলের সাথে মিলিত হয়ে শক্তি অর্জন করে নিয়ে পুনারায় আক্রমণ করার উদ্দেশ্যে সমারাঙ্গন থেকে পেছনের দিকে সরে আসলে তা জায়েয।

এই স্বতন্ত্রতার বর্ণনার পর সেসব লোকের শাস্তির কথা বলা হয়েছে, যারা এই স্বতন্ত্রাবস্থায় ছাড়াই অবৈধভাবে যুদ্ধক্ষেত্র ত্যাগ কছে কিংবা পশ্চাদপসরণ করেছে। ইরশাদ হয়েছে– فَقَدْ بَاءَ بِغَضَبٍ مِّنَ اللَّهِ وَمَأْوَاهُ جَهَنَّمُ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ অর্থাৎ যুদ্ধক্ষেত্র ছেড়ে যারা পারিয়ে যায় তারা আল্লাহ তা'আলার গজব নিয়ে ফিরে যায় এবং তাদের ঠিকানা হলো জাহান্নাম। আর সেটি হলো নিকৃষ্ট অবস্থান।

এ আয়াত দুটির দ্বারা এই নির্দেশ বুঝা যাচ্ছে যে, প্রতিপক্ষ সংখ্যা, শক্তি ও আড়ম্বরের দিক দিয়ে যত বেশিই হোক না কেন, মুসলমানদের জন্য তাদের মোকাবিলা থেকে পশ্চদপসারণ করা হারাম, দু'টি স্বতন্ত্র অবস্থা ব্যতীত। তা হলো এই যে, এই পশ্চাদপসরণ পলায়নের উদ্দেশ্য হবে না; বরং তা হবে পাঁয়তারা, পরিবর্তন কিংবা শক্তি অর্জনের মাধ্যমে পুরাক্রমণের উদ্দেশ্যে।

বদর যুদ্ধকালে যখন এ্র আয়াতগুলো নাজিল হয়, তখন এটাই ছিল সাধারণ হুকুম যে, নিজেদের সৈন্য সংখার সাথে প্রতিপক্ষের কোনো তুলনা করা না গেলেও পশ্চাদপসরণ কিংবা যুদ্ধক্ষেত্রে ছেড়ে যাওয়া জায়েয নয়। বদর যদ্ধের অবস্থাও ছিল তাই। মাত্র তিনশ' তেরো জনকে মোকাবিলা করতে হচ্ছিল তিন গুণ অর্থাৎ এক হাজারের অধিক সৈন্যের সাথে। তারপরে অবশ্য এই হুকুমটি শিথিল করার জন্য সূরা আনফালের ৬৫ ও ৬৬ তম আয়াত নাজিল করা হয়। ৬৫ তম আয়াতে বিশজন মুসলমানকে দু'শ কাফেরের সাথে এবং একশ' মুসলমানকে এক হাজার কাফেরের সাথে যুদ্ধ করার হুকুম দেওয়া হয়। তারপর ৬৬ তম আয়াত তা আরো শিথিল করার জন্য ও বিধান অবতীর্ণ হয়– اَلْآنَ خَفَّفَ عَنْكُمْ وَعَلِمَ أَنَّ فِيكُمْ ضَعْفًا فَإِنْ يَكُنْ مِّنْكُمْ مِّائَةٌ صَابِرَةٌ يَغْلِبُوا مِائَتَيْنِ অর্থাৎ এখন আল্লাহ তা'আলা তোমাদের জন্য সহজ করে দিয়েছেন এবং তোমাদের দুর্বলতার প্রেক্ষিতে এই বিধান জাহির করেছেন যে, দৃঢ়চিত্ত মুসলমান যদি একশ' হয় তবে তারা দু'শ' কাফেরের উপর জয়ী হতে পারবে। এতে ইঙ্গিত করে দেওয়া হয়েছে যে, নিজেদের দ্বিগুণ সংখ্যক প্রতিপক্ষের মোকাবলিায় মুসলমানদেরই জয়ী হওয়ার আশা করা যায়। কাজেই এমন ক্ষেত্রে পশ্চাদপসরণ করা জায়েয নয়। তবে প্রতিপক্ষের সংখ্যা যদি দ্বিগুণের বেশি হয়ে যায়। তাহলে সেক্ষেত্রে যুদ্ধক্ষেত্র ত্যাগ করা জায়েজ রয়েছে।

হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা.) বলেন, যে ব্যক্তি একা তিন ব্যক্তির মোকাবিলা থেকে পালিয়ে যায়, তা পালায়ন নয়। অবশ্য সে ব্যক্তি দুজনের মোকাবিলা থেকে পালায় সেই পলাতক বলে গণ্য হবে। অর্থাৎ সে কবীরা গুনাহে লিপ্ত হবে। –[রূহুল মা'আনী] এখন এই হুকুমই কেয়ামত পর্যন্ত বলবৎ থকবে।

অধিকাংশ উম্মত এবং চার ইমামের মতেও এটাই শরিয়তের নির্দেশ যে, প্রতিপক্ষের সংখ্যা যতক্ষণ না দ্বিগুণের বেশি হয়ে যায়, ততক্ষণ পর্যন্ত যুদ্ধক্ষেত্র ছেড়ে পালিয়ে যাওয়া হারাম ও গুনাহে কবীরা।

বুখারী ও মুসলিম শরীফে হযরত আবূ হুরায়রা (রা.) এর রেওয়ায়েতক্রমে উদ্ধৃত রয়েছে যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সাতটি বিষয়কে মানুষের জন্য মারাত্মক বলেছেন। সেগুলোর মধ্যে যুদ্ধক্ষেত্র থেকে পালিয়ে যাওয়া অন্তর্ভুক্ত। কাজেই গযওয়ায়ে হুনাইনের ঘটনায় সাহাবায়ে কেরামের প্রাথমিক পশ্চাদপসরণকে কুরআনে করীম একটি শয়তানি পদস্খলন বলে সাব্যস্ত করেছে, যা মহাপাপেরই দলিল। ইরশাদ হয়েছে– إِنَّمَا اسْتَزَلَّهُمُ الشَّيْطَانُ

https://e-ilm.weebly.com/

তাছাড়া তিরমিযী ও আবূ দাউদে হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে ওমর (রা.) -এর এক কাহিনী বর্ণিত রয়েছে যে, একবার তিনি যুদ্ধক্ষেত্র থেকে পালিয়ে মদিনা এসে আশ্রয় নেন এবং মহানবী ﷺ -এর দরবারে উপস্থিত হয়ে এই বলে অপরাধ স্বীকার করেন যে, আমরা যুদ্ধক্ষেত্র থেকে পলাতক অপরাধীতে পরিণত হয়ে পড়েছি। মহানবী ﷺ অসন্তোষ প্রকাশের পরিবর্তে তাঁকে সান্ত্বনা দান করলেন। বললেন- بَلْ اَنْتُمُ الْعَكَّارُوْنَ وَاَنَا فِئَتُكُمْ অর্থাৎ "তোমরা পালাতক নও ; বরং অতিরিক্ত শক্তি সঞ্চয় করে পুনর্বার আক্রমণকারী, আর আমি হলাম তোমাদের জন্য সে অতিরিক্ত শক্তি।" এতে মহানবী ﷺ এ বাস্তবতাকেই পরিষ্কার করে দিয়েছেন যে, তাঁদের পালিয়ে এসে মদিনায় আশ্রয় গ্রহণ সেই স্বাতন্ত্র্যের অন্তর্ভুক্ত যাতে অতিরিক্ত শক্তি সঞ্চয়ের উদ্দেশ্যে সমরাঙ্গণ ত্যাগ করার অনুমতি দেওয়া হয়েছে। হযতর আব্দুল্লাহ ইবনে ওমর (রা.) আল্লাহ তা'আলার ভয় ভীতি ও মহত্ত্ব জ্ঞানের যে সুউচ্চ স্তরে অধিষ্ঠিত ছিলেন তারই ভিত্তিতে তিনি এই বাহ্যিক পশ্চাদপসরণেরও ভীত সন্ত্রস্ত হয়ে পড়েছিলেন এবং সেজন্যই নিজের অপরাধী হিসেবে মহানবী ﷺ -এর খেদমতে উপস্থিত করছিলেন।

শব্দ বিশ্লেষণ

اِسْتَجَابَ : সীগাহ واحد مذكر غائب বহছ اثبات فعل ماضى معروف বাব اِسْتِفْعَالٌ মাসদার اَلْاِسْتِجَابُ মূলবর্ণ (ج . و . ب) জিনস اجوف واوى অর্থ-তিনি জওয়াব দিয়েছিলেন।

مُمِدٌّ : সীগাহ واحد مذكر বহছ اسم فاعل বাব اِفْعَالٌ মাসদার اَلْاِمْدَادُ অর্থ- (م . د . د) জিনস مضاعف ثلاثى অর্থ- সাহায্যকারী।

مُرْدِفِيْنَ : সীগাহ جمع مذكر বহছ اسم فاعل বাব اِفْعَالٌ মাসদার اَلْاِرْدَافُ মূলবর্ণ (ر . د . ف) জিনস صحيح অর্থ- ধারাবাহিকভাবে আগত, একের পর এক আগমনকারী।

بُشْرٰى : সীগাহ واحد مؤنث বহছ اسم تفضيل বাব سَمِعَ মাসদার اَلْبُشْرُ মূলবর্ণ (ب . ش . ر) জিনস صحيح অর্থ- শুভ-সংবাদ, সু-সংবাদ।

تَطْمَئِنَّ : সীগাহ واحد مؤنث غائب বহছ اثبات فعل مضارع معروف বাব اِفْعِيْعَالٌ মাসদার اَلْاِطْمِيْنَانُ মূলবর্ণ (ط . م . ن) জিনস صحيح অর্থ- সে প্রশান্তি লাভ করে।

اَلْاَعْنَاقُ : শব্দটি বহুবচন, একবচন عُنُقٌ অর্থ- গরদান, ঘাড়।

بَنَانٌ : শব্দটি বহুবচন, একবচন بَنَانَةٌ অর্থ- আঙ্গুলের অগ্রভাগ।

ذُوْقُوْا : সীগাহ جمع مذكر حاضر বহছ امر حاضر معروف বাব نَصَرَ মাসদার اَلذَّوْقُ মূলবর্ণ (ذ . و . ق) জিনস اجوف واوى অর্থ- তোমরা স্বাদ গ্রহণ কর।

لَاتُوَلُّوْا : সীগাহ جمع مذكر حاضر বহছ نهى حاضر معروف বাব تَفْعِيْلٌ মাসদার اَلتَّوْلِيَةُ মূলবর্ণ (و . ل . ى) জিনস لفيف مفروق অর্থ- তোমরা পৃষ্ঠপ্রদর্শন করো না।

اَدْبَارٌ : শব্দটি বহুবচন, একবচন دُبُرٌ অর্থ- পিঠ, পৃষ্ঠ।

https://e-ilm.weebly.com/

فَلَمْ تَقْتُلُوْهُمْ وَلٰكِنَّ اللّٰهَ قَتَلَهُمْ ۠ وَمَا رَمَيْتَ اِذْ رَمَيْتَ وَلٰكِنَّ اللّٰهَ رَمٰى ۚ وَلِيُبْلِيَ الْمُؤْمِنِيْنَ مِنْهُ بَلَآءً حَسَنًا ۭ اِنَّ اللّٰهَ سَمِيْعٌ عَلِيْمٌ (١٧)

অনুবাদ : (১৭) বস্তুতঃ তোমরা তাদেরকে নিহত করনি, পরন্তু আল্লাহ তাদেরকে নিহত করেছেন, আর আপনি [তাদের প্রতি] মৃত্তিকা-মুষ্টি নিক্ষেপ করেননি, পরন্তু আল্লাহ তা নিক্ষেপ করেছেন, আর যেন মুসলমানদেরকে স্বীয় সন্নিধান হতে উত্তম পুরস্কার প্রদান করেন, নিশ্চয় আল্লাহ অতিশয় শ্রবণকারী, মহাজ্ঞানী।

ذٰلِكُمْ وَاَنَّ اللّٰهَ مُوْهِنُ كَيْدِ الْكٰفِرِيْنَ (١٨)

(১৮) এই তো হলো একটি কথা, আর দ্বিতীয় কথা এই যে, আল্লাহর উদ্দেশ্যে ছিল কাফেরদের দুরভিসন্ধিকে শিথিল করে দেওয়া।

اِنْ تَسْتَفْتِحُوْا فَقَدْ جَآءَكُمُ الْفَتْحُ ۚ وَاِنْ تَنْتَهُوْا فَهُوَ خَيْرٌ لَّكُمْ ۚ وَاِنْ تَعُوْدُوْا نَعُدْ ۚ وَلَنْ تُغْنِيَ عَنْكُمْ فِئَتُكُمْ شَيْـًٔا وَّلَوْ كَثُرَتْ ۙ وَاَنَّ اللّٰهَ مَعَ الْمُؤْمِنِيْنَ (١٩) ع ٢/١٦

(১৯) [হে কাফেরগণ!] যদি তোমরা মীমাংসা চাও, তবে সেই মীমাংসা তো তোমাদের সম্মুখে এসে পৌঁছেছে, আর যদি বিরত থাক তবে এটা তোমাদের জন্য অতি উত্তম, আর যদি তোমরা পুনরায় ঐ কাজই কর, তবে আমিও আবার এই কাজই করব, আর তোমাদের দলবল, তোমাদের কোনোই কাজে আসবে না যদিও সংখ্যায় অধিক হয়, আর বাস্তব কথা এই যে, আল্লাহ ঈমানদারদের সঙ্গে আছেন।

يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْٓا اَطِيْعُوا اللّٰهَ وَرَسُوْلَهٗ وَلَا تَوَلَّوْا عَنْهُ وَاَنْتُمْ تَسْمَعُوْنَ (٢٠)

(২০) হে ঈমানদারগণ! তোমরা আল্লাহ তা'আলার আদেশ পালন কর আর তাঁর রাসূলের [-ও], আর সেই আদেশ পালনে বিমুখ হয়ো না, অথচ তোমরা তো শ্রবণ করেই থাক।

শাব্দিক অনুবাদ

(১৭) فَلَمْ تَقْتُلُوْهُمْ বস্তুতঃ তোমরা তাদেরকে নিহত করনি وَلٰكِنَّ اللّٰهَ قَتَلَهُمْ পরন্তু আল্লাহ তাদেরকে নিহত করেছেন وَمَا رَمَيْتَ اِذْ رَمَيْتَ আর আপনি [তাদের প্রতি] মৃত্তিকা-মুষ্টি নিক্ষেপ করেননি وَلٰكِنَّ اللّٰهَ رَمٰى পরন্তু আল্লাহ তা নিক্ষেপ করেছেন وَلِيُبْلِيَ الْمُؤْمِنِيْنَ مِنْهُ بَلَآءً حَسَنًا আর যেন মুসলমানদেরকে স্বীয় সন্নিধান হতে উত্তম পুরস্কার প্রদান করেন اِنَّ اللّٰهَ سَمِيْعٌ عَلِيْمٌ নিশ্চয় আল্লাহ অতিশয় শ্রবণকারী, মহাজ্ঞানী।

(১৮) ذٰلِكُمْ এই তো হলো একটি কথা وَاَنَّ اللّٰهَ مُوْهِنُ كَيْدِ الْكٰفِرِيْنَ আর দ্বিতীয় কথা এই যে, আল্লাহর উদ্দেশ্যে ছিল কাফেরদের দুরভিসন্ধিকে শিথিল করে দেওয়া।

(১৯) اِنْ تَسْتَفْتِحُوْا [হে কাফেরগণ!] যদি তোমরা মীমাংসা চাও فَقَدْ جَآءَكُمُ الْفَتْحُ তবে সেই মীমাংসা তো তোমাদের সম্মুখে এসে পৌঁছেছে وَاِنْ تَنْتَهُوْا আর যদি বিরত থাক فَهُوَ خَيْرٌ لَّكُمْ তবে এটা তোমাদের জন্য অতি উত্তম وَاِنْ تَعُوْدُوْا আর যদি তোমরা পুনরায় ঐ কাজই কর نَعُدْ তবে আমিও আবার এই কাজই করব وَلَنْ تُغْنِيَ عَنْكُمْ فِئَتُكُمْ شَيْـًٔا আর তোমাদের দলবল, তোমাদের কোনোই কাজে আসবে না وَّلَوْ كَثُرَتْ যদিও সংখ্যায় অধিক হয় وَاَنَّ اللّٰهَ مَعَ الْمُؤْمِنِيْنَ আর বাস্তব কথা এই যে, আল্লাহ ঈমানদারদের সঙ্গে আছেন।

(২০) يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْٓا হে ঈমানদারগণ! اَطِيْعُوا اللّٰهَ তোমরা আল্লাহ তা'আলার আদেশ পালন কর وَرَسُوْلَهٗ আর তাঁর রাসূলের [-ও] وَلَا تَوَلَّوْا عَنْهُ আর সেই আদেশ পালনে বিমুখ হয়ো না وَاَنْتُمْ تَسْمَعُوْنَ অথচ তোমরা তো শ্রবণ করেই থাক।

https://e-ilm.weebly.com/

وَلَا تَكُوْنُوْا كَالَّذِيْنَ قَالُوْا سَمِعْنَا وَهُمْ لَا يَسْمَعُوْنَ (٢١)

অনুবাদ : (২১) আর তোমরা সেই সকল লোকের ন্যায় হয়ো না, যারা দাবি তো করে যে, আমরা শ্রবণ করেছি, বস্তুত তারা মোটেই শুনে না।

اِنَّ شَرَّ الدَّوَآبِّ عِنْدَ اللّٰهِ الصُّمُّ الْبُكْمُ الَّذِيْنَ لَا يَعْقِلُوْنَ (٢٢)

(২২) নিশ্চয় সৃষ্টির নিকৃষ্টতম জীব আল্লাহর নিকট ঐ সমস্ত লোক যারা বধির মূক, [আর] যারা একটুও বুঝে না।

وَلَوْ عَلِمَ اللّٰهُ فِيْهِمْ خَيْرًا لَّاَسْمَعَهُمْ ؕ وَلَوْ اَسْمَعَهُمْ لَتَوَلَّوْا وَّهُمْ مُّعْرِضُوْنَ (٢٣)

(২৩) আর যদি আল্লাহ তা'আলা তাদের মধ্যে কোনো কল্যাণ দেখতেন, তবে তাদেরকে শুনার সামর্থ্য দান করতেন, আর যদি তাদেরকে এখন [-ও] শুনিয়ে দেন, তবে তারা অবশ্যই ফিরে যাবে বিমুখ হয়ে।

يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوا اسْتَجِيْبُوْا لِلّٰهِ وَلِلرَّسُوْلِ اِذَا دَعَاكُمْ لِمَا يُحْيِيْكُمْ ۚ وَاعْلَمُوْٓا اَنَّ اللّٰهَ يَحُوْلُ بَيْنَ الْمَرْءِ وَقَلْبِهٖ وَاَنَّهٗٓ اِلَيْهِ تُحْشَرُوْنَ (٢٤)

(২৪) হে ঈমানদারগণ! তোমরা আল্লাহ ও রাসূলের হুকুম তামিল করবে, যখন রাসূল তোমাদেরকে তোমাদের জীবন-সঞ্চারক বস্তুর দিকে আহ্বান করেন, আর জেনের রাখ যে, আল্লাহ তা'আলা মানুষ ও তার অন্তরের মধ্যস্থলে আড়াল হয়ে থাকেন, এবং নিঃসন্দেহে তোমাদের সকলকে আল্লাহ তা'আলারই সমীপে সমবেত হতে হবে।

وَاتَّقُوْا فِتْنَةً لَّا تُصِيْبَنَّ الَّذِيْنَ ظَلَمُوْا مِنْكُمْ خَآصَّةً ۚ وَاعْلَمُوْٓا اَنَّ اللّٰهَ شَدِيْدُ الْعِقَابِ (٢٥)

(২৫) আর তোমরা এরূপ ফিতনা হতে বেঁচে থাক, যা কেবল তাদের উপরই পতিত হবে না যারা তোমাদের মধ্য হতে সে সমস্ত পাপসমূহে লিপ্ত হয়েছে, আর এ কথা জেনে রাখ যে, আল্লাহ কঠোর শাস্তিদাতা।

শাব্দিক অনুবাদ

(২১) وَلَا تَكُوْنُوْا كَالَّذِيْنَ আর তোমরা সেই সকল লোকের ন্যায় হয়ো না قَالُوْا যারা দাবি তো করে যে سَمِعْنَا আমরা শ্রবণ করেছি وَهُمْ لَا يَسْمَعُوْنَ বস্তুত তারা মোটেই শুনে না।

(২২) اِنَّ شَرَّ الدَّوَآبِّ নিশ্চয় সৃষ্টির নিকৃষ্টতম জীব عِنْدَ اللّٰهِ আল্লাহর নিকট ঐ সমস্ত লোক الصُّمُّ যারা বধির الْبُكْمُ মূক الَّذِيْنَ لَا يَعْقِلُوْنَ [আর] যারা একটুও বুঝে না।

(২৩) وَلَوْ عَلِمَ اللّٰهُ আর যদি আল্লাহ তা'আলা দেখতেন فِيْهِمْ خَيْرًا তাদের মধ্যে কোনো কল্যাণ لَّاَسْمَعَهُمْ তবে তাদেরকে শুনার সামর্থ্য দান করতেন وَلَوْ اَسْمَعَهُمْ আর যদি তাদেরকে এখন [-ও] শুনিয়ে দেন لَتَوَلَّوْا তবে তারা অবশ্যই ফিরে যাবে وَهُمْ مُّعْرِضُوْنَ বিমুখ হয়ে।

(২৪) يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا হে ঈমানদারগণ! اسْتَجِيْبُوْا لِلّٰهِ وَلِلرَّسُوْلِ তোমরা আল্লাহ ও রাসূলের হুকুম তামিল করবে اِذَا دَعَاكُمْ যখন রাসূল তোমাদেরকে আহবান করেন لِمَا يُحْيِيْكُمْ তোমাদের জীবন-সঞ্চারক বস্তুর দিকে وَاعْلَمُوْٓا আর জেনের রাখ যে اَنَّ اللّٰهَ يَحُوْلُ আল্লাহ তা'আলা আড়াল হয়ে থাকেন بَيْنَ الْمَرْءِ وَقَلْبِهٖ মানুষ ও তার অন্তরের মধ্যস্থলে وَاَنَّهٗٓ اِلَيْهِ تُحْشَرُوْنَ এবং নিঃসন্দেহে তোমাদের সকলকে আল্লাহ তা'আলারই সমীপে সমবেত হতে হবে।

(২৫) وَاتَّقُوْا فِتْنَةً আর তোমরা এরূপ ফিতনা হতে বেঁচে থাক لَّا تُصِيْبَنَّ الَّذِيْنَ ظَلَمُوْا مِنْكُمْ خَآصَّةً যা কেবল তাদের উপরই পতিত হবে না যারা তোমাদের মধ্য হতে সে সমস্ত পাপসমূহে লিপ্ত হয়েছে وَاعْلَمُوْٓا আর এ কথা জেনে রাখ যে اَنَّ اللّٰهَ شَدِيْدُ الْعِقَابِ আল্লাহ কঠোর শাস্তিদাতা।

https://e-ilm.weebly.com/

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

(১৭) قوله فَلَمْ تَقْتُلُوْهُمْ وَلٰكِنَّ اللّٰهَ قَتَلَهُمْ الخ আয়াতের শানে নুযূল- ১ : বর্ণিত রয়েছে যে, সাহাবায়ে কেরাম যখন বদর অভিযান হতে ফিরে আসেন, তখন তাঁরা সকলেই যে যা করেছেন আ, সে সম্পর্কে আলোচনা করতে লাগলেন যে, আমি যুদ্ধ করেছি, হত্যা করেছি, এমন কাজ করেছি। ক্রম ধারা গর্ব-অহমিকার বহিপ্রকাশ ঘটতে লাগল। তখন বদরের অর্জিত বিজয় মূলত কোনো ব্যক্তির কৃতিত্ব নয়; বরং তা ছিল আল্লাহ কর্তৃক করুণা। সে সম্পর্কে আলোচ্য আয়াত নজিল হয় এটি জানিয়ে দেওয়ার জন্য যে, এতে যা কিছু ঘটেছে সবকিছুর পিছনে ছিল মহান আল্লাহ তা'আলার কুদরতী শক্তিশালি হাত -[কুরতুবী-৩৩৭/৭]

আয়াতের শান নুযূল- ২ : আল্লামা সুদ্দী বলেন যে, রাসূল ﷺ হযরত আলী (রা.) -কে বদর যুদ্ধকালে বলেন যে, আমাকে কিছু ধুলিবালি দাও। সুতরাং তিনি রাসূল ﷺ-কে ধুলি বালি দিলেন, ফলে রাসূল ﷺ সে ধুলিবালি কাফেরদের প্রতি ছুড়ে দিলেন। কাফেরদের থেকে কেউই বাকি থাকেনি সকলের চক্ষেই সে মাটি পতিত হয়। অতঃপর মুমিনীনরা তাদের পিছু ধাওয়া করে তাদেরকে হত্যা ও বন্দি করতে আরম্ভ করে। বদর যুদ্ধের সেই প্রেক্ষাপট বর্ণনা করার পরিপ্রেক্ষিতে আল্লাহ তা'আলা আলোচ্য আয়াত নাজিল করেন। -[ইবনে কাছীর-৩০২]

আয়াতের শানে নুযূল- ৩ : উল্লিখিত আযাতে وَمَا رَمَيْتَ اِذْ رَمَيْتَ -এর মধ্যে যে, رَمْى উল্লেখ্য করা হয়েছে এর দ্বারা তখনকার رَمْى নিক্ষেপ করাকে বুঝানো হয়েছে, সে বিষয়ে ওলামায়ে কেরাম হতে চারটি মতামত রয়েছে। আয়াতে যে, اَلرَّمْىُ উল্লেখ করা হয়েছে তা দ্বারা হুনাইনের অভিযানের দিনে রাসূল ﷺ কাফেরদের লক্ষ্য করে যে ধুলি বালি নিক্ষেপ করেছিলেন তাকে বুঝানো হয়েছে। ইবনে ওহাব মালিক থেকে তা বর্ণনা করেছেন।

আয়াতের শানে নুযূল- ৪ : ওহুদ যুদ্ধের দিনে উবাই ইবনে খালফের গ্রীবায় যখন রাসূল ﷺ বর্শা নিক্ষেপ করেন, তখন সে পরাজিত হয়ে চিৎকার করে ফিরে যায়। অবস্থা দৃষ্টে মুশরিকরা তাকে জিজ্ঞেস করল, আল্লাহর কসম তোমার উপর কি আঘাত হলো! সে বলল, আল্লাহর কসম তিনি যদি আমার প্রতি থুথুও নিক্ষেপ করেন, তাহলে আমাকে হ্যাঁ করে দিবেন। তিনি তো আমাকে লক্ষ্য করে বলেছেন; বরং আমি তাকে হত্যা করব। অথচ উবাই মক্কায় রাসূল ﷺ-কে হত্যা করার প্রতিশ্রুতি ব্যক্ত বরেছিল। তখন রাসূল ﷺ বলেছিলেন; বরং আমি তোমাকে হত্যা করব। পরবর্তীতে আল্লাহর শত্রু রাসূল ﷺ-এর সামান্যতম আঘাতে মক্কায় প্রত্যাবর্তন করে তানঈমের নিকটবর্তী সিরাফ নামক স্থানে সে নরাধম মৃত্যুবরণ করে। সে পরিপ্রেক্ষিতে আলোচ্য আয়াত নাজিল করা হয়েছে।

আয়াতের শানে নুযূল-৫ : তীর নিক্ষেপ করার দ্বারা খায়বর প্রাচীরে রাসূল ﷺ যে তীর নিক্ষেপ করেছিলেন। সে তীরকে বুঝানো হয়েছে। অতঃপর সে তীরটি হাওয়ায় মিশে ইবনে উবাই আল হুকাইকের উপর আঘাত হানে। তখন সে বিছানায় ছিল। তবে এ মতামত নির্ভরযোগ্যশিল নয় বলে বর্ণিত রয়েছে। খায়বর অভিযান ও খায়বর বিজয় ওহুদের অনেক পরে সংঘটিত হয়েছিল। ইবনে উবাইয়ের হত্যা ছাড়া অন্য কোনো মতামত সঠিক হবে।

আয়াতের শানে নুযূল- ৬ : সে তীর নিক্ষেপ ছিল বদর অভিযানের দিনে। ইবনে ইসহাক এ মতামত প্রকাশ করেন এবং তাই সর্বাপেক্ষা সঠিক। কারণ এ সূরায় বদরী ঘটনা প্রবাহ বর্ণনা করা হচ্ছে, যা হযরত জিবরাঈল (আ.) হযরত নবী করীম ﷺ-কে বলেছেন যে, "আপনি এক মুষ্টি মাটি হাতে নিন" সুতরাং রাসূল ﷺ এক মুষ্টি মাটি হাতে নিয়ে তাদের চেহারাকে লক্ষ্য করে তা নিক্ষেপ করে দিলেন। ফলে মুশরিকদের এমন কোনো ব্যক্তি ছিল না, যাদের চক্ষে, নাকে, ও মুখে সেই মাটি নিপতিত হয়নি। হযরত ইবনে আব্বাস (রা.)ও এ মতামতই প্রকাশ করেছেন। -[কুরতুবী-৩৩৮]

বিভিন্ন মাতপার্থক্যতার দৃষ্টিকোণে এবং বিভিন্ন ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে وَمَا رَمَيْتَ اِذْ رَمَيْتَ وَلٰكِنَّ اللّٰهَ رَمٰى আলোচ্য আয়াতাংশটি নাজিল হয়েছে।

আয়াতের শানে নুযূল- ৭ : হযরত আলী (রা.) হতে হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) বর্ণনা করেন যে, বদরের দিনে রাসূল ﷺ পবিত্র দু'হাত উঠিয়ে আল্লাহ তা'আলার নিকট প্রার্থনা করেন- (يَا رَبِّ اِنْ تُهْلِكْ هٰذِهِ الْعِصَابَةَ فَلَنْ تُعْبَدَ فِى الْاَرْضِ اَبَدًا) হে আল্লাহ! মুষ্টিমেয় ক্ষুদ্র এ জামাতটিকে তুমি যদি ধ্বংস করে দাও, তাহলে এ ভূপৃষ্ঠে তুমি আর কখনোও পূজনীয় থাকবে না। সে মুহূর্তে হযরত জিবরাঈল আমীন তাঁকে বললেন যে, এক মুষ্টি মাটি নিয়ে তাদের চেহারা লক্ষ্য করে

https://e-ilm.weebly.com/

https://e-ilm.weebly.com/

এমনিভাবে রাসূলে করীম ﷺ-কে উদ্দেশ্য করে ইরশাদ হয়েছে– وَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ وَلَٰكِنَّ اللَّهَ رَمَىٰ অর্থাৎ আপনি যে কাঁকরের মুঠো নিক্ষেপ করেছেন প্রকৃতপক্ষে তা আপনি নিক্ষেপ করেছেন। সামরমর্ম হচ্ছে, কাঁকর নিক্ষেপের এই ফলাফল যে, তা প্রতিটি শত্রু সৈন্যের চোখে পৌঁছে গিয়ে সবাইকে ভীত-সন্ত্রস্ত করে দেয়, এটা আপনার নিক্ষেপের প্রভাবে হয়নি; বরং স্বযং আল্লাহ তা'আলা স্বীয় কুদরতের দ্বারা এহেন পরিস্থিতি সৃষ্টি করেছিলেন।

গভীরভাবে লক্ষ্য করলে বুঝা যায় , মুসলমানদের জন্য জিহাদে বিজয় লাভের চাইতে অধিক মূল্যবান ছিল এই হেদায়েতটি যা তাদের মনমানসকে উপকরণ থেকে ফিরিয়ে উপকরণের স্রষ্টার সাতে সম্পৃক্ত করে দেয় এবং তাতে করে এমন অহংকার ও আত্মগর্বের অভিশাপ থেকে তাঁদেরকে মুক্তি দান করে, যার নেশায় সাধারণত বিজয়ী সম্প্রদায় লিপ্ত হয়ে পড়ে। তারপর বলে দেওয়া হয়েছে যে, জয় পরাজয় আমারই হুকুমের অধীন। আর আমার সাহায্য ও বিজয় তারাই লাভ করে যারা অনুগত।

وَلِيُبْلِيَ الْمُؤْمِنِينَ مِنْهُ بَلَاءً حَسَنًا অর্থাৎ আমি মুমিনগণকে এই মহাবিজয় দিয়েছি তাদের পরিশ্রমের পরিপূর্ণ প্রতিদান দেওয়ার উদ্দেশ্যে। কখনো হয় বিপদাপদের সম্মুখীন করে আবার কখনো হয় ধন-দৌলত ও সাহায্য বিজয় দানের মাধ্যমে। بَلَاءً حَسَنٌ বলা হয় এমন পরীক্ষাকে যা আয়েশ-আরাম, ধনসম্পদ ও সাহায্য দানের মাধ্যমে নেওয়া হয়। এতে দেখা হয় যে, এরা একে আমার অনুগ্রহের দান মনে করে শুকরিয়া আদায় করে, নাকি একে নিজেদের ব্যক্তিগত যোগ্যতার ফল ধারণা করে গর্ব ও অহংকারে লিপ্ত হয়ে পড়ে এবং কৃত আমলকে বরবাদ করে দেয়। কারণ আল্লাহ তা'আলার দরবারে কারও অর্বহংকারের কোনো অবকাশ নেই।

পরবর্তীতে আয়াতে এর পাশাপাশি এই বিজয়ের আরও একটি উপকারিতার কথা বাতলে দেওয়া হয়েছে যে, ذَٰلِكُمْ وَأَنَّ اللَّهَ مُوهِنُ كَيْدِ الْكَافِرِينَ অর্থাৎ মুসলমানদেরকে এ বিজয় এ কারণেই দেওয়া হয়েছে যেন এর মাধ্যমে কাফেরদের পরিকল্পনা ও কলাকৌশলসমূহকে নস্যাৎ করে দেওয়া যায় এবং যাতে কাফেররা একতা উপলব্ধি করে যে, আল্লাহ তা'আলার সহায়তা আমাদের প্রতি নেই এবং কোনো কলাকৌশল তথা পরিকল্পনাই আল্লাহ তা'আলার সাহায্য ছাড়া কৃতকার্য হতে পারে না।

পঞ্চম আয়াতে পরাজিত কুরাইশী কাফেরদের সম্বোধন করে একটি ঘটনার প্রতি ইঙ্গিত করা হয়েছে যা মুসলমানদের সাথে মোকাবিলা করার উদ্দেশ্যে কুরাইশ বাহিনীর মক্কা থেকে বেরোবার সময় ঘটেছিল।

ঘটনাটি এই যে, কুরাইশ কাফেরদের বাহিনী মুসলমানদের সাথে যুদ্ধ করার উদ্দেশ্যে প্রস্তুতি নেওয়ার পর মক্কা থেকে রওয়ানা হওয়ার প্রাক্কালে বাহিনী প্রধান আবূ জাহল প্রমুখ বায়তুল্লাহর পর্দা ধরে প্রার্থনা করেছিল। আর আশ্চর্যের ব্যাপার এই যে, এই দোয়া করতে গিয়ে তারা নিজেদের জিয়ের দোয়ার পরিবর্তে সাধারণ বাক্যে এভাবে দোয়া করেছিলঃ ইয়া আল্লাহ! উভয় বাহিনীর মধ্যে যেটি উত্তম ও উচ্চতর, উভয় বাহিনীর মধ্যে যেটি বেশী হেদায়েতের উপর রয়েছে এবং উভয় দলের যেটি বেশী ভদ্র ও শালীন এবং উভয়ের মধ্যে যে ধর্ম উত্তম তাকেই বিজয় দান করো। –[মাযহারী]

এই নির্বোধরা এ কথাই ভাবছিল যে, মুসলমানদের তুলনায় আমরাই উত্তম ও উচ্চতর এবং অধিক হেদায়েতের উপর রয়েছি, কাজেই এ দোয়াটি আমাদেরই অনুকূলে হচ্ছে। আর এই দোয়ার মাধ্যমে তার কামনা করছিল, আল্লাহ তা'আলার পক্ষ থেকে যেন হক ও বাতেল তথা সত্য ও মিথ্যার ফয়সালা হয়ে যায়। তাদের ধারণা ছিল, যখন আমরা বিজয় অর্জন করব, তখন এটাই হবে আল্লাহ তা'আলার পক্ষ থেকে আমাদের সত্যতার ফয়সালা।

কিন্তু তারা একথা জানত না যে, এ দোয়ার মাধ্যমে প্রকৃতপক্ষে তারা নিজেদের জন্য বদদোয়া ও মুসলমানদের জন্য নেক দোয়া করে যাচ্ছে। যুদ্ধের ফলাফল সামনে আসার পর কুরআনে কারীম তাদের বাতলে দিল إِن تَسْتَفْتِحُوا فَقَدْ جَاءَكُمُ الْفَتْحُ অর্থাৎ তোমরা যদি ঐশী মীমাংসা কামনা কর, তবে তা সামনে এসে গেছে। সত্যের জয় এবং মিথ্যার পরাজয় সূচিত হয়েছে। وَإِن تَنتَهُوا فَهُوَ خَيْرٌ لَّكُمْ অর্থাৎ আর যদি তোমরা এখনও কুফরিজনিত শত্রুতা পরিহার কর, তাহলে তা তোমাদের পক্ষে কল্যাণকর। وَإِن تَعُودُوا نَعُدْ আর তোমরা আবারো যদি নিজেদের দুষ্টামী ও যুদ্ধের দিকে ফিরে যাও, তবে আমিও মুসলমানদের সাহায্যের দিকে ফিরে যাব। وَلَن تُغْنِيَ عَنكُمْ فِئَتُكُمْ شَيْئًا وَلَوْ كَثُرَتْ অর্থাৎ তোমাদের দল ও জোট যতই অধিক হোক না কেন, আল্লাহর সাহায্যের মোকাবিলায় তা কোনো কাজেই লাগবে না। وَأَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُؤْمِنِينَ অর্থাৎ আল্লাহ যখন মুসলমানদের সাথে রয়েছেন, তখন কোনো দল তোমাদের কিউ বা কাজে লাগতে পারে।

ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ شَاقُّوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ অর্থাৎ সর্বপ্রকার উপকরণ ও শক্তি থাকা সত্ত্বেও মক্কার মুশরিকদের পরাজয়ের প্রকৃত কারণ ছিল আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের বিরোধিতা। এতে সে সমস্ত লোকের জন্য এক চরম শিক্ষা বিদ্যমান রয়েছে, যারা আসমান

https://e-ilm.weebly.com/

https://e-ilm.weebly.com/

থাকত, তবে তা আল্লাহ তা'আলার অবশ্যই জানা থাকত। যখন আল্লাহ তা'আলার জানা মতো তদের মধ্যে কোনো ভালাই তথা সৎচিন্তা নেই, তখন একথাই প্রতীয়মান হল যে, প্রকৃতপক্ষেই তারা যাবতীয় কল্যাণ থেকে বঞ্চিত। আর এই প্রবঞ্চিত অবস্থায় তাদেরকে যদি চিন্তা ভাবনা ও সত্যের প্রতি বিশ্বাস স্থাপনের আহবান জানানো হয়, তবে তারা কস্মিনকালেও তা গ্রহণ করবে না; বরং তা থেকে মুখ ফিরিয়েই নিবে। অর্থাৎ তাদের এই বিমুখিতা এ কারণে হবে না যে, তারা দীনের মধ্যে কোনো আপত্তিকর বিষয় দেখতে পেয়েছে, সে জন্যই তা গ্রহণ করেনি; বরং প্রকৃতপক্ষে তারা সত্যের বিষয় কোনো লক্ষ্যই করেনি।

وَاعْلَمُوْا اَنَّ اللّٰهَ يَحُوْلُ بَيْنَ الْمَرْءِ وَقَلْبِهٖ অর্থাৎ 'জেনে রাখ, আল্লাহ তা'আলা মানুষের এবং তার অন্তরের মাঝে অন্তরায় হয়ে থাকেন।' এ বাক্যটির দুটি অর্থ হতে পারে এবং উভয়টির মধ্যেই বিরাট তাৎপর্য ও শিক্ষণীয় বিষয় পাওয়া যায়, যা প্রতিটি মানুষের পক্ষে সর্বক্ষণ স্মরণ রাখা কর্তব্য।

একটি অর্থ এই হতে পারে যে, যখনই কোনো সৎকাজ করার কিংবা পাপ থেকে বিরত থাকার সুযোগ আসে, তখন সঙ্গে সঙ্গে তা করে ফেলে; এতটুকু বিলম্ব করো না এবং অবকাশকে গনিমত জ্ঞান কর। কারণ, কোনো কোনো সময় মানুষের ইচ্ছার মাঝে আল্লাহ নির্ধারিত কাযা বা নিয়তি অন্তরায় হয়ে দাঁড়ায় এবং সে তখন আর নিজের ইচ্ছায় সফল হতে পারে না। কোনো রোগ-শোক, মৃত্যু কিংবা এমন কোনো কাজ উপস্থিত হয়ে যেতে পারে, যাতে সে কাজ করার আর অবকাশ থাকে না। সুতরাং মানুষের কর্তব্য হলো আয়ু এবং সময়ের অবকাশকে গনিমত মনে করা। আজকের কাজ কালকের জন্য ফেলে না রাখা। কারণ, একথা কারোই জানা নেই, কাল কি হবে।

তাছাড়া এ বাক্যের দ্বিতীয় মর্ম এও হতে পারে যে, এতে আল্লাহ তা'আলা যে বান্দার অতি সন্নিকটে তাই বলে দেওয়া হয়েছে। যেমন, অন্য আয়াত : وَنَحْنُ اَقْرَبُ اِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيْدِ এতে আল্লাহ তা'আলা যে মানুষের জীবন শিরার চেয়েও নিকটবর্তী সে কথা ব্যক্ত করা হয়েছে।

সারকথা এই যে, মানবাত্মা সর্বক্ষণ আল্লাহর নিয়ন্ত্রণে রয়েছে, যখনই তিনি কোনো বান্দাকে অকল্যাণ থেকে রক্ষা করতে চান, তখন তিনি তার অন্তর ও পাপের মাঝে অন্তরায় সৃষ্টি করে দেন। আবার যখন কারও ভাগ্যে অমঙ্গল থাকে, তখন তার অন্তর ও সৎকর্মের মাঝে অন্তরায় সৃষ্টি করে দেওয়া হয়। সে কারণেই রাসূলে কারীম ﷺ অধিকাংশ সময় এই দোয়া করতেন– يَا مُقَلِّبَ الْقُلُوْبِ ثَبِّتْ قَلْبِيْ عَلٰى دِيْنِكَ অর্থাৎ হে অন্তরসমূহের বিবর্তনকারী আমার অন্তরকে তোমার দীনের উপর প্রতিষ্ঠিত রাখ।

শব্দ বিশ্লেষণ

لِيَبْلِيَ : সীগাহ واحد مذكر বহছ اثبات فعل مضارع معروف বাব نَصَرَ মাসদার اَلْبَلَاءُ মূলবর্ণ (ب . ل . و) জিনস اجوف واوى অর্থ– যেন তিনি পরীক্ষা করেন।

مُوْهِنٌ : সীগাহ واحدمذكر বহছ اسم فاعل বাব اِفْعَالٌ মাসদার اَلْاِيْهَانُ মূলবর্ণ (و . ه . ن) জিনস مثال واوى অর্থ– দুর্বল, শক্তিহীন।

تَعُوْدُوْا : সীগাহ جمع مذكر حاضر বহছ اثبات فعل مضارع معروف বাব نَصَرَ মাসদার اَلْعَوْدُ মূলবর্ণ (ع . و . د) জিনস اجوف واوى অর্থ– তোমরা পুনরায় কর।

لَا تَوَلَّوْا : সীগাহ جمع مذكر حاضر বহছ نهى حاضر معروف বাব تَفَعُّلٌ মাসদার اَلتَّوَلِّىْ মূলবর্ণ (و . ل . ى) জিনস لفيف مفروق অর্থ– তোমরা পিঠ ফিরিও না।

اِسْتَجِيْبُوْا : সীগাহ جمع مذكر حاضر বহছ امر حاضر معروف বাব اِسْتِفْعَالٌ মাসদার اَلْاِسْتِجَابَةُ মূলবর্ণ (ج . و . ب) জিনস اجوف واوى অর্থ– তোমরা মান্য কর।

تُحْشَرُوْنَ : সীগাহ جمع مذكر حاضر বহছ اثبات فعل مضارع مجهول বাব نَصَرَ মাসদার اَلْحَشْرُ মূলবর্ণ (ح . ش . ر) জিনস صحيح অর্থ– তোমাদেরকে একত্রিত করা হবে।

https://e-ilm.weebly.com/

وَاذْكُرُوْٓا اِذْ اَنْتُمْ قَلِيْلٌ مُّسْتَضْعَفُوْنَ فِى الْاَرْضِ تَخَافُوْنَ اَنْ يَّتَخَطَّفَكُمُ النَّاسُ فَاٰوٰىكُمْ وَاَيَّدَكُمْ بِنَصْرِهٖ وَرَزَقَكُمْ مِّنَ الطَّيِّبٰتِ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُوْنَ (٢٦)

অনুবাদ : (২৬) আর সেই অবস্থাকে স্মরণ কর, যখন তোমরা স্বল্প সংখ্যক ছিলে [এবং] ভূপৃষ্ঠে দুর্বল বলে পরিগণিত হতে, [আর] এই আশঙ্কায় থাকতে যে, লোকেরা নাকি তোমাদেরকে ছোঁ মেরে নিয়ে যায়, অনন্তর আল্লাহ তা'আলা তোমাদেরকে [মদিনায় নিরাপদ] আবাসস্থল প্রদান করলেন এবং তোমাদেরকে আপন সাহায্যের দ্বারা শক্তিশালী করলেন, আর তোমাদেরকে উত্তম বস্তুসমূহ দান করলেন, যেন তোমরা কৃতজ্ঞতা প্রকাশ কর।

يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَا تَخُوْنُوا اللّٰهَ وَالرَّسُوْلَ وَتَخُوْنُوْٓا اَمٰنٰتِكُمْ وَاَنْتُمْ تَعْلَمُوْنَ (٢٧)

(২৭) হে ঈমানদারগণ! তোমরা আল্লাহ ও রাসূলের হকসমূহের ব্যতিক্রম করো না, আর নিজেদের রক্ষণযোগ্য বস্তুগুলোতে খেয়ানত করো না অথচ তোমরা তো অবগত আছ।

وَاعْلَمُوْٓا اَنَّمَآ اَمْوَالُكُمْ وَاَوْلَادُكُمْ فِتْنَةٌ ۙ وَّاَنَّ اللّٰهَ عِنْدَهٗٓ اَجْرٌ عَظِيْمٌ (٢٨)

(২৮) আর তোমরা এ কথা জেনে রাখ যে, তোমাদের ধন সম্পদসমূহ এবং তোমাদের সন্তানাদি একটা পরীক্ষার বস্তুমাত্র, আর এ কথাও জেনে রাখ যে, আল্লাহ তা'আলার নিকট মহান পুরস্কার রয়েছে।

يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْٓا اِنْ تَتَّقُوا اللّٰهَ يَجْعَلْ لَّكُمْ فُرْقَانًا وَّيُكَفِّرْ عَنْكُمْ سَيِّاٰتِكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ؕ وَاللّٰهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيْمِ (٢٩)

(২৯) হে ঈমানদারগণ! যদি তোমরা আল্লাহকে ভয় করতে থাক, তবে তিনি তোমাদেরকে একটি [হক ও বাতিলের] মীমাংসার বস্তু দান করবেন, আর তোমাদের থেকে তোমাদের পাপসমূহ মোচন করে দিবেন এবং তোমাদেরকে ক্ষমা করে দিবেন, আর আল্লাহ তা'আলা মহা অনুগ্রহশীল।

শাব্দিক অনুবাদ

(২৬) وَاذْكُرُوْٓا আর সেই অবস্থাকে স্মরণ কর اِذْ اَنْتُمْ قَلِيْلٌ যখন তোমরা স্বল্প সংখ্যক ছিলে مُّسْتَضْعَفُوْنَ فِى الْاَرْضِ ভূপৃষ্ঠে দুর্বল বলে পরিগণিত হতে تَخَافُوْنَ [আর] এই আশঙ্কায় থাকতে যে اَنْ يَّتَخَطَّفَكُمُ النَّاسُ লোকেরা নাকি তোমাদেরকে ছোঁ মেরে নিয়ে যায় فَاٰوٰىكُمْ অনন্তর আল্লাহ তা'আলা তোমাদেরকে [মদিনায় নিরাপদ] আবাসস্থল প্রদান করলেন وَاَيَّدَكُمْ بِنَصْرِهٖ এবং তোমাদেরকে আপন সাহায্যের দ্বারা শক্তিশালী করলেন وَرَزَقَكُمْ مِّنَ الطَّيِّبٰتِ আর তোমাদেরকে উত্তম বস্তুসমূহ দান করলেন لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُوْنَ যেন তোমরা কৃতজ্ঞতা প্রকাশ কর।

(২৭) يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا হে ঈমানদারগণ! لَا تَخُوْنُوا اللّٰهَ وَالرَّسُوْلَ তোমরা আল্লাহ ও রাসূলের হকসমূহের ব্যতিক্রম করো না وَتَخُوْنُوْٓا اَمٰنٰتِكُمْ আর নিজেদের রক্ষণযোগ্য বস্তুগুলোতে খেয়ানত করো না وَاَنْتُمْ تَعْلَمُوْنَ অথচ তোমরা তো অবগত আছ।

(২৮) وَاعْلَمُوْٓا আর তোমরা এ কথা জেনে রাখ যে اَنَّمَآ اَمْوَالُكُمْ وَاَوْلَادُكُمْ فِتْنَةٌ তোমাদের ধনসম্পদসমূহ এবং তোমাদের সন্তানাদি একটা পরীক্ষার বস্তুমাত্র وَّاَنَّ اللّٰهَ عِنْدَهٗٓ اَجْرٌ عَظِيْمٌ আর এ কথাও জেনে রাখ যে, আল্লাহ তা'আলার নিকট মহান পুরস্কার রয়েছে।

(২৯) يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْٓا হে ঈমানদারগণ! اِنْ تَتَّقُوا اللّٰهَ যদি তোমরা আল্লাহকে ভয় করতে থাক يَجْعَلْ لَّكُمْ فُرْقَانًا তবে তিনি তোমাদেরকে একটি [হক ও বাতিলের] মীমাংসার বস্তু দান করবেন وَّيُكَفِّرْ عَنْكُمْ سَيِّاٰتِكُمْ আর তোমাদের থেকে তোমাদের পাপসমূহ মোচন করে দিবেন وَيَغْفِرْ لَكُمْ এবং তোমাদেরকে ক্ষমা করে দিবেন وَاللّٰهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيْمِ

https://e-ilm.weebly.com/

অনুবাদ : (৩০) আর সেই ঘটনাও স্মরণ করুন, যখন কাফেরগণ আপনার সম্বন্ধে দুরভিসন্ধি চিন্তা করছিল যে, আপনাকে বন্দি করে রাখবে অথবা আপনাকে নিহত করে ফেলবে, কিংবা আপনাকে দেশান্তর করে দিবে, আর তারা তো নিজেদের তদবীর করছিল, এবং আল্লাহ আপন তদবীর করছিলেন, আর আল্লাহ হচ্ছেন সর্বাধিক দৃঢ় তদবীরকারক।	وَاِذۡ يَمۡكُرُ بِكَ الَّذِيۡنَ كَفَرُوۡا لِيُثۡبِتُوۡكَ اَوۡ يَقۡتُلُوۡكَ اَوۡ يُخۡرِجُوۡكَ ؕ وَيَمۡكُرُوۡنَ وَيَمۡكُرُ اللّٰهُ ؕ وَاللّٰهُ خَيۡرُ الۡمٰكِرِيۡنَ (٣٠)
(৩১) আর যখন তাদের সম্মুখে আমার আয়াতসমূহ পঠিত হয়, তখন তারা বলে যে, আমরা শুনেছি, যদি ইচ্ছা করি, তবে আমরাও এর অনুরূপ বলতে পারি, এটা কতকগুলো ভিত্তিহীন কাহিনী ব্যতীত আর কিছুই নয়, যা প্রাচীন লোকগণ হতে বর্ণিত হয়ে আসছে।	وَاِذَا تُتۡلٰى عَلَيۡهِمۡ اٰيٰتُنَا قَالُوۡا قَدۡ سَمِعۡنَا لَوۡ نَشَآءُ لَقُلۡنَا مِثۡلَ هٰذَآ ۙ اِنۡ هٰذَآ اِلَّاۤ اَسَاطِيۡرُ الۡاَوَّلِيۡنَ (٣١)
(৩২) আর যখন তারা বলল যে, আয় আল্লাহ! যদি এই কুরআন বাস্তবিকই আপনার পক্ষ হতে হয়ে থাকে, তবে আমাদের উপর আসমান হতে প্রস্তর বর্ষণ করুন, অথবা আমাদের উপর কোনো যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি অবতীর্ণ করুন।	وَاِذۡ قَالُوا اللّٰهُمَّ اِنۡ كَانَ هٰذَا هُوَ الۡحَـقَّ مِنۡ عِنۡدِكَ فَاَمۡطِرۡ عَلَيۡنَا حِجَارَةً مِّنَ السَّمَآءِ اَوِ ائۡتِنَا بِعَذَابٍ اَلِيۡمٍ (٣٢)
(৩৩) আর আল্লাহ তা'আলা এরূপ করবেন না যে, আপনি তাদের মধ্যে বিদ্যমান থাকা অবস্থায় তাদেরকে শাস্তি প্রদান করেন, আর আল্লাহ তা'আলা এ অবস্থায়ও তাদেরকে শাস্তি প্রদান করবেন না যে, তারা ক্ষমা প্রার্থনা করতে থাকে।	وَمَا كَانَ اللّٰهُ لِيُعَذِّبَهُمۡ وَاَنۡتَ فِيۡهِمۡ ؕ وَمَا كَانَ اللّٰهُ مُعَذِّبَهُمۡ وَهُمۡ يَسۡتَغۡفِرُوۡنَ (٣٣)

শাব্দিক অনুবাদ

(৩০) وَاِذۡ يَمۡكُرُ بِكَ الَّذِيۡنَ كَفَرُوۡا আর সেই ঘটনাও স্মরণ করুন, যখন কাফেরগণ আপনার সম্বন্ধে দুরভিসন্ধি চিন্তা করছিল যে لِيُثۡبِتُوۡكَ আপনাকে বন্দি করে রাখবে اَوۡ يَقۡتُلُوۡكَ অথবা আপনাকে নিহত করে ফেলবে اَوۡ يُخۡرِجُوۡكَ কিংবা আপনাকে দেশান্তর করে দিবে وَيَمۡكُرُوۡنَ আর তারা তো নিজেদের তদবীর করতেছিল وَيَمۡكُرُ اللّٰهُ এবং আল্লাহ আপন তদবীর করতেছিলেন وَاللّٰهُ خَيۡرُ الۡمٰكِرِيۡنَ আর আল্লাহ হচ্ছেন সর্বাধিক দৃঢ় তদবীরকারক।

(৩১) وَاِذَا تُتۡلٰى عَلَيۡهِمۡ اٰيٰتُنَا আর যখন তাদের সম্মুখে আমার আয়াতসমূহ পঠিত হয় قَالُوۡا তখন তারা বলে যে قَدۡ سَمِعۡنَا আমরা শুনেছি لَوۡ نَشَآءُ যদি ইচ্ছা করি لَقُلۡنَا مِثۡلَ هٰذَآ তবে আমরাও এর অনুরূপ বলতে পারি اِنۡ هٰذَآ اِلَّاۤ اَسَاطِيۡرُ الۡاَوَّلِيۡنَ এটা কতকগুলো ভিত্তিহীন কাহিনী ব্যতীত আর কিছুই নয়, যা প্রাচীন লোকগণ হতে বর্ণিত হয়ে আসছে।

(৩২) وَاِذۡ قَالُوا আর যখন তারা বলল যে اللّٰهُمَّ আয় আল্লাহ! اِنۡ كَانَ هٰذَا هُوَ الۡحَقَّ যদি এই কুরআন বাস্তবিকই হয়ে থাকে مِنۡ عِنۡدِكَ আপনার পক্ষ হতে فَاَمۡطِرۡ عَلَيۡنَا তবে আমাদের উপর বর্ষণ করুন حِجَارَةً مِّنَ السَّمَآءِ আসমান হতে প্রস্তর اَوِ ائۡتِنَا بِعَذَابٍ اَلِيۡمٍ অথবা আমাদের উপর কোনো যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি অবতীর্ণ করুন।

(৩৩) وَمَا كَانَ اللّٰهُ আর আল্লাহ তা'আলা এরূপ করবেন না যে لِيُعَذِّبَهُمۡ وَاَنۡتَ فِيۡهِمۡ আপনি তাদের মধ্যে বিদ্যমান থাকা অবস্থায় তাদেরকে শাস্তি প্রদান করেন وَمَا كَانَ اللّٰهُ مُعَذِّبَهُمۡ আর আল্লাহ তা'আলা এ অবস্থায়ও তাদেরকে শাস্তি প্রদান করবেন না যে وَهُمۡ يَسۡتَغۡفِرُوۡنَ তারা ক্ষমা প্রার্থনা করতে থাকে।

https://e-ilm.weebly.com/

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

(২৮) قوله وَاعْلَمُوْا أَنَّمَا أَمْوَالُكُمْ وَأَوْلَادُكُمْ فِتْنَةٌ الخ **আয়াতের শানে নুযূল–১ :** যাহুরী ও কালবী বর্ণনা করেন যে, রাসূল ﷺ বনী কুরাইযার ইহুদিদেরকে এগারো রাত অবরুদ্ধ করে রাখেন। বায়হাকীর বর্ণনা মতে পনেরো রাত অবরুদ্ধ করে রাখেন। ফলে তারা রাসূল ﷺ-এর নিকট সন্ধি করার আবেদন পেশ করে যেরূপভাবে বনী নযীরের গোত্রবাসীরা সন্ধি স্থাপন করেছিল। তারা এই মর্মে সন্ধি স্থাপন করেছিল যে, তারা সিরিয়ার ইহুদিদের কাছে চলে যাবে। রাসূল ﷺ তাদেরকে এ ধরনের সুযোগ দিতে অস্বীকার করেন। তবে তারা সা'আদ ইবনে মা'আয (রা.)-এর ফয়সালার ভিত্তিতে বের হতে পারে। তারা এ শর্ত প্রত্যাখ্যান করে বলল যে, আমাদের নিকট আবূ লুবাবাহ রিফাআহ বিন আব্দিল মুনযিরকে প্রেরণ করেন। তাঁর মাল, সন্তান ও পরিবারের লোকজন তাদের নিকটে থেকে যাওয়ার কারণে তিনি তাদের জন্য মঙ্গলকামী ব্যক্তি ছিলেন। সুতরাং রাসূল ﷺ তাদের নিকট আবূ লুবাবাহ (রা.) কে প্রেরণ রলেন। তারা তাঁকে জেজ্ঞোস করল যে, হে আবূ লুবাবা! আমরা কি সা'আদ বিন মা'আয়ের ফয়সালার ভিত্তিতে অবরুদ্ধতা থেকে বের হয়ে আসতে পারি, এতে তোমার মতামত কি? তখন তিনি তার হাত হলকুমে লাগিয়ে জবাই করে হত্যা করা হবে বলে ইঙ্গিত করেন। হযরত আবূ লুবাবা বলেন যে, আল্লাহ তা'আলার কসম আমার পা দুটি স্থানান্তরিত হবার আগেই আমি বুঝতে পেরেছি যে, আল্লাহ ও তদ্বীয় রাসূলের খিয়ানত করেছি। অতঃপর তিনি নিজেকে মসজিদে নববীর খুটির সাথে বেঁধে ফেলেন এবং বলেন, যতক্ষণ না আমি মৃত্যুবরণ করব অথবা যতক্ষণ না পর্যন্ত আমার তওবা কবুল হবে, ততক্ষণ পর্যন্ত আমি কিছুই পানাহার করব না। হযরত রাসূল (সা.)-এর নিকট ততক্ষণ এ খবর পৌছলে তিনি বলেন, সে যদি আমার নিকট আসত তা হলে আমি তার জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করতাম। বস্তুত সে যা করেছে, সুতরাং আল্লাহ তার তওবা কবুল না করা পর্যন্ত আম তার বাঁধন খুলব না। সুতরাং তিনি দীর্ঘ এক সপ্তাহ পর্যন্ত পানাহার ছেড়ে দিয়ে এ অবস্থায় থাকেন। ফলে তিনি বেহুঁশ হয়ে পড়লেন। অতঃপর আল্লাহ তার তওবা কবুল করেন। কেউ এসে তার নিকট এ খবর বললেন যে, হে আবুদ দারদা! আল্লাহ তা'আলা তোমার তওবা কবুল করেছেন। তখন তিনি বললেন, আল্লাহর কসম রাসূল ﷺ এসে তাঁর হাত মুবারক দ্বারা আবূ লুবাবার বাঁধন খোলেন। অতঃপর আবূ লুবাবা বললেন যে, আমার তাওবার পরিপুর্ণতা হলো যে, আমি আমার গোত্রীয় ঘর বাড়ী ছেড়ে দিব যেগুলো আমাকে অপরাধে নিপতিত করেছে। আমার মাল সম্পদও আল্লাহর পথে দিয়ে দিব। রাসূল ﷺ বললেন মালের $\frac{১}{৩}$ অংশ দান করে দাও। সন্তান ও সম্পদের মুহাব্বতে গোপনীয়তা প্রকাশ করে দেওয়ার পরিপ্রেক্ষিতে আল্লাহ তা'আলা আলোচ্য আয়াত নাজিল করেন। তবে সূরা বরাতের আয়াত দ্বারা তা রহিত হয়ে যায়। –[রূহুল মা'আনী১৯৫/৫, ইবনে কাছীর ৩০৭/২, বাহরে মুহীত৪৮০/৪, কুরতুবী৩৪৬/৭]

আয়াতের শানে নুযূল– ২ : আবুশ শায়খ হযরত জাবের ইবনে আব্দিল্লাহ (রা.) -এর উদ্ধৃতি দিয়ে বর্ণনা করেন যে, আবূ সুফিয়ান যখন মক্কা হতে যুদ্ধের উদ্দেশ্যে বের হলো, তখন হযরত জিবরাঈল (আ.) এসে নবী করীম ﷺ-কে বললেন, আবূ সুফিয়ান অমুক জায়গায় রয়েছে, তখন রাসূল ﷺ সাহাবায়ে কেরামকে লক্ষ্য করে বললেন যে, আবূ সুফিয়ান অমুক জায়গায় রয়েছে কাজেই তোমরা তাকে উদ্দেশ্য করে বের হও এবং গোপনীয়তা বজায় রাখ। মুনাফিকদের থেকে এক ব্যক্তি আবূ সুফিয়ানের নিকট পত্র লিখল যে, মুহাম্মদ ﷺ তোমাদের উদ্দেশ্যে বের হচ্ছেন, সুতরাং নিজেদের অস্ত্র ধারণ কর। তখন মুনাফিকদের কর্তৃক এ ভাবে গোপনীয়তা প্রকাশ করে দেওয়ার পরিপ্রেক্ষিতে আলোচ্য আয়াত নাজিল হয়েছে। –[রুহুল মা'আনী-১৯৬/৯/৫]

(৩১) قوله وَإِذَا تُتْلَىٰ عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا قَالُوا قَدْ سَمِعْنَا الخ **আয়াতের শানে নুযূল :** আলোচ্য আয়াত নজর বিন হারেছ সম্পর্কে নাজিল হয়েছে। ঘটনা প্রবাহ হচ্ছে যে, নযর বিন হারেছ ব্যবসার উদ্দেশ্যে হিরা যাত্রা করেছিল। তখন সে কালীলা, দিমনা, কায়সার ও কেসরার গল্প কাহিনী কিনে আনে। অতঃপর রাসুল (সা.) যখন অতীত কালের ঘটনাবলি বর্ণনা করেন, তখন নযর বলল, আমি ইচ্ছা করলেও এরূ বলতে পারি। এগুলো তো কাল্পনিক ও মিত্যার সংমিশ্রণ। তখন নযর ইবনে হারিছের এ বিভ্রান্তকর এ দাবীর পরিপ্রেক্ষিতে আলোচ্য আয়াত নাজিল হয়েছে। –[কুরতুবী-৩৮৪/৭]

(৩৩) قوله وَمَا كَانَ اللّٰهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيْهِمْ الخ **আয়াতের শানে নুযূল :** আলোচ্য আয়াতে আবূ জাহেল সম্পর্কে নাজিল হয়েছে. ঘটনা প্রবাহ হচ্ছে যে, হযরত আনাস ইবনে মালিক (রা.) হতে বর্ণিত আছে যে, তিনি বলেন যে, আবূ জাহল

https://e-ilm.weebly.com/

বিন হিশাম বলে, হে অল্লাহ! তোমার নিকট মুহাম্মদ যদি সত্যবাদী হয়ে থাকেন, তাহলে আমাদের উপর আসমান হতে পাথর বর্ষণ কর অথবা আমাদের উপর কষ্টদায়ক শাস্তি প্রদান কর। আবূ জাহল আল্লাহর শাস্তি কামনা করেছিল, আবু জাহলের শাস্তি কামনা করার প্রেক্ষাপটে আলোচ্য আয়াত নাজিল হয়েছে। –[ইবনে কাছীর-৩১১/২, কুরতুবী-৩৪৯/৭, ফাতহুল কাদীর-৩০৪/২]

শানে নুযূল : তাফসীরে ইবনে কাছীর ও মাযহারীতে মুহাম্মদ ইবনে ইসহাক, ইমাম মুহাম্মদ ও ইবনে জারীর (র.) প্রমুখের রেওয়ায়েতক্রমে এ ঘটনাটি এভাবে উদ্ধৃত হয়েছে যে, মদিনা থেকে আগত আনসারদের মুসলমান হওয়ার বিষয়টি যখন মক্কায় জানাজানি হয়ে যায়, তখন মক্কার কুরাইশরা চিন্তান্বিত হয়ে পড়ে যে, এ পর্যন্ত তো তাঁর ব্যাপারটি মক্কার ভিতরেই সীমিত ছিল, যেখানে সর্বপ্রকার ক্ষমতাই ছিল আমাদের হাতে। কিন্তু এখন যখন মদিনাতেও ইসলাম বিস্তার লাভ করছে এবং বহু সাহাবী হিজরত করে মদিনায় চলে গেছেন তখন এদের একটি কেন্দ্র মদিনাতেও স্থাপিত হয়েছে। এমতাবস্থায় এরা যে কোনো রকম শাস্তি আমাদের বিরুদ্ধে সংগ্রহ করতে পারে এবং শেষ পর্যন্ত আমাদের উপর আক্রমণও করে বসতে পারে। সঙ্গে সঙ্গে তারা এ কথাও উপলবিদ্ধ করতে পারে যে, এ পর্যন্ত সামান্য কিছু সাহাবীই হিজরত করে মদিনায় গেছেন, কিন্তু এখন প্রবল সম্ভাবনা দেখা দিয়েছে যে, স্বয়ং মুহাম্মদ ﷺ ও সেখানে চলে যেতে পারেন। সে কারণেই মক্কার নেতৃবর্গও এ বিষয়ে সলাপরামর্শ করার উদ্দেশ্যে দারুন নদওয়াতে এক বিশেষ বৈঠকের আয়োজন করে। দারুন-নদওয়া ছিল মসজিদে হারাম সংলগ্ন কোসাই ইবনে কেলাবের বাড়ি। বিশেষ জটিল বিষয় ও সমস্যাদির ব্যাপারে সলা-পরামর্শ ও বৈঠকের জন্য তারা এ বাড়িটিকে নির্দিষ্ট করে রেখেছিল। অবশ্য ইসলামি আমলে এটিকে মসজিদে হারামের অন্তর্ভুক্ত করে নেওয়া হয়। কথিত আছে যে, বর্তমান 'বাবু যিয়াদাতই' সে স্থানকে যাকে তৎকালে দারুন নদওয়া বলা হতো। প্রচলিত নিয়ামানুযায়ী এ গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে পরামর্শের জন্য কুরাইশ নেতৃবর্গ দারুন-নদওয়াতেই সমবেত হয়েছিল। যাতে আবূ জাহল, নযর ইবনে হারিছ, উমাইয়া ইবনে কালফ, আবূ সুফিয়ান প্রমুখসহ সমস্ত বিশেষ বিশেষ ব্যক্তিত্ব অংশগ্রহণ করে এবং রাসূলুল্লাহ ﷺ ও ইসলামের ক্রমবর্ধমান শক্তির মোকাবিলার উপায় ও ব্যবস্থা সম্পর্কে চিন্তাভাবনা করা হয়। এখানে বসেই মহানবী ﷺ-কে হত্যার ষড়যন্ত্র করা হয়। কিন্তু নবী-রাসূলগণের গায়েবী শক্তি সম্পর্কে এ মূর্খের দল কেমন করে জানবে। এ দিকে হযরত জিবরাঈল (আ.) তাদের পরামর্শ কক্ষের যাবতীয় অবস্থা সম্পর্কে রাসূল ﷺ-কে অবহিত করে এ ব্যবস্থা বাতলে দেন যে, আজকের রাতে আপনি নিজের বিছানায় শয়ন করবেন না। আল্লাহ তা'আলা আপনাকে মক্কা থেকে হিজরত করারও অনুমতি দিয়ে দিয়েছেন।

এদিকে পরামর্শ অনুযায়ী কুরাইশী নওজোয়ানরা সন্ধ্যা থেকেই সরওয়ারে দু'আলম ﷺ -এর বাড়িটি অবরোধ করে ফেলে। রাসূলে কারীম ﷺ বিষয়টি লক্ষ্য করে হযরত আলী (রা.)-কে নির্দেশ দিলেন যে, আজ রাতে তিনি মহানবীর বিছানায় রাত্রি যাপন করবেন এবং সাথে সাথে এ সুসংবাদ শুনিয়ে দিলেন যে, এতে বাহ্যিক দৃষ্টিতে প্রাণের ভয় থাকলেও শত্রুরা কিছুই ক্ষতি করতে পারবে না। হযরত আলী (রা.) এ কাজের জন্য নিজের পেশ করলেন এবং মহানবী (সা.)-এর বিছানায় শুয়ে পড়লেন। কিন্তু সমস্যা দেখা দিয়েছিল যে, হুজুর (সা.) এ অবরোধ ভেদ করে বের হবেন কেমন করে। বস্তুত স্বয়ং আল্লাহ তা'আলা এক মু'জিযার মাধ্যমে এ সমস্যার সমাধান করে দেন। তা হলো এই যে, আল্লাহর নির্দেশক্রমে মহানবী ﷺ একমুঠো মাটি হাতে নিয়ে বাইরে বেরিয়ে আসেন এবং অবরোধকারীরা তাঁর ব্যাপারে যে, আলাপ-আলোচনা করছিল, তার উত্তর দান করেন। কিন্তু আল্লাহ তা'আলা তাদের দৃষ্টি ও চিন্তা শক্তিকে তাঁর দিক থেকে ফিরিয়ে অন্য দিকে নিবদ্ধ করে দিয়েছিলেন। ফলে কেউ তাঁকে দেখতে পায়নি অথচ তিনি সবার মাথায় মাটি দিয়ে দিয়ে বেরিয়ে চলে গেলেন। তাঁর চলে যাবার পর কোনো এক আগন্তুক এসে অবরোধকারীদের কাছে জিজ্ঞেস করল, তোমরা এখানে কেন দাঁড়িয়ে আছ? তারা জানাল, মুহাম্মদ ﷺ-এর অপেক্ষায়। আগন্তুক বলল, কোন স্বপ্নে পড়ে রয়েছ; তিনি এখান থেকে বেরিয়ে চলেও গেছেন এবং যাবার সময় তোমাদের প্রত্যেকের মাথায় মাটি দিয়ে গেছেন। তখন তারা সবাই নিজেদের মাথায় হাত দিয়ে বিষয়টি সত্য বলে প্রমাণ পেল।

হযরত আলী (রা.) মহানবী ﷺ -এর বিছানায় শুয়েছিলেন। কিন্তু অবরোধকারীরা তাঁর পাশ ফেরার ভঙ্গি দেখে বুঝতে পারল, তিনি মুহাম্মদ ﷺ নন। এ রাত এবং এতে রাসূলে কারীম ﷺ -এর জন্য নিজেকে নিশ্চিত মৃত্যুর সম্মুখীন করার বিষয়টি হযরত আলী (রা.)-এর বিশেষ বৈশিষ্ট্যের অন্তর্ভুক্ত।

https://e-ilm.weebly.com/

কুরাইশী সর্দারদের পরামর্শে মহানবী ﷺ-এর সম্পর্কে যে তিনটি মত উপাস্থাপিত হয়েছিল সে সব কটিই কুরআনের এ আয়াতে উল্লেখ করে বলা হয়েছে– وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِيُثْبِتُوكَ أَوْ يَقْتُلُوكَ أَوْ يُخْرِجُوكَ অর্থাৎ 'সে সময়টি স্মরণযোগ্য, যখন কাফেররা আপনার বিরুদ্ধে নানা রকম ব্যবস্থা নেওয়ার বিষয় চিন্তা ভাবনা করেছিল যে, আপনাকে বন্দি করে রাখবে, না হত্যা করবে, নাকি দেশ থেকে বের করে দিবে।' কিন্তু আল্লাহ তাদের সমস্ত পরিকল্পনা ধূলিসাৎ করে দিয়েছেন। সুতরাং আয়াতের শেষাংশে বলা হয়েছে, وَاللّٰهُ خَيْرُ الْمٰكِرِيْنَ অর্থাৎ আল্লাহ তা'আলা সবচেয়ে উত্তম ব্যবস্থাপক, যা যাবতীয় ব্যবস্থা ও পরিকল্পনাকে ছাপিয়ে যায়। যেমনটি এ ঘটনার ক্ষেত্রে পরিলক্ষিত হয়েছে।

কুরআনে কারীম গযওয়ায়ে বদরের কিছু বিস্তারিত বিবরণ এবং তাতে মুসলমনাদের প্রতি নাজিলকৃত এনআমসমূহের উল্লেখের পর তা থেকে অর্জিত ফলাফল এবং অতঃপর সে প্রসঙ্গে মুসলমানদের প্রতি কিছু উপদেশ দান করেছে يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوا اسْتَجِيْبُوْا لِلّٰهِ وَلِرَسُوْلِهٖ আয়াত থেকে তা আরম্ভ হয়। আলোচ্য এ আয়াতগুলো তারই কয়েকটি আয়াত।

এর মধ্যে প্রথম আয়াতটিতে এমন সব পাপ থেকে বেঁচে থাকার জন্য বিশেষভাবে দোয়েত করা হয়েছে যার জন্য নির্ধারিত সুকঠিন আজাব শুধু পাপীদের পর্যন্তই সীমাবদ্ধ থাকে না; রবং পাপ করেনি এমন লোকও তাতে জড়িয়ে পড়ে।

সে পাপ যে কি, সে সম্পর্কে তাফসীরবিদ ওলামায়ে কেরামের বিভিন্ন মত রয়েছে। কোনো কোনো মনীষী বলেন, 'আমর বিল মা'রূফ' তথা সৎকাজের নির্দেশ দান এবং 'নাহী আনিল মুনকার' অর্থাৎ অসৎকাজ থেকে মানুষকে বিরত করার চেষ্টা পরিহার করাই হলো এই পাপ। হযরত আব্দুল্লাহ ইবেন আব্বাস (রা.) বলেন, আল্লাহ মানুষকে নির্দেশ দিয়েছেন যেন তারা নিজের এলাকায় কোনো অপরাধ ও পাপানুষ্ঠান হতে না দেয়। কারণ, যদি তারা এমন না করে, অর্থাৎ সামর্থ্য থাকা সত্ত্বেও অপরাধ ও পাপকর্ম অনুষ্ঠিত হতে দেখে তা থেকে বারণ না করে, তবে আল্লাহ স্বীয় আজাব সবার উপরই ব্যাপক করে দেন। তখন তা থেকে বাঁচতে পারে কোনো গুনাহগার, আর না বাঁচতে পারে নিরপরাধ।

এখানে 'নিরপরাধ' বলতে সেসব লোককেই বুঝানো হয়েছে। যারা মূল পাপে পাপীদের সাথে অংশগ্রহণ করেনি, কিন্তু তারাও 'আমর বিল মা'রূফ' বর্জন করার পাপে পাপী। কাজেই এ ক্ষেত্রে এমন কোনো সন্দেহ করার কারণ নেই যে, একজনরে পাপের জন্য অন্যের উপর আজাব করাটা অবিচার এবং কুরআনি সিদ্ধান্ত وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِّزْرَ اُخْرٰى এর পরিপন্থি। কারণ এখানে পাপী তার মূল পাপের পরিণতিতে এবং নিরপরাধরা তাদের 'আমর বিল মা'রূফ' থেকে বিরত থাকার পাপের দরুন ধরা পড়েছে, কারো পাপ অন্যের কাঁধে চাপানো হয়নি।

ইমাম বগভী (র.) 'শরহুসসুন্নাহ' ও 'মা'আলিম' নামক গ্রন্থে হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা.) ও হযরত আয়েশা সিদ্দীকা (রা.)-এর রেওয়ায়েতক্রমে উদ্ধৃত করেছেন যে, রাসূলে করীম ﷺ বলেন, আল্লাহ তা'আলা কোনো নির্দিষ্ট দলের পাপের আজাব সাধারণ মানুষের উপর আরোপ করেন না, যতক্ষণ না এমন কোনো অবস্থার উদ্ভব হয় যে, সে নিজের এলাকা পাপকর্ম অনুষ্ঠিত হতে দেখে তা বাধাদানের ক্ষমতা থাকা সত্ত্বেও তাতে বাধা দেয় না, তবেই আল্লাহর আজাব সবাইকে ঘিরে ফেলে।

তিরমিযী ও আবূ দাউদ প্রভৃতি গ্রন্থে বিশুদ্ধ সনদসহ উদ্ধৃত করা রয়েছে যে, হযরত আবূ বকর (রা.) তাঁর এক ভাষণে বলেছেন যে, আমি রাসূলে কারীম ﷺ-কে বলতে শুনেছি, তিনি বলেছেন যে, মানুষ যখন কোনো অত্যাচারীকে দেখেও অত্যাচার থেকে তার হাতকে প্রতিরোধ করবে না, শীঘ্রই আল্লাহ তাদের সবার উপর ব্যাপক আজাব নাজিল করবেন।

সহীহ বুখারীতে হযরত নো'মান ইবনে বশীর (রা.) -এর রেওয়ায়েতক্রমে উদ্ধৃত রয়েছে যে, রাসূলে করীম ﷺ বলেছেন, যারা আল্লাহর কানুনের সীমালঙ্ঘনকারী গুনাহগার এবং যারা তাদের দেখেও মৌনাতা অবলম্বন করে, অর্থাৎ সামর্থ্য থাকা সত্ত্বেও তাদেরকে সেই পাপানুষ্ঠান থেকে বাধা দান করে না, এতদুভয় শ্রেণির উদাহরণ এমন একটি সামুদ্রিক জাহাজের মতো যাতে দুটি শ্রেণি রয়েছে এবং নিচের শ্রেণির লোকেরা উপরে উঠে এসে নিজেদের প্রয়াজনে পানি নিয়ে যায়, যাতে উপরের লোকেরা কষ্ট অনুভব করে। নীচের লোকেরা এমন অবস্থা দেখে জাহাজের তলায় ছিদ্র করে নিজেদের কাজের জন্য পানি সংগ্রহ করতে শুরু করে। কিন্তু উপরের লোকেরা এহেন কাণ্ড দেখেও বারণ করে না। এতে বলাইবাহুল্য যে, গোটা জাহাজেই পানি ঢুকে পড়বে। আর তাতে নীচের লোকেরা যখন ডুবে মরবে, তখন উপরের লোকেরাও বাঁচতে পারবে না।

https://e-ilm.weebly.com/

এসব রেওয়ায়েতের ভিত্তিতে অনেক তাফসীরবিদ মনীষী সাব্যস্ত করেছেন যে, 'এই' বলতে উদ্দেশ্য হলো জিহাদ বর্জন করা। বিশেষ করে এমন সময়ে জেহাদ থেকে বিরত থাকা, যখন আমীরুল মু'মিনীন তথা মুসলমানদের নেতার পক্ষ থেকে জিহাদের জন্য সাধারণ মুসলমানদের প্রতি আহ্বান জানানো হয় এবং ইসলমি 'শিয়ার' সমূহের হেফজতও তার উপর নির্ভরশীল হয়ে দাঁড়ায়। কারণ, তখন জিহাদ বর্জনের পরিণতি শুধু জিহাদ বর্জনকারীদের উপরই নয়; বরং সমগ্র মুসলিম জাতির উপর এসে পড়ে। কাফেররদের বিজয়ের ফলে নাবীম শিশু, বৃদ্ধ, এবং অন্যান্য বহু নিরপরাধ মুসলমান হত্যার শিকারে পরিণত হয়। তাদের জান মাল বিপদের সম্মুখীন; হয়ে পড়ে। এমতাবস্থায় 'আজাব' অর্থ হবে পার্থিব বিপদাপদ।

আর যেহেতু আল্লাহ ও বান্দার হকসমূহ আদায় করার ক্ষেত্রে গাফিলতি ও শৈথিল্যের কারণ সাধারণত মানুষের ধনদৌলত ও সন্তানসন্ততিই হয়ে থাকে, কাজেই সে সম্পর্কে সতর্ক করার উদ্দেশ্যে বলা হয়েছে– وَاعْلَمُوٓا اَنَّمَآ اَمْوَالُكُمْ وَاَوْلَادُكُمْ فِتْنَةٌ ۙ وَّاَنَّ اللّٰهَ عِنْدَهٗٓ اَجْرٌ عَظِيْمٌ অর্থাৎ জেনে রেখো যে, তোমাদের ধনসম্পদ ও সন্তানসন্ততি তোমাদের জন্য ফিতনা।

'ফিতনা' শব্দের অর্থ পরীক্ষাও হয়; আবার আজাবও হয়। তাছাড়া এমনসব বিষয়কেও ফিতনা বলা হয়। তাছাড়া এমনসব বিষয়কেও ফিতনা বলা হয় যা আজাবের কারণ হয়ে থাকে। কুরআন কারীমের বিভিন্ন আয়াতে এ তিন অর্থেই ফিতনা শব্দের ব্যবহার হচ্ছে। বস্তুত এখানে তিনটি অর্থেরই সুযোগ রয়েছে। কোনো কোনো সময় সম্পদ ও সন্তান মানুষের জন্য পৃথিবীতেই প্রাণ শত্রু হয়ে দাঁড়ায় এবং সেগুলোর জন্য শৈথিল্য ও পাপে লিপ্ত হয়ে আজাবের কারণ হয়ে পড়াটা একান্তই স্বাভাবিক। প্রথমত ধন দৌলত ও সন্তান সন্ততির মাধ্যমে তোমাদের পরীক্ষা করাই আল্লাহ তা'আলার উদ্দেশ্য যে, আমার এসব দান গ্রহণ করার পর তোমরা কৃতজ্ঞতা প্রকাশ কর, না অকৃজ্ঞ হও। দ্বিতীয় ও তৃতীয় অর্থ এও হতে পারে যে, ধন সম্পদ ও সন্তান সন্ততির মায়ায় জড়িয়ে গিয়ে যদি আল্লাহকে অসন্তুষ্ট করা হয়, তবে এই ধন সম্পদও সন্তান সন্ততিই তোমাদের জন্য আজাব হয়ে দাঁড়াবে। কোনো সময় তো পার্থিব জীবনেই এসব বস্তু মানুষকে কঠিন বিপদের সম্মুখীন করে দেয় এবং দুনিয়াতে সে ধনদৌলত ও সন্তানসন্ততিকে আজাব বলে মনে করতে শুরু করে। অন্যথায় একথাটি অপরিহার্য সে, যে ধনসম্পদ দুনিয়ায় আল্লাহ তা'আলার হুকুম আহকামের বিরুদ্ধাচরণের মাধ্যমে অর্জন করা হয়েছে বিংবা ব্যয় করা হয়েছে, সে সম্পদই আখেরাতে তার জন্য সাপ বিচ্ছু ও আগুনে পোড়ার কারণ হবে। যেমন, কুরআনের বিভিন্ন আয়াত ও অসংখ্য হাদীসে তার বিস্তারিত বিবরণ উল্লেখ রয়েছে। আর তৃতীয় অর্থ এই যে, এসব বস্তু সামগ্রী আজাবের কারণ হয়ে দাঁড়ায়। এ বিষয়টি তো একান্তই স্পষ্ট যে, এসব বস্তু আল্লাহর প্রতি মানুষকে গাফেল করে তোলে এবং তাঁর হুকুম আহকামের প্রতি আমনোযোগী করে দেয়, তখন সেগুলোই আজাবের কারণ হয়। আয়াত শেষে বলা হয়েছে– وَاَنَّ اللّٰهَ عِنْدَهٗٓ اَجْرٌ عَظِيْمٌ অর্থাৎ এ কথাটিও জেনে রেখো যে, যে লোক আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের আনুগত্য করতে গিয়ে ধনসম্পদ ও সন্তানসন্ততির ভালোবাসার সামনে পরাজয় বরণ না করবে তার জন্য আল্লাহ তা'আলার নিকট রয়েছে মহান প্রতদান।

পূর্ববর্তী আয়াতে এ বিষয়ের আলোচনা হচ্ছিল যে, মানুষের জন্য ধনসম্পদ ও সন্তানসন্ততি একটি ফিতনাবিশেষ। অর্থাৎ এগুলো সবই পরীক্ষার বিষয়। কারণ এসব বস্তুর মায়ায় হেরে গিয়েই মানুষ সাধারণত মহা নেয়ামতের যৌক্তিক দাবি ছিল, আল্লাহর এহেন অনুগ্রহের জন্য তার প্রতি অধিকতর বিনত হওয়া।

আলোচ্য এ আয়াতসমূহের প্রথমটি সে বিষয়েরই উপসংহার। এতে বলা হয়েছে, যে লোক বিবেককে স্বভাবের উপর প্রবল রেখে এই পরীক্ষায় দৃঢ়তা অবলম্বন করবে এবং আল্লাহর আনুগত্য ও মহব্বতকে সবকিছুর ঊর্ধ্বে স্থাপন করবে যাকে কুরআন ও শরিয়তের ভাষায় 'তাকওয়া' বলা হয় তাহলে সে এর বিনিময়ে তিনটি প্রতিদান লাভ করে– (১) ফোরকান (২) পাপের প্রায়শ্চিত্ত (৩) মাগফেরাত বা পরিত্রাণ।

فُرْقَانٌ ও فَرْقٌ দুটি ধাতুর সমর্থক। পরিভাষাগতভাবে فُرْقَانٌ (ফোরকান) এমন সব বস্তু বা বিষয়কে বলা হয় যা দু'টি বস্তুর মাঝে প্রকৃষ্ট পাথৃব্য ও দুরত্ব মুটিত করে দেয়। সেজন্যই কোনো বিষয়ের মীমাংসাকে করে দেয়। সেজন্যই কোনো বিষয়ের মীমাংসাকে ফোরকান বলা হয়। কারণ, উহা হক ও না হকের মধ্যকার মধ্যকার পার্থক্য স্পষ্ট করে দেয়। তাছাড়া আল্লাহ তা'আলার সাহায্যকেও ফোরকান বলা হয়। কারণ এর দ্বারাও সত্য ও মিথ্যার পার্থক্য সুস্পষ্ট হয়ে যায়। সে জন্যই কুরআনে কারীম গযওয়ায়ে বদরকে 'ইয়াওমুল ফোরকান' তথা পার্থক্যসূচক দিন বলে আখ্যয়িত করা হয়েছে।

https://e-ilm.weebly.com/

এ আয়াতে বর্ণিত "তাকওয়া' অবলম্বনকারীদের প্রতি 'ফোরকান' দান করা হবে। কথাটির মর্ম অধিকাংশ মুফাসসিরীনের মতে এই যে, তাদের প্রতি আল্লাহ তা'আলার সাহায্য-সহায়তা থাকবে এবং তিনি তাদের হেফাজত করেন। কোনো শত্রু তাদের ক্ষতিসাধন করতে পারে না। যাবতীয় উদ্দেশ্যে তারা সাফল্য লাভে সমর্থ হন।

তাফসীরে মুহায়েমী গ্রন্থে বর্ণিত রয়েছে যে, পূর্ববর্তী ঘটনায় হযরত আবূ লুবাবা (রা.) কর্তৃক স্বীয় পরিবার-পরিজনের রক্ষণাবেক্ষণের লক্ষ্যে যে পদস্খলন ঘটে গিয়েছিল, তা এ কারণেও একটি ত্রুটি ছিল যে, পরিবার-পরিজনের হেফাজত ও রক্ষণাবেক্ষণের জন্যও আল্লাহ ও রাসূলের প্রতি যথাযথ আনুগত্য অবলম্বন করাই ছিল সঠিক পন্থা। তাহলেই ধনসম্পদ ও সন্তানসন্ততি সবই আল্লাহ তা'আলার হেফাজতে চলে আসত। কোনো কোনো মুফাসসীরে বলেছেন যে, এ আয়াতে ফোরকান বলতে সেসব জ্ঞান-বুদ্ধিকে উদ্দেশ্য করা হয়েছে যার মাধ্যমে সত্য-মিথ্যা ও খাঁটি-মেকির মাঝে পার্থক্য করা সহজ হয়ে যায়। অতএব, মর্ম দাঁড়ায় এই যে, যারা 'তাকওয়া' অবলম্বন করেন, আল্লাহ তাদেরকে এমন জ্ঞান ও অন্তর্দৃষ্টি দান করেন যাতে তাদের পক্ষে ভলো-মন্দের পার্থক্য করা সহজ হয়ে যায়।

দ্বিতীয়ত তাকওয়ার বিনিময়ে যা লাভ হয়, তা হলো পাপের মোচন। অর্থাৎ পার্থিব জীবনে মানুষের দ্বারা যেসব ত্রুটি-বিচ্যুতি ঘটে যায় দুনিয়াতে সেগুলোর কাফফারা ও বদলার ব্যবস্থা করে দেওয়া হয়। অর্থাৎ এমন সৎকর্ম সম্পদানের তৌফিক তার হয়, যা তার সমুদয় ত্রুটি-বিচ্যুতির উপর প্রবল হয়ে পড়ে। তাকওয়ার প্রতিদানে তৃতীয় যে জিনিসটি লাভ হয়, তা হলো আখেরাতের মুক্তি ও যাবতীয় পাপের ক্ষমা লাভ।

আয়াতের শেষাংশে বলা হয়েছে– وَاللّٰهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيْمِ অর্থাৎ 'আল্লাহ তা'আলা বড়ই অনুগ্রহশীল ও করুণাময়।' এতে ইঙ্গিত করে দেওয়া হয়েছে যে, আমলের যে প্রতিদান তা তো আমলের পরিমাণ অনুযায়ীই হয়ে থাকে। এখানেও তাকওয়ার প্রতিদানে যে তিনটি বিষয়ের উল্লেখ করা হয়েছে তা তারই বদলা বা প্রতিদান। কিন্তু আল্লাহ হচ্ছেন বিরাট অনুগ্রহ ও এহসানের অধিকারী। তাঁর দান ও দয়া কোনো পরিমাপের গণ্ডিতে আবদ্ধ নয় এবং তাঁর দান ও এহসানের অনুমান করা কারও পক্ষে সম্ভব নয়। কাজেই তাকওয়া অবলম্বনকারীদের জন্য তিনটি নির্ধারিত প্রতিদান ছাড়াও আল্লাহ তা'আলার নিকট থেকে আরও বহু দান ও অনুগ্রহ লাভের আশা রাখা কর্তব্য।

দ্বিতীয় আয়াতে আল্লাহ তা'আলার বিশেষ এক অনুগ্রহ ও দানের কথা উল্লেখ করা হয়েছে যা রাসূলে মাকবূল ﷺ, সাহাবায়ে কেরাম তথা সমগ্র বিশ্বের উপরই হয়েছে। তা হলো এই যে, হিজরত পূর্বকালে মহানবী ﷺ যখন কাফের পরিবেষ্ঠিত ছিলেন এবং তারা তাকে হত্যা কিংবা বন্দী করার ব্যাপারে সলাপরামর্শ করছিল তখন আল্লাহ রাব্বুল আলামীন তাদের এ অপবিত্র চিন্তাকে ধূলিসাৎ করে দেন এবং মহানবী ﷺ কে নিরাপদে মদিনায় পৌছে দেন।

তাফসীরে ইবনে কাছীর ও মাযহারীতে মুহাম্মদ ইবনে ইসহাক, ইমাম আহমদ ও ইবনে জরীর (র.) প্রমুখের রেওয়ায়েতক্রমে এ ঘটনাটি এভাবে উদ্ধৃত হয়েছে যে, মদিনা থেকে আহত আনসারদের মুসলমান হওয়ার বিষয়টি যখন মক্কায় জানাজানি হয়ে যায়। তখন মক্কার কুরাইশরা চিন্তান্বিত হয়ে পড়ে যে, এ পর্যন্ত তো তাঁর ব্যাপারটি মক্কার ভিতরেই সীমিত ছিল, যেখানে সর্বপ্রকার ক্ষমতাই ছিল আমাদের হাতে। কিন্তু এখন যখন মদিনাতেও ইসলাম বিস্তার লাভ করছে এবং বহু সাহাবী হিজরত করে মদিনায় চলে গেছেন তখন এদের একটি কেন্দ্র মদিনাতেও স্থাপিত হয়েছে। এমতাবস্থায় এরা যে কোনো রকম শক্তি আমাদের বিরুদ্ধে সংগ্রহ করতে পারেন এবং শেষ পর্যন্ত আমাদের উপর আক্রমণও করে বসতে পারেন। সঙ্গে সঙ্গে তারা এ কথাও উপলব্দি করতে পারে যে, এ পর্যন্ত সামান্য কিছু সাহাবীই হিজরত করে মদিনায় গিয়েছেন, কিন্তু একন প্রবল সম্ভাবনা দেখা দিয়েছে যে, স্বয়ং মুহাম্মদ ﷺ ও সেখানে চলে যেতে পারেন। সে কারণেই মক্কার নেতৃবর্গ এ বিষয়ে সলা পরামর্শ করার উদ্দেশ্যে দারুন নদওয়াতে এক বিশেষ বৈঠকের আয়োজন করে। 'দারুন নাদওয়া' ছিল মসজিদে হারাম সংলগ্ন কোসাই ইবনে কেলাবের বাড়ী। বিশেষ জটিল বিষয়ে ও সমস্যাদির ব্যাপারে সলা পরামর্শ ও বৈঠকের জন্য তারা এ বাড়িটিকে নির্দিষ্ট করে রেখেছিল। অবশ্য ইলামী আমলে এটিকে মসজিদে হারামের অন্তর্ভুক্ত করে দেওয়া হয়। কথিত আছে যে, বর্তমান 'বাবুয যিয়াদাত'ই সে স্থান যাকে তৎকালে দারুন নদওয়া বলা হতো।

প্রচলিত নিয়মানুযায়ী এই গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে পরামর্শের জন্য কুরইশ নেতৃবর্গ দারুন নদওয়াতেই সমবেত হয়েছিলেন। যাতে আবূ জাহল, নযর ইবনে হারেস, উমাইয়া ইবনে খালফ, আবূ সুফিয়ান প্রমুখসহ সমস্ত বিশেষ বিশেষ ব্যক্তিত্ব অংশগ্রহণ

https://e-ilm.weebly.com/

করেন এবং রাসূলুল্লাহ ﷺ ও ইসলামের ক্রমবর্ধমান শক্তির মোকাবিলার উপায় ও ব্যবস্থা সম্পর্কে চিন্তা ভাবনা করা হয়। এখানে বসেই মহানবী ﷺ -কে হত্যার ষড়যন্ত্র করা হয়।

কিন্তু নবী রাসূলগণের গায়বী শক্তি সম্পর্কে এই মুর্খের দর কেমন করে জানবে। সেদিকে হযরত জিবরাঈল (আ.) তাদের পরামর্শ কক্ষের যাবতীয় অবস্থা সম্পর্কে রাসূল কারীম ﷺ -কে অবহিত করে এই ব্যবস্থা বাতলে দেন যে, আজকের রাতে আপনি নিজের বিছানায় শয়ন করবেন না। আল্লাহ তা'আলা আপানাকে মক্কা থেকে হিজরত করারও অনুমতি দিয়ে দিয়েছেন।

এদিকে পরামর্শ অনুযায়ী কোরাইশী নওজোয়ানরা সন্ধ্যা থেকেই সরওয়ারে দু'আলাম ﷺ -এর বাড়ীটি অবরোধ করে ফেলে। রাসূলে কারীম ﷺ বিষয়টি লক্ষ্য করে হযরত আলী (রা.)-কে নির্দেশ দিলেন যে, আজ রাতে তিনি মহানবীর বিছানায় রাত্রি যাপন করবেন এবং সাথে সাথে এই সুসংবাদ শুনিয়ে দিলেন যে, এতে বাহ্যিক দৃষ্টিতে প্রাণের ভয় থাকলেও শত্রুরা কিছুই ক্ষতি করতে পারবে না।

হযরত আলী (রা.) এ কাজের জন্য নিজেকে পেশ করলেন এবং মহানবী ﷺ -এর বিছানায় শুয়ে পড়লেন। কিন্তু সমস্যা দেখা দিয়েছে যে, রাসূল ﷺ এই অবরোধে ভেদ করে বেরোবেন কেমন করে। বস্তুত স্বয়ং আল্লাহ তা'আলা এক মু'জিযার মাধ্যমে এ সমস্যার সামাধান করে দেন। কথা হলো এই যে, আল্লাহর নির্দেশক্রমে মহানবী ﷺ একমুঠো মাটি হাতে নিয়ে বাইরে বেরিয়ে আসেন এবং অবরোধকারীরা তার ব্যাপারে যে আলাপ আলোচনা করছিল, তার উত্তর দান করেন। কিন্তু আল্লাহ তা'আলা তাদের দৃষ্টি ও চিন্তাশক্তিকে তাঁর দিক থেকে ফিরিয়ে অন্য দিকে নিবদ্ধ করে দিয়েছিলেন। ফলে কেউই তাঁকে দেখতে পায়নি। অথচ তিনি সবার মাথায় মাটি দিয়ে বেরিয়ে চলে গেলেন। তাঁর ব্যাপারে যে আলাপ আলোচনা করছিল তার উত্তর দান করেন। কিন্তু আল্লাহ তা'আলা তাদের দৃষ্টি ও চিন্তাশক্তিকে তাঁর দিক থেকে ফিরিয়ে অন্যদিকে নিবদ্ধ করে দিয়েছিলেন। ফলে কেউই তাঁকে দিক থেকে ফিরিয়ে অন্যদিকে নিবদ্ধ করে দিয়েছিলেন। ফলে কেউই তাঁকে দেখতে পায়নি। অথচ তিনি সবার মাথায় মাটি দিয়ে বেরিয়ে চলে গেলেন। তাঁর চলে যাবার পর কোনো এক আগন্তুক এসে অবরোধকারীদের কাছে জিজ্ঞেস করল, তোমরা এখানে কেন দাঁড়িয়ে আছ? তারা জানাল, মুহাম্মদ ﷺ -এর অপেক্ষায়। আগন্তুক বলল, কোন স্বপ্নে পড়ে রয়েছে, তিনি এখান থেকে বেরিয়ে চলেও গিয়েছেন এবং যাবার সময় তোমাদের প্রত্যেকের মাথায় মাটি দিয়ে গিছেন। তখন তারা সবাই নিজেদের মাথায় হাত দিয়ে বিষয়টি সত্য বলে প্রমাণ পেল।

হযরত আলী (রা.) মহানবী ﷺ-এর বিছানায় শুয়েছিলেন। কিন্তু অবরোধকারীরা তাঁর পাশ ফেরার ভঙ্গি দেখে বুঝতে পারল, তিনি মুহাম্মদ ﷺ নন। কাজেই তাঁকে তারা হত্যা করতে উদ্যোগী হলো না। ভোর পর্যন্ত অবরোধ করে রাখার পর এরা লজ্জিত অপদস্থ হয়ে ফিরে গেল। এই রাত এবং এতে রাসূলে ﷺ-এর জন্য জন্য নিজেকে নিশ্চিত মৃত্যুর সম্মুখীন করার বিষয়টি হযরত আলী (রা.) -এর বিশেষ বৈশিষ্ট্যের অন্তর্ভুক্ত।

কুরাইশী সর্দারদের পরামর্শে মহানবী ﷺ-এর সম্পর্কে যে তিনটি মত উপস্থাপিত হয়েছিল সে সবকটিই কুরআনের এ আয়াতে উল্লেখ করে বলা হয়েছে– وَاِذْ يَمْكُرُ بِكَ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا لِيُثْبِتُوْكَ اَوْ يَقْتُلُوْكَ اَوْ يُخْرِجُوْكَ অর্থাৎ সে সময়টি স্মরণযোগ্য, যখন কাফেররা আপনার বিরুদ্ধে নানা রকম ব্যবস্থা নেওয়ার বিষয় চিন্তাভাবনা করছিল যে, আপনাকে বন্দী করে রাখবে না হত্যা করবে, নাকি দেশ থেকে বের করে দিবে।

কিন্তু আল্লাহ তাদের সমস্ত পরিকল্পনা ধূলিসাৎ করে দিয়েছেন। সুতরাং আয়াতের শেষাংশে বলা হযেছে وَاللّٰهُ خَيْرُ الْمٰكِرِيْنَ অর্থাৎ আল্লাহ তা'আলা সবচেয়ে উত্তম ব্যবস্থাপক, যা যাবতীয় ব্যবস্থা ও পরিকল্পনাকে ছাপিয়ে যায়। যেমনটি এ ঘটনার ক্ষেত্রে পরিলক্ষিত হয়েছে।

আরবি অভিধানে مَكْر শব্দের অর্থ হলো– কোনো ছলা-কৌশলের মাধ্যমে প্রতিপক্ষের লোককে তার উদ্দেশ্য সাধনে বিরত রাখা। বস্তুত একাজ যদি কোনো সদুদ্দেশ্যে করা হয় তবে তা উত্তম ও প্রশংসার যোগ্যও। কিন্তু অসৎ কোনো মতলবে করা হলে দুষণীয় এবং মন্দকাজ। কাজেই এ শব্দটি মানুষের ক্ষেত্রে বলা যেতে পারে এবং আল্লাহ তা'আলার ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য। অবশ্য আল্লাহ তা'আলার ক্ষেত্রে শুধুমাত্র এমনসব পরিবেশে ও পরিস্থিতিতেই এ শব্দের ব্যবহার হতে পারে যেখানে বাক্যের ধারাবাহিকতা কিংবা তুলনার মাধ্যমে দুষণীয় ছলনার কোনো অবকাশ থাকতে না পারে। যেমনটি এখানে হয়েছে। –[মাযহারী]

https://e-ilm.weebly.com/

এখানে এ কথাটিও প্রণিধানযোগ্য যে, আয়াতের শেষাংশে যেসব শব্দ বলা হয়েছে তা বর্তমান ভবিষ্যতকাল জ্ঞাপক ক্রিয়াপদে ব্যবহৃত হয়েছে। বলা হয়েছে وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللّٰهُ অর্থাৎ তারা ঈমানদারদেরকে কষ্ট দানের জন্য করা কৌশল করতে থাকে এবং আল্লাহ তাদের সে কলা কৌশলকে ব্রর্ত করে দেওয়ার ব্যবস্থা নিতে থাকবেন। এতে ইঙ্গিত করা হয়েছে যে, মুসলমানদের ক্ষতি সাধনের চেষ্টা তদবীর করাটা কাফেরদের চিরাচরিত বৃত্তি থাকবে। আর তেমনিভাবে আল্লাহ তা'আলার সাহায্য সাহায়তাও সর্বকালেই সত্যিকার মুসললমানদের উপর থেকে তাদের সেসব ব্যবস্থাকে ব্যর্থ করে দিতে থাকবে।

একত্রিশ ও বত্রিশতম আয়াতে সেই 'দারুন নদওয়ার' জনৈক সদস্য নযর ইবনে হারেছের এক অহেতুক সংলাপ এবং ত্রিশতম আয়াতে তার জওয়াব সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে। নযর ইবনে হারেছ ব্যবসায়ী লোক ছিল এবং বিভিন্ন দেশ ভ্রমণের ফলে ইহুদি নাসারাদের গ্রন্থ ও তাদের ইবাদত উপাসনা বার বার দেখার সুযোগ পেয়েছিল। কাজেই সে যখন কুরআনে কারীমে বিগত উম্মতসমূহের অবস্থা সংক্রান্ত বিবরণ শুনল তখন বলল– قَدْ سَمِعْنَا لَوْ نَشَآءُ لَقُلْنَا مِثْلَ هٰذَآ اِنْ هٰذَآ اِلَّآ اَسَاطِيْرُ الْاَوَّلِيْنَ অর্থাৎ "এসব তো আমাদের শোনা কথাই। আমরা ইচ্ছা করলে এমন কথা বলতে পারি। এগুলো তো বিগত লোকদেরই ইতিকথা"। তারপর কোনো কোনো সাহাবী যখন তাকে লা জওয়াব করে দিলেন যে, যদি বলতেই পার, তবে বলছ না কেন? কুরআন যে সত্য ও মিথ্যায় মাঝে পার্থক্য বিধান করে দিয়েছে এবং সমগ্র বিশ্বকে চ্যালেঞ্জও করে দিয়েছে যে, এর বিরোধীরা যদি সত্যি হয়ে থাকে, তবে কুরআনের ছোট একটি সূরার অনুরূপই একটি সূরা উপস্থাপন করে দেখাক। অথচ বিরোধিতায় যারা জানের বাজি লাগিয়েছিল, যারা ধন দৌলত আর সন্তান সন্ততিকে পর্যন্ত কুরবান করেছিল তাদের সবাই মিলে কুরআনের মোকাবিলায় ছোট একটি সূরাও পেশ করতে পারেনি। তাহলে একথা বলা যে, আমরা যদি ইচ্ছা করি তবে আমরাও এমন বালাম বলতে পারি। এমন একটি কথা যা লাজ লজ্জার অধিকারী কোনো লোকই বলতে পারে না। তাপর নযর ইবনে হারেছের সামনে সাহাবায়ে কেরাম এই কালামের সত্যতা সম্পর্কে বর্ণনা করেলেন, তখন সে স্বীয় ভ্রান্ত মতবাদের উপর তার দৃঢ়তা প্রকাশ করার উদ্দেশ্যে বলতে লাগল– اللّٰهُمَّ اِنْ كَانَ هٰذَا هُوَ الْحَقَّ مِنْ عِنْدِكَ فَاَمْطِرْ عَلَيْنَا حِجَارَةً مِّنَ السَّمَآءِ اَوِ ائْتِنَا بِعَذَابٍ اَلِيْمٍ অর্থাৎ 'হে আল্লাহ! এই কুরআনই যদি আপনার পক্ষ থেকে সত্য হয়ে থাকে, তবে আমাদের উপর আকাশ থেকে পাথর বর্ষণ করুন কিংবা কোনো কঠিন আজাব নাজিল করে দিন।

স্বয়ং কুরআন কারীম এর উত্তর দিয়েছে। প্রথমে বলা হয়েছে– وَمَا كَانَ اللّٰهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَاَنْتَ فِيْهِمْ অর্থাৎ হে মুহাম্মদ! অপনার মক্কায় থাকা অবস্থায় আল্লাহ তাদের উপর আজাব করবেন না। কারণ, সমস্ত নবী রাসূলগণের ব্যাপারেই আল্লাহর নীতি এই যে, তাঁরা যে জনপদে থাকেন তাতে ততক্ষণ পর্যন্ত কোনো আজাব নাজিল করেন না, যতক্ষণ না স্বীয় পয়গম্বরগণকে সেখান থেকে সরিয়ে নেন।

এ উত্তরের সারমর্ম এই যে, তোমারা তো কুরআন ও ইসলামের বিরোধিতার কারণে পাথর বর্ষণেরই যোগ্য কিন্তু মহানবী ﷺ-এর মক্কায় অবস্থান এর অন্তরায়। ইমাম ইবনে জারীর (র.) বলেন, আয়াতের এ অংশটি সে সময় নাজিল হয়েছিল যখন রাসূল ﷺ মক্কায় অবস্থান করছিলেন। তারপর মদনিায় হিজচরত করার পর আয়অতের দ্বিতীয় অংশ অবতর্ণি হয়। وَمَا كَانَ اللّٰهُ مُعَذِّبَهُمْ وَهُمْ يَسْتَغْفِرُوْنَ অর্থাৎ আল্লাহ তা'আলা তাদরে উপর আজাব নাজিল করবেন না, তখন তারা এস্তেগফার তথা ক্ষমা প্রার্থনা করে। এর মর্ম এই যে, মহানবী ﷺ-এর মদিনা চলে যাবার পর যদিও ব্যাপক আজাবের পথে যে অন্তরায় ছিল তা দূর হয়ে গেছে, অর্থাৎ তাঁর সেখানে বর্তমান থাক, কিন্তু তারপরেও আজাব আসার পথে আরেকটি বাধা রয়ে গেছে তাহলো এই যে, অনেক দুর্বল মুসলমান যারা হিজরত করতে পারছিলেন না, সেখানে রয়ে গিয়েছিলেন এবং আল্লাহর দরবারে এস্তেগফার ও ক্ষমাপ্রার্থনা করে যাচ্ছিলেন। তাঁদেরই খাতিরে মক্কাবাসীদের উপর আজাব নাজিল করা হয়নি।

অতঃপর এ সমস্ত মুসলমানও হিজরত করে যখন মদিনায় পৌছে যান, তারপরে আয়াতের এ বাক্যটি নাজিল হয়– وَمَا لَهُمْ اَلَّا يُعَذِّبَهُمُ اللّٰهُ وَهُمْ يَصُدُّوْنَ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ অর্থাৎ আল্লাহ তাদেরকে আজাব দিবেন না তা কেমন করে হয়, অর্থাৎ তারা রাসূলকে মসজিদে হারামে গিয়ে ইবাদত করতে বাধা দান করে।

অর্থাৎ আজাব আসার পরের দুটি অন্তরায়ই এখন দূর হয়ে গেছে। এখন মক্কাতে না আছেন মহানবী ﷺ, না আছেন ক্ষমা প্রার্থনাকারী মুসলমানগণ। অতএব, আজাব আসতে এখন আর কোনো বাধাই অবশিষ্ট নেই। বিশেষত তাদের

https://e-ilm.weebly.com/

https://e-ilm.weebly.com/

অনুবাদ : (৩৪) আর তাদের কি যুক্তি আছে যে, আল্লাহ তা'আলা তাদেরকে শাস্তি প্রদান না করেন? এই অবস্থায় যে, তারা মসজিদে হারাম হতে [পয়গম্বর ﷺ ও মুসলমানগণকে] প্রতিরোধ করে অথচ তারা সেই মসজিদের তত্ত্বাবধায়ক [-ও] নয়, তার তত্ত্বাবধায়ক তো আল্লাহভীরুগণ ব্যতীত আর কেউই নয়, কিন্তু তাদের অনেকেই অবগত নয়।	وَمَا لَهُمْ اَلَّا يُعَذِّبَهُمُ اللّٰهُ وَهُمْ يَصُدُّوْنَ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَمَا كَانُوْٓا اَوْلِيَآءَهٗ ۚ اِنْ اَوْلِيَآؤُهٗٓ اِلَّا الْمُتَّقُوْنَ وَلٰكِنَّ اَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُوْنَ (٣٤)
(৩৫) আর তাদের নামাজ কাবা শরীফের নিকট এই ছিল- কেবল শিস দেওয়া ও করতালি দেওয়া, অতএব, এই শাস্তির স্বাদ আস্বাদন কর নিজেদের কুফরের দরুন	وَمَا كَانَ صَلَاتُهُمْ عِنْدَ الْبَيْتِ اِلَّا مُكَآءً وَّتَصْدِيَةً ۚ فَذُوْقُوا الْعَذَابَ بِمَا كُنْتُمْ تَكْفُرُوْنَ (٣٥)
(৩৬) নিশ্চয় এই কাফেররা নিজেদের ধন সম্পদসমূহ এজন্য ব্যয় করছে যেন আল্লাহ তা'আলার পথ হতে [লোকদেরকে] প্রতিরোধ করে, অতএব, তারা তো নিজেদের মাল ব্যয় করতেই থাকবে, [কিন্তু] পরিণামে সেই মাল তাদের পক্ষে অনুশোচনার কারণ হয়ে পড়বে, অনন্তর তারা পরাভূত হয়ে যাবে, আর কাফেরদেরকে দোজখের দিকে সমবেত করা হবে।	اِنَّ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا يُنْفِقُوْنَ اَمْوَالَهُمْ لِيَصُدُّوْا عَنْ سَبِيْلِ اللّٰهِ ؕ فَسَيُنْفِقُوْنَهَا ثُمَّ تَكُوْنُ عَلَيْهِمْ حَسْرَةً ثُمَّ يُغْلَبُوْنَ ؕ۬ وَالَّذِيْنَ كَفَرُوْٓا اِلٰى جَهَنَّمَ يُحْشَرُوْنَ (٣٦)

শাব্দিক অনুবাদ

(৩৪) وَمَا لَهُمْ আর তাদের কি যুক্তি আছে যে اَلَّا يُعَذِّبَهُمُ اللّٰهُ আল্লাহ তা'আলা তাদেরকে শাস্তি প্রদান না করেন وَهُمْ يَصُدُّوْنَ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ এই অবস্থায় যে, তারা মসজিদে হারাম হতে [পয়গম্বর (সা.) ও মুসলমানগণকে] প্রতিরোধ করে وَمَا كَانُوْٓا اَوْلِيَآءَهٗ অথচ তারা সেই মসজিদের তত্ত্বাবধায়ক [-ও] নয় اِنْ اَوْلِيَآؤُهٗٓ اِلَّا الْمُتَّقُوْنَ তার তত্ত্বাবধায়ক তো আল্লাহভীরুগণ ব্যতীত আর কেউই নয় وَلٰكِنَّ اَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُوْنَ কিন্তু তাদের অনেকেই অবগত নয়।

(৩৫) وَمَا كَانَ صَلَاتُهُمْ আর তাদের নামাজ عِنْدَ الْبَيْتِ কাবা শরীফের নিকট এই ছিল- اِلَّا مُكَآءً وَّتَصْدِيَةً কেবল শিস দেওয়া ও করতালি দেওয়া فَذُوْقُوا الْعَذَابَ অতএব, এই শাস্তির স্বাদ আস্বাদন কর بِمَا كُنْتُمْ تَكْفُرُوْنَ নিজেদের কুফরের দরুন।

(৩৬) اِنَّ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا নিশ্চয় এই কাফেররা يُنْفِقُوْنَ اَمْوَالَهُمْ নিজেদের ধনসম্পদসমূহ এজন্য ব্যয় করছে يَصُدُّوْا عَنْ سَبِيْلِ اللّٰهِ যেন আল্লাহ তা'আলার পথ হতে [লোকদেরকে] প্রতিরোধ করে فَسَيُنْفِقُوْنَهَا অতএব, তারা তো নিজেদের মাল ব্যয় করতেই থাকবে ثُمَّ تَكُوْنُ عَلَيْهِمْ حَسْرَةً পরিণামে সেই মাল তাদের পক্ষে অনুশোচনার কারণ হয়ে পড়বে ثُمَّ يُغْلَبُوْنَ অনন্তর তারা পরাভূত হয়ে যাবে وَالَّذِيْنَ كَفَرُوْٓا اِلٰى جَهَنَّمَ يُحْشَرُوْنَ আর কাফেরদেরকে দোজখের দিকে সমবেত করা হবে।

https://e-ilm.weebly.com/

لِيَمِيْزَ اللّٰهُ الْخَبِيْثَ مِنَ الطَّيِّبِ وَيَجْعَلَ الْخَبِيْثَ بَعْضَهٗ عَلٰى بَعْضٍ فَيَرْكُمَهٗ جَمِيْعًا فَيَجْعَلَهٗ فِيْ جَهَنَّمَ ؕ اُولٰٓئِكَ هُمُ الْخٰسِرُوْنَ (٣٧) ع ١٨

অনুবাদ : (৩৭) যেন আল্লাহ তা'আলা অপবিত্র [লোকদের]-কে পবিত্র [লোকদের] হতে পৃথক করে দেন এবং অপবিত্রদেরকে পরস্পরের সাথে মিলিত করেন, অর্থাৎ তাদের সকলকে স্তূপীকৃত করে দেন, অতঃপর তাদের সকলকে দোজখে নিক্ষেপ করেন, এরূপ লোকেরাই পূর্ণ ক্ষতির মধ্যে রয়েছে।

قُلْ لِّلَّذِيْنَ كَفَرُوْٓا اِنْ يَّنْتَهُوْا يُغْفَرْ لَهُمْ مَّا قَدْ سَلَفَ ۚ وَاِنْ يَّعُوْدُوْا فَقَدْ مَضَتْ سُنَّتُ الْاَوَّلِيْنَ (٣٨)

(৩৮) আপনি সেই সকল লোকদেরকে যারা কুফরি করেছে, বলে দিন যে, যদি তারা [কুফর হতে] নিবৃত্ত হয়, তবে তাদের অতীতের সকল পাপ ক্ষমা করা হবে, আর যদি তারা নিজেদের সেই [কুফরের] অভ্যাসই রাখে তবে পূর্ববর্তী কাফেরদের সম্বন্ধে [আমার] বিধান প্রবর্তিত রয়েছে।

وَقَاتِلُوْهُمْ حَتّٰى لَا تَكُوْنَ فِتْنَةٌ وَّيَكُوْنَ الدِّيْنُ كُلُّهٗ لِلّٰهِ ۚ فَاِنِ انْتَهَوْا فَاِنَّ اللّٰهَ بِمَا يَعْمَلُوْنَ بَصِيْرٌ (٣٩)

(৩৯) আর তোমরা তাদের বিরুদ্ধে সেই পর্যন্ত যুদ্ধ করতে থাক, যে পর্যন্ত না তাদের হতে ফিতনা [শিরক] বিলুপ্ত হয়ে যায়, এবং [তাদের] ধর্ম [কেবল] আল্লাহ তা'আলারই হয়ে যায়, অনন্তর যদি তারা নিবৃত্ত হয়, তবে আল্লাহ তাদের কার্যকলাপ উত্তমরূপে দেখছেন।

وَاِنْ تَوَلَّوْا فَاعْلَمُوْٓا اَنَّ اللّٰهَ مَوْلٰىكُمْ ؕ نِعْمَ الْمَوْلٰى وَنِعْمَ النَّصِيْرُ (٤٠)

(৪০) আর যদি তারা বিমুখ থাকে, তবে দৃঢ় বিশ্বাস রাখ যে, আল্লাহ তা'আলা হচ্ছেন তোমাদের সাথি, তিনি অতি উত্তম সাথি এবং অতি উত্তম মদদগার।

শাব্দিক অনুবাদ

(৩৭) لِيَمِيْزَ اللّٰهُ الْخَبِيْثَ مِنَ الطَّيِّبِ যেন আল্লাহ তা'আলা অপবিত্র [লোকদের]-কে পবিত্র [লোকদের] হতে পৃথক করে দেন وَيَجْعَلَ الْخَبِيْثَ بَعْضَهٗ عَلٰى بَعْضٍ এবং অপবিত্রদেরকে পরস্পরের সাথে মিলিত করেন فَيَرْكُمَهٗ جَمِيْعًا অর্থাৎ তাদের সকলকে স্তূপীকৃত করে দেন فَيَجْعَلَهٗ فِيْ جَهَنَّمَ অতঃপর তাদের সকলকে দোজখে নিক্ষেপ করেন اُولٰٓئِكَ هُمُ الْخٰسِرُوْنَ এরূপ লোকেরাই পূর্ণ ক্ষতির মধ্যে রয়েছে।

(৩৮) قُلْ আপনি বলে দিন لِّلَّذِيْنَ كَفَرُوْٓا সেই সকল লোকদেরকে যারা কুফরি করেছে। اِنْ يَّنْتَهُوْا যদি তারা [কুফর হতে] নিবৃত্ত হয় يُغْفَرْ لَهُمْ مَّا قَدْ سَلَفَ তবে তাদের অতীতের সকল পাপ ক্ষমা করা হবে। وَاِنْ يَّعُوْدُوْا আর যদি তারা নিজেদের সেই [কুফরের] অভ্যাসই রাখে فَقَدْ مَضَتْ سُنَّتُ الْاَوَّلِيْنَ তবে পূর্ববর্তী কাফেরদের সম্বন্ধে [আমার] বিধান প্রবর্তিত রয়েছে।

(৩৯) وَقَاتِلُوْهُمْ আর তোমরা তাদের বিরুদ্ধে সেই পর্যন্ত যুদ্ধ করতে থাক حَتّٰى لَا تَكُوْنَ فِتْنَةٌ যে পর্যন্ত না তাদের হতে ফেতনা [শিরক] বিলুপ্ত হয়ে যায় وَيَكُوْنَ الدِّيْنُ كُلُّهٗ لِلّٰهِ এবং [তাদের] ধর্ম [কেবল] আল্লাহ তা'আলারই হয়ে যায় فَاِنِ انْتَهَوْا অনন্তর যদি তারা নিবৃত্ত হয় فَاِنَّ اللّٰهَ بِمَا يَعْمَلُوْنَ بَصِيْرٌ তবে আল্লাহ তাদের কার্যকলাপ উত্তমরূপে দেখছেন।

(৪০) وَاِنْ تَوَلَّوْا আর যদি তারা বিমুখ থাকে। فَاعْلَمُوْٓا তবে দৃঢ় বিশ্বাস রাখ যে اَنَّ اللّٰهَ مَوْلٰىكُمْ আল্লাহ তা'আলা হচ্ছেন তোমাদের সাথি نِعْمَ الْمَوْلٰى তিনি অতি উত্তম সাথি وَنِعْمَ النَّصِيْرُ এবং অতি উত্তম মদদগার।

https://e-ilm.weebly.com/

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

(৩৫) قوله وَمَا كَانَ صَلَاتُهُمْ عِنْدَ الْبَيْتِ إِلَّا مُكَاءً وَتَصْدِيَةً الخ **আয়াতের শানে নুযূল– ১ :** ইবনে আবী হাতেম, আবুশ শায়খ, ইবনে মারদুভীয়া ও যিয়া প্রমুখ হযরত ইবনে আব্বাস (রা.)-এর উদ্ধৃতি দিয়ে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেন, কুরাইশরা করতল বাজিয়ে ও শিস দিয়ে উলঙ্গ হয়ে কাবা গৃহের তওয়াফ করত। সে পরিপ্রেক্ষিতে আল্লাহ তাআলা আলোচ্য আয়াত নাজিল করেন।

শানে নুযূল– ২ : আবদ ইবনে হুমাইদ ও ইবনে জারীর হযরত সাঈদ ইবনে জুবাইর (রা.) -এর উদ্ধৃতি দিয়ে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেন, রাসূল ﷺ কর্তৃক কাবা গৃহের তওয়াফ করা সম্পর্কে কুরাইশরা বিদ্রূপ করেছিল; বরং তাই নয় শুধু যে তারা শিষ ও করতালিও দিচ্ছিল, তখন সে পরিপ্রেক্ষিতে আল্লাহ তা'আলা আলোচ্য আয়াত নাজিল করেন। –[ফাতহুল কাদীর-৩০৭/২]

(৩৭) قوله لِيَمِيزَ اللّٰهُ الْخَبِيثَ مِنَ الطَّيِّبِ وَيَجْعَلَ الْخَبِيثَ بَعْضَهُ عَلَىٰ بَعْضٍ الخ **আয়াতের শানে নুযূল :** মুহাম্মদ ইবনে ইসহাক বলেন যে, জহুরী মুহাম্মদ ইবনে ইয়াহইয়া ইবনে হাব্বান, আসেম ইবনে উমর ইবনে কাতাদহ , হুই ইবনে আব্দির রহমান ইবনে আমর ইবনে সাঈদ বিন মা'আয প্রমূখ আমার নিকট বর্ণনা করে তারা বলেন যে, বদর যুদ্ধে কুরাইশ বাহিনী যখন ক্ষতিগ্রস্ত হয়ে মক্কায় ফিরে গেল। আর আবূ সুফিয়ান তার বাণিজ্য কাফেলা নিয়ে মক্কায় গমন করল। তখন আব্দুল্লাহ বিন আবী রবীআ, ইকরিমা বিন আবী জাহল, সাফওয়ান বিন উমাইয়্যাহ যাদের পিতা পুত্র ও ভাইয়েরা বদর অভিযানে নিহত হয়েছে তারা এসে আবু সুফিয়ান এবং কুরাইশরে আরোও যারা ছিল তাদের সাথে আলোচনা করল। তখন তারা বলল যে, হে কুরাইশের লোকজন! মুহাম্মদ তোমাদের ক্ষতি করেছে। তোমাদের বড়দেরকে হত্যা করেছে। সুতরাং তোমরা আমাদেরকে এই মালের বিনিময়ে মুহাম্মদের সাথে যুদ্ধ করার জন্য সহযোগিতা কর। আমরা অবশ্যই তার কাছ থেকে প্রতিশোধ গ্রহণ করব। তাদের সম্পর্কে আলোচ্য আয়াত অবতীর্ণ হয়েছে। –[ইবনে কাছীর-৩১৪/২, ফাতহুল কাদীর-৩০৭/২]

পূর্ববর্তী আয়াতগুলোতে বলা হয়েছিল যে, মক্কার মুশরিকরা নিজেদের কুফরি ও অস্বীকৃতির দরুন যদিও আসমানি আজাব প্রাপ্তিরই যোগ্য, কিন্তু মক্কায় রাসূলে কারীম ﷺ-এর উপস্থিতি ব্যাপরক আজাবের পথে অন্তরায় হয়ে আছে। আর তাঁর হিজরতের পর সে সমস্ত অসহায় দুর্বল মুসরমানেদের কারণে এমন; আযাব আসছে না যারা মক্কায় থেকে আল্লাহ তা'আলার নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করে থাকেন।

আলোচ্য আয়াতগুলোতে বলা হচ্ছে যে, রাসূলে কারীম ﷺ কিংবা আসহায় ও দুর্বল মুসলমানদের কারণে যদি দুনিয়াতে তাদের আজাব রহিত হয়েও গিয়ে থাকে, তাদের ধারণা করা উচিত নয় যে, এরা আজাবের যোগ্যই নয়; বরং তাদের আজাবের যোগ্য হওয়াটা পরিষ্কার। তাছাড়া কুফরি ও অস্বীকৃতি ছাড়াও তাদের এমনসব অপরাধ রয়েছে যার ফলে তাদের উপর আজাব নেমে আসা উচিত। আলোচ্য আয়াত দুটিতে তাদের তিনটি অপরাধ বর্ণনা করা হয়েছে।

প্রথমত এরা নিজেরা তো মসজিদে হারাম অর্থাৎ খানায়ে কা'বায় ইবাদত-বন্দেগি ও নামাজ, তওয়াফ প্রভৃতি আদায় করতে চায়, তাদেরকে বাধা দান করে। এতে হুদায়বিয়ার ঘটনার প্রতি ইঙ্গিত করা হয়েছে। ৬ষ্ঠ হিজরি সালে যখন রাসূলে কারীম ﷺ সাহাবায়ে কেরামসহ ওমরা পালনের উদ্দেশ্যে মক্কায় আগমন করেন, তখন মক্কায় মুশরিকরা তাঁকে বাধাদান করেছিল এবং ফিরে যেতে বাধ্য করেছিল।

দ্বিতীয় অপরাধ হলো এই যে, এই নির্বোধের দল মনে করত এবং বলত যে, আমরা মসজিদে হারামের মোতাওয়াল্লী, যাকে ইচ্ছা এখানে আসতে অনুমতি দিব, যাকে ইচ্ছা দিব না।

তাদের এই ধারণা ছিল দুটি ভুল বুঝাবুঝির ফলশ্রুতি। প্রথমত এই যে, তারা নিজেদেরকে মসজিদে হারামের মোতাওয়াল্লী বলে বলে মনে করেছিল, অথচ কোনো কাফের কোনো মসজিদের মোতাওয়াল্লী হতে পারে না। দ্বিতীয়ত তাদের এই ধারণা যে, যাকে ইচ্ছা তারা মসজিদে আসতে বাধাদান করতে পারে। অথচ মসজিদ যেহেতু আল্লাহর ঘর, সুতরাং এতে আসতে বাধা দেবাব অধিকার কারো নেই। তবে এমন বিশেষ অবস্থার কথা স্বতন্ত্র, যাতে মসজিদের অবমাননা কিংবা অন্যান্য নামাজীদের কষ্টের আশঙ্কা থাকে। যেমন, রাসূলে করীম ﷺ ইরশাদ করেছেন "নিজেদের মসজিদসমূহকে রক্ষা

https://e-ilm.weebly.com/

কর ছোট শিশুদের থেকে পাগলদের থেকে এবং নিজেদের পারস্পরিক বিবাদ বিসংবাদ থেকে।" ছোট শিশু বলতে সেসব শিশুকে উদ্দেশ্য করা হয়েছে, যাদের দ্বারা মসজিদ অপবিত্র হওয়ার আশঙ্কা রয়েছে। আর পাগলদের দ্বারা অপবিত্রতারও আশঙ্কা থাকে এবং নামাজিদের কষ্টেরও সম্ভবনা থাকে। এছাড়া নিজেদের পারস্পরিক বিবাদ বিসংবাদের দরুন মসজিদের অসম্মানও হয় এবং নামাজিদের কষ্টও হয়।

এ হাদীসের ভিত্তিতে মসজিদের একজন মোতওয়াল্লীর এমন শিশু ও পাগলদেরকে মসজিদে আসতে না দেওয়ার এবং মসজিদে পারস্পরিক বিবাদ বিসংবাদ হতে না দেওয়ার অধিকার থাকলেও এমন অবস্থা বা পরিস্থিত ব্যতীত কোনো মুসলমানকে মসজিদে আসতে বাধা দেওয়ার কোনো অধিকার নেই।

কুরআন করীমে অ্যালোচ্য আয়াতটিতে শুধু প্রথম বিষয়টিরই আলোচনা করা হয়েছে যে, মসজিদে হারামের মোতাওয়াল্লী যখন শুধুমাত্র মুত্তকী পরহেজগার ব্যক্তিই হতে পারেন, তখন তাদেরকে কেমন করে এর মোতওয়াল্লী হিসাবে স্বীকার করা যায়। এতে প্রতীয়মান হয় যে, মসজিদের মোতাওয়াল্লী কোনো মুসলমান দীনদার ও পরহেজগার ব্যক্তিরাই হওয়া বাঞ্ছনীয় কোনো কোনো মুফাসসেরীন إِنْ أَوْلِيَاؤُهُ -এর সর্বনামটি আল্লাহর দিকে প্রত্যাবর্তিত বলে সাব্যস্ত করে এই অর্থ করেছেন যে, আল্লাহর ওলী শুধুমাত্র মুত্তাকী পরহেজগার ব্যক্তিরাই হতে পারেন।

এই তাফসীর বা ব্যাখ্যা অনুযায়ী আয়াতের মর্ম এই দাঁড়ায় যে, যারা শরিয়ত ও সুন্নতের বরখেলাফ আমল করা সত্ত্বেও আল্লাহর ওলী হওয়ার দাবি করে, তারা সর্বৈর মিথ্যাবাদী এবং যারা এহেন লোকদের ওলী আল্লাহ বলে মনে করে, তারা (একান্তভাবেই) ধোঁকায় পতিত।

তাদের তৃতীয় অপরাধ এই যে, তাদের মধ্যে কুফর ও শিরকের পঙ্কিলতা তো ছিলই, তাদের কার্যকলাপও সাধারণ মানবিকতার স্তর থেকেও বহু নিম্নে রয়েছে। কারণ এরা নিজেদের যে কাজকে 'নামাজ' নামে অভিহিত করে, তা মুখে কিছু শিস দেওয়া এবং হাতে কিছু তালি বাজানো ছাড়া আর কিছু নয়। বলাবাহুল্য, যার সামান্যতম বুদ্ধিও থাকবে সেও এ ধরনের কার্যকলাপকে ইবাদত কিংবা নামাজ তো দূরের কথা সঠিক কোনো মানবীয় আচরণও বলতে পাারে না। কাজেই আয়াতের শেষাংশে বলা হয়েছে– فَذُوقُوا الْعَذَابَ بِمَا كُنْتُمْ تَكْفُرُونَ অর্থাৎ তোমাদের কুফরি ও অপরাধের পরিণতি এই যে, এবার আল্লাহর আজাবের আস্বাদ গ্রহণ কর। আজাব বলতে এখানে আখেরাতের আজাব হতে পারে এবং পার্থিব আজাবও হতে পারে যা বদরের যুদ্ধে মুসলমানদের মাধ্যমে তাদের উপর নাজিল হয়।

এ ঘটনার বিবরণ মুহাম্মদ ইবনে ইসহাক (রা.)-এর বর্ণনা মতে হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা.) থেকে উদ্ধৃত রয়েছে যে, গাযওয়ায়ে বদরের পরাজয়ের পর অবশিষ্ট আহত মক্কাবাসী কাফেররা যখন মক্কায় গিয়ে পৌঁছল, তখন যাদের পিতা পুত্র এ যুদ্ধে নিহত হয়েছিল, তারা বাণিজ্যিক কাফেলার আমীর আবূ সুফিয়ানের কাছে উপস্থিত হয় এবং বলে যে, আপনি তো জানেন, এ যুদ্ধটি বাণিজ্যিক কাফেলার হেফাজতকল্পে করা হয়েছে, যার ফলে জান মালের এহেন ক্ষতির সম্মুখীন হতে হয়। কাজেই আমরা চাই, সংশ্লিষ্ট ব্যবসায়ী প্রতিষ্ঠানগুলোর পক্ষ থেকে আমাদের কিছু সাহায্য করা হোক, যাতে আমরা ভবিষ্যতে মুসলমানদের থেকে এর প্রতিশোদ গ্রহণ করতে পারি। তারা এ দাবি মেনে নিয়ে তাদেরকে এক বিরাট অঙ্কের অর্থ দিয়ে দেয় যা তারা বদর যুদ্ধের প্রতিশোধ নেওয়ার জন্য ওহুদ যুদ্ধে ব্যয় করে এবং তাতেও শেষ পর্যন্ত পরাজিত হয়। ফলে পরজয়ের গ্লানির সাথে সাথে অর্থ অপচয়ের অতিরিক্ত অনুাতপ যোগ হয়ে যায়।

কুরআন করীম এ আয়াতে এই ঘটনার পূর্বেই রাসূলুল্লাহ ﷺ -কে এর পরিণতি সম্পর্কে অবহিত করে দেয়। বলা হয়, যারা কাফের, তারা নিজেদের ধন সম্পদ আল্লাহর দীন থেকে মানুষকে বাধা দান করার কাজে ব্যয় করতে চাইছে। অতএব, তার পরিণতি হবে এই যে, নিদের ধনসম্পদও ব্যয় করে বসবে এবং পরে এ ব্যয়ের জন্য তাদের অনুতাপ হবে। অথচ শেষ পর্যন্ত তাদেরকে পরাজয়ই বরণ করতে হবে। বস্তুত গযওয়ায়ে ওহুদে ঠিক তাই ঘটেছে: সঞ্চিত ধন সম্পদও ব্যয় করে ফেলেছে এবং পরে যখন পরাজিত হয়েছে, তখন পরাজয়ের গ্লানির সাথে সাথে ধনসম্পদ বিনষ্ট হওয়ার জন্য অতিরিক্ত অনুতাপ ও দুঃখ পোহাতে হয়েছে।

বগভী প্রমুখ কোনো কোনো তাফসীরবিদ এ আয়াতের বিষয়বস্তুকে বদর যুদ্ধের ব্যয় সংক্রান্ত বলেই অভিহিত করেছেন। বদর যুদ্ধে এক হাজার জোওয়ানের বাহিনী মুসলমানদের মোকাবিলা করতে গিয়েছিল। তাদের খাবার দাবার এবং অন্যান্য

https://e-ilm.weebly.com/

যাবতীয় ব্যয়ভার মক্কার বারো জন সর্দার নিজেদের দায়িত্বে নিয়ে নিয়েছিল। তাদের মধ্যে ছিল আবূ জাহল, ওতবা, শায়বা, প্রমুখ। বলাবহুল্য এক হাজার লোকের যাতায়াত ও খানাপিনা প্রভৃতিতে বিরাট অঙ্কের অর্থ ব্যয়ের জন্যও বিপুল অনুতাপ ও আফসোস হয়েছিল।–[মাযহারী]

আয়াত শেষে আখেরাতের দিক দিয়ে তাদের মন্দ পরিণতির বর্ণনা দেওয়া হয়েছে। বলা হয়েছে : وَالَّذِينَ كَفَرُوٓا إِلَىٰ جَهَنَّمَ يُحْشَرُونَ অর্থাৎ যারা কাফের জাহান্নামের দিকেই হবে তাদের হাশর।

উল্লিখিত আয়াতসমূহে সত্য দীন থেকে বাধা দানকল্পে অর্থ ব্যয়ের যে অশুভ পরিণতির কথা বলা হয়েছে, তাতে বর্তমান কালের কাফেরও অন্তর্ভুক্ত যারা মানুষকে ইসলাম থেকে বিরত রাখাতে এবং নিজেদের মিথ্যা ও জাতির মতবাদের প্রতি আহবান করতে গিয়ে লক্ষ লক্ষ টাকা হাসপাতালে, শিক্ষাঙ্গনে এবং দান-খায়রাতের নামে ব্যয় করতে থকে। তেমনিভাবে সেসব পথভ্রষ্ট ব্যক্তিরাও এর অন্তর্ভুক্ত, যারা ইসলামের সর্ববাদীসম্মত আকীদা ও বিশ্বাসসমূহে সন্দেহ-সংশয় সৃষ্টি ও সেগুলোর বিরুদ্ধে মানুষকে আহ্বান করার উদ্দেশ্যে অর্থসম্পদ ব্যয় করে। কিন্তু আল্লাহ তা'আলা স্বয়ং তাঁর দীনের হেফাজত করেন। অনেক ক্ষেত্রে দেখাও যায় যে, এরা বিপুল পরিমাণ ধনসম্পদ ব্যয় করা সত্ত্বেও নিজেদের উদ্দেশ্যে ব্যর্থ ও অকৃতকার্য থেকে যায়।

৩৭ তম আয়াতে উল্লিখিত ঘটনাবলির কিছু ফলাফল বর্ণনা করা হয়েছে যার সারসংক্ষেপ এই যে, কাফেররা যেসব সম্পদ ইসলামের বিরুদ্ধে ব্যবহার করেছে এবং পরে যার জন্য দুঃখ ও অনুতাপ করেছে আর অপমানিত অপদাস্থ হয়েছে, তাতে ফায়দা হয়েছে এই لِيَمِيزَ اللَّهُ الْخَبِيثَ مِنَ الطَّيِّبِ অর্থাৎ আল্লাহ তাআলা যাতে অপবিত্র পঙ্কিল এবং পবিত্র পূত বস্তুত পার্থক্য প্রকাশ করে দেন। طَيِّبٌ ও خَبِيثٌ দু'টি বিপরীত অর্থবোধক শব্দ। خَبِيثٌ শব্দটি পবিত্র পঙ্কিল ও হারাম বস্তুকে বুঝাতে ব্যবহার হয়। আর طَيِّبٌ শব্দটি বিপরীতে পবিত্র, পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন ও হালাল বস্তুকে বুঝাতে বলা হয়। এখানে এ দু'টি শব্দের দ্বারা যথাক্রমে কাফেরদের অপবিত্র ধন সম্পদ এবং মুসলমানদের পবিত্র সম্পদ ও অর্থ বুঝা যেতে পারে। এমতাবস্থায় এর অর্থ হবে এই যে কাফেররা যে বিপুল অর্থ সম্পদ ব্যয় করেছে তা ছিল অপবিত্র ও হারাম সম্পদ। ফলে তার অশুভ পরিণতি দাঁড়িয়েছে এই যে, তাতে মালও গেছে এবং জানও গেছে। পক্ষান্তরে তার বিপরিতে মুসলমান অতি অল্প পরিমাণ সম্পদ ব্যয় করেছে, কিন্তু সে সম্পদ ছিল পবিত্র ও হালাল। ফলে তারা বিজয় অর্জন করেছন এবং সাথে সাথে গনিমতের মালামাল অর্জনেও সমর্থ হয়েছেন। তারপর ইরশাদ হয়েছে– وَيَجْعَلَ الْخَبِيثَ بَعْضَهُ عَلَىٰ بَعْضٍ فَيَرْكُمَهُ جَمِيعًا فَيَجْعَلَهُ فِي جَهَنَّمَ أُولَٰئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ অর্থাৎ আল্লাহ তা'আলা এক 'খরীস' কথা পবিত্রকে অপর অপবিত্রের সাথে মিলিয়ে দেন এবং তারপর সে সমস্তকে সমবেত করে দিবেন জাহান্নামে। বস্তুত এরাই হলো ক্ষতির সম্মুখীন।

অর্থাৎ পৃথিবীতে যেমন চুম্বক লোহাকে আকর্ষণ করে এবং আধুনিক বিজ্ঞানরে অভিজ্ঞাতা অনুযায়ী সমগ্র বিশ্বের ব্যবস্থাই পারস্পরিক আকর্ষণের উপর স্থাপিত, তেমনিভাবে কাজকর্ম, আচার-আচরণ ও স্বভাব চরিত্রের মধ্যেও একটা আকষৃণ রয়েছে। একটি মন্দ কাজ অন্যান্য মন্দ কাজকে এবং একটি ভালো কাজ অন্যান্য ভালো কাজকে আকর্ষণ করে। একটি খারাপ সম্পদ আরেকটি খারাপ সম্পদকে টেনে আনে এবং তারপর এসব খারাপ সম্পদ মিলে অশুভ প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করে। আর এরই পরিণতি হিসেবে আল্লাহ তা'আলা সমস্ত অপবিত্র সম্পদরাজিকে জাহান্নামে সমবেত করবেন এবং এসব সম্পদের অধিকারীরা ক্ষতির সম্মুখীন হয়ে পড়বে।

এছাড়া এখানে অনেক তাফসীরবিদ মনষী طَيِّبٌ ও خَبِيثٌ -এর সাধারণ অর্থ যথাক্রমে অপবিত্র ও পবিত্র বলেই সাব্যস্ত করেছেন এবং 'পাক' বলতে মুমিন আর অপবিত্র বলতে কাফেব বুঝিয়েছেন। এমতাবস্থায় মর্ম হবে এই যে উল্লিখিত অবস্থার মাধ্যমে আল্লাহ তা'আলা পবিত্র ও অপবিত্র অর্থাৎ মুমিন ও কাফেররের মধ্যে পার্থক্য করতে চান, সমস্ত মুমিন জান্নাতের আর সমস্ত কাফের জাহান্নামে সমবেত হোক, এটাই তাঁর ইচ্ছা।

৩৮ তম আয়াতে কাফেরদের প্রতি আবারো এক মুরব্বীসুলভ আহ্বান জানানো হয়েছে। এতে উৎসাহও রয়েছে এবং ভীতিও রয়েছে। উৎসাহ এ ব্যাপারে যে, যদি তারা সমুদয় কুকর্মের পরে কখনও তওবা করে নেয় এবং ঈমান নিয়ে আসে, তাহলে পূর্বকৃত সমস্ত পাপ ক্ষমা করে দেওয়া হবে। আর ভীতি হলো এই যে, তারা যদি এখানো অপকর্ম থেকে বিরত না হয় তবে তাদের জেনে রাখা উচিত যে, তাদের জন্য আল্লাহ তা'আলাকে নতুন কোনো আইন প্রণয়ন করতে

https://e-ilm.weebly.com/

কিংবা নতুন করে কোনো চিন্তা ভাবনা করতে হবে না। বিগত কালের কাফেরদের জন্যও যে আইন প্রবর্তিত হয়ে গেছে তাই তাদের উপরও প্রবর্তণ করা হবে। অর্থাৎ পৃথিবীতে তারা ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়ে গেছে এবং আখেরাতে হয়েছে কঠিন আজাবের যোগ্য ।

এটি হেরা সূরা আনফলের উনচল্লিশতম আয়াতে। এতে দু'টি শব্দ বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ।

(১) ফিতনা ২. দীন। আরবি অভিধান অনুযায়ী শব্দ দুটি একাধিক অর্থে ব্যবহৃত হয়ে থাকে।

তাফসীরশাস্ত্রের ইমামগণ সাহাবায়ে কেরাম ও তাবেয়ীনদের নিকট থেকে এখানে দুটি অর্থ উদ্ধৃত করেছেন। ১. ফিতনা অর্থ কুফর ও শিরক আর ২. দীন অর্থ ইসলাম। হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা.) থেকেও এই বিশ্লেষণই বর্ণিত হয়েছে। সুতরাং এই তাফসীর অনুযায়ী আয়াতের অর্থ হতে এই যে, মুসলমানদেরকে কাফেরদের বিরুদ্ধে ততক্ষণ পর্যন্ত যুদ্ধ করে যেতে হবে যতক্ষণ না কাফের নিঃশেষিত হয়ে ইসলামরে পুর্ণ প্রতিষ্ঠা ঘটে এবং ইসলাম ছাড়া অন্য কোনো ধর্মের অস্তিত্ব বিলুপ্ত হয়ে যায়। এ ক্ষেত্রে এই নির্দেশ শুধুমাত্র মক্কাবাসী এবং আরববাসীদের জন্য। নির্দিষ্ট হবে। কারণ, আরব হচ্ছে ইসলামের উৎসস্থল। এতে ইসলাম ছাড়া যদি অন্য কোনো ধর্ম বিদ্যমান থাকে তাহলে দীনে ইসলামের জন্য তা হবে আশংকাজনক। তবে পৃথিবীর অন্যত্র অন্যান্য ধর্মমত ও আদর্শকে আশ্রয় দেওয়া যেতে পারে। যেমন কুরআন কারীমের অন্যান্য আয়াতে এবং হাদীসের বিভিন্ন বর্ণনাময় প্রমাণিত হয়েছে।

আর দ্বিতীয় তাফসীর যা হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে ওমর (রা.) প্রমুখ সাহাবায়ে কেরামের উদ্ধৃতিতে বর্ণিত রয়েছে তাহলো এই যে, এতে 'ফেৎনা' অর্থ হচ্ছে সেসব দুঃখ দুর্ধশা ও বিপদাপদের ধারা, যা মক্কার কাফেররা সদাসর্বদা মুসলমানদের উপর অব্যাহত রেখেছিল যতক্ষণ পর্যন্ত তারা মক্কায় অবস্থন করছিলেন। প্রতি মুহূর্তে তাদের অবরোধে আবদ্ধ থেকে নানা কষ্ট সহ্য করে গেছেন। তারপর যখন তারা মদিনায় হিজরত করেন, তখন তারা মুসলমানের পশ্চাদ্ভাবন করে তাঁদের হত্যা ও লুন্ঠন করতে থকে। এমনকি মদিনায় পৌছার পরও গোটা মদিনা আক্রমণের মাধ্যমে তাদের হিংসা রোষই প্রকাশ পেতে থাকে।

পক্ষান্তরে 'দীন' শব্দের অর্থ হলো– প্রভাব ও বিজয়। এ ক্ষেত্রে আয়াতের ব্যাখ্যা হবে এই যে মুসলমানদেরকে কাফেরদের বিরুদ্ধে ততক্ষণ পর্যন্ত যুদ্ধ করতে থাকা কর্তব্য, যতক্ষণ না তাঁরা অন্যের অত্যাচার উৎপীড়ন থেকে মুক্তি লাভ করতে সমর্থ হন। হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে ওমর (রা.)-এর এক ঘটনার দ্বারাও এ ব্যাখ্যাই পাওয়া যায়। তাহল এই যে, মক্কার প্রশাসক হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে যুবায়ের (রা.) -এর বিরুদ্ধে নিবেদন করেন যে, এইক্ষণে মুসলমানগণ যে মহাবিপদের সম্মুখীন, তা আপনি নিজেই দেখছেন। অথচ আপনি সেই ওমর ইবনে খাত্তাবের পুত্র, যিনি কোনোক্রমেই এহেন ফেৎনা ফাসাদকে বরদাশত করতেন না। কাজেই আপনি আজকের ফেৎনার সমাধান করার উদ্দেশ্য কি কারণে এগিয়ে আসেন না? হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে ওমর (রা.) বললেন, তার কারণ এই যে, আল্লাহ তা'আলা কোনো মুসলমানের রক্তপাত করাকে হারাম সাব্যস্ত করেছেন। আগত দুজন আরজ কররেলন, আপনি কি কুরআনের এ আয়াতটি পাঠ করেন না। وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّىٰ لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ অর্থাৎ যুদ্ধ করে থাক, যতক্ষণ না ফিতনা-ফাসাদ তথা দাঙ্গাহাঙ্গামা থাকে। হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে ওমর (রা.) বললেন, নিশ্চয় আমি এ আয়াত পাঠ করি এবং এর উপর আমলও করি। আমরা এ আয়াতের ভিত্তিতে কাফেরদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ অব্যাহত রেখেছি যতক্ষণ না ফেৎনা শেষ হয়ে দীন ইসলামের বিজয় সুচিত হবে। অথচ তোমরা আল্লাহ ব্যতীত সত্যধর্মের বিরুদ্ধে অন্য কারো বিজয় সূচিত হোক। তা চাও না। তাঁর উদ্দেশ্য ছিল এই যে, জিহাদ ও যুদ্ধের হুকুম ছিল কুফরি ফেৎনা এবং কাফেরদের অত্যাচার উৎপীড়নের বিরুদ্ধে। তা আমরা করেছি এবং বরাবরই করে যাচ্ছি। আর তাতে করে সে ফেৎনা প্রদমিত হয়ে গেছে। মুসলমানদের পারস্পরিক গৃহযুদ্ধকে তার সাথে তুলনা করা যথার্থ নয়; বরং মুসলমানদের পারস্পরিক লড়াই বিবাদের ক্ষেত্রে মহানবী ﷺ-এর হেদায়েত হচ্ছে এই যে, তাতে বসে থাকা লোকটি দাঁড়ানো ব্যক্তি অপেক্ষা উত্তম।

এ বিশ্লেষণের সারমর্ম এই যে, মুসলমানদের উপর ইসলামের শত্রুদের বিরুদ্ধে ততক্ষণ পর্যন্ত যুদ্ধ জিহাদ অব্যাহত রাখা ওয়াজিব, যতক্ষণ না মুসলমানদের উপর তাদের অত্যাচার-উৎপীড়নের ফিতনার পরিসমাপ্তি ঘটে এবং যতক্ষণ না তথাকথিত সমস্ত ধর্মের উপর ইসলামের বিজয় সূচিত হয়। আর এমন অবস্থাটি কেয়ামতের নিকটবর্তী কালেই বাস্তবায়িত হবে এবং সে কারণে কেয়ামত পর্যন্তই জিহাদের হুকুম অব্যাহত ও বলবৎ থাকবে।

https://e-ilm.weebly.com/

ইসলামের শত্রুদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ জিহাদের পরিণতিতে দুটি অবস্থায় সৃষ্টি হতে পারে। প্রথমত এই যে, তারা মুসলমানদের উপর অত্যাচার উৎপীড়ন থেকে বিরত হয়ে যাবে, তা ইসলামি ভ্রাতৃত্বের অন্তর্ভুক্তির মাধ্যমেও হতে পারে, কিংবা নিজ নিজ ধর্মমত থেকেই আনুগত্যের চুক্তি সম্পাদন করার মাধ্যমেও হতে পাার।
দ্বিতীয়ত এতদুভয় অবস্থায় কোনোটি গ্রহণ না করে অব্যাহত মোকাবিলায় স্থির থাকবে। আয়াতে এ উভয় অবস্থার হুকুমই বর্ণিত হয়েছে। বলা হয়েছে– فَإِنِ انْتَهَوْا فَإِنَّ اللّٰهَ بِمَا يَعْمَلُونَ بَصِيرٌ অর্থাৎ তারা যদি বিরত হয়ে যায়, তাহলে আল্লাহ তাদের কার্যকলাপ যথার্থভাবেই অবলোকন করেন।

শব্দ বিশ্লেষণ

يَصُدُّوْنَ সীগাহ جمع مذكر غائب বহছ اثبات فعل مضارع معروف বাব نَصَرَ মাসদার اَلصَّدُّ মূলবর্ণ (ص . د . د) জিনস مضاعف ثلاثى অর্থ– তারা বাধা প্রদান করে।

ذُوْقُوْا : সীগাহ جمع مذكر حاضر বহছ امر حاضر معروف বাব نَصَرَ মাসদার اَلذَّوْقُ মূলবর্ণ (ذ . و . ق) জিনস اجوف واوى অর্থ– তোমরা স্বাদ নাও।

يَرْكُمْ : সীগাহ واحد مذكر غائب বহছ اثبات فعل مضارع معروف বাব نَصَرَ মাসদার اَلرَّكْمُ মূলবর্ণ (ر . ك . م) জিনস صحيح অর্থ– সে স্তূপীকৃত করে।

تَوَلَّوْا : সীগাহ جمع مذكر غائب বহছ اثبات فعل ماضى معروف বাব تَفَعُّلْ মাসদার اَلتَّوَلِّىْ মূলবর্ণ (و . ل . ى) জিনস لفيف مفروق অর্থ– তারা মুখ ফিরিয়ে নিয়েছে।

مَوْلٰى : শব্দটি একবচন, বহুবচন موالى অর্থ– সাহায্যকারী।

غَنِمْتُمْ : সীগাহ جمع مذكر حاضر বহছ اثبات فعل ماضى معروف বাব سَمِعَ মাসদার اَلْغَنَمُ মূলবর্ণ (غ . ن . م) জিনস صحيح অর্থ– তোমরা গনিমত হিসেবে পাও।

الْجَمْعٰنِ : শব্দটি দ্বিবচন, একবচনে جَمْعٌ বহুবচনে جُمُوْعٌ অর্থ– একত্রকারী।

https://e-ilm.weebly.com/

১০ম পারা

وَاعْلَمُوْٓا اَنَّمَا غَنِمْتُمْ مِّنْ شَيْءٍ فَاَنَّ لِلّٰهِ خُمُسَهٗ وَلِلرَّسُوْلِ وَلِذِي الْقُرْبٰى وَالْيَتٰمٰى وَالْمَسٰكِيْنِ وَابْنِ السَّبِيْلِ ۙ اِنْ كُنْتُمْ اٰمَنْتُمْ بِاللّٰهِ وَمَآ اَنْزَلْنَا عَلٰى عَبْدِنَا يَوْمَ الْفُرْقَانِ يَوْمَ الْتَقَى الْجَمْعٰنِ ۗ وَاللّٰهُ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ (٤١)

অনুবাদ : (৪১) আর এ বিষয়ে জেনে নাও যে, যা কিছু গনিমতস্বরূপ তোমাদের হস্তগত হয়, তবে তার বিধান এই যে, সম্পূর্ণ মালের এক পঞ্চমাংশ হচ্ছে আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের জন্য এবং রাসূলের আত্মীয়স্বজনের জন্য, আর এতিমদের ও দরিদ্রদের এবং মুসাফিরদের জন্য, যদি তোমরা আল্লাহর প্রতি দৃঢ় বিশ্বাস রাখ, আর সেই বিষয়ের প্রতি, যা আমি আমার বান্দার উপর নাজিল করেছিলাম মীমাংসার দিন, যেদিন উভয় দল পরস্পর সম্মুখীন হয়েছিল, আর আল্লাহই হচ্ছেন সর্ব বিষয়ে পরিপূর্ণ ক্ষমতাবান।

اِذْ اَنْتُمْ بِالْعُدْوَةِ الدُّنْيَا وَهُمْ بِالْعُدْوَةِ الْقُصْوٰى وَالرَّكْبُ اَسْفَلَ مِنْكُمْ ۗ وَلَوْ تَوَاعَدْتُّمْ لَاخْتَلَفْتُمْ فِي الْمِيْعٰدِ ۙ وَلٰكِنْ لِّيَقْضِيَ اللّٰهُ اَمْرًا كَانَ مَفْعُوْلًا ۙ۬ لِّيَهْلِكَ مَنْ هَلَكَ عَنْۢ بَيِّنَةٍ وَّيَحْيٰى مَنْ حَيَّ عَنْۢ بَيِّنَةٍ ۗ وَاِنَّ اللّٰهَ لَسَمِيْعٌ عَلِيْمٌ (٤٢)

(৪২) এটা সেই সময় ছিল, যখন তোমরা সেই ময়দানের এই দিকের [মদিনার নিকটবর্তী] প্রান্তরে ছিলে এবং তারা ময়দানের ঐ দিকের [মদিনার দূরবর্তী] প্রান্তে ছিল, আর সেই [কুরাইশদের] কাফেলা ছিল তোমাদের নিম্নভূমিতে; আর যদি তোমরা এবং তারা [যুদ্ধের জন্য] কোনো সিদ্ধান্ত করতে, তবে অবশ্যই সেই সিদ্ধান্ত সম্পর্কে তোমাদের মধ্যে মতভেদ দেখা দিত, কিন্তু যে কাজ করা আল্লাহর ইচ্ছা ছিল, যেন তা সমাপন করে দেন অর্থাৎ যে ব্যক্তি ধ্বংস হওয়ার যেন সে নিদর্শন আসার পর ধ্বংস হয়, আর যে ব্যক্তি জীবিত হওয়ার, সেও নিদর্শন আসার পর জীবিত হয়, আর নিঃসন্দেহে আল্লাহ খুব শ্রবণকারী মহাজ্ঞানী।

শাব্দিক অনুবাদ

(৪১) وَاعْلَمُوْٓا আর এ বিষয় জেনে নাও যে, اَنَّمَا غَنِمْتُمْ مِّنْ شَيْءٍ যা কিছু গনিমতস্বরূপ তোমাদের হস্তগত হয়, তবে তার বিধান এই যে, فَاَنَّ لِلّٰهِ خُمُسَهٗ وَلِلرَّسُوْلِ সম্পূর্ণ মালের এক পঞ্চমাংশ হচ্ছে আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের জন্য وَلِذِي الْقُرْبٰى এবং রাসূলের আত্মীয়স্বজনের জন্য وَالْيَتٰمٰى وَالْمَسٰكِيْنِ وَابْنِ السَّبِيْلِ আর এতিমদের ও দরিদ্রদের এবং মুসাফিরদের জন্য اِنْ كُنْتُمْ اٰمَنْتُمْ بِاللّٰهِ যদি তোমরা আল্লাহর প্রতি দৃঢ় বিশ্বাস রাখ وَمَآ اَنْزَلْنَا عَلٰى عَبْدِنَا আর সেই বিষয়ের প্রতি, যা আমি আমার বান্দার উপর নাজিল করেছিলাম يَوْمَ الْفُرْقَانِ মীমাংসার দিন يَوْمَ الْتَقَى الْجَمْعٰنِ যেদিন উভয় দল পরস্পর সম্মুখীন হয়েছিল وَاللّٰهُ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ আর আল্লাহই হচ্ছেন সর্ব বিষয়ে পরিপূর্ণ ক্ষমতাবান।

(৪২) اِذْ اَنْتُمْ بِالْعُدْوَةِ الدُّنْيَا এটা সেই সময় ছিল, যখন তোমরা সেই ময়দানের এই দিকের [মদিনার নিকটবর্তী] প্রান্তরে ছিলে وَهُمْ بِالْعُدْوَةِ الْقُصْوٰى এবং তারা ময়দানের ঐ দিকের [মদিনার দূরবর্তী] প্রান্তে ছিল وَالرَّكْبُ اَسْفَلَ مِنْكُمْ আর সেই [কুরাইশদের] কাফেলা ছিল তোমাদের নিম্নভূমিতে وَلَوْ تَوَاعَدْتُّمْ আর যদি তোমরা এবং তারা [যুদ্ধের জন্য] কোনো সিদ্ধান্ত করত لَاخْتَلَفْتُمْ فِي الْمِيْعٰدِ তবে অবশ্যই সেই সিদ্ধান্ত সম্পর্কে তোমাদের মধ্যে মতভেদ দেখা দিত وَلٰكِنْ কিন্তু لِّيَقْضِيَ اللّٰهُ اَمْرًا كَانَ مَفْعُوْلًا যে কাজ করা আল্লাহর ইচ্ছা ছিল, যেন তা সমাপন করে দেন مَنْ هَلَكَ যে ব্যক্তি ধ্বংস হওয়ার لِّيَهْلِكَ যেন সে ধ্বংস হয় عَنْۢ بَيِّنَةٍ নিদর্শন আসার পর وَّيَحْيٰى مَنْ حَيَّ عَنْۢ بَيِّنَةٍ আর যে ব্যক্তি জীবিত হওয়ার, সেও নিদর্শন আসার পর জীবিত হয় وَاِنَّ اللّٰهَ لَسَمِيْعٌ عَلِيْمٌ আর নিঃসন্দেহে আল্লাহ খুব শ্রবণকারী মহাজ্ঞানী।

https://e-ilm.weebly.com/

إِذْ يُرِيكَهُمُ اللَّهُ فِي مَنَامِكَ قَلِيلًا ۖ وَلَوْ أَرَاكَهُمْ كَثِيرًا لَّفَشِلْتُمْ وَلَتَنَازَعْتُمْ فِي الْأَمْرِ وَلَٰكِنَّ اللَّهَ سَلَّمَ ۗ إِنَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ (٤٣)

অনুবাদ : (৪৩) আর সেই সময়ও স্মরণীয়, যখন আল্লাহ আপনাকে আপনার স্বপ্নে তাদেরকে কম দেখালেন, আর যদি আল্লাহ আপনাকে তাদের বহু সংখ্যক দেখাতেন, তবে তোমরা সাহসহারা হয়ে পড়তে এবং এ বিষয়ে তোমাদের মধ্যে পরস্পর বিবাদ ঘটত, কিন্তু আল্লাহ তা'আলা রক্ষা করে নিলেন, নিশ্চয় তিনি অন্তরসমূহের কথাগুলো খুব জানেন।

وَإِذْ يُرِيكُمُوهُمْ إِذِ الْتَقَيْتُمْ فِي أَعْيُنِكُمْ قَلِيلًا وَيُقَلِّلُكُمْ فِي أَعْيُنِهِمْ لِيَقْضِيَ اللَّهُ أَمْرًا كَانَ مَفْعُولًا ۗ وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ (٤٤)

(৪৪) আর সেই সময়টি স্মরণ কর, যখন তোমাদের সম্মুখীন হওয়ার সময় আল্লাহ তোমাদেরকে তোমাদের দৃষ্টিতে তাদেরকে কম করে দেখাচ্ছিলেন এবং তাদের দৃষ্টিতে তোমাদেরকে কম করে দেখাচ্ছিলেন, যেন আল্লাহ তা'আলা সেই কাজ সমাপন করে দেন যা করা তাঁর অভিপ্রায় ছিল, আর সমস্ত ব্যাপার আল্লাহ তা'আলারই দিকে রুজু করা হবে।

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا لَقِيتُمْ فِئَةً فَاثْبُتُوا وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَّعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ (٤٥)

(৪৫) হে ঈমানদারগণ! যখন তোমাদেরকে [জিহাদে] কোনো দলের সাথে সম্মুখীন হতে হয়, তখন দৃঢ়পদ থাকবে এবং আল্লাহকে অধিক পরিমাণে স্মরণ করবে, আশা যে, তোমরা সফলকাম হবে।

ع

শাব্দিক অনুবাদ

(৪৩) إِذْ يُرِيكَهُمُ اللَّهُ আর সেই সময়ও স্মরণীয়, যখন আল্লাহ আপনাকে তাদেরকে দেখালেন فِي مَنَامِكَ আপনার স্বপ্নে قَلِيلًا কম وَلَوْ أَرَاكَهُمْ আর যদি আল্লাহ আপনাকে তাদের দেখাতেন كَثِيرًا বহু সংখ্যক لَفَشِلْتُمْ তবে তোমরা সাহসহারা হয়ে পড়তে وَلَتَنَازَعْتُمْ فِي الْأَمْرِ এবং এ বিষয়ে তোমাদের মধ্যে পরস্পর বিবাদ ঘটত وَلَٰكِنَّ اللَّهَ سَلَّمَ কিন্তু আল্লাহ তা'আলা রক্ষা করে নিলেন إِنَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ নিশ্চয় তিনি অন্তরসমূহের কথাগুলো খুব জানেন।

(৪৪) وَإِذْ يُرِيكُمُوهُمْ আর সেই সময়টি স্মরণ কর, যখন আল্লাহ তোমাদেরকে তাদেরকে দেখাচ্ছিলেন إِذِ الْتَقَيْتُمْ তোমাদের সম্মুখীন হওয়ার সময় فِي أَعْيُنِكُمْ তোমাদের দৃষ্টিতে قَلِيلًا কম করে وَيُقَلِّلُكُمْ فِي أَعْيُنِهِمْ এবং তাদের দৃষ্টিতে তোমাদেরকে কম করে দেখাচ্ছিলেন لِيَقْضِيَ اللَّهُ أَمْرًا كَانَ مَفْعُولًا যেন আল্লাহ তা'আলা সেই কাজ সমাপন করে দেন যা করা তাঁর অভিপ্রায় ছিল وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ আর সমস্ত ব্যাপার আল্লাহ তা'আলারই দিকে রুজু করা হবে।

(৪৫) يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا হে ঈমানদারগণ! إِذَا لَقِيتُمْ فِئَةً যখন তোমাদেরকে [জিহাদে] কোনো দলের সাথে সম্মুখীন হতে হয় فَاثْبُتُوا তখন দৃঢ়পদ থাকবে وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا এবং আল্লাহকে অধিক পরিমাণে স্মরণ করবে لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ আশা যে, তোমরা সফলকাম হবে।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

(৪১) قوله وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْءٍ الخ **আয়াতের শানে নুযূল :** আল্লামা কালবী (র.) হতে বর্ণিত আছে যে, আলোচ্য আয়াত বদর অভিযানকালে নাজিল হয়েছে। জমহুরের মতামতও তাই। তবে আল্লামা ওয়াহেদী (র.) বলেন যে, খুমুস সংক্রান্ত বিষয়টি ছিল বনূ কায়নুকার অভিযানে। যা শাওয়ালের পনেরো তারিখ বদর যুদ্ধের একমাস তিন দিন পর সংগঠিত হয়েছিল। হিজরত করার ২০ মাস পূর্তিকালে সে ঘটনা ঘটে ছিল। গনিমত তথা যুদ্ধলব্ধ মালের মধ্যে কাদের অধিকার ও হক রয়েছে সে সম্পর্কে বিশদ বর্ণনা দিয়ে আল্লাহ তা'আলা আলোচ্য আয়াত নাজিল করেন। –[রূহুল মা'আনী-২/৫, বাহরে মুহীত-৪৯২/৪]

https://e-ilm.weebly.com/

এ আয়াতে গনিমতের বিধান ও তার বণ্টননীতি বিশ্লেষণ করা হয়েছে। অভিধানে গনিমত বলা হয় সে সমস্ত মালসামানকে যা শত্রুর নিকট থেকে লাভ হয়। শরিয়তের পরিভাষা অনুযায়ী অমুসলমানদের নিকট থেকে যুদ্ধবিগ্রহে বিজয়ার্জনের মাধ্যমে যে মালামাল অর্জিত হয়, তাকেই বলা হয় 'গনিমত'। আর যা কিছু আপস, সন্ধি-সম্মতির মাধ্যমে অর্জিত হয়, যেমন, জিযিয়া কর, খাজনা, টেক্স প্রভৃতি তাকে বলা হয় 'ফাই'। কুরআন কারীমে এতদুভয় শব্দের মাধ্যমে (অর্থাৎ 'গনিমত' ও 'ফাই') এতদুভয় প্রকার মালামালের হুকুম-আহকাম তথা বিধিবিধান বর্ণনা করা হয়েছে। সূরা আনফালে সে গনিমতের মালামালের কথাই আলোচিত হয়েছে যা যুদ্ধকালে অমুসলমানদের কাছ থেকে লাভ হয়েছে। এখানে সর্বাগ্রে একটি বিষয়ের প্রতি লক্ষ্য রাখতে হবে যে, ইসলামি ও কুরআনি মতাদর্শ অনুযায়ী সমগ্র বিশ্বজাহানের মালিকানা শুধুমাত্র সে সত্তার জন্য নির্ধারিত যিনি এগুলোকে সৃষ্টি করেছেন। মানুষের পক্ষে কোনো কিছুর মালিকানা লাভ করার একটি মাত্র পন্থা রয়েছে। তা হলো এই যে, স্বয়ং আল্লাহ তা'আলা স্বীয় আইনের মাধ্যমে কোনো বস্তুকে কোনো ব্যক্তির মালিকানা সাব্যস্ত করে দেন। যেমন, সূরা ইয়াসীনে চতুষ্পদ জীবের আলোচনা প্রসঙ্গে বলা হয়েছে– اَوَلَمْ يَرَوْا اَنَّا خَلَقْنَا لَهُمْ مِّمَّا عَمِلَتْ اَيْدِيْنَا اَنْعَامًا فَهُمْ لَهَا مٰلِكُوْنَ 'এরা কি দেখতে পায় না যে, চতুষ্পদ জন্তুসমূহকে আমি নিজে সৃষ্টি করেছি (এবং) তারপর তারা সেগুলোর মালিক হয়েছে।' অর্থাৎ এদের মালিকানা নিজস্ব নয়; বরং আমিই নিজ অনুগ্রহে তাদেরকে এগুলোর মালিক বনিয়েছি।

কোনো জাতি যখন আল্লাহ তা'আলার প্রতি বিদ্রোহ ঘোষণা করে, অর্থাৎ কুফর ও শিরকে লিপ্ত হয়ে পড়ে, তখন প্রথম আল্লাহ তা'আলা তাদের সংশোধনের উদ্দেশ্যে স্বীয় রাসূল ও কিতাব পাঠিয়ে থাকেন। যে হতভাগা এ খোদায়ী দানের মাধ্যমেও প্রভাবিত না হয়, তার বিরুদ্ধে জিহাদ করার জন্য আল্লাহ তা'আলা যে নির্দেশ দিয়েছেন তার মর্ম দাঁড়ায় এই যে, এ বিদ্রোহীদের জানমাল সবই হালাল করে দেওয়া হয়েছে, আল্লাহ প্রদত্ত মালামালের দ্বারা লাভবান হওয়ার কোনো অধিকারই আর তাদের নেই; বরং তাদের ধনসম্পদ সরকারের পক্ষে বাজেয়াপ্ত করে নেওয়া হয়েছে। এ বাজেয়াপ্ত করা মালামালেরই অপর নাম, গনিমতের মাল যা কাফেরদের মালিকানা থেকে বেরিয়ে একান্তভাবে আল্লাহ তা'আলার মালিকানায় রয়ে গেছে।

শব্দ বিশ্লেষণ

اَلْقُصْوٰى : সীগাহ واحد مؤنث বহছ اسم تفضيل বাব نَصَرَ মাসদার اَلْقَصْوُ মূলবর্ণ (ق - ص - و) জিনস ناقص واوى অর্থ- দূর প্রান্তে।

اَلرَّكْبُ : শব্দটি বহুবচন; একবচন رَاكِبٌ অর্থ– কাফেলা, উষ্ট্রারোহী, ঘোড়ার বাহিনী। কেউ কেউ বলেন, এ শব্দটি ইসমে জমা তার বহুবচন رُكُوْبٌ ও اَرْكُبٌ।

تَوَاعَدْتُّمْ : সীগাহ جمع مذكرحاضر বহছ اثبات فعل ماضى معروف বাব تَفَاعُلٌ মাসদার اَلتَّوَاعُدُ মূলবর্ণ (و - ع - د) জিনস مثال واوى অর্থ–পরস্পরে অঙ্গীকারাবদ্ধ হওয়া।

اَرٰىكَ : সীগাহ واحدمذكر غائب বহছ اثبات فعل ماضى معروف বা اِفْعَالٌ মাসদার اَلْاِرَاءَةُ মূলবর্ণ (ر - أ - ى) জিনস মুরাক্কাব مهموز عين ও ناقص يائى অর্থ–দেখানো, প্রদর্শন করা। "ك" ضميرمنصوب متصل।

فَشِلْتُمْ : সীগাহ جمع مذكرحاضر বহছ اثبات فعل ماضى معروف বাব سَمِعَ মাসদার اَلْفَشَلُ মূলবর্ণ (ف - ش - ل) জিনস صحيح অর্থ- ব্যর্থ হওয়া, কাপুরুষ হওয়া।

تَنَازَعْتُمْ : সীগাহ جمع مذكرحاضر বহছ اثبات فعل ماضى معروف বাব تَفَاعُلٌ মাসদার اَلتَّنَازُعُ মূলবর্ণ (ن - ز - ع) জিনস صحيح অর্থ–বিরোধ সৃষ্টি করা, পরস্পর বিবাদ ঘটানে।

https://e-ilm.weebly.com/

وَاَطِيۡعُوا اللّٰهَ وَرَسُوۡلَهٗ وَلَا تَنَازَعُوۡا فَتَفۡشَلُوۡا وَتَذۡهَبَ رِيۡحُكُمۡ وَاصۡبِرُوۡا ؕ اِنَّ اللّٰهَ مَعَ الصّٰبِرِيۡنَ ﴿٤٦﴾

অনুবাদ : (৪৬) আর আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের আনুগত্য করতে থাকবে এবং আপসে বিবাদ করবে না, অন্যথায় সাহসহারা হয়ে পড়বে এবং তোমাদের প্রভাব বিনষ্ট হয়ে যাবে। আর ধৈর্যধারণ কর, নিশ্চয় আল্লাহ ধৈর্যশীলদের সঙ্গে আছেন।

وَلَا تَكُوۡنُوۡا كَالَّذِيۡنَ خَرَجُوۡا مِنۡ دِيَارِهِمۡ بَطَرًا وَّرِئَآءَ النَّاسِ وَيَصُدُّوۡنَ عَنۡ سَبِيۡلِ اللّٰهِ ؕ وَاللّٰهُ بِمَا يَعۡمَلُوۡنَ مُحِيۡطٌ ﴿٤٧﴾

(৪৭) আর সেই সকল লোকদের ন্যায় হয়ো না যারা নিজেদের গৃহসমূহ হতে সদর্পে এবং লোকদেরকে [স্বীয় শক্তি] প্রদর্শন করতে বের হয়েছিল এবং লোকদেরকে আল্লাহর পথ হতে বিরত রাখছিল, আর আল্লাহ তাদের কার্যসমূহকে বেষ্টন করে আছেন।

وَاِذۡ زَيَّنَ لَهُمُ الشَّيۡطٰنُ اَعۡمَالَهُمۡ وَقَالَ لَا غَالِبَ لَكُمُ الۡيَوۡمَ مِنَ النَّاسِ وَاِنِّىۡ جَارٌ لَّكُمۡ ۚ فَلَمَّا تَرَآءَتِ الۡفِئَتٰنِ نَكَصَ عَلٰى عَقِبَيۡهِ وَقَالَ اِنِّىۡ بَرِىۡٓءٌ مِّنۡكُمۡ اِنِّىۡۤ اَرٰى مَا لَا تَرَوۡنَ اِنِّىۡۤ اَخَافُ اللّٰهَ ؕ وَاللّٰهُ شَدِيۡدُ الۡعِقَابِ ﴿٤٨﴾

(৪৮) আর সেই সময়টি তাদের নিকট বর্ণনা করুন, যখন শয়তান তাদেরকে তাদের কার্যসমূহ সুশোভন করে দেখিয়েছিল, আর বলেছিল, আজ কেউই তোমাদের উপর বিজয়ী হতে পারবে না, আর আমি তোমাদের সহায়ক আছি। অনন্তর যখন উভয়দল পরস্পর সম্মুখীন হলো তখন সে পশ্চাৎপদ হয়ে পলায়ন করল এবং এই বলল যে, তোমাদের সাথে আমার কোনো সম্পর্ক নেই, আমি সে সকল বস্তু দেখছি যা তোমাদের দৃষ্টিগোচর হচ্ছে না, আমি তো আল্লাহকে ভয় করি, আর আল্লাহ কঠোর শাস্তি প্রদানকারী।

শাব্দিক অনুবাদ

(৪৬) وَاَطِيۡعُوا اللّٰهَ وَرَسُوۡلَهٗ আর আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের আনুগত্য করতে থাকবে وَلَا تَنَازَعُوۡا এবং আপসে বিবাদ করবে না فَتَفۡشَلُوۡا অন্যথায় সাহসহারা হয়ে পড়বে وَتَذۡهَبَ رِيۡحُكُمۡ এবং তোমাদের প্রভাব বিনষ্ট হয়ে যাবে وَاصۡبِرُوۡا আর ধৈর্যধারণ কর اِنَّ اللّٰهَ مَعَ الصّٰبِرِيۡنَ নিশ্চয় আল্লাহ ধৈর্যশীলদের সঙ্গে আছেন।

(৪৭) وَلَا تَكُوۡنُوۡا আর তোমরা হয়ো না كَالَّذِيۡنَ خَرَجُوۡا সেই সকল লোকদের ন্যায় যারা বের হয়েছিল مِنۡ دِيَارِهِمۡ নিজেদের গৃহসমূহ হতে بَطَرًا সদর্পে وَّرِئَآءَ النَّاسِ এবং লোকদেরকে [স্বীয় শক্তি] প্রদর্শন করতে وَيَصُدُّوۡنَ عَنۡ سَبِيۡلِ اللّٰهِ এবং লোকদেরকে আল্লাহর পথ হতে বিরত রাখছিল وَاللّٰهُ بِمَا يَعۡمَلُوۡنَ مُحِيۡطٌ আর আল্লাহ তাদের কার্যসমূহকে বেষ্টন করে আছেন।

(৪৮) وَاِذۡ زَيَّنَ لَهُمُ আর সেই সময়টি তাদের নিকট বর্ণনা করুন, যখন তাদেরকে সুশোভন করে দেখিয়েছিল الشَّيۡطٰنُ শয়তান اَعۡمَالَهُمۡ তাদের কার্যসমূহ وَقَالَ আর বলেছিল لَا غَالِبَ لَكُمُ الۡيَوۡمَ مِنَ النَّاسِ আজ কেউই তোমাদের উপর বিজয়ী হতে পারবে না وَاِنِّىۡ جَارٌ لَّكُمۡ আর আমি তোমাদের সহায়ক আছি فَلَمَّا تَرَآءَتِ الۡفِئَتٰنِ অনন্তর যখন উভয়দল পরস্পর সম্মুখীন হলো نَكَصَ عَلٰى عَقِبَيۡهِ তখন সে পশ্চাৎপদ হয়ে পলায়ন করল وَقَالَ এবং এই বলল যে, اِنِّىۡ بَرِىۡٓءٌ مِّنۡكُمۡ তোমাদের সাথে আমার কোনো সম্পর্ক নেই اِنِّىۡۤ اَرٰى مَا لَا تَرَوۡنَ আমি সে সকল বস্তু দেখছি যা তোমাদের দৃষ্টিগোচর হচ্ছে না اِنِّىۡۤ اَخَافُ اللّٰهَ আমি তো আল্লাহকে ভয় করি وَاللّٰهُ شَدِيۡدُ الۡعِقَابِ আর আল্লাহ কঠোর শাস্তি প্রদানকারী।

https://e-ilm.weebly.com/

إِذْ يَقُولُ الْمُنٰفِقُوْنَ وَالَّذِيْنَ فِيْ قُلُوْبِهِمْ مَّرَضٌ غَرَّ هٰٓؤُلَآءِ دِيْنُهُمْ ؕ وَمَنْ يَّتَوَكَّلْ عَلَى اللّٰهِ فَاِنَّ اللّٰهَ عَزِيْزٌ حَكِيْمٌ (٤٩)

অনুবাদ : (৪৯) আর সেই সময়টিও স্মরণীয় যখন মুনাফিকরা এবং যাদের অন্তরে পীড়া ছিল তারা এরূপ বলছিল যে, এসব লোকদেরকে তাদের ধর্ম ভ্রমে ফেলে রেখেছে, আর যে ব্যক্তি আল্লাহ তা'আলার উপর নির্ভর করে, তবে নিশ্চয় আল্লাহ জবরদস্ত হেকমতওয়ালা।

وَلَوْ تَرٰٓى اِذْ يَتَوَفَّى الَّذِيْنَ كَفَرُوْا ۙ الْمَلٰٓئِكَةُ يَضْرِبُوْنَ وُجُوْهَهُمْ وَاَدْبَارَهُمْ ۚ وَذُوْقُوْا عَذَابَ الْحَرِيْقِ (٥٠)

(৫০) আর যদি আপনি দেখতেন, যখন ফেরেশতাগণ এই কাফেরদের জান কবজ করতে থাকে, [এবং] তাদের চেহারায় ও তাদের পিঠে মারতে থাকে এবং এই বলতে থাকে যে, অগ্নির শাস্তি ভোগ কর।

ذٰلِكَ بِمَا قَدَّمَتْ اَيْدِيْكُمْ وَاَنَّ اللّٰهَ لَيْسَ بِظَلَّامٍ لِّلْعَبِيْدِ (٥١)

(৫১) এই শাস্তি সে সকল কর্মের দরুন যা তোমরা স্বহস্তে কুড়িয়েছ, আর এটা সুনিশ্চিত যে, আল্লাহ তা'আলা বান্দাদের উপর অত্যাচারী নন।

كَدَاْبِ اٰلِ فِرْعَوْنَ ۙ وَالَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِهِمْ ؕ كَفَرُوْا بِاٰيٰتِ اللّٰهِ فَاَخَذَهُمُ اللّٰهُ بِذُنُوْبِهِمْ ؕ اِنَّ اللّٰهَ قَوِيٌّ شَدِيْدُ الْعِقَابِ (٥٢)

(৫২) তাদের অবস্থা এরূপ যেরূপ ফেরাউন সম্প্রদায় এবং তার পূর্ববর্তী লোকদের অবস্থা ছিল, তারা আল্লাহ তা'আলার আয়াতসমূহকে অমান্য করল, সুতরাং আল্লাহ তা'আলা তাদেরকে পাপের দরুন পাকড়াও করলেন। নিশ্চয় আল্লাহ তা'আলা অতি ক্ষমতাবান, কঠোর শাস্তি প্রদানকারী।

শাব্দিক অনুবাদ

(৪৯) إِذْ يَقُوْلُ الْمُنٰفِقُوْنَ আর সেই সময়টিও স্মরণীয় যখন মুনাফিকরা وَالَّذِيْنَ فِيْ قُلُوْبِهِمْ مَّرَضٌ এবং যাদের অন্তরে পীড়া ছিল তারা غَرَّ هٰٓؤُلَآءِ دِيْنُهُمْ এরূপ বলছিল যে, এসব লোকদেরকে তাদের ধর্ম ভ্রমে ফেলে রেখেছে وَمَنْ يَّتَوَكَّلْ عَلَى اللّٰهِ আর যে ব্যক্তি আল্লাহ তা'আলার উপর নির্ভর করে فَاِنَّ اللّٰهَ عَزِيْزٌ حَكِيْمٌ তবে নিশ্চয় আল্লাহ জবরদস্ত হেকমতওয়ালা।

(৫০) وَلَوْ تَرٰٓى আর যদি আপনি দেখতেন اِذْ يَتَوَفَّى الَّذِيْنَ كَفَرُوْا যখন ফেরেশতাগণ এই কাফেরদের জান কবজ করতে থাকে [এবং] يَضْرِبُوْنَ وُجُوْهَهُمْ وَاَدْبَارَهُمْ তাদের চেহারায় ও তাদের পিঠে মারতে থাকে وَذُوْقُوْا عَذَابَ الْحَرِيْقِ এবং এই বলতে থাকে যে, অগ্নির শাস্তি ভোগ কর।

(৫১) ذٰلِكَ بِمَا قَدَّمَتْ اَيْدِيْكُمْ এই শাস্তি সে সকল কর্মের দরুন যা তোমরা স্বহস্তে কুড়িয়েছ وَاَنَّ اللّٰهَ لَيْسَ بِظَلَّامٍ لِّلْعَبِيْدِ আর এটা সুনিশ্চিত যে, আল্লাহ তা'আলা বান্দাদের উপর অত্যাচারী নন।

(৫২) كَدَاْبِ اٰلِ فِرْعَوْنَ তাদের অবস্থা এরূপ যেরূপ ফেরাউন সম্প্রদায় وَالَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِهِمْ এবং তার পূর্ববর্তী লোকদের অবস্থা ছিল كَفَرُوْا بِاٰيٰتِ اللّٰهِ তারা আল্লাহ তা'আলার আয়াতসমূহকে অমান্য করল فَاَخَذَهُمُ اللّٰهُ সুতরাং আল্লাহ তা'আলা তাদেরকে পাকড়াও করলেন بِذُنُوْبِهِمْ তাদের পাপের দরুন اِنَّ اللّٰهَ قَوِيٌّ নিশ্চয় আল্লাহ তা'আলা অতি ক্ষমতাবান شَدِيْدُ الْعِقَابِ কঠোর শাস্তি প্রদানকারী।

https://e-ilm.weebly.com/

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

(৪৭) قوله وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ خَرَجُوا مِنْ دِيَارِهِمْ الخ **আয়াতের শানে নুযূল :** আলোচ্য আয়াত আবূ জাহল ও তার সাথিদের সম্পর্কে অবতীর্ণ হয়েছে। ঘটনাপ্রবাহ হচ্ছে যে, এরা আবূ সুফিয়ানের বাণিজ্য কাফেলাকে সাহায্য করার উদ্দেশ্যে চিত্র তারকা বাদ্য যন্ত্রসহ বের হয়ে জুহফায় অবস্থান করে। তখন আবূ জাহলের মিত্র খেফাফে কেনানী হাদিয়া দিয়ে তার পুত্রকে আবূ জাহলের নিকট পাঠায় এবং বলে দিল যে, তুমি সাহায্য কামনা কর যদি তাহলে আমার গোত্রের লোকজন নিয়ে আমি তোমাকে সাহায্য করার উদ্দেশ্যে আসব। জবাবে আবূ জাহল বলল যে, মুহাম্মদের ধারণা মতে আমরা যদি আল্লাহর মোকাবিলায় যুদ্ধ করতে এসে থাকি, তাহলে আল্লাহর সাথে মোকাবিলা করার সামর্থ্য আমাদের নেই। আর একান্তভাবে যদি মানুষের মোকাবিলায়ই এসে থাকি, তাহলে আমাদের সাথে যথেষ্ট জনবল রয়েছে। আল্লাহর কসম আমরা বদরে না গিয়ে মুহাম্মদের সাথে যুদ্ধ করা থেকে ফিরে যাব না। আমরা সেখানে মদপান করব এবং শিল্পীরা আমাদের সামনে ঝুমুর ঝুমুর নাচ গান করবে। বদর আরবের একটি কেন্দ্রীয় বাজার। আমাদের অভিযান সম্পর্কে আরবরা জানতে পারবে। ফলে চিরকাল আমাদেরকে ধন্যবাদ দিয়ে যাবে। তাদের এ চরিত্র সম্পর্কে বর্ণনা দিয়ে আল্লাহ তা'আলা আলোচ্য আয়াত নাজিল করে মুমিনদেরকে এমন দুশ্চরিত্রতা থেকে বিরত থাকার নির্দেশ দেন। –[বাহরে মুহীত–৫০০/৪]

(৪৮) قوله وَإِذْ زَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطٰنُ أَعْمَالَهُمْ الخ **আয়াতের শানে নুযূল :** ইমাম ইবনে জারীর (র.) হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা.)-এর রেওয়ায়েতক্রমে উদ্ধৃত করেছেন যে, মক্কার কুরাইশ বাহিনী যখন মুসলমানদের সাথে মোকাবিলার উদ্দেশ্যে রওয়ানা হয়, তখন তাদের মনে এমন এক আশঙ্কা চেপেছিল যে, আমাদের প্রতিবেশী বনূ বকর গোত্রও আমাদের শত্রু আমরা মুসলমানদের সাথে যুদ্ধ করতে চলে গেলে সে সুযোগে এই শত্রুগোত্র না আবার আমাদের বাড়ি ঘর এবং নারী শিশুদের উপর হামলা করে বসে। সুতরাং কাফেলার নেতা আবূ সুফিয়ানের ভয়ার্ত আবেদনের প্রেক্ষিতে প্রস্তুতি নিয়ে বাড়ি থেকে তারা বেরিয়ে গেল বটে, কিন্তু মনের এ আশঙ্কা তাদের পায়ের বেড়ি হয়ে রইল। এমন সময়ে শয়তান সোরাকা ইবনে মালেকের রূপে এমনভাবে সামনে এসে উপস্থিত হলো যে, তাঁর হাতে রয়েছে একটি পতাকা আর তার সাথে রয়েছে বীর সৈনিকদের একটি খণ্ড দল। সোরাকা ইবনে মালেক ছিল সে এলাকার এবং গোত্রের বড় সর্দার। কুরাইশদের মনে তারই আক্রমণের আশঙ্কা ছিল। সে এগিয়ে গিয়ে কুরাইশ জোওয়ানদের বাহিনীকে লক্ষ্য করে এক ভাষণ দিয়ে বসল এবং দু-ভাবে তাদেরকে প্রতারিত করল। **প্রথমত** لَا غَالِبَ لَكُمُ الْيَوْمَ مِنَ النَّاسِ অর্থাৎ আজকের দিনে এমন কেউ নেই যারা তোমাদের উপর জয়লাভ করতে পারে। এর উদ্দেশ্য ছিল এ কথা বুঝিয়ে দেওয়া যে, আমি তোমাদের প্রতিপক্ষ সম্পর্কেও অবগত রয়েছি এবং তোমাদের শক্তি-সামর্থ্য ও সংখ্যাধিক্য তো চোখেই দেখছি, কাজেই তোমাদের এ ব্যাপারে সম্পূর্ণ নিশ্চয়তা দিচ্ছি যে, তোমরা নিশ্চিন্তে এগিয়ে যাও, তোমরাই প্রবল থাকবে। তোমাদের মোকাবিলায় বিজয় অর্জন করার মতো কেউ নেই। **দ্বিতীয়ত** وَإِنِّي جَارٌ لَّكُمْ অর্থাৎ বনূ বকর প্রভৃতি গোত্রের ব্যাপারে তোমাদের মনে যে আশঙ্কা চেপে আছে যে, তোমাদের অবর্তমানে তারা মক্কা আক্রমণ করে বসবে, তার দায়দায়িত্ব নিয়ে নিচ্ছি যে, এমনটি হবে না; আমি তোমাদের সমর্থনে রয়েছি। মক্কার কুরাইশরা সোরাকা ইবনে মালেক এবং তার বিরাট ব্যক্তিত্ব ও প্রভাব প্রতিপত্তি সম্পর্কে পূর্ব থেকে অবগত ছিল। কাজেই তার বক্তব্য শোনামাত্র তা তাদের মনে বসে গেল এবং বনূ বকর গোত্রের আক্রমণাশঙ্কা মুক্ত হয়ে মুসলমানদের মোকাবিলায় উদ্বুদ্ধ হলো। এ দ্বিবিধ প্রতারণার মাধ্যমে শয়তান তাদেরকে নিজেদের বধ্যভূমির দিকে দাবড়ে দিল। কিন্তু فَلَمَّا تَرَاءَتِ الْفِئَتٰنِ نَكَصَ عَلٰى عَقِبَيْهِ অর্থাৎ যখন মক্কার মুশরিক ও মুসলমানদের উভয় দল (বদরপ্রাঙ্গণে) সম্মুখ সমরে লিপ্ত হলো, তখন শয়তান পেছন ফিরে পালিয়ে গেল। বদর যুদ্ধে যেহেতু মক্কার মুশরিকদের সহায়তায় একটি শয়তানি বাহিনীও এসে উপস্থিত হয়েছিল, কাজেই আল্লাহ তা'আলা তাদের মোকাবিলায় হযরত জিবরাঈল ও মীকাঈল (আ.)-এর নেতৃত্বে ফেরেশতাদের বাহিনী পাঠিয়ে দিলেন। ইমাম ইবনে জারীর হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা.)-এর রেওয়ায়েতের উদ্ধৃতি দিয়ে লিখেছেন যে, শয়তান যখন সোরাকা ইবনে মালেকের রূপে স্বীয় বাহিনীর নেতৃত্ব দিচ্ছিল তখন সে জিবরাঈল আমীন এবং তাঁর সাথি ফেরেশতা বাহিনী দেখে আতঙ্কিত হয়ে পড়ল। সে সময় তার হাত এক কুরাইশী যুবক হারেছ ইবনে ইহতিশামের হাতে ধরা ছিল। সঙ্গে সঙ্গে সে তার হাত ছাড়িয়ে নিয়ে পালাতে চাইল। হারেছ তিরস্কার করে বলল, এ কি করছ। তখন সে বুকের উপর এক প্রবল ঘা মেরে হারেছকে ফেলে দিল এবং নিজের বাহিনী নিয়ে পালিয়ে গেল। হারেছ তাকে সোরাকাহ মনে করে বলল, হে আরব সর্দার! সোরাকাহ, তুমি তো বলেছিলে, আমি তোমাদের

https://e-ilm.weebly.com/

সমর্থনে রয়েছি। অথচ ঠিক যুদ্ধের ময়দানে এমন আচরণ করছ। তখন শয়তান সোরাকাহ'র বেশেই উত্তর দিল إِنِّي بَرِيءٌ مِّنكُمْ إِنِّي أَرَىٰ مَا لَا تَرَوْنَ إِنِّي أَخَافُ اللَّهَ অর্থাৎ আমি তোমাদের সাথে কৃত চুক্তি থেকে মুক্ত হয়ে যাচ্ছি। কারণ আমি এমন জিনিস দেখছি যা তোমাদের চোখ দেখতে পায় না অর্থাৎ ফেরেশতা বাহিনী। তাছাড়া আমি আল্লাহকে ভয় করি। কাজেই তোমাদের সঙ্গ ত্যাগ করে চলে যাচ্ছি।

যুদ্ধ-জেহাদে কৃতকার্যতা লাভের জন্য কুরআনের হেদায়েত : প্রথম দুই আয়াতে আল্লাহ তা'আলা মুসলমানগণকে যুদ্ধক্ষেত্র এবং শত্রুর মোকাবিলার জন্য একটি বিশেষ হেদায়েতনামা দান করেছেন, যা তাদের জন্য পার্থিব জীবনে কৃতকার্যতা এবং পরকালীন নাজাতের আমোঘ ব্যবস্থা। প্রাথমিক যুগের যুদ্ধসমূহে মুসলমানদের কৃতকার্যতা ও বিজয়ের রহস্যও এতেই নিহিত ছিল। আর তা হলো কয়েকটি বিষয়।

প্রথমত দৃঢ়তা: অর্থাৎ দৃঢ়তা অবলম্বন করা ও স্থির অটল থাকা। মনের দৃঢ়তা ও সংকল্পের অটলতা উভয়টিই এর অন্তর্ভুক্ত। মুমিন ও কাফের নির্বিশেষে সবাই জানে, উপলব্ধি করে এবং পৃথিবীর প্রতিটি জাতি নিজেদের যুদ্ধে এরই উপর বিশেষ গুরুত্বারোপ করে থাকে। কারণ নিজেদের লোকদের কাছে এ বিষয়টি গোপন নেই যে, সমরক্ষেত্রে সর্বপ্রথম এবং সবচেয়ে কার্যকর অস্ত্রই হচ্ছে মন ও পদক্ষেপের দৃঢ়তা। এর অবর্তমানে অন্যান্য সমস্ত উপায়-উপকরণই অকোজো ও বেকার।

দ্বিতীয়ত আল্লাহর জিকির : এটি সেই বিশেষ ধরনের আধ্যাত্মিক হাতিয়ার যার ব্যাপারে ঈমানদারগণ ব্যতীত সাধারণ পৃথিবী গাফেল। সমগ্র পৃথিবী যুদ্ধের জন্য সর্বোত্তম অস্ত্রশস্ত্র, আধুনিকতম সাজসরঞ্জাম ও উপায়-উপকরণ সংগ্রহ করার জন্য এবং সেনাবাহনীকে সুদৃঢ় রাখার জন্য পরিপূর্ণ চেষ্টা নেয়। কিন্তু মুসলমানদের আধ্যাত্মিক ও পার্থিব এ হাতিয়ার সম্পর্কে তারা অপরিচিত ও অজ্ঞ। সে কারণেই এই হেদায়েত, এই নির্দেশনামা। এই নির্দেশনামা মোতাবেক যে কোনো অঙ্গনে যে কোনো জাতির সাথে মোকাবিলা হয়েছে, প্রতিপক্ষের সমস্ত শক্তি ও চেষ্টা-তদবীর পুরোপুরি নিষ্ক্রিয় হয়ে পড়েছে। আল্লাহর জিকিরের নিজস্বভাবে যে বরকত ও কল্যাণ রয়েছে তা তো যথাস্থানে আছেই, তদুপরি এটাও একটি বাস্তব সত্য যে, দৃঢ়তার জন্যও এর চেয়ে পরিক্ষিত কোনো ব্যবস্থা নেই। আল্লাহকে স্মরণ করা এবং তাতে বিশ্বাস রাখা এমন এক বিদ্যুৎ শক্তি যা একজন দুর্বলতর মানুষকেও পাহাড়ের সাথে মোকাবিলা করতে উদ্বুদ্ধ করে তোলে। বিপদ যত কঠিনই হোক না কেন, আল্লাহর স্মরণ সে সমস্ত হাওয়ায় উড়িয়ে দেয় এবং মানুষের মন-মানসকে বলিষ্ঠ ও পদক্ষেপকে সুদৃঢ় করে রাখে।

কুরআনে কারীম এহেন শঙ্কাপূর্ণ পরিবেশে মুসলমানদেরকে আল্লাহকে স্মরণ করার শিক্ষা দিয়েছে, তাও আবার অধিক পরিমাণে স্মরণ করার তাকিদসহ।

এখানে এ বিষয়টিও লক্ষণীয় যে, সমগ্র কুরআনে আল্লাহর জিকির ব্যতীত অন্য কোনো ইবাদতই এত অধিক পরিমাণে করার হুকুম কোথাও উল্লেখ নেই। صَلٰوةً كَثِيْرَةً বা صِيَامًا كَثِيْرًا কোথাও উল্লেখ নেই তার কারণ এই যে, আল্লাহর জিকির তথা স্মরণ এমন সহজ একটি ইবাদত যে, তাতে না তেমন কোনো বিরাট সময় ব্যয় হয়, না পরিশ্রম এবং নাইবা অন্য কোনো কাজের কোনো রকম ব্যাঘাত ঘটে। তদুপরি আল্লাহ রাব্বুল আলামীন একান্ত অনুগ্রহ করে আল্লহর জিকিরের জন্য কোনো শর্তাশর্ত, কোনো বাধ্যবাধকতা, অজু কিংবা পবিত্রতা পোশাকাশাক এবং বেলামখী হওয়া প্রভৃতি কোনো নিয়মই আরোপ করেননি। যে কোনো মানুষ যে কোনো অবস্থায় অজুর সাথে বিনা অজুতে, দাঁড়িয়ে বসে, শুয়ে যেভাবে উচ্ছা আল্লাহকে স্মরণ করতে পারে। এর পরেও যদি ইমাম জাযারীর গবেষণার বিষয়টি তুলে ধরা যায়, যা তিনি হিসনে হাসীন গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন যে, আল্লাহর জিকির শুধু মুখে কিংবা মনে মনে জিকির করাকেই বল হয় না; বরং প্রতিটি জায়েজ বা বৈধ কাজ আল্লাহ রাসূলের আনুগত্যের আওতায় থেকে করা হলে সে সে সবই যিকরুল্লাহর অন্তর্ভুক্ত তবে এই পর্যালোচনা অনুযায়ী যিকরুল্লাহর মর্ম এতে ব্যাপক ও সহজ হয়ে যায় যে, নিদ্রিত মানুষকেও যাকের বলা যেতে পারে। যেমন কোনো কোনো রেওয়ায়েতে উল্লেখ রয়েছে نَوْمُ الْعَالِمِ عِبَادَةٌ 'আলেম ব্যক্তির ঘুমও ইবাদতেরই অন্তর্ভুক্ত'। কারণ যে আলেম তার ইলমের চাহিদা অনুযায়ী আমল করেন তার জন্য তাঁর নিদ্রা, তাঁর জাগরণ সবই আল্লাহর আনুগত্যের আওতাভুক্ত হওয়া অপরিহার্য।

যুদ্ধক্ষেত্রে আল্লাহকে অধিক পরিমাণে স্মরণ করার নির্দেশটিতে যদিও বাহ্যিক দৃষ্টিতে মুজাহেদীনের জন্য একটি কাজ বাড়িয়ে দেওয়া হলো বলে মনে হয় যা স্বভাবতই কষ্ট ও পরিশ্রমসাধ্য হবে, কিন্তু আল্লাহর জিকিরের এটা এক বিস্ময়কর

https://e-ilm.weebly.com/

বৈশিষ্ট্য যে, তাতে কখনও কোনো পরিশ্রম তো হয়ই না; বরং এতে একটা সুখের অনুভূতি, একটি শক্তি এবং একটা পৃথক স্বাদ অনুভূত হতে থাকে যা মানুষের কাজ কর্মে অধিকতর সহায়ক হয়। তাছাড়া এমনিতেও কষ্ট পরিশ্রমের কাজ যারা করে থাকে তাদের অভ্যাস থাকে কোনো একটা বাক্য কিংবা কোনো গানের কলি কাজের ফাঁকেও গুনগুনিয়ে পড়তে বা গাইতে থাকার। সুতরাং কুরআনে কারীম মুসলমানগণকে তার একটি উত্তম বিকল্প দিয়েছে যা হাজারো উপকারিতা ও তাৎপর্যমণ্ডিত। সে কারণেই আয়াতের শেষাংশে বলা হয়েছে : لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ অর্থাৎ তোমরা যদি দৃঢ়তা এবং আল্লাহর জিকিরের দুটি গোপন রহস্য স্মরণ রাখ এবং কর্মক্ষেত্রে সেগুলো প্রয়োগ কর, তবে বিজয় ও কৃতকার্যতা তোমাদেরই হবে। যুদ্ধক্ষেত্রের একটি জিকির তো হলো তাই, যা সাধারণত 'না'রায়ে তাকবীর' শ্লোগানের মাধ্যমে করা হয়। এছাড়া আল্লাহ তা'আলার উপর ভরসার খেয়াল রাখা, তাঁরই উপর নির্ভর করতে থাকা, তাঁর কথা মনে রাখা প্রভৃতি সবই যিকিরুল্লাহ' –এর অন্তর্ভুক্ত।

৪৬ তম আয়াতে তৃতীয় আরেকটি বিষয়ের শিক্ষা দেওয়া হয়েছে। বলা হয়েছে– وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ অর্থাৎ "আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের আনুগত্যকে অপরিহার্যভাবে পালন কর"। কারণ আল্লাহর সাহায্য সমর্থন শুধুমাত্র তাঁর আনুগত্যের মাধ্যমেই অর্জন করা যেতে পারে। পক্ষান্তরে পাপকর্ম ও আনুগত্যহীনতা আল্লাহ তা'আলার অসন্তুষ্টি ও বঞ্চনার কারণ হয়ে থাকে। এভাবে যুদ্ধক্ষেত্রের জন্য কুরআনি হেদায়েতনামার তিনটি ধারা সাব্যস্ত হয়ে যায়। তা হলো দৃঢ়চিত্ততা, আল্লাহর জিকির ও আনুগত্য। অতঃপর وَلَا تَنَازَعُوا فَتَفْشَلُوا وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ وَاصْبِرُوا আয়াতে ক্ষতিকর দিকগুলোর উপর আলোকপাত করে তা থেকে বেঁচে থাকার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। তাই বলা হয়েছে وَلَا تَنَازَعُوا অর্থাৎ 'তোমরা পারস্পরিক বিবাদ-বিসংবাদে লিপ্ত হয়ো না।' তাহলে তোমাদের মাঝে সাহসহীনতা বিস্তার লাভ করবে এবং তোমাদের মনোবল ভেঙ্গে যাবে, তোমরা হীনবল হয়ে পড়বে।

তারপর وَاصْبِرُوا (অবশ্য অবশ্যই ধৈর্যধারণ কর।) বাক্যের বিন্যাসধারায় প্রতীয়মান হয় যে, এতে বিবাদ-বিসংবাদ থেকে রক্ষা পাবার একান্ত কার্যকর ব্যবস্থা বাতলে দেওয়া হয়েছে। এর বিশ্লেষণ এই যে, কোনো দলের মত ও উদ্দেশ্যে যত ঐক্যই থাক না কেন, কিন্তু ব্যক্তি মানুষের স্বভাবগত বৈশিষ্ট্য অবশ্যই বিভিন্ন রকম হয়ে থাকে। তাছাড়া কোনো উদ্দেশ্য লাভের প্রচেষ্টার ক্ষেত্রেও অভিজ্ঞতা বুদ্ধিজীবীদের মতপার্থক্য থাকা অপরিহার্য। কাজেই অন্যের সাথে চলতে গিয়ে এবং অন্যকে সঙ্গে রাখতে গিয়ে মানুষকে স্বভাব বিরুদ্ধ বিষয়েও ধৈর্যধারণ ও সহনশীলতার মনোভাব গড়ে তোলা এবং নিজের মতের উপর এত অধিক দৃঢ়তা ও অনমনীয়তা না থাকা উচিত যা গৃহীত না হলে ক্ষেপে যায়। এই গুণের অপর নামই হলো 'সবর'। ইদানীং এ কথাটি সবাই জানে এবং বলেও থাকে যে, নিজেদের মধ্যে পারস্পরিক বিবাদ-বিসংবাদ সৃষ্টি করা অত্যন্ত মন্দ কাজ। কিন্তু তা থেকে বেঁচে থাকার মূল কথা 'সবর' অবলম্বনে অভ্যস্ত হওয়া এবং নিজের মত মানাবার ফিকিরে ক্ষেপে না যাওয়ার গুণটি অতি অল্প লোকের মাঝেই পাওয়া যায়। সে কারণেই ঐক্য ও একতার যাবতীয় ওয়াজ নসিহতই নিষ্ফল হয়ে যায়।

এখানে এ বিষয়টিও লক্ষণীয় যে, এক্ষেত্রে কুরআনে কারীম وَلَا تَنَازَعُوا বলেছে। অর্থাৎ পারস্পরিক বিবাদ-দ্বন্দ্ব থেকে বিরত করেছে, মতের পার্থক্য কিংবা তা প্রকাশ করতে বাধা দেয়নি। যে ক্ষেত্রে মতপার্থক্যের সাথে সাথে নিজের মত অন্যকে মানাবার প্রেরণা কার্যকর থাকে তাকেই বলা হয় বিবাদ ও বিসংবাদ। আর এটিই হলো সে প্রেরণা যাকে কুরআনে কারীম وَاصْبِرُوا শব্দে ব্যক্ত করেছে এবং সবশেষে 'সবর' অবলম্বনের এক বিরাট উপকারিতার কথা বলে এর তিক্ততা দূর করে দিয়েছে যে, إِنَّ اللَّهَ مَعَ الصَّابِرِينَ (যারা সবর তথা ধৈর্যধারণ করে আল্লাহ তাদের সঙ্গে রয়েছেন।) এটি এমন এক মহাসম্পদ যে, এটা পরকালের যাবতীয় সম্পদ এর মোকাবিলায় নগণ্য।

ইমাম ইবনে জারীর হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা.)-এর রেওয়ায়েতক্রমে উদ্ধৃত করেছেন যে, মক্কার কুরাইশ বাহিনী যখন মুসলমানদের সাথে মোকাবিলার উদ্দেশ্যে রওয়ানা হয়, তখন তাদের মনে এমন এক আশঙ্কা চেপে ছিল যে, আমাদের প্রতিবেশী বনূ বকর গোত্রও আমদের শত্রু, আমরা মুসলমানদের সাথে যুদ্ধ করতে চলে গেলে সেই সুযোগে এই শত্রুগোত্র না আবার আমদের বাড়ি-ঘর এবং নারী-শিশুদের উপর হামলা করে বসে। সুতরাং কাফেলার নেতা আবূ সুফিয়ানের ভয়ার্ত আবেদনের প্রেক্ষিতে প্রস্তুতি নিয়ে বাড়ি থেকে তারা বেরিয়ে গেল বটে, কিন্তু মনের এ আশঙ্কা তাদের পায়ের বেড়ি হয়ে রইল। এমনি সময়ে শয়তান সুরাকা ইবনে মালেকের রূপে এমনভাবে সামনে এসে উপস্থিত হলো যে, তাঁর হাতে রয়েছে একটি পতাকা আর তাঁর সাথে রয়েছে বীর সৈনিকদের একটি খণ্ড দল। সুরাকা ইবনে মালেক ছিল সে এলাকার এবং গোত্রের বড় সর্দার। কুরাইশদের মনে তারই আক্রমণের আশঙ্কা ছিল। সে এগিয়ে গিয়ে কুরাইশ

https://e-ilm.weebly.com/

জোওয়ানদের বাহিনীকে লক্ষ্য করে এক ভাষণ দিয়ে বসল এবং দুভাবে তাদেরকে প্রতারিত করল। **প্রথমত** لَا غَالِبَ لَكُمُ الْيَوْمَ مِنَ النَّاسِ অর্থাৎ 'আজকের দিনে এমন কেউ নেই যারা তোমাদের উপর জয়লাভ করতে পারে। -এর উদ্দেশ্য ছিল একথা বুঝিয়ে দেওয়া যে, আমি তোমাদের প্রতিপক্ষ সম্পর্কেও অবগত রয়েছি এবং তোমাদের শক্তি-সামর্থ্য ও সংখ্যাধিক্য তো চোখেই দেখছি, কাজেই তোমাদের এ ব্যাপারে সম্পূর্ণ নিশ্চয়তা দিচ্ছি যে, তোমরা নিশ্চিন্তে এগিয়ে যাও, তোমরাই প্রবল থাকবে, তোমাদের মোকাবিলায় বিজয় অর্জন করবে, এমন কেউ নেই।

দ্বিতীয়ত وَإِنِّي جَارٌ لَّكُمْ অর্থাৎ বনূ বকর প্রভৃতি গোত্রের ব্যাপারে তোমাদের মনে যে আশঙ্কা চেপে আছে যে, তোমাদের অবর্তমানে তারা মক্কা আক্রমণ করে বসবে, তার দায়দায়িত্ব নিচ্ছি যে, এমনটি হবে না। আমি তোমাদের সমর্থনেই রয়েছি। মক্কার কুরাইশরা সুরাকা ইবনে মালেক এবং তার বিরাট ব্যক্তিত্ব ও প্রভাব প্রতিপত্তি সম্পর্কে পূর্ব থেকেই অবগত ছিল। কাজেই তার বক্তব্য শোনামাত্র তা তাদের মনে বসে গেল এবং বনূ বকর গোত্রের আক্রমণাশঙ্কা মুক্ত হয়ে মুসলমানদের মোকাবিলায় উদ্বুদ্ধ হলো।

এই দ্বিবিধ প্রতারণার মাধ্যমে শয়তান তাদেরকে নিজেদের বধ্যভূমির দিকে দাবড়ে দিল। কিন্তু فَلَمَّا تَرَاءَتِ الْفِئَتَانِ نَكَصَ عَلَىٰ عَقِبَيْهِ অর্থাৎ যখন মক্কার মুশরিক ও মুসলমানদের উভয় দল (বদর প্রাঙ্গণে) সম্মুখ সমরে লিপ্ত হলো, তখন শয়তান পেছন ফিরে পলিয়ে গেল।

বদর যুদ্ধে যেহেতু মক্কার মুশরিকদের সহায়তায় একটি শয়তানি বহিনীও এসে উপস্থিত হয়েছিল, কাজেই আল্লাহ তা'আলা তাদের মোকাবিলায় হযরত জিবরাঈল (আ.)-এর নেতৃত্বে ফেরেশতাদের বাহিনী পাঠিয়ে দিলেন। ইমাম ইবনে জারীর হযরত ইবনে আব্বাস (রা.)-এর রেওয়ায়েতের উদ্ধৃতি দিয়ে লিখেছেন যে, শয়তান যখন সুরাকা ইবনে মালেকের রূপে স্বীয় বাহিনীর নেতৃত্ব দিচ্ছিল, তখন সে জিবরাঈল আমীন এবং তাঁর সাথি ফেরেশতা বাহিনী দেখে আতঙ্কিত হয়ে পড়ল। সে সময় তার হাত এক কুরাইশী যুবক হারেছ ইবনে হিশামের হাতে ধরা ছিল। সঙ্গে সঙ্গে সে তার হাত ছাড়িয়ে নিয়ে পালাতে চাইল। হারেছ তিরস্কার করে বলল, এ কি করছ। তখন সে বুকের উপর এক প্রবল ঘা মেরে হারেছকে ফেলে দিল এবং নিজের বাহনী নিয়ে পালিয়ে গেল। হারেছ তাকে সুরাকাহ মনে করে বলল, হে আরব সর্দার সুরাকাহ তুমি তো বলেছিলে, আমি তোমাদের সমর্থনে রয়েছি। অথচ ঠিক যুদ্ধের ময়দানে এমন আচরণ করছ। তখন শয়তান সুরাকার বেশেই উত্তর দিল. إِنِّي بَرِيءٌ مِّنكُمْ إِنِّي أَرَىٰ مَا لَا تَرَوْنَ إِنِّي أَخَافُ اللَّهَ অর্থাৎ আমি তোমাদের সাথে কৃত চুক্তি থেকে মুক্ত হয়ে যাচ্ছি। কারণ আমি এমন জিনিস দেখছি যা তোমাদের চোখ দেখতে পায় না অর্থাৎ ফেরেশতা বাহিনী। তাছাড়া আমি আল্লাহকে ভয় করি। কাজেই তোমাদের সঙ্গ ত্যাগ করে চলে যাচ্ছি।

শয়তান যখন ফেরেশতা বাহিনী দেখতে পেল এবং সে যেহেতু তাদের শক্তি সম্পর্কে অবহিত ছিল, তখন বুঝল যে, এবার আর পরিত্রাণ নেই। তবে তার বাক্য 'আমি আল্লাহকে ভয় করি।' সম্পর্কে তাফসীরশাস্ত্রেই ইমাম কাতাদাহ (রা.) বলেন যে, কথাটি সে মিথ্যা বলেছিল । সত্যি সত্যিই যদি সে আল্লাহকে ভয় করত, তাহলে নাফরমানি করবে কেন? কিন্তু যেহেতু আল্লাহ তা'আলার পরিপূর্ণ কুদরত তথা মহাক্ষমতা এবং কঠিন আজাব সম্পর্কে ভালোভাবেই অবগত, কাজেই ভয় না করার কোনো কারণ থাকতে পারে না। তবে ঈমান ও আনুগত্য ছাড়া শুধু ভয় করায় কোনো লাভ নেই।

শয়তানের প্রতারণা থেকে বাঁচার উপায় : আলোচ্য আয়াতে বর্ণিত ঘটনা থেকে কয়েকটি বিষয় জানা যাচ্ছে– ১. শয়তান মানুষের জাতশত্রু, তাদের ক্ষতি সাধনের জন্য সে নানা রকম কলা-কৌশল ও চাল-ছলনার আশ্রয় নেয় এবং বিভিন্ন রূপ বদলাতে থাকে। কোনো কোনো সময় শুধু মনে ওয়াসওয়াসা সৃষ্টি করে পেরেশান করে তোলে, আবার কখনো সামনাসামনি এসে ধোঁকা দেয়।

(২) শয়তানকে আল্লাহ তা'আলা ক্ষমতা দান করেছেন যে, সে বিভিন্ন রূপে আত্মপ্রকাশ করতে পারে। জনৈক প্রখ্যাত হানাফী ফিকহবিদের গ্রন্থ 'আকামুল মার্জান ফী আহকামিল জানান' -এ বিষয়টি সবিস্তারে প্রমাণ করা হয়েছে। সে কারণেই গবেষক সূফী মনিষীবৃন্দ যারা আধ্যাত্মিক কাশফ ও দর্শনের ক্ষমতা রাখেন তারা মানুষকে এ বিষয়ে সতর্ক করে দিয়েছেন যে, কোনো লোককে দেখেই কিংবা তার কথাবার্তা শুনেই কোনো রকম অনুসন্ধান না করে তার পেছনে চলতে আরম্ভ করা অত্যন্ত আশঙ্কাজনক হয়ে থাকে– এমনকি কাশফ ও ইলহামেও শয়তানের পক্ষ থেকে সংমিশ্রণ হয়ে যেতে পারে।

কৃতকার্যতার জন্য নিষ্ঠাই যথেষ্ট নয়, পথের সরলতাও অপরিহার্য : ৩. যেসব লোক কুফর ও শিরক কিংবা অন্য কোনো অবৈধ কার্যকলাপে লিপ্ত হয়, তার কারণ বেশির ভাগ ক্ষেত্রে এই হয়ে থাকে যে, শয়তান তাদের দুষ্কর্মকে সুন্দর, প্রশংসনীয়

https://e-ilm.weebly.com/

এবং কল্যাণকর হিসাবে প্রকাশ করে তাদের মন-মস্তিষ্কে ন্যায় ও সত্য এবং প্রকৃত পরিণতি থেকে ফিরিয়ে দেয়। তারা নিজেদের অন্যায়কেই ন্যায় এবং মন্দকেই ভালো মনে করতে শুরু করে। ন্যায়পন্থিদের মতো তারাও নিজেদের অন্যায় অসত্যের জন্য প্রাণ বিসর্জন দিতে তৈরি হয়ে যায়। সেজন্য কুরাইশ বাহিনী এবং তার সর্দার যখন বায়তুল্লাহ থেকে বিদায় নিচ্ছিল তখন বায়তুল্লাহর সামনে এসব শব্দে প্রার্থনা করে বলেছিল– اَللّٰهُمَّ انْصُرْ اَهْدَى الطَّائِفَتَيْنِ অর্থাৎ আয় আল্লাহ! উভয় দলের যেটি অধিকতর সৎপন্থি তারই সাহায্য করো তাকেই বিজয় দান করো। এই অজ্ঞ লোকেরা শয়তানের প্রতারণায় পড়ে নিজেরা নিজেদেরকেই অধিক হেদায়েত প্রাপ্ত এবং ন্যায়পন্থি বলে মনে করত। আর পরিপূর্ণ নিষ্ঠার ও একাগ্রতার সাথে নিজেদের মিথ্যা ও অন্যায়ের সাহায্য ও সমর্থনে জানমাল কোরবান করে দিত।

এতেই প্রতীয়মান হয় যে, যতক্ষণ পর্যন্ত আমল তথা কার্যকলাপের গতি প্রকৃতি সঠিক না হয় ততক্ষণ পর্যন্ত শুধুমাত্র নিষ্ঠাই যথেষ্ট নয়।

অতঃপর দ্বিতীয় আয়াতে মুসলমানদের ব্যাপারে মদিনার মুনাফেক ও মক্কার মুশরিকদের একটি যৌথ সংলাপ উদ্ধৃত করা হয়েছে যা তাদের জন্য দুঃখ করেই যেন বলা হয়েছিল। তা হচ্ছে এই غَرَّ هٰؤُلَاءِ دِيْنُهُمْ অর্থাৎ, বদরের ময়দানে মুষ্টিমেয় এই মুসলমানরা যে এহেন বিরাট শক্তিশালী বাহিনীর বিরুদ্ধে লড়তে এসেছে, তা এই বেচারাদেরকে তাদের দীনই প্রতারণায় ফেলে মৃত্যুর মুখে এনে দাঁড় করিয়েছে। আল্লাহ তা'আলা তাদের উত্তরে বলেছেন– وَمَنْ يَّتَوَكَّلْ عَلَى اللّٰهِ فَاِنَّ اللّٰهَ عَزِيْزٌ حَكِيْمٌ অর্থাৎ যে লোক আল্লাহর উপর তাওয়াক্কুল ও ভরসা করে, জেনে রাখো! সে কখনও আপমানিত ও অপদস্থ হয় না। কারণ আল্লাহ তা'আলা সব কিছুর উপর পরাক্রমশীল। তাঁর কৌশলের সামনে সবার জ্ঞান-বুদ্ধিই বিকল হয়ে যায়। মর্মার্থ এই যে, তোমরা শুধু বস্তু ও বস্তুজগৎ সম্পর্কেই অবগত এবং তারই উপর নির্ভর কর। কিন্তু সেই গোপন শক্তি সম্পর্কে তোমাদের কোনো খবরই নেই যা বস্তু ও বস্তুজগৎ সম্পর্কেই অবগত এবং তারই উপর নির্ভর কর। কিন্তু সেই গোপন শক্তি সম্পর্কে তোমাদের কোনো খবরই নেই, যা বস্তুজগতের স্রষ্টা আল্লাহ তা'আলার ভাণ্ডারে রয়েছে এবং যা তাঁর উপর ঈমান ও বিশ্বাস স্থাপনকারী লোকদের সঙ্গে থাকে।

ইদানিং কালেও সরল সোজা ধর্মপ্রাণ মুসলমানদের দেখে তথাকথিত অনেক বিজ্ঞ বুদ্ধিমান বলে থাকে এরা সেকেলে, এদের কিছু বলো না। কিন্তু এদের মধ্যে যদি আল্লাহর উপর পরিপূর্ণ ঈমান ও ভরসা থাকে, তবে এতে তাদের কিছুই অনিষ্ট হতে পারে না।

قوله وَلَوْ تَرٰى اِذْ يَتَوَفَّى الَّذِيْنَ كَفَرُوْا الخ আলোচ্য আয়াতসমূহের পূর্ববর্তী দু'আয়াতে কাফেরদের মৃত্যুকালীন আজাব এবং ফেরেশতাদের সতর্কীকরণের আলোচনা করা হয়েছে। এতে নবী করীম ﷺ-কে সম্বোধন করে বলা হয়েছে যে, যখন আল্লাহর ফেরেশতাগণ কাফেরদের রূহ কবজ করছিলেন, তাদের মুখে ও পিঠে আঘাত করেছিলেন এবং বলছিলেন যে, আগুনে জ্বলার আযাবের স্বাদ গ্রহণ করত, আপনি যদি সে সময়ে তাদের অবস্থা দেখতেন, তখন আপনি এক ভায়াবহ দৃশ্য দেখতে পেতেন।

তাফসীরশাস্ত্রের ইমামগণের কেউ কেউ এ বিবরণকে সে সমস্ত কুরাইশ কাফেরের অবস্থা বলে সাব্যস্ত করেছেন, যারা বদর যুদ্ধে মুসলমানদের মোকাবিলায় অবতীর্ণ হয়েছিল এবং আল্লাহ তা'আলা মুসলমানদের সাহায্যের জন্য ফেরেশতা বাহিনী পাঠিয়ে দিয়েছিলেন। এক্ষেত্রে এর অর্থ হবে এই যে, বদর যুদ্ধে যেসব কাফের সর্দার নিহত হয় তাদের মৃত্যুতে ফেরেশতাদের হাত ছিল। তাঁরা তাদেরকে সামনের দিক দিয়ে তাদের মুখে এবং পেছন দিক থেকে তাদের পিঠে আঘাত করে তাদের হত্যা করেছিলেন আর সেই সঙ্গে আখেরাতের জাহান্নামের আজাব সম্পর্কে তাদের সংবাদ দিয়ে দিচ্ছিলেন।

আর যারা আয়াতের শব্দের ব্যাপকতার ভিত্তিতে এর বিষয়বস্তুকেও ব্যাপক হিসাবেই গ্রহণ করেছেন তাঁদের ব্যাখ্যা অনুযায়ী আয়াতের অর্থ হবে এই যে, যখন কোনো কাফের মৃত্যুবরণ করে, তখন মওতের ফেরেশতা রূহ কবজ করার সময় তার মুখে ও পিঠে আঘাত করেন। কোনো কোনো রেওয়ায়েতে বর্ণিত আছে যে, তাঁদের হাতে আগুনের চাবুক এবং লোহার গদা থাকে যার দ্বারা মরণোন্মুখ কাফেরকে আঘাত করা হয়। কিন্তু যেহেতু এ আজাবের সম্পর্ক জড়জগতের সাথে নয়; বরং কবর জগতের সাথে যাকে বরযখ বলা হয়, কাজেই এই আজাব সাধারণত চোখে দেখা যায় না।

সেজন্যই রাসূলে কারীম ﷺ-কে সম্বোধন করে বলা হয়েছে, যদি আপনি দেখতেন তবে বড়ই করুণ দৃশ্য দেখতে পেতেন। এতে বুঝা যাচ্ছে যে, মৃত্যুর পর আলমে বরযখেও অর্থাৎ মৃত্যুর পর থেকে কেয়ামতের বিচারের পূর্ব পর্যন্ত সময়ের কাফেরদের উপর আজাব হয়ে থাকে। তাই তা সাধারণভাবে দেখা যায় না। কুরআন মাজীদের অন্যান্য আয়াতে এবং হাদীসের বর্ণনাতেও কবরের আজাবের ব্যাপারে বিপুল আলোচনা রয়েছে।

https://e-ilm.weebly.com/

দ্বিতীয় আয়াতে কাফেরদেরকে সম্বোধন করে বলা হয়েছে, দুনিয়া আখেরাতেও এ আজাব তোমাদের নিজের হাতেরই অর্জিত। সাধারণ কাজকর্ম যেহেতু হাতের দ্বারা সম্পাদিত হয়, সেহেতু এখানেও হাতেরই উল্লেখ করা হয়েছে। মর্মার্থ হলো এই যে, এসব আজাব তোমাদের নিজেদের আমলেরই ফলাফল। আর একথা সত্য যে, আল্লাহ তা'আলা তাঁর বান্দার উপর জুলুমকারী নন যে, অকারণেই কাউকে আজাবে নিপতিত করে দেবেন।

তৃতীয় আয়াতে বলা হয়েছে যে, এসব অপরাধীর উপর আল্লাহ তা'আলার এই আজাব নতুন কিছু নয়; বরং এটাই আল্লাহ তা'আলার সাধারণ রীতি যে, তিনি তাঁর বান্দাদের হেদায়েতের জন্য তাদেরকে জ্ঞান বুদ্ধি-দান করেন, আশেপাশে তাদের জন্য এমন অসংখ্য বিষয় বিদ্যমান থাকে যেগুলো নিয়ে চিন্তাভাবনা করলেই তারা আল্লাহ তা'আলার অসীম কুদরত ও মহত্ত্ব সম্পর্কে জানতে পারে এবং অসহায় সৃষ্টিকে আর তাঁর সাথে শরিক করে না। তদুপরি অতিরিক্ত সতর্কীকরণের জন্য নবী-রাসূল পাঠান। আল্লাহর রাসূল তাদের বুঝতে ও বুঝাতে সামান্যতম ত্রুটিও রাখেন না। তাঁরা তাদেরকে মু'জিযা আবারো আল্লাহ তা'আলার ভয়ানক ক্ষমতার দৃশ্যাবলিও দেখান। তারপরেও যখন কোনো ব্যক্তি বা সম্প্রদায় এ সমস্ত বিষয়ে চোখ বন্ধ করে নেয় এবং খোদায়ী সতর্কতার কোনোটিতেই কান দেয় না, তখন এহেন লোকদের ব্যাপারে আল্লাহ তা'আলার রীতি হলো এই যে, পৃথিবীতেও তাদের উপর আযাব নেমে আসে এবং আখেরাতেও অন্তহীন আজাবে বন্দি হয়ে যায়। ইরশাদ হয়েছে– دَأْبِ- كَدَأْبِ اٰلِ فِرْعَوْنَ وَالَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِهِمْ অর্থাৎ রীতি অভ্যাস। অর্থাৎ ফেরাউনের অনুসারী এবং তাদের পূর্ববর্তী কাফের ও উদ্ধত লোকদের ব্যাপারে আল্লাহ তা'আলার রীতি সম্পর্কে গোটা বিশ্বই জানতে পেরেছে যে, তিনি ফেরাউনকে তার সমস্ত আড়ম্বর ও প্রভাব-প্রতিপত্তিসহ সাগরে ডুবিয়ে দিয়েছেন এবং তার পূর্ববর্তী আদ ও ছামূদ জাতিসমূহকে বিভিন্ন প্রকৃতির আজাবের মাধ্যমে ধ্বংস করে দিয়েছেন। ইরশাদ হচ্ছে– كَفَرُوْا بِاٰيٰتِ اللّٰهِ فَاَخَذَهُمُ اللّٰهُ بِذُنُوْبِهِمْ অর্থাৎ তারা আল্লাহ তা'আলার আয়াত ও নিদর্শনসমূহকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করলে তখন আল্লাহ তা'আলা তাদেরকে স্বীয় আজাবে নিপতিত করেছেন। اِنَّ اللّٰهَ قَوِيٌّ شَدِيْدُ الْعِقَابِ আল্লাহ অত্যন্ত শক্তিশালী কোনো ক্ষমতাবানই নিজের শক্তির বলে তাঁর আজাব থেকে অব্যাহতি পেতে পারে না। আর আল্লাহ তা'আলার শাস্তিও অত্যন্ত কঠিন।

শব্দ বিশ্লেষণ

وَاَطِيْعُوْا : সীগাহ جمع مذكر حاضر বহছ امر حاضر معروف বাব اِفْعَالٌ মাসদার اَلْاِطَاعَةُ মূলবর্ণ (ط - و - ع) জিনস اجوف واوى অর্থ– তোমরা অনুসরণ কর।

فَتَفْشَلُوْا : সীগাহ جمع مذكر حاضر বহছ اثبات فعل مضارع معروف বাব سَمِعَ মাসদার اَلْفَشَلُ মূলবর্ণ (ف - ش - ل) জিনস صحيح অর্থ– তোমরা সাহসহারা হবে।

لَاتَرَوْنَ সীগাহ جمع مذكر حاضر বহছ نفى فعل مضارع معروف বাব فَتَحَ মাসদার اَلرُّؤْيَةُ মূলবর্ণ (ر - ء - ى) জিনস মুরাক্কাব مهموز عين ও ناقص يائى অর্থ–তোমরা দেখছ না।

ذُوْقُوْا : সীগাহ جمع مذكر حاضر বহছ امر حاضر معروف বাব نَصَرَ মাসদার اَلذَّوْقُ মূলবর্ণ (ذ - و - ق) জিনস اجوف واوى অর্থ– তোমরা স্বাদ গ্রহণ কর।

دَاْبٌ : শব্দটি একবচন: বহুবচন– اَدْؤُبٌ اَدْؤُوْبٌ অর্থ–অভ্যাস, আচরণ, স্বভাব, অবস্থা, কাজ।

ذُنُوْبٌ : শব্দটি বহুবচন; একবচন– ذَنْبٌ অর্থ– অপরাধ, গুনাহ, পাপ।

قَوِىٌّ শব্দটি একবচন; বহুবচন– اَقْوِيَاءُ অর্থ– শক্তিশালী, শক্তিধর, সবল, শক্তিমান, ক্ষমতাবান, বলবান, প্রবল।

https://e-ilm.weebly.com/

অনুবাদ : (৫৩) এটা এরই কারণে যে, আল্লাহ তা'আলা এমন কোনো নিয়ামতকে যা কোনো জাতিকে দিয়েছেন, পরিবর্তন করেন না, যে পর্যন্ত না তারা নিজেদের কার্যকলাপকে পরিবর্তন করে ফেলে, আর একথা স্থির নিশ্চিত যে, আল্লাহ তা'আলা অতি শ্রবণকারী, মহাজ্ঞানী।	ذٰلِكَ بِاَنَّ اللّٰهَ لَمْ يَكُ مُغَيِّرًا نِّعْمَةً اَنْعَمَهَا عَلٰى قَوْمٍ حَتّٰى يُغَيِّرُوْا مَا بِاَنْفُسِهِمْ ۙ وَاَنَّ اللّٰهَ سَمِيْعٌ عَلِيْمٌ (٥٣)
(৫৪) তাদের অবস্থা ফেরাউন সম্প্রদায় এবং তাদের পূর্ববর্তীদের অবস্থার ন্যায়, তারা আপন প্রতিপালকের আয়াতগুলোকে মিথ্যা সাব্যস্ত করেছিল। সুতরাং আমি তাদেরকে তাদের পাপসমূহের কারণে ধ্বংস করে দিলাম এবং ফেরাউন সম্প্রদায়কে নিমজ্জিত করে দিলাম, আর তারা সকলেই জালেম ছিল।	كَدَاْبِ اٰلِ فِرْعَوْنَ ۙ وَالَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِهِمْ ؕ كَذَّبُوْا بِاٰيٰتِ رَبِّهِمْ فَاَهْلَكْنٰهُمْ بِذُنُوْبِهِمْ وَاَغْرَقْنَاۤ اٰلَ فِرْعَوْنَ ۚ وَكُلٌّ كَانُوْا ظٰلِمِيْنَ (٥٤)
(৫৫) নিশ্চয় সৃষ্টির নিকৃষ্টতম জীব হচ্ছে আল্লাহ তা'আলার নিকট এই কাফেররা, অতএব তারা ঈমান আনবে না।	اِنَّ شَرَّ الدَّوَآبِّ عِنْدَ اللّٰهِ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا فَهُمْ لَا يُؤْمِنُوْنَ (٥٥)
(৫৬) যাদের অবস্থা এই যে, আপনি তাদের হতে [কয়েককবার] প্রতিশ্রুতি গ্রহণ করেছেন, অনন্তর তারা প্রত্যেকবারই নিজেদের অঙ্গীকার ভঙ্গ করে ফেলেছে, আর তারা ভয় করে না।	اَلَّذِيْنَ عٰهَدْتَّ مِنْهُمْ ثُمَّ يَنْقُضُوْنَ عَهْدَهُمْ فِيْ كُلِّ مَرَّةٍ وَّهُمْ لَا يَتَّقُوْنَ (٥٦)

শাব্দিক অনুবাদ

(৫৩) ذٰلِكَ এটা এরই কারণে যে, بِاَنَّ اللّٰهَ لَمْ يَكُ مُغَيِّرًا আল্লাহ তা'আলা পরিবর্তন করেন না نِّعْمَةً এমন কোনো নিয়ামতকে اَنْعَمَهَا عَلٰى قَوْمٍ যা কোনো জাতিকে দিয়েছেন حَتّٰى يُغَيِّرُوْا مَا بِاَنْفُسِهِمْ যে পর্যন্ত না তারা নিজেদের কার্যকলাপকে পরিবর্তন করে ফেলে وَاَنَّ اللّٰهَ سَمِيْعٌ عَلِيْمٌ আর একথা স্থির নিশ্চিত যে, আল্লাহ তা'আলা অতি শ্রবণকারী, মহাজ্ঞানী।

(৫৪) كَدَاْبِ اٰلِ فِرْعَوْنَ وَالَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِهِمْ তাদের অবস্থা ফেরাউন সম্প্রদায় এবং তাদের পূর্ববর্তীদের অবস্থার ন্যায় كَذَّبُوْا بِاٰيٰتِ رَبِّهِمْ তারা আপন প্রতিপালকের আয়াতগুলোকে মিথ্যা সাব্যস্ত করেছিল। فَاَهْلَكْنٰهُمْ بِذُنُوْبِهِمْ সুতরাং আমি তাদেরকে তাদের পাপসমূহের কারণে ধ্বংস করে দিলাম وَاَغْرَقْنَاۤ اٰلَ فِرْعَوْنَ এবং ফেরাউন সম্প্রদায়কে নিমজ্জিত করে দিলাম وَكُلٌّ كَانُوْا ظٰلِمِيْنَ আর তারা সকলেই জালেম ছিল।

(৫৫) اِنَّ شَرَّ الدَّوَآبِّ নিশ্চয় সৃষ্টির নিকৃষ্টতম জীব হচ্ছে عِنْدَ اللّٰهِ আল্লাহ তা'আলার নিকট الَّذِيْنَ كَفَرُوْا এই কাফেররা فَهُمْ لَا يُؤْمِنُوْنَ অতএব, তারা ঈমান আনবে না।

(৫৬) اَلَّذِيْنَ عٰهَدْتَّ مِنْهُمْ যাদের অবস্থা এই যে, আপনি তাদের হতে [কয়েকবার] প্রতিশ্রুতি গ্রহণ করেছেন ثُمَّ يَنْقُضُوْنَ عَهْدَهُمْ فِيْ كُلِّ مَرَّةٍ অনন্তর তারা প্রত্যেকবারই নিজেদের অঙ্গীকার ভঙ্গ করে ফেলেছে وَّهُمْ لَا يَتَّقُوْنَ আর তারা ভয় করে না।

https://e-ilm.weebly.com/

فَاِمَّا تَثۡقَفَنَّهُمۡ فِی الۡحَرۡبِ فَشَرِّدۡ بِهِمۡ مَّنۡ خَلۡفَهُمۡ لَعَلَّهُمۡ یَذَّکَّرُوۡنَ (٥٧)

অনুবাদ : (৫৭) সুতরাং আপনি যদি যুদ্ধে তাদের কাবু করতে পারেন, তবে তাদের [উপর আক্রমণ করত সেই আক্রমণ] দ্বারা তাদের ব্যতীত অন্যান্য লোকদেরকে ছত্রভঙ্গ করে দিন, যেন তারা বুঝতে পারে।

وَاِمَّا تَخَافَنَّ مِنۡ قَوۡمٍ خِیَانَۃً فَانۡۢبِذۡ اِلَیۡهِمۡ عَلٰی سَوَآءٍ ؕ اِنَّ اللّٰهَ لَا یُحِبُّ الۡخَآئِنِیۡنَ (٥٨)

(৫৮) আর যদি কোনো সম্প্রদায় সম্বন্ধে আপনার আশঙ্কা হয় বিশ্বাসঘাতকতার, তবে আপনি সেই চুক্তি তাদেরকে এভাবে ফিরিয়ে দিন, যেন তারা এবং আপনি [সন্ধি রহিত হওয়ার অবগতি সম্পর্কে] সমান হয়ে যান, নিঃসন্দেহে আল্লাহ বিশ্বাসঘাতকদেরকে পছন্দ করেন না।

وَلَا یَحۡسَبَنَّ الَّذِیۡنَ کَفَرُوۡا سَبَقُوۡا ؕ اِنَّهُمۡ لَا یُعۡجِزُوۡنَ (٥٩)

(৫৯) আর কাফেররা যেন নিজেদের সম্পর্কে এরূপ ধারণা না করে যে, তারা বেঁচে গিয়েছে, কিছুতেই তারা [আল্লাহ তা'আলাকে] অক্ষম করতে পারবে না।

وَاَعِدُّوۡا لَهُمۡ مَّا اسۡتَطَعۡتُمۡ مِّنۡ قُوَّۃٍ وَّمِنۡ رِّبَاطِ الۡخَیۡلِ تُرۡهِبُوۡنَ بِهٖ عَدُوَّ اللّٰهِ وَعَدُوَّکُمۡ

(৬০) আর এই কাফেরদের [সাথে মোকাবিলার] জন্য তোমাদের সাধ্যানুযায়ী অস্ত্রাদি দ্বারা এবং প্রতিপালিত অশ্বাদি দ্বারা সরঞ্জাম প্রস্তুত রাখ, যা দ্বারা তোমরা প্রভাব বিস্তার করে রাখতে পার সেই সকল লোকদের উপর যারা আল্লাহ তা'আলার শত্রু এবং তোমাদেরও শত্রু

শাব্দিক অনুবাদ

(৫৭) فَاِمَّا تَثۡقَفَنَّهُمۡ فِی الۡحَرۡبِ সুতরাং আপনি যদি যুদ্ধে তাদের কাবু করতে পারেন فَشَرِّدۡ بِهِمۡ مَّنۡ خَلۡفَهُمۡ তবে তাদের [উপর আক্রমণ করত সেই আক্রমণ] দ্বারা তাদের ব্যতীত অন্যান্য লোকদেরকে ছত্রভঙ্গ করে দিন لَعَلَّهُمۡ یَذَّکَّرُوۡنَ যেন তারা বুঝতে পারে।

(৫৮) وَاِمَّا تَخَافَنَّ আর যদি আশঙ্কা হয় مِنۡ قَوۡمٍ কোনো সম্প্রদায় সম্বন্ধে আপনার خِیَانَۃً বিশ্বাসঘাতকতার فَانۡۢبِذۡ اِلَیۡهِمۡ তবে আপনি সেই চুক্তি তাদেরকে এভাবে ফিরিয়ে দিন, যেন তারা এবং আপনি [সন্ধি রহিত হওয়ার অবগতি সম্পর্কে] عَلٰی سَوَآءٍ সমান হয়ে যান اِنَّ اللّٰهَ لَا یُحِبُّ الۡخَآئِنِیۡنَ নিঃসন্দেহে আল্লাহ বিশ্বাসঘাতকদেরকে পছন্দ করেন না।

(৫৯) وَلَا یَحۡسَبَنَّ الَّذِیۡنَ کَفَرُوۡا আর কাফেররা যেন নিজেদের সম্পর্কে এরূপ ধারণা না করে যে, سَبَقُوۡا তারা বেঁচে গিয়েছে اِنَّهُمۡ لَا یُعۡجِزُوۡنَ কিছুতেই তারা [আল্লাহ তা'আলাকে] অক্ষম করতে পারবে না।

(৬০) وَاَعِدُّوۡا لَهُمۡ আর এই কাফেরদের [সাথে মোকাবিলার] জন্য সরঞ্জাম প্রস্তুত রাখ مَّا اسۡتَطَعۡتُمۡ مِّنۡ قُوَّۃٍ তোমাদের সাধ্যানুযায়ী অস্ত্রাদি দ্বারা وَّمِنۡ رِّبَاطِ الۡخَیۡلِ এবং প্রতিপালিত অশ্বাদি দ্বারা تُرۡهِبُوۡنَ بِهٖ যা দ্বারা তোমরা প্রভাব বিস্তার করে রাখতে পার সেই সকল লোকদের উপর عَدُوَّ اللّٰهِ যারা আল্লাহ তা'আলার শত্রু وَعَدُوَّکُمۡ এবং তোমাদেরও শত্রু

https://e-ilm.weebly.com/

অনুবাদ : এবং এদের ব্যতীত অন্যান্য লোকদের উপরও যাদেরকে তোমরা জান না, তাদেরকে আল্লাহ জানেন, আর তোমরা আল্লাহর রাস্তায় যা কিছু ব্যয় করবে, তা [-র ছওয়াব] তোমাদেরকে পুরোপুরি দেওয়া হবে এবং তোমাদের জন্য একটুও কম করা হবে না।

وَاٰخَرِيْنَ مِنْ دُوْنِهِمْ ۚ لَا تَعْلَمُوْنَهُمْ ۚ اَللّٰهُ يَعْلَمُهُمْ ؕ وَمَا تُنْفِقُوْا مِنْ شَيْءٍ فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ يُوَفَّ اِلَيْكُمْ وَاَنْتُمْ لَا تُظْلَمُوْنَ (٦٠)

(৬১) আর যদি তারা সন্ধির দিকে অগ্রসর হয়, তবে আপনিও অগ্রসর হোন এবং আল্লাহ তা'আলার উপর ভরসা রাখুন; নিশ্চয় তিনি খুব শ্রবণকারী, মহাজ্ঞানী।

وَاِنْ جَنَحُوْا لِلسَّلْمِ فَاجْنَحْ لَهَا وَتَوَكَّلْ عَلَى اللّٰهِ ؕ اِنَّهٗ هُوَ السَّمِيْعُ الْعَلِيْمُ (٦١)

শাব্দিক অনুবাদ

وَاٰخَرِيْنَ مِنْ دُوْنِهِمْ এবং এদের ব্যতীত অন্যান্য লোকদের উপরও لَا تَعْلَمُوْنَهُمْ যাদেরকে তোমরা জান না اللّٰهُ يَعْلَمُهُمْ তাদেরকে আল্লাহ জানেন وَمَا تُنْفِقُوْا مِنْ شَيْءٍ আর তোমরা যা কিছু ব্যয় করবে فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ আল্লাহর রাস্তায় يُوَفَّ اِلَيْكُمْ তা [-র ছওয়াব] তোমাদেরকে পুরোপুরি দেওয়া হবে وَاَنْتُمْ لَا تُظْلَمُوْنَ এবং তোমাদের জন্য একটুও কম করা হবে না।

(৬১) وَاِنْ جَنَحُوْا لِلسَّلْمِ আর যদি তারা সন্ধির দিকে অগ্রসর হয় فَاجْنَحْ لَهَا তবে আপনিও অগ্রসর হোন وَتَوَكَّلْ عَلَى اللّٰهِ এবং আল্লাহ তা'আলার উপর ভরসা রাখুন اِنَّهٗ هُوَ السَّمِيْعُ الْعَلِيْمُ নিশ্চয় তিনি খুব শ্রবণকারী, মহাজ্ঞানী।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

(৫৫) قوله اِنَّ شَرَّ الدَّوَاۤبِّ عِنْدَ اللّٰهِ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا الخ **আয়াতের শানে নুযূল– ১ :** বনূ কুরাইযার কা'আব ইবনে আশরাফ ও তার অনুচরদের সম্পর্কে আলোচ্য আয়াত নাজিল হয়েছে। ঘটনাপ্রবাহ হচ্ছে যে, তারা রাসূল ﷺ -এর সাথে এই মর্মে সন্ধি স্থাপন করেছিল যে, তারা রাসূল ﷺ -এর মুকাবিলায় শক্তিদান করবেনা। অতঃপর তারা তা ভঙ্গ করে মক্কার মুশরিকদেরকে অস্ত্র দিয়ে সাহায্য করছে। পরবর্তীতে তারা বলল যে, আমরা ভুলে গিয়েছিলাম, আমরা অন্যায় করেছি। অতঃপর তারা চুক্তি ভঙ্গ করে। কা'আব ইবনে আশরাফ মক্কায় চলে যায়। তদের এমনভাবে চুক্তি ভঙ্গের ন্যাক্কারজনক অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে আল্লাহ তা'আলা আলোচ্য আয়াত নাজিল করেন। –[বাহরে মুহীত-৫০৩/৪]

শানে নুযূল– ২ : আবুশ শায়খ সাঈদ ইবনে জুবাইর (রা.) হতে বর্ণনা করেন যে, তিনি; বলেন, আলোচ্য আয়াত ইহুদিদের ছয় ব্যক্তি সম্পর্কে নাজিল হয়েছে। তাদের মধ্যে ইবনে তাবুত একজন ছিল। –[দুররে মানছুর-১৯১/৩, ফতহুল কাদীর-৩২১/২]

(৫৬) قوله اَلَّذِيْنَ عَاهَدْتَّ مِنْهُمْ ثُمَّ يَنْقُضُوْنَ عَهْدَهُمْ الخ **আয়াতের শানে নুযূল :** আলোচ্য আয়াত বনূ কুরাইযার ইহুদিদের সম্পর্কে নাজিল হয়েছে। ঘটনাপ্রবাহ হচ্ছে যে, বনূ কুরাইযার ইহুদিরা মুসলমানদের সাথে চুক্তিবদ্ধ ছিল যে, তারা মুসলমানদের প্রতিকূল শত্রুবাহিনীকে কোনো প্রকারের সহযোগিতা করবে না। তারা বদর অভিযানকালে অঙ্গীকার ভঙ্গ করে মুসলমানদের শত্রুবাহিনীকে সমর সাহায্য প্রদান করেছিল। অতঃপর তারা অনুতাপ স্বরূপ বলতে লাগল যে, আমরা তো ভুলে গিয়েছিলাম। সুতরাং আর কখনও মুসলমানদের শত্রুবহিনীকে কোনো প্রকার সহযোগিতা না করার শর্তে আবারও চুক্তিতে আবদ্ধ হয়। কিন্তু পরবর্তীতে খন্দক যুদ্ধকালে তারা আবারো তাদের চুক্তি ভঙ্গ করার পরিপ্রেক্ষিতে আল্লাহ তা'আলা আলোচ্য আয়াত নাজিল করেছেন। –[নূরুল কুলূব]

https://e-ilm.weebly.com/

(৫৮) قوله وَإِمَّا تَخَافَنَّ مِنْ قَوْمٍ خِيَانَةً فَانْبِذْ إِلَيْهِمْ الخ **আয়াতের শানে নুযূল– ১ :** ইমাম তাবারী মুজাহিদের উদ্ধৃতি দিয়ে বর্ণনা করেন যে, আলোচ্য আয়াত বনী কুরাইযা ও বনী নাযীর সম্পর্কে নাজিল হয়েছে। –[কুরতুবী-৩২/১০/৫]

শানে নুযূল– ২ : আবুশ শায়খ ইবনে শিহাবের উদ্ধৃতি দিয়ে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেছেন হযরত জিবরাঈল আমীন (আ.) হযরত রাসূল ﷺ–এর নিকট গমন করে বলেছেন, আপনিতো যুদ্ধাস্ত্র রেখে দিলেন, আর আমরা (ফেরেশতারা) কাফেরদের অনুসন্ধানে রয়েছি। সুতরাং আপনি বের হয়ে পড়েন। আল্লাহ আপনাকে বনূ কুরাইযা সম্পর্কে অনুমতি দান করেছেন। বনূ কুরাইযাদের চুক্তি ভঙ্গ করার পরিপ্রেক্ষিতে আলোচ্য আয়াত নাজিল করা হয়েছে। –[ফাতহুল কাদীর-৩২১/২, দুররে মানছূর-১৯১/৩]

(৫৯) قوله وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا سَبَقُوْا الخ **আয়াতের শানে নুযূল :** ইমাম যুহরী (র.) বলেন, যে সকল কাফের মুশরিকরা বদর অভিযানকালে জান বাঁচিয়ে চলে যায় এতে মুসলমানদের দুঃখ হলো তাদেরকে সমূলে ধ্বংস না করতে পারাতে। তখন সে অবস্থাদৃষ্টে রাসূল ﷺ–কে শান্ত্বনা দান এবং কাফেরদের প্রতি চরম বাণী প্রকাশ করে আল্লাহ তা'আলা আলোচ্য আয়াত নাজিল করেছেন। –[বাহরে মুহীত-৫০৫/৪]

(৬১) قوله وَإِنْ جَنَحُوْا لِلسَّلْمِ فَاجْنَحْ لَهَا وَتَوَكَّلْ عَلَى اللّٰهِ الخ **আয়াতের শানে নুযূল :** আবুশ শায়খ সুদ্দীর উদ্ধৃতি দিয়ে বর্ণনা করেন। তিনি বলেন যে, আলোচ্য আয়াত বনী কুরাইযা সম্পর্কে নাজিল হয়েছে। পরবর্তীতে فَلَا تَهِنُوْا وَتَدْعُوْا إِلَى السَّلْمِ الخ এ আয়াত দ্বারা রহিত হয়ে যায়। –[ফাতহুল কাদীর-৩২৩/২]

৫৩ নং আয়াতে আল্লাহ রাব্বুল আলামীন তাঁর নিয়ামতের স্থায়িত্বের জন্য এবং তা অব্যাহত রাখার জন্য একটি মূলনীতি বর্ণনা করেছেন। ইরশাদ হয়েছে– ذٰلِكَ بِأَنَّ اللّٰهَ لَمْ يَكُ مُغَيِّرًا نِّعْمَةً أَنْعَمَهَا عَلٰى قَوْمٍ حَتّٰى يُغَيِّرُوْا مَا بِأَنْفُسِهِمْ অর্থাৎ আল্লাহ তা'আলা কোনো জাতিকে যে নিয়ামত দান করেন তিনি তা ততক্ষণ পর্যন্ত বদলান না, যে পর্যন্ত না সে জাতি নিজেই নিজেদের অবস্থা ও কার্যকলাপ বদলে দেয়।

এখানে প্রথম একথাটি লক্ষণীয় যে, আল্লাহ নিয়ামত দান করার অন্য কোনো মূলনীতি বর্ণনা করেননি। না সে জন্য কোনো রকম বাধ্যবাধকতার ও শর্তাশর্ত আরোপ করেছেন। না কারো কোনো সৎকর্মের উপর তা নির্ভরশীল রেখেছেন। তার কারণ যদি এমনই হতো, তবে সর্বপ্রথম নিয়ামত আমাদের অস্তিত্ব যাতে আল্লাহর আশ্চর্যজনক শিল্পকর্মের হাজারো বিস্ময়কর নিয়ামতের সমারোহ ঘটানো হয়েছে। বলাই বাহুল্য, এসব নিয়ামত যে সময় দান করা হয়, যখন না ছিলাম আমরা না ছিল আমাদের কোনো আমল বা কাজকর্ম।

কাজেই যদি আল্লাহ তা'আলার নিয়ামত ও অনুগ্রহসমূহ বান্দার সৎকর্মের অপেক্ষা থাকত, তবে আমদের অস্তিত্বই স্থাপিত হতো না। সুতরাং আল্লাহ তা'আলার নিয়ামত ও রহমত তথা তাঁর দান ও করুণা তাঁর রাব্বুল আলামীন ও রাহমানুররাহীম গুণেরই প্রকৃতিগত ফসল। অবশ্য এ সমস্ত নিয়ামতের স্থায়িত্বের জন্য একটা নিয়ম বা মূলনীতি রয়েছে যা এ আয়াতে এভাবে বলা হয়েছে যে, যে জাতিকে আল্লাহ তা'আলা কোনো নিয়ামত দান করেন, ততক্ষণ পর্যন্ত তিনি তা তাদের কাছে থেকে ফিরিয়ে নেন না, যে পর্যন্ত না তারা নিজেরাই নিজেদের অবস্থা ও কার্যকলাপকে পরিবর্তত করে আল্লাহ তা'আলার আজাবকে আমন্ত্রণ জানায়।

অবস্থা পরিবর্তনের অর্থ হচ্ছে ভালো ও সৎ অবস্থা ও কর্মের পরিবর্তে মন্দ অবস্থা ও কার্যকলাপ অবলম্বন করে নেওয়া কিংবা আল্লাহ তা'আলার নিয়ামত আগমনের সময় যে সমস্ত মন্দ ও পাপ কাজে লিপ্ত ছিল নিয়ামত প্রাপ্তির পর তার চেয়ে অধিক মন্দ কাজে লিপ্ত হয়ে পড়া।

এই বিশ্লেষণ দ্বারা একথাও বুঝা গেল যে, বিগত আয়াতগুলোতে যে সমস্ত জাতি সম্প্রদায়ের আলোচনা করা হয়েছে অর্থাৎ কুরাইশ গোত্রের কাফেররা এবং ফেরাউনের সম্প্রদায়; এ আয়াতের সাথে তাদের সম্পর্ক এ কারণে যে, এরা যদিও আল্লাহ তা'আলার নিয়ামত প্রাপ্তির সময়ও তেমন কোনো ভালো অবস্থায় ছিল না; সবাই ছিল মুশরিক ও কাফের, কিন্তু নিয়ামত প্রাপ্তির পর এরা নিজেদের মন্দাচার ও অসৎ কর্মে পূর্বের চেয়ে বহুগুণে বেশি তৎপর হয়ে উঠে।

ফেরাউনের বংশধররা বনী ইসরাঈলদের উপর নানা রকম অত্যাচার উৎপীড়ন আরম্ভ করে এবং হযরত মূসা (আ.) -এর মোকাবিলা ও বিরুদ্ধাচরণে প্রবৃত্ত হয়ে যায়। যা ছিল তাদের পূর্ববর্তী অপরাধে আরেকটি সংযোজন। এতে করে তারা নিজেদের অবস্থাকে অধিকতর অকল্যাণের দিকে প্রত্যাবর্তিত করে দেয়। তখন আল্লাহ তা'আলাও তাঁর নিয়ামতকে বিপদাপদ ও শাস্তি-সাজায় বদলে দেন। তোমনিভাবে মক্কার কুরাইশরা যদিও মুশরিক ও বদকার ছিল, কিন্তু তার সাথে

https://e-ilm.weebly.com/

সাথে তাদের মাঝে কিছু সৎকর্ম, সেলাহ রেহমী, তথা স্বজনবাৎসল্য, মেহমান-নাওয়াযী তথা অতিথিপরায়ণতা, হাজীদের সেবা বায়তুল্লাহর প্রতি সম্মানবোধ প্রভৃতি কিছু সদগুণও বিদ্যমান ছিল। আল্লাহ তা'আলা তাদের জন্য দীন দুনিয়ার নিয়ামতরাজির দরজা খুলে দিয়েছেন; দুনিয়াতে তাদের ব্যবসা-বাণিজ্যের উন্নতি দান করেছেন। যেসব দেশে কারো বাণিজ্যিক কাফেলা নিরাপদে অতিক্রম করতে পারত না সেসব দেশে যেমন সিরিয়া ও ইয়েমেনে তাদের বাণিজ্যিক কাফেলাা যেত এবং একান্ত নিরাপদে লাভবান হয়ে ফিরে আসত।

আর দীনের দিক দিয়ে সে মহানিয়ামত তাদের দান করা হয়েছে যা বিগত কোনো জাতি-সম্প্রদায়ই পায়নি। তাদেরই মাঝে আবির্ভূত হন নবীকুল শিরোমণি সর্বশেষ নবী হযরত মুহাম্মদ মোস্তফা ﷺ এবং তাদের মাঝে অবতীর্ণ হয় আল্লাহ তা'আলার সর্বশ্রেষ্ঠ মহাগ্রন্থ আল-কুরআনুল কারীম।

কিন্তু এরা আল্লাহ তা'আলার এ সমস্ত দান ও অনুগ্রহের জন্য শুকরিয়া আদায় করা, এর যথার্থ মর্যাদা দান করা এবং এগুলোর মাধ্যমে নিজেদের অবস্থার সংশোধন করার পরিবর্তে আগের চেয়েও বেশি পঙ্কিলতায় মজে যায়। সেলাহ রেহমী পরিহার করে মুসলমান হয়ে যাওয়ার অপরাধে নিজ ভ্রাতুষ্পুত্রের উপর চরম বর্বরতাসুলভ উৎপীড়ন চালাতে আরম্ভ করে, অতিথিপরায়ণতার পরিবর্তে সেই মুসলমানদের জন্য দানাপানি বন্ধ করার প্রতিজ্ঞাপত্র স্বাক্ষর করে, হাজীদের সেবা করার পরিবর্তে মুসলমানদের হেরেমে প্রবেশে পর্যন্ত বাধা দান করতে থাকে। এগুলো ছিল সেসব অবস্থা যাকে কুরাইশ কাফেররা পরিবর্তিত করে ফেলেছিল। এরই পরিণতিতে আল্লাহ তা'আলা তাঁর নিয়ামতসমূহকে বিপদাপদ ও আজাবে রূপান্তরিত করে দেন। ফলে এরা দুনিয়াতেও অপদস্থ হয় এবং যে সত্তা দুনিয়া ও আখেরাতের জন্য রাহমাতুললিল আলামীন হয়ে আগমন করেছিলেন তাঁরই মাধ্যমে এরা নিজেদের মৃত্যু ও ধ্বংসকে আমন্ত্রণ জানায়।

তাফসীরে মাযহারীতে নির্ভরযোগ্য ইতিহাস গ্রন্থের উদ্ধৃতি সহকারে উল্লেখ করা হয়েছে যে, কিলাব ইবনে মুররা যিনি রাসূলে কারীম ﷺ-এর বংশ পরম্পরায় তৃতীয় পুরুষে পরদাদা হিসাবে গণ্য। তিনি প্রথম থেকেই দীনে ইবরাহীমী ও ইসমাঈলীর অনুগামী ছিলেন এবং বংশানুক্রমিকভাবে এ দীনের নেতৃত্ব ও পৌরোহিত্য তাদেরই হাতে ন্যস্ত ছিল। কোসাই ইবনে কিলাবের সময়ে তাদের মধ্যে মূর্তি উপাসনার সূচনা হয়। তাঁর পূর্বে তাদের ধর্মীয় নেতা ছিলেন কা'আব ইবনে লুওয়াই। তিনি জুমার দিন যাকে তাদের ভাষায় 'আরোয়িয়া' বলা হয় (সমাজের) সবাইকে সমবেত করে ভাষণ দিতেন এবং বলতেন যে, তার সন্তানবর্গের মাঝে শেষনবী ﷺ-এর জন্ম হবে। তাঁর অনুসরণ ও আনুগত্য করা সবার জন্য অপরিহার্য হবে। যে লোক তাঁর উপর ঈমান আনবে না, তার কোনো আমলই কবুল হবেনা। মহানবী (সা.) সম্পর্কে তার আরবি কবিতা জাহেলিয়াত আমলের কবিদের মধ্যে খুবই প্রসিদ্ধি ও জনপ্রিয়তা অর্জন করেছিল। এই কোসাই ইবনে কিলাব সমস্ত হাজীর জন্য খানাপিনার ব্যবস্থা করতেন। এমনকি এ দায়িত্বটি মহানবী ﷺ-এর বংশে তাঁর আমলেও বলবৎ ছিল। এই ইতিহাসের দ্বারা একথাও বলা যেতে পারে যে, কুরাইশদের পরিবর্তন হলো দীনে ইবরাহীমী পরিহার করে মূর্তি উপাসনা আরম্ভ করা।

যাহোক, আয়াতের প্রতিপাদ্যে এ কথা বুঝা যাচ্ছে যে, কোনো কোনো সময় আল্লাহ তা'আলা তাঁর নিয়ামত এমন কোনো কোনো লোককেও দান করেন, যে তার আমল বা কর্মের দ্বারা তার যোগ্য নয়, কিন্তু প্রদত্ত হওয়ার পর যদি সে নিজের আমল বা কর্মধারা সংশোধন করে কল্যাণের দিকে ফিরানোর পরিবর্তে মন্দ কাজের দিকে আরো বেশি উৎসাহী হয়ে পড়ে, তখন প্রদত্ত নিয়ামত তার কাছ থেকে ছিনিয়ে নেওয়া হয় এবং সে লোক আল্লাহর আজাবের যোগ্য হয়ে পড়ে।

আয়াতের শেষাংশে বলা হয়েছে وَاَنَّ اللّٰهَ سَمِيْعٌ عَلِيْمٌ অর্থাৎ আল্লাহ তাদের প্রতিটি কথাবার্তা শুনেন এবং তাদের সমস্ত আমল ও কার্যকলাপ জানেন। এতে কোনো রকম ভুল বিভ্রান্তির কোনোই অবকাশ নেই।

قوله كَدَأْبِ اٰلِ فِرْعَوْنَ وَالَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِهِمْ الخ উল্লিখিত আয়াতগুলোর মধ্যে প্রথম আয়াতের বিষয় বস্তু; বরং শব্দাবলিও প্রায় তেমনি, যা এক আয়াত আগেই আলোচিত হয়েছে।

قوله اِنَّ شَرَّ الدَّوَآبِّ عِنْدَ اللّٰهِ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا এতে دَوَآبِّ শব্দটি دَابَّةٌ -এর বহুবচন। এর আভিধানিক অর্থ– ভূপৃষ্ঠে বিচরণ করে সবই এর অন্তর্ভুক্ত। তবে সাধারণ প্রচলনে এ শব্দটি বিশেষ করে চতুষ্পদ জীবের ক্ষেত্রেই ব্যবহৃত হয়। যেহেতু নির্বুদ্ধিতা ও অনুভূতিহীনতার দিক দিয়ে তাদের অবস্থা চতুষ্পদ জীব-জানোয়ার অপেক্ষাও নীচে নেমে গিয়েছিল, কাজেই তাদেরকে বুঝাতে গিয়ে এ শব্দটি ব্যবহার করা হয়েছে। আয়াতের অর্থ সুস্পষ্ট যে, সমস্ত জীবজন্তু ও মানুষের মধ্যে এরাই সবচেয়ে নিকৃষ্টতর। আয়াতের শেষাংশে রয়েছে– فَهُمْ لَا يُؤْمِنُوْنَ অর্থাৎ এরা ঈমান আনবে না। মর্মার্থ হচ্ছে এই যে,

https://e-ilm.weebly.com/

আল্লাহ তা'আলা তাদেরকে যেসব যোগ্যতা দান করেছিলেন, তারা সে সবই হারিয়ে ফেলেছে এবং চতুষ্পদ জীব-জানোয়ারেরই মতো পানাহারে ও নিদ্রা জাগরণকেই জীবনের চরম ও পরম উদ্দেশ্য সাব্যস্ত করে নিয়েছে। কাজেই ঈমান পর্যন্ত তাদের পৌছা হবে না।

হযরত সাঈদ ইবনে জুবায়ের (রা.) বলেছেন যে, এ আয়াতটি ইহুদি সম্প্রদায়ের ছ'জন লোক সম্পর্কে অবতীর্ণ হয়েছে যাদের ব্যাপারে আল্লাহ তা'আলা পূর্বাহ্নেই সংবাদ দিয়ে দিয়েছেন যে, এরা শেষ পর্যন্ত ঈমান আনবে না।

قوله الَّذِينَ عَاهَدْتَ مِنْهُمْ ثُمَّ يَنْقُضُونَ عَهْدَهُمْ فِي كُلِّ مَرَّةٍ وَهُمْ لَا يَتَّقُونَ -এ আয়াতটি মদিনার ইহুদি এবং বনূ কোরায়যা ও বনূ নাযীর সম্পর্কে নাজিল হয়েছে। পূর্ববর্তী আয়াতগুলো মক্কার মুশরিকদের উপর বদর ময়দানে মুসলমানদের মাধ্যমে আল্লাহর আজাব অবতীর্ণ হওয়ার বিষয় আলোচনা এবং পূর্ববর্তী উম্মতের কাফেরদের সাথে তাদের সামঞ্জস্যের বর্ণনা ছিল। এ আয়াতে সে জালেম দলের আলোচনা করা হয়েছে যারা মদিনায় হিজরতের পর মুসলমানদের জন্য আস্তীনের সাপে পরিণত হয় এবং যারা একদিকে মুসলমানদের বন্ধুত্ব ও সখ্যতার দাবিদার ছিল এবং অপরদিকে মক্কার কাফেরদের সাথে মুসলমানদের মাঝে আবূ জাহল যেমন ইসলামের বিরুদ্ধে সবচেয়ে অগ্রবর্তী ছিল, তেমনি মদিনার ইহুদিদের মধ্যে এ কাজের নেতা ছিল কা'আব ইবনে আশরাফ।

রাসূলে কারীম ﷺ হিজরত কারে মদিনায় চলে আসার পর মুসলমানদের ক্রমবর্ধমান প্রভাব প্রতিপত্তি লক্ষ্য করে এরা ভীত হলেও তাদের মনে ইসলামের প্রতি শত্রুতার এক দাবদাহ জ্বলেই যাচ্ছিল।

ইসলামি জাতীয়তা : রাসূলে কারীম ﷺ মদিনায় আগমনের পর ইসলামি রাজনীতির সর্বপ্রথম বুনিয়াদ প্রতিষ্ঠিত করেন। মুহাজিরীন ও আনসারদের সবদেশী ও স্বজাতীয় সাম্প্রদায়িকতাকে মিটিয়ে দিয়ে ইসলামের নামে এক নতুন জাতীয়তা প্রতিষ্ঠা করেন। মুহাজিরীন ও আনসারদের বিভিন্ন গোত্রকে ভাই ভাইয়ে পরিণত করে দেন। আর রাসূল ﷺ -এর মাধ্যমে আল্লাহ তা'আলা আনসারদের সে সমস্ত বিরোধও দূর করে দেন যা শতাব্দীর থেকে চলে আসছিল এবং মুহাজিরদের সাথেও তিনি পারস্পরিকভাবে ভাই ভাই সম্পর্ক স্থাপন করেন।

ইহুদিদের সাথে মৈত্রী চুক্তি : হিজরতের পর দেখা যায়, মুসলমানদের প্রতিপক্ষ ছিল দুটি। ১. মক্কার মুশরিকরা, যাদের অত্যাচার-উৎপীড়ন মক্কা ত্যাগ করতে বাধ্য করছিল এবং ২. মদিনার ইহুদিবর্গ, যারা এখন মুসলমানদের প্রতিবেশী হয়েছিল। এদের মধ্য থেকে ইহুদিদের সাথে এক চুক্তি সম্পাদন করা হয়, যার একটা বিস্তারিত প্রতিজ্ঞা পত্রও লেখা হয়। এই চুক্তির প্রতি আনুগত্য মদিনা এলাকার সমস্ত ইহুদি এবং মুসলমান, আনসার ও মুহাজিরদের উপর আরোপ করা হয়। চুক্তির পূর্ণ ভাষ্য ইবনে কাছীর 'আলবিদায়াহ ওয়ান্নিহায়াহ' গ্রন্থে এবং সীরাতে ইবনে হিশাম প্রভৃতি গ্রন্থে লিপিবদ্ধ রয়েছে। বস্তুত এর সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ অংশ ছিল এই যে, মদিনার ইহুদিগণ মুসলমানদের বিরুদ্ধে কোনো শত্রুকে প্রকাশ্য কি গোপন সাহায্য করবে না। কিন্তু এরা বদর যুদ্ধের সময় সম্পাদিত চুক্তি লজ্ঘন করে মক্কার মুশরিকদেরকে অস্ত্রশস্ত্র ও যুদ্ধের সাজাসরঞ্জাম দিয়ে সাহায্য করে, তবে বদর যুদ্ধের ফলাফল যখন মুসলমানদের সুস্পষ্ট বিজয় এবং কাফেরদের অপমানজনক পরাজয়ের আকারে সামনে এসে যায়, তখন পুনারায় তাদের উপর মুসলমানদের প্রভাব ও ভীতি প্রবল হয়ে উঠে এবং তারা মহানবী ﷺ -এর দারবারে হাজির হয়ে ওজর পেশ করে যে, এবারে আমাদের ভুল হয়ে গেছে, এবার বিষয়টি ক্ষমা করে দিন, ভবিষ্যতে আর এমনভাবে আমরা চুক্তি লজ্ঘন করব না।

মহানবী ﷺ ইসলামি গাম্ভীর্য, দয়া ও সহনশীলতার প্রেক্ষিতে যা তাঁর অভ্যাস ছিল আবারও তাদের সাথে চুক্তি নবায়ন করে নিলেন। কিন্তু এরা নিজেদের অসৎ স্বভাব থেকে বিরত ছিল না। উহুদের যুদ্ধে মুসলমানদের সাময়িক পরাজয় ও ক্ষতিগ্রস্ত হওয়ার কথা জানতে পেরে তাদের সাহস বেড়ে যায় এবং তাদের সর্দার কা'আব ইবনে আশরাফ মক্কায় গিয়ে মক্কার মুশরিকদের পরিপূর্ণ প্রস্তুতি নিয়ে মুসলমানদের উপর আক্রমণ করতে উদ্বুদ্ধ করে এবং আশ্বাস দেয় যে, মদিনার ইহুদিরা তোমাদের সাথে থাকবে। এটা ছিল তাদের দ্বিতীয়বার চুক্তি লজ্ঘন যা তারা ইসলামের বিরুদ্ধে করেছে। আলোচ্য আয়াতে এভাবে বার বার চুক্তি লজ্ঘনের কথা উল্লেখ করে তাদের দুষ্কৃতির বিষয় বর্ণনা করা হয়েছে যে, এরা হচ্ছে ঐ সমস্ত লোক, যাদের সাথে আপনি চুক্তি সম্পাদন করে নিয়েছেন, কিন্তু এরা প্রতিবারই সে চুক্তি লজ্ঘন করে চলছে। আয়াতের শেষাংশে ইরশাদ হয়েছে– وَهُمْ لَا يَتَّقُونَ অর্থাৎ এরা ভয় করে না। এর মর্মার্থ এও হতে পারে যে, এ হতভাগারা যেহেতু দুনিয়ার লোভে উন্মাদ ও অজ্ঞান হয়ে আছে, তাদের মনে আখেরাতের

https://e-ilm.weebly.com/

কোনো চিন্তাই নেই। কাজেই এরা আখেরাতের আজাবকে ভয় করে না। এছাড়া এও হতে পারে যে, এহেন দুরাচার ও চুক্তি লঙ্ঘনকারী লোকদের যে অশুভ পরিণতি পৃথিবীতেই হয়ে থাকে এরা নিজেদের গাফলতি ও অজ্ঞানতার দরুন সে ব্যাপারেও ভয় করে না।

অতঃপর সমগ্র বিশ্বই স্বচক্ষে দেখে নিয়েছে যে, এসব লোক নিজেদের দুষ্কর্মের শাস্তি পৃথিবীতেও ভোগ করেছে। আবূ জাহেলের মতো কা'আব ইবনে আশরাফ নিহত হয়েছে এবং মদিনার ইহুদিদেরকে দেশছাড়া করা হয়েছে।

قوله فَإِمَّا تَثْقَفَنَّهُمْ فِي الْحَرْبِ فَشَرِّدْ بِهِمْ مَنْ خَلْفَهُمْ لَعَلَّهُمْ يَذَّكَّرُوْنَ এতে تَثْقَفَنَّهُمْ শব্দটির অর্থ তাদের উপর ক্ষমতা লাভ করা। আর شَرِّدْ মূল ধাতু আর تَشْرِيْد থেকে গঠিত হয়েছে। এর প্রকৃত অর্থ– বিতাড়িত এবং বিক্ষিপ্ত করে দেওয়া। অতএব আয়াতের অর্থ হবে যে, "আপনি যদি কোনো যুদ্ধে তাদের উপর ক্ষমতা লাভে সমর্থ হয়ে যান, তবে তাদেরকে এমন কঠোর শাস্তি দিবেন যা অন্যান্যের জন্যও দৃষ্টান্ত হয়ে যায়।" তাদের পশ্চাতে যারা তাদের সহায়তা ও ইসলামের শত্রুতায় লেগে আছে তারাও যেন একথা উপলব্ধি করে নেয় যে, এখান থেকে পালিয়ে প্রাণ বাঁচানোই কল্যাণ। এর মর্ম হলো এই যে, এদেরকে এমন শাস্তিই যেন দেওয়া হয়, যা দেখে মক্কার মুশরিকরা ও অন্যান্য শত্রু সম্প্রদায়গুলোও প্রভাবিত হবে এবং ভবিষ্যতে মুসলমানদের মোকাবিলা করার সাহস করবে না।

আয়াতের শেষাংশে لَعَلَّهُمْ يَذَّكَّرُوْنَ বলে রাব্বুর আলামীনের ব্যাপক রহমতের প্রতি ইঙ্গিত করা হয়েছে যে. এই সুকঠিন দৃষ্টান্তমূলক শাস্তির প্রকৃত উদ্দেশ্য প্রতিশোধ গ্রহণ কিংবা প্রতিহিংসা চরিতার্থ করা নয়; বরং এতে তাদেরই কল্যাণ যে, হয়তো বা এহেন অবস্থা দেখে এরা কিছুটা চেতনা ফিরে পাবে এবং নিজেদের কৃতকর্মের জন্য অনুতপ্ত হয়ে নিজেদের সংশোধন করে নেবে।

সন্ধি চুক্তি বাতিল করার উপায় : পরবর্তী আয়াতে রাসূলে মাকবুল ﷺ -কে যুদ্ধ ও সন্ধির আইনসংক্রান্ত কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ ধারা বলে দেওয়া হয়েছে। এতে যদি চুক্তির দ্বিতীয় পক্ষের দিক থেকে বিশ্বাসঘাতকতা অর্থাৎ চুক্তি লঙ্ঘনের আশঙ্কা সৃষ্টি হয়ে যায়, তবে চুক্তির বাধ্যবাধকতাকে অক্ষুণ্ন রাখা অপরিহার্য নয়। কিন্তু চুক্তিকে সম্পূর্ণভাবে বাতিল করে দেওয়ার পূর্বে তাদের বিরুদ্ধে কোনো পদক্ষেপ গ্রহণ করাও জায়েজ নয়; বরং এর বিশুদ্ধ পন্থা হলো এই যে, পতিপক্ষকে শান্ত পরিস্থিতিতে এবং অবকাশের অবস্থায় এ ব্যাপারে অবহিত করে দিতে হবে যে, তোমাদের কুটিলতা ও বিরুদ্ধাচরণের বিষয়টি আমাদের নিকট প্রকাশ হয়ে পড়েছে, কিংবা তোমাদের আচার-আচরণ আমাদের সন্দেহজনক বলে মনে হয়েছে, তাই আমরা আগামীতে এই চুক্তি পালনে বাধ্য থাকব না; তোমাদেরও সব রকম অধিকার থাকবে যে, তোমরা আমাদের বিরুদ্ধে যা ইচ্ছা করতে পার। আয়াতের খাতগুলো৷ হলো এই– وَإِمَّا تَخَافَنَّ مِنْ قَوْمٍ خِيَانَةً فَانْبِذْ إِلَيْهِمْ عَلَى سَوَآءٍ ۚ إِنَّ اللّٰهَ لَا يُحِبُّ الْخَآئِنِيْنَ। অর্থাৎ আপনার যদি কোনো চুক্তিবদ্ধ সম্প্রদায়ের ব্যাপারে চুক্তি ভঙ্গের আশঙ্কা হয় তবে তাদের চুক্তি তাদের দিকে এমনভাবে ফিরিয়ে দেবেন যেন আপনারা এবং তারা সমান সমান হয়ে যান। কারণ আল্লাহ খোয়ানতকারীদেরকে পছন্দ করেন না।

অর্থাৎ যে জাতির সাথে কোনো সন্ধিচুক্তি সম্পাদিত হয়ে গেছে, তার মোকাবিলায় কোনো রকম সামরিক পদক্ষেপ খোয়ানতের অন্তর্ভুক্ত। আর আল্লাহ খেয়ানতকারীদেরকে পছন্দ করেন না। যদি এ খেয়ানত কাফের শত্রুর সাথেও করা হয়, তবুও তা জায়েজ নয়। অবশ্য যদি অপরপক্ষ থেকে চুক্তি ভঙ্গের আশঙ্কা সৃষ্টি হয় তবে এমনটি করা যেতে পারে যে, তাদেরকে প্রকাশ্যভাবে ঘোষণার মাধ্যমে অবহিত করে দেবেন যে, আগামীতে আমরা এ চুক্তির বাধ্য থাকব না। কিন্তু ঘোষণাটি এমনভাবে হতে হবে যেন মুসলমান ও অপর পক্ষ এতে সমান সমান হয়। অর্থাৎ এমন অবস্থা যেন সৃষ্টি করা হয় যে, এই ঘোষণা ও সতর্কীকরণের পূর্ব থেকেই তাদের বিরুদ্ধে মোকাবিলা করার প্রস্তুতি নিয়ে নেবে এবং তারা চিন্তামুক্ত হয়ে থাকার দরুন প্রস্তুতি নিতে পারবে না; বরং যদি কোনো প্রস্তুতি নিতে হয়, তা এই ঘোষণা ও সতর্কীকরণের পরেই নেবেন।

চুক্তির প্রতি শ্রদ্ধা প্রদর্শনের একটি বিস্ময়কর ঘটনা : আবূ দাউদ, তিরমিযী, নাসায়ী, ইমাম আহমদ ইবনে হাম্বল (র.) প্রমুখ সুলাইম ইবনে 'আমের -এর রেওয়ায়েতক্রমে উদ্ধৃত করেছেন যে, নির্দিষ্ট এক সময়ের জন্য হযরত মো'আবিয়া (রা.) এবং কোনো এক সম্প্রদায়ের সাথে এক যুদ্ধবিরতি চুক্তি ছিল। হযরত মো'আবিয়া (রা.) ইচ্ছা করলেন যে, এই চুক্তির

https://e-ilm.weebly.com/

দিনগুলোতে নিজেদের সৈন্যসামন্ত ও যুদ্ধের সাজসরঞ্জাম সে সম্প্রদায়ের কাছাকাছি নিয়ে রাখবেন, যাতে চুক্তির মেয়াদ শেষ হওয়ার সাথে সাথেই শত্রুর উপর ঝাঁপিয়ে পড়া যায়। কিন্তু ঠিক যখন হযরত মো'আবিয়া (রা.)-এর সৈন্য দল সেদিকে রওয়ানা হচ্ছিল, দেখা গেল, একজন বুড়ো লোক ঘোড়ায় চড়ে খুব উচ্চৈঃস্বরে না'রা লাগিয়ে আসেছেন যে, اَللّٰهُ اَكْبَرُ اَللّٰهُ اَكْبَرُ وَفَاءٌ لَا غَدْرًا অর্থাৎ না'রায়ে তাকবীরের সাথে তিনি বললেন, সম্পাদিত চুক্তি পূরণ করা কর্তব্য। এর বিরুদ্ধাচরণ করা উচিত নয়। রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, কোনো জাতি-সম্প্রদায়ের সাথে কোনো সন্ধি বা যুদ্ধ বিরতি চুক্তি সম্পাদিত হয়ে গেলে, তার বিরুদ্ধে কোনো গিঠ খোলা অথবা বাঁধাও উচিত নয়। যাহোক হযরত মো'আবিয়া (রা.)-কে বিষয়টি জানানো হলো। দেখা গেল কথাগুলো যিনি বলেছেন, তিনি হলেন সাহাবী হযরত আমর ইবনে আম্বাসাহ (রা.)। হযরত মো'আবিয়া (রা.) ততক্ষণাৎ স্বীয় বাহিনীকে ফিরে আসার নির্দেশ দিয়ে দিলেন, যাতে যুদ্ধবিরতির মেয়াদে সৈন্য স্থাপনার পদক্ষেপের দরুন খোয়ানতকারীদের অন্তর্ভুক্ত হয়ে না পড়েন। –[ইবনে কাছীর]

قوله وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا سَبَقُوْا الخ ৫৯ নং আয়াতে সে সমস্ত কাফেরের বিষয় আলোচনা করা হয়েছে, যারা বদর যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেনি বলে বেঁচে গেছে কিংবা অংশ নিয়েও পালিয়ে নিজের প্রাণ রক্ষা করেছে। তাদের সম্পর্কে বলা হয়েছে যে, এরা যেন এমন ধারণা না করে যে, বাস্তবিকপক্ষেই আমরা বেঁচে গেছি। কারণ বদরের যুদ্ধটি কাফেরদের জন্য এক খোদায়ী আজাব। এই পাকড়াও থেকে বেঁচে যাওয়া কারো পক্ষেই সম্ভব নয়। সুতরাং বলা হয়েছে– اِنَّهُمْ لَا يُعْجِزُوْنَ অর্থাৎ এরা নিজেদের চতুরতার দ্বারা আল্লাহকে আপারক করতে পারবে না। তিনি যখনই ওদেরকে ধরতে চাইবেন, তখন এরা এক পা'ও সরতে পারবে না। হয়তো বা পৃথিবীতেই এরা ধরা পড়ে যেতে পারে, না হয় আখেরাতে তো তাদের আটকে পড়া অবধারিত।

এ আয়াত ইঙ্গিত করে দিচ্ছে যে, কোনো অপরাধী পাপী যদি কোনো বিপদ ও কষ্ট থেকে মুক্তি পেয়ে যায় এবং তারপরেও যদি তওবা না করে; বরং স্বীয় অপরাধে অটল অবিচল থাকে, তবে তাকে এর লক্ষণ মনে করো না যে, সে কৃতকার্য হয়ে গেছে এবং চিরকালের জন্যেই মুক্তি পেয়ে গেছে; বরং সে সর্বক্ষণই আল্লাহর হাতের মুঠোয় রয়েছে এবং এর অব্যাহতি তার বিপদকে আরো বাড়াচ্ছে যদিও সে তা অনুভব করতে পারছে না।

জিহাদের জন্য যুদ্ধোপকরণ ও অস্ত্রশস্ত্র তৈরি করা ফরজ : পরবর্তী আয়াতে ইসলামের শত্রুকে প্রতিরোধ ও কাফেরদের সাথে মোকাবিলা করার জন্য প্রস্তুতির বিধান বর্ণিত হয়েছে। বলা হয়েছে– وَاَعِدُّوْا لَهُمْ مَّا اسْتَطَعْتُمْ مِّنْ قُوَّةٍ وَّمِنْ رِّبَاطِ الْخَيْلِ وَاٰخَرِيْنَ مِنْ دُوْنِهِمْ لَا تَعْلَمُوْنَهُمْ اَللّٰهُ يَعْلَمُهُمْ وَمَا تُنْفِقُوْا مِنْ شَيْءٍ فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ يُوَفَّ اِلَيْكُمْ وَاَنْتُمْ لَا تُظْلَمُوْنَ অর্থাৎ কাফেরদের বিরুদ্ধে যুদ্ধোপকরণ তৈরি করার সাথে مَا اسْتَطَعْتُمْ -এর শর্ত আরোপ করে ইঙ্গিত করা হয়েছে যে, তোমাদের সফলতা লাভের জন্য এটা অপরিহার্য নয় যে, তোমাদের প্রতিপক্ষের নিকট যে ধরনের এবং যে পরিমাণ উপকরণ রয়েছে তোমাদেরকেও ততটাই অর্জন করতে হবে; বরং সামর্থ্য অনুযায়ী যা কিছু উপকরণ জোগাড় করতে পার তাই সংগ্রহ করে নাও, তবে সেটুকুই যথেষ্ট আল্লাহর সাহায্য ও সহায়তা তোমাদের সঙ্গে থাকবে।

অতঃপর সে উপকরণের কিছুটা বিশ্লেষণ এভাবে করা হয়েছে مِنْ قُوَّةٍ অর্থাৎ মোকাবিলা করার শক্তি সঞ্চয় কর। এতে সমস্ত যুদ্ধোপকরণ, অস্ত্রশস্ত্র, যানবাহন প্রভৃতি অন্তর্ভুক্ত এবং শরীর চর্চা ও সমর বিদ্যা শিক্ষা করাও অন্তর্ভুক্ত। কুরআনে কারীম এখানে তৎকালে প্রচলিত আস্ত্রশস্ত্রের কোনো উল্লেখ করেনি; বরং ব্যাপাক অর্থবোধক শব্দ 'শক্তি' ব্যবহার করে ইঙ্গিত করে দিয়েছে যে, শক্তি প্রত্যেক যুগ, দেশ ও স্থান অনুযায়ী বিভিন্ন রকম হতে পারে। তৎকালীন সময়ের অস্ত্র ছিল তীর তলোয়ার, বর্শা প্রভৃতি। তারপরে বন্দুক তোপের যুগ এসেছে। তারপর এখন চলছে বোমা রকেটের যুগ। 'শক্তি' শব্দটি এসব কিছুতেই ব্যাপক। সুতরাং যে কোনো বিদ্যা ও কৌশল শিক্ষা করার প্রয়োজন হবে সেসবই যদি এই নিয়তে হয় যে, তার মাধ্যমে ইসলাম ও মুসলমানদের শত্রুকে প্রতিহত করা এবং কাফেরদের মোকাবিলা করা হবে, তাহলে তাও জিহাদেরই শামিল।

বিশুদ্ধ হাদীসসমূহে রাসূলুল্লাহ ﷺ যুদ্ধোপকরণ সংগ্রহ করা এবং সেগুলো ব্যবহার করার কায়দা-কৌশল অনুশীলন করাকে বিরাট ইবাদত ও মহাপুণ্য লাভের উপায় বলে সাব্যস্ত করেছেন। আর জিহাদের প্রকৃত উদ্দেশ্য যেহেতু ইসলামের ও মুসলমানদের প্রতিরক্ষা এবং প্রতিরক্ষার বিষয়টি সর্বযুগে ও সব জাতিতে আলাদা রকম, সেহেতু রাসূলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন– وَجَاهِدُوا الْمُشْرِكِيْنَ بِاَمْوَالِكُمْ وَاَنْفُسِكُمْ وَاَلْسِنَتِكُمْ "মুশরিকদের বিরুদ্ধে জান মাল ও মুখে জিহাদ কর"।

–[আবূ দাউদ নাসায়ী]

https://e-ilm.weebly.com/

এ হাদীসের দ্বারা বুঝা যাচ্ছে, জিহাদ ও প্রতিরোধ যেমন অস্ত্রশস্ত্রের মাধ্যমে হয়ে থাকে, তেমনি কোনো কোনো সময় মুখেও হয়ে থাকে। তাছাড়া কলমও মুখেরই পর্যায়ভুক্ত। ইসলাম ও কুরআনের বিরুদ্ধে কাফের ও মূলহিদদের আক্রমণ এবং এর বিকৃতি সাধনের প্রতিরোধ মুখে কিংবা কলমের দ্বারা করাও এই সুস্পষ্ট নির্দেশের ভিত্তিতে জিহাদের অন্তর্ভুক্ত।

উল্লিখিত আয়াতে যুদ্ধোপকরণ প্রস্তুত করার নির্দেশ দানের পর সেসব সাজসরঞ্জাম সংগ্রহ করার ফায়দা এবং আসল উদ্দেশ্যও এভাবে বর্ণনা করা হয়েছে– تُرْهِبُونَ بِهِ عَدُوَّ اللَّهِ وَعَدُوَّكُمْ অর্থাৎ যুদ্ধোপকরণ সংগ্রহ করার প্রকৃত উদ্দেশ্য দুষ্কবিগ্রহ করা নয়; বরং কুফর ও শিরককে পরাভূত ও প্রতারিত করে দেওয়া। তা কখনো মুখ ও কলমের মাধ্যমেও হতে পারে, আবার অনেক সময় যুদ্ধেরও প্রয়োজন হয়। কাজেই পরিস্থিতি অনুযায়ী প্রতিরোধ করা ফরজ।

অতঃপর বলা হয়েছে, যুদ্ধ ও প্রতিরক্ষা প্রস্তুতিতে যাদেরকে প্রভাবিত করা উদ্দেশ্য তাদের অনেককে মুসলমানরা জানে। আর তারা হলো সেসব লোক যাদের সাথে মুসলমানদের মোকাবিলা চলছে। এ ছাড়াও কিছু লোক রয়েছে যাদেরকে এখনও মুসলামানরা জানে না। এর মর্ম হলো সারা দুনিয়ার কাফের ও মুশরিক, যারা এখনও মুসলমানদের মোকাবিলায় আসেনি কিন্তু ভবিষ্যতে তাদের সাথেও সংঘর্ষ বাঁধতে পারে। কুরআনে কারীমের এ আয়াতটিতে বলে দেওয়া হয়েছে যে, মুসলমানগণ যদি নিজেদের উপস্থিত শত্রুর মোকাবিলার প্রস্তুতি নেয় তবে এর অপ্রভাব শুধু সে শত্রুর উপরই পড়বে না; বরং দূরদূরান্তের কাফের শক্তির উপরেও পড়বে। বস্তুত হয়েছেও তাই। খোলাফায়ে রাশেদীনের আমলে এরা সবাই পরাজিত ও প্রভাবিত হয়ে যায়।

যুদ্ধোপকরণ সংগ্রহ করাতে গিয়ে এবং যুদ্ধ পরিচালনার জন্য অর্থেরও প্রয়োজন হয়; বরং যুদ্ধের সাজসরঞ্জাম অর্থসম্পদের দ্বারাই তৈরি করা যেতে পারে। সেজন্যই আয়াতের শেষাংশে আল্লাহর রাহে মাল বা অর্থসম্পদ ব্যয় করার ফজিলত এবং তার মধ্যে প্রতিদানের বিষয়টি এভাবে বলা হয়েছে যে, এ পথে তোমরা যা কিছুই ব্যয় করবে তার বদলা পুরোপুরিভাবে তোমাদেরকে দেওয়া হবে। কোনো সময় দুনিয়াতেই গনিমতের মালের আকারে এ বদলা যায়, না হয় আখেরাতের বদলা তো নির্ধারিত রয়েছেই। বলাবাহুল্য, সেটিই অধিকতর মূল্যবান।

৬১ নং আয়াতে সন্ধির বিধিবিধান এবং সে সম্পর্কিত বর্ণনায় বলা হয়েছে– وَإِنْ جَنَحُوا لِلسَّلْمِ فَاجْنَحْ لَهَا – سَلْم সীন বর্ণের উপর যবর এবং سِلْم সীন বর্ণের উপর যের উভয় উচ্চারণেই শব্দটি সন্ধি অর্থে ব্যবহৃত হয়। তাহলে আয়াতের অর্থ দাড়ায় এই যে, যদি কাফেররা কোনো সময় সন্ধির প্রতি আগ্রহী হয়, তবে আপনারও তাই করা উচিত। এখানে নির্দেশ বাচক পদ উত্তমতা বুঝাবার জন্য ব্যবহার করা হয়েছে। মর্মার্থ এই যে, কাফেররা যদি সন্ধির প্রতি আগ্রহী হয়, তবে সেক্ষেত্রে আপনার এ অধিকার রয়েছে যে সন্ধি করায় যদি মুসলমানদের কল্যাণ মনে করেন, তাহলে সন্ধিও করতে পারেন।

আর وَإِنْ جَنَحُوا -এর শর্ত আরোপ করাতে বুঝা যাচ্ছে, সন্ধি তখনই করা যেতে পারে যখন কাফেরদের পক্ষ থেকে সন্ধির আগ্রহ প্রকাশ পাবে। কারণ তাদের আগ্রহ ব্যতীত যদি স্বয়ং মুসলমানগণ সন্ধির উদ্যোগ করে, তবে এতে তাদের দুর্বলতা প্রকাশ পাবে। তবে যদি এমন কোনো পরিস্থিতির উদ্ভব হয় যে, মুসলমানরা অবরুদ্ধ হয়ে পড়ে এবং নিজেদের প্রাণের নিরাপত্তার জন্য একমাত্র সন্ধি ছাড়া অন্য কোনো পন্থা দেখা না যায়, তবে সেক্ষেত্রে ফিকহ শাস্ত্রবিদদের মতে সন্ধির উদ্যোগ আর যদি শত্রুদের পক্ষ থেকে সন্ধির আগ্রহ প্রকাশে এমন কোনো সম্ভাবনা বিদ্যমান থাকে যে, তারা মুসলমানদেরকে ধোঁকা দিয়ে, শৈথিল্যে ফেলে হঠাৎ আক্রমণ করে বসবে, সেজন্য আয়াতের শেষাংশে রাসূলে কারীম ﷺ -কে হেদায়েত দান করা হয়েছে যে, وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ ۚ إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ অর্থাৎ আপনি আল্লাহ তা'আলার উপর ভরসা করুন। কারণ তিনিই যথার্থ শ্রবণকারী, পরিজ্ঞাত। তিনি তাদের কথাবার্তাও শোনেন এবং তাদের মনের গোপণ ইচ্ছাও জানেন। তিনি আপনার সাহায্যের জন্য যথেষ্ট। কাজেই আপনি এহেন প্রমাণহীন আশঙ্কা-সম্ভাবনার উপর নিজ কাজের ভিত রাখবেন না। এসব আশঙ্কার বিষয়গুলো আল্লাহর উপর ছেড়ে দিন।

৬২ নং আয়াতে বিষয়টিকে আরো কিছুটা বিশ্লেষণের মাধ্যমে এভাবে বর্ণনা করেছেন যে, وَإِنْ يُرِيدُوا أَنْ يَخْدَعُوكَ فَإِنَّ حَسْبَكَ اللَّهُ ۚ هُوَ الَّذِي أَيَّدَكَ بِنَصْرِهِ وَبِالْمُؤْمِنِينَ "এ সম্ভাবনাই যদি বাস্তবায়িত হয়ে যায়, সন্ধি করতে গিয়ে তাদের নিয়তে যদি খারাপি থাকে

https://e-ilm.weebly.com/

এবং আপানকে যদি এভাবে ধোঁকা দিতে চায়, তবুও আপনি কোনো পরোয়া করবেন না। আল্লাহ তা'আলাই আপনার জন্য যথেষ্ট। পূর্বেও আল্লাহর সাহায্য-সমর্থনেই আপনার ও মুমিনদের কার্যসিদ্ধি হয়েছে।" তিনি তাঁর বিশেষ সাহায্যে আপনার সহায়তা করেছেন, যা আপনার বিজয় ও কৃতকার্যতার ভিত্তি ও বাস্তব সত্য। আবার বাহ্যিকভাবে মুসলমানদের জামাতকে আপনার সাহায্যে দাঁড় করিয়ে দিয়েছেন, যা ছিল বাহ্যিক উপকরণ। সুতরাং যিনি প্রকৃত মালিক ও মহাশক্তিমান, যিনি বিজয় ও কৃতকার্যতার যাবতীয় উপকরণকে বাস্তবতায় রূপায়িত করেছেন, তিনি আজও শত্রুদের ধোঁকা প্রতারণার ব্যাপারে আপনার সাহায্য করবেন।

শব্দ বিশ্লেষণ

مُغَيِّرًا : সীগাহ واحد مذكر বহছ اسم فاعل বাব تَفْعِيْل মাসদার اَلتَّغْيِيْرُ মূলবর্ণ (غ - ى - ر) জিনস اجوف يائى অর্থ– পরিবর্তনকারী।

شَرٌّ : শব্দটি একবচন; বহুবচন اَشْرَارٌ অর্থ–অনিষ্টকারী। ক্ষতিকারক।

دَوَآبٌ : শব্দটি বহুবচন; একবন–دَابَّةٌ অর্থ–চতুষ্পদ জন্তুসমূহ।

تَثْقَفَنَّ : সীগাহ واحد مذكر حاضر বহছ اثبات فعل مضارع معروف بانون ثقيله বাব سَمِعَ মাসদার اَلثَّقْفُ মূলবর্ণ (ث - ق - ف) জিনস صحيح অর্থ–আপনি কাবু করতে পারেন, তুমি নাগালে পাও।

اَلْحَرْبُ : শব্দটি একবচন; বহুবচন– حُرُوْبٌ অর্থ–যুদ্ধ, লড়াই, সমর, সংঘাত।

اِنْبِذْ : সীগাহ واحد مذكر حاضر বহছ امر حاضر معروف বাব ضَرَبَ মাসদার اَلنَّبَذُ মূলবর্ণ (ن - ب - ذ) জিনস صحيح অর্থ–তুমি ছুড়ে ফেলে দাও।

اَعِدُّوا : সীগাহ جمع مذكر حاضرَ বহছ امر حاضرمعروف বাব اِفْعَالٌ মাসদার اَلْاِعْدَادُ মূলবর্ণ (ع - د - د) অর্থ– তোমরা প্রস্তুত রাখ, তোমরা প্রস্তুত কর।

تُرْهِبُوْنَ : সীগাহ جمع مذكر حاضر বহছ اثبات فعل مضارع معروف বাব اِفْعَالٌ মাসদার اَلْاِرْهَابُ মূলবর্ণ (ر - ه - ب) জিনস صحيح অর্থ– তোমরা ভীতসন্ত্রস্ত করতে পার।

يُوَفَّ : সীগাহ واحد مذكر غائب বহছ اثبات فعل مضارع مجهول বাব تَفْعِيْل মাসদার اَلتَّوْفِيَةُ মূলবর্ণ (و - ف - ى) জিনস لفيف مفروق অর্থ–তাকে পূর্ণ প্রতিদান দেওয়া হবে, তাকে পুরাপুরি দেওয়া হবে।

https://e-ilm.weebly.com/

অনুবাদ : (৬২) আর যদি তারা আপনাকে ধোঁকা দিতে চায়, তবে আল্লাহ তা'আলা আপনার জন্য যথেষ্ট, তিনিই সেই সত্তা যিনি আপনাকে নিজের সাহায্য দ্বারা এবং মুসলমানদের দ্বারা শক্তি দান করেছেন।	وَاِنْ يُّرِيْدُوْٓا اَنْ يَّخْدَعُوْكَ فَاِنَّ حَسْبَكَ اللّٰهُ ؕ هُوَ الَّذِيْٓ اَيَّدَكَ بِنَصْرِهٖ وَبِالْمُؤْمِنِيْنَ (٦٢)
(৬৩) আর তাদের অন্তরসমূহে একতা সৃষ্টি করেছেন, যদি আপনি দুনিয়ার সম্পদসমূহের সমস্তই ব্যয় করতেন, তবুও তাদের অন্তরসমূহে একতা সৃষ্টি করতে পারতেন না, কিন্তু আল্লাহ তা'আলাই তাদের মধ্যে পরস্পর ঐক্য সৃষ্টি করে দিয়েছেন, নিশ্চয় তিনি হচ্ছেন মহা পরাক্রান্ত, প্রজ্ঞাময়।	وَاَلَّفَ بَيْنَ قُلُوْبِهِمْ ؕ لَوْ اَنْفَقْتَ مَا فِي الْاَرْضِ جَمِيْعًا مَّآ اَلَّفْتَ بَيْنَ قُلُوْبِهِمْ وَلٰكِنَّ اللّٰهَ اَلَّفَ بَيْنَهُمْ ؕ اِنَّهٗ عَزِيْزٌ حَكِيْمٌ (٦٣)
(৬৪) হে নবী! আপনার জন্য আল্লাহই যথেষ্ট এবং যে মুমিনগণ আপনার অনুসরণ করেছে তারাই যথেষ্ট।	يٰٓاَيُّهَا النَّبِيُّ حَسْبُكَ اللّٰهُ وَمَنِ اتَّبَعَكَ مِنَ الْمُؤْمِنِيْنَ (٦٤)
(৬৫) হে নবী! আপনি মুমিনদেরকে জিহাদের উৎসাহ দান করুন, [এবং তৎসম্পর্কে এটাও বলে দিন যে,] যদি তোমাদের মধ্যকার বিশ ব্যক্তি দৃঢ়পদ থাকে, তবে তারা দুই শতের উপর বিজয় লাভ করবে, আর যদি [অনুরূপভাবে] তোমাদের মধ্যকার একশত ব্যক্তি থাকে, তবে এক সহস্র কাফেরের উপর জয় লাভ করবে, এ কারণে যে, তারা এমন লোক, যারা [সত্য ধর্মের] জ্ঞান রাখে না।	يٰٓاَيُّهَا النَّبِيُّ حَرِّضِ الْمُؤْمِنِيْنَ عَلَى الْقِتَالِ ؕ اِنْ يَّكُنْ مِّنْكُمْ عِشْرُوْنَ صٰبِرُوْنَ يَغْلِبُوْا مِائَتَيْنِ ۚ وَاِنْ يَّكُنْ مِّنْكُمْ مِّائَةٌ يَّغْلِبُوْٓا اَلْفًا مِّنَ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا بِاَنَّهُمْ قَوْمٌ لَّا يَفْقَهُوْنَ (٦٥)

রুকু ৪

শাব্দিক অনুবাদ

(৬২) وَاِنْ يُّرِيْدُوْٓا আর যদি তারা চায় اَنْ يَّخْدَعُوْكَ আপনাকে ধোঁকা দিতে فَاِنَّ حَسْبَكَ اللّٰهُ তবে আল্লাহ তা'আলা আপনার জন্য যথেষ্ট هُوَ الَّذِيْٓ اَيَّدَكَ তিনিই সেই সত্তা যিনি আপনাকে শক্তি দান করেছেন بِنَصْرِهٖ নিজের সাহায্য দ্বারা وَبِالْمُؤْمِنِيْنَ এবং মুসলমানদের দ্বারা।

(৬৩) وَاَلَّفَ بَيْنَ قُلُوْبِهِمْ আর তাদের অন্তরসমূহে একতা সৃষ্টি করেছেন لَوْ اَنْفَقْتَ যদি আপনি ব্যয় করতেন مَا فِي الْاَرْضِ جَمِيْعًا দুনিয়ার সম্পদসমূহের সমস্তই مَّآ اَلَّفْتَ بَيْنَ قُلُوْبِهِمْ তবুও তাদের অন্তরসমূহে একতা সৃষ্টি করতে পারতেন না وَلٰكِنَّ اللّٰهَ اَلَّفَ بَيْنَهُمْ কিন্তু আল্লাহ তা'আলাই তাদের মধ্যে পরস্পর ঐক্য সৃষ্টি করে দিয়েছেন اِنَّهٗ عَزِيْزٌ حَكِيْمٌ নিশ্চয় তিনি হচ্ছেন মহাপরাক্রান্ত, প্রজ্ঞাময়।

(৬৪) يٰٓاَيُّهَا النَّبِيُّ হে নবী! حَسْبُكَ اللّٰهُ আপনার জন্য আল্লাহই যথেষ্ট এবং وَمَنِ اتَّبَعَكَ مِنَ الْمُؤْمِنِيْنَ যে মুমিনগণ আপনার অনুসরণ করেছে তারাই যথেষ্ট।

(৬৫) يٰٓاَيُّهَا النَّبِيُّ হে নবী! حَرِّضِ الْمُؤْمِنِيْنَ আপনি মুমিনদেরকে উৎসাহ দান করুন عَلَى الْقِتَالِ জিহাদের [এবং তৎসম্পর্কে এটাও বলে দিন যে,] اِنْ يَّكُنْ مِّنْكُمْ عِشْرُوْنَ صٰبِرُوْنَ যদি তোমাদের মধ্যকার বিশ ব্যক্তি দৃঢ়পদ থাকে يَغْلِبُوْا مِائَتَيْنِ তবে তারা দুই শতের উপর বিজয় লাভ করবে وَاِنْ يَّكُنْ مِّنْكُمْ مِّائَةٌ আর যদি [অনুরূপভাবে] তোমাদের মধ্যকার একশত ব্যক্তি থাকে يَّغْلِبُوْٓا اَلْفًا مِّنَ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا তবে এক সহস্র কাফেরের উপর জয় লাভ করবে بِاَنَّهُمْ قَوْمٌ لَّا يَفْقَهُوْنَ এই কারণে যে, তারা এমন লোক যারা [সত্য ধর্মের] জ্ঞান রাখে না।

https://e-ilm.weebly.com/

اَلْـٰٔنَ خَفَّفَ اللّٰهُ عَنْكُمْ وَعَلِمَ اَنَّ فِيْكُمْ ضَعْفًا ؕ فَاِنْ يَّكُنْ مِّنْكُمْ مِّائَةٌ صَابِرَةٌ يَّغْلِبُوْا مِائَتَيْنِ ۚ وَاِنْ يَّكُنْ مِّنْكُمْ اَلْفٌ يَّغْلِبُوْٓا اَلْفَيْنِ بِاِذْنِ اللّٰهِ ؕ وَاللّٰهُ مَعَ الصّٰبِرِيْنَ (٦٦)

অনুবাদ : (৬৬) এখন আল্লাহ তা'আলা তোমাদের হতে [ভালো] লঘু করে দিলেন এবং জেনে নিলেন যে, তোমাদের মধ্যে সাহসের অভাব রয়েছে; অতএব, যদি তোমাদের একশত জন্য দৃঢ়পদ থাকে, তবে তারা দুই শতের উপর জয় লাভ করবে, আর যদি তোমাদের মধ্যকার এক সহস্র লোক হয়, তবে তারা আল্লাহর হুকুমে দুই সহস্রের উপর বিজয়ী হবে, আর আল্লাহ তা'আলা ধৈর্যশীলদের সঙ্গে থাকেন।

مَا كَانَ لِنَبِيٍّ اَنْ يَّكُوْنَ لَهٗٓ اَسْرٰى حَتّٰى يُثْخِنَ فِي الْاَرْضِ ؕ تُرِيْدُوْنَ عَرَضَ الدُّنْيَا ۖۗ وَاللّٰهُ يُرِيْدُ الْاٰخِرَةَ ؕ وَاللّٰهُ عَزِيْزٌ حَكِيْمٌ (٦٧)

(৬৭) নবীর পক্ষে শোভনীয় নয় যে, তাঁর বন্দি জীবিত থাকে [বরং হত্যা করে ফেলা চাই] যে পর্যন্ত তিনি ভূপৃষ্ঠে উত্তমরূপে রক্ত পাত না করেন, তোমরা তো দুনিয়ার ধনসম্পদ চাচ্ছ, আর আল্লাহ তা'আলা চাচ্ছেন পরকাল, আর আল্লাহ অতি পরাক্রমশালী, প্রজ্ঞাময়।

لَوْلَا كِتٰبٌ مِّنَ اللّٰهِ سَبَقَ لَمَسَّكُمْ فِيْمَآ اَخَذْتُمْ عَذَابٌ عَظِيْمٌ (٦٨)

(৬৮) যদি আল্লাহ তা'আলার লিখন নির্ধারিত হয়ে না থাকত, তবে যে ব্যবস্থা তোমরা অবলম্বন করেছ, তৎসম্বন্ধে তোমাদের উপর কোনো বড় শাস্তি এসে পড়ত।

فَكُلُوْا مِمَّا غَنِمْتُمْ حَلٰلًا طَيِّبًا ۖؗ وَّاتَّقُوا اللّٰهَ ؕ اِنَّ اللّٰهَ غَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ (٦٩) ع ٥

(৬৯) অতএব, তোমরা যা কিছু [ফিদিয়াস্বরূপ] নিয়েছ তাতে হালাল পাক ভেবে খাও, আর আল্লাহকে ভয় করতে থাক, নিশ্চয় আল্লাহ অতি ক্ষমাশীল, দয়াময়।

শাব্দিক অনুবাদ

(৬৬) اَلْـٰٔنَ এখন خَفَّفَ اللّٰهُ عَنْكُمْ আল্লাহ তা'আলা তোমাদের হতে [ভার] লঘু করে দিলেন وَعَلِمَ এবং জেনে নিলেন যে, اَنَّ فِيْكُمْ ضَعْفًا তোমাদের মধ্যে সাহসের অভাব রয়েছে فَاِنْ يَّكُنْ مِّنْكُمْ مِّائَةٌ صَابِرَةٌ অতএব, যদি তোমাদের একশত জন্য দৃঢ়পদ থাকে يَّغْلِبُوْا مِائَتَيْنِ তবে তারা দুই শতের উপর জয় লাভ করবে وَاِنْ يَّكُنْ مِّنْكُمْ اَلْفٌ আর যদি তোমদের মধ্যকার এক সহস্র লোক হয় يَّغْلِبُوْٓا اَلْفَيْنِ তবে তারা দুই সহস্রের উপর বিজয়ী হবে بِاِذْنِ اللّٰهِ আল্লাহর হুকুমে وَاللّٰهُ مَعَ الصّٰبِرِيْنَ আর আল্লাহ তা'আলা ধৈর্যশীলদের সঙ্গে থাকেন।

(৬৭) مَا كَانَ لِنَبِيٍّ নবীর পক্ষে শোভনীয় নয় যে, اَنْ يَّكُوْنَ لَهٗٓ اَسْرٰى তাঁর বন্দী জীবিত থাকে [বরং হত্যা করে ফেলা চাই] حَتّٰى يُثْخِنَ فِي الْاَرْضِ যে পর্যন্ত তিনি ভূপৃষ্ঠে উত্তমরূপে কাফেরদের রক্তপাত না করেন تُرِيْدُوْنَ عَرَضَ الدُّنْيَا তোমরা তো দুনিয়ার ধন-সম্পদ চাইছ وَاللّٰهُ يُرِيْدُ الْاٰخِرَةَ আর আল্লাহ তা'আলা চাচ্ছেন পরকাল وَاللّٰهُ عَزِيْزٌ حَكِيْمٌ আর আল্লাহ অতি পরক্রমশালী, প্রজ্ঞাময়।

(৬৮) لَوْلَا كِتٰبٌ مِّنَ اللّٰهِ سَبَقَ যদি আল্লাহ তা'আলার লিখন নির্ধারিত হয়ে না থাকত لَمَسَّكُمْ فِيْمَآ اَخَذْتُمْ তবে যে ব্যবস্থা তোমরা অবলম্বন করেছ, তৎসম্বন্ধে তোমাদের উপর এসে পড়ত عَذَابٌ عَظِيْمٌ কোনো বড় শাস্তি ।

(৬৯) فَكُلُوْا অতএব, তোমরা খাও مِمَّا غَنِمْتُمْ যা কিছু [ফিদিয়াস্বরূপ] নিয়েছ তাতে حَلٰلًا طَيِّبًا হালাল পাক ভেবে। وَاتَّقُوا اللّٰهَ আর আল্লাহকে ভয় করতে থাক اِنَّ اللّٰهَ غَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ নিশ্চয় আল্লাহ অতি ক্ষমাশীল, দয়াময়।

https://e-ilm.weebly.com/

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

(৬৩) قوله وَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ الخ **আয়াতের শানে নুযূল :** ইবনে আবী হাতেম, আবুশ শায়খ হযরত ইবনে মাসউদ (রা.) হতে বর্ণনা করে বলেন যে, আলোচ্য আয়াত আল্লাহর ওয়াস্তে পরস্পরে মুহাব্বতকারীদের সম্পর্কে নাজিল হয়েছে। –[ফাতহুল কাদীর-৩২৩/২]

(৬৪) قوله يَاأَيُّهَا النَّبِيُّ حَسْبُكَ اللهُ وَمَنِ اتَّبَعَكَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ **আয়াতের শানে নুযূল– ১ :** বাযযার হযরত ইবনে আব্বাস (রা.)-এর উদ্ধৃতি দিয়ে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেন, হযরত ওমর (রা.) যখন ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করেন, তখন মুশরিকরা বলেছিল যে, আজ আমাদের গোত্র অর্ধেক হয়ে গিয়েছে। আর তখনই আল্লাহ তা'আলা আলোচ্য আয়াত নাজিল করেন।

শানে নুযূল– ২ : ইমাম তাবারানী, আবুশ শায়খ ও ইবনে মারদুভীয়া হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) হতে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন যে, পুরুষ মহিলা মিলে ৩৯ জন মানুষ যখন যখন নবী করীম ﷺ-এর প্রতি ঈমান আনেন। অতঃপর ওমর (রা.)ও ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করেন, ফলে মুসলমানরা মোট সংখ্যা হয় ৪০ জন তাদের সম্পর্কে আলোচ্য আয়াত অবতীর্ণ হয়। –[ফাতহুল কাদীর : ৩২৪/২, বাহরে মুহীত : ৫১০/৪, ইবনে কাছীর : ৩১১/২, রূহুল মা'আনী : ৩০/১০/৫, কুরতুবী : ৪৪/৮]

শানে নুযূল– ৩ : আল্লামা কালবী (র.) বলেন যে, আলোচ্য আয়াত বদর অভিযান কালে যুদ্ধ আরম্ভ হবার আগে বায়দা নামক স্থানে নাজিল হয়েছে।

শানে নুযূল– ৪ : যুহরীর বর্ণনা মতে আনসারদের সম্পর্কে আলোচ্য আয়াত নাজিল হয়েছে। –[রূহুল মা'আনী-৩০/৫, বাহরে মুহীত-৫১০]

(৬৬) قوله اَلْئٰنَ خَفَّفَ اللهُ عَنْكُمْ وَعَلِمَ اَنَّ فِيْكُمْ ضَعْفًا الخ **আয়াতের শানে নুযূল :** ইমাম বুখারী (র.) ও অন্যান্য ইমামগণ হযরত ইবনে আব্বাস (রা.)-এর উদ্ধৃতি দিয়ে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেন– ان يكن منكم عشرون صبرون يغلبوا مائتين আয়াত যখন নাজিল হয়, তখন তা মুসলমানদের নিকট অত্যন্ত কষ্টকর মনে হলো। যাকে ফরজ করে দেওয়া হলো যে, দশজন থেকে কেউ পালিয়ে যেতে পারবেন। সুতরাং এ হুকুম হালকাকরণার্থে আলোচ্য আয়াত নাজিল করা হয়েছে। তবে আয়াত রহিত কারী কিনা এ নিয়ে তাফসীরকারদের মাঝে মত বিরোধ রয়েছে।

আল্লামা মক্কী বলেন যে, এ হুকুম রহিতকারী হুকুম নয়; বরং এখানকার হালকা করার কারণটি হলো মুসাফিরদের উপর রোজা না রাখার অনুমতি প্রদান করার মত। জমহুরে মুফাসসিরীন প্রথম মতামত গ্রহণ করেছেন। তাদের মতে এ আয়াত রহিতকারী। –[রূহুল মা'আনী-৩২/৫, ফাতহুল কাদীর-৩২৫/২, ইবনে কাছীর-৩৩২/২, কুরতুবী-৪৫/৮]

(৬৭) قوله مَا كَانَ لِنَبِيٍّ اَنْ يَّكُوْنَ لَهٗ اَسْرٰى **আয়াতের শানে নুযূল– ১ :** ইমাম মুসলিম হযরত ওমর ইবনে খাত্তাব (রা.) থেকে বর্ণনা করেন যে, বদর যুদ্ধে যখন (৭০ জন) কাফের যুদ্ধবন্দি হয়ে এলো, তখন হযরত রাসূল ﷺ আবূ বকর ও হযরত ওমর (রা.) কে বললেন যে, এ সকল বন্দীদের সম্পর্কে তোমাদের মতামত কি? হযরত আবূ বকর (রা.) বললেন যে, হে আল্লাহর রাসূল! তারা চাচার বংশীয় ও নিকট আত্মীয়-স্বজন। আমার মতামত হলো, তাদের থেকে মুক্তিপণ গ্রহণ করা। তাহলে আমাদের জন্য কাফেরদের মোকাবিলায় কিছুটা আর্থিক শক্তি সঞ্চয় হলো। অদূর ভবিষ্যতে আল্লাহ তাদেরকে ইসলামের পথও দেখাতে পারেন। অতঃপর রাসূল ﷺ বললেন, হে ইবনে খাত্তাব! তোমার কি মতামত? তখন আমি বললাম হে আল্লাহর রাসূল! আবূ বকরের সাথে আমি একমত, তবে আমার একটি ভিন্ন মত হলো যে, আমাকে অনুমতি দেন আমি তাদের শিরশ্ছেদ করে দেই। আলীকে অনুমতি দান করুন আলী আকিল ইবনে আবূ তালিবকে হত্যা করবে এবং আমার বংশীয় যারা তাদেরকে হত্যা করার জন্য আমাকে অনুমতি দান করুন। কারণ এরাই কাফের নেত্রীবর্গ ও দলপতিগণ। সে মুহূর্তে রাসূল ﷺ আমার মতামত গ্রহণ না করে আবূ বকরের অভিমত গ্রহণ করেন। পরদিন প্রভাতে আমি যখন রাসূল ﷺ -এর নিকট এলাম, তখণ রাসূল ﷺ ও আবূ বকরকে এক সাথে বসে ক্রন্দনরত দেখতে পেলাম। তখন আমি বললাম, হে আল্লাহর রাসূল! কিসের জন্য আপনি ও আপনার সাথি একসাথে কাঁদছেন? আমিও কাঁদব, যদি কাঁদতে না পারি, তাহলে কাঁদার ভান হলেও করব। ফলে রাসূল ﷺ বললেন যে, আমি এজন্যই কাঁদছি, তোমার সাথি তাদের থেকে মুক্তিপণ গ্রহণ করার মতামত প্রকাশ করেছে, অথচ আমার নিকট এ গাছটি থেকেও নিকটতম এসেছিল আল্লাহর আজাব (নবী আলাইহিস সালামের কছাকাছি জায়গাতে একটি গাছ ছিল) তখন বদরী বন্দীদেরকে মুক্তিপণ নিয়ে ছেড়ে দেওয়ার পরিপ্রেক্ষিতে আল্লাহ তা'আলা আলোচ্য আয়াত নাজিল করেছেন। –[কুরতুবী-৪৬/৮, রূহুল মা'আনী-৩৪/১০/৫, বাহরে মুহীত-৫১৩/৪, ইবনে কাছীর-৩৩৩/২]

https://e-ilm.weebly.com/

আলোচ্য আয়াত প্রমাণ করে যে, নবীগণ কখনও ইজতেহাদও করেছেন আবার তা কোনো সময় ওহীর খেলাফও হয়েছে তবে তা দূষণীয় নয়। –[রূহুল মা'আনী-৩৪/৫]

শানে নুযূল– ২ : আ'মাশ হযরত আব্দুল্লাহর উদ্ধৃতি দিয়ে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেন, বদর যুদ্ধের দিনে রাসূল ﷺ যুদ্ধবন্দিদের সম্পর্কে তোমাদের অভিমত কি? তখন হযরত আবূ বকর (রা.) বলেন, হে আল্লাহর রাসূল! এরা আপনার গোত্র ও আপনার নিকটাত্মীয়। এদের জীবিত ছেড়ে দিন এবং তাদেরকে তওবা করিয়ে নিন। আল্লাহ তা'আলা হয়তো তাদের প্রতি অনুগ্রহ করতে পারেন। হররত ওমর (রা.) বললেন, হে আল্লাহর রাসূল! ওরা আপনাকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করেছে। আপনাকে মাতৃভূমি হতে বহিষ্কার করেছে। আদেশ করুন তাদের গর্দান উড়িয়ে দেব। হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে রাওয়াহা (রা.) বললেন, হে আল্লাহর রাসূল! এ ভূমিতে অধিক পরিমাণে লাকড়ি রয়েছে। আদেশ করুন সেই লাকড়িতে আগুন জ্বালিয়ে তাতে তাদেরকে নিক্ষেপ করে দেব। রাবী বলেন যে, তখন রাসূল ﷺ চুপ থাকেন। তাদের কোনো কথার জবাব দেননি। অতঃপর তিনি চলে যাবার পর আবার প্রবেশ করলেন, তখন উপস্থিত কতিপয় সাহাবী বললেন যে, আবূ বকরের মতামত গ্রহণ করা হোক। কেউ বললেন, ওমরের মতমত গ্রহণ করা হোক। অতঃপর রাসূল ﷺ আবারও তাশরিফ এনে বলেন, এক শ্রেণির মানুষের কলবকে আল্লাহ দুধ অপেক্ষাও অধিক নরম আবার কারো অন্তরকে পাথর অপেক্ষাও অধিক কঠোর করেছেন। পক্ষান্তরে, হে আবূ বকর! তুমি হলে হযরত ইবরাহীম (আ.) তুল্য, তিনি বলেন, فَمَنْ تَبِعَنِي فَإِنَّهُ مِنِّي وَمَنْ عَصَانِي فَإِنَّكَ غَفُورٌ رَحِيمٌ হে আবূ বকর! তোমার তুলনা হলো ঈসা (আ.) তুল্য বটে। কারণ তিনি বলেন– إِنْ تُعَذِّبْهُمْ فَإِنَّهُمْ عِبَادُكَ وَإِنْ تَغْفِرْ لَهُمْ فَإِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ হে ওমর! তুমি হযরত মূসা (আ.) তুল্য। তিনি বলেন– رَبِّنَا لَا تَذَرْ عَلَى الْأَرْضِ مِنَ الْكَافِرِينَ دَيَّارًا আর তোমরা হলে আর্থিক দুর্বল সুতরাং তাদের কেউই মুক্তিপণ ছাড়া রেহাই পাবে না অথবা গর্দান উড়িয়ে দেবে। হযরত ইবনে মাসউদ (রা.) বলেন যে, আমি বললাম, হে আল্লাহর রাসূল! সুহাইল ইবনে রাইযা ভিন্ন। কারণ আমি শুনতে পেয়েছি এ ব্যক্তি ইসলাম সম্পর্কে আলোচনা করেছে। তখন রাসূল ﷺ নীরব থাকেন। হযরত ইবনে মাসউদ (রা.) বলেন, আল্লাহর কসম! আসমান থেকে আমার প্রতি এ অপরাধে পাথর নিক্ষেপ হওয়ার ভয়ে আতঙ্কগ্রস্ত ছিলাম। অবশেষে রাসূল ﷺ বললেন যে, সুহাইল ইবনে বাইযা ছাড়া। তখন আল্লাহ তা'আলা আলোচ্য আয়াত নাজিল করেন। –[ইবনে কাছীর-৩৩২/২, রূহুল মা'আনী-৩৪/৫, ফাতহুল কাদীর-৩২৬/২, কুরতুবী-৪৭/৮, দুররে মানছূর-২০১/৩]

(৬৮) قوله لَوْلَا كِتَابٌ مِنَ اللهِ سَبَقَ لَمَسَّكُمْ فِيمَا أَخَذْتُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ **আয়াতের শানে নুযূল :** মুসনাদে আহমদ (র.)-এর উদ্ধৃতি দিয়ে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেন, হযরত নবী করীম ﷺ বদর অভিযানে অর্জিত যুদ্ধবন্দিদের সম্পর্কে পরামর্শ তলব করে বললেন যে, আল্লাহ তা'আলা তোমাদেরকে তাদের উপর কর্তৃত্ব দান করেছেন। সুতরাং হযরত ওমর ইবনে খাত্তাব (রা.) দাঁড়িয়ে বললেন, হে আল্লাহর রাসূল! তাদের গর্দান উড়িয়ে দিন। তখন নবী করীম ﷺ সেখান থেকে ফিরে আসেন। অতঃপর রাসূল ﷺ আবার এসে বললেন যে, হে মানুষেরা! আল্লাহ তা'আলা তাদের উপর তোমাদেরকে কর্তৃত্ব দান করেছেন। গতকাল এরাই তোমাদের ভাই ছিল। তখনও হযরত ওমর (রা.) দাঁড়িয়ে বললেন, হে আল্লাহর রাসূল! তাদের গর্দান উড়িয়ে দিন। ফলে রাসূল ﷺ সেখান থেকে ফিরে এলেন। অতঃপর আবারও রাসূল ﷺ ফিরে এসে অনুরূপভাবে বললেন, তখন হযরত আবূ বকর (রা.) দাড়িয়ে বললেন, হে আল্লাহর রাসূল! আমার অভিমত হলো আপনি তাদেরকে ক্ষমা করে দিন এবং তাদের কাছ থেকে মুক্তিপণ আদায় করুন। সুতরাং রাসূল ﷺ তাদের ক্ষমা করে দিলেন এবং তাদের থেকে মুক্তিপণ গ্রহণ করলেন। তখন এ জাতীয় সিদ্ধান্ত গ্রহণ করার কারণে ভীতি প্রদর্শন করে আল্লাহ তা'আলা আলোচ্য আয়াত নাজিল করেন। –[ফাতহুল কাদীর-৩২৬/২, ইবনে কাছীর-৩৩২/২]

(৬৯) قوله فَكُلُوا مِمَّا غَنِمْتُمْ حَلَالًا طَيِّبًا وَاتَّقُوا اللهَ إِنَّ اللهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ **আয়াতের শানে নুযূল :** মহিউস সুন্নাহ বর্ণনা করেন যে, পূর্ববর্তী আয়াত যখন নাজিল হয়, তখন ফেদিয়া স্বরূপ যে অর্থ গ্রহণ করা হয়েছিল, সাহাবায়ে কেরাম সে সম্পদ ব্যবহার করা থেকে সম্পূর্ণভাবেই তাদের হাত গুটিয়ে নিলেন। কারণ তা পূর্ব যুগে অবৈধ ছিল তখন যুদ্ধলব্ধ মাল গনিমত হোক বা ফেদিয়া যাই হোক তা ব্যবহার করার অনুমতি দান করা স্বরূপ আলোচ্য আয়াত নাজিল করা হয়েছে। –[রূহুল মা'আনী-৩৬/৫]

(গনিমত স্বরূপ অর্জিত সম্পদ পূর্ববর্তী কোনো উম্মতের জন্য বৈধ ছিল না। সে যুগে গনিমতের মালকে আসমান থেকে অগ্নি এসে তা জালিয়ে পুড়িয়ে দিত।

https://e-ilm.weebly.com/

মুসলমানদের পারস্পরিক স্থায়ী ঐক্য ও সম্প্রীতির প্রকৃত ভিত্তি : এতে বুঝা যাচ্ছে যে, মানুষের অন্তরে পারস্পরিক সম্প্রীতি সৃষ্টি হওয়া আল্লাহ তা'আলার দান। তাছাড়া এতে একথাও প্রতীয়মান হচ্ছে যে, আল্লাহ তা'আলার নাফরমানির মাধ্যমে তাঁর দান অর্জন করা সম্ভব নয়; বরং তাঁর দান লাভের জন্য তার আনুগত্য ও সন্তুষ্টি অর্জনের চেষ্টা একান্ত শর্ত।

দল বা ব্যক্তিবর্গের মাঝে একতাও ঐকমত্য এমন একটি বিষয় যার উপকারিতা ও প্রশংসনীয় হওয়ার ব্যাপারে কোনো মাযহাব ও ধর্ম কিংবা কোনো মতবাদেই কোনো দ্বিমত থাকতে পারে না। সেজন্যই এমন প্রতিটি লোক যে, মানুষের সংশোধন ও সংস্কার কামনা করে সে তাদের পরস্পরের মাঝে ঐক্য সৃষ্টির উপর জোর দিয়ে থাকে। কিন্তু সাধারণ পৃথিবী এ বাস্তবতা সম্পর্কে অবহিত নয় যে, দীর্ঘস্থায়ী ও আন্তরিক ঐক্য বাহ্যিক প্রচেষ্টার দ্বারা অর্জিত হয় না। একমাত্র আল্লাহ তা'আলার সন্তুষ্টি বিধান ও আনুগত্যের মাধ্যমেই তা অর্জিত হতে পারে। কুরআনে হাকীম এই বাস্তবতার প্রতিই কায়েকটি আয়াতে ইঙ্গিত করেছে। এক জায়গায় বলা হয়েছে— وَاعْتَصِمُوْا بِحَبْلِ اللّٰهِ جَمِيْعًا وَّلَا تَفَرَّقُوْا এ আয়াতে মতবিরোধ ও অনৈক্য থেকে বাঁচার পন্থা নির্দেশ করা হয়েছে যে, সবাই মিলে আল্লাহ রজ্জুকে অর্থাৎ কুরআন তথা ইসলামি শরিয়তকে সুদৃঢ়ভাবে আঁকড়ে ধর। তাহলে সবাই আপনা থেকেই ঐক্যবদ্ধ হয়ে যাবে এবং পারস্পরিক যেসব বিরোধ রয়েছে, তা মিটে যাবে। অবশ্য মতের পার্থক্য থাকা পৃথক জিনিস; যতক্ষণ পর্যন্ত এ পার্থক্য তার সীমায় থাকে, ততক্ষণ তা বিবাদ-বিসংবাদ ও বিভেদের কারণ হতে পারে না। ঝগড়া বিবাদ তখনই হয়, কযখন শরিয়ত নির্ধারিত সীমা লঙ্ঘিত হয়।

আয়াতের শেষভাগে সাধারণ নীতি আকারে বলা হয়েছে— إِنَّ اللّٰهَ مَعَ الصّٰبِرِيْنَ অর্থাৎ আল্লাহ তা'আলা দৃঢ়চিত্ত লোকদের সাথে রয়েছেন। এতে যুদ্ধক্ষেত্রে দৃঢ়তা অবলম্বনকারীও অন্তর্ভুক্ত এবং শরিয়তের সাধারণ হুকুম-আহকামের অনুবর্তিতায় দৃঢ়তা অবলম্বনকারীরাও শামিল। তাদের সঙ্গই প্রকৃতপক্ষে তাদের কৃতকার্যতা ও বিজয়ের মূল রহস্য। কারণ যে, ব্যক্তি একক ক্ষমতার অধিকারী পরওয়ারদেগারের সঙ্গলাভে সমর্থ হবে, তাকে সারা বিশ্বের সমবেত শক্তিও নিজের জায়গা থেকে এক বিন্দু নাড়াতে পারে না।

قوله مَا كَانَ لِنَبِيٍّ اَنْ يَّكُوْنَ لَهٗ اَسْرٰى আয়াতটি গযওয়ায়ে বদরের বিশেষ এক ঘটনার সাথে সম্পৃক্ত বিধায় এগুলোর তাফসীর করার পূর্বে বিশুদ্ধ ও প্রামাণ্য রেওয়ায়েত ও হদীসের মাধ্যমে ঘটনাটি বিবৃত করা বাঞ্ছনীয়। ঘটনাটি হলো এই যে, বদর যুদ্ধটি ছিল ইসলামের সর্বপ্রথম জিহাদ যা একান্তই দৈবাৎ সংঘটিত হয়। তখনও জিহাদ সংক্রান্ত হুকুম-আহকামের কোনো বিস্তারিত বিবরণ কুরআনে অবতীর্ণ হয়নি। যেমন জিহাদ করতে গিয়ে গনিমতের মাল হস্তগত হলে তা কি করতে হবে, শত্রু সৈন্য নিজেদের আয়ত্তে এসে গেলে, তাকে বন্দি করা জায়েজ হবে কিনা এবং বন্দি করে ফেললে তাদের সাথে কেমন আচরণ করতে হবে প্রভৃতি।

সহীহ বুখারী ও মুসলিমের রেয়ায়েতে বর্ণিত রয়েছে যে, রাসূলে কারীম ﷺ ইরশাদ করেছেন, আমাকে এমন পাঁচটি বিষয় দান করা হয়েছে, যা আমার পূর্বে অন্য কোনো নবীকে দেওয়া হয়নি সেগুলোর মাঝে এও একটি যে, কাফেরদের থেকে প্রাপ্ত গনিমতের মালামাল কারো জন্য হালাল ছিল না, কিন্তু আমার উম্মতের জন্য তা হালাল করে দেওয়া হয়েছে। গনিমতের মাল বিশেষভাবে এ উম্মতের জন্য হালাল হওয়ার বিষয়টি আল্লাহর তো জানা ছিল, কিন্তু গযওয়ায়ে বদরের পূর্ব পর্যন্ত এর হালাল হওয়ার ব্যাপারে মহানবী ﷺ-এর উপর কোনো ওহী নাজিল হয়নি। অথচ গযওয়ায়ে বদরে এমন এক পরিস্থিতির উদ্ভব হয় যে আল্লাহ তা'আলা মুসলমানগণকে ধারণা কল্পনার বাইরে অসাধারণ বিজয় দান করেন। শত্রুরা বহু মালামালও ফেলে যায়, যা গনিমত হিসাবে মুসলমানদের হস্তগত হয় এবং তাদের বড় বড় সত্তর জন সর্দারও মুসলমানদের হাতে বন্দী হয়ে আসে। কিন্তু এতদুভয় বিষয়ের বৈধতা সম্পর্কে কোনো ওহী তখনও আসেনি।

সে কারণেই সাহাবায়ে কেরামের প্রতি এহেন তাড়িৎ পদক্ষেপের দরুন ভর্ৎসনা অবতীর্ণ হয়। এ ভর্ৎসনা ও অসন্তুষ্টিই এই ওহীর মাধ্যমে ব্যক্ত করা হয়েছে যাতে যুদ্ধবন্দিদের সম্পর্কে বাহ্যত দুটি অধিকার মুসলমানগণকে দেওয়া হয়েছিল। কিন্তু এরই মাঝে এ ইঙ্গিতও করা হয়েছিল যে, বিষয়টির দুটি দিকের মধ্যে আল্লাহ তা'আলার নিকট একটি পছন্দনীয় এবং অপরটি অপছন্দনীয়। তিরমিযী, সুনানে নাসায়ী, সহীহ ইবনে হাব্বান প্রভৃতি গ্রন্থে হযরত আলী মুর্তাযা (রা.)-এর রেওয়ায়েতক্রমে উদ্ধৃত করা হয়েছে যে, এ সময় হযরত জিবরাঈল আমীন রাসূলে কারীম ﷺ-এর নিকট আগমন করে তাঁকে আল্লাহর এ নির্দেশ শোনান যে, আপনি সাহাবায়ে কেরামকে দুটি বিষয়ের যে কোনো একটি গ্রহণ করার অধিকার দান করুন। তার একটি হলো এই যে, এ যুদ্ধবন্দিদেরকে হত্যা করে শত্রুর মনোবলকে চিরতরে ভেঙ্গে দেবে। আর দ্বিতীয়টি হলো এ যে, তাদেরকে মুক্তিপণের বিনিময়ে ছেড়ে দেবে। তবে দ্বিতীয় অবস্থায়, আল্লাহ তা'আলার নির্দেশক্রমে

https://e-ilm.weebly.com/

একথা অবধারিত হয়ে রয়েছে যে, এর বদলা হিসাবে আগামী বছর মুসলমানদের এমনি সংখ্যক লোক শহীদ হবেন, যে সংখ্যক বন্দি আজ মুক্তি পণের বিনিময়ে ছেড়ে দেওয়া হবে। এভাবে যদিও ক্ষমতা দেওয়া হয় এবং সাহাবায়ে কেরামকে এ দু'টি থেকে একটি বেছে নেওয়ার অধিকার দেওয়া হয় কিন্তু দ্বিতীয় অবস্থায় সত্তরজন সাহাবার শাহাদাতের ফয়সালার বিষয় উল্লেখ করার মাঝে অবশ্যই এই ইঙ্গিত বিদ্যমান ছিল যে, এ দিকটি আল্লাহর নিকট পছন্দনীয় নয়। কারণ এটি যদি পছন্দই হতো, তবে এর ফলে সত্তরজন মুসলমানের খুন অবধারিত হতো না।

সাহাবায়ে কেরামের সামনে এ দুটি বিষয় যখন ঐচ্ছিক বিষয় হিসাবে পেশ করা হলো যে, এদেরকে যদি মুক্তিপণ নিয়ে ছেড়ে দেওয়া হয়। তবে হয়তো এরা সবাই অথবা এদের কেউ কেউ কোনো সময় মুসলমান হয়ে যাবে। আর প্রকৃতপক্ষে এটাই হলো জিহাদের উদ্দেশ্য ও মূল উপকারিতা। দ্বিতীয়ত এমনও ধারণা করা হয়েছিল যে, এ সময় মুসলমানগণ যখন নিদারুণ দৈন্যাবস্থায় দিন কাটাচ্ছেন, তখন সত্তরজনের আর্থিক মুক্তিপণ অর্জিত হলে এ কষ্টও কিছুটা লাঘব হতে পারে এবং তা ভবিষ্যতে জিহাদের প্রস্তুতির জন্যও সহায়ক হতে পারে। রইল সত্তর জন মুসলমানের শাহাদাতের বিষয়। প্রকৃতপক্ষে এটাও একটা বিপুল গৌরবের বিষয়। এতে ঘাবড়ানো উচিত নয়। এসব ধারণার প্রেক্ষিতে হযরত সিদ্দীকে আকবর (রা.) ও অন্যান্য অধিকাংশ সাহাবায়ে কেরাম এ মতই প্রদান করলেন যে, বন্দিগণকে মুক্তিপণ নিয়ে মুক্ত করে দেওয়া হোক। শুধুমাত্র হযরত ওমর ইবনে খাত্তাব (রা.) ও হযরত সা'দ ইবনে মু'আয (রা.) প্রমুখ কয়েকজন এ মতের বিরোধিতা করলেন এবং বন্দীদের সবাইকে হত্যা করার পক্ষে মত দান করলেন। তাদের যুক্তি ছিল এই যে, একান্ত সৌভাগ্যক্রমে ইসলামের মোকাবিলায় শক্তি ও সামর্থ্যের বলে যোগদানকারী সমস্ত কুরাইশ সর্দার এখন মুসলমানদের হস্তগত হলেও পরে তাদের ইসলাম গ্রহণ করার বিষয়টি একান্তই কল্পনা নির্ভর। কিন্তু ফিরে গিয়ে এরা যে মুসলমানদের বিরুদ্ধে অধিকতর তৎপরতা প্রদর্শন করবে সে ধারণাই প্রবল।

রাসূলে কারীম ﷺ যিনি রাহমাতুল্লিল আলামীন হয়ে আগমন করেছিলেন এবং আপাদমস্তক করুণার আধার ছিলেন, তিনি সাহাবায়ে কেরামের মধ্যে দুটি মত লক্ষ্য করে সে মতটিই গ্রহণ করে নিলেন, যাতে বন্দীদের ব্যাপারে রহমত ও করুণা প্রকাশ পাচ্ছিল এবং বন্দীদের জন্যও ছিল সহজ। অর্থাৎ মুক্তিপণের বিনিময়ে তাদেরকে মুক্ত করে দেওয়া। তিনি সিদ্দীকে আকবর (রা.) ও ফারূকে আযম (রা.) -কে উদ্দেশ্য করে বললেন– لَوِ اتَّفَقْتُمَا مَا خَالَفْتُكُمَا অর্থাৎ 'তোমরা উভয়ে যদি কোনো বিষয়ে একমত হয়ে যেতে তবে আমি তোমাদের বিরোধিতা করতাম না।' [মাযহারী] তাঁদের মতবিরোধের ক্ষেত্রে বন্দিদের প্রতি সহজতা প্রদর্শন করাই ছিল সৃষ্টির প্রতি তাঁর দয়া ও করুণার তাকাদা। অতএব, তাই হলো। আর তারই পরিণতিতে পরবর্তী বছর খোদায়ী বাণী মোতাবেক সত্তরজন মুসলমানের শাহাদাতের ঘটনা সংঘটিত হলো।

تُرِيدُونَ عَرَضَ الدُّنْيَا আয়াতে সে সমস্ত সাহাবীকে সম্বোধন করা হয়েছে, যারা মুক্তিপণের বিনিময়ে বন্দিদের ছেড়ে দেওয়ার পক্ষে মত দিয়েছিলেন। এতে বলা হয়েছে যে, তোমরা আমার রাসূলকে অসঙ্গত পরামর্শ দান করছো। কারণ শত্রুদেরকে বশে পাওয়ার পরেও তাদের শক্তি ও দম্ভকে চূর্ণ করে না দিয়ে অনিষ্টকর শত্রুকে ছেড়ে দিয়ে মুসলমানদের জন্য স্থায়ী বিপদ দাঁড় করিয়ে দেওয়া কোনো নবীর পক্ষেই শোভন নয়।

এ আয়াতে حَتّٰى يُثْخِنَ فِي الْأَرْضِ বাক্য ব্যবহৃত হয়েছে إِثْخَان -এর আভিধানিক অর্থ হচ্ছে কারোও শক্তি ও দম্ভকে ভেঙ্গে দিতে গিয়ে কঠোরতার ব্যবস্থা নেওয়া এ অর্থের তাকিদ বুঝাবার জন্য فِي الْأَرْضِ বাক্যের প্রয়োগ। এর সারার্থ হলো এই যে, শত্রুর দম্ভকে ধুলিসাৎ করে দেন।

যেসব সাহাবী মুক্তিপণ নিয়ে বন্দিদের ছেড়ে দেওয়ার পক্ষে মত দিয়েছিলেন, তাঁদের সে মতে যদিও নির্ভেজাল একটি দীনি প্রেরণাও বিদ্যমান ছিল অর্থাৎ মুক্তি পাবার পর তাদের মুসলমান হয়ে যাবার আশা, কিন্তু সেই সাথে আত্মস্বার্থজনিত অপর একটি দিকও ছিল যে, এতে করে তাদের হাতে কিছু অর্থসম্পদ এসে যাবে। অথচ তখন পর্যন্ত কোনো সরাসরি 'নস' বা খোদায়ী বাণীর মাধ্যমে সে সমস্ত মালামালের বৈধতা প্রমাণিত ছিল না। কাজেই মানুষের যে সমাজটিকে রাসূলে কারীম ﷺ-এর তত্ত্বাবধানে এমন মানদণ্ডের উপর গঠন করা হচ্ছিল, যাতে তাদের মর্যাদা ফেরেশতাদের চেয়েও বেশি হবে, তাদের পক্ষে গনিমতের সে মাল সামান বা দ্রব্য সামগ্রীর আগ্রহকেও এক রকম পাপ বলে গণ্য করা হয়। তাছাড়া যে কাজে বৈধাবৈধের সমন্বয় থাকে, তার সমষ্টিকে অবৈধ বলেই বিবেচনা করা হয়। সেজন্যই সাহাবায়ে কেরামের সে কাজটিকে ভর্ৎসনাযোগ্য সাব্যস্ত করে বলা হয়েছে– تُرِيدُونَ عَرَضَ الدُّنْيَا وَاللّٰهُ يُرِيدُ الْاٰخِرَةَ وَاللّٰهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ অর্থাৎ তোমরা দুনিয়া কামনা করছ অথচ তোমাদের কাছ থেকে আল্লাহ চান, তোমরা যেন আখেরাত কামনা কর। এখানে ভর্ৎসনা হিসাবে

https://e-ilm.weebly.com/

শুধুমাত্র তাদের সে কাজের কথাই উল্লেখ করা হয়েছে যা ছিল অসন্তুষ্টির কারণ। বন্দিদের মুসলমান হওয়ার আশা সংক্রান্ত দ্বিতীয় কারণটির কথা এখানে উল্লেখ করা হয়নি। এতে ইঙ্গিত করা হয়েছে যে, সাহাবায়ে কেরামের মতো নিঃস্বার্থ, পবিত্রাত্মা দলের পক্ষে এমন দ্ব্যর্থবোধক নিয়ত করা, যাতে কিছু পার্থিব স্বার্থও নিহিত থাকবে গ্রহণযোগ্য নয়। এখানে এ বিষয়টিও লক্ষনীয় যে, এ আয়াতে ভর্ৎসনা ও সতর্কীকরণের লক্ষ্যস্থল হলেন সাহাবায়ে কেরাম (রা.)। যদিও রাসূলে কারীম ﷺ নিজেও তাঁদের মতামত সমর্থন করে তাদের সাথে আংশিকভাবে যুক্ত হয়েছিলেন, কিন্তু তাঁর সে কাজটি ছিল একান্তভাবেই তাঁর রাহমাতুল্লিল আলামীন বৈশিষ্ট্যের বহিঃপ্রকাশ। সে কারণেই তিনি মতানৈক্যের ক্ষেত্রে সে দিকটিই গ্রহণ করে নিয়েছিলেন, যা বন্দীদের পক্ষে সহজ ও দয়াভিত্তিক।

আয়াতের শেষাংশে وَاللّٰهُ عَزِيْزٌ حَكِيْمٌ বলে ইঙ্গিত করা হয়েছে যে, আল্লাহ তা'আলা মহাপরাক্রমশীল, হেকমতওয়ালা; আপনারা যদি তাড়াহুড়া না করতেন, তবে তিনি স্বীয় অনুগ্রহে পরবর্তী বিজয়ে আপনাদের জন্য ধনসম্পদের ব্যবস্থাও করে দিতেন।

মাসআলা : উল্লিখিত আয়াতে মুক্তিপণের বিনিময়ে বন্দিদের মুক্তিদান ও গনিমতের মালামাল সংগ্রহের কারণে ভর্ৎসনা নাজিল হয়েছে এবং আল্লাহর আজাবের প্রতি ভীতি প্রদর্শন করা হয়েছে এবং পবে তা ক্ষমা করে দেওয়া হয়েছে কিন্তু এতে ভবিষ্যতে এ সমস্ত ব্যাপারে মুসলমানগণকে কোন পন্থা অবলম্বন করতে হবে, তা পরিষ্কারভাবে বুঝা যায় না। সে কারণেই পরবর্তী আয়াতে গনিমতের মালামাল সংক্রান্ত মাসআলাটি পরিষ্কার করে দেওয়া হয়েছে। বলা হয়েছে– فَكُلُوْا مِمَّا غَنِمْتُمْ অর্থাৎ গনমিতের যেসব মালামাল তোমাদের হস্তগত হবে, এখন থেকে সেগুলো তোমরা খেতে পারবে এবং ভবিষ্যতের জন্যও তা হালাল করে দেওয়া হলো। কিন্তু তার পরেও এতে একটি সন্দেহের অবকাশ থেকে যায় যে, গনিমতের মাল হালাল হওয়ার নির্দেশটি তো এখন হলো; কিন্তু ইতঃপূর্বে সে মালামাল সংগ্রহ করে নেওয়া হয়েছিল হয়তো সেগুলোতে কোনো রকম কারাহাত বা দোষ থাকতে পারে। সেজন্যই এরপর حَلٰلًا طَيِّبًا বলে সে সন্দেহের অপনোদন করা হয়েছে যে, যদিও বৈধতার হুকুম নাজিল হওয়ার প্রাক্কালে গনিমতের মাল সংগ্রহের পদক্ষেপ নেওয়া জায়েজ ছিল না, কিন্তু এখন যখন গনিমতের মালের বৈধতা সংক্রান্ত হুকুম এসে গেছে, তখন সংগৃহীত মালামালও নির্দোষভাবেই হালাল।

মাসআলা : এখানে উসূলে ফিকহের একটি বিষয় লক্ষণীয় ও প্রণিধানযোগ্য। তা হলো এই যে, যখন কোনো অবৈধ পদক্ষেপের পর স্বতন্ত্র কোনো আয়াতের মাধ্যমে সে বিষয়টিকে হালাল করার নির্দেশ অবতীর্ণ হয়, তখন তাতে পূর্ববর্তী পদক্ষেপের কোনোই প্রভাব থাকে না। সে মালামাল যথার্থভাবেই পবিত্র ও হালাল হয়ে যায়।

শব্দ বিশ্লেষণ

اَيَّدَ : সীগাহ واحد مذكر غائب বহছ اثبات فعل ماضى معروف বাব تَفْعِيْل মাসদার اَلتَّاْيِيْدُ মূলবর্ণ (ا - ى - د) জিনস দুরাক্কাব اجوف يائى ও مهموز فاء অর্থ–তিনি শক্তিশালী করেছেন।

اَلَّفَ : সীগাহ واحد مذكر غائب বহছ اثبات فعل ماضى معروف বাব تَفْعِيْل মাসদার اَلتَّاْلِيْفُ মূলবর্ণ (ا - ل - ف) জিনস مهموز فاء অর্থ–তিনি প্রীতি সৃষ্টি করেছেন।

حَرِّضْ : সীগাহ واحد مذكر حاضر বহছ امر حاضر معروف বাব تَفْعِيْل মাসদার اَلتَّحْرِيْضُ মূলবর্ণ (ح - ر - ض) জিনস صحيح অর্থ–আপনি উৎসাহিত করুন, আপনি উদ্বুদ্ধ করুন।

اَسْرٰى : শব্দটি বহুবচন; একবচন اَسِيْرٌ অর্থ–বন্দি,কয়েদি, আটককৃত, যুদ্ধবন্দি।

يُثْخِنَ : সীগাহ واحد مذكر غائب বহছ اثبات فعل مضارع معروف বাব اِفْعَالٌ মাসদার اَلْاِثْخَانُ মূলবর্ণ (ث - خ - ن) জিনসে صحيح অর্থ–সে প্রচুর রক্তপাত ঘটাবে।

عَرَضٌ : শব্দটি একবচন; বহুবচনে اَعْرَاضٌ অর্থ– সম্পদ, সামগ্রী, ধনসম্পদ।

كُلُوْا : সীগাহ جمع مذكر حاضر বহছ امر حاضر معروف বাব نَصَرَ মাসদার اَلْاَكْلُ মূলবর্ণ (ا - ك - ل) জিনস مهموز فاء অর্থ– তোমরা খাও, তোমরা আহার কর।

طَيِّبًا : সীগাহ واحد مذكر বহছ صفة مشبه বাব ضَرَبَ মাসদার اَلطِّيْبُ মূলবর্ণ (ط - ى - ب) জিনস اجوف يائى অর্থ– উত্তম, পাক-পবিত্র।

https://e-ilm.weebly.com/

অনুবাদ : (৭০) হে নবী! আপনার অধিকারে যে সমস্ত বন্দি রয়েছে, আপনি তাদেরকে বলে দিন যে, যদি আল্লাহ তা'আলা তোমাদের অন্তরে ঈমান দেখতে পান, তবে তোমাদের নিকট হতে যা কিছু গ্রহণ করা হয়েছে, তদপেক্ষা উত্তম বস্তু তোমাদেরকে প্রদান করবেন এবং তোমাদেরকে ক্ষমা করবেন, আর আল্লাহ অতি ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু।	يٰۤاَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لِّمَنْ فِيْۤ اَيْدِيْكُمْ مِّنَ الْاَسْرٰۤى ۙ اِنْ يَّعْلَمِ اللّٰهُ فِيْ قُلُوْبِكُمْ خَيْرًا يُّؤْتِكُمْ خَيْرًا مِّمَّاۤ اُخِذَ مِنْكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ؕ وَاللّٰهُ غَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ (٧٠)
(৭১) আর যদি তারা আপনার সাথে বিশ্বাসঘাতকতা করার ইচ্ছা রাখে, তবে এর পূর্বে আল্লাহর সাথে [-ও] তারা বিশ্বাসঘাতকতা করেছিল, অতঃপর আল্লাহ তাদেরকে ক্ষমা করে দিলেন, আর আল্লাহ মহাজ্ঞানী, বড় হেকমতওয়ালা।	وَاِنْ يُّرِيْدُوْا خِيَانَتَكَ فَقَدْ خَانُوا اللّٰهَ مِنْ قَبْلُ فَاَمْكَنَ مِنْهُمْ ؕ وَاللّٰهُ عَلِيْمٌ حَكِيْمٌ (٧١)
(৭২) নিঃসন্দেহে যারা ঈমান এনেছে এবং হিজরতও করেছে এবং নিজেদের ধন ও প্রাণ দ্বারা আল্লাহর রাস্তায় জিহাদও করেছে, আর যারা [মুহাজিরদেরকে] আশ্রয় দান করেছে, এবং সাহায্য করেছে তারা পরস্পর একে অন্যের ওয়ারিশ হবে, আর যারা ঈমান তো এনেছে, অথচ হিজরত করেনি, তাদের সাথে তোমাদের উত্তরাধিকারিত্বের কোনো সংস্রব নেই, যে পর্যন্ত না তারা হিজরত করে,	اِنَّ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَهَاجَرُوْا وَجٰهَدُوْا بِاَمْوَالِهِمْ وَاَنْفُسِهِمْ فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ وَالَّذِيْنَ اٰوَوْا وَّنَصَرُوْۤا اُولٰٓئِكَ بَعْضُهُمْ اَوْلِيَآءُ بَعْضٍ ؕ وَالَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَلَمْ يُهَاجِرُوْا مَا لَكُمْ مِّنْ وَّلَايَتِهِمْ مِّنْ شَيْءٍ حَتّٰى يُهَاجِرُوْا ۚ

শাব্দিক অনুবাদ

(৭০) يٰۤاَيُّهَا النَّبِيُّ ؕ হে নবী! قُلْ আপনি বলে দিন لِّمَنْ فِيْۤ اَيْدِيْكُمْ مِّنَ الْاَسْرٰۤى আপনার অধিকারে যে সমস্ত বন্দি রয়েছে তাদেরকে যে, اِنْ يَّعْلَمِ اللّٰهُ فِيْ قُلُوْبِكُمْ خَيْرًا যদি আল্লাহ তা'আলা তোমাদের অন্তরে ঈমান দেখতে পান يُّؤْتِكُمْ خَيْرًا مِّمَّاۤ اُخِذَ مِنْكُمْ তবে তোমাদের নিকট হতে যা কিছু গ্রহণ করা হয়েছে তদপেক্ষা উত্তম বস্তু তোমাদেরকে প্রদান করবেন وَيَغْفِرْ لَكُمْএবং তোমদেরকে ক্ষমা করবেন وَاللّٰهُ غَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ আর আল্লাহ অতি ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু।

(৭১) وَاِنْ يُّرِيْدُوْا خِيَانَتَكَ ؕ আর যদি তারা আপনার সাথে বিশ্বাসঘাতকতা করার ইচ্ছা রাখে فَقَدْ خَانُوا اللّٰهَ مِنْ قَبْلُ তবে এর পূর্বে আল্লাহর সাথে [-ও] তারা বিশ্বাসঘাতকতা করেছিল فَاَمْكَنَ مِنْهُمْ অতঃপর আল্লাহ তাদেরকে ক্ষমা করে দিলেন وَاللّٰهُ عَلِيْمٌ حَكِيْمٌ আর আল্লাহ মহাজ্ঞানী, বড় হেকমতওয়ালা।

(৭২) اِنَّ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا নিঃসন্দেহে যারা ঈমান এনেছে وَهَاجَرُوْا এবং হিজরতও করেছে وَجٰهَدُوْا এবং জিহাদও করেছে بِاَمْوَالِهِمْ وَاَنْفُسِهِمْ নিজেদের ধন ও প্রাণ দ্বারা فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ আল্লাহর রাস্তায় وَالَّذِيْنَ اٰوَوْا আর যারা [মুহাজিরদেরকে] আশ্রয় দান করেছে وَنَصَرُوْا এবং সাহায্য করেছে اُولٰٓئِكَ بَعْضُهُمْ اَوْلِيَآءُ بَعْضٍ তারা পরস্পর একে অন্যের ওয়ারিশ হবে وَالَّذِيْنَ اٰمَنُوْا আর যারা ঈমান তো এনেছে وَلَمْ يُهَاجِرُوْا অথচ হিজরত করেনি مَا لَكُمْ مِّنْ وَّلَايَتِهِمْ مِّنْ شَيْءٍ তাদের সাথে তোমাদের উত্তরাধিকারিত্বের কোনো সংস্রব নেই حَتّٰى يُهَاجِرُوْا যে পর্যন্ত না তারা হিজরত করে,

https://e-ilm.weebly.com/

অনুবাদ : আর যদি তারা তোমাদের নিকট ধর্মীয় ব্যাপারে সাহায্য চায়, তবে তোমাদের জিম্মায় সাহায্য করা ওয়াজিব, কিন্তু ঐ সম্প্রদায়ের বিরুদ্ধে নয়– তোমাদের মধ্যে এবং তাদের মধ্যে পরস্পর [সন্ধির] অঙ্গীকার রয়েছে। আর আল্লাহ তা'আলা তোমাদের সকল কার্যকলাপ দেখেন।	وَاِنِ اسْتَنْصَرُوْكُمْ فِي الدِّيْنِ فَعَلَيْكُمُ النَّصْرُ اِلَّا عَلٰى قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِّيْثَاقٌ ؕ وَاللّٰهُ بِمَا تَعْمَلُوْنَ بَصِيْرٌ (٧٢)
(৭৩) আর যারা কাফের তারা পরস্পর একে অন্যের উত্তরাধিকারী, যদি এটার [অর্থাৎ এই বিধানের] উপর আমল না কর, তবে ভূপৃষ্ঠে বড় ফেতনা ও মহা বিশৃঙ্খলা ছড়িয়ে পড়বে।	وَالَّذِيْنَ كَفَرُوْا بَعْضُهُمْ اَوْلِيَآءُ بَعْضٍ ؕ اِلَّا تَفْعَلُوْهُ تَكُنْ فِتْنَةٌ فِي الْاَرْضِ وَفَسَادٌ كَبِيْرٌ ؕ (٧٣)
(৭৪) আর যারা মুসলমান হয়েছে এবং হিজরত করেছে এবং আল্লাহর রাস্তায় জিহাদ করে আসছে, আর যারা নিজেদের নিকট আশ্রয় দান করেছে এবং তাদের সাহায্য করেছে, এরাই হচ্ছে ঈমানের পূর্ণ হক আদায়কারী, তাদের জন্য রয়েছে ক্ষমা ও অতি সম্মানজনক রিজিক।	وَالَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَهَاجَرُوْا وَجٰهَدُوْا فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ وَالَّذِيْنَ اٰوَوْا وَّنَصَرُوْٓا اُولٰٓئِكَ هُمُ الْمُؤْمِنُوْنَ حَقًّا ؕ لَهُمْ مَّغْفِرَةٌ وَّرِزْقٌ كَرِيْمٌ (٧٤)
(৭৫) আর যারা [নবী ﷺ-এর হিজরতের] পরবর্তী কালে ঈমান আনয়ন করেছে এবং হিজরত করেছে এবং তোমাদের সঙ্গে একত্রেও জিহাদ করেছে, বস্তুতঃ তারা তোমাদেরই অন্তর্ভুক্ত, আর যারা [পরস্পর] আত্মীয়, তারা [অনাত্মীয়দের তুলনায়] একে অন্যের [মিরাসের] অধিক হকদার, আল্লাহর কিতাব [অর্থাৎ শরিয়তের বিধান] মতে, নিশ্চয় আল্লাহ তা'আলা প্রত্যেক বস্তুকে ভালোভাবে জানেন।	وَالَّذِيْنَ اٰمَنُوْا مِنْۢ بَعْدُ وَهَاجَرُوْا وَجٰهَدُوْا مَعَكُمْ فَاُولٰٓئِكَ مِنْكُمْ ؕ وَاُولُوا الْاَرْحَامِ بَعْضُهُمْ اَوْلٰى بِبَعْضٍ فِيْ كِتٰبِ اللّٰهِ ؕ اِنَّ اللّٰهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيْمٌ ۫ (٧٥) রুকু

শাব্দিক অনুবাদ

وَاِنِ اسْتَنْصَرُوْكُمْ আর যদি তারা তোমাদের নিকট সাহায্য চায় فِي الدِّيْنِ ধর্মীয় ব্যাপারে فَعَلَيْكُمُ النَّصْرُ তবে তোমাদের জিম্মায় সাহায্য করা ওয়াজিব اِلَّا عَلٰى قَوْمٍ কিন্তু ঐ সম্প্রদায়ের বিরুদ্ধে নয়– بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِّيْثَاقٌ তোমাদের মধ্যে এবং তাদের মধ্যে পরস্পর [সন্ধির] অঙ্গীকার রয়েছে وَاللّٰهُ بِمَا تَعْمَلُوْنَ بَصِيْرٌ আর আল্লাহ তা'আলা তোমাদের সকল কার্যকলাপ দেখেন।

(৭৩) وَالَّذِيْنَ كَفَرُوْا আর যারা কাফের بَعْضُهُمْ اَوْلِيَآءُ بَعْضٍ তারা পরস্পর একে অন্যের উত্তরাধিকারী اِلَّا تَفْعَلُوْهُ যদি এর [অর্থাৎ এই বিধানের] উপর আমল না কর تَكُنْ فِتْنَةٌ فِي الْاَرْضِ وَفَسَادٌ كَبِيْرٌ তবে ভূপৃষ্ঠে বড় ফিতনা ও মহাবিশৃঙ্খলা ছড়িয়ে পড়বে।

(৭৪) وَالَّذِيْنَ اٰمَنُوْا আর যারা মুসলমান হয়েছে وَهَاجَرُوْا এবং হিজরত করেছে وَجٰهَدُوْا فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ এবং আল্লাহর রাস্তায় জিহাদ করে আসছে وَالَّذِيْنَ اٰوَوْا আর যারা নিজেদের নিকট আশ্রয় দান করেছে وَنَصَرُوْا এবং তাদের সাহায্য করেছে اُولٰٓئِكَ هُمُ الْمُؤْمِنُوْنَ حَقًّا এরাই হচ্ছে ঈমানের পূর্ণ হক আদায়কারী لَهُمْ مَّغْفِرَةٌ তাদের জন্য রয়েছে ক্ষমা وَّرِزْقٌ كَرِيْمٌ ও অতি সম্মানজনক রিজিক।

(৭৫) وَالَّذِيْنَ اٰمَنُوْا مِنْۢ بَعْدُ আর যারা [নবী ﷺ-এর হিজরতের] পরবর্তী কালে ঈমান আনয়ন করেছে وَهَاجَرُوْا এবং হিজরত করেছে وَجٰهَدُوْا مَعَكُمْ এবং তোমাদের সঙ্গে একত্রেও জিহাদ করেছে فَاُولٰٓئِكَ مِنْكُمْ বস্তুতঃ তারা তোমাদেরই অন্তর্ভুক্ত وَاُولُوا الْاَرْحَامِ আর যারা [পরস্পর] আত্মীয় بَعْضُهُمْ اَوْلٰى بِبَعْضٍ তারা [অনাত্মীয়দের তুলনায়] একে অন্যের [মিরাসের] অধিক হকদার فِيْ كِتٰبِ اللّٰهِ আল্লাহর কিতাব [অর্থাৎ শরিয়তের বিধান] মতে اِنَّ اللّٰهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيْمٌ নিশ্চয় আল্লাহ তা'আলা প্রত্যেক বস্তুকে ভালোভাবে জানেন।

https://e-ilm.weebly.com/

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

(৭০) قوله يَٰٓأَيُّهَا ٱلنَّبِيُّ قُل لِّمَن فِيٓ أَيۡدِيكُم مِّنَ ٱلۡأَسۡرَىٰٓ الخ **আয়াতের শানে নুযূল– ১ :** হযরত মুজাহিদ , হযরত ইবনে আব্বাস (রা.)-এর উদ্ধৃতি দিয়ে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেছেন– হযরত আব্বাস (রা.) বর্ণনা করেন যে, আলোচ্য আয়াত আমার সম্পর্কে নাজিল হয়েছে। ঘটনাপ্রবাহ হচ্ছে যে, আমি যখন আমার ইসলাম গ্রহণ করার কথা রাসূল ﷺ-এর নিকট প্রকাশ করলাম এবং বন্দিকালে আমার নিকট হতে যে বিশ হাজার উকিয় দেওয়া হয়েছিল, তার হিসাব দান করার আবেদন জানলাম, তাতে রাসূল ﷺ সম্মতি দান করেননি কিন্তু এর বিনিময়ে আল্লাহ আমাকে বিশটি গোলাম দান করেছেন। বলা বাহুল্য প্রতিটি গোলামের হাতেও রয়েছে সমানভাবে এ পরিমাণের মালামাল। আমার এ মালের আগাম সুসংবাদ প্রদান করে আল্লাহ তা'আলা আলোচ্য আয়াত নাজিল করেছেন। –[ইবনে কাছীর-৩৩৪/২, কুরতুবী-৫৩/৮]

শানে নুযূল– ২ : হাকেম, ও বায়হাকী তার সুনান গ্রন্থে হযরত আয়েশা সিদ্দীকা (রা.)-এর উদ্ধৃতি দিয়ে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেন, মক্কাবাসীরা যখন তাদের যুদ্ধবন্দিদের ছাড়িয়ে নেওয়ার জন্য মুক্তিপণ প্রেরণ করল, তখন নবী কন্যা হযরত যয়নব বিনতে রাসূলুল্লাহ ﷺ মা হযরত খাদীজা (রা.) হতে প্রাপ্ত হারটি তার স্বামী আবিল আস -এর মুক্তিপণ স্বরূপ প্রেরণ করলেন। রাসূল ﷺ তা দেখে আত্যন্ত মর্মাহত হলেন এবং সাহাবায়ে কেরামকে বললেন যে, তোমরা যদি ইচ্ছে কর, তাহলে তার বদিকে মুক্তি দিয়ে দিতে পার এবং হযরত আব্বাস (রা.) বললেন, হে আল্লাহর রাসূল! আমি মুসলমান। তিনি বললেন, তোমার ইসলাম সম্পর্কে আল্লাহ তা'আলাই ভালো জানেন। তোমার কথা যদি সত্য হয়ে থাকে, তাহলে আল্লাহ তার প্রতিদান অবশ্যই দেবেন। সুতরাং তুমি তোমার এবং তোমার দুই ভ্রাতুষ্পুত্র নাওফল ইবনে হারেছ ও আকীল ইবনে আবী তালেব এবং তোমারই মিত্র উতবা ইবনে ওমরের মুক্তিপণ দাও। তখন তিনি বললেন, তাতো আমার নিকট নেই হে আল্লাহর রাসূল! ফলে রাসূল ﷺ বললেন যে, তুমি ও তোমার স্ত্রী উম্মে ফযল যে সম্পদ দাফন করে রেখেছ তা কোথায়? হযরত আব্বাস (রা.) বললেন, আমি যদি মৃত্যুবরণ করি তাহলে তা আমার পুত্রের জন্য। অতঃপর বললেন যে, হে আল্লাহর রাসূল! এ মাল সম্পর্কে আমি ও উম্মে ফযল ছাড়া আর কেউ জানে না। সুতরাং আমার নিকট হতে যা প্রাপ্ত হয়েছেন তাতেই মেনে যান। রাসূল ﷺ তাতে রাজি না হয়ে বললেন যে, তোমার ও তোমার দুই ভাতিজা এবং তোমার মিত্রের মুক্তিপণ দাও। সুতরাং তিনি নিজের ও দুই ভাতিজা ও তার মিত্রের মুক্তিপণ (ফেদিয়া) আদায় করেন। তবে আইনানুযায়ী এ ফেদিয়া প্রদান করার বিনিময়ে উত্তম প্রতিদানের সুসংবাদ প্রদান করে আল্লাহ তা'আলা আলোচ্য আয়াত নাজিল করেন। –[দুররে মানছুর-২০৪/৩, ফাতহুল কাদীর-৩২৯/২]

শানে নুযূল– ৩ : ইবনে জুরাইজ, আত্বা আল-খুরাসানীর উদ্ধৃতি দিয়ে হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) হতে বর্ণনা করেন যে, يَٰٓأَيُّهَا ٱلنَّبِيُّ قُل لِّمَن فِيٓ أَيۡدِيكُم مِّنَ ٱلۡأَسۡرَىٰٓ নাজিল হলে হযরত আব্বাস (রা.) ও তাঁর সাথিগণ বললেন যে, হে আল্লাহর রাসূল! আপনি যা কিছু নিয়ে আবির্ভূত হয়েছেন তার প্রতি আমরা ঈমান এনেছি এবং আপনি আল্লাহর প্রেরিত রাসূল ﷺ সে কথারও দৃঢ় কণ্ঠে সাক্ষী দিচ্ছি। আমরা আমাদের গোত্রের মোকাবিলায় অবশ্যই আপনাকে সাহায্যকারী। তখন আল্লাহ তা'আলা নাজিল করেন إِن يَعۡلَمِ ٱللَّهُ فِي قُلُوبِكُمۡ خَيۡرٗا يُؤۡتِكُمۡ خَيۡرٗا مِّمَّآ أُخِذَ مِنكُمۡ – [ইবনে কাছীর-৩৩৫/২]

শানে নুযূল– ৪ : রূহুল মা'আনীর এক বর্ণনায় এসেছে যে, আলোচ্য আয়াত হযরত আব্বাস (রা.)-এর সম্পর্কে অবতীর্ণ হয়েছে। তিনি বলেন যে, আমি মুসলমান হয়েছিলাম, তবে কাফেররা আমাকে আসতে বাধ্য করেছে। তখন রাসূল ﷺ বললেন যে, তুমি যা বলছ তা যদি সত্য হয়ে থাকে, আল্লাহ তোমাকে তার প্রতিদান দেবেন। তবে তোমার বাহ্যিক দিক দিয়ে তোমার এবং তোমার ভাতিজাদ্বয় নওফল বিন হারেছ ও আকীল ইবনে আবী তালিব ও তোমার মিত্র উতবা ইবনে আমরের ফিদিয়া (মুক্তিপণ) প্রদান কর। তখন আমি বললাম যে, হে আল্লাহর রাসূল! তাতো আমার নিকট নেই। রাসূল ﷺ বললেন যে, তুমি ও উম্মে ফযল মিলে যা দাফন করে রেখেছ সেই সম্পদ কোথায়? জবাবে আমি বললাম, আমার উপর কি বিপদ আপতিত হবে তা তো আমার জানা নেই। আমি যদি দুনিয়াতে না থাকি, তাহলে সেই সম্পদ আপনার আব্দুল্লাহ, উবাইদুল্লাহ ও কাসেমের জন্য। অতঃপর আমি বললাম যে, হে আল্লাহর রাসূল! আমার সেই মাল সম্পর্কে আপনাকে অবগত কে করলেন? রাসূল ﷺ বললেন যে, আমার রব আমাকে জানিয়ে দিয়েছেন। হযরত আব্বাস (রা.) তৎক্ষণাত বললেন যে, আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, আপনি সত্যবাদী, আর আল্লাহ ছাড়া আর অন্য কোনো উপাস্য নেই। আর

https://e-ilm.weebly.com/

https://e-ilm.weebly.com/

নিশ্চয় আপনি হলেন আল্লাহর প্রেরিত রাসূল। এ সম্পর্কে একমাত্র আল্লাহ ছাড়া অন্য কেউ জানার উপায় নেই। আমি উম্মে ফযলের নিকট সে মাল রাতের গভীর ঘন আঁধারে রেখে দিয়েছি। সে সম্পর্কে আল্লাহ তা'আলা আলোচ্য আয়াত নাজিল করেন। –[রূহুল মা'আনী-৩৬/৫]

হযরত আব্বাস (রা.) কর্তৃক অপর এক বর্ণনায় রয়েছে যে, তিনি বলেন, আল্লাহ আমাকে এর চেয়ে (মুক্তিপণে আদায় কৃত মাল অপেক্ষা) অধিক দিয়েছেন। এখন আমার বিশটি গোলাম রয়েছে। তাদের নিকট রয়েছে বিশ হাজার মুদ্রা করে। আল্লাহ আমাকে যমযম দিয়েছেন, যা মক্কার মধ্যে সকল মাল অপেক্ষা আমার নিকট অতি প্রিয়তম বস্তু। আর আমি আমার রবের ক্ষমার প্রত্যাশায় রয়েছি। –[রূহুল মা'আনী-৩৭/৫]

আয়াতের শানে নুযূল : قوله وَاِنْ يُرِيْدُوْا خِيَانَتَكَ فَقَدْ خَانُوا اللّٰهَ مِنْ قَبْلُ فَاَمْكَنَ مِنْهُمْ ۗ وَاللّٰهُ عَلِيْمٌ حَكِيْمٌ (৭১) হযরত কাতাদাহ বলেন, আলোচ্য আয়াত আব্দুল্লাহ ইবনে সা'আদ ইবনে আবী রেবাহ কাতেবে ওহী সম্পর্কে নাজিল হয়েছে। সে যখন মুরতাদ হয়ে মুশরিকদের সাথে মিলে যায়, তখন আলোচ্য আয়াত নাজিল হয়েছে।

ইবনে জুরাইজ, আতা আল খুরাসানীর বরাত দিয়ে হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) হতে বর্ণনা করেন যে, আলোচ্য আয়াত হযরত আব্বাস (রা.) ও তাঁর সাথি সঙ্গীদের সম্পর্কে নাজিল হয়েছে। তারা যখন বলেছিল যে, আমরা আমাদের গোত্রের মোকাবিলায় আপনার পক্ষ অবলম্বনকারী। তখন আলোচ্য আয়াত নাজিল হয়। –[ইবনে কাছীর-৩৩৫/২]

আয়াতের শানে নুযূল– ১ : قوله وَالَّذِيْنَ اٰمَنُوْا مِنْۢ بَعْدُ وَهَاجَرُوْا وَجَاهَدُوْا مَعَكُمْ (৭৫) আবূ বকর তা'য়ালিসী, তাবারানী ও অন্যান্য তাফসীরবিদগণের মতানুসারে হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) কর্তৃক বর্ণিত রয়েছে যে, রাসূল ﷺ মক্কা হতে মদিনায় হিজরত করে চলে যাবার পর নিঃসম্বল মুহাজির এবং আনসারগণের মধ্যে তিনি ভ্রাতৃত্বতা স্থাপন করে দিলেন। ফলে মুহাজির ও আনসারী সাহাবীগণ একে অপরের মাল থেকে মরণোত্তর ওয়ারিশত্ব সূত্রে ত্যাজ্য সম্পদের অধিকারী হতো। সে ওয়ারিশত্ব বিধানকে রহিতকরণার্থে আলোচ্য আয়াত অবতীর্ণ করা হয়। অতঃপর মৈত্রীতা সূত্রে ওয়ারিশত্ব অধিকারকে ছেড়ে দিয়ে বংশীয় সূত্রে ওয়ারিশত্বকে প্রচলন করেন।

শানে নুযূল– ২ : ইবনে মারদুভিয়া হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) কর্তৃক বর্ণিত হাদীছ বর্ণনা করে তিনি বলেন যে, মুসলমানরা যখন মদিনায় আগমন করেন, তখন তারা হিজরতের মধ্যস্থতায় একে অপরের ওয়ারিশ হতেন অতঃপর আলোচ্য আয়াত নাজিল হবার মাধ্যমে তা রহিত হয়ে যায়। –[রূহুল মা'আনী-৩৯/৫, দূররে মানছূর-২০৭/৩, ফতহুল কাদীর-৩৩১/২]

শানে নুযূল– ৩ : আবূ উবাইদা, ইবনে জারীর, ইবনুল মুনযির ও ইবনে মারদুভিয়া প্রমুখ ইবনে যুবাইর হতে বর্ণনা করেন যে, কোনো এক ব্যক্তি অপর এক ব্যক্তির সাথে এ মর্মে চুক্তি স্থাপন করে যে, তুমি আমার ওয়ারিশ হবে, আমি তোমার ওয়ারিশ হবো। তখন আলোচ্য আয়াত নাজিল হয়। –[দুররে মানছূর-২০৭/৩]

قوله يٰۤاَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لِّمَنْ فِيْۤ اَيْدِيْكُمْ مِّنَ الْاَسْرٰۤى الخ গযওয়ায়ে বদরের বন্দিদেরকে মুক্তিগণ নিয়ে ছেড়ে দেওয়া হয়। ইসলাম ও মুসলমানদের সে শত্রু যারা তাদেরকে কষ্ট দিতে, মারতে এবং হত্যা করতে কখনই কোনো ত্রুটি করেনি, যখনই কোনো রকম সুযোগ পেয়েছে একন্তু নির্দয়ভাবে অত্যাচার-উৎপীড়ন করেছে, মুসলমানদের হাতে বন্দি হয়ে আসার পর এহেন শত্রুদেরকে প্রাণে বাঁচিয়ে দেওয়াটা সাধারণ ব্যাপার ছিল না, এটা ছিল তাদের জন্য বিরাট প্রাপ্তি এবং অসাধারণ দয়া ও করুণা। পক্ষান্তরে মুক্তিপণ হিসাবে তাদের কাছ থেকে যে অর্থ গ্রহণ করা হয়েছিল, তাও ছিল অতি সাধারণ।

এটা আল্লাহ তা'আলার একান্ত মেহেরবানি ও দয়া যে, এই সাধারণ অর্থ পরিশোধ করতে গিয়ে যে কষ্ট তাদের করতে হয়, তাও তিনি কি চমৎকারভাবে দূর করে দিয়েছেন। উল্লিখিত আয়াতে ইরশাদ হয়েছে, আল্লাহ তা'আলা যদি তোমাদের মন-মানসিকতায় কোনো রকম কল্যাণ দেখতে পান, তবে তোমাদের কাছ থেকে যা কিছু নেওয়া হয়েছে, তার চেয়ে উত্তম বস্তু তোমাদের দিয়ে দেবেন। তদুপরি তোমাদের অতীত পাপও তিনি ক্ষমা করে দেবেন। এভাবে خَيْر অর্থ ঈমান ও নিষ্ঠা অর্থাৎ মুক্তি লাভের পর সেসব বন্দিদের মধ্যে যারা পরিপূর্ণ নিষ্ঠার সাথে ঈমান ও ইসলাম গ্রহণ করবে, তারা যে মুক্তিপণ দিয়েছে, তার চাইতে অধিক ও উত্তম বস্তু পেয়ে যাবে। বন্দিদেরকেমুক্ত করে দেওয়ার সাথে সাথে তাদেরকে এমনভাবে আমন্ত্রণ জানানো হয়েছে যে, তারা যেন মুক্তি লাভের পর নিজেদের লাভক্ষতির প্রতি মনোনিবেশ সহকারে লক্ষ্য করে। সুতরাং বাস্তব ঘটনার দ্বারা প্রমাণিত রয়েছে যে, তাদের মধ্যে যারা মুসলমান হয়েছিলেন, আল্লাহ তা'আলা তাদেরকে ক্ষমা এবং জান্নাতে সুউচ্চ স্থান দান ছাড়াও পার্থিব জীবনে এত অধিক পরিমাণ ধনসম্পদ দান করেছিলেন, যা তাদের দেওয়া মুক্তিপণ অপেক্ষা বহুগুণে উত্তম ও অধিক ছিল।

অধিকাংশ তাফসীরবিদ বলেছেন যে, এ আয়াতটি মহানবী ﷺ -এর পিতৃব্য হযরত আব্বাস (রা.) সম্পর্কে অবতীর্ণ হয়েছিল। কারণ তিনিও বদরের যুদ্ধবন্দিদের অন্তর্ভুক্ত ছিলেন। তাঁর কাছ থেকেও মুক্তিপণ নেওয়া হয়েছিল। এ ব্যাপারে তাঁর বৈশিষ্ট্য ছিল এই যে, মক্কা থেকে তিনি যখন বদর যুদ্ধে যাত্রা করেন, তখন কাফের সৈন্যদের জন্য ব্যয় করার উদ্দেশ্যে প্রায় সাতশ' স্বর্ণমুদ্রা সাথে নিয়ে যাত্রা করেছিলেন। কিন্তু সেগুলো ব্যয় করার পূর্বেই তিনি গ্রেফতার হয়ে যান। যখন মুক্তিপণ দেওয়ার সময় আসে, তখন তিনি রাসূলে কারীম ﷺ -এর নিকট নিবেদন করলেন আমার কাছে যে স্বর্ণ ছিল সেগুলো রেখেই আমার মুক্তিপণ হিসাবে গণ্য করা হোক। রাসূল ﷺ বললেন, যে সম্পদ আপনি কুফরির সাহায্যের উদ্দেশ্যে নিয়ে এসেছিলেন, তা তো মুসলমানদের গনিমতের মালে পরিণত হয়ে গেছে, ফিদিয়া বা মুক্তিপণ হতে হবে সেগুলো বাদে। সাথে সাথে তিনি এ কথাও বললেন যে, আপনার দুই ভাতিজা 'আকীল ইবনে আবী তালেব এবং নওফল ইবনে হারেছের মুক্তিপণ আপনাকেই পরিশোধ করতে হবে। হযরত আব্বাস (রা.) নিবেদন করলেন, আমার উপর যদি এত অধিক পরিমাণে অর্থনৈতিক চাপ সৃষ্টি করা হয়, তবে আমাকে কুরাইশদের দ্বারে দ্বারে ভিক্ষা করতে হবে, আমি সম্পূর্ণভাবে ফকির হয়ে যাব। মহানবী ﷺ বললেন, কেন আপনার নিকট কি সে সম্পদগুলো নেই, যা আপনি মক্কা থেকে রওয়ানা হওয়ার প্রাক্কালে আপনার স্ত্রী উম্মুল ফযলের নিকট রেখে এসেছেন? হযরত আব্বাস (রা.) বললেন, আপনি সে কথা কেমন করে জানলেন? আমি যে রাতের অন্ধকারে একান্ত গোপনে সেগুলো আমার স্ত্রীর নিকট অর্পণ করেছিলাম এবং এ ব্যাপারে তৃতীয় কোনো লোকই অবগত নয়। রাসূল ﷺ বললেন, সে ব্যাপারে আমার পরওয়ারদেগার আমাকে বিস্তারিত অবহিত করেছেন। একথা শুনেই হযরত আব্বাস (রা.) -এর মনে রাসূল ﷺ -এর নবুয়তের সত্যতা সম্পর্কে পরিপূর্ণ বিশ্বাস সৃষ্টি হয়ে যায়। তাছাড়া এর আগেও তিনি মনে মনে হুযূর ﷺ -এর ভক্ত ছিলেন, কিন্তু কিছু সন্দেহও ছিল যা এ সময় আল্লাহ তা'আলা দূর করে দেন এবং প্রকৃতপক্ষে তিনি তখনই মুসলমান হয়ে যান। কিন্তু তিনি বহু টাকা-কড়ি মক্কার কুরাইশদের নিকট ঋণ হিসাবে প্রাপ্য ছিলেন। তিনি যদি তখনই তাঁর মুসলমান হয়ে যাওয়ার ব্যাপারটি প্রকাশ্যে ঘোষণা করতেন, তবে সে টাকাগুলো মারা যেত। কাজেই তিনি তখনই তা ঘোষণা কলেন না। স্বয়ং রাসূলুল্লাহ ﷺ ও এ ব্যাপারে কারো কাছে কিছু প্রকাশ করলেন না। মক্কা বিজয়ের পূর্বে তিনি মহানবী ﷺ -এর নিকট মক্কা থেকে হিজরত করে মদিনায় চলে আসার অনুমতি প্রর্থনা করলে মহানবী ﷺ তাঁকে এ পরামর্শই দিলেন, যাতে তিনি এ মুহূর্তে হিজরত না করেন।

হযরত আব্বাস (রা.)-এর এ সমস্ত কথোপথানের প্রেক্ষিতে রাসূলে কারীম ﷺ উল্লিখিত আয়াতে বর্ণিত খোদায়ী ওয়াদার বিষয়টিও তাঁকে জানিয়ে দিলেন যে, আপনি যদি মুসলমান হয়ে গিয়ে থাকেন এবং একান্ত নিষ্ঠা সহকারে ঈমান এনে থাকেন, তবে যেসব মালামাল আপনি মুক্তিপণ বাবদ খরচ করেছেন, আল্লাহ তা'আলা আপনাকে তার চেয়ে উত্তম প্রতিদান দেবেন। সুতরাং হযরত আব্বাস (রা.) ইসলাম প্রকাশের পর প্রায়ই বলে থাকতেন, আমি তো সে ওয়াদার বিকাশ ও বাস্তবতা স্বচক্ষেই প্রত্যক্ষ করছি। কারণ আমার নিকট থেকে মুক্তিপণ বাবদ বিশ উকিয়া সোনা নেওয়া হয়েছিল। অথচ এখন আমার বিশটি গোলাম (ক্রীতদাস) বিভিন্ন স্থানে আমার ব্যবসায় নিয়োজিত রয়েছে, এবং তাদের কারো ব্যবসায়ই বিশ হাজার দেরহাম থেকে কম নয়। তদুপরি হজের সময় হাজীদের পানি খাওয়ানোর খেদমতটিও আমাকেই অর্পণ করা হয়েছে যা আমার নিকট এমন এক অমূল্য বিষয় যে, সমগ্র মক্কাবাসীর যাবতীয় ধনসম্পদও এ তুলনায় তুচ্ছ বলে মনে হয়।

গযওয়ায়ে বদরের বন্দিদের মধ্যে কিছু লোক মুসলমান হয়ে গিয়েছিলেন, কিন্তু তাদের সম্পর্কে লোকদের মনে একটা খটকা ছিল যে, হয়তো এরা মক্কায় ফিরে গিয়ে আবার ইসলাম থেকে ফিরে দাঁড়াবে এবং পরে আমাদের কোনো না কোনো ক্ষতি সাধনে প্রবৃত্ত হবে। পরবর্তী আয়াতে আল্লাহ তা'আলা এ খটকাটি এভাবে দূর করে দিয়েছেন : وَاِنْ يُّرِيْدُوْا خِيَانَتَكَ فَقَدْ خَانُوا اللّٰهَ مِنْ قَبْلُ فَاَمْكَنَ مِنْهُمْ ۗ وَاللّٰهُ عَلِيْمٌ حَكِيْمٌ অর্থাৎ যদি আপনার সাথে খেয়ানত করার সংকল্পই তারা করে তবে তাতে আপনার কোনো ক্ষতিই সাধিত হবে না। এরা তো সেসব লোকই, যারা ইতিপূর্বে আল্লাহর সাথেও খেয়ানত করেছে। অর্থাৎ সৃষ্টিলগ্নে আল্লাহ তা'আলা রাব্বুল আলামীন যা বিশ্বপালক হওয়ার ব্যাপারে যে অঙ্গীকার তারা করেছিল, পরবর্তীকালে তার বিরোধিতা করতে আরম্ভ করেছিল। কিন্তু তাদের এই খেয়ানত তাদের নিজেদের জন্যই ক্ষতিকর প্রমাণিত হয়েছে। শেষ পর্যন্ত তারা অপদস্ত, পদদলিত, লাঞ্ছিত ও বন্দী হয়েছে। বস্তুত আল্লাহ তা'আলা যাদের গোপনতম রহস্য সম্পর্কেও অবহিত রয়েছেন। তিনি বড়ই সুকৌশলী, হেকমতওয়ালা। এখনও যদি তারা আপনার বিরোধিতায় প্রবৃত্ত

https://e-ilm.weebly.com/

হয়, তবে আল্লাহর হাত থেকে অব্যাহতি লাভ করে যাবেটা কোথায়? তিনি এমনিভাবে তাদেরকে পুনরায় গ্রেফতার করে ফেলবেন। পূববর্তী আয়াতগুলোতে মুক্তিপ্রাপ্ত বন্দীদেরকে একান্ত উৎসাহ ব্যাঞ্জক ভঙ্গিতে ইসলামের প্রতি আহ্বান করা হয়েছিল। আর আলোচ্য আয়াতে তাদেরকে ভীতি প্রদর্শনের মাধ্যমে সতর্ক করে দেওয়া হয়েছে যে, তাদের পার্থিব ও পারত্রিক কল্যাণ শুধুমাত্র ইসলাম ও ঈমানের উপরই নির্ভরশীল।

এ পর্যন্ত কাফেরদের সাথে যুদ্ধ বিগ্রহ তাদের বন্দীদশা ও মুক্তিদান এবং তাদের সাথে সন্ধি সমঝোতার বিধান সংক্রান্ত আলোচনা চলছিল। পরবর্তী আয়াতসমূহে অর্থাৎ সূরার শেষ পর্যন্ত এ প্রসঙ্গেই এক বিশেষ অধ্যায়ের আলোচনা ও তার বিধিবিধান সংক্রান্ত কিছু বিশ্লেষণ বর্ণিত হয়েছে। আর সেগুলো হচ্ছে হিজরত সংক্রান্ত হুকুম আহকাম। কারণ কাফেরদের সাথে মোকাবিলা করতে গিয়ে এমন পরিস্থিতিরও উদ্ভব হতে পারে যে, মুসলমানদের হয়তো তাদের সাথে যুদ্ধ চালিয়ে যাওয়ার ক্ষমতা থাকবে না এবং তারাও সন্ধি করতে রাজি হবে না। এহেন নাজুক পরিস্থিতিতে মুসলমানদের পরিত্রাণ লাভের একমাত্র পথ হলো হিজরত। অর্থাৎ এ নগরী বা দেশ ছেড়ে অন্য কোনো নগরী বা জনপদে গিয়ে বসতি স্থাপন করা, যেখানে স্বাধীনভাবে ইসলামি হুকুম আহকামের উপর আমল করা যাবে।

قوله إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَهَاجَرُوا وَجَاهَدُوا بِأَمْوَالِهِمْ الخ সূরা আনফালের শেষ চারটি আয়াতে সে সমস্ত আহকাম বর্ণনাই প্রকৃত ও মূল উদ্দেশ্য যা মুসলমান মুহাজিরদের উত্তরাধিকারের সাথে সম্পৃক্ত। তবে প্রাসঙ্গিকভাবে অমুহাজির মুসলমানও অমুসলমানদের উত্তরাধিকার সংক্রান্ত আলোচনাও এসে গেছে।

এসব বিধিবিধান বা হুকুম-আহকামের সারমর্ম এই যে, যে সমস্ত লোকের উপর শরিয়তের বিধিবিধান বর্তায় তারা প্রথমত দু'ভাগে বিভক্ত : মুসলমান ও কাফের। আবার মুসলমান তখনকার দৃষ্টিতে দু'রকম; ১. মুহাজির, যারা হিজরত ফরজ হওয়ার প্রেক্ষিতে মক্কা থেকে মদিনায় এসে অবস্থান করতে থাকেন। ২. যারা কোনো বৈধ অসুবিধার দরুন কিংবা অন্য কোনো কারণে মক্কাতেই থেকে যান।

পারস্পরিক আত্মীয়তার সম্পর্ক এসব রকম লোকদের মাঝেই বিদ্যমান ছিল। কারণ ইসলামের প্রাথমিক পর্বে এমন হয়েছিল যে, পুত্র হয়তো মুসলমান হয়ে গেলেন কিন্তু পিতা কাফেরই রয়ে গেল, কিংবা পিতা মুসলমান হয়ে গেলেন কিন্তু পুত্র রয়ে গেল কাফের। তেমনিভাবে ভাই-ভাতিজা, নানা-মামা প্রভৃতির অবস্থাও ছিল তাই। তদুপরি মুহাজির অমুহাজির মুসলমানেদের মধ্যে আত্মীয়তা থাকাতো বলাই বাহুল্য।

আল্লাহ তা'আলা তাঁর অসীম রহমত ও পরম কুশলতার দরুন মৃত ব্যক্তিদের পরিত্যক্ত মাল-আসবাব তথা ধনসম্পদের অধিকারী তারই নিটবর্তী ঘনিষ্ঠ আত্মীয়স্বজনকে সাব্যস্ত করেছেন। অথচ যে যা কিছু এ পৃথিবীতে অর্জন করেছেন, প্রকৃতপক্ষে সে সমস্ত কিছুর মালিকানাই আল্লাহ তা'আলার। তাঁর পক্ষ থেকে এগুলো সারা জীবন ব্যবহার করার জন্য এগুলোর দ্বারা উপকৃত হওয়ার জন্য মানুষকে অস্থায়ী মালিক বানিয়ে দেওয়া হয়েছিল। সুতরাং মানুষের মৃত্যুর পর পরিত্যক্ত সব কিছু আল্লাহ তা'আলার অধিকারে চলে যাওয়াটাই ছিল ন্যায়বিচার ও যুক্তিসম্মত। যার কার্যকর রূপ ছিল ইসলামি বায়তুল মাল তথা সরকারি কোষাগারে জমা হয়ে যাওয়ার পর তা দ্বারা সমগ্র সৃষ্টির লালন-পালন ও শিক্ষা প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা। কিন্তু এমনটি করতে গেলে একদিকে মানুষের স্বাভাবিক ও প্রাকৃতিক অনুভূতি আহত হতো। তাছাড়া মানুষ যখন একথা জানত যে, মৃত্যুর পর আমার ধনসম্পদ না পাবে আমার সন্তানসন্ততি, না পারে আমার পিতামাতা, আর না পাবে আমার স্ত্রী, তখন তার ফল দাঁড়াত এই যে, স্বভাবসিদ্ধভাবে কোনো মানুষই স্বীয় মালামাল ও ধন-সম্পদ বৃদ্ধি কিংবা রক্ষণাবেক্ষণের চিন্তা করত না। শুধুমাত্র নিজের জীবন পর্যন্তই প্রয়োজনীয় দ্রব্য সামগ্রী সংগ্রহ করত। তার বেশি কিছু করার জন্য কেউ এতটুকু যত্নবান হতো না। বলাবাহুল্য, এতে সমগ্র মানবজাতিও সমস্ত শহর নগরীর উপর ধ্বংস ও বরবাদি নেমে আসত।

সে কারণেই আল্লাহ রাব্বুল আলামীন মৃতের পরিত্যক্ত সম্পত্তিতে তার আত্মীয়স্বজনের অধিকার বলে সাব্যস্ত করে দিয়েছেন। বিশেষ করে এমন আত্মীয়স্বজনের উপকারিতার লক্ষ্যে সে তার জীবনে ধনসম্পদ অর্জন ও সঞ্চয় করত এবং নানা রকম কষ্ট পরিশ্রমে ব্রতী হতো।

এরই সাথে সাথে ইসলাম যে অতি গুরুত্বপূর্ণ উদ্দেশ্যের প্রতিও মিরাসের বন্টন ব্যাপার লক্ষ্য রেখেছে, যার জন্য গোটা মানব জাতির সৃষ্টি। অর্থাৎ আল্লাহ তা'আলার আনুগত্য ও ইবাদত। এদিক দিয়ে সমগ্র মানব বিশ্বকে দু'টি পৃথক পৃথক জাতি হিসাবে গণ্য করা হয়েছে ; মুমিন ও কাফের। কুরআনে উল্লিখিত এ আয়াত خَلَقَكُمْ فَمِنْكُمْ كَافِرٌ وَمِنْكُمْ مُؤْمِنٌ

এই দ্বিবিধ জাতীয়তার দর্শনই বংশ ও গোত্রগত সম্পর্কে মিরাসের পর্যায় পর্যন্ত বিচ্ছিন্ন করে দিয়েছে। সুতরাং কোনো মুসলমান কোনো কাফের আত্মীয়ের মিরাসের কোনো অংশ পাবে না এবং কোনো কাফেরেরও তার কোনো মুসলমান আত্মীয়ের মিরাসে কোনো অধিকার থাকবে না। প্রথমোক্ত দুটি আয়াতে এ বিষয়েরই বর্ণনা দেওয়া হয়েছে। বস্তুত এ নির্দেশটি চিরস্থায়ী ও অরহিত। ইসলামের প্রাথমিক যুগ থেকে শুরু করে কিয়ামত পর্যন্ত ইসলামের এ উত্তরাধিকার নীতিই বলবৎ থাকবে।

এর সাথে মুসলমান মুহাজির ও আনসারদের মিরাস সংক্রান্ত অন্য একটি হুকুম রয়েছে, যার সম্পর্কে প্রথম আয়াতে বলা হয়েছে, মুসলমানগণ যতক্ষণ মক্কা থেকে হিজরত না করবে, হিজরতকারী মুসলমানদের সাথে তাদের উত্তরাধিকার সংক্রান্ত সম্পর্কও বিচ্ছিন্ন থাকবে। না কোনো মুহাজির মুসলমান তার অমুহাজির মুসলমান আত্মীয়ের উত্তরাধিকারী হবে, না অমুহাজির মুসলমানদের মিরাসের কোনো অংশ পাবে। বলাবাহুল্য, এ নির্দেশটি তখন পর্যন্তই কার্যকর ছিল যতক্ষণ না মক্কা বিজয় হয়ে যায়। কারণ মক্কা বিজয়ের পর স্বয়ং রাসূলে কারীম ﷺ ঘোষণা করে দেন– لَا هِجْرَةَ بَعْدَ الْفَتْحِ অর্থাৎ মক্কা বিজয়ের পর হিজরতের হুকুমটিই শেষ হয়ে গেছে। আর হিজরতের হুকুমই যখন শেষ হয়ে গেল, তখন যারা হিজরত করবে না, তাদের সাথে সম্পর্কচ্ছেদের প্রশ্নটিও শেষ হয়ে যায়।

এ কারণেই অধিকাংশ তাফসীরবিদ বলেছেন এ হুকুমটি মক্কা বিজয়ের মাধ্যমে রহিত হয়ে গেছে। পক্ষান্তরে অনুসন্ধানবিদদের মতে এ হুকুমটিও চিরস্থায়ী ও গায়রে মানসূখ, কিন্তু এটি অবস্থার প্রেক্ষিতে পরিবর্তিত হয়েছে। যে পরিস্থিতে কুরআনের অবতারণকালে এ হুকুমটি নাজিল হয়েছিল, যদি কোনো কালে কোনো দেশে এমনি পরিস্থিতির উদ্ভব হয়, তাহলে সেখানেও এ হুকুমই প্রবর্তিত হবে।

বিষয়টি বিশ্লেষণ করতে গেলে এই দাঁড়ায় যে, মক্কা বিজয়ের পূর্বে প্রতিটি মুসলিম নর-নারীর উপর হিজরত করা 'ফরযে আইন' তথা অপরিহার্য কর্তব্য হিসোবে সাব্যস্ত করা হয়েছিল। এ নির্দেশ পালন করতে গিয়ে হাতে গণা কতিপয় মুসলমান ছাড়া বাকি সব মুসলমানই হিজরত করে মদিনায় চলে এসেছিলেন। তখন মক্কা থেকে হিজরত না করা এরই লক্ষণ হয়ে গিয়েছিল যে, সে মুসলমান নয়। কাজেই অমুহাজিরদের ইসলামও তখন সন্দিগ্ধ হয়ে পড়েছিল। সেজন্যই মুহাজির অমুহাজিরদের উত্তরাধিকার স্বত্ব ছিন্ন করে দেওয়া হয়েছিল।

এখন যদি কোনো দেশে আবারও এমনি পরিস্থিতির উদ্ভব হয়, সেখানে বসবাস করে যদি ইসলামি ফারায়েয সম্পাদন করা আদৌ সম্ভব না হয়, তবে সে দেশ থেকে হিজরত করা পুনরায় ফরজ হয়ে যাবে। আর এমন পরিস্থিতিতে অতি জটিল কোনো ওজর ব্যতীত হিজরত না করা নিশ্চিতভাবে যদি কুফরির লক্ষণ বলে গণ্য হয়, তবে আবারও এ হুকুমই আরোপিত হবে। মুহাজির ও অমুহাজিরের মাঝে পারস্পরিক উত্তরাধিকার স্বত্ব বজায় থাকবে না। এ বর্ণনাতে এ বিষয়টিও স্পষ্ট হয়ে যায় যে, মুহাজির ও অমুহাজিরদের মাঝে মিরাসি স্বত্ব রহিতকরণের হুকুমটি প্রকৃতপক্ষে পৃথক কোনো হুকুম নয়; বরং এটিও সে প্রাথমিক নির্দেশ, যা মুসলমান ও অমুসলমানদের মাঝে মাঝে উত্তরাধিকার স্বত্বকে ছিন্ন করে দেয়। পার্থক্য শুধু এতটুকু যে, এই কুফরির লক্ষণের প্রেক্ষিতে তাকে কাফের বলে সাব্যস্ত করা হয়নি, যতক্ষণ না তার মধ্যে প্রকৃষ্ট ও সুস্পষ্টভাবে কুফরির প্রমাণ পাওয়া যাবে।

আর হয়তো এ যুক্তিতেই এখানে একটি নির্দেশ অমুহাজির মুসলমানদের কথা উল্লেখ করে দেওয়া হয়েছে যে, যদি তারা মুহাজির মুসলমানদের নিকট কোনো রকম সাহায্য-সহায়তা কামনা করে, তবে মুহাজির মুসলমানদের জন্য তাদের সাহায্য করা কর্তব্য, যাতে একথা প্রতীয়মান হয়ে যায় যে, অমুহাজির মুসলমানদেরকে সম্পূর্ণভাবে কাফেরদের কাতারে গণ্য করা হয়নি; বরং তাদের এই ইসলামি অধিকার এখনও বলবৎ রয়ে গেছে যে, সাহায্য কামনা করলে তারা সাহায্য পেতে পারে।

আর যেহেতু এ আয়াতের শানে নুযূল মক্কা থেকে মদিনায় বিশেষ হিজরতের সাথে যুক্ত এবং তারাই অমুহাজের মুসলমান ছিলেন, যারা মক্কায় অবস্থান করেছিলেন এবং কাফেরদের উৎপীড়নের সম্মুখীন হচ্ছিলেন, কাজেই তাঁদের সাহায্য প্রার্থনার বিষয়টি যে, একান্তই মক্কার কাফেরদের বিরুদ্ধে ছিল, তা বলাই বাহুল্য। আর কুরআনে কারীম যখন মুহাজির মুসলমানদের প্রতি তাদের (অমুহাজির) মক্কাবাসী মুসলমানদের সাহায্যের নির্দেশ দান করেছে, তাতে বাহ্যিক দৃষ্টিতে একথাই বুঝা যায় যে, যে কোনো অবস্থায়, যে কোনো জাতির মোকাবিলায় তাঁদের সাহায্য করা মুসলমানদের উপর অপরিহার্য করে দেওয়া হয়েছে। এমনকি যে জাতি বা সম্প্রদায়ের বিরুদ্ধে সাহায্য প্রার্থনা করা হবে তাদের সাথে যদি মুসলমানদের কেনো যুদ্ধ

https://e-ilm.weebly.com/

বিরতি চুক্তি সম্পাদিত হয়েও থাকে তবুও তাই করতে হবে, অথচ ইসলামি নীতিকে ন্যায়নীতি ও চুক্তির অনুবর্তিতা একটি অতি গুরুত্বপূর্ণ ফরজ। সে কারণেই এ আয়াতে একটি ব্যতিক্রমী নির্দেশের ও উল্লেখ করা হয়েছে যে, অমুহাজির মুসলমান যদি মুহাজির মুসলমানের নিকট এমন কোনো জাতি বা সম্প্রদায়ের বিরুদ্ধে সাহায্য প্রার্থনা করে, যাদের সাথে মুসলমানরা যুদ্ধ নয় চুক্তি সম্পাদন করে রেখেছে তবে চুক্তিবদ্ধ কাফেরদের মোকাবেলায় নিজেদের মুসলমান ভাইদের সাহায্য করাও জায়েজ নয়।

এই ছিল প্রথম দু'টি আয়াতের সংক্ষিপ্ত বিষয়বস্তু। এবার বাক্যের সাথে তুলনা করে দেখা যাক। ইরশাদ হচ্ছে– إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَهَاجَرُوا وَجَاهَدُوا بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنفُسِهِمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَالَّذِينَ آوَوا وَّنَصَرُوا أُولَٰئِكَ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ ۚ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَلَمْ يُهَاجِرُوا مَا لَكُم مِّن وَلَايَتِهِم مِّن شَيْءٍ حَتَّىٰ يُهَاجِرُوا ۚ অর্থাৎ যে সমস্ত লোক যারা ঈমান এনেছে এবং যারা আল্লাহর ওয়াস্তে নিজেদের প্রিয় জন্মভূমি ও আত্মীয়-আপনজনদের পরিত্যাগ করেছে এবং আল্লাহর রাহে নিজেদের জানমাল দিয়ে জিহাদ করেছে, সম্পদ ব্যয় করে যুদ্ধের জন্য ও সাজসরঞ্জাম সংগ্রহ করেছে এবং যুদ্ধের জন্য নিজেদেরকে উৎসর্গ করেছে, অর্থাৎ প্রাথমিক পর্যায়ের মুহাজিরবৃন্দ এবং যারা তাদেরকে আশ্রয় দিয়েছে ও সাহায্য করেছে; অর্থাৎ মদিনার আনসার মুসলমানগণ এতদুভায়ের সম্পর্কে বলা হয়েছে যে, তারা পরস্পরের ওলী বা সহায়ক। অতঃপর বলা হয়েছে, সেসব লোক যারা ঈমান এনেছে বটে কিন্তু হিজরত করেনি, তাদের সাথে তোমাদের কোনো সম্পর্ক নেই যতক্ষণ না তারা হিজরত করবে।

এখানে কুরআন কারীম وَلِيٌّ ও وِلَايَتْ শব্দ ব্যবহার করেছে, যার প্রকৃত অর্থ হলো– বন্ধুত্ব ও গভীর সম্পর্ক। হযরত ইবনে আব্বাস (রা.), হযরত হাসান, কাতাদাহ ও মুজাহিদ (র.) প্রমুখ তাফসীরশাস্ত্রের ইমামগণের মতে এখানে وِلَايَتْ অর্থ উত্তরাধিকার এবং وَلِيٌّ অর্থ উত্তরাধিকারী। আর কেউ কেউ এখানে এর আভিধানিক অর্থ বন্ধুত্ব ও সাহায্য-সহায়তাও নিয়েছেন।

প্রথম তাফসীর অনুসারে আয়াতের মর্ম এই যে, মুসলমান মুহাজির ও আনসার পারস্পরিকভাবে একে অপরের ওয়ারিশ হবেন। তাদের উত্তরাধিকারের সম্পর্ক না থাকবে অমুসলমানদের সাথে আর নাইবা থাকবে সে সমস্ত মুসলমানদের সাথে যারা হিজরত করেননি। প্রথম নির্দেশ অর্থাৎ দীনি পার্থক্য তথা ধর্মীয় বৈপরীত্যের ভিত্তিতে উত্তরাধিকারের ছিন্নতার বিষয়টি তো চিরস্থায়ী আছেই, বাকি থাকল দ্বিতীয় হুকুমটি। মক্কা বিজয়ের পর যখন হিজরতেরই প্রয়োজন থাকেনি, তখন মুহাজের ও অমুহাজেরদের উত্তরাধিকারের বিচ্ছিন্নতার হুকুমটিও আর বলবৎ থাকেনি। এর দ্বারা কোনো কোনো ফিকহবিদ প্রমাণ করেছেন যে, দীনের পার্থক্য যেমন উত্তরধিকার ছিন্ন হওয়ার কারণ তেমনিভাবে দেশের পার্থক্যও উত্তরাধিকার ছিন্ন হওয়ার কারণ। বিষয়টির বিস্তারিত আলোচনা ফিকহের কিতাবে উল্লেখ রয়েছে।

অতঃপর ইরশাদ হয়েছে– وَإِنِ اسْتَنصَرُوكُمْ فِي الدِّينِ فَعَلَيْكُمُ النَّصْرُ إِلَّا عَلَىٰ قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُم مِّيثَاقٌ ۗ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ অর্থাৎ এসব লোক হিজরত করেনি যদিও তাদের উত্তরাধিকারের সম্পর্ক ছিন্ন করে দেওয়া হয়েছে, কিন্তু যে কোনো অবস্থায় তারাও মুসলমান। যদি তারা নিজেদের দীনের হেফাজতের জন্য মুসলমানদের নিকট সাহায্য প্রার্থনা করেন, তবে তাঁদের সাহায্য করা তাঁদের উপর অপরিহার্য কর্তব্য হয়ে দাঁড়ায়। কিন্তু তাই বলে ন্যায় ও ইনসাফের অনুবর্তিতার নীতিকে বিসর্জন দেওয়া যাবে না। তারা যদি এমন কোনো সম্প্রদায়ের বিরুদ্ধে তোমাদের নিকট সাহায্য প্রার্থনা করে, যাদের সাথে তোমাদের যুদ্ধ নয় চুক্তি সম্পাদিত হয়ে গেছে, তবে সেক্ষেত্রে তাদের বিরুদ্ধে সেসব মুসলমানদের সাহায্য করা জায়েজ নয়।

হুদায়বিয়ার সন্ধিকালে এমনি ঘটনা ঘটেছিল। রাসূলে কারীম ﷺ যখন মক্কার কাফেরদের সাথে সন্ধিচুক্তি সম্পাদন করেন এবং চুক্তির শর্তে এ বিষয়টিও অন্তর্ভুক্ত থাকে যে, এখন মক্কা থেকে যে ব্যক্তি মদিনায় চলে যাবে রাসূল ﷺ তাকে ফিরিয়ে দেবেন। ঠিক এই সন্ধি চুক্তিকালেই আবূ জান্দাল (রা.) যাকে কাফেররা মক্কায় বন্দি করে রেখেছিল এবং নানাভাবে নির্যাতন করছিল কোনো রকমে মহানবীর খেদমতে গিয়ে হাজির হলেন এবং নিজের উৎপীড়নের কাহিনী প্রকাশ করে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর নিকট সাহায্য প্রার্থনা করলেন। যে নবী সমগ্র বিশ্বের জন্য রহমত হয়ে আগমন করেছিলেন, একজন নিপীড়িত মুসলমানের ফরিয়াদ শুনে তিনি কি পরিমাণ মর্মাহত হয়েছিলেন, তার অনুমান করাও যার তার জন্য সম্ভব নয়, কিন্তু এহেন মর্মপীড়া সত্ত্বেও উল্লিখিত আয়াতের হুকুম অনুসারে তিনি তাঁর সাহায্যের ব্যাপারে অপারকতা জানিয়ে ফিরিয়ে দেন।

https://e-ilm.weebly.com/

তাঁর এভাবে ফিরে যাওয়ার বিষয়টি সমস্ত মুসলমানদের জান্য একান্ত পীড়াদায়ক ছিল, কিন্তু সরওয়ারে কায়েনাত ﷺ খোদায়ী নির্দেশের আলোকে যেন প্রত্যক্ষ করছিলেন যে, এখন আর এ নির্যাতন-নিপীড়নের আয়ু বেশি দিন নেই। তাছাড়া আর ক'টি দিন ধৈর্যধারণের ছওয়াবও আবূ জান্দালের প্রাপ্য রয়েছে। এর পরেই মক্কা বিজয়ের মাধ্যমে এসব কাহিনীর সমাপ্তি ঘটতে যাচ্ছে। যাহোক, তখন মহানবী ﷺ কুরআনি নির্দেশ মোতাবেক চুক্তির অনুবর্তিতাকেই তাঁর ব্যক্তিগত বিপদাপদের উপর গুরুত্ব দান করেছিলেন। এটাই হলো ইসলামি শরিয়তের সেই অসাধারণ বৈশিষ্ট্য যার ফলে তাঁরা পার্থিব জীবনের বিজয় ও সম্মান এবং আখেরাতের কল্যাণ ও মুক্তির অধিকারী হতে পেরেছেন। অন্যথায় সাধারণভাবে দেখা যায়, পৃথিবীর সরকারসমূহ চুক্তির নামে এক ধরনের প্রহসনের অবতারণা করে থাকে, যাতে দুর্বলকে দাবিয়ে রাখা এবং সবলকে ফাঁকি দেওয়াই থাকে উদ্দেশ্য। যখন নিজেদের সামান্যতম স্বার্থ দেখতে পায়, তখনই নানা রকম ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ করে সম্পাদিত চুক্তি বাতিল করে দেওয়া হয় এবং দোষ অন্যের উপর চাপানোর ফন্দি-ফিকির করতে থাকে।

৭৩ নং আয়াতে বল হয়েছে– وَالَّذِينَ كَفَرُوا بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ অর্থাৎ কাফেররা পরস্পর একে অপরের বন্ধু। وَلِىٌّ শব্দটি যেমন পূর্বে বলা হয়েছে, একটি সাধারণ ও ব্যাপকার্থক শব্দ। এতে যেমন ওরাসত বা উত্তরাধিকারের বিষয়টি অন্তর্ভুক্ত তেমনিভাবে অন্তর্ভুক্ত বৈষয়িক সম্পর্ক ও পৃষ্ঠপোষকতার বিষয়ও। কাজেই এ আয়াতের দ্বারা বুঝা যায় যে, কাফেরদেরকে পারস্পরিক উত্তরাধিকারী মনে করতে হবে এবং উত্তরাধিকার বন্টনের যে আইন তাদের নিজেদের ধর্মে প্রচলিত রয়েছে, তাদের উত্তরাধিকারের বেলায় সে আইনই প্রয়োগ করা হবে। তদুপরি তাদের এতিম অনাথ শিশুদের ওলী এবং বিবাহ-শাদির অভিভাবক তাদেরই মধ্য থেকে নির্ধারিত হবে। সারকথা, সামাজিক বিষয়াদিতে অমুসলমানদের নিজস্ব আইন কানুন ইসলামি রাষ্ট্রেও সংরক্ষিত রাখা হবে।

আয়াতের শেষভাগে ইরশাদ হয়েছে– إِلَّا تَفْعَلُوهُ تَكُنْ فِتْنَةٌ فِي الْأَرْضِ وَفَسَادٌ كَبِيرٌ অর্থাৎ তোমরা যদি এমনটি না কর, তাহলে গোটা পৃথিবীতে ফিতনা-ফ্যাসাদ ও দাঙ্গাহাঙ্গামা ছড়িয়ে পড়বে।

এ বাক্যটি সে সমস্ত হুকুম আহকামের সাথে সম্পর্কযুক্ত যা ইতঃপূর্বে আলোচনা করা হয়েছে। যেমন মুহাজিরীন ও আনসারগণকে একে অপরের অভিভাবক হতে হবে যাতে পারস্পরিক সাহায্য-সহায়তা এবং ওরাসাত তথা উত্তরাধিকারের বিষয়গুলো অন্তর্ভুক্ত। দ্বিতীয়ত এখানকার মুহাজিরীন ও মুহাজিরীন মুসলমানদের মধ্যে পারস্পরিক উত্তরাধিকারের সম্পর্ক বিদ্যমান থাকা বাঞ্ছনীয় নয়। কিন্তু সাহায্যসহায়তার সম্পর্ক তার শর্ত মোতাবেক বলবৎ থাকা উচিত। তৃতীয়ত কাফেরগণ একে অন্যের ওলী বিধায় পারস্পরিক অভিভাবকত্ব ও তাদের উত্তরাধিকার আইনের ব্যাপারে কোনো রকম হস্তক্ষেপ করা মুসলমানদের জন্য সমীচীন নয়। বস্তুত এ সমস্ত নির্দেশের উপর যদি আমল করা না হয়, তাহলে পৃথিবীতে গোলযোগ ও দাঙ্গা হাঙ্গামা ছড়িয়ে পড়বে। সম্ভবত এ ধরনের সতর্কতা এ কারণে উচ্চারিত হয়েছে যে, এখানে যেসব হুকুম আহকাম বর্ণিত হয়েছে, সেগুলো ন্যায়, সুবিচার ও সাধারণ শান্তি-শৃঙ্খলার মূলনীতি স্বরূপ। কারণ এসব আয়াতের দ্বারা সুস্পষ্টভাবে প্রতীয়মান হয়ে গেছে যে, পারস্পরিক সাহায্যসহযোগিতা ও উত্তরাধিকার সংক্রান্ত সম্পর্ক যেমন আত্মীয়তার উপর নির্ভরশীল, তেমনিভাবে এক্ষেত্রে ধর্মীয় ও মতাদর্শগত সম্পর্কও বংশগত সম্পর্কের চেয়ে অগ্রবর্তী। সেজন্যই বংশগত সম্পর্কের দিক দিয়ে পিতাপুত্র কিংবা ভাই-ভাই হওয়া সত্ত্বেও কোনো কাফের কোনো মুসলমানের এবং কোনো মুসলমান কোনো কাফেরের উত্তরাধিকারী হতে পারে না। এরই সঙ্গে সঙ্গে ধর্মীয় সাম্প্রদায়িকতা ও মূর্খতা জনোচিত বিদ্বেষের প্রতিরোধকল্পে এই হেদায়েতও দেওয়া হয়েছে যে, ধর্মীয় সম্পর্ক এহেন সুদৃঢ় হওয়া সত্ত্বেও চুক্তির অনুবর্তিতা তার চেয়েও বেশি অগ্রাধিকারযোগ্য। ধর্মীয় সাম্প্রাদায়িকতার উত্তেজনাবশে সম্পাদিত চুক্তির বিরুদ্ধাচরণ করা জয়েজ নয়। এমনিভাবে এ হেদায়েতও দেওয়া হয়েছে যে, কাফের একে অপরের উত্তরাধিকারী ও অভিভাবক। তাদের ব্যক্তিগত অধিকার ও উত্তরাধিকারের ক্ষেত্রে যেন কোনো রকম হস্তক্ষেপ করা না হয়। দৃশ্যত এগুলোকে কতিপয় আনুষঙ্গিক ও শাখাগত বিধান বলে মনে হয়, কিন্তু প্রকৃতপক্ষে বিশ্বশান্তির জন্য এগুলোই ন্যায় ও সুবিচারের সর্বোত্তম ও ব্যাপক মূলনীতি। আর সে কারণেই এখানে এসব আহকাম তথা বিধি-বিধান বর্ণনার পর এমন কঠোর সতর্কবাণী উচ্চারণ করা হয়েছে, যা সাধারণত অন্যান্য আহকামের ক্ষেত্রে করা হয়নি। তা হলো এই যে, তোমরা যদি এসব আহকামের উপর আমল না কর, তবে বিশ্বময় বিশৃঙ্খলা ও দাঙ্গাহাঙ্গামা বিস্তার লাভ করবে। বাক্যটিতে এ ইঙ্গিতও বিদ্যমান যে, দাঙ্গা-বিশৃঙ্খলা রোধে এসব বিধিবিধানের বিশেষ প্রভাব ও অবদান রয়েছে।

https://e-ilm.weebly.com/

৭৪ নং আয়াতে মক্কা থেকে হিজরতকারী সাহাবায়ে কেরাম এবং তাঁদের সাহায্যকারী মদিনাবাসী আনসারদের প্রশংসা, তাঁদের সত্যিকার মুসলমান হওয়ার সাক্ষ্য ও তাঁদের মাগফেরাত ও সম্মানজনক উপার্জন দানের ওয়াদার কথা বলা হয়েছে। ইরশাদ হয়েছে– أُولَٰئِكَ هُمُ الْمُؤْمِنُونَ حَقًّا অর্থাৎ তারাই হচ্ছেন সত্যিকারভাবে মুসলমান। এতে ইঙ্গিত রয়েছে যে, যারা হিজরত করতে পারেননি যদিও তাঁরা মুসলমান, কিন্তু তাদের ইসলাম পরিপূর্ণ নয় এবং নিশ্চিতও নয়। কারণ তাতে এমন সম্ভাবনাও রয়েছে যে, হয়তোবা তারা প্রকৃতপক্ষে মুনাফেক হয়ে প্রকাশ্যে ইসলামের দাবি করছে। তারপরেই বলা হয়েছে– لَهُمْ مَغْفِرَةٌ অর্থাৎ তাঁদের জন্য মাগফেরাত নির্ধারিত। যেমন বিশুদ্ধ হাদীসসমূহে বর্ণিত রয়েছে যে, اَلْإِسْلَامُ يَهْدِمُ مَا كَانَ قَبْلَهَا وَالْهِجْرَةُ تَهْدِمُ مَا كَانَ قَبْلَهَا অর্থাৎ ইসলাম গ্রহণ যেমন তার পূর্ববর্তী সমস্ত পাপকে নিঃশেষ করে দেয়, তেমনিভাবে হিজরত তার পূর্ববর্তী সমস্ত পাপকে নিঃশেষ করে দেয়।

৭৫ নং আয়াতে মুহাজিরগণের বিভিন্ন শ্রেণির নির্দেশাবলি বর্ণিত হয়েছে। বলা হয়েছে, যদিও তাঁদের মধ্যে কেউ কেউ রয়েছেন প্রাথমিক পর্যায়ের মুহাজের, যারা হুদায়বিয়ার সন্ধি চুক্তির পূর্বে হিজরত করেছেন এবং কেউ কেউ রয়েছেন দ্বিতীয় পর্যায়ের মুহাজির যাঁরা হুদায়বিয়ার সন্ধির পরে হিজরত করেছেন। এর ফলে তাঁদের পরকালীন মর্যাদায় পার্থক্য হলেও পার্থিব বিধান মতে তাঁদের অবস্থা প্রাথমিক পর্যায়ের মুহাজিরগণেরই অনুরূপ। তাঁরা সবাই পরস্পরের ওয়ারিশ তথা উত্তরাধিকারী হবেন। সুতরাং মুহাজিরগণকে লক্ষ্য করে বলা হয়েছে– فَأُولَٰئِكَ مِنْكُمْ অর্থাৎ দ্বিতীয় পর্যায়ের এই মুহাজিরগণও তোমাদেরই সমপর্যায়ভুক্ত। সে কারণেই উত্তরাধিকার সংক্রান্ত বিধিতেও তাদের হুকুম সাধারণ মুহাজিরগণই মতো।

قوله وَالَّذِينَ آمَنُوا مِنْ بَعْدُ وَهَاجَرُوا وَجَاهَدُوا الخ এটি সূরা আনফলের সর্বশেষ আয়াত। এর শেষাংশে উত্তরাধিকার আইনের একটি ব্যাপক মূলনীতি বর্ণনা করা হয়েছে। এরই মাধ্যমে সেই সাময়িক বিধানটি বাতিল করে দেওয়া হয়েছে, যেটি হিজরতের প্রথম পর্বের মুহাজির ও আনসারদের মাঝে পারস্পরিক ভ্রাতৃ-বন্ধন স্থাপনের মাধ্যমে একে অপরের উত্তরাধিকারী হওয়ার ব্যাপারে নাজিল হয়েছিল। বলা হয়েছে– وَأُولُو الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَىٰ بِبَعْضٍ فِي كِتَابِ اللَّهِ আরবি অভিধানে أُولُوا শব্দটি "সাথি" অর্থে ব্যবহৃত হয়। যার বাংলা অর্থ হলো 'সম্পন্ন'। যেমন أُولُوا الْعَقْلِ বুদ্ধি সম্পন্ন। أُولُوا الْأَمْرِ দায়িত্ব সম্পন্ন। কাজেই وَأُولُو الْأَرْحَامِ অর্থ হয় গর্ভসাথি, একই গর্ভসম্পন্ন أَرْحَامٌ শব্দটি رَحِمٌ শব্দের বহুবচন। এর প্রকৃত অর্থ হলো সে অঙ্গ যাতে সন্তানের জন্মক্রিয়া সম্পন্ন হয়। আর যেহেতু আত্মীয়তার সম্পর্ক গর্ভের অংশীদারিত্বের মাধ্যমে প্রতিষ্ঠিত হয়, কাজেই وَأُولُو الْأَرْحَامِ আত্মীয় অর্থে ব্যবহৃত হয়ে থাকে।

বস্তুত আয়াতের অর্থ হচ্ছে এই যে, যদিও পারস্পরিকভাবে একে অপেরের উপর প্রত্যেক মুসলমানই একটি সাধারণ অধিকার সংরক্ষণ করে এবং তার ভিত্তিতে প্রয়োজনের ক্ষেত্রে একের প্রতি অন্যের সাহায্য করা ওয়াজিব হয়ে দাঁড়ায় এবং একে অন্যের উত্তরাধিকারীও হয় কিন্তু যেসব মুসলমানের মাঝে পারস্পরিক আত্মীয়তা ও নৈকট্যের সম্পর্ক বিদ্যমান, তারা অন্যান্য মুসলমানের তুলনায় অগ্রবর্তী। এখানে فِي كِتَابِ اللَّهِ অর্থ فِي حُكْمِ اللَّهِ অর্থাৎ আল্লাহ তা'আলা এক বিশেষ নির্দেশ বলে এ বিধান জারি করেছেন।

এ আয়াত এই মূলনীতি বাতলে দিয়েছে যে, মৃতের পরিত্যক্ত সম্পত্তি আত্মীয়তার মান অনুসারে বণ্টন করা কর্তব্য। আর وَأُولُو الْأَرْحَامِ সাধারণভাবে সমস্ত আত্মীয়স্বজন অর্থেই বলা হয়। তাদের মধ্যে বিশেষ বিশেষ আত্মীয়ের অংশ স্বয়ং কুরআনে কারীমে সূরা নিসায় নির্ধারিত করে দিয়েছে। মিরাসশাস্ত্রের পরিভাষায় এদেরকে বলা হয় 'আহলে ফারায়েয' বা 'যাবিল ফুরূয'। এদেরকে দেওয়ার পর যে সম্পদ উদ্বৃত্ত হবে তা আয়াত দৃষ্টে অন্যান্য আত্মীয়স্বজনের মধ্যে বণ্টন করা কর্তব্য।

তাছাড়া এ বিষয়টিও সুস্পষ্ট যে, সমস্ত আত্মীয়ের মধ্যে কোনো সম্পত্তি বণ্টন করে দেওয়ার ক্ষমতা কারো নেই। কারণ, দূরবর্তী আত্মীয়তা যে সমগ্র বিশ্বমানুষের মাঝেই বর্তমান, তাতে কোনো রকম সন্দেহ-সংশয়েরই অবকাশ নেই। সারা পৃথিবীর মানুষ একই পিতামাতা, আদম ও হাওয়ার বংশধর। কাজেই নিটবর্তী আত্মীয়দেরকে দূরবর্তীর উপর অগ্রাধিকার দেওয়া এবং নিকটবর্তীর বর্তমানে দূরবর্তীকে বঞ্চিত করাই আত্মীয়দের মধ্যে মিরাস বণ্টনের কার্যকর ও বাস্তবরূপ হতে পারে। এর বিস্তারিত বিবরণ রাসূলে কারীম ﷺ-এর হাদীসে এভাবে বর্ণনা করা হয়েছে যে, 'যাবিল ফরূযে'র অংশ দিয়ে দেওয়ার পর যা কিছু অবশিষ্ট থাকবে, তা মৃত ব্যক্তির 'আসাবাগণ অর্থাৎ পিতামহ সম্পকীয় আত্মীয়দের মধ্যে

https://e-ilm.weebly.com/

পর্যায়ক্রমিকভাবে দেওয়া হবে। অর্থাৎ নিকটবর্তী আসাবাকে দূরবর্তী আসাবা অপেক্ষা অগ্রাধিকার দিতে হবে এবং নিকটবর্তী আসাবার বর্তমানে দূরবর্তীকে বঞ্চিত করা হবে। আর 'আসাবা' -এর মধ্যে আর কেউ জীবিত না থাকলে অন্যান্য আত্মীয়দের মধ্যে বণ্টন করা হবে।

আসাবা ছাড়াও অন্যান্য যেসব লোক আত্মীয় হতে পারে, ফারায়েযশাস্ত্রের পরিভাষায় তাদের বুঝাবার জন্য 'যাবিল আরহাম' শব্দ নির্ধারিত করে দেওয়া হয়েছে। কিন্তু এই পরিভাষাটি পরবর্তীকালে নির্ধারিত হয়েছে। কুরআনে কারীমে বর্ণিত وَاُولُو الْاَرْحَامِ শব্দটি কিন্তু আভিধানিক অর্থ অনুযায়ী সমস্ত আত্মীয়স্বজনের ক্ষেত্রেই ব্যাপক। এতে যাবিল ফরূয আসাবা এবং যাবিল আরহাম সবাই মোটামুটিভাবে অন্তর্ভুক্ত।

তদুপরি এর কিছু বিস্তারিত বিশ্লেষণ সূরা নিসার বিভিন্ন আয়াতে দেওয়া হয়েছে। তাতে বিশেষ বিশেষ আত্মীয়ের প্রাপ্য অংশ আল্লাহ তা'আলা নিজেই নির্ধারণ করে দিয়েছেন। তাদেরকে মিরাসশাস্ত্রের পরিভাষায় 'যাবিল ফুরূয' বলা হয়। এছাড়া আন্যান্যদের সম্পর্কে রাসূলে কারীম ﷺ-ইরশাদ করেছেন– اَلْحِقُوا الْفَرَائِضَ بِاَهْلِهَا فَمَا بَقِىَ فَهُوَ لِاَوْلٰى رَجُلٍ ذَكَرٍ অর্থাৎ যাদের অংশ স্বয়ং কুরআন নির্ধারণ করে দিয়েছে, তাদের দেওয়ার পর যা অবশিষ্ট থাকে তা তাদেরকেই দিতে হবে যারা মৃতের ঘনিষ্ঠতম পুরুষ।

এদেরকে মিরাসের পরিভাষায় 'আসাবা' (عَصَبَةٌ) বলা হয়। যদি কোনো মৃত ব্যক্তির আসাবাদের কেউ বর্তমান না থাকে, রাসূলে কারীম ﷺ -এর কথা অনুযায়ী তবেই মৃতের সম্পত্তির অংশ তাদেরকে দিতে হবে। এদেরকে বলা হয় 'যাবিল আরহাম'। যেমন মামা ও খালা প্রভৃতি।

সূরা আনফালের শেষ আয়াতের সর্বশেষ বাক্যটির দ্বারা ইসলামি উত্তরাধিকার আইনের সে ধারাটি বাতিল করা হয়েছে, যা ইতঃপূর্বে বর্ণিত আয়াতে উল্লেখ করা হয়েছে এবং যার ভিত্তিতে মুহাজিরগণ ও আনসারগণ আত্মীয়তার কোনো বন্ধন না থাকলেও পরস্পরের ওয়ারিশ বা উত্তরাধিকারী হয়ে গিয়েছিলেন। কিন্তু এ হুকুমটি ছিল একটি সাময়িক হুকুম যা হিজরতের প্রাথমিক পর্যায়ে দেওয়া ছিল।

শব্দ বিশ্লেষণ

يُرِيْدُوْا : সীগাহ جمع مذكر غائب বহছ اثبات فعل مضارع معروف বাব اِفْعَالٌ মাসদার اَلْاِرَادَةُ মূলবর্ণ (ر - و - د) অর্থ– তারা ইচ্ছা করে, তারা চায়।

قَدْ خَانُوْا : সীগাহ جمع مذكر غائب বহছ اثبات فعل ماضى قريب معروف বাব نَصَرَ মাসদার اَلْخِيَانَةُ মূলবর্ণ (خ - و - ن) জিনস اجوف واوى অর্থ– তারা বিশ্বাসঘাতকতা করেছে, তারা প্রতারণা করেছে।

اٰوَوْا : সীগাহ جمع مذكر غائب বহছ اثبات فعل ماضى معروف বাব اِفْعَالٌ মাসদার اَلْاِيْوَاءُ মূলবর্ণ (ا - و - ى) জিনস মুরাক্কাব مهموز فاء ও لفيف مقرون অর্থ– তারা আশ্রয় দিয়েছে, তারা আশ্রয়দান করেছে।

قَوْمٌ : শব্দটি একবচন; বহুবচন اَقْوَامٌ অর্থ– জাতি, গোষ্ঠী, সম্প্রদায়।

مِيْثَاقٌ : শব্দটি একবচন, বহুবচন مَوَاثِيْقُ অর্থ– চুক্তি, অঙ্গীকার, সনদ, প্রতিশ্রুতি, দলিল, প্রতিজ্ঞা।

اُوْلُوْ : শব্দটি বহুবচন; একবচন ذُوْ অর্থ–অধিকারী, ওয়ালা।

اَرْحَامٌ : শব্দটি বহুবচন; একবচন رِحْمٌ ও رَحِمٌ অর্থ– আত্মীয়তার সম্পর্ক।

https://e-ilm.weebly.com/

سُوْرَةُ التَّوْبَةِ

সূরা তাওবা

মদীনায় অবতীর্ণ : আয়াত– ১২৯, রুকূ'– ১৬

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

পরম করুণাময় দয়ালু আল্লাহর নামে শুরু

অনুবাদ : (১) আল্লাহ তা'আলার পক্ষ হতে এবং তাঁর রাসূলের পক্ষ হতে অব্যহতি হচ্ছে, সেই মুশরিকদের [অঙ্গীকার] হতে, যাদের সাথে তোমরা সন্ধি করে রেখেছিলে।	بَرَآءَةٌ مِّنَ اللّٰهِ وَرَسُوْلِهٖٓ اِلَى الَّذِيْنَ عٰهَدْتُّمْ مِّنَ الْمُشْرِكِيْنَ (١)
(২) অতএব, হে মুশরিকগণ! তোমরা এই ভূমণ্ডলে চার মাস বিচরণ করে নাও এবং এটা জেনে রাখ যে, তোমরা আল্লাহকে অক্ষম করতে পারবে না, আর নিশ্চয় আল্লাহ কাফেরদেরকে অপদস্থ করবেন।	فَسِيْحُوْا فِى الْاَرْضِ اَرْبَعَةَ اَشْهُرٍ وَّاعْلَمُوْٓا اَنَّكُمْ غَيْرُ مُعْجِزِى اللّٰهِ ۙ وَاَنَّ اللّٰهَ مُخْزِى الْكٰفِرِيْنَ (٢)
(৩) আর আল্লাহর ও তাঁর রাসূলের পক্ষ হতে বড় হজের তারিখসমূহে জনসাধারণের সম্মুখে ঘোষণা করা হচ্ছে যে, আল্লাহ ও তাঁর রাসূল উভয়ই এই মুশরিকদের [-কে নিরাপত্তা প্রদান করা] হতে নিঃসম্পর্ক হচ্ছেন, তবে যদি তোমরা তওবা করে নাও, তাহলে তোমাদের জন্য উত্তম, আর যদি তোমরা বিমুখ হও, তবে জেনে রাখ যে, তোমরা আল্লাহকে অক্ষম করতে পারবে না, আর এই কাফেরদেরকে এক যন্ত্রণাময় শাস্তির খবর শুনিয়ে দিন।	وَاَذَانٌ مِّنَ اللّٰهِ وَرَسُوْلِهٖٓ اِلَى النَّاسِ يَوْمَ الْحَجِّ الْاَكْبَرِ اَنَّ اللّٰهَ بَرِىْٓءٌ مِّنَ الْمُشْرِكِيْنَ ۙ وَرَسُوْلُهٗ ؕ فَاِنْ تُبْتُمْ فَهُوَ خَيْرٌ لَّكُمْ ۚ وَاِنْ تَوَلَّيْتُمْ فَاعْلَمُوْٓا اَنَّكُمْ غَيْرُ مُعْجِزِى اللّٰهِ ؕ وَبَشِّرِ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا بِعَذَابٍ اَلِيْمٍ (٣)

শাব্দিক অনুবাদ

(১) بَرَآءَةٌ অব্যহতি হচ্ছে مِّنَ اللّٰهِ وَرَسُوْلِهٖٓ আল্লাহ তা'আলার পক্ষ হতে এবং তাঁর রাসূলের পক্ষ হতে اِلَى الَّذِيْنَ عٰهَدْتُّمْ যাদের সাথে তোমরা সন্ধি করে রেখেছিল مِّنَ الْمُشْرِكِيْنَ সেই মুশরিকদের [অঙ্গীকার] হতে ।

(২) فَسِيْحُوْا فِى الْاَرْضِ অতএব, হে মুশরিকগণ! তোমরা এ ভূমণ্ডলে বিচরণ করে নাও اَرْبَعَةَ اَشْهُرٍ চার মাস وَّاعْلَمُوْٓا এবং এটা জেনে রাখ যে اَنَّكُمْ غَيْرُ مُعْجِزِى اللّٰهِ তোমরা আল্লাহকে অক্ষম করতে পারবে না وَاَنَّ اللّٰهَ مُخْزِى الْكٰفِرِيْنَ আর নিশ্চয় আল্লাহ কাফেরদেরকে অপদস্থ করবেন।

(৩) وَاَذَانٌ مِّنَ اللّٰهِ وَرَسُوْلِهٖٓ আর আল্লাহর ও তাঁর রাসূলের পক্ষ হতে ঘোষণা করা হচ্ছে যে, اِلَى النَّاسِ জনসাধারণের সম্মুখে يَوْمَ الْحَجِّ الْاَكْبَرِ বড় হজের তারিখসমূহে اَنَّ اللّٰهَ بَرِىْٓءٌ مِّنَ الْمُشْرِكِيْنَ وَرَسُوْلُهٗ আল্লাহ ও তাঁর রাসূল উভয়ই এ মুশরিকদের [-কে নিরাপত্তা প্রদান করা] হতে নিঃসম্পর্ক হচ্ছেন فَاِنْ تُبْتُمْ তবে যদি তোমরা তওবা করে নাও فَهُوَ خَيْرٌ لَّكُمْ তাহলে তোমাদের জন্য উত্তম وَاِنْ تَوَلَّيْتُمْ আর যদি তোমরা বিমুখ হও فَاعْلَمُوْٓا তবে জেনে রাখ যে, اَنَّكُمْ غَيْرُ مُعْجِزِى اللّٰهِ তোমরা আল্লাহকে অক্ষম করতে পারবে না وَبَشِّرِ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا আর এ কাফেরদেরকে শুনিয়ে দিন بِعَذَابٍ اَلِيْمٍ এক যন্ত্রণাময় শাস্তির খবর ।

https://e-ilm.weebly.com/

اِلَّا الَّذِيْنَ عٰهَدْتُّمْ مِّنَ الْمُشْرِكِيْنَ ثُمَّ لَمْ
يَنْقُصُوْكُمْ شَيْـًٔا وَّلَمْ يُظَاهِرُوْا عَلَيْكُمْ اَحَدًا
فَاَتِمُّوْٓا اِلَيْهِمْ عَهْدَهُمْ اِلٰى مُدَّتِهِمْ ؕ اِنَّ اللّٰهَ
يُحِبُّ الْمُتَّقِيْنَ (٤)

অনুবাদ : (৪) কিন্তু হ্যাঁ, সেই সকল মুশরিকরা হচ্ছে স্বতন্ত্র, যাদের নিকট হতে তোমরা অঙ্গীকার নিয়েছ, অতঃপর তারা তোমাদের সাথে [অঙ্গীকার পালনে] একটুও ত্রুটি করেনি, এবং তারা তোমাদের বিরুদ্ধে কারো সাহায্য করেনি সুতরাং তাদের সন্ধি-চুক্তিকে তাদের [নির্ধারিত] সময় পর্যন্ত পূর্ণ কর, নিশ্চয় আল্লাহ সৎকর্মশীলদেরকে পছন্দ করেন।

فَاِذَا انْسَلَخَ الْاَشْهُرُ الْحُرُمُ فَاقْتُلُوا
الْمُشْرِكِيْنَ حَيْثُ وَجَدْتُّمُوْهُمْ وَخُذُوْهُمْ
وَاحْصُرُوْهُمْ وَاقْعُدُوْا لَهُمْ كُلَّ مَرْصَدٍ ۚ
فَاِنْ تَابُوْا وَاَقَامُوا الصَّلٰوةَ وَاٰتَوُا الزَّكٰوةَ
فَخَلُّوْا سَبِيْلَهُمْ ؕ اِنَّ اللّٰهَ غَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ (٥)

(৫) অতএব, যখন নিষিদ্ধ মাসগুলো অতীত হয়ে যায়, তবে সেই মুশরিকদেরকে যেখানে পাও বধ কর এবং তাদেরকে ধৃত কর এবং অবরোধ করে রাখ এবং ঘাঁটিস্থলসমূহে তাদের সন্ধানে অবস্থান কর, অতঃপর যদি তওবা করে নেয় এবং নামাজ পড়ে ও জাকাত আদায় করে, তবে তাদের পথ ছেড়ে দাও, নিশ্চয় আল্লাহ তা'আলা অতি ক্ষমাপরায়ণ, পরম করুণাময়।

وَاِنْ اَحَدٌ مِّنَ الْمُشْرِكِيْنَ اسْتَجَارَكَ فَاَجِرْهُ
حَتّٰى يَسْمَعَ كَلٰمَ اللّٰهِ ثُمَّ اَبْلِغْهُ مَاْمَنَهٗ ؕ ذٰلِكَ
بِاَنَّهُمْ قَوْمٌ لَّا يَعْلَمُوْنَ (٦) ١ ع ٦ ٧

(৬) আর যদি মুশরিকদের মধ্য হতে কেউ আপনার নিকট আশ্রয় প্রার্থনা করে, তবে আপনি তাকে আশ্রয় দান করুন, যাতে সে আল্লাহর কালাম শুনতে পায়, অতঃপর তাকে তার নিরাপদ স্থানে পৌছে দিন, এ আদেশ এ জন্য যে, এরা এমন লোক যে, পূর্ণ জ্ঞান রাখে না।

শাব্দিক অনুবাদ

(৪) اِلَّا الَّذِيْنَ عٰهَدْتُّمْ مِّنَ الْمُشْرِكِيْنَ কিন্তু হ্যাঁ, সে সকল মুশরিকরা হচ্ছে স্বতন্ত্র, যাদের নিকট হতে তোমরা অঙ্গীকার নিয়েছ ثُمَّ لَمْ يَنْقُصُوْكُمْ شَيْـًٔا অতঃপর তারা তোমাদের সাথে [অঙ্গীকার পালনে] একটুও ত্রুটি করেনি وَّلَمْ يُظَاهِرُوْا عَلَيْكُمْ اَحَدًا এবং তারা তোমাদের বিরুদ্ধে কারো সাহায্য করেনি فَاَتِمُّوْٓا اِلَيْهِمْ عَهْدَهُمْ সুতরাং তাদের সন্ধি চুক্তিকে পূর্ণ কর اِلٰى مُدَّتِهِمْ তাদের [নির্ধারিত] সময় পর্যন্ত اِنَّ اللّٰهَ يُحِبُّ الْمُتَّقِيْنَ নিশ্চয় আল্লাহ সৎকর্মশীলদেরকে পছন্দ করেন।

(৫) فَاِذَا انْسَلَخَ الْاَشْهُرُ الْحُرُمُ অতএব, যখন নিষিদ্ধ মাসগুলো অতীত হয়ে যায় فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِيْنَ حَيْثُ وَجَدْتُّمُوْهُمْ তবে সেই মুশরিকদেরকে যেখানে পাও বধ কর وَخُذُوْهُمْ এবং তাদেরকে ধৃত কর وَاحْصُرُوْهُمْ এবং অবরোধ করে রাখ وَاقْعُدُوْا لَهُمْ كُلَّ مَرْصَدٍ এবং ঘাঁটিস্থলসমূহে তাদের সন্ধানে অবস্থান কর فَاِنْ تَابُوْا অতঃপর যদি তওবা করে নেয় وَاَقَامُوا الصَّلٰوةَ এবং নামাজ পড়ে وَاٰتَوُا الزَّكٰوةَ ও জাকাত আদায় করে فَخَلُّوْا سَبِيْلَهُمْ তবে তাদের পথ ছেড়ে দাও اِنَّ اللّٰهَ غَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ নিশ্চয় আল্লাহ তা'আলা অতি ক্ষমাপরায়ণ, পরম করুণাময়।

(৬) وَاِنْ اَحَدٌ مِّنَ الْمُشْرِكِيْنَ আর যদি মুশরিকদের মধ্য হতে কেউ اسْتَجَارَكَ আপনার নিকট আশ্রয় প্রার্থনা করে فَاَجِرْهُ তবে আপনি তাকে আশ্রয় দান করুন حَتّٰى يَسْمَعَ كَلٰمَ اللّٰهِ যাতে সে আল্লাহর কালাম শুনতে পায় ثُمَّ اَبْلِغْهُ مَاْمَنَهٗ অতঃপর তাকে তার নিরাপদ স্থানে পৌছে দিন ذٰلِكَ بِاَنَّهُمْ قَوْمٌ لَّا يَعْلَمُوْنَ এ আদেশ এজন্য যে, এরা এমন লোক যে, পূর্ণ জ্ঞান রাখে না।

https://e-ilm.weebly.com/

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

সাধারণ নিয়ম অনুসারে অন্য সূরা হতে পৃথক করার জন্য تَسْمِيَة বা বিসমিল্লাহ সূরার প্রথমে লিপিবদ্ধ করা হতো, কিন্তু এ সূরায় মহানবী ﷺ তা লেখেননি এবং এ সূরা কোন সূরার অংশ তাও বলেননি, কাজেই মাসহাফে ওসমানী তথা তৃতীয় খলিফা হযরত ওসমান (রা.) কর্তৃক প্রকাশিত কুরআনে এ সূরার সূচনাতে বিসমিল্লাহ লেখা হয়নি, সূরায়ে আনফাল-এর পূর্বে অবতীর্ণ হওয়ায় এটার পূর্বে সন্নিবিষ্ট হয়েছে। এ সূরাটি সূরায়ে আনফালের সাথে পঠিত হলে এর পূর্বে বিসমিল্লাহ পড়তে হয় না। অন্যথায় বিসমিল্লাহ পড়তে হয়।

নামকরণের কারণ : এ সূরাটি দু-নামে পরিচিত ও খ্যাত। এক নাম সূরা বারাআত, দ্বিতীয় নাম সূরা তাওবা। بَرَاءَة বলা হয় এজন্য যে, এতে কাফিরদের সাথে সম্পর্কচ্ছেদ ও তাদের ব্যাপারে দায়িত্ব মুক্তির উল্লেখ রয়েছে। আর তাওবা বলা হয় এজন্য যে, এতে মুসলমানদের তওবা কবুল হওয়ার বর্ণনা রয়েছে। এ সূরা অবতীর্ণ হওয়ার পর হতে চুক্তি ভঙ্গকারী সকল মুশরিকের সাথে সন্ধি চুক্তি বাতিল ঘোষণা করা হয়েছে এবং তাদের সাথে সর্বপ্রকার সম্পর্কচ্ছেদ করা হয়েছে এবং এ সূরার শেষের দিকে কতিপয় মুসলমানদের তওবা কবুল হওয়ার সুসংবাদ দেওয়া হয়েছে অর্থাৎ তাদের গুনাহ মাফ হওয়ার কথা ঘোষিত হয়েছে। একে উপলক্ষ করে সূরাটি 'তাওবাহ' বলে নামকরণ করা হয়েছে।

সূরাটি নাজিল হওয়ার সময়কাল : এ সূরাটি তিনটি ভাষণে সম্পূর্ণ হয়েছে :

প্রথম ভাষণ : শুরু হতে পঞ্চম রুকূর শেষ পর্যন্ত। এটা নাজিল হওয়ার সময়কাল হচ্ছে নবম হিজরির জিলকদ মাস কিংবা তার কাছাকাছি সময়।

দ্বিতীয় ভাষণ : ষষ্ঠ রুকূ'র শুরু হতে নবম রুকূর শেষ পর্যন্ত। এটা নবম হিজরির রজব মাস কিংবা তার কিছু পূর্বে নাজিল হয়।

তৃতীয় ভাষণ : দশম রুকূ হতে শুরু হয়ে সূরার শেষ পর্যন্ত। এটা তাবুক যুদ্ধ হতে প্রত্যাবর্তনকালে নাজিল হয়েছিল। এতে এমন কতগুলো অংশও রয়েছে যা বিভিন্ন সময়ে নাজিল হয়েছে। পরে নবী করীম ﷺ আল্লাহর নির্দেশ অনুসারে এ ভাষণগুলোকে একত্রিত করে একটি ভাষণের ধারাবাহিকতায় সংযোজিত করে দেন। উপরিউক্ত ভাষণগুলো একই বিষয় সম্পর্কিত ও একই ঘটনার ধারাবাহিকতার সাথে সংশ্লিষ্ট।

প্রথম ভাষণে কাফের ও মুশরিকদের প্রতি চরমপত্র। তাদের অঙ্গীকার ভঙ্গ, ক্ষমতা লাভের পর কোনো প্রতিশ্রুতি এবং ন্যায়-অন্যায়ের বালাই না থাকা। আল্লাহর মসজিদের কর্তৃত্ব, হজযাত্রী এবং হারাম শরীফের সেবা ঈমান এবং জিহাদের সমকক্ষ নয়। মুশরিকরা অপবিত্র, ইহুদি খ্রিস্টানদের ভ্রান্ত প্রত্যয় ও উক্তি, আহবার ও রোহবানের স্থান এবং ভূমিকা, জাকাত না দেওয়ার ভয়ঙ্কর পরিণাম ইত্যাদি রয়েছে।

দ্বিতীয় ভাষণে ঈমানদার লোকদেরকে জিহাদে উদ্বুদ্ধ করা হয়। আর যারা মুনাফিকী কিংবা ঈমানের দুর্বলতা অথবা অবসাদ ও গাফিলতির কারণে আল্লাহর পথে জানমাল ব্যয় করতে প্রস্তুত ছিল না, তাদেরকে তিরস্কার করা হয়েছে।

তৃতীয় ভাষণে মুনাফিকদেরকে তাম্বীহ এবং তাবূক যুদ্ধে যারা পিছনে রয়ে গিয়েছিল তাদের ভর্ৎসনা করা হয়েছে। আর যেসব লোক সত্যিকারভাবে ঈমান থাকা সত্ত্বেও আল্লাহর পথে জিহাদে অংশগ্রহণ হতে বিরত হয়েছিল তাদের জন্য ক্ষমার কথা ঘোষণা করা হয়েছে। নাজিল হওয়ার ক্রমিকতার দৃষ্টিতে প্রথম ভাষণটির স্থান সর্বশেষে নির্দিষ্ট হওয়া উচিত ছিল। কিন্তু বিষয়বস্তুর গুরুত্বের দৃষ্টিতে তার স্থান সর্বপ্রথম হওয়ার কারণে নবী করীম ﷺ সংযোজন কালে তাকেই সর্বপ্রথম রেখেছেন। আর অপর ভাষণদ্বয়কে শেষে রেখেছেন।

তাসমিয়াহ উল্লেখ না করার কারণ : সূরার শুরুতে 'বিসমিল্লাহ' উল্লেখ না করার কারণ সম্পর্কে তাফসীরকারগণ বিভিন্ন মতামত উল্লেখ করেছেন, কিন্তু সঠিক কথা তাই যা ইমাম রাযী (র.) বলেছেন। তা এই যে, নবী করীম ﷺ নিজেই এটার শুরুতে বিসিল্লাহ লেখেননি। এ কারণে সাহাবায়ে কেরামও লেখেননি। পরবর্তী কালের লোকেরাও এরই অনুসরণ করেছেন। কুরআন মাজীদকে নবী করীম ﷺ-এর নিকট হতে যথাযথভাবে গ্রহণ করা এবং আনুরূপভাবে তাকে পূর্ণমাত্রায় সংরক্ষিত রাখার ব্যাপারে যে কতটুকু সতর্কতা অবলম্বন করা হয়েছে এটা তার এক সুস্পষ্ট প্রমাণ। সূরার প্রারম্ভে বিসমিল্লাহ উল্লেখ না করার কারণ সম্পর্কে তাফসীরকারগণ যে কয়েকটি কারণ উল্লেখ করেছেন তা এই –

https://e-ilm.weebly.com/

১. কুরআন সংকলনের সময়ে সাহাবীগণের মধ্যে মতানৈক্য দেখা দেয়। কতেক এটাকে আলাদা সূরা বলে অভিমত প্রকাশ করেন, আর কতেক বলেন, এটা সূরা আনফালের অংশ, এ কারণে বিসমিল্লাহ লেখা হয়নি।

২. হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) হযরত আলী (রা.)-এর নিকট সূরা তওবার প্রারম্ভে বিসমিল্লাহ উল্লেখ না করার কারণ জিজ্ঞাসা করলে তারা বলেন, বিসমিল্লাহ রহমত কামনা এবং নিরাপত্তা প্রার্থনার জন্য হয়ে থাকে। যেহেতু এ সূরায় কাফেরদের জন্য কোনো নিরাপত্তার ব্যবস্থা রাখা হয়নি, আর এতে মুনাফিকদের দুরাচার ও শাস্তির কথা বর্ণিত হয়েছে।

৩. কেউ কেউ বলেন, এ সূরা নাজিল হওয়ার সময় হযরত জিবরাঈল (আ.) বিসমিল্লাহ না নিয়ে আসার কারণেই তা লিখিত হয়নি। যেভাবে অবতীর্ণ হয়েছে অনুরূপভাবে লিপিবদ্ধ করা হয়েছে।

৪. ইমাম কুরতুবী (র.) বলেন যে, সূরায়ে বারআত (তওবা)-এর প্রথমে বিসমিল্লাহ ব্যবহৃত না হবার ক্ষেত্রে উলামায়ে কেরামের মাঝে মতপার্থক্য রয়েছে। এ সম্পর্কে উলামায়ে কেরামের ৫টি অভিমত রয়েছে। ১. কোনো কোনো উলামায়ে কেরামের মতে, জাহেলিয়া যুগে আরবদের স্বভাব ছিল তাদের মধ্যে এবং কোনো সম্প্রদায়ের মধ্যে যদি কোনো প্রকারের চুক্তি সম্পাদিত থাকত, সে চুক্তিকে যদি ভঙ্গ করে দেওয়ার ইচ্ছা হতো, তখন তাদের নামে কোনো পত্র লিখে পাঠাতো, যার মধ্যে তাসমিয়া লিখা হতো না।

সুতরাং নবী করীম ﷺ ও মুশরিকদের মধ্যে সম্পাদিত চুক্তি ভঙ্গের ঘোষণা নিয়ে যখন সূরায়ে বারআত নাজিল হয়, তখন রাসূল ﷺ হযরত আলী ইবনে আবী তালিবকে (রা.) এ সূরা দিয়ে পাঠালেন। ফলে তিনি হজ মৌসুমে এ সূরা মুশরিকদের উপস্থিতিতে পাঠ করে শুনিয়ে দিলেন। তখন তিনি তাতে বিসমিল্লাহ পাঠ করেননি।

৫. নাসাঈ শরীফের বর্ণনানুযায়ী হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) বলেন যে, আমি হযরত উসমান (রা.) -কে জিজ্ঞেস করলাম যে, সূরা "আনফাল" হলো মাছানী এবং সূরা বারআত হলো মিয়্যীন সূরাসমূহের অন্তর্গত। তা সত্ত্বেও এ দুটি সূরাকে আপনারা পাশাপাশি লিখলেন, আবার তাতে বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহীমও লিখেননি কেন? অথচ তাকে সাবউতত্ত্বওয়ালের অন্তর্গত গণ্য করে রেখেছেন। হযরত ওসমান (রা.) বললেন যে, রাসূল ﷺ-এর নিকট যখনই কোনো ওহী নাজিল হতো, তখন তার নিকটতম কোনো কাতেবে ওহীকে ডেকে বলে দিতেন যে, তাকে অমুক সূরার অমুক জায়গায় লিখে নাও। সূরা 'আনফাল' মদিনায় প্রথম দিক দিয়ে নাজিলকৃত সূরাসমূহের অন্তর্ভুক্ত আর সূরা 'বারআত' মদিনায় শেষ দিকে নাজিলকৃত সূরাসমূহের মধ্য হতে। উভয় সূরার বিষয়বস্তুও সাদৃশ্যশীল। এমতাবস্থায় রাসূল ﷺ ইন্তেকাল করলেন কিন্তু বারআত 'আনফাল'-এর অন্তর্ভুক্ত কিনা সে বিষয়ে সুস্পষ্ট কিছুই বলে যাননি। সুতরাং আমি একে আনফালের অন্তর্ভুক্ত ধারণা করেই উভয় সূরাকে মিলিয়ে রেখেছি। তবে তাতে বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহীম লিখিনি।

৬. হযরত ওসমান (রা.) হতে অপর এক রেওয়ায়েতে বর্ণিত রয়েছে যে, মালেক বলেন যে, সে সম্পর্কে ইবনে ওহাব, ইবনুল কাসেম ও ইবনে আবুল হিকাম প্রমুখ বর্ণনা করেন যে, আলোচ্য সূরা বারআত সূরা বাকারার সমপরিমাণ অথবা সে সূরার প্রায় সমপরিমাণের কাছাকাছি ছিল। তবে প্রথমাংশ যেহেতু রহিত হয়ে গেল সেহেতু বিসমিল্লাহও তার সাথে রহিত হয়ে গিয়েছে। এ সম্পর্কে ইবনে ইজলান কর্তৃক বর্ণিত রয়েছে যে, তার নিকট এ সংবাদ পৌঁছেছে যে, সূরায়ে বারআত, সূরায়ে বাকারার সাদৃশ অথবা তার সাথে মিলিত ছিল। তার সে স্থানটি চলে যাবার কারণে আনফাল এবং বারআতের মাঝে বিসমিল্লাহ লিখা হয়নি।

৭. খারেজা ও আবূ ইসমা প্রমুখ বলেন যে, হযরত উছমান (রা.)-এর খেলাফতকালে যখন কুরাআন শরীফ লিখা হচ্ছিল, তখন সাহাবীগণের মাঝে মতবিরোধ দেখা দিল (কারো মতে 'আনফাল ও বারআত') উভয়টি একই সূরা। কেউ কেউ বললেন যে, এ হলো ভিন্ন দুটি সূরা। উভয় পক্ষের সমন্বয় সাধন কল্পে মধ্যখানে পার্থক্য রেখে বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহীম লিখাকে ছেড়ে দেওয়া হলো। তা উভয় পক্ষই মেনে নিলেন এবং উভয় পক্ষের দাবিই সমর্থিত হলো।

৮. হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা.) বলেন, আমি আলী ইবনে আবী তালিব (রা.)-কে জিজ্ঞেস করলাম যে, সূরায়ে বারআতের মাঝে বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহীম লিখা হলো না কেন? উত্তরে তিনি বলেন যে, বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহীম হলো নিরাপত্তার বিষয় আর সূরায়ে বারআত যুদ্ধের ঘোষণা নিয়ে নাজিল করা হয়েছে যাতে কোনো প্রকারের নিরাপত্তা নেই। সেজন্য এ দুটি বিষয়কে একসাথে মিলিয়ে দেওয়া হয়নি। –[কুরতুবী-৬০-৬১/৮, ফাতহুল কাদীর-৩৩/২]

https://e-ilm.weebly.com/

বিষয়বস্তু : সূরাটি মদিনায় অবতীর্ণ হয়। এতে ১২৯ টি আয়াত, ১৬টি রুকূ' রয়েছে। সূরাটি তিনটি ভাষণে সম্পূর্ণ হয়েছে। এতে রয়েছে, মক্কা বিজয়কালে মুশরিকদের বিভিন্ন শ্রেণি ও তাদের প্রতি চরমপত্র, চুক্তি ও তার মর্যাদা রক্ষার নির্দেশ, ইসলামের সপক্ষে দলিল প্রমাণ পেশ করার দায়িত্ব আলিমদের। ইসলামি রাষ্ট্রে অমুসলমানদের অধিক সময়ের অনুমতি দেওয়া যায় না। নিষ্ঠাবান মুসলমানের আলামত অমুসলিমদের অন্তরঙ্গ বন্ধুরূপে গ্রহণ করা অবৈধ। আল্লাহর মসজিদের কর্তৃত্ব, হজযাত্রী এবং হারাম শরীফের সেবা ঈমান ও জিহাদের সমকক্ষ নয়। আল্লাহর জিকির জিহাদের চেয়েও পুণ্য কাজ, হিজরতের মাসায়েল পূর্ণতর ঈমানের পরিচয়, হুনায়নের যুদ্ধ (আনুষঙ্গিক বিষয়) মসজিদুল হারামের প্রবেশের অধিকার, আহলে কিতাব প্রসঙ্গ, জিযিয়ার তাৎপর্য , চান্দ্রমাসের হিসাব, মুশরিকরা অপবিত্র, ইহুদি খ্রিস্টানদের ভ্রান্ত প্রত্যয় ও উক্তি। আহবার রোহবানের স্থান এবং ভূমিকা ও জাকাত না দেওয়ার ভয়ঙ্কর পরিণতি, তাবুক যুদ্ধ প্রথম, দুনিয়ার মোহ, আখেরাতের প্রতি উদাসীনতা, জিহাদ অভিযানে মুনাফিকদের ভূমিকা, সদকা ও জাকাতের ব্যয় খাত. মুনাফিকদের আচরণ ও পরিণাম অতীত জাতির ইতিহাস ও শিক্ষা, মুনাফিকদের অকথ্য উক্তি, মুনাফিকদের জানাযা ও মাগফেরাত প্রসঙ্গ, রুগ্ণ, অক্ষম অপারগদের জিহাদ বিরতিতে অপরাধ নেই। মুনাফিকদের প্রকৃত রূপ ও রহস্য প্রসঙ্গে সাহাবায়ে কেরাম জান্নাতী ও আল্লাহর সন্তুষ্টি প্রাপ্ত, জাকাত আদায় ও দোয়া মুশরিকদের জন্য ইস্তিগফার প্রসঙ্গ, আল্লাহর তাকওয়া এবং দীন ইসলামের প্রসঙ্গ এবং জিহাদ অভিযানে জাতীয় কর্তব্য। সূরা অবতরণ কালে মুনাফিকদের আচরণ এবং রাসূলুল্লাহর গুণ বৈশিষ্ট্য ইত্যাদি।

সূরার শানে নুযূল : আলোচ্য সূরার শানে নুযূল হলো হিজরি ৮ম সনে মক্কা বিজয় হয়। তখন অনেক কওমের লোকজনই মুসলমান হয়েছে। অনেক গোত্রের লোকেরাই রাসূল ﷺ -এর সাথে এ মর্মে চুক্তি সম্পাদিত করে যে, আমরা আপনার সাথে এবং আপনার সাথে যারা চুক্তিতে আবদ্ধ রয়েছে, তাদের সাথে কোনো প্রকারের যুদ্ধবিগ্রহ করব না। প্রয়োজন হলে যথাযথভাবে সাহায্য প্রদান করে যাব। রাসূল ﷺ ও তাদের সাথে সন্ধি স্থাপন করেছিলেন। ৯ম হিজরি সনে যখন সিরিয়া অভিমুখে তাবুক অভিযানে বের হন, তখন অনেক গোত্রবাসীরাই চুক্তি ভঙ্গ করেছিল এবং মুনাফেক সম্প্রদায়ের লোকেরা অনেক অপপ্রচার করতে আরম্ভ করল। সেই তাবুক অভিযান হতে ফিরে আসার পর, চুক্তিকারী তাবুক অভিযানে যারা অংশগ্রহণ করেনি এবং যারা অপপ্রচার চলিয়ে বিভ্রান্ত সৃষ্টি করার অপপ্রয়াস চলিয়ে ছিল, তাদের প্রতি ধিক্কার স্বরূপ আল্লাহ তা'আলা আলোচ্য সূরা অবতীর্ণ করেন।

কুরআন সংগ্রাহক হযরত ওছমান গনী (রা.) স্বীয় শাসনামলে যখন কুরআনকে গ্রন্থের রূপ দেন, তখন দেখা যায়, অপরাপর সূরার বরখেলাফ সূরা তওবার শুরুতে 'বিসমিল্লাহ' নেই। তাই সন্দেহ ঘনীভূত হয় যে, হয়তো এটি স্বতন্ত্র কোনো সূরা নয়; বরং অন্য কোনো সূরার অংশ। এতে এ প্রশ্নের উদ্ভবও হয় যে, এমতাবস্থায় তা কোন সূরার অংশ হতে পারে? বিষয়বস্তুর দিক দিয়ে একে সূরা আনফালের অংশ বলাই সঙ্গত।

হযরত ওসমান (রা.)-এর এক রেওয়ায়েতে একথাও বর্ণিত আছে যে, নবী করীম ﷺ -এর যুগে সূরা আনফাল ও তওবাকে করীনাতাইন বা মিলিত সূরা বলা হতো। –[মাযহারী] সেজন্য একে সূরা আনফালের পর স্থান দেওয়া হয়। এতে এ সতর্কতাও অবলম্বিত হয়েছে যে, বাস্তবে যদি এটি সূরা আনফালের অংশ হয়, তবে তারই সাথে যুক্ত থাকাই দরকার। পক্ষান্তরে সূরা তওবার স্বতন্ত্র সূরা হওয়ার সম্ভাবনাও কম নয়। তাই কুরআন লিপিবদ্ধ হওয়ার সময় সূরা আনফালের শেষে এবং সূরা তওবা শুরু করার আগে কিছু ফাঁক রাখার ব্যবস্থা নেওয়া হয়। যেমন, অপরাপর সূরার শুরুতে 'বিসমিল্লাহ' –এর স্থান হয়।

সূরা বারাআত বা তওবার শুরুতে বিসমিল্লাহ লিখিত না হওয়ার এ তত্ত্বটি হাদীসের কিতাব আবূ দাঊদ, নাসায়ী ও মুসনাদে ইমাম আহমদে স্বয়ং হযরত ওসমান গনী (রা.) থেকে এবং তিরমিযী শরীফে মুফাসসিরে কুরআন হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা.) থেকে বর্ণিত আছে। এ বিষয়ে হযরত ইবনে অব্বাস (রা.) হযরত ওসমান গনী (রা.) -কে প্রশ্নও করেছিলেন যে, যে নিয়মে কুরআনের সূরাগুলোর বিন্যাস করা হয়, অর্থাৎ প্রথম দিকে শতাধিক আয়াত সংবলিত বৃহৎ সূরাগুলো রাখা হয়, পরিভাষায় যাদের বলা হয় 'মিঈন' অতঃপর রাখা হয় শতের কম আয়াত সংবলিত সূরাগুলো যাদের বলা হয় 'মাছানী'। এরপর স্থান দেওয়া হয় ছোট সূরাগুলোকে যাদের বলা হয় 'মুফাসসালাত'। কুরআন সংকলনের এ নিয়মানুসারে সূরা তওবাকে সূরা আনফালের সাথে স্থান দেওয়া কি উচিত ছিল না? কারণ সূরা তওবার আয়াত সংখ্যা

https://e-ilm.weebly.com/

শতের অধিক। আর আনফলের শতের কম। প্রথম দিকের দীর্ঘ সাতটি সূরাকে আয়াতের সংখ্যানুসারে যে নিয়মে রাখা হয়েছে যাদের سَبْعِ طِوَالْ বলা হয়, তদনুসারে আনফালের স্থলে সূরা তওবা থাকাই তো অধিক সঙ্গত। অথচ এখানে এ নিয়মের বরখেলাফ করা হয়। এর রহস্য কি?

হযরত ওসমান গনী (রা.) বলেন, কথাগুলো সত্য, কিন্তু কুরআনের বেলায় যা করা হলো, তা সাবধানতার খাতিরে। কারণ বাস্তবে সূরা তওবা যদি স্বতন্ত্র সূরা না হয়ে আনফালের অংশ হয়, আর একথা প্রকাশ্য যে, আনফালের আয়াতগুলো অবতীর্ণ হয় তওবার আয়াতগুলোর আগে, তাই ওহীর ইঙ্গিত ব্যতীত আনফালের আগে সূরা তওবাকে স্থান দেওয়া আমাদের পক্ষে বৈধ হবে না। আর একথাও সত্য যে, ওহীর মাধ্যমে এ ব্যাপারে আমাদের কাছে কোনো হেদায়েত আসেনি। তাই আনফালকে আগে এবং তওবাকে পরে রাখা হয়েছে।

এ তত্ত্ব থেকে বুঝা গেল যে, সূরা তওবা স্বতন্ত্র সূরা না হয়ে সূরা আনফালের অংশ হওয়ার সম্ভাবনাটি এর শুরুতে বিসমিল্লাহ না লেখার কারণ, এ সম্ভাবনা থাকার ফলে এখানে বিসমিল্লাহ লেখা বৈধ নয়, যেমন বৈধ নয় কোনো সূরার মাঝখানে বিসমিল্লাহ লেখা। এ কারণেই আমাদের মান্য ফিকহ্শাস্ত্রবিদগণ বলেন, যে ব্যক্তি সূরা আনফালের তেলাওয়াত সমাপ্ত করে সূরা তওবা শুরু করে, সে বিসমিল্লাহ পাঠ করবে না। কিন্তু যে ব্যক্তি প্রথমেই সূরা তওবা থেকে আরম্ভ করে, সে বিসমিল্লাহ পড়বে। অনেকে মনে করে যে, সূরা তওবার তেলাওয়াত কালে কোনো অবস্থায়ই বিসমিল্লাহ পাঠ জায়েজ নয়। তাদের এ ধারণা ভুল। অধিকন্তু এ ভুলও তারা করে বসে যে, এখানে বিসমিল্লাহ -এর স্থলে اَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ النَّارِ তারা পাঠ করে। এর কোনো প্রমাণ রাসূল ﷺ থেকে ও তাঁর সাহাবায়ে কেরাম থেকে পাওয়া যায় না।

হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) কর্তৃক হযরত আলী (রা.) থেকে অপর একটি রেওয়ায়েত বর্ণিত আছে। এতে সূরা তওবার শুরুতে বিসমিল্লাহ না লেখার কারণ দর্শানো হয় যে, বিসমিল্লাহতে আছে শান্তি ও নিরাপত্তার পয়গাম, কিন্তু সূরা তওবায় কাফেরদের জন্য শান্তি ও নিরাপত্তা চুক্তি গুলো নাকচ করে দেওয়া হয়। নিঃসন্দেহে এটিও এক সূক্ষ্ম তত্ত্ব যা মূল কারণের পরিপন্থি নয়। মূল কারণ হলো, তওবা ও আনফাল একটি মাত্র সূরা হওয়ার সম্ভাবনা। হ্যাঁ, উপরিউক্ত কারণও যুক্ত হতে পারে যে, এ সূরায় কাফেরদের নিারাপত্তাকে নাকচ করে দেওয়া হয় বিধায় 'বিসমিল্লাহ' সঙ্গত নয়।

সূরা তওবার উপরিউক্ত আয়াতগুলোর যথাযথ মর্মোপলব্ধির জন্য যে ঘটনাবলির প্রেক্ষিতে আয়াতগুলো নাজিল হয়েছে, প্রথমে তা জেনে নেওয়া আবশ্যক। এখানে সংক্ষেপে ঘটনাগুলোর বিবরণ দেওয়া হলো।

১. সূরা তওবার সর্বত্র কতিপয় যুদ্ধ, যুদ্ধ সংক্রান্ত ঘটনাবলি এবং এ আরবদের সকল গোত্রের সাথে কৃত সকল চুক্তি বাতিলকরণ, মক্কা বিজয়, হুনাইন ও তাবুক যুদ্ধ প্রভৃতি। এ সকল ঘটনার মধ্যে প্রথম হয়েছে অষ্টম হিজরি সালের মক্কা বিজয়। অতঃপর এ বছরেই সংঘটিত হয় হুনাইন যুদ্ধ। এরপর তাবুক যুদ্ধ বাধে নবম হিজরির রজব মাসে। তারপর এ সালের জিলহজ্ মাসে আরবের সকল গোত্রের সাথে সকল চুক্তি বাতিল করার ঘোষণা দেওয়া হয়।

২. চুক্তি বাতিলের যে কথাগুলো আয়াতে উল্লিখিত আছে, তার সারমর্ম হলো, ষষ্ঠ হিজরি সালে রাসূলুল্লাহ ﷺ ওমরা পালনের নিয়ত করেন। কিন্তু মক্কার কুরাইশ বংশীয় লোকেরা রাসূল ﷺ-কে মক্কা প্রবেশে বাধা দেয়। পরে তাদের সাথে হুদায়বিয়ায় সন্ধি হয়। এর মেয়াদকাল ছিল তাফসীরে 'রূহুল মা'আনী'র বর্ণনা মতে, দশ বছর। মক্কার কুরাইশদের সাথে অন্যান্য গোত্রের লোকেরাও বসবাস করত। হুদায়বিয়ায় যে সন্ধি হয়, তার একটি ধারা এও ছিল যে, কোরাইশ বংশীয় লোক ছাড়া অন্যান্য বংশের লোকেরা ইচ্ছা করলে কোরাইশদের মিত্র অথবা রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর মিত্র হযে তাঁর সঙ্গী হতে পারে। এ ধারা মতে 'খোযাআ' গোত্র রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর এবং বনূ বকর গোত্র কুরাইশদের মিত্রে পরিণত হয়। এ সন্ধির অপর উল্লেখযোগ্য ধারা হলো, এ দশ বছরে না পরস্পরের মধ্যে কোনো যুদ্ধ বাধবে, আর না কেউ কোনো যুদ্ধকারীদের সাহায্য করবে। যে গোত্র যার সাথে রয়েছে তার বেলায়ও এ নীতি প্রযোজ্য হবে। অর্থাৎ এদের কারো প্রাতি আক্রমণ বা আক্রমণে সাহায্যদান হবে চুক্তি ভঙ্গের নামান্তর।

এ সন্ধি স্থাপিত হয় ষষ্ঠ হিজরিতে। সপ্তম হিজরিতে রাসূলুল্লাহ ﷺ গত বছরের ওমরা কাযা করার উদ্দেশ্যে মক্কা শরীফে গমন করেন এবং তিন দিন সেখানে অবস্থান করে সন্ধি মোতাবেক মদিনা প্রত্যাবর্তন করেন। এ সময়ের মধ্যে কোনো পক্ষ থেকে চুক্তি ভঙ্গের কিছু পাওয়া যায়নি।

https://e-ilm.weebly.com/

এরপর পাঁচ ছয় মাস অতিবাহিত হলে এক রাতে বনূ বকর গোত্র বনূ খোযাআর উপর অতর্কিত আক্রমণ চালায়। কুরাইশগণ মনে করে যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর অবস্থান বহুদূরে তদুপরি এ হলো নৈশ অভিযান। ফলে ঘটনার বিস্তারিত বিবরণ তাঁর কাছে সহজে পৌঁছবে না। তাই তারা এ আক্রমণে লোক ও অস্ত্র দিয়ে বনূ বকরের সাহায্য করে। এ ঘটনার প্রেক্ষিতে যা কুরাইশরাও স্বীকার করে নিয়েছিল, অর্থাৎ হুদায়বিয়ার সন্ধি বাতিল হয়ে যায়, যাতে ছিল দশ বছরকাল যুদ্ধ স্থগিত রাখার চুক্তি।

ওদিকে রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর মিত্র বনূ খোযাআ গোত্র ঘটনার বিস্তারিত বিবরণ তাঁর কাছে পৌঁছে দেয়। তিনি কুরাইশদের চুক্তি ভঙ্গের সংবাদ পেয়ে তাদের বিরুদ্ধে গোপনে যুদ্ধের প্রস্তুতি গ্রহণ করেন।

বদর, ওহুদ ও আহযাব যুদ্ধে মুসলমানদের গায়েবি সাহায্য লাভের বিষয়টি কুরাইশরা আঁচ করে হীনবল হয়ে পড়েছিল। তার উপর চুক্তি ভঙ্গের বর্তমান ঘটনায় মুসলমানদের যুদ্ধ প্রস্তুতির আশঙ্কা বেড়ে গেল। চুক্তি ভঙ্গের সংবাদ হযরতের কাছে পৌঁছার পর পূর্ণ নীরবতা লক্ষ্য করে এ আশঙ্কা আরো ঘনীভূত হলো। তাই তারা বাধ্য হয়ে আবূ সুফিয়ানকে অবস্থা পর্যবেক্ষণের জন্য মদিনায় প্রেরণ করে, যাতে তিনি মুসলমানদের যুদ্ধ প্রস্তুতি আঁচ করতে পারলে পূর্ববর্তী ঘটনার জন্য ক্ষমা চেয়ে নিয়ে ভবিষ্যতের জন্য সেই চুক্তিকে নবায়ন করতে পারেন।

আবূ সুফিয়ান মদিনায় উপস্থিত হয়ে রাসূল ﷺ -এর যুদ্ধ প্রস্তুতি আবলোকন করেন, এতে তিনি শঙ্কিত হয়ে গণ্যমান্য সাহাবীদের কাছে যান, যাতে তাঁরা রাসূল ﷺ -এর কাছে চুক্তিটি বলবৎ রাখার সুপারিশ করেন। কিন্তু তাঁরা সবাই তাদের পূর্ববর্তী ও উপস্থিত ঘটনাবলির তিক্ত অভিজ্ঞতার দরুন কথাটি নাকচ করে দেন। ফলে আবূ সুফিয়ান বিফল মনোরথ হয়ে ফিরে আসেন, আর এতে মক্কার সর্বত্র যুদ্ধের ভয়ভীতি ছড়িয়ে পড়ে।

'বিদায়া' ও 'ইবনে কাছীর' -এর বর্ণনা মতে হযরত রাসূলে কারীম ﷺ অষ্টম হিজরির দশই রমজান সাহাবায়ে কেরামের এক বিশাল বাহিনী নিয়ে মক্কা জয়ের উদ্দেশ্যে মদিনা ত্যাগ করেন, পরিশেষে মক্কা বিজিত হয়।

সূরার তৃতীয় আয়াত يَوْمِ الْحَجِّ الْأَكْبَرِ বাক্যের অর্থ নিয়ে মুফাসসিরগণের মধ্যে মতভেদ রয়েছে। হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা.), হযরত ওমর ফারূক (রা.), আব্দুল্লাহ ইবনে ওমর (রা.) এবং আব্দুল্লাহ ইবনে যুবায়ের (রা.) প্রমুখ সাহাবা বলেন– يَوْمِ الْحَجِّ الْأَكْبَرِ -এর অর্থ আরাফাতের দিন। কারণ রাসূলুল্লাহ ﷺ হাদীস শরীফে ইরশাদ করেছেন– اَلْحَجُّ عَرَفَةُ 'হজ হলো আরাফাতের দিন' [আবূ দাউদ] আর কেউ বলেন, এর অর্থ কুরবানির দিন বা দশই জিলহজ।

হযরত সুফিয়ান ছওরী (র.) এবং অপরাপর ইমামগণ এ সকল উক্তির সমন্বয় সাধন উদ্দেশ্যে বলেন, হজের পাঁচ দিন হলো হজ্জে আকবরের দিন। এতে আরাফাত ও কুরবানির দিনগুলোও রয়েছে। তবে এখানে يَوْم (দিন) শব্দের একবচন আরবি বাকরীতির বিরুদ্ধ নয়। কুরআনের অপর আয়াতে বদর যুদ্ধের দিনগুলোকে يَوْمُ الْفُرْقَانِ রূপে অভিহিত করা হয়েছে। এখানেও শব্দটি একবচন রূপে ব্যবহৃত হয়। তেমনি আরবের অপরাপর যুদ্ধ যথা يَوْمُ اُحُدٍ يَوْمُ بُعَاثَ প্রভৃতি একবচন রয়েছে। অনেক দিনব্যাপী এ সকল যুদ্ধ চলতে থাকে।

তা'ছাড়া ওমরার অপর নাম হলো হজ্জে আসগর বা ছোট হজ। এর থেকে হজকে পৃথক করার জন্য বলা হয় হজে আকবর অর্থাৎ বড় হজ। তাই কুরআনের পরিভাষা মতে প্রতি বছরের হজকে হজ্জে আকবর বলা যাবে। সাধারণ লোকেরা যে মনে করে, যে বছর আরাফাতের দিন হবে শুক্রবার সে বছরের হজ হলো হজ্জে আকবর তাদের এ ধারণা ভুল। তবে এতটুকু কথা বলা আছে যে, রাসূল ﷺ -এর বিদায় হজে আরাফতের দিনটি ঘটনাচক্রে শুক্রবার পড়েছিল। সম্ভবত এর থেকে উক্ত ধারণার উৎপত্তি। অবশ্য শুক্রবারের বিশেষ ফজিলতের বিষয়টি অস্বীকার করা যায় না। তবে আয়াতের মর্মের সাথে উক্ত ধারণার কোনো সম্পর্ক নেই।

ইমাম জাসসাস (র.) 'আহাকমুল কুরআন' গ্রন্থে বলেন, হজের দিনগুলোকে হজ্জে আকবর নামে অভিহিত করা থেকে এ মাসআলাটি বের হয় যে, হজের দিনগুলোতে ওমরা পালন করা যাবে না। কেননা কুরআন মাজীদে এ দিনগুলোকে হজ্জে আকবরের জন্য নির্দিষ্ট রেখেছে।

قوله وَإِنْ أَحَدٌ مِّنَ الْمُشْرِكِيْنَ اسْتَجَارَكَ فَأَجِرْهُ الخ সূরা তওবার প্রথম পাঁচ আয়াতে মক্কা বিজয়ের পর মক্কা ও তার আশপাশের সকল কাফের-মুশরিকের জান-মালের সার্বিক নিরাপত্তা দানের ষিয়টি উল্লিখিত হয়। তবে তাদের চুক্তিভঙ্গ ও বিশ্বাসঘাতকতার তিক্ত অভিজ্ঞতার প্রেক্ষিতে ভবিষ্যতে তাদের সাথে আর কোনো চুক্তি না করার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়। এ

https://e-ilm.weebly.com/

সত্ত্বেও ইতিপূর্বে যাদের সাথে চুক্তি করা হয় এবং যারা চুক্তিভঙ্গ করেনি, তাদের মেয়াদ পূর্ণ হওয়া অবধি চুক্তি রক্ষার জন্য এ আয়াতসমূহে মুসলমানদের আদেশ দেওয়া হয়। আর যাদের সাথে কোনো চুক্তি হয়নি, কিংবা যাদের সাথে কোনো মেয়াদি চুক্তি হয়নি, তাদের প্রতি এ অনুকম্পা করা হয় যে, ত্বরিত মক্কা ত্যাগের আদেশের স্থলে চার মাসের দীর্ঘ সময় দেওয়া হয়। যাতে এ অবসরে যেদিকে সুবিধা চলে যেতে পারে অথবা, এ সময়ে ইসলামের সত্যতা উপলব্ধি করে মুসলমান হতে পারে। আল্লাহর এ সকল আদেশের উদ্দেশ্য হলো, আগামী সাল নাগাদ যেন মক্কা শরীফ এ সকল বিশ্বাসঘাতক মুশরিকদের থেকে পবিত্র হয়ে যায়। তার এ ব্যবস্থা যেহেতু প্রতিশোধমূলক নয়; বরং তাদের একটানা বিশ্বাসঘাতকতার প্রেক্ষিতে নিজেদের নিরাপত্তার জন্য নেওয়া হয়। সেহেতু তাদের সংশোধন ও মঙ্গল লাভের দরজা খোলা রাখা হয়।

ইসলামের সত্যতার দলিল-প্রমাণ পেশ করা আলেমগণের কর্তব্য : প্রথমত আয়াত থেকে প্রমাণিত হয় যে, কোনো বিধর্মী যদি ইসলামের সত্যতার দলিল জানতে চায়, তবে প্রমাণপঞ্জী সহাবায়ে কেরাম তার সামনে ইসলামকে পেশ করা মুসলমানদের কর্তব্য।

দ্বিতীয়ত কোনো বিধর্মী ইসলামের সম্যক তথ্য ও তত্ত্বাবলি হাসিলের জন্য যদি আমাদের কাছে আসে, তবে এর অনুমতি দান ও তার নিরাপত্তা বিধান আমাদের পক্ষে ওয়াজিব। তাকে বিব্রত করা বা তার ক্ষতিসাধন অবৈধ। তাফসীরে কুরতুবীতে আছে : এ হুকুম প্রযোজ্য হয় তখন, যখন আল্লাহর কালাম শোনা ও ইসলামের গবেষণাই তার উদ্দেশ্য হয়। ভিন্ন কোনো উদ্দেশ্য ব্যবসা-বাণিজ্য প্রভৃতির জন্য যদি আসতে চায়, তবে তা মুসলিম স্বার্থ ও মুসলিম শাসকগণের বিবেচনার উপর নির্ভরশীল। সঙ্গত মনে হলে অনুমতি দেওয়া যেতে পারে।

ইসলামি রাষ্ট্রে অমুসলমানদের অধিক সময়ের অনুমতি দেওয়া যায় না : তৃতীয়ত বিদেশী অমুসলমান যাদের সাথে আমাদের কোনো চুক্তি নেই, আবশ্যকভাবে অধিক সময় অবস্থানের অনুমতি তাদের দেওয়া যাবে না। কারণ এ আয়াতে তাদের আশ্রয় দান অবস্থানের সীমা নির্ধারণের উদ্দেশ্যে বলা হয়েছে যে, حَتّٰى يَسْمَعَ كَلٰمَ اللّٰهِ অর্থাৎ এদের অবস্থানের এতটুকু সময় দাও, যাতে এরা আল্লাহর কালাম শুনতে পায়।

চতুর্থত মুসলিম শাসক ও রাষ্ট্রনায়কের কর্তব্য হবে কোনো অমুসলমান প্রয়োজনে আমাদের অনুমতি (ভিসা) নিয়ে আমাদের দেশে আগমন করলে তার গতিবিধির প্রতি লক্ষ্য রাখা এবং প্রয়োজন শেষে নিরাপদে তাকে প্রত্যার্পণ করা।

শব্দ বিশ্লেষণ

سِيْحُوْا : সীগাহ جمع مذكر حاضر বহছ امر حاضر معروف বাব ضَرَبَ মাসদার اَلسَّيْحُ، اَلسِّيَاحَةُ মূলবর্ণ (س - ى - ح) জিনস اجوف يائى অর্থ– তোমরা ভ্রমণ কর, তোমরা বিচরণ কর।

تُبْتُمْ : সীগাহ جمع مذكر حاضر বহছ اثبات فعل ماضى معروف বাব نَصَرَ মাসদার اَلتَّوْبَةُ মূলবর্ণ (ت - و - ب) জিনস اجوف واوى অর্থ– তোমরা তওবা করেছ, তোমরা অনুশোচনা করেছ।

مَرْصَدٌ : শব্দটি একবচন; বহুবচন مَرَاصِدُ অর্থ– পর্যবেক্ষণ করা, যেতে দেওয়া, মুক্তি দেওয়া, বরাদ্দ করা।

خَلُّوْا : সীগাহ جمع مذكر حاضر বহছ امر حاضر معروف বাব تَفْعِيْل মাসদার اَلتَّخْلِيَةُ মূলবর্ণ (خ - ل - و) জিনস ناقص واوى অর্থ– তোমরা ছেড়ে দাও।

مَاْمَنٌ : সীগাহ واحد مذكر বহছ اسم ظرف বাব سَمِعَ মাসদার اَلْاَمْنُ মূলবর্ণ (ا - م - ن) জিনস مهموز فاء অর্থ– নিরাপদ স্থান।

https://e-ilm.weebly.com/

كَيْفَ يَكُوْنُ لِلْمُشْرِكِيْنَ عَهْدٌ عِنْدَ اللّٰهِ وَعِنْدَ رَسُوْلِهٖٓ اِلَّا الَّذِيْنَ عٰهَدْتُّمْ عِنْدَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ ۚ فَمَا اسْتَقَامُوْا لَكُمْ فَاسْتَقِيْمُوْا لَهُمْ ؕ اِنَّ اللّٰهَ يُحِبُّ الْمُتَّقِيْنَ (٧)

অনুবাদ : (৭) এই [কুরাইশ] মুশরিকদের অঙ্গীকার আল্লাহ তা'আলার নিকট এবং তাঁর রাসূলের নিকট কিরূপে [বলবৎ] থাকবে? কিন্তু যাদের থেকে তোমরা মসজিদে হারামের সন্নিকটে অঙ্গীকার নিয়েছ, অতএব, যে পর্যন্ত এরাই তোমাদের সাথে সরলভাবে থাকে তোমরাও তাদের সাথে সরলভাবে থাকবে, নিঃসন্দেহে আল্লাহ সংযমশীলদেরকে পছন্দ করেন।

كَيْفَ وَاِنْ يَّظْهَرُوْا عَلَيْكُمْ لَا يَرْقُبُوْا فِيْكُمْ اِلًّا وَّلَا ذِمَّةً ؕ يُرْضُوْنَكُمْ بِاَفْوَاهِهِمْ وَتَاْبٰى قُلُوْبُهُمْ ۚ وَاَكْثَرُهُمْ فٰسِقُوْنَ (٨)

(৮) কি করে [কুরাইশ মুশরিকরা চুক্তি রক্ষা করবে?] অথচ অবস্থা এই যে, যদি তারা তোমাদের উপর প্রাধান্য লাভ করে, তবে তোমাদের আত্মীয়তার মর্যাদাও রক্ষা করবে না, আর না অঙ্গীকারের, এরা তোমাদেরকে নিজেদের মুখের কথায় সন্তুষ্ট করছে এবং তাদের অন্তরসমূহ অস্বীকার করে, আর তাদের অধিকাংশ লোকই দুষ্ট।

اِشْتَرَوْا بِاٰيٰتِ اللّٰهِ ثَمَنًا قَلِيْلًا فَصَدُّوْا عَنْ سَبِيْلِهٖ ؕ اِنَّهُمْ سَآءَ مَا كَانُوْا يَعْمَلُوْنَ (٩)

(৯) তারা আল্লাহর আহকামের বিনিময়ে অস্থায়ী সম্পদ বরণ করে রেখেছে, ফলতঃ তারা আল্লাহর রাস্তা হতে সরে রয়েছে, নিশ্চয় তাদের কাজ অতি মন্দ।

لَا يَرْقُبُوْنَ فِيْ مُؤْمِنٍ اِلًّا وَّلَا ذِمَّةً ؕ وَاُولٰٓئِكَ هُمُ الْمُعْتَدُوْنَ (١٠)

(১০) এরা কোনো মুসলমানের ব্যাপারে আত্মীয়তার মর্যাদাও রক্ষা করে না, আর না অঙ্গীকারের, আর এরা [বিশেষতঃ এ ব্যাপারে] খুবই বাড়াবাড়ি করছে।

শাব্দিক অনুবাদ

(৭) كَيْفَ يَكُوْنُ কিরূপে [বলবৎ] থাকবে لِلْمُشْرِكِيْنَ عَهْدٌ এই মুশরিকদের অঙ্গীকার عِنْدَ اللّٰهِ আল্লাহ তা'আলার নিকট وَعِنْدَ رَسُوْلِهٖ এবং তাঁর রাসূলের নিকট اِلَّا الَّذِيْنَ عٰهَدْتُّمْ কিন্তু যাদের থেকে তোমরা অঙ্গীকার নিয়েছ عِنْدَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ মসজিদে হারামের সন্নিকটে فَمَا اسْتَقَامُوْا لَكُمْ অতএব, যে পর্যন্ত এরাই তোমাদের সাথে সরলভাবে থাকে فَاسْتَقِيْمُوْا لَهُمْ তোমরাও তাদের সাথে সরলভাবে থাকবে اِنَّ اللّٰهَ يُحِبُّ الْمُتَّقِيْنَ নিঃসন্দেহে আল্লাহ সংযমশীলদেরকে পছন্দ করেন।

(৮) كَيْفَ কি করে [কুরাইশ মুশরিকরা চুক্তি রক্ষা করবে] وَاِنْ يَّظْهَرُوْا عَلَيْكُمْ অথচ অবস্থা এই যে, যদি তারা তোমাদের উপর প্রাধান্য লাভ করে لَا يَرْقُبُوْا فِيْكُمْ اِلًّا وَّلَا ذِمَّةً তবে তোমাদের আত্মীয়তার মর্যাদাও রক্ষা করবে না, আর না অঙ্গীকারের يُرْضُوْنَكُمْ بِاَفْوَاهِهِمْ এরা তোমাদেরকে নিজেদের মুখের কথায় সন্তুষ্ট করছে وَتَاْبٰى قُلُوْبُهُمْ এবং তাদের অন্তরসমূহ অস্বীকার করে وَاَكْثَرُهُمْ فٰسِقُوْنَ আর তাদের অধিকাংশ লোকই দুষ্ট।

(৯) اِشْتَرَوْا তারা বরণ করে রেখেছে بِاٰيٰتِ اللّٰهِ আল্লাহর আহকামের বিনিময়ে ثَمَنًا قَلِيْلًا অস্থায়ী সম্পদ فَصَدُّوْا عَنْ سَبِيْلِهٖ ফলতঃ তারা আল্লাহর রাস্তা হতে সরে রয়েছে اِنَّهُمْ سَآءَ مَا كَانُوْا يَعْمَلُوْنَ নিশ্চয় তাদের কাজ অতি মন্দ।

(১০) لَا يَرْقُبُوْنَ فِيْ مُؤْمِنٍ এরা কোনো মুসলমানের ব্যাপারে রক্ষা করে না اِلًّا وَّلَا ذِمَّةً আত্মীয়তার মর্যাদাও আর না অঙ্গীকারের وَاُولٰٓئِكَ هُمُ الْمُعْتَدُوْنَ আর এরা [বিশেষতঃ এ ব্যাপারে] খুবই বাড়াবাড়ি করছে।

https://e-ilm.weebly.com/

অনুবাদ : (১১) অতএব, যদি তারা তওবা করে নেয় এবং নামাজ পড়তে থাকে ও জাকাত দিতে থাকে, তবে তারা তোমাদের ধর্ম ভাই হয়ে যাবে। আর আমি জ্ঞানী লোকদের জন্য বিধানাবলি বিস্তারিতভাবে বর্ণনা করে থাকি।	فَاِنۡ تَابُوۡا وَاَقَامُوا الصَّلٰوۃَ وَاٰتَوُا الزَّکٰوۃَ فَاِخۡوَانُکُمۡ فِی الدِّیۡنِ ؕ وَنُفَصِّلُ الۡاٰیٰتِ لِقَوۡمٍ یَّعۡلَمُوۡنَ ﴿۱۱﴾
(১২) আর যদি তারা অঙ্গীকার করার পর নিজেদের শপথগুলোকে ভঙ্গ করে ফেলে এবং তোমাদের ধর্মের প্রতি দোষারোপ করে, তবে তোমরা কুফরের অগ্রনায়কদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ কর, [এই অবস্থায়] তাদের শপথ রইল না, যেন তারা প্রত্যাবর্তন করে।	وَاِنۡ نَّکَثُوۡۤا اَیۡمَانَہُمۡ مِّنۡۢ بَعۡدِ عَہۡدِہِمۡ وَطَعَنُوۡا فِیۡ دِیۡنِکُمۡ فَقَاتِلُوۡۤا اَئِمَّۃَ الۡکُفۡرِ ۙ اِنَّہُمۡ لَاۤ اَیۡمَانَ لَہُمۡ لَعَلَّہُمۡ یَنۡتَہُوۡنَ ﴿۱۲﴾
(১৩) তোমরা এমন লোকদের বিরুদ্ধে কেন যুদ্ধ কর না? যারা নিজেদের শপথগুলোকে ভঙ্গ করে ফেলেছে, আর রাসূলকে দেশান্তর করার সিদ্ধান্ত করেছে এবং তারা তোমাদের বিরুদ্ধে নিজেরাই প্রথমে বিবাদ সৃষ্টি করল, তোমরা কি তাদেরকে ভয় করছ? বস্তুতঃ আল্লাহ তা'আলা হচ্ছেন অধিক হকদার এ বিষয়ে যে, তোমরা তাঁকে ভয় কর, যদি তোমরা ঈমান রাখ।	اَلَا تُقَاتِلُوۡنَ قَوۡمًا نَّکَثُوۡۤا اَیۡمَانَہُمۡ وَہَمُّوۡا بِاِخۡرَاجِ الرَّسُوۡلِ وَہُمۡ بَدَءُوۡکُمۡ اَوَّلَ مَرَّۃٍ ؕ اَتَخۡشَوۡنَہُمۡ ۚ فَاللّٰہُ اَحَقُّ اَنۡ تَخۡشَوۡہُ اِنۡ کُنۡتُمۡ مُّؤۡمِنِیۡنَ ﴿۱۳﴾

শাব্দিক অনুবাদ

(১১) فَاِنۡ تَابُوۡا অতএব, যদি তারা তওবা করে নেয় وَاَقَامُوا الصَّلٰوۃَ এবং নামাজ পড়তে থাকে وَاٰتَوُا الزَّکٰوۃَ ও জাকাত দিতে থাকে فَاِخۡوَانُکُمۡ فِی الدِّیۡنِ তবে তারা তোমাদের ধর্ম ভাই হয়ে যাবে وَنُفَصِّلُ الۡاٰیٰتِ আর আমি বিধানাবলি বিস্তারিতভাবে বর্ণনা করে থাকি لِقَوۡمٍ یَّعۡلَمُوۡنَ জ্ঞানী লোকদের জন্য।

(১২) وَاِنۡ نَّکَثُوۡۤا اَیۡمَانَہُمۡ আর যদি তারা নিজেদের শপথগুলোকে ভঙ্গ করে ফেলে مِّنۡۢ بَعۡدِ عَہۡدِہِمۡ অঙ্গীকার করার পর وَطَعَنُوۡا فِیۡ دِیۡنِکُمۡ এবং তোমাদের ধর্মের প্রতি দোষারোপ করে فَقَاتِلُوۡۤا اَئِمَّۃَ الۡکُفۡرِ তবে তোমরা কুফরের অগ্রনায়কদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ কর اِنَّہُمۡ لَاۤ اَیۡمَانَ لَہُمۡ [এই অবস্থায়] তাদের শপথ রইল না لَعَلَّہُمۡ یَنۡتَہُوۡنَ যেন তারা প্রত্যাবর্তন করে।

(১৩) اَلَا تُقَاتِلُوۡنَ قَوۡمًا তোমরা এমন লোকদের বিরুদ্ধে কেন যুদ্ধ কর না نَّکَثُوۡۤا اَیۡمَانَہُمۡ যারা নিজেদের শপথগুলোকে ভঙ্গ করে ফেলেছে وَہَمُّوۡا بِاِخۡرَاجِ الرَّسُوۡلِ আর রাসূলকে দেশান্তর করার সিদ্ধান্ত রয়েছে وَہُمۡ بَدَءُوۡکُمۡ اَوَّلَ مَرَّۃٍ এবং তারা তোমাদের বিরুদ্ধে নিজেরাই প্রথমে বিবাদ সৃষ্টি করল اَتَخۡشَوۡنَہُمۡ তোমরা কি তাদেরকে ভয় করছ فَاللّٰہُ اَحَقُّ اَنۡ تَخۡشَوۡہُ বস্তুতঃ আল্লাহ তা'আলা হচ্ছেন অধিক হকদার এ বিষয়ে যে, তোমরা তাঁকে ভয় কর اِنۡ کُنۡتُمۡ مُّؤۡمِنِیۡنَ যদি তোমরা ঈমান রাখ।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

(১৩) قوله اَلَا تُقَاتِلُوۡنَ قَوۡمًا نَّکَثُوۡۤا اَیۡمَانَہُمۡ وَہَمُّوۡا بِاِخۡرَاجِ الخ **আয়াতের শানে নুযূল– ১ :** আল্লামা সুদ্দী, ইবনে ইসহাক ও কালবী বলেন যে, আলোচ্য আয়াত মক্কার সে সকল কাফেরদের সম্পর্কে অবতীর্ণ হয়েছে যারা হুদায়বিয়ার সন্ধি করার পর অঙ্গীকার ভঙ্গ করেছিল এবং বনূ বকর রাসূল ﷺ -এর মিত্র খুযাআর মোকাবিলায় সকল প্রকারের সাহায্য করেছিল। এমনকি কুরাইশরা যখন দারুন নদওয়ায় রাসূল ﷺ -কে মক্কা হতে বের করার জন্য পরামর্শ করেছিল, তখন তারা কুরাইশের সাথে ঐকমত্য প্রকাশ করেছিল।

শানে নুযূল– ২ : অথবা ইহুদিরা চুক্তি ভঙ্গ করে মদিনা হতে রাসূল ﷺ -কে বের করার জন্য বিশ্বাসঘাতকতা করেছিল। তাদের সম্পর্কে আলোচ্য আয়াত দুটি নাজিল হয়েছে। –[বাহরে মুহীত-১৮/৫, কুরতুবী-৮০/৮, ইবনে কাছীর-৩৪৬/২]

https://e-ilm.weebly.com/

https://e-ilm.weebly.com/

আয়াতে বলা হয় যে, চুক্তিভঙ্গের ভীষণ অপরাধে অপরাধী হলেও তারা যদি মুসলমান হয় এবং ইসলামকে নামাজ ও জাকাতের মাধ্যমে প্রকাশ করে, তবে অতীতের সকল তিক্ততা ভুলে যাওয়াও তাদের ভ্রাতৃবন্ধনে আবদ্ধ করা মুসলমানদের কর্তব্য।

আলোচ্য দ্বাদশ আয়াতে বলা হচ্ছে যে, উক্ত ভবিষ্যদ্বাণী মোতাবেক এরা যখন চুক্তিটি ভঙ্গ করে দিল; তখন এদের সাথে মুসলমানদের কি ব্যবহার করা উচিত। ইরশাদ হয়– وَاِنْ نَّكَثُوْٓا اَيْمَانَهُمْ مِّنْۢ بَعْدِ عَهْدِهِمْ وَطَعَنُوْا فِيْ دِيْنِكُمْ فَقَاتِلُوْٓا اَئِمَّةَ الْكُفْرِ অর্থাৎ "এরা যদি চুক্তি সম্পাদনের পর শপথ ও প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ করে এবং ইসলামও গ্রহণ না করে, অধিকন্তু ইসলামকে নিয়ে বিদ্রূপ করে, তবে সেই কুফর-প্রধানদের সাথে যুদ্ধ কর।"

فَقَاتِلُوْاهُمْ লক্ষণীয় যে, এখানে আপাতদৃষ্টিতে বলা সঙ্গত ছিল, 'সেই কাফেরদের সাথে যুদ্ধ কর।' কিন্তু তা না বলে বলা হয় فَقَاتِلُوْٓا اَئِمَّةَ الْكُفْرِ "সেই কুফর-প্রধানদের সাথে যুদ্ধ কর।" তার কারণ উপযুক্ত হয়। এ বাক্যরীতিতে যুদ্ধাদেশের কারণের প্রতি ইঙ্গিত রয়েছে।

কতিপয় মুফাসসির বলেন, এখানে কুফর প্রধান বলতে বুঝায় মক্কার ঐ সকল কুরাইশ প্রধান যারা মুসলমানদের বিরুদ্ধে লোকদের উস্কানি দান ও রণ প্রস্তুতিতে নিয়োজিত ছিল। বিশেষত এদের সাথে যুদ্ধ করার আদেশ এজন্য দেওয়া হয় যে, মক্কাবাসীদের শক্তির উৎস হলো এরা। তাছাড়া এদের সাথে ছিল অনেক মুসলমানের আত্মীয়তা। যার ফলে এরা হয়তো প্রশ্রয় পেয়ে বসত। –[মাযহারী]

وَطَعَنُوْا فِيْ دِيْنِكُمْ "এবং বিদ্রূপ করে তোমাদের দীন সম্পর্কে" বাক্য থেকে কতিপয় আলেম প্রমাণ করেন যে, মুসলমানদের ধর্মের প্রতি বিদ্রূপ করা চুক্তিভঙ্গের নামান্তর। যে ব্যক্তি ইসলাম ও ইসলামি শরিয়তকে নিয়ে ঠাট্টা-বিদ্রূপ করে, তাকে চুক্তি রক্ষাকারী বলা যাবে না। তবে মাননীয় ফকীহ বৃন্দের ঐকমত্যে আলোচ্য বিদ্রূপ হলো তা, যা ইসলাম ও মুসলমানদের হেয় করার উদ্দেশ্যে প্রকাশ্যরূপে করা হয়, ইসলামি আইন কানুনের গবেষণার উদ্দেশ্যে কৃত সমালোচনা বিদ্রূপের শামিল নয় এবং আভিধানিক অর্থেও তাকে বিদ্রূপ বলা যায় না। মোটকথা ইসলামি রাষ্ট্রে অবস্থানকারী অমুসলিম জিম্মিদের তত্ত্বগত সমালোচনার অনুমতি দেওয়া যায়, কিন্তু ঠাট্টা-বিদ্রূপের অনুমতি দেওয়া যায় না।

আয়াতের অপর বাক্য হলো– اِنَّهُمْ لَآ اَيْمَانَ لَهُمْ অর্থাৎ 'এদের কোনো শপথ নেই, কারণ এরা শপথ ও প্রতিশ্রুতি ভঙ্গে অভ্যস্ত। তাই এদের শপথের কোনো মূল্য নেই।

আয়াতের শেষ বাক্য হলো– لَعَلَّهُمْ يَنْتَهُوْنَ "যাতে তারা ফিরে আসে।" এতে বলা হয় যে, মুসলমানদের যুদ্ধবিগ্রহের উদ্দেশ্য অপরাপর জাতির মতো শত্রু নির্যাতন ও প্রতিশোধ-স্পৃহা নিবারণ, কিংবা সাধারণ রাষ্ট্রনায়কগণের মতো নিছক দেশ দখল না হওয়া চাই; বরং তাদের যুদ্ধের উদ্দেশ্য হওয়া চাই শত্রুদের মঙ্গল কামনা ও সহানুভূতি এবং বিপথ থেকে তাদের ফিরিয়ে আনা।

শব্দ বিশ্লেষণ

ذِمَّةٌ : শব্দটি একবচন; বহুবচনে ذِمَمٌ অর্থ– প্রতিশ্রুতি, প্রতিজ্ঞা।

يُرْضُوْنَ : সীগাহ جمع مذكر غائب বহছ اثبات فعل مضارع معروف বাব اِفْعَالٌ মাসদার اَلْاِرْضَاءُ মূলবর্ণ (ر - ض - و) জিনস ناقص واوى অর্থ–তারা সন্তুষ্ট রাখে।

اِشْتَرَوْا : সীগাহ جمع مذكرغائب বহছ اثبات فعل ماضى معروف বাব اِفْتِعَالٌ মাসদার اَلْاِشْتِرَاءُ মূলবর্ণ (ش - ر - ى) জিনস ناقص يائى অর্থ– তারা ক্রয় করেছে।

اَلْمُعْتَدُوْنَ : সীগাহ جمع مذكر বহছ اسم فاعل বাব افتعال মাসদার اَلْاِعْتِدَاءُ মূলবর্ণ (ع - د - و) জিনস ناقص واوى অর্থ– সীমালজ্ঘনকারী, সীমা অতিক্রমকারী।

هَمُّوْا : সীগাহ جمع مذكر غائب বহছ اثبات فعل ماضى معروف বাব نَصَرَ মাসদার اَلْهَمُّ মূলবর্ণ (ه - م - م) জিনস مضاعف ثلاثى অর্থ– তারা সংকল্প করেছে, তারা সিদ্ধান্ত নিয়েছে।

تَخْشَوْنَ : সীগাহ جمع مذكر حاضر বহছ اثبات فعل مضارع معرو বাব سَمِعَ মাসদার اَلْخَشْيُ মূলবর্ণ (خ - ش - ى) জিনস ناقص يائى অর্থ– তোমরা ভয় করছ।

https://e-ilm.weebly.com/

قَاتِلُوْهُمْ يُعَذِّبْهُمُ اللّٰهُ بِاَيْدِيْكُمْ وَيُخْزِهِمْ
وَيَنْصُرْكُمْ عَلَيْهِمْ وَيَشْفِ صُدُوْرَ قَوْمٍ
مُّؤْمِنِيْنَ (١٤)

অনুবাদ : (১৪) তাদের সঙ্গে যুদ্ধ কর, আল্লাহ তোমাদের হাতে তাদেরকে শাস্তি দিবেন এবং তাদেরকে লাঞ্ছিত করবেন, আর তোমাদেরকে তাদের উপর বিজয়ী করবেন, আর বহু মুসলমানের অন্তরসমূহকে উপশান্ত করবেন।

وَيُذْهِبْ غَيْظَ قُلُوْبِهِمْ ۚ وَيَتُوْبُ اللّٰهُ عَلٰى مَنْ
يَّشَآءُ ۚ وَاللّٰهُ عَلِيْمٌ حَكِيْمٌ (١٥)

(১৫) আর তাদের অন্তরসমূহের ক্ষোভ [ও ক্রোধ] দূর করে দিবেন এবং [সেই কাফেরদের মধ্যকার] যার প্রতি ইচ্ছা হয়, আল্লাহ করুণা [-ও] প্রদর্শন করবেন, আর আল্লাহ তা'আলা মহাজ্ঞানী, প্রজ্ঞাময়।

اَمْ حَسِبْتُمْ اَنْ تُتْرَكُوْا وَلَمَّا يَعْلَمِ اللّٰهُ
الَّذِيْنَ جٰهَدُوْا مِنْكُمْ وَلَمْ يَتَّخِذُوْا مِنْ
دُوْنِ اللّٰهِ وَلَا رَسُوْلِهٖ وَلَا الْمُؤْمِنِيْنَ وَلِيْجَةً ۚ
وَاللّٰهُ خَبِيْرٌۢ بِمَا تَعْمَلُوْنَ (١٦) ع ٨

(১৬) তোমরা কি এই ধারণা কর যে, তোমাদেরকে এভাবেই ছেড়ে দেওয়া হবে? অথচ আল্লাহ তো এখনো সেই সকল লোকদেরকে [প্রকাশ্যভাবে] দেখেননি, যারা তোমাদের মধ্য হতে জিহাদ করেছে এবং আল্লাহ ও তাঁর রাসূল এবং মুমিনগণ ব্যতীত অন্য কাউকেও অন্তরঙ্গ বন্ধুরূপে গ্রহণ করেনি, আর আল্লাহ তা'আলা তোমাদের সকল কর্মসমূহের পূর্ণ খবর রাখেন।

مَا كَانَ لِلْمُشْرِكِيْنَ اَنْ يَّعْمُرُوْا مَسٰجِدَ اللّٰهِ
شٰهِدِيْنَ عَلٰٓى اَنْفُسِهِمْ بِالْكُفْرِ ۚ اُولٰٓئِكَ حَبِطَتْ
اَعْمَالُهُمْ ۚۖ وَفِي النَّارِ هُمْ خٰلِدُوْنَ (١٧)

(১৭) মুশরিকদের এই যোগ্যতাই নেই যে, তারা আল্লাহর মসজিদসমূহকে আবাদ করে, যে অবস্থায় তারা নিজেদের কুফরির স্বীকারোক্তি করছে, তাদের সমস্ত [সৎ] কার্যগুলো বিফল হলো, আর তারা দোজখে অনন্তকাল থাকবে।

শাব্দিক অনুবাদ

(১৪) قَاتِلُوْهُمْ তাদের সঙ্গে যুদ্ধ কর يُعَذِّبْهُمُ اللّٰهُ بِاَيْدِيْكُمْ আল্লাহ তোমাদের হাতে তাদেরকে শাস্তি দিবেন وَيُخْزِهِمْ এবং তাদেরকে লাঞ্ছিত করবেন وَيَنْصُرْكُمْ عَلَيْهِمْ আর তোমাদেরকে তাদের উপর বিজয়ী করবেন وَيَشْفِ صُدُوْرَ قَوْمٍ مُّؤْمِنِيْنَ আর বহু মুসলমানের অন্তরসমূহকে উপশান্ত করবেন।

(১৫) وَيُذْهِبْ غَيْظَ قُلُوْبِهِمْ আর তাদের অন্তরসমূহের ক্ষোভ [ও ক্রোধ] দূর করে দিবেন وَيَتُوْبُ اللّٰهُ عَلٰى مَنْ يَّشَآءُ এবং [সেই কাফেরদের মধ্যকার] যার প্রতি ইচ্ছা হয়, আল্লাহ করুণা [-ও] প্রদর্শন করবেন وَاللّٰهُ عَلِيْمٌ حَكِيْمٌ আর আল্লাহ তা'আলা মহাজ্ঞানী, প্রজ্ঞাময়।

(১৬) اَمْ حَسِبْتُمْ اَنْ تُتْرَكُوْا তোমরা কি এই ধারণা কর যে, তোমাদেরকে এভাবেই ছেড়ে দেওয়া হবে وَلَمَّا يَعْلَمِ اللّٰهُ الَّذِيْنَ جٰهَدُوْا مِنْكُمْ অথচ আল্লাহ তো এখনো সেই সকল লোকদেরকে [প্রকাশ্যভাবে] দেখেননি, যারা তোমাদের মধ্য হতে জিহাদ করেছে وَلَمْ يَتَّخِذُوْا এবং গ্রহণ করেনি مِنْ دُوْنِ ব্যতীত اللّٰهِ وَلَا رَسُوْلِهٖ وَلَا الْمُؤْمِنِيْنَ আল্লাহ ও তাঁর রাসূল এবং মুমিনগণ অন্য কাউকেও وَلِيْجَةً অন্তরঙ্গ বন্ধুরূপে وَاللّٰهُ خَبِيْرٌۢ بِمَا تَعْمَلُوْنَ আর আল্লাহ তা'আলা তোমদের সকল কর্মসমূহের পূর্ণ খবর রাখেন।

(১৭) مَا كَانَ لِلْمُشْرِكِيْنَ মুশরিকদের এই যোগ্যতাই নেই যে, اَنْ يَّعْمُرُوْا مَسٰجِدَ اللّٰهِ তারা আল্লাহর মসজিদসমূহকে আবাদ করে شٰهِدِيْنَ عَلٰٓى اَنْفُسِهِمْ بِالْكُفْرِ যে অবস্থায় তারা নিজেদের কুফরির স্বীকারোক্তি করছে اُولٰٓئِكَ حَبِطَتْ اَعْمَالُهُمْ তাদের সমস্ত [সৎ] কার্যগুলো বিফল হলো وَفِي النَّارِ هُمْ خٰلِدُوْنَ আর তারা দোজখে অনন্তকাল থাকবে।

https://e-ilm.weebly.com/

অনুবাদ : (১৮) হ্যাঁ, আল্লাহর মসজিদগুলো আবাদ করা তাদের কাজ যারা আল্লাহর প্রতি এবং কিয়ামত দিবসের প্রতি ঈমান আনয়ন করে এবং নামাজ কায়েম রাখে এবং জাকাত প্রদান করে, আর আল্লাহ তা'আলা ব্যতীত কাউকেও ভয় করে না, বস্তুতঃ এ সকল লোক সম্বন্ধে আশা যে, তারা নিজেদের লক্ষ্যস্থলে পৌছে যাবে।	اِنَّمَا يَعْمُرُ مَسٰجِدَ اللّٰهِ مَنْ اٰمَنَ بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ الْاٰخِرِ وَاَقَامَ الصَّلٰوةَ وَاٰتَى الزَّكٰوةَ وَلَمْ يَخْشَ اِلَّا اللّٰهَ فَعَسٰٓى اُولٰٓئِكَ اَنْ يَّكُوْنُوْا مِنَ الْمُهْتَدِيْنَ (١٨)
(১৯) তোমরা কি হাজীদের পানি পান করানোকে এবং মসজিদে হারামের আবাদ রাখাকে সেই ব্যক্তির [কাজের] সমান সাব্যস্ত করে রেখেছ? যে ব্যক্তি আল্লাহ তা'আলা ও কিয়ামত দিবসের প্রতি ঈমান এনেছে, আর সে আল্লাহর রাস্তায় জিহাদ করেছে, এরা আল্লাহ তা'আলার সমীপে সমান নয়। আর যারা অবিচারক, আল্লাহ তা'আলা তাদেরকে সুবুদ্ধি দান করেন না।	اَجَعَلْتُمْ سِقَايَةَ الْحَآجِّ وَعِمَارَةَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ كَمَنْ اٰمَنَ بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ الْاٰخِرِ وَجٰهَدَ فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ ۭ لَا يَسْتَوٗنَ عِنْدَ اللّٰهِ ۭ وَاللّٰهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظّٰلِمِيْنَ (١٩) وقف لازم
(২০) যারা ঈমান আনয়ন করেছে এবং হিজরত করেছে, আর তারা নিজেদের ধন ও প্রাণ দ্বারা আল্লাহ তা'আলার রাস্তায় জিহাদ করেছে, তারা মর্যাদায় আল্লাহ তা'আলার সমীপে অতি বড়, আর এরাই হচ্ছে পূর্ণ সফলকাম।	اَلَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَهَاجَرُوْا وَجٰهَدُوْا فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ بِاَمْوَالِهِمْ وَاَنْفُسِهِمْ اَعْظَمُ دَرَجَةً عِنْدَ اللّٰهِ ۭ وَاُولٰٓئِكَ هُمُ الْفَآئِزُوْنَ (٢٠)

শাব্দিক অনুবাদ

(১৮) اِنَّمَا يَعْمُرُ مَسٰجِدَ اللّٰهِ হ্যাঁ, আল্লাহর মসজিদগুলো আবাদ করা তাদের কাজ مَنْ اٰمَنَ بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ الْاٰخِرِ যারা আল্লাহর প্রতি এবং কিয়ামত দিবসের প্রতি ঈমান আনয়ন করে وَاَقَامَ الصَّلٰوةَ এবং নামাজ কায়েম রাখে وَاٰتَى الزَّكٰوةَ এবং জাকাত প্রদান করে وَلَمْ يَخْشَ اِلَّا اللّٰهَ আর আল্লাহ তা'আলা ব্যতীত কাউকেও ভয় করে না فَعَسٰٓى اُولٰٓئِكَ اَنْ يَّكُوْنُوْا مِنَ الْمُهْتَدِيْنَ বস্তুতঃ এ সকল লোক সম্বন্ধে আশা যে, তারা নিজেদের লক্ষ্যস্থলে পৌছে যাবে।

(১৯) اَجَعَلْتُمْ তোমরা কি সেই ব্যক্তির [কাজের] সমান সাব্যস্ত করে রেখেছ سِقَايَةَ الْحَآجِّ হাজীদের পানি পান করানোকে وَعِمَارَةَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ এবং মসজিদে হারামের আবাদ রাখাকে كَمَنْ اٰمَنَ بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ الْاٰخِرِ যে ব্যক্তি আল্লাহ তা'আলা ও কিয়ামত দিবসের প্রতি ঈমান এনেছে وَجٰهَدَ فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ আর সে আল্লাহর রাস্তায় জিহাদ করেছে لَا يَسْتَوٗنَ عِنْدَ اللّٰهِ এরা আল্লাহ তা'আলার সমীপে সমান নয় وَاللّٰهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظّٰلِمِيْنَ আর যারা অবিচারক, আল্লাহ তা'আলা তাদেরকে সুবুদ্ধি দান করেন না।

(২০) اَلَّذِيْنَ اٰمَنُوْا যারা ঈমান আনয়ন করেছে وَهَاجَرُوْا এবং হিজরত করেছে وَجٰهَدُوْا فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ আর তারা আল্লাহ তা'আলার রাস্তায় জিহাদ করেছে بِاَمْوَالِهِمْ وَاَنْفُسِهِمْ নিজেদের ধন ও প্রাণ দ্বারা اَعْظَمُ دَرَجَةً عِنْدَ اللّٰهِ তারা মর্যাদায় আল্লাহ তা'আলার সমীপে অতি বড় وَاُولٰٓئِكَ هُمُ الْفَآئِزُوْنَ আর এরাই হচ্ছে পূর্ণ সফলকাম।

https://e-ilm.weebly.com/

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

(১৪) قوله قَاتِلُوْهُمْ يُعَذِّبْهُمُ اللّٰهُ بِاَيْدِيْكُمْ وَيُخْزِهِمْ الخ **আয়াতের শানে নুযূল– ১ :** হযরত ইবনে আব্বাস (রা.)-এর বর্ণনা মতে মক্কা বিজয়ের পূর্বে মক্কা বিজয়ের প্রতি উৎসাহ যোগান দেওয়ার লক্ষ্যে আলোচ্য আয়াত নাজিল করা হয়েছে। তবে উক্ত সূরার প্রথম অংশ মক্কা বিজয়ের পর নাজিল হয়েছিল। –[রূহুল মা'আনী-৬২/৫]

শানে নুযূল– ২ : ইবনে আবী শায়বা, ইবনুল মুনযির, ইবনে আবী হাতেম ও আবুশ শায়খ ইকরিমা হতে বর্ণনা করেন। তিনি বলেন যে, আলোচ্য আয়াত বনূ খুযাআ অধিবাসীদের সম্পর্কে নাজিল করা হয়েছে। –[ফাতহুল কাদীর-৩৪৩/২]

সে ঘটনাটি হলো মুজাহিদের বর্ণনা মতে, বনূ খুযাআর মোকাবিলায় বনূ বকর যুদ্ধে অতবীর্ণ হয়। খুযাআ গোত্রীয়রা রাসূল ﷺ-এর মিত্র ছিল। আর কুরাইশ কাফেরেরা বনূ বকরের পক্ষাবলম্বনকারী ছিল। একদা বনূ বকরের এক লোক রাসূল ﷺ-এর সমালোচনা মূলকভাবে কবিতা আবৃত্তি করল, তখন খুযাঈ কোনো এক ব্যক্তি বলল যে, আবার পুনরাবৃত্তি করলে তোর মুখ ছিঁড়ে ফেলব। অতঃপর সে জেদ বশত আবারও কবিতা আবৃত্তি করল, তার প্রতিকার স্বরূপ তার মুখ ছিঁড়ে দিল। এতে করে তাদের মধ্যে যুদ্ধের এক অগ্নি শিখা দাউ দাউ করে জ্বলে উঠে, ফলে এ যুদ্ধে অনেক লোকজনকে মেরে ফেলে। সে পরিপ্রেক্ষিতে আল্লাহ তা'আলা আলোচ্য আয়াত নাজিল করেন। –[কুরতুবী-৮১/৫]

(১৭) قوله مَا كَانَ لِلْمُشْرِكِيْنَ اَنْ يَّعْمُرُوْا مَسٰجِدَ اللّٰهِ شٰهِدِيْنَ الخ **আয়াতের শানে নুযূল :** আবুশ শায়খ ও ইবনে জারীর যাহহাক হতে বর্ণনা করেন যে, হযরত আব্বাস (রা.) যখন বন্দী হন, তখন মুসলমনেরা তাকে শিরক এবং আত্মীয়তা ছেদনের ন্যায় কর্ম দ্বারা লজ্জা দিচ্ছিলেন, কথার দিক দিয়ে হযরত আলী (রা.) ছিলেন সর্বাধিক কঠুভাষী। তখন তিনি বললেন যে, তোমরা আমাদের দুষ্কর্মগুলো বর্ণনা করছ এবং আমাদের সেবাসমূহ গোপন করে রেখেছ। আমরা মসজিদে হারাম নির্মাণ করেছি। কাবা গৃহের গিলাফ পড়িয়েছি, হাজীদের আথিতেয়তা করছি, অনেক হত্যা জনিত অপরাধকে ক্ষমা করেছি। মুশরিকদের এ সকল ভালো কোনো কাজেই আসবে না। সে বিষয়টি বর্ণনা করার পরিপ্রেক্ষিতে আল্লাহ তা'আলা আলোচ্য আয়াত নাজিল করেছেন। –[রূহুল মা'আনী-৬৫/৫]

(১৯) قوله اَجَعَلْتُمْ سِقَايَةَ الْحَآجِّ وَعِمَارَةَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ الخ **আয়াতের শানে নুযূল– ১ :** মুসলিম . আবূ দাউদ, ইবনে জারীর, ইবনুল মুনযির ও আরো অনেকেই হযরত নোমান ইবনে বশীর (রা.) হতে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন যে, আমি রাসূল ﷺ-এর মিম্বরের নিকট ছিলাম। সেখানে সাহাবায়ে কেরাম হতে আরো অনেকেই ছিলেন। সে মুহূর্তে কোনো একজন সাহাবী বললেন যে, ইসলাম গ্রহণ করার পর হাজীদেরকে পানি পান করানো ছাড়া অন্য কোনো আমল করব না। অপরজন বললেন যে. তোমরা যা বলছ তদাপেক্ষা আল্লাহর পথে জিহাদ করা সর্বোৎকৃষ্ট। তখন হযরত ওমর (রা.) তদেরকে ভর্ৎসনা করে বলেন যে, لَا تَرْفَعُوْا اَصْوَاتَكُمْ عِنْدَ مِنْبَرِ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ তোমরা রাসূল ﷺ-এর মিম্বারের পাশে থেকে উচ্চৈঃস্বরে কথোপকথন করো না। সে দিনটি ছিল শুক্রবার। সুতরাং যখন নামাজ শেষ হয়ে যাবে তখন আমি রাসূল ﷺ-এর নিকট গমন করে তোমরা যে বিষয়ে বিতর্ক করছ সে সম্পর্কে তাঁর নিকট থেকে জেনে নেব। তাদের এ বিতর্কের পরিপ্রেক্ষিতে আল্লাহ তা'আলা আলোচ্য আয়াত নাজিল করেন। –[কুরতুবী-৮৫/৮, রূহুল মা'আনী-৬৭/৫, বাহরে মুহীত-২২/৫, ফাতহুল কাদীর-৩৪৫/২]

শানে নুযূল– ২ : একাধিক রেওয়ায়েতে বর্ণিত রয়েছে যে, আলোচ্য আয়াত হযরত আলী (রা.) ও আব্বাস (রা.) সম্পর্কে নাজিল হয়েছে। এর ঘটনাপ্রবাহ হচ্ছে, একদা হযরত আলী (রা.) তাঁকে বলেন, হে আমার চাচা! আপনি যদি মদিনায় হিজরত করতেন কতই না ভালো হতো। তখন তিনি তাকে বললেন যে, আমি হিজরত করা অপেক্ষা উত্তম কাজে আত্মনিয়োগ করে রাখিনি কী? আমি কি হাজীদের পানি পান করাচ্ছি না? এবং মসজিদে হারাম আবাদ করার কাজে আমি লেগে নেই কী? হাজীদের পানি পান করানো ও মসজিদে হারাম আবাদ করাকে তখন তারা ঈমান গ্রহণ ও হিজরত করা অপেক্ষা উত্তম কাজ মনে করত। সে প্রেক্ষাপট বর্ণনা করে আল্লাহ তা'আলা আলোচ্য আয়াত নাজিল করেন। –[রূহুল মা'আনী-৬৭/৫]

https://e-ilm.weebly.com/

قَوْلُهٗ قَاتِلُوْهُمْ يُعَذِّبْهُمُ اللّٰهُ بِاَيْدِيْكُمْ الخ : পূর্ববর্তী আয়াতসমূহে মুশরিকদের হঠকারিতা, বিশ্বাসঘাতকতা ও নিজেদের বাতিল ধর্মকে টিকিয়ে রাখার সকল প্রচেষ্টা এবং তাদের মোকাবিলায় মুসলমানদের জিহাদে অনুপ্রাণিত করার বর্ণনা রয়েছে। আর উপরিউক্ত আয়াতসমূহে জিহাদের তাগিদের সাথে রায়েছে এর তাৎপর্য। অর্থাৎ জিহাদের দ্বারা মুসলমানদের পরীক্ষা করা হয়। এ পরীক্ষায় নিষ্ঠাবান মুসলমান এবং মুনাফিক ও দুর্বল ঈমান সম্পন্নদের মধ্যে পার্থক্য করা যায়। অতএব, এ পরীক্ষা জরুরি।

ষষ্ঠদশ আয়াতে বলা হয়েছে, তোমরা কি মনে কর যে, শুধু কালেমার মৌখিক উচ্চারণ ও ইসলামের দাবি শুনে তোমাদের এমনিতে ছেড়ে দেওয়া হবে? অথচ আল্লাহ তা'আলা প্রকাশ্য দেখতে চান কারা আল্লাহর রাহে জিহাদকারী এবং কারা আল্লাহ, তাঁর রাসূল ও মুমিনদের ব্যতীত আর কাউকে অন্তরঙ্গ বন্ধুরূপে গ্রহণ করছে না। এ আয়াতে সম্বোধন রয়েছে মুসলমানদের প্রতি। এদের মধ্যে কিছু মুনাফিক প্রকৃতির আর কিছু দুর্বল ঈমান সম্পন্ন ইতস্তকারী, যারা মুসলমানদের গোপন বিষয়গুলো নিজেদের অমুসলিম বন্ধুদের বলে দিত। সেজন্য অত্র আয়াতে নিষ্ঠাবান মুসলমানদের দুটি আলামতের উল্লেখ করা হয়।

নিষ্ঠাবান মুসলমানদের দুই আলামত : প্রথম শুধু আল্লাহর জন্য কাফেরদের সাথে যুদ্ধ করে। দ্বিতীয় কোনো অমুসলমানদেরকে নিজের অন্তরঙ্গ বন্ধু সাব্যস্ত করে না। এ আয়াতের শেষে বলা হয়, وَاللّٰهُ خَبِيْرٌ بِمَا تَعْمَلُوْنَ "আর আল্লাহ তোমরা যা কর সে সম্বন্ধে সবিশেষ আবহিত।" তাই তাঁর কাছে কোনো হীলা-বাহানা চলবে না।

অমুসলিমদের অন্তরঙ্গ বন্ধু করা জায়েজ নয় : ষষ্ঠদশ আয়াতে উল্লিখিত শব্দ يٰاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَا تَتَّخِذُوْا بِطَانَةً مِنْ دُوْنِكُمْ لَا يَأْلُوْنَكُمْ خَبَالًا অর্থাৎ " হে ঈমানদারগণ! মুমিনদের ব্যতীত আর কাউকেও অন্তরঙ্গ বন্ধু সাব্যস্ত করো না, তারা তোমাদের ধ্বংস সাধনে কোনো ত্রুটি বাকি রাখবে না।"

এ সকল বিষয় আলোচনার পর সপ্তদশ ও অষ্টাদশ আয়াতে মসজিদুল হারাম ও অন্যান্য মসজিদগুলোকে বাতিল উপাসনা থেকে পাবিত্রকরণ এবং সঠিক ও কবুলযোগ্য তরিকায় ইবাদত করার পথনির্দেশ রয়েছে।

কতিপয় মাসায়েল : আয়াতে বলা হয়েছে যে. মসজিদ আবাদ করার উপযুক্ততা কাফেরদের নেই। অর্থ হলো কাফেররা মসজিদের মুতাওয়াল্লী ও ব্যবস্থাপক হতে পারবে না। আরও ব্যাপক অর্থে বলা যায়– কোনো কাফেরকে কোনো ইসলামি ওয়াকফ সম্পত্তির মুতাওয়াল্লী ও ব্যবস্থাপক পদে নিয়োগ করা জায়েজ নয়। তবে নির্মাণকাজে অমুসলিমের সাহায্য নিতে দোষ নেই। –[তাফসীরে মুরাগী]

কোনো অমুসলিম যদি ছওয়াব মনে করে মসজিদ নির্মাণ করে দেয় অথবা মসজিদ নির্মাণের জন্য মুসলমানদের চাঁদা দেয়, তবে কোনো প্রকার দীনি বা দুনিয়াবি ক্ষতি সেটার উপর আরোপ করা অথবা খোঁটা দেওয়ার আশঙ্কা না থাকলে তা গ্রহণ করা জায়েজ রয়েছে। –[শামী]

দ্বিতীয় আয়াতে যা বলা হয়েছে, আল্লাহর মসজিদ আবাদ করার যোগ্যতা রয়েছে উপরিউক্ত গুণাবলিসম্পন্ন নেককার মুসলমানদের। এর থেকে বুঝা যায়, যে ব্যক্তি মসজিদের হেফাজত, পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা ও অন্যান্য ব্যবস্থায় নিয়োজিত থাকে কিংবা যে ব্যক্তি আল্লাহর জিকির বা দীনি ইলমের শিক্ষা দানে, কিংবা শিক্ষা লাভের উদ্দেশ্যে মসজিদে যাতায়াত করে, তা তার কামেল মুমিন হওয়ার সাক্ষ্য বহন করে। তিরমিযী ও ইবনে মাজাহ শরীফে বর্ণিত আছে : রাসূলে কারীম ﷺ ইরশাদ করেছন, যে ব্যক্তিকে তোমরা মসিজিদে উপস্থিত হতে দেখ তোমরা তার ঈমানদার হওয়ার ব্যাপারে সাক্ষ্য দেবে। কারণ আল্লাহ নিজেই বলেছেন, اِنَّمَا يَعْمُرُ مَسٰجِدَ اللّٰهِ مَنْ اٰمَنَ بِاللّٰهِ "আল্লাহর মসজিদগুলো আবাদ করে তারা, যারা ঈমান এনেছে আল্লাহর প্রতি...................... ।"

বুখারী ও মুসলিমের হাদীসে আছে, নবী কারীম ﷺ ইরশাদ করেছেন, "যে ব্যক্তি সকাল-সন্ধ্যা মসজিদে উপস্থিত হয়, আল্লাহ তার জন্য জান্নাতের একটি মাকাম প্রস্তুত করেন"। হযরত সালমান ফারেসী (রা.) থেকে বর্ণিত রাসূলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন, "মসজিদে অগমনকারী ব্যক্তি আল্লাহর জেয়ারতকারী মেহমান, আর মেজবানের কর্তব্য হলো মেহমানরে সম্মান করা"। –[মাযহারী, তাবারানী, ইবনে জারীর, ও বায়হাকী শরীফ প্রভৃতি]

https://e-ilm.weebly.com/

কাযী সানাউল্লাহ পানিপথী (র.) বলেন, মসজিদের উদ্দেশ্য বহির্ভূত কার্যকলাপ থেকে মসজিদকে পবিত্র রাখাও মসজিদ আবাদ করার শামিল। যেমন মসজিদে ক্রয়-বিক্রয় দুনিয়াবি কথাবার্তা, হারানো বস্তুর সন্ধান, ভিক্ষাবৃত্তি, বাজে কবিতা পাঠ, ঝগড়া, বিবাদ ও হৈহুল্লুড় প্রভৃতি মসজিদের উদ্দেশ্য বহির্ভূত কাজ। –[মাযহারী]

قوله أَجَعَلْتُمْ سِقَايَةَ الْحَاجِّ وَعِمَارَةَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ الخ ১৯ থেকে ২২ পর্যন্ত বর্ণিত চারটি আয়াত একটি বিশেষ ঘটনার সাথে সম্পৃক্ত। তা হলো মক্কার অনেক মুশরিক মুসলমানদের মোকাবিলায় গর্ব সহাকারে বলত মসজিদুল হারামের আবাদ ও হাজীদের পানি সরবরাহের ব্যবস্থা আমরাই করে থাকি। এর উপর আর কারো কোনো আমল শ্রেষ্ঠত্বের দাবিদার হতে পারে না। ইসলাম গ্রহণের আগে হযরত আব্বাস (রা.) যখন বদর যুদ্ধে বন্দি হন এবং তাঁর মুসলিম আত্মীয়গণ তাঁকে বাতিল ধর্মের উপর বহাল থাকায় বিদ্রূপের সাথে বলেন, আপনি এখনো ঈমানের দৌলত থেকে বঞ্চিত রয়েছেন। উত্তরে তিনি বলেন, তোমরা ঈমান ও হিজরত (দেশত্যাগ) -কে বড় শ্রেষ্ঠ কাজ মনে করে আছ, কিন্তু আমরাও তো মসজিদুল হারামের রক্ষণাবেক্ষণ ও হাজীদের পানি সরবরাহের ব্যবস্থা করে থাকি। তাই আমাদের সমান আর কারো আমল হতে পারে না। তাফসীরে ইবনে কাছীরে আছে এ ঘটনার প্রেক্ষিতে উপরিউক্ত আয়াতসমূহ নাজিল হয়।

মুসনাদে আব্দুর রাযযাকের রেওয়ায়েতে আছে, হযরত আব্বাস (রা.)-এর ইসলাম গ্রহণের পর তালহা ইবনে শায়বা, হযরত আব্বাস (রা.) ও হযরত আলী (রা.)-এর মধ্যে আলোচনা চলছিল। হযরত তালহা বলেন, আমাদের যে ফজিলত তা তোমাদের নেই। বায়তুল্লাহ শরীফের চাবি আমার দখলে। ইচ্ছা করলে বায়তুল্লাহর অভ্যন্তরেও রাত্রিযাপন করতে পারি। হযরত আব্বাস (রা.) বললেন, হাজীদের পানি সরবরাহের ব্যবস্থাপনা আমার হাতে। মসজিদুল হারামের শাসনক্ষমতা, আমার নিয়ন্ত্রণে। হযরত আলী (রা.) অতঃপর বললেন, বুঝতে পারি না এগুলোর উপর তোমাদের এত গর্ব কেন? আমার কৃতিত্ব হলো আমি সবার থেকে ছয় মাস আগে বায়তুল্লাহর দিকে করে নামাজ আদায় করেছি এবং রাসূলুল্লাহর সাথে যুদ্ধেও অংশ নিয়েছি। তাঁদের এ আলোচনার প্রেক্ষিতে উপরিউক্ত আয়াত নাজিল হয়। যাতে স্পষ্ট করে দেওয়া হয় যে, ঈমানশূন্য কোনো আমল তা যত বড়ই হোক আল্লাহর কাছে কোনো মূল্য রাখে না। আর না শিরক অবস্থায় অনুরূপ আমলকারী আল্লাহর মকবুল বান্দায় পরিণত হতে পারবে।

মুসলিম শরীফে নোমান ইবনে বশীর (রা.) থেকে বর্ণিত হাদীসে ঘটনাটি ভিন্ন রূপে উদ্ধৃত হয়। এক জুমার দিন তিনি কতিপয় সাহাবর সাথে মসজিদে নববীতে মিম্বরের পাশে বসা ছিলেন। উপস্থিত একজন বললেন, ইসলাম ও ঈমানের পর আমার দৃষ্টিতে হাজীদের পানি সরবরাহের মতো মর্যাদাসম্পন্ন আর কোনো আমল নেই এবং এর মোকাবিলায় আর কোনো আমলের আমি ধার ধারি না। তাঁর উক্তি খণ্ডন করে আপরজন বললেন, আল্লাহর রাহে জিহাদ করার মতো উত্তম আমল আর নেই। এভাবে দুজনের মধ্যে বাদানুবাদ চলতে থাকে। হযরত ওমর ফারূক (রা.) তাদের ধমক দিয়ে বললেন, রাসূলুল্লাহর মিম্বরের কাছে শোরগোল বন্ধ কর। জুমার নামাজের পর স্বয়ং হযরতের কাছে বিষয়টি পেশ কর। কথামতো প্রশ্নটি তাঁর কাছে রাখা হয়। এর প্রেক্ষিতেই উপরিউক্ত আয়াত নাজিল হয় এবং এতে মসজিদের রক্ষণাবেক্ষণ ও হাজীদের পানি সরবরাহের উপর জিহাদকে প্রাধান্য দেওয়া হয়।

ঘটনা যাই হোক না কেন, আয়াতগুলো অবতরণ হয়েছিল মূলত মুশরিকদের অহংকার নিবারণের উদ্দেশ্যে। অতঃপর মুসলমানদের পরস্পরের মধ্যে যে সকল ঘটনা ঘটে, তার সম্পর্কে প্রমাণ উপস্থাপিত করা হয় এ সকল আয়াত থেকে। যার ফলে শ্রোতারা ধরে নিয়েছে যে, এ ঘটনার প্রেক্ষিতে আয়াতগুলো নাজিল হয়।

সে যাহোক, উপরিউক্ত আয়াতে যে সত্যটি তুলে ধরা হয় তা হলো শিরক মিশ্রিত আমল তা যত বড় আমলই হোক কবুলযোগ্য নয় এবং এর কোনো মূল্যমানও নেই। সে কারণে কোনো মুশরিক মসজিদ রক্ষণাবেক্ষণ ও হাজীদের পানি সরবরাহ দ্বারা মুসলমানদের মোকাবিলায় ফজিলত ও মর্যাদা লাভ করতে পারবে না। অন্যদিকে ইসলাম গ্রহণের পর ঈমান ও জিহাদের মর্যাদা মসজিদুল হারামের রক্ষণাবেক্ষণ ও হাজীদের পানি সরবরাহের তুলনায় অনেক বেশি। তাই যে মুসলমান ঈমান ও জিহাদে অগ্রগামী, সে জিহাদের অনুপস্থিত মুসলমানের চেয়ে অধিক মর্যাদার অধিকারী।

https://e-ilm.weebly.com/

আয়াতের শেষ বাক্য হলো وَاللّٰهُ لَا يَهْدِى الْقَوْمَ الظّٰلِمِيْنَ "আর আল্লাহ জালেম লোকদের হেদায়েত করেন না।" অর্থাৎ ঈমান যে সকল আমলের মূল ও সকল এবাদত থেকে আফজল এবং জিহাদ যে মসজিদ আবাদ ও হাজীদের পানি সরবরাহ থেকে উত্তম, তা কোনো সূক্ষ্ম তত্ত্ব বা দুর্বোধ্য বিষয় নয়; রবং একান্ত পরিষ্কার কথা। কিন্তু আল্লাহ জালেম লোকদের হেদায়েত ও উপলব্ধি শক্তি দান করেন না বিধায় তারা একটি সোজা কথায়ও কু-তর্কে অবতীর্ণ হয়।

বিংশতম আয়াতে তার উপরের আয়াতে উল্লিখিত শব্দ لَا يَسْتَوٗنَ 'সমান নয়' -এর ব্যাখ্যা দেওয়া হয়। ইরশাদ হয়– اَلَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَهَاجَرُوْا وَجٰهَدُوْا فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ بِاَمْوَالِهِمْ وَاَنْفُسِهِمْ اَعْظَمُ دَرَجَةً عِنْدَ اللّٰهِ........ "যারা ঈমান এনেছে, দেশ ত্যাগ করেছে, এবং আল্লাহর রাহে মাল ও জান দিয়ে যুদ্ধ করেছে, আল্লাহর কাছে রয়েছে তাদের বড় মর্যাদা এবং তারাই সফলকাম"। পক্ষান্তরে তাদের প্রতিপক্ষ মুশরিকদের কোনো সফলতা আল্লাহ দান করেন না। তবে সাধারণ মুসলমানগণ এ সফলতার অংশীদার, কিন্তু দেশত্যাগী মুজাহিদগণের সফলতা সবার উর্ধ্বে। তাই পূর্ণ সফলতার অধিকারী হলো তারা।

শব্দ বিশ্লেষণ

يَشْفِ : সীগাহ واحدمذكرغائب বহছ اثبات فعل مضارع معروف বাব ضَرَبَ মাসদার اَلشِّفَاءُ মূলবর্ণ (ش - ف - ى) জিনস ناقص يائى অর্থ– তিনি প্রশান্ত করে দিবেন, তিনি উপশম করে দিবেন।

وَلِيْجَةً : শব্দটি একবচন; বহুবচন وَلَائِجُ অর্থ– অন্তরঙ্গ বন্ধু, ঘনিষ্ঠ সহচর, অন্তরাত্মা।

خَبِيْرٌ : সীগাহ واحدمذكر বহছ اسم فاعل বাব نَصَرَ মাসদার اَلْخَبْرُ মূলবর্ণ (خ - ب - ر) জিনস صحيح অর্থ– সবিশেষ অবহিত।

اَقَامَ : সীগাহ واحدمذكرغائب বহছ اثبات فعل ماضى معروف বাব اِفْعَالٌ মাসদার اَلْاِقَامَةُ মূলবর্ণ (ق - و - م) জিনস اجوف واوى অর্থ– সে কায়েম করে, সে নামের পাবন্দি করে।

اٰتٰى : সীগাহ واحدمذكرغائب বহছ اثبات فعل ماضى معروف বাব اِفْعَالٌ মাসদার اَلْاِيْتَاءُ মূলবর্ণ (ء - ت - ى) জিনস মুরাক্কাব مهموز فاء ও ناقص يائى অর্থ– সে দেয়, সে প্রদান করে। মূলত اِئْتَاىٌ ছিল, تاء –এর পূর্বের হামযাকে ياء দ্বারা এবং শেষের ياء -কে হামযা দ্বারা পরিবর্তন করা হয়েছে।

https://e-ilm.weebly.com/

يُبَشِّرُهُمْ رَبُّهُم بِرَحْمَةٍ مِّنْهُ وَرِضْوَانٍ وَجَنَّٰتٍ لَّهُمْ فِيهَا نَعِيمٌ مُّقِيمٌ (٢١)

অনুবাদ : (২১) তাদের প্রতিপালক তাদেরকে সুসংবাদ দিচ্ছেন নিজের পক্ষ হতে বড় রহমতের ও অতি সন্তুষ্টির, আর এমন বাগানসমূহের যার মধ্যে তাদের জন্য চিরস্থায়ী নিয়ামত থাকবে।

خَٰلِدِينَ فِيهَآ أَبَدًا ۚ إِنَّ ٱللَّهَ عِندَهُۥٓ أَجْرٌ عَظِيمٌ (٢٢)

(২২) তাতে তারা অনন্তকাল থাকবে, নিঃসন্দেহে আল্লাহ তা'আলার নিকট রয়েছে শ্রেষ্ঠ বিনিময়।

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ لَا تَتَّخِذُوٓا۟ ءَابَآءَكُمْ وَإِخْوَٰنَكُمْ أَوْلِيَآءَ إِنِ ٱسْتَحَبُّوا۟ ٱلْكُفْرَ عَلَى ٱلْإِيمَٰنِ ۚ وَمَن يَتَوَلَّهُم مِّنكُمْ فَأُو۟لَٰٓئِكَ هُمُ ٱلظَّٰلِمُونَ (٢٣)

(২৩) হে ঈমানদারগণ! নিজেদের পিতৃগণকে এবং ভ্রাতাগণকে বন্ধুরূপে গ্রহণ করো না, যদি তারা ঈমানের মোকাবিলায় কুফরকে প্রিয় মনে করে, আর যারা তোমাদের মধ্য হতে তাদের সাথে বন্ধুত্ব রাখবে, বস্তুত এরূপ লোকেরাই হচ্ছে বড় নাফরমান।

قُلْ إِن كَانَ ءَابَآؤُكُمْ وَأَبْنَآؤُكُمْ وَإِخْوَٰنُكُمْ وَأَزْوَٰجُكُمْ وَعَشِيرَتُكُمْ وَأَمْوَٰلٌ ٱقْتَرَفْتُمُوهَا وَتِجَٰرَةٌ تَخْشَوْنَ كَسَادَهَا وَمَسَٰكِنُ تَرْضَوْنَهَآ أَحَبَّ إِلَيْكُم مِّنَ ٱللَّهِ وَرَسُولِهِۦ

(২৪) আপনি বলে দিন যে, যদি তোমাদের পিতৃবর্গ এবং তোমাদের পুত্রগণ এবং তোমাদের ভ্রাতাগণ এবং তোমাদের স্ত্রীগণ এবং তোমাদের স্বগোত্র আর সেই সকল ধনসম্পদ যা তোমরা অর্জন করেছ এবং সেই ব্যবসায় যাতে তোমরা মন্দা পড়ার আশঙ্কা করছ, আর সেই গৃহসমূহ যা তোমরা পছন্দ করছ, [যদি এসব] তোমাদের নিকট অধিক প্রিয় হয় আল্লাহ এবং তাঁর রাসূলের চেয়ে

শাব্দিক অনুবাদ

(২১) يُبَشِّرُهُمْ رَبُّهُمْ তাদের প্রতিপালক তাদেরকে সুসংবাদ দিচ্ছেন بِرَحْمَةٍ مِّنْهُ নিজের পক্ষ হতে বড় রহমতের وَرِضْوَانٍ ও অতি সন্তুষ্টির وَجَنّٰتٍ আর এমন বাগানসমূহের لَهُمْ فِيهَا نَعِيمٌ مُّقِيمٌ যার মধ্যে তাদের জন্য চিরস্থায়ী নিয়ামত থাকবে।

(২২) خٰلِدِينَ فِيهَا أَبَدًا তাতে তারা অনন্তকাল থাকবে إِنَّ اللّٰهَ عِندَهُ أَجْرٌ عَظِيمٌ নিঃসন্দেহে আল্লাহ তা'আলার নিকট রয়েছে শ্রেষ্ঠ বিনিময়।

(২৩) يٰٓأَيُّهَا الَّذِينَ اٰمَنُوا হে ঈমানদারগণ! لَا تَتَّخِذُوا গ্রহণ করো না اٰبَآءَكُمْ নিজেদের পিতৃগণকে وَإِخْوَانَكُمْ এবং ভ্রাতাগণকে أَوْلِيَآءَ বন্ধুরূপে إِنِ اسْتَحَبُّوا الْكُفْرَ عَلَى الْإِيمَانِ যদি তারা ঈমানের মোকাবিলায় কুফরকে প্রিয় মনে করে وَمَن يَتَوَلَّهُم مِّنكُمْ আর যারা তোমাদের মধ্য হতে তাদের সাথে বন্ধুত্ব রাখবে فَأُولٰٓئِكَ هُمُ الظّٰلِمُونَ বস্তুত এরূপ লোকেরাই হচ্ছে বড় নাফরমান।

(২৪) قُلْ আপনি বলে দিন যে, إِن كَانَ যদি হয় اٰبَآؤُكُمْ তোমাদের পিতৃবর্গ وَأَبْنَآؤُكُمْ এবং তোমাদের পুত্রগণ وَإِخْوَانُكُمْ এবং তোমাদের ভ্রাতাগণ وَأَزْوَاجُكُمْ এবং তোমাদের স্ত্রীগণ وَعَشِيرَتُكُمْ এবং তোমাদের স্বগোত্র وَأَمْوَالٌ اقْتَرَفْتُمُوهَا আর সেই সকল ধনসম্পদ যা তোমরা অর্জন করেছ وَتِجَارَةٌ تَخْشَوْنَ كَسَادَهَا এবং সেই ব্যবসায় যাতে তোমরা মন্দা পড়ার আশঙ্কা করছ وَمَسٰكِنُ تَرْضَوْنَهَا আর সেই গৃহসমূহ যা তোমরা পছন্দ করছ, [যদি এসব] أَحَبَّ إِلَيْكُم তোমাদের নিকট অধিক প্রিয় হয় مِّنَ اللّٰهِ وَرَسُولِهِ আল্লাহ এবং তাঁর রাসূলের চেয়ে

https://e-ilm.weebly.com/

অনুবাদ : এবং তাঁর রাস্তায় জিহাদ করার চেয়ে, তবে তোমরা প্রতীক্ষা করতে থাক এ পর্যন্ত যে, আল্লাহ তা'আলা নিজের নির্দেশ পাঠিয়ে দেন, আর আল্লাহ তা'আলা আদেশ অমান্যকারীদেরকে তাদের উদ্দেশ্যস্থল পর্যন্ত পৌছান না।	وَجِهَادٍ فِي سَبِيلِهِ فَتَرَبَّصُوا حَتَّىٰ يَأْتِيَ اللَّهُ بِأَمْرِهِ ۗ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْفَاسِقِينَ (٢٤)
(২৫) অবশ্যই আল্লাহ তা'আলা তোমাদেরকে [যুদ্ধে] বহু ক্ষেত্রে [কাফেরদের উপর] বিজয়ী করেছেন এবং হুনাইনের দিনেও, যখন তোমাদেরকে তোমাদের সংখ্যাধিক্য গর্বে উন্মুক্ত করেছিল, অতঃপর সেই সংখ্যাধিক্য তোমাদের কোনোই কাজে আসেনি, আর ভূপৃষ্ঠে নিজের প্রশস্ততা সত্ত্বেও [তা] তোমাদের উপর সংকীর্ণ হতে লাগল, অতঃপর তোমরা পৃষ্ঠ প্রদর্শনপূর্বক পলায়ন করলে।	لَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ فِي مَوَاطِنَ كَثِيرَةٍ ۙ وَيَوْمَ حُنَيْنٍ ۙ إِذْ أَعْجَبَتْكُمْ كَثْرَتُكُمْ فَلَمْ تُغْنِ عَنكُمْ شَيْئًا وَضَاقَتْ عَلَيْكُمُ الْأَرْضُ بِمَا رَحُبَتْ ثُمَّ وَلَّيْتُم مُّدْبِرِينَ (٢٥)
(২৬) অতঃপর আল্লাহ তা'আলা নিজ রাসূলের প্রতি এবং অন্যান্য মুমিনদের প্রতি নিজের [পক্ষ হতে] সান্ত্বনা নাজিল করলেন এবং এমন সৈন্যদল [অর্থাৎ ফেরেশতা] নাজিল করলেন, যাদেরকে তোমরা দেখনি, আর কাফেরদেরকে শাস্তি প্রদান করলেন, আর এটা হচ্ছে কাফেরদের শাস্তি।	ثُمَّ أَنزَلَ اللَّهُ سَكِينَتَهُ عَلَىٰ رَسُولِهِ وَعَلَى الْمُؤْمِنِينَ وَأَنزَلَ جُنُودًا لَّمْ تَرَوْهَا وَعَذَّبَ الَّذِينَ كَفَرُوا ۚ وَذَٰلِكَ جَزَاءُ الْكَافِرِينَ (٢٦)

শাব্দিক অনুবাদ

وَجِهَادٍ فِي سَبِيلِهِ এবং তাঁর রাস্তায় জিহাদ করার চেয়ে। فَتَرَبَّصُوا তবে তোমরা প্রতীক্ষা করতে থাক حَتَّىٰ يَأْتِيَ اللَّهُ بِأَمْرِهِ এই পর্যন্ত যে, আল্লাহ তা'আলা নিজের নির্দেশ পাঠিয়ে দেন وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْفَاسِقِينَ আর আল্লাহ তা'আলা আদেশ অমান্যকারীদেরকে তাদের উদ্দেশ্যস্থল পর্যন্ত পৌছান না।

(২৫) لَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ فِي مَوَاطِنَ كَثِيرَةٍ অবশ্যই আল্লাহ তা'আলা তোমাদেরকে [যুদ্ধে] বহু ক্ষেত্রে [কাফেরদের উপর] বিজয়ী করেছেন وَيَوْمَ حُنَيْنٍ এবং হুনাইনের দিনেও إِذْ أَعْجَبَتْكُمْ كَثْرَتُكُمْ যখন তোমাদেরকে তোমাদের সংখ্যাধিক্য গর্বে উন্মুক্ত করেছিল فَلَمْ تُغْنِ عَنكُمْ شَيْئًا অতঃপর সেই সংখ্যাধিক্য তোমাদের কোনোই কাজে আসেনি وَضَاقَتْ عَلَيْكُمُ الْأَرْضُ بِمَا رَحُبَتْ আর ভূপৃষ্ঠে নিজের প্রশস্ততা সত্ত্বেও [তা] তোমাদের উপর সংকীর্ণ হতে লাগল ثُمَّ وَلَّيْتُم مُّدْبِرِينَ অতঃপর তোমরা পৃষ্ঠ প্রদর্শনপূর্বক পলায়ন করলে।

(২৬) ثُمَّ أَنزَلَ اللَّهُ অতঃপর আল্লাহ তা'আলা নাজিল করলেন سَكِينَتَهُ নিজের [পক্ষ হতে] সান্ত্বনা عَلَىٰ رَسُولِهِ وَعَلَى الْمُؤْمِنِينَ নিজ রাসূলের প্রতি এবং অন্যান্য মুমিনদের প্রতি وَأَنزَلَ جُنُودًا এবং এমন সৈন্যদল [অর্থাৎ ফেরেশতা] নাজিল করলেন لَّمْ تَرَوْهَا যাদেরকে তোমরা দেখনি وَعَذَّبَ الَّذِينَ كَفَرُوا আর কাফেরদেরকে শাস্তি প্রদান করলেন وَذَٰلِكَ جَزَاءُ الْكَافِرِينَ আর এটা হচ্ছে কাফেরদের শাস্তি।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

(২১) قوله يُبَشِّرُهُمْ رَبُّهُم بِرَحْمَةٍ مِّنْهُ وَرِضْوَانٍ وَجَنَّاتٍ لَّهُمْ فِيهَا نَعِيمٌ مُّقِيمٌ الخ **আয়াতের শানে নুযূল** : হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) বলেন, একমাত্র মুহাজিরগণের জন্য সুসংবাদ স্বরূপ আলোচ্য আয়াত নাজিল হয়েছে। মুহাজিরগণ নিজেদের আত্মীয় স্বজন ও বাড়িঘর ছেড়ে জানমাল নিয়ে জিহাদ ফী সাবীলিল্লাহে সর্বাত্মকভাবে নিয়োজিত থাকার কারণে আল্লাহ তা'আলা তাঁদের সুসংবাদ প্রদান করার জন্য আলোচ্য আয়াত নাজিল করেন। -[বাহরে মুহীত-২৩/৫]

https://e-ilm.weebly.com/

(২৩) قوله يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَا تَتَّخِذُوْٓا اٰبَآءَكُمْ وَاِخْوَانَكُمْ اَوْلِيَآءَ الخ **আয়াতের শানে নুযূল– ১ :** হযরত ছা'লাবী হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) হতে বর্ণনা করেন যে, আলোচ্য আয়াত মুহাজিরগণ সম্পর্কে নাজিল হয়েছে। মুহাজিরগণ হিজরত করার জন্য যখন আদেশপ্রাপ্ত হন, তখন তারা বললেন যে, আমরা যদি হিজরত করে যাই, তাহলে তো আমরা আমাদের পিতা-মাতা, সন্তানসন্ততি ও আত্মীয়স্বজনকে বিচ্ছেদ করে চলে যাব। আমাদের ব্যবসা-বাণিজ্য ক্ষতিগ্রস্ত হয়ে যাবে। ধ্বংস হবে আমাদের ধনসম্পদ উজাড় হয়ে যাবে। আমাদের বাড়িঘর। ফলে আমাদেরকে নিঃস্ব হয়ে জীবনযাপন করতে হবে। তখন আল্লাহ তা'আলা সাহাবায়ে কেরামের এমন মনোভাবের পরিপ্রেক্ষিতে আলোচ্য আয়াত নাজিল করেন। এ আয়াত নাজিল হবার পর সাহাবায়ে কেরাম হিজরত করতে আরম্ভ করেন।

শানে নুযূল- ২ : মুকাতিল কর্তৃক এক রেওয়ায়েতে বর্ণিত রয়েছে যে, নয়জন ব্যক্তি মুরতাদ (ধর্মত্যাগী) হয়ে মক্কায় অবস্থান করতে থাকে। তাদের সাথে সম্পর্কচ্ছেদ করার নির্দেশ দিয়ে আলোচ্য আয়াত অবতীর্ণ করা হয়েছে।

শানে নুযূল– ৩ : আবূ জা'ফর ও আবূ আব্দুল্লাহ (রা.) হতে বর্ণিত রয়েছে যে, আলোচ্য আয়াত হাতেব ইবনে আবী বালতাআহ সম্পর্কে নাজিল হয়েছে। হযরত রাসূল আকরাম ﷺ যখন মক্কা বিজয় করার জন্য দৃঢ় প্রতিজ্ঞা নিয়ে পরিকল্পনা চূড়ান্ত করেন, তখন তিনি এ সম্পর্কীয় সকল গোপন তথ্য সংবলিত পত্র লিখেন কুরাইশদের প্রতি। হাতেব ইবনে আবি বালতাআহ কর্তৃক গোপনীয়তা প্রকাশ করে দেওয়ার পরিপ্রেক্ষিতে আলোচ্য আয়াত নাজিল হয়েছে। এ শানে নুযূলের দৃষ্টিকোণে এ আয়াত মক্কা বিজয় হবার পূর্ববর্তী আয়াত বলে গণ্য করা যায়। –[রূহুল মা'আনী-২৩/৫, বাহরে মুহীত-২৩/৫]

(২৪) قوله قُلْ اِنْ كَانَ اٰبَآؤُكُمْ وَاَبْنَآؤُكُمْ وَاِخْوَانُكُمْ وَاَزْوَاجُكُمْ وَعَشِيْرَتُكُمْ الخ **আয়াতের শানে নুযূল :** রাসূল ﷺ যখন মক্কা হতে মদিনায় হিজরত করার আদেশ প্রাপ্ত হয়ে সাহাবায়ে কেরামকে হিজরত করার নির্দেশ জানিয়ে দিলেন, তখন মানুষেরা একে অপরকে অর্থাৎ পুত্র পিতাকে, পিতা পুত্রকে, ভাই ভাইকে, স্বামী স্ত্রীকে বলতে লাগল যে, আমরা হিজরত করার জন্য আদেশ প্রাপ্ত হয়েছি। ফলে তাদের মধ্যে অনেকেই দ্রুত হিজরত করে যান। আবার কেউ হিজরত করতে অস্বীকারও করেন। তখন তারা বললেন যে, আল্লাহর কসম! তোমরা যদি হিজরত না কর, তাহলে আমি তোমাদের কোনো উপকার করব না। তোমাদের প্রতি কোনো প্রকারের খরচ বহন করব না। তাদের মধ্যে যাদের সাথে স্ত্রী ও সন্তান-সন্ততিদের সম্পর্ক ছিল, তারা তাকে বলল, তোমাকে আল্লাহর শপথ দিয়ে বলছি; তুমি যদি হিজরত করে যাও, তাহলে আমরা ধ্বংস হয়ে যাব। তাদের থেকে যারা কোমল হৃদয়ী ছিল, তারা হিজরত করা থেকে বিরত থেকে তাদের সাথেই জীবন-যাপন করতে আরম্ভ করতে থাকে, সে পরিপ্রেক্ষিতে উল্লিখিত আয়াত নাজিল করা হয়েছে। –[কুরতুবী-৮৭/৮]

(২৫) قوله لَقَدْ نَصَرَكُمُ اللّٰهُ فِيْ مَوَاطِنَ كَثِيْرَةٍ وَّيَوْمَ حُنَيْنٍ الخ **আয়াতের শানে নুযূল :** দালায়েল গ্রন্থে ইমাম বায়হাকী (র.) রবী এর বরাত দিয়ে বর্ণনা করেন, হুনাইন অভিযানের দিনে এক ব্যক্তি বলল যে, স্বল্প সংখ্যক শত্রু সৈন্যের মোকাবিলায় আমরা কখনো পরজিত হবো না। এ মন্তব্যটি রাসূল ﷺ-এর মনে অত্যন্ত পীড়াদায়ক হয়ে পড়ল। সে পরিপ্রেক্ষিতে আল্লাহ তা'আলা উল্লিখিত আয়াত নাজিল করেন। হুনাইনের অবস্থানটি হলো মক্কা ও তায়েফের মধ্যবর্তীতে একটি স্থান। সেখানে রাসূল ﷺ হাওয়াযেন ও ছাকীফের সাথে মোকাবিলা করেছিলেন। তৎকালে হাওয়াযিনের দলপতি ছিল মালিক ইবনে আউফ এবং ছাকীফের দলপতি ছিল আবূ যালীল ইবনে আমর আছ ছাকাফী। বনূ ছাকীফের সাথে ছিল চার হাজারের মতো সৈন্য-সামন্ত এবং মুসলমানদের সাথে ছিল আট হাজার, মতান্তরে ছয় হাজার, পাঁচ হাজার, তা ছাড়া বিভিন্ন মত রয়েছে।

–[ফাতহুল কাদীর-৩৪৮/২]

قوله يُبَشِّرُهُمْ رَبُّهُمْ بِرَحْمَةٍ مِّنْهُ الخ ২১ তম ও ২২ তম আয়াতে সেই সকল লোকদের পুরস্কার ও পরকালীন মর্যাদার বর্ণনা রয়েছে। ইরশাদ হয়– يُبَشِّرُهُمْ رَبُّهُمْ بِرَحْمَةٍ مِّنْهُ وَرِضْوَانٍ وَّجَنّٰتٍ لَّهُمْ فِيْهَا نَعِيْمٌ مُّقِيْمٌ "তাদের প্রতিপালক তাদের সুসংবাদ দিচ্ছেন স্বীয় দয়া ও সন্তোষের এবং জান্নাতের, যেখানে তাদের জন্য রয়েছে স্থায়ী শান্তি, তারা থাকবে সেখানে চিরদিন, আর আল্লাহর কাছে রয়েছে মহান পুরস্কার।"

উপরিউক্ত আয়াতে হিজরত ও জিহাদের ফজিলত বর্ণিত হয়। সেক্ষেত্রে দেশ আত্মীয়-স্বজন বন্ধু-বান্ধব ও অর্থ-সম্পদকে দিয়ে জানাতে হয়। আর এটি হলো মনুষ্য স্বভাবের পক্ষে বড় কঠিন কাজ। তাই সামনের আয়াতে সেগুলোর সাথে মাত্রাতিরিক্ত ভালোবাসার নিন্দা করে হিজরত ও জিহাদের জন্য মুসলমানদের উৎসাহিত করা হয়। ইরশাদ হয়– يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ

https://e-ilm.weebly.com/

اٰمَنُوْا لَا تَتَّخِذُوْٓا اٰبَآءَكُمْ وَاِخْوَانَكُمْ اَوْلِيَآءَ الخ "হে ঈমানদারগণ, তোমরা নিজেদের পিতা ও ভাইদের অভিভাবকরূপে গ্রহণ করো না, যদি তারা ঈমানের বদলে কুফরকে ভালোবাসে। আর তোমাদের যারা অভিভাবকরূপে তাদের গ্রহণ করে, তারাই হবে সীমালঙ্ঘনকারী।"

মাতা-পিতা, ভাই-বোন এবং অপরাপর আত্মীয়স্বজনের সাথে সম্পর্ক বজায় রাখার তাগিদ কুরআনের বহু আয়াত রয়েছে। কিন্তু আলোচ্য আয়াতে বলা হয় যে, প্রত্যেক সম্পর্কের একেকটি সীমা আছে এবং এ সকল সম্পর্ক তা মাতা-পিতা, ভাই-বোন ও আত্মীয়স্বজন যার বেলাতেই হোক, আল্লাহ ও রাসূলের সম্পর্কের প্রশ্নে বাদ দেওয়ার উপযুক্ত। যেখানে এ দুঃসম্পর্কের সংঘাত দেখা দেবে, সেখানে আল্লাহ ও রাসূলের সম্পর্ককেই বহাল রাখা আবশ্যক।

আরও কিছু প্রাসঙ্গিক বিষয় : উল্লিখিত পাঁচটি আয়াত থেকে আরও কিছু তত্ত্ব পাওয়া যায়। প্রথমত ঈমান হলো আমলের প্রাণ। ঈমান-বিহীন আমল প্রাণশূন্য দেহের মতো যা কবুলিয়তের অযোগ্য। আখেরাতের নাজাত ক্ষেত্রে এর কোনো দাম নেই। তবে আল্লাহ যেহেতু বে-ইনসাফ নন, সেহেতু কাফেরদের নিষ্প্রাণ ভালো আমলগুলোকেও সম্পূর্ণ নষ্ট করেন না; রবং দুনিয়ায়–এর বিনিময় স্বরূপ আরাম-আয়েশ ও অর্থসম্পদ দান করে হিসাব পরিষ্কার করে নেন। কুরআনের বিভিন্ন আয়াতে বিষয়টির উল্লেখ রয়েছে।

দ্বিতীয় : গুনাহ ও পাপাচারের ফলে মানুষের বিবেক ও বিচারশক্তি নষ্ট হয়ে যায়। যার ফলে সে ভালো-মন্দের পার্থক্য করতে পারে না। উনবিংশতম আয়াতের শেষ বাক্য وَاللّٰهُ لَا يَهْدِى الْقَوْمَ الظّٰلِمِيْنَ "আল্লাহ জালেম লোকদের সত্য পথ প্রদর্শন করেন না" থেকে কথাটির ইঙ্গিত পাওয়া যায়। যেমন– এর বিপরীতে অপর এক আয়াতে বলা হয়– اِنْ تَتَّقُوا اللّٰهَ يَجْعَلْ لَّكُمْ فُرْقَانًا 'তোমরা যদি আল্লাহকে ভয় কর, তবে তিনি ভালো-মন্দের পার্থক্যের শক্তি দান করবেন।" অর্থাৎ ইবাদত-বন্দেগি ও তাকওয়া-পরহেজগারির ফলে বিবেক প্রখর হয়, সুষ্ঠু বিচার-বিবেচনার শক্তি আসে। তাই সে ভালো-মন্দের পার্থক্যে ভুল করে না।

তৃতীয় : নেক আমলগুলোর মর্যাদায় তারতম্য রয়েছে। সেমতে আমলকারীর মর্যাদায় তারতম্য হবে। অর্থাৎ সকল আমলকারীকে একই মর্যাদায় অভিষিক্ত করা যাবে না। আর একটি কথা হলো, আমলের আধিক্যের উপর ফজিলত নির্ভরশীল নয়; বরং আমলের সৌন্দর্যের উপর তা নির্ভরশীল। সূরা মুলকের শুরুতে আছে– لِيَبْلُوَكُمْ اَيُّكُمْ اَحْسَنُ عَمَلًا "যাতে আল্লাহ পরীক্ষা করতে পারেন তোমাদের কার আমল কত সৌন্দর্যমণ্ডিত।"

চতুর্থ : আরাম-আয়েশের স্থায়িত্বের জন্য দুটি বিষয় আবশ্যক। প্রথম নিয়ামতের স্থায়িত্ব। দ্বিতীয় নিয়ামত থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে না পড়া। তাই আল্লাহর মকবুল বান্দাদের জন্য আয়াতে এ দুটি বিষয়ের নিশ্চয়তা দেওয়া হয়। نَعِيْمٌ مُّقِيْمٌ (স্থায়ী শান্তি) এতে আছে প্রথম বিষয়, আর خٰلِدِيْنَ فِيْهَآ اَبَدًا। (তথায় চিরদিন বসবাস করবে।) বাক্যে আছে দ্বিতীয় বিষয়।

পঞ্চম : এটি একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। তা হলো, আত্মীয়তা ও বন্ধুত্বের সকল সম্পর্কের উপর আল্লাহ ও রাসূলের সম্পর্ক অগ্রগণ্য। এ দুই সম্পর্কের সাথে সংঘাত দেখা দিলে আত্মীয়তার সম্পর্ককে জলাঞ্জলি দিতে হবে। উম্মতের শ্রেষ্ঠ জামাতরূপে সাহাবায়ে কেরাম যে অভিহিত, তার মূলে রয়েছে এ ত্যাগ ও কুরবানি। তাঁরা সর্বক্ষেত্রে সর্বাবস্থায় আল্লাহ ও রাসূলের সম্পর্কেই প্রাধান্য দিয়েছিলেন।

তাই আফ্রিকার হযরত বেলাল (রা.), রোমের হযরত সোহাইব (রা.), পারস্যের হযরত সালমান (রা.), মক্কার কুরাইশ ও মদিনার আনসারগণ গভীর ভ্রাতৃত্ব বন্ধনে আবদ্ধ হয়েছিলেন এবং ওহুদ ও বদর যুদ্ধে পিতা ও পুত্র এবং ভাই ও ভায়ের মধ্যে অস্ত্রের প্রচণ্ড প্রতিযোগিতায় এই প্রমাণ বহন করে।

সূরা তওবার ২৪ তম আয়াতটি নাজিল হয় মূলত ওদের ব্যাপারে যারা হিজরত ফরজ হওয়াকালে মক্কা থেকে হিজরত করেন। মাতা-পিতা, ভাই-বোন, সন্তান-সন্ততি, স্ত্রী-পরিবার ও অর্থ সম্পদের মায়া হিজরতের ফরয আদায়ে এদের বিরত রাখেনি। এদের সম্পর্কে আল্লাহ তা'আলা রাসূলে কারীম ﷺ-কে নির্দেশ দেন যে, আপনি তাদেরকে বলে দিন: "যদি তোমাদের নিকট তোমাদের পিতা, তোমাদের সন্তান, তোমাদের ভাই, তোমাদের পত্নী, তোমাদের গোত্র, তোমাদের অর্জিত ধন-সম্পদ, তোমাদের ব্যবসা যা বন্ধ হয়ে যাওয়ার ভয় কর এবং তোমাদের বাসস্থান যাকে তোমরা পছন্দ কর, আল্লাহ তাঁর রাসূল ও তাঁর রাহে জিহাদ করা থেকে তোমাদের নিকট অধিক প্রিয় হয়, তবে অপেক্ষা কর আল্লাহর বিধান আসা পর্যন্ত, আল্লাহ নাফরমানদেরকে কৃতকার্য করেন না।"

https://e-ilm.weebly.com/

এ আয়াতে আল্লাহ তা'আলার বিধান আসা পর্যন্ত অপেক্ষা করার যে কথা আছে, তৎসম্পর্কে তাফসীরশাস্ত্রের ইমাম হযরত মুজাহিদ (র.) বলেন, এখানে 'বিধান' অর্থে যুদ্ধবিগ্রহ ও মক্কা জয়ের আদেশ। বাক্যের মর্ম হলো, যারা দুনিয়াবি সম্পর্কের জন্য আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের সম্পর্ককে জলাঞ্জলি দিচ্ছে, তাদের করুণ পরিণতির দিন সমাগত। মক্কা যখন বিজিত হবে আর এ সকল নাফরমানেরা লাঞ্ছিত ও অপদস্থ হবে, তখন দুনিয়াবি সম্পর্ক তাদের কোনো কাজে আসবে না।

হযরত হাসান বসরী (র.) বলেন, এখানে বিধান অর্থ আল্লাহর আজাবের বিধান। অর্থাৎ আখেরাতের সম্পর্কের উপর যারা দুনিয়াবি সম্পর্ককে প্রাধান্য দিয়ে হিজরত থেকে বিরত রয়েছে, আল্লাহর আজাব অতি শীঘ্রই তাদের গ্রাস করবে। দুনিয়ার মধ্যেই এ আজাব আসতে পারে। অন্যথায় আখেরাতের আজাব তো আছেই। এখানে হুঁশিয়ারি উচ্চারণটি মূলত হিজরত না করার প্রেক্ষিতে। কিন্তু তদস্থলে উল্লেখ করা হয় জিহাদের যা হলো হিজরতের পরবর্তী পদক্ষেপ। এই বর্ণনাভঙ্গির দ্বারা ইঙ্গিত দেওয়া হয় যে, সবেমাত্র হিজরতের আদেশ দেওয়া হলো। এতেই অনেকের হাঁপ ছেড়ে বসার অবস্থা। কিন্তু অচিরেই আসবে জিহাদের আদেশ, এ আদেশ পালনে আল্লাহ ও রাসূলের জন্য সকল বস্তুর মায়া এমনকি প্রাণের মায়া পর্যন্ত ত্যাগ করতে হবে।

এও হতে পারে যে, এখানে 'জিহাদ' বলে হিজরতকে উদ্দেশ্য করা হয়েছে। কারণ হিজরত মূলত জিহাদেরই অন্যতম অংশ।

আয়াতের শেষ বাক্য হলো– وَاللّٰهُ لَا يَهْدِى الْقَوْمَ الْفٰسِقِيْنَ "আর আল্লাহ ফাসেক সম্প্রদায়কে হেদায়েত করবেন না।" এতে বলা হয় যে, যার হিজরতের আদেশ আসা সত্ত্বেও দুনিয়াবি সম্পর্ককে প্রাধান্য দিয়ে আত্মীয়স্বজন এবং অর্থসম্পদকে বুকে জড়িয়ে বসে আছে তাদের এ আচরণ দুনিয়াতেও কোনো কাজ দেবে না এবং তারা আত্মীয়স্বজন পরিবেষ্টিত অবস্থায় স্বগৃহে আরাম-আয়েশ ও ভোগের যে আশা পোষণ করে আছে, তা পূরণ হওয়ার নয়; বরং জিহাদের দামামা বেজে উঠার পর সকল সহায়-সম্পত্তি তাদের জন্য অভিশাপ হয়ে দাঁড়াবে । কারণ আল্লাহর নীতি হলো, তিনি নাফরমান লোকদের উদ্দেশ্য পূরণ করেন না।

হিজরতের মাসায়েল : প্রথম : মক্কা থেকে মদিনায় হিজরতের ফরজ হুকুম যখন আসে তখন এ হুকুম পালন শুধু কর্তব্য আদায় করাই ছিল না; বরং তা ছিল মুসলমান হওয়ার আলামতও। তাই যারা সামর্থ্য থাকা সত্ত্বেও হিজরত থেকে বিরত ছিল তাদের মুসলমান বলা যেতো না। মক্কা বিজয়ের পর এ আদেশ রহিত হয়। তবে আদেশের মূল বক্তব্য এখনো বলবৎ আছে যে, যে দেশে আল্লাহর আদেশ তথা নামাজ, রোজা প্রভৃতি পালন সম্ভব না হয়, সামর্থ্য থাকলে সে দেশ ত্যাগ করা মুসলমানদের পক্ষে সব সময়ের জন্য ফরজ।

দ্বিতীয় : গুনাহ ও পাপাচার যে দেশে প্রবল, সে দেশ ত্যাগ করা মুসলমানদের পক্ষে সব সময়ের জন্য মোস্তাহাব।

–[বিস্তারিত অবগতির জন্য ফাতহুল বারী দ্রষ্টব্য]

উল্লিখিত আয়াতে সরাসরি সম্বোধন রয়েছে তাদের প্রতি, যারা হিজরত ফরজ হওয়াকালে পার্থিব সম্পর্কের মোহে হিজরত করেনি। তবে আয়াতটির সংশ্লিষ্ট শব্দের ব্যাপক অর্থে সকল মুসলমানদের প্রতি এ আদেশ রয়েছে যে, আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের ভালোবাসাকে এমন উন্নত স্তরে রাখা ওয়াজিব, যে স্তর অন্য কারো ভালোবাসা অতিক্রম করবে না। ফলে যার ভালোবাসা এ স্তরে নয়, সে আজাবের যোগ্য।

পূর্ণতর ঈমানের পরিচয় : এজন্য বুখারী ও মুসলিম শরীফের হাদীসে হযরত আনাস (রা.) থেকে বর্ণিত আছে। রাসূলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করছেন, "কোনো ব্যক্তি ততক্ষণ মুমিন হতে পারে না যতক্ষণ না আমি তার কাছে তার পিতামাতা, সন্তানসন্ততি ও অন্যান্য সকল লোক থেকে অধিক প্রিয় হই।" আবূ দাউদ ও তিরমিযী শরীফে আবূ উমামা (রা.) থেকে বর্ণিত আছে রাসূলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন, 'যে ব্যক্তি কারো সাথে বন্ধুত্ব রেখেছে শুধু আল্লাহর জন্য, শত্রুতা রেখেছে শুধু আল্লাহর জন্য, অর্থ ব্যয় করে আল্লাহর জন্য, অর্থ ব্যয় থেকে বিরত রয়েছে আল্লাহর জন্য, সে নিজের ঈমানকে পরিপূর্ণ করেছে।'

হাদীসের এ বর্ণনা থেকে বুঝা যায় যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর ভালোবাসাকে অপরাপর ভালোবাসার ঊর্ধ্বে স্থান দেওয়া এবং শত্রুতা ও মিত্রতায় আল্লাহ 'রাসূলের হুকুমের অনুগত থাকা পূর্ণতর ঈমান লাভের পূর্বশর্ত।

ইমামে তাফসীর কাযী বায়যাবী (র.) বলেন, অল্পসংখ্যক লোকই আয়াতে উল্লিখিত শাস্তি থেকে রেহাই পাবে। কারণ অনেক বড় বড় আলেম ও পরহেজগার লোককেও স্ত্রী-পরিজন এবং অর্থ-সম্পদের মোহে মত্ত দেখা যায়, তবে আল্লাহ

https://e-ilm.weebly.com/

যাদের হেফাজত করেন তাদের কথা স্বতন্ত্র। কিন্তু কাযী বায়যাবী প্রসঙ্গত একথাও বলেছেন যে, এখানে ভালোবাসা অর্থ অনিচ্ছাকৃত ভালোবাসা উদ্দেশ্য নয়। কারণ আল্লাহ কোনো মানুষকে তার সামর্থ্যের বাইরে কষ্ট দেন না। তাই কারো অন্তরে যদি পার্থিব সম্পর্কের স্বাভাবিক আকর্ষণ বিদ্যমান থাকে, কিন্তু এ আকর্ষণ আল্লাহ রাসূলের ভালোবাসাকে প্রভাবিত এবং বিরুদ্ধাচরণে প্ররোচিত না করে, তাব তার এ পার্থিব আকর্ষণ উপরিউক্ত দণ্ডবিধির আওতায় আসে না। যেমন কোনো অসুস্থ লোক ঔষদের তিক্ততা বা অস্ত্রপাচারকে ভয় পায় কিন্তু তার বিবেক একে শান্তি ও আরোগ্যের মাধ্যম মনে করে। এখানে যেমন তার অপারেশন ভীতি স্বাভাবিক এবং এর জন্য কেউ তাকে তিরস্কারও করে না, তেমনি স্ত্রী-পরিজন ও অর্থসম্পদের মোহে কারো অন্তর যদি শরিয়তের কোনো কোনো হুকুম পালনে অনিচ্ছাকৃতভাবে চাপ বোধ করে এবং এ সত্ত্বেও সে শরিয়তের হুকুম পালন করে, তবে তার পক্ষে দুনিয়ার এ আকর্ষণ দূষণীয় নয়; বরং সে প্রশংসার পাত্র এবং তার আল্লাহ-রাসূলের এ ভালোবাসাকে এ আয়াত অনুসারে সবার উর্ধ্বে স্থানপ্রাপ্তগণের কাতারে শামিল রাখা হবে।

কাযী ছানাউল্লাহ পানিপথী (র.) তাফসীরে মাযহারীতে বলেন, 'আল্লাহ ও রাসূলের ভালোবাসার এ স্তরে উপনীত হওয়া এক বিরাট নিয়ামত। কিন্তু এ নিয়ামত লাভ করা যায় আল্লাহর ওলীগণের সংসর্গে থেকে। এজন্য সুফিয়ায়ে কেরাম তা হাসিলের জন্য মাশায়েখগণের পদসেবাকে আবশ্যকীয় মনে করেন।' তাফসীরে 'রুহুল বয়ান' প্রণেতা বলেন, 'বন্ধুত্বের এই মাকাম হাসিল হয় তাদের, যারা হযরত ইবরাহীম খলীলুল্লাহ (আ.)-এর মতো নিজের জানমালও সন্তানের কুরবানি দিয়েছে আল্লাহর পথে, তাঁরই প্রেমে উদ্বুদ্ধ হয়ে।'

কাযী বায়যাবী (র.) স্বীয় তাফসীরে বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর সুন্নত ও শরিয়তের হেফাজত এবং এতে ছিদ্র সৃষ্টিকারী লোকদের প্রতিরোধও আল্লাহ এবং তাঁর রাসূলের ভালোবাসার স্পষ্ট প্রমাণ।

২৫ তম আয়াতের শুরুতে আল্লাহর সেই দয়া ও দানের উল্লেখ রয়েছে যা প্রতি ক্ষেত্রে মুসলমানরা লাভ করে। বলা হয়– لَقَدْ نَصَرَكُمُ اللّٰهُ فِيْ مَوَاطِنَ كَثِيْرَةٍ "আল্লাহ তোমাদের সাহায্য করেছেন অনেক ক্ষেত্রে। এরপর বিশেষণভাবে উল্লেখ করা হয় হুনাইন যুদ্ধের কথা। কারণ সে যুদ্ধে এমন সব ধারণাতীত অদ্ভূত ঘটনার প্রকাশ ঘটেছে, যেগুলো নিয়ে চিন্তা করলে মানুষের ঈমানী শক্তি প্রবল ও কর্মপ্রেরণা বৃদ্ধি পায়। সেজন্য আয়াতের শাব্দিক তাফসীরের আগে হাদীস ও নির্ভরযোগ্য ইতিহাস গ্রন্থে উল্লিখিত এ যুদ্ধের কতিপয় উল্লেখযোগ্য ঘটনার বিবরণ দেওয়া সমীচীন মনে করি। এতে আয়াতের তাফসীর অনুধাবন সহজ হবে এবং যে সকল হিতকর বিষয়ের উদ্দেশ্যে ঘটনার বর্ণনা দেওয়া হয়, তা সামনে এসে যাবে। এ বিবরণের অধিকাংশ তথ্য তাফসীরে মাযহারী থেকে নেওয়া হয়েছে, যাতে হাদীস ও ইতিহাসগ্রন্থের উদ্ধৃতি রয়েছে।

'হুনাইন' মক্কা ও তায়েফের মধ্যবর্তী একটি জায়গার নাম। যা মক্কা শরীফ থেকে প্রায় দশ মাইল ব্যবধানে অবস্থিত। অষ্টম হিজরির রমজান মাসে যখন মক্কা বিজিত হয় আর মক্কার কোরাইশগণ অস্ত্র সমর্পণ করে, তখন আরবের বিখ্যাত ধনী ও যুদ্ধবাজ হাওয়াযিন গোত্র যার একটি শাখা তায়েফের বনূ ছাকীফ নামে পরিচিত, তাদের মাঝে ব্যাপক প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি হয়। ফলে তারা একত্রিত হয়ে আশঙ্কা প্রকাশ করতে থাকে যে. মক্কা বিজয়ের পর মুসলমানদের বিপুল শক্তি সঞ্চিত হয়েছে, তখন পরবর্তী আক্রমণের লক্ষ্য হবে তায়েফ। তাই তাদের আগে আমাদের আক্রমণ পরিচালনা হবে বুদ্ধিমানের কাজ। পরামর্শ মতে এ উদ্দেশ্যে হাওয়াযিন গোত্র মক্কা থেকে তায়েফ পর্যন্ত বিস্তৃত শাখা গোত্রগুলোকে একত্রিত করে। আর বিশাল সে গোত্রের প্রায় সবাই যুদ্ধের জন্য সমবেত হয়।

এ অভিযানের নেতা ছিলেন মালেক ইবনে আউফ। অবশ্য পরে তিনি মুসলমান হয়ে ইসলামের অন্যতম ঝাণ্ডাবাহী হন। তবে প্রথমে মুসলমানদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার তীব্র প্রেরণা ছিল তাঁর মনে। তাই স্বগোত্রের সংখ্যাগুরু অংশ তার সাথে একাত্মতা ঘোষণা করে যুদ্ধের প্রস্তুতি নিতে আরম্ভ করে। কিন্তু এ গোত্রের অপর দু'টি ছোট শাখা বনূ কাব ও বনূ কেলাব মতানৈক্য প্রকাশ করে। আল্লাহ তাদের কিছু দিব্যদৃষ্টি দান করেছিলেন। তারা বলতে থাকে, পূর্ব থেকে পশ্চিম পর্যন্ত সমগ্র দুনিয়াও যদি মুহাম্মদের ﷺ বিরুদ্ধে একত্রিত হয়, তথাপি তিনি সকলের উপর জয়ী হবেন, আমরা খোদায়ী শক্তির সাথে যুদ্ধ করতে পারব না।

যাহোক, এই দুই গোত্র ছাড়া বাকি সবাই যুদ্ধ তালিকায় অন্তর্ভুক্ত হয়। সেনা-নায়ক মালেক ইবনে আউফ পূর্ণ শক্তির সাথে রণাঙ্গনে তাদের সুদৃঢ় রাখার জন্য এ কৌশল অবলম্বন করেন যে, যুদ্ধক্ষেত্রে সকলের পরিবার পরিজনও উপস্থিত থাকবে এবং প্রত্যেকের জীবিকার প্রধান সহায় পশুপালও সাথে রাখতে হবে। উদ্দেশ্য কেউ যেন পরিবার-পরিজন ও সহায়-

https://e-ilm.weebly.com/

সম্পদের টানে রণক্ষেত্র ত্যাগ না করে। তাদের সংখ্যা সম্পর্কে ঐতিহাসিকগণের বিভিন্ন মত রয়েছে। হাফেযুল হাদীস আল্লামা ইবনে হাজার (র.) চব্বিশ বা আটাশ হাজারের সংখ্যাকে সঠিক মনে করেন। আর কেউ কেউ বলেন, এদের সংখ্যা চার হাজার ছিল। তবে এও হতে পারে যে, পরিবার-পরিজনসহ ছিল তারা চব্বিশ বা আটাশ হাজার, আর যোদ্ধা ছিল চার হাজার।

মোটকথা, এদের দুরভিসন্ধি সম্পর্কে রাসূলুল্লাহ ﷺ মক্কা শরীফেই অবহিত হন এবং তিনিও এদরে বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার সংকল্প নেন। মক্কায় হযরত আত্তাব ইবনে আসাদ (রা.) -কে আমীর নিয়োগ করেন এবং হযরত মা'আয ইবনে জাবাল (রা.) -কে লোকদের ইমলামি তালীম দানের জন্য তাঁর সাথে রাখেন। অতঃপর মক্কার কুরাইশদের থেকে অস্ত্রশস্ত্র ধারস্বরূপ সংগ্রহ করেন। কুরাইশ সরদার সাফওয়ান ইবনে উমাইয়া এতে ক্ষেপে উঠে বলে, আমাদের অস্ত্রশস্ত্র কি আপনি জোর করে নিয়ে যেতে চান? রাসূল ﷺ বলেন, না না; বরং ধারস্বরূপ নিচ্ছি। যুদ্ধ শেষে ফিরিয়ে দেব।এ কথা শুনে সে একশত লৌহবর্ম এবং নওফল ইবনে হারেছ তিন হাজার বর্শা তাঁর হাতে তুলে দেয়। ইমাম যুহরীর (র.) বর্ণনামতে চৌদ্দ হাজার মুসলিম সেনা নিয়ে রাসূল ﷺ এ যুদ্ধের প্রস্তুতি নেন। এতে ছিলেন মদিনার বারো হাজার আনসার যাঁরা মক্কা বিজয়ের জন্য তাঁর সাথে এসেছিল। বাকি দুহাজার ছিলেন আশপাশের অধিবাসী , যারা মক্কা বিজয়ের দিন মুসলমান হয়েছিলেন এবং যাদের বলা হতো 'তোলাকা'। অর্থাৎ সাধারণ ক্ষমায় মুক্তিপ্রাপ্ত। ৮ম হিজরির ৬ই শাওয়াল শুক্রবার হযরতের নেতৃত্বে মুসলমান সেনাদলের যুদ্ধযাত্রা শুরু হয়। রাসূল ﷺ বলেন, ইনশাআল্লাহ, আগামীকাল আমাদের অবস্থান হবে খায়ফে বনী কেনানা'র সে স্থানে যেখানে মক্কার কোরাইশগণ ইতঃপূর্বে মুসলমানদের সাথে সমাজিক বয়কটের চুক্তিপত্র সই করেছিল।

চৌদ্দ হাজারের এই বিরাট সেনাদল জিহাদের উদ্দেশ্যে বের হয়ে পড়ে, তাদের সাথে মক্কার অসংখ্য নারী-পুরুষও যুদ্ধের দৃশ্য উপভোগের জন্য বের হয়ে আসে। তাদের সাধারণ মনোভাব ছিল এ যুদ্ধে মুসলিম সেনারা হেরে গেলে আমাদের পক্ষে প্রতিশোধ নেওয়ার একটা ভালো সুযোগ হবে। আর তারা জয়ী হলেও আমাদের অবশ্য ক্ষতি নেই।

এ মনোভাব সম্পন্ন লোকদের মধ্যে শায়বা ইবনে ওসমানও ছিলেন। যিনি পরে মুসলমান হয়ে নিজের ইতিবৃত্ত বর্ণনা করেন। তিনি বলেন, বদর যুদ্ধে আমার পিতা হযরত হামযা (রা.) -এর হাতে এবং আমার চাচা হযরত আলী (রা.) -এর হাতে নিহত হন। ফলে অন্তরে প্রতিশোধের যে আগুন জ্বলছিল, তা বর্ণনার বাইরে। আমি এটাকে অপূর্ব সুযোগ মনে করে মুসলমানদের সহযাত্রী হলাম। যেন মওকা পেলেই রাসূলুল্লাহ ﷺ -কে আক্রমণ করতে পারি। তাই আমি তাঁদের সাথে থেকে সদা সুযোগের সন্ধানে রইলাম। এক সময় যখন পরস্পরের মধ্যে যুদ্ধ শুরু হয় এবং যুদ্ধের সূচনায় দেখা যায়, মুসলমানরা হতোদ্যম হয়ে পালাতে শুরু করেছে; আমি এ সুযোগে ত্বরিতবেগে রাসূল ﷺ -এর কাছে পৌছি কিন্তু দেখি যে, ডানদিকে হযরত আব্বাস (রা.), বামদিকে হযরত আবূ সুফিয়ান ইবনে হারেছে রাসূল ﷺ -এর দেহরক্ষীরূপে আছেন। এজন্য পেছন দিকে অগ্রসর হয়ে তাঁর কাছে পৌছি এবং সংকল্প নেই যে, তরবারির অতর্কিত আঘাত হেনে তাঁকে হত্যা করব। ঠিক এ সময় আমার প্রতি তাঁর দৃষ্টি নিবদ্ধ হয় এবং আমাকে ডাক দিয়ে বলেন, শায়বা, এদিকে এসো। আমি তাঁর পাশে গেলে তাঁর পবিত্র হাত আমার বুকের উপর রাখেন আর দোয়া করেন, 'হে আল্লাহ! এর থেকে শয়তানকে দূর করে দাও।' অতঃপর আমি যখন দৃষ্টি উঠাই, আমার চোখ, কান ও প্রাণ থেকেও রাসূল ﷺ -কে অধিক প্রিয় মনে হচ্ছিল, তারপর তিনি আদেশ দেন, যাও, কাফেরদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ কর। আমার তখন এ অবস্থা যে, হযরতের ﷺ জন্য প্রাণ বিসর্জন দিতেও প্রস্তুত। তাই কাফেরদের সাথে সর্বশক্তি দিয়ে যুদ্ধ করি। যুদ্ধ শেষে রাসূল ﷺ মক্কায় প্রত্যাবর্তন করলে তাঁর খেদমতে হাজির হই। তিনি আমার মনের গোপন দুরভিসন্ধি প্রকাশ করে বলেন, মক্কা থেকে মন্দ উদ্দেশ্য নিয়ে চলেছিলে। আর আমাকে হত্যার জন্য আশেপাশে ঘুরছিলে। কিন্তু আল্লাহর ইচ্ছা ছিল তোমার দ্বারা সৎকাজ করানো। পরিশেষে তাই হলো।

এ ধরনের ঘটনা ঘটে নযর ইবনে হারেসের সাথে, তিনিও এ উদ্দেশ্যে হুনাইন গিয়েছিলেন। কিন্তু সেখানে আল্লাহ তাঁর অন্তরে হযরতের ﷺ ভালোবাসা প্রবিষ্ট করান। ফলে একজন মুসলিম যোদ্ধারূপে কাফেরদের মোকাবিলা করেন।

তেমনি ঘটনা ঘটে আবূ বুরদা ইবনে নাযার (রা.) -এর সাথে। তিনি 'আওতাস' নামক স্থানে পৌছে দেখেন যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ এক বৃক্ষের নীচে উপবিষ্ট। তাঁর পাশে অন্য একজন লোক। ঘটনার বর্ণনা দিয়ে রাসূল ﷺ বলেন, এক সময় আমার

https://e-ilm.weebly.com/

তন্দ্রা এসে যায়। এ সুযোগে লোকটি আমার তরবারিটি হাতে নিয়ে আমার শির পাশে এসে বলে, হে মুহাম্মদ! এবার বল, আমার হাত থেকে তোমায় কে রক্ষা করবে? বললাম, আল্লাহ আমার হেফাজতকারী। একথা শুনে তরবারিটি তার হাত থেকে খসে পড়ে। হযরত আবূ বুরদা (রা.) বলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! অনুমতি দিন, আল্লাহর এ শত্রুর গর্দান বিচ্ছিন্ন করে দেই। একে শত্রুদলের গোয়েন্দা মনে হচ্ছে। রাসূল ﷺ বলেন, তুমি থাম, আল্লাহর দীন অপরাপর দীনকে পরাজিত না করা অবধি আল্লাহ আমার হেফাজত করে যাবেন। এ বলে লোকটিকে বিনা তিরস্কারে মুক্তি দিলেন। সে যাহোক, মুসলিম সেনাদল হুনাইন নামক স্থানে পৌছে শিবির স্থাপন করে। এ সময় হযরত সুহাইল ইবনে হানযালা (রা.) রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে এসে বলেন, জনৈক অশ্বারোহী এসে শত্রুদলের সংবাদ দিয়েছে যে, তারা পরিবার-পরিজন ও সহায়-সম্পদসহ রণাঙ্গনে জমায়েত হয়েছে। স্মিত হাস্যে রাসূল ﷺ বললেন, চিন্তা করো না। ওদের সবকিছু গনিমতের মালামাল হিসেবে মুসলমানদের হস্তগত হবে।

রাসূলুল্লাহ ﷺ হুনাইনে অবস্থান নিয়ে হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে হাদ্দাদ (রা.)-কে শত্রুদলের অবস্থান পর্যবেক্ষণের জন্য গোয়েন্দারূপে পাঠান। তিনি দুদিন তাদের সাথে অবস্থান করে তাদের সকল যুদ্ধ প্রস্তুতি অবলোকন করেন। এক সময় শত্রু সেনানায়ক মালেক ইবনে আউফকে স্বীয় লোকদের একথা বলতে শোনেন, 'মুহাম্মদ এখনো কোনো সাহসী যোদ্ধাবাজদের পাল্লায় পড়েনি। মক্কার নিরীহ কুরাইশদের দমন করে তিনি বেশ দাম্ভিক হয়ে উঠেছেন। কিন্তু এখন বুঝতে পারবেন কার সাথে তাঁর মোকাবিলা। আমরা তাঁর সকল দম্ভ চূর্ণ করে দেব। তোমরা কাল ভোরেই রণাঙ্গনে এরূপ সারিবদ্ধ হয়ে দাঁড়াবে যে, প্রত্যেকের পেছনে তার স্ত্রী পরিজন ও মালামাল উপস্থিত থাকবে। তরবারির কোষ ভেঙ্গে ফেলবে এবং সকলে একসাথে আক্রমণ করবে'। বস্তুত এদের ছিল প্রচুর যুদ্ধ অভিজ্ঞতা। তাই তারা বিভিন্ন ঘাঁটিতে কয়েকটি সেনাদল লুক্কায়িত রেখে দেয়।

এ হলো শত্রুদের রণ প্রস্তুতির একট চিত্র। কিন্তু অন্যদিকে এক হিসাবে এটি ছিল মুসলমানদের প্রথম যুদ্ধ যাতে অংশ নিয়েছে চৌদ্দ হাজারের এক বিরাট বাহিনী। এছাড়া অস্ত্রশস্ত্রও ছিল আগের তুলনায় প্রচুর। ইতঃপূর্বের ওহুদ ও বদর যুদ্ধে মুসলমানদের এ অভিজ্ঞতা হয় যে, মাত্র তিনশ' তেরো জন প্রায় নিরস্ত্র লোকের হাতে পারাজয় বরণ করেছে এক হাজার কাফের সৈন্য। তাই হুনাইনের বিরাট যুদ্ধ প্রস্তুতির প্রেক্ষিতে হাদীস তত্ত্ববিধ 'হাকেম' ও 'বযযার'-এর বর্ণনামতে কতিপয় মুসলিম সেনা উৎসাহের অতিশয্যে এ দাবি করে বসে যে, আজকের জয় অনিবার্য, পরাজয় অসম্ভব। যুদ্ধের প্রথম ধাক্কায়ই শত্রুদল পালাতে বাধ্য হবে। কিন্তু মুসলমানরা আল্লাহর উপর ভরসা না করে জনবলের উপর তৃপ্ত থাকবে এটা আল্লাহর পছন্দ ছিল না। এটাই হুনাইনের যুদ্ধে দেখিয়ে দেওয়া হয়েছে।

হাওয়াযিন গোত্র পূর্ব পরিকল্পনা মতে মুসলমানদের প্রতি সম্মিলিত আক্রমণ পরিচালনা করে। একই সাথে বিভিন্ন ঘাঁটিতে লুক্কায়িত কাফের সেনারা চুতর্দিক থেকে মুসলমানদের ঘিরে ফেলে। এ সময় আবার ধুলি ঝড় উঠে সর্বত্র অন্ধকারাচ্ছন্ন করে ফেলে, এতে সাহাবীগণের পক্ষে স্ব স্ব অবস্থানে টিকে থাকা সম্ভব হলো না। ফলে তাঁরা পিছু হটতে শুরু করেন। কিন্তু রাসূলুল্লাহ ﷺ অশ্ব চালিয়ে সামনের দিকে বাড়তে থাকেন। আর তাঁর সাথে ছিলেন অল্পসংখ্যক সাহাবী, যাঁদের সংখ্যা ছিল মাত্র তিন শ'। অন্য রেওয়ায়েত মতে একশ' কিংবা তারও কম, যাঁরা রাসূল ﷺ-এর সাথে অটল রইলেন। কিন্তু এদেরও মনোবাঞ্ছা ছিল যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ যেন আর অগ্রসর না হন।

এ অবস্থা দেখে রাসূলুল্লাহ ﷺ হযরত আব্বাস (রা.) -কে বলেন, উচ্চৈঃস্বরে ডাক দাও, বৃক্ষের নীচে জিহাদের বায়আত গ্রহণকারী সাহাবীগণ কোথায়? সূরা বাক্বারাওয়ালারা কোথায়? জান কুরবানের প্রতিশ্রুতিদানকারী আনসারগণই বা কোথায়? সবাই ফিরে এসো. রাসূলুল্লাহ ﷺ এখানে আছেন।

হযরত আব্বাস (রা.)-এর এ আওয়াজ রণাঙ্গনকে প্রকম্পিত করে তোলে। পলায়নরত সাহাবীগণ ফিরে দাঁড়ান এবং প্রবল সাহসিকাতার সাথে বীরবিক্রমে যুদ্ধ করে চলেন। ঠিক এ সময় আল্লাহ এদের সাহায্যে ফেরেশতাগণ পাঠিয়ে দেন। এরপর যুদ্ধের মোড় ঘুরে যায়, কাফের সেনানায়ক মালেক ইবনে আউফ পরিবার-পরিজন ও মালামালের মায়া ত্যাগ করে পালিয়ে যায় এবং তায়েফ দুর্গে আত্মগোপন করে। এরপর গোটা শত্রুদল পালাতে শুরু করে। এ যুদ্ধে সত্তর জন কাফের নেতা নিহত হয়। কতিপয় মুসলমানদের হাতে কিছু শিশু আহত হয়। কিন্তু রাসূলুল্লাহ ﷺ এটাকে শক্ত ভাষায় নিষেধ করেন। যুদ্ধ শেষে মুসলমানদের হাতে আসে তাদের সকল মালামাল ও ছয় হাজার যুদ্ধবন্দি, চব্বিশ হাজার উষ্ট্রী, চল্লিশ হাজারের অধিক বকরি এবং চার হাজার উকিয় রৌপ্য যা ওজনে চার মণের সমান।

https://e-ilm.weebly.com/

আলোচ্য ২৫ ও ২৬ নং আয়াতে যুদ্ধের এদিকটি তুলে ধরে বলা হয় যে, তোমরা নিজেদের সংখ্যাধিক্যে বেশ আত্মপ্রসাদ লাভ করেছিলে। কিন্তু সেই সংখ্যাধিক্য তোমাদের কাজে আসল না। প্রসস্ত হওয়া সত্ত্বেও পৃথিবী তোমাদের জন্য সঙ্কুচিত হয়ে গেল, তারপর তোমরা ছত্রভঙ্গ হয়ে পড়ছিলে। অতঃপর আল্লাহ সান্ত্বনা নাজিল করলেন আপন রাসূলের উপর ও মুসলমানদের উপর এবং ফেরেশতাদের এমন সৈন্যদল প্রেরণ করলেন, যাদের তোমরা দেখনি। তারপর তোমাদের হাতে কাফেরদের শাস্তি দিলেন। ২৬ নং আয়াতে বলেন– ثُمَّ اَنْزَلَ اللّٰهُ عَلٰى رَسُوْلِهٖ وَعَلَى الْمُؤْمِنِيْنَ "অতঃপর আল্লাহ সান্ত্বনা নাজিল করলেন আপন রাসূলের উপর ও মুসলমানদের উপর"। এ বাক্যের অর্থ হলো হুনাইন যুদ্ধের প্রথম আক্রমণে যে সকল সাহাবী আপন স্থান ত্যাগ করতে বাধ্য হয়েছিলেন তাঁরা আল্লাহর পক্ষ থেকে মনোবল ফিরে পাবার পর স্ব স্ব অবস্থানে ফিরে আসেন, আর রাসূলুল্লাহ ﷺ ও আপন অবস্থানে সুদৃঢ় হন। সাহাবীদের প্রতি সান্ত্বনা প্রেরণের অর্থ হলো, তাঁরা বিজয় সম্পর্কে আত্মবিশ্বাস ফিরে পেয়েছিলেন। এতে বুঝা গেল যে, আল্লাহর সান্ত্বনা ছিল দুই প্রকার। এক প্রকার পলায়নরত সাহাবীদের জন্য অন্য প্রকার রাসূল ﷺ-এর সাথে যাঁরা সুদৃঢ় ছিলেন তাঁদের জন্য। এ কথার ইঙ্গিত দানের জন্য উপর শব্দটি দু'বার ব্যবহার করা হয়। যেমন, 'অতঃপর আল্লাহ সান্ত্বনা নাজিল করলেন তাঁর রাসূলের উপর ও মুসলমানদের উপর'।

অতঃপর বলা হয়– وَاَنْزَلَ جُنُوْدًا لَّمْ تَرَوْهَا "এবং প্রেরণ করলেন এমন সৈন্যদল যাদের তোমরা দেখনি।" এটি হলো সাধারণ লোকের ব্যাপারে। তাই কেউ কেউ দেখেছেন বলে কাতিপয় রেওয়ায়েতে যে বর্ণনা আছে, তা উপরিউক্ত উক্তির বিরোধী নয়। এ আয়াতের শেষ বাক্য হলো– وَعَذَّبَ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا ۚ وَذٰلِكَ جَزَآءُ الْكٰفِرِيْنَ "আর শাস্তি দিলেন কাফেরদের এবং এটি হলো কাফেরদের পরিণাম।" এ শাস্তি বলতে বুঝায় মুসলমানদের হাতে পরাস্ত ও বিজিত হওয়া যা স্পষ্ট প্রতিভাত হলো। আর এটি ছিল পার্থিব শাস্তি, যা দ্রুত কার্যকর হলো।

শব্দ বিশ্লেষণ

اِقْتَرَفْتُمُوْهَا : সীগাহ جمع مذكر حاضر বহছ اثبات فعل ماضى معروف বাব اِفْتِعَال মাসদার اَلْاِقْتِرَافُ মূলবর্ণ (ق - ر - ف) জিনস صحيح অর্থ– তোমরা কামাই করেছ, তোমরা উপার্জন করেছ। আর هَا হলো ضمير منصوب متصل

تَخْشَوْنَ : সীগাহ جمع مذكرحاضر বহছ اثبات فعل مضارع معروف বাব نَصَرَ মাসদার اَلْخَشْيَةُ ও اَلْخَشْوُ মূলবর্ণ (خ - ش - ى) জিনস ناقص يائى অর্থ– তোমরা ভয় পাও।

تَرَبَّصُوْا : সীগাহ جمع مذكر حاضر বহছ امر حاضر معروف বাব تَفَعُّلٌ মাসদার اَلتَّرَبُّصُ মূলবর্ণ (ر - ب - ص) জিনস صحيح অর্থ– তোমরা অপেক্ষা কর।

وَلَّيْتُمْ : সীগাহ جمع مذكرحاضر বহছ اثبات فعل ماضى معروف বাব تَفْعِيْل মাসদার اَلتَّوْلِيَةُ মূলবর্ণ (و - ل - ى) জিনস لفيف مقرون অর্থ– তোমরা মুখ ফিরিয়ে পৃষ্ঠপ্রদর্শন করে পলায়ন করলে।

لَمْ تَرَوْهَا : সীগাহ جمع مذكر حاضر বহছ نفى جحد بلم در فعل مضارع معروف বাব نَصَرَ মাসদার اَلرُّؤْيَةُ মূলবর্ণ (ر - ء - ى) জিনস মুরাক্কাব ناقص يائى ও مهموز عين অর্থ– তোমরা দেখনি। هَا যমীর ضمير منصوب متصل-এর মার'জি جُنُوْدًا।

https://e-ilm.weebly.com/

ثُمَّ يَتُوبُ اللّٰهُ مِنْ بَعْدِ ذٰلِكَ عَلٰى مَنْ يَّشَآءُ ۗ
وَاللّٰهُ غَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ (٢٧)

অনুবাদ : (২৭) অনন্তর আল্লাহ তা'আলা [সেই কাফেরদের মধ্য হতে] যাকে ইচ্ছা তওবা করার সুযোগ দান করেন, আর আল্লাহ তা'আলা হচ্ছেন, অতি ক্ষমাশীল, পরম করুণাময়।

يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْٓا اِنَّمَا الْمُشْرِكُوْنَ نَجَسٌ
فَلَا يَقْرَبُوا الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ بَعْدَ عَامِهِمْ
هٰذَا ۚ وَاِنْ خِفْتُمْ عَيْلَةً فَسَوْفَ يُغْنِيْكُمُ
اللّٰهُ مِنْ فَضْلِهٖٓ اِنْ شَآءَ ۗ اِنَّ اللّٰهَ عَلِيْمٌ
حَكِيْمٌ (٢٨)

(২৮) হে ঈমানদারগণ! মুশরিকরা হচ্ছে [তাদের বদ আকায়েদের দরুন] একেবারেই অপবিত্র অতএব, তারা যেন এ বৎসরের পর মসজিদে হারামের [অর্থাৎ হরম শরীফের] নিকটে [-ও] আসতে না পারে, আর যদি তোমাদের আশঙ্কা হয় দারিদ্র্যের তবে আল্লাহ তা'আলা নিজ অনুগ্রহে তোমাদেরকে ক্ষমা করে দিবেন, যদি তিনি চান, নিশ্চয় আল্লাহ তা'আলা অতি জ্ঞানী, বড়ই হেকমতওয়ালা।

قَاتِلُوا الَّذِيْنَ لَا يُؤْمِنُوْنَ بِاللّٰهِ وَلَا بِالْيَوْمِ الْاٰخِرِ
وَلَا يُحَرِّمُوْنَ مَا حَرَّمَ اللّٰهُ وَرَسُوْلُهٗ وَلَا يَدِيْنُوْنَ
دِيْنَ الْحَقِّ مِنَ الَّذِيْنَ اُوْتُوا الْكِتٰبَ حَتّٰى يُعْطُوا
الْجِزْيَةَ عَنْ يَّدٍ وَّهُمْ صٰغِرُوْنَ (٢٩)

(২৯) যে সকল আহলে কিতাব আল্লাহ তা'আলার প্রতি ঈমান রাখে না এবং কিয়ামত দিবসের প্রতিও [ঈমান রাখে] না, আর সেই বস্তুগুলোকে হারাম মনে করে না যেগুলোকে আল্লাহ তা'আলা ও তাঁর রাসূল ﷺ হারাম বলেছেন, আর সত্য ধর্ম [অর্থাৎ ইসলাম] গ্রহণ করে না, তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে থাক, যে পর্যন্ত না তারা অধীনতা স্বীকার করে প্রজারূপে জিযিয়া দিতে স্বীকৃত হয়।

শাব্দিক অনুবাদ

(২৭) ثُمَّ يَتُوبُ اللّٰهُ مِنْ بَعْدِ ذٰلِكَ অনন্তর আল্লাহ তা'আলা [সেই কাফেরদের মধ্য হতে] তওবা করার সুযোগ দান করেন عَلٰى مَنْ يَّشَآءُ যাকে ইচ্ছা وَاللّٰهُ غَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ আর আল্লাহ তা'আলা হচ্ছেন, অতি ক্ষমাশীল, পরম করুণাময়

(২৮) يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْٓا হে ঈমানদারগণ! اِنَّمَا الْمُشْرِكُوْنَ نَجَسٌ মুশরিকরা হচ্ছে [তাদের বদ আকায়েদের দরুন] একেবারেই অপবিত্র فَلَا يَقْرَبُوا الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ অতএব, তারা যেন মসজিদে হারামের [অর্থাৎ হরম শরীফের] নিকটে [-ও] আসতে না পারে بَعْدَ عَامِهِمْ هٰذَا এই বৎসরের পর وَاِنْ خِفْتُمْ عَيْلَةً আর যদি তোমাদের আশঙ্কা হয় দারিদ্র্যের فَسَوْفَ يُغْنِيْكُمُ اللّٰهُ مِنْ فَضْلِهٖ তবে আল্লাহ তা'আলা নিজ অনুগ্রহে তোমাদেরকে ক্ষমা করে দিবেন اِنْ شَآءَ যদি তিনি চান اِنَّ اللّٰهَ عَلِيْمٌ حَكِيْمٌ নিশ্চয় আল্লাহ তা'আলা অতি জ্ঞানী, বড়ই হেকমতওয়ালা।

(২৯) قَاتِلُوا তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে থাক الَّذِيْنَ لَا يُؤْمِنُوْنَ بِاللّٰهِ যে সকল আহলে কিতাব আল্লাহ তা'আলার প্রতি ঈমান রাখে না وَلَا بِالْيَوْمِ الْاٰخِرِ এবং কিয়ামত দিবসের প্রতিও [ঈমান রাখে] না وَلَا يُحَرِّمُوْنَ আর সেই বস্তুগুলোকে হারাম মনে করে না مَا حَرَّمَ اللّٰهُ وَرَسُوْلُهٗ যেগুলোকে আল্লাহ তা'আলা ও তাঁর রাসূল ﷺ হারাম বলেছেন وَلَا يَدِيْنُوْنَ دِيْنَ الْحَقِّ আর সত্য ধর্ম [অর্থাৎ ইসলাম] গ্রহণ করে না مِنَ الَّذِيْنَ اُوْتُوا الْكِتٰبَ আহলে কিতাব থেকে حَتّٰى يُعْطُوا الْجِزْيَةَ عَنْ يَّدٍ وَّهُمْ صٰغِرُوْنَ যে পর্যন্ত না তারা অধীনতা স্বীকার করে প্রজারূপে জিযিয়া দিতে স্বীকৃত হয়।

https://e-ilm.weebly.com/

অনুবাদ : (৩০) আর [কতক] ইহুদিরা বলল, ওযায়ের হচ্ছেন আল্লাহ তা'আলার পুত্র এবং [অধিকাংশ] নাসারারা বলল, মাসীহ হচ্ছেন আল্লাহর পুত্র, এটা হচ্ছে তাদের কথা- তাদের মুখের কথা মাত্র, [বাস্তবে তা কিছুই নয়] এরাও তাদের ন্যায় বলছে, যারা তাদের পূর্বে কাফের হয়ে গেছে, আল্লাহ তা'আলা তাদেরকে ধ্বংস করুন, এরা উল্টা কোন দিকে যাচ্ছে।	وَقَالَتِ الْيَهُودُ عُزَيْرٌ ابْنُ اللَّهِ وَقَالَتِ النَّصَارَى الْمَسِيحُ ابْنُ اللَّهِ ۖ ذَٰلِكَ قَوْلُهُم بِأَفْوَاهِهِمْ ۖ يُضَاهِئُونَ قَوْلَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِن قَبْلُ ۚ قَاتَلَهُمُ اللَّهُ ۚ أَنَّىٰ يُؤْفَكُونَ (٣٠)
(৩১) তারা আল্লাহকে ছেড়ে নিজেদের আলেম ও ধর্ম-জাযকদেরকে প্রভু বানিয়ে রেখেছে এবং মারইয়ামের পুত্র মাসীহকেও, অথচ তাদের প্রতি শুধু এই আদেশ করা হয়েছে যে, তারা কেবলমাত্র ইবাদত করবে এক মা'বূদের, যিনি ব্যতীত মা'বূদ হওয়ার যোগ্য কেউই নেই, তিনি তাদের অংশী স্থির করা হতে পবিত্র।	اتَّخَذُوا أَحْبَارَهُمْ وَرُهْبَانَهُمْ أَرْبَابًا مِّن دُونِ اللَّهِ وَالْمَسِيحَ ابْنَ مَرْيَمَ وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا إِلَٰهًا وَاحِدًا ۖ لَّا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ ۚ سُبْحَانَهُ عَمَّا يُشْرِكُونَ (٣١)

শাব্দিক অনুবাদ

(৩০) وَقَالَتِ الْيَهُودُ আর [কতক] ইহুদিরা বলল عُزَيْرٌ ابْنُ اللَّهِ ওযায়ের হচ্ছেন আল্লাহ তা'আলার পুত্র وَقَالَتِ النَّصَارَى এবং [অধিকাংশ] নাসারারা বলল الْمَسِيحُ ابْنُ اللَّهِ মাসীহ হচ্ছেন আল্লাহর পুত্র ذَٰلِكَ قَوْلُهُم بِأَفْوَاهِهِمْ এটা হচ্ছে তাদের কথা- তাদের মুখের কথা মাত্র [বাস্তবের তা কিছুই নয়] يُضَاهِئُونَ قَوْلَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِن قَبْلُ এরাও তাদের ন্যায় বলছে, যারা তাদের পূর্বে কাফের হয়ে গেছে قَاتَلَهُمُ اللَّهُ আল্লাহ তা'আলা তাদেরকে ধ্বংস করুন أَنَّىٰ يُؤْفَكُونَ এরা উল্টা কোন দিকে যাচ্ছে।

(৩১) اتَّخَذُوا তারা বানিয়ে রেখেছে أَحْبَارَهُمْ নিজেদের আলেম وَرُهْبَانَهُمْ ও ধর্ম-জাযকদেরকে أَرْبَابًا প্রভু مِّن دُونِ اللَّهِ আল্লাহকে ছেড়ে وَالْمَسِيحَ ابْنَ مَرْيَمَ এবং মারইয়ামের পুত্র মাসীহকেও وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا অথচ তাদের প্রতি শুধু এই আদেশ করা হয়েছে যে, তারা কেবলমাত্র ইবাদত করবে إِلَٰهًا وَاحِدًا এক মা'বূদের' لَّا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ যিনি ব্যতীত মা'বূদ হওয়ার যোগ্য কেউই নেই سُبْحَانَهُ عَمَّا يُشْرِكُونَ তিনি তাদের অংশী স্থির করা হতে পবিত্র।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

(২৮) قوله يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْمُشْرِكُونَ نَجَسٌ الخ **আয়াতের শানে নুযূল– ১ :** ইমাম তাবারী (র.) ইকরিমার বরাত দিয়ে বর্ণনা করেন এবং সাঈদ ইবনে মানসূর, ইবনুল মুনযির ও আবূ হাতেম হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) হতে বর্ণনা করেন যে, মুশরিকরা যখন খাদ্য সামগ্রী নিয়ে ব্যবসা-বণিজ্যের উদ্দেশ্যে মসজিদে হারামে আসত। অতঃপর মসজিদে হারামের নিকটে আসার জন্য যখন তাদেরকে নিষেধ করে দেওয়া হলো, তখন মুসলমানরা বলতে লাগল, তারা না আসলে আমাদের খাদ্য সামগ্রী কোথা হতে আসবে? তখন আল্লাহ তা'আলা আলোচ্য আয়াত নাজিল করেন।

শানে নুযূল– ২ : ইমাম তাবারী (র.) ইবনে বাশ্শার ও সুফিয়া প্রমুখের বরাত দিয়ে সাঈদ ইবনে যুবাইরের রেওয়ায়েতে বর্ণনা করেন যে, إِنَّمَا الْمُشْرِكُونَ نَجَسٌ فَلَا يَقْرَبُوا الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ بَعْدَ عَامِهِمْ هَٰذَا -এ অংশ যখন নাজিল হয়, তখন এ নির্দেশটি

https://e-ilm.weebly.com/

সাহাবায়ে কেরামের নিকট অত্যন্ত কষ্টকর অনুভূতি হলো, ফলে তারা বললেন যে, আমাদের জন্য খাদ্য সামগ্রী ও মালামাল কে নিয়ে আসবে? তখন وَاِنْ خِفْتُمْ عَيْلَةً فَسَوْفَ يُغْنِيْكُمُ اللّٰهُ مِنْ فَضْلِهٖ اِنْ شَاۤءَ অবতীর্ণ হয়েছে। –[তাবারী-৩৪৬/৪৭/৬, বাহরে মুহীত-২৮/৫, ফাতহুল কাদীর-৩৫১/২]

(২৯) قوله قَاتِلُوا الَّذِيْنَ لَا يُؤْمِنُوْنَ بِاللّٰهِ وَلَا بِالْيَوْمِ الْاٰخِرِ الخ **আয়াতের শানে নুযূল– ১ :** আবুশ শায়খ ও বায়হাকী প্রণেতা তাঁর সুনানে, মুজাহিদ কর্তৃক এক রেওয়ায়েত বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেন, রাসূল ﷺ যখন তাবূক অভিযানে অংশ গ্রহণ করার জন্য সাহাবায়ে কেরামকে আদেশ করেন, তখন উক্ত আয়াত নাজিল হয়েছে।

শানে নুযূল– ২ : ইবনুল মুনযির শিহাবের উদ্ধৃতি দিয়ে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেন, কুরাইশ এবং আরব কাফেরদের সম্পর্কে وَقَاتِلُوْهُمْ حَتّٰى لَا تَكُوْنَ فِتْنَةٌ নাজিল হয় الخ ...... قَاتِلُوا الَّذِيْنَ পর্যন্ত আহলে কিতাবদের সম্পর্কে নাজিল হয়েছে। –[ফাতহুল কাদীর-৩৫২/২]

শানে নুযূল– ৩ : রাসূল ﷺ সাহাবায়ে কেরামকে হিজরি ৯ম সন যখন রোম যুদ্ধের জন্য হুকুম করেন, তখন এ আয়াত নাজিল হয়। আলোচ্য আয়াত নাজিল হওয়ার পর তাবূক অভিযান পরিচালনা করেন। কারো মতে বনূ কুরাইযা ও বনূ নযীর সম্পর্কে আলোচ্য আয়াত নাজিল করা হয়েছে। –[বাহরে মুহীত-৩০/৫]

(৩০) قوله وَقَالَتِ الْيَهُوْدُ عُزَيْرُ ابْنُ اللّٰهِ وَقَالَتِ النَّصٰرَى الْمَسِيْحُ ابْنُ اللّٰهِ الخ **আয়াতের শানে নুযূল :** ইবনে ইসহাক , ইবনে জারীর ইবনে আবী হাতেম, আবুশ শায়খ ও ইবনে মারদুভীয়া হযরত ইবনে আব্বাস (রা.)-এর উদ্ধৃতি দিয়ে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন যে, একদা রাসূল ﷺ -এর নিকট সালাম ইবনে মুশকাম, নোমান বইনে আওফা, আবূ আনাস, শাস ইবনে কাইস ও মালিক ইবনে সাইফ প্রমুখ উপস্থিত হয়ে বলল, আমরা কিরূপভাবে আপনার অনুসরণ করতে পারি? অথচ আপনিতো আমাদের কেবলাকে ছেড়ে দিলেন। উযাইর আল্লাহর পুত্র বলে বিশ্বাস করছেন না। তাদের এহেন বিভ্রান্ত মূলক আলোচনার পরিপ্রেক্ষিতে উল্লিখিত আয়াত নাজিল হয়েছে। -[ফাতহুল কাদীর-৩৫৪/২]

قوله ثُمَّ يَتُوْبُ اللّٰهُ مِنْۢ بَعْدِ ذٰلِكَ عَلٰى مَنْ يَّشَاۤءُ ؕ وَاللّٰهُ غَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ "অতঃপর আল্লাহ যার প্রতি ইচ্ছা তওবা নসিব করবেন। আল্লাহ অতীব মার্জনাকারী, পরম দয়ালু।" এ আয়াতে ইঙ্গিত রয়েছে, যারা মুসলমানদের হাতে পরাস্ত ও বিজিত হওয়ার শাস্তি পেয়েছে এবং এখনো কুফরি আদর্শের উপর অটল রয়েছে, তাদের কিছু সংখ্যক লোককে আল্লাহ ঈমানের তাওফীক দেবেন। নিম্নে এ ধরনের ঘটনার বিবরণ দেওয়া হলো।

হুনাইন যুদ্ধে হাওয়াযেন ও সকীফ গোত্রের কতিপয় সরদার নিহত হয়; কিছু পালিয়ে যায়। তাদের পরিবার-পরিজন বন্দিরূপে এবং মালামাল গনিমতরূপে মুসলমানদের আয়ত্তে আসে।

অতঃপর পরাজিত হাওয়াযিন ও ছাকীফ গোত্রদ্বয় বিভিন্ন স্থানে মুসলমানদের বিরুদ্ধে সম্মিলিত হয়, কিন্তু প্রত্যেক স্থানে তারা পরাজিত হয়। শেষ পর্যন্ত তারা তায়েফের এক মজবুত দুর্গে আশ্রয় গ্রহণ করে। রাসূলে কারীম ﷺ পনের বিশ দিন পর্যন্ত এই দুর্গ অবরোধ করে রাখেন। ওরা দুর্গ থেকে ঝাঁকে ঝাঁকে তীর নিক্ষেপ করতে থাকে। কিন্তু সম্মুখযুদ্ধে অবতীর্ণ হওয়ার সাহস তাদের কারো ছিল না। সাহাবায়ে কেরাম বলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! এদের বদদোয়া দিন। কিন্তু তিনি এদের জন্য হেদায়েতের দোয়া করেন। অতঃপর সাহাবায়ে কেরামরে সাথে পরামর্শ করে সেখান থেকে প্রত্যাবর্তনের উদ্যোগ গ্রহণ করেন। জি'রানা নামক স্থানে পৌছে প্রথমে মক্কা গিয়ে ওমরা আদায় ও পরে মদিনা প্রত্যাবর্তনের সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়। অপর দিকে মক্কাবাসীদের যারা মুসলমানদের শেষ পরিণতি দেখার উদ্দেশ্যে দর্শকরূপে যুদ্ধে এসেছিল, তাদের অনেকে ইসলামের সত্যতা প্রত্যক্ষ করে উক্ত জি'রানা নামক স্থানে ইসলাম গ্রহণের কথা প্রকাশ্যে ঘোষণা করেন।

আত্মপ্রসাদ পরিত্যাজ্য : উল্লিখিত আয়াতগুলোর প্রথম হেদায়েত হলো, মুসলমানদের কোনো অবস্থায় শক্তি-সামর্থ্য ও সংখ্যাধিক্যের উপর আত্মপ্রসাদ লাভ করা উচিত নয়, সম্পূর্ণ নিঃস্ব অবস্থায় যেমন তাদের দৃষ্টি আল্লাহর সাহায্যের প্রতি নিবদ্ধ থাকবে, তেমনি সকল শক্তি-সামর্থ্য থাকাবস্থায়ও আল্লাহর উপর ভরসা রাখতে হবে।

হুনাইন যুদ্ধের পর্যাপ্ত পরিমাণ সাজসরঞ্জাম ও সংখ্যাধিক্য দেখে কতিপয় সাহাবী যে আত্মগর্বের সাথে বলেছিলেন, আজকের যুদ্ধে কেউ আমাদের পরাস্ত করতে পারবে না, আল্লাহর নিকট তাঁর প্রিয় বান্দাদের মুখ থেকে এ ধরনের কথা পছন্দ হচ্ছিল না। যার ফলে রণাঙ্গনে কাফেরদের প্রথম ধাক্কা সামলাতে না পেরে তাঁরা পলায়নপর হয়েছিলেন। অতঃপর আল্লাহর গায়বি সাহায্য পেয়ে তাঁরা এর যুদ্ধে জয়ী হন।

https://e-ilm.weebly.com/

বিজিত শত্রুর মালামাল গ্রহণে ন্যায়নীতি বিসর্জন না দেওয়া : দ্বিতীয় হেদায়েত যা এই ঘটনা থেকে হাসিল হয়, তা হলো এই যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ হুনাইন যুদ্ধের প্রস্তুতিপর্বে মক্কার বিজিত কাফেরদের থেকে যে যুদ্ধ সরঞ্জাম নিয়েছিলেন তা ধারস্বরূপ ছিল এবং প্রত্যর্পণ করার প্রতিশ্রুতি দিয়ে নিয়েছিলেন এবং পরে এ প্রতিশ্রুতি রক্ষাও করেছিলেন। অথচ এরা ছিল বিজিত ও ভীতসন্ত্রস্ত। তাই জোর করেও সমর্থন আদায় করা যেতো। কিন্তু রাসূল ﷺ তা করেননি। এতে রয়েছে শত্রুর সাথে পূর্ণ সদ্ব্যবহারের হেদায়েত।

তৃতীয় : রাসূলুল্লাহ ﷺ হুনাইন গমনকালে 'খাইফে বনী কেনানা' নামক স্থান সম্পর্কে বলেছিলেন, আগামীকালের অবস্থান হবে আমাদের এখানে, যেখানে মক্কায় কুরাইশগণ মুসলমাদের একঘরে করে রাখার প্রস্তাবে স্বাক্ষর করেছিল। এতে মুসলমানদের প্রতি যে হেদায়েত আছে, তা হলো আল্লাহ তাদের শক্তি-সামর্থ্য ও বিজয় দান করলে বিগত বিপদের কথা যেন ভুলে না যায় এবং যাতে আল্লাহর শুকরিয়া আদায় করে দুর্গে আশ্রয় নেওয়া হাওয়াযিন গোত্রের বাণ নিক্ষেপের জবাবে বদদোয়ার পরিবর্তে হেদায়েত লাভের যে দোয়া রাসূল ﷺ করেছেন তাতে রয়েছে এই শিক্ষা যে, মুসলমানের যুদ্ধ বিগ্রহের উদ্দেশ্যে শত্রুকে নিছক পরাভূত করা নয়; বরং উদ্দেশ্য হলো হেদায়েতের পথে তাদের নিয়ে আসা। তাই এ চেষ্টা থেকে বিরত থাকা উচিত নয়।

চতুর্থ : পরাজিত শত্রুদের থেকেও নিরাশ হওয়া উচিত নয়, আল্লাহ ইসলাম ও ঈমানের হেদায়েত তাদেরও দিতে পারেন। যেমন হাওয়াযিন গোত্রের লোকদের ইসলাম গ্রহণের তাওফীক দিয়েছিলেন।

হাওয়াযিন গোত্রের যুদ্ধবন্দি মুক্তির আবেদনের প্রেক্ষিতে রাসূলুল্লাহ ﷺ সাহাবীগণের মতামত জানতে চেয়েছিলেন এবং তারা আনন্দের সাথে রাজিও হয়েছিলেন। কিন্তু এ সত্ত্বেও সকলের ব্যক্তিগত মতামত যাচাইয়ের ব্যবস্থা নেওয়া হয়। এ থেকে বুঝা যায় যে, হকদারের পূর্ণ সন্তুষ্টি ছাড়া কেউ তার অধিকারে হস্তক্ষেপ করতে পারবে না। বা জনগণের চাপে কেউ নীরব থাকলে তা' সন্তুষ্টি বলে ধর্তব্য হবে না। আমাদের মাননীয় ফিকহ শাস্ত্র বিদগণ এ থেকে মাসআলা বের করেন যে, ব্যক্তিগত প্রভাব দেখিয়ে কারো থেকে ধর্মীয় প্রয়োজনে চাঁদা আদায় করাও জায়েজ নয়। কারণ অবস্থার চাপে পড়ে বা লজ্জা রক্ষার খাতিরে অনেক ভদ্রলোকই অনেক সময় কিছু না কিছু দিয়ে থাকে, অথচ অন্তর এতে পূর্ণ সায় দেয় না। এ ধরনের অর্থ কড়িতে বরকতও পাওয়া যায় না।

فَلَا يَقْرَبُوا الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ ...... সুতরাং তারা এ বছরের পর যেন মসজিদুল হারামের নিকটবর্তী না হয়।

'মসজিদুল হারাম' বলতে সাধারণত বুঝায় বায়তুল্লাহ শরীফের চতুর্দিকের আঙ্গিনাকে যা দেয়াল দ্বারা পরিবেষ্টিত। তবে কুরআন ও হাদীসের কোনো কোনো স্থানে তা মক্কার পূর্ণ হরম শরীফ অর্থেও ব্যবহৃত হয় যা কয়েক বর্গমাইল এলাকাব্যাপী। যার সীমানা চিহ্নিত করেছেন হযরত ইবরাহীম (আ.)। যেমন মে'রাজের ঘটনায় মসজিদুল হারাম উল্লেখ রয়েছে। ইমামগণের ঐকমত্যে এখানে মসজিদুল হারাম অর্থ বায়তুল্লাহর আঙ্গিনা নয়। কারণ মে'রাজের শুরু হয় হযরত উম্মে হানী (রা.)-এর গৃহ থেকে, যা ছিল বায়তুল্লাহর আঙ্গিনার বাইরে অবস্থিত। অনুরূপ সূরা তওবার শুরুতে যে মসজিদুল হারাম-এর উল্লেখ রয়েছে: الَّذِينَ عَاهَدْتُمْ عِنْدَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ তার অর্থও পূর্ণ হরম শরীফ। কারণ এখানে উল্লিখিত সন্ধির স্থান হলো, 'হুদায়বিয়া যা হরম শরীফের সীমানার বাইরের সন্নিকটে অবস্থিত। –[জাসসাস]। এ বছরের পর মুশরিকদের জন্য পূর্ণ হারাম শরীফে প্রবেশ নিষিদ্ধ করা হলো।

তবে এ বছর বলতে কোনটি বুঝায় তা নিয়ে মুফাসসিরগণের মধ্যে কিছুটা মতভেদ রয়েছে। কেউ বলেন, দশম হিজরি। তবে অধিকাংশ মুফাসসিরের মতে তা হলো নবম হিজরি। কারণ নবী করীম ﷺ নবম হিজরির হজের মৌসুমে হযরত আলী (রা.) ও আবূ বকর সিদ্দীক (রা.)-এর দ্বারা কাফেরদের সাথে সম্পর্কচ্ছেদের কথা ঘোষণা করান, তাই নবম হিজরি থেকে দশম হিজরি পর্যন্ত ছিল অবকাশের বছর। দশম হিজরির পর থেকেই এ নিষেধাজ্ঞা জারি হয়।

কতিপয় প্রশ্ন : উল্লিখিত আয়াত দ্বারা দশম হিজরির পর মসজিদুল হারামে মুশরিকদের প্রবেশ নিষিদ্ধ করা হয়। এতে তিনটি প্রশ্ন আসে। প্রথম, এ নিষেধাজ্ঞা কি শুধু মসজিদুল হারামের জন্য, না অন্যান্য মসজিদের জন্যও? দ্বিতীয়, মসজিদুল হারামের জন্য হয়ে থাকলে তা কি সর্বাবস্থার জন্য, না শুধু হজ ও ওমরার জন্য? তৃতীয়, এ নিষেধাজ্ঞা কি শুধু মুশরিকদের জন্য না আহলে কিতাব কাফেরদের জন্যও? এ সকল প্রশ্নের উত্তরে কুরআন নীরব। তাই ইজতিহাদকারী ইমামগণ কুরআনের ইশারা ইঙ্গিত ও হযরত ﷺ -এর হাদীস সামনে রেখে প্রশ্নগুলোর উত্তর দিয়েছেন।

https://e-ilm.weebly.com/

এ প্রসঙ্গে প্রথমে আলোচনা করতে হয়, কুরআন মাজীদ মুশরিকদের যে অপবিত্র ঘোষণা করেছে, তা কোন দৃষ্টিতে? যদি প্রকাশ্য বা অপ্রকাশ্য জানাবত ইত্যাদি অপবিত্রতা হেতু বলা হয়ে থাকে, তবে তর্কের কিছুই নেই। কারণ দৃশ্যমান অপবিত্র বস্তুর সাথে রেখে কিংবা গোসল ফরজ হয়েছে এরূপ নারী-পুরুষের মসজিদের প্রবেশ জায়েজ নয়। পক্ষান্তরে কথাটি যদি কুফর শিরকের গোপন অপবিত্রতার দৃষ্টিকোণে বলা হয়ে থাকে, তবে সম্ভবত এর হুকুম হবে ভিন্ন।

'তাফসীরে কুরতুবী'তে বলা হয়েছে, মদিনার ফিকহশাস্ত্র বিদগণ তথা ইমাম মালিক (র.) ও অন্য ইমামদের মতে মুশরিকরা যে কোন দৃষ্টিকোণে অপবিত্র। কারণ তারা প্রকাশ্য অপবিত্রতা থেকে সতর্কতা অবলম্বন করে না। তেমনি ফরজ গোসলের ধার ধারে না। তদুপরি কুফর-শিরকের বাতেনী আপবিত্রতা তো তাদের আছেই। সুতরাং সকল মুশরিক এবং সকল মসজিদের জন্যই হুকুমটি সাধারণভাবে প্রযোজ্য।

এ মতের সমর্থনে তাঁরা হযরত ওমর ইবনে আব্দুল আযীয (র.)-এর একটি ফরমানকে দলিলরূপে পেশ করেন, যা তিনি বিভিন্ন রাজ্যের প্রশাসকগণকে লিখেছিলেন। এতে লেখা ছিল, "মসজিদসমূহে কাফেরদের প্রবেশ করতে দেবে না।" এ ফরমানে তিনি উপরিউক্ত আয়াতটির কথা উল্লেখ করেছিলেন। তাঁদের দ্বিতীয় দলিল হলো নবী করীম ﷺ -এর এই হাদীস : 'কোনো ঋতুবর্তী মহিলা বা গোসল ফরজ হয়েছে এরূপ ব্যক্তির পক্ষে মসজিদে প্রবেশ করাকে আমি জায়েজ মনে করি না।" আর এ কথা সত্য যে, কাফের মুশরিকগণ ফরজ গোসল সাধারণত করে না। তাই তাদের জন্য মসজিদে প্রবেশ নিষিদ্ধ।

ইমাম শাফেয়ী (র.) বলেন, হুকুমটি কাফের মুশরিক এবং আহলে কিতাব সকলের জন্য প্রযোজ্য, কিন্তু তা শুধু মসজিদুল হারামের জন্য নির্দিষ্ট, অপরাপর মসজিদে তাদের প্রবেশ নিষিদ্ধ নয়। –[কুরতুবী]

ইমাম শাফেয়ী (র.)–এর দলিল হলো ছুমামা ইবনে উছালের ঘটনাটি। তিনি ইসলাম গ্রহণের আগে একস্থানে মুসলমানদের হাতে বন্দী হলে নবী করীম ﷺ তাকে মসজিদে নববীর এক খুঁটির সাথে বেঁধে রাখেন।

ইমাম আবূ হানীফা (র.)-এর মতে উপরক্ত আয়াতে মসজিদুল হারামের নিকটবর্তী না হওয়ার জন্য মুশরিকদের প্রতি যে আদেশ রয়েছে, তার অর্থ হলো, আগামী বছর থেকে মুশরিকদের স্বীয় রীতি অনুযায়ী হজ ও ওমরা আদায়ের অনুমতি দেওয়া যাবে না। তাঁর দলিল হলো, হজের যে মৌসুমে হযরত আলী (রা.)–এর দ্বারা কাফেরদের সাথে সম্পর্কচ্ছেদের কথা ঘোষণা করা হয়, তাতে একথা ছিল لَا يَحُجَّنَّ بَعْدَ الْعَامِ مُشْرِكٌ অর্থাৎ 'এ বছর পর কোনো মুশরিক হজ করতে পারবে না।' তাই এ ঘোষণার আলোকে আয়াত......فَلَا يَقْرَبُوا الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ অর্থাৎ 'মুশরিকরা মসজিদুল হারামের নিকটবর্তী হবে না' -এর অর্থ হবে– আগামী বছর থেকে মুশরিকদের জন্য হজ ও ওমরা ছাড়া মুশরিক অন্য কোনো প্রয়োজনে আমীরুল মু'মিনীনের অনুমতিক্রমে মসজিদুল হারামে প্রবেশ করতে পারবে।

এ মতের সমর্থনে তাঁর দলিল হলো, মক্কা বিজয়ের পর ছাকীফ গোত্রের প্রতিনিধিবৃন্দ নবী করীম ﷺ-এর খেদমতে হাজির হলে সমজিদে তাদের অবস্থান করানো হয়। অথচ এরা তখনও অমুসলমান ছিল এবং সাহাবায়ে কেরামও আপত্তি তুলেছিলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! এরা তো আপবিত্রতায় প্রভাবিত। হযরত ﷺ তখন বলেছিলেন, 'মসজিদের মাটি এদের অপবিত্রতায় প্রভাবিত হবে না। –[জাসসাস]

এ হাদীস দ্বারা একথাও স্পষ্ট হয়ে যায় যে, কুরআন মাজীদে মুশরিকদের যে অপবিত্র বলা হয়েছে তা তাদের কুফর ও শিরক জনিত বাতেনী অপবিত্রতার কারণে। ইমাম আবূ হানীফা (র.) এ মতেরই অনুসারী। অনুরূপ হযরত জাবের ইবনে আব্দুল্লাহ (রা.) থেকে বর্ণিত আছে যে, নবী করীম ﷺ ইরশাদ করেছেন, কোনো মুশরিক মসজিদের নিবকটবর্তী হবে না। তবে সে কোনো মুসলমানের দাস বা দাসী হলে প্রয়োজন বোধে প্রবেশ করতে পারে। –[কুরতুবী]

এ হাদীস থেকেও বুঝা যায় যে, প্রকাশ্য অপবিত্রতার কারণে মসজিদুল হারাম থেকে মুশরিকদের বারণ করা হয়নি। নতুবা দাস-দাসীকে পৃথক করা যেত না; বরং না আসার কারণ হলো কুফর ও শিরক এবং এ দুয়ের প্রভাব প্রতিপত্তির আশঙ্কা। এ আশঙ্কা দাস-দাসীর মধ্যে না থাকায় তাদের অনুমতি দেওয়া হলো। এ ছাড়া প্রকাশ্য অপবিত্রতার দৃষ্টিকোণে কাফের-মুশরিক-মুসলমান সমান। অপবিত্র বা গোসল ফরজ হওয়া অবস্থায় তো মুসলমানগণও মসজিদুল হারামে প্রবেশ করতে পারবে না।

https://e-ilm.weebly.com/

তদুপরি, অধিকাংশ মুফাসসেরগণের মতে এখানে মসজিদুল হারাম বলতে যখন পূর্ণ হরম শরীফ উদ্দেশ্য, তখন এ নিষেধাজ্ঞা প্রকাশ্য অপবিত্রতার কারণ না হয়ে কুফর শিরকজনিত অপবিত্রতার কারণে হওয়া অধিকতর সঙ্গত। এজন্য শুধু মসজিদুল হারামের নয়; বরং পূর্ণ হরম শরীফে মুশরিকদের প্রবেশও নিষিদ্ধ করা হয়। কারণ এটি হলো ইসলামের দুর্গ।

ইমাম আবূ হানীফা (র.)-এর উপরিউক্ত তত্ত্বের সারকথা হলো, কুরআন ও হাদীসমতে মসজিদসমূহকে অপবিত্রতা থেকে বিশুদ্ধ রাখা আবশ্যক এবং এটি জরুরি বিষয়, কিন্তু আমাদের আলোচ্য আয়াতটি এ বিষয়টির সাথে সংশ্লিষ্ট নয়; বরং তা ইসলামের সেই বুনিয়াদি হুকুমের সাথে সংশ্লিষ্ট, যার ঘোষণা রয়েছে সূরা বারাআতের শুরুতে। অর্থাৎ অচিরেই হরম শরীফকে সকল মুশরিক থেকে পবিত্র করে নিতে হবে। কিন্তু আদর্শ ও ন্যায়নীতি এবং দয়া ও অনুকম্পার প্রেক্ষিতে মক্কা বিজয়ের সাথে সাথেই তাদের হরম শরীফ ত্যাগের আদেশ দেওয়া হয়নি; বরং যাদের সাথে নির্দিষ্ট সময় পর্যন্তের চুক্তি ছিল এবং যারা চুক্তির শর্তসমূহ পালন করে যাচ্ছিল, তাদের মেয়াদ শেষ হয়নি; বরং যাদের সাথে নির্দিষ্ট সময় পর্যন্তের চুক্তি ছিল এবং যারা চুক্তির শর্তসমুহ পালন করে যাচ্ছিল, তাদের মেয়াদ শেষ হওয়ার এবং অন্যান্যদের কিছু দিনের সুযোগ দিয়ে চলতি সালের মধ্যেই এই আদেশ কার্যকর হওয়ার প্রযোজনীয়তা ছিল। আলোচ্য আয়াতে তাই বলা হয়, 'এবছরের পর পূর্ণ হরম শরীফে মুশরিকদের প্রবেশাধিকার থাকবে না'। তারা শিরকী প্রথা মতে হজ ও ওমরা আদায় করতে পারবে না। সূরা তাওবার আয়াতে যেমন পরিষ্কার ঘোষণা দেওয়া হয় যে, নবম হিজরির পর কোনো মুশরিক হরমের সীমানায় প্রবেশ করতে পারেব না। রাসূলে কারীম ﷺ এ আদেশকে আরও ব্যাপক করে হুকুম দেন যে, গোটা আরব উপদ্বীপে কোনো কাফের মুশরিক থাকতে পারবেনা। কিন্তু রাসূল ﷺ নিজে এ আদেশ কার্যকর করতে পারেননি। অতঃপর হযরত আবূ বকর সিদ্দীক (রা.)–এর পক্ষেও বিভিন্ন রাষ্ট্রীয় সমস্যায় জড়িত থাকার ফলে তা সম্ভব হয়নি। তবে হযরত ওমর ফারূক (রা.)–এর শাসনামলে আদেশটি যথাযথভাবে প্রয়োগ করেন।

ইতঃপূর্বে মক্কার মুশরিকদের সাথে যুদ্ধ করার আদেশ ছিল। আর এ আয়াতদ্বয়ে আহলে কিতাবের সাথে যুদ্ধ করার নির্দেশ রয়েছে। তাবুকে আহলে কিতাবের সাথে মুসলমানদের যে যুদ্ধ অভিযান সংঘটিত হয়েছিল, আয়াত দুটি তারই পটভূমি। 'তাফসীরে দুররে মানসূরে' মুফাসসিরে কুরআন হযরত মুজাহিদ (র.) থেকে বর্ণিত আছে যে, উক্ত আয়াত দুটি তাবূক যুদ্ধ প্রসঙ্গে অবতীর্ণ হয়েছিল।

আভিধানিক অর্থে 'আহলে কিতাব বলতে যদিও সেই কাফের দলসমূহকে বুঝায়, যারা কোনো না কোনো আসমানি কিতাবের প্রতি বিশ্বাসী। কিন্তু কুরআনের পরিভাষায় আহলে কিতাব বলতে বুঝায় শুধু ইহুদি ও খ্রিস্টানদের। কারণ আরবের আশেপাশে এ সম্প্রদায়ই আহলে কিতাব নামে সমধিক পরিচিত ছিল। এজন্য কুরআনে আরবের মুশরিকদের সম্বোধন করে বলা হয়– أَنْ تَقُولُوْا إِنَّمَا أُنْزِلَ الْكِتٰبُ عَلٰى طَآئِفَتَيْنِ مِنْ قَبْلِنَا وَإِنْ كُنَّا عَنْ دِرَاسَتِهِمْ لَغٰفِلِيْنَ অর্থাৎ তোমরা হয়তো বলতে পার যে, কিতাব তো শুধু আমাদের পূর্বে দু-সম্প্রদায়ের প্রতিই নাজিল হয়েছিল, আর আমরা তো এর পঠন ও পাঠন থেকে সম্পূর্ণ বেখবর ছিলাম। –[আনআম-১৫৬]

আহলে কিতাবের উল্লেখ কালে অত্র আয়াতদ্বয়ে তাদের সাথে যুদ্ধ করার যে নির্দেশ রয়েছে তা শুধু আহলে কিতাবের মধ্যে সীমাবদ্ধ নয়; বরং এ আদেশ রয়েছে সকল কাফের সম্প্রদায়ের জন্যই। কারণ যুদ্ধ করার যে সকল হেতু সামনে বর্ণিত হয়েছে, তা সকল কাফেরদের মধ্যে সমভাবে বিদ্যমান। সুতরাং এ আদেশ সকলের জন্যই প্রযোজ্য। তবে বিশেষভাবে আহলে কিতাবের উল্লেখ করা হয় মুসলমানদের এ দ্বিধা নিবারণ উদ্দেশ্যে যে, ইহুদি খ্রিস্টানেরা অন্তত তাওরাত ইঞ্জীল এবং হযরত মূসা ও ঈসা (আ.) -এর প্রতি তো ঈমান রাখে। অতএব, পূর্বের আম্বিয়া (আ.) ও কিতাবের সাথে তাদের সম্পর্ক থেকে মুসলমানের জিহাদী মনোভাবের জন্য বাধ্য হওয়ার সম্ভাবনা ছিল, তাই বিশেষভাবে তাদের উল্লেখ করা হয়। দ্বিতীয়ত বিশেষভাবে আহলে কিতাবের উল্লেখ করার মাঝে এ ইঙ্গিতও রয়েছে যে, তারা এই দৃষ্টিকোণে অধিক শাস্তির যোগ্য। কারণ এরা অপেক্ষাকৃত জ্ঞানী। এদের কাছে তাওরাত-ইঞ্জীলের জ্ঞান, যে তাওরাত ও ইঞ্জীলে রয়েছে রাসূলে কারীম ﷺ সম্পর্কিত ভবিষ্যদ্বাণী, এমনকি তাঁর দৈহিক আকৃতির বর্ণনা। এ সত্ত্বেও তাদের সাথে যুদ্ধের আদেশ দেওয়া হয়।

https://e-ilm.weebly.com/

২৯ নং আয়াতে যুদ্ধের চারটি হেতুর বর্ণনা রয়েছে। **প্রথমত :** لَا يُؤْمِنُونَ بِاللّٰهِ তারা আল্লাহর প্রতি বিশ্বাস রাখে না। **দ্বিতীয়ত :** وَلَا بِالْيَوْمِ الْاٰخِرِ 'রোজ হাশরের প্রতিও তাদের বিশ্বাস নেই।' **তৃতীয়ত :** وَلَا يُحَرِّمُوْنَ مَا حَرَّمَ اللّٰهُ وَرَسُوْلُهٗ 'আল্লাহর হারামকৃত বস্তুকে তারা হারাম মনে করে না।' **চতুর্থত :** وَلَا يَدِيْنُوْنَ دِيْنَ الْحَقِّ সত্য ধর্ম গ্রহণে তারা অনিচ্ছুক।'

এখানে প্রশ্ন জাগে, ইহুদি খ্রিস্টানেরা তো বাহ্যত আল্লাহ পরকাল ও রোজ কিয়ামতের প্রতি বিশ্বাসী নয়। যে ঈমান বিশ্বাস আল্লাহর অভিপ্রেত, তা না হলে তার কোনো মূল্য নেই। ইহুদি-খ্রিস্টানরা যদিও প্রকাশ্যে আল্লাহর একত্বকে অস্বীকার করে না, কিন্তু পরবর্তী আয়াতের বর্ণনা মতে ইহুদি কর্তৃক হযরত ওযাইর ও খ্রিস্টানদের কর্তৃক হযরত ঈসা (আ.) -কে পুত্র সাব্যস্ত করা প্রকারান্তরে শিরক অংশীবাদকে স্বীকার করে নিয়েছে। তাই তাদের তাওহীদ ও ঈমানের দাবি অর্থহীন।

অনুরূপ আখেরতের প্রতি যে ঈমান বিশ্বাস রাখা আবশ্যক তা আহলে কিতাবের অধিকাংশের মধ্যে নেই। তাদের অনেকের ধারণা হলো, রোজ কিয়ামতে মানুষ জড়দেহ নিয়ে উঠবে না; রবং তা হবে মানুষের এক ধরনের রূহানী জিন্দেগি। তারা এ ধারণাও পোষণ করে যে, জান্নাত ও জাহান্নাম বিশেষ কোনো স্থানের নাম নয়; বরং আত্মার শান্তি হলো জান্নাত আর আত্মার অশান্তি হলো জাহান্নাম। তাদের এ বিশ্বাস কুরআনের পেশকৃত ধ্যান ধারণার বরখেলাফ। সুতরাং আখেরাতের প্রতি ঈমানও আদের যথাযোগ্য নয়।

তৃতীয় হেতুর উল্লেখ করে বলা হয় যে, ইহুদি-খ্রিস্টানরা আল্লাহর হারামকৃত বস্তুকে হারাম মনে করে না। এ কথার অর্থ হলো তওরাত ও ইঞ্জীলের যে সকল বস্তুকে হারাম করে দেওয়া হয়েছে, তা তারা হারাম বলে গণ্য করে না। যেমন, সুদ ও কতিপয় খাদ্যদ্রব্য যা তাওরাত ও ইঞ্জীলে হারাম ছিল, কিন্তু তারা সেগুলোকে হারাম মনে করত না।

এ থেকে একটি মাসআলা পরিষ্কার হয় যে, আল্লাহ নিষিদ্ধ বস্তুকে হালাল মনে করা যে শুধু পাপ তা নয় বরং কুফরিও বটে। অনুরূপ কোনো হালাল বস্তুকে হারাম সাব্যস্ত করাও কুফরি। তবে হারামকে হারাম মনে করে কেউ যদি ভুলে অসতর্ক পদক্ষেপ নেয়, তবে তা কুফরি নয়, বরং তা গুনাহ ও ফাসেকী।

আয়াতে উল্লিখিত حَتّٰى يُعْطُوا الْجِزْيَةَ عَنْ يَّدٍ وَّهُمْ صٰغِرُوْنَ "যতক্ষণ না তারা করজোড়ে জিযিয়া প্রদান করে" বাক্য দ্বারা যুদ্ধবিগ্রহের একটি সীমা ঠিক করে দেওয়া হয়। অর্থাৎ তাবেদার প্রজারূপে জিযিয়া প্রদান না করা পর্যন্ত তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ চালিয়ে যাবে।

'জিযিয়া'র শাব্দিক অর্থ– বিনিময়' পুরস্কার। শরিয়তের পরিভাষায় জিযিয়া বলা হয় কাফেরদের প্রাণের বিনিময়ে গৃহীত অর্থকে।

জিযিয়ার তাৎপর্য : কুফর ও শিরক হলো আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের সাথে বিদ্রোহ। এই বিদ্রোহের শাস্তি মৃত্যুদণ্ড। কিন্তু আল্লাহ নিজের অসীম রহমতগুণে শাস্তির এই কঠোরতা হ্রাস করে ঘোষণা করেন যে, তারা যদি ইসলামি রাষ্ট্রের অনুগত প্রজারূপে ইসলামি আইনকানুনকে মেনে নিয়ে থাকতে চায় তবে তাদের থেকে সামান্য জিযিয়া কর নিয়ে মৃত্যুদণ্ড থেকে তাদের অব্যাহতি দেওয়া হবে এবং ইসলামি রাষ্ট্রের নাগরিক হিসেবে তাদের জানমালের নিরাপত্তা বিধান থাকবে। কেউ হস্তক্ষেপ করতে পারবে না। শরিয়তের পরিভাষায় এগুলো জিযিয়া কর।

দুপক্ষের সম্মতিক্রমে জিযিয়ার যে হার ধার্য হবে তাতে শরিয়তের পক্ষ থেকে কোনো বাধ্যবাধকতা নেই। ধার্যকৃত হারে জিযিয়া নেওয়া হবে। যেমন, নাজরান গোত্রের সাথে হযরত রাসূলে কারীম ﷺ-এর চুক্তি হয় যে, তারা সকলের পক্ষ থেকে বার্ষিক দু'হাজার জোড়া বস্ত্র প্রদান করবে। প্রতি জোড়ায় থাকবে একটা লুঙ্গি, ও একটা চাদর। প্রতি জোড়ার মূল্যও ধার্য হয়। অর্থাৎ এক উকিয়া রূপার সমমূল্য। চল্লিশ দিরহামে হয় এক উকিয়া। যা আমাদের দেশের প্রায় সাড়ে এগার তোলা রূপার সমপরিমাণ।

অনুরূপ তাগলিব গোত্রীয় খ্রিস্টানদের সাথে হযরত ওমর (রা.) -এর চুক্তি হয় যে, তারা জাকাতের নেসাবের দ্বিগুণ পরিশোধে জিযিয়া কর প্রদান করবে।

মুসলমানগণ যদি কোনো দেশ যুদ্ধ করে জয় করে নেয় এবং সে দেশের অধিবাসীগণকে তাদের সহায় সম্পত্তির মালিকানা স্বত্বের উপর বহাল রাখে এবং তারাও ইসলামি রাষ্ট্রের অনুগত নাগরিক হিসাবে থাকতে চায়, তবে তাদের জিযিয়ার হার তা হবে যা হযরত ওমর (রা.) আপন শাসনকালে ধার্য করেছিলেন। তা হলো, উচ্চবিত্তের জন্য মাসিক চার দিরহাম,

https://e-ilm.weebly.com/

মধ্যবিত্তের জন্য দুদিরহাম এবং স্বাস্থ্যবান শ্রমিক ও ক্ষুদ্র ব্যবসায়ী প্রভৃতি নিম্নবিত্তের জন্য মাত্র এক দিরহাম । অর্থাৎ সাড়ে তিন মাশা রূপা অথবা তার সমমূল্যের অর্থ গরিব-দুঃখী, বিকলাঙ্গ, মহিলা, শিশু বৃদ্ধ এবং সংসারত্যাগী ধর্মযাজকদের এই জিযিয়া কর থেকে অব্যাহতি দেওয়া হয় ।

কিন্তু এই অল্প পরিমাণ জিযিয়া আদায়ের বেলায় রাসূলে কারীম ﷺ -এর তাগিদ ছিল যে, কারো সাধ্যের বাইরে কোনোরূপ জোরজবরদস্তি করা না হয় । রাসূল ﷺ হুঁশিয়ারি উচ্চারণ করে বলেন, "যে ব্যক্তি কোনো অমুসলিম নাগরিকের উপর জুলুম চালাবে, রোজ হাশরে আমি জালেমের বিরুদ্ধে ঐ অমুসলিমের পক্ষ অবলম্বন করব ।" –[মাযহারী]

উপরিউক্ত রেওয়ায়েতসমূহের প্রেক্ষিতে কতিপয় ইমাম একমত পোষণ করেন যে, শরিয়ত জিযিয়ার বিশেষ কোনো হার নির্দিষ্ট করে দেয়নি, বরং তা ইসলামি শাসকের সুবিবেচনার উপর নির্ভরশীল । তিনি অমুসলিমদের অবস্থা পর্যালোচনা করে যা সঙ্গত মনে হয়, ধার্য করবেন ।

আমাদের এ পর্যন্ত আলোচনা থেকে একটি বিষয় পরিষ্কার হলো যে, জিযিয়া প্রথা ইসলামের বিনিময় নয়; বরং তা আদায় করা হয় কাফেরদের মৃত্যুদণ্ড মওকুফের বিনিময়ে । সুতরাং এ সন্দেহ যেন না হয় যে, অল্প মূল্যের বিনিময়ে কুফরি অবস্থায় বহাল থাকার অনুমতি কেমন করে দেওয়া হলো? কারণ এমন অনেক লোক আছে, যাদের স্বধর্মে অবিচল থেকে বিনা জিযিয়ায় ইসলমি রাষ্ট্রে বসবাসের অনুমতি দেওয়া হয় । যেমন মহিলা, শিশু, বৃদ্ধ, বিকলাঙ্গ এবং যাজক সম্প্রদায় । ইসলামের বিনিময়ে জিযিয়া নেওয়া হলে এরা কিছুতেই অব্যাহতি পেত না ।

আলোচ্য আয়াতে عَنْ يَدٍ শব্দ দুটি ব্যবহৃত হয়েছে । عَنْ অর্থ এখানে কারণ, يَدٌ অর্থ শক্তি ও বিজয় । তাই জিযিয়াা যেন খয়রাতি চাঁদা প্রদানের মতো না হয়; বরং তা হবে ইসলামের বিজয়কে মেনে নিয়ে একান্ত অনুগত নাগরিক হিসাবে । –[রূহুল মা'আনী] এরপরের বাক্য হলো وَهُمْ صٰغِرُوْنَ ইমাম শাফেয়ী (র.) -এর তাফসীর অনুযায়ী এর অর্থ হলো, তারা যেন ইসলামের সাধারণ আইন-কানুনের আনুকরণকে নিজেদের কর্তব্যরূপে গ্রহণ করে নেয় । –[রূহুল মা'আনী, তাফসীরে মাযহারী]

জিযিয়া প্রদানে স্বীকৃত হলে ওদের সাথে যুদ্ধ বন্ধ করার যে আদেশ আয়াতে হয়েছে, তা অধিকাংশ ইমামের মতে সকল অমুসলিমের বেলায়ই প্রযোজ্য । তারা আহলে কিতাব হোক বা অন্য কেউ । তবে আরবের মুশরিকগণ এ আদেশের অন্তর্ভুক্ত নয়, তদের থেকে জিযিয়া গৃহীত হয়নি ।

দ্বিতীয় আয়াত হলো প্রথম আয়াতের ব্যাখ্যা । প্রথম আয়াতে মোটামুটিভাবে বলা হয় যে, আহলে কিতাবগণ আল্লাহর প্রতি ঈমান রাখে না । দ্বিতীয় আয়াতে তার ব্যাখ্যা দিয়ে বলা হয় যে, ইহুদিরা হযরত ওযাইর (আ.) ও খ্রিস্টানরা হযরত ঈসা (আ.) -কে আল্লাহর পুত্র সাব্যস্ত করে । তাই তাদের ঈমান ও তওহীদের দাবি নিরর্থক । এরপর বলা হয় ذٰلِكَ قَوْلُهُمْ بِاَفْوَاهِهِمْ 'এটি তাদের মুখের কথা ।' এ বাক্যের দুটি অর্থ হতে পারে । ১. তারা নিজেদের ভ্রান্ত আকীদার কথা নিজ মুখেও স্বীকার করে । এতে গোপনীয়তা কিছুই নেই । ২. তারা মুখে যে কুফরি উক্তি করে যাচ্ছে তার পেছনে না কোনো দলিল আছে, না কোনো যুক্তি । অতঃপর বলা হয়– يُضَاهِـُٔوْنَ قَوْلَ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا مِنْ قَبْلُ قَاتَلَهُمُ اللّٰهُ اَنّٰى يُؤْفَكُوْنَ "এরা পূর্ববর্তী কাফেরদের মতো কথা বলে, আল্লাহ এদের ধ্বংস করুন । ওরা কোন উল্টা পথে চলে যাচ্ছে ।" এতে অর্থ হলো ইহুদি ও খ্রিস্টানরা নবীগণকে আল্লাহর পুত্র বলে পূর্ববর্তী কাফের ও মুশরিকদের মতোই হয়ে গেল, তারা ফেরেশতা ও লাত-মানাত মূর্তিদ্বয়কে আল্লাহর কন্যা সাব্যস্ত করেছিল ।

উপিরউক্ত কয়েকটি আয়াতে ইহুদি-খ্রিস্টান পণ্ডিত ও পীর পুরোহিতগণের কুফরি উক্তি ও আমলের বিবরণ রয়েছে । اَحْبَارٌ حِبْرٌ-এর এবং رُهْبَانٌ - رَاهِبٌ-এর বহুবচন । حِبْرٌ ইহুদি ও খ্রিস্টানদের আলেমকে এবং رَاهِبٌ তাদের সংসারবিরাগীদেরকে বলা হয় ।

১০ নং আয়াতে বলা হয় যে, ইহুদি-খ্রিস্টানরা তাদের আলেম ও যাজক শ্রেণিকে আল্লাহর পরিবর্তে প্রতিপালক ও মাবুদ সাব্যস্ত করে রেখেছে । অনুরূপ হযরত ঈসা (আ.) -কেও মাবুদ মনে করে । তাঁকে আল্লাহর পুত্র মনে করায় তাঁকে মাবুদ বানানোর বিষয়টি তো পরিষ্কার, তবে আলেম বা যাজক শ্রেণিকে মাবুদ সাব্যস্ত করার দোষে যে দোষী করা হয়, তার কারণ হলো, তারা পরিষ্কার ভাষায় ওদের মাবুদ না বললেও পূর্ণ আনুগত্যের যে হক বান্দার প্রতি আল্লাহর রয়েছে, তাকে তারা

https://e-ilm.weebly.com/

যাজক শ্রেণির জন্য উৎসর্গ রাখে। অর্থাৎ তারা সর্বাবস্থায় যাজক শ্রেণির আনুগত্য করে চলে। তা আল্লাহ-রাসূলের যতই **বরখেলাফ হোক না কেন? বলাবাহুল্য,** পীর-পুরোহিতগণের আল্লাহ রাসূল বিরোধী উক্তি ও আমলের আনুগত্য করা **তাদেরকে মাবুদ সাব্যস্ত করার নামান্তর।** আর এটি হলো প্রকাশ্য কুফরি

প্রসঙ্গত উল্লেখ্য যে, শরিয়তের মাসায়েল সম্পর্কে অজ্ঞ জনসাধারণের পক্ষে ওলামায়ে কেরামের ফতোয়ার অনুসরণ বা **ইজ**তিহাদী মাসায়েলের ক্ষেত্রে মুজতাহিদ ইমামগণের মতামতের অনুসরণ এর সাথে অত্র আয়াতের কোনো সম্পর্ক নেই। **কারণ** এদের অনুসরণ হলো প্রকৃতপক্ষে আল্লাহ রাসূলেরই আনুগত্য। এর তাৎপর্য হলো ইমাম ও আলেমগণ আল্লাহ রাসূলের আদেশ নির্দেশকে সরাসরি বিশ্লেষণ করে তার উপর আমল করেন। আর জনসাধারণ আলেমদের জিজ্ঞেস করে তারপর সে মতে আমল করেন। যে ওলামায়ে কেরামের ইজতিহাদী ক্ষমতা নেই তারাও ইজতিহাদী মাসায়েলের ক্ষেত্রে **মুজহ**তাহিদ ইমামগণের পায়রবী করেন। এই পায়রবী হলো কুরআনের নির্দেশক্রমে, কাজেই তা মূলত আল্লাহরই **পায়রবী। কুরআনে** ইরশাদ হয় فَسْئَلُوْٓا اَهْلَ الذِّكْرِ اِنْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُوْنَ : অর্থাৎ তোমরা যদি আল্লাহ ও রাসূলের হুকুম-আহকাম **সম্পর্কে** ওয়াকিফহাল না হও, তবে বিজ্ঞ আলেমদের কাছে জিজ্ঞেস কর।

পক্ষান্তরে ইহুদি-খ্রিস্টানরা আল্লাহর কিতাব এবং আল্লাহর রাসূলের হুকুম-আহকাম আদেশ-নিষেধকে সম্পূর্ণ উপেক্ষা করে **স্বার্থ**পর আলেম এবং অজ্ঞা পুরোহিতদের কথা ও কর্মকে যে নিজেদের ধর্ম বানিয়ে নিয়েছে, তারই নিন্দা জ্ঞাপন করা হয় এ আয়াতে। অতঃপর বলা হয়, “এই গোমরাহি অবলম্বন করেছে বটে, কিন্তু আল্লাহর আদেশ হলো একমাত্র তাঁর ইবাদত করার এবং তিনি তাদের শিরকি কার্যকলাপ থেকে সম্পূর্ণ পবিত্র।”

শব্দ বিশ্লেষণ

خِفْتُمْ : সীগাহ جمع مذكر حاضر বহছ اثبات فعل ماضى معروف বাব سَمِعَ মাসদার اَلْخَوْفُ মূলবর্ণ (خ - و - ف) অর্থ– তোমরা ভয় করেছে।

عَيْلَةً : শব্দটি একটি মাসদার, বাব ضَرَبَ জিনস اجوف واوى অর্থ– মুখাপেক্ষী হওয়া।

يُضَاهِئُوْنَ : সীগাহ جمع مذكر غائب বহছ اثبات فعل مضارع معروف বাব مُفَاعَلَةٌ মাসদার اَلْمُضَاهَئَةُ মূলবর্ণ (ض - ه - ء) জিনস مهموز لام অর্থ–তারা সাদৃশ্য অবলম্বন করে।

اَنّٰى يُؤْفَكُوْنَ : اَنّٰى এস্তেফহামের জন্য এসেছে। يُؤْفَكُوْنَ সীগাহ جمع مذكر غائب বহছ اثبات فعل مضارع مجهول বাব ضَرَبَ ও سَمِعَ মাসদার اَلْاَفْكُ মূলবর্ণ (ا - ف - ك) জিনস مهموز فاء অর্থ– তারা ফিরে যায়।

https://e-ilm.weebly.com/

অনুবাদ : (৩২) তারা এরূপ চাচ্ছে যে, আল্লাহ তা'আলার নূরকে নিজেদের মুখের ফুৎকার দ্বারা নির্বাপিত করে দেয়, অথচ আল্লাহ তা'আলা স্বীয় নূর [অর্থাৎ দীন ইসলাম]-কে পূর্ণত্বে পৌছানো ব্যতীত নিরস্ত হবেন না, যদিও এ কাফেররা অপ্রীতিকরই মনে করে।	يُرِيْدُوْنَ اَنْ يُّطْفِئُوْا نُوْرَ اللّٰهِ بِاَفْوَاهِهِمْ وَيَاْبَى اللّٰهُ اِلَّآ اَنْ يُّتِمَّ نُوْرَهٗ وَلَوْ كَرِهَ الْكٰفِرُوْنَ (٣٢)
(৩৩) সেই আল্লাহ তা'আলা এমন যে, তিনি নিজ রাসূলকে হেদায়েত [অর্থাৎ কুরআন] এবং সত্য ধর্ম সহকারে প্রেরণ করেছেন, যেন তাকে সকল ধর্মের উপর প্রবল করে দেন, যদিও মুশরিকরা অপ্রীতিকর মনে করে।	هُوَ الَّذِيْٓ اَرْسَلَ رَسُوْلَهٗ بِالْهُدٰى وَدِيْنِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَهٗ عَلَى الدِّيْنِ كُلِّهٖ ۙ وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُوْنَ (٣٣)
(৩৪) হে ঈমানদারগণ! অধিকাংশ আহবার এবং রোহবান [অর্থাৎ ইহুদি ও নাসারাদের আলেম ও ধর্ম যাজক মানুষের ধনসম্পদ শরিয়ত বিরুদ্ধ উপায়ে ভক্ষণ করে এবং আল্লাহ তা'আলার পথ হতে বিরত রাখে, আর যারা [অতি লোভের বশবর্তী হয়ে] স্বর্ণ ও রৌপ্য জমা করে রাখে এবং তা আল্লাহর পথে ব্যয় করে না, অতএব, আপনি তাদেরকে অতি যন্ত্রণাময় এক শাস্তির সংবাদ শুনিয়ে দিন।	يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْٓا اِنَّ كَثِيْرًا مِّنَ الْاَحْبَارِ وَالرُّهْبَانِ لَيَاْكُلُوْنَ اَمْوَالَ النَّاسِ بِالْبَاطِلِ وَيَصُدُّوْنَ عَنْ سَبِيْلِ اللّٰهِ ۗ وَالَّذِيْنَ يَكْنِزُوْنَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلَا يُنْفِقُوْنَهَا فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ ۙ فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ اَلِيْمٍ (٣٤)

শাব্দিক অনুবাদ

(৩২) يُرِيْدُوْنَ তারা এরূপ চাচ্ছে যে اَنْ يُّطْفِئُوْا نُوْرَ اللّٰهِ بِاَفْوَاهِهِمْ আল্লাহ তা'আলার নূরকে নিজেদের মুখের ফুৎকার দ্বারা নির্বাপিত করে দেয় وَيَاْبَى اللّٰهُ অথচ আল্লাহ তা'আলা নিরস্ত হবেন না اِلَّآ اَنْ يُّتِمَّ نُوْرَهٗ স্বীয় নূর [অর্থাৎ দীন ইসলাম]-কে পূর্ণত্বে পৌছানো ব্যতীত وَلَوْ كَرِهَ الْكٰفِرُوْنَ যদিও এ কাফেররা অপ্রীতিকরই মনে করে।

(৩৩) هُوَ الَّذِيْٓ اَرْسَلَ رَسُوْلَهٗ সেই আল্লাহ তা'আলা এমন যে, তিনি নিজ রাসূলকে প্রেরণ করেছেন بِالْهُدٰى হেদায়েত [অর্থাৎ কুরআন] وَدِيْنِ الْحَقِّ এবং সত্য ধর্ম সহকারে لِيُظْهِرَهٗ عَلَى الدِّيْنِ كُلِّهٖ যেন তাকে সকল ধর্মের উপর প্রবল করে দেন وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُوْنَ যদিও মুশরিকরা অপ্রীতিকর মনে করে।

(৩৪) يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْٓا হে ঈমানদারগণ! اِنَّ كَثِيْرًا مِّنَ الْاَحْبَارِ وَالرُّهْبَانِ অধিকাংশ আহবার এবং রোহবান [অর্থাৎ ইহুদি ও নাসারাদের আলেম ও ধর্ম যাজক لَيَاْكُلُوْنَ ভক্ষণ করে اَمْوَالَ النَّاسِ মানুষের ধন সম্পদ بِالْبَاطِلِ শরিয়ত বিরুদ্ধ উপায়ে وَيَصُدُّوْنَ عَنْ سَبِيْلِ اللّٰهِ এবং আল্লাহ তা'আলার পথ হতে বিরত রাখে وَالَّذِيْنَ يَكْنِزُوْنَ আর যারা [অতি লোভের বশবর্তী হয়ে] الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ স্বর্ণ ও রৌপ্য জমা করে রাখে وَلَا يُنْفِقُوْنَهَا فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ এবং তা আল্লাহর পথে ব্যয় করে না فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ اَلِيْمٍ অতএব, আপনি তাদেরকে অতি যন্ত্রণাময় এক শাস্তির সংবাদ শুনিয়ে দিন।

https://e-ilm.weebly.com/

يَوْمَ يُحْمٰى عَلَيْهَا فِيْ نَارِ جَهَنَّمَ فَتُكْوٰى بِهَا جِبَاهُهُمْ وَجُنُوْبُهُمْ وَظُهُوْرُهُمْ ۭ هٰذَا مَا كَنَزْتُمْ لِاَنْفُسِكُمْ فَذُوْقُوْا مَا كُنْتُمْ تَكْنِزُوْنَ (٣٥)

অনুবাদ : ৩৫. যা সেদিন ঘটবে, যেদিন দোজখের অগ্নিতে সেগুলোকে উত্তপ্ত করা হবে, অতঃপর সেগুলো দ্বারা তাদের ললাটসমূহে এবং তাদের পাশ্বদেশসমূহে ও তাদের পৃষ্ঠদেশসমূহে দাগ দেওয়া হবে, [এবং বলা হবে] এটা তাই যা তোমরা নিজেদের জন্য সঞ্চয় করে রেখেছিলে, সুতরাং এখন নিজেদের সঞ্চয়ের স্বাদ গ্রহণ কর।

اِنَّ عِدَّةَ الشُّهُوْرِ عِنْدَ اللّٰهِ اثْنَا عَشَرَ شَهْرًا فِيْ كِتٰبِ اللّٰهِ يَوْمَ خَلَقَ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضَ مِنْهَآ اَرْبَعَةٌ حُرُمٌ ۭ ذٰلِكَ الدِّيْنُ الْقَيِّمُ ڏ فَلَا تَظْلِمُوْا فِيْهِنَّ اَنْفُسَكُمْ وَقَاتِلُوا الْمُشْرِكِيْنَ كَاۤفَّةً كَمَا يُقَاتِلُوْنَكُمْ كَاۤفَّةً ۭ وَاعْلَمُوْٓا اَنَّ اللّٰهَ مَعَ الْمُتَّقِيْنَ (٣٦)

৩৬. নিশ্চয় মাসমূহের সংখ্যা হচ্ছে আল্লাহ তা'আলার নিকট বারো [চন্দ্র] মাস আল্লাহর কিতাবে [অর্থাৎ শরিয়তের বিধানে] আল্লাহর জমিন ও আসমানসমূহ সৃষ্টি করার দিবস হতেই, [এবং] তার মধ্যে বিশেষরূপে চারটি মাস হচ্ছে সম্মানিত, এটাই হচ্ছে সুপ্রতিষ্ঠিত ধর্ম, অতএব, তোমরা এ মাসগুলো সম্বন্ধে [ধর্মের বিরুদ্ধাচরণ করে] নিজেদের ক্ষতিসাধন করো না, আর এই মুশরিকদের সকলের বিরুদ্ধে যুদ্ধ কর, যেমন তারা তোমাদের সকলের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করে। আর এটা জেনে রাখ যে, আল্লাহ তা'আলা মুত্তাকীদের সঙ্গে রয়েছেন।

শাব্দিক অনুবাদ

(৩৫) يَوْمَ يُحْمٰى عَلَيْهَا فِيْ نَارِ جَهَنَّمَ যা সেদিন ঘটবে যেদিন দোজখের অগ্নিতে সেগুলোকে উত্তপ্ত করা হবে فَتُكْوٰى بِهَا অতঃপর সেগুলো দ্বারা দাগ দেওয়া হবে جِبَاهُهُمْ তাদের ললাটসমূহে وَجُنُوْبُهُمْ এবং তাদের পাশ্বদেশসমূহে وَظُهُوْرُهُمْ ও তাদের পৃষ্ঠদেশসমূহে [এবং বলা হবে] هٰذَا مَا كَنَزْتُمْ لِاَنْفُسِكُمْ এটা তাই যা তোমরা নিজেদের জন্য সঞ্চয় করে রেখেছিলে فَذُوْقُوْا مَا كُنْتُمْ تَكْنِزُوْنَ সুতরাং এখন নিজেদের সঞ্চয়ের স্বাদ গ্রহণ কর।

(৩৬) اِنَّ عِدَّةَ الشُّهُوْرِ নিশ্চয় মাসমূহের সংখ্যা হচ্ছে عِنْدَ اللّٰهِ আল্লাহ তা'আলার নিকট اثْنَا عَشَرَ شَهْرًا বার [চন্দ্র] মাস فِيْ كِتٰبِ اللّٰهِ আল্লাহর কিতাবে [অর্থাৎ শরিয়তের বিধানে] يَوْمَ خَلَقَ السَّمٰوٰتِ আল্লাহর জমিন ও আসমানসমূহ সৃষ্টি করার দিবস হতে مِنْهَآ اَرْبَعَةٌ حُرُمٌ [এবং] তার মধ্যে বিশেষরূপে চারটি মাস হচ্ছে সম্মানিত ذٰلِكَ الدِّيْنُ الْقَيِّمُ এটাই হচ্ছে সুপ্রতিষ্ঠিত ধর্ম فَلَا تَظْلِمُوْا فِيْهِنَّ اَنْفُسَكُمْ অতএব, তোমরা এই মাসগুলো সম্বন্ধে [ধর্মের বিরুদ্ধাচরণ করে] নিজেদের ক্ষতিসাধন করো না وَقَاتِلُوا الْمُشْرِكِيْنَ كَاۤفَّةً আর এই মুশরিকদের সকলের বিরুদ্ধে যুদ্ধ কর كَمَا يُقَاتِلُوْنَكُمْ كَاۤفَّةً যেমন তারা তোমাদের সকলের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করে। وَاعْلَمُوْٓا আর এটা জেনে রাখ যে اَنَّ اللّٰهَ مَعَ الْمُتَّقِيْنَ আল্লাহ তা'আলা মুত্তাকীদের সঙ্গে রয়েছেন।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

৩৩. قوله هُوَ الَّذِيْٓ اَرْسَلَ رَسُوْلَهٗ بِالْهُدٰى وَدِيْنِ الْحَقِّ الخ **আয়াতের শানে নুযূল :** মুহাম্মদ ইবনে ইউসুফ উরফে আবূ হাইয়্যান তাফসীরে বাহরে মুহীত্বে বর্ণনা করেন যে, আলোচ্য আয়াত এমন এক পরিস্থিতিতে নাজিল হয়েছে যে, যখন আরববাসী অর্থনৈতিকভাবে পর্যুদস্থ হয়ে পড়ে। কুরাইশরা বৎসরে দু'বার বাণিজ্য কাফেলা পরিচালনা করতো– ১. শীতকালে

https://e-ilm.weebly.com/

ইয়েমেনের পথে আর ২. গরম মৌসুমে সিরিয়া ও ইরাকের পথে। ইয়েমেন ও ইরাকী মানুষেরা যখন ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করে, তখন তাদের পারস্পরিকভাবে ধর্ম ও বাণিজ্যের ভিন্নতা হয়ে যাবার কারণে তাদের বাণিজ্য কাফেলা বন্ধ হয়ে যায়। তখন সাহাবায়ে কেরাম রাসূল ﷺ-এর সাথে এ সম্পর্কে আলোচনা করেন। এহেন পরিস্থিতিতে উক্ত আয়াত নাজিল করা হয়েছে। –[বাহরে মুহীত-৩৪/৫]

৩৪. قوله يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓا۟ إِنَّ كَثِيرًا مِّنَ ٱلْأَحْبَارِ وَٱلرُّهْبَانِ الخ **আয়াতের শানে নুযূল :** আলোচ্য আয়াতের শানে নুযূল সম্পর্কে হযরত আবূ যার (রা.) ও হযরত মোয়াবিয়া (রা.)-এর মধ্যে মতবিরোধ রয়েছে। হযরত যায়েদ ইবনে ওহাব (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন যে, একদা মদিনার নিকটবর্তী রাবাযা নামক স্থানে হযরত আবূ বকর (রা.)-এর সাথে আমার সাক্ষাৎ হলে, আমি তাঁকে জিজ্ঞেস করলাম, আপনি এখানে কেন? তিনি জবাবে বললেন, আমি সিরিয়া গিয়েছিলাম। আলোচ্য আয়াত সম্পর্কে মু'আবিয়ার ও আমার মাঝে দ্বিমত দেখা দিয়েছিল। মু'আবিয়া বলেছিল, এ আয়াত আহলে কিতাবদের সম্পর্কে অবতীর্ণ হয়েছে। আমি বললাম, আলোচ্য আয়াতাংশ আমরা ও আহলে কিতাব উভয় পক্ষের সম্পর্কে নাজিল হয়েছে। –[কুরতুবী-১১৪/৮]

قوله يُرِيدُونَ أَن يُطْفِـُٔوا۟ نُورَ ٱللَّهِ بِأَفْوَٰهِهِمْ الخ ইহুদি খ্রিস্টানদের এহেন বাতিল পথের অনুসরণ এবং গায়রুল্লাহর অবৈধ আনুগত্যের বিবরণ দিয়ে এ আয়াতটি শেষ করা হয়। পরবর্তী আয়াতে বলা হয় যে, তারা গোমরাহি করেই ক্ষান্ত হচ্ছে না; বরং আল্লাহর সত্য দীনকে নিশ্চিহ্ন করারও ব্যর্থ প্রয়াস চালাচ্ছে। আয়াতে উপমা দিয়ে বলা হচ্ছে যে, এরা মুখের ফুৎকারে আল্লাহর নূরকে নিভিয়ে দিতে চায়। অথচ এটি তাদের জন্য অসম্ভব; বরং আল্লাহর অমোঘ ফয়সালা যে, তিনি নিজের নূর তথা দীন ইসলামকে পূর্ণরূপে উদ্ভাসিত করবেন, তা কাফের ও মুশরিকদের যতই মর্মপীড়ার কারণ হোক না কেন?

এরপর ৩৩ নং আয়াতের সারকথাও এটাই যে, আল্লাহ আপন রাসূলকে হেদায়েতের উপকরণ কুরআন এবং সত্য দীন ইসলাম সহকারে এজন্য প্রেরণ করেছেন, যাতে অপরাপর ধর্মের উপর ইসলাম ধর্মের বিজয় সূচিত হয়। এ মর্মে আরও কতিপয় আয়াত কুরআনে রয়েছে, যাতে সকল ধর্মের উপর ইসলাম ধর্মের বিজয় লাভের প্রতিশ্রুতি রয়েছে।

তাফসীরে মাযহারীতে উল্লেখ আছে যে, অন্যান্য দীনের উপর দীনে ইসলামের বিজয় লাভের সুসংবাদগুলো অধিকাংশ অবস্থা ও কালানুপাতিক যেমন, হযরত মিকদাদ (রা.) কর্তৃক বর্ণিত হাদীসে রাসূলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন– "এমন কোনো কাঁচা ও পাকা ঘর দুনিয়ার বুকে থাকবে না, যেখানে ইসলামের প্রবেশ ঘটবে না। সম্মানীদের সম্মানের সাথে এবং লাঞ্ছিতদের লাঞ্ছনার সাথে। আল্লাহ যাদের সম্মানিত করবেন তারা ইসলাম কবুল করবে এবং যাদের লাঞ্ছিত করবেন তারা ইসলাম গ্রহণে বিমুখ থাকবে, কিন্তু ইসলামি রাষ্ট্রের অনুগত প্রজায় পরিণত হবে।" আল্লাহর এই প্রতিশ্রুতি অচিরেই পূর্ণ হয়। যার ফলে গোটা দুনিয়ার উপর প্রায় এক হাজার বছর যাবৎ ইসলামের প্রভুত্ব বিস্তৃত থাকে।

৩৪ নং আয়াতে মুসলমানদের সম্বোধন করে ইহুদি-খ্রিস্টান পীর-পুরোহিতদের এমন কুকীর্তির বর্ণনা দেওয়া হয়, যা লোক সমাজে গোমরাহি প্রসারের অন্যতম কারণ। ইহুদি-খ্রিস্টানের আলোচনায় মুসলমানদের হয়তো এ উদ্দেশ্যে সম্বোধন করা হয় যে, তাদের অবস্থাও যেন ওদের মতো না হয়। আয়াতে ইহুদি-খ্রিস্টান পীর-পুরোহিতগণের অধিকাংশ সম্পর্কে বলা হয় যে, তারা গর্হিত পন্থায় লোকদের মালামাল গলধঃকরণ করে চলছে এবং আল্লাহর সরল পথ থেকে মানুষকে নিবৃত্ত রাখছে।

অধিকাংশ পীর-পুরোহিতগণের যেখানে এ অবস্থা, সেখানে সাধারণত সমকালীন; সবাইকে দোষী সাব্যস্ত করা হয়। কিন্তু কুরআন মাজীদ তা না করে। كَثِيرًا (অধিকাংশ) শব্দ প্রয়োগ করেছে। এর দ্বারা মুসলমানদেরকে শিক্ষা দেওয়া উদ্দেশ্য যে, তারা যেন শত্রুর বেলায়ও কোনো রূপ বাড়াবাড়ির আশ্রয় না নেয়।

গর্হিত পন্থায় মানুষের সম্পদ ভোগের অর্থ হলো, অনেক সময় তারা পয়সা নিয়ে তাওরাতের শিক্ষাবিরোধী ফতোয়া দান করত। আবার কখনো তাওরাতের বিধি-নিষেধকে গোপন রেখে কিংবা তাতে নানা হীলা-বাহানা সৃষ্টি করে জ্ঞানপাপীর ভূমিকায় অবতীর্ণ হতো। তাদের বড় অপরাধ হলো যে, তারা নিজেরাই শুধু পথভ্রষ্ট নয়; বরং সত্যপথ অন্বেষণকারীদের বিভ্রান্ত হওয়ারও কারণ হয়ে দাঁড়াত। কেননা, যেখানে নেতাদের এ অবস্থা, সেখানে অনুসারীদের সত্য সন্ধানের স্পৃহাও আর বাকি থাকে না। এ ছাড়াও পীর-পুরোহিতগণের বাতিল ফতোয়ার দরুন সরল জনগণ মিথ্যাকেও সত্যরূপে বিশ্বাস

https://e-ilm.weebly.com/

ইহুদি-খ্রিস্টান আলেম সম্প্রদায়ের মিথ্যা ফতোয়া দানের ব্যাধি সৃষ্ট হয় অর্থের লোভ-লালসা থেকে। এজন্য আয়াতে বর্ণিত অর্থ লিপ্সার করুণ পরিণতি ও কঠোর সাজা এবং এ ব্যাধি থেকে পরিত্রাণ লাভের উপায় বর্ণিত হয়। ইরশাদ হয়েছে– وَالَّذِيْنَ يَكْنِزُوْنَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلَا يُنْفِقُوْنَهَا فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ ۙ فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ اَلِيْمٍ "অর্থাৎ যারা স্বর্ণ ও রৌপ্য জমা করে রাখে, তা খরচ করে না আল্লাহর পথে, তাদের কঠোর আজাবের সুসংবাদ দিন।"

"তা খরচ করে না আল্লাহর পথে" বাক্য থেকে ইঙ্গিত পাওয়া যায় যে, যারা বিধান মতে আল্লাহর ওয়াস্তে খরচ করে, তাদের পক্ষে তাদের অবশিষ্ট অর্থসম্পদ ক্ষতিকর নয়। হাদীস শরীফে রাসূলে কারীম ﷺ ইরশাদ করেছেন, "যে মালামালের জাকাত দেওয়া হয়, তা জমা রাখা সঞ্চিত ধনরত্নের শামিল নয়।" –[আবূ দাঊদ, আহমদ]

এ থেকে বুঝা যায় যে, জাকাত আদায়ের পর যা অবশিষ্ট থাকে, তা জমা রাখা গুনাহ নয়। অধিকাংশ ফকীহ ও ঈমামগণ এ মতের অনুসারী।

وَلَا يُنْفِقُوْنَهَا; "আর তা খরচ করে না" বাক্যের 'তা' সর্বনামের উদ্দিষ্ট বস্তু হলো রৌপ্য। অথচ আয়াতে স্বর্ণ ও রৌপ্য উভয়েরই উল্লেখ রয়েছে। তাফসীরে মাযহারীর মতে এ বর্ণনাভঙ্গিতে এ ইঙ্গিত রয়েছে যে, যার অল্প পরিমাণ স্বর্ণ ও রৌপ্য রয়েছে, সে জাকাত প্রদানের বেলায় স্বর্ণকে রূপার মূল্যের সাথে যোগ করে রূপার হিসাব মতে জাকাত প্রদান করবে।

শেষের আয়াতে জমাকৃত স্বর্ণ ও রৌপ্যকে জাহান্নামের আগুণে উত্তপ্ত করে ললাট, পার্শ্ব ও পৃষ্ঠদেশ দগ্ধ করার যে কঠোর সাজার উল্লেখ রয়েছে, তা থেকে প্রতীয়মান হয় যে, স্বয়ংকৃত আমলই সে আমলের সাজা।

অর্থাৎ যে অর্থসম্পদ অবৈধ পন্থায় জমা করা হয়, কিংবা বৈধ পন্থায় জমা করলেও তার জাকাত আদায় করা না হয়, সে সম্পদই তার জন্য আজাবের রূপ ধারণ করে।

এ আয়াতে যে ললাট, পার্শ্ব ও পৃষ্ঠদেশ দগ্ধ করার উল্লেখ রয়েছে, তার অর্থ সমগ্র শরীরও হতে পারে। কিংবা এই তিন অঙ্গের উল্লেখ এজন্য করা হয়েছে যে, যে কৃপণ ব্যক্তি আল্লাহর রাহে খরচ করতে চায় না, তার কাছে যখন কোনো ভিক্ষুক কিছু চায়, কিংবা জাকাত তলব করে, তখন সে প্রথমে ভ্রুকুঞ্চন করে, তারপর পাশ কাটিয়ে তাকে এড়িয়ে যেতে চায়। এতেও সে ক্ষান্ত না হলে তাকে পৃষ্ঠ দেখিয়ে চলে যায়। এজন্য বিশেষ করে এ তিন অঙ্গে আজাব দানের উল্লেখ করা হয়।

اِنَّ عِدَّةَ الشُّهُوْرِ عِنْدَ اللّٰهِ اثْنَا عَشَرَ شَهْرًا "নিশ্চয় আল্লাহর নিকট মাস গণানয় মাস হলো বারটি।" এখানে উল্লিখিত عِدَّتٌ অর্থ গণনা। شُهُوْرٌ হলো شَهْرٌ -এর বহুবচন। অর্থ– মাস। বাক্যের সারমর্ম হলো, আল্লাহর কাছে মাসের সংখ্যা বারোটি নির্ধারিত, এতে কমবেশি করার কারো ক্ষমতা নেই।

অতঃপর فِيْ كِتَابِ اللّٰهِ বলে স্পষ্ট করা হয় যে, বিষয়টি রোযে আযল অর্থাৎ সৃষ্টির প্রথম দিনেই লওহে মাহফূযে লিখিত রয়েছে। এরপর يَوْمَ خَلَقَ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضَ বলে ইঙ্গিত করা হয় যে, রোযে আযলে এ ব্যাপারে সিদ্ধান্ত নেওয়া হলেও মাসগুলোরও ধারাবাহিকতা নির্ধারিত হয় আসমান ও জমিনের সৃষ্টি পরবর্তী মুহূর্তে।

তারপর বলা হয় مِنْهَآ اَرْبَعَةٌ حُرُمٌ অর্থাৎ 'তন্মধ্যে চার মাস হলো নিষিদ্ধ।' সেহেতু এ চার মাস যুদ্ধ ও রক্তপাত হারাম। অর্থ হলো, এই চারটি মাস সম্মানী, যেহেতু মাসগুলো অতীব বরকতময়। এতে ইবাদতের ছওয়াব বহুগুণে বৃদ্ধি পায়। প্রথম অর্থ মতে যে হুকুম তা ইসলামি শরিয়তে রহিত। তবে দ্বিতীয় অর্থ মতে আদব ও সম্মান প্রদর্শন এবং ইবাদতে যত্নবান হওয়ার হুকুমটি ইসলামেও বাকি রয়েছে।

বিদায় হজের সময় মিনা প্রান্তরে প্রদত্ত খুতবায় নবী করীম ﷺ সম্মানিত মাসগুলোকে চিহ্নিত করে বলেন, 'তিনটি মাস হলো ধারাভাহিক জিলকদ, জিলহজ ও মহররম, অপরটি হলো রজব।' তবে রজব সম্পর্কে আরববাসীদের দ্বিমত রয়েছে। কতিপয় গোত্রের মতে রজব হলো রমজান। আর মুযার গোত্রের ধারণা মতে রজব হলো জমাদিউস সানী ও শা'বানের মধ্যবর্তী মাসটি। তাই নবী করীম ﷺ খুতবায় মুযার গোত্রে রজব বলে বিষয়টি পরিষ্কার করে দেন।

ذٰلِكَ الدِّيْنُ الْقَيِّمُ "এটিই হলো সুপ্রতিষ্ঠিত বিধান।" অর্থাৎ মাসগুলোর ধারাবাহিকতা নির্ধারণ ও সম্মানিত মাসগুলোর সাথে সম্পৃক্ত হুকুম-আহকামকে সৃষ্টির প্রথম পর্বের এলাহী নিয়মের সাথে সঙ্গতিশীল রাখাই হলো দীনে মুসতাকীম। এতে কোনো মানুষের কমবেশি কিংবা পরিবর্তন-পরিবর্ধন করার প্রয়াস অসুস্থ বিবেক ও মন্দ স্বভাবের আলামত।

فَلَا تَظْلِمُوْا فِيْهِنَّ اَنْفُسَكُمْ "সুতরাং তোমরা এ মাসগুলোতে নিজেদের প্রতি অবিচার করো না।" অর্থাৎ এ পবিত্র মাসগুলোর যথাযথ আদব রক্ষা না করে এবং ইবাদত বন্দেগিতে অলস থেকে নিজেদের ক্ষতি করো না।

https://e-ilm.weebly.com/

ইমাম জাসসাস (র.) 'আহকামুল কুরআন' গ্রন্থে বলেন, কুরআনের এ বাক্য থেকে ইঙ্গিত পাওয়া যায় যে, এ মাসগুলোর এমন বৈশিষ্ট্য রয়েছে, যার ফলে এতে ইবাদত করা হলে বাকি মাসগুলোতেও ইবাদতের তৌফিক ও সাহস লাভ করা যায়। অনুরূপ কেউ এ মাসগুলোতে পাপাচার থেকে নিজেকে দূরে রাখতে পারলে বছরের বাকি মাসগুলোতেও পাপাচার থেকে দূরে থাকা সহজ হয়। তাই এ সুযোগের সদ্ব্যবহার থেকে বিরত থাকা হবে অপূরণীয় ক্ষতি।

শব্দবিশ্লেষণ

يُرِيْدُوْنَ : সীগাহ جمع مذكر غائب বহছ اثبات فعل مضارع معروف বাব اِفْعَالٌ মাসদার اَلْاِرَادَةُ মূলবর্ণ (ر ـ و ـ د) জিনস اجوف واوى অর্থ– তারা চায়।

يُطْفِئُوْا : সীগাহ جمع مذكر غائب বহছ اثبات فعل مضارع معروف বাব اِفْعَالٌ মাসদার اَلْاِطْفَاءُ মূলবর্ণ (ط ـ ف ـ ء) জিনস مهموز لام অর্থ– তারা নিভিয়ে দিতে চায়।

اَلْاَحْبَارُ : শব্দটি বহুবচন; একবচন حِبْرٌ অর্থ– জ্ঞানী, জ্ঞান।

اَلرُّهْبَانُ : শব্দটি বহুবচন; একবচন رَاهِبٌ অর্থ– বুজুর্গ, মাশায়েখ।

ذَهَبٌ : শব্দটি একবচন; বহুবচন ذُهُوْبٌ ও اِذْهَابٌ অর্থ– সোনা।

فِضَّةٌ : শব্দটি একবচন; বহুবচন فِضَاضٌ ও فِضَضٌ অর্থ– রূপা।

تُكْوٰى : সীগাহ واحد مؤنث غائب বহছ اثبات فعل مضارع مجهول বাব ضَرَبَ মাসদার اَلْكَيُّ মূলবর্ণ (ك ـ و ـ ى) জিনস لفيف مقرون অর্থ– তাকে দাগ দেওয়া হবে।

جِبَاهٌ : শব্দটি বহুবচন; একবচন جَبْهَةٌ অর্থ– কপাল।

جُنُوْبٌ : শব্দটি বহুবচন; একবচন جَنْبٌ অর্থ– পাশ, পার্শ্ব।

ظُهُوْرٌ : শব্দটি বহুবচন; একবচন ظَهْرٌ অর্থ– পিঠ।

https://e-ilm.weebly.com/

إِنَّمَا النَّسِيٓءُ زِيَادَةٌ فِي الْكُفْرِ يُضَلُّ بِهِ الَّذِينَ كَفَرُوا يُحِلُّونَهُ عَامًا وَيُحَرِّمُونَهُ عَامًا لِّيُوَاطِـُٔوا عِدَّةَ مَا حَرَّمَ اللّٰهُ فَيُحِلُّوا مَا حَرَّمَ اللّٰهُ ۚ زُيِّنَ لَهُمْ سُوٓءُ أَعْمَالِهِمْ ۗ وَاللّٰهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْكٰفِرِينَ (٣٧)

অনুবাদ : ৩৭. এই [মাসগুলোর] স্থানান্তর কুফরের মধ্যে আরো বৃদ্ধি মাত্র, যা দ্বারা কাফেরদেরকে পথভ্রষ্ট করা হয় [এরূপে] যে, তারা সেই হারাম মাসকে কোনো বৎসর হালাল করে নেয় এবং কোনো বৎসর হারাম মনে করে আল্লাহ যে মাসগুলোকে হারাম করেছেন, যেন তারা তাদের সংখ্যা পূর্ণ করে নিতে পারে, অতঃপর তারা আল্লাহর নিষিদ্ধ মাসগুলাকে হালাল করে নেয়, তাদের দুষ্কর্মগুলো তাদের নিকট ভালো মনে হয়, আর আল্লাহ এরূপ কাফেরদেরকে হেদায়েত [-এর তাওফীক দান] করেন না।

يٰٓأَيُّهَا الَّذِينَ اٰمَنُوا مَا لَكُمْ إِذَا قِيلَ لَكُمُ انْفِرُوا فِي سَبِيلِ اللّٰهِ اثَّاقَلْتُمْ إِلَى الْأَرْضِ ۚ أَرَضِيتُمْ بِالْحَيٰوةِ الدُّنْيَا مِنَ الْاٰخِرَةِ ۚ فَمَا مَتَاعُ الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا فِي الْاٰخِرَةِ إِلَّا قَلِيلٌ (٣٨)

৩৮. হে ঈমানদারগণ! তোমাদের কি হলো, যখন তোমাদেরকে বলা হয় যে, [জিহাদের জন্য] বের হও আল্লাহর রাস্তায়, তখন তোমরা মাটিতে লেগে থাক, [অর্থাৎ অলসভাবে বসে থাক,] তবে কি তোমরা পরকালের বিনিময়ে পার্থিব জীবনের উপর পরিতুষ্ট হয়ে গেলে? পার্থিব জীবনের ভোগ-বিলাস তো আখেরাতের তুলনায় কিছুই নয়– অতি সামান্য।

إِلَّا تَنْفِرُوا يُعَذِّبْكُمْ عَذَابًا أَلِيمًا وَيَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ وَلَا تَضُرُّوهُ شَيْـًٔا ۗ وَاللّٰهُ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ (٣٩)

৩৯. যদি তোমরা বের না হও, তবে আল্লাহ তোমাদেরকে কঠোর শাস্তি প্রদান করবেন, [অর্থাৎ ধ্বংস করে দিবেন] এবং তোমাদের পরিবর্তে অন্য এক জাতি সৃষ্টি করে দিবেন, আর তোমরা আল্লাহ তা'আলার [ধর্মের] কোনোই ক্ষতি করতে পারবে না এবং আল্লাহ হচ্ছেন, সর্ববিষয়োপরি পূর্ণ ক্ষমতাবান।

শাব্দিক অনুবাদ

(৩৭) إِنَّمَا النَّسِيٓءُ زِيَادَةٌ فِي الْكُفْرِ এই [মাসগুলোর] স্থানান্তর কুফরের মধ্যে আরো বৃদ্ধি মাত্র يُضَلُّ بِهِ الَّذِينَ كَفَرُوا যা দ্বারা কাফেরদেরকে পথভ্রষ্ট করা হয় [এরূপে] যে يُحِلُّونَهُ عَامًا তারা সেই হারাম মাসকে কোনো বৎসর হালাল করে নেয় وَيُحَرِّمُونَهُ عَامًا এবং কোনো বৎসর হারাম মনে করে لِّيُوَاطِـُٔوا عِدَّةَ مَا حَرَّمَ اللّٰهُ আল্লাহ যে মাসগুলোকে হারাম করেছেন, যেন তারা তাদের সংখ্যা পূর্ণ করে নিতে পারে فَيُحِلُّوا مَا حَرَّمَ اللّٰهُ অতঃপর তারা আল্লাহর নিষিদ্ধ মাসগুলাকে হালাল করে নেয় زُيِّنَ لَهُمْ سُوٓءُ أَعْمَالِهِمْ তাদের দুষ্কর্মগুলো তাদের নিকট ভালো মনে হয় وَاللّٰهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْكٰفِرِينَ আর আল্লাহ এরূপ কাফেরদেরকে হেদায়েত [-এর তাওফীক দান] করেন না।

(৩৮) يٰٓأَيُّهَا الَّذِينَ اٰمَنُوا হে ঈমানদারগণ! مَا لَكُمْ তোমাদের কি হলো إِذَا قِيلَ لَكُمُ যখন তোমাদেরকে বলা হয় যে, [জিহাদের জন্য] انْفِرُوا বের হও فِي سَبِيلِ اللّٰهِ আল্লাহর রাস্তায় اثَّاقَلْتُمْ إِلَى الْأَرْضِ তখন তোমরা মাটিতে লেগে থাক [অর্থাৎ অলসভাবে বসে থাক] أَرَضِيتُمْ তবে কি তোমরা পরিতুষ্ট হয়ে গেলে? بِالْحَيٰوةِ الدُّنْيَا পার্থিব জীবনের উপর مِنَ الْاٰخِرَةِ পরকালের বিনিময়ে فَمَا مَتَاعُ الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا فِي الْاٰخِرَةِ পার্থিব জীবনের ভোগ-বিলাস তো আখেরাতের তুলনায় কিছুই নয়– إِلَّا قَلِيلٌ অতি সামান্য।

(৩৯) إِلَّا تَنْفِرُوا যদি তোমরা বের না হও يُعَذِّبْكُمْ عَذَابًا أَلِيمًا তবে আল্লাহ তোমাদেরকে কঠোর শাস্তি প্রদান করবেন [অর্থাৎ ধ্বংস করে দিবেন] وَيَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ এবং তোমাদের পরিবর্তে অন্য এক জাতি সৃষ্টি করে দিবেন وَلَا تَضُرُّوهُ شَيْـًٔا আর তোমরা আল্লাহ তা'আলার [ধর্মের] কোনোই ক্ষতি করতে পারবে না وَاللّٰهُ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ এবং আল্লাহ হচ্ছেন, সর্ববিষয়োপরি পূর্ণ ক্ষমতাবান।

https://e-ilm.weebly.com/

إِلَّا تَنصُرُوهُ فَقَدْ نَصَرَهُ اللَّهُ إِذْ أَخْرَجَهُ الَّذِينَ كَفَرُوا ثَانِيَ اثْنَيْنِ إِذْ هُمَا فِي الْغَارِ إِذْ يَقُولُ لِصَاحِبِهِ لَا تَحْزَنْ إِنَّ اللَّهَ مَعَنَا ۖ فَأَنزَلَ اللَّهُ سَكِينَتَهُ عَلَيْهِ وَأَيَّدَهُ بِجُنُودٍ لَّمْ تَرَوْهَا وَجَعَلَ كَلِمَةَ الَّذِينَ كَفَرُوا السُّفْلَىٰ ۗ وَكَلِمَةُ اللَّهِ هِيَ الْعُلْيَا ۗ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ (٤٠)

অনুবাদ : (৪০) যদি তোমরা রাসূলুল্লাহর সাহায্য না কর, তবে আল্লাহ তা'আলা [-ই তাঁর সাহায্য করবেন যেমন তিনি] তাঁর সাহায্য করেছিলেন, সে সময়ে যখন কাফেররা তাঁকে দেশান্তর করে দিয়েছিল, যখন দুজনের মধ্যে একজন ছিলেন তিনি, যে সময় উভয়ে গুহার মধ্যে ছিলেন, যখন তিনি স্বীয় সঙ্গী [হযরত আবূ বকর সিদ্দীক (রা.)]-কে বলছিলেন, তুমি বিষণ্ন হয়ো না, নিশ্চয় আল্লাহ [-র সাহায্য] আমাদের সঙ্গে রয়েছে। অতঃপর আল্লাহ তাঁর প্রতি স্বীয় সান্ত্বনা নাজিল করলেন এবং তাঁকে শক্তিশালী করলেন, এমন সেনাদল দ্বারা যাদেরকে তোমরা দেখতে পাওনি এবং আল্লাহ তা'আলা কাফেরদের বাক্য নিচু [অর্থাৎ প্রচেষ্টা ব্যর্থ] করে দিলেন আর আল্লাহর বাণীই সমুচ্চ রইল, আর আল্লাহ তা'আলা হচ্ছেন, প্রবল প্রজ্ঞাময়।

انْفِرُوا خِفَافًا وَثِقَالًا وَجَاهِدُوا بِأَمْوَالِكُمْ وَأَنفُسِكُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ۚ ذَٰلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ (٤١)

(৪১) বের হয়ে পড় স্বল্প সরঞ্জামের সাথে [-ই হোক] আর প্রচুর সরঞ্জামের সাথে [-ও হোক] এবং আল্লাহর রাস্তায় নিজেদের ধনসম্পদ ও প্রাণ দ্বারা যুদ্ধ কর, এটা তোমাদের জন্য অতি উত্তম, যদি তোমরা বিশ্বাস কর।

শাব্দিক অনুবাদ

(৪০) إِلَّا تَنصُرُوهُ যদি তোমরা রাসূলুল্লাহর সাহায্য না কর فَقَدْ نَصَرَهُ اللَّهُ তবে আল্লাহ তা'আলা [-ই তাঁর সাহায্য করবেন যেমন তিনি] তাঁর সাহায্য করেছিলেন إِذْ أَخْرَجَهُ الَّذِينَ كَفَرُوا সে সময়ে যখন কাফেররা তাঁকে দেশান্তর করে দিয়েছিল ثَانِيَ اثْنَيْنِ যখন দুজনের মধ্যে একজন ছিলেন তিনি إِذْ هُمَا فِي الْغَارِ যেই সময় উভয়ে গুহার মধ্যে ছিলেন إِذْ يَقُولُ لِصَاحِبِهِ যখন তিনি স্বীয় সঙ্গী [হযরত আবূ বকর সিদ্দীক (রা.)]-কে বলছিলেন لَا تَحْزَنْ তুমি বিষণ্ন হয়ো না إِنَّ اللَّهَ مَعَنَا নিশ্চয় আল্লাহ [-র সাহায্য] আমাদের সঙ্গে রয়েছে فَأَنزَلَ اللَّهُ سَكِينَتَهُ عَلَيْهِ অতঃপর আল্লাহ তাঁর প্রতি স্বীয় সান্ত্বনা নাজিল করলেন وَأَيَّدَهُ بِجُنُودٍ এবং তাঁকে শক্তিশালী করলেন এমন সেনাদল দ্বারা لَّمْ تَرَوْهَا যাদেরকে তোমরা দেখতে পাওনি وَجَعَلَ كَلِمَةَ الَّذِينَ كَفَرُوا السُّفْلَىٰ এবং আল্লাহ তা'আলা কাফেরদের বাক্য নিচু [অর্থাৎ প্রচেষ্টা ব্যর্থ] করে দিলেন وَكَلِمَةُ اللَّهِ هِيَ الْعُلْيَا আর আল্লাহর বাণীই সমুচ্চ রইল وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ আর আল্লাহ তা'আলা হচ্ছেন, প্রবল প্রজ্ঞাময়।

(৪১) انْفِرُوا বের হয়ে পড় خِفَافًا স্বল্প সরঞ্জামের সাথে [-ই হোক] وَثِقَالًا আর প্রচুর সরঞ্জামের সাথে [-ও হোক] وَجَاهِدُوا এবং যুদ্ধ কর بِأَمْوَالِكُمْ وَأَنفُسِكُمْ নিজেদের ধনসম্পদ ও প্রাণ দ্বারা فِي سَبِيلِ اللَّهِ আল্লাহর রাস্তায় ذَٰلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ এটা তোমাদের জন্য অতি উত্তম إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ যদি তোমরা বিশ্বাস কর।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

(৩৯) قوله إِلَّا تَنفِرُوا يُعَذِّبْكُمْ عَذَابًا أَلِيمًا وَيَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ الخ **আয়াতের শানে নুযূল– ১ :** রাসূলে আকরাম ﷺ সাহাবায়ে কেরামকে যখন তাবুক যুদ্ধের প্রস্তুতি গ্রহণ করে বের হবার আদেশ করেন, তখন সময়টি ছিল দুর্ভিক্ষ অনাবৃষ্টি ও গ্রীষ্মের প্রচণ্ড গরমের উত্তাপও ছিল। অপর দিকে পাকা ফল-ফলারিও সংগ্রহ করার উপযুক্ত সময়। যার কারণে এহেন

https://e-ilm.weebly.com/

সময়ে ঘরবাড়ি ছেড়ে বাইরে যাওয়া অত্যন্ত কষ্টকর মনে হলো; বরং বাড়িতে অবস্থান করাকেই আন্তরিকভাবে ভালোবাসতেছিলেন। যারা তাবুক অভিযান থেকে বিরত থেকে গেল, তাদের সমালোচনা ও ভর্ৎসনা স্বরূপ আলোচ্য আয়াত নাজিল হয়েছে। –[বাহরে মুহীত-৪৩/৫]

শানে নুযূল– ২ : ইবনে মারদুভিয়া ও বায়হাকী তাঁর সুনান গ্রন্থে হযরত ইবনে আব্বাস (রা.)-এর উদ্ধৃতি দিয়ে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেন, আরব গোত্রগুলোকে তাবূক যুদ্ধে বের হওয়ার জন্য আদেশ করা হলো, তখন তাঁরা এভাবে বের হওয়াকে অত্যন্ত কষ্টকর বলে মনে করল আল্লাহর তা'আলা إِلَّا تَنفِرُوا يُعَذِّبْكُمْ عَذَابًا أَلِيمًا আয়াত নাজিল করে। অতঃপর তাদের উপর অনাবৃষ্টি আরম্ভ হয়ে যায়। তাই ছিল সেই কষ্টদায়ক শাস্তি।

শানে নুযূল– ৩ : ইবনে আবী হাতেম ইকরিমার উদ্ধৃতি দিয়ে বর্ণনা করেন যে, إِلَّا تَنفِرُوا يُعَذِّبْكُمْ عَذَابًا أَلِيمًا যখন নাজিল হয়, তখন অনেক বেদুইনরাই পিছনে ছিল, যারা মানুষদেরকে বিভিন্ন কিছু বুঝাত, তখন মুমিনগণ বলল, বেদুইন ধ্বংস হয়েছে। এ পরিপ্রেক্ষিতে وَمَا كَانَ لِلْمُؤْمِنِ আয়াত নাজিল হয়েছে। –[ফাতহুল কাদীর-৩৬৩/২]

(৩৭) قوله إِنَّمَا النَّسِيءُ زِيَادَةٌ فِي الْكُفْرِ يُضَلُّ بِهِ الَّذِينَ كَفَرُوا الخ **আয়াতের শানে নুযূল :** চান্দ্র মাসের হিসাব অনুপাতে মৌসুমে ও ঋতুকালের মধ্যে অনেক পরিবর্তনই হয়ে থাকে। যে কারণে যে মাসটি কোনো সময় শীতকালে ছিল সে মাসটি আবার কখনো গ্রীষ্মকালেও পরে থাকে। সেজন্য শান্তির আলোয়, যুদ্ধবিগ্রহহীন নিরাপদের ৪টি মাস থেকে কোনো না কোনো মাস পরস্পরে যুদ্ধে নেমে যাবার মাসেও ব্যবহৃত হচ্ছিল। তখন মুশরিক লোকেরা নিজ পছন্দসই মাসগুলোকে স্থানান্তরিত ও সরিয়ে দিত। তারা মহররম মাসকে সফর বানিয়ে বলত যে, বর্তমান সফর চলছে, মহররম পরে আসবে। এমনভাবে ছলচাতুরী করে যুদ্ধ নিষিদ্ধ মাসসমূহে তারা যুদ্ধবিগ্রহ করে যেত। তাদের এমন নীতিহীন কাজকে নিষিদ্ধ করে আল্লাহ তা'আলা উক্ত আয়াত নাজিল করেন। –[নূরুল কুলূব]

(৪১) قوله انْفِرُوا خِفَافًا وَثِقَالًا وَجَاهِدُوا بِأَمْوَالِكُمْ وَأَنفُسِكُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ الخ **আয়াতের শানে নুযূল– ১ :** তাবূক যুদ্ধে যখন যাওয়ার জন্য নির্দেশ হয়, তখন অনেকেই ক্ষেতখামার, ফলফসল নষ্ট হওয়ার ওজর আপত্তি জানাল, আবার কেউ কেউ বার্ধক্য এবং অসুস্থতার ছলনা করল। এ পরিস্থিতিতে সকলের ওজর-আপত্তিই অগ্রহ্য হয়ে আলোচ্য আয়াত নাজিল হয় এবং নির্দেশ করা হয় যে, ইচ্ছায় অনিচ্ছায় যা কিছু অস্ত্র রয়েছে, তা নিয়ে বের হয়ে পড়। –[নূরুল কুলূব]

শানে নুযূল– ২ : ইবনে আবী হাতেম ও আবুশ শায়খ মুজাহিদের উদ্ধৃতি দিয়ে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন, সাহাবায়ে কেরাম বলেন যে, আমাদেরকে যখন তাবুক যুদ্ধে যাওয়ার জন্য নির্দেশ করা হয়, তখন আমরা বললাম, আমাদের মাঝে সমস্যায় জড়িত বিভিন্ন ধরনের কাজও ব্যবস্থা রয়েছে। যার কারণে এ নির্দেশ ভেস্তে যাওয়ার উপক্রম হয়েছিল। তখন সে অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে আল্লাহ তা'আলা আলোচ্য আয়াত নাজিল করেন।

শানে নুযূল– ৩ : আব্দুল্লাহ ইবনে উম্মে মাকতূম (রা.) বলেন যে, তিনি রাসূল ﷺ-এর নিকট গিয়ে আবেদন করলেন যে, আমাকেও কি বের হতে হবে? (কারণ তিনি ছিলেন একজন অন্ধ সাহাবী) রাসূল ﷺ জবাবে বললেন, হ্যাঁ। অবশেষে لَيْسَ عَلَى الْأَعْرَجِ حَرَجٌ আয়াত নাজিল হয়েছে।

শানে নুযূল– ৪ : ইবনে আবী হাতেম প্রমূখ সুদ্দীর বরাত দিয়ে বর্ণনা করেন যে, আলোচ্য আয়াত যখন নাজিল হয়, তখন মানুষের উপর তা কষ্টসাধ্য মনে হলো। ফলে আল্লাহ তা'আলা আলোচ্য আয়াতের আদেশ রহিত করে لَيْسَ عَلَى الضُّعَفَاءِ وَلَا عَلَى الْمَرِيضِ حَرَجٌ আয়াত নাজিল করেন। –[রূহুল মা'আনী-১০৪/৫]

قوله إِنَّمَا النَّسِيءُ زِيَادَةٌ فِي الْكُفْرِ يُضَلُّ بِهِ الَّذِينَ كَفَرُوا الخ উপরিউক্ত আয়াত দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, মাসের যে ধারাবাহিকতা এবং মাসগুলোর যে নাম ইসলামি শরিয়তে প্রচলিত, তা মানব রচিত পরিভাষা নয়; বরং রাব্বুল আলামীন যেদিন আসমান ও জমিন সৃষ্টি করেছেন সেদিনই মাসের তারতীব, নাম ও বিশেষ মাসের সাথে সংশ্লিষ্ট হুকুম-আহকাম নির্দিষ্ট করে দিয়েছেন। আয়াত দ্বারা আরও প্রমাণিত হয় যে, আল্লাহর দৃষ্টিতে শরিয়তের আহকামের ক্ষেত্রে চান্দ্র মাসই নির্ভরযোগ্য। চান্দ্র মাসের হিসাব মতেই রোজা, হজ ও জাকাত প্রভৃতি আদায় করতে হয়। তবে কুরআন মাজীদ চন্দ্রকে যেমন, তেমনি সূর্যকেও সন তারিখ ঠিক করার মানদণ্ডরূপে অভিহিত করেছেন– لِتَعْلَمُوا عَدَدَ السِّنِينَ وَالْحِسَابَ (যাতে তোমরা বৎসর গণনা ও কাল নির্ণয়ের জ্ঞান লাভ কর।) অতএব, চন্দ্র ও সূর্য উভয়টির মাধ্যমেই সন তারিখ নির্দিষ্ট করা জায়েজ। তবে চন্দ্রের হিসাব আল্লাহর অধিকতর পছন্দ। তাই শরিয়তের আহকামকে চন্দ্রের সাথে সংশ্লিষ্ট রেখেছেন। এজন্য চান্দ্র বছরের হিসাব সংরক্ষণ করা

https://e-ilm.weebly.com/

ফরযে কেফায়া; সকল উম্মত এ হিসাব ভুলে গেলে সবাই গুনাহগার হবে। চাঁদের হিসাব ঠিক রেখে অন্যান্য সূত্রের হিসাব ব্যবহার করা জায়েজ আছে। তবে তা আল্লাহর রাসূল ও পরবর্তীগণের তরিকার বরখেলাফ। সুতারং অনাবশ্যকভাবে অন্য হিসাব নিয়ে মাথা ঘামানো উচিত নয়।

মাসের হিসাব পূর্ণ করার উদ্দেশ্যে মূল মাস বাড়ানোর যে প্রথা আছে, এই আয়াতের প্রেক্ষিতে কেউ কেউ তাকেও না জায়েজ মনে করেন। কিন্তু এই মত ঠিক নয়। কেননা এতে শরিয়তের বিধানের কোনো সম্পর্ক নেই। জাহেলী যুগে চান্দ্রমাস পরিবর্তনের ফলে শরিয়তের হুকুম পরিবর্তন হতো বিধায় তা থেকে নিষেধ করা হয়েছে। মুসলমানের দ্বারা যেহেতু পরিবর্তন হয় না, তাই তা উক্ত নিষেধাজ্ঞার অন্তর্ভুক্ত নয়।

দুনিয়ার মোহ ও আখেরাতের প্রতি উদাসীনতা সকল অপরাধের মূল : অলসতার যে কারণ ও প্রতকিারের উপায় এখানে বর্ণিত হয়েছে, তা এক বিশেষ ঘটনার সাথে সংশ্লিষ্ট হলেও চিন্তা করলে বুঝা যাবে যে, দীনের ব্যাপারে সকল আলস্য, নিষ্ক্রিয়তা ও সকল অপরাধ এবং গুনাহের মূলে রয়েছে দুনিয়াপ্রীতি ও আখেরাতের প্রতি উদাসীনতা। হাদীস শরীফে আছে– حُبُّ الدُّنْيَا رَأْسُ كُلِّ خَطِيْئَةٍ অর্থাৎ দুনিয়ার মোহ সকল গুনাহের মূল। এজন্য আয়াতে বলা হয়– "হে ঈমানদারগণ! তোমাদের কি হলো, আল্লাহর পথে বের হওয়ার জন্য বলা হলে তোমরা মাটি জড়িয়ে ধর (চলাফেরা করতে চাও না)। আখেরাতের পরিবর্তে দুনিয়ার জীবন নিয়েই কি পরিতুষ্ট হয়ে গেলে।"

রোগ নির্ণয়ের পর পরবর্তী আয়াতে তার প্রতিকার উল্লেখ করা হয়েছে যে, "পার্থিব জিন্দেগির ভোগের উপকরণ আখেরাতের তুলনায় অতি নগণ্য।"

সারকথা হলো, আখেরাতের স্থায়ী জীবনের চিন্তাভাবনাই মানুষের করা উচিত । বস্তুত আখেরাতের চিন্তা-ফিকিরই সকল রোগের একমাত্র প্রতিকার এবং অপরাধ দমনের সার্থক উপায়।

ইসলামি আকিদার মৌলিক বিষয় তিনটি : তাওহীদ, রেসালত ও পরকালের বিশ্বাস । তন্মধ্যে পরকালের বিশ্বাস হলো বিশুদ্ধ আমলের রূহ এবং গুনাহ ও অপরাধের ক্ষেত্রে এক দুর্ভেদ্য প্রাচীর। চিন্তা করলে পরিষ্কার বুঝা যায় যে, দনিয়ার শান্তি-শৃঙ্খলা আখেরাতের আকিদা ব্যতীত প্রতিষ্ঠিত হতে পারে না। বস্তুবাদী উন্নতির এখন যৌবনকাল। অপরাধ দমনে সকল জাতি ও দেশের চেষ্টা-তদবীরের অন্ত নেই। আইন আদালত ও অপরাধ দমনকারী সংস্থাসমূহের উন্নত ব্যবস্থাপনা সবই আছে। কিন্তু তা সত্ত্বেও আমরা প্রত্যক্ষ করছি যে, প্রত্যেক দেশ ও জাতির মধ্যে অপরাধপ্রবণতা দৈনন্দিন বেড়েই চলছে। আমাদের দৃষ্টিতে সঠিক রোগ নির্ণয় ও তার সঠিক প্রতিকারের ব্যবস্থা নেওয়া হচ্ছে না বলেই আজকের এ অস্থিরতা। বস্তুত এ সকল রোগের মূলে রয়েছে বস্তুবাদী ধ্যান-ধারণা, পার্থিব ব্যস্ততা এবং আখেরাতের প্রতি উদাসীনতা। আমাদের বিশ্বাস, এর একমাত্র প্রতিকার হলো, আল্লাহর জিকির ও স্মরণ এবং আখেরাতের চিন্তাভাবনা। যে দেশে যখন এই অমোঘ প্রতিকার প্রয়োগ করা হয়, সে দেশ ও সমাজ মানবতার মূর্ত প্রতীক হয়ে ফেরেশতাগণেরও ঈর্ষার পাত্র হয়েছিল। নবী ও সাহাবায়ে কেরামের স্বর্ণ যুগ তার জ্বলন্ত প্রমাণ।

আজকের বিশ্ব অপরাধপ্রবণতার উচ্ছেদ চায়, কিন্তু আল্লাহ ও আখেরাত থেকে উদাসীন হয়ে পদে পদে এমন ব্যবস্থাও করে রাখছে, যার ফলে আল্লাহ ও আখেরাতের প্রতি মনোযোগ আসে না। তাই এর অবশ্যম্ভাবী পরিণতি আমরা প্রত্যক্ষ করছি যে, অপরাধ দমনের সকল উন্নত ব্যবস্থাপনাই ব্যর্থ হয়ে পড়ছে। অপরাধ দমন তো দূরের কথা ঝড়ের বেগে যেন তা বৃদ্ধি পাচ্ছে। হায়! আজকের চিন্তাশীল মহল যদি উপরিউক্ত কুরআনি প্রতিকার প্রয়োগ করে দেখত, তবে বুঝতে পারত, কত সহজে অপরাধ প্রবণতার উচ্ছেদ সাধন করা যায়।

৩৯. নং আয়াতে অলস ও নিষ্ক্রিয় লোকদের ব্যাধি ও তার প্রতিকারের উল্লেখ করে সর্বশেষ ফয়সালা জানিয়ে দেওয়া হয় যে, "তোমরা জিহাদে বের না হলে আল্লাহ তোমাদের মর্মন্তুদ শাস্তি দেবেন এবং তোমাদের স্থানে অন্য জাতির উত্থান ঘটাবনে। আর দীনের আমল থেকে বিরত হয়ে তোমরা আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের বিন্দুমাত্র ক্ষতি করতে পারবে না। কেননা আল্লাহ সর্ব বিষয়ে শক্তিমান।"

৪০. নং আয়াতে রাসূলে কারীম ﷺ -এর হিজরতের ঘটনা উল্লেখ করে দেখিয়ে দেওয়া হয় যে, আল্লাহর রাসূল কোনো মানুষের সাহায্য-সহযোগিতার মোহতাজ নন। আল্লাহ প্রত্যক্ষভাবে গায়েব থেকে তাঁর সাহায্য করতে সক্ষম। যেমন, হিজরতের সময় করা হয়, যখন তাঁর আপন গোত্র ও দেশবাসী তাঁকে দেশ ত্যাগ করতে বাধ্য করে। সফরসঙ্গী

https://e-ilm.weebly.com/

হিসেবে একমাত্র সিদ্দীকে আকবর (রা.) ছাড়া আর কেউ ছিল না। পরব্রজী ও অশ্বারোহী শত্রুরা সর্বত্র তাঁর খোঁজ করে ফিরছে। অথচ আশ্রয়স্থল কোনো মজবুত দুর্গ ছিল না; বরং তা ছিল এক গিরিগুহা, যার দ্বারপ্রান্ত পর্যন্ত পৌছেছিল তাঁর শত্রুরা। তখন গুহাসঙ্গী হযরত আবূ বকর (রা.)-এর চিন্তা নিজের জন্য ছিল না; বরং তিনি এই ভেবে সন্ত্রস্ত হয়েছিলেন যে, হয়তো শত্রুরা তাঁর বন্ধুর জীবন নাশ করে দিবে, কিন্তু এ সময়েও রাসূলুল্লাহ ﷺ ছিলেন পাহাড়ের মতো অনড়, অটল ও নিশ্চিন্ত। শুধু যে নিজে, তা নয়, বরং সফরসঙ্গীকেও অভয় দিয়ে বলছিলেন, "চিন্তিত হয়ো না, আল্লাহ আমাদের সাথে আছেন।" অদৃশ্য বাহিনী বলতে ফেরেশতাগণও হতে পারেন এবং জগতের গোপন শক্তিসমূহও হতে পারে। কারণ এগুলোও আল্লাহর সৈন্যদল। সারকথা, এর ফলে কুফরির পতাকা অবনমিত হয় এবং আল্লাহর ঝাণ্ডা মাথা তুলে দাঁড়ায়।

৪১ নং আয়াতে তাগিদ দানের উদ্দেশ্যে পুনরুল্লেখ করা হয়েছে যে, জিহাদে বের হবার জন্য রাসূলুল্লাহ ﷺ যখন তোমাদের আদেশ করেন তখন সর্বাবস্থায় তা তোমাদের জন্য ফরজ হয়ে গেল। আর এ আদেশ পালনের মাঝেই নিহিত রয়েছে তোমাদের সমুদয় কল্যাণ।

শব্দবিশ্লেষণ

يُحِلُّوْنَ : সীগাহ جمع مذكر غائب বহছ اثبات فعل مضارع معروف বাব اِفْعَالٌ মাসদার اَلْاِحْلَالُ মূলবর্ণ (ح . ل . ل) জিনস مضاعف ثلاثى অর্থ– তারা বৈধ মনে করছে।

عَامٌ : শব্দটি একবচন; বহুবচন اَعْوَامٌ অর্থ– বছর।

يُوَاطِئُوْا : সীগাহ جمع مذكر غائب বহছ اثبات فعل مضارع معروف বাব مُفَاعَلَةٌ মাসদার اَلْمُوَاطَاةُ মূলবর্ণ (و ـ ط ـ ى) জিনস لفيف مفروق অর্থ– যাতে তারা পূর্ণ করে নেয়।

غَارٌ : শব্দটি একবচন; বহুবচনে اَغْوَارٌ অর্থ– গর্ত, গুহা।

لَمْ تَرَوْا : সীগাহ جمع مذكر حاضر বহছ نفى جحد بلم در فعل مستقبل معروف বাব فَتَحَ মাসদার اَلرُّؤْيَةُ মূলবর্ণ (ر . أ . ى) জিনসে মুরাক্কাব مهموز عين ও ناقص يائى অর্থ– তোমরা দেখ না।

اَلسُّفْلٰى : সীগাহ واحد مؤنث বহছ اسم تفضيل বাব نَصَرَ মাসদার اَلسُّفُوْلُ মূলবর্ণ (س . ف . ل) জিনস صحيح অর্থ– অধিক নিচু।

عُلْيَا : সীগাহ واحد مؤنث বহছ اسم تفضيل বাব نَصَرَ মাসদার اَلْعُلُوُّ মূলবর্ণ (ع . ل . و) জিনস ناقص واوى অর্থ– অধিক উঁচু।

خِفَافًا : শব্দটি বহুবচন; একবচন خَفِيْفٌ অর্থ– হালকা।

ثِقَالًا : শব্দটি বহুবচন; একবচন ثَقِيْلٌ অর্থ– ভারী।

https://e-ilm.weebly.com/

لَوْ كَانَ عَرَضًا قَرِيْبًا وَّسَفَرًا قَاصِدًا لَّاتَّبَعُوْكَ وَلٰكِنْۢ بَعُدَتْ عَلَيْهِمُ الشُّقَّةُ ۚ وَسَيَحْلِفُوْنَ بِاللّٰهِ لَوِ اسْتَطَعْنَا لَخَرَجْنَا مَعَكُمْ ۚ يُهْلِكُوْنَ اَنْفُسَهُمْ ۚ وَاللّٰهُ يَعْلَمُ اِنَّهُمْ لَكٰذِبُوْنَ (٤٢)

অনুবাদ : (৪২) যদি কিছু আশু লভ্য হতো এবং সফরও সহজ হতো, তবে তারা অবশ্যই আপনার সহগামী হতো, কিন্তু তাদের তো পথের দূরত্বই দীর্ঘতর বোধ হতে লাগল, আর তারা এখনই আল্লাহর নামে শপথ করে বলবে যে, যদি আমাদের সাধ্য থাকত, তবে আমরা নিশ্চয় তোমাদের সঙ্গে বের হতাম। তারা [মিথ্যা বলে] নিজেরাই নিজেদেরকে বিনষ্ট করছে। আর আল্লাহ তা'আলা জানেন যে, নিশ্চয় এরা মিথ্যাবাদী।

ع ٦

عَفَا اللّٰهُ عَنْكَ ۚ لِمَ اَذِنْتَ لَهُمْ حَتّٰى يَتَبَيَّنَ لَكَ الَّذِيْنَ صَدَقُوْا وَتَعْلَمَ الْكٰذِبِيْنَ (٤٣)

(৪৩) আল্লাহ তা'আলা আপনাকে মার্জনা করলেন, [কিন্তু] আপনি তাদেরকে [এত শীঘ্রই] কেন অনুমতি দিয়েছিলেন? যে পর্যন্ত না সত্যবাদী লোকগণ আপনার নিকট প্রকাশ হয়ে পড়ত এবং আপনি মিথ্যাবাদীদেরকে জেনে নিতেন।

لَا يَسْتَاْذِنُكَ الَّذِيْنَ يُؤْمِنُوْنَ بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ الْاٰخِرِ اَنْ يُّجَاهِدُوْا بِاَمْوَالِهِمْ وَاَنْفُسِهِمْ ۚ وَاللّٰهُ عَلِيْمٌۢ بِالْمُتَّقِيْنَ (٤٤)

(৪৪) যারা আল্লাহর প্রতি ও কিয়ামত দিবসের প্রতি ঈমান রাখে, তারা নিজেদের ধনসম্পদ ও প্রাণ দ্বারা জিহাদ করার ব্যাপারে আপনার নিকট অব্যাহতি প্রার্থনা করবে না, আর আল্লাহ তা'আলা এই পরহেজগার লোকদের সম্বন্ধে খুব অবগত আছেন।

اِنَّمَا يَسْتَاْذِنُكَ الَّذِيْنَ لَا يُؤْمِنُوْنَ بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ الْاٰخِرِ وَارْتَابَتْ قُلُوْبُهُمْ فَهُمْ فِيْ رَيْبِهِمْ يَتَرَدَّدُوْنَ (٤٥)

৪৫. অবশ্য সেই সকল লোক আপনার নিকট অব্যাহতি চেয়ে থাকে, যারা আল্লাহ তা'আলার প্রতি ও কিয়ামত দিবসের প্রতি ঈমান রাখে না, আর তাদের অন্তরসমূহ সন্দেহে নিপতিত রয়েছে। অতএব, তারা নিজেদের সন্দেহে হয়রান রয়েছে।

শাব্দিক অনুবাদ

(৪২) لَوْ كَانَ عَرَضًا قَرِيْبًا যদি কিছু আশু লভ্য হতো وَسَفَرًا قَاصِدًا এবং সফরও সহজ হতো لَّاتَّبَعُوْكَ তবে তারা অবশ্যই আপনার সহগামী হতো وَلٰكِنْۢ بَعُدَتْ عَلَيْهِمُ الشُّقَّةُ কিন্তু তাদের তো পথের দূরত্বই দীর্ঘতর বোধ হতে লাগল وَسَيَحْلِفُوْنَ بِاللّٰهِ আর তারা এখনই আল্লাহর নামে শপথ করে বলবে যে لَوِ اسْتَطَعْنَا যদি আমাদের সাধ্য থাকত لَخَرَجْنَا مَعَكُمْ তবে আমরা নিশ্চয় তোমাদের সঙ্গে বের হতাম يُهْلِكُوْنَ اَنْفُسَهُمْ তারা [মিথ্যা বলে] নিজেরাই নিজেদেরকে বিনষ্ট করছে وَاللّٰهُ يَعْلَمُ আর আল্লাহ তা'আলা জানেন যে اِنَّهُمْ لَكٰذِبُوْنَ নিশ্চয় এরা মিথ্যাবাদী।

(৪৩) عَفَا اللّٰهُ عَنْكَ আল্লাহ তা'আলা আপনাকে মার্জনা করলেন لِمَ اَذِنْتَ لَهُمْ [কিন্তু] আপনি তাদেরকে [এত শীঘ্রই] কেন অনুমতি দিয়েছিলেন? حَتّٰى يَتَبَيَّنَ لَكَ الَّذِيْنَ صَدَقُوْا যে পর্যন্ত না সত্যবাদী লোকগণ আপনার নিকট প্রকাশ হয়ে পড়ত وَتَعْلَمَ الْكٰذِبِيْنَ এবং আপনি মিথ্যাবাদীদেরকে জেনে নিতেন।

(৪৪) لَا يَسْتَاْذِنُكَ আপনার নিকট অব্যাহতি প্রার্থনা করবে না الَّذِيْنَ يُؤْمِنُوْنَ بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ الْاٰخِرِ যারা আল্লাহর প্রতি ও কিয়ামত দিবসের প্রতি ঈমান রাখে اَنْ يُّجَاهِدُوْا بِاَمْوَالِهِمْ وَاَنْفُسِهِمْ তারা নিজেদের ধনসম্পদ ও প্রাণ দ্বারা জিহাদ করার ব্যাপারে وَاللّٰهُ عَلِيْمٌۢ بِالْمُتَّقِيْنَ আর আল্লাহ তা'আলা এই পরহেজগার লোকদেব সম্বন্ধে খুব অবগত আছেন।

(৪৫) اِنَّمَا يَسْتَاْذِنُكَ অবশ্য সেই সকল লোক আপনার নিকট অব্যাহতি চেয়ে থাকে الَّذِيْنَ لَا يُؤْمِنُوْنَ بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ الْاٰخِرِ যারা আল্লাহ তা'আলার প্রতি ও কিয়ামত দিবসের প্রতি ঈমান রাখে না وَارْتَابَتْ قُلُوْبُهُمْ আর তাদের অন্তরসমূহ সন্দেহে নিপতিত রয়েছে فَهُمْ فِيْ رَيْبِهِمْ يَتَرَدَّدُوْنَ অতএব, তারা নিজেদের সন্দেহে হয়রান রয়েছে।

https://e-ilm.weebly.com/

وَلَوْ اَرَادُوا الْخُرُوْجَ لَاَعَدُّوْا لَهٗ عُدَّةً وَّلٰكِنْ كَرِهَ اللّٰهُ انْۢبِعَاثَهُمْ فَثَبَّطَهُمْ وَقِيْلَ اقْعُدُوْا مَعَ الْقٰعِدِيْنَ (٤٦)

অনুবাদ : ৪৬. আর যদি তারা [যুদ্ধে] যাত্রা করার ইচ্ছা করত, তবে তার কিছু সরঞ্জাম তো প্রস্তুত করত, কিন্তু আল্লাহ তা'আলা তাদের যাত্রাকে না-পছন্দ করেছেন, এজন্য তাদেরকে তৌফিক দেননি এবং এরূপ বলে দেওয়া হলো যে, তোমরাও এখানেই অক্ষম লোকদের সাথে বসে থাক।

لَوْ خَرَجُوْا فِيْكُمْ مَّا زَادُوْكُمْ اِلَّا خَبَالًا وَّلَاۡاَوْضَعُوْا خِلٰلَكُمْ يَبْغُوْنَكُمُ الْفِتْنَةَ ۚ وَفِيْكُمْ سَمّٰعُوْنَ لَهُمْ ۗ وَاللّٰهُ عَلِيْمٌۢ بِالظّٰلِمِيْنَ (٤٧)

৪৭. যদি এরা তোমাদের সঙ্গে বহির্গত হতো, তবে দ্বিগুণ বিভ্রাট সৃষ্টি করা ব্যতীত, আর কি হতো? আর তোমাদের মধ্যে ফ্যাসাদ সৃষ্টি করার উদ্দেশ্যে দৌড়াদৌড়ি করে ফিরত, আর তোমাদের মধ্যে তাদের কতিপয় গুপ্তচর বিদ্যমান রয়েছে, আর আল্লাহ এই জালেমদের সম্বন্ধে খুব অবগত আছেন।

শাব্দিক অনুবাদ

(৪৬) وَلَوْ اَرَادُوا الْخُرُوْجَ আর যদি তারা [যুদ্ধে] যাত্রা করার ইচ্ছা করত لَاَعَدُّوْا لَهٗ عُدَّةً তবে তার কিছু সরঞ্জাম তো প্রস্তুত করত وَّلٰكِنْ كَرِهَ اللّٰهُ انْۢبِعَاثَهُمْ কিন্তু আল্লাহ তা'আলা তাদের যাত্রাকে না-পছন্দ করেছেন فَثَبَّطَهُمْ এজন্য তাদেরকে তৌফিক দেননি وَقِيْلَ এবং এরূপ বলে দেওয়া হলো যে اقْعُدُوْا مَعَ الْقٰعِدِيْنَ তোমরাও এখানেই অক্ষম লোকদের সাথে বসে থাক।

(৪৭) لَوْ خَرَجُوْا فِيْكُمْ যদি এরা তোমাদের সঙ্গে বহির্গত হতো مَّا زَادُوْكُمْ اِلَّا خَبَالًا তবে দ্বিগুণ বিভ্রাট সৃষ্টি করা ব্যতীত আর কি হতো? وَّلَاۡاَوْضَعُوْا خِلٰلَكُمْ يَبْغُوْنَكُمُ الْفِتْنَةَ আর তোমাদের মধ্যে ফ্যাসাদ সৃষ্টি করার উদ্দেশ্যে দৌড়াদৌড়ি করে ফিরত وَفِيْكُمْ سَمّٰعُوْنَ لَهُمْ আর তোমাদের মধ্যে তাদের কতিপয় গুপ্তচর বিদ্যমান রয়েছে وَاللّٰهُ عَلِيْمٌۢ بِالظّٰلِمِيْنَ আর আল্লাহ এ জালেমদের সম্বন্ধে খুব অবগত আছেন।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

৪২. قوله لَوْ كَانَ عَرَضًا قَرِيْبًا وَّسَفَرًا قَاصِدًا الخ **আয়াতের শানে নুযূল :** যে সকল মুনাফিকরা বিভিন্ন প্রকারের মিথ্যা অজুহাত দাঁড় করিয়ে তাবুক অভিযানে অংশগ্রহণ করা থেকে বিরত থেকে যায় এবং মদিনায়ই অবস্থান করতে থাকে, তাদের সম্পর্কে আলোচ্য আয়াত নাজিল হয়েছে। –[নূরুল কুলূব, জালালাইন-১৫৯ পৃ.]

৪৩. قوله عَفَا اللّٰهُ عَنْكَ لِمَ اَذِنْتَ لَهُمْ الخ **আয়াতের শানে নুযূল– ১ :** ইবনে আতিয়্যা বলেন, আলোচ্য আয়াত মুনাফিকদের মধ্যে সীমালঙ্ঘনকারী যারা ছিল, তাদের সম্পর্কে নাজিল হয়েছে। এরা কোনো প্রকারের ওজর আপত্তি ছাড়াই যুদ্ধে অংশ গ্রহণ করা থেকে বিরত থাকে। তারা ছিল আব্দুল্লাহ ইবনে উবাই, জা'আদ ইবনে কাইস, রেফ'আহ ইবনে আত তাবৃত এবং আরও যারা ছিল, তদের একান্ত অনুসারী। তাদের থেকে কেউ বলল যে, আমাকে থেকে যাওয়ার অনুমতি দান করুন, আমাকে কষ্টে ফেলবেন না। আবার কেউ বলল, আমাদেরকে ঘরে অবস্থান করার অনুমতি দান করুন। তখন তাদেরকে থেকে যাওয়ার জন্য রাসূল ﷺ অনুমতি দিলেন এবং আল্লাহর উপর ভরসা করে অত্যন্ত সহনশীলতার সাথে কর্মপন্থা অবলম্বন করলেন।

মুজাহিদ বলল, আমরা তাঁর নিকট অনুমতি তলব করেছি। আমাদেরকে ঘরবাড়িতে থেকে যাওয়ার জন্য অনুমতি প্রদান করুক আর না-ই করুক আমরা যুদ্ধে অংশগ্রহণ না করে ঘরবাড়িতেই অবস্থান করব। এ বিভিন্ন মত ও প্রেক্ষাপটে আলোচ্য আয়াত নাজিল হয়েছে। –[বাহরে মুহীত-৪৮/৫]

শানে নুযূল– ২ : ইবনে জারীর আমর ইবনে মাইমূনের উদ্ধৃতি দিয়ে বর্ণনা করেন যে, তিনি বললেন, রাসূল ﷺ এমন দুটি কাজ করেছিলেন যে সম্পর্কে রাসূল ﷺ-কে আদেশ করা হয়নি। ১. মুনাফিকদের স্বগৃহে অবস্থান করার অনুমতি ২. বন্দিদের থেকে ফিদিয়া গ্রহণ। এ পরিপ্রেক্ষিতে আল্লাহ তা'আলা উক্ত আয়াত নাজিল করেন। –[প্রাগুক্ত]

https://e-ilm.weebly.com/

قوله لَوْ كَانَ عَرَضًا قَرِيْبًا وَّسَفَرًا قَاصِدًا الخ আয়াতে অলসতার দরুন জিহাদ থেকে বিরত রয়েছে এমন লোকদের একটি ওজরকে প্রত্যাখ্যান করে বলা হয় যে, এ ওজর গ্রহণযোগ্য নয়। কারণ আল্লাহ যে শক্তি-সামর্থ্য তাদের দান করেছেন, তা আল্লাহর রাহে সাধ্যমতো ব্যয় করেনি। তাই তাদের অসমর্থ্য থাকার ওজর গ্রহণযোগ্য নয়।

প্রমাণযোগ্য ওজর ও জিহাদে বাহানার পার্থক্য : এ আয়াত থেকে একটি মূলনীতির সন্ধান পাওয়া যায়, যার দ্বারা প্রকৃত ওজর ও বাহানার মধ্যে পার্থক্য করা যাবে। তা হলো, সেই লোকদের ওজর প্রকৃত গ্রহণযোগ্য, যারা আদেশ পালনে প্রস্তুত, কিন্তু কোনো আকস্মিক দুর্ঘটনার ফলে পরে অসমর্থ হয়ে পড়ে। মাজুরগণের সকল বিষয় এ নিরিখে যাচাই করা যাবে, কিন্তু আদেশ পালনে যার কোনো কোনো ইচ্ছা ও প্রস্তুতি নেই, পরে তার যদি কেনো ওজরও উপস্থিত হয়, তবে গুনাহের এ ওজর হবে গুনাহের চাইতে নিকৃষ্ট। সুতরাং এ ওজর গ্রহণযোগ্য নয়। কেউ জুমার নামাজে শরিক হওয়ার প্রস্তুতি নিয়েছে। কিন্তু যেইমাত্র চলার ইচ্ছা করল, হঠাৎ এক ঘটনায় তার গতি স্তব্ধ হয়ে গেল। এ ধরনের ওজর গ্রহণযোগ্য এবং এতে আল্লাহ মাজুর লোকের পূর্ণ ছওয়াব দান করেন। কিন্তু যে জুমার কোনো প্রস্তুতিই নেয়নি, তার কোনো ওজর উপস্থিত হলে তা হবে বাহানার নামান্তর।

উদাহরণত দেখা যায়, ভোরে ফজরের জামাতে শরিক হওয়ার প্রস্তুতি স্বরূপ ঘড়িতে এলার্ম দিয়ে রাখে, কিংবা সময়মতো জাগাবার জন্য কাউকে নিয়োজিত রাখে, কিন্তু পরে দেখা যায়, ঘটনাচক্রে সকল চেষ্টাই ব্যর্থ। ফলে নামাজ কাজা হয়ে যায়। যেমন, রাসূলে কারীম ﷺ -এর লায়লাতুত তা'রীসের ঘটনা। সময় মতো জেগে উঠার জন্য তিনি হযরত বেলাল (রা.)-কে নিয়োজিত রাখেন যেন প্রত্যুষে সবাইকে জাগিয়ে দেন। কিন্তু ঘটনাচক্রে তাঁকেও তন্দ্রায় পেয়ে বসে। ফলে সূর্যোদয়ের পর সকলের চোখ খোলে। এ ওজর প্রকৃত ও গ্রহণযোগ্য। যে কারণে রাসূলুল্লাহ ﷺ সাহাবায়ে কেরামকে সান্ত্বনা দিয়ে বলেন– لَا تَفْرِيْطَ فِى النَّوْمِ اِنَّمَا التَّفْرِيْطُ فِى الْيَقْظَةِ "অর্থাৎ ঘুমের মধ্যে মানুষ মাজুর, তাই এটি হলো যা মানুষ জাগ্রত অবস্থায় করে।" সান্ত্বনার কারণ হলো, সময়মতো জেগে উঠার সম্ভাব্য ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছিল। সারকথা এই যে, আদেশ পালনের প্রস্তুতি ও অপ্রস্তুতির মাধ্যমে কোনো ওজর গ্রহণযোগ্য কিনা তা জানা যাবে। নিছক মৌখিক জমা খরচ দিয়ে কিছু লাভ হবে না।

৪৭ নং আয়াতে মিথ্যা ওজর দেখিয়ে অব্যাহতি লাভকারী মুনাফিকদের প্রসঙ্গে বলা হয় যে, জিহাদ থেকে নিবৃত্ত থাকাই উত্তম। কারণ, ওখানে গেলে নানা ষড়যন্ত্র ও গুজবের মাধ্যমে সর্বত্র ফ্যাসাদ সৃষ্টি করত। অতঃপর বলা হয়– وَفِيْكُمْ سَمّٰعُوْنَ لَهُمْ অর্থাৎ তোমাদের মাঝে আছে এমন এক সরল প্রাণ মুসলমান যারা তাদের মিথ্যা গুজবে বিভ্রান্ত হতো।

শব্দবিশ্লেষণ

عَرَضًا : শব্দটি একবচন; বহুবচন اَعْرَاضٌ অর্থ– মালামাল।

سَفَرًا : শব্দটি একবচন; বহুবচনে اَسْفَارٌ অর্থ– ভ্রমণ।

قَاصِدٌ : সীগাহ واحد مذكر اسم فاعل বহছ نَصَرَ বাব اَلْقَصْدُ মাসদার (ق ـ ص ـ د) মূলবর্ণ صحيح জিনস অর্থ– মধ্যম গতি।

اَلشُّقَّةُ : শব্দটি একবচন; বহুবচন شُقَقٌ অর্থ– দূরত্ব।

اِرْتَابَتْ : সীগাহ واحد مؤنث غائب বহছ اثبات فعل ماضى معروف বাব اِفْتِعَالٌ মাসদার اَلْاِرْتِيَابُ মূলবর্ণ (ر ـ ى ـ ب) জিনস اجوف يائى অর্থ– এটা সন্দেহে নিপতিত।

يَتَرَدَّدُوْنَ : সীগাহ جمع مذكر غائب বহছ اثبات فعل مضارع معروف বাব تَفَعُّلٌ মাসদার اَلتَّرَدُّدُ মূলবর্ণ (ر ـ د ـ د) জিনস مضاعف ثلاثى অর্থ– তারা হয়রান হচ্ছে।

اَعَدُّوْا : সীগাহ جمع مذكر غائب বহছ اثبات فعل ماضى معروف বাব سَمِعَ মাসদার اَلْاِعْدَادُ মূলবর্ণ (ع ـ د ـ د) জিনস مضاعف ثلاثى অর্থ– তারা প্রস্তুত করল।

عُدَّةً : শব্দটি একবচন; বহুবচন عُدَدٌ অর্থ– সরঞ্জাম, সামান।

https://e-ilm.weebly.com/

অনুবাদ : ৪৮. তারা তো পূর্বেও ফ্যাসাদ সৃষ্টির চেষ্টা করেছিল, আর আপনার [ক্ষতি সাধনের] জন্য কার্যসমূহের উলটপালট করতে [-ই] ছিল, এ পর্যন্ত যে, সত্য অঙ্গীকার এসে পড়ল এবং আল্লাহর হুকুম বিজয়ী রইল, অথচ তাদের অপ্রীতিকরই বোধ হচ্ছিল।	لَقَدِ ابْتَغَوُا الْفِتْنَةَ مِنْ قَبْلُ وَقَلَّبُوْا لَكَ الْاُمُوْرَ حَتّٰى جَآءَ الْحَقُّ وَظَهَرَ اَمْرُ اللّٰهِ وَهُمْ كٰرِهُوْنَ (٤٨)
(৪৯) আর তাদের মধ্যে কেউ কেউ এমনও আছে, যে বলে, আমাকে [যুদ্ধে গমন না করার] অনুমতি দিন এবং আমাকে বিপদে ফেলবেন না, ভালোরূপে বুঝে নাও যে, তারা তো বিপদে পড়েই গেছে, আর নিশ্চয় দোজখ এই কাফেরদেরকে বেষ্টন করবেই।	وَمِنْهُمْ مَّنْ يَّقُوْلُ ائْذَنْ لِّيْ وَلَا تَفْتِنِّيْ ؕ اَلَا فِي الْفِتْنَةِ سَقَطُوْا ؕ وَاِنَّ جَهَنَّمَ لَمُحِيْطَةٌۢ بِالْكٰفِرِيْنَ (٤٩)
(৫০) যদি আপনার প্রতি কোনো মঙ্গল উপস্থিত হয় তবে তাদের জন্য তা চিন্তার কারণ হয়ে দাঁড়ায়। আর যদি আপনার উপর কোনো বিপদ এসে পড়ে, তখন তারা বলে, আমরা তো প্রথম হতেই নিজেদের সাবধানতার দিক অবলম্বন করেছিলাম এবং তারা উৎফুল্ল হয়ে চলে যায়।	اِنْ تُصِبْكَ حَسَنَةٌ تَسُؤْهُمْ ۚ وَاِنْ تُصِبْكَ مُصِيْبَةٌ يَّقُوْلُوْا قَدْ اَخَذْنَاۤ اَمْرَنَا مِنْ قَبْلُ وَيَتَوَلَّوْا وَّهُمْ فَرِحُوْنَ (٥٠)
(৫১) আপনি বলে দিন, আমাদের উপর কোনো বিপদ আসতে পারে না, কিন্তু তাই যা আল্লাহ তা'আলা আমাদের জন্য নির্ধারণ করে দিয়েছেন, তিনিই আমাদের মালিক, আর সকল মুমিনদেরই কর্তব্য যেন নিজেদের যাবতীয় কাজ আল্লাহ তা'আলারই প্রতি সমর্পণ করে রাখে।	قُلْ لَّنْ يُّصِيْبَنَاۤ اِلَّا مَا كَتَبَ اللّٰهُ لَنَا ۚ هُوَ مَوْلٰىنَا ۚ وَعَلَى اللّٰهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُوْنَ (٥١)

শাব্দিক অনুবাদ

(৪৮) لَقَدِ ابْتَغَوُا الْفِتْنَةَ مِنْ قَبْلُ তারা তো পূর্বেও ফ্যাসাদ সৃষ্টির চেষ্টা করেছিল وَقَلَّبُوْا لَكَ الْاُمُوْرَ আর আপনার [ক্ষতি সাধনের] জন্য কার্যসমূহের উলটপালট করতে [-ই] ছিল حَتّٰى جَآءَ الْحَقُّ এ পর্যন্ত যে, সত্য অঙ্গীকার এসে পড়ল وَظَهَرَ اَمْرُ اللّٰهِ এবং আল্লাহর হুকুম বিজয়ী রইল وَهُمْ كٰرِهُوْنَ অথচ তাদের অপ্রীতিকরই বোধ হচ্ছিল।

(৪৯) وَمِنْهُمْ مَّنْ يَّقُوْلُ আর তাদের মধ্যে কেউ কেউ এমনও আছে যে বলে اِئْذَنْ لِّيْ আমাকে [যুদ্ধে গমন না করার] অনুমতি দিন وَلَا تَفْتِنِّيْ এবং আমাকে বিপদে ফেলবেন না। اَلَا فِي الْفِتْنَةِ سَقَطُوْا ভালোরূপে বুঝে নাও যে, তারা তো বিপদে পড়েই গেছে وَاِنَّ جَهَنَّمَ لَمُحِيْطَةٌۢ بِالْكٰفِرِيْنَ আর নিশ্চয় দোজখ এ কাফেরদেরকে বেষ্টন করবেই।

(৫০) اِنْ تُصِبْكَ حَسَنَةٌ تَسُؤْهُمْ যদি আপনার প্রতি কোনো মঙ্গল উপস্থিত হয় তবে তাদের জন্য তা চিন্তার কারণ হয়ে দাঁড়ায় وَاِنْ تُصِبْكَ مُصِيْبَةٌ আর যদি আপনার উপর কোনো বিপদ এসে পড়ে। يَّقُوْلُوْا তখন তারা বলে قَدْ اَخَذْنَاۤ اَمْرَنَا مِنْ قَبْلُ আমরা তো প্রথম হতেই নিজেদের সাবধানতার দিক অবলম্বন করেছিলাম وَيَتَوَلَّوْا وَّهُمْ فَرِحُوْنَ এবং তারা উৎফুল্ল হয়ে চলে যায়।

(৫১) قُلْ আপনি বলে দিন لَنْ يُّصِيْبَنَاۤ আমাদের উপর কোনা বিপদ আসতে পারে না اِلَّا مَا كَتَبَ اللّٰهُ لَنَا কিন্তু তা-ই যা আল্লাহ তা'আলা আমাদের জন্য নির্ধারণ করে দিয়েছেন هُوَ مَوْلٰىنَا তিনিই আমাদের মালিক وَعَلَى اللّٰهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُوْنَ আর সকল মুমিনদেরই কর্তব্য যেন নিজেদের যাবতীয় কাজ আল্লাহ তা'আলারই প্রতি সমর্পণ করে রাখে।

https://e-ilm.weebly.com/

অনুবাদ : (৫২) আপনি বলে দিন যে, তোমরা তো আমাদের জন্য দুটি মঙ্গলের মধ্যে একটি মঙ্গলেরই প্রতীক্ষায় রয়েছ, আর আমরা তোমাদের জন্য এ প্রতীক্ষা করছি যে, আল্লাহ তোমাদের উপর কোনো আজাব সংঘটন করবেন নিজের পক্ষ হতে অথবা আমাদের দ্বারা, অতএব, তোমরা অপেক্ষা করতে থাক, আমরা তোমাদের সঙ্গে অপেক্ষায় রইলাম।	قُلْ هَلْ تَرَبَّصُوْنَ بِنَآ اِلَّآ اِحْدَى الْحُسْنَيَيْنِ ؕ وَنَحْنُ نَتَرَبَّصُ بِكُمْ اَنْ يُّصِيْبَكُمُ اللّٰهُ بِعَذَابٍ مِّنْ عِنْدِهٖۤ اَوْ بِاَيْدِيْنَا ۖ فَتَرَبَّصُوْۤا اِنَّا مَعَكُمْ مُّتَرَبِّصُوْنَ (٥٢)
(৫৩) আপনি বলে দিন যে, তোমরা সন্তুষ্টির সাথে ব্যয় কর কিংবা অসন্তুষ্টির সাথে, তোমাদের পক্ষ হতে এটা কখনোই গৃহীত হবে না, নিঃসন্দেহে তোমরা হচ্ছ আদেশ লঙ্ঘনকারী সমাজ।	قُلْ اَنْفِقُوْا طَوْعًا اَوْ كَرْهًا لَّنْ يُّتَقَبَّلَ مِنْكُمْ ؕ اِنَّكُمْ كُنْتُمْ قَوْمًا فٰسِقِيْنَ (٥٣)
(৫৪) আর তাদের দান-খয়রাত গ্রহণ করাতে তা ব্যতীত আর কিছুই প্রতিবন্ধক নয় যে, তারা আল্লাহর সাথে ও তাঁর রাসূলের সাথে কুফর করেছে, আর তারা নামাজ পড়ে না কিন্তু শৈথিল্যের সাথে, আর তারা দান করে না কিন্তু অনিচ্ছার সাথে।	وَمَا مَنَعَهُمْ اَنْ تُقْبَلَ مِنْهُمْ نَفَقٰتُهُمْ اِلَّاۤ اَنَّهُمْ كَفَرُوْا بِاللّٰهِ وَبِرَسُوْلِهٖ وَلَا يَاْتُوْنَ الصَّلٰوةَ اِلَّا وَهُمْ كُسَالٰى وَلَا يُنْفِقُوْنَ اِلَّا وَهُمْ كٰرِهُوْنَ (٥٤)

শাব্দিক অনুবাদ

(৫২) قُلْ আপনি বলে দিন যে هَلْ تَرَبَّصُوْنَ بِنَآ اِلَّآ اِحْدَى الْحُسْنَيَيْنِ তোমরা তো আমাদের জন্য দুটি মঙ্গলের মধ্যে একটি মঙ্গলেরই প্রতীক্ষায় রয়েছি وَنَحْنُ نَتَرَبَّصُ بِكُمْ আর আমরা তোমাদের জন্য এ প্রতীক্ষা করছি যে اَنْ يُّصِيْبَكُمُ اللّٰهُ بِعَذَابٍ আল্লাহ তোমাদের উপর কোনো আজাব সংঘটন করবেন مِّنْ عِنْدِهٖ নিজের পক্ষ হতে اَوْ بِاَيْدِيْنَا অথবা আমাদের দ্বারা فَتَرَبَّصُوْۤا অতএব, তোমরা অপেক্ষা করতে থাক اِنَّا مَعَكُمْ مُّتَرَبِّصُوْنَ আমরা তোমাদের সঙ্গে অপেক্ষায় রইলাম।

(৫৩) قُلْ আপনি বলে দিন যে اَنْفِقُوْا طَوْعًا তোমরা সন্তুষ্টির সাথে ব্যয় কর اَوْ كَرْهًا কিংবা অসন্তুষ্টির সাথে لَّنْ يُّتَقَبَّلَ مِنْكُمْ তোমাদের পক্ষ হতে এটা কখনোই গৃহীত হবে না اِنَّكُمْ كُنْتُمْ قَوْمًا فٰسِقِيْنَ নিঃসন্দেহে তোমরা হচ্ছ আদেশ লঙ্ঘনকারী সমাজ।

(৫৪) وَمَا مَنَعَهُمْ اَنْ تُقْبَلَ مِنْهُمْ نَفَقٰتُهُمْ আর তাদের দান-খয়রাত গ্রহণ করাতে তা ব্যতীত আর কিছুই প্রতিবন্ধক নয় যে اِلَّاۤ اَنَّهُمْ كَفَرُوْا بِاللّٰهِ وَبِرَسُوْلِهٖ তারা আল্লাহর সাথে ও তাঁর রাসূলের সাথে কুফর করেছে وَلَا يَاْتُوْنَ الصَّلٰوةَ আর তারা নামাজ পড়ে না اِلَّا وَهُمْ كُسَالٰى কিন্তু শৈথিল্যের সাথে وَلَا يُنْفِقُوْنَ اِلَّا وَهُمْ كٰرِهُوْنَ আর তারা দান করে না কিন্তু অনিচ্ছার সাথে।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

৪৮. قوله لَقَدِ ابْتَغَوُا الْفِتْنَةَ مِنْ قَبْلُ وَقَلَّبُوْا لَكَ الْاُمُوْرَ الخ আয়াতের শানে নুযূল : ইবনে ইসহাক ও ইবনুল মুনযির হাসান বসরীর উদ্ধৃতি দিয়ে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেন, আব্দুল্লাহ ইবনে উবাই, আব্দুল্লাহ ইবনে নাবতাল ও রিফাআহ ইবনে যায়েদ ইবনে তাবীত প্রমুখ মুনাফিক দলপতি ছিল। ওরা সর্বদাই ইসলাম ও মুসলমানদের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করেই আসত। তাদের সম্পর্কে আল্লাহ তা'আলা আলোচ্য আয়াত নাজিল করেন। –[দুররে মানসূর-২৪৭/৩]

https://e-ilm.weebly.com/

(৪৯) قوله وَمِنْهُمْ مَّنْ يَّقُوْلُ ائْذَنْ لِّيْ وَلَا تَفْتِنِّيْ الخ **আয়াতের শানে নুযূল :** ইবনুল মুনযির , তাবারানী, ইবনে মারদুভিয়া ও আবূ নাঈম মা'রিফাত গ্রন্থে হযরত ইবনে আব্বাস (রা.)-এর উদ্ধৃতি দিয়ে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেন, তখন জুদ ইবনে কায়সকে বললেন যে, হে জুদ ইবনে কায়স! বনী আসফার অভিযানে অংশগ্রহণ করতে তোমার মতামত কি? জুদ বলল, হে আল্লাহর রাসূল! আমি তো একজন মহিলা আকৃষ্ট লোক। আর আমার ধারণা ওরা আমাকে বিভ্রান্তিতায় ফেলে দিবে। সুতরাং আমাকে ফিতনায় নিপতিত না করে গৃহে অবস্থান করার জন্য অনুমতি দান করুন। তখন সে প্রেক্ষিতে আল্লাহ তা'আলা আলোচ্য আয়াত নাজিল করেন। –[দুররে মানসূর-২৪৭/৩, ফাতহুল কাদীর-৩৬৮/২, বাহরে মুহীত-৩৫২/৫, কুরতুবী ১৪৬/৮, রূহুল মা'আনী-১১৩/৫, ইবনে কাছীর-৩৬৯/২]

(৫০) قوله اِنْ تُصِبْكَ حَسَنَةٌ تَسُؤْهُمْ الخ **আয়াতের শানে নুযূল :** ইবনে আবী হাতেম হযরত জাবের ইবনে আব্দুল্লাহ (রা.)-এর উদ্ধৃতি দিয়ে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেন, সকল মুনাফিক মদিনায় অবস্থান করছিল, তারা রাসূল ﷺ সম্পর্কে উদ্ভট মিথ্যা খবরাখবর প্রচার করত। তারা বলত, মুহাম্মদ ও তাঁর সাথিরা সফরে অনেক কষ্ট ভোগ করে ধ্বংস হয়েছে। অতঃপর তাদের মিথ্যা প্রচারণা সম্পর্কে এবং রাসূল ﷺ ও তাঁর সাহাবীগণ নিরাপদে থাকা সম্পর্কীয় সঠিক সংবাদও যখন মদিনাবাসীদের নিকট পৌছে, তখন তারা মুনাফিকদের প্রতি ঘৃণা প্রদর্শন করে। এ পরিপ্রেক্ষিতে আল্লাহ তা'আলা আলোচ্য আয়াত নাজিল করেন। –[ফাতহুল কাদীর-৩৭০/২, দুররে মানসূর-২৪৮/৩, রূহুল মা'আনী-১১৪/৫]

৫৩. قوله قُلْ اَنْفِقُوْا طَوْعًا اَوْ كَرْهًا لَّنْ يُّتَقَبَّلَ مِنْكُمْ الخ **আয়াতের শানে নুযূল :** ইবনে জারীর ইবনে আব্বাস (রা.)-এর উদ্ধৃতি দিয়ে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন যে, জুদ ইবনে কায়স বলল, আমি যখন কোনো মহিলাকে দেখতে পাই, তখন আমি নিজেকে নিজে সামলাতে পারি না। ফলে আমি ফিতনায় পড়ে যাব। অবশ্য মাল দ্বারা আামি আপনাকে সাহায্য করতে পারি। হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) বলেন, সে সম্পর্কে আলোচ্য আয়াত নাজিল হয়েছে। –[ফাতহুল কাদীর-৩৭০/২, রূহুল মা'আনী-১১৫/৫; বাহরে মুহীত-৫৪/৫, দুররে মানসূর-২৪৯/২]

قوله لَقَدِ ابْتَغَوُا الْفِتْنَةَ مِنْ قَبْلُ অর্থাৎ "ইতঃপূর্বেও তারা ফ্যাসাদ সৃষ্টির প্রয়াস পেয়েছিল।" যেমন ওহুদ যুদ্ধ প্রভৃতিতে।

قوله وَظَهَرَ اَمْرُ اللّٰهِ وَهُمْ كٰرِهُوْنَ "আল্লাহর বিজয় হলো, যাতে মুনাফিকরা মর্মপীড়া বোধ করছিল।" এর দ্বারা ইঙ্গিত দেওয়া হয় যে, জয়-বিজয় সবই আল্লাহর আয়ত্তে। যেমন ইতঃপূর্বের যুদ্ধসমূহে আপনাকে জয়ী করা হয়েছে, তেমনি এ যুদ্ধেও জয়ী হবেন এবং মুনাফিকদের সমস্ত ষড়যন্ত্র ব্যর্থ হয়ে পড়বে।

৪৮ নং আয়াতে জুদ ইবনে কায়স নামক জনৈক বিশিষ্ট মুনাফিকের এক বিশেষ বাহানার উল্লেখ করে তার গোমরাহির বর্ণনা দেওয়া হয়। সে জিহাদ থেকে অব্যাহতি লাভের জন্য ওজর পেশ করে বলেছিল, আমি এক পৌরুষদীপ্ত যুবক। রোমানদের সাথে যুদ্ধে করতে গিয়ে তাদের সুন্দরী যুবতীদের নেশাগ্রস্ত হয়ে পড়ার আশঙ্কা রয়েছে। কুরআন মাজীদ তার কথার উত্তরে বলে : اَلَا فِي الْفِتْنَةِ سَقَطُوْا "ভালো করে মান' এই নির্বোধ এক সম্ভাব্য আশঙ্কার বাহানা করে এ নিশ্চিত আশঙ্কা অর্থাৎ রাসূলের অবাধ্যতা ও জিহাদ পরিত্যাগের অপরাধের এখনই দণ্ডযোগ্য হয়ে গেল। وَاِنَّ جَهَنَّمَ لَمُحِيْطَةٌ بِالْكٰفِرِيْنَ "আর নিঃসন্দেহে জাহান্নাম এই কাফেরদের পরিবেষ্টন করে আছে।" তা থেকে নিস্তার লাভের উপায় নেই। আরেক অর্থ এই হতে পারে যে, আখেরাতে জাহান্নাম এদের ঘিরে রাখবে। দ্বিতীয় অর্থ এই হতে পারে যে, জাহান্নামে পৌছার যে সকল কারণ এদেরকে বর্তমান ঘিরে রেখেছে, সেগুলোই এখানে জাহান্নাম নামে অভিহিত। এ অর্থ হয়তো বলা যায়, এরা বর্তমানেও জাহান্নামের গণ্ডির মধ্যে রয়েছে।

৪৯ নং আয়াতে এদের এক হীন স্বভাবের বর্ণনা দিয়ে বলা হয় যে, এরা যদিও বাহ্যত মুসলমানদের সাথে উঠাবসা রাখে, কিন্তু اِنْ تُصِبْكَ حَسَنَةٌ تَسُؤْهُمْ "আপনার কোনো মঙ্গল দেখলে তাদের মুখ কালো হয়ে যায়।" اِنْ تُصِبْكَ مُصِيْبَةٌ فَرِحُوْا এবং কোনো বিপদ উপস্থিত হলে উল্লাস করে বলে যে, আমরা আগেভাগেই তা জানতাম যে, মুসলমানরা বিপদগ্রস্ত হবেই, তাই আমাদের জান্য যা কল্যাণকর, তাই অবলম্বন করেছি।

৫০ নং আয়াতে আল্লাহ তা'আলা মহানবী ﷺ ও মুসলমানদেরকে মুনাফিকদের কথায় বিভ্রান্ত না হয়ে আসল সত্যকে সদা সামনে রাখার হেদায়েত দান করেছেন। ইরশাদ হয়েছে– قُلْ لَّنْ يُّصِيْبَنَا اِلَّا مَا كَتَبَ اللّٰهُ لَنَا هُوَ مَوْلٰىنَا "আপনি এ বস্তুপূজারীদের বলে দিন যে, তোমরা ধোঁকায় পড়ে আছ। এসব পার্থিব উপকরণ হলো এক যবনিকাবিশেষ। এই যবনিকার অন্তরালে যে শক্তি সক্রিয় রয়েছে, তা আল্লাহরই। আমরা যে সকল অবস্থার সম্মুখীন হই তা আগেই আল্লাহ

https://e-ilm.weebly.com/

আমাদের জন্য নির্ধারিত করে রেখেছেন। তিনিই আমাদের কার্যনির্বাহক ও সাহায্যকারী। তাই মুসলমানদের আবশ্যক তাঁর প্রতি ভালোবাসা রাখা এবং পার্থিব উপায় উপকরণকে নিছক মাধ্যম মনে করা, আর মনে করা যে, এগুলোর উপর ভালো-মন্দ নির্ভরশীল নয়।"

তদবীর সহাকারে তকদীরে বিশ্বাস করা কর্তব্য : বিনা তদবীরে তাওয়াক্কুল করা ভুল : আলোচ্য আয়াতটি তকদীর ও তাওয়াক্কুলের মূল তত্ত্বকে স্পষ্ট করে দিয়েছে। তকদীর ও তাওয়াক্কুল (আল্লাহর প্রতি ভরসা) এর প্রতি বিশ্বাসের অর্থ এই নয় যে, মানুষ হাত পা গুটিয়ে বসে থাকবে এবং বলবে যে, ভাগ্যে যা আছে তাই হবে; এবং তার অর্থ হলো সম্ভাব্য সকল উপায় অবলম্বনের পর সাধ্যমতো চেষ্টা ও সাহস করে যাবে। এরপর বিষয়টিকে তকদীর ও তাওয়াক্কুলের উপর অর্পণ করবে, আর দৃষ্টি আল্লাহর প্রতি নিবদ্ধ রাখবে। কারণ চেষ্টা ও তদবীরের ফলাফল দানের মালিক হলেন তিনি।

তকদীর ও তাওয়াক্কুলের বিষয়টি নিয়ে যথেষ্ট বাড়াবাড়ি বিদ্যমান। ধর্ম পার্থিব উপায়-উপকরণকেই আল্লাহর স্থলাভিষিক্ত করে রেখেছে। অপর দিকে কিছু মূর্খ লোক আছে, যারা নিজেদের দুর্বলতা ও অকর্মণ্যতা চাপা দেওয়ার জন্য তকদীর ও তাওয়াক্কুলের আশ্রয় নেয়। জিহাদের জন্য নবী করীম ﷺ-এর প্রস্তুতি, অতঃপর অত্র আয়াতের অবতরণ এ সকল বাড়াবাড়ির নিরসন করে সত্য পথ কি তা দেখিয়ে দেওয়া হয়েছে। ফারসি প্রবাদ আছে, بر توکل زانوے اشتر بہ بند অর্থাৎ 'তাওয়াক্কুলের মাধ্যমে উটের পা বেঁধে নাও।' অর্থাৎ দুনিয়ার উপায়-উপকরণও আল্লাহর নিয়ামত, এ নিয়ামতের সদ্ব্যবহার না করা হলো নাশোকরী ও মূর্খতা। তবে উপায়-উপকরণকে ঠিক তাই মনে কর, ফলাফল তার অধীনে নয়; বরং আল্লাহর হুকুমের অধীন, সে বিশ্বাস রাখবে।

শেষের আয়াতে মুমিনদের এক বিরল শানের উল্লেখ করে তাদের বিপদে আনন্দ উপভোগকারী কাফেরদের বলা হয় যে, আমাদের যে বিপদ দেখে তোমরা এত উৎফুল্ল, তাকে আমরা বিপদই মনে করি না; বরং তা আমাদের জন্য শান্তি ও সফলতার অন্যতম মাধ্যম। কারণ মুমিন আপন চেষ্টায় বিফল হলেও স্থায়ী ছওয়াব ও প্রতিদান লাভের যোগ্য হয় আর এটিই সকল সফলতার মূলকথা। তাই তারা অকৃতকার্য হলেও কৃতকার্য। তার ভাঙ্গনে রয়েছে গড়ার প্রতিশ্রুতি এই হলো : هَلْ تَرَبَّصُوْنَ بِنَاۤ اِلَّاۤ اِحْدَى الْحُسْنَيَيْنِ 'তোমরা কি আমাদের দুটি মঙ্গলের একটির প্রতীক্ষায় আছ?'

অপরদিকে কাফেরদের অবস্থা হলো তার বিপরীত। আজাব থেকে কোনো অবস্থায়ই তাদের অব্যাহতি নেই। এ জীবনেই তারা মুসলমানদের মাধ্যমে আল্লাহর আজাব ভোগ করবে এবং এভাবে তারা দুনিয়া ও আখেরাতে লাঞ্ছনা পোহাবে। আর যদি এ দুনিয়ায় কোনো প্রকারে নিষ্কৃতি পেয়েও যায়, তবে আখেরাতের আজাব থেকে রেহাই পাওয়ার কোনো উপায় নেই; তা অবশ্যই ভোগ করবে।

শব্দবিশ্লেষণ

اِبْتَغُوْا : বহছ جمع مذكر غائب اثبات فعل ماضى معروف বাব اِفْتِعَالٌ মাসদার اَلْاِبْتِغَاءُ মূলবর্ণ (ب . غ . ى) জিনস ناقص يائى অর্থ– তারা চায়, তারা তালাশ করে।

لَاتَفْتِنِّيْ : সীগাহ واحد مذكر حاضر বহছ نهى حاضر معروف বাব ضَرَبَ মাসদার اَلْفُتُوْنُ মূলবর্ণ (ف . ت . ن) জিনস صحيح অর্থ– তুমি আমাকে ফিতনায় নিক্ষেপ করো না।

مَوْلٰى : শব্দটি একবচন; বহুবচন مَوَالِىْ অর্থ– মালিক, অভিভাবক।

كُسَالٰى : শব্দটি বহুবচন, একবচন كَسْلَانْ অর্থ– অলস।

تَزْهَقَ : সীগাহ واحد مؤنث غائب বহছ اثبات فعل مضارع معروف বাব فَتَحَ মাসদার الزهوق মূলবর্ণ (ز . ه . ق) জিনস صحيح অর্থ– তা বের হয়ে যাবে।

https://e-ilm.weebly.com/

فَلَا تُعۡجِبۡكَ اَمۡوَالُهُمۡ وَلَاۤ اَوۡلَادُهُمۡ ؕ اِنَّمَا يُرِيۡدُ اللّٰهُ لِيُعَذِّبَهُمۡ بِهَا فِى الۡحَيٰوةِ الدُّنۡيَا وَتَزۡهَقَ اَنۡفُسُهُمۡ وَهُمۡ كٰفِرُوۡنَ (٥٥)

অনুবাদ : (৫৫) অতএব, তাদের ধনসম্পদ এবং সন্তানাদি যেন আপনাকে বিস্মিত না করে, আল্লাহর অভিপ্রায় কেবল এটাই যে, এ সকল বস্তুর কারণে তাদেরকে পার্থিব জীবনে আজাবে আবদ্ধ রাখেন এবং তাদের প্রাণ কুফরেরই অবস্থায় বের হয়।

وَيَحۡلِفُوۡنَ بِاللّٰهِ اِنَّهُمۡ لَمِنۡكُمۡ ؕ وَمَا هُمۡ مِّنۡكُمۡ وَلٰكِنَّهُمۡ قَوۡمٌ يَّفۡرَقُوۡنَ (٥٦)

(৫৬) আর তারা আল্লাহ তা'আলার শপথ করে বলে যে, তারা [অর্থাৎ মুনাফিকরা] তোমাদেরই অন্তর্ভুক্ত, অথচ তারা তোমাদের কেউই নয়; বরং তারা হচ্ছে কাপুরুষের দল।

لَوۡ يَجِدُوۡنَ مَلۡجَاً اَوۡ مَغٰرٰتٍ اَوۡ مُدَّخَلًا لَّوَلَّوۡا اِلَيۡهِ وَهُمۡ يَجۡمَحُوۡنَ (٥٧)

(৫৭) যদি এরা কোনো আশ্রয়স্থল পেত, অথবা গুহা কিংবা লুকিয়ে থাকার একটু স্থান, তবে তারা অবশ্য মুখ উঠিয়ে সেই দিকে ধাবিত হতো।

وَمِنۡهُمۡ مَّنۡ يَّلۡمِزُكَ فِى الصَّدَقٰتِ ۚ فَاِنۡ اُعۡطُوۡا مِنۡهَا رَضُوۡا وَاِنۡ لَّمۡ يُعۡطَوۡا مِنۡهَاۤ اِذَا هُمۡ يَسۡخَطُوۡنَ (٥٨)

(৫৮) আর তাদের মধ্যে এমন কতক লোক রয়েছে, যারা সদকার [বণ্টন] ব্যাপারে আপনার প্রতি দোষারোপ করে, অতঃপর যদি তারা সেই সমস্ত সদকা হতে [অংশ] প্রাপ্ত হয়, তবে তারা সন্তুষ্ট হয়, আর যদি তারা সেই সদকা হতে [অংশ] না পায়, তবে তারা অসন্তুষ্ট হয়ে যায়।

وَلَوۡ اَنَّهُمۡ رَضُوۡا مَاۤ اٰتٰٮهُمُ اللّٰهُ وَرَسُوۡلُهٗ ۙ وَقَالُوۡا حَسۡبُنَا اللّٰهُ سَيُؤۡتِيۡنَا اللّٰهُ مِنۡ فَضۡلِهٖ وَرَسُوۡلُهٗۤ ۙ اِنَّاۤ اِلَى اللّٰهِ رٰغِبُوۡنَ (٥٩) ع ٧/٨ ١٢

(৫৯) আর তাদের জন্য উত্তম হতো যদি তারা তার প্রতি সন্তুষ্ট থাকত, যা কিছু তাদেরকে আল্লাহ তা'আলা ও তাঁর রাসূল দান করেছেন, আর এরূপ বলত যে, আমাদের পক্ষে আল্লাহ তা'আলাই যথেষ্ট, ভবিষ্যতে আল্লাহ তা'আলা নিজ অনুগ্রহে আমাদেরকে আরো দান করবেন এবং তাঁর রাসূলও, আমরা আল্লাহরই প্রতি আগ্রহান্বিত রইলাম।

শাব্দিক অনুবাদ

(৫৫) فَلَا تُعۡجِبۡكَ অতএব, আপনাকে যেন বিস্মিত না করে اَمۡوَالُهُمۡ وَلَاۤ اَوۡلَادُهُمۡ তাদের ধনসম্পদ এবং সন্তানাদি اِنَّمَا يُرِيۡدُ اللّٰهُ আল্লাহর অভিপ্রায় কেবল এটাই যে لِيُعَذِّبَهُمۡ بِهَا এ সকল বস্তুর কারণে তাদেরকে আজাবে আবদ্ধ রাখেন فِى الۡحَيٰوةِ الدُّنۡيَا পার্থিব জীবনে وَتَزۡهَقَ اَنۡفُسُهُمۡ এবং তাদের প্রাণ বের হয় وَهُمۡ كٰفِرُوۡنَ কুফরেরই অবস্থায়।

(৫৬) وَيَحۡلِفُوۡنَ بِاللّٰهِ আর তারা আল্লাহ তা'আলার শপথ করে বলে যে اِنَّهُمۡ لَمِنۡكُمۡ তারা [অর্থাৎ মুনাফিকরা] তোমাদেরই অন্তর্ভুক্ত وَمَا هُمۡ مِّنۡكُمۡ অথচ তারা তোমাদের কেউই নয় وَلٰكِنَّهُمۡ قَوۡمٌ يَّفۡرَقُوۡنَ বরং তারা হচ্ছে কাপুরুষের দল।

(৫৭) لَوۡ يَجِدُوۡنَ مَلۡجَاً যদি এরা কোনো আশ্রয়স্থল পেত اَوۡ مَغٰرٰتٍ অথবা গুহা اَوۡ مُدَّخَلًا কিংবা লুকিয়ে থাকার একটু স্থান لَّوَلَّوۡا اِلَيۡهِ তবে তারা অবশ্য সেই দিকে ধাবিত হতো وَهُمۡ يَجۡمَحُوۡنَ মুখ উঠিয়ে।

(৫৮) وَمِنۡهُمۡ আর তাদের মধ্যে এমন কতক লোক রয়েছে مَّنۡ يَّلۡمِزُكَ যারা আপনার প্রতি দোষারোপ করে فِى الصَّدَقٰتِ সদকার [বণ্টন] ব্যাপারে فَاِنۡ اُعۡطُوۡا مِنۡهَا অতঃপর যদি তারা সেই সমস্ত সদকা হতে [অংশ] প্রাপ্ত হয় رَضُوۡا তবে তারা সন্তুষ্ট হয় وَاِنۡ لَّمۡ يُعۡطَوۡا مِنۡهَاۤ আর যদি তারা সেই সদকা হতে [অংশ] না পায় اِذَا هُمۡ يَسۡخَطُوۡنَ তবে তারা অসন্তুষ্ট হয়ে যায়।

(৫৯) وَلَوۡ اَنَّهُمۡ رَضُوۡا আর তাদের জন্য উত্তম হতো যদি তারা তার প্রতি সন্তুষ্ট থাকত مَاۤ اٰتٰٮهُمُ اللّٰهُ وَرَسُوۡلُهٗ যা কিছু তাদেরকে আল্লাহ তা'আলা ও তাঁর রাসূল দান করেছেন। وَقَالُوۡا আর এরূপ বলত যে حَسۡبُنَا اللّٰهُ আমাদের পক্ষে আল্লাহ তা'আলাই যথেষ্ট سَيُؤۡتِيۡنَا اللّٰهُ ভবিষ্যতে আল্লাহ তা'আলা আমাদেরকে আরো দান করবেন مِنۡ فَضۡلِهٖ নিজ অনুগ্রহে وَرَسُوۡلُهٗ এবং তাঁর রাসূলও اِنَّاۤ اِلَى اللّٰهِ رٰغِبُوۡنَ আমরা আল্লাহরই প্রতি আগ্রহান্বিত রইলাম।

https://e-ilm.weebly.com/

إِنَّمَا الصَّدَقٰتُ لِلْفُقَرَآءِ وَالْمَسٰكِيْنِ وَالْعٰمِلِيْنَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوْبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغٰرِمِيْنَ وَفِيْ سَبِيْلِ اللهِ وَابْنِ السَّبِيْلِ ۚ فَرِيْضَةً مِّنَ اللهِ ۗ وَاللهُ عَلِيْمٌ حَكِيْمٌ (٦٠)

অনুবাদ : ৬০. [ফরজ] সদকাগুলো তো হক হচ্ছে, কেবল গরিবদের এবং অভাবগ্রস্তদের, আর এই সদকা [আদায়ে]-র উপর নিযুক্ত কর্মচারীদের এবং যাদের মন রক্ষা করতে [অভিপ্রায়] হয় [তাদের], আর গোলামদের আজাদ করার কার্যে এবং করজদারদের কর্জে [অর্থাৎ কর্জ পরিশোধে], আর জিহাদে [অর্থাৎ যুদ্ধ সরঞ্জাম সংগ্রহের জন্য] আর মুসাফিরদের সাহায্যে এই হুকুম আল্লাহর পক্ষ হতে নির্ধারিত, আর আল্লাহ তা'আলা মহাজ্ঞানী, অতি প্রজ্ঞাময়।

وَمِنْهُمُ الَّذِيْنَ يُؤْذُوْنَ النَّبِيَّ وَيَقُوْلُوْنَ هُوَ اُذُنٌ ۚ قُلْ اُذُنُ خَيْرٍ لَّكُمْ يُؤْمِنُ بِاللهِ وَيُؤْمِنُ لِلْمُؤْمِنِيْنَ وَرَحْمَةٌ لِّلَّذِيْنَ اٰمَنُوْا مِنْكُمْ ۚ وَالَّذِيْنَ يُؤْذُوْنَ رَسُوْلَ اللهِ لَهُمْ عَذَابٌ اَلِيْمٌ (٦١)

৬১. আর তাদের মধ্যে এমন কতিপয় লোক আছে, যারা নবীকে যাতনা দেয় এবং বলে যে, তিনি প্রত্যেক কথায় কর্ণপাত করে থাকেন, আপনি বলে দিন যে, এই নবী তো কর্ণপাত করে থাকেন সেই কথাতেই যা তোমাদের জন্য কল্যাণকর, তিনি আল্লাহর [কথাগুলো ওহী মারফত জ্ঞাত হয়ে তৎ] প্রতি ঈমান আনয়ন করেন, আর মুমিনদের [কথাকে] বিশ্বাস করেন, আর তিনি সেই সকল লোকের প্রতি অনুগ্রহ করেন যারা তোমাদের মধ্যে ঈমান আনয়ন করে, আর যারা রাসূলুল্লাহকে যাতনা দেয়, তাদের জন্য যন্ত্রণাময় শাস্তি রয়েছে।

শাব্দিক অনুবাদ

(৬০) إِنَّمَا الصَّدَقٰتُ [ফরজ] সদকাগুলো তো হক হচ্ছে لِلْفُقَرَآءِ কেবল গরিবদের وَالْمَسٰكِيْنِ এবং অভাবগ্রস্তদের وَالْعٰمِلِيْنَ عَلَيْهَا আর এই সদকা [আদায়ে]-র উপর নিযুক্ত কর্মচারীদের وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوْبُهُمْ এবং যাদের মন রক্ষা করতে [অভিপ্রায়] হয় [তাদের] وَفِي الرِّقَابِ আর গোলামদের আজাদ করার কার্যে وَالْغٰرِمِيْنَ এবং করজদারদের কর্জে [অর্থাৎ কর্জ পরিশোধে] وَفِيْ سَبِيْلِ اللهِ আর জিহাদে [অর্থাৎ যুদ্ধসরঞ্জাম সংগ্রহের জন্য] وَابْنِ السَّبِيْلِ আর মুসাফিরদের সাহায্যে فَرِيْضَةً مِّنَ اللهِ এই হুকুম আল্লাহর পক্ষ হতে নির্ধারিত وَاللهُ عَلِيْمٌ حَكِيْمٌ আর আল্লাহ তা'আলা মহাজ্ঞানী অতি প্রজ্ঞাময়।

(৬১) وَمِنْهُمُ আর তাদের মধ্যে এমন কতিপয় লোক আছে الَّذِيْنَ يُؤْذُوْنَ النَّبِيَّ যারা নবীকে যাতনা দেয় وَيَقُوْلُوْنَ এবং বলে যে هُوَ اُذُنٌ তিনি প্রত্যেক কথায় কর্ণপাত করে থাকেন قُلْ আপনি বলে দিন যে اُذُنُ خَيْرٍ لَّكُمْ এই নবী তো কর্ণপাত করে থাকেন সেই কথাতেই যা তোমাদের জন্য কল্যাণকর يُؤْمِنُ بِاللهِ তিনি আল্লাহর [কথাগুলো ওহী মারফত জ্ঞাত হয়ে তৎ] প্রতি ঈমান আনয়ন করেন وَيُؤْمِنُ لِلْمُؤْمِنِيْنَ আর মুমিনদের [কথাকে] বিশ্বাস করেন وَرَحْمَةٌ আর তিনি সেই সকল লোকের প্রতি অনুগ্রহ করেন لِّلَّذِيْنَ اٰمَنُوْا مِنْكُمْ যারা তোমাদের মধ্যে ঈমান আনয়ন করে وَالَّذِيْنَ يُؤْذُوْنَ رَسُوْلَ اللهِ আর যারা রাসূলুল্লাহকে যাতনা দেয় لَهُمْ عَذَابٌ اَلِيْمٌ তাদের জন্য যন্ত্রণাময় শাস্তি রয়েছে।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

৫৭. قوله لَوْ يَجِدُوْنَ مَلْجَاً اَوْ مَغٰرٰتٍ اَوْ مُدَّخَلًا الخ **আয়াতের শানে নুযূল– ১ :** হযরত আবূ সাঈদ খুদরী (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদা রাসূল ﷺ মাল বণ্টন করছিলেন। এ মুহূর্তে খারেজী দলপতি হুরকূস ইবনে যুহাইর খুয়াইসিরা তামিমী নামে পরিচিত। সে বলল, হে আল্লাহর রাসূল! ইনসাফের প্রতি দৃষ্টি রাখবেন। রাসূল ﷺ বললেন, হতভাগা! আমি যদি ইনসাফের প্রতিষ্ঠা না করি, তাহলে আর এমন কে আছে, যে ইনসাফ প্রতিষ্ঠা করবে। এ পরিপ্রেক্ষিতে উল্লিখিত আয়াত নাজিল হয়েছে। –[কুরতুবী-১৫১/৮, ফাতহুল কাদীর-৩৭৩/২]

https://e-ilm.weebly.com/

https://e-ilm.weebly.com/

শানে নুযূল– ২ : ইবনে মারদুভিয়া হযরত ইবনে মাসউদ (রা.)-এর উদ্ধৃতি দিয়ে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেন, নবী করীম ﷺ হুনাইন হতে গনিমত সূত্রে অর্জিত সম্পদ যখন বণ্টন করছিলেন, তখন এক ব্যক্তিকে বলতে শুনেছি যে, আল্লাহ তা'আলা এ ধরনের বণ্টনের প্রতি সন্তুষ্ট নন। এ মুহূর্তে আমি নবী করীম ﷺ -এর নিকট উপস্থিত হয়ে সে সম্পর্কে আলোচনা করলাম। সুতরাং তিনি বললেন, "হযরত মূসা (আ.)-এর প্রতি আল্লাহ তা'আলার রহমত বর্ষিত হোক। তাঁকে এর চেয়েও অধিক কঠোরভাবে কষ্ট দেওয়া হয়েছে। কাজেই ধৈর্যধারণ করার প্রয়োজন। সে পরিপ্রেক্ষিতে উক্ত আয়াত নাজিল হয়েছে। –[রূহুল মা'আনী-১১৯/৫]

শানে নযূল– ৩ : ইবনে জরীর প্রমুখ দাউদ ইবনে আবূ আসেম এর উদ্ধৃতি দিয়ে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেন, নবী করীম ﷺ -এর নিকট সদকার সম্পদ উপস্থিত করা হলে বিভিন্ন জায়গায় বণ্টন করছিলেন। সে সময় তাঁর পিছনেই আনসারী এক লোক ছিল। তখন সে বলল তা ন্যায়সঙ্গত হচ্ছে না। সে পরিপ্রেক্ষিতে আলোচ্য আয়াত নাজিল হয়েছে।

শানে নুযূল– ৪ : কালবী হতে বর্ণিত যে, উল্লিখিত আয়াত আবুল জাওয়াব নামক মুনাফিক সম্পর্কে অবতীর্ণ হয়েছে। সে বলছিল যে, তোমরা তোমাদের নবীকে কী দেখছ না? তিনি তোমাদের অর্জিত সদকাসমূহকে রাখালদের মাঝে বণ্টন করে দিচ্ছেন। আর ধারণা করছেন যে, এ বণ্টন ন্যায়সঙ্গতভাবেই হচ্ছে। এ নরাধমের এহেন ন্যক্কারজনক উপহাসের পরিপ্রেক্ষিতে উক্ত আয়াত নাজিল করা হয়েছে। –[রূহুল মা'আনী-১৯৯-২০০/৫]

৬০. قوله إِنَّمَا الصَّدَقٰتُ لِلْفُقَرَاۤءِ وَالْمَسٰكِيْنِ وَالْعٰمِلِيْنَ عَلَيْهَا الخ **আয়াতের শানে নুযূল :** ইবনে আবী হাতেম ও ইবনে মারদুভিয়া হযরত জাবের (রা.) -এর উদ্ধৃতি দিয়ে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেন, নবী করীম ﷺ -এর নিকট এক বেদুইন এসে দেখল, রাসূল ﷺ গনিমতের সম্পদ বণ্টন করছেন। ফলে সে রাসূল ﷺ -কে বলল যে, আপনি কি এ রাখালদের মাঝে এ মাল বন্টন করছেন? আপনি তা ঠিক করেননি। রাসূল ﷺ বললেন, হতভাগা আমি যদি সুষ্ঠু বণ্টন না করি, তাহলে ন্যায়সঙ্গত বণ্টন করে দিবে কে? তখন সে পরিপ্রেক্ষিতে আল্লাহ তা'আলা আলোচ্য আয়াত নাজিল করেন। –[দুররে মানছুর-২৫০/৩]

৬১. قوله وَمِنْهُمُ الَّذِيْنَ يُؤْذُوْنَ النَّبِيَّ وَيَقُوْلُوْنَ هُوَ اُذُنٌ الخ **আয়াতের শানে নুযূল– ১ :** ইবনে ইসহাক, ইবনুল মুনযির ও ইবনে আবী হাতেম হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) -এর উদ্ধৃতি দিয়ে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেন, নবতাল ইবনে হারেছ রাসূল ﷺ -এর নিকট এসে বসে বসে আলোচনা শোনত। অতঃপর মুনাফিকদের পর্যন্ত হাদীস পৌছাত। সে তাদেরকে বলত যে, মুহাম্মদ ﷺ তাঁর কানবিশিষ্ট যেই তাঁর নিকট কিছু বলে, তা বিশ্বাস করেন । সে পরিপ্রেক্ষিতে আল্লাহ তা'আলা উক্ত আয়াত নাজিল করেন।

শানে নুযূল– ২ : ইবনে আবী হাতেম সুদ্দীর উদ্ধৃতি দিয়ে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন, মুনাফিকদের থেকে খাল্লাছ ইবনে সোওয়াইদ ইবনে সামেত, মুখাশী ইবনে হুমাইর ও ওদীয়াহ ইবনে ছাবেত একত্রিত হয়। অতঃপর রাসূল ﷺ -এর খেদমতে উপস্থিত হওয়ার ইচ্ছা প্রকাশ করল। তখন একে অপরকে নিষেধ করে বলল যে, আমাদের ভয় হয় যে, তোমাদের সম্পর্কে মুহাম্মদের নিকট খবরাখবর পৌছে যাবে। সুতরাং অন্যরা বলল, মুহাম্মদ সব কিছুই শুনে থাকেন। আমরা তাঁর নিকট কসম খেয়ে ওজর জানাব, তখন আমাদেরকে বিশ্বাস করবেন। তা ছিল বিদ্রূপাত্মকভাবেই, সে পরিপ্রেক্ষিতে উল্লিখিত আয়াত নাজিল হয়েছে। –[ফাতহুল কাদীর-৩৭৭/২]

শানে নুযূল– ৩ : ইবনে আবী হাতেম সুদ্দীর উদ্ধৃতি দিয়ে বর্ণনা করেন যে, আলোচ্য আয়াত খাল্লাস ইবনে সোওয়াইদ ইবনে সামেত, রেফা'আহ ইবনে আব্দুল মুনযির ও ওদী'আহ ইবনে ছাবেত এক জামাত মুনাফিক সম্পর্কে নাজিল হয়েছে। তারা বলল, মুহাম্মদ ﷺ সম্পর্কে আমাদের জন্য কিছুই বলা যুক্তিসঙ্গত হবে না। অতঃপর তাদের থেকেই একজন বলল, তোমরা কেউই সমালোচনা করবে না। কারণ আমাদের ভয় হয় যে, তোমরা যা কিছু বলবে, তা হযরত মুহাম্মদ ﷺ -এর নিকট পৌছিয়ে দেওয়া হয়। সে মুহূর্তে খাল্লাস বলল যে, আমাদের যা ইচ্ছা তাই আমরা বলব। পরবর্তীতে আমরা তার নিকট যাব তিনি আমাদেরকে বিশ্বাসও করবেন। কারণ তিনি সকল মানুষের কথাই শুনেন। সে পরিপ্রেক্ষিতে আলোচ্য আয়াত নাজিল হয়েছে।

শানে নুযূল– ৪ : মুহাম্মদ ইবনে ইসহাক হতে বর্ণিত যে, নাবতাল ইবনে হারিছ নামক এক মুনাফিক সম্পর্কে উক্ত আয়াত নাজিল হয়েছে। সে লোকটি ছিল লাল চক্ষু, বিকৃত চেহারা ও কুৎসিত আকৃতিবিশিষ্ট। সে রাসূল ﷺ -এর বাণীসমূহ মুনাফিকদের নিকট নিয়ে পৌছাত। তখন তাকে বলে দেওয়া হলো যে, তুমি এমন করো না। উত্তরে সে নরাধম বলেছিল

যে, মুহাম্মদ ﷺ তো কান কথা শুনেন, যে কেউই তার নিকট কিছু বললে, তার কথা তিনি বিশ্বাস করেন। আমরা যাই কিছু বলি না কেন, পরবর্তীতে তার নিকট আমরা গিয়ে শপথ করে বললে তিনি আমাদেরকে বিশ্বাস করবেন। কারণ তিনি সকল মানুষের কথাই শুনেন। সে পরিপ্রেক্ষিতে উক্ত আয়াত নাজিল হয়েছে। রাসূল ﷺ সে নরাধম সম্পর্কে বলেছিলেন যে, مَنْ أَرَادَ أَنْ يَنْظُرَ إِلَى الشَّيْطَانِ فَلْيَنْظُرْ إِلَى نَبْتَلِ بْنِ الْحَارِثِ –[রূহুল মা'আনী-১২৫/৫, দুররে মানছুর-২৫৩/৩, বাহরে মুহীত-৬৪/৫]

قوله إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ بِهَا (আল্লাহর ইচ্ছা হলো, এগুলোর দ্বারা তাদের আজাবে রাখা) বাক্যে মুনাফিকদের জন্য তাদের ধনসম্পদ ও সন্তানসন্ততিকে যে আজাব বলে অভিহিত করা হয়েছে, তার কারণ হলো, দুনিয়ার মোহে উন্মত্ত থাকা মানুষের জন্য পার্থিব জীবনও এক বড় আজাব। প্রথমে অর্থ উপার্জনের সুতীব্র কামনা। অতঃপর তা হাসিলের জন্য নানা চেষ্টা-তদবির, নিরন্তর দৈহিক ও মানসিক পরিশ্রম, না দিনের আরাম, না রাতের ঘুম, না স্বাস্থ্যের হেফাজত আর না পরিবার পরিজনের সাথে আমোদ-আহ্লাদের অবকাশ। অতঃপর হাড়ভাঙ্গা পরিশ্রম দ্বারা যা কিছু অর্জিত হয়, তার রক্ষণাবেক্ষণ ও তাকে দ্বিগুণ-চতুর্গুণ বৃদ্ধি করার অবিশ্রান্ত চিন্তাভাবনা প্রভৃতি হলো একেকটি স্বতন্ত্র আজাব। এরপর যদি কোনো দুর্ঘটনা ঘটে বা রোগ-ব্যাধির কবলে পতিত হয়, তখন যেন আকাশ ভেঙ্গে পড়ে। সৌভাগ্যক্রমে সবই যদি ঠিক থাকে এবং মনের চাহিদামতো অর্থকড়ি আসতে থাকে, তখন তার নিরাপত্তার প্রয়োজনও উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পায় এবং তখন সে চিন্তা-ফিকির তাকে মুহূর্তের জন্যও আরামে বসতে দেয় না।

পরিশেষে এ সকল অর্থসম্পদ যখন মৃত্যুকালে বা তার আগে হাতছাড়া হাতে দেখে, তখন দুঃখ ও অনুশোচনার অন্ত থাকে না বস্তুত এসবই হলো আজাব। অজ্ঞ মানুষ একে শান্তি ও আরামের সম্বল মনে করে। কিন্তু মনের প্রকৃত শান্তি ও তৃপ্তি কিসে, তার সন্ধান নেয় না। তই শান্তির এই উপকরণকেই প্রকৃত শান্তি মনে করে তা নিয়েই দিবানিশি ব্যস্ত থাকে। অথচ প্রকৃতপক্ষে তা দুনিয়ার জীবনে তার আরামের শত্রু এবং আখেরাতের আজাবের পটভূমি।

কাফেরদের সদকা দেওয়া যায় কি? ৫৮ নং আয়াত থেকে প্রতীয়মান হয় যে, মুনাফিকরাও সদকার অংশ পেত। কিন্তু তাদের মনমতো না পাওয়ায় ক্ষুব্ধ হয়ে নানা আপত্তি উত্থাপন করত। এখানে যদি সদকার সাধারণ অর্থ নেওয়া যায়, যে অর্থ অনুযায়ী সকল ওয়াজিব ও নফল সদকা দান ইমামগণের ঐকমত্যে জায়েজ এবং তা হাদীস দ্বারাও প্রমাণিত। আর যদি সদকা বলতে ফরজ সদকা যথা, জাকাত ও ওশর প্রভৃতি বুঝানো হয়, তবে তো থেকে মুনাফিদেরকেও এজন্য দেওয়া হতো যে, তারা নিজেদেরকে মুসলমানরূপেই প্রকাশ করত এবং কুফরির কোনো প্রকাশ্য প্রমাণও তাদের থেকে পাওয়া যায়নি। আল্লাহ বিশেষ কোনো উদ্দেশ্যে আদেশ দান করেন যে তাদের সাথে মুসলমানদের অনুরূপ আচরণ করা হোক।

–[বয়ানুল কুরআন]

وَلَا يَأْتُونَ الصَّلَاةَ إِلَّا وَهُمْ كُسَالَى "তারা নামাজে আসে না, কিন্তু আলস্যভরে" আয়াতে মুনাফিকদের দুটি আলামত বর্ণিত হয়েছে। নামাজে আলস্য ও দান-খয়রাতের কুণ্ঠাবোধ। এতে মুসলমানদের প্রতি হুঁশিয়ারি প্রদান করা হয়েছে, যেন তারা মুনাফিকদের এই দুপ্রকার অভ্যাস থেকে দূরে থাকে।

সদকার ব্যয় খাত : উপরিউক্ত আয়াতসমূহে সদকা সম্পর্কে মহানবী ﷺ-এর উপর মুনাফিকদের আপত্তির বর্ণনা ও তার জবাব দেওয়া হয়েছে। মুনাফিকরা অপবাদ রটাত যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ (নাঊযুবিল্লাহ) সদকা বন্টনে স্বজনপ্রীতির আশ্রয় নিয়েছেন এবং যাকে যা ইচ্ছা দিয়ে চলেছেন।

আলোচ্য আয়াতে আল্লাহ তা'আলা সদকার ব্যয় খাত ঠিক করে দিয়ে তাদের সন্দেহ নিরসন করেছেন এবং কারা সদকা পাওয়ার উপযুক্ত তা বাতলে দিয়েছেন আর দেখিয়ে দিয়েছেন যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ আল্লাহর হুকুম মতেই সদকা বিলি বন্টন করেছেন, নিজের খেয়ালখুশি মতো নয়।

হাদীসগ্রন্থ আবূ দাউদ ও দারাকুতনী গ্রন্থে বর্ণিত এবং হযরত যিয়াদ ইবনে হারেস ছুদরী কর্তৃক রেওয়ায়েতকৃত এক হাদীস দ্বারাও এ সত্যটি প্রমাণিত হয়। রেওয়ায়েতকারী বলেন, আমি একদা রাসূলে কারীম ﷺ-এর খেদমতে হাজির হয়ে জানতে পারলাম যে, তিনি তাঁর গোত্রের সাথে যুদ্ধ করার জন্য সৈন্যের একটি দল অচিরে প্রেরণ করবেন। আমি আরজ করলাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আপনি বিরত হোন, আমি দায়িত্ব নিচ্ছি যে, তারা সবাই আপনার বশ্যতা স্বীকার করে এখানে হাজির হবে। অতঃপর আমি স্বগোত্রের কাছে পত্র প্রেরণ করি। পত্র পেয়ে তারা সবাই ইসলাম গ্রহণ করে। এর প্রেক্ষিতে

https://e-ilm.weebly.com/

রাসূল ﷺ আমাকে বলেন, يَا أَخَا صُدَاءٍ الْمُطَاعَ فِيْ قَوْمِهِ অর্থাৎ 'তুমি তোমার গোত্রে একান্ত প্রিয় নেতা।' আমি আরজ করলাম, এতে আমার কর্তৃত্বের কিছুই নেই। আল্লাহর অনুগ্রহে তারা হেদায়েত লাভ করে মুসলমান হয়েছে। রেওয়ায়েতকারী বলেন, আমি এই বৈঠকে থাকাবস্থায়ই এক ব্যক্তি এসে রাসূল ﷺ-এর কাছে কিছু সাহায্য প্রার্থনা করল। রাসূল ﷺ তাকে জবাব দিলেন, 'সদকার ভাগ-বাটোয়ারার দায়িত্ব আল্লাহ নবী বা অন্য কাউকে দেননি; বরং তিনি নিজেই সদকার আটটি খাত নির্দিষ্ট করে দিয়েছেন। এ আট শ্রেণির কোনো একটিতে তুমি শামিল থাকলে দিতে পারি।

–[কুরতুবী১৬৮/১]

قوله وَفِيْ أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ لِلسَّائِلِ وَالْمَحْرُوْمِ : অর্থাৎ ধনীদের সম্পদে রয়েছে ফকির বঞ্চিতদের অধিকার।–[সূরা যারিয়াত] এতে বলা হয়েছে যে, ধনীদের সম্পদে গরিবদের একটি নির্দিষ্ট অংশ রয়েছে। আর এ হলো তাদের হক।

এ থেকে বুঝা যায় যে, ধনীরা যে খয়রাত করে, তা তদের এহসান নয়; বরং এটি গরিবদের হক, যা আদায় করা তাদের কর্তব্য। দ্বিতীয়ত এ হক আল্লাহ নিজেই নির্দিষ্ট করে দিয়েছেন। কেউ নিজের খেয়াল কুশি মতো তাতে কম বেশি করতে পারবে না। আল্লাহ নির্দিষ্ট হকের পরিমাণ এবং তা ব্যাখ্যা করার দায়িত্ব রাসূলের উপর সোপর্দ করেছেন। তিনিও এ কাজটিকে এত গুরুত্ব দিয়েছেন যে, তা সাহাবায়ে কেরামকে মৌখিক বলেই যথেষ্ট মনে করেননি এবং এ বিষয়ের বিস্তারিত ব্যাখ্যা সম্বলিত ফরমান লিখে হযরত ওমর ফারূক (রা.) ও আমর ইবনে হাযম (রা.)-কে সোপর্দ করেছেন। এতে পরিষ্কার প্রমাণিত হয় যে, জাকাতের নেসাব এবং প্রত্যেক নেসাবে জাকাতের যে হার তা চির দিনের জন্য আল্লাহ তাঁর রাসূলের মাধ্যমে নির্দিষ্ট করে দিয়েছেন। এতে কোনো যুগে বা কোনো দেশে কমবেশি বা রদবদল করার অধিকার কারো নেই।

নির্ভরযোগ্য তথ্যমতে মক্কায় ইসলামের প্রাথমিক অবস্থায় জাকাত ফরজ হওয়ার আদেশ নাজিল হয়। তাফসীরে ইবনে কাছীরে সূরা মুযযাম্মিলের আয়াত فَأَقِيْمُوا الصَّلٰوةَ وَاٰتُوا الزَّكٰوةَ (সুতরাং নামাজ কায়েম কর ও জাকাত আদায় কর।) দ্বারা তাই প্রমাণ করা হয়। কারণ, সূরাটি ইসলামের প্রাথমিক অবস্থায় নাজিল হয়েছে। তবে বিভিন্ন হাদীস থেকে প্রতীয়মান হয় যে, ইসলামের শুরুতে জাকাতের বিশেষ নেসাব বিশেষ হার নির্ধারণ করা হয়নি; বরং প্রয়োজনের অতিরিক্ত যা থাকত, তা মুসলমানগণ মুক্ত হস্তে আল্লাহর রাহে দান করে দিতেন। হিজরতের পরে মদিনা শরীফে জাকাতের নেসাব ও হার নির্ধারণ করা হয় এবং মক্কা বিজয়ের পর সদকা ও জাকাত আদায়ের সুষ্ঠু নিয়ম নীতি প্রবর্তন করা হয়।

সাহাবা ও তাবেয়ীগণের ঐকমত্যে অত্র আয়াতে সেই ওয়াজিব সদকার খাতগুলোর বর্ণনা দেওয়া হয়েছে যা মুসলমানদের জন্য নামাজের মতোই ফরজ। কারণ এ আয়াতে নির্ধারিত খাতগুলো ফরজ সদকারই খাত। হাদীসমতে নফল সদকা আট খাতের মধ্যে সীমাবদ্ধ নয়; রবং এর পরিসর আরও প্রশস্ত।

যদিও পূর্ববর্তী আয়াতসমূহে সাধারণ অর্থেই সদকা শব্দের ব্যবহার করা হয়েছে। যার মধ্যে ওয়াজিব ও নফল উভয় সদকাই শামিল রয়েছে, তবে অত্র আয়াতে ইমামগণের ঐকমত্যে কেবল ফরজ সদকার খাতসমূহের উল্লেখ রয়েছে। তাফসীরে কুরতুবীতে উল্লেখ আছে যে, কুরআনে যেসব স্থানে 'সদকা' শব্দের ব্যবহার রয়েছে, সেখানে নফল সদকার কোনো নিদর্শন না থাকলে ফরজ সদকাই উদ্দেশ্য হবে।

إِنَّمَا الصَّدَقٰتُ لِلْفُقَرَآءِ الخ আয়াতের শুরুতে إِنَّمَا (কেবল) শব্দ আনা হয়। তাই শুরু থেকেই বুঝা যাচ্ছে যে, সদকার যে সকল খাতের বর্ণনা সামনে দেওয়া হচ্ছে কেবল সে খাতগুলোতেই সকল ওয়াজিব সদকা ব্যয় করা হবে। এছাড়া অন্য কোনো ভালো খাতেও ওয়াজিব সদকা ব্যয় করা যাবে না। যেমন, জিহাদের প্রস্তুতি, মসজিদ ও মাদরাসা নির্মাণ কিংবা জনকল্যাণমূলক সংস্থা প্রভৃতি। এগুলোও যে ভালো এবং আবশ্যকীয় এবং তাতে ব্যয় করা যে বড় ছওয়াবের কাজ তাতে সন্দেহ নেই, কিন্তু যে সকল সদকায় হার নির্দিষ্ট, তা এ সকল কাজে ব্যয় করা যাবে না।

আয়াতের দ্বিতীয় শব্দ 'সাদাকাত' হলো সদকার বহুবচন। আরবি অভিধানে আল্লাহর ওয়াস্তে সম্পদের সে অংশ ব্যয় করা হয়, তাকে সদকা বলা হয়। –(কামূস) ইমাম রাগব (র.) 'মুফরাদাতুল কুরআন' গ্রন্থে বলেন, দানকে সদকা বলা হয় এজন্য যে, দানকারী প্রকারান্তরে দাবি করে যে, কথা ও কাজে সে সত্যবাদী এবং কোনো পার্থিব স্বার্থে নয়; বরং আল্লাহর সন্তুষ্টির উদ্দেশ্যেই তার এই দান-খয়রাত। বস্তুত যে দানের সাথে দুনিয়ার স্বার্থ বা রিয়াকারী যুক্ত থাকে, কুরআন সে দানকে ব্যর্থ বলে গণ্য করেছে।

https://e-ilm.weebly.com/

সদকা শব্দটি ব্যাপক অর্থবোধক। নফল ও ফরজ উভয় দানই এতে শামিল রয়েছে। নফলের জন্য শব্দটির প্রচুর ব্যবহার, তেমনি ফরজ সদকার ক্ষেত্রেও কুরআনের বহু স্থানে শব্দটির ব্যবহার দেখা যায়। যেমন خُذْ مِنْ اَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً এবং আলোচ্য اِنَّمَا الصَّدَقٰتُ আয়াত প্রভৃতি; বরং আল্লামা কুরতুবী (র.)-এর তত্ত্ব মতে কুরআনে যেখানে শুধু সদকা শব্দের ব্যবহার রয়েছে, সেখানে ফরজ সদকা উদ্দেশ্য হয়ে থাকে। আবার কতিপয় হাদীসে সদকা বলতে প্রত্যেক সৎকর্মকেও বুঝানো হয়েছে। যেমন হাদীস শরীফে আছে, 'কোনো মুসলমানের সাথে হৃষ্টচিত্তে সাক্ষাৎ করাও সদকা, কোনো বোঝা বহনকারীর কাঁধে ভার তুলে দেওয়াও সদকা, কূপ থেকে নিজের জন্য উত্তোলিত পানির কিছু অংশ অন্যকে দান করাও সদকা।' এ হাদীসে সদকা শব্দটি ব্যাপক অর্থে ব্যবহার করা হয়েছে।

আলোচ্য আয়াতের তৃতীয় শব্দ হলো لِلْفُقَرَاءِ-এর শুরুতে لِ (লাম) বর্ণটি উদ্দেশ্য নির্ধারণের জন্য ব্যবহৃত হয়েছে। তাই বাক্যের অর্থ হবে, সকল সদকা সেই লোকদেরই হক, যাদের উল্লেখ পরে রয়েছে।

আটটি খাতের বিবরণ : প্রথম ও দ্বিতীয় খাত হলো যথাক্রমে ফকির ও মিসকিনের। আসল অর্থে যদিও পার্থক্য রয়েছে। যথা, ফকির হলো যার কিছুই নেই এবং মিসিকন হলো যে নেসাব পরিমাণ সম্পদের মালিক নয়। তবে জাকাতের হুকুমে সমান। মোটকথা, যার কাছে প্রয়োজনের অতিরিক্ত নেসাব পরিমাণ অর্থ নেই, তাকে জাকাত দেওয়া যাবে এবং সেও নিতে পারবে। প্রয়োজনীয় মালামালের মধ্যে থাকার ঘর, ব্যবহৃত বাসন পেয়ালা, পোশাক পরিচ্ছেদ ও আসবাবপত্র প্রভৃতি শামিল রয়েছে।

সাড়ে সাত তোলা স্বর্ণ কিংবা সাড়ে বায়ান্ন তোলা রূপা বা তার মূল্য যার কাছে রয়েছে এবং সে ঋণগ্রস্ত নয়, সেই নেসাবের মালিক। তাকে জাকাত দেওয়া ও তার পক্ষে জাকাত নেওয়া জায়েজ নয়। অনুরূপ, যার কাছে কিছু রূপা বা নগদ কিছু টাকা এবং কিছু স্বর্ণ আছে সব মিলিয়ে যদি সাড়ে বায়ান্ন তোলা রূপার সমতুল্য হয়, তবে সেও নেসাবের মালিক। তাকেও জাকাত দেওয়া নেওয়া জায়েজ নয়। তবে এ হিসেবে যে নেসাবরে মালিক নয়, কিন্তু স্বাস্থ্যবান উপার্জনক্ষম এবং একদিনের খাবার সংস্থানও যার রয়েছে, তাকে জাকাত দেওয়া অবশ্য জায়েজ, কিন্তু ভিক্ষাবৃত্তি তার জন্য জায়েজ নয়। এ ধরনের লোকের পক্ষে মানুষের কাছে হাত পাতা হারাম। এ ব্যাপারে অনেকের অসাবধানতা রয়েছে। এ ধরনের লোকেরা হাত পেতে যা লাভ করে, তাকে রাসূলুল্লাহ ﷺ জাহান্নামের অঙ্গার বলে অভিহিত করেছেন। –[আবূ দাউদ (র.) হতে কুরতুবী]

অবশ্য সাধারণ সদকা অমুসলিমদেরকেও দেওয়া যায়। হাদীস শরীফে আছে– تَصَدَّقُوْا عَلٰى اَهْلِ الْاَدْيَانِ كُلِّهَا অর্থাৎ 'যে কোনো ধর্মের লোককে দান কর।' কিন্তু রাসূলে কারীম ﷺ হযরত মু'আয (রা.)-কে ইয়েমেন প্রেরণ কালে জাকাত সম্পর্কে হেদায়েত দিয়েছিলেন, যে জাকাতের অর্থ শুধু মুসলিম ধনীদের থেকে নেওয়া হবে এবং মুসলিম গরিবদেরকে দেওয়া হবে। তাই জাকাতের অর্থ শুধু মুসলমান ফকির মিসকিনদের মধ্যে বন্টন করতে হবে। জাকাত ব্যতীত অন্যান্য সদকা-খয়রাত এমনকি সদকায়ে ফিতরাও অমুসলিমদের দেওয়া জায়েজ। –[হেদায়া]

দ্বিতীয় শর্ত নেসাবের মালিক না হওয়া। আর তা ফকির বা মিসকিন শব্দের অর্থেই প্রকাশ পায়। কেননা তার নিকট হয় কিছুই থাকবে না, অথবা নেসাবের পরিমাণ থেকে কম থাকবে। সুতরাং ফকির ও মিসকিনের মধ্যে নেসাব পরিমাণ মালের মালিক না হওয়ার ব্যাপারে কোনো পার্থক্য নেই। যা হোক, এই খাতের পর আরো ছয়টি খাতের বর্ণনা রয়েছে যার প্রথমটি হলো 'আমেলীনে সদকা" অর্থাৎ আদায়কারী। এরা ইসলামি সরকারের পক্ষ থেকে লোকদের কাছ থেকে জাকাত ও ওশর প্রভৃতি আদায় করে বায়তুল মালে জমা দেওয়ার কাজে নিয়োজিত থাকে। এরা যেহেতু এ কাজে নিজেদের সময় ব্যয় করে, সেহেতু তাদের জীবিকা নির্বাহের দায়িত্ব ইসলামি সরকারের উপর বর্তায়। কুরআন মাজীদের উপরিউক্ত আয়াত জাকাতের একাংশ তাদের জন্য রেখে একথা পরিষ্কার করে দিয়েছে যে, তাদের পারিশ্রমিক জাকাতের খাত থেকেই আদায় করা হবে। এর মূল রহস্য হলো এই যে, আল্লাহ পাক মুসলমানদের থেকে জাকাত ও অপরাপর সদকা আদায়ের দায়িত্ব দিয়েছেন রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে। অত্র সূরার শেষের দিকে এক আয়াতে বলা হয়েছে– خُذْ مِنْ اَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً "হে রাসূল! আপনি তাদের মালামাল থেকে সদকা আদায় করুন।" উক্ত আয়াত মতে রাসূলের অবর্তমানে তাঁর উত্তরাধিকারী খলিফা বা আমীরুল মু'মিনীনের উপর জাকাত ও সদকা আদায়ের দায়িত্ব বর্তায়। বলাবহুল্য, সহকারী ব্যতীত আমীরের পক্ষে এ দায়িত্ব সম্পাদন করা সম্ভব নয়। আলোচ্য আয়াতে "আমেলীন" বলতে জাকাত আদায়কারী তথা সেসব সহকারীদের কথাই বলা হয়েছে।

https://e-ilm.weebly.com/

এ আয়াত মতে নবী করীম ﷺ অনেক সাহাবীকে বিভিন্ন স্থানে জাকাত আদায়ের জন্য প্রেরণ করেছিলেন এবং আদায়কৃত জাকাত থেকেই তাদের পারিশ্রমিক দিতেন। এ সকল সাহাবীর অনেকে ধনীও ছিলেন। হাদীস শরীফে আছে, ধনীদের জন্য সদকার অর্থ হালাল নয়, তবে পাঁচ ব্যক্তির জন্য হালাল। প্রথমত যে জিহাদের উদ্দেশ্যে বের হয়েছে, কিন্তু সেখানে প্রয়োজনীয় অর্থ তার নেই, যদিও সে স্বদেশে ধনী। দ্বিতীয়ত সদকা আদায়ের দায়িত্বে নিয়োজিত ব্যক্তি। তৃতীয়ত সেই অর্থশালী ব্যক্তি, যার মওজুদ অর্থের তুলনায় ঋণ অধিক। চতুর্থত যে ব্যক্তি মূল্য আদায় করে গরিব-মিসকিন থেকে সদকার মালামাল ক্রয় করে। পঞ্চমত যাকে গরিব লোকেরা সদকার প্রাপ্ত মাল হাদিয়াস্বরূপ প্রদান করে।

সদকা আদায়কারীদের কি পরিমাণ পারিশ্রমিক দেওয়া হবে সে প্রশ্ন আসা স্বাভাবিক। এ ব্যাপারে হুকুম হলো, তাদের কাজ ও পরিশ্রম অনুসারে পারিশ্রমিক দেওয়া হবে। –[আহকামুল কুরআন : জাসসাস, কুরতুবী] তবে তাদের পারিশ্রমিক আদায়কৃত জাকাতের অর্ধাংশের বেশি দেওয়া যাবে না। জাকাতের আদায়কৃত অর্থ যদি এত অল্প হয় যে, আদায়কারীদের বেতন দিয়ে তার অর্ধেকও বাকি থাকে না, তবে বেতনের হার হ্রাস করতে হবে। অর্ধেকের বেশি বেতন খাতে ব্যয় করা যাবে না। –[তাফসীরে মাযহারী, যহীরিয়া]

উপরিউক্ত আলোচনা থেকে বুঝা গেল যে, জাকাত তাহবীল থেকে আদায়কারীদের যে বেতন দেওয়া হয়, তা সদকা হিসেবে নয়, বরং পরিশ্রমের বিনিময় হিসেবেই দেওয়া হয়। তাই তারা ধনী হলেও এ অর্থের উপযুক্ত এবং জাকাত থেকে তাদের দেওয়া জায়েজ। আট প্রকারের ব্যয় খাতের মধ্যে এই একটি খাতই এমন যে, সেখানে স্বয়ং জাকাতের অর্থ পারিশ্রমিকরূপে দেওয়া যায়। অথচ, জাকাত সে দানকেই বলা হয়, যা কোনো বিনিময় ছাড়াই গরিবদের প্রদান করা হয়। সুতরাং কোনো গরিবকে কাজের বিনিময়ে জাকাতের অর্থ দিলে জাকাত আদায় হবে না।

এখানে দুটি প্রশ্ন উঠতে পারে। প্রথমত জাকাত আদায়কারীদেরকে কাজের বিনিময়ে কিরূপে জাকাতের অর্থ দেওয়া যাবে? দ্বিতীয়ত ধনীর জন্য জাকাতের অর্থ কিভাবে হালাল হবে? উত্তর একটিই। তা হলো এই যে, সদকা আদায়কারীদের আসল পরিচয় জেনে নিতে হবে। তারা আসলে গরিবদেরই উকিলস্বরূপ। বলাবাহুল্য, উকিল কিছু গ্রহণ করলে তা মক্কেলের গ্রহণ বলেই গণ্য হয়। কেউ যদি অন্য লোককে কারো কাছ থেকে কর্জ আদায়ের জন্য উকিল নিযুক্ত করে, তবে কর্জের টাকা উকিলের হাতে অর্পণ করলেও যেমন কর্জদার দায়িত্ব মুক্ত হয়, তেমনি গরিবদের উকিল হিসেবে আদায়কারীর মাধ্যমে সদকা আদায় করলেও ধনীদের জাকাত আদায় হয়ে যাবে। অতঃপর উকিল হিসেবে সদকার যে অর্থ তারা সংগ্রহ করবে, গরিবরাই তার মালিক হবে। এরপর জাকাতের অর্থ থেকে আদায়কারীর যে বেতন দেওয়া হয় তা আসলে গরিবদের পক্ষ থেকেই, ধনীদের পক্ষ থেকে নয়। গরিবরা জাকাতের অর্থ যে কোনো প্রয়োজনে ব্যয় করতে পারে। সুতারাং জাকাতের অর্থ দ্বারা তাদের উকিলদের পারিশ্রমিক দেওয়ার অধিকারও তাদের থাকবে।

অতঃপর প্রশ্ন আসে যে, জাকাত আদায়কারীদেরকে তো গরিবরা উকিল নিযুক্ত করেনি, তরা কেমন করে উকিল সেজে বসল? জবাব হলো যে, ইসলামি রাষ্ট্রের আমীর স্বাভাবিকভাবেই আল্লাহর পক্ষ থেকে সে সমুদয় দায়িত্ব তাঁর। তিনি জাকাত আদায়ের জন্য যাদের নিযুক্ত করেন, তারা তাঁদের প্রতিনিধি হিসাবে গরিবদেরও উকিল সাব্যস্ত হয়।

এ থেকে বুঝা যায় যে, সদকা আদায়কারীদের বেতন হিসেবে যা দেওয়া হয় তা মূলত জাকাতের টাকা নয়; বরং জাকাত যে গরিবদের হক, সে গরিবদের পক্ষ থেকেই তার কাজের বিনিময় মাত্র।

বিশেষ জ্ঞাতব্য : এখানে উল্লেখযোগ্য যে, বর্তমান যুগে ইসলামি মাদরাসা এবং সে জাতীয় প্রতিষ্ঠানগুলোর পরিচালক বা তাদের প্রতিনিধিগণ সদকা ও জাকাত যে ধনীদের থেকে আদায় করেন, তারা উপরিউক্ত হুকুমের অন্তর্ভুক্ত নন। তাই জাকাত সদকা থেকে তাদের বেতন ভাতা আদায় করা যাবে না; বরং ভিন্ন খাত থেকে তার ব্যবস্থা করতে হবে। কারণ তারা ধনীদের উকিল, গরিবদের নয়। ধনীদের পক্ষ থেকেই জাকাতের টাকা উপযুক্ত খাতে ব্যয় করার অধিকার তাদের দেওয়া হয়। সুতরাং জাকাতের টাকা তাদের হস্তগত হওয়ার পর সঠিক স্থানে ব্যয় না করা পর্যন্ত দাতাদের জাকাতও আদায় হবে না।

তারা যে গরিবদের উকিল নয়, তা সুস্পষ্ট কারণ কোনো গরিব তাদের উকিল নিযুক্ত করেননি এবং আমীরুল মুমিনীনের প্রতিনিধিত্বও তারা করেন না। তাই তাদের পক্ষে ধনীদের উকিল হওয়া ব্যতীত আর কোনো পথ খোলা নেই। সুতরাং জাকাত খাতে ব্যয় হওয়ার পূর্ব পর্যন্ত জাকাতের টাকা তাদের হাতে থাকা ও মালিকের হাতে থাকার মধ্যে কোনো পার্থক্য নেই।

https://e-ilm.weebly.com/

এ ব্যাপারে সাধারণত সাবধানতা অবলম্বন করা হয় না। বহু প্রতিষ্ঠন জাকাতের বিস্তর টাকা সংগ্রহ করে বছরের পর বছর সিন্ধুকে তালাবদ্ধ করে রাখে। আর জাকাতদাতারা মনে করে যে, জাকাত আদায় হয়ে গেল। অথচ তাদের জাকাত আদায় হবে তখনই, যখন তা জাকাতের নির্ধারিত যে কোনো একটি খাতে ব্যয়িত হবে।

অনুরূপ অনেকে বর্তমান যুগের জাকাত আদায়কারীদেরকে আমীরুল মুমিনীনের প্রতিনিধিবর্গের সাথে তুলনা করে জাকাতের অর্থ থেকে তাদের বেতন পরিশোধ করে। একান্তভাবেই এটা অজ্ঞতাপ্রসূত। দাতা ও গ্রহীতা কারো পক্ষেই তা জায়েজ নয়।

ইবাদতের পারিশ্রমিক গ্রহণ : এখানে আরও একটি প্রশ্ন আসে। কুরআনের ইশারা ইঙ্গিত এবং হাদীসের স্পষ্ট উক্তি দ্বারা প্রমাণিত রয়েছে যে, কোনো ইবাদতের বিনিময় ও মজুরি নেওয়া হারাম। মুসনাদে আহমদে বর্ণিত এ হাদীসে ইরশাদ হয়েছে– اِقْرَؤُا الْقُرْاٰنَ وَلَا تَاْكُلُوْا بِهٖ অর্থাৎ "কুরআন পাঠ কর, কিন্তু কুরআনকে জীবিকা নির্বাহের মাধ্যমে পরিণত করো না।" অপর হাদীসে কুরআন দ্বারা উপার্জিত বস্তুকে জাহান্নামের অংশ বলা হয়েছে। এসব হাদীসের প্রেক্ষিতে ফিকহ শাস্ত্রবিদগণ একমত যে, ইবাদত বন্দেগীর পারিশ্রমিক নেওয়া জায়েজ নয়। সুতরাং নিঃসন্দেহে সদকা খয়রাত আদায় করাও ইবাদত ও দীনের একটি সেবা। রাসূলে কারীম ﷺ একে একপ্রকারের জিহাদ বলে অভিহিত করেছেন। তাই এ ইবাদতের মজুরি গ্রহণ করাও হারাম হওয়া সঙ্গত। অথচ কুরআনের আলোচ্য আয়াতটি তা স্পষ্টরূপে জায়েজ করে দিয়েছে এবং জাকাতের আট খাতের মধ্যে একেও শামিল করেছে।

ইমাম কুরতুবী (রা.) তাঁর তাফসীরে বলেন, যে ইবাদত ফরজে আইন বা ওয়াজিবে আইন, তার পারিশ্রমিক নেওয়া সর্বাবস্থায় হারাম। কিন্তু যে ইবাদত ফরজে কেফায়াহ হলো, যা সকল উম্মত বা শহরের সকল বাসিন্দার জন্য ফরজ, কিন্তু সকলের আদায় করা জরুরি নয়, কিছু লোক আদায় করলেই সবাই দায়িত্ব মুক্ত হয়। কিন্তু কেউ আদায় না করলে সবাই গুনাহগার হয়।

ইমাম কুরতুবী (র.) বলেন, "এ আয়াত মতে ইমামতি ও ওয়াজ-নসিহতের পারিশ্রমিক নেওয়া জায়েজ রয়েছে। কারণ এগুলো ওয়াজিবে আইন নয়; বরং ওয়াজিবে কেফায়াহ।" অনুরূপ কুরআন হাদীস ও অপরাপর দীনি ইলমের তা'লীম ও প্রচার সকল উম্মতের জন্যই ফরজে কেফায়াহ। কতিপয় লোক দায়িত্ব পালন করলে সকলেই দায়িত্ব মুক্ত হয়ে যায়। তাই এর সকল ইবাদতের বিনিময় নেওয়া জায়েজ।

জাকাতের চতুর্থ ব্যয় খাত হলো 'মুআল্লাফাতুলকুলূব'। সাধারণত তারা তিন চার শ্রেণির বলে উল্লেখ করা হয়। এদের কিছু মুসলমান, কিছু অমুসলমান। মুসলমানদের মধ্যে কেউ ছিল চরম অভাবগ্রস্ত এবং নওমুসলিম, এদের চিত্তাকর্ষণের ব্যবস্থা এজন্য নেওয়া হয়, যেন তাদের ইসলামি বিশ্বাস পরিপক্ক হয়। আর কেউ চির ধনী, কিন্তু তাদের অন্তর তখনো ইসলামে রঞ্জিত হয়নি। আর কেউ কেউ ছিল পরিপক্ক মুসলমান, কিন্তু তার গোত্রকে এর দ্বারা হেদায়েতের পথে আনা উদ্দেশ্য ছিল। অমুসলমনাদের মধ্যেও এমন অনেক রয়েছে যাদের শত্রুতা থেকে বাঁচার জন্য তাদের পরিতুষ্ট রাখার প্রয়োজন ছিল। আর কেউ ছিল, যার ওয়াজ নসিহত কিংবা যুদ্ধ ও শক্তি প্রয়োগ দ্বারাও ইসলামে প্রভাবিত হচ্ছে না; বরং অভিজ্ঞতার আলোকে দেখা যাচ্ছে যে, তারা দয়া, দান ও সদ্ব্যবহারে ইসলামের প্রতি আকৃষ্ট হচ্ছে। রাসূলে কারীম ﷺ-এর সমগ্র জীবনের ব্রত ছিল কুফরির অন্ধকার থেকে আল্লাহর বন্ধুদের ঈমানের আলোয় নিয়ে আসা। তাই এ ধরনের লোকদের প্রভাবিত করার জন্য যে কোনা বৈধ পন্থা অবলম্বন করতেন। এরা সবই মুআল্লাফতুল কুলূবের অন্তর্ভুক্ত এবং আলোচ্য আয়াতে এদেরকে সদকার চতুর্থ ব্যয় খাত রূপে অভিহিত করা হয়েছে।

ইতঃপূর্বে বলা হয়েছে যে, এদের চিত্তাকর্ষণের জন্য সদকার অংশ দেওয়া হতো। সাধারণ ধারণা মতে মুসলিম অমুসলিম উভয় শ্রেণিই এতে রয়েছে। অমুসলিমদের চিত্তাকর্ষণ করা হয় ইসলামের প্রতি উৎসাহিত করার জন্য, আর নওমুসলিমদের পরিতুষ্ট করা হয় ইসলামের উপর অবিচল থাকার জন্য। জনশ্রুতি রয়েছে যে, নবী যুগে উল্লিখিত বিশেষ কারণে এদের সদকা দান করা হতো। কিন্তু রাসূল ﷺ-এর ওফাতের পর যখন ইসলামের শক্তি বৃদ্ধি পায় এবং কাফেরদের শত্রুতা থেকে বাঁচা ও নওমুসলিমদের আকীদা পোক্ত করার জন্য এ সকল পন্থা অবলম্বনের প্রয়োজন তিরোহিত হয়ে যায়, তখন সেই কারণ ও উদ্দেশ্য আর বাকি থাকেনি। তাই তাদের সদকা দানও বন্ধ করে দেওয়া হয়। কতিপয় ফিকহবিদ এ অবস্থার প্রেক্ষিতে হুকুমটি রহিত বলে মন্তব্য করেন। তাঁদের মধ্য রয়েছে হযরত ওমর ফারূক (রা.), হযরত হাসান বসরী, শা'বী, ইমাম আবূ হানীফা ও ইমাম মালেক ইবনে আনাস (র.)।

https://e-ilm.weebly.com/

তবে অপরাপর ইমাম ও ফিকহবিদগণের মতে হুকুমটি রহিত নয়; বরং হযরত আবূ বকর সিদ্দীক (রা.) ও ওমর ফারুক (রা.) -এর যুগে প্রয়োজন ছিল না বলে তা বন্ধ করে দেওয়া হয়েছিল। কিন্তু ভবিষ্যতে পুনরায় প্রয়োজন দেখা দিলে এই শ্রেণির লোকদেরকে জাকাতের অংশ দেওয়া যাবে। এ মতের অনুসারী হলেন ইমাম যুহরী, কাজী আব্দুল ওহাব ইবনে আরাবি, ইমাম শাফেয়ী ও ইমাম আহমদ ইবনে হাম্বল (র.)।

প্রকৃত সত্য কথা হলো এই যে, কোনো যুগেই সদকা প্রভৃতি থেকে অমুসলিমদের অংশ দেওয়া হয়নি এবং তারা জাকাতের চুতর্থ ব্যয় খাত 'মুআল্লাফাতুল কুলূব' শামিল ছিল না।

ইমাম কুরতুবী (র.) স্বীয় তাফসীরগ্রন্থে রাসূলে কারীম ﷺ যাদের চিত্তাকর্ষণের জন্য সদকার খাত থেকে দান করেছিলেন, সবিস্তারে তাদের নামধামসহ উল্লেখ করে বলেছেন- وَبِالْجُمْلَةِ فَكُلُّهُمْ مُؤْمِنٌ وَلَمْ يَكُنْ فِيْهِمْ كَافِرٌ অর্থাৎ তারা ছিল মুসলমান, তাদের মধ্যে অমুসলমান বলতে কেউ ছিল না।

অনুরূপ তাফসীরে মাযহারীতে আছে- لَمْ يَثْبُتْ اَنَّ النَّبِىَّ ﷺ اَعْطٰى اَحَدًا مِنَ الْكُفَّارِ لِلْاِيْلَافِ شَيْئًا مِنَ الزَّكٰوةِ অর্থাৎ 'কোনো রেওয়ায়েত থেকে একথা প্রমাণিত নেই যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ কাফেরদের চিত্তাকর্ষণের জন্য জাকাতের অংশ দিয়েছিলেন।' এ কথার সমর্থনে তাফসীরে কাশশাফের একটি উক্তি পেশ করা যায়। তাতে উল্লেখ আছে যে, "কুরআনের এ স্থানে জাকাতের ব্যয় খাতের বর্ণনার উদ্দেশ্য হলো কাফের মুনাফিকদের অপবাদ খণ্ডন করা যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ সদকার অংশ থেকে তাদের বঞ্চিত করেছেন। আয়াতের এই ব্যয় খাতসমূহের বিবরণ দিয়ে জানিয়ে দেওয়া হচ্ছে যে, সদকায় কাফেরদের কোনো অধিকার নেই। মুআল্লাফাতুল কুলূবে কাফেরগণ শামিল থাকলে একথা বলার প্রয়োজন ছিল না।"

তাফসীরে মাযহারীতে সে ভ্রমটিকেও অত্যন্ত সুস্পষ্ট ব্যাখ্যা করে দেওয়া হয়েছে; যা কোনো কোনো হাদীসের রেওয়ায়েতের দরুন মানুষের মনে সৃষ্টি হয়েছে। সেসব রেওয়ায়েতের দ্বারা প্রামণিত হয় যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ কোনো অমুসলিমরদেরকেও কিছু উপঢৌকন দিয়েছেন। সুতরাং সহীহে মুসলিম ও তিরমিযীর রেওয়ায়েতে সে কথা উল্লেখ রয়েছে যে, মহানবী ﷺ সফওয়ান ইবনে উমাইয়াহকে তার কাফের থাকাকালে কিছু উপঢৌকন দান করেছেন, সে সম্পর্কে ইমাম নববী (র.)-এর উদ্ধৃতিক্রমে লেখা হয়েছে যে, এসব দান জাকাতের মালের মধ্য থেকে ছিল না; বরং হুনাইন যুদ্ধের গনিমতের মালের যে পঞ্চমাংশ বায়তুল মালের অন্তর্ভুক্ত হয়েছিল তার মধ্যে থেকেই দেওয়া হয়েছিল। আর একথা বলাই বাহুল্য যে, বায়তুল মালের এই খাত থেকে মুসলিম অমুসলিম উভয়ের জন্য ব্যয় করা সমস্ত ফিকহবিদগণের ঐকমত্যেই জায়েজ। অতঃপর বলা হয়েছে, ইমাম বায়হাকী (র.) ইবনে সাইয়েদুন্নাস. ইমাম ইবনে কাছীর প্রমুখ সবাই বলেছেন যে, এ দান জাকাতের মাল থেকে ছিল না; বরং গনিমতের পঞ্চমাংশ থেকে ছিল।

এ পর্যন্ত সদকার আটটি ব্যয়ক্ষেত্রের চারটির বিবরণ দান করা হলো, এ চারটি অধিকার 'লাম' বর্ণের আওতায় বর্ণনা করা হয়েছে। বলা হয়েছে- لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسٰكِيْنِ পরবর্তীতে যে চারটি ব্যয় খাতের আলোচনা করা হয়েছে, সেগুলোর মধ্যে শিরোনাম পরিবর্তন করে 'লাম' -এর পরিবর্তে فِىْ (ফী) ব্যবহার করা হয়েছে। বলা হয়েছে- وَفِى الرِّقَابِ وَالْغَارِمِيْنَ ইমাম যামাখশারী (র.) তাঁর কাশশাফ গ্রন্থে এর কারণ বর্ণনা প্রসঙ্গে বলেছেন যে, এতে এ বিষয়ের প্রতি ইঙ্গিত করা উদ্দেশ্য যে, শেষের এ চারটি ব্যয় খাত প্রথম চারটি ব্যয় খাতের তুলনায় বেশি হকদার। কারণ فى হরফটি পাত্রকে বুঝাবার জন্য বলা হয়। ফলে তার অর্থ দাঁড়ায় এই যে. সদকাসমূহ সে সমস্ত লোকের মাঝে রেখে দেওয়া উচিত। তাদের অধিকতর হকদার হওয়ার কারণ এই যে , প্রয়োজনীয়তা তাদেরই অধিক। কেননা যে লোক কারো মালিকানাধীন দাসত্বের শৃঙ্খলে আবদ্ধ, সে সাধারণ ফকির মিসকিনদের তুলনায় অধিক কষ্টে রয়েছে। তেমনিভাবে যে লোক কারো কাছে ঋণী এবং পাওনাদার তার উপর তাকাদা করছে, সে সাধারণ গরিব মিসকিন অপেক্ষা অধিক অভাবে থাকে। কারণ নিজের দৈনন্দিন ব্যয়ভারের চাইতেও বেশি চিন্তা থাকে তার পাওনাদরদের জন্য।

আরেকটি ব্যয়খাত হলো اَلْغَارِمِيْنَ যা اَلْغَارِمْ-এর বহুবচন। এর অর্থ- দেনাদার, ঋণী। একথা পূর্বেই বলা হয়েছে, যে, পঞ্চম ও ষষ্ঠ ব্যয় খাত যা فِىْ-এর সহযোগে বর্ণনা করা হয়েছে, তা প্রাপ্যতার অধিকারে প্রথম চারটি ব্যয় খাত অপেক্ষা অগ্রগণ্য। সেজন্য গোলামকে তার মুক্তির জন্য কিংবা ঋণগ্রস্তকে তার ঋণমুক্তির জন্য দান করা সাধারণ ফকির মিসকিনকে দান করার চাইতে উত্তম। তবে শর্ত হচ্ছে এই যে, সে ঋণগ্রস্তের কাছে এ পরিমাণ সম্পদ থাকবে না, যাতে সে ঋণ

https://e-ilm.weebly.com/

পরিশোধ করতে পারে। কারণ অভিধানে এমন ঋণী ব্যক্তিকেই غَارِمٌ (গারেম) বলা হয়। আবার কোনো কোনো ইমাম এ শর্তও আরোপ করেছেন যে, সে ঋণ যেন কোনো অবৈধ কাজের জন্য না করে থাকে। কোনো পাপ কাজের জন্য যদি ঋণ করে থাকে যেমন, মদ কিংবা বিয়ে-শাদির নাজায়েজ প্রথা অনুষ্ঠান প্রভৃতি, তবে এমন ঋণগ্রস্তকে জাকাতের অর্থ থেকে দান করা যাবে না, যাতে তার পাপ কাজও অপব্যয়ে অনর্থক উৎসাহ দান করা না হয়।

فِيْ سَبِيْلِ اللهِ এখানে আবারো فِيْ হরফের পুনরাবৃত্তি করা হয়েছে। তাফসীরে কাশশাফে বর্ণিত রয়েছে যে, এই পুনাবৃত্তিকে ইঙ্গিত করা উদ্দেশ্য যে, এ খাতটি পূর্বোল্লিখিত সব খাত অপেক্ষা উত্তম। তবে কারণ এই যে, এতে দুটি ফায়দা রয়েছে– ১. গরিব-নিঃস্বের সাহায্য এবং ২. একটি ধর্মীয় সেবায় সহায়তা করা। কারণ فِيْ سَبِيْلِ اللهِ -এর মর্ম সেসব গাজী ও মুজাহিদ, যাদের অস্ত্র ও জিহাদের উপকরণ ক্রয় করার ক্ষমতা নেই অথবা এ ব্যক্তি যার উপর হজ ফরজ হয়ে গেছে, কিন্তু এখন আর তার কাছে এমন অর্থ নেই যাতে সে ফরজ হজ আদায় করতে পারে। এ দুটি কাজই নির্ভেজাল ধর্মীয় খেদমত ও ইবাদত। কাজেই জাকাতের মাল এতে ব্যয় করায় একজন নিঃস্ব লোকের সাহায্য হয় এবং একটি ইবাদত আদায়ের সহযোগিতাও হয়। এমনিভাবে ফিকহবিদগণ ছাত্রদেরকেও এর অন্তর্ভুক্ত করেছেন। কারণ তারাও একটি ইবাদত আদায় করার জন্যই এ ব্রত গ্রহণ করে থাকে। –[যাহেরিয়ার হাওয়ালায় রূহুল মা'আনী]

বাদায়ে' প্রণেতা বলেছেন যে, এমন প্রত্যেক লোকই 'ফী সাবীলিল্লাহ' খাতের আওতাভুক্ত যে কোনো সৎকাজ কিংবা ইবাদত করতে চায় যাতে অর্থের প্রয়োজন। অবশ্য এতে শর্ত এই যে, তার কাছে এমন অর্থসম্পদ থাকবে না যা দ্বারা সংশ্লিষ্ট সে কাজটি সম্পাদন করতে পারে যেমন, ধর্মীয় শিক্ষাও ও তাবলীগ এবং সে জন্য প্রচার প্রকাশনা প্রভৃতি। কোনো জাকাতের হকদার লোক যদি এ কাজ কররেত চায়, তবে তাকে জাকতের মাল দিয়ে সাহায্য করা যেতে পারে, কিন্তু কোনো মালদার লোককে তা দেওয়া যায় না।

উল্লিখিত বিশ্লেষণে বুঝা যায় যে, এ সমস্ত অবস্থাতেই যা فِيْ سَبِيْلِ اللهِ -এর তাফসীরে বর্ণনা করা হলো দারিদ্র্য ও অভাবগ্রস্ততার শর্তটির প্রতি লক্ষ্য রাখা হয়েছে। কোনো ধনী সাহেব নেসাবের কোনো অংশ এতে নেই। অবশ্য যদি তার বর্তমান মালামাল তার সে প্রয়োজন মেটাতে না পারে, যা জিহাদ কিংবা হজের জন্য প্রয়োজন, তবে যদিও নেসাব পরিমাণ মালামাল বর্তমান থাকার কারণে তাকে ধনী বলা যেতে পারে যেমন এক হাদীসেও তাকে غَنِيٌّ (ধনী) বলা হয়েছে, কিন্তু সেও এ হিসাবে ফকির ও অভাবগ্রস্ত বলে গণ্য হবে। যে পরিমাণ অর্থসম্পদ জিহাদ অথবা হজের জন্য প্রয়োজন তা তার কাছে বর্তমান নয়। 'ফাতহুল কাদীর' গ্রন্থে শাইখ ইবনে হুমাম (র.) বলেছেন, সদকা সংক্রান্ত আয়াতসমূহে যেসব ব্যয় খাতের কথা বলা হয়েছে, তার প্রত্যেকটির শব্দই স্বয়ং এর প্রমাণ বহন করে যে, সে তার দৈন্য ও অভাবের ভিত্তিতে হকদার । ফকির ও ফী সাবীলিল্লাহ, ইবনুসসাবীল প্রভৃতি শব্দও এরই ইঙ্গিতবহ যে, তাদের অভাব দূর করার ভিত্তিতেই তাদেরকে দান করা হয়। অবশ্য যারা عَامِلِيْنَ (আমেলীন) জাকাত উসূলকারী তাদেরকে দেওয়া হয় তাদের সেবার বিনিময়ে। সুতরাং এতে আমীর ফকির সমান। যেমন غَارِمِيْنَ -এর খাত সম্পর্কে বর্ণনা করা হয়েছে যে, যে লোকের উপর দশ হাজার টাকার ঋণ রয়েছে এবং পাঁচ হাজার টাকা তার কাছে রয়েছে তাকে পাঁচ হাজার টাকার জাকাত দেওয়া যেতে পারে। কারণ যে মাল তার কাছে মওজুদ রয়েছে, তা তার ঋণের দরুন না থাকারই শামিল।

জ্ঞাতব্য : فِيْ سَبِيْلِ اللهِ শব্দের অর্থ অতি ব্যাপক। যেসব কাজ আল্লাহ তা'আলার সন্তুষ্টি লাভের উদ্দেশ্যে করা হয়, সে সবই এই ব্যাপক মর্মানুযায়ী فِيْ سَبِيْلِ اللهِ -এর অন্তর্ভুক্ত। যেসব লোক রাসূলে কারীম ﷺ -এর ব্যাখ্যা ও বর্ণনা এবং তাফসীর শাস্ত্রের ইমামগণের বক্তব্য থেকে দৃষ্টি ফিরিয়ে নিয়ে শুধু মাত্র শাব্দিক অর্থের মাধ্যমে কুরআনকে বুঝাতে চায়, এখানে তাদের এ বিভ্রান্তির সম্মুখীন হতে হয়েছে যে, তারা فِيْ سَبِيْلِ اللهِ শব্দটি দেখেই সে সমস্ত কাজকেও জাকাতের ব্যয় খাতের অন্তর্ভুক্ত করে নিয়েছে, যা কোনো কোনো দিক দিয়ে সৎকাজ কিংবা ইবাদত বলে গণ্য। মসজিদ, মাদরাসা, হাসপাতাল, সরাইখানা প্রভৃতি নির্মাণ, কূপ খনন, পুল ও সড়ক তৈরি করা এবং সেসব জনকল্যাণমূলক সংস্থার কর্মচারীদের বেতন ও যাবতীয় ব্যবস্থাপনার প্রয়োজনীয়তাকে তাঁরা فِيْ سَبِيْلِ اللهِ -এর অন্তর্ভুক্ত করে নিয়ে জাকাতের ব্যয় খাত সাব্যস্ত করে দিয়েছেন। যা একান্তই ভুল এবং সমগ্র উম্মতের ইজমার পরিপন্থি। সাহাবায়ে কেরাম, যাঁরা কুরআনকে সরাসরি রাসূলে কারীম ﷺ -এর নিকট অধ্যায়ন করেছেন ও বুঝেছেন, তাঁদের এবং তাবেয়ীন ইমামগণের যত রকম তাফসীর এ শব্দটির ব্যাপারে উদ্ধৃত রয়েছে তাতে এ শব্দটিকে হজব্রতী ও মুজাহেদীনের জন্য নির্দিষ্ট বলে সাব্যস্ত করা হয়েছে।

https://e-ilm.weebly.com/

এক হাদীসে বর্ণিত রয়েছে যে, এক ব্যক্তি তাঁর একটি উট فِىْ سَبِيْلِ اللهِ (ফী সাবীলিল্লাহ) ওয়াকফ করে দিয়েছিল। তখন মহানবী ﷺ সে লোকটিকে বলে দেন যে, একে হাজীদের সফরের কাজে ব্যবহার করো। –[মাবসূত-৩,পৃ.-১০]

ইমাম ইবনে জারীর, ইবনে কাছীর প্রমূখ হাদীসের রেওয়ায়েতের দ্বারাই কুরআনের তাফসীর করেন। তাঁদের সবাই فِىْ سَبِيْلِ اللهِ শব্দকে এমন মুজাহিদীন ও হজ্বব্রতীদের জন্য নির্দিষ্ট করেছেন, যাদের কাছে জিহাদ কিংবা হজ করার উপকরণ নেই। আর যেসব ফিকহবিদ মনীষীবৃন্দ তালেবে ইলম কিংবা অন্যান্য সৎকর্মীদেরকে এর অন্তর্ভুক্ত করেছেন তাঁরাও এ শর্তেই তা করেছেন যে, তাদেরকে ফকির ও অভাবগ্রস্ত হতে হবে। আর একথা বলাই বাহুল্য যে, ফকির ও অভাবগ্রস্তরা নিজেই জাকাতের সর্বপ্রথম ব্যয় খাত। এদেরকে ফী সাবীলিল্লাহর অন্তর্ভুক্ত করা না হলেও এরা জাকাতের হকদার ছিল। কিন্তু চার ইমাম ও উম্মতের ফিকহবিদগণের কেউই একথা বলেননি যে, জনকল্যাণমূলক প্রতিষ্ঠান ও মসজিদ মাদরাসা নির্মাণে এবং সে সমস্তের যাবতীয় প্রয়োজন জাকাতের ব্যয় খাতের অন্তর্ভুক্ত; বরং তাঁরা এ বিষয়ে ভিন্ন মত ব্যক্ত করেছেন যে, জাকাতের মালামাল এসব বিষয়ে ব্যয় করা না জায়েজ। হানাফী ফিকহবিদ ইমামগণের মধ্যে শামসুল আইম্মা সারাখসী মাবসূত দ্বিতীয় খণ্ড, ২০২ পৃষ্ঠায় এবং শরহে সিয়ার চতুর্থ খণ্ড, ২৪৪ পৃষ্ঠায়, শাফেয়ী ফিকহবিদগণের মধ্যে আবূ ওবায়েদ 'কিতাবুল আমওয়াল' গ্রন্থে, মালেকী ফিকহবিদগণের 'দার্দেজ শরহে মুখতাসারুল খলীল' প্রথম খণ্ড, ১৬১ পৃষ্ঠায় এবং হাম্বলী ফিকহবিদগণের মধ্যে মুগনী গ্রন্থে এ বিষয়টি সবিস্তারে লিখেছেন।

اِبْنُ السَّبِيْلِ (ইবনুস সাবীল)। سَبِيْل অর্থ– পথ। আর اِبْن অর্থ মূলত : পুত্র হলেও আরবি পরিভাষায় اَخٌ ও اِبْنٌ প্রভৃতি সে সমস্ত বিষয়ের জন্যও বলা হয়, যার গভীর ও নিবীড় সম্পর্ক কারো সাথে থাকে। এ পরিভাষা অনুযায়ী اِبْنُ السَّبِيْلِ বলা হয় পথিক ও মুসাফিরকে। কারণ পথ অতিক্রম করা এবং গন্তব্য স্থানের সন্ধান করার সাথে তাদের সম্পর্কও অতি নিবীড়। আর জাকাতের ব্যয় খাতের ক্ষেত্রে এমন মুসাফির বা পথিককে বুঝানোই উদ্দেশ্য, যার কাছে সফরকালে প্রয়োজনীয় অর্থ সম্পদ নেই, স্বদেশে তার যতো অর্থসম্পদই থাক না কেন। এমন মুসাফিরকে জাকাতের মাল দেওয়া যেতে পারে, যাতে করে সে তার সফরের প্রয়োজনাদি সমাধা করতে পারবে এবং স্বদেশে ফিরে যেতে সমর্থ হবে।

শব্দ বিশ্লেষণ

مَلْجَأً : সীগাহ واحد ظرف اسم বহছ বহুবচন مَلَاجِئُ অর্থ– আশ্রয়স্থল।

مَغٰرٰتٍ : শব্দটি বহুবচন, একবচন مَغَارَةٌ অর্থ– গিরিগুহা।

وَلَّوْا : সীগাহ جمع مذكر غائب বহছ اثبات فعل ماضى معروف বাব تَفْعِيْل মাসদার اَلتَّوْلِيَةُ মূলবর্ণ (و . ل . ى) জিনস لفيف مفروق অর্থ– তারা পৃষ্ঠপ্রদর্শন করে।

اَلْغٰرِمِيْنَ : সীগাহ جمع مذكر বহছ اسم فاعل বাব سَمِعَ মাসদার اَلْغُرْمُ মূলবর্ণ (غ . ر . م) জিনস صحيح অর্থ– ঋণী, করজদার।

يُؤْذُوْنَ : সীগাহ جمع مذكر غائب বহছ اثبات فعل مضارع معروف বাব اِفْعَالٌ মাসদার اَلْاِيْذَاءُ মূলবর্ণ (ا . ذ . ى) জিনস মুরাক্কাব, مهموز فاء ও ناقص يائى অর্থ–তারা কষ্ট দেয়।

https://e-ilm.weebly.com/

يَحۡلِفُوۡنَ بِاللّٰهِ لَكُمۡ لِيُرۡضُوۡكُمۡ ۚ وَاللّٰهُ وَرَسُوۡلُهٗۤ اَحَقُّ اَنۡ يُّرۡضُوۡهُ اِنۡ كَانُوۡا مُؤۡمِنِيۡنَ (٦٢)

অনুবাদ : ৬২. তারা তোমাদের নিকট শপথ করে থাকে, যেন তারা তোমাদেরকে রাজি করতে পারে, অথচ আল্লাহ এবং তাঁর রাসূল হচ্ছেন অধিক হকদার, [এই বিষয়ে] যে, তারা যদি সত্যিকারের মুসলমান হয়ে থাকে, তবে তারা যেন তাঁকে সন্তুষ্ট করে।

اَلَمۡ يَعۡلَمُوۡۤا اَنَّهٗ مَنۡ يُّحَادِدِ اللّٰهَ وَرَسُوۡلَهٗ فَاَنَّ لَهٗ نَارَ جَهَنَّمَ خَالِدًا فِيۡهَا ؕ ذٰلِكَ الۡخِزۡىُ الۡعَظِيۡمُ (٦٣)

৬৩. তাদের কি খবর নেই যে, যে ব্যক্তি আল্লাহ তা'আলা ও তাঁর রাসূলের বিরুদ্ধাচরণ করে, তবে এটা সুনিশ্চিত যে, এমন লোকের ভাগ্যে রয়েছে দোজখের আগুন এরূপভাবে যে, সে তাতে অনন্তকাল থাকবে। এটা হচ্ছে বিষম লাঞ্ছনা।

يَحۡذَرُ الۡمُنٰفِقُوۡنَ اَنۡ تُنَزَّلَ عَلَيۡهِمۡ سُوۡرَةٌ تُنَبِّئُهُمۡ بِمَا فِىۡ قُلُوۡبِهِمۡ ؕ قُلِ اسۡتَهۡزِءُوۡا ۚ اِنَّ اللّٰهَ مُخۡرِجٌ مَّا تَحۡذَرُوۡنَ (٦٤)

৬৪. মুনাফিকরা আশঙ্কা করে যে, মুসলমানদের প্রতি না এমন কোনো সূরা নাজিল হয়ে পড়ে— যা তাদেরকে সেই মুনাফিকদের অন্তরের কথা অবহিত করে দেয়। আপনি বলে দিন যে, হ্যাঁ, তোমরা বিদ্রূপ করতে থাক, নিশ্চয় আল্লাহ তা'আলা সেই বিষয়কে প্রকাশ করে দিবেন, যে সম্বন্ধে তোমরা আশঙ্কা করছিলে।

وَلَئِنۡ سَاَلۡتَهُمۡ لَيَقُوۡلُنَّ اِنَّمَا كُنَّا نَخُوۡضُ وَنَلۡعَبُ ؕ قُلۡ اَبِاللّٰهِ وَاٰيٰتِهٖ وَرَسُوۡلِهٖ كُنۡتُمۡ تَسۡتَهۡزِءُوۡنَ (٦٥)

৬৫. আর যদি আপনি তাদেরকে জিজ্ঞাসা করেন, তবে তারা বলে দিবে যে, আমরা তো কেবল গল্প-গুজব ও হাসি-তামাশা করছিলাম, আপনি বলে দিন, তবে কি তোমরা আল্লাহ তা'আলার প্রতি এবং তাঁর আয়াতসমূহের প্রতি এবং তাঁর রাসূলের প্রতি হাসিঠাট্টা করছিলে?

শাব্দিক অনুবাদ

৬২. يَحۡلِفُوۡنَ بِاللّٰهِ لَكُمۡ তারা তোমাদের নিকট শপথ করে থাকে لِيُرۡضُوۡكُمۡ যেন তারা তোমাদেরকে রাজি করতে পারে وَاللّٰهُ وَرَسُوۡلُهٗۤ اَحَقُّ অথচ আল্লাহ এবং তাঁর রাসূল হচ্ছেন অধিক হকদার اَنۡ يُّرۡضُوۡهُ তবে তারা যেন তাঁকে সন্তুষ্ট করে اِنۡ كَانُوۡا مُؤۡمِنِيۡنَ তারা যদি সত্যিকারের মুসলমান হয়ে থাকে।

৬৩. اَلَمۡ يَعۡلَمُوۡۤا তাদের কি খবর নেই যে اَنَّهٗ مَنۡ يُّحَادِدِ اللّٰهَ وَرَسُوۡلَهٗ যে ব্যক্তি আল্লাহ তা'আলা ও তাঁর রাসূলের বিরুদ্ধাচরণ করে فَاَنَّ لَهٗ نَارَ جَهَنَّمَ তবে এটা সুনিশ্চিত যে, এমন লোকের ভাগ্যে রয়েছে দোজখের আগুন এরূপভাবে যে خَالِدًا فِيۡهَا সে তাতে অনন্তকাল থাকবে ذٰلِكَ الۡخِزۡىُ الۡعَظِيۡمُ এটা হচ্ছে বিষম লাঞ্ছনা।

৬৪. يَحۡذَرُ الۡمُنٰفِقُوۡنَ মুনাফিকরা আশঙ্কা করে যে اَنۡ تُنَزَّلَ عَلَيۡهِمۡ سُوۡرَةٌ মুসলমানদের প্রতি না এমন কোনো সূরা নাজিল হয়ে পড়ে— تُنَبِّئُهُمۡ بِمَا فِىۡ قُلُوۡبِهِمۡ যা তাদেরকে সেই মুনাফিকদের অন্তরের কথা অবহিত করে দেয় قُلِ আপনি বলে দিন যে اسۡتَهۡزِءُوۡا হ্যাঁ, তোমরা বিদ্রূপ করতে থাক اِنَّ اللّٰهَ مُخۡرِجٌ مَّا تَحۡذَرُوۡنَ নিশ্চয় আল্লাহ তা'আলা সেই বিষয়কে প্রকাশ করে দিবেন, যে সম্বন্ধে তোমরা আশঙ্কা করছিলে।

৬৫. وَلَئِنۡ سَاَلۡتَهُمۡ আর যদি আপনি তাদেরকে জিজ্ঞাসা করেন لَيَقُوۡلُنَّ তবে তারা বলে দিবে যে اِنَّمَا كُنَّا نَخُوۡضُ وَنَلۡعَبُ আমরা তো কেবল গল্পগুজব ও হাসিতামাশা করছিলাম قُلۡ আপনি বলে দিন اَبِاللّٰهِ وَاٰيٰتِهٖ وَرَسُوۡلِهٖ كُنۡتُمۡ تَسۡتَهۡزِءُوۡنَ তবে কি তোমরা আল্লাহ তা'আলার প্রতি এবং তাঁর আয়াতসমূহের প্রতি এবং তাঁর রাসূলের প্রতি হাসিঠাট্টা করছিলে?

https://e-ilm.weebly.com/

অনুবাদ : (৬৬) তোমরা এখন বেহুদা ওজর করো না, তোমরা তো নিজেদেরকে মুমিন প্রকাশ করার পর কুফরি করেছ, যদিও আমি তোমাদের মধ্য হতে কতককে ক্ষমা করে দেই, তবুও কতককে তো শাস্তি দিবই, কারণ তারা অপরাধী ছিল।	لَا تَعْتَذِرُوْا قَدْ كَفَرْتُمْ بَعْدَ اِيْمَانِكُمْ ؕ اِنْ نَّعْفُ عَنْ طَآئِفَةٍ مِّنْكُمْ نُعَذِّبْ طَآئِفَةً بِاَنَّهُمْ كَانُوْا مُجْرِمِيْنَ ﴿٦٦﴾
(৬৭) মুনাফিক পুরুষগণ এবং মুনাফিক নারীগণ সকলেই এক রকম। অসৎকর্মের [অর্থাৎ কুফর ও ইসলাম বিরোধিতার] শিক্ষা দেয় এবং সৎকর্ম হতে বারণ করে এবং নিজেদের হস্তসমূহকে [আল্লাহর রাহে ব্যয় করা হতে] বন্ধ করে রাখে, তারা আল্লাহ তা'আলার খেয়াল করল না, অতএব, আল্লাহ তা'আলাও তাদের খেয়াল করলেন না নিঃসন্দেহে এই মুনাফিকরা হচ্ছে বড়ই অবাধ্য।	اَلْمُنٰفِقُوْنَ وَالْمُنٰفِقٰتُ بَعْضُهُمْ مِّنْۢ بَعْضٍ ۘ يَاْمُرُوْنَ بِالْمُنْكَرِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمَعْرُوْفِ وَيَقْبِضُوْنَ اَيْدِيَهُمْ ؕ نَسُوا اللّٰهَ فَنَسِيَهُمْ ؕ اِنَّ الْمُنٰفِقِيْنَ هُمُ الْفٰسِقُوْنَ ﴿٦٧﴾
(৬৮) আল্লাহ তা'আলা মুনাফিক পুরুষদের ও মুনাফিক নারীদের এবং কাফেরদের সাথে দোজখের আগুনের অঙ্গীকার করে রেখেছেন, যাতে তারা চিরকাল থাকবে, এটা তাদের জন্য যথেষ্ট, আর আল্লাহ তা'আলা তাদেরকে স্বীয় রহমত হতে দূর করে দিবেন এবং তাদের চিরস্থায়ী আজাব হবে।	وَعَدَ اللّٰهُ الْمُنٰفِقِيْنَ وَالْمُنٰفِقٰتِ وَالْكُفَّارَ نَارَ جَهَنَّمَ خٰلِدِيْنَ فِيْهَا ؕ هِيَ حَسْبُهُمْ ۚ وَلَعَنَهُمُ اللّٰهُ ۚ وَلَهُمْ عَذَابٌ مُّقِيْمٌ ﴿٦٨﴾

ع ٨ ١٤

https://e-ilm.weebly.com/

শাব্দিক অনুবাদ

(৬৬) لَا تَعْتَذِرُوْا তোমরা এখন বেহুদা ওজর করো না قَدْ كَفَرْتُمْ তোমরা তো কুফরি করেছ بَعْدَ اِيْمَانِكُمْ নিজেদেরকে মুমিন প্রকাশ করার পর اِنْ نَّعْفُ عَنْ طَآئِفَةٍ مِّنْكُمْ যদিও আমি তোমাদের মধ্য হতে কতককে ক্ষমা করে দেই نُعَذِّبْ طَآئِفَةً তবুও কতককে তো শাস্তি দিবই بِاَنَّهُمْ كَانُوْا مُجْرِمِيْنَ কারণ তারা অপরাধী ছিল।

(৬৭) اَلْمُنٰفِقُوْنَ মুনাফিক পুরুষগণ وَالْمُنٰفِقٰتُ এবং মুনাফিক নারীগণ بَعْضُهُمْ مِّنْۢ بَعْضٍ সকলেই এক রকম يَاْمُرُوْنَ بِالْمُنْكَرِ অসৎকর্মের [অর্থাৎ কুফর ও ইসলাম বিরোধিতার] শিক্ষা দেয় وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمَعْرُوْفِ এবং সৎকর্ম হতে বারণ করে وَيَقْبِضُوْنَ اَيْدِيَهُمْ এবং নিজেদের হস্তসমূহকে [আল্লাহর রাহে ব্যয় করা হতে] বন্ধ করে রাখে نَسُوا اللّٰهَ তারা আল্লাহ তা'আলার খেয়াল করল না فَنَسِيَهُمْ অতএব, আল্লাহ তা'আলাও তাদের খেয়াল করলেন না اِنَّ الْمُنٰفِقِيْنَ هُمُ الْفٰسِقُوْنَ নিঃসন্দেহে এই মুনাফিকরা হচ্ছে বড়ই অবাধ্য।

(৬৮) وَعَدَ اللّٰهُ আল্লাহ তা'আলা অঙ্গীকার করে রেখেছেন الْمُنٰفِقِيْنَ মুনাফিক পুরুষদের وَالْمُنٰفِقٰتِ ও মুনাফিক নারীদের وَالْكُفَّارَ এবং কাফেরদের সাথে نَارَ جَهَنَّمَ দোজখের আগুনের خٰلِدِيْنَ فِيْهَا যাতে তারা চিরকাল থাকবে هِيَ حَسْبُهُمْ এটা তাদের জন্য যথেষ্ট وَلَعَنَهُمُ اللّٰهُ আর আল্লাহ তা'আলা তাদেরকে স্বীয় রহমত হতে দূর করে দিবেন وَلَهُمْ عَذَابٌ مُّقِيْمٌ এবং তাদের চিরস্থায়ী আজাব হবে।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

(৬২) قوله يَحْلِفُونَ بِاللّٰهِ لَكُمْ لِيُرْضُوكُمْ وَاللّٰهُ وَرَسُولُهُ أَحَقُّ الخ **আয়াতের শানে নুযূল- ১ :** ইবনুল মুনযির ও ইবনে আবী হাতেম হযরত কাতাদার উদ্ধৃতি দিয়ে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন, আমাদেরকে মুনাফিক এক ব্যক্তি বলল, আল্লাহর শপথ মুহাম্মদ ﷺ যা কিছু বলছেন, তা যদি সত্য হয়ে থাকে, তাহলে আমরা গাধা অপেক্ষাও অতি নিকৃষ্ট হয়ে যাব। সে সময় কোনো একজন মুসলমান তা শুনে ফেলল। সে মুহূর্তে তিনি জবাবে বলেন যে, আল্লাহর শপথ মুহাম্মদ ﷺ-এর সব কিছু সত্য। আর তুই গাধা থেকেও অতি নিকৃষ্ট। পরন্তু সে লোকটি নবী করীম ﷺ-এর নিকট দৌড়িয়ে গিয়ে এ সম্পর্কে জানালেন। সুতরাং রাসূল ﷺ সে মুনাফিককে ডেকে এনে জিজ্ঞেস করলেন যে, তুমি কিসের জন্য এ ধরনের মন্তব্য করলে? তখন সে অভিসম্পাত ও কসম খেয়ে তা অস্বীকার করতে লাগল। অবস্থা এমন দেখে মুসলমান ব্যক্তি বলতে লাগলেন যে, اَللّٰهُمَّ صَدِّقِ الصَّادِقَ وَكَذِّبِ الْكَاذِبَ হে আল্লাহ! সত্যের জয় ও অসত্যের বিলীন করে দাও। এ পরিপ্রেক্ষিতে আল্লাহ তা'আলা উক্ত আয়াত নাজিল করেন।

শানে নুযূল-২ : মুকাতিল ও কালবী কর্তৃক বর্ণিত রয়েছে যে, আলোচ্য আয়াত এক জামাত মুনাফিক সম্পর্কে নাজিল হয়েছে। এ শ্রেণির মুনাফিক তাবূক যুদ্ধে অংশগ্রহণ করা থেকে বিরত রয়েছিল। অতঃপর রাসূল ﷺ যখন ফিরে আসলেন, তখন মুনাফিকরা মুমিনদের কাছে গিয়ে যুদ্ধে অংশগ্রহণ না করার জন্য কসম খেয়ে খেয়ে ওজর পেশ করতে লাগল। সে প্রেক্ষিতে উক্ত আয়াত নাজিল হয়েছে। -[রূহুল মা'আনী-১২৮/৫, ফাতহুল কাদীর-৩৭৭/২, দুররে মানছূর-৫৫৩/৩, ইবনে কাছীর-৩৭৪/২, কুরতুবী-১৭৮/৮]

(৬৪) قوله يَحْذَرُ الْمُنٰفِقُوْنَ اَنْ تُنَزَّلَ عَلَيْهِمْ سُوْرَةٌ تُنَبِّئُهُمْ بِمَا فِيْ قُلُوْبِهِمْ الخ **আয়াতের শানে নুযূল- ১ :** মুজাহিদ বলেন, মুনাফিকরা রাসূল ﷺ-এর প্রতি বিভিন্ন ধরনের মন্দাচারী করে বলত, হয়তো আল্লাহ তা'আলা আমাদের গোপনীয়তাকে প্রকাশ করবেন না। তখন উক্ত আয়াত নাজিল হয়েছে।

শানে নুযূল-২ : সুদ্দী বলেন, মুনাফিকদের কেউ কেউ বলেছিল যে, আমি একশত বেত্রাঘাত গ্রহণ করাকে ভালোবাসি, তবুও আমাদের অবমাননা ও লাঞ্ছনাকর কোনো কিছু নাজিল না হোক। সে পরিপ্রেক্ষিতে উক্ত আয়াত নাজিল হয়েছে।

শানে নুযূল-৩ : ইবনে কায়সান বলল, মুনাফিকদের একটি দল রাসূল ﷺ-এর উদ্দেশ্যে পথে দাঁড়াল। রাসূল ﷺ তখন তাবূক যুদ্ধ হতে ফিরে আসছিলেন এবং রাতটিও ছিল অন্ধকার। তাদের উদ্দেশ্য ছিল তারা রাসূল ﷺ-এর উপর আঘাত হানবে। তাদের এহেন অসৎ উদ্দেশ্য সম্পর্কে আল্লাহ তা'আলা তাঁর রাসূল ﷺ-কে জিবরাঈল (আ.)-এর মাধ্যমে জানিয়ে দিলেন। সে জানানোর পরিপ্রেক্ষিতে উক্ত আয়াত নাজিল হয়েছে। আলোচ্য আয়াত এ কথার প্রমাণ করে যে, রাসূল ﷺ আলিমুল গায়ব ছিলেন না। অন্যথায় রাসূল ﷺ-কে অবগত করার জন্য আয়াত নাজিল করার কোনো প্রয়োজন ছিলনা। -[বাহরে মুহীত-৬৭/৫, দুররে মানছূর ২৫৪/৩, তাবারী-৪০৮/৬, কুরতুবী ১৮০/৮, ফাতহুল কাদীর-৩৭৮/২]

(৬৫) قوله وَلَئِنْ سَاَلْتَهُمْ لَيَقُوْلُنَّ اِنَّمَا كُنَّا نَخُوْضُ وَنَلْعَبُ الخ **আয়াতের শানে নুযূল-১ :** আবূ নাঈম হুলিয়া গ্রন্থে শুরাইহ ইবনে উবাইদের উদ্ধৃতি দিয়ে বর্ণনা করেন যে, কোনো এক ব্যক্তি হযরত আবুদ দারদা (রা.)-কে বলল, হে লোক সকল! তোমরা আমাদের অপেক্ষা অতি ভিতু কেন? তোমাদের নিকট কিছু চাওয়া হলে, কার্পণ্যতা কর কেন, যখন খেতে যাও তখন বড় লুকমা দাও কেন? তখন হযরত আবুদ দারদা (রা.) কোনো জবাব না দিয়ে সেখান থেকে চলে গিয়ে হযরত ওমর ইবনুল খাত্তাব (রা.)-কে এ বিষয়টি সম্পর্কে অবগত করেন। এ মন্তব্য যে লোকটি করেছিল হযরত ওমর (রা.) তৎক্ষণাৎ সে লোকটির নিকট এসে তার কাপড় ও গণ্ডদেশে ধরে টেনে হিঁচড়ে রাসূল ﷺ-এর দরবারে উপস্থিত করেন। তখন সে লোকটি বলেছিল যে, আমি এরূপভাবে খেলা করি। সে পরিপ্রেক্ষিতে আল্লাহ তা'আলা আলোচ্য আয়াত নাজিল করেন।

-[ফাতহুল কাদীর-৩৭৮/২, দুররে মানছূর-২৫৪/৩]

শানে নুযূল-২ : ইবনুল মুনযির ও ইবনে আবী হাতেম হযরত কাতাদা (রা.) থেকে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন, তাবূক যুদ্ধে যাওয়ার পথে রাসূল ﷺ-এর সামনে কিছু মুনাফিক লোকদের প্রতি দৃষ্টি নিপতিত হয়। যারা বলছিল যে, এই সে ব্যক্তি

https://e-ilm.weebly.com/

নাকি যিনি সিরিয়ার অট্টালিকা ও কিল্লাহগুলো দখল করার অভিপ্রায় ব্যক্ত করেন? তা তো অনেক দূরের কথা। এখন আল্লাহ তা'আলা নবীকে সে বিষয়টি জানিয়ে দিলেন। সুতরাং রাসূল ﷺ বললেন, এ সকল আরোহীদেরকে আটকে রাখ। অতঃপর রাসূল ﷺ তাদের নিকট এসে বললেন, তোমরা এমন এমন মন্তব্য করেছ? জবাবে ওরা বলল, হে আল্লাহর নবী! আমরা তো কেবল আমোদ-প্রমোদ করে থাকি। এ পরিপ্রেক্ষিতে আলোচ্য আয়াত নাজিল হয়েছে।

–[রূহুল মা'আনী– ১৩০/৫, দুররে মানছূর– ১৫৪/৩, কুরতুবী– ১৮১/৮, তাবারী– ৪০৯/৬, বাহরে মুহীত– ৬৭/৫]

قوله لَا تَعْتَذِرُوْا قَدْ كَفَرْتُمْ بَعْدَ اِيْمَانِكُمْ الخ (৬৬) **আয়াতের শানে নুযূল :** ইবনে ইসহাক, ইবনে মুনযির ও ইবনে আবী হাতেম, কা'আব ইবনে মালিক এর উদ্ধৃতি দিয়ে বলেন যে, তিনি বলেছেন, একদা মুহশী ইবনে হামির বলেছিল যে, কুরআনে আমাদের সম্পর্কে কোনো কিছু নাজিল হবার পরিবর্তে তোমাদের প্রতি জনকে একশত বেত্রাঘাতা করার শর্তে কোনো ফয়সালা করাকে আমি আন্তরিকভাবে ভালোবাসি। তখন রাসূল ﷺ আম্মার ইবনে ইয়াসির (রা.)-কে বললেন, সে লোক জনের নিকট পৌঁছে যাও। ওরা আন্তরিকভাবে জ্বলে দগ্ধ হচ্ছে। অতঃপর তারা কি বলছে, সে সম্পর্কে জিজ্ঞেস কর। ওরা অবশ্যই অস্বীকার করবে। না হয় গোপনীয়তা অবলম্বন করে নিবে। যদি এমনটি হয়, তাহলে বলবে যে, তোমরা তো এমন এমন বলছ অবশ্যই। সুতরাং তিনি অগ্রসর হয়ে তাদেরকে পেয়ে গেলেন। অতঃপর তিনি তাদেরকে সে সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলেন, তারা ওজর পেশ করতে আরম্ভ করে। তাদের এ জাতীয় মন্তব্য অস্বীকার করা সম্পর্কে আলোচ্য আয়াত নাজিল হয়েছে। –[দুররে মানছূর-২৫৪/৩]

قوله يَحْلِفُوْنَ بِاللّٰهِ لَكُمْ لِيُرْضُوْكُمْ وَاللّٰهُ وَرَسُوْلُهٗٓ الخ এ পর্যন্ত জাকাতের সে আটটি খাতের বিবরণ সমাপ্ত হলো, যা উল্লিখিত আয়াতে সদকা ও জাকাত সম্পর্কে বলা হয়েছে। এবার এমন কিছু মাসআলা বর্ণনা করা হচ্ছে– যেগুলো একইভাবে সে সমস্ত খাতের সাথে সম্পর্কযুক্ত।

মালিকানা : অধিকাংশ ফিকহবিদ এ ব্যাপারে একমত যে, জাকাতের নির্ধারিত আটটি খাতে ব্যয় করার ব্যাপারেও জাকাত আদায় হওয়ার জন্য শর্ত রয়েছে যে, এসব খাতে কোনো হকদারকে জাকাতের মালের উপর মালিকানা স্বত্ব বা অধিকার দিয়ে দিতে হবে। মালিকানা অধিকার দেওয়া ছাড়া যদি কোনো মাল তাদেরই উপকার কল্পে ব্যয় করা হয়, তবুও জাকাত আদায় হবে না। সে কারণেই চার ইমামসহ উম্মাহর অধিকাংশ ফিকহবিদ এ ব্যাপারে একমত যে, জাকাতের অর্থ মসজিদ মাদরাসা কিংবা হাসপাতাল, এতিমখানা প্রভৃতি নির্মাণ অথবা তাদের অন্যান্য প্রয়োজনে ব্যয় করা জায়েজ নয়। যদিও এসব বিষয়ের উপকারিতা সেই ফকির-মিসকিনও প্রাপ্ত হয়, যারা জাকাতের খাত হিসেবে গণ্য, কিন্তু তাদের মালিকানা স্বত্ব এসব বিষয়ের উপর প্রতিষ্ঠিত না হওয়ার দরুন এতে জাকাত আদায় হবে না।

অবশ্য এতিমখানাগুলোতে যদি মালিকানা স্বত্ব হিসেবে এতিমদের খাওয়া-পরা দেওয়া হয়, তবে সে ব্যয়ের অনুপাতে জাকাতের অর্থ ব্যয় করা যেতে পারে। তেমনিভাবে হাসপাতালসমূহে যেসব ঔষধ অভাবী গরিবদেরকে মালিকানা অধিকার মোতাবেক দিয়ে দেওয়া হয়, তার মূল্যও জাকাতের অর্থে পরিশোধ করা যেতে পারে। এমনিভাবে উম্মাহর ফিকহবিদগণের ব্যাখ্যা অনুযায়ী লাওয়ারিশ মৃতের কাফন জাকাতের অর্থ থেকে দেওয়া যেতে পারে না। কারণ মৃতের মালিক হওয়ার যোগ্যতা থাকে না। তবে জাকাতের অর্থ যদি কোনো গরিব হকদার লোককে দিয়ে দেওয়া হয় এবং সে স্বেচ্ছায় সে অর্থ লা ওয়ারিশ মৃতের কাফনে ব্যয় করে, তাহলে তা জায়েজ। তেমনিভাবে যদি সে মৃতের উপর ঋণ থকে, তবে সে ঋণ সরাসরি জাকাতের অর্থের দ্বারা আদায় করা যায় না। তাবে তার কোনো ওয়ারিশ যদি গরিব ও জাকাতের হকদার হয়, তবে তাকে মালিকানার ভিত্তিতে তা দেওয়া যেতে পারে। তখন সে অর্থের মালিক হয়ে নিজের ইচ্ছায় তা দ্বারা মৃতের ঋণ পরিশোধ করতে পারে। এমনিভাবে জনকল্যাণমূলক যাবতীয় কাজকর্ম যেমন, কূপ খনন, পুল নির্মাণ, কিংবা সড়ক তৈরি প্রভৃতি যদিও এসবের মাধ্যমে জাকাত পাবার যোগ্য লোকেরাও উপকৃত হয়। কিন্তু এতে তাদের মালিকানা, অধিকার প্রতিষ্ঠিত না হওয়ার দরুন এতে জাকাত আদায় হবে না।

মালিকুল ওলামা তাঁর 'বেদায়াহ' গ্রন্থে জাকাত আদায় হওয়ার জন্য মালিকানা সাব্যস্ত হওয়ার জন্য মালিকানা সাব্যস্ত হওয়ার শর্তের পক্ষে দলিল দিয়েছেন যে, কুরআনে সাধারণত জাকাত ও ওয়াজিব সদকার ক্ষেত্রে اِيْتَاءٌ শব্দ প্রয়োগ করা হয়েছে। বলা হয়েছে– اَقَامُوا الصَّلٰوةَ وَاٰتَوُا الزَّكٰوةَ — وَاَقِيْمُوا الصَّلٰوةَ وَاٰتُوا الزَّكٰوةَ — وَاِقَامِ الصَّلٰوةِ وَاِيْتَآءِ الزَّكٰوةِ — وَاٰتُوْا حَقَّهٗ يَوْمَ حَصَادِهٖ

https://e-ilm.weebly.com/

প্রভৃতি। আর اِيْتَاءٌ শব্দটি অভিধানে দান করা অর্থে ব্যবহৃত হয়। ইমাম রাগেব ইস্পাহানী (র.) 'মুফরাদাতে কুরআন' গ্রন্থে বলেছেন– وَالْاِيْتَاءُ الْاِعْطَاءُ وَخُصَّ وَضْعُ الصَّدَقَةِ فِى الْقُرْاٰنِ بِالْاِيْتَاءِ অর্থাৎ 'ঈতা' অর্থ দান করা। আর কুরআনে ওয়াজিব সদকা আদায় করাকে 'ঈতা' শব্দের সাথে নির্দিষ্ট করে দেওয়া হয়েছে। আর একথা বলাই বাহুল্য যে, কাউকে কোনো কিছু দান করার মর্ম এটাই যে, তাকে সে বস্তুর মালিক বানিয়ে দেওয়া হবে।

তাছাড়া জাকাত ছাড়াও اِيْتَاءٌ শব্দটি কুরআন কারীমে মালিক বানিয়ে দেওয়ার জন্য ব্যবহৃত হয়েছে। যেমন– وَاٰتُوا النِّسَاۤءَ صَدُقٰتِهِنَّ অর্থাৎ 'স্ত্রীদেরকে তাদের মোহরানা দিয়ে দাও।' আর একথা সুস্পষ্ট যে, মোহরানা পরিশোধ করা হয়েছে বলে তখনই স্বীকৃত হবে, যখন মহরের উপর স্ত্রীর মালিকানা স্বত্ব দিয়ে দেওয়া হবে।

দ্বিতীয়ত কুরআন কারীমে জাকাতকে 'সদকা' বলা হয় না। শায়খ ইবনে হুমাম 'ফাতহুল কাদীর' গ্রন্থে বলেছেন, সদকার তাৎপর্যও একই যে, কোনো কাফেরকে সে মালের মালিক বানিয়ে দেওয়া হবে। এমনিভাবে ইমাম জাসসাস 'আহকামুল কুরআনে' বলেছেন, 'সদকা' শব্দটি হলো মালিক করে দেওয়ার নাম। –[জাসসাস-১৭২/২]

শব্দবিশ্লেষণ

يُحَادِدُ : সীগাহ واحد مذكر غائب বহছ اثبات فعل مضارع معروف বাব مُفَاعَلَةٌ মাসদার اَلْمُحَادَاةُ মূলবর্ণ (ح . د . د) জিনস مضاعف ثلاثى অর্থ– সে বিরোধিতা করে।

كُنَّا نَخُوْضُ : সীগাহ جمع متكلم বহছ اثبات فعل ماضى استمرارى বাব نَصَرَ মাসদার اَلْخَوْضُ মূলবর্ণ (خ . و . ض) জিনস اجوف واوى অর্থ– আমরা আলাপ করছিলাম।

لَا تَعْتَذِرُوْا : সীগাহ جمع مذكر حاضر বহছ نهى حاضر معروف বাব اِفْتِعَالٌ মাসদার اَلْاِعْتِذَارُ মূলবর্ণ (ع . ذ . ر) জিনস صحيح অর্থ– তোমরা বাহান করো না।

اَلْمُنٰفِقٰتُ : সীগাহ جمع مؤنث বহছ اسم فاعل বাবে مُفَاعَلَةُ মাসদার اَلنِّفَاقُ মূলবর্ণ– (ن . ف . ق) জিনসে صحيح অর্থ– মুনাফিক মহিলাগণ।

نَسُوْا : সীগাহ جمع مذكر غائب বহছ اثبات فعل ماضى معروف বাব سَمِعَ মাসদার اَلنِّسْيَانُ মূলবর্ণ (ن . س . ى) জিনস ناقص يائى অর্থ– তারা ভুলে গেল।

https://e-ilm.weebly.com/

كَالَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِكُمْ كَانُوْٓا اَشَدَّ مِنْكُمْ قُوَّةً
وَّاَكْثَرَ اَمْوَالًا وَّاَوْلَادًا ۭ فَاسْتَمْتَعُوْا
بِخَلَاقِهِمْ فَاسْتَمْتَعْتُمْ بِخَلَاقِكُمْ كَمَا
اسْتَمْتَعَ الَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِكُمْ بِخَلَاقِهِمْ
وَخُضْتُمْ كَالَّذِيْ خَاضُوْا ۭ اُولٰۗىِٕكَ حَبِطَتْ
اَعْمَالُهُمْ فِي الدُّنْيَا وَالْاٰخِرَةِ ۚ وَاُولٰۗىِٕكَ
هُمُ الْخٰسِرُوْنَ (٦٩)

অনুবাদ : (৬৯) তোমাদের অবস্থা তাদের ন্যায় যারা তোমাদের পূর্বে গত হয়েছে, যারা শক্তির আধিক্যে এবং ধনসম্পদ ও সন্তানাদির প্রাচুর্যে তোমাদের চেয়েও অধিক ছিল, ফলতঃ তারা নিজেদের [পার্থিব] অংশ দ্বারা যথেষ্ট উপকার লাভ করেছে, অতঃপর তোমরাও তোমাদের [পার্থিব] অংশ দ্বারা খুব উপকার লাভ করলে, যেমন তোমাদের পূর্ববর্তীগণ নিজেদের অংশ দ্বারা ফলভোগ করেছিল, আর তোমরাও অসৎকর্মে এরূপভাবে নিমগ্ন হয়েছ, যেমন তারা নিমগ্ন হয়েছিল, আর তাদের [নেক] কার্যসমূহ বিনষ্ট হয়ে গেছে দুনিয়াতে ও আখেরাতে, আর তারা ভীষণ ক্ষতির মধ্যে রয়েছে [অর্থাৎ উভয় জগতেই আনন্দ ও সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য হতে বঞ্চিত থাকবে।

اَلَمْ يَاْتِهِمْ نَبَاُ الَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِهِمْ قَوْمِ نُوْحٍ
وَّعَادٍ وَّثَمُوْدَ ڏ وَقَوْمِ اِبْرٰهِيْمَ وَاَصْحٰبِ
مَدْيَنَ وَالْمُؤْتَفِكٰتِ ۭ اَتَتْهُمْ رُسُلُهُمْ
بِالْبَيِّنٰتِ ۚ فَمَا كَانَ اللّٰهُ لِيَظْلِمَهُمْ وَلٰكِنْ
كَانُوْٓا اَنْفُسَهُمْ يَظْلِمُوْنَ (٧٠)

(৭০) তাদের নিকট কি সেই সকল লোকদের সংবাদ পৌছেনি? যারা তাদের পূর্বে গত হয়েছে, যেমন নূহ সম্প্রদায় এবং 'আদ ও ছামূদ সম্প্রদায়, আর ইবরাহীমের সম্প্রদায় এবং মাদইয়ানের অধিবাসীগণ এবং বিধ্বস্ত জনপদগুলো তাদের নিকট তাদের পয়গম্বরগণ স্পষ্ট নির্দশনসমূহ নিয়ে এসেছিলেন, বস্তুতঃ আল্লাহ তো তাদের প্রতি জুলুম করেননি, পরন্তু তারা নিজেরাই নিজেদের আত্মার উপর জুলুম করছিল।

শাব্দিক অনুবাদ

(৬৯) كَالَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِكُمْ তোমাদের অবস্থা তাদের ন্যায় যারা তোমাদের পূর্বে গত হয়েছে كَانُوْٓا اَشَدَّ مِنْكُمْ যারা তোমাদের চেয়েও অধিক ছিল قُوَّةً শক্তির আধিক্যে وَّاَكْثَرَ اَمْوَالًا এবং ধনসম্পদ وَّاَوْلَادًا ও সন্তানাদির প্রাচুর্যে فَاسْتَمْتَعُوْا بِخَلَاقِهِمْ ফলতঃ তারা নিজেদের [পার্থিব] অংশ দ্বারা যথেষ্ট উপকার লাভ করেছে فَاسْتَمْتَعْتُمْ بِخَلَاقِكُمْ অতঃপর তোমরাও তোমাদের [পার্থিব] অংশ দ্বারা খুব উপকার লাভ করলে كَمَا اسْتَمْتَعَ الَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِكُمْ যেমন তোমাদের পূর্ববর্তীগণ ফলভোগ করেছিল بِخَلَاقِهِمْ নিজেদের অংশ দ্বারা وَخُضْتُمْ আর তোমরাও অসৎকর্মে এরূপভাবে নিমগ্ন হয়েছ। كَالَّذِيْ خَاضُوْا যেমন তারা নিমগ্ন হয়েছিল اُولٰۗىِٕكَ حَبِطَتْ اَعْمَالُهُمْ আর তাদের [নেক] কার্যসমূহ বিনষ্ট হয়ে গেছে فِي الدُّنْيَا وَالْاٰخِرَةِ দুনিয়াতে ও আখেরাতে وَاُولٰۗىِٕكَ هُمُ الْخٰسِرُوْنَ আর তারা ভীষণ ক্ষতির মধ্যে রয়েছে [অর্থাৎ উভয় জগতেই আনন্দ ও সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য হতে বঞ্চিত থাকবে।]

(৭০) اَلَمْ يَاْتِهِمْ তাদের নিকট কি পৌছেনি? نَبَاُ الَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِهِمْ সেই সকল লোকদের সংবাদ যারা তাদের পূর্বে গত হয়েছে قَوْمِ نُوْحٍ যেমন নূহ সম্প্রদায় وَّعَادٍ وَّثَمُوْدَ এবং 'আদ ও ছামূদ সম্প্রদায় وَقَوْمِ اِبْرٰهِيْمَ আর ইবরাহীমের সম্প্রদায় وَاَصْحٰبِ مَدْيَنَ এবং মাদইয়ানের অধিবাসীগণ وَالْمُؤْتَفِكٰتِ এবং বিধ্বস্ত জনপদগুলো اَتَتْهُمْ رُسُلُهُمْ بِالْبَيِّنٰتِ তাদের নিকট তাদের পয়গম্বরগণ স্পষ্ট নির্দশনসমূহ নিয়ে এসেছিলেন فَمَا كَانَ اللّٰهُ لِيَظْلِمَهُمْ বস্তুতঃ আল্লাহ তো তাদের প্রতি জুলুম করেননি وَلٰكِنْ كَانُوْٓا اَنْفُسَهُمْ يَظْلِمُوْنَ পরন্তু তারা নিজেরাই নিজেদের আত্মার উপর জুলুম করছিল।

https://e-ilm.weebly.com/

وَالْمُؤْمِنُوْنَ وَالْمُؤْمِنٰتُ بَعْضُهُمْ اَوْلِيَآءُ بَعْضٍ ۘ يَاْمُرُوْنَ بِالْمَعْرُوْفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَيُقِيْمُوْنَ الصَّلٰوةَ وَيُؤْتُوْنَ الزَّكٰوةَ وَيُطِيْعُوْنَ اللّٰهَ وَرَسُوْلَهٗ ؕ اُولٰٓئِكَ سَيَرْحَمُهُمُ اللّٰهُ ؕ اِنَّ اللّٰهَ عَزِيْزٌ حَكِيْمٌ (৭১)

অনুবাদ : (৭১) আর মুসলমান পুরুষগণ ও মুসলমান নারীগণ হচ্ছে পরস্পর একে অন্যের বন্ধু, তারা সৎ বিষয়ের শিক্ষা দেয় এবং তারা অসৎ বিষয় হতে বারণ করে, আর নামাজের পাবন্দি করে এবং জাকাত প্রদান করে, আর আল্লাহ তা'আলা ও তাঁর রাসূলের আদেশ মেনে চলে, এই সমস্ত লোকের প্রতি আল্লাহ তা'আলা অবশ্যই রহমত বর্ষণ করবেন, নিঃসন্দেহে আল্লাহ তা'আলা অতি ক্ষমতাবান হেকমতওয়ালা।

وَعَدَ اللّٰهُ الْمُؤْمِنِيْنَ وَالْمُؤْمِنٰتِ جَنّٰتٍ تَجْرِيْ مِنْ تَحْتِهَا الْاَنْهٰرُ خٰلِدِيْنَ فِيْهَا وَمَسٰكِنَ طَيِّبَةً فِيْ جَنّٰتِ عَدْنٍ ؕ وَرِضْوَانٌ مِّنَ اللّٰهِ اَكْبَرُ ؕ ذٰلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيْمُ (৭২)

(৭২) আল্লাহ তা'আলা মুসলমান পুরুষদের এবং মুসলমান নারীদেরকে এমন উদ্যানসমূহের ওয়াদা দিয়ে রেখেছেন, যার নিম্নদেশে বইতে থাকবে নহরসমূহ, যাতে তারা অনন্তকাল থাকবে, আর [-ও ওয়াদা দিয়েছেন] সেই উত্তম বাসস্থানসমূহের যা চিরস্থায়ী উদ্যানসমূহে অবস্থিত হবে। আর আল্লাহ তা'আলার সন্তুষ্টি হচ্ছে সর্বাপেক্ষা বড় [নিয়ামত] এটা হচ্ছে অতি বড় সফলতা।

শাব্দিক অনুবাদ

(৭১) وَالْمُؤْمِنُوْنَ وَالْمُؤْمِنٰتُ আর মুসলমান পুরুষগণ ও মুসলমান নারীগণ হচ্ছে بَعْضُهُمْ اَوْلِيَآءُ بَعْضٍ পরস্পর একে অন্যের বন্ধু يَاْمُرُوْنَ بِالْمَعْرُوْفِ তারা সৎ বিষয়ের শিক্ষা দেয় وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ এবং তারা অসৎ বিষয় হতে বারণ করে وَيُقِيْمُوْنَ الصَّلٰوةَ আর নামাজের পাবন্দি করে وَيُؤْتُوْنَ الزَّكٰوةَ এবং জাকাত প্রদান করে وَيُطِيْعُوْنَ اللّٰهَ وَرَسُوْلَهٗ আর আল্লাহ তা'আলা ও তাঁর রাসূলের আদেশ মেনে চলে اُولٰٓئِكَ سَيَرْحَمُهُمُ اللّٰهُ এই সমস্ত লোকের প্রতি আল্লাহ তা'আলা অবশ্যই রহমত বর্ষণ করবেন اِنَّ اللّٰهَ عَزِيْزٌ حَكِيْمٌ নিঃসন্দেহে আল্লাহ তা'আলা অতি ক্ষমতাবান হেকমতওয়ালা।

(৭২) وَعَدَ اللّٰهُ আল্লাহ তা'আলা ওয়াদা দিয়ে রেখেছেন الْمُؤْمِنِيْنَ মুসলমান পুরুষদের وَالْمُؤْمِنٰتِ এবং মুসলমান নারীদেরকে جَنّٰتٍ এমন উদ্যানসমূহের تَجْرِيْ مِنْ تَحْتِهَا الْاَنْهٰرُ যার নিম্নদেশে বইতে থাকবে নহরসমূহ خٰلِدِيْنَ فِيْهَا যাতে তারা অনন্তকাল থাকবে وَمَسٰكِنَ طَيِّبَةً আর [-ও ওয়াদা দিয়েছেন] সেই উত্তম বাসস্থানসমূহের فِيْ جَنّٰتِ عَدْنٍ যা চিরস্থায়ী উদ্যানসমূহে অবস্থিত হবে وَرِضْوَانٌ مِّنَ اللّٰهِ اَكْبَرُ আর আল্লাহ তা'আলার সন্তুষ্টি হচ্ছে সর্বাপেক্ষা বড় ذٰلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيْمُ এটা হচ্ছে অতি বড় সফলতা।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

قوله جَاهِدِ الْكُفَّارَ وَالْمُنٰفِقِيْنَ وَاغْلُظْ عَلَيْهِمْ আয়াতে কাফের ও মুনাফিক উভয় সম্প্রদায়ের সাথে জিহাদ করতে এবং তাদের ব্যাপারে কঠোর হাতে রাসূলুল্লাহ ﷺ -কে নির্দেশ দেওয়া। প্রকাশ্যভাবে যারা কাফের তাদের সাথে জিহাদ করার বিষয়টি তো সুস্পষ্ট, কিন্তু মুনাফিকদের সাথে জিহাদ করার অর্থ স্বয়ং রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর কর্মধারায় প্রমাণিত হয়েছে যে, তাদের সাথে জিহাদ করার মর্ম হলো মৌখিক জিহাদ। অর্থাৎ তাদেরকে ইসলামের সত্যতা উপলব্ধি করার জন্য আমন্ত্রণ জানাতে হবে যাতে করে তারা ইসলামের দাবিতে নিষ্ঠাবান হয়ে যেতে পারে। −[কুরতুবী, মাযহারী]

https://e-ilm.weebly.com/

وَاغْلُظْ عَلَيْهِمْ এতে غِلْظ -এর প্রকৃত অর্থ হলো এই যে, উদ্দিষ্ট ব্যক্তি যে আচরণের যোগ্য হবে তাতে কোনো রকম রেয়ায়েত বা কোমলতা যেন না করা হয়। এ শব্দটি رَأْفَتْ -এর বিপরীতে ব্যবহৃত হয়, যার অর্থ হলো কোমলতা ও করুণা।

ইমাম কুরতুবী (র.) বলেছেন যে, এক্ষেত্রে শব্দ ব্যবহারে বাস্তব ও কার্যকর কঠোরতাই বুঝানো হয়েছে যে, তাদের উপর শরিয়তের হুকুম জারি করতে গিয়ে কোনো রকম দয়া বা কোমলতা করবেন না। মুখে বা কথায় কঠোরতা প্রদর্শন করা এখানে উদ্দেশ্য নয়। কারণ তা নবী-রাসূলগণের রীতি বিরুদ্ধ। তাঁরা কারো প্রতি কটুবাক্য কিংবা গালাগালি করতেন না। এক হাদীসে রাসূলে কারীম ﷺ ইরশাদ করেন– إِذَا زَنَتْ اَمَةُ اَحَدِكُمْ فَلْيَحُدَّهَا الْحق وَلَا يَثْرِبْ عَلَيْهَا অর্থাৎ "যদি তোমাদের কোনো ক্রীতদাস জেনায় লিপ্ত হয়, তবে শরিয়ত অনুযায়ী তার উপর শাস্তি প্রয়োগ কর, কিন্তু মুখে তাকে ভর্ৎসনা বা গালাগালি করো না'।–[কুরতুবী]

রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর অবস্থা সম্পর্কে স্বয়ং আল্লাহ তা'আলা বলেছেন– وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَا نْفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ "আপনি যদি কটুবাক্য ও কঠোরমনা হতেন, তবে আপনার কাছ থেকে মানুষ পালিয়ে যেত।" তাছাড়া স্বয়ং রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর রীতিনীতিতেও কোথাও একথার প্রমাণ পাওয়া যায় না যে, কখনো তিনি কাফের ও মুনাফিকদের সাথে কথা বলতে বা তাদের সম্বোধন করতে গিয়ে কঠোরতা অবলম্বন করেছেন।

শব্দ বিশ্লেষণ

اِسْتَمْتَعُوْا : সীগাহ جمع مذكر غائب বহছ اثبات فعل ماضى معروف বাব اِسْتِفْعَالْ মাসদার اَلْاِسْتِمْتَاعُ মূলবর্ণ (م . ت . ع) জিনস صحيح অর্থ– তারা ভোগ করে নিয়েছে।

خَلَاقٌ : শব্দটি একবচন; এর বহুবচন হয় না। অর্থ– অংশ।

خُضْتُمْ : সীগাহ جمع مذكر حاضر বহছ اثبات فعل ماضى معروف বাবে نَصَرَ মাসদার اَلْخَوْضُ মূলবর্ণ (خ . و . ض) জিনস اجوف واوى অর্থ– তোমরা প্রবেশ করেছ।

اَلْمُؤْتَفِكٰتُ : সীগাহ جمع مؤنث বহছ اسم فاعل বাব اِفْتِعَالْ মাসদার اَلْاِيْتِفَاكُ মূলবর্ণ (ا . ف . ك) জিনস مهموز فاء অর্থ– উল্টানো জনপদ।

يُطِيْعُوْنَ : সীগাহ جمع مذكر غائب বহছ اثبات فعل مضارع معروف বাব اِفْعَالْ মাসদার اَلْاِطَاعَةُ মূলবর্ণ (ط . و . ع) জিনস اجوف واوى অর্থ– তারা আনুগত্য করে।

https://e-ilm.weebly.com/

يَاَيُّهَا النَّبِيُّ جَاهِدِ الْكُفَّارَ وَالْمُنٰفِقِيْنَ وَاغْلُظْ عَلَيْهِمْ ۗ وَمَاْوٰىهُمْ جَهَنَّمُ ۗ وَبِئْسَ الْمَصِيْرُ (٧٣)

অনুবাদ : (৭৩) হে নবী! কাফের ও মুনাফিকদের বিরুদ্ধে জিহাদ করুন এবং তাদের প্রতি কঠোর ব্যবহার অবলম্বন করুন, আর তাদের বাসস্থান হবে দোজখ এবং তা হচ্ছে নিকৃষ্ট স্থান।

يَحْلِفُوْنَ بِاللّٰهِ مَا قَالُوْا ۗ وَلَقَدْ قَالُوْا كَلِمَةَ الْكُفْرِ وَكَفَرُوْا بَعْدَ اِسْلَامِهِمْ وَهَمُّوْا بِمَا لَمْ يَنَالُوْا ۚ وَمَا نَقَمُوْٓا اِلَّآ اَنْ اَغْنٰهُمُ اللّٰهُ وَرَسُوْلُهٗ مِنْ فَضْلِهٖ ۚ فَاِنْ يَّتُوْبُوْا يَكُ خَيْرًا لَّهُمْ ۚ وَاِنْ يَّتَوَلَّوْا يُعَذِّبْهُمُ اللّٰهُ عَذَابًا اَلِيْمًا ۙ فِي الدُّنْيَا وَالْاٰخِرَةِ ۚ وَمَا لَهُمْ فِي الْاَرْضِ مِنْ وَّلِيٍّ وَّلَا نَصِيْرٍ (٧٤)

(৭৪) তারা আল্লাহ তা'আলার নামে শপথ করে বলছে যে, আমরা অমুক কথা বলিনি, অথচ নিশ্চয় তারা কুফরি কথা বলেছিল এবং নিজেদের ইসলাম [গ্রহণ] -এর কাফের হয়ে গেল, আর তারা এমন বিষয়ের সংকল্প করছিল, যা তারা কার্যকরী করতে পারেনি। আর তারা এটা কেবলমাত্র এই বিষয়েরই প্রতিদান দিয়েছিল যে, তাদেরকে সম্পদশালী করে দিয়েছিলেন আল্লাহ ও তাঁর রাসূল নিজ অনুগ্রহে। অনন্তর যদি তারা তওবা করে নেয়, তবে তা তাদের জন্য উত্তম হবে, আর যদি তারা বিমুখ হয়, তবে আল্লাহ তাদেরকে ইহকালে ও পরকালে যন্ত্রণাময় শাস্তি প্রদান করবেন, আর ভূপৃষ্ঠে তাদের না কোনো ওলী হবে, আর না কোনো সাহায্যকারী।

وَمِنْهُمْ مَّنْ عٰهَدَ اللّٰهَ لَئِنْ اٰتٰنَا مِنْ فَضْلِهٖ لَنَصَّدَّقَنَّ وَلَنَكُوْنَنَّ مِنَ الصّٰلِحِيْنَ (٧٥)

(৭৫) আর তাদের মধ্যে এমন কতিপয় লোক রয়েছে যারা আল্লাহ তা'আলার সঙ্গে অঙ্গীকার করে যে, আল্লাহ তা'আলা যদি আমাদেরকে নিজ অনুগ্রহে প্রচুর সম্পদ দান করেন, তবে আমরা খুব দান-খয়রাত দান করব এবং আমরা খুব ভালো কাজ করব।

শাব্দিক অনুবাদ

(৭৩) يَاَيُّهَا النَّبِيُّ হে নবী! جَاهِدِ الْكُفَّارَ وَالْمُنٰفِقِيْنَ কাফের ও মুনাফিকদের বিরুদ্ধে জিহাদ করুন وَاغْلُظْ عَلَيْهِمْ এবং তাদের প্রতি কঠোর ব্যবহার অবলম্বন করুন وَمَاْوٰىهُمْ جَهَنَّمُ আর তাদের বাসস্থান হবে দোজখ وَبِئْسَ الْمَصِيْرُ এবং তা হচ্ছে নিকৃষ্ট স্থান।

(৭৪) يَحْلِفُوْنَ بِاللّٰهِ مَا قَالُوْا তারা আল্লাহ তা'আলার নামে শপথ করে বলছে যে, আমরা অমুক কথা বলিনি وَلَقَدْ قَالُوْا كَلِمَةَ الْكُفْرِ অথচ নিশ্চয় তারা কুফরি কথা বলেছিল وَكَفَرُوْا بَعْدَ اِسْلَامِهِمْ এবং নিজেদের ইসলাম [গ্রহণ] -এর কাফের হয়ে গেল وَهَمُّوْا আর তারা এমন বিষয়ের সংকল্প করছিল بِمَا لَمْ يَنَالُوْا যা তারা কার্যকরী করতে পারেনি وَمَا نَقَمُوْٓا اِلَّآ আর তারা এটা কেবলমাত্র এ বিষয়েরই প্রতিদান দিয়েছিল যে اَنْ اَغْنٰهُمُ اللّٰهُ وَرَسُوْلُهٗ তাদেরকে সম্পদশালী করে দিয়েছিলেন আল্লাহ ও তাঁর রাসূল مِنْ فَضْلِهٖ নিজ অনুগ্রহে فَاِنْ يَّتُوْبُوْا অনন্তর যদি তারা তওবা করে নেয় يَكُ خَيْرًا لَّهُمْ তবে তা তাদের জন্য উত্তম হবে وَاِنْ يَّتَوَلَّوْا আর যদি তারা বিমুখ হয় يُعَذِّبْهُمُ اللّٰهُ عَذَابًا اَلِيْمًا তবে আল্লাহ তাদেরকে যন্ত্রণাময় শাস্তি প্রদান করবেন فِي الدُّنْيَا وَالْاٰخِرَةِ ইহকালে ও পরকালে وَمَا لَهُمْ فِي الْاَرْضِ مِنْ وَّلِيٍّ আর ভূপৃষ্ঠে তাদের না কোনো ওলী হবে وَّلَا نَصِيْرٍ আর না কোনো সাহায্যকারী।

৭৫. وَمِنْهُمْ مَّنْ عٰهَدَ اللّٰهَ আর তাদের মধ্যে এমন কতিপয় লোক রয়েছে যারা আল্লাহ তা'আলার সঙ্গে অঙ্গীকার করে যে لَئِنْ اٰتٰنَا আল্লাহ তা'আলা যদি আমাদেরকে প্রচুর সম্পদ দান করেন مِنْ فَضْلِهٖ নিজ অনুগ্রহে لَنَصَّدَّقَنَّ তবে আমরা খুব দান-খয়রাত দান করব وَلَنَكُوْنَنَّ مِنَ الصّٰلِحِيْنَ এবং আমরা খুব ভালো কাজ করব।

https://e-ilm.weebly.com/

অনুবাদ : ৭৬. কার্যত যখন আল্লাহ তাদেরকে নিজ অনুগ্রহে [বহু সম্পদ] দান করলেন, তখন তারা তাতে কার্পণ্য করতে লাগল এবং [আনুগত্য করা হতে] পরাঙ্মুখ হতে লাগল, আর তারা তো হচ্ছে মুখ ফিরিয়ে রাখাতেই অভ্যস্ত।	فَلَمَّآ اٰتٰىهُمْ مِّنْ فَضْلِهٖ بَخِلُوْا بِهٖ وَتَوَلَّوْا وَّهُمْ مُّعْرِضُوْنَ (٧٦)
৭৭. অনন্তর আল্লাহ তা'আলা তাদের শাস্তিস্বরূপ তাদের অন্তরসমূহে নেফাক [উৎপন্ন] করে দিলেন, যা আল্লাহ তা'আলার হুযূরে উপস্থিত হওয়ার দিন পর্যন্ত থাকবে, এই কারণে যে, তারা আল্লাহ তা'আলার সাথে নিজেদের ওয়াদার খেলাফ করেছে, আর এই কারণে যে, তারা [পূর্ব হতেই] মিথ্যা বলছিল।	فَاَعْقَبَهُمْ نِفَاقًا فِيْ قُلُوْبِهِمْ اِلٰى يَوْمِ يَلْقَوْنَهٗ بِمَآ اَخْلَفُوا اللّٰهَ مَا وَعَدُوْهُ وَبِمَا كَانُوْا يَكْذِبُوْنَ (٧٧)
৭৮. তাদের কি এটার খবর নেই? যে, আল্লাহ তাদের মনের গুপ্ত কথা এবং গোপন পরামর্শ সমস্তই অবগত আছেন, আর তাদের এই খবর নেই যে, আল্লাহ তা'আলা সমস্ত গায়েবের কথা খুব জানেন।	اَلَمْ يَعْلَمُوْٓا اَنَّ اللّٰهَ يَعْلَمُ سِرَّهُمْ وَنَجْوٰىهُمْ وَاَنَّ اللّٰهَ عَلَّامُ الْغُيُوْبِ (٧٨)
৭৯. এরা [অর্থাৎ মুনাফিকরা] এমন যে, নফল সদকা প্রদানকারী মুসলমানদের প্রতি সদকা সম্বন্ধে দোষারোপ করে এবং [বিশেষ করে] সেই লোকদের প্রতি যাদের পরিশ্রম ও মজুরি করা ভিন্ন আর কোনোই সম্বল নেই, অর্থাৎ তাদের প্রতি বিদ্রূপ করে, আল্লাহ তাদেরকে এই বিদ্রূপের প্রতিফল দিবেন এবং তাদের জন্য যন্ত্রণাময় শাস্তি হবে।	اَلَّذِيْنَ يَلْمِزُوْنَ الْمُطَّوِّعِيْنَ مِنَ الْمُؤْمِنِيْنَ فِي الصَّدَقٰتِ وَالَّذِيْنَ لَا يَجِدُوْنَ اِلَّا جُهْدَهُمْ فَيَسْخَرُوْنَ مِنْهُمْ ؕ سَخِرَ اللّٰهُ مِنْهُمْ ۫ وَلَهُمْ عَذَابٌ اَلِيْمٌ (٧٩)

শাব্দিক অনুবাদ

(৭৬) فَلَمَّآ اٰتٰىهُمْ مِّنْ فَضْلِهٖ কার্যত যখন আল্লাহ তাদেরকে নিজ অনুগ্রহে [বহু সম্পদ] দান করলেন بَخِلُوْا بِهٖ তখন তারা তাতে কার্পণ্য করতে লাগল وَتَوَلَّوْا এবং [আনুগত্য করা হতে] পরাঙ্মুখ হতে লাগল وَّهُمْ مُّعْرِضُوْنَ আর তারা তো হচ্ছে মুখ ফিরিয়ে রাখাতেই অভ্যস্ত।

(৭৭) فَاَعْقَبَهُمْ نِفَاقًا فِيْ قُلُوْبِهِمْ অনন্তর আল্লাহ তা'আলা তাদের শাস্তিস্বরূপ তাদের অন্তরসমূহে নেফাক [উৎপন্ন] করে দিলেন اِلٰى يَوْمِ يَلْقَوْنَهٗ যা আল্লাহ তা'আলার হুযূরে উপস্থিত হওয়ার দিন পর্যন্ত থাকবে بِمَآ اَخْلَفُوا اللّٰهَ এই কারণে যে, তারা আল্লাহ তা'আলার সাথে খেলাফ করেছে مَا وَعَدُوْهُ নিজেদের ওয়াদার وَبِمَا كَانُوْا يَكْذِبُوْنَ আর এ কারণে যে, তারা [পূর্ব হতেই] মিথ্যা বলছিল।

(৭৮) اَلَمْ يَعْلَمُوْٓا তাদের কি এটার খবর নেই? যে اَنَّ اللّٰهَ يَعْلَمُ سِرَّهُمْ وَنَجْوٰىهُمْ আল্লাহ তাদের মনের গুপ্ত কথা এবং গোপন পরামর্শ সমস্তই অবগত আছেন وَاَنَّ اللّٰهَ عَلَّامُ الْغُيُوْبِ আর তাদের এই খবর নেই যে, আল্লাহ তা'আলা সমস্ত গায়েবের কথা খুব জানেন।

(৭৯) اَلَّذِيْنَ يَلْمِزُوْنَ এরা [অর্থাৎ মুনাফিকরা] এমন যে দোষারোপ করে الْمُطَّوِّعِيْنَ مِنَ الْمُؤْمِنِيْنَ নফল সদকা প্রদানকারী মুসলমানদের প্রতি فِي الصَّدَقٰتِ সদকা সম্বন্ধে وَالَّذِيْنَ لَا يَجِدُوْنَ اِلَّا جُهْدَهُمْ এবং [বিশেষ করে] সেই লোকদের প্রতি যাদের পরিশ্রম ও মজুরি করা ভিন্ন আর কোনোই সম্বল নেই فَيَسْخَرُوْنَ مِنْهُمْ অর্থাৎ তাদের প্রতি বিদ্রূপ করে سَخِرَ اللّٰهُ مِنْهُمْ আল্লাহ তাদেরকে এই বিদ্রূপের প্রতিফল দিবেন وَلَهُمْ عَذَابٌ اَلِيْمٌ এবং তাদের জন্য যন্ত্রণাময় শাস্তি হবে।

https://e-ilm.weebly.com/

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

قوله يحلفون بالله ما قالوا ولقد قالوا كلمة الكفر الخ (৭৪) **আয়াতের শানে নুযূল– ১ :** হযরত কাতাদাহ (রা.) বলেন যে, আলোচ্য আয়াত আব্দুল্লাহ ইবনে উবাই সম্পর্কে অবতীর্ণ হয়েছে। ঘটনাপ্রবাহ হচ্ছে যে, আনসারী ও জুহানী (মুহাজির)-এর পরস্পরের মাঝে ঝগড়া হয়। জুহানী আনসারীর উপর প্রধান্যতা লাভ করে । তখন আব্দুল্লাহ ইবনে উবাই আউস তথা আনসারদেরকে বলল যে, তোমরা তোমাদের জাতি ভাইয়ের সাহায্য কি করবে না? আল্লাহর কসম! আমাদের ও মুহাম্মদ এবং তার সঙ্গীদের দৃষ্টান্ত হচ্ছে প্রবাদ سمن كلبك يأكلك সাদৃশ , অর্থাৎ 'কুকুর পোষে মোটা কর, তোমাকেই সে খাবে।' সে আরো বলল, আমরা যদি মদিনায় প্রত্যাবর্তন করি, তাহলে শক্তিশালীরা দুর্বলদেরকে সেখান থেকে বহিষ্কার করে দিবে। কোনো একজন মুসলমান তৎক্ষণাৎ রাসূল ﷺ -এর নিকট দৌড়ে গিয়ে এ সম্পর্কে জানালেন। সুতরাং রাসূল ﷺ তাকে ডেকে এনে এ সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলেন, তখন সে কসম খেয়ে অস্বীকার করতে আরম্ভ করল। এহেন পরিপ্রেক্ষিতে আল্লাহ তা'আলা উক্ত আয়াত নাজিল করেন। –[ইবনে কাছীর-৩৯৭/২, তাবারী-৪২২/৬, রূহুল মা'আনী-১৩৮/৫]

শানে নুযূল– ২ : ইবনে ইসহাক ও হযরত ইবনে আবী হাতেম হযরত কা'ব ইবনে মালেক (রা.)-এর উদ্ধৃতি দিয়ে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেন, কুরআন শরীফ যখন মুনাফিকদের সম্পর্কীয় আলোচনাসহ অবতীর্ণ হয়, তখন জুলাছ ইবনে সুয়ায়িদ বলল, খোদার কসম! এ ব্যক্তি যা বলছে তা যদি সত্য হয়ে থাকে, তা হলে আমরা গাধা অপেক্ষাও নিকৃষ্ট হবো। তখন উমাইর বিন সা'আদ তা শুনে বলল, হে জুলাছ! খোদার কসম! তুমি তো আমার অত্যন্ত প্রিয়তম ব্যক্তি এবং আমার নিকট বর্ণনার দিক দিয়েও সু বক্তা। পরন্তু তুমি এমন মন্তব্য করেছ যদি তা প্রকাশ করি, তা হলে তুমি অপমাণিত হবে। আর যদি প্রকাশ না করি, তাহলে তুমি আমাকে ধ্বংস করে দিবে। একটি অপেক্ষা অপরটি অতি বিপদ জনক। সুতরাং তিনি রাসূল ﷺ -এর দরবারে উপস্থিত হয়ে জুলাছ যা বলেছিল তা রাসূল ﷺ -কে জানিয়ে দিলেন। তখন সে কসম খেয়ে অস্বীকার করে বলল যে, উমাইর আমার সম্পর্কে মিথ্যা বলেছে। উমাইর যা বলেছিলেন তার সমর্থনে আলোচ্য আয়াত নাজিল হয়েছে।

শানে নুযূল– ৩ : ইবনে জারীর, আবুশ শাইখ, তাবারানী ও ইবনে মারদুভিয়া হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) হতে বর্ণনা করেন যে, রাসূল ﷺ একদা গাছের ছায়ায় বসেছিলেন, তখন তিনি বললেন, খুব শিঘ্রই তোমাদের নিকট এক লোক আসবে, (শয়তানের দৃষ্টি তুল্য তোমাদের প্রতি তাকাবে) সে যখনই আসবে তোমরা তার সাথে কথা বলবে না। অনতিবিলম্বেই হলুদ চক্ষু বিশিষ্ট এক ব্যক্তি উপস্থিত হয়। রাসূল ﷺ তাকে ডেকে জিজ্ঞেস করলেন যে, তুমি ও তোমার সঙ্গিরা কিসের জন্য আমার মন্দচারিতা করলে? সুতরাং সে তার সাথিদেরকে নিয়ে আসলে তারা সকালেই কসম খেয়ে অস্বীকার করে। সে সময়ে তাদের কসমের অসারতা ও অসত্যতার বর্ণনা করার পরিপ্রেক্ষিতে আলোচ্য আয়াত নাজিল হয়েছে। –[ইবনে কাছীর– ৩৮০/২, বাহরে মুহীত– ৭৩/৫, রূহুল মা'আনী-১৩৮/৫, দুররে মানছুর– ২৫৮/৩, কুরতুবী– ১৮৮/৮, ফাতহুল কাদীর– ৩৮৪/২]

শানে নুযূল– ৪ : ইবনে ওয়াকী ও আবূ মু'আবিয়া হিশাম ইবনে উরওয়ার উদ্ধৃতি দিয়ে বর্ণনা করেন যে, তিনি তদীয় পিতা উরওয়ার বরাত দিয়ে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেন, আলোচ্য আয়াত জুলাছ ইবনে সোওয়াইদ ইবনে সামেত সম্পর্কে নাজিল হয়েছে। ঘটনাপ্রবাহ হচ্ছে যে, সে বলেছিল মুহাম্মদ যা কিছু নিয়ে এসেছে, তা যদি সত্য হয়, তাহলে আমরা গাধা অপেক্ষাও অতি নিকৃষ্ট, তখন তার স্ত্রীর অন্য পক্ষীয় পুত্র বলল, হে আল্লাহর দুশমন! আল্লাহর কসম! তুমি যা বলছ, সে সম্পর্কে আল্লাহর রাসূল ﷺ -কে আমি অবগত করে দিব আমি যদি এমনটি না করি, তাহলে তুমি আমাকেও আক্রান্ত করবে বলে ভয় হচ্ছে, অথবা তোমার অপরাধে আমি অভিযুক্ত হবো। অতঃপর নবী করীম ﷺ জুলাছকে ডেকে জিজ্ঞেস করলেন যে, তুমি কি এমন এমন বলেছ? তখন সে কসম খেয়ে অস্বীকার করল সে সময় সে নরাধম সম্পর্কে আলোচ্য আয়াত নাজিল হয়েছে –[তাবারী-৪২১/৬]

শানে নুযূল– ৫ : ইকরিমা বলেন, বনী আদী ইবনে কা'আবের মাওলা আনসারী এক ব্যক্তিকে হত্যা করেছিল। রাসূল ﷺ সেই হত্যাকাণ্ডের বিষয়টি বারো হাজার মুদ্রা প্রদান করার শর্তে নিষ্পত্তি করেছিলেন। সেই পরিপ্রেক্ষিতে وما نقموا إلا أن أغناهم الله ورسوله من فضله আয়াতাংশটি নাজিল হয়েছে। –[তাবারী-৪২৩/৬]

শানে নুযূল– ৬ : সুদ্দী বলেন, আলোচ্য আয়াত কতিপয় মুনাফিক সম্পর্কে নাজিল হয়েছে। ঘটনাপ্রবাহ হচ্ছে, কতিপয় মুনাফিকের একটি তাবূক যুদ্ধের সফরকালে কোনো এক রাতে মুনাফিকদের দশজনের একটি দল রাসূল ﷺ -কে হত্যা করার ষড়যন্ত্র করেছিল তাদের সম্পর্কে আলোচ্য আয়াত নাজিল হয়েছে। যাহহাকেরও অভিমত হলো যে, তাদের সম্পর্কেই আলোচ্য আয়াত নাজিল হয়েছে –[ইবনে কাছীর-৩৮০/২]

তাছাড়াও এ আয়াতের শানে নুযূল সম্পর্কে আরো বিভিন্ন রেওয়ায়েত রয়েছে। সবগুলোই উক্ত আয়াতের শানে নুযূল হতে পারে, সেগুলোর মধ্যে কোনো বৈপরীত্য নেই

https://e-ilm.weebly.com/

৭৫-৭৮. قوله وَمِنْهُمْ مَّنْ عٰهَدَ اللّٰهَ لَئِنْ اٰتٰنَا مِنْ فَضْلِهٖ الخ **আয়াতের শানে নুযূল :** ইবনুল মুনযির, ইবনে আবি হাতেম, আবুশ শায়েখ, তাবারানী ইবনে মুনদা, বারুদী, আবূ নাঈম, ইবনে মারদুভিয়া, বায়হাকী ও ইবনে আসাকির আবূ উমামা বাহেলী (রা.)-এর উদ্ধৃতি দিয়ে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেন, ছা'লাবা ইবনে হাতেম একদা রাসূল ﷺ -এর খেদমতে উপস্থিত হয়ে বলেন, হে আল্লাহর রাসূল! আল্লাহ তা'আলার নিকট আপনি দোয়া করুন, তিনি যেন আমাকে মাল (ধনাঢ্যতা) দান করেন। রাসূল ﷺ বললেন, হে ছা'লাবা আমার মতো জীবনযাপন করতে কি তুমি পছন্দ কর না? আমি যদি এ কামনা করি যে, আমার সাথে এ পাহাড়টি স্বর্ণে রূপান্তরিত করে ভ্রমণ করাবেন, তাহলে তাই হবে। তিনি বললেন, হে আল্লাহর রাসূল! আল্লাহর নিকট আমার জন্য দোয়া করুন, তিনি যেন আমাকে মাল দান করেন, যে আল্লাহ আপনাকে সত্যসহ প্রেরণ করেছেন, তাঁর শপথ করে বলছি যে, আল্লাহ যদি আমাকে মাল দেন তাহলে আমি প্রত্যেকের হককে যথাযথভাবে আদায় করব। রাসূল ﷺ বললেন, وَيْحَكَ يَا ثَعْلَبَةُ হে ছা'লাবা! তোমার জন্য আফসোস! তুমি তো শুকরিয়া আদায় করতে সক্ষম হবে না। ছ'লাবা বললেন, হে আল্লাহর রাসূল! আল্লাহর নিকট আমার ধনাঢ্যতার জন্য দোয়া করুন। অতঃপর রাসূল ﷺ দোয়া করে বলেন, اَللّٰهُمَّ ارْزُقْهُ مَالًا হে আল্লাহ! তুমি তাকে মাল দাও। তখন সে বকরি পালন আরম্ভ করল। তাতে অনেক বরকত দেওয়া হলো। পরন্তু এগুলো কীট-পতঙ্গের ন্যায় সংখ্যায় বৃদ্ধি হলো। ফলে মদিনায় সংকুলান না হওয়ার কারণে অন্যত্র স্থানান্তর হয়ে যায়। তখন রাসূল ﷺ -এর সাথে শুধু রাত ও দিনের নামাজটুকু আদায় করত। তারপরও তার পশুগুলো কীটপতঙ্গের ন্যায় সংখ্যায় বৃদ্ধি হয়ে সে জায়গায়ও সংকুলান না হওয়ার কারণে অন্যত্র চলে যায়। তখন রাসূল ﷺ -এর সাথে রাত ছাড়া শুধু দিনের নামাজ গুলো এসে আদায় করত। তারপরও তার পশুগুলো কীটপতঙ্গের ন্যায় সংখ্যায় বৃদ্ধি হয়ে গেল। ফলে সে অন্যত্র চলে যায়। তখন রাসূল ﷺ -এর সাথে সপ্তাহে শুধু জুমার নামাজ আদায় করত। তারপরও পশুগুলো কীটপতঙ্গের ন্যায় সংখ্যায় আরও বৃদ্ধি পেয়ে সেই জায়গায়ও সংকুলান না হওয়ার কারণে অন্যত্র চলে যায়। তখন রাসূল ﷺ -এর সাথে গিয়ে জুমা ও জানাযার নামাজটুকুও আদায় করতে সক্ষম হয় না। তখন রাস্তার পথিক থেকে খবরাখবর জিজ্ঞাসাবাদ করে। রাসূল ﷺ -ও তাকে দেখতে না পেয়ে সাহাবায়ে কেরামের নিকট তার সম্পর্কে জানতে চান। সাহাবীগণ বলেন, সে তো বকরি পালন করছে। মদিনায় তাঁর সংকুলান না হওয়ার কারণে অন্য কোথাও চলে গিয়েছে। তখন রাসূল ﷺ বলেন, وَيْحَ ثَعْلَبَةَ بْنُ حَاطِبٌ ছা'লাবার প্রতি আফসোস! ছা'লাবার প্রতি আফসোস!! ছা'লাবার প্রতি আফসোস!!! তিন বার বলেন।

অতঃপর আল্লাহ তা'আলা তাঁর রাসূল ﷺ -কে সদকা আদায় করার নির্দেশ করেন এবং خُذْ مِنْ اَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ আয়াত নাজিল হয়। সুতরাং রাসূল ﷺ সদকা উসুল করার জন্য জুহাইনা ও বনী সালমা গোত্রদ্বয় হতে দুজন লোক প্রেরণ করেন এবং তাদের নিকট আদায়যোগ্য উট ও বকরির বয়স লিখে দিলেন। কিভাবে সংগ্রহ করবে তাও লিখে দিলেন। তাদেরকে ছা'লাবা ও বনী সুলাইম গোত্রের এক ব্যক্তি এ দুজনের নিকট যাবার কথা বললেন। ফলে তারা ছা'লাবার নিকট গিয়ে সদকা করার কথা বলেন। তখন সে বলল, তোমরা লিখিত প্রমাণ পত্র দেখাও তো? অতঃপর পত্র দেখে মন্তব্য করল যে, তা তো একপ্রকার কর মাত্র। তোমরা এখন চলে যাও। যাওয়ার পথে আমার নিকট হয়ে যেয়ো। ফলে তারা দুজন চলে গেলেন। সুলাইমী তাদের আগমন জানতে পেরে তার উৎকৃষ্ট মানের উট ও অন্যান্য পশু নিয়ে দুজন দূতের নিকট উপস্থিত হলেন। পশু দেখে তারা বললেন, আদায়যোগ্য পশু তদপেক্ষা নিম্নমানের। তখন সুলাইমী বললেন যে, আমি সন্তুষ্ট চিত্তে আল্লাহর রাস্তায় এগুলো দিয়ে আল্লাহ তা'আলার নৈকট্য অর্জন করতে চাই। অতএব, অনুগ্রহ পূর্বক তা আপনারা গ্রহণ করুন। সেখান থেকে কাজ শেষ করে ছা'লাবা ইবনে হাতেবের নিকট তারা আবারো গেলেন। তখন সে বলল যে, তোমাদের আইনগুলো দেখাও। পত্রদেখে এবারও পূর্বের ন্যায় বলল, এতো হলো কেবল জিজিয়া কর। তোমরা চলে যাও! আমি একটু ভেবে চিন্তে দেখি। ফলে তারা মদিনায় চলে গেলেন। রাসূল ﷺ তাদেরকে দেখে তাদের সাথে কথা বলার পূর্বেই বললেন– وَيْحَ ثَعْلَبَةَ بْنُ حَاطِبٌ ছা'লাবার প্রতি আফসোস! আর সুলাইমীর জন্য বরকত ও কল্যাণের দোয়া করেন। এরই পরিপ্রেক্ষিতে আল্লাহ তা'আলা وَمِنْهُمْ مَّنْ عٰهَدَ اللّٰهَ لَئِنْ اٰتٰنَا مِنْ فَضْلِهٖ لَنَصَّدَّقَنَّ তিনখানা আয়াত নাজিল করেন। কুরআন মাজীদে তার সম্পর্কীয় আয়াত নাজিল হবার কথা তার কোনো নিকট আত্মীয় তার কাছে খবর পৌঁছানোর পর, সে রাসূল ﷺ -এর নিকট উপস্থিত হয়ে বলল, হে আল্লাহর রাসূল! এ হলো আমার মালের জাকাত। রাসূল ﷺ তা গ্রহণ করতে অস্বীকার করলেন যে, আল্লাহ আমাকে তোমার মাল গ্রহণ করতে নিষেধ করেছেন। পরবর্তীতে রাসূল ﷺ তার মাল গ্রহণ করেননি। অতঃপর হযরত আবূ বকর সিদ্দীক (রা.), হযরত ওমর ফারূক (রা.) এবং হযরত উসমান (রা.)ও তার মাল গ্রহণ করেননি। হযরত উসমান (রা.) -এর খেলাফতকালেই তার মৃত্যু হয়। কোনো বর্ণনা মতে ছা'লাবা মহানবী ﷺ -এর যুগে মসজিদে নববীর খাদেম ছিল। সে অর্থনৈতিকভাবে দুর্বল ছিল। প্রকৃতপক্ষে সে ছিল একজন মুনাফিক। মুনাফিক থেকে

https://e-ilm.weebly.com/

সদকা গ্রহণ করা যায় না। কিন্তু তার কুফরি প্রকাশ্যে না হবার কারণে তাকে হত্যা করা যাচ্ছে না। তারপরও লজ্জা থেকে বেঁচে থাকার জন্য মুসলমানদের সাথে জাকাত দিতে চেয়েছিল। তা গ্রহণ করা হয়নি। -[রূহুল মা'আনী-১৪৩/৫, তাবারী-৪২৫/৬, দুররে মানছূর-২৬০/৩, ফাতহুল কাদীর- ২৮৫/২, ইবনে কাছীর- ৩৮১/২, কুরতুবী- ১৯১/৮, বাহরে মুহীত-৭৫/৫]

ইবনে আব্বাস (রা.) হতে বর্ণিত রয়েছে যে, হাতেম ইবনে আবী বালতাআ সম্পর্কে উক্ত আয়াত নাজিল হয়েছে। সিরিয়ায় তার মালামাল রয়ে গিয়েছিল। সুতরাং আনসারদের কোনো এক বৈঠকে শপথ করে বলেছিল যে, সে মালামাল যদি নিরাপদ থাকে তাহলে সেই মাল থেকে কিছু আমি সদকা করে দিব। অতঃপর যখন তা নিরাপদ হয়ে গেল, তখন তাতে কার্পণ্য করতে লাগল। সে পরিপ্রেক্ষিতে আলোচ্য আয়াত নাজিল হয়েছে।। -[কুরতুবী- ১৯১/৮]

যাহহাক বলেন যে, নাবতাল ইবনে হারিছ, জাদ্দ ইবনে কায়েস ও মুআত্তিব ইবনে কুশাইর প্রমুখ মুনাফিকদের সম্পর্কে আলোচ্য আয়াতগুলো নাজিল হয়েছে। -[কুরতুবী- ১৯২/৮, বাহরে মুহীত- ৭৫/৫]

قوله الَّذِيْنَ يَلْمِزُوْنَ الْمُطَّوِّعِيْنَ مِنَ الْمُؤْمِنِيْنَ فِي الصَّدَقٰتِ الخ (৭৯) আয়াতের শানে নুযূল-১ : বুখারী ও মুসলিম প্রমুখ হাদীস গ্রন্থকার হযরত ইবনে মাসউদ (রা.) -এর উদ্ধৃতি দিয়ে বর্ণনা করেন যে, সদকা সম্পর্কীয় আয়াত যখন নাজিল হয়, তখন আমরা মাল পিঠে বহন করে রাসূল ﷺ -এর দরবারে এনে হাজির করতাম। সুতরাং এক লোক প্রচুর পরিমাণের মালামাল নিয়ে উপস্থিত হলো। তখন মুনাফিকরা মন্তব্য করল যে, এরা হলো আত্মপ্রদর্শনকারী। আবূ আকীল অর্ধ সা' সামগ্রী নিয়ে উপস্থিত হন- মুনাফিকরা মন্তব্য করল যে, যৎসামান্য সদকা হতে আল্লাহ তা'আলা সম্পূর্ণই প্রয়োজনমুক্ত। মুনাফিকদের হঠকারিতা প্রদর্শনের পরিপ্রেক্ষিতে আল্লাহ তা'আলা আলোচ্য আয়াত নাজিল করেন। -[ফাতহুল কাদীর-৩৬৮/২, কুরতুবী-৯৮]

শানে নুযূল- ২ : কাতাদাহ বলেন, আব্দুর রহমান ইবনে আওফ তার অর্ধমাল সদকা করে দিলেন। তার মাল ছিল আট হাজার বিধায় চার হাজার দান করে দিলেন। তখন গোত্রের লোকেরা বলেছিল যে, এ ব্যক্তিটিই হলো সর্ববৃহৎ আত্মপ্রদর্শনকারী, সে পরিপ্রেক্ষিতে আল্লাহ তা'আলা الَّذِيْنَ يَلْمِزُوْنَ الْمُطَّوِّعِيْنَ আয়াত নাজিল করেন। অপরদিকে আনসারীদের এক ব্যক্তি অর্ধ টাল খেজুর নিয়ে উপস্থিত হন। তখন মুনাফিকরা বলল, এমন যৎসামান্য মালের জন্য আল্লাহ তা'আলা প্রয়োজনমুক্ত, তখন সে প্রেক্ষিতে الَّذِيْنَ يَلْمِزُوْنَ الْمُطَّوِّعِيْنَ আল্লাহ তা'আলা নাজিল করেছেন। -[কুরতুবী- ১৯২/৮]

শানে নুযূল- ৩ : রাসূল ﷺ সদকা করার জন্য সাহাবীগণকে উৎসাহিত করেন। সুতরাং আব্দুর রহমান ইবনে আওফ চার হাজার মুদ্রা নিজের জন্য রেখে চার হাজার মুদ্রা সদকা করে দিলেন। যা কিছু দান করলেন এবং যা কিছু নিজের জন্য রেখেছেন, সব কিছুর মধ্যে বরকতের জন্য দোয়া করেন। হযরত ওমর (রা.) অর্ধেক মাল দান করে দিলেন। আসেম ইবনে আদী একশত ওয়াসক দান করেন। হযরত উসমান (রা.) বিরাট অংকের মাল দিান করেন, আবূ আকীল আরলশী (রা.) এক সা' খেজুর। এক ব্যক্তি বড় একটি উষ্ট্রী নিয়ে এসে বলল, হে আল্লাহর রাসূল! এ উটনীটি এবং তার পেটে যে বাচ্চা রয়েছে, তা সদকা এবং এর সাথে উষ্ট্রীর লাগামটিও দিয়ে দিলেন। তখন মুনাফিকরা বলতে লাগল যে, ওরা তো কেবল লৌকিকতা ও সুনাম চর্চার জন্য দান-দাক্ষিণ্য করছে। আবূ আকীল তো দান করছে বড়দের সারিতে গণ্য হবার জন্য অথবা আত্মগর্ব করার জন্য। তার এক সা' আল্লাহর নিষ্প্রয়োজন। আল্লাহ তা'আলা উক্ত আয়াত এ সকল কুৎসা রটনাকারী ও উপহাসকারীদের নিন্দাবাদ প্রদান সম্পর্কে নাজিল করেন। -[বাহরে মুহীত- ৭৯/৫]

এ আয়াতের শানে নুযূলগুলো ছাড়াও আরো অনেক সাহাবায়ে কেরাম দান করেন, তারাও এ শানে নুযূলের আওতাধীন রয়েছেন। এর মধ্যে বৈপরীত্যের কিছু নেই।

قوله يَحْلِفُوْنَ بِاللّٰهِ مَا قَالُوْا وَلَقَدْ قَالُوْا كَلِمَةَ الْكُفْرِ তে মুনাফিকদের আলোচনা করা হয়েছে যে, তারা নিজেদের বৈঠক সমাবেশে কুফরি কথাবার্তা বলতে থাকে এবং তা যখন মুসলমানরা জেনে ফেলে, তখন মিথ্যা কসম খেয়ে খেয়ে নিজেদের সুচিতা প্রমাণ করতে প্রয়াসী হয়। ইমাম বগভী (র.) এ আয়াতের শানে নুযূল বর্ণনা প্রসঙ্গে এ ঘটনা উদ্ধৃত করেছেন যে, রাসূলে কারীম ﷺ গযওয়ায়ে তাবূক প্রসঙ্গে এক ভাষণ দান করেন যাতে মুনাফিকদের অশুভ পরিণতি ও দুরবস্থার কথা বলা হয়। উপস্থিত শ্রোতাদের মধ্যে জুল্লাস নামক এক মুনাফিকও ছিল। সে নিজ বৈঠকে গিয়ে বলল, মুহাম্মদ ﷺ যা কিছু বলেন তা যদি সত্যি হয়, তবে আমরা (মুনাফিকরা) গাধার চাইতেও নিকৃষ্ট। আর এ বাক্যটি আমের ইবনে কায়েস (রা.) নামক এক সাহাবী শুনে বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ যা কিছু বলেন, নিঃসন্দেহে তা সত্য এবং তোমরা গাধা অপেক্ষাও নিকৃষ্ট।

রাসূলুল্লাহ ﷺ যখন তাবুকের সফর থেকে মদিনা মুনাওয়ারায় ফিরে আসেন, তখন আমের ইবনে কায়েস (রা.) এ ঘটনা মহানবী ﷺ -কে বলেন। জুল্লাস নিজের কথা ঘুরিয়ে বলতে শুরু করে যে, আমের ইবনে কায়েস (রা.) আমার উপর মিথ্যা অপবাদ আরোপ করছে

(আমি এমন কথা বলিনি)। এতে রাসূলুল্লাহ ﷺ উভয়কে 'মিম্বরে নববী'র পাশে দাঁড়িয়ে কসম খাবার নির্দেশ দেন। জুল্লাস অবলীলাক্রমে কসম খেয়ে নেয় যে, আমি এমন কথা বলিনি, আমের মিথ্যা কথা বলছে। হযরত আমের (রা.) -এর পালা এলে তিনিও (নিজের বক্তব্য সম্পর্কে) কসম খান এবং পরে হাত উঠিয়ে দোয়া করেন যে, আয় আল্লাহ! আপনি ওহীর মাধ্যমে স্বীয় রাসূলের উপর এ ঘটনার তাৎপর্য প্রকাশ করে দিন। তাঁর প্রার্থনায় স্বয়ং রাসূলুল্লাহ ﷺ এবং সমস্ত মুসলমান 'আমীন' বললেন। অতঃপর সেখান থেকে তাদের সরে আসার পূর্বেই হযরত জিবরীল আমীন (আ.) ওহী নিয়ে হাজির হন যাতে উল্লিখিত আয়াতখানি নাজিল হয়।

জুল্লাস আয়াতের পাঠ শুনে সঙ্গে সঙ্গে দাঁড়িয়ে বলতে আরম্ভ করে, ইয়া রাসূলাল্লাহ! এখন আমি স্বীকার করছি যে, এ ভুলটি আমার দ্বারা হয়ে গিয়েছিল। আমের ইবনে কায়েস (রা.) যা কিছু বলেছেন তা সবই সত্য। তবে এ আয়াতে আল্লাহ তা'আলা আমাকে তওবা করার অবকাশ দান করেছেন। কাজেই এখনই আমি আল্লাহ তা'আলার নিকট মাগফেরাত তথা ক্ষমা প্রার্থনা করছি এবং সাথে সাথে তওবা করছি। রাসূলুল্লাহ ﷺ ও তাঁর তওবা কবুল করে নেন এবং অতঃপর তিনি নিজ তওবায় অটল থাকেন। তাতে তার অবস্থাও শুধারে যায়। –[মাযহারী]

কোনো কোনো তাফসীরবিদ মনীষী এ আয়াতের শানে নুযূল প্রসঙ্গে এমনি ধরনের অন্যান্য ঘটনার বর্ণনা করেছেন। বিশেষত এজন্য যে, আয়াতে এ বাক্যটিও রয়েছে যে, وَهَمُّوا بِمَا لَمْ يَنَالُوا অর্থাৎ তারা এমন এক কাজের চিন্তা করে, যাতে তারা কৃতকার্য হতে পারেনি। এতে প্রতীয়মান হয় যে এ আয়াতটি এমন কোনো ঘটনার সাঁথে সম্পৃক্ত যাতে মুনফিকরা মহানবী ﷺ ও মুসলমানদের বিরুদ্ধে কোনো ষড়যন্ত্র করে কৃতকার্য হতে পারেনি। যেমন, উক্ত গযওয়ায়ে তাবুক থেকে প্রত্যাবর্তনের বিখ্যাত ঘটনা যে, মুনাফিকদের বারো জন লোক পাহাড়ি এক ঘাঁটিতে এমন উদ্দেশ্যে লুকিয়ে বসেছিল যে, মহানবী ﷺ যখন এখানে এসে পৌছবেন, তখন আকস্মিক আক্রমণ চালিয়ে তাঁকে হত্যা করে ফেলবে। এ ব্যাপারে হযরত জিবরীল আমীন তাঁকে খবর দিয়ে দিলে তিনি এ পথ থেকে সরে যান এবং এতে করে তাদের হীনচক্রান্ত ধূলিসাৎ হয়ে যায়।

এছাড়া মুনাফিকদের দ্বারা এ ধরনের অন্যান্য ঘটনাও সংঘটিত হয়। তবে এসবের মধ্য কোনো বৈপরীত্য কিংবা বিরোধ নেই। এ সমুদয় ঘটনাই উক্ত আয়াতের উদ্দেশ্য হতে পারে।

فَأَعْقَبَهُمْ نِفَاقًا فِي قُلُوبِهِمْ অর্থাৎ আল্লাহ তা'আলা তাদের অপকর্ম ও অঙ্গীকার লঙ্ঘনের ফলে তাদের অন্তরসমূহ মুনাফেকি বা কুটিলতাকে আরো পাকাপোক্ত করে বসিয়ে দেন, যাতে তাদের তওবা করার ভাগ্যও হবে না।

হযরত আবূ উমামাহ (রা.) -এর বিস্তারিত রেওয়ায়েতের পর যা এইমাত্র উল্লেখ করা হলো, ইবনে জরীর লিখেছেন যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ যখন ছা'লাবাহর জন্য তিন তিন বার আফসোস করেন তখন সে মজলিসে ছা'লাবার কতিপয় আত্মীয় আপনজনও উপস্থিত ছিল। রাসূল ﷺ -এর এ বাক্যটি শুনে তাদের মধ্য থেকে একজন সঙ্গে সঙ্গে রওয়ানা হয়ে ছা'লাবার কাছে গিয়ে পৌছল এবং তাকে ভর্ৎসনা করে বলল, তোমার সম্পর্কে কুরআনের আয়াত নাজিল হয়ে গেছে। এ কথা ছা'লাবাহ শুনে ঘাবড়ে গেল এবং মদিনায় হাজির হয়ে নিবেদন করল, হুজুর আমার সদাকা কবুল করে নিন। নবী করীম ﷺ বললেন, আল্লাহ তা'আলা আমাকে তোমার সদকা কবুল করতে বারণ করে দিয়েছেন। একথা শুনে ছা'লাবাহ নিজের মাথায় মাটি নিক্ষেপ করতে লাগল। রাসূল ﷺ বললেন, এটা তো তোমার নিজেরই কৃতকর্ম। আমি তোমাকে হুকুম করেছিলাম, কিন্তু তুমি তা মান্য করনি। এখন আর তোমার সদকা কবুল হতে পারে না। তখন ছা'লাবাহ অকৃতকার্য হয়ে ফিরে গেল এবং এর কিছুদিন পরই মহানবী ﷺ -এর ওফাত হয়ে যায়। অতঃপর হযরত আবূ বকর সিদ্দীকে আকবর (রা.) খলীফা হলে সা'লাবাহ সিদ্দীকে আকবর (রা,) এর খেদমতে হাজির হয়ে তার সদকা কবুল করার আবেদন জানাল। তিনি উত্তর দিলেন, যখন স্বয়ং রাসূলুল্লাহ ﷺ-ই কবুল করেননি, তখন আমি কেমন করে কবুল করব। তারপর হযরত সিদ্দীকে আকবর (রা.) -এর ওফাতের পর ছা'লাবাহ ফারূকে আ'যম (রা.) -এর খেদমতে হাজির হয় এবং সে আবেদন জানায় এবং একই উত্তর পায়, যা সিদ্দীকে আকবর (রা.) দিয়েছিলেন। এরপর হযরত উসমান (রা.) -এর খেলাফত আমলেও সে এ নিবদেন করে। কিন্তু তিনিও অস্বীকার করেন। হযরত উসমান (রা.) -এর খেলাফতকালেই ছা'লাবার মৃত্যু হয়। –[মাযহারী]

শব্দ বিশ্লেষণ

اَلْمَصِيْرُ : সীগাহ واحد বহছ اسم ظرف বাব ضَرَبَ মাসদার اَلصَّيْرُوْرَةُ মূলবর্ণ (ص ـ ى ـ ر) জিনস اجوف يائى অর্থ– ঠিকানা।

تَوَلَّوْا : সীগাহ جمع مذكر غائب বহছ اثبات فعل ماضى معروف বাব تَفَعَّلٌ মাসদার اَلتَّوَلِّيْ মূলবর্ণ (و ـ ل ـ ى) জিনস لفيف مفروق অর্থ– তারা পিঠ ফিরিয়ে নিয়েছে।

مُطَّوِّعِيْنَ : সীগাহ جمع مذكر বহছ اسم فاعل বাব تَفَعُّلٌ মাসদার اَلتَّطَوُّعُ মূলবর্ণ (ط ـ و ـ ع) জিনস اجوف واوى অর্থ– যারা মন খুলে খরচ করে।

https://e-ilm.weebly.com/

اِسْتَغْفِرْ لَهُمْ اَوْ لَا تَسْتَغْفِرْ لَهُمْ ؕ اِنْ تَسْتَغْفِرْ لَهُمْ سَبْعِيْنَ مَرَّةً فَلَنْ يَّغْفِرَ اللّٰهُ لَهُمْ ؕ ذٰلِكَ بِاَنَّهُمْ كَفَرُوْا بِاللّٰهِ وَرَسُوْلِهٖ ؕ وَاللّٰهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْفٰسِقِيْنَ (٨٠) ع ١٠

অনুবাদ : (৮০) আপনি তাদের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করেন অথবা তাদের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা না করেন, [উভয় সমান], যদি আপনি তাদের জন্য সত্তরবারও ক্ষমা প্রার্থনা করেন, তবুও আল্লাহ তা'আলা তাদেরকে ক্ষমা করবেন না, এর কারণ এই যে, তারা আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের সাথে কুফরি করেছে, আর আল্লাহ এমন অবাধ্য লোকদেরকে পথ প্রদর্শন করেন না।

فَرِحَ الْمُخَلَّفُوْنَ بِمَقْعَدِهِمْ خِلٰفَ رَسُوْلِ اللّٰهِ وَكَرِهُوْٓا اَنْ يُّجَاهِدُوْا بِاَمْوَالِهِمْ وَاَنْفُسِهِمْ فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ وَقَالُوْا لَا تَنْفِرُوْا فِي الْحَرِّ ؕ قُلْ نَارُ جَهَنَّمَ اَشَدُّ حَرًّا ؕ لَوْ كَانُوْا يَفْقَهُوْنَ (٨١)

(৮১) এই পশ্চাদবর্তী লোকগণ উৎফুল্ল হয়ে গেল রাসূলুল্লাহর [যুদ্ধে গমনের] পর নিজেদের গৃহে বসে থাকার প্রতি এবং তারা আল্লাহর পথে নিজেদের ধন ও প্রাণ দিয়ে জিহাদ করাকে না পছন্দ করল, অধিকন্তু বলতে লাগল, তোমরা [এই ভীষণ] গরমের মধ্যে বের হয়ো না, আপনি বলে দিন জাহান্নামের আগুন [এটা অপেক্ষা] অধিক গরম, কি ভালো হতো, যদি তারা বুঝতে পারত।

فَلْيَضْحَكُوْا قَلِيْلًا وَّلْيَبْكُوْا كَثِيْرًا ۚ جَزَآءًۢ بِمَا كَانُوْا يَكْسِبُوْنَ (٨٢)

(৮২) অতএব, তারা অল্প কয়েক দিন হেসে [খেলে] নিক, আর [আখেরাতে] বহু দিন [অর্থাৎ অনন্তকাল] কাঁদতে থাকুক, সেই সকল কাজের বিনিময় যা তারা অর্জন করছিল।

فَاِنْ رَّجَعَكَ اللّٰهُ اِلٰى طَآئِفَةٍ مِّنْهُمْ فَاسْتَاْذَنُوْكَ لِلْخُرُوْجِ فَقُلْ لَّنْ تَخْرُجُوْا مَعِيَ اَبَدًا

(৮৩) তখন যদি আল্লাহ আপনাকে [মদিনায়] তাদের কোনো সম্প্রদায়ের প্রতি ফিরিয়ে আনেন, অতঃপর তারা [কোনো জিহাদে] বহির্গত হতে অনুমতি চায়, তবে আপনি এরূপ বলে দিন যে, তোমরা কখনো আমার সঙ্গে [কোনো জিহাদে] বের হবে না

শাব্দিক অনুবাদ

(৮০) اِسْتَغْفِرْ لَهُمْ আপনি তাদের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করেন اَوْ لَا تَسْتَغْفِرْ لَهُمْ অথবা তাদের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা না করেন, [উভয় সমান] اِنْ تَسْتَغْفِرْ لَهُمْ যদি আপনি তাদের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করেন سَبْعِيْنَ مَرَّةً সত্তরবারও فَلَنْ يَّغْفِرَ اللّٰهُ لَهُمْ তবুও আল্লাহ তা'আলা তাদেরকে ক্ষমা করবেন না ذٰلِكَ بِاَنَّهُمْ كَفَرُوْا بِاللّٰهِ وَرَسُوْلِهٖ এর কারণ এই যে, তারা আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের সাথে কুফরি করেছে وَاللّٰهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْفٰسِقِيْنَ আর আল্লাহ এমন অবাধ্য লোকদেরকে পথ প্রদর্শন করেন না।

(৮১) فَرِحَ الْمُخَلَّفُوْنَ এই পশ্চাদবর্তী লোকগণ উৎফুল্ল হয়ে গেল بِمَقْعَدِهِمْ নিজেদের গৃহে বসে থাকার প্রতি خِلٰفَ رَسُوْلِ اللّٰهِ রাসূলুল্লাহর [যুদ্ধে গমনের] পর وَكَرِهُوْٓا এবং তারা না পছন্দ করল اَنْ يُّجَاهِدُوْا জিহাদ করাকে بِاَمْوَالِهِمْ وَاَنْفُسِهِمْ নিজেদের ধন ও প্রাণ দিয়ে فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ আল্লাহর পথে وَقَالُوْا অধিকন্তু বলতে লাগল لَا تَنْفِرُوْا فِي الْحَرِّ তোমরা [এই ভীষণ] গরমের মধ্যে বের হয়ো না قُلْ আপনি বলে দিন نَارُ جَهَنَّمَ জাহান্নামের আগুন اَشَدُّ حَرًّا অধিক গরম لَوْ كَانُوْا يَفْقَهُوْنَ কি ভালো হতো, যদি তারা বুঝতে পারত।

(৮২) فَلْيَضْحَكُوْا قَلِيْلًا অতএব, তারা অল্প কয়েক দিন হেসে [খেলে] নিক وَّلْيَبْكُوْا كَثِيْرًا আর [আখেরাতে] বহু দিন [অর্থাৎ অনন্তকাল] কাঁদতে থাকুক جَزَآءًۢ بِمَا كَانُوْا يَكْسِبُوْنَ সেই সকল কাজের বিনিময় যা তারা অর্জন করছিল।

(৮৩) فَاِنْ رَّجَعَكَ اللّٰهُ তখন যদি আল্লাহ আপনাকে [মদিনায়] ফিরিয়ে আনেন اِلٰى طَآئِفَةٍ مِّنْهُمْ তাদের কোনো সম্প্রদায়ের প্রতি فَاسْتَاْذَنُوْكَ অতঃপর তারা [কোনো জিহাদে] অনুমতি চায় لِلْخُرُوْجِ বহির্গত হতে فَقُلْ তবে আপনি এরূপ বলে দিন যে لَّنْ تَخْرُجُوْا مَعِيَ اَبَدًا তোমরা কখনো আমার সঙ্গে [কোনো জিহাদে] বের হবে না

https://e-ilm.weebly.com/

অনুবাদ : এবং আমার সঙ্গে হয়ে কোনো শত্রুর বিরুদ্ধে যুদ্ধও করবে না, তোমরা পূর্বেও বসে থাকাকে পছন্দ করেছিলে, অতএব, সেই সকল লোকদের সঙ্গে বসে থাক যারা পশ্চাদবর্তী থাকার যোগ্য।	وَلَنْ تُقَاتِلُوْا مَعِيَ عَدُوًّا ؕ اِنَّكُمْ رَضِيْتُمْ بِالْقُعُوْدِ اَوَّلَ مَرَّةٍ فَاقْعُدُوْا مَعَ الْخٰلِفِيْنَ (٨٣)
(৮৪) আর তাদের মধ্য হতে কেউ মরে গেলে তার উপর কখনো [জানাযার] নামাজ পড়বেন না এবং তার কবরের নিকটেও দাঁড়াবেন না, তারা আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের সাথে কুফরি করেছে এবং তারা কুফরের অবস্থাতেই মরেছে।	وَلَا تُصَلِّ عَلٰۤی اَحَدٍ مِّنْهُمْ مَّاتَ اَبَدًا وَّلَا تَقُمْ عَلٰی قَبْرِهٖ ؕ اِنَّهُمْ كَفَرُوْا بِاللّٰهِ وَرَسُوْلِهٖ وَمَاتُوْا وَهُمْ فٰسِقُوْنَ (٨٤)
(৮৫) আর তাদের ধনসম্পদ ও সন্তানসন্ততি আপনাকে যেন বিস্মিত না করে, আল্লাহ তা'আলা কেবল এটাই চাচ্ছেন, সেই সমস্ত বস্তুর কারণে দুনিয়াতে তাদেরকে আজাবে আবদ্ধ রাখেন এবং তাদের প্রাণবায়ু কুফরের অবস্থায়ই বের হয়।	وَلَا تُعْجِبْكَ اَمْوَالُهُمْ وَاَوْلَادُهُمْ ؕ اِنَّمَا يُرِيْدُ اللّٰهُ اَنْ يُّعَذِّبَهُمْ بِهَا فِی الدُّنْيَا وَتَزْهَقَ اَنْفُسُهُمْ وَهُمْ كٰفِرُوْنَ (٨٥)
(৮৬) আর যখনই কুরআনের কোনো অংশ এই বিষয়ে নাজিল করা হয় যে, তোমরা আল্লাহর উপর ঈমান আন এবং তাঁর রাসূলের সঙ্গী হয়ে জিহাদ কর, তখন তাদের মধ্যকার ক্ষমতাবান ব্যক্তিরা আপনার নিকট অব্যাহতি চায় এবং বলে, আমাদেরকে অনুমতি দিন, আমরাও এখানে অবস্থানকারীদের সঙ্গে থেকে যাই।	وَاِذَاۤ اُنْزِلَتْ سُوْرَةٌ اَنْ اٰمِنُوْا بِاللّٰهِ وَجَاهِدُوْا مَعَ رَسُوْلِهِ اسْتَاْذَنَكَ اُولُوا الطَّوْلِ مِنْهُمْ وَقَالُوْا ذَرْنَا نَكُنْ مَّعَ الْقٰعِدِيْنَ (٨٦)

শাব্দিক অনুবাদ

وَلَنْ تُقَاتِلُوْا مَعِيَ عَدُوًّا এবং আমার সঙ্গে হয়ে কোনো শত্রুর বিরুদ্ধে যুদ্ধও করবে না اِنَّكُمْ رَضِيْتُمْ তোমরা পছন্দ করেছিলে بِالْقُعُوْدِ বসে থাকাকে اَوَّلَ مَرَّةٍ পূর্বেও فَاقْعُدُوْا مَعَ الْخٰلِفِيْنَ অতএব, সেই সকল লোকদের সঙ্গে বসে থাক যারা পশ্চাদবর্তী থাকার যোগ্য।

(৮৪) وَلَا تُصَلِّ আর [জানাযার] নামাজ পড়বেন না عَلٰۤی اَحَدٍ তার উপর مِّنْهُمْ তাদের মধ্য হতে مَّاتَ কেউ মরে গেলে اَبَدًا কখনো وَلَا تَقُمْ عَلٰی قَبْرِهٖ এবং তার কবরের নিকটেও দাঁড়াবেন না اِنَّهُمْ كَفَرُوْا بِاللّٰهِ وَرَسُوْلِهٖ তারা আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের সাথে কুফরি করেছে وَمَاتُوْا وَهُمْ فٰسِقُوْنَ এবং তারা কুফরের অবস্থাতেই মরেছে।

(৮৫) وَلَا تُعْجِبْكَ আর আপনাকে যেন বিস্মিত না করে اَمْوَالُهُمْ وَاَوْلَادُهُمْ তাদের ধনসম্পদ ও সন্তানসন্ততি اِنَّمَا يُرِيْدُ اللّٰهُ আল্লাহ তা'আলা কেবল এটাই চাচ্ছেন اَنْ يُّعَذِّبَهُمْ بِهَا সেই সমস্ত বস্তুর কারণে তাদেরকে আজাবে আবদ্ধ রাখেন فِی الدُّنْيَا দুনিয়াতে وَتَزْهَقَ اَنْفُسُهُمْ এবং তাদের প্রাণবায়ু বের হয় وَهُمْ كٰفِرُوْنَ কুফরের অবস্থায়ই ।

(৮৬) وَاِذَاۤ اُنْزِلَتْ سُوْرَةٌ আর যখনই কুরআনের কোনো অংশ এই বিষয়ে নাজিল করা হয় যে اَنْ اٰمِنُوْا بِاللّٰهِ তোমরা আল্লাহর উপর ঈমান আন وَجَاهِدُوْا مَعَ رَسُوْلِهٖ এবং তাঁর রাসূলের সঙ্গী হয়ে জিহাদ কর اسْتَاْذَنَكَ তখন আপনার নিকট অব্যাহতি চায় اُولُوا الطَّوْلِ مِنْهُمْ তাদের মধ্যকার ক্ষমতাবান ব্যক্তিরা وَقَالُوْا এবং বলে ذَرْنَا আমাদেরকে অনুমতি দিন نَكُنْ مَّعَ الْقٰعِدِيْنَ আমরাও এখানে অবস্থানকারীদের সঙ্গে থেকে যাই।

https://e-ilm.weebly.com/

https://e-ilm.weebly.com/

বাঁচিয়ে নিতে পেরেছি এবং জিহাদে শামিল হতে হয়নি, কিন্তু প্রকৃতপক্ষে আল্লাহ তা'আলা তাদের এহেন সম্মান পাবার যোগ্য মনে করেননি। কাজেই এরা জিহাদ 'বর্জনকারী' নয়; বরং জিহাদ থেকে 'বর্জিত'। কারণ রাসূলুল্লাহ ﷺ -ই তাদেরকে বর্জনযোগ্য মনে করেছেন।

خِلَافَ رَسُوْلِ اللّٰهِ এতে خِلَافٌ অর্থাৎ 'পিছনে' বা 'পরে'। হযরত আবূ ওবায়দা (রা.) এ অর্থই গ্রহণ করেছেন। তাতে এর মর্মার্থ দাঁড়ায় এই যে, এরা রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর জিহাদে চলে যাবার পর তাঁর পিছনে রয়ে যেতে পারল বলে আনন্দিত হচ্ছে যা বাস্তবিকপক্ষে আনন্দের বিষয়ই নয়। بِمَقْعَدِهِمْ শব্দটি এখানে قُعُوْدٌ (বসে থাকা) এর ধাতুগত অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে।

দ্বিতীয় অর্থে এক্ষেত্রে خِلَافٌ অর্থ مُخَالَفَتْ তথা বিরোধিতাও হতে পারে। অর্থাৎ রাসূলে কারীম ﷺ -এর নির্দেশের বিরোধিতা করে ঘরে বসে রইল। আর শুধু নিজেরাই বসে রইল না; বরং অন্যান্য লোকদেরকেও একথাই বুঝাল যে, لَا تَنْفِرُوْا فِي الْحَرِّ অর্থাৎ (এমন) গরমের সময়ে জিহাদে বেরিয়ো না।

একথা পূর্বেই জানা গেছে যে, তাবূক যুদ্ধে অভিযান এমন এক সময়ে সংঘটিত হয়েছিল, যখন প্রচণ্ড গরম পড়ছিল। আল্লাহ তা'আলা তাদের এ কথার উত্তর দান প্রসঙ্গে বলেছেন- قُلْ نَارُ جَهَنَّمَ اَشَدُّ حَرًّا। অর্থাৎ এই হতভাগারা এ সময়ের উত্তাপ তো দেখছ এবং তা থেকে বাঁচার চিন্তা করছে। বস্তুত এর ফলে আল্লাহ ও তার রাসূলের নাফরমানির দরুন যে জাহান্নামের আগুনের সম্মুখীন হতে হবে সে কথা ভাবছেই না। তাহলে কী মওসুমের এ উত্তাপ জাহান্নামের উত্তাপ অপেক্ষা বেশি? অতঃপর বলেন :

فَلْيَضْحَكُوْا قَلِيْلًا এর শাব্দিক অর্থ এই যে, 'হাসো কম, কাঁদো বেশি'। শব্দটি যদিও নির্দেশবাচক পদ আকারে ব্যবহার করা হয়েছে, কিন্তু তাফসীরবিদ মনীষীবৃন্দ একে সংবাদবাচক সাব্যস্ত করেছেন এবং নির্দেশবাচক পদ ব্যবহারের এই তাৎপর্য বর্ণনা করেছেন যে, এমনি ঘটনা অবধারিত ও নিশ্চিত। অথাৎ নিশ্চিতই এমনটি ঘটবে যে, তাদের এ আনন্দ ও হাসি হবে অতি সাময়িক। এটা আখেরাতে তাদেরকে চিরকাল কাঁদতে হবে। এ আয়াতের তাফসীর প্রসঙ্গে ইবনে আবী হাতেম (র.) হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) -এর রেওয়ায়েত উদ্ধৃত করেছেন যে, اَلدُّنْيَا قَلِيْلٌ فَلْيَضْحَكُوْا فِيْهَا مَا شَاءُوْا فَاِذَا انْقَطَعَتِ الدُّنْيَا وَصَارُوْا اِلَى اللّٰهِ فَلْيَسْتَأْنِفُوْا الْبُكَاءَ لَا يَنْقَطِعُ اَبَدًا "দুনিয়া সামান্য কয়েক দিনের অবস্থানস্থল, এতে যত ইচ্ছা হেসে নাও। অতঃপর দুনিয়া যখন শেষ হয়ে যাবে এবং আল্লাহর সান্নিধ্যে উপস্থিত হবে, তখনই কান্নার পালা শুরু হবে যা আর নিবৃত্ত হবে না।" –[মাযহারী]

পরবর্তী আয়াতে বলা হয়েছে। لَنْ تَخْرُجُوْا এর মর্মার্থ এই যে, এরা যদি ভবিষ্যতে কোনো জিহাদে অংশগ্রহণের ইচ্ছা বা আগ্রহ প্রকাশ করে, তাহলে যেহেতু তাদের অন্তরে ঈমান নেই, সেহেতু এদের সে ইচ্ছাও নিষ্ঠাপূর্ণ হবে না; যখন রওয়ানা হবার সময় হবে, পূর্বেকার মতোই নানা রকম চলছুতার আশ্রয় নিবে। সুতরাং মাহনবী ﷺ -এর প্রতি নির্দেশ হলো যে, তারা নিজেরাও যখন কোনো জিহাদে অংশগ্রহণের কথা বলবে, তখন আপনি প্রকৃত বিষয়টি তাদেরকে বাতলে দিন যে, তোমাদের কোনো কথা বা কাজে বিশ্বাস নেই। তোমরা না যাবে জিহাদে, না আমার পক্ষ হয়ে ইসলামের কোনো শত্রুর বিরুদ্ধে যুদ্ধ করবে।

অধিকাংশ তাফসীরবিদ বলেছেন যে, এ হুকুমটি তাদের জন্য পার্থিব শাস্তি হিসেবে প্রবর্তন করা হয় যে, সত্যিকারভাবে তারা কোনো জিহাদে অংশগ্রহণ করতে চাইলেও যেন তাদেরক অংশগ্রহণ করতে দেওয়া না হয়।

গোটা উম্মতের ঐকমত্যে আলোচ্য সহীহ হাদীসসমূহের মাধ্যমে প্রমাণিত রয়েছে যে, আলোচ্য ৮৪ তম এ আয়াতটি মুনাফিক আব্দুল্লাহ ইবনে উবাইয়ের মৃত্যু ও তার জানাযা সম্পর্কে নাজিল হয়েছে। সহীহাইন (অর্থাৎ বুখারী ও মুসলিম)-এর রেওয়ায়েতের দ্বারা প্রমাণিত রয়েছে যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ তার জানাযায় নামাজ পড়েন। নামাজ পড়ার পরই এর আয়াতটি নাজিল হয় এবং এরপর আর কখনো তিনি কোনা মুনাফিকের জানাযার নামাজ পড়েননি।

সহীহ মুসলিমে হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে ওমর (রা.) -এর বর্ণনায় এ আয়াত নাজিলের ঘটনাটি সবিস্তারে উল্লেখ রয়েছে। তা হলো এই যে, আব্দুল্লাহ ইবনে উবাই ইবনে সালূল যখন মারা যায়, তখন তার পুত্র হযরত আব্দুল্লাহ (রা.) যিনি একজন নিষ্ঠাবান মুসলমান ও সাহাবী ছিলেন রাসূল ﷺ -এর নিকট এসে নিবেদন করলেন যে, হুজুর! আপনি আপনার জামাটি দান করুন যাতে আমি তা আমার পিতার কাফনে পরাতে পারি। রাসূলে কারীম ﷺ নিজের জামা মুবারক দিয়ে দিলেন। তারপর আব্দুল্লাহ নিবেদন করেন যে, আপনি তার জানাযার নামাজও পড়াবেন। রাসূল ﷺ তাও কবুল করেন। জানাযার নামাজে দাঁড়ালে হযরত ওমর ইবনে খাত্তাব (রা.) রাসূল ﷺ -এর কাপড় আকর্ষণ করে নিবেদন করলেন, আপনি এ মুনাফিকের জানাযা পড়ছেন? অথচ

https://e-ilm.weebly.com/

https://e-ilm.weebly.com/

দ্বিতীয় প্রমাণ হলো, সে হাদীস যাতে মহানবী ﷺ বলেছেন, আমার জামা তাকে আল্লাহর আজাব থেকে বাঁচাতে পারবে না। তবে আমি এ কাজটি এ জন্য করেছি যে, আমার আশা, এ কাজের ফলে তার সম্প্রদায়ের হাজারো লোক মুসলমান হয়ে যাবে। সুতরাং মাগাযী এবং কোনো কোনো তাফসীরগ্রন্থে উদ্ধৃত রয়েছে যে, এ ঘটনাটি প্রত্যক্ষ করে খাযরাজ গোত্রের এক হাজার লোক মুসলমান হয়ে যায়।

মোটকথা, পূর্ববর্তী আয়াতসমূহের মাধ্যমে স্বয়ং রাসূল ﷺ-এরও এ বিশ্বাস হয়ে গিয়েছিল যে, তার এ কাজের দরুন এই মুনাফিকের মাগফেরাত তথা পাপ মুক্তি হবে না, কিন্তু যেহেতু আয়াতের শব্দাবলিতে বাহ্যত এই অধিকার দেওয়া হয়েছিল; অন্য কোনো আয়াতের মাধ্যমে নিষেধও করা হয়নি এবং যেহেতু অপর দিকে একজন কাফেরের প্রতি ইহসান করার মধ্যে পৃথিবীর কল্যাণের আশাও বিদ্যমান ছিল এবং এ ব্যবহারের দ্বারাও অন্যান্য কাফেরদের মুসলমান হওয়ার আশা ছিল,. কাজেই তিনি নামাজ পড়াকেই অগ্রাধিকার দান করেছিলেন। আর ফারূকে আযম (রা.) বুঝেছিলেন যে, এ আয়াতের দ্বারা যখন প্রমাণিত হয়ে গেছে যে, মাগফেরাত হবে না, তখন তার জন্য নামাজে জানাযা পড়ে মাগফেরাত প্রার্থনা করাটা একটা অহেতুক কাজ, যা নবুয়তের শানের খেলাফ। আর একেই তিনি নিষেধাজ্ঞা হিসাবে প্রকাশ করেছেন। পক্ষান্তরে রাসূলে মাকবুল ﷺ যদিও এ কাজটিকে মূলত কল্যাণকর মনে করতেন না, কিন্তু অন্যাণ্যদের ইসলাম গ্রহণের পক্ষে সহায়ক হওয়ার প্রেক্ষিতে তা অহেতুক ছিল না। এভাবে না রাসূলে কারীম ﷺ -এর কাজের উপর কোনো আপত্তি থাকে, না ফারূকে আজম (রা.) -এর কথায় কোনো প্রশ্ন উঠতে পারে। –[বয়ানুল কুরআন]

উল্লিখিত আয়াতগুলোতেও সেসব মুনাফিকের কথাই বর্ণনা করা হয়েছে যারা তাবূক যুদ্ধে অংশগ্রহণে নানা রকম ছলনার আশ্রয়ে বিরত থেকে ছিল। সেসব মুনাফিকদের মাঝে কেউ কেউ সম্পদশালী লোকও ছিল। তাদের অবস্থা থেকে মুসলমানদের ধারণা হতে পারত যে, এরা যখন আল্লাহর নিকট ধিকৃত, তখন দুনিয়াতে এরা কেন এসব নিয়ামত পাবে?

এর উত্তরে ৮৫ নং আয়াতে বলা হয়েছে যে, যদি লক্ষ্য করে দেখা যায়, তবে দেখা যাবে, তদের এ ধন সম্পদ ও সন্তান সন্ততি কোনো রহমত ও নিয়ামত নয়; বরং পার্থিব জীবনেও এগুলো তাদের জন্য আজাব বিশেষ। আখেরাতের আজাব তো এর বাইরে আছেই। দুনিয়াতে আজাব হওয়ার ব্যাপারটি এভাবে যে, ধনসম্পদের মহব্বত, তার রক্ষণাবেক্ষণ ও বৃদ্ধির চিন্তা ভাবনা তদেরকে এমন কঠিনভাবে পেয়ে বসে যে, কোনো সময় কোনো অবস্থাতেই স্বস্তি পেতে দেয় না। আরাম-আয়েশের যত উপকরণই তাদের থাক না কেন, তাদের ভাগ্যে সে আরাম জুটে না যা মনে শান্তি ও স্বস্তি হিসাবে গণ্য হতে পারে। এছাড়া দুনিয়ার এসব ধনসম্পদ যেহেতু তাদেরকে আখেরাত সম্পর্কে গাফেল করে দিয়ে কুফর ও পাপে নিমজ্জিত করে রাখার কারণ হয়ে থাকে, সেহেতু আজাবের কারণ হিসাবেও এগুলোকে আজাব বলা যেতে পারে। এ কারণেই কুরআনের ভাষায় لِيُعَذِّبَهُمْ بِهَا বলা হয়েছে। আল্লাহ তা'আলা এ সমস্ত ধনসম্পদের মাধ্যমেই তাদেরকে শাস্তি দিতে চান।

أُولُو الطَّوْلِ শব্দটি সম্পন্ন লোকদের নির্দিষ্ট করার জন্য ব্যবহৃত হয়নি: বরং এর দ্বারা যারা অসম্পন্ন এতে তাদের অবস্থা সুস্পষ্টভাবে বুঝা গেল যে, তাদের কাছে একটা বহ্যিক ওজরও ছিল (যার ভিত্তিতে তারা যুদ্ধে অংশগ্রহণে অব্যাহতি কামনা করতে পারত)।

শব্দ বিশ্লেষণ

مُخَلَّفُوْنَ : সীগাহ جمع مذكر বহছ اسم مفعول বাব تَفْعِيْل মাসদার اَلتَّخْلِيْفُ মূলবর্ণ (خ ـ ل ـ ف) জিনস صحيح অর্থ– সে পিছনে থেকে যায়।

لِيَضْحَكُوْا : সীগাহ جمع مذكر غائب বহছ امر غائب معروف বাব سَمِعَ মাসদার اَلضِّحْكُ মূলবর্ণ (ض ـ ح ـ ك) জিনস صحيح অর্থ– তারা যেন হেসে নেয়।

لِيَبْكُوْا : সীগাহ جمع مذكر غائب বহছ امر غائب معروف বাব ضَرَبَ মাসদার اَلْبُكَاءُ মূলবর্ণ (ب ـ ك ـ ى) জিনস ناقص يائى অর্থ– তারা যেন কেঁদে নেয়।

تَزْهَقُ : সীগাহ واحد مؤنث غائب বহছ اثبات فعل مضارع معروف বাব سَمِعَ মাসদার اَلزَّهْقُ মূলবর্ণ (ز ـ ه ـ ق) জিনস صحيح অর্থ– সে অবলুপ্ত হবে, সে চলে যাচ্ছে।

ذَرْ : সীগাহ واحد مذكر حاضر বহছ امر حاضر معروف বাব سَمِعَ মাসদার اَلْوَذْرُ মূলবর্ণ (و ـ ذ ـ ر) জিনস مثال واوى অর্থ– আপনি ছেড়ে দিন।

https://e-ilm.weebly.com/

رَضُوْا بِاَنْ يَّكُوْنُوْا مَعَ الْخَوَالِفِ وَطُبِعَ عَلٰى قُلُوْبِهِمْ فَهُمْ لَا يَفْقَهُوْنَ (٨٧)

অনুবাদ : (৮৭) এরা অন্তঃপুরবাসিনী নারীদের সঙ্গে থাকতে সম্মত হলো এবং তাদের অন্তরসমূহের উপর মোহর লেগে গেল, কাজেই তারা বুঝে না।

لٰكِنِ الرَّسُوْلُ وَالَّذِيْنَ اٰمَنُوْا مَعَهٗ جٰهَدُوْا بِاَمْوَالِهِمْ وَاَنْفُسِهِمْ ؕ وَاُولٰٓئِكَ لَهُمُ الْخَيْرٰتُ ؗ وَاُولٰٓئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُوْنَ (٨٨)

(৮৮) কিন্তু রাসূল ও তাঁর সঙ্গীদের মধ্যে যারা মুসলমান ছিল তারা [অবশ্যই এই আদেশ মানল এবং] নিজেদের ধনসম্পদ ও প্রাণ দ্বারা জিহাদ করল, আর তাদেরই জন্য রয়েছে যাবতীয় কল্যাণ এবং তারাই হচ্ছে সফলকাম।

اَعَدَّ اللّٰهُ لَهُمْ جَنّٰتٍ تَجْرِىْ مِنْ تَحْتِهَا الْاَنْهٰرُ خٰلِدِيْنَ فِيْهَا ؕ ذٰلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيْمُ (٨٩)

(৮৯) আল্লাহ তাদের জন্য এমন উদ্যানসমূহ প্রস্তুত করে রেখেছেন যে, তাদের নিম্নদেশ দিয়ে নহরসমূহ বয়ে চলবে, আর তারা তাতে অনন্তকাল অবস্থান করবে, এটা হচ্ছে [তাদের] বিরাট সফলতা।

ع ١٢

وَجَآءَ الْمُعَذِّرُوْنَ مِنَ الْاَعْرَابِ لِيُؤْذَنَ لَهُمْ وَقَعَدَ الَّذِيْنَ كَذَبُوا اللّٰهَ وَرَسُوْلَهٗ ؕ سَيُصِيْبُ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا مِنْهُمْ عَذَابٌ اَلِيْمٌ (٩٠)

(৯০) আর গ্রামবাসীদের মধ্য হতে কতিপয় বাহানাকারী লোক আসল, যেন তারা অনুমতি পায়, আর যারা আল্লাহ তা'আলার সাথে ও তাঁর রাসূলের সাথে সম্পূর্ণরূপেই মিথ্যা বলেছিল, তারা একেবারেই বসে রইল, তাদের মধ্যে যে সকল লোকেরা কাফের থাকবে, তাদের যন্ত্রণাময় আজাব হবে।

لَيْسَ عَلَى الضُّعَفَآءِ وَلَا عَلَى الْمَرْضٰى وَلَا عَلَى الَّذِيْنَ لَا يَجِدُوْنَ مَا يُنْفِقُوْنَ حَرَجٌ

(৯১) দুর্বল লোকদের উপর কোনো গুনাহ নেই, আর না রুগ্ণদের উপর, আর না সে সমস্ত লোকদের উপর যাদের খরচ করার সামর্থ্য নেই,

শাব্দিক অনুবাদ

(৮৭) رَضُوْا এরা সম্মত হলো بِاَنْ يَّكُوْنُوْا مَعَ الْخَوَالِفِ অন্তঃপুরবাসিনী নারীদের সঙ্গে থাকতে وَطُبِعَ عَلٰى قُلُوْبِهِمْ এবং তাদের অন্তরসমূহের উপর মোহর লেগে গেল فَهُمْ لَا يَفْقَهُوْنَ কাজেই তারা বুঝে না।

(৮৮) لٰكِنِ الرَّسُوْلُ কিন্তু রাসূল وَالَّذِيْنَ اٰمَنُوْا مَعَهٗ ও তাঁর সঙ্গীদের মধ্যে যারা মুসলমান ছিল তারা جٰهَدُوْا بِاَمْوَالِهِمْ وَاَنْفُسِهِمْ নিজেদের ধনসম্পদ ও প্রাণ দ্বারা জিহাদ করল وَاُولٰٓئِكَ لَهُمُ الْخَيْرٰتُ আর তাদেরই জন্য রয়েছে যাবতীয় কল্যাণ وَاُولٰٓئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُوْنَ এবং তারাই হচ্ছে সফলকাম।

(৮৯) اَعَدَّ اللّٰهُ لَهُمْ আল্লাহ তাদের জন্য প্রস্তুত করে রেখেছেন যে جَنّٰتٍ এমন উদ্যানসমূহ تَجْرِىْ مِنْ تَحْتِهَا الْاَنْهٰرُ তাদের নিম্নদেশ দিয়ে নহরসমূহ বয়ে চলবে خٰلِدِيْنَ فِيْهَا আর তারা তাতে অনন্তকাল অবস্থান করবে ذٰلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيْمُ এটা হচ্ছে [তাদের] বিরাট সফলতা।

(৯০) وَجَآءَ الْمُعَذِّرُوْنَ مِنَ الْاَعْرَابِ আর গ্রামবাসীদের মধ্য হতে কতিপয় বাহানাকারী লোক আসল لِيُؤْذَنَ لَهُمْ যেন তারা অনুমতি পায় وَقَعَدَ আর তারা একেবারেই বসে রইল الَّذِيْنَ كَذَبُوا اللّٰهَ وَرَسُوْلَهٗ যারা আল্লাহ তা'আলার সাথে ও তাঁর রাসূলের সাথে সম্পূর্ণরূপেই মিথ্যা বলেছিল سَيُصِيْبُ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا مِنْهُمْ তাদের মধ্যে যে সকল লোকেরা কাফের থাকবে তাদের হবে عَذَابٌ اَلِيْمٌ যন্ত্রণাময় আজাব।

(৯১) لَيْسَ عَلَى الضُّعَفَآءِ দুর্বল লোকদের উপর নেই وَلَا عَلَى الْمَرْضٰى আর না রুগ্ণদের উপর وَلَا عَلَى الَّذِيْنَ لَا يَجِدُوْنَ مَا يُنْفِقُوْنَ আর না সে সমস্ত লোকদের উপর যাদের খরচ করার সামর্থ্য নেই حَرَجٌ কোনো গুনাহ

https://e-ilm.weebly.com/

অনুবাদ : যখন এই সমস্ত লোক আল্লাহ তা'আলা ও তাঁর রাসূলের প্রতি নিষ্ঠা রাখে, [এবং আন্তরিকতার সাথে আনুগত্য করে তবে] এই সকল নেককারদের প্রতি কোনো প্রকার অভিযোগ নেই, আর আল্লাহ তা'আলা অতি ক্ষমাশীল, পরম করুণাময়।	إِذَا نَصَحُوا لِلَّهِ وَرَسُولِهِ ۚ مَا عَلَى الْمُحْسِنِينَ مِن سَبِيلٍ ۚ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ (٩١)
(৯২) আর সেই লোকদের উপরও নয়, যখন তারা আপনার নিকট এই উদ্দেশ্যে আসে যে, আপনি তাদেরকে বাহন দান করেন, আর আপনি বলে দিন যে, আমার নিকট তো কোনো কিছুই নেই, যার উপর আমি তোমাদেরকে আরোহণ করাই, তখন তারা এমন অবস্থায় ফিরে যায় যে, তাদের চক্ষুসমূহ হতে অশ্রু বইতে থাকে এই অনুতাপে যে, তাদের ব্যয় করার মতো কোনো সম্বল নেই।	وَلَا عَلَى الَّذِينَ إِذَا مَا أَتَوْكَ لِتَحْمِلَهُمْ قُلْتَ لَا أَجِدُ مَا أَحْمِلُكُمْ عَلَيْهِ تَوَلَّوا وَّأَعْيُنُهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ حَزَنًا أَلَّا يَجِدُوا مَا يُنفِقُونَ (٩٢)
৯৩. এক কথায় অভিযোগ তো কেবলমাত্র সেই লোকদের উপরই যারা সরঞ্জামওয়ালা হওয়া সত্ত্বেও [যুদ্ধে গমন না করার] অনুমতি চাইছে, তারা অন্তঃপুরবাসিনী মহিলাদের সঙ্গে থাকতে রাজি হলো এবং আল্লাহ তাদের অন্তরসমূহের উপর মোহর মেরে দিলেন, কাজেই তারা [পাপ-পুণ্যকে] জানেই না।	إِنَّمَا السَّبِيلُ عَلَى الَّذِينَ يَسْتَأْذِنُونَكَ وَهُمْ أَغْنِيَاءُ ۚ رَضُوا بِأَن يَكُونُوا مَعَ الْخَوَالِفِ وَطَبَعَ اللَّهُ عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ فَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ (٩٣)

শাব্দিক অনুবাদ

إِذَا نَصَحُوا لِلَّهِ وَرَسُولِهِ যখন এই সমস্ত লোক আল্লাহ তা'আলা ও তাঁরা রাসূলের প্রতি নিষ্ঠা রাখে مَا عَلَى الْمُحْسِنِينَ مِن سَبِيلٍ এই সকল নেককারদের প্রতি কোনো প্রকার অভিযোগ নেই وَاللَّهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ আর আল্লাহ তা'আলা অতি ক্ষমাশীল, পরম করুণাময়।

(৯২) وَلَا عَلَى الَّذِينَ আর সেই লোকদের উপরও নয় إِذَا مَا أَتَوْكَ যখন তারা আপনার নিকট এই উদ্দেশ্যে আসে যে لِتَحْمِلَهُمْ আপনি তাদেরকে বাহন দান করেন قُلْتَ আর আপনি বলে দিন যে لَا أَجِدُ مَا أَحْمِلُكُمْ عَلَيْهِ আমার নিকট তো কোনো কিছুই নেই যার উপর আমি তোমাদেরকে আরোহণ করাই تَوَلَّوا তখন তারা এমন অবস্থায় ফিরে যায় যে وَّأَعْيُنُهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ তাদের চক্ষুসমূহ হতে অশ্রু বইতে থাকে حَزَنًا এই অনুতাপে যে أَلَّا يَجِدُوا مَا يُنفِقُونَ তাদের ব্যয় করার মতো কোনো সম্বল নেই।

(৯৩) إِنَّمَا السَّبِيلُ عَلَى الَّذِينَ এক কথায় অভিযোগ তো কেবলমাত্র সেই লোকদের উপরই يَسْتَأْذِنُونَكَ যারা অনুমতি চাইছে وَهُمْ أَغْنِيَاءُ সরঞ্জামওয়ালা হওয়া সত্ত্বেও رَضُوا তারা রাজি হলো بِأَن يَكُونُوا مَعَ الْخَوَالِفِ অন্তঃপুরবাসিনী মহিলাদের সঙ্গে থাকতে وَطَبَعَ اللَّهُ عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ এবং আল্লাহ তাদের অন্তরসমূহের উপর মোহর মেরে দিলেন فَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ কাজেই তারা [পাপ-পুণ্যকে] জানেই না।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

৯০. قوله وَجَاءَ الْمُعَذِّرُونَ مِنَ الْأَعْرَابِ لِيُؤْذَنَ لَهُمْ الخ আয়াতের শানে নুযূল : আসাদ ও গাতফান গোত্রদ্বয়ের লোকজন এসে দুঃসহ জীবনযাপন ও পরিবারে অধিক লোকজনের কথা প্রকাশ করে যুদ্ধে যাওয়া থেকে বিরত থেকে নিজ পরিবারের লোকজনের পাশে থাকার প্রয়োজনীতার কথা বলে ওজর পেশ করে। তাদের এ ওজরের পরিপ্রেক্ষিতে আলোচ্য আয়াত নাজিল করা হয়েছে। –[নূরুল কুলূব]

বিশ্লেষণের দ্বারা প্রতীয়মান হয় যে, এসব বেদুইন যাদের মধ্যে দু'রকম লোক ছিল। এক. যারা ছলছুতা পেশ করার জন্য মহানবী ﷺ -এর খেদমতে হাজির হয় যাতে তাদেরকে জিহাদে যাওয়ার ব্যাপারে অব্যাহতি দান করা হয়। আর কিছু লোক ছিল এমন উদ্ধত যারা অব্যাহতি লাভের তোয়াক্কা না করেই নিজ নিজ অবস্থানে নিজের মতোই বসে থাকে।

https://e-ilm.weebly.com/

হযরত জাবের ইবনে আব্দুল্লাহ (রা.) বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ যখন জাদ্দ ইবনে কায়েসকে জিহাদে না যাবার অনুমতি দিয়ে দেন, তখন কতিপয় মুনাফিকও খেদমতে উপস্থিত হয়ে কিছু কিছু ছলছুতা পেশ করে জিহাদ বর্জনের অনুমতি প্রার্থনা করে। এতে তিনি অনুমতি অবশ্য দিয়ে দেন, কিন্তু একথাও বুঝতে পারেন যে, এরা মিথ্যা ওজর পেশ করেছে। কাজেই তাদের ব্যাপারে অমনোযোগিতা প্রদর্শন করেন। এরই প্রেক্ষিতে আয়াতটি নাজিল হয়। এতে বাতলে দেওয়া হয়েছে যে, তাদের ওজর গ্রহণযোগ্য নয়। ফলে তাদেরকে বেদনাদায়ক আজাবের দুঃসংবাদ শুনিয়ে দেওয়া হয়। অবশ্য এরই সঙ্গে اَلَّذِيْنَ كَفَرُوْا مِنْهُمْ বলে ইঙ্গিত করে দিয়েছেন যে, এদের মধ্যে কারো কারো ওজর কুফরি ও মুনাফেকির কারণে ছিল না; বরং স্বভাবগত আলস্যের কারণে ছিল। এরা এই কাফেরদের আজাবের আওতাভুক্ত নয়।

قوله لَيْسَ عَلَى الضُّعَفَاۤءِ وَلَا عَلَى الْمَرْضٰى الخ : বিগত আয়াতসমূহে এমন সব লোকের অবস্থা বর্ণিত হয়েছিল যারা প্রকৃতপক্ষে জিহাদে অংশগ্রহণে অপারগ ছিল না, কিন্তু শৈথিল্য অজুহাত দর্শিয়ে তা থেকে বিরত রয়েছে কিংবা এমন সব মুনাফিকরা বিরত থেকেছে, যারা নিজেদের কুফরি ও কুটিলতা হেতু নানা রকম ছলছুতার আশ্রয়ে রাসূলে কারীম ﷺ-এর কাছ থেকে অনুমতি নিয়ে নিয়েছিল। তাছাড়া এতে এমন কিছু উদ্ধত লোকও ছিল যারা অজুহাত দর্শিয়েও অনুমতি গ্রহণের কোনো প্রয়োজনবোধ করেনি, এমনিতেই বিরত থেকে গেছে। এদের অপারগ না হওয়া এবং তাদের মধ্যে যারা কুফরিতে লিপ্ত ছিল, তাদের বেদনাদায়ক আজাব হওয়ার ব্যাপরটি বিগত আয়াতসমূহে বিবৃত হয়েছে।

উপরোল্লিখিত আয়াতসমূহে সে সমস্ত নিষ্ঠাবান মুসলমানদের কথা আলোচনা করা হচ্ছে যারা প্রকৃতই অপারগতার দরুন জিহাদে অংশগ্রহণে অসমার্থ্য ছিল। এদের মধ্যে কিছু লোক ছিল অন্ধ বা অসুস্থতার কারণে অপারগ এবং যাদের অপারগতা ছিল একান্ত সুস্পষ্ট। আর কিছু লোক ছিল যারা জিহাদে অংশগ্রহণের জন্য প্রস্তুত ছিল; বরং জিহাদে যাবার জন্য ব্যাকুল হয়েছিল, কিন্তু তাদের কাছে সফর করার জন্য সওয়ারীর কোনো জীব ছিল না। বস্তুত সফর ছিল সুদীর্ঘ এবং মওসুমটি ছিল গরমের। তারা নিজেদের জিহাদি উদ্দীপনা এবং সওয়ারির অভাবে তাতে অংশগ্রহণে অপরাগতার কথা জানিয়ে রাসূলে কারীম ﷺ-এর নিকট আবেদন করে যে, আমাদের জন্য সওয়ারির কোনো ব্যবস্থা করা হোক।

তাফসীরের গ্রন্থসমূহে এ ধরনের একাধিক ঘটনার কথা লেখা হয়েছে। কোনো কোনো ক্ষেত্রে এমন হয়েছে যে, প্রথমে রাসূলে কারীম ﷺ তাদের কাছে নিজের অপারগতা জানিয়ে দেন যে, আমাদের কাছে সওয়ারি বা যানবাহনের কোনো ব্যবস্থা নেই। তাতে তারা অশ্রুসিক্ত অবস্থায় ফিরে যায় এবং কেঁদেই সময় কাটাতে থাকে। অতঃপর আল্লাহ তা'আলা তাদের জন্য এ ব্যবস্থা করেন যে, তখনই রাসূল ﷺ-এর নিকট ছয়টি উট এসে যায় এবং তিনি সেগুলো তাদের দিয়ে দেন। –[মাযহারী] তাদের মধ্যে তিনজনের সওয়ারির ব্যবস্থা করেন হযরত উসমান গনী (রা.) অথচ ইতঃপূর্বে তিনি বিপুল পরিমাণ ব্যবস্থা নিজ খরচ করেছিলেন।

আবার অনেক এমন লোকও থেকে যায়, যাদের জন্য শেষ পর্যন্তও কোনো সওয়ারির ব্যবস্থা হয়নি এবং বাধ্য হয়ে, তারা জিহাদে বিরত থাকে। আলোচ্য আয়াতগুলোতে তাদের কথাই বলা হয়েছে, যাদের অপরাগতা আল্লাহ কবুল করে নিয়েছেন। আয়াতের শেষাংশে এ ব্যাপারে সতর্কবাণী উচ্চারণ করা হয়েছে যে, বিপদ শুধু তাদের ক্ষেত্রে যারা সামর্থ্য ও শক্তি থাকা সত্ত্বেও জিহাদে অনুপস্থিত থাকাকে নারীদের মতো পছন্দ করে নিয়েছে إِنَّمَا السَّبِيْلُ عَلَى الَّذِيْنَ يَسْتَأْذِنُوْنَكَ وَهُمْ اَغْنِيَاۤءُ-এর মর্মও তাই।

শব্দ বিশ্লেষণ

اَلْخَوَالِفُ শব্দটি বহুবচন; একবচনে خَالِفَةٌ অর্থ– পিছনে রয়ে যাওয়া মহিলাগণ।

اَلْمُعْتَذِرُوْنَ সীগাহ جمع مذكر বহছ اسم فاعل বাব اِفْتِعَالٌ মাসদার اَلْاِعْتِذَارُ মূলবর্ণ (ع . ذ . ر) জিনস صحيح অর্থ– আপত্তি পেশকারীগণ, যারা বাহানা করে।

اَلْمَرْضٰى শব্দটি বহুবচন; একবচন مَرِيْضٌ অর্থ– অসুস্থ ব্যক্তি।

تَفِيْضُ : সীগাহ واحد مؤنث غائب বহছ اثبات فعل مضارع معروف বাবে ضَرَبَ মাসদার اَلْفَيْضُ মূলবর্ণ– (ف . ى . ض) জিনস اجوف يائى অর্থ– তা প্রবাহিত হয়।

دَمْعٌ শব্দটি একবচন; বহুবচন دُمُوْعٌ অর্থ– অশ্রু।

☼ ☼ ☼

https://e-ilm.weebly.com/

১১ তম পারা

يَعْتَذِرُوْنَ اِلَيْكُمْ اِذَا رَجَعْتُمْ اِلَيْهِمْ ؕ قُلْ لَّا تَعْتَذِرُوْا لَنْ نُّؤْمِنَ لَكُمْ قَدْ نَبَّاَنَا اللّٰهُ مِنْ اَخْبَارِكُمْ ؕ وَسَيَرَى اللّٰهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُوْلُهٗ ثُمَّ تُرَدُّوْنَ اِلٰى عٰلِمِ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُوْنَ (٩٤)

৯৪. তারা তোমাদের (সকলের) নিকট ওজর পেশ করবে, যখন তোমরা তাদের কাছে ফিরে আসবে; আপনি বলে দিন, এ ওজর পেশ করো না, আমরা কখনো তোমাদেরকে সত্যবাদী বলে মনে করব না, আল্লাহ আমাদেরকে তোমাদের (জিহাদে না যাওয়ার) বৃত্তান্ত জানিয়ে দিয়েছেন; আর ভবিষ্যতেও আল্লাহ তা'আলা এবং তাঁর রাসূল তোমাদের কার্যকলাপ পর্যবেক্ষণ করবেন, অতঃপর তোমরা প্রত্যাবর্তিত হবে এমন সত্তার নিকট যিনি অদৃশ্য এবং প্রকাশ্য সকল বিষয়ই অবগত আছেন, অনন্তর তিনি তোমাদেরকে জানিয়ে দিবেন যা কিছু তোমরা করতে।

سَيَحْلِفُوْنَ بِاللّٰهِ لَكُمْ اِذَا انْقَلَبْتُمْ اِلَيْهِمْ لِتُعْرِضُوْا عَنْهُمْ ؕ فَاَعْرِضُوْا عَنْهُمْ ؕ اِنَّهُمْ رِجْسٌ ؗ وَّمَاْوٰىهُمْ جَهَنَّمُ ۚ جَزَآءًۢ بِمَا كَانُوْا يَكْسِبُوْنَ (٩٥)

৯৫. হ্যাঁ, তারা তখনই তোমাদের সম্মুখে আল্লাহর শপথ করে বলবে, যখন তোমরা তাদের কাছে ফিরে আসবে, যেন তোমরা তাদেরকে উপেক্ষা কর; অতএব, তোমরা তাদেরকে উপেক্ষা কর; তারা হচ্ছে অতিশয় অপবিত্র, আর তাদের ঠিকানা হচ্ছে দোজখ, সে সকল কর্মের বিনিময়ে যা তারা করত।

يَحْلِفُوْنَ لَكُمْ لِتَرْضَوْا عَنْهُمْ ۚ فَاِنْ تَرْضَوْا عَنْهُمْ فَاِنَّ اللّٰهَ لَا يَرْضٰى عَنِ الْقَوْمِ الْفٰسِقِيْنَ (٩٦)

৯৬. তারা এজন্য শপথ করবে যেন তোমরা তাদের প্রতি রাজি হয়ে যাও, অনন্তর যদি তোমরা তাদের প্রতি রাজি হয়ে যাও, তবে আল্লাহ তো এমন দুষ্কর্মকারী লোকদের প্রতি রাজি হন না।

শাব্দিক অনুবাদ :

৯৪. يَعْتَذِرُوْنَ اِلَيْكُمْ তারা তোমাদের নিকট ওজর পেশ করবে اِذَا رَجَعْتُمْ اِلَيْهِمْ যখন তোমরা তাদের কাছে আসবে যাবে قُلْ আপনি বলে দিন لَا تَعْتَذِرُوْا এ ওজর পেশ করো না لَنْ نُّؤْمِنَ لَكُمْ আমরা কখনো তোমাদেরকে সত্যবাদী বলে মনে করব না قَدْ نَبَّاَنَا اللّٰهُ مِنْ اَخْبَارِكُمْ আল্লাহ আমাদেরকে তোমাদের বৃত্তান্ত জানিয়ে দিয়েছেন وَسَيَرَى اللّٰهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُوْلُهٗ আর ভবিষ্যতেও আল্লাহ তা'আলা এবং তাঁর রাসূল তোমাদের কার্য কলাপ পর্যবেক্ষণ করবেন ثُمَّ تُرَدُّوْنَ অতঃপর তোমরা প্রত্যাবর্তিত হবে اِلٰى عٰلِمِ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ এক সত্তার নিকট যিনি অদৃশ্য এবং প্রকাশ্য সকল বিষয়ই অবগত রয়েছেন فَيُنَبِّئُكُمْ অনন্তর তিনি তোমাদেরকে জানিয়ে দিবেন بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُوْنَ যা কিছু তোমরা করতে।

৯৫. سَيَحْلِفُوْنَ بِاللّٰهِ لَكُمْ হ্যাঁ, তারা তখনই তোমাদের সম্মুখে আল্লাহ শপথ করে বলবে اِذَا انْقَلَبْتُمْ اِلَيْهِمْ যখন তোমরা তাদের কাছে ফিরে যাবে لِتُعْرِضُوْا عَنْهُمْ যেন তোমরা তাদেরকে তাদের অবস্থার উপর ছেড়ে দাও فَاَعْرِضُوْا عَنْهُمْ অতএব তোমরা তাদেরকে তাদের অবস্থার উপর ছেড়ে দাও اِنَّهُمْ رِجْسٌ তারা হচ্ছে অতিশয় অপবিত্র وَمَاْوٰىهُمْ جَهَنَّمُ আর তাদের ঠিকানা হচ্ছে দোজখ جَزَآءًۢ بِمَا كَانُوْا يَكْسِبُوْنَ সে সকল কর্মের বিনিময় যা তারা করত।

৯৬. يَحْلِفُوْنَ لَكُمْ তারা এজন্য শপথ করবে لِتَرْضَوْا عَنْهُمْ যেন তোমরা তাদের প্রতি রাজি হয়ে যাও فَاِنَّ اللّٰهَ لَا يَرْضٰى عَنِ الْقَوْمِ الْفٰسِقِيْنَ তবে আল্লাহ তো এমন দুষ্কর্মকারী লোকদের প্রতি রাজি হন না।

https://e-ilm.weebly.com/

الْأَعْرَابُ أَشَدُّ كُفْرًا وَّنِفَاقًا وَّأَجْدَرُ أَلَّا يَعْلَمُوا حُدُودَ مَا أَنْزَلَ اللَّهُ عَلَىٰ رَسُولِهِ ۗ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ (٩٧)

৯৭. পল্লীবাসী লোকেরা কুফর ও কপটতায় অতি কঠোর, আর তাদের এরূপ হওয়াই চাই যে, তাদের সে সমস্ত আহকামের জ্ঞান না হয়, যা আল্লাহ তাঁর রাসূলের প্রতি নাজিল করেছেন। আর আল্লাহ হচ্ছেন সর্বজ্ঞ, প্রজ্ঞাময়।

وَمِنَ الْأَعْرَابِ مَنْ يَتَّخِذُ مَا يُنْفِقُ مَغْرَمًا وَّيَتَرَبَّصُ بِكُمُ الدَّوَائِرَ ۚ عَلَيْهِمْ دَائِرَةُ السَّوْءِ ۗ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ (٩٨)

৯৮. আর এ গ্রামবাসীদের মধ্যে এমন কতিপয় লোক আছে যে, তারা যা কিছু ব্যয় করে তাকে জরিমানা মনে করে এবং তোমাদের প্রতি (কালের) আবর্তনসমূহের প্রতীক্ষায় থাকে; (বস্তুত) অশুভ আবর্তন তাদের উপরই পতিত প্রায়; আর আল্লাহ সর্বশ্রোতা, সর্বজ্ঞ।

وَمِنَ الْأَعْرَابِ مَنْ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَيَتَّخِذُ مَا يُنْفِقُ قُرُبَاتٍ عِنْدَ اللَّهِ وَصَلَوَاتِ الرَّسُولِ ۚ أَلَا إِنَّهَا قُرْبَةٌ لَّهُمْ ۚ سَيُدْخِلُهُمُ اللَّهُ فِي رَحْمَتِهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ (٩٩) ع ١٢

৯৯. আর গ্রামবাসীদের মধ্যে কতিপয় লোক এমনো রয়েছে; যারা আল্লাহ তা'আলার প্রতি এবং কিয়মাত দিবসের প্রতি (পূর্ণ) ঈমান রাখে, আর যা কিছু ব্যয় করে তাকে আল্লাহ তা'আলার সান্নিধ্য লাভের উপকরণ এবং রাসূলের দোয়া লাভের উপকরণরূপে গ্রহণ করে; স্মরণ রেখ, তাদের এ ব্যয় কার্য নিঃসন্দেহে তাদের জন্য (আল্লাহর) নৈকট্য লাভের কারণ; নিশ্চয় আল্লাহ তাদেরকে নিজ রহমতে প্রবিষ্ট করে নিবেন; নিশ্চয় আল্লাহ তা'আলা হচ্ছেন অতি ক্ষমাশীল, পরম করুণাময়।

শাব্দিক অনুবাদ :

৯৭. الْأَعْرَابُ পল্লীবাসী লোকেরা أَشَدُّ অতি কঠোর كُفْرًا وَّنِفَاقًا কুফর ও কপটতায় وَأَجْدَرُ আর তাদের এরূপ হওয়া চাই أَلَّا يَعْلَمُوا حُدُودَ তাদের সে সমস্ত আহকামের জ্ঞান না হয় مَا أَنْزَلَ اللَّهُ যা আল্লাহ নাজিল করেছেন عَلَىٰ رَسُولِهِ তাঁর রাসূলের প্রতি وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ আর আল্লাহ হচ্ছেন মহাজ্ঞানী, অতি প্রজ্ঞাময়।

৯৮. وَمِنَ الْأَعْرَابِ আর এ গ্রামবাসীদের মধ্যে এমন কতিপয় লোক আছে যে, مَنْ يَتَّخِذُ مَا يُنْفِقُ مَغْرَمًا তারা যা কিছু ব্যয় করে তাকে জরিমানা মনে করে وَيَتَرَبَّصُ بِكُمُ الدَّوَائِرَ এবং তোমাদের প্রতি কালের আবর্তন সমূহের প্রতীক্ষায় থাকে عَلَيْهِمْ دَائِرَةُ السَّوْءِ অশুভ আবর্তন তাদের উপরই পতিত প্রায় وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ আর আল্লাহ খুব শুনেন, খুব জানেন।

৯৯. وَمِنَ الْأَعْرَابِ আর গ্রামবাসীদের মধ্যে কতিপয় লোক এমনো রয়েছে مَنْ يُؤْمِنُ যারা (পূর্ণ) ঈমান রাখে بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ আল্লাহ তা'আলার প্রতি এবং কিয়ামত দিবসের প্রতি وَيَتَّخِذُ আর গ্রহণ করে مَا يُنْفِقُ যা কিছু ব্যয় করে তাকে قُرُبَاتٍ عِنْدَ اللَّهِ আল্লাহ তা'আলার সান্নিধ্য লাভের উপকরণ وَصَلَوَاتِ الرَّسُولِ এবং রাসূলের দোয়া লাভের উপরকরণরূপে أَلَا إِنَّهَا قُرْبَةٌ لَّهُمْ স্মরণ রেখ তাদের ই ব্যয় কার্য নিঃসন্দেহে তাদের জন্য (আল্লাহর) নৈকট্য লাভের কারণ سَيُدْخِلُهُمُ اللَّهُ فِي رَحْمَتِهِ নিশ্চয় আল্লাহ তাদেরকে নিজের রহমতে দাখেল করে নিবেন إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ নিশ্চয় আল্লাহ হচ্ছেন অতি ক্ষমাশীল, পরম করুণাময়।

https://e-ilm.weebly.com/

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

৯৬. আয়াতের শানে নুযূল : হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) হতে বর্ণিত জুদ বিন কাইস, মা'তাব বিন কুশাইর এবং তর মুনাফিক সাথীদের সম্পর্কে আলোচ্য আয়াতগুলো নাজিল হয়েছে। ঘটনা প্রবাহ হচ্ছে জুদ বিন কাইস ও মা'তাব বিন কুশাইর মুনাফিক নেতৃদ্বয়ের অনুসারী সহ ৮০ জন মুনাফিক যারা বিভিন্ন প্রকারের মিথ্যা অজুহাত দেখিয়ে তাবুক অভিযানে অংশ গ্রহণ করা থেকে বিরত ছিল। পরবর্তীতে মদিনায় ফিরে আসার পর তারা মিথ্যা শপথ করে আস্থা অর্জন করার পাঁয়তারা করে তারা ভবিষ্যতে এমন ভাবে আর কোনো অভিযানে অংশ গ্রহণ করা থেকে বিরত থাকবে না বলে প্রতিশ্রুতিও ব্যক্ত করবে। তাদের এহেন চরিত্র তুলে ধরে তাদের সাথে সম্পর্কচ্ছেদ করার হুকুম দিয়ে আল্লাহ তা'আলা আলোচ্য আয়াত নাজিল করেন। সুতরাং রাসূল ﷺ মুমিনদেরকে বলে দিলেন, তোমরা যখন মদিনায় ফিরে যাবে, তখন তোমরা তাদের সাথে বসবে না, কথা বলবে না। মুকাতিল কর্তৃক বর্ণিত রয়েছে যে, আলোচ্য আয়াত যে প্রেক্ষাপটে নাজিল হয়েছে তা হচ্ছে যে, আব্দুল্লাহ বিন উবাই রাসূল ﷺ-এর সাথে প্রতিশ্রুতি বদ্ধ হয়েছিল যে, সে ভবিষ্যতে আর কখনো পশ্চাতে থাকবে না। এ বলে সে রাসূল ﷺ-এর সন্তুষ্টতা অর্জন করতে চেয়েছিল, কিন্তু তা সম্ভব হয়নি। এই পরিপ্রেক্ষিতে আল্লাহ তা'আলা আলোচ্য আয়াতগুলো নাজিল করেন। –[রূহুল মাআনী-৪/৬/১১, বাহরে মুহীত্ব-৯৪/৫]

৯৭. আয়াতের শানে নুযূল : গ্রাম্য ও বস্তির লোকেরা স্বাভাবিক ভাবেই মূর্খ, অভদ্র, আদর্শহীন, চরিত্রহীন, রুক্ষ, হিংসাপরায়ণ ও অত্যাচারী হয়ে থাকে। যার কারণে ধর্ম কর্মের কিছুই থাকে না। এ সকল কারণে স্বভাবতই তারা খোদাদ্রোহী ও নাফরমান হয়ে থাকে। এ জাতীয় গোত্র হিসাবে যারা বসবাস করত, তারা হলো আসাদ, তামীম, গাতফান, জুহাইনা, মুজাইনা, আসলাম, গিফার ও আশজা'। এ সকল গোত্রের লোক জনের চরিত্রের বিবরণ দেওয়ার জন্য আল্লাহ তা'আলা উক্ত আয়াত নাজিল করেন। আল্লামা কালবীর মতে আসাদ ও গাতফান গোত্রদ্বয় সম্পর্কে আলোচ্য আয়াত নাজিল হয়েছে।

–[বাহরে মুহীত্ব-৯৪/৫, ফতহুল কাদীর-৩৯৭/২, দুররে মানছূর-২৯৬/৩, রূহুল মা'আনী-৫/৬/১১]

৯৮. আয়াতের শানে নুযূল : রাসূল ﷺ যখন মদিনায় হিজরত করে আসেন, তখন বহুরূপি মানুষ মুনাফিক সম্প্রদায় তাদের তো বাহ্যিক ও আভ্যন্তরীণ অবস্থা সম্পূর্ণই ভিন্ন তর ছিল। বাহ্যিভাবে মুসলমান দেখা গেলেও ভিতরগতভাবে তারা ছিল প্রচণ্ডভাবে কুফরিতে লিপ্ত। আরো হলো বনূ আসাদ , গাতফান ও তামীম গোত্রের লোকজন। তারা যে সকল সদকা খায়রাত ও জাকাত প্রদান করত, সে গুলোকে তারা লৌকিকতা নিরাপত্তা বিধানকল্পে করত, সে গুলোকে তারা লৌকিকতা নিরাপত্তা বিধানকল্পে করত কিংবা করের মতো এক প্রকার জারিমানা বলে মনে করত। এ সকল গোত্র সম্পর্কে উক্ত আয়াত নাজিল করা হয়েছে।

–[বাহরে মুহীত-৯৪/৫, ফতহুল কাদীর-৩৯৭/২, রূহুল মা'আনী-৫.৬.১১]

৯৯. আয়াতের শানে নুযূল- ১ : মুজাহিদ বলেন, আলোচ্য আয়াত মুযাইনা গোত্রের বনূ মুকাররিন শাখার অধিবাসীদের সম্পর্কে নাজিল হয়েছে। আব্দুর রহমান বিন মুগাফফাল বিন মুকাররিন বলেন, আমরা মুকাররিনের দশ সন্তান ছিলাম। আমাদের সম্পর্কে উক্ত আয়াত নাজিল হয়েছে। যাহহাক বলেন, আব্দুল্লাহ বিন নাজ্জাশী ও একটি জামাত সম্পর্কে আলোচ্য আয়াত নাজিল হয়েছে। কালবী (র.) বলেন আসলাম, গিতফান ও জুহাইনা গোত্র সম্পর্কে পঠিত আয়াত নাজিল হয়েছে। কালবী বলেন, বাখতারী বিন মুখতার আল আবদী বলেন যে, আব্দুর রহমান বিন মা'কাল বলেছেন যেত, আমরা মুকাররিনের পুত্র ছিলাম, আমাদের সম্পর্কে উক্ত আয়াত নাজিল হয়েছে।

শানে নুযূল- ২ : মুযাইনা গোত্রের মুকাররিন শাখার লোক যারা রাসূল ﷺ-এর নিকট আরোহী চেয়ে তারা না পেয়ে অশ্রুসজল হয়ে ফিরে যায়, যাদের সম্পর্কে আলোচ্য সূরারই ৯২ নং আয়াত وَلَا عَلَى الَّذِينَ إِذَا مَا أَتَوْكَ لِتَحْمِلَهُمْ অবতীর্ণ হয়। তারাও গ্রাম্য ছিলেন। তাদের বৈশিষ্টতা সম্পর্কে আল্লাহ তা'আলা আলোচ্য আয়াত নাজিল করেন। –[ফাতহুল কাদীর-৩৯৭/২, দুররে মানছূর-২৬৯/৩, তাবারী-৪৫২/৬, বাহরে মুহীত-৯৫/৫]

https://e-ilm.weebly.com/

https://e-ilm.weebly.com/

নাজিলকৃত সীমা সম্পর্কে অজ্ঞ থাকে। কারণ না কুরআন তাদের সামনে আসে, না তার অর্থ-মর্ম ও বিধি বিধান সম্পর্কে জ্ঞান লাভ করতে পারে।

৯৮ নং আয়াতেও এ সমস্ত বেদুইনেরই একটি অবস্থা বর্ণনা করা হয়েছে। বলা হয়েছে যে, এরা জাকাত প্রভৃতিতে যে অর্থ ব্যয় করে, তাকে এক প্রকার জরিমানা বলে মনে করে। তার কারণ তাদের অন্তরে তো ঈমান নেই, শুধু নিজেদের কুফরিকে লুকাবার জন্য নামাজও পড়ে নেয় এবং ফরজ জাকাতও দিয়ে দেয়। কিন্তু মনে এ কালিমা থেকেই যায় যে, এ অর্থ অনর্থক খরচ হয়ে গেল। আর সেজন্য অপেক্ষায় থাকে যে, কোনো রকমে মুসলমানদের উপর কোনো বিপদ নেমে আসুক এবং তারা পরাজিত হয়ে যাক; তাহলেই আমাদের এহেন অর্থদণ্ড থেকে মুক্তিলাভ হবে। اَلدَّوَائِرُ শব্দটা دَائِرَةٌ -এর বহুবচন। আরবি অভিধান অনুযায়ী دَائِرَةٌ (দায়েরাহ) এমন পরিবর্তনশীল অবস্থাকে বলা হয়, যাতে প্রথম ভালো অবস্থার পর মন্দে পরিণত হয়ে যায়। সেজন্যই কুরআন কারীম তাদের উত্তরে বলেছে عَلَيْهِمْ دَائِرَةُ السَّوْءِ অর্থাৎ তাদের উপর মন্দ অবস্থা আসবে। আর এরা নিজেদের সেসব কাজ-কর্ম ও কথাবার্তার কারণে অধিকতর অপমানিত।

বেদুইন মুনাফিকদের অবস্থা বর্ণনার কুরআনি বর্ণনারীতি অনুযায়ী তৃতীয় আয়াতে সেসব বেদুইনের আলোচনা সঙ্গত মনে করা হয়েছে যারা সত্যিকার ও পাকা মুসলমান। আর তা এজন্য যাতে একথা প্রতীয়মান হয়ে যায় যে, সব বেদুইনই এক রকম নয়। তাদের মধ্যেও নিঃস্বার্থ; নিষ্ঠাবান ও জ্ঞানী লোক আছে। তাদের অবস্থা হলো এই যে, তারা যে সদকা-জাকাত দেয়, তাকে তারা আল্লাহ তা'আলার নৈকট্য লাভের উপায় এবং রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর দোয়া প্রাপ্তির আশায় দিয়ে থাকে।

সদকা যে আল্লাহ তা'আলার কৈট্য লাভের উপায় তা সুস্পষ্ট। তবে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর দোয়া লাভের আশা এভাবে যে, কুরাআনে কারীমে যেখানে রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে মুসলমানদের কাছ থেকে জাকাতের মালামাল আদায় করার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে, সেখানে একথাও বলে দেওয়া হয়েছে যে, জাকাত দানকারীদের জন্য আপনি দোয়াও করতে থাকুন। যেমন পরবর্তী এক আয়াতে ইরশাদ হয়েছে- خُذْ مِنْ اَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيْهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ এ আয়াতে রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে সদকা উসূল করার সাথে সাথে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে যে, তাদের জন্য দোয়াও করুন। এ নির্দেশটি এসেছে صَلٰوةٌ শব্দের মাধ্যমে। বলা হয়েছে, وَصَلِّ عَلَيْهِمْ এ কারণেই উল্লিখিত আয়াতে রাসূলে কারীম ﷺ -এর দোয়াকে صَلٰوةٌ শব্দে ব্যক্ত করা হয়েছে।

শব্দবিশ্লেষণ :

لَاتَعْتَذِرُوْا : সীগাহ جمع مذكر حاضر نهى حاضر معروف বহছ افْتِعَالٌ বাব اِفْتِعَالٌ মাসদার اَلْاِعْتِذَارُ মূলবর্ণ (ع - ذ - ر) জিনস صحيح অর্থ- কৈফিয়ত দান করা, ওজর পেশ করা, অপারগতা প্রকাশ করা।

تُرَدُّوْنَ : সীগাহ جمع مذكر حاضر বহছ مضارع مجهول বাব نَصَرَ মাসদার اَلرَّدُّ মূলবর্ণ (ر . د . د) জিনস مضاعف ثلاثى অর্থ- ফিরিয়ে দেওয়া, ফিরিয়ে আনা, জবাব দেওয়া, রদ করা, খণ্ডন করা, তাড়িয়ে দেওয়া।

اَلْاَعْرَابُ : আরবের বাসীন্দাগণ। মরুচারী। বহুবচন, একবচন اَلْاَعْرَابِىُّ

اَجْدَرُ : সীগাহ واحد مذكر বহছ اسم تفضيل বাব كَرُمَ মাসদার اَلْجَدَارَةُ মূলবর্ণ (ج . د . ر) জিনস صحيح অর্থ- উপযুক্ত হওয়া, যোগ্য হওয়া।

حُدُوْدَ : সীমা। দণ্ড। বহুবচন, একবচন حَدٌّ অর্থ- হদ, আহকাম।

مَغْرَمًا : একবচন, বহুবচন مَغَارِمُ অর্থ- জরিমানা, জরুরি দণ্ড।

يَتَرَبَّصُ : সীগাহ واحد مذكر غائب বহছ مضارع معروف বাব تَفَعُّلٌ মাসদার اَلتَّرَبُّصُ মূলবর্ণ (ر . ب . ص) জিনস صحيح অর্থ- অপেক্ষা করা, থেমে যাওয়া।

اَلدَّوَائِرُ : বহুবচন, একবচন دَائِرَةٌ অর্থ- পরিবর্তন, চক্কর, ঘুর্নন, যুগের বিবর্তন, পরাজয়।

https://e-ilm.weebly.com/

১০০. আর যে সকল মুহাজির এবং আনসার [ঈমান গ্রহণে] অগ্রবর্তী এবং প্রথম, আর যে সব লোক সরল অন্তরে তাদের অনুগামী, আল্লাহ তা'আলা তাদের প্রতি সন্তুষ্ট হয়েছেন এবং তারা সকলে তাঁর প্রতি সন্তুষ্ট হয়েছে, আর আল্লাহ তা'আলা তাদের জন্য এমন উদ্যানসমূহ প্রস্তুত করে রেখেছেন, যার তলদেশে নহরসমূহ বইতে থাকবে যাতে তারা চিরস্থায়ী হবে; এটা হচ্ছে বিরাট সফলতা।	وَالسّٰبِقُوْنَ الْاَوَّلُوْنَ مِنَ الْمُهٰجِرِيْنَ وَالْاَنْصَارِ وَالَّذِيْنَ اتَّبَعُوْهُمْ بِاِحْسَانٍ ۙ رَّضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمْ وَرَضُوْا عَنْهُ وَاَعَدَّ لَهُمْ جَنّٰتٍ تَجْرِيْ تَحْتَهَا الْاَنْهٰرُ خٰلِدِيْنَ فِيْهَآ اَبَدًا ؕ ذٰلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيْمُ (١٠٠)
১০১. আর তোমাদের আশেপাশের লোকদের মধ্য হতে কতিপয় লোক এবং মদিনাবাসীদের মধ্য হতেও কতিপয় লোক এমন মুনাফিক রয়েছে যারা নেফাকের চরমে পৌঁছেছে। আপনি তাদেরকে জানেন না; আমিই তাদেরকে জানি; আমি তাদেরকে দ্বিগুণ শাস্তি প্রদান করব, তৎপর [পরকালেও] তারা মহাশাস্তির দিকে প্রত্যাবর্তিত হবে।	وَمِمَّنْ حَوْلَكُمْ مِّنَ الْاَعْرَابِ مُنٰفِقُوْنَ ؕ وَمِنْ اَهْلِ الْمَدِيْنَةِ ؔ مَرَدُوْا عَلَى النِّفَاقِ ۫ لَا تَعْلَمُهُمْ ؕ نَحْنُ نَعْلَمُهُمْ ؕ سَنُعَذِّبُهُمْ مَّرَّتَيْنِ ثُمَّ يُرَدُّوْنَ اِلٰى عَذَابٍ عَظِيْمٍ (١٠١)
১০২. এবং আরো কতিপয় লোক রয়েছে যারা নিজেদের অপরাধসমূহ স্বীকার করেছে, যারা এক সৎকর্মের সাথে অপর অসৎকর্ম মিশ্রিত করেছে, আশা রয়েছে যে, আল্লাহ তাদের প্রতি করুণা-দৃষ্টি করবেন; নিঃসন্দেহে আল্লাহ অতিশয় ক্ষমাশীল, পরম করুণাময়।	وَاٰخَرُوْنَ اعْتَرَفُوْا بِذُنُوْبِهِمْ خَلَطُوْا عَمَلًا صَالِحًا وَّاٰخَرَ سَيِّئًا ؕ عَسَى اللّٰهُ اَنْ يَّتُوْبَ عَلَيْهِمْ ؕ اِنَّ اللّٰهَ غَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ (١٠٢)

শাব্দিক অনুবাদ :

১০০. وَالسّٰبِقُوْنَ الْاَوَّلُوْنَ مِنَ الْمُهٰجِرِيْنَ وَالْاَنْصَارِ আর সে সকল মুহাজির এবং আনসার (ঈমান গ্রহণে) অগ্রবর্তী এবং প্রথম وَالَّذِيْنَ اتَّبَعُوْهُمْ بِاِحْسَانٍ আর যে সব লোক সরল অন্তরে তাদের অনুগামী رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمْ আল্লাহ তা'আলা তাদের প্রতি রাজি হয়েছেন وَرَضُوْا عَنْهُ এবং তারা সকলে তাঁর প্রতি রাজি হয়েছে وَاَعَدَّ لَهُمْ جَنّٰتٍ আর আল্লাহ তা'আলা তাদের জন্য এমন উদ্যান সমূহ প্রস্তুত করে রেখেছেন تَجْرِيْ مِنْ تَحْتِهَا الْاَنْهٰرُ যার তলদেশে নহর সমূহ বইতে থাকবে خٰلِدِيْنَ فِيْهَآ اَبَدًا যাতে তারা চিরস্থায়ী হবে ذٰلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيْمُ এটা হচ্ছে বিরাট সফলতা।

১০১. وَمِمَّنْ حَوْلَكُمْ مِّنَ الْاَعْرَابِ আর তোমাদের চতুর্দিকস্থ লোকদের মধ্যে কতিপয় مُنٰفِقُوْنَ এমন মুনাফিক রয়েছে وَمِنْ اَهْلِ الْمَدِيْنَةِ এবং মদিনাবাসীদের মধ্য হতেও কতিপয় লোক مَرَدُوْا عَلَى النِّفَاقِ যারা নেফাকের চরমে পৌঁছেছে لَا تَعْلَمُهُمْ আপনি তাদেরকে জানেন না نَحْنُ نَعْلَمُهُمْ আমিই তাদেরকে জানি سَنُعَذِّبُهُمْ مَّرَّتَيْنِ আমি তাদেরকে দ্বিগুণ শাস্তি প্রদান করব ثُمَّ يُرَدُّوْنَ اِلٰى عَذَابٍ عَظِيْمٍ তৎপর তারা মহা শাস্তির দিকে প্রত্যাবর্তিত হবে।

১০২. وَاٰخَرُوْنَ এবং আরো কতগুলো লোক রয়েছে اعْتَرَفُوْا بِذُنُوْبِهِمْ যারা নিজেদের অপরাধসমূহ স্বীকার করেছে خَلَطُوْا عَمَلًا যারা মিশ্রিত আমল করেছিল صَالِحًا وَّاٰخَرَ سَيِّئًا কিছু ভালো আর কিছু মন্দ عَسَى اللّٰهُ اَنْ يَّتُوْبَ عَلَيْهِمْ আশা রয়েছে যে, আল্লাহ তাদের প্রতি করুণা দৃষ্টি করবেন اِنَّ اللّٰهَ غَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ নিঃসন্দেহে আল্লাহ অতিশয় ক্ষমাশীল, পরম করুণাময়।

https://e-ilm.weebly.com/

خُذْ مِنْ اَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيْهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ ۭ اِنَّ صَلٰوتَكَ سَكَنٌ لَّهُمْ ۭ وَاللّٰهُ سَمِيْعٌ عَلِيْمٌ (١٠٣)

১০৩. আপনি তাদের ধনসম্পদ হতে সদকা গ্রহণ করুন, যা দ্বারা আপনি তাদেরকে পবিত্র করবেন এবং তাদের জন্য দোয়া করুন, নিঃসন্দেহে আপনার দোয়া হচ্ছে তাদের জন্য শান্তির কারণ; আর আল্লাহ খুব শুনেন, খুব জানেন।

اَلَمْ يَعْلَمُوْٓا اَنَّ اللّٰهَ هُوَ يَقْبَلُ التَّوْبَةَ عَنْ عِبَادِهٖ وَيَاْخُذُ الصَّدَقٰتِ وَاَنَّ اللّٰهَ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيْمُ (١٠٤)

১০৪. তারা কি এটা অবগত নয় যে, আল্লাহই নিজ বান্দাদের তওবা কবুল করেন, আর তিনিই সদকা গ্রহণ করেন, আর এটাও যে, নিশ্চয় আল্লাহ তা'আলাই হচ্ছেন ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু।

وَقُلِ اعْمَلُوْا فَسَيَرَى اللّٰهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُوْلُهٗ وَالْمُؤْمِنُوْنَ ۭ وَسَتُرَدُّوْنَ اِلٰى عٰلِمِ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُوْنَ (١٠٥)

১০৫. আর আপনি বলে দিন যে, কাজ করতে থাক, অনন্তর তোমাদের কার্যকে অচিরেই দেখে নিবেন আল্লাহ তা'আলা ও তাঁর রাসূল এবং ঈমানদারগণ; আর নিশ্চয় তোমাদেরকে এমন সত্তার নিকট প্রত্যাবর্তিত হতে হবে, যিনি হচ্ছেন সকল অদৃশ্য ও প্রকাশ্য বিষয়ের জ্ঞাতা, অতএব, তিনি তোমাদেরকে তোমাদের সকল কৃতকর্মগুলো জানিয়ে দিবেন।

وَاٰخَرُوْنَ مُرْجَوْنَ لِاَمْرِ اللّٰهِ اِمَّا يُعَذِّبُهُمْ وَاِمَّا يَتُوْبُ عَلَيْهِمْ ۭ وَاللّٰهُ عَلِيْمٌ حَكِيْمٌ (١٠٦)

১০৬. এবং আরো কত লোক আছে, যাদের ব্যাপার স্থগিত রয়েছে– আল্লাহ তা'আলার আদেশ আসা পর্যন্ত, হয় তিনি তাদেরকে শাস্তি প্রদান করবেন অথবা তাদের তওবা কবুল করবেন, আর আল্লাহ তা'আলা মহাজ্ঞানী, প্রজ্ঞাময়।

শাব্দিক অনুবাদ :

১০৩. خُذْ مِنْ اَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً আপনি তাদের ধন-সম্পদ হতে সদকা গ্রহণ করুন تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيْهِمْ بِهَا যা দ্বারা আপনি তাদেরকে পবিত্র করে দেন وَصَلِّ عَلَيْهِمْ এবং তাদের জন্য দোয়া করুন اِنَّ صَلٰوتَكَ سَكَنٌ لَّهُمْ নিঃসন্দেহে আপনার দোয়া হচ্ছে তাদের জন্য শান্তির কারণ وَاللّٰهُ سَمِيْعٌ عَلِيْمٌ আর আল্লাহ খুব শুনেন, খুব জানেন।

১০৪. اَلَمْ يَعْلَمُوْٓا তারা কি এটা অবগত নয় যে, اَنَّ اللّٰهَ هُوَ يَقْبَلُ التَّوْبَةَ عَنْ عِبَادِهٖ আল্লাহই নিজ বান্দাদের তওবা কবুল করেন وَيَاْخُذُ الصَّدَقٰتِ আর তিনিই সদকা খয়রাত কবুল করেন وَاَنَّ اللّٰهَ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيْمُ আর এটাও যে, নিশ্চয় আল্লাহ তা'আলাই হচ্ছেন ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু।

১০৫. وَقُلِ আর আপনি বলে দিন যে اعْمَلُوْا কাজ করতে থাক فَسَيَرَى اللّٰهُ عَمَلَكُمْ অনন্তর তোমাদের কার্যকে অচিরেই দেখে নিবেন আল্লাহ তা'আলা وَرَسُوْلُهٗ وَالْمُؤْمِنُوْنَ তাঁর রাসূল এবং ঈমানদারগণ وَسَتُرَدُّوْنَ আর নিশ্চয় তোমাদেরকে প্রত্যাবর্তিত হতে হবে اِلٰى عٰلِمِ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ এমন সত্তার নিকট যিনি হচ্ছেন সকল অদৃশ্য ও প্রকাশ্য বিষয়ের জ্ঞাতা فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُوْنَ অতএব, তিনি তোমাদেরকে তোমাদের সকল কৃত কর্মগুলো জানিয়ে দিবেন।

১০৬. وَاٰخَرُوْنَ এবং আরো কতক লোক আছে مُرْجَوْنَ যাদের ব্যাপার স্থগিত রয়েছে لِاَمْرِ اللّٰهِ আল্লাহ তা'আলার আদেশ আসা পর্যন্ত اِمَّا يُعَذِّبُهُمْ হয় তিনি তাদেরকে শাস্তি প্রদান করবেন وَاِمَّا يَتُوْبُ عَلَيْهِمْ অথবা তাদের তওবা কবুল করবেন وَاللّٰهُ عَلِيْمٌ حَكِيْمٌ আর আল্লাহ মহাজ্ঞানী, প্রজ্ঞাময়।

https://e-ilm.weebly.com/

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

১০২. আয়াতের শানে নুযূল- ১ : সুনানে কুবরা ও বায়হাকী সাঈদ বিন মুসায়্যিব (রা.) -এর উদ্ধৃতি দিয়ে বর্ণনা করেন যে, বনূ কুরাইযার ইহুদি সম্প্রদায়রা হযরত আবূ লুবাবা (রা.) -এর মিত্র বা মৈত্রি চুক্তিতে আবদ্ধ ছিল। বনূ কুরাইযার ইহুদিরা যখন আবরুদ্ধ হলো তখন তাদের মিত্র হযরত আবূ লুবাবা (রা.) -এর নিকট পরামর্শ চায়। হযরত আবূ লুবাবা (রা.) মুখে কিছু না বলে গলায় হাত দিয়ে জবাই করার প্রতি ইশারা করে দিলেন। রাসূল ﷺ এ সম্পর্কে অবগত হয়ে তাঁকে বললেন, তুমি কি ধারণা করেছ যে, তুমি যখন গলায় হাত দিয়ে তাদেরকে ইঙ্গিত করেছিলে, তখন আল্লাহ তা'আলা তোমার এ কাজ সম্পর্কে অজ্ঞাত রয়েছেন? অবশেষে রাসূল ﷺ তাবুক যুদ্ধে চলে গেলেন এবং পশ্চাতে থেকে যাওয়া আরোও অন্যান্যদের মধ্যে আবূ লুবাবা (রা.) ও থেকে গেলেন। অতঃপর রাসূল ﷺ তাবূক যুদ্ধ হতে যখন ফিরে আসেন , তখন আবূ লুবাবা (রা.) রাসূল ﷺ কে সালাম দেন, রাসূল ﷺ তার সালামের জবাব দেননি। এতে আবূ লুবাবা (রা.) ভীতসন্ত্রস্ত হয়ে পড়েন। সুতরাং আবূ লুবাবা উম্মে সালমাহ (রা.)-এর দরজার নিকটস্থ মসজিদে নববীর এক খুঁটির সাথে তাকে নিজে নিজেই রাত দিন এক সপ্তাহ পর্যন্ত প্রচন্ড গরমের মাঝে বেঁধে রাখেন। সে দিন গুলোতে আহার করছিল না এবং এক ফোটা পানীয়ও পান করছিলনা। বলা বাহুল্য এ প্রতিজ্ঞাও ব্যক্ত করছিলেন যে, আমরণ এ স্থানে থাকতে থাকব অথবা আল্লাহ আমার তওবাকে কবুল করে নিবেন। এদিকে রাসূল ﷺ ও সকাল-বিকাল তাকে দেখতেন। অতঃপর আল্লাহ তা'আলা তার তওবা কবুল করেন। অতএব তার তওবা কবুল করা হয়েছে বলে জানানো হলো। পরক্ষণেই রাসূল ﷺ তাকে খুঁটির বাঁধ থেকে মুক্ত করে আনার জন্য লোক পাঠালেন। তিনি তখন রাসূল ﷺ ছাড়া অন্যের মুক্ত করে দেওয়াকে অস্বীকার করেন। অতঃপর রাসূল ﷺ নিজ হাতেই তাকে মুক্ত করে দেন। ছাড়িয়ে নেওয়ার সময় আবূ লুবাবা (রা.) বললেন, হে আল্লাহর রাসূল ﷺ! আমি আমার গোত্রীয় বাড়ি ছেড়ে দেব যে জায়গায় থেকে আমি গুনাহে লিপ্ত হয়েছি। আমি আপনার নিকট এসে বসবাস করব এবং আল্লাহ ও তদ্বীয় রাসূলের উদ্দেশ্যে আমার মাল থেকে দান করব। রাসূল ﷺ বললেন, তুমি এক তৃতীয়াংশ মাল প্রদান করলেই চলবে। সুতরাং আবূ লুবাবা (রা.) নিজের গোত্রীয় বাড়ি ছেড়ে দিলেন, রাসূল ﷺ -এর নিকটতম স্থানে বসবাস করতে লাগলেন এবং তার এক তৃতীয়াংশ সম্পদ সদকা করে দিলেন। পরবর্তীতে তার জীবনে ইসলাম বিমুখী কোনো কর্মকাণ্ড পাওয়া যায়নি। প্রকৃত পক্ষে হযরত আবূ লুবাবা (রা.) মিত্রতার খাতিরে মুখে কিছু না বলে হাতে ইশারা করে একটি গোপন তথ্য প্রকাশ করার অপরাধ স্বীকার করে অনুতপ্ত হয়ে তওবা করার পরিপ্রেক্ষিতে সেই তওবা কবুল হবার সু-সংবাদ দিয়ে আল্লাহ তা'আলা আলোচ্য আয়াত নাজিল করেন। -[দুররে মানছূর-২৭২/৩]

শানে নুযূল- ২ : হযরত ইবনে জারীর, ইবনেুল মুনযির, ইবনে আবী হাতেম, মারদুয়া ও বায়হাকী হযরত ইবনে আব্বাস (রা.)-এর উদ্ধৃতি দিয়ে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন, তাবুকের যুদ্ধে যারা অংশ গ্রহণ করেনি তারা ছিল দশজন। রাসূল ﷺ যুদ্ধ হতে প্রত্যাবর্তন করার সময় যখন ঘনিয়ে এলো, তখন তাদের মধ্য থেকে সাতজন মসজিদে নববীর খুঁটির সাথে নিজেদেরকে বেঁধে ফেলেন। রাসূল ﷺ প্রত্যাবর্তন করে মসজিদে প্রবেশ কালে তাদের প্রতি রাসূলের দৃষ্টি পতিত হয়। রাসূল ﷺ সাহাবায়ে কেরামকে জিজ্ঞেস করলেন, খুঁটিতে বেঁধে রাখা হয়েছে যাদেরকে তারা কারা? সাহাবায়ে কেরাম বললেন আবূ লুবাবাহ ও তার সাথীগণ যারা আপনার সাথে অভিযানে অংশ গ্রহণ করেনি। নিজেদেরকে খুঁটিতে বেঁধে শপথ গ্রহণ করেছে, আল্লাহর রাসূল ﷺ যতক্ষণ না পর্যন্ত তাদের বাঁধ খুলবেন ততক্ষণ পর্যন্ত অন্য কারোও হাতে তারা বাঁধ খুলবে না এবং যতক্ষণ না পর্যন্ত রাসূল তাদের ওজর গ্রহণ করবেন। রাসূল ﷺ বললেন, আমি শপথ গ্রহণ করছি যে আল্লাহ তা'আলা যতক্ষণ না পর্যন্ত তাদের ছুটানোর ব্যবস্থা করবেন, তাদের অপরাধ ক্ষমা করবেন, ততক্ষণ পর্যন্ত আমি তা করতে পারব না। তারা

https://e-ilm.weebly.com/

আমার থেকে বিমুখ হয়ে রয়েছে। এ সংবাদ যখন তারা শুনতে পারলেন তারা তখন বললেন, আল্লাহ তা'আলা আমাদের খোলার ব্যবস্থা না করলে আমরা নিজেদের এ বাঁধন থেকে খুলে নেব না। এহেন অনুতপ্ত হবার পরিপ্রেক্ষিতে আল্লাহ তা'আলা আলোচ্য আয়াত নাজিল করেন। কোনো বর্ণনায় আসছে পশ্চাতে অবস্থানকারী আটজন ছিল। কারদম, মিরদাস, আবূ কুবাইস ও আবূ লুবাবা তাদেরই অন্তরগত ছিলেন। কোনো রেওয়ায়েত মতে তারা সাতজন ছিলেন। কোনো রেওয়ায়েত মতে ছয়জন ছিলেন। তাদের মধ্যে আবূ লুবাবাও ছিলেন। কারো মতে পাঁচজন ছিলেন। কারো মতে তিনজন ছিলেন। তারা হলেন, আবূ লুবাবা বিন আব্দুল মুনিযির, আউস বিন ছা'লাবা ও ওয়াদিআহ বিন খুযাম আনসারী। এ সকলের সম্পর্কে উক্ত আয়াত নাজিল হয়েছে। কারো মতে এককভাবে হযরত আবূ লুবাবা (রা.) সম্পর্কে নাজিল হয়েছে। মোটকথা পশ্চাতে রয়ে যাওয়াদের সংখ্যায় যে কোনো মাতপার্থক্যতাই থাকুকনা কেন, আবূ লুবাবা যে ছিলেন এতে কারো কোনো দ্বিমত নেই।

–[দুররে মানছূর-২৭২/৬, বাহরে মুহীত-৯৮-৯৯/৫, কুরতুবী-২২১/৮, ইবনে কাছীর-৩৯৩/২, তাবারী-৮৬০/৬, রূহুল মা'আনী-১২/৬/১১, ফাতহুল কাদীর-৪০১/২]

১০৩. আয়াতের শানে নুযূল– ১ : হযরত ইবনে আব্বাস (রা.), যায়েদ বিন আসলাম (রা.), সাইদ বিন যুবায়ের (রা.) কর্তৃক বর্ণিত রয়েছে, তারা বলেছেন যে, হযরত আবূ লুবাবা ও তার সাথীদের তওবাহ কবুল হওয়ার পর, হযরত রাসূল ﷺ যখন তাদের বাঁধন খুলে দিলেন, তখন তারা বাড়ি থেকে তাদের ধন-সম্পদ নিয়ে রাসূল ﷺ-এর দরবারে উপস্থিত হয়ে বললেন, হে আল্লাহর রাসূল! এ সম্পদ আপনি গ্রহণ করে তা সদকা করে দিন এবং ক্ষমা প্রার্থনা করে পরিচ্ছন্ন করুন। রাসূল ﷺ বললেন, এ মাল গ্রহণ করতে আমি আদেশ প্রাপ্ত হইনি। আল্লাহ তা'আলার আদেশ না পাওয়া পর্যন্ত আমি এ মাল গ্রহণ করব না, এ অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে আল্লাহ তা'আলা উক্ত আয়াত নাজিল করেছেন। রূহুল মা'আনীর বর্ণনা মতে পরক্ষণে রাসূল ﷺ সে সম্পদ হতে এক তৃতীয়াংশ গ্রহণ করেছিলেন। –[তাবারী-৪৬৩/৬, রূহুল মা'আনী-১৪/৬/১১, দুররে মানছূর-২৭২/৩, কুরতুবী-২২১-২২৩/৮]

শানে নুযূল– ২ : হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, خُذْ مِنْ اَمْوَالِهِمْ আয়াত যখন নাজিল হয়, তখন রাসূল ﷺ হযরত আবূ লুবাবা ও তদ্বীয় সাথীদের মাল গ্রহণ করতঃ তা থেকে কীয়দাংশ সদকা করেন এবং আবূ লুবাবা ও তদ্বীয় সঙ্গিরা ছাড়া বাকি তিন জন রয়ে গেল। তারা তওবার উদ্দেশ্যে মসজিদের খুঁটির সাথে নিজেদেরকে বাঁধেনি এবং তাদের সম্পর্কে কিছু উল্লিখিতও হয়নি, তাদের কোনো অজুহাত সম্পর্কে কোনো আয়াত অবতীর্ণ হয়নি। ফলে বিশাল পৃথিবী সংকীর্ণ হয়ে আসল। তাদের সম্পর্কেই আল্লাহ তা'আলা বলেন– وَاٰخَرُوْنَ مُرْجَوْنَ সুতরাং মানুষেরা বলতে লাগল, তাদের সম্পর্কে কোনো বিধান নাজিল হয়নি সেহেতু তারা ক্ষতিগ্রস্থ হয়ে গেল। অন্যরা বলতো, হয়ত আল্লাহ তা'আলা তাদেরকে ক্ষমা করে দিবেন। ফলে তাদের সম্পর্কীয় আদেশ আল্লাহর হুকুমের উপর স্থগিত বা মুলতবি হয়ে যাবার অন্তর্ভুক্ত হয়ে রাইল। অতঃপর لَقَدْ تَابَ اللّٰهُ পর্যন্ত আয়াত নাজিল হয়। অতঃপর ইরশাদ হচ্ছে وَعَلَى الثَّلٰثَةِ الَّذِيْنَ خُلِّفُوْا তাদের তওবা সম্পর্কীয় আয়াত অবতীর্ণ হয়। ফলে তারা সকলেই তওবা গ্রহণ কৃতদের অন্তর্ভুক্ত হয়ে গেলেন। –[তাবারী-৪৬৮/৬]

১০৪. আয়াতের শানে নুযূল ; তাবুকের যুদ্ধে দশজন অংশ গ্রহণ করা থেকে বিরত ছিল। তাদের মধ্য থেকে সাত জন তওবা করেছিলেন, কিন্তু তিনজন তাদের সাথে তওবা করা থেকে বিরত ছিল। রাসূল ﷺ-এর পক্ষ থেকে তাদের সাথে সকল প্রকার সম্পর্কচ্ছেদ করার নির্দেশ ছিল। তারা তাদের সম্পর্কে বলতেন যে, ওরাতো গতকালও আমাদের সাথে ছিল। তাদের সাথে কথা বলা হচ্ছে না। তাদের সাথে চলাচলও হচ্ছে না। তাদের বিষয়টি কি হলো? এ বয়কট অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে উক্ত আয়াত নাজিল হয়েছে।

–[দুররে মানছূর-২৭৫/৩, বাহরে মুহীত-১০০/৫]

https://e-ilm.weebly.com/

https://e-ilm.weebly.com/

وَالَّذِيْنَ اتَّبَعُوْهُمْ بِاِحْسَانٍ অর্থাৎ যারা আমল ও চরিত্রের ক্ষেত্রে প্রথম পর্যায়ের অগ্রবর্তী মুসলমানদের অনুসরণ করেছে পরিপূর্ণভাবে। প্রথম বাক্যের প্রথম তাফসীর অনুযায়ী তাদের মধ্যে প্রথম শ্রেণিতে রয়েছে সে সমস্ত সাহাবায়ে কেরাম, যারা কেবলা পরিবর্তন কিংবা গযওয়ায়ে বদর অথবা বাইয়াতে হোদায়বিয়ার পর মুসলমান হয়ে সাহাবায়ে কেরামের অন্তর্ভুক্ত হয়েছেন। দ্বিতীয় শ্রেণি হলো তাঁদের পরবর্তী সে সমস্ত মুসলমানদের যারা কেয়ামত অবধি ঈমান গ্রহণ, সৎকর্ম ও সচ্চারিত্রিকতার ক্ষেত্রে সাহাবায়ে কেরামের আদর্শের উপর চলবে এবং পরিপূর্ণভাবে তাঁদের অনুসরণ করবে।

আর দ্বিতীয় তাফসীর অনুযায়ী وَالَّذِيْنَ اتَّبَعُوْهُمْ বাক্যে সাহাবায়ে কেরামের পরবর্তী মুসলমানগণ অন্তর্ভুক্ত, যাদেরকে পরিভাষাগতভাবে تَابِعِىْ (তাবেয়ী) বলা হয়। এরপর পরিভাষাগত এই তাবেয়ীগণের পর কিয়ামত অবধি আগত সে সমস্ত মুসলমানও এর অন্তর্ভুক্ত যারা ঈমান ও সৎকর্মের ক্ষেত্রে পরিপূর্ণভাবে সাহাবায়ে কেরামের আনুগত্য ও অনুসরণ করবে।

সাহাবায়ে কেরাম জান্নাতী ও আল্লাহর সন্তুষ্টিপ্রাপ্ত : মুহাম্মদ ইবনে কা'আব কুরবী (রা.) -কে কোনো এক ব্যক্তি জিজ্ঞেস করেছিলেন যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সাহাবীগণ সম্পর্কে আপনি কি বলেন? তিনি বলেন, সাহাবায়ে কেরামের সবাই জান্নাতবাসী হবেন– যদি দুনিয়াতে তাঁদের কারো দ্বারা কোনো ত্রুটি বিচ্যুতি হয়েও থাকে তবুও। সে লোকটি জিজ্ঞেস করল, একথা আপনি কোত্থেকে বলছেন (এর প্রমাণ কি)? তিনি বললেন, কুরআন কারীমের আয়াত পড়ে দেখ। وَالسَّابِقُوْنَ الْاَوَّلُوْنَ– এতে শর্তহীনভাবে সমস্ত সাহাবা সম্পর্কেই বলা হয়েছে رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُمْ وَرَضُوْا عَنْهُ অবশ্য তাবেয়ীনদের ব্যাপারে اِتِّبَاعٌ بِاِحْسَانٍ–এর শর্ত আরোপ করা হয়েছে। এতে প্রতীয়মান হয় যে, সাহাবায়ে কেরামের সবাই কোনো রকম শর্তাশর্ত ছাড়াই আল্লাহ তা'আলার সন্তুষ্টি লাভে ধন্য হবেন।

তাফসীরে মাযহারীতে এ বক্তব্যটি উদ্ধৃত করার পর বলা হয়েছে যে, আমার মতে সমস্ত সাহাবায়ে কেরামের জান্নাতী হওয়ার ব্যাপারে এর চাইতেও উৎকৃষ্ট প্রমাণ হলো– لَا يَسْتَوِىْ مِنْكُمْ مَّنْ اَنْفَقَ مِنْ قَبْلِ الْفَتْحِ وَقَاتَلَ اُولٰٓئِكَ اَعْظَمُ دَرَجَةً مِّنَ الَّذِيْنَ اَنْفَقُوْا مِنْۢ بَعْدُ وَقَاتَلُوْا وَكُلًّا وَّعَدَ اللّٰهُ الْحُسْنٰى আয়াতটি। এতে বিস্তারিতভাবে বলে দেওয়া হয়েছে যে, সাহাবায়ে কেরাম প্রাথমিক পর্যায়ের হন কি পরবর্তী পর্যায়ের, আল্লাহ তা'আলা তাঁদের সবার জন্যই জান্নাতের ওয়াদা করেছেন।

তাছাড়া রাসূল ﷺ এক হাদীসে ইরশাদ করেছেন যে, জাহান্নামের আগুন সে মুসলমানকে স্পর্শ করতে পারে না, যে আমাকে দেখেছে কিংবা আমাকে যারা দেখেছে তাদেরকে দেখেছে। –[তিরমিযী]

শব্দবিশ্লেষণ :

مَرَدُوْا : সীগাহ جمع مذكر غائب বহছ ماضى معروف বাব نَصَرَ মাসদার اَلْمُرُوْدُ মূলবর্ণ (م . ر . د) জিনস صحيح অর্থ- সীমা অতিক্রম করা, জিদ করা।

اِعْتَرَفُوْا : সীগাহ جمع مذكر غائب বহছ ماضى معروف বাব اِفْتِعَالٌ মাসদার اَلْاِعْتِرَافُ মূলবর্ণ (ع . ر . ف) জিনস صحيح অর্থ- স্বীকার করা, ঘোষণা করা।

ذُنُوْبٌ : গুনাহসমূহ। পাপসমূহ। বহুবচন, একবচন اَذْنَبَ

صَلِّ : সীগাহ واحد مذكر حاضر বহছ امر حاضر معروف বাব تَفْعِيْلٌ মাসদার اَلتَّصْلِيَةُ মূলবর্ণ (ص . ل . ى) জিনস اجوف يائى অর্থ- নামাজ পড়া, দোয়া, করা, অনুগ্রহ পাঠানো।

سَكَنٌ : অর্থ– শান্তি, আরাম, নিরাপদ। প্রত্যেক ঐ জিনিস, যা দ্বারা প্রশান্তি ও অনুরাগ সৃষ্টি হয়। একবচন, বহুবচন اَسْكَانٌ

https://e-ilm.weebly.com/

https://e-ilm.weebly.com/

لَا يَزَالُ بُنْيَانُهُمُ الَّذِي بَنَوْا رِيبَةً فِي قُلُوبِهِمْ إِلَّا أَنْ تَقَطَّعَ قُلُوبُهُمْ ۗ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ (١١٠)

১১০. তাদের এ ইমারত যা তারা নির্মাণ করেছে, তা সর্বদা তাদের মনে সন্দেহ সৃষ্টি করতে থাকবে, হ্যাঁ, যদি তাদের [সে] অন্তরই ধ্বংস হয়ে যায়, তবে তো কথাই নেই; আর আল্লাহ তা'আলা হচ্ছেন, সর্বজ্ঞ, প্রজ্ঞাময়।

إِنَّ اللَّهَ اشْتَرَىٰ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ أَنْفُسَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ بِأَنَّ لَهُمُ الْجَنَّةَ ۚ يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَيَقْتُلُونَ وَيُقْتَلُونَ ۖ وَعْدًا عَلَيْهِ حَقًّا فِي التَّوْرَاةِ وَالْإِنْجِيلِ وَالْقُرْآنِ ۚ وَمَنْ أَوْفَىٰ بِعَهْدِهِ مِنَ اللَّهِ ۚ فَاسْتَبْشِرُوا بِبَيْعِكُمُ الَّذِي بَايَعْتُمْ بِهِ ۚ وَذَٰلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ (١١١)

১১১. নিঃসন্দেহে আল্লাহ তা'আলা মুসলমানদের নিকট হতে তাদের জীবন ও তাদের ধন সম্পদসমূহকে এর বিনিময়ে ক্রয় করে নিয়েছেন যে, তারা বেহেশত পাবে; [অর্থাৎ] তারা আল্লাহর রাস্তায় যুদ্ধ করে, যাতে তারা [কখনো] হত্যা করে এবং [কখনো] নিহত হয়ে যায়, এর [অর্থাৎ এ যুদ্ধের] দরুন [জান্নাত প্রদানের] সত্য অঙ্গীকার করা হয়েছে তাওরাতে এবং ইঞ্জিলে আর কুরআনে; আর কে আছে নিজের অঙ্গীকার পালনকারী আল্লাহ অপেক্ষা অধিক? অতএব, তোমরা আনন্দ করতে থাক তোমাদের এ ক্রয়-বিক্রয়ের উপর যা তোমরা সম্পাদন করেছ; আর এটা হচ্ছে বিরাট সফলতা।

শাব্দিক অনুবাদ :

১১০. لَا يَزَالُ সর্বদা بُنْيَانُهُمُ তাদের এ ইমারত الَّذِي بَنَوْا যা তারা নিমার্ণ করেছে رِيبَةً فِي قُلُوبِهِمْ তা তাদের হৃদয়ে সন্দেহ সৃষ্টি করে إِلَّا أَنْ تَقَطَّعَ قُلُوبُهُمْ হ্যাঁ যদি তাদের অন্তরই ধ্বংস হয়ে যায় তবে তো কথাই নেই وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ আর আল্লাহ হচ্ছে মহাজ্ঞানী বড় হেকমত ওয়ালা।

১১১. إِنَّ اللَّهَ اشْتَرَىٰ নিঃসন্দেহে আল্লাহ তা'আলা এর বিনিময় ক্রয় করে নিয়েছেন مِنَ الْمُؤْمِنِينَ মুসলমানদের নিকট হতে أَنْفُسَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ তাদের প্রাণ ও তাদের ধন সমূহকে بِأَنَّ لَهُمُ الْجَنَّةَ যে, তারা জান্নাত পাবে يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ তারা আল্লাহর রাস্তায় যুদ্ধ করে فَيَقْتُلُونَ যাতে তারা হত্যা করে وَيُقْتَلُونَ এবং নিহত হয়ে যায় وَعْدًا عَلَيْهِ حَقًّا এর দরুন সত্য অঙ্গীকার করা হয়েছে فِي التَّوْرَاةِ وَالْإِنْجِيلِ وَالْقُرْآنِ তাওরাতে এবং ইঞ্জিলে আর কুরআনে وَمَنْ أَوْفَىٰ بِعَهْدِهِ مِنَ اللَّهِ আর কে আছে নিজের অঙ্গীকার পালনকারী আল্লাহ অপেক্ষা অধিক। فَاسْتَبْشِرُوا অতএব, তোমরা আনন্দ করতে থাক بِبَيْعِكُمُ الَّذِي بَايَعْتُمْ بِهِ তোমাদের এ ক্রয় বিক্রয়ের উপর যা তোমরা সম্পাদন করেছ وَذَٰلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ আর এটা হচ্ছে বিরাট সফলতা।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

১০৭. আয়াতের শানে নুযূল : মুফাসসিরীনগণ বলেন যে, বনূ আমর বিন আউফ কুবার মসজিদ নির্মাণ করতঃ রাসূল ﷺ-এর নিকট লোক পাঠালে রাসূল ﷺ শুভাগমন করে তাতে নামাজ আদায় করার মাধ্যমে সে মসজিদ উদ্বোধন করেন। বনূ গুনম বিন আউফের লোকজনের মাঝে এর দ্বারা ঈর্ষা জেগে উঠে। ফলে তারা বলল, আমরাও একটি মসজিদ নির্মাণ করে রাসূল ﷺ-কে দাওয়াত জানাব। তিনি আমাদের গোত্রীয় ভাইদের মসজিদে এসে যেরূপভাবে নামাজ আদায় করেছেন সেরূপভাবে আমাদের মসজিদে এসেও নামাজ আদায় করবেন। এমন কি আবূ আমেরও যখন সিরিয়া আসবে তিনি এতে নামাজ আদায় করবেন। সে উদ্দেশ্য নিয়েই তারা রাসূল ﷺ-এর নিকট আসল। রাসূল ﷺ তখন তাবুক যুদ্ধের প্রস্তুতি গ্রহণ করছিলেন। তারা রাসূল ﷺ-এর নিকট এসে বলল, হে আল্লাহর রাসূল! আমরা পরিশ্রমী, অসুস্থ ও আধারে আচ্ছন্ন রাত্রীতে মুমিনদের নামাজ আদায় করার সুবিধার্থে একটি

https://e-ilm.weebly.com/

মসজিদ নির্মাণ করেছি। আমাদের কামনা আপনি তাতে নামাজ আদায় করে বরকতের দোয়া করবেন। রাসূল বললেন, আমি তো এখন সফরের প্রস্তুতি নিয়ে ব্যস্ত রয়েছি, আমি যদি ফিরে আসি তাহলে তোমাদের সাথে এসে সেখানে নামাজ আদায় করব। রাসূল তাবূক যুদ্ধ হতে যখন প্রত্যাবর্তন করেন, তখন তারা রাসূল -এর নিকট আসে। সে সময়ে তারা জুমার নামাজ এবং শনি ও রবিবারের নামাজ আদায় করেছিল। সুতরাং রাসূল তাঁর জামা আনার জন্য বললেন, তা পরিধান করে ঐ মসজিদে যাবেন। এমন মুহূর্তেই সে মসজিদ নির্মাণের উদ্দেশ্য সম্পর্কে অবগত করণার্থে এবং সে বিষয়ে করণীয় নির্দেশ দিয়ে আল্লাহ তা'আলা আলোচ্য আয়াত নাজিল করেন।

রাসূল তৎক্ষণাৎ মালিক বিন দুখশান, মা'আন বিন আদী, আমের বিন সাজকান ও হামযা (রা.)-এর হত্যাকারী ওয়াহশীকে ডেকে বললেন, তোমরা এখনই এ মসজিদে গিয়ে তাকে ধ্বংস করে জালিয়ে পুরিয়ে দাও। সুতরাং তারা গেলেন এবং দুখশান নিজ গোত্র থেকে অগ্নি নিয়ে গেলেন। তারা তাকে ভেঙ্গে চুরে জ্বালিয়ে পুড়িয়ে ধ্বংস করে দেন। মসজিদে জেরার যে সকল লোকেরা ষড়যন্ত্রমূলকভাবে নির্মাণ করেছিল তারা ছিল বারজন। ১. খিয়াম বিন খালেদ বনূ উবাইদ বিন যায়েদের অধিবাসী, ২. মা'তাব বিন কুশাইর, ৩. আবূ হাবীবা ইবনুল আযআর, ৪. আব্বাদ বিন হুনাইফ বনূ আমর বিন আউফের অধিবাসী সাহল বিন হুনাইফের ভাই, ৫. জারিয়া বিন আমের, ৬. মুজাম্মা বিন জারিয়া, ৭. যায়েদ বিন জারিয়া, ৮. নাবতাল ইবনুল হারেছ, ৯. বাহযাজ, ১০. বাজাদ বিন উছমান, ১১. ওয়াদিয়া বিন ছাবেত, ১২. ছা'লাবা বিন হাতেব। আবূ ওমর বিন আব্দুর রব বলেন যে, তাদের মধ্যে যে, ছা'লাবা বিন হাতেবের কথা উল্লেখ রয়েছে, সে ব্যাপারে কারো কারো মতবিরোধ রয়েছে। কারণ তাদের মতে ছা'লাবা বিন হাতেব হলো একজন বদরী সাহাবী। −[কুরতুবী-২৩২/৮]

তবে তাফসীরে ইবনে কাছীর ও তাবারী গ্রন্থের মধ্যেও এই বার জনের নামের মধ্যে কিছু কিছু মত পার্থক্য দেখা যায় বিধায় তাদের নাম গুলো উল্লেখ করে দেওয়া হলো। ছা'লাবা বিন হাতেবের কথা উল্লেখ রয়েছে। কিন্তু তাতে ছা'লাবা বিন হাতেব বদরী ছিল কি না সে সম্পর্কে কোনো মন্তব্য নেই। ইবনে কাছীরে জারিয়া বিন আমের, মুজাম্মা বিন জারিয়া ও যায়েদ বিন হারেছার নাম উল্লিখিত রয়েছে। −[ইবনে কাছীর-৩৯৬/৬, রূহুল মা'আনী : পৃ.১৮ খ.৬ পারা-১১, দুররে মানছূর-২৭৭/৩, ফাতহুল কাদীর-৪০৫/২, বাহরে মুহীত-১০১/৫]

মসজিদে জেরার সম্পর্কে ঐতিহাসিক তথ্য হচ্ছে রাসূল মদিনায় আগমন করার পূর্বেই মদিনার খাযরাজ গোত্রেও আবূ আমের নামে এক লোক ছিল। সে খ্রিস্টান ধর্ম গ্রহণ করেছিল। ফলে সে আহলে কিতাবদের কেথলিক রোমীয় ভাষায় পুরাতন ইঞ্জিল গ্রন্থ অধ্যয়ন করে সে খ্রিস্টান ধর্ম যাজক পাদ্রীত্বের মর্যাদায় অধিষ্টিত হয়। ফলে তৎকালে সে অভাবনীয় সুখ্যাতি অর্জন করেছিল। পরবর্তীতে রাসূল যখন মক্কা হতে মদিনায় হিজরত করে চলে আসেন তখন রাসূল -এর দরবারে উপস্থিত হয়ে সে রাসূল কে বিভিন্ন বিষয়ে অনেক জিজ্ঞাসাবাদ করে। রাসূল তাকে অত্যন্ত সু-নিপূণভাবে বুঝালেন, কিন্তু সে নরাধম মানতে প্রস্তুত হলো না। সুতরাং সে মন্তব্য করল যে, সর্বদাই আপনার বিপক্ষে আমি কাজ করে যাব। আপনার প্রতিপক্ষের সাথে যুক্ত হয়ে আপনার মোকাবিলায় যুদ্ধ করব। আমি দোয়া করি আপনি ও আমার মধ্যে যে মিথ্যুক সে যেন নিজের নিকট আত্মীয়দের থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে কোনো দূরদেশে মৃত্যুবরণ করে। আহজাবের যুদ্ধের পূর্ববর্তী সকল যুদ্ধের সে আরব গোত্র গুলোর পক্ষ হয়ে যুদ্ধ করেছে এবং কাফেরদেরকে রাসূল -এর বিরুদ্ধে উদ্বুদ্ধ করেছে। অবশেষে আহজাবের যুদ্ধকালে হাওয়াযেন গোত্রগুলোও যখন শোচনীয় ভাবে পরাজয়বরণ করে, তখন সে সম্পূর্ণভাবে নিরাশ হয়ে সিরিয়ার পথে কায়সারে রোমের নিকট পালিয়ে যায় এবং রোম সম্রাটকে মদিনায় মুসলমানদের উপর আক্রমণ করার জন্য উৎসাহ যোগায়। রোম সম্রাটকে উৎসাহদান এবং স্থানীয়ভাবে সহযোগিতার জন্য শক্তি সঞ্চয়ের জন্য সে রোম থেকেই মুনাফিকদের সাথে যোগাযোগ করে মসজিদরূপি একটি গৃহ নির্মাণ করার পরামর্শ দেয়। সে জায়গায় গোপনীয়ভাবে ইসলাম ও মুসলমানদের মোকাবিলায় ষড়যন্ত্র চালাবে এবং অস্ত্রশস্ত্রের যোগান রাখবে। রোম সম্রাট যখনই মুসলমানদের উপর আক্রমন করার জন্য অভিযান চালাবে উপস্থিত সময়ে যেন তার সহযোগিতা করতে সক্ষম হয়। তাদের এহেন দুরভিসন্ধি মূলক প্রস্তুতি সম্পর্কে মুসলমানেরা যাতে অবগত না হয়, সে জন্য মসজিদরূপী গৃহ নির্মাণের পরিকল্পনা গ্রহণ করে। মুসলমানরা যাতে করে সেদিক থেকে সম্পূর্ণরূপে আশঙ্কা মুক্ত থাকে, সে জন্য তারা রাসূল -কে নিয়ে নামাজ আদায় করিয়ে বরকতের দোয়া করার একটি বাহানা করেছিল মাত্র। পক্ষান্তরে আল্লাহ তা'আলা তাদের গোপনীয় সকল কূটচাল সম্পর্কে অবগত করার জন্যই

https://e-ilm.weebly.com/

https://e-ilm.weebly.com/

এ ষড়যন্ত্রের শুরুতে সে মদিনায় পরিচিত মুনাফিকদের কাছে চিঠি লিখে যে, "রোম সম্রাট কর্তৃক মদিনা অভিযানের চেষ্টায় আমি আছি। কিন্তু যথা সময় সম্রাটের সাহায্য হয় এমন কোনো সম্মিলিত শক্তি তোমাদের থাকা চাই। এর পন্থা হলো এই যে, তোমরা মদিনায় মসজিদের নাম দিয়ে একটি গৃহ নির্মাণ কর, যেন মুসলমানদের অন্তরে কোনো সন্দেহ না আসে। অতঃপর সে গৃহে নিজেদের সংগঠিত কর এবং যতটুকু সম্ভব যুদ্ধের সাজ-সরঞ্জাম সংগ্রহ করে সেখানে রাখ এবং পারস্পরিক আলোচনা ও পরামর্শের পর মুসলমানদের বিরুদ্ধে সতর্কপন্থা গ্রহণ কর।"

তার এ পত্রের ভিত্তিতে বার জন মুনাফিক মদিনায় কোবা মহল্লায়, যেখানে হুজুরে আকরাম ﷺ হিজরত কালে এসে অবস্থান নিয়েছিলেন এবং একটি মসজিদ নির্মাণ করেছিলেন– আরেকটি মসজিদের ভিত্তি রাখল। ইবনে ইসহাক (র.) প্রমুখ ঐতিহাসিকগণ এ বার জনের নাম উল্লেখ করেছেন। সে যাহোক অতঃপর তারা মুসলমানদের প্রতারিত করার উদ্দেশ্যে সিদ্ধান্ত নিল যে, স্বয়ং রাসূলে কারীম ﷺ -এর দ্বারা এক ওয়াক্ত নামাজ সেখানে পড়াবে। এতে মুসলমানগণ নিশ্চিত হবে যে, পূর্বনির্মিত মসজিদের মতো এটিও একটি মসজিদ।

এ সিদ্ধান্ত মতে তাদের এক প্রতিনিধি মহানবী ﷺ -এর খেদমতে হাজির হয়ে আরজ করে যে, কোবার বর্তমান মসজিদটি অনেক ব্যবধানে রয়েছে। দুর্বল ও অসুস্থ লোকদের সে পর্যন্ত যাওয়া দুষ্কর। এছাড়া মসজিদটি এত প্রশস্তও নয় যে, এলাকার সকল লোকের সংকুলান হতে পারে। তাই আমরা দুর্বল লোকদের সুবিধার্থে অপর একটি মসজিদ নির্মাণ করেছি। আপনি যদি তাতে এক ওয়াক্ত নামাজ আদায় করেন, তবে আমরা বরকত লাভে ধন্য হব।

রাসূলে কারীম ﷺ তখন তাবূক যুদ্ধের প্রস্তুতিতে ব্যস্ত ছিলেন। তিনি প্রতিশ্রুতি দিলেন যে, এখন সফরের প্রস্তুতিতে ব্যস্ত আছি। ফিরে এসে নামাজ আদায় করব। কিন্তু তাবুক যুদ্ধ থেকে ফেরার পথে যখন তিনি মদিনার নিকটবর্তী এক স্থানে বিশ্রাম নিচ্ছিলেন, তখন মসজিদে জেরার সম্পর্কিত এ আয়াতগুলো নাজিল হয়। এতে মুনাফিকদের ষড়যন্ত্র ফাঁস করে দেওয়া হলো। আয়াতগুলো নাজিল হওয়ার পর রাসূলে কারীম ﷺ কতিপয় সাহাবীকে– যাদের মধ্যে আমের বিন সকস এবং হযরত হামযা (রা.)-এর হন্তা ওয়াহশীও উপস্থিত ছিলেন– এ হুকুম দিয়ে পাঠালেন যে, এক্ষুণি গিয়ে কথিত মসজিদটি ধ্বংস কর এবং আগুন লাগিয়ে এসো।

আদেশমতে তারা গিয়ে মসজিদটি সমূলে ধ্বংস করে মাটিতে মিশিয়ে দিয়ে আসলেন। এসব ঘটনা তাফসীরে কুরতুবী ও মাযহারী থেকে উদ্ধৃত।

তাফসীরে মাযহারীতে ইউসুফ বিন সালেহীর বরাত দিয়ে উল্লেখ করা হয়েছে যে, নবী করীম ﷺ মদিনায় পৌঁছে দেখেন যে, সে মসজিদের জায়গাটি ফাঁকা পড়ে আছে। তিনি আসেম বিন আ'দীকে সেখানে গৃহ নির্মাণের অনুমতি দান করেন। তিনি বললেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ যে জায়গা সম্পর্কে কুরআনের আয়াত নাজিল হয়েছে, সেই অভিশপ্ত স্থানে গৃহ নির্মাণ আমার পছন্দ নয়। তবে সাবেত বিন আকরামের ভোগদখলে জায়গাটি দিয়ে দিন। কিন্তু পরে দেখা যায় যে, সে ঘরে তারও কোনো সন্তান-সন্ততি হয়নি কিংবা জীবিত থাকেনি।

ঐতিহাসিকগণ লিখেছেন, সে জায়গায় মানুষ তো দূরের কথা পাখীকূল পর্যন্ত ডিম ও বাচ্চা দেওয়ার যোগ্যতা হারিয়ে ফেলে। তাই সেই থেকে আজ পর্যন্ত মসজিদে কোবা থেকে কিছু দূরত্বে অবস্থিত সে জায়গাটি বিরান পড়ে আছে।

وَالَّذِيْنَ اتَّخَذُوْا مَسْجِدًا যারা মুসলমানদের ক্ষতি সাধনের উদ্দেশ্যে মসজিদের নামে গৃহ নির্মাণ করেছে এরাও মুনাফিকদের অন্তর্ভুক্ত।

এ আয়াতে উক্ত মসজিদ নির্মাণের তিনটি উদ্দেশ্য উল্লিখিত হয়েছে। প্রথমত ضِرَارًا অর্থাৎ মুসলমানদের ক্ষতিসাধন। ضِرَارٌ ও ضَرَرٌ শব্দের অর্থ ক্ষতিসাধন। তবে ভাষাবিদগণ এ শব্দ দু'টির মধ্যে কিছু পার্থক্য করেছেন। তারা বলেন, ضَرَرٌ সেই ক্ষতিকে বলা হয়, যা ক্ষতি সাধনকারীর পক্ষে হয় লাভজনক, আর তার প্রতিপক্ষের জন্য হয় ক্ষতিকারক, আর ضَرَرٌ হলো যা ক্ষতি সাধনকারীর পক্ষেও মঙ্গলজনক হয় না। যেহেতু উক্ত মসজিদ নির্মাতাদের মঙ্গলের পরিবর্তে মারাত্মক ضِرَارًا -এর পরিণতি ভোগ করতে হয়েছে, তাই আয়াতে ضِرَارٌ শব্দটি ব্যবহৃত হয়েছে।

দ্বিতীয় উদ্দেশ্য, وَتَفْرِيْقًا بَيْنَ الْمُؤْمِنِيْنَ অর্থাৎ অপর মসজিদ নির্মাণ দ্বারা মুসলমানদের মঝে বিভক্তি সৃষ্টি করা। একটি দল সে মসজিদে নামাজ আদায়ের জন্য পৃথক হয়ে যাবে, যার ফলে কোবার পুরাতন মসজিদের মুসল্লী হ্রাস পাবে।

তৃতীয় উদ্দেশ্য হলো, وَاِرْصَادًا لِّمَنْ حَارَبَ اللّٰهَ অর্থাৎ সেখানে আল্লাহ ও রাসূলের শত্রুদের আশ্রয় মিলবে এবং তারা বসে বসে ষড়যন্ত্র পাকাতে পারবে।

https://e-ilm.weebly.com/

এ আলোচনা থেকে প্রতীয়মান হলো যে, যে মসজিদকে কুরআন মাজীদ 'মসজিদে জিরার' নামে অভিহিত করেছে এবং যাকে মহানবী ﷺ-এর আদেশে ধ্বংস ও ভস্মিভূত করা হয়েছে তা মূলতঃ মসজিদই ছিল না। তা নামাজ আদায়ের জন্য নির্মিত হয়নি। বরং তার উদ্দেশ্য ছিল ভিন্ন যা কুরআন চিহ্নিত করে দিয়েছে। এ থেকে বুঝা গেল যে, বর্তমান যুগে কোনো মসজিদের মোকাবিলায় তার কাছাকাছি অন্য মসজিদ নির্মাণ করা হলে এবং এর পিছনে যদি মুসলমানদের বিভক্তিকরণ ও পূর্বতন মসজিদের মুসল্লী হ্রাস প্রভৃতি অসৎ নিয়ত থাকে, তবে এতে মসজিদ নির্মাতার ছওয়াব তো হবেই না, বরং বিভেদ সৃষ্টির অপরাধে সে গুনাহগার হবে। কিন্তু এ সত্ত্বেও শরিয়ত মতে সে জায়গাটিকে মসজিদই বলা হবে এবং মসজিদের আদব ও হুকুমগুলো এখানেও প্রযোজ্য হবে। একে ধ্বংস করা কিংবা আগুন লাগিয়ে ভস্ম করা জায়েজ হবে না। এধরনের মসজিদ নির্মাণ মূলতঃ গুনাহের কাজ হলেও যারা এতে নামাজ আদায় করবে, তাদের নামাজকে অশুদ্ধ বলা যাবে না। এ থেকে অপর একটি বিষয় পরিষ্কার হয়ে যায় যে, কেউ যদি জিদের বশে বা লোক দেখানোর উদ্দেশ্যে কোনো মসজিদ নির্মাণ করে, তবে যদিও মসজিদ নির্মাণের ছওয়াব সে পাবে না; বরং গুনাহগার হবে, কিন্তু একে আয়াতে উল্লিখিত 'মসজিদে যেরার' বলা যাবে না। অনেকে এ ধরনের মসজিদকে 'মসজিদে জেরার' নামে অভিহিত করে থাকে। কিন্তু তা ঠিক নয়। তবে একে 'মসজিদের জেরারের মতো' বলা যায়। তাই এর নির্মাতাকে এ প্রচেষ্টা থেকে নিবৃত রাখা যেতে পারে। যেমন হযরত ওমর ফারুক (রা.) এক আদেশ জারি করেছিলেন যে, এক মসজিদের পার্শ্বে অন্য মসজিদ নির্মাণ করবে না, যাতে পূর্বতন মসজিদের জামাত ও সৌন্দর্য হ্রাস পায়। –[কাশশাফ]

উপরিউক্ত 'মসজিদে জিরার' সম্পর্কে ১০৮ নং আয়াতে মহানবী ﷺ-কে হুকুম করা হয় যে, لَا تَقُمْ فِيْهِ اَبَدًا এখানে দাঁড়ানো অর্থ নামাজের উদ্দেশ্যে দাঁড়ানো। অর্থাৎ আপনি এ তথাকথিত মসজিদে কখনো নামাজ আদায় করবেন না।

এ আয়াতে মহানবী ﷺ কে হেদায়েত দেওয়া হয়েছে যে, আপনার নামাজ সে মসজিদেই দুরস্ত হবে, যার ভিত্তি রাখা হয় প্রথমদিন থেকে তাকওয়া বা আল্লাহ ভীতির উপর। আর সেখানে এমন লোকেরা নামাজ আদায় করে, যারা পাকপবিত্রতায় পূর্ণ সতর্কতা অবলম্বনে উদগ্রীব। বস্তুতঃ আল্লাহ নিজেও এমনিতর পবিত্রতা অর্জনকারীদের ভালোবাসেন। আয়াতের বর্ণনাধারা থেকে বুঝা যায় যে, প্রশংসিত সে মসজিদটি হলো মসজিদে কোবা, যেখানে মহানবী ﷺ তখন নামাজ আদায় করতেন। হাদীসের কতিপয় রেওয়ায়েত থেকেও এর সমর্থন পাওয়া যায়। –[তাফসীরে মাযহারী]

فِيْهِ رِجَالٌ يُّحِبُّوْنَ اَنْ يَّتَطَهَّرُوْا এ আয়াতে সেই মসজিদকে মহানবী ﷺ-এর নামাজের অধিকতর হকদার বলে অভিহিত করা হয়, যার ভিত্তি শুরু থেকেই তাকওয়ার উপর রাখা হয়েছে। সে হিসেবে মসজিদে কোবা ও মসজিদে নববী উভয়টিই এ মর্যাদায় অভিষিক্ত। সে মসজিদেরই ফজিলত বর্ণনা প্রসেঙ্গ বলা হয়েছে যে, তথাকার মুসল্লিগণ সাধারণত এসব গুণেই গুণান্বিত ছিলেন।

১১১. আয়াতের শানে নুযূল : অধিকাংশ মুফাসসিরের ভাষ্যমতে এ আয়াতগুলো নাজিল হয়েছে 'বায়াতে আকাবায়' অংশ গ্রহণকারী লোকদের ব্যাপারে। এ 'বায়াত নেওয়া হয়েছিল মক্কায় মদিনার আনসারদের থেকে। তাই সূরাটি মদানী হওয়া সত্ত্বেও এ আয়াতগুলোকে মক্কী বলা হয়েছে।

'আকাবা' বলা হয় পর্বতাংশকে। এখানে আকাবা বলতে বুঝায় মিনার জামরায়ে আকাবার সাথে মিলিত পর্বতাংশকে। বর্তমানে হাজীদের সংখ্যাধিক্যের দরুন পর্বতের এ অংশটিকে শুধু জামরা বাদ দিয়ে মাঠের সমান করে দেওয়া হয়েছে। এখানে মদিনা থেকে আগত আনসারগণের তিন দফায় বায়াত নেওয়া হয়। প্রথম দফা নেওয়া হয় নবুয়তের একাদশ বর্ষে। তখন মোট ছয় জন লোক ইসলাম গ্রহণ করে বায়াত নিয়ে মদিনায় ফিরে যান। এতে মদিনার ঘরে ঘরে ইসলাম ও নবী করীম ﷺ -এর চর্চা শুরু হয়। পরবর্তী বছর হজের মৌসুমে বার জন লোক সেখানে একত্রিত হন। এদের পাঁচজন ছিলেন পূর্বের এবং সাত জন ছিলেন নতুন। তাঁরা সবাই মহানবী ﷺ -এর হাতে বায়াত নেন। এর ফলে মদিনায় মুসলমানদের সংখ্যা উল্লেখযোগ্য হারে বৃদ্ধি পায়। অর্থাৎ চল্লিশ জনেরও বেশি। তারা নবী করীম ﷺ-এর কাছে আবেদন জানান যে, তাঁদেরকে কুরআনের তালিম দানের উদ্দেশ্যে সেখানে কাউকে প্রেরণ করা হোক। তিনি হযরত মুসআব বিন ওমাইর (রা.) কে প্রেরণ করেন, যিনি তথাকার মুসলমানদের কুরআন পড়ান ও ইসলামের তালীম করেন। ফলে মদিনার বিরাট অংশ ইসলামের ছায়াতলে এসে যায়।

অতঃপর নবুয়তের ত্রয়োদশ বর্ষে সত্তর জন পুরুষ ও দু'জন মহিলা সেখানে একত্রিত হন। এ হলো তৃতীয় ও সর্বশেষ বায়াতে আকাবা। সাধারণত বায়াতে আকাবা বলতে একেই বুঝানো হয়। এ বায়াতটি ইসলামের মূল আকীদা ও আমল, বিশেষতঃ কাফেরদের সাথে জিহাদ এবং মহানবী ﷺ হিজরত করে মদিনা গেলে তাঁর হেফাজত ও সাহায্য

https://e-ilm.weebly.com/

সহযোগিতার জন্য নেওয়া হয়। বায়াত গ্রহণকালে সাহাবী হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে রাওয়াহা (রা.) বলেছিলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! এখন অঙ্গীকার নেওয়া হচ্ছে : আপনার রব কিংবা আপনার সম্পর্কে কোনো শর্তারোপ করার থাকলে তা পরিষ্কার বলে দেওয়া হোক। হুজুর ﷺ বলেন, আল্লাহর ব্যাপারে শর্তারোপ করেছি যে, তোমরা সবাই তাঁরই ইবাদত করবে, তাঁকে ছাড়া কারো ইবাদত করবে না। আর আমার নিজের ব্যাপারে শর্ত হলো যে, তোমরা আমার হেফাজত করবে যেমন নিজের জান-মাল ও সন্তানদের হেফাজত কর। তাঁরা আরজ করলেন, এ শর্ত দু'টি পূরণ করলে এর বিনিময়ে আমরা কি পাব? তিনি বললেন, জান্নাত। তাঁরা পুলকিত হয়ে বললেন, আমরা এর জন্য রাজি, এমন রাজি যে, নিজেদের পক্ষ থেকে এ চুক্তি রহিত করার আবেদন কোনো দিনই পেশ করব না এবং রহিতকরণকে পছন্দও করব না।

জিহাদের সর্বপ্রথম আয়াত : মাহনবী ﷺ-এর মক্কা শরীফে অবস্থানকালে এ পর্যন্ত যুদ্ধ-বিগ্রহ সম্পর্কিত কোনো হুকুম নাজিল হয়নি। এটিই সর্বপ্রথম জিহাদ সংক্রান্ত আয়াত, যা মক্কা শরীফে অবতীর্ণ হয়। তবে এর উপর আমল শুরু হয় হিজরতের পরে। এরপর দ্বিতীয় আয়াত নাজিল হয়– اُذِنَ لِلَّذِيْنَ يُقٰتَلُوْنَ [সূরা হজ-৩৯] মক্কায় কুরাইশ বংশীয় কাফেরদের অগোচরে যখন বায়াতে আকাবা সম্পাদিত হয় তখনই মহানবী ﷺ মক্কার মুসলমানদের মদিনায় হিজরতের আদেশ দিয়ে দেন। অতঃপর ক্রমশঃ সাহাবায়ে কেরামের হিজরতের ধারা শুরু হয়ে যায়। হযরত আবূ বকর সিদ্দীক (রা.) হিজরতের ইচ্ছা ব্যক্ত করলে তাঁকে নিজের সহযাত্রী করার মানসে তখনকার মতো নিবৃত রাখেন। –[মাযহারী]

يُقَاتِلُوْنَ فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ থেকে فِى التَّوْرٰةِ وَالْاِنْجِيْلِ وَالْقُرْاٰنِ আয়াত থেকে বুঝা যায় যে, জিহাদের হুকুম পূর্ববর্তী উম্মতগণের জন্যও সকল কিতাবে নাজিল হয়েছিল। ইঞ্জিলে (বাইবেলে) জিহাদের হুকুম নেই বলে যে কথা প্রচলিত রয়েছে, তা সম্ভবত এজন্য যে, পরবর্তী খ্রিস্টানরা ইঞ্জিলের যে বিকৃতি ঘটিয়েছে তার ফলে জিহাদের হুকুম সম্বলিত আয়াতগুলো খারিজ করে দিয়েছে– 'আল্লাহ সর্বজ্ঞ'। فَاسْتَبْشِرُوْا بِبَيْعِكُمْ বায়াতে আকাবায় রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সাথে যে অঙ্গীকার করা হয়, তা দৃশ্যতঃ ক্রয়-বিক্রয়ের মতো। তাই আয়াতের শুরুতে ক্রয় শব্দের ব্যবহার করা হয়। উপরিউক্ত বাক্যে মুসলমানদের বলা হচ্ছে যে, ক্রয়-বিক্রয়ের এই সওদা তোমাদের জন্য লাভজনক ও বরকতময়। কেননা এর দ্বারা অস্থায়ী জান-মালের বিনিময়ে স্থায়ী জান্নাত পাওয়া গেল। চিন্তা করার ব্যাপার যে, এখানে ব্যয় হলো শুধু মাল। কিন্তু আত্মা মৃত্যুর পরও বাকি থাকবে। চিন্তা করলে আরো দেখা যায় যে, মালামাল হলো আল্লাহরই দান। মানুষ শূন্য হাতেই জন্ম নেয়। অতঃপর আল্লাহ তাকে অর্থ-সম্পদের মালিক করেন এবং নিজের দেওয়া সে অর্থের বিনিময়েই বান্দাকে জান্নাত দান করবেন। তাই হযরত ওমর (রা.) বলেন, এ এক অভিনব বেচা-কেনা মাল ও মূল্য উভয়ই তোমাদিগকে দিয়ে দিলেন আল্লাহ। হযরত হাসান বসরী (র.) বলেন, 'লক্ষ্য কর, এ কেমন লাভজনক সওদা, যা আল্লাহ সকল মুমিনের জন্য সুযোগ করে দিয়েছেন।' তিনি আরো বলেন, আল্লাহ তোমাদের যে সম্পদ দান করেছেন, তা থেকে কিছু কিছু ব্যয় করে জান্নাত ক্রয় করে নাও।

শব্দবিশ্লেষণ :

لَيَحْلِفُنَّ : সীগাহ جمع مذكر غائب বহছ فعل مستقبل معروف بانون تاكيد ثقيله در লাম তাকিদ বাব ضَرَبَ মাসদার اَلْحِلْفُ মূলবর্ণ (ح.ل.ف) জিনস صحيح অর্থ– শপথ করা, কসম খাওয়া, হলফ করা।

شَفَا : কিনারা। একবচন। দ্বিবচন شَفَوَانِ বহুবচন اَشْفَاءُ

جُرُفٍ : পানি জমার জায়গা, বন্যায় ভেঙ্গে যাওয়া পাড়ি। বহুবচন اَجْرَافٌ এবং جُرُوْفٌ

اِنْهَارَ : সীগাহ واحد مذكر غائب বহছ ماضى معروف বাব اِنْفِعَالٌ মাসদার اَلْاِنْهِيَارُ মূলবর্ণ (ه.و.ر) জিনস اجوف واوى অর্থ– ভাঙন, পতন, ধ্বংস হওয়া, ক্ষয় হওয়া।

بَنَوْا : সীগাহ جمع مذكر غائب বহছ ماضى معروف বাব ضَرَبَ মাসদার اَلْبِنَاءُ এবং اَلْبُنْيَانُ মূলবর্ণ (ب.ن.ى) জিনস ناقص يائى অর্থ– বানানো, তৈরি করা; ভিত্তি গড়া।

رِيْبَةً : অর্থ– সন্দেহ, সংশয়, অনিশ্চয়তা, অনুমান। একবচন, বহুবচন رَيْبٌ

اَوْفٰى : সীগাহ واحد مذكر غائب বহছ ماضى معروف বাব اِفْعَالٌ মাসদার اَلْاِيْفَاءُ মূলবর্ণ (و.ف.ى) জিনস لفيف مفروق অর্থ– পূর্ণ করা।

https://e-ilm.weebly.com/

১১২. তারা হচ্ছে তওবাকারী, ইবাদতগুজার, শোকরগুজার, রোজা পালনকারী, রুকূ' ও সেজদাকারী, [অর্থাৎ নামাজ কায়েম রাখে] সৎকাজের নির্দেশদাতা এবং অসৎকাজের নিষেধকারী, আর আল্লাহর নির্ধারিত সীমাসমূহের [অর্থাৎ আহকামের] সংরক্ষণকারী; আর আপনি এমন [অর্থাৎ উক্ত গুণে গুণান্বিত] মুমিনদেরকে সুসংবাদ শুনিয়ে দিন।	التَّآئِبُوْنَ الْعٰبِدُوْنَ الْحٰمِدُوْنَ السَّآئِحُوْنَ الرّٰكِعُوْنَ السّٰجِدُوْنَ الْاٰمِرُوْنَ بِالْمَعْرُوْفِ وَالنَّاهُوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَالْحٰفِظُوْنَ لِحُدُوْدِ اللّٰهِ ؕ وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِيْنَ (١١٢)
১১৩. নবী এবং অন্যান্য মুসলমানদের পক্ষে জায়েজ নয় যে, মুশরিকদের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করে, যদিও তারা আত্মীয়ই হোক না কেন, একথা প্রকাশ হওয়ার পর যে, তারা দোজখী।	مَا كَانَ لِلنَّبِىِّ وَالَّذِيْنَ اٰمَنُوْٓا اَنْ يَّسْتَغْفِرُوْا لِلْمُشْرِكِيْنَ وَلَوْ كَانُوْٓا اُولِىْ قُرْبٰى مِنْۢ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُمْ اَنَّهُمْ اَصْحٰبُ الْجَحِيْمِ (١١٣)
১১৪. আর ইবরাহীমের নিজ পিতার জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করা, তা তো কেবল সে ওয়াদার কারণে ছিল, যে ওয়াদা তিনি তার সাথে করেছিলেন, অতঃপর যখন তাঁর নিকট এ বিষয় প্রকাশ পেল যে, সে [অর্থাৎ পিতা] আল্লাহ তা'আলার দুশমন, তখন তিনি তা হতে সম্পূর্ণরূপে বিচ্ছিন্ন হয়ে গেলেন; বাস্তবিকই ইবরাহীম ছিলেন অতিশয় কোমল হৃদয়, সহনশীল।	وَمَا كَانَ اسْتِغْفَارُ اِبْرٰهِيْمَ لِاَبِيْهِ اِلَّا عَنْ مَّوْعِدَةٍ وَّعَدَهَآ اِيَّاهُ ۚ فَلَمَّا تَبَيَّنَ لَهٗٓ اَنَّهٗ عَدُوٌّ لِّلّٰهِ تَبَرَّاَ مِنْهُ ؕ اِنَّ اِبْرٰهِيْمَ لَاَوَّاهٌ حَلِيْمٌ (١١٤)

https://e-ilm.weebly.com/

শাব্দিক অনুবাদ :

১১২. اَلتَّآئِبُوْنَ তারা হচ্ছে তওবাকারী اَلْعٰبِدُوْنَ ইবাদতগুজার اَلْحٰمِدُوْنَ শোকর গুজার اَلسَّآئِحُوْنَ রোজা পালনকারী اَلرّٰكِعُوْنَ السّٰجِدُوْنَ রুকূ' ও সেজদাকারী اَلْاٰمِرُوْنَ بِالْمَعْرُوْفِ সৎ কাজের নির্দেশদাতা وَالنَّاهُوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ এবং অসৎ কাজের নিষেধকারী وَالْحٰفِظُوْنَ لِحُدُوْدِ اللّٰهِ আর আল্লাহর নির্ধারিত সীমাসমূহের সংরক্ষণকারী وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِيْنَ আপনি এমন মুমিনদেরকে সুসংবাদ শুনিয়ে দিন।

১১৩. مَا كَانَ لِلنَّبِىِّ وَالَّذِيْنَ اٰمَنُوْٓا নবী এবং অনান্য মুসলমানদের পক্ষে জায়েজ নয় اَنْ يَّسْتَغْفِرُوْا لِلْمُشْرِكِيْنَ যে, মুশরিকদের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করে وَلَوْ كَانُوْٓا اُولِىْ قُرْبٰى যদিও তারা আত্মীয়ই হোক না কেন مِنْۢ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُمْ একথা প্রকাশ হওয়ার পর যে, اَنَّهُمْ اَصْحٰبُ الْجَحِيْمِ তারা দোজখী।

১১৪. وَمَا كَانَ اسْتِغْفَارُ اِبْرٰهِيْمَ لِاَبِيْهِ আর ইবরাহীমের নিজ পিতার জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করা اِلَّا عَنْ مَّوْعِدَةٍ وَّعَدَهَآ اِيَّاهُ তা তো কেবল সেই ওয়াদার কারণে ছিল, যে ওয়াদা তিনি তার সাথে করেছিলেন فَلَمَّا تَبَيَّنَ لَهٗٓ অতঃপর যখন তার নিকট এ বিষয় প্রকাশ পেল যে, اَنَّهٗ عَدُوٌّ لِّلّٰهِ সে আল্লাহ তা'আলার দুশমন تَبَرَّاَ مِنْهُ তখন তিনি তা হতে সম্পূর্ণরূপে বিচ্ছিন্ন হয়ে গেলেন اِنَّ اِبْرٰهِيْمَ لَاَوَّاهٌ حَلِيْمٌ বাস্তবিকই ইবরাহীম ছিলেন অতিশয় কোমল হৃদয় সহনশীল।

১১৫. আর আল্লাহ তা'আলা এরূপ নন যে, তিনি কোনো জাতিকে হেদায়েত করার পর পথভ্রষ্ট করে দেন, যে পর্যন্ত না তাদেরকে সে সকল বিষয় পরিষ্কারভাবে বলে দেন, যা হতে তারা বেঁচে থাকবে। নিশ্চয় আল্লাহ তা'আলা হচ্ছেন সকল বিষয়ে অবহিত।	وَمَا كَانَ اللّٰهُ لِيُضِلَّ قَوْمًاۢ بَعْدَ اِذْ هَدٰىهُمْ حَتّٰى يُبَيِّنَ لَهُمْ مَّا يَتَّقُوْنَ ؕ اِنَّ اللّٰهَ بِكُلِّ شَیْءٍ عَلِیْمٌ (١١٥)
১১৬. নিশ্চয় আল্লারই রাজত্ব রয়েছে আসমানসমূহে এবং জমিনে, তিনিই জীবন দান করেন এবং মৃত্যু ঘটিয়ে থাকেন, আর তোমাদের জন্য আল্লাহ তা'আলা ব্যতীত না কোনো বন্ধু আছে আর না কোনো সাহায্যকারী।	اِنَّ اللّٰهَ لَهٗ مُلْكُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ ؕ يُحْیٖ وَيُمِيْتُ ؕ وَمَا لَكُمْ مِّنْ دُوْنِ اللّٰهِ مِنْ وَّلِیٍّ وَّلَا نَصِيْرٍ (١١٦)
১১৭. আল্লাহ তা'আলা অনুগ্রহ-দৃষ্টি করলেন নবীর অবস্থার প্রতি এবং মুহাজির ও আনসারদের অবস্থার প্রতিও, যারা নবীর অনুগামী হয়েছিল এমনি সংকট মুহূর্তে, এর পর যে, তাদের মধ্যকার এক দলের অন্তর বিচলিত হওয়ার উপক্রম হয়েছিল, তৎপর আল্লাহ তা'আলা তাদের অবস্থার প্রতি অনুগ্রহ-দৃষ্টি করলেন, নিঃসন্দেহে আল্লাহ তাদের সকলের উপর অতিশয় স্নেহশীল করুণাময়।	لَقَدْ تَّابَ اللّٰهُ عَلَى النَّبِیِّ وَالْمُهٰجِرِيْنَ وَالْاَنْصَارِ الَّذِيْنَ اتَّبَعُوْهُ فِیْ سَاعَةِ الْعُسْرَةِ مِنْۢ بَعْدِ مَا كَادَ يَزِيْغُ قُلُوْبُ فَرِيْقٍ مِّنْهُمْ ثُمَّ تَابَ عَلَيْهِمْ ؕ اِنَّهٗ بِهِمْ رَءُوْفٌ رَّحِيْمٌ (١١٧)

শাব্দিক অনুবাদ :

১১৫. وَمَا كَانَ اللّٰهُ আর আল্লাহ তা'আলা এরূপ নন যে لِيُضِلَّ قَوْمًاۢ بَعْدَ اِذْ هَدٰىهُمْ কোনো জাতিকে হেদায়েত করার পর পথভ্রষ্ট করে দেন حَتّٰى يُبَيِّنَ لَهُمْ مَّا يَتَّقُوْنَ যে পর্যন্ত না তাদেরকে সে সকল বিষয় পরিষ্কার ভাবে বলে দেন যা হতে তারা বেঁচে থাকবে اِنَّ اللّٰهَ بِكُلِّ شَیْءٍ عَلِیْمٌ নিশ্চয় আল্লাহ হচ্ছেন সকল বিষয়ে সর্বজ্ঞ।

১১৬. اِنَّ اللّٰهَ لَهٗ مُلْكُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ নিশ্চয় আল্লাহরই রাজত্ব রয়েছে আসমান সমূহে এবং জমিনে يُحْیٖ তিনিই জীবন দান করেন وَيُمِيْتُ এবং মৃত্যু ঘটিয়ে থাকেন وَمَا لَكُمْ আর না তোমাদের জন্য আছে مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ আল্লাহ তা'আলা ব্যতীত مِنْ وَّلِیٍّ কোনো বন্ধু وَّلَا نَصِيْرٍ আর না কোনো সাহায্যকারী।

১১৭. لَقَدْ تَّابَ اللّٰهُ আল্লাহ তা'আলা অনুগ্রহ দৃষ্টি করলেন عَلَى النَّبِیِّ নবীর অবস্থার প্রতি وَالْمُهٰجِرِيْنَ وَالْاَنْصَارِ এবং মুহাজির ও আনসারগণের অবস্থার প্রতিও الَّذِيْنَ اتَّبَعُوْهُ যারা নবীর অনুগামী হয়েছিল فِیْ سَاعَةِ الْعُسْرَةِ এমন সংকট মুহূর্তে مِنْۢ بَعْدِ এর পর যে, مَا كَادَ يَزِيْغُ قُلُوْبُ فَرِيْقٍ مِّنْهُمْ তাদের মধ্যকার এক দলের অন্তর বিচলিতি হওয়ার উপক্রম হয়েছিল ثُمَّ تَابَ عَلَيْهِمْ তারপর আল্লাহ তাদের অবস্থার প্রতি অনুগ্রহ দৃষ্টি দিলেন اِنَّهٗ بِهِمْ رَءُوْفٌ رَّحِيْمٌ নিঃসন্দেহে আল্লাহ তাদের সকলের উপর অতিশয় স্নেহশীল, করুণাময়।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

১১৩. আয়াতের শানে নুযূল- ১ : আবূ জা'ফর মুহাম্মদ বিন জারীর তাবারী (র.) বলেন যে, আলোচ্য আয়াতের শানে নুযূল সম্পর্কে মতবিরোধ রয়েছে। কারো মতে আলোচ্য আয়াত রাসূল ﷺ-এর চাচা খাজা আবূ তালেব সম্পর্কে নাজিল হয়েছে। কারো মতে রাসূল মাতার জন্য ইস্তেগফার করার ইচ্ছা করছিলেন। আল্লাহ তা'আলা তা

https://e-ilm.weebly.com/

হতে নিষেধ করার জন্য مَاكَانَ لِلنَّبِيِّ .... اِنَّهُمْ اَصْحٰبُ الْجَحِيْمِ আয়াত নাজিল করেন। অতঃপর তিনি বললেন, আল্লাহর খলিফা তাঁর পিতার জন্য তো ক্ষমা প্রার্থনা করেছিলেন। রাসূল ﷺ -এর দাবির পরিপ্রেক্ষিতে আল্লাহ তা'আলা وَمَاكَانَ اسْتِغْفَارُ আয়াতটি নাজিল করেন।

শানে নুযূল– ২ : মুসলমানেরা তাদের মুশরিক মৃত আত্মীয়দের জন্য দোয়া করা সম্পর্কে উক্ত আয়াত নাজিল হয়েছে বলে যারা বলে থাকেন, তারা বলেন যে, হে আল্লাহর নবী! আমাদের বাপ-দাদা পিতৃপুরুষেরা উত্তম ব্যক্তি ছিলেন। তারা আত্মীয়তা স্থাপন করতেন, দুস্থ ও দুর্দশাগ্রস্থদের উদ্ধার করতেন, আমানত যথাযথভাবে রক্ষা করতেন। আমরা কি তাদের জন্য ইস্তিগফার বা ক্ষমা প্রার্থনা করব না? তিনি বলেন, রাসূল ﷺ বললেন, 'হ্যাঁ'। আমি আমার পিতার জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করছি, হযরত ইবরাহীম (আ.) যে রূপভাবে তার পিতার জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করছিলেন। সে মুহূর্তে مَاكَانَ لِلنَّبِيِّ وَالَّذِيْنَ اٰمَنُوْٓا আয়াত নাজিল হয়।

–[তাবারী-৪৮৮-৪৮৯/৬, কুরতুবী ২৪৮-২৫০/৬, ফাতহুল কাদীর-৪১১/২, দুররে মানছূর-২৮২-২৮৩/৩, ইবনে কাছীর-৪০১-৪০২/২, বাহরে মুহীত-১০৭-১০৮/৫, রূহুল মা'আনী : পৃ.৩৩-৩৪ খ.৬ পারা-১১]

১১৫. আয়াতের শানে নুযূল– ১ : হাসান বসরী (র.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন যে, ইসলামের ফারায়েজসমূহ অবতীর্ণ হবার পূর্বে কোনো কোনো সাহাবী ইন্তেকাল করেছেন। তখন মুসলমানেরা রাসূল ﷺ -এর নিকট এই কথা বলে তাদের ব্যাপারে জানতে চান যে, হে আল্লাহর রাসূল ! আমাদের যে সকল ভাইয়েরা ফারায়েজসমূহ নাজিল হবার পূর্বেই ইন্তেকাল করেছেন, তদের মর্যাদা ও তাদের অবস্থা কি? তখন তাদের সেই আবেদনের পরিপ্রেক্ষিতে আলোচ্য আয়াত নাজিল হয়েছে।

শানে নুযূল– ২ : মুকাতিল ও কালবী কর্তৃক বর্ণিত তারা বলেন যে, কতিপয় সাহাবায়ে কেরাম (রা.) মদ হারাম হাবার পূর্বে এবং কেবলা পরিবর্তন হবার পূর্বে রাসূল ﷺ -এর নিকট এসে আবার নিজ গোত্রে চলে যান। পরবর্তী সময়ে তাঁদের অজান্তেই মদ হারাম হয় এবং পূর্ববর্তী কেবলা হতে কা'বার দিকে কেবলা পরিবর্তন হয়। অতঃপর বেশ কিছুকাল অতিক্রম হবার পর তারা মদিনায় এসে মদ হারাম এবং কেবলা পরিবর্তনের সংবাদ জানতে পারে। সুতরাং তারা বললেন যে, হে আল্লাহর রাসূল! আমরা তো ধর্মের উপরই ছিলাম। এ পরিপ্রেক্ষিতে আল্লাহ তা'আলা আলোচ্য আয়াত নাজিল করেন। –[রূহুল মা'আনী : পৃ.৩৯ খ.৬ পারা-১১, বাহরে মুহীত-১০৯/৫]

শানে নুযূল– ৩ : হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) -এর বরাত দিয়ে ইবনে মারদুয়া বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেন, বন্দি মুশরিকদের থেকে যখন ফিদিয়া বা মুক্তিপণ গ্রহণ করা হয়েছিল, তখন সে পরিপ্রেক্ষিতে আলোচ্য আয়াত নাজিল করা হয়েছে। –[ফাতহুল কাদীর-৪১৪/২]

শানে নুযূল– ৪ : ঈমানদারগণ যখন তাদের মৃত মুশরিক আত্মীয় স্বজনদের জন্য ইস্তেগফার করতে ছিল, তখন তাদেরকে তা থেকে বিরত থাকার জন্য আলোচ্য আয়াত আল্লাহ তা'আলা নাজিল করেন।

–[ইবনে কাছীর-৪০৪/২, দুররে মানছূর-২৮৬/৩]

১১৭. আয়াতের শানে নুযূল : মুজাহিদ বলেন, তাবুক যুদ্ধ সংক্রান্ত বিষয়ে আলোচ্য আয়াত নাজিল করা হয়েছে। সাহাবায়ে কেরাম কঠিন দুর্ভিক্ষের কবলে এবং গ্রীষ্মের প্রচণ্ডতার মাঝে সহায় সম্বলহীন অবস্থার মাঝে রাসূল ﷺ -এর সাথে তাবুক অভিযানে বের হয়ে যান। সে আত্মত্যাগের পরিপ্রেক্ষিতে আলোচ্য আয়াত নাজিল হয়েছে। –[ইবনে কাছীর-৪০৪/২]

اَلتَّآئِبُوْنَ الْعٰبِدُوْنَ এ সকল গুণাবলি হলো সেসব মুমিনের যাদের সম্পর্কে পূর্বের আয়াতে বলা হয়েছে– 'আল্লাহ জান্নাতের বিনিময়ে তাদের জান-মাল ক্রয় করে নিয়েছেন।' আয়াতটি নাজিল হয়েছিল বায়াতে আকাবায় অংশগ্রহণকারী একটি বিশেষ জামাত সম্পর্কে। তবে আল্লাহর রাহে জিহাদকারী সবাই এ আয়াতের মর্মভুক্ত। আর اَلتَّآئِبُوْنَ থেকে শেষ পর্যন্ত যে গুণাবলির উল্লেখ হয়েছে, তা শর্তরূপে নয়। কারণ আল্লাহর রাহে কেবল জিহাদের বিনিময়েই জান্নাতের প্রতিশ্রুতি দেওয়া হয়েছে। তবে এ গুণাবলি উল্লেখের উদ্দেশ্য এই যে, যারা জান্নাতের উপযুক্ত, তারা এ সকল গুণের অধিকারী হয়। বিশেষতঃ বায়াতে আকাবায় অংশ গ্রহণকারী সাহাবাদের এ সকল গুণ ছিল।

https://e-ilm.weebly.com/

অধিকাংশ মুফাসসিরের মতে اَلصَّائِمُوْنَ এর অর্থ اَلسَّائِحُوْنَ রোজাপালনকারী। শব্দটি سِيَاحَتْ (দেশ ভ্রমণ) থেকে উদ্ভূত। ইসলাম পূর্বযুগে খ্রিস্ট ধর্মে দেশভ্রমণকে ইবাদত মনে করা হতো। অর্থাৎ মানুষ পরিবার-পরিজন ও ঘর-বাড়ি ত্যাগ করে ধর্ম প্রচার করার উদ্দেশ্যে দেশ-দেশান্তর ঘুরে বেড়াত। ইসলাম ধর্মে একে বৈরাগ্যবাদ বলে অভিহিত করে নিষিদ্ধ ঘোষণা করা হয়েছে এবং এর পরিবর্তে রোজা পালনের ইবাদতকে এর স্থলভিষিক্ত করা হয়েছে। কারণ দেশ ভ্রমণের উদ্দেশ্য সংসার ত্যাগ। অথচ রোজা এমন এক ইবাদত, যা পালন করতে গিয়ে যাবতীয় পার্থিব বাসনা ত্যাগ করতে হয় এবং এরই ভিত্তিতে কতিপয় রেওয়ায়েতে জিহাদকেও দেশ ভ্রমণের অনুরূপ বলা হয়। এ হাদীসটি ইবনে মাজাহ, হাকেম ও বায়হাকী প্রমুখ মুহাদ্দিসগণ সহীহ সূত্রে বর্ণনা করেছেন। হুজুরে আকরাম ﷺ ইরশাদ করেছেন, سِيَاحَةُ أُمَّتِى الْجِهَادُ فِى سَبِيْلِ اللّٰهِ অর্থাৎ 'আমার উম্মতের দেশভ্রমণ হলো জিহাদ ফী সাবীলিল্লাহ।'

হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা.) বলেন, কুরআন মাজীদে ব্যবহৃত سَائِحِيْنَ শব্দের অর্থ রোজাদার। হযরত ইকরিমা (রা.) سَائِحِيْنَ শব্দের ব্যাখ্যায় বলেন যে, এরা হলো ইলমে দীনের শিক্ষার্থী, যারা ইলম হাসিলের জন্য ঘর-বাড়ি ছেড়ে বের হয়ে পড়ে।

আলোচ্য আয়াতে মুমিন-মুজাহিদের সাতটি গুণ যথা: اَلتَّائِبُوْنَ الْعٰبِدُوْنَ الْحٰمِدُوْنَ السَّائِحُوْنَ الرّٰكِعُوْنَ السّٰجِدُوْنَ الْاٰمِرُوْنَ بِالْمَعْرُوْفِ وَالنَّاهُوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ উল্লেখ করে অষ্টমগুণ হিসেবে বলা হয়েছে وَالْحٰفِظُوْنَ لِحُدُوْدِ اللّٰهِ এতে রয়েছে উপরিউক্ত সাতটি গুণের সমাবেশ। অর্থাৎ সাতটি গুণের মধ্যে যে তাফসীল রয়েছে, তার সংক্ষিপ্ত সার হলো এই যে, এরা নিজেদের প্রতিটি কর্ম ও কথায় আল্লাহ কর্তৃক নির্ধারিত সীমা তথা শরিয়তের হুকুমের অনুগত ও তার হেফাজতকারী।

وَفِىْ سَاعَةِ الْعُسْرَةِ কুরআন মাজীদ তাবূক যুদ্ধের সময়টিকে 'সঙ্কটময় মুহূর্ত' বলে অভিহিত করেছে। কারণ সে সময় মুসলমানগণ বড় অভাব-অনটনে ছিলেন। হযরত হাসান বসরী (র.) সে অবস্থার বর্ণনা দিতে গিয়ে বলেছেন, সে সময় দশ জনের জন্য ছিল একটি মাত্র বাহন, যার উপর পালা করে তাঁরা আরোহণ করতেন। তদুপরি সফরের সম্বলও ছিল নিতান্ত অপ্রতুল। অন্যদিকে ছিল গ্রীষ্মকাল, পানিও ছিল পথের মাত্র কয়েকটি স্থানে এবং তাও অতি অল্প পরিমাণে।

مِنْ بَعْدِ مَا كَادَ يَزِيْغُ قُلُوْبُ فَرِيْقٍ مِّنْهُمْ আয়াতের এ বাক্যে যে, কিছু লোকের অন্তরের বিচ্যুতির কথা উল্লেখ করা হয়েছে, তার অর্থ ধর্মান্তর নয়; বরং এর অর্থ হলো, কড়া গ্রীষ্ম ও সম্বলের স্বল্পতা হেতু সাহস হারিয়ে ফেলা এবং জিহাদ থেকে গা বাঁচিয়ে চলা। হাদীসের রেওয়ায়েতগুলোও এ অর্থেরই সমর্থক। এই ছিল তাঁদের অপরাধ। যে জন্য তাঁরা তওবা করেন এবং তা কবুল ও হয়।

শব্দবিশ্লেষণ :

اَلسَّائِحُوْنَ : সীগাহ جمع مذكر বহছ اسم فاعل বাব ضَرَبَ মাসদার اَلسِّيَاحَةُ মূলবণ (س . ى . ح) জিনস اجوف يائى অর্থ– রোজা রাখা।

تَبَرَّاَ : সীগাহ واحد مذكر غائب বহছ اثبات فعل ماضى معروف বাব تَفَعُّلٌ মাসদার اَلتَّبَرُّءُ মূলবর্ণ (ب . ر . ء) জিনস مهموز لام অর্থ– পৃথক হওয়া, সম্পর্কচ্ছেদ করা।

اَوَّاهٌ : অধিক কোমল প্রাণ, অধিক দীর্ঘশ্বাস ফেলে বিলাপকারী। অনেক ক্ষমা প্রার্থনাকারী। মাসদার

لَاَوَّاهٌ حَلِيْمٌ : فَعَّالٌ এর ওযনে মুবালাগার সীগাহ حَلِيْمٌ : সীগাহ واحدمذ كر বহছ صفت مشبه বাব كَرُمَ মাসদার الحلم থেকে فَعِيْلٌ-এর ওযনে মূলবর্ণ (ح . ل . م) জিনস صحيح অর্থ– সবর করা, ধৈর্য ধারণ করা।

قَدْتَابَ : সীগাহ واحد مذكر غائب বহছ ماضى قريب معروف বাব نَصَرَ মাসাদর اَلتَّوْبَةُ মূলবর্ণ (ت . و . ب) জিনস اجوف واوى অর্থ– তওবা করা, ক্ষমা চাওয়া।

https://e-ilm.weebly.com/

وَّعَلَى الثَّلٰثَةِ الَّذِيْنَ خُلِّفُوْا ۗ حَتّٰۤى اِذَا ضَاقَتْ عَلَيْهِمُ الْاَرْضُ بِمَا رَحُبَتْ وَضَاقَتْ عَلَيْهِمْ اَنْفُسُهُمْ وَظَنُّوْۤا اَنْ لَّا مَلْجَاَ مِنَ اللّٰهِ اِلَّاۤ اِلَيْهِ ۗ ثُمَّ تَابَ عَلَيْهِمْ لِيَتُوْبُوْا ۗ اِنَّ اللّٰهَ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيْمُ (١١٨)

১১৮. আর সেই তিন ব্যক্তির অবস্থার প্রতিও [অনুগ্রহ করলেন] যাদের ব্যাপার স্থগিত রাখা হয়েছিল, এ পর্যন্ত যে, যখন ভূপৃষ্ঠ নিজ প্রশস্ততা সত্ত্বেও তাদের প্রতি সঙ্কীর্ণ হতে লাগল এবং তারা নিজেরা নিজেদের জীবনের প্রতি বিতৃষ্ণ হয়ে পড়ল, আর তারা বুঝতে পারল যে, আল্লাহ [-র পাকড়াও] হতে কোথাও আশ্রয় পাওয়া যেতে পারে না তাঁরই দিকে প্রত্যাবর্তন করা ব্যতীত; তৎপর তাদের অবস্থার প্রতিও অনুগ্রহ-দৃষ্টি করলেন, যাতে তারা ভবিষ্যতেও [আল্লাহর দিকে] স্থির থাকে; নিশ্চয় আল্লাহ তা'আলা হচ্ছেন অতিশয় ক্ষমাশীল, পরম করুণাময়।

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوا اتَّقُوا اللّٰهَ وَكُوْنُوْا مَعَ الصّٰدِقِيْنَ (١١٩)

১১৯. হে ঈমানদারগণ! আল্লাহকে ভয় কর এবং [কাজেকর্মে] সত্যবাদীদের অন্তর্ভুক্ত হও।

مَا كَانَ لِاَهْلِ الْمَدِيْنَةِ وَمَنْ حَوْلَهُمْ مِّنَ الْاَعْرَابِ اَنْ يَّتَخَلَّفُوْا عَنْ رَّسُوْلِ اللّٰهِ وَلَا يَرْغَبُوْا بِاَنْفُسِهِمْ عَنْ نَّفْسِهٖ ۗ ذٰلِكَ بِاَنَّهُمْ لَا يُصِيْبُهُمْ ظَمَاٌ وَّلَا نَصَبٌ وَّلَا مَخْمَصَةٌ فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ وَلَا يَطَـُٔوْنَ مَوْطِئًا يَّغِيْظُ الْكُفَّارَ وَلَا يَنَالُوْنَ مِنْ عَدُوٍّ نَّيْلًا اِلَّا كُتِبَ لَهُمْ بِهٖ عَمَلٌ صَالِحٌ ۗ اِنَّ اللّٰهَ لَا يُضِيْعُ اَجْرَ الْمُحْسِنِيْنَ (١٢٠)

১২০. মদিনার অধিবাসীদের এবং তাদের আশেপাশে যে সমস্ত পল্লীবাসীগণ রয়েছে, তাদের পক্ষে এটা উচিত ছিল না যে, রাসূলুল্লাহর সঙ্গি না হয়, আর এটাও [উচিত ছিল] না যে, নিজেদের জীবন তাঁর জীবন অপেক্ষা প্রিয় মনে করে; এর [অর্থাৎ রাসূলের সঙ্গী হওয়ার প্রয়োজনীয়তার] কারণ এই যে, আল্লাহর পথে তাদের যে পিপাসা দেখা দেয়, আর যে ক্লান্তি স্পর্শ করে, আর যে ক্ষুধা পায়, আর তাদের এমন পদক্ষেপ যা কাফেরদের ক্রোধের কারণ হয়ে থাকে, আর দুশমনদের হতে তারা যা কিছু প্রাপ্ত হয়– এটার প্রত্যেকটির বিনিময়ে তাদের জন্য এক একটি নেক আমল লিপিবদ্ধ হয়ে যায়; নিশ্চয় আল্লাহ তা'আলা সৎকর্মশীল লোকদের শ্রমফল [ছওয়াব] বিনষ্ট করেন না।

শাব্দিক অনুবাদ :

১১৮. وَعَلَى الثَّلٰثَةِ আর সেই তিন ব্যক্তির অবস্থার প্রতিও الَّذِيْنَ خُلِّفُوْا যাদের ব্যাপার স্থগিত রাখা হয়েছিল حَتّٰى اِذَا ضَاقَتْ عَلَيْهِمُ الْاَرْضُ এ পর্যন্ত যে, যখন ভূপৃষ্ঠ তাদের প্রতি সঙ্কীর্ণ হতে লাগল بِمَا رَحُبَتْ নিজ প্রশস্ততা সত্ত্বেও وَضَاقَتْ عَلَيْهِمْ اَنْفُسُهُمْ এবং তারা নিজেরা নিজেদের জীবনের প্রতি বিতৃষ্ণ হয়ে পড়ল وَظَنُّوْا আর তারা বুঝতে পারল যে, اَنْ لَّا مَلْجَاَ مِنَ اللّٰهِ اِلَّا اِلَيْهِ আল্লাহ (-র পাকড়াও) হতে কোথাও আশ্রয় পাওয়া যেতে পারে না তাঁরই দিকে প্রত্যাবর্তন করা ব্যতীত ثُمَّ تَابَ عَلَيْهِمْ তৎপর তাদের অবস্থার প্রতিও অনুগ্রহ দৃষ্টি করলেন لِيَتُوْبُوْا যাতে তারা ভবিষ্যতেও স্থির থাকে اِنَّ اللّٰهَ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيْمُ নিশ্চয় আল্লাহ তা'আলা হচ্ছেন অতিশয় অনুগ্রহকারী, করুণাময়।

১১৯. يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوا হে ঈমানদারগণ اتَّقُوا اللّٰهَ আল্লাহকে ভয় কর وَكُوْنُوْا مَعَ الصّٰدِقِيْنَ এবং সত্য বাদীদের অন্তর্ভুক্ত হও।

১২০. مَا كَانَ এটা উচিত ছিল না যে, لِاَهْلِ الْمَدِيْنَةِ মদিনাবাসীদের পক্ষে وَمَنْ حَوْلَهُمْ مِّنَ الْاَعْرَابِ এবং তাদের আশে পাশে যে সমস্ত পল্লীবাসীগণ রয়েছে তাদের পক্ষে اَنْ يَّتَخَلَّفُوْا عَنْ رَّسُوْلِ اللّٰهِ রাসূলুল্লাহর সঙ্গি না হয় وَلَا يَرْغَبُوْا بِاَنْفُسِهِمْ عَنْ نَّفْسِهٖ আর এটাও না যে, নিজেদের প্রাণ তাঁর প্রাণ অপেক্ষা প্রিয় মনে করে ذٰلِكَ بِاَنَّهُمْ এর কারণ এই যে لَا يُصِيْبُهُمْ ظَمَاٌ তাদের যে পিপাসা দেখা দেয় وَلَا نَصَبٌ আর যে ক্লান্তি স্পর্শ করে وَلَا مَخْمَصَةٌ আর যে ক্ষুধা পায় فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ আল্লাহর পথে وَلَا يَطَـُٔوْنَ مَوْطِئًا يَّغِيْظُ الْكُفَّارَ আর তাদের এমন পদক্ষেপ যা কাফেরদের ক্রোধের কারণ হয়ে থাকে وَلَا يَنَالُوْنَ مِنْ عَدُوٍّ نَّيْلًا আর দুশমন হতে তারা যা কিছু প্রাপ্ত হয় اِلَّا كُتِبَ لَهُمْ بِهٖ عَمَلٌ صَالِحٌ এর প্রত্যেকটির বিনিময় তাদের জন্য একটি নেক আমল লিপিবদ্ধ হয়ে যায় اِنَّ اللّٰهَ لَا يُضِيْعُ اَجْرَ الْمُحْسِنِيْنَ নিশ্চয় আল্লাহ তা'আলা সৎকর্মশীল লোকদের পুণ্যফল বিনষ্ট করেন না।

https://e-ilm.weebly.com/

১২১. আর ছোট বড় যা কিছু ব্যয় করেছে, আর যত প্রান্তর তাদের অতিক্রম করতে হয়েছে, তৎসমুদয়ও তাদের অনুকূলে লিখিত হয়েছে, যেন আল্লাহ তা'আলা তাদের কৃতকর্মসমূহের অতি উত্তম বিনিময় প্রদান করেন।

وَلَا يُنْفِقُوْنَ نَفَقَةً صَغِيْرَةً وَّلَا كَبِيْرَةً وَّلَا يَقْطَعُوْنَ وَادِيًا اِلَّا كُتِبَ لَهُمْ لِيَجْزِيَهُمُ اللّٰهُ اَحْسَنَ مَا كَانُوْا يَعْمَلُوْنَ (١٢١)

১২২. আর মুসলমানদের এটা (-ও) সমীচীন নয় যে, (জিহাদের জন্য) সকলেই একত্রে বের হয়ে পড়ে; সুতরাং এমন কেন করা হয় না যে, তাদের প্রত্যেকটি বড় দল হতে এক একটি ছোট দল (জিহাদে) বের হয়, যাতে অবশিষ্ট লোক ধর্মজ্ঞান অর্জন করতে থাকে, আর যাতে তারা নিজ কওম (অর্থাৎ জিহাদে যোগদানকারীদের)-কে (নাফরমানি হতে) ভয় প্রদর্শন করে যখন তারা এদের নিকট প্রত্যাবর্তন করে, যেন তারা সতর্ক হয়।

وَمَا كَانَ الْمُؤْمِنُوْنَ لِيَنْفِرُوْا كَآفَّةً ۚ فَلَوْلَا نَفَرَ مِنْ كُلِّ فِرْقَةٍ مِّنْهُمْ طَآئِفَةٌ لِّيَتَفَقَّهُوْا فِى الدِّيْنِ وَلِيُنْذِرُوْا قَوْمَهُمْ اِذَا رَجَعُوْۤا اِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُوْنَ (١٢٢)

শাব্দিক অনুবাদ :

১২১. وَلَا يُنْفِقُوْنَ نَفَقَةً صَغِيْرَةً وَّلَا كَبِيْرَةً আর ছোট বড় যা কিছু তারা ব্যয় করেছে وَلَا يَقْطَعُوْنَ وَادِيًا আর যত প্রান্তর তাদের অতিক্রম করতে হয়েছে اِلَّا كُتِبَ لَهُمْ তৎসমুদয়ও তাদের নামে লিখিত হয়েছে لِيَجْزِيَ اللّٰهُ اَحْسَنَ مَا كَانُوْا يَعْمَلُوْنَ যেন আল্লাহ তা'আলা তাদের কৃতকর্ম সমূহের অতি উত্তম বিনিময় প্রদান করেন।

১২২. وَمَا كَانَ الْمُؤْمِنُوْنَ আর মুসলমানদের এটা সমীচীন নয় যে, لِيَنْفِرُوْا كَآفَّةً সকলেই একত্রে বের হয়ে পড়ে فَلَوْلَا نَفَرَ সুতরাং এমন কেন করা হয় না যে, বের হয় مِنْ كُلِّ فِرْقَةٍ مِّنْهُمْ طَآئِفَةٌ তাদের প্রত্যেকটি বড় দল হতে একটি ছোট দল لِّيَتَفَقَّهُوْا فِى الدِّيْنِ যাতে অবশিষ্ট লোক ধর্ম জ্ঞান অর্জন করতে থাকে وَلِيُنْذِرُوْا قَوْمَهُمْ আর যাতে তারা নিজ কওমকে ভয় প্রদর্শন করে اِذَا رَجَعُوْۤا اِلَيْهِمْ যখন তারা এদের নিকট প্রত্যাবর্তন করে لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُوْنَ যেন তারা সতর্ক করে চলে।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

১১৮. আয়াতের শানে নুযূল : হযরত রাসূল ﷺ যখন তাবুক যুদ্ধে যান, তখন যে সকল লোকেরা যুদ্ধে অংশ গ্রহণ করা থেকে বিরত ছিল, তাদের থেকে ৮০ জন লোক, রাসূল ﷺ-এর সঙ্গ থেকে ফিরে আসার পর মিথ্যা কসম খেয়ে এবং বিভিন্ন প্রকারের কৌশল অবলম্বন করে ওজর পেশ করে। সুতরাং রাসূল ﷺ তাদের আন্তরিক অবস্থা আল্লাহর উপর ছেড়ে দিয়ে বাহ্যিক দৃষ্টিকোণে তাদেরকে ক্ষমা করে দিলেন। তবে কা'ব বিন মালেক, মুরারা বিন রবী এবং হেলাল বিন উমাইয়্যা উপস্থিত হয়ে সত্য কথা প্রকাশ করল যে, আমরা একমাত্র নিজেদের অলসতার দরুন তাবুক অভিযানে অংশ গ্রহণ করিনি। তাছাড়া আর অন্য কোনো কারণ নেই। তাদের ব্যাপারটি রাসূল ﷺ ওহী আসার অপেক্ষা করে সে বিষয়টি মুলতবি রাখেন। এমন কি সকল সাহাবায়ে কেরামকে তাদের সাথে সকল প্রকারের সম্পর্ক ছেদন করতে নির্দেশ দেন। স্ত্রীদেরকে তাদের থেকে পৃথক থাকার নির্দেশ দেন। হেলাল বিন উমাইয়্যার স্ত্রীই কেবল রাসূল ﷺ-এর অনুমতি সাপেক্ষে তার বার্ধক্যতা জনিত কারণে কেবল মাত্র সেবা শুশ্রূষা করে দিতেন। কোনো মানুষই তাদের সাথে কথা বলত না। যার দরুন তাদের জীবন অত্যন্ত দুর্বিসহ ও বিস্বাদ হয়ে পড়ে। সারা দুনিয়া তাদের সামনে তমসাচ্ছন্ন মনে হতে লাগল। পৃথিবী বিশাল হওয়া সত্ত্বেও সংকীর্ণ হয়ে আসছিল। এমনিভাবে যখন পূর্ণ ৫০ দিন অতিবাহিত হয়ে গেল তখন তাদের তাওবা কবুলের সু-সংবাদ প্রদান করে আল্লাহ তা'আলা আলোচ্য আয়াত নাজিল করেন। –[নূরুল কুলূব]

https://e-ilm.weebly.com/

১২০. আয়াতের শানে নুযূল– ১ : মুনাফিক সম্প্রদায় তাবূক যুদ্ধে অংশ গ্রহণ না করার কারণে রাসূল ﷺ যখন তাদের দোষ-ক্রটি বর্ণনা এবং অবমাননাকে বর্ণনা করতে লাগলেন, তখন মুসলমানেরা বলল, আল্লাহর কসম আমরা কখনো রাসূল ﷺ এবং কোনো অভিযান থেকে পশ্চাতে থাকব না। তাবূ হতে প্রত্যাবর্তন করার পরপরই রাসূল ﷺ একটি ক্ষুদ্র বাহিনী প্রেরণ করেন। সে অভিযানে রাসূল ﷺ-কে একা রেখে সকলেই অভিযানে অংশগ্রহণ করেন। তখন সেই অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে আল্লাহ তা'আলা আলোচ্য আয়াত নাজিল করেন। –[তালীকাতে জাদীদা জালালাইন-১৬৮]

শানে নুযূল– ২ : মদিনাবাসীদের হতে যারা তাবূক অভিযানে অংশগ্রহণ করেনি এবং মদিনার আস-পাশের গোত্রগুলো যথা মুযাইনা, জুহাইনা, আশজা, আসলাম ও গিফারের লোকজন তাবূক অভিযানে অংশগ্রহণ করা থেকে বিরত ছিল। তাদের সম্পর্কে উক্ত আয়াত নাজিল হয়েছে। –[বাহরে মুহীত-১১৪/৫]

১২২. আয়াতের শানে নুযূল : রাসূল ﷺ যখন বনী মুদারদের কতক বৎসরের দুর্ভিক্ষে আক্রান্ত হওয়ার জন্য বদদোয়া করেন, তখন তারা ক্ষুধা ও অভাব অনটনের শিকার হয়। সুতরাং তারা জীবিকার জন্য মদিনায় আসে। তারা অশান্তি বিস্তার করত। তাদের আকীদা ছিল সম্পূর্ণই ভ্রান্ত। প্রকৃতপক্ষে একমাত্র ক্ষুধা ও দুর্ভিক্ষই তাদেরকে মদিনায় নিয়ে আসে। সেই পরিপ্রেক্ষিতে আলোচ্য আয়াত নাজিল করা হয়েছে। –[বাহরে মুহীত-১১৬/৫]

وَعَلَى الثَّلٰثَةِ الَّذِيْنَ خُلِّفُوْا এখানে خُلِّفُوْا অর্থ যাদের পিছনে রাখা হয়েছে। তবে মর্মার্থ হলো, যাঁদের সম্পর্কে সিদ্ধান্ত স্থগিত রাখা হলো। এরা তিন জন হলেন হযরত কা'ব ইবনে মালেক , মুরারা ইবনে রবি এবং হেলাল ইবনে উমাইয়্যা (রা.) তাঁরা তিনজনই ছিলেন আনসারের শ্রদ্ধাভাজন ব্যক্তি যারা ইতিপূর্বে বায়াত আকাবা ও মহানবী ﷺ-এর সাথে বিভিন্ন জিহাদে শরিক হয়েছিলেন। কিন্তু এ সময় ঘটনাচক্র তাঁদের বিচ্যুতি ঘটে যায়। অন্যদিকে যে মুনাফিকরা কপটতার দরুন এ যুদ্ধে শরিক হয়নি, তারা তাঁদের কুপরামর্শ দিয়ে দুর্বল করে তুলল। অতঃপর যখন রাসূলে আকরাম ﷺ জিহাদ থেকে ফিরে আসলেন, তখন মুনাফিকরা নানা অজুহাত দেখিয়ে ও মিথ্যা শপথ করে তাঁকে সন্তুষ্ট করতে চাইল আর মহানবী ﷺ-ও তাদের গোপন অবস্থাকে আল্লাহর সোপর্দ করে তাদের মিথ্যা শপথেই আশ্বস্ত হলেন, ফলে তারা দিব্যি আরামে সময় অতিবাহিত করে চলে আর ঐ তিন বুযুর্গ সাহাবীকে পরামর্শ দিতে লাগল যে, আপনারাও মিথ্যা অজুহাত দেখিয়ে রাসূল ﷺ-কে আশ্বস্ত করুন। কিন্তু তাদের বিবেক সায় দিল না। কারণ, প্রথম অপরাধ ছিল জিহাদ থেকে বিরত থাকা, দ্বিতীয় অপরাধ আল্লাহর রাসূলের সামনে মিথ্যা বলা, যা কিছুতেই সম্ভব নয়। তাই তাঁরা পরিষ্কার ভাষায় নিজেদের অপরাধ স্বীকার করে নিলেন, যে অপরাধের সাজাস্বরূপ তাদের সমাজচ্যুতির আদেশ দেওয়া হয়। আর এদিকে কুরআন মাজীদ সকল গোপন রহস্য উদঘাটন এবং মিথ্যা শপথ করে অজুহাত সৃষ্টিকারীদের প্রকৃত অবস্থাও ফাঁস করে দেয়। অত্র সূরার ৯৪ থেকে ৯৮ নং আয়াত يَعْتَذِرُوْنَ اِلَيْكُمْ اِذَا رَجَعْتُمْ اِلَيْهِمْ .... عَلَيْهِمْ دَآئِرَةُ السَّوْءِ পর্যন্ত রয়েছে এদের অবস্থা ও নির্মম পরিণতির বর্ণনা। কিন্তু যে তিন জন সাহাবী মিথ্যার আশ্রয় না নিয়ে অপরাধ স্বীকার করেছেন, অত্র আয়াতটি নাজিল হয় তাঁদের তওবা কবুল হওয়ার ব্যাপারে। ফলে দীর্ঘ পঞ্চাশ দিন এহেন দুর্বিসহ অবস্থা ভোগের পর তারা আবার আনন্দিত মনে রাসূলে কারীম ﷺ ও সাহাবায়ে কেরামের সাথে মিলিত হন।

يٰاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوا اتَّقُوا اللّٰهَ وَكُوْنُوْا مَعَ الصّٰدِقِيْنَ পূর্ববর্তী আয়াতসমূহে জিহাদ থেকে বিরত থাকার যে ক্রটি কতিপয় নিষ্ঠবান সাহাবীদের দ্বারাও সংঘটিত হয়ে গেল এবং পরে তাঁদের তওবা কবুল করা হলো, এ ছিল তাঁদের তাকওয়া ও আল্লাহভীতিরই ফলশ্রুতি। তাই এ আয়াতের মাধ্যমে সমস্ত মুসলমানকে তাকওয়ার হেদায়েত দান করা হয়েছে। আর وَكُوْنُوْا مَعَ الصّٰدِقِيْنَ (তোমরা সবাই সত্যবাদীদের সাকে থাক।) বাক্যে ইঙ্গিত করা হয়েছে যে, সত্যবাদীদের সাহচর্য এক তাদের অনুরূপ আমলের মাধ্যমেই তাকওয়া লাভ হয়। এখানে এমনো ইঙ্গিত থাকতে পারে যে, ঐ সকল সাহাবীর পদস্খলনের মধ্যে মুনাফিকদের সাথে উঠাবসা ও তাদের পরামর্শেরও একটা দখল ছিল। তাই নাফরমানদের সাহচর্য ত্যাগ করে সত্যবাদীদের সাহচর্য অবলম্বন করা প্রয়োজন। কুরআনের এ আয়াতে আলেম ও সালেহগণের পরিবর্তে 'সাদেকীন' শব্দ ব্যবহার করে আলেম ও সালেহ -এর প্রকৃত পরিচয় দেওয়া হচ্ছে। অর্থাৎ সে ব্যক্তিই যথার্থ সালেহ বা নেককার যে ভিতরে ও বাহিরে সমান এবং নিয়ত ও ইচ্ছায় এবং কথা ও কর্মে সমান সত্য হয়।

https://e-ilm.weebly.com/

দীনের ইলম হাসিল ও সংশ্লিষ্ট নিয়ম-নীতি : ইমাম কুরতুবী (র.) বলেন, এ আয়াতটি দীনের ইলম হাসিলের মৌলিক দলিল। চিন্তা করলে বুঝা যাবে যে, এতে দীনি ইলমের এক সংক্ষিপ্ত পাঠ্যসূচি এবং ইলেম হাসিলের পর আলেমদের দায়িত্ব ও কর্তব্য কি হবে তাও বলে দেওয়া হয়েছে। এখানে বিষয়টির কিছু বিস্তারিত আলোচনা করা প্রয়োজন।

দীনি ইলমের ফজিলত : দীনি ইলমের অগণিত ফজিলত ও ছওয়াব সম্পর্কে ওলামায়ে কেরাম ছোট বড় অনেক কিতাব লিখেছেন। এখানে কয়েকটি সংক্ষিপ্ত হাদীস পেশ করা হলো। তিরমিযী শরীফে আবুদ্দারদা (রা.) রেওয়ায়েত করেছেন যে, রাসূলে করীম ﷺ-কে বলতে শুনেছি : যে ব্যক্তি ইলম হাসিল করার উদ্দেশ্যে কোনো পথ দিয়ে চলে, আল্লাহ এই চলার ছওয়াব হিসেবে তার রাস্তাকে জান্নাতমুখী করে দিবেন। আল্লাহর ফেরেশতাগণ দীনি জ্ঞান আহরণকারীর জন্য নিজেদের পালক বিছিয়ে রাখেন। আলেমের জন্য আসমান-জমিনের সমস্ত সৃষ্টি এবং পানির মৎস্যকুল দোয়া ও মাগফেরাত কামনা করে। অধিক হারে নফল ইবাদতকারী লোকের উপর আলেমের ফজিলত অপরাপর তারকারাজির উপর পূর্ণিমা চাঁদেরই অনুরূপ। আলেম সমাজ নবীগণের ওয়ারিশ। নবীগণ স্বর্ণ, রূপার মিরাশ রেখে যান না। তবে ইলমের মিরাশ রেখে যান। তাই যে ব্যক্তি ইলমের মিরাশ পায়, সে যেন মহা-সম্পদ লাভ করল। -[কুরতুবী]

ইমাম দারেমী (র.) স্বীয় 'মুসনাদ' গ্রন্থে এ হাদীসটি রেওয়ায়েত করেছেন যে, জনৈক সাহাবী নবী করীম ﷺ-কে জিজ্ঞেস করেন : বনী-ইসলাঈলের দু'জন লোক ছিলেন, যাদের একজন ছিলেন আলেম। তিনি শুধু নামাজ ও লোকদের দীনি তা'লীম দানে ব্যস্ত থাকতেন। অপরজন সারাদিন রোজা রাখতেন এবং সারারাত ইবাদতে নিয়োজিত থাকতেন। এ দু'জনের মধ্যে কার ফজিলত বেশি?' হুজুর ﷺ বলেন, সেই আলেমের ফজিলত আবেদের উপর এমন, যেমন আমার ফজিলত তোমাদের সাধারণ মানুষের উপর। -[কুরতুবী]

রাসূলে কারীম ﷺ ইরশাদ করেন, শয়তানের মোকাবিলায় একজন ফিকহবিদ এক হাজার আবেদের চাইতেও শক্তিশালী ও ভারি। -[তিরমিযী, মাযহারী] তিনি আরো বলেন, মানুষের মৃত্যু হলে তার সমস্ত আমল বন্ধ হয়ে যায়, কিন্তু তিনটি আমলের ছওয়াব মৃত্যুর পরেও অব্যাহত থাকে। ১. সদকায়ে জারিয়া- যেমন মসজিদ, মাদরাসা ও জনকল্যাণমূলক প্রতিষ্ঠান। ২. ইলম যার দ্বারা লোকেরা উপকৃত হয়। যেমন শাগরিদ রেখে গিয়ে ইলমে দীনের চর্চা জারি রাখা বা কোনো কিতাব লিখে যাওয়া। ৩. নেককার সন্তান- যে তার পিতার জন্য দোয়া করে এবং ছওয়াব পাঠাতে থাকে। -[কুরতুবী]

দীনি ইলম ফরজে আইন অথবা ফরজে কেফায়া হওয়ার বিবরণ : ইবনে আ'দী ও বায়হাকী বিশুদ্ধ সনদে হযরত আনাস (রা.) কর্তৃক বর্ণিত এ হাদীসটি উদ্ধৃত করেছেন- طَلَبُ الْعِلْمِ فَرِيْضَةٌ عَلٰى كُلِّ مُسْلِمٍ 'প্রত্যেক মুসলমানের উপর ইলম শিক্ষা করা ফরজ।' বলাবাহুল্য, এ হাদীসও উপরিউক্ত অপরাপর হাদীসে উল্লিখিত 'ইলম' শব্দের অর্থ দীনের ইলম তবে অন্যান্য বিষয়ের মতো দুনিয়াবি জ্ঞান-বিজ্ঞানও মানুষের জন্য জরুরি। কিন্তু হাদীসসমূহে সে সবের ফজিলত বর্ণিত হয়নি। অতঃপর দীনি ইলম বলতে একটি মাত্র বিষয়ই বুঝায় না; বরং তা বহু বিষয়েরই উপর পরিব্যাপ্ত এক বিরাট ব্যবস্থা। সুতরাং সমস্ত বিষয়ই একা আয়ত্ত করা প্রত্যেক মুসলমান নর-নারীর পক্ষে সম্ভব নয়। কাজেই উল্লিখিত হাদীসে প্রত্যেক মুসলমানদের উপর যে ইলম তলব ফরজ করা হয়েছে, তার অর্থ হবে এই যে, সমস্ত মুসলমানদের জন্য দীনি ইলমের শুধু সে অংশটি আয়ত্ত করাই ফরজ করা হয়েছে, যা ঈমান ও ইসলামের জন্য জরুরি এবং যার অবর্তমানে মানুষ না পারে ফরজসমূহ আদায় করতে, আর না পারে হারাম বিষয় থেকে বাচতে। এ ছাড়া অন্যান্য বিষয়; কুরআন-হাদীসের মাসআলা মাসায়েল, কুরআন-হাদীস থেকে আহরিত শরিয়তের হুকুম-আহকাম ও তার অসংখ্য শাখা প্রশাখা আয়ত্তে আনা সকল মুসলমানের পক্ষে সম্ভবও নয় এবং ফরজে আইনও নয়। তবে গোটা মুসলিম বিশ্বের জন্য তা ফরজে কেফায়াহ। তাই প্রতেকটি শহরেই যদি শরিয়তের উপরিউক্ত ইলম ও আইন কানুনের একজন সুদক্ষ আলেম থাকেন, তবে অন্যান্য মুসলমান এ ফরজের দায়িত্ব থেকে অব্যাহতি লাভ করতে পারে। কিন্তু যদি শহর বা পল্লীতে একজনও অভিজ্ঞ আলেম না থাকেন তবে তাদের কাউকেই আলেম বানানো বা অন্যখান থেকে কোনো আলেমকে ডেকে এনে এখানে রাখার ব্যবস্থা করা স্থানীয় লোকের পক্ষে ফরজ, যাতে করে যে কোনো প্রয়োজনীয় মাসআলা মাসায়েল সম্পর্কে তার কাছ থেকে ফতোয়া নিয়ে সেমতো আমল করা যায়। দীনি ইলম সম্পর্কে ফরজে আইন ও ফরজে কেফায়ার তাফসীল নিম্নরূপ :

https://e-ilm.weebly.com/

ফরজে আইন : ইসলামের বিশুদ্ধ আকীদাসমূহের জ্ঞান হাসিল করা, পাকী-নাপাকীর হুকুম-আহকাম জানা, নামাজ-রোজা ও অন্যান্য ইবাদত বা শরিয়ত যেসব বিষয় ফরজ বা ওয়াজিব করে দিয়েছে, সেগুলোর জ্ঞান সম্পর্কে ওয়াকেফহাল হওয়া প্রত্যেক মুসলমান নর-নারীর উপর ফরজ। অনুরূপভাবে যে ব্যক্তি নেসাবের মালিক, তার জন্য জাকাতের মাসআলা-মাসায়েল জানা, যে হজ্জ আদায় করতে সমর্থ তার পক্ষে তার আহকাম ও মাসায়েল জেনে নেওয়া, যে ব্যবসা-বাণিজ্য, কেনা বেচা বা শিল্প-কারখানায় নিয়োজিত , তার পক্ষে সংশ্লিষ্ট হুকুম-আহকাম জেনে রাখা এবং যে বিয়ের উদ্যোগ নিচ্ছে, তার পক্ষে বিয়ে ও তালাকের মাসআলা-মাসায়েল সম্পর্কে অবগত হওয়া ফরজ। এক কথায় শরিয়ত মানুষের উপর যেসব কাজ ফরজ বা ওয়াজিব করে দিয়েছে, সেগুলোর হুকুম-আহকাম ও মাসআলা-মাসায়েল সম্পর্কে জ্ঞান হাসিল করা প্রত্যেক নর-নারীর জন্য ফরজ।

ইলমে তাসাউফ ও ফরজে আইনের অন্তর্ভুক্ত : শরিয়তের জাহেরী হুকুম তথা নামাজ-রোজা প্রভৃতি যে ফরজে-আইন তা সর্বজনবিদিত। তাই সেগুলোর ইলম রাখাও ফরজে আইন। হযরত কাজী সানাউল্লাহ পানিপথী (র.) তফসীরে মাযহারীতে এ আয়াতের টীকায় লিখেছেন যে, যেহেতু বাতেনী আমলও সকলের জন্য ফরজে আইন, তাই বাতেনী আমল ও বাতেনী হারাম বস্তুর ইলম যাকে পরিভাষায় ইলমে তাসাউফ বলা হয়, তা হাসিল করাও ফরজে আইন।

অধুনা বিভিন্ন ইলম, তত্ত্বজ্ঞান, কাশফ ও আত্মোপলব্ধির সম্মিলিত রূপকে ইলমে তাসাউফ বলা হয়। তবে এখানে ফরজে আইন বলতে বাতেনী আমলের শুধু সে অংশকেই বুঝায় যা ফরজ-ওয়াজিবের তফসীল। যেমন, বিশুদ্ধ আকীদা, যার সম্পর্ক বাতেন তথা অন্তরের সাথে অথবা সবর, শোকর ও তাওয়াক্কুল প্রভৃতি এক বিশেষ স্তর পর্যন্ত ফরজ, কিংবা গর্ব অহংকার, বিদ্বেষ, পরশ্রীকাতরতা, কৃপণতা ও দুনিয়ার মোহ প্রভৃতি কুরআন ও হাদীস মতে হারাম। এগুলোর গতি-প্রকৃতি, অথবা সেগুলো হাসিল করার কিংবা হারাম থেকে বেঁচে থাকার নিয়ম-নীতি জেনে রাখাও সকল মুসলমান নর-নারীর জন্য ফরজ। এ সকল বিষয়র উপরই হলো ইলমে তাসাউফের আসল ভিত্তি, যা ফরজে আইন।

ফরজে কেফায়া : পূর্ণ কুরআন মাজীদের অর্থ ও মাসআলা-মাসায়েল সম্পর্কে অবহিত হওয়া, সমুদয় হাদীসের মর্ম বুঝা, বিশুদ্ধ ও দুর্বল হাদীস সম্পর্কে ওয়াকেফহাল থাকা, কুরআন ও হাদীস থেকে নির্গত আহকাম ও মাসায়েলের জ্ঞান অর্জন এবং এ সমস্ত ব্যাপারে সাহাবা, তাবেয়ীন ও মুজতাহিদ ইমামগণের ভাষ্য ও আমল থেকেও এ সম্পর্কিত পূর্ণ জ্ঞান হাসিল করা দুঃসাধ্য। তাই শরিয়ত একে ফরজে কেফায়া রূপে সাব্যস্ত করেছে। অর্থাৎ কিছু লোক যদি প্রয়োজনমতো এগুলোর জ্ঞান হাসিল করে নেয়, তবে অন্যান্যরাও দায়িত্বমুক্ত হয়ে যাবে।

দীনি ইলমের সিলেবাস : কুরআন মাজীদ আলোচ্য আয়াতের একটি মাত্র শব্দে দীনি ইলমের প্রকৃতি ও তার পাঠ্যক্রম কি হবে তা ব্যক্ত করে দিয়েছে। বলা হয়েছে : لِيَتَفَقَّهُوْا فِى الدِّيْنِ অথচ يَتَعَلَّمُوْنَ الدِّيْنَ (যেন দীনের জ্ঞান হাসিল করে) ও বলা যেত। কিন্তু কুরআন এখানে تَعَلُّمْ -এর স্থলে تَفَقُّه শব্দ ব্যবহার করে ইঙ্গিত করেছে যে, নিছক দীনের ইলম 'পাঠ' করাই যথেষ্ট নয়। কারণ ইহুদি ও খ্রিস্টানেরাও তা পাঠ করে, আর শয়তান তো এক্ষেত্রে তাদের সকলের আগে; বরং ইলমে দীনের উদ্দেশ্য হলো দীনকে অনুধাবন করা কিংবা তাতে বিজ্ঞতা অর্জন করা। تَفَقُّهْ শব্দের অর্থও তাই। এটি فِقْه থেকে উদ্ভূত। فِقْه অর্থ বুঝা, অনুধাবন করা। উল্লেখ্য যে, কুরআন মাজীদ এ আয়াতে صِيْغَهْ مُجَرَّدْ ব্যবহার করে لِيَتَفَقَّهُوْا فِى الدِّيْنِ (যেন তারা দীনকে বুঝে নেয়) বলেনি; বরং একে بَابْ تَفَعُّلْ এ নিয়ে لِيَتَفَقَّهُوْا فِى الدِّيْنِ বলেছে। ফলে এতে পরিশ্রম ও সাধনাও শামিল হয়ে গেছে। সেমতে বাক্যের মর্ম হবে "তারা যেন দীন অনুধাবনের জন্য কঠোর পরিশ্রমের মাধ্যমে তাতে দক্ষতা হাসিল করে।" বলাবাহুল্য, পাকী-নাপাকী, নামাজ-রোজা ও হজ্জ-জাকাতের মাসআলা-মাসায়েল জানাকেই দীনকে অনুধাবন করা বলা যাবে না; বরং দীনের সত্যিকার অনুধাবন হলো, তাকে বুঝে তার প্রতিটি কথা ও কর্ম এবং যাবতীয় গতিবিধির হিসাব দিতে হবে রোজ হাশরে; দুনিয়ার এ জীবন তাকে কিরূপে অতিবাহিত করতে হবে– মূলতঃ এ চিন্তাই হলো দীন অনুধাবন। এজন্য ইমাম আবূ হানীফা (র.) 'ফিকহ' -এর যে সংজ্ঞা নিরূপণ করেছেন তা হলো এই যে, "ফিকহ সে শাস্ত্রকে বলা হয়, যাতে মানুষ নিজের করণীয় কাজকে বুঝে নেয় এবং সে সকল কাজকেও বুঝে নেয় যা' থেকে বেঁচে থাকা তার জন্য জরুরি।" অধুনা মাসআলা-মাসায়েলের

https://e-ilm.weebly.com/

বিস্তারিত জ্ঞানকেই যে, 'ইলমে ফিকহ' বলা হয় তা পরবর্তী যুগের পরিভাষা। কুরআন ও হাদীস অনুযায়ী ফিকহের তাৎপর্য তাই যা ইমাম আবূ হানিফা (র.) বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেছেন, যে ব্যক্তি দীনের সমস্ত কিতাব পাঠ করে নিল, কিন্তু দীনকে পুরোপুরি বুঝতে পারল না, সে কুরআন ও হাদীসের পরিভাষায় আদৌ আলেম নয়।

এ তত্ত্ব থেকে বুঝা গেল যে, কুরআনের পরিভাষায় দীনের ইলম হাসিল করার অর্থ হলো, দীন সম্পর্কে প্রজ্ঞা অর্জন করা। তা কিতাবের মাধ্যমে বা আলেমগণের সাহায্যে যে কোনো উপায়েই হোক সবই একই সিলেবাসের অন্তর্ভুক্ত।

ওলামায়ে কেরামের দায়িত্ব : দীনের জ্ঞান হাসিলের পর ওলামায়ে কেরামের দায়িত্ব কি হবে তার পূর্ণ বিবরণ রয়েছে আলোচ্য আয়াতে وَلِيُنْذِرُوْا قَوْمَهُمْ (যেন তারা জাতিকে আল্লাহর নাফরমানি থেকে ভয় প্রদর্শন করে) বাক্যটিতে। উল্লেখ্য যে, এখানে আলেমগণের দায়িত্ব বলা হয়েছে اِنْذَارْ বা ভয়প্রদর্শন। এটি اِنْذَارْ-এর শাব্দিক অর্থ, যথাযথ মর্মার্থ নয়। বস্তুতঃ ভয় প্রদর্শন বিভিন্ন ধরনের হয়ে থাকে। এক ধরনের ভীতিপ্রদর্শন হলো, চোর-ডাকাত, শত্রু, হিংস্র জন্তু ও বিষাক্ত প্রাণী থেকে ভয় প্রদর্শন করা: অন্য ধরনের হলো, পিতা স্নেহবশে আপন ছেলেকে আগুন, বিষাক্ত প্রাণী ও অন্যান্য কষ্টদায়ক বস্তু থেকে যে ভয় প্রদর্শন করে। এর মূলে থাকে প্রগাঢ় মমতা, স্নেহবোধ। এ ভয় প্রদর্শনের কলাকৌশলও ভিন্ন। আরবিতে একেই বলা হয় اِنْذَارْ- এজন্য নবী-রাসূলগণ نَذِيْرٌ উপাধীতে ভূষিত। আলেমগণের উপর জাতিকে ভয় প্রদর্শনের যে দায়িত্ব রয়েছে, তা মূলতঃ নবীগণের আংশিক মিরাশ-যা হাদীসমতে ওলামায়ে কেরাম লাভ করেছেন।

তবে এখানে উল্লেখ্য যে, নবীগণ بَشِيْر ও نَذِيْر উভয় উপাধিতেই ভূষিত। نَذِيْر-এর অর্থ উপরে জানা গেল। আর بَشِيْر অর্থ সুসংবাদ দানকারী। সুতরাং নবীগণের উপর দায়িত্ব হলো সৎকর্মশীলদের সুসংবাদ দান করা। আলোচ্য আয়াতে যদিও শুধু ভয় প্রদর্শনের উল্লেখ করা হয়েছে, কিন্তু অন্য দলিলের দ্বারা একথাও বুঝা যায় যে, আলেমগণের অন্যতম দায়িত্ব হলো নেককার বান্দাদেরকে সুসংবাদ দেওয়া। তবে এখানে শুধু ভয় প্রদর্শনের উল্লেখ থেকে এ ইঙ্গিত পাওয়া যায় যে, মানুষের আসল কাজ দু'টি। ১. দুনিয়া ও আখেরাতে যা কল্যাণকর, তা অবলম্বন করা এবং ২. অকল্যাণ ও অনিষ্টকর কাজ থেকে বেঁচে থাকা। আলেমও দার্শনিকদের ঐকমত্যে শেষোক্ত কাজটিই গুরুত্বপূর্ণ ও অগ্রাধিকার পাওয়ার যোগ্য।

শব্দবিশ্লেষণ :

خُلِّفُوْا : সীগাহ جمع مذكر غائب বহছ ماضى مجهول বাব تَفْعِيْل মাসদার اَلتَّخْلِيْفُ মূলবর্ণ (خ ـ ل ـ ف) জিনস صحيح অর্থ- পিছনে ফেলা।

ضَاقَتْ : সীগাহ واحد مؤنث غائب বহছ ماضى معروف বাব ضَرَبَ মাসদার اَلضَّيْقُ মূলবর্ণ (ض ـ ى ـ ق) জিনস اجوف يائ অর্থ- সংকীর্ণ হওয়া।হ্রাস পাওয়া।

رَحُبَتْ : সীগাহ واحد مؤنث غائب বহছ ماضى معروف বাব كَرُمَ মাসদার اَلرَّحْبُ মূলবর্ণ (ر ـ ح ـ ب) জিনস صحيح অর্থ- প্রসারিত হওয়া।

لَا يَطَئُوْنَ : সীগাহ جمع مذكر غائب বহছ نفى فعل مضارع معروف বাব سَمِعَ মাসদার اَلْوَطْئُ মূলবর্ণ (و ـ ط ـ ى) জিনস لفيف معروف অর্থ- চলা, অতিক্রম করা।

لَا يَنَالُوْنَ : সীগাহ جمع مذكر غائب বহছ مضارع معروف বাব سَمِعَ মাসদার اَلنَّيْلُ মূলবর্ণ (ن ـ ى ـ ل) জিনস اجوف يائ অর্থ- পাওয়া, কৃতকার্য হওয়া।

يَتَفَقَّهُوْا : সীগাহ جمع مذكر غائب বহছ مضارع معروف বাব تفعّل মাসদার اَلتَّفَقُّهُ মূলবর্ণ (ف ـ ق ـ ه) জিনস صحيح অর্থ- বুঝ হওয়া, বুদ্ধি হওয়া, জ্ঞান হওয়া।

https://e-ilm.weebly.com/

১২৩. হে ঈমানদারগণ! সে কাফেরদের সাথে যুদ্ধ কর যারা তোমাদের আশেপাশে অবস্থান করে, আর যেন তারা তোমাদের মধ্যে কঠোরতা পায়, আর দৃঢ়বিশ্বাস রেখ যে, আল্লাহ তা'আলা মুত্তাকীদের সঙ্গে আছেন।	يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا قَاتِلُوا الَّذِيْنَ يَلُوْنَكُمْ مِّنَ الْكُفَّارِ وَلْيَجِدُوْا فِيْكُمْ غِلْظَةً ۚ وَاعْلَمُوْٓا اَنَّ اللّٰهَ مَعَ الْمُتَّقِيْنَ (١٢٣)
১২৪. আর যখনই কোনো সূরা অবতীর্ণ হয়, তখন কোনো কোনো মুনাফিক বলে, তোমাদের মধ্যে এ সূরা কার ঈমান বৃদ্ধি করল? অনন্তর যেসকল লোক ঈমান এনেছে এ সূরা তাদের ঈমানকে বর্ধিত করেছে এবং তারাই আনন্দ লাভ করছে।	وَاِذَا مَآ اُنْزِلَتْ سُوْرَةٌ فَمِنْهُمْ مَّنْ يَّقُوْلُ اَيُّكُمْ زَادَتْهُ هٰذِهٖٓ اِيْمَانًا ۚ فَاَمَّا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا فَزَادَتْهُمْ اِيْمَانًا وَّهُمْ يَسْتَبْشِرُوْنَ (١٢٤)
১২৫. আর যাদের অন্তরসমূহে রোগ রয়েছে, এ সূরা তাদের মধ্যে তাদের মলিনতার সাথে আরো মলিনতা বর্ধিত করেছে, আর তারা কুফরের অবস্থায়ই মৃত্যুবরণ করেছে।	وَاَمَّا الَّذِيْنَ فِيْ قُلُوْبِهِمْ مَّرَضٌ فَزَادَتْهُمْ رِجْسًا اِلٰى رِجْسِهِمْ وَمَاتُوْا وَهُمْ كٰفِرُوْنَ (١٢٥)
১২৬. আর তারা কি দেখে না যে, তারা প্রত্যেক বৎসর একবার অথবা দুবার কোনো না কোনো বিপদে পতিত হয়ে থাকে? তবুও তারা প্রত্যাবর্তন করে না, আর না তারা কিছু বুঝে।	اَوَلَا يَرَوْنَ اَنَّهُمْ يُفْتَنُوْنَ فِيْ كُلِّ عَامٍ مَّرَّةً اَوْ مَرَّتَيْنِ ثُمَّ لَا يَتُوْبُوْنَ وَلَا هُمْ يَذَّكَّرُوْنَ (١٢٦)
১২৭. আর যখনই কোনো সূরা নাজিল করা হয়, তখন তারা একে অন্যের দিকে তাকাতে থাকে: [এবং ইঙ্গিতে বলে যে,] তোমাদেরকে কেউ লক্ষ্য করছে কি? অতঃপর চলে যায়, আল্লাহ তা'আলা তাদের অন্তরগুলোকে ফিরিয়ে দিয়েছেন, কারণ তারা হচ্ছে নির্বোধ সম্প্রদায় মাত্র।	وَاِذَا مَآ اُنْزِلَتْ سُوْرَةٌ نَّظَرَ بَعْضُهُمْ اِلٰى بَعْضٍ ۗ هَلْ يَرٰىكُمْ مِّنْ اَحَدٍ ثُمَّ انْصَرَفُوْا ۚ صَرَفَ اللّٰهُ قُلُوْبَهُمْ بِاَنَّهُمْ قَوْمٌ لَّا يَفْقَهُوْنَ (١٢٧)

শাব্দিক অনুবাদ :

১২৩. يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْٓا হে ঈমানদারগণ! قَاتِلُوا الَّذِيْنَ يَلُوْنَكُمْ مِّنَ الْكُفَّارِ সেই কাফেরদের সাথে যুদ্ধ কর যারা
তোমাদের আশে পাশে অবস্থান করে وَلْيَجِدُوْا فِيْكُمْ غِلْظَةً আর যেন তারা তোমাদের মধ্যে কঠোরতা পায়
وَاعْلَمُوْٓا আর দৃঢ় বিশ্বাস রাখ যে اَنَّ اللّٰهَ مَعَ الْمُتَّقِيْنَ আল্লাহ তা'আলা, পরহেজগারদের সাথে আছেন।
১২৪. وَاِذَا مَآ اُنْزِلَتْ سُوْرَةٌ আর যখনই কোনো সূরা অবতীর্ণ হয় فَمِنْهُمْ مَّنْ يَّقُوْلُ তখন কোনো কোনো মুনাফিক বলে اَيُّكُمْ
زَادَتْهُ هٰذِهٖٓ اِيْمَانًا তোমাদের মধ্যে এ সূরা কার ঈমান বৃদ্ধি করল فَاَمَّا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا অনন্তর যে সকল লোক ঈমান
এনেছে فَزَادَتْهُمْ اِيْمَانًا এ সূরা তাদের ঈমানকে বর্ধিত করেছে وَّهُمْ يَسْتَبْشِرُوْنَ এবং তারাই আনন্দ লাভ করছে।
১২৫. وَاَمَّا الَّذِيْنَ فِيْ قُلُوْبِهِمْ مَّرَضٌ আর যাদের অন্তরসমূহে রোগ রয়েছে فَزَادَتْهُمْ رِجْسًا اِلٰى رِجْسِهِمْ এ সূরা তাদের মধ্যে
মলিনতার সাথে আরো মলিনতা বৃদ্ধি করেছে وَمَاتُوْا وَهُمْ كٰفِرُوْنَ আর তারা কুফরের অবস্থায় মৃত্যুবরণ করেছে।
১২৬. اَوَلَا يَرَوْنَ আর তারা কি দেখে না যে, اَنَّهُمْ يُفْتَنُوْنَ তারা কোনো না কোনো বিপদে পতিত হয়ে থাকে فِيْ كُلِّ عَامٍ প্রত্যেক বৎসর
مَّرَّةً اَوْ مَرَّتَيْنِ একবার অথবা দুবার ثُمَّ لَا يَتُوْبُوْنَ তবুও তারা প্রত্যাবর্তন করে না وَلَا هُمْ يَذَّكَّرُوْنَ আর না তারা কিছু বুঝে
১২৭. وَاِذَا مَآ اُنْزِلَتْ سُوْرَةٌ আর যখন কোনো সূরা নাজিল করা হয় نَّظَرَ بَعْضُهُمْ اِلٰى بَعْضٍ তখন তারা একে অন্যের দিকে তাকাতে
থাকে هَلْ يَرٰىكُمْ مِّنْ اَحَدٍ তোমাদেরকে কেউ লক্ষ্য করছে কি? ثُمَّ انْصَرَفُوْا অতঃপর চলে যায় صَرَفَ اللّٰهُ قُلُوْبَهُمْ আল্লাহ
তাদের অনন্তর গুলোকে ফিরিয়ে দিয়েছেন بِاَنَّهُمْ قَوْمٌ لَّا يَفْقَهُوْنَ কারণ তারা হচ্ছে নির্বোধ সম্প্রদায় মাত্র।

https://e-ilm.weebly.com/

https://e-ilm.weebly.com/

যায়, কুরআনের আয়াতের তেলাওয়াত, চিন্তা-ভাবনা এবং সে অনুযায়ী আমল করার ফলে ঈমানের উন্নতি ও প্রবৃদ্ধি ঘটে। অর্থাৎ ঈমানের নূর ও আস্বাদ বৃদ্ধি পায়। ফলে আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের ফরমাবরদারী সহজ হয়ে উঠে। ইবাদতে স্বাদ পায়, গুনাহের প্রতি স্বাভাবিক ঘৃণা জন্মে ও কষ্টবোধ হয়।

হযরত আলী (রা.) বলেন, ঈমান যখন অন্তরে প্রবেশ করে, তখন একটি নূরের শ্বেতবিন্দুর মতো দেখায়। অতঃপর যতই ঈমানের উন্নতি হয়, সেই শ্বেতবিন্দু সম্প্রসারিত হয়ে উঠে। এমনকি শেষ পর্যন্ত গোটা অন্তর নূরে ভরপুর হয়ে যায়। তেমনি গুনাহ ও মুনাফিকীর ফলে প্রথমে অন্তরে একটি কালো দাগ পড়ে। অতঃপর পাপাচার ও কুফরির তীব্রতার সাথে সাথে সে কালো দাগটিও বাড়তে থাকে এবং শেষ পর্যন্ত গোটা অন্তর কালো হয়ে যায়। -[মাযহারী] এজন্য সাহাবায়ে কেরাম একে অন্যকে বলতেন : আস, কিছুক্ষণ একত্রে বসি এবং দীন ও পরকাল সম্পর্কে আলোচনা করি, যাতে আমাদের ঈমান বৃদ্ধি পায়।

يُفْتَنُوْنَ فِىْ كُلِّ عَامٍ مَّرَّةً اَوْ مَرَّتَيْنِ বাক্যে মুনাফিকদের সতর্ক করা হয়েছে যে, তাদের কপটতা ও প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ প্রভৃতি অপরাধের পরিণতিতে প্রতিবছরই তারা কখনো একবার, কখনো দু'বার নানা ধরনের বিপদে পতিত হয়। যেমন, কখনো তাদের কাফের মিত্ররা পরাজিত হয়, কখনো তাদের গোপন অভিসন্ধি ফাঁস হয়ে যাওয়ার ফলে তারা দিবানিশি-মর্মপীড়া ভোগ করে। এখানে এক বা দু'বার বলতে কোনো বিশেষ সংখ্যা উদ্দেশ্য নয়; রবং বলা হচ্ছে যে, তাদেরই এ দুর্ভোগের পালা শেষ হওয়ার নয়। এ সত্ত্বেও কি তারা উপদেশ গ্রহণ করবে না?

لَقَدْ جَاۤءَكُمْ رَسُوْلٌ ...... وَهُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيْمِ এ দু'টি আয়াত সূরা তওবার সর্বশেষ আয়াত, তাতে বলা হয়েছে যে, রাসূলে কারীম ﷺ সকল সৃষ্টির উপর, বিশেষতঃ মুসলমানদের উপর বড় দয়াবান ও স্নেহশীল। সর্বশেষ আয়াতে তাঁকে সম্বোধন করে বলা হয়েছে যে, আপনার যাবতীয় চেষ্টা-তাদবীরের পরও যদি কিছু লোক ঈমান গ্রহণে বিরত থাকে, তবে ধৈর্য ধরুন এবং আল্লাহর উপর ভরসা রাখুন।

সূরা তওবার শেষে একথা বলার সঙ্গত কারণ হলো এই যে, এর সর্বত্র রয়েছে কাফেরদের সাথে সম্পর্কচ্ছেদ ও যুদ্ধ জিহাদের বর্ণনা, যা আল্লাহর প্রতি আহ্বানের সর্বশেষ পন্থা রূপে বিবেচিত। আর এ পন্থা তখনই অবলম্বন করা হয়, যখন মৌখিক দাওয়াত ও ওয়াজ তবলীগে হেদায়েতের সকল আশা তিরোহিত হয়। তবে নবীগণের সমস্ত কাজ হলো স্নেহ-মমতা ও হামদর্দির সাথে আল্লাহর পথে মানুষকে ডাকা, তাদের পক্ষ থেকে অবজ্ঞা ও যাতনার সম্মুখীন হলে, তা আল্লাহর প্রতি সোপর্দ করা এবং তাঁরই উপর ভরসা রাখা। এখানে 'আরশে আযীমের অধিপতি' বলার উদ্দেশ্য একথা বুঝানো যে, তাঁর অনন্ত কুদরত সমগ্র জগতের উপর পরিব্যাপ্ত। হযরত উবাই বিন কা'ব (রা.)-এর মতে এ দু'টি আয়াত হলো কুরআন মাজীদের সর্বশেষ আয়াত। এরপর আর কোনো আয়াত অবতীর্ণ হয়নি। এ অবস্থায় নবী করীম ﷺ-এর ইন্তেকাল হয়। হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) ও এ মতই পোষণ করেন। -[কুরতুবী]

শব্দবিশ্লেষণ :

يَلُوْنَ : সীগাহ جمع مذكر غائب বহছ مضارع معروف বাব نَصَرَ মাসদার اَلْوَلْىُ মূলবর্ণ (و ـ ل ـ ى) জিনস لفيف مفروق অর্থ- কাছে আসা, নিকটতর হওয়া।

يَسْتَبْشِرُوْنَ : সীগাহ جمع مذكر غائب বহছ مضارع معروف বাব اِسْتِفْعَالٌ মাসদার اَلْاِسْتِبْشَارُ মূলবর্ণ (ب ـ ش ـ ر) জিনস صحيح অর্থ- খুশি হওয়া, আনন্দিত হওয়া।

رِجْسًا : নাপাকী, নর্দমা, আবর্জনা। একবচন, বহুবচন اَرْجَاسٌ

يُفْتَنُوْنَ : সীগাহ جمع مذكر غائب বহছ مضارع مجهول বাব ضَرَبَ মাসদার اَلْفِتَنُ মূলবর্ণ (ف ـ ت ـ ن) জিনস صحيح অর্থ- বাছাই করা, শাস্তি দেওয়া, জ্বালানো।

مَاعَنِتُّمْ : শুরুর مَا টি মাসদারিয়্যাহ। عَنِتُّمْ সীগাহ جمع مذكر حاضر বহছ ماضى معروف বাব سَمِعَ মাসদার اَلْعَنَتُ মূলবর্ণ (ع ـ ن ـ ت) জিনস صحيح অর্থ- কষ্টে পড়া, দুঃখে পড়া, বিপদে পড়া।

https://e-ilm.weebly.com/

سُوْرَةُ يُوْنُسَ
সূরা ইউনুস

মক্কায় অবতীর্ণ : আয়াত- ১০৯, রুকূ'- ১১

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

পরম করুণাময়, দয়ালু আল্লাহর নামে শুরু

الٓرٰ ۚ تِلْكَ اٰيٰتُ الْكِتٰبِ الْحَكِيْمِ (١)

১. আলিফ-লাম-রা। এগুলো হচ্ছে অতি সূক্ষ্মতত্ত্বপূর্ণ কিতাবের আয়াতসমূহ।

اَكَانَ لِلنَّاسِ عَجَبًا اَنْ اَوْحَيْنَآ اِلٰى رَجُلٍ مِّنْهُمْ اَنْ اَنْذِرِ النَّاسَ وَبَشِّرِ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْٓا اَنَّ لَهُمْ قَدَمَ صِدْقٍ عِنْدَ رَبِّهِمْ ؕ قَالَ الْكٰفِرُوْنَ اِنَّ هٰذَا لَسٰحِرٌ مُّبِيْنٌ (٢)

২. মানুষের জন্য এটা কি আশ্চর্যের বিষয় যে, আমি তাদের মধ্য হতে একজনের নিকট ওহী প্রেরণ করেছি যে, আপনি সকলকে ভয় প্রদর্শন করেন এবং যারা ঈমান এনেছে তাদেরকে এ সুসংবাদ দেন যে, তারা তাদের পরওয়ারদেগারের নিকট পূর্ণ মর্যাদা লাভ করবে; কাফেররা বলতে লাগল যে, এ ব্যক্তি তো নিঃসন্দেহে প্রকাশ্য জাদুকর।

اِنَّ رَبَّكُمُ اللّٰهُ الَّذِيْ خَلَقَ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضَ فِيْ سِتَّةِ اَيَّامٍ ثُمَّ اسْتَوٰى عَلَى الْعَرْشِ يُدَبِّرُ الْاَمْرَ ؕ مَا مِنْ شَفِيْعٍ اِلَّا مِنْۢ بَعْدِ اِذْنِهٖ ؕ ذٰلِكُمُ اللّٰهُ رَبُّكُمْ فَاعْبُدُوْهُ ؕ اَفَلَا تَذَكَّرُوْنَ (٣)

৩. নিশ্চয় আল্লাহই হচ্ছেন তোমাদের প্রতিপালক, যিনি আসমানসমূহকে এবং জমিনকে সৃষ্টি করেছেন ছয় দিনে, অতঃপর তিনি আরশে সমাসীন হলেন, তিনি প্রত্যেক কাজ পরিচালনা করে থাকেন। কোনো সুপারিশকারী নেই, কিন্তু তার অনুমতির পর এমন আল্লাহ হচ্ছেন তোমাদের পরওয়ারদেগার। অতএব, তোমরা তাঁর ইবাদত কর। তবুও কি তোমরা উপদেশ গ্রহণ করবে না?

শাব্দিক অনুবাদ :

১. الٓرٰ আলিফ-লাম-রা- تِلْكَ এটা হচ্ছে اٰيٰتُ আয়াত সমূহ الْكِتٰبِ الْحَكِيْمِ সূক্ষ্মতত্ত্বপূর্ণ কিতাবের।

২. اَكَانَ لِلنَّاسِ عَجَبًا মানুষের জন্য কি এটা বিস্ময়কর হয়েছে যে, اَنْ اَوْحَيْنَا اِلٰى رَجُلٍ مِّنْهُمْ আমি তাদের মধ্য হতে একজনের নিকট ওহী প্রেরণ করেছি যে, اَنْ اَنْذِرِ النَّاسَ আপনি সকলকে ভয় প্রদর্শন করেন وَبَشِّرِ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا এবং যারা ঈমান এনেছে তাদেরকে এ সুসংবাদ দেন যে, قَدَمَ صِدْقٍ عِنْدَ رَبِّهِمْ তারা তাদের পরওয়ারদেগারের নিকট পূর্ণ মর্যাদা লাভ করবে قَالَ الْكٰفِرُوْنَ কাফেররা বলতে লাগল যে, اِنَّ هٰذَا لَسٰحِرٌ مُّبِيْنٌ এ ব্যক্তি তো নিঃসন্দেহে প্রকাশ্য জাদুকর।

৩. اِنَّ رَبَّكُمُ اللّٰهُ নিশ্চয় আল্লাহই হচ্ছেন তোমাদের প্রতিপালক الَّذِيْ خَلَقَ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضَ যিনি আসমানসমূহ ও জমিনকে সৃষ্টি করেছেন فِيْ سِتَّةِ اَيَّامٍ ছয় দিনে ثُمَّ اسْتَوٰى عَلَى الْعَرْشِ অতঃপর তিনি আরশে সমাসীন হলেন يُدَبِّرُ الْاَمْرَ তিনি প্রত্যেক কাজ পরিচালনা করে থাকেন مَا مِنْ شَفِيْعٍ কোনো সুপারিশকারী নেই اِلَّا مِنْ بَعْدِ اِذْنِهٖ কিন্তু তার অনুমতির পর ذٰلِكُمُ اللّٰهُ رَبُّكُمْ এমন আল্লাহ হচ্ছেন তোমাদের পরওয়ারদেগার فَاعْبُدُوْهُ অতএব তোমরা তাঁর ইবাদত কর اَفَلَا تَذَكَّرُوْنَ তবুও কি তোমরা উপদেশ গ্রহণ করবে না।

https://e-ilm.weebly.com/

https://e-ilm.weebly.com/

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

১. আয়াতের শানে নুযূল- ১ : মক্কার কাফের মুশরিক সম্প্রদায়ের লোকজন বলাবলি করত যে, আল্লাহ যদি মানুষ হতেই রাসূল বানাতে ইচ্ছা করছিলেন, তাহলে তিনি আবূ তালিবের এ এতিম ছাড়া আর অন্য কাউকে কি পাননি? তাদের এ সকল কটু মন্তব্যের পরিপ্রেক্ষিতে আল্লাহ তা'আলা এ সূরায়ে ইউনুস নাজিল করেছেন।-[বাহরে মুহীত-১২৫/৫

শানে নুযূল-২ : ইবনে জারীর (র.) বলেন যে, আরবের লোকেরা তাদের মধ্য হতেই যে একজনকে রাসূল বানানো হলো, তাতে তারা আশ্চর্য বোধ করতে লাগল। তখন সে পরিপ্রেক্ষিতে আল্লাহ তা'আলা আলোচ্য সূরাকে নাজিল করেন্ -[বাহরে মুহীত-১২/৫]

সূরা বিষয়সূচি : আলোচ্য সূরায় পাঁচটি প্রসঙ্গ নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে ১. একত্ববাদের প্রসঙ্গ ২. রেসালাত প্রসঙ্গ ৩. কুরআন প্রসঙ্গ ৪. পুনরুত্থান প্রসঙ্গ ৫ কোনো ঘটনা বহুল দ্বারা ভীতি প্রদর্শন ও সতর্ক করা প্রসঙ্গ।

প্রথম ও দ্বিতীয় বিষয়টির সাথে রেসালাত সংক্রান্ত অলিকভাবে উত্থাপি সন্দেহ-সংশয় ও তার নিরসন। ৩য় বিষয়টির সাথে কুরআনকে অমান্যকারীদের দাঁতভাঙ্গা জবাব। ৪র্থ বিষয়টির সাথে কর্মফলের প্রতিফল ও শাস্তি এবং দুনিয়া ও তার ধ্বংস সম্বন্ধীয় আলোচনা এবং ৫ম বিষয়টিতে কোনো কোনো সন্দেহের অবসান ও রাসূল ﷺ -কে প্রশান্তি দান প্রসঙ্গে বর্ণনা করা হবে। -[বয়ানুল কুরআন-৩/৫]

২. আয়াতের শানে নুযূল : ইবনে জারীর, ইবনে আবী হাতেম, আবুশ শায়খ ও ইবনে মারদুভিয়া প্রমুখ হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) -এর উদ্ধৃতি দিয়ে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেন, আল্লাহ তা'আলা হযরত মুহাম্মদ মুস্তফা ﷺ -কে যখন রাসূল বানিয়ে পাঠান, তখন আরবের লোকেরা তাঁকে মেনে নিতে অস্বীকার করল। আর যারা মেনে নিতে অস্বীকার জ্ঞাপন করল, তারা বলল যে, আল্লাহ এমন একজন মানুষকে রাসূল হিসেবে পাঠাবার নন। তখন সে প্ররিপ্রেক্ষিতে আল্লাহ তা'আলা আলোচ্য আয়াত নাজিল করেন। -[দুররে মানছুর-২৯৯/৩]

নামকরণ : যেহেতু এ সূরায় হযরত ইউনুস (আ.)-এর ঘটনা বর্ণিত হয়েছে তাই সাহাবায়ে কেরামের মধ্যে সূরাটি 'সূরায়ে ইউনুস' নামে খ্যাতি লাভ করে। অনেক সূরার নাম তার বিশেষ অংশের কারণে রাখা হয়েছে, এ সূরাটি তন্মধ্যে অন্যতম। এ সূরা হিজরতের পূর্বে মক্কা শরীফে নাজিল হয়েছে। এ সূরার তিনটি আয়াত মদিনা শরীফে নাজিল হয়েছে।

পূর্ববর্তী সূরার সাথে সম্পর্ক : পূর্ববর্তী সূরা তওবায় মুশরিকদের সাথে সম্পর্কচ্ছেদের এবং মোনাফিকদের অবমাননার কথা বর্ণিত হয়েছে। মুশরিক এবং মোনাফিকরা প্রিয়নবী ﷺ -এর নবুয়তকে অস্বীকার করে। তাঁর প্রতি যে আল্লাহর ওহী নাজিল হয় সে কথা তারা মেনে নিতে রাজি হয়নি। তৌহিদ বা আল্লাহর একত্ববাদে তারা বিশ্বাস করতো না। এজন্য এ সূরায় তৌহিদ বা আল্লাহ পাকের একত্ববাদ, রাসূল ﷺ -এর রিসালাত এবং কিয়ামত সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা স্থান পেয়েছে। এ প্রসঙ্গে আল্লাহ পাকের একত্ববাদ এবং প্রিয়নবী ﷺ -এর রিসালাত সম্পর্কে তাদের মনে যে সন্দেহ ছিল তা খণ্ডন করা হয়েছে। আল্লাহর কিতাবকে অস্বীকার করার ব্যাপারে মুশরিক এবং মুনাফিকরা ছিল একমত এবং একে অন্যের সহযোগী। তাই তাদের উভয়ের ভ্রান্ত মত ও পথের বাতুলতা ঘোষণা করা হয়েছে এ সূরায়।

সূরায়ে তওবার শেষে একথা ইরশাদ হয়েছে, যখনই কুরআনে কারীমের কোনো আয়াত নাজিল হতো তখনই মুনাফিকরা এ ব্যাপারে বিদ্রূপ করত। আর মক্কার কাফেররা প্রিয়নবী ﷺ -এর রিসালাত সম্পর্কে বিস্ময় প্রকাশ করত। তারা একথাও বলত, আবূ তালেবের এতিম ভ্রাতুষ্পুত্র ব্যতীত আল্লাহ পাক নবুয়তের জন্য আর কোনো লোক পাননি। (নাউজুবিল্লাহি মিন জালিক)

এজন্য সূরায়ে ইউনুসের শুরুতেই "কিতাবে হাকিমের" উল্লেখ রয়েছে। যে হেকমতপূর্ণ গ্রন্থের তথা মহান গ্রন্থপবিত্র কুরআন সম্পর্কে মুনাফিকরা বিদ্রূপ করত তারই আলোচনা দিয়ে শুরু হয়েছে সূরা ইউনুস। এরপর মুশরিকদের বিস্ময়ের জবাব দেওয়া হয়েছে এভাবে- أَكَانَ لِلنَّاسِ عَجَبًا أَنْ أَوْحَيْنَا إِلَى رَجُلٍ مِّنْهُمْ অর্থাৎ

https://e-ilm.weebly.com/

এটি কি মানুষের নিকট বিস্ময়ের কারণ হয়েছে? যে, আমি তাদেরই মধ্য থেকে এক ব্যক্তির নিকট ওহী নাজিল করেছি। এখানে স্মরণযোগ্য যে, সূরায়ে তওবার শেষ আয়াতে– لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ হযরত রাসূলে কারীম ﷺ-এর গুণাবলি ও বৈশিষ্ট্য বর্ণিত হয়েছে। আর এ আয়াত দ্বারা যেন একথা বলা হয়েছে যে, এমন গুণাবলির অধিকারী মহান রাসূলের রিসালাতকে অস্বীকার করা বোকামি ব্যতীত আর কিছুই নয়; যিনি তোমাদের কল্যাণ সাধনের জন্য থাকেন উদগ্রীব, তোমাদের কষ্ট যাঁর নিকট দুঃসহ, যিনি তোমাদের জন্য অত্যন্ত দয়াবান, অতীব মেহেরবান এমন রাসূলকে অস্বীকার করা এবং তাঁর প্রতি বিদ্রূপ করা শুধু বোকামিই নয়; বরং হতভাগা হওয়ার প্রকৃষ্ট প্রমাণ।

এখানে আরো একটি বিষয় প্রণিধানযোগ্য তা হলো সূরায়ে তওবার শেষ আয়াতের সর্বশেষ অংশে ছিল তৌহিদের বয়ান। لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَهُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ (আল্লাহ পাক ব্যতীত কোনো মাবুদ নেই, আমি তাঁর প্রতিই ভরসা রাখি, আর তিনি মহান আরশের মালিক) ঠিক এভাবে আলোচ্য সূরার শুরুতেও প্রাথমে প্রিয়নবী ﷺ -এর নবুয়ত ও রিসালাতের কথা বর্ণিত হয়েছে। এরপর আল্লাহ পাকের একত্ববাদ এবং তাঁর অপূর্ব সৃষ্টি নৈপুন্যের ও অনন্ত অসীম শক্তির বিবরণ দেওয়া হয়েছে। যেমন ইরশাদ হয়েছে– إِنَّ رَبَّكُمُ اللَّهُ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ। (নিশ্চয় তোমাদের প্রতিপালক আল্লাহ পাক, যিনি ছয় দিনে আসমান ও জমিন সৃষ্টি করেছেন) এরপর মানুষের কর্মফল তথা আখেরাতের চিরস্থায়ী জিন্দেগীর কথা ইরশাদ হয়েছে। এভাবে সূরার শেষ পর্যন্ত আলোচ্য তিনটি বিষয়ের উপরও আলোকপাত করা হয়েছে। এখানে আরো একটি বিষয় উল্লেখযোগ্য, যে সব সূরা মদিনা শরীফে নাজিল হয়েছে ঐ সূরাসমূহে বিশেষভাবে ইসলামের বিধি-নিষেধ বর্ণিত হয়েছে যেমন, নিকাহ, তালাক, উত্তরাধিকার, কেসাস, জিহাদ এবং হালাল হারাম প্রভৃতি। পক্ষান্তরে, যে সব সূরা হিজরতের পূর্বে তথা মক্কায় নাজিল হয়েছে সেগুলোতে ইসলামের মূলনীতি যথা তৌহিদ রিসালাত এবং আখেরাতের প্রতি বিশ্বাসের কথা বর্ণিত হয়েছে। যেহেতু এ সূরাও মক্কায় অবতীর্ণ, তাই এ সূরায় তৌহিদ রিসালাত এবং আখেরাতের কথা বিশেষভাবে বর্ণিত হয়েছে।

এতদ্ব্যতীত, সূরায়ে তওবায় মুনাফিকদের অবস্থা, কথাবার্তা এবং পরিণাম সম্পর্কে বর্ণনা রয়েছে। আর এ সূরায়ও কাফের এবং মুশরিকদের অবস্থা, কথাবার্তা এবং পরিণাম সম্পর্কে ঘোষণা রয়েছে।

তাছাড়া এ পর্যায়ে আরো একটি কথা প্রণিধানযোগ্য, তা হলো যেহেতু এ সূরা মক্কায় নাজিল হেয়েছে তাই মক্কাবাসী কাফের মুশরিকদের উদ্দেশ্যে এতে রয়েছে বিশেষ নসিহত। এ প্রসঙ্গে হযরত ইউনুস (আ.)-এর সম্প্রদায়ের কথা উল্লেখ করা হয়েছে যে, হযরত ইউনুস (আ.)-এর সম্প্রদায় যথা সময়ে আল্লাহ পাকের প্রতি ঈমান এনেছে বলে এ ঈমান তাদের জন্য উপকারী হয়েছে। হে মক্কাবাসী! যদি তোমরা আল্লাহ পাকের প্রতি ও তাঁর সর্বশেষ ও সর্বশ্রেষ্ঠ নবীর প্রতি ঈমান আন তবে তা তোমাদের জন্য হবে উপকারী।

আল্লামা আলূসী (র.) পূর্ববর্তী সূরার সাথে এ সূরার সম্পর্কের ব্যাখ্যা করে লিখেছেন, সূরায়ে তওবা শেষ করা হয়েছে হযরত রাসূলে কারীম ﷺ-এর সম্পর্কে বর্ণনা দ্বারা, আর এই সূরা শুরু করা হয়েছে হুজুর ﷺ-এর আলোচনার মাধ্যমে।

দ্বিতীয়ত " সূরায়ে তওবায় ইরশাদ হয়েছে, যখন কুরআনে কারীমের কোনো সূরা নাজিল হতো তখন মুনাফিকরা কি বলত? আর এ সূরায় ইরশাদ হয়েছে, যখন পবিত্র কুরআনের কোনো সূরা নাজিল হতো তখন কাফেররা কি বলত? সূরায়ে তওবায় মুনাফিকদের অন্যায় আচরণের বিবরণ স্থান পেয়েছে, আর এ সূরায় কাফেরদের নিন্দনীয় কর্মের বিবরণ দেওয়া হয়েছে।

সূরা ইউনুস মক্কায় অবতীর্ণ। কেউ কেউ এ সূরার মাত্র তিনটি আয়াতকে মদনী বলে উল্লেখ করেছেন, যা মদিনায় হিজরত করার পর নাজিল হয়েছে। এ সূরার মধ্যেও কুরআন পাক এবং ইসলামের মৌলিক উদ্দেশ্যাবলি-তাওহীদ, রিসালাত, আখেরাত ইত্যাদি বিষয়ের যথার্থতা বিশ্বচরাচর এবং তার মধ্যকার পরিবর্তন-পরিবর্ধনশীল ঘটনাবলির মাধ্যমে প্রমাণ দেখিয়ে ভালো করে বোধগম্য করার ব্যবস্থা করা হয়েছে। সাথে প্রমাণ দেখিয়ে ভালো করে বোধগম্য করার ব্যবস্থা করা হয়েছে। সাথে সাথে কিছু উপদেশমূলক, ঐতিহাসিক ঘটনাবলি এবং কাহিনীর অবতারণা বহর সে সমস্ত লোকদের প্রতি ভীতি প্রদর্শন করা হয়েছে যারা আল্লাহ তা'আলার এসব প্রকাশ্য

https://e-ilm.weebly.com/

নিদর্শনসমূহের উপর একটুও চিন্তা করে না। এতদসঙ্গে অংশীবাদের খণ্ডন এবং তৎসম্পর্কিত কিছু সন্দেহেরও উত্তর দেওয়া হয়েছে। এ সূরার বিষয়বস্তু ও তাই এ সূরার বিষয়বস্তুর প্রতি নিবিড়ভাবে চিন্তা করলে পূর্ববর্তী সূরা তওবা আর এ সূরার মধ্যে যে যোগসূত্র রয়েছে তাও সহজেই বুঝা যায়। সূরা তওবায় এসব উদ্দেশ্যাবলি (তাওহীদ রিসালাত, আখেরাত ইত্যাদি) হাসিল করার জন্যই অবিশ্বাসী কাফেরদের সাথে জিহাদ করা এবং কুফর ও শিরকের শক্তিকে সাধারণ উপরণের মাধ্যমে পরাস্ত করার কথা উল্লেখ করা হয়েছে। আর এ সূরা যেহেতু জিহাদের হুকুম নাজিল হওয়ার পূর্বে মক্কায় অবতীর্ণ হয়েছে, তাই উপরিউল্লিখিত উদ্দেশ্যাবলিকে মক্কী জিন্দিগীর রীতি অনুযায়ী শুধু দলিল দ্বারা প্রমাণ করা হয়েছে।

الٓر এগুলোকে হুরূফে 'মোকাত্তাআহ' বলা হয়, যা কুরআন মাজীদের অনেক সূরার শুরুতে ব্যবহৃত হয়েছে। যেমন, الٓمٓ، عٓسٓقٓ، قٓ، حٓمٓ ইত্যাদি। এ সমস্ত শব্দের অর্থ সম্পর্কে বিশ্লেষণ করতে গিয়ে তাফসীরকারকগণ অনেক কিছু লিখেছেন। এ ধরনের সমস্ত হরূফে মোকাত্তাআহ সম্পর্কে সাহাবায়ে কেরাম, তাবেয়ীন এবং অধিকাংশ বুযুর্গানে কেরামের অভিমত হলো এই যে, এগুলো বিশেষ কিছু গুপ্ত কথা, যার অর্থ হয়তো বা হুজুর ﷺ -কে বলা হয়েছিল, কিন্তু তিনি সাধারণ উম্মতকে শুধু সে সমস্ত জ্ঞান জ্ঞাতব্য সম্বন্ধেই অবহিত করেছেন, যা তারা বহন করতে পারবে এবং যা না হলে তাদের কাজকর্মে অসুবিধার সৃষ্টি হতে পারত। আর হুরূফে মোকাত্তাআর গুঢ় তত্ত্ব এমন কোনো জ্ঞাতব্য বিষয় নয় যে, তা না জানলে উম্মতের ঈমান ও আমলে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি হবে, কিংবা এমনও নয় যে, এগুলোর তত্ত্বকথা না জানলে উম্মতের কোনো ক্ষতি হতে পারে। এ জন্যই রাসূল ﷺ ও এগুলোর অর্থ উম্মতের জন্য অপ্রয়োজনীয় মনে করে বর্ণনা করেননি। এতএব, আমাদের পক্ষেও এগুলোর অর্থ বের করার পিছনে সময় ব্যয় করা উচিত হবে না। কারণ এটাতো সত্য কথা যে, এসব শব্দের অর্থ জানার মধ্যে যদি আমাদের কোনো রকম মঙ্গল নিহিত থাকত, তাহলে রহমতে আমল ﷺ অন্তর এগুলোর অর্থ বিশ্লেষণে কোনো রকম কার্পণ্য করতেন না।

দ্বিতীয় আয়াতে রয়েছে মুশরিকদের একটি সন্দেহ ও প্রশ্নের উত্তর। সন্দেহটি ছিল এই যে, কাফেররা তাদের মূর্খতার দরুন সাব্যস্ত করে রেখেছিল যে, আল্লাহ তা'আলার পক্ষ থেকে যে নবী বা রাসূল আসবেন তিনি মানুষ হবেন না; বরং তিনি মানুষ না হয়ে ফেরেশতা হওয়াটাই উচিত। কুরআন পাক বিভিন্ন জায়গায় তাদের এ ভ্রান্ত ধারণার উত্তর বিভিন্ন প্রকারে দিয়েছে।

এক আয়াতে ইরশাদ হয়েছে : قُلْ لَّوْ كَانَ فِى الْاَرْضِ مَلٰٓئِكَةٌ يَّمْشُوْنَ مُطْمَئِنِّيْنَ لَنَزَّلْنَا عَلَيْهِمْ مِّنَ السَّمَآءِ مَلَكًا رَّسُوْلًا। "জমিনের উপর যদি ফেরেশতারা বাস করত, তাহলে আমি তাদের জন্য আসমান হতে কোনো ফেরশতাকেই রাসূল বানিয়ে পাঠাতাম।" যার মূল কথা হলো এই যে, রিসালাতের উদ্দেশ্য ততক্ষণ পর্যন্ত পূর্ণ হবে না, যতক্ষণ পর্যন্ত না রাসূল এবং যাদের মধ্যে রাসূল পাঠানো হচ্ছে এই দুয়ের মধ্যে পারস্পরিক সম্পর্ক থাকে। বস্তুতঃ ফেরেশতার সম্পর্ক থাকে ফেরেশতাদের সাথে আর মানুষের সম্পর্ক থাকে মানুষের সাথে। যখন মানুষের জন্য রাসূল পাঠানোটাই উদ্দেশ্য, তখন কোনো মানুষকেই রাসূল বানানো উচিত।

এ আয়াতে এ বিষয়টিই অন্যভাবে বলা হয়েছে যে, এ কারণে এসব লোকের বিস্মিত হওয়া যে, মানুষকে কেন রাসূল বানানো হলো এবং সে মানুষকেই বা কেন নাফরমান ব্যক্তিদেরকে আল্লাহর আজাবের ভীতি প্রদর্শন করার জন্য এবং যারা আল্লাহর ফরমাবরদার তাদেরকে ছওয়াবের সুসংবাদ শুনিয়ে দেওয়ার জন্য দায়িত্ব দেওয়া হলো? এ বিস্ময় প্রকাশই একটি বিস্ময়ের বিষয়। কারণ মানুষের কাছে মানুষকে রাসূল করে পাঠানোই তো বুদ্ধিমত্তার কাজ। আশ্চর্য হওয়ার কারণ তখনই হতো যদি মানুষের কাছে মানুষ না পাঠিয়ে ফেরেশতা বা অন্য কাউকে পাঠানো হতো।

اِنَّ لَهُمْ قَدَمَ صِدْقٍ عِنْدَ رَبِّهِمْ বাক্যের দ্বারা সুসংবাদ দেওয়া হয়েছে। এখানে قَدَمٌ অর্থ পা। যেহেতু পা-ই মানুষের চেষ্টা-তদবীর এবং উন্নতির চাবিকাঠি হয়ে থাকে, সেহেতু ভাবার্থ হিসেবে উচ্চমর্যাদাকে আরবিতে 'কদম' (পদমর্যাদা) বলে দেওয়া হয়। আর 'সত্যের পা' বলে এ কথাই বুঝানো হয়েছে যে, এ উচ্চমর্যাদা যা তাঁরা পাবে তা সত্য ও সুনিশ্চিত এবং তা চিরকাল থাকার মতো প্রতিষ্ঠিতও বটে। পৃথিবীর পদমর্যাদার মতো নয়। যে,

https://e-ilm.weebly.com/

কোনো কাজের বিনিময়ে প্রথমত সে সম্মান পাবার কোনো নিশ্চয়তাই থাকে না, আর যদিও বা পাওয়া যায় তবুও তা চিরকাল থাকার কোনো নিশ্চয়তা নেই। বরং সেই সম্মান বা পদমর্যাদা শেষ হয়ে গিয়ে ধূলোয় মিশে যাওয়াটাই বেশি বিশ্বাসযোগ্য। অনেক সময় দেখা যায়, তার জীবিত অবস্থায়ই তা শেষ হয়ে যায়, আর মৃত্যুর সময় তো পৃথিবীর সমস্ত পদমর্যাদা এবং ধন-সম্পদ থেকে মানুষ খালি হাত হয়ে যায়ই।

মোটকথা, صِدْق শব্দ ব্যবহার করে এ কথাই বুঝানো হয়েছে যে, আখেরাতের পদমর্যাদা যেমন সত্য-সঠিক, তেমনি পরিপূর্ণ এবং চিরস্থায়ীও বটে। অতএব, বাক্যের অর্থ দাঁড়াল এই যে, ঈমানদারদেরকে এ সুসংবাদ দিয়ে দিন যে, তাঁদের জন্য তাঁদের পালনকর্তার কাছে অনেক বড় সম্মানিত মর্যাদা রয়েছে যা তাঁরা নিশ্চিতই পাবে এবং পাওয়ার পর কখনো তা শেষ হয়ে যাবে না অর্থাৎ, চিরকালই তারা সেই সম্মানিত মর্যাদায় অধিষ্ঠিত থাকবে। কোনো কোনো মুফাসসির বলেছেন, এক্ষেত্রে صِدْق শব্দ প্রয়োগের মাঝে এমন ইশারাও করা উদ্দেশ্য যে, বেহেশতের এসব উচ্চমর্যাদা একমাত্র সত্য নিষ্ঠা ও এখলাসের কারণেই পাওয়া যাবে। শুধু মৌখিকভাবে ঈমানের বাক্য উচ্চারণ করাই যথেষ্ট নয়, যতক্ষণ পর্যন্ত না মুখ এবং অন্তর উভয়টির মাধ্যমে নিষ্ঠার সাথে ঈমান আনবে। যার অনিবার্য ফলাফল হলো নেক কাজের উপর পাবন্দি করা এবং মন্দ কাজ থেকে বিরত থাকা।

তৃতীয় আয়াতে তাওহীদকে এমন অনস্বীকার্য বাস্তবতার দ্বারা প্রমাণ করা হয়েছে যে, আসমান ও জমিনকে সৃষ্টি করার মধ্যে অতঃপর সমস্ত কাজ-কর্ম পরিচালনার মধ্যে যখন আল্লাহ তা'আলার কোনো শরিক-অংশীদার নেই, তখন ইবাদত-বন্দেগি এবং হুকুম পালনের ক্ষেত্রে অন্য কেউ কি করে শরিক হতে পারে? বরং এতে (ইবাদতে) অন্য কাউকে শরিক করা একান্তই অবিচার এবং সীমালজ্ঘনের শামিল। এ আয়াতে ইরশাদ হয়েছে যে, আসমানও জমিনকে (আল্লাহ পাক) মাত্র ছয় দিনে সৃষ্টি করেছেন; কিন্তু আমাদের পরিভাষায় সময়ের সে পরিমাণকেই দিন বলা হয়, যা সূর্যোদয় থেকে সূর্যাস্ত পর্যন্ত সীমিত। আর এটা প্রকাশ্য যে, আসমান-জমিন ও তারকা-নক্ষত্রের সৃষ্টির পূর্বে সূর্যের কোনো অস্তিত্বই ছিল না। তাহলে সূর্য উঠা এবং সূর্য ডুবার হিসেব কি করে হবে? কাজেই (দিন বলত) এখানে ঐ পরিমাণ সময় উদ্দেশ্য যা এ পৃথিবীতে সূর্য উঠা এবং ডুবার মাঝখানে হয়ে থাকে।

এই ছয় দিনের সামান্য সময়ে এতো বড় বিশ্ব যা আসমান, জমিন, তারকারাজি এবং এই বিশ্বে যত কিছু আছে সমস্তকে তৈরি করে দেওয়া একমাত্র সে পবিত্র 'যাতে-খোদা-ওয়ান্দীর পক্ষেই সম্ভব ছিল যিনি সমস্ত কিছুর উপরে কুদরত রাখেন। তাঁর সৃষ্টিকার্যের জন্য না আগে থেকে কোনো উপকরণের প্রয়োজন, না কোনো কারিগর বা খাদেমের প্রয়োজন; বরং আল্লাহ পাকের পরিপূর্ণ কুদরতের এমনই শান যে, যখনই তিনি কোনো কিছু সৃষ্টি করার ইচ্ছা করেন, তখন কোনো বস্তু বা কারো সাহায্য ছাড়াই এক মুহূর্তে তৈরি করে ফেলেন। এই ছয় দিনের অবকাশও হয়তো কোনো বিশেষ হেকমত এবং মঙ্গলের জন্যই গ্রহণ করা হয়েছিল। না হয় তিনি এই আসমান, জমিন এবং বিশ্বের সমস্ত কিছু এক মুহূর্তে তৈরি করে দিতে পারতেন। তারপর বলেছেন, ثُمَّ اسْتَوٰى عَلَى الْعَرْشِ। অর্থাৎ আরশের উপর অধিষ্ঠিত হয়েছেন। কুরআন এবং হাদীস দ্বারা প্রমাণ পাওয়া যায় যে, আল্লাহ পাকের আরশ এমন এক সৃষ্টি যা সমস্ত আসমান, জমিন এবং সমগ্র বিশ্ব-জাহানকে পরিবেষ্টন করে রেখেছে। গোটা সৃষ্টিজগত তারই বেষ্টনীর মধ্যে আবর্তিত।

এ তিনটি আয়াতে সমগ্র সৃষ্টজগতের বহু নিদর্শন উল্লিখিত হয়েছে, যা আল্লাহ জাল্লাশানুহুর পূর্ণ কুদরত ও পরিপূর্ণ হেকমতের স্বাক্ষর বহন করে এবং এ দাবির প্রমাণ হিসেবে দাঁড়িয়ে আছে যে, আল্লাহ পাক বিশ্বকে ধ্বংস করে গুড়িয়ে দিতে সক্ষম এবং পরে পুনরায় সেই কণাসমূহকে একত্রিত করে একেবারে নতুন অবস্থায় জীবিত করে হিসাব-নিকাশের পর পুরস্কার কিংবা শাস্তির আইন-জারি করবেন (আর এটাই বিবেক ও জ্ঞানের চাহিদা)। এ ব্যবস্থাও পরিচালনার একটি অংশ হলো- هُوَالَّذِىْ جَعَلَ الشَّمْسَ ضِيَاۤءً وَّالْقَمَرَ نُوْرًا এখানে ضِيَاءٌ এবং نُوْرٌ উভয়টির অর্থই জ্যোতি ও ঔজ্জ্বল্য।

সে জন্যই বিশিষ্ট অভিধানবিদগণ এ দু'টি শব্দকে একই অর্থবোধক শব্দ বলে উল্লেখ করেছেন; কিন্তু আল্লামা যমখশরী এবং তায়েবী প্রমুখ বলেছেন যে, যদিও উভয় শব্দের মাঝেই জ্যোতি অর্থ বিদ্যমান, তথাপি نُوْر শব্দটি

https://e-ilm.weebly.com/

ব্যাপক। দুর্বল-সবল, ক্ষীণ-তীক্ষ্ম যে, কোনো জ্যোতিকেই নূর বলা যায়। কিন্তু ضَوْءٌ এবং ضِيَاءٌ যে আলোতে তীক্ষ্মতা বিদ্যমান শুধু তাকেই বলা হয়। আর মানুষের উভয় রকমের আলোরই প্রয়োজন রয়েছে। সাধারণ কাজকর্মের জন্য দিনের প্রখর আলোর প্রয়োজন, আর ছোট ছোট কাজের জন্য রাতের ক্ষীণ আলোই বেশি পছন্দনীয়। যদি দিনের বেলায়ও শুধু চাঁদের অনুজ্জ্বল আলোই থাকত, তাহলে কাজকর্মে অসুবিধার সৃষ্টি হতো। পক্ষান্তরে যদি রাতের বেলাও সূর্যের তীক্ষ্ম আলো থাকত তাহলে ঘুম এবং রাতের উপযুক্ত কাজে অসুবিধা হতো। কাজেই আল্লাহ পাক দু'ধরনের আলোর ব্যবস্থাই এমনভাবে করেছেন যে, সূর্যের আলোকে ضَوْءٌ (যাও) এবং ضِيَاءٌ (যিয়া)-এর পর্যায়ে রেখেছেন। কাজকর্মের সময়ে তারই বিকাশের ব্যবস্থা করেছেন। আর চাঁদকে হালকা এবং মৃদু আলো দিয়ে বানিয়েছেন এবং রাতে তার প্রকাশের ব্যবস্থা করেছেন। সূর্য এবং চাঁদের আলোর পার্থক্যের কথা কুরআন একাধিক জায়গায় বিভিন্ন ভঙ্গিতে বর্ণনা করেছে।

সূর্য ও চন্দ্রের পরিচালনা ব্যবস্থার মাঝে স্রষ্টার মহান নিদর্শনাবলির মধ্য থেকে আরেকটি নিদর্শন হচ্ছে- وَقَدَّرَهُ مَنَازِلَ لِتَعْلَمُوْا عَدَدَ السِّنِيْنَ وَالْحِسَابَ - قَدَّرَ শব্দটি تَقْدِيْر শব্দ থেকে ঘটিত। تَقْدِيْر অর্থ হলো কোনো বস্তুকে স্থান কাল অথবা গুণাবলি অনুযায়ী একটা বিশেষ পরিমাণের উপর স্থাপন করা।

مَنَازِلُ শব্দটি مَنْزِلٌ-এর বহুবচন। এর প্রকৃত অর্থ নাজিল হওয়ার জায়গা। আল্লাহ পাক চন্দ্র-সূর্য উভয়ের চলার জন্য বিশেষ সীমানা নির্ধারণ করে দিয়েছেন যার প্রত্যেকটিকেই একেক مَنْزِلٌ বলা হয়। চাঁদ যেহেতু প্রতি মাসে তার নিজস্ব পরিক্রমণ সমাপ্ত করে ফেলে, সেহেতু তার মনযিল হলো ত্রিশ অথবা উনত্রিশটি। অথবা যেহেতু চাঁদ প্রতিমাসে কমপক্ষে একদিন লুক্কায়িত থাকে সেজন্য সাধারণতঃ চাঁদের মনিজিল আটাশটি বলা হয় আর সূর্যের পরিক্রমণ বছরান্তে পূর্ণ হয় বলে তার মনজিল হলো তিনশ ষাট অথবা পয়ষট্টি। আরবের প্রাচীন জাহেলিয়াত যুগে এবং জ্যোতির্বিদদের মতেও এই মনজিলগুলোর বিশেষ বিশেষ নাম সেসব নক্ষত্রের সাথে মিলিয়ে রাখা হয়েছে যেগুলো সে সব মনজিলের নিকটবর্তী স্থানে অবস্থিত। কুরআন কারীম সমস্ত প্রচলিত নামের বহু উর্ধ্বে। বস্তুতঃ কুরআনের উদ্দেশ্য হলো শুধুমাত্র ঐটুকু দুরত্ব বুঝানো, যা চন্দ্র-সূর্য বিশেষ বিশেষ দিনগুলোতে অতিক্রম করে থাকে।

শব্দবিশ্লেষণ :

اٰيٰتٌ : اٰيَةٌ-এর বহুবচন। নিদর্শনাবলি, আল্লাহ তা'আলার বিধানাবলি।

اَنْذِرْ : সীগাহ واحد مذكر حاضر বহছ امر حاضر معروف বাব اِفْعَالٌ মাসদার اَلْاِنْذَارُ মূলবর্ণ (ن . ذ . ر) জিনস صحيح অর্থ- সতর্ক করা। ভীতি প্রদর্শন করা।

مُبِيْنٌ : সীগাহ واحد مذكر বহছ اسم فاعل বাব اِفْعَالٌ মাসদার اَلْاِبَانَةُ মূলবর্ণ (ب . ى . ن) জিনস اجوف يائى অর্থ- প্রকাশ করা। বয়ান করা।

اِسْتَوٰى : সীগাহ واحد مذكر غائب বহছ ماضى معروف বাব اِسْتِفْعَالٌ মাসদার اَلْاِسْتِوَاءُ মূলবর্ণ (س . و . ى) জিনস لفيف مقرون অর্থ- সে ইচ্ছা করল। সে স্থির হল। সে দাঁড়াল। এখানে দাঁড়ানোর অর্থ হবে।

لِيَجْزِىَ : সীগাহ واحد مذكر غائب বহছ مضارع معروف : বাব ضَرَبَ মাসাদর اَلْجَزَاءُ মূলবর্ণ (ج . ز . ى) জিনস ناقص يائى অর্থ- প্রতিদান দেওয়া।

حَمِيْمٌ : অধিক গরম পানি। প্রিয় বন্ধু। মূলত: প্রচণ্ড গরম পানিকে حَمِيْمٌ বলা হয়। এ হিসেবে এমন ঘনিষ্ট বন্দুকে حَمِيْمٌ বলা হয়, যে তার বন্ধুর সাহায্যে গরম ও ব্যতিব্যস্ত হয়ে যায়। প্রথম অর্থ হিসেবে বহুবচন আসে حَمَائِمُ, দ্বিতীয় অর্থ হিসেবে বহুবচন আসে اِحِمَّاءُ।

https://e-ilm.weebly.com/

إِنَّ الَّذِينَ لَا يَرْجُونَ لِقَاءَنَا وَرَضُوا بِالْحَيٰوةِ الدُّنْيَا وَاطْمَأَنُّوا بِهَا وَالَّذِينَ هُمْ عَنْ اٰيٰتِنَا غٰفِلُونَ (٧)

৭. নিশ্চয় যাদের আমার নিকট উপস্থিত হওয়ার চিন্তা নেই এবং তারা পার্থিব জীবনের প্রতিই পরিতুষ্ট হয়ে গেছে, আর তাতেই মন লাগিয়ে রেখেছে এবং যারা আমার আয়াতসমূহ হতে সম্পূর্ণরূপে গাফেল রয়েছে।

أُولٰٓئِكَ مَأْوٰىهُمُ النَّارُ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ (٨)

৮. এরূপ লোকদের ঠিকানা হচ্ছে জাহান্নাম তাদের কার্যকলাপের কারণে।

إِنَّ الَّذِينَ اٰمَنُوا وَعَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ يَهْدِيهِمْ رَبُّهُمْ بِإِيمَانِهِمْ ۚ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهِمُ الْأَنْهٰرُ فِي جَنّٰتِ النَّعِيمِ (٩)

৯. নিশ্চয় যারা ঈমান এনেছে এবং নেক কাজ করেছে, তাদের প্রতিপালক তাদেরকে লক্ষ্যস্থলে [অর্থাৎ জান্নাতে] পৌঁছাবেন তাদের ঈমানের কারণে, শান্তির উদ্যানসমূহে তাদের [বাসস্থানের] তলদেশ দিয়ে নহরসমূহ প্রবাহিত হবে।

دَعْوٰىهُمْ فِيهَا سُبْحٰنَكَ اللّٰهُمَّ وَتَحِيَّتُهُمْ فِيهَا سَلٰمٌ ۚ وَاٰخِرُ دَعْوٰىهُمْ أَنِ الْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِينَ (١٠)

১০. তথায় তাদের বাক্য হবে সুবহানাল্লাহ এবং পরস্পরের সালাম হবে– আসসালামু আলাইকুম, আর তাদের শেষ বাক্য হবে আলহামদুলিল্লাহি রাব্বিল আলামীন।

ع

وَلَوْ يُعَجِّلُ اللّٰهُ لِلنَّاسِ الشَّرَّ اسْتِعْجَالَهُمْ بِالْخَيْرِ لَقُضِيَ إِلَيْهِمْ أَجَلُهُمْ ۖ فَنَذَرُ الَّذِينَ لَا يَرْجُونَ لِقَاءَنَا فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ (١١)

১১. আর যদি আল্লাহ মানবের উপর ত্বরিত ক্ষতি ঘটাতেন, যেমন তারা ত্বরিত উপকার লাভ করতে আগ্রহ রাখে, তবে তাদের অঙ্গীকার কবেই পূর্ণ হয়ে যেত, অনন্তর আমি সে লোকদেরকে যারা আমার নিকট উপস্থিত হওয়ার চিন্তাই করে না, ছেড়ে দেই তাদের অবস্থার উপর, যেন তারা তাদের অবাধ্যতার মধ্যে ঘুরপাক খেতে থাকে।

শাব্দিক অনুবাদ :

৭. إِنَّ الَّذِينَ لَا يَرْجُونَ لِقَاءَنَا নিশ্চয় যাদের আমার নিকট উপস্থিত হওয়ার চিন্তা নেই وَرَضُوا بِالْحَيٰوةِ الدُّنْيَا এবং তারা
পার্থিব জীবনের প্রতিই পরিতুষ্ট হয়ে গেছে وَاطْمَأَنُّوا بِهَا, আর তাতেই মন লাগিয়ে রেখেছে وَالَّذِينَ هُمْ عَنْ اٰيٰتِنَا
غٰفِلُونَ এবং যারা আমার আয়াতসমূহ হতে সম্পূর্ণরূপে গাফেল রয়েছে।
৮. أُولٰٓئِكَ مَأْوٰىهُمُ النَّارُ এরূপ লোকদের ঠিকানা হচ্ছে জাহান্নাম بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ তাদের কার্যকলাপের কারণে।
৯. إِنَّ الَّذِينَ اٰمَنُوا নিশ্চয় যারা ঈমান এনেছে وَعَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ এবং নেক কাজ করেছে يَهْدِيهِمْ رَبُّهُمْ তাদের
প্রতিপালক তাদেরকে লক্ষ্যস্থলে পৌঁছাবেন بِإِيمَانِهِمْ তাদের ঈমানের কারণে تَجْرِي مِنْ تَحْتِهِمُ الْأَنْهٰرُ তাদের
(বাসস্থানের) তলদেশ দিয়ে নহরসমূহ প্রবাহিত হবে فِي جَنّٰتِ النَّعِيمِ শান্তির উদ্যানসমূহে।
১০. دَعْوٰىهُمْ فِيهَا তথায় তাদের বাক্য হবে سُبْحٰنَكَ اللّٰهُمَّ সুবহানাল্লাহ وَتَحِيَّتُهُمْ فِيهَا سَلٰمٌ এবং পরস্পরের সালাম
হবে আসসালামু আলাইকুম وَاٰخِرُ دَعْوٰىهُمْ আর তাদের শেষ বাক্য হবে أَنِ الْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِينَ আলহামদু
লিল্লাহি রাব্বিল আলামীন।
১১. وَلَوْ يُعَجِّلُ اللّٰهُ لِلنَّاسِ الشَّرَّ আর যদি আল্লাহ মানবের উপর ত্বরিত ক্ষতি ঘটাতেন اسْتِعْجَالَهُمْ بِالْخَيْرِ যেমন তারা
ত্বরিত উপকার লাভ করতে আগ্রহ রাখে لَقُضِيَ إِلَيْهِمْ أَجَلُهُمْ তবে তাদের অঙ্গীকার করেই পূর্ণ হয়ে যেত
فَنَذَرُ الَّذِينَ لَا يَرْجُونَ لِقَاءَنَا অনন্তর আমি সেই লোকদেরকে যারা আমার নিকট উপস্থিত হওয়ার চিন্তাই করে না
ছেড়ে দেই তাদের অবস্থার উপর فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ যেন তারা তাদের অবাধ্যতার মধ্যে ঘুরপাক খেতে থাকে।

https://e-ilm.weebly.com/

https://e-ilm.weebly.com/

শানে নুযূলের ব্যাপকতার প্রেক্ষিতে নিজের অকল্যাণকামী সকল মানুষ এরই আওতাধীন রয়েছে। মুজাহিদ বলেন, যে ব্যক্তি নিজের জান-মাল, সন্তান-সন্ততি ইত্যাদির ধ্বংসের জন্য বদদোয়া করে, তাদের সম্পর্কে আলোচ্য আয়াত নাজিল হয়েছে। এর মাধ্যমে আল্লাহ তা'আলা সংবাদ দেন যে, আল্লাহ তা'আলা যদি মানুষের ধ্বংসাত্মক দোয়াকে কবুল করেন, যেরূপভাবে মানুষেরা সার্বিক কল্যাণ কামনায় প্রত্যাশী। তাহলে আল্লাহ অবশ্যই তাদের ধ্বংস করে দিতেন। –[বাহরে মুহীত-৫/১৩২]

১২. আয়াতের শানে নুযূল : আয়াতের বাহ্যিক দৃষ্টি কোণে প্রতীয়মান হচ্ছে যে, এ আয়াত কোনো ব্যক্তি বিশেষের শানে নাজিল হয়নি। যেমন কথিত আছে তা নাজিল হয়েছে আবূ হুজাইফা হাশিম ইবনুল মুগীরা বিন আব্দুল্লাহ আল-মাখযূমী। ইবনে আব্বাস ও মুকাতিলের মতে, উকবা বিন বরীআ, কারো মতে ওয়ালীদ বিন মুগীরাহ তাদের শানে এ আয়াত নাজিল হয়েছে। কারো মতে, নজর বিন হারিছ, আবার কারো মতে আয়াতের শানে নুযূল ব্যাপক মানুষ কাফের হোক কিংবা অ-কাফের হোক সকলেই -এর আওতাধীন। –[বাহরে মুহীত : ৫/১৩৩]

যখনই মানুষ যে কোনো বিপদের সম্মুখীন হয়, তখনই তারা আল্লাহর নিকট সর্বাবস্থায় প্রার্থনা করতে আরম্ভ করে, বিপদমুক্ত হয়ে গেলে আবারো পূর্বাবস্থায় ফিরে চলে। সে প্রেক্ষিতে উক্ত আয়াত নাজিল হয়েছে।

পূর্ববর্তী আয়াতগুলোতে মহান পরওয়ারদেগার আল্লাহ তা'আলার পরিপূর্ণ শক্তি-নৈপুণ্যের বিশেষ বিশেষ প্রকাশক্ষেত্র আসমান-জমিন ও চন্দ্র-সূর্য প্রভৃতি সৃষ্টির বিষয় আলোচনা করে তাওহীদ ও আখেরাতের আকীদা ও বিশ্বাসকে এক সালঙ্কার ভঙ্গিতে প্রমাণ করা হয়েছে। আলোচ্য আয়াতের প্রথম তিনটিতে বলা হয়েছে যে, বিশ্ব-জাহানের এমন মুক্ত, পরিচ্ছন্ন, নির্দশন ও প্রমাণসমূহের পরে মানবকূল দু'টি শ্রেণিতে বিভক্ত হয়ে গেছে। ১. সে শ্রেণি যারা কুদরতের এসব নিদর্শনের প্রতি আদৌ মনোনিবেশ করেনি। না চিনেছে নিজেদের সৃষ্টিকর্তা মালিককে, না এ সম্পর্কে কোনো চিন্তা-ভাবনা করেছে যে, আমরা দুনিয়ার সাধারণ জীব-জন্তুর মতোই কোনো জীব নই আল্লাহ তা'আলা যখন আমাদেরকে পৃথিবীর সমস্ত জীব-জন্তু আপেক্ষা বহুগুণ বেশি চেতনানুভূতি ও জ্ঞান-বুদ্ধি দান করেছেন এবং সমগ্র সৃষ্টিকে যখন আমাদেরই সেবায় নিয়োজিত করে দিয়েছেন, তখন হয়তো বা আমাদের প্রতিও কিছু দায়-দায়িত্ব অর্পণ করে থাকবেন এবং সে সবের জন্য হিসাব-নিকাশ ও দিতে হবে। আর সেজন্য একটা হিসাবের দিন বা প্রতিদান দিবসেরও প্রয়োজন। কুরআনের পরিভাষায় যাকে কিয়ামত ও হাশর-নাশর বলে অভিহিত করা হয়েছে– বরং তারা নিজেদের জীবনকে সাধারণ জীব জানোয়ারের পর্যায়েই রেখে দিয়েছে। প্রথম দুই আয়াতে এ শ্রেণির লোকদের বিশেষ লক্ষণ বর্ণনা করার পর তাদের পরকালীন শাস্তির কথা বলা হয়েছে। ইরশাদ হয়েছে। 'আমার নিকট আসার ব্যাপারে যেসব লোকের মনে কোনো ধারণা-কল্পনাও নেই তাদের অবস্থা হলো এই যে, তারা আখেরাতের চিরস্থায়ী জীবন ও তার অনন্ত অসীম সুখ-দুঃখের কথা ভুলে গিয়ে শুধুমাত্র পার্থিব জীবন নিয়েই সন্তুষ্ট হয়ে গেছ।'

দ্বিতীয়ত : 'পৃথিবীতে তারা এমন নিশ্চিত হয়ে বসেছে যেন এখান থেকে আর কোথাও যেতেই হবে না; চিরকালই যেন এখানে থাকবে। কখনো তাদের একথা মনে হয় না যে, এ পৃথিবী থেকে প্রত্যেকটি লোকের বিদায় নেওয়া এমন বাস্তব বিষয় যে, এতে কখনো কোনো সন্দেহ হতে পারে না। তাছাড়া এখান থেকে নিশ্চিতই যখন যেতে হবে, তখন যেখানে যেতে হবে, সেখানকার জন্যও তো খানিকট প্রস্তুতি নেওয়া কর্তব্য ছিল।'

তৃতীয়ত : "এসব লোক আমার নিদর্শনাবলি ও আয়াতসমূহের প্রতি ক্রমাগত গাফেলতি করে চলেছে। এরা যদি আসমান-জমিন কিংবা এ দুয়ের মধ্যবর্তী সাধারণ সৃষ্টি অথবা, নিজের অস্তিত্ব সম্পর্কে একটুও চিন্তা-ভাবনা করত, তাহলে বাস্তব সত্য সম্পর্কে অবহিত হওয়া কঠিন হতো না এবং তাতে করে তারা এহেন মূর্খজনোচিত গাফেলতীর গণ্ডি থেকে বেরিয়ে আসতে পারত।"

এ সমস্ত লোক যাদের এসব লক্ষণ বর্ণনা করা হয়েছে আখেরাতে তাদের শাস্তি হলো এই যে, এদের ঠিকানা হবে জাহান্নামের আগুন। আরও শাস্তি স্বয়ং তাদের কৃতকর্মেরই পরিণতি।

পরিতাপের বিষয় যে, কুরআন করীম কাফের ও মুনাফিকদের যেসব লক্ষণ বর্ণনা করেছে, আজকের দিনে আমাদের মুসলমানদের অবস্থা তার ব্যতিক্রম নয়। আমাদের জীবন ও আমাদের নিত্য নৈমিত্তিক কার্যকলাপ ও চিন্তা-কল্পনার প্রতি লক্ষ্য করলে একথা কেউ বলতে পারবে না যে, আমাদের মাঝেও এ দুনিয়া ছাড়া অন্য কোনো ভাবনা বিদ্যমান

https://e-ilm.weebly.com/

রয়েছে। অথচ, এতদসত্ত্বেও আমরা নিজেদেরকে সত্য ও পাকা মুসলমান প্রতিপন্ন করে চলেছি। পক্ষান্তরে সত্য ও পাকা মুসলমান ছিলেন আমাদের পূর্ববর্তী মনীষীবৃন্দ, তাঁদের চেহারা দেখার সাথে সাথে আল্লাহর কথা স্মরণ হয়ে যেত এবং মতে হতো, এর মনে অবশ্যই কোনো মহান সত্তার ভয় এবং কোনো হিসাব-কিতাবের চিন্তা বিদ্যমান। অন্যদের কথা তো বলাই বাহুল্য স্বয়ং রাসূলে কারীম ﷺ -এর যাবতীয় পাপপঙ্কিলতা থেকে মাসুম হওয়া সত্ত্বেও এমনি অবস্থা ছিল। শামায়েলে তিরমিযীতে বর্ণিত রয়েছে যে, তিনি অধিকাংশ সময় বিষণ্ন ও চিন্তান্বিত থাকতেন।

পরবর্তী আয়াতে সে সমস্ত ভাগ্যবান লোকদেরও আলোচনা করা হয়েছে, যারা আল্লাহ তা'আলার কুদরত তথা মহাশক্তির নিদর্শনাবলি সম্পর্কে গভীর মনোনিবেশ সহকারে চিন্তা-ভাবনা করেছে এবং সেগুলোকে চিনেছে, তার প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করেছে এবং ঈমানের চাহিদা মোতাবেক সৎকর্ম সম্পাদনে প্রতি নিয়ত নিয়োজিত রয়েছে।

কুরআন কারীম সেসব মহান ব্যক্তিদের জন্য দুনিয়া ও আখেরাতে যে যে কল্যাণকর প্রতিদান নির্ধারণ করেছে তার বর্ণনা প্রসঙ্গে বলেছে أُولَٰئِكَ يَهْدِيهِمْ رَبُّهُمْ অর্থাৎ তাদের পরওয়াদেগার তাদেরকে তাদের ঈমানের কারণে মনজিলে মাকসূদ বা উদ্দিষ্ট লক্ষ্য জান্নাতের পথ দেখিয়েছেন যেখানে সুখ ও শান্তিময় কাননকুঞ্জে প্রস্রবণসমূহ প্রবাহিত হতে থাকবে।

এতে 'হেদায়েত' শব্দ ব্যবহৃত হয়েছে, যার প্রসিদ্ধ ও প্রচলিত অর্থ হলো পথপ্রদর্শন এবং রাস্তা দেখানো। আবার কখনো উদ্দিষ্ট লক্ষ্যে পৌছে দেওয়ার অর্থেও ব্যবহৃত হয়ে থাকে। এখানে এ অর্থই উদ্দেশ্য। আর মনজিলে মাকসূদ বা উদ্দিষ্ট লক্ষ্য বলতে জান্নাতকে বুঝানো হয়েছে, যার বিশ্লেষণ করা হয়েছে পরবর্তী শব্দে। প্রথম শ্রেণির লোকদের শাস্তি যেমন তাদের কৃতকর্মের জন্য ছিল, তেমনিভাবে দ্বিতীয় এই মু'মিন শ্রেণির প্রতিদান সম্পর্কে বলা হয়েছে যে, এই উত্তম প্রতিদান তারা তাদের ঈমানের জন্য পাবেন। আর যেহেতু ঈমানের সাথে সাথে সৎকর্মের কথাও আলোচিত হয়েছে কাজেই এখানে ঈমান বলতে সে ঈমানকেই উদ্দেশ্য করা হয়েছে, যার সাথে সৎকর্মও বিদ্যমান থাকবে। ঈমান ও সৎকর্মের প্রতিদানই ছিল সুখ-শান্তির আলয় জান্নাত।

دَعْوٰىهُمْ فِيْهَا سُبْحٰنَكَ اللّٰهُمَّ এখানে دَعْوٰى শব্দটি তার নির্ধারিত দাবি অর্থে ব্যবহৃত হয়নি যা কোনো বাদী তার প্রতি পক্ষের বিরুদ্ধে করে থাকে: বরং এখানে دَعْوٰى অর্থ হলো দোয়া। সুতরাং এর মর্মার্থ হলো এই যে, জান্নাতে পৌছার পর জান্নাতবাসীদের দোয়া বা প্রার্থনা হবে এই যে, তারা 'সুবহানাকাল্লাহুম্মা' অর্থাৎ তারা আল্লাহ জাল্লাশানুহুর পবিত্রতা ঘোষণা করতে থাকবে।

এখানে প্রশ্ন হতে পারে যে, সাধারণ পরিভাষায় তো 'দোয়া' বলা হয় কোনো বিষয়ের আবেদন এবং কোনো উদ্দেশ্যে যাত্রা করাকে, কিন্তু سُبْحٰنَكَ اللّٰهُمَّ সুবহানাকাল্লাহুম্মা-তে কোনো আবেদন কিংবা কোনো কিছুর প্রার্থনা, নেই একে দোয়া বলা যায় কেমন করে?

এর উত্তর এই যে, এ বাক্যের দ্বারা এ কথাই বুঝানো উদ্দেশ্য যে, জান্নাতবাসীরা জান্নাতে যাবতীয় আরাম-আয়েশ ও যাবতীয় চাহিদা স্বতঃস্ফূর্তভাবে পেতে থাকবেন; কোনো কিছুর জন্য প্রার্থনা করতে কিংবা চাইতে হবে না। কাজেই বাসনা-প্রার্থনা ও প্রচলিত দোয়ার অনুরূপ বাক্য তাদের মুখে আবৃত হতে থাকবে। অবশ্য তাও পার্থিব জীবনের মতো আবশ্যকরণীয় কোনো ইবাদত হিসেবে নয়; বরং তারা এ বাক্যের জপ করে স্বাদ অনুভব করবেন এবং সানন্দ চিত্তে সুবহানাকাল্লাহুম্মা বলতে থাকবেন। এছাড়া এক হাদীসে কুদসীতে বর্ণিত রয়েছে যে, আল্লাহ তা'আলা বলেন 'যে বান্দা আমার প্রশংসাকীর্তনে সতত নিয়োজিত থাকে এবং এমনকি নিজের প্রয়োজনের জন্য প্রার্থনা করার সময় পর্যন্ত তার থাকে না, আমি তাকে সমস্ত প্রার্থনাকারী অপেক্ষা উত্তম বস্তু দান করব, বিনা প্রার্থনায় তার যাবতীয় কাজ পূর্ণ করে দেব।' এ হিসেবেও সুবহানাকাল্লাহুম্মা বাক্যটিকে দোয়া বলা যেতে পারে

এ অর্থেই বুখারী ও মুসলিমের হাদীসে বর্ণিত রয়েছে যে, রাসূলে কারীম ﷺ -এর সামনে যখনই কোনো কষ্ট কিংবা পেরেশানি উপস্থিত হতো, তখন তিনি এ দোয়া পড়তেন।

لَآ اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ الْعَظِيْمُ الْحَلِيْمُ - لَآ اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيْمِ - لَآ اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ رَبُّ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ وَرَبُّ الْعَرْشِ الْكَرِيْمِ.

আর ইমাম তাবারী (র.) বলেছেন যে, পূর্ববর্তী মনীষীবৃন্দ একে 'দোয়ায়ে কারব' তথা বিপদের দোয়া বলে অভিহিত করতেন এবং যে কোনো বিপদাপদ ও মানসিক পেরেশানির সময় এ বাক্যগুলো পড়ে দোয়া প্রার্থনা করতেন। -[তাফসীরে কুরতুবী]

https://e-ilm.weebly.com/

ইমাম ইবনে জারীর ও ইবনে মানযার প্রমুখ এমন এক রেওয়ায়েতও উদ্ধৃত করেছেন যে, জান্নাতবাসীদের যখন কোনো জিনিসের প্রয়োজন কিংবা বাসনা হবে, তখন তারা 'সুবহানাকাল্লাহুম্মা' বলবেন এবং এ বাক্যটি শোনার সঙ্গে সঙ্গে ফেরেশতাগণ তাদের আরাধ্য বস্তু এনে উপস্থিত করে দেবেন। 'বস্তুতঃ সুবহানাকাল্লাহুম্মা বাক্যটি যেন জান্নাতবাসীদের একটি পরিভাষা হবে, যার মাধ্যমে তারা নিজেদের বাসনা প্রকাশ করে থাকবেন আর ফেরেশতাগণ প্রতিবারই তা পূরণ করে দেবেন। -[রূহুল মা'আনী, কুরতুবী] সুতরাং এ হিসেবেও 'সুবহানাকাল্লাহুম্মা' বাক্যটিকে দোয়া বলা যেতে পারে।

জান্নাতবাসীদের দ্বিতীয় অবস্থা বর্ণনা প্রসঙ্গে বলা হয়েছে وَتَحِيَّتُهُمْ فِيهَا سَلَامٌ প্রচলিত অর্থে تَحِيَّةٌ বলা হয় এমন শব্দ বা বাক্যকে যার মাধ্যমে কোনো আগন্তুক কিংবা অভ্যাগতকে অভ্যর্থনা জানানো হয়। অর্থাৎ যেমন, সালাম, স্বাগতম, খোশ আমদেদ, কিংবা আহলান ওয়া সাহলান প্রভৃতি। সুতরাং এ আয়াতের মাধ্যমে বলা হয়েছে যে, আল্লাহ তা'আলা অথবা ফেরেশতাদের পক্ষ থেকে জান্নাতবাসীদেরকে سَلَامٌ -এর মাধ্যমে অভ্যর্থনা জানানো হবে। অর্থাৎ এ সুসংবাদ দেওয়া হবে যে, তোমরা যে কোনো রকম কষ্ট ও অপছন্দনীয় বিষয় থেকে হেফাজতে থাকবে। এ সালাম স্বয়ং আল্লাহ তা'আলার পক্ষ থেকেও হতে পারে।

যেমন, সূরা ইয়াছীনে রয়েছে- سَلٰمٌ قَوْلًا مِّنْ رَّبٍّ رَّحِيْمٍ আবার ফেরেশতাদের পক্ষ থেকেও হতে পারে। যেমন,অনত্র ইরশাদ হয়েছে وَالْمَلٰٓئِكَةُ يَدْخُلُوْنَ عَلَيْهِمْ مِّنْ كُلِّ بَابٍ سَلٰمٌ عَلَيْكُمْ অর্থাৎ ফেরেশতাগণ প্রতিটি দরজা দিয়ে 'সালামুন আলাইকুম' বলতে বলতে জান্নাতবাসীদের কাছে আসতে থাকবেন। আর এ দু'টি বিষয়ে বিরোধ-বৈপরীত্ব নেই যে, কখনো সরাসরি স্বয়ং আল্লাহ তা'আলার পক্ষ থেকে এবং কখনো ফেরেশতাদের পক্ষ থেকে সালাম আসবে। 'সালাম' শব্দটি যদিও পৃথিবীতে দোয়া হিসেবেই ব্যবহৃত হয়, কিন্তু জান্নাতে পৌছে যখন যাবতীয় উদ্দেশ্য অর্জিত হয়ে যাবে, তখন এ বাক্যটি দোয়ার পরিবর্তে সুসংবাদের বাক্য হিসেবে ব্যবহার হবে। -[রূহুল মা'আনী]

জান্নাতবাসীদের তৃতীয় অবস্থা বর্ণনা প্রসঙ্গে বলা হয়েছে وَاٰخِرُ دَعْوٰىهُمْ اَنِ الْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ অর্থাৎ জান্নাতবাসীদের সর্বশেষ দোয়া হবে اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ অর্থাৎ জান্নাতবাসীরা জান্নাতে পৌছার পর আল্লাহ তা'আলার মা'রেফাত বা পরিচয়ের ক্ষেত্রে (বিপুল) উন্নতি লাভ করবে। যেমন, হযরত শিহাব উদ্দিন সোহরাওয়ার্দী (র.) তাঁর এক পুস্তিকায় বলেছেন যে, জান্নাতে পৌছে সাধারণ জান্নাতবসীদের জ্ঞান ও মা'রেফাতের এমন স্তর লাভ হবে, যেমন পার্থিব জীবনে ওলামাদের হয়ে থাকে। আর ওলামাগণ সে স্তরে উন্নীত হবেন, যা এখানে নবী রাসূলগণের হতো। আর নবী রাসূলগণ স্তর প্রাপ্ত হবেন, যা পৃথিবীতে সাইয়িদুল আম্বিয়া হযরত মুহাম্মদ মুস্তফা ﷺ পেয়েছিলেন। হয়তো বা এই স্তরের নামই হবে 'মাকামে মাহমূদ' যার জন্য আযানের পর তিনি দোয়া করতে বলেছেন।

সারকথা হলো এই যে, জান্নাতবাসীদের প্রাথমিক দোয়া হবে سُبْحٰنَكَ اللّٰهُمَّ আর সর্বশেষ দোয়া হবে اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ এতে আল্লাহ রাব্বুল আলামীনের গুণ-বৈশিষ্ট্যের দু'টি প্রকারভেদের প্রতি ইঙ্গিত করা হয়েছে। একটি 'সিফাতে জালালী' তথা পরাক্রম ও মহত্ব গুণ যাতে যাবতীয় দোষক্রটি হতে আল্লাহ তা'আলার পবিত্রতার কথা ব্যক্ত হয়েছে এবং দ্বিতীয়টি হলো 'সিফাতে করম' যাতে তাঁর মহানুভবতা, পরিপূর্ণতা ও পরাকাষ্ঠার উল্লেখ রয়েছে। কুরআন কারীমের تَبٰرَكَ اسْمُ رَبِّكَ ذِى الْجَلٰلِ وَالْاِكْرَامِ আয়াতে এতদুভয় প্রকার বৈশিষ্ট্যের প্রতিই ইঙ্গিত করা হয়েছে। লক্ষ্য করলে বুঝা যায়, সুবহানত্ব' আল্লাহ তা'আলার জালালী গুণের অন্তর্ভুক্ত। আর তা'রীফ প্রশংসার অধিকারী হওয়া মহানুভবতা সংক্রান্ত গুণের অন্তর্ভুক্ত। স্বাভাবিক বিন্যাস অনুযায়ী জালালী বৈশিষ্ট্য করুণা ও মহানুভবতা গুণের অগ্রবর্তী। সে কারণেই জান্নাতবাসীরা প্রথমে তার জালালী গুণ سُبْحٰنَكَ اللّٰهُمَّ বাক্যে বর্ণনা করবেন এবং সর্বশেষে মহানুভবতা গুণ প্রকাশ করবেন اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ বলে। -[রূহুল মা'আনী]

দোয়া প্রার্থনাকারীর পক্ষে দোয়া শেষে وَاٰخِرُ دَعْوٰنَا اَنِ الْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ বলা মোস্তাহাব। এতদসঙ্গে সূরা সাফফাতের শেষ আয়াতগুলো অর্থাৎ سُبْحٰنَ رَبِّكَ رَبِّ الْعِزَّةِ عَمَّا يَصِفُوْنَ - وَسَلٰمٌ عَلَى الْمُرْسَلِيْنَ وَالْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ পড়ে দেওয়া অধিকতর উত্তম।

https://e-ilm.weebly.com/

https://e-ilm.weebly.com/

আল্লাহকেই ডাকতে আরম্ভ করে। শুয়ে, বসে, দাঁড়িয়ে সর্বাবস্থায় একমাত্র তাকেই ডাকতে বাধ্য হয়। অথচ তারই সাথে তাদের অনুগ্রহ বিমুখতার অবস্থা হলো এই যে, যখনই আল্লাহ তা'আলা তাদের বিপদাপদ দূর করে দেন, তখনই আল্লাহ তা'আলার ব্যাপারে এমন মুক্ত-নিশ্চিত হয়ে যায়, যেন কখনো তাকে ডাকেইনি, তার কাছে যেন কোনো বাসনাই প্রার্থনা করেনি। এতে বুঝা যাচ্ছে, মানুষের বাসনা পূরণে আল্লাহ তা'আলার সাথে যারা অপর কাউকে শরিক করে তারা নিজেও তাদের সে বিশ্বাসের অসারতা উপলব্ধি করে। কিন্তু একান্ত বিদ্বেষ ও জেদের বসেই সে বাতিল বিশ্বাসে অটল থাকে।

তৃতীয় আয়াতে ও দ্বিতীয় আয়াতে বর্ণিত বিষয়বস্তুরই অধিকতর বিশ্লেষণ করা হয়েছে যে, কেউ যেন আল্লাহ তা'আলার অবকাশ দানের কারণে এমন ধারণা করে না বসে যে, পৃথিবীতে আজাব আসতেই পারে না। বিগত জাতি-সম্প্রদায়ের ইতিহাস এবং তাদের ঔদ্ধত্য ও কৃতঘ্নতার শাস্তিস্বরূপ বিভিন্ন রকম আজাব এ পৃথিবীতেই এসে গেছে। আল্লাহ তা'আলা নবীকুল শিরমণি হযরত মুহাম্মদ ﷺ-এর দৌলতে এ ওয়াদা করে নিয়েছেন যে, কোনো সাধারণ ব্যাপক আজাব এ উম্মতের উপর আসবে না। ফলে আল্লাহ তা'আলার এহেন করুণা, অনুগ্রহ এসব লোককে এমন নির্ভয় করে দিয়েছে যে, তারা একান্ত দুঃসাহসের সাথে আল্লাহর আজাবকে আমন্ত্রণ জানাতে এবং তার দাবি করতে তৈরি হয়ে যায়। কিন্তু মনে রাখা প্রয়োজন যে, আল্লাহ তা'আলার আজাব সম্পর্কে এ নিশ্চিন্ততা কোনো অবস্থাতেই তাদের জন্য সমীচীন ও কল্যাণকর নয়। কারণ গোটা উম্মত এবং সমগ্র বিশ্বের উপর ব্যাপক আজাব না পাঠাবার প্রতিশ্রুতি থাকলেও বিশেষ বিশেষ ব্যক্তি বা সম্প্রদায়ের উপর আজাব নেমে আসা অসম্ভব কিছু নয়।

ثُمَّ جَعَلْنٰكُمْ خَلٰٓئِفَ فِى الْاَرْضِ مِنْ بَعْدِهِمْ لِنَنْظُرَ كَيْفَ تَعْمَلُوْنَ অর্থাৎ অতঃপর পূর্ববর্তী জাতি-সম্প্রদায়কে ধ্বংস করার পর আমি তোমাদেরকে তাদের স্থলাভিষিক্তি বানিয়েছি এবং পৃথিবীর খেলাফত তথা প্রতিনিধিত্ব তোমাদের হাতে অর্পণ করে দিয়েছি। কিন্তু তাই বলে একথা মনে করো না যে, পৃথিবীর খেলাফত (শুধু) তোমাদের ভোগ-বিলাসের জন্যই তোমাদের হাতে অর্পণ করা হয়েছে; বরং এ মর্যাদা ও সম্মান দানের পিছেনে আসল উদ্দেশ্য হলো তোমাদের পরীক্ষা নেওয়া যে, তোমরা কেমন কার্যকলাপ অবলম্বন কর– বিগত উম্মতদের ইতিহাস থেকে শিক্ষা গ্রহণ করে নিজেদের অবস্থার সংশোধন কর, নাকি রাষ্ট্র ও ধন-দৌলতের নেশায় উন্মত্ত হয়ে পড়।

এতে প্রতীয়মান হয়ে গেল যে, পৃথিবীর সাম্রাজ্য ও প্রভাব-প্রতিপত্তি কোনো গর্ব-অহংকারের বিষয় নয়; বরং একটি ভারি বোঝা, যাতে রয়েছে বহু দায়-দায়িত্ব।

শব্দবিশ্লেষণ :

لَقُضِىَ : সীগাহ واحد مذكر غائب বহছ ماضى مجهول বাব ضَرَبَ মাসাদর اَلْقَضَاءُ মূলবর্ণ (ق ـ ض ـ ى) জিনস ناقص يائى অর্থ– অবশ্যই পূর্ণ করে দেওয়া হবে।

لَايَرْجُوْنَ : সীগাহ جمع مذكر غائب বহছ نفى مضارع معروف বাব نَصَرَ মাসাদার اَلرَّجَاءُ মূলবর্ণ (ر ـ ج ـ و) জিনস ناقص واوى অর্থ– আশা করা। কামনা করা।

يَعْمَهُوْنَ : সীগাহ جمع مذكر غائب বহছ مضارع معروف বাব سَمِعَ মাসাদর عَمْهٌ ـ عُمُوْهٌ ـ عُمُوْهَةٌ ـ عَمَهَانٌ মূলবর্ণ (ع ـ م ـ ه) জিনস صحيح অর্থ– তারা পেরেশান হয়ে ঘুরে। তারা উদ্ভ্রান্ত হয়ে ঘুরে। পথহারা হয়ে ফিরে।

لَمْ يَدْعُنَا : সীগাহ واحد مذكر غائب বহছ نفى جحد بلم درفعل مستقبل معروف বাব نَصَرَ মাসাদার اَلدُّعَاءُ মূলবর্ণ (د ـ ع ـ و) জিনস ناقص واوى অর্থ– দোয়া করা। আহ্বান করা।

زُيِّنَ : সীগাহ واحد مذكر غائب বহছ ماضى مجهول বাব تَفْعِيْل মাসাদর اَلتَّزْيِيْنُ মূলবর্ণ (ز ـ ى ـ ن) জিনস اجوف يائى অর্থ– সৌন্দর্য মণ্ডিত করা। অলংকৃত করা। সজ্জিত করা।

https://e-ilm.weebly.com/

১৫. আর যখন তাদের সম্মুখে আমার আয়াতসমূহ পাঠ করা হয়- যা অতি সুস্পষ্ট, তখন সে সকল লোক যাদের আমার নিকট উপস্থিত হওয়ার চিন্তা নেই-এরূপ বলে যে, এটা ছাড়া অন্য কোনো কুরআন আনয়ন করুন অথবা এতেই কিছু পরিবর্তন করে দিন, আপনি এটা বলে দিন যে, আমার দ্বারা এটা সম্ভব নয় যে, আমি নিজের পক্ষ হতে এটাতে পরিবর্তন করে দিই, আমি তো কেবল তারই অনুসরণ করব, যা ওহীযোগে আমার নিকট পৌঁছেছে, যদি আমি নিজ প্রতিপালকের অবাধ্যতা করি, তবে আমি এক অতি ভীষণ দিনের শাস্তির আশঙ্কা রাখি।	وَإِذَا تُتْلَىٰ عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ ۙ قَالَ الَّذِينَ لَا يَرْجُونَ لِقَاءَنَا ائْتِ بِقُرْآنٍ غَيْرِ هَٰذَا أَوْ بَدِّلْهُ ۚ قُلْ مَا يَكُونُ لِي أَنْ أُبَدِّلَهُ مِنْ تِلْقَاءِ نَفْسِي ۖ إِنْ أَتَّبِعُ إِلَّا مَا يُوحَىٰ إِلَيَّ ۖ إِنِّي أَخَافُ إِنْ عَصَيْتُ رَبِّي عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيمٍ (١٥)
১৬. আপনি বলে দিন, যদি আল্লাহ তা'আলার ইচ্ছা হতো, তবে না আমি তোমাদেরকে এটা পাঠ করে শুনাতাম, আর না আল্লাহ তোমাদেরকে এটা জানাতেন, কেননা আমি এটার পূর্বেও তো জীবনের এক দীর্ঘ সময় তোমাদের মধ্যে অতিবাহিত করেছি; তবে কি তোমরা এতটুকু জ্ঞান রাখ না?	قُلْ لَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا تَلَوْتُهُ عَلَيْكُمْ وَلَا أَدْرَاكُمْ بِهِ ۖ فَقَدْ لَبِثْتُ فِيكُمْ عُمُرًا مِنْ قَبْلِهِ ۚ أَفَلَا تَعْقِلُونَ (١٦)
১৭. অতএব, সে ব্যক্তির চেয়ে অধিক জালিম কে হবে, যে ব্যক্তি আল্লাহ তা'আলার প্রতি মিথ্যারোপ করে, অথবা তাঁর আয়াতসমূহকে মিথ্যাচার করে? নিঃসন্দেহে এমন পাপাচারীদের কিছুতেই মঙ্গল হবে না।	فَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَىٰ عَلَى اللَّهِ كَذِبًا أَوْ كَذَّبَ بِآيَاتِهِ ۚ إِنَّهُ لَا يُفْلِحُ الْمُجْرِمُونَ (١٧)

শাব্দিক অনুবাদ :

১৫. وَإِذَا تُتْلَىٰ عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا আর যখন তাদের সম্মুখে আমার আয়াত সমূহ পাঠ করা হয় بَيِّنَاتٍ যা অতি সুস্পষ্ট قَالَ তখন যে সকল লোক এরূপ বলে যে, الَّذِينَ لَا يَرْجُونَ لِقَاءَنَا যাদের আমার নিকট উপস্থিত হওয়ার চিন্তা নেই ائْتِ بِقُرْآنٍ غَيْرِ هَٰذَا এটা ছাড়া অন্য কোনো কুরআন আনয়ন করুন أَوْ بَدِّلْهُ অথবা এটাতেই কিছু পরিবর্তন করে দিন قُلْ আপনি এটা বলে দিন যে, مَا يَكُونُ لِي আমার দ্বারা এটা সম্ভব নয় যে, أَنْ أُبَدِّلَهُ مِنْ تِلْقَاءِ نَفْسِي নিজের পক্ষ হতে এতে কোনো পরিবর্তন করে দেই إِنْ أَتَّبِعُ إِلَّا مَا يُوحَىٰ إِلَيَّ আমি তো কেবল তারই অনুসরণ করব যা ওহী যোগে আমার নিকট পৌঁছেছে إِنِّي أَخَافُ তবে আমি আশঙ্কা রাখি إِنْ عَصَيْتُ رَبِّي যদি আমি নিজ রবের নাফরমানি করি عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيمٍ এক অতি ভীষণ দিনের শাস্তির।

১৬. قُلْ আপনি বলে দিন لَوْ شَاءَ اللَّهُ যদি আল্লাহ তা'আলার ইচ্ছা হতো مَا تَلَوْتُهُ عَلَيْكُمْ তবে না আমি তোমাদেরকে এটা পাঠ করে শুনাতাম وَلَا أَدْرَاكُمْ بِهِ আর না আল্লাহ তোমাদেরকে তা জানাতেন فَقَدْ لَبِثْتُ فِيكُمْ কেননা আমি তোমাদের মধ্যে অতিবাহিত করেছি عُمُرًا مِنْ قَبْلِهِ এর পূর্বেও জীবনের এক দীর্ঘ সময় أَفَلَا تَعْقِلُونَ তবে কি তোমরা এতটুকু জ্ঞান রাখ না।

১৭. فَمَنْ أَظْلَمُ অতএব, সেই ব্যক্তির চেয়ে অধিক জালেম কে হবে مِمَّنِ افْتَرَىٰ عَلَى اللَّهِ كَذِبًا যে ব্যক্তি আল্লাহ তা'আলার উপর মিথ্যা আরোপ করে أَوْ كَذَّبَ بِآيَاتِهِ অথবা তার আয়াত সমূহকে মিথ্যা ঠাওরায় إِنَّهُ لَا يُفْلِحُ الْمُجْرِمُونَ নিঃসন্দেহে এমন পাপাচারীদের কিছুতেই মঙ্গল হবে না।

https://e-ilm.weebly.com/

১৮. আর এরা আল্লাহ ভিন্ন এমন বস্তুসমূহেরও ইবাদত করে, যারা তাদের কোনো অপকারও করতে পারে না এবং তাদের কোনো উপকারও করতে পারে না, আর তারা বলে, এরা হচ্ছে আল্লাহ তা'আলার নিকট আমাদের সুপারিশকারী; আপনি বলে দিন, তোমরা কি আল্লাহ তা'আলাকে এমন বিষয়ের সংবাদ দিচ্ছ যা তিনি অবগত নন, না আসমানে, আর না জমিনে, তিনি পবিত্র ও অনেক উর্ধ্বে তাদের শিরকি কার্যকলাপ হতে।	وَيَعْبُدُوْنَ مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ مَا لَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنْفَعُهُمْ وَيَقُوْلُوْنَ هٰٓؤُلَآءِ شُفَعَآؤُنَا عِنْدَ اللّٰهِ ؕ قُلْ اَتُنَبِّـُٔوْنَ اللّٰهَ بِمَا لَا يَعْلَمُ فِي السَّمٰوٰتِ وَلَا فِي الْاَرْضِ ؕ سُبْحٰنَهٗ وَتَعٰلٰى عَمَّا يُشْرِكُوْنَ (١٨)
১৯. আর সকল মানুষ (প্রথম) এক উম্মতই ছিল, অতঃপর তারা মতভেদ সৃষ্টি করল, আর যদি আপনার প্রতিপালকের পক্ষ হতে এক নির্দেশবাণী প্রথমে সাব্যস্ত হয়ে না থাকত, তবে যে বিষয়ে তারা মতভেদ করছে তার চূড়ান্ত মীমাংসা হয়ে যেত।	وَمَا كَانَ النَّاسُ اِلَّآ اُمَّةً وَّاحِدَةً فَاخْتَلَفُوْا ؕ وَلَوْلَا كَلِمَةٌ سَبَقَتْ مِنْ رَّبِّكَ لَقُضِيَ بَيْنَهُمْ فِيْمَا فِيْهِ يَخْتَلِفُوْنَ (١٩)
২০. আর এরা এরূপ বলে যে, তাঁর প্রতি তাঁর প্রতিপালকের পক্ষ হতে কোনো মু'জিযা কেন নাজিল হলো না। সুতরাং আপনি বলে দিন যে, অদৃশ্যের খবর কেবলমাত্র আল্লাহই জানেন, অতএব, তোমরাও প্রতীক্ষায় থাক, আমিও তোমাদের সাথে প্রতীক্ষায় রইলাম।	وَيَقُوْلُوْنَ لَوْلَآ اُنْزِلَ عَلَيْهِ اٰيَةٌ مِّنْ رَّبِّهٖ ۚ فَقُلْ اِنَّمَا الْغَيْبُ لِلّٰهِ فَانْتَظِرُوْا ۚ اِنِّيْ مَعَكُمْ مِّنَ الْمُنْتَظِرِيْنَ (٢٠) ع ٢

শাব্দিক অনুবাদ :

১৮. وَيَعْبُدُوْنَ مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ আর এরা আল্লাহ ভিন্ন এমন বস্তু সমূহের ও ইবাদত করে مَا لَا يَضُرُّهُمْ যারা তাদের কোনো অপকারও করতে পারে না وَلَا يَنْفَعُهُمْ এবং তাদের কোনো উপকারও করতে পারে না وَيَقُوْلُوْنَ আর তারা বলে هٰٓؤُلَآءِ شُفَعَآؤُنَا عِنْدَ اللّٰهِ তারা হচ্ছে আল্লাহ তা'আলার নিকট আমার সুপারিশকারী قُلْ আপনি বলে দিন اَتُنَبِّـُٔوْنَ اللّٰهَ তোমরা কি আল্লাহ তা'আলাকে এমন বিষয়ের সংবাদ দিচ্ছ بِمَا لَا يَعْلَمُ যা তিনি অবগত নন فِي السَّمٰوٰتِ وَلَا فِي الْاَرْضِ না আসমানে আর না জমিনে سُبْحٰنَهٗ وَتَعٰلٰى عَمَّا يُشْرِكُوْنَ তিনি পবিত্র ও অনেক উর্ধ্বে তাদের মুশরিকি কার্যকলাপ হতে।

১৯. وَمَا كَانَ النَّاسُ اِلَّآ اُمَّةً وَّاحِدَةً আর সকল মানুষ এক উম্মতই ছিল فَاخْتَلَفُوْا অতঃপর তারা মতভেদ সৃষ্টি করল وَلَوْلَا كَلِمَةٌ سَبَقَتْ مِنْ رَّبِّكَ আর যদি আপনার প্রতিপালকের পক্ষ হতে এক নির্দেশবাণী প্রথমে সাব্যস্ত না হয়ে থাকত لَقُضِيَ بَيْنَهُمْ فِيْمَا فِيْهِ يَخْتَلِفُوْنَ তবে যে বিষয়ে তারা মতভেদ করছে তার চূড়ান্ত মীমাংসা হয়ে যেত।

২০. وَيَقُوْلُوْنَ তারা এরূপ বলে যে, لَوْلَآ اُنْزِلَ عَلَيْهِ তার প্রতি কেন নাজিল হলো না اٰيَةٌ مِّنْ رَّبِّهٖ তাঁর প্রতিপালকের পক্ষ হতে কোনো মু'জিযা فَقُلْ সুতরাং আপনি বলে দিন যে, اِنَّمَا الْغَيْبُ لِلّٰهِ গায়েবের খবর কেবলমাত্র আল্লাহই জানেন فَانْتَظِرُوْا অতএব, তোমরাও প্রতীক্ষায় থাক اِنِّيْ مَعَكُمْ مِّنَ الْمُنْتَظِرِيْنَ আমিও তোমাদের সাথে প্রতীক্ষায় রইলাম।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

১৬. আয়াতের শানে নুযূল : হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) ও কালবী এর মতে মক্কার কুরআন নিয়ে বিদ্রূপ কারীদের সম্পর্কে আলোচ্য আয়াত নাজিল হয়েছে। –[বাহরে মুহীত : ৫/১৩৫]

তারা বলল, হে মুহাম্মদ! কুরআন ছাড়া অন্য একটি কিতাব আন, আমরা যা কামনা করি। মুজাহিদ ও কাতাদাহর মতে মক্কার মুশরিকদের সম্পর্কে উল্লিখিত আয়াত নাজিল হয়েছে।

https://e-ilm.weebly.com/

মুকাতিল এর অন্য এক মতানুসারে উক্ত আয়াত পাঁচ ব্যক্তি সম্পর্কে নাজিল হয়েছে, তারা হলো, আব্দুল্লাহ বিন উমাইয়্যা মাখজুমী, ওয়ালীদ বিন মুগীরাহ, মুকাররাজ বিন হাফস, আমর বিন আব্দুল্লাহ বিন আবী কাইস আমেরী ও আস বিন ওয়ায়েল। কারো মতে পাঁচজন হলো ওয়ালীদ, আসী, আসওয়াদ বিন মুত্তালিব, আসওয়াদ বিন আব্দে ইয়াগুছ ও হারিছ বিন হাঞ্জালা প্রমুখ। আর তা হযরত ইবনে আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত রয়েছে।

আল্লামা জমখশরী (র.) বলেন যে, পবিত্র কুরআনের মধ্যে প্রতিমা গুলোর পূজা সম্পর্কে যে সমালোচনা ও মুশরিকদের প্রতি যেভাবে কঠোর শাস্তির কথা উল্লেখ্য রয়েছে বিধায় তারা ক্রোধান্বিত। সুতরাং তারা বলতে লাগল যে, অপর এক কুরআন নিয়ে আস। যার মধ্যে আমাদের অপছন্দনীয় কোনো কিছু উল্লেখ নেই। তা হলেই আমরা তোমার অনুসরণ করে যাব। -[বাহরে মুহীত-৫/১৩৫]

ইবনে আতিয়া (র.) বলেন যে, আলোচ্য আয়াত কুরাইশদের সম্পর্কে নাজিল হয়েছে। কুরাইশের কোনো কোনো কাফের বলল, হে মুহাম্মদ! আমাদের প্রতি সহজতর বিধান দাও, যা হারাম করেছ তা হালাল করে দাও, তুমি যে গুলোকে হালাল বলে ঘোষণা দিয়েছ তা হারাম করে দাও, তাহলেই তো আমাদের সকল কাজে ঐক্যতা গড়ে উঠবে। তাদের এ বিভ্রান্তিকর দাবির প্রেক্ষাপটেই আলোচ্য আয়াত নাজিল হয়েছে। -[বাহরে মুহীত-৫/১৩৬]

১৮. আয়াতের শানে নুযূল : ইবনে আবী হাতেম ইকরামার বরাত দিয়ে বলেন যে, নজর বিন হারিছ বলেছিল, যখন কিয়ামত প্রতিষ্ঠিত হবে, তখন লাত ও উযযা আমার জন্য সুপারিশ করবে। তার ভ্রান্ত আকীদার জবাবে আল্লাহ তা'আলা আলোচ্য আয়াত অবতীর্ণ করেন। -[দুররে মানছূর-৩/৩০২, ফাতেহ-২/৪৩৩]

১৫ থেকে ১৮ এ চার আয়াতে আখেরাতের পদ্ধতি অস্বীকারকারীদের একটি ভ্রান্ত ধারণা এবং অন্যায় আবদারের খণ্ডন করা হয়েছে এসব লোক না জানত আল্লাহ তা'আলার মা'রেফাত, না ওহী ও রেসালাত সম্পর্কিত কোনো পরিচয়। নবী রাসূলগণকেও সাধারণ মানুষের মতো মনে করত। যে কুরআন কারীম রাসূল ﷺ -এর মাধ্যমে পৃথিবীতে পৌঁছেছে তার সম্পর্কে এদের ধারণা ছিল এই যে, এটি স্বয়ং তাঁরই রচনা তারই কালাম। এ ধারণার প্রেক্ষিতেই মহানবী ﷺ -এর কাছে দাবি জানায় যে, কুরআন এটি তো আমাদের বিশ্বাস ও মতবাদের বিরোধী: যে মূর্তি-বিগ্রহকে আমাদের পিতা-পিতামহ সতত সম্মান করে এসেছে এবং এগুলোকে সিদ্ধি দাতা হিসেবে মান্য করে এসেছে, কুরআন সে সমুদয়কে বাতিল ও পরিত্যাজ্য সাব্যস্ত করে। তদুপরি কুরআন আমাদের বলে যে, মৃত্যুর পর পুনরায় জীবিত হতে হবে এবং সেখানে হিসাব-নিকাশ হবে। এসব বিষয় আমাদের বুঝে আসে না। আমরা এসব মানতে রাজি নই। সুতরাং হয় আপনি এ কুরআনের পরিবর্তে অন্য কুরআন তৈরি করে দিন যাতে এসব বিষয় থাকবে না, আর না হয় অন্ততঃ এতেই সংশোধন করে সে বিষয়গুলো বাদ দিয়ে দিন।

কুরআন কারীম প্রথমে তাদের ভ্রান্ত বিশ্বাস দূর করার লক্ষ্যে মহানবী ﷺ -কে হেদায়েত দান করেছে যে, আপনি তাদের বলে দিন : এটি আমার কালামও নয় এবং নিজের ইচ্ছা মতো আমি এতে কোনো পরিবর্তন-পরিবর্ধনও করতে পারি না। আমি তো শুধুমাত্র আল্লাহর ওহীর তাবেদার। আমি আমার ইচ্ছা মতো এতে যদি সামান্যতম পরিবর্তনও করি, তাহলে অতি কঠিন গুনাহগার হয়ে পড়ব এবং নাফরমানদের জন্য যে আজাব নির্ধারিত রয়েছে, আমি তার ভয় করি। কাজেই আমার পক্ষে এমনটি অসম্ভব।

তারপর বললেন, আমি যাই কিছু করি আল্লাহর নির্দেশের পরিপ্রেক্ষিতে করি। আমাদেরকে এ কালাম শুনানো না হতো এটাই যদি আল্লাহ তা'আলা চাইতেন, তাহলে না আমি শুনাতাম, না আল্লাহ তা'আলা এ ব্যাপারে তোমাদেরকে অবহিত করতেন। সুতরাং তোমাদেরকে এ কালাম শুনানো হোক এটাই যখন আল্লাহর অভিপ্রায়, তখন কার এমন সাধ্য আছে যে, এতে কোনো রকম কম-বেশি করতে পারে?

অতঃপর কুরআন যে আল্লাহর পক্ষ থেকে আগত ঐশী কালাম তা এক প্রকৃষ্ট দলিলের মাধ্যমে বুঝানো হয়েছে। ইরশাদ হয়েছে- فَقَدْ لَبِثْتُ فِيكُمْ عُمُرًا مِنْ قَبْلِهِ অর্থাৎ তোমরা এ বিষয়টিও তো একটু চিন্তা কর যে, কুরআন নাজিল হওয়ার পূর্বে আমি তোমাদের মাঝে সুদীর্ঘ চল্লিশ বছর কাটিয়েছি। এ সময়ের মধ্যে তোমরা কখনো আমার কাছ থেকে কাব্য-কবিতা বলতে কিংবা কোনো কথিকা প্রবন্ধ রচনা করতে শোননি। যদি আমি নিজের পক্ষ থেকে এমন কালাম বলতে পারতাম, তবে এই চল্লিশ বছরের মধ্যে কিছু না কিছু তো বলতাম। তাছাড়া চল্লিশ বছরেব এই সুদীর্ঘ জীবনে তোমরা আমার চাল-চলনের বিশ্বস্ততাও প্রত্যক্ষ করে নিয়েছ। সারা

https://e-ilm.weebly.com/

জীবনেই যখন কখনো মিথ্যা কথা বলিনি, তখন আজ চল্লিশ বছর পর মিথ্যা বলার কি এমন হেতু থাকতে পারে। এতে স্পষ্টই প্রমাণিত হয় যে, মহানবী ﷺ সত্য ও বিশ্বস্ত। কুরআনে যা কিছু রয়েছে সেসব আল্লাহ তা'আলার তরফ থেকে আগত তাঁরই কালাম।

কাফের ও মুসলমান দু'টি পৃথক জাতি-বর্ণও দেশভিত্তিক জাতীয়তা অর্থহীন : وَمَا كَانَ النَّاسُ إِلَّا أُمَّةً وَاحِدَةً অর্থাৎ সমস্ত আদম সন্তান প্রথমে একত্ববাদে বিশ্বাসী একই উম্মত ও একই জাতি ছিল। শিরক ও কুফরের নামও ছিল না। পরে একত্ববাদে মতবিরোধ সৃষ্টি করে বিভিন্ন জাতি ও বিভিন্ন সম্প্রদায়ে বিভক্ত হয়ে যায়।

একই উম্মত এবং সবার মুসলমান থাকার সময়কাল কত দিন এবং কবে ছিল? হাদীস ও সীরাতের বর্ণনা দ্বারা জানা যায়, হযরত নূহ (আ.)-এর যুগ পর্যন্ত এমনি অবস্থা ছিল। হযরত নূহ (আ.)-এর যুগে এসেই কুফর ও শিরক আরম্ভ হয়, যার ফলে হযরত নূহ (আ.)-কে এর মোকাবিলা করতে হয়। -[তাফসীরে মাযহারী]

একথাও সুবিদিত যে, হযরত আদম থেকে হযরত নূহ (আ.) -এর যুগ পর্যন্ত এক সুদীর্ঘ সময়ে পৃথিবীতে মানব বংশ ও জনপদ যথেষ্ট বিস্তৃতি লাভ করেছিল। এ সমুদয় মানুষের মাঝে বর্ণ ও আকার-অবয়ব এবং জীবন ধারণ পদ্ধতিতে পার্থক্য সৃষ্টি হওয়াও একটি স্বাভাবিক ব্যাপার। তাছাড়া বিভিন্ন এলাকায় ছড়িয়ে-ছিটিয়ে যাওয়ার পর রাষ্ট্রগত পার্থক্য সৃষ্টি হওয়াও নিশ্চিত। আর হয়তো কথাবার্তায় ভাষাগতও কিছু পার্থক্য হয়ে গিয়েছিল। কিন্তু কুরআন কারীম এই বংশগত, অঞ্চলগত, বর্ণগত ও রাষ্ট্রগত পার্থক্যকে যা একান্তই স্বাভাবিক ও প্রাকৃতিক- উম্মতের ঐক্যের অন্তরায় বলে সাব্যস্ত করেনি এবং এই পার্থক্যের কারণে আদম সন্তানদেরকে বিভিন্ন জাতি কিংবা বিভিন্ন উম্মতও বলেনি; বরং 'উম্মতে ওয়াহেদাহ' তথা একই জাতি বলে অভিহিত করেছে।

অবশ্য যখন ঈমানের বিরুদ্ধে কুফর ও শিরক বিস্তার লাভ করে তখন কাফের ও মুশরিককে পৃথক জাতি, পৃথক সম্প্রদায় সাব্যস্ত করে বলেছে। فَاخْتَلَفُوْا কুরআন কারীমের هُوَ الَّذِيْ خَلَقَكُمْ فَمِنْكُمْ كَافِرٌ وَمِنْكُمْ مُؤْمِنٌ আয়াত এ বিষয়টিকে অধিকতর স্পষ্ট করে দিয়েছে যে, আল্লাহ তা'আলার সৃষ্ট আদম সন্তানদিগকে বিভিন্ন জাতিতে বিভক্ত করার বিষয় শুধু ঈমান ও ইসলাম বিমুখতা। বংশগত ও রাষ্ট্রীয় বন্ধনের দরুন জাতিসমূহ পৃথক হয় না। ভাষা, দেশ কিংবা গোত্র-বর্ণের ভিত্তিতে মানুষকে বিভিন্ন সম্প্রদায় সাব্যস্ত করা মুর্খতার একটা নয়া দৃষ্টান্ত যা আধুনিক প্রগতির সৃষ্টি। আজকের বহু লেখা-পড়া জানা লোক এই ন্যাশনালিজম তথা জাতীয়তাবাদের পিছনে লেগে আছে। অথচ এরা হাজার রকমের দাঙ্গা বিশৃঙ্খলায় জড়িয়ে রয়েছে।

শব্দবিশ্লেষণ :

تُتْلٰى : সীগাহ واحد مؤنث غائب বহছ مضارع مجهول বাব نَصَرَ মাসদার اَلتِّلَاوَةُ মূলবর্ণ (ت ـ ل ـ و) জিনস ناقص واوى অর্থ- পড়া। তেলাওয়াত করা।

يُوْحٰى : সীগাহ واحد مذكر غائب বহছ مضارع مجهول বাব اِفْعَالٌ মাসদার اَلْاِيْحَاءُ মূলবর্ণ (و ـ ح ـ ى) জিনস لفيف مفروق অর্থ- প্রত্যাদেশ করা। ওহী পাঠানো। ঢেলে দেওয়া। ايحاء মূলত : اوحاء ছিল। واو বর্ণটি ياء হয়ে গেছে।

اَخَافُ : সীগাহ واحد متكلم বহছ مضارع معروف বাব سَمِعَ মাসদার اَلْخَوْفُ মূলবর্ণ (خ ـ و ـ ف) জিনস اجوف واوى অর্থ- ভয় করা।

اَتُنَبِّئُوْنَ : শুরুতে হামযায়ে ইস্তেফহাম। تُنَبِّئُوْنَ সীগাহ جمع مذكر حاضر বহছ مضارع معروف বাব تَفْعِيْلٌ মাসদার اَلتَّنْبِئَةُ মূলবর্ণ (ن ـ ب ـ أ) জিনস مهموز لام অর্থ- সতর্ক করা। সংবাদ দেওয়া। বলে দেওয়া।

فَانْتَظِرُوْا : فاء হরফে আতফ। اِنْتَظِرُوْا সীগাহ جمع مذكر حاضر বহছ امر حاضر معروف বাব اِفْتِعَالٌ মাসদার اَلْاِنْتِظَارُ মূলবর্ণ (ن ـ ظ ـ ر) صحيح অর্থ- অপেক্ষা করা। পথ দেখা।

https://e-ilm.weebly.com/

وَإِذَآ أَذَقْنَا النَّاسَ رَحْمَةً مِّنْ بَعْدِ ضَرَّآءَ مَسَّتْهُمْ إِذَا لَهُمْ مَّكْرٌ فِيٓ اٰيَاتِنَا ۚ قُلِ اللّٰهُ أَسْرَعُ مَكْرًا ۚ إِنَّ رُسُلَنَا يَكْتُبُوْنَ مَا تَمْكُرُوْنَ (٢١)

২১. আর যখন আমি মানুষকে কোনো নিয়ামতের স্বাদ উপভোগ করাই তাদের উপর কোনো বিপদ পতিত হওয়ার পর, তখনই তারা আমার আয়াতসমূহ সম্বন্ধে দুরভিসন্ধি করতে থাকে, আপনি বলে দিন যে, আল্লাহ তা'আলা অতিসত্বর এ দুরভিসন্ধির শাস্তি প্রদান করবেন, নিশ্চয় আমার ফেরেশতাগণ তোমাদের সকল দুরভিসন্ধি লিপিবদ্ধ করছে।

هُوَ الَّذِيْ يُسَيِّرُكُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ ۚ حَتّٰىٓ إِذَا كُنْتُمْ فِي الْفُلْكِ ۚ وَجَرَيْنَ بِهِمْ بِرِيْحٍ طَيِّبَةٍ وَّفَرِحُوْا بِهَا جَآءَتْهَا رِيْحٌ عَاصِفٌ وَّجَآءَهُمُ الْمَوْجُ مِنْ كُلِّ مَكَانٍ وَّظَنُّوْٓا أَنَّهُمْ أُحِيْطَ بِهِمْ ۙ دَعَوُا اللّٰهَ مُخْلِصِيْنَ لَهُ الدِّيْنَ ۚ لَئِنْ أَنْجَيْتَنَا مِنْ هٰذِهٖ لَنَكُوْنَنَّ مِنَ الشّٰكِرِيْنَ (٢٢)

২২. তিনি এমন, যিনি তোমাদেরকে স্থলভাগে ও জলভাগে পরিভ্রমণ করান, এমনকি যখন তোমরা নৌকায় অবস্থান কর, আর সে নৌযানগুলো লোকদেরকে নিয়ে অনুকূল বায়ুর সাহায্যে চলতে থাকে, আর তারা তাতে আনন্দিত হয়, [হঠাৎ] তাদের উপর এক প্রচণ্ড [প্রতিকূল] বায়ু এসে পড়ে এবং প্রত্যেক দিক থেকে তাদের উপর তরঙ্গমালা ধেয়ে আসে এবং তারা মনে করে যে, তারা [বিপদে] বেষ্টিত হয়ে পড়েছে, [তখন] সকলে খাঁটি বিশ্বাসের সাথে আল্লাহকে ডাকতে থাকে, [হে আল্লাহ!] যদি আপনি আমাদেরকে এটা হতে রক্ষা করেন, তবে আমরা অবশ্যই কৃতজ্ঞদের অন্তর্ভুক্ত হয়ে যাব।

শাব্দিক অনুবাদ :

২১. وَإِذَآ أَذَقْنَا النَّاسَ رَحْمَةً مِّنْ بَعْدِ ضَرَّآءَ مَسَّتْهُمْ আর যখন আমি মানুষকে কোনো নিয়ামতের স্বাদ উপভোগ করাই তাদের উপর কোনো বিপদ পতিত হওয়ার পর إِذَا لَهُمْ مَّكْرٌ فِيٓ اٰيَاتِنَا তখনই তারা আমার আয়াতসমূহ সম্বন্ধে দুরভিসন্ধি করতে থাকে قُلِ আপনি বলে দিন যে, اللّٰهُ أَسْرَعُ مَكْرًا আল্লাহ তা'আলা অতিসত্বরই এ দুরভিসন্ধির শাস্তি প্রদান করবেন إِنَّ رُسُلَنَا নিশ্চয় আমার ফেরেশতাগণ يَكْتُبُوْنَ লিপিবদ্ধ করছেন مَا تَمْكُرُوْنَ তোমাদের সকল দুরভিসন্ধি।

২২. هُوَ الَّذِيْ يُسَيِّرُكُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ তিনি এমন যিনি তোমাদেরকে স্থলভাগে ও জলভাগে পরিভ্রমণ করান حَتّٰىٓ إِذَا كُنْتُمْ فِي الْفُلْكِ এমনকি যখন তোমরা নৌকায় অবস্থান কর وَجَرَيْنَ بِهِمْ আর সেই নৌযান গুলো লোকদেরকে নিয়ে চলতে থাকে بِرِيْحٍ طَيِّبَةٍ অনুকূল বায়ুর সাহায্যে وَفَرِحُوْا بِهَا আর তারা তাতে আনন্দিত হয় جَآءَتْهَا رِيْحٌ عَاصِفٌ (হঠাৎ) তাদের উপর এক প্রচণ্ড (প্রতিকূল) বায়ু এসে পড়ে وَّجَآءَهُمُ الْمَوْجُ এবং তাদের উপর তরঙ্গমালা ধেয়ে আসে مِنْ كُلِّ مَكَانٍ প্রত্যেক দিক হতে وَّظَنُّوْٓا এবং তারা মনে করে أَنَّهُمْ أُحِيْطَ بِهِمْ তারা (বিপদে) বেষ্টিত হয়ে পড়ছে دَعَوُا اللّٰهَ مُخْلِصِيْنَ لَهُ الدِّيْنَ (তখন) সকলে খাঁটি বিশ্বাসের সাথে আল্লাহকে ডাকতে থাকে لَئِنْ أَنْجَيْتَنَا مِنْ هٰذِهٖ (হে আল্লাহ) যদি আপনি আমাদেরকে এটা হতে রক্ষা করেন لَنَكُوْنَنَّ مِنَ الشّٰكِرِيْنَ তবে আমরা অবশ্যই কৃতজ্ঞ হয়ে যাব।

https://e-ilm.weebly.com/

২৩. অনন্তর যখনই আল্লাহ তা'আলা তাদেরকে উদ্ধার করে নেন, তখনই তারা ভূপৃষ্ঠে অন্যায়ভাবে বিদ্রোহাচরণ করতে থাকে: হে লোক সকল! [শুনে রেখ] তোমাদের এ বিদ্রোহাচরণ তোমাদেরই [জীবনের] জন্য বিপদ হবে, পার্থিব জীবনে [এটা দ্বারা কিছু] ফল ভোগ করছ, তৎপর আমারই পানে তোমাদের ফিরে আসতে হবে, অতঃপর আমি তোমাদের যাবতীয় কৃতকর্ম তোমাদেরকে জানিয়ে দিব।	فَلَمَّآ اَنْجٰىهُمْ اِذَا هُمْ يَبْغُوْنَ فِى الْاَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ ؕ يٰۤاَيُّهَا النَّاسُ اِنَّمَا بَغْيُكُمْ عَلٰۤى اَنْفُسِكُمْ ۙ مَّتَاعَ الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا ۫ ثُمَّ اِلَيْنَا مَرْجِعُكُمْ فَنُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُوْنَ (٢٣)
২৪. বস্তুত পার্থিব জীবনের অবস্থা তো এরূপ, যেমন আমি আসমান হতে পানি বর্ষণ করলাম, তৎপর তা [অর্থাৎ পানি] দ্বারা উৎপন্ন হয় জমিনের উদ্ভিদগুলো অতিশয় ঘন হয়ে, যা মানুষ এবং পশুরা ভক্ষণ করে, এমনকি যখন সে জমিন নিজের সুদৃশ্যতার পূর্ণরূপ ধারণ করল এবং তা শোভনীয় হয়ে উঠল এবং তার মালিকেরা মনে করল যে, এখন আমরা তার পূর্ণ অধিকারী হয়েছি, তখন দিবসে অথবা রজনীতে তার উপর আমার পক্ষ হতে কোনো আপদ এসে পড়ল, সুতরাং আমি তাকে এমন নিশ্চিহ্ন করে দিলাম, যেন গতকল্য এর অস্তিত্বই ছিল না: এরূপেই আয়াতগুলোকে আমি বিশদরূপে বর্ণনা করি এমন লোকদের জন্য যারা ভেবে দেখে।	اِنَّمَا مَثَلُ الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا كَمَآءٍ اَنْزَلْنٰهُ مِنَ السَّمَآءِ فَاخْتَلَطَ بِهٖ نَبَاتُ الْاَرْضِ مِمَّا يَاْكُلُ النَّاسُ وَالْاَنْعَامُ ؕ حَتّٰۤى اِذَاۤ اَخَذَتِ الْاَرْضُ زُخْرُفَهَا وَازَّيَّنَتْ وَظَنَّ اَهْلُهَاۤ اَنَّهُمْ قٰدِرُوْنَ عَلَيْهَاۤ ۙ اَتٰىهَاۤ اَمْرُنَا لَيْلًا اَوْ نَهَارًا فَجَعَلْنٰهَا حَصِيْدًا كَاَنْ لَّمْ تَغْنَ بِالْاَمْسِ ؕ كَذٰلِكَ نُفَصِّلُ الْاٰيٰتِ لِقَوْمٍ يَّتَفَكَّرُوْنَ (٢٤)
২৫. আর আল্লাহ [তোমাদেরকে] স্থায়ী নিবাসের দিকে আহ্বান করেন এবং যাকে ইচ্ছা সরল পথে চলার ক্ষমতা দান করেন।	وَاللّٰهُ يَدْعُوْۤا اِلٰى دَارِ السَّلٰمِ ؕ وَيَهْدِىْ مَنْ يَّشَآءُ اِلٰى صِرَاطٍ مُّسْتَقِيْمٍ (٢٥)

শাব্দিক অনুবাদ :

২৩. فَلَمَّآ اَنْجٰىهُمْ অনন্তর যখনই আল্লাহ তা'আলা তাদেরকে উদ্ধার করে নেন اِذَا هُمْ يَبْغُوْنَ তখনই তারা বিদ্রোহাচরণ করতে থাক فِى الْاَرْضِ ভূপৃষ্ঠে بِغَيْرِ الْحَقِّ অন্যায়ভাবে يٰۤاَيُّهَا النَّاسُ হে লোক সকল! اِنَّمَا بَغْيُكُمْ তোমাদের এই বিদ্রোহাচরণ عَلٰۤى اَنْفُسِكُمْ তোমাদেরই জন্য বিপদ হবে مَّتَاعَ الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا পার্থিব জীবনে ফল ভোগ করছ ثُمَّ اِلَيْنَا مَرْجِعُكُمْ তৎপর আমারই পানে তোমাদের ফিরে আসতে হবে فَنُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُوْنَ অতঃপর আমি তোমাদের যাবতীয় কৃতকর্ম তোমাদেরকে জানিয়ে দিব।

২৪. اِنَّمَا مَثَلُ الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا বস্তুত পার্থিব জীবনের অবস্থা তো এরূপ كَمَآءٍ اَنْزَلْنٰهُ مِنَ السَّمَآءِ যেমন আমি আসমান হতে পানি বর্ষণ করলাম فَاخْتَلَطَ بِهٖ نَبَاتُ الْاَرْضِ তৎপর তা দ্বারা উৎপন্ন হয় জমিনের উদ্ভিদ গুলো অতিশয় ঘন হয়ে مِمَّا يَاْكُلُ النَّاسُ وَالْاَنْعَامُ যা মানুষ এবং পশুরা ভক্ষণ করে حَتّٰۤى اِذَاۤ اَخَذَتِ الْاَرْضُ زُخْرُفَهَا এমন কি যখন সেই জমিন নিজের সুদৃশ্যতার পূর্ণরূপ ধারণ করল وَازَّيَّنَتْ এবং তা শোভনীয় হয়ে উঠল وَظَنَّ اَهْلُهَاۤ এবং তার মালিকেরা মনে করল যে, اَنَّهُمْ قٰدِرُوْنَ عَلَيْهَاۤ এখন আমরা তার পূর্ণ অধিকারী হয়েছি اَتٰىهَاۤ اَمْرُنَا لَيْلًا اَوْ نَهَارًا তখন দিবা কালে অথবা রাত্রিকালে তার উপর আমার পক্ষ থেকে কোনো বিপদ এসে পড়ল فَجَعَلْنٰهَا حَصِيْدًا সুতরাং আমি তাকে এমন নিশ্চিহ্ন করে দিলাম كَاَنْ لَّمْ تَغْنَ بِالْاَمْسِ যেন গতকাল এর অস্তিত্বই ছিল না كَذٰلِكَ نُفَصِّلُ الْاٰيٰتِ এরূপেই আমি আয়াত গুলোকে বিশদরূপে বর্ণনা করি لِقَوْمٍ يَّتَفَكَّرُوْنَ এমন লোকদের জন্য যারা ভেবে দেখে।

২৫. وَاللّٰهُ يَدْعُوْۤا আর আল্লাহ তোমাদেরকে আহবান করেন اِلٰى دَارِ السَّلٰمِ স্থায়ী নিবাসের দিকে وَيَهْدِىْ مَنْ يَّشَآءُ এবং যাকে ইচ্ছা চলার ক্ষমতা দান করে اِلٰى صِرَاطٍ مُّسْتَقِيْمٍ সরল পথে।

https://e-ilm.weebly.com/

https://e-ilm.weebly.com/

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

২১. আয়াতের শানে নুযূল : হযরত নবী করীম ﷺ যখন (মক্কাবাসীদের নির্যাতনে অতিষ্ঠ হয়ে পড়েন, তখন) মক্কাবাসীর জন্য দুর্ভিক্ষ চেয়ে বদদোয়া করেন। তাদের উপর সাত বৎসর খড়া ও দুর্ভিক্ষ নেমে আসল। এমন ভয়াবহ পরিস্থিতিতে আবূ সুফিয়ান রাসূল ﷺ -এর নিকট এসে বলল যে, আমাদের ফসলাদি উৎপন্ন হয়ে দুর্ভিক্ষ বিদূরিত হবার জন্য দোয়া করুন। তখন রাসূল ﷺ আল্লাহ তা'আলার নিকট তাদের মঙ্গল কামনা করে দোয়া করলেন। অতঃপর বৃষ্টি বর্ষিত হলো অথচ তারা ঈমান গ্রহণ করেনি। -[বাহরে মুহীত-৫/১৪০]

রুহুল মা'আনীর বর্ণনা অনুযায়ী বর্ণিত আছে যে, আল্লাহ তা'আলা মক্কাবাসীদের উপর সাত বৎসরের দুর্ভিক্ষ নির্ধারিত করে দিলেন, এতে তারা ধ্বংসের কবলে পড়ে গেল। তারা রাসূল ﷺ -এর নিকট দুর্ভিক্ষ থেকে মুক্তির জন্য দোয়া কামনা করে এবং ঈমান গ্রহণ করার প্রতিশ্রুতিও দান করে। অতঃপর যখন তাদের জন্য দোয়া করেন আল্লাহ তা'আলাও তাদের প্রতি বৃষ্টি ও শ্যামলতা দান করে দুর্ভিক্ষ বিদূরিত করেন তখন তারা আল্লাহর এ আয়াত ও নিদর্শনের প্রতি বিদ্রূপ ও কটুক্তি করতে থাকে এবং রাসূল ﷺ -এর বিরোধিতায় ব্যতিব্যস্ত হয়ে পাড়ে। -[রূহুল মা'আনী-৬/৯৩]

মক্কার কাফের সম্প্রদায়ের সাত সৎসর দুর্ভিক্ষ থেকে মুক্তি পেয়ে শুকর গুজারী করার পরিবর্তে এ ধরনের অকৃতজ্ঞতা করার পরিপ্রেক্ষিতে আল্লাহ তা'আলা আলোচ্য আয়াত নাজিল করেন :

قُلِ اللّٰهُ اَسْرَعُ مَكْرًا আরবি অভিধান অনুসারে مَكْر বলা হয় গোপন পরিকল্পনাকে, যা ভালো হতে পারে এবং মন্দও হতে পারে। উর্দূ (কিংবা বাংলা) পরিভাষার দরুন ধোকা খাওয়া উচিত নয় যে, উর্দূ (কিংবা বাংলায়) مَكْر বলা হয় ধোকা, প্রতারণা, ফেরেববাজী প্রভৃতি অর্থে, যা থেকে আল্লাহ তা'আলা পবিত্র।

اِنَّمَا بَغْيُكُمْ عَلٰى اَنْفُسِكُمْ অর্থাৎ তোমাদের অন্যায়-অনাচারের বিপদ তোমাদেরই উপর পড়ছে। এতে বুঝা যাচ্ছে, জুলুমের কারণে বিপদ অবশ্যম্ভাবী এবং দুনিয়াতেও তা ভোগ করতে হয়।

হাদীসে বর্ণিত রয়েছে, রাসূলে ﷺ বলেছেন যে, আল্লাহ আত্মীয়-বাৎসল্য ও অনুগ্রহের বদলাও শীঘ্রই দান করেন। (আখেরাতের পূর্বে পৃথিবীতেই এর বরকত পরিলক্ষিত হতে আরম্ভ করে। তেমনিভাবে) অন্যায় অত্যাচার ও আত্মীয়তার সম্পর্ক ছিন্ন করার বদলাও শীঘ্রই দান করেন। (দুনিয়াতেই তা ভোগ করতে হয়। এ হাদীসটি তিরমিযী ও ইবনে মাজাহ নির্ভরযোগ্য সনদের মাধ্যমে বর্ণনা করেছেন।) অন্য এক হাদীসে হযরত আয়েশা (রা.)-এর রেওয়ায়েতক্রমে বর্ণিত রয়েছে যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, তিন প্রকার পাপ এমন রয়েছে, যার অশুভ পরিণতি তার কর্তার উপরই পতিত হয়। তা হলো জুলুম, প্রতিশ্রুতিভঙ্গ ও ধোঁকা-প্রতারণা।

-[আবুশ শায়খ ইবনে মারদুভিয়াহ কর্তৃক তাঁর তাফসীরে বর্ণিত ও মাযহারী থেকে উদ্ধৃত।]

وَاللّٰهُ يَدْعُوْا اِلٰى دَارِ السَّلٰمِ অর্থাৎ আল্লাহ তা'আলা মানুষকে শান্তির আলয়ের দিকে আহ্বান করেন। অর্থাৎ এমন গৃহের প্রতি আমন্ত্রণ জানান যাতে রয়েছে সর্বাধিক নিরাপত্তা ও শান্তি। না আছে তাতে কোনো রকম দুঃখ-কষ্ট, না আছে ব্যথা-বেদনা, না আছে রোগ-তাপের ভয় আর নাইবা আছে ধ্বংস।

'দারুসসালাম' -এর মর্মার্থ হলো জান্নাত। একে 'দারুসসালাম' বলার এক কারণ হলো এই যে, প্রত্যেকেই এখানে সর্বপ্রকার নিরাপত্তা ও প্রশান্তি লাভ করবে। দ্বিতীয়তঃ কোনো কোনো রেওয়ায়েতে বর্ণিত রয়েছে যে, জান্নাতের নাম দারুসসালাম এজন্য রাখা হয়েছে যে, এতে বসবাসকারীদের প্রতি সার্বক্ষণিকভাবে আল্লাহ তা'আলার পক্ষ থেকে এবং ফেরেশতাদের পক্ষ থেকেও সালাম পৌছাতে থাকবে; বরং সালাম শব্দই হবে জান্নাতবাসীদের পরিভাষা, যার মাধ্যমে তারা নিজেদের মনোবাসনা ব্যক্ত করবেন এবং ফেরেশতাগণ তা সরবরাহ করে দিবেন। যেমন, পূর্ববর্তী আয়াতে বলা হয়েছে।

https://e-ilm.weebly.com/

২৬. যারা নেক কাজ করেছে [অর্থাৎ ঈমান এনেছে], তাদের জন্য উত্তম বস্তু [অর্থাৎ বেহেশত] রয়েছে, আর তদুপরি [আল্লাহর দীদার]-ও, আর না তাদের মুখমণ্ডলের উপর মলিনতা আচ্ছন্ন করবে, আর না অপমান, এরাই হচ্ছে বেহেশতের অধিবাসী, তারা তাতে অনন্তকাল থাকবে।	لِلَّذِيْنَ اَحْسَنُوا الْحُسْنٰى وَزِيَادَةٌ ۚ وَلَا يَرْهَقُ وُجُوْهَهُمْ قَتَرٌ وَّلَا ذِلَّةٌ ۚ اُولٰٓئِكَ اَصْحٰبُ الْجَنَّةِ ۚ هُمْ فِيْهَا خٰلِدُوْنَ ﴿٢٦﴾
২৭. পক্ষান্তরে যারা মন্দ কাজ করেছে তারা তাদের মন্দ কাজের শাস্তি পাবে তার অনুরূপ এবং অপমান তাদেরকে আচ্ছাদিত করে নিবে; তাদেরকে আল্লাহ [-এর আজাব] হতে কেউই রক্ষা করতে পারবে না, যেন তাদের মুখমণ্ডলকে আচ্ছাদিত করে দেওয়া হয়েছে অন্ধকার রাত্রির পরতসমূহ দ্বারা; এরা হচ্ছে দোজখের অধিবাসী, তারা তাতে অনন্তকাল থাকবে।	وَالَّذِيْنَ كَسَبُوا السَّيِّاٰتِ جَزَآءُ سَيِّئَةٍۭ بِمِثْلِهَا ۙ وَتَرْهَقُهُمْ ذِلَّةٌ ۚ مَا لَهُمْ مِّنَ اللّٰهِ مِنْ عَاصِمٍ ۚ كَاَنَّمَآ اُغْشِيَتْ وُجُوْهُهُمْ قِطَعًا مِّنَ الَّيْلِ مُظْلِمًا ۚ اُولٰٓئِكَ اَصْحٰبُ النَّارِ ۚ هُمْ فِيْهَا خٰلِدُوْنَ ﴿٢٧﴾
২৮. আর সে দিনটিও উল্লেখযোগ্য- যেদিন আমি তাদের সকলকে একত্র করব, অতঃপর মুশরিকদেরকে বলব, তোমরা এবং তোমাদের মনোনীত শরিকরা স্ব স্ব স্থানে অবস্থান কর, অনন্তর আমি তাদের মধ্যে পরস্পর বিভেদ সৃষ্টি করে দিব এবং তাদের সে শরিকরা বলবে, তোমরা তো আমাদের ইবাদত করতে না।	وَيَوْمَ نَحْشُرُهُمْ جَمِيْعًا ثُمَّ نَقُوْلُ لِلَّذِيْنَ اَشْرَكُوْا مَكَانَكُمْ اَنْتُمْ وَشُرَكَآؤُكُمْ ۚ فَزَيَّلْنَا بَيْنَهُمْ وَقَالَ شُرَكَآؤُهُمْ مَّا كُنْتُمْ اِيَّانَا تَعْبُدُوْنَ ﴿٢٨﴾

শাব্দিক অনুবাদ :

২৬. لِلَّذِيْنَ اَحْسَنُوا যারা নেক কাজ করেছে (ঈমান এনেছে) الْحُسْنٰى তাদের তাদের জন্য উত্তম বস্তু রয়েছে وَزِيَادَةٌ আর তদুপরি (আল্লাহর দীদার)-ও وَلَا يَرْهَقُ আর না আচ্ছন্ন করবে وُجُوْهَهُمْ قَتَرٌ তাদের মুখমণ্ডলের উপর মলিনতা وَلَا ذِلَّةٌ আর না অপমান اُولٰٓئِكَ اَصْحٰبُ الْجَنَّةِ এরাই হচ্ছে বেহেশতের অধিবাসী هُمْ فِيْهَا خٰلِدُوْنَ তারা তাতে অনন্তকাল থাকবে।

২৭. وَالَّذِيْنَ كَسَبُوا السَّيِّاٰتِ পক্ষান্তরে যারা মন্দ কাজ করেছে جَزَآءُ سَيِّئَةٍۭ بِمِثْلِهَا তারা তাদের মন্দ কাজের শাস্তি পাবে তার অনুরূপ وَتَرْهَقُهُمْ ذِلَّةٌ এবং অপমান তাদেরকে আচ্ছাদিত করে নিবে مَالَهُمْ مِّنَ اللّٰهِ مِنْ عَاصِمٍ তাদেরকে আল্লাহ (-এর আজাব) হতে কেউই রক্ষা করতে পারবে না كَاَنَّمَآ اُغْشِيَتْ وُجُوْهُهُمْ যেন তাদের মুখমণ্ডলকে আচ্ছাদিত করে দেওয়া হয়েছে قِطَعًا مِّنَ الَّيْلِ مُظْلِمًا অন্ধকার রাত্রির পরত সমূহ দ্বারা اُولٰٓئِكَ اَصْحٰبُ النَّارِ এরা হচ্ছে দোজখের অধিবাসী هُمْ فِيْهَا خٰلِدُوْنَ তারা তাতে অনন্তকাল থাকবে।

২৮. وَيَوْمَ نَحْشُرُهُمْ جَمِيْعًا আর সে দিনটি ও উল্লেখযোগ্য যেদিন আমি তাদের সকলকে একত্রিত করব ثُمَّ نَقُوْلُ لِلَّذِيْنَ اَشْرَكُوْا অত:পর মুশরিকদেরকে বলব مَكَانَكُمْ স্বঃস্ব স্থানে অবস্থান কর اَنْتُمْ وَشُرَكَآؤُكُمْ তোমরা এবং তোমাদের মনোনীত শরিকরা فَزَيَّلْنَا بَيْنَهُمْ অনন্তর আমি তাদের মধ্যে পরস্পর বিভেদ সৃষ্টি করে দিব وَقَالَ شُرَكَآؤُهُمْ এবং তাদের সে শরিকরা বলবে مَا كُنْتُمْ اِيَّانَا تَعْبُدُوْنَ তোমরা তো আমাদের ইবাদত করতে না।

https://e-ilm.weebly.com/

২৯. বস্তুত আমাদের ও তোমাদের মধ্যে আল্লাহই হচ্ছেন যথোপযুক্ত সাক্ষী যে, আমরা তোমাদের ইবাদত সম্বন্ধে অবহিত ছিলাম না।	فَكَفٰى بِاللّٰهِ شَهِيْدًاۢ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ اِنْ كُنَّا عَنْ عِبَادَتِكُمْ لَغٰفِلِيْنَ (٢٩)
৩০. তথায় প্রত্যেক ব্যক্তিই স্বীয় পূর্ব কৃতকর্মগুলো পরীক্ষা করে নিবে এবং তাদেরকে আল্লাহর দিকে প্রত্যাবর্তিত করা হবে, যিনি তাদের প্রকৃত মালিক, আর যেসব মা'বূদ উদ্ভাবিত করে রেখেছিল সকলেই তাদের থেকে অদৃশ্য হয়ে যাবে।	هُنَالِكَ تَبْلُوْا كُلُّ نَفْسٍ مَّاۤ اَسْلَفَتْ وَرُدُّوْۤا اِلَى اللّٰهِ مَوْلٰىهُمُ الْحَقِّ وَضَلَّ عَنْهُمْ مَّا كَانُوْا يَفْتَرُوْنَ (٣٠)
৩১. আপনি বলুন, তিনি কে, যিনি তোমাদেরকে আসমান ও জমিন হতে রিজিক পৌছিয়ে থাকেন? অথবা তিনি কে, যিনি কর্ণ ও চক্ষুসমূহের উপর পূর্ণ অধিকার রাখেন? আর তিনি কে? যিনি জীবন্তকে প্রাণহীন হতে বের করেন, আর প্রাণহীনকে জীবন্ত হতে বের করেন, আর তিনি কে? যিনি সকল কাজ পরিচালনা করেন, তখন অবশ্যই তারা এটাই বলবে যে, আল্লাহ, অতএব, আপনি বলুন যে, তবে কেন তোমরা (শিরক হতে) নিবৃত্ত থাকছ না।	قُلْ مَنْ يَّرْزُقُكُمْ مِّنَ السَّمَآءِ وَالْاَرْضِ اَمَّنْ يَّمْلِكُ السَّمْعَ وَالْاَبْصَارَ وَمَنْ يُّخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ وَيُخْرِجُ الْمَيِّتَ مِنَ الْحَيِّ وَمَنْ يُّدَبِّرُ الْاَمْرَ ۚ فَسَيَقُوْلُوْنَ اللّٰهُ ۚ فَقُلْ اَفَلَا تَتَّقُوْنَ (٣١)
৩২. সুতরাং তিনিই হচ্ছেন আল্লাহ, যিনি তোমাদের প্রকৃত প্রতিপালক, অতএব, সত্যের পর গোমরাহি ব্যতীত আর কি থাকবে? তবে তোমরা (সত্যকে ছেড়ে) কোথায় ফিরে যাচ্ছ?	فَذٰلِكُمُ اللّٰهُ رَبُّكُمُ الْحَقُّ ۚ فَمَاذَا بَعْدَ الْحَقِّ اِلَّا الضَّلٰلُ ۚ فَاَنّٰى تُصْرَفُوْنَ (٣٢)

ع ٤ / ٨

শাব্দিক অনুবাদ :

২৯. فَكَفٰى بِاللّٰهِ شَهِيْدًا বস্তুত আল্লাহই হচ্ছেন যথোপযুক্ত সাক্ষী بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ আমাদের ও তোমাদের মধ্যে اِنْ كُنَّا عَنْ عِبَادَتِكُمْ لَغٰفِلِيْنَ যে, আমরা তোমাদের ইবাদত সম্বন্ধে অবহিত ছিলাম না।

৩০. هُنَالِكَ تَبْلُوْا তথায় পরীক্ষা করে নিবে كُلُّ نَفْسٍ প্রত্যেক ব্যক্তি مَّاۤ اَسْلَفَتْ স্বীয় পূর্ব কৃত কর্মগুলো وَرُدُّوْۤا اِلَى اللّٰهِ এবং তাদেরকে আল্লাহর দিকে প্রত্যাবর্তিত করা হবে مَوْلٰىهُمُ الْحَقِّ যিনি তাদের প্রকৃত মালিক وَضَلَّ عَنْهُمْ مَّا كَانُوْا يَفْتَرُوْنَ আর যে সব মা'বূদ গড়ে রেখেছিল সকলেই তাদের থেকে অদৃশ্য হয়ে যাবে।

৩১. قُلْ আপনি বলুন مَنْ يَّرْزُقُكُمْ তিনি কে যিনি তোমাদেরকে রিজিক পৌছিয়ে থাকেন مِّنَ السَّمَآءِ وَالْاَرْضِ আসমান ও জমিন হতে اَمَّنْ يَّمْلِكُ السَّمْعَ وَالْاَبْصَارَ অথবা তিনি কে যিনি কর্ণ ও চক্ষু সমূহের উপর পূর্ণ অধিকার রাখেন وَمَنْ يُّخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ আর তিনি কে যিনি জীবন্তকে প্রাণহীন হতে বের করেন وَيُخْرِجُ الْمَيِّتَ مِنَ الْحَيِّ আর প্রাণহীনকে জীবন্ত হতে বের করেন وَمَنْ يُّدَبِّرُ الْاَمْرَ আর তিনি কে যিনি সকল কাজ পরিচালনা করেন فَسَيَقُوْلُوْنَ اللّٰهُ তখন অবশ্যই তারা এটাই বলবে যে, আল্লাহ فقل অতএব, আপনি বলুন যে, اَفَلَا تَتَّقُوْنَ তবে কেন তোমরা (শিরক হতে) নিবৃত্ত থাকছ না।

৩২. فَذٰلِكُمُ اللّٰهُ সুতরাং তিনিই হচ্ছেন আল্লাহ رَبُّكُمُ الْحَقُّ যিনি তোমাদের প্রকৃত প্রতিপালক فَمَاذَا بَعْدَ الْحَقِّ اِلَّا الضَّلٰلُ অতএব, সত্যের পর গোমরাহী ব্যতীত আর কি রইল فَاَنّٰى تُصْرَفُوْنَ তবে তোমরা কোথায় ফিরে যাচ্ছ।

https://e-ilm.weebly.com/

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

فَذٰلِكُمُ اللّٰهُ رَبُّكُمُ الْحَقُّ فَمَاذَا بَعْدَ الْحَقِّ اِلَّا الضَّلٰلُ অর্থাৎ ইনিই হলেন সে মহান সত্তা যাঁর গুণ-পরাকাষ্ঠার বিবরণ এইমাত্র বর্ণিত হলো, তার পরে পথভ্রষ্টতা ছাড়া আর কি থাকতে পারে? অর্থাৎ যখন আল্লাহ তা'আলার নিশ্চিত উপাস্য হওয়া প্রমাণিত হয়ে গেল, তখন সে নিশ্চিত সত্যকে পরিহার করে অন্যান্যদের প্রতি মনোনিবেশ করা কঠিন নির্বুদ্ধিতার কাজ।

এ আয়াতের জ্ঞাতব্য বিষয় ও মাসায়েলসমূহের মধ্যে স্মরণ রাখার যোগ্য যে, আয়াতে فَمَاذَا بَعْدَ الْحَقِّ اِلَّا الضَّلٰلُ বাক্যের দ্বারা প্রমাণিত হয়ে যায় যে, সত্য ও মিথ্যার মাঝে কোনো সংযোগ নেই। যা সত্য ও ন্যায় হবে না তাই মিথ্যা ও পথভ্রষ্টতার অন্তর্ভুক্ত হবে। এমন কোনো কাজ থাকতে পারে না, যা না হবে সত্য, না হবে পথভ্রষ্টতা। আবার এমনো হতে পারে না যে, দু'টি বিপরীতধর্মী বস্তুই সত্য হবে। আকায়েদের সমস্ত নীতিশাস্ত্রে একথা সর্বজন স্বীকৃত। অবশ্য আনুষঙ্গিক মাসআলা-মাসায়েল ও ফিকহ সংক্রান্ত খুঁটিনাটি বিষয়ে ওলামায়ে কেরামের মাঝে মতবিরোধ রয়েছে। কোনো কোনো মনীষীর মতে ইজতেহাদী মাসায়েলের ক্ষেত্রে উভয়পক্ষকেই সত্য ও সঠিক বলা হবে। আর অধিকাংশ ওলামা এ ব্যাপারে একমত যে, ইজতেহাদী মাসআলা-মাসায়েলের ব্যাপারে প্রতিপক্ষকে পথভ্রষ্ট গোমরাহ বলা যাবে না।

শব্দবিশ্লেষণ :

حُسْنٰى : সীগাহ واحد مؤنث বহছ اسم تفضيل বাব كَرُمَ মাসদার اَلْحُسْنُ মূলবর্ণ (ح ـ س ـ ن) জিনস صحيح অর্থ- ভালো। উত্তম। সুন্দর। তরজমায়ে থানভী (র.)।

قَتَرٌ : ইসমে ফে'ল। অর্থ- কৃপণতা। মূলবর্ণ (ق ـ ت ـ ر) জিনস صحيح অর্থ- খুব অল্প খরচ।

اُغْشِيَتْ : সীগাহ واحد مؤنث غائب বহছ ماضى مجهول বাব اِفْعَالٌ মাসদার اَلْاِغْشَاءُ মূলবর্ণ (غ ـ ش ـ ى) জিনস ناقص يائى অর্থ- ঢেকে দেওয়া। আচ্ছাদিত করা।

زَيَّلْنَا : সীগাহ جمع متكلم বহছ ماضى معروف বাব تَفْعِيْلٌ মাসদার اَلتَّزْيِيْلُ মূলবর্ণ (ز ـ ى ـ ل) জিনস اجوف يائى অর্থ- পৃথক করে দেওয়া।

تَبْلُوْا : সীগাহ واحد مؤنث غائب বহছ مضارع معروف বাব نَصَرَ মাসদার اَلْبَلَاءُ মূলবর্ণ (ب ـ ل ـ و) জিনস ناقص واوى অর্থ- পরীক্ষা নেওয়া। পরীক্ষা করা। বাব سَمِعَ থেকেও পুরনো/পঁচা-বাসি হওয়ার অর্থে আসে।

رُدُّوْا : সীগাহ جمع مذكر غائب বহছ ماضى مجهول বাব نَصَرَ মাসদার رَدًّا , مَرْدُوْدًا ও مَرَدًّا মূলবর্ণ (ر ـ د ـ د) জিনস مضاعف ثلاثى অর্থ- ফিরিয়ে আনা। প্রত্যাবর্তন করানো।

اَلْحَىُّ : জীবিত। حَيَاةٌ থেকে উদ্ভূত। ছিফাতে মুশাব্বাহর সীগাহ।

https://e-ilm.weebly.com/

كَذٰلِكَ حَقَّتْ كَلِمَتُ رَبِّكَ عَلَى الَّذِيْنَ فَسَقُوْٓا اَنَّهُمْ لَا يُؤْمِنُوْنَ (٣٣)

৩৩. এভাবে সমস্ত অবাধ্য লোকদের সম্পর্কে আপনার প্রতিপালকের এ বাণী সাব্যস্ত হয়ে গেল যে, তারা ঈমান আনবে না।

قُلْ هَلْ مِنْ شُرَكَآئِكُمْ مَّنْ يَّبْدَؤُا الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيْدُهٗ ؕ قُلِ اللّٰهُ يَبْدَؤُا الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيْدُهٗ فَاَنّٰى تُؤْفَكُوْنَ (٣٤)

৩৪. আপনি বলুন যে, তোমাদের (নিরূপিত) শরিকদের মধ্যে এমন কেউ আছে কি? যে প্রথমবারেও সৃষ্টি করে, আবার পুনর্বারও সৃষ্টি করে; আপনি বলে দিন, আল্লাহ তা'আলাই প্রথমবারও সৃষ্টি করেন, তৎপর তিনিই পুনর্বারও সৃষ্টি করবেন, অতএব, তোমরা [সত্য হতে] কোথায় ফিরে যাচ্ছ?

قُلْ هَلْ مِنْ شُرَكَآئِكُمْ مَّنْ يَّهْدِيْٓ اِلَى الْحَقِّ ؕ قُلِ اللّٰهُ يَهْدِيْ لِلْحَقِّ ؕ اَفَمَنْ يَّهْدِيْٓ اِلَى الْحَقِّ اَحَقُّ اَنْ يُّتَّبَعَ اَمَّنْ لَّا يَهِدِّيْٓ اِلَّآ اَنْ يُّهْدٰى ۚ فَمَا لَكُمْ ۟ كَيْفَ تَحْكُمُوْنَ (٣٥)

৩৫. আপনি বলুন, তোমাদের শরিকদের মধ্যে এমন কেউ আছে কি? যে সত্য বিষয়ের সন্ধান দেয়: আপনি বলে দিন যে, আল্লাহই সত্য বিষয়ের পথপ্রদর্শন করেন; তবে কি যে ব্যক্তি সত্য বিষয়ের পথপ্রদর্শন করেন তিনিই অনুসরণ করার সমধিক যোগ্য? অথবা সে ব্যক্তি, যে অন্যের পথ প্রদর্শন করা ব্যতীত নিজেই পথ প্রাপ্ত হয় না, তবে তোমাদের কি হলো? তোমরা কিরূপে সিদ্ধান্ত করে থাক?

وَمَا يَتَّبِعُ اَكْثَرُهُمْ اِلَّا ظَنًّا ؕ اِنَّ الظَّنَّ لَا يُغْنِيْ مِنَ الْحَقِّ شَيْـًٔا ؕ اِنَّ اللّٰهَ عَلِيْمٌۢ بِمَا يَفْعَلُوْنَ (٣٦)

৩৬. আর তাদের অধিকাংশ লোক কেবল অলীক কল্পনার পিছনে চলছে, নিশ্চয় অলীক কল্পনা বাস্তব ব্যাপারে মোটেই ফলপ্রসু নয়, নিশ্চয় আল্লাহ তা'আলা সবই জানেন, যা কিছু তারা করছে।

শাব্দিক অনুবাদ :

৩৩. كَذٰلِكَ এভাবে حَقَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ আপনার প্রতিপালকের এই কথা সাব্যস্ত হয়ে গেল যে, عَلَى الَّذِيْنَ فَسَقُوْٓا সমস্ত অবাধ্য লোকদের সম্পর্কে اَنَّهُمْ لَا يُؤْمِنُوْنَ যে তারা ঈমান আনবে না।

৩৪. قُلْ আপনি বলুন যে, هَلْ مِنْ شُرَكَآئِكُمْ তোমাদের শরিকদের মধ্যে এমনে কেউ আছে কি مَنْ يَّبْدَؤُ الْخَلْقَ যে প্রথমবারও সৃষ্টি করে ثُمَّ يُعِيْدُهٗ আবার পুনর্বারও সৃষ্টি করে قُلْ আপনি বলে দিন اللّٰهُ يَبْدَؤُ الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيْدُهٗ আল্লাহ তা'আলাই প্রথমবারও পয়দা করেন তৎপর তিনিই পুনর্বার ও সৃষ্টি করবেন فَاَنّٰى تُؤْفَكُوْنَ অতএব, তোমরা (সত্য হতে) কোথায় ফিরে যাচ্ছ।

৩৫. قُلْ আপনি বলুন هَلْ مِنْ شُرَكَآئِكُمْ তোমাদের শরিকদের মধ্যে এমন কেউ আছে কি مَنْ يَّهْدِيْٓ اِلَى الْحَقِّ যে সত্য বিষয়ের সন্ধান দেয় قُلْ আপনি বলে দিন اللّٰهُ يَهْدِيْ لِلْحَقِّ আল্লাহ্ সত্য বিষয়ের পথ প্রদর্শন করেন اَفَمَنْ يَّهْدِيْٓ اِلَى الْحَقِّ তবে কি যে ব্যক্তি সত্য বিষয়ের পথ প্রদর্শন করেন اَحَقُّ اَنْ يُّتَّبَعَ তিনিই অনুসরণ করার সমধিক যোগ্য اَمَّنْ لَّا يَهِدِّيْٓ اِلَّآ اَنْ يُّهْدٰى অথবা সে ব্যক্তি যে অন্যের পথ প্রদর্শন করা ব্যতীত নিজেই পথ প্রাপ্ত হয় না فَمَا لَكُمْ তবে তোমাদরে কি হলো كَيْفَ تَحْكُمُوْنَ তোমরা কিরূপ সিদ্ধান্ত করে থাক।

৩৬. وَمَا يَتَّبِعُ اَكْثَرُهُمْ اِلَّا ظَنًّا আর তাদের অধিকাংশ লোক কেবল অলীক কল্পনার পিছনে চলছে اِنَّ الظَّنَّ নিশ্চয় অলীক কল্পনা لَا يُغْنِيْ مِنَ الْحَقِّ شَيْـًٔا বাস্তব ব্যাপারে মোটেই ফলপ্রসু নয় اِنَّ اللّٰهَ عَلِيْمٌۢ بِمَا يَفْعَلُوْنَ নিশ্চয় আল্লাহ তা'আলা সবই জানেন যা কিছু তারা করছে।

https://e-ilm.weebly.com/

https://e-ilm.weebly.com/

https://e-ilm.weebly.com/

৪১. আর [এতদসত্ত্বেও] যদি তারা আপনাকে মিথ্যা সাব্যস্ত করতে থাকে, তবে বলে দিন, আমার কর্মফল আমি পাব, আর তোমাদের কর্মফল তোমরা পাবে, আমি যা করি সে বিষয়ে তোমরা দায় মুক্ত এবং তোমরা যা কর সে বিষয়ে আমিও দায় মুক্ত।	وَاِنْ كَذَّبُوْكَ فَقُلْ لِّيْ عَمَلِيْ وَلَكُمْ عَمَلُكُمْ ۚ اَنْتُمْ بَرِيْٓـُٔوْنَ مِمَّآ اَعْمَلُ وَاَنَا بَرِيْٓءٌ مِّمَّا تَعْمَلُوْنَ (٤١)
৪২. আর তাদের কিছু এমন [-ও] আছে যারা আপনার [কথার] প্রতি কান পেতে রাখে; তবে কি আপনি বধিরদেরকে শুনাচ্ছেন? যদিও তাদের বোধশক্তি না থাকে।	وَمِنْهُمْ مَّنْ يَّسْتَمِعُوْنَ اِلَيْكَ ۚ اَفَاَنْتَ تُسْمِعُ الصُّمَّ وَلَوْ كَانُوْا لَا يَعْقِلُوْنَ (٤٢)
৪৩. আর তাদের কিছু এমন [-ও] আছে যারা আপনাকে দেখছে, তবে কি আপনি অন্ধকে পথ দেখাতে চাচ্ছেন? যদিও তাদের অন্তর্দৃষ্টি না থাকে।	وَمِنْهُمْ مَّنْ يَّنْظُرُ اِلَيْكَ ۚ اَفَاَنْتَ تَهْدِي الْعُمْيَ وَلَوْ كَانُوْا لَا يُبْصِرُوْنَ (٤٣)
৪৪. এটা স্থির নিশ্চিত যে, আল্লাহ মানুষের প্রতি জুলুম করেন না, পরন্তু মানুষ নিজেরাই নিজেদের প্রতি জুলুম করছে।	اِنَّ اللّٰهَ لَا يَظْلِمُ النَّاسَ شَيْـًٔا وَّلٰكِنَّ النَّاسَ اَنْفُسَهُمْ يَظْلِمُوْنَ (٤٤)
৪৫. আর সেই দিনটি তাদরেকে স্মরণ করিয়ে দিন, যেদিন আল্লাহ তাদেরকে এরূপ অবস্থায় একত্র করবেন, যেন তারা পূর্ণ দিবসের মুহূর্তকাল মাত্র অবস্থান করেছিল এবং তারা পরস্পর একে অপরকে চিনবে, বাস্তাবিক ক্ষতিগ্রস্ত হলো সে সকল লোক যারা আল্লাহর দরবারে উপস্থিত হওয়াকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করেছে এবং তারা হেদায়েত প্রাপ্ত ছিল না।	وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ كَاَنْ لَّمْ يَلْبَثُوْٓا اِلَّا سَاعَةً مِّنَ النَّهَارِ يَتَعَارَفُوْنَ بَيْنَهُمْ ۚ قَدْ خَسِرَ الَّذِيْنَ كَذَّبُوْا بِلِقَآءِ اللّٰهِ وَمَا كَانُوْا مُهْتَدِيْنَ (٤٥)

শাব্দিক অনুবাদ :

৪১. وَاِنْ كَذَّبُوْكَ আর যদি তারা আপনাকে মিথ্যা সাব্যস্ত করতে থাকে فَقُلْ لِّيْ عَمَلِيْ তবে বলে দিন আমার কর্মফল আমি পাব وَلَكُمْ عَمَلُكُمْ তোমাদের কর্মফল তোমরা পাবে اَنْتُمْ بَرِيْٓـُٔوْنَ مِمَّآ اَعْمَلُ তোমরা তো আমার কৃতকর্মের জবাবদিহি নও وَاَنَا بَرِيْٓءٌ مِّمَّا تَعْمَلُوْنَ আর আমিও তোমাদরে কর্মের জবাবদিহি নই।

৪২. وَمِنْهُمْ مَّنْ يَّسْتَمِعُوْنَ اِلَيْكَ আর তাদের কিছু এমনও আছে যারা আপনার প্রতি কান পেতে রাখে اَفَاَنْتَ تُسْمِعُ الصُّمَّ তবে আপনি কি বধিরদেরকে শুনাচ্ছেন وَلَوْ كَانُوْا لَا يَعْقِلُوْنَ যদিও তাদের বোধ শক্তি না থাকে।

৪৩. وَمِنْهُمْ مَّنْ يَّنْظُرُ اِلَيْكَ আর তাদের কিছু এমন আছে যারা আপনাকে দেখছে اَفَاَنْتَ تَهْدِي الْعُمْيَ তবে কি আপনি অন্ধকে পথ দেখাতে চান وَلَوْ كَانُوْا لَا يُبْصِرُوْنَ যদিও তাদের অন্তর্দৃষ্টি না থাকে।

৪৪. اِنَّ اللّٰهَ لَا يَظْلِمُ النَّاسَ شَيْـًٔا এটা স্থির নিশ্চিত যে, আল্লাহ মানুষের প্রতি জুলুম করেন না وَلٰكِنَّ النَّاسَ اَنْفُسَهُمْ يَظْلِمُوْنَ পরন্তু মানুষ নিজেরাই নিজেদের প্রতি জুলুম করছে।

৪৫. وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ আর সেদিনটি তাদেরকে স্মরণ করিয়ে দিন, যেদনি আল্লাহ তাদেরকে এরূপ অবস্থায় একত্রিত করবেন كَاَنْ لَّمْ يَلْبَثُوْٓا اِلَّا سَاعَةً مِّنَ النَّهَارِ যেন তারা পূর্ণ দিবসের মুহূর্ত কাল মাত্র অবস্থান করেছিল يَتَعَارَفُوْنَ بَيْنَهُمْ তারা পরস্পর একে অপরকে চিনবে قَدْ خَسِرَ বাস্তবিক ক্ষতিগ্রস্থ হলো সে সকল লোক الَّذِيْنَ كَذَّبُوْا بِلِقَآءِ اللّٰهِ যারা আল্লাহর দরবারে উপস্থিত হওয়াকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করেছে وَمَا كَانُوْا مُهْتَدِيْنَ এবং তারা হেদায়েত প্রাপ্ত ছিল না।

৪৬. আমি তাদের সাথে যে শাস্তির অঙ্গীকার করছি, যদি তার সামান্য অংশও আপনাকে দেখিয়ে দেই, অথবা আপনাকে মৃত্যু দান করি, সর্বাবস্থায় তাদেরকে আমারই পানে আসতে হবে, আর আল্লাহ তাদের সকল কৃতকর্মেরই খবর রাখেন।	وَاِمَّا نُرِيَنَّكَ بَعْضَ الَّذِىْ نَعِدُهُمْ اَوْ نَتَوَفَّيَنَّكَ فَاِلَيْنَا مَرْجِعُهُمْ ثُمَّ اللّٰهُ شَهِيْدٌ عَلٰى مَا يَفْعَلُوْنَ (٤٦)
৪৭. আর প্রত্যেক উম্মতের জন্য এক একজন রাসূল রয়েছেন, সুতরাং তাদের সে রাসূল যখন এসে পড়েন [তখন] তাদের মীমাংসা করা হয় ন্যায়ভাবে, আর তাদের প্রতি অবিচার করা হয় না।	وَلِكُلِّ اُمَّةٍ رَّسُوْلٌ ۚ فَاِذَا جَآءَ رَسُوْلُهُمْ قُضِىَ بَيْنَهُمْ بِالْقِسْطِ وَهُمْ لَا يُظْلَمُوْنَ (٤٧)
৪৮. আর তারা বলে, (আজাবের) এ অঙ্গীকার কখন [সংঘটিত] হবে? যদি তোমরা সত্যবাদী হয়ে থাক।	وَيَقُوْلُوْنَ مَتٰى هٰذَا الْوَعْدُ اِنْ كُنْتُمْ صٰدِقِيْنَ (٤٨)
৪৯. আপনি বলে দিন, আমি তো আমার নিজের জন্যও কোনো উপকার বা ক্ষতির অধিকারী নই; কিন্তু যতটুকু আল্লাহ চান, প্রত্যেক উম্মতের [আজাবের] জন্য একটি নির্দিষ্ট সময় আছে; যখন তাদের সে নির্দিষ্ট সময় এসে পৌছে, তখন তারা মুহূর্তকাল না পশ্চাদপদ হতে পারবে আর না অগ্রসর হতে পারবে।	قُلْ لَّآ اَمْلِكُ لِنَفْسِىْ ضَرًّا وَّلَا نَفْعًا اِلَّا مَا شَآءَ اللّٰهُ ۗ لِكُلِّ اُمَّةٍ اَجَلٌ ۚ اِذَا جَآءَ اَجَلُهُمْ فَلَا يَسْتَاْخِرُوْنَ سَاعَةً وَّلَا يَسْتَقْدِمُوْنَ (٤٩)

শাব্দিক অনুবাদ :

৪৬. وَاِمَّا نُرِيَنَّكَ بَعْضَ الَّذِىْ نَعِدُهُمْ আর আমি তাদের সাথে যে শাস্তির অঙ্গীকার করছি, যদি তার সামান্য অংশও আপনাকে দেখিয়ে দেই اَوْ نَتَوَفَّيَنَّكَ অথবা আপনাকে মৃত্যু দান করি فَاِلَيْنَا مَرْجِعُهُمْ সর্বাবস্থায় তাদেরকে আমারই পানে আসতে হবে ثُمَّ اللّٰهُ شَهِيْدٌ عَلٰى مَا يَفْعَلُوْنَ আর আল্লাহ তাদের সকল কৃতকর্মেরই খবর রাখেন।

৪৭. وَلِكُلِّ اُمَّةٍ رَّسُوْلٌ আর প্রত্যেক উম্মতের জন্য এক একজন রাসূল রয়েছেন فَاِذَا جَآءَ رَسُوْلُهُمْ সুতরাং তাদের সেই রাসূল যখন এসে পড়েন قُضِىَ بَيْنَهُمْ بِالْقِسْطِ (তখন) তাদের মীমাংসা করা হয় ন্যায়ভাবে وَهُمْ لَا يُظْلَمُوْنَ আর তাদের প্রতি অবিচার করা হয় না।

৪৮. وَيَقُوْلُوْنَ আর তরা বলে مَتٰى هٰذَا الْوَعْدُ এ অঙ্গীকার কখন হবে اِنْ كُنْتُمْ صٰدِقِيْنَ যদি তোমরা সত্যবাদী হয়ে থাক।

৪৯. قُلْ আপনি বলে দিন لَا اَمْلِكُ لِنَفْسِىْ আমি তো আমার নিজের জন্যও অধিকারী নই ضَرًّا وَّلَا نَفْعًا কোনো উপকার বা ক্ষতির اِلَّا مَا شَآءَ اللّٰهُ কিন্তু যতটুকু আল্লাহ চান لِكُلِّ اُمَّةٍ اَجَلٌ প্রত্যেক উম্মতের জন্য একটি নির্দিষ্ট সময় আছে اِذَا جَآءَ اَجَلُهُمْ যখন তাদের সেই নির্দিষ্ট সময় এসে পৌছে فَلَا يَسْتَاْخِرُوْنَ سَاعَةً তখন তারা মুহূর্তকাল না পশ্চাদপদ হতে পারবে وَّلَا يَسْتَقْدِمُوْنَ আর না অগ্রসর হতে পারবে।

https://e-ilm.weebly.com/

৫০. আপনি বলে দিন, বল তো, যদি তোমাদের উপর আল্লাহর আজাব রজনীতে অথবা দিবসে এসে পড়ে, তবে আজাবের মধ্যে এমন কোন জিনিস রয়েছে যে, অপরাধীগণ তাকে তাড়াতাড়ি চাচ্ছে?	قُلْ اَرَءَيْتُمْ اِنْ اَتٰىكُمْ عَذَابُهٗ بَيَاتًا اَوْ نَهَارًا مَّاذَا يَسْتَعْجِلُ مِنْهُ الْمُجْرِمُوْنَ (٥٠)
৫১. তবে কি যখন তা এসেই পড়বে তখন তা বিশ্বাস করবে? [বলা হবে] হাঁ, এখন মানলে, অথচ তোমরা তার তাড়া করছিলে।	اَثُمَّ اِذَا مَا وَقَعَ اٰمَنْتُمْ بِهٖ ۭ آٰلْـٰٔنَ وَقَدْ كُنْتُمْ بِهٖ تَسْتَعْجِلُوْنَ (٥١)
৫২. অতঃপর জালিমদেরকে বলা হবে, চিরস্থায়ী আজাব গ্রহণ করতে থাক, তোমরা তো তোমাদেরই কৃতকর্মের ফল পেয়েছ।	ثُمَّ قِيْلَ لِلَّذِيْنَ ظَلَمُوْا ذُوْقُوْا عَذَابَ الْخُلْدِ ۚ هَلْ تُجْزَوْنَ اِلَّا بِمَا كُنْتُمْ تَكْسِبُوْنَ (٥٢)

শাব্দিক অনুবাদ :

৫০. قُلْ আপনি বলে দিন اَرَءَيْتُمْ বলতো اِنْ اَتٰىكُمْ عَذَابُهٗ যদি তোমাদের উপর আল্লাহর আজাব এসে পড়ে بَيَاتًا اَوْ نَهَارًا রাত্রিকালে অথবা দিবাভাগে مَّاذَا يَسْتَعْجِلُ مِنْهُ الْمُجْرِمُوْنَ তবে আজাবের মধ্যে এমন কোন জিনিস রয়েছে যে, অপরাধীগণ তাকে তাড়াতাড়ি চাচ্ছে।

৫১. اَثُمَّ اِذَا مَا وَقَعَ اٰمَنْتُمْ بِهٖ তবে কি যখন তা এসেই পড়বে তখন তা বিশ্বাস করবে? آٰلْـٰٔنَ (বলা হবে) হ্যাঁ, এখন মানলে وَقَدْ كُنْتُمْ بِهٖ تَسْتَعْجِلُوْنَ অথচ তোমরা তার তাড়া করছিলে।

৫২. ثُمَّ قِيْلَ لِلَّذِيْنَ ظَلَمُوْا অতঃপর জালেমদেরকে বলা হবে ذُوْقُوْا عَذَابَ الْخُلْدِ চিরস্থায়ী আজাব গ্রহণ করতে থাক هَلْ تُجْزَوْنَ اِلَّا بِمَا كُنْتُمْ تَكْسِبُوْنَ তোমরাতো তোমাদেরই কৃত কর্মফল পেয়েছ।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

৪৯. আয়াতের শানে নুযূল : আলোচ্য আয়াত মক্কার সে সকল কাফের মুশরিকদের ভ্রান্ততার জবাবে অবতীর্ণ হয়েছে যারা এর পূর্ববর্তী আয়াত وَاِمَّا نُرِيَنَّكَ .... وَهُمْ لَا يُظْلَمُوْنَ পর্যন্ত নাজিল হয়। তখন তারা কুরআন ও কুরআন কর্তৃক আল্লাহ তা'আলার শাস্তি ও ধ্বংসের হুশিয়ারি সম্পর্কীয় সত্যতাকে অস্বীকার করে বলছিল যে, এ সকল প্রতিশ্রুতি কখন যে বাস্তবায়িত হবে সে সম্পর্কে আমরা বিশ্বাস করতে পারি না। শাস্তি যদি অনতি বিলম্বে দেখাতে পার তাহলেই আমরা ঈমান নিয়ে আসব। -[নূরুল কুলূব]

তাদের এহেন কটূক্তি ও প্রতারণামূলক মন্তব্যের জবাবে আল্লাহ তা'আলা এ আয়াত নাজিল করেন।

وَلَمَّا يَأْتِهِمْ تَأْوِيْلُهٗ এখানে تَاْوِيْل-এর মর্মার্থ হলো প্রতিফল ও শেষ পরিণতি অর্থাৎ এরা নিজেদের গাফিলতি ও নির্লিপ্ততার দরুন কুরআন সম্পর্কে কোনো চিন্তা-ভাবনা করেনি। ফলে এর প্রতি মিথ্যারোপে লিপ্ত হয়েছে। কিন্তু মৃত্যুর পরই সত্য ও বাস্তবতা প্রকাশ হয়ে পড়বে এবং নিজেদের কৃতকর্মের অশুভ পরিণতি চিরকালের জন্য গলার ফাঁস হয়ে যাবে।

يَتَعَارَفُوْنَ بَيْنَهُمْ অর্থাৎ কিয়ামতে যখন মৃতদেহকে কবর থেকে উঠানো হবে, তখন একে অপরকে চিনতে পারবে এবং মনে হবে দেখা-সাক্ষাত হয়নি তা যেন খুব একটা দীর্ঘ সময় নয়।

https://e-ilm.weebly.com/

ইমাম বগভী (র.) এ আয়াতের তাফসীর প্রসঙ্গে বলেছেন, এ পরিচয় হবে প্রথমদিকে। পরে কিয়ামতের ভয়াবহ ঘটনাবলি সামনে চলে আসলে পরে এসব পরিচয় ছিন্ন হয়ে যাবে। কোনো কোনো রেওয়ায়েতে আছে যে তখনো পরিচয় থাকবে, কিন্তু ভয়-সন্ত্রাসের দরুন কথা বলতে পারবে না। –[মাযহারী]

أَثُمَّ إِذَا مَا وَقَعَ آمَنْتُمْ بِهِ آلْئٰنَ অর্থাৎ তোমরা কি তখন ঈমান আনবে, যখন তোমাদের উপর আজাব পতিত হয়ে যাবে? চাই তা মৃত্যুর সময়েই হোক কিংবা তার পূর্বে। কিন্তু তখন তোমাদের ঈমানের উত্তরে কি বলা হবে– آلْئٰنَ এতক্ষণে ঈমান আনলে, যখন ঈমানের সময় চলে গেছে। যেমন, জলমগ্ন হবার সময় ফেরাউন যখন বলল, اٰمَنْتُ اَنَّهٗ لَآ اِلٰهَ اِلَّا الَّذِیْٓ اٰمَنَتْ بِهٖ بَنُوْٓا اِسْرَآءِیْلَ (অর্থাৎ আমি ঈমান আনছি, নিশ্চয় কোনো উপাস্য নেই তাঁকে ছাড়া যাঁর উপর ঈমান এনেছে বনী ইসরাঈলরা।) উত্তরে বলা হয়েছিল– آلْئٰنَ (অর্থাৎ এতক্ষণে ঈমান আনলে?) বস্তুতঃ তার ঈমান কবুল করা হয়নি। এক হাদীসে রাসূলে কারীম ﷺ বলেছেন, আল্লাহ তা'আলা বান্দার তওবা কবুল করেন যতক্ষণ না তার মৃত্যুকালীন উর্ধ্বশ্বাস আরম্ভ হয়ে যায়। অর্থাৎ মৃত্যুকালীন গরগরা বা উর্ধ্বশ্বাস আরম্ভ হয়ে যাবার পর ঈমান ও তওবা আল্লাহর দরবারে গ্রহণযোগ্য নয়। এমনিভাবে দুনিয়াতে আজাব সংঘটিত হওয়ার পূর্বাহ্নে তওবা কবুল হতে পারে। কিন্তু আজাব এসে যাবার পর আর তওবা কবুল হয় না। সূরার শেষাংশে ইউনুস (আ.)-এর কওমের সে ঘটনা আসছে যে, তাদের তওবা কবুল করে নেওয়া হয়েছিল, তা এই মূলনীতির ভিত্তিতেই হয়েছিল। কারণ তারা দূরে থেকে আজাব আসতে দেখেই বিশুদ্ধ-সত্য মনে কেঁদে কেঁদে তওবা করে নিয়েছিল। তাই আজাব সরে যায়। যদি আজাব তাদের উপর পতিত হয়ে যেত, তবে আর তওবা কবুল হতো না।

শব্দবিশ্লেষণ :

تُؤْفَكُوْنَ : সীগাহ جمع مذكر حاضر বহছ مضارع مجهول বাব ضَرَبَ : মাসদার اِفْكٌ মূলবর্ণ (ا . ف . ك) জিনস مهموز فاء অর্থ– তোমাদেরকে উল্টানো হয়। তোমাদেরকে ঘুরানো হবে : এর অর্থ কোনো বস্তু তার প্রকৃত অবস্থান থেকে সরে যাওয়া। এখানে বিশ্বাসের ক্ষেত্রে হক থেকে বাতিলের দিকে এবং কথার ক্ষেত্রে সত্য থেকে মিথ্যার দিকে সরে আসা উদ্দেশ্য।

يُفْتَرٰى : সীগাহ واحد مذكر غائب বহছ مضارع مجهول বাব اِفْتِعَالٌ মাসদার اَلْاِفْتِرَاءُ মূলবর্ণ (ف . ر . ی) জিনস ناقص يائى অর্থ– বানানো হবে। গঠন করা হবে।

لَمْ يُحِيْطُوْا : সীগাহ جمع مذكر غائب বহছ نفى جحد بلم در فعل مستقبل معروف বাব افعال মাসদার الاحاطة মূলবর্ণ (ح . و . ط) জিনস اجوف واوى অর্থ– বেষ্টন করা। ঘিরে নেওয়া।

نَتَوَفَّيَنَّكَ : সীগাহ جمع متكلم বহছ مضارع معروف بانون ثقيله বাব تَفَعُّلٌ মাসদার اَلتَّوَفِّیْ মূলবর্ণ (و . ف . ی) জিনস لفيف مفروق অর্থ– পুরাপুরি নেওয়া। আত্মা কবজ করা। অর্থাৎ শরীরসমূহ থেকে রূহ কবজ করা অথবা শুধু রূহ কবজ উদ্দেশ্য।

قُضِىَ : সীগাহ واحد مذكر غائب বহছ ماضى مجهول বাব ضَرَبَ মাসদার اَلْقَضَاءُ মূলবর্ণ (ق . ض . ی) জিনস ناقص يائى অর্থ– ফায়সালা করা।

تُجْزَوْنَ : সীগাহ جمع مذكر حاضر বহছ مضارع مجهول বাব ضَرَبَ মাসদার اَلْجَزَاءُ মূলবর্ণ (ج . ز . ی) জিনস ناقص يائى অর্থ– প্রতিদান দেওয়া। বদলা দেওয়া।

https://e-ilm.weebly.com/

وَيَسْتَنْۢبِـُٔوْنَكَ اَحَقٌّ هُوَ ؕ قُلْ اِىْ وَرَبِّىْٓ اِنَّهٗ لَحَقٌّ ؕ وَمَآ اَنْتُمْ بِمُعْجِزِيْنَ ﴿٥٣﴾

৫৩. আর তারা আপনার নিকট জিজ্ঞাসা করে যে, আজাব কি সত্য? আপনি বলে দিন যে, হ্যাঁ, আমার প্রতিপালকের কসম! তা নিশ্চিত সত্য; আর তোমরা কিছুতেই আল্লাহকে অক্ষম করতে পারবে না।

وَلَوْ اَنَّ لِكُلِّ نَفْسٍ ظَلَمَتْ مَا فِى الْاَرْضِ لَافْتَدَتْ بِهٖ ؕ وَاَسَرُّوا النَّدَامَةَ لَمَّا رَاَوُا الْعَذَابَ ۚ وَقُضِىَ بَيْنَهُمْ بِالْقِسْطِ وَهُمْ لَا يُظْلَمُوْنَ ﴿٥٤﴾

৫৪. আর যদি প্রত্যেক মুশরিকের নিকট এ পরিমাণ [মাল] থাকে যে, সমগ্র পৃথিবীর সমপরিমাণ হয়ে যায়, তবে সে তা দান করেও নিজের জীবন রক্ষা করতে উদ্যত হবে; এবং যখন তারা আজাব দেখতে পাবে তখন [নিজেদের] মনস্তাপকে গোপন রাখবে, আর তাদের ফয়সালা করা হবে ন্যায়ভাবে এবং তাদের উপর অবিচার করা হবে না।

اَلَآ اِنَّ لِلّٰهِ مَا فِى السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ ؕ اَلَآ اِنَّ وَعْدَ اللّٰهِ حَقٌّ وَّلٰكِنَّ اَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُوْنَ ﴿٥٥﴾

৫৫. স্মরণ রেখ যে, সবই আল্লাহর স্বত্ব যা কিছু আসমানসমূহে এবং জমিনে রয়েছে, স্মরণ রেখ যে, আল্লাহর অঙ্গীকার সত্য, কিন্তু অধিকাংশ লোকেই বিশ্বাস করে না।

هُوَ يُحْىٖ وَيُمِيْتُ وَاِلَيْهِ تُرْجَعُوْنَ ﴿٥٦﴾

৫৬. তিনিই জীবন দান করেন এবং তিনিই মৃত্যু ঘটান, আর তোমরা সকলে তাঁরই পানে প্রত্যাবর্তিত হবে।

يٰٓاَيُّهَا النَّاسُ قَدْ جَآءَتْكُمْ مَّوْعِظَةٌ مِّنْ رَّبِّكُمْ وَشِفَآءٌ لِّمَا فِى الصُّدُوْرِ ۙ وَهُدًى وَّرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِيْنَ ﴿٥٧﴾

৫৭. হে মানবজাতি! তোমাদের নিকট তোমাদের প্রতিপালকের পক্ষ হতে এমন এক বস্তু সমাগত হয়েছে যা হচ্ছে নসিহত এবং অন্তরসমূহের সকল রোগের আরোগ্যকারী; আর তা মুমিনদের জন্য পথপ্রদর্শক ও রহমত।

قُلْ بِفَضْلِ اللّٰهِ وَبِرَحْمَتِهٖ فَبِذٰلِكَ فَلْيَفْرَحُوْا ؕ هُوَ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُوْنَ ﴿٥٨﴾

৫৮. আপনি বলে দিন যে, আল্লাহর এ দান ও রহমতের প্রতি সকলেরই আনন্দিত হওয়া উচিত; তা এটা [অর্থাৎ পার্থিব সম্পদ] হতে বহু গুণে উত্তম যা তারা সঞ্চয় করছে।

শাব্দিক অনুবাদ :

৫৩. وَيَسْتَنْۢبِـُٔوْنَكَ আর তারা আপনার নিকট জিজ্ঞাসা করে যে, اَحَقٌّ هُوَ আজাব কি সত্য قُلْ আপনি বলে দিন যে, اِىْ وَرَبِّىْٓ হ্যাঁ, আমার প্রতিপালকের কসম اِنَّهٗ لَحَقٌّ তা নিশ্চিত সত্য وَمَآ اَنْتُمْ بِمُعْجِزِيْنَ আর তোমরা কিছুতেই আল্লাহকে অক্ষম করতে পারবে না।

৫৪. وَلَوْ اَنَّ لِكُلِّ نَفْسٍ আর যদি প্রত্যেক মুশরিকের নিকট এ পরিমাণ (মাল) থাকে যে, ظَلَمَتْ مَا فِى الْاَرْضِ সমগ্র পৃথিবীর পরিমাণ হয়ে যায় لَافْتَدَتْ بِهٖ তবে সে তা দান করেও নিজের প্রাণ রক্ষা করতে উদ্যত হবে وَاَسَرُّوا النَّدَامَةَ এবং তখন (নিজেদের) মনস্তাপ গোপন রাখবে لَمَّا رَاَوُا الْعَذَابَ যখন তারা আজাব দেখতে পাবে وَقُضِىَ بَيْنَهُمْ بِالْقِسْطِ আর তাদের ফয়সালা করা হবে ন্যায়ভাবে وَهُمْ لَا يُظْلَمُوْنَ এবং তাদের উপর অবিচার করা হবে না।

৫৫. اَلَآ اِنَّ لِلّٰهِ স্মরণ রেখ যে, সবই আল্লাহর স্বত্ব مَا فِى السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ যা কিছু আসমান সমূহ ও জমিনে রয়েছে اَلَآ اِنَّ وَعْدَ اللّٰهِ حَقٌّ স্মরণ রেখ যে, আল্লাহর অঙ্গীকার সত্য وَلٰكِنَّ اَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُوْنَ কিন্তু অধিকাংশ লোকেই বিশ্বাস করে না।

৫৬. هُوَ يُحْىٖ তিনিই জীবন দান করেন وَيُمِيْتُ এবং তিনিই মৃত্যু ঘটান وَاِلَيْهِ تُرْجَعُوْنَ আর তোমরা সকলে তারই পানে প্রত্যাবর্তিত হবে।

৫৭. يٰٓاَيُّهَا النَّاسُ হে মানব জাতি قَدْ جَآءَتْكُمْ তোমাদের নিকট এমনি এক বস্তু সমাগত হচ্ছে مَّوْعِظَةٌ যা হচ্ছে নসিহত مِّنْ رَّبِّكُمْ তোমাদের প্রতিপালকের পক্ষ থেকে وَشِفَآءٌ لِّمَا فِى الصُّدُوْرِ এবং অন্তর সমূহের সকল রোগের আরোগ্যকারী وَهُدًى আর তা পথ প্রদর্শক وَّرَحْمَةٌ ও রহমত لِّلْمُؤْمِنِيْنَ মুমিনদের জন্য।

https://e-ilm.weebly.com/

قُلْ اَرَءَيْتُمْ مَّآ اَنْزَلَ اللّٰهُ لَكُمْ مِّنْ رِّزْقٍ فَجَعَلْتُمْ مِّنْهُ حَرَامًا وَّحَلٰلًا ؕ قُلْ آٰللّٰهُ اَذِنَ لَكُمْ اَمْ عَلَى اللّٰهِ تَفْتَرُوْنَ (٥٩)

৫৯. আপনি বলুন, এটা বল তো আল্লাহ তোমাদের জন্য যা কিছু রিজিক পাঠিয়েছেন, অতঃপর তোমরা তার কিছু অংশ হারাম এবং কিছু অংশ হালাল সাব্যস্ত করে নিলে, আপনি জিজ্ঞেস করুন যে, আল্লাহ কি তোমাদের নির্দেশ দিয়েছেন, নাকি তোমরা আল্লাহ তা'আলার উপর মিথ্যারোপ করছ?

وَمَا ظَنُّ الَّذِيْنَ يَفْتَرُوْنَ عَلَى اللّٰهِ الْكَذِبَ يَوْمَ الْقِيٰمَةِ ؕ اِنَّ اللّٰهَ لَذُوْ فَضْلٍ عَلَى النَّاسِ وَلٰكِنَّ اَكْثَرَهُمْ لَا يَشْكُرُوْنَ (٦٠)

৬০. আর যারা আল্লাহ তা'আলার উপর মিথ্যারোপ করে তাদের কিয়ামত দিবস সম্বন্ধে কি ধারণা? বাস্তবিক মানুষের উপর আল্লাহ তা'আলার অতিশয় অনুগ্রহ রয়েছে; কিন্তু অধিকাংশ লোকই অকৃতজ্ঞ।

وَمَا تَكُوْنُ فِيْ شَاْنٍ وَّمَا تَتْلُوْا مِنْهُ مِنْ قُرْاٰنٍ وَّلَا تَعْمَلُوْنَ مِنْ عَمَلٍ اِلَّا كُنَّا عَلَيْكُمْ شُهُوْدًا اِذْ تُفِيْضُوْنَ فِيْهِ ؕ وَمَا يَعْزُبُ عَنْ رَّبِّكَ مِنْ مِّثْقَالِ ذَرَّةٍ فِي الْاَرْضِ وَلَا فِي السَّمَآءِ وَلَآ اَصْغَرَ مِنْ ذٰلِكَ وَلَآ اَكْبَرَ اِلَّا فِيْ كِتٰبٍ مُّبِيْنٍ (٦١)

৬১. আর আপনি যে অবস্থায়ই থাকুন না কেন, আর সে অবস্থাগুলোর অন্তর্গত এটাও যে, আপনি [রাসূল] যে কোনো স্থান হতে কুরআন পাঠ করুন, আর তোমরা [অন্যান্য লোক] যে কাজই কর, আমার সব কিছুরই খবর থাকে, যখন তোমরা সে কাজ করতে আরম্ভ কর, আর কণা পরিমাণও কোনো বস্তু আপনার প্রতিপালকের [জ্ঞানের] অগোচর নয়, না জমিনে আর না আসমানে, আর না কোনো বস্তু তা হতে ক্ষুদ্রতর আর না তা হতে বৃহত্তর, কিন্তু এ সমস্তই সুস্পষ্ট কিতাবে লিপিবদ্ধ রয়েছে।

শাব্দিক অনুবাদ :

৫৮. قُلْ আপনি বলে দিন যে, بِفَضْلِ اللّٰهِ وَبِرَحْمَتِهٖ আল্লাহর এ দান ও রহমতের প্রতি فَبِذٰلِكَ فَلْيَفْرَحُوْا সকলেরই আনন্দিত হওয়া উচিত هُوَ خَيْرٌ তা এটা হতে বহু গুণে উত্তম مِّمَّا يَجْمَعُوْنَ যা তারা সঞ্চয় করছে।

৫৯. قُلْ اَرَءَيْتُمْ আপনি বলুন, এটা বল তো مَّآ اَنْزَلَ اللّٰهُ لَكُمْ مِّنْ رِّزْقٍ আল্লাহ তোমাদের জন্য যা কিছু রিজিক পাঠিয়েছিলেন فَجَعَلْتُمْ مِّنْهُ حَرَامًا وَّحَلٰلًا অতঃপর তোমরা তার কিছু অংশ হারাম এবং কিছু অংশ হালাল সাব্যস্ত করে নিলে قُلْ আপনি জিজ্ঞাসা করুন যে, آٰللّٰهُ اَذِنَ لَكُمْ আল্লাহ কি তোমাদেরকে নির্দেশ দিয়েছেন اَمْ عَلَى اللّٰهِ تَفْتَرُوْنَ নাকি তোমরা আল্লাহর উপর মিথ্যা আরোপ করছ।

৬০. وَمَا ظَنُّ الَّذِيْنَ আর তাদের কি ধারণা যারা يَفْتَرُوْنَ عَلَى اللّٰهِ الْكَذِبَ আল্লাহ তা'আলার উপর মিথ্যা আরোপ করে يَوْمَ الْقِيٰمَةِ কিয়ামত দিবস সম্বন্ধে اِنَّ اللّٰهَ لَذُوْ فَضْلٍ عَلَى النَّاسِ বাস্তবিক মানুষের উপর আল্লাহ তা'আলার অতিশয় অনুগ্রহ রয়েছে وَلٰكِنَّ اَكْثَرَهُمْ لَا يَشْكُرُوْنَ কিন্তু অধিকাংশ লোকই অকৃতজ্ঞ।

৬১. وَمَا تَكُوْنُ فِيْ شَاْنٍ আর আপনি যে অবস্থায়ই থাকুন না কেন وَمَا تَتْلُوْا مِنْهُ مِنْ قُرْاٰنٍ আর সেই অবস্থা গুলোর অন্তর্গত এটাও যে, আপনি যে কোনো স্থান হতে কুরআন পাঠ করুন وَلَا تَعْمَلُوْنَ مِنْ عَمَلٍ আর তোমরা যে কাজই কর اِلَّا كُنَّا عَلَيْكُمْ شُهُوْدًا আমার সব কিছুরই খবর থাকে اِذْ تُفِيْضُوْنَ فِيْهِ যখন তোমরা সে কাজ করতে আরম্ভ কর وَمَا يَعْزُبُ عَنْ رَّبِّكَ مِنْ مِّثْقَالِ ذَرَّةٍ আর কণা পরিমাণ ও কোনো বস্তু আপনার প্রতিপালকের অগোচরে নয় فِي الْاَرْضِ وَلَا فِي السَّمَآءِ না জমিনে না আসমানে وَلَآ اَصْغَرَ مِنْ ذٰلِكَ আর না কোনো বস্তু তা হতে ক্ষুদ্রতর وَلَآ اَكْبَرَ আর না তা হতে বৃহত্তর اِلَّا فِيْ كِتٰبٍ مُّبِيْنٍ কিন্তু এ সমস্ত কিতাবে মুবীনে লিপিবদ্ধ রয়েছে।

https://e-ilm.weebly.com/

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

৫৭. আয়াতের শানে নুযূল : আলোচ্য আয়াত মদিনার হুয়াই বিন আখতাব নামক ইহুদি সম্পর্কে অবতীর্ণ হয়েছে। হুয়াই বিন আখতাব ইহুদি মদিনার একজন বণিক ছিল। সে একদা ব্যবসা করার সুবাদে মক্কা নগরীতে আসে। তৎকালে ইসলামের দাওয়াত মক্কায় ছড়িয়ে পড়ে। তখন সে রাসূল ﷺ -এর দরবারে উপস্থিত হয়ে বিদ্রূপাত্মক ভাবেই রাসূল ﷺ কে জিজ্ঞেস করল যে, হে মুহাম্মদ! আপনি যে বাণী আবৃত্তি করছেন তা কি সত্যই? হতভাগা এ ইহুদির বিদ্রূপাত্মক উক্তির জবাবে আল্লাহ তা'আলা অবতরণ করেন উক্ত আয়াত। –[নূরুল কুলূব]

এখানে কুরআন কারীমের চারটি বৈশিষ্ট্যের উল্লেখ করা হয়েছে। ১. مَوْعِظَةٌ مِّنْ رَّبِّكُمْ - مَوْعِظَةٌ ও وَعْظٌ - এর প্রকৃত অর্থ হলো এমন বিষয় বর্ণনা করা, যা শুনে মানুষের অন্তর কোমল হয় এবং আল্লাহর প্রতি প্রণত হয়ে পড়ে। পার্থিব গাফলতির পর্দা ছিন্ন হয়ে মনে আখেরাতের ভাবনা উদয় হয়। কুরআন কারীম প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত এই 'মাওয়ায়েজে হাসনাহ' -এর অত্যন্ত সালঙ্কার প্রচারক। এর প্রতিটি জায়গায় ওয়াদা-প্রতিশ্রুতির সাথে সাথে ভীতি-প্রদর্শন, ছওয়াবের সাথে সাথে আজাব, পার্থিব জীবনের কল্যাণ ও কৃতকার্যতার সাথে সাথে ব্যর্থতা ও পথভ্রষ্টতা প্রভৃতির এমন সংমিশ্রিত আলোচনা করা হয়েছে, যা শোনার পর পাথরও পানি হয়ে যেতে পারে। তদুপরি কুরআন কারীমের অন্যান্য বর্ণনা-বিশ্লেষণও এমন যা মনের পটপরিবর্তন করে দিতে অদ্বিতীয়।

مَوْعِظَةٌ -এর সাথে مِّنْ رَّبِّكُمْ বলে কুরআনি ওয়াজের মর্যাদাকে অধিকতর উচ্চ করে দিয়েছে। এতে বুঝা যাচ্ছে যে, এ ওয়াজ নিজেদেরই মতো কোনো দুর্বল মানুষের পক্ষ থেকে নয় যার হাতে কারো ক্ষতি-বৃদ্ধি, কিংবা পাপ-পুণ্য কিছু নেই; বরং এ হলো মহান পরওয়ারদেগারের পক্ষ থেকে, যার কোথাও ভুল-ভ্রান্তির কোনো সম্ভাবনা নেই এবং যার প্রতিজ্ঞা-প্রতিশ্রুতি ও ভীতি প্রদর্শনে কোনো দুর্বলতা কিংবা আপত্তি ওজরের আশঙ্কা নেই।

কুরআন কারীমের দ্বিতীয় গুণ وَشِفَاءٌ لِّمَا فِى الصُّدُوْرِ বাক্যে বর্ণিত হয়েছে। شِفَاءٌ অর্থ রোগ নিরাময় হওয়া আর صُدُوْرٌ হলো صَدْرٌ -এর বহুবচন: যার অর্থ বুক। আর মর্মার্থ অন্তর।

সারার্থ হচ্ছে যে, কুরআন কারীম অন্তরের ব্যধিসমূহের জন্য একান্ত সফল চিকিৎসা ও সুস্থতা এবং রোগ নিরাময়ের অব্যর্থ ব্যবস্থাপত্র। হযরত হাসান বসরী (র.) বলেন যে, কুরআনের এ বৈশিষ্ট্যের দ্বারা বুঝা যায় যে, এটি বিশেষতঃ অন্তরের রোগের শেফা; দৈহিক রোগের চিকিৎসা নয়। –[রূহুল মা'আনী]

কিন্তু অন্যান্য মনীষীবৃন্দ বলেছেন যে, প্রকৃতপক্ষে কুরআন সর্ব রোগের নিরাময়, তা অন্তরের রোগই হোক কিংবা দেহেরই হোক তবে আত্মিক রোগের ধ্বংসকারিতা মানুষের দৈহিক রোগ অপেক্ষা বেশি মারাত্মক এবং এর চিকিৎসাও যে কারো সাধ্যের ব্যাপারে নয়। সে কারণেই এখানে শুধু আন্তরিক ও আধ্যাত্মিক রোগের উল্লেখ করা হয়েছে। এতে একথা প্রতীয়মান হয় না যে, দৈহিক রোগের জন্য এটি চিকিৎসা নয়।

হাদীসের বর্ণনা ও উম্মতের আলেম সম্প্রদায়ের অসংখ্য অভিজ্ঞতাই এর প্রমাণ যে, কুরআন কারীম যেমন আন্তরিক ব্যাধির জন্য অব্যর্থ মহৌষধ, তেমনি দৈহিক রোগ-ব্যাধির জন্যও উত্তম চিকিৎসা।

হযরত আবূ সাঈদ খুদরী (রা.) থেকে বর্ণিত রয়েছে যে, এক ব্যক্তি রাসূলে কারীম ﷺ -এর খেদমতে এসে নিবেদন করল যে, আমার বুকে কষ্ট পাচ্ছি। মহানবী ﷺ বললেন, কুরআন পাঠ কর। কারণ আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেছেন– وَشِفَاءٌ لِّمَا فِى الصُّدُوْرِ অর্থাৎ কুরআন সে সমস্ত রোগের জন্য আরোগ্য যা বুকের মাঝে হয়ে থাকে। –[রূহুল মা'আনী-ইবনে মার্দুবিয়াহ থেকে]

এমনিভাবে হযরত ওয়াসেলাহ ইবনে আসকা' (র.)-এর রেওয়ায়েতে রয়েছে যে, এক ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর খেদমতে এসে জানলো যে, আমার গলায় কষ্ট হচ্ছে। তিনি তাকেও একথাই বললেন যে, কুরআন পড়তে থাক।

https://e-ilm.weebly.com/

قُلْ بِفَضْلِ اللّٰهِ وَبِرَحْمَتِهِ فَبِذٰلِكَ فَلْيَفْرَحُوا هُوَ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُوْنَ অর্থাৎ মানুষের কর্তব্য হলো আল্লাহ তা'আলার রহমত ও অনুগ্রহকেই প্রকৃত আনন্দের বিষয় মনে করা এবং একমাত্র তাতেই আনন্দিত হওয়া। দুনিয়ার ক্ষণস্থায়ী ধন-সম্পদ, আরাম আয়েশ ও মান-সম্ভ্রম কোনটাই প্রকৃতপক্ষে আনদের বিষয় নয়। কারণ একে তো কেউ যত অধিক পরিমাণেই তা অর্জন করুক না কেন, (সবই) অসম্পূর্ণ হয়ে থাক; পরিপূর্ণ হয় না। দ্বিতীয়তঃ সততই তার পতনাশঙ্কা লেগে থাকে। তাই আয়াতের শেষাংশে বলা হয়েছে– هُوَ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُوْنَ অর্থাৎ আল্লাহর করুণা-অনুগ্রহ সে সমস্ত ধন-সম্পদও সম্মান-সম্রাজ্য অপেক্ষা উত্তম, যেগুলোকে মানুষ নিজেদের সমগ্র জীবনের ভরসা বিবেচনা করে সংগ্রহ করে।

এ আয়াতে দু'টি বিষয়কে আনন্দ-হরষের উপকরণ সাব্যস্ত করা হয়েছে। একটি হলো فَضْل 'ফজল', অপরটি رَحْمَة 'রহমত'। এতদুভয়ের মর্ম কি? এ সম্পর্কে হযরত আনাস (রা.) বর্ণিত এক হাদীসে উদ্ধৃত রয়েছে যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন, আল্লাহর 'ফজল' -এর মর্ম হলো কুরআন, আর রহমত -এর মর্ম হলো এই যে, তোমাদেরকে কুরআন অধ্যয়ন এবং সে অনুযায়ী আমল করার তৌফিক দান করেছেন। –[রূহুল মা'আনী, ইবনে মারদুয়া থেকে]

এ বিষয়টি হযরত বারা' ইবনে আযেব (রা.) এবং হযরত আবূ সাঈদ খুদরী (রা.) থেকেও বর্ণিত রয়েছে। তাছাড়া অনেক তফসীরকার মনীষী বলেছেন যে, 'ফজল' অর্থ কুরআন; আর রহমত হলো ইসলাম। বস্তুতঃ এর মর্মার্থও তাই যা উল্লিখিত হাদীসের দ্বারা বুঝা যায় যে, রহমতের মর্ম এই যে, আল্লাহ তা'আলা আমাদিগকে কুরআনের শিক্ষা দান করেছেন। কারণ ইসলামও এ তথ্যেরই শিরোনাম।

শব্দবিশ্লেষণ :

لَافْتَدَتْ : لام হরফে তাকীদ। اِفْتَدَتْ সীগাহ واحد مؤنث غائب বহছ ماضى معروف বাব اِفْتِعَالٌ মাসদার اَلْاِفْتِدَاءُ মূলবর্ণ (ف - د - ى) জিনস ناقص يائى অর্থ– নিজের প্রাণের বিনিময়ে মুক্তিপণ তথা বদলা দেওয়া।

رَاَوْا : সীগাহ جمع مذكر غائب বহছ ماضى معروف বাব فَتَحَ মাসদার اَلرُّؤْيَةُ মূলবর্ণ (ر - أ - ى) জিনস مركب (ناقص يائى ও مهموز عين) অর্থ– দেখা। মূলত: رَاَوُوْا ছিল। ওয়াওকে الف দ্বারা পরিবর্তন করে বিলুপ্ত করে দেওয়া হয়েছে।

قُلْ : সীগাহ واحد مذكر حاضر বহছ امر حاضر معروف বাব نَصَرَ মাসদার اَلْقَوْلُ মূলবর্ণ (ق - و - ل) জিনস اجوف واوى অর্থ- বলা। قُلْ মূলত: اُنْصُرْ -এর ওযনে اُقْوُلْ ছিল। তা'লীল হয়ে قل হয়েছে।

فَلْيَفْرَحُوْا : فاء হরফে আতফ। ل লাম আমর। يفرحوا সীগাহ جمع مذكر غائب বহছ امر غائب معروف বাব سَمِعَ; মাসদার اَلْفَرَحُ মূলবর্ণ (ف - ر - ح) জিনস صحيح অর্থ– খুশি হওয়া।

تَفْتَرُوْنَ : সীগাহ جمع مذكر حاضر বহছ مضارع معروف বাব اِفْتِعَالٌ মাসদার اِفْتِرَاءٌ মূলবর্ণ (ف - ر - ى) জিনস ناقص يائى অর্থ– অপবাদ আরোপ করা।

شَأْنٌ : ইসম। একবচন, বহুবচন شُئُوْنٌ আসে। অর্থ– অবস্থা, চিন্তা, ধান্দা, কাজ। কোনো গুরুত্বপূর্ণ বিষয় অথব অবস্থা, ভালো হোক বা খারাপ, তাকে شَأْن বলে।

تُفِيْضُوْنَ : সীগাহ جمع مذكر حاضر বহছ مضارع معروف বাব اِفْعَالٌ মাসদার اَلْاِفَاضَةُ মূলবর্ণ (ف - ى - ض) জিনস اجوف يائى অর্থ– তোমরা ছড়িয়ে পড়ছ, তোমরা লেগে থাক। যখন কথা বা উক্তি সম্পর্কে اِفَاضَة ব্যবহার হয়, তখন কথায় ঢুকে পড়া ও লিপ্ত হওয়া অর্থ দেয়। এখানে اِفَاضَة এ অর্থেই ব্যবহৃত।

https://e-ilm.weebly.com/

৬২. মনে রেখ! আল্লাহর বন্ধুদের না কোনো আশঙ্কা আছে, আর না তারা বিষণ্ন হবে।	أَلَآ إِنَّ أَوْلِيَآءَ اللّٰهِ لَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُوْنَ (٦٢)
৬৩. তারা হচ্ছে, সেই লোক যারা ঈমান এনেছে এবং [গুনাহ হতে] পরহেজ করে থাকে।	اَلَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَكَانُوْا يَتَّقُوْنَ (٦٣)
৬৪. তাদের জন্য সুসংবাদ রয়েছে পার্থিব জীবনে এবং পরকালেও, আল্লাহর বাক্যসমূহে কোনো পরিবর্তন হয় না; এটা হচ্ছে বিরাট সফলতা।	لَهُمُ الْبُشْرٰى فِى الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا وَفِى الْاٰخِرَةِ ۚ لَا تَبْدِيْلَ لِكَلِمٰتِ اللّٰهِ ۚ ذٰلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيْمُ (٦٤)
৬৫. আর আপনাকে যেন তাদের উক্তিগুলো বিষণ্ন না করে। সকল ক্ষমতা আল্লাহ তা'আলারই জন্য। তিনি শুনেন, জানেন।	وَلَا يَحْزُنْكَ قَوْلُهُمْ ۘ اِنَّ الْعِزَّةَ لِلّٰهِ جَمِيْعًا ۚ هُوَ السَّمِيْعُ الْعَلِيْمُ (٦٥) وقف لازم
৬৬. মনে রেখ! যত কিছু আসমানসমূহে আছে এবং যত কিছু জমিনে আছে এ সমস্তই আল্লাহর; আর যারা আল্লাহকে ছেড়ে অন্য শরিকদের ইবাদত করে তারা কোন বস্তুর অনুসরণ করছে? কেবল খেয়ালেরই অনুসরণ করে চলছে এবং শুধু অনুমানপ্রসূত কথা বলছে।	اَلَآ اِنَّ لِلّٰهِ مَنْ فِى السَّمٰوٰتِ وَمَنْ فِى الْاَرْضِ ۗ وَمَا يَتَّبِعُ الَّذِيْنَ يَدْعُوْنَ مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ شُرَكَآءَ ۚ اِنْ يَّتَّبِعُوْنَ اِلَّا الظَّنَّ وَاِنْ هُمْ اِلَّا يَخْرُصُوْنَ (٦٦)
৬৭. তিনি এমন যিনি তোমাদের জন্য রজনীকে সৃষ্টি করেছেন, যেন তোমরা তাতে স্বস্তি লাভ কর, আর দিবসকেও এভাবে সৃষ্টি করছেন যেন, তাতে দেখাশুনা কর, তাতে [তাওহীদের] প্রমাণসমূহ রয়েছে তাদের জন্য যারা শুনে।	هُوَ الَّذِىْ جَعَلَ لَكُمُ الَّيْلَ لِتَسْكُنُوْا فِيْهِ وَالنَّهَارَ مُبْصِرًا ۚ اِنَّ فِىْ ذٰلِكَ لَاٰيٰتٍ لِّقَوْمٍ يَّسْمَعُوْنَ (٦٧)

শাব্দিক অনুবাদ :

৬২. اَلَآ মনে রেখ اِنَّ اَوْلِيَآءَ اللّٰهِ আল্লাহর বন্ধুদের لَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ না কোনো আশঙ্কা আছে وَلَا هُمْ يَحْزَنُوْنَ আর না তারা বিষণ্ন হবে।

৬৩. اَلَّذِيْنَ اٰمَنُوْا তারা হচ্ছে সে সকল লোক যারা ঈমান এনেছে وَكَانُوْا يَتَّقُوْنَ এবং পরহেজ করে থাকে।

৬৪. لَهُمُ الْبُشْرٰى তাদের জন্য সুসংবাদ রয়েছে فِى الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا وَفِى الْاٰخِرَةِ পার্থিব জীবনে এবং পরকালেও لَا تَبْدِيْلَ لِكَلِمٰتِ اللّٰهِ আল্লাহর বাক্য সমূহে কোনো পরিবর্তন হয় না ذٰلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيْمُ এটা হচ্ছে বিরাট সফলতা।

৬৫. وَلَا يَحْزُنْكَ قَوْلُهُمْ আর আপনাকে যেন তাদের উক্তি গুলো বিষণ্ন না করে اِنَّ الْعِزَّةَ لِلّٰهِ جَمِيْعًا সকল ক্ষমতা আল্লাহ তা'আলারই জন্য هُوَ السَّمِيْعُ الْعَلِيْمُ তিনি শুনেন, জানেন।

৬৬. اَلَآ اِنَّ لِلّٰهِ মনে রেখ! এ সমস্তই আল্লাহর مَنْ فِى السَّمٰوٰتِ وَمَنْ فِى الْاَرْضِ যত কিছু আসমান সমূহে আছে এবং যত কিছু জমিনে আছে وَمَا يَتَّبِعُ আর তারা কোন বস্তুর অনুসরণ করছে الَّذِيْنَ يَدْعُوْنَ مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ شُرَكَآءَ যারা আল্লাহকে ছেড়ে অন্য শরিকের ইবাদত করে اِنْ يَّتَّبِعُوْنَ اِلَّا الظَّنَّ কেবল অবাস্তব খেয়ালের অনুসরণ করে চলছে وَاِنْ هُمْ اِلَّا يَخْرُصُوْنَ এবং শুধু অনুমান প্রসূত কথা বলছে।

৬৭. هُوَ الَّذِىْ جَعَلَ لَكُمُ الَّيْلَ তিনি এমন যিনি তোমাদের জন্য রজনীকে বানিয়েছেন لِتَسْكُنُوْا فِيْهِ যেন, তোমরা তাতে স্বস্তি লাভ কর وَالنَّهَارَ مُبْصِرًا আর দিবসকেও এভাবে সৃষ্টি করেছেন যেন, তাতে দেখা শোনা কর اِنَّ فِىْ ذٰلِكَ لَاٰيٰتٍ তাতে (তাওহীদের) প্রমাণসমূহ রয়েছে لِّقَوْمٍ يَّسْمَعُوْنَ তাদের জন্য যারা শুনে।

https://e-ilm.weebly.com/

৬৮. তারা বলে, আল্লাহ তা'আলার সন্তান আছে, সুবহানাল্লাহ! তিনি তো কারো মুখাপেক্ষী নন, তাঁরই স্বত্বে রয়েছে যা কিছু আসমানসমূহে এবং যা কিছু জমিনে আছে, তোমাদের নিকট তার [উক্ত দাবির] কোনো প্রমাণ [-ও] নেই; আল্লাহ তা'আলার সম্বন্ধে কি তোমরা এমন কথা আরোপ করছ যা তোমাদের জানা নেই?	قَالُوا اتَّخَذَ اللّٰهُ وَلَدًا سُبْحٰنَهٗ ؕ هُوَ الْغَنِیُّ ؕ لَهٗ مَا فِی السَّمٰوٰتِ وَمَا فِی الْاَرْضِ ؕ اِنْ عِنْدَكُمْ مِّنْ سُلْطٰنٍۭ بِهٰذَا ؕ اَتَقُوْلُوْنَ عَلَى اللّٰهِ مَا لَا تَعْلَمُوْنَ (٦٨)
৬৯. আপনি বলে দিন, যারা আল্লাহর উপর মিথ্যা রচনা করে তারা সফলকাম হবে না।	قُلْ اِنَّ الَّذِیْنَ یَفْتَرُوْنَ عَلَى اللّٰهِ الْكَذِبَ لَا یُفْلِحُوْنَ (٦٩)
৭০. এটা দুনিয়ার সামান্য আয়েশ-আরাম মাত্র, তৎপর আমারই দিকে তাদের আসতে হবে, তখন আমি তাদেরকে তাদের কুফরের বিনিময়ে কঠিন শাস্তি ভোগ করাব।	مَتَاعٌ فِی الدُّنْیَا ثُمَّ اِلَیْنَا مَرْجِعُهُمْ ثُمَّ نُذِیْقُهُمُ الْعَذَابَ الشَّدِیْدَ بِمَا كَانُوْا یَكْفُرُوْنَ (٧٠) ع

শাব্দিক অনুবাদ :

৬৮. قَالُوا তারা বলে اتَّخَذَ اللّٰهُ وَلَدًا আল্লাহ তা'আলার সন্তান আছে سُبْحٰنَهٗ সুবহানাল্লাহ! هُوَ الْغَنِیُّ তিনি তো কারো মুখাপেক্ষী নন لَهٗ مَا فِی السَّمٰوٰتِ وَمَا فِی الْاَرْضِ তারই স্বত্বে রয়েছে যা কিছু আসমান সমূহে এবং যা কিছু জমিনে আছে اِنْ عِنْدَكُمْ مِّنْ سُلْطٰنٍۭ بِهٰذَا তোমাদের নিকট এর কোনো প্রমাণ নেই اَتَقُوْلُوْنَ عَلَى اللّٰهِ مَا لَا تَعْلَمُوْنَ আল্লাহ তা'আলার সম্বন্ধে কি তোমরা এমন কথা আরোপ করছ যা তোমাদের জানা নেই।

৬৯. قُلْ আপনি বলে দিন اِنَّ الَّذِیْنَ یَفْتَرُوْنَ عَلَى اللّٰهِ الْكَذِبَ যারা আল্লাহর উপর মিথ্যা রচনা করে لَا یُفْلِحُوْنَ তারা সফলকাম হবে না।

৭০. مَتَاعٌ فِی الدُّنْیَا এটা দুনিয়ার সামান্য আয়েশ মাত্র ثُمَّ اِلَیْنَا مَرْجِعُهُمْ তৎপর আমারই দিকে তাদের আসতে হবে ثُمَّ نُذِیْقُهُمُ তখন আমি তাদেরকে ভোগ করা الْعَذَابَ الشَّدِیْدَ কঠিন শাস্তি بِمَا كَانُوْا یَكْفُرُوْنَ তাদের কুফরের বিনিময়।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

আলোচ্য আয়াতসমূহে আল্লাহর ওলীদের বিশেষ বৈশিষ্ট্য, তাদের প্রশংসা ও পরিচয় বর্ণনার সাথে সাথে তাদের প্রতি আখেরাতের সুসংবাদ দেওয়া হয়েছে। ইরশাদ হয়েছে– যারা আল্লাহর ওলী তাদের না থাকবে কোনো অপছন্দনীয় বিষয়ের সম্মুখীন হওয়ার আশঙ্কা, আর না থাকবে কোনো অপছন্দনীয় বিষয়ের সম্মুখীন হওয়ার আশঙ্কা, আর না থাকবে কোনো উদ্দেশ্য ব্যর্থতার গ্লানি। আর আল্লাহর ওলী হলেন সে সমস্ত লোক যারা ঈমান এনেছে এবং তাকওয়া-পরহেজগারী অবলম্বন করেছে। এদের জন্য পার্থিব জীবনেও সুসংবাদ রয়েছে এবং আখেরাতেরও।

এতে কয়েকটি বিষয় লক্ষণীয়। ১. আল্লাহর ওলীগণের উপর ভয় ও শঙ্কা না থাকার অর্থ কি? ২. ওলী আল্লাহর সংজ্ঞা ও লক্ষণ কি? ৩. দুনিয়া ও আখেরাতে তাঁদের জন্য সুসংবাদের মর্ম কি?

প্রথম বিষয় 'আল্লাহর ওলীদের কোনো ভয়-শঙ্কা থাকবে না' অর্থ এও হতে পারে যে, আখেরাতের হিসাব-নিকাশের পর যখন তাদেরকে তাদের মর্যাদায় জান্নাতে প্রবেশ করানো হবে, তখন ভয় ও আশঙ্কা থেকে চিরতরে

https://e-ilm.weebly.com/

তাদের মুক্ত করে দেওয়া হবে। না থাকবে কোনো রকম কষ্ট ও অস্থিরতার আশঙ্কা, আর না থাকবে কোনো প্রিয় ও কাঙ্খিত বস্তুর হাতছাড়া হয়ে যাওয়ার আশঙ্কা, আর না থাকবে কোনো প্রিয় ও কাঙ্খিত বস্তুর হাতছাড়া হয়ে যাবার দুঃখ; বরং তাদের প্রতি জান্নাতের নিয়ামতরাজি হবে চিরস্থায়ী, অনন্ত। এ অর্থে আয়াতের বিষয়বস্তু সম্পর্কে কোনো প্রশ্ন ও আপত্তির কারণই নেই। কিন্তু এ প্রশ্ন অবশ্যই সৃষ্টি হয় যে, এতে শুধু ওলীগণের কোনো বিশেষত্ব নেই, সমস্ত জান্নাতবাসী যারা জাহান্নাম থেকে মুক্তি পাবে, তাদের সবাই এ অবস্থায়ই থাকবে। তবে একথা বলা যায় যে, যারা শেষ পর্যন্ত জান্নাতে পৌছবে তাদের সবাইকে ওলীআল্লাহ বলা হবে। পৃথিবীতে তাদের কার্যকলাপ যেমনই থাকুক না কেন, জান্নাতে প্রবেশ করার পর সবাই ওলীআল্লাহর তালিকায় গণ্য হবে।

কিন্তু অনেক তাফসীরকার বলেছেন, ওলীআল্লাহদের জন্য দুঃখ-ভয় না থাকা দুনিয়া ও আখেরাত উভয় ক্ষেত্রেই ব্যাপক। আর ওলীআল্লাহদের বৈশিষ্ট্যও তাই যে, পৃথিবীতেও তারা দুঃখ-ভয় থেকে মুক্ত থাকবে। এছাড়া আখেরাতে তাদের মনে কোনো চিন্তা-ভাবনা থাকবে না থাকা তো সবারই জানা। এতে সমস্ত জান্নাতবাসী অন্তর্ভুক্ত।

কিন্তু এতে অবস্থা ও বাস্তবতার দিক দিয়ে প্রশ্ন হলো এই যে, পৃথিবীতে তো এ বিষয়টি বাস্তবতার পরিপন্থি দেখা যায়। কারণ ওলী আল্লাহর তো কথাই নাই, স্বয়ং নবী-রাসূলগণও এ পৃথিবীতে ভয় ও আশঙ্কা থেকে মুক্ত নন বা ছিলেন না বরং তাদের ভয়-ভীতি অন্যান্যদের তুলনায় বেশিই ছিল। যেমন, কুরআন কারীমে ইরশাদ হয়েছে إِنَّمَا يَخْشَى اللّٰهَ مِنْ عِبَادِهِ الْعُلَمَاءُ অর্থাৎ ওলামাগণই পরিপূর্ণভাবে আল্লাহকে ভয় করেন। অন্যত্র ওলীআল্লাহগণের অবস্থা বর্ণনা প্রসঙ্গেই বলা হয়েছে مِنْ عَذَابِ رَبِّهِمْ مُشْفِقُوْنَ إِنَّ عَذَابَ رَبِّهِمْ غَيْرُ مَأْمُوْنٍ অর্থাৎ এরা সর্বক্ষণ আল্লাহর আজাবের ভয় করে। কারণ তাদের পালনকর্তার আজাব এমন বিষয় যার সম্পর্কে কেউ নিশ্চিন্ত হয়ে বসে থাকতে পারে না।

আর ঘটনাপ্রবাহও তাই। যেমন, শামায়েলে তিরমিযী গ্রন্থে বর্ণিত এক হাদীসে উল্লেখ রয়েছে যে, রাসূলে কারীম ﷺ -কে অধিকাংশ সময় বিষণ্ন-চিন্তান্বিত দেখা যেত। তিনি নিজেই বলেছেন, আমি আল্লাহকে তোমাদের সবার চেয়ে বেশি ভয় করি।

সাহাবায়ে কেরামের মধ্যে সবচেয়ে উত্তম হযরত আবূ বকর সিদ্দীক ও হযরত ওমর ফারূক (রা.) সহ অন্যান্য সমস্ত সাহাবী, তাবেয়ীন ও ওলী আল্লাহগণের কাঁদা-কাটির ঘটনাবলি ও আখেরাতের ভয়-ভীতি-সন্ত্রস্ত থাকার অসংখ্য ঘটনা বিদ্যমান রয়েছে।

তাই রূহুল মা'আনীতে আল্লামা আলূসী (র.) বলেছেন, পার্থিব জীবনে ওলী আল্লাহগণের ভয় ও দুশ্চিন্তা থেকে নিরাপদ থাকা হলো এ হিসেবে যে, পৃথিবীবাসী সাধারণতঃ যেসব ভয় ও দুশ্চিন্তার সম্মুখীন পার্থিব উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য, আরাম-আয়েশ, মান-সম্ভ্রম ও ধন-সম্পদের সামান্য ক্ষতিতেই যে তারা মুষড়ে পড়ে এবং সামান্য কষ্ট ও অস্থিরতার ভয়ে তা থেকে বাঁচার তদবীরে রাত-দিন মজে থাকে। আল্লাহর ওলীগণের স্থান হয়ে থাকে এ সবের বহু উর্ধ্বে। তাঁদের দৃষ্টিতে না পার্থিব ক্ষণস্থায়ী মান-সম্ভ্রম ও আরাম-আয়েশের কোনো গুরুত্ব আছে যা অর্জন করার জন্য সদা পরিব্যস্ত থাকতে হবে, আর না এখানকার দুঃখ-কষ্ট-পরিশ্রম কোনো লক্ষ্য করার মতো বিষয় যা প্রতিরোধ করতে গিয়ে অস্থির হয়ে উঠতে হবে।

দ্বিতীয় বিষয়টি আল্লাহর ওলীগণের সংজ্ঞা ও তাদের লক্ষণ সংক্রান্ত। 'আওলিয়া' শব্দটি ওলী শব্দের বহুবচন। আরবি ভাষায় 'ওলী' অর্থ নিকটবর্তীও হয় এবং দোস্ত-বন্ধুও হয়। আল্লাহ তা'আলার প্রেম ও নৈকট্যের একটি সাধারণ স্তর এমন রয়েছে যে, তার আওতা থেকে পৃথিবীর কোনো মানুষ, কোনো জীবজন্তু এমনকি কোনো বস্তু-সামগ্রীই বাদ পড়ে না। যদি এ নৈকট্য না থাকে, তবে সমগ্র বিশ্বের কোনো একটি বস্তুও অস্তিত্ব লাভ করতে পারত না। সমগ্র বিশ্বের অস্তিত্বের প্রকৃত উপকরণ হলো সেই সংযোগ যা আল্লাহ তা'আলার সাথে রয়েছে। যদিও

https://e-ilm.weebly.com/

এ সংযোগের তাৎপর্য কেউ বুঝেনি বা বুঝতে পারেও না, তথাপি এ অশরীরী সংযোগ অপরিহার্য ও নিশ্চিত। কিন্তু 'আওলিয়া' শব্দের নৈকট্যের ঐ স্তরের কথা বলা উদ্দেশ্য নয়; বরং নৈকট্য, প্রেম ও ওলিত্বের দ্বিতীয় আরেকটি পর্যায় বা স্তর রয়েছে যা আল্লাহ তা'আলার বিশেষ বিশেষ বন্দাদের জন্য নির্দিষ্ট। সে নৈকট্যকে মুহাব্বত বা প্রেম বলা হয়। যারা নৈকট্য লাভ করতে সমর্থ হন, তাদেরকেই বলা হয় ওলীআল্লাহ তথা আল্লাহর ওলী। যেমন এক হাদীসে কুদসীতে বর্ণিত রয়েছে, আল্লাহ তা'আলা বলেন : "আমার বান্দা নফল ইবাদতের মাধ্যমে আমার নৈকট্য অর্জন করতে থাকে। এমনকি আমি নিজেও তাকে ভালোবাসতে আরম্ভ করি। আর যখন আমি তাকে ভালোবাসি, তখন আমিই তার কান হয়ে যাই, সে যা কিছু শোনে, আমার মাধ্যমেই শোনে। আমিই তার চোখ হয়ে যাই, যা কিছু সে দেখে, আমার মাধ্যমেই দেখে। আমিই তার হাত-পা হয়ে যাই, যা কিছু সে করে আমার দ্বারাই করে।" এর মর্ম হলো এই যে, তার কোনো গতি-স্থিতি ও অন্য যে কোনো কাজ আমার ইচ্ছার বিরুদ্ধ হয় না।

বস্তুত এই বিশেষ ওলীত্ব বা নৈকট্যের স্তর অগণিত ও অশেষ। এর সর্বোচ্চ স্তর নবী রাসূলগণের প্রাপ্য। কারণ প্রত্যেক নবীরই ওলী হওয়া অপরিহার্য। আর এর সর্বোচ্চ-স্তর হলো সায়্যিদুল আম্বিয়া নবী কারীম ﷺ-এর এবং এ বেলায়েতের সর্বনিম্ন স্তর হলো সুফী সাধকগণের পরিভাষায় 'দরজায়ে ফানা' তথা আত্মা বিলুপ্তির স্তর বলা হয়। এর মর্ম হলো এই যে, মানুষের অন্তরাত্মা আল্লাহর স্মরণে এমনভাবে ডুবে যায় যে, পৃথিবীতে কারো মায়া-ভালোবাসাই এর উপর প্রবল হতে পারে না। সে যাকে ভালোবাসে, আল্লাহর জন্য ভালোবাসে, যার প্রতি ঘৃণা পোষণ করে তাও আল্লাহর জন্য করে। এক কথায় তার প্রেম ও ঘৃণা, ভালোবাসা ও শত্রুতা কোনোটাই নিজের ব্যক্তিগত কোনো কারণে হয় না। এরই অবশ্যাম্ভাবী পরিণতি হলো যে তাঁর দেহ মন, ভেতর বাহির সবই আল্লাহর সন্তুষ্টির অন্বেষায় নিয়োজিত থাকে। তখন সে প্রত্যেক এমন কাজ থেকে বিরত থাকে যা আল্লাহ তা'আলার কাছে পছন্দ নয়। এ অবস্থার লক্ষণই হলো জিকিরের আধিক্য ও আনুগত্যের সার্বক্ষণিকতা। অর্থাৎ আল্লাহকে অধিক স্মরণ করা এবং সর্বক্ষণ, সর্বাবস্থায় তাঁর হুকুম আহকামের অনুগত থাকা। এ দু'টির গুণ যার মধ্যে বিদ্যামান থাকে তাকেই ওলী বলা হয়। যার মধ্যে এ দু'টির কোনো একটিও না থাকে সে এ তালিকার অন্তর্ভুক্ত নয়। পক্ষান্তরে যার মধ্যে এ দু'টিই উপস্থিত থাকে তার স্তরের নিম্নতা উচ্চতার কোনো সীমা-পরিসীমা নেই। এ সব স্তরের দিক দিয়েই ওলিআল্লাহগণের মর্যাদার বেশ কম হয়ে থাকে।

এক হাদীসে হযরত আবূ হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে প্রশ্ন করা হয় যে, এ আয়াতে 'আওলিয়াল্লাহ' (আল্লাহর ওলীগণ) বলতে কাদেরকে বুঝানো হয়েছে? তিনি বললেন, সে সমস্ত লোককে যারা একান্তভাবে আল্লাহর ওয়াস্তে নিজেদের মধ্যে পারস্পরিক ভালোবাসা পোষণ করে, কোনো পার্থিব উদ্দশ্য এর মাঝে থাকে না। [ইবনে মারদুয়া থেকে মাযহারী] আর একথা সুস্পষ্ট যে, এ অবস্থা সে সমস্ত লোকেরই হতে পারে যাদের কথা উপরে আলোচনা করা হয়েছে।

এখানে আরো একটি প্রশ্ন দেখা দিতে পারে যে, বেলায়েতের এ স্তর লাভের উপায় কি?

হযরত কাযী সানাউল্লাহ পানিপথী (র.) তাফসীরে মাযহারীতে বলেছেন, উম্মতের লোকদের এ স্তর রাসূলে কারীম ﷺ-এরই সংসর্গের মাধ্যমে লাভ হতে পারে। এভাবেই আল্লাহা তা'আলার সাথে সম্পর্ক সেরূপ যা মহানবী ﷺ পেয়েছিলেন, স্বীয় যোগ্যতা অনুপাতে তার অংশবিশেষ উম্মতের ওলীগণ পেয়ে থাকেন। বস্তুত মহানবী ﷺ-এর সংসর্গের ফজিলত সাহাবায়ে কেরাম পেয়েছিলেন সরাসরি। আর সে কারণেই তাদের বেলায়েতের দরজা উম্মতের সমস্ত ওলী কুতাব অপেক্ষা বহু উর্ধ্বে। পরবর্তী লোকেরা এ ফজিলতই এক বা একাধিক মাধ্যমে অর্জন করেন। মাধ্যম যত বাড়তে থাকে ব্যবধানও সে পরিমাণেই বাড়তে থাকে। এই মাধ্যম শুধুমাত্র সে সমস্ত লোকই

https://e-ilm.weebly.com/

হতে পারেন, যারা রাসূলে কারীম ﷺ-এর রঙে রঞ্জিত হতে পেরেছেন, তাঁর সুন্নতের হুবহু অনুসরণ করেছেন। এ ধরনের লোকদের সান্নিধ্য ও সংসর্গের সাথে সাথে যখন তাদের নির্দেশের আনুগত্য এবং আল্লাহর জিকরেও আধিক্য ঘটে তখনই তা লাভ হয়। বেলায়েতের স্তর প্রাপ্তির এটিই পন্থা যা তিনটি অংশের সমন্বয়ে গঠিত। ১. কোনো ওলীর সংসর্গ, ২. তাঁর আনুগত্য ও ৩. আল্লাহর অধিক জিকির। কিন্তু শর্ত হলো এই যে, এ জিকির সুন্নত তরিকা অনুযায়ী হতে হবে। কারণ, অধিক জিকিরের দ্বারা যখন অন্তরের ঔজ্জ্বল্য বৃদ্ধি পায়, তখন সে নূর বেলায়েতের প্রতিফলনের যোগ্য হয়ে উঠে। হাদীসে বর্ণিত হয়েছে যে, প্রতিটি বস্তুর জন্য শিরিশ বা পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতার পন্থা রয়েছে, অন্তরের শিরিশ হলো আল্লাহর জিকির। এ কথাই হযরত ইবনে ওমর (রা.)-এর রেওয়ায়েতক্রমে বায়হাকীও উদ্ধৃত করেছেন।

আর আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা.) বলেছেন যে, (একবার) এক ব্যক্তি রাসূলে কারীম (সা.)-এর কাছে প্রশ্ন করলেন যে, আপনি সে ব্যক্তি সম্পর্কে কিবলেন, যে কোনো বুযুর্গ ব্যক্তির সাথে মুহাব্বত রাখে কিন্তু আমলের দিক দিয়ে তাঁর স্তরে পৌঁছাতে পারে না। রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন اَلْمَرْءُ مَعَ مَنْ اَحَبَّ অর্থাৎ, প্রতিটি লোক তার সাথেই হবে যাকে সে ভালোবাসে। এতে প্রতীয়মান হয় যে, ওলী আল্লাহগণের সংসর্গ ও তাদের প্রতি মহব্বত রাখা মানুষের জন্য বেলায়েত বা আল্লাহর নৈকট্য লাভের মাধ্যমে। ইমাম বায়হাকী 'শো'আবুল ঈমান' গ্রন্থে হযরত রাযীন (রা.)-এর এক রেওয়ায়েত উদ্ধৃত করেছেন যে, রাসূলে কারীম ﷺ হযরত রাযীন (রা.)-কে বললেন যে, তোমাকে দীনের এমন নীতিমালা বলে দিচ্ছি যাতে করে তুমি দুনিয়া ও আখেরাতের কল্যাণ ও কৃতকার্যতা লাভ করতে পারবে-তা হলো এই যে, যারা আল্লাহর স্মরণ করে তাদের মজলিস ও সংসর্গকে নিজের জন্য অপরিহার্য করে নেবে এবং যখন একা থাকবে, তখন যত বেশি সম্ভব আল্লাহর জিকিরে নিজের জিহ্বা নাড়তে থাকবে। যার সাথে মুহাব্বত রাখবে– আল্লাহর জন্য রাখবে, যার প্রতি ঘৃণা পোষণ করবে, আল্লাহর জন্য করবে।

–[মাযহারী]

তাফসীরে মাযহারীতে বলা হয়েছে, সাধারণ মানুষ যে কাশফ কারামত ও গায়বি বিষয় সম্পর্কে অবগত হওয়াকে ওলীর লক্ষণ ধরে নিয়েছে, তা একান্ত ভুল ও ধোকা। হাজার হাজার ওলীআল্লাহ এমন ছিলেন এবং রয়েছেন যাদের দ্বারা এ ধরনের কোনো বিষয় সংঘটিত হয়নি। পক্ষান্তরে এমন লোকের দ্বারাও কাশফ ও গায়বি সংবাদ কথিত হয়েছে যার ঈমান পর্যন্ত ঠিক নেই।

শব্দবিশ্লেষণ :

مَا يَتَّبِعُ : সীগাহ وَاحِدٌ مُذَكَّر غَائِبٌ বহছ مُضَارِعْ مَنْفِى مَعْرُوْف বাব اِفْتِعَالٌ মাসদার اَلْاِتِّبَاعُ মূলবর্ণ (ت ـ ب ـ ع) জিনস صَحِيْح অর্থ– অনুসরণ ও অনুকরণ করা। পিছনে পিছনে চলা।

يَدْعُوْنَ : সীগাহ جَمْع مُذَكَّر غَائِبٌ বহছ مُضَارِعْ مَعْرُوْف বাব نَصَرَ মাসদার اَلدُّعَاءُ মূলবর্ণ (د ـ ع ـ و) জিনস ناقص واوى অর্থ– আহ্বান করা।

اِتَّخَذَ : সীগাহ واحد مذكر غائب বহছ ماضى معروف বাব اِفْتِعَالٌ মাসদার اَلْاِتِّخَاذُ মূলবর্ণ (أ ـ خ ـ ذ) জিনস مهموز فاء অর্থ– সে মনোনীত করল, সে পছন্দ করল।

مَرْجِعُهُمْ : مَرْجِعُ মাসদার মুযাফ। هُمْ যমীরে মুযাফ ইলাইহি। অর্থ– তাদের প্রত্যাবর্তন।

نُذِيْقُهُمْ : نُذِيْقُ সীগাহ جمع متكلم বহছ مضارع معروف বাব اِفْعَالٌ মাসদার اَلْاِذَاقَةُ মূলবর্ণ (ذ ـ و ـ ق) জিনস اجوف واوى অর্থ– আস্বাদন করানো, দানশীল হওয়া, কোনো কাজের বদলা দেওয়া। এখানে আস্বাদন করানোর অর্থে ব্যবহৃত।

https://e-ilm.weebly.com/

৭১. আর আপনি তাদেরকে নূহের ইতিবৃত্ত পড়ে শুনান। যখন তিনি নিজের কওমকে বললেন, হে আমার কওম! যদি তোমাদের নিকট দুঃসহ মনে হয় আমার অবস্থান এবং আল্লাহর আদেশাবলির নসিহত করা, তবে আমার তো আল্লাহরই উপর ভরসা, সুতরাং তোমরা তোমাদের [কল্পিত] শরিকদের সঙ্গে নিয়ে নিজেদের তদবীর মজবুত করে নাও, অতঃপর তোমাদের সে তদবীর যেন তোমাদের দুশ্চিন্তা [গোপন ষড়যন্ত্র]-এর কারণ না হয়, তারপর আমার সাথে [যা করতে চাও] করে ফেল, আর আমাকে [মোটেই] অবকাশ দিও না।	وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَاَ نُوْحٍ ۘ اِذْ قَالَ لِقَوْمِهٖ يٰقَوْمِ اِنْ كَانَ كَبُرَ عَلَيْكُمْ مَّقَامِيْ وَتَذْكِيْرِيْ بِاٰيٰتِ اللّٰهِ فَعَلَى اللّٰهِ تَوَكَّلْتُ فَاَجْمِعُوْٓا اَمْرَكُمْ وَشُرَكَآءَكُمْ ثُمَّ لَا يَكُنْ اَمْرُكُمْ عَلَيْكُمْ غُمَّةً ثُمَّ اقْضُوْٓا اِلَيَّ وَلَا تُنْظِرُوْنِ ﴿٧١﴾
৭২. তৎপরও যদি তোমরা মুখ ফিরিয়ে থাক, তবে আমি তো তোমাদের নিকট কোনো পারিশ্রমিক চাইনি: আমার পারিশ্রমিক তো কেবল আল্লাহরই জিম্মায় রয়েছে, আর আমাকে হুকুম করা হয়েছে যে, আমি যেন অনুগতদের অন্তর্ভুক্ত থাকি।	فَاِنْ تَوَلَّيْتُمْ فَمَا سَاَلْتُكُمْ مِّنْ اَجْرٍ ۭ اِنْ اَجْرِيَ اِلَّا عَلَى اللّٰهِ ۙ وَاُمِرْتُ اَنْ اَكُوْنَ مِنَ الْمُسْلِمِيْنَ ﴿٧٢﴾
৭৩. অনন্তর তারা তাঁকে মিথ্যাবাদী বলে, অতএব, আমি তাঁকে আর যারা তাঁর সঙ্গে নৌকায় ছিল তাদেরকে মুক্তি দিলাম এবং তাদেরকে স্থলাভিষিক্ত করলাম, আর যারা আমার আয়াতসমূহকে মিথ্যা সাব্যস্ত করেছিল তাদেরকে নিমজ্জিত করে দিলাম, অতএব, দেখ! কি পরিণাম হয়েছিল তাদের, যাদেরকে ভীতি প্রদর্শন করা হয়েছিল।	فَكَذَّبُوْهُ فَنَجَّيْنٰهُ وَمَنْ مَّعَهٗ فِي الْفُلْكِ وَجَعَلْنٰهُمْ خَلٰٓئِفَ وَاَغْرَقْنَا الَّذِيْنَ كَذَّبُوْا بِاٰيٰتِنَا ۚ فَانْظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُنْذَرِيْنَ ﴿٧٣﴾

শাব্দিক অনুবাদ :

৭১. وَاتْلُ عَلَيْهِمْ আর আপনি তাদেরকে পড়ে শুনান نَبَاَ نُوْحٍ নূহের ইতিবৃত্ত اِذْ قَالَ لِقَوْمِهٖ যখন তিনি নিজের কওমকে বললেন يٰقَوْمِ হে আমার কওম! اِنْ كَانَ كَبُرَ عَلَيْكُمْ যদি তোমাদের নিকট দুর্বহ মনে হয় مَّقَامِيْ আমার অবস্থান وَتَذْكِيْرِيْ بِاٰيٰتِ اللّٰهِ আল্লাহরই উপর ভরসা فَاَجْمِعُوْٓا اَمْرَكُمْ সুতরাং তোমরা নিজেদের তদবীর মজবুত করে নাও وَشُرَكَآءَكُمْ তোমাদরে (কল্পিত) শরিকদেরকে সঙ্গে নিয়ে ثُمَّ لَا يَكُنْ اَمْرُكُمْ عَلَيْكُمْ غُمَّةً অতঃপর তোমাদের সে তদবীর যেন তোমাদের দুশ্চিন্তার কারণ না হয় ثُمَّ اقْضُوْٓا اِلَيَّ আর আমাকে (মোটেই) অবকাশ দিও না।

৭২. فَاِنْ تَوَلَّيْتُمْ তৎপরও যদি তোমরা মুখ ফিরিয়ে থাক فَمَا سَاَلْتُكُمْ مِّنْ اَجْرٍ তবে আমি তো তোমাদের নিকট কোনো পারিশ্রমিক চাই নি اِنْ اَجْرِيَ اِلَّا عَلَى اللّٰهِ আমার পারিশ্রমিক তো কেবল আল্লাহরই জিম্মায় রয়েছে وَاُمِرْتُ আর আমাকে হুকুম করা হয়েছে اَنْ اَكُوْنَ مِنَ الْمُسْلِمِيْنَ আমি যেন অনুগতদের অন্তর্ভুক্ত থাকি।

৭৩. فَكَذَّبُوْهُ অনন্তর তারা তাকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করতে থাকে فَنَجَّيْنٰهُ অতএব, আমি তাঁকে নাজাত দিলাম وَمَنْ مَّعَهٗ فِي الْفُلْكِ আর যারা তার সাথে নৌকায় ছিল তাদেরকে وَجَعَلْنٰهُمْ خَلٰٓئِفَ এবং তাদরেকে আবাদ করলাম وَاَغْرَقْنَا আর তাদেরকে নিমজ্জিত করলাম الَّذِيْنَ كَذَّبُوْا بِاٰيٰتِنَا যারা আমার আয়াত সমূহকে মিথ্যা সাব্যস্ত করেছিল فَانْظُرْ অতএব, দেখ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُنْذَرِيْنَ কি পরিণাম হয়েছিল তাদের যাদেরকে ভীতি প্রদর্শন করা হয়েছিল।

https://e-ilm.weebly.com/

ثُمَّ بَعَثْنَا مِنْ بَعْدِهٖ رُسُلًا اِلٰی قَوْمِهِمْ فَجَآءُوْهُمْ بِالْبَیِّنٰتِ فَمَا كَانُوْا لِیُؤْمِنُوْا بِمَا كَذَّبُوْا بِهٖ مِنْ قَبْلُ ؕ كَذٰلِكَ نَطْبَعُ عَلٰی قُلُوْبِ الْمُعْتَدِیْنَ (٧٤)

৭৪. আবার আমি নূহের পরে অপর নবীদেরকে তাদের কওমের নিকট প্রেরণ করলাম, সুতরাং তারা তাদের নিকট মু'জিযাসমূহ নিয়ে আসলেন, এতদসত্ত্বেও এটা হলো না যে, তারা যে বস্তুকে পূর্বে মিথ্যা সাব্যস্ত করেছিল, পরে তা মেনে নেয়, এভাবেই আল্লাহ তা'আলা কাফেরদের অন্তরসমূহের উপর মোহর লাগিয়ে দেন।

ثُمَّ بَعَثْنَا مِنْۢ بَعْدِهِمْ مُّوْسٰی وَهٰرُوْنَ اِلٰی فِرْعَوْنَ وَمَلَا۠ئِهٖ بِاٰیٰتِنَا فَاسْتَكْبَرُوْا وَكَانُوْا قَوْمًا مُّجْرِمِیْنَ (٧٥)

৭৫. অতঃপর আমি এ রাসূলগণের পর মূসা ও হারূনকে আমার মু'জিযাসমূহ সহকারে ফেরাউন ও তার প্রধানদের নিকট পাঠালাম, অনন্তর তারা অহঙ্কার করল, আর সে লোকগুলো ছিল অপরাধী সম্প্রদায়।

فَلَمَّا جَآءَهُمُ الْحَقُّ مِنْ عِنْدِنَا قَالُوْۤا اِنَّ هٰذَا لَسِحْرٌ مُّبِیْنٌ (٧٦)

৭৬. অতঃপর যখন তাদের প্রতি আমার সন্নিধান হতে প্রমাণ পৌছল, তখন তারা বলতে লাগল, নিশ্চয় এটা সুস্পষ্ট জাদু।

قَالَ مُوْسٰۤی اَتَقُوْلُوْنَ لِلْحَقِّ لَمَّا جَآءَكُمْ ؕ اَسِحْرٌ هٰذَا ؕ وَلَا یُفْلِحُ السّٰحِرُوْنَ (٧٧)

৭৭. মূসা বললেন, তোমরা কি এই যথার্থ প্রমাণ সম্পর্কে এমন কথা বলছ, যখন তা তোমাদের নিকট পৌছল, এটা কি জাদু? অথচ জাদুকররা তো সফলকাম হয় না।

قَالُوْۤا اَجِئْتَنَا لِتَلْفِتَنَا عَمَّا وَجَدْنَا عَلَیْهِ اٰبَآءَنَا وَتَكُوْنَ لَكُمَا الْكِبْرِیَآءُ فِی الْاَرْضِ ؕ وَمَا نَحْنُ لَكُمَا بِمُؤْمِنِیْنَ (٧٨)

৭৮. তারা বলতে লাগল, তুমি কি আমাদের নিকট এজন্য এসেছ যে, আমাদেরকে সরিয়ে দাও সে তরিকা হতে যাতে আমরা আমাদের পূর্বপুরুষদেরকে পেয়েছি, আর পৃথিবীতে তোমাদের দুজনের আধিপত্য স্থাপিত হয়ে যায়? আর আমরা তোমাদের দুজনকে কখনো মানব না।

শাব্দিক অনুবাদ :

৭৪. ثُمَّ بَعَثْنَا আবার আমি প্রেরণ করলাম مِنْ بَعْدِهٖ নূহের পরে رُسُلًا اِلٰی قَوْمِهِمْ অপর নবীগণকে তাদের কওমের
নিকট فَمَا كَانُوْا لِیُؤْمِنُوْا بِمَا كَذَّبُوْا بِهٖ সুতরাং তারা তাদের নিকট মু'জিযাসমূহ নিয়ে আসলেন فَجَآءُوْهُمْ بِالْبَیِّنٰتِ
এতদসত্ত্বেও এটা হলো না যে, তারা যে বস্তুকে পূর্বে মিথ্যা সাব্যস্ত করেছিল পরে তা মেনে নেয় مِنْ قَبْلُ
كَذٰلِكَ نَطْبَعُ عَلٰی قُلُوْبِ الْمُعْتَدِیْنَ এভাবেই আল্লাহ তা'আলা কাফেরদের অন্তরসমূহের উপর মোহর লাগিয়ে দেন।
৭৫. ثُمَّ بَعَثْنَا مِنْۢ بَعْدِهِمْ مُّوْسٰی وَهٰرُوْنَ অতঃপর আমি এ রাসূলগণের পর মূসা ও হারূন কে পাঠালাম اِلٰی فِرْعَوْنَ
وملائه ফেরাউন ও তার প্রধানদের নিকট بِاٰیٰتِنَا আমার মু'জিযাসমূহ সহকারে فَاسْتَكْبَرُوْا অনন্তর তারা
অহংকার করল وَكَانُوْا قَوْمًا مُّجْرِمِیْنَ আর সেই লোক গুলো ছিল অপরাধী সম্প্রদায়।
৭৬. فَلَمَّا جَآءَهُمُ الْحَقُّ مِنْ عِنْدِنَا অতঃপর যখন তাদের প্রতি আমার সন্নিধান হতে প্রমাণ পৌছল। قَالُوْۤا তখন তারা
বলতে লাগল اِنَّ هٰذَا لَسِحْرٌ مُّبِیْنٌ নিশ্চয় এটা সুস্পষ্ট জাদু।
৭৭. قَالَ مُوْسٰی মূসা বললেন اَتَقُوْلُوْنَ لِلْحَقِّ তোমরা কি এই যথার্থ প্রমাণ সম্পর্কে এমন কথা বলছ لَمَّا جَآءَكُمْ যখন
তা তোমাদের নিকট পৌছল اَسِحْرٌ هٰذَا এটা কি জাদু وَلَا یُفْلِحُ السّٰحِرُوْنَ অথচ জাদুকররা তো সফলকাম হয় না।
৭৮. قَالُوْۤا তারা বলতে লাগল اَجِئْتَنَا তুমি কি আমাদের নিকট এজন্য এসেছ যে, لِتَلْفِتَنَا আমাদেরকে সরিয়ে দাও সেই তরিকা
হতে عَمَّا وَجَدْنَا عَلَیْهِ اٰبَآءَنَا যাতে আমরা আমাদের পূর্বপুরুষদেরকে পেয়েছি وَتَكُوْنَ لَكُمَا الْكِبْرِیَآءُ فِی الْاَرْضِ আর পৃথিবীতে
তোমাদের দু'জনের আধিপত্য স্থাপিত হয়ে যায় وَمَا نَحْنُ لَكُمَا بِمُؤْمِنِیْنَ আর আমরা তোমাদের দু'জনকে কখনো মানব না।

https://e-ilm.weebly.com/

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

এখানে হযরত মূসা ও হারূন (আ.) এবং বনী ইসরাঈল ও ফেরাউন সম্প্রদায়ের কিছু অবস্থা এবং সে প্রসঙ্গে কিছু বিধি-বিধান আলোচনা করা হয়েছে। প্রথম আয়াতে একটি নির্দিষ্ট ঘটনা সম্পর্কিত হুকুম রয়েছে। তা'হলো এই যে, বনী ইসরাঈল দ্বারা হযরত মূসা (আ.)-এর দীনের উপর আমল করত তাদের সবাই নিয়মিত নিজেদের নির্ধারিত উপসনালয়েই নামাজ আদায় করত। তাছাড়া পূর্ববর্তী উম্মতদের জন্য নির্দেশও ছিল তাই। তাদের নামাজ ঘরে পড়লে আদায় হতো না। তবে এই বিশেষ সুবিধা মহানবী ﷺ-এর উম্মতকেই দান করা হয়েছে যে, তারা যে কোনোখানে ইচ্ছা নামাজ আদায় করে নিতে পারে। সহীহ মুসলিমের এক হাদীসে রাসূলে কারীম ﷺ তাঁর ছয়টি বৈশিষ্ট্যের মধ্যে এটিও উল্লেখ করেছেন যে, আমার জন্য গোটা জমিনকে মসজিদ বানিয়ে দেওয়া হয়েছে। সব জায়গাতেই নামাজ আদায় হয়ে যায়। তবে এটা আলাদা কথা যে, ফরজ নামাজসমূহ মসজিদে জামাতের সাথে আদায় করা সুন্নতে মু'আক্কাদাহ সাব্যস্ত করা হয়েছে। নফল নামাজ ঘরে আদায় করা উত্তম। স্বয়ং রাসূলে কারীম ﷺ-এরই উপর আমল করতেন। তিনি শুধু ফরজ নামাজই মসজিদে পড়তেন। সুন্নত ও নফলসমূহ ঘরে গিয়ে আদায় করতেন। যা হোক, বনী ইসরাঈলরা তাদের মাযহাব বা ধর্মমত অনুসারে নিজেদের উপাসনালয়ে গিয়ে নামাজ আদায়ে বাধ্য ছিল। এদিকে ফেরাউন যে, তাদেরকে বিভিন্ন প্রকারের কষ্ট দিত এবং তাদের উপর অত্যাচার করত , সে বিষয়টি লক্ষ্য করে তাদের সমস্ত উপাসনালয় ভেঙ্গে চুরমার করে দিল। যাতে এরা নিজেদের ধর্মীয় বিধান অনুযায়ী নামাজ পড়তে না পারে। এরই কারণে আল্লাহ তা'আলা বনী ইসরাঈলের উভয় পয়গাম্বর হযরত মূসা ও হারূন (আ.)-কে নির্দেশ দান করলেন যা আয়াতে উল্লেখ রয়েছে যে. মিসরে বনী ইসরাঈলদের জন্য নতুন গৃহ নির্মাণ করা হোক যা কেবলামুখী হবে, যাতে করে তারা এসব আবাসিক ঘরেই নামাজ আদায় করতে পারে।

https://e-ilm.weebly.com/

শব্দবিশ্লেষণ :

لَايَكُنْ : সীগাহ واحد مذكر غائب বহছ نفى فعل مضارع معروف বাব نَصَرَ মাসদার اَلْكَوْنُ ও اَلْكَيْنُوْنَةُ মূলবর্ণ (ك ـ و ـ ن) জিনস اجوف واوى অর্থ– হওয়া, থাকা।

غُمَّةً : অর্থ– অন্ধকার, সন্দেহপূর্ণ, গোপন, কঠিন, জটিল।

اِقْضُوْا : সীগাহ جمع مذكر حاضر বহছ امر حاضر معروف বাব ضَرَبَ ; মাসদার اَلْقَضَاءُ মূলবর্ণ (ق ـ ض ـ ى) জিনস ناقص يائى অর্থ– বিচার করা, ফয়সালা করা।

تَوَلَّيْتُمْ : সীগাহ جمع مذكر حاضر বহছ ماضى معروف বাব تَفَعُّلٌ মাসদার اَلتَّوَلِّىْ মূলবর্ণ (و ـ ل ـ ى) জিনস لفيف مفروق অর্থ– মুখ ফিরানো, বিমুখ হওয়া।

فَنَجَّيْنٰهُ : فاء হরফে আতফ। نَجَّيْنَا সীগাহ جمع متكلم বহছ ماضى معروف বাব تَفْعِيْلٌ মাসদার اَلتَّنْجِيَةُ মূলবর্ণ (ن ـ ج ـ و) জিনস ناقص واوى অর্থ– নাজাত দেওয়া।

اَجِئْتَنَا : শুরুতে হামযায়ে ইস্তেফহাম। جِئْتَ সীগাহ واحد مذكر حاضر বহছ ماضى معروف ; বাব ضَرَبَ মাসদার اَلْمَجِيْئَةُ মূলবর্ণ (ج ـ ى ـ أ) জিনস مركب (ناقص يائى ও مهموزلام) আসা। যখন مجيئة এর ছিলা باء আসে, তখন নিয়ে আসা অর্থ দেয়। যেমন, جَاءَ بِالْحَقِّ সে হক নিয়ে এসেছে।

لِتَلْفِتَنَا : لام টি মাকসূর। تَلْفِتَ সীগাহ واحد مذكر حاضر বহছ مضارع منصوب بلام كَىْ বাব ضَرَبَ ; মাসদার اَللَّفْتُ মূলবর্ণ (ل ـ ف ـ ت) জিনস صحيح অর্থ– ফিরিয়ে দেওয়া।

৭৯. এবং ফেরাউন বলল, আমার নিকট সমস্ত সুদক্ষ জাদুকরদেরকে উপস্থিত কর।	وَقَالَ فِرْعَوْنُ ائْتُوْنِيْ بِكُلِّ سٰحِرٍ عَلِيْمٍ (٧٩)
৮০. অনন্তর যখন তারা আসল, মূসা তাদেরকে বললেন, নিক্ষেপ কর যা কিছু তোমরা নিক্ষেপ করতে চাও।	فَلَمَّا جَآءَ السَّحَرَةُ قَالَ لَهُمْ مُّوْسٰٓى اَلْقُوْا مَآ اَنْتُمْ مُّلْقُوْنَ (٨٠)
৮১. অতঃপর যখন তারা নিক্ষেপ করল, তখন মূসা বললেন, এ সমস্ত যা কিছু তোমরা আনলে, জাদু; নিশ্চয় আল্লাহ এখন এটাকে বাতিল করে দিবেন, [কেননা] আল্লাহ এমন অশান্তি সৃষ্টিকারীদের কাজ সম্পন্ন হতে দেন না।	فَلَمَّآ اَلْقَوْا قَالَ مُوْسٰى مَا جِئْتُمْ بِهِ ۙ السِّحْرُ ؕ اِنَّ اللّٰهَ سَيُبْطِلُهٗ ؕ اِنَّ اللّٰهَ لَا يُصْلِحُ عَمَلَ الْمُفْسِدِيْنَ (٨١)
৮২. আর আল্লাহ তা'আলা সঠিক প্রমাণকে স্বীয় অঙ্গীকার অনুযায়ী প্রতিষ্ঠিত করে দেন, যদিও পাপাচারীরা যতই অপ্রীতিকর বোধ করে।	وَيُحِقُّ اللّٰهُ الْحَقَّ بِكَلِمٰتِهٖ وَلَوْ كَرِهَ الْمُجْرِمُوْنَ (٨٢) ٨ ع ١٢
৮৩. বস্তুত মূসার প্রতি তাঁর স্বগোত্রীয় লোকদের মধ্যে [প্রথমে] কেবল অল্প সংখ্যক লোকেই ঈমান আনল, তাও ফেরাউন ও তার প্রধানবর্গের এ ভয়ে যে, তারা তাদেরকে নির্যাতন করে, আর বাস্তবিকপক্ষে ফেরাউন সে দেশে [রাজ-] ক্ষমতা রাখত, আর এটাও ছিল যে, সে [ন্যায়ের] সীমাতিক্রম করে ফেলত।	فَمَآ اٰمَنَ لِمُوْسٰٓى اِلَّا ذُرِّيَّةٌ مِّنْ قَوْمِهٖ عَلٰى خَوْفٍ مِّنْ فِرْعَوْنَ وَمَلَا۟ئِهِمْ اَنْ يَّفْتِنَهُمْ ؕ وَاِنَّ فِرْعَوْنَ لَعَالٍ فِي الْاَرْضِ ۚ وَاِنَّهٗ لَمِنَ الْمُسْرِفِيْنَ (٨٣)
৮৪. আর মূসা বললেন, হে আমার সম্প্রদায়! যদি তোমরা আল্লাহর উপর ঈমান রাখ, তবে তাঁর উপরই নির্ভর কর, যদি তোমরা আত্মসমর্পণকারী হয়ে থাক।	وَقَالَ مُوْسٰى يٰقَوْمِ اِنْ كُنْتُمْ اٰمَنْتُمْ بِاللّٰهِ فَعَلَيْهِ تَوَكَّلُوْٓا اِنْ كُنْتُمْ مُّسْلِمِيْنَ (٨٤)

শাব্দিক অনুবাদ :

৭৯. وَقَالَ فِرْعَوْنُ এবং ফেরাউন বলল ائْتُوْنِيْ আমার নিকট উপস্থিত কর بِكُلِّ سٰحِرٍ عَلِيْمٍ সমস্ত সুদক্ষ জাদুকরকে।

৮০. فَلَمَّا جَآءَ السَّحَرَةُ অনন্তর যখন তারা আসল قَالَ لَهُمْ مُّوْسٰى মূসা তাদেরকে বললেন اَلْقُوْا নিক্ষেপ কর مَآ اَنْتُمْ مُّلْقُوْنَ যা কিছু তোমরা নিক্ষেপ করতে চাও।

৮১. فَلَمَّآ اَلْقَوْا অতঃপর যখন তারা নিক্ষেপ করল قَالَ مُوْسٰى তখন মূসা বললেন مَا جِئْتُمْ بِهٖ এ সমস্ত যা কিছু তোমরা আনলে السِّحْرُ জাদু এটাই اِنَّ اللّٰهَ سَيُبْطِلُهٗ নিশ্চয় আল্লাহ এখনই একে বানচাল করে দিবেন اِنَّ اللّٰهَ لَا يُصْلِحُ عَمَلَ الْمُفْسِدِيْنَ আল্লাহ এমন অশান্তি সৃষ্টিকারীদের কাজ সম্পন্ন হতে দেন না।

৮২. وَيُحِقُّ اللّٰهُ الْحَقَّ بِكَلِمٰتِهٖ আর আল্লাহ তা'আলা সঠিক প্রমাণকে স্বীয় অঙ্গীকার অনুযায়ী প্রতিষ্ঠিত করে দেন وَلَوْ كَرِهَ الْمُجْرِمُوْنَ যদিও পাপাচারীরা যতই অপ্রীতিকর বোধ করে।

৮৩. فَمَآ اٰمَنَ لِمُوْسٰٓى اِلَّا ذُرِّيَّةٌ مِّنْ قَوْمِهٖ বস্তুত ঃ মূসার প্রতি তাঁর স্বগোত্রীয় লোকদের মধ্যে (প্রথমে) কেবল অল্প সংখ্যক লোকেই ঈমান আনল عَلٰى خَوْفٍ مِّنْ فِرْعَوْنَ وَمَلَا۟ئِهِمْ তাও ফেরাউন ও তার প্রধান বর্গের এই ভয়ে যে, তারা তাদেরকে নির্যাতন করে اِنَّ فِرْعَوْنَ বাস্তবিক পক্ষে ফেরাউন لَعَالٍ فِي الْاَرْضِ সে দেশে ক্ষমতা রাখত وَاِنَّهٗ لَمِنَ الْمُسْرِفِيْنَ আর এটাও ছিল যে, সে (ন্যায়ের) সীমাতিক্রম করে ফেলত।

৮৪. وَقَالَ مُوْسٰى আর মূসা বললেন يٰقَوْمِ হে আমার সম্প্রদায় اِنْ كُنْتُمْ اٰمَنْتُمْ بِاللّٰهِ যদি তোমরা আল্লাহর উপর ঈমান রাখ, فَعَلَيْهِ تَوَكَّلُوْٓا তবে তারই উপর নির্ভর কর اِنْ كُنْتُمْ مُّسْلِمِيْنَ যদি তোমরা আত্মসমর্পণকারী হয়ে থাক।

https://e-ilm.weebly.com/

৮৫. তারা আরজ করল, আমরা আল্লাহরই উপর নির্ভর করলাম, হে আমাদের পরওয়ারদেগার! আমাদেরকে এ জালিমদের নির্যাতনের লক্ষ্যস্থল বানাবেন না।	فَقَالُوْا عَلَى اللّٰهِ تَوَكَّلْنَا ۚ رَبَّنَا لَا تَجْعَلْنَا فِتْنَةً لِّلْقَوْمِ الظّٰلِمِيْنَ ﴿٨٥﴾
৮৬. আর আমাদেরকে নিজ রহমতে এ কাফেরদের [কবল] হতে মুক্তি দিন।	وَنَجِّنَا بِرَحْمَتِكَ مِنَ الْقَوْمِ الْكٰفِرِيْنَ ﴿٨٦﴾
৮৭. আর আমি মূসা ও তাঁর ভ্রাতার প্রতি ওহী প্রেরণ করলাম যে, তোমরা উভয়ে তোমাদের এ লোকদের জন্য মিসরে [-ই] বাসস্থান বহাল রাখ, আর [নামাজের সময়] তোমরা সকলে নিজেদের সে গৃহগুলোকে নামাজ পড়ার স্থানরূপে গণ্য কর এবং নামাজকে কায়েম কর, আর আপনি মুমিনদেকে সুসংবাদ দিন।	وَاَوْحَيْنَآ اِلٰى مُوْسٰى وَاَخِيْهِ اَنْ تَبَوَّاٰ لِقَوْمِكُمَا بِمِصْرَ بُيُوْتًا وَّاجْعَلُوْا بُيُوْتَكُمْ قِبْلَةً وَّاَقِيْمُوا الصَّلٰوةَ ۗ وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِيْنَ ﴿٨٧﴾
৮৮. আর মূসা আরজ করলেন, হে আমাদের প্রতিপালক! আপনি ফেরাউন ও তার প্রধানবর্গকে দান করেছেন জাঁকজমকের সামগ্রী এবং বিভিন্ন রকমের সম্পদ পার্থিব জীবনে, হে আমাদের প্রতিপালক! যার কারণে তারা আপনার পথ হতে [মানবমণ্ডলীকে] বিভ্রান্ত করে, হে আমাদের প্রতিপালক! তাদের সম্পদগুলোকে নিশ্চিহ্ন করে দিন এবং তাদের অন্তরসমূহকে কঠিন করে দিন, যাতে তারা ঈমান না আনতে পারে এ পর্যন্ত যে, তারা যন্ত্রণাময় আজাবকে দেখে নেয়।	وَقَالَ مُوْسٰى رَبَّنَآ اِنَّكَ اٰتَيْتَ فِرْعَوْنَ وَمَلَاَهٗ زِيْنَةً وَّاَمْوَالًا فِى الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا ۙ رَبَّنَا لِيُضِلُّوْا عَنْ سَبِيْلِكَ ۚ رَبَّنَا اطْمِسْ عَلٰٓى اَمْوَالِهِمْ وَاشْدُدْ عَلٰى قُلُوْبِهِمْ فَلَا يُؤْمِنُوْا حَتّٰى يَرَوُا الْعَذَابَ الْاَلِيْمَ ﴿٨٨﴾

শাব্দিক অনুবাদ :

৮৫. فَقَالُوْا তারা আরজ করল عَلَى اللّٰهِ تَوَكَّلْنَا আমরা আল্লাহর উপর নির্ভর করলাম- رَبَّنَا হে আমাদের পরওয়ারদেগার لَا تَجْعَلْنَا আমাদের বানাবেন না فِتْنَةً লক্ষ্যস্থল لِّلْقَوْمِ الظّٰلِمِيْنَ এ জালেমদের নির্যাতনের।

৮৬. وَنَجِّنَا بِرَحْمَتِكَ আমাদেরকে নিজ রহমতে নাজাত দিন مِنَ الْقَوْمِ الْكٰفِرِيْنَ এ কাফেরদের (কবল) হতে।

৮৭. وَاَوْحَيْنَآ اِلٰى مُوْسٰى وَاَخِيْهِ আর আমি মূসা ও তাঁর ভ্রাতার প্রতি ওহী প্রেরণ করলাম যে, اَنْ تَبَوَّاٰ لِقَوْمِكُمَا بِمِصْرَ بُيُوْتًا তোমরা উভয়ে তোমাদের এ লোকদের জন্য মিসরে (-ই) বাসস্থান বহাল রাখ وَاجْعَلُوْا بُيُوْتَكُمْ قِبْلَةً আর তোমরা সকলে নিজেদের সেই গৃহ গুলোকে নামাজ পড়ার স্থানরূপে গণ্য কর وَاَقِيْمُوا الصَّلٰوةَ এবং নামাজ কায়েম কর وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِيْنَ আর আপনি মুসলমানদেরকে খোশ খবর জানিয়ে দিন।

৮৮. وَقَالَ مُوْسٰى আর মূসা আরজ করলেন رَبَّنَآ হে আমাদের প্রতিপালক اِنَّكَ اٰتَيْتَ فِرْعَوْنَ وَمَلَاَهٗ আপনি ফেরাউন ও তার প্রধানবর্গকে দান করেছেন زِيْنَةً জাঁকজমকের সামগ্রী وَّاَمْوَالًا এবং বিভিন্ন রকমের সম্পদ فِى الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا পার্থিব জীবনে رَبَّنَا لِيُضِلُّوْا عَنْ سَبِيْلِكَ হে আমাদের প্রতিপালক যার কারণে তারা আপনার পথ হতে (মানব মণ্ডলীকে) বিভ্রান্ত করে رَبَّنَا اطْمِسْ عَلٰٓى اَمْوَالِهِمْ হে আমাদের প্রতিপালক তাদের সম্পদ গুলোকে নিশ্চিহ্ন করে দিন وَاشْدُدْ عَلٰى قُلُوْبِهِمْ এবং তাদের অন্তর সমূহকে কঠিন করে দিন। فَلَا يُؤْمِنُوْا যাতে তারা ঈমান আনতে না পারে حَتّٰى يَرَوُا الْعَذَابَ الْاَلِيْمَ এ পর্যন্ত যে, তারা যন্ত্রণাময় আজাবকে দেখে নয়।

https://e-ilm.weebly.com/

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

এতে বুঝা যাচ্ছে, উম্মতের জন্য যদিও এ নির্দেশ ছিল যে, তাদেরকে শুধুমাত্র নির্ধারিত উপাসনালয়েই নামাজ পড়তে হবে, কিন্তু এই বিশেষ বাধার পরিপ্রেক্ষিতে বনী ইসরাঈলদের জন্য নিজেদের ঘরে নামাজ আদায় করে নেওয়ার সাময়িক অনুমতি দেওয়া হয় এবং তাদের ঘরের দিকটা কেবলার দিকে সোজা করে নিতে বলা হয়। তাছাড়া এমনও বলা যেতে পারে, এই বিশেষ প্রয়োজনের ক্ষেত্রেও তাদেরকে নির্ধারিত সে ঘরেই নামাজ পড়ার কথা বলা হয়েছিল, যা কেবলামুখী করে নির্মাণ করা হয়েছিল। সাধারণ ঘরে কিংবা সাধারণ জায়গায় নামাজ পড়ার অনুমতি তখনো ছিল না, যেমনটি মহানবী ﷺ -এর উম্মতের জন্য রয়েছে যে, যে কোনো শহরে কিংবা মাঠে যে কোনো স্থানে নামাজ আদায় করার সুযোগ দেওয়া হয়েছে। -[রূহুল মা'আনী]

এখানে এ প্রশ্নটি লক্ষ্য করার মতো যে, এ আয়াতে বনী ইসরাঈলদেরকে যে কেবলার প্রতি মুখ করার হুকুম দেওয়া হয়েছে তা কোন কেবলা ছিল, কা'বা ছিল না বায়তুল মুকাদ্দাস ? হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা.) বলেন যে, এতে কা'বাই উদ্দেশ্য এবং কা'বাই ছিল হযরত মূসা (আ.) ও তাঁর আসহাবের কেবলা। -[কুরতুবী, রূহুল মা'আনী]

বরং কোনো কোনো ওলামা এমনো বলেছেন যে, পূর্ববর্তী সমস্ত নবী রাসূলের কেবলাই ছিল কা'বা শরীফ।

আর যে হাদীসে বলা হয়েছে যে, ইহুদিরা নিজেদের নামাজে 'সাখরায়ে বায়তুল মুকাদ্দাসে'র দিকে মুখ করত, তাকে সে সময়ের সাথে সম্পৃক্ত করা হয়েছে, যখন হযরত মূসা (আ.) মিসর ছেড়ে বায়তুল মুকাদ্দাসের দিকে রওয়ানা হয়েছিলেন। এটা মিসরে অবস্থানকালে তাঁর কেবলা রায়তুল্লাহ হওয়ার পরিপন্থি নয়।

শব্দবিশ্লেষণ :

اِئْتُوْنِيْ : انتوا সীগাহ جمع مذكر حاضر বহছ امر حاضر معروف বাব ضَرَبَ মাসদার اَلْاِتْيَانُ মূলবর্ণ (أ ـ ت ـ ى) জিনস مركب (ناقص يائى و مهموز فاء) অর্থ- আসা।

اَوْحَيْنَا : সীগাহ جمع متكلم বহছ ماضى معروف বাব افعال মাসদার اَلْاِيْحَاءُ মূলবর্ণ (و ـ ح ـ ى) জিনস لفيف مفروق অর্থ- ওহী পাঠানো। اِيْحَاءٌ মূলত: اِوْحَاءٌ ছিল। وَاو কে يَاء দ্বারা পরিবর্তন করা হলো।

تَبَوَّاْ : সীগাহ تثنيه مذكرحاضر বহছ مضارع معروف বাব تَفَعُّلْ মাসদার اَلتَّبَوُّءُ মূলবর্ণ (ب ـ و ـ ء) জিনস مركب (مهموز لام و اجوف واوى) অর্থ- দাঁড় করানো। জায়গা তৈরি করা। اِنْ এর কারণে تَبَوَّا শেষে نون اعرابى পড়ে গেছে। তাই تَبَوَّا হয়ে গেছে।

اَقِيْمُوْا : সীগাহ جمع مذكر حاضر বহছ امر حاضر معروف বাব اِفْعَال মাসদার اَلْاِقَامَةُ মূলবর্ণ (ق ـ و ـ م) জিনস اجوف واوى অর্থ- প্রতিষ্ঠিত করা, সঠিক করা।

لِيُضِلُّوا : لام মাজরূর। يُضِلُّوْا সীগাহ جمع مذكر غائب বহছ مضارع معروف বাব اِفْعَال মাসদার الاضلال মূলবর্ণ (ض ـ ل ـ ل) জিনস مضاعف ثلاثى অর্থ- পথভ্রষ্ট করা, রাস্তা থেকে সরিয়ে দেওয়া।

اِطْمِسْ : সীগাহ واحد مذكر حاضر বহছ امر حاضر معروف বাব ضَرَبَ মাসদার طَمْسٌ মূলবর্ণ (ط ـ م ـ س) জিনস صحيح অর্থ- নিশ্চিহ্ন করা, মুছে ফেলা।

اُشْدُدْ : সীগাহ واحد مذكر حاضر বহছ امر حاضر معروف বাব نَصَرَ মাসদার اَلشَّدُّ মূলবর্ণ (ش ـ د ـ د) জিনস مضاعف ثلاثى অর্থ- শক্ত ও মজবুত করা। اُشْدُدْ على قلوبهم তাদের অন্তরসমূহ শক্ত করে দিন। অনুবাদ হযরত থানভী (র.)।

https://e-ilm.weebly.com/

৮৯. আল্লাহ বললেন যে, তোমাদের উভয়ের দোয়া কবুল করা হলো। অতএব, তোমরা দৃঢ় থাক, আর তাদের পথ অনুসরণ করো না, যাদের জ্ঞান নেই।	قَالَ قَدْ أُجِيبَتْ دَّعْوَتُكُمَا فَاسْتَقِيمَا وَلَا تَتَّبِعَآنِّ سَبِيلَ الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ (٨٩)
৯০. আর আমি বনী ইসরাঈলদেরকে সমুদ্র পার করে দিলাম, অতঃপর ফেরাউন তার সৈন্যদলসহ তাদের পশ্চাদানুসরণ করল জুলুম ও নির্যাতনের উদ্দেশ্যে; এমন কি যখন সে নিমজ্জিত হতে লাগল, তখন বলতে লাগল, আমি ঈমান আনছি যে, বনী ইসরাঈল যাঁর উপর ঈমান এনেছে, তিনি ব্যতীত অন্য কোনো মা'বূদ নেই এবং আমি মুসলমানদের অন্তর্ভুক্ত।	وَجٰوَزْنَا بِبَنِيٓ إِسْرَآءِيلَ الْبَحْرَ فَأَتْبَعَهُمْ فِرْعَوْنُ وَجُنُودُهُ بَغْيًا وَعَدْوًا ۚ حَتَّىٰٓ إِذَآ أَدْرَكَهُ الْغَرَقُ قَالَ آمَنتُ أَنَّهُ لَآ إِلٰهَ إِلَّا الَّذِيٓ آمَنَتْ بِهِ بَنُوٓا إِسْرَآءِيلَ وَأَنَا مِنَ الْمُسْلِمِينَ (٩٠)
৯১. এখন ঈমান আনছ? অথচ পূর্ব [মুহূর্ত] পর্যন্ত অমান্য করছিলে এবং অশান্তি সৃষ্টিকারীদের অন্তর্ভুক্ত ছিলে।	آٰلْـٰٔنَ وَقَدْ عَصَيْتَ قَبْلُ وَكُنتَ مِنَ الْمُفْسِدِينَ (٩١)
৯২. অতএব, আজ আমি তোমার দেহকে রক্ষা করব, যেন তুমি তোমার পরবর্তী লোকদের জন্য উপদেশ গ্রহণের উপকরণ হয়ে থাক, আর প্রকৃতপক্ষে অনেক লোক আমার উপদেশাবলি হতে গাফেল রয়েছে।	فَالْيَوْمَ نُنَجِّيكَ بِبَدَنِكَ لِتَكُونَ لِمَنْ خَلْفَكَ آيَةً ۚ وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ النَّاسِ عَنْ آيَاتِنَا لَغٰفِلُونَ (٩٢)

ركوع

শাব্দিক অনুবাদ :

৮৯. قَالَ আল্লাহ বললেন যে, قَدْ أُجِيبَتْ دَّعْوَتُكُمَا তোমাদের উভয়ের দোয়া কবুল করা হলো فَاسْتَقِيمَا অতএব তোমরা দৃঢ় থাক وَلَا تَتَّبِعَآنِّ سَبِيلَ আর তাদের পথ অনুসরণ করো না الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ যাদের জ্ঞান নেই।

৯০. وَجٰوَزْنَا بِبَنِيٓ إِسْرَآءِيلَ الْبَحْرَ আর আমি বনী ইসরাঈলদেরকে সমুদ্র পার করে দিলাম فَأَتْبَعَهُمْ فِرْعَوْنُ وَجُنُودُهُ অতঃপর ফেরাউন তার সৈন্যদল সহ তাদের পশ্চাদানুসরণ করল। بَغْيًا وَعَدْوًا জুলুম ও নির্যাতনের উদ্দেশ্যে حَتَّىٰٓ إِذَآ أَدْرَكَهُ الْغَرَقُ এমন কি যখন সে নিমজ্জিত হতে লাগল قَالَ তখন বলতে লাগল آمَنتُ আমি ঈমান আনছি যে, أَنَّهُ لَآ إِلٰهَ إِلَّا الَّذِيٓ آمَنَتْ بِهِ بَنُوٓا إِسْرَآءِيلَ বনী ইসরাঈল যার উপর ঈমান এনেছে তিনি ব্যতীত অন্য কোনো মা'বূদ নেই وَأَنَا مِنَ الْمُسْلِمِينَ এবং আমি মুসলমানদের অন্তর্ভুক্ত।

৯১. آٰلْـٰٔنَ এখন ঈমান আনছ وَقَدْ عَصَيْتَ অথচ পূর্ব (মুহূর্ত) পর্যন্ত অমান্য করছিলে وَكُنتَ مِنَ الْمُفْسِدِينَ এবং অশান্তি সৃষ্টিকরীদের অন্তর্ভুক্ত ছিল।

৯২. فَالْيَوْمَ نُنَجِّيكَ بِبَدَنِكَ অতএব, আজ আমি তোমার দেহকে রক্ষা করব لِتَكُونَ لِمَنْ خَلْفَكَ آيَةً যেন তুমি তোমার পরবর্তী লোকদের জন্য উপদেশ গ্রহণের উপকরণ হয়ে থাক وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ النَّاسِ আর প্রকৃত পক্ষে অনেক লোক عَنْ آيَاتِنَا لَغٰفِلُونَ আমার উপদেশাবলি হতে গাফেল রয়েছে।

https://e-ilm.weebly.com/

৯৩. আর আমি বনী ইসরাঈলকে থাকার জন্য অতি উত্তম বাসস্থান প্রদান করলাম, আর আমি তাদেরকে আহার করার জন্য উৎকৃষ্ট বস্তুসমূহ দান করলাম, সুতরাং তারা মতভেদ করেনি এ পর্যন্ত যে, তাদের নিকট [আহকামের] জ্ঞান পৌঁছল, [অতঃপর তারা মতভেদ করল]. নিঃসন্দেহে আপনার প্রতিপালক কিয়ামত দিবসে তাদের মধ্যে সে সব বিষয়ের মীমাংসা করবেন যাতে তারা মতভেদ করছিল।	وَلَقَدْ بَوَّاْنَا بَنِيْٓ اِسْرَآءِيْلَ مُبَوَّاَ صِدْقٍ وَّرَزَقْنٰهُمْ مِّنَ الطَّيِّبٰتِ ۚ فَمَا اخْتَلَفُوْا حَتّٰى جَآءَهُمُ الْعِلْمُ ۭ اِنَّ رَبَّكَ يَقْضِيْ بَيْنَهُمْ يَوْمَ الْقِيٰمَةِ فِيْمَا كَانُوْا فِيْهِ يَخْتَلِفُوْنَ (٩٣)
৯৪. অতঃপর যদি আপনি এ [কিতাব] সম্পর্কে সন্দিহান হন যা আমি আপনার নিকট পাঠিয়েছি, তবে আপনি তাদেরকে জিজ্ঞাসা করে দেখুন, যারা আপনার পূর্বেকার কিতাবসমূহ পাঠ করে, নিঃসন্দেহে আপনার নিকট এসেছে আপনার প্রতিপালকের পক্ষ হতে সত্য কিতাব, সুতরাং আপনি কখনোই সংশয়ীদের অন্তর্ভুক্ত হবেন না।	فَاِنْ كُنْتَ فِيْ شَكٍّ مِّمَّآ اَنْزَلْنَآ اِلَيْكَ فَسْـَٔلِ الَّذِيْنَ يَقْرَءُوْنَ الْكِتٰبَ مِنْ قَبْلِكَ ۚ لَقَدْ جَآءَكَ الْحَقُّ مِنْ رَّبِّكَ فَلَا تَكُوْنَنَّ مِنَ الْمُمْتَرِيْنَ (٩٤)
৯৫. আর সে সমস্ত লোকদেরও অন্তর্ভুক্ত হবেন না। যারা আল্লাহর আয়াতগুলোকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করেছে, যেন আপনি ধ্বংস হয়ে না যান।	وَلَا تَكُوْنَنَّ مِنَ الَّذِيْنَ كَذَّبُوْا بِاٰيٰتِ اللّٰهِ فَتَكُوْنَ مِنَ الْخٰسِرِيْنَ (٩٥)
৯৬. নিঃসন্দেহে যাদের সম্বন্ধে আপনার প্রতিপালকের বাণী সাব্যস্ত হয়ে গিয়েছে, তারা কখনো ঈমান আনবে না।	اِنَّ الَّذِيْنَ حَقَّتْ عَلَيْهِمْ كَلِمَتُ رَبِّكَ لَا يُؤْمِنُوْنَ (٩٦)
৯৭. যদিও তাদের নিকট সমস্ত প্রমাণাদি পৌঁছে যায়, যে পর্যন্ত না তারা যন্ত্রণাময় আজাব দেখে নেয় (কিন্তু তখন ঈমান আনা বৃথা)।	وَلَوْ جَآءَتْهُمْ كُلُّ اٰيَةٍ حَتّٰى يَرَوُا الْعَذَابَ الْاَلِيْمَ (٩٧)

শাব্দিক অনুবাদ :

৯৩. وَلَقَدْ بَوَّاْنَا بَنِيْٓ اِسْرَآءِيْلَ আর আমি বনী ইসরাঈলদেরকে থাকার জন্য প্রদান করলাম مُبَوَّاَ صِدْقٍ অতি উত্তম বাসস্থান وَّرَزَقْنٰهُمْ مِّنَ الطَّيِّبٰتِ আর আমি তাদেরকে আহার করার জন্য উৎকৃষ্ট বস্তুসমূহ দান করলাম فَمَا اخْتَلَفُوْا সুতরাং তারা মতভেদ করেনি حَتّٰى جَآءَهُمُ الْعِلْمُ এ পর্যন্ত যে, তাদের নিকট (আহকামের) জ্ঞান পৌঁছল اِنَّ رَبَّكَ يَقْضِيْ بَيْنَهُمْ নিঃসন্দেহে আপনার প্রতিপালক তাদের মধ্যে সে সব বিষয়ে মীমাংসা করবেন يَوْمَ الْقِيٰمَةِ কিয়ামত দিবসে فِيْمَا كَانُوْا فِيْهِ يَخْتَلِفُوْنَ যাতে তারা মতভেদ করছিল।

৯৪. فَاِنْ كُنْتَ فِيْ شَكٍّ অতঃপর যদি আপনি এ (কিতাব) সম্পর্কে সন্দিহান হন مِّمَّآ اَنْزَلْنَآ اِلَيْكَ যা আমি আপনার নিকট পাঠিয়েছি فَسْـَٔلِ তবে আপনি তাদেরকে জিজ্ঞাসা করে দেখুন الَّذِيْنَ يَقْرَءُوْنَ الْكِتٰبَ مِنْ قَبْلِكَ যারা আপনার পূর্বেকার কিতাবসমূহ পাঠ করে لَقَدْ جَآءَكَ নিঃসন্দেহে আপনার নিকট এসেছে الْحَقُّ مِنْ رَّبِّكَ আপনার রবের পক্ষ হতে সত্য কিতাব فَلَا تَكُوْنَنَّ مِنَ الْمُمْتَرِيْنَ সুতরাং আপনি কখনোই সংশয়ীদের অন্তর্ভুক্ত হবেন না।

৯৫. وَلَا تَكُوْنَنَّ مِنَ الَّذِيْنَ আর সে সমস্ত লোকদেরও অন্তর্ভুক্ত হবেন না যারা كَذَّبُوْا بِاٰيٰتِ اللّٰهِ আল্লাহর আয়াত গুলোকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করেছে فَتَكُوْنَ مِنَ الْخٰسِرِيْنَ যেন আপনি ধ্বংস হয়ে না যান।

৯৬. اِنَّ الَّذِيْنَ حَقَّتْ عَلَيْهِمْ নিঃসন্দেহে যাদের সম্বন্ধে সাব্যস্ত হয়ে গেছে كَلِمَةُ رَبِّكَ আপনার প্রতিপালকের বাণী لَا يُؤْمِنُوْنَ তারা কখনো ঈমান আনবে না।

৯৭. وَلَوْ جَآءَتْهُمْ كُلُّ اٰيَةٍ যদিও তাদের নিকট সমস্ত প্রমাণাদি পৌঁছে যায় حَتّٰى يَرَوُا الْعَذَابَ الْاَلِيْمَ যে পর্যন্ত না তারা যন্ত্রণাময় আজাব দেখে নেয়।

https://e-ilm.weebly.com/

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

এ ৮৯নং আয়াতের দ্বারা একথা প্রমাণিত হয়ে যায় যে, নামাজ পড়ার জন্য কেবলামুখী হওয়ার শর্তটি পূর্ববর্তী নবীগণের সময়েও বিদ্যমান ছিল। তেমনিভাবে পূর্ববর্তী সমস্ত নবী রাসূলের শরিয়তেই নামাজের জন্য পবিত্র ও আবরু ঢাকা যে শর্ত ছিল, তাও নির্ভরযোগ্য রেওয়ায়েতের দ্বারা প্রমাণিত হয়।

এ আয়াতে দোয়া কবুল হওয়ার সংবাদটি উভয় পয়গাম্বরকেই দিয়ে দেওয়া হয়েছে; কিন্তু তাদেরকে সামান্য পরীক্ষা করা হয়েছে যে, দোয়া কবুল হওয়ার লক্ষণ আল্লামা বগভীর মতে চল্লিশ বছর পর প্রকাশিত হয়। সে কারণেই এ আয়াতে দোয়া কবুল হওয়ার বিষয়টি আলোচনা করার সাথে সাথে উভয় নবীকে এ হেদায়েতও দেওয়া হয়েছে যে, فَاسْتَقِيمَا وَلَا تَتَّبِعَانِّ سَبِيلَ الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ অর্থাৎ, নিজেদের উপর অর্পিত দায়িত্ব দাওয়াত ও তাবলীগের কাজে নিয়োজিত থাকুন, দোয়া কবুল হওয়ার প্রতিক্রিয়া যদি দেরিতেও প্রকাশ পায়, তবুও জাহেলদের মতো তাড়াহুড়া করবেন না।

৯০নং আয়াতে হযরত মূসা (আ.)-এর মু'জিযা সাগর পাড়ি দেওয়া এবং ফেরাউনের ডুবে মরার বর্ণনা করার পর বলা হয়েছে - حَتَّى إِذَا أَدْرَكَهُ الْغَرَقُ قَالَ آمَنْتُ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا الَّذِي آمَنَتْ بِهِ بَنُوا إِسْرَائِيلَ وَأَنَا مِنَ الْمُسْلِمِينَ। অর্থাৎ যখন তাকে জলডুবিতে পেয়ে বসল তখন বলে উঠল, আমি ঈমান এনেছি যে, যে আল্লাহর উপর বনী ইসরাঈলরা ঈমান এনেছে তাকে ছাড়া কোনো উপাস্য নেই। আর আমি তারই আনুগত্যকারীদের অন্তর্ভুক্ত।

পঞ্চম আয়াতে স্বয়ং আল্লাহ জাল্লা শানুহুর পক্ষ থেকে তার উত্তর দেওয়া হয়েছে آلْآنَ وَقَدْ عَصَيْتَ قَبْلُ وَكُنْتَ مِنَ الْمُفْسِدِينَ। অর্থাৎ কি এতক্ষণে ঈমান এনেছ? অথচ ঈমান আনার এবং ইসলাম গ্রহণের সময় উত্তীর্ণ হয়ে গেছে।

এতে প্রমাণিত হয় যে, ঠিক মৃত্যুকালে ঈমান আনা শরিয়ত অনুযায়ী গ্রহণযোগ্য নয়। বিষয়টির আরো বিস্তারিত বিশ্লেষণ সে হাদীসের দ্বারাও হয়, যাতে মহানবী ﷺ বলেছেন আল্লাহ তা'আলা বান্দার তওবা ততক্ষণ পর্যন্তই কবুল করতে থাকেন যতক্ষণ না মৃত্যুর উর্ধ্বশ্বাস আরম্ভ হয়ে যায়। -[তিরমিযী]

মৃত্যুকালীন উর্ধ্বশ্বাস বলতে সে সময়কে বুঝানো হয়েছে, যখন জান কবজ করার সময় ফেরেশতা সামনে এসে উপস্থিত হন। তখন কর্মজগত পৃথিবীর জীবন সমাপ্ত হয়ে আখেরাতের হুকুম আহকাম আরম্ভ হয়ে যায়। কাজেই সে সময়কার কোনো আমল গ্রহণযোগ্য নয়। ঈমানও নয় এবং কুফরও নয়। এমন সময়ে যে লোক ঈমান গ্রহণ করে, তাকেও মুমিন বলা যাবে না এবং কাফন-দাফনের ক্ষেত্রে মুসলমানদের অনুরূপ ব্যবহার করা যাবে না। যেমন, ফেরাউনের এ ঘটনা দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, সমগ্র বিশ্ব মুসলিমের ঐকমত্যে ফেরাউনের মৃত্যু কুফরি অবস্থায় হয়েছে। তাছাড়া কুরআনের প্রকৃষ্ট নির্দেশেও এটাই সুস্পষ্ট। তাই যারা ফেরাউনের এই ঈমানকে গ্রহণযোগ্য বলে অভিহিত করছেন, হয় তার কোনো ব্যাখ্যা করতে হবে, না হয় তাকে ভুল বলতে হবে। -[রূহুল মা'আনী]

এমনিভাবে খোদানাখাস্তা এমনি মুমূর্ষ অবস্থায় যদি কারো মুখ দিয়ে কুফরি বাক্য বেরিয়ে যায়, তবে তাকে কাফেরও বলা যাবে না; বরং তার জানাযার নামাজ পড়ে তাকে মুসলমানদের মতো দাফন করতে হবে এবং তার সে কুফরি বাক্যের রূপক অর্থে ব্যাখ্যা করতে হবে। যেমন, কোনো কোনো ওলী আল্লাহর অবস্থার দ্বারা ও তার সমর্থন পাওয়া যায় যে, এমন বাক্য তাঁদের মুখ থেকে বেরিয়ে এসেছিল মানুষ যাকে কুফরি বাক্য মনে করে

https://e-ilm.weebly.com/

ব্যাকুল ও অস্থির হয়ে পড়েছিল। কিন্তু পরে যখন তাঁরি কিছুটা সংজ্ঞা ফিরে আসে এবং সে বাক্যে তাঁর উদ্দেশ্য সম্পর্কে বলে দেন, তখন সবাই নিশ্চিত হয় যে, তা সাক্ষাৎ ঈমানী বাক্যই ছিল।

সারকথা এই যে, যখন রূহ বেরোতে থাকে এবং অন্তিম অবস্থায় উপস্থিত হয়, তখন সে সময়টি পার্থিবজীবনে গণ্য হয় না। তখনকার কোনো আমল বা কার্যকলাপ শরিয়ত অনুযায়ী গ্রহণযোগ্য নয়। বস্তুত এর পূর্বেকার যাবতীয় আমলই ধর্তব্য হয়ে থাকে। কিন্তু উপস্থিত দর্শকদের এ ব্যাপারে প্রচুর সতর্কতা অবলম্বন করা কর্তব্য। কারণ এ বিষয়টির সঠিক অনুমান করতে গিয়ে ভুলভ্রান্তি হতে পারে যে, বাস্তবিকই এ সময়টি তার রূহ বেরোবার কিংবা উর্ধ্বশ্বাসের সময় কি বা তার পূর্ব মুহূর্ত।

এখানে ফেরাউনকে উদ্দেশ্য করে বলা হয়েছে যে, জলমগ্নতার পর আমি তোমার লাশ পানি থেকে বের করে দেব যাতে তোমার এই মৃতদেহটি তোমার পরবর্তী জনগোষ্ঠীর জন্য আল্লাহ তা'আলার মহাশক্তির নিদর্শন ও শিক্ষণীয় হয়ে থাকে।

ঘটনাটি এই যে, সাগর পাড়ি দেবার পর হযরত মূসা (আ.) যখন বনী ইসরাঈলদেরকে ফেরাউনের নিহত হবার সংবাদ দেন, তখন তারা ফেরাউনের ব্যাপারে এতই ভীত-সন্ত্রস্ত ছিল যে, তা অস্বীকার করতে লাগল এবং বলতে লাগল যে, ফেরাউন ধ্বংস হয়নি। আল্লাহ তা'আলা তাদের সঠিক ব্যাপার প্রদর্শন এবং অন্যান্যদের শিক্ষা লাভের উদ্দেশ্যে একটি ঢেউয়ের মাধ্যমে ফেরাউনের মৃতদেহটি তীরে এনে ফেলে রাখলেন, যা সবাই প্রত্যক্ষ করল। তাতে তার ধ্বংসের ব্যাপারে তাদের নিশ্চিত বিশ্বাস এলো এবং তার এ লাশ সবার জন্য নিদর্শন হয়ে রইল। তারপর এ লাশের কি পরিণতি হয়েছিল তা জানা যায় না। যেখানে ফেরাউনের লাশটি পাওয়া গিয়েছিল আজও সে স্থানটি 'জাবালে ফেরাউন' নামে পরিচিত।

কিছুকাল পূর্বে পত্রিকায় খবর বেরিয়েছিল যে, ফেরাউনের লাশ অক্ষত অবস্থায় পাওয়া গেছে, সাধারণ লোকেরাও তা প্রত্যক্ষ করেছে এবং আজ পর্যন্ত তা কায়রোর জাদুঘরে সংরক্ষিত রয়েছে। কিন্তু একথা নিশ্চিতভাবে বলা যায় না যে, এ ফেরাউনই সে ফেরাউন, যার সাথে হযরত মূসা (আ.)-এর মোকাবিলা হয়েছিল, নাকি অন্য কোনো ফেরাউন। কারণ ফেরাউন শব্দটি কোনো একক ব্যক্তির নাম নয়; সে যুগে মিসরের সব বাদশাহকেই ফেরাউন পদবী দেওয়া হতো।

কিন্তু এটাও কোনো বিস্ময়ের ব্যাপার নয় যে, আল্লাহ তা'আলা যেভাবে জলমগ্ন লাশকে শিক্ষামূলক নিদর্শন হিসেবে সাগর তীরে এনে ফেলেছিলেন, তেমনিভাবে সেটিকে আগত বংশধরদের শিক্ষার জন্য পচাগলা থেকেও রক্ষা করে থাকবেন এবং এখনো তা বিদ্যমান থাকবে।

পরবর্তী আয়াতে ফেরাউনের করুণ পরিণতির মোকাবিলায় সে জাতির ভবিষ্যৎ দেখানো হয়েছে, যাদেরকে ফেরাউন হীন ও পদদলিত করে রেখেছিল। বলা হয়েছে, আমি বনী ইসরাঈলদেরকে উত্তম আবাস দান করেছি। একদিকে তারা মিসর রাষ্ট্রের আধিপত্য লাভ করেছে এবং অপরদিকে জর্দান ও ফিলিস্তীনের পবিত্র ভূমিও তারা পেয়ে গেছে যাকে আল্লাহ তা'আলা স্বীয় খলীল ইবরাহীম ও তাঁর সন্তানবর্গের জন্য মীরাশ বানিয়ে দিয়েছিলেন। উত্তম আবাসকে কুরআন কারীমে مُبَوَّأَ صِدْقٍ শব্দে ব্যক্ত করা হয়েছে। এখানে صِدْقٍ অর্থ কল্যাণজনক ও উপযোগী। অর্থাৎ এমন আবাসভূমি তাদেরকে দান করা হয়েছে যা তাদের জন্য সর্বদিক দিয়েই কল্যাণকর ও উপযোগী ছিল। অতঃপর বলা হয়েছে– আমি তাদেরকে হালাল ও পবিত্র বস্তু সামগ্রীর মাধ্যমে আহার্য দান করেছি। অর্থাৎ দুনিয়ার যাবতীয় সুস্বাদু বস্তু-সামগ্রী ও আরাম আয়েশ তাদের দিয়ে দিয়েছি।

https://e-ilm.weebly.com/

আয়াতের শেষাংশে আবার তাদের কুটিলতা ও ভ্রান্ত আচরণের উল্লেখ করা হয়েছে যে, তাদের মধ্যেও বহু লোক ক্ষমতাপ্রাপ্তির পর আল্লাহ তা'আলার নিয়ামতসমূহের মর্যাদা দেয়নি এবং তাঁর আনুগত্যে বিমুখতা অবলম্বন করেছে। এরা রাসূলে কারীম ﷺ সম্পর্কে তাওরাতে যেসব নিদর্শন পাঠ করত, তাতে তাঁর আগমনের সর্বাগ্রে তাদেরই ঈমান আনা উচিত ছিল। কিন্তু বিস্ময়ের বিষয় যে, মহানবী ﷺ-এর আবির্ভাবের পূর্বে তো এরা শেষ নবীর উপর বিশ্বাস পোষণ করত, তার নিদর্শনসমূহ ও তার আগমনের সময় নিকটবর্তী হওয়ার সংবাদ লোকদেরকে বলত, নিজেরাও দোয়া করতে গিয়ে শেষ জমানার নবীর অসিলা দিয়ে দোয়া করত, কিন্তু যখন শেষ জমানার নবী ﷺ তাঁর যাবতীয় প্রমাণাদি এবং তাওরাতের বাতলানো নিদর্শনসহ আগমন করলেন, তখন এরা পারস্পরিক মতবিরোধ করতে লাগল এবং কিছু লোক ঈমান আনলেও অন্যান্য সবাই অস্বীকার করল। এ আয়াতে রাসূলে কারীম ﷺ-এর আগমনকে جَاءَ هُمُ الْعِلْمُ শব্দে ব্যক্ত করা হয়েছে। এখানে عِلْم বলতে 'নিশ্চিত বিশ্বাস'ও উদ্দেশ্য হতে পারে। তাহলে অর্থ হবে এই যে, যখন প্রত্যক্ষ করার সাথে সাথে বিশ্বাসের উপকরণসমূহও সংযোজিত হয়ে গেল, তখন তারা মতবিরোধ করতে লাগল।

কোনো কোনো তাফসীরবিদ একথাও বলেছেন যে, এখানে عِلْم অর্থ مَعْلُوْم অর্থাৎ যখন সে সত্তা সামনে এসে উপস্থিত হলো, যা তাওরাতের ভবিষ্যদ্বাণীর মাধ্যমে পূর্বাহ্নেই জানা ছিল, তখন তারা মতবিরোধ করতে আরম্ভ করল।

শব্দবিশ্লেষণ :

أُجِيْبَتْ : সীগাহ واحد مؤنث غائب বহছ ماضى مجهول বাব اِفْعَالٌ মাসদার اَلْاِجَابَةُ মূলবর্ণ (ج . و . ب) জিনস اجوف واوى অর্থ- কবুল করা, গ্রহণ করা।

اِسْتَقِيْمَا : সীগাহ تثنيه مذكر حاضر বহছ امر حاضر معروف বাব اِسْتِفْعَالٌ মাসদার اَلْاِسْتِقَامَةُ অর্থ- অটল থাকা, জমে থাকা।

لَاتَتَّبِعَانِّ : সীগাহ تثنيه مذكر حاضر বহছ مضارع معروف بانون ثقيله বাব اِفْتِعَالٌ মাসদার اَلْاِتِّبَاعُ মূলবর্ণ (ت . ب . ع) জিনস صحيح অর্থ- অনুসরণ করা। আনুগত্য করা।

قَدْعَصَيْتَ : সীগাহ واحد مذكر حاضر বহছ ماضى قريب معروف বাব ضَرَبَ মাসদার اَلْعِصْيَانُ ও اَلْمَعْصِيَةُ মূলবর্ণ (ع . ص . ى) জিনস ناقص يائى অর্থ- আনুগত্য থেকে বের হওয়া, নাফরমানি করা।

بَوَّأْنَا : সীগাহ جمع متكلم বহছ ماضى معروف বাব تَفْعِيْل মাসদার اَلتَّبْوِيَةُ মূলবর্ণ (ب . و . أ) জিনস مركب (اجوف واوى و مهموز لام) অর্থ- থাকার জায়গা, ঠিকানা দেওয়া।

مُبَوَّأً : এটি اسم ظرف মুযাফ, মাসদার تَبْوِيَة অর্থ- সঠিক জায়গা, আবাস্থল, বাসস্থান, সঠিক স্থান।

يَرَوْا : সীগাহ جمع مذكر غائب বহছ مضارع معروف বাব فَتَحَ মাসদার اَلرُّؤْيَةُ মূলবর্ণ (ر . أ . ى) জিনস مركب (ناقص يائى و مهموزلام) অর্থ- দেখা।

https://e-ilm.weebly.com/

فَلَوْلَا كَانَتْ قَرْيَةٌ اٰمَنَتْ فَنَفَعَهَآ اِيْمَانُهَآ اِلَّا قَوْمَ يُوْنُسَ ؕ لَمَّآ اٰمَنُوْا كَشَفْنَا عَنْهُمْ عَذَابَ الْخِزْيِ فِي الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا وَمَتَّعْنٰهُمْ اِلٰى حِيْنٍ (٩٨)

৯৮. সুতরাং এমন কোনো জনপদই ঈমান আনেনি যে, তাদের ঈমান আনয়ন উপকারী হয়েছে ইউনুসের কওম ব্যতীত, যখন তারা ঈমান আনল, তখন আমি তাদের হতে পার্থিব জীবনে অপমানজনক শাস্তি বিদূরিত করে দিলাম এবং তাদেরকে সুখ স্বাচ্ছন্দে থাকতে দিলাম এক নির্ধারিত কাল পর্যন্ত।

وَلَوْ شَآءَ رَبُّكَ لَاٰمَنَ مَنْ فِي الْاَرْضِ كُلُّهُمْ جَمِيْعًا ؕ اَفَاَنْتَ تُكْرِهُ النَّاسَ حَتّٰى يَكُوْنُوْا مُؤْمِنِيْنَ (٩٩)

৯৯. আর যদি আপনার প্রতিপালক চাইতেন, তবে সমগ্র বিশ্বের সকল লোকই ঈমান আনত, তবে আপনি কি মানুষের উপর জবরদস্তি করতে পারেন– যাতে তারা ঈমান আনয়নই করে?

وَمَا كَانَ لِنَفْسٍ اَنْ تُؤْمِنَ اِلَّا بِاِذْنِ اللّٰهِ ؕ وَيَجْعَلُ الرِّجْسَ عَلَى الَّذِيْنَ لَا يَعْقِلُوْنَ (١٠٠)

১০০. অথচ আল্লাহর অনুমতি ব্যতীত কারো ঈমান আনা সম্ভব নয়, আর আল্লাহ নির্বোধ লোকদের উপর (কুফরির) অপবিত্রতা স্থাপন করে দেন।

قُلِ انْظُرُوْا مَاذَا فِي السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ ؕ وَمَا تُغْنِي الْاٰيٰتُ وَالنُّذُرُ عَنْ قَوْمٍ لَّا يُؤْمِنُوْنَ (١٠١)

১০১. আপনি বলে দিন যে, তোমরা ভেবে দেখ, কি কি বস্তু রয়েছে আসমানসমূহে এবং জমিনে আর যারা ঈমান আনয়ন করে না, তাদেরকে প্রমাণাদি ও ভয় প্রদর্শন কোনো উপকার সাধন করতে পারে না।

শাব্দিক অনুবাদ :

৯৮. فَلَوْلَا كَانَتْ قَرْيَةٌ সুতরাং এমন কোনো জনপদই ঈমান আনেনি যে, فَنَفَعَهَآ اِيْمَانُهَآ اِلَّا قَوْمَ يُوْنُسَ তাদের ঈমান আনয়ন উপকারী হয়েছে ইউনুসের কওম ব্যতীত لَمَّآ اٰمَنُوْا যখন তারা ঈমান আনল كَشَفْنَا عَنْهُمْ তখন আমি তাদের থেকে বিদূরিত করে দিলাম عَذَابَ الْخِزْيِ অপমানজনক শাস্তি فِي الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا পার্থিব জীবনে وَمَتَّعْنٰهُمْ اِلٰى حِيْنٍ এবং তাদেরকে সুখ স্বাচ্ছন্দে থাকতে দিলাম এক নির্ধারিত কাল পর্যন্ত।

৯৯. وَلَوْ شَآءَ رَبُّكَ আর যদি আপনার প্রতিপালক চাইতনে لَاٰمَنَ مَنْ فِي الْاَرْضِ كُلُّهُمْ جَمِيْعًا তবে সমগ্র বিশ্বের সকল লোকই ঈমান আনত اَفَاَنْتَ تُكْرِهُ النَّاسَ তবে আপনি কি মানুষের উপর জবরদস্তি করতে পারেন حَتّٰى يَكُوْنُوْا مُؤْمِنِيْنَ যাতে তারা ঈমান আনয়নই করে।

১০০. وَمَا كَانَ لِنَفْسٍ اَنْ تُؤْمِنَ অথচ কারো ঈমান আনা সম্ভব নয় اِلَّا بِاِذْنِ اللّٰهِ আল্লাহর অনুমতি ব্যতীত وَيَجْعَلُ الرِّجْسَ আর আল্লাহ (কুফরির) অপবিত্রতা স্থাপন করে দেন عَلَى الَّذِيْنَ لَا يَعْقِلُوْنَ নির্বোধ লোকদের উপর।

১০১. قُلِ আপনি বলে দিন যে انْظُرُوْا তোমরা ভেবে দেখ مَاذَا فِي السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ কি কি বস্তু রয়েছে আসমানসমূহে ও জমিনে وَمَا تُغْنِي الْاٰيٰتُ وَالنُّذُرُ আর তাদেরকে প্রমাণাদি ও ভয় প্রদর্শনে কোনো উপকার সাধন করতে পারে না عَنْ قَوْمٍ لَّا يُؤْمِنُوْنَ যারা ঈমান আনয়ন করে না।

https://e-ilm.weebly.com/

১০২. অতএব, তারা কেবল সে লোকদের অনুরূপ ঘটনাবলির প্রতীক্ষা করছে, যারা এদের পূর্বে গত হয়ে গিয়েছে, আপনি বলে দিন, আচ্ছা, তবে তোমরা (তার) প্রতীক্ষায় থাক, আমিও তোমাদের সাথে প্রতীক্ষারতদের মধ্যে রইলাম।	فَهَلْ يَنْتَظِرُوْنَ اِلَّا مِثْلَ اَيَّامِ الَّذِيْنَ خَلَوْا مِنْ قَبْلِهِمْ ۚ قُلْ فَانْتَظِرُوْٓا اِنِّيْ مَعَكُمْ مِّنَ الْمُنْتَظِرِيْنَ (١٠٢)
১০৩. পরন্তু আমি স্বীয় রাসূলদেরকে এবং ঈমানদারদেরকে উদ্ধার করি। এরূপেই আমি ঈমানদারদেরকে নাজাত দিয়ে থাকি, এটাই হচ্ছে আমার দায়িত্ব।	ثُمَّ نُنَجِّيْ رُسُلَنَا وَالَّذِيْنَ اٰمَنُوْا كَذٰلِكَ ۚ حَقًّا عَلَيْنَا نُنْجِ الْمُؤْمِنِيْنَ (١٠٣)
১০৪. আপনি বলে দিন, হে লোকসকল! যদি তোমরা আমার দীন সম্বন্ধে সন্দিহান হও, তবে আমি সে মা'বূদদের ইবাদত করি না আল্লাহকে ছেড়ে তোমরা যাদের ইবাদত কর, কিন্তু আমি সে মা'বূদের ইবাদত করি, যিনি তোমদের জীবন কবজ করেন, আর আমার প্রতি এ আদেশ হয়েছে যে, আমি যেন ঈমান আনয়নকারীদের দলভুক্ত থাকি।	قُلْ يٰٓاَيُّهَا النَّاسُ اِنْ كُنْتُمْ فِيْ شَكٍّ مِّنْ دِيْنِيْ فَلَآ اَعْبُدُ الَّذِيْنَ تَعْبُدُوْنَ مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ وَلٰكِنْ اَعْبُدُ اللّٰهَ الَّذِيْ يَتَوَفّٰىكُمْ ۚ وَاُمِرْتُ اَنْ اَكُوْنَ مِنَ الْمُؤْمِنِيْنَ (١٠٤)
১০৫. আর এটাও যে, নিজকে নিজে এ ধর্মের প্রতি এভাবে নিবিষ্ট করে রাখবে, যেন অন্যান্য সকল তরিকা হতে পৃথক হয়ে যাও, আর কখনো মুশরিক হয়ো না।	وَاَنْ اَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّيْنِ حَنِيْفًا ۚ وَلَا تَكُوْنَنَّ مِنَ الْمُشْرِكِيْنَ (١٠٥)

শাব্দিক অনুবাদ :

১০২. فَهَلْ يَنْتَظِرُوْنَ অতএব, তারা কেবল সে লোকদের অনুরূপ ঘটনাবলির প্রতীক্ষা করছে اِلَّا مِثْلَ اَيَّامِ الَّذِيْنَ خَلَوْا مِنْ قَبْلِهِمْ যারা এদের পূর্বে গত হয়ে গেছে قُلْ আপনি বলে দিন فَانْتَظِرُوْا আচ্ছা তবে তোমরা প্রতীক্ষায় থাক اِنِّيْ مَعَكُمْ مِّنَ الْمُنْتَظِرِيْنَ আমিও তোমাদের সাথে প্রতীক্ষারতদের সাথে রইলাম।

১০৩. ثُمَّ نُنَجِّيْ পরন্তু আমি বাঁচিয়ে রাখতাম رُسُلَنَا স্বীয় রাসূলগণকে وَالَّذِيْنَ اٰمَنُوْا এবং ঈমানদারদেরকে كَذٰلِكَ এরূপেই حَقًّا عَلَيْنَا এটা হচ্ছে আমার দায়িত্ব نُنْجِ الْمُؤْمِنِيْنَ আমি ঈমানদারদেরকে নাজাত দিয়ে থাকি।

১০৪. قُلْ আপনি বলে দিন يٰٓاَيُّهَا النَّاسُ হে লোকসকল! اِنْ كُنْتُمْ فِيْ شَكٍّ যদি তোমরা সন্দিহান হও مِّنْ دِيْنِيْ আমার দীন সম্বন্ধে فَلَآ اَعْبُدُ তবে আমি সেই মা'বূদদের ইবাদত করি না الَّذِيْنَ تَعْبُدُوْنَ مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ আল্লাহকে ছেড়ে তোমরা যাদের ইবাদত কর وَلٰكِنْ اَعْبُدُ الَّذِيْ يَتَوَفّٰىكُمْ কিন্তু আমি সেই মা'বূদের ইবাদত করি যিনি তোমাদের জান কবজ করেন وَاُمِرْتُ আর আমার প্রতি এ আদেশ হয়েছে اَنْ اَكُوْنَ مِنَ الْمُؤْمِنِيْنَ আমি যেন ঈমান আনয়নকারীদের দলভুক্ত থাকি।

১০৫. وَاَنْ اَقِمْ وَجْهَكَ আর নিজেকে এভাবে নিবিষ্ট করে রাখবে لِلدِّيْنِ এ ধর্মের প্রতি حَنِيْفًا যেন অন্যান্য সকল তরিকা হতে পৃথক হয়ে যাও وَلَا تَكُوْنَنَّ مِنَ الْمُشْرِكِيْنَ আর কখনো মুশরিক হয়ো না।

https://e-ilm.weebly.com/

১০৬. আর আল্লাহকে ছেড়ে এমন বস্তুর ইবাদত করো না, যা না তোমার কোনো উপকার করতে পারে আর না অপকার করতে পারে, বস্তুতঃ যদি এরূপ কর, তবে তুমি এমতাবস্থায় হক বিনষ্টকারীদের অন্তর্ভুক্ত হয়ে যাবে।	وَلَا تَدْعُ مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ مَا لَا يَنْفَعُكَ وَلَا يَضُرُّكَ ۚ فَاِنْ فَعَلْتَ فَاِنَّكَ اِذًا مِّنَ الظّٰلِمِيْنَ (١٠٦)
১০৭. আর যদি আল্লাহ তোমাকে কোনো কষ্টে নিপতিত করেন, তবে তিনি ব্যতীত কেউ তা মোচনকারী নেই, আর যদি তিনি তোমার প্রতি কোনো শান্তি পৌঁছাতে চান, তবে তাঁর অনুগ্রহের কোনো অপসারণকারী নেই, তিনি স্বীয় অনুগ্রহ নিজের বান্দাদের মধ্য হতে যাকে ইচ্ছা দান করেন এবং তিনি অত্যন্ত ক্ষমাশীল, অতিশয় দয়ালু।	وَاِنْ يَّمْسَسْكَ اللّٰهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهٗۤ اِلَّا هُوَ ۚ وَاِنْ يُّرِدْكَ بِخَيْرٍ فَلَا رَآدَّ لِفَضْلِهٖ ۭ يُصِيْبُ بِهٖ مَنْ يَّشَآءُ مِنْ عِبَادِهٖ ۭ وَهُوَ الْغَفُوْرُ الرَّحِيْمُ (١٠٧)
১০৮. আপনি বলে দিন, হে লোকসকল! তোমাদের নিকট তোমাদের প্রতিপালকের পক্ষ হতে সত্য (ধর্ম) এসেছে, অতএব, যে ব্যক্তি সঠিক পথে আসবে, বস্তুত সে নিজের জন্যই সঠিক পথে আসবে, আর যে ব্যক্তি পথভ্রষ্ট থাকবে, তার পথভ্রষ্টতা তারই উপর বর্তাবে, আর আমাকে (রাসূলকে) তোমাদের উপর দায়িত্ব অর্পণ করা হয়নি।	قُلْ يٰۤاَيُّهَا النَّاسُ قَدْ جَآءَكُمُ الْحَقُّ مِنْ رَّبِّكُمْ ۚ فَمَنِ اهْتَدٰى فَاِنَّمَا يَهْتَدِيْ لِنَفْسِهٖ ۚ وَمَنْ ضَلَّ فَاِنَّمَا يَضِلُّ عَلَيْهَا ۭ وَمَآ اَنَا عَلَيْكُمْ بِوَكِيْلٍ (١٠٨)
১০৯. আর আপনি আপনার প্রতি প্রেরিত ওহীর অনুসরণ করুন, আর ধৈর্য ধরুন এ পর্যন্ত যে, আল্লাহ ফয়সালা করে দেন এবং তিনিই সর্বোত্তম বিধানকর্তা।	وَاتَّبِعْ مَا يُوْحٰۤى اِلَيْكَ وَاصْبِرْ حَتّٰى يَحْكُمَ اللّٰهُ ۚ وَهُوَ خَيْرُ الْحٰكِمِيْنَ (١٠٩)

ع ١٢

শাব্দিক অনুবাদ :

১০৬. وَلَا تَدْعُ مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ আর আল্লাহকে ছেড়ে এমন বস্তুর ইবাদত করো না مَا لَا يَنْفَعُكَ যা না তোমার কোনো উপকার করতে পারে وَلَا يَضُرُّكَ আর না অপকার করতে পারে فَاِنْ فَعَلْتَ বস্তুত যদি এরূপ কর فَاِنَّكَ اِذًا مِّنَ الظّٰلِمِيْنَ তবে তুমি এমতাবস্থায় হক বিনষ্টকারীদের অন্তর্ভুক্ত হয়ে যাবে।

১০৭. وَاِنْ يَّمْسَسْكَ اللّٰهُ بِضُرٍّ আর যদি আল্লাহ তোমাকে কোনো কষ্টে নিপতিত করেন فَلَا كَاشِفَ لَهٗۤ اِلَّا هُوَ তবে তিনি ব্যতীত কেউ তা মোচনকারী নেই وَاِنْ يُّرِدْكَ بِخَيْرٍ আর যদি তিনি তোমার প্রতি কোনো শান্তি পৌঁছাতে চান فَلَا رَآدَّ لِفَضْلِهٖ তবে তাঁর অনুগ্রহের কোনো অপসারণকারী নেই يُصِيْبُ بِهٖ مَنْ তিনি স্বীয় অনুগ্রহ যাকে চান দান করেন مِنْ عِبَادِهٖ নিজের বান্দাদের মধ্য হতে وَهُوَ الْغَفُوْرُ الرَّحِيْمُ এবং তিনি অত্যন্ত ক্ষমাশীল, অতিশয় দয়ালু।

১০৮. قُلْ আপনি বলে দিন يٰۤاَيُّهَا النَّاسُ হে লোক সকল! قَدْ جَآءَكُمُ তোমাদের নিকট এসেছে الْحَقُّ مِنْ رَّبِّكُمْ তোমাদের রবের পক্ষ থেকে সত্য (ধর্ম) فَمَنِ اهْتَدٰى অতএব, যে ব্যক্তি সঠিক পথে আসবে فَاِنَّمَا يَهْتَدِيْ لِنَفْسِهٖ বস্তুতঃ সে নিজের জন্যই সঠিক পথে আসবে وَمَنْ ضَلَّ আর যে ব্যক্তি পথভ্রষ্ট থাকবে فَاِنَّمَا يَضِلُّ عَلَيْهَا তার পথভ্রষ্টতা তার উপরই বর্তাবে وَمَآ اَنَا عَلَيْكُمْ بِوَكِيْلٍ আর আমাকে (রাসূলকে) তোমাদের উপর দায়িত্ব অর্পণ করা হয়নি।

১০৯. وَاتَّبِعْ আর আপনি অনুসরণ করুন مَا يُوْحٰۤى اِلَيْكَ আপনার প্রতি প্রেরিত ওহীর وَاصْبِرْ আর ধৈর্য ধরুন حَتّٰى يَحْكُمَ اللّٰهُ এ পর্যন্ত যে, আল্লাহ মীমাংসা করে দেন وَهُوَ خَيْرُ الْحٰكِمِيْنَ এবং তিনিই উত্তম বিধান কর্তা।

https://e-ilm.weebly.com/

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

৯৯. আয়াতের শানে নুযূল : আলোচ্য আয়াতটি আবূ তালিব সম্পর্কে অবতীর্ণ হয়েছে। আবূ তালিব যখন মুত্তালিবী আদর্শের উপর ইন্তেকাল করে, হযরত রাসূলে কারীম ﷺ তখন অনুতপ্ত হলেন। আবূ তালিবের ঈমান আনার প্রতি তিনি অত্যন্ত প্রত্যাশী ও অধীর আগ্রহী ছিলেন। পক্ষান্তরে রাসূল ﷺ তার ঈমান গ্রহণ করার প্রতি অধিক অগ্রহান্বিত ছিলেন। সে সম্পর্কে আল্লাহ তা'আলা আলোচ্য আয়াত অবতীর্ণ করেন। -[বাহরে মুহীত-৫/১৯২]

এক্ষেত্রে সমকালীন কোনো কোনো লোকের কঠিন বিভ্রান্তি ঘটে গেছে। তারা হযরত ইউনুস (আ.)-এর প্রতি রেসালাতের দায়িত্ব পালনে শৈথিল্যকে যুক্ত করে দেন এবং পয়গাম্বরের শৈথিল্যতাকেই সম্প্রদায়ের উপর থেকে আজাব সরে যাবার কারণ বলে সাব্যস্ত করেন। তদুপরি এ শৈথিল্যতাকেই আল্লাহর রোষের কারণ বলেও সাব্যস্ত করে। সূরা আম্বিয়া ও সূরা সাফফাতে এ বিষয়টির উল্লেখ রয়েছে। তা এরূপ "কুরআনের ইঙ্গিত এবং ইউনুস (আ.)-এর গ্রন্থের বিস্তারিত বিশ্লেষণের প্রতি লক্ষ্য করলে বিষয়টি পরিষ্কার জানা যায় যে, হযরত ইউনুস (আ.)-এর দ্বারা রেসালতের দায়িত্ব পালনে যৎসামান্য ত্রুটি হয়ে গিয়েছিল এবং হয়তো তিনি অধৈর্য হয়ে নির্ধারিত সময়ের পূর্বেই নিজের অবস্থান ছেড়ে দিয়েছিলেন। সেজন্য আজাবের লক্ষণাদি দেখেই যখন তাঁর সঙ্গি-সাথিগণ তওবা-এস্তেগফার আরম্ভ করে দেয়, তখন আল্লাহ তা'আলা তাদেরকে ক্ষমা করে দেন। কুরআনে আল্লাহ তা'আলার যেসব মূল রীতিনীতির কথা বলা হয়েছে, তাতে একটি নির্দিষ্ট ধারা এও রয়েছে যে, আল্লাহ কোনো জাতি সম্প্রদায়কে ততক্ষণ পর্যন্ত আজাবে লিপ্ত করেন না, যতক্ষণ পর্যন্ত না তাদের উপর স্বীয় প্রমাণাদি পরিপূর্ণভাবে প্রতিষ্ঠিত করে দেন। সুতরাং নবীর দ্বারা যখন রেসালতের দায়িত্ব পালনে ত্রুটি হয়ে যায় এবং আল্লাহ কর্তৃক নির্ধারিত সময়ের পূর্বে তিনি নিজেই যখন স্থান ত্যাগ করেন, তখন আল্লাহর ন্যায়নীতি তাঁর সম্প্রদায়কে সেজন্য আজাব দান করতে সম্মত হয়নি। -[তাফহীমুল কুরআন : পৃষ্ঠা ৩১২/২]

এখানে সর্বপ্রথম লক্ষ্য করার বিষয় এই যে, আম্বিয়া আলাইহিমুস সালামের পাপ থেকে মা'সূম হওয়ার বিষয়টি এমন একটি সর্বসম্মত বিশ্বাস, যার উপর সমগ্র উম্মতের ঐকমত্য বিদ্যমান। এর বিশ্লেষণে কিছু আংশিক মতবিরোধও রয়েছে যে, এই নিষ্পাপত্ব কি সগীরা কবীরা সর্বপ্রকার গোনাহ থেকেই , না শুধু কবীরা গুনাহ থেকে। তাছাড়া এ নিষ্পাপত্বে নবুয়তপ্রাপ্তির পূর্বেকার সময়ও অন্তর্ভুক্ত কিনা? কিন্তু এতে কোনো সম্প্রদায় বা ব্যক্তি কারোই কোনো মতবিরোধ নেই যে, নবী-রাসূলগণের কেউই রেসালাতের দায়িত্ব পালনে কোনো রকম শৈথিল্য করতে পারেন না। তার কারণ, নবী রাসূলগণের জন্য এর চাইতে বড় পাপ আর কিছুই হতে পারে না যে, যে দায়িত্বের জন্য আল্লাহ তা'আলা তাদেরকে নির্বাচন করেছেন, তারা নিজেই তাতে শৈথিল্য করে বসবেন। এটা সে মর্যাদাগত দায়িত্বের প্রকাশ্য খেয়ানত, যা সাধারণ শালীনতা সম্পন্ন মানুষের পক্ষেও সম্ভব নয়। এহেন ত্রুটি থেকেও যদি নবীগণ নির্দোষ না হবেন, তবে অন্যান্য পাপের বেলায় নিষ্পাপ হলেই বা কি লাভ।

কুরআন ও সুন্নাহ সমর্থিত মূলনীতি ও নবীগণের নিষ্পাপত্ব সম্পর্কে সর্বসম্মত বিশ্বাসের পরিপন্থি বাহ্যিক কোনো কথা যদি কুরআন হাদীসের মাঝেও কোনোখানে দেখা যায়, তবে সর্বসম্মত মূলনীতির ভিত্তিতে তার এমন ব্যাখ্যা ও অর্থ অনুসন্ধান করা কর্তব্য ছিল, যাতে তা কুরআন হাদীসের অকাট্য প্রামাণ্য মূলনীতির বিরোধী না হয়।

কিন্তু এখানে আশ্চর্যের ব্যাপার এই যে, উল্লিখিত গ্রন্থকার মহোদয় যে বিষয়টি কুরআন কারীম ও হযরত ইউনুস (আ.)-এর সহীফার বিশ্লেষণের উদ্ধৃতিক্রমে উপস্থাপন করেছেন, তা সহীফায়ে-ইউনুসে থাকলেও থাকতে পারে; কিন্তু মুসলমানদের নিকট তার কোনো গুরুত্ব বা গ্রাহ্যতা নেই; তবে এ ব্যাপারে কুরআনি ইঙ্গিত একটি ও নেই।

বরং ব্যাপারটি হলো এই যে, কয়েকটি প্রেক্ষিত জড়ো করে তা থেকে এই সিদ্ধান্ত বের করা হয়েছে একান্তই জবরদস্তিমূলকভাবে।

প্রথমে তো ধরে নেওয়া হয়েছে যে, হযরত ইউনুস (আ.)-এর কওমের উপর থেকে আজাব রদ হয়ে যাওয়ার ব্যাপারটি আল্লাহ তা'আলার সাধারণ রীতি বিরুদ্ধ হয়েছে। অথচ এমন মনে করা স্বয়ং এ আয়াতের পূর্বাপর ধারাবাহিকতারও সম্পূর্ণ বিরোধী। তদুপরি তাফসীরশাস্ত্রের গবেষক ইমামগণের ব্যাখ্যা বিশ্লেষণেরও পরিপন্থি। তারপর এর সাথে একথাও ধরে নেওয়া হয়েছে যে, ঐশীরীতি এ ক্ষেত্রে এ কারণে লঙ্ঘন করা হয়েছে যে, স্বয়ং নবী দ্বারা রেসালাতের দায়িত্ব পালনে শৈথিল্য হয়ে গিয়েছিল, তৎসঙ্গে একথাও ধরে নেওয়া হয়েছে যে, পয়গাম্বরের জন্য আল্লাহর পক্ষ থেকে নির্ধারিত স্থান ত্যাগ করার জন্য একটি বিশেষ সময় নির্ধারিত করে দেওয়া হয়েছিল; কিন্তু তিনি নির্ধারিত সে সময়ের পূর্বেই দীনের প্রতি আহ্বান করার দায়িত্ব ত্যাগ করে বেরিয়ে পড়েছিলেন।

সামান্যতম বিচার বিবেচনায়ও যদি করা যায়, তবে একথা প্রমাণিত হয়ে যাবে যে, কুরআন ও সুন্নাহর কোনো ইঙ্গিত এসব মনগড়া প্রতিপাদ্যের পক্ষে খুঁজে পাওয়া যায় না।

স্বয়ং কুরআনের আয়াতে বর্ণনাধারার প্রতি লক্ষ্য করুন, আয়াতে বলা হয়েছে- فَلَوْلَا كَانَتْ قَرْيَةٌ اٰمَنَتْ فَنَفَعَهَآ اِيْمَانُهَآ اِلَّا قَوْمَ يُوْنُسَ এর পরিষ্কার মর্ম এই যে, পৃথিবীর সাধারণ জনপদের অধিবাসীদের সম্পর্কে আফসোসের প্রকাশ হিসেবে বলা হয়েছে যে, তারা কেনই বা এমন হলো না যে, এমন সময়ে ঈমান নিয়ে আসত যে সময় পর্যন্ত ঈমান আনলে তা লাভজনক হতো। অর্থাৎ আজাব কিংবা মৃত্যুতে পতিত হওয়ার আগে আগে যদি ঈমান নিয়ে আসত, তবে তাদের ঈমান কবুল হয়ে যেত। কিন্তু ইউনুস (আ.)-এর সম্প্রদায় তা থেকে স্বতন্ত্র। কারণ তারা আজাবের লক্ষণাদি দেখে আজাবে পতিত হওয়ার পূর্বেই যখন ঈমান নিয়ে আসে, তখন তাদের ঈমান ও তওবা কবুল হয়ে যায়।

আয়াতের এই প্রকৃষ্ট মর্ম প্রতীয়মান করে যে, এখানে কোনো ঐশীরীতি লঙ্ঘন করা হয়নি। বরং একান্তভাবে আল্লাহ তা'আলার নিয়ম অনুযায়ী তাদের ঈমানও তওবা কবুল করে নেওয়া হয়েছে।

অধিকাংশ তাফসীরকার যেমন বাহরে মুহীত, কুরতুবী, যখমশরী, মাযহারী, রূহুল মা'আনী প্রমুখ এ আয়াতের এ মর্মই লিখেছেন যাতে প্রতীয়মান হয় যে, হযরত ইউনুস (আ.)-এর সম্প্রদায়ের তওবা কবুল হওয়ার বিষয়টি সাধারণ খোদায়ী রীতির আওতায়ই হয়েছে।

তাবারী প্রমুখ তাফসীরকারও এ ঘটনাকে হযরত ইউনুস (আ.) -এর সম্প্রদায়ের বৈশিষ্ট্য বলে উল্লেখ করেছেন। তাঁদের কেউই একথা বলেননি যে, এ বৈশিষ্ট্যের কারণ ছিল ইউনুস (আ.)-এর ত্রুটিসমূহ; বরং সে সম্প্রদায়ের বিশুদ্ধ মনে তওবা করা ও আল্লাহর জ্ঞানে তার নিঃস্বার্থ হওয়া প্রভৃতিকেই কারণ বলে লিখেছেন।

সুতরাং যখন একথা জানা গেল যে, ইউনুস (আ.)-এর সম্প্রদায়ের আজাব রহিত হয়ে যাওয়া সাধারণ খোদায়ী রীতির পরিপন্থি নয়; বরং একান্তভাবেই তার সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ, তখন এ বিতর্কের ভিত্তিই শেষ হয়ে গেছে। তেমনিভাবে কুরআনের কোনো বক্তব্যে একথা প্রমাণিত নেই যে, আজাবের দুঃসংবাদ শুনানোর পর হযরত ইউনুস (আ.) আল্লাহ তা'আলার অনুমতি ছাড়াই তাঁর সম্প্রদায় থেকে আলাদা হয়ে যান; বরং আয়াতের ধারাবাহিকতা ও তাফসীরসংক্রান্ত রেওয়ায়েতের দ্বারা একথাই বুঝা যায় যে, সাবেক সমস্ত উম্মতের সাথে যে ধরনের আচরণ চলে আসছিল অর্থাৎ তাদের উম্মতের উপর আজাব আসার সিদ্ধান্ত স্থির হয়ে গেল। আল্লাহ তা'আলাও তাঁর পয়গম্বারগণকে এবং তাদের সঙ্গিদেরকে সেখান থেকে বেরিয়ে যাবার নির্দেশ দিয়ে দিতেন-

https://e-ilm.weebly.com/

যেমন হযরত লূত (আ.)-এর ঘটনা সম্পর্কে কুরআনে বিস্তারিত উল্লেখ রয়েছে– তেমনিভাবে এখানেও আল্লাহ তা'আলার সে নির্দেশ যখন হযরত ইউনুস (আ.)-এর মাধ্যমে তাদেরকে পৌঁছে দেওয়া হয় যে, তিন দিন পর আজাব আসবে, হযরত ইউনুস (আ.)-এর সেখান থেকে বেরিয়ে যাওয়ার দ্বারা স্পষ্টতঃ এ কথাই বুঝা যায় যে, আল্লাহ্ তা'আলার নির্দেশ হয়েছে।

অবশ্য পয়গাম্বরসূলভ মর্যাদার দিক দিয়ে হযরত ইউনুস (আ.)-এর দ্বারা একটি পদস্খলন হয়ে যায় এবং সে ব্যাপারে সূরা আম্বিয়াও সূরা সাফফাতের আয়াতসমূহে যে ভর্ৎসনাসূচক শব্দ এসেছে এবং তারই ফলে যে তার মাছের পেটে অবস্থান করার ঘটনা ঘটেছে। তা এজন্য নয় যে, তিনি রেসালাতের দায়িত্বে শিথিলতা প্রদর্শন করেছিলেন: বরং ঘটনাটি তাই যা উপরে প্রামাণ্য তাফসীর গ্রন্থের উদ্ধৃতিসহকারে লেখা হয়েছে ; তাহলো এই যে, হযরত ইউনূস (আ.) যখন আল্লাহর নির্দেশ মোতাবেক তিন দিন পর আজাব আসার দুঃসংবাদ শুনিয়ে দেন এবং ঐশী নির্দেশে নিজের অবস্থান ত্যাগ করে বাইরে চলে যান, কিন্তু পরে প্রমাণিত হয় যে, আজাব আসেনি, তখন ইউনুস (আ.)-এর মনে এ ভাবনা চেপে বসল যে, আমি সম্প্রদায়ের মাঝে ফিরে গেলে তারা আমাকে মিথ্যুক বলে সাব্যস্ত করবে। তাছাড়া এ সম্প্রদায়ে নিয়ম প্রচলিত রয়েছে যে, কারো মিথ্যা প্রমাণিত হয়ে গেলে তাকে হত্যা করে ফেলা হয়। কাজেই এ সময় সম্প্রদায়ের মাঝে ফিরে যাওয়ায় প্রাণের আশঙ্কা রয়েছে। অতএব, এ সময় এ দেশ থেকে হিজরত করে চলে যাওয়া ছাড়া আর কোনো পথই ছিল না। কিন্তু নবী রাসূলগণের রীতি হলো এই যে, আল্লাহর পক্ষ থেকে কোনো দিকে হিজরত করার নির্দেশ না আসা পর্যন্ত নিজের ইচ্ছা মতো তাঁরা হিজরত করেন না। সুতরাং এক্ষেত্রে হযরত ইউনুস (আ.) -এর পদস্খলনটি ছিল এই যে, তিনি আল্লাহর পক্ষ থেকে অনুমোদন আসার পূর্বেই হিজরতের উদ্দেশ্যে নৌকায় আরোহণ করে বসেন। বিষয়টি প্রকৃতপক্ষে কোনো পাপ না হলেও নবী রাসূলগণের রীতির পরিপন্থি ছিল। কুরআনের আয়াতের শব্দ গুলোর প্রতি লক্ষ্য করলেও দেখা যায়, হযরত ইউনুস (আ.) -এর পদস্খলন রেসালাতের দায়িত্ব সম্পাদনে ছিল না; বরং তিনি যে সম্প্রদায়ের অত্যাচার উৎপীড়ন থেকে বাঁচার জন্য অনুমতি আসার পূর্বেই হিজরত করেছেন, এছাড়া আর কোনো কিছুই প্রামণিত হবে না। সূরা সাফফাতের আয়াতে এ বিষয়বস্তুর ব্যাপারে প্রায় সুস্পষ্ট বিশ্লেষণ বিদ্ধৃত হয়েছে। তাতে বলা হয়েছে اِذْ اَبَقَ اِلَى الْفُلْكِ الْمَشْحُوْنِ এতে হিজরতের উদ্দেশ্যে নৌকায় আরোহণ করাকে اَبَقَ শব্দ ভর্ৎসনা আকারে বলা হয়েছে। এর অর্থ হলো স্বীয় মনিবের অনুমতি ব্যতীত কোনো ক্রীতদাসের পালিয়ে যাওয়া। আর সূরা আম্বিয়ার আয়াতে রয়েছে– وَذَا النُّوْنِ اِذْ ذَّهَبَ مُغَاضِبًا فَظَنَّ اَنْ لَّنْ نَّقْدِرَ عَلَيْهِ এতে স্বভাবজাত ভীতির কারণে সম্প্রদায়ের কাছ থেকে আত্মরক্ষা করে হিজরত করাকে কঠিন ভর্ৎসনার সুরে ব্যক্ত করা হয়েছে। আর এসবই রেসালাতের সমস্ত দায়িত্ব পালনের পর, তখন সংঘটিত হয়েছিল, যখন স্বীয় সম্প্রদায়ের মাঝে ফিরে আসায় জীবনাশঙ্কা দেখা যায়। রূহুল মা'আনী গ্রন্থে এ বিষয়টি নিম্নরূপে বর্ণনা করা হয়েছে– "ইউনুস (আ.) স্বীয় সম্প্রদায়ের প্রতি অসন্তুষ্ট হয়ে এজন্য চলে যাচ্ছিলেন যে, তিনি সম্প্রদায়ের কঠিন বিরোধিতা এবং কুফরির উপর হঠকারিতা সত্ত্বেও সুদীর্ঘকাল পর্যন্ত রেসালাতের আহবান জানাতে থাকার ফলাফল প্রত্যক্ষ করে নিয়েছিলেন।"

বস্তুতঃ তাঁর এ সফর ছিল হিজরত হিসেবেই। অথচ তখনো তিনি হিজরতের অনুমতি লাভ করেননি।

এতে পরিষ্কার করে দেওয়া হয়েছে যে. তাঁর প্রতি ভর্ৎসনা আসার কারণ রেসালাত ও দাওয়াতের দায়িত্বে শৈথিল্য প্রদর্শ ছিল না; বরং অনুমতির পূর্বে হিজরত করাই ছিল ভর্ৎসনার কারণ। উল্লিখিত সমকালীন তাফসীরকারকে কোনো কোনো ওলামা তাঁর এই ভুলের ব্যাপারে অবহিত করলে তিনি সূরা সাফফাতের স্বীয় মতবাদের সমর্থনে অনেক তাফসীরবিদের বক্তব্যও উদ্ধৃত করেছেন, যেগুলোর মধ্যে ওহাব ইবনে মুনাব্বিহ প্রমুখের ইসরাঈলী রেওয়ায়েতসমূহ ছাড়া অন্য কোনোটির দ্বারাই তাঁর এ মতবাদের সমর্থন প্রমাণিত হয় না যে, হযরত ইউনুস (আ.)-এর দ্বারা (মা'আযাল্লাহ) রেসালাতের দায়িত্ব সম্পাদনে শৈথিল্য হয়ে গিয়েছিল।

https://e-ilm.weebly.com/

তাছাড়া জ্ঞানবান বিজ্ঞ লোকদের একথা অজানা নেই যে, তাফসীরবিদগণ নিজেদের তাফসীরে এমন সব ইসরাঈলী রেওয়ায়েতসমূহও উদ্ধৃত করে দিয়েছেন, যেগুলোর ব্যাপারে তাদের সবাই একমত যে, এসব রেওয়ায়েত প্রামাণ্য কিংবা গ্রহণযোগ্য নয়। শরিয়তের কোনো হুকুমকে এগুলোর উপর নির্ভরশীল করা যায় না। ইসরাঈলী রেওয়ায়েত মুসলিম তাফসীরবিদদের গ্রন্থেই থাক বা হযরত ইউনুস (আ.)-এর সহীফাতেই থাক, শুধু এসবের উপর নির্ভর করেই হযরত ইউনুস (আ.) -এর উপর এহেন মহা অপবাদ আরোপ করা যেতে পারে না যে, তাঁর দ্বারা রেসালাতের দায়িত্ব পালনে শৈথিল্য হয়েছে। ইসলামের কোনো তাফসীরকার এহেন কোনো মত গ্রহণও করেননি।

শব্দবিশ্লেষণ :

حِيْنٌ : সময়, কাল, যুগ। একবচন, বহুবচন اَحْيَانٌ ; حِيْن কোনো জিনিসের পৌঁছা ও অর্জনের সময়ের নাম। এর অর্থের মধ্যে যখন কোনো অস্পষ্টতা থাকে, তখন একে মুযাফ ইলাইহি দ্বারা তাখসীস করা হয়।

اَلرِّجْسَ : অপবিত্র, মল, কদর্যতা, দোজখের শাস্তি। رِجْس এর বহুবচন اَرْجَاسٌ আসে। এর কয়েকটি সুরত আছে। ১. স্বভাবগত দিক থেকে। ২. জ্ঞানের দিক থেকে। ৩. শরঈ দিক থেকে। ৪. উপরিউক্ত তিন দিক থেকেই। রিজসে শরঈ জুয়া, মদ। জ্ঞানগত রিজস হলো, শিরক, শুকরের গোস্ত ইত্যাদি। আল্লাহ তা'আলা সবগুলোর জন্য رِجْس শব্দ ব্যবহার করেছেন।

مَا تُغْنِىْ : সীগাহ واحد مؤنث غائب বহছ مضارع منفى বাব اِفْعَالٌ মাসদার اَلْاِغْنَاءُ মূলবর্ণ (غ ـ ن ـ ى) জিনস ناقص يائى অর্থ- সম্পদশালী বানানো, কাজে আসা।

خَلَوْا : সীগাহ جمع مذكر غائب বহছ ماضى معروف বাব فَتَحَ ; মাসদার اَلْخُلُوُّ মূলবর্ণ (خ ـ ل ـ و) জিনস ناقص واوى অর্থ- তারা অতিক্রম করছে, তারা প্রথমে হয়েছে।

نُنَجِّ : সীগাহ جمع متكلم বহছ مضارع معروف বাব اِفْعَالٌ মাসদার اَلْاِنْجَاءُ ; মূলবর্ণ (ن ـ ج ـ و) জিনস ناقص واوى অর্থ- মুক্তিলাভ করা। মূলত ঃ نُنَجِىْ ছিল।

اَقِمْ : সীগাহ واحد مذكر حاضر বহছ امر حاضر معروف বাব اِفْعَالٌ ; মাসদার اَلْاِقَامَةُ মূলবর্ণ (ق ـ و ـ م) জিনস اجوف واوى অর্থ- প্রতিষ্ঠা করা, ঠিক রাখা।

لَا تَدْعُ : সীগাহ واحد مذكرحاضر বহছ نهى حاضر معروف বাব نَصَرَ মাসদার اَلدُّعَاءُ মূলবর্ণ (د ـ ع ـ و) জিনস ناقص واوى অর্থ- ডাকা শুরুতে لام نهى আসার কারণে হরফে ইল্লত واو পড়ে গেছে।

اِنْ يُّرِدْكَ : اِنْ হরফে শর্ত। يُرِدْ সীগাহ واحد مذكر غائب বহছ مضارع مجزوم بحرف شرط বাব اِفْعَالٌ মাসদার - الارادة মূলবর্ণ (ر ـ و ـ د) জিনস اجوف واوى অর্থ- চাওয়া, ইচ্ছা করা।

رَادَّ : সীগাহ واحد مذكر বহছ اسم فاعل বাব نَصَرَ ; মাসদার اَلرَّدُّ মূলবর্ণ (ر ـ د ـ د) জিনস مضاعف ثلاثى অর্থ- রদকারী। প্রত্যাবর্তনকারী। প্রতিহতকারী। ফিরানো। এটি মূলত رادد ছিল।

يَشَاءُ : সীগাহ واحد مذكر غائب বহছ مضارع معروف বাব فَتَحَ মাসদার اَلْمَشِيْئَةُ মূলবর্ণ (ش ـ ى ـ ء) জিনস مركب (اجوف يائى ও مهموزلام) অর্থ- চাওয়া। ইচ্ছা করা।

يُوْحٰى : সীগাহ واحد مذكر غائب বহছ مضارع مجهول বাব اِفْعَالٌ মাসদার اَلْاِيْحَاءُ মূলবর্ণ (و ـ ح ـ ى) জিনস لفيف مفروق অর্থ- প্রত্যাদেশ করা।

https://e-ilm.weebly.com/

سُوْرَةُ هُوْدٍ

সূরা হূদ

মক্কায় অবতীর্ণ : আয়াত-১২৩, রুকূ'-১০

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

পরম করুণাময়, দয়ালু আল্লাহর নামে শুরু

১. আলিফ-লাম-রা। এটা [কুরআন] এমন কিতাব যার আয়াতগুলো [প্রমাণাদি দ্বারা] মজবুত করা হয়েছে, অতঃপর বিশদভাবে বর্ণনা করা হয়েছে প্রজ্ঞাময়, মহা জ্ঞাতা [আল্লাহ]-এর পক্ষ হতে।	الٓرٰ ۚ كِتٰبٌ اُحْكِمَتْ اٰيٰتُهٗ ثُمَّ فُصِّلَتْ مِنْ لَّدُنْ حَكِيْمٍ خَبِيْرٍ (١)
২. এ [উদ্দেশ্যে] যে, আল্লাহ ছাড়া কারো ইবাদত করো না, আমি আল্লাহর পক্ষ হতে তোমাদেরকে ভয় প্রদর্শনকারী এবং সুসংবাদদাতা।	اَلَّا تَعْبُدُوْٓا اِلَّا اللّٰهَ ؕ اِنَّنِيْ لَكُمْ مِّنْهُ نَذِيْرٌ وَّبَشِيْرٌ (٢)
৩. আর এ [উদ্দেশ্যে] যে, তোমরা নিজেদের রবের নিকট হতে গুনাহ মাফ করাও, তৎপর তাঁর প্রতি প্রত্যাবর্তন কর, তিনি তোমাদেরকে সুখ সম্ভোগ দান করবেন নির্দিষ্ট কাল পর্যন্ত এবং প্রত্যেক অধিক আমলকারীকে অধিক ছওয়াব দিবেন, আর যদি তোমরা মুখ ফিরাতেই থাক, তবে আমি তোমাদের জন্য মহাদিবসের আজাবের আশঙ্কা করি।	وَاَنِ اسْتَغْفِرُوْا رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوْبُوْا اِلَيْهِ يُمَتِّعْكُمْ مَّتَاعًا حَسَنًا اِلٰٓى اَجَلٍ مُّسَمًّى وَّيُؤْتِ كُلَّ ذِيْ فَضْلٍ فَضْلَهٗ ؕ وَاِنْ تَوَلَّوْا فَاِنِّيْٓ اَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ كَبِيْرٍ (٣)

শাব্দিক অনুবাদ :

১. الٓرٰ আলিফ-লাম-রা كِتٰبٌ اُحْكِمَتْ اٰيٰتُهٗ এটা এমন কিতাব যার আয়াত গুলো মজবুত করা হয়েছে ثُمَّ فُصِّلَتْ অতঃপর বিশদ ভাবে বর্ণনা করা হয়েছে مِنْ لَّدُنْ حَكِيْمٍ خَبِيْرٍ প্রজ্ঞাময়, মহাজ্ঞাতা এর পক্ষ হতে।

২. اَلَّا تَعْبُدُوْٓا اِلَّا اللّٰهَ এ (উদ্দেশ্যে) যে, আল্লাহ ছাড়া কারো ইবাদত করো না اِنَّنِيْ لَكُمْ مِّنْهُ نَذِيْرٌ وَّبَشِيْرٌ আমি আল্লাহর পক্ষ হতে তোমাদরেকে ভয় প্রদর্শনকারী ও সুসংবাদ দাতা।

৩. وَاَنِ اسْتَغْفِرُوْا رَبَّكُمْ আর এ (উদ্দেশ্যে) যে, তোমরা নিজেদের রবের নিকট হতে গুনাহ মাফ করাও ثُمَّ تُوْبُوْٓا اِلَيْهِ তৎপর তাঁর প্রতি নিবিষ্ট থাক يُمَتِّعْكُمْ مَّتَاعًا حَسَنًا তিনি তোমাদেরকে সুখ সম্ভোগ দান করবেন اِلٰٓى اَجَلٍ مُّسَمًّى নির্দিষ্ট কাল পর্যন্ত وَّيُؤْتِ كُلَّ ذِيْ فَضْلٍ فَضْلَهٗ এবং প্রত্যেক অধিক আমলকারীকে অধিক ছওয়াব দিবেন وَاِنْ تَوَلَّوْا আর যদি তোমরা মুখ ফিরাতেই থাক فَاِنِّيْٓ اَخَافُ عَلَيْكُمْ তবে আমি তোমাদের জন্য আশঙ্কা করি عَذَابَ يَوْمٍ كَبِيْرٍ ভীষণ দিনের আজাবের।

https://e-ilm.weebly.com/

৪. আল্লাহরই নিকট তোমাদের যেতে হবে এবং তিনি প্রত্যেক বস্তুর উপর পূর্ণ ক্ষমতা রাখেন।	اِلَى اللّٰهِ مَرْجِعُكُمْ ۚ وَهُوَ عَلٰى كُلِّ شَیْءٍ قَدِیْرٌ (٤)
৫. স্মরণ রেখ! তারা কুঞ্চিত করে নিজেদের বক্ষকে, যেন নিজেদের কথাগুলো আল্লাহ হতে লুকাতে পারে, স্মরণ রেখ! তারা যখন নিজেদের কাপড় [নিজেদের দেহে] জড়ায়, তিনি তখনো সব জানেন যা কিছু চুপে চুপে আলাপ করে এবং যা কিছু প্রকাশ্যে আলাপ করে, নিশ্চয় তিনি তো অন্তরের কথাগুলোও জানেন।	اَلَاۤ اِنَّهُمْ یَثْنُوْنَ صُدُوْرَهُمْ لِیَسْتَخْفُوْا مِنْهُ ؕ اَلَا حِیْنَ یَسْتَغْشُوْنَ ثِیَابَهُمْ ۙ یَعْلَمُ مَا یُسِرُّوْنَ وَمَا یُعْلِنُوْنَ ۚ اِنَّهٗ عَلِیْمٌۢ بِذَاتِ الصُّدُوْرِ (٥)

শাব্দিক অনুবাদ :

৪. اِلَى اللّٰهِ مَرْجِعُكُمْ আল্লাহরই নিকট তোমাদের যেতে হবে وَهُوَ عَلٰى كُلِّ شَیْءٍ قَدِیْرٌ এবং তিনি প্রত্যেক বস্তুর উপর পূর্ণ ক্ষমতা বান।

৫. اَلَاۤ اِنَّهُمْ یَثْنُوْنَ صُدُوْرَهُمْ স্মরণ রেখ! তারা কুঞ্চিত করে নিজেদের বক্ষকে لِیَسْتَخْفُوْا مِنْهُ যেন নিজেদের কথা গুলো আল্লাহ হতে লুকাতে পারে اَلَا حِیْنَ یَسْتَغْشُوْنَ ثِیَابَهُمْ স্মরণ রেখ; তারা যখন নিজেদের কাপড় (নিজেদের দেহে) জড়ায় یَعْلَمُ তখনো তিনি সব জানেন مَا یُسِرُّوْنَ যা কিছু চুপে চুপে আলাপ করে وَمَا یُعْلِنُوْنَ এবং যা কিছু প্রকাশ্যে আলাপ করে اِنَّهٗ عَلِیْمٌۢ بِذَاتِ الصُّدُوْرِ নিশ্চয় তিনি তো অন্তরের কথা গুলোও জানেন।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

সূরায়ে হূদ প্রসঙ্গ : হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা.) এবং কাতাদা (র.) বলেছেন, সূরায়ে হূদ মক্কায় নাজিল হয়েছে, শুধু একটি আয়াত তথায় নাজিল হয়নি আর তা হলো- وَاَقِمِ الصَّلٰوةَ طَرَفَیِ النَّهَارِ

হযরত আবূ বকর (রা.) থেকে বর্ণিত আছে তিনি বলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! কোন কারণে আপনার বার্ধক্য এসেছে? তিনি ইরশাদ করলেন সূরায়ে হূদ, সূরায়ে ওয়াকেয়াহ, সূরায়ে নাবা এবং সূরা তাকবীর আমাকে বৃদ্ধ করে ফেলেছে।

বায়হাকী শোআবুল ঈমানে আবি আলী আসসতরীর বর্ণনা সংকলন করেছেন। তিনি স্বপ্নে প্রিয়নবী ﷺ -এর দীদার লাভ করেছিলেন, তিনি বলেন, আমি আরজ করলাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ! বর্ণিত আছে যে, আপনি বলেছেন, সূরায়ে হূদ আমাকে বৃদ্ধ করেছে। সূরা হূদের কোন কথাটি আপনাকে বৃদ্ধ করেছে? তিনি ইরশাদ করলেন : فَاسْتَقِمْ كَمَاۤ اُمِرْتَ অর্থাৎ আপনাকে যে আদেশ দেওয়া হয়েছে তার উপর সুদৃঢ় থাকুন।

সূরায়ে হূদে আল্লাহ তা'আলা চারটি বিষয় নিয়ে আলোচনা করেছেন।

১. কাফের সম্প্রদায়ের ধ্বংস সম্পর্কে বর্ণনা।

২. মু'মিনদের মুক্তি লাভ সম্পর্কে আলোচনা।

৩. মু'মিনদেরকে সফলতা দানের প্রতিশ্রুতি দান।

৪. কাফেরদের প্রতি ধ্বংসের হুশিয়ারি প্রদান।

https://e-ilm.weebly.com/

৫. আয়াতের শানে নুযূল : বুখারী শরীফের বর্ণনানুসারে হযরত আব্দুল্লাহ বিন আব্বাস (রা.) থেকে বর্ণিত রয়েছে যে, আলোচ্য আয়াত ঐ সকল মুসলমানদের সম্পর্কে নাজিল হয়েছে, যারা আকাশের নিচে পায়খানা করতে ও স্ত্রী সহবাস করতে লজ্জা বোধ করত। অন্য বর্ণনা মতে তারা স্ত্রী মিলন ও পায়খানা করার জন্য কাপড় দ্বারা আবেষ্টনি করে নিত। −[দুররে মানছুর : ৩/৩৩০]

অপর এক বর্ণনা মতে আলোচ্য আয়াত নাজিল হয়েছে শরীকের পুত্র আখনাছ সম্পর্কে। সে ছিল মক্কার মুনাফিকদের একজন। সে দেখতে ভালো দেখাত। সে যখন রাসূল ﷺ-এর খেদমতে উপস্থিত হতো, তখন রাসূল ﷺ-কে ভালোবাসার বাক্যালাপ মুখ দিয়ে প্রকাশ করত; কিন্তু তার অন্তরের মাঝে কুফরি প্রচণ্ডাকারে বদ্ধমূল করে বসেছিল। −[বাহরে মুহীত-৫/২০৩]

অন্য এক বর্ণনামতে আলোচ্য আয়াত নাজিল হয়েছে একদল কাফের সম্প্রদায় সম্পর্কে, যারা বলত যে, আমরা যখন আমাদের দরজাগুলো বন্ধ করে দিব, আমাদের পর্দা ঝুলিয়ে নেব, আমরা যখন কাপড় দ্বারা আমাদেরকে ঢেকে নেব এবং তারই শক্রতায় আমাদের বক্ষদেশ আবৃত করে নেব, তখন আল্লাহ তা'আলা আমাদের সম্পর্কে কিরূপভাবে জানতে পারবেন? −[বাহরে মুহীত-৫/২০৩]

অন্য এক বর্ণনামতে এক কাফের ছিল, যখনই সে নরাধম নিজ ঘরে গমন করত। তখন পর্দা ঝুলিয়ে দিত ও নিজেকে নিজে কাপড়ে আচ্ছাদিত করে নিত এবং চুপিসারে কুফরি মন্তব্য করত। এ সকল ধারণা সম্পূর্ণরূপেই ভ্রান্ত ছিল। তার জবাব দিচ্ছেন আল্লাহ তা'আলা আলোচ্য আয়াত অবতরণের মাধ্যমে। −[প্রাগুক্ত]

সূরা হূদ ঐসব সূরার অন্যতম যাতে পূর্ববর্তী জাতিসমূহের উপর আপতিত খোদায়ী গজব ও বিভিন্ন প্রকার কঠিন আজাবের এবং পরে কিয়ামতের ভয়াবহ ঘটনাবলি এবং পুরস্কার ও শাস্তির কথা বিশেষ বর্ণনারীতির মাধ্যমে উল্লেখ করা হয়েছে।

এ কারণেই হযরত আবূ বকর সিদ্দীক (রা.) একদিন হযরত রাসূলে কারীম ﷺ-এর কিছু দাড়ি মোবারক পাকা দেখে বিচলিত হয়ে যখন জিজ্ঞেস করলেন− "ইয়া রাসূলাল্লাহ! আপনি বার্ধক্যে উপনীত হয়েছেন।" তখন রাসূলে পাক ﷺ ইরশাদ করেছিলেন, "হ্যাঁ, সূরা হূদ আমাকে বৃদ্ধ করে দিয়েছে।" কোনো কোনো রেওয়ায়েতে সূরা হূদের সাথে সূরা ওয়াকিয়া, মুরসালাত, নাবা ও সূরা তাকবীরের নামও উল্লেখ করা হয়েছে। −[আল-হাকেম ও তিরমিযী] উদ্দেশ্য এই যে, উক্ত সূরাগুলোতে বর্ণিত বিষয়বস্তু অত্যন্ত ভয়াবহ ও ভীতিপ্রদ হওয়ার কারণে এসব সূরা নাজিল হওয়ার পর রাসূলে পাক ﷺ-এর পবিত্র চেহারায় বার্ধক্যের লক্ষণ দেখা দেয়।

অত্র সূরার প্রথম আয়াতে "আলিফ লা'ম" বলে শুরু করা হয়েছে। এগুলো সে সমস্ত বর্ণের অন্তর্ভুক্ত যার সঠিক মর্ম একমাত্র আল্লাহ ও তাঁর রাসূল ﷺ-এর মধ্যে গুপ্ত রহস্য। অন্য কাউকে এ সম্পর্কে অবহিত করা হয়নি; বরং এ ব্যাপারে চিন্তা করতেও বারণ করা হয়েছে।

অতঃপর কুরআন মাজীদ সম্পর্কে বলা হয়েছে যে, এটি এমন একটি কিতাব যার আয়াতসমূহকে দৃঢ়ভাবে প্রতিষ্ঠিত করা হয়েছে। مُحْكَمٌ শব্দটি إِحْكَامٌ হতে গৃহীত হয়েছে। যার অর্থ হচ্ছে কোনো বাক্যকে অতি প্রাঞ্জল ভাষায় সুবিন্যস্তভাবে প্রকাশ করা যার মধ্যে শব্দগত বা ভাবগত কোনো বিভ্রান্তির অবকাশ নেই। সেমতে আয়াতকে প্রতিষ্ঠিত করার মর্মার্থ এই যে, আল্লাহ তা'আলা পবিত্র কুরআনের আয়াতসমূহকে এমনভাবে তৈরি করেছেন যাতে শাব্দিক অথবা ভাবগত দিক দিয়ে কোনো ত্রুটি, বিচ্যুতি, অস্পষ্টতা বা অসারতার সম্ভাবনা নেই।

−[কুরতুবী]

https://e-ilm.weebly.com/

হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা.) বলেন এখানে مُحْكَمٌ শব্দ مَنْسُوْخٌ-এর বিপরীত অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। সেমতে আয়াতের মর্ম হবে আল্লাহ তা'আলা কুরআন পাকের আয়াতসমূহকে সামগ্রিকভাবে সুপ্রতিষ্ঠিত, অপরিবর্তিতরূপে তৈরি করেছেন। তাওরাত, ইঞ্জিল ইত্যাদি পূর্ববর্তী কিতাবসমূহ পবিত্র কতুরআন নাজিলের ফলে যেভাবে 'মানসূখ' বা রহিত হয়েছে কুরআন পাক নাজিল হওয়ার পর যেহেতু নবীর আগমন এবং ওহীর ধারাবাহিকতা সমাপ্ত হয়ে গেছে। সুতরাং কিয়ামত পর্যন্ত এ কিতাব আর রহিত হবে না। -[কুরতুবী]

তবে কুরআনের এক আয়াত দ্বারা অন্য আয়াত রহিত হওয়া এর পরিপন্থি নয়।

আলোচ্য ১ম আয়াতেই ثُمَّ فُصِّلَتْ অতঃপর সবিস্তারে বর্ণিত হয়েছে বলে কুরআন পাকের আরেকটি মাহাত্ম্য বর্ণনা করা হয়েছে। تَفْصِيْلٌ শব্দের আবিধানিক অর্থ দু'টি বস্তুর মাঝে পার্থক্য ও ব্যবধান করা। সে জন্যই সাধারণ গ্রন্থসমূহে বিভিন্ন বিষয়বস্তু فَصْلٌ - فَصْلٌ শিরোনামে আলোচনা করা হয়। সে হিসেবে অত্র আয়াতের মর্ম হবে, আকায়েদ, ইবাদত, লেন-দেন, আচার-ব্যবহার ও নীতি-নৈতিকতার বিষয়বস্তুগুলোকে ভিন্ন ভিন্ন আয়াতে পৃথক পৃথকভাবে বর্ণনা করা হয়েছে।

এর আরেক অর্থ হতে পারে যে, আল্লাহ তা'আলার পক্ষ হতে তো পূর্ণ কুরআন মাজীদ একসাথে লওহে মাহফূজে অবতীর্ণ করা হয়েছিল, কিন্তু তারপর স্থান কাল পাত্র, পরিস্থিতি ও পারিপার্শ্বিকতার প্রেক্ষিতে প্রয়োজনানুসারে অল্প অল্প করে অবতীর্ণ হয়েছে। যাতে এর স্মরণ রাখা, মর্ম অনুধাবন করা এবং ক্রমান্বয়ে তদনুযায়ী আমল কারা সহজ হয়।

অতঃপর বলা হয়েছে مِنْ لَّدُنْ حَكِيْمٍ خَبِيْرٍ অর্থাৎ এসব আয়াত এমন এক মহান সত্তার পক্ষ হতে আগত হয়েছে, যিনি মহা প্রজ্ঞাময় ও সর্বজ্ঞ, যার প্রতিটি কাজে বহু তাৎপর্য ও হিকমত বিদ্যমান যা মানুষ উপলব্ধি করতে অক্ষম। তিনি সৃষ্টি জগতের প্রতিটি অণু পরামাণুর ভূত ভবিষ্যত সম্পর্কে অবগত। সেদিকে লক্ষ্য রেখেই তিনি যাবতীয় বিধি-নিষেধ নাজিল করেছেন। মানুষ যত বড় বুদ্ধিমান, বিচক্ষণ, জ্ঞানবান ও দূরদর্শী হোক না কেন, তার জ্ঞান-বুদ্ধি ও দূরদর্শিতা এক নির্ধারিত সীমারেখার গণ্ডিতে আবদ্ধ। পারিপার্শ্বিক পরিবেশের ভিত্তিতে তাদের অভিজ্ঞতা গড়ে উঠে। ভবিষ্যৎকালে অবস্থার প্রেক্ষিতে অনেক সময়ই তা ব্যর্থ ও ভ্রান্ত প্রমাণিত হয়। কিন্তু আল্লাহ তা'আলার ইলম ও হেকমত কখনো ভুল হবার নয়।

দ্বিতীয় আয়াতের সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ বিষয় অর্থাৎ তওহীদের উপরোল্লিখিত আয়াতসমূহের বর্ণনা আরম্ভ করা হয়েছে। ইরশাদ হয়েছে أَلَّا تَعْبُدُوْا إِلَّا اللهَ অর্থাৎ "একমাত্র আল্লাহ তা'আলা ছাড়া অন্য কারো বন্দেগি করবে না।" আলোচ্য আয়াতসমূহে যেসব বিষয়বস্তু বর্ণিত হয়েছে, তন্মধ্যে সর্বাধিক অগ্রাধিকারপ্রাপ্ত ও গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হচ্ছে, একমাত্র আল্লাহ তা'আলা ব্যতীত অন্য কারো ইবাদত উপাসনা করবে না।

অতঃপর ইরশাদ করেছেন إِنَّنِيْ لَكُمْ مِّنْهُ نَذِيْرٌ وَّبَشِيْرٌ নিশ্চয় আমি তোমাদেরকে আল্লাহর পক্ষ থেকে সতর্ককারী ও সুসংবাদদাতা। অত্র আয়াতে বিশ্বনবী ﷺ-কে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে, তিনি সারা বশ্বিবাসীকে যেন জানিয়ে দেন যে, আমি আল্লাহ তা'আলার পক্ষ থেকে ভীতি প্রদর্শনকারী ও সুসংবাদ দানকারী। অর্থাৎ যারা আল্লাহ ও তার রাসূলের অবাধ্য এবং নিজেদের অবৈধ কামনা-বাসনার অনুসারী, তাদেরকে আল্লাহর ভীতি প্রদর্শন করছি। অপরদিকে অনুগত, বাধ্যগত লোকদের দো-জাহানের শান্তি ও নিরাপত্তা এবং আখেরাতের অফুরন্ত নিয়ামতের সুসংবাদ দিচ্ছি।

https://e-ilm.weebly.com/

نَذِيْرٌ শব্দের অর্থ করা হয়, "ভীতি প্রদর্শনকারী" কিন্তু এ শব্দটি ভীতি প্রদর্শনকারী শত্রু কিংবা হিংস্রজন্তু বা অন্য কোনো অনিষ্টকারীর জন্য ব্যবহৃত হয় না, বরং এমন ব্যক্তিকে "নাযীর" বলা হয় যিনি স্বীয় প্রিয়পাত্রগণকে সস্নেহে এমন সব বস্তু বা কার্য হতে বিরত রাখেন ও ভয় দেখান, যা তাদের জন্য দুনিয়া, আখেরাত অথবা উভয় কালেই ক্ষতিকারক।

শব্দবিশ্লেষণ :

تُوْبُوْا : সীগাহ جمع مذكر حاضر বহছ امر حاضر معروف বাব نَصَرَ মাসদার اَلتَّوْبُ ও اَلتَّوْبَةُ মূলবর্ণ (ت ـ و ـ ب) জিনস اجوف واوى অর্থ– তওবা করা। তওবা কবুল করা।

يُمَتِّعْكُمْ : সীগাহ واحد مذكر غائب বহছ مضارع معروف বাব تَفْعِيْل মাসদার اَلتَّمْتِيْعُ মূলবর্ণ (م ـ ت ـ ع) জিনস صحيح অর্থ– উপকার পৌছানো।

مُسَمًّى : সীগাহ واحد مذكر বহছ اسم مفعول বাব تَفْعِيْل মাসদার اَلتَّسْمِيَةُ মূলবর্ণ (س ـ م ـ و) জিনস ناقص واوى অর্থ- নির্ধারিত। আলামত, চিহ্ন। اِسْم এর বহুবচন اَسْمَاءٌ ও اَسْمِيَةٌ নাম লওয়া, নাম রাখা। যেহেতু নাম রাখার দ্বারা জিনিসটি নির্ধারিত হয়ে যায়, এজন্য مُسَمًّى -এর অর্থ– নির্ধারিত করা।

يَثْنُوْنَ : সীগাহ جمع مذكرغائب বহছ مضارع معروف ; বাব ضَرَبَ মাসদার اَلثَّنْىُ মূলবর্ণ (ث ـ ن ـ ى) জিনস ناقص يائى এটি মূলত: يَثْنِيُوْنَ ছিল। يَضْرِبُوْنَ এর ওযনে। ياء ও واو এর মাঝে দু'সাকিন একত্রিত হওয়ায় ياء পড়ে গেছে। তাই يَثْنُوْنَ হয়ে গেছে। অর্থ– দ্বিগুণ করা।

لِيَسْتَخْفُوْا : সীগাহ جمع مذكرغائب বহছ فعل مضارع منصوب بلام كى বাব اِسْتِفْعَالْ মাসদার اَلْاِسْتِخْفَاءُ মূলবর্ণ (خ ـ ف ـ ى) জিনস ناقص يائى অর্থ– গোপন থাকা।

يَسْتَغْشُوْنَ : সীগাহ جمع مذكر غائب বহছ مضارع معروف বাব اِسْتِفْعَالْ মাসদার اَلْاِسْتِغْشَاءُ মূলবর্ণ (غ ـ ش ـ ى) জিনস ناقص يائى অর্থ– পর্দা দিয়ে ঢাকা। আচ্ছাদিত করা।

https://e-ilm.weebly.com/

১২ তম পারা

وَمَا مِنْ دَآبَّةٍ فِي الْاَرْضِ اِلَّا عَلَى اللّٰهِ رِزْقُهَا وَيَعْلَمُ مُسْتَقَرَّهَا وَمُسْتَوْدَعَهَا ؕ كُلٌّ فِيْ كِتٰبٍ مُّبِيْنٍ (٦)

৬. আর ভূপৃষ্ঠে বিচরণকারী সকল প্রাণীর রিজিক আল্লাহর জিম্মায় রয়েছে, আর তিনি প্রত্যেকের দীর্ঘ অবস্থানের স্থান এবং অল্প অবস্থানের স্থানকে জানেন: সবকিছুই সুস্পষ্ট কিতাবে [লওহে মাহফূযে] রয়েছে।

وَهُوَ الَّذِيْ خَلَقَ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضَ فِيْ سِتَّةِ اَيَّامٍ وَّكَانَ عَرْشُهٗ عَلَى الْمَآءِ لِيَبْلُوَكُمْ اَيُّكُمْ اَحْسَنُ عَمَلًا ؕ وَلَئِنْ قُلْتَ اِنَّكُمْ مَّبْعُوْثُوْنَ مِنْ بَعْدِ الْمَوْتِ لَيَقُوْلَنَّ الَّذِيْنَ كَفَرُوْٓا اِنْ هٰذَآ اِلَّا سِحْرٌ مُّبِيْنٌ (٧)

৭. আর তিনি এমন যে, সমস্ত আসমান ও জমিনকে সৃষ্টি করেছেন ছয় দিবসে এবং সে সময় তাঁর আরশ পানির উপরে ছিল, যেন তোমাদেরকে পরীক্ষা করে নেন যে, তোমাদের মধ্যে উত্তম আমলকারী কে? আর যদি আপনি বলেন যে, নিশ্চয় তোমাদেরকে মৃত্যুর পর জীবিত করা হবে, তখন যে সকল লোক কাফের তারা বলে, এটা তো সুস্পষ্ট জাদু।

وَلَئِنْ اَخَّرْنَا عَنْهُمُ الْعَذَابَ اِلٰٓى اُمَّةٍ مَّعْدُوْدَةٍ لَّيَقُوْلُنَّ مَا يَحْبِسُهٗ ؕ اَلَا يَوْمَ يَاْتِيْهِمْ لَيْسَ مَصْرُوْفًا عَنْهُمْ وَحَاقَ بِهِمْ مَّا كَانُوْا بِهٖ يَسْتَهْزِءُوْنَ (٨) ع ٤

৮. আর যদি আমি কিছু দিনের জন্য তাদের থেকে আজাবকে মুলতবি করে রাখি, তবে তারা বলতে থাকে যে, সে আজাবকে কিসে আটকে রাখছে? স্মরণ রেখ! যেদিন তা তাদের উপর এসে পড়বে, তখন কারো নিবারণে কিছুতেই নিবারিত হবে না আর যা [যে আজাব] নিয়ে তারা উপহাস করছিল তা এসে তাদেরকে ঘিরে ফেলবে।

শাব্দিক অনুবাদ :

৬. وَمَا مِنْ دَابَّةٍ فِي الْاَرْضِ আর ভূপৃষ্ঠে বিচরণকারী কোনো প্রাণী এমন নেই যে, اِلَّا عَلَى اللّٰهِ رِزْقُهَا তার রিজিক আল্লাহর জিম্মায় না রয়েছে وَيَعْلَمُ আর তিনি জানেন مُسْتَقَرَّهَا প্রত্যেকের দীর্ঘ অবস্থানের স্থান وَمُسْتَوْدَعَهَا এবং অল্প অবস্থানের স্থানকে كُلٌّ فِيْ كِتٰبٍ مُّبِيْنٍ সবকিছুই কিতাবে মুবীনে (লওহে মাহফুযে) রয়েছে।

৭. وَهُوَ الَّذِيْ আর তিনি এমন যে, خَلَقَ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضَ সমস্ত আসমান ও জমিনকে সৃষ্টি করেছেন فِيْ سِتَّةِ اَيَّامٍ ছয় দিনে وَكَانَ عَرْشُهٗ عَلَى الْمَاءِ এবং সে সময় তাঁর আরশ পানির উপরে ছিল لِيَبْلُوَكُمْ যেন তোমাদেরকে পরীক্ষা করে নেন যে, اَيُّكُمْ اَحْسَنُ عَمَلًا তোমাদের মধ্য উত্তম আমলকারী কে? وَلَئِنْ قُلْتَ আর যদি আপনি বলেন যে, اِنَّكُمْ مَّبْعُوْثُوْنَ নিশ্চয় তোমাদেরকে জীবিত করা হবে مِنْ بَعْدِ الْمَوْتِ মৃত্যু পর لَيَقُوْلَنَّ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا তখন সে সকল কাফেররা বলে اِنْ هٰذَآ اِلَّا سِحْرٌ مُّبِيْنٌ এটা তো সুস্পষ্ট জাদু।

৮. وَلَئِنْ اَخَّرْنَا আর যদি আমি মুলতবি করে রাখি عَنْهُمُ الْعَذَابَ তাদের থেকে আজাবকে اِلٰى اُمَّةٍ مَّعْدُوْدَةٍ কিছু দিনের জন্য لَيَقُوْلُنَّ তবে তারা বলতে থাকে যে, مَا يَحْبِسُهٗ সে আজাবকে কিসে আটকে রাখছে? اَلَا يَوْمَ يَاْتِيْهِمْ স্মরণ রেখ! যেদিন তা তাদের উপর এসে পড়বে لَيْسَ مَصْرُوْفًا عَنْهُمْ তখন কারো নিবারণে কিছুতেই নিবারিত হবে না وَحَاقَ بِهِمْ আর তা তাদেরকে ঘিরে নিবে مَا كَانُوْا بِهٖ يَسْتَهْزِءُوْنَ যা নিয়ে তারা উপহাস করতে ছিল।

https://e-ilm.weebly.com/

https://e-ilm.weebly.com/

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

৮. আয়াতের শানে নুযূল : হযরত কাতাদাহ (রা.) বলেন, যখন এ আয়াত অবতীর্ণ হলো (মানুষের হিসাব-নিকাশের সময় আসন্ন) অনেক মানুষ তখন কিয়ামতের ভয়ে গুনাহ ছেড়ে দিয়ে একেবারেই সাধু হয়ে গেল। কিন্তু কিছু দিন পর যখন দেখা গেল যে, কিয়ামত আসছে না, তখন পুনরায় মন্দ কাজে লিপ্ত হতে লাগল। এ প্রসঙ্গে আল্লাহ তা'আলা আয়াত নাজিল করেন। –[ইবনে আবী হাতেম, লুবাব]

১২. আয়াতের শানে নুযূল : কুরাইশের কাফেরদের কতিপয় ভ্রান্ত দাবির পরিপ্রেক্ষিতে উক্ত আয়াত অবতীর্ণ হয়েছে। এদের দাবি ছিল যে, মুহাম্মদ তুমি যদি আমাদের প্রতিমা দেব-দেবীদের মন্দাচারী বলা থেকে বিরত থাক, আমাদের পিতৃ পুরুষদের সমালোচনা বর্জন কর এবং এগুলো সম্বলিত ছাড়া কুরআন এনে দিতে পার, তাহলে আমরা তোমার সাথে বসব এবং তোমার অনুসরণ করব। তখন সে পরিপ্রেক্ষিতে আল্লাহ তা'আলা আলোচ্য আয়াত নাজিল করেন। –[বাহরে মুহীত-৫/২০৭]

তারা আরো বলেছিল যে, যখন আমরা দেখতে পাব দুনিয়ার রাজা বাদশাহদের ন্যায় আপনার আয়ত্ত্বেও বিশাল ধন ভাণ্ডার রয়েছে এবং তা থেকে আপনি সবাইকে দান করছেন। অথবা আসমান হতে কোনো ফেরেশতা আপনার সাথে সাথে থাকবেন এবং আপনার সমর্থন করে বলবেন যে, ইনি সত্যিই আল্লাহর রাসূল তখনই আমরা আপনার নবুওয়তের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করব।

তাদের এহেন অবান্তর ও অযৌক্তিক আবদার শুনে রাসূল ﷺ মনক্ষুণ্ন হয়ে পড়লেন এ মর্মে যে, তাদের যে, অযৌক্তিক আব্দার পূরণ করা সম্ভব নয়। তারা কুফুরিতে অটল থাকবে, তাও তিনি সহ্য করতে পারতেন না। কাজেই রাসূল ﷺ তাদের অযৌক্তিক ও অবান্তর আবদারে অত্যন্ত মর্মাহত ও মনক্ষুণ্ন হন। তখন আল্লাহ তা'আলা তাকে শান্ত্বনা দান করার জন্য আলোচ্য আয়াত অবতরণ করেন।

دَابَّةٌ (দাব্বাতুন) এমনসব প্রাণীকে বলে, যা ভূপৃষ্ঠে বিচরণ করে। পক্ষীকূলও এর অন্তর্ভুক্ত। কারণ খাদ্য গ্রহণের জন্য তারা ভূ-পৃষ্ঠে অবতরণ করে থাকে এবং তাদের বাসস্থান ভূ-পৃষ্ঠ সংলগ্ন হয়ে থাকে। সামুদ্রিক প্রাণীসমূহও পৃথিবীর বুকে বিচরণশীল। কেননা সাগর মহাসাগরের তলদেশেও মাটির অস্তিত্ব রয়েছে। মোটকথা, সমুদয় প্রাণীকূলের রিজিকের দায়িত্বই তিনি নিজে গ্রহণ করেছেন এবং একথা এমনভাবে ব্যক্ত করেছেন যা দ্বারা দায়িত্ব ও কর্তব্য নির্দেশ করা যায়। ইরশাদ করেছেন عَلَى اللّٰهِ رِزْقُهَا 'তাদের রিজিকের দায়িত্ব আল্লাহর উপর ন্যস্ত। একথা সুস্পষ্ট যে, আল্লাহ তা'আলার উপর এহেন গুরুদায়িত্ব চাপিয়ে দেওয়ার মতো কোনো ব্যক্তি বা শক্তি নেই; বরং তিনি নিজেই অনুগ্রহ করে গ্রহণ করে আমাদেরকে আশ্বস্ত করেছেন। আর এটা পরম সত্য, দাতা ও সর্বশক্তিমান সত্তার ওয়াদা যাতে নড়চড় হওয়ার অবকাশ নেই। সুতরাং নিশ্চয়তা বিধান করণার্থে এখানে عَلَى শব্দ ব্যবহৃত হয়েছে যা ফরজ বা অবশ্যকরণীয় ক্ষেত্রে ব্যবহার করা হয়। অথচ আল্লাহর উপর কোনো কাজ ফরজ বা ওয়াজিব হতে পারে না, তিনি কারো হুকুমের তোয়াক্কা করেন না।

رِزْقٌ রিজিকের আভিধানিক অর্থ এমন বস্তু যা কোনো প্রাণী আহার্যরূপে গ্রহণ করে, যার দ্বারা সে দৈহিক শক্তি সঞ্চয়, প্রবৃদ্ধি সাধন এবং জীবন রক্ষা করে থাকে। রিজিকের জন্য মালিকানা স্বত্ব শর্ত নয়। এমন অনেক জীব-জন্তু রিজিক ভোগ করে থাকে কিন্তু তারা তার মালিক হয় না। কারণ মালিক হওয়ার যোগ্যতাই ওদের নেই। অনুরূপভাবে ছোট শিশুরাও মালিক নয়; কিন্তু তাদের রিজিক অব্যাহতভাবে তাদের কাছে পৌঁছতে থাকে। রিজিকের এহেন ব্যাপক অর্থের দিকে লক্ষ্য করে ওলামায়ে কেরাম বলেন, রিজিক হালালও হতে পারে , হারামও হতে পারে। যখন কোনো ব্যক্তি অবৈধভাবে অন্যের মাল হস্তগত ও উপভোগ করে , তখন উক্ত বস্তু তার রিজিক

https://e-ilm.weebly.com/

[illegible]

আলোচ্য আয়াতসমূহে রাসূলে কারীম ﷺ -এর রেসালাতের সত্যতা এবং এ ব্যাপারে সন্দেহ পোষণকারীদের জবাব দেওয়া হয়েছে। ৯ম থেকে তিন আয়াতে মানুষের একটি স্বভাবজাত বদভ্যাসের বর্ণনা এবং তা হতে দূরে থাকার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।

৯ম ও ১০ম আয়াতে বলা হয়েছে যে, মানুষ জন্মগতভাবে চঞ্চল প্রাকৃতির ও ক্ষিপ্রতাবাদী। এতদসঙ্গে মানুষের বর্তমান নিয়ে বিভোর হতে অতীত ও ভবিষ্যতকে বিস্মৃত হওয়ার কথা বর্ণিত হয়েছে। ইরশাদ করেছেন, আমি মানুষেকে আমার কোনো নিয়ামতের স্বাদ-আস্বাদন করবার পর যদি তা ছিনিয়ে নেই, তবে তারা একেবারে হিম্মত-হারা, হতাশ ও না শোকর হয়ে যায়। আর তার উপর দুঃখ দুর্দশা আপতিত হওয়ার পর, যদি তা দূরীভূত করে সুখ-শান্তি দান করি, আহলে তারা আনন্দে আত্মহারা হয়ে বলতে থাকে যে, আমার অমঙ্গল চিরতরে দূরীভূত হয়ে গেছে।

সারকথা এই যে, মানুষ স্বভাবত ক্ষিপ্রতাবাদী বর্তমান অবস্থাকেই তারা সর্বস্ব মনে করে থাক। অতীত ও ভবিষ্যতের অবস্থা এবং ইতিহাস স্মরণ রেখে এবং চিন্তা করে শিক্ষা গ্রহণ করতে তারা অভ্যস্ত নয়। কাজেই, সুখ সমৃদ্ধির পর দুঃখ -কষ্টে পতিত হওয়া মাত্র অতীত নিয়ামতরাজির প্রতি নিমকহারামী করে এবং ভবিষ্যত সম্পর্কে হতাশাগ্রস্ত হয়ে পড়ে। যে মহান সত্তা প্রথমে সুখ সচ্ছলতা দান করেছিলেন, তিনি যে আবারও তা দিতে পারেন সে কথা তারা খেয়ালই করে না। অনুরূপভাবে দুঃখ-দৈন্যের পরে যদি সুখ-সমৃদ্ধি লাভ করে, তখন পূর্বাবস্থা স্মরণ করে আল্লাহ তা'আলার শোকর আদায় করার পরিবর্তে হঠকারিতা ও অহংকার করতে থাকে। অতীতকে বিস্মৃত হয়ে তারা মনে করতে থাকে যে, এসব সুখ-সম্পদ আমারই যোগ্যতার পুরস্কার এবং অবশ্যম্ভাবী প্রাপ্য। এটা কখনো আমার হাতছাড়া হবে না। আত্মভোলা মানুষ এ কথা চিন্তা করে না যে, পূর্ববর্তী দুঃখ-দুর্দশা যেমন স্থায়ী হয়নি, তদ্রূপ বর্তমান সুখ স্বাচ্ছন্দ্য চিরস্থায়ী নাও হতে পারে।

১১তম আয়াতে এমনি ইনসানে কামেল বা সত্যিকার মানুষকে সাধারণ মানবীয় দুর্বলতা হতে পৃথক করার জন্য ইরশাদ করেছেন– إِلَّا الَّذِينَ صَبَرُوا وَعَمِلُوا الصَّلِحَتِ অর্থাৎ সাধারণ মানবীয় দুর্বলতার উর্ধ্বে এসব ব্যক্তি যাদের মাধ্যে দু'টি বিশেষ গুণ রয়েছে। একটি হচ্ছে ধৈর্য ও সহনশীলতা, দ্বিতীয়টি সৎকর্মশীলতা।

صَبْر সবর শব্দটি বাংলা ও উর্দুর চেয়ে আরবি ভাষায় অনেক ব্যপকতর অর্থে ব্যবহৃত হয়। সবরের আভিধানিক অর্থ হচ্ছে বাধা দেওয়া, বন্ধন সৃষ্টি করা। কুরআন ও হাদীসের পরিভাষায় অন্যান্য কার্য হতে প্রবৃত্তিকে নিয়ন্ত্রণ করাকে 'সবর' বলে। সুতরাং শরিয়তের পরিপস্থি যাবতীয় পাপকার্য হতে প্রবৃত্তিকে দমন করা যেমন সবরের অন্তর্ভুক্ত, তদ্রূপ ফরজ, ওয়াজিব, সুন্নত ও মোস্তাহাব ইত্যাদি নেক কাজের জন্য প্রবৃত্তিকে বাধ্য করাও সবরের শামিল। সারকথা যারা আল্লাহ ও তার রাসূল ﷺ -এর প্রতি পূর্ণ ঈমান ও রোজ কিয়ামতের জবাবদিহির ভয়ে ভীত হয়ে আল্লাহ ও রাসূলের অপছন্দনীয় কার্যকলাপ হতে দূরে থাকে এবং সন্তুষ্টিজনক কার্যে মশগুল থাকে, তারাই পূর্ণ ঈমানদার ও সত্যিকার মানুষ নামের যোগ্য।

অত্র আয়াতেরই শেষ বাক্যে ধৈর্য ধারণকারী, সৎকর্মশীল, পূর্ণ ঈমানদারগণের প্রতিদান ও পুরস্কারের কথা জানিয়ে দেওয়া হয়েছে– أُولَئِكَ لَهُمْ مَغْفِرَةٌ وَأَجْرٌ كَبِيرٌ অর্থাৎ তাদের জন্য আল্লাহর ওয়াদা রয়েছে যে, তাদের গুনাহসমূহ মাফ করে দেওয়া হবে এবং তাদের সৎকার্যসমূহের বিরাট প্রতিদান দেওয়া হবে।

এখানে বিশেষ লক্ষ্যণীয় যে, পার্থিব সুখ-দুঃখ উভয়কে আল্লাহ তা'আলা أَذَقْنَا "স্বাদ আস্বাদন করাই" বলে ইঙ্গিত করেছেন যে, আসল সুখ-দুঃখ পরকালে হবে। পৃথিবীতে পুরোপুরি সুখ বা দুঃখ নেই; বরং মানুষের পক্ষে স্বাদ গ্রহণের জন্য নমুনাস্বরূপ যৎকিঞ্চিত সুখ-দুঃখ দেওয়া হয়েছে যেন, আখেরাতের সুখ-দুঃখ সম্পর্কে কিছুটা আন্দাজ করতে পারে। সুতরাং পার্থিব দুঃখ দুর্দশাও অত্যাধিক বিমর্ষ হওয়ার বিষয় নয়। বস্তুতঃ দুনিয়াকে আধুনিক পরিভাষা অনুসারে আখেরাতের একটা প্রদর্শনী স্বরূপ বলা যেতে পারে। যেখানে আখেরাতের সুখ দুঃখের নমুনা প্রদর্শনের ব্যবস্থা করা হয়েছে।

https://e-ilm.weebly.com/

১২তম আয়াত এক বিশেষ ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে অবতীর্ণ হয়েছে। তা হচ্ছে মক্কার মুশরিকরা মহানবী ﷺ সমীপে কতিপয় আবদার পেশ করেছিল। প্রথমত তারা বলল, এতে আমাদের দেব-দেবীকে নিন্দা করা হয়েছে। তাই আমরা এর প্রতি ঈমান আনতে পারছি না। অতএব আপনি হয়তো অন্য কুরআন নিয়ে আসুন। অথবা এর মধ্যে পরিবর্তন ও সংশোধন করুন। اِئْتِ بِقُرْاٰنٍ غَيْرِ هٰذَآ اَوْ بَدِّلْهُ "আপনি অন্য কুরআন নিয়ে আসুন অথবা এগুলো পরিবর্তন করুন।" -[তাফসীরে বগবী ও তাফসীরে মাযহারী]

দ্বিতীয়ত তারা আরো বলেছিল যে, "আমরা আপনার নবুয়তের প্রতি তখন বিশ্বাস স্থাপন করব, যখন দেখব যে, দুনিয়ার রাজা-বাদশাহদের মতো আপনার আয়ত্তে কোনো ধনভাণ্ডার রয়েছে এবং সেখান থেকে আপনি সবাইকে দান করেছেন। অথবা আসমান হতে কোনো ফেরেশতা অবতরণ করে আপনার সাথে সাথে থাকবেন এবং আপনার কথা সমর্থন করে বলবে যে, ইনি সত্যিই আল্লাহর রাসূল।"

তাদের এহেন অবান্তর ও অযৌক্তিক আবদার শুনে রাসূলে কারীম ﷺ মনঃক্ষুণ্ন হলেন। কারণ তাদের অযৌক্তিক আবদার পূরণ করা যেমন তার এখতিয়ার বহির্ভূত ছিল, তদ্রূপ তাদের কুফরি ও শিরকের অবস্থায় ছেড়ে দেওয়াও অসহনীয় ছিল, তাদের হেদায়েতের চিন্তা-ফিকির অন্তর হতে দূর করাও সম্ভবপর ছিল না। কেননা 'রাহমাতুল লিল আলামীন বা সমগ্র সৃষ্টিজগতের জন্য রহমতস্বরূপ তিনি অবতরণ করেছিলেন।'

বস্তুত তাদের আবদার ছিল নিরেট মূর্খতা ও চরম অজ্ঞতা প্রসূত। কেননা সঠিক পথ প্রদর্শনের জন্য অসার মূর্তিপূজা ও অন্যান্য নিন্দনীয় কার্যকলাপের সমালোচনা করা একান্ত প্রয়োজনীয়। দ্বিতীয়ত নবুয়তকে তারা বাদশাহীর সাথে তুলনা করেছিল। আসলে ধন-ভাণ্ডারের সাথে নবুয়তের আদৌ কোনো সম্পর্ক নেই। অপর দিকে আল্লাহর ও এমন কোনো রীতি নেই যে, তিনি বিশেষ পরিস্থিতির সৃষ্টি করে মানুষকে দায়ে ঠেকিয়ে ঈমান আনতে বাধ্য করবেন। তাই যদি হতো, তবে নিখিল সৃষ্টিজগত তার অপার কুদরতের আওতায়ই রয়েছে। কার সাধ্য ছিল যে, তার অপছন্দনীয় কোনো কাজ করবে বা চিন্তাধারা পোষণ করবে? কিন্তু তার অফুরন্ত হেকমতের তাগিদে ইহজগতকে পরীক্ষাক্ষেত্র সাব্যস্ত করেছেন। এখানে সৎকার্য সম্পাদন অথবা, অন্যায় অসত্য থেকে বিরত রাখার জন্য বৈষয়িক দিক থেকে কাউকে বাধ্য করা হয় না।

তবে যুগে যুগে পয়গাম্বর প্রেরণ ও আসমানি কিতাব নাজিল করে ভালো মন্দের পার্থক্য এবং তার প্রতিফল সম্পর্কে অবহিত করা হয়েছে। সৎকার্য করা ও অসৎকার্য থেকে দূরে থাকার জন্য অনুপ্রাণিত করা হয়েছে। রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর মু'জিযাস্বরূপ সাথে সাথে যদি কোনো ফেরেশতা থাকতেন, তবে যখনই কেউ তাকে অমান্য করত, তৎক্ষণাৎ গজবে পতিত হয়ে ধ্বংস হতো। ফলে তা দায়ে ঠেকে ঈমান আনার পর্যায়ভুক্ত হতো। তাছাড়া ফেরেশতার সাক্ষ্যদানের পর ঈমান আনা হলে তা ঈমান বিল গায়ব বা গায়বের প্রতি ঈমান হতো না অথচ ঈমান বিল গায়ব হচ্ছে ঈমানের মূল প্রাণশক্তি। আর ঈমান না আনার এখতিয়ারও থাকত না। অথচ এই এখতিয়ারের উপরই যাবতীয় আমলের ভিত্তি স্থাপন করা হয়েছে। অধিকন্তু রাসূলুল্লাহ ﷺ সমীপে তাদের এহেন অর্থহীন আবদার প্রমাণ করে, তারা নবী ও রাসূলের হাকীকত সম্পর্কে অজ্ঞ ও জাহেল ছিল। তারা আল্লাহ তা'আলা ও রাসূলের মধ্যে কোনো পার্থক্য রাখে না; বরং আল্লাহর ন্যায় রাসূলকেও সর্বময় ক্ষমতার অধিকারী মনে করে। তাই রাসূলের কাছে তারা এমন আবদার করেছে যা একমাত্র আল্লাহ ছাড়া অন্য কেউ পূরণ করতে পারে না।

যা হোক, রাসূলে কারীম ﷺ তাদের এহেন অবান্তর আবদারে অত্যন্ত দুঃখিত ও মনঃক্ষুণ্ন হলেন। তখন তাকে সান্ত্বনা দান ও মুশরিকদের ভ্রান্ত ধারণা নিরসনের জন্য অত্র আয়াত অবতীর্ণ হলো।

যাতে রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে উদ্দেশ্য করে বলা হয়েছে যে, আপনি কি তাদের কথায় হতোদ্যম হয়ে আল্লাহর প্রেরিত কুরআন পাকের কোনো কোনো আয়াত প্রচার ছেড়ে দিবেন, যার মধ্যে মূর্তির অসারতা ও অক্ষমতা বর্ণিত হয়েছে

https://e-ilm.weebly.com/

বলে মুশরিকরা ঐ সব আয়াত অপছন্দ করেছে? এখানে لَعَلَّكَ শব্দ এজন্য প্রয়োগ করা হয়নি যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ কোনো কোনো আয়াত বাদ দিবেন বলে ধারণা করার অবকাশ ছিল: বরং এখানে তার পবিত্রতা বর্ণনা করাই উদ্দেশ্য যে, মুশরিকদের মনোরঞ্জনের খাতিরে রাসূলে পাক ﷺ কুরআন কারীমের কোনো আয়াত গোপন রাখতে পারেন না। কারণ তিনি তো আল্লাহর পক্ষ হতে نَذِيْرٌ ভীতি প্রদর্শনকারী রূপে প্রেরিত হয়েছেন। সর্ব কার্য সম্পাদনের দায়িত্ব ও ক্ষমতা একমাত্র আল্লাহ তা'আলাই গ্রহণ করেছেন। তিনি যখন ইচ্ছা করেন, তখনই নবীর মাধ্যমে মু'জিযা প্রদর্শন করেন। অতএব তাদের অন্যায় আবদারে আপনার মনঃক্ষুণ্ন হওয়া বাঞ্ছনীয় নয়।

কাফের ও মুশরিকরা শুধু ভীতি প্রদর্শনের যোগ্য হওয়ার কারণে এখানে রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে نَذِيْرٌ নাযীর বলা হয়েছে। নতুবা তিনি একদিকে যেমন نَذِيْرٌ (ভীতি প্রদর্শনকারী) ছিলেন, অপরদিকে সৎকর্মশীলদের জন্য তদ্রূপ بَشِيْرٌ সুসংবাদদাতাও ছিলেন। অধিকন্তু 'নাযীর' এমন ব্যক্তিকে বলে যিনি স্নেহ-মমতার ভিত্তিতে স্বীয় প্রিয়জনকে অনিষ্ট ও ক্ষতিকর বস্তু থেকে দূরে থাকার জন্য সতর্ক করেন এবং রক্ষা করার চেষ্টা করেন। অতএব, নাযীর শব্দের মধ্যে 'বশীর' এর মর্মও অন্তর্ভুক্ত রয়েছে।

শব্দবিশ্লেষণ :

عَرْشُ : রাজসিংহাসন। ইমাম আবূ বকর সিজিসতানীরও এ মত। ইমাম রাগের (র.) বলেন, عَرْش মূলত: কারুকাজকৃত বস্তুকে বলে। এর বহুবচন عُرُوْشٌ।

لِيَبْلُوَ : সীগাহ واحد مذكر غائب বহছ مضارع معروف منصوب بلام كى বাব نَصَرَ মাসাদর اَلْبَلَاءُ মূলবর্ণ (ب ـ ل ـ و) জিনস ناقص واوى অর্থ– যাতে সে পরীক্ষা নেয়। পরীক্ষা করা, নির্বাচন করা, পৃথক করা।

لَيَقُوْلَنَّ : সীগাহ جمع مذكر غائب বহছ فعل مستقبل معروف در لام تاكيد بانون تاكيد ثقيله বাব نَصَرَ মাসাদর اَلْقَوْلُ মূলবর্ণ (ق ـ و ـ ل) জিনস اجوف واوى অর্থ– অবশ্যই তারা বলছে। বলা।

اَذَقْنَا : সীগাহ جمع متكلم বহছ ماضى معروف বাব اِفْعَالٌ মাসাদর اَلْاِذَاقَةُ মূলবর্ণ (ذ ـ و ـ ق) জিনস اجوف واوى অর্থ– আমরা আস্বাদন করালাম। আস্বাদন করানো।

يُوْحٰى : সীগাহ واحد مذكر غائب বহছ مضارع مجهول বাব اِفْعَالٌ মাসাদর اَلْاِيْحَاءُ মূলবর্ণ (و ـ ح ـ ى) জিনস مثال واوى অর্থ– প্রত্যাদেশ করা হয়েছে। প্রত্যাদেশ করা। ওহী পাঠানো।

ضَائِقٌ : সীগাহ واحد مذكر বহছ اسم فاعل বাব ضَرَبَ মাসাদর اَلضَّيْقُ মূলবর্ণ (ض ـ ي ـ ق) জিনস اجوف يائى অর্থ–সংকীর্ণ হওয়া। ضَيْق শব্দটি وَسْعَت তথা প্রশস্ততার বিপরীত। ضِيْق ও ضَيْق তথা যের-যবর উভয়টি দিয়ে বলা যায়। وَضَائِقٌ بِهٖ صَدْرُكَ (এবং এর দ্বারা আপনার মন সংকীর্ণ হবে।)

https://e-ilm.weebly.com/

১৩. তবে কেন তারা এরূপ বলে যে, এটা আপনি নিজেই রচনা করেছেন? আপনি বলে দিন, তাহলে তোমরাও তার অনুরূপ রচিত দশটি সূরা আনয়ন কর এবং [নিজ সাহায্যার্থে] যে যে গায়রুল্লাহকে ডাকতে পার ডেকে আন, যদি তোমরা সত্যবাদী হও।	اَمۡ یَقُوۡلُوۡنَ افۡتَرٰىهُ ؕ قُلۡ فَاۡتُوۡا بِعَشۡرِ سُوَرٍ مِّثۡلِهٖ مُفۡتَرَیٰتٍ وَّادۡعُوۡا مَنِ اسۡتَطَعۡتُمۡ مِّنۡ دُوۡنِ اللّٰهِ اِنۡ كُنۡتُمۡ صٰدِقِیۡنَ ﴿۱۳﴾
১৪. অতঃপর এ কাফেররা যদি তোমাদের ফরমায়েশ পূর্ণ করতে না পারে, তবে তোমরা দৃঢ় বিশ্বাস করবে যে, এ কুরআন অবতীর্ণ হয়েছে আল্লাহরই জ্ঞান [ও ক্ষমতা] দ্বারা, আর এটাও যে, আল্লাহ ভিন্ন আর কোনো মা'বুদ নেই, তবে তোমরা এখন আত্মসমর্পণকারী হবে কি?	فَاِلَّمۡ یَسۡتَجِیۡبُوۡا لَكُمۡ فَاعۡلَمُوۡۤا اَنَّمَاۤ اُنۡزِلَ بِعِلۡمِ اللّٰهِ وَاَنۡ لَّاۤ اِلٰهَ اِلَّا هُوَ ۚ فَهَلۡ اَنۡتُمۡ مُّسۡلِمُوۡنَ ﴿۱۴﴾
১৫. যারা কেবল পার্থিব জীবন ও এর জাঁকজমকতা কামনা করে, তবে আমি তাদেরকে তাদের কৃতকর্মগুলো [-র ফল] দুনিয়াতেই পরিপূর্ণরূপে প্রদান করে দেই এবং দুনিয়াতে তাদের জন্য কিছুই কম করা হয় না।	مَنۡ كَانَ یُرِیۡدُ الۡحَیٰوةَ الدُّنۡیَا وَزِیۡنَتَهَا نُوَفِّ اِلَیۡهِمۡ اَعۡمَالَهُمۡ فِیۡهَا وَهُمۡ فِیۡهَا لَا یُبۡخَسُوۡنَ ﴿۱۵﴾
১৬. এরা এমন লোক যে, তাদের জন্য আখেরাতে দোজখ ভিন্ন আর কিছুই নেই, আর তারা যা কিছু করেছিল, তা সমস্তই আখেরাতে অকেজো হবে এবং যা কিছু করছে তাও বিফল হবে।	اُولٰٓئِكَ الَّذِیۡنَ لَیۡسَ لَهُمۡ فِی الۡاٰخِرَةِ اِلَّا النَّارُ ۫ وَحَبِطَ مَا صَنَعُوۡا فِیۡهَا وَبٰطِلٌ مَّا كَانُوۡا یَعۡمَلُوۡنَ ﴿۱۶﴾

শাব্দিক অনুবাদ :

১৩. اَمۡ یَقُوۡلُوۡنَ افۡتَرٰىهُ তবে কেন তারা এরূপ বলে যে, এটা আপনি নিজেই রচনা করেছেন قُلۡ আপনি বলে দিন فَاۡتُوۡا بِعَشۡرِ سُوَرٍ مِّثۡلِهٖ مُفۡتَرَیٰتٍ তাহলে তোমরাও তার অনুরূপ রচিত্র দশটি সূরা আনয়ন কর وَّادۡعُوۡا مَنِ اسۡتَطَعۡتُمۡ مِّنۡ دُوۡنِ اللّٰهِ এবং (নিজ সাহায্যার্থে) যে যে গায়রুল্লাহকে ডাকতে পার ডেকে আন اِنۡ كُنۡتُمۡ صٰدِقِیۡنَ যদি তোমরা সত্যবাদী হও।

১৪. فَاِلَّمۡ یَسۡتَجِیۡبُوۡا لَكُمۡ অতঃপর এ কাফেররা যদি তোমাদের ফরমায়েশ পূর্ণ করতে না পারে فَاعۡلَمُوۡۤا তবে তোমরা দৃঢ় বিশ্বাস করবে যে, اَنَّمَاۤ اُنۡزِلَ بِعِلۡمِ اللّٰهِ এ কুরআন অবতীর্ন হয়েছে আল্লাহরই জ্ঞান দ্বারা وَاَنۡ لَّاۤ اِلٰهَ اِلَّا هُوَ আর এটাও যে, আল্লাহ ভিন্ন আর কোনো মা'বুদ নেই فَهَلۡ اَنۡتُمۡ مُّسۡلِمُوۡنَ তবে তোমরা এখন আত্মসমর্পণ কারী হবে কি?

১৫. مَنۡ كَانَ یُرِیۡدُ যারা কেবল কামনা করে الۡحَیٰوةَ الدُّنۡیَا পার্থিব জীবন وَزِیۡنَتَهَا এবং তার জাকজমক نُوَفِّ اِلَیۡهِمۡ আমি তাদেরকে প্রদান করে দেই اَعۡمَالَهُمۡ فِیۡهَا তাদের কৃতকর্মগুলো (-রফল) দুনিয়াতেই وَهُمۡ فِیۡهَا لَا یُبۡخَسُوۡنَ এবং দুনিয়াতে তাদের জন্য কিছুই কম করা হয় না।

১৬. اُولٰٓئِكَ الَّذِیۡنَ এরা এমন লোক যে, لَیۡسَ لَهُمۡ فِی الۡاٰخِرَةِ اِلَّا النَّارُ তাদের জন্য আখেরাতে দোজখ ভিন্ন আর কিছুই নেই وَحَبِطَ مَا صَنَعُوۡا فِیۡهَا আর তারা যা কিছু করেছিল তা সমস্তই আখেরাতে অকেজো হবে وَبٰطِلٌ مَّا كَانُوۡا یَعۡمَلُوۡنَ এবং তারা যা কিছু করছে তাও বিফল হবে।

https://e-ilm.weebly.com/

https://e-ilm.weebly.com/

أَفَمَنْ كَانَ عَلٰى بَيِّنَةٍ مِّنْ رَّبِّهٖ وَيَتْلُوْهُ شَاهِدٌ
مِّنْهُ وَمِنْ قَبْلِهٖ كِتٰبُ مُوْسٰٓى اِمَامًا وَّرَحْمَةً ؕ
اُولٰٓئِكَ يُؤْمِنُوْنَ بِهٖ ؕ وَمَنْ يَّكْفُرْ بِهٖ مِنَ
الْاَحْزَابِ فَالنَّارُ مَوْعِدُهٗ ۚ فَلَا تَكُ فِيْ مِرْيَةٍ
مِّنْهُ ۚ اِنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَّبِّكَ وَلٰكِنَّ اَكْثَرَ
النَّاسِ لَا يُؤْمِنُوْنَ (١٧)

১৭. কুরআন আমান্যকারী কি এমন ব্যক্তির সমান হতে পারে, যে কায়েম আছে কুরআনের উপর যা তার প্রতিপালকের পক্ষ থেকে এসেছে এবং তার সঙ্গে এক সাক্ষী তো এতেই বিদ্যমান, আর তার পূর্বে মূসার কিতাব রয়েছে যা অগ্রণী এবং রহমতস্বরূপ এমন লোকেরাই এ কুরআনের প্রতি ঈমান রাখে, আর অন্যান্য সম্প্রদায়ের যে ব্যক্তি এ কুরআন অমান্য করবে, তবে দোজখ হবে তার প্রতিশ্রুত স্থান, অতএব, তুমি কুরআন সম্পর্কে সন্দেহে পতিত হয়ো না; নিঃসন্দেহে এটা সত্য কিতাব তোমার রবের পক্ষ হতে; কিন্তু অধিকাংশ লোক ঈমান আনে না।

وَمَنْ اَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرٰى عَلَى اللّٰهِ كَذِبًا ؕ
اُولٰٓئِكَ يُعْرَضُوْنَ عَلٰى رَبِّهِمْ وَيَقُوْلُ
الْاَشْهَادُ هٰٓؤُلَآءِ الَّذِيْنَ كَذَبُوْا عَلٰى رَبِّهِمْ ۚ اَ
لَا لَعْنَةُ اللّٰهِ عَلَى الظّٰلِمِيْنَ (١٨)

১৮. আর সে ব্যক্তি হতে অধিক জালেম কে হবে, যে আল্লাহর প্রতি মিথ্যা আরোপ করে? এরূপ লোকদেরকে পেশ করা হবে তাদের রবের সামনে এবং সাক্ষী ফেরেশতাগণ বলবে, এরা ঐ লোক যারা নিজেদের রব সম্বন্ধে মিথ্যা কথা আরোপ করেছিল, শুনে নাও, এমন জালেমদের উপর আল্লাহর লা'নত।

الَّذِيْنَ يَصُدُّوْنَ عَنْ سَبِيْلِ اللّٰهِ وَيَبْغُوْنَهَا
عِوَجًا ؕ وَهُمْ بِالْاٰخِرَةِ هُمْ كٰفِرُوْنَ (١٩)

১৯. যারা অপরকে আল্লাহর পথ হতে নিবৃত্ত রাখত এবং এতে বক্রতা বের করার চেষ্টায় লিপ্ত থাকত। আর তারা পরকালেরও অমান্যকারী ছিল।

শাব্দিক অনুবাদ :

১৭. اَفَمَنْ كَانَ عَلٰى بَيِّنَةٍ কুরআন অমান্যকারী কি এমন ব্যক্তির সমান হতে পারে যে, কায়েম আছে কুরআনের উপর مِّنْ رَّبِّهٖ যা তার রবের পক্ষ থেকে এসেছে وَيَتْلُوْهُ شَاهِدٌ مِّنْهُ এবং তার এক সাক্ষী তো তাতেই বিদ্যমান وَمِنْ قَبْلِهٖ كِتٰبُ مُوْسٰى আর তার পূর্বে মূসার কিতাব রয়েছে اِمَامًا وَّرَحْمَةً যা অগ্রণী এবং রহমত স্বরূপ اُولٰٓئِكَ يُؤْمِنُوْنَ بِهٖ এমন লোকেরাই এ কুরআনের প্রতি ঈমান রাখে وَمَنْ يَّكْفُرْ بِهٖ مِنَ الْاَحْزَابِ আর অন্যান্য সম্প্রদায়ের যে ব্যক্তি এ কুরআন অমান্য করবে فَالنَّارُ مَوْعِدُهٗ তবে দোজখ হবে তার প্রতিশ্রুত স্থান فَلَا تَكُ فِيْ مِرْيَةٍ مِّنْهُ অতএব তুমি কুরআন সম্পর্কে সন্দেহে পতিত হয়ো না اِنَّهُ الْحَقُّ নিঃসন্দেহে তা সত্য কিতাব مِنْ رَّبِّكَ তোমরা রবের পক্ষ হতে وَلٰكِنَّ اَكْثَرَ النَّاسِ لَا يُؤْمِنُوْنَ কিন্তু অধিকাংশ লোক ঈমান আনে না।

১৮. وَمَنْ اَظْلَمُ আর সে ব্যক্তি হতে অধিক জালেম কে হবে مِمَّنِ افْتَرٰى عَلَى اللّٰهِ كَذِبًا যে আল্লাহর প্রতি মিথ্যা আরোপ করে اُولٰٓئِكَ يُعْرَضُوْنَ عَلٰى رَبِّهِمْ এরূপ লোকদেরকে পেশ করা হবে তাদের রবের সামনে وَيَقُوْلُ الْاَشْهَادُ এবং সাক্ষী ফেরেশতাগণ বলবে هٰٓؤُلَآءِ الَّذِيْنَ كَذَبُوْا عَلٰى رَبِّهِمْ এরা ঐ লোক যারা নিজেদের রবের সম্বন্ধে মিথ্যা কথা আরোপ করেছিল اَلَا لَعْنَةُ اللّٰهِ عَلَى الظّٰلِمِيْنَ শুনে নাও এমন জালেমদের উপর আল্লাহর লা'নত।

১৯. الَّذِيْنَ يَصُدُّوْنَ عَنْ سَبِيْلِ اللّٰهِ যারা অপরকে আল্লাহর পথ হতে নিবৃত্ত রাখত وَيَبْغُوْنَهَا عِوَجًا এবং তাতে বক্রতা বের করার চেষ্টায় লিপ্ত থাকত وَهُمْ بِالْاٰخِرَةِ هُمْ كٰفِرُوْنَ আর তারা পরকালেও অমান্যকারী ছিল।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

১৫. আয়াতের শানে নুযূল : উক্ত আয়াতের শানে নুযূল সম্পর্কে অনেক মত পার্থক্যতা রয়েছে। হযরত মুজাহিদ (র.) বলেন উক্ত আয়াত কেবল মাত্র কাফের এবং মু'মিন রিয়াকারদের সম্পর্কে নাজিল হয়েছে। কারণ সে সম্পর্কে সমর্থনও পাওয়া যায় সে সকল হাদীস দ্বারা যে, রাসূল ﷺ রিয়াকারদের সম্পর্কে যখনই কিছু বলতেন তখন তিনি আলোচ্য আয়াত গুলো পেশ করতেন। হযরত আনাস (রা.) বলেন যে, আলোচ্য আয়াত নাজিল হয়েছে ইহুদি-খ্রিস্টানদের সম্পর্কে, কারো মতে আলোচ্য আয়াত নাজিল হয়েছে ঐসকল মুনাফিকদের সম্পর্কে যারা গনিমতের অংশ লাভ করার আশায় রাসূল ﷺ এর সাথে জিহাদে অংশ গ্রহণ করত। তাদের জিহাদে অংশগ্রহণ করার মাঝে জাগতিক কল্যাণ অর্জন করাই মূখ্য উদ্দেশ্য ছিল। পরজগতের কোনো উদ্দেশ্য তাদের সামনে ছিল না। –[বাহরে মুহীত-৫/২০০]

আলোচ্য আয়াতে মুশরিকদের পক্ষ হতে বিশেষ ধরনের মু'জিযা দাবি করার কথা উল্লেখ করা হয়েছে। পরতবর্তী আয়াতে তাদের জানিয়ে দেওয়া হয়েছে যে, হযরত রাসূল ﷺ -এর মু'জিযা পাক কুরআন তোমাদের সম্মুখে রয়েছে, যার অলৌকিকত্ব তোমরা অস্বীকার করতে পার না। তোমরা যদি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর সত্যতার প্রমাণস্বরূপ মু'জিযার দাবি করে থাক, তাহলে কুরআনের মাধ্যমে তোমাদের দাবি পূরণ করা হয়েছে। সুতরাং নতুন কোনো মু'জিযা দাবি করার কোনো অধিকার তোমাদের নেই। আর যদি ধৃষ্টতার কারণে তোমরা মু'জিযার দাবি করে থাক, তাহলে তোমাদের মতো হঠকারী লোকেরা মু'জিযা দেখার পর ঈমান আনয়ন করবে এমন আশাও করা যায় না। সারকথা, কুরআন কারীম যে এক স্পষ্ট ও স্থায়ী মু'জিযা তা অস্বীকার করার উপায় নেই। এ ব্যাপারে কাফের ও মুশরিকরা যেসব অমুলক সন্দেহ সংশয়ের সৃষ্টি করেছিল পরবর্তী দুই আয়াতে তার জবাব এভাবে দেওয়া হয়েছে যে, তারা কি বলতে চায় যে, কুরআন মাজীদ আল্লাহর কালাম নয়; বরং হযরত রাসূল ﷺ স্বয়ং তা রচনা করেছেন? যদি তোমরা তাই মনে করে থাক যে, এরূপ বিস্ময়কর কালাম নবীয়ে উম্মী ﷺ নিজে রচনা করেছেন, তাহলে তোমরাও অনুরূপ দশটি সূরা রচনা করে দেখাও। আর একই ব্যক্তির দশটি সূরা তৈরি করতে হবে, এমন কোনো বাধ্যবাধকতাও নেই; বরং সারা দুনিয়ার পণ্ডিত, সাহিত্যিক, মানুষ ও জিন, তথা দেব দেবী সবাই মিলেই তা রচনা করে আন। কিন্তু তারা যখন দশটি সূরাও তৈরি করতে পারছে না, তাই আপনি বলুন যে, এ কুরআন যদি কোনো মানুষের রচিত কালাম হতো, তাহলে অন্য মানুষেরাও অনুরূপ কালাম রচনা করতে সক্ষম হতো। সকলের অপারগ হওয়াই এর প্রকৃষ্ট প্রমাণ যে, এ কুরআন আল্লাহ পাকের ইলম ও কুদরতে অবতীর্ণ হয়েছে। এটা রচনা করা মানুষের সাধ্যাতীত। এর মধ্যে বিন্দুবিসর্গ হ্রাস-বৃদ্ধি করার অবকাশ নেই।

অত্র আয়াতে দশটি সূরা তৈরি করার জন্য চ্যালেঞ্জ করা হয়েছিল। কিন্তু তা করতে যখন তারা অপারগ হলো, তখন তাদের অক্ষমতা আরো প্রকটভাবে প্রমাণ করার জন্য কুরআন কারীমের সূরা বাকারার আয়াতে মাত্র একটি সূরা তৈরি করার চ্যালেঞ্জ করা অর্থাৎ তোমরা পবিত্র কুরআনকে যদি মানুষের তৈরি কালাম বলে মনে করে থাক, তাহলে তোমরা বেশি নয় অনুরূপ একটি সূরা তৈরি করে আন। কিন্তু তাদের জন্য এতটা সহজ করে দেওয়া সত্ত্বেও কুরআন পাকের এই প্রকাশ্য চ্যালেঞ্জের মোকাবিলা করতে সক্ষম হলো না। অতএব, কুরআন মাজীদ আল্লাহর কালাম ও স্থায়ী মু'জিযা হওয়া সন্দেহাতীতভাবে প্রমাণিত হলো। তাই পরিশেষে বলা হয়েছে- فَهَلْ أَنْتُمْ مُسْلِمُونَ অর্থাৎ এখনো কি তোমরা মুসলমান ও আনুগত্যপরায়ণ হবে, নাকি সে গাফলতিতেই মজে থাকবে?

https://e-ilm.weebly.com/

ইসলাম বিরোধীদের যখন আজাবের ভয় দেখানো হতো, তখন তারা নিজেদের দান-খয়রাত, জনসেবা ও জনহিতকর কার্যাবলিকে সাফাইরূপে তুলে ধরত। তারা বলত যে, সৎকার্য করা সত্ত্বেও আমাদের শাস্তি হবে কেন? আজকাল পাণ্ডিত্যের দাবিদার অনেক অজ্ঞ মুসলমানকেও এহেন সন্দেহে পতিত দেখা যায়। বাহ্যিকদৃষ্টিতে যেসব অমুসলমান সৎচরিত্রবান, ন্যায়পরায়ণ হয় এবং কোনো রাস্তা, পুল, হাসপাতাল, পানি সরবরাহ ইত্যাদি কোনো জনকল্যাণকর কাজ করে, তাদেরকে মুসলমানদের চেয়ে শ্রেষ্ঠ মনে করে। ১৫তম এ আয়াতে সে মনোভাবেরই জবাব দেওয়া হয়েছে।

জবাবের সারকথা এই যে, প্রতিটি সৎকার্য গ্রহণযোগ্য ও পারলৌকিক মুক্তির কারণ হওয়ার পূর্বশর্ত হচ্ছে। সেটা একমাত্র আল্লাহ তা'আলার সন্তুষ্টি লাভের জন্য করতে হবে। আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভ করার জন্য তা রাসূলে আকরাম ﷺ -এর তরিকা মোতাবেক হতে হবে। যে ব্যক্তি আল্লাহ ও তদীয় রাসূলের প্রতি ঈমানই রাখে না, তার যাবতীয় কার্যকলাপ গুণ-গরিমা, নীতি-নৈতিকতা প্রাণহীন দেহের ন্যায়। যার বাহ্যিক আকৃতি অতি সুন্দর হলেও আখেরাতে তার কানাকড়িরও মূল্য নেই। তবে দৃশ্যতঃ আল্লাহ জাল্লাশানুহু এহেন তথাকথিত সৎকার্যকে সম্পূর্ণ বিফল ও বিনষ্ট করেন না; বরং এসব লোকের যা মূখ্য উদ্দেশ্য ও কাম্য ছিল যেমন তার সুনাম ও সম্মান বৃদ্ধি হবে, লোকে তাকে দানশীল, মহান ব্যক্তিরূপে স্মরণ করবে, নেতারূপে তাকে বরণ করবে ইত্যাদি। আল্লাহ তা'আলা স্বীয় ইনসাফ ও ন্যায়নীতির ভিত্তিতে ইহজীবনেই দান করেন। অপরদিকে আখেরাতে মুক্তিলাভ করা যেহেতু তাদের কাম্য ছিল না এবং তাদের প্রাণহীন সৎকার্য আখেরাতের অপূর্ব ও অনন্ত নিয়ামতসমূহের মূল্য হওয়ার যোগ্য ছিল না, কাজেই আখেরাতে তারা কোনো প্রতিদানও লাভ করবে না; বরং নিজেদের কুফর, শিরক ও গুনাহের কারণে জাহান্নামের আগুনে চিরকাল তাদের জ্বলতে হবে। এই হলো ১৫তম আয়াতের সংক্ষিপ্ত সার।

আয়াতের শেষ বাক্যে বলা হয়েছে যে, "আখেরাতে তাদের জন্য আগুন ছাড়া আর কিছু নেই।" এতে করে বুঝা যায় যে, অত্র আয়াত কাফেরদের সম্পর্কেই বলা হয়েছে। কেননা একজন মুসলমান যত বড় পাপীই হোক না কেন, তার গুনাহের শাস্তি ভোগ করার পর অবশেষে দোজখ থেকে মুক্তিলাভ করে বেহেশতে প্রবেশ করবে এবং আরাম আয়েশ ও নিয়ামত লাভ করবে। এজন্য যাহহাক প্রমুখ মুফাসসিরগণের মতে অত্র আয়াত শুধু কাফেরদের উপর প্রযোজ্য।

কোনো কোনো মুফাসসিরের মতে অত্র আয়াতে ঐসব মুসলমানদের অবস্থা বর্ণিত হয়েছে– যারা সৎকার্যের বিনিময়ে শুধু পার্থিব জীবনে সুখ-শান্তি, যশ-খ্যাতি প্রত্যাশা করে। লোক দেখানো মনোভাব নিয়ে কাজ করে। এমতাবস্থায় অত্র আয়াতের মর্ম হবে এই যে, তারা নিজেদের পাপের শাস্তি ভোগ না করা পর্যন্ত দোজখের আগুন ছাড়া অন্য কিছু পাবে না। পরিশেষে পাপের শাস্তি ভোগান্তে অবশ্য তারাও সৎকাজের প্রতিদান লাভ করবে।

আয়াতের সবচেয়ে স্পষ্ট তাফসীর হচ্ছে এই যে, অত্র আয়াতে ঐসব লোকের অবস্থা বর্ণিত হয়েছে যারা তাদের যাবতীয় সৎকার্য শুধু পার্থিব ফায়দা হাসিলের জন্য করে থাকে, চাই সে আখেরাতের প্রতি অবিশ্বাসী কাফের হোক, অথবা নামধারী মুসলমান হোক, যে পরকালকে মৌখিক স্বীকার করেও কার্যতঃ সেদিকে কোনো লক্ষ্য রাখেনা; বরং পার্থিব লাভের দিকেই সম্পূর্ণ মগ্ন ও বিভোর থাকে। তাফসীরকার ইমামগণের মধ্যে হযরত মোয়াবিয়া (রা.) মায়মুন ইবনে মেহরান ও মুজাহিদ (র.) অত্র ব্যাখ্যা অবলম্বন করেছেন।

রাসূলে কারীম ﷺ -এর প্রসিদ্ধ হাদীস إِنَّمَا الْأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ দ্বারাও তৃতীয় অভিমতটির সমর্থন পাওয়া যায় যে, নিজের কাজের মধ্যে যে ব্যক্তি যেমন নিয়ত রাখবে, তার কাজটি তদ্রূপ ধর্তব্য হবে এবং তদনুযায়ী প্রতিফল লাভ করবে। যে ব্যক্তি শুধু পার্থিব লাভ পেতে চায়, সে নগদ লাভই পায়, যে ব্যক্তি আখেরাতে পরিত্রাণ লাভ করতে চায়, সে আখেরাতের নিয়ামতই পাবে। আর যে ব্যক্তি উভয় জীবনের কল্যাণ কামনা করে, সে দো-

https://e-ilm.weebly.com/

জাহানে কল্যাণ ও কামিয়াবি হাসিল করবে। নিয়তের উপর সর্বকাজের ভিত্তি একথা সর্ব ধর্মে স্বীকৃত এক সনাতন মূলনীতি। -[তাফসীরে কুরতুবী]

হযরত আবূ হোরায়রা (রা.) অত্র হাদীস বর্ণনা করে ক্রন্দনরত অবস্থায় বললেন, কুরআনের আয়াত مَنْ كَانَ يُرِيْدُ الْحَيٰوةَ الدُّنْيَا وَزِيْنَتَهَا দ্বারা পূর্বোক্ত হাদীসের সমর্থন পাওয়া যায়।

সহীহ মুসলিম শরীফে হযরত আনাস (রা.) হতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন, আল্লাহ তা'আলা কারো প্রতি জুলুম করেন না। সৎকর্মশীল মু'মিন ব্যক্তিরা দুনিয়াতে আংশিক প্রতিদান লাভ করবে। আর কাফেররা যেহেতু আখেরাতের কোনো ধ্যান ধারণাই রাখে না, তাই তাদের প্রাপ্য হিস্যা ইহজীবনেই তাদেরকে পুরোপুরি ভোগ করতে দেওয়া হয়। তাদের সৎকার্যাবলির প্রতিদানস্বরূপ তাদেরকে ধন-সম্পদ, আরাম-আয়েশ, বস্তুগত উন্নতি ও ভোগ-বিলাসের সামগ্রী দান করা হয়। অবশেষে যখন আখেরাতে উপস্থিত হবে, তখন সেখানে পাওয়ার মতো তাদের প্রাপ্তব্য কিছুই থাকবে না।

তাফসীরে মাযহারীতে আছে যে, মুমিন ব্যক্তি যদিও পার্থিব সাফল্য ও প্রত্যাশা করে, কিন্তু আখেরাতের আকাঙ্ক্ষাই তার প্রবলতর থাকে। সুতরাং দুনিয়ায় সে প্রয়োজন পরিমাণ পায় এবং আখেরাতে বিপুল প্রতিদান লাভ করে।

হযরত ওমর ফারুক (রা.) একদা রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর গৃহে হাজির হলেন। সারা ঘরে হাতেগনা কিছু আসবাবপত্র ছাড়া বেশি কিছু জিনিসপত্র দেখতে পেলেন না। তিনি আরজ করলেন- "ইয়া রাসূলাল্লাহ ﷺ! দোয়া করুন, আল্লাহ তা'আলা যেন আপনার উম্মতকে দুনিয়ায় সচ্ছলতা দান করেন। আমরা পারসিক ও রোমকদেরকে দেখেছি, তারা দুনিয়ায় অতি সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যে রয়েছে। অথচ তারা আল্লাহ তা'আলার ইবাদতই করে না।" রাসূলুল্লাহ ﷺ এতক্ষণ তাকিয়ার সাথে হেলান দিয়ে বসা ছিলেন। হযরত ওমর (রা.) -এর কথা শুনে তিনি সোজা হয়ে বসলেন এবং বললেন- হে ওমর! তুমি এখন পর্যন্ত এহেন চিন্তাধারা পোষণ করছ! এরা তো ঐসব লোক যাদের কাজের প্রতিফল ইহজীবনেই দান করা হয়েছে।

জামে তিরমিযী ও মুসনাদে আহমদে হযরত আনাস (রা.) হতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেন- যে ব্যক্তি তার আমলের বিনিময়ে আখেরাত লাভ করতে চায়, আল্লাহ তা'আলা তার অন্তরকে পরিতৃপ্ত ও বেনিয়াজ করে দেন এবং তার পার্থিব প্রয়োজনসমূহও পূরণ করে দেন, দুনিয়া তার কাছে নত হয়ে ধর্ণা দেয়। আর যে ব্যক্তি দুনিয়া হাসিল করতে চায়, আল্লাহ তা'আলা তাকে মুহতাজ ও পরমুখাপেক্ষী করে দেন। তার অভাব ও দৈন্য কখনো দূর হয় না। কারণ দুনিয়ার মোহ তাকে কখনো নিশ্চিন্তে বসার অবসর দেয় না। একটি প্রয়োজন পূরণ হওয়ার আগেই আরেকটি প্রয়োজন তার সামনে উপস্থিত হয়। আর অন্তহীন দুশ্চিন্তা ও পেরেশানি তাকে পেয়ে বসে। অথচ শুধু ততটুকুই সে প্রাপ্ত হয়, যতটুকু আল্লাহ তা'আলা তার জন্য নির্ধারিত করে দিয়েছেন।

আলোচ্য আয়াতের উপর প্রশ্ন হতে পারে যে, অত্র আয়াতে বলা হয়েছে, যারা পার্থিব জীবন কামনা করে, তাদেরকে দুনিয়াতেই পুরোপুরি প্রতিদান দেওয়া হয়, কোনো কমতি করা হয় না। কিন্তু বাস্তবে এমন অনেক লোক দেখা যায়, যারা শুধুমাত্র পার্থিব সুখ-সম্পদ হাসিল করতে চায় এবং এজন্য আপ্রাণ চেষ্টা-তদবিরও করে, কিন্তু তা সত্ত্বেও তাদের মনোবাঞ্ছা পূরণ হয় না। এমনকি কোনো কোনো ক্ষেত্রে তারা কিছুই পায় না। এর কারণ কি?

জবাব এই যে, কুরআনুল কারীমের অত্র আয়াতে সংক্ষিপ্ত বর্ণনা দেওয়া হয়েছে। এর তাফসীর সূরা বনি ইসরাঈলের এই আয়াতে নিম্নরূপ বর্ণনা করা হয়েছে :

مَنْ كَانَ يُرِيْدُ الْعَاجِلَةَ عَجَّلْنَا لَهٗ فِيْهَا مَا نَشَاءُ لِمَنْ نُّرِيْدُ অর্থাৎ যারা শুধু দুনিয়াতেই নগদ পেতে চায়, আমি তাদেরকে নগদই দান করি। তবে সেজন্য দু'টি শর্ত রয়েছে। একটি শর্ত হচ্ছে- আমি যতটুকু ইচ্ছা করি, ততটুকুই দান করি, তাদের চেষ্টা বা চাহিদা মোতাবেক দান করা আবশ্যক নয়। দ্বিতীয় শর্ত হচ্ছে- আমার

https://e-ilm.weebly.com/

হেকমত অনুসারে যাকে সমীচীন মনে করি, শুধু তাকেই নগদ দান করি। সবাইকে দিতে হবে, এমন কোনো বাধ্যবাধকতা নেই।

১৭তম আয়াতে নবী করীম ﷺ এবং সত্যিকার মুমিনদের অবস্থা ঐসব লোকের মোকাবিলায় তুলে ধরা হয়েছে– যাদের চরম ও পরম লক্ষ্য হচ্ছে শুধু দুনিয়া হাসিল করা। যেন দুনিয়ার মানুষ বুঝতে পারেন যে, এই দু'টি শ্রেণি কখনো সমকক্ষ হতে পারে না। অতঃপর রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর বিশ্বমানবের জন্য রাসূল হওয়া এবং যে ব্যক্তি তাঁর প্রতি ঈমান না আনে, সে যত ভালো কাজই করুক না কেন, তার গোমরাহ ও জাহান্নামী হওয়া ব্যক্ত করা হয়েছে।

অত্র আয়াতে بَيِّنَة বলে কুরআন পাককে বুঝানো হয়েছে। شَاهِدٌ শব্দের ব্যাখ্যায় তাফসীরকার ইমামগণের বিভিন্ন অভিমত রয়েছে। বয়ানুল কুরআনে হযরত থানবী (র.) লিখেছেন যে, এখানে 'শাহেদ' অর্থ পবিত্র কুরআনের اِعْجَازٌ এ'জায বা মানুষের সাধ্যাতীত হওয়া যা কুরআনের প্রতিটি আয়াতের সাথে বর্তমান রয়েছে। সুতরাং আয়াতের মর্ম হচ্ছে, কুরআন অমান্যকারী কি এমন ব্যক্তির সমকক্ষ হতে পারে, যে কুরআনের প্রতিটি আয়াতের সাথে বর্তমান রয়েছে। সুতরাং আয়াতের মর্ম হচ্ছে, কুরআন অমান্যকারী কি এমন ব্যক্তির সমকক্ষ হতে পারে, যে কুরআনের উপর কায়েম রয়েছে? আর কুরআন সত্যতার একটি সাক্ষী তো স্বয়ং কুরআনের সাথেই বর্তমান রয়েছে। অর্থাৎ এর বিস্ময়করতা এবং মানুষের সাধ্যাতীত হওয়া এবং দ্বিতীয় সাক্ষী ইতিপূর্বে তাওরাতরূপে এসেছে, যা হযরত মূসা (আ.) আল্লাহ তা'আলার রহমতস্বরূপ দুনিয়াবাসীর অনুসরণের জন্য নিয়ে এসেছিলেন। কেননা কুরআন যে আল্লাহ তা'আলার সত্য কিতাব এই সাক্ষ্য তাওরাতে সুস্পষ্ট ভাষায় বর্ণিত ছিল।

শব্দবিশ্লেষণ :

اِفْتَرَاهُ : সীগাহ واحد مذكر غائب বহছ ماضى معروف ; বাব اِفْتِعَال মাসদার اَلْاِفْتِرَاءُ মূলবর্ণ (ف ـ ر ـ ى) জিনস ناقص يائى ، যমীরে মাফউল। অর্থ– মিথ্যে অপবাদ দিল। মিথ্যা অপবাদ দেওয়া।

فَأْتُوْا : ف হরফে আতফ। اِئْتُوْا সীগাহ جمع مذكر حاضر বহছ حاضر معروف বাব ضَرَبَ মাসদার اَلْاِتْيَانُ মূলবর্ণ (أ ـ ت ـ ى) জিনস مركب (ناقص يائى ও مهموز فاء) অর্থ– নিয়ে আসা। আনা।

مُفْتَرَيٰتٍ : সীগাহ جمع مؤنث বহছ اسم مفعول বাব اِفْتِعَال মাসদার اَلْاِفْتِرَاءُ মূলবর্ণ (ف ـ ر ـ ى) জিনস ناقص يائى একবচন مُفْتَرَاةٌ অর্থ– নিজের বানানো, অলিক, মনগড়া।

مُوْسٰى : নাম, মারেফা, বনী ইসরাঈলের প্রসিদ্ধ রাসূল ছিলেন। তার সম্মানিত পিতার নাম ইমরান আর সম্মানিতা মাতার নাম ছিল ইউহানেছ। ইবরানী ভাষায় مُو অর্থ– পানি আর شى অর্থ– গাছ। আরবি ভাষায় ش কে س দ্বারা পরিবর্তন করা হয়েছে। তাই مُوْسٰى হয়ে গেছে। যেহেতু মূসা (আ.) কে জন্মের পর কাঠের বাক্সে ভরে নদীতে নিক্ষেপ করা হয়েছিল, এজন্য তার নাম মূসা হয়ে গেছে।

يُعْرَضُوْنَ : সীগাহ جمع مذكرغائب বহছ مضارع مجهول বাব ضَرَبَ মাসদার اَلْعَرْضُ মূলবর্ণ (ع ـ ر ـ ض) জিনস صحيح অর্থ– তাদের কাছে পেশ করা হয়েছে। সামনে আনা, পেশ করা।

يَبْغُوْنَهَا : সীগাহ جمع مذكر غائب বহছ مضارع معروف বাব ضَرَبَ মাসদার اَلْبَغْىُ মূলবর্ণ (ب ـ غ ـ ى) জিনস ناقص يائى অর্থ– চাওয়া।

https://e-ilm.weebly.com/

২০. এরা [সমগ্র] ভূপৃষ্ঠে আল্লাহকে অক্ষম করতে পারেনি, আর না তাদের জন্য আল্লাহ ব্যতীত কেউ সহায়কও হলো। এরূপ লোকদের জন্য দ্বিগুণ শাস্তি হবে; এরা [অবজ্ঞার কারণে বিধানসমূহ] না শুনতে পারছিল আর না তারা [সত্যপথ] দেখছিল।	أُولَٰئِكَ لَمْ يَكُونُوا مُعْجِزِينَ فِي الْأَرْضِ وَمَا كَانَ لَهُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ مِنْ أَوْلِيَاءَ ۘ يُضَاعَفُ لَهُمُ الْعَذَابُ ۚ مَا كَانُوا يَسْتَطِيعُونَ السَّمْعَ وَمَا كَانُوا يُبْصِرُونَ (٢٠)
২১. এরা সেই লোক যারা নিজেরা নিজেদের সর্বনাশ করে ফেলেছে, আর যে সমস্ত উপাস্য [দেবতা] তারা গড়ে রেখেছিল, তাদের হতে তারা সকলে উধাও হয়ে গেছে।	أُولَٰئِكَ الَّذِينَ خَسِرُوا أَنْفُسَهُمْ وَضَلَّ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَفْتَرُونَ (٢١)
২২. এটা সুনিশ্চিত যে, আখেরাতে এরাই হবে সর্বাধিক ক্ষতিগ্রস্ত।	لَا جَرَمَ أَنَّهُمْ فِي الْآخِرَةِ هُمُ الْأَخْسَرُونَ (٢٢)
২৩. নিশ্চয় যারা ঈমান এনেছে এবং নেক কাজগুলো সম্পন্ন করেছে, আর নিজ প্রতিপালকের প্রতি ঝুঁকেছে, এরূপ লোকেরাই হচ্ছে জান্নাতবাসী, [এবং] তারা তাতে অনন্তকাল থাকবে।	إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَأَخْبَتُوا إِلَىٰ رَبِّهِمْ أُولَٰئِكَ أَصْحَابُ الْجَنَّةِ ۖ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ (٢٣)
২৪. উভয় সম্প্রদায়ের অবস্থা এরূপ যেমন এক ব্যক্তি যে অন্ধ এবং বধির, আর এক ব্যক্তি যে দেখতেও পায় এবং শুনতেও পায়: এ দুই ব্যক্তি কি তুলনায় সমান হবে? [কখনো নয়] তবুও কি তোমরা বুঝ না?	مَثَلُ الْفَرِيقَيْنِ كَالْأَعْمَىٰ وَالْأَصَمِّ وَالْبَصِيرِ وَالسَّمِيعِ ۚ هَلْ يَسْتَوِيَانِ مَثَلًا ۚ أَفَلَا تَذَكَّرُونَ (٢٤)

শাব্দিক অনুবাদ :

২০. أُولَٰئِكَ لَمْ يَكُونُوا مُعْجِزِينَ এরা আল্লাহকে অক্ষম করতে পারেনি فِي الْأَرْضِ ভূ-পৃষ্ঠে وَمَا كَانَ لَهُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ مِنْ أَوْلِيَاءَ আর না তাদের জন্য আল্লাহ ব্যতীত কেউ সহায়ক হলো يُضَاعَفُ لَهُمُ الْعَذَابُ এরূপ লোকদের জন্য দ্বিগুণ শাস্তি হবে مَا كَانُوا يَسْتَطِيعُونَ السَّمْعَ এরা না শুনতেও পারছিল وَمَا كَانُوا يُبْصِرُونَ আর না তারা দেখছিল

২১. أُولَٰئِكَ الَّذِينَ خَسِرُوا أَنْفُسَهُمْ এরা সেই লোক যারা নিজের নিজেদের সর্বনাশ করে ফেলেছে وَضَلَّ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَفْتَرُونَ আর যে সমস্ত উপাস্য তারা গড়ে রেখেছিল তাদের থেকে তারা সকলে উধাও হয়ে গেছে।

২২. لَا جَرَمَ এটা সুনিশ্চিত যে أَنَّهُمْ فِي الْآخِرَةِ আখেরাতে তারাই হবে هُمُ الْأَخْسَرُونَ সর্বাধিক ক্ষতিগ্রস্ত হবে।

২৩. إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا নিশ্চয় যারা ঈমান এনেছে وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ এবং নেক কাজ গুলো সম্পন্ন করেছে وَأَخْبَتُوا إِلَىٰ رَبِّهِمْ আর নিজ প্রতি পালকের প্রতি ঝুঁকেছে أُولَٰئِكَ أَصْحَابُ الْجَنَّةِ এরূপ লোকেরাই হচ্ছে জান্নাতবাসী هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ তারা তাতে অনন্তকাল থাকবে।

২৪. مَثَلُ الْفَرِيقَيْنِ উভয় সম্প্রদায়ের অবস্থা এরূপ كَالْأَعْمَىٰ وَالْأَصَمِّ যেমন এক ব্যক্তি যে অন্ধ এবং বধির وَالْبَصِيرِ وَالسَّمِيعِ, আর এক ব্যক্তি যে, দেখতেও পায় এবং শুনতেও পায় هَلْ يَسْتَوِيَانِ مَثَلًا এ দুই ব্যক্তি কি তুলনায় সমান হবে? أَفَلَا تَذَكَّرُونَ তবুও কি তোমরা বুঝ না।

https://e-ilm.weebly.com/

https://e-ilm.weebly.com/

২৫. আর আমি নূহকে রাসূলরূপে তাঁর কওমের নিকট প্রেরণ করেছি, [নূহ বললেন] আমি তোমাদের জন্য স্পষ্ট ভয় প্রদর্শনকারী।	وَلَقَدْ اَرْسَلْنَا نُوْحًا اِلٰى قَوْمِهٖٓ ز اِنِّىْ لَكُمْ نَذِيْرٌ مُّبِيْنٌ (٢٥)
২৬. তোমরা আল্লাহ ব্যতীত আর কারো ইবাদত করো না; আমি তোমাদের উপর এক ভীষণ যন্ত্রণাদায়ক দিনের আজাবের আশঙ্কা করছি।	اَنْ لَّا تَعْبُدُوْٓا اِلَّا اللّٰهَ ؕ اِنِّىْٓ اَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ اَلِيْمٍ (٢٦)
২৭. অনন্তর তার সম্প্রদায়ের মধ্যে যে সমস্ত প্রধানবর্গ কাফের ছিল তারা বলতে লাগল, আমরা তো তোমাকে আমাদেরই মতো মানুষ দেখতে পাচ্ছি, আর আমরা দেখছি যে, কেবল সে লোকেরাই তোমার অনুসরণ করছে যারা আমাদের মধ্যে নিতান্ত অধম, তাও আবার কেবল স্থূলবুদ্ধি অনুসারে, আর আমাদের উপর তোমাদের কোনো শ্রেষ্ঠত্ব দেখছি না; বরং আমরা তোমাদেরকে মিথ্যাবাদী বলে মনে করি।	فَقَالَ الْمَلَاُ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا مِنْ قَوْمِهٖ مَا نَرٰىكَ اِلَّا بَشَرًا مِّثْلَنَا وَمَا نَرٰىكَ اتَّبَعَكَ اِلَّا الَّذِيْنَ هُمْ اَرَاذِلُنَا بَادِيَ الرَّاْيِ ۚ وَمَا نَرٰى لَكُمْ عَلَيْنَا مِنْ فَضْلٍۭ بَلْ نَظُنُّكُمْ كٰذِبِيْنَ (٢٧)
২৮. নূহ বললেন, হে আমার কওম! আচ্ছা বলতো, আমি যদি স্বীয় প্রতিপালকের পক্ষ হতে প্রমাণের উপর [প্রতিষ্ঠিত হয়ে] থাকি এবং তিনি আমাকে নিজের পক্ষ হতে রহমত [নবুয়ত] দান করে থাকেন, অতঃপর তা তোমাদের বোধগম্য না হয়; তবে কি আমরা তা তোমাদের গলদেশে জড়িয়ে দিব, অথচ তোমরা তা অবজ্ঞা করতে থাক।	قَالَ يٰقَوْمِ اَرَءَيْتُمْ اِنْ كُنْتُ عَلٰى بَيِّنَةٍ مِّنْ رَّبِّيْ وَاٰتٰىنِيْ رَحْمَةً مِّنْ عِنْدِهٖ فَعُمِّيَتْ عَلَيْكُمْ ؕ اَنُلْزِمُكُمُوْهَا وَاَنْتُمْ لَهَا كٰرِهُوْنَ (٢٨)

শাব্দিক অনুবাদ :

২৫. وَلَقَدْ اَرْسَلْنَا আর আমি রাসূলরূপে প্রেরণ করেছি نُوْحًا নূহকে اِلٰى قَوْمِهٖ তাঁর কওমের নিকট اِنِّىْ لَكُمْ نَذِيْرٌ مُّبِيْنٌ আমি তোমাদের জন্য স্পষ্ট ভয় প্রদর্শনকারী।

২৬. اَنْ لَّا تَعْبُدُوْٓا اِلَّا اللّٰهَ তোমরা আল্লাহ ব্যতীত আর কারো ইবাদত করো না اِنِّىْٓ اَخَافُ عَلَيْكُمْ আমি তোমাদের উপর আশঙ্কা করতেছি عَذَابَ يَوْمٍ اَلِيْمٍ এক ভীষণ যন্ত্রদায়ক দিনে আজাবের।

২৭. فَقَالَ الْمَلَاُ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا অনন্তর যে সমস্ত প্রধান বর্গ কাফের ছিল তারা বলতে লাগল مِنْ قَوْمِهٖ তার সম্প্রদায়ের মধ্যে مَا نَرٰىكَ اِلَّا بَشَرًا مِّثْلَنَا আমরা তো তোমাকে আমাদের মতো মানুষ দেখতে পাচ্ছি وَمَا نَرٰىكَ اتَّبَعَكَ اِلَّا الَّذِيْنَ هُمْ اَرَاذِلُنَا আর আমরা দেখতেছি যে, কেবল সে লোকেরা তোমার অনুসরণ করেছে যারা আমাদের মধ্যে নিতান্ত রযীল (ইতর) بَادِيَ الرَّاْيِ তাও আবার কেবল স্থূল বুদ্ধি অনুসারে وَمَا نَرٰى لَكُمْ عَلَيْنَا مِنْ فَضْلٍ আর আমরা তোমাদের মধ্যে কোনো বিষয় আমাদের চেয়ে অধিক ও দেখতেছি না بَلْ نَظُنُّكُمْ كٰذِبِيْنَ বরং আমরা তোমাকে মিথ্যাবাদী বলে মনে করি।

২৮. قَالَ নূহ বললেন يٰقَوْمِ হে আমার কওম اَرَءَيْتُمْ আচ্ছা বলতো اِنْ كُنْتُ عَلٰى بَيِّنَةٍ مِّنْ رَّبِّيْ আমি যদি স্বীয় প্রতি পালকের পক্ষ থেকে প্রমাণের উপর থাকি وَاٰتٰىنِيْ رَحْمَةً مِّنْ عِنْدِهٖ এবং তিনি আমাকে নিজ পক্ষ হতে রহমত (নবুয়ত) দান করে থাকেন فَعُمِّيَتْ عَلَيْكُمْ অতঃপর তা তোমাদের বোধগম্য না হয় اَنُلْزِمُكُمُوْهَا তবে কি আমরা তা তোমাদের গলদেশে জড়িয়ে দিব وَاَنْتُمْ لَهَا كٰرِهُوْنَ অথচ তোমরা তা অবজ্ঞা করতে থাক।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

হযরত নূহ (আ.) যখন তাঁর জাতিকে ঈমানের দাওয়াত দিলেন, তখন জাতি তাঁর নবুয়ত ও রেসালাতের উপর কয়েকটি আপত্তি উত্থাপন করেছিল। হযরত নূহ (আ.) আল্লাহর হুকুম তাদের প্রতিটি উক্তির উপযুক্ত জবাব দান করেন। আলোচ্য আয়াতসমূহে এ ধরনের একটি কথোপকথন বর্ণিত হয়েছে। যার মাধ্যমে ধর্মীয় ও ব্যবহারিক জীবনের বহু মূলনীতি ও মাসায়েলের তা'লীম দেওয়া হয়েছে।

২৭ নং আয়াতে মুশরিকদের কতিপয় আপত্তি ও সন্দেহমূলক বক্তব্য উদ্ধৃত করা হয়েছে।

হযরত নূহ (আ.)-এর নবুওয়ত ও রেসালাতের উপর তাদের প্রথম আপত্তি ছিল مَا نَرٰىكَ اِلَّا بَشَرًا مِّثْلَنَا আমরা তো দেখি যে আপনিও আমাদের মতোই মানুষ মাত্র। আমাদের মতো পানাহার করেন, হাট-বাজারে যাতায়াত করেন, নিদ্রা যান জাগ্রত হন, সবকিছু স্বাভাবিক। তা সত্ত্বেও আপনি নিজেকে আল্লাহর প্রেরিত রাসূল ও বার্তাবাহক বলে যে অস্বাভাবিক দাবি তুলেছেন, তা আমরা কিরূপে মানতে পার? তারা মনে করত যে, আল্লাহর পক্ষ হতে রাসূলরূপে কোনো মানুষের প্রেরিত হওয়া সমীচীন নয়; বরং ফেরেশতা হওয়া বাঞ্ছনীয়, যেন তার বিশেষত্ব সবাই ইচ্ছায়, অনিচ্ছায় মানতে বাধ্য হয়।

২৮নং আয়াতে এর জবাবে ইরশাদ হয়েছে–

قَالَ يٰقَوْمِ اَرَءَيْتُمْ اِنْ كُنْتُ عَلٰى بَيِّنَةٍ مِّنْ رَّبِّىْ وَاٰتٰنِىْ رَحْمَةً مِّنْ عِنْدِهٖ فَعُمِّيَتْ عَلَيْكُمْ اَنُلْزِمُكُمُوْهَا وَاَنْتُمْ لَهَا كٰرِهُوْنَ.

এখানে বুঝানো হয়েছে যে, মানুষ হওয়া নবুওয়ত ও রেসালাতের পরিপন্থি নয়; বরং চিন্তা করলে বুঝা যাবে যে মানুষের নবী মানুষ হওয়াই একান্ত বাঞ্ছনীয়। যেন মানুষ অনায়াসে তার কাছে দীন শিক্ষা করতে পারে, তাঁর আদর্শ অনুসরণ করতে পারে। মানুষ ও ফেরেশতার স্বভাব প্রকৃতির মধ্যেও আকাশ পাতাল ব্যবধান রয়েছে। যদি ফেরেশতাকে নবী করে পাঠানো হতো, তবে তাঁর কাছে ধর্মীয় আদর্শ শিক্ষা করা এবং তা পালন করা মানুষের জন্য দুষ্কর ও অসম্ভব হতো। কেননা ফেরেশতাদের ক্ষুধা তৃষ্ণা নেই, নিদ্রা-তন্দ্রার প্রয়োজন হয় না, রিপুর তাড়না নেই, মানবীয় প্রয়োজনের সম্মুখীন হন না। অতএব, তারা মানুষের দুর্বলতা উপলব্ধি করে যথাবিহিত তা'লীম দিতে পারেতন না এবং তাদের পুর্ণ তাবেদারী করা মানুষের পক্ষে সম্ভব হতো না। এ প্রসঙ্গটি পবিত্র কুরআনের বিভিন্ন আয়াতে স্পষ্টভাবে বা ইশারা ইঙ্গিতে বর্ণিত হয়েছে। এখানে তার পুনরুক্তি করার পরিবর্তে বলা হয়েছে যে, বুদ্ধি বিবেক প্রয়োগ করলে তোমরাও অনায়াসে উপলব্ধি করতে পারবে যে, মানুষ আল্লাহর নবী হতে পারবে না– এমন কোনো কথা নেই। তবে আল্লাহর পক্ষ হতে তার কাছে এমন একটি অকাট্য প্রমাণ অবশ্যই থাকতে হবে– যা দেখে মানুষ সহজেই বুঝতে পারে যে, তিনি আল্লাহর প্রেরিত পয়গাম্বর বা বার্তাবাহক। সাধারণ লোকের জন্য নবীর মু'জিযাই তার নবুয়তের সত্যতার অকাট্য প্রমাণ। এজন্যই হযরত নূহ (আ.) বলেছেন যে, আমি আল্লাহর পক্ষ হতে স্পষ্ট দলিল, অকাট্য প্রমাণ ও অনুগ্রহ নিয়ে এসেছি। সুষ্ঠুভাবে চিন্তা বিবেচনা করলে তোমরাও এটা অস্বীকার করতে পারবে না। কিন্তু তোমাদের ঈর্ষা-বিদ্বেষ তোমাদের দৃষ্টিকে আচ্ছন্ন ও অন্ধ করেছে। তাই তোমরা অস্বীকার করে বসেছ এবং নিজেদের হঠকারিতার উপর অটল রয়েছ।

https://e-ilm.weebly.com/

কিন্তু পয়গাম্বরগণের মাধ্যমে আগত আল্লাহর রহমত জোর জবরদস্তি মানুষের ঘাড়ে চাপিয়ে দেওয়ার জিনিস নয়; যতক্ষণ পর্যন্ত তারা নিজেরা সেদিকে আগ্রহান্বিত না হয়। এখানে ইঙ্গিত করা হয়েছে যে, ঈমানের অমূল্য দৌলত যা আমি নিয়ে এসেছি, আমার যদি সাধ্য থাকত তবে তোমাদের অস্বীকৃতি ও প্রত্যাখ্যান সত্ত্বেও তোমাদেরকে তা দিয়েই দিতাম। কিন্তু এটি আল্লাহর চিরন্তন বিধানের পরিপন্থি। এ মূল্যবান সম্পদ জোর করে কারো মাথায় তুলে দেওয়া যায় না। এতদ্বারা আরো সাব্যস্ত হচ্ছে যে, জোর জবরদস্তি কাউকে মু'মিন বা মুসলমান বানানো কোনো নবীর যুগেই বৈধ ও অনুমোদিত ছিল না। তরবারির জোরে ইসলাম প্রচারিত হয়েছে বলে যারা মিথ্যা দুর্নাম রটনা করে তাদের একথা অজানা নয়। তথাপি অজ্ঞ অশিক্ষিত লোকদের অন্তরে সংশয় ও বিভ্রান্তি সৃষ্টির আসদুদ্দেশ্য প্রণোদিত হয়ে এহেন অপবাদ ছড়ানো হয়।

উপরিউক্ত আলোচনার মাধ্যমে স্পষ্টতঃ বুঝা গেল যে, কোনো ফেরেশতাকে নবীরূপে পাঠানো হয়নি কেন? কারণ ফেরেশতারা অসাধারণ শক্তি ও ক্ষমতাসম্পন্ন। সর্বদিক থেকেই তাদের সত্তা মানুষের তুলনায় বৈশিষ্ট্যমণ্ডিত। সুতরাং তাদের দেখলে তো ঈমান আনা বাধ্যতামূলক কাজ হতো। নবীগণের সাথে যেরূপ ধৃষ্টতা ও হঠকারিতা করা হয়েছে, ফেরেশতাদের সামনে সেরূপ আচরণ করার কার সাধ্য ছিল? আর কোনো পরাক্রমশালী শক্তির প্রভাবে বাধ্য হয়ে ঈমান আনা হলে শরিয়তের দৃষ্টিতে তা ধর্তব্য ও গ্রহণযোগ্য নয়; বরং 'ঈমান বিল গায়ব' অর্থাৎ আল্লাহ তা'আলার প্রবল পরাক্রমতা প্রত্যক্ষ না করেই তার প্রতি ঈমান আনয়ন করতে হবে।

শব্দবিশ্লেষণ :

يُضْعَفُ : সীগাহ واحد مذكر غائب বহছ مضارع مجهول বাব اَلْمُفَاعَلَةُ মাসদার اَلْمُضَاعَفَةُ মূলবর্ণ (ض ـ ع ـ ف) জিনস صحيح অর্থ- দ্বিগুণ করে দেওয়া। বাড়িয়ে দেওয়া।

اَعْمٰى : সিফতে মুশাব্বাহ। সীগাহ واحد مذكر বহছ صفت مشبه বাব سَمِعَ মাসদার اَلْعَمٰى মূলবর্ণ (ع ـ م ـ ى) জিনস ناقص يائى অর্থ- দৃষ্টিহীন, অন্ধ। বুদ্ধিমত্তা না থাকা, অন্তরের দৃষ্টিশক্তি অথবা চোখের দৃষ্টিশক্তি চলে যাওয়া উভয়টির জন্য عَمِىَ শব্দ ব্যবহার হয়। কুরআন মজীদের যেখানে অন্ধত্বের নিন্দা করা হয়েছে, সেখানে অর্ন্তদৃষ্টি চলে যাওয়ার অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে।

اَصَمُّ : সিফাতে মুশাব্বাহ। সীগাহ واحد مذكر বহছ صفت مشبه বাব سَمِعَ মাসদার اَلصَّمُّ মূলবর্ণ (ص ـ م ـ م) জিনস مضاعف ثلاثى অর্থ- বধির, বধির হওয়া।

مَانَرَاكَ : "ما" নাফিয়া। نرى সীগাহ جمع متكلم বহছ مضارع معروف : বাব فَتَحَ মাসদার اَلرُّؤْيَةُ মূলবর্ণ (ر ـ أ ـ ى) জিনস مركب (ناقص يائى ও مهموز عين) অর্থ- দেখা।

اَرَاذِلُنَا : আমাদের নীচু লোক, আমাদের নিম্ন শ্রেণীর লোক। اَرْذَلُ এর বহুবচন اَرَاذِلُ যা رَذَالَةٌ থেকে নির্গত। অর্থ- হীন হওয়া, নিকৃষ্ট হওয়া।

عُمِّيَتْ : সীগাহ واحد مؤنث غائب বহছ ماضى مجهول বাব تَفْعِيْل মাসদার اَلتَّعْمِيَةُ মূলবর্ণ (ع ـ م ـ ى) জিনস ناقص يائ অর্থ- গোপন করা, অন্ধ করে দেওয়া, দৃষ্টিশক্তির আড়াল করে দেওয়া।

https://e-ilm.weebly.com/

২৯. আর হে আমার সম্প্রদায়! আমি এতে তোমাদের নিকট কোনো ধন-সম্পদ চাই না; আমার বিনিময় তো কেবল আল্লাহর জিম্মায়, আর আমি তো এ মুমিনদেরকে বের করে দিতে পারি না; তারা নিশ্চিতভাবে তাদের প্রতিপালকের সাক্ষাৎ লাভ করবে, পরন্তু তোমাদেরকে দেখছি যে, তোমরা এক অজ্ঞ সম্প্রদায়।	وَيٰقَوْمِ لَآ اَسْـَٔلُكُمْ عَلَيْهِ مَالًا ۚ اِنْ اَجْرِيَ اِلَّا عَلَى اللّٰهِ وَمَآ اَنَا بِطَارِدِ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا ۚ اِنَّهُمْ مُّلٰقُوْا رَبِّهِمْ وَلٰكِنِّيْٓ اَرٰىكُمْ قَوْمًا تَجْهَلُوْنَ ﴿٢٩﴾
৩০. আর হে আমার সম্প্রদায়! আমি যদি তাদেরকে বের করেই দেই, তবে আল্লাহর শাস্তি হতে কে আমাকে বাঁচাবে? তোমরা কি উপদেশ গ্রহণ করবে না?	وَيٰقَوْمِ مَنْ يَّنْصُرُنِيْ مِنَ اللّٰهِ اِنْ طَرَدْتُّهُمْ ۚ اَفَلَا تَذَكَّرُوْنَ ﴿٣٠﴾
৩১. আর আমি তোমাদেরকে এ কথা বলি না যে, আমার নিকট আল্লাহর সকল ভাণ্ডার রয়েছে, আর না আমি সমস্ত গায়েবের কথা জানি, আর না এটাও বলি যে, আমি ফেরেশতা, আর যারা তোমাদের দৃষ্টিতে হীন, আমি তাদের সম্বন্ধে এটা বলতে পারি না যে, আল্লাহ তা'আলা কখনো তাদেরকে ছওয়াব দিবেন না; তাদের অন্তরে যা কিছু আছে তা আল্লাহ তা'আলাই উত্তমরূপে জানেন, তাহলে আমি অবশ্যই জালিমদের অন্তর্ভুক্ত হব।	وَلَآ اَقُوْلُ لَكُمْ عِنْدِيْ خَزَآئِنُ اللّٰهِ وَلَآ اَعْلَمُ الْغَيْبَ وَلَآ اَقُوْلُ اِنِّيْ مَلَكٌ وَّلَآ اَقُوْلُ لِلَّذِيْنَ تَزْدَرِيْٓ اَعْيُنُكُمْ لَنْ يُّؤْتِيَهُمُ اللّٰهُ خَيْرًا ۚ اَللّٰهُ اَعْلَمُ بِمَا فِيْٓ اَنْفُسِهِمْ ۚ اِنِّيْٓ اِذًا لَّمِنَ الظّٰلِمِيْنَ ﴿٣١﴾

শাব্দিক অনুবাদ :

২৯. وَيٰقَوْمِ হে আমার সম্প্রদায় لَآ اَسْـَٔلُكُمْ عَلَيْهِ مَالًا আমি এতে তোমাদের নিকট কোনো ধন সম্পদ চাই না اِنْ اَجْرِيَ اِلَّا عَلَى اللّٰهِ আমার বিনিময় তো কেবল আল্লাহর জিম্মায় وَمَآ اَنَا بِطَارِدِ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا আর আমি তো এই ঈমানদারদেরকে বের করে দিতে পারি না اِنَّهُمْ مُّلٰقُوْا رَبِّهِمْ তারা নিজেদের প্রতিপালকের সমীপে গমনকারী وَلٰكِنِّيْٓ اَرٰىكُمْ قَوْمًا تَجْهَلُوْنَ পরন্তু আমি তোমাদেরকে দেখছি যে, তোমরা এক অজ্ঞ সম্প্রদায়।

৩০. وَيٰقَوْمِ হে আমার সম্প্রদায়! مَنْ يَّنْصُرُنِيْ কে আমাকে বাঁচাবে من الله আল্লাহর ধৃত হতে اِنْ طَرَدْتُّهُمْ আমি যদি তাদেরকে বের করে দেই اَفَلَا تَذَكَّرُوْنَ তোমরা কি এতটুকু বুঝ না।

৩১. وَلَآ اَقُوْلُ لَكُمْ আর আমি তোমাদেরকে একথা বলি না যে, عِنْدِيْ خَزَآئِنُ اللّٰهِ আমরা নিকট আল্লাহর সকল ভাণ্ডার রয়েছে وَلَآ اَعْلَمُ الْغَيْبَ আর না আমি সমস্ত গায়েবের কথা জানি وَلَآ اَقُوْلُ اِنِّيْ مَلَكٌ আর না এটাও বলি যে আমি ফেরেশতা وَلَآ اَقُوْلُ لِلَّذِيْنَ আর আমি তাদের সম্বন্ধে এটা বলতে পারি না যারা تَزْدَرِيْٓ اَعْيُنُكُمْ তোমাদের চক্ষে হীন। لَنْ يُّؤْتِيَهُمُ اللّٰهُ خَيْرًا যে, আল্লাহ তা'আলা কখনো তাদেরকে ছওয়াব দিবেন না اَللّٰهُ اَعْلَمُ بِمَا فِيْٓ اَنْفُسِهِمْ তাদের অন্তরে যা কিছু আছে তা আল্লাহ তা'আলাই উত্তমরূপে জানেন اِنِّيْٓ اِذًا لَّمِنَ الظّٰلِمِيْنَ আমি তো এরূপ বললে অন্যায়ই করে ফেলব।

https://e-ilm.weebly.com/

قَالُوْا يٰنُوْحُ قَدْ جٰدَلْتَنَا فَاَكْثَرْتَ جِدَالَنَا فَاْتِنَا بِمَا تَعِدُنَآ اِنْ كُنْتَ مِنَ الصّٰدِقِيْنَ (٣٢)

৩২. তারা বলল, হে নূহ! তুমি বিতর্ক অনেক বেশি করেছ, সুতরাং যে সম্বন্ধে তুমি আমাদেরকে ভয় দেখাচ্ছ তা আমাদের সম্মুখে আন, যদি তুমি সত্যবাদী হও।

قَالَ اِنَّمَا يَاْتِيْكُمْ بِهِ اللّٰهُ اِنْ شَآءَ وَمَآ اَنْتُمْ بِمُعْجِزِيْنَ (٣٣)

৩৩. তিনি [নূহ] বললেন, তাতো আল্লাহ তোমাদের সম্মুখে আনয়ন করবেন তার ইচ্ছা হলে এবং তোমরা তাঁকে অক্ষম করতে পারবে না।

وَلَا يَنْفَعُكُمْ نُصْحِيْٓ اِنْ اَرَدْتُّ اَنْ اَنْصَحَ لَكُمْ اِنْ كَانَ اللّٰهُ يُرِيْدُ اَنْ يُّغْوِيَكُمْ ؕ هُوَ رَبُّكُمْ ۟ وَاِلَيْهِ تُرْجَعُوْنَ (٣٤)

৩৪. আর আমার মঙ্গল কামনা [নসিহত] করা তোমাদের কাজে আসতে পারে না, আমি তোমাদের যতই মঙ্গল কামনা করতে চাই না কেন, যখন আল্লাহরই তোমাদেরকে পথভ্রষ্ট করার ইচ্ছা হয়; তিনিই তোমাদের প্রতিপালক। আর তাঁরই নিকট তোমাদেরকে ফিরে যেতে হবে।

اَمْ يَقُوْلُوْنَ افْتَرٰىهُ ؕ قُلْ اِنِ افْتَرَيْتُهٗ فَعَلَيَّ اِجْرَامِيْ وَاَنَا بَرِيْٓءٌ مِّمَّا تُجْرِمُوْنَ (٣٥)

৩৫. তবে কি এরা [মক্কার কাফেরেরা] বলে মুহাম্মদ এ কুরআন নিজেই রচনা করে নিয়েছেন? আপনি বলে দিন, যদি আমি তা নিজে রচনা করে থাকি, তবে আমার এ অপরাধ আমার উপর বর্তিবে, আর আমি তোমাদের এ অপরাধ হতে সম্পূর্ণ দায়মুক্ত।

শাব্দিক অনুবাদ :

৩২. قَالُوْا তারা বলল يٰنُوْحُ হে নূহ قَدْ جٰدَلْتَنَا তুমি আমাদের সাথে বিতর্ক করছ فَاَكْثَرْتَ جِدَالَنَا অনন্তর সেই বিতর্ক অনেক বেশি করেছ فَاْتِنَا بِمَا تَعِدُنَآ সুতরাং যে সম্বন্ধে তুমি আমাদেরকে ভয় দেখাচ্ছ তা আমাদের সম্মুখে আন اِنْ كُنْتَ مِنَ الصّٰدِقِيْنَ যদি তুমি সত্যবাদী হও।

৩৩. قَالَ তিনি বললেন اِنَّمَا يَاْتِيْكُمْ بِهِ اللّٰهُ তা তো আল্লাহ তা'আলা তোমাদের সম্মুখে আনয়ন করবেন اِنْ شَآءَ তাঁর ইচ্ছা হলে وَمَآ اَنْتُمْ بِمُعْجِزِيْنَ এবং তোমরা তাকে অক্ষম করতে পারবে না।

৩৪. وَلَا يَنْفَعُكُمْ نُصْحِيْٓ আর আমার মঙ্গল কামনা করা তোমাদের কাজে আসতে পারে না اِنْ اَرَدْتُّ اَنْ اَنْصَحَ لَكُمْ আমি তোমাদের যতই মঙ্গল কামনা করতে চাই না কেন? اِنْ كَانَ اللّٰهُ يُرِيْدُ اَنْ يُّغْوِيَكُمْ যখন আল্লাহই তোমাদেরকে পথভ্রষ্ট করার ইচ্ছা হয় هُوَ رَبُّكُمْ তিনিই তোমাদের প্রতিপালক وَاِلَيْهِ تُرْجَعُوْنَ আর তাঁরই নিকট তোমাদেরকে ফিরে যেতে হবে।

৩৫. اَمْ يَقُوْلُوْنَ افْتَرٰىهُ তবে কি এরা বলে, মুহাম্মদ ﷺ এ কুরআন নিজেই রচনা করে নিয়েছেন قُلْ আপনি বলে দিন اِنِ افْتَرَيْتُهٗ যদি আমি তা নিজেই রচনা করে থাকি فَعَلَيَّ اِجْرَامِيْ তবে আমার এ অপরাধ আমার উপর বর্তিবে وَاَنَا بَرِيْٓءٌ مِّمَّا تُجْرِمُوْنَ আর আমি তোমাদের এ অপরাধ হতে সম্পূর্ণ দায়মুক্ত।

https://e-ilm.weebly.com/

https://e-ilm.weebly.com/

সম্পদ এবং সম্মানের মোহ একটি নেশার মতো, যা অনেক সময় সত্য-ন্যায়কে গ্রহণ করার ক্ষেত্রে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করে, সত্য ও ন্যায় হতে বিচ্যুত করে। দরিদ্র ও দুর্বলদের সম্মুখে যেহেতু এরূপ কোনো অন্তরায় থাকে না। কাজেই তারাই সর্বাগ্রে সত্য ন্যায়কে বরণ করতে এগিয়ে আসে। প্রাচীনকাল হতে যুগে যুগে দরিদ্র দুর্বলরাই সমসাময়িক নবীগণের উপর সর্বপ্রথম ঈমান এনেছিল, পূর্ববর্তী আসমানি কিতাবসমূহে তা স্পষ্ট উল্লেখ করা হয়েছে।

অনুরূপভাবে রোম সম্রাট হিরাক্লিয়াস যখন ঈমানের আহ্বান সম্বলিত রাসূলে পাক ﷺ-এর পবিত্র চিঠি লাভ করল, তখন গুরুত্ব সহকারে নিজেই এটার তদন্ত ও তাহকীক করতে মনস্থ করল। কেননা সে তাওরাত ও ইঞ্জিল কিতাব পাঠ করে সত্য নবীগণের আলামত ও লক্ষণাদি সম্পর্কে পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে পারদর্শী ছিল। কাজেই তৎকালে আরব দেশের যেসব ব্যবসায়ী সিরিয়ায় উপস্থিত ছিল, তাদের একত্রিত করে উক্ত আলামত ও লক্ষণাদি সম্পর্কে কতিপয় প্রশ্ন করে। তন্মধ্যে একটি প্রশ্ন ছিল যে, তাঁর অর্থাৎ রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর প্রতি সমাজের দারিদ্র ও দুর্বল শ্রেণি ঈমান আনয়ন করছে, না বিত্তশালী বড় লোকরা? জবাব ছিল, তারা দরিদ্র ও দুর্বল শ্রেণির। তখন হিরাক্লিয়াস মন্তব্য করল, এ তো সত্য রাসূল হওয়ার লক্ষণ। কেননা যুগে যুগে দরিদ্র ও দুর্বল শ্রেণির লোকেরা প্রথমে নবীগণের আনুগত্য স্বীকার করেছে।

মোটকথা দরিদ্র ও দুর্বল লোকদেরকে ইতর এবং হেয় মনে করা চরম মূর্খতা ও অন্যায়। প্রকৃতপক্ষে ইতর ও ঘৃণিত তারাই যারা স্বীয় সৃষ্টিকর্তা, পালনকর্তা মালিককে চিনে না, তার নির্দেশ মেনে চলে না। হযরত সুফিয়ান ছাওরী (র.)-কে জিজ্ঞেস করা হয়েছিল যে, ইতর ও কমীনা কে? তিনি উত্তর দিলেন– যারা বাদশাহ ও রাজকর্মচারীদের খোশামোদ তোষামোদে লিপ্ত হয়, তারাই কমীনা ও ইতর। আল্লামা ইবনুল আরাবি (র.) বলেন, যারা দীন ধর্ম বিক্রি করে দুনিয়া হাসিল করে তারাই কমীনা। পুনরায় প্রশ্ন করা হলো– সবচেয়ে কমীনা কে? তিনি জবাব দিলেন– যে ব্যক্তি অন্যের পার্থিব স্বার্থসিদ্ধির জন্য নিজের দীন ও ঈমানকে বরবাদ করে। হযরত ইমাম মালেক (র.) বলেন, যে ব্যক্তি সাহাবায়ে কেরাম (রা.)-এর নিন্দা সমালোচনা করে, সেই ইতর ও অর্বাচীন। কারণ তারাই সমগ্র উম্মতের সর্বাপেক্ষা হিত সাধানকারী। তাদের মাধ্যমেই ঈমানের অমূল্য দৌলত ও শরিয়তের আহকাম সকলের কাছে পৌঁছেছে।

https://e-ilm.weebly.com/

যাহোক, ৩৯ নং আয়াতে কওমের লোকদের মূর্খতা প্রসূত ধ্যান-ধারণা খণ্ডন করার জন্য প্রথমত বলা হয়েছে যে, কারো ধন-সম্পদের প্রতি নবী রাসূলগণ দৃষ্টিপাত করেন না। তারা নিজেদের খেদমত ও তা'লীম তাবলীগের বিনিময়ে কারো থেকে কোনো পারিশ্রমিক গ্রহণ করেন না। তাদের প্রতিদান একমাত্র আল্লাহ তা'আলারই দায়িত্বে। কাজেই তাদের দৃষ্টিতে ধনী-দরিদ্র এক সমান। তোমরা এমন অহেতুক আশঙ্কা পোষণ করো না যে, আমরা ধন-সম্পদশালীরা যদি ঈমান আনয়ন করি তবে হয়তো আমাদের বিত্ত-সম্পদে ভাগ বসানো হবে।

দ্বিতীয়ত তাদের জানিয়ে দেওয়া হয়েছে যে, তোমরা ঈমান আনার পূর্বশর্ত হিসেবে চাপ সৃষ্টি করছ যেন আমি ধনী-দরিদ্র ঈমানদারগণকে তাড়িয়ে দেই। কিন্তু আমার দ্বারা তা কখনো সম্ভবপর নয়। কারণ আর্থিক দিক দিয়ে তারা দরিদ্র হলেও আল্লাহ রাব্বুল ইজ্জতের দরবারে তাদের প্রবেশাধিকার ও উচ্চমর্যাদা রয়েছে। এমন লোকদেরকে তাড়িয়ে দেওয়া অন্যায় অসঙ্গত।

হযরত নূহ (আ.) -এর দ্বিতীয় উক্তি ছিল : وَلَآ أَعْلَمُ الْغَيْبَ "আর আমি গায়েবও জানি না।" কেননা উক্ত জাহিলদের আরো বিশ্বাস ছিল যে, যারা সত্যিকার পয়গাম্বর, তারা নিশ্চিয় গায়বের খবর জানবেন। হযরত নূহ (আ.)-এর উক্তি দ্বারা স্পষ্ট হয়ে গেল যে নবুয়ত ও রেসালতের জন্য গায়বের ইলম অপরিহার্য নয়। আর তা হবেই বা কি করে? গায়বের ইলম তো একমাত্র আল্লাহ তা'আলার বিশেষ সিফাত বা বৈশিষ্ট্য। কোনো নবী, ওলী

বা ফেরেশতা এটার অংশীদার হতে পারে না। তাদের অত্র গুণে গুণান্বিত মনে করা স্পষ্ট শিরক। তবে হ্যাঁ, আল্লাহ তা'আলা তদীয় পয়গাম্বরগণের মধ্যে যাকে যতটুকু ইচ্ছা অদৃশ্য জগতের ইলম দান করেন। তা নবী ওলীগণের এখতিয়ারর্ভুক্ত নয় যে, তারা যখন তখন যে কোনো বিষয় সম্পর্কে জানতে বা বলতে পারবেন। আল্লাহ তা'আলা যখন অবহিত করেন, তখন তাদের জন্য তা আর গায়ব থাকে না। অতএব, একমাত্র আল্লাহ তা'আলা ছাড়া অন্য কাউকে আলেমুল গায়ব বলা হারাম ও শেরিক।

তাঁর তৃতীয় উক্তি হচ্ছে- وَلَاۤ اَقُوْلُ لَكُمْ اِنِّيْ مَلَكٌ "আর আমি একথাও বলি না যে, আমি একজন ফেরেশতা।" এখানে তাদের এ ভ্রান্ত চিন্তাধারা বাতিল করা হয়েছে যে, নবী রাসূলরূপে উচ্চ ক্ষমতাসম্পন্ন ফেরেশতা প্রেরণ করা বাঞ্ছনীয় ছিল।

পরিশেষে হযরত নূহ (আ.) বলেন, তোমদের মতো আমিও যদি দরিদ্র ঈমানদারগণকে লাঞ্ছিত অবাঞ্ছিত মনে করি, তাহলে আমিও জালেমরূপে পরিগণিত হবো।

আল্লাহ তা'আলা হযরত নূহ (আ.) কে প্রায় এক হাজার বছরের দীর্ঘ জীবন দান করেছিলেন। সাথে সাথে আল্লাহর দিকে দাওয়াত দেওয়া ও দেশবাসীকে সুপথে পরিচালিত করার চিন্তা ভাবনা এবং পয়গাম্বরসুলভ উৎসাহ উদ্দীপনা এতদূর দান করেছিলেন নিজ সম্প্রদায়ের পক্ষ হতে তিনি কঠিন কঠিন নির্যাতম নিপীড়নের সম্মুখীন হন, তাঁর উপর প্রস্তর বর্ষণ করা হয়; এমনকি তিনি অনেক সময় রক্তাক্ত অবস্থায় বেহুঁশ হয়ে পড়তেন। অতঃপর হুঁশ হলে পরে দোয়া করতেন- আয় আল্লাহ! আমার জাতিকে ক্ষমা করুন, তারা অজ্ঞ-মূর্খ, তারা জানে না, বুঝে না। তিনি এক পুরুষের পরে দ্বিতীয় পুরুষকে অতঃপর তৃতীয় পুরষকে শুধু এ আশায় দাওয়াত দিয়ে যাচ্ছিলেন যে, হয়তো তারা ঈমান আনবে। কিন্তু শতাব্দীর পর শতাব্দী যাবত প্রাণপণ চেষ্টা করা সত্ত্বেও তারা যখন ঈমান আনল না, তখন তিনি আল্লাহ রাব্বুল ইজ্জতের দরবারে তাদের সম্পর্কে ফরিয়াদ করলেন- اِنِّيْ دَعَوْتُ قَوْمِيْ لَيْلًا وَّنَهَارًا فَلَمْ يَزِدْهُمْ دُعَاۤءِيْۤ اِلَّا فِرَارًا অর্থাৎ 'নিশ্চয় আমি আমার জাতিকে দিবা-রাত্রি দাওয়াত দিয়েছি। কিন্তু আমার দাওয়াত তাদের শুধু সত্যপথ থেকে পলায়নের প্রবণতাই বৃদ্ধি করেছে।' -[সূরা নূহ]

সুদীর্ঘকাল যাবত অসহনীয় কষ্ট-ক্লেশ ভোগ করার পর তিনি দোয়া করলেন- رَبِّ انْصُرْنِيْ بِمَا كَذَّبُوْنِ হে আল্লাহ! আমার লাঞ্ছনার প্রতিশোধ গ্রহণ করুন। কেননা ওরা আমার প্রতি মিথ্যা আরোপ করেছে।

-[সূরা আল-মুমিনূন-৩৯]

দেশবাসীর জুলুম নির্যাতন, অবাধ্যতা ও বিরুদ্ধাচরণ সীমা অতিক্রম করার পর আল্লাহ তা'আলা হযরত নূহ (আ.)-কে উপরিউক্ত আয়াত দ্বারা সম্বোধন করেন। -[বগভী ও মাযহারী]

৩৩নং আয়াতে হযরত নূহ (আ.)-কে জানিয়ে দেওয়া হয়েছে যে, আপনার কওমের মধ্যে যাদের ঈমান আনার যোগ্যতা ছিল, তাদের ঈমান আনার সৌভাগ্য হয়েছে। ভবিষ্যতে নতুন করে আর কেউ ঈমান আনবে না। ধৃষ্টতা ও হঠকারিতার কারণে তাদের অন্তর মোহরাঙ্কিত হয়ে গেছে। অতএব, আপনি তাদের জন্য চিন্তিত, দুঃখিত বা বিমর্ষ হবেন না।

৩৭নং আয়াতে বলা হয়েছে যে, অচিরেই আমি এ জাতির উপর মহাপ্লাবন আকারে আজাব অবতীর্ণ করব। কাজেই আপনি একখানি নৌকা তৈরি করুন যার মধ্যে আপনার পরিবার পরিজনবর্গ, অনুসারীবৃন্দ ও প্রয়োজনীয় রসদপত্র ও উপকরণাদিসহ স্থান সঙ্কুলান হয়। যেন তাতে আরোহণ করে প্লাবনের দিনগুলো নিরাপদে অতিবাহিত করতে পারেন। হযরত নূহ (আ.) নৌকা তৈরি করলেন। অতঃপর প্লাবনের প্রাথমিক আলামত হিসেবে ভূমি হতে

https://e-ilm.weebly.com/

পানি উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠতে লাগল। হযরত নূহ (আ.) -কে নির্দেশ দেওয়া হলো সকল ঈমানদারগণকে নৌকায় আরোহণ করাবার জন্য। আর মানুষের প্রয়োজনীয় ঘোড়া গাধা, গরু, ছাগল, কুকুর, বিড়াল, ইত্যাদি সর্বপ্রকার প্রাণীর এক এক জোড়া নৌকায় তুলে নেওয়ার আদেশ দেওয়া হলো। তিনি সেই আদেশ পালন করলেন।

পরিশেষে বলা হয়েছে যে, হযরত নূহ (আ.)-এর প্রতি ঈমান আনয়নকারী ও নৌকায় আরোহণকারীরা সংখ্যায় অতি অল্প ছিল।

আলোচ্য আয়াতগুলোর সংক্ষিপ্ত বিষয়বস্তু এতক্ষণ বলা হলো, এবার প্রত্যেক আয়াতের ব্যাখ্যা ও আনুষঙ্গিক মাসায়েল বর্ণনা করা হচ্ছে।

৩৬নং আয়াতে ইরশাদ করেছেন– হযরত নূহ (আ.)-এর প্রতি ওহী নাজিল করা হয়েছিল যে, তার জাতির মধ্যে ভবিষ্যতে আর কেউ ঈমান আনবে না। তারা আপনার সাথে যেসব দুর্ব্যবহার করেছে আপনি তাতে চিন্তিত ও বিমর্ষ হবেন না। কারণ যতক্ষণ পর্যন্ত কারো সংশোধনের আশা থাকে, ততক্ষণ পর্যন্ত চিন্তা-অস্থিরতা থাকে। নিরাশ হওয়ার মধ্যেও এক প্রকার শান্তি রয়েছে। অতএব, আপনি তাদের সংশোধনের আশা ত্যাগ করুন এবং তাদের পরিণতি দেখার অপেক্ষায় থাকুন।

৩৭নং আয়াতে তাদের শোচনীয় পরিণতির কথা উল্লেখ করা হয়েছে যে, তাদের সবাইকে পানিতে ডুবিয়ে মারা হবে। এরূপ অবস্থায়ই হযরত নূহ (আ.)-এর মুখে তার কওম সম্পর্কে উচ্চারিত হয়েছিল– رَبِّ لَا تَذَرْ عَلَى الْاَرْضِ مِنَ الْكٰفِرِيْنَ دَيَّارًا اِنَّكَ اِنْ تَذَرْهُمْ يُضِلُّوْا عِبَادَكَ وَلَا يَلِدُوْا اِلَّا فَاجِرًا كَفَّارًا অর্থাৎ হে পরওয়ারদেগার! এখন এই কাফেরদের মধ্যে পৃথিবীর বুকে বসবাসকারী কাউকে রাখবেন না। যদি তাদের রাখেন, তবে তাদের ভবিষ্যত বংশধররাও অবাধ্য কাফের হবে। –[সূরা নূহ-২৬]

এই বদদোয়া আল্লাহর দরবারে কবুল হলো। যার ফলে সমস্ত কওম ধ্বংস ও নিশ্চিহ্ন হয়ে গেল।

হযরত নূহ (আ.)-কে নৌকা তৈরি শিক্ষা দান : হযরত নূহ (আ.)-কে যখন নৌকা তৈরির নির্দেশ দেওয়া হলো, তখন তিনি নৌকাও চিনতেন না, তৈরি করতেও জানতেন না। তাই পরবর্তী আয়াতে ইরশাদ করেছেন– وَاصْنَعِ الْفُلْكَ بِاَعْيُنِنَا وَ وَحْيِنَا 'আর আপনি নৌকা তৈরি করুন আমার তত্ত্বাবধানে ও ওহী অনুসারে'। হাদীস শরীফে বর্ণিত আছে যে, নৌকা তৈরির জন্য প্রয়োজনীয় উপকরণাদি ও নির্মাণ কৌশল ওহীর মাধ্যমে হযরত জিবরাঈল (আ.) হযরত নূহ (আ.)-কে শিক্ষা দিয়েছিলেন। তিনি শাল কাঠ দ্বারা উক্ত নৌকা তৈরি করেছিলেন।

কোনো কোনো ঐতিহাসিক সূত্রে বর্ণিত হয়েছে যে, নৌকাখানি ৩০০গজ দীর্ঘ, ৫০গজ প্রস্থ, ৩০গজ উঁচু ও ত্রিতল বিশিষ্ট ছিল। তার দুই পার্শ্বে অনেকগুলো জানালা ছিল। এভাবে ওহীর মাধ্যমে হযরত নূহ (আ.)-এর হাতে নৌকা ও জাহাজ নির্মাণ শিল্পের গোড়াপত্তন হয়েছিল। অতঃপর যুগে যুগে তার উন্নতি সাধিত হয়ে চলেছে।

প্রতিটি শিল্পকর্মের সূচনা ওহীর মাধ্যমে হয়েছে : হাফেজ শামসুদ্দীন যাহাবী রচিত "আত-তিববুন নববী" কিতাবে বর্ণিত আছে যে, মানুষের জন্য প্রয়োজনীয় সর্বপ্রকার শিল্পকর্ম ওহীর মাধ্যমে কোনো না কোনো নবীর পবিত্র হস্তে শুরু হয়েছে। অতঃপর প্রয়োজন অনুসারে যুগে যুগে তার মধ্যে উন্নতি অগ্রগতি ও উৎকর্ষ সাধন করা হয়েছে। সর্বপ্রথম হযরত আদম (আ.)-এর প্রতি যেসব ওহী নাজিল করা হয়েছিল তার অধিকাংশ ছিল ভূমি আবাদ করা, কৃষিকার্য ও শিল্পসংক্রান্ত। পরিবহনের জন্য চাকা চালিত গাড়ি হযরত আদম (আ.)-ই সর্বপ্রথম আবিষ্কার করেছিলেন।

https://e-ilm.weebly.com/

স্যার সৈয়দ আহমদ বলেন, কালের বিবর্তনে বিভিন্ন প্রকার গাড়ি আবিষ্কৃত হয়েছে, কিন্তু সব গাড়ির ভিত্তি চাকার উপর। গরুর গাড়ি, ঘোড়ার গাড়ি হতে শুরু করে মোটর ও রেলগাড়ি, সর্বত্র চাকার কারবার। কাজেই, যিনি সর্বপ্রথম চাকা আবিষ্কার করেছেন তিনিই সবচেয়ে বড় আবিষ্কারক। আর একথা আগেই বলা হয়েছে যে, আল্লাহর নবী হযরত আদম (আ.)-ই ওহীর মাধ্যমে সর্বপ্রথম চাকার আবিষ্কার করেছিলেন।

এদ্বারা আরো বুঝা গেল যে, মানুষের প্রয়োজনীয় শিল্পকর্ম অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ও মর্যাদাসম্পন্ন। তাই আল্লাহ তা'আলা স্বীয় রাসূলগণকে ওহীর সাহায্যে তা শিক্ষাদান করেছেন।

আল্লাহ তা'আলা হযরত নূহ (আ.)-কে নৌকা নির্মাণপদ্ধতি ও কলা-কৌশল শিক্ষা দানের সাথে জানিয়ে দিয়েছেন যে, আপনার কওমের উপর এক মহাপ্লাবন আসবে, তারা সবাই ডুবে মরবে, তখন আপনি স্নেহপরবশ হয়ে তাদের জন্য কোনো সুপারিশ যেন না করেন।

শব্দবিশ্লেষণ :

مُلٰقُوْا : সীগাহ اسم فاعل جمع مذكر বহছ মাসদার اَلْمُلَاقَاةُ বাব مُفَاعَلَه মূলবর্ণ (ل - ق - ى) জিনস ناقص يائى অর্থ- এটি মূলত مُلَاقِيُوْنَ ছিল। প্রথমত যেরের পরে ياء এর উপর পেশ পড়া কঠিন। বিধায় قاف এর হরতক ফেলে দিয়ে ياء এর পেশ قاف কে দেওয়া হলো। এখন ياء ও واو এ দুই সকিন একত্রিত হওয়ায় ياء পড়ে গেল। তাই مُلَاقُوْنَ হয়ে গেল। পরে نون মুযাফ হওয়ার কারণে বিলুপ্ত করে দেওয়া হলো। তাই مُلَاقُوْ হয়ে গেল। অর্থ- সাক্ষাৎ করা, দেখা করা।

اَرَاكُمْ : সীগাহ واحد متكلم বহছ مضارع معروف বাব فَتَحَ মাসদার اَلرُّؤْيَةُ মূলবর্ণ (ر - أ - ى) জিনস مركب (مهموز عين ও ناقص يائى) অর্থ- দেখা।

طَرَدْتُّهُمْ : সীগাহ واحد متكلم বহছ ماضى معروف বাব نَصَرَ মাসদার اَلطَّرْدُ মূলবর্ণ (ط - ر - د) জিনস صحيح অর্থ- হাঁকানো, ভাগানো।

خَزَائِنُ : এটি خَزِيْنَةٌ এর বহুবচন। অর্থ- ভাণ্ডার, খাযানা। ধনাগার।

تَزْدَرِىْ : সীগাহ واحد مؤنث غائب বহছ مضارع معروف বাব اِفْتِعَالٌ মাসদার اِزْدِرَاءٌ মূলবর্ণ (ز - ر - ى) জিনস (ناقص يائى) অর্থ- তুচ্ছ জ্ঞান করা। নিকৃষ্ট বুঝা।

جَادَلْتَنَا : সীগাহ واحد مذكر حاضر বহছ ماضى معروف বাব مُفَاعَلَه মাসাদর اَلْمُجَادَلَةُ ও اَلْجِدَالُ মূলবর্ণ (ج - د - ل) জিনস صحيح অর্থ- ঝগড়া করা।

يُغْوِيَكُمْ : সীগাহ واحد مذكر غائب বহছ مضارع معروف বাব اِفْعَالٌ মাসদার اَلْاِغْوَاءُ মূলবর্ণ (غ - و - ى) জিনস مركب (اجوف واوى ও ناقص يائى) অর্থ- পথভ্রষ্ট হওয়া। বঞ্চিত হওয়া।

تُجْرِمُوْنَ : সীগাহ جمع مذكر حاضر বহছ مضارع معروف বাব اِفْعَالٌ মাসদার اَلْاِجْرَامُ মূলবর্ণ (ج - ر - م) জিনস صحيح অর্থ- অপরাধ করা। গোনাহ করা। বাব سَمِعَ ও اِفْتِعَالٌ থেকেও এ অর্থে আসে।

لَا تَبْتَئِسْ : সীগাহ واحد مذكر حاضر বহছ نهى حاضر معروف বাব اِفْتِعَالٌ মাসাদর اَلْاِبْتِئَاسُ মূলবর্ণ (ب - ء - س) জিনস مهموز عين অর্থ- বিরক্ত হওয়া। বিষণ্ন হওয়া।

https://e-ilm.weebly.com/

وَيَصْنَعُ الْفُلْكَ ۗ وَكُلَّمَا مَرَّ عَلَيْهِ مَلَأٌ مِّنْ قَوْمِهٖ سَخِرُوْا مِنْهُ ۚ قَالَ اِنْ تَسْخَرُوْا مِنَّا فَاِنَّا نَسْخَرُ مِنْكُمْ كَمَا تَسْخَرُوْنَ ﴿٣٨﴾

৩৮. আর তিনি নৌকা তৈরি করতে লাগলেন এবং যখনই তাঁর কওমের প্রধানদের কোনো দলের তাঁর নিকট দিয়ে যাতায়াত হতো, তখনই তাঁর সাথে উপহাস করত; তিনি বলতেন, যদি তোমরা আমাদেরকে উপহাস কর, তবে আমরাও তোমাদেরকে উপহাস করব, যেমন তোমরা আমাদেরকে উপহাস করছ।

فَسَوْفَ تَعْلَمُوْنَ مَنْ يَّاْتِيْهِ عَذَابٌ يُّخْزِيْهِ وَيَحِلُّ عَلَيْهِ عَذَابٌ مُّقِيْمٌ ﴿٣٩﴾

৩৯. সুতরাং সত্বরই জানতে পারবে যে, সে কোন ব্যক্তি যার উপর এমন আজাব আসার উপক্রম হয়েছে যা তাকে লাঞ্ছিত করে দিবে এবং তার উপর চিরস্থায়ী আজাব আপতিত হবে।

حَتّٰۤى اِذَا جَآءَ اَمْرُنَا وَفَارَ التَّنُّوْرُ ۙ قُلْنَا احْمِلْ فِيْهَا مِنْ كُلٍّ زَوْجَيْنِ اثْنَيْنِ وَاَهْلَكَ اِلَّا مَنْ سَبَقَ عَلَيْهِ الْقَوْلُ وَمَنْ اٰمَنَ ؕ وَمَاۤ اٰمَنَ مَعَهٗۤ اِلَّا قَلِيْلٌ ﴿٤٠﴾

৪০. অবশেষে যখন আমার ফরমান এসে পৌছল এবং জমিন হতে পানি উথলিয়ে উঠতে লাগল, আমি বললাম, প্রত্যেক শ্রেণি [-র প্রাণী] হতে এক একটি নর ও এক একটি মাদী অর্থাৎ দু'দুটি করে তাতে উঠিয়ে নাও এবং নিজ পরিবারবর্গকেও, তাকে ছাড়া যার সম্বন্ধে পূর্বে নির্দেশ হয়ে গিয়েছে এবং অন্যান্য ঈমানদারদেরকেও ; আর অল্প কতকজন ব্যতীত কেউই তাঁর প্রতি ঈমান আনেনি।

وَقَالَ ارْكَبُوْا فِيْهَا بِسْمِ اللّٰهِ مَجْرٖىهَا وَمُرْسٰىهَا ؕ اِنَّ رَبِّيْ لَغَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ ﴿٤١﴾

৪১. আর নূহ বললেন, এ নৌকায় আরোহণ কর, এর গতি ও এর স্থিতি আল্লাহরই নামে; নিশ্চয় আমার প্রতিপালক অতি ক্ষমাশীল, দয়াবান।

শাব্দিক অনুবাদ :

৩৮. وَيَصْنَعُ الْفُلْكَ আর তিনি নৌকা তৈরি করতে লাগলেন وَكُلَّمَا مَرَّ عَلَيْهِ مَلَأٌ مِّنْ قَوْمِهٖ এবং যখনই তাঁর কওমের প্রধানদের কোনো দলের তাঁর নিকট দিয়ে যাতায়াত হতো سَخِرُوْا مِنْهُ তখনই তার সাথে উপহাস করত قَالَ তিনি বলতেন اِنْ تَسْخَرُوْا مِنَّا যদি তোমরা আমাদেরকে উপহাস কর فَاِنَّا نَسْخَرُ مِنْكُمْ তবে আমরা ও তোমাদেরকে উপহাস করব كَمَا تَسْخَرُوْنَ যেমন তোমরা আমাদেরকে উপহাস করছ।

৩৯. فَسَوْفَ تَعْلَمُوْنَ সুতরাং সত্বরই জানতে পারবে যে, مَنْ يَّاْتِيْهِ عَذَابٌ يُّخْزِيْهِ সে কোন ব্যক্তি যার উপর এমন আজাব আসার উপক্রম হয়েছে যা তাকে লাঞ্ছিত করে দিবে وَيَحِلُّ عَلَيْهِ عَذَابٌ مُّقِيْمٌ তার উপর চিরস্থায়ী আজাব আপতিত হবে।

৪০. حَتّٰۤى اِذَا جَآءَ اَمْرُنَا অবশেষে যখন আমার ফরমান এসে পৌছল وَفَارَ التَّنُّوْرُ এবং জমিন হতে পানি উথলে উঠতে লাগল قُلْنَا আমি বললাম احْمِلْ فِيْهَا مِنْ كُلٍّ زَوْجَيْنِ اثْنَيْنِ প্রত্যেক শ্রেণি হতে একটি নর ও একটি মাদী অর্থাৎ দু'টি দুটি করে তাতে উঠিয়ে নাও وَاَهْلَكَ এবং নিজ পরিবার বর্গকেও اِلَّا مَنْ سَبَقَ عَلَيْهِ الْقَوْلُ তাকে ছাড়া যার সম্বন্ধে পূর্বে নির্দেশ হয়ে গেছে وَمَنْ اٰمَنَ এবং অন্যান্য ঈমানদার দেরকেও وَمَاۤ اٰمَنَ مَعَهٗۤ اِلَّا قَلِيْلٌ আর অল্প কতজন ব্যতীত কেউই তাঁর সাথে ঈমান আনেনি।

৪১. وَقَالَ আর নূহ বললেন ارْكَبُوْا فِيْهَا এ নৌকায় আরোহণ কর بِسْمِ اللّٰهِ আল্লাহর নামে مَجْرٖىهَا এর গতি وَمُرْسٰىهَا ও এর স্থিতি اِنَّ رَبِّيْ لَغَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ নিশ্চয় আমার রব অতি ক্ষমাশীল, দয়াবান।

https://e-ilm.weebly.com/

وَهِيَ تَجْرِيْ بِهِمْ فِيْ مَوْجٍ كَالْجِبَالِ وَنَادٰى نُوْحُ ابْنَهٗ وَكَانَ فِيْ مَعْزِلٍ يّٰبُنَيَّ ارْكَبْ مَّعَنَا وَلَا تَكُنْ مَّعَ الْكٰفِرِيْنَ (٤٢)

৪২. আর সে নৌকাখানা তাদেরকে নিয়ে পর্বততূল্য তরঙ্গের মধ্যে চলতে লাগল। আর নূহ স্বীয় পুত্রকে ডাকলেন এবং সে ছিল ভিন্ন স্থানে, হে আমার প্রিয় পুত্র! আরোহণ কর আমাদের সাথে এবং কাফেরদের সঙ্গে থেকো না।

قَالَ سَاٰوِيْۤ اِلٰى جَبَلٍ يَّعْصِمُنِيْ مِنَ الْمَآءِ ؕ قَالَ لَا عَاصِمَ الْيَوْمَ مِنْ اَمْرِ اللّٰهِ اِلَّا مَنْ رَّحِمَ ۚ وَحَالَ بَيْنَهُمَا الْمَوْجُ فَكَانَ مِنَ الْمُغْرَقِيْنَ (٤٣)

৪৩. সে বলল, আমি এখনই কোনো পাহাড়ে আশ্রয় গ্রহণ করব যা আমাকে পানি থেকে রক্ষা করবে; নূহ (আ.) বললেন, আজ আল্লাহর হুকুম হতে কেউই রক্ষাকারী নেই; কিন্তু যার প্রতি তিনি অনুগ্রহ করেন, আর তাদের উভয়ের মধ্যে একটি তরঙ্গ অন্তরাল হয়ে পড়ল, অতঃপর সে ডুবে গেল।

وَقِيْلَ يٰۤاَرْضُ ابْلَعِيْ مَآءَكِ وَيٰسَمَآءُ اَقْلِعِيْ وَغِيْضَ الْمَآءُ وَقُضِيَ الْاَمْرُ وَاسْتَوَتْ عَلَى الْجُوْدِيِّ وَقِيْلَ بُعْدًا لِّلْقَوْمِ الظّٰلِمِيْنَ (٤٤)

৪৪. আর আদেশ হলো, হে জমিন! স্বীয় পানি চুষে নাও এবং হে আসমান! থেমে যাও, তখন পানি কমে গেল ও ঘটনার পরিসমাপ্তি ঘটল, আর নৌকা জুদী [পাহাড়]-এর উপর এসে থামল, আর বলা হলো যে, কাফেররা রহমত হতে দূরে থাক!

وَنَادٰى نُوْحٌ رَّبَّهٗ فَقَالَ رَبِّ اِنَّ ابْنِيْ مِنْ اَهْلِيْ وَاِنَّ وَعْدَكَ الْحَقُّ وَاَنْتَ اَحْكَمُ الْحٰكِمِيْنَ (٤٥)

৪৫. আর নূহ নিজ রবকে ডাকলেন এবং বললেন, "হে আমার প্রতিপালক! আমার এ পুত্রটি আমার পরিবারবর্গেরই অন্তর্ভুক্ত. আর আপনার প্রতিশ্রুতি সম্পূর্ণ সত্য এবং আপনি শ্রেষ্ঠ বিচারক"।

শাব্দিক অনুবাদ :

৪২. وَهِيَ تَجْرِيْ بِهِمْ আর সে নৌকাখানা তাদেরকে নিয়ে চলতে লাগল فِيْ مَوْجٍ كَالْجِبَالِ পর্বত তুল্য তরঙ্গের মধ্যে
وَنَادٰى نُوْحُ ابْنَهٗ আর নূহ স্বীয় পুত্রকে ডাকলেন وَكَانَ فِيْ مَعْزِلٍ আর সে ছিল ভিন্ন স্থানে يٰبُنَيَّ ارْكَبْ مَّعَنَا হে
আমার প্রিয়পুত্র সওয়ার হয়ে যাও আমাদের সাথে وَلَا تَكُنْ مَّعَ الْكٰفِرِيْنَ এবং কাফেরদের সঙ্গে থেকো না।

৪৩. قَالَ সে বলল سَاٰوِيْۤ اِلٰى جَبَلٍ আমি এখনই কোনো পাহাড়ে আশ্রয় গ্রহণ করব يَّعْصِمُنِيْ مِنَ الْمَآءِ যা আমাকে
পানি থেকে রক্ষা করবে قَالَ নূহ বললেন لَا عَاصِمَ الْيَوْمَ আজ কেউ রক্ষাকারী নেই مِنْ اَمْرِ اللّٰهِ আল্লাহ হুকুম
হতে اِلَّا مَنْ رَّحِمَ কিন্তু যার প্রতি তিনি অনুগ্রহ করেন وَحَالَ بَيْنَهُمَا الْمَوْجُ আর তাদের উভয়ের মধ্যে একটি
তরঙ্গ অন্তরাল হয়ে পড়ল فَكَانَ مِنَ الْمُغْرَقِيْنَ অতঃপর সে ডুবে গেল।

৪৪. وَقِيْلَ আর আদেশ হলো يٰۤاَرْضُ হে জমিন! ابْلَعِيْ مَآءَكِ স্বীয় পানি চুষে নাও وَيٰسَمَآءُ اَقْلِعِيْ এবং হে আসমান! থেমে
যাও وَغِيْضَ الْمَآءُ তখন পানি কমে গেল وَقُضِيَ الْاَمْرُ ও ঘটনার পরিসমাপ্তি ঘটল وَاسْتَوَتْ عَلَى الْجُوْدِيِّ আর নৌকা জুদী
(পাহাড়)-এর উপর এসে থামল وَقِيْلَ আর বলা হলো যে, بُعْدًا لِّلْقَوْمِ الظّٰلِمِيْنَ কাফেররা রহমত হতে দূরে থাক।

৪৫. وَنَادٰى نُوْحٌ رَّبَّهٗ আর নূহ নিজ রবকে ডাকলেন فَقَالَ এবং বললেন رَبِّ اِنَّ ابْنِيْ مِنْ اَهْلِيْ হে আমার
পরওয়ারদেগার! আমার এই পুত্রটি আমার পরিবার বর্গেরই অন্তর্ভুক্ত وَاِنَّ وَعْدَكَ الْحَقُّ আর আপনার
প্রতিশ্রুতিও সম্পূর্ণ সত্য وَاَنْتَ اَحْكَمُ الْحٰكِمِيْنَ এবং আপনি শ্রেষ্ঠ বিচারক।

https://e-ilm.weebly.com/

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

৩৮ নং আয়াতে নৌকা তৈরিকালীন সময়ে হযরত নূহ (আ.)-এর কওমের উদাসীনতা, গাফলতি, অবজ্ঞা ও দুঃসাহস এবং এর শোচনীয় পরিণতির বর্ণনা দেওয়া হয়েছে যে, আল্লাহর আদেশক্রমে হযরত নূহ (আ.) যখন নৌকা নির্মাণ কার্যে ব্যস্ত ছিলেন, তখন তার পাশ দিয়ে পথ অতিক্রমকালে কওমের বিশিষ্ট ব্যক্তিরা তাকে জিজ্ঞেস করত, আপনি কি করছেন? তিনি উত্তর দিতেন, অনতিবিলম্বে এক মহাপ্লাবন হবে, তাই নৌকা তৈরি করছি। তখন তারা বলত "এখানে তো পান করার মতো পানিও দুর্লভ, আর আপনি ডাঙ্গা দিয়ে জাহাজ চালাবার ফিকিরে আছেন।" তদুত্তরে হযরত নূহ (আ.) বলতেন, যদিও আজ তোমরা আমাদের প্রতি উপহাস করছ, কিন্তু মনে রেখো, সেদিন বেশি দূরে নয়, যেদিন আমরাও তোমাদের প্রতি উপহাস করব। অর্থাৎ তোমরা উপহাসের পাত্র হবে। বস্তুতঃ নবীগণ কখনো ঠাট্টা বিদ্রূপ করেন না। কাউকে উপহাস করা তাদের শান ও মর্যাদার পরিপন্থি; বরং হারাম। কুরআন মাজীদে ইরশাদ হয়েছে– لَا يَسْخَرْ قَوْمٌ مِّنْ قَوْمٍ عَسٰى اَنْ يَّكُوْنُوْا خَيْرًا مِّنْهُمْ অর্থাৎ "এক সম্প্রদায় আরেক সম্প্রদায়কে উপহাস করবেন না। হতে পারে যে, উপহাসকারীদের চেয়ে যাদের উপহাস করা হচ্ছে (আল্লাহর কাছে) তারাই শ্রেষ্ঠতর।" –[সূরা হুজুরাত-১১]

সুতরাং পূর্বোক্ত আয়াতে উপহাস করার অর্থ কাজের মাধ্যমে জবাব দেওয়া। সেমতে 'আমরা তোমদেরকে উপহাস করব' বাক্যের অর্থ হচ্ছে– তোমরা যখন আজাবে পতিত হবে, তখন আমরা তোমাদেরকে বলব যে, 'এটা তোমাদের উপহাসের মর্মান্তিক পরিণতি।' যেমন ৩৯ নং আয়াতে উল্লেখ করা হয়েছে, "আচিরেই তোমরা জানতে পারবে যে, কাদের উপর লাঞ্ছনাজনক আজাব আসছে এবং চিরস্থায়ী আজাব কাদের উপর হয়।" প্রথম عَذَابٌ শব্দের দ্বারা দুনিয়ার আজাব এবং عَذَابٌ مُّقِيْمٌ দ্বারা আখেরাতের চিরস্থায়ী আজাব উদ্দেশ্য।

৪০ নং আয়াতে প্লাবন আরম্ভকালীন করণীয় ও আনুষঙ্গিক ঘটনা বর্ণনা করা হয়েছে। ইরশাদ হয়েছে– حَتّٰى اِذَا جَاءَ اَمْرُنَا وَفَارَ التَّنُّوْرُ অর্থাৎ 'অবশেষে যখন আমার ফয়সালা কার্যকর করার সময় হলো এবং উনূন হতে পানি উথলে উঠতে লাগল।'

اَلتَّنُّوْرُ তান্নুর শব্দের একাধিক অর্থ রয়েছে। ভূপৃষ্ঠকেও তান্নুর বলা হয়, রুটি পাকানোর তন্দুরকেও তান্নুর বলে, জমিনের উঁচু অংশকেও তান্নুর বলে। তাই তাফসীরকার ইমামগণের কারো কারো মতে আলোচ্য আয়াতে তান্নুর অর্থ ভূ-পৃষ্ঠ। সমগ্র ভূপৃষ্ঠে ফাটল সৃষ্টি হয়ে পানি উথলে উঠেছিল। কেউ কেউ বলেন– এখানে তান্নুর বলে হযরত আদম (আ.)-এর রুটি পাকানো তন্দুরকে বুঝানো হয়েছে, যা সিরিয়ার عَيْنِ وَرْدَه 'আইনে আরদাহ' নামক স্থানে অবস্থিত। উক্ত তন্দুরের ভেতর থেকেই সর্বপ্রথম পানি উঠতে শুরু করেছিল। কেউ বলেন- এখানে হযরত নূহ (আ.) -এর তন্দুরকে বুঝানে হয়েছে যা কুফা শহরের এক প্রান্তে অবস্থিত ছিল। হযরত হাসান বসরী, মুজাহিদ, শা'বী (র.) হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) প্রমুখ অধিকাংশ মুফাসসিরীন এ অভিমতটি গ্রহণ করেছেন।

ইমাম শা'বী (র.) কসম করে বলেছেন যে, উক্ত তন্দুর কুফা শহরের এক প্রান্তে অবস্থিত ছিল। কুফার বর্তমান মসজিদের মধ্যবর্তী স্থানে হযরত নূহ (আ.) তাঁর নৌকা তৈরি করেছিলেন। আর তন্দুব ছিল ঐ মসজিদের প্রবেশ দ্বার।

হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা.) বলেন, আল্লাহ তা'আলা হযরত নূহ (আ.)-কে মহাপ্লাবনের পূর্বাভাসস্বরূপ আগেই জানিয়ে দিয়েছেন যে, যখন আপনার ঘরের উনূন ফেটে পানি উঠতে দেখবেন, তখন বুঝবেন যে, মহাপ্লাবন শুরু হয়েছে। –[তাফসীরে কুরতুবী ও মাযহারী]

https://e-ilm.weebly.com/

আল্লামা কুরতুবী (র.) বলেন, তান্নুর শব্দের ব্যাখ্যায় মতভেদ পরিলক্ষিত হলেও আসলে কোনো দ্বন্দ্ব নেই। কেননা প্লাবন যখন শুরু হয়েছে, তখন রুটি পাকানো তন্দুর হতেও পানি উঠেছে, সমতলভূমি হতেও উঠেছে আর উঁচু জমিন হতেও পানি উঠেছে। সিরিয়ার আইনুল আরদার তন্দুর হতেও উঠেছে এবং কুফার তন্দুর হতেও উঠেছে। অল্প সময়ে সব একাকার হয়েছে। যেমন কুরআন পাকের আয়াতে সুস্পষ্ট ইরশাদ হয়েছে- فَفَتَحْنَا أَبْوَابَ السَّمَاءِ بِمَاءٍ مُّنْهَمِرٍ وَفَجَّرْنَا الْأَرْضَ عُيُونًا অর্থাৎ 'অতঃপর আমি মুষলধারায় বর্ষণের সাথে সাথে আসমানের দ্বারসমূহ খুলে দিলাম এবং জমিনে প্রস্রবণরূপে প্রবহমান করলাম। -[সূরা আল কামার-১১]

ইমাম শা'বী (র.) আরো বলেছেন যে, কুফার এ জা'মে মসজিদটি মসজিদে হারাম, মসজিদে নববী ও মসজিদে আকসার পর বিশেষ বৈশিষ্ট্য সম্পন্ন বিশ্বের চতুর্থ মসজিদ।

তুফান শুরু হওয়া মাত্র হযরত নূহ (আ.) কে হুকুম দেওয়া হলো- اِحْمِلْ فِيْهَا مِنْ كُلٍّ زَوْجَيْنِ اثْنَيْنِ অর্থাৎ 'জোড়বিশিষ্ট প্রত্যেক প্রাণী এক এক জোড়া করে নৌকায় তুলে নিন।' এতদ্বারা বুঝা যায় যে, হযরত নূহ (আ.) - এর জাহাজে সারা দুনিয়ার সব ধরনের প্রাণীর সমাবেশ করা হয়নি; বরং যেসব প্রাণী স্ত্রী পুরুষের মিলনে জন্ম হয় এবং পানির মধ্যে বেঁচে থাকতে পারে না, শুধু সেসব পশু-পাখি উঠানো হয়েছিল। জলজ প্রাণী উঠানো হয়নি। ডাঙ্গার প্রাণীকূলের মধ্যে যেসব পোকা মাকড়, কীট-পতঙ্গ, পুরুষ-স্ত্রীর মিলন ছাড়াই জন্ম হয় তাও বাদ পড়েছে। শুধু গরু, ছাগল, ঘোড়া, গাধা ইত্যাদি গৃহপালিত ও অতীব প্রয়োজনীয় পশু-পাখী কিশতিতে উঠানো হয়েছিল। এতদ্বারা এ সন্দেহ দূরীভূত হলো যে, সারা দুনিয়ার সর্বপ্রকার প্রাণীকূলের স্থান সংকুলান এতটুকু কিশতিতে কিভাবে হলো?

অতঃপর হযরত নূহ (আ.)-কে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে যে, বেঈমান কাফেরদের বাদ দিয়ে আপনার পরিজনবর্গকে এবং সমস্ত ঈমানদারগণকে কিশতিতে তুলে নিন। তবে তৎকালে ঈমানদারদের সংখ্যা অতি নগণ্য ছিল।

জাহাজে আরোহণকারীদের সঠিক সংখ্যা কুরআনে ও হাদীসে নির্দিষ্ট করে কোথাও উল্লেখ করা হয়নি। তবে হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা.) হতে বর্ণিত আছে যে, তাদের সর্বমোট সংখ্যা ছিল ৮০ জন। যাদের মধ্যে হযরত নূহ (আ.)-এর তিন পুত্র হাম, সাম, ইয়াফেস এবং তাদের ৩জন স্ত্রীও ছিল। হযরত নূহ (আ.)-এর চতুর্থ পুত্র কেন'আন কাফেরদের সাথে থাকায় সে ডুবে মরেছিল।

যানবাহনে আরোহণের আদব : ৪১ নং আয়াতে নৌকা-জাহাজ ইত্যাদি জল-যানে আরোহণ করার আদব শিক্ষা দেওয়া হয়েছে যে, بِسْمِ اللّٰهِ مَجْرٖىهَا وَمُرْسٰىهَا اِنَّ رَبِّيْ لَغَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ বলে আরোহণ করবে।

مَجْرٰى মাজরে অর্থ চলা, গতিশীল হওয়া।

مُرْسٰى 'মুরসা' অর্থ স্থিতি বা থামা। অর্থাৎ অত্র কিশতির গতি ও স্থিতি আল্লাহর নামে, এর চলা ও থামা আল্লাহ তা'আলার মর্জি ও কুদরতের অধীন।

প্রতিটি যানবাহনের গতি ও স্থিতি আল্লাহর কুদরতের অধীন : সামান্য চিন্তা করলেই মানুষ উপলব্ধি করতে পারত যে, জলযান, স্থলযান ও শূন্যযান অথবা কোনো জানদার সওয়ারী হোক, তা সৃষ্টি বা নির্মাণ করা পরিচালনা ও নিয়ন্ত্রণ করা মানুষের সাধ্যাতীত ব্যাপার। স্থূলদৃষ্টিতে মানুষ হয়তো এ বলে আস্ফালন করতে পারে যে, আমরা তা তৈরি করেছি, আমরা পরিচালনা ও নিয়ন্ত্রণ করছি। অথচ প্রকৃতপক্ষে তার লোহা-লক্কড়, তামা-পিতল, এলুমিনিয়াম ইত্যাদি মূল উপাদান ও কাঁচামাল তারা সৃষ্টি করে না। এক তোলা লোহা বা এক ইঞ্চি কাঠ তৈরি করার ক্ষমতাও তাদের নেই। অধিকন্তু উক্ত কাঁচামাল দ্বারা রকমারি যন্ত্রাংশ তৈরি করার কলাকৌশল তাদের মস্তিষ্কে কে দান করেছেন? মানুষ শুধু নিজ বুদ্ধির জোরে যদি তা উদ্ভাবন ও আবিষ্কার করতে পারত, তাহলে

https://e-ilm.weebly.com/

দুনিয়ায় কোনো নির্বোধ লোক থাকত না। সবাই এরিস্টটল, প্লেটো, এডিসন বনে যেত। কোথাকার কাঠ, কোন খনির লোহা, আর কোন দেশের যন্ত্রপাতি ব্যবহার করে যানবাহনের কাঠামো তৈরি হয়। অতঃপর শত-শত টন, হাজার হাজার মণ মালামাল বহন করে জমিনের উপর দৌড়ানো বা হাওয়ার উপর উড়ার জন্য যে শক্তি অপরিহার্য তা পানি ও বায়ুর ঘর্ষণে বিদ্যুতরূপে হোক বা জ্বালানী তেল ইত্যাদি হোক সর্বাবস্থায় চিন্তা করে দেখেন, তন্মধ্যে কোনটি মানুষ সৃষ্টি করেছে? বায়ু বা পানি কি সে সৃষ্টি করেছে? তৈল বা পেট্রোল কি সে সৃষ্টি করেছে? তার অক্সিজেনও হাইড্রোজেন শক্তি কি মানুষ সৃষ্টি করেছে?

মানুষ যদি বিবেককে সামান্য কাজে লাগায়, তাহলে অনায়াসে অনুধাবন করতে পারে যে, বিজ্ঞানের এ চরম উন্নতিও বিস্ময়কর আবিষ্কারের যুগেও মানুষ একবারে অক্ষম ও অসহায়। আর এটি হেফাজত একমাত্র আল্লাহ তা'আলার কুদরতের অধীন।

আত্মভোলা মানুষ তাদের বাহ্যিক জোড়া তালির কার্যকলাপ যাকে বৈজ্ঞানিক আবিষ্কারের নাম দিয়েছে তার উপর গৌরব ও অহংকারের নেশায় এমন মাতাল হয়েছে যে, মৌলিক সত্যটি তাদের চোখে অদৃশ্য হয়ে যাচ্ছে। এহেন বিভ্রান্তির বেড়াজাল হতে মানুষকে মুক্ত করার জন্যই আল্লাহ পাক যুগে যুগে স্বীয় পয়গাম্বরগণকে প্রেরণ করেছেন। بِسْمِ اللّٰهِ مَجْرٖهَا وَمُرْسٰهَا একমাত্র আল্লাহর নামেই এর গতি ও স্থিতি বলে মৌল সত্যকে চোখের সামনে তুলে ধরা হয়েছে। বাহ্যিক দৃষ্টিতে এটা মাত্র দুই শব্দবিশিষ্ট একটি বাক্য হলেও বস্তুতঃ এটা এমন একটা ধারণার প্রতি পথনির্দেশ করে, যাদ্বারা মানুষ বস্তুজগতে বসবাস করেও ভাবজগতের অধিবাসীতে পরিণত হয় এবং সৃষ্টিজগতের প্রতিটি অনুপরমাণুতে সৃষ্টিকর্তার বাস্তব উপস্থিতি অবলোকন করতে সক্ষম হয়।

মু'মিনের দুনিয়াদারী ও কাফেরের দুনিয়াদারীর মধ্যে এখানেই স্পষ্ট ব্যবধান। যানবাহনে উভয়েই আরোহণ করে, কিন্তু মু'মিন যখন কোনো যানবাহনে আরোহণ করে, তখন সে শুধু জমিনের দুরত্বই অতিক্রম করে না; বরং আধ্যাত্মিক জগতেও পরিভ্রমণ করে থাকে।

৪২ ও ৪৩ নং আয়াতে বলা হয়েছে যে, হযরত নূহ (আ.)-এর পরিজনবর্গ কিশতিতে আরোহণ করল; কিন্তু 'কেন'আন' নামক একটি ছেলে বাইরে রয়ে গেল। তখন পিতৃসুলভ স্নেহবশতঃ হযরত নূহ (আ.) তাকে ডেকে বললেন, প্রিয় বৎস, আমাদের সাথে নৌকায় আরোহণ কর, কাফেরদের সাথে থেক না, তাহলে পানিতে ডুবে মরবে। কাফের ও দুশমনদের সাথে উক্ত ছেলেটির যোগ-সাজস ছিল এবং সে নিজেও কাফের ছিল। কিন্তু হযরত নূহ (আ.) তার কাফের হওয়া সম্পর্কে নিশ্চিতভাবে অবহিত ছিলেন না। পক্ষান্তরে যদি তিনি তার কুফরি সম্পর্কে অবহিত থেকে থাকেন, তাহলে তার আহ্বানের মর্ম হবে নৌকায় আরোহণের পূর্বশর্ত হিসেবে কুফরি হতে তওবা করে ঈমান আনার দাওয়াত এবং কাফেরদের সংসর্গ পরিত্যাগ করার উপদেশ দিয়েছিলেন। কিন্তু হতভাগা 'কেন'আন' তখনো প্লাবনকে অগ্রাহ্য করে বলছিল– আপনি চিন্তিত হবেন না। আমি পর্বতশীর্ষে আরোহণ করে প্লাবন হতে আত্মরক্ষা করব। হযরত নূহ (আ.) পুনরায় তাকে সতর্ক করে বললেন যে, আজকে কোনো উঁচু পর্বত বা প্রাসাদ কাউকে আল্লাহর আজাব হতে রক্ষা করতে পারবে না। আল্লাহর খাস রহমত ছাড়া বাঁচার অন্য কোনো উপায় নেই। দূর থেকে পিতা পুত্রের কথোকপথন চলছিল। এমন সময় সহসা এক উত্তাল তরঙ্গ এসে উভয়ের মাঝে অন্তরাল সৃষ্টি করল এবং কেন'আনকে নিমজ্জিত করল। ঐতিহাসিক সূত্রে জানা যায় যে, হযরত নূহ (আ.)-এর তুফানের সময় এক একটি ঢেউ বড় বড় পাহাড়ের চূড়া হতে ১৫গজ এবং কোনো কোনো বর্ণনায় পাওয়া যায় ৪০গজ উচ্চতা বিশিষ্ট ছিল।

আলোচ্য আয়াতের শেষাংশে বলা হয়েছে যে, জমিন ও আসমান হুকুম পালন করল, প্লাবন সমাপ্ত হলো, জুদী পহাড়ে নৌকা ভিড়ল আর বলে দেওয়া হলো যে, দুরাত্মা কাফেররা চিরকালের জন্য আল্লাহর রহমত হতে দূরীভূত হয়েছে।

https://e-ilm.weebly.com/

জূদী পাহাড় বর্তমানেও ঐ নামেই পরিচিত। সেটি হযরত নূহ (আ.)-এর মূল আবাসভূমি। ইরাকের মোসেল শহরের উত্তরে ইবনে ওমর দ্বীপের অদূরে আর্মেনিয় সীমান্তে অবস্থিত।

বস্তুতঃ এটি একটি পর্বতমালার অংশবিশেষের নাম। এর অপর এক অংশের নাম আরারাত পর্বত। বর্তমান তাওরাতে দেখা যায় যে, হযরত নূহ (আ.) -এর কিশতি আরারাত পর্বতে ভিড়েছিল। উভয় বর্ণনার মধ্যে মৌলিক কোনো বিরোধ নেই। প্রাচীন ইতিহাসে প্রচলিত বর্ণনায়ও দেখা যায় যে, জুদী পাহাড়েই কিশতি ভিড়েছিল। প্রাচীন ইতিহাসে আরো উল্লেখ আছে যে, ইরাকের বিভিন্নস্থানে উক্ত কিশতির ভগ্ন টুকরা এখনো আছে অনেকের কাছে সংরক্ষিত রয়েছে, যা বরকতের জন্য সংরক্ষিত হয় এবং রোগ ব্যাধিতে ব্যবহার করা হয়।

তাফসীরে তাবারী ও বগভীতে আছে যে, হযরত নূহ (আ.) ১০ই রজব কিশতিতে আরোহণ করেছিলেন : দীর্ঘ ৬মাস পর্যন্ত উক্ত কিশতি তুফানের মধ্যেই চলছিল। যখন কা'বা শরীফের পার্শ্বে পৌছল, তখন সাত বার কা'বা শরীফের তওয়াফ করল। আল্লাহ তা'আলা বায়তুল্লাহ শরীফকে পানির উপরে তুলে রক্ষা করেছিলেন। পরিশেষে ১০ই মুহাররম অর্থাৎ আশুরার দিন জুদী পাহাড়ে কিশতি ভিড়ল। হযরত নূহ (আ.) স্বয়ং সেদিন শোকরানার রোজা রাখলেন এবং সহযাত্রী সবাইকে রোজা পালনের নির্দেশ দিলেন। কোনো কোনো রেওয়ায়েতে আছে যে, কিশতিতে অবস্থানরত যাবতীয় প্রাণীও সেদিন রোজা পালন করেছিল। -[তাফসীরে কুরতুবী ও মাযহারী]

শব্দবিশ্লেষণ :

يُخْزِيْهِ : সীগাহ واحد مذكر غائب বহছ مضارع معروف বাব اِفْعَالٌ মাসাদর اَلْاِخْزَاءُ মূলবর্ণ (خ ـ ز ـ ى) জিনস ناقص يائى অর্থ- অপমানিত করা। লাঞ্ছিত করা।

سَاٰوِيْ : সীগাহ واحد متكلم বহছ مضارع معروف বাব ضَرَبَ মাসদার اَلْاَوْىُ মূলবর্ণ (أ ـ و ـ ى) জিনস مركب (لفيف مقرون ও مهموز فاء) অর্থ- অবতরণ করা।

اِبْلَعِيْ : সীগাহ واحد مؤنث حاضر বহছ امر حاضر معروف বাব فَتَحَ মাসদার اَلْبَلْعُ মূলবর্ণ (ب ـ ل ـ ع) জিনস صحيح অর্থ- গিলে ফেলা, গলাধঃকরণ করা।

اَقْلِعِيْ : সীগাহ واحد مؤنث حاضر বহছ امر حاضر معروف বাব اِفْعَالٌ মাসদার اَلْاِقْلَاعُ মূলবর্ণ (ق ـ ل ـ ع) জিনস صحيح অর্থ- থেমে যাওয়া।

غِيْضَ : সীগাহ واحد مذكر غائب বহছ ماضى مجهول বাব ضَرَبَ মাসাদর اَلْغَيْضُ মূলবর্ণ (غ ـ و ـ ض) জিনস اجوف واوى অর্থ- জমি পানি চোষণ করা। পানি শুকানো।

اِسْتَوَتْ : সীগাহ واحد مؤنث غائب বহছ ماضى معروف বাব اِفْتِعَالٌ; মাসদার اَلْاِسْتِوَاءُ মূলবর্ণ (س ـ و ـ ى) জিনস لفيف مقرون অর্থ- স্থির হওয়া। যখন اِسْتِوَاء এর ব্যবহার عَلٰى এর সাথে হয়, তখন অর্থ হয় اِسْتِقْرَارٌ তথা স্থির হওয়া এবং اِرْتِفَاعٌ উঁচু হওয়া ও আরোহণ করা।

https://e-ilm.weebly.com/

قَالَ يٰنُوْحُ اِنَّهٗ لَيْسَ مِنْ اَهْلِكَ ۚ اِنَّهٗ عَمَلٌ غَيْرُ صَالِحٍ ۖ فَلَا تَسْـَٔلْنِ مَا لَيْسَ لَكَ بِهٖ عِلْمٌ ؕ اِنِّيْۤ اَعِظُكَ اَنْ تَكُوْنَ مِنَ الْجٰهِلِيْنَ (٤٦)

৪৬. আল্লাহ বললেন, "হে নূহ! এ ব্যক্তি তোমার পরিবারভুক্ত নয়, সে অসৎ কর্মপরায়ণ, অতএব আমার নিকট এমন বিষয়ের আবেদন করো না যে সম্বন্ধে তোমার জ্ঞান নেই; আমি তোমাকে নসিহত করছি যে, তুমি অজ্ঞ লোকদের অন্তর্ভুক্ত হয়ো না।"

قَالَ رَبِّ اِنِّيْۤ اَعُوْذُ بِكَ اَنْ اَسْـَٔلَكَ مَا لَيْسَ لِيْ بِهٖ عِلْمٌ ؕ وَاِلَّا تَغْفِرْ لِيْ وَتَرْحَمْنِيْۤ اَكُنْ مِّنَ الْخٰسِرِيْنَ (٤٧)

৪৭. তিনি আরজ করলেন, হে আমার প্রতিপালক! আমি আপনার নিকট এমন বিষয়ের আবেদন করা হতে পানাহ চাচ্ছি যে সম্বন্ধে আমার ইলম নেই; আর যদি আপনি আমাকে ক্ষমা না করেন এবং আমার প্রতি দয়া না করেন, তবে আমি সম্পূর্ণরূপে বিনষ্ট হয়ে যাব।

قِيْلَ يٰنُوْحُ اهْبِطْ بِسَلٰمٍ مِّنَّا وَبَرَكٰتٍ عَلَيْكَ وَعَلٰۤى اُمَمٍ مِّمَّنْ مَّعَكَ ؕ وَاُمَمٌ سَنُمَتِّعُهُمْ ثُمَّ يَمَسُّهُمْ مِّنَّا عَذَابٌ اَلِيْمٌ (٤٨)

৪৮. বলা হলো যে, হে নূহ! অবতরণ কর আমার পক্ষ হতে সালাম ও বরকতসমূহ নিয়ে যা তোমার উপর নাজিল হবে এবং সেই দলসমূহের উপর যারা তোমার সঙ্গে রয়েছে; আর অনেক দল এরূপও হবে যাদেরকে আমি কিছুকাল [দুনিয়ার] সুখ-স্বচ্ছন্দ্য দান করব, তৎপর তাদেরকে আমার পক্ষ হতে কঠোর শাস্তি স্পর্শ করবে।

تِلْكَ مِنْ اَنْۢبَآءِ الْغَيْبِ نُوْحِيْهَاۤ اِلَيْكَ ۚ مَا كُنْتَ تَعْلَمُهَاۤ اَنْتَ وَلَا قَوْمُكَ مِنْ قَبْلِ هٰذَا ۛ فَاصْبِرْ ۛ اِنَّ الْعَاقِبَةَ لِلْمُتَّقِيْنَ (٤٩)

৪৯. তা গায়বি সংবাদসমূহের অন্তর্গত যা ওহী মারফত আপনাকে পৌছাই, ইতঃপূর্বে তা না আপনি জানতেন আর না আপনার সম্প্রদায় জানত; অতএব ধৈর্য ধরুন; নিশ্চয় শুভপরিণাম মুত্তাকীদের জন্যই।

শাব্দিক অনুবাদ :

৪৬. قَالَ يٰنُوْحُ আল্লাহ বললেন, হে নূহ! اِنَّهٗ لَيْسَ مِنْ اَهْلِكَ এ ব্যক্তি তোমার পরিবারবর্গ হতে নয় اِنَّهٗ عَمَلٌ غَيْرُ صَالِحٍ সে
অসৎকর্ম পরায়ণ فَلَا تَسْـَٔلْنِ অতঃএব আমার নিকট এমন বিষয়ের আবেদন করো না مَا لَيْسَ لَكَ بِهٖ عِلْمٌ যে সম্বন্ধে
তোমার জ্ঞান নেই اِنِّيْۤ اَعِظُكَ আমি তোমাকে নসিহত করছি যে, اَنْ تَكُوْنَ مِنَ الْجٰهِلِيْنَ তুমি অজ্ঞ লোকদের অন্তর্ভুক্ত হয়ো না।

৪৭. قَالَ رَبِّ তিনি আরজ করলেন, হে আমার প্রতিপালক اِنِّيْۤ اَعُوْذُ بِكَ আমি আপনার নিকট পানাহ চাচ্ছি اَنْ اَسْـَٔلَكَ
এমন বিষয়ে আবেদন করা হতে مَا لَيْسَ لِيْ بِهٖ عِلْمٌ যে সম্বন্ধে তোমার জানা নেই وَاِلَّا تَغْفِرْ لِيْ আর যদি আপনি ক্ষমা
না করেন وَتَرْحَمْنِيْۤ এবং আমার প্রতি দয়া না করেন اَكُنْ مِّنَ الْخٰسِرِيْنَ তবে আমি সম্পূর্ণরূপে বিনষ্ট হয়ে যাব।

৪৮. قِيْلَ يٰنُوْحُ বলা হলো হে নূহ! اهْبِطْ অবতরণ কর بِسَلٰمٍ مِّنَّا وَبَرَكٰتٍ আমার পক্ষ হতে সালাম ও বরকতসমূহ
নিয়ে عَلَيْكَ যা তোমার উপর নাজিল হবে وَعَلٰۤى اُمَمٍ مِّمَّنْ مَّعَكَ এবং সেই দলসমূহের উপর যারা তোমার সঙ্গে
রয়েছে وَاُمَمٌ سَنُمَتِّعُهُمْ আর অনেক দল এরূপ ও হবে যাদেরকে আমি কিছু কাল সুখ স্বাচ্ছন্দ্য দান করব ثُمَّ
يَمَسُّهُمْ مِّنَّا তৎপর তাদের আমার পক্ষ হতে স্পর্শ করবে عَذَابٌ اَلِيْمٌ কঠোর শাস্তি।

৪৯. تِلْكَ مِنْ اَنْۢبَآءِ الْغَيْبِ তা গায়বি সংবাদ সমূহের অন্তর্গত نُوْحِيْهَاۤ اِلَيْكَ যা ওহী মারফত আপনাকে পৌছাই
مَا كُنْتَ تَعْلَمُهَاۤ اَنْتَ وَلَا قَوْمُكَ আর না আপনি জানতেন না আপনার সম্প্রদায় مِنْ قَبْلِ هٰذَا ইতঃপূর্বে فَاصْبِرْ
অতএব, ধৈর্য ধরুন اِنَّ الْعَاقِبَةَ لِلْمُتَّقِيْنَ নিশ্চয় শুভ পরিণাম মুক্তাকীদের জন্যই।

https://e-ilm.weebly.com/

৫০. আর আ'দ [সম্প্রদায়]-এর প্রতি তাদের ভাই হূদকে [রাসূলরূপে] প্রেরণ করলাম; তিনি বললেন, হে আমার সম্প্রদায়! তোমরা আল্লাহর ইবাদত কর তিনি ব্যতীত কেউ তোমাদের মা'বুদ নেই। তোমরা কেবল মিথ্যা উদ্ভাবনকারী।	وَاِلٰى عَادٍ اَخَاهُمْ هُوْدًا ۚ قَالَ يٰقَوْمِ اعْبُدُوا اللّٰهَ مَا لَكُمْ مِّنْ اِلٰهٍ غَيْرُهٗ ۚ اِنْ اَنْتُمْ اِلَّا مُفْتَرُوْنَ ﴿٥٠﴾
৫১. হে আমার সম্প্রদায়! আমি এর জন্য তোমাদের নিকট কোনো বিনিময় চাই না; আমার বিনিময় কেবল তারই জিম্মায় রয়েছে যিনি আমাকে সৃষ্টি করেছেন; তবুও কি তোমরা বুঝ না?	يٰقَوْمِ لَآ اَسْئَلُكُمْ عَلَيْهِ اَجْرًا ۚ اِنْ اَجْرِيَ اِلَّا عَلَى الَّذِيْ فَطَرَنِيْ ۚ اَفَلَا تَعْقِلُوْنَ ﴿٥١﴾
৫২. আর হে আমার সম্প্রদায়! তোমরা নিজেদের পাপ নিজ প্রতিপালক হতে মাফ করিয়ে নাও, অতঃপর তাঁরই পানে নিবিষ্ট হও, তিনি তোমাদের উপর প্রচুর বৃষ্টি বর্ষণ করবেন এবং তোমাদেরকে আরো শক্তি প্রদান করে তোমাদের শক্তিকে বর্ধিত করে দিবেন। আর তোমরা মুখ ফিরিয়ে নিও না পাপে লিপ্ত অবস্থায়।	وَيٰقَوْمِ اسْتَغْفِرُوْا رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوْبُوْٓا اِلَيْهِ يُرْسِلِ السَّمَآءَ عَلَيْكُمْ مِّدْرَارًا وَّيَزِدْكُمْ قُوَّةً اِلٰى قُوَّتِكُمْ وَلَا تَتَوَلَّوْا مُجْرِمِيْنَ ﴿٥٢﴾
৫৩. তারা উত্তর দিল, হে হূদ! আপনি আমাদের সম্মুখে কোনো প্রমাণ তো উপস্থাপিত করেননি এবং আমরা আপনার কথায় তো আমাদের উপাস্য দেবতাদেরকে বর্জন করতে পারি না এবং আমরা কিছুতেই আপনার প্রতি বিশ্বাস স্থাপনকারী নই।	قَالُوْا يٰهُوْدُ مَا جِئْتَنَا بِبَيِّنَةٍ وَّمَا نَحْنُ بِتَارِكِيْٓ اٰلِهَتِنَا عَنْ قَوْلِكَ وَمَا نَحْنُ لَكَ بِمُؤْمِنِيْنَ ﴿٥٣﴾

শাব্দিক অনুবাদ :

৫০. وَاِلٰى عَادٍ اَخَاهُمْ هُوْدًا আর আ'দ (সম্প্রদায়)-এর প্রতি তাদের ভাই হূদকে প্রেরণ করলাম قَالَ তিনি বললেন يٰقَوْمِ হে আমার কওম اعْبُدُوا اللّٰهَ তোমরা আল্লাহর ইবাদত কর مَا لَكُمْ مِّنْ اِلٰهٍ غَيْرُهٗ তিনি ব্যতীত কেউ তোমাদের মাবুদ নেই اِنْ اَنْتُمْ اِلَّا مُفْتَرُوْنَ তোমরা কেবল মিথ্যা উদ্ভাবনকারী।

৫১. يٰقَوْمِ হে আমার সম্প্রদায়! لَآ اَسْئَلُكُمْ عَلَيْهِ اَجْرًا আমি এটার জন্য তোমাদের নিকট কোনো বিনিময় চাই না اِنْ اَجْرِيَ اِلَّا عَلَى الَّذِيْ فَطَرَنِيْ আমার বিনিময় কেবল তারই জিম্মায় রয়েছে যিনি আমাকে সৃষ্টি করেছেন اَفَلَا تَعْقِلُوْنَ তবুও কি তোমরা বুঝ না।

৫২. وَيٰقَوْمِ হে আমার সম্প্রদায় اسْتَغْفِرُوْا رَبَّكُمْ তোমরা নিজেদের পাপ নিজ প্রতিপালক হতে মাফ করিয়ে নাও ثُمَّ تُوْبُوْٓا اِلَيْهِ অতঃপর তারই পানে নিবিষ্ট হও يُرْسِلِ السَّمَآءَ عَلَيْكُمْ مِّدْرَارًا তিনি তোমাদের উপর প্রচুর বৃষ্টি বর্ষণ করবেন وَيَزِدْكُمْ قُوَّةً اِلٰى قُوَّتِكُمْ এবং তোমাদেরকে আরো শক্তি প্রদান করে তোমাদের শক্তিকে বর্ধিত করে দিবেন وَلَا تَتَوَلَّوْا مُجْرِمِيْنَ আর তোমরা মুখ ফিরায়ো না পাপে লিপ্ত থেকে।

৫৩. قَالُوْا তারা উত্তর করল يٰهُوْدُ হে হূদ! مَا جِئْتَنَا بِبَيِّنَةٍ আপনি আমাদের সম্মুখে কোনো প্রমাণ তো উপস্থিত করেননি وَمَا نَحْنُ بِتَارِكِيْٓ اٰلِهَتِنَا আর আমরা তো আমাদের উপাস্য দেবতাদেরকে বর্জন করতে পারি না عَنْ قَوْلِكَ আপনার কথায় وَمَا نَحْنُ لَكَ بِمُؤْمِنِيْنَ এবং আমরা কিছুতেই আপনার প্রতি বিশ্বাস স্থাপনকারী নই।

https://e-ilm.weebly.com/

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

৪৬নং আয়াতে আল্লাহর পক্ষ হতে হযরত নূহ (আ.) -এর প্রতি সতর্কবাণী উচ্চারণ করা হয়েছে যে, মন-মানসিকতার দিক দিয়ে এ ছেলেটি আপনার পরিবার পরিজনের অন্তর্ভুক্ত নেই। সে একজন দুরাত্মা কাফের। সুতরাং প্রকৃত অবস্থা না জেনে আমার কাছে কোনো আবেদন করা আপনার পক্ষে বাঞ্ছনীয় নয়। ভবিষ্যতে অজ্ঞতা সুলভ কাজ না করার জন্য আমি আপনাকে নসিহত করছি।

আল্লাহ তা'আলার অত্র ফরমানের মধ্যে দু'টি বিষয় জানা গেল। প্রথম এই যে, হযরত নূহ (আ.) উক্ত পুত্রটির চূড়ান্ত কাফের হওয়া সম্পর্কে অবহিত ছিলেন না; বরং তার মুনাফেকীর কারণে তিনি তাকে ঈমানদার মনে করেছিলেন। তাই তিনি তার জন্য দোয়া করেছিলেন। জানা থাকলে তিনি কিছুতেই এমন দোয়া করতেন না। কেননা আল্লাহ তা'আলা হযরত নূহ (আ.) কে আগেই জানিয়ে দিয়েছিলেন যে, وَلَا تُخَاطِبْنِى فِى الَّذِينَ ظَلَمُوا اِنَّهُمْ مُغْرَقُونَ 'অতঃপর মহাপ্লাবন যখন শুরু হবে, আপনি তখন কোনো অবাধ্য কাফেরের জন্য আমার কাছে সুপারিশ করবেন না।' এহেন স্পষ্ট নিষেধাজ্ঞা লঙ্ঘনের দুঃসাহস করা কোনো নবীর পক্ষে সম্ভব নয়। বস্তুতঃ পক্ষে এটি জরুরি অবস্থায় কেন'আনকে রক্ষা করার আবদার ছিল না বরং তাকে ঈমান দান করার জন্য আল্লাহর দরবারে আকুল আবেনদন ছিল; কিন্তু হযরত নূহ (আ.) -এর মতো একজন বিশিষ্ট নবী কর্তৃক ভালোমতো না জেনে শুনে এরূপ দোয়া করাকেও আল্লাহ তা'আলা পছন্দ করেন নি; বরং এরূপ দোয়া তার জন্য অসমীচীন হয়েছে বলে সাবধানবাণী উচ্চারণ করেছেন এবং ভবিষ্যতের জন্য সতকর্ত করে দিয়েছেন। পয়গাম্বরের উচ্চ মার্যাদার পক্ষে এটি এমন একটি ত্রুটি যা পরবর্তীকালে তিনি কখনো ভুলতে পারেন নি। তাই হাশরের ময়দানে সমগ্র মানবজাতি যখন তার কাছে সুপারিশের অনুরোধ জানাবে, তখনো তিনি উক্ত ত্রুটিকে ওজর হিসেবে তুলে ধরে বলবেন যে, আমি এমন একটি ভুল করেছি, যার ফলে আজ সুপারিশ করার হিম্মত হয় না।

কাফের ও জালেমের জন্য দোয়া করা জায়েজ নয় : উপরিউক্ত বয়ান দ্বারা একটি মাসআলা জানা গেল যে, দোয়াকারীর কর্তব্য হচ্ছে যার জন্য ও যে কাজের জন্য দোয়া করা হবে– তা জায়েজ, হালাল ও ন্যায়সঙ্গত কি না তা জেনে নেওয়া। সন্দেহজনক কোনো বিষয়ের জন্য দোয়া করাও নিষিদ্ধ হয়েছে। তাফসীরে বয়যাবীর উদ্ধৃতি দিয়ে রূহুল মা'আনীতে বর্ণিত রয়েছে যে, আলোচ্য আয়াতে যেহেতু সন্দেহজনক ক্ষেত্রে দোয়া করা নিষিদ্ধ হয়েছে, কাজেই জেনে শুনে অন্যায় ও অবৈধ কাজের পক্ষে দোয়া করা অধিকতর হারাম।

এতদ্বারা আরো জানা গেল যে, বর্তমানে অনেক পীর বুযুর্গানের নীতি হচ্ছে যে, কোনো ব্যক্তি যে কোনো দোয়ার জন্য তাদের কাছে আসে, পীর বুযুর্গান তাদের জন্যই হাত তোলেন, মকসুদ হাসিলের দোয়া করেন। অথচ অনেক ক্ষেত্রে তাদের জানা যে, এ ব্যক্তি জালেম ও অন্যায়কারী, অথবা যে মকসুদের জন্য দোয়া করাচ্ছে তা তার জন্য হালাল নয়। এমন কোনো চাকরি বা পদ লাভের জন্য দোয়া চায়, যার ফলে সে হারামে লিপ্ত হবে। অথবা কারো হক নষ্ট করে নিজে লাভবান হবে। জেনে শুনে এসব দোয়া করা তো হারাম বটেই, এমনকি সন্দেহজনক ব্যাপারেও প্রকৃত অবস্থা না জেনে দোয়ার জন্য হাত তোলাও সমীচীন নয়।

মু'মিন ও কাফেরের মধ্যে ভ্রাতৃত্ব হতে পারে না : এখানে আরো জানা গেল যে, মু'মিন ও কাফেরের মধ্যে যতই নিকটাত্মীয়ের সম্পর্ক থাক না কেন, ধর্মীয় ও সামাজিক ক্ষেত্রে উক্ত আত্মীয়তার প্রতি লক্ষ্য করা যাবে না। কোনো ব্যক্তি যতই সম্ভ্রান্ত বংশীয় হোক না কেন, যতই বড় বুযুর্গের সন্তান হোক না কেন, এমনকি সৈয়দ বংশীয়

https://e-ilm.weebly.com/

হওয়ার গৌরব অর্জন করুক না কেন, কিন্তু যদি সে ঈমানদার না হয়, তবে ধর্মীয় দৃষ্টিকোণ হতে তার আভিজাত্য ও নবীর নিকটাত্মীয় হওয়ার কোনো মূল্য নেই। ঈমান, তাকওয়া ও যোগ্যতার ভিত্তিতে মানুষের মর্যাদা নির্ধারিত হবে যার মধ্যে এসব গুণের সমাবেশ হয়েছে সে পর হলেও আপনজন। অন্যথা আপন আত্মীয় হলেও সে পর।

ধর্মীয় ক্ষেত্রেও যদি আত্মীয়তার লক্ষ্য রাখা হতো, তাহলে ভাইয়ের উপর ভাই কখনো তলোয়ার চালাতো না। বদর, ওহুদ, ও আহযাবের লড়াই তো একই বংশের লোকদের মধ্যে সংঘটিত হয়েছে। যাতে করে স্পষ্ট হয়ে গেছে যে, ইসলামি ভ্রাতৃত্ব ও জাতীয়তা বংশ,বর্ণ, ভাষা বা আঞ্চলিকতার ভিত্তিতে গড়ে উঠে না, বরং ঈমান, তাকওয়া ও সৎকর্মশীলতার ভিত্তিতে গড়ে উঠে। তারা যে কোনো বংশের, যে কোনো গোত্রের, যে কোনো বর্ণের, যে কোনো দেশের, যে কোনো ভাষ্যভাষী হোক না কেন, সবাই মিলে এক জাতি, একই ভ্রাতৃত্বের অটুট বন্ধনে আবদ্ধ। إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ 'সকল মুসলমান ভাই ভাই' আয়াতের এটাই মর্মকথা অপরদিকে যারা ঈমান ও সৎকর্মশীলতা হতে বঞ্চিত, তারা ইসলামি ভ্রাতৃত্বের সদস্য নয়।

সূরা হূদের ৫০ হতে ৬০ পর্যন্ত ১১ আয়াতে বিশিষ্ট পয়গাম্বর হযরত হূদ (আ.)-এর আলোচনা করা হয়েছে। তাঁর নামেই অত্র সূরার নামকরণ করা হয়েছে। অত্র সূরার মধ্যে হযরত নূহ (আ.) হতে হযরত মূসা (আ.) পর্যন্ত সাত জন আম্বিয়ায়ে কেরাম (আ.) ও তদীয় উম্মতগণের কাহিনী কুরআন পাকের বিশেষ বাচনভঙ্গিতে বর্ণনা করা হয়েছে, যা যে কোনো অনুভূতিশীল মানুষের অন্তরে ভাবান্তর সৃষ্টি না করে পারে না। তাছাড়া ঈমান ও সৎকর্মের বহু মূলনীতি এবং উত্তম পথনির্দেশ রয়েছে।

যদিও অত্র সূরার মধ্যে সাতজন পয়গাম্বরের কাহিনী বর্ণিত হয়েছে, কিন্তু সূরার নামকরণ করা হয়েছে হযরত হূদ (আ.)-এর নামে। যাতে বুঝা যায় যে, এখানে হযরত হূদ (আ.)-এর ঘটনার প্রতি ইঙ্গিত সর্বাধিক গুরুত্ব আরোপ করা হয়েছে।

আল্লাহ পাক হযরত হূদ (আ.)-কে আদ জাতির প্রতি নবীরূপে প্রেরণ করেছিলেন। দৈহিক আকার আকৃতিতে ও শারীরিক শক্তি সামার্থ্যের দিক দিয়ে 'আদ জাতিকে মানব ইতিহাসে অনন্য বলে চিহ্নিত করা হয়। হযরত হূদ (আ.)-ও উক্ত জাতিরই অন্তর্ভুক্ত ছিলেন। যেমন- أَخَاهُمْ هُودًا 'তাদের ভাই হূদ' শব্দে এদিকে ইঙ্গিত করা হয়েছে। কিন্তু পরিতাপের বিষয় যে, এত বড় বীর ও শক্তিশালী জাতি তাদের বিবেক ও চিন্তাশক্তি হারিয়ে ফেলেছিল। নিজেদের হাতে তৈরি প্রস্তরমূর্তিকে তারা তাদের মা'বুদ সাব্যস্ত করেছিল।

হযরত হূদ (আ.) তার কওমের নিকট যে দীনি দাওয়াত পেশ করেন, তার তিনটি মূলকথা ৫০, ৫১ ও ৫২ এই তিন আয়াতে বর্ণিত হয়েছে।

প্রথমত : তাওহীদ বা একত্ববাদের আহ্বান এবং আল্লাহ ব্যতীত অন্য কোনো সত্তা বা শক্তিকে ইবাদত বা উপাসনার যোগ্য মনে করা বাতুলতা মাত্র। দ্বিতীয় হচ্ছে, আমি যে তাওহীদের দাওয়াত নিয়ে এসেছি, এজন্য জীবন উৎসর্গ করছি। তোমরা চিন্তা করে দেখ তো, আমি এহেন কষ্ট ক্লেশের পথ কোন স্বার্থে অবলম্বন করেছি? আমি তো এর বিনিময়ে তোমাদের কাছে কোনো পারিশ্রমিক চাই না। আমার বস্তুগত কোনো ফায়দা বা স্বার্থ হাসিল হচ্ছে না। এটা যদি আল্লাহর নির্দেশ এবং আমার দায়িত্ব না হতো, তাহলে তোমাদেরকে দাওয়াত দিতে ও সংশোধন করতে গিয়ে এত কষ্ট ক্লেশ বরণ করার কি প্রয়োজন ছিল?

ওয়াজ নসিহত ও দীনি দাওয়াতের পারিশ্রমিক : কুরআন শরীফে প্রায় নবী (আ.)-গণের যবানীতে এ উক্তি ব্যক্ত হয়েছে যে, "আল্লাহর দীনের দাওয়াত পৌঁছানোর বিনিময়ে তোমাদের কাছে কোনো পারিশ্রমিক চাই না" এতে বুঝা যায় যে, দীনি দাওয়াত ও তবলীগের কোনো পারিশ্রমিক গ্রহণ করা হলে তা ফলপ্রসু হয় না। বাস্তব অভিজ্ঞতাও সাক্ষ্য দেয় যে, যারা ওয়াজ নসিহত করে পারিশ্রমিক গ্রহণ করে, তাদের কথা শ্রোতাদের অন্তরে কোনো তাছির করতে পারে না।

https://e-ilm.weebly.com/

তৃতীয়ত কথা হচ্ছে, নিজেদের অতীত জীবনে কুফরি , শিরকী ইত্যাদি যত গুনাহ্ করেছ। সেসব থেকে আল্লাহর দরবারে ক্ষমা প্রার্থনা কর এবং ভবিষ্যতের জন্য ঐসব গুনাহ হতে তওবা কর। অর্থাৎ দৃঢ় সংকল্প ও প্রতিজ্ঞা কর যে, আগামীতে আর কখনো এসবের ধারে কাছেও যাবো না। যদি তোমরা এরূপ সত্যিকার তওবা ও এস্তেগফার করতে পার, (তবে তার বদৌলতে পরকালের চিরস্থায়ী সাফল্য ও সুখময় জীবন তো লাভ করবেই) অধিকন্তু দুনিয়াতেও এটার বহু উপকারিতা দেখতে পাবে। দুর্ভিক্ষ ও অনাবৃষ্টির পরিসমাপ্তি ঘটবে, যথাসময়ে প্রচুর বৃষ্টিপাত হবে, যার ফলে তোমাদের আহার্য পানীয়ের প্রাচুর্য হবে, তোমাদের শক্তি সামার্থ্য বর্ধিত হবে।

এখানে 'শক্তি' শব্দটি ব্যাপক অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। যার মধ্যে দৈহিক শক্তি এবং ধনবল ও জনবল সবাই অন্তর্ভুক্ত। এতদ্বারা জানা গেল যে, তওবা ও এস্তেগফারের বদৌলতে ইহজীবনেও ধন-সম্পদ এবং সন্তানাদির মধ্যে বরকত হয়ে থাকে।

হযরত হূদ (আ.)-এর আহ্বানের জবাবে তার দেশবাসী মূর্খতাসূলভ উত্তর দিল যে, আপনি তো আমাদেরকে কোনো মু'জিযা দেখালেন না। শুধু মুখের কথায় আমরা নিজেদের বাপ দাদার আমলের উপাস্য দেব দেবীগুলোকে বর্জন করব না এবং আপনার প্রতি ঈমানও আনব না; বরং আমরা সন্দেহ করছি যে, আমাদের দেবতাদের নিন্দাবাদ করার কারণে আপনার মস্তিষ্ক বিকৃত হয়ে গেছে। তাই আপনি এমন অসংলগ্ন কথা বলছেন।

শব্দবিশ্লেষণ :

أَعِظُكَ : সীগাহ واحد متكلم বহছ مضارع معروف বাব ضَرَبَ মাসদার اَلْوَعْظُ মূলবর্ণ (و . ع . ظ) জিনস معتل فاء অর্থ– নসিহত করা, উপদেশ দেওয়া।

أَعُوْذُبِكَ : اَعُوْذُ সীগাহ واحد متكلم বহছ مضارع معروف বাব نَصَرَ মাসদার اَلْعَوْذُ মূলবর্ণ (ع . و . ذ) জিনস اجوف واوى অর্থ– অন্যের কাছে অনুরোধ করা এবং আশ্রয় চাওয়া, পানাহ চাওয়া।

مُفْتَرُوْنَ : সীগাহ جمع مذكر বহছ اسم فاعل বাব اِفْتِعَالٌ মাসদার اَلْاِفْتِرَاءُ মূলবর্ণ (ف . ر . ى) জিনস ناقص يائى অর্থ– মিথ্যা অপবাদ দেওয়া।

تُوْبُوْا : সীগাহ جمع مذكر حاضر বহছ امر حاضر معروف বাব نَصَرَ মাসদার اَلتَّوْبَةُ মূলবর্ণ (ت . و . ب) জিনস اجوف واوى অর্থ– তওবা করা। গোনাহ থেকে ফিরে আসা। তওবার তাওফীক দেওয়া। তাওবা কবুল করা।

مِدْرَارًا : সীগায়ে মুবালাগাহ। অধিক বর্ণকারারী। বাব ضَرَبَ ও نَصَرَ মাসদার اَلدَّرُّ ; মূলবর্ণ (د . ر . ر) জিনস مضاعف ثلاثى এর মূল অর্থ– দুধ অথবা দুধের আধিক্য হওয়া।

جِئْتَنَا : সীগাহ واحد مذكر حاضر বহছ ماضى معروف বাব ضَرَبَ মাসদার اَلْمَجِيْئَةُ মূলবর্ণ (ج . ى . أ) জিনস مركب (اجوف يائ ও مهموز لام) অর্থ– আসা।

https://e-ilm.weebly.com/

৫৪. আমাদের কথা তো এই যে, আমাদের উপাস্য দেবতাদের মধ্য হতে কেউ আপনাকে দুর্দশায় ফেলে দিয়েছে; হূদ (আ.) বললেন, আমি আল্লাহকে সাক্ষী করছি এবং তোমরাও সাক্ষী থাক, আমি ঐ সমস্ত বস্তুর প্রতি অসন্তুষ্ট যাদেরকে তোমরা শরিক সাব্যস্ত করছ।	اِنْ نَّقُوْلُ اِلَّا اعْتَرٰىكَ بَعْضُ اٰلِهَتِنَا بِسُوْٓءٍ ؕ قَالَ اِنِّیْٓ اُشْهِدُ اللّٰهَ وَاشْهَدُوْٓا اَنِّیْ بَرِیْٓءٌ مِّمَّا تُشْرِكُوْنَ (٥٤)
৫৫. আল্লাহকে ছেড়ে অনন্তর তোমরা সকলে মিলে আমার বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র চালাও, অতঃপর আমাকে সামান্য অবকাশও দিও না।	مِنْ دُوْنِهٖ فَكِیْدُوْنِیْ جَمِیْعًا ثُمَّ لَا تُنْظِرُوْنِ (٥٥)
৫৬. আমি আল্লাহর উপর তাওয়াক্কুল করেছি যিনি আমারও প্রতিপালক এবং তোমাদেরও প্রতিপালক; ভূপৃষ্ঠে যত বিচরণকারী আছে সকলের ঝুটিই তার মুষ্টিতে আবদ্ধ। নিশ্চয় আমার প্রতিপালক সরল পথে আছেন।	اِنِّیْ تَوَكَّلْتُ عَلَى اللّٰهِ رَبِّیْ وَرَبِّكُمْ ؕ مَا مِنْ دَآبَّةٍ اِلَّا هُوَ اٰخِذٌۢ بِنَاصِیَتِهَا ؕ اِنَّ رَبِّیْ عَلٰی صِرَاطٍ مُّسْتَقِیْمٍ (٥٦)
৫৭. অতঃপর যদি তোমরা ফিরে থাক, তবে আমাকে যে পয়গাম দিয়ে তোমাদের নিকট পাঠানো হয়েছে, আমি তো তা তোমাদের নিকট পৌঁছিয়েছি। আর আমার প্রতিপালক ভূপৃষ্ঠে তোমাদের স্থলে অন্য লোকদেরকে আবাদ করে দিবেন, এবং তোমরা তাঁর কিছুই ক্ষতি করতে পারবে না: নিশ্চয় আমার প্রতিপালক প্রত্যেক বস্তু রক্ষণাবেক্ষণ করে থাকেন।	فَاِنْ تَوَلَّوْا فَقَدْ اَبْلَغْتُكُمْ مَّآ اُرْسِلْتُ بِهٖٓ اِلَیْكُمْ ؕ وَیَسْتَخْلِفُ رَبِّیْ قَوْمًا غَیْرَكُمْ ۚ وَلَا تَضُرُّوْنَهٗ شَیْئًا ؕ اِنَّ رَبِّیْ عَلٰی كُلِّ شَیْءٍ حَفِیْظٌ (٥٧)

শাব্দিক অনুবাদ :

৫৪. اِنْ نَّقُوْلُ আমাদের কথা তো এই যে, اِلَّا اعْتَرٰىكَ بَعْضُ اٰلِهَتِنَا بِسُوْٓءٍ আমাদের উপস্যা দেবতাদের মধ্য হতে কেউ আপনাকে দুর্দশায় ফেলে দিয়েছে قَالَ হূদ (আ.) বললেন اِنِّیْٓ اُشْهِدُ اللّٰهَ আমি আল্লাহকে সাক্ষী করছি وَاشْهَدُوْٓا এবং তোমরাও সাক্ষী থাক اَنِّیْ بَرِیْٓءٌ مِّمَّا تُشْرِكُوْنَ আমি ঐ সমস্ত বস্তুর প্রতি অসন্তুষ্ট যাদেরকে তোমরা শরিক সাব্যস্ত করছ।

৫৫. مِنْ دُوْنِهٖ আল্লাহকে ছেড়ে فَكِیْدُوْنِیْ جَمِیْعًا অনন্তর তোমরা সকলে মিলে আমার বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র চালাও ثُمَّ لَا تُنْظِرُوْنِ অতঃপর আমাকে সামান্য অবকাশও দিও না।

৫৬. اِنِّیْ تَوَكَّلْتُ عَلَى اللّٰهِ আমি আল্লাহর উপর তাওয়াক্কুল করেছি رَبِّیْ وَرَبِّكُمْ যিনি আমারও প্রতিপালক এবং তোমাদেরও প্রতিপালক مَا مِنْ دَآبَّةٍ ভূপৃষ্ঠে যতবিরচণকারী আছে اِلَّا هُوَ اٰخِذٌۢ بِنَاصِیَتِهَا সকলের ঝুটিই তাঁর মুষ্টিতে আবদ্ধ اِنَّ رَبِّیْ عَلٰی صِرَاطٍ مُّسْتَقِیْمٍ নিশ্চয় আমার প্রতিপালক সরল পথে অবস্থিত।

৫৭. فَاِنْ تَوَلَّوْا অতঃপর যদি তোমরা ফিরে থাক فَقَدْ اَبْلَغْتُكُمْ তবে আমি তো তা তোমাদের নিকট পৌঁছিয়েছি। مَّآ اُرْسِلْتُ بِهٖٓ اِلَیْكُمْ আমাকে যে পয়গাম দিয়ে তোমাদের প্রতি পাঠানো হয়েছে وَیَسْتَخْلِفُ رَبِّیْ আর আমার প্রতিপালক ভূপৃষ্ঠে আবাদ করে দিবেন قَوْمًا غَیْرَكُمْ তোমাদের স্থলে অন্য লোকদেরকে وَلَا تَضُرُّوْنَهٗ شَیْئًا এবং তোমরা তার কিছুই ক্ষতি করতে পারবে না اِنَّ رَبِّیْ عَلٰی كُلِّ شَیْءٍ حَفِیْظٌ নিশ্চয় আমার প্রতিপালক প্রত্যেক বস্তুর রক্ষণাবেক্ষণ করে থাকেন।

https://e-ilm.weebly.com/

৫৮. আর যখন আমার [আজাবের] হুকুম এসে পৌঁছল, তখন আমি হূদকে এবং যারা তাঁর সঙ্গে ঈমানদার ছিল তাদেরকে স্বীয় অনুগ্রহে রক্ষা করলাম, আর তাদেরকে বাঁচিয়ে নিলাম অতি কঠিন আজাব হতে।

وَلَمَّا جَآءَ اَمْرُنَا نَجَّيْنَا هُوْدًا وَّالَّذِيْنَ اٰمَنُوْا مَعَهٗ بِرَحْمَةٍ مِّنَّا ۚ وَنَجَّيْنٰهُمْ مِّنْ عَذَابٍ غَلِيْظٍ (۵۸)

৫৯. আর এরা ছিল আ'দ সম্প্রদায়, যারা নিজেদের রবের নিদর্শনগুলোকে অস্বীকার করল এবং তাঁর রাসূলগণের কথা মানল না, পক্ষান্তরে তারা সম্পূর্ণরূপে এমন লোকদের কথা মতো চলতে লাগল যারা ছিল জালেম, হঠকারী।

وَتِلْكَ عَادٌ ۟ۙ جَحَدُوْا بِاٰيٰتِ رَبِّهِمْ وَعَصَوْا رُسُلَهٗ وَاتَّبَعُوْۤا اَمْرَ كُلِّ جَبَّارٍ عَنِيْدٍ (۵۹)

৬০. আর এ দুনিয়াতেও লা'নত তাদের সঙ্গে সঙ্গে রইল এবং কিয়ামতের দিনও। ভালোরূপে শুনে রাখ! আ'দ সম্প্রদায় তাদের প্রতিপালককে অস্বীকার করল: [আরো] শুনে রাখ, দূরে পড়ে গেল রহমত হতে আ'দ যারা হূদের সম্প্রদায় ছিল।

وَاُتْبِعُوْا فِيْ هٰذِهِ الدُّنْيَا لَعْنَةً وَّيَوْمَ الْقِيٰمَةِ ۗ اَلَاۤ اِنَّ عَادًا كَفَرُوْا رَبَّهُمْ ؕ اَلَا بُعْدًا لِّعَادٍ قَوْمِ هُوْدٍ (۶۰) ع

৬১. আর আমি ছামূদ [সম্প্রদায়] -এর নিকট তাদের ভ্রাতা সালেহকে নবীরূপে প্রেরণ করলাম। তিনি বললেন, হে আমার সম্প্রদায়! তোমরা আল্লাহর ইবাদত কর, তিনি ব্যতীত কেউ তোমাদের মা'বূদ নেই; তিনি তোমাদেরকে জমিন থেকে সৃষ্টি করেছেন এবং তোমাদেরকে তাতে আবাদ করেছেন, অতএব তোমরা নিজেদের পাপ তা হতে মাফ করিয়ে নাও, অতঃপর মনোনিবেশ কর তারই দিকে; নিশ্চয় আমার প্রতিপালক নিকটে আছেন, [আবেদন] গ্রহণকারী।

وَاِلٰى ثَمُوْدَ اَخَاهُمْ صٰلِحًا ۘ قَالَ يٰقَوْمِ اعْبُدُوا اللّٰهَ مَا لَكُمْ مِّنْ اِلٰهٍ غَيْرُهٗ ؕ هُوَ اَنْشَاَكُمْ مِّنَ الْاَرْضِ وَاسْتَعْمَرَكُمْ فِيْهَا فَاسْتَغْفِرُوْهُ ثُمَّ تُوْبُوْۤا اِلَيْهِ ؕ اِنَّ رَبِّيْ قَرِيْبٌ مُّجِيْبٌ (۶۱)

শাব্দিক অনুবাদ :

৫৮. وَلَمَّا جَآءَ اَمْرُنَا আর যখন আমার হুকুম এসে পৌঁছল نَجَّيْنَا তখন আমি রক্ষা করলাম هُوْدًا وَّالَّذِيْنَ اٰمَنُوْا مَعَهٗ হূদকে এবং যারা তার সাথে ঈমানদার ছিল তাদেরকে بِرَحْمَةٍ مِّنَّا স্বীয় অনুগ্রহে وَنَجَّيْنٰهُمْ مِّنْ عَذَابٍ غَلِيْظٍ আর তাদেরকে বাঁচিয়ে নিলাম অতি কঠিন আজাব থেকে।

৫৯. وَتِلْكَ عَادٌ আর এরা ছিল আদ সম্প্রদায় جَحَدُوْا بِاٰيٰتِ رَبِّهِمْ যারা নিজেদের রবের নিদর্শনগুলোকে অস্বীকার করল وَعَصَوْا رُسُلَهٗ এবং তাঁর রাসূলগণের কথা মানল না وَاتَّبَعُوْا اَمْرَ كُلِّ جَبَّارٍ عَنِيْدٍ পক্ষান্তরে তারা সম্পূর্ণরূপে এমন লোকদের কথা মতো চলতে লাগল যারা ছিল জালেম হঠকারী।

৬০. وَاُتْبِعُوْا আর তাদের সঙ্গে সঙ্গে রইল فِيْ هٰذِهِ الدُّنْيَا এ দুনিয়াতেও لَعْنَةً লা'নত وَّيَوْمَ الْقِيٰمَةِ এবং কিয়ামতের দিনও اَلَاۤ اِنَّ عَادًا كَفَرُوْا رَبَّهُمْ স্মরণ রেখ আ'দ সম্প্রদায় প্রতিপালকের সঙ্গে কুফরি করল اَلَا بُعْدًا لِّعَادٍ قَوْمِ هُوْدٍ (আরো) শুনে রাখ দূরে পড়ে গেল রহমত হতে আ'দ যারা হূদের কওম ছিল।

৬১. وَاِلٰى ثَمُوْدَ اَخَاهُمْ صٰلِحًا আর আমি ছামূদ (সম্প্রদায়) -এর নিকট তাদের ভ্রাতা ছালেহকে নবী রূপে প্রেরণ করলাম قَالَ তিনি বললেন يٰقَوْمِ اعْبُدُوا اللّٰهَ হে আমার কওম! তোমরা আল্লাহর ইবাদত কর مَا لَكُمْ مِّنْ اِلٰهٍ غَيْرُهٗ তিনি ব্যতীত তোমাদের কোনো মাবূদ নেই هُوَ اَنْشَاَكُمْ তিনি তোমাদেরকে পয়দা করেছেন مِّنَ الْاَرْضِ জমিন হতে وَاسْتَعْمَرَكُمْ فِيْهَا এবং তোমাদেরকে তাতে আবাদ করেছেন فَاسْتَغْفِرُوْهُ অতঃএব, তোমরা নিজেদের পাপ হতে তা মাফ করিয়ে নাও ثُمَّ تُوْبُوْۤا اِلَيْهِ অতঃপর মনোনিবেশ কর তারই দিকে اِنَّ رَبِّيْ قَرِيْبٌ নিশ্চয় আমার প্রতিপালক নিকটে আছেন مُّجِيْبٌ (আবেদন) গ্রহণকারী।

https://e-ilm.weebly.com/

৬২. তারা বলল, হে সালেহ! তুমি তো ইতঃপূর্বে আমাদের মধ্যে আশা ভরসাস্থল ছিলে, তুমি কি আমাদেরকে ঐ বস্তু উপাসনা করতে নিষেধ করছ যাদের উপাসনা আমাদের পিতৃপুরুষরা করে আসছে? আর যে ধর্মের দিকে তুমি আমাদেরকে ডাকছ, বস্তুত আমরা তো তৎসম্বন্ধে গভীর সন্দেহে আছি। যা আমাদেরকে দ্বিধা-দ্বন্দ্বে ফেলে রেখেছে।

قَالُوْا يٰصٰلِحُ قَدْ كُنْتَ فِيْنَا مَرْجُوًّا قَبْلَ هٰذَآ اَتَنْهٰىنَآ اَنْ نَّعْبُدَ مَا يَعْبُدُ اٰبَآؤُنَا وَاِنَّنَا لَفِيْ شَكٍّ مِّمَّا تَدْعُوْنَآ اِلَيْهِ مُرِيْبٍ (٦٢)

শাব্দিক অনুবাদ :

৬২. قَالُوْا يٰصٰلِحُ তারা বলল হে সালেহ! قَدْ كُنْتَ فِيْنَا مَرْجُوًّا তুমি আমাদের মধ্যে আশা ভরসাস্থল ছিলে قَبْلَ هٰذَآ ইতঃপূর্বে اَتَنْهٰىنَآ তুমি কি আমাদেরকে নিষেধ করতেছ اَنْ نَّعْبُدَ مَا يَعْبُدُ اٰبَآؤُنَا ঐ বস্তুর উপাসনা করতে যাদের উপাসনা আমাদের পিতৃপুরুষেরা করে আসছে وَاِنَّنَا لَفِيْ شَكٍّ আর বস্তুতঃ আমরা তো তৎসম্বন্ধে গভীর সন্দেহে আছি مِّمَّا تَدْعُوْنَآ اِلَيْهِ যে ধর্মের দিকে তুমি আমাদেরকে ডাকতেছ مُرِيْبٍ যা আমাদেরকে দ্বিধাদ্বন্দ্বে ফেলে রেখেছে।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

তদুত্তরে হযরত হূদ (আ.) পয়গাম্বরসুলভ নির্ভীক কণ্ঠে জবাব দিলেন, তোমরা যদি আমার কথা না মান, তবে শোন! আমি আল্লাহকে সাক্ষী রেখে বলছি, আর তোমরাও সাক্ষী থাক যে, একমাত্র আল্লাহ ছাড়া তোমাদের সব অলীক উপাস্যদের প্রতি আমি রুষ্ট ও বিমুখ। এখন তোমরা ও তোমাদের দেবতারা সবাই মিলে আমার অনিষ্ট সাধনের, আমার উপর আক্রমণের চেষ্টা করে দেখ, আমাকে বিন্দুমাত্র অবকাশ দিও না। এত বড় কথা আমি এজন্য বলছি যে, আমি আল্লাহ তা'আলার উপর পূর্ণ আস্থা ও ভরসা রাখি যিনি আমার এবং তোমাদের একমাত্র পালনকর্তা। ধরাধামে কেউ কারো কোনো ক্ষতি করতে পারে না। নিশ্চয় আমার পরওয়ারদেগার সরল পথে রয়েছেন। অর্থাৎ যে ব্যক্তি সরল পথে চলবে, সে আল্লাহকে পাবে, আল্লাহ তা'আলা তাকে সাহায্য করবেন

সমগ্র জাতির মোকাবিলায় দাঁড়িয়ে এমন নির্ভীক ঘোষণা ও তাদের দীর্ঘ দিনের লালিত ধর্মীয় ধ্যান ধারণায় আঘাত হানা সত্ত্বেও এত বড় সাহসী ও শক্তিশালী জাতির মধ্যে কেউ তার একটি কেশও স্পর্শ করতে পারল না। বস্তুত এটাও হযরত হূদ (আ.)-এর একটি মু'জিযা। এর দ্বারা একে তো তাদের এ কথার জবাব দেওয়া হয়েছে যে, আপনি কোনো মু'জিযা প্রদর্শন করেননি। দ্বিতীয়ত তারা যে বলত" আমাদের কোনো কোনো দেবতা আপনার মস্তিষ্ক নষ্ট করে দিয়েছে তাও বাতিল করা হলো। কারণ দেব দেবীর যদি কোনো ক্ষমতা থকাত, তবে এত বড় কথা বলার পর ওরা তাকে জীবিত রাখত না।

অতঃপর তিনি বলেন, তোমরা যদি এভাবে সত্যকে প্রত্যাখ্যান করতে থাক, তবে জেনে রাখ, যে পয়গাম পৌঁছার জন্য আমাকে প্রেরণ করা হয়েছে, আমি তা যথাযথভাবে তোমাদের নিকট পৌঁছিয়েছি। অতএব, তোমাদের অনিবার্য পরিণতি হচ্ছে যে, তোমাদের উপর আল্লাহর আজাব ও গজব আপতিত হবে, তোমরা সমূলে নিপাত ও নিশ্চিহ্ন হয়ে যাবে। আর আমার পরওয়ারদেগার তোমাদের স্থলে অন্য জাতিকে এ পৃথিবীতে আবাদ করবেন। তোমরা যা করছ তাতে তোমাদেরই সর্বনাশ করছ, আল্লাহ তা'আলার কোনো ক্ষতি করছ না আমার পালনকর্তা সর্বকিছু লক্ষ্য রাখেন, রক্ষণাবেক্ষণ করেন, তোমাদের সব ধ্যান-ধারণা ও কার্য কলাপের তিনি খবর রাখেন।

https://e-ilm.weebly.com/

কিন্তু হতভাগার দল হযরত হূদ (আ.)-এর কোনো কথায় কর্ণপাত করল না। তারা নিজেদের হঠকারিতা ও অবাধ্যতার উপর অবিচল রইল। অবশেষে প্রচণ্ড ঝড়-তুফান রূপে আল্লাহর আজাব নেমে এলো। সাত দিন আট রাত যাবত অনবরত ঝড় তুফান বইতে লাগল। বাড়ি ঘর ধ্বসে গেল, গাছ পালা উপড়ে পড়ল, গৃহ-ছাদ উড়ে গেল মানুষ ও সকল জীবজন্তু শূন্যে উত্থিত হয়ে সজোরে জমিনে নিক্ষিপ্ত হলো, এভাবেই সুঠাম দেহের অধিকারী শক্তিশালী একটি জাতি সম্পূর্ণ ধ্বংস ও বরবাদ হয়ে গেল।

'আদ জাতির উপর যখন প্রতিশ্রুত আজাব নাজিল হয়, তখন আল্লাহ তা'আলা তার চিরন্তন বিধান অনুযায়ী হযরত হূদ (আ.) ও সঙ্গি ঈমানদারগণকে সেখান থেকে সরে যাওয়ার নির্দেশ দিয়ে আজাব হতে রক্ষা করেন।

'আদ জাতির কাহিনী ও আজাবের ঘটনা বর্ণনা করার পর অপরাপর লোকদের শিক্ষা ও সতর্কীকরণের জন্য ইরশাদ করেছেন যে, কওমে আদ আল্লাহর আয়াত ও নিদর্শনসমূহকে অস্বীকার করেছে, আল্লাহর রাসূলগণকে অমান্য করেছে, হঠকারী পাপিষ্টদের কথামতো কাজ করেছে। যার ফলে দুনিয়াতে তাদের প্রতি গজব নাজিল হয়েছে এবং আখেরাতে অভিশপ্ত আজাবে নিক্ষিপ্ত হবে।

এখানে বুঝা যায় যে, 'আদ জাতি ঝড় তুফানের কবলে পতিত হয়েছিল। কিন্তু 'সূরা মু'মিনূন' -এর বর্ণনায় বলা হয়েছে যে, ভয়ঙ্কর গর্জনে তারা ধ্বংস হয়েছে। এ প্রসঙ্গে বলা যায় যে, হয়তো উভয় প্রকার আজাবই নাজিল হয়েছিল। প্রথমে ঝড় তুফান শুরু হয়েছিল, চরম পর্যায়ে ভয়ঙ্কর গর্জনে তারা ধ্বংস হয়েছিল।

৬১ থেকে ৬৮ পর্যন্ত ৮ আয়াতে হযরত সালেহ (আ.) -এর কাহিনী বর্ণিত হয়েছে। তিনি 'আদ জাতির দ্বিতীয় শাখা 'কওমে ছামূদ' এর প্রতি প্রেরিত হয়েছিলেন; তিনিও তার কওমকে সর্বপ্রথম তাওহীদের দাওয়াত দিলেন। দেশবাসী তা প্রত্যাখ্যান করে বলল– "এ পাহাড়ের প্রস্তরখণ্ড থেকে আমাদের সম্মুখে আপনি যদি একটি উষ্ট্রী বের করে দেখাতে পারেন, তাহলে আমরা আপনাকে সত্য নবী বলে মানতে রাজি আছি।" হযরত সালেহ (আ.) তাদেরকে এই বলে সতর্ক করলেন যে, তোমাদের চাহিদা মোতাবেক মু'জিযা প্রদর্শনের পরেও তোমরা যদি ঈমান আনতে দ্বিধা প্রকাশ কর, তাহলে কিন্তু আল্লাহ তা'আলার বিধান অনুসারে তোমাদের উপর আজাব নেমে আসবে, তোমরা সমূলে ধ্বংস হয়ে যাবে। এতদসত্ত্বেও তারা নিজেদের হঠকারিতা থেকে বিরত হলো না। আল্লাহ তা'আলা তাঁর অসীম কুদরতে তাদের চাহিদা মোতাবেরক মু'জিযা জাহির করলেন। বিশাল প্রস্তরখণ্ড বিদীর্ণ হয়ে তাদের কথিত গুণাবলি সম্পন্ন উষ্ট্রী আত্ম প্রকাশ করল। আল্লাহ তা'আলা হুকুম দিলেন, যে এ উষ্ট্রীকে কেউ যেন কোনোরূপ কষ্ট ক্লেশ না দেয়। যদি এরূপ করা হয়। তবে তোমাদের প্রতি আজাব নাজিল হয়ে তোমরা ধ্বংস হয়ে যাবে; কিন্তু তারা নিষেধাজ্ঞা অমান্য করল, উষ্ট্রীকে হত্যা করল। তখন আল্লাহ তা'আলা কঠোরভাবে পাকড়াও করলেন। হযরত সালেহ (আ.) ও তার সঙ্গি ঈমানদারগণ নিরাপদে রক্ষা পেলেন। অন্য সবাই এক ভয়াবহ গর্জনে ধ্বংস হলো। অত্র ঘটনায় বর্ণিত রয়েছে যে, হযরত সালেহ (আ.) -এর জাতি তাঁকে বলল قَدْ كُنْتَ فِيْنَا مَرْجُوًّا قَبْلَ هٰذَا অর্থাৎ "তাওহীদের দাওয়াত ও প্রতিমা পূজা থেকে আমাদের বারণ করার পূর্ব পর্যন্ত আপনার সম্পর্কে আমরা উচ্চাশা পোষণ করতাম যে, আপনি আগামীতে আমাদের নেতৃত্ব দান করবেন।" এর কারণ হচ্ছে, আল্লাহ তা'আলা বাল্যকাল হতেই নবীগণকে যোগ্যতা ও উন্নত স্বভাব চরিত্রের অধিকারী করে থাকেন। যার ফলে সবাই তাদেরকে ভক্তি ও শ্রদ্ধা করতে বাধ্য হতো। যেমন হযরত মুহাম্মদ ﷺ নবুয়ত ঘোষণা করার পূর্বে সমগ্র আরববাসী তাঁকে সত্যবাদী ও বিশ্বাসী মনে করত এবং আল-আমীন উপাধিতে ভূষিত করেছিল। কিন্তু নবুয়তের দাবি ও মূর্তিপূজা থেকে বারণ করার সঙ্গে সঙ্গেই সেসব লোক তাঁর বিরোধিতা ও শত্রুতা শুরু করেছিল।

https://e-ilm.weebly.com/

শব্দবিশ্লেষণ :

اِعْتَرَاكَ : সীগাহ واحد مذكر غائب বহছ ماضى معروف বাব اِفْتِعَالٌ মাসদার اَلْاِعْتِرَاءُ মূলবর্ণ (ع ـ ر ـ ى) জিনস اجوف يائى অর্থ- কোনো বস্তুর ইচ্ছা করা। তার উপরে ছেয়ে যাওয়া।

كِيْدُوْنِىْ : সীগাহ جمع مذكر حاضر বহছ امر حاضر معروف বাব ضَرَبَ মাসদার اَلْكَيْدُ মূলবর্ণ (ك ـ ى ـ د) জিনস اجوف يائى অর্থ- গোপন তদবীর করা, ষড়যন্ত্র করা।

تَوَلَّوْا : সীগাহ جمع مذكر حاضر বহছ مضارع معروف বাব تَفَعُّلٌ মাসদার اَلتَّوَلِّىُ মূলবর্ণ (و ـ ل ـ ى) জিনস لفيف مفروق মূলত تَتَوَلَّوْا ছিল। সহজ করার জন্য এক تا বিলুপ্ত করা হয়েছে। অর্থ- মুখ ফিরানো, বিমুখ হওয়া।

عَصَوْا : সীগাহ جمع مذكر غائب বহছ ماضى معروف বাব ضَرَبَ মাসদার اَلْعِصْيَانُ ও اَلْمَعْصِيَةُ মূলবর্ণ (ع ـ ص ـ ى) জিনস ناقص يائى ; عَصَوْا মূলত عَصَيُوْا ছিল। তা'লীল হয়ে عَصَوْا হয়েছে। অর্থ- নাফরমানি করা। অবাধ্যতা করা।

اِتَّبَعُوْا : সীগাহ جمع مذكر غائب বহছ ماضى مجهول বাব اِفْعَالٌ মাসদার اِتِّبَاعٌ মূলবর্ণ (ت ـ ب ـ ع) জিনস صحيح অর্থ- পিছনে লেগে যাওয়া। অনুসরণ করা।

تُوْبُوْا : সীগাহ جمع مذكر حاضر বহছ امر حاضر معروف বাব نَصَرَ মাসদার اَلتَّوْبَةُ মূলবর্ণ (ت ـ و ـ ب) জিনস اجوف واوى অর্থ- ফিরে আসা, তওবা করা।

مُرِيْبٌ : সীগাহ واحد مذكر বহছ اسم فاعل বাব اِفْعَالٌ মাসাদর اَلْاِرَابَةُ মূলবর্ণ (ر ـ ى ـ ب) জিনস اجوف يائى অর্থ- পেরেশান করা। সন্দেহে নিপতিত করা।

https://e-ilm.weebly.com/

قَالَ يٰقَوْمِ اَرَءَيْتُمْ اِنْ كُنْتُ عَلٰى بَيِّنَةٍ مِّنْ رَّبِّيْ وَاٰتٰىنِيْ مِنْهُ رَحْمَةً فَمَنْ يَّنْصُرُنِيْ مِنَ اللّٰهِ اِنْ عَصَيْتُهٗ فَمَا تَزِيْدُوْنَنِيْ غَيْرَ تَخْسِيْرٍ (٦٣)

৬৩. তিনি বললেন, হে আমার সম্প্রদায়! আচ্ছা বল তো যদি আমি নিজ রবের পক্ষ হতে প্রমাণের উপর থাকি এবং তিনি আমার প্রতি নিজের রহমত [নবুয়ত] দান করে থাকেন, [অতএব] আমি যদি আল্লাহর কথা না মানি, তবে আমাকে আল্লাহ [-র আজাব] হতে কে রক্ষা করবে? তবে তো তোমরা কেবল আমার ক্ষতিই করছ।

وَيٰقَوْمِ هٰذِهٖ نَاقَةُ اللّٰهِ لَكُمْ اٰيَةً فَذَرُوْهَا تَاْكُلْ فِيْۤ اَرْضِ اللّٰهِ وَلَا تَمَسُّوْهَا بِسُوْٓءٍ فَيَاْخُذَكُمْ عَذَابٌ قَرِيْبٌ (٦٤)

৬৪. আর হে আমার সম্প্রদায়! এটা হচ্ছে আল্লাহর উটনী যা তোমাদের জন্য নিদর্শন, অতএব, তাকে ছেড়ে দাও, যেন আল্লাহ তা'আলার জমিনে চরে খায়, আর তাকে মন্দ উদ্দেশ্যে স্পর্শও করো না, অন্যথা তোমাদেরকে আকস্মিক আজাব এসে পাকড়াও করতে পারে।

فَعَقَرُوْهَا فَقَالَ تَمَتَّعُوْا فِيْ دَارِكُمْ ثَلٰثَةَ اَيَّامٍ ؕ ذٰلِكَ وَعْدٌ غَيْرُ مَكْذُوْبٍ (٦٥)

৬৫. অনন্তর তারা তাকে মেরে ফেলল, তখন সালেহ (আ.) বললেন, তোমরা নিজেদের ঘরে আরো তিনটি দিন বাস করে নাও; তা এমন প্রতিশ্রুতি যাতে বিন্দুমাত্র মিথ্যা নেই।

فَلَمَّا جَآءَ اَمْرُنَا نَجَّيْنَا صٰلِحًا وَّالَّذِيْنَ اٰمَنُوْا مَعَهٗ بِرَحْمَةٍ مِّنَّا وَمِنْ خِزْيِ يَوْمِئِذٍ ؕ اِنَّ رَبَّكَ هُوَ الْقَوِيُّ الْعَزِيْزُ (٦٦)

৬৬. অতঃপর যখন আমার হুকুম এসে পৌছল, আমি সালেহকে এবং যারা তাঁর সঙ্গে ঈমানদার ছিল তাদেরকে নিজ অনুগ্রহে রক্ষা করলাম আর বাঁচালাম সে দিনের বড় লাঞ্ছনা হতে; নিশ্চয় আপনার প্রতিপালক শক্তিমান, পরাক্রমশালী।

শাব্দিক অনুবাদ :

৬৩. قَالَ তিনি বললেন يٰقَوْمِ হে আমার সম্প্রদায়: اَرَءَيْتُمْ অবস্থা বল তো اِنْ كُنْتُ عَلٰى بَيِّنَةٍ مِّنْ رَّبِّيْ যদি আমি নিজ রবের পক্ষ থেকে প্রমাণের উপর থাকি وَاٰتٰىنِيْ مِنْهُ رَحْمَةً এবং তিনি আমার প্রতি রহমত দান করে থাকেন اِنْ عَصَيْتُهٗ আমি যদি আল্লাহর কথা না মানি فَمَنْ يَّنْصُرُنِيْ مِنَ اللّٰهِ তবে আমাকে আল্লাহ (-র আজাব) হতে কে রক্ষা করবে فَمَا تَزِيْدُوْنَنِيْ غَيْرَ تَخْسِيْرٍ তবে তো তোমরা কেবল আমার ক্ষতিই করছ।

৬৪. وَيٰقَوْمِ আর হে আমার কওম هٰذِهٖ نَاقَةُ اللّٰهِ এটা হচ্ছে আল্লাহ তা'আলার উটনী لَكُمْ اٰيَةً যা তোমাদের জন্য নিদর্শন فَذَرُوْهَا অতঃএব তাকে ছেড়ে দাও تَاْكُلْ فِيْ اَرْضِ اللّٰهِ যেন আল্লাহ তা'আলার জমিনে চরে খায় وَلَا تَمَسُّوْهَا بِسُوْٓءٍ আর তাকে মন্দ উদ্দেশ্যে সম্পর্শও করো না فَيَاْخُذَكُمْ عَذَابٌ قَرِيْبٌ অন্যথা তোমাদেরকে আকস্মিক আজাব এসে পাকড়াও করতে পারে।

৬৫. فَعَقَرُوْهَا অনন্তর তারা তাকে মেরে ফেলল فَقَالَ তখন ছালেহ (আ.) বললেন تَمَتَّعُوْا فِيْ دَارِكُمْ ثَلٰثَةَ اَيَّامٍ তোমরা নিজেদের ঘরে আরো তিনটি দিন বাস করে নাও ذٰلِكَ وَعْدٌ غَيْرُ مَكْذُوْبٍ এটা এমন ওয়াদা যাতে বিন্দুমাত্র মিথ্যা নেই।

৬৬. فَلَمَّا جَآءَ اَمْرُنَا অতঃপর যখন আমার হুকুম এসে পৌছল نَجَّيْنَا صٰلِحًا আমি সালেহকে রক্ষা করলাম وَالَّذِيْنَ اٰمَنُوْا مَعَهٗ এবং যারা তার সঙ্গে ঈমনদার ছিল তাদেরকে بِرَحْمَةٍ مِّنَّا নিজ অনুগ্রহে وَمِنْ خِزْيِ يَوْمِئِذٍ বাচালাম সে দিনের বড় লাঞ্ছনা হতে اِنَّ رَبَّكَ هُوَ الْقَوِيُّ الْعَزِيْزُ নিশ্চয় আপনার প্রতিপালক শক্তিমান পরাক্রমশালী।

https://e-ilm.weebly.com/

৬৭. আর সে জালেমদেরকে এক প্রচণ্ড ধ্বনি এসে আক্রমণ করল, যাতে তারা নিজ নিজ গৃহে উপুড় হয়ে পড়ে রইল।	وَاَخَذَ الَّذِيْنَ ظَلَمُوا الصَّيْحَةُ فَاَصْبَحُوْا فِيْ دِيَارِهِمْ جٰثِمِيْنَ (٦٧)
৬৮. যেন তারা সে গৃহগুলোতে কখনো বসবাসই করেনি। ভালোরূপে শুনে নাও, ছামূদ সম্প্রদায় নিজ প্রতিপালককে অস্বীকার করল; শুনে রাখ! ছামূদ সম্প্রদায় রহমত হতে দূর হয়ে পড়ল।	كَاَنْ لَّمْ يَغْنَوْا فِيْهَا ؕ اَلَاۤ اِنَّ ثَمُوْدَاۡ كَفَرُوْا رَبَّهُمْ ؕ اَلَا بُعْدًا لِّثَمُوْدَ (٦٨)
৬৯. আর আমার প্রেরিত ফেরেশতাগণ ইবরাহীমের নিকট সুসংবাদ নিয়ে উপস্থিত হলো, [এবং] তারা সালাম করল; ইবরাহীমও সালাম করলেন, অনতিবিলম্বে তিনি একটি ভাজা গো-বৎস আনয়ন করলেন।	وَلَقَدْ جَآءَتْ رُسُلُنَاۤ اِبْرٰهِيْمَ بِالْبُشْرٰى قَالُوْا سَلٰمًا ؕ قَالَ سَلٰمٌ فَمَا لَبِثَ اَنْ جَآءَ بِعِجْلٍ حَنِيْذٍ (٦٩)
৭০. অতঃপর যখন ইবরাহীম দেখলেন যে, তাদের হাত সে খাদ্যের দিকে অগ্রসর হচ্ছে না, তখন তাদেরকে অদ্ভুত ভাবতে লাগলেন এবং মনে মনে তাদের থেকে শঙ্কিত হলেন; সে ফেরেশতাগণ বললেন, ভয় করবেন না, আমরা লূত সম্প্রদায়ের প্রতি প্রেরিত হয়েছি।	فَلَمَّا رَاٰۤ اَيْدِيَهُمْ لَا تَصِلُ اِلَيْهِ نَكِرَهُمْ وَاَوْجَسَ مِنْهُمْ خِيْفَةً ؕ قَالُوْا لَا تَخَفْ اِنَّاۤ اُرْسِلْنَاۤ اِلٰى قَوْمِ لُوْطٍ (٧٠)

শাব্দিক অনুবাদ :

৬৭. وَاَخَذَ الَّذِيْنَ ظَلَمُوا الصَّيْحَةُ আর সেই জালেমদেরকে এক প্রচণ্ড ধ্বনি এসে আক্রমণ করল فَاَصْبَحُوْا فِيْ دِيَارِهِمْ جٰثِمِيْنَ যাতে তারা নিজ নিজ গৃহে উপুড় হয়ে পড়ে রইল।

৬৮. كَاَنْ لَّمْ يَغْنَوْا فِيْهَا যেমন তারা সেই গৃহ গুলোতে কখনো বসবাস করেই নি اَلَاۤ اِنَّ ثَمُوْدَا ভালোরূপে শুনে নাও ছামূদ সম্প্রদায় كَفَرُوْا رَبَّهُمْ নিজ প্রতিপালকের সাথে কুফরি করল اَلَا بُعْدًا لِّثَمُوْدَ শুনে রাখ ছামূদ সম্প্রদায় রহমত হতে দূর হয়ে পড়ল।

৬৯. وَلَقَدْ جَآءَتْ رُسُلُنَاۤ আর আমার প্রেরিত ফেরেশতাগণ উপস্থিত হলো اِبْرٰهِيْمَ بِالْبُشْرٰى ইবরাহীমের নিকট সুসংবাদ নিয়ে قَالُوْا سَلٰمًا তারা সালাম করল قَالَ سَلٰمٌ ইবরাহীম ও সালাম করলেন فَمَا لَبِثَ اَنْ جَآءَ অনতিবিলম্বে তিনি আনয়ন করলেন بِعِجْلٍ حَنِيْذٍ একটি ভাজা গো বৎস।

৭০. فَلَمَّا رَاٰۤ অতঃপর যখন ইবরাহীম দেখলেন যে, اَيْدِيَهُمْ لَا تَصِلُ اِلَيْهِ তাদের হাত সে খাদ্যের দিকে অগ্রসর হচ্ছে না نَكِرَهُمْ তখন তাদেরকে অদ্ভূত ভাবতে লাগলেন وَاَوْجَسَ مِنْهُمْ خِيْفَةً এবং মনে মনে তাদের থেকে শঙ্কিত হলেন قَالُوْا সে ফেরেশতাগণ বললেন لَا تَخَفْ ভয় করবেন না اِنَّاۤ اُرْسِلْنَاۤ اِلٰى قَوْمِ لُوْطٍ আমরা লূত সম্প্রদায়ের প্রতি প্রেরিত হয়েছি।

https://e-ilm.weebly.com/

৭১. আর ইবরাহীমের স্ত্রী দণ্ডায়মান ছিলেন, তিনি হেসে উঠলেন, তখন আমি তাকে [ইবরাহীমের স্ত্রীকে] সুসংবাদ দান করলাম ইসহাকের এবং ইসহাকের পর ইয়াকূবের।	وَامْرَاَتُهٗ قَآئِمَةٌ فَضَحِكَتْ فَبَشَّرْنٰهَا بِاِسْحٰقَ ۙ وَمِنْ وَّرَآءِ اِسْحٰقَ يَعْقُوْبَ (৭১)
৭২. বলল, হায় কপাল! এখন আমি সন্তান প্রসব করব বৃদ্ধা হয়ে, আর এ আমার স্বামী অতি বৃদ্ধ; বাস্তবিকই এটা তো একটি তাজ্জব ব্যাপার।	قَالَتْ يٰوَيْلَتٰٓى ءَاَلِدُ وَاَنَا عَجُوْزٌ وَّهٰذَا بَعْلِىْ شَيْخًا ۭ اِنَّ هٰذَا لَشَىْءٌ عَجِيْبٌ (৭২)

শাব্দিক অনুবাদ :

৭১. وَامْرَاَتُهٗ قَآئِمَةٌ আর ইবরাহীমের স্ত্রী দণ্ডায়মান ছিলেন فَضَحِكَتْ তিনি হেসে উঠলেন فَبَشَّرْنٰهَا بِاِسْحٰقَ তখন আমি তাকে সুসংবাদ দান করলাম ইসহাকের وَمِنْ وَّرَآءِ اِسْحٰقَ يَعْقُوْبَ এবং ইসহাকের পর ইয়াকূবের।

৭২. قَالَتْ يٰوَيْلَتٰى বলল, হায় কপাল! ءَاَلِدُ وَاَنَا عَجُوْزٌ এখন আমি সন্তান প্রসব করব বৃদ্ধা হয়ে وَهٰذَا بَعْلِىْ شَيْخًا আর এ আমার স্বামী অতি বৃদ্ধ اِنَّ هٰذَا لَشَىْءٌ عَجِيْبٌ বাস্তবিকই এটা তো এক তাজ্জব ব্যাপার।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

تَمَتَّعُوْا فِىْ دَارِكُمْ ثَلٰثَةَ اَيَّامٍ অর্থাৎ তারা যখন আল্লাহর নিষেধাজ্ঞালঙ্ঘন করে অলৌকিক উষ্ট্রীকে হত্যা করল, তখন তাদেরকে নির্দিষ্টভাবে জানিয়ে দেওয়া হলো যে, মাত্র তিন দিন তোমাদিগকে অবকাশ দেওয়া হলো, এ তিন দিন অতিবাহিত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই তোমরা ধ্বংস হয়ে যাবে।

তাফসীরে কুরতুবীতে বর্ণিত হয়েছে যে, এ অবকাশের তিন দিন ছিল বৃহস্পতি, শুক্র ও শনিবার। রবিবার প্রত্যুষে তাদের উপর আজাব নাজিল হলো।

وَاَخَذَ الَّذِيْنَ ظَلَمُوا الصَّيْحَةُ অর্থাৎ ঐ পাপিষ্ঠদেরকে এক ভয়ঙ্কর গর্জন এসে পাকড়াও করল। এ ছিল হযরত জিবরাঈল (আ.)-এর গর্জন, যা হাজার হাজার বজ্রধ্বনির সম্মিলিত শক্তির চেয়েও ভয়াবহ। যা সহ্য করার ক্ষমতা মানুষ বা কোনো জীবজন্তুর হতে পারে না। এরূপ প্রাণ কাঁপানো গর্জনেই সকলে মৃত্যুবরণ করেছিল।

অত্র আয়াতের মর্মার্থ থেকে বুঝা যায় যে, 'কওমে ছামূদ' ভয়ঙ্কর গর্জনে ধ্বংস হয়েছিল। অপর দিকে সূরা আ'রাফ' -এর এক আয়াতে ইরশাদ হয়েছে- فَاَخَذَتْهُمُ الرَّجْفَةُ 'অতঃপর ভূমিকম্প তাদেরকে পাকড়াও করল।' এতে বুঝা যায় যে, ভূমিকম্পের ফলে তারা ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়েছিল। ইমাম কুরতুবী (র.) বলেন যে, উভয় আয়াতের মর্মার্থে কোনো বিরোধ নেই। হয়তো প্রথমে ভূমিকম্প শুরু হয়েছিল এবং তৎসঙ্গেই ভয়ঙ্কর গর্জনে সবাই ধ্বংস হয়েছিল।

... হযরত ইবরাহীম খলিলুল্লাহ (আ.)-এর একটি ঘটনা বর্ণিত হয়েছে। আল্লাহ তা'আলা তাকে সন্তান লাভের ...বাদ দেওয়ার জন্য তার কাছে কতিপয় ফেরেশতাকে প্রেরণ করেছিলেন। কেননা হযরত ইবরাহীম (আ.) -র স্ত্রী বিবি সারা নিঃসন্তান ছিলেন। তিনি সন্তানের জন্য একান্ত উদগ্রীব ছিলেন; কিন্তু উভয়ের বার্ধক্যের চরম সীমায় উপনীত হওয়ার কারণে দৃশ্যতঃ সন্তান লাভের কোনো সম্ভাবনা ছিলই না। এমতাবস্থায় আল্লাহ তা'আলা ফেরেশতার মাধ্যমে সুসংবাদ দান করলেন যে, তারা অচিরেই একটি পুত্র সন্তান লাভ করবেন। তার নামকরণ করা হলো ইসহাক। আরো অবহিত করা হলো যে, হযরত ইসহাক (আ.) দীর্ঘ জীবী হবেন, সন্তান লাভ করবেন, তার সন্তানের নাম হবে 'ইয়াকূব' (আ.)। উভয়ে নবুয়তের মর্যাদায় অভিষিক্ত হবেন।

ফেরেশতাগণ মানবাকৃতিতে আগমন করায় হযরত ইবরাহীম (আ.) তাদেরকে সাধারণ আগন্তুক মনে করে মেহমানদারীর আয়োজন করেন। ভুনা গোশত সামনে রাখলেন। কিন্তু তারা ছিলেন ফেরেশতা, পানাহারের

https://e-ilm.weebly.com/

উর্ধ্বে। কাজেই সম্মুখে আহার্য দেখেও তারা সেদিকে হাত বাড়ালেন না। এটা লক্ষ্য করে হযরত ইবরাহীম (আ.) আতঙ্কিত হলেন যে, হয়তো এদের মনে কোনো দুরভিসন্ধি রয়েছে। ফেরেশতাগণ হযরত ইবরাহীম (আ.) কে - এর অমূলক আশঙ্কা আন্দাজ করে তা দূর করার জন্য স্পষ্টভাবে জানালেন যে, "আপনি শঙ্কিত হবেন না। আমরা আল্লাহর ফেরেশতা। আপনাকে একটি সুসংবাদ দান করা ও অন্য একটি বিশেষ কার্য সম্পাদনের জন্য আমরা প্রেরিত হয়েছি। তা হচ্ছে হযরত লূত (আ.)-এর কওমের উপর আজাব নাজিল করা।" হযরত ইবরাহীম (আ.)-এর স্ত্রী বিবি সারা পর্দার আড়ালে দাঁড়িয়ে কথাবার্তা শুনছিলেন। যখন বুঝতে পারলেন যে, এরা মানুষ নন, ফেরেশতা তখন পর্দার প্রয়োজন রইল না। বৃদ্ধকালে সন্তান লাভের সু-খবর শুনে হেসে ফেললেন এবং বললেন, এহেন বৃদ্ধ বয়সে আমার গর্ভে সন্তান জন্ম হবে। আর আমার এ স্বামীও তো অতি বৃদ্ধ। ফেরেশতাগণ উত্তর দিলেন, তুমি কি আল্লাহর ইচ্ছার প্রতি বিস্ময় প্রকাশ করছ? যার অসাধ্য কিছুই নেই। বিশেষ করে তোমরা নবী পরিবারের লোক। তোমাদের পরিবারের উপর আল্লাহ তা'আলার প্রভূত রহমত এবং অফুরন্ত বরকত রয়েছে। বাহ্যিক কার্য কারণের উর্ধ্বে বহু অলৌকিক ঘটনাবলি তোমরা নিজ চোখে অবলোকন করছ। তা সত্ত্বেও বিস্মিত হওয়ার কোনো কারণ আছে কি? এ হচ্ছে ঘটনার সংক্ষিপ্তসার। এবার আয়াতসমূহের বিস্তারিত আলোচনায় আসা যাক।

প্রথম আয়াতে বলা হয়েছে যে, ফেরেশতাগণ হযরত ইবরাহীম (আ.)-এর নিকট কোনো সুসংবাদ নিয়ে এসেছিলেন। এই সুসংবাদের বিবরণ সামনের আয়াতে উল্লেখ করা হয়েছে- فَبَشَّرْنٰهَا بِاِسْحٰقَ

হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা.) বলেন- ফেরেশতার দলে হযরত জিবরাঈল (আ.), হযরত মীকাঈল (আ.) ও হযরত ইস্রাফীল (আ.) এ তিন জন ফেরেশতা ছিলেন। -[কুরতুবী]

তারা মানবাকৃতিতে আগমন করে হযরত ইবরাহীম (আ.) কে সালাম করেন। হযরত ইবরাহীম (আ.) যথারীতি সালামের জবাব দিলেন এবং তাদেরকে মানুষ মনে করে আতিথেয়তার আয়োজন করলেন। হযরত ইবরাহীম (আ.) প্রথম ব্যক্তি, যিনি পৃথিবীতে সর্বপ্রথম মেহমানদারীর প্রথা প্রবর্তন করেন। -[কুরতুবী] তার নিয়ম ছিল যে, মেহমান ছাড়া একাকী কখনো খানা খেতেন না। খাবার সময় খোঁজ করে মেহমান নিয়ে এসে সাথে খেতে বসতেন

তাফসীরে কুরতুবীতে ইসরাঈলী সূত্র উদ্ধৃত করে বর্ণিত হয়েছে যে, হযবত ইবরাহীম (আ.) একদিন তার সাথে খানা খাওয়ার জন্য মেহমান তালাশ করছিলেন। এমন সময় জনৈক অচেনা লোকের সাথে তার সাক্ষাৎ হলো তিনি তাকে ঘরে নিয়ে এলেন। যখন খানা খেতে শুরু করবেন, তখন হযরত ইবরাহীম (আ.) আগন্তুক মুসাফিরকে বললেন- "বিসমিল্লাহ, আল্লাহর নামে আরম্ভ করছি বল"। সে বলল- "আল্লাহ কাকে বলে আমি জানি না।" হযরত ইবরাহীম (আ.) রাগান্বিত হয়ে তাকে দস্তরখান থেকে তাড়িয়ে দিলেন। যখন সে বের হয়ে গেল, তৎক্ষণাৎ হযরত জিবরাঈল (আ.) উপস্থিত হলেন এবং জানালেন যে, আল্লাহ তা'আলা বলেছেন, আমি তার কুফরি সম্পর্কে জ্ঞাত থাকা সত্ত্বেও সারা জীবন তাকে আহার্য পানীয় দিয়ে আসছি। আর আপনি একে এক বেলা খাবার দিতে পারলেন না। একথা শোনা মাত্র হযরত ইবরাহীম (আ.) ঐ লোকটির তালাশে ছুটলেন। অবশেষে তাকে ঘরে নিয়ে এলেন। কিন্তু সে ব্যক্তি বেঁকে বসল এবং বলল, "আপনি প্রথমে আমাকে তাড়িয়ে দিলেন, পরে আবার সাধাসাধি করে আনতে গেলেন কেন? এ কারণ না জানা পর্যন্ত আমি খাদ্য স্পর্শ করব না।"

হযরত ইবরাহীম (আ.) ঘটনা বর্ণনা করলেন। কাফের লোকটির মধ্যে ভাবান্তর সৃষ্টি হলো। সে বলল- যে মহান পালনকর্তা ফেরেশতা প্রেরণ করে আপনাকে একথা জানিয়েছেন, তিনি সত্যই পরম দয়ালু। আমি তার প্রতি ঈমান আনলাম। অতঃপর সে বিসমিল্লাহ বলে হযরত ইবরাহীম (আ.) -এর সাথে খানা খেতে আরম্ভ করল।

হযরত ইবরাহীম (আ.) তার আতিথেয়তার অভ্যাস অনুযায়ী আগন্তুক ফেরেশতাগণকে মানুষ মনে করে অনতিবিলম্বে একটি বাছুর গরু জবাই করলেন এবং উহা ভূনা করে মেহমান ফেরেশতাগণের আহারের জন্য তাদের সামনে রাখলেন।

৭০ তম আয়াতে বলা হয়েছে যে, আগন্তুক ফেরেশতাগণ যদিও মানবাকৃতিতে আগমন করেছিলেন এবং মানবসুলভ পানাহারের বৈশিষ্ট্য তাদেরকে দান করা যদিও সম্ভব ছিল। কিন্তু পানাহার না করার মধ্যেই হেকমত নিহিত ছিল, যেন তাদের ফেরেশতা হওয়া প্রকাশ পায়। কাজেই মানবাকৃতি সত্ত্বেও তাদের পানাহার না করায় 'ফেরেশতা স্বভাব' বজায় রাখা হয়েছিল। যার ফলে তারা আহার্যের দিকে হাত বাড়াননি।

https://e-ilm.weebly.com/

কোনো কোনো রেওয়ায়েতে আছে যে, ফেরেশতাদের হাতে কিছু তীর ছিল। তারা উহার ফলক দ্বারা ভুনা গোশতা স্পর্শ করছিলেন। তাদের এহেন আচরণে হযরত ইবরাহীম (আ.) সন্দিগ্ধ ও শঙ্কিত হলেন। কারণ সে দেশে নিয়ম ছিল যে, অসদুদ্দেশ্যে কেউ কারো বাড়িতে মেহমান হলে সেখানে পানাহার করত না। –[তাফসীরে কুরতুবী]

অবশেষে ফেরেশতাগণ প্রকাশ করে দিলেন যে, আপনি ভীত হবেন না। আমরা মানুষই নই; বরং আল্লাহর ফেরেশতা।

আহকাম ও মাসায়েল : আলোচ্য আয়াতসমূহে ইসলামি আচার ব্যবহার সম্পর্কে কতপিয় গুরুত্বপূর্ণ হেদায়েত দেওয়া হয়েছে। ইমাম কুরতুবী (র.) তদীয় তাফসীরে যার বিস্তারিত বর্ণনা দিয়েছেন।

সালামের সুন্নত : قَالُوْا سَلٰمًا قَالَ سَلٰمٌ "তারা সালাম বললেন, তিনিও বললেন সালাম।" এতদ্বারা বুঝা যায় যে, মুসলমানদের পারস্পরিক সাক্ষাৎ মোলাকাতের সময় পরস্পরকে সালাম করা কর্তব্য। আরো জানা গেল যে, আগন্তুক ব্যক্তি প্রথমে সালাম করবে, অন্যরা তার জবাব দেবে এটাই বাঞ্ছনীয়।

পারস্পরিক দেখা সাক্ষাৎকালে বিশেষ কোনো বাক্য উচ্চারণ করে একে অপরের প্রতি শুভেচ্ছা জ্ঞাপন করার রীতি পৃথিবীর সকল জাতি ও ধর্মের মধ্যে দেখা যায়। তবে এ ব্যাপারেও ইসলামের শিক্ষা অনন্য ও সর্বোত্তম। কেননা সালামের সুন্নত সম্মত বাক্য اَلسَّلَامُ عَلَيْكُمْ -এর মধ্যে সর্বপ্রথম 'আস-সালামু' আল্লাহর একটি গুণ বাচক নাম হওয়ার কারণে আল্লাহর জিকর করা হলো, সম্বোধিত ব্যক্তির জন্য সালামতি ও নিরাপত্তার দোয়া করা হলো, নিজের পক্ষ হতে তার জান-মাল ইজ্জতের নিরাপত্তার প্রতিশ্রুতি দেওয়া হলো।

এখানে কুরআন পাকে ফেরেশতাদের পক্ষ হতে سَلٰمًا 'সালামান' এবং হযরত ইবরাহীম (আ.)-এর পক্ষ হতে শুধু سَلٰمٌ 'সালামুন' শব্দ উল্লেখ করা হয়েছে। সালাম ও জাবাবের পূর্ণ বাক্য উল্লেখ করা নিষ্প্রয়োজন মনে করা হয়েছে। কার্যত অবশ্য এখানে উভয়ক্ষেত্রে সুন্নত মোতাবেক সালাম ও জবাবের পূর্ণ বাক্যই বুঝানো হয়েছে। হযরত রাসূলে কারীম ﷺ ও নিজের আচরণের মাধ্যমে সালামের পূর্ণ বাক্য শিক্ষা দান করেছেন। অর্থাৎ প্রথম পক্ষ 'আস-সালামু আলাইকুম' বলবে, তদুত্তরে দ্বিতীয় পক্ষ 'ওয়া-আলাইকুমুস সালাম ওয়া রাহমাতুল্লাহ' বলবে।

শব্দবিশ্লেষণ :

عَصَيْتُهٗ : সীগাহ واحد متكلم বহছ ماضى معروف বাব ضَرَبَ মাসদার اَلْعِصْيَانُ ও اَلْمَعْصِيَةُ মূলবর্ণ (ع ـ ص ـ ى) জিনস ناقص يائ অর্থ- নাফরমানি করা। অবাধ্য হওয়া।

تَزِيْدُوْنَنِىْ : সীগাহ جمع مذكر حاضر বহছ مضارع معروف বাব ضَرَبَ মাসদার اَلزِّيَادَةُ মূলবর্ণ (ز ـ ى ـ د) জিনস اجوف يائى অর্থ- বৃদ্ধি করা, অতিরক্তি করা।

فَذَرُوْهَا : فاء হরফে আতফ। ذَرُوْا সীগাহ جمع مذكر حاضر বহছ امر حاضر معروف বাব ضَرَبَ মাসদার اَلْوَذْرُ মূলবর্ণ (و ـ ذ ـ ر) জিনস معتل فاء অর্থ- ছেড়ে দেওয়া।

فَعَقَرُوْهَا : فاء হরফে আতফ। عقروا সীগাহ جمع مذكر غائب বহছ ماضى معروف বাব ضَرَبَ মাসদার اَلْعَقْرُ মূলবর্ণ (ع ـ ق ـ ر) জিনস صحيح অর্থ- খুরসমূহ কাটা।

جٰثِمِيْنَ : সীগাহ جمع مذكر বহছ اسم فاعل বাব نَصَرَ ও ضَرَبَ মাসদার اَلْجُثُوْمُ মূলবর্ণ (ج ـ ث ـ م) জিনস صحيح অর্থ- উপর মুখ হয়ে পড়া।

لَمْ يَغْنَوْا : সীগাহ جمع مذكر غائب বহছ مضارع منفى بلم مجزوم বাব نَصَرَ মাসদার اَلْغِنٰى মূলবর্ণ (غ ـ ن ـ ى) জিনস ناقص يائى অর্থ- অবস্থান করা। মূলত يَغْنَيُوْا ছিল।

لَاتَخَفْ : সীগাহ واحد مذكر حاضر বহছ نهى حاضر معروف বাব ضَرَبَ মাসদার خَوْفٌ মূলবর্ণ (خ ـ و ـ ف) জিনস اجوف واوى অর্থ– ভয় পাওয়া।

اَلِدُ : হামযায়ে ইস্তেফহাম, তায়াজ্জুব হিসাবে اَلِدُ সীগাহ واحد متكلم বহছ مضارع معروف বাব ضَرَبَ মাসদার اَلْوِلَادَةُ মূলবর্ণ (و ـ ل ـ د) জিনস مثل واوى অর্থ– সন্তান জন্ম দেওয়া।

https://e-ilm.weebly.com/

৭৩. ফেরেশতাগণ বললেন, তুমি কি আল্লাহর কাজে বিস্ময় বোধ করছ? [হে] এ পরিবারের লোকগণ! তোমাদের প্রতি তো আল্লাহ তা'আলার [খাছ] রহমত ও তাঁর [বিবিধ] বরকতসমূহ [নাজিল হয়ে আসছে] নিশ্চয় তিনি প্রশংসার যোগ্য, মহামহিমান্বিত।	قَالُوْٓا اَتَعْجَبِيْنَ مِنْ اَمْرِ اللّٰهِ رَحْمَتُ اللّٰهِ وَبَرَكٰتُهٗ عَلَيْكُمْ اَهْلَ الْبَيْتِ ؕ اِنَّهٗ حَمِيْدٌ مَّجِيْدٌ (٧٣)
৭৪. অতঃপর যখন ইবরাহীমের সে ভয় দূর হয়ে গেল এবং তিনি শুভসংবাদ প্রাপ্ত হলেন, তখন আমার [প্রেরিত ফেরেশতাগণের] সাথে লূতের সম্প্রদায় সম্বন্ধে তর্ক বিতর্ক [জোর সুপারিশ] করতে আরম্ভ করে দিলেন;	فَلَمَّا ذَهَبَ عَنْ اِبْرٰهِيْمَ الرَّوْعُ وَجَآءَتْهُ الْبُشْرٰى يُجَادِلُنَا فِيْ قَوْمِ لُوْطٍ (٧٤)
৭৫. বাস্তবিক ইবরাহীম ছিলেন বড় সহিষ্ণু প্রকৃতির, কোমল হৃদয় ও আল্লাহ অভিমুখী।	اِنَّ اِبْرٰهِيْمَ لَحَلِيْمٌ اَوَّاهٌ مُّنِيْبٌ (٧٥)
৭৬. হে ইবরাহীম! এ কথা ছেড়ে দিন, আপনার প্রভুর ফরমান এসে গেছে এবং তাদের উপর অবশ্যই এমন এক আজাব আসছে যা কিছুতেই টলার নয়।	يٰٓاِبْرٰهِيْمُ اَعْرِضْ عَنْ هٰذَا ۚ اِنَّهٗ قَدْ جَآءَ اَمْرُ رَبِّكَ ۚ وَاِنَّهُمْ اٰتِيْهِمْ عَذَابٌ غَيْرُ مَرْدُوْدٍ (٧٦)
৭৭. আর যখন আমার সেই ফেরেশতাগণ লূতের নিকট উপস্থিত হলেন তখন লূত তাদের কারণে চিন্তান্বিত হয়ে পড়লেন এবং সে কারণে অন্তরে সঙ্কুচিত হলেন এবং বললেন, আজকের দিনটি অতি কঠিন।	وَلَمَّا جَآءَتْ رُسُلُنَا لُوْطًا سِيْٓءَ بِهِمْ وَضَاقَ بِهِمْ ذَرْعًا وَّقَالَ هٰذَا يَوْمٌ عَصِيْبٌ (٧٧)

শাব্দিক অনুবাদ :

৭৩. قَالُوْا ফেশেতাগণ বললেন اَتَعْجَبِيْنَ مِنْ اَمْرِ اللّٰهِ তুমি কি আল্লাহর কাজে বিস্ময় বোধ করছ رَحْمَتُ اللّٰهِ وَبَرَكٰتُهٗ عَلَيْكُمْ তোমাদের প্রতি আল্লাহ তা'আলার রহমত ও তার বরকত সমূহ (নাজিল হচ্ছে) اَهْلَ الْبَيْتِ (হে) এ পরিবারের লোকগণ اِنَّهٗ حَمِيْدٌ مَّجِيْدٌ নিশ্চয় তিনি প্রশংসার যোগ্য মহিমান্বিত।

৭৪. فَلَمَّا ذَهَبَ عَنْ اِبْرٰهِيْمَ الرَّوْعُ অতঃপর যখন ইবরাহীমের সে ভয় দূর হয়ে গেল وَجَآءَتْهُ الْبُشْرٰى, এবং তিনি শুভ সংবাদ প্রাপ্ত হলেন يُجَادِلُنَا তখন আমার (প্রেরিত ফেরেশতাগণের) সাথে তর্ক বিতর্ক করতে আরম্ভ করে দিলেন فِيْ قَوْمِ لُوْطٍ লূত কওম সম্বন্ধে।

৭৫. اِنَّ اِبْرٰهِيْمَ বাস্তবিক ইবরাহীম ছিলেন لَحَلِيْمٌ اَوَّاهٌ مُّنِيْبٌ বড় সহিষ্ণু প্রকৃতির দয়ালু স্বভাব ও আল্লাহ অভিমুখী।

৭৬. يٰٓاِبْرٰهِيْمُ اَعْرِضْ عَنْ هٰذَا হে ইবরাহীম একথা ছেড়ে দিন اِنَّهٗ قَدْ جَآءَ اَمْرُ رَبِّكَ আপনার প্রভুর ফরমান এসে গেছে وَاِنَّهُمْ اٰتِيْهِمْ عَذَابٌ غَيْرُ مَرْدُوْدٍ এবং তাদের উপর অবশ্যই এমন এক আজাব আসছে যা কিছুতেই টলার নয়।

৭৭. وَلَمَّا جَآءَتْ رُسُلُنَا لُوْطًا আর যখন আমার সেই ফেরেশতাগণ লূতের নিকট উপস্থিত হলেন سِيْٓءَ بِهِمْ তখন লূত তাদের কারণে চিন্তান্বিত হয়ে পড়লেন وَضَاقَ بِهِمْ ذَرْعًا, এবং সে কারণে অন্তরে সঙ্কুচিত হলেন وَقَالَ, এবং বললেন هٰذَا يَوْمٌ عَصِيْبٌ আজিকার দিনটি অনেক কঠিন।

https://e-ilm.weebly.com/

وَجَآءَهٗ قَوْمُهٗ يُهْرَعُوْنَ اِلَيْهِ ؕ وَمِنْ قَبْلُ كَانُوْا يَعْمَلُوْنَ السَّيِّاٰتِ ؕ قَالَ يٰقَوْمِ هٰۤؤُلَآءِ بَنَاتِيْ هُنَّ اَطْهَرُ لَكُمْ فَاتَّقُوا اللّٰهَ وَلَا تُخْزُوْنِ فِيْ ضَيْفِيْ ؕ اَلَيْسَ مِنْكُمْ رَجُلٌ رَّشِيْدٌ (٧٨)

৭৮. আর তাঁর কওম তাঁর নিকট ছুটে আসল; আর তারা তো পূর্ব হতে কুকার্যসমূহ করেই আসছিল; লূত (আ.) বললেন, হে আমার সম্প্রদায়! [তোমাদের ঘরে] আমার এসব কন্যাগণ রয়েছে, এরা তোমাদের জন্য উত্তম, অতএব, আল্লাহ তা'আলাকে ভয় কর এবং আমাকে আমার মেহমানদের সম্মুখে অপমানিত করো না। তোমাদের মধ্যে কি কেউই সুবোধ লোক নেই?

قَالُوْا لَقَدْ عَلِمْتَ مَا لَنَا فِيْ بَنٰتِكَ مِنْ حَقٍّ ۚ وَاِنَّكَ لَتَعْلَمُ مَا نُرِيْدُ (٧٩)

৭৯. তারা বলতে লাগল যে, আপনি তো অবগত আছেন, আপনার এই কন্যাগুলোতে আমাদের কোনো আবশ্যকতা নেই, আর তাও আপনার জানা আছে যা আমাদের অভিপ্রায়।

قَالَ لَوْ اَنَّ لِيْ بِكُمْ قُوَّةً اَوْ اٰوِيْۤ اِلٰى رُكْنٍ شَدِيْدٍ (٨٠)

৮০. লূত (আ.) বললেন, কী উত্তম হতো, যদি তোমাদের উপর আমার কিছু ক্ষমতা চলত অথবা আমি কোনো দৃঢ় স্তম্ভের আশ্রয় নিতাম।

قَالُوْا يٰلُوْطُ اِنَّا رُسُلُ رَبِّكَ لَنْ يَّصِلُوْۤا اِلَيْكَ فَاَسْرِ بِاَهْلِكَ بِقِطْعٍ مِّنَ الَّيْلِ وَلَا يَلْتَفِتْ مِنْكُمْ اَحَدٌ اِلَّا امْرَاَتَكَ ؕ اِنَّهٗ مُصِيْبُهَا مَاۤ اَصَابَهُمْ ؕ اِنَّ مَوْعِدَهُمُ الصُّبْحُ ؕ اَلَيْسَ الصُّبْحُ بِقَرِيْبٍ (٨١)

৮১. ফেরেশতাগণ বললেন, হে লূত! আমরা তো আপনার প্রতিপালকের প্রেরিত, তারা কখনো আপনার নিকট পর্যন্ত পৌছতে পারবে না, অতএব, আপনি রাত্রির কোনো এক ভাগে নিজের পরিজনবর্গকে নিয়ে চলে যান, আর আপনাদের কেউ যেন পিছনের দিকে ফিরেও না দেখে, কিন্তু হ্যাঁ আপনার স্ত্রী যাবে না; তার উপরও সে আপদ আসবে যা অন্যান্যদের প্রতি আসবে তাদের [আজাবের] অঙ্গীকৃত সময় হচ্ছে প্রাতঃকাল: প্রভাত কি নিকটবর্তী নয়?

শাব্দিক অনুবাদ :

৭৮. وَجَآءَهٗ قَوْمُهٗ يُهْرَعُوْنَ اِلَيْهِ আর তাঁর কওম তার নিকট ছুটে আসল وَمِنْ قَبْلُ كَانُوْا يَعْمَلُوْنَ السَّيِّاٰتِ এবং তারা তো পূর্ব হতে কুকার্য সমূহ করেই আসছিল قَالَ লূত বললেন يٰقَوْمِ হে আমার কওম هٰۤؤُلَآءِ بَنَاتِيْ আমার এ সব কন্যাগণ রয়েছে هُنَّ اَطْهَرُ لَكُمْ এরা তোমাদের জন্য উত্তম فَاتَّقُوا اللّٰهَ অতঃএব আল্লাহ তা'আলাকে ভয় কর وَلَا تُخْزُوْنِ فِيْ ضَيْفِيْ এবং আমাকে আমার মেহমানের সম্মুখে অপমানিত করো না اَلَيْسَ مِنْكُمْ رَجُلٌ رَّشِيْدٌ তোমাদের মধ্যে কি কেউই সুবোধ লোক নেই।

৭৯. قَالُوْا তারা বলতে লাগল যে, لَقَدْ عَلِمْتَ আপনি তো অবগত আছেন مَا لَنَا فِيْ بَنٰتِكَ مِنْ حَقٍّ আপনার এই কন্যাগুলোতে আমাদের কোনো আবশ্যক তা নেই وَاِنَّكَ لَتَعْلَمُ مَا نُرِيْدُ, আর তাও আপনার জানা আছে যা আমাদের অভিপ্রায়।

৮০. قَالَ লূত (আ.) বললেন لَوْ اَنَّ لِيْ بِكُمْ قُوَّةً কি উত্তম হতো যদি তোমাদের উপর আমার কিছু ক্ষমতা চলত اَوْ اٰوِيْۤ اِلٰى رُكْنٍ شَدِيْدٍ অথবা আমি কোনো দৃঢ় স্তম্ভের আশ্রয় নিতাম।

৮১. قَالُوْا ফেরেশতাগণ বলল يٰلُوْطُ হে লূত اِنَّا رُسُلُ رَبِّكَ আমরা তো আপনার প্রতিপালকের প্রেরিত لَنْ يَّصِلُوْۤا اِلَيْكَ তারা কখনো আপনার নিকট পৌছতে পারবে না فَاَسْرِ بِاَهْلِكَ অতএব আপনি নিজের পরিজনবর্গ নিয়ে চলে যান بِقِطْعٍ مِّنَ الَّيْلِ রাত্রির কোনো এক ভাগে وَلَا يَلْتَفِتْ مِنْكُمْ اَحَدٌ, আর আপনাদের কেউ যেন পিছনের দিকে ফিরেও না দেখে اِلَّا امْرَاَتَكَ কিন্তু হ্যাঁ আপনার স্ত্রী যাবে না اِنَّهٗ مُصِيْبُهَا مَاۤ اَصَابَهُمْ তার উপরও সেই আপদ আসবে যা অন্যান্যদের প্রতি আসবে اِنَّ مَوْعِدَهُمُ الصُّبْحُ তাদের অঙ্গীকৃত সময় হচ্ছে প্রাতঃ কাল اَلَيْسَ الصُّبْحُ بِقَرِيْبٍ প্রভাত কি নিকটবর্তী নয়?

https://e-ilm.weebly.com/

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

সূরা হূদে পূর্ববর্তী অধিকাংশ আম্বিয়ায়ে কেরাম (আ.) ও তাদের উম্মতগণের কাহিনী ও নবীদের বিরুদ্ধাচরণ করার কারণে তাদের উপর বিভিন্ন প্রকার আসমানি আজাব অবতীর্ণ হওয়ার ঘটনাবলি বর্ণিত হয়েছে। আলোচ্য আয়াতসমূহে হযরত লূত (আ.) ও তাঁর দেশবাসীর অবস্থা ও দেশবাসীর উপর কঠিন আজাবের বর্ণনা দেওয়া হয়েছে।

হযরত লূত (আ.)-এর কওম একে তো কাফের ছিল, অধিকন্তু তারা এমন এক জঘন্য অপকর্ম ও লজ্জাকর অনাচারে লিপ্ত ছিল, যা পূর্ববর্তী কোনো ব্যক্তি বা গোষ্ঠীর মধ্যে পাওয়া যায়নি, বন্য পশুরাও যা ঘৃণা করে থাকে অর্থাৎ পুরুষ কর্তৃক অন্য পুরুষের সাথে মৈথুন করা। ব্যভিচারের চেয়েও এটা জঘন্য অপরাধ। এ জন্যই তাদের উপর এমন কঠিন আজাব অবতীর্ণ হয়েছে, যা অন্য কোনো অপকর্মকারীদের উপর কখনো অবতীর্ণ হয়নি।

হযরত লূত (আ.) -এর ঘটনা যা অত্র আয়াতসমূহে বর্ণিত হয়েছে, তা হচ্ছে এই যে, আল্লাহ তা'আলা হযরত জিবরাঈল (আ.) সহ কতিপয় ফেরেশতাকে কওমে লূতের উপর আজাব নাজিল করার জন্য প্রেরণ করেন। যাত্রাপথে তারা ফিলিস্তীনে প্রথমে হযরত ইবরাহীম (আ.) -এর সমীপে উপস্থিত হন।

আল্লাহ তা'আলা যখন কোনো জাতিকে আজাব দ্বারা ধ্বংস করেন, তখন তাদের কার্যকলাপের সাথে সামঞ্জস্য পূর্ণ আজাবই নাজিল করে থাকেন। এ ক্ষেত্রেও ফেরেশতাগণকে নওজোয়ানরূপে প্রেরণ করেন। হযরত লূত (আ.) ও তাদেরকে মানুষ মনে করে তাদের নিরাপত্তার জন্য উদ্বিগ্ন হলেন। কারণ মেহমানের আতিথেয়তা নবীর নৈতিক দায়িত্ব। পক্ষান্তরে দেশবাসীর কুস্বভাব তার অজানা ছিল না। উভয় সংকটে পড়ে তিনি স্বগতোক্তি করলেন- "আজকের দিনটি বড় সংকটময় দিন।"

আল্লাহ জাল্লা শানুহু এ দুনিয়াকে আজব শিক্ষাক্ষেত্র বানিয়েছেন। যার মধ্যে তার অসীম কুদরত ও অফুরন্ত হেকমতের ভুরি ভুরি নিদর্শন রয়েছে। মূর্তিপূজারী আজরের গৃহে আপন অন্তরঙ্গ বন্ধু ইবরাহীম খলিলুল্লাহ (আ.)-কে পয়দা করেছেন। হযরত লূত (আ.)-এর মতো একজন বিশিষ্ট পয়গাম্বরের স্ত্রী নবীর বিরুদ্ধাচরণ করে কাফেরদের সাথে যোগাযোগ রক্ষা করত। সম্মানিত ফেরেশতাগণ সুদর্শন নওজোয়ান আকৃতিতে যখন হযরত লূত (আ.) -এর গৃহে উপনীত হলেন, তখন তাঁর স্ত্রী সমাজের দুষ্ট লোকদেরকে খবর দিল যে, আজ আমাদের গৃহে এরূপ মেহমান আগমন করেছেন। -[কুরতুবী ও মাযহারী]

হযরত লূত (আ.) -এর আশঙ্কা যথার্থ প্রমাণিত হলো। যার বর্ণনা ৭৮ নং আয়াতে দেওয়া হয়েছে وَجَاءَهُ قَوْمُهُ يُهْرَعُونَ إِلَيْهِ "আর তার কওমের লোকেরা আত্মহারা হয়ে তার গৃহপানে ছুটে এলো। আর আগে থেকেই তারা কু-কর্মে অভ্যস্থ ছিল।"

এখানে ইঙ্গিত করা হয়েছে যে, জঘন্য কু-কর্মের প্রভাবে তারা এতদূর চরম নির্লজ্জ হয়েছিল যে, হযরত লূত (আ.)-এর একজন সম্মানিত পয়গাম্বরের গৃহ প্রকাশ্যভাবে অবরোধ করেছিল।

হযরত লূত (আ.) যখন দেখলেন যে, তাদেরকে প্রতিরোধ করা দুষ্কর, তখন তাদেরকে দুষ্কৃতি হতে বিরত রাখার জন্য তাদের সর্দারদের নিকট স্বীয় কন্যাদের বিবাহ দেওয়ার প্রস্তাব দিলেন। তৎকালে কাফের পাত্রের সাথে মুসলিম পাত্রীর বিবাহ বন্ধন বৈধ ছিল। হুজুরে আকরাম ﷺ -এর প্রাথমিক যুগ পর্যন্ত এ হুকুম বহাল ছিল। এ জন্যই হযরত ﷺ স্বীয় দুই কন্যাকে প্রথমে উতবা ইবনে আবূ লাহাব ও আবুল আস ইবনে রবীর কাছে বিবাহ

https://e-ilm.weebly.com/

https://e-ilm.weebly.com/

গৃহদ্বার খুলে দিতে বললেন। তিনি দুয়ার খুলে দিলেন। হযরত জিবরাঈল (আ.) ওদের প্রতি তাঁর পাখার ঝাপটা দিলেন। ফলে তারা অন্ধ হয়ে গেল এবং ভাগতে লাগল।

তখন ফেরেশতাগণ আল্লাহ তা'আলার নির্দেশক্রমে হযরত লূত (আ.)-কে বললেন, আপনি কিছুটা রাত থাকতে আপনার লোকজনসহ এখান থেকে অন্যত্র সরে যান এবং সবাইকে সতর্ক করে দিন যে, তাদের কেউ যেন পিছনে ফিরে না তাকায়, তবে আপনার স্ত্রী ব্যতীত। কারণ অন্যদের উপর যে আজাব আপতিত হবে, তাকেও সে আজাব ভোগ করতে হবে।

এর এক অর্থ হতে পারে যে, তাকে পিছনে ফিরে চাইতে নিষেধ করবেন না। (অনুবাদক) আরেক অর্থ হতে পারে যে, সে আপনার হুশিয়ারি মেনে চলবে না।

কোনো রেওয়ায়েতে আছে যে, তাঁর স্ত্রীও সাথে যাচ্ছিল। কিন্তু পাপিষ্ঠদের উপর আজাব নাজিল হওয়ার ঘটনাটা শুনে পশ্চাতে ফিরে তাকাল এবং কওমের শোচনীয় পরিণতি দেখে দুঃখ প্রকাশ করতে লাগল। তৎক্ষণাৎ একটি প্রস্তরের আঘাতে সেও অক্কা পেল। -[কুরতুবী ও মাযহারী]

ফেরেশতাগণ আরো জানিয়ে দিলেন যে, إِنَّ مَوْعِدَهُمُ الصُّبْحُ প্রত্যুষকালেই তাদের উপর আজাব আপতিত হবে। হযরত লূত (আ.) বললেন- "আমি চাই, আরো জলদি আজাব আসুক।" ফেরেশতাগণ জবাব দিলেন : أَلَيْسَ الصُّبْحُ بِقَرِيْبٍ "প্রত্যুষকাল দূরে নয়; বরং সমাগত প্রায়।"

শব্দবিশ্লেষণ :

مُنِيْبٌ : সীগাহ واحد مذكر اسم فاعل বহছ إِفْعَالٌ বাব الْإِنَابَةُ মাসদার (ن . و . ب) মূলবর্ণ اجوف জিনস واوى অর্থ- আল্লাহমুখী হওয়া। একনিষ্ঠতার সাথে আল্লাহর কাছে তওবা করা।

مَرْدُوْدٌ : সীগাহ واحد مذكر اسم مفعول বহছ نَصَرَ বাব الرَّدُّ মাসদার (ر . د . د) মূলবর্ণ مضاعف ثلاثى জিনস অর্থ- প্রতিহত হওয়া। প্রত্যাবতর্ন করা। غَيْرُ مَرْدُوْدٍ অর্থ- অপ্রত্যাবর্তিত, অপ্রতিহত।

يُهْرَعُوْنَ : সীগাহ جمع مذكر غائب مضارع مجهول বহছ اِفْعَالٌ বাব الْإِهْرَاعُ মাসদার (ه . ر . ع) মূলবর্ণ صحيح জিনস অর্থ- দ্রুত দৌড়ানো দৌড়ানো।

فَأَسْرِ : فاء হরফে আতফ। أَسْرِ সীগাহ واحد مذكر حاضر امر حاضر معروف বহছ اِفْعَالٌ বাব الْإِسْرَاءُ মাসদার (س . ر . ى) মূলবর্ণ ناقص يائى জিনস অর্থ- রাতে চলা।

مُصِيْبُهَا : مُصِيْبٌ ইসমে ফায়েল, মুযাফ। ها যমীর মুযাফ ইলাইহি। সীগাহ واحدمذكر اسم فاعل বহছ افتعال বাব الْإِصَابَةُ মাসদার (ص . و . ب) মূলবর্ণ اجوف واوى জিনস অর্থ- পৌছা। পেয়ে যাওয়া।

https://e-ilm.weebly.com/

৮২. অতঃপর যখন আমার হুকুম এসে পৌছল, আমি সে ভূখণ্ডের উপরিভাগকে নীচ করে দিলাম এবং তার উপর ক্রমাগত ঝামা পাথর বর্ষণ করতে লাগলাম।	فَلَمَّا جَآءَ اَمْرُنَا جَعَلْنَا عَالِيَهَا سَافِلَهَا وَاَمْطَرْنَا عَلَيْهَا حِجَارَةً مِّنْ سِجِّيْلٍ ۙ مَّنْضُوْدٍ (٨٢)
৮৩. যা বিশেষ চিহ্নিত করা ছিল আপনার প্রভুর নিকট; আর সে জনপদগুলো এ জালেমদের থেকে বেশি দূরে নয়।	مُّسَوَّمَةً عِنْدَ رَبِّكَ ؕ وَمَا هِيَ مِنَ الظّٰلِمِيْنَ بِبَعِيْدٍ (٨٣)
৮৪. আর আমি মাদইয়ানের [অধিবাসীদের] প্রতি তাদের ভ্রাতা শোয়াইবকে প্রেরণ করলাম; তিনি বললেন, হে আমার কওম! তোমরা আল্লাহর ইবাদত কর, তিনি ব্যতীত আর কেউ তোমাদের মা'বূদ নেই। আর তোমরা মাপে ও ওজনে কম করো না, আমি তোমাদেরকে সচ্ছল ও সমৃদ্ধশালী অবস্থায় দেখতে পাচ্ছি, আর আমি তোমাদের প্রতি এক সর্বগ্রাসী দিবসের আজাবের আশঙ্কা করছি।	وَاِلٰى مَدْيَنَ اَخَاهُمْ شُعَيْبًا ؕ قَالَ يٰقَوْمِ اعْبُدُوا اللّٰهَ مَا لَكُمْ مِّنْ اِلٰهٍ غَيْرُهٗ ؕ وَلَا تَنْقُصُوا الْمِكْيَالَ وَالْمِيْزَانَ اِنِّيْۤ اَرٰىكُمْ بِخَيْرٍ وَّاِنِّيْۤ اَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ مُّحِيْطٍ (٨٤)
৮৫. আর হে আমার কওম! তোমরা মাপ ও ওজনকে পুরোপুরিভাবে সম্পন্ন কর এবং লোকদেরকে তাদের দ্রব্যাদিতে [পরিমাণে কম দিয়ে] ক্ষতি করো না, আর ভূপৃষ্ঠে বিপর্যয় সৃষ্টি করে বেড়াইও না।	وَيٰقَوْمِ اَوْفُوا الْمِكْيَالَ وَالْمِيْزَانَ بِالْقِسْطِ وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ اَشْيَآءَهُمْ وَلَا تَعْثَوْا فِى الْاَرْضِ مُفْسِدِيْنَ (٨٥)

শাব্দিক অনুবাদ :

৮২. فَلَمَّا جَآءَ اَمْرُنَا অতঃপর যখন আমার হুকুম এসে পৌছল جَعَلْنَا عَالِيَهَا سَافِلَهَا আমি সে ভূখণ্ডের উপরিভাগকে নীচে করে দিলাম وَاَمْطَرْنَا عَلَيْهَا এবং তার উপর বর্ষণ করতে লাগলাম حِجَارَةً مِّنْ سِجِّيْلٍ ঝামা পাথর مَّنْضُوْدٍ যা ক্রমাগত ছিল।

৮৩. مُّسَوَّمَةً عِنْدَ رَبِّكَ যা বিশেষ চিহ্নিত করা ছিল আপনার প্রভুর নিকট وَمَا هِيَ مِنَ الظّٰلِمِيْنَ بِبَعِيْدٍ আর সে জনপদ গুলো এ জালেমদের থেকে বেশি দূরে নয়।

৮৪. وَاِلٰى مَدْيَنَ اَخَاهُمْ شُعَيْبًا আর আমি মাদইয়ানের প্রতি তাদের ভ্রাতা শোয়াইব কে প্রেরণ করলাম قَالَ তিনি বললেন يٰقَوْمِ হে আমার কওম اعْبُدُوا اللّٰهَ তোমরা আল্লাহর ইবাদত কর مَا لَكُمْ مِّنْ اِلٰهٍ غَيْرُهٗ তিনি ব্যতীত আর কেউ তোমাদের মা'বূদ নেই وَلَا تَنْقُصُوا الْمِكْيَالَ وَالْمِيْزَانَ আর তোমরা মাপে ও ওজনে কম করো না اِنِّيْۤ اَرٰىكُمْ بِخَيْرٍ আমি তোমাদেরকে সচ্ছল অবস্থায় দেখতে পাচ্ছি وَّاِنِّيْۤ اَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ مُّحِيْطٍ আর আমি তোমাদের প্রতি এমন এক দিবসের আজাবের আশঙ্কা করছি যা নানাবিধ বিপদের সমষ্টি হবে।

৮৫. وَيٰقَوْمِ হে আমার কওম اَوْفُوا الْمِكْيَالَ وَالْمِيْزَانَ بِالْقِسْطِ তোমরা মাপ ও ওজনকে পুরোপুরি ভাবে সম্পন্ন কর وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ اَشْيَآءَهُمْ এবং লোকদেরকে তাদের দ্রব্যাদিতে ক্ষতি করো না وَلَا تَعْثَوْا فِى الْاَرْضِ مُفْسِدِيْنَ আর ভূপৃষ্ঠে ফ্যাসাদ করে বেড়াইও না।

https://e-ilm.weebly.com/

৮৬. আল্লাহ্প্রদত্ত যা অবশিষ্ট থাকে তাই তোমাদের জন্য অতি উত্তম। যদি তোমাদের বিশ্বাস হয়, আর আমি তো তোমাদের তত্ত্বাবধায়ক নই।	بَقِيَّتُ اللّٰهِ خَيْرٌ لَّكُمْ اِنْ كُنْتُمْ مُّؤْمِنِيْنَ ۚ وَمَآ اَنَا عَلَيْكُمْ بِحَفِيْظٍ (٨٦)
৮৭. তারা বলল, হে শোয়াইব! তোমার ধর্মনিষ্ঠা কি তোমাকে এ শিক্ষা দিচ্ছে যে, আমরা সেসব উপাস্য বর্জন করি, যাদের উপাসনা আমাদের পিতৃপুরুষগণ করে আসছেন? অথবা এটা বর্জন করতে যে, আমরা আমাদের নিজেদের মালে নিজেদের ইচ্ছানুসারে ব্যবস্থা অবলম্বন করি? বাস্তবিক আপনি হচ্ছেন বড় জ্ঞানবান, ধর্মপরায়ণ।	قَالُوْا يٰشُعَيْبُ اَصَلٰوتُكَ تَاْمُرُكَ اَنْ نَّتْرُكَ مَا يَعْبُدُ اٰبَآؤُنَآ اَوْ اَنْ نَّفْعَلَ فِيْٓ اَمْوَالِنَا مَا نَشٰٓؤُا ۭ اِنَّكَ لَاَنْتَ الْحَلِيْمُ الرَّشِيْدُ (٨٧)
৮৮. শোয়াইব (আ.) বললেন, হে আমার সম্প্রদায়! আচ্ছা বল তো, যদি আমি স্বীয় প্রভুর পক্ষ থেকে প্রমাণের উপর প্রতিষ্ঠিত থাকি এবং তিনি আমাকে নিজের পক্ষ হতে একটি উত্তম সম্পদ [নবুয়ত] দান করে থাকেন; তবে আমি কীরূপে প্রচার না করে পারি? আর আমি তা চাই না যে, আমি তোমাদের বিপরীত সেসব কাজ করি যা হতে তোমাদেরকে নিষেধ করছি; আমি তো সংশোধন করে দিতে চাচ্ছি যে পর্যন্ত আমার সাধ্যে হয়; আর আমার যা কিছু তৌওফিক হয়, তা কেবল আল্লাহরই সাহায্যে হয়ে থাকে। তাঁরই উপর ভরসা রাখি এবং তাঁরই দিকে প্রত্যাবর্তন করি।	قَالَ يٰقَوْمِ اَرَءَيْتُمْ اِنْ كُنْتُ عَلٰى بَيِّنَةٍ مِّنْ رَّبِّيْ وَرَزَقَنِيْ مِنْهُ رِزْقًا حَسَنًا ۭ وَمَآ اُرِيْدُ اَنْ اُخَالِفَكُمْ اِلٰى مَآ اَنْهٰىكُمْ عَنْهُ ۭ اِنْ اُرِيْدُ اِلَّا الْاِصْلَاحَ مَا اسْتَطَعْتُ ۭ وَمَا تَوْفِيْقِيْٓ اِلَّا بِاللّٰهِ ۭ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَاِلَيْهِ اُنِيْبُ (٨٨)

শাব্দিক অনুবাদ :

৮৬. بَقِيَّتُ اللّٰهِ خَيْرٌ لَّكُمْ আল্লাহ প্রদত্ত যা অবশিষ্ট থাকে তাই তোমাদের জন্য উত্তম اِنْ كُنْتُمْ مُّؤْمِنِيْنَ যদি তোমাদের বিশ্বাস হয় وَمَآ اَنَا عَلَيْكُمْ بِحَفِيْظٍ আর আমি তো তোমাদের তত্ত্বাবধায়ক নই।

৮৭. قَالُوْا তারা বলল يٰشُعَيْبُ হে শুআইব اَصَلٰوتُكَ تَاْمُرُكَ তোমার ধর্মনিষ্ঠা কি তোমাকে এ শিক্ষা দিচ্ছে যে, اَنْ نَّتْرُكَ مَا يَعْبُدُ اٰبَآؤُنَا আমরা সেসব উপাস্য বর্জন করি যাদের উপাসনা আমাদের পিতৃ পুরুষগণ করে আসছে اَوْ اَنْ نَّفْعَلَ فِيْٓ اَمْوَالِنَا مَا نَشٰٓؤُا অথবা এটা বর্জন করতে যে, আমরা আমাদের নিজেদের মালে নিজেদের ইচ্ছানুসারে ব্যবস্থা অবলম্বন করি اِنَّكَ لَاَنْتَ الْحَلِيْمُ الرَّشِيْدُ বাস্তবিক আপনি হচ্ছেন বড় জ্ঞানবান ধর্ম পরায়ণ।

৮৮. قَالَ يٰقَوْمِ শোয়াইব বললেন, হে আমার সম্প্রদায়! اَرَءَيْتُمْ আচ্ছা বল তো اِنْ كُنْتُ عَلٰى بَيِّنَةٍ مِّنْ رَّبِّيْ যদি আমি স্বীয় প্রভুর পক্ষ থেকে প্রমাণের উপর প্রতিষ্ঠিত থাকি وَرَزَقَنِيْ مِنْهُ رِزْقًا حَسَنًا এবং তিনি আমাকে নিজ সন্নিধান হতে একটি উত্তম সম্পদ (নবুয়ত) দান করে থাকেন তবে আমি কিরূপে প্রচার না করে পারি وَمَآ اُرِيْدُ اَنْ اُخَالِفَكُمْ আর আমি এটা চাই না যে, আমি তোমাদের বিপরীত সেই সমস্ত কাজ করি اِلٰى مَآ اَنْهٰىكُمْ عَنْهُ যা হতে তোমাদেরকে নিষেধ করছি اِنْ اُرِيْدُ اِلَّا الْاِصْلَاحَ আমি তো সংশোধন করে দিতে চাচ্ছি مَا اسْتَطَعْتُ যে পর্যন্ত আমার সাধ্যে হয় وَمَا تَوْفِيْقِيْٓ اِلَّا بِاللّٰهِ আর আমার যা কিছু তৌফিক হয় তা কেবল আল্লাহরই সাহায্যে হয়ে থাকে عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ তাঁরই উপর ভরসা রাখি وَاِلَيْهِ اُنِيْبُ এবং তাঁরই দিকে প্রত্যাবর্তন করি।

https://e-ilm.weebly.com/

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

অতঃপর উক্ত আজাবের ধরন সম্পর্কে কুরআন পাকে ইরশাদ হয়েছে, যখন আজাবের হুকুম কার্যকরী করার সময় হলো, তখন আমি তাদের বসতির উপরিভাগকে নীচে করে দিলাম এবং তাদের উপর অবিশ্রান্তভাবে এমন পাথর বর্ষণ করলাম, যার প্রত্যেকটি পাথর একজনের নামে চিহ্নিত ছিল।

বর্ণিত আছে যে. চারটি বড় বড় শহরে তাদের বসতি ছিল। ঐসব জনপদকেই কুরআন পাকের অন্য আয়াতে وَالْمُؤْتَفِكَتُ 'মুতাফিকাত' নামে অভিহিত করা হয়েছে। আল্লাহ তা'আলার নির্দেশ পাওয়া মাত্র হযরত জিবরাঈল (আ.) তাঁর পাখা উক্ত শহর চতুষ্টয়ের জমিনের তলদেশে প্রবিষ্ট করতঃ এমনভাবে মহাশূন্যে উত্তোলন করলেন যে, সবকিছু নিজ নিজ স্থানে স্থির ছিল। এমনকি পানি ভর্তি পাত্র হতে এক বিন্দু পানিও পড়ল না বা নড়ল না। মহাশূন্য হতে কুকুর জানোয়ার ও মানুষের চিৎকার ভেসে আসছিল। ঐসব জনপদকে সোজাভাবে আকাশের দিকে তুলে উলটিয়ে যথাস্থানে নিক্ষেপ করা হলো। তারা আল্লাহর আইন ও প্রাকৃতিক বিধানকে উল্টিয়েছিল, তাই এটা ছিল তাদের উপযুক্ত শাস্তি।

হযরত লূত (আ.)-এর নাফরমান জাতির শোচনীয় পরিণতি বর্ণনা করার পর দুনিয়ার অপরাপর জাতিকে সতর্ক করার জন্য ইরশাদ হয়েছে- وَمَا هِيَ مِنَ الظَّلِمِيْنَ بِبَعِيْدٍ প্রস্তর বর্ষণের আজাব বর্তমান কালের জালেমদের থেকেও দূরে নয়; বরং কুরাইশ কাফেরদের জন্য ঘটনাস্থল ও ঘটনাকাল খুবই কাছে এবং অন্যান্য পাপিষ্ঠরাও যেন নিজেদেরকে এহেন আজাব হতে দূরে মনে না করে। রাসূলে কারীম ﷺ ইরশাদ করেছেন, "আমার উম্মতের কিছু লোক কওমে লূতের অপকর্মে লিপ্ত হবে। যখন এরূপ হতে দেখবে, তখন তাদের উপরও অনুরূপ আজাব আসার অপেক্ষা কর।"

আলোচ্য আয়াতসমূহে হযরত শোয়াইব (আ.) ও তাঁর কওমের ঘটনাবলি বর্ণিত হয়েছে। তারা কুফরি ও শিরকী ছাড়া ওজনে পরিমাপেও লোকদের ঠকাতো। হযরত শোয়াইব (আ.) তাদেরকে ঈমানের দাওয়াত দিলেন এবং ওজনে কম বেশি করতে নিষেধ করলেন। আল্লাহর আজাবের ভয় দেখালেন। কিন্তু তারা অবাধ্যতা ও না ফরমানির উপর অটল রইল। ফলে এক কঠিন আজাবে সমগ্র জাতি ধ্বংস হয়ে গেল।

وَاِلٰى مَدْيَنَ اَخَاهُمْ شُعَيْبًا 'আমি মাদইয়ানের প্রতি তাদের ভাই শোয়াইব (আ.) কে প্রেরণ করছি।' 'মাদইয়ান' আসলে একটি শহরের নাম। মাদইয়ান ইবনে ইবরাহীম এটার পত্তন করেছিলেন। সিরিয়ার বর্তমান مُعَانْ 'মোয়ান' নামক স্থানে তা অবস্থিত ছিল বলে ধারণা করা হয়। উক্ত শহরের অধিবাসীগণকে মাদইয়ানবাসী বলার পরিবর্তে শুধু "মাদইয়ান" বলা হতো। আল্লাহ তা'আলার বিশিষ্ট পয়গাম্বর হযরত শোয়াইব (আ.) উক্ত মাদইয়ান কওমের লোক ছিলেন তাই তাঁকে "তাদের ভাই" বলা হয়েছে। এখানে ইঙ্গিত করা হয়েছে যে, আল্লাহ তা'আলা বিশেষ অনুগ্রহ করে তাদের স্বজাতির এক ব্যক্তিকে তাদের কাছে পয়গাম্বর হিসেবে প্রেরণ করলেন, যেন তাঁর সাথে জানাশোনা থাকার কারণে সহজেই তার হোদায়েত গ্রহণ করে ধন্য হতে পারে।

قَالَ يٰقَوْمِ اعْبُدُوا اللّٰهَ مَا لَكُمْ مِّنْ اِلٰهٍ غَيْرُهٗ وَلَا تَنْقُصُوا الْمِكْيَالَ وَالْمِيْزَانَ "তিনি বললেন- হে আমার জাতি। তোমরা একমাত্র আল্লাহর ইবাদত কর, তিনি ভিন্ন তোমাদের মা'বূদ হওয়ার যোগ্য আর কেউ নেই। আর তোমরা ওজনে ও পরিমাপে কম দিও না।" এখানে হযরত শোয়াইব (আ.) নিজ জাতিকে প্রথমে একত্ববাদের প্রতি আহ্বান জানালেন। কেননা তারা ছিল মুশরিক, গাছাপালার পূজা করত। এজন্যই মাদইয়ানবাসীকে 'আসহাবুল আইকা' বা 'জঙ্গলওয়ালা' উপাধি দেওয়া হয়েছে। এহেন কুফরি ও শিরকির সাথে সাথে আরেকটি মারাত্মক দোষ ও জঘন্য অপরাধ ছিল যে, আদান প্রদান ও ক্রয় বিক্রয়কালে ওজনে পরিমাপে হেরফের করে লোকের হক আত্মসাৎ করত। হযরত শোয়াইব (আ.) তাদেরকে এরূপ করতে নিষেধ করলেন।

এখানে বিশেষ প্রণিধানযোগ্য যে, কুফরি ও শিরকিই সকল পাপের মূল। যে জাতি ইহাতে লিপ্ত, তাদেরকে প্রথমই তাওহীদের দাওয়াত দেওয়া হয়। ঈমান আনয়নের পূর্বে আমল ও কায়কারবারেরে প্রতি দৃষ্টি দেওয়া হয় না।

https://e-ilm.weebly.com/

দুনিয়াতে তাদের সফলতা অথবা ব্যর্থতাও শুধু ঈমান বা কুফরির ভিত্তিতে হয়ে থাকে, এ ব্যাপারে আমলের কোনো দখল থাকে না। কুরআন পাকে বর্ণিত পূর্ববর্তী নবীগণের ও তাদের জাতিসমূহের ঘটনাবলি এর প্রমাণ; তবে শুধু দুটি জাতি এমন ছিল, যাদের উপর আজাব নাজিল হওয়ার ব্যাপারে কুফরির সাথে সাথে তাদের বদআমলেরও দখল ছিল। প্রথম হযরত লূত (আ.) -এর জাতি যাদের কাহিনী ইতঃপূর্বে বর্ণিত হয়েছে যে, তাদের কুফরি ও গর্হিত অপকর্মের কারণে তাদের বসতিকে উলটিয়ে দেওয়া হয়েছে। দ্বিতীয় হযরত শোয়াইব (আ.)-এর কওম। যাদের উপর আজাব নাজিল হওয়ার জন্য কুফরি ও মাপে কম দেওয়াকে কারণ হিসেবে নির্দেশ করা হয়েছে।

এতে করে বুঝা যায় যে, পুংমৈথুন ও মাপে কম দেওয়া আল্লাহ তা'আলার কাছে সবচেয়ে জঘন্য ও মারাত্মক অপরাধ। কারণ এটা এমন দু'টি কার্য যার ফলে সমগ্র মানব জাতির চরম সর্বনাশ সাধিত এবং সারা পৃথিবীতে বিশৃঙ্খলা বিপর্যয় সৃষ্টি হয়।

ওজন পরিমাপে হের ফের করার হীন মানসিকতা দূর করার জন্য হযরত শোয়াইব (আ.) প্রথমে স্বীয় দেশবাসীকে পয়গাম্বরসুলভ স্নেহ ও দরদের সাথে বললেন إِنِّيٓ أَرَىٰكُم بِخَيْرٍ وَإِنِّيٓ أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ مُّحِيطٍ "বর্তমানে আমি তোমাদের অবস্থা খুব ভালো সচ্ছ দেখছি। তঞ্চকতার আশ্রয় গ্রহণ করার মতো কোনো কারণ দেখি না। তাই আল্লাহ তা'আলার এ অনুগ্রহে শোকর আদায় করার জন্য হলেও তোমাদের পক্ষে তার কোনো সৃষ্ট জীবকে ঠকানো উচিত নয়। তোমরা যদি আমার কথা না শোন, আমার নিষেধ অমান্য কর, তাহলে আমার ভয় হয় যে, আল্লাহর আজাব তোমাদেরকে ঘিরে ফেলবে। এখানে আখেরাতের আজাব বুঝানো হয়েছে, তন্মধ্যে সর্বনিম্ন আজাব হচ্ছে, তোমাদের স্বচ্ছলতা খতম হয়ে যাবে, তোমরা অভাবগ্রস্ত ও দুর্ভিক্ষ কবলিত হবে। যেমন রাসূলে কারীম ﷺ ইরশাদ করেছেন– "যখন কোনো জাতি মাপে কম দিতে শুরু করে তখন আল্লাহ তা'আলা তাদেরকে দুর্ভিক্ষ ও মূল্যবৃদ্ধিজনিত শাস্তিতে পতিত করেন।"

ওজন পরিমাপে কম দিতে নিষেধ করার মধ্যেই পরোক্ষভাবে যদিও সঠিক ওজন করার আদেশ হয়ে গেছে, তথাপি দৃষ্টি আকর্ষণ করার জন্য হযরত শোয়াইব (আ.) উদাত্ত আহ্বান জানালেন وَيَٰقَوْمِ أَوْفُوا الْمِكْيَالَ وَالْمِيزَانَ بِالْقِسْطِ وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْيَآءَهُمْ وَلَا تَعْثَوْا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ "হে আমার জাতি! ন্যায় নিষ্ঠার সাথে ঠিক ঠিকভাবে পরিমাণ কর ও ওজন দাও এবং লোকদের জিনিসপত্রেও কম দিও না আর পৃথিবীতে বিপর্যয় সৃষ্টি করো না।" অতঃপর তিনি মমতার সাথে আরো বললেন : بَقِيَّتُ اللَّهِ خَيْرٌ لَّكُمْ إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ - وَمَآ أَنَا عَلَيْكُم بِحَفِيظٍ "মানুষের পাওনা ঠিকমতো ওজন করে পুরোপুরি দিয়ে দেওয়ার পর যে লভ্যাংশ উদ্বৃত থাকে, তোমাদের জন্য তা-ই উত্তম, পরিমাণে স্বল্প হলেও আল্লাহ তা'আলা তার মধ্যে বরকত দান করবেন, যদি তোমরা আমার কথা মান্য কর। আর যদি অমান্য কর, তবে মনে রেখ তোমাদের উপর কোনো আজাব অবতীর্ণ হলে, তা থেকে তোমাদের রক্ষা করার দায়িত্ব আমার নয়।"

হযরত শোয়াইব (আ.) সম্বন্ধে রাসূলে কারীম ﷺ মন্তব্য করেছেন যে, তিনি হচ্ছেন 'খতীবুল আম্বিয়া' বা নবীগণের মধ্যে প্রধান বক্তা। তিনি তাঁর সুললিত বয়ান ও অপূর্ব বাগ্মিতার মাধ্যমে স্বীয় জাতিকে বুঝানো এবং সৎপথে ফিরিয়ে আনার সর্বাত্মক প্রচেষ্টা চালিয়েছেন। কিন্তু এত কিছু শোনার পরেও তার কওমের লোকেরা পূর্ববর্তী বর্বর পাপিষ্ঠদের ন্যায় একই জবাব দিল। তারা নবীর আহ্বানকে প্রত্যাখ্যান করতঃ আল্লাহর নবীকে ব্যঙ্গ বিদ্রূপ করে বলল : أَصَلَوٰتُكَ تَأْمُرُكَ أَن نَّتْرُكَ مَا يَعْبُدُ ءَابَآؤُنَآ أَوْ أَن نَّفْعَلَ فِيٓ أَمْوَٰلِنَا مَا نَشَٰٓؤُا إِنَّكَ لَأَنتَ الْحَلِيمُ الرَّشِيدُ আপনার নামাজ কি আপনাকে শিখায় যে, আমরা আমাদের ঐসব উপাস্যের পূজা ছেড়ে দেই, আমাদের পূর্ব পুরুষেরা যার পূজা করে আসছে। আর আমাদের ধন সম্পদকে নিজেদের ইচ্ছামতো ব্যবহার করার অধিকারী না থাকি? কোনটা হালাল কোনটা হারাম তা আপনার কাছে জিজ্ঞেস করে করে সব কাজ করতে হবে?

হযরত শোয়াইব (আ.) সম্পর্কে সারাদেশে প্রসিদ্ধ ছিল যে, তিনি অধিকাংশ সময় নামাজ ও নফল ইবাদতে মগ্ন থাকেন। তাই তারা তার মূল্যবান নীতি বাক্যসমূহকে বিদ্রূপ করে বলতো আপনার নামাজ কি আপনাকে এসব আবোল তাবোল কথাবার্তা শিক্ষা দিচ্ছে?

https://e-ilm.weebly.com/

ওদের এসব মন্তব্য দ্বারা বুঝা যায় যে, এরা ধর্মকে শুধু কতিপয় আচার আনুষ্ঠানিকতার মধ্যে সীমাবদ্ধ মনে করতো ব্যবহারিক ক্ষেত্রে ধর্মকে কোনো দখল দিত না। তারা মনে করত, প্রত্যেকে নিজ নিজ ধন সম্পদ যেমন খুশি ভোগ দখল করতে পারে, এ ক্ষেত্রে কোনো বিধি নিষেধ আরোপ করা ধর্মের কাজ নয়। যেমন, বর্তমান যুগেও কোনো কোনো অবুঝ লোকের মধ্যে এহেন চিন্তাধারা পরিলক্ষিত হয়।

অকৃত্রিম দরদ, নিঃস্বার্থকল্যাণকামিতা ও সদুপদেশের জবাবে কওমের লোকেরা কত বড় রূঢ় মন্তব্য করল। কিন্তু হযরত শোয়াইব (আ.) -এর চরিত্রে ছিল নবীসুলভ সহনশীলতা। তাই উপহাস পরিহাসের পরেও তিনি দরদের সাথে তাদেরকে সম্বোধন করে বুঝাতে লাগলেন : قَالَ يٰقَوْمِ اَرَءَيْتُمْ اِنْ كُنْتُمْ عَلٰى بَيِّنَةٍ مِّنْ رَّبِّيْ وَرَزَقَنِيْ مِنْهُ رِزْقًا حَسَنًا হে আমার জাতি! তোমরা বলতো, যদি আমার প্রভুর পক্ষ হতে আমার কথার সত্যতার সাক্ষ্য আমার কাছে থাকে এবং আল্লাহ তা'আলা যদি আমাকে সর্বাধিক উত্তম রিজিক দান করে থাকেন, অর্থাৎ দেহের জন্য প্রয়োজনীয় বাহ্যিক রিজিকও দান করেছেন অধিকন্তু বুদ্ধি বিবেচনা তথা নবুয়তের দুর্লভ মর্যাদাও দান করেছেন, এতদসত্ত্বেও কি আমি তোমাদের মতো অন্যায় ও গোমরাহীর পথ অবলম্বন করব এবং সত্যের বাণী তোমাদেরকে পৌঁছাব না?

অতঃপর তিনি আরো বললেন : وَمَاۤ اُرِيْدُ اَنْ اُخَالِفَكُمْ اِلٰى مَاۤ اَنْهٰكُمْ عَنْهُ তোমরা চিন্তা করে দেখ তো, আমি যে কাজ হতে তোমাদেরকে বাধা দেই, নিজেও তার কাছে কখনো যাই না। আমি যদি তোমাদেরকে নিষেধ করে নিজে সে কাজ করতাম তাহলে তোমাদের কথা বলার অবকাশ ছিল।

এতদ্বারা বুঝা গেল যে, ওয়াজ-নসিহত ও তবলীগকারীর কথা ও কাজের মধ্যে সামঞ্জস্য থাকা আপরিহার্য। অন্যথা তার কথায় শ্রোতাদের কোনো ফায়দা হয় না।

অতঃপর বলেন– اِنْ اُرِيْدُ اِلَّا الْاِصْلَاحَ مَا اسْتَطَعْتُ "আমার আপ্রাণ চেষ্টা এবং বার বার বুঝানোর একমাত্র উদ্দেশ্য তোমাদেরকে যথাসাধ্য সংশোধন করা। অন্য কোনো উদ্দেশ্য নেই। আর চেষ্টা সাধনাও নিজ বাহু বলে নয় বরং وَمَا تَوْفِيْقِيْۤ اِلَّا بِاللّٰهِ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَاِلَيْهِ اُنِيْبُ "আমি যা কিছু করছি তা আল্লাহর মদদেই করছি। অন্যথা আমার চেষ্টা করারও সাধ্য ছিল না। তার উপরই আমি ভরসা রাখি এবং সর্বকাজে সর্বাবস্থায় তারই প্রতি রুজু হই।"

শব্দবিশ্লেষণ :

مَنْضُوْدٍ : সীগাহ واحد مذكر اسم مفعول বহছ ضَرَبَ বাব اَلنَّضْدُ মাসদার (ن ـ ض ـ د) মূলবর্ণ صحيح জিনস অর্থ– পরতে পরতে ভাঁজ করা।

مُسَوَّمَةً : সীগাহ واحد مؤنث اسم مفعول বহছ تَفْعِيْل বাব اَلتَّسْوِيْمُ মাসদার (س ـ و ـ م) মূলবর্ণ اجوف واوى জিনস অর্থ– পৃথককৃত। স্বতন্ত্র। নিদর্শনযুক্ত।

لَا تَعْثَوْا : সীগাহ جمع مذكر حاضر نهى حاضر معروف বহছ سَمِعَ বাব; اَلْعَثْىُ মাসদার (ع ـ ث ـ ى) মূলবর্ণ ناقص يائى জিনস অর্থ– ফ্যাসাদ করা।

نَشَاءُ : সীগাহ جمع متكلم مضارع معروف বহছ فَتَحَ বাব اَلْمَشِيْئَةُ মাসদার (ش ـ ى ـ ء) মূলবর্ণ اجوف يائى জিনস অর্থ– চাওয়া।

كُنْتُ : সীগাহ واحد متكلم ماضى معروف (فعل ناقص) বহছ نَصَرَ বাব اَلْكَوْنُ মাসদার (ك ـ و ـ ن) মূলবর্ণ اجوف واوى জিনস অর্থ– হওয়া।

اُنِيْبُ : সীগাহ واحد متكلم مضارع معروف বহছ اِفْعَالٌ বাব اَلْاِنَابَةُ মাসদার (ن ـ و ـ ب) মূলবর্ণ اجوف واوى জিনস অর্থ– প্রত্যাবর্তন করা। ফিরে আসা।

https://e-ilm.weebly.com/

৮৯. আর হে আমার সম্প্রদায়! তোমাদের জন্য আমার প্রতি বিরোধ যেন তার কারণ না হয়ে পড়ে যে, তোমাদের উপরও সেরূপ বিপদসমূহ এসে পড়ে। যেমন নূহ (আ.)-এর কওম অথবা হূদ (আ.)-এর কওম অথবা সালেহ (আ.)-এর কওমের উপর পতিত হয়েছিল। আর লূত (আ.)-এর কওম তো তোমাদের হতে দূর [দূরবর্তী যুগে] নয়।	وَيٰقَوْمِ لَا يَجْرِمَنَّكُمْ شِقَاقِيْٓ اَنْ يُّصِيْبَكُمْ مِّثْلُ مَآ اَصَابَ قَوْمَ نُوْحٍ اَوْ قَوْمَ هُوْدٍ اَوْ قَوْمَ صٰلِحٍ ؕ وَمَا قَوْمُ لُوْطٍ مِّنْكُمْ بِبَعِيْدٍ (৮৯)
৯০. আর তোমরা নিজেদের প্রতিপালকের নিকট নিজেদের গুনাহ মাফ করিয়ে নাও। অতঃপর তাঁর দিকে মনোনিবেশ কর; নিশ্চয় আমার প্রতিপালক পরম দয়ালু, অতি প্রেমময়।	وَاسْتَغْفِرُوْا رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوْبُوْٓا اِلَيْهِ ؕ اِنَّ رَبِّيْ رَحِيْمٌ وَّدُوْدٌ (৯০)
৯১. তারা বলল, হে শোয়াইব! তোমার বর্ণিত অনেক কথা আমাদের বুঝে আসে না এবং আমরা নিজেদের মধ্যে তোমাকে দুর্বল দেখছি, আর যদি তোমার স্বজনবর্গের লক্ষ্য না হতো, তবে আমরা তোমাকে প্রস্তরাঘাতে চূর্ণ করে ফেলতাম, আর আমাদের নিকট তোমার কোনোই মর্যাদা নেই।	قَالُوْا يٰشُعَيْبُ مَا نَفْقَهُ كَثِيْرًا مِّمَّا تَقُوْلُ وَاِنَّا لَنَرٰىكَ فِيْنَا ضَعِيْفًا ۚ وَلَوْلَا رَهْطُكَ لَرَجَمْنٰكَ ؗ وَمَآ اَنْتَ عَلَيْنَا بِعَزِيْزٍ (৯১)
৯২. শোয়াইব (আ.) বললেন, হে আমার সম্প্রদায়! আমার পরিজনবর্গ কি তোমাদের নিকট আল্লাহ অপেক্ষাও অধিক মর্যাদাবান? আর তোমরা তাঁকে পশ্চাতে ফেলে রেখেছ। নিশ্চয় আমার প্রতিপালক তোমাদের সমস্ত কার্যকলাপকে বেষ্টন করে আছেন।	قَالَ يٰقَوْمِ اَرَهْطِيْٓ اَعَزُّ عَلَيْكُمْ مِّنَ اللّٰهِ ؕ وَاتَّخَذْتُمُوْهُ وَرَآءَكُمْ ظِهْرِيًّا ؕ اِنَّ رَبِّيْ بِمَا تَعْمَلُوْنَ مُحِيْطٌ (৯২)

শাব্দিক অনুবাদ :

৮৯. وَيٰقَوْمِ আর হে আমার সম্প্রদায়! لَا يَجْرِمَنَّكُمْ شِقَاقِيْٓ তোমাদের জন্য আমার প্রতি জিদ যেন এর কারণ না হয়ে পড়ে যে, اَنْ يُّصِيْبَكُمْ তোমাদের উপর ও সেরূপ বিপদসমূহ এসে পড়ে مِّثْلُ مَآ اَصَابَ যেমন পতিত হয়েছিল قَوْمَ نُوْحٍ اَوْ قَوْمَ هُوْدٍ اَوْ قَوْمَ صٰلِحٍ নূহের কওম অথবা হূদের কওম অথবা সালেহের কওমের উপর وَمَا قَوْمُ لُوْطٍ مِّنْكُمْ بِبَعِيْدٍ আর লূতের কওম তো তোমাদের থেকে দূর (যুগে) নয়।

৯০. وَاسْتَغْفِرُوْا رَبَّكُمْ আর তোমরা নিজেদের প্রতিপালকের নিকট নিজেদের গুনাহ মাফ করিয়ে নাও ثُمَّ تُوْبُوْٓا اِلَيْهِ অতঃপর তাঁর দিকে মনোনিবেশ কর اِنَّ رَبِّيْ رَحِيْمٌ وَّدُوْدٌ নিশ্চয় আমার প্রতিপালকের পরম দয়ালু অতি প্রেমময়

৯১. قَالُوْا يٰشُعَيْبُ তারা বলল, হে শুআইব مَا نَفْقَهُ كَثِيْرًا مِّمَّا تَقُوْلُ তোমার বর্ণিত অনেক কথা আমাদের বুঝে আসে না وَاِنَّا لَنَرٰىكَ فِيْنَا ضَعِيْفًا এবং আমরা নিজেদের মধ্যে তোমাকে দুর্বল দেখছি وَلَوْلَا رَهْطُكَ لَرَجَمْنٰكَ আর যদি তোমার স্বজনবর্গের লক্ষ্য না হতো তবে আমরা তোমাকে প্রস্তরাঘাতে চূর্ণ করে ফেলতাম وَمَآ اَنْتَ عَلَيْنَا بِعَزِيْزٍ আর আমাদের নিকট তোমার কোনোই মর্যাদা নেই।

৯২. قَالَ يٰقَوْمِ শুয়াইব বললেন, হে আমার কওম اَرَهْطِيْٓ اَعَزُّ عَلَيْكُمْ مِّنَ اللّٰهِ আমার পরিজনবর্গ কি তোমাদের নিকট আল্লাহ অপেক্ষাও অধিক মর্যাদাবান وَاتَّخَذْتُمُوْهُ وَرَآءَكُمْ ظِهْرِيًّا আর তোমরা তাকে পশ্চাতে ফেলে রেখেছ اِنَّ رَبِّيْ بِمَا تَعْمَلُوْنَ مُحِيْطٌ নিশ্চয় আমার প্রতিপালক তোমাদের সমস্ত কার্যকলাপ কে বেষ্টন করে আছেন।

https://e-ilm.weebly.com/

وَيٰقَوْمِ اعْمَلُوْا عَلٰى مَكَانَتِكُمْ اِنِّىْ عَامِلٌ ؕ سَوْفَ تَعْلَمُوْنَ ۙ مَنْ يَّاْتِيْهِ عَذَابٌ يُّخْزِيْهِ وَمَنْ هُوَ كَاذِبٌ ؕ وَارْتَقِبُوْٓا اِنِّىْ مَعَكُمْ رَقِيْبٌ (٩٣)

৯৩. আর হে আমার সম্প্রদায়! তোমরা নিজেদের অবস্থায় কাজ করতে থাক, আমিও [আমার] কাজ করছি; এখন সত্বরই তোমরা জানতে পারবে যে, কে সে ব্যক্তি যার উপর এমন আজাব আসন্ন যা তাকে অপমানিত করবে এবং কে সে ব্যক্তি যে মিথ্যাবাদী ছিল; আর তোমরা প্রতীক্ষায় থাক, আমিও তোমাদের সঙ্গে প্রতীক্ষায় রইলাম।

وَلَمَّا جَآءَ اَمْرُنَا نَجَّيْنَا شُعَيْبًا وَّالَّذِيْنَ اٰمَنُوْا مَعَهٗ بِرَحْمَةٍ مِّنَّا وَاَخَذَتِ الَّذِيْنَ ظَلَمُوا الصَّيْحَةُ فَاَصْبَحُوْا فِىْ دِيَارِهِمْ جٰثِمِيْنَ (٩٤)

৯৪. [আল্লাহ বললেন] আর যখন আমার হুকুম এসে পৌছল, তখন আমি নাজাত দিলাম শোয়াইব (আ.) আর যারা তার সঙ্গে ঈমানদার ছিল তাদেরকে নিজ অনুগ্রহে, আর সেই জালেমদেরকে আক্রমণ করল এক বিকট গর্জন, অতঃপর তারা নিজ নিজ গৃহের মধ্যে উপুড় হয়ে পড়ে রইল।

كَاَنْ لَّمْ يَغْنَوْا فِيْهَا ؕ اَلَا بُعْدًا لِّمَدْيَنَ كَمَا بَعِدَتْ ثَمُوْدُ (٩٥)

৯৫. যেন তারা সেথায় কখনো বসবাসই করেনি। ভালোরূপে শুনে নাও, রহমত হতে দূরে সরে পড়ল মাদইয়ানবাসী, যেমন রহমত হতে দূর হয়েছিল ছামূদ [সম্প্রদায়]।

ع

وَلَقَدْ اَرْسَلْنَا مُوْسٰى بِاٰيٰتِنَا وَسُلْطٰنٍ مُّبِيْنٍ (٩٦)

৯৬. আর মূসাকে আমি প্রেরণ করলাম আমার নিদর্শনাবলি এবং সুস্পষ্ট প্রমাণ সহকারে।

اِلٰى فِرْعَوْنَ وَمَلَا۠ئِهٖ فَاتَّبَعُوْٓا اَمْرَ فِرْعَوْنَ ۚ وَمَآ اَمْرُ فِرْعَوْنَ بِرَشِيْدٍ (٩٧)

৯৭. ফেরাউন ও তার প্রধানবর্গের নিকট, অনন্তর তারা [-ও] ফেরাউনের মতানুসারে চলতে রইল এবং ফেরাউনের মত মোটেই ঠিক ছিল না।

শাব্দিক অনুবাদ :

৯৩. وَيٰقَوْمِ আর হে আমার সম্প্রদায়! اعْمَلُوْا عَلٰى مَكَانَتِكُمْ তোমরা নিজেদের অবস্থা কাজ করতে থাক اِنِّىْ عَامِلٌ আমি ও (আমার) কাজ করছি سَوْفَ تَعْلَمُوْنَ এখন সত্বরই তোমরা জানতে পারবে যে, مَنْ يَّاْتِيْهِ عَذَابٌ কে সেই ব্যক্তি যার উপর আজাব আসন্ন يُّخْزِيْهِ যা তাকে অপমানিত করবে وَمَنْ هُوَ كَاذِبٌ এবং কে সেই ব্যক্তি যে মিথ্যাবাদী ছিল। وَارْتَقِبُوْا আর তোমরা প্রতীক্ষায় থাক اِنِّىْ مَعَكُمْ رَقِيْبٌ আমি তোমাদের সঙ্গে প্রতীক্ষায় রইলাম।

৯৪. وَلَمَّا جَآءَ اَمْرُنَا আর যখন আমার হুকুম এসে পৌছল نَجَّيْنَا তখন আমি নাজাত দিলাম شُعَيْبًا وَّالَّذِيْنَ اٰمَنُوْا مَعَهٗ শুয়াইবকে এবং যারা তার সঙ্গে ঈমানদার ছিল তাদেরকে بِرَحْمَةٍ مِّنَّا নিজ রহমতে وَاَخَذَتِ الَّذِيْنَ ظَلَمُوا الصَّيْحَةُ আর সেই জালেমদেরকে আক্রমণ করল এক বিকট গর্জন فَاَصْبَحُوْا فِىْ دِيَارِهِمْ جٰثِمِيْنَ অতঃপর তারা নিজ গৃহের মধ্যে উপুড় হয়ে পড়ে রইল।

৯৫. كَاَنْ لَّمْ يَغْنَوْا فِيْهَا যেন তারা এ গুলোতে কখনো বসবাসই করেনি اَلَا بُعْدًا لِّمَدْيَنَ ভালোরূপে শুনে নাও, রহমত হতে দূরে সরে পড়ল ময়দান كَمَا بَعِدَتْ ثَمُوْدُ যেমন দূর হয়েছিল ছামূদ রহমত হতে।

৯৬. وَلَقَدْ اَرْسَلْنَا আর আমি প্রেরণ করলাম مُوْسٰى মূসাকে بِاٰيٰتِنَا وَسُلْطٰنٍ مُّبِيْنٍ আমার নিদর্শনাসমূহ এবং সুস্পষ্ট প্রমাণ সহকারে।

৯৭. اِلٰى فِرْعَوْنَ وَمَلَا۠ئِهٖ ফেরাউন ও তার প্রধানবর্গের নিকট فَاتَّبَعُوْٓا اَمْرَ فِرْعَوْنَ অনন্তর তারা ফেরাউনের মতানুসারে চলতে রইল وَمَآ اَمْرُ فِرْعَوْنَ بِرَشِيْدٍ ফেরাউনের মত মোটেই ঠিক ছিল না।

https://e-ilm.weebly.com/

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

নসিহত ও উপদেশ দান করে তিনি পুনরায় তাদেরকে আল্লাহর আজাব হতে সতর্ক করে বললেন- وَيٰقَوْمِ لَا يَجْرِمَنَّكُمْ شِقَاقِيْٓ اَنْ يُّصِيْبَكُمْ مِّثْلُ مَآ اَصَابَ قَوْمَ نُوْحٍ اَوْ قَوْمَ هُوْدٍ اَوْ قَوْمَ صٰلِحٍ وَمَا قَوْمُ لُوْطٍ مِّنْكُمْ بِبَعِيْدٍ হে আমার কওম! সাবধান। আমার সাথে বিদ্বেষ ও জিদ করে তোমরা নিজেদের উপর কওমে নূহ অথবা কওমে হূদ কিংবা সালেহ (আ.) -এর কওমের মতো বিপদ ডেকে আনবে না। আর হযরত লূত (আ.) এর জাতি ও তাদের শোচনীয় পরিণতি তো তোমাদের থেকে খুব দূরেও নয়। অর্থাৎ কওমে লূতের উল্টিয়ে দেওয়া জনপদগুলো মাদইয়ান শহরের আদূরেই অবস্থিত। তাদের উপর আজাব নাজিল হওয়ার ঘটনা তোমাদের সময় থেকে খুব আগের কোনো ব্যাপার নয়। অতএব, তা হতে শিক্ষা গ্রহণ কর এবং হঠকারিতা পরিত্যাগ কর।

কওমের লোকেরা একথা শুনে রাগে অগ্নিশর্মা হয়ে বলতে লাগল "আপনার গোষ্ঠী জাতির কারণে আমরা এতদিন আপনাকে কিছু বলিনি। নতুবা অনেক আগেই প্রস্তর আঘাতে আপনাকে হত্যা করে ফেলতাম।"

এরপরে হযরত শোয়াইব (আ.) তাদেরকে নসিহত করে বললেন- "তোমরা আমার আত্মীয় স্বজনকে ভয় কর, অথচ সর্বশক্তিমান আল্লাহ তা'আলাকে ভয় করো না।"

শেষ পর্যন্ত কওমের লোকেরা যখন হযরত শোয়াইব (আ.)-এর কোনো কথা মানল না, তখন তিনি বললেন- 'ঠিক আছে, তোমরা এমন আজাবের অপেক্ষা করতে থাক।' অতঃপর আল্লাহ তা'আলা তাঁর চিরন্তন বিধান অনুসারে হযরত শোয়াইব (আ.) কে এবং তাঁর সঙ্গিসাথি ঈমানদারগণকে উক্ত জনপদ হতে অন্যত্র নিরাপদে সরিয়ে নিলেন এবং হযরত জিবরাঈল (আ.) -এর এক ভয়ঙ্কর হাঁকে অবশিষ্ট সবাই এক নিমেষে ধ্বংস হলো।

আহাকাম ও মাসায়েল :

মাপে কম দেওয়া : আলোচ্য আয়াতসমূহে মাদইয়ানবাসী ধ্বংস হওয়ার অন্যতম কারণ নির্দেশ করা হয়েছে মাপে কম দেওয়াকে, আরবিতে যাকে 'তাতফীক' বলা হয়। কুরআন কারীমের- وَيْلٌ لِّلْمُطَفِّفِيْنَ আয়াতে তাদের জন্য কঠোর শাস্তির বর্ণনা দেওয়া হয়েছে। ওলামায়ে উম্মতের ইজমা বা সর্ব সম্মত সিদ্ধান্ত অনুসারে তা সম্পূর্ণ হারাম। ইমাম মালেক (র.) তদীয় 'মোয়াত্তা' কিতাবে হযরত ওমর ফারূক (রা.) -এর একটি উক্তি উদ্ধৃত করে লিখেছেন যে, ওজনে পরিমাপে কম দেওয়ার কথা বলে, আসলে বুঝানো হয়েছে- কারো কোনো ন্যায্য পাওনা পুরোপুরি না দিয়ে কম দেওয়া; তা ওজন ও পরিমাপ করার বস্তু হোক অথবা অন্য কিছু হোক। কোনো বেতনভোগী কর্মচারী যদি তার নির্দিষ্ট সময়ের চেয়ে কম সময় কাজ করে, কোনো শিক্ষক যদি যত্ন সহকারে শিক্ষাদান না করে অথবা কোনো নামাজি ব্যক্তি যদি নামাজের সুন্নতগুলো পালনে অবহেলা করে তবে তারাও উক্ত তাতফীফের অপরাধীদের তালিকাভুক্ত হবে। (নাউজুবিল্লাহি মিনহু)

মাসআলা : তাফসীরে কুরতুবীতে আছে যে, মাদইয়ানবাসীর আরেকটি দুষ্কর্ম ছিল যে, তারা প্রচলিত স্বর্ণ ও রৌপ্যমুদ্রার পার্শ্ব হতে স্বর্ণ রৌপ্য কেটে রেখে সেগুলো বাজারে চালিয়ে দিত। হযরত শোয়াইব (আ.) তাদেরকে এ কাজ থেকে নিষেধ করেছিলেন।

https://e-ilm.weebly.com/

হাদীস শরীফে আছে যে, রাসূলে কারীম ﷺ মুসলিম রাষ্ট্রের মুদ্রা ভগ্ন করাকে হারাম ঘোষণা করেছেন। কুরআন পাকের ১৯ পারা, সূরাহ নমল ৪৮নং আয়াতে تِسْعَةُ رَهْطٍ يُفْسِدُوْنَ فِى الْاَرْضِ وَلَا يُصْلِحُوْنَ-এর ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে ইমামুল মুফাসসিরীন হযরত জায়েদ ইবনে আসলাম বলেন, মাদইয়ানবাসীরা দীনার ও দিরহাম কেটে তা থেকে স্বর্ণ রৌপ্য আত্মসাৎ করতো। যাকে কুরআন কারীমের ভাষায় মারাত্মক দুষ্কৃতি বলে আখ্যায়িত করা হয়েছে।

হযরত ওমর ইবনে আব্দুল আজিজের (র.) খেলাফত কালে এক ব্যক্তিকে এক দিরহাম কর্তনের অভিযোগে গ্রেফতার করা হয়েছিল। খলিফা তাকে দোররা মারা ও মস্তক মুণ্ডন করে শহরে প্রদক্ষিণ করাবার নির্দেশ দিলেন। –[তাফসীরে কুরতুবী]

শব্দবিশ্লেষণ :

لَايَجْرِمَنَّكُمْ : সীগাহ واحد مذكر غائب বহছ نفى فعل مصارع معروف بانون ثقيله বাব ضَرَبَ মাসদার اَلْجَرْمُ মূলবর্ণ (ج . ر . م) জিনস صحيح অর্থ- প্ররোচিত করা। অর্থাৎ لَايَكْسِبَنَّكُمْ خِلَافِىْ আমার বিরোধিতা করে অর্জন করো না। (তরজমা শাইখুল হিন্দ) শাব্দিক তরজমা কখনো যেন আমার বিরোধিতা তোমাদেরকে প্ররোচিত না করে।

تُوْبُوْا : সীগাহ جمع مذكر حاضر বহছ امر حاضر معروف বাব نَصَرَ মাসদার اَلتَّوْبَةُ মূলবর্ণ (ت . و . ب) জিনস اجوف واوى অর্থ– তওবা করা। ফিরে আসা। প্রত্যাবর্তন করা।

رَهْطُكَ : অর্থ– তোমার গোত্র। তিন থেকে দশজনের দল যার মধ্যে মহিলা থাকে না, তাকে رَهْط বলা হয়। এ শব্দের একবচন আসে না। বহুবচন আসে اَرَاهِطُ . اَرْهُطٌ . اَرَاهِيْطُ

اِرْتَقِبُوْا : সীগাহ جمع مذكر حاضر বহছ امر حاضر معروف বাব اِفْتِعَالٌ মাসদার اَلْاِرْتِقَابُ মূলবর্ণ (ر . ق . ب) জিনস صحيح অর্থ– অপেক্ষা করা। পথ দেখা।

جٰثِمِيْنَ : সীগাহ جمع مذكر বহছ اسم فاعل বাব ضَرَبَ ও نَصَرَ মাসদার اَلْجُثُوْمُ মূলবর্ণ (ج . ث . م) জিনস صحيح অর্থ– বুক নিচে দিয়ে উপুড় হয়ে মাটিতে পড়ে থাকা।

لَمْ يَغْنَوْا : সীগাহ جمع مذكر غائب বহছ نفى جحد بلم در فعل مستقبل معروف বাব سَمِعَ মাসদার اَلْغِنٰى মূলবর্ণ (غ . ن . ى) জিনস ناقص يائى অর্থ– কিয়াম করা। অবস্থান করা। বসবাস করা।

https://e-ilm.weebly.com/

৯৮. কিয়ামতের দিন সে নিজ সম্প্রদায়ের আগে আগে থাকবে, অতঃপর তাদেরকে উপনীত করে দিবে দোজখে; আর তা অতি নিকৃষ্ট স্থান যাতে তারা উপনীত হবে।	يَقْدُمُ قَوْمَهُ يَوْمَ الْقِيٰمَةِ فَاَوْرَدَهُمُ النَّارَ ۚ وَبِئْسَ الْوِرْدُ الْمَوْرُوْدُ (٩٨)
৯৯. আর লা'নত তাদের সঙ্গে সঙ্গে রইল এ দুনিয়াতে [-ও] এবং কিয়ামত দিবসেও; তা হলো নিকৃষ্ট পুরস্কার যা তাদেরকে দেওয়া হয়েছে।	وَاُتْبِعُوْا فِيْ هٰذِهٖ لَعْنَةً وَّيَوْمَ الْقِيٰمَةِ ۚ بِئْسَ الرِّفْدُ الْمَرْفُوْدُ (٩٩)
১০০. এটা ছিল সে জনপদসমূহের কতিপয় অবস্থা যা আমি আপনার নিকট বর্ণনা করেছি, তাদের মধ্য হতে কোনো কোনো জনপদ তো বহাল রয়েছে এবং কোনো কোনোটির সম্পূর্ণ বিলুপ্তি ঘটেছে।	ذٰلِكَ مِنْ اَنْۢبَآءِ الْقُرٰى نَقُصُّهٗ عَلَيْكَ مِنْهَا قَآئِمٌ وَّحَصِيْدٌ (١٠٠)
১০১. আর আমি তাদের প্রতি অত্যাচার করিনি; কিন্তু তারা নিজেরাই নিজেদের উপর অত্যাচার করেছে। বস্তুত তাদের কোনোই উপকার করেনি তাদের সে উপাস্যগুলো, আল্লাহকে ছেড়ে যাদের তারা উপাসনা করত, যখন এসে পৌঁছল আপনার প্রতিপালকের হুকুম বরং উল্টা তাদের ক্ষতি সাধন করল।	وَمَا ظَلَمْنٰهُمْ وَلٰكِنْ ظَلَمُوْٓا اَنْفُسَهُمْ فَمَآ اَغْنَتْ عَنْهُمْ اٰلِهَتُهُمُ الَّتِيْ يَدْعُوْنَ مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ مِنْ شَيْءٍ لَّمَّا جَآءَ اَمْرُ رَبِّكَ ۚ وَمَا زَادُوْهُمْ غَيْرَ تَتْبِيْبٍ (١٠١)

শাব্দিক অনুবাদ :

৯৮. يَقْدُمُ قَوْمَهُ يَوْمَ الْقِيٰمَةِ কিয়ামতের দিন সে নিজ সম্প্রদায়ের আগে আগে থাকবে فَاَوْرَدَهُمُ النَّارَ অতঃপর তাদেরকে উপনীত করে দিবে দোজখে وَبِئْسَ الْوِرْدُ الْمَوْرُوْدُ আর তা অতি নিকৃষ্ট স্থান যাতে তারা উপনীত হবে।

৯৯. وَاُتْبِعُوْا فِيْ هٰذِهٖ لَعْنَةً আর লা'নত তাদের সঙ্গে রইল এ দুনিয়াতে وَّيَوْمَ الْقِيٰمَةِ এবং কিয়ামত দিবসেও بِئْسَ الرِّفْدُ الْمَرْفُوْدُ তা হলো নিকৃষ্ট পুরস্কার যা তাদেরকে দেওয়া হয়েছে।

১০০. ذٰلِكَ مِنْ اَنْۢبَآءِ الْقُرٰى এটা ছিল সে জনপদসমূহের কতিপয় অবস্থা نَقُصُّهٗ عَلَيْكَ যা আমি আপনার নিকট বর্ণনা করছি مِنْهَا قَآئِمٌ وَّحَصِيْدٌ কোনো কোনো জনপদ তো তাদের মধ্য হতে বহাল রয়েছে এবং কোনো কোনোটি সম্পূর্ণ বিলুপ্তি ঘটেছে।

১০১. وَمَا ظَلَمْنٰهُمْ আর আমি তাদের প্রতি অত্যাচার করিনি وَلٰكِنْ ظَلَمُوْٓا اَنْفُسَهُمْ কিন্তু তারা নিজেরাই নিজেদের উপর অত্যাচার করেছে فَمَآ اَغْنَتْ عَنْهُمْ বস্তুত তাদের কোনোই উপকার করেনি اٰلِهَتُهُمُ তাদের সে উপাস্য গুলো الَّتِيْ يَدْعُوْنَ যাদের তারা উপাসনা করত مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ مِنْ شَيْءٍ আল্লাহকে ছেড়ে لَّمَّا جَآءَ اَمْرُ رَبِّكَ যখন পৌঁছল আপনার পরওয়ারদেগারের হুকুম وَمَا زَادُوْهُمْ غَيْرَ تَتْبِيْبٍ বরং উল্টা তাদের ক্ষতি সাধন করল।

https://e-ilm.weebly.com/

১০২. আর আপনার প্রতিপালকের পাকড়াও এরূপই হয়ে থাকে, যখন তিনি কোনো জনপদের অধিবাসীদেরকে পাকড়াও করেন যখন তারা জুলুম করে। নিঃসন্দেহে তার পাকড়াও হচ্ছে অত্যন্ত যাতনাদায়ক, কঠিন।	وَكَذٰلِكَ اَخْذُ رَبِّكَ اِذَآ اَخَذَ الْقُرٰى وَهِىَ ظَالِمَةٌ ۭ اِنَّ اَخْذَهٗٓ اَلِيْمٌ شَدِيْدٌ (١٠٢)
১০৩. এ সমস্ত ঘটনায় সেই ব্যক্তির জন্য বড় উপদেশ রয়েছে। যে ব্যক্তি পরকালের আজাবকে ভয় করে; তা এমন এক দিন হবে যেদিন সমস্ত মানুষকে সমবেত করা হবে এবং তা হলো সকলের উপস্থিতির দিন।	اِنَّ فِىْ ذٰلِكَ لَاٰيَةً لِّمَنْ خَافَ عَذَابَ الْاٰخِرَةِ ۭ ذٰلِكَ يَوْمٌ مَّجْمُوْعٌ ۙ لَّهُ النَّاسُ وَذٰلِكَ يَوْمٌ مَّشْهُوْدٌ (١٠٣)
১০৪. আর আমি তা কেবল সামান্য কালের জন্য স্থগিত করে রেখেছি;	وَمَا نُؤَخِّرُهٗٓ اِلَّا لِاَجَلٍ مَّعْدُوْدٍ (١٠٤)
১০৫. যখন সেদিন আসবে কোনো ব্যক্তি আল্লাহর অনুমতি ব্যতীত কথাও বলতে পারবে না, অনন্তর তাদের মধ্যে কতেক তো দুর্ভাগা হবে এবং কতেক ভাগ্যবান হবে।	يَوْمَ يَاْتِ لَا تَكَلَّمُ نَفْسٌ اِلَّا بِاِذْنِهٖ ۚ فَمِنْهُمْ شَقِيٌّ وَّسَعِيْدٌ (١٠٥)
১০৬. অতএব, যারা দুর্ভাগা হবে তারা তো দোজখে এরূপ অবস্থায় থাকবে যে, তাতে তাদের চিৎকার ও আর্তনাদ হতে থাকবে।	فَاَمَّا الَّذِيْنَ شَقُوْا فَفِى النَّارِ لَهُمْ فِيْهَا زَفِيْرٌ وَّشَهِيْقٌ (١٠٦)

শাব্দিক অনুবাদ :

১০২. وَكَذٰلِكَ اَخْذُ رَبِّكَ আর আপনার রবের পাকড়াও এরূপই হয়ে থাকে اِذَآ اَخَذَ الْقُرٰى যখন তিনি কোনো জনপদের অধিবাসীদেরকে পাকড়াও করেন وَهِىَ ظَالِمَةٌ যখন তারা জুলুম করে اِنَّ اَخْذَهٗٓ اَلِيْمٌ شَدِيْدٌ নিঃসন্দেহে তাঁর পাকড়াও হচ্ছে অত্যন্ত যাতনা দায়ক কঠিন।

১০৩. اِنَّ فِىْ ذٰلِكَ لَاٰيَةً এ সমস্ত ঘটনায় সেই ব্যক্তির জন্য বড় উপদেশ রয়েছে لِّمَنْ خَافَ عَذَابَ الْاٰخِرَةِ যে ব্যক্তি পরকালের আজাবকে ভয় করে ذٰلِكَ يَوْمٌ তা এমন এক দিন হবে مَّجْمُوْعٌ لَّهُ النَّاسُ যেদিন সমস্ত মানুষকে সমবেত করা হবে وَذٰلِكَ يَوْمٌ مَّشْهُوْدٌ এবং তা হলো সকলের উপস্থিতির দিন।

১০৪. وَمَا نُؤَخِّرُهٗٓ আর আমি তা স্থগিত করে রেখেছি, اِلَّا لِاَجَلٍ مَّعْدُوْدٍ কেবল সামান্য কালের জন্য।

১০৫. يَوْمَ يَاْتِ যখন সেদিন আসবে لَا تَكَلَّمُ نَفْسٌ اِلَّا بِاِذْنِهٖ কোনো ব্যক্তি আল্লাহর অনুমতি ব্যতীত কথাও বলতে পারবে না فَمِنْهُمْ شَقِيٌّ وَّسَعِيْدٌ অনন্তর তাদের মধ্যে কতক তো দুর্ভাগা হবে এবং কতক ভাগ্যবান হবে।

১০৬. فَاَمَّا الَّذِيْنَ شَقُوْا অতএব, যারা দুর্ভাগা হবে فَفِى النَّارِ তারা দোজখে এরূপ অবস্থায় থাকবে যে, لَهُمْ فِيْهَا زَفِيْرٌ وَّشَهِيْقٌ তাতে তাদের চিৎকার ও আর্তনাদ হতে থাকবে।

https://e-ilm.weebly.com/

১০৭. তারা অনন্তকাল সেখানে থাকবে যে পর্যন্ত আসমান ও জমিন স্থায়ী থাকে, অবশ্য যদি আল্লাহরই ইচ্ছা হয়, তবে ভিন্ন কথা; আপনার প্রতিপালক যা কিছু চান তা পূর্ণরূপে সমাধা করতে পারেন।	خٰلِدِيْنَ فِيْهَا مَا دَامَتِ السَّمٰوٰتُ وَالْاَرْضُ اِلَّا مَا شَآءَ رَبُّكَ ؕ اِنَّ رَبَّكَ فَعَّالٌ لِّمَا يُرِيْدُ (١٠٧)
১০৮. আর পক্ষান্তরে যারা হয়েছে ভাগ্যবান, বস্তুত তারা থাকবে জান্নাতে, [এবং!] তাতে তারা অনন্তকাল থাকবে যে, পর্যন্ত আসমান ও জমিন স্থায়ী থাকে; কিন্তু যদি আল্লাহরই ইচ্ছা হয়, তবে ভিন্ন কথা; তা অফুরন্ত দান হবে।	وَاَمَّا الَّذِيْنَ سُعِدُوْا فَفِى الْجَنَّةِ خٰلِدِيْنَ فِيْهَا مَا دَامَتِ السَّمٰوٰتُ وَالْاَرْضُ اِلَّا مَا شَآءَ رَبُّكَ ؕ عَطَآءً غَيْرَ مَجْذُوْذٍ (١٠٨)

শাব্দিক অনুবাদ :

১০৭. خٰلِدِيْنَ فِيْهَا তারা অনন্তকাল সেখানে থাকবে مَا دَامَتِ السَّمٰوٰتُ وَالْاَرْضُ যে পর্যন্ত আসমান ও জমিন স্থায়ী থাকে الا ما شاء ربك অবশ্য যদি আল্লাহরই ইচ্ছা হয় তবে ভিন্ন কথা اِنَّ رَبَّكَ فَعَّالٌ لِّمَا يُرِيْدُ আপনার প্রতিপালক যা কিছু চান তা পূর্ণরূপে সমাধা করতে পারেন।

১০৮. وَاَمَّا الَّذِيْنَ سُعِدُوْا পক্ষান্তরে যারা হয়েছে ভাগ্যবান فَفِى الْجَنَّةِ বস্তুত তারা থাকবে জান্নাতে خٰلِدِيْنَ فِيْهَا তাতে তারা অনন্তকাল থাকবে مَا دَامَتِ السَّمٰوٰتُ وَالْاَرْضُ যে পর্যন্ত আসমান জমিন স্থায়ী থাকে الا ما شاء ربك কিন্তু যদি আল্লাহর ইচ্ছা হয় তবে ভিন্ন কথা عَطَآءً غَيْرَ مَجْذُوْذٍ তা অফুরন্ত দান হবে।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

সূরা হূদে হযরত নূহ (আ.) থেকে হযরত মূসা (আ.) পর্যন্ত বিশিষ্ট নবীগণ ও তাদের জাতিসমূহের ঘটনাবলি এক বিশেষ বর্ণনা শৈলীর মাধ্যমে বিবৃত করা হয়েছে, যার মাধ্যমে বহু উপদেশ, হিকমত, আহকাম ও হোদায়েত বর্ণিত হয়েছে। অতঃপর উক্ত ঘটনাবলি থেকে শিক্ষা গ্রহণ করার জন্য রাসূলে কারীম ﷺ-কে সম্বোধন করে সামগ্র উম্মতে মুহাম্মদীকে আহ্বান জানানো হয়েছে। ইরশাদ হয়েছে- ذٰلِكَ مِنْ اَنْۢبَآءِ الْقُرٰى نَقُصُّهٗ عَلَيْكَ مِنْهَا قَآئِمٌ وَّحَصِيْدٌ অর্থাৎ এটা পূর্ববর্তী যুগের কতিপয় শহর ও জনপদের কাহিনী, আমি আপনার সামনে তুলে ধরছি, যার উপর আল্লাহর আজাব আপতিত হয়েছে তন্মধ্যে কোনো কোনো শহরের ধ্বংসাবশেষ এখনো বর্তমান আছে। আর কোনো কোনো জনপদকে এমনভাবে নিশ্চিহ্ন করা হয়েছে যেমন ক্ষেতের ফসল কর্তন করে তাকে সমান করার পর পূর্ববর্তী ফসলের কোনো চিহ্ন থাকে না।

অতঃপর বলেন যে, আমি তাদের উপর কোনো জুলুম করিনি; বরং তারাই নিজেদের প্রতি অবিচার করেছে। কেননা তারা নিজেদের সৃষ্টিকর্তা, পালনকর্তা, রক্ষাকর্তা প্রভুকে পরিত্যাগ করে নিজেদের মনগড়া হাতে তৈরি মূর্তিকে বা অন্য কিছুকে মা'বূদ সাব্যস্ত করেছে। যার ফলে আল্লাহর আজাব যখন নেমে এলো, তখন ঐসব কাল্পনিক মা'বূদেরা তাদের কোনো সাহায্য করতে পারল না। আর আল্লাহ তা'আলা যখন কোনো জনপদবাসীকে

https://e-ilm.weebly.com/

আজাবের সাথে পাকড়াও করেন, তখন অত্যন্ত শক্ত ও নির্মমভাবে পাকড়াও করেন।' তখন আত্মরক্ষার জন্য কারো কোনো গত্যন্তর থাকে না।

অতঃপর সবাইকে আখেরাতের চিন্তায় মশগুল করার জন্য ইরশাদ করেন যে, এসব ঘটনাবলির মধ্যে ঐসব লোকের জন্য শিক্ষণীয় দৃষ্টান্ত ও নিদর্শনাবলি রয়েছে, যারা পরকালের আজাবকে ভয় করে। যেদিন সমগ্র মানবজাতি একই ময়দানে সমবেত হবে, সেদিনটি এতই ভয়াবহ যে, কোনো ব্যক্তি আল্লাহর অনুমতি ব্যতীত একটি শব্দও উচ্চারণ করতে পারবে না।

শব্দবিশ্লেষণ :

فَاَوْرَدَهُمْ : فاء হরফে আতফ। সীগাহ واحد مذكر غائب বহছ ماضى معروف বাব اِفْعَالٌ মাসদার اَلْاِيْرَادُ মূলবর্ণ (و ـ ر ـ د) জিনস مثال واوى অর্থ– আনয়ন, উপস্থাপন, পরিবেশন, আমদানি।

اَلْمَوْرُوْدُ : সীগাহ واحد مذكر বহছ اسم مفعول বাব ضَرَبَ মাসদার اَلْوُرُوْدُ ও اَلْوِرْدُ মূলবর্ণ (و ـ ر ـ د) জিনস مثال واوى অর্থ– আনা; পানির উপর আসা।

اَلْمَرْفُوْدُ : সীগাহ واحد مذكر বহছ اسم مفعول বাব ضَرَبَ মাসদার اَلرَّفْدُ মূলবর্ণ (ر ـ ف ـ د) জিনস صحيح অর্থ– পুরস্কার দেওয়া।

شَقِيٌّ : ছিফাতে মুশাব্বাহ। فَعِيْلٌ-এর ওযনে। হতভাগ্য, দুর্ভাগ্য। সীগাহ واحد مذكر বহছ صفت مشبة বাব سَمِعَ মাসদার اَلشَّقَاوَةُ মূলবর্ণ (ش ـ ق ـ ى) জিনস ناقص يائى অর্থ– হতভাগা হওয়া।

سَعِيْدٌ : ছিফাতে মুশাব্বাহ। فَعِيْلٌ-এর ওযনে অর্থ– সৌভাগ্যবান। সীগাহ واحد مذكر বহছ صفت مشبة বাব سَمِعَ মাসদার اَلسَّعَادَةُ মূলবর্ণ (س ـ ع ـ د) জিনস صحيح অর্থ– সৌভাগ্যবান হওয়া।

شَقُوْا : সীগাহ جمع مذكر غائب বহছ ماضى معروف বাব سَمِعَ মাসদার اَلشَّقَاوَةُ মূলবর্ণ (ش ـ ق ـ ى) জিনস ناقص يائى অর্থ– দুর্ভাগা হওয়া। হতভাগা হওয়া। شَقُوْا মূলতঃ شَقِيُوْا ছিল। তা'লীল হয়ে شَقُوْا হয়েছে।

دَامَتْ : সীগাহ واحد مؤنث غائب বহছ ماضى معروف বাব ضَرَبَ ও نَصَرَ মাসদার اَلدَّوَامُ মূলবর্ণ (د ـ و ـ م) জিনস اجوف واوى অর্থ– স্থির থাকা। এক অবস্থায় অটল থাকা।

مَجْذُوْذٌ : সীগাহ واحد مذكر বহছ اسم مفعول বাব نَصَرَ মাসদার اَلْجَذُّ মূলবর্ণ (ج ـ ذ ـ ذ) জিনস مضاعف ثلاثى অর্থ– مَقْطُوْعٌ তথা কর্তিত। غَيْرُ مَجْذُوْذٍ অর্থাৎ غَيْرُمَقْطُوْعٍ ধারাবাহিক অবিচ্ছিন্ন। ভেঙ্গে দেওয়া। টুকরা টুকরা করা।

https://e-ilm.weebly.com/

فَلَا تَكُ فِيْ مِرْيَةٍ مِّمَّا يَعْبُدُ هٰٓؤُلَآءِ ؕ مَا يَعْبُدُوْنَ اِلَّا كَمَا يَعْبُدُ اٰبَآؤُهُمْ مِّنْ قَبْلُ ؕ وَاِنَّا لَمُوَفُّوْهُمْ نَصِيْبَهُمْ غَيْرَ مَنْقُوْصٍ (۱۰۹)	১০৯. সুতরাং এরা যার উপাসনা করে তার সম্বন্ধে এতটুকুও সংশয় করো না। তারাও ঠিক সেরূপেই ইবাদত করছে যেরূপ তাদের পূর্বে তাদের পূর্বপুরুষগণ করত। আমি অবশ্যই তাদেরকে তাদের প্রাপ্য পুরোপুরি প্রদান করব, তাতে কিছু মাত্র কম দিব না।
وَلَقَدْ اٰتَيْنَا مُوْسَى الْكِتٰبَ فَاخْتُلِفَ فِيْهِ ؕ وَلَوْلَا كَلِمَةٌ سَبَقَتْ مِنْ رَّبِّكَ لَقُضِيَ بَيْنَهُمْ ؕ وَاِنَّهُمْ لَفِيْ شَكٍّ مِّنْهُ مُرِيْبٍ (۱۱۰)	১১০. নিশ্চয় আমি মূসাকে কিতাব দিয়েছিলাম, অনন্তর তাতে [-ও] মতভেদ করা হলো; আর যদি একটি উক্তি আপনার প্রতিপালকের পক্ষ হতে পূর্বেই স্থিরীকৃত হয়ে না থাকত, তবে তাদের [চূড়ান্ত] মীমাংসা হয়ে যেত; আর এ লোকেরা এর সম্বন্ধে এমন সন্দেহে [পতিত] আছে যা তাদেরকে দ্বিধাদ্বন্দ্বে ফেলে রেখেছে।
وَاِنَّ كُلًّا لَّمَّا لَيُوَفِّيَنَّهُمْ رَبُّكَ اَعْمَالَهُمْ ؕ اِنَّهٗ بِمَا يَعْمَلُوْنَ خَبِيْرٌ (۱۱۱)	১১১. আর নিশ্চিতরূপে সকলেই এরূপ যে, আপনার প্রতিপালক তাদেরকে তাদের কর্মের পূর্ণ অংশ প্রদান করবেন; নিশ্চয় তিনি তাদের কার্যকলাপের পূর্ণ খবর রাখেন।
فَاسْتَقِمْ كَمَآ اُمِرْتَ وَمَنْ تَابَ مَعَكَ وَلَا تَطْغَوْا ؕ اِنَّهٗ بِمَا تَعْمَلُوْنَ بَصِيْرٌ (۱۱۲)	১১২. অতএব, আপনি যেভাবে আদিষ্ট হয়েছেন তাতে স্থির ও দৃঢ় থাকুন এবং সে লোকেরাও যারা কুফর হতে তওবা করে আপনার সঙ্গে আছে, আর সীমালঙ্ঘন করো না; নিশ্চয় তিনি তোমাদের কার্যকলাপ সম্যকভাবে প্রত্যক্ষ করেন।

শাব্দিক অনুবাদ :

১০৯. فَلَا تَكُ فِيْ مِرْيَةٍ সুতরাং এতটুকু ও সংশয় করো না مِّمَّا يَعْبُدُ هٰٓؤُلَآءِ এরা যার উপসনা করে তার সম্বন্ধে مَا يَعْبُدُوْنَ اِلَّا كَمَا يَعْبُدُ اٰبَآؤُهُمْ مِّنْ قَبْلُ তারাও ঠিক সেরূপেই ইবাদত করছে যেরূপে তাদের পূর্বে তাদের পূর্বপুরুষগণ করত وَاِنَّا لَمُوَفُّوْهُمْ نَصِيْبَهُمْ এবং নিশ্চয় আমি তাদেরকে তাদের (শাস্তির) অংশ পূর্ণভাবে দিয়ে দিব غَيْرَ مَنْقُوْصٍ কিছুমাত্র কম না করে।

১১০. وَلَقَدْ اٰتَيْنَا مُوْسَى الْكِتٰبَ নিশ্চয় আমি মূসাকে কিতাব দিয়েছিলাম فَاخْتُلِفَ فِيْهِ অনন্তর তাতে মতভেদ করা হলো وَلَوْلَا كَلِمَةٌ سَبَقَتْ مِنْ رَّبِّكَ আর যদি একটি উক্তি আপনার প্রতিপালকের পক্ষ থেকে পূর্বেই স্থিরিকৃত না হয়ে না থাকত لَقُضِيَ بَيْنَهُمْ তবে তাদের (চূড়ান্ত) মীমাংসা হয়ে যেত وَاِنَّهُمْ لَفِيْ شَكٍّ مِّنْهُ مُرِيْبٍ আর এই লোকেরা এর সম্বন্ধে এমন সন্দেহে (পতিত) আছে যা তাদেরকে দ্বিধা দ্বন্দ্বে রেখেছে।

১১১. وَاِنَّ كُلًّا لَّمَّا আর নিশ্চিতরূপে সকলেই এরূপ যে, لَيُوَفِّيَنَّهُمْ رَبُّكَ اَعْمَالَهُمْ আপনার প্রতিপালক তাদেরকে তাদের কর্মের পূর্ণ অংশ প্রদান করবেন اِنَّهٗ بِمَا يَعْمَلُوْنَ خَبِيْرٌ নিশ্চয় তিনি তাদের কার্যকলাপের পূর্ণ খবর রাখেন।

১১২. فَاسْتَقِمْ كَمَآ اُمِرْتَ অতএব, আপনি যেভাবে আদিষ্ট হয়েছেন দৃঢ় থাকুন وَمَنْ تَابَ مَعَكَ এবং সেই লোকেরাও যারা কুফর থেকে তওবা করে আপনার সঙ্গে আছে। وَلَا تَطْغَوْا আর (ধর্মের) গণ্ডি হতে একটুও বের হয়ো না اِنَّهٗ بِمَا تَعْمَلُوْنَ بَصِيْرٌ নিশ্চয় তিনি তোমাদের কার্যকলাপ সম্যকভাবে প্রত্যক্ষ করেন।

https://e-ilm.weebly.com/

وَلَا تَرْكَنُوٓا اِلَى الَّذِيْنَ ظَلَمُوْا فَتَمَسَّكُمُ النَّارُ وَمَا لَكُمْ مِّنْ دُوْنِ اللّٰهِ مِنْ اَوْلِيَآءَ ثُمَّ لَا تُنْصَرُوْنَ (١١٣)	১১৩. আর জালেমদের প্রতি ঝুঁকিও না, অন্যথা তোমাদেরকে দোজখের অগ্নি স্পর্শ করবে, আর আল্লাহ ছাড়া তোমাদের কেউ সহায় হবে না, অতঃপর তোমাদেরকে কোনো সাহায্যও করা হবে না।
وَاَقِمِ الصَّلٰوةَ طَرَفَيِ النَّهَارِ وَزُلَفًا مِّنَ الَّيْلِ ۭ اِنَّ الْحَسَنٰتِ يُذْهِبْنَ السَّيِّاٰتِ ۭ ذٰلِكَ ذِكْرٰى لِلذّٰكِرِيْنَ (١١٤)	১১৪. আর নামাজের পাবন্দি করুন দিবসের দুই প্রান্তে ও রাত্রির কিছু অংশে; নিঃসন্দেহে সৎকার্যাবলি মুছে ফেলে মন্দ কার্যসমূহকে। তা হচ্ছে একটি [ব্যাপক] নসিহত, উপদেশ গ্রহণকারীদের জন্য।
وَاصْبِرْ فَاِنَّ اللّٰهَ لَا يُضِيْعُ اَجْرَ الْمُحْسِنِيْنَ (١١٥)	১১৫. আর ধৈর্যধারণ করুন, কেননা আল্লাহ নেককারদের পুণ্যফলকে পণ্ড করেন না।
فَلَوْلَا كَانَ مِنَ الْقُرُوْنِ مِنْ قَبْلِكُمْ اُولُوْا بَقِيَّةٍ يَّنْهَوْنَ عَنِ الْفَسَادِ فِي الْاَرْضِ اِلَّا قَلِيْلًا مِّمَّنْ اَنْجَيْنَا مِنْهُمْ ۚ وَاتَّبَعَ الَّذِيْنَ ظَلَمُوْا مَآ اُتْرِفُوْا فِيْهِ وَكَانُوْا مُجْرِمِيْنَ (١١٦)	১১৬. বস্তুত যে সমস্ত উম্মতগণ তোমাদের পূর্বে গত হয়েছে, তাদের মধ্যে এমন বুদ্ধিমান লোক হয় না যারা দেশে ফ্যাসাদ বিস্তার করতে বাধা প্রদান করত সামান্য কয়েকজন ব্যতীত, যাদেরকে আমি তাদের মধ্য হতে রক্ষা করেছিলাম। আর যারা অবাধ্য ছিল তারা যে আরাম আয়েশে ছিল তার পিছনেই পড়ে রইল এবং অপরাধপরায়ণ হয়ে পড়ল।

শাব্দিক অনুবাদ :

১১৩. وَلَا تَرْكَنُوٓا اِلَى الَّذِيْنَ ظَلَمُوْا আর জালেমদের প্রতি ঝুঁকিও না فَتَمَسَّكُمُ النَّارُ অন্যথা তোমাদেরকে দোজখের অগ্নি স্পর্শ করবে وَمَا لَكُمْ مِّنْ دُوْنِ اللّٰهِ مِنْ اَوْلِيَآءَ আর আল্লাহ ছাড়া তোমাদের কেউ সহায় হবে না ثُمَّ لَا تُنْصَرُوْنَ অতঃপর তোমাদেরকে কোনো সাহায্যও করা হবে না।

১১৪. وَاَقِمِ الصَّلٰوةَ আর নামাজের পাবন্দি করুন طَرَفَيِ النَّهَارِ দিবসের দুই প্রান্তে وَزُلَفًا مِّنَ الَّيْلِ ও রাত্রির কিছু অংশে اِنَّ الْحَسَنٰتِ يُذْهِبْنَ السَّيِّاٰتِ নিঃসন্দেহে সৎকার্যাবলি মুছে ফেলে মন্দ কার্য সমূহকে ذٰلِكَ ذِكْرٰى এটা হচ্ছে একটি নসিহত لِلذّٰكِرِيْنَ উপদেশ গ্রহণকারীদের জন্য।

১১৫. وَاصْبِرْ আর ধৈর্য ধারণ করুন فَاِنَّ اللّٰهَ لَا يُضِيْعُ কেননা আল্লাহ তা'আলা পণ্ড করেন না اَجْرَ الْمُحْسِنِيْنَ নেককারদের পুণ্যফলকে।

১১৬. فَلَوْ لَا كَانَ مِنَ الْقُرُوْنِ বস্তুত যে সমস্ত উম্মতগণ গত হয়েছে তাদের মধ্যে হয়নি مِنْ قَبْلِكُمْ তোমাদের পূর্বে اُولُوْا بَقِيَّةٍ বুদ্ধিমান লোক يَنْهَوْنَ عَنِ الْفَسَادِ فِي الْاَرْضِ যারা দেশে ফ্যাসাদ বিস্তার করতে বাধা প্রদান করত اِلَّا قَلِيْلًا সামান্য কয়েকজন ব্যতীত مِّمَّنْ اَنْجَيْنَا مِنْهُمْ যাদেরকে আমি তাদের মধ্য হতে রক্ষা করেছিলাম وَاتَّبَعَ الَّذِيْنَ ظَلَمُوْا مَآ اُتْرِفُوْا فِيْهِ আর যারা অবাধ্য ছিল তারা যে আরাম আয়েশে ছিল তার পিছনেই পড়ে রইল وَكَانُوْا مُجْرِمِيْنَ এবং অপরাধ পরায়ণ হয়ে রইল।

https://e-ilm.weebly.com/

وَمَا كَانَ رَبُّكَ لِيُهْلِكَ الْقُرٰى بِظُلْمٍ وَّاَهْلُهَا مُصْلِحُوْنَ (١١٧)

১১৭. আর আপনার রব এমন নন যে, জনপদসমূহকে কুফরের কারণে ধ্বংস করে দেন, অথচ তার অধিবাসীরা সৎকাজে লিপ্ত রয়েছে।

وَلَوْ شَآءَ رَبُّكَ لَجَعَلَ النَّاسَ اُمَّةً وَّاحِدَةً وَّلَا يَزَالُوْنَ مُخْتَلِفِيْنَ (١١٨)

১১৮. আর যদি আপনার প্রতিপালক ইচ্ছা করতেন, তবে তিনি সকল মানুষকে একই মতাবলম্বী করে দিতেন; [কিন্তু তিনি এরূপ করেননি] আর তারা সর্বদাই মতভেদ করতে থাকবে।

اِلَّا مَنْ رَّحِمَ رَبُّكَ ؕ وَلِذٰلِكَ خَلَقَهُمْ ؕ وَتَمَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ لَاَمْلَـَٔنَّ جَهَنَّمَ مِنَ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ اَجْمَعِيْنَ (١١٩)

১১৯. কিন্তু যার প্রতি আপনার প্রতিপালকের অনুগ্রহ হয়; আর এ জন্যই আল্লাহ তা'আলা তাদেরকে সৃষ্টি করেছেন। আর আপনার প্রতিপালকের এ বাণীও পূর্ণ হবে যে, আমি জাহান্নামকে পূর্ণ করব জিনদের ও মানবদের সকলের দ্বারা।

وَكُلًّا نَّقُصُّ عَلَيْكَ مِنْ اَنْۢبَآءِ الرُّسُلِ مَا نُثَبِّتُ بِهٖ فُؤَادَكَ ۚ وَجَآءَكَ فِيْ هٰذِهِ الْحَقُّ وَمَوْعِظَةٌ وَّذِكْرٰى لِلْمُؤْمِنِيْنَ (١٢٠)

১২০. আর আমি রাসূলগণের ঘটনাবলি হতে এসব ঘটনা আপনার নিকট বর্ণনা করছি, যা দ্বারা আমি আপনার অন্তরকে সুদৃঢ় করি। আর এ সমস্ত ঘটনাবলিতে আপনার নিকট এমন সব বিষয়বস্তু পৌঁছেছে যা সত্য, আর মুমিনদের জন্য নসিহত ও স্মারকবাণী।

وَقُلْ لِّلَّذِيْنَ لَا يُؤْمِنُوْنَ اعْمَلُوْا عَلٰى مَكَانَتِكُمْ ؕ اِنَّا عٰمِلُوْنَ (١٢١)

১২১. আর যারা ঈমান আনছে না, তাদেরকে বলে দিন যে, তোমরা নিজ রীতি অনুসারে কাজ করতে থাক; আমরাও [নিজ দস্তুর অনুযায়ী] কাজ করছি।

শাব্দিক অনুবাদ :

১১৭. وَمَا كَانَ رَبُّكَ আর আপনার রব এমন নন যে, لِيُهْلِكَ الْقُرٰى بِظُلْمٍ জনপদ সমূহকে কুফরের কারণে ধ্বংস করে দেন وَاَهْلُهَا مُصْلِحُوْنَ, অথচ তার অধিবাসীরা সৎকাজে লিপ্ত রয়েছে

১১৮. وَلَوْ شَآءَ رَبُّكَ আর যদি আপনার রবের ইচ্ছা হতো لَجَعَلَ النَّاسَ اُمَّةً وَّاحِدَةً তবে তিনি সকল মানুষকে একই মতাবলম্বী করে দিতেন وَّلَا يَزَالُوْنَ مُخْتَلِفِيْنَ আর তারা সর্বদাই মতভেদ করতে থাকবে।

১১৯. اِلَّا مَنْ رَّحِمَ رَبُّكَ কিন্তু যার প্রতি আপনার প্রতিপালকের অনুগ্রহ হয় وَلِذٰلِكَ خَلَقَهُمْ আর এজন্য আল্লাহ তা'আলা তাদেরকে সৃষ্টি করেছেন وَتَمَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ, আর আপনার প্রতিপালকের এ বাণী ও পূর্ণ হবে যে, لَاَمْلَـَٔنَّ جَهَنَّمَ আমি জাহান্নামকে পূর্ণ করব مِنَ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ اَجْمَعِيْنَ জিন্নে ও মাবনদের সকলের দ্বারা।

১২০. وَكُلًّا نَّقُصُّ عَلَيْكَ আর আমি এসব ঘটনা গুলো আপনার নিকট বর্ণনা করছি مِنْ اَنْۢبَآءِ الرُّسُلِ রাসূলগণের ঘটনাবলি হতে مَا نُثَبِّتُ بِهٖ فُؤَادَكَ যা দ্বারা আমি আপনার অন্তরকে সবল করি وَجَآءَكَ فِيْ هٰذِهِ الْحَقُّ আর এ সমস্ত ঘটনাবলিতে আপনার নিকট এমন সব বিষয়বস্তু পৌঁছেছে যা সত্য وَمَوْعِظَةٌ وَّذِكْرٰى لِلْمُؤْمِنِيْنَ আর মুসলমানদের জন্য নসিহত ও স্মারক বাণী।

১২১. وَقُلْ لِّلَّذِيْنَ لَا يُؤْمِنُوْنَ আর যারা ঈমান আনছে না তাদেরকে বলে দিন যে, اعْمَلُوْا عَلٰى مَكَانَتِكُمْ তোমরা নিজ রীতি অনুসারে কাজ করতে থাক اِنَّا عٰمِلُوْنَ আমরাও কাজ করছি।

https://e-ilm.weebly.com/

১২২. এবং তোমরা [-ও] অপেক্ষা করতে থাক, আমরাও অপেক্ষায় রইলাম।	وَانْتَظِرُوْاۚ اِنَّا مُنْتَظِرُوْنَ (١٢٢)
১২৩. আর আসমান ও জমিনে যত গায়েবের বিষয় আছে, তার ইলম আল্লাহরই রয়েছে এবং সমস্ত বিষয় তাঁরই পানে প্রত্যাবর্তিত হবে। অতএব, আপনি তাঁরই ইবাদত করুন এবং তাঁরই উপর নির্ভর করুন; আর আপনার প্রতিপালক সে সমস্ত কার্যকলাপ সম্বন্ধে অনবহিত নন যা কিছু তোমরা করছ।	وَلِلّٰهِ غَيْبُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ وَاِلَيْهِ يُرْجَعُ الْاَمْرُ كُلُّهٗ فَاعْبُدْهُ وَتَوَكَّلْ عَلَيْهِ ۚ وَمَا رَبُّكَ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُوْنَ (١٢٣) ع ١٠

শাব্দিক অনুবাদ :

১২২. وَانْتَظِرُوْا এবং তোমরা অপেক্ষা করতে থাক اِنَّا مُنْتَظِرُوْنَ আমরাও অপেক্ষায় রইলাম।

১২৩. وَلِلّٰهِ غَيْبُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ আর আসমান ও জমিনে যত গায়েবের বিষয় আছে তার ইলম আল্লাহরই রয়েছে وَاِلَيْهِ يُرْجَعُ الْاَمْرُ كُلُّهٗ এবং সমস্ত বিষয় তাঁরই পানে প্রত্যাবর্তিত হবে فَاعْبُدْهُ অতএব, আপনি তাঁরই ইবাদত করুন وَتَوَكَّلْ عَلَيْهِ এবং তাঁরই উপর নির্ভর করুন وَمَا رَبُّكَ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُوْنَ আর আপনার রব সেই সমস্ত কার্যকলাপ সম্বন্ধে গাফেল নন যা কিছু তোমরা করছ।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

১১৪. আয়াতের শানে নুযূল : তিরমিযী ও ইবনে মারদুয়ার বরাত দিয়ে দুররে মানছূর ও তাফসীরে কুরতুবী এবং জালালাইনের টীকায় বর্ণনা করা হয়েছে যে. আলোচ্য আয়াত হযরত আবুল ইয়াসার (রা.) সম্পর্কে নাজিল হয়েছে। তিনি বলেন যে, একজন সুন্দরী রূপসী মহিলা আমার দোকানে খেজুর ক্রয় করার জন্য আসে। তার রূপে আমি আকৃষ্ট হয়ে তাকে বললাম যে, এর চেয়ে উন্নতমানের খেজুর ঘরের ভিতরে রয়েছে। সুতরাং সে যখন ভিতরে গেল, তখন তাকে জড়িয়ে ধরে চুমু খেয়ে ফেলি। অতঃপর আমার অনুশোচনা আসলে আমি হযরত আবূ বকর সিদ্দীক (রা.)-এর নিকট এসে সে ঘটনার বিবরণ বর্ণনা করলাম। তিনি আমাকে বললেন যে, এ ঘটনা আর অন্য কারো নিকট প্রকাশ করো না। তা গোপন করে রাখ আর তওবা কর। পরক্ষণে হযরত ওমর (রা.)-এর নিকটও এঘটনা বললাম। তিনিও আমাকে বললেন যে, এ ঘটনা গোপন রেখে তওবা করতে থাক। অন্য কাউকে তা আর জানাবে না। তাতে আমি বিচলিত হয়ে পড়লাম। কাজেই এবার আমি সরাসরি হযরত রাসূল ﷺ-এর নিকট যা ঘটলো তা জানালাম। রাসূল ﷺ বললেন যে, আল্লাহর পথে নিবেদিত প্রাণ একজন গাজীর স্ত্রীর সাথে তুমি এমন আচরণ করলে? অতঃপর রাসূল ﷺ দীর্ঘক্ষণ নীরব থাকেন। এ সময় রাসূল ﷺ-এর প্রতি এ ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে আল্লাহ তা'আলা আলোচ্য আয়াত নাজিল করেন। ফলে রাসূল ﷺ আলোচ্য আয়াত পাঠ করে শোনালেন। তখন আমি আরজ করলাম যে, হে আল্লাহর রাসূল! এ বিধান ব্যক্তি বিশেষ সম্পর্কে নাকি ব্যক্তি নির্বিশেষে সকলের জন্য। রাসূল ﷺ বললেন যে, তা ঈমানদার সকলের জন্যই প্রযোজ্য।

−[কুরতুবী-৯/৯৫-৯৬, দুররে মানছূর-৩/৩৫২]

অতঃপর রাসূলে কারীম ﷺ-কে সম্বোধন করে পুনরায় ইরশাদ করেছেন− فَاسْتَقِمْ كَمَآ اُمِرْتَ وَمَنْ تَابَ مَعَكَ وَلَا تَطْغَوْا اِنَّهٗ بِمَا تَعْمَلُوْنَ بَصِيْرٌ অর্থাৎ আপনি দীনের পথে দৃঢ়ভাবে সোজা চলতে থাকুন, যেভাবে আপনি আদিষ্ট হয়েছেন। আর যারা কুফরি হতে তওবা করে আপনার সাথী হয়েছে, তারাও সোজা পথে চলুক এবং আল্লাহ তা'আলার নির্বাচিত সীমারেখা অতিক্রম করবে না। কেননা তিনি তোমাদের প্রতিটি কার্যকলাপ লক্ষ্য করেছেন।

https://e-ilm.weebly.com/

ইস্তেকামাতের তাৎপর্য, উপকারিতা ও মাসায়েল : 'ইস্তেকামাতে'র আসল অর্থ হচ্ছে, কোনো দিক একটু পরিমাণ না ঝুঁকে একদম সোজাভাবে দাঁড়িয়ে থাকা। বস্তুতঃ এটা কোনো সহজ কাজ নয়। কোনো লৌহদণ্ড বা পাথরের থাম একজন সুদক্ষ প্রকৌশলী হয়তো এমনভাবে দাঁড় করাতে পারে, কিন্তু কোনো প্রাণীর পক্ষে সর্বাবস্থায় সোজা দাঁড়িয়ে থাকা কত দুষ্কর তা কোনো সাধারণ বোধসম্পন্ন ব্যক্তির অজানা নয়।

হযরত রাসূলে কারীম ﷺ ও সকল মুসলমানকে তাদের সর্বকার্যে সর্বাবস্থায় ইস্তেকামাত অবলম্বন করার জন্য অত্র আয়াতে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।

'ইস্তেকামাত' শব্দটি ছোট হলেও এর অর্থ অত্যন্ত ব্যাপক। কেননা সর্বাবস্থায় সোজা দাঁড়িয়ে থাকার অর্থ হচ্ছে– আকায়েদ, ইবাদত, লেনদেন, আচার ব্যবহার, ব্যবসা বাণিজ্য, অর্থ উপার্জন ও ব্যয় তথা নীতি নৈতিকতার যাবতীয় ক্ষেত্রে আল্লাহ তা'আলার নির্ধারিত সীমারেখার মধ্য থেকে তাঁরই নির্দেশিত সোজা পথে চলা। তন্মধ্যে কোনো ক্ষেত্রে, কোনো কার্যে এবং পরিস্থিতিতে গড়িমসি করা, বাড়াবাড়ি করা অথবা ডানে বামে ঝুঁকে পড়া ইস্তেকামাতের পরিপন্থি।

দুনিয়ার যত গোমরাহী ও পাপাচার দেখা যায়, তা সবই ইস্তেকামাত হতে সরে যাওয়ার ফলে সৃষ্টি হয়। আকায়েদ অর্থাৎ ধর্মীয় বিশ্বাসের ক্ষেত্রে ইস্তেকামাত না থাকলে, মানুষ বিদ'আত হতে শুরু করে কুফর ও শিরক পর্যন্ত পৌঁছে যায়। আল্লাহ তা'আলার তাওহীদ, তাঁর পবিত্র সত্তা ও গুণাবলি সম্পর্কে হযরত রাসূলে কারীম ﷺ যে সুষ্ঠু ও সঠিক মূলনীতি শিক্ষা দিয়েছেন, তার মধ্যে বিন্দুমাত্র হ্রাস-বৃদ্ধি বা পরিবর্ধন পরিবর্জনকারী পথভ্রষ্টরূপে আখ্যায়িত হবে, তা তার নিয়ত যতই ভালো হোক না কেন। অনুরূপভাবে নবী ও রাসূল (আ.) -গণের প্রতি ভক্তি শ্রদ্ধার যে সীমারেখা নির্ধারিত হয়েছে, সে ব্যাপারে ত্রুটি করা স্পষ্ট ধৃষ্টতা ও পথভ্রষ্টতা।

তেমনি কোনো রাসূলকে খোদায়ী গুণাবলি ও ক্ষমতার মালিক বানিয়ে দেওয়াও চরম পথভ্রষ্টতা। ইহুদি ও খ্রিস্টানরা এহেন বাড়াবাড়ির কারণেই বিভ্রান্ত ও বিপথগামী হয়েছে। ইবাদত ও আল্লাহর নৈকট্যলাভ করার জন্য কুরআনে কারীম ও রাসূলে কারীম ﷺ যে পথনির্দেশ করেছেন তার মধ্যে কোনোরূপ কমতি বা গাফলতি মানুষকে যেমন ইস্তেকমাতের আদর্শ হতে বিচ্যুত করে, অনুরূপভাবে তার মধ্যে নিজের পক্ষ হতে কোনো বাড়াবাড়ি বা পরিবর্ধনও মানুষকে বিদ'আতে লিপ্ত করে। সে কল্পনাবিলাসে বিভোর থাকে যে, আমি আল্লাহর সন্তুষ্টি হাসিল করছি, অথচ সে ক্রমান্বয়ে আল্লাহ তা'আলার বিরাগভাজন হতে থাকে। এজন্যই হযরত রাসূলে কারীম ﷺ স্বীয় উম্মতকে বিদ'আত ও নিত্য নতুন সৃষ্ট প্রথা হতে অত্যন্ত জোরালোভাবে নিষেধ করেছেন এবং বিদ'আতকে চরম গোমরাহী বলে অভিহিত করেছেন। অতএব, প্রত্যেক মুসলমানের কর্তব্য হচ্ছে, যখন কোনো কার্য সে আল্লাহ ও রাসূল ﷺ -এর সন্তুষ্টি লাভের জন্য জন্য ইবাদত হিসেবে করতে চায়, তখন কাজ করার আগে পূর্ণ তাহকীক করে জানতে হবে যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ ও তার সাহাবায়ে কেরাম (রা.) উক্ত কার্য ঐভাবে করেছেন কি না? যদি না করে থাকেন, তবে উক্ত কাজে নিজের শক্তি ও সময়ের অপচয় করবে না।

অনুরূপভাবে আদান প্রদান, স্বভাবচরিত্র , আচার ব্যবহার তথা জীবনের সর্বক্ষেত্রে কুরআন কারীমে নির্দেশিত মূলনীতিগুলোকে রাসূলে কারীম ﷺ বাস্তবে রূপায়িত করে একটা সুষ্ঠু সঠিক মধ্যপন্থার পত্তন করেছেন। যার মধ্যে বন্ধুত্ব, শত্রুতা ক্রোধ, ধৈর্য মিতব্যয় ও দানশীলতা, জীবিকা উপার্জন, বৈরাগ্য সাধনা, আল্লাহর উপর নির্ভরতা,সম্ভাব্য চেষ্টা তদ্বির করা, আবশ্যকীয় উপায় উপকরণ সংগ্রহ করা এবং ফলাফলের জন্য আল্লাহ তা'আলার অনুগ্রহের প্রতি তাকিয়ে থাকা ইত্যাদি সর্বক্ষেত্রে মুসলমানদেরকে এক নজীরবিহীন মধ্যপন্থা দেখিয়ে দিয়েছেন। তা পুরোপুরি অবলম্বন করেই মানুষ সত্যিকার মানুষ হতে পারে। তা থেকে বিচ্যুত হলেই সামাজিক বিপর্যয় সৃষ্টি হয়। সারকথা, জীবনের সর্বক্ষেত্রে দীনের অনুশাসন মেনে চলাই ইস্তেকামাতের তাফসীর।

হযরত সুফিয়ান ইবনে আব্দুল্লাহ সাকাফী (রা.) রাসূলুল্লাহ ﷺ সমীপে আরজ করলেন, "ইয়া রাসূলাল্লাহ! ইসলাম সম্পর্কে আপনি আমাকে এমন একটি ব্যাপক শিক্ষা দান করুন যেন আপনার পরে আমার কারো কাছে কিছু জিজ্ঞেস করার প্রয়োজন না হয়। তিনি বললেন قُلْ اٰمَنْتُ بِاللّٰهِ ثُمَّ اسْتَقِمْ অর্থাৎ আল্লাহর প্রতি ঈমান আন, অতঃপর ইস্তেকামাত অবলম্বন কর। –[মুসলিম শরীফ ও তাফসীরে কুরতুবী]

https://e-ilm.weebly.com/

হযরত ওসমান ইবনে হাযের আযাদী (র.) বলেন- একবার আমি হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা.) সমীপে উপস্থিত হয়ে নিবেদন করলাম যে, "আপনি আমাকে একটি উপদেশ দান করুন। তদুত্তরে তিনি বললেন عَلَيْكَ بِتَقْوَى اللّٰهِ وَالْاِسْتِقَامَةِ اِتَّبِعْ وَلَا تَبْتَدِعْ অর্থাৎ তাকওয়া বা আল্লাহভীতি ও ইস্তেকামত অবলম্বন কর, যার পন্থা হচ্ছে ধর্মীয় ব্যাপাওের শরিয়তের অনুশাসন হুবহু মেনে চল, নিজের পক্ষ হতে হ্রাস বৃদ্ধি করতে যেয়ো না।

-[দারেমী ও কুরতুবী]

এ দুনিয়ায় ইস্তেকামাতই সবচেয়ে দুষ্কর কার্য। এজন্যই বুযুর্গানেদীন বলেন যে, কারামতের চেয়ে ইস্তেকামাতের মর্যাদা উর্ধ্বে। অর্থাৎ যে ব্যক্তি সর্বকার্যে ইস্তেকামাত অবলম্বন করে, যদি জীবনভর তার দ্বারা কোনো আলৌকিক ঘটনা সংঘটিত না হয়, তথাপি ওলীগণের মধ্যে তার মর্যাদা সবার উর্ধ্বে।

হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা.) বলেন- "পূর্ণ কুরআন পাকের মধ্যে অত্র আয়াতের চেয়ে কঠিন ও কষ্টকর কোনো হুকুম রাসূলে আকরাম ﷺ-এর উপর নাজিল হয়নি।" তিনি আরো বলেন- একবার সাহাবায়ে কেরাম (রা.) রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর দাড়ি মোবারকের কয়েকগাছি পেকে গেছে দেখতে পেলেন, তখন আফসোস করে বললেন, আপনার দিকে দ্রুত গততিতে বার্ধক্য এগিয়ে আসছে। তদুত্তরে রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন- "সূরা হূদ আমাকে বৃদ্ধ করেছে।" সূরা হূদে বর্ণিত পূর্ববর্তী বিভিন্ন জাতির উপর কঠোর আজাবের ঘটনাবলিও এর কারণ হতে পারে। তবে হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) বলেন- 'ইস্তেকামাতের' নির্দেশই ছিল বার্ধক্যের মূল কারণ।

তাফসীরে কুরতুবীতে হযরত আবূ আলী সিরী হতে বর্ণিত আছে যে, একবার তিনি স্বপ্নে রাসূলে কারীম ﷺ-এর জেয়ারত লাভ করে জিজ্ঞেস করলেন- ইয়া রাসূলাল্লাহ! আপনি কি একথা বলেছেন যে, "সূরা হূদ আমাকে বৃদ্ধ করেছে?" তিনি বললেন, "হ্যাঁ"। পুনরায় প্রশ্ন করলেন উক্ত সূরায় বর্ণিত নবী (আ.)-গণের কাহিনী ও তাদের কওমসমূহের উপর আজাবের ঘটনাবলি কি আপনাকে বৃদ্ধ করেছে? তিনি জবাব দিলেন- "না- ; বরং فَاسْتَقِمْ كَمَا اُمِرْتَ "ইস্তেকামাত অবলম্বন কর যেমন তোমাকে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। এ আয়াতই আমাকে বৃদ্ধ করেছে।

একথা স্পষ্ট যে, রাসূলে কারীম ﷺ পরিপূর্ণ মানুষের বাস্তব নমুনারূপে এ জগতে সুভাগমন করেছিলেন। ইস্তেকামাতের উপর সুদৃঢ় থাকা ছিল তাঁর জন্মগত স্বভাব। তথাপি অত্র নির্দেশকে এতদূর গুরুভার মনে করার কারণ এই যে, অত্র আয়াতে আল্লাহ তা'আলা তাঁকে শুধু সোজা পথে দৃঢ় থাকার নির্দেশ দিয়েই ক্ষান্ত হননি; বরং كَمَا اُمِرْتَ " যেভাবে আপনাকে আদেশ করা হয়েছে" বলে অতিরিক্ত শর্ত আরোপ করা হয়েছে। নবী ও রাসূল (আ.) গণের অন্তরে অপরিসীম আল্লাহভীতি প্রবল প্রভাবের কথা কারো অজানা নয়। তাই পূর্ণ ইস্তেকামাতের উপর কায়েম থাকা সত্ত্বেও রাসূলে পাক ﷺ সর্বদা ভীত সন্ত্রস্ত ছিলেন যে, আল্লাহ তা'আলা যেরূপ ইস্তেকামাতের নির্দেশ দিয়েছেন, তা পুরোপুরি আদায় করা হচ্ছে কি না?

আরেকটি কারণ হতে পারে যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ নিজের ইস্তেকামাতের জন্য বিশেষ চিন্তিত ছিলেন না। কেননা আল্লাহর ফজলে তা পূর্ণ মাত্রায় হাসিল ছিল। কিন্তু উক্ত আয়াতে সমগ্র উম্মতকে সোজা পথে সুদৃঢ় থাকার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। অথচ উম্মতের জন্য এটা অতন্ত কঠিন ও কষ্টকর। তাই রাসূল ﷺ অতীব চিন্তিত ও শঙ্কিত ছিলেন।

ইস্তেকামাতের আদেশ দানের পর বলেন وَلَا تَطْغَوْا 'সীমালজ্ঘন করো না। এটা طُغْيَانٌ শব্দ হতে গৃহীত। যার অর্থ সীমা অতিক্রম করা। এখানে সোজা পথে দৃঢ় থাকার আদেশ দান করেই শুধু ক্ষান্ত করা হয়নি। বরং তার নেতিবাচক দিকটিও স্পষ্টভাবে নিষেধ করা হয়েছে যে, আকায়েদ, ইবাদত, লেনদেন, ও নীতি নৈতিকতার ক্ষেত্রে আল্লাহ তা'আলা ও তদীয় রাসূল ﷺ-এর নির্ধারিত সীমারেখা অতিক্রম করো না। কেননা এটাই পার্থিব ও ধর্মীয় সর্বক্ষেত্রে বিপর্যয় ও ফ্যাসাদের মূল কারণ।

১১৩নং আয়াতে মানুষকে ক্ষতি ও ধ্বংস হতে রক্ষার জন্য একটি গুরুত্বপূর্ণ নির্দেশ দেওয়া হয়েছে- وَلَا تَرْكَنُوْٓا اِلَى الَّذِيْنَ ظَلَمُوْا فَتَمَسَّكُمُ النَّارُ অর্থাৎ "ঐসব পাপিষ্ঠদের দিকে একটুও ঝুঁকবে না, তাহলে কিন্তু তাদের সাথে সাথে তোমাদেরকেও জাহান্নামের আগুন স্পর্শ করবে।" "লা-তারকানু" শব্দের মূল হচ্ছে رُكُوْنٌ যার অর্থ "কোনো দিকে সামান্যতম ঝোকা বা আকৃষ্ট হওয়া এবং তার প্রতি আস্থা বা সম্মতি জ্ঞাপন করা।" সুতরাং আয়াতের মর্ম হচ্ছে যে, পাপ পঙ্কিলতায় লিপ্ত হওয়াকে তো সবাই ইহকাল ও পরকালের জন্য ক্ষতিকর বলে বিশ্বাস করেই; অধিকন্তু পাপিষ্ঠদের প্রতি সামান্যতম ঝুঁকে পড়া, আকৃষ্ট হওয়া, অস্থা বা মৌন সম্মতি জ্ঞাপন করাও সমান ক্ষতিকর।

https://e-ilm.weebly.com/

https://e-ilm.weebly.com/

১১৪তম আয়াতে রাসূলে কারীম ﷺ-কে লক্ষ্য করে তাকে ও তার সমস্ত উম্মতকে নামাজ কায়েম রাখার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। ওলামায়ে তাফসীর, সাহাবী ও তাবেয়ীগণ একমত যে, আলোচ্য আয়াতে সালাত অর্থ ফরজ নামাজ, [বাহরে মুহীত ও তাফসীরে কুরতুবী] এবং একামাতে সালাত অর্থ পূর্ণ পাবন্দির সাথে নিয়মিত ভাবে নামাজ আদায় করা । কোনো কোনো আলেমের মতে নামাজ কায়েম করার অর্থ সমুদয় সুন্নত ও মোস্তাহাবসহ নামাজ আদায় করা। কারো মতে এর অর্থ মোস্তাহাব ওয়াক্তে নামাজ পড়া وَأَقِمِ الصَّلٰوةَ -এর তাফসীর প্রসঙ্গে উপরিউক্ত তিনটি উক্তি পাওয়া যায়। মূলত এটা কোনো মতানৈক্য নয়। বস্তুতঃ আলোচ্য সবগুলোই একামতে সালাতের সঠিক মর্মার্থ।

নামাজ কায়েম করার নির্দেশ দানের পর সংক্ষিপ্তভাবে নামাজের ওয়াক্ত বর্ণনা করেছেন যে, “দিনের দু'প্রান্তে অর্থাৎ শুরুতে ও শেষভাগে এবং রাতেরও কিছু অংশে নামাজ কায়েম করবে।” দিনের দু' প্রান্তের নামাজের মধ্যে প্রথমভাগের নামাজ সম্পর্কে সবাই একমত যে, সেটি ফজরের নামাজ। কিন্তু শেষ প্রান্তের নামাজ সম্পর্কে কেউ বলেন, তা মাগরিবের নামাজ। কেননা দিন সম্পূর্ণ শেষ হওয়া মাত্র মাগিরবের নামাজ পড়া হয়। কেউ কেউ আসরের নামাজকেই দিনের শেষ নামাজ সাব্যস্ত করেছেন। কেননা এটিই দিনের সর্বশেষ নামাজ। মাগরিবের ওয়াক্ত দিনের অংশ নয়; বরং দিন সমাপ্ত হওয়ার পর পর রাতের প্রথম প্রান্তে মাগরিবের নামাজ পড়া হয় وَزُلَفًا শব্দ বহুবচন; তার একবচন زُلْفَةٌ যার অর্থ হচ্ছে অংশ বা টুকরা। وَزُلَفًا مِّنَ الَّيْلِ অর্থাৎ রাতের কিছু অংশের নামাজ সম্পর্কে হযরত হাসান বসরী, মুজাহিদ, মুহাম্মদ ইবনে কা'ব, কাতাদা, যাহহাক প্রমুখ অধিকাংশ তাফসীরকারের অভিমত হচ্ছে যে, সেটি মাগরিব ও এশার নামাজ। হাদীসেও এর সমর্থন পাওয়া যায়, যাতে ইরশাদ হয়েছে যে, وَزُلَفًا مِّنَ الَّيْلِ মাগরিব ও এশার নামাজ। তাফসীরে ইবনে কাছীর অনুসারে طَرَفَيِ النَّهَارِ অর্থ ফজর ও আছরের নামাজ এবং وَزُلَفًا مِّنَ الَّيْلِ অর্থ মাগরিব ও এশার নামাজ। অতএব, অত্র আয়াতে চার ওয়াক্ত নামাজের বর্ণনা পাওয়া গেল। অবশিষ্ট রইল জোহরের নামাজ। তার ওয়াক্ত সম্পর্কে কুরআন পাকের অন্য আয়াতে বলা হয়েছে أَقِمِ الصَّلٰوةَ لِدُلُوْكِ الشَّمْسِ “নামাজ কায়েম কর, যখন সূর্য ঢলে পড়ে”।

আলোচ্য আয়াতে নামাজ কায়েম করার নির্দেশ দানের সাথে সাথে তার উপকারিতাও জানিয়ে দেওয়া হয়েছে। ইরশাদ হয়েছে- إِنَّ الْحَسَنَاتِ يُذْهِبْنَ السَّيِّاٰتِ অর্থাৎ পুণ্যকার্য অবশ্যই পাপকে মিটিয়ে দেয়।' শ্রদ্ধেয় তাফসীরকারগণের মতে এখানে পুণ্যকার্য বলতে নামাজ, রোজা, হজ, জাকাত, সদকা, সদ্ব্যবহার, উত্তম লেনদেন প্রভৃতি যাবতীয় পুন্যকার্য বুঝানো হয়েছে। তবে তন্মধ্যে নামাজ সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ ও সর্বাগ্রগণ্য। অনুরূপভাবে পাপকার্যের মধ্যে সগীরা ও কবীরা যাবতীয় গোনাহ শামিল রয়েছে। কিন্তু কুরআন মাজীদের অন্য এক আয়াত এবং রাসূলে কারীম ﷺ-এর বিভিন্ন হাদীস দ্বারা বুঝা যায় যে, এখানে পাপকার্য দ্বারা সগীরা গোনাহ বুঝানো হয়েছে। এমতাবস্থায় আয়াতের মর্ম হচ্ছে, যাবতীয় নেক কাজ, বিশেষ করে নামাজ সগীরা গোনাহসমূহ মিটিয়ে দেয়। কুরআনে কারীমে ইরশাদ হয়েছে - إِنْ تَجْتَنِبُوْا كَبَآئِرَ مَا تُنْهَوْنَ عَنْهُ نُكَفِّرْ عَنْكُمْ سَيِّاٰتِكُمْ অর্থাৎ তোমরা যদি বড় (করীরা) গোনাহসমূহ হতে বিরত থাক যা থেকে তোমাদেরকে নিষেধ করা হয়েছে, তাহলে আমি তোমাদের ছোট ছোট (সগীরা) গোনাহগুলো মিটিয়ে দেব।

মুসলিম শরীফের হাদীসে আছে, রাসূলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন যে, পাঞ্জেগানা নামাজ দ্বারা এক জুমা পরবর্তী জুমা পর্যন্ত এবং এক রমজান দ্বারা পরবর্তী রমজান পর্যন্ত মধ্যবর্তী যাবতীয় (সগীরা) গোনাহসমূহ মিঠিয়ে দেওয়া হয়, যদি সে ব্যক্তি কবীরা গোনাহ হতে বিরত থাকে। অর্থাৎ কবীরা গোনাহ তওবা ছাড়া মাফ হয় না, কিন্তু সগীরা গোনাহ নামাজ, রোজা, দান খয়রাত ইত্যাদি পুণ্যকর্ম করার ফলে আপনা আপনিও মাফ হয়ে যায়। তবে “বাহরে মুহীত” নামক তাফসীরে উসূল শাস্ত্রের মোহাক্কেক আলেমগণের অভিমত উল্লেখ করা হয়েছে যে, পুণ্যকার্যের ফলে সগীরা গোনাহ মাফ হওয়ার পূর্বশর্ত হচ্ছে, সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিকে স্বীয় কৃতকর্মের জন্য অনুতপ্ত ও লজ্জিত হতে হবে, ভবিষ্যতে গোনাহ না করার সংকল্প থাকতে হবে। অন্যথা সগীরা গোনাহও মাফ হবে না। হাদীস শরীফের যেসব রেওয়ায়েতে গোনাহ মাফ হওয়ার সুসংবাদ দেওয়া হয়েছে, সেখানে সর্বত্র একই পাপকার্যে বারবার লিপ্ত না হওয়া, স্বীয় কৃতকর্মের জন্য লজ্জিত হওয়া এবং ভবিষ্যতে তা হতে দূরে থাকতে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হওয়ার শর্ত রয়েছে। وَاللّٰهُ أَعْلَمُ

https://e-ilm.weebly.com/

হাদীস শরীফের প্রসিদ্ধ রেওয়ায়েতসমূহে নিম্নবর্ণিত কাজগুলোকে কবীরা গুনাহ বলা হয়েছে : ১. আল্লাহ তা'আলার পবিত্র সত্তা অথবা গুণাবলির মধ্যে অন্য কাউকে অংশীদার বা সমকক্ষ সাব্যস্ত করা। ২. শরিয়তসম্মত ওজর ছাড়া উচ্ছাকৃতভাবে কোনো ফরজ নামাজ ছেড়ে দেওয়া। ৩. কাউকে অন্যায়ভাবে হত্যা করা। ৪. ব্যভিচার করা। ৫. চুরি করা। ৬. মদ্য পান করা। ৭. মাতা-পিতার অবাধ্য হওয়া। ৮. মিথ্যা কসম করা। ৯. মিথ্যা সাক্ষী দান করা। ১০. জাদু করা। ১১. সুদ খাওয়া। ১২. অবৈধভাবে এতিমের মাল আত্মসাৎ করা। ১৩. জেহাদের ময়দান হতে পলায়ন করা। ১৪. সতী সাধ্বীনারীর উপর মিথ্যা অপবাদ আরোপ করা। ১৫. অবৈধভাবে অন্যের সম্পদ ছিনিয়ে নেওয়া। ১৬. অঙ্গীকার ভঙ্গ করা। ১৭. আমানতের মাল খেয়ানত করা। ১৮. অন্যায়ভাবে কোনো মুসলমানকে গালি দেওয়া। ১৯. কোনো নিরপরাধ ব্যক্তিকে অপরাধী সাব্যস্ত করা ইত্যাদি। কবীরা ও সগীরা গোনাহসমূহ সবিস্তারে বর্ণনা করে উলামায়ে কেরাম অনেক কিতাব প্রণয়ন করেছেন।

মোটকথা, আলোচ্য আয়াতের মাধ্যমে প্রমাণিত হলো যে, নেক কাজ করার ফলেও অনেক গোনাহ মাফ হয়ে যায়। তাই রাসূলে কারীম ﷺ ইরশাদ করেছেন যে, "তোমাদের থেকে কোনো মন্দ কাজ হলে পরে সাথে সাথে নেক কাজ কর, তাহলে তার ক্ষতিপূরণ হয়ে যাবে।" তিনি আরো বলেছেন যে, মানুষের সাথে হাসি খুশি ব্যবহার কর। -[মুসনাদে আহমদ ও তাফসীরে ইবনে কাছীর]

হযরত আবূ যর গিফারী (রা.) বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর সমীপে আরজ করলাম যে, "ইয়া রাসূলাল্লাহ! আপনি আমাকে একটি উপদেশ দান করুন।" তদুত্তরে তিনি বললেন, যদি তোমার থেকে কোনো গোনাহর কাজ হয়ে যায়, তবে পরক্ষণেই কোনো নেক কাজ কর, তাহলে গোনাহ মিটে যাবে।

প্রকৃতপক্ষে এসব হাদীসে গোনাহ হতে তওবা করার সুন্নত তরিকা ও প্রশংসনীয় পন্থা বাতলে দেওয়া হয়েছে। যেমন মুসনাদে আহমদে হযরত আবূ বকর সিদ্দীক (রা.) হতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন, "যদি কোনো মুসলমান কোনো পাপকার্য করে বসে, তবে অজু করে তার দু'রাকাত নামাজ পড়া উচিত। তাহলে উক্ত গোনাহ মাফ হয়ে যাবে।" অত্র নামাজকে তওবার নামাজ বলে। -[ইবনে কাছীর]

ذٰلِكَ ذِكْرٰى لِلذّٰكِرِيْنَ এখানে ذٰلِكَ অর্থাৎ "এটি শব্দ দ্বারা কুরআন মাজীদের প্রতি ইঙ্গিত হতে পারে অথবা ইতিপূর্বে বর্ণিত বিধি নিষেধের প্রতিও ইশারা হতে পারে। সে মতে আয়াতের মর্ম হচ্ছে- এ কুরআন পাক অথবা এতে বর্ণিত হুকুম আহকামসমূহ ঐসব লোকের জন্য স্মরণীয় হেদায়েত ও নসিহত, যারা উপদেশ শুনতে ও মানতে প্রস্তুত। এখানে ইঙ্গিত করা হয়েছে যে, জেদী হঠকারী লোক যারা নিরপেক্ষ দৃষ্টিতে কোনো কথা চিন্তা বিবেচনা করতে সম্মত নয়; তারা সুপথ হতে বঞ্চিত থাকে।

وَاصْبِرْ فَاِنَّ اللّٰهَ لَا يُضِيْعُ اَجْرَ الْمُحْسِنِيْنَ অর্থাৎ "আপনি সবর অবলম্বন করুন, ধৈর্যধারণ করুন, অবিচল থাকুন। কেননা, আল্লাহ তা'আলা সৎকর্মশীলদের প্রতিদান কখনো বিনষ্ট করেন না।"

'সবর' শব্দের আভিধানিক অর্থ বাধা, বন্ধন করা। স্বীয় প্রবৃত্তিকে নিয়ন্ত্রণে রাখাকেও সবর বলে। সৎকার্য সম্পাদনের লক্ষ্যে স্বীয় প্রবৃত্তিকে নিয়ন্ত্রণ এবং পাপকার্য হতে দমন রাখাও সবরের অন্তর্ভুক্ত। এখানে রাসূলে আকরাম ﷺ কে 'সবর' অবলম্বন ও ধৈর্যধারণ করার নির্দেশ দানের এক উদ্দেশ্য হতে পারে যে, আলোচ্য আয়াতে আপনাকে ইস্তেকামাত ও নামাজ কায়েম করা ইত্যাদি যেসব হুকুম দেওয়া হয়েছে, আপনি তার উপর দৃঢ়ভাবে কায়েম থাকুন। দ্বিতীয় উদ্দেশ্য হচ্ছে ধর্মদ্রোহীদের বিরুদ্ধাচরণ ও জুলুম নির্যাতনে ধৈর্যাবলম্বন করুন। অতঃপর ইরশাদ হয়েছে, "নিশ্চয় আল্লাহ তা'আলা সৎকর্মশীলদের প্রতিদান বিনষ্ট করেন না।" এখানে স্পষ্ট 'মুহসিনীন' বা কর্মশীল শব্দ ঐসব লোকের উপর প্রযোজ্য হবে যারা আলোচ্য আয়াতে বর্ণিত বিধি নিষেধের পূর্ণ অনুসারী, অর্থাৎ ধর্মীয় ব্যাপারে ইস্তেকামাতের উপর কায়েম এবং শরিয়তের সীমারেখা পরিপূর্ণ বজায় রেখে চলেন। পাপিষ্ঠ জালেমদের সাথে আন্তরিক বন্ধুত্ব বা অহেতুক সম্পর্ক রাখেন না, নামাজকে সুষ্ঠু ও নিখুঁতভাবে আদায় করেন এবং শরিয়তের যাবতীয় অনুশাসন দৃঢ়তার সাথে মেনে চলেন।

https://e-ilm.weebly.com/

মোটকথা, মুহসিনীনদের দলভুক্ত হতে হলে এমনভাবে সৎকার্য করতে হবে যা স্বয়ং রাসূলুল্লাহ ﷺ "ইহসান' শব্দের ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে বর্ণনা করেছেন। অর্থাৎ আল্লাহ তা'আলা আনুগত্য ও ইবাদত এমনভাবে করবে, যেন তুমি আল্লাহকে দেখছ অথবা অন্ততঃ এতটুকু ধারণা করবে যে, আল্লাহ তা'আলা অবশ্যই তোমাকে দেখছেন। আল্লাহ তা'আলার পবিত্র সত্তা ও মহান গুণাবলি সম্পর্কে যখন কোনো ব্যক্তির এ পর্যায়ের প্রত্যয় হাসিল হবে, তখনকার যাবতীয় কার্যকলাপই সুষ্ঠু সুন্দর হওয়া আবশ্যম্ভাবী। পূর্ববর্তী ওলামায়ে কেরামের মধ্যে তিনটি বাক্য প্রচলিত ছিল, যা তারা প্রায়শই একে অপরকে লিখে পাঠাতেন। বাক্য তিনটি স্মরণ রাখা একান্ত বাঞ্ছনীয়। তন্মধ্যে একটি হচ্ছে, যে ব্যক্তি আখেরাতের কাজে মগ্ন হয়, আল্লাহ তা'আলা স্বয়ং তার পার্থিব কাজগুলো অনায়াসলব্ধ এবং সুসম্পন্ন করে দেন। দ্বিতীয় বাক্য হচ্ছে– যে ব্যক্তি তার অন্তরকে ঠিক রাখবে অর্থাৎ আল্লাহ ছাড়া সব কিছুকেই অন্তর হতে বের করে দিয়ে অন্তরকে একমাত্র আল্লাহ তা'আলার দিকে আকৃষ্ট করবে, আল্লাহ তা'আলা স্বয়ং তার বহ্যিক অবস্থা ভালো করে দিবেন। তৃতীয় বাক্য হচ্ছে– যে ব্যক্তি আল্লাহতা'আলার সাথে তার সম্পর্ক ঠিক রাখবে, তার সাথে অন্যান্য সকলের সম্পর্ক আল্লাহ তা'আলা স্বয়ং ঠিক করে দিবেন। –[রূহুল মা'আনী-১৩১/২]

১১৬ ও ১১৭তম আয়াতে পূর্ববর্তী জাতিগুলির উপর আজাব নাজিল হওয়ার কারণ বর্ণনা করে মানুষকে তা থেকে আত্মরক্ষার পথ নির্দেশ করা হয়েছে। ইরশাদ করেছেন : "আফসোস, পূর্ববর্তী ধ্বংসপ্রাপ্ত জাতিসমূহের মধ্যে দায়িত্বশীল বিবেকবান কিছু লোক কেন ছিল না, যারা জাতিকে ফ্যাসাদ সৃষ্টি করা হতে বিরত রাখত? তাহলে তো তারা সমূলে ধ্বংস হতো না। তবে মুষ্টিমেয় কিছু লোক ছিল, যারা নবী (আ.)-গণের যথার্থভাবে অনুসরণ করেছে এবং তারাই আজাব হতে নিরাপদ ছিল। অবশিষ্ট লোকেরা পার্থিব ভোগবিলাসে মত্ত হয়ে অপকর্মে মেতে উঠেছিল। অত্র আয়াতে সমঝদার বিবেকসম্পন্ন লোকদেরকে أُولُوْا بَقِيَّةٍ বলা হয়েছে। بَقِيَّةٌ অবশিষ্ট বস্তুকে বলে। মানুষ তার সবচেয়ে প্রিয় ও পছন্দনীয় বস্তুকে নিজের জন্য সঞ্চয় ও সংরক্ষণ করতে অভ্যস্ত। প্রয়োজনের মুহূর্তে অন্য সব জিনিস হাতছাড়া করেও সেটি ধরে রাখার চেষ্টা করে। এ জন্যই বিবেক বিবেচনা ও দুরদর্শিতাকে بَقِيَّةٌ বলা হয়। কেননা এটি সর্বাধিক প্রিয় ও মূল্যবান সম্পদ।

১১ তম আয়াতে ইরশাদ করেছেন যে, "আপনার পালনকর্তা জনপদগুলোকে অন্যায়ভাবে নিপাত করেননি এমতাবস্থায় যে, তার অধিবাসীরা সৎকর্মশীল ও আত্ম-সংশোধনরত ছিল।" এর অর্থ হচ্ছে, আল্লাহ তা'আলার পক্ষ হতে অন্যায় অবিচারের কোনো সম্ভাবনা নেই। যেসব জাতিকে ধ্বংস করা হয়, তারা প্রকৃতপক্ষেই নিপাতযোগ্য, অপরাধী।

কোনো কোনো তাফসীরকারের মতে অত্র আয়াতে ظُلْم জুলুম অর্থ শিরক এবং مُصْلِحُوْنَ অর্থে ঐসব লোক যারা কাফের ও মুশরিক হওয়া সত্ত্বেও তাদের লেনদেন, আচার-ব্যবহার, নীতি নৈতিকতা ভালো। যারা মিথ্যা কথা বলে না, ধোকাবাজী করে না, কারো কোনো ক্ষতি করে না। সেমতে অত্র আয়াতের অর্থ হচ্ছে, শুধু কাফের বা মুশরিক হওয়ায় দুনিয়ায় কোনো জাতির উপর খোদায়ী আজাব অবতীর্ণ হয় না, যতক্ষণ পর্যন্ত তারা নিজেদের কার্যকলাপ ও চাল চলন দ্বারা পৃথিবীতে ফেৎনা ফ্যাসাদ ও অশান্তি সৃষ্টি না করে। পূর্ববর্তী যতগুলো জাতি ধ্বংস হয়েছে তাদের বিশেষ বিশেষ অপকর্মই তজ্জন্য দায়ী। হযরত নূহ (আ.)-এর জাতি তাঁকে বিভিন্ন প্রকার কষ্ট ক্লেশ দিয়েছিল, হযরত শোয়াইব (আ.)-এর দেশবাসী ওজনে পরিমাপে হেরফের করে দেশে অশান্তি সৃষ্টি করেছিল, হযরত লূত (আ.)-এর কওম জঘন্য যৌন অপকর্মে অভ্যস্ত হয়েছিল, হযরত মূসা ও ঈসা (আ.)-এর কওমের লোকেরা নিজেদের নবীগণের প্রতি অন্যায় অত্যাচার করেছিল। তাদের এ সব কার্যকলাপই দুনিয়ায় তাদের উপর আজাব নাজিল হওয়ার মূল কারণ। শুধু কুফর বা শিরকের কারণে দুনিয়ায় আজাব আপতিত হয় না। কেননা তার শাস্তি তো দোজখের আগুনে চিরকাল ভোগ করবেই। এজন্যই কোনো কোনো আলেমের অভিমত হচ্ছে যে, কুফর ও শিরক লিপ্ত থাকা সত্ত্বেও দুনিয়াতে রাজত্ব বাদশাহী করা যেতে পারে, কিন্তু অন্যায় অবিচারে লিপ্ত হওয়ার পর তা বজায় থাকতে পারে না।

https://e-ilm.weebly.com/

মতবিরোধ : নিন্দনীয় ও প্রসংসনীয় দিক : ১১৮তম আয়াতে ইরশাদ করা হয়েছে যে, আল্লাহ তা'আলা যদি ইচ্ছা করেন, তবে সকল মানুষকে ইসলাম গ্রহণে বাধ্য করতে পারেন। তাহলে সবাই মুসলমান হয়ে যেত, কোনো মতভেদ থাকত না। কিন্তু নিগূঢ় রহস্যের প্রেক্ষিতে আল্লাহ তা'আলা এ দুনিয়াতে কাউকে কোনো কাজের জন্য বাধ্য করেন না; বরং তিনি মানুষকে অনেকটা এখতিয়ার দান করেছেন। যার ফলে মানুষ ভালো মন্দ, পাপ পুণ্য উভয়টাই করতে পারে। মানুষের মন মানসিকতা বিভিন্ন হওয়ার কারেণে তাদের মত ও পথ ভিন্ন ভিন্ন হয়েছে। ফলে সর্বযুগেই কিছু লোক সত্য ন্যায়ের বিরোধিতা করে আসছে। তবে যাদের উপর আল্লাহ তা'আলা খাস রহমত নাজিল করেছেন অর্থাৎ যারা সত্যিকারভাবে নবীগণের শিক্ষাকে অনুসরণ করেছে, তারা কখনো সত্য বিচ্যুত হননি।

আলোচ্য আয়াতে যে মতবিরোধের নিন্দা করা হয়েছে, তা হচ্ছে নবীগণের শিক্ষা ও সত্য দীনের বিরোধিতা করা। পক্ষান্তরে ওলামায়ে দীন ও মুজতাহিদ আলেমগণের মধ্যে যে মতভেদ সাহাবায়ে কেরামের যুগ হতে চলে আসছে, তা আদৌ নিন্দনীয় এবং আল্লাহর রহমতের পরিপন্থি নয়; বরং সেটি একান্ত অবশ্যম্ভাবী, সাধারণ মুসলমানদের জন্য কল্যাণকর এবং আল্লাহর রহমত স্বরূপ। অত্র আয়াতের পরিপ্রেক্ষিতে যারা মুহজতাহিদ ইমাম ও ফকীহগণের মতভেদকে বিভ্রান্তিকর ও ক্ষতিকর আখ্যা দিয়েছে, তাদের উক্তি অত্র আয়াতের মর্ম এবং সাহাবী ও তাবেয়ীগণের আমলের পরিপন্থি।

শব্দবিশ্লেষণ :

مُرِيْبٍ : সীগাহ واحد مذكر বহছ اسم فاعل বাব اِفْعَالٌ মাসাদর اَلْاِرَابَةُ মূলবর্ণ (ر . ى . ب) জিনস اجوف يائى অর্থ– সন্দেহ করা, সন্দেহ, ইতস্ত। এখানে পেরেশান করার অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে।

لَا تَطْغَوْا : সীগাহ جمع مذكر حاضر বহছ نفى فعل مضارع معروف বাব نَصَرَ ও سَمِعَ মাসদার اَلطُّغْيَانُ মূলবর্ণ (ط . غ . ى) জিনস ناقص يائى অর্থ– বিদ্রোহ করা, বাড়াবাড়ি করা।

طَرَفَيِ : দু'পার্শ্ব, طَرَفٌ এর দ্বিবচন। মূলত طَرَفَيْنِ ছিল। নূন ইযাফতের কারণে পড়ে গেছে।

زُلَفًا : বহুবচন, একবচন زُلْفَةٌ ; زُلْفَةٌ শব্দটি ইসম। এটি واحد . تثنيه . جمع . مذكر . مؤنث হওয়ার ক্ষেত্রে সমান ব্যবহার হয়। অর্থ– রাতের সময় তাছাড়া زُلْفَةٌ শব্দটি কাছে, মর্যাদা ও স্তর অর্থেও আসে।

اُتْرِفُوْا : সীগাহ جمع مذكر غائب বহছ ماضى مجهول বাব اِفْعَالٌ মাসদার اَلْاِتْرَافُ মূলবর্ণ (ت . ر . ف) জিনস صحيح অর্থ– আরাম-আয়েশ করা। সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যে লালন-পালন করা।

مُجْرِمِيْنَ : সীগাহ جمع مذكر বহছ اسم فاعل বাব اِفْعَالٌ মাসদার اَلْاِجْرَامُ মূলবর্ণ (ج . ر . م) জিনস صحيح অর্থ– অবাধ্যতা করা। অপরাধ করা।

لَايَزَالُوْنَ : সীগাহ جمع مذكر غائب বহছ مضارع منفى معروف বাব سَمِعَ মাসাদর اَلزَّوَالُ মূলবর্ণ (ز . ى . ل) জিনস اجوف يائى অর্থ– স্থান থেকে সরে যাওয়া।

تَوَكَّلْ : সীগাহ واحد مذكر حاضر বহছ امر حاضر معروف বাব تَفَعُّلٌ মাসদার اَلتَّوَكُّلُ মূলবর্ণ (و . ك . ل) জিনস مثال واوى অর্থ– নির্ভর করা। ভরসা করা।

https://e-ilm.weebly.com/

سُوْرَةُ يُوْسُفَ

সূরা ইউসুফ

মক্কায় অবতীর্ণ : আয়াত-১১১, রুকূ'-১২

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ○

পরম করুণাময়, দয়ালু আল্লাহর নামে শুরু করছি।

১. আলিফ-লাম-রা এগুলো হচ্ছে সুস্পষ্ট কিতাবের আয়াত।	الٓرٰ ۚ تِلْكَ اٰيٰتُ الْكِتٰبِ الْمُبِيْنِ (١)
২. আমি একে নাজিল করেছি কুরআনরূপে আরবি ভাষায়, যেন তোমরা বুঝতে পার।	اِنَّآ اَنْزَلْنٰهُ قُرْءٰنًا عَرَبِيًّا لَّعَلَّكُمْ تَعْقِلُوْنَ (٢)
৩. আমি এ কুরআন আপনার প্রতি ওহীর মাধ্যমে প্রেরণ করে তা দ্বারা এক অতি উত্তম ঘটনা বর্ণনা করছি, যদিও আপনি তার পূর্বে [এ ঘটনা সম্বন্ধে] একেবারেই অনবহিত ছিলেন।	نَحْنُ نَقُصُّ عَلَيْكَ اَحْسَنَ الْقَصَصِ بِمَآ اَوْحَيْنَآ اِلَيْكَ هٰذَا الْقُرْاٰنَ ۖ وَاِنْ كُنْتَ مِنْ قَبْلِهٖ لَمِنَ الْغٰفِلِيْنَ (٣)
৪. সে সময়টি উল্লেখযোগ্য, যখন ইউসুফ (আ.) নিজ পিতার নিকট বললেন, আব্বা! আমি [স্বপ্নে] এগারটি তারকা এবং সূর্য ও চন্দ্রকে দেখেছি তাদেরকে দেখেছি আমার সম্মুখে সেজদা করতে।	اِذْ قَالَ يُوْسُفُ لِاَبِيْهِ يٰٓاَبَتِ اِنِّيْ رَاَيْتُ اَحَدَ عَشَرَ كَوْكَبًا وَّالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ رَاَيْتُهُمْ لِيْ سٰجِدِيْنَ (٤)

শাব্দিক অনুবাদ :

১. الٓرٰ আলিফ-লাম-রা تِلْكَ এগুলো হচ্ছে اٰيٰتُ الْكِتٰبِ الْمُبِيْنِ সুস্পষ্ট কিতাবের আয়াত।

২. اِنَّآ اَنْزَلْنٰهُ আমি একে নাজিল করেছি قُرْءٰنًا عَرَبِيًّا কুরআনরূপে আরবি ভাষায় لَّعَلَّكُمْ تَعْقِلُوْنَ যেন তোমরা বুঝতে পার।

৩. نَحْنُ نَقُصُّ عَلَيْكَ আমি আপনার নিকট বর্ণনা করছি اَحْسَنَ الْقَصَصِ এক অতি উত্তম ঘটনা بِمَآ اَوْحَيْنَآ اِلَيْكَ আমি যে, আপনার প্রতি প্রেরণ করেছি هٰذَا الْقُرْاٰنَ এ কুরআন وَاِنْ كُنْتَ مِنْ قَبْلِهٖ لَمِنَ الْغٰفِلِيْنَ যদিও আপনি এর পূর্বে (এ ঘটনা সম্বন্ধে) একেবারেই অনবহিত ছিলেন।

৪. اِذْ قَالَ يُوْسُفُ لِاَبِيْهِ সে সময়টি উল্লেখযোগ্য যখন ইউসুফ (আ.) নিজ পিতার নিকট বললেন يٰٓاَبَتِ আব্বা! اِنِّيْ رَاَيْتُ আমি দেখেছি اَحَدَ عَشَرَ كَوْكَبًا এগারোটি তারকা وَّالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ এবং সূর্য ও চন্দ্রকে رَاَيْتُهُمْ لِيْ سٰجِدِيْنَ তাদেরকে দেখেছি আমার সম্মুখে সেজদা করতে।

https://e-ilm.weebly.com/

قَالَ يٰبُنَيَّ لَا تَقْصُصْ رُءْيَاكَ عَلٰٓى اِخْوَتِكَ فَيَكِيْدُوْا لَكَ كَيْدًا ۗ اِنَّ الشَّيْطٰنَ لِلْاِنْسَانِ عَدُوٌّ مُّبِيْنٌ (٥)

৫. তিনি বললেন, হে বৎস! তোমার এ স্বপ্ন নিজের ভাইদের নিকট ব্যক্ত করো না, অন্যথা তারা তোমার জন্য কোনো বিশেষ দুরভিসন্ধি করবে; নিশ্চয় শয়তান মানুষের প্রকাশ্য শত্রু।

وَكَذٰلِكَ يَجْتَبِيْكَ رَبُّكَ وَيُعَلِّمُكَ مِنْ تَاْوِيْلِ الْاَحَادِيْثِ وَيُتِمُّ نِعْمَتَهٗ عَلَيْكَ وَعَلٰٓى اٰلِ يَعْقُوْبَ كَمَآ اَتَمَّهَا عَلٰٓى اَبَوَيْكَ مِنْ قَبْلُ اِبْرٰهِيْمَ وَاِسْحٰقَ ۗ اِنَّ رَبَّكَ عَلِيْمٌ حَكِيْمٌ (٦)

৬. আর এরূপেই তোমার রব তোমাকে [নবীরূপে] মনোনীত করবেন এবং তোমাকে স্বপ্নতত্ত্ব জ্ঞান শিক্ষা দিবেন, আর স্বীয় নিয়ামতকে পূর্ণ করে দিবেন, তোমার উপর এবং ইয়াকূবের বংশধরের উপর, যেমন তার পূর্বে নিজ নিয়ামতকে পূর্ণ করে দিয়েছিলেন তোমার পিতামহ, প্রপিতামহ অর্থাৎ ইবরাহীম ও ইসহাকের উপর নিশ্চয় তোমার প্রতিপালক অসীম জ্ঞানী, প্রজ্ঞাময়।

لَقَدْ كَانَ فِيْ يُوْسُفَ وَاِخْوَتِهٖٓ اٰيٰتٌ لِّلسَّآئِلِيْنَ (٧)

৭. ইউসুফ ও তার ভাইদের ঘটনাতে [আপনার নবুয়তের] প্রমাণসমূহ রয়েছে ঐ সমস্ত লোকদের জন্য যারা জিজ্ঞাসা করে।

اِذْ قَالُوْا لَيُوْسُفُ وَاَخُوْهُ اَحَبُّ اِلٰٓى اَبِيْنَا مِنَّا وَنَحْنُ عُصْبَةٌ ۗ اِنَّ اَبَانَا لَفِيْ ضَلٰلٍ مُّبِيْنٍ (٨)

৮. সে সময়টি উল্লেখযোগ্য, যখন সেই ভাইয়েরা বলাবলি করতে লাগল, [দেখ!] ইউসুফ ও তার [সহোদর] ভাই আমাদের পিতার নিকট আমাদের চেয়ে অধিক প্রিয় অথচ আমরা হচ্ছি পূর্ণ একটি জামাত; বাস্তবিকই আমাদের পিতা স্পষ্ট ভ্রমের মধ্যে রয়েছেন।

শাব্দিক অনুবাদ :

৫. قَالَ তিনি বললেন يٰبُنَيَّ হে বৎস! لَا تَقْصُصْ ব্যক্ত করো না رُءْيَاكَ তোমার এ স্বপ্ন عَلٰٓى اِخْوَتِكَ নিজের ভাইদের নিকট فَيَكِيْدُوْا لَكَ كَيْدًا অন্যথা তারা তোমার জন্য কোনো বিশেষ দুরভিসন্ধি করবে اِنَّ الشَّيْطٰنَ عَدُوٌّ مُّبِيْنٌ নিশ্চয় শয়তান মানুষের প্রকাশ্য শত্রু।

৬. وَكَذٰلِكَ يَجْتَبِيْكَ رَبُّكَ আর এরূপেই তোমার রব তোমাকে (নবীরূপে) মনোনীত করবেন وَيُعَلِّمُكَ مِنْ تَاْوِيْلِ الْاَحَادِيْثِ এবং তোমাকে স্বপ্নতত্ত্ব জ্ঞান শিক্ষা দিবেন وَيُتِمُّ نِعْمَتَهٗ আর স্বীয় নিয়ামতকে পূর্ণ করে দিবেন عَلَيْكَ তোমার উপর وَعَلٰٓى اٰلِ يَعْقُوْبَ এবং ইয়াকূবের বংশধরের উপর كَمَآ اَتَمَّهَا যেমন নিজ নিয়ামতকে পূর্ণ করে দিয়েছিলেন عَلٰٓى اَبَوَيْكَ তোমার পিতামহ, প্রপিতামহ -এর উপর مِنْ قَبْلُ এর পূর্বে اِبْرٰهِيْمَ وَاِسْحٰقَ অর্থাৎ ইবরাহীম ও ইসহাকের উপর اِنَّ رَبَّكَ عَلِيْمٌ حَكِيْمٌ নিশ্চয় তোমার প্রতিপালক অসীম জ্ঞানী, প্রজ্ঞাময়।

৭. لَقَدْ كَانَ রয়েছে فِيْ يُوْسُفَ وَاِخْوَتِهٖ ইউসুফ ও তাঁর ভাইদের ঘটনাতে اٰيٰتٌ প্রমাণ সমূহ لِّلسَّآئِلِيْنَ ঐ সমস্ত লোকদের জন্য যারা জিজ্ঞাসা করে।

৮. اِذْ قَالُوْا সে সময়টি উল্লেখযোগ্য যখন সেই ভাইয়েরা বলাবলি করতে লাগল لَيُوْسُفُ وَاَخُوْهُ (দেখ) ইউসুফ ও তার (সহোদর) ভাই اَحَبُّ اِلٰٓى اَبِيْنَا مِنَّا আমাদের পিতার নিকট আমাদের চেয়ে অধিক প্রিয় وَنَحْنُ عُصْبَةٌ অথচ আমরা হচ্ছি পূর্ণ একটি জামাত اِنَّ اَبَانَا لَفِيْ ضَلٰلٍ مُّبِيْنٍ বাস্তবিকই আমাদের পিতা স্পষ্ট ভ্রমের মধ্যে রয়েছে।

https://e-ilm.weebly.com/

اقْتُلُوا يُوسُفَ أَوِ اطْرَحُوهُ أَرْضًا يَخْلُ لَكُمْ وَجْهُ أَبِيكُمْ وَتَكُونُوا مِنْ بَعْدِهِ قَوْمًا صٰلِحِينَ (٩)	৯. হয়তো ইউসুফকে মেরে ফেল অথবা তাকে কোনো [দূরবর্তী] স্থানে ফেলে এসো, তাহলে তোমাদের পিতার দৃষ্টি শুধু তোমাদের দিকে হয়ে যাবে এবং তোমাদের সকল উদ্দেশ্য সফল হয়ে যাবে।
قَالَ قَائِلٌ مِّنْهُمْ لَا تَقْتُلُوا يُوسُفَ وَأَلْقُوهُ فِي غَيٰبَتِ الْجُبِّ يَلْتَقِطْهُ بَعْضُ السَّيَّارَةِ إِنْ كُنْتُمْ فٰعِلِينَ (١٠)	১০. তাদের মধ্য হতে একজন বলল, ইউসুফকে হত্যা করো না; বরং যদি তোমাদের কিছু করতে হয় তাকে কোনো অন্ধকূপে ফেলে দাও, হয়তো কোনো পাথিক তাকে তুলে নিয়ে যাবে।
قَالُوا يٰٓأَبَانَا مَا لَكَ لَا تَأْمَنَّا عَلٰى يُوسُفَ وَإِنَّا لَهُ لَنٰصِحُونَ (١١)	১১. সকলে [সম্মিলিতভাবে পিতার নিকট] বলল, আব্বা! তার কারণ কী যে, ইউসুফ সম্বন্ধে আপনি আমাদেরকে বিশ্বাস করেন না, অথচ আমরা তার হিতাকাঙ্ক্ষী।
أَرْسِلْهُ مَعَنَا غَدًا يَرْتَعْ وَيَلْعَبْ وَإِنَّا لَهُ لَحٰفِظُونَ (١٢)	১২. আপনি আগামীকাল তাকে আমাদের সাথে পাঠিয়ে দিন। যাতে সে তৃপ্তি সহকারে খাবে ও খেলাধুলা করবে, আর আমরা পূর্ণরূপে তার হেফাজত করব।
قَالَ إِنِّي لَيَحْزُنُنِي أَنْ تَذْهَبُوا بِهِ وَأَخَافُ أَنْ يَأْكُلَهُ الذِّئْبُ وَأَنْتُمْ عَنْهُ غٰفِلُونَ (١٣)	১৩. ইয়াকূব (আ.) বললেন, তা আমাকে চিন্তান্বিত করে তুলছে যে, তোমরা তাকে নিয়ে যাবে, আর আমি এ আশঙ্কা করছি যে, তাকে কোনো নেকড়ে বাঘ খেয়ে ফেলে এবং তোমরা তার প্রতি অমনোযোগী থাকবে।

শাব্দিক অনুবাদ :

৯. اقْتُلُوا يُوسُفَ হয়তো ইউসুফকে মেরে ফেল أَوِ اطْرَحُوهُ أَرْضًا অথবা তাকে কোনো দূরবর্তী স্থানে ফেলে আস يَخْلُ لَكُمْ وَجْهُ أَبِيكُمْ তাহলে তোমাদের পিতার দৃষ্টি শুধু তোমাদের দিকে হয়ে যাবে وَتَكُونُوا مِنْ بَعْدِهِ قَوْمًا صٰلِحِينَ এবং তোমাদের সকল উদ্দেশ্য সফল হয়ে যাবে।

১০. قَالَ قَائِلٌ مِّنْهُمْ তাদের মধ্য হতে একজন বলল لَا تَقْتُلُوا يُوسُفَ ইউসুফ কে হত্যা করো না وَأَلْقُوهُ فِي غَيٰبَتِ الْجُبِّ বরং তাকে কোনো অন্ধকূপে ফেলে দাও يَلْتَقِطْهُ بَعْضُ السَّيَّارَةِ হয়তো কোনো পথিক তাকে বের করে নিয়ে যাবে إِنْ كُنْتُمْ فٰعِلِينَ যদি তোমাদের কিছু করতে হয়।

১১. قَالُوا সকলে (সম্মিলিত ভাবে পিতার নিকট) বলল يٰٓأَبَانَا مَا لَكَ আব্বা! এটার কারণ কি যে, لَا تَأْمَنَّا عَلٰى يُوسُفَ ইউসুফ সম্বন্ধে আপনি আমাদেরকে বিশ্বাস করেন না وَإِنَّا لَهُ لَنٰصِحُونَ অথচ আমরা তার হিতাকাঙ্ক্ষী।

১২. أَرْسِلْهُ مَعَنَا আপনি তাকে আমাদের সাথে পাঠিয়ে দিন। غَدًا আগামীকাল يَرْتَعْ وَيَلْعَبْ যাতে সে তৃপ্তি সহকারে খাবে ও খেলাধুলা করবে وَإِنَّا لَهُ لَحٰفِظُونَ আর আমরা পূর্ণ রূপে তার হেফাজত করব।

১৩. قَالَ ইয়াকূব (আ.) বললেন إِنِّي لَيَحْزُنُنِي এটা আমাকে চিন্তান্বিত করে তুলেছে যে, أَنْ تَذْهَبُوا بِهِ তোমরা তাকে নিয়ে যাবে وَأَخَافُ أَنْ يَأْكُلَهُ الذِّئْبُ আর আমি এই আশঙ্কা করছি যে, তাকে কোনো নেকড়ে খেয়ে ফেলবে وَأَنْتُمْ عَنْهُ غٰفِلُونَ এবং তোমরা তার হতে অমনোযোগী থাকবে।

https://e-ilm.weebly.com/

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

সূরা ইউসুফ প্রসঙ্গে : মক্কায় অবতীর্ণ এ সূরায় হযরত ইউসুফ (আ.)-এর ঘটনা বর্ণিত হয়েছে। আর এজন্যই তার নামেই এ সূরার নামকরণ করা হয়েছে। বিগত সূরায় কয়েকজন নবী রাসূলের ঘটনা বর্ণিত হয়েছে। এ সূরায় শুধু একজন নবীর ঘটনার উল্লেখ রয়েছে। কুরআনে কারীমে আল্লাহ তা'আলা অনেক ঘটনাকে বিভিন্ন স্থানে বিভিন্নভাবে বর্ণনা করেছেন। কিন্তু হযরত ইউসুফ (আ.) -এর ঘটনাকে বার বার বর্ণনা করেননি। কেননা এ ঘটনা মানুষের ফরমায়েশের কারণে বর্ণিত হয়েছে। এ জন্য তা একই স্থানে একবারে বর্ণিত হয়েছে। এভাবে আসহাবে কাহাফ এবং জুলকারনাইনের ঘটনাও একবারই বর্ণিত হয়েছে।

পূর্ববর্তী সূরার সাথে সম্পর্ক : বিগত সূরা হুদে প্রিয়নবী ﷺ-এর নবুয়তের প্রমাণ এবং প্রিয়নবী ﷺ-এর সান্ত্ব -নার জন্য অতীত কালের ঘটনাবলির উল্লেখ করা হয়েছে। ঠিক এভাবেই সূরায়ে ইউসুফেও হযরত ইউসুফ (আ.)-এর ঘটনা বিস্তারিত ভাবে বর্ণিত হয়েছে। কেননা এ ঘটনা ও প্রিয়নবী ﷺ-এর অবস্থার অনুরূপ। হযরত ইউসুফ (আ.)-এর ন্যায় রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর নবুয়তের প্রারম্ভিক অবস্থায় ও সত্য স্বপ্ন দেখানো হয়। যেমন হযরত আয়েশা (রা.) থেকে বর্ণিত হাদীসে রয়েছে- أَوَّلُ مَا بُدِئَ بِهِ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ مِنَ الْوَحْيِ الرُّؤْيَا الصَّالِحَةُ প্রিয়নবী ﷺ-এর নিকট ওহী শুরু হয় সত্য স্বপ্নের মাধ্যমে [আল হাদীস] যেমন হযরত ইউসুফ (আ.) -এর নবুয়ত আরম্ভ হয় একটি সত্য স্বপ্নের মাধ্যমে। পবিত্র কুরআনেই রয়েছে তার বিবরণ।

إِنِّىْ رَأَيْتُ أَحَدَ عَشَرَ كَوْكَبًا .... (الاية) এমনিভাবে হযরত ইউসুফ (আ.)-এর ভ্রাতারা তাকে হিংসা করেছে এবং চরম কষ্ট দিয়েছে। হযরত ইউসুফ (আ.) চরম ধৈর্য ও সহনশীলতা এবং মনের দৃঢ়তার পরিচয় দিয়েছেন। অবশেষে আল্লাহ পাক তাকে সম্মান মর্যাদা এবং প্রাধান্য দান করেছেন। কিন্তু এতদসত্ত্বেও হযরত ইউসুফ (আ.) তার ভাইদের থেকে কোনো প্রকার প্রতিশোধ গ্রহণ করেননি; বরং বলেছেন, পবিত্র কুরআনের ভাষায়- لَاتَثْرِيْبَ عَلَيْكُمُ الْيَوْمَ يَغْفِرُ اللهُ لَكُمْ وَهُوَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِيْنَ "আজ তোমাদের বিরুদ্ধে কোনো অভিযোগ নেই। আল্লাহ পাক তোমাদেরকে ক্ষমা করুন, তিনি সর্বশ্রেষ্ঠ দয়াবান।" এমনকি হযরত ইউসুফ (আ.) কখনো তাদের বিরুদ্ধে মৌখিক অভিযোগও করেননি; বরং তাদেরকে অনেক দান দক্ষিণায় ধন্য করেছেন। ঠিক এ অবস্থাই হয়েছিল মক্কা মোয়াজ্জমায় প্রিয়নবী ﷺ-এর সঙ্গে। কুরাইশ গোত্রের লোকেরা তথা তাঁর আত্মীয় স্বজনরাই প্রিয়নবী ﷺ -কে চরম কষ্ট দিয়েছে। সুদীর্ঘ তেরটি বছর তিনি তাদের দ্বারা নির্যাতিত উৎপীড়িত হয়েছেন। তিনি আল্লাহ পাকের নির্দেশ মোতাবেক অসাধারণ সবর এবং এস্তেকামাতের সঙ্গে পরিস্থিতির মোকাবিলা করেছেন। এমনকি, অবশেষে প্রিয়নবী ﷺ তাদের জুলুম অত্যাচারের কারণে মক্কা থেকে হিজরত করে মদিনা শরীফ চলে গিয়েছেন। তারপরও তারা বারে বারে প্রাণের মদিনা আক্রমণ করেছে। অবশেষে অষ্টম হিজরিতে যখন মক্কা বিজয় হলো, তখন তিনি বললেন- لَا تَثْرِيْبَ عَلَيْكُمُ الْيَوْمَ يَغْفِرُ اللهُ لَكُمْ وَهُوَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِيْنَ। আজ তোমাদের বিরুদ্ধে কোনো অভিযোগ নেই, আল্লাহ পাক তোমাদেরকে ক্ষমা করুন, তিনি পরম দয়ালু। আরো বললেন : اِذْهَبُوْا أَنْتُمُ الطُّلَقَاءُ তোমরা আজ মুক্ত।

এমনিভাবে হযরত ইউসুফ (আ.)-এর ন্যায় তিনিও মক্কায় কুরাইশদেরকে যখন তারা ইসলাম কবুল করেছে, তখন হোনায়নের যুদ্ধের গনিমত থেকে প্রত্যেককে একশত করে উষ্ট্র দান করেছেন। যেভাবে হযরত ইউসুফ (আ.) তার জালিম ভাইদের সাথে উদারতার পরিচয় দিয়েছেন, ঠিক তেমনিভাবে প্রিয়নবী ﷺ ও মক্কার কুরাইশদের সাথে অসাধারণ মহানুভবতার পরিচয় দিয়েছেন। যেভাবে হযরত ইউসুফ (আ.) -এর চরিত্র মাধুর্যের প্রমাণ রয়েছে এ ঘটনায় শয়তান কোনো ভাবেই তাকে কাবু করতে পারেনি, ঠিক এভাবে এর দ্বারা একথাও প্রমাণিত

https://e-ilm.weebly.com/

হয়েছে যে, সমস্ত আম্বিয়ায়ে কেরাম সর্বাধিক উন্নত চরিত্রের অধিকারী এবং শয়তানের সকল চক্রান্ত থেকে তাঁরা থাকেন সম্পূর্ণ সংরক্ষিত এবং নিরাপদ।

যেভাবে হযরত নূহ (আ.) হযরত ইবরাহীম (আ.) এবং হযরত মূসা (আ.) এর ঘটনাবলির বর্ণনা প্রিয়নবী ﷺ-এর নবুয়তের দলিল ছিল, ঠিক এমনিভাবে হযরত ইউসুফ (আ.)-এর ঘটনাও পবিত্র কুরআনের আল্লাহর কিতাব হওয়া এবং প্রিয়নবী ﷺ-এর নবুয়তের প্রকৃষ্ট প্রমাণ। এতদ্ব্যতীত, হযরত ইউসুফ (আ.) -এর এ ঘটনায় প্রিয়নবী ﷺ-এর জন্য রয়েছে সান্ত্বনা এ মর্মে যে, যেভাবে হযরত ইউসুফ (আ.) তার ভাইদের দ্বারা অত্যাচারিত হয়েও সবর অবলম্বন করেছেন, ঠিক তেমনিভাবে হে রাসূল! আপনিও মক্কাবাসীর জুলুম অত্যাচারে সবর অবলম্বন করুন, সত্যের উপর অটল অবিচল থাকুন এবং পরিণামের অপেক্ষা করুন। –[তাফসীরে মাআরেফুল কুরআন ইদ্রিস কান্ধলভী– ৪/১-২]

শানে নুযূল : এ সূরার শানে নুযূল সম্পর্কে একাধিক বিবরণ রয়েছে–

১. হযরত সাদ ইবনে আবী ওয়াক্কাস (রা.) বর্ণনা করেন পবিত্র কুরআন অনেক দিন থেকে প্রিয়নবী ﷺ-এর প্রতি নাজিল হয়ে আসছিল। প্রিয়নবী ﷺ পবিত্র কুরআনের আয়াতসমূহ তেলাওয়াত করে সাহাবায়ে কেরামকে শ্রবণ করাতেন। ঐ সময় তারা আরজ করলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! যদি কোনো ঘটনা বর্ণনা করতেন, তবে ভালো হতো। তখন এ সূরা নাজিল হয়।

২. তত্ত্বজ্ঞানীগণ বলেছেন, এ সূরায় সান্ত্বনা রয়েছে প্রিয়নবী ﷺ-এর জন্য। কেননা মক্কায় কুরায়েশ বংশের লোকেরা তথা প্রিয়নবী ﷺ-এর আত্মীয় স্বজনরা তার প্রতি যে দুর্ব্যবহার করেছিল, তাতে তাঁর মনক্ষুণ্ন হওয়াই স্বাভাবিক। কিন্তু হযরত ইউসুফ (আ.)-এর ভ্রাতারা তাঁর সাথে যে দুর্ব্যবহার করেছে, সেই হৃদয় বিদারক ঘটনা সম্পর্কে অবগত হলে প্রিয়নবী ﷺ-এর মনেও সান্ত্বনা আসা স্বাভাবিক।

৩. এ পর্যায়ে একথাও বর্ণিত আছে যে, ইহুদিরা হযরত রাসূলে করীম ﷺ-এর দরবারে হাজির হয়ে হযরত ইয়াকূব (আ.) ও তার পুত্র হযরত ইউসুফ (আ.) সম্পর্কে জানতে চেয়েছিল। তখন এ সূরা নাজিল হয়।

৪. আর একথাও বর্ণিত আছে যে, ইহুদিরা মক্কার কাফেরদেরকে বলেছিল, যেন তারা প্রিয়নবী ﷺ-এর নিকট প্রশ্ন করে যে, বনী ইসরাঈলরা কেন সিরিয়া ত্যাগ করে মিশরে বসতি স্থাপন করেছিল এবং তারা হযরত ইউসুফ (আ.)-এর ঘটনাও জানতে চেয়েছিল, তখন এ সূরা নাজিল হয়।

–[তাফসীরে রূহুল মা'আনী-১২/১৭০, খোলাসাতুততাফাসীর-২/৩৯২]

এ সূরা সম্পূর্ণ মক্কা শরীফে নাজিল হয়েছে। কোনো কোনো তত্ত্বজ্ঞানী বলেছেন, এ সূরাটি হিজরতের সময় মক্কা শরীফ ও মদিনা শরীফের মধ্যখানে নাজিল হয়েছে।

হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা.) থেকে একটি বর্ণনায় রয়েছে যে, এ সূরার ৪টি আয়াত ব্যতীত আর সবই মক্কা মোয়াজ্জমায় নাজিল হয়েছে। অবশ্য নোহাস, আবুশ শেখ, ইবনে মারদুয়া হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা.)-এর একটি বর্ণনার উদ্ধৃতি দিয়েছেন যে, এ সূরা মক্কা মোয়াজ্জমায় নাজিল হয়েছে। –[তাফসীরে ফতহুল কাদীর-৩/১]

১ নং আয়াতের শানে নুযূল : রূহুল মা'আনীতে বর্ণিত আছে যে, কিছু সাহাবী রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর কাছে আরজ করল যে, আপনি যদি আমাদেরকে কোনো ঘটনা শুনাতেন তাহলে খুব ভালো হতো। তখন উক্ত আয়াতগুলো নাজিল হয়। তাফসীরে সাবীতে আছে, ইহুদিরা রাসূলুল্লাহ ﷺ -কে বলল, আপনি আমাদেরকে হযরত ইয়াকূব (আ.) ও তাঁর সন্তান হযরত ইউসুফ (আ.) সম্পর্কে কিছু বলুন। তখন উক্ত আয়াতগুলো নাজিল হয়। –[ইবনে কাছীর উ.-১২/৪০]

চারটি আযাত ছাড়া সমগ্র সূরা ইউসুফ মক্কায় অবতীর্ণ। এ সূরায় হযরত ইউসুফ (আ.)-এর কাহিনী ধারাবাহিকভাবে বর্ণিত হয়েছে। এ কাহিনীটি শুধুমাত্র এ সূরাতেই উল্লিখিত হয়েছে। সমগ্র কুরআনে কোথাও এর পুনরাবৃত্তি করা হয়নি। এটা একমাত্র হযরত ইউসুফ (আ.) সম্পর্কিত কাহিনীরই বৈশিষ্ট্য। এছাড়া অন্য সব আম্বিয়া (আ.)-এর কাহিনী ও ঘটনাবলি সমগ্র কুরআনে প্রাসঙ্গিকভাবে খণ্ড খণ্ড ভাবে বর্ণনা করা হয়েছে এবং বার বার উল্লেখ করা হয়েছে।

https://e-ilm.weebly.com/

প্রকৃতপক্ষে বিশ্ব ইতিহাস এবং অতীত অভিজ্ঞতার মধ্যে মানুষের ভবিষ্যত জীবনের জন্য বিরাট শিক্ষা নিহিত থাকে। এসব শিক্ষার স্বাভাবিক প্রতিক্রিয়া মানুষের মন ও মস্তিষ্কের মধ্যে সাধারণ শিক্ষার চাইতে অধিক গভীর ও অনায়াসলব্ধ হয়। এ কারণেই গোটা মানবজাতির জন্য সর্বশেষ নির্দেশনামা হিসেবে প্রেরিত কুরআন পাকে সমগ্র বিশ্বের জাতিসমূহের ইতিহাসের নির্বাচিত অধ্যায়সমূহ সন্নিবেশিত করে দেওয়া হয়েছে, যা মানুষের বর্তমান ও ভবিষ্যত সংশোধনের জন্য অমোঘ ব্যবস্থাপত্র। কিন্তু কুরআন পাক বিশ্ব ইতিহাসের এসব অধ্যায়কে স্বীয় বিশেষ ও অনুপম রীতিতে এমনভাবে উদ্ধৃত করেছে যে, এর পাঠক অনুভবই করতে পারে না যে, এটি কেনো ইতিহাসগ্রন্থ; বরং প্রতিটি ক্ষেত্রে কোনো কাহিনীর যতটুকু অংশ শিক্ষা ও উপদেশের জন্য অত্যাবশ্যক সেখানে ঠিক ততটুকু অংশই বিবৃত করা হয়েছে। অতঃপর অন্য কোনো ক্ষেত্রে এ অংশের প্রয়োজন অনুভূত হলে পুনর্বার তা বর্ণনা করা হয়েছে। এ কারণেই এসব কাহিনীর বর্ণনায় ঘটনার সাংঘটনিক ধারাবাহিকতার প্রতি লক্ষ্য রাখা হয়নি। কোথাও কাহিনীর প্রথম অংশ পরে এবং শেষ অংশ আগে উল্লেখ করা হয়েছে। এ কারণেই এসব কাহিনীর বর্ণনারীতিতে স্বতন্ত্র নির্দেশ এই যে, জগতের ইতিহাস ও অতীত ঘটনাবলি পরিবেশন করা পবিত্র কুরআনের লক্ষ্য নয়; বরং প্রত্যেক কাহিনী থেকেই কোনো না কোনো শিক্ষা ও উপদেশ গ্রহণ আসল লক্ষ্য।

হযরত ইউসুফ (আ.)-এর ঘটনাকে ধারাবাহিকভাবে বর্ণনা করার একটি সম্ভাব্য কারণ এই যে, ইতিহাস রচনাও একটি স্বতন্ত্র শাস্ত্র। এতে ইতিহাস রচয়িতাদের জন্য বিশেষ নির্দেশ রয়েছে যে, বর্ণনা এমন সংক্ষিপ্ত না হয় যাতে পূর্ণ বিষয়বস্তু হৃদয়ঙ্গম করা কষ্টকর হয়ে পড়ে। পক্ষান্তরে বর্ণনা এত দীর্ঘ হওয়াও সমীচীন নয়, যাতে তা পড়া ও স্মরণ রাখা কঠিন হয়।

দ্বিতীয় সম্ভাব্য কারণ এই যে, কোনো কোনো রেওয়ায়েতে বলা হয়েছে, ইহুদিরা পরীক্ষার্থে রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে বলেছিল যদি আপনি সত্যই আল্লাহর নবী হন, তবে বলুন ইয়াকূব পরিবার সিরিয়া থেকে মিসরে কেন স্থানান্তরিত হয়েছিল এবং ইউসুফ (আ.)-এর ঘটনা কি ছিল? প্রত্যুত্তরে ওহীর মাধ্যমে পূর্ণ কাহিনী অবতারণ করা হয়। এটি নিঃসন্দেহে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর মু'জিযা ও তাঁর নবুয়তের একটি বড় প্রমাণ। কেননা তিনি ছিলেন নিরক্ষর এবং জীবনের প্রথম থেকেই মক্কায় বসবাসকারী। তিনি কারো কাছ থেকে শিক্ষা গ্রহণ করেননি এবং কোনো গ্রন্থও পাঠ করেননি। এতদসত্ত্বেও তাওরাতে বর্ণিত আদ্যোপান্ত ঘটনাটি বিশুদ্ধরূপে বর্ণনা করে দেন।

বরং কিছু এমন বিষয় ও তিনি বর্ণনা করেন, যা তাওরাতে উল্লেখ ছিলনা। تِلْكَ اٰيٰتُ الْكِتٰبِ الْمُبِيْنِ অর্থাৎ এগুলো সে গ্রন্থের আয়াত, যা হালাল ও হারামের বিধি বিধান এবং প্রত্যেক কাজের সীমা ও শর্ত বর্ণনা করে। মানুষকে জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রের জন্য একটি সুষম ও সরল জীবনব্যবস্থা দান করে। এগুলো অবতীর্ণ করার অঙ্গীকার তাওরাতে পাওয়া যায় এবং ইহুদিরা এ সম্পর্কে অবহিতও বটে।

اِنَّآ اَنْزَلْنٰهُ قُرْاٰنًا عَرَبِيًّا لَّعَلَّكُمْ تَعْقِلُوْنَ অর্থাৎ আমি একে আরবি কুরআন হিসেবে নাজিল করেছি, হয়তো এতে তোমরা বুঝতে পারবে।

এতে ইঙ্গিত রয়েছে যে, হযরত ইউসুফ (আ.)-এর কাহিনী সম্পর্কে যারা প্রশ্ন তুলেছিল, তারা ছিল আরবের ইহুদি। আল্লাহ তা'আলা তাদেরই ভাষায় এ কাহিনী নাজিল কেরেছেন, যাতে তারা চিন্তা ভাবনা করে, রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সততা ও সত্যতায় বিশ্বাস স্থাপন করে এবং কাহিনীতে বর্ণিত বিধান ও নির্দেশাবলিকে চলার পথের আলোকবর্তিকা হিসেবে গ্রহণ করে।

نَحْنُ نَقُصُّ عَلَيْكَ اَحْسَنَ الْقَصَصِ অর্থাৎ আমি এ কুরআনকে ওহীর মাধ্যমে আপনার প্রতি অবতীর্ণ করে আপনার কাছে সর্বোত্তম কাহিনী বর্ণনা করেছি। নিঃসন্দেহে আপনি ইতিপূর্বে এসব ঘটনা সম্পর্কে অনবগত ছিলেন।

এতে ইহুদিদেরকে হুঁশিয়ার করা হয়েছে যে, তোমরা আমার পয়গাম্বরের যেভাবে পরীক্ষা নিতে চেয়েছ, তাতেও তার গুণগত উৎকর্ষ সুস্পষ্ট হয়ে উঠেছে। কেননা তিনি পূর্ব থেকে নিরক্ষর এবং বিশ্ব ইতিহাস সম্পর্কে অনভিজ্ঞও ছিলেন সুতরাং তিনি এখন যে বিজ্ঞতার পরিচয় দিচ্ছেন, তার মাধ্যমে আল্লাহর শিক্ষা ও ওহী ছাড়া আর কিছুই হতে পারে না।

https://e-ilm.weebly.com/

إِذْ قَالَ يُوْسُفُ لِأَبِيْهِ يٰۤاَبَتِ إِنِّىْ الخ অর্থাৎ ইউসুফ (আ.) তার পিতাকে বললেন, পিতা আমি স্বপ্নে এগারটি নক্ষত্র এবং সূর্য ও চন্দ্রকে দেখেছি। আরো দেখেছি যে, তারা আমাকে সেজদা করছে।

এটি ছিল হযরত ইউসুফ (আ.)-এর স্বপ্ন। এর ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা.) বলেন এগারটি নক্ষত্রের অর্থ হচ্ছে ইউসুফ (আ.)-এর এগার ভাই, সূর্য ও চন্দ্রের অর্থ পিতা ও মাতা।

তাফসীরে কুরতুবীতে বলা হয়েছে : হযরত ইউসুফ (আ.)-এর মাতা এ ঘটনার পূর্বে মৃত্যুমুখে পতিত হয়েছিলেন এবং তার খালা তখন তার পিতার বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ ছিলেন। খালা এমনিতেও মায়ের সমতুল্য গণ্য হয়। বিশেষত যদি পিতার ভার্যা হয়ে যায়, তবে সাধারণত পরিভাষায় তাকে মা-ই বলা হবে।

قَالَ يٰبُنَىَّ لَا تَقْصُصْ رُؤْيَاكَ অর্থাৎ হে বৎস! তুমি এ স্বপ্ন ভাইদের কাছে বর্ণনা করো না। আল্লাহ না করুন, তারা এ স্বপ্ন শুনে তোমার মাহাত্ম্য সম্পর্কে অবগত হয়ে তোমাকে বিপর্যস্ত করার ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হতে পারে। কেননা শয়তান হলো মানুষের প্রকাশ্য শত্রু। সে পার্থিব প্রভাব প্রতিপত্তি ও অর্থ কড়ির লোভ দেখিয়ে মানুষকে এহেন অপকর্মে লিপ্ত করে দেয়।

স্বপ্নের তাৎপর্য স্তর ও প্রকারভেদ : সর্বপ্রথম আলোচ্য বিধান হচ্ছে– স্বপ্নের স্বরূপ এবং তা থেকে যেসব ঘটনা ও বিষয় জানা যায়, সেগুলোর গুরুত্ব ও পর্যায়। তাফসীরে মাযহারীতে কাযী সানাউল্লাহ (র.) বলেন : স্বপ্নের তাৎপর্য এই যে, নিদ্রা কিংবা সংজ্ঞাহীনতার কারণে মানুষের মন যখন দেহের বাহ্যিক ক্রিয়াকর্ম থেকে মুক্ত হয়ে যায়, তখন সে কল্পনাশক্তির পথে কিছু কিছু আকার আকৃতি দেখতে পায়। এরই নাম স্বপ্ন। স্বপ্ন তিন প্রকার। তন্মধ্যে দু'প্রকার সম্পূর্ণ অবাস্তব ও ভিত্তিহীন। এগুলোর কোনো বাস্তবতা নেই। অবশিষ্ট একটির মৌলিকত্বের দিক দিয়ে নির্ভুল ও বাস্তব। কিন্তু এতে মাঝে মাঝে নানা উপসর্গ যুক্ত হয়ে এগুলোকেও অবাস্তর এবং অবিশ্বাস্য করে দেয়।

এ উক্তির ব্যাখ্যা এই যে, কোনো কোনো সময় মানুষ জাগ্রত অবস্থায় যেসব বিষয় ও ঘটনা প্রত্যক্ষ করে, সেগুলোই স্বপ্নে নানা আকার আকৃতি নিয়ে দৃষ্টিগোচর হয়। আবার কোনো কোনো সময় শয়তান আনন্দদায়ক ও ভয়াবহ উভয় প্রকার দৃশ্য ও ঘটনাবলি মানুষের স্মৃতিতে জাগিয়ে দেয়। বলাবাহুল্য, এ উভয় প্রকার স্বপ্নই ভিত্তিহীন ও অবান্তর। এগুলোর কোনো বাস্তব ব্যাখ্যা হতে পারে না। এতদুভয়ের প্রথম প্রকারকে حَدِيْثُ النَّفْسِ তথা মনের সংলাপ এবং দ্বিতীয় প্রকারকে تَسْوِيْلُ شَيْطَانْ শয়তানের বিভ্রান্তি বলা হয়।

তৃতীয় প্রকার স্বপ্ন সত্য ও বিশুদ্ধ। এটি আল্লাহর পক্ষ থেকে একপ্রকার ইলহাম (খোদায়ী ইশারা) যা বান্দাকে আনন্দ অথবা সুসংবাদ দানের উদ্দেশ্যে করা হয়। আল্লাহ তা'আলা স্বীয় অদৃশ্য ভাণ্ডার থেকে কোনো কোনো বিষয় বান্দার মন ও মস্তিষ্কে জাগিয়ে দেন।

এক হাদীসে রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেন : মুমিন ব্যক্তির স্বপ্ন একটি সংযোগ বিশেষ। এর মাধ্যমে সে তার পালনকর্তার সাথে বাক্যালাপ করার গৌরব অর্জন করে। তাবারানী বিশুদ্ধ সনদে এ হাদীস বর্ণনা করেছে। –[মাযহারী]

সূফী বুযুর্গগণের বর্ণনা অনুযায়ী এর স্বরূপ এই যে, জগতে অস্তিত্ব লাভের পূর্বে প্রত্যেক বস্তুর একটি বিশেষ আকৃতি 'আলমে মিছাল' অর্থাৎ উপমাজগতে বিদ্যমান থাকে, তেমনি 'মা'আনী' তথা অবস্তুবাচক বিষয়দিরও বিশেষ আকার আকৃতি বিদ্যমান থাকে। নিদ্রিত অবস্থায় মানুষের মন যখন বাহ্যিক দেহের ক্রিয়া কর্ম থেকে মুক্ত হয়ে পড়ে, তখন মাঝে মাঝে উপমা জগতের সাথে তার সম্পর্ক স্থাপিত হয়ে যায়, এবং সেখানকার আকার অবয়ব সে দেখতে পায়। এছাড়া এসব আকার অবয়ব অদৃশ্য জগৎ থেকে দেখানো হয়। মাঝে মাঝে এগুলোতেও এমনসব উপসর্গ সৃষ্টি হয়ে যায় যে, আসল সত্যের সাথে কিছু কিছু অবাস্তব কল্পনাও মিশ্রিত হয়ে পড়ে। এ কারণে ব্যাখ্যাদাতাদের পক্ষেও এর সঠিক মর্ম উপলব্ধি করা কঠিন হয়ে পড়ে। মাঝে মাঝে উপরিউক্ত আকার অবয়ব যাবতীয় উপসর্গ থেকে পরিচ্ছন্ন থাকে। তখনই সেগুলো হয় আসল সত্য। কিন্তু এগুলোর মধ্যেও

https://e-ilm.weebly.com/

কোনো কোনো স্বপ্ন থাকে ব্যাখ্যাসাপেক্ষ। কারণ তাতে বাস্তব ঘটনা সুস্পষ্টরূপে প্রতিভাত হয় না। এমতাবস্থায়ও যদি ব্যাখ্যা ভ্রান্ত হয়, তবে ঘটনা ভিন্ন আকার ধারণ করে। তাই একমাত্র সে স্বপ্নই আল্লাহর তরফ থেকে প্রদত্ত ইলহাম ও বাস্তব সত্য বলে বিবেচিত হবে, যা আল্লাহর পক্ষ থেকে হবে, তাতে কোনো উপসর্গের সংমিশ্রণ হবে না এবং ব্যাখ্যাও বিশুদ্ধ দেওয়া হবে।

পয়গাম্বরগণের সব স্বপ্ন ছিল এই পর্যায়ের তাই তাদের স্বপ্নও ওহীর সমপর্যায়ভুক্ত। সাধারণ মুসলমানদের স্বপ্নে নানাবিধ সম্ভাবনা বিদ্যমান থাকে। তাই তা কারো জন্য প্রমাণ হয় না। তাদের স্বপ্নে কোনো কোনো সময় প্রকৃতি ও প্রবৃত্তিগত আকার আকৃতির মিশ্রণ সংঘটিত হয়ে যায়, কোনো সময় পাপের অন্ধকার ও মালিন্য স্বপ্নকে আচ্ছন্ন করে দুর্বোধ্য করে দেয় এবং মাঝে মাঝে বিবিধ কারণে বিশুদ্ধ ব্যাখ্যায়ও উপনীত হওয়া যায় না।

স্বপ্নের বর্ণিত তিনটি প্রকারই রাসূলুল্লাহ ﷺ থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : স্বপ্ন তিন প্রকার। এক প্রকার শয়তানি. এতে শয়তানের পক্ষ থেকে কিছু কিছু বিষয় মনে জাগ্রত হয়। দ্বিতীয় প্রকার স্বপ্ন হচ্ছে মানুষ জাগ্রত অবস্থায় যা কিছু দেখে, নিদ্রায়ও তাই সামনে আসে। তৃতীয় প্রকার স্বপ্ন সত্য ও অভ্রান্ত। এটি নবুয়তের ৪৬তম অংশ অর্থাৎ আল্লাহর পক্ষ থেকে ইলহাম।

স্বপ্ন ও নবুয়তের অংশ -এর অর্থ ও ব্যাখ্যা : স্বপ্নের এ সত্য ও বিশুদ্ধ প্রকার সম্পর্কে বিভিন্ন হাদীস বর্ণিত আছে। কোনো হাদীসে নবুয়তের ৪০তম অংশ, কোনো হাদীসে ৪৬তম অংশ এবং কোনো হাদীসে ৪৯তম, ৫০তম এবং ৭০তম অংশ হওয়ার কথাও বর্ণিত আছে। এসব হাদীস তাফসীরে কুরতুবীতে একত্রে সন্নিবেশিত করে ইবনে আব্দুল বারের বিশ্লেষণে এরূপ বর্ণিত আছে যে, এগুলোর মধ্যে কোনোরূপ পরস্পর বিরোধিতা নেই; বরং প্রত্যেকটি হাদীস স্ব-স্থানে বিশুদ্ধ ও সঠিক। যারা স্বপ্ন দেখে, তাদের অবস্থাভেদে বিভিন্নরূপ অংশ ব্যক্ত করা হয়েছে। যে ব্যক্তি সততা, বিশ্বস্ততা, ধর্মপরায়ণতা ও পরিপূর্ণ ঈমান দ্বারা বিভূষিত, তার স্বপ্ন নবুয়তের ৪০তম অংশ হবে। পক্ষান্তরে যার মধ্যে এসব গুণ আরো কম তার স্বপ্ন নবুয়তের ৭০তম অংশ হবে।

এখানে এ বিষয়টি চিন্তাসাপেক্ষ যে, সত্য স্বপ্ন নবুয়তের অংশ -এর অর্থ কি? তাফসীরে মাযহারীতে এর তাৎপর্য সম্পর্কে বলা হয়েছে যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর কাছে তেইশ বৎসর পর্যন্ত ওহী আগমন করতে থাকে। তন্মধ্যে প্রথম ছয়মাস স্বপ্নের আকারে এ ওহী আগমন করে। অবশিষ্ট পঁয়তাল্লিশ ষান্মাসিকে জিবরাঈলের মধ্যস্থতায় ওহী আগমন করে। এ হিসাব অনুযায়ী দেখা যায় যে, সত্য স্বপ্ন নবুয়তের ৪৬তম অংশ। যেসব হাদীসে কম-বেশি সংখ্যা উল্লেখ করা হয়েছে, সেগুলোতে হয় কাছাকাছি হিসেবে বলা হয়েছে, না হয় সনদের দিক দিয়ে সেসব হাদীস ধর্তব্য নয়।

ইমাম কুরতুবী (র.) বলেন : স্বপ্ন নবুয়তের অংশ হওয়ার তাৎপর্য এই যে, মানুষ মাঝে মাঝে স্বপ্নে এমন বিষয় দেখে যা তার সাধ্যাতীত। উদাহরণত কেউ দেখে যে, সে আকাশে উড়ছে। অথবা অদৃশ্য জগতের এমন কোনো বিষয় দেখে, যার জ্ঞান অর্জন করা তার পক্ষে সম্ভবপর নয়। অতএব, এরূপ স্বপ্নের মাধ্যমে খোদায়ী সাহায্য ও প্রেরণা ছাড়া অন্য কিছু হতে পারে না, যা প্রকৃতপক্ষে নবুয়তের বৈশিষ্ট্য। তাই স্বপ্নকে নবুয়তের অংশ স্থির করা হয়েছে।

কাদিয়ানী দাজ্জালের একটি বিভ্রান্তি খণ্ডন : এ সম্পর্কে কিছু সংখ্যক লোক একটি অভিনব বিভ্রান্তিতে পতিত হয়েছে। তারা বলে : নবুয়তের অংশ যখন দুনিয়াতে অবশিষ্ট ও প্রচলিত রয়েছে। অথচ এটা কুরআনের অকাট্য আয়াত ও অসংখ্য সহীহ হাদীসের পরিপন্থি এবং সমগ্র মুসলিম সম্প্রদায়ের খতমে নবুয়ত সম্পর্কিত সর্বসম্মত বিশ্বাসের সম্পূর্ণ বিপরীত। তারা এ সহজ সত্যটি বুঝতে পারল না যে, কোনো বস্তুর একটি অংশ বিদ্যমান থাকলে বস্তুটি বিদ্যমান থাকা জরুরি হয়ে পড়ে না। যদি কোনো ব্যক্তির একটি নখ অথবা একটি চুল কোথাও বিদ্যমান থাকে তবে কেউ একথা বলতে পারে না যে, এখানে ঐ ব্যক্তি বিদ্যমান আছে। মেশিনের অনেক কল কব্জার মধ্য থেকে কোনো একটি কলকব্জা অথবা একটি স্ক্রু যদি কারো কাছে থাকে এবং সে দাবি করে বসে যে, তার কাছে অমুক মেশিনটি আছে, তবে বিশ্ববাসী তাকে হয় মিথ্যাবাদী, না হয় আস্ত আহাম্মক বলতে বাধ্য হবে।

https://e-ilm.weebly.com/

হাদীসের বর্ণনা অনুযায়ী সত্য স্বপ্ন অবশ্যই নবুয়তের অংশ, কিন্তু নবুয়ত নয়। নবুয়ত তো আখেরী নবী হযরত মোহাম্মদ ﷺ পর্যন্ত এসে শেষ হয়ে গেছে।

সহীহ বুখারীর এক হাদীসে রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন : لَمْ يَبْقَ مِنَ النُّبُوَّةِ إِلَّا الْمُبَشِّرَاتُ অর্থাৎ ভবিষ্যতে "মুবাশশিরাত" ব্যতীত নবুয়তের কোনো অংশ বাকি থাকবে না। সাহাবায়ে কেরাম আরজ করলেন : "মুবাশশিরাত" বলতে কি বুঝায়? উত্তর হলো সত্য স্বপ্ন। এতে প্রমাণিত হয় যে, নবুয়ত কোনো প্রকারে অথবা কোনো আকারেই অবশিষ্ট নেই। শুধুমাত্র এর একটি ক্ষুদ্রতম অংশ অবশিষ্ট আছে যাকে মুবাশশিরাত অথবা সত্য স্বপ্ন বলা হয়।

কাফের ও ফাসেক ব্যক্তির স্বপ্নও সত্য হতে পারে : মাঝে মাঝে পাপাচারী, এমন কি কাফের ব্যক্তিও সত্য স্বপ্ন দেখতে পারে। একথা কুরআন হাদীস দ্বারা প্রমাণিত এবং অভিজ্ঞতায় জানা। সূরা ইউসূফে হযরত উউসূফ (আ.)-এর দু'জন কারা-সঙ্গির স্বপ্ন সত্য হওয়া এবং মিসর সম্রাটের স্বপ্ন ও তা সত্য হওয়ার কথা উল্লিখিত হয়েছে। অথচ তারা সবাই ছিল অমুসলমান। হাদীসে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর আবির্ভাব সম্পর্কে পারস্য সম্রাটের স্বপ্নের কথা বর্ণিত আছে, যা সত্যে পরিণত হয়েছে। অথচ পারস্য সম্রাট মুসলমান ছিলেন না। রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর ফুফু আতেকা কাফের থাকা অবস্থায় রাসূলুল্লাহ ﷺ সম্পর্কে সত্য স্বপ্ন দেখেছিলেন। এ ছাড়া কাফের বাদশাহ বখতে নসরের স্বপ্ন সত্য ছিল, যার ব্যাখ্যা হযরত দানিয়াল (আ.) দিয়েছেন।

এতে বুঝা যায় যে, সত্য স্বপ্ন দেখা এবং তদনুরূপ ঘটনা সংঘটিত হওয়া এতটুকু বিষয়ই কারো সৎ, ধার্মিক এমনকি মুসলমান হওয়ারও প্রমাণ নয়। তবে এটাই আল্লাহর সাধারণ রীতি। ফাসেক ও পাপচারীদের সাধারণত মনের সংলাপ ও শয়তানি প্ররোচনা ধরনের মিথ্যা স্বপ্ন হয়ে থাকে। কিন্তু মাঝে মাঝে এর বিপরীতও হওয়া সম্ভব।

মোটকথা, সত্য স্বপ্ন সাধারণ মুসলমানদের জন্য হাদীসের বর্ণনা অনুযায়ী সুসংবাদ কিংবা হুশিয়ারীর চাইতে অধিক মর্যাদা রাখে না। এটা স্বয়ং তাদের জন্য কোনো ব্যাপারে প্রমাণরূপে গণ্য নয় এবং অন্যের জন্যও নয়। কোনো কোনো অজ্ঞ লোক এ ধরনের স্বপ্ন দেখে নানা রকম কুমন্ত্রণায় লিপ্ত হয়। কেউ একে নিজের ওলীত্বের লক্ষণ মনে করতে থাকে এবং কেউ স্বপ্নলব্ধ বিষয়াদিকে শরিয়তের নির্দেশের মর্যাদা দিতে থাকে। এসব বিষয় সম্পূর্ণ ভিত্তিহীন; বিশেষত যখন একথাও জানা হয়ে গেছে যে, সত্য স্বপ্নের মধ্যেও প্রচুর পরিমাণে প্রবৃত্তিগত অথবা শয়তানি অথবা উভয় প্রকার ধ্যান ধারণার মিশ্রণ আসতে পারে।

স্বপ্ন প্রত্যেকের কাছে বর্ণনা করা ঠিক নয় :

মাসআলা : قَالَ يٰبُنَيَّ আয়াতে ইয়াকূব (আ.)-কে স্বীয় স্বপ্ন ভাইদের কাছে বর্ণনা করতে নিষেধ করেছেন। এতে বুঝা যায় যে, হিতাকাঙ্ক্ষী ও সহানুভূতিশীল নয় এরূপ লোকের কাছে স্বপ্ন বর্ণনা করা উচিত নয়। এছাড়া স্বপ্নের ব্যাখ্যা সম্পর্কে পারদর্শী নয় এমন ব্যক্তির কাছেও স্বপ্ন ব্যক্ত করা সঙ্গত নয়।

মাসআলা : এ আয়াত থেকে জানা যায় যে, কষ্টপদায়ক বিপজ্জনক স্বপ্ন কারো কাছে বর্ণনা করতে নেই। হাদীসের বর্ণনা অনুযায়ী এ নিষেধাজ্ঞা শুধুমাত্র দয়া ও সহানুভূতির উপর ভিত্তিশীল আইনগত হারাম নয়। সহীহ হাদীসসমূহে বলা হয়েছে, ওহুদ যুদ্ধের সময় রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন : আমি স্বপ্নে দেখেছি আমার তরবারি 'যূলফাকার' ভেঙ্গে গেছে এবং আরো কিছু গাভীকে জবাই হতে দেখেছি। এর ব্যাখ্যা ছিল হযরত হামযা (রা.)-সহ অনেক মুসলমানের শাহাদাত বরণ। এটা একটা আশু মারাত্মক বিপর্যয় সম্পর্কিত ইঙ্গিত হওয়া সত্ত্বেও তিনি সাহাবীদের কাছে এ স্বপ্ন বর্ণনা করেছিলেন। -[কুরতুবী]

মাসআলা : এ আয়াত থেকে আরো জানা যায় যে, মুসলমানকে অপরের অনিষ্ট থেকে বাঁচানোর জন্য অপরের কোনো মন্দ অভ্যাস অথবা কুনিয়ত প্রকাশ করা জায়েজ। এটা গিবত তথা অসাক্ষাতে পরনিন্দার অন্তর্ভুক্ত নয়। উদহরণত কেউ জানতে পারল যে, যায়েদ বকরের গৃহে চুরি করার অথবা তাকে হত্যা করার পরিকল্পনা করেছে।

https://e-ilm.weebly.com/

https://e-ilm.weebly.com/

বারপুত্রের মধ্যে দশজন জ্যেষ্ঠপুত্র ইয়াকূব (আ.)-এর প্রথমা স্ত্রী লাইয়্যা বিনতে লাইয়্যানের গর্ভে জন্মলাভ করে। তার মৃত্যুর পর হযরত ইয়াকূব (আ.) লাইয়্যার ভগিনী রাহীলকে বিবাহ করেন। রাহীলের গর্ভে দু'পুত্র ইউসুফ ও বিনয়ামিন জন্মগ্রহণ করেন। তাই ইউসুফ (আ.) -এর একমাত্র সহোদর ভাই ছিলেন বিনয়ামিন এবং অবশিষ্ট দশজন বৈমাত্রেয় ভাই। ইউসুফজননী রাহীলও বিনয়ামিনের জন্মেরপর মৃত্যুমুখে পতিত হন। -[কুরতুবী]

৮নং আয়াত থেকে হযরত ইউসুফ (আ.)-এর কাহিনী শুরু হয়েছে। হযরত ইউসুফ (আ.)-এর ভ্রাতাগণ পিতা ইয়াকূব (আ.)-কে দেখল যে, তিনি ইউসূফের প্রতি অসাধারণ মহব্বত রাখেন। ফলে তাদের মনে হিংসা মাথাচাড়া দিয়ে উঠে। এটাও সম্ভবপর যে, তারা কোনোরূপে ইউসুফ (আ.)-এর স্বপ্নের বিষয়ও অবগত হয়েছিল, যদ্দরুন তারা ইউসুফ (আ.)-এর বিরাট মাহাত্ম্যের কথা টের পেয়ে তার প্রতি হিংসাপরায়ণ হয়ে উঠল। তারা পরস্পর বলাবলি করল : আমরা পিতাকে দেখি যে, তিনি আমাদের তুলনায় ইউসুফ ও তার অনুজ বিনয়ামিনকে অধিক ভালোবাসেন। অথচ আমরা দশজন এবং তাদের জ্যৈষ্ঠ হওয়ার কারাণে গৃহের কাজকর্ম করতে সক্ষম। তারা উভয়েই ছোট বালক বিধায় গৃহস্থালীর কাজ করার শক্তি রাখে না। আমাদের পিতার উচিত হলো এ বিষয় অনুধাবন করা এবং আমাদেরকে অধিক মহব্বত করা। কিন্তু তিনি প্রকাশ্য অবিচার করে যাচ্ছেন। তাই তোমরা হয় ইউসুফকে হত্যা কর, না হয় এমন দূরদেশে নির্বাসিত কর, যেখান থেকে সে আর ফিরে আসতে না পারে।

৯নং আয়াতে ভাইদের পরামর্শ বর্ণিত হয়েছে। কেউ মত প্রকাশ করেন যে, ইউসুফকে হত্যা করা হোক। কেউ বলল : তাকে কোনো অন্তকূপের গভীরে নিক্ষেপ করা হোক। যাতে মাঝখান থেকে এ কন্টক দূর হয়ে যায় এবং পিতার সমগ্র মনোযোগ তোমাদের প্রতিই নিবদ্ধ হয়ে যায়। হত্যা কিংবা কূপে নিক্ষেপ করার কারণে যে গোনাহ হবে, তার প্রতিকার এই যে, পরবর্তীকালে তওবা করে তোমরা সাধু হয়ে যেতে পারবে। আয়াতের وَتَكُوْنُوْا مِنْۢ بَعْدِهٖ قَوْمًا صٰلِحِيْنَ বাক্যের এক অর্থ তাই বর্ণনা করা হয়েছে। এছাড়া এরূপ অর্থও হতে পারে যে, ইউসুফকে হত্যা করার পর তোমাদের অবস্থা ঠিক হয়ে যাবে। কেননা পিতার মনোযোগের কেন্দ্র শেষ হয়ে যাবে। অথবা অর্থ এই যে, হত্যার পর পিতা মাতার কাছে দোষ স্বীকার করে তোমরা আবার পূর্বাবস্থায় ফিরে আসবে।

হযরত ইউসুফ (আ.)-এর ভ্রাতারা যে পয়গাম্বর ছিল না, উপরিউক্ত পরামর্শ তার প্রমাণ। কেননা এ ঘটনায় তারা অনেকগুলো কবিরা গুনাহ করেছে। একজন নিরপরাধকে হত্যার সংকল্প, পিতার অবাধ্যতা ও তাকে কষ্ট প্রদান, চুক্তির বিরুদ্ধাচরণ ও মিথ্যা চক্রান্ত ইত্যাদি। বিজ্ঞ আলেমগণের বিশ্বাস অনুযায়ী পয়গাম্বরগণ দ্বারা নবুয়ত প্রাপ্তির পূর্বেও এরূপ গুনাহ হতে পারে না।

১০ নং আয়াতে বলা হয়েছে : ভ্রাতাদের মধ্যেই একজন সমস্ত কথাবার্তা শুনে বলল : ইউসুফকে হত্যা করো না। যদি কিছু করতেই হয় তবে, কূপের গভীরে এমন জায়গায় নিক্ষেপ কর, যেখানে সে জীবিত থাকে এবং পথিক যখন কূপে আসে, তখন তাকে উঠিয়ে নিয়ে যায়। এভাবে একদিকে তোমাদের উদ্দেশ্য পূর্ণ হয়ে যাবে এবং অপরদিকে তাকে নিয়ে তোমাদেরকে কোনো দূরদেশে যেতে হবে না। কোনো কাফেলা আসবে, তারা স্বয়ং তাকে সাথে করে দূর দূরান্তরে পৌছে দেবে।

এ অভিমত প্রকাশকারী ছিল তাদের জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা ইয়াহুদা। কোনো কোনো রেওয়ায়েতে আছে যে, সবার মধ্যে রুবীল ছিল জ্যেষ্ঠ। সে এ অভিমত দিয়েছিল। এ ব্যক্তি সম্পর্কেই পরে উল্লেখ করা হয়েছে যে, মিসরে যখন হযরত ইউসুফ (আ.)-এর ছোট ভাই বিনয়ামিনকে আটক করা হয়, তখন সে বলেছিল আমি ফিরে গিয়ে পিতাকে কিভাবে মুখ দেখাব? তাই আমি কেনানে ফিরে যাব না।

ইমাম কুরতুবী (র.) এ স্থলে لَقْطٌ ও لَقِيْطٌ -এর বিস্তারিত বিধানাবলি বর্ণনা করেছেন। এখানে সেগুলো বর্ণনা করার অবকাশ নেই। তবে এ সম্পর্কে একটি মৌলিক বিষয় বুঝে নেওয়া দরকার যে, ইসলামি রাষ্ট্র ব্যবহার

https://e-ilm.weebly.com/

সাধারণ মানুষের জান ও মালের হেফাজত পথ ঘাট ও সড়ক পরিষ্কার পরিচ্ছন্নকরণ ইত্যাদি একমাত্র সরকারি বিভাগসমূহের দায়িত্ব নয়; প্রত্যেক ব্যক্তির স্কন্ধে এ দায়িত্ব ন্যস্ত করা হয়েছে। পথে ঘাটে ও সড়কে দাড়িয়ে অথবা নিজের কোনো আসবাবপত্র ফেলে দিয়ে যারা পথিকদের চলার পথে অসুবিধা সৃষ্টি করে, তাদের সম্পর্কে হাদীসে কঠোর শাস্তির সতর্কবাণী উচ্চারিত হয়েছে। বলা হয়েছে : যে ব্যক্তি মুসলমানদের পথে বিঘ্ন সৃষ্টি করে, তার জিহাদ ও গ্রহণীয় নয়। এমনিভাবে রাস্তায় কোনো বস্তু পড়ে থাকার কারণে যদি অপরের কষ্ট পাওয়ার আশঙ্কা থাকে, যেমন- কাঁটা, কাঁচের টুকরো বা পাথর ইত্যাদি, তবে এগুলোকে সরানো শুধু ভারপ্রাপ্ত কর্তৃপক্ষেরই দায়িত্ব নয়; বরং প্রত্যেক মুসলমানকেই এ দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে এবং যারা এ কাজ করে, তাদের জন্য অশেষ প্রতিদান ও ছওয়াবের অঙ্গীকার করা হয়েছে।

এ মূলনীতি অনুযায়ীই কারো হারানো মাল পেলে তা আত্মসাৎ না করাই শুধু তার দায়িত্ব নয়; বরং এটাও তার দায়িত্ব যে, মালটি উঠিয়ে সযত্নে রেখে দেবে এবং ঘোষণা করে মালিকের সন্ধান নেবে। সন্ধান পাওয়া গেলে এবং লক্ষণাদি বর্ণনার পর যদি নিশ্চিত হওয়া যায় যে, এ মাল তারই ; তবে তাকে প্রত্যর্পণ করবে। পক্ষান্তরে ঘোষণা ও খোঁজাখুজি সত্ত্বেও যদি মালিক না পাওয়া যায় এবং মালের গুরুত্ব অনুযায়ী অনুমিত হয় যে, মালিক আর তালাশ করবে না, তবে প্রাপক নিঃস্ব দরিদ্র হলে নিজেই তা ভোগ করতে পারবে। অন্যথা ফকির মিসকিনকে দান করে দেবে। উভয় অবস্থায় সেটি প্রকৃত মালিকের পক্ষ থেকে দানরূপে গণ্য করা হবে। দানের ছওয়াব সেই পাবে; যেন পরকালের হিসাবে সেটি তার নামেই জমা করে দেওয়া হবে।

এগুলো হচ্ছে জনসেবা ও পারস্পরিক সহযোগিতার মূলনীতি। এগুলোর দায়িত্ব মুসলিম সমাজের প্রত্যেক ব্যক্তির উপর ন্যস্ত করা হয়েছে। আফসোস! মুসলমানরা নিজেদের দীনকে বুঝলে এবং তা যথাযথ পালন করলে বিশ্ববাসীর চোখ খুলে যাবে। তারা দেখবে যে, সরকারের বড় বড় বিভাগ কোটি কোটি টাকা ব্যয় করে যে কাজ সম্পন্ন করতে পারে না, তা অনায়াসে কিভাবে হয়ে যায়।

১১ ও ১২নং আয়াতে বলা হয়েছে যে, ভাইয়েরা পিতার কাছে এরূপ ভাষায় আবেদন পেশ কবল : আব্বাজান! ব্যাপার কি? যে, আপনি ইউসুফ সম্পর্কে আমাদের প্রতি আস্থা রাখেন না, অথচ আমরা তার পুরোপুরি হিতাকাঙ্ক্ষী। আগামীকাল আপনি তাকে আমাদের সাথে প্রমোদ ভ্রমণে পাঠিয়ে দিন, যাতে সেও স্বাধীনভাবে পানাহার ও খেলাখুলা করতে পারে। আমরা সবাই তার পুরোপুরি দেখাশোনা করব।

তাদের এই আবেদন থেকেই বুঝা যায় যে, তারা ইতোপূর্বেও এ ধরনের আবেদন কোনো সময়ে করেছিল, যা পিতা অগ্রাহ্য করেছিলেন। তাই এবার কিঞ্চিৎ জোর ও পীড়াপীড়ি সহকারে পিতাকে নিশ্চিন্ত করার চেষ্টা করা হয়েছে।

এ আয়াতে হযরত ইয়াকূব (আ.)-এর কাছে প্রমোদ ভ্রমণ এবং স্বাধীনভাবে খেলাধুলার অনুমতি চাওয়া হয়েছে। হযরত ইয়াকূব (আ.) তাদেরকে এ ব্যাপারে নিষেধ করেননি। তিনি শুধু ইউসুফকে তাদের সাথে দিতে ইতস্ততঃ করেছেন, যা পরবর্তী আয়াতে বর্ণিত হবে। এতে বুঝা গেল যে, প্রমোদ ভ্রমণ ও খেলাধুলা বিধিবদ্ধ সীমার ভেতরে নিষিদ্ধ নয়; বরং সহীহ হাদীস থেকেও এর বৈধতা জানা যায়। তবে শর্ত এই যে, খেলাধুলায় শরিয়তের সীমালঙ্ঘন বাঞ্ছনীয় নয় এবং তাতে শরিয়তের বিধান লঙ্ঘিত হতে পারে এমন কোনো কিছুর মিশ্রণও উচিত নয়। -[কুরতুবী]

হযরত ইউসুফ (আ.)-এর ভ্রাতারা যখন আগামীকাল ইউসুফকে তাদের সাথে প্রমোদ ভ্রমণে প্রেরণের আবেদন করল, তখন ইয়াকূব (আ.) বললেন : তাকে প্রেরণ করা আমি দু'কারণে পছন্দ করি না। প্রথমত এ নয়নের মণি আমার সামনে না থাকলে আমি শান্তি পাই না ; দ্বিতীয়ত আশঙ্কা আছে যে, জঙ্গলে তোমাদের অসাবধনাতার মুহূর্তে তাকে বাঘে খেয়ে ফেলতে পারে।

https://e-ilm.weebly.com/

বাঘে খাওয়ার আশঙ্কা হওয়ার কারণ এই যে, কেনানে বাঘের বিস্তর প্রাদুর্ভাব ছিল। কিংবা হযরত ইয়াকূব (আ.) স্বপ্নে দেখেছিলেন যে, তিনি পাহাড়ের উপর আছেন। নীচে পাহাড়ের পাদদেশে ইউসুফ (আ.)। হঠাৎ দশটি বাঘ এসে তাকে ঘেরাও করে ফেলে এবং আক্রমণ করতে উদ্যত হয়, কিন্তু একটি বাঘই এগিয়ে এসে তাকে মুক্ত করে দেয়। অতঃপর ইউসুফ (আ.) মৃত্তিকার অভ্যন্তরে গা ঢাকা দেন।

এর ব্যাখ্যা এভাবে প্রকাশ পায় যে, দশটি বাঘ ছিল দশজন ভাই এবং যে বাঘটি তাকে ধ্বংসের হাত থেকে রক্ষা করে, সে ছিল জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা ইয়াহুদা। মৃত্তিকার অভ্যন্তরে গা ঢাকা দেওয়ার অর্থ কূপের মধ্যে নিক্ষিপ্ত হওয়া।

হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা.) থেকে বর্ণিত রয়েছে যে, এ স্বপ্নের ভিত্তিতে হযরত ইয়াকূব (আ.) স্বয়ং এ ভাইদের পক্ষ থেকেই আশঙ্কা করেছিলেন এবং তাদেরকেই বাঘ বলেছিলেন। কিন্তু নানা কারণে ওদের কাছে এই কথা প্রকাশ করেননি। –[কুরতুবী]

ভ্রাতারা হযরত ইয়াকূব (আ.)-এর কথা শুনে বলল : আপনার এ ভয়ভীতি অমূলক। আমাদের দশ জনের শক্তিশালী দল তার হেফাজতের জন্য বিদ্যমান রয়েছি। আমাদের সবার বর্তমান থাকা সত্ত্বেও যদি বাঘেই তাকে খেয়ে ফেলে, তাহলে আমাদের অস্তিত্বই নিষ্ফল হয়ে যাবে। এমতাবস্থায় আমাদের দ্বারা কোন কাজের আশা করা যেতে পারে?

হযরত ইয়াকূব (আ.) পয়গাম্বর সুলভ গাম্ভীর্যের কারণে পুত্রদের সামনে একথা প্রকাশ করলেন না যে, আমি স্বয়ং তোমাদের পক্ষ থেকেই আশঙ্কা করি। কারণ এতে প্রথমত তাদের মনোকষ্ট হতো, দ্বিতীয়ত পিতার এরূপ বলার পর ভ্রাতাদের শত্রুতা আরো বেড়ে যেতে পারত। ফলে এখন ছেড়ে দিলেও অন্য কোনো সময় কোনো ছলছুতায় তাকে হত্যা করার ফিকিরে থাকত। তাই তিনি অনুমতি দিয়ে দিলেন। কিন্তু ভাইদের কাছ থেকে অঙ্গীকারও নিয়ে নিলেন, যাতে ইউসূফের কোনোরূপ কষ্ট না হয়। জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা রুবীল অথবা ইয়াহুদার হাতে বিশেষ করে তাকে সোপর্দ করে বললেন : তুমি তার ক্ষুধা, তৃষ্ণা ও অন্যান্য প্রয়োজনের ব্যাপারে দেখা শোনা করবে এবং শীঘ্র ফিরিয়ে আনবে। ভ্রাতারা পিতার সামনে ইউসুফকে কাধে তুলে নিল এবং পালাক্রমে সবাই উঠাতে লাগল। কিছুদূর পর্যন্ত হযরত ইয়াকূব (আ.) তাদেরকে বিদায় দেওয়ার জন্য গেলেন।

কুরতুবী ঐতিহাসিক রেওয়ায়েতের বরাত দিয়ে উল্লেখ করেছেন যে, তারা যখন ইয়াকূব (আ.)-এর দৃষ্টির আড়ালে চলে গেল, তখন ইউসুফ (আ.) যে ভাইয়ের কাঁধে ছিলেন, সে তাকে মাটিতে ফেলে দিল। তখন ইউসুফ (আ.) পায়ে হেঁটে চলতে লাগলেন, কিন্তু অল্প বয়স্ক হওয়ার কারণে তাদের সাথে সাথে দৌড়াতে অক্ষম হয়ে অন্য একজন ভাইয়ের আশ্রয় নিলেন। সে কোনো রূপ সহানুভূতি প্রদর্শন না করায় তৃতীয়, চতুর্থ এমনিভাবে প্রত্যেক ভাইয়ের কাছে সাহায্য চাইলেন। কিন্তু সবাই উত্তর দিল যে, 'তুই যে এগারটি নক্ষত্র এবং চন্দ্র সূর্যকে সেজদা করতে দেখেছিস, তাদেরকে ডাক দে। তারাই তোকে সাহায্য করবে।'

কুরতুবী এর ভিত্তিতেই বলেন যে, এ থেকে জানা গেল, ভাইয়েরা কোনো না কোনো উপায়ে হযরত ইউসুফ (আ.)-এর স্বপ্নের বিষয়বস্তু অবগত হয়েছিল। সে স্বপ্নই তাদের তীব্র ক্রোধ ও কঠোর ব্যবহারের কারণ হয়েছিল।

অবশেষে হযরত ইউসুফ (আ.) ইয়াহুদাকে বললেন : আপনি জ্যেষ্ঠ। আপনিই আমার দুর্বলতা ও অল্পবয়স্কতা এবং পিতার মনোকষ্টের কথা চিন্তা করে দয়ার্দ্র হোন। আপনি ঐ অঙ্গীকার স্মরণ করুন, যা পিতার সাথে করেছিলেন। একথা শুনে ইয়াহুদার মনে দয়ার সঞ্চার হলো এবং তাকে বলল, যতক্ষণ আমি জীবিত আছি এসব ভাই তোকে কোনো কষ্ট দিতে পারবে না।

ইয়াহুদার অন্তরে আল্লাহ তা'আলা দয়া ও ন্যায়ানুগ কাজ করার প্রেরণা জাগ্রত করে দিলেন। সে অন্যান্য ভাইকে সম্বোধন করে বলল, নিরপরাধকে হত্যা করা মহাপাপ। আল্লাহকে ভয় কর এবং বালককে তার পিতার কাছে ফিরিয়ে নিয়ে চল। তবে তার কাছ থেকে অঙ্গীকার নিয়ে নাও যে, সে পিতার কাছে তোমাদের বিরুদ্ধে কোনো অভিযোগ করবে না।

https://e-ilm.weebly.com/

ভাইয়েরা উত্তর দিল : আমরা জানি, তোমার উদ্দেশ্য কি। তুমি পিতার অন্তরে নিজের মর্যাদার আসন সর্বোচ্চ পর্যায়ে প্রতিষ্ঠিত করতে চাও। শুনে রাখ, যদি তুমি আমাদের ইচ্ছার পথে প্রতিবন্ধক হও, তবে আমরা তোমাকেও হত্যা করব। ইয়াহুদা দেখল যে, নয় ভাইয়ের বিপরীতে সে একা কিছুই করতে পারবে না। তাই সে বলল : তোমরা যদি এ বালককে নিপাত করতে মনস্থ করে থাক, তবে আমার কথা শোন : নিকটেই একটি প্রাচীন কূপ রয়েছে। এতে অনেক ঝোপজঙ্গল গজিয়েছে। সর্প, বিচ্ছু ও হরেক রকমের ইতর প্রাণি এখান বাস করে। তোমরা তাকে কূপে ফেলে দাও। যদি কোনো সর্প ইত্যাদি দংশন করে তাকে শেষ করে দেয়, তবে তোমাদের উদ্দেশ্য সিদ্ধ এবং নিজ হাতে হত্যা করার দোষ থেকে তোমরা মুক্ত হলে। পক্ষান্তরে যদি সে জীবিত থাকে, তবে হয়তো কোনো কাফেলা এখানে আসবে এবং পানির জন্য কূপে বালতি ফেলবে। ফলে সে বের হয়ে আসবে। তারা তাকে সাথে করে অন্য কোনো দেশে পৌঁছিয়ে দেবে। এমতাবস্থায়ও তোমাদের উদ্দেশ্য হাসিল হয়ে যাবে।

হযরত ইউসুফ (আ.)-এর ভাইগণ : হযরত ইউসুফ (আ.)-এর ভাইদের নাম হলো : ১. রুবেল (সকলের বড়) ২. শামাউন ৩. লাভী ৪. ইয়াহুদা (ইয়াহুযা) ৫. জিয়ালুন ৬. ইয়াশজার, তাদের মাতা হলো লাইয়্যা বিনতে লাইয়্যান, তিনি ছিলেন ইয়াকূব (আ.) -এর খালাত বোন। তাছাড়া ইয়াকূব (আ.) -এর দুবাদির গর্ভ থেকে ছিল চার সন্তান, তারা হলো : ১. দান ২. নাফতালী ৩. জাদ ৪. আশর। অতঃপর লাইয়্যা ইন্তিকাল করেন। তখন হযরত ইয়াকূব (আ.) তার বোন রাহীলকে বিবাহ করেন। তার গর্ভ থেকে জন্ম নেন ১. হযরত ইউসুফ (আ.) ২. বিনয়ামীন। ফলে হযরত ইয়াকূব (আ.) -এর সন্তান হলো বার জন। বিন ইয়ামীন ভূমিষ্ট হওয়ার পরপরই রাহীল (নেফাস অবস্থায়) ইন্তেকাল করেন। -[কুরতুবী-৯/১১৩]

শব্দবিশ্লেষণ :

اَوْحَيْنَا : সীগাহ جمع متكلم বহছ ماضى معروف বাব اِفْعَالٌ মাসদার اَلْاِيْحَاءُ মূলবর্ণ (و - ح - ى) জিনস لفيف مفروق অর্থ- ওহী অবতীর্ণ করা।

لَا تَقْصُصْ : সীগাহ واحد مذكر حاضر বহছ نهى حاضر معروف বাব نَصَرَ মাসাদার اَلْقَصَصُ মূলবর্ণ (ق . ص . ص) জিনস مضاعف ثلاثى অর্থ- ঘটনা বর্ণনা করা।

يَجْتَبِيْكَ : সীগাহ واحد مذكر غائب বহছ مضارع معروف বাব اِفْتِعَالٌ মাসদার اَلْاِجْتِبَاءُ মূলবর্ণ (ج - ب - و) জিনস ناقص واوى অর্থ- নির্বাচিত করা। মনোনীত করা।

اَلْقُوْهُ : সীগাহ جمع مذكر حاضر বহছ امر حاضر معروف বাব اَلْاِفْعَالُ মাসদার اَلْاِلْقَاءُ মূলবর্ণ (ل - ق - ى) জিনস ناقص يائى অর্থ- নিক্ষেপ করা। اَلْقُوْا মূলত: اَلْقِيُوْا ছিল। যেরের পর ইয়ার উপর পেশ পড়া কঠিন বিধায় কাফ এর হরকত ফেলে দিয়ে ইয়া এর হরকত কাফকে দেওয়া হয়েছে। এখন ওয়াও এবং ইয়াতে দুই সাকিন একত্রিত হয়েছে। নিয়ম অনুযায়ী ইয়া পড়ে গেছে এবং اَلْقُوْا হয়ে গেছে।

لَيَحْزُنُنِىْ : لَ হরফে তাকিদ। يَحْزُنُ সীগাহ واحد مذكر غائب বহছ مضارع معروف বাব نَصَرَ মাসদার اَلْحُزْنُ মূলবর্ণ (ح . ز . ن) জিনস صحيح অর্থ- চিন্তায় ফেলা।

https://e-ilm.weebly.com/

১৯. আর [মিসরগামী] একটি কাফেলা এসে উপস্থিত হলো, তারা নিজেদের লোককে পানি আনার জন্য [উক্ত কূপের দিকে] পাঠাল এবং সে নিজের বালতি [কূপে] ফেলল; [তখন] বলতে লাগলো ওহো! কী আনন্দের কথা। এতো একটি উত্তম বালক! এবং তাকে পণ্যরূপে গোপন করে রাখল; আর আল্লাহ তাদের সকলের কার্যকলাপ সম্বন্ধে অবহিত ছিলেন।	وَجَآءَتْ سَيَّارَةٌ فَأَرْسَلُوا۟ وَارِدَهُمْ فَأَدْلَىٰ دَلْوَهُۥ ۖ قَالَ يَٰبُشْرَىٰ هَٰذَا غُلَٰمٌ ۚ وَأَسَرُّوهُ بِضَٰعَةً ۚ وَٱللَّهُ عَلِيمٌۢ بِمَا يَعْمَلُونَ (١٩)
২০. অনন্তর [তার ভ্রাতাগণ] তাকে বিক্রয় করে ফেলল অতি নগণ্য মূল্যে, মাত্র কয়েকটি দেরহামের বিনিময়ে, আর তারা তো তাঁর মর্যাদা সম্বন্ধে জ্ঞাত ছিলই না।	وَشَرَوْهُ بِثَمَنٍۭ بَخْسٍ دَرَٰهِمَ مَعْدُودَةٍ ۚ وَكَانُوا۟ فِيهِ مِنَ ٱلزَّٰهِدِينَ (٢٠) ع
২১. আর মিসরে যে ব্যক্তি তাঁকে ক্রয় করেছিল, সে নিজের স্ত্রীকে বলল, একে সম্ভ্রমের সাথে রেখো বিচিত্র নয় যে, আমাদের উপকারে আসবে অথবা আমরা তাকে পুত্ররূপে গ্রহণ করব; এবং এরূপে আমি ইউসুফকে সেই ভূখণ্ডে [মিসরে] প্রতিষ্ঠিত করলাম। আর এ উদ্দেশ্যে যে, আমি তাঁকে স্বপ্নফল বর্ণনা শিক্ষা দিব। আর আল্লাহ তা'আলা হচ্ছেন নিজ কার্যে প্রবল; কিন্তু অধিকাংশ লোক অবগত নয়।	وَقَالَ ٱلَّذِى ٱشْتَرَىٰهُ مِن مِّصْرَ لِٱمْرَأَتِهِۦٓ أَكْرِمِى مَثْوَىٰهُ عَسَىٰٓ أَن يَنفَعَنَآ أَوْ نَتَّخِذَهُۥ وَلَدًا ۚ وَكَذَٰلِكَ مَكَّنَّا لِيُوسُفَ فِى ٱلْأَرْضِ وَلِنُعَلِّمَهُۥ مِن تَأْوِيلِ ٱلْأَحَادِيثِ ۚ وَٱللَّهُ غَالِبٌ عَلَىٰٓ أَمْرِهِۦ وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَ ٱلنَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ (٢١)
২২. আর যখন তিনি স্বীয় যৌবনে পৌঁছলেন, আমি তাঁকে হেকমত ও ইলম দান করলাম। আর এরূপই আমি নেককারদেরকে পুরস্কৃত করে থাকি।	وَلَمَّا بَلَغَ أَشُدَّهُۥٓ ءَاتَيْنَٰهُ حُكْمًا وَعِلْمًا ۚ وَكَذَٰلِكَ نَجْزِى ٱلْمُحْسِنِينَ (٢٢)

শাব্দিক অনুবাদ :

১৯. وَجَآءَتْ سَيَّارَةٌ আর (মিসরগামী) একটি কাফেলা এসে উপস্থিত হলো فَأَرْسَلُوا۟ وَارِدَهُمْ তারা নিজেদের লোককে পানি আনার জন্য (উক্ত কূপের দিকে) পাঠাল فَأَدْلَىٰ دَلْوَهُۥ এবং সে নিজেরে বালতি (কূপে) ফেলল قَالَ (তখন) বলতে লাগল يَٰبُشْرَىٰ ওহো! কি আনন্দের কথা هَٰذَا غُلَٰمٌ এটা তো একটি উত্তম বালক! وَأَسَرُّوهُ بِضَٰعَةً এবং তাকে পণ্যরূপে গোপন করে রাখল وَٱللَّهُ عَلِيمٌۢ بِمَا يَعْمَلُونَ আর আল্লাহ তাদের সকলের কার্যকলাপ সম্বন্ধে অবহিত ছিলেন।

২০. وَشَرَوْهُ আনন্তর (তার ভ্রাতাগণ) তাঁকে বিক্রয় করে ফেলল بِثَمَنٍۭ بَخْسٍ অতি নগণ্য মূল্যে دَرَٰهِمَ مَعْدُودَةٍ মাত্র কয়েকটি দেরহামের বিনিময় وَكَانُوا۟ فِيهِ مِنَ ٱلزَّٰهِدِينَ আর তারা তো তাঁর মর্যাদা সম্বন্ধে জ্ঞাত ছিলই না।

২১. وَقَالَ আর সে বলল ٱلَّذِى ٱشْتَرَىٰهُ مِن مِّصْرَ মিসরের যে ব্যক্তি তাকে ক্রয় করেছিল لِٱمْرَأَتِهِۦٓ নিজের স্ত্রীকে أَكْرِمِى مَثْوَىٰهُ একে সম্ভ্রমের সাথে রেখ عَسَىٰٓ أَن يَنفَعَنَآ বিচিত্র নয় যে, আমাদের উপকারে আসবে أَوْ نَتَّخِذَهُۥ وَلَدًا অথবা আমরা তাকে পুত্ররূপে গণ্য করব وَكَذَٰلِكَ مَكَّنَّا لِيُوسُفَ فِى ٱلْأَرْضِ এবং এরূপে আমি ইউসুফকে সেই ভূখণ্ডে (মিসরে) শক্তি (রাজত্ব) দান করলাম وَلِنُعَلِّمَهُۥ مِن تَأْوِيلِ ٱلْأَحَادِيثِ আর এ উদ্দেশ্যে যে, আমি তাঁকে স্বপ্নফল বর্ণনা শিক্ষা দিব وَٱللَّهُ غَالِبٌ عَلَىٰٓ أَمْرِهِۦ আর আল্লাহ তা'আলা হচ্ছেন নিজ কার্যে প্রবল وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَ ٱلنَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ কিন্তু অধিকাংশ লোক অবগত নয়।

২২. وَلَمَّا بَلَغَ أَشُدَّهُۥٓ আর যখন তিনি স্বীয় যৌবনে পৌছলেন ءَاتَيْنَٰهُ حُكْمًا وَعِلْمًا আমি তাকে হেকমত ও ইলম দান করলাম وَكَذَٰلِكَ نَجْزِى ٱلْمُحْسِنِينَ আর এরূপেই আমি নেককারদেরকে পুরস্কৃত করে থাকি।

https://e-ilm.weebly.com/

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

এ প্রসঙ্গে ভাইয়েরা সবাই একমত হলো। এ বিষয়টি তৃতীয় আয়াতে এভাবে বর্ণিত হয়েছে : فَلَمَّا ذَهَبُوا بِهِ وَاَجْمَعُوْٓا اَنْ يَّجْعَلُوْهُ فِىْ غَيٰبَتِ الْجُبِّ وَاَوْحَيْنَآ اِلَيْهِ لَتُنَبِّئَنَّهُمْ بِاَمْرِهِمْ هٰذَا وَهُمْ لَا يَشْعُرُوْنَ অর্থাৎ ভাইয়েরা যখন ইউসুফ (আ.)-কে জঙ্গলে নিয়ে গেল এবং তাকে হত্যা করার ব্যাপারে কূপের গভীরে নিক্ষেপ করতে সবাই ঐকমত্যে পৌছল, তখন আল্লাহ তা'আলা ওহীর মাধ্যমে ইউসুফ (আ.) কে সংবাদ দিলেন যে, একদিন আসবে, যখন তুমি ভাইদের কাছে তাদের এ কুকর্মের কথা ব্যক্ত করবে। তারা তখন কিছুই বুঝতে পারবে না।

ইমাম কুরতুবী (র.) বলেন, এ ওহী সম্পর্কে দু'ধরনের সম্ভাবনা রয়েছে-

১. কূপে নিক্ষিপ্ত হওয়ার পর তার সান্ত্বনা ও মুক্তির সুসংবাদ দানের জন্য এ ওহী আগমন করেছিল। ২. কূপে নিক্ষিপ্ত হওয়ার পূর্বেই আল্লাহ তা'আলা ওহীর মাধ্যমে ইউসুফ (আ.)-কে ভবিষ্যৎ ঘটনাবলি বলে দিয়েছিলেন। এতে আরো বলে দিয়েছিলেন যে, তুমি এভাবে ধ্বংস হওয়ার কবল থেকে মুক্ত থাকবে এবং এমনি পরিস্থিতি দেখা দেবে যে, তুমি তাদের তিরস্কার করার সুযোগ পাবে; অথচ তারা তোমাকে চিনবেও না যে, তুমি তাদের ভাই ইউসুফ।

ইউসুফ (আ.)-এর প্রতি শৈশবে অবতীর্ণ এ ওহী সম্পর্কে তাফসীর মাযহারীতে বলা হয়েছে যে, এটা নবুয়তের ওহী ছিল না। কেননা নবুয়তের ওহী চল্লিশ বছর বয়ঃক্রমকালে অবতীর্ণ হয়; বরং এ ওহীটি ছিল এ ধরনের, যেমন হযরত মূসা (আ.)-এর জননীকে ওহীর মাধ্যমে জ্ঞাত করানো হয়েছিল। হযরত ইউসুফ (আ.)-এর প্রতি নবুয়তের ওহীর আগমন মিসর পৌছা ও যৌবনে পদার্পণের পর শুরু হয়েছিল। বলা হয়েছে وَلَمَّا بَلَغَ اَشُدَّهٗ اٰتَيْنٰهُ حُكْمًا وَّعِلْمًا ইবনে জারীর, ইবনে আবী হাতেম প্রমুখ একে ব্যতিক্রমধর্মী নবুয়তের ওহীই আখ্যা দিয়েছেন। যেমন হযরত ঈসা (আ.)-কে শৈশবেই নবুয়তের ওহী প্রদান করা হয়েছিল। –[মাযহারী]

হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা.) বলেন : মিসর পৌছার পর আল্লাহ তা'আলা হযরত ইউসুফ (আ.) কে স্বীয় অবস্থা জানিয়ে হযরত ইয়াকূব (আ.)-এর নিকট খবর পাঠাতে ওহীর মাধ্যমে নিষেধ করে দিয়েছিলেন। –[কুরতুবী] একারণেই হযরত ইউসুফ (আ.)-এর মতো একজন পয়গাম্বর জেল থেকে মুক্তি এবং মিসরের রাজত্ব লাভ করার পরও বৃদ্ধ পিতাকে স্বীয় নিরাপত্তার সংবাদ পৌছিয়ে নিশ্চিত করার কোনো ব্যবস্থা করেননি।

এ কর্মপন্থার মধ্যে আল্লাহ তা'আলার কি কি রহস্য লুক্কায়িত ছিল, তা জানার সাধ্য কি? সম্ভবত আল্লাহ তা'আলা ছাড়া অন্য যে কোনো কিছুর প্রতি অপরিসীম ভালোবাসা রাখা যে আল্লাহর নিকট পছন্দনীয় নয়, এ বিষয়ে হযরত ইয়াকূব (আ.) কে সতর্ক করাও এর লক্ষ্য ছিল। এ ছাড়া শেষ পর্যন্ত যাচঞাকারীর বেশে ভাইদেরকেই হযরত ইউসুফ (আ.)-এর সামনে উপস্থিত করে তাদেরকেও তাদের পূর্বকৃত দুষ্কর্মের কিছু শাস্তি দেওয়া উদ্দেশ্য থাকতে পারে।

ইমাম কুরতুবী (র.) প্রমুখ তাফসীরবিদগণ এস্থলে হযরত ইউসুফ (আ.)-কে কূপে নিক্ষেপ করার ঘটনা বর্ণনা প্রসঙ্গে বলেন : যখন ওরা তাকে কূপে নিক্ষেপ করতে লাগল, তখন তিনি কূপের প্রাচীর জড়িয়ে ধরলেন। ভাইয়েরা তার জামা খুলে তাদ্বারা হাত বেধে দিল। তখন ইউসুফ (আ.) পুনরায় তাদের কাছে দয়া ভিক্ষা চাইলেন। কিন্তু তখনো সেই একই উত্তর পাওয়া গেল যে, যে এগারটি নক্ষত্র তোকে সেজদা করে, তাদেরকে ডাক দে। তারাই তোর সাহায্য করবে। অতঃপর একটি বালতিতে রেখে তা কূপে ছাড়তে লাগল। মাঝপথে যেতেই উপর থেকে রশি কেটে দিল। আল্লাহ তা'আলা স্বয়ং ইউসুফের হেফাজত করলেন। পানিতে পড়ার কারণে তিনি কোনোরূপ আঘাত পাননি। নিকটেই একখণ্ড ভাসমান প্রস্তর দৃষ্টিগোচর হলো। তিনি সুস্থ ও বহাল তবিয়তে তার উপর বসে গেলেন। কোনো কোনো রেওয়ায়েতে রয়েছে, হযরত জিবরাঈল (আ.) আল্লাহর আদেশ পেয়ে তাঁকে প্রস্তরখণ্ডের উপর বসিয়ে দেন।

https://e-ilm.weebly.com/

হযরত ইউসুফ (আ.) তিন দিন কূপে অবস্থান করলেন। ইয়াহুদা প্রত্যহ গোপনে তার জন্য কিছু খাদ্য আনত এবং বালতির সাহায্যে তার কাছে পৌঁছে দিত।

وَجَآءُوٓا اَبَاهُمْ عِشَآءً يَّبْكُوْنَ অর্থাৎ সন্ধ্যাবেলায় তারা ক্রন্দন করতে করতে পিতার নিকট পৌঁছল। হযরত ইয়াকুব (আ.) ক্রন্দনের শব্দ শুনে বাইরে এলেন এবং জিজ্ঞেস করলেন : ব্যাপার কি? তোমাদের ছাগপালের উপর কেউ আক্রমণ করেনি তো? ইউসুফ কোথায়? তখন ভাইয়েরা বলল : قَالُوْا يٰٓاَبَانَآ اِنَّا ذَهَبْنَا نَسْتَبِقُ وَتَرَكْنَا يُوْسُفَ عِنْدَ مَتَاعِنَا فَاَكَلَهُ الذِّئْبُ وَمَآ اَنْتَ بِمُؤْمِنٍ لَّنَا وَلَوْ كُنَّا صٰدِقِيْنَ অর্থাৎ, পিতা আমরা দৌড় প্রতিযোগিতায় অবতীর্ণ হলাম এবং ইউসুফকে আসবাবপত্রের কাছে রেখে দিলাম। ইতোমধ্যে বাঘ এসে ইউসুফকে খেয়ে ফেলেছে। আমরা যত সত্যবাদীই হই; কিন্তু আপনি তো আমাদের কথা বিশ্বাস করবেন না। ইবনে আরাবি 'আহকামুল কুরআনে' বলেন : পারস্পরিক (দৌড়) প্রতিযোগিতা শরিয়তসিদ্ধ এবং একটি উত্তম খেলা। এটা জিহাদেও কাজে আসে। এ কারণেই রাসূলুল্লাহ ﷺ স্বয়ং এ প্রতিযোগিতায় অবতীর্ণ হওয়ার কথা সহীহ হাদীস দ্বারা প্রমাণিত আছে। অশ্ব প্রতিযোগিতা করানো (অর্থাৎ ঘোড়দৌড়) ও প্রমাণিত রয়েছে। সাহাবায়ে কেরামের মধ্যে সালামা ইবনে আকওয়া জনৈক ব্যক্তির সাথে দৌড় প্রতিযোগিতায় বিজয়ী হন।

উল্লিখিত আয়াত ও রেওয়ায়েত দ্বারা আসল ঘোড়দৌড়ের বৈধতা প্রামাণিত হয়। এছাড়া ঘোড়দৌড় ছাড়া দৌড়, তীরে লক্ষ্যভেদ ইত্যাদিতেও প্রতিযোগিতা করা বৈধ। প্রতিযোগিতায় বিজয়ী পক্ষকে তৃতীয় পক্ষ থেকে পুরস্কৃত করাও জায়েজ। কিন্তু পরস্পর হার জিতে কোনো টাকার অংশ শর্ত করা জুয়ার অন্তর্ভুক্ত যা কুরআন পাকে হারাম সাব্যস্ত করা হয়েছে। আজকাল ঘোড়দৌড়ের যত প্রকার পদ্ধতি প্রচলিত রয়েছে, তার কোনোটিই জুয়া থেকে মুক্ত নয়। তাই এগুলো হারাম ও নাজায়েজ।

পূর্ববর্তী আয়াতসমূহে বলা হয়েছিল যে, হযরত ইউসুফ (আ.)-এর ভ্রাতারা পারস্পরিক আলোচনার পর অবশেষে তাকে একটি অন্ধকূপে ফেলে দিল এবং পিতাকে এসে বলল যে, তাকে বাঘে খেয়ে ফেলেছে। পরবর্তী আয়াতসমূহে অতঃপর কাহিনী এভাবে বর্ণিত হয়েছে : وَجَآءُوْ عَلٰى قَمِيْصِهٖ بِدَمٍ كَذِبٍ অর্থাৎ হযরত ইউসুফ (আ.)-এর ভ্রাতারা তার জামায় কৃত্রিম রক্ত লাগিয়ে এনেছিল, যাতে পিতার মনে বিশ্বাস জন্মাতে পারে যে, বাঘই তাকে খেয়ে ফেলেছে।

কিন্তু আল্লাহ তা'আলা তাদের মিথ্যা ফাঁস করে দেওয়ার জন্য তাদেরকে একটি জরুরি বিষয় থেকে গাফেল করে দিয়েছিলেন। তারা যদি রক্ত লাগানের সাথে সাথে জামাটিও ছিন্ন ভিন্ন করে দিত, তবে ইউসুফকে বাঘে খাওয়ার কথাটা বিশ্বাসযোগ্য হতে পারত। কিন্তু তারা অক্ষত ও আস্ত জামায় ছাগল ছানার রক্ত লাগিয়ে পিতাকে ধোঁকা দিতে চাইল। হযরত ইয়াকুব (আ.) অক্ষত ও আস্ত জামা দেখে বললেন : বাছারা, এ বাঘ কেমন বিজ্ঞ ও বুদ্ধিমান ছিল যে, ইউসুফকে তো খেয়ে ফেলেছে; কিন্তু জামার কোনো অংশ ছিন্ন হতে দেয়নি।

এভাবে হযরত ইয়াকুব (আ.) -এর কাছে তাদের জালিয়াতি ফাঁস হয়ে গেল। তিনি বললেন : قَالَ بَلْ سَوَّلَتْ لَكُمْ اَنْفُسُكُمْ اَمْرًا فَصَبْرٌ جَمِيْلٌ وَاللّٰهُ الْمُسْتَعَانُ عَلٰى مَا تَصِفُوْنَ অর্থাৎ ইউসুফকে বাঘে খায়নি; বরং তোমাদেরই মন একটি বিষয় খাড়া করেছে। এখন আমার জন্য উত্তম এই যে, ধৈর্যধারণ করি এবং তোমরা যা বল, তাতে আল্লাহর সাহায্য প্রার্থনা করি।

মাসআলা : হযরত ইয়াকুব (আ.) জামা অক্ষত হওয়া দ্বারা ইউসুফ ভ্রাতাদের মিথ্যা প্রমাণ করেছেন। এতে বুঝা যায় যে, বিচারকের উচিত, উভয় পক্ষের দাবি ও যুক্তি প্রমাণের সাথে সাথে পারিপার্শ্বিক অবস্থা ও আলামতের প্রতিও লক্ষ্য রাখা।

মাওয়ারদি বলেন : হযরত ইউসুফ (আ.)-এর জামাও কিছু আশ্চর্যজনক বিষয়াদির স্মারক হয়ে রয়েছে। তিনটি বিরাট ঘটনা এ জামার সাথেই জড়িত রয়েছে। প্রথম ঘটনা হলো, রক্ত রঞ্জিত করে পিতাকে ধোঁকা দেওয়া এবং জামার সাক্ষ্য দ্বারাই তাদের মিথ্যা প্রমাণিত হওয়া; দ্বিতীয় যুলায়খার ঘটনা। এতেও ইউসুফ (আ.)-এর জামাটিই

https://e-ilm.weebly.com/

সাক্ষী হিসেবে উপস্থিত হয়েছে। তৃতীয় ইয়াকূব (আ.)-এর দৃষ্টিশক্তি ফিরে আসার ঘটনা। এতেও তার জামাটিই মু'জিযার প্রতীক প্রমাণিত হয়েছে।

ঘটনাচক্রে একটি কাফেলা এ স্থানে এসে যায়। তাফসীরে কুরতুবীতে বলা হয়েছে : এ কাফেলা সিরিয়া থেকে মিসর যাচ্ছিল। পথ ভুলে এ জনমানবহীন জঙ্গলে এসে উপস্থিত হয়। তারা পানি সংগ্রহকারীদের কূপে প্রেরণ করল।

মিসরীয় কাফেলার পথ ভুলে এখানে পৌছা এবং এই অন্ধকার কূপের সম্মুখীন হওয়া সাধারণ দৃষ্টিতে একটি বিচ্ছিন্ন ঘটনা হতে পারে। কিন্তু যারা সৃষ্টি রহস্য সম্পর্কে সম্যক জ্ঞাত, তারা জানে যে, এসব ঘটনা একটি পরস্পর সংযুক্ত ও অটুট ব্যবস্থাপনার মিলিত অংশ। ইউসুফের স্রষ্টাই রক্ষকই কাফেলাকে পথ থেকে সরিয়ে এখানে নিয়ে এসছেন এবং কাফেলার লোকদেরকে এই অন্ধ কূপে প্রেরণ করেছেন। সাধারণ মানুষ যেসব ঘটনাকে আকস্মিক ব্যাপারাধীন মনে করে, সেগুলোর অবস্থাও তদ্রূপ। দার্শনিকরা এগুলোকে দৈবাধীন ঘটনা আখ্যা দিয়ে থাকে। বলাবাহুল্য, এটা প্রকৃতপক্ষে সৃষ্টজগতের ব্যবস্থাপনা সম্পর্কে অজ্ঞতার পরিচায়ক। নতুবা সৃষ্টি পরম্পরায় দৈবাৎ কোনো কিছু হয় না। আল্লাহ তা'আলার অবস্থা হচ্ছে فَعَّالٌ لِّمَا يُرِيْدُ (তিনি যা ইচ্ছা, তাই করেন।) তিনি গোপন রহস্যের অধীনে এমন অবস্থা সৃষ্টি করে দেন যে, বাহ্যিক ঘটনাবলির সাথে তার কোনো সম্পর্ক বুঝা যায় না। মানুষ একেই দৈব ঘটনা মনে করে বসে।

মাটকথা, কাফেলার মালেক ইবনে দোবর নামে জনৈক ব্যক্তি সম্পর্কে কথিত আছে, তিনি এই কূপে পৌছলেন এবং বালতি নিক্ষেপ করলেন। ইউসুফ (আ.) বালতির রশি শক্ত করে ধরলেন। পানির পরিবর্তে বালতির সাথে একটি সমুজ্জ্বল মুখমণ্ডল দৃষ্টিতে ভেসে উঠল। এ মুখমণ্ডলের ভবিষ্যৎ মাহাত্ম্য থেকে দৃষ্টি ফিরিয়ে নিলেও উপস্থিত ক্ষেত্রেও অনুপম সৌন্দর্য ও গুণগত উৎকর্ষের নিদর্শনাবলি তার মহত্ত্বের কম পরিচায়ক ছিল না। সম্পূর্ণ অপ্রত্যাশিতভাবে কূপের তলদেশ থেকে ভেসে উঠা এই অল্পবয়স্ক, অপরূপ ও বুদ্ধিদীপ্ত বালককে দেখে মালেক সোল্লাসে চীৎকার করে উঠল : يٰبُشْرٰى هٰذَا غُلٰمٌ আরে, আনন্দের কথা এ তো বড় চমৎকার এক কিশোর বের হয়ে এসেছে। সহীহ মুসলিমের মিরাজ রজনীর হাদীসে রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন : আমি ইউসুফ (আ.)-এর সাথে সাক্ষাতের পর দেখলাম যে, আল্লাহ তা'আলা সমগ্র বিশ্বের রূপ সৌন্দর্যের অর্ধেক তাঁকে দান করেছেন এবং অবশিষ্ট অর্ধেক সমগ্র বিশ্বে বন্টন করা হয়েছে।

وَاَسَرُّوْهُ بِضَاعَةً অর্থাৎ তারা তাকে একটি পণ্যদ্রব্য মনে করে গোপন করে ফেলল। উদ্দেশ্য এই যে, শুরুতে তো মালেক ইবনে দো'বর এ কিশোরকে দেখে অবাক বিস্ময়ে চীৎকার করে উঠল : কিন্তু পরে চিন্তা ভাবনা করে স্থির করল যে, এটা জানাজানি না হওয়া উচিত এবং গোপন করে ফেলা দরকার, যাতে একে বিক্রি করে প্রচুর অর্থ লাভ করা যায়। সমগ্র কাফেলার মধ্যে এ বিষয় জানাজানি হয়ে গেলে সবাই এতে অংশীদার হয়ে যাবে।

এরূপ অর্থও হতে পারে যে, হযরত ইউসুফ (আ.)-এর ভ্রাতারা বাস্তব ঘটনা গোপন করে তাকে পণ্যদ্রব্য করে নিল, যেমন কোনো কোনো রেওয়ায়েতে আছে যে, ইয়াহুদা প্রত্যহ ইউসুফ (আ.)-কে কূপের মধ্যে খানা পৌছানোর জন্য যেত। তৃতীয় দিন তাকে কূপের মধ্যে না পেয়ে সে ফিরে এসে ভাইদের কাছে ঘটনা বর্ণনা করল : অতঃপর সব ভাই একত্রে সেখানে পৌছল এবং অনেক খোঁজাখুঁজির পর কাফেলার লোকদের কাছ থেকে ইউসুফকে বের করল। তখন তারা বলল : এই ছেলেটি আমাদের গোলাম। পলায়ন করে এখানে এসেছে। তোমরা একে কব্জায় নিয়ে খুব খারাপ কাজ করেছ। একথা শুনে মালেক ইবনে দোবরও তার সঙ্গিরা ভীত হয়ে গেল যে, তাদেরকে চোর সাব্যস্ত করা হবে। তাই ভাইদের সাথে তাকে ক্রয় করার ব্যাপারে কথাবার্তা বলতে লাগল।

এমতাবস্থায় আয়াতের অর্থ এই হবে যে, ইউসুফ ভ্রাতারা নিজেরাই ইউসুফকে পণ্যদ্রব্য স্থির করে বিক্রি করে দিল।

وَاللّٰهُ عَلِيْمٌۢ بِمَا يَعْمَلُوْنَ অর্থাৎ তাদের সব কর্মকাণ্ড আল্লাহ তা'আলার জানা ছিল।

https://e-ilm.weebly.com/

https://e-ilm.weebly.com/

https://e-ilm.weebly.com/

এতে আরো জানা গেল যে, হযরত ইউসুফ (আ.) মিসর পৌছারও অনেক পরে নবুয়ত লাভ করেছিলেন। কূপের গভীরে যে ওহী তার কাছে প্রেরণ করা হয়েছিল, তা নবুয়তের ওহী ছিল না; বরং আভিধানিক 'ওহী' ছিল, যা পয়গাম্বর নয় এমন ব্যক্তির কাছেও প্রেরণ করা যায় যেমন হযরত মূসা (আ.) -এর জননী এবং হযরত ঈসা (আ.)-এর মাতা মরিয়ম (আ.) সম্পর্কে বর্ণিত রয়েছে।

كَذَالِكَ نَجْزِى الْمُحْسِنِيْنَ আমি সৎকর্মশীলদেরকে এমনিভাবে প্রতিদান দিয়ে থাকি। উদ্দেশ্য এই যে, নিশ্চিত ধ্বংসের কবল থেকে মুক্তি দিয়ে রাজত্ব ও সম্মান পর্যন্ত পৌছানো ছিল হযরত ইউসুফ (আ.)-এর সদাচরণ, আল্লাহ ভীতি ও সৎকর্মের পরিণতি। এটা শুধু তারই বৈশিষ্ট্য নয়, যে কেউ এমন সৎকর্ম করবে, সে এমনিভাবে আমার পুরস্কার লাভ করবে।

শব্দবিশ্লেষণ :

يَبْكُوْنَ : সীগাহ جمع مذكر غائب বহছ مضارع معروف বাব ضَرَبَ মাসদার اَلْبُكَاءُ মূলবর্ণ (ب ـ ك ـ ى) জিনস ناقص يائى অর্থ– কান্না করা এবং সুর ধরা। যদি متعدى হয় অথবা مفعول এর মধ্যে عَلٰى বিশিষ্ট হয়, তবে অর্থ হবে, গুণাগুণ বর্ণনা করে শোক করা। যেমন بَكَاهُ অর্থ তাকে কাঁদিয়েছে। بَكَا عَلَيْهِ অর্থ– তার জন্য শোক কান্না করেছে।

ذِئْبٌ : শব্দটি একবচন; বহুবচন ذِئَابٌ ,اَذْؤُبٌ এবং ذُؤْبَانٌ অর্থ– বাঘ, নেকড়ে।

تَصِفُوْنَ : সীগাহ جمع مذكر حاضر বহছ مضارع معروف বাব ضَرَبَ মাসদার اَلْوَصْفُ মূলবর্ণ (و ـ ص ـ ف) জিনস مثال واوى অর্থ– কোনো জিনিসকে তার বৈশিষ্ট্য ও গুণের সঙ্গে বর্ণনা করা, সে গুণ কখনো সত্য হয় আবার কখনো মিথ্যা। এখানে মিথ্যা গুণ উদ্দেশ্য।

وَارِدُهُمْ : সীগাহ واحد مذكر বহছ اسم فاعل বাব ضَرَبَ মাসদার اَلْوُرُوْدُ মূলবর্ণ (و ـ ر ـ د) জিনস مثال واوى অর্থ– অবতরণ করা, প্রবেশ করা।

اَدْلٰى : সীগাহ واحد مذكر غائب বহছ ماضى معروف বাব اِفْعَالٌ মাসদার اِدْلَاءٌ মূলবর্ণ (د ـ ل ـ و) জিনস ناقص واوى অর্থ- বালতি ঝুলানো। বলতি টানা।

شَرَوْهُ : সীগাহ جمع مذكر غائب বহছ ماضى معروف বাব ضَرَبَ মাসদার اَلشِّرَاءُ মূলবর্ণ (ش ـ ر ـ ى) জিনস ناقص يائى অর্থ– বেচাকেনা করা। তবে এর ব্যবহার অধিকাংশ সময় নিছক বিক্রয় অর্থেই হয়।

بَخْسٍ : ناقص বা দোষী। ত্রুটিপূর্ণ। নিচুমানের (জালালাইন) ثَمَنٍ بَخْسٍ অর্থাৎ, কম মূল্যে। بَخْس অর্থ– ناقص তথা জুলুমের দ্বারা কোনো জিনিসকে কমিয়ে দেওয়া এবং গোপন করে দেওয়া।

اِشْتَرَاهُ : সীগাহ واحد مذكر غائب বহছ ماضى معروف ; বাব اِفْتِعَالٌ মাসদার اَلْاِشْتِرَاءُ মূলবর্ণ (ش ـ ر ـ ى) জিনস ناقص يائى অর্থ– খরিদ করা, বিক্রয় করা।

https://e-ilm.weebly.com/

وَرَاوَدَتْهُ الَّتِىْ هُوَ فِىْ بَيْتِهَا عَنْ نَّفْسِهٖ وَغَلَّقَتِ الْاَبْوَابَ وَقَالَتْ هَيْتَ لَكَ ؕ قَالَ مَعَاذَ اللّٰهِ اِنَّهٗ رَبِّىْۤ اَحْسَنَ مَثْوَاىَ ؕ اِنَّهٗ لَا يُفْلِحُ الظّٰلِمُوْنَ (٢٣)

২৩. আর যে রমণীর [যুলায়খার] গৃহে ইউসুফ অবস্থান করছিলেন, সে তাঁর নিকট হতে নিজ উদ্দেশ্য সাধনের জন্য তাঁকে ফুসলাতে লাগল এবং সমস্ত দরজা বন্ধ করে দিল, আর বলতে লাগল, এসো! তোমাকেই বলছি। ইউসুফ বললেন, আল্লাহ রক্ষা করুন, তিনি [তোমার স্বামী] আমার মুরুব্বী, আমাকে কত উত্তমভাবে রেখেছেন; এমন অকৃতজ্ঞদের সাফল্য লাভ হয় না।

وَلَقَدْ هَمَّتْ بِهٖ ۚ وَهَمَّ بِهَا لَوْلَاۤ اَنْ رَّاٰ بُرْهَانَ رَبِّهٖ ؕ كَذٰلِكَ لِنَصْرِفَ عَنْهُ السُّوْٓءَ وَالْفَحْشَآءَ ؕ اِنَّهٗ مِنْ عِبَادِنَا الْمُخْلَصِيْنَ (٢٤)

২৪. আর সে মহিলার অন্তরে তো তার বাসনা বদ্ধমূল হচ্ছিল এবং তাঁরও সেই রমণীর খেয়াল কিছু কিছু হচ্ছিল, যদি না তিনি নিজ প্রতিপালকের দলিল প্রত্যক্ষ করতেন, তবে অধিক বাসনা হওয়া বিচিত্র ছিল না: আমি এরূপেই তাঁকে জ্ঞান দান করলাম, যেন আমি তাঁর হতে সগীরা ও কবীরা গুনাহসমূহকে দূরে রাখি: তিনি আমার বিশুদ্ধ চিত্ত বান্দাদের অন্তর্ভুক্ত ছিলেন।

وَاسْتَبَقَا الْبَابَ وَقَدَّتْ قَمِيْصَهٗ مِنْ دُبُرٍ وَّاَلْفَيَا سَيِّدَهَا لَدَا الْبَابِ ؕ قَالَتْ مَا جَزَآءُ مَنْ اَرَادَ بِاَهْلِكَ سُوْٓءًا اِلَّاۤ اَنْ يُّسْجَنَ اَوْ عَذَابٌ اَلِيْمٌ (٢٥)

২৫. তারা উভয়ে আগে পিছে হয়ে দরজার দিকে দৌড়াল এবং সে রমণী তাঁর জামার পিছন দিক হতে ছিঁড়ে ফেলল এবং উভয়ে সেই রমণীর স্বামীকে দরজার নিকট দাঁড়ানো অবস্থায় পেল: স্ত্রীলোকটি বলল, যে ব্যক্তি তোমার স্ত্রীর সাথে অপকর্মের ইচ্ছা করে, তার শাস্তি এ ছাড়া আর কী হতে পারে যে, তাকে কারাগারে পাঠানো হয় অথবা অন্য কোনো যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি দেওয়া হয়।

শাব্দিক অনুবাদ :

২৩. وَرَاوَدَتْهُ الَّتِىْ هُوَ فِىْ بَيْتِهَا আর যে রমণীর গৃহে ইউসুফ অবস্থান করছিলেন সে তাঁকে ফুসলাতে লাগল عَنْ نَّفْسِهٖ তার নিকট হতে নিজ উদ্দেশ্য সাধনের জন্য وَغَلَّقَتِ الْاَبْوَابَ এবং সমস্ত দরজা বন্ধ করে দিল وَقَالَتْ আর বলতে লাগল هَيْتَ لَكَ এসো তোমাকেই বলছি قَالَ مَعَاذَ اللّٰهِ ইউসুফ বললেন, আল্লাহ রক্ষা করুন اِنَّهٗ رَبِّىْۤ তিনি (তোমার স্বামী) আমার মুরব্বী; আমাকে কত উত্তমভাবে রেখেছেন اَحْسَنَ مَثْوَاىَ اِنَّهٗ لَا يُفْلِحُ الظّٰلِمُوْنَ এমন অকৃজ্ঞদের সাফল্য লাভ হয় না।

২৪. وَلَقَدْ هَمَّتْ بِهٖ আর সে মহিলার অন্তরে তো তার বাসনা বদ্ধমূল হচ্ছিল وَهَمَّ بِهَا আর তাঁরও এই রমণীর খেয়াল কিছু কিছু হচ্ছিল لَوْلَاۤ اَنْ رَّاٰ بُرْهَانَ رَبِّهٖ যদি না তিনি নিজ পরওয়ারদেগারের দলিল প্রত্যক্ষ করতেন। তবে অধিক বাসনা হওয়া বিচিত্র ছিল না كَذٰلِكَ لِنَصْرِفَ عَنْهُ السُّوْٓءَ وَالْفَحْشَآءَ আমি এরূপেই তাকে জ্ঞান দান করলাম যেন আমি তা হতে সগীরা ও কবীরা গুনাহসমূহকে দূরে রাখি اِنَّهٗ مِنْ عِبَادِنَا الْمُخْلَصِيْنَ তিনি আমার বিশুদ্ধচিত্ত বান্দাদের অন্তর্ভুক্ত ছিলেন।

২৫. وَاسْتَبَقَا الْبَابَ আর উভয়ে আগে পিছে হয়ে দরজার দিকে দৌড়ল وَقَدَّتْ قَمِيْصَهٗ مِنْ دُبُرٍ এবং সে রমণী তার জামার পিছন দিক হতে ছিঁড়ে ফেলল وَّاَلْفَيَا سَيِّدَهَا এবং উভয়ে সেই রমণীর স্বামীকে দাঁড়ানো অবস্থায় পেল لَدَا الْبَابِ দরজার নিকট قَالَتْ স্ত্রী লোকটি বলল مَا جَزَآءُ তার শাস্তি এছাড়া আর কি হতে পারে مَنْ اَرَادَ بِاَهْلِكَ سُوْٓءًا যে ব্যক্তি তোমার স্ত্রীর সাথে অপকর্মের ইচছা করে اِلَّاۤ اَنْ يُّسْجَنَ তাকে কারাগারে পাঠানো হয় اَوْ عَذَابٌ اَلِيْمٌ অথবা অন্য কোনো যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি দেওয়া হয়।

https://e-ilm.weebly.com/

২৬. ইউসুফ বললেন, সে-ই তো আমার থেকে স্বীয় উদ্দেশ্য সাধনের জন্য আমাকে ফুসলাচ্ছিল। আর [এ অবস্থায়] সে রমণীর পরিজনবর্গের জনৈক সাক্ষী সাক্ষ্য দিল যে, যদি তার জামাটি সম্মুখ দিক হতে ছেঁড়া থাকে তবে রমণী সত্যবাদিনী, আর তিনি মিথ্যাবাদী।	قَالَ هِيَ رَاوَدَتْنِي عَنْ نَّفْسِي وَشَهِدَ شَاهِدٌ مِّنْ اَهْلِهَا ۚ اِنْ كَانَ قَمِيصُهُ قُدَّ مِنْ قُبُلٍ فَصَدَقَتْ وَهُوَ مِنَ الْكٰذِبِيْنَ (٢٦)
২৭. আর যদি সে জামাটি পশ্চাৎদিক হতে ছেঁড়া থাকে তবে স্ত্রী লোকটি মিথ্যাবাদিনী, আর তিনি সত্যবাদী।	وَاِنْ كَانَ قَمِيصُهُ قُدَّ مِنْ دُبُرٍ فَكَذَبَتْ وَهُوَ مِنَ الصّٰدِقِيْنَ (٢٧)
২৮. অতঃপর যখন [আযীয] তাঁর জামাটি পশ্চাৎদিক হতে ছেঁড়া দেখল, বলতে লাগল, তা তো তোমাদের স্ত্রী জাতির ছলনা; নিশ্চয় তোমাদের ছলনাও অতি ভয়ংকরই হয়ে থাকে।	فَلَمَّا رَاٰ قَمِيصَهُ قُدَّ مِنْ دُبُرٍ قَالَ اِنَّهُ مِنْ كَيْدِكُنَّ ۚ اِنَّ كَيْدَكُنَّ عَظِيْمٌ (٢٨)
২৯. হে ইউসুফ! এ প্রসঙ্গটা ছেড়ে দাও, আর হে রমণী, তুমি নিজ নিজ পাপের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা কর, নিশ্চয় তুমিই [আগাগোড়া] অপরাধিনী।	يُوسُفُ اَعْرِضْ عَنْ هٰذَا ٜ وَاسْتَغْفِرِيْ لِذَنْۢبِكِ ۚ اِنَّكِ كُنْتِ مِنَ الْخٰطِئِيْنَ (٢٩)
৩০. আর কতিপয় স্ত্রীলোক যারা নগরে বাস করত, একথা বলল যে, আযীযের স্ত্রী স্বীয় যুবক দাসকে ফুসলাচ্ছে, তা হতে স্বীয় [অবৈধ] কামনা সিদ্ধির জন্য, সে গোলামের প্রেম তার হৃদয়ে বদ্ধমূল হয়ে পড়েছে; আমরা তাকে তো স্পষ্ট ভ্রান্তিতে দেখছি।	وَقَالَ نِسْوَةٌ فِي الْمَدِيْنَةِ امْرَاَتُ الْعَزِيْزِ تُرَاوِدُ فَتٰىهَا عَنْ نَّفْسِهٖ ۚ قَدْ شَغَفَهَا حُبًّا ۚ اِنَّا لَنَرٰىهَا فِيْ ضَلٰلٍ مُّبِيْنٍ (٣٠) ١٢

শাব্দিক অনুবাদ :

২৬. قَالَ ইউসুফ বললেন هِيَ رَاوَدَتْنِي عَنْ نَفْسِي সে-ই তো আমা হতে স্বীয় উদ্দেশ্য সাধনের জন্য আমাকে ফুসলাচ্ছিল وَشَهِدَ শাহিদٌ مِّنْ اَهْلِهَا এবং (এ অবস্থায়) সেই রমণীর পরিজন বর্গের জনৈক সাক্ষী সাক্ষ্য দিল যে, اِنْ كَانَ قَمِيصُهُ قُدَّ مِنْ قُبُلٍ যদি তার জামাটি সম্মুখ দিক থেকে ছেঁড়া থাকে فَصَدَقَتْ তবে রমণী সত্যবাদিনী وَهُوَ مِنَ الْكٰذِبِيْنَ আর তিনি মিথ্যাবাদী।

২৭. وَاِنْ كَانَ قَمِيصُهُ قُدَّ مِنْ دُبُرٍ আর যদি সে জামাটি পশ্চাৎ দিক হতে ছেঁড়া থাকে فَكَذَبَتْ তবে স্ত্রী লোকটি মিথ্যা বাদিনী وَهُوَ مِنَ الصّٰدِقِيْنَ আর তিনি সত্যবাদী।

২৮. فَلَمَّا رَاٰ قَمِيصَهُ قُدَّ مِنْ دُبُرٍ অতঃপর যখন (আজীজ) তাঁর জামাটি পশ্চাৎ দিক হতে ছেঁড়া দেখল قَالَ বলতে লাগল اِنَّهُ مِنْ كَيْدِكُنَّ এটা তো তোমাদের স্ত্রী জাতির চক্রান্ত اِنَّ كَيْدَكُنَّ عَظِيْمٌ নিশ্চয় তোমাদের চক্রান্তও অতি ভয়ঙ্করই হয়ে থাকে।

২৯. يُوسُفُ اَعْرِضْ عَنْ هٰذَا হে ইউসুফ! এ প্রসঙ্গটা ছেড়ে দাও وَاسْتَغْفِرِيْ لِذَنْۢبِكِ আর হে রমণী! তুমি নিজে পাপের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা কর اِنَّكِ كُنْتِ مِنَ الْخٰطِئِيْنَ নিশ্চয় তুমিই (আগাগোড়া) অপরাধিনী।

৩০. وَقَالَ نِسْوَةٌ আর কতিপয় স্ত্রীলোক একথা বলল যে, فِي الْمَدِيْنَةِ যারা নগরে বাস করত امْرَاَتُ الْعَزِيْزِ আজীজের স্ত্রী تُرَاوِدُ فَتٰىهَا স্বীয় যুবক দাস কে ফুসলাচ্ছে عَنْ نَّفْسِهٖ তা হতে স্বীয় (অবৈধ) কামনা সিদ্ধির জন্য قَدْ شَغَفَهَا حُبًّا সে গোলামের প্রেম তার হৃদয়ে বদ্ধমূল হয়েছে اِنَّا لَنَرٰىهَا فِيْ ضَلٰلٍ مُّبِيْنٍ আমরা তাকে তো স্পষ্ট ভ্রান্তিতে দেখছি।

https://e-ilm.weebly.com/

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

وَرَاوَدَتْهُ الَّتِىْ هُوَ فِىْ بَيْتِهَا عَنْ نَفْسِهٖ وَغَلَّقَتِ الْاَبْوَابَ وَقَالَتْ هَيْتَ لَكَ অর্থাৎ যে মহিলার গৃহে ইউসুফ (আ.) থাকতেন, সে তাঁর প্রতি প্রেমাসক্ত হয়ে পড়ল এবং তাঁর সাথে কুবাসনা চরিতার্থ করার জন্য তাঁকে ফুসলাতে লাগল । সে গৃহের সব দরজা বন্ধ করে দিল এবং তাকে বলল : শীঘ্র এসে যাও, তোমাকেই বলছি ।

প্রথম আয়াতে জানা গিয়েছিল যে, এ মহিলা ছিল আযীযে মিসরের স্ত্রী । কিন্তু এ স্থলে কুরআন 'আযীয পত্নী' এই সংক্ষিপ্ত শব্দ ছেড়ে 'যার গৃহে সে ছিল' এ শব্দ ব্যবহার করেছে । এতে ইঙ্গিত করা হয়েছে যে, হযরত ইউসুফ (আ.) -এর গুনাহ থেকে বেঁচে থাকা এ কারণে আরো অধিক কঠিন ছিল যে, তিনি তারই গৃহে তারই আশ্রয়ে থাকতেন । তার আদেশ উপেক্ষা করা তার পক্ষে সহজসাধ্য ছিল না ।

গোনাহ থেকে বাঁচার প্রধান অবলম্বন স্বয়ং আল্লাহর কাছে আশ্রয় প্রার্থনা করা : এর বাহ্যিক কারণ ঘটে এই যে, ইউসুফ (আ.) যখন নিজেকে চতুর্দিক থেকে বেষ্টিত দেখলেন, তখন পয়গাম্বরসুলভ ভঙ্গিতে সর্বপ্রথমে আল্লাহর আশ্রয় প্রার্থনা করলেন । قَالَ مَعَاذَ اللّٰهِ তিনি শুধু নিজ ইচ্ছা ও সংকল্পের উপর ভরসা করেননি এটা জানা কথা যে, যে ব্যক্তি আল্লাহর আশ্রয় লাভ করে, তাকে কেউ বিশুদ্ধ পথ থেকে বিচ্যুত করতে পারে না । অতঃপর তিনি পয়গাম্বরসুলভ বিজ্ঞতা ও উপদেশ প্রয়োগ করে স্বয়ং যুলায়খাকে উপদেশ দিতে লাগলেন যে, তারো উচিত আল্লাহকে ভয় করা এবং মন্দ বাসনা থেকে বিরত থাকা । তিনি বললেন : اِنَّهٗ رَبِّىْ اَحْسَنَ مَثْوَاىَ اِنَّهٗ لَا يُفْلِحُ الظّٰلِمُوْنَ তিনি আমার পালনকর্তা । তিনি আমাকে সুখে রেখেছেন । মনে রোখো, অত্যাচারীরা কল্যাণপ্রাপ্ত হয় না । বাহ্যিক অর্থ এই যে তোমার স্বামী আযীযে মিসর আমাকে লালন পালন করেছেন, আমাকে উত্তম জায়গা দিয়েছেন । অতএব, তিনি আমার প্রতি অনুগ্রহকারী । আমি তাঁর ইজ্জতে হস্তক্ষেপ করব । এটা জঘন্য অনাচার, অথচ অনাচারীরা কখনো কল্যাণপ্রাপ্ত হয় না । এভাবে তিনি যেন স্বয়ং যুলায়খাকেও এ শিক্ষা দিলেন যে, আমি কয়েকদিন লালন পালনের কৃতজ্ঞতা যখন এতটুকু স্বীকার করি, তখন তোমাকে আরো বেশি স্বীকার করা দরকার ।

এখানে ইউসুফ (আ.) আযীযে মিসরকে স্বীয় 'রব' পালন কর্তা বলেছেন । অথচ এ শব্দটি আল্লাহ ছাড়া অন্য ক্ষেত্রে প্রয়োগ করা বৈধ নয় । কারণ এ ধরনের শব্দ শিরকের ধারণা সৃষ্টিকারী এবং মুশরিকদের সাথে সাদৃশ্য সৃষ্টি করার কারণ হয়ে থাকে । এ কারণেই ইসলামি শরিয়তে এ ধরনের শব্দ ব্যবহার করাও নিষিদ্ধ । সহীহ মুসলিমের হাদীসে রয়েছে কোনো দাস স্বীয় প্রভুকে 'রব' বলতে পারবে না এবং কোনো প্রভু স্বীয় দাসকে 'বান্দা' বলতে পারবে না । কিন্তু এ হচ্ছে ইসলামি শরিয়তের বৈশিষ্ট্য । এতে শিরক নিষিদ্ধ করার সাথে সাথে এমন বিষয়বস্তুকেও নিষিদ্ধ করা হয়েছে, যা শিরকের উপায় হওয়ার সম্ভাবনা রাখে । পূর্ববর্তী পয়গাম্বরগণের শরিয়তে শিরককে কঠোরভাবে নিষিদ্ধ করা হলেও কারণ এবং উপায়াদির উপর কোনো নিষেধাজ্ঞা ছিল না । এ কারণে পূর্ববর্তী শরিয়তসমূহে চিত্র নির্মাণ নিষিদ্ধ ছিল না । কিন্তু ইসলামি শরিয়ত কিয়ামত পর্যন্ত জারি থাকবে বিধায় একে শিরক থেকে পূর্ণরূপে মুক্ত রাখার কারণে শিরকের উপায়াদি তথা চিত্র ও শিরকর ধারণা সৃষ্টিকারী শব্দাবলিও নিষিদ্ধ করা হয়েছে । মোটকথা, ইউসুফ (আ.)-এর اِنَّهٗ رَبِّىْ 'তিনি আমার পালনকর্তা' বলা স্বস্থানে ঠিকই ছিল ।

পক্ষান্তরে اِنَّهٗ শব্দের সর্বনামটি আল্লাহর দিকে ফেরানোও সম্ভবপর । অর্থাৎ হযরত ইউসুফ (আ.) আল্লাহকেই 'রব' বলেছেন । বসবাসের উত্তম জায়গাও প্রকৃতপক্ষে তিনিই দিয়েছেন । সেমতে তাঁর অবাধ্যতা সর্ববৃহৎ জুলুম । এরূপ জুলুমকারী কখনো সফল হয় না ।

সুদ্দী ইবনে ইসহাক প্রমুখ তাফসীরবিদ বর্ণনা করেন যে, এ নির্জনতায় যুলায়খা হযরত ইউসুফ (আ.)-কে আকৃষ্ট করার জন্য তাঁর রূপ ও সৌন্দর্যের উচ্ছ্বসিত প্রশংসা করতে লাগল । সে বলল : তোমার মাথার চুল কত সুন্দর । হযরত ইউসুফ (আ.) বললেন : মৃত্যুরপর এই চুল সর্বপ্রথম আমার দেহ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে যাবে । এরপর

https://e-ilm.weebly.com/

যুলায়খা বলল : তোমার নেত্রদ্বয় কতই না মনোহর। হযরত ইউসুফ (আ.) বললেন : মৃত্যুর পর এগুলো পানি হয়ে আমার মুখমণ্ডলে প্রবাহিত হবে। যুলায়খা আরো বলল : তোমার মুখমণ্ডল কতইনা কমনীয়। হযরত ইউসুফ (আ.) বললেন : এগুলো সব মৃত্তিকার খোরাক হবে। আল্লাহ তা'আলা তাঁর মনে পরকালের চিন্তা এত বেশি প্রবল করে দেন যে, ভরা যৌবনেও জগতের যাবতীয় ভোগ বিলাস তাঁর দৃষ্টিতে তুচ্ছ হয়ে যায়। সত্য বলতে কি পরকালের চিন্তাই মানুষকে সর্বত্র সব অনিষ্ট থেকে নির্লিপ্ত রাখতে পারে।

পূর্ববর্তী আয়াতে হযরত ইউসুফ (আ.)-এর বিরাট পরীক্ষা উল্লেখ করে বলা হয়েছিল যে, আযীযে মিসরের স্ত্রী যুলায়খা গৃহের সব দরজা বন্ধ করে তাঁকে পাপকাজের দিকে আহ্বান করতে সচেষ্ট হলো এবং নিজের প্রতি আকৃষ্ট ও প্রবৃত্ত করার সব উপকরণ উপস্থিত করে দিল, কিন্তু ইজ্জতের মালিক আল্লাহ এ সৎযুবককে এহেন অগ্নিপরীক্ষায় দৃঢ়পদ রাখলেন। এর আরো বিবরণ আলোচ্য আয়াতে বর্ণিত হয়েছে যে, যুলায়খা তো পাপকাজের কল্পনায় খুবই বিভোরই ছিল, হযরত ইউসুফ (আ.) -এর মনেও মানবিক স্বভাববশতঃ কিছু কিছু অনিচ্ছাকৃত ঝোঁক সৃষ্টি হতে যাচ্ছিল। কিন্তু আল্লাহ তা'আলা ঠিক সেই মুহূর্তে স্বীয় যুক্তি প্রমাণ ইউসুফ (আ.)-এর সামনে তুলে ধরেন, যদ্দরুন সেই অনিচ্ছাকৃত ঝোঁক ক্রমবর্ধিত হওয়ার পরিবর্তে সম্পূর্ণ নিশ্চিহ্ন হয়ে গেল এবং তিনি মহিলার নাগপাশ ছিন্ন করে ঊর্ধ্বশ্বাসে ছুটতে লাগলেন।

এ আয়াতে هَمَّ শব্দটি (কল্পনা অর্থে) যুলায়খা ও ইউসুফ (আ.) উভয়ের প্রতি সম্বন্ধযুক্ত করা হয়েছে। বলা হয়েছে : وَلَقَدْ هَمَّتْ بِهٖ وَهَمَّ بِهَا একথা সুনিশ্চিত যে, যুলায়খার কল্পনা ছিল পাপকাজের কল্পনা। এতে হযরত ইউসুফ (আ.) সম্পর্কেও এ ধরনের ধারণা হতে পারত। অথচ মুসলিম সম্প্রদায়ের সর্বসম্মত অভিমত অনুযায়ী এটা নবুয়ত ও রোসালতের পরিপন্থি। কেননা সকল মুসলিম মনীষীই এ বিষয়ে একমত যে. পয়গাম্বরগণ সর্বপ্রকার সগীরা ও কবীরা গুণাহ থেকে পবিত্র থাকেন। তাদের দ্বারা কবীরা গুনাহ ইচ্ছা, অনিচ্ছা বা ভুলবশতঃ কোনোরূপেই হতে পারে না। তবে সগীরা গুনাহ অনিচ্ছা ও ভুলবশতঃ হয়ে যাওয়ার সম্ভাবনা আছে। কিন্তু তাদেরকে এর উপরে সক্রিয় থাকতে দেওযা হয় না; বরং সতর্ক করে তা থেকে সরিয়ে আনা হয়।

পয়গাম্বরগণের পবিত্রতার এ বিষয়টি কুরআন ও সুন্নাহ দ্বারা প্রামাণিত হওয়া ছাড়াও তাঁদের যোগ্যতার প্রশ্নেও জরুরি। কেননা যদি পয়গাম্বরগণের দ্বারা গোনাহ সংঘটিত হওয়ার সম্ভাবনা থাকে, তবে তাদের আনীত ধর্ম ও ওহীর প্রতি আস্থার কোনো উপায় থাকে না। এবং তাঁদেরকে প্রেরণ ও তাদের প্রতি গ্রন্থ অবতারণের কোনো উপকারিতাও অবশিষ্ট থাকে না। এ কারণেই আল্লাহ তা'আলা প্রত্যেক পয়গাম্বরকেই গোনাহ থেকে পবিত্র রেখেছেন।

সহীহ বুখারীর হাদীসে আছে, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন : আল্লাহ তা'আলা আমার উম্মতের এমন পাপচিন্তা ও কল্পনা ক্ষমা করে দিয়েছেন, যা সে কার্যে পরিণত করে না। -[কুরতুবী]

বুখারী ও মুসলিমে হযরত আবূ হুরায়রা (রা.) রেওয়ায়েতে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর উক্তি বর্ণিত আছে যে, আল্লাহ তা'আলা ফেরেশতাদেরকে বলেন : আমার বান্দা যখন কোনো সৎকাজের ইচ্ছা করে, তখন শুধু ইচ্ছার কারণে তার আমলনামায় একটি নেকী লিখে দাও। যদি সে সৎকাজটি সম্পন্ন করে, তবে দশটি নেকী লিপিবদ্ধ কর। পক্ষান্তরে যদি কোনো পাপকাজের ইচ্ছা করে, অতঃপর আল্লাহর ভয়ে তা পরিত্যাগ করে, তখন পাপের পরিবর্তে তার আমলনামায় একটি নেকী লিখে দাও এবং যদি পাপকাজটি করেই ফেলে তবে একটি গোনাহই লিপিবদ্ধ কর। -[ইবনে কাছীর]

মোটকথা এই যে, হযরত ইউসুফ (আ.)-এর অন্তরে যে কল্পনা অথবা ঝোঁক সৃষ্টি হয়েছিল, তা নিছক অনিচ্ছাকৃত ধারণার পর্যায়ে ছিল। এটা গোনাহর অন্তর্ভুক্ত নয়। অতঃপর এ ধারণার বিপক্ষে কাজ করার দরুন আল্লাহ তা'আলার কাছে তাঁর মর্যাদা আরো বেড়ে গেছে।

لَوْلَآ اَنْ رَّاٰ بُرْهَانَ رَبِّهٖ অংশটি পরে উল্লেখ কারা হলেও তা আসলে অগ্রে রয়েছে। অতএব, আয়াতের অর্থ এই যে, হযরত ইউসুফ (আ.) -এর মনেও কল্পনা সৃষ্টি হতো, যদি তিনি আল্লাহর প্রমাণ অবলোকন না করতেন। কিন্তু পালনকর্তার প্রমাণ অবলোকন করার কারণে তিনি এ কল্পনা থেকে বেঁচে গেলেন। এ বিষয়বস্তুটি সঠিক,

https://e-ilm.weebly.com/

কিন্তু কোনো কোনো তাফসীরবিদ এ অগ্র পশ্চাৎকে ব্যাকারণিক ভুল আখ্যা দিয়েছেন। এদিক দিয়েও প্রথম তাফসীরই অগ্রগণ্য। কারণ এতে হযরত ইউসুফ (আ.)-এর আল্লাহ ভীতি ও পবিত্রতার মাহাত্ম্য আরো উচ্চে চলে যায়। কেননা তিনি স্বাভাবিক ও মানবিক ঝোঁক সত্ত্বেও গোনাহ থেকে মুক্ত থাকতে সক্ষম হয়েছিলেন।

لَوْلَآ اَنْ رَّاٰ بُرْهَانَ رَبِّهٖ এখানে এর جَزَاءُ উহ্য রয়েছে। অর্থ এই যে, যদি তিনি পালনকর্তার প্রমাণ অবলোকন না করতেন, তবে এ কল্পনাতেই লিপ্ত থাকতেন। পালনকর্তার প্রমাণ দেখে নেওয়ার কারণে অনিচ্ছাকৃত কল্পনা ও ধারণা অন্তর থেকে দূর হয়ে গেল।

স্বীয় পালনকর্তার যে প্রমাণ হযরত ইউসুফ (আ.)-এর দৃষ্টির সামনে এসেছিল, তা কি ছিল কুরআন পাক তা ব্যক্ত করেনি। এ কারণেই এ সম্পর্কে তাফসীরবিদগণ নানা মত ব্যক্ত করেছেন। হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস, মুজাহিদ, সাঈদ ইবনে জুবাইর, মুহাম্মদ ইবনে সিরীন, হাসান বসরী (র.) প্রমুখ বলেছেন : আল্লাহ তা'আলা মু'জিযা হিসেবে এ নির্জন কক্ষে হযরত ইয়াকূব (আ.)-এর চিত্র এভাবে তাঁর সম্মুখে উপস্থিত করে দেন যে, তিনি হাতের অঙ্গুলি দাঁতে চেপে তাঁকে হুশিয়ার করেছেন। কোনো কোনো তাফসীরবিদ বলেন : আযীযে মিসরের মুখচ্ছবি তাঁর সম্মুখে ফুটিয়ে তোলা হয়। কেউ বলেন : ইউসুফ (আ.)-এর দৃষ্টি ছাদের দিকে উঠতেই সেখানো কুরআন পাকের এ আয়াত লিখিত দেখলেন : وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنٰى اِنَّهٗ كَانَ فَاحِشَةً وَّسَآءَ سَبِيْلًا অর্থাৎ ব্যভিচারের নিকটবর্তী হয়ো না। কেননা এটা খুবই নির্লজ্জতা, (খোদায়ী শাস্তির কারণ) এবং (সমাজের জন্য) অত্যন্ত মন্দ পথ। কেউ কেউ বলেছেন : যুলায়খার গৃহে একটি মূর্তি ছিল। সে বিশেষ মুহূর্তটিতে যুলায়খা সেই মূর্তিটি কাপড় দ্বারা আবৃত করলে হযরত ইউসুফ (আ.)-এর কারণ জিজ্ঞেস করলেন। সে বলল : এটা আমার উপাস্য। এর সামনে গোনাহ করার মতো সাহস আমার নেই। হযরত ইউসুফ (আ.) বললেন : আমার উপাস্য আরো বেশি লজ্জা করার যোগ্যতাসম্পন্ন। তাঁর দৃষ্টিকে কোনো পর্দা ঠেকাতে পারে না। কারো কারো মতে হযরত ইউসুফ (আ.)-এর নবুয়ত ও বিভুজ্ঞানই ছিল স্বয়ং পালনকর্তা সম্পর্কে তাঁর এই দিব্যদৃষ্টির কারণ।

তাফসীরবিদ ইবনে কাছীর এসব উক্তি উদ্ধৃত করার পর যে মন্তব্য করেছেন, তা সব সুধীজনের কাছেই সর্বাপেক্ষা সাবলীল ও গ্রহণযোগ্য। তিনি বলেছেন : কুরআন পাক যতটুকু বিষয় বর্ণনা করেছে, ততটুকু বিষয় নিয়েই ক্ষান্ত থাকা দরকার। অর্থাৎ হযরত ইউসুফ (আ.) এমন কিছু দেখেছেন, যদ্দরুন তাঁর মন থেকে সীমালঙ্ঘন করার সামান্য ধারণাও বিদূরিত হয়ে গেছে। এ বস্তুটি কি ছিল তাফসীরবিদগণ যেসব বিষয়ের উল্লেখ করেছেন; সেগুলোর যে কোনো একটি হতে পারে; তাই নিশ্চিতরূপে কোনো একটিকে নির্দিষ্ট করা যায় না। –[ইবনে কাছীর]

كَذٰلِكَ لِنَصْرِفَ عَنْهُ السُّوْٓءَ وَالْفَحْشَآءَ اِنَّهٗ مِنْ عِبَادِنَا الْمُخْلَصِيْنَ অর্থাৎ আমি ইউসুফ (আ.)-কে এ প্রমাণ এজন্য দেখিয়েছি, যাতে তার কাছ থেকে মন্দ কাজ ও নির্লজ্জতাকে দূরে সরিয়ে দেই। 'মন্দ কাজ' বলে সগীরা গুনাহ এবং 'নির্লজ্জতা' বলে কবীরা গোনাহ বুঝানো হয়েছে। –[মাযহারী]

এখানে একটি প্রণিধানযোগ্য বিষয় এই যে, মন্দ কাজ ও নির্লজ্জতাকে হযরত ইউসুফ (আ.)-এর কাছ থেকে সরানোর কথা উল্লেখ করা হয়েছে এবং হযরত ইউসুফ (আ.)-কে মন্দ কাজ ও নির্লজ্জতা থেকে সরানোর কথা বলা হয়নি। এতে ইঙ্গিত রয়েছে যে, হযরত ইউসুফ (আ.) নবুয়তের কারণে এ গোনাহ থেকে নিজেই দূরে ছিলেন, কিন্তু মন্দ কাজ ও নির্লজ্জতা তাঁকে বেষ্টন করার উপক্রম করেছিল। কিন্তু আমি এর জাল ছিন্ন করে দিয়েছি। কুরআন পাকের এ ভাষাও সাক্ষ্য দেয় যে, হযরত ইউসুফ (আ.) কোনো সামান্যতম গোনাহেও লিপ্ত হননি এবং তার মনে যে কল্পনা জাগরিত হয়েছিল, তা গোনাহর অন্তর্ভুক্ত ছিল না। নতুবা এখানে এভাবে ব্যক্ত করা হতো যে, আমি ইউসুফকে গোনাহ থেকে বাঁচিয়ে দিলাম– এভাবে বলা হতো না যে, গোনাহকে তাঁর কাছ থেকে সরিয়ে দিলাম।

কেননা ইউসুফ আমার মনোনীত বন্দাদের একজন। এখানে مُخْلَصِيْنَ শব্দটি লামের যবর যোগ مُخْلَص -এর বহুবচন। এর অর্থ মনোনীত। উদ্দেশ্য এই যে, হযরত ইউসুফ (আ.) আল্লাহ তা'আলার ঐসব বান্দার অন্যতম, যাদেরকে স্বয়ং আল্লাহ তা'আলা রেসালতের দায়িত্ব পালন ও মানবজাতির সংশোধনের জন্য মনোনীত করেছেন।

https://e-ilm.weebly.com/

এমন লোকের চারপাশে আল্লাহর পক্ষ থেকে হেফাজতের পাহারা থাকে, যাতে তারা কোনো মন্দ কাজে লিপ্ত হতে না পারেন। স্বয়ং শয়তানো তার বিবৃতিতে একথা স্বীকার করেছে যে, আল্লাহর মনোনীত বান্দাদের উপর তার কলা-কৌশল অচল। শয়তানের উক্তি এই : فَبِعِزَّتِكَ لَأُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ إِلَّا عِبَادَكَ مِنْهُمُ الْمُخْلَصِينَ অর্থাৎ, আপনার ইজ্জত ও শক্তির কসম, আমি সব মানুষকে সরল পথ থেকে বিচ্যুত করব, তবে যেসব বান্দাকে আপনি মনোনীত করেছেন, তাদেরকে ছাড়া।

কোনো কোনো কেরাতে এ শব্দটি مُخْلِصِيْنَ লামের যের যোগেও পঠিত হয়েছে। مُخْلَصْ ঐ ব্যক্তি, যে আল্লাহর ইবাদত ও আনুগত্য আন্তরিকতার সাথে করে। এতে কোনো পার্থিব ও প্রবৃত্তিগত উদ্দেশ্য, সুখ্যাতি ইত্যাদির প্রভাব থাকে না। এমতাবস্থায় আয়াতের উদ্দেশ্য এই যে, যে ব্যক্তিই স্বীয় কর্ম ও ইবাদতে আন্তরিক হয়, পাপ থেকে বেঁচে থাকার ব্যাপারে আল্লাহ তা'আলা তাকে সাহায্য করেন।

আলোচ্য আয়াতে আল্লাহ তা'আলা দু'টি শব্দ فَحْشَاءَ ও سُوْءَ ব্যবহার করেছেন। প্রথমটির শাব্দিক অর্থ মন্দ কাজ এবং এর দ্বারা সগীরা গোনাহ বুঝানো হয়েছে। এর দ্বারা বুঝা গেল যে, আল্লাহ তা'আলা ইউসুফ (আ.)-কে সগীরা ও কবীরা উভয় প্রকার গোনাহ থেকেই মুক্ত রেখেছেন।

এ থেকে আরো বুঝা গেল যে, কুরআনে হযরত ইউসুফ (আ.)-এর প্রতি যে هَمٌّ অর্থাৎ কল্পনা শব্দটাকে সম্বন্ধযুক্ত করা হয়েছে, তা নিছক অনিচ্ছাকৃত ধারণার পর্যায়ে ছিল, যা কবীরা ও সগীরা কোন প্রকারের গুনাহেরই অন্তর্ভুক্ত নয়।

পূর্ববর্তী আয়াতসমূহে বর্ণিত আছে যে, আযীয-মিসরের পত্নী যখন হযরত ইউসুফ (আ.) -কে পাপে লিপ্ত করার চেষ্টায় ব্যাপৃতা ছিল এবং হযরত ইউসুফ (আ.) তা থেকে আত্মরক্ষার চেষ্টা করছিলেন, কিন্তু মনে স্বাভাবিক ও অনিচ্ছাকৃত কল্পনার দ্বিধা দ্বন্দ্বও ছিল, তখন আল্লাহ তা'আলা স্বীয় মনোনীত পয়গাম্বরের সাহায্যার্থে আলৌকিকভাবে কোনো এমন বস্তু তার দৃষ্টিতে উদ্ভাসিত করে দেন, যার ফলে সে অনিচ্ছাকৃত কল্পনা ও তার মন থেকে উধাও হয়ে যায়। সে বস্তুটি পিতা হযরত ইয়াকূব (আ.)-এর আকৃতিই হোক কিংবা ওহীর কোনো আয়াত।

আলোচ্য আয়াতে বলা হয়েছে যে, হযরত ইউসুফ (আ.) এক নির্জন কক্ষে খোদায়ী প্রমাণ প্রত্যক্ষ করার সাথে সাথেই সেখান থেকে পলায়নোদ্যত হলেন এবং বাইরে চলে যাওয়ার জন্য দরজার দিকে দৌড় দিলেন। আযীয-পত্নী তাকে ধরার জন্য পিছনে পিছনে দৌড় দিল এবং তাঁর জামা ধরে তাকে বহির্গমনে বাধা দিতে চাইল। তিনি পবিত্রতা রক্ষার ব্যাপারে ছিলেন দৃঢ়সংকল্প, তাই থামলেন না। ফলে জামা পিছন দিক থেকে ছিঁড়ে গেল। ইত্যবসরে ইউসুফ (আ.) দরজার বাইরে চলে গেলেন এবং তার পশ্চাতে যুলায়খাও তথায় উপস্থিত হলো। ঐতিহাসিকসূত্রে বর্ণিত আছে যে, দরজা তালাবদ্ধ ছিল। ইউসুফ (আ.) দৌড়ে দরজায় পৌঁছতেই আপনা আপনি তালা খুলে নীচে পড়ে গেল।

উভয়ে দরজার বাইরে এসে আযীযে মিসরকে সামনেই দাণ্ডায়মান দেখতে পেল। তার পত্নী চমকে উঠল এবং কথা বানিয়ে ইউসুফ (আ.)-এর উপর দোষ ও অপবাদ চাপানোর জন্য বলল : যে ব্যক্তি তোমার পরিজনের সাথে কুকর্মের ইচ্ছা করে, তার শাস্তি এ ছাড়া কি হতে পারে যে, তাকে কারাগারে নিক্ষেপ করা হবে অথবা অন্য কোনো কঠোর দৈহিক নির্যাতন।

ইউসুফ (আ.) পয়গাম্বরসুলভ ভদ্রতার খাতিরে সম্ভবত সেই মহিলার গোপন অভিসন্ধির তথ্য প্রকাশ করতেন না কিন্তু যখন সে নিজেই এগিয়ে এসে হযরত ইউসুফ (আ.) -এর প্রতি অপবাদ আরোপের ইঙ্গিত করল, তখন বাধ্য হয়ে তিনিও সত্য প্রকাশ করে বললেন : هِيَ رَاوَدَتْنِي عَنْ نَفْسِي অর্থাৎ সে-ই আমার দ্বারা স্বীয় কুমতলব চরিতার্থ করার জন্য ফুসলাচ্ছিল।

ব্যাপার ছিল খুবই নাজুক এবং আযীযে মিসরের পক্ষে কে সত্যবাদী, তার মীমাংসা করা সুকঠিন ছিল। সাক্ষ্য প্রমাণের কোনো অবকাশ ছিল না। কিন্তু আল্লাহ তা'আলা যেভাবে স্বীয় মনোনীত বান্দাদেরকে গোনাহ থেকে বাঁচিয়ে নিষ্পাপ ও পবিত্র রাখেন, এমনিভাবে তাদেরকে গোনাহ থেকে বাঁচিয়ে রাখার আলৌকিকভাবে ব্যবস্থাও করে দেন। সাধারণতঃ এরূপ ক্ষেত্রে স্বভাবত কথা বলতে অক্ষম এরূপ কচি শিশুদেরকে কাজে লাগানো হয়েছে।

https://e-ilm.weebly.com/

অলৌকিকভাবে তাদেরকে বাকশক্তি দান করে প্রিয় বান্দাদের পবিত্রতা সপ্রমাণ করা হয়েছে। যেমন হযরত মরিয়ম (আ.)-এর প্রতি যখন লোকেরা অপবাদ আরোপ করতে থাকে, তখন একদিনের কচি শিশু হযরত ঈসা (আ.)-কে আল্লাহ তা'আলা বাকশক্তি দান করে তার মুখে জননীর পবিত্রতা প্রকাশ করে দেন এবং স্বীয় কুদরতের একটি বিশেষ দৃশ্য সবার সামনে প্রকাশ করেন। বনী ইসরাঈলের একজন সাধু ব্যক্তি জুরাইজের প্রতি গভীর ষড়যন্ত্রের মাধ্যমে এমনি ধরনের এক অপবাদ আরোপ করা হলে নবজাত শিশু সেই ব্যক্তির পবিত্রতায় সাক্ষ্য দান করে। হযরত মূসা (আ.) -এর প্রতি ফেরাউনের মনে সন্দেহ দেখা দিলে ফেরাউন পত্নীর কেশ পরিচর্যাকারিণী মহিলার সদ্যজাত শিশু হযরত মূসা (আ.) কে ফেরাউনের কবল থেকে রক্ষা করে।

ঠিক এমনিভাবে ইউসুফ (আ.)-এর ঘটনায় হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস ও আবূ হুরায়রা (রা.)-এর বর্ণনা অনুযায়ী একটি কচি শিশুকে আল্লাহ তা'আলা বিজ্ঞান ও দার্শনিক সুলভ বাকশক্তি দান করলেন। এ কচি শিশু এ গৃহেই দোলনায় লালিত হচ্ছিল। তার সম্পর্কে ধারণা ছিল না যে, সে এসব কর্মকাণ্ড দেখবে এবং বুঝবে, অতঃপর অত্যন্ত বিজ্ঞতার সাথে তা বর্ণনাও করে দেবে। কিন্তু সর্বশক্তিমান আল্লাহ স্বীয় আনুগত্যের পথে সাধনাকারীদের সঠিক মর্যাদা ফুটিয়ে তোলার জন্য জগদ্বাসীকে দেখিয়ে দেন যে, বিশ্বের প্রত্যেকটি অণু-পরামাণু তার গুপ্ত বাহিনী। এরা অপরাধীকে ভালোভাবেই চেনে, তার অপরাধের রেকর্ড রাখে এবং প্রয়োজন মুহূর্তে তা প্রকাশও করে দেয়। হাশরের ময়দানে হিসাব কিতাবের সময় মানুষ যখন স্বীয় অপরাধসমূহ স্বীকার করতে অস্বীকার করবে, তখন তারই হস্ত পদ, চর্ম ও গৃহপ্রাচীরকে তার বিরুদ্ধে সাক্ষ্যদাতারূপে দাঁড় করানো হবে। তারা তার প্রত্যেকটি কর্মকাণ্ড হাশরের লোকারণ্যের মধ্যে বিস্তারিতভাবে বর্ণনা করে দেবে। তখন মানুষ বুঝবে যে, হস্তপদ, গৃহপ্রাচীর ও রক্ষা ব্যবস্থাসমূহের মধ্যে কোনোটিই তার আপন ছিল না; বরং এরা সবাই ছিল রাব্বুল আলামীনের গোপন বাহিনী।

মোকথা এই যে, যে ছোট্ট শিশুটি বাহ্যত জগতের সবকিছু থেকে উদাসীন ও নির্বিকার অবস্থায় দোলনায় পড়েছিল, সে হযরত ইউসুফ (আ.)-এর মু'জিযা হিসেবে ঠিক ঐ মুহূর্তে মুখ খুলল, যখন আযীযে মিসর ছিল এ ঘটনা সম্পর্কে নানা দ্বিধাদ্বন্দ্বে জড়িত।

এ শিশুটি যদি এতটুকুই বলে দিত যে, হযরত ইউসুফ (আ.) নির্দোষ এবং দোষ যুলায়খার, তবে তাও একটি মু'জেযারূপে হযরত ইউসুফ (আ.)-এর পক্ষে তার পবিত্রতার বিরাট সাক্ষ্য হয়ে যেত, কিন্তু আল্লাহ তা'আলা এ শিশুর মুখে একটি দার্শনিকসুলভ উক্তি উচ্চারণ করিয়েছেন যে, হযরত ইউসুফ (আ.)-এর জামাটি দেখ যদি তা সামনের দিকে ছিন্ন থাকে, যুলায়খার কথা সত্য ইউসুফ (আ.) মিথ্যাবাদী সাব্যস্ত হবেন। পক্ষান্তরে যদি জামাটি পিছন দিকে ছিন্ন থাকে, তবে এতে এ ছাড়া অন্য কোনো সম্ভাবনাই নেই যে, হযরত ইউসুফ (আ.) পলায়নরত ছিলেন এবং যুলায়খা তাকে পালায়নে বাধা দিতে চাচ্ছিল।

শিশুর বাকশক্তির আলৌকিকতা ছাড়াও এ বিষয়টি প্রত্যেকের হৃদয়ঙ্গম হতে পারত। অতঃপর যখন বর্ণিত আলামত অনুযায়ী জামাটি পিছন দিকে ছিন্ন দেখা গেল, তখন বাহ্যিক আলামত দৃষ্টেও হযরত ইউসুফ (আ.)-এর পবিত্রতা সপ্রমাণ হয়ে গেল।

'সাক্ষ্যদাতা'র ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে আমরা বলেছি যে, সে ছিল একটি কচি শিশু, যাতে আল্লাহ তা'আলা অলৌকিকভাবে বাকশক্তি দান করেন। এক হাদীসে রাসূলুল্লাহ ﷺ থেকে এ ব্যাখ্যা প্রমাণিত রয়েছে। ইমাম আহমদ স্বীয় মুসনাদে, ইবনে হাব্বান স্বীয় গ্রন্থে এবং হাকিম তার মুস্তাদরাকে এটি উল্লেখ করে বর্ণনাটিকে সহীহ হাদীস আখ্যা দিয়েছেন।

কতিপয় বিধান ও মাসআলা : আলোচ্য আয়াতসমূহ থেকে কতিপয় বিধান ও মাসআলা বুঝা যায় :

মাসআলা : ১. وَاسْتَبَقَا الْبَابَ আয়াত থেকে বুঝা যায় যে, যে জায়গায় পাপে লিপ্ত হওয়ার আশঙ্কা থাকে, সে জায়গাকেই পরিত্যাগ করা উচিত; যেমন হযরত ইউসুফ (আ.) সব দরজা বন্ধ হওয়া এবং ঐতিহাসিক বর্ণনা অনুযায়ী তালাবদ্ধ হওয়া সত্ত্বেও দরজার দিকে দৌড় প্রদানে নিজের সমস্ত শক্তি ব্যয় করেছেন। এহেন অবস্থায় আল্লাহর পক্ষ থেকে সাহায্যের আগমনও অনেক ক্ষেত্রে প্রত্যক্ষ করা হয়। বান্দা যখন নিজের চেষ্টা পূর্ণ করে ফেলে তখন আল্লাহ সাফল্যের উপকরণাদিও সরবরাহ করেন।

https://e-ilm.weebly.com/

মাসআলা : ২. আল্লাহ তা'আলার নির্দেশাবলি পালনে সাধ্যানুযায়ী চেষ্টার ত্রুটি না করা মানুষের অবশ্যই কর্তব্য; যদিও এর ফলাফল বাহ্যত বের হতে দেখা না যায়। ফলাফল আল্লাহর হাতে। মানুষের কাজ হলো স্বীয় শ্রম ও সাধ্যকে আল্লাহর পথে ব্যয় করে দাসত্বের পরিচয় দেওয়া; যেমন হযরত ইউসুফ (আ.) সব দরজা বন্ধ হওয়া এবং ঐতিহাসিক বর্ণনা অনুযায়ী তালাবদ্ধ হওয়া সত্ত্বেও দরজার দিকে দৌড় প্রদানে নিজের সমস্ত শক্তি ব্যয় করেছেন। এহেন অবস্থায় আল্লাহর পক্ষ থেকে সাহায্যের আগমনও অনেক ক্ষেত্রে প্রত্যক্ষ করা হয়। বান্দা যখন নিজের চেষ্টা পূর্ণ করে ফেলে তখন আল্লাহর সাফল্যের উপকরণাদিও সরবরাহ করেন।

আলোচ্য আয়াতসমূহের সে দু'আয়াতে বর্ণিত হয়েছে যে, আযীযে মিসর শিশুটির এভাবে কথা বলা দ্বারাই বুঝে নিয়েছিলেন যে, হযরত ইউসুফ (আ.)-এর পবিত্রতা প্রকাশ করার জন্যই এ অস্বাভাবিক ঘটনার অবতারণা হয়েছে। অতঃপর তার বক্তব্য অনুযায়ী যখন দেখল যে ইউসুফ (আ.)-এর জামাটিও পিছন দিক থেকেই ছিন্ন, সে তখন নিশ্চিত হয়ে গেল যে, দোষ যুলায়খার এবং হযরত ইউসুফ (আ.) পবিত্র। তদানুসারে সে যুলায়খাকে সম্বোধন করে বলল : إِنَّهُ مِنْ كَيْدِكُنَّ অর্থাৎ এসব তোমার ছলনা। তুমি নিজের দোষ অন্যের ঘাড়ে চাপাতে চাও। এরপর বলল : নারী জাতির ছলনা খুবই মারাত্মক। একে বুঝা এবং এর জাল ছিন্ন করা সহজ নয়। কেননা তারা বাহ্যত কোমল নাজুক ও অবলা হয়ে থাকে যারা তাদেরকে দেখে, তারা তাদের কথায় দ্রুত বিশ্বাস স্থাপন করে ফেলে। কিন্তু বুদ্ধি ও ধর্মভীরুতার অভাববশত তা অধিকাংশ সময় ছলনা হয়ে থাকে। −[মাযহারী]

তাফসীর কুরতুবীতে হযরত আবূ হুরায়রা (রা.)-এর রেওয়ায়েতে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর উক্তি বর্ণিত হয়েছে যে, নারীদের ছলনা ও চক্রান্ত শয়তানের ছলনা ও চক্রান্তের চাইতেও গুরুতর। কেননা আল্লাহ তা'আলা শয়তানের চক্রান্ত সম্পর্কে বলেছেন− إِنَّ كَيْدَ الشَّيْطٰنِ كَانَ ضَعِيْفًا "শয়তানের চক্রান্ত দুর্বল" পক্ষান্তরে নারীদের চক্রান্ত সম্পর্কে বলা হয়েছে : إِنَّ كَيْدَكُنَّ عَظِيْمٌ অর্থাৎ তোমদের চক্রান্ত খুবই জটিল।

এটা জানা কথা যে, এখানে সব নারী বুঝানো হয় নি; বরং ঐসব নারী সম্পর্কেই বলা হয়েছে, যারা এ ধরনের ছল চাতুরীতে লিপ্ত থাকে। আযীযে মিসর যুলায়খার ভুল বর্ণনা করার পর হযরত ইউসুফ (আ.) -কে বলল : يُوْسُفُ أَعْرِضْ عَنْ هٰذَا অর্থাৎ ইউসুফ, এ ঘটনাকে উপেক্ষা কর এবং বলাবলি করো না, যাতে বেইজ্জতি না হয়। অতঃপর যুলায়খাকে সম্বোধন করে বলল : وَاسْتَغْفِرِيْ لِذَنْۢبِكِ إِنَّكِ كُنْتِ مِنَ الْخٰطِـِٕيْنَ অর্থাৎ ভুল তোমারই তুমি নিজে ভুলের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা কর। এতে বাহ্যত : বুঝানো হয়েছে যে, স্বামীর কাছে ক্ষমা প্রার্থনা কর। এ অর্থও হতে পারে যে, হযরত ইউসুফ (আ.)-এর কাছে ক্ষমা চাও। কারণ নিজে অন্যায় করেছ এবং দোষ তার ঘাড়ে চাপিয়েছ।

শব্দবিশ্লেষণ :

رَاوَدَتْهُ : সীগাহ واحد مؤنث غائب বহছ ماضى معروف : বাব مُفَاعَلَةٌ মাসদার اَلْمُرَاوَدَةُ মূলবর্ণ (ر ـ و ـ د) জিনস اجوف واوى অর্থ− কোনো কাজের প্রতি প্ররোচিত ও উদ্বুদ্ধ করা.

هَمَّتْ : সীগাহ واحد مؤنث غائب বহছ ماضى معروف বাব نَصَرَ মাসদার اَلْهَمُّ মূলবর্ণ (ه ـ م ـ م) জিনস مضاعف ثلاثى অর্থ− চিন্তিত করা, গলানো, দুর্বল করা, শব্দ বের করা, অসুস্থ করা, ইচ্ছা ইত্যাদি।

اَلْفَحْشَاءُ : [illegible] বাব كَرُمَ মূলবর্ণ (ف ـ ح ـ ش) জিনস صحيح অর্থ− খারাপ কাজ। ঐ কথা ও কাজ, যার নিকৃষ্টতা স্পষ্ট এবং তা শুনতেও খারাপ লাগে।

خَاطِئِيْنَ : সীগাহ جمع مذكر বহছ اسم فاعل বাব سَمِعَ মাসদার اَلْخَطْءُ মূলবর্ণ (خ ـ ط ـ ء) জিনস مهموز لام অর্থ− ভুল করা, গোনাহ করা।

لَنَرَاهَا : লাম তাকিদের জন্য। نرى সীগাহ جمع متكلم বহছ مضارع معروف বাব فَتَحَ মাসদার الرُّؤْيَةُ মূলবর্ণ (ر ـ ا ـ ى) জিনস মুরাক্কাব ناقص يائى এবং مهموز عين অর্থ− দেখা।

فَلَمَّا سَمِعَتْ بِمَكْرِهِنَّ اَرْسَلَتْ اِلَيْهِنَّ وَاَعْتَدَتْ لَهُنَّ مُتَّكَاً وَّاٰتَتْ كُلَّ وَاحِدَةٍ مِّنْهُنَّ سِكِّيْنًا وَّقَالَتِ اخْرُجْ عَلَيْهِنَّ ۚ فَلَمَّا رَاَيْنَهٗٓ اَكْبَرْنَهٗ وَقَطَّعْنَ اَيْدِيَهُنَّ وَقُلْنَ حَاشَ لِلّٰهِ مَا هٰذَا بَشَرًا ؕ اِنْ هٰذَآ اِلَّا مَلَكٌ كَرِيْمٌ (٣١)

৩১. অনন্তর আযীয পত্নী যখন সে স্ত্রীলোকদের ষড়যন্ত্রের (কুৎসাবাক্যের) সংবাদ শুনল, তখন সে কারো দ্বারা তাদেরকে ডেকে পাঠাল এবং তাদের জন্য মসনদ-তাকিয়ার ব্যবস্থা করল এবং তাদের প্রত্যেককে একটি করে ছুরি দিল এবং [ইউসুফকে] বলল, একটু এদের সামনে এসো তো! অনন্তর যখন নারীরা তাঁকে দেখল, তখন তারা [তাঁর সৌন্দর্যে] সম্মোহিত হয়ে গেল এবং নিজেদের হাত কেটে ফেলল, আর বলতে লাগল, আল্লাহ পবিত্র! এ ব্যক্তি তো মানুষ নয়; এতো কোনো সম্ভ্রান্ত ফেরেশতা।

قَالَتْ فَذٰلِكُنَّ الَّذِيْ لُمْتُنَّنِيْ فِيْهِ ؕ وَلَقَدْ رَاوَدْتُّهٗ عَنْ نَّفْسِهٖ فَاسْتَعْصَمَ ؕ وَلَئِنْ لَّمْ يَفْعَلْ مَآ اٰمُرُهٗ لَيُسْجَنَنَّ وَلَيَكُوْنًا مِّنَ الصّٰغِرِيْنَ (٣٢)

৩২. সে মহিলা বলল, বস্তুত এ সেই ব্যক্তি, যার সম্বন্ধে তোমরা আমার প্রতি দোষারোপ করছিলে; আর নিশ্চয় আমি এ ব্যক্তি হতে নিজ কামনা পূর্ণ করতে চেয়েছিলাম; কিন্তু সে পাক-পবিত্র রইল। আর যদি সে ভবিষ্যতে আমার কথা পালন না করে, তবে নিশ্চয় তাকে কারাগারে প্রেরণ করা হবে এবং সে লাঞ্ছিতও হবে।

قَالَ رَبِّ السِّجْنُ اَحَبُّ اِلَيَّ مِمَّا يَدْعُوْنَنِيْٓ اِلَيْهِ ۚ وَاِلَّا تَصْرِفْ عَنِّيْ كَيْدَهُنَّ اَصْبُ اِلَيْهِنَّ وَاَكُنْ مِّنَ الْجٰهِلِيْنَ (٣٣)

৩৩. ইউসুফ দোয়া করলেন, হে আমার রব! এ স্ত্রীলোকগণ যার প্রতি আমাকে আহ্বান করছে, তা হতে কারাবরণ করাই আমার নিকট অধিক পছন্দনীয়, আর আপনি যদি তাদের ছলনাকে আমার থেকে রোধ না করেন, তবে আমি তাদের প্রতি আকৃষ্ট হয়ে পড়ব এবং মূর্খোচিত কাজ করে বসব।

শাব্দিক অনুবাদ :

৩১. فَلَمَّا سَمِعَتْ অনন্তর আযীয পত্নী যখন শুনল بِمَكْرِهِنَّ সে স্ত্রীলোকদের কুৎসা বাক্যের সংবাদ اَرْسَلَتْ اِلَيْهِنَّ তখন সে কারো দ্বারা তাদেরকে ডেকে পাঠাল وَاَعْتَدَتْ لَهُنَّ مُتَّكَاً এবং তাদের জন্য মসনদ তাকিয়ার ব্যবস্থা করল وَّاٰتَتْ كُلَّ وَاحِدٍ مِّنْهُنَّ سِكِّيْنًا এবং তাদের প্রত্যেককে একটি করে ছুরি দিল وَقَالَتْ এবং (ইউসুফকে) বলল اخْرُجْ عَلَيْهِنَّ একটু এদের সামনে এসো তো فَلَمَّا رَاَيْنَهٗ অনন্তর যখন নারীরা তাঁকে দেখল اَكْبَرْنَهٗ তখন তারা (তাঁর সৌন্দর্যে) সম্মোহিত হয়ে গেল وَقَطَّعْنَ اَيْدِيَهُنَّ এবং নিজেদের হাত কেটে ফেলল وَقُلْنَ حَاشَ لِلّٰهِ আর বলতে লাগল, আল্লাহ পবিত্র! مَا هٰذَا بَشَرًا এ ব্যক্তি তো মানুষ নয় اِنْ هٰذَآ اِلَّا مَلَكٌ كَرِيْمٌ এতো কোনো সম্ভ্রান্ত ফেরেশতা।

৩২. قَالَتْ সেই মহিলা বলল فَذٰلِكُنَّ الَّذِيْ لُمْتُنَّنِيْ فِيْهِ বস্তুত : এ সেই ব্যক্তি যার সম্বন্ধে তোমরা আমার প্রতি দোষারোপ করছিলে وَلَقَدْ رَاوَدْتُّهٗ عَنْ نَّفْسِهٖ আর নিশ্চয় আমি এ ব্যক্তি হতে নিজ কামনা পূর্ণ করতে চেয়েছিলাম فَاسْتَعْصَمَ কিন্তু সে পাক পবিত্র রইল وَلَئِنْ لَّمْ يَفْعَلْ مَآ اٰمُرُهٗ আর যদি সে ভবিষ্যতে আমার কথা পালন না করে لَيُسْجَنَنَّ, তবে নিশ্চয় তাকে কারাগারে প্রেরণ করা হবে وَلَيَكُوْنًا مِّنَ الصّٰغِرِيْنَ এবং লাঞ্ছিতও হবে।

৩৩. قَالَ ইউসুফ দোয়া করলেন رَبِّ السِّجْنُ اَحَبُّ اِلَيَّ হে আমার রব! তা হতে কারাবরণ করাই আমার নিকট অধিক পছন্দনীয় مِمَّا يَدْعُوْنَنِيْٓ اِلَيْهِ এ স্ত্রী লোকগণ যার প্রতি আমাকে আহ্বান করছে وَاِلَّا تَصْرِفْ عَنِّيْ كَيْدَهُنَّ আর যদি আপনি তাদের কুচক্রকে আমা হতে রোধ না করেন اَصْبُ اِلَيْهِنَّ তবে আমি তাদের প্রতি আকৃষ্ট হয়ে পড়ব وَاَكُنْ مِّنَ الْجٰهِلِيْنَ এবং মূর্খোচিত কাজ করে বসব।

https://e-ilm.weebly.com/

فَاسْتَجَابَ لَهُ رَبُّهُ فَصَرَفَ عَنْهُ كَيْدَهُنَّ ۚ إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ ﴿٣٤﴾

৩৪. অনন্তর তাঁর প্রতিপালক তাঁর দোয়া কবুল করলেন এবং তার থেকে সেই স্ত্রীলোকদের ছলনাকে অপসারিত করে দিলেন। নিঃসন্দেহে তিনি অতিশয় শ্রবণকারী, অত্যন্ত জ্ঞানী।

ثُمَّ بَدَا لَهُمْ مِنْ بَعْدِ مَا رَأَوُا الْآيَاتِ لَيَسْجُنُنَّهُ حَتَّىٰ حِينٍ ﴿٣٥﴾

৩৫. অতঃপর বিভিন্ন নিদর্শনাবলি দেখার পর তাদের নিকট এটাই যুক্তিযুক্ত মনে হলো, যে, তাকে এক [নির্দিষ্ট] সময় পর্যন্ত কারাগারে রাখা হোক।

وَدَخَلَ مَعَهُ السِّجْنَ فَتَيَانِ ۖ قَالَ أَحَدُهُمَا إِنِّي أَرَانِي أَعْصِرُ خَمْرًا ۖ وَقَالَ الْآخَرُ إِنِّي أَرَانِي أَحْمِلُ فَوْقَ رَأْسِي خُبْزًا تَأْكُلُ الطَّيْرُ مِنْهُ ۖ نَبِّئْنَا بِتَأْوِيلِهِ ۖ إِنَّا نَرَاكَ مِنَ الْمُحْسِنِينَ ﴿٣٦﴾

৩৬. আর ইউসুফের সাথে [বাদশাহর] আরো দুজন দাস কারাগারে ঢুকল। তাদের একজন বলল, আমি নিজেকে স্বপ্নে দেখি যে, শরাব নিঃসারণ করছি, এবং অপরজন বলল, আমি নিজকে এমন অবস্থায় দেখি যে, রুটি মাথায় করে নিয়ে যাচ্ছি, আর তা থেকে পাখিরা খাচ্ছে। আমাদেরকে এ স্বপ্নের তা'বীর বলে দিন, আপনাকে আমাদের নিকট সৎকর্ম পরায়ণ বলে মনে হচ্ছে।

قَالَ لَا يَأْتِيكُمَا طَعَامٌ تُرْزَقَانِهِ إِلَّا نَبَّأْتُكُمَا بِتَأْوِيلِهِ قَبْلَ أَنْ يَأْتِيَكُمَا ۚ ذَٰلِكُمَا مِمَّا عَلَّمَنِي رَبِّي ۚ إِنِّي تَرَكْتُ مِلَّةَ قَوْمٍ لَا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَهُمْ بِالْآخِرَةِ هُمْ كَافِرُونَ ﴿٣٧﴾

৩৭. ইউসুফ বললেন, যে খাদ্য তোমাদের নিকট আসে, যা তোমরা খাওয়ার জন্য পাও, তা আসার পূর্বেই আমি তোমাদেরকে তার হাকীকত বলে দিয়ে থাকি, এ বলে দেওয়া সে বিদ্যারই কল্যাণে, যা আমার রব আমাকে শিক্ষা দিয়েছেন; আমি তাদের ধর্মমতকে [পূর্বেই] বর্জন করেছি, যারা আল্লাহর প্রতি ঈমান আনে না এবং তারা পরকালকেও স্বীকার করে না।

শাব্দিক অনুবাদ :

৩৪. فَاسْتَجَابَ لَهُ رَبُّهُ অনন্তর তাঁর প্রতিপালক তাঁর দোয়া কবুল করলেন فَصَرَفَ عَنْهُ كَيْدَهُنَّ এবং তার হতে সেই স্ত্রী লোকদের চক্রান্তকে অপসারিত করে দিলেন إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ নিঃসন্দেহে তিনি অতিশয় শ্রবণকারী অত্যন্ত জ্ঞানী।

৩৫. ثُمَّ بَدَا لَهُمْ অতঃপর তাদের নিকট এটাই যক্তিযুক্ত মনে হলো مِنْ بَعْدِ مَا رَأَوُا الْآيَاتِ বিভিন্ন নিদর্শনাবলি দেখার পর لَيَسْجُنُنَّهُ তাকে কারাগারে রাখা হোক حَتَّىٰ حِينٍ এক নির্দিষ্ট সময় পর্যন্ত।

৩৬. وَدَخَلَ مَعَهُ السِّجْنَ فَتَيَانِ আর ইউসুফের সাথে (বাদশাহর) আরো দু'জন দাস কারাগারে ঢুকল قَالَ أَحَدُهُمَا তাদের একজন বলল إِنِّي أَرَانِي আমি নিজেকে স্বপ্নে দেখি যে, أَعْصِرُ خَمْرًا শরাব নিঃসারণ করছি وَقَالَ الْآخَرُ এবং অপরজন বলল إِنِّي أَرَانِي আমি নিজেকে এমন অবস্থায় দেখি যে, أَحْمِلُ فَوْقَ رَأْسِي خُبْزًا রুটি মাথায় করে নিয়ে যাচ্ছি تَأْكُلُ الطَّيْرُ مِنْهُ তা থেকে পাখীরা খাচ্ছে نَبِّئْنَا بِتَأْوِيلِهِ আমাদেরকে এ স্বপ্নের তাবীর বলে দিন إِنَّا نَرَاكَ مِنَ الْمُحْسِنِينَ আপনাকে আমাদের নিকট সৎ কর্মপরায়ণ বলে মনে হচ্ছে।

৩৭. قَالَ ইউসুফ বললেন لَا يَأْتِيكُمَا طَعَامٌ যে খাদ্য তোমাদের নিকট আসে تُرْزَقَانِهِ যা তোমরা খাওয়ার জন্য পাও إِلَّا نَبَّأْتُكُمَا بِتَأْوِيلِهِ আমি তোমাদেরকে তার হাকীকত বলে দিয়ে থাকি قَبْلَ أَنْ يَأْتِيَكُمَا তা (তোমাদের নিকট) আসার পূর্বেই ذَٰلِكُمَا مِمَّا عَلَّمَنِي رَبِّي এ বলে দেওয়া সেই বিদ্যার কারণেই যা আমার রব আমাকে শিক্ষা দিয়েছেন إِنِّي تَرَكْتُ مِلَّةَ قَوْمٍ আমি তাদের ধর্মমতকে (পূর্বেই) বর্জন করেছি لَا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ যারা আল্লাহর প্রতি ঈমান আনে না وَهُمْ بِالْآخِرَةِ هُمْ كَافِرُونَ এবং তারা পরকালকেও স্বীকার করে না।

https://e-ilm.weebly.com/

https://e-ilm.weebly.com/

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

فَلَمَّا سَمِعَتْ بِمَكْرِهِنَّ اَرْسَلَتْ اِلَيْهِنَّ অর্থাৎ যখন যুলায়খা উক্ত মহিলাদের চক্রান্তের কথা জানতে পারল, তখন তাদেরকে একটি ভোজসভায় ডেকে পাঠাল।

এখানে মহিলাদের কানাঘুষাকে যুলায়খা مَكْر অর্থাৎ চক্রান্ত করেছে। অথচ বাহ্যতঃ তারা কোনো চক্রান্ত করেনি। কিন্তু যেহেতু তারা গোপনে গোপনে কুৎসা রটনা করত, তাই একে চক্রান্ত বলা হয়েছে।

وَاَعْتَدَتْ لَهُنَّ مُتَّكَئًا অর্থাৎ যখন মহিলারা ভোজসভায় উপস্থিত হলো, তাদের সামনে বিভিন্ন প্রকার খাদ্য ও ফল উপস্থিত করা হলো। তন্মধ্যে কিছু খাদ্য চাকু দিয়ে কেটে খাওয়ার ছিল। তাই প্রত্যেককে এক একটি চাকুও দেওয়া হলো। এর বাহ্যিক উদ্দেশ্য তো ছিল ফল কাটা; কিন্তু মনে অন্য ইচ্ছা লুক্কায়িত ছিল, যা পরে বর্ণিত হবে। অর্থাৎ আগত মহিলারা ইউসুফ (আ.)-কে দেখে হতভম্ব হয়ে যাবে এবং চাকু দিয়ে ফলের পরিবর্তে নিজ নিজ হাত কেটে ফেলবে।

وَقَالَتِ اخْرُجْ عَلَيْهِنَّ অর্থাৎ এ সব আয়োজন সমাপ্ত করার পর অন্য এক কক্ষে অবস্থানরত হযরত ইউসুফ (আ.) কে যুলায়খা বলল : একটু বের হয়ে এসো। হযরত ইউসুফ (আ.) তার কু-উদ্দেশ্য জানতেন না। তাই বাইরে এসে ভোজসভায় উপস্থিত হলেন।

فَلَمَّا رَاَيْنَهٗ اَكْبَرْنَهٗ وَقَطَّعْنَ اَيْدِيَهُنَّ وَقُلْنَ حَاشَ لِلّٰهِ مَا هٰذَا بَشَرًا اِنْ هٰذَآ اِلَّا مَلَكٌ كَرِيْمٌ অর্থাৎ, সমাগত মহিলারা হযরত ইউসুফ (আ.)-কে দেখল, তখন তাঁর রূপ ও সৌন্দর্য দর্শনে বিমোহিত হয়ে গেল এবং নিজ নিজ হাত কেটে ফেলল। অর্থাৎ ফল কাটার সময় যখন এ বিস্ময়কর ঘটনা দৃষ্টিগোচল হলো, তখন চাকু হাতেই লেগে গেল। অনমনস্কতার সময় প্রায়ই এরূপ হয়ে থাকে। তারা বলতে লাগল : হায় আল্লাহ! এ ব্যক্তি কখনোই মানব নয়। সে তো মহানুভব ফেরেশতা। উদ্দেশ্য এই যে, ফেরেশতারাই এরূপ নূরানী চেহারাযুক্ত হতে পারে।

قَالَتْ فَذٰلِكُنَّ الَّذِىْ لُمْتُنَّنِىْ فِيْهِ وَلَقَدْ رَاوَدْتُّهٗ عَنْ نَّفْسِهٖ فَاسْتَعْصَمَ وَلَئِنْ لَّمْ يَفْعَلْ مَآ اٰمُرُهٗ لَيُسْجَنَنَّ وَلَيَكُوْنًا مِّنَ الصّٰغِرِيْنَ যুলায়খা বলল : দেখে নাও, এ ঐব্যক্তি, যার সম্পর্কে তোমরা আমাকের ভৎর্সনা করতে। বাস্তবিকই আমি তার কাছে নিজেকে সমর্পণ করতে চেয়েছিলাম; কিন্তু সে নিষ্পাপ রয়েছে। ভবিষ্যতে সে আমার আদেশ পালন না করলে অবশ্যই কারাগারে প্রেরিত হবে এবং লাঞ্ছিত হবে।

যুলায়খা যখন দেখল যে, সমাগত মহিলাদের সামনে তার গোপন ভেদ ফাঁস হয়ে গেছে, তখন সে তাদের সামনেই হযরত ইউসুফ (আ.)-কে ভীতি প্রদর্শন করতে লাগল। কোনো কোনো তাফসীরবিদ বর্ণনা করেছেন যে, তখন আমন্ত্রিত মহিলারা হযরত ইউসুফ (আ.)-কে বলতে লাগল : তুমি যুলায়খার কাছে ঋণী। কাজেই তার ইচ্ছার অবমাননা করা উচিত নয়।

পরবর্তী আয়াতের কোনো কোনো শব্দ দ্বারাও মহিলাদের উপরিউক্ত বক্তব্য সম্পর্কে আভাস পাওয়া যায়। যেমন كَيْدَهُنَّ এবং يَدْعُوْنَنِىْ এগুলোতে বহুবচনে কয়েক জনের কথা বলা হয়েছে।

হযরত ইউসুফ (আ.) দেখলেন যে, সমবেত মহিলারাও যুলায়খার সুরে সুর মিলিয়েছে এবং তাকে সমর্থন করছে। কাজেই তাদের চক্রান্তের জাল ছিন্ন করার বাহ্যিক কোনো উপায় নেই। এমতাবস্থায় তিনি আল্লাহর দিকে প্রত্যাবর্তন করলেন এবং তাঁর দরবারে আরজ করলেন : رَبِّ السِّجْنُ اَحَبُّ اِلَىَّ مِمَّا يَدْعُوْنَنِىْ اِلَيْهِ وَاِلَّا تَصْرِفْ عَنِّىْ كَيْدَهُنَّ اَصْبُ اِلَيْهِنَّ وَاَكُنْ مِّنَ الْجٰهِلِيْنَ অর্থাৎ হে আমার পালনকর্তা! এই মহিলারা আমাকে যে কাজের দিকে আহ্বান করছে, এর চাইতে জেলখানায়ই আমার অধিক পছন্দনীয়। যদি আপনি আমার থেকে ওদের চক্রান্ত প্রতিহত না করেন, তবে সম্ভবত আমি তাদের দিকে ঝুঁকে পড়ব এবং নির্বুদ্ধিতার কাজ করে

ফেলব। 'আমি জেলখানা পছন্দ করি' হযরত ইউসুফ (আ.)-এর এ উক্তি বন্দীজীবন প্রার্থনা বা কাম্য নয়; বরং পাপকাজের বিপরীতে এই পার্থিব বিপদকে সহজ মনে করার বহিঃপ্রকাশ । কোনো কোনো রেওয়ায়েতে বলা হয়েছে, যখন হযরত ইউসুফ (আ.) জেলে প্রেরিত হলেন, তখন আল্লাহর পক্ষ থেকে ওহী আসল, আপনি নিজেকে জেলে নিক্ষেপ করেছেন। কারণ আপনি বলেছিলেন السِّجْنُ أَحَبُّ إِلَيَّ। অর্থাৎ এর চাইতে আমি জেলখানাকে অধিক পছন্দ করি। আপনি নিরাপত্তা চাইলে আপনাকে পুরোপুরি নিরাপত্তা দান করা হতো। এ থেকে বুঝা গেল যে, কোনো বড় বিপদ থেকে বাঁচার জন্য দোয়ায় 'এর চাইতে অমুক ছোট বিপদে পতিত করা আমি ভালো মনে করি, বলা সমীচীন নয়; বরং প্রত্যেক বিপদাপদের সময় আল্লাহর কাছে নিরাপত্তাই প্রার্থনা করা উচিত। এ কারণেই রাসূলুল্লাহ ﷺ এক ব্যক্তিকে সবরের দোয়া করতে নিষেধ করেছেন। কেননা সবরের অর্থ হচ্ছে বিপদাপদে পতিত হওয়ার পর তা সহ্য করার ক্ষমতা। কাজেই আল্লাহর কাছে সবরের দোয়া করার পরিবর্তে নিরাপত্তার দোয়া করা উচিত। –[তিরমিযী]

একবার হযরত ﷺ -এর পিতৃব্য হযরত আব্বাস (রা.) আরজ করলেন, আমাকে কোনো একটি দোয়া শিক্ষা দিন। তিনি বললেন ঃ পালনকর্তার কাছে নিরাপত্তার দোয়া করুন। হযরত আব্বাস (রা.) বলেন ঃ কিছুদিন পর আমি আবার তাঁর কাছে দোয়া শিক্ষা দেওয়ার আবেদন করলাম। তিনি বললেন ঃ আল্লাহর কাছে ইহকাল ও পরকালের নিরাপত্তা প্রার্থনা করুন।

'যদি আপনি ওদের চক্রান্তকে প্রতিহত না করেন তবে সম্ভবত আমি ওদের দিকে ঝুঁকে পড়ব' ইউসুফ (আ.) এর একথা বলা নবুয়তের জন্য যে পবিত্রতা জরুরি, তার পরিপন্থি নয়। কারণ এ পবিত্রতার সারমর্মই হচ্ছে এই যে, আল্লাহ তা'আলা সৃষ্টিগত ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে কোনো ব্যক্তিকে গুনাহ থেকে বাঁচিয়ে নিবেন। যদিও নবুয়তের কারণে এ লক্ষ্য পূর্ব থেকেই অর্জিত ছিল, তথাপি শিষ্টাচার প্রসূত চূড়ান্ত ভীতির কারণে এরূপ দোয়া করতে বাধ্য হয়েছেন। এ থেকে আরো জানা গেল যে, আল্লাহ তা'আলার সাহায্য ব্যতিরেকে কোনো ব্যক্তিই গুনাহ থেকে বাঁচতে পারে না। আরো জানা গেল যে, প্রত্যেক গোনাহর কাজ মূর্খতাবশতঃ হয়ে থাকে। জ্ঞান মানুষকে গুনাহর কাজ থেকে বিরত রাখে। –[কুরতুবী]

فَاسْتَجَابَ لَهُ رَبُّهُ فَصَرَفَ عَنْهُ كَيْدَهُنَّ إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ অর্থাৎ তার পালনকর্তা দোয়া কবুল করলেন এবং মহিলাদের চক্রান্তকে তাঁর কাছ থেকে দূরে সরিয়ে রাখলেন। নিশ্চয় তিনি পরম শ্রোতা ও জ্ঞানী। আল্লাহ তা'আলা মহিলাদের চক্রান্তজাল থেকে হযরত ইউসুফ (আ.)-কে বাঁচানোর জন্য একটি ব্যবস্থা করলেন হযরত ইউসূফ (আ.)-এর সচ্চরিত্রতা, আল্লাহভীতি ও পবিত্রতার সুস্পষ্ট নিদর্শনাবলি দেখে আযীযে মিসর ও তার বন্ধুদের মনে নিশ্চিত বিশ্বাস জন্মেছিল যে, হযরত ইউসুফ (আ.) সৎ। কিন্তু শহরময় এ বিষয়ের কানা ঘুষা হতে থাকে। এ কানা ঘুষার অবসান করার জন্য এটাই উত্তম পথ বিবেচিত হলো যে, হযরত ইউসুফ (আ.)-কে কিছু দিনের জন্য জেলে আবদ্ধ রাখাই সমীচীন হবে। এ দ্বারা নিজেরদের ঘরও রক্ষা পাবে এবং জনগণের মধ্যেও এ বিষয়ের আলোচনা স্তিমিত হয়ে পড়বে।

ثُمَّ بَدَا لَهُمْ مِنْ بَعْدِ مَا رَأَوُا الْآيَاتِ لَيَسْجُنُنَّهُ حَتَّى حِينٍ অর্থাৎ এর পর আযীয ও তাঁর পরিষদবর্গ কিছু দিনের জন্য ইউসুফ (আ.)-কে জেলে আবদ্ধ রাখাটাই মঙ্গলজনক বলে বিবেচনা করলেন এবং সেমতে হযরত ইউসুফ (আ.) জেলে প্রেরিত হলেন।

আলোচ্য আয়াতসমূহে হযরত ইউসুফ (আ.)-এর কাহিনীর একটি প্রাসঙ্গিক ঘটনা বর্ণিত হয়েছে। একথা বার বার বলা হয়েছে যে, কুরআন পাক কোনো ঐতিহাসিক ও কিসসা কাহিনীর গ্রন্থ নয়। এতে যেসব ঐতিহাসিক কোনো ঘটনা অথবা কাহিনী বর্ণনা করা হয়েছে, সেগুলোর একমাত্র উদ্দেশ্য মানুষকে শিক্ষা, উপদেশ ও জীবনের বিভিন্ন দিক সম্পর্কে গুরুত্বপূর্ণ নির্দেশ প্রদান করা। সমগ্র কুরআন এবং অসংখ্য পয়গাম্বরের ঘটনাবলির মধ্যে একমাত্র হযরত ইউসুফ (আ.)-এর কাহিনীটিই কুরআন ধারাবাহিকভাবে বর্ননা করেছে। নতুবা স্থানোপযোগী ঐতিহাসিক ঘটনার কোনো অত্যাবশ্যকীয় অংশই শুধু উল্লেখ করা হয়েছে।

https://e-ilm.weebly.com/

হযরত ইউসুফ (আ.)-এর কাহিনীটি আদ্যোপান্ত পর্যালোচনা করলে এতে শিক্ষা ও উপদেশের অনেক উপাদান এবং মানব জীবনের বিভিন্ন স্তরের জন্য গুরুত্বপূর্ণ পথনির্দেশ রয়েছে। প্রাসঙ্গিক এ ঘটনাটিতেও অনেক হেদায়েত নিহিত রয়েছে।

ঘটনা এই যে, হযরত ইউসুফ (আ.)-এর নিষ্পাপ চরিত্র ও পবিত্রতা দিবালোকের ন্যায় ফুটে উঠা সত্ত্বেও আযীযে মিসর ও তার স্ত্রী লোক নিন্দা বন্ধ করার উদ্দেশ্যে কিছু দিনের জন্য হযরত ইউসুফ (আ.)-কে কারাগারে প্রেরণ করার সিদ্ধান্ত নেয়। এটা প্রকৃতপক্ষে হযরত ইউসুফ (আ.)-এর দোয়া ও বাসনার বাস্তব রূপায়ণ ছিল। কেননা আযীযে মিসরের গৃহে বাস করে চারিত্রিক পবিত্রতা রক্ষা করা কঠিন ব্যাপার হয়ে দাঁড়িয়েছিল।

হযরত ইউসুফ (আ.) কারাগারে পৌঁছলে সাথে আরো দু'জন অভিযুক্ত কয়েদিও কারাগারে প্রবেশ করল। তাদের একজন বাদশাহকে মদপান করাত এবং অপরজন বাবুর্চি ছিল। ইবনে কাছীর তাফসীরবিদগণের বরাত দিয়ে লিখেছেন : তারা উভয়েই বাদশাহর খাদ্যে বিষ মিশ্রিত করার অভিযোগে গ্রেফতার হয়েছিল। মোকাদ্দমার তদন্ত চলছিল বলে তাদেরকে কারাগারে আটক রাখা হয়েছিল।

ইউসুফ (আ.) কারাগারে প্রবেশ করে পয়গাম্বরসুলভ চরিত্র, দয়া ও অনুকম্পার কারণে সব কয়েদীর প্রতি সহমর্মিতা প্রদর্শন এবং সাধ্যমতো তাদের দেখা শুনা করতেন। কেউ অসুস্থ হয়ে পড়লে তার সেবা শুশ্রূষা করতেন। কাউকে চিন্তিত ও উৎকণ্ঠিত দেখলে তাকে সান্ত্বনা দিতেন। ধৈর্য শিক্ষা এবং মুক্তির আশা দিয়ে তার হিম্মত বাড়াতেন। নিজে কষ্ট করে অপরের সুখ শান্তি নিশ্চিত করতেন এবং সারারাত আল্লাহর ইবাদতে মশগুল থাকতেন। তার এহেন অবস্থা দেখে কারাগারের সব কয়েদী তার ভক্ত হয়ে গেল। কারাধ্যক্ষও তাঁর চরিত্রে মুগ্ধ হলো এবং বলল : আমার ক্ষমতা থাকলে আপনাকে ছেড়ে দিতাম। এখানে যাতে আপনার কোনোরূপ কষ্ট না হয়, এখন শুধু সেদিকেই লক্ষ্য রাখতে পারি।

হযরত ইউসুফ (আ.) -এর সাথে কারাগারে প্রবেশকারী দু'জন কয়েদি একদিন বলল : আমাদের দৃষ্টিতে আপনি একজন সৎ ও মহানুভব ব্যক্তি। তাই আপনার কাছে আমরা স্বপ্নের ব্যাখ্যা জিজ্ঞেস করতে চাই। হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) ও অন্যান্য তাফসীরবিদ বলেন : তারা বাস্তবিকই এ স্বপ্ন দেখেছিল। মোটকথা, তাদের একজন, অর্থাৎ যে ব্যক্তি বাদশাহকে মদ্যপান করাত, সে বলল : আমি দেখি যে, আঙ্গুল থেকে শরাব বের করছি। দ্বিতীয়জন অর্থাৎ বাবুর্চি বলল : আমি দেখি যে, আমার মাথায রুটি ভর্তি একটি ঝুড়ি রয়েছে। তা থেকে পাখিরা ঠুকরে ঠুকরে আহার করছে। তারা উভয়ে স্বপ্নের ব্যাখ্যা বলে দিতে অনুরোধ জানাল।

হযরত ইউসুফ (আ.)-কে স্বপ্নের ব্যাখ্যা জিজ্ঞেস করা হয়েছে; কিন্তু তিনি পয়গাম্বরসুলভ ভঙ্গিতে এ প্রশ্নের উত্তর দানের পূর্বে ঈমানের দাওয়াত ধর্মপ্রচারের কাজ আরম্ভ করে দিলেন। প্রচারের মূলনীতি অনুযায়ী প্রজ্ঞা ও বুদ্ধিমত্তাকে কাজে লাগিয়ে সর্বপ্রথম তাদের অন্তরে আস্থা সৃষ্টি করার উদ্দেশ্যে একটি মু'জিযা উল্লেখ করলেন যে, তোমাদের জন্য প্রত্যহ যে খাদ্য তোমাদের বাসা থেকে কিংবা অন্য কোনো জায়গা থেকে আসে, তা আসার আগেই আমি তোমাদেরকে খাদ্যের প্রকার, গুণাগুণ, পরিমাণ ও সময় সম্পর্কে বলে দেই। বাস্তবে আমার সরবরাহকৃত তথ্য সব সত্য হয়। ذٰلِكُمَا مِمَّا عَلَّمَنِىْ رَبِّىْ অর্থাৎ এটা কোনো ভবিষ্যৎ কথন, জ্যোতিষ বিদ্যা অথবা অতীন্দ্রিয়বাদের ভেলকি নয়; বরং আমার পালনকর্তা ওহীর মাধ্যমে আমাকে যা বলে দেন, আমি তাই তোমাদেরকে জানিয়ে দেই। নিঃসন্দেহে এ প্রকাশ্য মু'জিযাটি নবুয়তের প্রমাণ এবং আস্থার অনেক বড় কারণ। এরপর প্রথমে কুফরের নিন্দা এবং কাফেরদের ধর্মের প্রতি স্বীয় বিমুখতা বর্ণনা করছেন। অতঃপর আরো বলেছেন যে, আমি নবী পরিবারেরই একজন এবং তাদেরই সত্য ধর্মের অনুসারী। আমার পিতৃপরুষ হচ্ছেন ইবরাহীম, ইসহাক ও ইয়াকূব। এ বংশগত আভিজাত্যও স্বভাবতঃ মানুষের আস্থা অর্জনে সহায়ক হয়। এরপর বলেছেন যে, আল্লাহ তা'আলার সাথে কাউকে আল্লাহর গুণাবলিতে অংশীদার মনে করা আমাদের জন্য মোটেই বৈধ নয়। এ সত্য ধর্মের তৌফিক আমাদের প্রতি এবং সব লোকের প্রতি আল্লাহ তা'আলারই অনুগ্রহ। তিনি সুস্থ

https://e-ilm.weebly.com/

বিবেক বুদ্ধি দান করে সত্যকে গ্রহণ করা আমাদের জন্য সহজ করে দিয়েছেন। কিন্তু অনেক লোক এ নিয়ামতের কদর ও অনুগ্রহ স্বীকার করে না। অতঃপর তিনি কয়েদীদেরকেই প্রশ্ন করলেন : আচ্ছা তোমরাই বল, অনেক পালনকর্তার উপাসক হওয়া উত্তম, না এক আল্লাহর দাস হওয়া ভালো, যিনি সবার উপরে পরাক্রমশালী? অতঃপর অন্য এক পন্থায় মূর্তিপূজার অনিষ্টকারিতা বর্ণনা করে বললেন : তোমরা এবং তোমাদের পিতৃপুরুষেরা কিছু সংখ্যক প্রতিমাকে পালনকর্তা মনে করে নিয়েছ। এরা শুধু নামসর্বস্বই, অথচ এদেরকেই তোমরা মা'বূদ সাব্যস্ত করে নিয়েছ ওদের মধ্যে এমন কোনো সত্তাগত গুণ নেই যে, ওদেরকে সামান্যতম শক্তি ও ক্ষমতার অধিকারী মনে করা যেতে পারে। কারণ ওরা সবাই চেতনা ও অনুভূতিহীন। এটা চাক্ষুষ বিষয়। ওদের সত্য উপাস্য হওয়ার অপর একটি উপায় ছিল এই যে, আল্লাহ তা'আলা ওদের আরাধনার জন্য নির্দেশ নাজিল করতেন। এমতাবস্থায় চাক্ষুষ অভিজ্ঞতা ও বিবেকবুদ্ধি যদিও ওদের খোদায়ী স্বীকার না করত, কিন্তু আল্লাহর নির্দেশের কারণে আমরা চাক্ষুষ অভিজ্ঞতাকে ছেড়ে আল্লাহর নির্দেশ পালন করতাম। কিন্তু এখানে এরূপ কোনো নির্দেশও নেই। কেননা আল্লাহ তা'আলা এসব কৃত্রিম উপাস্যের ইবাদতের জন্য কোনো প্রমাণ কিংবা সনদও নাজিল করেননি; বরং তিনি এ কথাই বলেছেন যে, নির্দেশ ও শাসনক্ষমতার অধিকার আল্লাহ ব্যতীত আর কারো নেই। অতঃপর তিনি নির্দেশ দিয়েছেন যে, আল্লাহ ব্যতীত কারো ইবাদত করো না। আমার পিতৃপুরুষেরা এ সত্য ধর্মই আল্লাহ তা'আলার পক্ষ থেকে প্রাপ্ত হয়েছেন; কিন্তু অধিকাংশ লোক এ সত্য জানে না

প্রচার ও দাওয়াত সমাপ্ত করার পর হযরত ইউসুফ (আ.) কয়েদীদের স্বপ্নের দিকে মনোযোগ দিলেন এবং বললেন : তোমাদের একজন তো মুক্তি পাবে এবং চাকরিতে পুনর্বহাল হয়ে বাদশাহকে মদ্যপান করাবে। অপর জনের অপরাধ প্রমাণিত হবে এবং তাকে শূলে চড়ানো হবে। পাখীরা তার মাথার মগজ ঠুকরে খাবে।

শব্দবিশ্লেষণ :

سِكِّيْنًا : فِعِّيْلٌ এর ওযনে ইসমে মুশতাক। অর্থ- ছুরি, চাকু। এটি মুযাক্কার-মুয়ান্নাছ দুভাবেই ব্যবহার হয়। তবে মুযাক্কার হিসেবেই বেশি ব্যবহার হয়। ইমাম রাগের (র.) লিখেন, এর নাম سِكِّيْنٌ রাখার কারণ হলো, এটি জবাইকৃত প্রাণীর নড়াচড়া নিঃশেষ করে স্বস্থির ব্যবস্থা করে দেয়। এটি سُكُوْنٌ থেকে নির্গত।

لُمْتُنَّنِيْ : এটি قُلْتُنَّ এর ওযনে। সীগাহ جمع مؤنث حاضر বহছ ماضى معروف বাব نَصَرَ, মাসদার اَللَّوْمُ ও اَللَّوْمَةُ মূলবর্ণ (ل ـ و ـ م) জিনস اجوف واوى অর্থ- তিরস্কার করা। এর মাসদার ملام ও ملامة ও আসে। অর্থ- কোনো জিনিসকে খারাপ মনে করে তিরস্কার করা।

رَاوَدْتُهٗ : সীগাহ واحد متكلم বহছ ماضى معروف ; বাব مُفَاعَلَةٌ মাসদার اَلْمُرَاوَدَةُ মূলবর্ণ (ر ـ و ـ د) জিনস اجوف واوى অর্থ- ফুসলানো।

لَيُسْجَنَنَّ : সীগাহ واحد مذكر غائب বহছ مضارع مجهول لام تاكيد بانون تاكيد বাব نَصَرَ মাসদার اَلسِّجْنُ মূলবর্ণ (س ـ ج ـ ن) জিনস صحيح অর্থ- বন্দী করা, বিরত রাখা, অভিযুক্ত করা।

رَاَوْا : সীগাহ جمع مذكرغائب বহছ ماضى معروف বাব فَتَحَ মাসদার اَلرُّؤْيَةُ মূলবর্ণ (ر ـ أ ـ ى) জিনস مركب (مهموز عين ও ناقص يائى) অর্থ- দেখা।

نَبِّئْنَا : সীগাহ واحد مذكر حاضر বহছ امر حاضر معروف বাব تَفْعِيْلٌ মাসদার اَلتَّنْبِئَةُ মূলবর্ণ (ن ـ ب ـ أ) জিনস مهموزلام অর্থ- সুসংবাদ দেওয়া, সতর্ক করা।

https://e-ilm.weebly.com/

৩৮. আর আমি অনুসরণ করেছি আমার পিতৃপুরুষ ইবরাহীম ও ইসহাক (আ.) এবং ইয়াকূব (আ.)-এর ধর্মমতকে; আমাদের পক্ষে কিছুতেই শোভনীয় নয় যে, আল্লাহর সঙ্গে অন্য কোনো কিছুকে শরিক সাব্যস্ত করি। তা হচ্ছে আমাদের প্রতি এবং অন্যান্য মানুষের প্রতিও আল্লাহর এক অনুগ্রহ; কিন্তু অধিকাংশ লোকই কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে না।	وَاتَّبَعْتُ مِلَّةَ اٰبَآءِيْۤ اِبْرٰهِيْمَ وَاِسْحٰقَ وَيَعْقُوْبَ ؕ مَا كَانَ لَنَاۤ اَنْ نُّشْرِكَ بِاللّٰهِ مِنْ شَيْءٍ ؕ ذٰلِكَ مِنْ فَضْلِ اللّٰهِ عَلَيْنَا وَعَلَى النَّاسِ وَلٰكِنَّ اَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَشْكُرُوْنَ ﴿٣٨﴾
৩৯. হে কারাবন্ধুগণ! বিভিন্ন উপাস্য কি উত্তম নাকি এক মা'বূদ? যিনি পরম পরাক্রান্ত।	يٰصَاحِبَيِ السِّجْنِ ءَاَرْبَابٌ مُّتَفَرِّقُوْنَ خَيْرٌ اَمِ اللّٰهُ الْوَاحِدُ الْقَهَّارُ ﴿٣٩﴾
৪০. তোমরা তো আল্লাহকে ছেড়ে কেবলমাত্র কতিপয় অবাস্তব নামের পূজা করছ যাদেরকে তোমরা এবং তোমাদের পিতৃপুরুষরা সাব্যস্ত করে নিয়েছো; আল্লাহ তো সেগুলো সম্বন্ধে কোনো প্রমাণ পাঠাননি। হুকুম [প্রদানের অধিকার শুধু] আল্লাহরই; তিনি এ হুকুম দিয়েছেন যে, তিনি ব্যতীত তোমরা আর কারো ইবাদত করো না। তা-ই হচ্ছে সরল পথ। কিন্তু অধিকাংশ লোকই অবগত নয়।	مَا تَعْبُدُوْنَ مِنْ دُوْنِهٖۤ اِلَّاۤ اَسْمَآءً سَمَّيْتُمُوْهَاۤ اَنْتُمْ وَاٰبَآؤُكُمْ مَّاۤ اَنْزَلَ اللّٰهُ بِهَا مِنْ سُلْطٰنٍ ؕ اِنِ الْحُكْمُ اِلَّا لِلّٰهِ ؕ اَمَرَ اَلَّا تَعْبُدُوْۤا اِلَّاۤ اِيَّاهُ ؕ ذٰلِكَ الدِّيْنُ الْقَيِّمُ وَلٰكِنَّ اَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُوْنَ ﴿٤٠﴾

শাব্দিক অনুবাদ :

৩৮. وَاتَّبَعْتُ আর আমি অনুসরণ করেছি مِلَّةَ اٰبَآءِيْۤ اِبْرٰهِيْمَ وَاِسْحٰقَ وَيَعْقُوْبَ আমার পিতৃপুরুষ ইবরাহীম ও ইসহাক এবং ইয়াকূবের ধর্মমতকে مَا كَانَ لَنَا আমাদের পক্ষে কিছুতেই শোভনীয় নয় যে اَنْ نُّشْرِكَ بِاللّٰهِ مِنْ شَيْءٍ আল্লাহর সঙ্গে অন্য কোনো কিছুকে শরিক সাব্যস্ত করি ذٰلِكَ مِنْ فَضْلِ اللّٰهِ এটা হচ্ছে আল্লাহর এক অনুগ্রহ عَلَيْنَا وَعَلَى النَّاسِ আমাদের প্রতি এবং অন্যান্য মানুষের প্রতিও وَلٰكِنَّ اَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَشْكُرُوْنَ কিন্তু অধিকাংশ লোকই কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে না।

৩৯. يٰصَاحِبَيِ السِّجْنِ হে কারা বন্ধুগণ! ءَاَرْبَابٌ مُّتَفَرِّقُوْنَ خَيْرٌ বিভিন্ন উপাস্য কি উত্তম اَمِ اللّٰهُ الْوَاحِدُ الْقَهَّارُ না এক মা'বূদ? যিনি পরম পরাক্রান্ত।

৪০. مَا تَعْبُدُوْنَ مِنْ دُوْنِهٖۤ اِلَّاۤ اَسْمَآءً তোমরা তো আল্লাহকে ছেড়ে কেবল মাত্র কতিপয় অবাস্তব নামের পূজা করছ سَمَّيْتُمُوْهَاۤ اَنْتُمْ وَاٰبَآؤُكُمْ যাদেরকে তোমরা এবং তোমাদের পিতৃপুরুষরা সাব্যস্ত করে নিয়েছ مَّاۤ اَنْزَلَ اللّٰهُ بِهَا مِنْ سُلْطٰنٍ আল্লাহ তো সেগুলো সম্বন্ধে কোনো প্রমাণ পাঠাননি اِنِ الْحُكْمُ اِلَّا لِلّٰهِ হুকুম (প্রদানের অধিকার শুধু) আল্লাহরই اَمَرَ তিনি এ হুকুম দিয়েছেন যে اَلَّا تَعْبُدُوْۤا اِلَّاۤ اِيَّاهُ তিনি ব্যতীত তোমরা আর কারো ইবাদত করো না ذٰلِكَ الدِّيْنُ الْقَيِّمُ এটাই হচ্ছে সরল পথ وَلٰكِنَّ اَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُوْنَ কিন্তু অধিকাংশ লোকই অবগত নয়।

https://e-ilm.weebly.com/

يٰصَاحِبَيِ السِّجْنِ اَمَّآ اَحَدُكُمَا فَيَسْقِيْ رَبَّهٗ خَمْرًا ۚ وَاَمَّا الْاٰخَرُ فَيُصْلَبُ فَتَاْكُلُ الطَّيْرُ مِنْ رَّاْسِهٖ ۚ قُضِيَ الْاَمْرُ الَّذِيْ فِيْهِ تَسْتَفْتِيٰنِ (٤١)	৪১. হে কারাবন্ধুগণ! তোমাদের মধ্যকার এক ব্যক্তি তো স্বীয় মনিবকে মদ্যপান করাবে; এবং অপর ব্যক্তি শূলবিদ্ধ হবে এবং তার মস্তক পাখিরা [ঠুকরিয়ে] খাবে। তোমরা যে বিষয় জিজ্ঞাসা করছিলে, তা এরূপেই নির্ধারিত হয়ে রয়েছে।
وَقَالَ لِلَّذِيْ ظَنَّ اَنَّهٗ نَاجٍ مِّنْهُمَا اذْكُرْنِيْ عِنْدَ رَبِّكَ ۫ فَاَنْسٰىهُ الشَّيْطٰنُ ذِكْرَ رَبِّهٖ فَلَبِثَ فِي السِّجْنِ بِضْعَ سِنِيْنَ (٤٢)	৪২. আর যে ব্যক্তি মুক্তি পাবে বলে ধারণা ছিল, তাকে ইউসুফ (আ.) বললেন, তোমার মনিবের নিকট আমার [বিষয়]-ও উল্লেখ করিও, কিন্তু শয়তান তাকে তার মনিবের নিকট উল্লেখ করতে ভুলিয়ে দিল, অতএব, আরো কয়েক বছর তাঁকে কারাগারে থাকতে হলো।
وَقَالَ الْمَلِكُ اِنِّيْٓ اَرٰى سَبْعَ بَقَرٰتٍ سِمَانٍ يَّاْكُلُهُنَّ سَبْعٌ عِجَافٌ وَّسَبْعَ سُنْۢبُلٰتٍ خُضْرٍ وَّاُخَرَ يٰبِسٰتٍ ۭ يٰٓاَيُّهَا الْمَلَاُ اَفْتُوْنِيْ فِيْ رُءْيَايَ اِنْ كُنْتُمْ لِلرُّءْيَا تَعْبُرُوْنَ (٤٣)	৪৩. আর [মিসরের] বাদশাহ বলল, আমি [স্বপ্নে] দেখি যে, সাতটি হৃষ্টপুষ্ট গাভী যাদেরকে সাতটি জীর্ণশীর্ণ গাভী খেয়ে ফেলছে, আর সাতটি তাজা শস্যগুচ্ছ রয়েছে এবং তা ব্যতীত আরো সাতটি রয়েছে যা শুষ্ক ; হে পরিষদবৃন্দ! আমাকে আমার এ স্বপ্ন সম্বন্ধে উত্তর দাও, যদি তোমরা স্বপ্নব্যাখ্যা বর্ণনা করতে সক্ষম হও।

শাব্দিক অনুবাদ :

৪১. يٰصَاحِبَيِ السِّجْنِ হে কারা বন্ধুগণ اَمَّآ اَحَدُكُمَا তোমাদের মধ্যে এক ব্যক্তি তো فَيَسْقِيْ رَبَّهٗ خَمْرًا স্বীয় মনিবকে মদ্য পান করাবে وَاَمَّا الْاٰخَرُ فَيُصْلَبُ এবং অপর ব্যক্তি শূলবিদ্ধ হবে فَتَاْكُلُ الطَّيْرُ مِنْ رَّاْسِهٖ এবং তার মস্তক পাখীরা (ঠোকরিয়ে) খাবে قُضِيَ الْاَمْرُ الَّذِيْ فِيْهِ تَسْتَفْتِيٰنِ তোমরা যে বিষয়ে জিজ্ঞাসা করছিলে তা এরূপেই নির্ধারিত হয়ে থাকে।

৪২. وَقَالَ الَّذِيْ ظَنَّ اَنَّهٗ نَاجٍ مِّنْهُمَا আর যে ব্যক্তি মুক্তি পাবে বলে ধারণা ছিল তাকে ইউসুফ বললেন اذْكُرْنِيْ عِنْدَ رَبِّكَ তোমার মনিবের নিকট আমার (বিষয়) ও উল্লেখ করবে فَاَنْسٰىهُ الشَّيْطٰنُ কিন্তু শয়তান তাকে ভুলিয়ে দিল ذِكْرَ رَبِّهٖ তাকে তার মনিবের নিকট উল্লেখ করতে فَلَبِثَ فِي السِّجْنِ بِضْعَ سِنِيْنَ অতএব, আরো কয়েক বৎসর তাঁকে কারাগারে থাকতে হলো।

৪৩. وَقَالَ الْمَلِكُ আর (মিসরের) বাদশাহ বলল اِنِّيْٓ اَرٰى আমি (স্বপ্নে) দেখি যে, سَبْعَ بَقَرٰتٍ سِمَانٍ সাতটি হৃষ্টপুষ্ট গাভী يَّاْكُلُهُنَّ যাদেরকে খেয়ে ফেলছে سَبْعٌ عِجَافٌ সাতটি জীর্ণ শীর্ণ গাভী وَّسَبْعَ سُنْۢبُلٰتٍ خُضْرٍ আর সাতটি তাজা শস্য গুচ্ছ রয়েছে وَّاُخَرَ يٰبِسٰتٍ এবং তা ব্যতীত আরো সাতটি রয়েছে যা শুষ্ক يٰٓاَيُّهَا الْمَلَاُ হে পরিষদবৃন্দ! اَفْتُوْنِيْ فِيْ رُءْيَايَ আমাকে আমার এ স্বপ্ন সম্বন্ধে উত্তর দাও اِنْ كُنْتُمْ لِلرُّءْيَا تَعْبُرُوْنَ যদি তোমরা স্বপ্ন ব্যাখ্যা বর্ণনা করতে সক্ষম হও।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

পয়গাম্বরসুলভ অনুকম্পার অভিনব দৃষ্টান্ত : আল্লামা ইবনে কাছীর (র.) বলেন : উভয় কয়েদীর স্বপ্ন পৃথক পৃথক ছিল। প্রত্যেকটির ব্যাখ্যা নির্দিষ্ট ছিল এবং এটাও নির্দিষ্ট ছিল যে, যে ব্যক্তি বাদশাহকে মদ্যপান করাত, সে মুক্ত হয়ে চাকরিতে পুনর্বহাল হবে এবং বাবুর্চিকে শূলে চড়ানো হবে। কিন্তু হযরত ইউসুফ (আ.) পয়গাম্বর সুলভ অনুকম্পার কারণে নির্দিষ্ট করে বলেননি যে, তোমাদের অমুককে শূলে চড়ানো হবে—যাতে সে এখন থেকেই চিন্তান্বিত না হয়ে পড়ে; বরং তিনি সংক্ষেপে বলেছেন যে, একজন মুক্তি পাবে এবং অপরজনকে শূলে চড়ানো হবে।

https://e-ilm.weebly.com/

সবশেষে বলেছেন : আমি তোমাদের স্বপ্নের যে ব্যাখ্যা দিয়েছি তা নিছক অনুমানভিত্তিক নয়; বরং এটাই আল্লাহর অটল ফয়সালা। যেসব তাফসীরবিদ তাদের স্বপ্নকে মিথ্যা ও বানোয়াট বলেছেন, তাঁরা একথাও বলেছেন যে, হযরত ইউসুফ (আ.) যখন স্বপ্নের ব্যাখ্যা দিলেন, তখন তারা উভয়েই বলে উঠল আমরা কোনো স্বপ্নই দেখিনি; বরং মিছামিছি বানিয়ে বলেছিলাম। তখন হযরত ইউসুফ (আ.) বললেন : قُضِيَ الْأَمْرُ الَّذِيْ فِيْهِ تَسْتَفْتِيٰنِ তোমরা এ স্বপ্ন দেখে থাক বা না থাক, এখন বাস্তবে তাই হবে, যা বর্ণনা করা হয়েছে। উদ্দেশ্য এই যে, তোমরা মিথ্যা স্বপ্ন তৈরি করার যে গুনাহ করেছ, এখন তার শাস্তি তা'ই, যা ব্যাখ্যায় বর্ণিত হয়েছে।

অতঃপর যে ব্যক্তি সম্পর্কে ধারণা ছিল যে, সে রেহাই পাবে, তাকে হযরত ইউসুফ (আ.) বললেন : যখন তুমি মুক্ত হয়ে কারাগারের বাইরে যাবে এবং শাহী দরবারে পৌঁছবে, তখন বাদশাহর কাছে আমার বিষয়েও আলোচনা করবে যে, এ নিরপরাধ লোকটি কারাগারে পড়ে রয়েছে। কিন্তু মুক্ত হয়ে লোকটি হযরত ইউসুফ (আ.)-এর কথা ভুলে গেল। ফলে হযরত ইউসুফ (আ.)-এর মুক্তি আরো বিলম্বিত হয়ে গেল এবং এ ঘটনার পর আরো কয়েক বছর তাঁকে কারাগারে কাটাতে হলো। আয়াতে بِضْعَ سِنِيْنَ বলা হয়েছে। শব্দটি তিন থেকে নয় পর্যন্ত সংখ্যা বুঝায়। কোনো কোনো তাফসীরবিদ বলেন, এ ঘটনার পর আরো সাত বছর তাঁকে জেলে থাকতে হয়েছে।

শব্দবিশ্লেষণ :

ءَاَرْبَابٌ : ইস্তিফহামে ইনকারী। اَرْبَابٌ শব্দটি رَبٌّ-এর বহুবচন। রব এর ব্যবহার যখন ইযাফত ছাড়া হয়, তখন তা শুধু আল্লাহর পবিত্র সত্তার জন্যই প্রযোজ্য। সে হিসেবে এর বহুবচন আসে না। কুরআন মাজীদে যেখানে اَرْبَابٌ বহুবচন রূপে ব্যবহার হয়েছে, সেখানে কাফেরদের বিশ্বাস অনুযায়ী উল্লেখ করা হয়েছে। অর্থ- কয়েকজন প্রভু, কয়েকজন মা'বূদ।

سَمَّيْتُمُوْهَا : সীগাহ جمع مذكر حاضر বহছ ماضى معروف ; বাব تَفْعِيْل মাসদার اَلتَّسْمِيَةُ মূলবর্ণ (س ـ م ـ و) জিনস ناقص واوى অর্থ- নামকরণ করা। নাম নির্ধারণ করা।

تَسْتَفْتِيَانِ : সীগাহ تثنيه مذكر حاضر বহছ مضارع معروف বাব اِسْتِفْعَالٌ মাসদার اَلْاِسْتِفْتَاءُ মূলবর্ণ (ف ـ ت ـ و) জিনস ناقص واوى অর্থ- জিজ্ঞাসা করা।

نَاجٍ : সীগাহ واحد مذكر বহছ اسم فاعل বাব نَصَرَ মাসদার اَلنَّجَاةُ মূলবর্ণ (ن ـ ج ـ و) জিনস ناقص واوى অর্থ- নিষ্কৃতি পাওয়া, রেহাই পাওয়া। نَاجٍ মূলত نَاجِيٌ ছিল।

اَنْسَاهُ : সীগাহ واحد مذكر غائب বহছ ماضى معروف বাব اِفْعَالٌ মাসদার اَلْاِنْسَاءُ মূলবর্ণ (ن ـ س ـ ى) জিনস ناقص يائى অর্থ- ভুলিয়ে দেওয়া।

سِمَانٌ : سَمِيْنٌ-এর বহুবচন আর سَمِيْنٌ হচ্ছে فَعِيْلٌ এর ওযনে صفت مشبه-এর সীগাহ, বহছ صفت مشبه বাব سَمِعَ মাসদার اَلسِّمَنُ মূলবর্ণ (س ـ م ـ ن) জিনস صحيح অর্থ- মোটা হওয়া স্থূল হওয়া।

سَبْعٌ : সাত। এটি ইসমে আদদ, যা স্ত্রীলিঙ্গের জন্য আসে।

سُنْبُلَاتٌ : বহুবচন, একবচন سُنْبُلَةٌ অর্থ- মোটাতাজা। আর سُنْبُلٌ-এর বহুবচন سَنَابِلُ আসে।

يَابِسَاتٌ : বহুবচন, একবচন يَابِسٌ ; অর্থ- শুকনা, যা তরতাজা নয়।

اَفْتُوْنِيْ : সীগাহ جمع مذكر حاضر বহছ امر حاضر معروف মাসদার اَلْاِفْتَاءُ বাব اِفْعَالٌ অর্থ- ফতোয়া দেওয়া, মশকিল আহকামসমূহের জবাব দেওয়া। اَفْتُوْنِيْ মূলত اَسْلِمُوْنِيْ-এর ওযনে اَفْتِيُوْنِيْ ছিল। তালীল হয়ে ইয়া পড়ে গেছে এবং اَفْتُوْنِيْ হয়েছে।

https://e-ilm.weebly.com/

৪৪. তারা বলতে লাগল, এটা তো হচ্ছে এমনি বিক্ষিপ্ত কল্পনাসমূহ, আর আমরা স্বপ্নের তা'বীর সম্বন্ধে জ্ঞানও রাখি না।	قَالُوْٓا اَضْغَاثُ اَحْلَامٍ ۚ وَمَا نَحْنُ بِتَاْوِيْلِ الْاَحْلَامِ بِعٰلِمِيْنَ ﴿٤٤﴾
৪৫. আর সে বন্দীদ্বয়ের মধ্য হতে যে ব্যক্তি মুক্তি পেয়েছিল এবং বহু দিন পর তার স্মরণ হলো, সে বলল, আমি তার তা'বীরের সংবাদ এনে দিচ্ছি, আপনারা আমাকে একটু যেতে অনুমতি দিন।	وَقَالَ الَّذِيْ نَجَا مِنْهُمَا وَادَّكَرَ بَعْدَ اُمَّةٍ اَنَا اُنَبِّئُكُمْ بِتَاْوِيْلِهٖ فَاَرْسِلُوْنِ ﴿٤٥﴾
৪৬. [অতঃপর গিয়ে বলল] হে ইউসুফ হে সত্যের প্রতীক! আপনি আমাদেরকে এর জবাব বলে দিন যে, সাতটি হৃষ্টপুষ্ট শীর্ণ গাভী যাদেরকে খেয়ে ফেলছে সাতটি জীর্ণশীর্ণ গাভী; আর সাতটি তাজা শস্যগুচ্ছ রয়েছে এবং তা ব্যতীত [সাতটি] শুষ্কও রয়েছে যেন আমি সে লোকদের নিকট ফিরে যেতে পারি যাতে তারাও জানতে পারে।	يُوْسُفُ اَيُّهَا الصِّدِّيْقُ اَفْتِنَا فِيْ سَبْعِ بَقَرٰتٍ سِمَانٍ يَّاْكُلُهُنَّ سَبْعٌ عِجَافٌ وَّسَبْعِ سُنْۢبُلٰتٍ خُضْرٍ وَّاُخَرَ يٰبِسٰتٍ ۙ لَّعَلِّيْٓ اَرْجِعُ اِلَى النَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَعْلَمُوْنَ ﴿٤٦﴾
৪৭. তিনি বললেন, তোমরা ক্রমান্বয়ে সাত বছর শস্য বপন করবে, অতঃপর যে শস্য কর্তন করবে তা তার শীষে রেখে দিবে, অবশ্য সামান্য পরিমাণ ব্যতীত যা তোমাদের খাওয়ার জন্য লাগবে।	قَالَ تَزْرَعُوْنَ سَبْعَ سِنِيْنَ دَاَبًا ۚ فَمَا حَصَدْتُّمْ فَذَرُوْهُ فِيْ سُنْۢبُلِهٖٓ اِلَّا قَلِيْلًا مِّمَّا تَاْكُلُوْنَ ﴿٤٧﴾
৪৮. অনন্তর তারপর আরো সাতটি বছর এমন কঠিন আসবে যা সে [সমস্ত] শস্যকে খেয়ে ফেলবে যেগুলো তোমরা এ কয়েক বছরের জন্য সঞ্চয় করে রাখবে। কিন্তু সামান্য পরিমাণ যা [বীজের জন্য] রেখে দিবে।	ثُمَّ يَاْتِيْ مِنْۢ بَعْدِ ذٰلِكَ سَبْعٌ شِدَادٌ يَّاْكُلْنَ مَا قَدَّمْتُمْ لَهُنَّ اِلَّا قَلِيْلًا مِّمَّا تُحْصِنُوْنَ ﴿٤٨﴾

শাব্দিক অনুবাদ :

৪৪. قَالُوْا তারা বলতে লাগল اَضْغَاثُ اَحْلَامٍ এটা তো হচ্ছে এমনি বিক্ষিপ্ত কল্পনা সমূহ وَمَا نَحْنُ بِتَاْوِيْلِ الْاَحْلَامِ
بِعٰلِمِيْنَ আর আমরা স্বপ্নের তা'বীর সম্বন্ধে জ্ঞানও রাখি না।

৪৫. وَقَالَ, আর সে বলল الَّذِيْ نَجَا مِنْهُمَا সেই বন্দীদ্বয়ের মধ্য হতে যে ব্যক্তি মুক্তি পেয়েছিল وَادَّكَرَ بَعْدَ اُمَّةٍ, এবং বহুদিন পর তার
স্মরণ হলো اَنَا اُنَبِّئُكُمْ بِتَاْوِيْلِهٖ এর তা'বীরের সংবাদ এনে দিচ্ছি فَاَرْسِلُوْنِ আপনারা আমাকে একটু যেতে অনুমতি দিন।

৪৬. يُوْسُفُ হে ইউসুফ! اَيُّهَا الصِّدِّيْقُ সত্যের প্রতীক اَفْتِنَا আপনি আমাদেরকে এর জবাব বলে দিন যে, فِيْ سَبْعِ
بَقَرٰتٍ سِمَانٍ সাতটি হৃষ্টপুষ্ট গাভী يَّاْكُلُهُنَّ যাদেরকে খেয়ে ফেলছে سَبْعٌ عِجَافٌ সাতটি জীর্ণ শীর্ণ গাভী وَسَبْعِ
سُنْۢبُلٰتٍ خُضْرٍ আর সাতটি তাজাশস্য গুচ্ছ রয়েছে وَاُخَرَ يٰبِسٰتٍ, এবং তা ব্যতীত (সাতটি) শুষ্ক ও রয়েছে لَعَلِّيْٓ
اَرْجِعُ اِلَى النَّاسِ যেন আমি সেই লোকদের নিকট ফিরে যেতে পারি لَعَلَّهُمْ يَعْلَمُوْنَ যাতে তারাও জানতে পারে।

৪৭. قَالَ তিনি বললেন تَزْرَعُوْنَ তোমরা শস্য বপন করবে سَبْعَ سِنِيْنَ সাত বছর دَاَبًا ক্রমান্বয়ে فَمَا حَصَدْتُّمْ
অতঃপর যে শস্য কর্তন করবে فَذَرُوْهُ فِيْ سُنْۢبُلِهٖ তা তার শীষে রেখে দিবে اِلَّا قَلِيْلًا مِّمَّا تَاْكُلُوْنَ অবশ্য সামান্য
পরিমাণ ব্যতীত যা তোমাদের খাওয়ার জন্য লাগবে।

৪৮. ثُمَّ يَاْتِيْ مِنْۢ بَعْدِ ذٰلِكَ অনন্তর এর পর আরো আসবে سَبْعٌ شِدَادٌ সাতটি বৎসর এমন কঠিন يَّاْكُلْنَ مَا قَدَّمْتُمْ لَهُنَّ
যা সে (সমস্ত) সঞ্চিত শস্যকে খেয়ে ফেলবে যে গুলো তোমরা এই কয়েক বৎসরের জন্য সঞ্চয় করে রাখবে
اِلَّا قَلِيْلًا مِّمَّا تُحْصِنُوْنَ কিন্তু সামান্য পরিমাণ যা (বীজের জন্য) রেখে দিবে।

https://e-ilm.weebly.com/

ثُمَّ يَأْتِيْ مِنْ بَعْدِ ذٰلِكَ عَامٌ فِيْهِ يُغَاثُ النَّاسُ وَفِيْهِ يَعْصِرُوْنَ (٤٩)

৪৯. অনন্তর তার পর এমন একটি বছর আসবে যাতে মানুষের জন্য প্রচুর বৃষ্টিপাত হবে এবং তাতে [প্রচুর আঙ্গুর উৎপন্ন হবে এবং] রসও নিঃসারণ করবে।

وَقَالَ الْمَلِكُ ائْتُوْنِيْ بِهٖ ۚ فَلَمَّا جَآءَهُ الرَّسُوْلُ قَالَ ارْجِعْ اِلٰى رَبِّكَ فَسْئَلْهُ مَا بَالُ النِّسْوَةِ الّٰتِيْ قَطَّعْنَ اَيْدِيَهُنَّ ؕ اِنَّ رَبِّيْ بِكَيْدِهِنَّ عَلِيْمٌ (٥٠)

৫০. আর বাদশাহ আদেশ দিলেন, তাকে আমার নিকট নিয়ে এসো, অতঃপর যখন তাঁর নিকট দূত পৌঁছল। তিনি বললেন যে, তুমি স্বীয় মনিবের নিকট ফিরে যাও, তৎপর তাঁকে জিজ্ঞাসা কর, সে রমণীদের কী অবস্থা, যারা নিজেদের হাত কেটে ফেলেছিল? আমার রব এ নারীজাতির চক্রান্ত উত্তমরূপে অবগত আছেন।

قَالَ مَا خَطْبُكُنَّ اِذْ رَاوَدْتُّنَّ يُوْسُفَ عَنْ نَّفْسِهٖ ؕ قُلْنَ حَاشَ لِلّٰهِ مَا عَلِمْنَا عَلَيْهِ مِنْ سُوْٓءٍ ؕ قَالَتِ امْرَاَتُ الْعَزِيْزِ الْـٰٔنَ حَصْحَصَ الْحَقُّ ۫ اَنَا رَاوَدْتُّهٗ عَنْ نَّفْسِهٖ وَاِنَّهٗ لَمِنَ الصّٰدِقِيْنَ (٥١)

৫১. তিনি [নারীদেরকে] জিজ্ঞাসা করলেন, তোমাদের ব্যাপার কী? যখন তোমরা ইউসুফের নিকট নিজেদের মতলব সিদ্ধির কামনা করেছিলে? রমণীরা উত্তরে বলল, পবিত্রতা আল্লাহরই জন্য! তার মধ্যে সামান্য মাত্রও দোষ ছিল বলে তো আমাদের মনে হয় না; আযীযের স্ত্রী বলল, এখন তো সত্য কথা প্রকাশ হয়েই পড়ল; আমিই তাঁর নিকট স্বীয় উদ্দেশ্য সিদ্ধির কামনা করেছিলাম এবং নিশ্চয় তিনিই সত্যবাদী।

ذٰلِكَ لِيَعْلَمَ اَنِّيْ لَمْ اَخُنْهُ بِالْغَيْبِ وَاَنَّ اللّٰهَ لَا يَهْدِيْ كَيْدَ الْخَآئِنِيْنَ (٥٢)

৫২. ইউসুফ বললেন, এসব আয়োজন কেবল এ উদ্দেশ্যে যেন আযীয দৃঢ় বিশ্বাসের সাথে অবহিত হন যে, আমি তাঁর অনুপস্থিতিতে তাঁর কুল মর্যাদায় হস্তক্ষেপ করিনি এবং এটাও যে, আল্লাহ তা'আলা বিশ্বাসঘাতকদের চক্রান্ত সফল করেন না।

শাব্দিক অনুবাদ :

৪৯. ثُمَّ يَأْتِيْ مِنْ بَعْدِ ذٰلِكَ عَامٌ অনন্তর এর পর এমন একটি বৎসর আসবে فِيْهِ يُغَاثُ النَّاسُ যাতে মানুষের জন্য প্রচুর বৃষ্টিপাত হবে وَفِيْهِ يَعْصِرُوْنَ এবং তাতে প্রচুর আঙ্গুর উৎপন্ন হবে এবং রসও নিঃসরণ করবে।

৫০. وَقَالَ الْمَلِكُ আর বাদশাহ আদেশ দিলেন ائْتُوْنِيْ بِهٖ তাকে আমার নিকট নিয়ে আস فَلَمَّا جَآءَهُ الرَّسُوْلُ অতঃপর যখন তার নিকট দূত পৌঁছল قَالَ তিনি বললেন ارْجِعْ اِلٰى رَبِّكَ তুমি স্বীয় মনিবের নিকট ফিরে যাও فَسْئَلْهُ তৎপর তাকে জিজ্ঞাসা কর مَا بَالُ النِّسْوَةِ الّٰتِيْ قَطَّعْنَ اَيْدِيَهُنَّ সে রমণীদের কি অবস্থা যারা নিজেদের হাত কেটে ফেলেছিল اِنَّ رَبِّيْ بِكَيْدِهِنَّ عَلِيْمٌ আমার রব এ নারী জাতির চক্রান্ত উত্তমরূপে অবগত আছেন।

৫১. قَالَ তিনি জিজ্ঞাসা করলেন (নারীদেরকে) مَا خَطْبُكُنَّ তোমাদের ব্যাপার কি اِذْ رَاوَدْتُّنَّ يُوْسُفَ عَنْ نَّفْسِهٖ তোমরা যখন ইউসুফের নিকট নিজেদের মতলব সিদ্ধির কামনা করেছিলে قُلْنَ রমণীরা উত্তর করল حَاشَ لِلّٰهِ পবিত্রতা আল্লাহরই জন্য مَا عَلِمْنَا عَلَيْهِ مِنْ سُوْٓءٍ তার মধ্যে সামান্য মাত্রও দোষ ছিল বলে তো আমাদের মনে হয়নি قَالَتِ امْرَاَتُ الْعَزِيْزِ আযীযের স্ত্রী বলল الْـٰٔنَ حَصْحَصَ الْحَقُّ এখন তো সত্য কথা প্রকাশ হয়েই পড়ল اَنَا رَاوَدْتُّهٗ عَنْ نَّفْسِهٖ আমিই তার নিকট স্বীয় উদ্দেশ্য সিদ্ধির কামনা করেছিলাম وَاِنَّهٗ لَمِنَ الصّٰدِقِيْنَ এবং নিশ্চয় তিনিই সত্যবাদী।

৫২. ذٰلِكَ ইউসুফ বললেন, এসব আয়োজন কেবল এ উদ্দেশ্যে لِيَعْلَمَ যেন আযীয দৃঢ় বিশ্বাসের সাথে অবহিত হন যে, اَنِّيْ لَمْ اَخُنْهُ بِالْغَيْبِ আমি তার অনুপস্থিতিতে তাঁর কুল মর্যাদায় হস্তক্ষেপ করিনি وَاَنَّ اللّٰهَ لَا يَهْدِيْ كَيْدَ الْخَآئِنِيْنَ এবং এটাও যে, আল্লাহ তা'আলা বিশ্বাস ঘাতকদের চক্রান্ত সফল করেন না।

https://e-ilm.weebly.com/

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

আলোচ্য আয়াতসমূহে বর্ণিত হয়েছে যে, অতঃপর আল্লাহ তা'আলা হযরত ইউসুফ (আ.)-এর মুক্তির জন্য অদৃশ্য যবনিকার অন্তরাল থেকে একটি উপায় সৃষ্টি করলেন। বাদশাহ একটি স্বপ্ন দেখে উদ্বেগাকুল হলেন এবং রাজ্যের জ্ঞানী ব্যাখ্যাতা ও অতীন্দ্রিয় বাদীদেরকে একত্রিত করে স্বপ্নের ব্যাখ্যা জিজ্ঞেস করলেন। স্বপ্নটি কারো বোধগম্য হলো না। তাই সবাই উত্তর দিল : ذٰلِكَ اَضْغَاثُ اَحْلَامٍ وَمَا نَحْنُ بِتَاْوِيْلِ الْاَحْلَامِ بِعٰلِمِيْنَ এখানে اَضْغَاثٌ শব্দটি ضِغْثٌ-এর বহুবচন। এর অর্থ এমন পুটলী, যাতে বিভিন্ন প্রকার আবর্জনা ও ঘাসখড় জমা থাকে। অর্থ এই যে, এ স্বপ্নটি মিশ্র ধরনের। এতে কল্পনা ইত্যাদি শামিল রয়েছে। আমরা এরূপ স্বপ্নের ব্যাখ্যা জানি না। সঠিক স্বপ্ন হলে ব্যাখ্যা দিতে পারতাম।

এ ঘটনা দেখে দীর্ঘকাল পর হযরত ইউসুফ (আ.)-এর কথা মুক্তিপ্রাপ্ত সেই কয়েদীর মনে পড়ল। সে অগ্রসর হয়ে বলল : আমি এ স্বপ্নের ব্যাখ্যা বলতে পারব। তখন সে হযরত ইউসুফ (আ.)-এর গুণাবলি, স্বপ্ন ব্যাখ্যায় পারদর্শিতা এবং মজলুম হয়ে কারাগারে আবদ্ধ হওয়ার কথা বর্ণনা করে অনুরোধ করল যে, তাকে কারাগারে তার সাথে সক্ষাতের অনুমতি দেওয়া হোক। বাদশাহ এ সাক্ষাতের ব্যবস্থা করলেন এবং সে হযরত ইউসুফ (আ.)-এর কাছে উপস্থিত হলো। কুরআন পাক এসব ঘটনা একটিমাত্রশব্দ فَاَرْسِلُوْنِ দ্বারা বর্ণনা করেছে। এর অর্থ আমাকে পাঠিয়ে দিন। হযরত ইউসুফ (আ.)-এর নামোল্লেখ, সরকারি মঞ্জুরি অতঃপর কারাগারে পৌছা এসব ঘটনা আপনা আপনি বুঝা যায়। তাই এগুলো পরিষ্কার উল্লেখ করা প্রয়োজন মনে করা হয়নি; বরং এ ভাবে বর্ণনা শুরু করা হয়েছে : يُوْسُفُ اَيُّهَا الصِّدِّيْقُ অর্থাৎ লোকটি কারাগারে পৌছে ঘটনার বর্ণনা শুরু করে প্রথমে ইউসুফ (আ.)-এর صِدِّيْق অর্থাৎ কথা ও কাজে সাচ্চা হওয়ার কথা স্বীকার করেছে। অতঃপর দরখাস্ত করেছে যে, আমাকে একটি স্বপ্নের ব্যাখ্যা বলে দিন। স্বপ্ন এই যে, বাদশাহ সাতটি মোটাতাজা গাভী দেখেছেন। এগুলোকেই অন্য সাতটি জীর্ণ শীর্ণ গাভী খেয়ে যাচ্ছে। তিনি আরো সাতটি গমের সবুজ শীষ ও সাতটি শুষ্ক শীষ দেখেছেন। لَعَلِّيْٓ اَرْجِعُ اِلَى النَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَعْلَمُوْنَ অর্থাৎ, আপনি ব্যাখ্যা বলে দিলে অচিরেই আমি ফিরে যাব এবং তাদের কাছে ব্যাখ্যা বর্ণনা করব। এতে সম্ভবত তারা আপনার জ্ঞান গরিমা সম্পর্কে অবগত হবে।

তাফসীরে মাযহারীতে বলা হয়েছে, 'আলমে মিছাল' তথা প্রত্যাকৃতিজগতে ঘটনাবলি যে আকারে থাকে, স্বপ্নে তাই দৃষ্টিগোচর হয়। এ জগতের প্রত্যাকৃতি সমূহের বিশেষ অর্থ আছে। স্বপ্ন ব্যাখ্যাশাস্ত্র পুরোপুরিই এ সব অর্থ জানার উপর নির্ভরশীল। আল্লাহ তা'আলা হযরত ইউসুফ (আ.)-কে এ শাস্ত্র পুরোপুরি শিক্ষা দান করেছিলেন। তিনি স্বপ্নের বিবরণ শুনে বুঝে নিলেন যে, সাতটি মোটাতাজা গাভী ও সাতটি সবুজ শীষের অর্থ হচ্ছে প্রচুর ফলনসম্পন্ন সাত বছর। কেননা মৃত্তিকা চষায় ও ফসল ফলানের কাজে গাভীর বিশেষ ভূমিকা থাকে। এমনিভাবে সাতটি শীর্ণ গাভী ও সাতটি শুষ্ক শীষের অর্থ হচ্ছে, প্রথম সাত বছরের পর ভয়াবহ দুর্ভিক্ষের সাতটি বছর আসবে। শীর্ণ সাতটি গাভী মোটা তাজা সাতটি গাভীকে খেয়ে ফেলার অর্থ এই যে, পূর্ববর্তী সাত বছরে খাদ্যশস্যের যে ভাণ্ডার সঞ্চিত থাকবে, তা সবই দুর্ভিক্ষের সাত বছরে নিঃশেষ হয়ে যাবে। শুধু বীজের জন্য কিছু খাদ্যশস্য বেঁচে যাবে।

https://e-ilm.weebly.com/

বাদশাহর স্বপ্নে বাহ্যত এতটুকু ছিল যে, সাত বছর ভালো ফলন হবে, এরপর সাত সছর দুর্ভিক্ষ হবে। কিন্তু হযরত ইউসুফ (আ.) আরো কিছু বাড়িয়ে বললেন যে, দুর্ভিক্ষের বছর অতিক্রান্ত হয়ে গেলে এক বছর খুব বৃষ্টিপাত হবে এবং প্রচুর ফসল উৎপন্ন হবে। এ বিষয়টি হযরত ইউসুফ (আ.) এভাবে ও জানতে পারেন যে, দুর্ভিক্ষের বছর সর্বমোট সাতটি, তখন আল্লাহর চিরাচরিত রীতি অনুযায়ী অষ্টম বছর বৃষ্টিপাত ও উৎপাদন হবে। হযরত কাতাদাহ (রা.) বলেন : আল্লাহ তা'আলা ওহীর মাধ্যমে হযরত ইউসুফ (আ.)-কে এ বিষয়ে জ্ঞাত করিয়েছিলেন, যাতে স্বপ্নের ব্যাখ্যার অতিরিক্ত কিছু সংবাদ তারা লাভ করে, তার জ্ঞান গরিমা প্রকাশ পায় এবং তার মুক্তির পথ প্রশস্ত হয়। তদুপরি হযরত ইউসুফ (আ.) শুধু স্বপ্নের ব্যাখ্যা করেই ক্ষান্ত হননি। বরং এর সাথে একটি বিজ্ঞজনোচিত ও সহানুভূতি মূলক পরামর্শও দিয়েছিলেন যে, প্রথম সাত বছরে সে অতিরিক্ত শস্য উৎপন্ন হবে, তা গমের শীষের মধ্যেই সংরক্ষিত রাখতে হবে। যাতে পুরানো হওয়ার পর গমে পোকা না লাগে– অভিজ্ঞতার আলোকে দেখা গেছে যে, শস্য যতদিন শীষের মধ্যে থাকে, ততদিন তাতে পোকা লাগে না।

ثُمَّ يَأْتِىْ مِنْۢ بَعْدِ ذٰلِكَ سَبْعٌ شِدَادٌ يَّاْكُلْنَ مَا قَدَّمْتُمْ لَهُنَّ অর্থাৎ প্রথম সাত বছরের পর ভয়াবহ খরা ও দুর্ভিক্ষের সাত বছর আসবে এবং পূর্ব সঞ্চিত শস্য ভাণ্ডার খেয়ে ফেলবে। বাদশাহ স্বপ্নে দেখেছিলেন যে, শীর্ণ ও দুর্বল গাভীগুলো মোটাতাজা ও শক্তিশালী গাভীগুলোকে খেয়ে ফেলছে। তাই ব্যাখ্যায় এর সাথে মিল রেখে বলেছেন যে, দুর্ভিক্ষের বছরগুলো পূর্ববর্তী বছরগুলোর সঞ্চিত শস্য ভাণ্ডারগুলো খেয়ে ফেলবে। যদিও বছর এমন কোনো বস্তু নয়, যা কোনো কিছুকে ভক্ষণ করতে পারে। উদ্দেশ্য এই যে, মানুষ ও জীব জন্তুতে দুর্ভিক্ষের বছরগুলোতে পূর্ব সঞ্চিত শস্য ভাণ্ডার খেয়ে ফেলবে।

কাহিনীর গতিধারা দেখে বুঝা যায় যে, এ ব্যক্তি স্বপ্নের ব্যাখ্যা নিয়ে ফিরে এসেছে এবং বাদশাহকে তা অবহিত করেছে। বাদশাহ বৃত্তান্ত শুনে নিশ্চিত ও হযরত ইউসুফ (আ.)-এর গুণ গরিমায় মুগ্ধ হয়েছেন। কিন্তু কুরআন পাক এসব বিষয় উল্লেখ করা দরকার মনে করেনি। কারণ এগুলো আপনা থেকেই বুঝা য়ায়। পরবর্তী ঘটনা বর্ণনা করে বলা হয়েছে :

وَقَالَ الْمَلِكُ ائْتُوْنِىْ بِهٖ অর্থাৎ বাদশাহ আদেশ দিলেন যে, ইউসুফ (আ.)-কে কারাগার থেকে বাইরে নিয়ে এসো! অতঃপর বাদশাহর জনৈক দূত এ বার্তা নিয়ে কারাগারে পৌঁছল।

হযরত ইউসুফ (আ.) দীর্ঘ বন্দীজীবনের দুঃসহ যাতনায় অতিষ্ট হয়ে পড়েছিলেন এবং মনে মনে মুক্তি কামনা করছিলেন। কাজেই বাদশার প্রেরিত বার্তাকে সুবর্ণ সুযোগ মনে করে তিনি তৎক্ষণাৎ প্রস্তুত হয়ে বের হয়ে আসতে পারতেন। কিন্তু আল্লাহ তা'আলা পয়গাম্বরগণকে যে উচ্চ মর্যাদা দান করেছেন, তা অন্যের পক্ষে অনুধাবন করাও সম্ভব নয়।

তিনি দূতকে উত্তর দিলেন : قَالَ ارْجِعْ اِلٰى رَبِّكَ فَسْـَٔلْهُ مَا بَالُ النِّسْوَةِ الّٰتِىْ قَطَّعْنَ اَيْدِيَهُنَّ اِنَّ رَبِّىْ بِكَيْدِهِنَّ عَلِيْمٌ অর্থাৎ, ইউসুফ (আ.) দূতকে বললেন : তুমি বাদশাহর কাছে ফিরে গিয়ে প্রথমে জিজ্ঞেস কর যে, আপনার মতে ঐ মহিলাদের ব্যাপারটি কিরূপ, যারা হাত কেটে ফেলেছিল? বাদশাহ এ ব্যাপারে আমাকে সন্দেহ করেন কি না এবং আমাকে দোষী মনে করেন কি না?

https://e-ilm.weebly.com/

এখানে এ বিষয়টিও প্রণিধানযোগ্য যে, হযরত ইউসুফ (আ.) এখানে হস্তকর্তনকারিণী মহিলাদের কথা উল্লেখ করেছেন, আযীয পত্নীর নাম উল্লেখ করেননি। অথচ সেই ছিল ঘটনার মূল কেন্দ্রবিন্দু। বলাবাহুল্য, এতে ঐ নিমকের কদর করা হয়েছে, যা ইউসুফ (আ.) আযীযের গৃহে লালিত পালিত হয়ে খেয়েছিলেন। প্রকৃত ভদ্র স্বভাবের লোকেরা স্বভাবতই এরূপ নিমকহালালী করার চেষ্টা করে থাকেন। -[কুরতুবী]

আরেক কারণ এই যে, নিজের পবিত্রতা প্রমাণ করাই ছিল আসল উদ্দেশ্য। এ মহিলাদের মাধ্যমেও এ উদ্দেশ্য অর্জিত হতে পারত এবং এতে তাদেরও তেমন কোনো অপমান ছিল না তারা সত্য কথা স্বীকার করলে শুধু পরামর্শ দানের দোষ তাদের ঘাড়ে চাপত। আযীয পত্নীর অবস্থা এরূপ ছিল না। সরাসরি তার বিরুদ্ধে অভিযোগ করা হলে তাকে ঘিরেই তদন্তকার্য অনুষ্ঠিত হতো। ফলে তার অপমান বেশি হতো। হযরত ইউসুফ (আ.) সাথে সাথে আরো বললেন ; إِنَّ رَبِّيْ بِكَيْدِهِنَّ عَلِيْمٌ অর্থাৎ আমার পালনকর্তা তো তাদের মিথ্যা ও ছলচাতুরী অবহিতই রয়েছেন। আমি চাই যে, বাদশাহও বাস্তব সত্য সম্পর্কে অবগত হোন। এ বাক্যে সূক্ষ্ম ভঙ্গিতে নিজের পবিত্রতাও বর্ণিত হয়েছে।

শব্দবিশ্লেষণ :

اَفْتِنَا : সীগাহ واحد مذكر حاضر বহছ امر حاضر معروف বাব اِفْعَالٌ মাসাদার اَلْاِفْتَاءُ মূলবর্ণ (ف ـ ت ـ و) জিনস ناقص واوى অর্থ- সংবাদ দেওয়া। نا হলো যমীর মানসূব মুত্তাসিল

فَذَرُوْهُ : فا আতফের হরফ। অর্থ- সীগাহ جمع مذكر حاضر বহছ امر حاضر معروف বাব سَمِعَ ও فَتَحَ মাসদার اَلْوَذْرُ মূলবর্ণ (و ـ ذ ـ ر) জিনস مثال واوى অর্থ- ছেড়ে দেওয়া

شِدَادٌ : বহুবচন, একবচন شَدِيْدٌ ; অর্থ- শক্তিশালী, কঠোর।

يُغَاثُ : সীগাহ واحد مذكر غائب বহছ مضا مجهول বাব ضَرَبَ মাসদার اَلْغَيْثُ মূলবর্ণ (غ ـ ى ـ ث) জিনস اجوف يائى অর্থ- পানি প্রবাহিত করা পানি বর্ষণ করা

اِئْتُوْنِيْ : সীগাহ جمع مذكر حاضر বহছ امر حاضر معروف বাব ضَرَبَ মাসদার اَلْاِتْيَانُ মূলবর্ণ (أ ـ ت ـ ى) জিনস مركب (ناقص يائى ও مهموز فاء) অর্থ- আনা

رَاوَدْتُهٗ : সীগাহ واحد متكلم বহছ ماضى معروف বাব مُفَاعَلَةٌ মাসদার اَلْمُرَاوَدَةُ মূলবর্ণ (ر ـ و ـ د) জিনস اجوف واوى অর্থ- ফুসলানো।

https://e-ilm.weebly.com/

১৩ তম পারা

وَمَآ أُبَرِّئُ نَفْسِىْ ۚ إِنَّ النَّفْسَ لَأَمَّارَةٌۢ بِالسُّوْٓءِ إِلَّا مَا رَحِمَ رَبِّىْ ۚ إِنَّ رَبِّىْ غَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ (٥٣)

৫৩. আর আমি তো নিজের নফসকে নির্দোষ বলি না, নফস তো মন্দ কাজেরই প্ররোচনা দিয়ে থাকে সেই নফস ব্যতীত যার প্রতি আমার প্রতিপালক রহম করেন: নিশ্চয় আমার প্রতিপালক অতিশয় ক্ষমাশীল, অত্যন্ত দয়াবান।

وَقَالَ الْمَلِكُ ائْتُوْنِىْ بِهٖٓ أَسْتَخْلِصْهُ لِنَفْسِىْ ۚ فَلَمَّا كَلَّمَهٗ قَالَ إِنَّكَ الْيَوْمَ لَدَيْنَا مَكِيْنٌ أَمِيْنٌ (٥٤)

৫৪. আর বাদশাহ আদেশ করলেন, তাঁকে আমার নিকট নিয়ে এসো, আমি তাঁকে বিশেষভাবে নিজের [কাজের] জন্য রাখব, অনন্তর বাদশাহ যখন তাঁর সাথে বাক্যালাপ করলেন, তখন বাদশাহ বললেন, আজ আপনি আমাদের নিকট অতিশয় সম্মানি এবং বিশ্বাসী।

قَالَ اجْعَلْنِىْ عَلٰى خَزَآئِنِ الْأَرْضِ ۚ إِنِّىْ حَفِيْظٌ عَلِيْمٌ (٥٥)

৫৫. ইউসুফ বললেন, দেশের রাজকোষের উপর আমাকে নিযুক্ত করুন, আমি উত্তম রক্ষক, সুবিজ্ঞ।

وَكَذٰلِكَ مَكَّنَّا لِيُوْسُفَ فِى الْأَرْضِ ۚ يَتَبَوَّأُ مِنْهَا حَيْثُ يَشَآءُ ۚ نُصِيْبُ بِرَحْمَتِنَا مَنْ نَّشَآءُ وَلَا نُضِيْعُ أَجْرَ الْمُحْسِنِيْنَ (٥٦)

৫৬. আর এরূপে আমি ইউসুফকে দেশের উপর ক্ষমতাবান করে দিলাম, যেন সে তাতে যেখানে ইচ্ছা বসবাস করতে পারে; আমি যাকে ইচ্ছা স্বীয় অনুগ্রহ দান করি এবং নেককারদের কর্মফল বিনষ্ট করি না।

وَلَأَجْرُ الْاٰخِرَةِ خَيْرٌ لِّلَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَكَانُوْا يَتَّقُوْنَ (٥٧) ع ٧/٨

৫৭. এবং আখেরাতের পুরস্কার ঈমানদার ও মুত্তাকীদের জন্য অনেক বেশি উত্তম।

শাব্দিক অনুবাদ :

৫৩. وَمَا أُبَرِّئُ نَفْسِىْ আর আমিতো নিজের নফসকে নির্দোষ বলিনা إِنَّ النَّفْسَ لَأَمَّارَةٌ بِالسُّوْءِ নফসতো মন্দ কাজেরই প্ররোচনা দিয়ে থাকে إِلَّا مَا رَحِمَ رَبِّىْ সেই নফস ব্যতীত যার প্রতি আমার প্রতিপালক রহম করেন إِنَّ رَبِّىْ غَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ নিশ্চয় আমার রব অতিশয় ক্ষমাশীল, অত্যন্ত দয়াবান।

৫৪. وَقَالَ الْمَلِكُ আর বাদশাহ আদেশ করলেন ائْتُوْنِىْ بِهٖ তাকে আমার নিকট নিয়ে এসো أَسْتَخْلِصْهُ لِنَفْسِىْ আমি তাকে বিশেষভাবে নিজের (কাজের) জন্য রাখব فَلَمَّا كَلَّمَهٗ অনন্তর বাদশাহ যখন তাঁর সাথে বাক্যালাপ করলেন قَالَ তখন বাদশাহ বললেন إِنَّكَ الْيَوْمَ لَدَيْنَا مَكِيْنٌ أَمِيْنٌ আজ আপনি আমাদের নিকট অতিশয় সম্মানী এবং বিশ্বাসী।

৫৫. قَالَ ইউসুফ বললেন اجْعَلْنِىْ عَلٰى خَزَآئِنِ الْأَرْضِ দেশের রাজকোষের উপর আমাকে নিযুক্ত করুন إِنِّىْ حَفِيْظٌ عَلِيْمٌ আমি উত্তম রক্ষক, সুবিজ্ঞ।

৫৬. وَكَذٰلِكَ আর এরূপে مَكَّنَّا لِيُوْسُفَ فِى الْأَرْضِ আমি ইউসুফকে দেশের উপর ক্ষমতাবান করে দিলাম يَتَبَوَّأُ مِنْهَا حَيْثُ يَشَآءُ যেন সে তাতে যেখানে ইচ্ছা বসবাস করতে পারে نُصِيْبُ بِرَحْمَتِنَا مَنْ نَّشَآءُ আমি যাকে ইচ্ছা স্বীয় অনুগ্রহ দান করি وَلَا نُضِيْعُ أَجْرَ الْمُحْسِنِيْنَ এবং নেককারদের কর্মফল বিনষ্ট করি না।

৫৭. وَلَأَجْرُ الْاٰخِرَةِ এবং আখেরাতের পুরস্কার خَيْرٌ অনেক বেশি উত্তম لِّلَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَكَانُوْا يَتَّقُوْنَ ঈমানদার ও মুত্তাকীদের জন্য।

https://e-ilm.weebly.com/

৫৮. আর [দুর্ভিক্ষ হওয়ার পর] ইউসুফের ভ্রাতাগণও শস্য ক্রয় করার জন্য [মিসরে] আগমন করল, অতঃপর ইউসুফের নিকট উপস্থিত হলো, তখন ইউসুফ তাদেরকে চিনে ফেললেন; কিন্তু তারা ইউসুফকে চিনতে পারল না।	وَجَآءَ اِخْوَةُ يُوْسُفَ فَدَخَلُوْا عَلَيْهِ فَعَرَفَهُمْ وَهُمْ لَهٗ مُنْكِرُوْنَ (٥٨)
৫৯. আর যখন ইউসুফ তাদের সামগ্রী [শস্য] প্রস্তুত করে দিলেন, তখন বললেন, তোমাদের বৈমাত্রেয় ভ্রাতাকেও [সঙ্গে] আনবে, তোমরা কি দেখছ না যে, আমি [প্রত্যেকের অংশ] পুরাপুরি মেপে দেই? এবং আমি সর্বাধিক অতিথিপরায়ণ।	وَلَمَّا جَهَّزَهُمْ بِجَهَازِهِمْ قَالَ ائْتُوْنِيْ بِاَخٍ لَّكُمْ مِّنْ اَبِيْكُمْ ۚ اَلَا تَرَوْنَ اَنِّيْٓ اُوْفِي الْكَيْلَ وَاَنَا خَيْرُ الْمُنْزِلِيْنَ (٥٩)
৬০. আর যদি তোমরা তাকে আমার নিকট না আন, তবে আমার নিকট তোমাদের জন্য কোনো বরাদ্দ থাকবে না এবং তোমরা আমার নিকটও এসো না।	فَاِنْ لَّمْ تَاْتُوْنِيْ بِهٖ فَلَا كَيْلَ لَكُمْ عِنْدِيْ وَلَا تَقْرَبُوْنِ (٦٠)
৬১. তারা বলল, তাকে তার পিতার নিকট চাব এবং নিশ্চয় আমরা এ কাজ (করার চেষ্টা) করব।	قَالُوْا سَنُرَاوِدُ عَنْهُ اَبَاهُ وَاِنَّا لَفٰعِلُوْنَ (٦١)
৬২. এবং ইউসুফ নিজ ভৃত্যদেরকে বলে দিলেন যে, তাদের পুঁজি তাদেরই আসবাবের মধ্যে রেখে দাও, যখন তারা নিজ গৃহে ফিরবে, তখন যেন তা চিনতে পারে, হয়তো (এটা দেখে) তারা পুনর্বার আসবে।	وَقَالَ لِفِتْيٰنِهِ اجْعَلُوْا بِضَاعَتَهُمْ فِيْ رِحَالِهِمْ لَعَلَّهُمْ يَعْرِفُوْنَهَآ اِذَا انْقَلَبُوْٓا اِلٰٓى اَهْلِهِمْ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُوْنَ (٦٢)

শাব্দিক অনুবাদ :

৫৮. وَجَآءَ اِخْوَةُ يُوْسُفَ আর ইউসুফের ভ্রাতাগণও শস্য ক্রয় করার জন্য (মিসরে) আগমন করল فَدَخَلُوْا عَلَيْهِ অতঃপর ইউসুফের নিকট উপস্থিত হলো فَعَرَفَهُمْ তখন ইউসুফ তাদেরকে চিনে ফেললেন وَهُمْ لَهٗ مُنْكِرُوْنَ কিন্তু তারা ইউসুফকে চিনতে পারলনা।

৫৯. وَلَمَّا جَهَّزَهُمْ بِجَهَازِهِمْ আর যখন ইউসুফ তাদের সমাগ্রী (শস্য) প্রস্তুত করে দিলেন قَالَ তখন বললেন ائْتُوْنِيْ بِاَخٍ لَّكُمْ مِّنْ اَبِيْكُمْ তোমাদের বৈমাত্রেয় ভ্রাতাকেও (সঙ্গে) আনবে اَلَا تَرَوْنَ তোমরা কি দেখছ না যে اَنِّيْٓ اُوْفِي الْكَيْلَ আমি (প্রত্যেকের অংশ) পুরোপুরি মেপে দেই وَاَنَا خَيْرُ الْمُنْزِلِيْنَ এবং আমি সর্বাধিক অতিথি পরায়ণ।

৬০. فَاِنْ لَّمْ تَاْتُوْنِيْ بِهٖ আর যদি তোমরা তাকে আমার নিকট না আন فَلَا كَيْلَ لَكُمْ عِنْدِيْ তবে আমার নিকট তোমাদের বাঁটের শস্যও পাবে না وَلَا تَقْرَبُوْنِ, এবং তোমরা আমার নিকটও এসো না।

৬১. قَالُوْا তারা বলল سَنُرَاوِدُ عَنْهُ اَبَاهُ তাকে তার পিতার নিকট চাইব وَاِنَّا لَفٰعِلُوْنَ, এবং নিশ্চয় আমরা এ কাজ (করার চেষ্টা) করব।

৬২. وَقَالَ لِفِتْيٰنِهِ, এবং ইউসুফ নিজ ভৃত্যদেরকে বলে দিলেন যে, اجْعَلُوْا بِضَاعَتَهُمْ فِيْ رِحَالِهِمْ তাদের পুঁজি তাদেরই আসবাবের মধ্যে রেখে দাও لَعَلَّهُمْ يَعْرِفُوْنَهَا যেন তা চিনতে পারে اِذَا انْقَلَبُوْٓا اِلٰٓى اَهْلِهِمْ যখন তারা নিজ গৃহে ফিরবে لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُوْنَ হয়তো (এটা দেখে) তারা পুনর্বার আসবে।

https://e-ilm.weebly.com/

فَلَمَّا رَجَعُوٓا اِلٰٓى اَبِيْهِمْ قَالُوْا يٰٓاَبَانَا مُنِعَ مِنَّا الْكَيْلُ فَاَرْسِلْ مَعَنَآ اَخَانَا نَكْتَلْ وَاِنَّا لَهٗ لَحٰفِظُوْنَ (٦٣)

৬৩. ফলকথা, যখন তারা নিজেদের পিতার নিকট ফিরে আসল তখন বলল, হে আমাদের পিতা! আমাদের জন্য শস্য নিষিদ্ধ করা হয়েছে, অতএব, আপনি আমাদের ভাইকে আমাদের সঙ্গে পাঠিয়ে দিন, যেন আমরা শস্য আনতে পারি এবং আমরা তাকে পূর্ণ হেফাজতে রাখব।

শাব্দিক অনুবাদ :

৬৩. فَلَمَّا رَجَعُوٓا اِلٰٓى اَبِيْهِمْ ফলকথা যখন তারা নিজেদের পিতার নিকট ফিরে আসল। قَالُوْا তখন বলল يٰٓاَبَانَا হে আমাদের পিতা مُنِعَ مِنَّا الْكَيْلُ আমাদের জন্য শস্য নিষিদ্ধ করা হয়েছে فَاَرْسِلْ مَعَنَآ اَخَانَا অতএব, আপনি আমাদের ভাইকে আমাদের সঙ্গে পাঠিয়ে দিন نَكْتَلْ যেন আমরা শস্য আনতে পারি وَاِنَّا لَهٗ لَحٰفِظُوْنَ এবং আমরা তাকে পূর্ণ হেফাজতে রাখব।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

নিজের পবিত্রতা বর্ণনা করা : পূর্ববর্তী আয়াতে হযরত ইউসুফ (আ.)-এর এ উক্তি বর্ণিত হয়েছিল– আমার বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগের পুরোপুরি তদন্তের পূর্বে আমি কারাগার থেকে মুক্তি পছন্দ করি না– যাতে আযীয ও বাদশাহর মনে পুরোপুরি বিশ্বাস জন্মে যে, আমি কোনো বিশ্বাসঘাতকতা করিনি এবং অভিযোগটি নিছক মিথ্যা ছিল। এ উক্তিতে একটি অনিবার্য প্রয়োজনে নিজের মুখেই নিজের পবিত্রতা বর্ণিত হয়েছিল, যা বাহ্যতঃ নিজের শুচিতা নিজের বর্ণনা করার শামিল। এটা আল্লাহ তা'আলার পছন্দনীয় নয়; যেমন কুরআনে বলা হয়েছে– اَلَمْ تَرَ اِلَى الَّذِيْنَ يُزَكُّوْنَ اَنْفُسَهُمْ بَلِ اللّٰهُ يُزَكِّيْ مَنْ يَّشَآءُ অর্থাৎ, আপনি কি তাদেরকে দেখেন না যারা নিজেরাই নিজেদেরকে শুচিশুদ্ধ বলে? বরং আল্লাহ তা'আলারই অধিকার আছে, তিনি যাকে ইচ্ছা, শুচিশুদ্ধ সাব্যস্ত করবেন। সূরা নজমেও এ বিষয়বস্তু সম্বলিত একটি আয়াত রয়েছে– فَلَا تُزَكُّوْٓا اَنْفُسَكُمْ هُوَ اَعْلَمُ بِمَنِ اتَّقٰى অর্থাৎ, তোমরা নিজের শুচিতা নিজে দাবি করো না। আল্লাহ তা'আলাই সম্যক জ্ঞাত আছেন, কে বাস্তবিক পরহেজগার ও আল্লাহভীরু।

তাই আলোচ্য আয়াতে হযরত ইউসুফ (আ.) আপন পবিত্রতা প্রকাশ করার সাথে সাথেই এ সত্যও ফুটিয়ে তুলেছেন যে, আমার একথা বলা নিজের আল্লাহভীরুতা ও পবিত্রতা প্রকাশ করার জন্য নয়; বরং সত্য এই যে, প্রত্যেক মানুষের মন, যার মৌল উপাদান চার বস্তু যথা– অগ্নি, পানি, মৃত্তিকা ও বায়ু দ্বারা গঠিত হয়েছে, এ মন আপন স্বভাবে প্রত্যেককে মন্দ কাজের দিকেই আকৃষ্ট করে। তবে ঐ মন এর ব্যতিক্রম, যার প্রতি আমার পালনকর্তা অনুগ্রহ করেন এবং মন্দ স্পৃহা থেকে পবিত্র রাখেন। পয়গম্বরগণের মন এরূপই হয়ে থাকে। কুরআন পাকে এরূপ মনকে 'নফসে মুতমায়িন্না' আখ্যা দেওয়া হয়েছে। মোটকথা, এমন কঠোর পরীক্ষার সময় গোনাহ থেকে বেঁচে যাওয়াটা আমার কোনো সত্তাগত পরাকাষ্ঠা ছিল না; বরং আল্লাহ তা'আলারই রহমত ও পথ প্রদর্শনের ফল ছিল। তিনি যদি আমার মন থেকে হীন প্রবৃত্তিকে বহিষ্কার করে না দিতেন, তবে আমিও সাধারণ মানুষের মতো কু-প্রবৃত্তির হাতে পরাভূত হয়ে যেতাম।

কোনো কোনো হাদীসে আছে, হযরত ইউসুফ (আ.)-এর একথা বলার কারণ এই যে, তাঁর মনেও এক প্রকার কল্পনা সৃষ্টি হয়েই গিয়েছিল, যদিও তা অনিচ্ছাকৃত ধারণার পর্যায়ে ছিল। কিন্তু নবুয়তের মাপকাঠিতে এটাও পদস্খলনই ছিল। তাই একথা ব্যক্ত করেছেন যে, আমি নিজের মনকে সম্পূর্ণমুক্ত ও পবিত্র মনে করি না।

https://e-ilm.weebly.com/

মানব মন তিন প্রকার : আয়াতে এ বিষয়টি চিন্তাসাপেক্ষ যে, এতে প্রত্যেক মানব মনকেই لَأَمَّارَةٌ بِالسُّوْءِ (মন্দ কাজের আদেশদাতা) বলা হয়েছে; যেমন এক হাদীসে আছে, রসূলুল্লাহ ﷺ সাহাবায়ে কেরামকে প্রশ্ন করলেন- এরূপ সাথি সম্পর্কে তোমাদের কি ধারণা, যাকে সম্মান সমাদর করলে, অর্থাৎ অন্ন দিলে, বস্ত্র দিলে সে তোমাদেরকে বিপদে ফেলে দেয়। পক্ষান্তরে তার অবমাননা করা হলে অর্থাৎ তাকে ক্ষুধার্ত ও উলঙ্গ রাখা হলে সে তোমাদের সাথে সদ্ব্যবহার করে? সাহাবায়ে কেরাম আরজ করলেন- ইয়া রসূলাল্লাহ! এর চাইতে অধিক মন্দ দুনিয়াতে আর কোনো কিছু হতে পারে না। তিনি বললেন- ঐ সত্তার কসম, যার কব্জায় আমার প্রাণ, তোমাদের বুকের মধ্যে যে মনটি আছে সেই এই ধরনের সাথি। কুরতুবীর অন্য এক হাদীসে আছে, তোমাদের প্রধান শত্রু স্বয়ং তোমাদের মন। সে তোমাদেরকে মন্দ কাজে লিপ্ত করে লাঞ্ছিত ও অপমানিত করে এবং নানাবিধ বিপদাপদে জড়িত করে দেয়।

মোটকথা, উল্লিখিত আয়াত এবং হাদীস দ্বারা জানা যায় যে, মানব-মন মন্দ কাজেই উদ্বুদ্ধ করে। কিন্তু সূরা কিয়ামায় এ মানব মনকেই 'লাওয়ামা' উপাধি দিয়ে এভাবে সম্মানিত করা হয়েছে যে, আল্লাহ তা'আলা এর কসম খেয়েছেন- لَا أُقْسِمُ بِيَوْمِ الْقِيٰمَةِ وَلَا أُقْسِمُ بِالنَّفْسِ اللَّوَّامَةِ এবং সূরা আল ফজরে এ মনকেই 'মুতমায়িন্না' আখ্যায়িত করে জান্নাতের সুসংবাদ দান করা হয়েছে- يٰاَيَّتُهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةُ ارْجِعِىْ اِلٰى رَبِّكِ এভাবে মানব মনকে এক জায়গায় مُطْمَئِنَّةٌ দ্বিতীয় জায়গায় لَوَّامَةٌ এবং তৃতীয় জায়গায় لَأَمَّارَةٌ بِالسُّوْءِ বলা হয়েছে।

এর ব্যাখ্যা এই যে, প্রত্যেক মানব-মন আপন সত্তার দিক দিয়ে لَأَمَّارَةٌ بِالسُّوْءِ অর্থাৎ, মন্দ কাজের আদেশদাতা। কিন্তু মানুষ যখন আল্লাহ ও পরকালের ভয়ে মনের আদেশ পালনে বিরত থাকে, তখন তা لَوَّامَةٌ হয়ে যায়। অর্থাৎ, মন্দ কাজের জন্য তিরস্কারকারী ও মন্দ কাজ থেকে তওবাকারী; যেমন সাধারণ সাধু সজ্জনদের মন এবং যখন কোনো মানুষ নিজের মনের বিরুদ্ধে সাধনা করতে করতে মনকে এ স্তরে পৌঁছিয়ে দেয় যে, তার মধ্যে মন্দ কাজের কোনো স্পৃহাই অবশিষ্ট থাকে না, তখন তা 'মুতমায়িন্না' হয়ে যায়। অর্থাৎ, প্রশান্ত ও নিরুদ্বেগ মন। পুণ্যবানরা চেষ্টা ও সাধনার মাধ্যমে এ স্তর অর্জন করতে পারে; কিন্তু তা সদাসর্বদা অব্যাহত থাকা নিশ্চিত নয়। পয়গম্বরগণকে আল্লাহ তা'আলা আপনা আপনি পূর্ব সাধনা ব্যতিরেকেই এ মন দান করেন এবং তাঁরা সদাসর্বদা এ স্তরেই অবস্থান করেন। এভাবে মনের তিনটি অবস্থার দিক দিয়ে তিন প্রকার ক্রিয়াকর্মকে তার সাথে সম্পৃক্ত করা হয়েছে।

আয়াতের শেষে اِنَّ رَبِّىْ غَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ বলা হয়েছে। অর্থাৎ আমার পালনকর্তা অত্যন্ত ক্ষমাশীল, দয়ালু। غَفُوْرٌ শব্দে ইঙ্গিত আছে যে, নফসে আম্মারা যখন স্বীয় গোনাহের জন্য অনুতপ্ত হয়ে তওবা করে এবং 'লাওয়ামা' হয়ে যায়, তখন আল্লাহ তা'আলা অত্যন্ত ক্ষমাশীল, তিনি ক্ষমা করে দেবেন। رَّحِيْمٌ শব্দে ইঙ্গিত রয়েছে যে, নফসে মুতমায়িন্না প্রাপ্ত হওয়াও আল্লাহ তা'আলার রহমত তথা দয়ারই ফল।

وَقَالَ الْمَلِكُ ائْتُوْنِىْ বাদশাহ যখন হযরত ইউসুফ (আ.) এর দাবি অনুযায়ী মহিলাদের কাছে ঘটনার তদন্ত করলেন এবং যুলায়খা ও অন্যান্য সব মহিলা বাস্তব ঘটনা স্বীকার করল, তখন বাদশাহ নির্দেশ দিলেন- হযরত ইউসুফ (আ.) কে আমার কাছে নিয়ে এসো, যাতে তাকে একান্ত উপদেষ্টা করে নেই। নির্দেশ অনুযায়ী তাঁকে সসম্মানে কারাগার থেকে দরবারে আনা হলো। অতঃপর পারস্পরিক আলাপ ও আলোচনার ফলে তাঁর যোগ্যতা ও প্রতিভা সম্পর্কে নিশ্চিত হয়ে বাদশাহ বললেন- আপনি আজ থেকে আমার কাছে অত্যন্ত সম্মানার্হ এবং বিশ্বস্ত।

ইমাম বগভী বর্ণনা করেন, যখন বাদশাহর দূত দ্বিতীয়বার কারাগারে ইউসুফ (আ.) এর কাছে পৌঁছল এবং বাদশাহর পয়গাম পৌঁছাল, তখন হযরত ইউসুফ (আ.) সব কারাবাসীদের জন্য দোয়া করলেন এবং গোসল করে নতুন কাপড় পরিধান করলেন। তিনি বাদশাহর দরবারে পৌঁছে এ দোয়া করলেন-

حَسْبِىْ رَبِّىْ مِنْ دُنْيَاىَ وَحَسْبِىْ رَبِّىْ مِنْ خَلْقِهٖ عَزَّ جَارُهٗ وَجَلَّ ثَنَاؤُهٗ وَلَا اِلٰهَ غَيْرُهٗ. অর্থাৎ, আমার দুনিয়ার জন্য আমার পালনকর্তাই যথেষ্ট এবং সকল সৃষ্টজীবের মোকাবিলায় আমার পালনকর্তা আমার জন্য যথেষ্ট। যে তাঁর আশ্রয়ে আসে, সে সম্পূর্ণ নিরাপদ। তিনি সুমহান প্রশংসার অধিকারী। তিনি ব্যতীত অন্য কোনো উপাস্য নেই।

https://e-ilm.weebly.com/

দরবারে পৌছে আল্লাহর দিকে রুজু হয়ে দোয়া করেন এবং আরবি ভাষায় সালাম করেন– আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহ এবং বাদশাহর জন্য হিব্রু ভাষায় দোয়া করলেন। বাদশাহ্ অনেক ভাষা জানতেন; কিন্তু আরবি ও হিব্রু ভাষা তাঁর জানা ছিল না। হযরত ইউসুফ (আ.) বলে দেন যে, সালাম আরবি ভাষায় এবং দোয়া হিব্রু ভাষায় করা হয়েছে।

এ রেওয়ায়েতে আরও বলা হয়েছে যে, বাদশাহ হযরত ইউসুফ (আ.)-এর সাথে বিভিন্ন ভাষায় কথাবার্তা বলেন। তিনি তাঁকে প্রত্যেক ভাষায়ই উত্তর দেন এবং আরবি ও হিব্রু এই দু'টি অতিরিক্ত ভাষা শুনিয়ে দেন। এতে বাদশাহর মনে হযরত ইউসুফ (আ.) এর যোগ্যতা গভীরভাবে রেখাপাত করে।

অতঃপর বাদশাহ বললেন– আমি আমার স্বপ্নের ব্যাখ্যা আপনার মুখ থেকে সরাসরি শুনতে চাই। হযরত ইউসুফ (আ.) প্রথমে স্বপ্নের এমন বিবরণ দিলেন, যা আজ পর্যন্ত বাদশাহ্ নিজেও কারো কাছে বর্ণনা করেননি। এরপর ব্যাখ্যা করলেন–

বাদশাহ বললেন– আমি আশ্চর্য বোধ করছি যে, আপনি এসব বিষয় কি করে জানলেন! অতঃপর তিনি পরামর্শ চাইলেন যে, এখন কি করা দরকার? হযরত ইউসুফ (আ.) বললেন– প্রথম সাত বছর খুব বৃষ্টিপাত হবে। এ সময় অধিকতর পরিমাণে চাষাবাদ করে অতিরিক্ত ফসল উৎপাদনের ব্যবস্থা করতে হবে। জনগণকে অধিক ফসল ফলানোর জন্য নির্দেশ দিতে হবে। উৎপন্ন ফসলের একটা উল্লেখযোগ্য অংশ নিজের কাছে সঞ্চিতও রাখতে হবে।

এভাবে দুর্ভিক্ষের সাত বছরের জন্য মিসরবাসীদের কাছে প্রচুর শস্যভাণ্ডার মজুদ থাকবে এবং আপনি তাদের পক্ষ থেকে নিশ্চিন্ত থাকবেন। রাজস্ব আয় ও খাস জমি থেকে যে পরিমাণ ফসল সরকারের হাতে আসবে, তা ভিনদেশী লোকদের জন্য রাখতে হবে। কারণ, এ দুর্ভিক্ষ হবে সুদূরদেশ অবধি বিস্তৃত। ভিনদেশীরা তখন আপনার মুখাপেক্ষী হবে। আপনি খাদ্যশস্য দিয়ে সেসব আর্তমানুষকে সাহায্য করবেন। বিনিময়ে যৎকিঞ্চিৎ মূল্য গ্রহণ করলেও সরকারি ধনভাণ্ডারে অভূতপূর্ব অর্থ সমাগমত হবে। এ পরামর্শ শুনে বাদশাহ মুগ্ধ ও আনন্দিত হয়ে বললেন– এ বিরাট পরিকল্পনার ব্যবস্থাপনা কিভাবে হবে এবং কে করবে? ইউসুফ (আ.) বললেন– اجْعَلْنِىْ عَلٰى خَزَآئِنِ الْاَرْضِ اِنِّىْ حَفِيْظٌ عَلِيْمٌ অর্থাৎ, জমির উৎপন্ন ফসলসহ দেশীয় সম্পদ রক্ষণাবেক্ষণের দায়িত্ব আপনি আমাকে সোপর্দ করুন। আমি এগুলোর পূর্ণ রক্ষণাবেক্ষণ করতে সক্ষম এবং ব্যয়ের খাত ও পরিমাণ সম্পর্কেও আমার পুরোপুরি জ্ঞান আছে। –(কুরতুবী)

একজন অর্থমন্ত্রীর মধ্যে যেসব গুণ থাকার দরকার, উপরিউক্ত দু'টি শব্দের মধ্যে হযরত ইউসুফ (আ.) তার সবগুলোই বর্ণনা করে দিলেন। কেননা অর্থমন্ত্রীর জন্য সর্বপ্রথম প্রয়োজন হচ্ছে সরকারি ধন-সম্পদ বিনষ্ট হতে না দেওয়া; বরং পূর্ণ হেফাজত সহকারে একত্রিত করা এবং অনাবশ্যক ও ভ্রান্ত খাতে ব্যয় না করা। দ্বিতীয় প্রয়োজন হচ্ছে, যেখানে যে পরিমাণ ব্যয় করা জরুরি, সেখানে সেই পরিমাণ ব্যয় করা এবং এক্ষেত্রে কোনো কম বেশি না করা। حَفِيْظٌ শব্দটি প্রথম প্রয়োজনের এবং عَلِيْمٌ শব্দটি দ্বিতীয় প্রয়োজনের নিশ্চয়তা।

বাদশাহ যদিও হযরত ইউসুফ (আ.)-এর গুণাবলিতে মুগ্ধ ও তাঁর ধর্মপরায়ণতা ও বুদ্ধিমত্তায় পুরোপুরি বিশ্বাসী হয়ে গিয়েছিলেন, তথাপি কার্যত তাকে অর্থমন্ত্রীর পদ সোপর্দ করলেন না; বরং এক বছর পর্যন্ত একজন সম্মানিত অতিথি হিসেবে দরবারে রেখে দিলেন।

এক বছর অতিবাহিত হওয়ার পর শুধু অর্থ মন্ত্রণালয়ই নয়; বরং যাবতীয় সরকারি দায়িত্বও তাঁকে সোপর্দ করে দেওয়া হলো। সম্ভবতঃ এই বিলম্বের কারণ ছিল এ যে, নিকট সান্নিধ্যে রেখে চরিত্র ও অভ্যাস সম্পর্কে পুরোপুরি অভিজ্ঞতা অর্জিত না হওয়া পর্যন্ত তাঁকে এত বড় পদ দান করা উপযুক্ত ছিল না।

কোনো কোনো তাফসীরবিদ লিখেছেন– এ সময়েই যুলায়খার স্বামী কিতফীন মৃত্যুবরণ করে এবং বাদশাহর উদ্যোগে হযরত ইউসুফ (আ.)-এর সাথে যুলায়খার বিবাহ হয়ে যায়। তখন হযরত ইউসুফ (আ.) যুলায়খাকে বললেন– তুমি যা চেয়েছিলে, এটা কি তার চাইতে উত্তম নয়? যুলায়খা স্বীয় দোষ স্বীকার করে ক্ষমা প্রার্থনা করেন।

https://e-ilm.weebly.com/

আল্লাহ তা'আলা সসম্মানে তাঁদের মনোবাঞ্ছা পূর্ণ করলেন এবং খুব আমোদ আহলাদে তাঁদের দাম্পত্য জীবন অতিবাহিত হয়। ঐতিহাসিক বর্ণনা অনুযায়ী তাঁদের দু'জন পুত্র সন্তানও জন্মগ্রহণ করেছিল। তাদের নাম ছিল ইফরায়ীম ও মানশা।

কোনো কোনো রেওয়ায়েতে আছে, বিবাহের পর আল্লাহ তা'আলা হযরত ইউসুফ (আ.)-এর অন্তরে যুলায়খার প্রতি এত গভীর ভালোবাসা সৃষ্টি করে দেন, যা যুলায়খার অন্তরে হযরত ইউসুফ (আ.)-এর প্রতি ছিল না। এমনকি, একবার হযরত ইউসুফ (আ.) যুলায়খার অভিযোগের স্বরে বললেন– এর কারণ কি যে, তুমি পূর্বের ন্যায় আমাকে ভালোবাস না? যুলায়খা আরজ করল– আপনার অসিলায় আমি আল্লাহ তা'আলার ভালোবাসা অর্জন করেছি। এ ভালোবাসার সামনে সব সম্পর্ক ও চিন্তা-ভাবনা ম্লান হয়ে গেছে। এ ঘটনাটি আরো কিছু বর্ণনাসহ তাফসীরে কুরতুবী ও মাযহারীতে বর্ণিত হয়েছে।

হযরত ইউসুফ (আ.)-এর কাহিনীতে সাধারণ মানুষের জন্য কল্যাণকর অনেক পথনির্দেশ ও শিক্ষা নিহিত রয়েছে। পূর্বে এগুলোর আংশিক বর্ণনা দেওয়া হয়েছে। আলোচ্য আয়াতসমূহে বর্ণিত আরও কিছু পথ-নির্দেশ নিম্নে বর্ণিত হচ্ছে–

১. وَمَآ أُبَرِّئُ نَفۡسِىٓ ইউসুফ (আ.) এর উক্তিতে সৎ, আল্লাহভীরু ও পরহেজগারদের জন্য পথনির্দেশ এই যে, কোনো গোনাহ থেকে আত্মরক্ষার তওফীক হলে তজ্জন্য গর্ব করা কিংবা এর বিপরীতে যারা গোনাহ করে, তাদেরকে হেয় মনে করা উচিত নয়; বরং হযরত ইউসুফ (আ.)-এর ন্যায় অন্তরে একথা বদ্ধমূল করতে হবে যে, এটা আমার কোনো নিজস্ব গুণ নয়; বরং আল্লাহ তা'আলার অনুগ্রহ ও কৃপা। তিনি 'নফসে-আম্মারা'কে আমার উপর প্রভাব বিস্তার করতে দেননি। নতুবা প্রত্যেকের মন স্বভাবগতভাবে তাকে মন্দ কাজের দিকে আকৃষ্ট করে।

২. اِجۡعَلۡنِىۡ عَلٰى خَزَآئِنِ الۡاَرۡضِ বাক্য থেকে জানা যায় যে, কোনো বিশেষ সরকারি পদ নিজে উপযাচক হয়ে গ্রহণ করা বিশেষ বিশেষ অবস্থায় জায়েজ; যেমন– হযরত ইউসুফ (আ.) দেশীয় সম্পদের ব্যবস্থাপনা ও দায়িত্ব চেয়ে নিয়েছিলেন।

কিন্তু এ সম্পর্কে বিস্তারিত তথ্য এই যে, কোনো বিশেষ পদ সম্পর্কে যদি জানা যায় যে, অন্য কোনো ব্যক্তি এর সুষ্ঠু ব্যবস্থা করতে সক্ষম হবে না এবং নিজে ভালোরূপে তা সম্পাদন করতে পারবে বলে দৃঢ় আত্মবিশ্বাস থাকে এবং তা ছাড়া কোনো গোনাহে লিপ্ত হওয়ার আশঙ্কা না থাকে, তবে পদটি নিজে চেয়ে নেয়াও জায়েজ। তবে শর্ত এই যে, প্রভাব-প্রতিপত্তি ও অর্থ-কড়ির মোহে নয়; বরং জনগণের বিশুদ্ধ সেবা ও ইনসাফের সাথে তাদের অধিকার সংরক্ষণ করাই উদ্দেশ্য থাকতে হবে। যেমন হযরত ইউসুফ (আ.)-এর সামনে এ লক্ষ্যই ছিল। আর যেখানে এরূপ অবস্থা না হয়, সেখানে রসূলুল্লাহ ﷺ কোনো সরকারি পদ প্রার্থনা করতে নিষেধ করেছেন। যে ব্যক্তি নিজে কোনো পদের জন্য আবেদন করেছে, তিনি তাকে পদ দেননি।

মুসলিমের এক হাদীসে আছে, রসূলুল্লাহ ﷺ আব্দুর রহমান ইবনে সামরা (রা.) কে বললেন– কখনো প্রশাসকের পদ প্রার্থনা করো না। নিজে প্রার্থনা করে যদি প্রশাসকের পদ পেয়েও ফেল, তবে আল্লাহর সাহায্য ও সমর্থন পাবে না। ফলে তুমি ভুল ভ্রান্তি ও পদস্খলন থেকে বাঁচতে পারবে না। পক্ষান্তরে দরখাস্ত ব্যতিরেকে যদি তোমাকে কোনো পদ দান করা হয়, তবে আল্লাহর পক্ষ থেকে সাহায্য ও সমর্থন পাবে। ফলে তুমি পদের পূর্ণ মর্যাদা রক্ষা করতে সক্ষম হবে।

মুসলিমের অপর এক হাদীসে আছে, এক ব্যক্তি রসূলুল্লাহ ﷺ এর কাছে একটি পদ প্রার্থনা করলে তিনি বললেন– إِنَّا لَنۡ نَسۡتَعۡمِلَ عَلٰى عَمَلِنَا مَنۡ أَرَادَهٗ যে ব্যক্তি নিজে পদ প্রার্থনা করে, আমি তাকে সরকারি পদ দান করি না।

হযরত ইউসুফ (আ.)-এর পদ প্রার্থনা বিশেষ রহস্যের উপর ভিত্তিশীল ছিল :

হযরত ইউসুফ (আ.)-এর ব্যাপারটি এ প্রেক্ষাপট থেকে ভিন্ন। কারণ তিনি জানতেন যে, বাদশাহ কাফের। তার কর্মচারীরাও তেমনি। এ দিকে দুর্ভিক্ষের পদধ্বনি শোনা যাচ্ছে। এমতাবস্থায় স্বার্থবাদী মহল জনগণের প্রতি দয়ার্দ্র হবে না। ফলে লাখো মানুষ না খেয়ে মারা যাবে। এমন কোনো দ্বিতীয় ব্যক্তি ছিল না, যে গরিবের প্রতি

https://e-ilm.weebly.com/

সুবিচার করতে পারে। তাই তিনি নিজেই এ পদের জন্য আবেদন করলেন। তবে এর সাথে নিজের কিছু গুণগত বৈশিষ্ট্য তাঁকে প্রকাশ করতে হয়েছে। যাতে বাদশাহ সন্তুষ্ট হয়ে তাঁকে এ পদ দান করেন।

আজও যদি কেউ সরকারি এমন কোনো পদ দেখে যে, এ কর্তব্য যথাযথ পালন করার মতো অন্য কেউ নেই এবং তিনি নিজে তা বিশুদ্ধভাবে সম্পন্ন করতে পারবেন বলে বিশ্বাস করেন, তবে সে পদের জন্য দরখাস্ত করা তাঁর জন্য জায়েজ তো বটেই বরং ওয়াজিব; কিন্তু প্রভাব-প্রতিপত্তি ও অর্থকড়ি লাভ নয় বরং জনসেবা এখানে প্রধান উদ্দেশ্য থাকতে হবে। এর সম্পর্ক আন্তরিক ইচ্ছার সাথে, যে সম্পর্কে আল্লাহ্ তা'আলা খুব উত্তমভাবে পরিজ্ঞাত। -(কুরতুবী)

খোলাফায়ে-রাশেদীন স্বেচ্ছায় খেলাফতের দায়িত্ব পালন করেছেন। এর কারণও তাই ছিল যে, তাঁরা জানতেন, অন্য কেউ এ দায়িত্ব সঠিকভাবে সম্পন্ন করতে পারবে না। সাহাবায়ে কেরামের মধ্যে হযরত আলী, হযরত মু'আবিয়া, হযরত হুসায়ন, হযরত আবদুল্লাহ্ ইবনে যুবায়ের প্রমুখের মতানৈক্যও এ বিষয়ের উপর ভিত্তিশীল ছিল যে, তাঁদের প্রত্যেকের ধারণা ছিল যে, তৎকালীন প্রেক্ষিতে খেলাফতের দায়িত্ব প্রতিপক্ষের তুলনায় তিনি অধিক সুষ্ঠুভাবে পালন করতে পারবেন। প্রভাব-প্রতিপত্তি কিংবা অর্থকড়ি অর্জন কারও মূল লক্ষ্য ছিল না।

অমুসলিম রাষ্ট্রে সরকারি পদ গ্রহণ করা জায়েজ কি না : হযরত ইউসুফ (আ) মিসর-সম্রাটের চাকরি গ্রহণ করেছিলেন। অথচ সম্রাট ছিল কাফের; এ থেকে বুঝা যায় যে, কাফের অথবা ফাসেক শাসনকর্তার অধীনে সরকারি পদ গ্রহণ করা বিশেষ অবস্থায় জায়েজ।

কিন্তু ইমাম জাসসাস فَلَنْ اَكُوْنَ ظَهِيْرًا لِّلْمُجْرِمِيْنَ (আমি কখনো অপরাধীদের সাহায্যকারী হব না) আয়াতের অধীনে লিখেছেন- এ আয়াতদৃষ্টে জালেম ও কাফেরদের সাহায্য করা অবৈধ প্রমাণিত হয়েছে। বলাবাহুল্য, কাফেরদের অধীনে সরকারি পদ গ্রহণ করা তাদের কার্যে অংশীদার হওয়া এবং সাহায্য করার নামান্তর। এ ধরনের সাহায্যকে কুরআন পাকের অনেক আয়াতে হারাম বলা হয়েছে।

হযরত ইউসুফ (আ.) এ চাকরি শুধু গ্রহণই করেননি, বরং দরখাস্ত করে লাভ করেছেন। তাফসীরবিদ মুজাহিদের মতে এর বিশেষ কারণ এই যে, বাদশাহ তখন মুসলমান হয়ে গিয়েছিলেন। কিন্তু কুরআন ও হাদীসে এর কোনো প্রমাণ পাওয়া যায় না। তাই অধিকাংশ তাফসীরবিদের মতে এর কারণ এই যে, হযরত ইউসুফ (আ.) বাদশাহর আচরণদৃষ্টে অনুভব করেছিলেন যে, তিনি তাঁর কাজে হস্তক্ষেপ করবেন না। তাঁকে পূর্ণ ক্ষমতা অর্পণ করা হবে। ফলে তিনি স্বীয় অভিমত ও ন্যায়ানুগ আইন অনুযায়ী কাজ করতে পারবেন। শরিয়ত বিরোধী কোনো আইন মানতে বাধ্য করা হবে না- এরূপ পূর্ণ ক্ষমতা নিয়ে কোনো কাফের অথবা জালেমের চাকরি করার মধ্যে যদিও কাফেরের সাথে সহযোগিতা করার দোষ বিদ্যমান থাকে তথাপি যে পরিস্থিতিতে তাকে ক্ষমতাচ্যুত করার শক্তি না থাকে এবং পদ গ্রহণ না করলে জনগণের অধিকার খর্ব হওয়ার অথবা অত্যাচার ও উৎপীড়নের প্রবল আশঙ্কা থাকে, সেই পরিস্থিতিতে এতটুকু সহযোগিতা করার অবকাশ হযরত ইউসুফ (আ.)-এর কর্ম দ্বারা প্রমাণিত হয়ে যায়, যতটুকুতে স্বয়ং কোনো শরিয়তবিরোধী কাজ সম্পাদন করতে না হয়। কেননা এটা প্রকৃতপক্ষে তার গোমরাহীর কাজে সাহায্য করা হবে না; যদিও দূরবর্তী কারণ হিসেবে এতেও তার সাহায্য হয়ে যায়। উল্লিখিত পরিস্থিতিতে সাহায্যের দূরবর্তী কারণ সম্পর্কে শরিয়তসম্মত অবকাশ আছে। ফিকহবিদগণ এর পূর্ণ বিবরণ দান করেছেন। পূর্ববর্তী সাহাবী ও তাবেয়ীগণের অনেকেই এহেন পরিস্থিতিতে অত্যাচারী শাসনকর্তাদের চাকরি গ্রহণ করেছেন বলে প্রমাণিত আছে। -(কুরতুবী, মাযহারী)

আল্লামা মাওয়ার্দি 'শরিয়তসম্মত রাজনীতি' সম্পর্কে স্বীয় গ্রন্থে লিখেছেন যে, কেউ কেউ হযরত ইউসুফ (আ.)-এর এ কর্মের ভিত্তিতে কাফের ও জালেম শাসকদের অধীনে চাকরি কিংবা রাষ্ট্রীয় দায়িত্ব গ্রহণ করা এই শর্তে জায়েজ বলেছেন যে, স্বয়ং তাকে শরিয়তবিরোধী কোনো কাজ করতে না হয়। পক্ষান্তরে কেউ কেউ এ শর্ত সহকারেও এরূপ চাকরি নাজায়েজ বলেছেন। কারণ এতেও জুলুমকারীদেরকে শক্তিশালী ও পরোক্ষভাবে সমর্থন করা হয়।

https://e-ilm.weebly.com/

তাঁরা হযরত ইউসুফ (আ.)-এর এ কাজের বিভিন্ন কারণ বর্ণনা করে থাকেন। এগুলোর সারমর্ম এই যে, এ কাজটি গ্রহণ করা হযরত ইউসুফ (আ.)-এর সত্তা অথবা তাঁর শরিয়তের বৈশিষ্ট্য ছিল। অন্যান্যের জন্য এখন তা জায়েজ নয়। কিন্তু অধিকসংখ্যক আলেম ও ফিকহবিদ প্রথমোক্ত মতামত গ্রহণ করে একে জায়েজ বলেছেন। -(কুরতুবী)

তাফসীরে বাহরে মুহীতে আছে- যে ক্ষেত্রে জানা যায় যে, আলেম ও পূণ্যবান ব্যক্তিরা এ পদ গ্রহণ না করলে সর্বসাধারণের অধিকার ক্ষুণ্ন হবে এবং সুবিচার পদে পদে ব্যাহত হবে, সেখানে পদ গ্রহণ করা জায়েজ এবং ছওয়াবের কাজ; শর্ত এই যে, এ পদ গ্রহণ করে যদি স্বয়ং তাকে কোনো শরিয়তবিরোধী কাজ করতে না হয়।

মাসআলা : হযরত ইউসুফ (আ.) এর إِنِّي حَفِيظٌ عَلِيمٌ উক্তি থেকে প্রমাণিত হয় যে, প্রয়োজনের ক্ষেত্রে নিজের কোনো গুণগত বৈশিষ্ট্য ও শ্রেষ্ঠত্ব বর্ণনা করা অবৈধ নয়। এটা কুরআনে নিষিদ্ধ 'নিজের মুখে নিজের পবিত্রতা জাহির করা'র অন্তর্ভুক্ত নয়; অবশ্য যদি তা অহঙ্কার, গর্ব ও আস্ফালনবশতঃ না হয়।

وَكَذٰلِكَ مَكَّنَّا لِيُوسُفَ فِي الْأَرْضِ يَتَبَوَّأُ مِنْهَا حَيْثُ يَشَاءُ نُصِيبُ بِرَحْمَتِنَا مَنْ نَشَاءُ وَلَا نُضِيعُ أَجْرَ الْمُحْسِنِينَ অর্থাৎ, আমি ইউসুফকে বাদশাহর দরবারে যেভাবে মান-সম্মান ও উচ্চ পদমর্যাদা দান করেছি, এমনিভাবে আমি তাকে সমগ্র মিসরের শাসনক্ষমতা দান করেছি। এখানে সে যেভাবে ইচ্ছা আদেশ জারি করতে পারে। আমি যাকে ইচ্ছা, স্বীয় রহমত ও নিয়ামত দ্বারা সৌভাগ্যমণ্ডিত করি এবং আমি সৎকর্মশীলদের প্রতিদান বিনষ্ট করি না।

ঘটনা এভাবে বর্ণনা করা হয় যে, এক বছর অভিজ্ঞতা অর্জনের পর বাদশাহ নিজ দরবারে একটি উৎসবের আয়োজন করেন। রাজ্যের সমস্ত সম্ভ্রান্ত পদাধিকারী ব্যক্তি ও কর্মকর্তাগণ এতে আমন্ত্রিত হন। হযরত ইউসুফ (আ.) কে রাজমুকুট পরিহিত অবস্থায় দরবারে হাজির করা হয় এবং শুধু অর্থ দফতরের দায়িত্ব নয় যাবতীয় রাজকার্যই কার্যতঃ হযরত ইউসুফ (আ.) কে সোপর্দ করে বাদশাহ নির্জনবাসী হয়ে যান। -(কুরতুবী, মাযহারী)

হযরত ইউসুফ (আ.) এমন সুশৃঙ্খল ও সুষ্ঠুভাবে রাজকার্য পরিচালনা করলেন যে, কারো কোনো অভিযোগ রইল না। গোটা দেশ তাঁর প্রশংসায় মুখর হয়ে উঠল এবং সর্বত্র শান্তি শৃঙ্খলা ও স্বাচ্ছন্দ্য বিরাজ করতে লাগল। রাষ্ট্রের দায়িত্ব পালনে স্বয়ং হযরত ইউসুফ (আ.) ও কোনোরূপ বাধাবিপত্তি কিংবা কষ্টের সম্মুখীন হননি।

তাফসীরবিদ মুজাহিদ (র.) বলেন- এসব প্রভাব-প্রতিপত্তি ও রাজক্ষমতা দ্বারা হযরত ইউসুফ (আ.) এর একমাত্র লক্ষ্য ছিল আল্লাহর বিধি বিধান জারি করা এবং তাঁর দীন প্রতিষ্ঠিত করা। তিনি কোনো সময় এ কর্তব্য বিস্মৃত হননি এবং অব্যাহতভাবে বাদশাহকে ইসলামের দাওয়াত দিতে থাকেন। তাঁর অবিরাম দাওয়াত ও প্রচেষ্টার ফলে শেষ পর্যন্ত বাদশাহও মুসলমান হয়ে যান।

وَلَأَجْرُ الْآخِرَةِ خَيْرٌ لِلَّذِينَ آمَنُوا وَكَانُوا يَتَّقُونَ অর্থাৎ, পরকালের প্রতিদান ও ছওয়াব তাদের জন্য দুনিয়ার নিয়ামতের চাইতে বহুগুণে শ্রেষ্ঠ, যারা ঈমানদার এবং যারা তাকওয়া ও পরহেযগারী অবলম্বন করে।

জনগণের সুখশান্তি নিশ্চিত করার জন্য হযরত ইউসুফ (আ.) এমন কাজ করেন, যার নজির খুঁজে পাওয়া দুষ্কর। স্বপ্নের ব্যাখ্যা অনুযায়ী সুখ শান্তির সাত বছর অতিবাহিত হওয়ার পর দুর্ভিক্ষ দেখা দেয়। হযরত ইউসুফ (আ.) পেট ভরে খাওয়া ছেড়ে দেন। সবাই বলল- মিসর সাম্রাজ্যের যাবতীয় ধন ভাণ্ডার আপনার কব্জায়, অথচ আপনি ক্ষুধার্ত থাকেন, এ কেমন কথা! তিনি বললেন- সাধারণ মানুষের ক্ষুধার অনুভূতি যাতে আমার অন্তর থেকে উধাও হয়ে না যায়, সেজন্য এটা করি। তিনি শাহী বাবুর্চিদেরকে নির্দেশ দিলেন- দিনে মাত্র একবার দুপুরের খাদ্য রান্না করবে যাতে রাজপরিবারের সদস্যবর্গও জনসাধারণের ক্ষুধায় কিছু অংশগ্রহণ করতে পারে।

পূর্ববর্তী আয়াতসমূহে বর্ণিত হয়েছে যে, হযরত ইউসুফ (আ.) আল্লাহর কৃপায় মিসরের পূর্ণ শাসন ক্ষমতা লাভ করলেন। ৫৮তম আয়াত থেকে পরবর্তী কয়েক আয়াতে ইউসুফ ভ্রাতাদের খাদ্যশস্যের জন্য মিসরে আগমন উল্লেখ করা হয়েছে। প্রসঙ্গক্রমে একথাও বলা হয়েছে যে, দশ ভাই মিসরে আগমন করেছিল, হযরত ইউসুফ (আ.)-এর সহোদর ছোট ভাই তাদের সাথে ছিল না।

কাহিনীর মধ্যবর্তী অংশ কুরআন বর্ণনা করেনি। কারণ তা আপনা থেকেই বুঝা যায়।

https://e-ilm.weebly.com/

ইবনে কাছীর, সুদ্দী, মুহাম্মাদ ইবনে ইসহাক প্রমুখ তাফসীরবিদগণের বরাতে যে বিবরণ দিয়েছেন, তা ঐতিহাসিক ও ইসরাঈলী রেওয়ায়েত থেকে গৃহীত হলেও কিছুকটা গ্রহণযোগ্য। কারণ কুরআনের বর্ণনারীতিতে এর প্রতি ইঙ্গিত পাওয়া যায়।

তাঁরা বলেছেন– হযরত ইউসুফ (আ.) এর হাতে মিসরের শাসনভার অর্পিত হওয়ার পর স্বপ্নের ব্যাখ্যা অনুযায়ী প্রথম সাত বছর সমগ্র দেশের জন্য প্রভূত সুখ -স্বাচ্ছন্দ্য ও কল্যাণ নিয়ে আসে। অঢেল ফসল উৎপন্ন হয় এবং তা অধিকতর পরিমাণে অর্জন ও সঞ্চয়ের চেষ্টা করা হয়। এরপর স্বপ্নের দ্বিতীয় অংশ প্রকাশ পেতে থাকে। ভয়াবহ দুর্ভিক্ষ দেখা দেয় এবং তা দীর্ঘ সাত বছর অব্যাহত থাকে। হযরত ইউসুফ (আ.) একটি বিশেষ পদ্ধতিতে খাদ্যশস্য বিক্রয় করতে শুরু করলেন। অর্থাৎ, এক ব্যক্তিকে এক উট বোঝাই খাদ্যশস্য দিতেন; এর বেশি দিতেন না। কুরতুবী এর পরিমাণ এক ওসক অর্থাৎ, ষাট সা' লিখেছেন, যা আমাদের ওজন অনুযায়ী দু'শ দশ সের অর্থাৎ, পাঁচ মনের কিছু বেশি হয়।

তিনি এ কাজটিকে এতটুকু গুরুত্ব দেন যে, বিক্রয় কার্যের তদারকি নিজেই করতেন। শুধু মিসরেই দুর্ভিক্ষ সীমাবদ্ধ ছিল না; বরং দূর দুরান্ত অঞ্চল এর করালগ্রাসে পতিত হয়েছিল। হযরত ইয়াকূব (আ.)-এর জন্মভূমি কেনান ছিল ফিলিস্তীনের একটি অংশ। অদ্যাবধি তা 'খলিল' নামে একটি সমৃদ্ধ শহরের আকারে বিদ্যমান রয়েছে। এখানে হযরত ইব্রাহীম, ইসহাক, ইয়াকূব ও ইউসুফ (আ.)-এর সমাধি অবস্থিত। এ এলাকাটিও দুর্ভিক্ষের করাল গ্রাস থেকে মুক্ত ছিল না। ফলে হযরত ইয়াকূব (আ.)-এর পরিবারেও অভাব অনটন দেখা দেয়। সাথে সাথেই মিসরের এ সুখ্যাতি সর্বত্র ছড়িয়ে পড়ে যে, সেখানে অল্প মূল্যের বিনিময়ে খাদ্যশস্য পাওয়া যায়। হযরত ইয়াকূব (আ.) -এর কানে এসংবাদ পৌঁছে যে, মিসরের বাদশাহ অত্যন্ত সৎ ও দয়ালু ব্যক্তি। তিনি জনসাধারণের মধ্যে খাদ্যশস্য বিতরণ করেন। অতঃপর তিনি পুত্রদেরকে বললেন– তোমরাও যাও এবং মিসর থেকে খাদ্যশস্য নিয়ে এসো।

এ কথাও জানাজানি হয়ে গিয়েছিল যে, একজনকে এক উটের বোঝার চাইতে বেশি খাদ্যশস্য দেওয়া হয় না। তাই তিনি সব পুত্রকেই পাঠাতে মনস্থ করলেন। সর্বকনিষ্ঠ পুত্র বিনয়ামিন ছিলেন হযরত ইউসুফ (আ.)-এর সহোদর। ইউসুফ নিখোঁজ হওয়ার পর হযরত ইয়াকূব (আ.) এর স্নেহ ও ভালোবাসা তার প্রতিই কেন্দ্রীভূত হয়েছিল। তাই সান্ত্বনা ও দেখাশোনার জন্য তাঁকে নিজের কাছে রেখে দিলেন।

দশ ভাই কেনান থেকে মিসর পৌঁছল। হযরত ইউসুফ (আ.) শাহী পোশাকে রাজ্যাধিপতির বেশে তাদের সামনে এলেন। শৈশবে সাত বছর বয়সে ভ্রাতারা তাঁকে কাফেলার লোকজনের কাছে বিক্রয় করে দিয়েছিল, কিন্তু এখন আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাসের রেওয়ায়েত অনুযায়ী তাঁর বয়স ছিল চল্লিশ বছর। –(কুরতুবী, মাযহারী)

বলাবাহুল্য, এত দীর্ঘ সময়ে মানুষের আকার অবয়ব পরিবর্তিত হয়ে যায়। তাদের ধারণায়ও একথা ছিল না যে, যে বালককে তারা গোলামরূপে বিক্রি করেছিল, সে কোনো দেশের মন্ত্রী বা বাদশাহ হয়ে যেতে পারে। তাই তারা ইউসুফ (আ.) কে চিনল না; কিন্তু হযরত ইউসুফ (আ.) তাদেরকে চিনে ফেললেন। فَعَرَفَهُمْ وَهُمْ لَهُ مُنْكِرُوْنَ বাক্যের অর্থ তাই। আরবি ভাষায় اِنْكَارْ শব্দের আসল অর্থ অপরিচিত মনে করা, তাই مُنْكِرُوْنَ এর অর্থ অজ্ঞ ও অপরিচিত।

হযরত ইউসুফ (আ.) এর চিনে নেওয়া সম্পর্কে সুদ্দীর বরাত দিয়ে ইবনে কাছীর আরো বর্ণনা করেন যে, দশ ভাই দরবারে পৌঁছলে হযরত ইউসুফ (আ.) তাদেরকে এমনভাবে জিজ্ঞাসাবাদ করলেন, যেমন সন্দেহযুক্ত লোকদেরকে করা হয়– যাতে তারা সম্পূর্ণ সত্য উদঘাটন করে। প্রথমতঃ জিজ্ঞেস করলেন, তোমরা মিসরের অধিবাসী নও। তোমাদের ভাষা হিব্রু। এমতাবস্থায় এখানে কিরূপে এলে? তারা বলল– আমাদের দেশে ভীষণ দুর্ভিক্ষ। আমরা আপনার প্রশংসা শুনে খাদ্যশস্যের জন্য এখানে এসেছি। দ্বিতীয়তঃ প্রশ্ন করলেন– তোমরা যে সত্য বলছ এবং তোমরা

https://e-ilm.weebly.com/

কোনো শত্রুর চর নও, একথা কেমন করে বিশ্বাস করব? তারা বলল– আল্লাহর পানাহ! আমাদের দ্বারা এরূপ কখনো হতে পারে না। আমরা আল্লাহর নবী হযরত ইয়াকূব (আ.)-এর সন্তান। তিনি কেনানে বসবাস করেন।

হযরত ইয়াকূব (আ.) এর ও তাঁর পরিবারের বর্তমান অবস্থা জানা এবং ওদের মুখ থেকেই অতীতের কিছু ঘটনা বর্ণিত হোক– তাদেরকে প্রশ্ন করার পিছনে এটাই ছিল হযরত ইউসুফ (আ.)-এর লক্ষ্য। এরপর তিনি জিজ্ঞেস করলেন– তোমাদের পিতার আরো কোনো সন্তান আছে কি? তারা বলল– আমরা বারো ভাই ছিলাম। তন্মধ্যে ছোট এক ভাই জঙ্গলে নিখোঁজ হয়ে গেছে। আমাদের পিতা তাকেই সর্বাধিক আদর করতেন। এরপর তার ছোট সহোদর ভাইকে আদর করতে শুরু করেন। তাই তাকে আমাদের সাথে এ সফরে পাঠাননি।

এসব কথা শুনে হযরত ইউসুফ (আ.) তাদেরকে রাজকীয় মেহমানের মর্যাদায় রাখা এবং যথারীতি খাদ্যশস্য প্রদান করার আদেশ দিলেন।

বন্টনের ব্যাপারে ইউসুফ (আ.)-এর রীতি ছিল এই যে, একবারে কোনো এক ব্যক্তিকে এক উটের বোঝার চাইতে বেশি খাদ্যশস্য দিতেন না। হিসাব অনুযায়ী যখন তা শেষ হয়ে যেত, তখন পুনর্বার দিতেন।

ভাইদের কাছে সব বিবরণ জানার পর তাঁর মনে এরূপ আকাঙ্ক্ষা উদয় হওয়া স্বাভাবিক যে, তারা পুনর্বার আসুক। এজন্য একটি প্রকাশ্য ব্যবস্থা গ্রহণ করে তিনি স্বয়ং ভাইদেরকে বললেন–

اِئْتُوْنِیْ بِاَخٍ لَّكُمْ مِّنْ اَبِیْكُمْ اَلَا تَرَوْنَ اَنِّیْ اُوْفِی الْكَیْلَ وَاَنَا خَیْرُ الْمُنْزِلِیْنَ অর্থাৎ, তোমরা যখন পুনর্বার আসবে, তখন তোমাদের সে ভাইকেও সঙ্গে নিয়ে এসো। তোমরা দেখতেই পাচ্ছ যে, আমি কিভাবে পুরোপুরি খাদ্যশস্য প্রদান করি এবং কিভাবে অতিথি আপ্যায়ন করি। এরপর একটি সাবধানবাণীও শুনিয়ে দিলেন–

فَاِنْ لَّمْ تَاْتُوْنِیْ بِهٖ فَلَا كَیْلَ لَكُمْ عِنْدِیْ وَلَا تَقْرَبُوْنِ অর্থাৎ, তোমরা যদি ভাইকে সাথে না আন, তবে আমি তোমাদের কাউকেই খাদ্যশস্য দেব না। (কেননা আমি মনে করব যে, তোমরা আমার সাথে মিথ্যা বলেছ।) এভাবে তোমরা আমার কাছে আসবে না।

অপর একটি গোপন ব্যবস্থা এই করলেন যে, তারা খাদ্যশস্যের মূল্য বাবদ যেসব নগদ অর্থকড়ি কিংবা অলংকার জমা দিয়েছিল, সেগুলো গোপনে তাদের আসবাবপত্রের মধ্যে রেখে দেওয়ার জন্য কর্মচারীদেরকে আদেশ দিলেন, যাতে বাড়ি পৌঁছে যখন তারা আসবাব খুলবে এবং নগদ অর্থও অলংকার পাবে, তখন যেন পুনর্বার খাদ্যশস্য নেওয়ার জন্য আসতে পারে।

মোটকথা, হযরত ইউসুফ (আ.) কর্তৃক এসব ব্যবস্থা সম্পন্ন করার কারণ ছিল এই যে, ভবিষ্যতেও ভাইদের আগমন যেন অব্যাহত থাকে এবং ছোট সহোদর ভাইয়ের সাথেও তাঁর সাক্ষাত ঘটার সুযোগ উপস্থিত হয়।

অনুধাবনযোগ্য মাসআলা : হযরত ইউসুফ (আ.) এর এ ঘটনা থেকে বুঝা যায় যে, যদি দেশের অর্থনৈতিক দুরবস্থা এমন চরমে পৌঁছে যে, সরকার ব্যবস্থা গ্রহণ না করলে অনেক লোক জীবন ধারণের অত্যাবশ্যকীয় দ্রব্যসামগ্রী থেকে বঞ্চিত হয়ে পড়বে, তবে সরকার এমন দ্রব্যসামগ্রীকে স্বীয় নিয়ন্ত্রণে নিয়ে নিতে পারে এবং খাদ্য শস্যের উপযুক্ত মূল্য নির্ধারণ করে দিতে পারে। ফিকহবিদগণ এ বিষয়টি পরিষ্কারভাবে বর্ণনা করেছেন।

হযরত ইউসুফ (আ.)-এর অবস্থা সম্পর্কে পিতাকে অবহিত না করার কারণ :

ইউসুফ (আ.) এর ঘটনায় একটি চরম বিস্ময়কর ব্যাপার এই যে, একদিকে তাঁর পিতা আল্লাহর নবী হযরত ইয়াকূব (আ.) তাঁর বিরহ ব্যথায় অশ্রু বিসর্জন করতে করতে অন্ধ হয়ে গেলেন এবং অন্যদিকে হযরত ইউসুফ (আ.) স্বয়ং নবী ও রাসূল পিতার প্রতি স্বভাবগত ভালোবাসা ব্যতীত তাঁর অধিকার সম্পর্কেও সচেতন ছিলেন। কিন্তু সুদীর্ঘ চল্লিশ বছর সময়ের মধ্যে তিনি একবারও বিরহ-যাতনায় অস্থির ও মূহ্যমান পিতাকে কোনো উপায়ে স্বীয় কুশল সংবাদ পৌঁছানোর কথা চিন্তাও করলেন না। সংবাদ পৌঁছানো তখনো অসম্ভব ছিলনা, যখন তিনি

https://e-ilm.weebly.com/

গোলাম হয়ে মিসরে পৌঁছেছিলেন। আযীযে মিসরের গৃহে তাঁর সবরকম স্বাধীনতা ও সুযোগ সুবিধার সামগ্রী বিদ্যমান ছিল। তখন কারো মাধ্যমে পত্র অথবা খবর পৌঁছিয়ে দেওয়া তাঁর পক্ষে তেমন কঠিন ছিল না। এমনিভাবে কারাগারের জীবনেও যে সংবাদ এদিক সেদিক পৌঁছতে পারে তা কে না জানে। বিশেষতঃ আল্লাহ তা'আলা যখন তাঁকে সসম্মানে কারাগার থেকে মুক্তি দেন এবং মিসরের শাসনক্ষমতা তাঁর হাতে আসে, তখন নিজে গিয়ে পিতার কাছে উপস্থিত হওয়া তাঁর সর্বপ্রথম কাজ হওয়া উচিত ছিল। এটা কোনো কারণে অসমীচীন হলে কমপক্ষে দূত প্রেরণ করে পিতাকে নিরুদ্বেগ করে দেওয়া তো ছিল তাঁর জন্য নেহায়েত মামুলী ব্যাপার।

কিন্তু আল্লাহর পয়গম্বর হযরত ইউসুফ (আ.) এরূপ ইচ্ছা করেছেন বলেও কোথাও বর্ণিত নেই। নিজে ইচ্ছা করা দূরের কথা, যখন খাদ্যশস্য নেওয়ার জন্য ভ্রাতারা আগমন করল, তখনো আসল ঘটনা প্রকাশ না করে তাদেরকে বিদায় করে দিলেন।

এ অবস্থা কোনো সামান্যতম মানুষের কাছ থেকেও কল্পনা করা যায় না। আল্লাহর মনোনীত পয়গম্বর হয়ে তিনি তা কিরূপে বরদাশত করলেন।

এ বিস্ময়কর নীরবতার জবাবে সব সময় মনে একথা জাগ্রত হয় যে, সম্ভবতঃ আল্লাহ তা'আলা বিশেষ কোনো রহস্যের অধীনে হযরত ইউসুফ (আ.) কে নিজের সম্পর্কে কোনো সংবাদ গৃহে প্রেরণ করতে নিষেধ করে দিয়েছিলেন।

আল্লাহ তা'আলার রহস্য একমাত্র তিনিই জানেন। মানুষের পক্ষে তা বুঝা অসম্ভব। তবে মাঝে মাঝে কোনো বিষয় কারো বোধগম্য হয়েও যায়। এখানে বাহ্যতঃ হযরত ইয়াকূব (আ.)-এর পরীক্ষাকে পূর্ণতা দান করাই ছিল আসল রহস্য। এ কারণেই ঘটনার শুরুতে যখন হযরত ইয়াকূব (আ.) বুঝতে পেরেছিলেন যে, ইউসুফকে বাঘে খায়নি; বরং এটা তাঁর ভাইদের দুষ্কৃতি, তখন স্বাভাবিকভাবেই সেখানে পৌঁছে সরেজমিনে তদন্ত করা তাঁর কর্তব্য ছিল। কিন্তু আল্লাহ তা'আলা তাঁর মনকে এদিকে যেতে দেন নি। অতঃপর দীর্ঘদিন পর তিনি ছেলেদেরকে বললেন : তোমরা যাও, ইউসুফ ও তার ভাইকে তালাশ কর। আল্লাহ তা'আলা যখন কোনো কাজ করতে চান, তখন তার কারণাদি এমনিভাবে সন্নিবেশিত করে দেন।

শব্দবিশ্লেষণ :

خَزَائِنَ : বহুবচন। একবচন خَزِيْنَةٌ ও خَزَانَةٌ অর্থ- রাজভাণ্ডার, ধণাগার।

يَتَبَوَّأُ : সীগাহ واحد مذكر غائب বহছ مضارع معروف বাব تَفَعُّلٌ মাসদার اَلتَّبَوُّءُ মূলবর্ণ (ب - و - أ) জিনস مركب (مهموز لام ও اجوف واوى) অর্থ- স্থান ঠিক করে নেওয়া, বসার স্থান প্রস্তুত করা।

كَانُوْا يَتَّقُوْنَ : সীগাহ جمع مذكر غائب বহছ ماضى استمرارى معروف বাব اِفْتِعَالٌ মাসদার اَلْاِتِّقَاءُ মূলবর্ণ (و - ق - ى) لفيف مفروق অর্থ- বাঁচা, তাকওয়া অবলম্বন করা।

جَهَّزَهُمْ : جَهَّزَ সীগাহ واحد مذكر غائب বহছ ماضى معروف বাব تَفْعِيْلٌ মাসদার اَلتَّجْهِيْزُ মূলবর্ণ (ج - ه - ز) জিনস صحيح অর্থ- সামান তৈরি করা।

سَنُرَاوِدُ : সীগাহ جمع متكلم বহছ مضارع معروف বাব مُفَاعَلَةٌ মাসদার اَلْمُرَاوَدَةُ মূলবর্ণ (ر - و - د) জিনস اجوف واوى অর্থ- আমরা প্রত্যাবর্তনের চেষ্টা করব।

اِنْقَلَبُوْا : সীগাহ جمع مذكر غائب বহছ ماضى معروف বাব اِنْفِعَالٌ মাসদার اَلْاِنْقِلَابُ মূলবর্ণ (ق - ل - ب) জিনস صحيح অর্থ- ফিরে যাওয়া, প্রত্যাবর্তন করা।

https://e-ilm.weebly.com/

قَالَ هَلْ اٰمَنُكُمْ عَلَيْهِ اِلَّا كَمَآ اَمِنْتُكُمْ عَلٰٓى اَخِيْهِ مِنْ قَبْلُ ؕ فَاللّٰهُ خَيْرٌ حٰفِظًا ۪ وَّهُوَ اَرْحَمُ الرّٰحِمِيْنَ (٦٤)

৬৪. ইয়াকূব বললেন, আমি তার ব্যাপারেও তোমাদেরকে সেরূপ বিশ্বাস করছি, যেরূপ এর পূর্বে তার ভাই (ইউসুফ)-এর ব্যাপারে তোমাদেরকে বিশ্বাস করেছি; বস্তুত আল্লাহই সর্বোত্তম রক্ষক, এবং তিনি সকল দয়াবান অপেক্ষা অধিক দয়ালু।

وَلَمَّا فَتَحُوْا مَتَاعَهُمْ وَجَدُوْا بِضَاعَتَهُمْ رُدَّتْ اِلَيْهِمْ ؕ قَالُوْا يٰٓاَبَانَا مَا نَبْغِيْ ؕ هٰذِهٖ بِضَاعَتُنَا رُدَّتْ اِلَيْنَا ۚ وَنَمِيْرُ اَهْلَنَا وَنَحْفَظُ اَخَانَا وَنَزْدَادُ كَيْلَ بَعِيْرٍ ؕ ذٰلِكَ كَيْلٌ يَّسِيْرٌ (٦٥)

৬৫. আর যখন তারা নিজেদের আসবাব খুলল, তখন (তাতে) তারা নিজেদের মূলধন (-ও) পেল, যা তাদেরকে ফিরিয়ে দেওয়া হয়েছে; বলতে লাগল, আব্বা! আমাদের আর কি চাই! এই যে, আমাদের মূলধনও তো আমাদেরকে ফিরিয়ে দেওয়া হয়েছে; আর আমাদের পরিজনের জন্য (আরও) রসদ আনব, আমরা আমাদের ভাইকে উত্তমরূপে হেফাজত করব এবং আরো এক উটের বোঝা শস্য অতিরিক্ত আনব; এটা তো সামান্য শস্য মাত্র।

قَالَ لَنْ اُرْسِلَهٗ مَعَكُمْ حَتّٰى تُؤْتُوْنِ مَوْثِقًا مِّنَ اللّٰهِ لَتَاْتُنَّنِيْ بِهٖٓ اِلَّآ اَنْ يُّحَاطَ بِكُمْ ۚ فَلَمَّآ اٰتَوْهُ مَوْثِقَهُمْ قَالَ اللّٰهُ عَلٰى مَا نَقُوْلُ وَكِيْلٌ (٦٦)

৬৬. ইয়াকূব বললেন, সে সময় পর্যন্ত কিছুতেই তাকে তোমাদের সঙ্গে পাঠাব না, যে পর্যন্ত না তোমরা আল্লাহর শপথ করে আমাকে এ পাকা কথা দাও যে, তোমরা তাকে অবশ্যই ফিরিয়ে আনবে, অবশ্য যদি কোথাও বিপন্নই হয়ে পড়, তবে তো নিরূপায়, অতঃপর যখন তারা কসম করে নিজেদের পিতাকে কথা দিল, তখন তিনি বললেন, আমরা যে কথাবার্তা বলছি তা সমস্তই আল্লাহর সোপর্দ রইল।

শাব্দিক অনুবাদ :

৬৪. قَالَ ইয়াকূব বললেন هَلْ اٰمَنُكُمْ عَلَيْهِ আমি তার ব্যাপারেও তোমাদেরকে সেরূপ বিশ্বাস করছি اِلَّا كَمَآ اَمِنْتُكُمْ عَلٰٓى اَخِيْهِ مِنْ قَبْلُ যেরূপ এর পূর্বে তার ভাই (ইউসুফ) এর ব্যাপারে তোমাদেরকে বিশ্বাস করেছি فَاللّٰهُ خَيْرٌ حٰفِظًا বস্তুতঃ আল্লাহই সর্বোত্তম রক্ষক وَّهُوَ اَرْحَمُ الرّٰحِمِيْنَ এবং তিনি সকল দয়াবান অপেক্ষা অধিক দয়ালু।

৬৫. وَلَمَّا فَتَحُوْا مَتَاعَهُمْ আর যখন তারা নিজেদের আসবাব খুলল وَجَدُوْا بِضَاعَتَهُمْ তখন (তাতে) তারা নিজেদের মূলধন পেল رُدَّتْ اِلَيْهِمْ যা তাদেরকে ফিরিয়ে দেওয়া হয়েছে قَالُوْا বলতে লাগল يٰٓاَبَانَا আব্বা مَا نَبْغِيْ আমাদের আর কি চাই هٰذِهٖ بِضَاعَتُنَا এই যে, আমাদের মূলধনও তো رُدَّتْ اِلَيْنَا আমাদেরকে ফিরিয়ে দেওয়া হয়েছে وَنَمِيْرُ اَهْلَنَا আর আমাদের পরিজনের জন্য (আরো) রসদ আনব وَنَحْفَظُ اَخَانَا এবং আমরা আমাদের ভাইকে উত্তমরূপে হেফাজত করব وَنَزْدَادُ كَيْلَ بَعِيْرٍ এবং আরো এক উটের বোঝা শস্য অতিরিক্ত আনব ذٰلِكَ كَيْلٌ يَّسِيْرٌ এটা তো সামান্য শস্য মাত্র।

৬৬. قَالَ ইয়াকূব বললেন لَنْ اُرْسِلَهٗ مَعَكُمْ সে সময় পর্যন্ত কিছুতেই তাকে তোমাদের সঙ্গে পাঠাব না حَتّٰى تُؤْتُوْنِ مَوْثِقًا مِّنَ اللّٰهِ যে পর্যন্ত না তোমরা আল্লাহর শপথ করে আমাকে এই পাকা কথা দাও যে, لَتَاْتُنَّنِيْ بِهٖ তোমরা তাকে অবশ্যই ফিরিয়ে আনবে اِلَّآ اَنْ يُّحَاطَ بِكُمْ অবশ্য যদি কোথাও বিপন্নই হয়ে পড় তবে তো নিরূপায় فَلَمَّآ اٰتَوْهُ مَوْثِقَهُمْ অতঃপর যখন তারা কসম করে নিজেদের পিতাকে কথা দিল قَالَ তখন তিনি বললেন اللّٰهُ عَلٰى مَا نَقُوْلُ وَكِيْلٌ আমরা যে কথাবার্তা বলছি তা সমস্তই আল্লাহর সোপর্দ রইল।

https://e-ilm.weebly.com/

৬৭. এবং [রওয়ানার সময়] তিনি বললেন, হে আমার পুত্রগণ! তোমরা সকলে [মিসর শহরে] এক দরজা দিয়ে প্রবেশ করো না; বরং পৃথক পৃথক দরজা দিয়ে প্রবেশ কর; আর আমি আল্লাহর হুকুমকে তোমাদের উপর হতে টলাতে পারি না; হুকুম তো কেবলমাত্র আল্লাহরই রয়েছে; তাঁরই উপর ভরসা রাখি এবং তাঁরই উপর অপর ভরসাকারীদেরও ভরসা করা উচিত।

وَقَالَ يٰبَنِيَّ لَا تَدْخُلُوْا مِنْۢ بَابٍ وَّاحِدٍ وَّادْخُلُوْا مِنْ اَبْوَابٍ مُّتَفَرِّقَةٍ ؕ وَمَآ اُغْنِيْ عَنْكُمْ مِّنَ اللّٰهِ مِنْ شَيْءٍ ؕ اِنِ الْحُكْمُ اِلَّا لِلّٰهِ ؕ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ ۚ وَعَلَيْهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُتَوَكِّلُوْنَ (٦٧)

৬৮. এবং যেভাবে তাদের পিতা বলেছিল, যখন তারা সেভাবে প্রবেশ করল, তখন পিতার ইচ্ছা পূর্ণ হলো, আল্লাহর হুকুম টলিয়ে দেওয়া তাদের পিতার উদ্দেশ্য ছিল না; কিন্তু ইয়াকূবের মনে একটি বাসনা উদয় হয়েছিল, তাই তিনি প্রকাশ করে দিলেন, আর নিঃসন্দেহে তিনি বড় জ্ঞানী ছিলেন। এ কারণে যে, আমি তাঁকে ইলম দান করেছিলাম; কিন্তু অধিকাংশ লোকই তা অবগত নয়।

وَلَمَّا دَخَلُوْا مِنْ حَيْثُ اَمَرَهُمْ اَبُوْهُمْ ؕ مَا كَانَ يُغْنِيْ عَنْهُمْ مِّنَ اللّٰهِ مِنْ شَيْءٍ اِلَّا حَاجَةً فِيْ نَفْسِ يَعْقُوْبَ قَضٰىهَا ؕ وَاِنَّهٗ لَذُوْ عِلْمٍ لِّمَا عَلَّمْنٰهُ وَلٰكِنَّ اَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُوْنَ (٦٨)

৬৯. আর যখন তারা ইউসুফের নিকট পৌছল, তিনি স্বীয় ভ্রাতাকে নিজের কাছে রাখলেন, [এবং নির্জনে] বললেন, আমি তোমার ভাই [ইউসুফ], সুতরাং তারা যে ব্যবহার করে আসছে, তৎপ্রতি দুঃখ করো না।

وَلَمَّا دَخَلُوْا عَلٰى يُوْسُفَ اٰوٰۤى اِلَيْهِ اَخَاهُ قَالَ اِنِّيْۤ اَنَا اَخُوْكَ فَلَا تَبْتَئِسْ بِمَا كَانُوْا يَعْمَلُوْنَ (٦٩)

শাব্দিক অনুবাদ :

৬৭. وَقَالَ এবং (রওয়ানার সময়) তিনি বললেন يٰبَنِيَّ হে আমার পুত্রগণ لَا تَدْخُلُوْا مِنْۢ بَابٍ وَّاحِدٍ তোমরা সকলে এক দরজা দিয়ে প্রবেশ করোনা وَّادْخُلُوْا مِنْ اَبْوَابٍ مُّتَفَرِّقَةٍ বরং পৃথক পৃথক দরজা দিয়ে প্রবেশ কর وَمَآ اُغْنِيْ عَنْكُمْ مِّنَ اللّٰهِ مِنْ شَيْءٍ আর আমি আল্লাহর হুকুমকে তোমাদের উপর হতে টলাতে পারি না اِنِ الْحُكْمُ اِلَّا لِلّٰهِ হুকুমতো কেবলমাত্র আল্লাহরই রয়েছে عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ তাঁরই উপর ভরসা রাখি وَعَلَيْهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُتَوَكِّلُوْنَ এবং তাঁরই উপর অপর ভরসাকারীদেরও ভরসা করা উচিত।

৬৮. وَلَمَّا دَخَلُوْا এবং যখন তারা সেভাবে প্রবেশ করল مِنْ حَيْثُ اَمَرَهُمْ اَبُوْهُمْ যেভাবে তাদের পিতা বলেছিলেন তখন পিতার ইচ্ছা পূর্ণ হলো مَا كَانَ يُغْنِيْ عَنْهُمْ مِّنَ اللّٰهِ مِنْ شَيْءٍ আল্লাহর হুকুম টলিয়ে দেওয়া তাদের পিতার উদ্দেশ্য ছিল না اِلَّا حَاجَةً فِيْ نَفْسِ يَعْقُوْبَ কিন্তু ইয়াকূবের মনে একটি বাসনা উদয় হয়েছিল قَضٰىهَا তাই তিনি প্রকাশ করে দিলেন وَاِنَّهٗ لَذُوْ عِلْمٍ আর নিঃসন্দেহে তিনি বড় জ্ঞানী ছিলেন لِّمَا عَلَّمْنٰهُ এ কারণে যে আমিই তাকে ইলম দান করেছিলাম وَلٰكِنَّ اَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُوْنَ কিন্তু অধিকাংশ লোকই তা অবগত নয়।

৬৯. وَلَمَّا دَخَلُوْا عَلٰى يُوْسُفَ আর যখন তারা ইউসুফের নিকট পৌছল اٰوٰۤى اِلَيْهِ اَخَاهُ তিনি স্বীয় ভ্রাতাকে নিজের কাছে রাখলেন قَالَ এবং (নির্জনে) বললেন اِنِّيْۤ اَنَا اَخُوْكَ আমি তোমার ভাই فَلَا تَبْتَئِسْ সুতরাং তৎপ্রতি দুঃখ করো না بِمَا كَانُوْا يَعْمَلُوْنَ তারা যে ব্যবহার করে আসছে।

https://e-ilm.weebly.com/

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

৬৩ পরবর্তী আয়াতসমূহে ঘটনার অবশিষ্টাংশ বর্ণিত হয়েছে যে, হযরত ইউসুফ (আ.) এর ভ্রাতারা যখন মিসর থেকে খাদ্যশস্য নিয়ে গৃহে প্রত্যাবর্তন করল, তখন পিতার কাছে মিসরের অবস্থা বর্ণনা করতে গিয়ে এ কথাও বলল– আযীযে মিসর ভবিষ্যতের জন্য আমাদেরকে খাদ্যশস্য দেওয়ার ব্যাপারে একটি শর্ত আরোপ করেছেন। তিনি বলেছেন যে, ছোট ভাইকে সাথে আনলে খাদ্যশস্য পাবে, অন্যথা নয়। তাই আপনি ভবিষ্যতে বিনয়ামিনকেও আমাদের সাথে প্রেরণ করবেন– যাতে ভবিষ্যতে আমরা খাদ্যশস্য পাই। আমরা তার পুরোপুরি হেফাজত করব। তার কোনোরূপ কষ্ট হবে না।

পিতা বললেন– আমি কি তার সম্পর্কে তোমাদেরকে তেমনি বিশ্বাস করব, যেমন ইতিপূর্বে তার ভাই ইউসুফের ব্যাপারে করেছিলাম? উদ্দেশ্য, এখন তোমাদের কথায় কি বিশ্বাস! একবার বিশ্বাস করে বিপদ ভোগ করেছি। তখনো হেফাজতের ব্যাপারে তোমরা এ ভাষাই প্রয়োগ করেছিলে।

এটা ছিল তাদের কথার উত্তর। কিন্তু পরে পরিবারের প্রয়োজনের পরিপ্রেক্ষিতে পয়গম্বরসুলভ তাওয়াক্কুল এবং এ বাস্তবতায় ফিরে গেলেন যে, লাভ-ক্ষতি কোনোটাই বন্দার ক্ষমতাধীন নয়– যতক্ষণ আল্লাহ তা'আলা ইচ্ছা না করেন। আল্লাহর ইচ্ছা হয়ে গেলে তা কেউ টলাতে পারে না। তাই সৃষ্টজীবের উপর ভরসা করাও ঠিক নয় এবং তাদের কথার উপর নির্ভর করাও অসমীচীন।

তাই বললেন– فَاللّٰهُ خَيْرٌ حٰفِظًا অর্থাৎ, তোমাদের হেফাজতের ফল তো ইতিপূর্বে দেখে নিয়েছি। এখন আমি আল্লাহর হেফাজতের উপরই ভরসা করি। وَهُوَ اَرْحَمُ الرّٰحِمِيْنَ এবং তিনি সর্বাধিক দয়ালু। তাঁর কাছেই আশা করি, তিনি আমার বার্ধক্য ও বর্তমান দুঃখ দুশ্চিন্তার প্রতি লক্ষ্য রেখে আমাকে অধিক কষ্টে নিপতিত করবেন না।

মোটকথা, হযরত ইয়াকূব (আ.) বাহ্যিক অবস্থা ও সন্তানদের ওয়াদা-অঙ্গীকারের উপর ভরসা করলেন না তবে আল্লাহর ভরসায় কনিষ্ঠ ছেলেকেও সাথে প্রেরণ করতে সম্মত হলেন।

এতক্ষণ পর্যন্ত সফরের অবস্থা বর্ণনা প্রসঙ্গেই তাদের কথাবার্তা হচ্ছিল। আসবাবপত্র তখনো খোলা হয়নি। অতঃপর যখন আসবাবপত্র খোলা হলো এবং দেখা গেল যে, খাদ্যশস্যের মূল্য বাবদ পরিশোধিত মূল্য আসবাবপত্রের মধ্যে বিদ্যমান রয়েছে, তখন তারা অনুভব করতে পারল যে, একাজ ভুলবশতঃ হয়নি, বরং ইচ্ছাপূর্বক আমাদের পুঁজি আমাদেরকে ফেরত দেওয়া হয়েছে। তাই رُدَّتْ اِلَيْنَا বলা হয়েছে। অতঃপর তারা পিতাকে বলল– مَا نَبْغِىْ অর্থাৎ, আমরা আর কি চাই? খাদ্যশস্যও এসে গেছে এবং এর মূল্যও ফেরত পাওয়া গেছে। এখন তো অবশ্যই ভাইকে নিয়ে পুনর্বার নির্বিঘ্নে যাওয়া দরকার। কারণ এ আচরণ থেকে বুঝা যাচ্ছে যে, আযীযে মিসর আমাদের প্রতি খুবই সদয়। কাজেই কোনো আশঙ্কারকারণ নেই; আমরা পরিবারের জন্য খাদ্যশস্য আনব, ভাইকেও হেফাজতে রাখব এবং ভাইয়ের অংশের বরাদ্দ অতিরিক্ত পাব। কারণ আমরা যা এনেছি, তা প্রয়োজনের তুলনায় অপ্রতুল। অল্প দিনের মধ্যে নিঃশেষ হয়ে যাবে।

مَا نَبْغِىْ বাক্যের এক অর্থ বর্ণিত হলো। এ বাক্যের مَا শব্দটি নেতিবাচক অর্থে নিলে বাক্যের আরেকটি অর্থ এরূপও হতে পারে যে, তারা পিতাকে বলল– এখন তো আমাদের কাছে খাদ্যশস্য আনার জন্য মূল্যও রয়েছে। আমরা আপনার কাছে কিছুই চাই না। শুধু ভাইকে আমাদের সাথে পাঠিয়ে দিন। এসব কথা শুনে পিতা উত্তর দিলেন– لَنْ اُرْسِلَهٗ مَعَكُمْ حَتّٰى تُؤْتُوْنِ مَوْثِقًا مِّنَ اللّٰهِ لَتَاْتُنَّنِىْ بِهٖ অর্থাৎ, আমি বিনয়ামিনকে তোমাদের সাথে ততক্ষণ পর্যন্ত পাঠাব না, যতক্ষণ না তোমরা আল্লাহর কসমসহ এরূপ ওয়াদা-অঙ্গীকার আমাকে দাও যে,

https://e-ilm.weebly.com/

তোমরা অবশ্যই তাকে সাথে নিয়ে আসবে। কিন্তু সত্যদর্শীদের দৃষ্টি থেকে এ বিষয় কোনো সময় উধাও হয় না যে, মানুষ বাহ্যতঃ যত শক্তি সামর্থ্যই রাখুক, আল্লাহর শক্তির সামনে সে নিতান্তই অপারগ ও অক্ষম। সে কাউকে নিরাপদে ফিরিয়ে আনার কতটুকু ওয়াদা-অঙ্গীকারই বা করতে পারে। কারণ তা পালন করার পূর্ণ শক্তি তার নেই। তাই হযরত ইয়াকূব (আ.) এ ওয়াদা অঙ্গীকারের সাথে একটি ব্যতিক্রম শর্তও জুড়ে দিলেন- إِلَّا أَنْ يُحَاطَ بِكُمْ অর্থাৎ ঐ অবস্থা ব্যতীত, যখন তোমরা সবাই কোনো বেষ্টনীতে পড়ে যাও। তাফসীরবিদ মুজাহিদ (র.) বলেন- এর অর্থ এই যে, তোমরা সবাই মৃত্যুমুখে পতিত হও। কাতাদাহর মতে অর্থ এই যে, তোমরা সম্পূর্ণ অক্ষম ও পরাভূত হয়ে পড়।

فَلَمَّا آتَوْهُ مَوْثِقَهُمْ قَالَ اللَّهُ عَلَىٰ مَا نَقُولُ وَكِيلٌ অর্থাৎ ছেলেরা যখন প্রার্থিত পন্থায় ওয়াদা অঙ্গীকার করল অর্থাৎ, সবাই কসম খেল এবং পিতাকে আশ্বস্ত করার জন্য কঠোর ভাষায় প্রতিজ্ঞা করল, তখন হযরত ইয়াকূব (আ.) বললেন- বিনয়ামিনের হেফাজতের জন্যে হলফ নেওয়া ও হলফ করার যে কাজ আমরা করেছি, আল্লাহ তা'আলার উপরই তার নির্ভর। তিনি শক্তি দিলেই কেউ কারো হেফাজত করতে পারে এবং দেয় অঙ্গীকার পূর্ণ করতে পারে। নতুবা মানুষ অসহায়; তার ব্যক্তিগত সামর্থ্যাধীন কোনো কিছু নয়।

মাসআলা : ১. ইউসুফ-ভ্রাতারা ইতিপূর্বে যে ভুল করেছিল, তাতে অনেক কবীরা ও জঘন্য গোনাহ সংঘটিত হয়েছিল। উদাহরণতঃ (এক) মিথ্যা কথা বলে ইউসুফকে তাদের সাথে খেলাধুলার জন্য প্রেরণ করতে পিতাকে সম্মত করা। (দুই) পিতার সাথে অঙ্গীকার ভঙ্গ করা। (তিন) কচি ও নিষ্পাপ ভাইয়ের সাথে নির্দয় ও নিষ্ঠুর ব্যবহার করা। (চার) বৃদ্ধ পিতাকে নিদারুণ মনোকষ্ট দানে ভ্রূক্ষেপ না করা। (পাঁচ) একটি নিরপরাধ লোককে হত্যা করার পরিকল্পনা করা। (ছয়) একজন মুক্ত ও স্বাধীন লোককে জোরজবরদস্তি ক্রীতদাসরূপে বিক্রি করে দেওয়া।

এগুলো ছিল চরম অপরাধ। হযরত ইয়াকূব (আ.) যখন জানতে পারলেন যে, তারা মিথ্যা ভাষণ দিয়েছে এবং স্বেচ্ছায় ও সজ্ঞানে ইউসুফকে কোথাও রেখে এসেছে, তখন বাহ্যতঃ এটা ছেলেদের সাথে সম্পর্কচ্ছেদ করার কিংবা ওদেরকে বাড়ি থেকে বের করে দেওয়ার মতো বিষয় ছিল। কিন্তু তিনি তা করেননি। বরং তারা যথারীতি পিতার কাছেই থাকে। এমনকি মিসর থেকে খাদ্যশস্য আনার জন্য পিতা তাদেরকেই প্রেরণ করেন। তদুপরি দ্বিতীয়বার তার ছোট ভাই সম্পর্কে পিতার কাছে আবেদন নিবেদন করার সুযোগ পায় এবং অবশেষে তাদের কথা মেনে নিয়ে ছোট ছেলেকেও তাদের হাতেই সমর্পণ করেন।

এ থেকে জানা গেল যে, সন্তান কোনো গোনাহ ও ত্রুটি করে ফেললে পিতার কর্তব্য হচ্ছে শিক্ষা ও উপদেশ দানের মাধ্যমে তার সংশোধন করা এবং যতক্ষণ পর্যন্ত সংশোধনের আশা থাকে, ততক্ষণ পর্যন্ত সম্পর্কচ্ছেদ না করা। হযরত ইয়াকূব (আ.) তাই করেছিলেন। অবশেষে ছেলেরা সবাই কৃত অপরাধের জন্য অনুতপ্ত হয়ে তওবা করেছে। অবশ্য যদি সংশোধনের আদৌ আশা না থাকে এবং তাদের সাথে সম্পর্ক বজায় রাখার মধ্যে অন্যদের ধর্মীয় ক্ষতির আশঙ্কা থাকে, তবে সম্পর্কচ্ছেদ করাই সমীচীন।

মাসআলা : ২. এখানে হযরত ইয়াকূব (আ.) সদাচরণ ও সচ্চরিত্রতার অনুপম দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছেন। ছেলেদের এহেন কঠিন অপরাধ সত্ত্বেও তিনি এমন আচরণ দেখিয়েছেন যে, তারা পুনর্বার ছোট ভাইকে সাথে নিয়ে যাওয়ার অনুরোধ জানাতে সাহসী হয়েছে।

মাসআলা : ৩. এমতাবস্থায় সংশোধনের উদ্দেশ্যে অন্যায়কারীকে একথা বলে দেওয়াও সমীচীন যে, বিগত আচরণের কারণে তোমার কথা প্রত্যাখান করাই উচিত ছিল, কিন্তু আমি তা ক্ষমা করে দিচ্ছি। এতে সে লজ্জিত হয়ে ভবিষ্যতে পুরোপুরি তওবা করার সুযোগ পাবে; যেমন হযরত ইয়াকূব (আ.) প্রথমে বলে নিয়েছিলেন যে, বিনয়ামিনের ব্যাপারেও কি আমি তোমাদেরকে তেমনি বিশ্বাস করব, যেমন ইউসুফের ব্যাপারে করেছিলাম?

https://e-ilm.weebly.com/

কিন্তু বলার পর অবস্থার প্রেক্ষিতে তাদের তওবার কথা জেনে তিনি আল্লাহর উপর ভরসা করেছেন এবং ছোট ছেলেকে তাদের হাতে সঁপে দিয়েছেন।

মাসআলা : ৪. কোনো মানুষের ওয়াদা ও হেফাজতের আশ্বাসের উপর সত্যিকারভাবে ভরসা করা ভুল। প্রকৃত ভরসা শুধু আল্লাহর উপর হওয়া উচিত। তিনিই সত্যিকার কার্যনির্বাহী এবং কারণ উদ্ভাবক। কারণ সরবরাহ করা অতঃপর তাতে ক্রিয়াশক্তি দান করার ক্ষমতা তাঁরই। এ কারণেই হযরত ইয়াকূব (আ.) বলেছেন- فَاللّٰهُ خَيْرٌ حٰفِظًا কা'বে আহ্বার বলেন- এবার হযরত ইয়াকূব (আ.) শুধু ছেলেদের উপর ভরসা করেননি, বরং ব্যাপারটি আল্লাহর হাতে সোপর্দ করেছেন। তাই আল্লাহ তা'আলা বললেন- আমার ইজ্জত ও প্রতাপের কসম, এখন আমি আপনার উভয় সন্তানকেই আপনার কাছে ফেরত পাঠাব।

মাসআলা : ৫. যদি অন্য ব্যক্তির মাল অথবা কোনো বস্তু আসবাব-পত্রের মধ্যে পাওয়া যায় এবং বলিষ্ঠ আলামত দ্বারা বুঝা যায় যে, সে তাকে দেওয়ার জন্য ইচ্ছাপূর্বক আসবাব পত্রের মধ্যে রেখে দিয়েছে, তবে তা গ্রহণ করা এবং তাকে নিজ কাজে ব্যয় করা জায়েজ। ইউসুফ ভ্রাতাদের আসবাবপত্রের মধ্যে যে পণ্যমূল্য পাওয়া গিয়েছিল সে সম্পর্কে বলিষ্ঠ আলামতের সাক্ষ্য ছিল এই যে, ভুল অথবা অনিচ্ছাবশতঃ তা হয়নি; বরং ইচ্ছাপূর্বকই তা ফেরত দেওয়া হয়েছে। তাই হযরত ইয়াকূব (আ.) তা ফেরত পাঠানোর নির্দেশ দেননি। কিন্তু যে ক্ষেত্রে ভুলবশত এসে যাওয়ার সন্দেহ থাকে, সেখানে মালিকের কাছে জিজ্ঞাসাবাদ করা ব্যতীত তা ব্যবহার করা বৈধ নয়।

মাসআলা : ৬. কোনো ব্যক্তিকে এরূপ কসম দেওয়া উচিত নয়, যা পূর্ণ করা তার সাধ্যাতীত। যেমন, হযরত ইয়াকূব (আ.) বিনয়ামিনকে সুস্থ ও নিরাপদে ফিরিয়ে আনার কসম দেওয়ার সাথে সাথে একটি অবস্থার ব্যতিক্রম প্রকাশ করেছেন যে, যদি তারা সম্পূর্ণ অপারগ ও অক্ষম হয়ে পড়ে কিংবা সবাই ধ্বংসের মুখে পতিত হয়, তবে ভিন্ন কথা।

এ কারণেই রাসূলুল্লাহ ﷺ যখন সাহাবায়ে কেরামের কাছ থেকে স্বীয় আনুগত্যের অঙ্গীকার নেন, তখন নিজেই তাতে 'সাধ্যের শর্ত' যুক্ত করে দেন। অর্থাৎ, আমরা সাধ্যানুযায়ী আপনার পুরোপুরি আনুগত্য করব।

মাসআলা : ৭. ইউসুফ ভ্রাতাদের কাছ থেকে এরূপ ওয়াদা অঙ্গীকার নেওয়া যে, তারা বিনয়ামিনকে ফিরিয়ে আনবে- এ থেকে বুঝা যায় যে, (ব্যক্তির জামানত) বৈধ। অর্থাৎ, কোনো মোকদ্দমার আসামীকে মোকদ্দমার তারিখে আদালতে হাজির করার জামানত নেওয়া জায়েজ।

আলোচ্য আয়াতসমূহে ছোট ভাইকে সাথে নিয়ে ইউসুফ ভ্রাতাদের দ্বিতীয়বার মিসর সফরের কথা বর্ণিত হয়েছে। তখন হযরত ইয়াকূব (আ.) তাদেরকে মিসর শহরে প্রবেশ করার জন্য একটি বিশেষ উপদেশ দেন যে, তোমরা এগারো ভাই শহরের একই প্রবেশ দ্বারা দিয়ে প্রবেশ করো না, বরং নগর প্রাচীরের কাছে পৌঁছে ছত্রভঙ্গ হয়ে যেয়ো এবং বিভিন্ন দরজা দিয়ে শহরে প্রবেশ কর।

এরূপ উপদেশ দানের কারণ এ আশঙ্কা ছিল যে, স্বাস্থ্যবান, সুঠাম দেহী, সুদর্শন এবং রূপ ও ঔজ্জ্বল্যের অধিকারী এসব যুবক সম্পর্কে যখন লোকেরা জানবে যে, এরা একই পিতার সন্তান এবং ভাই ভাই, তখন কারো বদ নজর লেগে গেলে তাদের ক্ষতি হতে পারে। অথবা সংঘবদ্ধভাবে প্রবেশ করার কারণে হয়তো কেউ হিংসাপরায়ণ হয়ে তাদের ক্ষতি সাধন করতে পারে।

হযরত ইয়াকূব (আ.) তাদেরকে প্রথম সফরের সময় এরূপ উপদেশ দেননি; দ্বিতীয় সফরের প্রাক্কালেই দিয়েছেন। এর কারণ সম্ভবতঃ এই যে, প্রথমবার তারা মুসাফিরের বেশে এবং দুর্দশাগ্রস্ত অবস্থায় মিসরে প্রবেশ করেছিল। কেউ তাদেরকে চিনত না এবং তাদের প্রতি কারো অতিরিক্ত মনোযোগ দানের আশঙ্কা ছিল না। কিন্তু প্রথম সফরেই মিসর-সম্রাট তাদের প্রতি অসামান্য সম্মান প্রদর্শন করেন। ফলে সাধারণ রাজকর্মচারী ও শহরবাসীদের কাছে তারা পরিচিত হয়ে পড়ে। সুতরাং এখন কারো কুদৃষ্টি লেগে যাওয়ার সম্ভাবনা প্রবল হয়ে উঠে,

https://e-ilm.weebly.com/

কিংবা সবাইকে একটি জাঁকজমকপূর্ণ দল মনে করে হয়তো কেউ হিংসায় মেতে উঠতে পারে। এছাড়া এবারকার সফরে ছোট পুত্র বিনয়ামিন সঙ্গে থাকাও তাদের প্রতি পিতার অধিকতর মনোযোগ দানের কারণ হতে পারে।

কু-দৃষ্টির প্রভাব সত্য : এতে বুঝা গেল যে, মানুষের চোখ (কু-দৃষ্টি) লাগা এবং এর ফলে অন্য মানুষ অথবা জন্তু জানোয়ারের কষ্ট কিংবা ক্ষতি হওয়া সত্য। এটা মূর্খতাসূলভ কুসংস্কার নয়। এ কারণেই হযরত ইয়াকূব (আ.) এ থেকে পুত্রদের রক্ষার চিন্তা করেছেন।

রসূলুল্লাহ ﷺ ও একে সত্যায়িত করেছেন। এক হাদীসে তিনি বলেন- কুদৃষ্টি মানুষকে কবরে এবং উটকে উনুনে ঢুকিয়ে দেয়। এ কারণেই রাসূলুল্লাহ ﷺ যেসব বিষয় থেকে আশ্রয় প্রার্থনা করেছেন এবং উম্মতকে আশ্রয় প্রার্থনা করতে বলেছেন, তন্মধ্যে مِنْ كُلِّ عَيْنٍ لَامَّةٍ ও রয়েছে। অর্থাৎ, আমি কুদৃষ্টি থেকে আশ্রয় প্রার্থনা করি। -(কুরতুবী)

হযরত ইয়াকূব (আ.) একদিকে কুদৃষ্টি অথবা হিংসার আশঙ্কাবশত ছেলেদেরকে একই দরজা দিয়ে শহরে প্রবেশ করতে নিষেধ করেছেন এবং অন্যদিকে একটি বাস্তব সত্য প্রকাশ করাও জরুরি মনে করেছেন। এ সত্যের প্রতি ঔদাসীন্যের ফলে এ জাতীয় ব্যাপারাদিতে জনসাধারণ মূর্খতাসূলভ ধারণা ও কুসংস্কারের শিকার হয়ে পড়ে। সত্যটি এই যে, কোনো মানুষের জান ও মালের মধ্যে কুদৃষ্টির প্রভাব এক প্রকার মেসমেরিজম। ক্ষতিকর ঔষধ কিংবা খাদ্য যেমন মানুষকে অসুস্থ করে দেয় এবং শীত ও গ্রীষ্মের তীব্রতায় রোগব্যাধি জন্ম নেয়, তেমনি কুদৃষ্টি ও মেসমেরিজমের প্রভাবও এসব অভ্যস্ত কারণের অধীন। দৃষ্টি অথবা কল্পনার শক্তি বলে এদের প্রভাব প্রতিফলিত হয়। স্বয়ং এদের মধ্যে কোনো সত্যিকার প্রভাবশক্তি নেই; বরং সব কারণ আল্লাহ তা'আলার অপার শক্তি, ইচ্ছা ও ইরাদার অধীন। আল্লাহর তকদীরের বিপরীতে কোনো উপকারী তদবিরে উপকার হতে পারে না এবং ক্ষতিকর তদবিরের ক্ষতির প্রভাব বিস্তার করতে পারে না। তাই হযরত ইয়াকূব (আ.) বলেছেন-

وَمَآ اُغْنِىْ عَنْكُمْ مِّنَ اللّٰهِ مِنْ شَىْءٍ اِنِ الْحُكْمُ اِلَّا لِلّٰهِ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَعَلَيْهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُتَوَكِّلُوْنَ.

অর্থাৎ, কুদৃষ্টি থেকে আত্মরক্ষার যে তদবির আমি বলেছি, আমি জানি যে, তা আল্লাহর ইচ্ছাকে এড়াতে পারবে না। আদেশ একমাত্র আল্লাহরই চলে। তবে মানুষের প্রতি বাহ্যিক তদবীর করার নির্দেশ আছে। তাই এ উপদেশ দেওয়া হয়েছে। কিন্তু আমি তদবীরের উপর ভরসা করি না; বরং আল্লাহর উপরই ভরসা করি। তাঁর উপরই ভরসা করা এবং বাহ্যিক ও বস্তুভিত্তিক তদবীরের উপর ভরসা না করা প্রত্যেক মানুষের অবশ্য কর্তব্য।

হযরত ইয়াকূব (আ.) যে, সত্য প্রকাশ করেছেন, ঘটনাচক্রে হয়েছেও কিছুটা তেমনি। এ সফরেও বিনয়ামিনকে নিরাপদে ফিরিয়ে আনার যাবতীয় তদবির চূড়ান্ত করা সত্ত্বেও সব ব্যর্থতায় পর্যবসিত হয়েছে এবং বিনয়ামিনকে মিসরে আটকে রাখা হয়েছে। ফলে হযরত ইয়াকূব (আ.) আরও একটি আঘাত পেলেন। তাঁর তদবিরের ব্যর্থতা পরবর্তী আয়াতে স্পষ্ট করে উল্লেখ করা হয়েছে। এর উদ্দেশ্য তাই যে, আসল লক্ষ্যের দিক দিয়ে তদবির ব্যর্থ হয়েছে, যদিও কুদৃষ্টি হিংসা ইত্যাদি থেকে আত্মরক্ষার তদবির সফল হয়েছে। কারণ সফরে অপ্রীতিকর কোনো ঘটনা ঘটেনি। কিন্তু আল্লাহ কর্তৃক নির্ধারিত তকদীরে যে দুর্ঘটনা অনিবার্য ছিল, হযরত ইয়াকূব (আ.)-এর দৃষ্টি সেদিকে যায়নি এবং এর জন্য কোনো তদবির করতে পারেননি। এ বাহ্যিক ব্যর্থতা সত্ত্বেও আল্লাহর উপর ভরসার বরকতে এ দ্বিতীয় আঘাত প্রথম আঘাতেরও প্রতিকার প্রমাণিত হয়েছে এবং পরিণামে পরম নিরাপত্তা ও ইজ্জতের সাথে ইউসুফ ও বিনয়ামিন উভয়ের সাথে সাক্ষাৎ ঘটেছে।

পরবর্তী আয়াতে এ বিষয়বস্তুটিই বর্ণিত হয়েছে যে, ছেলেরা পিতার আদেশ পালন করে বিভিন্ন দরজা দিয়ে শহরে প্রবেশ করেন। ফলে পিতার নির্দেশ কার্যকর হয়ে গেল। অবশ্য এ তদবির আল্লাহর কোনো নির্দেশকে এড়াতে পারত না, কিন্তু পিতৃসুলভ স্নেহ মমতার চাহিদা ছিল যা, তা তিনি পূর্ণ করেছেন।

এ আয়াতের শেষভাগে হযরত ইয়াকূব (আ.)-এর প্রশংসা করে বলা হয়েছে-

https://e-ilm.weebly.com/

وَاِنَّهٗ لَذُوْ عِلْمٍ لِّمَا عَلَّمْنٰهُ وَلٰكِنَّ اَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُوْنَ অর্থাৎ, ইয়াকূব (আ.) বড় বিদ্বান ছিলেন, কারণ আমি তাঁকে বিদ্যা দান করেছিলাম। উদ্দেশ্য এই যে, সাধারণ লোকদের ন্যায় তাঁর বিদ্যা পুঁথিগত ও অনুশীলনলব্ধ নয়; বরং তা ছিল সরাসরি আল্লাহর দান। এ কারণেই তিনি শরিয়তসম্মত ও প্রশংসনীয় বাহ্যিক তদবির অবলম্বন করলেও তার উপর ভরসা করেননি। কিন্তু অনেক লোক এ সত্য জানে না এবং অজ্ঞতাবশতঃ হযরত ইয়াকূব (আ.) সম্পর্কে সন্দেহ প্রকাশ করে যে, একজন পয়গম্বরের পক্ষে এ জাতীয় তদবির শোভনীয় ছিল না।

কোনো কোনো তাফসীরবিদ বলেন– প্রথম শব্দটি দ্বারা ইলম অনুযায়ী আমল করা বুঝানো হয়েছে। উদ্দেশ্য এই যে, আমি তাঁকে যে ইলম দিয়েছিলাম তিনি তদনুযায়ী আমল করতেন। এ কারণেই বাহ্যিক তদবিরের উপর ভরসা করেননি; বরং একমাত্র আল্লাহর উপরই ভরসা করেছেন–

فَلَمَّا دَخَلُوْا عَلٰى يُوْسُفَ اٰوٰٓى اِلَيْهِ اَخَاهُ قَالَ اِنِّيْٓ اَنَا اَخُوْكَ فَلَا تَبْتَئِسْ بِمَا كَانُوْا يَعْمَلُوْنَ অর্থাৎ মিসরে পৌঁছার পর যখন সব ভাই হযরত ইউসুফ (আ.) এর দরবারে উপস্থিত হলো এবং তিনি দেখলেন যে, ওয়াদা অনুযায়ী তারা তাঁর সহোদর ছোট ভাইকেও নিয়ে এসেছে, তখন হযরত ইউসুফ (আ.) ছোট ভাই বিনয়ামিনকে বিশেষভাবে নিজের সাথে রাখলেন। তফসীরবিদ কাতাদাহ বলেন– সব ভাইয়ের বসবাসের ব্যবস্থা করে হযরত ইউসুফ (আ.) প্রতি দু'জনকে একটি করে কক্ষ দিলেন। ফলে বিনয়ামিন একা থেকে যায়। হযরত ইউসুফ (আ.) তাকে নিজের সাথে অবস্থান করতে বললেন। যখনই উভয়েই একান্তে গেলেন, তখন ইউসুফ (আ.) সহোদর ভাইয়ের কাছে নিজের পরিচয় প্রকাশ করে বললেন– আমিই তোমার সহোদর ভাই ইউসুফ! এখন তোমার কোনো চিন্তা নেই। অন্য ভাইগণ এ যাবত যেসব দুর্ব্যবহার করেছে, তজ্জন্যে মনোকষ্টে পতিত হওয়ারও প্রয়োজন নেই।

নির্দেশ ও মাসআলা : আলোচ্য দু'আয়াত থেকে কতিপয় মাসআলা ও নির্দেশ জানা যায়।

১. বদ নজর লাগা সত্য। সুতরাং ক্ষতিকর খাদ্য ও ক্ষতিকর ক্রিয়াকর্ম থেকে আত্মরক্ষার তদবির করার ন্যায়এ থেকে আত্মরক্ষার তদবির করাও সমভাবে শরিয়তসিদ্ধ।

২. প্রতিহিংসা থেকে আত্মরক্ষার জন্য বিশেষ নিয়ামত ও গুণগত বৈশিষ্ট্যকে গোপন রাখা দুরস্ত।

৩. ক্ষতিকর প্রভাব থেকে আত্মরক্ষার জন্য বাহ্যিক ও বস্তুভিত্তিক তদবির করা তাওয়াক্কুল ও পয়গম্বরগণের পদমর্যাদার পরিপন্থি নয়।

৪. যদি কেউ অন্য কারো সম্পর্কে আশঙ্কা পোষণ করে যে, সে দুঃখ কষ্টে পতিত হবে, তবে তাকে অবহিত করা এবং দুঃখ কষ্টের হাত থেকে আত্মরক্ষার সম্ভাব্য উপায় বলে দেওয়া উত্তম, যেমন হযরত ইয়াকূব (আ.) করেছিলেন।

৫. যদি অন্য কারো কোনো গুণ অথবা নিয়ামত দৃষ্টিতে বিস্ময়কর ঠেকে এবং নজর লেগে যাওয়ার আশঙ্কা হয়, তবে তা দেখে بَارَكَ اللّٰهُ অথবা مَا شَآءَ اللّٰهُ বলা দরকার, যাতে অন্যের কোনো ক্ষতি না হয়।

৬. নজর লাগা থেকে আত্মরক্ষার জন্য যে কোনো সম্ভাব্য তদবির করা জায়েজ। তন্মধ্যে দোয়া তাবীজ ইত্যাদি দ্বারা প্রতিকার করাও অন্যতম; যেমন রসূলুল্লাহ ﷺ জা'ফর ইবনে আবূ তালেবের দু'ছেলেকে দুর্বল দেখে তাবীজ ইত্যাদি দ্বারা চিকিৎসা করার অনুমতি দিয়েছিলেন।

৭. বিজ্ঞ মুসলমানের কর্তব্য হচ্ছে প্রত্যেক কাজে আসল ভরসা আল্লাহর উপর রাখা। কিন্তু বাহ্যিক ও বস্তুভিত্তিক উপায়দিকেও উপেক্ষা করবে না এবং সাধ্যানুযায়ী বৈধ উপায়াদি অবলম্বন করতে ত্রুটি করবে না। হযরত ইয়াকূব (আ.) তাই করেছিলেন এবং রসূলুল্লাহ ﷺ ও তাই শিক্ষা দিয়েছেন।

https://e-ilm.weebly.com/

শব্দবিশ্লেষণ :

رُدَّتْ : সীগাহ واحد مؤنث غائب বহছ ماضی مجهول বাব نَصَرَ মাসদার اَلرَّدُّ মূলবর্ণ (ر ـ د ـ د) জিনস مضاعف ثلاثی অর্থ– কোনো জিনিসকে প্রত্যাবর্তন করানো। চাই কোনো জিনিসের সত্তাকে প্রত্যাবর্তন করানো হোক বা অবস্থাকে।

نَمِيْرُ : সীগাহ جمع متكلم বহছ مضارع معروف বাব ضَرَبَ মাসদার اَلْمَيْرَ মূলবর্ণ (م ـ ى ـ ر) জিনস اجوف يائى অর্থ– আমরা রসদ আনব, আমরা খাদ্য শস্য আনব, এক শহর থেকে অন্য শহরে খাদ্য শস্য নেওয়া।

لَتَأْتُنَّنِىْ : সীগাহ جمع مذكر حاضر বহছ مستقبل معروف درفعل لام تاكيد با نون تاكيد ثقيله; مهموز فاء নুনে বেকায়া, متكلم ياء বাব اِفْعَالٌ মাসদার اَلْاِتْيَانُ মূলবর্ণ (أ ـ ت ـ ى) জিনস অর্থ– তুমি আমার কাছে তাকে অবশ্যই আনবে।

مَآ اَغْنِىْ : সীগাহ واحد متكلم বহছ مضارع منفى معروف বাব اِفْعَالٌ মাসদার اَلْاِغْنَاءُ মূলবর্ণ (غ ـ ن ـ ى) জিনস ناقص يائى অর্থ– অন্যের উপকারে আনা।

حَاجَةٌ : একবচন; বহুবচন حَاجَاتٌ ও حَوَائِجُ অর্থ– প্রয়োজন, জরুরি, চাহিদা, আশঙ্কা, কাজ, উদ্দেশ্য।

اٰوٰى : সীগাহ واحد مذكر غائب বহছ ماضى معروف বাব اِفْعَالٌ মাসদার اَلْاِيْوَاءُ মূলবর্ণ (ء ـ و ـ ى) জিনস مركب (لفيف مقرون ও مهموز لام) অর্থ– স্থান দেওয়া, অবতরণ করা।

لَاتَبْتَئِسْ : সীগাহ واحد مذكر حاضر বহছ نهى حاضر معروف বাব اِفْتِعَالٌ মাসদার اَلْاِبْتِئَاسُ মূলবর্ণ (ب ـ ء ـ س) জিনস مهموز عين অর্থ– চিন্তিত হওয়া।

https://e-ilm.weebly.com/

৭০. অনন্তর ইউসুফ যখন তাদের [শস্য এবং বিদায়ের] আসবাব তৈরি করে দিলেন, তখন পানি পান করার পাত্রটি নিজ ভ্রাতার আসবাবের মধ্যে রেখে দিলেন, অতঃপর এক ঘোষণাকারী ঘোষণা করল যে, হে কাফেলার লোকগণ! নিশ্চয় তোমরা চোর।	فَلَمَّا جَهَّزَهُمْ بِجَهَازِهِمْ جَعَلَ السِّقَايَةَ فِي رَحْلِ أَخِيهِ ثُمَّ أَذَّنَ مُؤَذِّنٌ أَيَّتُهَا الْعِيرُ إِنَّكُمْ لَسَارِقُونَ (٧٠)
৭১. তারা তাদের দিকে ফিরে বলতে লাগল, তোমাদের কী বস্তু হারিয়েছে?	قَالُوا وَأَقْبَلُوا عَلَيْهِمْ مَاذَا تَفْقِدُونَ (٧١)
৭২. তারা বলল, আমরা শাহী পেয়ালা পাচ্ছি না এবং যে ব্যক্তি তা এনে দিবে সে এক উটের বোঝা শস্য পাবে, আর আমি তার জামিন রইলাম।	قَالُوا نَفْقِدُ صُوَاعَ الْمَلِكِ وَلِمَنْ جَاءَ بِهِ حِمْلُ بَعِيرٍ وَأَنَا بِهِ زَعِيمٌ (٧٢)
৭৩. তারা বলল, আল্লাহর কসম! তোমরা ভালো করেই জান যে, আমরা দেশে ফ্যাসাদ বিস্তার করতে আসিনি এবং আমরা চুরি করার পাত্রও নই।	قَالُوا تَاللَّهِ لَقَدْ عَلِمْتُمْ مَا جِئْنَا لِنُفْسِدَ فِي الْأَرْضِ وَمَا كُنَّا سَارِقِينَ (٧٣)
৭৪. অন্বেষণকারীরা বলল, আচ্ছা, যদি তোমরা মিথ্যাবাদী সাব্যস্ত হও, তবে তার কি শাস্তি হবে?	قَالُوا فَمَا جَزَاؤُهُ إِنْ كُنْتُمْ كَاذِبِينَ (٧٤)
৭৫. তারা উত্তর করল, তার শাস্তি এই যে, যার আসবাবের মধ্যে তা পাওয়া যাবে, সে নিজেই নিজের শাস্তি [-স্বরূপ গোলাম হয়ে থাকব]; আমরা অনাচারীদের এরূপ শাস্তিই দিয়ে থাকি	قَالُوا جَزَاؤُهُ مَنْ وُجِدَ فِي رَحْلِهِ فَهُوَ جَزَاؤُهُ كَذَٰلِكَ نَجْزِي الظَّالِمِينَ (٧٥)

https://e-ilm.weebly.com/

শাব্দিক অনুবাদ :

৭০. فَلَمَّا جَهَّزَهُمْ بِجَهَازِهِمْ অনন্তর ইউসুফ যখন তাদের আসবাব তৈরি করে দিলেন جَعَلَ السِّقَايَةَ তখন পানি পান করার পাত্রটি রেখে দিলেন فِي رَحْلِ أَخِيهِ নিজ ভ্রাতার আসবাবের মধ্যে ثُمَّ أَذَّنَ مُؤَذِّنٌ অতঃপর এক ঘোষণাকারী ঘোষণা করল أَيَّتُهَا الْعِيرُ হে কাফেলার লোকজন إِنَّكُمْ لَسَارِقُونَ নিশ্চয় তোমরা চোর।

৭১. قَالُوا وَأَقْبَلُوا عَلَيْهِمْ তারা তাদের দিকে ফিরে বলতে লাগল مَاذَا تَفْقِدُونَ তোমাদের কি বস্তু হারিয়েছে?

৭২. قَالُوا তারা বলল نَفْقِدُ صُوَاعَ الْمَلِكِ আমরা শাহী পেয়ালা পাচ্ছিনা وَلِمَنْ جَاءَ بِهِ এবং যে ব্যক্তি তা এনে দিবে حِمْلُ بَعِيرٍ সে এক উটের বোঝা শস্য পাবে وَأَنَا بِهِ زَعِيمٌ আর আমি তার জামিন রইলাম।

৭৩. قَالُوا تَاللَّهِ তারা বলল, আল্লাহর কসম لَقَدْ عَلِمْتُمْ তোমরা ভালো করেই জান যে, مَا جِئْنَا لِنُفْسِدَ فِي الْأَرْضِ আমরা দেশে ফ্যাসাদ বিস্তার করতে আসিনি وَمَا كُنَّا سَارِقِينَ এবং আমরা চুরি করার পাত্রও নই।

৭৪. قَالُوا অন্বেষণকারীরা বলল فَمَا جَزَاؤُهُ আচ্ছা তবে তার কি শাস্তি হবে إِنْ كُنْتُمْ كَاذِبِينَ যদি তোমরা মিথ্যাবাদী সাব্যস্ত হও।

৭৫. قَالُوا তারা উত্তর করল جَزَاؤُهُ তার শাস্তি এই যে, مَنْ وُجِدَ فِي رَحْلِهِ যার আসবাবের মধ্যে তা পাওয়া যাবে فَهُوَ جَزَاؤُهُ সে নিজেই নিজের শাস্তি (স্বরূপ গোলাম হয়ে থাকবে) كَذَٰلِكَ نَجْزِي الظَّالِمِينَ আমরা অনাচারীদের এরূপই শাস্তি দিয়ে থাকি।

৭৬. অতঃপর ইউসুফ নিজ ভ্রাতার থলে তালাশ করার পূর্বে সর্বপ্রথম অপর ভ্রাতাদের থলে হতে তল্লাশি আরম্ভ করলেন, পরে তা স্বীয় ভ্রাতার থলে হতে বের করে নিলেন, আমি ইউসুফের খাতিরে [বিনয়ামীনকে রাখার] এরূপ তদবির করলাম, ইউসুফ নিজ ভ্রাতাকে সে বাদশাহের আইনানুসারে রাখতে পারতেন না; কিন্তু কথা হলো এই যে, [এটা] আল্লাহরই ইচ্ছা ছিল, আমি যাকে ইচ্ছা করি বিশিষ্ট মর্যাদায় উন্নত করে দেই এবং সমস্ত জ্ঞানীর উপর রয়েছেন এক মহাজ্ঞানী [আল্লাহ]।	فَبَدَاَ بِاَوْعِيَتِهِمْ قَبْلَ وِعَآءِ اَخِيْهِ ثُمَّ اسْتَخْرَجَهَا مِنْ وِّعَآءِ اَخِيْهِ ؕ كَذٰلِكَ كِدْنَا لِيُوْسُفَ ؕ مَا كَانَ لِيَاْخُذَ اَخَاهُ فِيْ دِيْنِ الْمَلِكِ اِلَّاۤ اَنْ يَّشَآءَ اللّٰهُ ؕ نَرْفَعُ دَرَجٰتٍ مَّنْ نَّشَآءُ ؕ وَفَوْقَ كُلِّ ذِيْ عِلْمٍ عَلِيْمٌ (٧٦)
৭৭. তারা বলল, যদি সে চুরি করে থাকে, তবে তার এক ভ্রাতাও ইতঃপূর্বে চুরি করেছে, ইউসুফ এ কথাটিকে নিজ অন্তরে গোপন রাখলেন এবং তা তাদের নিকট প্রকাশ করলেন না, অর্থাৎ এরূপ বললেন, এ ব্যাপারে তোমরা তো আরো অধিক মন্দ আর যা তোমরা বর্ণনা করছ তা [-র হাকীকত] আল্লাহ তা'আলা সমধিক অবগত আছেন।	قَالُوْۤا اِنْ يَّسْرِقْ فَقَدْ سَرَقَ اَخٌ لَّهٗ مِنْ قَبْلُ ۚ فَاَسَرَّهَا يُوْسُفُ فِيْ نَفْسِهٖ وَلَمْ يُبْدِهَا لَهُمْ ۚ قَالَ اَنْتُمْ شَرٌّ مَّكَانًا ۚ وَاللّٰهُ اَعْلَمُ بِمَا تَصِفُوْنَ (٧٧)
৭৮. তারা বলল, হে আজিজ! এর [এ বালকটির] এক অতি বৃদ্ধ পিতা আছেন [তিনি তাকে অত্যন্ত স্নেহ করেন], সুতরাং তার স্থলে আমাদের একজনকে রেখে দিন, আমরা আপনাকে সদাচারী দেখছি।	قَالُوْا يٰۤاَيُّهَا الْعَزِيْزُ اِنَّ لَهٗۤ اَبًا شَيْخًا كَبِيْرًا فَخُذْ اَحَدَنَا مَكَانَهٗ ۚ اِنَّا نَرٰىكَ مِنَ الْمُحْسِنِيْنَ (٧٨)

শাব্দিক অনুবাদ :

৭৬. فَبَدَاَ بِاَوْعِيَتِهِمْ অতঃপর ইউসুফ সর্বপ্রথম অপর ভ্রাতাদের থলে হতে তল্লাশি আরম্ভ করলেন قَبْلَ وِعَآءِ اَخِيْهِ নিজ ভ্রাতার থলে তালাশ করবার পূর্বে ثُمَّ اسْتَخْرَجَهَا পরে তা বের করে নিলেন مِنْ وِّعَآءِ اَخِيْهِ নিজ ভ্রাতার থলে হতে كَذٰلِكَ كِدْنَا لِيُوْسُفَ আমি ইউসুফের খাতিরে এরূপ তদবির করলাম مَا كَانَ لِيَاْخُذَ اَخَاهُ ইউসুফ নিজ ভ্রাতাকে রাখতে পারতেন না فِيْ دِيْنِ الْمَلِكِ সেই বাদশাহের আইনানুসারে اِلَّاۤ اَنْ يَّشَآءَ اللّٰهُ কিন্তু কথা হলো এই যে, আল্লাহরই ইচ্ছা ছিল نَرْفَعُ دَرَجٰتٍ مَّنْ نَّشَآءُ আমি যাকে ইচ্ছা করি বিশিষ্ট মর্যাদায় উন্নত করে দেই وَفَوْقَ كُلِّ ذِيْ عِلْمٍ عَلِيْمٌ এব সমস্ত জ্ঞানীর উপর রয়েছেন এক মহাজ্ঞানী।

৭৭. قَالُوْا তারা বলল اِنْ يَّسْرِقْ যদি সে চুরি করে থাকে فَقَدْ سَرَقَ اَخٌ لَّهٗ مِنْ قَبْلُ তবে তার এক ভ্রাতাও ইতঃপূর্বে চুরি করেছে فَاَسَرَّهَا يُوْسُفُ فِيْ نَفْسِهٖ ইউসুফ এ কথাটিকে নিজ অন্তরে গোপন রাখলেন وَلَمْ يُبْدِهَا لَهُمْ এবং তা তাদের নিকট প্রকাশ করলেন না قَالَ অর্থাৎ এরূপ বললেন اَنْتُمْ شَرٌّ مَّكَانًا এ ব্যাপারে তোমরা তো আরো অধিক মন্দ وَاللّٰهُ اَعْلَمُ بِمَا تَصِفُوْنَ আর যা তোমরা বর্ণনা করছ তা আল্লাহ তা'আলাই সমাধিক অবগত আছেন।

৭৮. قَالُوْا তারা বলল يٰۤاَيُّهَا الْعَزِيْزُ হে আজীজ! اِنَّ لَهٗۤ اَبًا شَيْخًا كَبِيْرًا এর এক অতি বৃদ্ধ পিতা আছেন (একে অত্যন্ত স্নেহ করেন) فَخُذْ اَحَدَنَا مَكَانَهٗ সুতরাং তার স্থলে আমাদের একজনকে রেখে দিন اِنَّا نَرٰىكَ مِنَ الْمُحْسِنِيْنَ আমরা আপনাকে সদাচারী দেখছি।

https://e-ilm.weebly.com/

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

قَالُوٓا إِنْ يَّسْرِقْ فَقَدْ سَرَقَ أَخٌ لَّهُ مِنْ قَبْلُ فَأَسَرَّهَا يُوسُفُ فِى نَفْسِهِ وَلَمْ يُبْدِهَا لَهُمْ قَالَ أَنتُمْ شَرٌّ مَّكَانًا وَّاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا تَصِفُونَ

আয়াত সংশ্লিষ্ট ঘটনা : আলোচ্য আয়াতে হযরত ইউসুফ (আ.) এর ছোট বেলার একটি ঘটনার প্রতি ইঙ্গিত করা হয়েছে। ঘটনা সম্পর্কে বিভিন্ন মতামত রয়েছে। ঘটনাটি হলো যে সায়্যেদুনা হযরত ইয়াকূব (আ.) এর দ্বিতীয় স্ত্রী রাহীল বিনতে লাইয়্যান, বিনয়ামিন জন্ম গ্রহণ করার পরপরই ইন্তেকাল করেন। কাজেই ইবনে কাছীরের রেওয়ায়েত মতে তাদের দু'ভাইয়ের লালন পালনের দায়িত্ব তাদের ফুফুর জিম্মায় ছিল। ইমামে তাফসীর মুজাহিদের বর্ণনা মতে হযরত ইউসুফ (আ.) এর উত্তরাধীকারী সূত্রে হযরত ইসহাক (আ.) এর একটি কমর বন্দনীর ওয়ারিশত্ব লাভ করেন।

বলাবাহুল্য তিনি ইউসুফ (আ.) কে লালন-পালন করতেন এবং তাঁকে অত্যন্ত মহব্বত করতেন। ইউসুফ (আ.) যখন কিছু বড় হন, তখন হযরত ইয়াকূব (আ.) বললেন যে, তাঁকে আমার নিকট সোপর্দ করে দাও। তিনি ভাবলেন যে, ইউসুফ আমার কাছ থেকে মুহূর্তকাল অনুপস্থিত থাকবে তা আমার সহ্য হবে না। তাই তিনি তার বিরহ ব্যাথায় অস্থির হয়ে পড়লেন। সুতরাং তিনি ইয়াকূব (আ.) কে বললেন যে, তাঁকে আমার নিকট কিছু দিনের জন্য রেখে যাও, তাদের একটু দেখে নেই। অতঃপর ইয়াকূব (আ.) যখন সেখান থেকে বের হলেন, তখন তার বোন ইসাহক (আ.) এর কমর বন্দনীটি ইউসুফ এর কাপড়ের নিচে বেঁধে দিলেন। অতঃপর তিনি ঘোষণা দিলেন যে, আমি ইসহাক (আ.) এর কমর বন্ধনীটি হারিয়ে ফেললাম, তোমরা কে নিয়েছ? খোঁজ করে দেখ। তিনি খোজাখুজি করে বললেন যে, তোমরা সকলেই কাপড় খোঁজ কর। কাপড় খোঁজ করে তা হযরত ইউসুফ (আ.) এর নিকট পাওয়া গেল। তখন তিনি বলেন যে, খোদার কসম ইউসুফ আমার, তাঁকে আমার নিকট সপে দাও। তাঁর ব্যাপারে আমার যা ইচ্ছা করব। পরবর্তীতে হযরত ইয়াকূব (আ.) তাঁর নিকট আসলে তাঁকে এ সংবাদ দেওয়া হলো। হযরত ইয়াকূব (আ.) বললেন যে, ঘটনা যদি এমনই হয়ে থাকে, তাহলে তা আপনারই। সুতরাং তাঁর মৃত্যু পর্যন্ত ইউসূফ (আ.) কে তার নিকটই রাখেন। ইউসূফ ভ্রাতারা إِنْ يَّسْرِقْ فَقَدْ سَرَقَ أَخٌ لَّهُ مِنْ قَبْلُ বলে বিনয়ামিনকে হেয় প্রতিপন্ন করে। -(কুরতুবী ৯/২০৩)

আলোচ্য আয়াতসমূহে বর্ণিত হয়েছে যে, সহোদর ভাই বেনিয়ামিনকে রেখে দেওয়ার জন্য ইউসুফ (আ.) একটি কৌশল ও তদবির অবলম্বন করলেন। যখন সব ভাইকে নিয়ম মাফিক খাদ্যশস্য দেওয়া হলো, তখন প্রত্যেক ভাইয়ের খাদ্যশস্য পৃথক পৃথক উটের পিঠে পৃথক পৃথক নামে চাপানো হলো।

বিনয়ামিনের যে খাদ্য শস্য উটের পিঠে চাপানো হলো, তাতে একটি পাত্র গোপনে রেখে দেওয়া হলো। কুরআন পাক ও পাত্রটিকে এক জায়গায় اَلسِّقَايَةُ শব্দের দ্বারা এবং অন্যত্র صُوَاعُ الْمَلِكِ শব্দ দ্বারা ব্যক্ত করেছে। اَلسِّقَايَةُ শব্দের অর্থ পানি পান করার পাত্র এবং صُوَاعٌ শব্দটিও এমনি ধরনের পাত্রের অর্থে ব্যবহৃত হয়। একে مَلِكٌ তথা বাদশাহর দিকে নির্দেশিত করার ফলে আরও জানা গেল যে, এ পাত্রটি বিশেষ মূল্যবান ও মর্যাদাবান ছিল। কোনো কোনো রেওয়ায়েতে রয়েছে যে, পাত্রটি 'যবরজদ' পাথর দ্বারা নির্মিত ছিল। আবার কেউ স্বর্ণ নির্মিত এবং রৌপ্য নির্মিতও বলেছেন। মোটকথা, বিনয়ামিনের রসদপত্রে গোপনে রক্ষিত এ পাত্রটি যথেষ্ট মূল্যবান হওয়া ছাড়াও বাদশাহর সাথে এর বিশেষ সম্পর্কও ছিল। বাদশাহ নিজে তা ব্যবহার করতেন, অথবা বাদশাহর আদেশে তা খাদ্যশস্য পরিমাপের পাত্ররূপে ব্যবহৃত হতো।

https://e-ilm.weebly.com/

ثُمَّ اَذَّنَ مُؤَذِّنٌ اَيَّتُهَا الْعِيْرُ اِنَّكُمْ لَسٰرِقُوْنَ অর্থাৎ, কিছুক্ষণ পর জনৈক ঘোষক ডেকে বলল- হে কাফেলার লোকজন, তোমরা চোর।

এখানে ثم শব্দ দ্বারা জানা যায় যে, এ ঘোষণা তৎক্ষণাৎ করা হয়নি; বরং কাফেলা রওয়ানা হয়ে যাওয়ার পর করা হয়েছে- যাতে কেউ জালিয়াতির সন্দেহ না করতে পারে। মোটকথা, ঘোষক ইউসুফ-ভ্রাতাদের কাফেলাকে চোর আখ্যা দিল।

قَالُوْا وَاَقْبَلُوْا عَلَيْهِمْ مَّاذَا تَفْقِدُوْنَ অর্থাৎ, ইউসুফ-ভ্রাতাগণ ঘোষণাকারীদের দিকে মুখ ফিরিয়ে বলল- তোমরা আমাদেরকে চোর বলছ। প্রথমে একথা আমাদের বল যে, তোমাদের কি বস্তু চুরি হয়েছে?

قَالُوْا نَفْقِدُ صُوَاعَ الْمَلِكِ وَلِمَنْ جَآءَ بِهٖ حِمْلُ بَعِيْرٍ وَّاَنَا بِهٖ زَعِيْمٌ ঘোষণাকারীগণ বলল, বাদশাহর পানপাত্র হারিয়ে গেছে। যে ব্যক্তি তা বের করে দেবে সে এক উটের বোঝাই পরিমাণ খাদ্যশস্য পুরস্কার পাবে এবং আমি এর জামিন।

এখানে প্রথম প্রশ্ন এই যে, হযরত ইউসুফ (আ.) বিনয়ামিনকে আটকানোর জন্য এ কৌশল কেন করলেন, অথচ তিনি জানতেন যে, স্বয়ং তাঁর বিচ্ছেদের আঘাত পিতার জন্য অসহনীয় ছিল? এমতাবস্থায় অপর ভাইকে আটকে তাঁকে আরো একটি আঘাত দেওয়া তিনি কিরূপে পছন্দ করলেন?

দ্বিতীয় প্রশ্ন আরও গুরুত্বপূর্ণ। তা এই যে, নিরপরাধ ভাইদের বিরুদ্ধে চুরির অভিযোগ আনা, গোপনে তাদের আসবাব-পত্রের মধ্যে কোনো বস্তু রেখে দেওয়ার মতো জালিয়াতি, কথা এবং প্রকাশ্যে তাদেরকে লাঞ্ছিত করা- এসব কাজ অবৈধ। আল্লাহর পয়গম্বর হযরত ইউসুফ (আ.) এগুলো কিভাবে সহ্য করলেন?

কুরতুবী প্রমুখ তফসীরবিদ বর্ণনা করেন- বিনয়ামিন যখন হযরত ইউসুফ (আ.) কে নিশ্চিতরূপে চিনে ফেলে, তখন সে নিজেই ভাইকে অনুরোধ করে যে, তাকে যেন ভাইদের কাছে ফেরত পাঠানো না হয়; বরং হযরত ইউসুফ (আ.) এর কাছে রাখা হয়। হযরত ইউসুফ (আ.) প্রথমে এ অজুহাতই পেশ করলেন যে, তাকে এখানে রাখা হলে পিতার মনোকষ্টের অন্ত থাকবে না। দ্বিতীয়তঃ তাকে এখানে রাখার একমাত্র উপায় হচ্ছে, তাকে চুরির অভিযোগে অভিযুক্ত করে গ্রেফতার করতঃ আটক রাখা। বিনয়ামিন ভাইদের সাথে বসবাস করতে এতই নারাজ ছিল যে, সে এ জাতীয় প্রস্তাবেও সম্মত হয়ে যায়।

কিন্তু এ ঘটনা সত্য হলেও পিতার মনোকষ্ট, ভাইদের লাঞ্ছনা এবং তাদেরকে চোর বলা শুধু বেনিয়ামিনের সম্মতির কারণে বৈধ হতে পারে না। কেউ কেউ কারণ বর্ণনা প্রসঙ্গে বলেন যে, ঘোষক বোধ হয় হযরত ইউসুফ (আ.) এর অজ্ঞাতসারে এবং বিনা অনুমতিতে ভাইদের চোর বলেছিল। এ উক্তি যেমন প্রমাণহীন, তেমনি ঘটনার সাথে বে খাপ্পা। এমনিভাবে কেউ কেউ বলেন- ভ্রাতগণ হযরত ইউসুফ (আ.) কে পিতার কাছ থেকে চুরি করে বিক্রয় করেছিল। তাই তাদেরকে চোর বলা হয়েছে। এটাও একটা নিছক ব্যাখ্যা বৈ নয়। অতএব, এসব প্রশ্নের বিশুদ্ধ উত্তর তা'ই- যা কুরতুবী, মাযহারী প্রমুখ গ্রন্থকার দিয়েছেন। তা এই যে, এ ঘটনায় যা করা হয়েছে এবং যা বলা হয়েছে, তা বিনয়ামিনের বাসনার ফলশ্রুতিও ছিল না এবং হযরত ইউসুফ (আ.) এর প্রস্তাবের ফলও ছিল না; বরং এসব কাজ ছিল আল্লাহর নির্দেশে তাঁরই অপার রহস্যের বহিঃপ্রকাশ। এসব কাজের মাধ্যমে হযরত ইয়াকূব (আ.) এর পরীক্ষার বিভিন্নস্তর পূর্ণতা লাভ করছিল। এ উত্তরের প্রতি স্বয়ং কুরআনের এ আয়াতে ইঙ্গিত রয়েছে।

كَذٰلِكَ كِدْنَا لِيُوْسُفَ অর্থাৎ, আমি ইউসুফের খাতিরে এমনিভাবে তার ভাইকে আটকানোর কৌশল করেছি।

এ আয়াতে পরিষ্কারভাবে এ ফন্দি ও কৌশলকে আল্লাহ তা'আলা নিজের কাজ বলে আখ্যায়িত করেছেন। অতএব, এসব কাজ যখন আল্লাহর নির্দেশে সম্পন্ন হয়েছে, এগুলোকে অবৈধ বলার কোনো অর্থ নেই। এগুলো মূসা ও খিযিরের ঘটনায় নৌকা ভাঙ্গা, বালককে হত্যা করা ইত্যাদির মতোই। এগুলো বাহ্যতঃ গোনাহর কাজ ছিল বলেই

হযরত মূসা (আ.) তা মেনে নিতে রাজি ছিলেন না। কিন্তু হযরত খিযির (আ.) সব কাজ আল্লাহর নির্দেশে বিশেষ উপযোগিতার অধীনে করে যাচ্ছিলেন। তাই এগুলো গোনাহের কাজ ছিল না।

قَالُوْا تَاللّٰهِ لَقَدْ عَلِمْتُمْ مَا جِئْنَا لِنُفْسِدَ فِى الْاَرْضِ وَمَا كُنَّا سٰرِقِيْنَ অর্থাৎ, শাহী ঘোষক যখন হযরত ইউসুফ (আ.)-এর ভ্রাতাদেরকে চোর বলল, তখন তারা উত্তরে বলল– সভাসদবর্গও আমাদের অবস্থা সম্পর্কে ওয়াকিফহাল আছেন যে, আমরা এখানে অশান্তি সৃষ্টি করতে আসিনি এবং আমরা চোর নই।

قَالُوْا فَمَا جَزَآؤُهٗۤ اِنْ كُنْتُمْ كٰذِبِيْنَ রাজকর্মচারীরা বলল– যদি তোমাদের কথা মিথ্যা প্রমাণিত হয়ে যায়, তবে বল, সংশ্লিষ্ট ব্যক্তির কি শাস্তি?

قَالُوْا جَزَآؤُهٗ مَنْ وُّجِدَ فِىْ رَحْلِهٖ فَهُوَ جَزَآؤُهٗ كَذٰلِكَ نَجْزِى الظّٰلِمِيْنَ অর্থাৎ, ইউসুফের ভ্রাতাগণ বলল– যার আসবাবপত্র থেকে চোরাই মাল বের হবে; সে নিজেই দাসত্ব বরণ করবে। আমরা চোরকে এমনি ধরনের সাজা দেই।

উদ্দেশ্য, হযরত ইয়াকূব (আ.)-এর শরিয়তে চোরের শাস্তি এই যে, যার মাল চুরি করে সে চোরকে গোলাম করে রাখবে। রাজকর্মচারীরা এভাবে স্বয়ং ভ্রাতাদের কাছ থেকে ইয়াকূবী শরিয়ত অনুযায়ী চোরের শাস্তি জেনে নিল, যাতে বিনয়ামিনের আসবাবপত্র থেকে চোরাই মাল বের হলে তারা নিজেদেরই ফয়সালা অনুযায়ী তাকে হযরত ইউসুফ (আ.) এর হাতে সোপর্দ করতে বাধ্য হয়।

فَبَدَاَ بِاَوْعِيَتِهِمْ قَبْلَ وِعَآءِ اَخِيْهِ অর্থাৎ, সরকারি তল্লাশকারীরা প্রকৃত ষড়যন্ত্র ঢেকে রাখার জন্য প্রথমেই অন্য ভাইদের আসবাবপত্র তালাশ করল। প্রথমেই বিনয়ামিনের আসবাবপত্র খুলল না, যাতে তাদের সন্দেহ না হয়।

ثُمَّ اسْتَخْرَجَهَا مِنْ وِّعَآءِ اَخِيْهِ অর্থাৎ, সব শেষে বিনয়ামিনের আসবাবপত্র খোলা হলে তা থেকে শাহীপাত্রটি বের হয়ে এলো।

তখন ভাইদের অবস্থা দেখে কে? লজ্জায় সবার মাথা হেট হয়ে গেল। তারা বেনিয়ামিনকে গাল-মন্দ দিয়ে বলল– তুমি আমাদের মুখে চুনকালি দিলে।

كَذٰلِكَ كِدْنَا لِيُوْسُفَ مَا كَانَ لِيَاْخُذَ اَخَاهُ فِىْ دِيْنِ الْمَلِكِ اِلَّاۤ اَنْ يَّشَآءَ اللّٰهُ অর্থাৎ, এমনিভাবে আমি ইউসুফের খাতিরে কৌশল করেছি। তিনি বাদশাহর আইনানুযায়ী ভাইকে গ্রেফতার করতে পারতেন না। কেননা মিসরের আইনে চোরকে মারপিট করে এবং চোরাই মালের দ্বিগুণ মূল্য আদায় করে ছেড়ে দেওয়ার বিধান ছিল। কিন্তু তারা এখানে ইউসুফ-ভ্রাতাদের কাছ থেকেই ইয়াকূবী শরিয়তানুযায়ী চোরের বিধান জেনে নিয়েছিল। এ বিধান দৃষ্টে বিনয়ামিনকে আটকে রাখা বৈধ হয়ে গেল। এমনিভাবে আল্লাহ তা'আলার ইচ্ছায় হযরত ইউসুফ (আ.) এর মনোবাঞ্ছা পূর্ণ হলো।

نَرْفَعُ دَرَجٰتٍ مَّنْ نَّشَآءُ وَفَوْقَ كُلِّ ذِىْ عِلْمٍ عَلِيْمٌ অর্থাৎ, আমি যাকে ইচ্ছা, উচ্চ মর্যাদায় উন্নীত করে দেই, যেমন এ ঘটনায় ইউসুফের মর্যাদা তাঁর ভাইদের তুলনায় উচ্চ করে দেওয়া হয়েছে। প্রত্যেক জ্ঞানীর উপরই তদপেক্ষা অধিক জ্ঞানী বিদ্যমান রয়েছে।

উদ্দেশ্য এই যে, জ্ঞানের দিক দিয়ে সৃষ্টজীবের মধ্যে একজনকে অন্য জনের উপর শ্রেষ্ঠত্ব দান করা হয়েছে। একজন যত বড় জ্ঞানীই হোক, তার মোকাবিলায় আরো অধিক জ্ঞানী থাকে। মানব জাতির মধ্যে যদি কেউ এমন হয় যে, তার চাইতে অধিক জ্ঞানী আর নেই, তবে এ অবস্থায়ও আল্লাহ রাব্বুল আলামীনের জ্ঞান সবারই ঊর্ধ্বে।

নির্দেশ ও মাসআলা :

১. وَلِمَنْ جَآءَ بِهٖ حِمْلُ بَعِيْرٍ আয়াত দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, কোনো নির্দিষ্ট কাজের জন্য মজুরি কিংবা পুরস্কার নির্ধারণ করে যদি এ মর্মে ঘোষণা দান করা হয় যে, যে ব্যক্তি এ কাজ করবে, সে এ পরিমাণ পুরস্কার কিংবা

https://e-ilm.weebly.com/

মজুরি পাবে, তবে তা জায়েজ হবে; যেমন অপরাধীদেরকে গ্রেফতার করার জন্য কিংবা হারানো বস্তু ফেরত দেওয়ার জন্য এ ধরনের পুরস্কার ঘোষণা সাধারণভাবে প্রচলিত রয়েছে। যদিও এ জাতীয় লেন-দেন ফিকাহ শাস্ত্রে বর্ণিত ইজারার সংজ্ঞানুরূপ নয়, তথাপি এ আয়াতদৃষ্টে তার বৈধতা প্রমাণিত হয়। −(কুরতুবী)

২. وَاَنَا بِهٖ زَعِيْمٌ দ্বারা বুঝা গেল যে, একজন অন্যজনের পক্ষে আর্থিক অধিকারের জামিন হতে পারে। সাধারণ ফিকহবিদদের মতে এ ব্যাপারে বিধান এই যে, প্রাপক আসল দেনাদার কিংবা জামিন এতদুভয়ের মধ্যে যে কোনো একজনের কাছ থেকে তার পাওনা আদায় করে নিতে পারে। যদি জামিনের কাছ থেকে আদায় করা হয়, তবে সে দেনা পরিমাণ অর্থ আসল দেনাদারের কাছ থেকে নিয়ে নেবে। −(কুরতুবী)

৩. كَذٰلِكَ كِدْنَا لِيُوْسُفَ থেকে জানা গেল যে, কোনো শরিয়তসম্মত উপযোগিতার ভিত্তিতে যদি লেন-দেনের আকারে এমন পরিবর্তন করা হয়, যার ফলে বিধান পরিবর্তিত হয়ে যায়, তবে তা আইনতঃ জায়েজ হবে। ফিকহবিদদের পরিভাষায় একে حِيْلَةٌ (হীলা) বলা হয়। এর জন্য শর্ত এই যে, এর ফলে যেন শরিয়তের কোনো বিধান বাতিল না হয় সেদিকে লক্ষ্য রাখতে হবে। শরিয়তের বিধান বাতিল হয়ে যায়− এরূপ হীলা সর্বসম্মতভাবে হারাম। যেমন জাকাত থেকে গা বাঁচানোর জন্য কোনো হীলা করা অথবা রমজানের পূর্বে কোনো অনাবশ্যক সফরে বের হয়ে পড়া− যাতে রোজা না রাখার অজুহাত সৃষ্টি হয়। এরূপ করা সর্বসম্মতভাবে হারাম। এ জাতীয় হীলা করার কারণে কোনো কোনো জাতি আজাবে নিপতিত হয়েছে। রসূলুল্লাহ ﷺ এরূপ হীলা করতে নিষেধ করেছেন। এরূপ হীলার আশ্রয় নিলে কোনো অবৈধ কাজ বৈধ হয়ে যায় না; বরং পাপের মাত্রা দ্বিগুণ হয়। এক পাপ আসল অবৈধ কাজের এবং দ্বিতীয় পাপ অবৈধ হীলার, যা একদিক দিয়ে আল্লাহ ও রাসূলের সাথে প্রতারণার নামান্তর। ইমাম বুখারী (র.) كِتَابُ الْحِيَلِ তথা হীলা অধ্যায়ে এ জাতীয় হীলার অবৈধতা প্রমাণ করেছেন।

اِنْ يَّسْرِقْ فَقَدْ سَرَقَ اَخٌ لَّهٗ مِنْ قَبْلُ . অর্থাৎ, সে যদি চুরি করে থাকে তাতে আশ্চর্যের কি আছে। তার এক ভাই ছিল, সেও এমনিভাবে ইতিপূর্বে চুরি করেছিল। উদ্দেশ্য এই যে, সে আমাদের সহোদর ভাই নয়− বৈমাত্রেয় ভাই। তার এক সহোদর ভাই ছিল সে-ও চুরি করেছিল।

ইউসুফ-ভ্রাতারা এখন স্বয়ং ইউসুফ (আ.) এর প্রতি চুরির অপবাদ আরোপ করল। এতে ইউসুফ (আ.) এর শৈশবকালীন একটি ঘটনার প্রতি ইঙ্গিত রয়েছে। এখানে বিনয়ামিনের বিরুদ্ধে চুরির অভিযোগ উত্থাপনের জন্য যেভাবে চক্রান্ত করা হয়েছে, তখন হুবহু তেমনিভাবে হযরত ইউসুফ (আ.)-এর বিরুদ্ধেও তার অজ্ঞাতে চক্রান্ত করা হয়েছিল। তখন এই ভ্রাতারা ভালোভাবেই জানত যে, উক্ত অভিযোগের ব্যাপারে হযরত ইউসুফ (আ.) সম্পূর্ণ নির্দোষ। কিন্তু এখন বিনয়ামিনের প্রতি আক্রোশের আধিক্যবশতঃ সে ঘটনাটিকে চুরি আখ্যা দিয়ে হযরত ইউসুফ (আ.) কেও তাতে অভিযুক্ত করে দিয়েছে।

فَاَسَرَّهَا يُوْسُفُ فِىْ نَفْسِهٖ وَلَمْ يُبْدِهَا لَهُمْ . অর্থাৎ, ইউসুফ (আ.) ভাইদের কথা শুনে একথা মনে মনেই রাখলেন যে, এরা দেখি এখনো পর্যন্ত আমার পিছনে লেগে রয়েছে। এখনো তারা আমাকে চুরির অভিযোগে অভিযুক্ত করছে। কিন্তু তিনি ভাইদের কাছে একথা প্রকাশ হতে দিলেন না যে, তিনি তাদের একথা শুনেছেন এবং তাদ্দ্বারা প্রভাবান্বিত হয়েছেন।

قَالَ اَنْتُمْ شَرٌّ مَّكَانًا وَاللّٰهُ اَعْلَمُ بِمَا تَصِفُوْنَ . অর্থাৎ, ইউসুফ (আ.) মনে মনে বললেন, তোমাদের স্তর ও অবস্থা এতই মন্দ যে, জেনেশুনে ভাইদের প্রতি চুরির দোষারোপ করছ। আরো বললেন− তোমাদের কথা সত্য কি মিথ্যা সে সম্পর্কে আল্লাহ তা'আলাই অধিক জানেন। প্রথম বাক্যটি মনে মনে বলেছেন এবং দ্বিতীয় বাক্যটি সম্ভবতঃ জোরেই বলছেন।

https://e-ilm.weebly.com/

قَالُوْا يَاَيُّهَا الْعَزِيْزُ اِنَّ لَهٗ اَبًا شَيْخًا كَبِيْرًا فَخُذْ اَحَدَنَا مَكَانَهٗ اِنَّا نَرٰكَ مِنَ الْمُحْسِنِيْنَ.

ইউসুফ ভ্রাতারা যখন দেখল যে, কোনো চেষ্টাই ফলপ্রসূ হচ্ছে না এবং বেনিয়ামিনকে এখানে ছেড়ে যাওয়া ছাড়া গত্যন্তর নেই; তখন তারা প্রার্থনা জানাল যে, এর পিতা নিরতিশয় বয়োবৃদ্ধ ও দুর্বল। এর বিচ্ছেদের যাতনা সহ্য করা তাঁর পক্ষে সম্ভবপর নয়। তাই আপনি এর পরিবর্তে আমাদের কাউকে গ্রেফতার করে নিন। আমরা দেখছি, আপনি খুবই অনুগ্রহশীল। এ ভরসায়ই আমরা এ প্রার্থনা জানাচ্ছি। অথবা অর্থ এই যে, আপনি পূর্বেও আমাদের প্রতি অনুগ্রহ করেছেন।

শব্দবিশ্লেষণ :

اَلْعِيْرُ : ইসম। مُؤَنَّث অর্থ– কাফেলা, দল। বাব ضَرَبَ থেকে মাসদারও আসে। যার অর্থ, চলা। ইমাম রাগেব ইস্পাহানী (রহ.) লিখেন, عِيْرٌ ঐ সমস্ত লোক, যারা নিজের সঙ্গে খাদ্যশস্য বহন করে। এটি শস্যবহনকারী লোক ও বাহন উভয়ের নাম। কিন্তু কখনো এর ব্যবহার যে কোনো একটির জন্যও হয় অর্থাৎ কখনো মানুষ আবার কখনো উট।

تَفْقِدُوْنَ : সীগাহ جمع مذكر حاضر বহছ مضارع معروف বাব ضَرَبَ মাসদার اَلْفَقْدُ মূলবর্ণ (ف . ق . د) জিনস صحيح অর্থ– হারানো, না পাওয়া।

صُوَاعٌ : একবচন, বহুবচন صِيْعَانٌ অর্থ– পান করার বড় পাত্র, যাতে শরাব পান করা হয়। صُوَاعٌ শব্দটি صَاعٌ এর মতো অর্থাৎ একটি প্রসিদ্ধ পরিমাপক যন্ত্র।

كِدْنَا : সীগাহ جمع متكلم বহছ ماضى معروف বাব ضَرَبَ মাসদার اَلْكَيْدُ অর্থ– গোপনে তদবীর করা।

لَمْ يَبْدِ : نفى جحد بلم বহছ واحد مذكر غائب সীগাহ। لم-এর কারণে مجزوم হয়েছে। মূলতঃ يبدى ছিল। লাম জযমদাতা হরফ হওয়ার কারণে ى পড়ে গেছে। বাব اِفْعَالٌ মাসদার اَلْاِبْدَاءُ মূলবর্ণ (ب . د . و) জিনস ناقص واوى অর্থ– প্রকাশ করা।

تَصِفُوْنَ : সীগাহ جمع مذكر حاضر বহছ مضارع معروف বাব ضَرَبَ মাসদার اَلْوَصْفُ মূলবর্ণ (و . ص . ف) জিনস مثال واوى অর্থ– কোনো জিনিসকে তার কোনো বৈশিষ্ট্য ও গুণ সহকারে বর্ণনা করা। তবে গুণ কখনো সত্য হয় আবার কখনো মিথ্যা। এখানে মিথ্যা গুণই উদ্দেশ্য।

نَرَاكَ : সীগাহ جمع متكلم বহছ مضارع معروف : ك যমীর মাফউল বাব فَتَحَ মাসদার اَلرُّؤْيَةُ মূলবর্ণ (ر . أ . ى) জিনস مركب (ناقص يائى ও مهموز عين) অর্থ– দেখা।

https://e-ilm.weebly.com/

قَالَ مَعَاذَ اللّٰهِ اَنْ نَّاْخُذَ اِلَّا مَنْ وَّجَدْنَا مَتَاعَنَا عِنْدَهٗۤ ۙ اِنَّاۤ اِذًا لَّظٰلِمُوْنَ (٧٩)

৭৯. ইউসুফ বললেন, এমন কাজ হতে আল্লাহ রক্ষা করুন যে, আমরা যার নিকট নিজেদের জিনিস পেয়েছি তাকে ছেড়ে অপরকে বন্দি করে রাখি, এ অবস্থায় তা আমরা বড় অবিচারী বলে গণ্য হব।

ع

فَلَمَّا اسْتَايْـَٔسُوْا مِنْهُ خَلَصُوْا نَجِيًّا ؕ قَالَ كَبِيْرُهُمْ اَلَمْ تَعْلَمُوْۤا اَنَّ اَبَاكُمْ قَدْ اَخَذَ عَلَيْكُمْ مَّوْثِقًا مِّنَ اللّٰهِ وَمِنْ قَبْلُ مَا فَرَّطْتُّمْ فِيْ يُوْسُفَ ۚ فَلَنْ اَبْرَحَ الْاَرْضَ حَتّٰى يَاْذَنَ لِيْۤ اَبِيْۤ اَوْ يَحْكُمَ اللّٰهُ لِيْ ۚ وَهُوَ خَيْرُ الْحٰكِمِيْنَ (٨٠)

৮০. অনন্তর যখন ইউসুফ হতে তাদের কোনো আশা রইল না, তখন তারা পৃথক হয়ে নিজেদের মধ্যে পরামর্শ করতে লাগল, তাদের মধ্যে যে বড় ছিল সে বলল, তোমাদের কি জানা নেই যে, তোমাদের পিতা তোমাদের হতে আল্লাহর শপথ নিয়ে দৃঢ় প্রতিশ্রুতি গ্রহণ করেছেন, আর এর পূর্বে ইউসুফের ব্যাপারে যে কত ত্রুটি করে রেখেছ, অতএব, আমি তো এ দেশ হতে নড়ব না, যে পর্যন্ত আমার পিতা আমাকে অনুমতি না দেন অথবা আল্লাহ তা'আলা আমাকে এ সমস্যার সমাধান করে না দেন, আর তিনিই উত্তম সমাধানকারী।

اِرْجِعُوْۤا اِلٰۤى اَبِيْكُمْ فَقُوْلُوْا يٰۤاَبَانَاۤ اِنَّ ابْنَكَ سَرَقَ ۚ وَمَا شَهِدْنَاۤ اِلَّا بِمَا عَلِمْنَا وَمَا كُنَّا لِلْغَيْبِ حٰفِظِيْنَ (٨١)

৮১. তোমরা নিজেদের পিতার নিকট ফিরে যাও এবং বল যে, আব্বা! আপনার ছেলে চুরি করেছে এবং আমরা তো তাই ব্যক্ত করছি যা আমরা জানতে পেরেছি আর আমরা অদৃশ্য বিষয় তো জ্ঞাত ছিলাম না।

শাব্দিক অনুবাদ :

৭৯. قَالَ ইউসুফ বললেন مَعَاذَ اللّٰهِ এমন কাজ হতে আল্লাহ রক্ষা করুন যে, اَنْ نَّاْخُذَ اِلَّا مَنْ وَّجَدْنَا مَتَاعَنَا عِنْدَهٗ
আমরা যার নিকট নিজেদের জিনিস পেয়েছি তাকে ছেড়ে অপরকে বন্দী করে রাখি اِنَّاۤ اِذًا لَّظٰلِمُوْنَ এ অবস্থায়
তো আমরা বড় অবিচারী বলে গণ্য হব।

৮০. فَلَمَّا اسْتَيْـَٔسُوْا مِنْهُ অনন্তর যখন ইউসুফ হতে তাদের কোনো আশাই রইলনা خَلَصُوْا نَجِيًّا তখন তারা পৃথক
হয়ে নিজেদের মধ্যে পরামর্শ করতে লাগল قَالَ كَبِيْرُهُمْ তাদের মধ্যে যে বড় ছিল সে বলল اَلَمْ تَعْلَمُوْۤا
তোমাদের কি জানা নেই যে اَنَّ اَبَاكُمْ তোমাদের পিতা قَدْ اَخَذَ عَلَيْكُمْ مَّوْثِقًا مِّنَ اللّٰهِ তোমাদের থেকে আল্লাহর
শপথ নিয়ে দৃঢ় প্রতিশ্রুতি গ্রহণ করেছেন وَمِنْ قَبْلُ مَا فَرَّطْتُّمْ فِيْ يُوْسُفَ আর এর পূর্বে ইউসুফের ব্যাপারে যে
কত ত্রুটিই করে রেখেছ فَلَنْ اَبْرَحَ الْاَرْضَ অতএব, আমি তো এদেশ হতে নড়ব না حَتّٰى يَاْذَنَ لِيْۤ اَبِيْۤ যে পর্যন্ত
আমার পিতা আমাকে অনুমতি না দেন اَوْ يَحْكُمَ اللّٰهُ لِيْ অথবা আল্লাহ তা'আলা আমাকে এ সমস্যার সমাধান
করে না দেন وَهُوَ خَيْرُ الْحٰكِمِيْنَ আর তিনিই উত্তম সমাধানকারী।

৮১. اِرْجِعُوْۤا اِلٰۤى اَبِيْكُمْ তোমরা নিজেদের পিতার নিকট ফিরে যাও فَقُوْلُوْا এবং বল যে, يٰۤاَبَانَا আব্বা! اِنَّ ابْنَكَ سَرَقَ
আপনার ছেলে চুরি করেছে وَمَا شَهِدْنَاۤ اِلَّا بِمَا عَلِمْنَا আর আমরা তাই ব্যক্ত করছি যা আমরা জানতে পেরেছি
وَمَا كُنَّا لِلْغَيْبِ حٰفِظِيْنَ আর আমরা অদৃশ্য বিষয় তো জ্ঞাত ছিলাম না।

https://e-ilm.weebly.com/

৮২. আর সে জনপদের অধিবাসীদেরকে জিজ্ঞেস করুন, যেখানে আমরা ছিলাম এবং এ কাফেলার লোকাদেরকেও জিজ্ঞেস করুন, যাদের শামিল হয়ে আমরা এসেছি, আর বিশ্বাস করুন, আমরা সম্পূর্ণ সত্য বলছি।	وَسْئَلِ الْقَرْيَةَ الَّتِيْ كُنَّا فِيْهَا وَالْعِيْرَ الَّتِيْٓ اَقْبَلْنَا فِيْهَا ۖ وَاِنَّا لَصٰدِقُوْنَ (٨٢)
৮৩. ইয়াকূব বললেন: বরং তোমরা নিজেদের মন হতে একটি কথা গড়ে নিয়েছ, অতএব, সবরই করব যাতে অভিযোগের নাম-গন্ধ থাকবে না: আল্লাহর দরবারে আশা রইল যে, তাদের সকলকে আমার নিকট পৌছে দিবেন, নিশ্চয় তিনিই সর্বজ্ঞ, প্রজ্ঞাময়।	قَالَ بَلْ سَوَّلَتْ لَكُمْ اَنْفُسُكُمْ اَمْرًا ۖ فَصَبْرٌ جَمِيْلٌ ۖ عَسَى اللّٰهُ اَنْ يَّاْتِيَنِيْ بِهِمْ جَمِيْعًا اِنَّهٗ هُوَ الْعَلِيْمُ الْحَكِيْمُ (٨٣)
৮৪. আর তাদের হতে অন্য দিকে মুখ ফিরালেন এবং বললেন, হায় ইউসুফ! আফসোস! আর শোকে তাঁর চক্ষু সাদা হয়ে গেল এবং তিনি শোক সংবরণ করছিলেন।	وَتَوَلّٰى عَنْهُمْ وَقَالَ يٰٓاَسَفٰى عَلٰى يُوْسُفَ وَابْيَضَّتْ عَيْنٰهُ مِنَ الْحُزْنِ فَهُوَ كَظِيْمٌ (٨٤)
৮৫. পুত্ররা বলল, আল্লাহর কসম! আপনি তো সদাসর্বদা ইউসুফের স্মরণে লেগে থাকবেন, এমন কি শীর্ণকায় হয়ে ওষ্ঠাগত-প্রাণ হয়ে পড়বেন অথবা একেবারে মরেই যাবেন।	قَالُوْا تَاللّٰهِ تَفْتَؤُا تَذْكُرُ يُوْسُفَ حَتّٰى تَكُوْنَ حَرَضًا اَوْ تَكُوْنَ مِنَ الْهٰلِكِيْنَ (٨٥)
৮৬. ইয়াকূব বললেন, আমি আমার শোক ও দুঃখের অভিযোগ কেবল আল্লাহর সমীপেই করছি এবং আল্লাহ তা'আলার কথাগুলো যে পরিমাণ আমি জানি তা তোমরা জান না।	قَالَ اِنَّمَآ اَشْكُوْا بَثِّيْ وَحُزْنِيْٓ اِلَى اللّٰهِ وَاَعْلَمُ مِنَ اللّٰهِ مَا لَا تَعْلَمُوْنَ (٨٦)

শাব্দিক অনুবাদ :

৮২. وَسْئَلِ الْقَرْيَةَ আর সে জনপদের অধিবাসীদেরকে জিজ্ঞাসা করুন الَّتِيْ كُنَّا فِيْهَا যেখানে আমরা ছিলাম وَالْعِيْرَ الَّتِيْٓ اَقْبَلْنَا فِيْهَا এবং এ কাফেলার লোকদেরকেও জিজ্ঞাসা করুন যাদের শামিল হয়ে আমরা এসেছি وَاِنَّا لَصٰدِقُوْنَ আর বিশ্বাস করুন, আমরা সম্পূর্ণ সত্য বলছি।

৮৩. قَالَ ইয়াকূব বললেন بَلْ سَوَّلَتْ لَكُمْ اَنْفُسُكُمْ اَمْرًا বরং তোমরা নিজেদের মন হতে একটি কথা গড়ে নিয়েছ فَصَبْرٌ جَمِيْلٌ অতএব, সবরই করব যাতে অভিযোগের নামগন্ধ থাকবে না عَسَى اللّٰهُ اَنْ يَّاْتِيَنِيْ بِهِمْ جَمِيْعًا আল্লাহর দরবারে আশা রইল যে, তাদের সকলকে আমরা নিকট পৌছে দিবেন اِنَّهٗ هُوَ الْعَلِيْمُ الْحَكِيْمُ নিশ্চয় তিনি সর্বজ্ঞ, প্রজ্ঞাময়।

৮৪. وَتَوَلّٰى عَنْهُمْ আর তাদের থেকে অন্য দিকে মুখ ফিরালেন وَقَالَ এবং বললেন يٰٓاَسَفٰى عَلٰى يُوْسُفَ হায় ইউসুফ وَابْيَضَّتْ عَيْنٰهُ مِنَ الْحُزْنِ আর শোকে তাঁর চক্ষু সাদা হয়ে গেল فَهُوَ كَظِيْمٌ এবং তিনি শোক সংবরণ করে ছিলেন।

৮৫. قَالُوْا পুত্ররা বলল تَاللّٰهِ আল্লাহর কসম تَفْتَؤُا تَذْكُرُ يُوْسُفَ আপনি তো সর্বদা ইউসুফের স্মরণে লেগে থাকবেন حَتّٰى تَكُوْنَ حَرَضًا এমন কি শীর্ণকায় হয়ে ওষ্ঠাগত প্রাণ হয়ে পড়বেন اَوْ تَكُوْنَ مِنَ الْهٰلِكِيْنَ অথবা একেবারে মরেই যাবেন।

৮৬. قَالَ ইয়াকূব বললেন اِنَّمَآ اَشْكُوْا بَثِّيْ وَحُزْنِيْٓ اِلَى اللّٰهِ আমি আমার শোক ও দুঃখের অভিযোগ কেবল আল্লাহর সমীপেই করছি وَاَعْلَمُ مِنَ اللّٰهِ مَا لَا تَعْلَمُوْنَ এবং আল্লাহ তা'আলার কথাগুলো যে পরিমাণ আমি জানি তা তোমরা জান না।

https://e-ilm.weebly.com/

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

قَالَ مَعَاذَ اللّٰهِ اَنْ نَّاْخُذَ اِلَّا مَنْ وَّجَدْنَا مَتَاعَنَا عِنْدَهٗۤ اِنَّاۤ اِذًا لَّظٰلِمُوْنَ۔

ইউসুফ (আ.) ভাইদেরকে আইনানুগ উত্তর দিয়ে বললেন– যাকে ইচ্ছা গ্রেফতার করার ক্ষমতা আমাদের নেই, বরং যার কাছ থেকে চোরাই মাল বের হয়েছে, তাকে ছাড়া যদি অন্য কাউকে গ্রেফতার করি, তবে আমরা তোমাদেরই ফতোয়া ও ফয়সালা অনুযায়ী জালেম হয়ে যাব। কারণ তোমরাই বলেছ যে, যার কাছ থেকে চোরাই মাল বের হবে, সে-ই তার শাস্তি পাবে।

فَلَمَّا اسْتَيْـَٔسُوْا مِنْهُ خَلَصُوْا نَجِيًّا অর্থাৎ, ইউসুফ ভ্রাতারা যখন বিনয়ামিনের মুক্তির ব্যাপারে নিরাশ হয়ে গেল, তখন পরস্পর পরামর্শ করার জন্য একটি পৃথক জায়গায় একত্রিত হলো।

قَالَ كَبِيْرُهُمْ তাদের জ্যেষ্ঠ ভাই বলল– তোমাদের কি জানা নেই যে, পিতা তোমাদের কাছ থেকে বিনয়ামিনকে ফিরিয়ে নেওয়ার জন্য কঠিন শপথ নিয়েছিলেন? তোমরা ইতিপূর্বেও ইউসুফের ব্যাপারে একটি মারাত্মক অন্যায় করেছ। তাই আমি ততক্ষণ পর্যন্ত মিসর ত্যাগ করব না, যতক্ষণ পিতা নিজেই আমাকে এখান থেকে ফিরিয়ে নেওয়ার আদেশ না দেবেন অথবা আল্লাহর পক্ষ থেকে ওহীর মাধ্যমে আমার এখান থেকে চলে যাওয়ার নির্দেশ না আসে। আল্লাহ তা'আলাই সর্বোত্তম নির্দেশদাতা।

এখানে যে জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার উক্তি বর্ণিত হয়েছে, কেউ কেউ বলেন, তিনি হচ্ছেন ইয়াহুদা। তিনি ছিলেন বয়সে সবার বড়। একদা ইউসুফ (আ.) কে হত্যা না করার পরামর্শ তিনিই দিয়েছিলেন। কারো মতে তিনি হচ্ছেন শামউন। তিনি প্রভাব প্রতিপত্তির ও মর্যাদার দিক দিয়ে সবার বড় গণ্য হতেন।

اِرْجِعُوْۤا اِلٰۤى اَبِيْكُمْ অর্থাৎ, বড় ভাই বললেন, আমি তো এখানেই থাকব। তোমরা সবাই পিতার কাছে ফিরে যাও এবং তাঁকে বল যে, আপনার ছেলে চুরি করেছে। আমরা যা বলছি, তা আমাদের প্রত্যক্ষদৃষ্ট চাক্ষুষ ঘটনা। আমাদের সামনেই তার আসবাবপত্র থেকে চোরাই মাল বের হয়েছে।

وَمَا كُنَّا لِلْغَيْبِ حٰفِظِيْنَ অর্থাৎ, আমরা আপনার কাছে ওয়াদা-অঙ্গীকার করেছিলাম যে, বিনয়ামিনকে অবশ্যই ফিরিয়ে আনব। আমাদের এ ওয়াদা ছিল বাহ্যিক অবস্থা বিচারে। অদৃশ্যের অবস্থা আমাদের জানা ছিল না যে, সে চুরি করে গ্রেফতার হবে এবং আমরা নিরুপায় হয়ে পড়ব। এ বাক্যের এ অর্থও হতে পারে যে, আমরা ভাই বিনয়ামিনের যথাসাধ্য হেফাজত করেছি, যাতে সে কোনো অনুচিত কাজ করে বিপদে না পড়ে। কিন্তু আমাদের এ চেষ্টা বাহ্যিক অবস্থা পর্যন্তই সম্ভবপর ছিল। আমাদের দৃষ্টির আড়ালে ও অজ্ঞাতে সে এমন কাজ করবে, আমাদের জানা ছিল না।

ইউসুফ-ভ্রাতারা ইতিপূর্বে পিতাকে একবার ধোকা দিয়েছিল। ফলে তারা জানত যে, এ বর্ণনায় পিতা কিছুতেই আশ্বস্ত হবেন না এবং তাদের কথা বিশ্বাস করবেন না। তাই অধিক জোর দেওয়ার জন্য বলল– আপনি যদি আমাদের কথা বিশ্বাস না করেন, তবে যে শহরে আমরা ছিলাম (অর্থাৎ, মিসরে), তথাকার লোকদেরকে জিজ্ঞেস করে দেখুন এবং আপনি ঐ কাফেলার লোকজনকেও জিজ্ঞেস করতে পারেন যারা আমাদের সাথেই মিসর থেকে কেনানে এসেছে। আমরা এ বিষয়ে সম্পূর্ণ সত্যবাদী।

এ ক্ষেত্রে তাফসীরে মাযহারীতে এ প্রশ্নটি পুনঃব্যক্ত করা হয়েছে যে, হযরত ইউসুফ (আ.) পিতার সাথে এমন নির্দয় ব্যবহার কেন করলেন? নিজের অবস্থা তো পিতাকে জানালেনই না, তদুপরি ছোট ভাইকেও রেখে দিলেন।

https://e-ilm.weebly.com/

ভ্রাতারা বার বার মিসরে এসেছে; কিন্তু তিনি তাদের কাছে আত্মপরিচয় প্রকাশ করলেন না এবং পিতার কাছেও সংবাদ পাঠালেন না। এসব প্রশ্নের উত্তরে তফসীরে মাযহারীতে বলা হয়েছে– হযরত ইউসুফ (আ.) এসব কাজ আল্লাহর নির্দেশেই করেছিলেন, হযরত ইয়াকূব (আ.) এর পরীক্ষাকে পূর্ণতা দান করাই ছিল এ সবের উদ্দেশ্য।

মাসআলা : وَمَا شَهِدْنَآ اِلَّا بِمَا عَلِمْنَا এ আয়াত দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, মানুষ যখন কারো সাথে কোনো চুক্তিতে আবদ্ধ হয়, তখন তা বাহ্যিক অবস্থার ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য হয়– অজানা বিষয়বস্তুর ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হয় না। ইউসুফ-ভ্রাতারা পিতার সাথে বিনয়ামিনের হেফাজত সম্পর্কে যে অঙ্গীকার করেছিল, তা ছিল তাদের আয়ত্তাধীন বিষয়ের সাথে সম্পর্কযুক্ত। বিনয়ামিনের চুরির অভিযোগে গ্রেফতার হওয়াতে অঙ্গীকারে কোনো ত্রুটি দেখা দেয়নি।

তাফসীরে কুরতুবীতে এ আয়াত থেকে আরো একটি মাসআলা বের করে বলা হয়েছে– এ বাক্য দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, সাক্ষ্যদান জানার উপর নির্ভরশীল। ঘটনা সম্পর্কে জ্ঞান যে কোনোভাবে হোক, তদনুযায়ী সাক্ষ্য দেওয়া যায়। তাই কোনো ঘটনার সাক্ষ্য যেমন চাক্ষুষ দেখে দেওয়া যায়, তেমনি কোনো বিশ্বস্ত ও নির্ভরযোগ্য ব্যক্তির কাছে শুনেও দেওয়া যায়। তবে আসল সূত্র গোপন করা যাবে না। বর্ণনা করতে হবে যে, ঘটনাটি সে নিজে দেখেনি, অমুক নির্ভরযোগ্য ব্যক্তির কাছে শুনেছে। এ নীতির ভিত্তিতেই মালেকী মাযহাবের ফিকহবিদগণ অন্ধ ব্যক্তির সাক্ষ্যকেও বৈধ সাব্যস্ত করেছেন।

আলোচ্য আয়াতসমূহ থেকে আরো প্রমাণিত হয় যে, কোনো ব্যক্তি যদি সৎ ও সঠিক পথে থাকে; কিন্তু ক্ষেত্র এমন যে, অন্যরা তাকে অসৎ কিংবা পাপকাজে লিপ্ত বলে সন্দেহ করতে পারে তবে তার পক্ষে এ সন্দেহের কারণ দূর করা উচিত, যাতে অন্যরা কু-ধারণার গোনাহে লিপ্ত না হয়। হযরত ইউসুফ (আ.) এর সাথে কৃত পূর্ববর্তী আচরণের আলোকে বিনয়ামিনের ঘটনায় ভাইদের সম্পর্কে এরূপ সন্দেহ সৃষ্টি হওয়া স্বাভাবিক ছিল যে, এবারও তারা মিথ্যা ও সত্যের আশ্রয় গ্রহণ করেছে। তাই এ সন্দেহ দূরীকরণের জন্য জনপদ অর্থাৎ মিসরবাসীদের এবং যুগপৎ কাফেলার লোকজনের সাক্ষ্য উপস্থিত করা হয়েছে।

রাসূলুল্লাহ ﷺ ব্যক্তিগত আচরণের মাধ্যমেও এ বিষয়টির প্রতি গুরুত্ব আরোপ করেছেন। একবার তিনি উম্মুল মুমিনীন হযরত সফিয়্যা (রা.) কে সাথে নিয়ে মসজিদ থেকে এক গলি দিয়ে যাচ্ছিলেন। গলির মাথায় দু'জন লোককে দেখে তিনি দূর থেকেই বলে দিলেন– আমার সাথে সফিয়্যা বিনতে হুওয়াই রয়েছে। ব্যক্তিদ্বয় আরজ করল– ইয়া রসূলাল্লাহ আপনার সম্পর্কেও কেউ কু-ধারণা করতে পারে কি? তিনি বললেন– হ্যাঁ, শয়তান মানুষের শিরা-উপশিরায় প্রভাব বিস্তার করে। কাজেই কারো মনে সন্দেহ সৃষ্টি করে দেওয়া বিচিত্র নয়। –(বুখারী, মুসলিম, কুরতুবী)

হযরত ইয়াকূব (আ.) এর ছোট ছেলে বিনয়ামিন মিসরে গ্রেফতার হওয়ার পর তাঁর ভ্রাতারা দেশে ফিরে এলো এবং হযরত ইয়াকূব (আ.) কে যাবতীয় বৃত্তান্ত শুনাল। তারা তাঁকে আশ্বস্ত করতে চাইল যে, এ ব্যাপারে তারা সম্পূর্ণ সত্যবাদী। বিশ্বাস না হলে মিসরবাসীদের কাছে কিংবা মিসর থেকে কেনানে আগত কাফেলার লোকজনের কাছে জিজ্ঞেস করা যায়। তারাও বলবে যে, বিনয়ামিন চুরির কারণে গ্রেফতার হয়েছে। হযরত ইউসুফ (আ.) এর ব্যাপারে ছেলেদের মিথ্যা একবার প্রমাণিত হয়েছিল। তাই এবারও ইয়াকূব (আ.) বিশ্বাস করতে পারলেন না; যদিও বাস্তবে এ ব্যাপারে তারা বিন্দুমাত্রও মিথ্যা বলেনি। এ কারণে এ ক্ষেত্রেও তিনি ঐ বাক্যই উচ্চারণ করলেন, যা হযরত ইউসুফ (আ.) এর নিখোঁজ হওয়ার সময় উচ্চারণ করেছিলেন। بَلْ سَوَّلَتْ لَكُمْ اَنْفُسُكُمْ اَمْرًا فَصَبْرٌ جَمِيْلٌ অর্থাৎ তোমরা যা বলছ, সত্য নয়। তোমরা মনগড়া কথা বলছ। কিন্তু আমি এবারও সবর করব। সবরই আমার জন্য উত্তম।

https://e-ilm.weebly.com/

এ থেকেই কুরতুবী বলেন– মুজতাহিদ ইজতিহাদের মাধ্যমে যে কথা বলেন তা ভ্রান্তও হতে পারে। এমনকি, পয়গম্বরগণও যদি ইজতিহাদ করে কোনো কথা বলেন, তবে প্রথম পর্যায়ে তা সঠিক না হওয়াও সম্ভবপর। যেমন, এ ব্যাপারে হয়েছে। হযরত ইয়াকূব (আ.) ছেলেদের সত্যকেও মিথ্যা মনে করে নিয়েছেন। কিন্তু পয়গম্বরগণের বৈশিষ্ট্য এই যে, আল্লাহর পক্ষ থেকে তাদেরকে ভ্রান্তি থেকে সরিয়ে দেওয়া হয়। কাজেই পরিণামে তাঁরা সত্যে উপনীত হন।

এমনও হতে পারে, যে মনগড়া কথা বলে হযরত ইয়াকূব (আ.) ঐ কথা বুঝিয়েছেন যা মিসরে গড়া হয়েছিল। অর্থাৎ, একটি বিশেষ উদ্দেশ্য সাধনের নিমিত্ত কৃত্রিম চুরি দেখিয়ে বিনয়ামিনকে গ্রেফতার করে নেওয়া। অবশ্য ভবিষ্যতে এর পরিণাম চমৎকার আকারে প্রকাশ পেত। আয়াতের পরবর্তী বাক্যে এদিকে ইঙ্গিতও হতে পারে। বলা হয়েছে– عَسَى اللّٰهُ اَنْ يَّاْتِيَنِىْ بِهِمْ جَمِيْعًا অর্থাৎ, আশা করা যায় যে, সম্ভবতঃ শীঘ্রই আল্লাহ তাদের সবাইকে আমার কাছে পৌঁছে দিবেন।

মোটকথা, হযরত ইয়াকূব (আ.) এবার ছেলেদের কথা মেনে নেননি। এই না মানার তাৎপর্য ছিল এই যে, প্রকৃতপক্ষে কোনো চুরিও হয়নি এবং বিনয়ামিনও গ্রেফতার হয়নি। এটা যথাস্থানে নির্ভুল ছিল। কিন্তু ছেলেরা নিজ জ্ঞানমতে যা বলেছিল, তাও ভ্রান্ত ছিল না।

وَتَوَلّٰى عَنْهُمْ وَقَالَ يٰٓاَسَفٰى عَلٰى يُوْسُفَ وَابْيَضَّتْ عَيْنٰهُ مِنَ الْحُزْنِ فَهُوَ كَظِيْمٌ অর্থাৎ, দ্বিতীয়বার আঘাত পাওয়ার পর হযরত ইয়াকূব (আ.) এ ব্যাপারে ছেলেদের সাথে বাক্যালাপ ত্যাগ করে পালনকর্তার কাছেই ফরিয়াদ করতে লাগলেন এবং বললেন– ইউসুফের জন্য বড়ই পরিতাপ। এ ব্যাথায় ক্রন্দন করতে করতে তাঁর চোখ দু'টি শ্বেতবর্ণ ধারণ করল। অর্থাৎ, দৃষ্টিশক্তি লোপ পেল কিংবা দুর্বল হয়ে গেল। তাফসীরবিদ মুকাতিল বলেন– হযরত ইয়াকূব (আ.) এর এ অবস্থা ছয় বছর পর্যন্ত অব্যাহত ছিল। এ সময় দৃষ্টিশক্তি প্রায় লোপ পেয়েছিল। فَهُوَ كَظِيْمٌ অর্থাৎ, অতঃপর তিনি স্তব্ধ হয়ে গেলেন। কারো কাছে নিজের মনোবেদনা প্রকাশ করতেন না। كَظِيْمٌ শব্দটি كَظْم থেকে উদ্ভূত। এর অর্থ বন্ধ হয়ে যাওয়া এবং ভরে যাওয়া। উদ্দেশ্য এই যে, দুঃখ ও বিষাদে তাঁর মন ভরে গেল এবং মুখ বন্ধ হয়ে গেল। কারো কাছে তিনি দুঃখের কথা বর্ণনা করতেন না।

এ কারণেই كَظْم শব্দটি ক্রোধ সংবরণ করার অর্থে ব্যবহৃত হয়। অর্থাৎ, মন ক্রোধে পরিপূর্ণ হওয়া সত্ত্বেও মুখ অথবা হাত দ্বারা ক্রোধের কোনো কিছু প্রকাশ না পাওয়া। হাদীসে আছে, وَمَنْ يَّكْظِمِ الْغَيْظَ يَاْجُرْهُ اللّٰهُ অর্থাৎ, যে ব্যক্তি ক্রোধ সংবরণ করে এবং শক্তি থাকা সত্ত্বেও ক্রোধ প্রকাশ করে না, আল্লাহ তা'আলা তাকে বড় প্রতিদান দেবেন।

এক হাদীসে আছে, হাশরের দিন আল্লাহ তা'আলা এরূপ লোকদেরকে প্রকাশ্য সমাবেশে এনে বলবেন– জান্নাতের নিয়ামতসমূহের মধ্যে যেটি ইচ্ছা, গ্রহণ কর।

ইমাম ইবনে জারীর এ প্রসঙ্গে একটি হাদীস বর্ণনা করেছেন যে, বিপদমুহূর্তে اِنَّا لِلّٰهِ وَاِنَّآ اِلَيْهِ رٰجِعُوْنَ বলার শিক্ষা এ উম্মতেরই অন্যতম বৈশিষ্ট্য। দুঃখ কষ্ট থেকে মুক্তি দেওয়ার ব্যাপারে এ বাক্যটি অত্যন্ত ক্রিয়াশীল। উম্মতে মুহাম্মদীর বৈশিষ্ট্য এভাবে জানা গেছে যে, তীব্র দুঃখ ও আঘাতের সময় হযরত ইয়াকূব (আ.) এ বাক্যটির পরিবর্তে يٰاَسَفٰى عَلٰى يُوْسُفَ বলেছেন। 'বায়হাকী শোআবুল ঈমানে ও হাদীসটি ইবনে আব্বাসের রেওয়ায়েতে বর্ণনা করেছেন।

ইউসুফের প্রতি হযরত ইয়াকূব (আ.)-এর গভীর মহব্বতের কারণ :

হযরত ইউসুফ (আ.) এর প্রতি হযরত ইয়াকূব (আ.) এর অসাধারণ মহব্বত ছিল। হযরত ইউসুফ (আ.) নিখোঁজ হয়ে গেলে তিনি একেবারেই হতোদ্যম হয়ে পড়েন। কোনো কোনো রেওয়ায়েতে পিতা-ছেলের বিচ্ছেদের সময়কাল চল্লিশ বছর এবং কোনো কোনো রেওয়ায়েতে আশি বছর বলা হয়েছে। দীর্ঘ সময় তিনি

https://e-ilm.weebly.com/

ছেলের শোকে কাঁদতে কাঁদতে অতিবাহিত করেন। ফলে তাঁর দৃষ্টিশক্তি রহিত হয়ে যায়। সন্তানের মহব্বতে এতটা বাড়াবাড়ি বাহ্যতঃ পয়গম্বরসুলভ পদমর্যাদার পক্ষে শোভনীয় নয়। কুরআন পাকে সন্তান-সন্ততিকে ফেৎনা আখ্যা দিয়ে বলা হয়েছে– إِنَّمَآ أَمْوَالُكُمْ وَأَوْلَادُكُمْ فِتْنَةٌ অর্থাৎ, তোমাদের ধন-সম্পদ ও সন্তান-সন্ততি ফেৎনা ও পরীক্ষা বৈ নয়। পক্ষান্তরে কুরআন পাকের ভাষায় পয়গম্বরগণের শান হচ্ছে এই إِنَّآ أَخْلَصْنٰهُمْ بِخَالِصَةٍ ذِكْرَى الدَّارِ অর্থাৎ, আমি পয়গম্বরগণকে একটি বিশেষ গুণে গুণান্বিত করেছি। সে গুণ হচ্ছে পরকালের স্মরণ। মালেক ইবনে দীনারের মতে এর অর্থ এই যে, আমি তাঁদের অন্তর থেকে সাংসারিক মহব্বত বের করে দিয়েছি। কোনো বস্তু গ্রহণ ও প্রত্যাখ্যানের ব্যাপারে তাঁদের একমাত্র লক্ষ্য হচ্ছে আখেরাত।

এ বর্ণনা থেকে এ সন্দেহ আরও কঠিনভাবে প্রতীয়মান হয় যে, হযরত ইয়াকূব (আ.) এর সন্তানের মহব্বতে এতটুকু ব্যাকুল হয়ে পড়া কেমন করে শুদ্ধ হতে পারে?

কাযী সানাউল্লাহ পানিপথী (র.) তফসীরে মাযহারীতে এ প্রশ্ন উল্লেখ করে হযরত মুজাদ্দিদে আলফেসানীর এক বিশেষ বক্তব্য উদ্ধৃত করেছেন। এর সারমর্ম এই যে, নিঃসন্দেহে সংসার ও সংসারের উপকরণাদির প্রতি মহব্বত নিন্দনীয়। কুরআন ও হাদীসের অসংখ্য বর্ণনা এর পক্ষে সাক্ষ্য দেয়। কিন্তু সংসারের যেসব বস্তু আখেরাতের সাথে সম্পর্কযুক্ত, সেগুলোর মহব্বত প্রকৃতপক্ষে আখেরাতেরই মহব্বত। হযরত ইউসুফ (আ.) এর গুণ-গরিমা শুধু দৈহিক রূপ-সৌন্দর্যের মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল না। বরং পয়গম্বরসুলভ পবিত্রতা ও চারিত্রিক সৌন্দর্যও এর অন্তর্ভুক্ত ছিল। এ সমষ্টির কারণে তাঁর মহব্বত সংসারের মহব্বত ছিল না। বরং প্রকৃত পক্ষে আখেরাতেরই মহব্বত ছিল।

এখানে এ বিষয়টিও প্রণিধানযোগ্য যে, এ মহব্বত যদিও প্রকৃতপক্ষে সংসারের মহব্বত ছিল না, কিন্তু সর্বাবস্থায় এতে একটি সাংসারিক দিকও ছিল। এ জন্যেই এটা হযরত ইয়াকূব (আ.) এর পরীক্ষার কারণ হয়েছে এবং তাঁকে চল্লিশ বছরের সুদীর্ঘ বিচ্ছেদের অসহনীয় যাতনা ভোগ করতে হয়েছে। এ ঘটনার আদ্যোপান্ত এ বিষয়ে সাক্ষ্য দেয় যে, আল্লাহ তা'আলার পক্ষ থেকে এমন সব পরিস্থিতির উদ্ভব ঘটেছে, যাতে হযরত ইয়াকূব (আ.) - এর যাতনা দীর্ঘ থেকে দীর্ঘতর হয়ে গেছে। নতুবা ঘটনার শুরুতে এত গভীর মহব্বত পোষণকারী পিতার পক্ষে পুত্রদের কথা শুনে নিশ্চুপ ঘরে বসে থাকা কিছুতেই সম্ভবপর হতো না; বরং তিনি অবশ্যই অকুস্থলে পৌঁছে খোঁজ খবর নিতেন। ফলে তখনই যাতনার পরিসমাপ্তি ঘটতে পারত। কিন্তু আল্লাহর পক্ষ থেকেই এমন পরিস্থিতির উদ্ভব হয়েছে যে, তখন এদিকে দৃষ্টি যায়নি। এরপর হযরত ইউসুফ (আ.) কে পিতার সাথে যোগাযোগ করতে ওহীর মাধ্যমে নিষেধ করা হলো। ফলে মিসরের শাসনক্ষমতা হাতে পেয়েও তিনি যোগাযোগের কোনো পদক্ষেপ গ্রহণ করেননি। এর চাইতে বেশি ধৈর্যের বাঁধ ভেঙ্গে দেওয়ার মতো ঘটনাবলি তখন ঘটেছে, যখন ইউসুফ ভ্রাতারা বার বার মিসর গমন করতে থাকে। তিনি তখনো ভাইদের কাছে গোপন রহস্য খোলেননি এবং পিতাকে সংবাদ দেওয়ার চেষ্টা করেননি, বরং একটি কৌশলের মাধ্যমে অপর ভাইকেও নিজের কাছে আটকে রেখে পিতার মর্মবেদনাকে দ্বিগুণ করে দেন। এসব কর্মকাণ্ড হযরত ইউসুফ (আ.) এর মতো একজন মনোনীত পয়গম্বর দ্বারা ততক্ষণ সম্ভবপর নয়, যতক্ষণ না তাঁকে ওহীর মাধ্যমে নির্দেশ দেওয়া হয়। এ কারণেই কুরতবী প্রমুখ তাফসীরবিদ হযরত ইউসুফ (আ.) এর এসব কর্মকাণ্ডকে খোদায়ী ওহীর ফলশ্রুতি সাব্যস্ত করেছেন। কুরআনের كَذٰلِكَ كِدْنَا لِيُوْسُفَ বাক্যে এদিকে ইঙ্গিত রয়েছে।

قَالُوْا تَاللّٰهِ تَفْتَؤُا تَذْكُرُ يُوْسُفَ অর্থাৎ, ছেলেরা পিতার এহেন মনোবেদনা সত্ত্বেও এমন অভিযোগহীন সবর দেখে বলতে লাগল– আল্লাহর কসম! আপনি তো সদাসর্বদা ইউসুফকেই স্মরণ করতে থাকেন। ফলে হয় আপনি অসুস্থ হয়ে পড়বেন, না হয় মরেই যাবেন। (প্রত্যেক আঘাত ও দুঃখের একটা সীমা আছে। সাধারণতঃ সময়

https://e-ilm.weebly.com/

https://e-ilm.weebly.com/

৮৭. হে আমার পুত্রগণ! যাও এবং ইউসুফ ও তার ভ্রাতার অনুসন্ধান কর, আর আল্লাহ তা'আলার রহমত হতে নিরাশ হয়ো না; নিশ্চয় আল্লাহ তা'আলার রহমত হতে কেবল সে সকল লোকেরাই নিরাশ হয়, যারা কাফের।	يٰبَنِيَّ اذْهَبُوْا فَتَحَسَّسُوْا مِنْ يُّوْسُفَ وَاَخِيْهِ وَلَا تَايْئَسُوْا مِنْ رَّوْحِ اللّٰهِ ۭ اِنَّهٗ لَا يَايْئَسُ مِنْ رَّوْحِ اللّٰهِ اِلَّا الْقَوْمُ الْكٰفِرُوْنَ ﴿٨٧﴾
৮৮. আবার যখন তারা ইউসুফের নিকট পৌঁছল, বলতে লাগল, হে আজীজ! আমাদের এবং আমাদের পরিবারবর্গের বড় কষ্ট হচ্ছে, আর আমরা এ সামান্য বস্তু এনেছি, সুতরাং আপনি পুরাপুরি শস্য দিয়ে দিন এবং আমাদেরকে খয়রাত (মনে করে) দিন, নিঃসন্দেহে আল্লাহ খয়রাত প্রদানকারীদেরকে পুরস্কৃত করে থাকেন।	فَلَمَّا دَخَلُوْا عَلَيْهِ قَالُوْا يٰٓاَيُّهَا الْعَزِيْزُ مَسَّنَا وَاَهْلَنَا الضُّرُّ وَجِئْنَا بِبِضَاعَةٍ مُّزْجٰىةٍ فَاَوْفِ لَنَا الْكَيْلَ وَتَصَدَّقْ عَلَيْنَا ۭ اِنَّ اللّٰهَ يَجْزِي الْمُتَصَدِّقِيْنَ ﴿٨٨﴾
৮৯. ইউসুফ বললেন, তা কি তোমাদের স্মরণ আছে, তোমরা ইউসুফ ও তাঁর ভ্রাতার সঙ্গে যে ব্যবহার করেছিলে, যখন তোমরা অজ্ঞতার অবস্থায় ছিলে?	قَالَ هَلْ عَلِمْتُمْ مَّا فَعَلْتُمْ بِيُوْسُفَ وَاَخِيْهِ اِذْ اَنْتُمْ جٰهِلُوْنَ ﴿٨٩﴾
৯০. তারা বলল, তবে সত্য-সত্যিই কি তুমি ইউসুফ? তিনি বললেন, আমি ইউসুফ এবং এটি আমার [সহোদর] ভাই, আমাদের প্রতি আল্লাহ বড় অনুগ্রহ করেছেন, বাস্তবিক যে ব্যক্তি গুনাহ হতে বেঁচে থাকে এবং ধৈর্য অবলম্বন করে, আল্লাহ তা'আলা এমন নেককারদের কর্মফলকে বিনষ্ট করেন না।	قَالُوْٓا ءَاِنَّكَ لَاَنْتَ يُوْسُفُ ۭ قَالَ اَنَا يُوْسُفُ وَهٰذَآ اَخِيْ ۡ قَدْ مَنَّ اللّٰهُ عَلَيْنَا ۭ اِنَّهٗ مَنْ يَّتَّقِ وَيَصْبِرْ فَاِنَّ اللّٰهَ لَا يُضِيْعُ اَجْرَ الْمُحْسِنِيْنَ ﴿٩٠﴾

শাব্দিক অনুবাদ :

৮৭. يٰبَنِيَّ اذْهَبُوْا হে আমার পুত্রগণ! যাও فَتَحَسَّسُوْا مِنْ يُّوْسُفَ وَاَخِيْهِ এবং ইউসুফ ও তার ভ্রাতার অনুসন্ধান কর وَلَا تَايْئَسُوْا مِنْ رَّوْحِ اللّٰهِ আর আল্লাহ তা'আলার রহমত হতে নিরাশ হয়ো না اِنَّهٗ لَا يَايْئَسُ مِنْ رَّوْحِ اللّٰهِ اِلَّا الْقَوْمُ الْكٰفِرُوْنَ নিশ্চয় আল্লাহ তা'আলার রহমত হতে কেবল সেই সকল লোকেরাই নিরাশ হয় যারা কাফের।

৮৮. فَلَمَّا دَخَلُوْا عَلَيْهِ আবার যখন তারা ইউসুফের নিকট পৌঁছল قَالُوْا বলতে লাগল يٰٓاَيُّهَا الْعَزِيْزُ হে আজীজ مَسَّنَا وَاَهْلَنَا الضُّرُّ আমাদের এবং আমাদের পরিবার বর্গের বড় কষ্ট হচ্ছে وَجِئْنَا بِبِضَاعَةٍ مُّزْجٰىةٍ আর আমরা এই সামান্য বস্তু এনেছি فَاَوْفِ لَنَا الْكَيْلَ সুতরাং আপনি পুরোপুরি শস্য দিয়ে দিন وَتَصَدَّقْ عَلَيْنَا এবং আমাদেরকে খয়রাত (মনে কর) দিন اِنَّ اللّٰهَ يَجْزِي الْمُتَصَدِّقِيْنَ নিঃসন্দেহে আল্লাহ খয়রাত প্রদানকারীদেরকে পুরস্কৃত করে থাকেন।

৮৯. قَالَ ইউসুফ বললেন هَلْ عَلِمْتُمْ তা কি তোমাদের স্মরণ আছে مَا فَعَلْتُمْ بِيُوْسُفَ وَاَخِيْهِ তোমরা ইউসুফ ও তাঁর ভ্রাতার সঙ্গে যে ব্যবহার করেছিলে اِذْ اَنْتُمْ جٰهِلُوْنَ যখন তোমরা অজ্ঞতার অবস্থায় ছিলে।

৯০. قَالُوْٓا তারা বলল ءَاِنَّكَ لَاَنْتَ يُوْسُفُ তবে সত্য সত্যই কি তুমি ইউসুফ قَالَ তিনি বললেন اَنَا يُوْسُفُ আমিই ইউসুফ وَهٰذَآ اَخِيْ এবং এটি আমার (সহোদর) ভাই قَدْ مَنَّ اللّٰهُ عَلَيْنَا আমাদের প্রতি আল্লাহ বড় অনুগ্রহ করেছেন اِنَّهٗ مَنْ يَّتَّقِ বাস্তবিক যে ব্যক্তি গুনাহ থেকে বেঁচে থাকে وَيَصْبِرْ এবং ধৈর্য অবলম্বন করে فَاِنَّ اللّٰهَ لَا يُضِيْعُ اَجْرَ الْمُحْسِنِيْنَ আল্লাহ তা'আলা এমন নেককারদের কর্মফলকে বিনষ্ট করেন না।

https://e-ilm.weebly.com/

৯১. তারা বলল, আল্লাহর কসম! নিঃসন্দেহে আল্লাহ তা'আলা আমাদের উপর তোমাকে শ্রেষ্ঠত্ব দান করেছেন, আর অবশ্যই আমরা অপরাধী ছিলাম।	قَالُوْا تَاللّٰهِ لَقَدْ اٰثَرَكَ اللّٰهُ عَلَيْنَا وَاِنْ كُنَّا لَخٰطِئِيْنَ (٩١)
৯২. ইউসুফ বললেন, না, আজ তোমাদের উপর কোনো অভিযোগ নেই; আল্লাহ তা'আলা তোমাদের ত্রুটি মাফ করবেন এবং তিনিই শ্রেষ্ঠ দয়ালু।	قَالَ لَا تَثْرِيْبَ عَلَيْكُمُ الْيَوْمَ ؕ يَغْفِرُ اللّٰهُ لَكُمْ ؗ وَهُوَ اَرْحَمُ الرّٰحِمِيْنَ (٩٢)
৯৩. এখন তোমরা আমার এ জামা নিয়ে যাও এবং এটা আমার পিতার মুখের উপর রেখে দাও, তাঁর চক্ষু জ্যোতিপ্রাপ্ত হয়ে যাবে [এবং তিনি এখানে চলে আসবেন] আর তোমাদের পরিজন সকলকে আমার এখানে নিয়ে এসো।	اِذْهَبُوْا بِقَمِيْصِيْ هٰذَا فَاَلْقُوْهُ عَلٰى وَجْهِ اَبِيْ يَاْتِ بَصِيْرًا ۚ وَاْتُوْنِيْ بِاَهْلِكُمْ اَجْمَعِيْنَ (٩٣)
৯৪. আর যখন [মিসর হতে] কাফেলা চলল, তখন তাদের পিতা বলতে লাগলেন যে, যদি তোমরা আমাকে বার্ধক্যজনিত প্রলাপোক্তিকারী বলে মনে না কর, তবে একটি কথা বলতে চাই যে, আমার কাছে তো ইউসুফের ঘ্রাণ আসছে।	وَلَمَّا فَصَلَتِ الْعِيْرُ قَالَ اَبُوْهُمْ اِنِّيْ لَاَجِدُ رِيْحَ يُوْسُفَ لَوْلَآ اَنْ تُفَنِّدُوْنِ (٩٤)
৯৫. তারা বলতে লাগল, শপথ আল্লাহর, আপনি তো আপনার সে পুরাতন ভ্রমেই লিপ্ত আছেন।	قَالُوْا تَاللّٰهِ اِنَّكَ لَفِيْ ضَلٰلِكَ الْقَدِيْمِ (٩٥)

শাব্দিক অনুবাদ :

৯১. قَالُوْا তারা বলল- تَاللّٰهِ আল্লাহর কসম لَقَدْ اٰثَرَكَ اللّٰهُ عَلَيْنَا নিঃসন্দেহে আল্লাহ তা'আলা আমাদের উপর তোমাকে শ্রেষ্ঠত্ব দান করেছেন وَاِنْ كُنَّا لَخٰطِئِيْنَ আর অবশ্যই আমরা অপরাধী ছিলাম।

৯২. قَالَ ইউসুফ বললেন لَا تَثْرِيْبَ عَلَيْكُمُ الْيَوْمَ না, আজ তোমাদের উপর কোনো অভিযোগ নেই يَغْفِرُ اللّٰهُ لَكُمْ আল্লাহ তা'আলা তোমাদের ত্রুটি মাফ করবেন وَهُوَ اَرْحَمُ الرّٰحِمِيْنَ এবং তিনিই শ্রেষ্ঠ দয়ালু।

৯৩. اِذْهَبُوْا بِقَمِيْصِيْ هٰذَا এখন তোমরা আমার এ জামা নিয়ে যাও فَاَلْقُوْهُ عَلٰى وَجْهِ اَبِيْ এবং এটা আমার পিতার মুখের উপর রেখে দাও يَاْتِ بَصِيْرًا তাঁর চক্ষু জ্যোতিপ্রাপ্ত হয়ে যাবে وَاْتُوْنِيْ بِاَهْلِكُمْ اَجْمَعِيْنَ আর তোমাদের পরিজন সকলকে আমার এখানে নিয়ে এসো।

৯৪. وَلَمَّا فَصَلَتِ الْعِيْرُ আর যখন কাফেলা চলল قَالَ اَبُوْهُمْ তখন তাদের পিতা বলতে লাগলেন اِنِّيْ لَاَجِدُ رِيْحَ يُوْسُفَ আমার কাছে ইউসুফের ঘ্রাণ আসছে لَوْلَآ اَنْ تُفَنِّدُوْنِ যদি তোমরা আমাকে বার্ধক্যজনিত প্রলাপোক্তিকারী বলে মনে না কর তবে একটি কথা বলতে চাই।

৯৫. قَالُوْا তারা বলতে লাগল تَاللّٰهِ শপথ আল্লাহর اِنَّكَ لَفِيْ ضَلٰلِكَ الْقَدِيْمِ তো আপনার সেই পুরাতন ভ্রমেই লিপ্ত আছেন।

https://e-ilm.weebly.com/

https://e-ilm.weebly.com/

এখন খাদ্যশস্য কেনার জন্য আমাদের কাছে উপযুক্ত মূল্যও নেই। আমরা অপারগ হয়ে কিছু অকেজো বস্তু খাদ্যশস্য কেনার জন্য নিয়ে এসেছি। আপনি নিজ চরিত্রগুণে এসব অকেজো বস্তু কবুল করে নিন এবং পরিবর্তে আমাদেরকে পুরোপুরি খাদ্যশস্য দিয়ে দিন, যা উত্তম মূল্যের বিনিময়ে দেওয়া হয়। বলাবাহুল্য, খাদ্য শস্যে আমাদে কোনো অধিকার নেই। আপনি খয়রাত মনে করেই দিয়ে দিন। নিশ্চয় আল্লাহ তা'আলা খয়রাতদাতাকে উত্তম পুরস্কার দান করেন।

অকেজো বস্তুগুলো কি ছিল, কুরআন ও হাদীসে তার কোনো সুস্পষ্ট বর্ণনা নেই। তফসীরবিদগণের উক্তি বিভিন্নরূপ। কেউ বলেন– এগুলো ছিল কৃত্রিম রৌপ্য মুদ্রা, যা বাজারে অচল ছিল। কেউ বলেন– ঘরে ব্যবহারযোগ্য কিছু আসবাবপত্র ছিল। এ হচ্ছে مُزْجٰةٍ শব্দের অনুবাদ। এর আসল অর্থ এমন বস্তু, যা নিজে সচল নয়; বরং জোরজবরদস্তি সচল করতে হয়।

হযরত ইউসুফ (আ.) ভাইদের এহেন মিসকিনসুলভ কথাবার্তা শুনে এবং দুরবস্থা দেখে স্বভাবগতভাবে প্রকৃত অবস্থা প্রকাশ করে দিতে বাধ্য হচ্ছিলেন। ঘটনা প্রবাহে অনুমিত হয় যে, ইউসুফ (আ.) এর উপর স্বীয় অবস্থা প্রকাশের ব্যাপারে আল্লাহর পক্ষ থেকে যে বিধি-নিষেধ ছিল, এখন তা অবসানের সময়ও এসে গিয়েছিল। তাফসীরে কুরতুবী ও মাযহারীতে হযরত ইবনে আব্বাস (রা.)-এর রেওয়ায়েতে বর্ণিত রয়েছে যে, এ সময় হযরত ইয়াকূব (আ.) আযীযে মিসরের নামে একটি পত্র লিখে দিয়েছিলেন। পাত্রের বিষয়বস্তু ছিল এরূপ–

ইয়াকূব সফিউল্লাহ ইবনে ইসহাক যবিহুল্লাহ ইবনে ইবরাহীম খলীলুল্লাহর পক্ষ থেকে আযীযে মিসর সমীপে।

বিনীত আরজ!

বিপদাপদের মাধমে পরীক্ষার সম্মুখীন হওয়া আমাদের পারিবারিক ঐতিহ্যেরই অঙ্গবিশেষ। নমরূদের আগুনের দ্বারা আমার পিতামহ ইবরাহীম খলীলুল্লাহর পরীক্ষা নেওয়া হয়েছে। অতঃপর আমার পিতা ইসহাকেরও কঠোর পরীক্ষা নেওয়া হয়েছে। এরপর আমার সর্বাধিক প্রিয় এক পুত্রের মাধ্যমে আমার পরীক্ষা নেওয়া হয়েছে। তার বিরহ ব্যথায় আমার দৃষ্টিশক্তি রহিত হয়ে গেছে। তারপর তার ছোট ভাই ছিল ব্যথিতের সান্ত্বনার একমাত্র সম্বল, যাকে আপনি চুরির অভিযোগে গ্রেফতার করেছেন। আমি বলি, আমরা পয়গম্বরদের সন্তান-সন্ততি। আমরা কখনো চুরি করিনি এবং আমাদের সন্তানদের মধ্যেও কেউ চোর হয়ে জন্ম নেয়নি। ওয়াস সালাম।

পত্র পাঠ করে ইউসুফ (আ.) কেঁপে উঠলেন এবং কান্না রোধ করতে পারলেন না। এরপর নিজের গোপন ভেদ প্রকাশ করে দিলেন। পরিচয়ের ভূমিকা হিসেবে ভাইদেরকে প্রশ্ন করলেন– তোমাদের স্মরণ আছে কি? তোমরা ইউসুফ ও তার ভাইয়ের সাথে কি ব্যবহার করেছিলে, যখন তোমাদের মুর্খতার দিন ছিল এবং যখন তোমরা ভালোমন্দের বিচার করতে পারতে না?

এ প্রশ্ন শুনে ইউসুফ ভ্রাতাদের মাথা ঘুরে গেল যে, ইউসুফের কাহিনীর সাথে আযীযে মিসরের কি সম্পর্ক। অতঃপর তারা একথাও চিন্তা করল যে, শৈশবে ইউসুফ একটি স্বপ্ন দেখেছিল, যার ব্যাখ্যা ছিল এই যে, কোনো এক কালে ইউসুফ কোনো উচ্চ মর্তবায় পৌছবে এবং তার সামনে আমাদের সবাইকে মাথা নত করতে হবে। অতএব এ আযীযে মিসরই স্বয়ং ইউসুফ নয় তো। এরপর আরো চিন্তা-ভাবনার পর কিছু কিছু আলামত দ্বারা চিনে ফেলল এবং আরো তথ্য জানার জন্য বলল–

اِنَّكَ لَاَنْتَ يُوْسُفُ সত্যি সত্যিই কি তুমি ইউসুফ? ইউসুফ (আ.) বললেন– হাঁ, আমিই ইউসুফ এবং এ হচ্ছে আমার সহোদর ভাই। ভাইয়ের প্রসঙ্গ জুড়ে দেওয়ার কারণ, যাতে তাদের লক্ষ্য অর্জনে পুরোপুরি সাফল্যের ব্যাপারটি স্পষ্ট হয়ে উঠে যে, যে দু'জনের খোঁজে তারা বের হয়েছিল, তারা উভয়েই এক জায়গায় বিদ্যমান রয়েছে। এরপর হযরত ইউসুফ (আ.) বললেন–

قَدْ مَنَّ اللّٰهُ عَلَيْنَا اِنَّهٗ مَنْ يَّتَّقِ وَيَصْبِرْ فَاِنَّ اللّٰهَ لَا يُضِيْعُ اَجْرَ الْمُحْسِنِيْنَ. অর্থাৎ, আল্লাহ তা'আলা আমাদের প্রতি অনুগ্রহ ও কৃপা করেছেন। প্রথমে আমাদের উভয়কে সবর ও তাকওয়ার দু'টি গুণ দান করেছেন।

https://e-ilm.weebly.com/

এগুলো সাফল্যের চাবিকাঠি এবং প্রত্যেক বিপদাপদের রক্ষাকবচ। এরপর আমাদের কষ্টকে সুখে, বিচ্ছেদকে মিলনে এবং অর্থ সম্পদের স্বল্পতাকে প্রাচুর্যে রূপান্তরিত করেছেন। নিশ্চয় যারা পাপ কাজ থেকে বেঁচে থাকে এবং বিপদাপদে সবর করে, আল্লাহ এহেন সৎকর্মীদের প্রতিদান বিনষ্ট করেন না।

এখন নিজেদের অপরাধ স্বীকার ও হযরত ইউসুফ (আ.)-এর শ্রেষ্ঠত্ব মেনে নেওয়া ছাড়া ইউসুফ ভ্রাতাদের উপায়ও ছিল না। সবাই একযোগে বলল- تَاللّٰهِ لَقَدْ اٰثَرَكَ اللّٰهُ عَلَيْنَا وَاِنْ كُنَّا لَخٰطِـِٕيْنَ আল্লাহর কসম! তিনি তোমাকে আমাদের উপর শ্রেষ্ঠত্ব দান করেছেন। তুমি এরই যোগ্য ছিলে। আমরা নিজেদের কৃতকর্মে দোষী ছিলাম। আল্লাহ মাফ করুন। উত্তরে হযরত ইউসুফ (আ.) পয়গম্বরসুলভ গাম্ভীর্যের সাথে বললেন-

لَا تَثْرِيْبَ عَلَيْكُمُ الْيَوْمَ অর্থাৎ, তোমাদের অত্যাচারের প্রতিশোধ নেওয়া তো দূরের কথা, আজ তোমাদের বিরুদ্ধে আমার কোনো অভিযোগও নেই। এ হচ্ছে তাঁর পক্ষ থেকে ক্ষমার সুসংবাদ। অতঃপর আল্লাহর কাছে দোয়া করলেন। يَغْفِرُ اللّٰهُ لَكُمْ وَهُوَ اَرْحَمُ الرّٰحِمِيْنَ অর্থাৎ, আল্লাহ তা'আলা তোমাদের অন্যায় ক্ষমা করুন। তিনি সব মেহেরবানের চাইতে অধিক মেহেরবান। অতঃপর বললেন-

اِذْهَبُوْا بِقَمِيْصِيْ هٰذَا فَاَلْقُوْهُ عَلٰى وَجْهِ اَبِيْ يَاْتِ بَصِيْرًا وَاْتُوْنِيْ بِاَهْلِكُمْ اَجْمَعِيْنَ অর্থাৎ, আমার এ জামাটি নিয়ে যাও এবং আমার পিতার চেহারার উপর রেখে দাও। এতে তিনি দৃষ্টিশক্তি ফিরে পাবেন। ফলে এখানে আসতেও সক্ষম হবেন। পরিবারের অন্যান্য সবাইকেও আমার কাছে নিয়ে এসো যাতে সবাই দেখা সাক্ষাৎ করে আনন্দিত হতে পারি; আল্লাহ প্রদত্ত নিয়ামত দ্বারা উপকৃত ও কৃতজ্ঞ হতে পারি।

বিধান ও নির্দেশ : আলোচ্য আয়াতসমূহ থেকে অনেক বিধান এবং মানবজীবনের জন্য গুরুত্বপূর্ণ নির্দেশ জানা যায়। وَتَصَدَّقْ عَلَيْنَا বাক্যে প্রশ্ন দেখা দেয় যে, ইউসুফ ভ্রাতারা পয়গম্বরগণের আওলাদ। তাদের জন্য সদকা খয়রাত কেমন করে হালাল ছিল? এছাড়া সদকা হালাল হলেও চাওয়া কিভাবে বৈধ ছিল? ইউসুফ ভ্রাতারা পয়গম্বর না হলেও হযরত ইউসুফ (আ.) তো পয়গম্বর ছিলেন। তিনি এ ভ্রান্তির কারণে তাদেরকে হুশিয়ার করলেন না কেন? এর একটি পরিষ্কার উত্তর এই যে, এখানে 'সদকা' শব্দ বলে সত্যিকার সদকা বুঝানো হয়নি; বরং কারবারে সুযোগ সুবিধা দেওয়াকেই 'সদকা' খয়রাত শব্দ দ্বারা ব্যক্ত করা হয়েছে। কেননা তারা সম্পূর্ণ বিনামূল্যে খাদ্যশস্যের সওয়াল করেনি;বরং কিছু অকেজো বস্তু পেশ করেছিল। অনুরোধের সারমর্ম ছিল এই যে, এসব স্বল্প মূল্যের বস্তু রেয়াত করে গ্রহণ করুন। এ উত্তরও সম্ভবপর যে, পয়গম্বরগণের আওলাদের জন্য সদকা খয়রাতের অবৈধতা শুধু উম্মতে মোহাম্মদীর সাথে বিশেষভাবে সম্পর্কযুক্ত। তাফসীরবিদগণের মধ্যে মুজাহিদের উক্তিও তাই। -(বয়ানুল কুরআন)

اِنَّ اللّٰهَ يَجْزِى الْمُتَصَدِّقِيْنَ দ্বারা প্রতীয়মান হয় যে, আল্লাহ তা'আলা সদকা খয়রাতদাতাদেরকে উত্তম প্রতিদান দেন। এ সম্পর্কে বিস্তারিত বিবরণ এই যে, সদকা খয়রাতের এক প্রতিদান হচ্ছে ব্যাপক, যা মুমিন ও কাফের নির্বিশেষে সবাই দুনিয়াতেই পায় এবং তা হচ্ছে বিপদাপদ দূর হওয়া। অপর একটি প্রতিদান শুধু পরকালেই পাওয়া যাবে, অর্থাৎ, জান্নাত। এটা শুধু ঈমানদারদের প্রাপ্য। এখানে আযীযে মিসরকে সম্বোধন করা হয়েছে। ইউসুফ ভ্রাতারা তখনো পর্যন্ত জানত না যে, তিনি ঈমানদার, না কাফের। তাই তারা এমন ব্যাপক বাক্য বলেছে, যাতে ইহকাল ও পরকাল- উভয়কালই বুঝা যায়। -(বয়ানুল কুরআন)

এছাড়া এখানে বাহ্যতঃ আযীযে মিসরকে সম্বোধন করে বলা উচিত ছিল যে, "আপনাকে আল্লাহ তা'আলা উত্তম প্রতিদান দেবেন।' কিন্তু তারা জানত না যে, আযীযে মিসর ঈমানদার। তাই সদকাদাতা মাত্রকেই আল্লাহ প্রতিদান দিয়ে থাকেন, এরূপ ব্যাপক ভাষা ব্যবহার করা হয়েছে, বিশেষভাবে তিনিই প্রতিদান পাবেন এমন বলা হয়নি। -(কুরতুবী)

قَدْ مَنَّ اللّٰهُ عَلَيْنَا দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, মানুষ যখন কোনো বিপদ ও কষ্টে পতিত হয়, এরপর আল্লাহ যখন তাকে বিপদ থেকে মুক্তি দিয়ে নিয়ামত দ্বারা ভূষিত করেন, তখন তার উচিত অতীত বিপদ ও কষ্টের কথা উল্লেখ না করে উপস্থিত নিয়ামত ও অনুগ্রহের কথা উল্লেখ করা। বিপদ মুক্তি ও আল্লাহর নিয়ামত লাভ করার পরও অতীত দুঃখ কষ্টের কথা স্মরণ করে হা হুতাশ করা অকৃতজ্ঞতা। কুরআন পাকে এ ধরনের অকৃতজ্ঞকে كَنُوْدٌ

https://e-ilm.weebly.com/

বলা হয়েছে। যেমন إِنَّ الْإِنْسَانَ لِرَبِّهِ لَكَنُودٌ - كَنُودٌ ঐ ব্যক্তিকে বলা হয় যে, অনুগ্রহ স্মরণ না করে শুধু কষ্ট ও বিপদাপদের কথা স্মরণ করে।

এ কারণেই হযরত ইউসুফ (আ.) ভাইদের ষড়যন্ত্রে দীর্ঘকাল ধরে যেসব বিপদাপদ ভোগ করেছিলেন, এ সময় সেগুলোর কথা মোটেই উল্লেখ করেননি, বরং আল্লাহ তা'আলার অনুগ্রহরাজির কথাই উল্লেখ করেছেন।

সবর ও তাকওয়া সমস্ত বিপদের প্রতিকার :

إِنَّهُ مَنْ يَتَّقِ وَيَصْبِرْ শীর্ষক আয়াত দ্বারা জানা যায় যে, তাকওয়া অর্থাৎ, গোনাহ থেকে বেঁচে থাকা এবং বিপদে সবর ও দৃঢ়তা অবলম্বন, এ দু'টি গুণ মানুষকে বিপদাপদ থেকে মুক্তি দেয়। কুরআন পাক অনেক জায়গায় এ দু'টি গুণের উপরই মানুষের সাফল্য ও কামিয়াবী নির্ভরশীল বলে উল্লেখ করেছে। বলা হয়েছে- وَإِنْ تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا لَا يَضُرُّكُمْ كَيْدُهُمْ شَيْئًا অর্থাৎ, তোমরা যদি সবর ও তাকওয়া অবলম্বন কর, তবে শত্রুদের শত্রুতামূলক কলা-কৌশল তোমাদের বিন্দুমাত্র ক্ষতিসাধন করতে পারবে না।

এখানে বাহ্যতঃ বুঝা যায় যে, হযরত ইউসুফ (আ.) দাবি করেছেন যে, তিনি মুত্তাকী ও সবরকারী, তাঁর তাকওয়া ও সবরের কারণে বিপদাপদ দূর হয়েছে এবং উচ্চ মর্যাদা অর্জিত হয়েছে। অথচ কুরআন পাকে এরূপ দাবি করা নিষিদ্ধ করা হয়েছে। فَلَا تُزَكُّوا أَنْفُسَكُمْ هُوَ أَعْلَمُ بِمَنِ اتَّقَى অর্থাৎ, "নিজের পবিত্রতা বর্ণনা করো না; আল্লাহ তা'আলাই বেশি জানেন কে মুত্তাকী।" কিন্তু এখানে প্রকৃতপক্ষে দাবি করা হয়নি, বরং আল্লাহ তা'আলার অনুগ্রহরাজি বর্ণনা করা হয়েছে যে, তিনি প্রথমে সবর ও তাকওয়া দান করেছেন, অতঃপর এর মাধ্যমে সব নিয়ামত দিয়েছেন।

لَا تَثْرِيبَ عَلَيْكُمُ الْيَوْمَ অর্থাৎ, আজ তোমাদের বিরুদ্ধে কোনো অভিযোগ নেই। এটা চরিত্রের উচ্চতম স্তর যে, অত্যাচারীকে শুধু ক্ষমাই করেননি, বরং একথাও স্পষ্ট করে দিয়েছেন যে, এখন তোমাদেরকে তিরস্কারও করা হবে না।

পূর্ববর্তী আয়াতসমূহ থেকে জানা গেল যে, আল্লাহ তা'আলার ইঙ্গিতে যখন হযরত ইউসুফ (আ.) এর গোপন রহস্য ফাঁস করে দেওয়ার সময় এসে যায়, তখন তিনি ভাইদের সামনে বাস্তব অবস্থা প্রকাশ করে দেন। ভাইয়েরা ক্ষমা প্রার্থনা করলে তিনি শুধু ক্ষমাই করেন নি, বরং অতীত ঘটনাবলির জন্য তিরস্কার করাও পছন্দ করেন নি। তাদের জন্য আল্লাহর কাছে দোয়া করেন। এরপর তিনি পিতার সাথে সাক্ষাতের চিন্তা করেন। পরিস্থিতি লক্ষ্য করে এটাই উপযোগী মনে করেন যে, পিতাই পরিবারবর্গসহ এখানে আগমন করুন। কিন্তু একথাও জানা হয়ে যায় যে, পিতা বিচ্ছেদ কালে দৃষ্টিশক্তি হারিয়ে ফেলেছেন। তাই সর্বপ্রথম এ বিষয়টি চিন্তা করে ভাইদেরকে বললেন ঃ اذْهَبُوا بِقَمِيصِي هَٰذَا فَأَلْقُوهُ عَلَىٰ وَجْهِ أَبِي يَأْتِ بَصِيرًا অর্থাৎ তোমরা আমার এ জামাটি নিয়ে যাও এবং পিতার মুখমণ্ডলে রেখে দাও। এতে তাঁর দৃষ্টিশক্তি ফিরে আসবে। বলাবাহুল্য, কারো জামা মুখমণ্ডলে রেখে দেওয়া দৃষ্টিশক্তি ফিরে আসার বস্তুগত কারণ হতে পারে না, বরং এটা ছিল হযরত ইউসুফ (আ.) -এর একটি মু'জিযা। আল্লাহর পক্ষ থেকে তিনি জানতে পারেন যে, যখন তাঁর জামা পিতার চেহারায় রাখা হবে, তখন আল্লাহ তা'আলা তাঁর দৃষ্টিশক্তি বহাল করে দেবেন।

যাহহাক ও মুজাহিদ প্রমুখ তাফসীরবিদ বলেন ঃ এটা এ জামার বৈশিষ্ট্য ছিল। কারণ, এ জামাটি সাধারণ কাপড়ের মতো ছিল না, বরং হযরত ইবরাহীম (আ.) -এর জন্য এটি জান্নাত থেকে তখন আনা হয়েছিল, যখন নমরূদ তাঁকে উলঙ্গ করে অগ্নিকুণ্ডে নিক্ষেপ করেছিল। এরপর এই জান্নাতী পোষাকটি সব সময়ই হযরত ইবরাহীম (আ.) -এর কাছে সংরক্ষিত ছিল। তাঁর ওফাতের পর হযরত ইসহাক (আ.) -এর কাছে আসে। তাঁর মৃত্যুর পর হযরত ইয়াকুব (আ.) লাভ করেন। তিনি একে খুবই পবিত্র বস্তুর মর্যাদায় একটি নলের মধ্যে পুরে ইউসুফ (আ.) -এর গলায় তাবিজ হিসাবে বেঁধে দিয়েছিলেন, যাতে বদ নজর থেকে নিরাপদ থাকেন। ভাইয়েরা পিতাকে ধোঁকা দেওয়ার জন্য যখন তাঁরা জামা খুলে নেয় এবং উলঙ্গ অবস্থায় তাঁকে কূপে নিক্ষেপ করে, তখন জিবরাঈল এসে গলায় ঝুলানো নল খুলে এ জামা বের করে ইউসুফ (আ.) -কে পরিয়ে দেন। এরপর থেকে জামাটি সর্বদাই তাঁর কাছে সংরক্ষিত ছিল। এ সময়েও জিবরাঈল ইউসুফ (আ.) -কে পরামর্শ দেন যে এটি জান্নাতের পোশাক। এর বৈশিষ্ট্য এই যে, অন্ধ ব্যক্তির চেহারায় রাখলে সে দৃষ্টিসম্পন্ন হয়ে যায়। এটিই তিনি পিতার কাছে পাঠিয়ে-ছিলেন। যা দ্বারা তিনি দৃষ্টিশক্তি লাভ করেন।

https://e-ilm.weebly.com/

https://e-ilm.weebly.com/

৯৬. অতঃপর যখন সুসংবাদবাহক এসে পৌঁছল, [এবং] সে সেই জামা তাঁর মুখের উপর রেখে দিল, তখনই তাঁর দৃষ্টিশক্তি ফিরে আসল, তিনি বললেন, কেমন! আমি কি তোমাদেরকে বলিনি যে, আল্লাহর বিষয়গুলো আমি যতটুকু জানি তোমরা তা জান না।	فَلَمَّآ اَنْ جَآءَ الْبَشِيْرُ اَلْقٰىهُ عَلٰى وَجْهِهٖ فَارْتَدَّ بَصِيْرًا ۚ قَالَ اَلَمْ اَقُلْ لَّكُمْ ۚ اِنِّيْٓ اَعْلَمُ مِنَ اللّٰهِ مَا لَا تَعْلَمُوْنَ (٩٦)
৯৭. ছেলেরা সকলে বলে উঠল, হে আমাদের পিতা! আমাদের জন্য আমাদের গুনাহগুলো মোচনের দোয়া করুন, নিশ্চয় আমরা অপরাধী ছিলাম।	قَالُوْا يٰٓاَبَانَا اسْتَغْفِرْ لَنَا ذُنُوْبَنَآ اِنَّا كُنَّا خٰطِئِيْنَ (٩٧)
৯৮. ইয়াকূব বললেন, অতি শীঘ্র তোমাদের জন্য নিজ প্রতিপালকের নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করব; নিশ্চয় তিনি ক্ষমাশীল, দয়ালু।	قَالَ سَوْفَ اَسْتَغْفِرُ لَكُمْ رَبِّيْ ۭ اِنَّهٗ هُوَ الْغَفُوْرُ الرَّحِيْمُ (٩٨)
৯৯. অনন্তর যখন তাঁরা সকলে ইউসুফের নিকট পৌঁছলেন, তখন তিনি স্বীয় পিতামাতাকে নিজের কাছে স্থান দিলেন এবং বললেন, সকলে মিসরে চলুন, আল্লাহ চায় তো সুখ শান্তিতে থাকবেন।	فَلَمَّا دَخَلُوْا عَلٰى يُوْسُفَ اٰوٰٓى اِلَيْهِ اَبَوَيْهِ وَقَالَ ادْخُلُوْا مِصْرَ اِنْ شَآءَ اللّٰهُ اٰمِنِيْنَ (٩٩)

শাব্দিক অনুবাদ :

৯৬. فَلَمَّآ اَنْ جَآءَ الْبَشِيْرُ অতঃপর যখন সুসংবাদ বাহক এসে পৌঁছল اَلْقٰىهُ عَلٰى وَجْهِهٖ সে সেই জামা তাঁর মুখের উপর রেখে দিল। فَارْتَدَّ بَصِيْرًا তখনই তাঁর দৃষ্টি ফিরে আসল قَالَ তিনি বললেন اَلَمْ اَقُلْ لَّكُمْ কেমন! আমি কি তোমাদেরকে বলিনি যে, اِنِّيْٓ اَعْلَمُ مِنَ اللّٰهِ مَا لَا تَعْلَمُوْنَ আল্লাহর যে বিষয়গুলো আমি যতটুকু জানি তোমরা তা জান না।

৯৭. قَالُوْا ছেলেরা সকলে বলে উঠল يٰٓاَبَانَا হে আমাদের পিতা اسْتَغْفِرْ لَنَا ذُنُوْبَنَا আমাদের জন্য আমাদের গুনাহগুলো মোচনের দোয়া করুন اِنَّا كُنَّا خٰطِئِيْنَ নিশ্চয় আমরা অপরাধী ছিলাম।

৯৮. قَالَ ইয়াকূব বললেন سَوْفَ اَسْتَغْفِرُ لَكُمْ رَبِّيْ অতিশীঘ্র তোমাদের জন্য নিজ প্রতিপালকের নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করব اِنَّهٗ هُوَ الْغَفُوْرُ الرَّحِيْمُ নিশ্চয় তিনি ক্ষমাশীল, দয়ালু।

৯৯. فَلَمَّا دَخَلُوْا عَلٰى يُوْسُفَ অনন্তর যখন তারা সকলে ইউসুফের নিকট পৌঁছলেন اٰوٰٓى اِلَيْهِ اَبَوَيْهِ তখন তিনি স্বীয় পিতামাতাকে নিজের কাছে স্থান দিলেন وَقَالَ এবং বললেন ادْخُلُوْا مِصْرَ সকলে মিসরে চলুন اِنْ شَآءَ اللّٰهُ আল্লাহ চাহে তো اٰمِنِيْنَ সুখ শান্তিতে থাকবেন।

https://e-ilm.weebly.com/

১০০. এবং নিজ পিতামাতাকে উচ্চাসনে বসালেন এবং সকলে তাঁর সম্মুখে সেজদাবনত হলেন এবং ইউসুফ বললেন, আব্বা! এটাই আমার স্বপ্নের তা'বীর যা বিগতকালে দেখেছিলাম, আমার প্রতিপালক তা বাস্তবায়িত করে দিলেন, আর আমার প্রতি অনুকম্পা প্রদর্শন করলেন তখন, যখন আমাকে কারাগার হতে বের করলেন, আর [আমার রব] আপনাদের সকলকে বের করে [এখানে] নিয়ে আসলেন, শয়তান আমার ও আমার ভাইদের মধ্যে বিভেদ সৃষ্টি করার পর; নিঃসন্দেহে আমার রব যা করতে চান, তার সূক্ষ্ম উপায় বের করে দেন; নিশ্চয় তিনি মহাজ্ঞানী, প্রজ্ঞাময়।	وَرَفَعَ اَبَوَيۡهِ عَلَى الۡعَرۡشِ وَخَرُّوۡا لَهٗ سُجَّدًا ۚ وَقَالَ يٰۤاَبَتِ هٰذَا تَاۡوِيۡلُ رُءۡيَاىَ مِنۡ قَبۡلُ قَدۡ جَعَلَهَا رَبِّىۡ حَقًّا ؕ وَقَدۡ اَحۡسَنَ بِىۡۤ اِذۡ اَخۡرَجَنِىۡ مِنَ السِّجۡنِ وَجَآءَ بِكُمۡ مِّنَ الۡبَدۡوِ مِنۡۢ بَعۡدِ اَنۡ نَّزَغَ الشَّيۡطٰنُ بَيۡنِىۡ وَبَيۡنَ اِخۡوَتِىۡ ؕ اِنَّ رَبِّىۡ لَطِيۡفٌ لِّمَا يَشَآءُ ؕ اِنَّهٗ هُوَ الۡعَلِيۡمُ الۡحَكِيۡمُ (١٠٠)
১০১. হে আমার পরওয়ারদেগার! আপনি আমাকে রাজত্বের বিরাট অংশ দান করেছেন এবং আমাকে স্বপ্ন-ফল বর্ণনা শিক্ষা দিয়েছেন, হে আসমানসমূহের ও জমিনের সৃষ্টিকর্তা, আপনি আমার কার্যনির্বাহক দুনিয়াতেও এবং আখেরাতেও, আমাকে পূর্ণ আনুগত্যের অবস্থায় দুনিয়া হতে উঠিয়ে নিন এবং আমাকে বিশিষ্ট নেক বান্দাগণের অন্তর্ভুক্ত করুন।	رَبِّ قَدۡ اٰتَيۡتَنِىۡ مِنَ الۡمُلۡكِ وَعَلَّمۡتَنِىۡ مِنۡ تَاۡوِيۡلِ الۡاَحَادِيۡثِ ۚ فَاطِرَ السَّمٰوٰتِ وَالۡاَرۡضِ ۟ اَنۡتَ وَلِىّٖ فِى الدُّنۡيَا وَالۡاٰخِرَةِ ۚ تَوَفَّنِىۡ مُسۡلِمًا وَّاَلۡحِقۡنِىۡ بِالصّٰلِحِيۡنَ (١٠١)
১০২. এটা হচ্ছে অদৃশ্যের সংবাদসমূহের একটি কাহিনী, যা আমি ওহী মারফত আপনাকে শিক্ষা দিচ্ছি, আর আপনি তখন তাদের নিকট উপস্থিত ছিলেন না– যখন তারা নিজেদের ইচ্ছা সুদৃঢ় করেছিল এবং তারা ষড়যন্ত্র করছিল।	ذٰلِكَ مِنۡ اَنۡۢبَآءِ الۡغَيۡبِ نُوۡحِيۡهِ اِلَيۡكَ ۚ وَمَا كُنۡتَ لَدَيۡهِمۡ اِذۡ اَجۡمَعُوۡۤا اَمۡرَهُمۡ وَهُمۡ يَمۡكُرُوۡنَ (١٠٢)

শাব্দিক অনুবাদ :

১০০. وَرَفَعَ اَبَوَيۡهِ عَلَى الۡعَرۡشِ এবং নিজ পিতামাতাকে উচ্চাসনে বসালেন وَخَرُّوۡا لَهٗ سُجَّدًا এবং সকলে তাঁর সম্মুখে সেজদাবনত হলেন وَقَالَ এবং ইউসুফ বললেন يٰۤاَبَتِ আব্বা! هٰذَا تَاۡوِيۡلُ رُءۡيَاىَ مِنۡ قَبۡلُ এটাই আমার স্বপ্নের তাবীর যা বিগতকালে দেখেছিলাম قَدۡ جَعَلَهَا رَبِّىۡ حَقًّا আমার প্রতিপালক তা বাস্তবায়িত করে দিলেন وَقَدۡ اَحۡسَنَ بِىۡۤ আর আমার প্রতি অনুকম্পা প্রদর্শন করলেন তখন اِذۡ اَخۡرَجَنِىۡ مِنَ السِّجۡنِ যখন আমাকে কারাগার থেকে বের করলেন وَجَآءَ بِكُمۡ مِّنَ الۡبَدۡوِ আর (আমার রব) আপনাদের সকলকে বের করে (এখানে) নিয়ে আসলেন مِنۡۢ بَعۡدِ اَنۡ نَّزَغَ الشَّيۡطٰنُ بَيۡنِىۡ وَبَيۡنَ اِخۡوَتِىۡ শয়তান আমারও আমার ভাইদের মধ্যে বিভেদ সৃষ্টি করার পর اِنَّ رَبِّىۡ لَطِيۡفٌ لِّمَا يَشَآءُ নিঃসন্দেহে আমার রব যা কিছু করতে চান তার সূক্ষ্ম উপায় বের করে দেন اِنَّهٗ هُوَ الۡعَلِيۡمُ الۡحَكِيۡمُ নিশ্চয় তিনি মহাজ্ঞানী, প্রজ্ঞাময়।

১০১. رَبِّ হে আমার পরওয়ারদেগার قَدۡ اٰتَيۡتَنِىۡ مِنَ الۡمُلۡكِ আপনি আমাকে রাজত্বের বিরাট অংশ দান করেছেন وَعَلَّمۡتَنِىۡ مِنۡ تَاۡوِيۡلِ الۡاَحَادِيۡثِ এবং আমাকে স্বপ্ন ফল শিক্ষা দিয়েছেন فَاطِرَ السَّمٰوٰتِ وَالۡاَرۡضِ হে আসমানসমূহের ও জমিনের সৃষ্টিকর্তা اَنۡتَ وَلِىّٖ আপনি আমার কার্যনির্বাহক فِى الدُّنۡيَا وَالۡاٰخِرَةِ দুনিয়াতেও এবং আখেরাতেও تَوَفَّنِىۡ مُسۡلِمًا আমাকে পূর্ণ আনুগত্যের অবস্থায় দুনিয়া হতে উঠিয়ে নিন وَّاَلۡحِقۡنِىۡ بِالصّٰلِحِيۡنَ এবং আমাকে বিশিষ্ট নেক বান্দাগণের অন্তর্ভুক্ত করুন।

১০২. ذٰلِكَ مِنۡ اَنۡۢبَآءِ الۡغَيۡبِ এটা হচ্ছে অদৃশ্য সংবাদ সমূহের একটি কাহিনী نُوۡحِيۡهِ اِلَيۡكَ যা আমি ওহী মারফত আপনাকে শিক্ষা দিচ্ছি وَمَا كُنۡتَ لَدَيۡهِمۡ আর আপনি তখন তাদের নিকট উপস্থিত ছিলেন না اِذۡ اَجۡمَعُوۡۤا اَمۡرَهُمۡ যখন তারা নিজেদের ইচ্ছা সুদৃঢ় করেছিল وَهُمۡ يَمۡكُرُوۡنَ এবং তারা ষড়যন্ত্র করছিল।

https://e-ilm.weebly.com/

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

فَلَمَّآ اَنْ جَآءَ الْبَشِيْرُ অর্থাৎ, যখন সুসংবাদদাতা কেনানে পৌছল এবং ইউসুফের জামা হযরত ইয়াকূব (আ.)-এর চেহারায় রাখল, তখন সঙ্গে সঙ্গেই তাঁর দৃষ্টিশক্তি ফিরে এলো। সুসংবাদদাতা ছিল জামা বহনকারী ইয়াহুদা।

قَالَ اَلَمْ اَقُلْ لَّكُمْ اِنِّىْٓ اَعْلَمُ مِنَ اللّٰهِ مَا لَا تَعْلَمُوْنَ অর্থাৎ, আমি কি বলিনি যে, আল্লাহ তা'আলার পক্ষ থেকে আমি এমন বিষয় জানি, যা তোমরা জান না? অর্থাৎ, ইউসুফ জীবিত আছে এবং তার সাথে মিলিত হবে।

قَالُوْا يٰٓاَبَانَا اسْتَغْفِرْ لَنَا ذُنُوْبَنَآ اِنَّا كُنَّا خٰطِـِٕيْنَ বাস্তব ঘটনা যখন সবার জানা হয়ে গেল, তখন ইউসুফের ভ্রাতারা স্বীয় অপরাধের জন্য পিতার কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করে বলল- আপনি আমাদের জন্য আল্লাহর কাছে মাগফেরাতের দোয়া করুন। বলাবাহুল্য, যে ব্যক্তি আল্লাহর কাছে তাদের মাগফেরাতের দোয়া করবে, সে নিজেও তাদের অপরাধ মাফ করে দিবে।

قَالَ سَوْفَ اَسْتَغْفِرُ لَكُمْ رَبِّىْ হযরত ইয়াকূব (আ.) বললেন- আমি সত্তরই তোমাদের জন্য আল্লাহর কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করব।

ইয়াকূব (আ.) এখানে তৎক্ষণাৎ দোয়া করার পরিবর্তে অতিসত্ত্বরই দোয়া করার ওয়াদা করেছেন। তাফসীরবিদগণ এর কারণ বর্ণনা প্রসঙ্গে বলেন যে, এর উদ্দেশ্য ছিল বিশেষ গুরুত্ব সহকারে শেষ রাত্রে দোয়া করবেন। কেননা তখনকার দোয়া বিশেষভাবে কবুল হয়। বুখারী ও মুসলিমের হাদীসে বর্ণিত আছে, আল্লাহ তা'আলা প্রত্যেক রাত্রির শেষ তৃতীয়াংশে পৃথিবী থেকে নিকটতম আকাশে অবতরণ করেন এবং ঘোষণা করেন- কেউ আছে কি, যে দোয়া করবে- আমি কবুল করব? কেউ আছে কি, যে ক্ষমা প্রার্থনা করবে- আমি ক্ষমা করব?

فَلَمَّا دَخَلُوْا عَلَيْهِ কোনো কোনো রেওয়ায়েতে আছে, হযরত ইউসুফ (আ.) ভাইদের সাথে দু'শ উট বোঝাই করে অনেক আসবাবপত্র, বস্ত্র ও নিত্য প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদি পাঠিয়ে দিলেন, যাতে গোটা পরিবার মিসরে আসার জন্য ভালোভাবে প্রস্তুতি নিতে পারে। হযরত ইয়াকূব (আ.) তাঁর আওলাদ ও সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিরা প্রস্তুত হয়ে মিসরের উদ্দেশে রওয়ানা হলো। এক রেওয়ায়েত অনুযায়ী তাদের সংখ্যা বাহাত্তর এবং অন্য রেওয়ায়েত অনুযায়ী তাদের সংখ্যা তিরানব্বই জন পুরুষ ও মহিলা ছিল।

অপরদিকে মিসর পৌছার সময় নিকটবর্তী হলে হযরত ইউসুফ (আ.) ও শহরের গণ্যমান্য ব্যক্তিবর্গ তাঁদের অভ্যর্থনার জন্য বাইরে আগমন করলেন। তাদের সাথে চার হাজার সশস্ত্র সিপাহীও সামরিক কায়দায় অভিনন্দন জানানোর উদ্দেশে জমায়েত হলো। সবাই যখন মিসরে হযরত ইউসুফ (আ.)-এর ঘরে প্রবেশ করলেন, তখন তিনি পিতা মাতাকে নিজের কাছে জায়গা দিলেন।

এখানে اَبَوَيْهِ (পিতা-মাতা) উল্লেখ করা হয়েছে। অথচ হযরত ইউসুফ (আ.)-এর মাতা তাঁর শৈশবেই ইন্তেকাল করেছিলেন। কিন্তু তারপর হযরত ইয়াকূব (আ.) মৃতার ভগিনী লায়্যাকে বিয়ে করেছিলেন। তিনি হযরত ইউসুফ (আ.)-এর খালা হওয়ার দিক দিয়েও মায়ের মতোই ছিলেন এবং পিতার বিবাহিতা স্ত্রী হওয়ার দিক দিয়েও মাতাই ছিলেন।

وَقَالَ ادْخُلُوْا مِصْرَ اِنْ شَآءَ اللّٰهُ اٰمِنِيْنَ হযরত ইউসুফ (আ.) পরিবারের সবাইকে বললেন- আপনারা সবাই আল্লাহর ইচ্ছা অনুযায়ী নির্ভয়ে, অবাধে মিসরে প্রবেশ করুন। উদ্দেশ্য এই যে, ভিনদেশীদের প্রবেশের ব্যাপারে স্বভাবতঃ যেসব বিধি-নিষেধ থাকে আপনারা সেগুলো থেকে মুক্ত।

وَرَفَعَ اَبَوَيْهِ عَلَى الْعَرْشِ অর্থাৎ, হযরত ইউসুফ (আ.) পিতা-মাতাকে রাজ সিংহাসনে বসালেন।

https://e-ilm.weebly.com/

وَخَرُّوْا لَهٗ سُجَّدًا অর্থাৎ, পিতা-মাতা ও ভ্রাতারা সবাই হযরত ইউসুফ (আ.) এর সামনে সেজদা করলেন। হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা.) বলেন– এ কৃতজ্ঞতাসূচক সেজদাটি হযরত ইউসুফ (আ.) এর জন্য নয়– আল্লাহ তা'আলার উদ্দেশেই করা হয়েছিল। কেউ কেউ বলেন– উপাসনামূলক সেজদা প্রত্যেক পয়গম্বরের শরিয়তে আল্লাহ ছাড়া কারো জন্য বৈধ ছিল না; কিন্তু সম্মানসূচক সেজদা পূর্ববর্তী পয়গম্বরগণের শরিয়তে বৈধ ছিল। শিরকের সিঁড়ি হওয়ার কারণে ইসলামি শরিয়তে তাও সম্পূর্ণভাবে নিষিদ্ধ হয়েছে। বুখারী ও মুসলিমের সহীহ হাদীসে বলা হয়েছে– আল্লাহ তা'আলা ছাড়া অন্য কাউকে সেজদা করা বৈধ নয়।

وَقَالَ يٰٓاَبَتِ هٰذَا تَاْوِيْلُ رُءْيَايَ مِنْ قَبْلُ হযরত ইউসুফ (আ.) এর সামনে যখন পিতা-মাতা ও এগার ভাই একযোগে সেজদা করল, তখন শৈবের স্বপ্নের কথা তাঁর মনে পড়ল। তিনি বললেন– পিতা এটা আমার শৈশবে দেখা স্বপ্নের ব্যাখ্যা, যাতে দেখেছিলাম যে, সূর্য, চন্দ্র ও এগারটি নক্ষত্র আমাকে সেজদা করছে। আল্লাহর শোকর যে, তিনি এ স্বপ্নের সত্যতা চোখে দেখিয়ে দিয়েছেন।

হযরত ইউসুফ (আ.) এর সবর ও শুকরিয়ার স্তর :

এরপর হযরত ইউসুফ (আ.) পিতা-মাতার সামনে কিছু অতীত কাহিনী বর্ণনা করতে শুরু করলেন। এখানে এক দণ্ড থেমে একটু চিন্তা করুন, আজ যদি কেউ এতটুকু দুঃখ কষ্টের সম্মুখীন হয়, যতটুকু হযরত ইউসুফ (আ.) এর উপর দিয়ে অতিবাহিত হয়েছে এবং এত দীর্ঘদিনের বিচ্ছেদ ও নৈরাশ্যের পর পিতা-মাতার সাথে মিলন ঘটে, তবে সে পিতা-মাতার সামনে নিজের কাহিনী কিভাবে বর্ণনা করবে? কতটুকু কাঁদবে এবং কাঁদাবে? দুঃখ কষ্টের করুণ কাহিনী বর্ণনা করতে কতদিন লাগবে? কিন্তু এখানে উভয়পক্ষই আল্লাহর রাসূল ও পয়গম্বর। তাঁদের কর্মপদ্ধতি লক্ষ্য করুন, হযরত ইয়াকূব (আ.) এর বিরহী প্রিয় ছেলে হাজারো দুঃখ কষ্টের প্রান্তর অতিক্রম করে যখন পিতার সাথে মিলিত হন, তখন কি বলেন–

وَقَدْ اَحْسَنَ بِيْٓ اِذْ اَخْرَجَنِيْ مِنَ السِّجْنِ وَجَآءَ بِكُمْ مِّنَ الْبَدْوِ مِنْۢ بَعْدِ اَنْ نَّزَغَ الشَّيْطٰنُ بَيْنِيْ وَبَيْنَ اِخْوَتِيْ

অর্থাৎ, আল্লাহ তাআলা আমার প্রতি অনুগ্রহ করেছেন, যখন কারাগার থেকে আমাকে বের করেছেন এবং আপনাকে বাইরে থেকে এখানে এনেছেন; অথচ শয়তান আমার ও আমার ভাইদের মধ্যে কলহ সৃষ্টি করে দিয়েছিল।

হযরত ইউসুফ (আ.) এর দুঃখ কষ্ট যথাক্রমে তিনটি অধ্যায়ে বিভক্ত। (এক) ভাইদের অত্যাচার ও উৎপীড়ন। (দুই) পিতা-মাতার কাছ থেকে দীর্ঘদিনের বিচ্ছেদ এবং (তিন) কারাগারের কষ্ট। আল্লাহর মনোনীত পয়গম্বর স্বীয় বিবৃতিতে প্রথমে ঘটনাবলির ধারাবাহিকতা পরিবর্তন করে কারাগার থেকে কথা শুরু করেছেন। কিন্তু এতে কারাগারে প্রবেশ করা এবং সেখানকার দুঃখ কষ্টের প্রসঙ্গ এড়িয়ে গেছেন। বরং কারাগার থেকে অব্যাহতির কথা আল্লাহর কৃতজ্ঞতাসহ বর্ণনা করেছেন। কারাগার থেকে মুক্তি এবং তজ্জন্য আল্লাহর কৃতজ্ঞতা প্রকাশের মাধ্যমে যেন একথাও বলে দিয়েছেন যে, তিনি কোনো সময় কারাগারেও ছিলেন।

এখানে এ বিষয়টিও প্রণিধানযোগ্য যে, হযরত ইউসুফ (আ.) কারাগার থেকে বের হওয়ার কথা তো উল্লেখ করেছেন, কিন্তু ভ্রাতারা যে তাঁকে কূপে নিক্ষেপ করেছিল, তা এদিক দিয়েও উল্লেখ করেননি যে, আল্লাহ তা'আলা আমাকে ঐ কূপ থেকে বের করেছেন। কারণ এই যে, ভাইদের অপরাধ পূর্বেই মাফ করে দিয়েছিলেন এবং বলেছিলেন– لَا تَثْرِيْبَ عَلَيْكُمُ الْيَوْمَ তাই যে কোনোভাবে কূপের কথা উল্লেখ করে ভাইদেরকে লজ্জা দেওয়া তিনি সমীচীন মনে করেননি। –(কুরতুবী)

এরপর ছিল পিতা-মাতা থেকে সুদীর্ঘ বিচ্ছেদ ও তার প্রতিক্রিয়াদি বর্ণনা করার পালা। তিনি সব বিষয় থেকে পাশ কাটিয়ে শুধু শেষ পরিণতি ও পিতা-মাতার সাথে সাক্ষাতের কথা আল্লাহর কৃতজ্ঞতাসহ উল্লেখ করেছেন যে, আল্লাহ তা'আলা আপনাকে গ্রাম থেকে মিসর শহরে এনে দিয়েছেন। এখানে এ নিয়ামতের প্রতি ইঙ্গিত রয়েছে

https://e-ilm.weebly.com/

যে, হযরত ইয়াকূব (আ.) এর বাসভূমি গ্রামে ছিল, সেখানে জীবন যাপনের সুযোগ সুবিধা কম ছিল। আল্লাহ তা'আলা তাঁকে শহরে রাজকীয় সম্মানের মাঝে পৌঁছে দিয়েছেন।

এখন প্রথম অধ্যায়টি অবশিষ্ট রইল– অর্থাৎ, ভাইদের অত্যাচার ও উৎপীড়ন। একেও শয়তানের ঘাড়ে চাপিয়ে এভাবে চুকিয়ে দিলেন যে, আমার ভ্রাতারা এরূপ ছিল না। শয়তান তাদেরকে ধোঁকায় ফেলে কলহ সৃষ্টির এ কাজটি করিয়েছে।

এ হচ্ছে নবুওয়তের শান! নবীগণ দুঃখ-কষ্টে শুধু সবরই করেন না, বরং সর্বত্র কৃতজ্ঞতা প্রকাশের দিকও আবিষ্কার করে ফেলেন। এ কারণেই তাঁদের এমন কোনো অবস্থা নেই, যেখানে তাঁরা আল্লাহ তা'আলার প্রতি কৃতজ্ঞ নন। সাধারণ মানুষের অবস্থা এর বিপরীত। তারা আল্লাহ তা'আলার নিয়ামত পেয়েও কোনো নিয়ামতের কথা উল্লেখ করে না, কিন্তু কোনো সময় সামান্য কষ্ট পেলেও জীবনভর তা গেয়ে বেড়ায়। কুরআনে এ বিষয়েই অভিযোগ করে বলা হয়েছে– إِنَّ الْإِنْسَانَ لِرَبِّهِ لَكَنُودٌ অর্থাৎ, মানুষ পালনকর্তার প্রতি খুবই অকৃতজ্ঞ।

হযরত ইউসুফ (আ.) দুঃখ কষ্টের ইতিকথা সংক্ষেপে তিন শব্দে ব্যক্ত করার পর বললেন– إِنَّ رَبِّي لَطِيفٌ لِمَا يَشَاءُ إِنَّهُ هُوَ الْعَلِيمُ الْحَكِيمُ অর্থাৎ, আমার পালনকর্তা যে কাজ করতে চান, তার তদবির সূক্ষ্ম করে দেন। নিশ্চয় তিনি সুবিজ্ঞ, প্রজ্ঞাবান।

১০১তম আয়াতের পূর্ববর্তী আয়াতসমূহে হযরত ইউসুফ (আ.) পিতাকে সম্বোধন করেছিলেন। এরপর পিতা-মাতা ও ভাইদের সাথে সাক্ষাতের ফলে যখন জীবনে শান্তি এলো, তখন সরাসরি আল্লাহর প্রশংসা, গুণকীর্তন ও দোয়ায় মশগুল হয়ে গেলেন এবং বললেন–

"হে আমার পালনকর্তা, আপনি আমাকে রাষ্ট্রক্ষমতা দান করেছেন এবং আমাকে স্বপ্নের ব্যাখ্যা শিখিয়েছেন। হে আসমান ও জমিনের স্রষ্টা, আপনিই ইহকাল ও পরকালে আমার কার্যনির্বাহী। আমাকে পূর্ণ আনুগত্যশীল অবস্থায় দুনিয়া থেকে উঠিয়ে নিন এবং আমাকে পরিপূর্ণ সৎ বন্দাদের অন্তর্ভুক্ত রাখুন।" পরিপূর্ণ সৎ বন্দা' পয়গম্বরগণই হতে পারেন। তাঁরা যাবতীয় গোনাহ থেকে পবিত্র। –(মাযহারী)

এ দোয়ায় 'খাতেমা বিল খায়র' অর্থাৎ, অন্তিম সময়ে পূর্ণ আনুগত্যশীল হওয়ার প্রার্থনাটি বিশেষভাবে প্রণিধানযোগ্য। আল্লাহ তা'আলার প্রিয়জনদের বৈশিষ্ট্য এই যে, তাঁরা ইহকাল ও পরকালে যত উচ্চ মর্তবাই লাভ করুন এবং যত প্রভাব-প্রতিপত্তি ও পদ-মর্যাদাই তাঁদের পদচুম্বন করুক, তাঁরা কখনো গর্বিত হন না; বরং সর্বদাই এসব অবস্থা বিলুপ্ত হওয়ার অথবা হ্রাস পাওয়ার আশঙ্কা করতে থাকেন। তাই তাঁরা দোয়া করতে থাকেন, যাতে আল্লাহ-প্রদত্ত বাহ্যিক ও আভ্যন্তরীণ নিয়ামতসমূহ জীবনের শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত অব্যাহত থাকে, বরং সেগুলো আরো যেন বৃদ্ধি পায়।

হযরত ইউসুফ (আ.) এর কাহিনী পুরোপুরি বর্ণনা করার পর আলোচ্য আয়াতসমূহে নবী করমী ﷺ কে সম্বোধন করা হয়েছে– ذَٰلِكَ مِنْ أَنْبَاءِ الْغَيْبِ نُوحِيهِ إِلَيْكَ অর্থাৎ, এ কাহিনী ঐসব অদৃশ্য সংবাদের অন্যতম, যেগুলো আমি ওহীর মাধ্যমে আপনাকে বলেছি। আপনি ইউসুফ-ভ্রাতাদের কাছে উপস্থিত ছিলেন না, যখন তারা ইউসুফকে কূপে নিক্ষেপ করার সিদ্ধান্ত নিয়েছিল এবং এজন্য কলা-কৌশলের আশ্রয় নিচ্ছিল।

এ বর্ণনার উদ্দেশ্য এই যে, ইউসুফ (আ.) এর কাহিনীটি পূর্ণ বিবরণসহ ঠিক ঠিক বলে দেওয়া আপনার নবুয়ত ও ওহীর সুস্পষ্ট প্রমাণ। কেননা কাহিনীটি হাজারো বছর পূর্বেকার। আপনি সেখানে বিদ্যমান ছিলেন না যে, স্বচক্ষে দেখে বিবৃত করবেন এবং আপনি কারো কাছে শিক্ষাও গ্রহণ করেননি যে, ইতিহাস গ্রন্থ পাঠ করে অথবা কারো কাছে শুনে বর্ণনা করবেন। অতএব, আল্লাহ প্রদত্ত ওহী ব্যতীত এ সম্পর্কে জ্ঞান লাভ করার দ্বিতীয় কোনো পথ ও পন্থা নেই।

https://e-ilm.weebly.com/

কুরআন পাক শুধু এতটুকু বিষয় উল্লেখ করেছে যে, (আপনি সেখানে বিদ্যমান ছিলেন না) অন্য কোনো ব্যক্তি অথবা গ্রন্থ থেকে এ বিষয়ে জ্ঞান অর্জিত না হওয়ার কথা উল্লেখ করা জরুরি মনে করা হয়নি। কারণ সমগ্র আরবের জানা ছিল যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ উম্মী বা নিরক্ষর। তিনি কারো কাছে লেখাপড়া করেননি। সবার আরো জানা ছিল যে, তাঁর সমগ্র জীবন মক্কায় অতিবাহিত হয়েছে। একবার চাচা আবূ তালেবের সাথে সিরিয়া সফরে গমন করে মাঝপথ থেকেই ফিরে এসেছিলেন। দ্বিতীয় সফর, বাণিজ্য ব্যাপারে করেছিলেন, কিন্তু মাত্র কয়েকদিন অবস্থান করেই ফিরে আসেন। এ সফরেও কোনো পণ্ডিত ব্যক্তির সাথে সাক্ষাত অথবা কোনো শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের সাথে সম্পর্কের বিন্দুমাত্র অবকাশ ছিল না। তাই এক্ষেত্রে তা উল্লেখ করা জরুরি মনে করা হয়নি। তবে কুরআন পাকের অন্যত্র একথাও উল্লেখ করা হয়েছে- مَا كُنْتَ تَعْلَمُهَآ اَنْتَ وَلَا قَوْمُكَ مِنْ قَبْلِ هٰذَا অর্থাৎ, কুরআন অবতরণের পূর্বে এসব ঘটনা আপনিও জানতেন না এবং আপনার স্বজাতিও জানত না।

ইমাম বগভী বলেন- ইহুদি ও কোরাইশরা সম্মিলিতভাবে পরীক্ষার্থে রাসূলুল্লাহ ﷺ কে প্রশ্ন করল- আপনি যদি সত্য নবী হন, তবে বলুন, হযরত ইউসুফ (আ.) এর ঘটনাটি কি এবং কিভাবে ঘটেছিল? যখন রাসূলুল্লাহ ﷺ ওহীর মাধ্যমে সব বলে দিলেন এবং এরপরও তারা কুফরি ও অস্বীকারে অটল রইল, তখন তিনি অন্তরে দারুন আঘাত পেলেন। এরই প্রেক্ষিতে পরবর্তী আয়াতে বলা হয়েছে যে, আপনার রেসালতের সুস্পষ্ট প্রমাণাদি সত্ত্বেও অনেক মানুষ বিশ্বাস স্থাপনকারী নয়- আপনি যত চেষ্টাই করুন না কেন। উদ্দেশ্য এই যে, আপনার কাজ হলো প্রচার এবং সংশোধনের চেষ্টা করা। চেষ্টাকে সফল করা আপনার ক্ষমতাধীন নয়। অধিকন্তু এটা আপনার দায়িত্বও নয়। কাজেই দুঃখ করাও উচিত নয়।

শব্দবিশ্লেষণ :

اِرْتَدَّ : সীগাহ واحد مذكر غائب বহছ ماضى معروف বাব اِفْتِعَالٌ মাসদার اَلْاِرْتِدَادُ মূলবর্ণ (ر . د . د) জিনস مضاعف ثلاثى অর্থ- উল্টা ফিরে যাওয়া। যে পথে এসেছে সে পথেই ফিরে যাওয়া।

اٰوٰى : সীগাহ واحد مذكر غائب বহছ ماضى معروف বাব اِفْعَالٌ মাসদার اَلْاِيْوَاءُ মূলবর্ণ (أ . و . ى) জিনস مركب (لفيف مقرون এবং مهموز فاء) অর্থ- জায়গা দেওয়া।

خَرُّوْا : সীগাহ جمع مذكر غائب বহছ ماضى معروف বাব ضَرَبَ মাসদার اَلْخَرُّ মূলবর্ণ (خ . ر . ر) জিনস مضاعف ثلاثى অর্থ- কোন জিনিস উপর থেকে এভাবে নিচে পড়ে যাওয়া যে, তাতে পড়ার শব্দ হয়।

اٰتَيْتَنِىْ : সীগাহ واحد مذكر حاضر বহছ ماضى معروف বাব اِفْعَالٌ মাসদার اَلْاِيْتَاءُ মূলবর্ণ (أ . ت ى) জিনস مركب (مهموزفاء ও ناقص يائى) অর্থ- দেওয়া, দান করা।

تَوَفَّنِىْ : সীগাহ واحد مذكر حاضر বহছ امر حاضر معروف বাব تَفَعُّلٌ মাসদার اَلتَّوَفِّىْ মূলবর্ণ (و . ف . ى) জিনস لفيف مفروق অর্থ- মৃত্যু দেওয়া, রূহ কবজ করা।

اَنْبَآءَ : শব্দটি বহুবচন, একবচন نبأ অর্থ- সংবাদসমূহ।

نُوْحِيْهِ : সীগাহ جمع متكلم বহছ مضارع معروف বাব اِفْعَالٌ মাসদার اَلْاِيْحَاءُ মূলবর্ণ (و . ح . ى) জিনস لفيف مفروق অর্থ- ওহী পাঠানো।

https://e-ilm.weebly.com/

১০৩. আর [নবুয়তের প্রমাণ পাওয়া সত্ত্বেও] অধিকাংশ লোক ঈমান আনে না, আপনি যতই আকাঙ্ক্ষা করেন না কেন।	وَمَآ اَكْثَرُ النَّاسِ وَلَوْ حَرَصْتَ بِمُؤْمِنِيْنَ (١٠٣)
১০৪. আর আপনি তাদের নিকট এটার বিনিময় তো কিছু চাচ্ছেন না, এটা তো সমগ্র বিশ্ববাসীর জন্য কেবল একটি নসিহত।	وَمَا تَسْـَٔلُهُمْ عَلَيْهِ مِنْ اَجْرٍ ۚ اِنْ هُوَ اِلَّا ذِكْرٌ لِّلْعٰلَمِيْنَ (١٠٤)
১০৫. আর [তাওহীদের] অনেক নিদর্শন রয়েছে আসমানসমূহে এবং জমিনে, যার উপর তাদের যাতায়াত হয়ে থাকে, অথচ তারা তার প্রতি মনোনিবেশ করে না।	وَكَاَيِّنْ مِّنْ اٰيَةٍ فِي السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ يَمُرُّوْنَ عَلَيْهَا وَهُمْ عَنْهَا مُعْرِضُوْنَ (١٠٥)
১০৬. আর তাদের অধিকাংশ লোক আল্লাহকে বিশ্বাস করে, কিন্তু তারা শিরকও করতে থাকে।	وَمَا يُؤْمِنُ اَكْثَرُهُمْ بِاللّٰهِ اِلَّا وَهُمْ مُّشْرِكُوْنَ (١٠٦)
১০৭. তবে কি তারা এটা হতে নিশ্চিন্ত হয়ে বসে রয়েছে যে, তাদেরকে আল্লাহর কোনো আজাব এসে ঘিরে ফেলবে অথবা তাদের প্রতি অকস্মাৎ কিয়ামত এসে পড়বে, আর তাদের খবরও হবে না।	اَفَاَمِنُوْٓا اَنْ تَاْتِيَهُمْ غَاشِيَةٌ مِّنْ عَذَابِ اللّٰهِ اَوْ تَاْتِيَهُمُ السَّاعَةُ بَغْتَةً وَّهُمْ لَا يَشْعُرُوْنَ (١٠٧)
১০৮. আপনি বলে দিন, এটা হচ্ছে আমার পথ আমি আল্লাহর দিকে এভাবে আহ্বান করি যে, প্রমাণের উপর প্রতিষ্ঠিত রয়েছি আমি এবং আমার অনুসারীরাও; আর আল্লাহ পবিত্র এবং আমি অংশীবাদীদের অন্তর্ভুক্ত নই।	قُلْ هٰذِهٖ سَبِيْلِيْٓ اَدْعُوْٓا اِلَى اللّٰهِ ۚ عَلٰى بَصِيْرَةٍ اَنَا وَمَنِ اتَّبَعَنِيْ ۗ وَسُبْحٰنَ اللّٰهِ وَمَآ اَنَا مِنَ الْمُشْرِكِيْنَ (١٠٨)

শাব্দিক অনুবাদ :

১০৩. وَمَآ اَكْثَرُ النَّاسِ আর অধিকাংশ লোক وَلَوْ حَرَصْتَ আপনি যতই আকাঙ্ক্ষা করেন না কেন بِمُؤْمِنِيْنَ ঈমান আনে না।

১০৪. وَمَا تَسْـَٔلُهُمْ عَلَيْهِ مِنْ اَجْرٍ আর আপনি তাদের নিকট এর বিনিময় তো কিছু চাচ্ছেন না اِنْ هُوَ اِلَّا ذِكْرٌ لِّلْعٰلَمِيْنَ এটা তো সমগ্র বিশ্ববাসীর জন্য কেবল একটি নসিহত।

১০৫. وَكَاَيِّنْ مِّنْ اٰيَةٍ আর (তাওহীদের) অনেক নিদর্শন রয়েছে فِي السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ আসমানসমূহে এবং জমিনে يَمُرُّوْنَ عَلَيْهَا যার উপর তাদের যাতায়াত হয়ে থাকে وَهُمْ عَنْهَا مُعْرِضُوْنَ অথচ তারা তার প্রতি মনোনিবেশ করে না।

১০৬. وَمَا يُؤْمِنُ اَكْثَرُهُمْ بِاللّٰهِ আর অধিকাংশ লোক যারা আল্লাহকে বিশ্বাস করে থাকে اِلَّا وَهُمْ مُّشْرِكُوْنَ কিন্তু এভাবে যে, তারা শিরকও করতে থাকে।

১০৭. اَفَاَمِنُوْٓا তবে কি তারা এটা হতে নিশ্চিন্ত হয়ে বসে রয়েছে যে, اَنْ تَاْتِيَهُمْ غَاشِيَةٌ مِّنْ عَذَابِ اللّٰهِ তাদেরকে আল্লাহর কোনো আজাব এসে ঘিরে ফেলবে اَوْ تَاْتِيَهُمُ السَّاعَةُ بَغْتَةً অথবা তাদের প্রতি আকস্মাৎ কিয়ামত এসে পড়বে وَّهُمْ لَا يَشْعُرُوْنَ আর তাদের খবরও হবে না।

১০৮. قُلْ আপনি বলে দিন هٰذِهٖ سَبِيْلِيْٓ এটা হচ্ছে আমার পথ اَدْعُوْٓا اِلَى اللّٰهِ আমি আল্লাহর দিকে এভাবে আহ্বান করি যে عَلٰى بَصِيْرَةٍ প্রমাণের উপর প্রতিষ্ঠিত রয়েছি اَنَا وَمَنِ اتَّبَعَنِيْ আমি এবং আমার অনুসারীরাও وَسُبْحٰنَ اللّٰهِ আর আল্লাহ পবিত্র وَمَآ اَنَا مِنَ الْمُشْرِكِيْنَ এবং আমি অংশীবাদীদের অন্তর্ভুক্ত নই।

https://e-ilm.weebly.com/

وَمَآ اَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ اِلَّا رِجَالًا نُّوْحِيْٓ اِلَيْهِمْ مِّنْ اَهْلِ الْقُرٰى ؕ اَفَلَمْ يَسِيْرُوْا فِي الْاَرْضِ فَيَنْظُرُوْا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِهِمْ ؕ وَلَدَارُ الْاٰخِرَةِ خَيْرٌ لِّلَّذِيْنَ اتَّقَوْا ؕ اَفَلَا تَعْقِلُوْنَ (١٠٩)

১০৯. আর আমি আপনার পূর্বে যত সংখ্যক (রাসূল) প্রেরণ করেছি বিভিন্ন জনপদের অধিবাসীদের হতে, তাঁরা সকলে মানুষই ছিলেন, যাদের নিকট ওহী প্রেরণ করতাম, তবে কি এরা ভূপৃষ্ঠে বিচরণ করেনি, যাতে তারা দেখতে পেত যে, তাদের পূর্ববর্তীদের পরিণাম কিরূপ হয়েছিল, আর নিশ্চয় আখেরাতের বাসস্থান সে লোকদের জন্য অতি উত্তম, যারা মুত্তাকী, তবে কি তোমরা এতটুকুও বুঝ না?

حَتّٰٓى اِذَا اسْتَيْئَسَ الرُّسُلُ وَظَنُّوْٓا اَنَّهُمْ قَدْ كُذِبُوْا جَآءَهُمْ نَصْرُنَا ۙ فَنُجِّيَ مَنْ نَّشَآءُ ؕ وَلَا يُرَدُّ بَاْسُنَا عَنِ الْقَوْمِ الْمُجْرِمِيْنَ (١١٠)

১১০. অবশেষে যখন রাসূলগণ নিরাশ হয়ে পড়লেন এবং [আজাবের প্রতিশ্রুত সময় নির্ধারণের ব্যাপারে] তাঁদের ধারণা জন্মিল যে, আমাদের বুঝের ভুল হয়েছে, [তখন] তাঁদের নিকট আমার সাহায্য এসে পৌঁছল, অনন্তর আমি যাকে বাঁচাতে ইচ্ছা করলাম, সে রক্ষা পেল, আর আমার আজাব অপরাধীদের হতে টলে না।

لَقَدْ كَانَ فِيْ قَصَصِهِمْ عِبْرَةٌ لِّاُولِي الْاَلْبَابِ ؕ مَا كَانَ حَدِيْثًا يُّفْتَرٰى وَلٰكِنْ تَصْدِيْقَ الَّذِيْ بَيْنَ يَدَيْهِ وَتَفْصِيْلَ كُلِّ شَيْءٍ وَّهُدًى وَّرَحْمَةً لِّقَوْمٍ يُّؤْمِنُوْنَ (١١١) ع ١٢

১১১. তাদের কাহিনীসমূহে বুদ্ধিমান লোকদের জন্য উপদেশের উপাদান রয়েছে; এ কুরআন কোনো মনগড়া কথা তো নয়; বরং এটা তো সে সমস্ত কিতাবের সত্যায়নকারী যা পূর্বে [নাজিল] হয়েছে এবং প্রত্যেক বিষয়ের সবিস্তার বর্ণনাকারী এবং ঈমানদারদের জন্য হেদায়েত ও রহমতস্বরূপ।

শাব্দিক অনুবাদ :

১০৯. وَمَآ اَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ আর আমি আপনার পূর্বে যত সংখ্যক (রাসূল) প্রেরণ করেছি اِلَّا رِجَالًا তারা সকলে মানুষই ছিলেন نُوْحِيْٓ اِلَيْهِمْ যাদের প্রতি ওহী প্রেরণ করতাম مِنْ اَهْلِ الْقُرٰى বিভিন্ন জনপদের অধিবাসীদের থেকে اَفَلَمْ يَسِيْرُوْا فِي الْاَرْضِ তবে কি এরা ভূ-পৃষ্ঠে বিচরণ করেনি। فَيَنْظُرُوْا যাতে তারা দেখতে পেত كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِهِمْ তাদের পূর্ববর্তীদের পরিণাম কিরূপ হয়েছিল وَلَدَارُ الْاٰخِرَةِ خَيْرٌ আর নিশ্চয় আখেরাতের বাসস্থান সেই লোকদের জন্য অতি উত্তম لِلَّذِيْنَ اتَّقَوْا যারা পরহেজগার اَفَلَا تَعْقِلُوْنَ তবে কি তোমরা এতটুকুও বুঝ না।

১১০. حَتّٰٓى اِذَا اسْتَيْئَسَ الرُّسُلُ অবশেষে যখন পয়গম্বরগণ নিরাশ হয়ে পড়লেন وَظَنُّوْٓا এবং তাদের ধারণা জন্মিল যে, اَنَّهُمْ قَدْ كُذِبُوْا আমাদের বুঝের ভুল হয়েছে جَآءَهُمْ نَصْرُنَا তখন তাদের নিকট আমার সাহায্য এসে পৌঁছল فَنُجِّيَ مَنْ نَّشَآءُ অনন্তর আমি যাকে বাঁচাতে ইচ্ছা করলাম, সে রক্ষা পেল, وَلَا يُرَدُّ بَاْسُنَا আর আমার আজাব টলে না عَنِ الْقَوْمِ الْمُجْرِمِيْنَ অপরাধীদের থেকে।

১১১. لَقَدْ كَانَ فِيْ قَصَصِهِمْ عِبْرَةٌ তাদের কাহিনীসমূহে উপদেশের উপাদান রয়েছে لِّاُولِي الْاَلْبَابِ বুদ্ধিমান লোকদের জন্য مَا كَانَ حَدِيْثًا يُّفْتَرٰى এই কুরআন কোনো মনগড়া কথা তো নয় وَلٰكِنْ تَصْدِيْقَ الَّذِيْ بَيْنَ يَدَيْهِ বরং এটা তো সে সমস্ত কিতাবের সত্যায়নকারী যা পূর্বে (নাজিল) হয়েছে وَتَفْصِيْلَ كُلِّ شَيْءٍ এবং প্রত্যেক বিষয়ের সবিস্তার বর্ণনাকারী وَّهُدًى وَّرَحْمَةً لِّقَوْمٍ يُّؤْمِنُوْنَ এবং ঈমানদারদের জন্য হেদায়েত ও রহমত স্বরূপ।

https://e-ilm.weebly.com/

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

وَمَا تَسْـَٔلُهُمْ عَلَيْهِ مِنْ اَجْرٍ اِنْ هُوَ اِلَّا ذِكْرٌ لِّلْعٰلَمِيْنَ অর্থাৎ, আপনি প্রচার ও বিশুদ্ধ পথ বলে দেওয়ার যে চেষ্টা করছেন, সেজন্য তাদের কাছে তো কোনো পারিশ্রমিক চান না যে, এটা মেনে নেওয়া বা শোনা তাদের পক্ষে কঠিন হবে। আপনার কথাবার্তা তো নির্ভেজাল মঙ্গলাকাঙ্ক্ষা ও উপদেশ সমগ্র বিশ্ববাসীর জন্য। এতে এদিকেও ইঙ্গিত পাওয়া যায় যে, আপনার এ চেষ্টার লক্ষ্য যখন পার্থিব উপকার লাভ নয়; বরং পরকালের ছওয়াব ও জাতির হিতাকাঙ্ক্ষা, তখন এ লক্ষ্য অর্জিত হয়ে গেছে। সুতরাং আপনি কেন চিন্তিত হন?

وَكَاَيِّنْ مِّنْ اٰيَةٍ فِى السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ يَمُرُّوْنَ عَلَيْهَا وَهُمْ عَنْهَا مُعْرِضُوْنَ অর্থাৎ, শুধু তাই নয় যে, এরা জেদ ও হঠকারিতাবশতঃ কোনো শুভাকাঙ্ক্ষীর উপদেশ শ্রবণ করে না; বরং তাদের অবস্থা হলো এই যে, নভোমণ্ডলে ও ভূমণ্ডলে আল্লাহর যেসব সুস্পষ্ট নিদর্শন রয়েছে, সেগুলোর কাছ দিয়েও এরা উদাসীন হয়ে ও চোখ বুঁজে চলে যায়। একটুও লক্ষ্য করে না যে, এগুলো কার অপার শক্তির নিদর্শন। নভোমণ্ডল ও ভূ-মণ্ডলে আল্লাহ তা'আলার জ্ঞান ও শক্তির অসংখ্য নিদর্শন রয়েছে। অতীতের আজাবপ্রাপ্ত জাতিসমূহের ধ্বংসাবশেষ তাদের দৃষ্টি গোচর হয়, কিন্তু তারা এগুলো থেকেও শিক্ষা গ্রহণ করে না।

যারা আল্লাহর অস্তিত্ব ও শক্তিতেই বিশ্বাস করে না, উপরিউক্ত বর্ণনা ছিল তাদের সম্পর্কে। অতঃপর এমন লোকদের সম্পর্কে বলা হচ্ছে, যারা আল্লাহর অস্তিত্বে বিশ্বাসী, কিন্তু তাঁর সাথে অন্য বস্তুকে অংশীদার সাব্যস্ত করে। বলা হয়েছে– وَمَا يُؤْمِنُ اَكْثَرُهُمْ بِاللّٰهِ اِلَّا وَهُمْ مُّشْرِكُوْنَ অর্থাৎ, তাদের মধ্যে যারা আল্লাহর অস্তিত্বে বিশ্বাস করে, তারাও শিরকের সাথে করে। অর্থাৎ, আল্লাহ তা'আলার জ্ঞান, শক্তি ইত্যাদি গুণের সাথে অন্যকে অংশীদার সাব্যস্ত করে, যা একান্ত অন্যায় ও নিছক মূর্খতা।

ইবনে কাছীর (র.) বলেন– যেসব মুসলমান ঈমান সত্ত্বেও বিভিন্ন প্রকার শিরকে লিপ্ত রয়েছে, তারাও এ আয়াতের অন্তর্ভুক্ত। মুসনাদে আহমদের এক হাদীসে রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন– আমি তোমাদের জন্য যেসব বিষয়ের আশঙ্কা করি, তন্মধ্যে সবচাইতে বিপজ্জনক হচ্ছে ছোট শিরক। সাহাবায়ে কেরামের প্রশ্নের উত্তরে তিনি বললেন– রিয়া (লোক দেখানো ইবাদত) হচ্ছে ছোট শিরক। এমনিভাবে এক হাদীসে আল্লাহ ব্যতীত অন্যের কসম খাওয়াকেও শিরক বলা হয়েছে। (ইবনে কাছীর) আল্লাহ ব্যতীত অন্য কারো নামে মান্নত করা এবং নিয়াজ দেওয়াও ফিকহবিদগণের মতে শিরকের অন্তর্ভুক্ত।

এরপর তাদের অমনোযোগিতা ও মূর্খতার কারণে পরিতাপ ও বিস্ময় প্রকাশ করা হয়েছে যে, তারা অস্বীকার ও অবাধ্যতা সত্ত্বেও কিরূপে নিশ্চিত হয়ে গেছে যে, আল্লাহর পক্ষ থেকে তাদের উপর কোনো আজাব এসে যাবে কিংবা অতর্কিতে কিয়ামত এসে যাবে তাদের প্রস্তুতি গ্রহণের পূর্বেই।

قُلْ هٰذِهٖ سَبِيْلِىْٓ اَدْعُوْٓا اِلَى اللّٰهِ عَلٰى بَصِيْرَةٍ اَنَا وَمَنِ اتَّبَعَنِىْ وَسُبْحٰنَ اللّٰهِ وَمَآ اَنَا مِنَ الْمُشْرِكِيْنَ.
অর্থাৎ, আপনি তাদেরকে বলে দিন– তোমরা মান অথবা না মান আমার তরিকা এই যে, মানুষকে পূর্ণ বিশ্বাস সহকারে আল্লাহর দিকে দাওয়াত দিতে থাকব, আমি এবং আমার অনুসারীরাও।

উদ্দেশ্য এই যে, আমার দাওয়াত আমার কোনো চিন্তাধারার উপর ভিত্তিশীল নয়; বরং এটা পরিপূর্ণ জ্ঞান, বুদ্ধিমত্তা ও প্রজ্ঞার ফলশ্রুতি। এ দাওয়াত ও জ্ঞানে রাসূলুল্লাহ ﷺ তাঁর অনুসারীদেরকেও অন্তর্ভুক্ত করেছেন। হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) বলেন– এতে সাহাবায়ে কেরামকে বুঝানো হয়েছে, যারা রাসূলুল্লাহ ﷺ এর জ্ঞানের বাহক এবং আল্লাহর সিপাহী। হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা.) বলেন– সাহাবায়ে কেরাম এ উম্মতের সর্বোত্তম ব্যক্তিবর্গ। তাঁদের অন্তর পবিত্র এবং জ্ঞান সুগভীর। তাঁদের মধ্যে লৌকিকতার নাম গন্ধও নেই। আল্লাহ তা'আলা তাঁদেরকে স্বীয় রাসূলের সংসর্গ ও সেবার জন্য মনোনীত করেছেন। তোমরা তাঁদের চরিত্র অভ্যাস ও তরিকা আয়ত্ত কর। কেননা তাঁরা সরল পথের পথিক।

https://e-ilm.weebly.com/

وَمَنِ اتَّبَعَنِىْ ব্যাপক অর্থেও হতে পারে। এতে ঐসব ব্যক্তিকে বুঝানো হয়েছে, যারা কিয়ামত পর্যন্ত রাসূলুল্লাহ ﷺ এর দাওয়াতকে উম্মত পর্যন্ত পৌছানোর কাজে নিয়োজিত থাকবেন। কলবী ও ইবনে যায়েদ বলেন- এ আয়াত থেকে আরো জানা গেল যে, যে ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ ﷺ এর অনুসরণের দাবি করে, তার অবশ্য কর্তব্য হচ্ছে তাঁর দাওয়াতকে ঘরে ঘরে পৌছানো এবং কুরআনের শিক্ষাকে ব্যাপকতর করা। -(মাযহারী)

وَسُبْحٰنَ اللّٰهِ وَمَآ اَنَا مِنَ الْمُشْرِكِيْنَ অর্থাৎ, আল্লাহ শিরক থেকে পবিত্র এবং আমি মুশরিকদের অন্তর্ভুক্ত নই। উপরে বর্ণিত হয়েছিল যে, অধিকাংশ লোক ঈমানের সাথে প্রকাশ্য ও অপ্রকাশ্য শিরককেও যুক্ত করে দেয়। তাই শিরক থেকে নিজের সম্পূর্ণ পবিত্রতার প্রকাশ করেছেন। সারকথা এই যে, আমার দাওয়াতের উদ্দেশ্য মানুষকে নিজের দাসে পরিণত করা নয়; বরং আমি নিজেও আল্লাহর দাস এবং মানুষকেও তাঁর দাসত্ব স্বীকার করার দাওয়াত দেই। তবে দাওয়াতদাতা হিসেবে আমার প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করা ফরজ।

মুশরিকরা এ ব্যাপারে সন্দেহ প্রকাশ করত যে, আল্লাহর রাসূল ও দূত মানুষ নয়; বরং ফেরেশতা হওয়া দরকার। এর উত্তর পরবর্তী আয়াতে দেওয়া হয়েছে- وَمَآ اَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ اِلَّا رِجَالًا نُّوْحِىْٓ اِلَيْهِمْ مِّنْ اَهْلِ الْقُرٰى অর্থাৎ, তাদের এ ধারণা ভিত্তিহীন ও নিরর্থক যে, আল্লাহর রাসূল ফেরেশতা হওয়া দরকার, মানব হতে পারে না। বরং ব্যাপার উল্টা। মানব জাতির জন্য আল্লাহর রাসূল সবসময় মানবই হয়েছেন। তবে সাধারণ লোকদের থেকে তাঁর স্বাতন্ত্র্য এই যে, তাঁর প্রতি সরাসরি আল্লাহর কাছ থেকে ওহী আগমন করে। এটা কারো প্রচেষ্টা ও কর্মের ফল নয়। আল্লাহ তা'আলা স্বয়ং বন্দাদের মধ্য থেকে যাকে উপযুক্ত মনে করেন, এ কাজের জন্য মনোনীত করেন। এ মনোনয়ন এমন কতগুলো বিশেষ গুণের ভিত্তিতে হয়, যেগুলো সাধারণ মানুষের মধ্যে বিদ্যমান থাকে না।

পরবর্তী আয়াতে তাদেরকে সতর্ক করা হয়েছে, যারা আল্লাহর দিকে দাওয়াত দাতার ও রাসূলের নির্দেশাবলি অমান্য করে আল্লাহর আজাবকে ডেকে আনে। বলা হয়েছে-

اَفَلَمْ يَسِيْرُوْا فِى الْاَرْضِ فَيَنْظُرُوْا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِهِمْ وَلَدَارُ الْاٰخِرَةِ خَيْرٌ لِّلَّذِيْنَ اتَّقَوْا اَفَلَا تَعْقِلُوْنَ অর্থাৎ, তারা কি দেশ ভ্রমণে বের হয় না, যাতে পূর্ববর্তী জাতিসমূহের শোচনীয় পরিণতি স্বচক্ষে দেখে নিতে পারে? কিন্তু তারা ইহকালের বাহ্যিক আরাম-আয়েশ ও সাজ সজ্জায় মত্ত হয়ে পরকাল ভুলে গেছে। অথচ পরহেজগারদের জন্য পরকাল ইহকালের চাইতে অনেক উত্তম। তারা কি এতটুকুও বুঝে না যে, দুনিয়ার ক্ষণস্থায়ী সুখ ভালো, না পরকালের চিরস্থায়ী আরাম আয়েশ ও নিয়ামত ভালো?

অদৃশ্যের সংবাদ ও অদৃশ্যের জ্ঞানের মধ্যে পার্থক্য ঃ

ذٰلِكَ مِنْ اَنْبَآءِ الْغَيْبِ نُوْحِيْهِ اِلَيْكَ এগুলো সব অদৃশ্যের সংবাদ, যা আমি আপনাকে ওহীর মাধ্যমে বলি। এ বিষয়বস্তুটি প্রায় এমনি ভাষায় সূরা আলে ইমরানের ৪৩তম আয়াতে ব্যক্ত হয়েছে। সূরা হূদের ৪৮তম আয়াতে নূহ (আ.) এর ঘটনা সম্পর্কে বলা হয়েছে- تِلْكَ مِنْ اَنْبَآءِ الْغَيْبِ نُوْحِيْهَآ اِلَيْكَ এসব আয়াত থেকে জানা যায় যে, আল্লাহ তা'আলা ওহীর মাধ্যমে পয়গম্বরদেরকে অদৃশ্যের সংবাদ বলে দেন। বিশেষ করে আমাদের শ্রেষ্ঠতম পয়গম্বর মোহাম্মদ মোস্তফা ﷺ কে এসব অদৃশ্য সংবাদের বিশেষ অংশ দান করা হয়েছে, যার পরিমাণ পূর্ববর্তী পয়গম্বরদের তুলনায় বেশি। এ কারণেই তিনি উম্মতকে এমন অনেক ঘটনা বিস্তারিত অথবা সংক্ষেপে বলে দিয়েছেন, যেগুলো কিয়ামত পর্যন্ত সংঘটিত হবে। 'কিতাবুল ফিতান' শিরোনামে ভবিষ্যতে সংঘটিত হবে এমন বর্ণনা সম্বলিত বহুসংখ্যক ভবিষ্যদ্বাণী হাদীসগ্রন্থসমূহে মওজুদ রয়েছে।

সাধারণ মানুষ 'অদৃশ্যের জ্ঞান' বলতে যে কোনোরূপে অদৃশ্যের সংবাদ অবগত হওয়াকেই বুঝে। এ গুণ রাসূলুল্লাহ ﷺ এর মধ্যে পূর্ণমাত্রায় বিদ্যমান ছিল। এ জন্যই তাদের মতে রাসূলুল্লাহ ﷺ 'আলেমুল গায়েব' (অদৃশ্যের জ্ঞানী) ছিলেন। কিন্তু কুরআন পাক পরিষ্কার ভাষায় ঘোষণা করেছে যে, لَا يَعْلَمُ مَنْ فِى السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ الْغَيْبَ اِلَّا اللّٰهُ এতে জানা যায় যে, আল্লাহ ছাড়া অন্য কেউ আলেমুল গায়েব হতে পারে না। এটা আল্লাহ তা'আলার বিশেষ গুণ। এতে কোনো রাসূল অথবা ফেরেশতাকে শরিক মনে করা তাদেরকে আল্লাহর

https://e-ilm.weebly.com/

সমতুল্য করার নামান্তর এবং তা খ্রিস্টানদের অপকর্ম: তারা রাসূলকে আল্লাহর পুত্র এবং আল্লাহর সত্তায় অংশীদার সাব্যস্ত করে। কুরআন পাকের উল্লিখিত আয়াত দ্বারা ব্যাপারটির পূর্ণ স্বরূপ ফুটে উঠেছে যে, অদৃশ্যের জ্ঞান একমাত্র আল্লাহ তা'আলার বিশেষ গুণ এবং 'আলিমুল-গায়েব' একমাত্র তিনিই। তবে অদৃশ্যের অনেক সংবাদ আল্লাহ তা'আলা ওহীর মাধ্যমে পয়গম্বরগণকে অবহিত করেন। কুরআন পাকের পরিভাষায় একে অদৃশ্যের জ্ঞান বলা হয় না। সাধারণ মানুষ এই সূক্ষ্ম পার্থক্যটি বুঝে না। তারা অদৃশ্যের সংবাদকেই অদৃশ্যের জ্ঞান বলে আখ্যায়িত করে। এরপর কুরআনের পরিভাষায় যখন বলা হয় যে, অদৃশ্যের জ্ঞান আল্লাহ ছাড়া কারও নেই, তখন তারা এতে দ্বিমত প্রকাশ করতে থাকে। এর স্বরূপ বেশি নয় যে :

اختلاف خلق ازنام اوفتاد ☆ چوں بمعنی رفت ارام اوفتاد

অর্থ : জনসাধারণের মতভেদ নামের মধ্য থেকে সৃষ্টি হয়েছে। কিন্তু যখন তাৎপর্যে পৌঁছে গেছে, তখন সকল মতভেদ থেমে গেছে।

وَمَآ اَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ اِلَّا رِجَالًا نُّوْحِىٓ اِلَيْهِمْ مِّنْ اَهْلِ الْقُرٰى এ আয়াতে পয়গম্বরগণের সম্পর্কে رِجَالًا শব্দের ব্যবহার থেকে বুঝা যায় যে, পয়গম্বর সর্বসময় পুরুষই হন নারীদের মধ্যে কেউ নবী কিংবা রাসূল হতে পারেন না।

ইবনে কাছীর ব্যাপক সংখ্যক আলেমের এ অভিমত বর্ণনা করেছেন যে, আল্লাহ তা'আলা কোনো নারীকে নবী কিংবা রাসূল নিযুক্ত কারেননি। কোনো কোনো আলেম কয়েকজন মহিলা সম্পর্কে নবী হওয়ার কথা স্বীকার করেছেন: উদাহরণতঃ হযরত ইবরাহীম (আ.) এর বিবি সারা, হযরত মূসা (আ.)-এর জননী এবং হযরত ঈসা (আ.)-এর জননী হযরত মরিয়ম। এ তিন জন মহিলা সম্পর্কে কুরআন পাকে এমন ভাষা প্রয়োগ করা হয়েছে, যাদ্বারা বুঝা যায় যে, আল্লাহর নির্দেশে ফেরেশতারা তাঁদের সাথে বাক্যালাপ করেছে, সুসংবাদ দিয়েছেন কিংবা ওহীর মাধ্যমে স্বয়ং তারা কোনো বিষয় জানতে পেরেছেন। কিন্তু ব্যাপক সংখ্যক আলেমের মতে এসব আয়াত দ্বারা উপরিউক্ত তিন জন মহিলার মাহাত্ম্য এবং আল্লাহর কাছে তাঁদের উচ্চ মর্যাদাশালিনী হওয়া বুঝা যায় মাত্র। এ ভাষা নবুয়ত ও রেসালত প্রমাণের জন্য যথেষ্ট নয়।

এ আয়াতেই اَهْلِ الْقُرٰى শব্দ দ্বারা জানা যায় যে, আল্লাহ তা'আলা সাধারণঃ শহর ও নগরবাসীদের মধ্য থেকে রাসূল প্রেরণ করেছেন অজ গ্রাম কিংবা বনাঞ্চলের অধিবাসীদের মধ্য থেকে রাসূল প্রেরিত হননি। কারণ সাধারণতঃ গ্রাম বা বনাঞ্চলের অধিবাসীরা স্বভাব প্রকৃতি ও জ্ঞান বুদ্ধিতে নগরবাসীদের তুলনায় পশ্চাদপদ হয়ে থাকেন। -(ইবনে কাছীর, কুরতুবী প্রমুখ)

قوله حَتّٰٓى اِذَا اسْتَيْئَسَ الرُّسُلُ وَظَنُّوْٓا اَنَّهُمْ قَدْ كُذِبُوْا الخ : পূর্ববর্তী আয়াতসমূহে পয়গম্বর প্রেরণ ও সত্যের দাওয়াতের কথা উল্লেখ করা হয়েছিল এবং পয়গম্বরদের সম্পর্কে কোনো কোনো সন্দেহের জওয়াব দেওয়া হয়েছিল। উল্লিখিত আয়াতসমূহের প্রথম আয়াতে হুশিয়ার করা হয়েছে যে, তারা পয়গম্বরদের বিরুদ্ধাচরণের অশুভ পরিণতির প্রতি লক্ষ্য করে না। যদি তারা সামান্যও চিন্তা করত এবং পারিপার্শ্বিক শহর ও স্থানসমূহের ইতিহাসপাঠ করত, তবে নিশ্চয় জানতে পারত যে, পয়গম্বরগণের বিরুদ্ধাচরণকারী এ দুনিয়াতে কিরূপ ভয়ানক পরিণতির সম্মুখীন হয়েছে। কওমে লূতের জনপদসমূহ উল্টে দেওয়া হয়েছে। কওমে আদ ও কওমে সামূদকে নানাবিধ আজাব দ্বারা নাস্তানাবুদ করে দেওয়া হয়েছে। পরকালের আজাব আরো কঠোরতর হবে।

দ্বিতীয় আয়াতে বলা হয়েছে যে, দুনিয়ার সুখ দুঃখ সর্বাবস্থায়ই ক্ষণস্থায়ী। আসল চিন্তা পরকালের হওয়া উচিত। সেখানকার অবস্থান চিরস্থায়ী এবং সুখ দুঃখও চিরস্থায়ী। আরো বলা হয়েছে যে, পরকালের সুখ শান্তি তাকওয়ার উপর নির্ভরশীল। তাকওয়ার অর্থ শরিয়তের যাবতীয় বিধি-বিধান পালন করা।

এ আয়াতের লক্ষ্য হচ্ছে পূর্ববর্তী পয়গম্বর ও তাঁদের উম্মতের অবস্থা দ্বারা বর্তমান লোকদেরকে সতর্ক করা। তাই পরবর্তী আয়াতে তাদের একটি সন্দেহ দূর করা হয়েছে। রাসূলুল্লাহ ﷺ এর মুখে আল্লাহর আজাব থেকে ভয় প্রদর্শনের কথা অনেক লোক দীর্ঘ দিন থেকে শুনে আসছিল কিন্তু তারা কোনো আজাব আসতে দেখত না। এতে তাদের দুঃসাহস আরো বেড়ে যায়। তারা বলতে থাকে যে, আজাব যদি আসবারই হতো, তবে এতদিনে কবেই

https://e-ilm.weebly.com/

এসে যেত! তাই বলা হয়েছে আল্লাহ তা'আলা স্বীয় করুণা ও রহস্যবশতঃ অনেক সময় অপরাধী সম্প্রদায়কে অবকাশ দান করেন। এ অবকাশ মাঝে মাঝে এত দীর্ঘতর হয় যে, অবাধ্যদের দুঃসাহস আরো বেড়ে যায় এবং পয়গম্বরগণ এক প্রকার অস্থিরতার সম্মুখীন হন। ইরশাদ হয়েছে–

حَتّٰٓى اِذَا اسْتَيْئَسَ الرُّسُلُ وَظَنُّوْٓا اَنَّهُمْ قَدْ كُذِبُوْا جَآءَهُمْ نَصْرُنَا فَنُجِّيَ مَنْ نَّشَآءُ وَلَا يُرَدُّ بَاْسُنَا عَنِ الْقَوْمِ الْمُجْرِمِيْنَ অর্থাৎ, পূর্ববর্তী উম্মতদের অবাধ্যদেরকে লম্বা লম্বা অবকাশ দেওয়া হয়েছে। এমনকি দীর্ঘদিন পর্যন্ত তাদের উপর আজাব না আসার কারণে পয়গম্বরগণ এরূপ ধারণা করে নিরাশ হয়ে পড়েছেন যে, আল্লাহ প্রদত্ত আজাবের সংক্ষিপ্ত ওয়াদার যে অবকাশ আমরা নিজেদের অনুমানের ভিত্তিতে স্থির করে রেখেছিলাম, সে সময়ে কাফেরদের উপর আজাব আসবে না এবং সত্যের বিজয় প্রকাশ পাবে না। পয়গম্বরগণ প্রবল ধারণা পোষণ করতে থাকেন, অনুমানের মাধ্যমে আল্লাহর ওয়াদার সময় নির্ধারণ করার ব্যাপারে আমাদের বোধশক্তি ভুল করেছে। কারণ আল্লাহ তা'আলা তো কোনো নির্দিষ্ট সময় বলেননি। আমরা বিশেষ বিশেষ ইঙ্গিতের মাধ্যমেই একটি সময় নির্দিষ্ট করে নিয়েছিলাম। এমনকি নৈরাশ্যজনক পরিস্থিতিতে তাঁদের কাছে আমার সাহায্য এসে যায়, অর্থাৎ, ওয়াদা অনুযায়ী কাফেরদের উপর আজাব এসে যায়। অতঃপর এ আজাব থেকে আমি যাকে ইচ্ছা করেছি, বাঁচিয়ে নেওয়া হয়েছে। অর্থাৎ, পয়গম্বরগণের অনুসারী মুমিনদেরকে বাঁচানো হয়েছে এবং কাফেরদেরকে ধ্বংস করা হয়েছে। কেননা আমার শাস্তি অপরাধী সম্প্রদায় থেকে অপসৃত করা হয় না, বরং আজাব অবশ্যই তাদেরকে পাকড়াও করে। কাজেই আজাবে বিলম্ব দেখে মক্কার কাফেরদের ধোঁকায় পতিত হওয়া উচিত নয়।

এ আয়াতে كُذِبُوْا শব্দটি প্রসিদ্ধ কেরাআত অনুযায়ী পাঠ করা হয়েছে। আমরা এর যে তাফসীর বর্ণনা করেছি, এটাই অধিকতর স্বীকৃত ও স্বচ্ছ। অর্থাৎ, كُذِبُوْا শব্দের সারমর্ম হচ্ছে অনুমান ও ধারণা ভ্রান্ত হওয়া। এটা এক প্রকার ইজতেহাদী ভ্রান্তি। পয়গম্বরগণের দ্বারা এরূপ ইজতেহাদী ভ্রান্তি সম্ভবপর। তবে পয়গম্বর ও অন্যান্য মুজতাহিদদের মধ্যে পার্থক্য এই যে, পয়গম্বরগণের ক্ষেত্রে দীর্ঘ সময়ব্যাপী এরূপ ভুল ধারণার উপর স্থির থাকার সুযোগ দেওয়া হতো না; বরং তাদেরকে বাস্তব বিষয় জ্ঞাত করে প্রকৃত সত্য ফুটিয়ে তোলা হতো। অন্যান্য মুজতাহিদের জন্য এরূপ মর্যাদা নেই। হুদায়বিয়ার সন্ধির ব্যাপারে রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর ঘটনা এ বিষয়বস্তুর প্রকৃষ্ট প্রমাণ। কুরআন পাকে উল্লিখিত আছে যে, এ ঘটনার ভিত্তি হচ্ছে রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর একটি স্বপ্ন। তিনি স্বপ্ন দেখেন যে, তিনি সাহাবীগণ সমভিব্যহারে খানায়ে কা'বার তওয়াফ করছেন। পয়গাম্বরগণের স্বপ্ন ওহীর পর্যায়ভুক্ত। তাই এ ঘটনাটি যে ঘটবে, তা নিশ্চিত ছিল। কিন্তু স্বপ্নে এর কোনো বিশেষ সময় বর্ণিত না হওয়ায় রাসূলুল্লাহ ﷺ নিজে অনুমান করে নিলেন যে, এ বছরই এরূপ হবে। তাই যথারীতি ঘোষণার মাধ্যমে বিপুল সংখ্যক সাহাবী সঙ্গে নিয়ে তিনি ওমরার উদ্দেশে মককা রওয়ানা হয়ে গেলেন। কুরাইশরা বাধা দিল। ফলে সে বছর তওয়াফ ও ওমরা সম্পন্ন হলো না। বরং দু'বছর পর অষ্টম হিজরিতে মক্কা বিজয়ের আকারে স্বপ্নটি পূর্ণাঙ্গ বাস্তবরূপে প্রকাশ পেল। এ ঘটনা থেকে বুঝা যায় যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ যে স্বপ্ন দেখেছিলেন, তা সত্য ও নিশ্চিত ছিল। কিন্তু তিনি অনুমান বা ইঙ্গিতের মাধ্যমে এর যে সময় নির্ধারিত করেছিলেন, তাতে ভুল হয়েছিল। কিন্তু এ ভুল তখনই দূর করে দেওয়া হয়।

এমনিভাবে আয়াতে قَدْ كُذِبُوْا শব্দের মর্মও তাই যে, কাফেরদের উপর আজাব আসতে বিলম্ব হয়েছিল এবং পয়গম্বরগণ অনুমানের মাধ্যমে যে সময় মনে মনে ঠিক করে রেখেছিলেন সে সময়ে আজাব আসেনি। ফলে তাঁরা ধারণা করেন যে, আমরা সময় নির্দিষ্ট করার ব্যাপারে ভুল করেছি। এ তফসীরটি হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা.) থেকে বর্ণিত আছে। আল্লামা তীবী (র.) বলেন– এ রেওয়ায়েত নির্ভুল। কারণ সহীহ্ বুখারীতে তা বর্ণিত আছে।

কোনো কোনো কেরাতে এ শব্দটি ذَالْ -এর তশদীদসহ قَدْ كُذِّبُوْا পঠিত হয়েছে। كُذِّبُوْا ক্রিয়াপদটি تَكْذِيْبٌ ধাতু থেকে উদ্ভূত। এমতাবস্থায় অর্থ হবে, পয়গম্বরদের অনুমিত সময়ে আজাব না আসার কারণে তাঁরা আশঙ্কা করতে থাকেন যে, এখন যারা মুসলমান, তারাও বুঝি তাঁদের প্রতি মিথ্যারোপ করতে শুরু করে যে, তাঁরা যা কিছু বলেছিলেন তা পূর্ণ হলো না। এহেন দুর্বিপাকের সময় আল্লাহ তা'আলা স্বীয় ওয়াদা পূর্ণ করে দেখালেন। অবিশ্বাসীদের উপর আজাব এসে গেল এবং মুমিনদেরকে বাঁচিয়ে রাখা হলো। ফলে পয়গম্বগণের বিজয়

https://e-ilm.weebly.com/

সুস্পষ্টভাবে প্রতিভাত হয়ে উঠলো। لَقَدْ كَانَ فِيْ قَصَصِهِمْ عِبْرَةٌ لِّأُولِي الْأَلْبَابِ অর্থাৎ, পয়গম্বরগণের কাহিনীতে বুদ্ধিমানদের জন্য বিশেষ শিক্ষা রয়েছে।

এর অর্থ সব পয়গম্বরের কাহিনীতেও হতে পারে এবং বিশেষ করে হযরত ইউসুফ (আ.) এর কাহিনীতেও হতে পারে, যা এ সূরায় বর্ণিত হয়েছে। কেননা এ ঘটনায় পূর্ণরূপে প্রতিভাত হয়েছে যে, আল্লাহ তা'আলার অনুগত বন্দাদের কি কি ভাবে সাহায্য ও সমর্থন প্রদান করা হয় এবং কূপ থেকে বের করে রাজসিংহাসনে এবং অপবাদ থেকে মুক্তি দিয়ে উচ্চতম শিখরে কিভাবে পৌঁছে দেওয়া হয়। পক্ষান্তরে চক্রান্ত ও প্রতারণাকারীরা পরিণামে কিরূপ অপমান ও লাঞ্ছনা ভোগ করে।

مَا كَانَ حَدِيْثًا يُّفْتَرٰى وَلٰكِنْ تَصْدِيْقَ الَّذِيْ بَيْنَ يَدَيْهِ অর্থাৎ, এ কাহিনী কোনো মনগড়া কথা নয়, বরং পূর্বে অবতীর্ণ গ্রন্থসমূহের সমর্থনকারী। কেননা তওরাত ও ইঞ্জিলে এ কাহিনী বর্ণিত হয়েছে। হযরত ওয়াহাব ইবনে মুনাব্বিহ (র.) বলেন- যতগুলো আসমানি গ্রন্থ ও সহীফা অবতীর্ণ হয়েছে, হযরত ইউসুফ (আ.) এর কাহিনী থেকে কোনোটিই খালি নয়। -(মাযহারী)

وَتَفْصِيْلَ كُلِّ شَيْءٍ وَّهُدًى وَّرَحْمَةً لِّقَوْمٍ يُّؤْمِنُوْنَ অর্থাৎ, এ কুরআন সব বিষয়েরই বিস্তারিত বিবরণ। অর্থাৎ, কুরআন পাকে এমন প্রত্যেক বিষয়ের বিবরণ রয়েছে, যা ধর্মীয় ক্ষেত্রে মানুষের জন্য জরুরি। ইবাদত, লেন-দেন, চরিত্র, সামাজিকতা, রাষ্ট্র পরিচালনা রাজনীতি ইত্যাদি মানব জীবনের প্রত্যেকটি ব্যক্তিগত ও সমষ্টিগত অবস্থার সাথে সম্পর্কযুক্ত বিধান ও নির্দেশ এতে রয়েছে। আরো বলা হয়েছে- এ কুরআন ঈমানদারদের জন্য হেদায়েত ও রহমত। এতে বিশেষ করে ঈমানদারদের কথা বলার কারণ এই যে, উপকারিতা ঈমানদারগণই পেতে পারেন। যদিও কাফেরের জন্যও কুরআন রহমত ও হেদায়েত, কিন্তু তাদের কুকর্ম ও অবাধ্যতার কারণে এ রহমত ও হেদায়েত তাদের পক্ষে শাস্তির কারণ হয়ে যায়।

শায়খ আবূ মনসুর বলেন- সমগ্র সূরা ইউসুফ এবং এতে সন্নিবেশিত কাহিনী বর্ণনা করার উদ্দেশ্য হচ্ছে রাসূলুল্লাহ ﷺ কে সান্ত্বনা প্রদান করা যে, স্বজাতির হাতে আপনি যেসব নির্যাতন ভোগ করছেন, পূর্ববর্তী পয়গম্বরগণও সেগুলো ভোগ করেছেন। কিন্তু পরিণামে আল্লাহ তা'আলা পয়গম্বরগণকেই বিজয়ী করেছেন। আপনার ব্যাপারটিও তদ্রূপই হবে।

শব্দবিশ্লেষণ :

حَرَصْتَ : সীগাহ واحد مذكر حاضر বহছ ماضى معروف বাব ضَرَبَ মাসদার اَلْحِرْصُ মূলবর্ণ (ح . ر . ص) জিনস صحيح অর্থ- অত্যাধিক লোভ ও আকাঙ্ক্ষা করা।

اَدْعُوْا : সীগাহ واحد متكلم বহছ مضارع معروف বাব نَصَرَ মাসদার اَلدُّعَاءُ মূলবর্ণ (د . ع . و) জিনস ناقص واوى অর্থ- আহ্বান করা।

لَمْ يَسِيْرُوْا : সীগাহ جمع مذكر غائب বহছ نفى حجدبلم درفعل مستقبل معروف বাব ضَرَبَ মাদসার اَلسَّيْرُ মূলবর্ণ (س . ى . ر) জিনস اجوف يائى অর্থ- চলাফেরা করা।

اِسْتَيْئَسَ : সীগাহ واحد مذكر غائب বহছ ماضى معروف বাব اِسْتِفْعَالٌ মাসদার اَلْاِسْتِيْئَاسُ মূলবর্ণ (ى . ء . س) জিনস مركب (مثال يائى ও مهموز عين) অর্থ- নিরাশ হওয়া।

لَايُرَدُّ : সীগাহ واحد مذكر غائب বহছ مضارع مجهول منفى بلا বাব نَصَرَ মাসদার اَلرَّدُّ মূলবর্ণ (ر . د . د) জিনস مضاعف ثلاثى অর্থ- কোনো জিনিসের প্রত্যাবর্তন। চাই তা সত্তাগত প্রত্যাবর্তন হোক কিংবা অবস্থার প্রত্যাবর্তন।

يُفْتَرٰى : সীগাহ واحد مذكر غائب বহছ مضارع مجهول বাব اِفْتِعَالٌ মাসদার اَلْاِفْتِرَاءُ মূলবর্ণ (ف . ر . ى) জিনস ناقص يائى অর্থ- বানিয়ে নেওয়া। কারো কথাকে অন্যের দিকে সম্পৃক্ত করা।

https://e-ilm.weebly.com/

سُوْرَةُ الرَّعْدِ

সূরা রা'দ

মদিনায় অবতীর্ণ, আয়াত-৪৩, রুকূ'-৬

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ○

পরম করুণাময়, দয়ালু আল্লাহর নামে শুরু করছি।

১. আলিফ, লাম-মীম-রা। এগুলো কুরআনের আয়াতসমূহ, আর যা কিছু আপনার প্রতি আপনার প্রতিপালকের পক্ষ হতে অবতীর্ণ করা হয় তা সম্পূর্ণ সত্য; কিন্তু অধিকাংশ লোকই এতে ঈমান আনে না।	الٓمّٓرٰ ۛ تِلْكَ اٰيٰتُ الْكِتٰبِ ؕ وَالَّذِيْٓ اُنْزِلَ اِلَيْكَ مِنْ رَّبِّكَ الْحَقُّ وَلٰكِنَّ اَكْثَرَ النَّاسِ لَا يُؤْمِنُوْنَ (١)
২. আল্লাহ এমন যে, তিনি আসমানসমূহকে খুঁটি ব্যতীত ঊর্ধ্বস্থিত করেছেন, যেমন তোমরা তাদেরকে দেখছ, অতঃপর আরশের উপর প্রতিষ্ঠিত হলেন এবং সূর্য ও চন্দ্রকে কার্যে রত করলেন, প্রত্যেকে এক নির্দিষ্ট সময়ে চলতে থাকে, তিনিই সকল কাজের পরিচালনা করেন, প্রমাণসমূহ বিশদভাবে বর্ণনা করেন, যাতে তোমরা নিজেদের প্রতিপালকের নিকট উপস্থিত হওয়া বিশ্বাস কর।	اَللّٰهُ الَّذِيْ رَفَعَ السَّمٰوٰتِ بِغَيْرِ عَمَدٍ تَرَوْنَهَا ثُمَّ اسْتَوٰى عَلَى الْعَرْشِ وَسَخَّرَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ ؕ كُلٌّ يَّجْرِيْ لِاَجَلٍ مُّسَمًّى ؕ يُدَبِّرُ الْاَمْرَ يُفَصِّلُ الْاٰيٰتِ لَعَلَّكُمْ بِلِقَآءِ رَبِّكُمْ تُوْقِنُوْنَ (٢)

শাব্দিক অনুবাদ :

০১. الٓمّٓرٰ আলিফ-লাম-রা تِلْكَ اٰيٰتُ الْكِتٰبِ এগুলো কুরআনের আয়াতসমূহ وَالَّذِيْٓ اُنْزِلَ اِلَيْكَ আর যা কিছু আপনার প্রতি অবতীর্ণ করা হয় مِنْ رَّبِّكَ আপনার প্রতিপালকের পক্ষ থেকে الْحَقُّ তা সম্পূর্ণ সত্য وَلٰكِنَّ اَكْثَرَ النَّاسِ لَا يُؤْمِنُوْنَ কিন্তু অধিকাংশ লোকই ঈমান আনেনা।

০২. اَللّٰهُ الَّذِيْ আল্লাহ এমন যে رَفَعَ السَّمٰوٰتِ তিনি আসমান সমূহকে ঊর্ধ্বস্থিত করেছেন بِغَيْرِ عَمَدٍ খুঁটি ব্যতীত تَرَوْنَهَا যেমন তোমরা তাদেরকে দেখছ ثُمَّ اسْتَوٰى عَلَى الْعَرْشِ অতঃপর আরশের উপর প্রতিষ্ঠিত হলেন وَسَخَّرَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ এবং সূর্য ও চন্দ্রকে কার্যে রত করলেন كُلٌّ يَّجْرِيْ لِاَجَلٍ مُّسَمًّى প্রত্যেকে এক নির্দিষ্ট সময়ে চলতে থাকে يُدَبِّرُ الْاَمْرَ তিনিই সকল কাজের পরিচালনা করেন يُفَصِّلُ الْاٰيٰتِ প্রমাণসমূহ বিশদভাবে বর্ণনা করেন لَعَلَّكُمْ بِلِقَآءِ رَبِّكُمْ تُوْقِنُوْنَ যাতে তোমরা নিজেদের প্রতিপালকের নিকট উপস্থিত হওয়া বিশ্বাস কর।

https://e-ilm.weebly.com/

৩. আর তিনি এমন যে, তিনি পৃথিবীকে প্রসারিত করেছেন এবং তাতে পর্বতমালা ও নহরসমূহ সৃষ্টি করেছেন এবং তাতে প্রত্যেক প্রকারের ফল হতে দুই দুই প্রকার সৃষ্টি করেছেন, [টক ও মিষ্ট, ছোট ও বড়] তিনি রাত্রি দ্বারা দিনকে ঢেকে দেন, এ সমস্ত বিষয়ে চিন্তাশীল লোকদের জন্য [তাওহীদের] নিদর্শনসমূহ রয়েছে।	وَهُوَ الَّذِىْ مَدَّ الْاَرْضَ وَجَعَلَ فِيْهَا رَوَاسِىَ وَاَنْهٰرًا ؕ وَمِنْ كُلِّ الثَّمَرٰتِ جَعَلَ فِيْهَا زَوْجَيْنِ اثْنَيْنِ يُغْشِى الَّيْلَ النَّهَارَ ؕ اِنَّ فِىْ ذٰلِكَ لَاٰيٰتٍ لِّقَوْمٍ يَّتَفَكَّرُوْنَ (٣)
৪. আর ভূপৃষ্ঠে রয়েছে বিভিন্ন প্রকার পাশাপাশি ভূখণ্ডসমূহ এবং আঙ্গুরের বাগানসমূহ এবং কৃষিক্ষেত্রসমূহ রয়েছে, আর খেজুর গাছ রয়েছে, যার কতিপয় তো এমন যে, এক গুঁড়ি হতে দুই বা ততোধিক গাছ উৎপন্ন হয়, এবং কতিপয় এরূপ হয় না, সকলকে একই পানি সিঞ্চন করা হয়। অথচ আমি ফলগুলোর মধ্যে একটিকে অপরটির উপর শ্রেষ্ঠত্ব প্রদান করি, এ সমস্ত বিষয়ে নিদর্শনসমূহ রয়েছে বুদ্ধিমান লোকদের জন্য।	وَفِى الْاَرْضِ قِطَعٌ مُّتَجٰوِرٰتٌ وَّجَنّٰتٌ مِّنْ اَعْنَابٍ وَّزَرْعٌ وَّنَخِيْلٌ صِنْوَانٌ وَّغَيْرُ صِنْوَانٍ يُّسْقٰى بِمَآءٍ وَّاحِدٍ ۟ وَنُفَضِّلُ بَعْضَهَا عَلٰى بَعْضٍ فِى الْاُكُلِ ؕ اِنَّ فِىْ ذٰلِكَ لَاٰيٰتٍ لِّقَوْمٍ يَّعْقِلُوْنَ (٤)
৫. আর যদি আপনি আশ্চর্য মনে করেন, তবে আশ্চর্যজনকই তাদের এ উক্তিগুলো "যখন আমরা মাটিতে মিশে যাব তখন কি আবার নতুনভাবে সৃষ্ট হব?" তারা সে লোক যারা নিজেদের প্রতিপালকের সাথে কুফরি করেছে, আর এমন লোকদের স্কন্ধে বেড়ি পরানো হবে এবং এরূপ লোকেরাই হবে জাহান্নামের অধিবাসী, তারা তাতে চিরকাল থাকবে।	وَاِنْ تَعْجَبْ فَعَجَبٌ قَوْلُهُمْ ءَاِذَا كُنَّا تُرٰبًا ءَاِنَّا لَفِىْ خَلْقٍ جَدِيْدٍ ؕ اُولٰٓئِكَ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا بِرَبِّهِمْ ۚ وَاُولٰٓئِكَ الْاَغْلٰلُ فِىْٓ اَعْنَاقِهِمْ ۚ وَاُولٰٓئِكَ اَصْحٰبُ النَّارِ ۚ هُمْ فِيْهَا خٰلِدُوْنَ (٥)

শাব্দিক অনুবাদ :

০৩. وَهُوَ الَّذِىْ আর তিনি এমন যে, مَدَّ الْاَرْضَ তিনি পৃথিবীকে প্রসারিত করেছেন وَجَعَلَ فِيْهَا এবং তাতে সৃষ্টি করেছেন رَوَاسِىَ وَاَنْهٰرًا পর্বতমালা এবং নহরসমূহ وَمِنْ كُلِّ الثَّمَرٰتِ এবং প্রত্যেক প্রকারের ফল হতে جَعَلَ فِيْهَا তাতে সৃষ্টি করেছেন زَوْجَيْنِ اثْنَيْنِ দুই দুই প্রকার يُغْشِى الَّيْلَ النَّهَارَ তিনি রাত্রি দ্বারা দিনকে ঢেকে দেন اِنَّ فِىْ ذٰلِكَ لَاٰيٰتٍ لِّقَوْمٍ يَّتَفَكَّرُوْنَ এ সমস্ত বিষয়ে চিন্তাশীল লোকদের জন্য (তাওহীদের) নিদর্শনসমূহ রয়েছে।

০৪. وَفِى الْاَرْضِ আর ভূ-পৃষ্ঠে রয়েছে قِطَعٌ مُّتَجٰوِرٰتٌ বিভিন্ন প্রকার পাশাপাশি ভূ-খণ্ডসমূহ وَّجَنّٰتٌ مِّنْ اَعْنَابٍ এবং আঙ্গুরের বাগানসমূহ وَّزَرْعٌ এবং কৃষিক্ষেত্রসমূহ রয়েছে وَّنَخِيْلٌ আর খেজুর গাছ রয়েছে صِنْوَانٌ وَّغَيْرُ صِنْوَانٍ যার কতিপয় তো এমন যে, এক গুঁড়ি দুই বা ততোধিক গাছ উৎপন্ন হয় এবং কতিপয় এরূপ হয়না يُّسْقٰى بِمَآءٍ وَّاحِدٍ সকলকে একই পানি সিঞ্চন করা হয় وَنُفَضِّلُ بَعْضَهَا عَلٰى بَعْضٍ فِى الْاُكُلِ অথচ আমি ফলগুলোর মধ্যে একটিকে অপরটির উপর শ্রেষ্ঠত্ব প্রদান করি اِنَّ فِىْ ذٰلِكَ لَاٰيٰتٍ এ সমস্ত বিষয়ে নিদর্শনসমূহ রয়েছে لِّقَوْمٍ يَّعْقِلُوْنَ বুদ্ধিমান লোকদের জন্য।

০৫. وَاِنْ تَعْجَبْ আর যদি আপনি আশ্চর্য মনে করেন فَعَجَبٌ قَوْلُهُمْ তবে আশ্চর্যজনকই তাদের এ উক্তিগুলো ءَاِذَا كُنَّا تُرٰبًا যখন আমরা মাটিতে মিশে যাব ءَاِنَّا لَفِىْ خَلْقٍ جَدِيْدٍ তখন কি আবার নতুনভাবে সৃষ্টি হবো اُولٰٓئِكَ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا بِرَبِّهِمْ তারা সেই লোক যারা নিজেদের প্রতিপালকের সাথে কুফরি করেছে وَاُولٰٓئِكَ الْاَغْلٰلُ فِىْٓ اَعْنَاقِهِمْ আর এমন লোকদের স্কন্ধে বেড়ি পরানো হবে وَاُولٰٓئِكَ اَصْحٰبُ النَّارِ এবং এরূপ লোকেরাই হবে জাহান্নামের অধিবাসী هُمْ فِيْهَا خٰلِدُوْنَ তারা তাতে চিরকাল থাকবে।

https://e-ilm.weebly.com/

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

সূরায়ে রা'দ প্রসঙ্গে : এ সূরাটি সম্পর্কে তাফসীরকারগণের একাধিক অভিমত রয়েছে। হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা.)-এর মতে, এ সূরাটি মক্কায় নাজিল হয়েছে। হযরত সাঈদ ইবনে জোবায়ের (র.) এ মতই পোষণ করেছেন। এদিকে আবুশ শেখ এবং ইবনে মারদুয়া থেকে বর্ণিত আছে যে, এ সূরাটি মদীনায় অবতীর্ণ। ইবনে জোবায়ের, কালবী এবং মোকাতেল (র.) এ মতই পোষণ করেছেন।

তৃতীয় আর একটি মত হলো, দুটি আয়াত ব্যতীত আর সবই মদীনা তৈয়্যবায় নাজিল হয়েছে, শুধুমাত্র দুটি আয়াতই মক্কায়ে মুয়াযযমায় নাজিল হয়েছে। আয়াত দুটি হলো এই-

وَلَوْ اَنَّ قُرْاٰنًا سُيِّرَتْ بِهِ الْجِبَالُ (الاية)

وَلَا يَزَالُ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا تُصِيْبُهُمْ بِمَا صَنَعُوْا (الاية)

বর্ণিত আছে যে, হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা.) এবং হযরত কাতাদা (র.) এ মত পোষণ করতেন। ইবনে আবি শায়বা থেকে জাবের ইবনে জায়েদের কথা বর্ণিত আছে যে, মৃত ব্যক্তির নিকট তারা সূরায়ে রা'দ পাঠ করতেন। কেননা এর বরকতে মৃত ব্যক্তির রূহ কবজ করা সহজ হয়। -[তাফসীরে ফতহুল কাদীর, খ. ৩, পৃ. ৬৩]

এ সূরায় দীন ইসলামের মৌলিক আকিদাসমূহের বিবরণ রয়েছে। অর্থাৎ তাওহীদ, রেসালাত, ওহী, কর্মফল এবং হক ও বাতিলের তাৎপর্য এবং পার্থক্য সম্পর্কে বিশেষ আলোচনা স্থান পেয়েছে। তাই সূরার শুরু থেকেই হকের বিবরণ রয়েছে এবং এত সুস্পষ্ট ভাষায় ঘোষণা করা হয়েছে যে, পবিত্র কুরআন যে মহান আল্লাহ তা'আলার কালাম একথা ধ্রুব সত্য। হক বা সত্যের বৈশিষ্ট্য হলো এই যে, তা বিজয়ী এবং স্থায়ী হয়। আর যা বাতিল তা বিদায় নিতে বাধ্য হয়। পবিত্র কুরআনের সত্যতা এ কথারই প্রকৃষ্ট প্রমাণ।

পূর্ববর্তী সূরার সাথে সম্পর্ক : বিগত সূরার শুরুতে কুরআনে হাকীমের সত্যতার বিবরণ ছিল এবং সূরার শেষেও এ বিষয়ের উপর আলোকপাত করা হয়েছে। ঠিক এভাবে এ সূরাও পবিত্র কুরআনের সত্যতার বিবরণ দিয়ে শুরু করা হয়েছে। এরপর বিস্তারিতভাবে আল্লাহ তা'আলার একত্ববাদের দলিল-প্রমাণ এবং তার বিস্ময়কর কুদরত হেকমতের আলোচনা রয়েছে। এরপর আখেরাতের কথা উল্লেখ রয়েছে। যারা নবুয়তকে অস্বীকার করে তাদের সন্দেহের জবাব দেওয়া হয়েছে। আল্লাহ তা'আলার একত্ববাদ, পবিত্র কুরআনের সত্যতার বিবরণ, প্রিয়নবী হযরত রাসূলে কারীম ﷺ এর নবুয়ত ও রেসালাতের প্রকৃষ্ট প্রমাণ এবং আখেরাতের সত্যতার কথা সুস্পষ্টভাবে এ সূরায় আলোচিত হয়েছে। পূর্ববর্তী সূরার শেষে পবিত্র কুরআনের বৈশিষ্ট্য এভাবে বর্ণিত হয়েছে-

مَا كَانَ حَدِيْثًا يُّفْتَرٰى وَلٰكِنْ تَصْدِيْقَ الَّذِيْ بَيْنَ يَدَيْهِ وَتَفْصِيْلَ كُلِّ شَيْءٍ وَّهُدًى وَّرَحْمَةً لِّقَوْمٍ يُّؤْمِنُوْنَ

এটা কারো বানানো কথা নয়, বরং এ হলো তার পূর্ববর্তী কথারই অনুকূল, প্রত্যেকটি বিষয়ের বিস্তারিত বিবরণ এবং হেদায়েত ও রহমত। ঠিক এমনিভাবে এ সূরাও পবিত্র কুরআনের সত্যতার বিবরণ দিয়ে শুরু করা হয়েছে। ইরশাদ হয়েছে- الٓمّٓرٰ . تِلْكَ اٰيٰتُ الْكِتٰبِ وَالَّذِيْٓ اُنْزِلَ اِلَيْكَ مِنْ رَّبِّكَ الْحَقُّ এগুলো কিতাবেরই আয়াতসমূহ। হে রাসূল! আপনার প্রতিপালকের পক্ষ থেকে আপনার প্রতি যা কিছু নাজিল হয়েছে তা ধ্রুব সত্য, সন্দেহাতীত। কিন্তু এতদসত্ত্বেও অধিকাংশ লোক তা বিশ্বাস করে না, তার প্রতি ঈমান আনে না। এমন উজ্জ্বল নিদর্শনসমূহকে তারা অস্বীকার করে।

الٓمّٓرٰ এগুলো খণ্ডবর্ণ। এসবের অর্থ একমাত্র আল্লাহ তা'আলাই জানেন। উম্মতকে এর অর্থ বলা হয়নি। সর্বসাধারণের পক্ষে এর পিছনে পড়াও সমীচীন নয়।

https://e-ilm.weebly.com/

হাদীসও কুরআনের মতো খোদায়ী ওহী :

প্রথম আয়াতে বর্ণিত হয়েছে যে, কুরআন পাক আল্লাহর কালাম এবং সত্য কিতাব বলে কুরআনকেই বুঝানো হয়েছে এবং وَالَّذِىْ اُنْزِلَ اِلَيْكَ مِنْ رَّبِّكَ বলেও কুরআনকেই বুঝানো যেতে পারে। কিন্তু عَطْف এবং واو অক্ষরটি বাহ্যতঃ বুঝায় যে, কিতাব এবং اَلَّذِىْٓ اُنْزِلَ اِلَيْكَ স্বতন্ত্র বিষয়। এমতাবস্থায় কিতাবের অর্থ কুরআন এবং اَلَّذِىْٓ اُنْزِلَ اِلَيْكَ এর অর্থ ঐ ওহী যা কুরআন ছাড়া রাসূলুল্লাহ ﷺ এর কাছে এসেছে। কেননা এ বিষয়ে কোনো দ্বিমত থাকতে পারে না যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ এর কাছে যে ওহী আসত, তা শুধু কুরআনেই সীমাবদ্ধ নয়। স্বয়ং কুরআনে বলা হয়েছে– وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوٰى اِنْ هُوَ اِلَّا وَحْىٌ يُّوْحٰى অর্থাৎ, রাসূলুল্লাহ ﷺ নিজের খেয়াল খুশি অনুযায়ী কোনো কিছু বলেন না; বরং তার উক্তি একটি ওহী, যা আল্লাহর পক্ষ থেকে তাঁর কাছে প্রেরিত হয়। এতে প্রমাণিত হয় যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ কুরআন ছাড়া অন্য যেসব বিধি-বিধান দিয়েছেন, সেগুলোও আল্লাহর পক্ষ থেকেই অবতীর্ণ। পার্থক্য এতটুকু যে, কুরআনের তেলাওয়াত করা হয় এবং সেগুলোর তেলাওয়াত হয় না। এ পার্থক্যের কারণ এই যে, কুরআনের অর্থ ও শব্দ উভয়টি আল্লাহর পক্ষ থেকে অবতীর্ণ হয়েছে এবং কুরআন ছাড়া হাদীসে যেসব বিধি বিধান রয়েছে, সেগুলোর মর্ম আল্লাহর পক্ষ থেকে অবতীর্ণ; কিন্তু শব্দ অবতীর্ণ নয়। এ জন্যই নামাজে এগুলোর তেলাওয়াত হয় না।

সে মতে আয়াতের অর্থ এই যে, এই কুরআন এবং যেসব বিধি-বিধান আপনার প্রতি অবতীর্ণ হয়, সেগুলো সব সত্য এবং সন্দেহের অবকাশমুক্ত কিন্তু অধিকাংশ লোক চিন্তা-ভাবনা না করার কারণে তা বিশ্বাস করে না।

দ্বিতীয় আয়াতে আল্লাহ তা'আলার অস্তিত্ব ও তাওহীদের প্রমাণাদি বর্ণিত হয়েছে। অর্থাৎ, তার সৃষ্টি ও কারিগরির প্রতি গভীরভাবে লক্ষ্য করলে বিশ্বাস করতে হবে যে, এগুলোর এমন একজন স্রষ্টা আছেন, যিনি সর্বশক্তিমান এবং সমগ্র সৃষ্টজগত যাঁর মুঠোর মধ্যে।

বলা হয়েছে- اَللّٰهُ الَّذِىْ رَفَعَ السَّمٰوٰتِ بِغَيْرِ عَمَدٍ تَرَوْنَهَا অর্থাৎ, আল্লাহ এমন এক সত্তা, যিনি আকাশসমূহকে সুবিস্তৃত ও বিশাল গম্বুজাকার খুঁটি ব্যতীত উচ্চে উন্নীত রেখেছেন যেমন তোমরা আকাশসমূহকে এ অবস্থায়ই দেখ।

আকাশের দেহ দৃষ্টিগোচর হয় কি?

সাধারণতঃ বলা হয় যে, আমাদের মাথার উপরে যে নীল রং দৃষ্টিগোচর হয়, তা আকাশের রঙ। কিন্তু বিজ্ঞানীরা বলেন– আলো ও অন্ধকারের সংমিশ্রণে এই রং অনুভূত হয়। নীচে তারকারাজির আলো এবং এর উপরে অন্ধকার। উভয়ের সংমিশ্রণে বাইরে থেকে নীল রং অনুভূত হয়; যেমন গভীর পানিতে আলো বিচ্ছুরিত হলে তা নীল দেখা যায়। কুরআন পাকের কতিপয় আয়াতে আকাশ দৃষ্টিগোচর হওয়ার কথা উল্লেখ করা হয়েছে; যেমন এ আয়াতে تَرَوْنَهَا বলা হয়েছে এবং অন্য এক আয়াতে وَاِلَى السَّمَآءِ كَيْفَ رُفِعَتْ বলা হয়েছে। বিজ্ঞানীদের বক্তব্য প্রথমতঃ এর পরিপন্থি নয়। কেননা এটা সম্ভব যে, আকাশের রঙও নীলাভ হবে অথবা অন্য কোনো রঙ হবে; কিন্তু মধ্যস্থলে আলো ও অন্ধকারের মিশ্রণের ফলে নীল দৃষ্টিগোচর হয়ে থাকে। শূন্যের রঙের মধ্যে যে আকাশের রঙও শামিল রয়েছে, এ কথা অস্বীকার করার কোনো প্রমাণ নেই।

এর পর ইরশাদ হয়েছে, ثُمَّ اسْتَوٰى عَلَى الْعَرْشِ অর্থাৎ, অতঃপর আরশের উপর প্রতিষ্ঠিত ও বিরাজমান হলেন, যা সিংহাসনের অনুরূপ। এ বিরাজমান হওয়ার স্বরূপ কারো বোধগম্য নয়। এতটুকু বিশ্বাস রাখা যথেষ্ট যে, যেরূপ বিরাজমান হওয়া তাঁর পক্ষে উপযুক্ত, সেরূপেই বিরাজমান রয়েছেন।

https://e-ilm.weebly.com/

وَسَخَّرَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ كُلٌّ يَّجْرِىْ لِاَجَلٍ مُّسَمًّى অর্থাৎ, আল্লাহ তা'আলা সূর্য ও চন্দ্রকে আজ্ঞাধীন করেছেন। প্রত্যেকটিই একটি নির্দিষ্ট গতিতে চলে।

আজ্ঞাধীন করার অর্থ এই যে, উভয়কে যে যে কাজে নিয়োজিত করেছেন, তারা অহর্নিশ তা করে যাচ্ছে। হাজারো বছর অতিক্রান্ত হয়ে গেছে; কিন্তু কোনো সময় তাদের গতি চুল পরিমাণও কম বেশি হয়নি। তারা ক্লান্ত হয় না এবং কোনো সময় নিজের নির্দিষ্ট কাজ ছেড়ে অন্য কাজে লিপ্ত হয় না। নির্দিষ্ট সময়ের দিকে ধাবিত হওয়ার এ অর্থও হতে পারে যে, তারা সমগ্র বিশ্বের জন্য নির্ধারিত সময় অর্থাৎ কিয়ামতের দিকে ধাবিত হচ্ছে। এ গন্তব্যস্থলে পৌছার পর মহাজগতের গোটা ব্যবস্থাপনা তছনছ হয়ে যাবে।

আরেকটি সম্ভাব্য অর্থ এই যে, আল্লাহ তা'আলা প্রত্যেক গ্রহের জন্য একটি বিশেষ গতি ও বিশেষ কক্ষপথ নির্দিষ্ট করে দিয়েছেন। তারা সব সময় নিজ নিজ কক্ষপথে নির্ধারিত গতিতে চলমান থাকে। চন্দ্র নিজ কক্ষপথ এক মাসে এবং সূর্য এক বছরে অতিক্রম করে।

এসব গ্রহের এক একটির আয়তন পৃথিবীর চাইতে বহুগুণ বড়। এগুলো বিশেষ কক্ষপথে বিশেষ গতিতে হাজারো বছর যাবৎ একই ভঙ্গিতে চলমান রয়েছে। এদের কলকব্জা কখনো ক্ষয়প্রাপ্ত হয় না, ভাঙে না এবং মেরামতেরও প্রয়োজন দেখা দেয় না। বিজ্ঞানের বর্তমান চূড়ান্ত উন্নতির পরও মানব নির্মিত বস্তুসমূহের মধ্যে এদের পূর্ণ নজির দূরের কথা, হাজার ভাগের এক ভাগ পাওয়াও অসম্ভব। প্রকৃতির এ ব্যবস্থাপনা উচ্চৈঃস্বরে ডেকে বলছে যে, এর পিছনে এমন একজন স্রষ্টা ও পরিচালক রয়েছেন, যিনি মানুষের অনুভূতি ও চেতনার বহু ঊর্ধ্বে।

يُدَبِّرُ الْاَمْرَ অর্থাৎ আল্লাহ তা'আলা প্রত্যেক কাজ পরিচালনা করেন। সাধারণতঃ মানুষ নিজের কলাকৌশলের জন্য গর্ববোধ করে; কিন্তু একটু চোখ খুলে দেখলেই বুঝা যাবে যে, তার কলাকৌশল কোনো বস্তু সৃষ্টি করতে পারে না। আল্লাহ তা'আলা সৃজিত বস্তুসমূহের নির্ভুল ব্যবহার বুঝে নেওয়াই তার কলাকৌশলের শেষ গন্তব্য। পার্থিব বস্তুসামগ্রী ব্যবহার করার যে ব্যবস্থা, তাও মানুষের সামর্থ্যের বাইরে। কেননা মানুষ প্রত্যেক কাজে অন্য হাজারো মানুষ, জানোয়ার ও অন্যান্য সৃষ্ট বস্তুর মুখাপেক্ষী, যেগুলোকে সে নিজ কলাকৌশলের মাধ্যমে নিজের কাজে নিয়োজিত করতে পারে না। আল্লাহর শক্তিই প্রত্যেক বস্তুকে অন্য বস্তুর সাথে এমনভাবে জুড়ে দিয়েছে যে, আপনা থেকেই এসে জড়ো হয়। আপনার গৃহ নির্মাণের প্রয়োজন হলে স্থপতি থেকে শুরু করে রঙ পালিশকারী সাধারণ কর্মী পর্যন্ত শত শত মানুষ নিজেদের দৈহিক সামর্থ্য ও কারিগরি বিদ্যা দিয়ে আপনার সেবা করতে প্রস্তুত দেখা যাবে। বহু দোকানে বিক্ষিপ্ত নির্মাণ-সামগ্রী আপনি নিজ প্রয়োজনে প্রস্তুত পাবেন। কিন্তু নিজস্ব অর্থ অথবা কলাকৌশলের জোরে এসব বস্তুর মূল উপাদান সৃষ্টি করতে এবং সব মানুষকে স্ব স্ব ক্ষেত্রে দক্ষ ও কারিগরী প্রতিভা সম্পন্ন করে গড়ে তুলতে আপনি সক্ষম হবেন কি? আপনি কেন, কোনো বৃহত্তর সরকারও আইনের জোরে এ ব্যবস্থা কায়েম করতে পারে না। নিঃসন্দেহে স্ব স্ব ক্ষেত্রে দক্ষতা প্রদান এবং তা দ্বারা বিশ্বব্যবস্থার নিখুঁত পরিচালনা একমাত্র চিরঞ্জীব ও মহাব্যবস্থাপক আল্লাহরই কাজ। মানুষ একে নিজের কলাকৌশল মনে করলে তা মূর্খতা বৈ আর কিছু হবে না।

يُفَصِّلُ الْاٰيٰتِ অর্থাৎ, তিনি আয়াতসমূহকে তন্ন তন্ন করে বর্ণনা করেন। এর অর্থ কুরআনের আয়াতসমূহ হতে পারে। আল্লাহ তা'আলা এগুলো নাজিল করেছেন। অতঃপর রাসূলুল্লাহ ﷺ এর মাধ্যমে তা বর্ণনা ও ব্যাখ্যা করেছেন।

অথবা আলোচ্য আয়াতের অর্থ আল্লাহ তা'আলা অপার শক্তির নিদর্শনাবলিও হতে পারে। অর্থাৎ, আসমান জমিন ও স্বয়ং মানুষের অস্তিত্ব, এগুলো বিস্তারিতভাবে সর্বদা ও সর্বত্র মানুষের দৃষ্টির সামনে বিদ্যমান রয়েছে।

https://e-ilm.weebly.com/

لَعَلَّكُمْ بِلِقَاءِ رَبِّكُمْ تُوقِنُونَ অর্থাৎ, সমগ্র সৃষ্টজগৎ ও তার বিস্ময়কর পরিচালনা-ব্যবস্থা আল্লাহ তা'আলা এজন্য কায়েম করেছেন, যাতে তোমরা চিন্তা-ভাবনা করে পরকাল ও কিয়ামতে বিশ্বাসী হও। কেননা এ বিস্ময়কর ব্যবস্থা ও সৃষ্টির প্রতি লক্ষ্য করার পর পরকালে মানুষকে পুনর্বার সৃষ্টি করাকে আল্লাহর শক্তি বহির্ভূত মনে করা সম্ভব হবে না। যখন শক্তির অন্তর্ভুক্ত ও সম্ভবপর বুঝা যাবে, তখন দেখতে হবে যে, এ সংবাদ এমন এক ব্যক্তি দিয়েছেন, যিনি জীবনে কোনো দিন মিথ্যা বলেননি। কাজেই তা বাস্তবতাসম্পন্ন ও প্রমাণিত হওয়ার ব্যাপারে কোনোরূপ সন্দেহ থাকতে পারে না।

وَهُوَ الَّذِي مَدَّ الْأَرْضَ وَجَعَلَ فِيهَا رَوَاسِيَ وَأَنْهَارًا তিনিই ভূ-মণ্ডলকে বিস্তৃত করেছেন এবং তাতে ভারী পাহাড়-পর্বত ও নদ-নদী সৃষ্টি করেছেন।

ভূ-মণ্ডলের বিস্তৃতি তার গোলাকৃতির পরিপন্থি নয়। কেননা গোলাকার বস্তু যদি অনেক বড় হয়, তবে তার প্রত্যেকটি অংশ একটি বিস্তৃত পৃষ্ঠের মতোই দৃষ্টিগোচর হয়। কুরআন পাক সাধারণ মানুষকে তাদের দৃষ্টিকোণে সম্বোধন করে। বাহ্যদর্শী ব্যক্তি পৃথিবীকে একটি বিস্তৃত পৃষ্ঠরূপে দেখে। তাই একে বিস্তৃত করা শব্দ দ্বারা ব্যক্ত করা হয়েছে। এরপর পৃথিবীর ভারসাম্য বজায় রাখা ও অন্যান্য অনেক উপকারিতার জন্য এর উপর সুউচ্চ ও ভারী পাহাড় প্রতিষ্ঠিত করা হয়েছে। এসব পাহাড় একদিকে ভূ-পৃষ্ঠের ভারসাম্য বজায় রাখে এবং অন্যদিকে সমগ্র সৃষ্টজীবকে পানি পৌঁছাবার ব্যবস্থা করে। পানির বিরাট ভাণ্ডার পাহাড় শৃঙ্গে বরফ আকারে সঞ্চিত রাখা হয়। এর জন্য কোনো চৌবাচ্চা নেই এবং তা তৈরি করারও প্রয়োজন নেই। অতঃপর এ ফল্গুধারা থেকেই কোথাও প্রকাশ্য নদ-নদী ও খাল-বিল নির্গত হয় এবং কোথাও ভূগর্ভেই লুকিয়ে থাকে। অতঃপর কূপের মাধ্যমে এ ফল্গুধারার সন্ধান করে তা থেকে পানি উত্তোলন করা হয়।

وَمِنْ كُلِّ الثَّمَرَاتِ جَعَلَ فِيهَا زَوْجَيْنِ اثْنَيْنِ অর্থাৎ, এ ভূ-পৃষ্ঠ থেকে নানাবিধ ফল-ফসল উৎপন্ন করছেন এবং প্রত্যেক ফলের ফসলের দু' দুপ্রকার সৃষ্টি করেছেন– লাল, সাদা, টক-মিষ্টি। زَوْجَيْنِ এর অর্থ দুই না হয়ে একাধিক হতে পারে, যেগুলোর সংখ্যা কমপক্ষে দু'হবে। তাই এ বিষয়টি زَوْجَيْنِ اثْنَيْنِ শব্দ দ্বারা ব্যক্ত করা হয়েছে। زَوْجَيْنِ এর অর্থ নর ও মাদী হওয়াও অসম্ভব নয়। যেমন অভিজ্ঞতা দ্বারা প্রমাণিত হয়েছে যে, অনেক বৃক্ষ নর ও মাদী হয়। উদাহরণতঃ খেজুর, পেঁপে ইত্যাদি। অন্যান্য বৃক্ষের মধ্যেও এরূপ সম্ভাবনা আছে; যদিও গবেষণা এখনো এতটা অগ্রসর হয়নি।

يُغْشِي اللَّيْلَ النَّهَارَ অর্থাৎ, আল্লাহ তা'আলাই রাত্রি দ্বারা দিনকে ঢেকে দেন। অর্থাৎ, দিনের আলোর পর রাত্রি নিয়ে আসেন; যেমন কোনো উজ্জ্বল বস্তুকে পর্দা দ্বারা আবৃত করে দেওয়া হয়।

إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ নিঃসন্দেহে সমগ্র সৃষ্টি ও তার পরিচালনা ও ব্যবস্থাপনার মধ্যে চিন্তাশীলদের জন্য আল্লাহ তা'আলার অপার শক্তির বহু নিদর্শন বিদ্যমান রয়েছে।

وَفِي الْأَرْضِ قِطَعٌ مُّتَجَاوِرَاتٌ وَجَنَّاتٌ مِّنْ أَعْنَابٍ وَزَرْعٌ وَنَخِيلٌ صِنْوَانٌ وَغَيْرُ صِنْوَانٍ يُسْقَىٰ بِمَاءٍ وَاحِدٍ وَنُفَضِّلُ بَعْضَهَا عَلَىٰ بَعْضٍ فِي الْأُكُلِ অর্থাৎ, অনেক ভূমিখণ্ড পরস্পর সংলগ্ন হওয়া সত্ত্বেও প্রকৃতি ও বৈশিষ্ট্যে বিভিন্নরূপ। কোনোটি উর্বর ও কোনোটি অনুর্বর, কোনোটি নরম ও কোনোটি শক্ত এবং কোনোটি শস্যের উপযোগী এবং কোনোটি বাগানের উপযোগী। এসব ভূ-খণ্ডে রয়েছে আঙ্গুরের বাগান, শস্যক্ষেত্র এবং খেজুরবৃক্ষ। তন্মধ্যে কোনো বৃক্ষ এমন যে এক কাণ্ড উপরে পৌঁছে দ'কাণ্ড হয়ে যায়। যেমন সাধারণ বৃক্ষ এবং কোনোটিতে এক কাণ্ডই থাকে যেমন খেজুরবৃক্ষ ইত্যাদি।

https://e-ilm.weebly.com/

এসব ফল একই জমিতে উৎপন্ন হয়, একই পানি দ্বারা সিক্ত হয় এবং চন্দ্র সূর্যের কিরণ ও বাতাস সবই এক রকম পায়; কিন্তু এ সত্ত্বেও এসবের রঙ ও স্বাদ বিভিন্ন এবং আকারে ছোট ও বড়। সংলগ্ন হওয়া সত্ত্বেও নানা ধরনের বিভিন্নতা এ বিষয়ের সুস্পষ্ট প্রমাণ যে, একই উৎস থেকে উৎপন্ন বিচিত্রধর্মী এসব ফল ফসলের সৃষ্টি কোনো একজন বিজ্ঞ ও বিচক্ষণ সত্তার আদেশের অধীনে চালু রয়েছে– শুধু বস্তুর রূপান্তরে নয়। যেমন এক শ্রেণির অজ্ঞ লোক তাই মনে করে। কেননা নিছক বস্তুর রূপান্তর হলে সব বস্তু অভিন্ন হওয়া সত্ত্বেও এ বিভিন্নতা কিরূপে হতো। একই জমি থেকে এক ফল এক ঋতুতে উৎপন্ন হয় এবং অন্য ফল অন্য ঋতুতে। একই বৃক্ষে একই ডালে বিভিন্ন প্রকার ছোট বড় এবং বিভিন্ন স্বাদের ফল ধরে।

إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يَعْقِلُونَ নিঃসন্দেহে এতে আল্লাহর শক্তি, মাহাত্ম্য ও একত্বের বহু নিদর্শন রয়েছে বুদ্ধিমানদের জন্য। এতে ইঙ্গিত আছে যে, যারা এসব বিষয়ে চিন্তা করে না, তারা বুদ্ধিমান নয়– যদিও দুনিয়াতে তারা বুদ্ধিমান ও সমঝদার বলে কথিত হয়।

কাফেরদের সন্দেহ ছিল তিনটি। (এক) তারা মৃত্যুর পর পুনর্জীবন এবং হাশরের হিসাব-কিতাবকে অসম্ভব ও যুক্তিবিরুদ্ধ মনে করত। এ কারণেই তারা পরকালের সংবাদদাতা পয়গম্বরগণকে এবং তাঁদের নবুয়তকে অস্বীকার করত। কুরআন পাকের এক আয়াতে তাদের এ সন্দেহ বর্ণনা করে বলা হয়েছে– هَلْ نَدُلُّكُمْ عَلَىٰ رَجُلٍ يُنَبِّئُكُمْ إِذَا مُزِّقْتُمْ كُلَّ مُمَزَّقٍ إِنَّكُمْ لَفِي خَلْقٍ جَدِيدٍ তারা এসব কথা দ্বারা পয়গম্বরগণের প্রতি উপহাস করার জন্য বলত এসো, আমরা তোমাদেরকে এমন এক ব্যক্তির কথা বলি, সে বলে যে, তোমরা যখন মৃত্যুর পর খণ্ডবিখণ্ড হয়ে যাবে এবং ধূলিকণা হয়ে ছড়িয়ে পড়বে, তখন তোমাদেরকে আবার নতুনভাবে সৃষ্টি করা হবে।

মৃত্যুর পর পুনর্জীবনের প্রমাণ : আলোচ্য ৫নং আয়াতে তাদের এ সন্দেহের জওয়াব দেওয়া হয়েছে– وَإِنْ تَعْجَبْ فَعَجَبٌ قَوْلُهُمْ أَإِذَا كُنَّا تُرَابًا أَإِنَّا لَفِي خَلْقٍ جَدِيدٍ এতে রাসূলুল্লাহ ﷺ কে সম্বোধন করে বলা হয়েছে যে, আপনি আশ্চর্যান্বিত হবেন যে, কাফেররা আপনার সুস্পষ্ট মু'জিযা এবং নবুয়তের প্রকাশ্য নিদর্শনাবলি দেখা সত্ত্বেও আপনার নবুয়ত স্বীকার করে না। পক্ষান্তরে তারা নিষ্প্রাণ ও চেতনাহীন পাথরকে উপাস্য মানে, যে পাথর নিজের উপকার ও ক্ষতি করতেও সক্ষম নয়, অপরের উপকার ও ক্ষতি কিরূপে করবে?

কিন্তু এর চাইতে অধিক আশ্চর্যের বিষয় হচ্ছে তাদের এ উক্তি যে, আমরা মৃত্যুর পর যখন মাটি হয়ে যাব, তখন দ্বিতীয় বার আমাদেরকে কিরূপে সৃষ্টি করা হবে; এটা কি সম্ভবপর? কুরআন পাক এ আশ্চর্যের কারণ স্পষ্টভাবে বর্ণনা করেনি। কেননা পূর্ববর্তী আয়াতসমূহে আল্লাহর অপার শক্তির বিস্ময়কর বহিঃপ্রকাশ বর্ণনা করে প্রমাণিত করা হয়েছে যে, তিনি সর্বশক্তিমান। তিনি সমগ্র সৃষ্টিজগতকে অনস্তিত্ব থেকে অস্তিত্বে এনেছেন, অতঃপর প্রত্যেক বস্তুর অস্তিত্বের মধ্যে এমন রহস্য নিহিত রেখেছেন, যা অনুভব করাও মানুষের সাধ্যাতীত। বলাবাহুল্য, যে সত্তা প্রথমবার কোনো বস্তুকে অনস্তিত্ব থেকে অস্তিত্বে আনতে পারেন, তাঁর পক্ষে পুনর্বার অস্তিত্বে আনা কিরূপে কঠিন হতে পারে? কোনো নতুন বস্তু তৈরি করা মানুষের পক্ষেও প্রথমবার কঠিন মনে হয়; কিন্তু পুনর্বার তৈরি করতে চাইলে সহজ হয়ে যায়।

আশ্চর্যের বিষয়, কাফেররা একথা বিশ্বাস করে যে, প্রথমবার সমগ্র বিশ্বকে অসংখ্য হেকমতসহ আল্লাহ তা'আলাই সৃষ্টি করেছেন। এরপর পুনর্বার সৃষ্টি করাকে তারা কিরূপে অসম্ভব ও যুক্তি বিরুদ্ধ মনে করে?

সম্ভবতঃ অবিশ্বাসীদের কাছে বড় প্রশ্ন যে, মরে মাটি হয়ে যাওয়ার পর মানুষের অঙ্গ প্রত্যঙ্গ ধূলিকণার আকারে বিশ্বময় ছড়িয়ে পড়ে। বায়ু এসব ধূলিকণাকে কোথা থেকে কোথায় পৌঁছে দেয়। অতঃপর কিয়ামতের দিন এসব ধূলিকণাকে কিরূপে একত্রিত করা হবে এবং একত্রিত করে কিরূপে জীবিত করা হবে?

https://e-ilm.weebly.com/

কিন্তু তারা দেখে না যে, তাদের বর্তমান অস্তিত্বের মধ্যেও সারা বিশ্বের কণা একত্রিত রয়েছে। বিশ্বের প্রাচ্য ও প্রতীচ্যের বস্তুসমূহ, পানি, বায়ু ও এদের আনীত কণা মানুষের খাদ্যের মধ্যে শামিল হয়ে তার দেহের অংশে পরিণত হয়। এ বেচারী অনেক সময় জানেও না যে, যে লোকমাটি সে মুখে পুরছে, তাতে কতগুলো কণা আফ্রিকার, কতগুলো আমেরিকার এবং কতগুলো প্রাচ্য দেশসমূহের রয়েছে? যে সত্তা অপার শক্তি ও কলা-কৌশলের মাধ্যমে সারা বিশ্বের বিক্ষিপ্ত কণাসমূহকে একত্রিত করে, এমন মানুষ ও জন্তুর অস্তিত্ব খাড়া করেছেন, আগামীকাল এসব কণা একত্রিত করা তাঁর পক্ষে কেন মুশকিল হবে? অথচ বিশ্বের সমস্ত শক্তি পানি, বায়ু ইত্যাদি তাঁরই আজ্ঞাবহ। তাঁর ইঙ্গিতে বায়ু, পানি এবং শূন্য তার ভিতরকার সব কণা যদি একত্রিত করে দেয়, তবে তা অবিশ্বাস্য হবে কেন?

সত্যি বলতে কি, কাফেররা আল্লাহ তা'আলার শক্তি ও মহিমাকে চিনতেই পারেনি। তারা নিজেদের শক্তির নিরিখে আল্লাহর শক্তিকে বুঝে। অথচ নভোমণ্ডল, ভূমণ্ডল ও এতদু'ভয়ের মধ্যবর্তী সব বস্তু আপন আপন মর্যাদা সম্পর্কে সম্যক সচেতন এবং আল্লাহ তা'আলার আজ্ঞাধীন।

মোটকথা, সুস্পষ্ট নিদর্শনাবলি দেখা সত্ত্বেও কাফেরদের পক্ষে নবুওয়ত অস্বীকার করা যেমন আশ্চর্যের বিষয়, তার চাইতেও অধিক আশ্চর্যের বিষয় হচ্ছে কিয়ামতের পুনর্জীবন ও হাশরের দিন কে অস্বীকার করা।

এরপর অবিশ্বাসীদের শাস্তি উল্লেখ করে বলা হয়েছে যে, এরা শুধু আপনাকেই অস্বীকার করে না; বরং প্রকৃতপক্ষে পালনকর্তাকেও অস্বীকার করে। তাদের শাস্তি এই যে, তাদের গর্দানে লৌহশৃঙ্খল পরানো হবে এবং তারা চিরকাল দোজখে বাস করবে।

শব্দবিশ্লেষণ :

تَرَوْنَهَا : সীগাহ جمع مذكر حاضر বহছ مضارع معروف ; বাব فَتَحَ মাসদার اَلرُّؤْيَةُ মূলবর্ণ (ر ـ أ ـ ي) জিনস مركب (مهموز عين ও ناقص يائي) অর্থ- দেখা।

اِسْتَوٰى : সীগাহ واحد مذكر غائب বহছ ماضي معروف বাব اِسْتِفْعَالٌ মাসদার اَلْاِسْتِوَاءُ মূলবর্ণ (س ـ و ـ ي) জিনস مركب (اجوف واوي ও ناقص يائي) অর্থ- সমান হওয়া, স্থির হওয়া।

رَوَاسِيَ : অর্থ– বোঝা, পাহাড়। رَاسِيَةٌ-এর বহুবচন

اَنْهَارٌ : অর্থ– নদীসমূহ। نَهْرٌ-এর বহুবচন।

يُغْشِيْ : সীগাহ واحد مذكر غائب বহছ مضارع معروف বাব اِفْعَالٌ মাসদার اَلْاِغْشَاءُ মূলবর্ণ (غ ـ ش ـ ي) জিনস ناقص يائي অর্থ- ঢেকে দেওয়া, আবৃত করা, আচ্ছাদিত করা।

يُسْقٰى : সীগাহ واحد مذكر غائب বহছ مضارع مجهول বাব ضَرَبَ মাসদার اَلسَّقْيُ মূলবর্ণ (س ـ ق ـ ي) জিনস ناقص يائي অর্থ- পান করা, খেচঁ করা। সেঁচ করা হবে।

https://e-ilm.weebly.com/

৬. আর এরা সুখ-শান্তির পূর্বে অশান্তির জন্য আপনাকে পীড়াপীড়ি করে, অথচ তাদের পূর্বে আজাবের বহু দৃষ্টান্ত অতীত হয়েছে; আর একথাও স্থির নিশ্চিত যে, আপনার প্রতিপালক মানুষের অপরাধসমূহ ক্ষমা করে দেন, তাদের অন্যায়াচার সত্ত্বেও এবং একথাও স্থির নিশ্চিত যে, আপনার রব কঠিন শাস্তি প্রদান করেন।	وَيَسْتَعْجِلُوْنَكَ بِالسَّيِّئَةِ قَبْلَ الْحَسَنَةِ وَقَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِمُ الْمَثُلٰتُ ۭ وَاِنَّ رَبَّكَ لَذُوْ مَغْفِرَةٍ لِّلنَّاسِ عَلٰى ظُلْمِهِمْ ۚ وَاِنَّ رَبَّكَ لَشَدِيْدُ الْعِقَابِ (٦)
৭. এবং এ কাফেররা এটা [-ও] বলে যে, তাঁর প্রতি তাঁর রবের পক্ষ হতে বিশেষ মু'জিযা নাজিল করা হলো না কেন? আপনি কেবল ভয় প্রদর্শক, আর প্রত্যেক কওমের জন্য একজন পথপ্রদর্শক হয়ে থাকেন।	وَيَقُوْلُ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا لَوْلَآ اُنْزِلَ عَلَيْهِ اٰيَةٌ مِّنْ رَّبِّهٖ ۭ اِنَّمَآ اَنْتَ مُنْذِرٌ وَّلِكُلِّ قَوْمٍ هَادٍ (٧) ع
৮. আল্লাহ তা'আলা সমস্তই জানেন, যা কিছু প্রত্যেক স্ত্রীলোক গর্ভে ধারণ করে থাকে এবং যা কিছু জরায়ুতে কম ও বেশি হয়ে থাকে, আর সমস্ত বস্তু আল্লাহর নিকট রয়েছে এক নির্দিষ্ট পরিমাণে।	اَللّٰهُ يَعْلَمُ مَا تَحْمِلُ كُلُّ اُنْثٰى وَمَا تَغِيْضُ الْاَرْحَامُ وَمَا تَزْدَادُ ۭ وَكُلُّ شَيْءٍ عِنْدَهٗ بِمِقْدَارٍ (٨)
৯. তিনি অদৃশ্য ও দৃশ্য সকল বস্তু সম্বন্ধে অবগত আছেন, সুমহান সমুন্নত।	عٰلِمُ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ الْكَبِيْرُ الْمُتَعَالِ (٩)

শাব্দিক অনুবাদ :

০৬. وَيَسْتَعْجِلُوْنَكَ আর এরা আপনাকে পীড়াপীড়ি করে بِالسَّيِّئَةِ অশান্তির জন্য قَبْلَ الْحَسَنَةِ সুখ শান্তির পূর্বে وَقَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِمُ الْمَثُلٰتُ অথচ তাদের পূর্বে আজাবের বহু দৃষ্টান্ত অতীত হয়েছে وَاِنَّ رَبَّكَ আর একথাও স্থির নিশ্চিত যে, আপনার প্রতিপালক لَذُوْ مَغْفِرَةٍ لِّلنَّاسِ মানুষের অপরাধসমূহ ক্ষমা করে দেন عَلٰى ظُلْمِهِمْ তাদের অন্যায়াচার সত্ত্বেও وَاِنَّ رَبَّكَ لَشَدِيْدُ الْعِقَابِ এবং একথাও স্থির নিশ্চিত যে, আপনার রব কঠিন শাস্তি প্রদান করেন।

০৭. وَيَقُوْلُ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا এবং এ কাফেররা এটাও বলে যে, لَوْلَآ اُنْزِلَ عَلَيْهِ اٰيَةٌ مِّنْ رَّبِّهٖ তাঁর প্রতি তাঁর রবের পক্ষ থেকে বিশেষ মু'জিযা নাজিল করা হলো না কেন? اِنَّمَآ اَنْتَ مُنْذِرٌ আপনি কেবল ভয় প্রদর্শক وَّلِكُلِّ قَوْمٍ هَادٍ আর প্রত্যেক কওমের জন্য এক একজন পথ প্রদর্শন হয়ে থাকে।

০৮. اَللّٰهُ يَعْلَمُ আল্লাহ তা'আলা সমস্তই জানেন مَا تَحْمِلُ كُلُّ اُنْثٰى যা কিছু স্ত্রীলোক গর্ভে ধারণ করে থাকে وَمَا تَغِيْضُ الْاَرْحَامُ وَمَا تَزْدَادُ এবং যা কিছু জরায়ুতে কম ও বেশি হয়ে থাকে وَكُلُّ شَيْءٍ عِنْدَهٗ بِمِقْدَارٍ আর সমস্ত বস্তু আল্লাহর নিকট রয়েছে এক নির্দিষ্ট পরিমাণে।

০৯. عٰلِمُ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ তিনি অদৃশ্য ও দৃশ্য সকল বস্তু সম্বন্ধে অবগত আছেন الْكَبِيْرُ الْمُتَعَالِ সুমহান, সমুন্নত।

https://e-ilm.weebly.com/

১০. এ সবই সমান– তোমাদের মধ্যকার যে কেউ কোনো কথা চুপে চুপে বলে এবং যে উচ্চৈঃস্বরে বলে, আর যে ব্যক্তি রাত্রিকালে কোথাও আত্মগোপন করে এবং যে দিনের বেলায় চলাফেরা করে।	سَوَآءٌ مِّنْكُمْ مَّنْ اَسَرَّ الْقَوْلَ وَمَنْ جَهَرَ بِهٖ وَمَنْ هُوَ مُسْتَخْفٍۢ بِالَّيْلِ وَسَارِبٌۢ بِالنَّهَارِ (١٠)
১১. প্রত্যেক মানুষের জন্য কতিপয় ফেরেশতা রয়েছে, যাদের বদলি হতে থাকে, কতিপয় তার সম্মুখে এবং কতিপয় তার পিছনে, যারা আল্লাহর আদেশে তার হেফাজত করে; নিশ্চয় আল্লাহ তা'আলা কোনো জাতির অবস্থা পরিবর্তন করেন না, যে পর্যন্ত তারা নিজেরা নিজেদের অবস্থার পরিবর্তন না করে, আর যখন আল্লাহ তা'আলা কোনো জাতির উপর বিপদ নিপতিত করার সিদ্ধান্ত করেন, তখন তা সরানোর কোনো উপায় নেই এবং আল্লাহ ব্যতীত আর কেউ তাদের জন্য সহায় হয় না।	لَهٗ مُعَقِّبٰتٌ مِّنْۢ بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِنْ خَلْفِهٖ يَحْفَظُوْنَهٗ مِنْ اَمْرِ اللّٰهِ ؕ اِنَّ اللّٰهَ لَا يُغَيِّرُ مَا بِقَوْمٍ حَتّٰى يُغَيِّرُوْا مَا بِاَنْفُسِهِمْ ؕ وَاِذَآ اَرَادَ اللّٰهُ بِقَوْمٍ سُوْٓءًا فَلَا مَرَدَّ لَهٗ ۚ وَمَا لَهُمْ مِّنْ دُوْنِهٖ مِنْ وَّالٍ (١١)
১২. তিনি এমন যে, তোমাদেরকে বিদ্যুৎ প্রদর্শন করেন, যাতে আশঙ্কাও হয় এবং আশাও হয় এবং তিনি মেঘমালাকে উচ্চে উঠান– যা পানিতে পরিপূর্ণ থাকে।	هُوَ الَّذِيْ يُرِيْكُمُ الْبَرْقَ خَوْفًا وَّطَمَعًا وَّيُنْشِئُ السَّحَابَ الثِّقَالَ (١٢)

শাব্দিক অনুবাদ :

১০. سَوَآءٌ مِّنْكُمْ এসবই সমান مَّنْ اَسَرَّ الْقَوْلَ তোমাদের মধ্যে যে কেউ কোনো কথা চুপে চুপে বলে وَمَنْ جَهَرَ بِهٖ এবং যে উচ্চৈঃস্বরে বলে وَمَنْ هُوَ مُسْتَخْفٍۢ بِالَّيْلِ আর যে ব্যক্তি রাত্রিকালে কোথাও আত্মগোপন করে وَسَارِبٌۢ بِالنَّهَارِ এবং যে দিনের বেলায় চলাফেরা করে।

১১. لَهٗ مُعَقِّبٰتٌ প্রত্যেক মানুষের জন্য কতিপয় ফেরেশতা রয়েছে مِّنْۢ بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِنْ خَلْفِهٖ কতিপয় তার সম্মুখে এবং কতিপয় তার পিছনে يَحْفَظُوْنَهٗ مِنْ اَمْرِ اللّٰهِ যারা আল্লাহর আদেশে তার হেফাজত করে اِنَّ اللّٰهَ নিশ্চয়ই আল্লাহ তা'আলা لَا يُغَيِّرُ مَا بِقَوْمٍ কোনো জাতির অবস্থা পরিবর্তন করেননা حَتّٰى يُغَيِّرُوْا مَا بِاَنْفُسِهِمْ যে পর্যন্ত তারা নিজেরা নিজেদের অবস্থা পরিবর্তন না করে। وَاِذَآ اَرَادَ اللّٰهُ بِقَوْمٍ سُوْٓءًا আর যখন আল্লাহ তা'আলা কোনো জাতির উপর বিপদ নিপতিত করার সিদ্ধান্ত করেন فَلَا مَرَدَّ لَهٗ তখন তা সরানোর কোনো উপায় নেই وَمَا لَهُمْ مِّنْ دُوْنِهٖ مِنْ وَّالٍ এবং আল্লাহ তা'আলা ব্যতীত আর কেউ তাদের জন্য সহায় হয় না।

১২. هُوَ الَّذِيْ يُرِيْكُمُ الْبَرْقَ তিনি এমন যে, তোমাদেরকে বিদ্যুৎ প্রদর্শন করেন خَوْفًا وَّطَمَعًا যাতে আশঙ্কাও হয় এবং আশাও হয় وَّيُنْشِئُ السَّحَابَ الثِّقَالَ এবং তিনি মেঘমালাকে উচ্চে উঠান যা পানিতে পরিপূর্ণ থাকে।

https://e-ilm.weebly.com/

১৩. এবং রা'দ [ফেরেশতা] তাঁর প্রশংসার সাথে পবিত্রতা বর্ণনা করে এবং [অন্যান্য] ফেরেশতাগণও তাঁর ভয়ে, আর তিনি প্রেরণ করেন বিদ্যুৎসমূহ, অতঃপর নিক্ষেপ করেন যার উপর ইচ্ছা, আর তারা আল্লাহর সম্বন্ধে বিতর্ক করে, অথচ তিনি হচ্ছেন অত্যন্ত ক্ষমতাবান।	وَيُسَبِّحُ الرَّعْدُ بِحَمْدِهٖ وَالْمَلٰٓئِكَةُ مِنْ خِيْفَتِهٖ ۚ وَيُرْسِلُ الصَّوَاعِقَ فَيُصِيْبُ بِهَا مَنْ يَّشَآءُ وَهُمْ يُجَادِلُوْنَ فِي اللّٰهِ ۚ وَهُوَ شَدِيْدُ الْمِحَالِ ﴿١٣﴾
১৪. সত্য ডাক তাঁরই জন্য নির্দিষ্ট রয়েছে এবং এরা আল্লাহ ব্যতীত অপর যাদেরকে আহ্বান করে, তারা তাদের আবেদন এর চেয়ে অধিক গ্রহণ করতে পারে না- সে (পিপাসাতুর) ব্যক্তির আবেদনের ন্যায়- যে ব্যক্তি স্বীয় হস্তদ্বয় প্রসারিত করে দেয় পানির দিকে, যেন তা তার মুখে এসে পৌছে, অথচ তা (নিজে নিজে) তার মুখে এসে পৌছবে না; আর (দেবতাদের নিকট) কাফেরদের আবেদন তো নিষ্ফল।	لَهٗ دَعْوَةُ الْحَقِّ ۚ وَالَّذِيْنَ يَدْعُوْنَ مِنْ دُوْنِهٖ لَا يَسْتَجِيْبُوْنَ لَهُمْ بِشَيْءٍ اِلَّا كَبَاسِطِ كَفَّيْهِ اِلَى الْمَآءِ لِيَبْلُغَ فَاهُ وَمَا هُوَ بِبَالِغِهٖ ۚ وَمَا دُعَآءُ الْكٰفِرِيْنَ اِلَّا فِيْ ضَلٰلٍ ﴿١٤﴾
১৫. আর সকলেই আল্লাহরই সম্মুখে মস্তক অবনত করে আছে যারা আসমানসমূহে এবং জমিনে আছে, (কতক) স্বেচ্ছায় এবং (কতক) অনিচ্ছায় এবং তাদের ছায়াও (মস্তকাবনত করে) প্রাতে এবং সন্ধ্যায়।	وَلِلّٰهِ يَسْجُدُ مَنْ فِي السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ طَوْعًا وَّكَرْهًا وَّظِلٰلُهُمْ بِالْغُدُوِّ وَالْاٰصَالِ ﴿١٥﴾

শাব্দিক অনুবাদ :

১৩. وَيُسَبِّحُ الرَّعْدُ بِحَمْدِهٖ এবং রা'দ (ফেরেশতা) তাঁর প্রশংসার সাথে পবিত্রতা বর্ণনা করে وَالْمَلٰٓئِكَةُ مِنْ خِيْفَتِهٖ এবং অন্যান্য ফেরেশতাগণ ও তাঁর ভয়ে وَيُرْسِلُ الصَّوَاعِقَ আর তিনি প্রেরণ করেন বিদ্যুৎসমূহ فَيُصِيْبُ بِهَا مَنْ يَّشَآءُ অতঃপর নিক্ষেপ করেন যার উপর ইচ্ছা وَهُمْ يُجَادِلُوْنَ فِي اللّٰهِ আর তারা আল্লাহ সম্বন্ধে বিতর্ক করে وَهُوَ شَدِيْدُ الْمِحَالِ অথচ তিনি হচ্ছেন অত্যন্ত ক্ষমতাবান।

১৪. لَهٗ دَعْوَةُ الْحَقِّ সত্য ডাক তারই জন্য নির্দিষ্ট রয়েছে وَالَّذِيْنَ يَدْعُوْنَ مِنْ دُوْنِهٖ এবং এরা আল্লাহ ব্যতীত অপর যাদেরকে আহ্বান করে لَا يَسْتَجِيْبُوْنَ لَهُمْ بِشَيْءٍ তারা তাদের আবেদন এবং চেয়ে অধিক গ্রহণ করতে পারে না اِلَّا كَبَاسِطِ كَفَّيْهِ اِلَى الْمَآءِ সে (পিপাসাতুর) ব্যক্তির আবেদনের ন্যায় যে ব্যক্তি স্বীয় হস্তদ্বয় প্রসারিত করে দেয় পানির দিকে لِيَبْلُغَ فَاهُ যেন তা তার মুখে এসে পৌছে وَمَا هُوَ بِبَالِغِهٖ অথচ তা (নিজে নিজে) তার মুখে এসে পৌছবে না وَمَا دُعَآءُ الْكٰفِرِيْنَ اِلَّا فِيْ ضَلٰلٍ আর (দেবতাদের নিকট) কাফেরদের আবেদন তো নিষ্ফল।

১৫. لِلّٰهِ يَسْجُدُ আর সকলেই আল্লাহর সম্মুখে মস্তক অবনত করে আছে مَنْ فِي السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ যারা আসমান সমূহে এবং জমিনে আছে طَوْعًا وَّكَرْهًا (কতক) স্বেচ্ছায় (কতক) অনিচ্ছায় وَّظِلٰلُهُمْ بِالْغُدُوِّ وَالْاٰصَالِ এবং তাদের ছায়াও (মস্তকাবনত করে) প্রাতে এবং সন্ধ্যায়।

https://e-ilm.weebly.com/

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

وَيَسْتَعْجِلُوْنَكَ بِالسَّيِّئَةِ قَبْلَ الْحَسَنَةِ وَقَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِمُ الْمَثُلٰتُ وَاِنَّ رَبَّكَ لَذُوْ مَغْفِرَةٍ لِّلنَّاسِ عَلٰى ظُلْمِهِمْ وَاِنَّ رَبَّكَ لَشَدِيْدُ الْعِقَابِ.

শানে নুযুল : আলোচ্য আয়াত পাপিষ্ট নযর বিন হারেছ ও মক্কার অন্যান্য মুশরিক কাফেরদের সম্পর্কে নাজিল করা হয়েছে। যারা বিদ্রূপাত্মকভাবে বলত যে, হে আল্লাহ! মুহাম্মদের আবিষ্কৃত ধর্ম যদি সত্য হয়ে থাকে, তাহলে তোমার পক্ষ থেকে আমাদের উপর আকাশ হতে পাথর বর্ষণ কর। অথবা আমাদের উপর অন্য কোনো কষ্ট দায়ক শাস্তি প্রদান কর। তাদের নিজেদের জন্য অবধারিত ধ্বংস, তারা দ্রুত আসার দাবি করার পরিপ্রেক্ষিতে আলোচ্য আয়াত নাজিল হয়েছে। –(জালালাইন টীকা)

وَيُسَبِّحُ الرَّعْدُ بِحَمْدِهٖ وَالْمَلٰٓئِكَةُ مِنْ خِيْفَتِهٖ وَيُرْسِلُ الصَّوَاعِقَ فَيُصِيْبُ بِهَا مَنْ يَّشَآءُ.

শানে নুযুল : তিরমিযি শরীফের বর্ণনানুযায়ী হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা.) থেকে বর্ণিত যে, ইহুদিদের একটি প্রতিনিধি দল রাসূল ﷺ-এর নিকট উপস্থিত হয়ে বলল, হে আবুল কাসেম! রাআদ সম্পর্কে তথ্য দাও তা' কি বস্তু? রাসূল ﷺ বললেন যে, তাহলো বৃষ্টির দায়িত্বে নিয়োজিত একজন ফেরেশতা। তার নিকট অগ্নীবর্ষা রয়েছে। তা দ্বারা তিনি মেঘ-মালা চালনা করেন, যে সকল স্থানে আল্লাহর নির্দেশ থাকে। তখন তারা বলল, যে আওয়াজটি হয় তা কি? তিনি বললেন, তা মেঘমালা পরিচালনার শব্দ। তাতে আল্লাহর তাসবীহাত আদায় করে। এরই পরিপ্রেক্ষিতে উক্ত আয়াত নাজিল করা হয়েছে। (জালালাইন টীকা ২০১) ইবনে জুরাইজ বলেন, আলোচ্য আয়াত নাজিল হয়েছে, আব্বাস বিন রবিআ ও আমের বিন তুফাইলের ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে। –(বাহরে মুহীত্ব) আবার কারো মতে লবীদ বিন রবিআ ও আমের বিন তুফাইল সম্পর্কে নাজিল হয়েছে। লবীদ বিন রবিআ রাসূল ﷺ কে হত্যা করার উদ্দেশ্যে এসে বলল, হে মুহাম্মদ! তোমার রব সম্পর্কে কিছু তথ্য আমাকে দাও, তা কি স্বর্ণের নির্মিত? না রৌপ্য দ্বারা নির্মিত? না কাশা বা লোহা দ্বারা নির্মিত? তৎক্ষণাৎ আসমান থেকে বিজলী এসে হতভাগা লবীদের উপর পতিত হয়, ফলে সে সেখানেই জ্বলে ভস্ম হয়ে যায় এবং আমের বিন তুফাইল মহামারীতে আক্রান্ত হয়ে মারা যায়। সে পরিপ্রেক্ষিতে আলোচ্য আয়াত নাজিল হয়েছে।

يُجَادِلُوْنَ فِي اللّٰهِ وَهُوَ شَدِيْدُ الْمِحَالِ.

শানে নুযুল : রাসূল ﷺ আরবের কোনো একজন প্রভাবশালী নেতার কাছে কোনো সাহাবীকে দাওয়াত দেওয়ার জন্য প্রেরণ করেন। তখন সে বলল, আল্লাহর রাসূল কে? আল্লাহ কে? তা কি স্বর্ণ বা রৌপ্য দ্বারা নির্মিত না কি লোহা দ্বারা নির্মিত? তখন তার প্রতি বজ্রাঘাত হানে এতে তার মস্তক উড়িয়ে নেয়। সে নরাধম সম্পর্কে আলোচ্য আয়াত নাজিল হয়েছে। (বাহরে মুহীত্ব ৫/৩৬৭/ জালালাইন ২০১)

أَفَمَنْ يَّعْلَمُ اَنَّمَآ اُنْزِلَ اِلَيْكَ مِنْ رَّبِّكَ الْحَقُّ كَمَنْ هُوَ اَعْمٰى اِنَّمَا يَتَذَكَّرُ اُولُوا الْاَلْبَابِ.

শানে নুযুল : হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) বলেন, আলোচ্য আয়াত হযরত হামযা ও আবূ জাহল সম্পর্কে নাজিল হয়েছে। কারো মতে হযরত ওমর বিন খাত্তাব ও আবূ জাহেল সম্পর্কে আলোচ্য আয়াত নাজিল হয়েছে। আবার কারো মতে হযরত আম্মার বিন ইয়াসার ও আবূ জাহেল সম্পর্কে নাজিল হয়েছে।

কাফেরদের দ্বিতীয় সন্দেহ ছিল এই :

যদি বাস্তবিকই আপনি আল্লাহর রাসূল হয়ে থাকেন, তবে রাসূলের বিরুদ্ধাচরণের কারণে আপনি যেসব শাস্তির কথা শুনান, সেগুলো আসে না কেন? ৬নং আয়াতে এর জওয়াব দেওয়া হয়েছে।

https://e-ilm.weebly.com/

"তারা বিপদমুক্তির মেয়াদ শেষ হওয়ার পূর্বেই আপনার কাছে বিপদ নাজিল হওয়ার তাগাদা করে (যে, আপনি নবী হয়ে থাকলে তাৎক্ষণিক আজাব এনে দিন। এতে বুঝা যায় যে, তারা আজাব আসাকে খুবই অবাস্তব অথবা অসম্ভব মনে করে।) অথচ তাদের পূর্বে অন্য কাফেরদের উপর অনেক আজাব এসেছে। সবাই তা প্রত্যক্ষ করেছে। এমতাবস্থায় ওদের উপর আজাব আসা অবস্থা হলো কিরূপে? এখানে مَثُلَاتُ শব্দটি مَثُلَةٌ -এর বহুবচন। এর অর্থ অপমানকর ও দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি।

এরপর বলা হয়েছে- নিশ্চিতই আপনার পালনকর্তা মানুষের গোনাহ, ও অবাধ্যতা সত্ত্বেও অত্যন্ত ক্ষমাশীল ও দয়ালু। যারা এ ক্ষমা ও দয়া দ্বারা উপকৃত হয় না এবং অবাধ্যতায় ডুবে থাকে, তাদের জন্য তিনি কঠোর শাস্তিদাতাও বটে। কাজেই কোনোরূপ ভুল বুঝাবুঝিতে লিপ্ত থাকা উচিত নয় যে, আল্লাহ তা'আলা যখন ক্ষমাশীল, দয়ালু, তখন আমাদের উপর কোনো আজাব আসতেই পারে না।

কাফেরদের তৃতীয় সন্দেহ ছিল এই যে, আমরা রাসূল ﷺ এর অনকে মু'জিযা দেখেছি; কিন্তু বিশেষ ধরনের যেসব মু'জিযা আমরা দেখতে চাই, সেগুলো তিনি প্রকাশ করেন না কেন? এর উত্তর তৃতীয় আয়াতে দেওয়া হয়েছে-

وَيَقُوْلُ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا لَوْلَا اُنْزِلَ عَلَيْهِ اٰيَةٌ مِّنْ رَّبِّهٖ اِنَّمَآ اَنْتَ مُنْذِرٌ وَّ لِكُلِّ قَوْمٍ هَادٍ

"কাফেররা আপনার নবুয়তের বিরুদ্ধে আপত্তি তুলে বলে যে, আমরা যে বিশেষ মু'জিযা দেখতে চাই; তা তাঁর উপর নাজিল করা হলো না কেন? এর উত্তর এই যে, মু'জিযা জাহির করা পয়গম্বরের ইচ্ছাধীন নয়; বরং এটা সরাসরি আল্লাহর কাজ। তিনি যখন যে ধরনের মু'জিযা প্রকাশ করতে চান, তাই করেন। তিনি কারো দাবি ও আশা পূরণ করতে বাধ্য নন। এ জন্যই বলা হয়েছে- اِنَّمَآ اَنْتَ مُنْذِرٌ অর্থাৎ, আপনার কাজ শুধু কাফেরদেরকে আল্লাহর আজাব সম্পর্কে ভয় প্রদর্শন করা- মু'জিযা জাহির করা নয়।

وَلِكُلِّ قَوْمٍ هَادٍ অর্থাৎ, পূর্ববর্তী উম্মতের মধ্যে প্রত্যেক সম্প্রদায়ের জন্য পথপ্রদর্শক ছিল। আপনি একক নবী নন। জাতিকে পথপ্রদর্শন করা সব পয়গম্বরেরই দায়িত্ব ছিল। মু'জিযা প্রকাশ করার ক্ষমতা কাউকে দেওয়া হয়নি। আল্লাহ তা'আলা যখন যে ধরনের মু'জিযা প্রকাশ করতে চান, তাই করেন।

প্রত্যেক দেশে ও জনগোষ্ঠীর মধ্যে পয়গম্বর আসা কি জরুরি?

আয়াতে বলা হয়েছে- প্রত্যেক কওমের জন্য একজন পথপ্রদর্শক ছিলেন। এ থেকে প্রমাণিত হয় যে, কোনো সম্প্রদায় ও ভূখণ্ড পথপ্রদর্শক থেকে খালি থাকতে পারে না; যে কোনো পয়গম্বর হোক কিংবা পয়গম্বরের প্রতিনিধিরূপে তাঁর দাওয়াতের প্রচারক হোক। উদাহরণতঃ সূরা ইয়াসীনে পয়গম্বরের পক্ষ থেকে প্রথমে দু'ব্যক্তিকে কোনো সম্প্রদায়ের কাছে প্রেরণের কথা উল্লিখিত রয়েছে। তাঁরা স্বয়ং নবী ছিলেন না। এরপর তাঁদের সাহায্য ও সমর্থনের জন্য তৃতীয় ব্যক্তিকে পাঠানোর কথা বর্ণিত রয়েছে।

তাই এ আয়াত থেকে একথা আবশ্যকভাবে প্রমাণিত হয় না যে, আমাদের উপমহাদেশেও কোনো নবী-রাসূল জন্মগ্রহণ করেছিলেন। তবে রাসূলের দাওয়াত পৌঁছানোর জন্য যুগে যুগেই এ দেশে প্রচুর সংখ্যক সাধক প্রচারকের আগমন প্রমাণিত রয়েছে এছাড়া এ জাতীয় অসংখ্য পথপ্রদর্শক যে এখানে জন্মগ্রহণ করেছেন, তাও সবার জানা।

এ পর্যন্ত তিন আয়াতে নবুওয়ত অস্বীকারকারীদের সন্দেহের জওয়াব বর্ণিত হয়েছে। চতুর্থ আয়াতে আবার তাওহীদের আসল বিষয়বস্তু উল্লিখিত হয়েছে। চতুর্থ আয়াতে আবার তাওহীদের আসল বিষয়বস্তু উল্লিখিত হয়েছে। সূরার শুরু থেকেই এ সম্পর্কে আলোচনা হয়ে এসেছে। বলা হয়েছে-

اَللّٰهُ يَعْلَمُ مَا تَحْمِلُ كُلُّ اُنْثٰى .... عِنْدَهٗ بِمِقْدَارٍ অর্থাৎ, প্রত্যেক নারী যে গর্ভধারণ করে, তা ছেলে কি মেয়ে, সুশ্রী কি কুশ্রী, সৎ কি অসৎ তা সবই আল্লাহ জানেন এবং নারীদের গর্ভাশয়ে যে হ্রাসবৃদ্ধি হয়, অর্থাৎ কোনো সময় এক বা একাধিক সন্তান জন্মগ্রহণ করে, কোনো সময় দ্রুত, কোনো সময় দেরিতে- তাও আল্লাহ তা'আলা জানেন।

https://e-ilm.weebly.com/

এ আয়াতে আল্লাহ তা'আলার একটি বিশেষ গুণ বর্ণিত হয়েছে যে, তিনি 'আলেমুল গায়ব'। সৃষ্টিজগতের প্রতিটি অণু পরমাণু ও সেসবের পরিবর্তনশীল অবস্থা সম্পর্কে তিনি ওয়াকিফহাল। এর সাথেই মানব সৃষ্টির প্রতিটি স্তর, প্রতিটি পরিবর্তন ও প্রতিটি চিহ্ন সম্পর্কে জ্ঞাত হওয়ার কথা উল্লেখ করা হয়েছে। গর্ভস্থ সন্তান ছেলে না মেয়ে না উভয়ই: না কিছুই না- শুধু পানি আর বায়ু রয়েছে- এসব বিষয়ের নিশ্চিত ও নির্ভুল জ্ঞান একমাত্র তিনিই রাখেন। লক্ষণাদিদৃষ্টে কোনো হাকীম অথবা ডাক্তার এ ব্যাপারে যে মত ব্যক্ত করে, তার মর্যাদা, ধারণা ও অনুমানের চাইতে বেশি নয়। অনেক সময় বাস্তব ঘটনা এর বিপরীত প্রকাশ পায়। আধুনিক এক্সরে মেশিনও এ সত্য উদঘাটন করতে অক্ষম। এর সত্যিকার ও নিশ্চিত জ্ঞান একমাত্র আল্লাহ তা'আলাই রাখেন। এ বিষয়টিই অন্য এক আয়াতে বর্ণিত হয়েছে-

وَيَعْلَمُ مَا فِى الْأَرْحَامِ অর্থাৎ, আল্লাহ তা'আলাই জানেন যা কিছু গর্ভাশয়ে রয়েছে।

আরবি ভাষায় تَغِيْضُ শব্দটি হ্রাস পাওয়া ও শুষ্ক হওয়ার অর্থে ব্যবহৃত হয়। আলোচ্য আয়াতে এর বিপরীতে تَزْدَادُ শব্দ এসে নির্দিষ্ট করে দিয়েছে যে, এখানে অর্থ হ্রাস পাওয়া। উদ্দেশ্য এই যে, জননীর গর্ভাশয়ে যা কিছু হ্রাস-বৃদ্ধি হয়, তার বিশুদ্ধ জ্ঞান আল্লাহ তা'আলাই রাখেন। এ হ্রাস-বৃদ্ধির অর্থ গর্ভজাত সন্তানের সংখ্যায় হ্রাস-বৃদ্ধি হতে পারে, অর্থাৎ গর্ভে এক সন্তান আছে কিংবা বেশি এবং জন্মের সময়ও হ্রাস-বৃদ্ধিও হতে পারে, অর্থাৎ গর্ভস্থ সন্তান কত মাস, কত দিন ও কত ঘন্টায় জন্মগ্রহণ করে। একজন বাহ্যিক মানুষের অস্তিত্ব লাভ করবে, তার নিশ্চিত জ্ঞানও আল্লাহ ছাড়া কেউ রাখতে পারে না।

তাফসীরবিদ মুজাহিদ বলেন- গর্ভাবস্থায় নারীদের যে রক্তপাত হয়, তা গর্ভস্থ সন্তানের দৈহিক আয়তন ও স্বাস্থ্য হ্রাসের কারণে হয়। تَغِيْضُ الْأَرْحَامُ বলে এই হ্রাস বুঝানো হয়েছে। বাস্তব সত্য এই যে, হ্রাসের যত প্রকার রয়েছে, আয়াতের ভাষা সবগুলোতেই পরিব্যপ্ত। কাজেই কোনো বিরোধ নেই।

وَكُلُّ شَىْءٍ عِنْدَهُ بِمِقْدَارٍ অর্থাৎ, আল্লাহ তা'আলার কাছে প্রত্যেক বস্তুর একটি বিশেষ অনুমান ও মাপ রয়েছে। এর কমও হতে পারে না এবং বেশিও হতে পারে না। সন্তানের সব অবস্থাও এর অন্তর্ভুক্ত। তার প্রত্যেকটি বিষয় আল্লাহ তা'আলার কাছে নির্ধারিত আছে। কতদিন গর্ভে থাকবে, কতকাল দুনিয়াতে জীবিত থাকবে এবং কি পরিমাণ রিজিক পাবে, এসব বিষয়ে আল্লাহর অনুপম জ্ঞান তাঁর তাওহীদের প্রকৃষ্ট প্রমাণ।

عٰلِمُ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ الْكَبِيْرُ الْمُتَعَالِ এখানে غَيْبٌ শব্দ দ্বারা ঐসব বস্তু বুঝানো হয়েছে যা মানুষের পঞ্চ ইন্দ্রিয়ের কাছে অনুপস্থিত, অর্থাৎ চক্ষু দ্বারা দেখা যায় না, কানে শোনা যায় না, নাকে ঘ্রাণ নেওয়া যায় না, জিহ্বা দ্বারা স্বাদ বুঝা যায় না এবং হাতে স্পর্শ করা যায় না।

এর বিপরীত شَهَادَةٌ হচ্ছে ঐসব বস্তু, যেগুলো উল্লিখিত পঞ্চ ইন্দ্রিয় দ্বারা অনুভব করা যায়। আয়াতের অর্থ এই যে,এটা আল্লাহ তা'আলার বিশেষ গুণ যে, তিনি প্রত্যেক অনুপস্থিতকে এমনিভাবে জানেন, যেমন উপস্থিত ও বিদ্যমানকে জেনে থাকেন।

اَلْكَبِيْرُ শব্দের অর্থ বড় এবং مُتَعَالٌ -এর অর্থ উচ্চ। উভয় শব্দ দ্বারা বুঝানো হয়েছে যে, তিনি সৃষ্ট বস্তুসমূহের গুণাবলির ঊর্ধ্বে এবং সবার চেয়ে বড়। কাফের ও মুশরিকরা সংক্ষেপে আল্লাহ তা'আলার মহত্ত্ব ও উচ্চমর্যাদা স্বীকার করত, কিন্তু উপলব্ধি দোষে তারা আল্লাহকে সাধারণ মানুষের সমতুল্য জ্ঞান করে তাঁর জন্য এমন গুণাবলি সাব্যস্ত করত, যেগুলো তাঁর মর্যাদার পক্ষে খুবই অসম্ভব। উদাহরণতঃ ইহুদি ও খ্রিস্টানরা আল্লাহর জন্য পুত্র সাব্যস্ত করেছে। কেউ কেউ তাঁর জন্য মানুষের ন্যায় দেহ ও অঙ্গ প্রত্যঙ্গ সাব্যস্ত করেছে এবং কেউ কেউ বিশেষ দিক নির্ধারণ করেছে। অথচ তিনি এসব অবস্থা ও গুণ থেকে উচ্চে, ঊর্ধ্বে ও পবিত্র। কুরআন পাক তাদের বর্ণিত গুণাবলি থেকে পবিত্রতা প্রকাশের জন্য বার বার বলেছে- سُبْحٰنَ اللّٰهِ عَمَّا يَصِفُوْنَ অর্থাৎ, আল্লাহ তা'আলা ঐসব গুণ থেকে পবিত্র, যেগুলো তারা বর্ণনা করে।

https://e-ilm.weebly.com/

প্রথম عَلِمُ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ এবং তৎপূর্ববর্তী اَللّٰهُ يَعْلَمُ مَا تَحْمِلُ كُلُّ اُنْثٰى বাক্যে আল্লাহ তা'আলার জ্ঞানগত পরাকাষ্ঠা বর্ণিত হয়েছিল। দ্বিতীয় اَلْكَبِيْرُ الْمُتَعَالِ বাক্যে শক্তি ও মাহাত্ম্যের পরাকাষ্ঠা বর্ণিত হয়েছে। অর্থাৎ তাঁর শক্তি ও সামর্থ্য মানুষের কল্পনার উর্ধ্বে। এর পরবর্তী আয়াতেও এ জ্ঞান ও শক্তির পরাকাষ্ঠা একটি বিশেষ আঙ্গিকে বর্ণনা করা হয়েছে–

سَوَاءٌ مِّنْكُمْ مَّنْ اَسَرَّ الْقَوْلَ وَمَنْ جَهَرَ بِهٖ وَمَنْ هُوَ مُسْتَخْفٍ بِاللَّيْلِ وَسَارِبٌ بِالنَّهَارِ : اَسَرَّ শব্দটি اِسْرَارٌ থেকে উদ্ভূত। এর অর্থ আস্তে কথা বলা এবং جَهْر শব্দের অর্থ, জোরে কথা বলা। অপরকে শোনানো জন্য যে কথা বলা হয়, তাকে جَهْر বলে এবং যে কথা স্বয়ং নিজেকে শোনানোর জন্য বলা হয়, তাকে سِرّ বলে। مُسْتَخْفٍ শব্দের অর্থ যে গা ঢাকা দেয় এবং سَارِبٌ-এর অর্থ যে স্বাধীন নিশ্চিন্তভাবে পথে চলে।

আয়াতের অর্থ এই যে, আল্লাহ তা'আলার জ্ঞান সর্বব্যাপী। কাজেই যে ব্যক্তি আস্তে কথা বলে এবং যে ব্যক্তি উচ্চৈঃস্বরে কথা বলে, তারা উভয় আল্লাহর কাছে সমান। তিনি উভয়ের কথা সমভাবে শোনেন এবং জানেন। এমনিভাবে যে ব্যক্তি রাতের অন্ধকারে গা ঢাকা দেয় এবং যে ব্যক্তি দিবালোকে প্রকাশ্য রাস্তায় চলে, তারা উভয়ই আল্লাহ তা'আলার জ্ঞান ও শক্তির দিক দিয়ে সমান। উভয়ের আভ্যন্তরীণ ও বাহ্যিক অবস্থা তিনি সমভাবে জানেন এবং উভয়ের উপর তাঁর শক্তি সমভাবে পরিব্যাপ্ত। কেউ তাঁর ক্ষমতার আওতাবাহির্ভূত নয়।

এ বিষয়টি কেই আরো স্পষ্ট করে বলা হয়েছে, لَهٗ مُعَقِّبٰتٌ مِّنْۢ بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِنْ خَلْفِهٖ يَحْفَظُوْنَهٗ مِنْ اَمْرِ اللّٰهِ: مُعَقِّبَاتٌ শব্দটি مُعَقِّبَةٌ এর বহুবচন। যে দল অপর দলের পিছনে কাছাকাছি হয়ে আসে, তাকে مُعَقِّبَةٌ অথবা مُتَعَقِّبَةٌ বলা হয়। مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ-এর শাব্দিক অর্থ, উভয় হাতের মাঝখানে। উদ্দেশ্য মানুষের সম্মুখ দিক। مِنْ خَلْفِهٖ-এর অর্থ– পশ্চাৎ দিক। مِنْ اَمْرِ اللّٰهِ এখানে مِنْ কারণবোধক অর্থ দেয়; অর্থাৎ بِاَمْرِ اللّٰهِ কোনো কোনো কেরাআতে এ শব্দটি بِاَمْرِ اللّٰهِ ও বর্ণিত আছে। –(রূহুল মা'আনী)

আয়াতের অর্থ এই যে, যে ব্যক্তি কথা গোপন করতে কিংবা প্রকাশ করতে চায় এবং যে ব্যক্তি চলাফেরাকে রাতের অন্ধকারে ঢেকে রাখতে চায় অথবা প্রকাশ্য সড়কে ঘোরাফেরা করে– এমন প্রত্যেক ব্যক্তির জন্য আল্লাহর পক্ষ থেকে ফেরেশতাদের দল নিযুক্ত রয়েছে। তার সম্মুখে ও পশ্চাদ্দিক থেকে তাকে ঘিরে রাখে। তাদের কাজ ও দায়িত্ব পরিবর্তিত হতে থাকে এবং তারা একের পর এক আগমন করে। আল্লাহর নির্দেশে মানুষের হেফাজত করা তাদের দায়িত্ব।

সহীহ বুখারীর হাদীসে বলা হয়েছে– ফেরেশতাদের দু'টি দল হেফাজতের জন্য নিযুক্ত রয়েছে। একদল রাত্রির জন্য এবং একদল দিনের জন্য। উভয় দল ফজরের ও আসরের নামাজের সময় একত্রিত হন। ফজরের নামাজের পর রাতের পাহারাদার দল বিদায় নেন এবং দিনের পাহারাদাররা কাজ বুঝে নেন। আসরের নামাজের পর তাঁরা বিদায় হয়ে যান রাতের ফেরেশতাগণ দায়িত্ব নিতে চলে আসেন।

আবূ দাউদের এক হাদীসে হযরত আলী মুর্তাজা (রা.)-এর রেওয়ায়েতে বর্ণিত আছে, প্রত্যেক মানুষের সাথে কিছুসংখ্যক হেফাজতকারী ফেরেশতা নিযুক্ত রয়েছেন। তার উপর যাতে কোনো প্রাচীর ধ্বসে না পড়ে কিংবা সে কোনো গর্তে পতিত না হয়, কিংবা কোনো জন্তু অথবা মানুষ তাকে কষ্ট না দেয়, ইত্যাদি বিষয়ে ফেরেশতাগণ তার হেফাজত করেন। তবে কোনো মানুষকে বিপদাপদে জড়িত করার জন্য যখন আল্লাহর পক্ষ থেকে নির্দেশ জারি হয়ে যায়, তখন হেফাজতকারী ফেরেশতারা সেখান থেকে সরে যায়। –(রূহুল মা'আনী)

হযরত ওসমান গণী (রা.)-এর রেওয়ায়েতে ইবনে জারীর কর্তৃক বর্ণিত এক হাদীস থেকে আরো জানা যায় যে, হেফাজতকারী ফেরেশতাদের কাজ শুধু পার্থিব বিপদাপদ ও দুঃখ কষ্ট থেকে হেফাজত করাই নয়; বরং তারা মানুষকে পাপ কাজ থেকে বাঁচিয়ে রাখারও চেষ্টা করেন। মানুষের মনে সাধুতাও আল্লাহভীতির প্রেরণা জাগ্রত

https://e-ilm.weebly.com/

করেন যাতে সে গুনাহ থেকে বেঁচে থাকে। এরপরও যদি সে ফেরেশতাদের প্রেরণার প্রতি উদাসীন হয়ে পাপে লিপ্ত হয়ে যায়, তবে তারা দোয়া ও চেষ্টা করে যাতে সে শীঘ্র তওবা করে পাক হয়ে যায়। অগত্যা যদি সে কোনোরূপেই হুশিয়ার না হয়, তখন তারা তার আমলনামায় গোনাহ লিখে দেয়। মোটকথা এই যে, হেফাজতকারী ফেরেশতা দীন ও দুনিয়া উভয়ের বিপদাপদ থেকে মানুষের নিদ্রায় ও জাগরণে হেফাজত করে। হযরত কা'ব আহবার বলেন, মানুষের উপর থেকে আল্লাহর হেফাজতের এই পাহারা সরিয়ে দিলে জিনদের অত্যাচারে মানবজীবন অতিষ্ট হয়ে যাবে। কিন্তু এসব রক্ষামূলক পাহারা ততক্ষণ পর্যন্তই কার্যকর থাকে, যতক্ষণ তকদিরে ইলাহী মানুষের হেফাজতের অনুমতি দেয়। যদি আল্লাহ তা'আলাই কোনো বান্দাকে বিপদে জড়িত করতে চান, তবে এসব রক্ষামূলক পাহারা নিষ্ক্রিয় হয়ে যায়।

إِنَّ اللَّهَ لَا يُغَيِّرُ مَا بِقَوْمٍ حَتَّىٰ يُغَيِّرُوا مَا بِأَنفُسِهِمْ وَإِذَا أَرَادَ اللَّهُ بِقَوْمٍ سُوءًا فَلَا مَرَدَّ لَهُ وَمَا لَهُم مِّن دُونِهِ مِن وَالٍ অর্থাৎ, আল্লাহ তা'আলা কোনো সম্প্রদায়ের অবস্থা পরিবর্তন করেন না, যতক্ষণ স্বয়ং তারাই নিজেদের অবস্থা ও কাজকর্ম মন্দ ও অশান্তিতে পরিবর্তিত করে না নেয়। (তারা যখন নিজেদের অবস্থা অবাধ্যতা ও নাফরমানিতে পরিবর্তিত করে নেয়, তখন আল্লাহ তা'আলাই স্বীয় কর্মপন্থা পরিবর্তন করে দেন। বলাবাহুল্য) যখন আল্লাহ তা'আলাই কাউকে আজাব দিতে চান, তখন কেউ তা রদ করতে পারে না এবং আল্লাহর নির্দেশের বিপরীতে তার সাহায্যার্থে কেউ এগিয়ে আসতে পারে না।

সারকথা এই যে, মানুষের হেফাজতের জন্য আল্লাহর পক্ষ থেকে ফেরেশতাদের পাহারা নিয়োজিত থাকে; কিন্তু সম্প্রদায় যখন আল্লাহর নিয়ামতের কৃতজ্ঞতা ও তাঁর আনুগত্য ত্যাগ করে কুকর্ম, কুচরিত্র ও অবাধ্যতার পথ বেছে নেয়, তখন আল্লাহ তা'আলাও স্বীয় রক্ষামূলক পাহারা উঠিয়ে নেন। এরপর আল্লাহর আজাব ও গজব তাদের উপর নেমে আসে। এ আজাব থেকে আত্মরক্ষার কোনো উপায় থাকে না।

এ ব্যাখ্যা থেকে জানা গেল যে, আলোচ্য আয়াতের অবস্থা পরিবর্তন করার উদ্দেশ্য হচ্ছে যখন কোনো সম্প্রদায় আনুগত্য ও কৃতজ্ঞতার পথ ত্যাগ করে স্বীয় অবস্থায় মন্দ পরিবর্তন সূচিত করে, তখন আল্লাহ তা'আলাও স্বীয় অনুকম্পা ও হেফাজতের কর্মপন্থা পরিবর্তন করে দেন।

এ আয়াতের অর্থ সাধারণভাবে এরূপ বর্ণনা করা হয় যে, কোনো জাতির জীবনে কল্যাণকর বিপ্লব ততক্ষণ পর্যন্ত আসে না, যতক্ষণ তারা এ কল্যাণকর বিপ্লবের জন্য নিজেদের অবস্থা সংশোধন করে নিজেদেরকে তার যোগ্য করে না নেয়।

هُوَ الَّذِي يُرِيكُمُ الْبَرْقَ خَوْفًا وَطَمَعًا وَيُنشِئُ السَّحَابَ الثِّقَالَ অর্থাৎ, আল্লাহ তা'আলাই তোমাদেরকে বিদ্যুৎ প্রদর্শন করেন। এটা মানুষের জন্য ভয়েরও কারণ হতে পারে। কারণ এটা যে জায়গায় পতিত হয় সবকিছু জ্বালিয়ে ছাই ভস্ম করে দেয়। আবার এটা আশাও সঞ্চার করে যে বিদ্যুৎ চমকানোর পর বৃষ্টি হবে, যা মানুষ ও জীব জন্তুর জীবনের অবলম্বন এবং আল্লাহ তা'আলাই বড় বড় ভারী মেঘমালাকে মৌসুমী বায়ুতে রূপান্তরিত করে উত্থিত করেন এবং জলপূর্ণ মেঘমালাকে শূন্যে কোথা থেকে কোথায় নিয়ে যান। এরপর স্বীয় ফয়সালা ও তকদির অনুযায়ী যথা ইচ্ছা, তা বর্ষণ করেন।

وَيُسَبِّحُ الرَّعْدُ بِحَمْدِهِ وَالْمَلَائِكَةُ مِنْ خِيفَتِهِ অর্থাৎ, রা'দ আল্লাহ তা'আলার প্রশংসা ও কৃতজ্ঞতার তাসবীহ পাঠ করে এবং ফেরেশতারাও তাঁর ভয়ে তাসবীহ পাঠ করে। সাধারণের পরিভাষায় রা'দ বলা হয় মেঘের গর্জনকে, যা মেঘমালার পারস্পরিক সংঘর্ষের ফলে সৃষ্টি হয়। এর তাসবীহ পাঠ করার অর্থ ঐ তাসবীহ যে সম্পর্কে কুরআন পাকের অন্য এক আয়াতে উল্লিখিত রয়েছে যে, ভূমণ্ডল ও নভোমণ্ডলে এমন কোনো বস্তু নেই, যে আল্লাহর তাসবীহ পাঠ করে না। কিন্তু সাধারণ মানুষ এই তাসবীহ শুনতে সক্ষম হয় না।

https://e-ilm.weebly.com/

কোনো কোনো হাদীসে আছে যে, বৃষ্টি বর্ষণের কাজে নিযুক্ত ও আদিষ্ট ফেরেশতার নাম রা'দ। এই অর্থে তাসবীহ পাঠ করার মানে সুস্পষ্ট।

وَيُرْسِلُ الصَّوَاعِقَ فَيُصِيبُ بِهَا مَنْ يَّشَاءُ এখানে صَوَاعِقُ শব্দটি صَاعِقَةٌ-এর বহুবচন। এর অর্থ বজ্র, যা মাটিতে পতিত হয়। আয়াতের উদ্দেশ্য এই যে, আল্লাহ তা'আলাই এসব বিদ্যুৎ মর্ত্যে প্রেরণ করেন, যেগুলো দ্বারা যাকে ইচ্ছা জ্বালিয়ে দেন।

وَهُمْ يُجَادِلُوْنَ فِي اللّٰهِ وَهُوَ شَدِيْدُ الْمِحَالِ এখানে مِحَالٌ শব্দটি মীমের যেরযোগে কৌশল, শাস্তি, শক্তি সামর্থ্য ইত্যাদি অর্থে প্রযুক্ত হয়, আয়াতের অর্থ এই যে, তারা আল্লাহ তা'আলার তাওহীদের ব্যাপারে পারস্পরিক কলহ বিবাদ ও তর্ক বিতর্কে লিপ্ত রয়েছে; অথচ আল্লাহ তা'আলা শক্তিশালী কৌশলকারী। তাঁর সামনে সবার চাতুরী অচল।

সত্য ও অসত্যের দৃষ্টান্ত : উভয় দৃষ্টান্তের সারমর্ম এই যে, এসব দৃষ্টান্ত ময়লা ও আবর্জনা যেমন কিছুক্ষণের জন্য আসল বস্তুর উপরে দৃষ্টি গোচর হয়; কিন্তু পরিণামে তা আস্তাকুঁড়ে নিক্ষিপ্ত হয় এবং আসল বস্তু অবশিষ্ট থাকে, তেমনি মিথ্যাকে যদিও কিছুদিন সত্যের উপরে প্রাধান্য বিস্তার করতে দেখা যায়; কিন্তু অবশেষে মিথ্যা বিলুপ্ত ও পর্যুদস্ত হয় এবং সত্য অবশিষ্ট ও প্রতিষ্ঠিত থাকে। -(জালালাইন)

শব্দবিশ্লেষণ :

اَلْمُتَعَالِ : সীগাহ واحد مذكر اسم فاعل বহছ تَفَاعُلْ বাব اَلتَّعَالِىْ মাসদার اِسم فاعل মূলত اَلْمُتَعَالِىْ ছিল। মাদ্দাহ মূলবর্ণ (ع . ل . و) জিনস ناقص واوى অর্থ- খুব মহৎ, অতি মর্যাদাশীল। এটি আল্লাহ তা'আলার সিফাতী নামসমূহের একটি।

مُسْتَخْفٍ : সীগাহ واحد مذكر اسم فاعل বহছ اِسْتِفْعَالْ বাব اَلْاِسْتِخْفَاءُ মাসদার মূলবর্ণ (خ . ف . ى) জিনস ناقص يائى অর্থ- লুকানো।

مُعَقِّبٰتٌ : সীগাহ جمع مؤنث اسم فاعل বহছ تَفْعِيْل বাব اَلتَّعْقِيْبُ মাসদার মূলবর্ণ (ع . ق . ب) জিনস صحيح অর্থ- পরে আসা।

اَلثِّقَالَ : অর্থ- ভারী, ওজন। ثَقِيْلٌ-এর বহুবচন।

اَلصَّوَاعِقُ : অর্থ- গর্জন, বিজলী। صَاعِقَةٌ-এর বহুবচন।

https://e-ilm.weebly.com/

قُلْ مَنْ رَّبُّ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ ؕ قُلِ اللّٰهُ ؕ قُلْ اَفَاتَّخَذْتُمْ مِّنْ دُوْنِهٖۤ اَوْلِيَآءَ لَا يَمْلِكُوْنَ لِاَنْفُسِهِمْ نَفْعًا وَّلَا ضَرًّا ؕ قُلْ هَلْ يَسْتَوِى الْاَعْمٰى وَالْبَصِيْرُ ۙ۬ اَمْ هَلْ تَسْتَوِى الظُّلُمٰتُ وَالنُّوْرُ ۚ۬ اَمْ جَعَلُوْا لِلّٰهِ شُرَكَآءَ خَلَقُوْا كَخَلْقِهٖ فَتَشَابَهَ الْخَلْقُ عَلَيْهِمْ ؕ قُلِ اللّٰهُ خَالِقُ كُلِّ شَیْءٍ وَّهُوَ الْوَاحِدُ الْقَهَّارُ (١٦)

১৬. আপনি বলুন, আসমানসমূহ এবং পৃথিবীর প্রতিপালক কে? আপনিই বলে দিন যে, আল্লাহ; আপনি বলুন, তবুও কি তোমরা আল্লাহ ব্যতীত অন্য সাহায্যকারী নির্ধারণ করে নিয়েছ, যারা নিজেদেরই কোনো উপকার ও অপকারের ক্ষমতা রাখে না? আপনি এটাও বলুন যে, অন্ধ ও চক্ষুষ্মান কি সমান হতে পারে? অথবা অন্ধকার এবং আলোক কি কখনো সমান হতে পারে? নাকি তারা আল্লাহর এমন শরিক সাব্যস্ত করে নিয়েছে যে, তারাও আল্লাহর সৃষ্টির অনুরূপ (কোনো কিছু) সৃষ্টি করেছে, অতঃপর তাদের নিকট (উভয়) সৃষ্টি করা এক রকম মনে হয়েছে, আপনি বলে দিন যে, আল্লাহই হচ্ছেন সকল বস্তুর সৃষ্টিকর্তা এবং তিনিই একক, মহাপরাক্রান্ত।

اَنْزَلَ مِنَ السَّمَآءِ مَآءً فَسَالَتْ اَوْدِيَةٌۢ بِقَدَرِهَا فَاحْتَمَلَ السَّيْلُ زَبَدًا رَّابِيًا ؕ وَمِمَّا يُوْقِدُوْنَ عَلَيْهِ فِى النَّارِ ابْتِغَآءَ حِلْيَةٍ اَوْ مَتَاعٍ زَبَدٌ مِّثْلُهٗ ؕ كَذٰلِكَ يَضْرِبُ اللّٰهُ الْحَقَّ وَالْبَاطِلَ ۬ؕ فَاَمَّا الزَّبَدُ فَيَذْهَبُ جُفَآءً ۚ وَاَمَّا مَا يَنْفَعُ النَّاسَ فَيَمْكُثُ فِى الْاَرْضِ ؕ كَذٰلِكَ يَضْرِبُ اللّٰهُ الْاَمْثَالَ (١٧)

১৭. আল্লাহ তা'আলা আসমান হতে পানি বর্ষণ করলেন, তৎপর নালাসমূহ নিজেদের পরিমাণ অনুযায়ী প্রবাহিত হতে লাগল, অতঃপর ঐ স্রোত ভাসিয়ে নিল আবর্জনাগুলো যা তার উপর ভাসমান ছিল; আর যে সমস্ত পদার্থকে অলঙ্কার অথবা আসবাব প্রস্তুত করার উদ্দেশ্যে অগ্নির মধ্যে উত্তপ্ত করে থাকে তাতেও এ রকমই আবর্জনা (উপর উঠে) থাকে, এভাবেই আল্লাহ তা'আলা হক এবং বাতিলের দৃষ্টান্ত বর্ণনা করেন, বস্তুত যা আবর্জনা তা তো ফেলে দেওয়া হয়, আর যা কিছু মানুষের প্রয়োজনীয় তা ভূপৃষ্ঠে থেকে যায়; আল্লাহ তা'আলা এভাবেই উপমাসমূহ বর্ণনা করে থাকেন।

শাব্দিক অনুবাদ :

১৬. قُلْ আপনি বলুন مَنْ رَّبُّ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ আসমানসমূহ এবং পৃথিবীর প্রতিপালক কে? قُلِ اللّٰهُ আপনিই বলে দিন যে, আল্লাহ قُلْ আপনি বলুন اَفَاتَّخَذْتُمْ مِّنْ دُوْنِهٖۤ اَوْلِيَآءَ তবুও কি তোমরা আল্লাহ ব্যতীত অন্য সাহায্যকারী নির্ধারণ করে নিয়েছ। لَا يَمْلِكُوْنَ لِاَنْفُسِهِمْ نَفْعًا وَّلَا ضَرًّا যারা নিজেদেরই কোনো উপকার ও অপকারের ক্ষমতা রাখেনা قُلْ আপনি এটাও বলে দিন যে, هَلْ يَسْتَوِى الْاَعْمٰى وَالْبَصِيْرُ অন্ধ ও চক্ষুষ্মান কি সমান হতে পারে? اَمْ هَلْ تَسْتَوِى الظُّلُمٰتُ وَالنُّوْرُ অথবা অন্ধকার এবং আলো কি কখনো সমান হতে পারে? اَمْ جَعَلُوْا لِلّٰهِ شُرَكَآءَ নাকি তারা আল্লাহর এমন শরিক সাব্যস্ত করে নিয়েছে خَلَقُوْا كَخَلْقِهٖ তারাও আল্লাহর সৃষ্টির অনুরূপ (কোনো কিছু) সৃষ্টি করেছে فَتَشَابَهَ الْخَلْقُ عَلَيْهِمْ অতঃপর তাদের নিকট (উভয়) সৃষ্টি করা এক রকম মনে হয়েছে قُلِ আপনি বলে দিন যে, اللّٰهُ خَالِقُ كُلِّ شَیْءٍ আল্লাহ হচ্ছেন সকল বস্তুর সৃষ্টিকর্তা وَهُوَ الْوَاحِدُ الْقَهَّارُ এবং তিনিই একক মহা পরাক্রান্ত

১৭. اَنْزَلَ مِنَ السَّمَآءِ مَآءً আল্লাহ তা'আলা আসমান হতে পানি বর্ষণ করলেন فَسَالَتْ اَوْدِيَةٌۢ بِقَدَرِهَا তৎপর নালাসমূহে নিজেদের পরিমাণ অনুযায়ী প্রবাহিত হতে লাগল فَاحْتَمَلَ السَّيْلُ زَبَدًا رَّابِيًا অতঃপর ঐ স্রোত ভাসিয়ে নিল আবর্জনাগুলো যা তার উপর ভাসমান ছিল وَمِمَّا يُوْقِدُوْنَ عَلَيْهِ فِى النَّارِ আর যে সমস্ত পদার্থকে অগ্নির মধ্যে উত্তপ্ত করে থাকে ابْتِغَآءَ حِلْيَةٍ اَوْ مَتَاعٍ অলঙ্কার অথবা আসবাব প্রস্তুত করার উদ্দেশ্যে زَبَدٌ مِّثْلُهٗ তাতেও এরকম আবর্জনা (উপরে উঠে) থাকে كَذٰلِكَ يَضْرِبُ اللّٰهُ الْحَقَّ وَالْبَاطِلَ এভাবেই আল্লাহ তা'আলা হক ও বাতিলের দৃষ্টান্ত বর্ণনা করেন فَاَمَّا الزَّبَدُ বস্তুত : যা আবর্জনা فَيَذْهَبُ جُفَآءً তাতো ফেলে দেওয়া হয় وَاَمَّا مَا يَنْفَعُ النَّاسَ আর যা কিছু মানুষের প্রয়োজনীয় فَيَمْكُثُ فِى الْاَرْضِ তা ভূ-পৃষ্ঠে থেকে যায় كَذٰلِكَ يَضْرِبُ اللّٰهُ الْاَمْثَالَ আল্লাহ তা'আলা এভাবেই উপমাসমূহ বর্ণনা করে থাকেন।

https://e-ilm.weebly.com/

১৮. যারা স্বীয় প্রতিপালকের আদেশ মান্য করেছে, তাদের জন্য উত্তম বিনিময় রয়েছে; আর যারা তাঁর আদেশ মানেনি, (পরকালে) তাদের নিকট যদি সমগ্র দুনিয়ার দ্রব্যসমূহ থাকে এবং তার সঙ্গে তারই সমান আরো (ধন-সম্পদ) থাকে, তবে (আজাব হতে) নিজেদের মুক্তির জন্য সমস্তই দিতে চাইবে; এ লোকদের কঠিন হিসাব হবে এবং তাদের (চিরস্থায়ী) নিবাস হবে জাহান্নাম, আর তা অতি নিকৃষ্ট নিবাস।	لِلَّذِيْنَ اسْتَجَابُوْا لِرَبِّهِمُ الْحُسْنٰى ؕ وَالَّذِيْنَ لَمْ يَسْتَجِيْبُوْا لَهٗ لَوْ اَنَّ لَهُمْ مَّا فِى الْاَرْضِ جَمِيْعًا وَّمِثْلَهٗ مَعَهٗ لَافْتَدَوْا بِهٖ ؕ اُولٰٓئِكَ لَهُمْ سُوْٓءُ الْحِسَابِ ۙ۵ وَمَاْوٰىهُمْ جَهَنَّمُ ؕ وَبِئْسَ الْمِهَادُ (١٨)
১৯. যে ব্যক্তি এ বিশ্বাস রাখে যে, যা কিছু আপনার প্রতিপালকের পক্ষ হতে আপনার প্রতি নাজিল হয়েছে, তা সব সত্য, এরূপ ব্যক্তি কি তার মতো হতে পারে যে অন্ধ? বস্তুত উপদেশ তো বুদ্ধিমান লোকেরাই গ্রহণ করে।	اَفَمَنْ يَّعْلَمُ اَنَّمَآ اُنْزِلَ اِلَيْكَ مِنْ رَّبِّكَ الْحَقُّ كَمَنْ هُوَ اَعْمٰى ؕ اِنَّمَا يَتَذَكَّرُ اُولُوا الْاَلْبَابِ (١٩)
২০. এ লোকেরা এমন যে, তারা আল্লাহ তা'আলার সাথে যা কিছু অঙ্গীকার করেছে তা পূর্ণ করে এবং অঙ্গীকার ভঙ্গ করে না।	الَّذِيْنَ يُوْفُوْنَ بِعَهْدِ اللّٰهِ وَلَا يَنْقُضُوْنَ الْمِيْثَاقَ (٢٠)
২১. আর তারা এমন যে, আল্লাহ যে সম্পর্কসমূহ বহাল রাখার আদেশ করেছেন, তাদেরকে বহাল রাখে এবং নিজ প্রতিপালককে ভয় করে এবং কঠিন আজাবের আশঙ্কা করে।	وَالَّذِيْنَ يَصِلُوْنَ مَآ اَمَرَ اللّٰهُ بِهٖٓ اَنْ يُّوْصَلَ وَيَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ وَيَخَافُوْنَ سُوْٓءَ الْحِسَابِ (٢١)

শাব্দিক অনুবাদ :

১৮. لِلَّذِيْنَ اسْتَجَابُوْا لِرَبِّهِمُ যারা স্বীয় প্রতিপালকের আদেশ মান্য করেছে الْحُسْنٰى তাদের জন্য উত্তম বিনিময় রয়েছে وَالَّذِيْنَ لَمْ يَسْتَجِيْبُوْا لَهٗ আর যারা তাঁর আদেশ মানেনি لَوْ اَنَّ لَهُمْ مَّا فِى الْاَرْضِ جَمِيْعًا (পরকালে) তাদের নিকট যদি সমগ্র দুনিয়ার দ্রব্যসমূহ থাকে وَّمِثْلَهٗ مَعَهٗ এবং তার সঙ্গে তারই সমান আরো ধন সম্পদ থাকে لَافْتَدَوْا بِهٖ তবে (আজাব থেকে) নিজেদের মুক্তির জন্য সমস্তই দিতে চাইবে اُولٰٓئِكَ لَهُمْ سُوْٓءُ الْحِسَابِ এ লোকদের কঠিন হিসাব হবে وَمَاْوٰىهُمْ جَهَنَّمُ এবং তাদের (চিরস্থায়ী) নিবাস হবে জাহান্নাম وَبِئْسَ الْمِهَادُ আর তা অতি নিকৃষ্ট নিবাস।

১৯. اَفَمَنْ يَّعْلَمُ যে ব্যক্তি এ বিশ্বাস রাখে যে, اَنَّمَآ اُنْزِلَ اِلَيْكَ مِنْ رَّبِّكَ যা কিছু আপনার প্রতিপালকের পক্ষ থেকে আপনার প্রতি নাজিল হয়েছে الْحَقُّ তা সব সত্য كَمَنْ هُوَ اَعْمٰى এরূপ ব্যক্তি কি তার মতো হতে পারে যে, অন্ধ اِنَّمَا يَتَذَكَّرُ اُولُوا الْاَلْبَابِ বস্তুতঃ উপদেশ তো বুদ্ধিমান লোকেরাই গ্রহণ করে।

২০. الَّذِيْنَ يُوْفُوْنَ بِعَهْدِ اللّٰهِ এ লোকেরা এমন যে তারা আল্লাহ তা'আলার সাথে যা কিছু অঙ্গীকার করেছে তা পূর্ণ করে وَلَا يَنْقُضُوْنَ الْمِيْثَاقَ এবং অঙ্গীকার ভঙ্গ করে না।

২১. وَالَّذِيْنَ يَصِلُوْنَ مَآ اَمَرَ اللّٰهُ بِهٖ اَنْ يُّوْصَلَ আর তারা এমন যে, আল্লাহ যে সম্পর্কসমূহ বহাল রাখার আদেশ করেছেন তাদেরকে বহাল রাখে وَيَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ এবং নিজ প্রতিপালককে ভয় করে وَيَخَافُوْنَ سُوْٓءَ الْحِسَابِ এবং কঠিন আজাবের আশঙ্কা করে।

https://e-ilm.weebly.com/

وَالَّذِيْنَ صَبَرُوا ابْتِغَآءَ وَجْهِ رَبِّهِمْ وَاَقَامُوا الصَّلٰوةَ وَاَنْفَقُوْا مِمَّا رَزَقْنٰهُمْ سِرًّا وَّعَلَانِيَةً وَّيَدْرَءُوْنَ بِالْحَسَنَةِ السَّيِّئَةَ اُولٰٓئِكَ لَهُمْ عُقْبَى الدَّارِ (٢٢)	২২. আর এরা এমন যে, নিজেদের প্রতিপালকের সন্তুষ্টির অন্বেষণে দৃঢ় থাকে এবং নামাজের পাবন্দি করে, আর যা কিছু আমি তাদেরকে জীবিকা দিয়েছি তা হতে গোপনে এবং প্রকাশ্যেও ব্যয় করে এবং অসদ্ব্যবহারকে সদ্ব্যবহার দ্বারা বিদূরিত করে, পরকালের শুভ পরিণাম সে সকল লোকদের জন্য রয়েছে।
جَنّٰتُ عَدْنٍ يَّدْخُلُوْنَهَا وَمَنْ صَلَحَ مِنْ اٰبَآئِهِمْ وَاَزْوَاجِهِمْ وَذُرِّيّٰتِهِمْ وَالْمَلٰٓئِكَةُ يَدْخُلُوْنَ عَلَيْهِمْ مِّنْ كُلِّ بَابٍ (٢٣)	২৩. অর্থাৎ, স্থায়ী বসবাসের বাগানসমূহ, যাতে তারাও প্রবেশ করবে, আর যারা যোগ্য হবে- তাদের মাতাপিতার মধ্যে এবং স্ত্রীদের মধ্যে এবং সন্তানাদির মধ্যে তারাও প্রবেশ করবে এবং ফেরেশতাগণ তাদের নিকট আগমন করতে থাকবে প্রত্যেক দরজা দিয়ে।
سَلٰمٌ عَلَيْكُمْ بِمَا صَبَرْتُمْ فَنِعْمَ عُقْبَى الدَّارِ (٢٤)	২৪. তোমরা শান্তির সাথে বসবাস করবে, তার কল্যাণে যে, তোমরা দৃঢ়পদ ছিলে, সুতরাং ঐ জগতে তোমাদের পরিণাম অতিশয় শুভ।

শাব্দিক অনুবাদ :

২২. وَالَّذِيْنَ صَبَرُوا আর এরা এমন যে, দৃঢ় থাকে ابْتِغَآءَ وَجْهِ رَبِّهِمْ নিজেদের প্রতিপালকের সন্তুষ্টিঅন্বেষণে। وَاَقَامُوا الصَّلٰوةَ এবং নামাজের পাবন্দি করে وَاَنْفَقُوْا مِمَّا رَزَقْنٰهُمْ আর যা কিছু আমি তাদেরকে দিয়েছি তার হতে ব্যয় করে سِرًّا وَّعَلَانِيَةً গোপনে এবং প্রকাশ্যে وَيَدْرَءُوْنَ এবং বিদূরিত করে بِالْحَسَنَةِ সদ্ব্যবহার দ্বারা السَّيِّئَةَ অসদ্ব্যবহারকে اُولٰٓئِكَ لَهُمْ عُقْبَى الدَّارِ পরকালের শুভ পরিণাম সে সকল লোকদের জন্যই রয়েছে।

২৩. جَنّٰتُ عَدْنٍ স্থায়ী বসবাসের বাগানসমূহ يَّدْخُلُوْنَهَا যাতে তারাও প্রবেশ করবে وَمَنْ صَلَحَ আর যারা যোগ্য হবে مِنْ اٰبَآئِهِمْ তাদের মাতা পিতাদের মধ্যে وَاَزْوَاجِهِمْ এবং স্ত্রীদের মধ্যে وَذُرِّيّٰتِهِمْ এবং সন্তানাদির মধ্যে তারা ও প্রবেশ করবে وَالْمَلٰٓئِكَةُ يَدْخُلُوْنَ عَلَيْهِمْ এবং ফেরেশতাগণ তাদের নিকট আগমন করতে থাকবে مِّنْ كُلِّ بَابٍ প্রত্যেক দরজা দিয়ে।

২৪. سَلٰمٌ عَلَيْكُمْ তোমরা শান্তির সাথে বসবাস করবে بِمَا صَبَرْتُمْ তার কল্যাণে যে, তোমরা দৃঢ়পদ ছিলে فَنِعْمَ عُقْبَى الدَّارِ সুতরাং ঐ জগতে তোমাদের পরিণাম অতিশয় শুভ।

https://e-ilm.weebly.com/

২৫. আর যারা আল্লাহ তা'আলার অঙ্গীকারসমূহকে তা দৃঢ় করার পর ভঙ্গ করে এবং আল্লাহ তা'আলা যে সম্পর্কসমূহ বহাল রাখার আদেশ করেছেন, তা ছিন্ন করে এবং দুনিয়ায় ফেতনা-ফ্যাসাদ করে, এমন লোকদের উপর লা'নত হবে এবং পরকালে তাদের জন্য অশুভ পরিণাম হবে।	وَالَّذِيْنَ يَنْقُضُوْنَ عَهْدَ اللّٰهِ مِنْۢ بَعْدِ مِيْثَاقِهٖ وَيَقْطَعُوْنَ مَآ اَمَرَ اللّٰهُ بِهٖٓ اَنْ يُّوْصَلَ وَيُفْسِدُوْنَ فِي الْاَرْضِ ۙ اُولٰٓئِكَ لَهُمُ اللَّعْنَةُ وَلَهُمْ سُوْٓءُ الدَّارِ ﴿٢٥﴾
২৬. আল্লাহ তা'আলা যাকে ইচ্ছা প্রচুর জীবিকা দান করেন এবং [যাকে ইচ্ছা] সঙ্কীর্ণ করে দেন, আর এরা পার্থিব জীবনের উপর গর্ব করে, অথচ এ পার্থিব জীবন আখেরাতের তুলনায় অতি তুচ্ছ সামগ্রী ভিন্ন আর কিছুই নয়।	اَللّٰهُ يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَنْ يَّشَآءُ وَيَقْدِرُ ؕ وَفَرِحُوْا بِالْحَيٰوةِ الدُّنْيَا ؕ وَمَا الْحَيٰوةُ الدُّنْيَا فِي الْاٰخِرَةِ اِلَّا مَتَاعٌ ﴿٢٦﴾ ع٤

শাব্দিক অনুবাদ :

২৫. وَالَّذِيْنَ يَنْقُضُوْنَ আর যারা ভঙ্গ করে عَهْدَ اللّٰهِ আল্লাহ তা'আলার অঙ্গীকারসমূহকে مِنْۢ بَعْدِ مِيْثَاقِهٖ তা দৃঢ় করার পর وَيَقْطَعُوْنَ এবং তা ছিন্ন করে مَآ اَمَرَ اللّٰهُ بِهٖٓ اَنْ يُّوْصَلَ আল্লাহ তা'আলা যে সম্পর্কসমূহ বহাল রাখার আদেশ করেছেন وَيُفْسِدُوْنَ فِي الْاَرْضِ এবং দুনিয়ায় ফেতনা ফ্যাসাদ করে اُولٰٓئِكَ لَهُمُ اللَّعْنَةُ এমন লোকদের উপর লা'নত হবে وَلَهُمْ سُوْٓءُ الدَّارِ এবং পরকালে তাদের জন্য অশুভ পরিণাম হবে।

২৬. اَللّٰهُ يَبْسُطُ الرِّزْقَ আল্লাহ তা'আলা প্রচুর জীবিকা দান করে لِمَنْ يَّشَآءُ যাকে ইচ্ছা وَيَقْدِرُ এবং সঙ্কীর্ণ করে দেন وَفَرِحُوْا بِالْحَيٰوةِ الدُّنْيَا আর এরা পার্থিব জীবনের উপর গর্ব করে وَمَا الْحَيٰوةُ الدُّنْيَا فِي الْاٰخِرَةِ اِلَّا مَتَاعٌ অথচ এ পার্থিব জীবন আখেরাতের তুলনায় অতি তুচ্ছ সামগ্রী ভিন্ন আর কিছুই নয়।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

وَالَّذِيْنَ يَنْقُضُوْنَ عَهْدَ اللّٰهِ مِنْۢ بَعْدِ مِيْثَاقِهٖ وَيَقْطَعُوْنَ مَآ اَمَرَ اللّٰهُ بِهٖٓ اَنْ يُّوْصَلَ وَيُفْسِدُوْنَ فِي الْاَرْضِ اُولٰٓئِكَ لَهُمُ اللَّعْنَةُ وَلَهُمْ سُوْٓءُ الدَّارِ.

শানে নুযূল : আহলে কিতাব ও মক্কার কাফের সম্প্রদায় সম্পর্কে আলোচ্য আয়াত নাজিল হয়েছে। মুকাতিল বলেন وَالَّذِيْنَ يَنْقُضُوْنَ عَهْدَ اللّٰهِ আয়াতটি আহলে কিতাব সম্পর্কে নাজিল হয়েছে এবং হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) বলেন, পরবর্তী ২৬ নং আয়াত اَللّٰهُ يَبْسُطُ মক্কার মুশরিকদের সম্পর্কে নাজিল হয়েছে। -(বাহরে মুহীত্ব ৩৭৮/৫)

اِنَّمَا يَتَذَكَّرُ اُولُوا الْاَلْبَابِ অর্থাৎ, বিষয়টি যদিও সুস্পষ্ট; কিন্তু এটি তারাই বুঝতে পারে, যারা বুদ্ধিমান। পক্ষান্তরে অমনোযোগিতা ও গোনাহ যাদের বিবেককে অকর্মণ্য করে রেখেছে, তারা অতবড় তফাৎটুকুও বুঝে না।

তৃতীয় আয়াতে উভয় দলের বিশেষ বিশেষ কাজকর্ম ও লক্ষণের বর্ণনা শুরু হয়েছে- প্রথমে আল্লাহর বিধানাবলি পালন কারীদের গুণাবলি বর্ণনা প্রসঙ্গে বলা হয়েছে : اَلَّذِيْنَ يُوْفُوْنَ بِعَهْدِ اللّٰهِ অর্থাৎ, তারা আল্লাহর সাথে কৃত অঙ্গীকার পূর্ণ করে। সৃষ্টির সূচনায় আল্লাহ তা'আলা বান্দাদের কাছ থেকে যেসব অঙ্গীকার নিয়েছিলেন, এখানে সেগুলোই বুঝানো হয়েছে। তন্মধ্যে সর্বপ্রথম ছিল পালনকর্তা সম্পর্কিত অঙ্গীকার। এটি সৃষ্টির সূচনাকালে সকল আত্মাকে সমবেত করে অঙ্গীকার নেওয়া হয়েছিল। বলা হয়েছিল- اَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ অর্থাৎ, আমি কি

https://e-ilm.weebly.com/

তোমাদের পালনকর্তা নই? উত্তরে সবাই সমস্বরে বলেছিল- بَلٰى অর্থাৎ, হ্যাঁ, আপনি অবশ্যই আমাদের পালনকর্তা। এমনিভাবে যাবতীয় বিধি বিধানের আনুগত্য, সমস্ত ফরজ কর্মপালন এবং অবৈধ বিষয়াদি থেকে বিরত থাকার ব্যাপারে আল্লাহর পক্ষ থেকে উপদেশ এবং বান্দার পক্ষ থেকে স্বীকারোক্তি কুরআন পাকের বিভিন্ন আয়াতে উল্লিখিত হয়েছে।

দ্বিতীয় গুণ হচ্ছে وَلَا يَنْقُضُوْنَ الْمِيْثَاقَ অর্থাৎ, তারা কোনো অঙ্গীকার ভঙ্গ করে না। ঐ অঙ্গীকারও এর অর্ন্তভুক্ত, যা আল্লাহ তা'আলা ও বান্দার মধ্যে রয়েছে এবং এইমাত্র يُوْفُوْنَ بِعَهْدِ اللّٰهِ বাক্যে উল্লেখ করা হয়েছে। এছাড়া ঐসব অঙ্গীকারও এর অন্তর্ভুক্ত, যেগুলো উম্মতের লোকেরা আপন পয়গাম্বরের সাথে সম্পাদন করে এবং ঐসব অঙ্গীকারও বুঝানো হয়েছে, যেগুলো মানবজাতি একে অপরের সাথে করে। আল্লাহ তা'আলার আনুগত্যশীল বান্দাদের তৃতীয় গুণ বর্ণনা প্রসঙ্গে বলা হয়েছে-

وَالَّذِيْنَ يَصِلُوْنَ مَآ اَمَرَ اللّٰهُ بِهٖٓ اَنْ يُّوْصَلَ অর্থাৎ আল্লাহ তা'আলা যেসব সম্পর্ক বজায় রাখতে আদেশ করেছেন, তারা সেগুলো বজায় রাখে। এ বাক্যটির প্রচলিত তাফসীর এই যে, আল্লাহ তা'আলা আত্মীয়তার যেসব সম্পর্ক বজায় রাখতে এবং তদনুযায়ী কাজ করতে আদেশ করেছেন, তারা সেসব সম্পর্ক বজায় রাখে। কোনো কোনো তফসীরবিদ বলেন- এর অর্থ এই যে, তারা ঈমানের সাথে সৎকর্মকে অথবা রসূলুল্লাহ ﷺ এর প্রতি বিশ্বাসের সাথে পূর্ববর্তী পয়গাম্বরগণের প্রতি এবং তাঁদের গ্রন্থের প্রতি বিশ্বাসকে যুক্ত করে।

চতুর্থ গুণ এই- وَيَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ অর্থাৎ, তারা তাদের পালনকর্তাকে ভয় করে। এখানে خَوْف শব্দের পরিবর্তে خَشْيَة শব্দ ব্যবহার করায় এদিকে ইঙ্গিত রয়েছে যে, আল্লাহ তা'আলার প্রতি তাদের ভয় হিংস্র জন্তু অথবা ইতর মানুষের প্রতি স্বাভাবিক ভয়ের মতো নয়। বরং তা পিতা-মাতার প্রতি সন্তানের এবং ওস্তাদের প্রতি শিষ্যের অভ্যাসগত ভয়ের মতো। কষ্টদানের আশঙ্কা এ ভয়ের কারণ নয়।

وَيَخَافُوْنَ سُوْٓءَ الْحِسَابِ অর্থাৎ, তারা মন্দ হিসাবকে ভয় করে। 'মন্দ হিসাব' বলে কঠোর ও পুঙ্খানুপুঙ্খ হিসাব বুঝানো হয়েছে। হযরত আয়েশা (রা.) বলেন- আল্লাহ তা'আলা যদি কৃপাবশতঃ সংক্ষেপ ও মার্জনা সহকারে হিসাব গ্রহণ করেন, তবেই মানুষ মুক্তি পেতে পারে। নতুবা যার কাছ থেকেই পুরোপুরি ও কড়ায় গণ্ডায় হিসাব নেওয়া হবে, তার পক্ষে আজাব থেকে রক্ষা পাওয়া সম্ভবপর হবে না। কেননা এমন ব্যক্তি কে আছে, যে জীবনে কখনো কোনো গোনাহ্ বা ত্রুটি করেননি? এ হচ্ছে সৎ ও আনুগত্যশীল বান্দাদের পঞ্চম গুণ।

ষষ্ঠ গুণ এই- وَالَّذِيْنَ صَبَرُوا ابْتِغَآءَ وَجْهِ رَبِّهِمْ অর্থাৎ, যারা আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভ করার আশায় অকৃত্রিমভাবে ধৈর্যধারণ করে। প্রচলিত কথায় কোনো বিপদ ও কষ্টে ধৈর্যধারণ করাকেই সবরের অর্থ মনে করা হয়। কিন্তু আরবি ভাষায় এর অর্থ আরো অনেক ব্যাপক। কারণ আসল অর্থ হচ্ছে স্বভাব বিরুদ্ধ বিষয়াদির কারণে অস্থির না হওয়া; বরং দৃঢ়তা সহকারে নিজের কাজে ব্যাপৃত থাকা। এ কারণেই এর দু'টি প্রকার বর্ণনা করা হয়। এক. صَبْرٌ عَلَى الطَّاعَةِ অর্থাৎ, আল্লাহ তা'আলার বিধি বিধান পালনে দৃঢ় থাকা এবং দুই. صَبْرٌ عَنِ الْمَعْصِيَةِ অর্থাৎ, গোনাহ্ থেকে আত্মরক্ষার ব্যাপারে দৃঢ় থাকা।

সবরের সাথে اِبْتِغَآءَ وَجْهِ رَبِّهِمْ কথাটি যুক্ত হয়ে ব্যক্ত করেছে যে, সবর সর্বাবস্থায় শ্রেষ্ঠত্বের বিষয় নয়। কেননা কোনো না কোনো সময় বে সবর ব্যক্তিরও দীর্ঘদিন পরে হলেও সবর এসেই যায়। কাজেই যে সবর ইচ্ছাধীন নয়, তার বিশেষ কোনো শ্রেষ্ঠত্ব নেই। এরূপ অনিচ্ছাধীন কাজের আদেশ আল্লাহ তা'আলা দেন না।

সপ্তম গুণ হচ্ছে- وَاَقَامُوا الصَّلٰوةَ 'নামাজ কায়েম করার' অর্থ পূর্ণ আদব ও শর্ত এবং বিনয় ও নম্রতা সহকারে নামাজ আদায় করা- শুধু নামাজ পড়া নয়। এ জন্যেই কুরআনে নামাজের নির্দেশ সাধারণতঃ اِقَامَة صَلٰوة শব্দ সহযোগে দেওয়া হয়েছে।

অষ্টম গুণ হচ্ছে- وَاَنْفَقُوْا مِمَّا رَزَقْنٰهُمْ سِرًّا وَّعَلَانِيَةً অর্থাৎ যারা আল্লাহ প্রদত্ত রিজিক থেকে কিছু আল্লাহর নামেও ব্যয় করে। এতে ইঙ্গিত করা হয়েছে যে, আল্লাহ তা'আলা তোমাদের কাছে চান না; বরং নিজেরই দেওয়া

https://e-ilm.weebly.com/

রিজিকের কিছু অংশ তাও মাত্র শতকরা আড়াই ভাগের মতো সামান্যতম পরিমাণ তোমাদের কাছে চান। এটা দেওয়ার ব্যাপারে স্বভাবতঃ তোমাদের ইতস্ততঃ করা উচিত নয়।

অর্থ-সম্পদ আল্লাহর পথে ব্যয় করার সাথে سِرًّا وَّعَلَانِيَةً শব্দ দু'টি যুক্ত হওয়ায় বুঝা যায় যে, সদকা খয়রাত সর্বত্র গোপনে করাই সুন্নত নয়; বরং মাঝে মাঝে প্রকাশ্যে করাও দুরস্ত ও শুদ্ধ। এ জন্যই আলেমগণ বলেন যে, জাকাত ও ওয়াজিব সদকা প্রকাশ্যে দেওয়াই উত্তম এবং গোপনে দেওয়া সমীচীন নয়- যাতে অন্যেরাও শিক্ষা ও উৎসাহ পায়। তবে নফল সদকা খয়রাত গোপনে দেওয়া উত্তম। যেসব হাদীসে গোপনে দেওয়ার শ্রেষ্ঠত্ব বর্ণিত হয়েছে, সেগুলোতে নফল সদকা সম্পর্কেই বলা হয়েছে।

নবম গুণ হচ্ছে وَيَدْرَءُونَ بِالْحَسَنَةِ السَّيِّئَةَ অর্থাৎ, তারা মন্দকে ভালো দ্বারা, শত্রুতাকে বন্ধুত্ব দ্বারা এবং অন্যায় ও জুলুমকে ক্ষমা ও মার্জনা দ্বারা প্রতিহত করে। মন্দের জওয়াবে মন্দ ব্যবহার করে না। কেউ অর্থাৎ কোনো সময় কোনো গোনাহ হয়ে গেলে তারা অধিকতর যত্ন সহকারে অধিক পরিমাণে ইবাদত করে। ফলে গোনাহ নিশ্চিহ্ন হয়ে যায়। এক হাদীসে রসূলুল্লাহ ﷺ হযরত মু'আয (রা.) কে বলেন- পাপের পর পুণ্য করে নাও, তাহলে তা পাপকে মিটিয়ে দিবে।

আল্লাহ তা'আলার আনুগত্যশীলদের নয়টি গুণ বর্ণনা করার পর তাদের প্রতিদান বর্ণনা প্রসঙ্গে বলা হয়েছে- أُولَٰئِكَ لَهُمْ عُقْبَى الدَّار ; دار শব্দের অর্থ এখানে دَار اٰخِرَتْ অর্থাৎ পরকাল। আয়াতের অর্থ হচ্ছে, তাদের জন্যেই রয়েছে পরকালের সাফল্য।

অতঃপর عُقْبَى الدَّارِ অর্থাৎ, পরকালের সাফল্য বর্ণিত হয়েছে যে, তা হচ্ছে, جَنّٰتُ عَدْنٍ তারা এগুলোতে প্রবেশ করবে। عَدْنٍ শব্দের অর্থ হচ্ছে অবস্থান ও স্থায়িত্ব। উদ্দেশ্য এই যে, এসব জান্নাত থেকে কখনো তাদেরকে বহিষ্কার করা হবে না; বরং এগুলোতে তাদের অবস্থান চিরস্থায়ী হবে। কেউ কেউ বলেন- জান্নাতের মধ্যস্থলের নাম আদন। জান্নাতের স্থানসমূহের মধ্যে এটা উচ্চস্তরের।

এরপর তাদের জন্য আরো একটি পুরস্কার উল্লেখ করা হয়েছে। তা এই যে, আল্লাহ তা'আলার এ নিয়ামত শুধু তাদের ব্যক্তিসত্তা পর্যন্ত সীমাবদ্ধ থাকবে না; বরং তাদের বাপ-দাদা, স্ত্রী ও সন্তানরাও এর অংশ পাবে। শর্ত এই যে, তাদের উপযুক্ত হতে হবে। এর ন্যূনতম স্তর হচ্ছে মুসলমান হওয়া। উদ্দেশ্য এই যে, তাদের বাব-দাদা ও স্ত্রীদের নিজস্ব আমল যদিও এ স্তরে পৌঁছার যোগ্য নয়; কিন্তু আল্লাহর প্রিয় বান্দাদের খাতিরে ও বরকতে তাদেরকেও এ উচ্চস্তরে পৌঁছিয়ে দেওয়া হবে।

এরপর তাদের আরো একটি পরকালীন সাফল্য বর্ণনা করা হয়েছে যে, ফেরেশতারা তাদেরকে সালাম করতে করতে প্রত্যেক দরজা দিয়ে প্রবেশ করবে এবং বলবে- সবরের কারণে তোমরা যাবতীয় দুঃখ কষ্ট থেকে নিরাপত্তা লাভ করেছ। এটা পরকালের কতই না উত্তম পরিণাম!

وَالَّذِينَ يَنْقُضُونَ عَهْدَ اللّٰهِ مِنْ بَعْدِ مِيْثَاقِهِ অর্থাৎ, তারা আল্লাহ তা'আলার অঙ্গীকারকে পাকাপোক্ত করার পর ভঙ্গ করে আল্লাহ তা'আলার অঙ্গীকারের মধ্যে সেই অঙ্গীকারও অন্তর্ভুক্ত রয়েছে, যা সৃষ্টির সূচনাকালে আল্লাহর পালনকর্তৃত্ব ও এককত্ব সম্পর্কে সব আত্মার কাছ থেকে নেওয়া হয়েছিল। কাফেরও মুশরিকরা দুনিয়াতে এসে সেই অঙ্গীকার ভঙ্গ করেছে এবং আল্লাহর মোকাবিলায় শত শত পালনকর্তা ও উপাস্য তৈরি করেছে।

এছাড়া ঐসব অঙ্গীকারও এর অন্তর্ভুক্ত রয়েছে, যেগুলো পালন করা 'লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহু' চুক্তির অধীনে মানুষের জন্য অপরিহার্য হয়ে যায়। কারণ, কলেমায়ে তাইয়্যেবা- 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু মুহাম্মাদুর রসূলুল্লাহ' প্রকৃতপক্ষে একটি মহান চুক্তির শিরোনাম। এর অধীনে আল্লাহ ও রাসূলের বর্ণিত বিধি বিধান পালন এবং নিষিদ্ধ বিষয়াদি থেকে বিরত থাকার অঙ্গীকারও এসে যায়। তাই কোনো মানুষ যখন আল্লাহ অথবা রাসূলের কোনো আদেশ অমান্য করে, তখন সে ঈমানের চুক্তিই লঙ্ঘন করে।

https://e-ilm.weebly.com/

أَوَلَمْ يَرَوْا إِلَىٰ مَا خَلَقَ اللَّهُ مِن شَيْءٍ يَتَفَيَّأُ ظِلَالُهُ عَنِ الْيَمِينِ وَالشَّمَائِلِ سُجَّدًا لِلَّهِ وَهُمْ دَاخِرُونَ (٤٨)

৪৮. তারা কি আল্লাহ তা'আলার সে সৃষ্ট পদার্থসমূহ দেখে না যাদের ছায়া কখনো এক দিকে কখনো অপর দিকে ঢলে পড়ে আল্লাহর [আদেশের] বশীভূত হয়ে, আর সেই বস্তুগুলোও বিনীত।

وَلِلَّهِ يَسْجُدُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ مِن دَابَّةٍ وَالْمَلَائِكَةُ وَهُمْ لَا يَسْتَكْبِرُونَ (٤٩)

৪৯. আর আসমানসমূহে ও ভূপৃষ্ঠে চলমান যত বস্তু বিদ্যমান আছে, সকলেই আল্লাহর অনুগত এবং ফেরেশতাগণও, আর তারা অহঙ্কার করে না।

يَخَافُونَ رَبَّهُم مِّن فَوْقِهِمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ (٥٠)

৫০. তারা স্বীয় পরওয়ারদেগারকে ভয় করে যিনি তাদের উপর ক্ষমতাবান এবং তাদেরকে যে আদেশ করা হয়, তারা তা পালন করে।

وَقَالَ اللَّهُ لَا تَتَّخِذُوا إِلَٰهَيْنِ اثْنَيْنِ ۖ إِنَّمَا هُوَ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ ۖ فَإِيَّايَ فَارْهَبُونِ (٥١)

৫১. আর আল্লাহ তা'আলা বলেছেন, দুই [বা ততোধিক] মা'বূদ গ্রহণ করো না, শুধু তিনি তো হচ্ছেন একক মা'বূদ, সুতরাং তোমরা কেবল আমাকেই ভয় করতে থাক।

وَلَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلَهُ الدِّينُ وَاصِبًا ۚ أَفَغَيْرَ اللَّهِ تَتَّقُونَ (٥٢)

৫২. আর তাঁরই অধিকারে সমস্ত বস্তু যা কিছু আসমানসমূহে এবং পৃথিবীতে আছে এবং অবশ্য পালনীয়রূপে আনুগত্য তারই প্রাপ্য; তবুও কি তোমরা আল্লাহ ভিন্ন অন্যকে ভয় কর?

শাব্দিক অনুবাদ :

৪৮. أَوَلَمْ يَرَوْا إِلَىٰ مَا خَلَقَ اللَّهُ مِن شَيْءٍ তারা কি আল্লাহ তা'আলার সেই পদার্থ সমূহ দেখে না يَتَفَيَّأُ ظِلَالُهُ عَنِ الْيَمِينِ وَالشَّمَائِلِ যাদের ছায়া কখনো একদিকে কখনো অপরদিকে ঢলে পড়ে سُجَّدًا لِلَّهِ আল্লাহর (আদেশের) বশীভূত হয়ে وَهُمْ دَاخِرُونَ আর সেই বস্তু গুলো বিনীত।

৪৯. وَلِلَّهِ يَسْجُدُ আর সকলেই আল্লাহর অনুগত مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ যা কিছু আসমান সমূহ ও ভূপৃষ্ঠে বিদ্যমান আছে مِن دَابَّةٍ চলমান যত বস্তু وَالْمَلَائِكَةُ এবং ফেরেশতাগণও وَهُمْ لَا يَسْتَكْبِرُونَ আর তারা অহঙ্কার করে না।

৫০. يَخَافُونَ رَبَّهُم তারা স্বীয় পরওয়ারদেগারকে ভয় করে مِّن فَوْقِهِمْ যিনি তাদের উপর ক্ষমতা বান وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ এবং তাদেরকে যে আদেশ করা হয় তারা তা পালন করে।

৫১. وَقَالَ اللَّهُ আর আল্লাহ তা'আলা বলেছেন لَا تَتَّخِذُوا إِلَٰهَيْنِ اثْنَيْنِ দুই (বা ততোধিক) মা'বূদ গ্রহণ করো না إِنَّمَا هُوَ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ শুধু তিনি তো হচ্ছেন এক মা'বূদ فَإِيَّايَ فَارْهَبُونِ সুতরাং তোমরা কেবল আমাকেই ভয় করতে থাক।

৫২. وَلَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ আর তারই অধিকারে সমস্ত বস্তু যা কিছু আসমান সমূহ এবং পৃথিবীতে আছে وله الدِّينُ وَاصِبًا এবং অবশ্য পালনীয়রূপে আনুগত্য তারই প্রাপ্য أَفَغَيْرَ اللَّهِ تَتَّقُونَ তবুওকি তোমরা আল্লাহ ভিন্ন অন্যকে ভয় কর?

https://e-ilm.weebly.com/

وَيَقُوْلُ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا لَوْلَآ اُنْزِلَ عَلَيْهِ اٰيَةٌ مِّنْ رَّبِّهٖ ط قُلْ اِنَّ اللّٰهَ يُضِلُّ مَنْ يَّشَآءُ وَيَهْدِيْٓ اِلَيْهِ مَنْ اَنَابَ (٢٧)

২৭. আর এ কাফেররা বলে, তাঁর প্রতি তাঁর প্রতিপালকের পক্ষ হতে কোনো [ফরমায়েশী] মু'জিযা কেন নাজিল করা হলো না? আপনি বলে দিন, বাস্তবিকই আল্লাহ যাকে ইচ্ছা বিপথগামী করে দেন এবং যে ব্যক্তি তাঁর দিকে নিবিষ্ট হয়, তাকে নিজের দিকে পথ দেখান।

اَلَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَتَطْمَئِنُّ قُلُوْبُهُمْ بِذِكْرِ اللّٰهِ ط اَلَا بِذِكْرِ اللّٰهِ تَطْمَئِنُّ الْقُلُوْبُ (٢٨)

২৮. এরা হচ্ছে ঐ সমস্ত লোক যারা ঈমান এনেছে এবং আল্লাহর জিকিরে তাদের অন্তঃকরণ তৃপ্ত হয়; উত্তমরূপে বুঝে নাও যে, আল্লাহর জিকিরেই অন্তরসমূহ শান্তি লাভ হয়ে থাকে।

اَلَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَعَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ طُوْبٰى لَهُمْ وَحُسْنُ مَاٰبٍ (٢٩)

২৯. যারা ঈমান এনেছে এবং নেক কাজ করেছে, তাদের জন্য রয়েছে শান্তিময় জীবন এবং শুভ পরিণাম।

كَذٰلِكَ اَرْسَلْنٰكَ فِيْٓ اُمَّةٍ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهَآ اُمَمٌ لِّتَتْلُوَا۠ عَلَيْهِمُ الَّذِيْٓ اَوْحَيْنَآ اِلَيْكَ وَهُمْ يَكْفُرُوْنَ بِالرَّحْمٰنِ ط قُلْ هُوَ رَبِّيْ لَآ اِلٰهَ اِلَّا هُوَ ج عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَاِلَيْهِ مَتَابِ (٣٠)

৩০. এরূপেই আমি আপনাকে এমন উম্মতের মধ্যে রাসূলরূপে প্রেরণ করেছি যাদের পূর্বে আরো বহু উম্মত অতীত হয়ে গেছে, যেন আপনি তাদেরকে সে কিতাব পড়ে শুনান, যা আমি আপনার নিকট ওহীর মাধ্যমে পাঠিয়েছি, আর তারা এমন মহান দয়ালুর নাফরমানি করছে, আপনি বলে দিন যে, তিনি আমার প্রতিপালক, তিনি ভিন্ন আর কেউ ইবাদতের যোগ্য নয়। আমি তাঁর উপরই ভরসা করেছি এবং তাঁরই নিকট আমাকে যেতে হবে।

শাব্দিক অনুবাদ :

২৭. وَيَقُوْلُ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا আর এ কাফেররা বলে لَوْلَآ اُنْزِلَ عَلَيْهِ اٰيَةٌ مِّنْ رَّبِّهٖ তাঁর প্রতি তাঁর প্রতিপালকের পক্ষ থেকে কোনো মু'জিযা কেন নাজিল করা হলো না قُلْ আপনি বলে দিন اِنَّ اللّٰهَ يُضِلُّ مَنْ يَّشَآءُ বাস্তবিকই আল্লাহ যাকে ইচ্ছা বিপথগামী করে দেন وَيَهْدِيْٓ اِلَيْهِ مَنْ اَنَابَ এবং যে ব্যক্তি তাঁর দিকে নিবিষ্ট হয় তাকে নিজের দিকে পথ দেখান।

২৮. اَلَّذِيْنَ اٰمَنُوْا এরা হচ্ছে ঐ সমস্ত লোক যারা ঈমান এনেছে وَتَطْمَئِنُّ قُلُوْبُهُمْ بِذِكْرِ اللّٰهِ এবং আল্লাহর জিকিরে তাদের অন্তকরণ পরিতৃপ্ত হয় اَلَا بِذِكْرِ اللّٰهِ উত্তমরূপে বুঝে নাও যে, আল্লাহর জিকিরেই تَطْمَئِنُّ الْقُلُوْبُ অন্তরসমূহে শান্তি লাভ হয়ে থাকে।

২৯. اَلَّذِيْنَ اٰمَنُوْا যারা ঈমান এনেছে وَعَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ এবং নেককাজ করেছে طُوْبٰى لَهُمْ তাদের জন্য রয়েছে শান্তিময় জীবন وَحُسْنُ مَاٰبٍ এবং শুভ পরিণাম।

৩০. كَذٰلِكَ এরূপেই اَرْسَلْنٰكَ فِيْٓ اُمَّةٍ আমি আপনাকে এমন উম্মতের মধ্যে রাসূলরূপে প্রেরণ করেছি قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهَآ اُمَمٌ যাদের পূর্বে আরো বহু উম্মত অতীত হয়ে গেছে لِّتَتْلُوَا۠ عَلَيْهِمُ আপনি তাদেরকে সেই কিতাব পড়ে শুনান الَّذِيْٓ اَوْحَيْنَآ اِلَيْكَ যা আমি আপনার নিকট ওহীর মাধ্যমে পাঠিয়েছি وَهُمْ يَكْفُرُوْنَ بِالرَّحْمٰنِ আর তারা এমন মহান দয়ালুর নাফরমানি করছে قُلْ আপনি বলে দিন যে, هُوَ رَبِّيْ তিনি আমার প্রতিপালক لَآ اِلٰهَ اِلَّا هُوَ তিনি ভিন্ন আর কেউ ইবাদতের যোগ্য নেই عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ আমি তাঁরই উপর ভরসা করেছি وَاِلَيْهِ مَتَابِ এবং তাঁরই নিকট আমাকে যেতে হবে।

https://e-ilm.weebly.com/

৩১. আর যদি এমন কোনো কুরআন হতো, যা দ্বারা পর্বতমালা স্থানান্তরিত করা যেত অথবা তার সাহায্যে ভূপৃষ্ঠ দ্রুত অতিক্রম করা যেত অথবা তার সাহায্যে মৃতদের সাথে বাক্যালাপ করা যেত, তবুও তারা ঈমান আনত না; বরং সমস্ত ক্ষমতা আল্লাহরই জন্য রয়েছে; এতদসত্ত্বেও কি ঈমানদারদের এ কথার প্রতি মন স্থির হলো না যে, আল্লাহ যদি চাইতেন, তবে সমস্ত মানুষকে হেদায়েত করে দিতেন, আর এ কাফেররা তো সর্বদা এরূপ অবস্থায় থাকে যে, তাদের কার্যকলাপের দরুন তাদের উপর [ইহকালে] কোনো না কোনো আকস্মিক বিপদ পতিত হতে থাকে অথবা তাদের জনপদের নিকট [বিপদ] পতিত হতে থাকে, শেষ পর্যন্ত আল্লাহর ওয়াদা [আখেরাতের আজাব] এসে পড়বে। নিশ্চয় আল্লাহ প্রতিশ্রুতির ব্যতিক্রম করেন না।	وَلَوْ اَنَّ قُرْاٰنًا سُيِّرَتْ بِهِ الْجِبَالُ اَوْ قُطِّعَتْ بِهِ الْاَرْضُ اَوْ كُلِّمَ بِهِ الْمَوْتٰى ؕ بَلْ لِّلّٰهِ الْاَمْرُ جَمِيْعًا ؕ اَفَلَمْ يَايْـَٔسِ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْٓا اَنْ لَّوْ يَشَآءُ اللّٰهُ لَهَدَى النَّاسَ جَمِيْعًا ؕ وَلَا يَزَالُ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا تُصِيْبُهُمْ بِمَا صَنَعُوْا قَارِعَةٌ اَوْ تَحُلُّ قَرِيْبًا مِّنْ دَارِهِمْ حَتّٰى يَاْتِيَ وَعْدُ اللّٰهِ ؕ اِنَّ اللّٰهَ لَا يُخْلِفُ الْمِيْعَادَ (٣١)
৩২. এবং অনেক রাসূলগণের সাথে বিদ্রূপ করা হয়েছে যারা আপনার পূর্বে অতীত হয়েছেন, অনন্তর আমি অবকাশ দিতে থাকি সে কাফেরদেরকে, অতঃপর আমি তাদেরকে পাকড়াও করলাম। সুতরাং আমার শাস্তি কিরূপ [ভীষণ] ছিল।	وَلَقَدِ اسْتُهْزِئَ بِرُسُلٍ مِّنْ قَبْلِكَ فَاَمْلَيْتُ لِلَّذِيْنَ كَفَرُوْا ثُمَّ اَخَذْتُهُمْ ۟ فَكَيْفَ كَانَ عِقَابِ (٣٢)

https://e-ilm.weebly.com/

শাব্দিক অনুবাদ :

৩১. وَلَوْ اَنَّ قُرْاٰنًا আর যদি এমন কোনো কুরআন হতো سُيِّرَتْ بِهِ الْجِبَالُ যা দ্বারা পর্বতমালা স্থানান্তরিত করা যেত اَوْ قُطِّعَتْ بِهِ الْاَرْضُ অথবা তার সাহায্যে ভূ-পৃষ্ঠ দ্রুত অতিক্রম করা যেত اَوْ كُلِّمَ بِهِ الْمَوْتٰى অথবা তার সাহায্যে মৃতদের সাথে বাক্যালাপ করা যে, তবুও তারা ঈমান আনত না بَلْ لِّلّٰهِ الْاَمْرُ جَمِيْعًا বরং সমস্ত ক্ষমতা আল্লাহরই জন্য রয়েছে اَفَلَمْ يَايْـَٔسِ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْٓا এতদসত্ত্বেও কি ঈমানদারদের এ কথার প্রতি মন স্থির হলো না যে, اَنْ لَّوْ يَشَآءُ اللّٰهُ আল্লাহ যদি চাইতেন لَهَدَى النَّاسَ جَمِيْعًا তবে সমস্ত মানুষকে হেদায়েত করে দিতেন وَلَا يَزَالُ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا আর এ কাফেররা তো সর্বদা এ অবস্থায় থাকে যে, تُصِيْبُهُمْ بِمَا صَنَعُوْا قَارِعَةٌ তাদের কার্যকলাপের দরুন তাদের উপর (ইহকালে) কোনো না কোনো আকস্মিক বিপদ পতিত হতে থাকে اَوْ تَحُلُّ قَرِيْبًا مِّنْ دَارِهِمْ অথবা তাদের জনপদের নিকট (বিপদ) পতিত হতে থাকে حَتّٰى يَاْتِيَ وَعْدُ اللّٰهِ শেষ পর্যন্ত আল্লাহর ওয়াদা (আখেরাতের আজাব) এসে পড়বে اِنَّ اللّٰهَ لَا يُخْلِفُ الْمِيْعَادَ কখনো আল্লাহ ওয়াদা খেলাফ করেন না।

৩২. وَلَقَدِ اسْتُهْزِئَ بِرُسُلٍ এবং অনেক রাসূলগণের সাথে বিদ্রূপ করা হয়েছে مِّنْ قَبْلِكَ যারা আপনার পূর্বে অতীত হয়েছেন فَاَمْلَيْتُ অনন্তর আমি অবকাশ দিতে থাকি لِلَّذِيْنَ كَفَرُوْا সে কাফেরদেরকে ثُمَّ اَخَذْتُهُمْ অতঃপর আমি তাদেরকে পাকড়াও করলাম فَكَيْفَ كَانَ عِقَابِ সুতরাং আমার শাস্তি কিরূপ (ভীষণ) ছিল।

৩৩. যিনি প্রত্যেক ব্যক্তির কার্যাবলি সম্পর্কে অবহিত থাকেন, তবুও কি তিনি এবং তাদের শরিকরা সমান হতে পারে? আর তারা আল্লাহর জন্য শরিক সাব্যস্ত করেছে, আপনি বলুন, তাদের নাম তো বল, তোমরা কি আল্লাহকে এমন কথার সংবাদ দিতেছ যে, ভূপৃষ্ঠে তার খবর আল্লাহর নেই? অথবা কেবল বাহ্যিক শব্দ হিসেবে তাদেরকে শরিক বলছ?; বরং সে কাফেরদের নিকট নিজেদের ভ্রমাত্মক বাক্যাবলি পছন্দনীয় বলে মনে হয় এবং এরা সৎপথ হতে বঞ্চিত রয়েছে; আর যাকে আল্লাহ তা'আলা গোমরাহীতে রাখেন, তাকে পথে আনার কেউ নেই।	اَفَمَنْ هُوَ قَآئِمٌ عَلٰى كُلِّ نَفْسٍۢ بِمَا كَسَبَتْ ۚ وَجَعَلُوْا لِلّٰهِ شُرَكَآءَ ؕ قُلْ سَمُّوْهُمْ ؕ اَمْ تُنَبِّئُوْنَهٗ بِمَا لَا يَعْلَمُ فِى الْاَرْضِ اَمْ بِظَاهِرٍ مِّنَ الْقَوْلِ ؕ بَلْ زُيِّنَ لِلَّذِيْنَ كَفَرُوْا مَكْرُهُمْ وَصُدُّوْا عَنِ السَّبِيْلِ ؕ وَمَنْ يُّضْلِلِ اللّٰهُ فَمَا لَهٗ مِنْ هَادٍ (٣٣)

শাব্দিক অনুবাদ :

৩৩. اَفَمَنْ هُوَ قَآئِمٌ عَلٰى كُلِّ نَفْسٍۢ بِمَا كَسَبَتْ যিনি প্রত্যেক ব্যক্তির কার্যাবলি সম্পর্কে অবহিত থাকেন তবুও কি তিনি এবং তাদের শরিকরা সমান হতে পারে? وَجَعَلُوْا لِلّٰهِ شُرَكَآءَ আর তারা আল্লাহর জন্য শরিক সাব্যস্ত করেছে قُلْ আপনি বলুন سَمُّوْهُمْ তাদের নামতো বল اَمْ تُنَبِّئُوْنَهٗ তোমরা কি আল্লাহকে এমন কথার সংবাদ দিচ্ছ যে, بِمَا لَا يَعْلَمُ فِى الْاَرْضِ ভূ-পৃষ্ঠে তার খবর আল্লাহর নেই اَمْ بِظَاهِرٍ مِّنَ الْقَوْلِ অথবা কেবল বাহ্যিক শব্দ হিসেবে তাদেরকে শরিক বলছ بَلْ زُيِّنَ لِلَّذِيْنَ كَفَرُوْا مَكْرُهُمْ বরং সেই কাফেরদের নিকট নিজেদের ভ্রমাত্মক বাক্যাবলি পছন্দনীয় বলে মনে হয় وَصُدُّوْا عَنِ السَّبِيْلِ এবং এরা সৎপথ হতে বঞ্চিত রয়েছে وَمَنْ يُّضْلِلِ اللّٰهُ আর যাকে আল্লাহ তা'আলা গোমরাহীতে রাখেন فَمَا لَهٗ مِنْ هَادٍ তাকে পথে আনার কেউই নেই।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

وَيَقُوْلُ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا لَوْلَآ اُنْزِلَ عَلَيْهِ اٰيَةٌ مِّنْ رَّبِّهٖ قُلْ اِنَّ اللّٰهَ يُضِلُّ مَنْ يَّشَآءُ وَيَهْدِيْٓ اِلَيْهِ مَنْ اَنَابَ.

শানে নুযূল : আলোচ্য আয়াত মক্কার মুশরিক সম্প্রদায় সম্পর্কে নাজিল হয়েছে। তাদের মধ্যে ছিল আব্দুল্লাহ বিন আবী উমাইয়্যা ও তার সঙ্গি সাথিগণ। পূর্ববর্তী নবী রাসূল গণের আবির্ভাবকালে, যে সকল সম্প্রদায় নবী রাসূল গণকে অমান্য করার কারণে তাদের উপর আজাব, গজব ও শাস্তি আপতিত হয়েছে প্রবলভাবে, তারাও তাদের উপর এমন আকস্মিক শাস্তি এসে যাওয়ার কামনা করত। তাদের এহেন অপরিণামদর্শী আকাঙ্ক্ষার পরিপ্রেক্ষিতে আল্লাহ তা'আলা আলোচ্য আয়াত নাজিল করেন। -(বাহরে মুহীত্ব ৩৭৯/৫)

كَذٰلِكَ اَرْسَلْنٰكَ فِىْٓ اُمَّةٍ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهَآ اُمَمٌ لِّتَتْلُوَا۟ عَلَيْهِمُ الَّذِىْٓ اَوْحَيْنَآ اِلَيْكَ وَهُمْ يَكْفُرُوْنَ بِالرَّحْمٰنِ قُلْ هُوَ رَبِّىْ لَآ اِلٰهَ اِلَّا هُوَ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَاِلَيْهِ مَتَابِ.

শানে নুযূল : ১. মুকাতিল ও ইবনে জুরাইজ থেকে বর্ণিত যে, আলোচ্য আয়াত হুদাইবিয়ার সন্ধি প্রসঙ্গ নিয়ে অবতীর্ণ হয়েছে। সকলের সম্মতিক্রমে যখন চুক্তি পত্র লিখে নেওয়াই চূড়ান্ত হয়, তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ হযরত

https://e-ilm.weebly.com/

আলী (রা.) কে বলেন যে, লিখ بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ তখন সুহাইল বিন আমর ও অন্যান্য উপস্থিত সকল মুশরিকেরা বলল, আমরাতো ইয়ামামার মুসাইলামা ছাড়া অন্য কাউকে رَحْمٰن বলে জানিনা। বরং লিখ بِاسْمِكَ اللّٰهُمَّ। জাহেলিয়্যা যুগেও এ ধরনের প্রথা প্রচলিত ছিল। অতঃপর নবী করীম ﷺ হযরত আলী (রা.) কে বললেন, লিখ مَا صَالَحَ عَلَيْهِ مُحَمَّدٌ رَّسُوْلُ اللّٰهِ আল্লাহর রাসূল মুহাম্মদ ﷺ যে শর্তে সন্ধি স্থাপন করেছেন। তখন মুশরিক সম্প্রদায় বলল, আপনি আল্লাহর রাসূল যদি হতেন, অতঃপর আমরা আপনার সাথে যুদ্ধ করতাম এবং আপনাকে প্রতিহত ও প্রতিরোধ করতাম, তাহলে তো আপনার প্রতি আমাদের জুলুম হতো। তা নলিখে আপনি লিখুন هٰذَا مَا صَالَحَ عَلَيْهِ مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ এ চুক্তি পত্র হচ্ছে যে শর্তে মুহাম্মদ বিন আব্দুল্লাহ সন্ধি স্থাপন করেছেন। সাহাবায়ে কেরাম বলে উঠলেন আদেশ করুন আমাদেরকে আমরা তাদের সাথে যুদ্ধ করব। রাসূল ﷺ বললেন যে, না, বরং তারা যেমনি ভাবে চায়, তেমনিভাবে লিখ, সে চুক্তি লিখন নীতির পরিপ্রেক্ষিতে আলোচ্য আয়াত অবতীর্ণ হয়েছে। −(কুরতুবী ৯./ ২৭০)

শানে নুযূল : ২. ইবনে জুরাইজ ও মুকাতিলের অপর বর্ণনা ও কাতাদাহ (র.) বলেন যে, মক্কার মুশরিক সম্প্রদায় হুদাইবিয়ার সন্ধির দিনে যখন তারা দেখতে পেল بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ তখন সুহাইল বিন আমর বলল, মুসাইলামা ছাড়া অন্য কাউকে رَحْمٰن বলে জানি না। সে মুহূর্তে আলোচ্য আয়াত নাজিল হয়েছে। −(বাহরের মুহীত্ব ৫/ ৩৮১)

শানে নুযূল : ৩. হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) বলেন, নবী আলাইহিসসালাম যখন কাফের কুরাইশদেরকে বললেন اُسْجُدُوا الرَّحْمٰنَ তখন তারা বলে উঠল, রহমান আবার কে? তাদের জবাবে নাজিল হয়েছে قُلْ هُوَ رَبِّيْ لَآ اِلٰهَ اِلَّا هُوَ বলুন রাহমান হলেন আমার পালনকর্তা, তিনি ভিন্ন অন্য কোনো মা'বূদ নেই। −(কুরতুবী ৯/২৭০)

وَلَوْ اَنَّ قُرْاٰنًا سُيِّرَتْ بِهِ الْجِبَالُ اَوْ قُطِّعَتْ بِهِ الْاَرْضُ اَوْ كُلِّمَ بِهِ الْمَوْتٰى.

শানে নুযূল : হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) ও মুকাতিল (র.) বলেন যে, আবূ জাহেল (আমার বিন হিশাম) ও আব্দুল্লাহ বিন উমাইয়্যাসহ মক্কার মুশরিকদের একটি দল কা'বা গৃহের পিছনে বসে রাসূলুল্লাহ ﷺ -কে তারা ডেকে পাঠাল, রাসূল ﷺ তাদের নিকট এসে তাদেরকে দাওয়াত দিলেন। তখন আব্দুল্লাহ তাঁকে জিজ্ঞেস করল যে, আপনি যদি আমাদেরকে আপনার অনুসারী বানাতে চান তাহলে কুরআনের মাধ্যমে মক্কার পাহাড়গুলোকে স্থানান্তরিত করে দিন, এ নগরী দিয়ে নদ-নদী প্রবাহিত করে দিন। যাতে আমরা উদ্যান ও বাগ-বাগিচা এবং চাষাবাদ করার সুযোগ লাভ করতে পারব। আমাদের মৃত পূর্ব পুরুষদের পুনর্জীবন দিন, যাতে তারা আমাদেরকে বলে দিবে যে, আপনি সত্যিই নবী, তাতেই ঈমান নিয়ে আসব। তাদের এ ভ্রান্ত ও মিথ্যা দাবির পরিপ্রেক্ষিতে আল্লাহ পাক উক্ত আয়াত অবতীর্ণ করেন। আর তাঁর جَوَابٌ উহ্য থাকে অর্থাৎ لَا يُؤْمِنُوْنَ এরা ঈমান আনবে না। −(জালালাইন ২০৪, বাহরে মুহীত্ব ৩৫/ ৩৮১, কুরতুবী/ ২৭১)

اَفَلَمْ يَايْـَٔسِ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْٓا اَنْ لَّوْ يَشَآءُ اللّٰهُ لَهَدَى النَّاسَ جَمِيْعًا وَلَا يَزَالُ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا تُصِيْبُهُمْ بِمَا صَنَعُوْا قَارِعَةٌ اَوْ تَحُلُّ قَرِيْبًا مِّنْ دَارِهِمْ حَتّٰى يَاْتِيَ وَعْدُ اللّٰهِ اِنَّ اللّٰهَ لَا يُخْلِفُ الْمِيْعَادَ.

শানে নুযূল : সাহাবায়ে কেরামের অন্তরে কাফেরদের সম্পর্কে এ দীর্ঘ আশা অঙ্কুরিত ছিল যে, তারা সকলেই ঈমান গ্রহণ করে নিক। তাদের অন্তরের সে সুপ্ত প্রত্যাশা যখন আবেগ ভরে তা প্রকাশ করেন। তখন আল্লাহ তা'আলা উক্ত আয়াতাংশ নাজিল করেন। −(জালালাইন : ২০৪)

তাফসীরে বগভীতে আছে, একদিন মক্কার মুশরিকরা পবিত্র কা'বা প্রাঙ্গণে এক সভায় মিলিত হলো। তাদের মধ্যে আবূ জাহেল ও আব্দুল্লাহ ইবনে উমাইয়ার নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। তারা আব্দুল্লাহ ইবনে উমাইয়াকে

https://e-ilm.weebly.com/

রাসূলুল্লাহ ﷺ এর কাছে প্রেরণ করল। সে বলল– আপনি যদি চান যে, আমরা আপনাকে রাসূল বলে স্বীকার করে নেই এবং আপনার অনুসরণ করি, তবে আমাদের কতকগুলো দাবি আছে এগুলো কুরআনের মাধ্যমে পূরণ করে দিলে আমরা সবাই মুসলমান হয়ে যাব।

তাদের একটি দাবি ছিল এই যে, মক্কা শহরটি খুবই সংকীর্ণ। চতুর্দিক থেকে পাহাড়ে ঘেরা উচ্চভূমি, যাতে না চাষাবাদের সুযোগ আছে এবং না বাগ-বাগিচা ও অন্যান্য প্রয়োজন পূরণের অবকাশ আছে। আপনি মু'জিযার সাহায্যে পাহাড়গুলোকে দূরে সরিয়ে দিন– যাতে মক্কার জমিন প্রশস্ত হয়ে যায়। আপনিই তো বলেন যে, হযরত দাঊদ (আ.)-এর জন্য পাহাড়ও সাথে সাথে তসবীহ পাঠ করত। আপনার কথা অনুযায়ী আপনি তো আল্লাহর কাছে দাঊদের চাইতে খাটো নন।

দ্বিতীয় দাবি ছিল এই যে, আপনার কথা অনুযায়ী হযরত সুলায়মান (আ.)-এর জন্য যেরূপ বায়ুকে আজ্ঞাবহ করে পথের বিরাট বিরাট দূরত্বকে সংক্ষিপ্ত করা হয়েছিল, আপনিও আমাদের জন্য তদ্রূপ করে দিন– যাতে সিরিয়া ইয়ামানের সফর আমাদের জন্য সহজ হয়ে যায়।

তৃতীয় দাবি ছিল এই যে, হযরত ঈসা (আ.) মৃতদেরকে জীবিত করতেন। আপনি তাঁর চাইতে কোনো অংশে কম নন। আপনিও আমাদের জন্য আমাদের দাদা কুসাইকে জীবিত করে দিন– যাতে আমরা তাকে জিজ্ঞেস করি যে, আপনার ধর্ম সত্য কি না। –(মাযহারী, বগভী, ইবনে আবী হাতেম, ইবনে মারদুইয়া)

আলোচ্য আয়াতসমূহে এসব হঠকারিতাপূর্ণ দাবির উত্তরে বলা হয়েছে–

وَلَوْ أَنَّ قُرْآنًا سُيِّرَتْ بِهِ الْجِبَالُ أَوْ قُطِّعَتْ بِهِ الْأَرْضُ أَوْ كُلِّمَ بِهِ الْمَوْتَىٰ بَل لِّلَّهِ الْأَمْرُ جَمِيعًا.

এখানে تَسْيِيْر جِبَال বলে পাহাড়গুলোকে স্ব-স্থান থেকে হটানো, قُطِّعَتْ بِهِ الْأَرْضُ বলে সংক্ষিপ্ত সময়ে লম্বা দূরত্ব অতিক্রম করা এবং كُلِّمَ بِهِ الْمَوْتَىٰ বলে মৃতদেরকে জীবিত করে কথা বলা বুঝানো হয়েছে। حَرْف شَرْط - لَوْ এর জওয়াব স্থানের ইঙ্গিতে উহ্য রয়েছে; অর্থাৎ لَمَّا آمَنُوْا যেমন কুরআনের অন্য এক জায়গায় এমনি বিষয়বস্তু এবং তার এরূপ জওয়াবই উল্লেখ করা হয়েছে–

وَلَوْ أَنَّنَا نَزَّلْنَا إِلَيْهِمُ الْمَلَائِكَةَ وَكَلَّمَهُمُ الْمَوْتَىٰ وَحَشَرْنَا عَلَيْهِمْ كُلَّ شَيْءٍ قُبُلًا مَّا كَانُوا لِيُؤْمِنُوا.

অর্থ এই যে, যদি কুরআনের সাহায্যে তাদের এসব দাবি পূরণ করে দেওয়া হয়, তবুও তারা বিশ্বাস স্থাপন করবে না। কেননা তারা এসব দাবির পূর্বে এমন সব মু'জিযা প্রত্যক্ষ করেছে, যেগুলো তাদের প্রার্থিত মু'জিযার চাইতে অনেক উর্ধ্বে ছিল। রাসূলুল্লাহ ﷺ এর ইশারায় চন্দ্রের দ্বিখণ্ডিত হওয়া, পাহাড়ের স্ব স্থান থেকে সরে যাওয়া এবং বায়ুকে আজ্ঞাবহ করার চাইতে অনেক বেশি বিস্ময়কর। এমনিভাবে তাঁর হাতে নিষ্প্রাণ কঙ্করের কথা বলা এবং তসবীহ পাঠ করা কোনো মৃত ব্যক্তির জীবিত হয়ে কথা বলার চাইতে অধিকতর বিরাট মু'জিযা। শবে মে'রাজে মসজিদে আকসা, অতঃপর সেখান থেকে নভোমণ্ডলের সফর এবং সংক্ষিপ্ত সময়ে প্রত্যাবর্তন, বায়ুকে বশ করা সুলায়মানী তখতের অলৌকিকতার চাইতে অনেক মহান। কিন্তু জালেমরা এগুলো দেখার পরও বিশ্বাস স্থাপন করেনি। অতএব এসব দাবির পিছনেও তাদের নিয়ত যে টালবাহানা করা– কিছু মেনে নেওয়া ও করা নয়, তা বলার অপেক্ষা রাখে না। মুশরিকদের এসব দাবির লক্ষ্য এটাই ছিল যে, তাদের দাবি পূরণ না করা হলে তারা বলবে। (নাউযুবিল্লাহ) আল্লাহ তা'আলাই এসব কাজ করার শক্তি রাখেন না, অথবা রাসূলের কথা আল্লাহর কাছে শ্রবণযোগ্য ও গ্রহণযোগ্য নয়। এতে বুঝা যায় যে, তিনি আল্লাহর রাসূল নন। তাই অতঃপর বলা হয়েছে– بَل لِّلَّهِ الْأَمْرُ جَمِيعًا অর্থাৎ, ক্ষমতা সবটুকু আল্লাহ তা'আলারই। উদ্দেশ্য এই যে, উল্লিখিত দাবিগুলো পূরণ না করার কারণ এই যে, এগুলো আল্লাহর শক্তি বহির্ভূত; বরং বাস্তব সত্য এই যে, জগতের মঙ্গলামঙ্গল একমাত্র

https://e-ilm.weebly.com/

https://e-ilm.weebly.com/

তিনিই জানেন। তিনি স্বীয় রহস্যের কারণে এসব দাবি পূর্ণ করা সমীচীন মনে করেননি। কারণ দাবি উত্থাপনকারীদের হঠকারিতা ও বদ নিয়ত তাঁর জানা আছে। তিনি জানেন যে, এসব দাবি পূরণ করা হলেও তারা বিশ্বাস স্থাপন করবে না।

أَفَلَمْ يَيْأَسِ الَّذِينَ آمَنُوا أَنْ لَوْ يَشَاءُ اللَّهُ لَهَدَى النَّاسَ جَمِيعًا ইমাম বগভী বর্ণনা করেন, সাহাবায়ে কেরাম মুশরিকদের এসব দাবি শুনে কামনা করতে থাকেন যে, মু'জেযা হিসেবে দাবিগুলো পূরণ করে দিলে ভালোই হয়। মক্কার সবাই মুসলমান হয়ে যাবে এবং ইসলাম শক্তিশালী হবে। এর পরিপ্রেক্ষিতে এ আয়াত অবতীর্ণ হয়। অর্থ এই যে, মুসলমানরা মুশরিকদের ছলচাতুরী ও হঠকারিতা দেখা ও জানা সত্ত্বেও কি এখন পর্যন্ত তাদের ঈমানের ব্যাপারে নিরাশ হয়নি যে, এমন কামনা করতে শুরু করেছে? অথচ তারা জানে যে, আল্লাহ তা'আলা ইচ্ছা করলে সব মানুষকে এমন হেদায়েত দিতে পারেন যে, মুসলমান হওয়া ছাড়া তাদের গত্যন্তর থাকবে না। কিন্তু সবাইকে ইসলাম ও ঈমানে বাধ্য করা খোদায়ী রহস্যের অনুকূল নয়; খোদায়ী রহস্য এটাই যে, প্রত্যেকের নিজস্ব ক্ষমতা অটুট থাকুক এবং এ ক্ষমতাবলে ইসলাম গ্রহণ করুক অথবা কুফর অবলম্বন করুক।

وَلَا يَزَالُ الَّذِينَ كَفَرُوا تُصِيبُهُمْ بِمَا صَنَعُوا قَارِعَةٌ أَوْ تَحُلُّ قَرِيبًا مِنْ دَارِهِمْ

হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) বলেন– قارعة শব্দের অর্থ আপদ-বিপদ। আয়াতের অর্থ এই যে, মুশরিকদের দাবি দাওয়া পূরণ করার কারণ এই যে, তাদের বদনিয়ত ও হঠকারিতা জানা ছিল যে, পূরণ করলেও বিশ্বাস স্থাপন করবে না। তারা আল্লাহর কাছে দুনিয়াতেও আপদ বিপদে পতিত হওয়ার যোগ্য; যেমন মক্কাবাসীদের উপর কখনো দুর্ভিক্ষের, কখনো ইসলামী জেহাদ তথা বদর, ওহুদ ইত্যাদিতে হত্যা ও বন্দীত্বের বিপদ নাজিল হয়েছে। কারো উপর বজ্র পতিত হয়েছে এবং কেউ অন্য কোনো বালা মসিবতে আক্রান্ত হয়েছে أَوْ تَحُلُّ قَرِيبًا مِنْ دَارِهِمْ অর্থাৎ মাঝে মাঝে এমনও হবে যে, সরাসরি তাদের উপর বিপদ আসবে না; বরং তাদের নিকটবর্তী জনপদের উপর বিপদ আসবে যাতে তারা শিক্ষালাভ করে এবং নিজেদের কুপরিণামও দৃষ্টিগোচর হতে থাকে।

حَتَّى يَأْتِيَ وَعْدُ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ لَا يُخْلِفُ الْمِيعَادَ অর্থাৎ, আপদ বিপদের এ ধারা অব্যাহতই থাকবে, যে পর্যন্ত আল্লাহ তা'আলার ওয়াদা পূর্ণ না হয়ে যায়। কারণ আল্লাহর ওয়াদা কোনো সময় টলতে পারে না। ওয়াদা বলে এখানে মক্কা বিজয় বুঝানো হয়েছে। উদ্দেশ্য এই যে, তাদের উপর বিভিন্ন প্রকার আপদ আসতে থাকবে। এমন কি, পরিশেষে মক্কা বিজিত হবে এবং তারা সবাই পরাজিত ও পর্যদুস্ত হয়ে যাবে।

আলোচ্য আয়াতে أَوْ تَحُلُّ قَرِيبًا مِنْ دَارِهِمْ বাক্য থেকে জানা যায় যে, কোনো সম্প্রদায় ও জনপদের আশেপাশে আজাব অথবা আপদ-বিপদ নাজিল হলে তাতে আল্লাহ তা'আলার এ রহস্যও নিহিত থাকে যে, পার্শ্ববর্তী জনপদগুলোও হুশিয়ার হয়ে যায় এবং অন্যের দুরবস্থা দেখে তারাও নিজেদের ক্রিয়াকর্ম সংশোধন করে নেয়। ফলে অন্যের আজাব তাদের জন্যে রহমত হয়ে যায়, নতুবা একদিন অন্যদের ন্যায় তারাও আজাবে পতিত হবে।

حَتَّى يَأْتِيَ وَعْدُ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ لَا يُخْلِفُ الْمِيعَادَ অর্থাৎ, কাফের ও মুশরিকদের উপর দুনিয়াতেও বিভিন্ন প্রকার আজাব ও আপদ বিপদের ধারা অব্যাহতই থাকবে, যে পর্যন্ত আল্লাহ তা'আলার ওয়াদা পৌঁছে না যায়। কেননা আল্লাহ কখনো ওয়াদার খেলাফ করেন না।

ওয়াদার অর্থ এখানে মক্কা বিজয়। আল্লাহ তা'আলা এই ওয়াদা রসূলুল্লাহ ﷺ এর সাথে করে রেখেছিলেন। উদ্দেশ্য এই যে, পরিশেষে মক্কা বিজিত হয়ে কাফের ও মুশরিকরা পর্যদুস্ত হবেই; এর পূর্বেও অপরাধের কিছু কিছু সাজা তারা ভোগ করবে। ওয়াদার অর্থ এ স্থলে কিয়ামতও হতে পারে। এ ওয়াদা সব পয়গাম্বরের সাথে সব সময়ই করা আছে। ওয়াদাকৃত সে কিয়ামতের দিন প্রত্যেক কাফেরও অপরাধী কৃতকর্মের পুরোপুরি শাস্তি ভোগ করবে।

শব্দবিশ্লেষণ :

اَنَابَ : সীগাহ واحد مذكر غائب বহছ ماضى معروف বাব اِفْعَالٌ মাসদার اَلْاِنَابَةُ মূলবর্ণ (ن ـ و ـ ب) জিনস اجوف واوى অর্থ– ফিরে আসা এবং তওবা করা।

طُوْبٰى : সুন্দর, ভালো অবস্থা, বেহেশতের একটি বৃক্ষের নাম। মাহমূদ আল্সি طُوْبٰى কে طَابَ -এর مصدر বলে ধারণা করেন। কারো মতে তা طَيِّبَةٌ -এর বহুবচন। যার অর্থ, পবিত্র এবং উত্তম। মাসদার হলেও অর্থ এবং ব্যাখ্যা বিভিন্নভাবে করা হয়েছে। ইবনে জারীর সেগুলো একত্র করেছেন। তিনি বলেন, হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) বলেন– طُوْبٰى অর্থ– ঈর্ষাযোগ্য। কাতাদা বলেন, এর অর্থ সুন্দর। তাঁর অন্য মতে এর অর্থ মঙ্গল। ইমাম বুখারী (র.) বলেন, এর অর্থ হলো বিপুল মঙ্গল। সব কথার সারমর্ম হলো, طُوْبٰى মানে আনন্দঘন সুখের জীবন। কুরতুবি বলেন, জান্নাতের একটি বৃক্ষের নাম।

مَتَابِ : মূলত مَتَابِىْ ছিল। مَتَابِ মুযাফ, উহ্য ى যমীর واحد متكلم মুযাফ ইলাইহি। বাব نَصَرَ মূলবর্ণ (ت ـ و ـ ب) জিনস اجوف واوى অর্থ- ফিরে আসা।

اَمْلَيْتُ : সীগাহ واحد متكلم বহছ ماضى معروف বাব اِفْعَالٌ মাসদার اَلْاِمْلَاءُ মূলবর্ণ (م ـ ل ـ ء) জিনস مهموز لام অর্থ- ঢিল দেওয়া, অবকাশ দেওয়া।

عِقَابِ : مُفَاعَلَةٌ -এর মাসদার, অর্থ– আজাব, শাস্তি, আখেরাতের শাস্তি, দুনিয়ার শাস্তি।

هَادٍ : সীগাহ واحد مذكر বহছ اسم فاعل বাব ضَرَبَ মাসদার اَلْهِدَايَةُ অর্থ- পথ প্রদর্শন করা, হেদায়েত দেওয়া, রাস্তা দেখানো।

https://e-ilm.weebly.com/

৩৪. তাদের জন্য পার্থিব জীবনে [-ও] আজাব রয়েছে এবং আখেরাতের আজাব হতেও বহু গুণে কঠিন, আর আল্লাহ তা'আলা হতে তাদের কোনো রক্ষাকারী হবে না।	لَهُمْ عَذَابٌ فِي الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا وَلَعَذَابُ الْاٰخِرَةِ اَشَقُّ ۚ وَمَا لَهُمْ مِّنَ اللّٰهِ مِنْ وَّاقٍ (٣٤)
৩৫. ধর্মপরায়ণ লোকদের প্রতি যে বেহেশতের অঙ্গীকার করা হয়েছে; তা এরূপ যে, তার নিম্নদেশ দিয়ে নহরসমূহ বইতে থাকবে, তার ফল এবং তার ছায়া চিরস্থায়ী থাকবে; তা-ই হবে ধর্মপরায়ণদের পরিণাম, আর কাফেরদের পরিণাম হবে দোজখ।	مَثَلُ الْجَنَّةِ الَّتِيْ وُعِدَ الْمُتَّقُوْنَ ۭ تَجْرِيْ مِنْ تَحْتِهَا الْاَنْهٰرُ ۭ اُكُلُهَا دَاۗئِمٌ وَّظِلُّهَا ۭ تِلْكَ عُقْبَى الَّذِيْنَ اتَّقَوْا ڰ وَّعُقْبَى الْكٰفِرِيْنَ النَّارُ (٣٥)
৩৬. আর যাদেরকে আমি কিতাব প্রদান করেছি, তারা তার [কুরআনের] প্রতি আনন্দিত হয়েছে যা আপনার প্রতি নাজিল করা হয়েছে, আর তাদের দলে কতিপয় এমন লোক রয়েছে যারা তার কিছু অংশকে অস্বীকার করে, আপনি বলুন, আমার প্রতি কেবল এ আদেশ হয়েছে যে, আমি যেন আল্লাহর ইবাদত করি এবং কাউকেও তাঁর অংশী সাব্যস্ত না করি, আমি আল্লাহরই দিকে আহ্বান করি, আর তাঁরই দিকে আমাকে যেতে হবে।	وَالَّذِيْنَ اٰتَيْنٰهُمُ الْكِتٰبَ يَفْرَحُوْنَ بِمَآ اُنْزِلَ اِلَيْكَ وَمِنَ الْاَحْزَابِ مَنْ يُّنْكِرُ بَعْضَهٗ ۭ قُلْ اِنَّمَآ اُمِرْتُ اَنْ اَعْبُدَ اللّٰهَ وَلَآ اُشْرِكَ بِهٖ ۭ اِلَيْهِ اَدْعُوْا وَاِلَيْهِ مَاٰبِ (٣٦)

শাব্দিক অনুবাদ :

৩৪. لَهُمْ عَذَابٌ فِي الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا তাদের জন্য পার্থিব জীবনেও আজাব রয়েছে وَلَعَذَابُ الْاٰخِرَةِ اَشَقُّ এবং আখেরাতের আজাব তা হতেও বহু কঠিন وَمَا لَهُمْ مِّنَ اللّٰهِ مِنْ وَّاقٍ আর আল্লাহ তা'আলা হতে তাদের কোনো রক্ষাকারী হবে না।

৩৫. مَثَلُ الْجَنَّةِ الَّتِيْ وُعِدَ الْمُتَّقُوْنَ ধর্মপরায়ণ লোকদের প্রতি যেই জান্নাতের অঙ্গীকার করা হয়েছে তা এরূপ যে تَجْرِيْ مِنْ تَحْتِهَا الْاَنْهٰرُ তার নিম্নদেশ দিয়ে নহরসমূহ বইতে থাকবে اُكُلُهَا دَاۗئِمٌ وَّظِلُّهَا তার ফল এবং তার ছায়া চিরস্থায়ী থাকবে تِلْكَ عُقْبَى الَّذِيْنَ اتَّقَوْا এটাই হবে ধর্মপরায়ণদের পরিণাম وَّعُقْبَى الْكٰفِرِيْنَ النَّارُ আর কাফেরদের পরিণাম হবে দোজখ।

৩৬. وَالَّذِيْنَ اٰتَيْنٰهُمُ الْكِتٰبَ আর যাদেরকে আমি কিতাব প্রদান করেছি يَفْرَحُوْنَ তারা তার (কুরআনের) প্রতি আনন্দিত হয়েছে بِمَآ اُنْزِلَ اِلَيْكَ যা আপনার প্রতি নাজিল করা হয়েছে وَمِنَ الْاَحْزَابِ আর তাদের দলের কতিপয় এমন লোক রয়েছে مَنْ يُّنْكِرُ بَعْضَهٗ যারা তার কিছু অংশকে অস্বীকার করে قُلْ আপনি বলুন اِنَّمَآ اُمِرْتُ আমার প্রতি কেবল এ আদেশ হয়েছে যে, اَنْ اَعْبُدَ اللّٰهَ আমি যেন আল্লাহর ইবাদত করি وَلَآ اُشْرِكَ بِهٖ এবং কাউকেও তার সাথে অংশী সাব্যস্ত না করি اِلَيْهِ اَدْعُوْا আমি আল্লাহরই দিকে আহ্বান করি وَاِلَيْهِ مَاٰبِ আর তাঁরই দিকে আমাকে যেতে হবে।

https://e-ilm.weebly.com/

৩৭. আর এরূপেই আমি এটাকে অবতীর্ণ করেছি একটি বিশেষ বিধানরূপে– আরবি ভাষায়, আর যদি আপনি তাদের প্রবৃত্তিজাত কল্পনাসমূহের অনুসরণ করতে থাকেন, আপনার নিকট জ্ঞান পৌঁছার পর, তবে আল্লাহর মোকাবিলায় আপনার না কোনো সহায় হবে, আর না কোনো রক্ষাকারী।	وَكَذٰلِكَ اَنْزَلْنٰهُ حُكْمًا عَرَبِيًّا ۚ وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ اَهْوَآءَهُمْ بَعْدَمَا جَآءَكَ مِنَ الْعِلْمِ ۙ مَا لَكَ مِنَ اللّٰهِ مِنْ وَّلِيٍّ وَّلَا وَاقٍ (۳۷)
৩৮. আর নিশ্চয় আমি আপনার পূর্বেও বহু রাসূল প্রেরণ করেছি এবং আমি তাদেরকে স্ত্রী এবং সন্তানাদিও দিয়েছি; আর এটা কোনো রাসূলের ক্ষমতাধীন নয় যে, একটি আয়াতও আল্লাহর আদেশ ব্যতীত আনতে পারে; প্রত্যেক কালের জন্য বিশেষ আহকাম হয়।	وَلَقَدْ اَرْسَلْنَا رُسُلًا مِّنْ قَبْلِكَ وَجَعَلْنَا لَهُمْ اَزْوَاجًا وَّذُرِّيَّةً ۚ وَمَا كَانَ لِرَسُوْلٍ اَنْ يَّاْتِيَ بِاٰيَةٍ اِلَّا بِاِذْنِ اللّٰهِ ۚ لِكُلِّ اَجَلٍ كِتَابٌ (۳۸)
৩৯. আল্লাহ যে হুকুমকে ইচ্ছা রহিত করেন এবং যাকে ইচ্ছা বহাল রাখেন; আর মূল কিতাব তাঁরই নিকট রয়েছে।	يَمْحُوا اللّٰهُ مَا يَشَآءُ وَيُثْبِتُ ۚ وَعِنْدَهٗٓ اُمُّ الْكِتٰبِ (۳۹)
৪০. আর আমি তাদের সাথে যার ওয়াদা করছি, যদি তার কিছুও আপনাকে দেখিয়ে দেই, কিংবা [তৎপূর্বে] আপনার মৃত্যু ঘটাই, বস্তুত আপনার জিম্মায় তো কেবল [হুকুম] পৌঁছানো, আর হিসাব নেওয়া আমার কাজ।	وَاِنْ مَّا نُرِيَنَّكَ بَعْضَ الَّذِيْ نَعِدُهُمْ اَوْ نَتَوَفَّيَنَّكَ فَاِنَّمَا عَلَيْكَ الْبَلٰغُ وَعَلَيْنَا الْحِسَابُ (۴۰)

রুকু ১৪

শাব্দিক অনুবাদ :

৩৭. وَكَذٰلِكَ اَنْزَلْنٰهُ আর এরূপেই একে আমি অবতীর্ণ করেছি حُكْمًا عَرَبِيًّا একটি বিশেষ বিধানরূপে আরবি ভাষায় وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ اَهْوَآءَهُمْ আর যদি আপনি তাদের প্রবৃত্তিজাত কল্পনাসমূহের অনুসরণ করতে থাকেন بَعْدَ مَا جَآءَكَ مِنَ الْعِلْمِ আপনার কিট জ্ঞান পৌঁছাবার পর مَا لَكَ مِنَ اللّٰهِ مِنْ وَّلِيٍّ وَّلَا وَاقٍ তবে আল্লাহর মোকাবিলায় আপনার না কোনো সহায়ক হবে আর না কোনো রক্ষাকারী।

৩৮. وَلَقَدْ اَرْسَلْنَا رُسُلًا আর নিশ্চয় আমি বহু পয়গম্বর প্রেরণ করেছি مِّنْ قَبْلِكَ আপনার পূর্বেও وَجَعَلْنَا لَهُمْ এবং আমি তাদেরকে দিয়েছি اَزْوَاجًا وَّذُرِّيَّةً স্ত্রী এবং সন্তানাদিও وَمَا كَانَ لِرَسُوْلٍ আর এটা কোনো রাসূলের ক্ষমতাধীন নয় যে اَنْ يَّاْتِيَ بِاٰيَةٍ اِلَّا بِاِذْنِ اللّٰهِ একটি আয়াত ও আল্লাহর আদেশ ব্যতীত আনতে পারে لِكُلِّ اَجَلٍ كِتَابٌ প্রত্যেক কালের জন্য বিশেষ আহকাম রয়েছে।

৩৯. يَمْحُو اللّٰهُ مَا يَشَآءُ আল্লাহ যে হুকুমকে ইচ্ছা রহিত করেন وَيُثْبِتُ এবং যাকে ইচ্ছা বহাল রাখেন وَعِنْدَهٗٓ اُمُّ الْكِتٰبِ আর মূল কিতাব তারই নিকট রয়েছে।

৪০. وَاِمَّا نُرِيَنَّكَ আর যদি আপনাকে দেখাই بَعْضَ الَّذِيْ نَعِدُهُمْ আমি তাদের সাথে যার ওয়াদা করেছি তার কিছু اَوْ نَتَوَفَّيَنَّكَ কিংবা (তৎপূর্বে) আপনার মৃত্যু ঘটাই فَاِنَّمَا عَلَيْكَ الْبَلٰغُ বস্তুতঃ আপনার জিম্মায় তো কেবল হুকুম পৌঁছানো وَعَلَيْنَا الْحِسَابُ আর হিসাব নেওয়া আমার কাজ।

https://e-ilm.weebly.com/

৪১. তারা কি তা দেখে না যে, আমি ভূমিকে অনবরত চতুর্দিক হতে কমিয়ে আনছি, আর আল্লাহ তা'আলা হুকুম জারি করেন, তাঁর হুকুম টলাবার কেউ নেই এবং তিনি অতি ত্বরিত হিসাব গ্রহণকারী।	أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّا نَأْتِي الْأَرْضَ نَنْقُصُهَا مِنْ أَطْرَافِهَا ۚ وَاللَّهُ يَحْكُمُ لَا مُعَقِّبَ لِحُكْمِهِ ۚ وَهُوَ سَرِيعُ الْحِسَابِ (٤١)
৪২. আর তাদের পূর্ববর্তী লোকেরা [-ও] তদবীর করেছে, বস্তুত আসল তদবীর তো আল্লাহরই; তিনি সকল বিষয় অবগত থাকেন, প্রত্যেক ব্যক্তি যা কিছু করে। আর এ কাফেররা অতি শীঘ্র জানতে পারবে যে, পরকালে শুভ পরিণাম কার জন্য রয়েছে।	وَقَدْ مَكَرَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ فَلِلَّهِ الْمَكْرُ جَمِيعًا ۖ يَعْلَمُ مَا تَكْسِبُ كُلُّ نَفْسٍ ۗ وَسَيَعْلَمُ الْكُفّٰرُ لِمَنْ عُقْبَى الدَّارِ (٤٢)
৪৩. আর এ কাফেররা এরূপ বলছে যে, আপনি রাসূল নন; আপনি বলে দিন, আমার ও তোমাদের মধ্যস্থলে আল্লাহ তা'আলাই সাক্ষী হিসেবে যথেষ্ট, আর সে ব্যক্তিও যার নিকট কিতাবের জ্ঞান আছে।	وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَسْتَ مُرْسَلًا ۚ قُلْ كَفَىٰ بِاللَّهِ شَهِيدًا بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ وَمَنْ عِنْدَهُ عِلْمُ الْكِتَابِ (٤٣) ع ١٢

শাব্দিক অনুবাদ :

৪১. أَوَلَمْ يَرَوْا তারা কি দেখে না أَنَّا نَأْتِي الْأَرْضَ نَنْقُصُهَا আমি ভূমিকে কমিয়ে আনছি مِنْ أَطْرَافِهَا চতুর্দিক হতে وَاللَّهُ يَحْكُمُ আর আল্লাহ আদেশ করেন لَا مُعَقِّبَ لِحُكْمِهِ তাঁর হুকুম টলাবার কেউ নেই وَهُوَ سَرِيعُ الْحِسَابِ আর তিনি ত্বরিত হিসাব গ্রহণকারী।

৪২. وَقَدْ مَكَرَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ আর তাদের পূর্ববর্তী লোকেরাও তদবির করেছিল فَلِلَّهِ الْمَكْرُ جَمِيعًا বস্তুতঃ আসল তদবির তো আল্লাহরই يَعْلَمُ তিনি সকল বিষয় অবগত থাকেন مَا تَكْسِبُ كُلُّ نَفْسٍ প্রত্যেক ব্যক্তি যা কিছু করে وَسَيَعْلَمُ الْكُفّٰرُ আর এ কাফেররা অতিশীঘ্র জানতে পারবে যে لِمَنْ عُقْبَى الدَّارِ পরকালে শুভ পরিণাম কার জন্য রয়েছে।

৪৩. وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا আর এ কাফেররা এরূপ বলছে যে لَسْتَ مُرْسَلًا আপনি রাসূল নন قُلْ আপনি বলে দিন كَفَىٰ بِاللَّهِ شَهِيدًا بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ আমার ও তোমাদের মধ্যস্থলে আল্লাহ তা'আলাই সাক্ষী হিসেবে যথেষ্ট وَمَنْ عِنْدَهُ عِلْمُ الْكِتَابِ আর সেই ব্যক্তিও যার নিকট কিতাবের জ্ঞান আছে।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

وَالَّذِينَ آتَيْنَاهُمُ الْكِتَابَ يَفْرَحُونَ بِمَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ وَمِنَ الْأَحْزَابِ مَنْ يُنْكِرُ بَعْضَهُ قُلْ إِنَّمَا أُمِرْتُ أَنْ أَعْبُدَ اللَّهَ وَلَا أُشْرِكَ بِهِ إِلَيْهِ أَدْعُو وَإِلَيْهِ مَآبِ.

শানে নুযূল : আল্লামা মাওয়ার্দী (র.) -এর মতানুসারে আলোচ্য আয়াত আহলে কিতাব থেকে যারা ইসলাম ধর্মে দীক্ষিত হয়েছেন, তাদের সম্পর্কে অবতীর্ণ হয়েছে। আল্লামা জমখশারী (র.) বলেন যে, ইয়াহুদ সম্প্রদায় থেকে যারা ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করে যথা- আব্দুল্লাহ বিন সালাম, কা'আব ও তাদের সঙ্গি সাথি। আর নাসারাদের থেকে যারা ইসলাম ধর্ম গ্রহণ কারী ৮০ পুরুষ। চল্লিশজন নাজরান বাসী, ইয়েমেনের ৮জন এবং আবি সিনিয়ার অধিবাসী ৩২ জন, এ সকল ব্যক্তিগণের চারিত্রিক গুণাবলি সম্বলিত আলোচ্য আয়াত নাজিল হয়েছে। -(বাহরে মুহীত্ব ৩৮৬/ ৩)

https://e-ilm.weebly.com/

وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِّن قَبْلِكَ وَجَعَلْنَا لَهُمْ أَزْوَاجًا وَذُرِّيَّةً وَمَا كَانَ لِرَسُولٍ أَن يَأْتِيَ بِآيَةٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ لِكُلِّ أَجَلٍ كِتَابٌ.

শানে নুযূল : কালবী বলেন, ইহুদি সম্প্রদায় রাসূল ﷺ-কে হেয় করার উদ্দেশ্যেই বলত যে, আমরা এ ব্যক্তির অধিক নারী লোভ ছাড়া অন্য কিছু তার মাঝে খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না। এ ব্যক্তি যদি নবী হতেন, তাহলে তিনি স্ত্রীদের পরিবর্তে নবুয়তের কাজে নিমগ্ন থাকতেন। তাদের এহেন বিভ্রান্তিকর ভাবধারার জবাবে আল্লাহ তা'আলা উক্ত আয়াত নাজিল করে বলেন যে, তাঁর পূর্ববর্তী সকল নবীগণই স্ত্রী ও সন্তান সন্ততির অধিকারী ছিলেন। তারাও নিজেদের ইচ্ছামতোই কোনো মু'জিযা প্রকাশ করতে পারেননি। –(বাহরে মুহীত ৫/ ৩৮৩, জালালাইন)

নবী-রাসূল সম্পর্কে কাফের ও মুশরিকদের একটি সাধারণ ধারণা ছিল এই যে, তাদের মানুষ নয় বরং ফেরেশতা হওয়া দরকার। ফলে, সাধারণ মানুষের দৃষ্টিতে তাঁদের শ্রেষ্ঠত্ব বিতর্কের ঊর্ধ্বে থাকবে। কুরআন পাক তাদের এ ভ্রান্ত ধারণার জওয়াব একাধিক আয়াতে দিয়েছে।

সহীহ বুখারী ও মুসলিমের হাদীসে রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন– আমি তো রোজাও রাখি এবং রোজা ছাড়াও থাকি; অর্থাৎ, আমি এমন নই যে, সব সময়ই রোজা রাখব। তিনি আরো বলেন– আমি রাত্রিতে নিদ্রাও যাই এবং নামাজের জন্য দণ্ডায়মানও হই; (অর্থাৎ, এমন নই যে, সারারাত কেবল নামাজই পড়ব) এবং মাংসও ভক্ষণ করি এবং নারীদেরকে বিবাহও করি। যে ব্যক্তি আমার এ সুন্নতকে আপত্তিকর মনে করে, সে মুসলমান নয়। وَمَا كَانَ لِرَسُولٍ أَنْ يَأْتِيَ بِآيَةٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ। অর্থাৎ, কোনো রাসূলের এ ক্ষমতা নেই যে, সে আল্লাহর নির্দেশ ছাড়া একটি আয়াতও নিজে আনতে পারেন।

কাফের ও মুশরিকরা সদাসর্বদা যেসব দাবি পয়গাম্বরদের সামনে করে এসেছে এবং রাসূলুল্লাহ ﷺ এর সামনেও সমসাময়িক মুশরিকরা যেসব দাবি করেছে, তন্মধ্যে দু'টি দাবি ছিল অত্যন্ত ব্যাপক। **এক.** আল্লাহর কিতাবে আমাদের অভিপ্রায় অনুযায়ী বিধি–বিধান অবতীর্ণ হোক। যেমন সূরা ইউনুসে তাদের এ আবেদন উল্লেখিত আছে যে, اِئْتِ بِقُرْآنٍ غَيْرِ هٰذَا أَوْ بَدِّلْهُ অর্থাৎ, আপনি বর্তমান কুরআনের পরিবর্তে সম্পূর্ণ ভিন্ন কুরআন আনুন, যাতে আমাদের প্রতিমাসমূহের উপাসনা নিষিদ্ধ করা না হয় অথবা আপনি নিজেই এর আনীত বিধি-বিধান পরিবর্তন করে দিন– আজাবের জায়গায় রহমত এবং হারামের জায়গায় হালাল করে দিন।

দুই. পয়গাম্বরদের সুস্পষ্ট মু'জিযা দেখা সত্ত্বেও নতুন নতুন মু'জিযা দাবি করে বলা যে, অমুক ধরনের মু'জিযা দেখালে আমরা মুসলমান হয়ে যাব। কুরআন পাকের উপরিউক্ত বাক্যে اٰيَة শব্দ দ্বারা উভয় অর্থই হতে পারে। কারণ কুরআনের পরিভাষায় কুরআনের আয়াতকেও আয়াত বলা হয় এবং মু'জিযাকেও। এ কারণেই 'এ আয়াত' শব্দের ব্যাখ্যায় কোনো কোনো তফসীরবিদ কুরআনী আয়াত অর্থ ধরে উদ্দেশ্য এরূপ ব্যক্ত করেছেন যে, কোনো পয়গাম্বরের এরূপ ক্ষমতা নেই যে, নিজের পক্ষ থেকে কোনো আয়াত তৈরি করে নেবেন। কেউ কেউ এ আয়াতের অর্থ মু'জিযা ধরে ব্যাখ্যা করেছেন যে, কোনো রাসূল ও নবীকে আল্লাহ তা'আলা এরূপ ক্ষমতা দেননি যে, যখন ইচ্ছা, যে ধরনের ইচ্ছা মু'জিযা প্রকাশ করেন। তাফসীরে রুহুল মা'আনীতে বলা হয়েছে عُمُوْم مَجَاز -এর ফায়দা অনুযায়ী এখানে উভয়বিধ অর্থ হতে পারে এবং উভয় তাফসীর বিশুদ্ধ হতে পারে।

এ দিক দিয়ে আলোচ্য আয়াতের সার বিষয়বস্তু এই যে, আমার রাসূলের কাছে কুরআনি আয়াত পরিবর্তন করার দাবি অন্যায় ও ভ্রান্ত। আমি কোনো রাসূলকে এরূপ ক্ষমতা দেইনি। এমনিভাবে কোনো বিশেষ ধরনের মু'জিযা দাবি করাও নবুয়তের স্বরূপ-সম্পর্কে অজ্ঞতার পরিচায়ক। কেননা কোনো নবী ও রাসূলের এরূপ ক্ষমতা থাকে না যে, লোকদের খাহেশ অনুযায়ী মু'জেযা প্রদর্শন করবেন।

لِكُلِّ أَجَلٍ كِتَابٌ এখানে أَجَل শব্দের অর্থ নির্দিষ্ট সময় ও মেয়াদ, كِتَابٌ শব্দটি এখানে ধাতু। এর অর্থ লিখা। বাক্যের অর্থ এই যে, প্রত্যেক বস্তুর মেয়াদ ও পরিমাণ আল্লাহ তা'আলার কাছে লিখিত আছে। তিনি সৃষ্টির সূচনালগ্নে লিখে দিয়েছেন যে, অমুক ব্যক্তি অমুক সময়ে জন্মগ্রহণ করবে এবং এতদিন জীবিত থাকবে। কোথায় কোথায় যাবে, কি কি কাজ করবে এবং কখন ও কোথায় মরবে, তাও লিখিত আছে।

এমনিভাবে একথাও লিখিত আছে যে, অমুক যুগে অমুক পয়গাম্বরের প্রতি কি ওহী এবং কি কি বিধি বিধান অবতীর্ণ হবে। কেননা প্রত্যেক যুগ ও প্রত্যেক জাতির উপযোগী বিধি বিধান আসতে থাকাই যুক্তিসঙ্গত ও ন্যায়ানুগ। আরো লিখিত আছে যে, অমুক পয়গাম্বর দ্বারা অমুক সময়ে এই মু'জিযা প্রকাশ পাবে।

তাই রাসূলুল্লাহ ﷺ এর কাছে এরূপ দাবি করা যে, অমুক ধরনের বিধি বিধান পরিবর্তন করানো অথবা অমুক ধরনের মু'জিযা দেখানো– এটি একটি হঠকারিতাপূর্ণ ও ভ্রান্ত দাবি, যা রেসালাত ও নবুয়তের স্বরূপ সম্পর্কে অজ্ঞতার উপর ভিত্তিশীল।

https://e-ilm.weebly.com/

يَمْحُوا اللّٰهُ مَا يَشَآءُ وَيُثْبِتُ وَعِنْدَهٗٓ اُمُّ الْكِتٰبِ এখানে اُمُّ الْكِتٰبِ-এর শাব্দিক অর্থ মূলগ্রন্থ। এতে লওহে মাহফূয বুঝানো হয়েছে, যাতে কোনোরূপ পরিবর্তন পরিবর্ধন হতে পারে না।

আয়াতের অর্থ এই যে, আল্লাহ তা'আলা স্বীয় অপার শক্তি ও অসীম রহস্য জ্ঞান দ্বারা যে বিষয়কে ইচ্ছা নিশ্চিহ্ন করে দেন এবং যে বিষয়কে ইচ্ছা বহাল ও বিদ্যমান রাখেন। এরপর যা কিছু হয়, তা আল্লাহর কাছে সংরক্ষিত থাকে। এর উপর কারো কোনো ক্ষমতা চলে না এবং তাতে হ্রাসবৃদ্ধিও হতে পারে না।

সুফিয়ান ছাওরী, ওয়াকী প্রমুখ তাফসীরবিদ হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) থেকে এ আয়াতের ভিন্ন তাফসীর বর্ণনা করেছেন। তাতে আয়াতের বিষয়বস্তুকে ভাগ্যলিপির সাথে সম্পর্কযুক্ত সাব্যস্ত করা হয়েছে। আয়াতের অর্থ এরূপ বর্ণনা করা হয়েছে যে, কুরআন ও হাদীসের বর্ণনা অনুযায়ী সৃষ্টজীবের ভাগ্য তথা প্রত্যেক ব্যক্তির বয়স, সারা জীবনের রিজিক, সুখ কিংবা বিপদ এবং এসব বিষয়ের পরিণাম আল্লাহ তা'আলা সূচনালগ্নে সৃষ্টির পূর্বেই লিপিবদ্ধ করে রেখেছেন। অতঃপর সন্তান জন্মগ্রহণের সময় ফেরেশতাদেরকেও লিখিয়ে দেওয়া হয় এবং প্রতি বছর শবে কদরে এ বছরের ব্যাপারাদির তালিকা ফেরেশতাদেরকে সোপর্দ করা হয়।

মোটকথা হলো- প্রত্যেক সৃষ্টজীবের বয়স, রিজিক, গতিবিধি ইত্যাদি সব নির্ধারিত ও লিপিবদ্ধ। কিন্তু আল্লাহ তা'আলা এ ভাগ্যলিপি থেকে যতটুকু ইচ্ছা বাদ দেন এবং যতটুকু ইচ্ছা বহাল রাখেন। وَعِنْدَهٗٓ اُمُّ الْكِتٰبِ অর্থাৎ, মিটানো ও বহাল রাখার পর যে মূলগ্রন্থ অবশেষে কার্যকর হয়, তা আল্লাহর কাছে রয়েছে। এতে কোনো পরিবর্তন হতে পারে না।

এসব রেওয়ায়েত থেকে জানা যায় যে, আল্লাহ তা'আলা কারো ভাগ্যলিপিতে যে বয়স, রিজিক ইত্যাদি লিখে দিয়েছেন, তা কোনো কর্মের দরুন কম অথবা বেশি হতে পারে এবং দোয়ার কারণেও তা পরিবর্তিত হতে পারে।

আলোচ্য আয়াতে এ বিষয়বস্তুটিই এভাবে বর্ণিত হয়েছে যে, ভাগ্যলিপিতে বয়স, রিজিক, বিপদ অথবা সুখ ইত্যাদিতে কোন কর্ম অথবা দোয়ার কারণে যে পরিবর্তন হয়, তা ঐ ভাগ্যলিপিতে হয়, যা ফেরেশতাদের হাতে অথবা জ্ঞানে থাকে। এতে কোনো সময় কোন নির্দেশ বিশেষ শর্তের সাথে সংযুক্ত থাকে। শর্তটি পাওয়া না গেলে নির্দেশটিও বাকি থাকে না। এ শর্তটি কোনো সময় লিখিত আকারে ফেরেশতাদের জ্ঞানে থাকে এবং কোনো সময় অলিখিত আকারে শুধু আল্লাহ তা'আলার জ্ঞানে থাকে। ফলে নির্দেশটি যখন পরিবর্তন করা হয়, তখন সবাই বিস্ময়ে হতবাক হয়ে যায়। এ ভাগ্যকে 'মুআল্লাক' (ঝুলন্ত) বলা হয়। আলোচ্য আয়াতের বর্ণনা অনুযায়ী এতে 'মিটানো' ও বাকি রাখা'র কাজ অব্যাহত থাকে। কিন্তু আয়াতের শেষ বাক্য وَعِنْدَهٗٓ اُمُّ الْكِتٰبِ ব্যক্ত করেছে যে, 'মুআল্লাক ভাগ্য' ছাড়া একটি 'মুবরাম' (চূড়ান্ত) ভাগ্য আছে, যা মূলগ্রন্থে লিখিত অবস্থায় আল্লাহ তা'আলার কাছে রয়েছে তা একমাত্র আল্লাহ তা'আলার জানার জন্যেই। এতে ঐসব বিধান লিখিত হয়, যেগুলো কর্মও দোয়ার শর্তের পর সর্বশেষ ফলাফল হয়ে থাকে। এ জন্যেই এটা মিটানো ও বহাল রাখা এবং হ্রাস বৃদ্ধি থেকে সম্পূর্ণ মুক্ত। -(ইবনে কাছীর)

وَاِنْ مَّا نُرِيَنَّكَ بَعْضَ الَّذِىْ نَعِدُهُمْ اَوْ نَتَوَفَّيَنَّكَ এ আয়াতে রাসূলুল্লাহ ﷺ কে সান্ত্বনা দেওয়ার জন্যে বলা হয়েছে যে, আল্লাহ তা'আলা আপনার সাথে ওয়াদা করেছেন যে, ইসলাম চূড়ান্ত বিজয় লাভ করবে এবং কুফর ও কাফেররা অপমানিত ও লাঞ্ছিত হবে। আল্লাহর এ ওয়াদা অবশ্যই পূর্ণ হবে। কিন্তু আপনি এরূপ চিন্তা করবেন না যে, এ বিজয় কবে হবে। সম্ভবতঃ আপনার জীবদ্দশাতেই হবে এবং এটাই সম্ভব যে, আপনার ওফাতের পরে হবে। আপনার মানসিক প্রশান্তির জন্য তো এটাই যথেষ্ট যে, আপনি অহরহ দেখছেন, আমি কাফেরদের ভূ-খণ্ড চতুর্দিক থেকে সঙ্কুচিত করে দিচ্ছি; অর্থাৎ, এসব দিক মুসলমানদের অধিকারভুক্ত হয়ে যাচ্ছে। ফলে তাদের অধিকৃত এলাকা হ্রাস পাচ্ছে। এভাবে একদিন এ বিজয় চূড়ান্ত রূপ লাভ করবে। নির্দেশ আল্লাহর হাতেই। তাঁর নির্দেশ খণ্ডনকারী কেউ নেই। তিনি দ্রুত হিসাব গ্রহণকারী।

শব্দবিশ্লেষণ :

وَاقٍ : সীগাহ واحد مذكر اسم فاعل বহছ ضَرَبَ বাব اَلْوِقَايَةُ মাসদার (و . ق . ى) মূলবর্ণ لفيف مفروق জিনস অর্থ- রক্ষাকারী, হেফাজতকারী।

لَامُعَقِّبَ : সীগাহ واحد مذكر اسم فاعل বহছ تَفْعِيْل বাব اَلتَّعْقِيْبُ মাসদার (ع . ق . ب) মূলবর্ণ صحيح জিনস অর্থ- প্রতিহতকারী।

https://e-ilm.weebly.com/

سُوْرَةُ اِبْرٰهِيْمَ

সূরা ইবরাহীম

মক্কায় অবতীর্ণ, আয়াত-৫২, রুকূ'-৭

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ○

পরম করুণাময়, দয়ালু আল্লাহর নামে শুরু করছি।

১. আলিফ-লাম-রা। এটা একটি কিতাব, যা আমি আপনার প্রতি নাজিল করেছি, যেন, আপনি বের করে আনেন সমস্ত মানুষকে তাদের প্রভুর আদেশে অন্ধকার হতে আলোর দিকে, অর্থাৎ পরাক্রান্ত, প্রশংসাভাজন আল্লাহ তা'আলার পথের দিকে।	الٓرٰ ۚ كِتٰبٌ اَنْزَلْنٰهُ اِلَيْكَ لِتُخْرِجَ النَّاسَ مِنَ الظُّلُمٰتِ اِلَى النُّوْرِ ۙ بِاِذْنِ رَبِّهِمْ اِلٰى صِرَاطِ الْعَزِيْزِ الْحَمِيْدِ (١)
২. যিনি এমন আল্লাহ, তাঁরই জন্য রয়েছে; যা কিছু আসমানসমূহে আছে এবং যা কিছু জমিনে আছে; আর সে কাফেরদের বড়ই দুর্গতি অর্থাৎ বড় কঠিন আজাব হবে।	اللّٰهِ الَّذِيْ لَهٗ مَا فِي السَّمٰوٰتِ وَمَا فِي الْاَرْضِ ۗ وَوَيْلٌ لِّلْكٰفِرِيْنَ مِنْ عَذَابٍ شَدِيْدِ (٢)
৩. যারা প্রাধান্য দেয় পার্থিব জীবনকে পরকালের উপর এবং আল্লাহ তা'আলার পথ হতে বিরত রাখে এবং তাতে বক্রতা অনুসন্ধান করতে থাকে, এরাই ঘোর বিভ্রান্তিতে রয়েছে।	الَّذِيْنَ يَسْتَحِبُّوْنَ الْحَيٰوةَ الدُّنْيَا عَلَى الْاٰخِرَةِ وَيَصُدُّوْنَ عَنْ سَبِيْلِ اللّٰهِ وَيَبْغُوْنَهَا عِوَجًا ۚ اُولٰٓئِكَ فِيْ ضَلٰلٍ بَعِيْدٍ (٣)

শাব্দিক অনুবাদ :

১. الٓرٰ আলিফ-লাম-রা كِتٰبٌ এটা একটি কিতাব اَنْزَلْنٰهُ اِلَيْكَ যা আমি আপনার প্রতি নাজিল করেছি لِتُخْرِجَ
النَّاسَ যেন আপনি বের করে আনেন সমস্ত মানুষকে مِنَ الظُّلُمٰتِ اِلَى النُّوْرِ অন্ধকার হতে আলোর দিকে بِاِذْنِ
رَبِّهِمْ তাদের প্রভুর আদেশে اِلٰى صِرَاطِ الْعَزِيْزِ الْحَمِيْدِ পরাক্রান্ত প্রশংসাভাজন আল্লাহ তা'আলার পথের দিকে।

২. اللّٰهِ الَّذِيْ যিনি এমন আল্লাহ لَهٗ তারই জন্য রয়েছে مَا فِي السَّمٰوٰتِ যা কিছু আসমান সমূহে আছে وَمَا فِي
الْاَرْضِ এবং যা কিছু জমিনে আছে وَوَيْلٌ لِّلْكٰفِرِيْنَ আর সেই কাফেরদের বড়ই দুর্গতি مِنْ عَذَابٍ شَدِيْدِ
বড় কঠিন আজাব হবে।

৩. الَّذِيْنَ يَسْتَحِبُّوْنَ যারা প্রাধান্য দেয় الْحَيٰوةَ الدُّنْيَا পার্থিব জীবনকে عَلَى الْاٰخِرَةِ পরকালের উপর وَيَصُدُّوْنَ عَنْ
سَبِيْلِ اللّٰهِ এবং আল্লাহ তা'আলার পথ হতে বিরত রাখে وَيَبْغُوْنَهَا عِوَجًا এবং তাতে বক্রতা অনুসন্ধান করতে
থাকে اُولٰٓئِكَ فِيْ ضَلٰلٍ بَعِيْدٍ এরাই ঘোর বিভ্রান্তিতে রয়েছে।

https://e-ilm.weebly.com/

وَمَآ اَرْسَلْنَا مِنْ رَّسُوْلٍ اِلَّا بِلِسَانِ قَوْمِهٖ لِيُبَيِّنَ لَهُمْ ؕ فَيُضِلُّ اللّٰهُ مَنْ يَّشَآءُ وَيَهْدِيْ مَنْ يَّشَآءُ ؕ وَهُوَ الْعَزِيْزُ الْحَكِيْمُ (٤)

৪. আর আমি সমস্ত রাসূলকে তাঁদেরই স্বজাতির ভাষাভাষী করে পাঠিয়েছি, যেন তাদের নিকট [আল্লাহর বিধানসমূহ] বর্ণনা করতে পারেন; অনন্তর আল্লাহ তা'আলা যাকে ইচ্ছা বিপথগামী করেন এবং যাকে ইচ্ছা পথ দেখান, আর তিনি প্রভাবশালী, প্রজ্ঞাময়।

وَلَقَدْ اَرْسَلْنَا مُوْسٰى بِاٰيٰتِنَآ اَنْ اَخْرِجْ قَوْمَكَ مِنَ الظُّلُمٰتِ اِلَى النُّوْرِ ۙ وَذَكِّرْهُمْ بِاَيّٰىمِ اللّٰهِ ؕ اِنَّ فِيْ ذٰلِكَ لَاٰيٰتٍ لِّكُلِّ صَبَّارٍ شَكُوْرٍ (٥)

৫. আর আমি মূসাকে নিজ নিদর্শনসমূহ দিয়ে প্রেরণ করেছি, তুমি নিজ কওমকে অন্ধকার হতে আলোর দিকে আনয়ন কর এবং তাদেরকে আল্লাহর [নিয়ামত ও আজাব সংক্রান্ত] ব্যবহারসমূহ স্মরণ করিয়ে দাও; নিঃসন্দেহে তাতে উপদেশসমূহ রয়েছে; প্রত্যেক ধৈর্যশীল, শুকরগুজার লোকদের জন্য।

শাব্দিক অনুবাদ :

৪. وَمَآ اَرْسَلْنَا مِنْ رَّسُوْلٍ اِلَّا بِلِسَانِ قَوْمِهٖ আর আমি সমস্ত পয়গাম্বরকে তাদেরই কওমের ভাষায় পয়গাম্বর করে পাঠিয়েছি لِيُبَيِّنَ لَهُمْ যেন তাদের নিকট (আল্লাহর বিধানসমূহ) বর্ণনা করতে পারেন فَيُضِلُّ اللّٰهُ مَنْ يَّشَآءُ অনন্তর আল্লাহ তা'আলা যাকে ইচ্ছা বিপথগামী করেন وَيَهْدِيْ مَنْ يَّشَآءُ এবং যাকে ইচ্ছা পথ দেখান وَهُوَ الْعَزِيْزُ الْحَكِيْمُ আর তিনি প্রভাবশালী, প্রজ্ঞাময়।

৫. وَلَقَدْ اَرْسَلْنَا مُوْسٰى আমি মূসাকে প্রেরণ করেছি بِاٰيٰتِنَآ নিজ নিদর্শনসমূহ দিয়ে اَنْ اَخْرِجْ قَوْمَكَ তুমি নিজ কওমকে আনয়ন কর مِنَ الظُّلُمٰتِ اِلَى النُّوْرِ অন্ধকার হতে আলোর দিকে وَذَكِّرْهُمْ আর তাদেরকে স্মরণ করিয়ে দিন بِاَيّٰىمِ اللّٰهِ আল্লাহর (নিয়ামত ও আজাব সংক্রান্ত) ব্যবহারসমূহ اِنَّ فِيْ ذٰلِكَ لَاٰيٰتٍ নিঃসন্দেহে তাতে উপদেশসমূহ রয়েছে لِّكُلِّ صَبَّارٍ شَكُوْرٍ প্রত্যেক ধৈর্যশীল, শোকরগুজার লোকদের জন্য।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

সূরা ও তার বিষয়বস্তু : এটা কুরআন পাকের চতুর্দশতম সূরা- 'সূরা ইবরাহীম'। এটা মক্কায়, হিজরতের পূর্বে অবতীর্ণ হয়েছে। কতিপয় আয়াত সম্পর্কে মতভেদ আছে যে, মক্কায়, হিজরতের পূর্বে অবতীর্ণ, না মদিনায় অবতীর্ণ।

এ সূরার শুরুতে রেসালাত, নবুয়ত ও এসবের কিছু বৈশিষ্ট্য বর্ণিত হয়েছে।

الٓرٰ كِتٰبٌ اَنْزَلْنٰهُ اِلَيْكَ لِتُخْرِجَ النَّاسَ مِنَ الظُّلُمٰتِ اِلَى النُّوْرِ بِاِذْنِ رَبِّهِمْ

كِتٰبٌ اَنْزَلْنٰهُ اِلَيْكَ ব্যাকরণের দিক দিয়ে একে هٰذَا -এর خَبَرٌ সাব্যস্ত করে এরূপ অর্থ নেওয়াই অধিক স্পষ্ট যে, এটা ঐ গ্রন্থ, যা আমি আপনার প্রতি অবতীর্ণ করেছি। এতে অবতীর্ণ করার কাজটি আল্লাহর দিক সম্পৃক্ত করা এবং সম্বোধন রসূলুল্লাহ ﷺ এর দিকে করার মধ্যে দু'টি বিষয়ের প্রতি ইঙ্গিত পাওয়া যায়। এক. এ গ্রন্থটি অত্যন্ত মহান; কারণ একে স্বয়ং আল্লাহ তা'আলা নাজিল করেছেন। দুই. রসূলুল্লাহ ﷺ উচ্চ মর্যাদার অধিকারী। কারণ তিনি এ গ্রন্থের প্রথম সম্বোধিত ব্যক্তি।

لِتُخْرِجَ النَّاسَ مِنَ الظُّلُمٰتِ اِلَى النُّوْرِ بِاِذْنِ رَبِّهِمْ এখানে نَاسٌ শব্দের অর্থ সাধারণ মানুষ। এতে বর্তমান ও ভবিষ্যৎ সকল যুগের মানুষই বুঝানো হয়েছে। ظُلُمٰتٌ শব্দটি ظُلْمَةٌ -এর বহুবচন। এর অর্থ অন্ধকার। এখানে ظُلُمٰتٌ বলে কুফর শিরক ও মন্দকর্মের অন্ধকারসমূহ এবং نُوْرٌ বলে ঈমানের আলো বুঝানো হয়েছে। এজন্যই ظُلُمٰتٌ শব্দটি বহুবচন ব্যবহার করা হয়েছে। কেননা কুফর ও শিরকের প্রকার অনেক। অমনিভাবে মন্দ কর্মের

https://e-ilm.weebly.com/

সংখ্যাও গণনার বাইরে। পক্ষান্তরে نُوْر শব্দটি একবচনে আনা হয়েছে। কেননা ঈমান ও সত্য এক। আয়াতের অর্থ এই যে, আমি এ গ্রন্থ এজন্যে আপনার প্রতি অবতীর্ণ করেছি, যাতে আপনি এর সাহায্যে বিশ্বের মানুষকে কুফর, শিরক ও মন্দ কর্মের অন্ধকার থেকে মুক্তি দিয়ে তাদের পালনকর্তার আদেশক্রমে ঈমান ও সত্যের আলোর দিকে আনয়ন করেন। এখানে رَبّ শব্দটি প্রয়োগ করার মধ্যে ইঙ্গিত পাওয়া যায় যে, গ্রন্থ ও পয়গাম্বরের সাহায্যে সর্বস্তরের মানুষকে অন্ধকার থেকে মুক্তি দেওয়া– আল্লাহ তা'আলার এ অনুগ্রহের একমাত্র কারণ হচ্ছে ঐ কৃপা ও মেহেরবানি, যা মানব জাতির স্রষ্টা ও প্রভু-প্রতিপালকত্বের কারণে মানবজাতির প্রতি নিয়োজিত করে রেখেছেন।

إِلَىٰ صِرَاطِ الْعَزِيْزِ الْحَمِيْدِ اللّٰهِ الَّذِىْ لَهٗ مَا فِى السَّمٰوٰتِ وَمَا فِى الْاَرْضِ এ আয়াতের শুরুতে যে অন্ধকার ও আলোর উল্লেখ করা হয়েছিল, বলাবাহুল্য, তা ঐ অন্ধকার ও আলো নয়, যা সাধারণ দৃষ্টিতে দেখা যায়। তাই তা ফুটিয়ে তোলার জন্য এ বাক্যে বলা হয়েছে যে, ঐ আলো হচ্ছে আল্লাহর পথ। এ পথে যারা চলে, তারা অন্ধকারে চলাচলকারীর অনুরূপ পথভ্রান্ত হয় না, হোঁচট খায় না এবং গন্তব্যস্থলে পৌছতে বিফল মনোরথ হয় না। আল্লাহর পথ বলে ঐ পথ বুঝানো হয়েছে, যেপথে চলে মানুষ আল্লাহ পর্যন্ত পৌছতে পারে এবং তাঁর সন্তুষ্টির মর্যাদা অর্জন করতে পারে।

এ স্থলে আল্লাহ শব্দটির পরে এবং তাঁর আগে তাঁর দু'টি গুণবাচক নাম عَزِيْز ও حَمِيْد উল্লেখ করা হয়েছে عَزِيْز শব্দের অর্থ শক্তিশালী ও পরাক্রান্ত এবং حَمِيْد শব্দের অর্থ ঐ সত্তা, যিনি প্রশংসার যোগ্য। এ দু'টি গুণবাচক শব্দকে আসল নামের পূর্বে উল্লেখ করে ইঙ্গিত করা হয়েছে যে, এ পথ পথিককে যে সত্তার দিকে নিয়ে যায়, তিনি পরাক্রান্তও এবং প্রশংসার যোগ্য। ফলে এ পথের পথিক কোথাও হোঁচট খাবে না এবং তার প্রচেষ্টা বিফলে যাবে না; বরং তাঁর গন্তব্যস্থলে পৌছা সুনিশ্চিত। শর্ত এই যে, এ পথ ছাড়তে পারবে না।

আল্লাহ তা'আলার এ দু'টি গুণ আগে উল্লেখ করার পর বলা হয়েছে– اَللّٰهُ الَّذِىْ لَهٗ مَا فِى السَّمٰوٰتِ وَمَا فِى الْاَرْضِ। অর্থাৎ তিনি ঐ সত্তা, যিনি নভোমণ্ডল ও ভূমণ্ডলের সবকিছুর স্রষ্টা ও মালিক। এতে কোনো অংশীদার নেই। وَوَيْلٌ لِّلْكٰفِرِيْنَ مِنْ عَذَابٍ شَدِيْدٍ : ويل শব্দের অর্থ কঠোর শাস্তি ও বিপর্যয়। অর্থ এই যে, যারা কুরআনরূপী নিয়ামত অস্বীকার করে এবং অন্ধকারেই থাকতে পছন্দ করে, তাদের জন্য রয়েছে ধ্বংস ও বরবাদী, ঐ কঠোর আজাবের কারণে যা তাদের উপর আপতিত হবে।

সারকথা : আয়াতের সারমর্ম এই যে, সব মানুষকে অন্ধকার থেকে বের করে আল্লাহর পথের আলোতে আনার জন্য কুরআন অবতীর্ণ হয়েছে। কিন্তু যে হতভাগা কুরআনকেই অস্বীকার করে, সে নিজেই নিজেকে আজাবে নিক্ষেপ করে। কুরআন যে আল্লাহর কালাম, যারা এ বিষয়টিই স্বীকার করে না, তারা তো নিশ্চিতরূপেই উপরিউক্ত সাবধানবাণীর লক্ষ্য; কিন্তু যারা বিশ্বাসের ক্ষেত্রে অস্বীকার করে না, তবে কার্যক্ষেত্রে কুরআনকে ত্যাগ করে বসেছে– তেলাওয়াতের সাথেও কোনো সম্পর্ক রাখে না এবং বুঝা ও তা মেনে চলার প্রতিও ভ্রূক্ষেপও করে না, তারা মুসলমান হওয়া সত্ত্বেও সাবধানবাণীর আওতা থেকে সম্পূর্ণ মুক্ত নয়।

اَلَّذِيْنَ يَسْتَحِبُّوْنَ الْحَيٰوةَ الدُّنْيَا عَلَى الْاٰخِرَةِ وَيَصُدُّوْنَ عَنْ سَبِيْلِ اللّٰهِ وَيَبْغُوْنَهَا عِوَجًا اُولٰٓئِكَ فِىْ ضَلٰلٍۢ بَعِيْدٍ

এ আয়াতে কুরআনে অবিশ্বাসী কাফেরদের তিনটি অবস্থা বর্ণিত হয়েছে। (এক) তারা পার্থিব জীবনকে পরকালের তুলনায় অধিক পছন্দ করে এবং অগ্রাধিকার দেয়। এজন্যেই পার্থিব লাভ বা আরামের খাতিরে পরকালের ক্ষতি স্বীকার করে নেয়। এতে তাদের রোগ নির্ণয়ের দিকে ইঙ্গিত করা হয়েছে যে, তারা কেন কুরআনের সুস্পষ্ট মু'জিযা দেখা সত্ত্বেও একে অস্বীকার করে? কারণ এই যে, দুনিয়ার বর্তমান জীবনের ভালোবাসা তাদেরকে পরকালের ব্যাপারে অন্ধ করে রেখেছে। তাই তারা অন্ধকারকেই পছন্দ করে এবং আলোর দিকে আসার কোনো আগ্রহ রাখে না।

দ্বিতীয় অবস্থা এই যে, তারা নিজেরা তো অন্ধকারে থাকা পছন্দ করেই; তদুপরি সর্বনাশের কথা এই যে, নিজেদের ভ্রান্তি ঢাকা দেওয়ার জন্যে অন্যদেরকেও আলোর মহাসড়ক অর্থাৎ আল্লাহর পথে চলতে বাধা দান করে।

কুরআন বুঝার ব্যাপারে কোনো কোনো ভ্রান্তির প্রতি অঙ্গুলি নির্দেশ : তৃতীয় অবস্থা وَيَبْغُوْنَهَا عِوَجًا বাক্যে বর্ণিত হয়েছে। এর অর্থ দ্বিবিধ হতে পারে। **এক.** তারা স্বীয় মন্দ বাসনা ও মন্দ কর্মের কারণে এ চিন্তায় মগ্ন

https://e-ilm.weebly.com/

থাকে যে, আল্লাহর উজ্জ্বল ও সরল পথে কোনো বক্রতা ও দোষ দৃষ্টিগোচর হলেই তার আপত্তি ও ভর্ৎসনা করার সুযোগ পাবে। ইবনে কাছীর এ অর্থই বর্ণনা করেছেন।

দুই. তারা এরূপ খোঁজাখুঁজিতে লেগে থাকে যে, আল্লাহর পথে অর্থাৎ কুরআন ও হাদীসের কোনো বিষয়বস্তু তাদের চিন্তাধারা ও মনোবৃত্তির অনুকূলে পাওয়া যায় কি না, যেন সেটাকে তারা নিজেদের সত্যতার প্রমাণ হিসেবে পেশ করতে পারবে, তাফসীরে কুরতুবীতে এ অর্থ গ্রহণ করা হয়েছে। আজকাল অসংখ্য পণ্ডিত ব্যক্তি এ ব্যাধিতে আক্রান্ত। তারা মনে মনে একটি চিন্তাধারা কখনো ভ্রান্তিবশতঃ এবং কখনো বিজাতীয় প্রভাবে প্রভাবান্বিত হয়ে গড়ে নেয়। এরপর কুরআন ও হাদীসে এর সমর্থন তালাশ করে। কোথাও কোনো শব্দ এ চিন্তাধারার অনুকূলে দৃষ্টিগোচর হলেই একে নিজেদের পক্ষে কুরআনি প্রমাণ মনে করে। অথচ এ কর্মপন্থাটি নীতিগতভাবেই ভ্রান্ত। কেননা, মুমিনের কাজ হলো নিজস্ব চিন্তাধারা ও মনোবৃত্তি থেকে মুক্ত মন নিয়ে কুরআন ও হাদীসকে দেখা। এরপর এগুলো থেকে সুস্পষ্টভাবে যা প্রমাণিত হয়, সেটাকে নিজের মতবাদ সাব্যস্ত করা।

أُولَٰئِكَ فِي ضَلَالٍ بَعِيدٍ : উপরে যেসব কাফেরদের তিনটি অবস্থা বর্ণিত হয়েছে, এ বাক্যে তাদেরই অশুভ পরিণতি উল্লেখ করা হয়েছে। এর সারমর্ম এই যে, তারা পথভ্রষ্টতায় এতদূর পৌঁছে গেছে যে, সেখান থেকে সৎ পথে ফিরে আসা তাদের পক্ষে কঠিন।

আল্লাহ তা'আলা হযরত আদম (আ.) থেকে জগতে মানব-বসতি শুরু করেছেন এবং তাঁকেই মানব জাতির সর্বপ্রথম নবী ও পয়গাম্বর মনোনীত করেন। এরপর পৃথিবীর জনসংখ্যা যতই বৃদ্ধি পেয়েছে, আল্লাহ তা'আলার পক্ষ থেকে বিভিন্ন পয়গাম্বরের মাধ্যমে হেদায়েতও পথ-প্রদর্শনের ব্যবস্থা ততই সম্প্রসারিত হয়েছে। প্রত্যেক যুগ ও জাতির অবস্থার উপযোগী বিধি-বিধান ও শরিয়ত অবতীর্ণ হয়েছে। শেষ পর্যন্ত মানব জগতের ক্রমঃবিকাশ যখন পূর্ণত্বের স্তরে উপনীত হয়েছে, তখন সাইয়্যেদুল আওয়ালীন ওয়াল-আখিরীন, ইমামুল আম্বিয়া হযরত মুহাম্মদ মুস্তফা ﷺ -কে সমগ্র বিশ্বের জন্য রাসূলরূপে প্রেরণ করা হয়েছে। তাঁকে যে গ্রন্থ ও শরিয়ত দান করা হয়েছে, তাঁকে সমগ্র বিশ্ব এবং কিয়ামত পর্যন্ত সর্বকালের জন্য স্বয়ংসম্পূর্ণ করে দেওয়া হয়েছে।

কুরআন আরবি ভাষায় কেন? এখন প্রশ্ন হয় যে, পূর্ববর্তী উম্মতদের প্রতি প্রেরিত রাসূল তাদেরই ভাষাভাষী ছিলেন। ফলে তাদেরকে অনুবাদের শ্রম স্বীকার করতে হয়নি। শেষ পয়গাম্বরের বেলায় এরূপ হলো না কেন? রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে শুধু আরবেই কেন আরবি ভাষা দিয়ে প্রেরণ করা হলো এবং তাঁর গ্রন্থ কুরআনও আরবি ভাষায়ই কেন নাজিল হলো? একটু চিন্তা-ভাবনা করলেই এর উত্তর পরিষ্কার হবে। বিশ্বের জাতিসমূহের মধ্যে শত শত ভাষা প্রচলিত হয়েছে এমতাবস্থায় সবাইকে হেদায়েত করার দু'টি মাত্র উপায় সম্ভবপর ছিল। এক. প্রত্যেক জাতির ভাষায় পৃথক পৃথক কুরআন অবতীর্ণ হওয়া এবং রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর শিক্ষাও তদ্রূপ প্রত্যেক জাতির ভাষায় ভিন্ন ভিন্ন হওয়া। আল্লাহর অপার শক্তির সামনে এরূপ ব্যবস্থাপনা মোটেই কঠিন ছিল না; কিন্তু সমগ্র বিশ্ববাসীর জন্য এক রাসূল এক গ্রন্থ, এক শরিয়ত প্রেরণ করার মাধ্যমে তাদের মধ্যে হাজারো মতবিরোধ সত্ত্বেও ধর্মীয়, চারিত্রিক ও সামাজিক ঐক্য ও সংহতি স্থাপনের যে মহান লক্ষ্য অর্জন করা উদ্দেশ্য ছিল, এমতাবস্থায় তা অর্জিত হতো না।

এছাড়া প্রত্যেক জাতি ও প্রত্যেক দেশের কুরআন ও হাদীস ভিন্ন ভিন্ন ভাষায় থাকলে কুরআন পরিবর্তনের অসংখ্য পথ খুলে যেত এবং কুরআন যে একটি সংরক্ষিত কালাম যা বিজাতি এবং কুরআন-অবিশ্বাসীরাও মুক্ত কণ্ঠে স্বীকার করে, এ অলৌকিক বৈশিষ্ট্য খতম হয়ে যেত। এছাড়া একই ধর্ম এবং একই গ্রন্থ সত্ত্বেও এর অনুসারীরা শতধাবিচ্ছিন্ন হয়ে যেত এবং তাদের মধ্যে ঐক্যের কোনো কেন্দ্রবিন্দুই অবশিষ্ট থাকত না। এক আরবি ভাষায় কুরআন নাজিল হওয়া সত্ত্বেও এর ব্যাখ্যা ও তাফসীরে বৈধ সীমার মধ্যে কত মত পার্থক্য দেখা দিয়েছে। অবৈধ পন্থায় যেসব মত বিরোধ হয়েছে, সেগুলোর তো ইয়ত্তাই নেই। এ থেকেই উপরিউক্ত বক্তব্যের সত্যতা সম্যক অনুমান করা যায়। কিন্তু এতদসত্ত্বেও যারা কোনো না কোনো স্তরে কুরআনের বিধি-বিধান পালন করে, তাদের মধ্যে জাতীয় ঐক্য ও স্বতন্ত্র ব্যক্তিত্ব বিদ্যমান রয়েছে।

https://e-ilm.weebly.com/

মোটকথা এই যে, রাসূলে কারীম ﷺ-এর নবুয়ত সমগ্র বিশ্বের জন্য ব্যাপক হওয়ার প্রেক্ষিতে প্রত্যেক জাতির ভাষায় ভিন্ন ভিন্ন কুরআনের মাধ্যমে সমগ্র বিশ্ববাসীর শিক্ষা ও হেদায়েতের পন্থাকে কোনো স্থূল বুদ্ধিসম্পন্ন ব্যক্তিও সঠিক ও নির্ভুল মনে করতে পারে না। তাই দ্বিতীয় পন্থাটিই অপরিহার্য হয়ে পড়ে। তা এই যে, কুরআন একই ভাষায় অবতীর্ণ হবে এবং রাসূলের ভাষাও কুরআনেরই ভাষা হবে। এরপর অন্যান্য দেশীয় ও আঞ্চলিক ভাষায় এর অনুবাদ প্রচার করা হবে। নায়েবে রাসূল আলেমগণ প্রত্যেক জাতি ও প্রত্যেক দেশে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর নির্দেশবালি তাঁদের ভাষায় বুঝাবেন এবং প্রচার করবেন। আল্লাহ তা'আলা এর জন্য বিশ্বের ভাষাসমূহের মধ্য থেকে আরবি ভাষাকে নির্বাচন করেছেন। এর অনেক কারণও রয়েছে।

আরবি ভাষার কতিপয় বৈশিষ্ট্য : প্রথম আরবি ভাষা ঊর্ধ্ব জগতের সরকারি ভাষা। ফেরেশতাদের ভাষা আরবি, লওহে মাহফূজের ভাষা আরবি; যেমন আয়াত بَلْ هُوَ قُرْاٰنٌ مَّجِيْدٌ فِىْ لَوْحٍ مَّحْفُوْظٍ থেকে জানা যায়। জান্নাত মানুষের আসল দেশ সেখানে তাকে ফিরে যেতে হবে। সেখানকার ভাষাও আরবি।

তাফসীরে কুরতুবী প্রমুখ গ্রন্থে আরো বর্ণিত আছে যে, জান্নাতে হযরত আদম (আ.) -এর ভাষা ছিল আরবি। পৃথিবীতে অবতরণ ও তওবা কবুল হওয়ার পর আরবি ভাষাই কিছু পরিবর্তিত হয়ে সুরইয়ানী ভাষার রূপ পরিগ্রহ করে। এ থেকে ঐ রেওয়ায়েতেরও সমর্থন পাওয়া যায়, যা হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা.) প্রমুখ থেকে বর্ণিত আছে যে, আল্লাহ তা'আলা পয়গাম্বরগণের প্রতি যত গ্রন্থ অবতীর্ণ করেছেন, সবগুলোর আসল ভাষা ছিল আরবি। হযরত জিবরাঈল (আ.) সংশ্লিষ্ট পয়গাম্বরের ভাষায় অনুবাদ করে তা পয়গাম্বরগণের কাছে বর্ণনা করেছেন এবং তাঁরা নিজ নিজ জাতীয় ভাষায় তা উম্মতের কাছে পৌঁছে দিয়েছেন। এ রেওয়ায়েতটি আল্লামা সুয়ূতী ইতক্বান গন্থে এবং অধিকাংশ তাফসীরবিদ আলোচ্য আয়াতের ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে বর্ণনা করেছেন। এর মূল বিষয় বস্তু এই যে, সব ঐশী গ্রন্থের আসল ভাষা আরবি। কিন্তু কুরআন ব্যতীত অন্যান্য গ্রন্থ সংশ্লিষ্ট জনগোষ্ঠীর দেশীয় ও জাতীয় ভাষায় অনুবাদ করে দেওয়া হয়েছে তাই সেগুলোর অর্থসম্ভার তো আল্লাহর পক্ষ থেকে অবতীর্ণ; কিন্তু ভাষা ও শব্দ পরিবর্তিত। এটা একমাত্র কুরআনেরই বৈশিষ্ট্য যে, এর অর্থসম্ভারের মতো শব্দাবলিও আল্লাহর পক্ষ থেকে আগত। সম্ভবত ঃ এ কারণেই কুরআন দাবি করেছে যে, সমগ্র বিশ্বের জিন ও মানব একত্রিত হয়েও কুরআনের একটি ছোট সূরা- বরং আয়াতের অনুরূপ তুল্য রচনা করতে পারবে না। কেননা এটা অর্থগত ও শব্দগত দিক দিয়ে আল্লাহর কালাম এবং আল্লাহর গুণ। কেউ এর অনুকরণ করতে সক্ষম নয়। অর্থগত দিক দিয়ে তো অন্যান্য ঐশীগ্রন্থ আল্লাহর কালাম; কিন্তু সেগুলোতে সম্ভবত ঃ আসল আরবি ভাষার পরিবর্তে অনুদিত ভাষায় হওয়ার কারণে এ দাবি অন্য কোনো ঐশীগ্রন্থ করেনি। নতুবা কুরআনের মতো আল্লাহর কালাম হওয়ার সুবাদে প্রত্যেক গ্রন্থেরও অদ্বিতীয় এবং অনুপম হওয়া নিশ্চিত ছিল।

আরবি ভাষার নিজস্ব গুণাবলিও এ ভাষাকে বেছে নেওয়ার অন্যতম কারণ। এ ভাষায় একটি উদ্দেশ্যকে প্রকাশ করার জন্য অসংখ্য উপায় ও পথ বিদ্যমান রয়েছে।

আরো একটি কারণ এই যে, মুসলমানকে আল্লাহ তা'আলা প্রকৃতিগতভাবেই আরবি ভাষার সাথে বিশেষভাবে সম্পৃক্ত করে দিয়েছেন। ফলে প্রত্যেক ব্যক্তি? অনায়াসে আরবি ভাষা যতটুকু প্রয়োজন, ততটুকু শিখে নিতে পারে। এ কারণেই সাহাবায়ে কেরাম যে দেশে পৌঁছেছেন, অল্পদিনের মধ্যেই কোনোরূপ জোর-জবরদস্তি ব্যতিরেকেই সে দেশের ভাষা আরবি হয়ে গেছে। আলজিরিয়া, তিউনিসিয়া, মরক্কো, সিরিয়া, সুদান, মেওরিতানিয়া, মিসর, ইরাক- এসব দেশের কোনোটিরই ভাষা আরবি ছিল না। কিন্তু আজ এগুলো আরবদেশ বলে কথিত হয়।

আরো একটি কারণ এই যে, আরবরা ইসলাম পূর্বকালে যদিও জঘন্য সব মন্দ কর্মে লিপ্ত ছিল; কিন্তু এমতাবস্থায়ও এ জাতির কর্মক্ষমতা, নৈপুণ্য ও ভাবাবেগ ছিল অনন্য সাধারণ। এ কাণেই আল্লাহ তা'আলা সর্বপ্রথম ও সর্বশেষ পয়গম্বরকে তাদের মধ্যে থেকে উদ্ভুত করেন, তাদের ভাষাকে কুরআনের জন্য পছন্দ করেন এবং রাসূল ﷺ -কে সর্বপ্রথম তাদের হেদায়েত ও শিক্ষার আদেশ দেন। وَاَنْذِرْ عَشِيْرَتَكَ الْاَقْرَبِيْنَ আল্লাহ তা'আলা সর্বপ্রথম স্বীয় রাসূলের চারপাশে তাদেরই এমন ব্যক্তিবর্গকে জমায়েত করেন যারা রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর জন্য নিজেদের জান-মাল,

https://e-ilm.weebly.com/

সন্তান-সন্ততি সবকিছু উৎসর্গ করে দেন এবং তাঁর শিক্ষাকে প্রাণের চেয়েও প্রিয় মনে করেন। এভাবে তাদের উপর তাঁর উৎসর্গ ও শিক্ষার গভীর প্রভাব প্রতিফলিত হয় এবং তাদের দ্বারা এমন একটি আদর্শ সমাজ অস্তিত্ব লাভ করে; যার নজির ইতিপূর্বে আসমান ও জমিন প্রত্যক্ষ করেনি। রাসূলুল্লাহ ﷺ এই নজিরবিহীন দলটিকে কুরআনি শিক্ষা প্রচার ও প্রসারের জন্য নিযুক্ত করেন এবং বলেন بَلِّغُوْا عَنِّيْ وَلَوْ اٰيَةً অর্থাৎ, তোমরা আমার কাছ থেকে শ্রুত প্রত্যেকটি কথা উম্মতের কাছে পৌঁছিয়ে দাও। সাহাবায় কেরাম এই নির্দেশটি অলঙ্ঘনীয় বলে গ্রহণ করে নেন এবং বিশ্বের কোণায় কোণায় পৌঁছে কুরআনের শিক্ষাকে সর্বত্র ছড়িয়ে দেন। রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর ওফাতের পর পঁচিশ বৎসর ও অতিক্রান্ত হয়নি, কুরআনের আওয়াজ প্রাচ্য-প্রাতীচ্য নির্বিশেষে তদানীন্তন পরিচিত পৃথিবীর সর্বত্র অনুরণিত হতে থাকে।

অপরদিকে আল্লাহ তা'আলা তকদিরগত ও সৃষ্টিগতভাবে রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর দাওয়াত পর্যায়ে উম্মত (দুনিয়ার সব মুশরিক এবং গ্রন্থধারী ইহুদি ও খ্রিস্টান যাদের অন্তর্ভুক্ত) -এর মধ্যে একটি বিশেষ নৈপুণ্য এবং শিক্ষা-দীক্ষা, গ্রন্থ রচনা ও প্রচারকার্যের এমন অনুপ্রেরণা সৃষ্টি করে দেন যে, এর নজির জগতের অতীত ইতিহাসে খুঁজে পাওয়া যায় না। এর ফলশ্রুতিতে অনারব জাতিসমূহের মধ্যে শুধু কুরআন ও হাদীসের জ্ঞান অর্জনের অদম্য স্পৃহাই জাগ্রত হয়নি; বরং আরবি ভাষা শিক্ষা ও তার প্রসারের ক্ষেত্রে অনারবদের অবদান আরবদের চাইতেও কোনো অংশে কম নয়।

বর্তমানে আরবি ভাষা, এর বাকপদ্ধতি এবং ব্যাকরণ ও অলঙ্কার শাস্ত্রের যতগুলো গ্রন্থ পৃথিবীতে বিদ্যমান আছে, সেগুলোর অধিকাংশই অনারব লেখকদের রচিত। এটি এক বিস্ময়কর সত্য বটে। কুরআন ও হাদীসের সংকলন, তাফসীর ও ব্যাখ্যা ক্ষেত্রেও অনারবদের ভূমিকা আরবদের চাইতে কম নয়।

এভাবে রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর ভাষা এবং তাঁর গ্রন্থ আরবি হওয়া সত্ত্বেও সমগ্র বিশ্বকে তা বেষ্টন করে নিয়েছে এবং দাওয়াত ও প্রচারের পর্যায়ে আরব ও অনারবের পার্থক্য বিলুপ্ত হয়ে গেছে। প্রত্যেক দেশ, জাতি এবং আরব-ভাষাগোষ্ঠীর মধ্যে এমন আলেম সৃষ্টি হয়েছে, যারা কুরআন ও হাদীসের শিক্ষাকে নিজ নিজ জাতীয় ভাষায় অত্যন্ত সহজভাবে পৌঁছে দিয়েছেন। ফলে প্রত্যেক জাতির ভাষায় পয়গাম্বর প্রেরণের যে প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি হতে পারতো, তা অর্জিত হয়ে গেছে।

আয়াতের শেষে বলা হয়েছে আমি মানুষের সুবিধার জন্যে পয়গাম্বরগণকে তাদের ভাষায় প্রেরণ করেছি যাতে পয়গাম্বরগণ আমার বিধি-বিধান উত্তমরূপে বুঝিয়ে দেন। কিন্তু হেদায়েত ও পথভ্রষ্টতা এরপরও মানুষের সাধ্যধীন নয়। আল্লাহ তা'আলাই স্বীয় শক্তিবলে যাকে ইচ্ছা পথভ্রষ্টতায় রাখেন এবং যাকে ইচ্ছা হেদায়েত দেন। তিনিই পরাক্রমশালী, প্রজ্ঞাবান।

৫ম আয়াতে বলা হয়েছে : আমি মূসা (আ.) -কে আয়াত দিয়ে প্রেরণ করেছি, যাতে সে স্বজাতিকে কুফর ও গুনাহের অন্ধকার থেকে ঈমানও আনুগত্যের আলোতে নিয়ে আসে।

اٰيٰتٌ "আয়াত" শব্দের অর্থ তাওরাতের আয়াতও হতে পারে। কারণ সেগুলো নাজিল করার উদ্দেশ্যই ছিল সত্যের আলো ছড়ানো। আয়াতের অন্য অর্থ মু'জিযাও হয়। এখানে এ অর্থও উদ্দিষ্ট হতে পারে। মূসা (আ.)-কে আল্লাহ তা'আলা ন'টি মু'জিযা বিশেষভাবে দান করেছিলেন।

একটি সূক্ষ্মতত্ত্ব : এ আয়াতে 'কওম' শব্দ ব্যবহার করে নিজ কওমকে অন্ধকার থেকে আলোতে আনার কথা বলা হয়েছে। কিন্তু এ বিষয়বস্তুটিই যখন আলোচ্য সূরার প্রথম আয়াতে রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে সম্বোধন করে বর্ণনা করা হয়েছে, তখন সেখানে 'কওম' শব্দের পরিবর্তে نَاس (মানবমণ্ডলী) শব্দ ব্যবহার করা হয়েছে। বলা হয়েছে- لِتُخْرِجَ النَّاسَ مِنَ الظُّلُمٰتِ اِلَى النُّوْرِ এতে ইঙ্গিত আছে যে, হযরত মূসা (আ.) শুধু বনী ইসরাঈল ও মিসরীয় জাতির প্রতি নবীরূপে প্রেরিত হয়েছিলেন, অপরদিকে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর নবুয়ত সমগ্র বিশ্বমানবের জন্য।

এরপর বলা হয়েছে : وَذَكِّرْهُمْ بِاَيّٰمِ اللّٰهِ অর্থাৎ, আল্লাহ তা'আলা হযরত মূসা (আ.) -কে নির্দেশ দেন যে, স্বজাতিকে 'আইয়্যামুল্লাহ' স্মরণ করান।

আইয়্যামুল্লাহ : اَيَّامٌ শব্দটি يَوْمٌ -এর বহুবচন। এর অর্থ দিন, তা সুবিদিত। اَيَّامُ اللّٰهِ শব্দটি দু'অর্থে ব্যবহৃত হয়। এক. যুদ্ধ অথবা বিপ্লবের বিশেষ দিন, যেমন- বদর, ওহুদ, আহযাব, হুনায়ন ইত্যাদি যুদ্ধের ঘটনাবলি। অথবা পূর্ববর্তী উম্মতের উপর আজাব নাজিল হওয়ার ঘটনাবলি। এসব ঘটনায় বিরাট বিরাট জাতির ভাগ্য ওলট-

https://e-ilm.weebly.com/

পালট হয়ে গেছে এবং তারা পৃথিবীর বুক থেকে নিশ্চিহ্ন হয়ে গেছে। এমতাবস্থায় 'আইয়্যামুল্লাহ' স্মরণ করানোর উদ্দেশ্য হবে, এসব জাতির কুফরের অশুভ পরিণতির ভয় প্রদর্শন করা এবং হুশিয়ার করা।

আইয়্যামুল্লাহর অপর অর্থ আল্লাহ তা'আলার নিয়ামত ও অনুগ্রহও হয়। এগুলো স্মরণ করানোর লক্ষ্য হবে এই যে, ভালো মানুষকে যখন কোনো অনুগ্রহ দাতার অনুগ্রহ স্মরণ করানো হয়, তখন সে বিরোধিতা ও অবাধ্যতা করতে লজ্জাবোধ করে।

কুরআন পাকের সংশোধন পদ্ধতি সাধারণত এই যে, কোনো কাজের নির্দেশ দিলে সাথে সাথে কাজটি করার কৌশলও বলে দেওয়া হয়। এখানে প্রথম বাক্যে হযরত মূসা (আ.) -কে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে যে, আল্লাহর আয়াত শুনিয়ে অথবা মু'জিযা প্রদর্শন করে স্বজাতিকে কুফরের অন্ধকার থেকে বের করুন এবং ঈমানের আলোতে নিয়ে আসুন। এ বাক্যে এর কৌশল বর্ণনা করে বলা হয়েছে যে, অবাধ্যদেরকে দু'উপায়ে সৎপথে আনা যায়। এক. শাস্তির ভয় প্রদর্শন করা এবং দুই. নিয়ামত ও অনুগ্রহ স্মরণ করে আনুগত্যের দিকে আহ্বান করা। وَذَكِّرْهُمْ بِاَيّٰمِ اللّٰهِ বাক্যে দু'টি উপায়ই উদ্দিষ্ট হতে পারে। অর্থাৎ, পূর্ববর্তী উম্মতের অবাধ্যদের অশুভ পরিণাম, তাদের আজাব, জেহাদ তাদের নিহত অথবা লাঞ্ছিত হওয়ার কথা স্মরণ করানো, যাতে তারা শিক্ষা অর্জন করে আত্মরক্ষা করে। এমনিভাবে এ জাতির উপর আল্লাহর যেসব নিয়ামত দিবারাত্র বর্ষিত হয় এবং যেসব বিশেষ নিয়ামত তাদেরকে দান করা হয়েছে, সেগুলো স্মরণ করে আল্লাহর আনুগত্য ও তাওহীদের দিকে আহ্বান করুন; উদাহরণত তীহ উপত্যকায় তাদের মাথার উপর মেঘের ছায়া, আহারের জন্য মান্না ও সালওয়ার অবতরণ, পানীয় জলের প্রয়োজনে পাথর থেকে ঝর্ণা প্রবাহিত হওয়া ইত্যাদি।

اِنَّ فِيْ ذٰلِكَ لَاٰيٰتٍ لِّكُلِّ صَبَّارٍ شَكُوْرٍ : এখানে اٰيٰتٌ -এর অর্থ নিদর্শন ও প্রমাণাদি। صَبَّارٍ শব্দটি صَبْرٌ থেকে مُبَالَغَة -এর পদ। এর অর্থ অত্যন্ত সবরকারী। شَكُوْرٍ শব্দটি شُكْرٌ থেকে مُبَالَغَة -এর পদ। এর অর্থ অধিক কৃতজ্ঞ। বাক্যের অর্থ এই যে, অবিশ্বাসীদের শাস্তি ও আজাব সম্পর্কিত হোক অথবা আল্লাহর নিয়ামত ও অনুগ্রহ সম্পর্কিত হোক উভয় অবস্থাতে অতীত ঘটনাবলিতে আল্লাহর অপার শক্তি ও অসীম রহস্যের বিরাট নিদর্শন বিদ্যমান ঐ ব্যক্তির জন্যে, যে অত্যন্ত সবরকারী এবং অধিক শোকরকারী।

সংক্ষেপে শোকর ও কৃতজ্ঞতার স্বরূপ এই যে, আল্লাহ প্রদত্ত নিয়ামতকে তাঁর অবাধ্যতা এবং হারাম ও অবৈধ কাজে ব্যয় না করা, মুখেও আল্লাহ তা'আলার কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করা এবং স্বীয় কাজকর্মকেও তাঁর ইচ্ছার অনুগামী করা।

সবরের সারমর্ম হচ্ছে স্বভাববিরুদ্ধ ব্যাপারাদিতে অস্থির না হওয়া, কথায় ও কাজে অকৃজ্ঞতার প্রকাশ থেকে বেঁচে থাকা এবং ইহকালেও আল্লাহর রহমত আশা করা ও পরকালে উত্তম পুরস্কার প্রাপ্তিতে বিশ্বাস রাখা।

শব্দবিশ্লেষণ :

يَسْتَحِبُّوْنَ : সীগাহ جمع مذكر غائب বহছ مضارع معروف বাব اِسْتِفْعَالٌ মাসদার اَلْاِسْتِحْبَابُ মূলবর্ণ (ح ـ ب ـ ب) জিনস مضاعف ثلاثي অর্থ- পছন্দ করা।

يَبْغُوْنَهَا : সীগাহ جمع مذكر غائب বহছ مضارع معروف বাব ضَرَبَ মাসদার اَلْبَغْىُ মূলবর্ণ (ب ـ غ ـ ى) জিনস ناقص يائى অর্থ- চাওয়া, পছন্দ করা।

لِيُبَيِّنَ : সীগাহ واحد مذكر غائب বহছ مضارع معروف لاكى বাব تَفْعِيْل মাসদার اَلتَّبْيِيْنُ মূলবর্ণ (ب ـ ى ـ ن) জিনস اجوف يائى অর্থ- অর্থ- স্পষ্ট করে বর্ণনা করা।

يَشَاءُ : সীগাহ واحد مذكر غائب বহছ مضارع معروف বাব فَتَحَ মাসদার اَلْمَشِيْئَةُ মূলবর্ণ (ش ـ ى ـ ء) জিনস اجوف يائى অর্থ- চাওয়া।

ذَكِّرْهُمْ : সীগাহ واحد مذكر حاضر বহছ امر حاضر معروف বাব تَفْعِيْل মাসদার اَلتَّذْكِيْرُ মূলবর্ণ (ذ ـ ك ـ ر) জিনস صحيح অর্থ- নসিহত করা, স্বরণ করানো।

صَبَّارٍ : সীগাহ واحدمذكر বহছ صفت مشبه বাব ضَرَبَ মাসদার اَلصَّبْرُ মূলবর্ণ (ص ـ ب ـ ر) জিনস صحيح অর্থ- ধৈর্য ধারণ করা।

https://e-ilm.weebly.com/

৬. আর সে সময়কে স্মরণ করুন, যখন হযরত মূসা নিজ কওমকে বললেন, তোমরা তোমাদের প্রতি আল্লাহ তা'আলার অনুগ্রহকে স্মরণ কর, যখন তিনি তোমাদেরকে ফেরাউনিদের [কবল] হতে মুক্তি দিলেন, যারা তোমাদেরকে কঠোর শাস্তি প্রদান করত এবং তোমাদের পুত্রদেরকে হত্যা করত এবং তোমাদের নারীদেরকে জীবিত ছেড়ে দিত, আর তাতে তোমাদের প্রতিপালকের পক্ষ হতে এক মহাপরীক্ষা ছিল।	وَاِذْ قَالَ مُوْسٰى لِقَوْمِهِ اذْكُرُوْا نِعْمَةَ اللّٰهِ عَلَيْكُمْ اِذْ اَنْجٰىكُمْ مِّنْ اٰلِ فِرْعَوْنَ يَسُوْمُوْنَكُمْ سُوْٓءَ الْعَذَابِ وَيُذَبِّحُوْنَ اَبْنَآءَكُمْ وَيَسْتَحْيُوْنَ نِسَآءَكُمْ ؕ وَفِيْ ذٰلِكُمْ بَلَآءٌ مِّنْ رَّبِّكُمْ عَظِيْمٌ ﴿٦﴾
৭. আর তোমরা সে সময়কেও স্মরণ কর, যখন তোমাদের প্রভু তোমাদেরকে জানিয়ে দিলেন যে, যদি তোমরা শোকর কর, তবে তোমাদেরকে অধিক নিয়ামত প্রদান করব, আর যদি তোমরা অকৃতজ্ঞ হও, তবে আমার আজাব বড় কঠিন।	وَاِذْ تَاَذَّنَ رَبُّكُمْ لَئِنْ شَكَرْتُمْ لَاَزِيْدَنَّكُمْ وَلَئِنْ كَفَرْتُمْ اِنَّ عَذَابِيْ لَشَدِيْدٌ ﴿٧﴾
৮. আর মূসা বললেন, যদি তোমরা এবং সমগ্র পৃথিবীর মানুষ সকলে মিলেও অকৃতজ্ঞ হও, তবে আল্লাহ সম্পূর্ণরূপে অভাবমুক্ত, প্রশংসাভাজন।	وَقَالَ مُوْسٰٓى اِنْ تَكْفُرُوْٓا اَنْتُمْ وَمَنْ فِى الْاَرْضِ جَمِيْعًا ۙ فَاِنَّ اللّٰهَ لَغَنِيٌّ حَمِيْدٌ ﴿٨﴾

শাব্দিক অনুবাদ :

৬. وَاِذْ قَالَ مُوْسٰى لِقَوْمِهِ আর সে সময়কে স্মরণ করুন যখন মূসা নিজ কওমকে বললেন اذْكُرُوْا نِعْمَةَ اللّٰهِ عَلَيْكُمْ তোমাদের প্রতি আল্লাহ তা'আলার অনুগ্রহকে স্মরণ কর اِذْ اَنْجٰىكُمْ مِّنْ اٰلِ فِرْعَوْنَ যখন তিনি তোমাদেরকে ফেরাউনীদের (কবল) থেকে নাজাত দিলেন يَسُوْمُوْنَكُمْ سُوْٓءَ الْعَذَابِ যারা তোমাদেরকে কঠোর শাস্তি প্রদান করত وَيُذَبِّحُوْنَ اَبْنَآءَكُمْ এবং তোমাদের পুত্রগণকে হত্যা করত وَيَسْتَحْيُوْنَ نِسَآءَكُمْ এবং তোমাদের নারীদেরকে জীবিত ছেড়ে দিত وَفِيْ ذٰلِكُمْ بَلَآءٌ مِّنْ رَّبِّكُمْ عَظِيْمٌ আর তাতে তোমাদের প্রতিপালকের পক্ষ থেকে এক মহা পরীক্ষা ছিল।

৭. وَاِذْ تَاَذَّنَ رَبُّكُمْ আর তোমরা সে সময়কেও স্মরণ কর যখন তোমাদের প্রতিপালক তোমাদেরকে জানিয়ে দিলেন وَلَئِنْ شَكَرْتُمْ যদি তোমরা শোকর কর لَاَزِيْدَنَّكُمْ তবে তোমাদেরকে অধিক নিয়ামত প্রদান করব وَلَئِنْ كَفَرْتُمْ আর যদি তোমরা অকৃতজ্ঞ হও اِنَّ عَذَابِيْ لَشَدِيْدٌ তবে আমার শাস্তি বড় কঠিন।

৮. وَقَالَ مُوْسٰى আর মূসা বললেন اِنْ تَكْفُرُوْٓا যদি না শোকরি করতে থাকে اَنْتُمْ وَمَنْ فِى الْاَرْضِ جَمِيْعًا তোমরা এবং সমগ্র পৃথিবীর মানুষ সকলে মিলেও فَاِنَّ اللّٰهَ لَغَنِيٌّ حَمِيْدٌ তবে আল্লাহ সম্পূর্ণরূপে অভাবমুক্ত ও প্রশংসাভাজন।

https://e-ilm.weebly.com/

أَلَمْ يَأْتِكُمْ نَبَؤُا الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ قَوْمِ
نُوحٍ وَّعَادٍ وَّثَمُودَ وَالَّذِينَ مِنْ بَعْدِهِمْ لَا
يَعْلَمُهُمْ إِلَّا اللَّهُ ۚ جَآءَتْهُمْ رُسُلُهُمْ
بِالْبَيِّنٰتِ فَرَدُّوٓا أَيْدِيَهُمْ فِيٓ أَفْوَاهِهِمْ وَقَالُوٓا
إِنَّا كَفَرْنَا بِمَآ أُرْسِلْتُمْ بِهٖ وَإِنَّا لَفِي شَكٍّ مِّمَّا
تَدْعُونَنَآ إِلَيْهِ مُرِيبٍ ﴿٩﴾

৯. তোমাদের নিকট কি সে সমস্ত লোকদের সংবাদ পৌছেনি, যারা তোমাদের পূর্বে গত হয়েছে? অর্থাৎ নূহ সম্প্রদায় এবং আদ জাতি ও সামূদ জাতি এবং তাদের পর যারা ছিল, যাদেরকে আল্লাহ ভিন্ন কেউই জানে না; তাদের নিকট তাদের রাসূলগণ নিদর্শনাবলিসহ এসেছিলেন, অনন্তর তারা রাসূলগণের মুখে হাত চাপা দিল এবং বলতে লাগল, যে আদেশ দিয়ে তোমাদেরকে পাঠানো হয়েছে, আমরা তা অস্বীকার করি এবং তোমরা যে বিষয়ের প্রতি আমাদেরকে ডাকছ, আমরা তৎসম্বন্ধে ঘোরতর সন্দেহে দোদুল্যমান অবস্থায় রয়েছি।

قَالَتْ رُسُلُهُمْ أَفِي اللَّهِ شَكٌّ فَاطِرِ السَّمٰوٰتِ
وَالْأَرْضِ ۖ يَدْعُوكُمْ لِيَغْفِرَ لَكُمْ مِّنْ ذُنُوبِكُمْ
وَيُؤَخِّرَكُمْ إِلَىٰٓ أَجَلٍ مُّسَمًّى ۚ قَالُوٓا إِنْ أَنْتُمْ
إِلَّا بَشَرٌ مِّثْلُنَا ۖ تُرِيدُونَ أَنْ تَصُدُّونَا عَمَّا
كَانَ يَعْبُدُ آبَاؤُنَا فَأْتُونَا بِسُلْطٰنٍ مُّبِينٍ ﴿١٠﴾

১০. তাদের রাসূলগণ বললেন, আল্লাহ সম্বন্ধে কি কোনো সন্দেহ আছে? যিনি আসমানসমূহ এবং ভূমণ্ডলের সৃষ্টিকর্তা; তিনি তোমাদেরকে আহ্বান করছেন, যেন তোমাদের গুনাহগুলো মাফ করে দেন, এবং এক নির্দিষ্ট কাল পর্যন্ত তোমাদেরকে জীবিত রাখেন; তারা বলল, তোমরা তো শুধু মানুষ, যেমন আমরা; তোমরা এটা চাচ্ছ যে, আমাদের পূর্বপুরুষরা যার ইবাদত করত তা হতে আমাদেরকে নিবৃত্ত রাখ, অতএব, আমাদেরকে কোনো সুস্পষ্ট মু'জিযা দেখাও।

https://e-ilm.weebly.com/

শাব্দিক অনুবাদ :

৯. أَلَمْ يَأْتِكُمْ তোমাদের নিকট কি পৌছেনি نَبَؤُا الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ সেই সমস্ত লোকদের সংবাদ যারা পূর্বে গত হয়েছে قَوْمِ نُوحٍ وَّعَادٍ وَّثَمُودَ নূহ সম্প্রদায় এবং আদ ও ছামূদ জাতি وَالَّذِينَ مِنْ بَعْدِهِمْ এবং তাদের পর যারা ছিল لَا يَعْلَمُهُمْ إِلَّا اللَّهُ যাদেরকে আল্লাহ ভিন্ন কেউ জানে না جَآءَتْهُمْ رُسُلُهُمْ بِالْبَيِّنٰتِ তাদের নিকট তাদের রাসূলগণ নিদর্শনাবলি সহ এসেছিলেন فَرَدُّوٓا أَيْدِيَهُمْ فِيٓ أَفْوَاهِهِمْ অনন্তর তারা রাসূলগণের মুখে হাত চাপা দিল وَقَالُوٓا এবং বলতে লাগল إِنَّا كَفَرْنَا بِمَآ أُرْسِلْتُمْ بِهٖ যে আদেশ দিয়ে তোমাদেরকে পাঠানো হয়েছে আমরা তা অস্বীকার করি وَإِنَّا لَفِي شَكٍّ مِّمَّا تَدْعُونَنَآ إِلَيْهِ مُرِيبٍ এবং তোমরা যে বিষয়ের প্রতি আমাদেরকে ডাকছ আমরা তৎসম্বন্ধে ঘোরতর সন্দেহে দোদুল্যমান অবস্থায় রয়েছি।

১০. قَالَتْ رُسُلُهُمْ তাদের রাসূলগণ বললেন أَفِي اللَّهِ شَكٌّ আল্লাহ সম্বন্ধে কি কোনো সন্দেহ আছে فَاطِرِ السَّمٰوٰتِ وَالْأَرْضِ যিনি আসমান সমূহ এবং ভূমণ্ডলের সৃষ্টিকর্তা يَدْعُوكُمْ তিনি তোমাদেরকে আহ্বান করছেন لِيَغْفِرَ لَكُمْ مِّنْ ذُنُوبِكُمْ যেন তোমাদের গুনাহগুলো মাফ করে দেন وَيُؤَخِّرَكُمْ إِلَىٰٓ أَجَلٍ مُّسَمًّى এবং এক নির্দিষ্ট কাল পর্যন্ত তোমাদেরকে জীবিত রাখেন قَالُوٓا তারা বলল إِنْ أَنْتُمْ إِلَّا بَشَرٌ مِّثْلُنَا তোমরা তো শুধু মানুষ, যেমন আমরা تُرِيدُونَ তোমরা এটা চাচ্ছ যে, أَنْ تَصُدُّونَا আমাদেরকে নিবৃত্ত রাখ عَمَّا كَانَ يَعْبُدُ آبَاؤُنَا আমাদের পূর্ব পুরুষরা যার ইবাদত করত তা হতে فَأْتُونَا بِسُلْطٰنٍ مُّبِينٍ অতএব, আমাদেরকে কোনো স্পষ্ট মু'জিযা দেখাও।

১১. তাদের রাসূলগণ তাদেরকে বললেন, আমরা তোমাদেরই মতো মানুষ; কিন্তু আল্লাহ নিজ বান্দাগণের মধ্য হতে যার প্রতি ইচ্ছা অনুগ্রহ করে থাকেন, আর এ বিষয় আমাদের আয়ত্তে নয় যে, আমরা তোমাদেরকে কোনো মু'জিযা দেখাতে পারিনা আল্লাহর আদেশ ব্যতীত এবং আল্লাহর উপর সমস্ত মুমিনদের ভরসা করা উচিত।	قَالَتْ لَهُمْ رُسُلُهُمْ اِنْ نَّحْنُ اِلَّا بَشَرٌ مِّثْلُكُمْ وَلٰكِنَّ اللّٰهَ يَمُنُّ عَلٰى مَنْ يَّشَآءُ مِنْ عِبَادِهٖ ؕ وَمَا كَانَ لَنَآ اَنْ نَّاْتِيَكُمْ بِسُلْطٰنٍ اِلَّا بِاِذْنِ اللّٰهِ ؕ وَعَلَى اللّٰهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُوْنَ (١١)
১২. আর আল্লাহর উপর আমাদের ভরসা না করার কি কারণ হতে পারে? অথচ তিনি আমাদেরকে পথ দেখিয়েছেন এবং তোমরা আমাদেরকে যে সব কষ্ট দিয়েছ, আমরা তাতে ধৈর্যধারণ করব, আর আল্লাহরই উপর ভরসাকারীদের ভরসা করা উচিত।	وَمَا لَنَآ اَلَّا نَتَوَكَّلَ عَلَى اللّٰهِ وَقَدْ هَدٰىنَا سُبُلَنَا ؕ وَلَنَصْبِرَنَّ عَلٰى مَآ اٰذَيْتُمُوْنَا ؕ وَعَلَى اللّٰهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُتَوَكِّلُوْنَ (١٢)
১৩. আর সেই কাফেররা নিজেদের রাসূলদেরকে বলল, আমরা তোমাদেরকে আমাদের দেশ হতে বের করে দিব, নতুবা এটা হোক যে, তোমরা আমাদের ধর্মে ফিরে আস, তখন সে রাসূলগণের প্রতি তাদের প্রতিপালক ওহী প্রেরণ করলেন যে, আমি সে জালিমদেরকে অবশ্যই ধ্বংস করব।	وَقَالَ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا لِرُسُلِهِمْ لَنُخْرِجَنَّكُمْ مِّنْ اَرْضِنَآ اَوْ لَتَعُوْدُنَّ فِيْ مِلَّتِنَا ؕ فَاَوْحٰٓى اِلَيْهِمْ رَبُّهُمْ لَنُهْلِكَنَّ الظّٰلِمِيْنَ (١٣)

শাব্দিক অনুবাদ :

১১. قَالَتْ لَهُمْ رُسُلُهُمْ তাদের রাসূলগণ তাদেরকে বললেন اِنْ نَّحْنُ اِلَّا بَشَرٌ مِّثْلُكُمْ আমরা তোমাদেরই মতো মানুষ وَلٰكِنَّ اللّٰهَ يَمُنُّ কিন্তু আল্লাহ তা'আলা অনুগ্রহ করে থাকেন عَلٰى مَنْ يَّشَآءُ مِنْ عِبَادِهٖ নিজ বান্দাগণের মধ্যে হতে যার প্রতি ইচ্ছা وَمَا كَانَ لَنَآ আর এই বিষয় আমাদের আয়ত্তে নয় যে, اَنْ نَّاْتِيَكُمْ بِسُلْطٰنٍ তোমাদেরকে কোনো মু'জিযা দেখাতে পারি اِلَّا بِاِذْنِ اللّٰهِ আল্লাহর আদেশ ব্যতীত وَعَلَى اللّٰهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُوْنَ এবং আল্লাহর উপরই সমস্ত মুমিনদের ভরসা করা উচিত।

১২. وَمَا لَنَآ আর কি কারণ হতে পারে اَلَّا نَتَوَكَّلَ عَلَى اللّٰهِ আল্লাহর উপর আমাদের ভরসা না করার وَقَدْ هَدٰىنَا سُبُلَنَا অথচ তিনি আমাদেরকে পথ দেখিয়েছেন وَلَنَصْبِرَنَّ عَلٰى مَآ اٰذَيْتُمُوْنَا এবং তোমরা আমাদেরকে যেসব কষ্ট দিয়েছ আমরা তাতে সবর করব وَعَلَى اللّٰهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُتَوَكِّلُوْنَ আর আল্লাহর উপর ভরসাকারীদের ভরসা করা উচিত।

১৩. وَقَالَ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا لِرُسُلِهِمْ আর সেই কাফেররা নিজেদের রাসূলগণকে বলল لَنُخْرِجَنَّكُمْ مِّنْ اَرْضِنَآ আমরা তোমাদেরকে আমাদের দেশ হতে বের করে দেব اَوْ لَتَعُوْدُنَّ فِيْ مِلَّتِنَا নতুবা এটা হোক যে তোমরা আমাদের ধর্মে ফিরে আস فَاَوْحٰٓى اِلَيْهِمْ رَبُّهُمْ তখন সেই রাসূলগণের প্রতি তাদের প্রতিপালক ওহী প্রেরণ করলেন لَنُهْلِكَنَّ الظّٰلِمِيْنَ আমি সেই জালিমদেরকে অবশ্যই ধ্বংস করব।

https://e-ilm.weebly.com/

১৪. এবং এ দেশে তোমাদেরকে আবাদ করে দিব তাদের [ধ্বংস করার] পর তা তাদের প্রত্যেকের জন্য, যারা আমার সম্মুখে দণ্ডায়মান হওয়ার ভয় রাখে এবং আমার শাস্তিকে ভয় করে।	وَلَنُسْكِنَنَّكُمُ الْأَرْضَ مِنْ بَعْدِهِمْ ۚ ذَٰلِكَ لِمَنْ خَافَ مَقَامِي وَخَافَ وَعِيدِ (١٤)
১৫. এবং কাফেররা বিজয় চাইতে লাগল, আর যত অবাধ্য হঠকারি ছিল, সকলে [তাতে] অকৃতকার্য হয়ে গেল।	وَاسْتَفْتَحُوا وَخَابَ كُلُّ جَبَّارٍ عَنِيدٍ (١٥)
১৬. তার সম্মুখে দোজখ রয়েছে এবং তাকে পান করার জন্য এমন পানি দেওয়া হবে– যা পুঁজ ও রক্ত [-সদৃশ] হবে।	مِنْ وَرَائِهِ جَهَنَّمُ وَيُسْقَىٰ مِنْ مَاءٍ صَدِيدٍ (١٦)
১৭. যা সে ঢোক ঢোক করে পান করবে এবং সহজে গলাধঃকরণ করতে পারবে না এবং সকল দিক হতে তার নিকট মৃত্যু এসে উপস্থিত হবে, অথচ কিছুতেই সে মরবে না এবং তাকে আরো কঠোর আজাবের সম্মুখীন হতে হবে।	يَتَجَرَّعُهُ وَلَا يَكَادُ يُسِيغُهُ وَيَأْتِيهِ الْمَوْتُ مِنْ كُلِّ مَكَانٍ وَمَا هُوَ بِمَيِّتٍ ۖ وَمِنْ وَرَائِهِ عَذَابٌ غَلِيظٌ (١٧)
১৮. যারা নিজ প্রতিপালকের সাথে কুফরি করে, তাদের কৃত [সৎ] কর্মের অবস্থা এরূপ– যেমন কিছু ছাই যাকে ভীষণ ঝড়ের দিনে বায়ু প্রবল বেগে উড়িয়ে নিয়ে যায়; তারা যা আমল করেছিল তার কিয়দংশও প্রাপ্ত হবে না, এটাই সুদূর বিভ্রান্তি।	مَثَلُ الَّذِينَ كَفَرُوا بِرَبِّهِمْ ۖ أَعْمَالُهُمْ كَرَمَادٍ اشْتَدَّتْ بِهِ الرِّيحُ فِي يَوْمٍ عَاصِفٍ ۖ لَا يَقْدِرُونَ مِمَّا كَسَبُوا عَلَىٰ شَيْءٍ ۚ ذَٰلِكَ هُوَ الضَّلَالُ الْبَعِيدُ (١٨)

শাব্দিক অনুবাদ :

১৪. وَلَنُسْكِنَنَّكُمُ الْأَرْضَ এবং এই দেশে তোমাদেরকে আবাদ করে দেব مِنْ بَعْدِهِمْ তাদের (ধ্বংস করার) পর ذَٰلِكَ এটা তাদের প্রত্যেকের জন্য لِمَنْ خَافَ مَقَامِي যারা আমার সম্মুখে দণ্ডায়মান হওয়ার ভয় রাখে وَخَافَ وَعِيدِ এবং আমার শাস্তিকে ভয় করে।

১৫. وَاسْتَفْتَحُوا এবং কাফেররা মীমাংসা চাইতে লাগল وَخَابَ আর সকলে অকৃতকার্য হয়ে গেল كُلُّ جَبَّارٍ عَنِيدٍ যত অবাধ্য হঠকারী ছিল।

১৬. مِنْ وَرَائِهِ جَهَنَّمُ তার সম্মুখে দোজখ রয়েছে وَيُسْقَىٰ مِنْ مَاءٍ صَدِيدٍ এবং তাকে পান করার জন্য এমন পানি দেওয়া হবে যা পুঁজ ও রক্ত (সদৃশ) হবে।

১৭. يَتَجَرَّعُهُ যাকে ঢোক ঢোক করে পান করবে وَلَا يَكَادُ يُسِيغُهُ এবং সহজে গলাধঃকরণ করতে পারবে না وَيَأْتِيهِ الْمَوْتُ এবং তাঁর নিকট মৃত্যু এসে উপস্থিত হবে مِنْ كُلِّ مَكَانٍ সকল দিক হতে وَمَا هُوَ بِمَيِّتٍ অথচ কিছুতেই সে মরবে না وَمِنْ وَرَائِهِ عَذَابٌ غَلِيظٌ এবং তাকে আরো কঠোর আজাবের সম্মুখীন হতে হবে।

১৮. مَثَلُ الَّذِينَ كَفَرُوا بِرَبِّهِمْ أَعْمَالُهُمْ যারা নিজ প্রতিপালকের সাথে কুফরি করে তাদের কৃত (সৎ) কর্মের অবস্থা এরূপ كَرَمَادٍ যেমন কিছু ছাই اشْتَدَّتْ بِهِ الرِّيحُ যাকে বায়ু প্রবলবেগে উড়িয়ে নিয়ে যায় فِي يَوْمٍ عَاصِفٍ ভীষণ ঝড়ের দিনে لَا يَقْدِرُونَ مِمَّا كَسَبُوا عَلَىٰ شَيْءٍ তারা যা আমল করেছিল তার কিয়দংশও প্রাপ্ত হবে না ذَٰلِكَ هُوَ الضَّلَالُ الْبَعِيدُ এটাই সুদূর গোমরাহী।

https://e-ilm.weebly.com/

১৯. তুমি কি এটা অবগত নও যে, আল্লাহ তা'আলা আসমানসমূহকে এবং জমিনকে সঠিকভাবে সৃষ্টি করেছেন, যদি তিনি ইচ্ছা করেন, তবে তোমাদের সকলকে ধ্বংস করে দিতে পারেন এবং অন্য এক নতুন সৃষ্টি আনতে পারেন।	أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللّٰهَ خَلَقَ السَّمٰوٰتِ وَالْأَرْضَ بِالْحَقِّ ۚ إِن يَشَأْ يُذْهِبْكُمْ وَيَأْتِ بِخَلْقٍ جَدِيدٍ (١٩)
২০. আর এটা আল্লাহ তা'আলার পক্ষে কঠিন কিছুই নয়।	وَمَا ذٰلِكَ عَلَى اللّٰهِ بِعَزِيزٍ (٢٠)

শাব্দিক অনুবাদ :

১৯. أَلَمْ تَرَ তুমি কি এটা অবগত নও যে, أَنَّ اللّٰهَ خَلَقَ আল্লাহ তা'আলা সৃষ্টি করেছেন السَّمٰوٰتِ وَالْأَرْضَ আসমান সমূহ এবং জমিনকে بِالْحَقِّ সঠিকভাবে إِن يَشَأْ যদি তিনি ইচ্ছা করেন يُذْهِبْكُمْ সকলকে ধ্বংস করে দিতে পারেন وَيَأْتِ بِخَلْقٍ جَدِيدٍ এবং অন্য এক নতুন মাখলুক আনয়ন করতে পারেন।

২০. وَمَا ذٰلِكَ এবং এটা নয় عَلَى اللّٰهِ আল্লাহ তা'আলার পক্ষে بِعَزِيزٍ কিছুই কঠিন।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

৬ষ্ঠ আয়াতে পূর্ববর্তী বিষয়বস্তুর বিস্তারিত বর্ণনা রয়েছে যে, বনী-ইসরাঈলকে নিম্নলিখিত বিশেষ নিয়ামতটি স্মরণ করিয়ে দেওয়ার জন্য হযরত মূসা (আ.) -কে আদেশ দেওয়া হয়।

হযরত মূসা (আ.) -এর পূর্বে ফেরাউন বনী ইসরাঈলকে অবৈধভাবে গোলামে পরিণত করে রেখেছিল। এরপর এসব গোলামের সাথেও মানবোচিত ব্যবহার করা হতো না। তাদের ছেলে-সন্তানকে জন্মগ্রহণের পরই হত্যা করা হতো এবং শুধু কন্যাদেরকে খেদমতের জন্যে লালন-পালন করা হতো। হযরত মূসা (আ.) -কে প্রেরণের পর তাঁর বরকতে আল্লাহ তা'আলা বনী-ইসরাঈলকে ফেরাউনের কবল থেকে মুক্তি দান করেন।

وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكُمْ لَئِنْ شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَئِنْ كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ

تَأَذَّنَ শব্দটির অর্থ সংবাদ দেওয়া ও ঘোষণা করা। আয়াতের উদ্দেশ্য এই: একথা স্মরণযোগ্য যে, আল্লাহ তা'আলা ঘোষণা করে দেন, যদি তোমরা আমার নিয়ামত সমূহের কৃতজ্ঞতা প্রকাশ কর, অর্থাৎ, সেগুলোকে আমার অবাধ্যতায় ও অবৈধ কাজে ব্যয় না কর এবং নিজেদের ক্রিয়াকর্মকে আমার মর্জির অনুগামী করার চেষ্টা কর, তবে আমি এসব নিয়ামত আরো বাড়িয়ে দেব। এ বাড়ানো নিয়ামতের পরিমাণেও হতে পারে এবং স্থায়িত্বেও হতে পারে। রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন ঃ যে ব্যক্তি কৃতজ্ঞতা প্রকাশের তাওফীকপ্রাপ্ত হয়, যে কোনো সময় নিয়ামতের বরকত ও বৃদ্ধি থেকে বঞ্চিত হয় না। -(মাযহারী)

আল্লাহ তা'আলা আরো বলেন, যদি তোমরা আমার নিয়ামতসমূহের নাশোকরী কর, তবে আমার শাস্তিও ভয়ঙ্কর। নাশোকরীর সারমর্ম হচ্ছে আল্লাহর নিয়ামতকে তাঁর অবাধ্যতায় এবং অবৈধ কাজে ব্যয় করা অথবা তাঁর ফরজ ও ওয়াজিব পালনে অবহেলা করা। অকৃতজ্ঞতার কঠোর শাস্তিস্বরূপ দুনিয়াতেও নিয়ামত ছিনিয়ে নেওয়া যেতে পারে অথবা এমন বিপদ আসতে পারে যেন, নিয়ামত ভোগ করা সম্ভবপর না হয় এবং পরকালেও আজাবে গ্রেফতার হতে পারে।

https://e-ilm.weebly.com/

এখানে এ বিষয়টি স্মরণীয় যে আয়াতে আল্লাহ তা'আলা কৃতজ্ঞদের জন্য প্রতিদান, ছওয়াব ও নিয়ামত বৃদ্ধির ওয়াদা তাকিদ সহকারে করেছেন لَاَزِيْدَنَّكُمْ কিন্তু এর বিপরীতে অকৃতজ্ঞদের জন্য তাকিদ সহকারে لَاُعَذِّبَنَّكُمْ (আমি অবশ্যই তোমাদেরকে শাস্তি দেব) বলেননি; বরং শুধু 'আমার শাস্তিও কঠোর' বলেছেন। এতে ইঙ্গিত আছে যে, প্রত্যেক অকৃতজ্ঞ আজাবে পতিত হবে। এটা জরুরি নয়; বরং ক্ষমারও সম্ভাবনা আছে।

وَقَالَ مُوْسٰٓى اِنْ تَكْفُرُوْٓا اَنْتُمْ وَمَنْ فِى الْاَرْضِ جَمِيْعًا فَاِنَّ اللّٰهَ الخ অর্থাৎ, মূসা (আ.) স্বজাতিকে বললেন, যদি তোমরা এবং পৃথিবীতে যারা বসবাস করে, তারা সবাই আল্লাহ তা'আলার নিয়ামমতসমূহের নাশোকরী করে, তবে স্মরণ রেখ, এতে আল্লাহ তা'আলার কোনো ক্ষতি নেই। তিনি সবার তারিফ, প্রশংসা, কৃতজ্ঞতা ও অকৃতজ্ঞতার ঊর্ধ্বে। তিনি আপন সত্তায় প্রশংসনীয়। তোমরা তাঁর প্রশংসা না করলেও সব ফেরেশতা এবং সৃষ্টজগতের প্রতিটি অণু-পরিমাণু তাঁর প্রশংসায় মুখর রয়েছে।

কৃতজ্ঞতার উপকার সবটুকু তোমাদের জন্যই। তাই আল্লাহর পক্ষ থেকে কৃতজ্ঞতার জন্য তাকিদ করা হয়, তা নিজের জন্য নয়; বরং দয়াবশত ঃ তোমাদেরই উপকার করার জন্য।

ইতঃপূর্বে এক আয়াতে আল্লাহ তা'আলা দৃষ্টান্ত বর্ণনা করেছেন যে, কাফেরদের ক্রিয়াকর্ম হচ্ছে ছাইভস্মের মতো, যার উপর দিয়ে প্রবল বাতাস বয়ে যাওয়ার কারণে প্রতিটি কণা বাতাসে বিক্ষিপ্ত হয়ে নিশ্চিহ্ন হয়ে যায়। এরপর কেউ এগুলোকে একত্রিত করে কোনো কাজে লাগাতে চাইলে তা অসম্ভব হয়ে যায়।

مَثَلُ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا بِرَبِّهِمْ اَعْمَالُهُمْ كَرَمَادِ اشْتَدَّتْ بِهِ الرِّيْحُ فِىْ يَوْمٍ عَاصِفٍ

উদ্দেশ্য এই যে, কাফেরদের ক্রিয়াকর্ম বাহ্যত সৎ হলেও তা আল্লাহ তা'আলার কাছে গ্রহণীয় নয়। তাই সব অর্থহীন ও অকেজো।

শব্দবিশ্লেষণ :

اَنْجٰكُمْ : সীগাহ واحد مذكر غائب বহছ ماضى معروف বাব اِفْعَالٌ মাসদার اَلْاِنْجَاءُ মূলবর্ণ (ن ـ ج ـ و) জিনস ناقص واوى অর্থ– মুক্তি দেওয়া।

يُذَبِّحُوْنَ : সীগাহ جمع مذكر غائب বহছ مضارع معروف বাব تَفْعِيْل মাসদার اَلتَّذْبِيْحُ মূলবর্ণ (ذ ـ ب ـ ح) জিনস صحيح অর্থ– অধিক হারে জবাই করা।

يَسْتَحْيُوْنَ : সীগাহ جمع مذكر غائب বহছ مضارع معروف বাব اِسْتِفْعَالٌ মাসদার اَلْاِسْتِحْيَاءُ মূলবর্ণ (ح ـ ى ـ ى) জিনস لفيف مقرون অর্থ– জীবিত ছেড়ে দেওয়া।

لَاَزِيْدَنَّكُمْ : সীগাহ واحد متكلم বহছ مضارع معروف لام تاكيد بانون تاكيد ثقيله বাব ضَرَبَ মাসদার اَلزِّيَادَةُ মূলবর্ণ (ز ـ ى ـ د) জিনস اجوف يائى অর্থ– অধিক করা, বেশি দেওয়া।

اَنْ تَصُدُّوْنَا : সীগাহ جمع مذكر حاضر বহছ مضارع معروف বাব نَصَرَ মাসদার اَلصَّدُّ মূলবর্ণ (ص ـ د ـ د) জিনস مضاعف ثلاثى অর্থ– ফিরিয়ে দেওয়া।

لَتَعُوْدُنَّ : সীগাহ جمع مذكر حاضر বহছ مضارع معروف বাব نَصَرَ মাসদার اَلْعَوْدُ মূলবর্ণ (ع ـ و ـ د) জিনস اجوف واوى অর্থ– ফেরা, প্রত্যাবর্তন করা।

اِسْتَفْتَحُوْا : সীগাহ جمع مذكر غائب বহছ ماضى معروف বাব اِسْتِفْعَالٌ মাসদার اَلْاِسْتِفْتَاحُ মূলবর্ণ (ف ـ ت ـ ح) জিনস صحيح অর্থ– ফয়সালা চাওয়া, বিজয় কামনা করা।

كَرَمَادٍ : একবচন, বহুবচন اَرْمِدَةٌ অর্থ- ধূলোবালির মতো।

https://e-ilm.weebly.com/

২১. আর তারা সকলে আল্লাহর সম্মুখে উপস্থিত হবে, অতঃপর নিম্নস্তরের লোকেরা উচ্চস্তরের লোকদেরকে বলবে যে, আমরা তো তোমাদেরই অনুসারী ছিলাম, তবে কি তোমরা আমাদের হতে আল্লাহর আজাবের কিছু অংশ অপসারিত করতে পার? তারা বলবে, যদি আল্লাহ তা'আলা আমাদেরকে পথ বলে দিতেন, তবে আমরাও তোমাদেরকে [ঐ] পথ বলে দিতাম, আমাদের সকলের পক্ষেই উভয় অবস্থা সমান- আমরা অস্থির হই কিংবা ধৈর্য ধরি- আমাদের বাঁচার কোনো উপায় নেই।	وَبَرَزُوْا لِلّٰهِ جَمِيْعًا فَقَالَ الضُّعَفٰٓؤُا لِلَّذِيْنَ اسْتَكْبَرُوْٓا اِنَّا كُنَّا لَكُمْ تَبَعًا فَهَلْ اَنْتُمْ مُّغْنُوْنَ عَنَّا مِنْ عَذَابِ اللّٰهِ مِنْ شَيْءٍ ؕ قَالُوْا لَوْ هَدٰىنَا اللّٰهُ لَهَدَيْنٰكُمْ ؕ سَوَآءٌ عَلَيْنَآ اَجَزِعْنَآ اَمْ صَبَرْنَا مَا لَنَا مِنْ مَّحِيْصٍ (٢١)
২২. আর যখন সমস্ত বিচারকার্য সম্পন্ন হয়ে যাবে, তখন শয়তান বলবে, "আল্লাহ তোমাদের সাথে সত্য ওয়াদা করেছিলেন এবং আমিও কিছু ওয়াদা করেছিলাম; কিন্তু আমি তোমাদের সাথে ওয়াদা খেলাফ করেছিলাম, আর তোমাদের উপর আমার কোনো আধিপত্যও ছিল না, শুধু এটুকু যে, আমি তোমাদেরকে ডেকেছিলাম, তখন তোমরা আমার কথা মেনে নিয়েছিলে, অতএব, তোমরা আমার উপর [সমস্ত] দোষারোপ করো না; বরং দোষ নিজেদের উপরই আরোপ কর; আমি তোমাদের না সাহায্যকারী হতে পারি আর না তোমরা আমার সহায় হতে পার, আমি নিজেও তোমাদের এ কাজে অসন্তুষ্ট যে, তোমরা ইতঃপূর্বে আমাকে [আল্লাহর] অংশী সাব্যস্ত করতে; নিশ্চয় জালিমদের জন্য যন্ত্রণাময় শাস্তি রয়েছে।	وَقَالَ الشَّيْطٰنُ لَمَّا قُضِيَ الْاَمْرُ اِنَّ اللّٰهَ وَعَدَكُمْ وَعْدَ الْحَقِّ وَوَعَدْتُّكُمْ فَاَخْلَفْتُكُمْ ؕ وَمَا كَانَ لِيَ عَلَيْكُمْ مِّنْ سُلْطٰنٍ اِلَّآ اَنْ دَعَوْتُكُمْ فَاسْتَجَبْتُمْ لِيْ ۚ فَلَا تَلُوْمُوْنِيْ وَلُوْمُوْٓا اَنْفُسَكُمْ ؕ مَآ اَنَا بِمُصْرِخِكُمْ وَمَآ اَنْتُمْ بِمُصْرِخِيَّ ؕ اِنِّيْ كَفَرْتُ بِمَآ اَشْرَكْتُمُوْنِ مِنْ قَبْلُ ؕ اِنَّ الظّٰلِمِيْنَ لَهُمْ عَذَابٌ اَلِيْمٌ (٢٢)

শাব্দিক অনুবাদ :

২১. وَبَرَزُوْا لِلّٰهِ جَمِيْعًا আর তারা সকলে আল্লাহর সম্মুখে উপস্থিত হবে فَقَالَ الضُّعَفٰٓؤُا অতঃপর নিম্ন স্তরের লোকেরা বলবে لِلَّذِيْنَ اسْتَكْبَرُوْٓا উচ্চ স্তরের লোকদেরকে যে, اِنَّا كُنَّا لَكُمْ تَبَعًا আমরা তো তোমাদেরই অনুসারী ছিলাম فَهَلْ اَنْتُمْ مُّغْنُوْنَ عَنَّا তবে কি তোমরা আমাদের থেকে অপসারিত করতে পার مِنْ عَذَابِ اللّٰهِ আল্লাহর আজাবের مِنْ شَيْءٍ কিছু অংশ قَالُوْا তারা বলবে لَوْ هَدٰىنَا اللّٰهُ যদি আল্লাহ তা'আলা আমাদেরকে পথ বলে দিতেন لَهَدَيْنٰكُمْ তবে আমরাও তোমাদেরকে (ঐ) পথ বলে দিতাম سَوَآءٌ عَلَيْنَآ আমাদের সকলের পক্ষেই উভয় অবস্থা সমান اَجَزِعْنَآ اَمْ صَبَرْنَا আমরা অস্থির হই কিংবা ধৈর্যই ধরি مَا لَنَا مِنْ مَّحِيْصٍ আমাদের বাঁচবার কোনো উপায় নেই।

২২. وَقَالَ الشَّيْطٰنُ আর তখন শয়তান বলবে لَمَّا قُضِيَ الْاَمْرُ যখন সমস্ত বিচার কার্য সম্পন্ন হয়ে যাবে اِنَّ اللّٰهَ وَعَدَكُمْ وَعْدَ الْحَقِّ আল্লাহ তোমাদের সাথে সত্য ওয়াদা করেছিলেন وَوَعَدْتُّكُمْ এবং আমিও কিছু ওয়াদা করেছিলাম فَاَخْلَفْتُكُمْ কিন্তু আমি তোমাদের সাথে ওয়াদা খেলাফ করেছিলাম وَمَا كَانَ لِيَ عَلَيْكُمْ مِّنْ سُلْطٰنٍ আর তোমাদের উপর আমার কোনো আধিপত্যও ছিল না اِلَّآ اَنْ دَعَوْتُكُمْ শুধু এটুকু যে, আমি তোমাদেরকে ডেকেছিলাম فَاسْتَجَبْتُمْ لِيْ তখন তোমরা আমার কথা মেনে নিয়েছিলে فَلَا تَلُوْمُوْنِيْ অতএব, তোমরা আমার উপর (সমস্ত) দোষারোপ করো না وَلُوْمُوْٓا اَنْفُسَكُمْ বরং দোষ নিজেদের উপরই আরোপ কর مَآ اَنَا بِمُصْرِخِكُمْ আমি তোমাদের না সাহায্যকারী হতে পারি وَمَآ اَنْتُمْ بِمُصْرِخِيَّ না তোমরা আমার সহায় হতে পার اِنِّيْ كَفَرْتُ আমি নিজেও তোমাদের এই কাজে অসন্তুষ্ট যে بِمَآ اَشْرَكْتُمُوْنِ مِنْ قَبْلُ তোমরা ইতঃপূর্বে আমাকে (আল্লাহর) অংশী সাব্যস্ত করতে اِنَّ الظّٰلِمِيْنَ لَهُمْ عَذَابٌ اَلِيْمٌ নিশ্চয় জালেমদের জন্য যন্ত্রণাময় শাস্তি রয়েছে।

https://e-ilm.weebly.com/

২৩. আর যারা ঈমান এনেছে এবং নেক কাজ করেছে তাদেরকে এমন উদ্যানসমূহে প্রবিষ্ট করানো হবে, যার নিম্নদেশে নহরসমূহ প্রবাহিত হতে থাকবে, তারা তাতে নিজ পরওয়ারদেগারের আদেশে অনন্তকাল থাকবে; তথায় তাদেরকে অভ্যর্থনা করা হবে আসসালামু আলাইকুম শব্দ দ্বারা।	وَأُدْخِلَ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ جَنّٰتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهٰرُ خٰلِدِينَ فِيهَا بِإِذْنِ رَبِّهِمْ ۚ تَحِيَّتُهُمْ فِيهَا سَلٰمٌ (٢٣)
২৪. আপনি কি লক্ষ্য করেননি যে, আল্লাহ তা'আলা কালেমায়ে তাইয়্যেবার কেমন দৃষ্টান্ত বর্ণনা করেছেন, তা একটি পবিত্র [খর্জুর] বৃক্ষের ন্যায়, যার শিকড় খুব দৃঢ় সংবদ্ধ এবং তার শাখাগুলো ঊর্ধ্বে বিস্তৃত।	أَلَمْ تَرَ كَيْفَ ضَرَبَ اللّٰهُ مَثَلًا كَلِمَةً طَيِّبَةً كَشَجَرَةٍ طَيِّبَةٍ أَصْلُهَا ثَابِتٌ وَفَرْعُهَا فِي السَّمَاءِ (٢٤)
২৫. তা আল্লাহর আদেশে প্রত্যেক মৌসুমে নিজ ফল দান করে; এবং আল্লাহ তা'আলা- দৃষ্টান্তগুলো মানুষের জন্য এ উদ্দেশ্যে বর্ণনা করে থাকেন, যেন তারা শিক্ষা গ্রহণ করে।	تُؤْتِي أُكُلَهَا كُلَّ حِينٍ بِإِذْنِ رَبِّهَا ۗ وَيَضْرِبُ اللّٰهُ الْأَمْثَالَ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ (٢٥)
২৬. আর অপবিত্র কালেমার দৃষ্টান্ত এরূপ, যেমন একটি নিকৃষ্ট বৃক্ষ- যা জমিনের উপর হতে উপড়িয়ে নিয়ে যায়, [জমিনে] তার কোনো স্থায়িত্ব নেই।	وَمَثَلُ كَلِمَةٍ خَبِيثَةٍ كَشَجَرَةٍ خَبِيثَةٍ اجْتُثَّتْ مِنْ فَوْقِ الْأَرْضِ مَا لَهَا مِنْ قَرَارٍ (٢٦)

শাব্দিক অনুবাদ :

২৩. وَأُدْخِلَ আর প্রবিষ্ট করানো হবে তাদেরকে الَّذِينَ آمَنُوا যারা ঈমান এনেছে وَعَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ এবং নেক কাজ করেছে جَنّٰتٍ এমন উদ্যান সমূহে تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهٰرُ যার নিম্নদেশে নহর সমূহ বইতে থাকবে خٰلِدِينَ فِيهَا তাতে তারা অনন্তকাল থাকবে بِإِذْنِ رَبِّهِمْ নিজ পরওয়ারদেগারের আদেশে تَحِيَّتُهُمْ فِيهَا سَلٰمٌ তথায় তাদেরকে অভ্যর্থনা করা হবে আস সালামু আলাইকুম শব্দ দ্বারা।

২৪. أَلَمْ تَرَ আপনি কি লক্ষ্য করেন নি যে كَيْفَ ضَرَبَ اللّٰهُ مَثَلًا আল্লাহ তা'আলা কেমন দৃষ্টান্ত বর্ণনা করেছেন كَلِمَةً طَيِّبَةً কালেমায়ে তাইয়্যেবার كَشَجَرَةٍ طَيِّبَةٍ তা একটি পবিত্র (খেজুর) বৃক্ষের ন্যায় أَصْلُهَا ثَابِتٌ যার শিকড় খুব দৃঢ় সংবদ্ধ وَفَرْعُهَا فِي السَّمَاءِ এবং তার শাখাগুলো ঊর্ধ্বে বিস্তৃত।

২৫. تُؤْتِي أُكُلَهَا তা নিজ ফল দান করে كُلَّ حِينٍ প্রত্যেক মৌসুমে بِإِذْنِ رَبِّهَا আল্লাহর আদেশে وَيَضْرِبُ اللّٰهُ الْأَمْثَالَ لِلنَّاسِ এবং আল্লাহ তা'আলা দৃষ্টান্তগুলো মানুষের জন্য এ উদ্দেশ্যে বর্ণনা করে থাকেন لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ যেন তারা শিক্ষা গ্রহণ করে।

২৬. وَمَثَلُ كَلِمَةٍ خَبِيثَةٍ আর অপবিত্র কালিমার দৃষ্টান্ত এরূপ كَشَجَرَةٍ خَبِيثَةٍ যেমন একটি নিকৃষ্ট বৃক্ষ اجْتُثَّتْ مِنْ فَوْقِ الْأَرْضِ যা জমিনের উপর থেকে উপড়িয়ে নেওয়া যায় مَا لَهَا مِنْ قَرَارٍ (জমিনে) তার কোনো স্থায়িত্ব নেই।

https://e-ilm.weebly.com/

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

এরপর উল্লিখিত আয়াতসমূহে প্রথমে মুমিন ও তার ক্রিয়াকর্মের একটি দৃষ্টান্ত দেওয়া হয়েছে। অতঃপর কাফের ও মুমিনদের ক্রিয়াকর্মের দৃষ্টান্ত বর্ণিত হয়েছে। ২৪তম আয়াতে মুমিন ও তার ক্রিয়াকর্মের উদাহরণে এমন একটি বৃক্ষের কথা উল্লেখ করা হয়েছে, যার কাণ্ড মজবুত ও সুউচ্চ এবং শিকড় মাটির গভীরে প্রোথিত। ভূগর্ভস্থ ঝরনা থেকে সেগুলো সিক্ত হয়। গভীর শিকড়ের কারণে বৃক্ষটি এত শক্ত যে দমকা বাতাসে ভূমিসাৎ হয়ে যায় না। ভূ-পৃষ্ঠ থেকে উর্ধ্বে থাকার কারণে এর ফল ময়লা ও আবর্জনা থেকে মুক্ত। এ বৃক্ষের দ্বিতীয় গুণ এই যে, এর শাখা উচ্চতায় আকাশ-পানে ধাবমান। তৃতীয় গুণ এই যে, এর ফল সব সময় সর্বাবস্থায় খাওয়া যায়।

এ বৃক্ষটি কি এবং কোথায়, এ সম্পর্কে তাফসীরবিদগণের বিভিন্ন উক্তি বর্ণিত হয়েছে। সর্বাধিক সত্যাশ্রয়ী উক্তি এই যে, এটি হচ্ছে খেজুর বৃক্ষ। এর সমর্থন অভিজ্ঞতা এবং চাক্ষুষ দেখা দ্বারাও হয় এবং বিভিন্ন হাদীস থেকেও পাওয়া যায়। খেজুর বৃক্ষের কাণ্ড যে উচ্চ ও মজবুত, তা প্রত্যক্ষ বিষয়– সবাই জানে। এর শিকড়সমূহের মাটির গভীর অভ্যন্তরে পৌঁছাও সুবিদিত। এর ফলও সব সময় সর্বাবস্থায় খাওয়া যায়। বৃক্ষে ফল দেখা দেওয়ার পর থেকে পরিপক্ক হওয়া পর্যন্ত সর্বাবস্থায় চাটনী, আচার ইত্যাদি বিভিন্ন পন্থায় এ ফল খাওয়া যায়। ফল পেকে গেলে এর ভাণ্ডারও সারা বছর অবশিষ্ট থাকে। সকাল-বিকাল, দিবা-রাত্র, শীত-গ্রীষ্ম মোটকথা সব সময় ও সব ঋতুতে এটি কাজে আসে। এ বৃক্ষের শাঁসও খাওয়া হয়, এ বৃক্ষ থেকে মিষ্ট রসও বের করা হয়। এর পাতা দ্বারা অনেক উপকারী বস্তুসামগ্রী চাটাই ইত্যাদি তৈরি করা হয়। এর আঁটি জন্তু-জানোয়ারের খাদ্য। অন্যান্য বৃক্ষের ফল এরূপ নয়। অন্যান্য বৃক্ষ বিশেষ ঋতুতে ফলবান হয় এবং ফল নিঃশেষ হয়ে যায়- সঞ্চয় করে রাখা হয় না এবং সেগুলোর প্রত্যেকটি অংশ দ্বারা উপকৃত হওয়া যায়না।

তিরমিযী, নাসায়ী, ইবনে হাব্বান ও হাকেম হযরত আনাস (রা.) -এর রেওয়ায়েতে বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, কুরআনে উল্লিখিত পবিত্র বৃক্ষ হচ্ছে খেজুর বৃক্ষ এবং অপবিত্র বৃক্ষ হচ্ছে হানযল তথা মাকাল বৃক্ষ। -(মাজহারী)

মুসনাদ আহমদে মুজাহিদের রেওয়ায়েতে হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে ওমর (রা.) বলেন, একদিন আমরা রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর খেদমতে উপস্থিত ছিলাম। জনৈক ব্যক্তি তাঁর কাছে খেজুর বৃক্ষের শাঁস নিয়ে এলো। তখন তিনি সাহাবায়ে কেরামকে একটি প্রশ্ন করলেন বৃক্ষসমূহের মধ্যে একটি বৃক্ষ হচ্ছে মরদে-মুমিনদের দৃষ্টান্ত। (বুখারীর রেওয়ায়েত মতে এস্থলে তিনি আরো বললেন যে, কোনো ঋতুতেই এ বৃক্ষের পাতা ঝরে না।) বল, এ কোন বৃক্ষ? হযরত ইবনে ওমর (রা.) বলেন : আমার মনে চাইল যে, বলে দেই– খেজুর বৃক্ষ। কিন্তু মজলিসে হযরত আবূ বকর, ওমর ও অন্যান্য প্রধান প্রধান সাহাবী উপস্থিত ছিলেন। তাঁদেরকে নিশ্চুপ দেখে আমি বলার সাহস পেলাম না : এরপর স্বয়ং রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন, এ হচ্ছে খেজুর বৃক্ষ।

এ বৃক্ষ দ্বারা মুমিনের দৃষ্টান্ত দেওয়ার কারণ এই যে, কালেমায়ে তাইয়্যেবার মধ্যে ঈমান হচ্ছে মজবুত ও অনড় শিকড় বিশিষ্ট, দুনিয়ার বিপদাপদ একে টলাতে পারে না। কামেল মুমিন সাহাবী ও তাবেয়ী; বরং প্রতি যুগের খাঁটি মুসলমানদের এমন দৃষ্টান্ত বিরল নয়, যারা ঈমানের মোকাবিলায় জান, মাল ও কোনো কিছুর পরওয়া করেননি। দ্বিতীয় কারণ তাঁদের পবিত্রতা ও পরিচ্ছন্নতা। তাঁরা দুনিয়ার নোংরামি থেকে সব সময় দূরে সরে থাকেন। যেমন ভূ-পৃষ্ঠের ময়লা-আবর্জনা উঁচু বৃক্ষকে স্পর্শ করতে পারে না। এ দু'টি গুণ হচ্ছে أَصْلُهَا ثَابِتٌ -এর দৃষ্টান্ত। তৃতীয় কারণ এই যে, খেজুর বৃক্ষের শাখা যেমন আকাশের দিকে উচ্চে ধাবমান, মুমিনের ঈমানের ফলাফলও অর্থাৎ, সৎকর্মও তেমনি আকাশের দিকে উত্থিত হয়। কুরআন বলে إِلَيْهِ يَصْعَدُ الْكَلِمُ الطَّيِّبُ

https://e-ilm.weebly.com/

অর্থাৎ, পবিত্র বাক্যাবলি আল্লাহ তা'আলার দিকে উঠানো হয়। উদ্দেশ্য এই যে, মু'মিন আল্লাহ তা'আলার যেসব জিকির, তসবীহ তাহ্‌লীল ও তেলাওয়াতে কুরআন ইত্যাদি করে, সেগুলো সকাল বিকাল আল্লাহর দরবারে পৌছতে থাকে।

চতুর্থ কারণ এই যে, খেজুর বৃক্ষের ফল যেমন সব সময় সর্বাবস্থায় এবং সব ঋতুতে দিবারাত্র খাওয়া হয়, মুমিনের সৎকর্মও তেমনি সব সময়, সর্বাবস্থায় এবং সব ঋতুতে অব্যাহত রয়েছে এবং খেজুর বৃক্ষের প্রত্যেকটি অংশই যেমন উপকারী, তেমনি মুমিনের প্রত্যেক কথা ও কাজ, উঠাবসা এবং এসবের প্রতিক্রিয়া সমগ্র বিশ্বের জন্য উপকারী ও ফলদায়ক। তবে শর্ত এই যে, কামেল মানুষ এবং আল্লাহ ও রাসূলের শিক্ষার অনুযায়ী হতে হবে।

উপরিউক্ত বক্তব্য থেকে জানা গেল যে, تُؤْتِىٓ اُكُلَهَا كُلَّ حِيۡنٍ বাক্যে اُكُلٌ শব্দের অর্থ ফল ও খাদ্যেপযোগী বস্তু এবং حِيۡنٍ শব্দের অর্থ প্রতিমুহূর্ত। অধিকাংশ তাফসীরবিদ এ অর্থকেই অগ্রাধিকার দিয়েছেন। কারো কারো অন্য উক্তিও রয়েছে।

কাফেরদের দৃষ্টান্ত : এর বিপরীতে কাফেরদের দ্বিতীয় উদাহরণ বর্ণিত হয়েছে খারাপ বৃক্ষ দ্বারা। কালেমায়ে তাইয়্যেবার অর্থ যেমন লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ অর্থাৎ, ঈমান, তেমনি কালেমায়ে খবীছার অর্থ কুফরি বাক্য ও কুফরি কাজকর্ম। পূর্বোল্লোখিত হাদীসে كَشَجَرَةٍ خَبِيۡثَةٍ অর্থাৎ, খারাপ বৃক্ষের উদ্দিষ্ট অর্থ হানযাল বৃক্ষ সাব্যস্ত করা হয়েছে। কেউ কেউ রসুন ইত্যাদিও বলেছেন।

কুরআনে এ খারাপ বৃক্ষের অবস্থা এরূপ বর্ণিত হয়েছে যে, এর শিকড় ভূগর্ভের অভ্যন্তরে বেশি যায় না। ফলে যখন কেউ ইচ্ছা করে, তখন এ বৃক্ষকে সমূলে উৎপাটিত করতে পারে। اِجۡتُثَّتۡ مِنۡ فَوۡقِ الۡاَرۡضِ বাক্যের অর্থ তাই। কেননা এর আসল অর্থ কোনো বস্তুর অবয়বকে পুরোপুরি উৎপাটন করা।

কাফেরের কাজকর্মকে এ বৃক্ষের সাথে তুলনা করার কারণ তিনটি। ১. কাফেরের ধর্ম বিশ্বাসের কোনো শিকড় ও ভিত্তি নেই। অল্পক্ষণের মধ্যেই নড়বড়ে হয়ে যায়। ২. দুনিয়ার আবর্জনা দ্বারা প্রভাবান্বিত হয়। ৩. বৃক্ষের ফলফুল অর্থাৎ, কাফেরের ক্রিয়াকর্ম আল্লাহর দরবারে ফলদায়ক নয়।

শব্দবিশ্লেষণ :

مُغۡنُوۡنَ : সীগাহ جمع مذكر বহছ اسم فاعل বাব اِفۡعَالٌ মাসদার اَلۡاِغۡنَاءُ মূলবর্ণ (غ ـ ن ـ ى) জিনস ناقص يائى অর্থ- যোগ্য বানানো।

لَهَدَيۡنَا : সীগাহ جمع متكلم বহছ ماضى معروف বাব ضَرَبَ মাসদার اَلۡهِدَايَةُ মূলবর্ণ (ه ـ د ـ ى) জিনস ناقص يائى অর্থ- পথপ্রদর্শন করা, রাস্তা দেখানো।

اَجَزِعۡنَا : সীগাহ جمع متكلم বহছ ماضى معروف বাব سَمِعَ মাসদার اَلۡجَزَعُ মূলবর্ণ (ج ـ ز ـ ع) জিনস صحيح অর্থ- ব্যাকুল হওয়া।

لَا تَلُوۡمُوۡنِىۡ : সীগাহ جمع مذكر حاضر বহছ نهى حاضر معروف বাব نَصَرَ মাসদার اَللَّوۡمُ মূলবর্ণ (ل ـ و ـ م) জিনস اجوف واوى অর্থ- ভর্ৎসনা করা।

بِمُصۡرِخِىَّ : সীগাহ واحد مذكر বহছ اسم فاعل বাব اِفۡعَالٌ মাসদার اَلۡاِصۡرَاخُ মূলবর্ণ (ص ـ ر ـ خ) জিনস صحيح অর্থ- ফরিয়াদ গ্রহণকারী।

خَالِدِيۡنَ : সীগাহ جمع مذكر বহছ اسم فاعل বাব نَصَرَ মাসদার اَلۡخُلُوۡدُ মূলবর্ণ (خ ـ ل ـ د) জিনস صحيح অর্থ- সর্বদা থাকা।

ثَابِتٌ : সীগাহ واحد مذكر বহছ اسم فاعل বাব نَصَرَ মাসদার اَلثَّبَاتُ মূলবর্ণ (ث ـ ب ـ ت) জিনস صحيح অর্থ- সবল হওয়া, প্রমাণ থাকা।

https://e-ilm.weebly.com/

২৭. আল্লাহ তা'আলা ঈমানদার লোকদেরকে সে অটল বাক্য [কালেমায়ে তাইয়্যেবা] -এর দরুন সুদৃঢ় রাখেন– পার্থিব জীবনে এবং পরকালে এবং জালিমদেরকে বিভ্রান্ত করে দেন, আর আল্লাহ তা'আলা যা চান [তা-ই] করেন।	يُثَبِّتُ اللّٰهُ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا بِالْقَوْلِ الثَّابِتِ فِي الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا وَفِي الْاٰخِرَةِ ۚ وَيُضِلُّ اللّٰهُ الظّٰلِمِيْنَ ۙ وَيَفْعَلُ اللّٰهُ مَا يَشَآءُ (٢٧)
২৮. আপনি কি তাদেরকে দেখেননি– যারা আল্লাহ তা'আলার নিয়ামতের পরিবর্তে কুফরি করেছে এবং যারা স্বীয় সম্প্রদায়কে উপনীত করেছে ধ্বংসের গৃহে।	اَلَمْ تَرَ اِلَى الَّذِيْنَ بَدَّلُوْا نِعْمَتَ اللّٰهِ كُفْرًا وَّاَحَلُّوْا قَوْمَهُمْ دَارَ الْبَوَارِ (٢٨)
২৯. অর্থাৎ জাহান্নামে, তারা তাতে প্রবেশ করবে এবং তা অতি নিকৃষ্ট বাসস্থান।	جَهَنَّمَ ۚ يَصْلَوْنَهَا ۗ وَبِئْسَ الْقَرَارُ (٢٩)
৩০. এবং তারা আল্লাহর সাথে শরিক সাব্যস্ত করেছে, তাঁর দীন হতে বিভ্রান্ত করার উদ্দেশ্যে; আপনি বলে দিন, কিছুদিন উপভোগ করে নাও, কেননা পরিশেষে তোমাদেরকে দোজখে যেতে হবে।	وَجَعَلُوْا لِلّٰهِ اَنْدَادًا لِّيُضِلُّوْا عَنْ سَبِيْلِهٖ ؕ قُلْ تَمَتَّعُوْا فَاِنَّ مَصِيْرَكُمْ اِلَى النَّارِ (٣٠)
৩১. বলে দিন আমার খাঁটি ঈমানদার বান্দাদেরকে, যেন তারা নামাজের পাবন্দি করে এবং আমি তাদেরকে যা কিছু দিয়েছি তা হতে গোপনে ও প্রকাশ্যে ব্যয় করে, সে দিন আসার পূর্বে যেদিন না কোনো ক্রয়-বিক্রয় থাকবে আর না কোনো বন্ধুত্ব।	قُلْ لِّعِبَادِيَ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا يُقِيْمُوا الصَّلٰوةَ وَيُنْفِقُوْا مِمَّا رَزَقْنٰهُمْ سِرًّا وَّعَلَانِيَةً مِّنْ قَبْلِ اَنْ يَّاْتِيَ يَوْمٌ لَّا بَيْعٌ فِيْهِ وَلَا خِلٰلٌ (٣١)

শাব্দিক অনুবাদ :

২৭. يُثَبِّتُ اللّٰهُ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا আল্লাহ ঈমানদার লোকদের সুদৃঢ় রাখেন بِالْقَوْلِ الثَّابِتِ সেই অটল বাক্য (কালেমায়ে তাইয়্যেবা) -এর দরুন فِي الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا পার্থিব জীবনে وَفِي الْاٰخِرَةِ এবং পরকালে وَيُضِلُّ اللّٰهُ الظّٰلِمِيْنَ এবং জালেমদেরকে বিভ্রান্ত করে দেন وَيَفْعَلُ اللّٰهُ مَا يَشَآءُ আর আল্লাহ তা'আলা যা চান (তাই) করেন।

২৮. اَلَمْ تَرَ আপনি কি তাদেরকে দেখেননি اِلَى الَّذِيْنَ بَدَّلُوْا نِعْمَتَ اللّٰهِ كُفْرًا যারা আল্লাহ তা'আলার নিয়ামতের পরিবর্তে কুফরি করেছে وَّاَحَلُّوْا قَوْمَهُمْ এবং যারা স্বীয় সম্প্রদায়কে উপনীত করেছে دَارَ الْبَوَارِ ধ্বংসের গৃহে।

২৯. جَهَنَّمَ অর্থাৎ, জাহান্নাম يَصْلَوْنَهَا তারা তাতে প্রবেশ করবে وَبِئْسَ الْقَرَارُ এবং তা অতি নিকৃষ্ট বাসস্থান।

৩০. وَجَعَلُوْا لِلّٰهِ اَنْدَادًا এবং তারা আল্লাহর সাথে শরিক সাব্যস্ত করেছে لِّيُضِلُّوْا عَنْ سَبِيْلِهٖ তার দীন হতে বিভ্রান্ত করার উদ্দেশ্যে قُلْ আপনি বলে দিন تَمَتَّعُوْا কিছুদিন উপভোগ করে নাও فَاِنَّ مَصِيْرَكُمْ اِلَى النَّارِ কেননা পরিশেষে তোমাদেরকে দোজখে যেতে হবে।

৩১. قُلْ বলে দিন لِّعِبَادِيَ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا আমার খাঁটি ঈমানদার বান্দাদের কে يُقِيْمُوا الصَّلٰوةَ যেন তারা নামাজের পাবন্দি করে وَيُنْفِقُوْا مِمَّا رَزَقْنٰهُمْ এবং আমি তাদেরকে যা কিছু দিয়েছি তা হতে ব্যয় করে سِرًّا وَّعَلَانِيَةً গোপনে ও প্রকাশ্যে مِّنْ قَبْلِ اَنْ يَّاْتِيَ يَوْمٌ সেদিন আসার পূর্বে لَّا بَيْعٌ فِيْهِ وَلَا خِلٰلٌ যেদিন না কোনো ক্রয়-বিক্রয় থাকবে আর না বন্ধুত্ব।

https://e-ilm.weebly.com/

৩২. আল্লাহ এমন যিনি আসমানসমূহ ও জমিন সৃষ্টি করেছেন এবং আসমান হতে বর্ষণ করেছেন পানি, অতঃপর সে পানি দ্বারা ফসলসমূহ হতে তোমাদের জন্য রিজিক উৎপন্ন করেছেন এবং তোমাদের উপকারার্থে নৌকাগুলোকে [স্বীয় কুদরতের] বশীভূত করে বানিয়েছেন, যেন তা আল্লাহ তা'আলার আদেশে সমুদ্রে চলে এবং তোমাদের মঙ্গলের জন্য নহরসমূহকে বশীভূত করেছেন।	اَللّٰهُ الَّذِیْ خَلَقَ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضَ وَاَنْزَلَ مِنَ السَّمَآءِ مَآءً فَاَخْرَجَ بِهٖ مِنَ الثَّمَرٰتِ رِزْقًا لَّكُمْ ۚ وَسَخَّرَ لَكُمُ الْفُلْكَ لِتَجْرِیَ فِی الْبَحْرِ بِاَمْرِهٖ ۚ وَسَخَّرَ لَكُمُ الْاَنْهٰرَ ﴿۳۲﴾
৩৩. আর তোমাদের উপকারার্থে সূর্য ও চন্দ্রকে বশীভূত করে দিয়েছেন, যা অনবরত চলতেই রয়েছে, আর তোমাদের উপকারের জন্য রাত ও দিনকে বশীভূত করেছেন।	وَسَخَّرَ لَكُمُ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ دَآئِبَیْنِ ۚ وَسَخَّرَ لَكُمُ الَّیْلَ وَالنَّهَارَ ﴿۳۳﴾
৩৪. এবং যে যে বস্তু তোমরা চেয়েছ, প্রত্যেকটিই তোমাদেরকে [তোমাদের উপযোগী করে] দিয়েছেন, আর আল্লাহ তা'আলার নিয়ামতসমূহ যদি তোমরা গণনা করতে আরম্ভ কর, তবে গণে শেষ করতে পারবে না, সত্য কথা এই যে, মানুষ বড় অবিচারী, অত্যন্ত অকৃতজ্ঞ।	وَاٰتٰىكُمْ مِّنْ كُلِّ مَا سَاَلْتُمُوْهُ ؕ وَاِنْ تَعُدُّوْا نِعْمَتَ اللّٰهِ لَا تُحْصُوْهَا ؕ اِنَّ الْاِنْسَانَ لَظَلُوْمٌ كَفَّارٌ ﴿۳۴﴾
৩৫. আর যখন ইবরাহীম বললেন, হে আমার রব! এ নগরকে নিরাপত্তাময় নগরী করে দিন এবং আমাকে ও আমার বিশেষ বংশধরকে মূর্তিপূজা হতে বাঁচিয়ে রাখুন।	وَاِذْ قَالَ اِبْرٰهِیْمُ رَبِّ اجْعَلْ هٰذَا الْبَلَدَ اٰمِنًا وَّاجْنُبْنِیْ وَبَنِیَّ اَنْ نَّعْبُدَ الْاَصْنَامَ ﴿۳۵﴾

শাব্দিক অনুবাদ :

৩২. اَللّٰهُ الَّذِیْ خَلَقَ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضَ আল্লাহ এমন যিনি আসমানসমূহ ও জমিন সৃষ্টি করেছেন وَاَنْزَلَ مِنَ السَّمَآءِ مَآءً এবং আসমান হতে বর্ষণ করেছেন পানি فَاَخْرَجَ بِهٖ অতঃপর সেই পানি দ্বারা উৎপন্ন করেছেন مِنَ الثَّمَرٰتِ ফলসমূহ হতে رِزْقًا لَّكُمْ তোমাদের জন্য রিজক وَسَخَّرَ لَكُمُ الْفُلْكَ এবং তোমাদের উপকারার্থে নৌকাগুলোকে (স্বীয় কুদরতের) বশীভূত করে বানিয়েছেন لِتَجْرِیَ فِی الْبَحْرِ بِاَمْرِهٖ যেন তা আল্লাহ তা'আলার আদেশে সমুদ্রে চলে وَسَخَّرَ لَكُمُ الْاَنْهٰرَ এবং তোমাদের মঙ্গলের জন্য নহরসমূহকে বশীভূত করেছেন।

৩৩. وَسَخَّرَ لَكُمُ এবং তোমাদের উপকারার্থে বশীভূত করে দিয়েছেন الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ সূর্য ও চন্দ্রকে دَآئِبَیْنِ যা অনবরত চলতেই রয়েছে وَسَخَّرَ لَكُمُ الَّیْلَ وَالنَّهَارَ আর তোমাদের উপকারের জন্য রাত্রি ও দিনকে বশীভূত করেছেন।

৩৪. وَاٰتٰىكُمْ এবং তোমাদেরকে দিয়েছেন مِّنْ كُلِّ مَا سَاَلْتُمُوْهُ যে যে বস্তু তোমরা চেয়েছ প্রত্যেকটি وَاِنْ تَعُدُّوْا نِعْمَتَ اللّٰهِ আর আল্লাহ তা'আলার নিয়ামতসমূহ যদি তোমরা গণনা করতে আরম্ভ কর لَا تُحْصُوْهَا তবে গণে শেষ করতে পারবে না اِنَّ الْاِنْسَانَ لَظَلُوْمٌ كَفَّارٌ সত্য কথা এই যে, মানুষ বড় অবিচারী, অত্যন্ত অকৃতজ্ঞ।

৩৫. وَاِذْ قَالَ اِبْرٰهِیْمُ আর যখন ইবরাহীম বললেন رَبِّ হে আমার প্রতিপালক! اجْعَلْ هٰذَا الْبَلَدَ اٰمِنًا এ নগরকে নিরাপত্তাময় নগরী করে দিন وَّاجْنُبْنِیْ وَبَنِیَّ এবং আমাকে ও আমার বিশেষ বংশধরকে বাঁচিয়ে রাখুন اَنْ نَّعْبُدَ الْاَصْنَامَ মূর্তি পূজা হতে।

https://e-ilm.weebly.com/

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

اَلَمْ تَرَ اِلَى الَّذِيْنَ بَدَّلُوْا نِعْمَتَ اللّٰهِ كُفْرًا وَّاَحَلُّوْا قَوْمَهُمْ دَارَ الْبَوَارِ

শানে নুযূল : হযরত আতা বিন ইয়াসার থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন যে, বদর অভিযানে মুসলমানদের হাতে নিহত কাফেরদের অবস্থা বর্ণনা প্রসঙ্গে আলোচ্য আয়াত নাজিল হয়েছে। −(বাহরে মুহীত ৫/৪৯৩, কুরতুবী ৯/৩১১)

قُلْ لِّعِبَادِيَ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا يُقِيْمُوْنَ الصَّلٰوةَ وَيُنْفِقُوْا مِمَّا رَزَقْنٰهُمْ سِرًّا وَّعَلَانِيَةً مِّنْ قَبْلِ اَنْ يَّاْتِيَ يَوْمٌ لَّا بَيْعٌ فِيْهِ وَلَا خِلٰلٌ

শানে নুযূল : হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) বর্ণনা করেন, আলোচ্য আয়াত আবূ জাহল সম্পর্কে নাজিল হয়েছে। এ ক্ষেত্রে আলোচ্য আয়াত নাজিল হয়েছে ব্যক্তি বিশেষকে কেন্দ্র করে। তবে উপদেশ বা শিক্ষা ব্যাপক ভিত্তিক হবে। কারণ আয়াত যদিও ব্যক্তি বিশেষকে লক্ষ্য করে নাজিল হয়ে থাকে কিন্তু كُفَّارْ শব্দটি ব্যাপক অর্থবোধক। সকল কাফেরকে বুঝানো হয়েছে। −(জালালাইন -টীকা : পৃ. ২০৯)

ঈমানের বিশেষ প্রতিক্রিয়া : এরপর মুমিনের ঈমান ও কালেমায়ে তাইয়্যেবার একটি বিশেষ প্রতিক্রিয়া দ্বিতীয় আয়াতে বর্ণিত হয়েছে− يُثَبِّتُ اللّٰهُ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا بِالْقَوْلِ الثَّابِتِ فِي الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا وَفِي الْاٰخِرَةِ অর্থাৎ, মুমিনের কালেমায়ে তাইয়্যেবা মজবুত ও অনড় বৃক্ষের মতো একটি প্রতিষ্ঠিত উক্তি। একে আল্লাহ তা'আলা চিরকাল কায়েমও প্রতিষ্ঠিত রাখেন দুনিয়াতেও এবং পরকালেও। শর্ত এই যে, এ কালেমা আন্তরিকতার সাথে বলতে হবে এবং লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ-এর মর্ম পূর্ণরূপে বুঝতে হবে।

উদ্দেশ্য এই যে, এ কালেমায় বিশ্বাসী ব্যক্তিকে দুনিয়াতে আল্লাহ তা'আলার পক্ষ থেকে শক্তি যোগানো হয়। ফলে সে মৃত্যুর পূর্ব মুহূর্ত পর্যন্ত এ কালেমায় কায়েম থাকে, যদিও এর মোকাবিলায় অনেক বিপদাপদের সম্মুখীন হতে হয়। পরকালে এ কালেমাকে প্রতিষ্ঠিত রেখে তাকে সাহায্য করা হবে। সহীহ বুখারী ও মুসলিমের এক হাদীস আছে, আয়াতে পরকাল বলে আলমে বরজখ অর্থাৎ, 'কবর জগৎ' বুঝানো হয়েছে।

কবরের শাস্তি ও শান্তি কুরআন ও হাদীসের দ্বারা প্রমাণিত : রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন, কবরে মুমিনকে প্রশ্ন করার ভয়ঙ্কর মুহূর্তেও সে আল্লাহর সমর্থনের বলে এই কালেমার উপর কায়েম থাকবে এবং লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহু মুহাম্মদুর রাসূলুল্লাহ -এর সাক্ষ্য দিবে। এরপর বলেন, আল্লাহর বাণী− يُثَبِّتُ اللّٰهُ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا بِالْقَوْلِ الثَّابِتِ فِي الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا وَفِي الْاٰخِرَةِ -এর উদ্দেশ্য তাই। এ হাদীসটি হযরত বারা ইবনে আযেব (রা.) বর্ণনা করেছেন। এছাড়া আরো প্রায় চল্লিশ জন সাহাবী থেকে এ বিষয়ে বহু হাদীস বর্ণিত আছে। আল্লামা ইবনে কাছীর (র.) স্বীয় তাফসীর গ্রন্থে এগুলো উল্লেখ করেছেন। শায়খ জালালুদ্দীন সুয়ূতী স্বীয় কাব্যপুস্তিকা التَّثْبِيْتُ এবং شَرْحُ الصُّدُوْرِ عِنْدَ التَّثْبِيْتِ এ সত্তরটি হাদীসের বরাত উল্লেখ করে সেগুলোকে মুতাওয়াতির বলেছেন। এসব সাহাবী সবাই আলোচ্য আয়াতে আখেরাতের অর্থ কবর এবং আয়াতটিকে কবরের আজাব ও ছওয়াব সম্পর্কিত বলে সাব্যস্ত করেছেন।

মৃত্যু ও দাফনের পর কবরে পুনর্বার জীবিত হয়ে ফেরেশতাদের প্রশ্নের উত্তর দেওয়া এবং এ পরীক্ষায় সাফল্য ও অকৃতকার্যতার ভিত্তিতে ছওয়াব অথবা আজাব হওয়ার বিষয়টি কুরআন পাকের প্রায় দশটি আয়াতে ইঙ্গিতে এবং রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সত্তরটি মুতাওয়াতির হাদীসে সুস্পষ্টভাবে উল্লিখিত রয়েছে। ফলে এ ব্যাপারে মুসলমানদের সন্দেহ করার অবকাশ নেই। তবে সাধারণ লোকের পক্ষ থেকে সন্দেহ করা হয় যে, এই ছওয়াব ও আজাব দৃষ্টিগোচর হয় না। এখানে এর বিস্তারিত উত্তর দানের অবকাশ নেই। সংক্ষেপে এতটুকু বুঝে নেওয়া যথেষ্ট যে,

https://e-ilm.weebly.com/

কোনো বস্তু দৃষ্টিগোচর না হওয়া সে বস্তুটির অনস্তিত্বশীল হওয়ার প্রমাণ নয়। জিন ও ফেরেশতারাও দৃষ্টিগোচর হয় না, কিন্তু তারা বিদ্যমান রয়েছে। বর্তমান যুগে রকেটের সাহায্যে যে মহাশূন্য জগৎ প্রত্যক্ষ করা হচ্ছে, ইতিপূর্বে তা কারো দৃষ্টিগোচর হতো না; কিন্তু অস্তিত্ব ছিল। ঘুমন্ত ব্যক্তি স্বপ্নে কোনো বিপদে পতিত হয়ে ভীষণ কষ্টে অস্থির হতে থাকে; কিন্তু নিকটে উপবিষ্ট ব্যক্তি মোটেই তা টের পায় না।

যুক্তির কথা এই যে, এক জগতের অবস্থাকে অন্য জগতের অবস্থার সাথে তুলনা করা নিতান্তই ভুল। সৃষ্টিকর্তা যখন রাসূলের মাধ্যমে পরজগতে পৌঁছার পর আজাব ও ছওয়াবের সংবাদ দিয়েছেন, তখন এর প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করা অপরিহার্য।

আয়াতের শেষে বলা হয়েছে : وَيُضِلُّ اللّٰهُ الظّٰلِمِيْنَ অর্থাৎ, আল্লাহ তা'আলা মুমিনদেরকে তো প্রতিষ্ঠিত বাক্যের উপর কায়েম রাখেন, ফলে কবর থেকেই তাদের শান্তির আয়োজন শুরু হয়ে যায়। পক্ষান্তরে জালেম অর্থাৎ, অস্বীকারকারী কাফের ও মুশরিকরা এ নিয়ামত পায় না। তারা মুনকার-নকীরের প্রশ্নের সঠিক উত্তর দিতে পারে না। ফলে এখান থেকেই তারা এক প্রকার আজাবে জড়িত হয়ে পড়ে।

وَيَفْعَلُ اللّٰهُ مَا يَشَاءُ অর্থাৎ, আল্লাহ তা'আলা যা চান, তাই করেন। তাঁর ইচ্ছাকে রুখে দাঁড়ায়, এমন কোনো শক্তি নেই। হযরত উবাই ইবনে কা'ব, আব্দুল্লাহ ইবনে মাসঊদ, হুযায়ফা ইবনে ইয়ামান প্রমুখ সাহাবী বলেন, মুমিনের এরূপ বিশ্বাস রাখা অপরিহার্য যে, তার যা কিছু অর্জিত হয়েছে, তা আল্লাহর ইচ্ছায়ই অর্জিত হয়েছে। এটা অর্জিত না হওয়া অসম্ভব ছিল। এমনিভাবে যে বস্তু অর্জিত হয়নি, তা অর্জিত হওয়া সম্ভবপর ছিল না। তাঁরা আরো বলেন, যদি তুমি এরূপ বিশ্বাস না রাখ, তবে তোমার আবাস হবে জাহান্নাম।

اَلَمْ تَرَ اِلَى الَّذِيْنَ بَدَّلُوْا نِعْمَتَ اللّٰهِ كُفْرًا وَّاَحَلُّوْا قَوْمَهُمْ دَارَ الْبَوَارِ جَهَنَّمَ يَصْلَوْنَهَا وَبِئْسَ الْقَرَارُ. অর্থাৎ, আপনি কি তাদেরকে দেখেন না, যারা আল্লাহ তা'আলার নিয়ামতের পরিবর্তে কুফর অবলম্বন করেছে এবং তাদের অনুসারী জাতিকে ধ্বংস ও বিপর্যয়ের অবস্থানে পৌঁছে দিয়েছে? তারা জাহান্নামে প্রজ্জ্বলিত হবে। জাহান্নাম অত্যন্ত মন্দ আবাস।

এখানে 'আল্লাহর নিয়ামত' বলে সাধারণভাবে অনুভূত, প্রত্যক্ষ ও মানুষের বাহ্যিক উপকার সম্পর্কিত নিয়ামত বুঝানো যেতে পারে; যেমন পানাহার ও পরিধানের দ্রব্য সামগ্রী, জমিজমা, বাসস্থান ইত্যাদি এবং মানুষের হেদায়েতের জন্য আল্লাহর পক্ষ থেকে আগত বিশেষ নিয়ামতসমূহও; যেমন, ঐশী গ্রন্থ এবং আল্লাহ তা'আলার শক্তি ও রহস্যের নিদর্শনাবলি। এসব নিদর্শন স্বীয় অস্তিত্বের প্রতি গ্রন্থিতে, ভূমণ্ডল ও তার রহস্যমণ্ডিত জগতে মানবজাতির হেদায়েতের সামগ্রীকরূপে বিদ্যমান রয়েছে।

এ উভয় প্রকার নিয়ামতের দাবি ছিল এই যে, মানুষ আল্লাহর মাহাত্ম্য ও শক্তিসামর্থ্য সম্যক উপলব্ধি করুক এবং তাঁর নিয়ামতের কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে তাঁর আনুগত্যে আত্মনিয়োগ করুক। কিন্তু কাফের ও মুশরিকরা নিয়ামতের কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করার পরিবর্তে অকৃতজ্ঞতা, অবাধ্যতা ও নাফরমানি করেছে। এর ফলশ্রুতিতে তারা সমগ্র মানব সমাজকেই ধ্বংস ও বিপর্যয়ের মুখে ঠেলে দিয়েছে এবং নিজেরাও ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়েছে।

আলোচ্য ৩০-৩৪ আয়াতসমূহের প্রথম আয়াতে কাফের ও মুশরিকদের নিন্দা এবং তাদের অশুভ পরিণাম উল্লেকখ করা হয়েছে। দ্বিতীয় আয়াতে মুমিনদের শ্রেষ্ঠত্ব এবং তাদের শোকর আদায় করার জন্য কতিপয় বিধানের তাকিদ করা হয়েছে। তৃতীয়, চতুর্থ ও পঞ্চম আয়াতে আল্লাহর মহান নিয়ামতসমূহ উল্লেখ করে সেগুলোকে আল্লাহর অবাধ্যতায় নিয়োজিত না করতে উদ্বুদ্ধ করা হয়েছে।

শব্দার্থ ও টীকা : اَنْدَادًا শব্দটি نِدٌّ -এর বহুবচন। এর অর্থ সমতুল্য, সমান। প্রতিমাসমূহকে اَنْدَادٌ বলার কারণ এই যে, মুশরিকরা স্বীয় কর্মে তাদেরকে আল্লাহর সমতুল্য সাব্যস্ত করে রেখেছিল। تَمَتَّعُ শব্দের অর্থ কোনো

https://e-ilm.weebly.com/

বস্তু দ্বারা সাময়িকভাবে কয়েকদিন উপকৃত হওয়া। আয়াতে মুশরিকদের ভ্রান্ত মতবাদের নিন্দা করে বলা হয়েছে যে, তারা রাসূলুল্লাহ ﷺ -কে আদেশ দেওয়া হয়েছে ; আপনি তাদেরকে বলে দিন যে, তোমরা দুনিয়ার ক্ষণস্থায়ী নিয়ামত দ্বারা উপকৃত হতে থাক; তোমাদের শেষ পরিণতি জাহান্নামের অগ্নি।

দ্বিতীয় আয়াতে রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে বলা হয়েছে; "মক্কার কাফেররা তো আল্লাহর নিয়ামতকে কুফরি দ্বারা পরিবর্তন করে দিয়েছে" আপনি আমার ঈমানদার বান্দাদেরকে বলুন যে, তারা নামাজ কায়েম করুক এবং আমি যে রিজিক তাদেরকে দিয়েছি, তা থেকে গোপনে ও প্রকাশ্যে আল্লাহর পথে ব্যয় করুক। এ আয়াতে মুমিন বান্দাদের জন্য বিরাট সুসংবাদ ও সম্মান রয়েছে। প্রথমে আল্লাহ তা'আলা তাদেরকে নিজের বান্দা বলেছেন, এরপর ঈমান-গুণে গুণান্বিত করেছেন, অতঃপর তাদেরকে চিরস্থায়ী সুখ ও সম্মান দানের পদ্ধতি বলে দিয়েছে যে, তারা নামাজ কায়েম করুক। নামাজের সময়ে অলসতা এবং নামাজের সুষ্ঠু নিয়মাবলিতে ত্রুটি না করা চাই। এছাড়া আল্লাহ প্রদত্ত রিজিক থেকে কিছু তাঁর পথেও ব্যয় করুন। ব্যয় করার উভয় পদ্ধতিকেই বৈধ রাখা হয়েছে গোপনে অথবা প্রকাশ্যে। কোনো কোনো আলেম বলেন; ফরজ জাকাত-ফিতরা ইত্যাদি প্রকাশ্যে হওয়া উচিত– যাতে অন্যরাও উৎসাহিত হয়, আর নফল সদকা খয়রাত গোপনে দান করা উচিত যাতে রিয়া ও নাম যশ অর্জনের মতো মনোভঙ্গি সৃষ্টির আশঙ্কা না থাকে। ব্যাপারটি আসলে নিয়তের উপর নির্ভরশীল। যদি প্রকাশ্যে দান করার মধ্যে রিয়া ও নাম যশের নিয়ত থাকে, তবে দানের ফজিলত খতম হয়ে যায় ফরজ হোক কিংবা নফল। পক্ষান্তরে যদি অপরকে উৎসাহিত করা নিয়ত থাকে, তবে ফরজ ও নফল উভয়ক্ষেত্রে প্রকাশ্যে দান করা বৈধ।

উদ্দেশ্য এই যে, আজ আল্লাহ তা'আলা নামাজ পড়ার এবং গাফিলতি বশত বিগত জমানার না পড়া নামাজের কাযা করার শক্তি ও অবসর দিয়ে রেখেছেন। এমনিভাবে আজ টাকা-পয়সা ও অর্থ সম্পদ তোমার করায়ত্ত রয়েছে। একে আল্লাহর পথে ব্যয় করে চিরস্থায়ী জীবনের সম্বল করে নিতে পার। কিন্তু এমন একদিন আসবে, যখন এ দু'টি শক্তি ও সামর্থ্য তোমার কাছ থেকে ছিনিয়ে নেওয়া হবে। তোমার দেহও নামাজ পড়ার যোগ্য থাকবে না এবং তোমার মালিকানায়ও কোনো টাকা-পয়সা থাকবে না, যা দ্বারা কারোও পাওনা পরিশোধ করতে পার। সেদিন কোনো কেনা-বেচাও হতে পারবে না যে, তুমি স্বীয় ত্রুটি ও গোনাহের কাফফারার জন্য কোনো কিছু কিনে নিবে। সেদিন পারস্পরিক বন্ধুত্ব এবং সম্পর্কও কোনো কাজে আসবে না। কোনো প্রিয়জন কারো পাপের বোঝা বহন করতে পারবে না এবং তার আজাব কোনোরূপে হটাতেও পারবে না।

'ঐ দিন' বলে বাহ্যত হাশর ও কিয়ামতের দিন বুঝানো হয়েছে। মৃত্যুর দিনও হতে পারে। কেননা এসব প্রতিক্রিয়া মৃত্যুর সময় থেকেই প্রকাশ পায়। তখন কারো দেহে কাজ করার ক্ষমতা থাকে না এবং কারো মালিকানায় টাকা-পয়সাও থাকে না।

এ আয়াতে বলা হয়েছে, কিয়ামতের দিন কারো বন্ধুত্ব কারো কাজে আসবে না। এর উদ্দেশ্য এই যে, শুধু পার্থিব বন্ধুত্বই সেদিন কাজে আসবে না, কিন্তু যাদের পারস্পরিক বন্ধুত্ব ও সম্পর্ক আল্লাহর সন্তুষ্টির ভিত্তিতে এবং তাঁর দীনের কাজের জন্য হয়, তাদের বন্ধুত্ব তখনো উপকারে আসবে। সেদিন আল্লাহ তা'আলার সৎ ও প্রিয় বান্দারা অপরের জন্যে সুপারিশ করতে সক্ষম হবেন। বহু হাদীসে এ বিষয়টি বর্ণিত রয়েছে। কুরআন পাকে বলা হয়েছে اَلْاَخِلَّاءُ يَوْمَئِذٍ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ اِلَّا الْمُتَّقِيْنَ। অর্থাৎ, দুনিয়াতে যারা পরস্পর বন্ধু ছিল, সেদিন পরস্পর শত্রু হয়ে যাবে; তারা বন্ধুর ঘাড়ে পাপের বোঝা চাপিয়ে নিজেরা মুক্ত হয়ে যেতে চাইবে। কিন্তু যারা আল্লাহ ভীরু, তাদের কথা ভিন্ন। আল্লাহ ভীরুরা লোকেরা সেখানেও সুপারিশের মাধ্যমে একে অপরের সাহায্য করবেন।

https://e-ilm.weebly.com/

তৃতীয়, চতুর্থ ও পঞ্চম আয়াতে আল্লাহ তা'আলার অনেকগুলো নিয়ামত স্মরণ করিয়ে মানুষকে ইবাদত ও আনুগত্যের দাওয়াত দেওয়া হয়েছে। বলা হয়েছে, আল্লাহ তা'আলার সত্তাই হলো যিনি আসমান ও জমিন সৃষ্টি করেছেন, যাদের উপর মানুষের অস্তিত্বের সূচনা স্থায়িত্ব নির্ভরশীল। এরপর তিনি আকাশ থেকে পানি অবতারণ করেছেন, যার সাহায্যে হরেক রকমের ফল সৃষ্টি করেছেন। যাতে সেগুলো তোমাদের রিজিক হতে পারে। ثَمَرَاتٌ শব্দটি ثَمَرَةٌ -এর বহুবচন। প্রত্যেক বস্তু থেকে অর্জিত ফলাফলকে ثَمَرَةٌ বলা হয়। তাই মানুষের খাদ্যজাতীয় বস্তু, পরিধেয় বস্তু এবং বসবাসের গৃহ সবই ثَمَرَاتٌ শব্দের অন্তর্ভুক্ত। কেননা আয়াতে ব্যবহৃত رِزْقٌ শব্দটিতে এসব প্রয়োজন শামিল রয়েছে। -(মাযহারী)

অতঃপর বলা হয়েছে : আল্লাহ তা'আলাই নৌকা ও জাহাজসমূহকে তোমাদের কাজে নিয়োজিত করেছেন। এরা আল্লাহর নির্দেশে নদ-নদীতে চলাফেরা করে। আয়াতে ব্যবহৃত سَخَّرَ শব্দের অর্থ এই যে, আল্লাহ তা'আলা এসব জিনিসের ব্যবহার তোমাদের জন্য সহজ করে দিয়েছেন। কাঠ, লোহা-লক্কড়, নৌকা তৈরির হাতিয়ার এবং এগুলোর বিশুদ্ধ ব্যবহারের জ্ঞান-বুদ্ধি সবই আল্লাহ তা'আলার দান। কাজেই এসব বস্তুর আবিষ্কারে গর্ব করা উচিত নয় যে, সে এগুলো আবিষ্কার অথবা নির্মাণ করেছে। কেননা নৌকা ও জাহাজে যেসব বস্তু ব্যবহৃত হয়, সেগুলোর কোনোটিই সে সৃষ্টি করেনি এবং করতে পারে না। আল্লাহর সৃজিত কাঠ, লোহা, তামা ও পিতলের মধ্যে কৌশল প্রয়োগ করে এই আবিষ্কারের মুকুট সে নিজের মাথায় পরিধান করেছে। নতুবা বাস্তব সত্য এই যে, স্বয়ং তার অস্তি, হাত-পা, মস্তিষ্ক এবং বুদ্ধিও তার নিজের তৈরি নয়।

এরপর বলা হয়েছে : আমি তোমাদের জন্য সূর্য ও চন্দ্রকে অনুবর্তী করে দিয়েছি। এরা উভয়ে সর্বদা একই নিয়মে চলাচল করে। دَائِبَيْنِ শব্দটি دَأْبٌ থেকে উদ্ভূত। এর অর্থ অভ্যাস। অর্থ এই যে, সর্বদা ও সর্বাবস্থায় চলা এ দু'টি গ্রহের অভ্যাসে পরিণত করে দেওয়া হয়েছে। এর খেলাফ হয় না। অনুবর্তী করার অর্থ এরূপ নয় যে, তারা তোমাদের আদেশ ও ইঙ্গিতে চলবে। কেননা সূর্য ও চন্দ্রকে মানুষের আজ্ঞাধীন চলার অর্থে ব্যক্তিগত নির্দেশের অনুবর্তী করে দিলে তাদের মধ্যে পারস্পরিক মতবিরোধ দেখা দিত। কেউ বলত, আজ দু'ঘণ্টা পর সূর্যোদয় হোক। কারণ রাতের কাজ বেশি। কেউ বলত, দু'ঘণ্টা আগে সূর্যোদয় হোক। কারণ দিনের কাজ বেশি। তাই আল্লাহ তা'আলা আসমান ও আকাশসমূহকে মানুষের অনুবর্তী করেছেন ঠিকই; কিন্তু এরূপ অর্থে করেছেন যে, এগুলো সর্বদা সর্বাবস্থায় আল্লাহ তা'আলার অপার রহস্যের অধীনে মানুষের কাজে নিয়োজিত আছে। এরূপ অর্থে নয় যে, তাদের উদয়, অস্ত ও গতি মানুষের ইচ্ছা ও মর্জির অধীন।

এমনিভাবে রাত ও দিনকে মানুষের অনুবর্তী করে দেওয়ার অর্থও এরূপ যে, এগুলোকে মানুষের সেবা ও সুখ বিধানের কাজে নিয়োজিত করা হয়েছে।

وَآتَاكُمْ مِنْ كُلِّ مَا سَأَلْتُمُوهُ : অর্থাৎ, আল্লাহ তা'আলা তোমাদেরকে ঐ সমুদয় বস্তু দিয়েছেন, যা তোমরা চেয়েছ। আল্লাহর দান ও পুরস্কার কারো চাওয়ার উপর নির্ভরশীল নয়। আমরা নিজেদের অস্তিত্বও তাঁর কাছে চাইনি। তিনি নিজ কৃপায় চাওয়া ব্যতীত দিয়েছেন।

আসমান, জমিন, চন্দ্র, সূর্য ইত্যাদি সৃষ্টি করার জন্য প্রার্থনা কে করেছিল? এগুলো চাওয়া ছাড়াই আমাদের পালনকর্তা দান করেছেন। এ কারণেই কাযী বায়যাবী এ বাক্যের অর্থ এরূপ বর্ণনা করেছেন যে, আল্লাহ তা'আলা তোমাদেরকে প্রত্যেক ঐ বস্তু দিয়েছেন, যা চাওয়ার যোগ্য; যদিও তোমরা চাওনি। কিন্তু বাহ্যিক অর্থ নেওয়া হলেও কোনো অসুবিধা নেই।

কারণ, মানুষ সাধারণত : যা যা চায়, তার অধিকাংশ তাকে দিয়েই দেওয়া হয়। যেখানে বাহ্যদৃষ্টিতে তার প্রার্থনা পূর্ণ করা হয় না, সেখানে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তির জন্য অথবা সারা বিশ্বের জন্য কোনো না কোনো উপযোগিতা নিহিত

https://e-ilm.weebly.com/

থাকে যা সে জানে না। কিন্তু সর্বজ্ঞ আল্লাহ জানেন যে, তাঁর প্রার্থনা পূর্ণ করা হলে স্বয়ং তার জন্য অথবা তার পরিবারের জন্যে অথবা সমগ্র বিশ্বের জন্য বিপদের কারণ হয়ে যাবে। এমতাবস্থায় প্রার্থনা পূর্ণ না করাই বড় নিয়ামত। কিন্তু জ্ঞানের ত্রুটির কারণে মানুষ তা জানে না, তাই দুঃখিত হয়।

وَإِنْ تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللّٰهِ لَا تُحْصُوهَا : অর্থাৎ, আল্লাহ তা'আলার নিয়ামত এতো অধিক যে, সব মানুষ একত্রিত হয়ে সেগুলো গণনা করতে চাইলে গণে শেষ করতে পারবে না। মানুষের নিজের অস্তিত্বই স্বয়ং একটি ক্ষুদ্র জগৎ। চক্ষু, কর্ণ, নাসিকা, হস্ত, পদ দেহের প্রতিটি গ্রন্থি এবং শিরা-উপশিরায় আল্লাহ তা'আলার অন্তহীন নিয়ামত নিহিত রয়েছে। শত শত সূক্ষ্ম নাজুক ও অভিনব যন্ত্রপাতি সজ্জিত এ ভ্রাম্যমান কারখানাটি সর্বদা কাজে মশগুল রয়েছে। এরপর রয়েছে নভোমণ্ডল, ভূ-মণ্ডল ও এতদুভয়ে অবস্থিত সৃষ্টবস্তু, সমুদ্র ও পাহাড়ে অবস্থিত সৃষ্টবস্তু। আধুনিক গবেষণা ও তাতে আজীবন নিয়োজিত হাজারো বিশেষজ্ঞও এগুলোর কুল-কিনারা করতে পারেনি। এছাড়া সাধারণভাবে ধনাত্মক আকারে যেগুলোকে নিয়ামত মনে করা হয়, নিয়ামত সেগুলোতেই সীমাবদ্ধ নয়; বরং প্রত্যেক রোগ-শোক দুঃখ-কষ্ট আপদ-বিপদ থেকে নিরাপদ থাকাও এক একটা স্বতন্ত্র। নিয়ামত একজন মানুষ কত প্রকার রোগে ও কত প্রকার মানসিক ও দৈহিক কষ্টে পতিত হতে পারে, তার গণনা কেউ করতে সক্ষম নয়। এ থেকে অনুমান করা যায় যে, আল্লাহ তা'আলার সম্পূর্ণ দান ও নিয়ামতের গণনা করাও আমাদের দ্বারা সম্ভবপর নয়।

অসংখ্য নিয়ামতের বিনিময়ে অসংখ্য ইবাদত ও অসংখ্য শোকর জরুরি হওয়াই ছিল ইনসাফের দাবি। কিন্তু আল্লাহ তা'আলা দুর্বলমতি মানুষের প্রতি অনেক অনুগ্রহ করেছেন। মানুষ যখন সত্যের খাতিরে স্বীকার করে নেয় যে, যথার্থ শোকর আদায় করার সাধ্য তার নেই, তখন আল্লাহ তা'আলা এ স্বীকারোক্তিকেই শোকর আদায়ের স্থলাভিষিক্ত করে নেন। আল্লাহ তা'আলা দাউদ (আ.) -এর এ ধরনের স্বীকারোক্তির ভিত্তিতেই বলেছিলেন اَلْاٰنَ قَدْ شَكَرْتَ يَا دَاوُدُ। অর্থাৎ, স্বীকারোক্তি করাই শোকর আদায়ের জন্য যথেষ্ট।

আয়াতের শেষে বলা হয়েছে إِنَّ الْإِنْسَانَ لَظَلُومٌ كَفَّارٌ। অর্থাৎ মানুষ খুবই জালেম এবং অত্যাধিক অকৃতজ্ঞ। উদ্দেশ্য, কষ্ট ও বিপদে সবর করা, মুখ ও মনকে অভিযোগ থেকে পবিত্র রাখা, একজন রহস্যবিদের পক্ষ থেকে এসেছে বিধায় বিপদকে নিয়ামতই মনে করা, পক্ষান্তরে সুখ ও শান্তিতে সর্বান্তঃকরণে আল্লাহর প্রতি কৃতজ্ঞ হওয়াই ছিল ইনসাফের তাকিদ, কিন্তু সাধারণত : মানুষের অভ্যাস এ থেকে ভিন্ন। সামান্য কষ্ট ও বিপদ দেখা দিলেই তারা অধৈর্য হয়ে পড়ে এবং কাতর কণ্ঠে তা ব্যক্ত করতে শুরু করে। পক্ষান্তরে সুখ ও শান্তি লাভ করলে তাতে মত্ত হয়ে আল্লাহকে ভুলে যায়। একারণেই পূর্ববর্তী আয়াতে খাঁটি মুমিনের গুণ شَكُور ও صَبَّارٌ (অধিক সবরকারী, অধিক শোকরকারী) ব্যক্ত হয়েছে।

এখানে হযরত ইবরাহীম (আ.) এর দু'টি দোয়া উল্লেখ করা হয়েছে। প্রথম দোয়া رَبِّ اجْعَلْ هٰذَا الْبَلَدَ اٰمِنًا অর্থাৎ, হে আমার পালনকর্তা, এ (মক্কা) নগরীকে শান্তির আলয় করে দাও। সূরা বাক্বারায় ও এ দোয়া উল্লেখ করা হয়েছে। সেখানে بَلَدٌ শব্দটি لَامْ ও اَلِفْ ব্যতীত بَلَدًا বলা হয়েছে। এর অর্থ অনির্দিষ্ট নগরী। কারণ এই যে, এ দোয়াটি যখন করা হয়েছিল, তখন মক্কা নগরীর পত্তন হয়নি। তাই ব্যাপক অর্থবোধক ভাষায় দোয়া করেছিলেন যে, এ জায়গাকে একটি শান্তির নগরীতে পরিণত করে দিন।

এরপর মক্কায় যখন জনবসতি স্থাপিত হয়ে যায়, তখন এ আয়াতে বর্ণিত দোয়াটি করেন। এ ক্ষেত্রে মক্কাকে নির্দিষ্ট করে দোয়া করেন যে, একে শান্তির আবাস্থল করে দিন। দ্বিতীয় দোয়া এই যে, আমাকে ও আমার সন্তান-সন্ততিকে মূর্তিপূজা থেকে বাঁচিয়ে রাখুন।

পয়গম্বরগণ নিষ্পাপ। তাঁরা শিরক, মূর্তিপূজা এমনকি কোনো গোনাহও করতে পারেন না। কিন্তু এখানে হযরত ইবরাহীম (আ.) দোয়া করতে গিয়ে নিজেকেও অন্তর্ভুক্ত করেন। এর কারণ এই যে, স্বভাবজাত ভীতির প্রভাবে

https://e-ilm.weebly.com/

পয়গম্বরগণ সর্বদা শঙ্কা অনুভব করতেন। অথবা আসল উদ্দেশ্য ছিল সন্তান-সন্ততিকে মূর্তিপূজা থেকে বাঁচানোর দোয়া করা। সন্তানদেরকে এর গুরুত্ব বুঝাবার জন্য নিজেকেও দোয়ায় শামিল করে নিয়েছেন।

আল্লাহ তা'আলা স্বীয় বন্ধুর দোয়া কবুল করেছেন। ফলে তাঁর সন্তানরা শিরক ও মূর্তিপূজা থেকে নিরাপদ থাকে। প্রশ্ন উঠতে পারে যে, মক্কাবাসীরা তো সাধারণভাবে হযরত ইবরাহীম (আ.) -এরই বংশধর। পরবর্তীতে তো তাদের মধ্যে মূর্তিপূজা বিদ্যমান ছিল। বাহরে-মুহীত গ্রন্থে সুফিয়ান ইবনে ওয়াইনার বরাত দিয়ে -এর উত্তরে বলা হয়েছে যে, হযরত ইসমাঈল (আ.) -এর সন্তানদের মধ্যে কেউ প্রকৃতপক্ষে মূর্তিপূজা করেননি, বরং যে সময় জুরহাম গোত্রের লোকেরা মক্কা অধিকার করে হযরত ইসমাঈল (আ.) -এর সন্তানদেরকে হরম থেকে বের করে দেয়, তখন তারা হরমের প্রতি অগাধ ভালোবাসা ও সম্মানের কারণে এখানকার কিছু পাথর সাথে করে নিয়ে যায়। তারা এগুলোকে হরম ও বায়তুল্লাহর স্মারক হিসেবে সামনে রেখে ইবাদত করত এবং এগুলোর প্রদক্ষিণ (তওয়াফ) করত। এতে আল্লাহ ব্যতীত অন্য উপাস্যের কোনোরূপ ধারণা ছিল না, বরং বায়তুল্লাহর দিকে মুখ করে নামাজ পড়া এবং বায়তুল্লাহর তওয়াফ করা যেমন আল্লাহ তা'আলারই ইবাদত, তেমনি তারা এই পাথরের দিকে মুখ করা এবং এগুলো তওয়াফ করাকে আল্লাহর ইবাদতের পরিপন্থি মনে করত না। এরপর এ কর্মপন্থাই মূর্তিপূজার কারণ হয়ে যায়।

শব্দবিশ্লেষণ :

أَحَلُّوْا : সীগাহ جمع مذكر غائب বহছ ماضى معروف বাব اِفْعَالٌ মাসদার اَلْاِحْلَالُ মূলবর্ণ (ح ـ ل ـ ل) জিনস مضاعف ثلاثى অর্থ– হালাল করা, বৈধ করা।

يَصْلَوْنَهَا : সীগাহ جمع مذكر غائب বহছ مضارع معروف বাব سَمِعَ মাসদার اَلصُّلِىُّ মূলবর্ণ (ص ـ ل ـ ى) জিনস ناقص يائى অর্থ– প্রবেশ হওয়া।

اَنْدَادً : বহুবচন, একবচন نِدٌّ। অর্থ– বিপরীত।

دَائِبَيْنِ : সীগাহ تثنيه مذكر বহছ اسم فاعل বাব فَتَحَ মাসদার اَلدَّأْبُ মূলবর্ণ (د ـ أ ـ ب) জিনস مهموزلام অর্থ– কষ্ট সহ্য করা।

اِنْ تَعُدُّوْا : সীগাহ جمع مذكر حاضر বহছ مضارع معروف বাব نَصَرَ মাসদার اَلْعَدُّ মূলবর্ণ (ع ـ د ـ د) জিনস مضاعف ثلاثى অর্থ– গণনা করা, হিসাব করা।

لَا تُحْصُوْهَا : সীগাহ جمع مذكر حاضر বহছ نفى فعل مضارع معروف বাব اِفْعَالٌ মাসদার اَلْاِحْصَاءُ মূলবর্ণ (ح ـ ص ـ ى) জিনস ناقص يائى অর্থ– গণনা করা, হিসাব করা।

اُجْنُبْنِىْ : সীগাহ واحد مذكر حاضر বহছ امر حاضر معروف বাব نَصَرَ মাসদার اَلْجَنْبُ মূলবর্ণ (ج ـ ن ـ ب) জিনস صحيح অর্থ– দূরে রাখা,।

اَلْاَصْنَامُ : বহুবচন, একবচন– صَنَمٌ অর্থ– দেবদেবী, মূর্তি।

https://e-ilm.weebly.com/

رَبِّ إِنَّهُنَّ أَضْلَلْنَ كَثِيرًا مِّنَ النَّاسِ ۚ فَمَنْ تَبِعَنِي فَإِنَّهُ مِنِّي ۚ وَمَنْ عَصَانِي فَإِنَّكَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ (٣٦)

৩৬. হে আমার পরওয়ারদেগার! এ মূর্তিগুলো বহু মানুষকে পথভ্রষ্ট করে দিয়েছে, অনন্তর যে ব্যক্তি আমার পথে চলবে, সে তো আমারই, আর যে ব্যক্তি আমার কথা না মানে, আপনি তো অতিশয় ক্ষমাশীল, অত্যন্ত দয়ালু।

رَبَّنَا إِنِّي أَسْكَنتُ مِن ذُرِّيَّتِي بِوَادٍ غَيْرِ ذِي زَرْعٍ عِندَ بَيْتِكَ الْمُحَرَّمِ ۙ رَبَّنَا لِيُقِيمُوا الصَّلَاةَ فَاجْعَلْ أَفْئِدَةً مِّنَ النَّاسِ تَهْوِي إِلَيْهِمْ وَارْزُقْهُم مِّنَ الثَّمَرَاتِ لَعَلَّهُمْ يَشْكُرُونَ (٣٧)

৩৭. হে আমাদের রব! আমি আমার বংশধরগণকে এমন এক প্রান্তরে বসাচ্ছি, যা কৃষির উপযোগী নয়, আপনার সম্মানিত গৃহের নিকট, হে আমাদের রব! যেন তারা নামাজের [বিশেষ] খেয়াল রাখে, অতএব, আপনি কতক লোকের মন তাদের প্রতি আকৃষ্ট করে দিন এবং তাদেরকে ফল খেতে দিন, যেন তারা শোকর করে।

رَبَّنَا إِنَّكَ تَعْلَمُ مَا نُخْفِي وَمَا نُعْلِنُ ۗ وَمَا يَخْفَىٰ عَلَى اللَّهِ مِن شَيْءٍ فِي الْأَرْضِ وَلَا فِي السَّمَاءِ (٣٨)

৩৮. হে আমাদের রব! আপনার সমস্তই জানা আছে, যা আমরা নিজেদের অন্তরে [গোপন] রাখি এবং যা আমরা প্রকাশ করি, আর আল্লাহ তা'আলা হতে কোনো বস্তুই লুক্কায়িত নয়, না জমিনে আর না আসমানে।

الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي وَهَبَ لِي عَلَى الْكِبَرِ إِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ ۚ إِنَّ رَبِّي لَسَمِيعُ الدُّعَاءِ (٣٩)

৩৯. সমস্ত প্রশংসা আল্লাহ তা'আলারই যিনি আমাকে বৃদ্ধ বয়সে দান করেছেন [দুই পুত্র] ইসমাঈলকে ও ইসহাককে; নিশ্চয় আমার পরওয়ারদেগার বড়ই প্রার্থনা শ্রবণকারী।

https://e-ilm.weebly.com/

শাব্দিক অনুবাদ :

৩৬. رَبِّ হে আমার পরওয়ারদেগার إِنَّهُنَّ أَضْلَلْنَ এ মূর্তিগুলো গোমরাহ করে দিয়েছে كَثِيرًا مِّنَ النَّاسِ বহু মানুষকে
فَمَنْ تَبِعَنِي অনন্তর যে ব্যক্তি আমার পথে চলবে فَإِنَّهُ مِنِّي সে তো আমারই وَمَنْ عَصَانِي আর যে ব্যক্তি আমার
কথা না মানে فَإِنَّكَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ আপনি তো অতিশয় ক্ষমাশীল অত্যন্ত দয়ালু।

৩৭. رَبَّنَا হে আমাদের রব إِنِّي أَسْكَنتُ مِن ذُرِّيَّتِي আমি আমার বংশধরকে বসাচ্ছি بِوَادٍ এমন এক প্রান্তরে غَيْرِ ذِي زَرْعٍ
কৃষির উপযোগী নয় عِندَ بَيْتِكَ الْمُحَرَّمِ আপনার সম্মানিত গৃহের নিকট رَبَّنَا হে আমাদের রব لِيُقِيمُوا الصَّلَاةَ যেন
তারা নামাজের খেয়াল রাখে فَاجْعَلْ অতএব, আপনি করে দিন أَفْئِدَةً مِّنَ النَّاسِ কতক লোকের মন تَهْوِي إِلَيْهِمْ
তাদের প্রতি আকৃষ্ট وَارْزُقْهُم مِّنَ الثَّمَرَاتِ এবং তাদের ফল খেতে দিন لَعَلَّهُمْ يَشْكُرُونَ যেন তারা শোকর করে।

৩৮. رَبَّنَا إِنَّكَ تَعْلَمُ হে আমাদের রব! আপনার সবই জানা আছে مَا نُخْفِي যা আমরা নিজেদের অন্তরে (গোপন)
রাখি وَمَا نُعْلِنُ এবং যা আমরা প্রকাশ করি وَمَا يَخْفَىٰ عَلَى اللَّهِ مِن شَيْءٍ আর আল্লাহ হতে কোনো বস্তুই লুক্কায়িত
নয় فِي الْأَرْضِ না জমিনে وَلَا فِي السَّمَاءِ আর না আসমানে।

৩৯. الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي সমস্ত প্রশংসা আল্লাহ তা'আলারই যিনি وَهَبَ لِي আমাকে দান করেছেন عَلَى الْكِبَرِ বৃদ্ধ বয়সে إِسْمَاعِيلَ
وَإِسْحَاقَ ইসমাঈলকে ও ইসহাককে إِنَّ رَبِّي নিশ্চয় আমার পরওয়ারদেগার لَسَمِيعُ الدُّعَاءِ বড়ই প্রার্থনা শ্রবণকারী।

৪০. হে আমার প্রতিপালক! আমাকেও নামাজের [বিশেষ] পাবন্দ করে রাখুন এবং আমার বংশধরগণের মধ্য হতেও কতককে, হে আমাদের রব! আমার দোয়া কবুল করুন।	رَبِّ اجْعَلْنِيْ مُقِيْمَ الصَّلٰوةِ وَمِنْ ذُرِّيَّتِيْ ۖ رَبَّنَا وَتَقَبَّلْ دُعَآءِ (٤٠)
৪১. হে আমাদের পরওয়ারদেগার! ক্ষমা করুন আমাকে ও আমার মা-বাপকে এবং সমস্ত মুমিনকেও হিসাব কায়েম হওয়ার দিন।	رَبَّنَا اغْفِرْ لِيْ وَلِوَالِدَيَّ وَلِلْمُؤْمِنِيْنَ يَوْمَ يَقُوْمُ الْحِسَابُ (٤١)
৪২. আর এ অনাচারীরা যা কিছু করছে সে সম্বন্ধে আল্লাহ তা'আলাকে বে-খবর মনে করো না, তিনি তাদেরকে কেবল অবকাশ দিয়ে রেখেছিলেন সেদিন পর্যন্ত, যেদিন তাদের চক্ষুগুলো বিস্ফারিত হয়ে থাকবে।	وَلَا تَحْسَبَنَّ اللّٰهَ غَافِلًا عَمَّا يَعْمَلُ الظّٰلِمُوْنَ ۗ اِنَّمَا يُؤَخِّرُهُمْ لِيَوْمٍ تَشْخَصُ فِيْهِ الْاَبْصَارُ (٤٢)
৪৩. দৌড়তে থাকবে, আপন মস্তকসমূহ উর্ধ্বমুখী করে রাখবে, তাদের দৃষ্টি তাদের দিকে ফিরে আসবে না এবং তাদের অন্তর দিশেহারা হয়ে পড়বে।	مُهْطِعِيْنَ مُقْنِعِيْ رُءُوْسِهِمْ لَا يَرْتَدُّ اِلَيْهِمْ طَرْفُهُمْ ۚ وَاَفْـِٕدَتُهُمْ هَوَآءٌ (٤٣)

শাব্দিক অনুবাদ :

৪০. رَبِّ হে আমার পরওয়ারদেগার اجْعَلْنِيْ مُقِيْمَ الصَّلٰوةِ আমাকেও নামাজের (বিশেষ) পাবন্ধ করে রাখুন وَمِنْ ذُرِّيَّتِيْ এবং আমার বংশধরগণের মধ্য হতেও কতেককে رَبَّنَا হে আমাদের রব وَتَقَبَّلْ دُعَآءِ আমার দোয়া কবুল করুন।

৪১. رَبَّنَا হে আমাদের পরওয়ারদেগার اغْفِرْ لِيْ ক্ষমা করুন আমাকে وَلِوَالِدَيَّ ও আমার মা-বাবাকে وَلِلْمُؤْمِنِيْنَ এবং সমস্ত মু'মিনকেও يَوْمَ يَقُوْمُ الْحِسَابُ হিসাব কায়েম হওয়ার দিন।

৪২. وَلَا تَحْسَبَنَّ اللّٰهَ غَافِلًا আর আল্লাহ তা'আলাকে বেখবর মনে করো না عَمَّا يَعْمَلُ الظّٰلِمُوْنَ এ অনাচারীরা যা কিছু করছে সে সম্বন্ধে اِنَّمَا يُؤَخِّرُهُمْ তিনি তাদেরকে কেবল অবকাশ দিয়ে রেখেছেন لِيَوْمٍ সেদিন পর্যন্ত تَشْخَصُ فِيْهِ الْاَبْصَارُ যেদিন এদের চক্ষুগুলো বিস্ফারিত হয়ে থাকবে।

৪৩. مُهْطِعِيْنَ দৌড়তে থাকবে مُقْنِعِيْ رُءُوْسِهِمْ আপন মস্তকসমূহ উর্ধ্বমুখী করে রাখবে لَا يَرْتَدُّ اِلَيْهِمْ طَرْفُهُمْ তাদের দৃষ্টি তাদের দিকে ফিরে আসবে না وَاَفْـِٕدَتُهُمْ هَوَآءٌ এবং তাদের অন্তর দিশেহারা হয়ে পড়বে।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

৩৬ নং আয়াতে এই দোয়ার কারণ বর্ণনা করে বলা হয়েছে যে, মূর্তিপূজা থেকে আমাদের অব্যাহতি কামনার কারণ এই যে, এ মূর্তি অনেক মানুষকে পথভ্রষ্টতায় লিপ্ত করেছে। ইবরাহীম (আ.) স্বীয় পিতা ও জাতির অভিজ্ঞতা থেকে একথা বলেছিলেন। মূর্তিপূজা তাদেরকে সর্বপ্রকার মঙ্গল ও কল্যাণ থেকে বঞ্চিত করে দিয়েছিল। আয়াতের শেষে বলা হয়েছে- فَمَنْ تَبِعَنِيْ فَاِنَّهٗ مِنِّيْ وَمَنْ عَصَانِيْ فَاِنَّكَ غَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ অর্থাৎ তাদের মধ্যে যে ব্যক্তি আমার অনুসারী হবে অর্থাৎ ঈমান ও সৎকর্ম সম্পাদনকারী হবে, সে তো আমারই। উদ্দেশ্য এই যে, তার প্রতি যে দয়া ও কৃপা করা হবে, তা বলাই বাহুল্য। পক্ষান্তরে যে ব্যক্তি অবাধ্যতা করে তার জন্য আপনি অত্যন্ত ক্ষমাশীল, দয়ালু। এখানে অবাধ্যতার অর্থ যদি কর্মগত অবাধ্যতা অর্থাৎ, মন্দকর্ম নেওয়া হয়,

https://e-ilm.weebly.com/

https://e-ilm.weebly.com/

أَفْئِدَةً مِّنَ النَّاسِ : أَفْئِدَةً শব্দটি فُؤَادٌ-এর বহুবচন। এর অর্থ অন্তর। এখানে أَفْئِدَةً শব্দটি نَكِرَة এবং তার সাথে مِنْ অব্যয় ব্যবহার করা হয়েছে, যা تَقْلِيْل ও تَبْعِيْض এর অর্থ আসে। তাই অর্থ এই যে, কিছু সংখ্যক লোকের অন্তর তাদের দিকে আকৃষ্ট করে দিন। তাফসীরবিদ মুজাহিদ বলেন, যদি এ দোয়ায় 'কিছু সংখ্যক' অর্থবোধক অব্যয় ব্যবহার করা না হতো أَفْئِدَةَ النَّاسِ বলা হতো, তবে সারা বিশ্বের মুসলিম, অমুসলিম, ইহুদি, খ্রিস্টান এবং প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের সব মানুষ মক্কায় ভিড় করত, যা তাদের জন্য কষ্টের কারণ হয়ে দাঁড়াতো। এ তথ্যের পরিপ্রেক্ষিতে হযরত ইবরাহীম (আ.) দোয়ায় বলেছেন, কিছু সংখ্যক লোকের অন্তর তাদের দিকে আকৃষ্ট করে দিন।

وَارْزُقْهُمْ مِّنَ الثَّمَرٰتِ : ثَمَرَاتٌ শব্দটি ثَمَرَةٌ-এর বহুবচন। এর অর্থ ফল, যা স্বভাবত ঃ খাওয়া হয়। এ দিক দিয়ে দোয়ার সারমর্ম এই যে, তাদেরকে খাওয়ার জন্য সর্বপ্রকার ফল দান করুন।

ثَمَرَةٌ শব্দটি কোন সময় ফলশ্রুতি ও উৎপাদনের অর্থেও ব্যবহৃত হয়, যা খাওয়ার ফলের চেয়ে অনেক ব্যাপক। প্রত্যেক উপকারী বস্তুর ফলাফলকে তাঁর ثَمَرَةٌ বলা যায়। মেশিন ও শিল্প কারখানার ثَمَرَةٌ বলতে তার উৎপাদিত দ্রব্যসামগ্রীকে বুঝায়। চাকুরী ও মজুরির ফলশ্রুতিতে যে পারিশ্রমিক ও বেতন পাওয়া যায়, তা চাকুরীর ثَمَرَةٌ। কুরআন পাকের এক আয়াতে এ দোয়ায় ثَمَرٰتُ كُلِّ شَيْءٍ বলা হয়েছে। এতে شَجَر শব্দ ব্যবহার না করে شَيْءٌ (বস্তু) শব্দ ব্যবহার করা হয়েছে। এতে ইঙ্গিত হতে পারে যে, হযরত ইবরাহীম (আ.) তাদের জন্য শুধু খাওয়ার ফলের দোয়াই করেন নি; বরং প্রত্যেক বস্তুর অর্জিত ফলাফলেরও দোয়া করেছেন। সম্ভবত এ দোয়ার প্রভাবেই মক্কা মুকাররমা কোনো কৃষিপ্রধান, অথবা শিল্প প্রধান এলাকা না হওয়া সত্ত্বেও সারা বিশ্বের দ্রব্যসামগ্রী এখানে প্রচুর পরিমাণে আমদানি হয়, যা বোধ হয় জগতের অন্য কোনো বৃহত্তম শহরেও পাওয়া যায় না।

لَعَلَّهُمْ يَشْكُرُوْنَ এতে ইঙ্গিত করেছেন যে, সন্তানদের জন্য আর্থিক সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যের দোয়া এ কারণে করা হয়েছে, যাতে তারা কৃতজ্ঞ হয়ে কৃতজ্ঞতার ছওয়াবও অর্জন করে। এভাবে নামাজের অনুবর্তিতা দ্বারা দোয়া শুরু করে কৃতজ্ঞতার কথা উল্লেখ করে শেষ করা হয়েছে। মাঝখানে আর্থিক সুখ-শান্তির প্রসঙ্গ আনা হয়েছে। এতে শিক্ষা রয়েছে যে, মুসলমানের এরূপই হওয়া উচিত। তার ক্রিয়াকর্ম, ধ্যান-ধারণা ও চিন্তাধারার উপর পরকালের কল্যাণ চিন্তা প্রবল থাকা দরকার এবং সংসারের কাজ ততটুকুই করা উচিত, যতটুকু নেহায়েত প্রয়োজন।

رَبَّنَآ اِنَّكَ تَعْلَمُ مَا نُخْفِيْ وَمَا نُعْلِنُ وَمَا يَخْفٰى عَلَى اللّٰهِ مِنْ شَيْءٍ فِي الْاَرْضِ وَلَا فِي السَّمَاۗءِ

এ আয়াতে আল্লাহ তা'আলার সর্বব্যাপী জ্ঞানের প্রসঙ্গ টেনে দোয়া সমাপ্ত করা হয়েছে। কাকুতি-মিনতি ও বিলাপ প্রকাশার্থে رَبَّنَا শব্দটি বার বার উল্লেখ করা হয়েছে। অর্থ এই যে, আপনি আমাদের অন্তরগত অবস্থাও বাহ্যিক আবেদন নিবেদন সবকিছু সম্পর্কে ওয়াকিফহাল।

'অন্তরগত অবস্থা' বলে ঐ দুঃখ মনোবেদনা ও চিন্তা-ভাবনা বুঝানো হয়েছে, যা একজন দুগ্ধপোষ্য শিশু ও তার জননীকে উন্মুক্ত প্রান্তরে নিঃসম্বল, ফরিয়াদরত অবস্থায় ছেড়ে আসা এবং তাদের বিচ্ছেদের কারণে স্বাভাবিকভাবে দেখা দিচ্ছিল। 'বাহ্যিক আবেদন-নিবেদন' বলে হযরত ইবরাহীম (আ.) -এর দোয়া এবং হাজেরার ঐসব বাক্য বুঝানো হয়েছে, যেগুলো আল্লাহর আদেশ শোনার পর তিনি বলেছিলেন। অর্থাৎ, আল্লাহ যখন নির্দেশ দিয়েছেন, তখন তিনি আমাদের জন্য যথেষ্ট। তিনি আমাদেরকে বিনষ্ট করবেন না। আয়াতের শেষে আল্লাহ তা'আলার জ্ঞানের বিস্তৃতি আরো বর্ণনা করে বলা হয়েছে যে, আমাদের বাহ্যিক ও অন্তরগত অবস্থাই কেন বলি, সমস্ত ভূমণ্ডল ও নভোমণ্ডলে কোনো বস্তুই তাঁর অজ্ঞাত নয়।

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِيْ وَهَبَ لِيْ عَلَى الْكِبَرِ اِسْمٰعِيْلَ وَاِسْحٰقَ اِنَّ رَبِّيْ لَسَمِيْعُ الدُّعَاۗءِ : এ আয়াতের বিষয়বস্তুও পূর্ববর্তী দোয়ার পরিশিষ্ট। কেননা, দোয়ার অন্যতম শিষ্টাচার হচ্ছে দোয়ার সাথে সাথে আল্লাহ তা'আলার প্রশংসা ও গুণ বর্ণনা করা। হযরত ইবরাহীম (আ.) এ স্থলে বিশেষভাবে আল্লাহ তা'আলার একটি নিয়ামতের শোকর আদায় করেছেন, নিয়ামতটি এই যে, ঘোর বার্ধক্যের বয়সে আল্লাহ তা'আলা তাঁর দোয়া কবুল করে তাঁকে সুসন্তান হযরত ইসমাঈল ও ইসহাক (আ.) কে দান করেছেন।

https://e-ilm.weebly.com/

এ প্রশংসা বর্ণনায় এদিকেও ইঙ্গিত রয়েছে যে, নিঃসঙ্গ ও নিঃসহায় অবস্থায় জনশূন্য প্রান্তরে পরিত্যক্ত শিশুটি আপনারই দান। আপনিই তার হেফাজত করুন। অবশেষে إِنَّ رَبِّيْ لَسَمِيْعُ الدُّعَاءِ বলে প্রশংসা বর্ণনা সমাপ্ত করা হয়েছে। অর্থাৎ নিশ্চয় আমার পালনকর্তা দোয়া শ্রবণকারী অর্থাৎ কবুলকারী।

প্রশংসা বর্ণনার পর আবার দোয়ায় মশগুল হয়ে যান رَبِّ اجْعَلْنِيْ مُقِيْمَ الصَّلٰوةِ وَمِنْ ذُرِّيَّتِيْ رَبَّنَا وَتَقَبَّلْ دُعَاءِ এতে নিজের জন্য ও সন্তানদের জন্য নামাজ কায়েম রাখার দোয়া করেন। অতঃপর কাকুতি-মিনতি সহকারে আবেদন করেন যে, হে আমার পালনকর্তা আমার দোয়া কবুল করুন।

সবশেষে একটি ব্যাপক অর্থবোধক দোয়া করলেন رَبَّنَا اغْفِرْلِيْ وَلِوَالِدَيَّ وَلِلْمُؤْمِنِيْنَ يَوْمَ يَقُوْمُ الْحِسَابُ অর্থাৎ হে আমার পালনকর্তা! আমাকে, আমার পিতা-মাতাকে এবং সব মুমিনকে ক্ষমা করুন ঐদিন, যেদিন হাশরের ময়দানে সারা জীবনের কাজকর্মের হিসাব নেওয়া হবে।

এতে তিনি মাতা-পিতার জন্যও মাগফিরাতের দোয়া করেছেন। অথচ পিতা অর্থাৎ আজর যে কাফের ছিল, তা কুরআন পাকেই উল্লিখিত রয়েছে। সম্ভবত এ দোয়াটি তখন করেছেন যখন হযরত ইবরাহীম (আ.) -কে কাফেরদের জন্যে দোয়া করতে নিষেধ করা হয়নি। অন্য এক আয়াতেও অনুরূপ উল্লিখিত আছে وَاغْفِرْ لِأَبِيْ إِنَّهُ كَانَ مِنَ الضَّالِّيْنَ وَلَا تَحْسَبَنَّ اللّٰهَ غَافِلًا অর্থাৎ, কোনো অবস্থাতেই তোমরা আল্লাহকে গাফেল মনে করো না। এখানে বাহ্যত প্রত্যেক ঐ ব্যক্তিকে সম্বোধন করা হয়েছে, যাতে তার গাফলতি এবং শয়তান এ ধোঁকায় ফেলে রেখেছে। পক্ষান্তরে যদি রাসূলুল্লাহ ﷺ -কে সম্বোধন করা হয়, তবে এর উদ্দেশ্য উম্মতের গাফেলদেরকে শোনানো এবং হুশিয়ার করা। কারণ রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর পক্ষ থেকে এরূপ সম্ভাবনাই নেই যে, তিনি আল্লাহ তা'আলাকে পরিস্থিতি সম্পর্কে বেখবর অথবা গাফেল মনে করতে পারেন।

لِيَوْمٍ تَشْخَصُ فِيْهِ الْأَبْصَارُ অর্থাৎ, সেদিন চক্ষুসমূহ বিস্ফারিত হয়ে থাকবে। مُهْطِعِيْنَ مُقْنِعِيْ رُءُوْسِهِمْ অর্থাৎ, ভয় ও বিস্ময়ের কারিণে মস্তক উপরে তুলে প্রাণপণ দৌড়তে থাকবে। لَا يَرْتَدُّ إِلَيْهِمْ طَرْفُهُمْ অর্থাৎ, অপলক নেত্রে চেয়ে থাকবে وَأَفْئِدَتُهُمْ هَوَاءٌ তাদের অন্তর শূন্য ও ব্যাকুল হবে।

শব্দবিশ্লেষণ :

عَصَانِيْ : সীগাহ واحد مذكر غائب বহছ ماضى معروف বাব ضَرَبَ মাসদার الْمَعْصِيَةُ ও الْعِصْيَانُ মূলবর্ণ (ع ـ ص ـ ى) জিনস ناقص يائى অর্থ- অবাধ্যতা করা।

تَهْوِيْ : সীগাহ واحد مؤنث غائب বহছ مضارع معروف বাব ضَرَبَ মাসদার اَلْهَوِيُّ মূলবর্ণ (ه ـ و ـ ى) জিনস لفيف مقرون অর্থ- উপর থেকে নিচে পড়ে যাওয়া।

مَا يَخْفٰى : সীগাহ واحد مذكر غائب বহছ نفى فعل مضارع معروف বাব سَمِعَ মাসদার اَلْخَفَاءُ মূলবর্ণ (خ ـ ف ـ ى) জিনস ناقص يائى অর্থ- গোপন হওয়া।

مُقِيْمُ : সীগাহ واحد مذكر حاضر বহছ اسم فاعل বাব اِفْعَالٌ মাসদার اَلْاِقَامَةُ মূলবর্ণ (ق ـ و ـ م) জিনস اجوف واوى অর্থ- নিয়মিত সবকিছু ঠিকঠাকভাবে পালনকারী।

مُهْطِعِيْنَ : সীগাহ جمع مذكر বহছ اسم فاعل বাব اَلْاِفْعَالُ মাসদার اِهْطَاعٌ মূলবর্ণ (ه ـ ط ـ ع) জিনস صحيح অর্থ- গর্দান লম্বা করা।

مُقْنِعِيْ : সীগাহ جمع مذكر বহছ اسم فاعل বাব اِفْعَالٌ মাসদার اَلْاِقْنَاعُ মূলবর্ণ (ق ـ ن ـ ع) জিনস صحيح অর্থ- উঠানো, উন্নত করা।

اَفْئِدَتُهُمْ : اَفْئِدَةٌ বহুবচন, একবচন فُؤَادٌ অর্থ- তাদের অন্তর।

https://e-ilm.weebly.com/

https://e-ilm.weebly.com/

৪৮. যেদিন এ পৃথিবীকে অপর এক পৃথিবীতে পরিবর্তন করে দেওয়া হবে এবং আসমানকেও, আর সকলে এক মহাপ্রতাপশালী আল্লাহর সম্মুখে উপস্থিত হবে।	يَوْمَ تُبَدَّلُ الْاَرْضُ غَيْرَ الْاَرْضِ وَالسَّمٰوٰتُ وَبَرَزُوْا لِلّٰهِ الْوَاحِدِ الْقَهَّارِ (٤٨)
৪৯. এবং সেদিন তুমি অপরাধীদেরকে শিকল দ্বারা আবদ্ধ দেখবে।	وَتَرَى الْمُجْرِمِيْنَ يَوْمَئِذٍ مُّقَرَّنِيْنَ فِي الْاَصْفَادِ (٤٩)
৫০. তাদের জামা হবে গন্ধকের, আর অগ্নি তাদের মুখমণ্ডলে লেপটে পড়বে।	سَرَابِيْلُهُمْ مِّنْ قَطِرَانٍ وَّتَغْشٰى وُجُوْهَهُمُ النَّارُ (٥٠)
৫১. যেন আল্লাহ প্রত্যেক ব্যক্তিকে তার কৃতকর্মের শাস্তি দেন, নিশ্চয় আল্লাহ অতি ত্বরিত হিসাব গ্রহণকারী।	لِيَجْزِيَ اللّٰهُ كُلَّ نَفْسٍ مَّا كَسَبَتْ ؕ اِنَّ اللّٰهَ سَرِيْعُ الْحِسَابِ (٥١)
৫২. এটা মানুষের জন্য বিধানাবলি প্রচার এবং যেন তা দ্বারা ভয় প্রদান করা হয়, আর যেন এ বিশ্বাস করে যে, তিনিই প্রকৃত মাবুদ এবং যেন জ্ঞানবানরা উপদেশ গ্রহণ করে।	هٰذَا بَلٰغٌ لِّلنَّاسِ وَلِيُنْذَرُوْا بِهٖ وَلِيَعْلَمُوْا اَنَّمَا هُوَ اِلٰهٌ وَّاحِدٌ وَّلِيَذَّكَّرَ اُولُوا الْاَلْبَابِ (٥٢) ع

শাব্দিক অনুবাদ :

৪৮. يَوْمَ تُبَدَّلُ الْاَرْضُ যেদিন এ পৃথিবীকে পরিবর্তন করে দেওয়া হবে غَيْرَ الْاَرْضِ অপর এক পৃথিবীতে وَالسَّمٰوٰتُ এবং আসমানকেও وَبَرَزُوْا আর সকলে উপস্থিত হবে لِلّٰهِ الْوَاحِدِ الْقَهَّارِ এক মহা প্রতাপশালী আল্লাহর সম্মুখে।

৪৯. وَتَرَى এবং তুমি দেখবে الْمُجْرِمِيْنَ অপরাধীদেরকে يَوْمَئِذٍ সেদিন مُقَرَّنِيْنَ فِي الْاَصْفَادِ শিকল দ্বারা আবদ্ধ।

৫০. سَرَابِيْلُهُمْ তাদের জামা হবে مِنْ قَطِرَانٍ গন্ধকের وَتَغْشٰى আর লেপটে পড়বে وُجُوْهَهُمُ তাদের মুখমণ্ডলে النَّارُ অগ্নি।

৫১. لِيَجْزِيَ اللّٰهُ যেন আল্লাহ শাস্তি দেন كُلَّ نَفْسٍ প্রত্যেক ব্যক্তিকে مَا كَسَبَتْ তার কৃতকর্মের اِنَّ اللّٰهَ سَرِيْعُ الْحِسَابِ নিশ্চয় আল্লাহ তা'আলা অতি ত্বরিত হিসাব গ্রহণকারী।

৫২. هٰذَا بَلٰغٌ لِّلنَّاسِ এটা মানুষের জন্য বিধানাবলি প্রচার وَلِيُنْذَرُوْا بِهٖ এবং যেন তা দ্বারা ভয় প্রদান করা হয় وَلِيَعْلَمُوْا আর যেন এ বিশ্বাস করে যে, اَنَّمَا هُوَ اِلٰهٌ وَّاحِدٌ তিনিই প্রকৃত মা'বূদ وَلِيَذَّكَّرُوْا اُولُوا الْاَلْبَابِ এবং যেন জ্ঞানবানরা উপদেশ গ্রহণ করে।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

এসব অবস্থা বর্ণনা করার পর রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে বলা হয়েছে যে, আপনি আপনার জাতিকে ঐ দিনের শাস্তির ভয় প্রদর্শন করুন, যেদিন জালেম ও অপরাধীরা অপারগ হয়ে বলবে হে আমাদের পালনকর্তা! আমাদেরকে আরো কিছু সময় দিন। অর্থাৎ, দুনিয়াতে কয়েক দিনের জন্য পাঠিয়ে দিন, যাতে আমরা আপনার দাওয়াত কবুল করতে পারি এবং আপনার প্রেরিত পয়গাম্বরগণের অনুসরণ করে এ আজাব থেকে মুক্তি পেতে পারি। আল্লাহ

https://e-ilm.weebly.com/

তা'আলার পক্ষ থেকে তাদের আবেদনের জওয়াবে বলা হবে; এখন তোমরা একথা বলছ কেন? তোমরা কি ইতঃপূর্বে কসম খেয়ে বলনি যে, তোমাদের ধন-সম্পদ ও শান-শওকতের পতন হবে না এবং তোমরা সর্বদাই দুনিয়াতে এমনিভাবে বিলাস-বাসনে মত্ত থাকবে? তোমরা পুনর্জীবন ও পরজগত অস্বীকার করেছিলে।

وَسَكَنْتُمْ فِىْ مَسٰكِنِ الَّذِيْنَ ظَلَمُوْٓا اَنْفُسَهُمْ وَتَبَيَّنَ لَكُمْ كَيْفَ فَعَلْنَا بِهِمْ وَضَرَبْنَا لَكُمُ الْاَمْثَالَ

এতে বাহ্যত আরবের মুশরিকদেরকে সম্বোধন করা হয়েছে, যাদেরকে ভয় প্রদর্শন করার জন্য রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে وَاَنْذِرِ النَّاسَ বলে আদেশ দেওয়া হয়। এতে তাদেরকে হুশিয়ার করা হয়েছে যে, অতীত জাতিসমূহের অবস্থা ও উত্থান-পতন তোমাদের জন্য সর্বোত্তম উপদেশ। আশ্চর্যের বিষয়, তোমরা এগুলো থেকে শিক্ষা গ্রহণ করো না। অথচ তোমরা এসব ধ্বংসপ্রাপ্ত জাতির আবাসস্থলেই বসবাস ও চলাফেরা কর। কিছু অবস্থা পর্যবেক্ষণের মাধ্যমে এবং কিছু সংবাদ পরম্পরার মাধ্যমে তোমরা একথাও জান যে, আল্লাহ তা'আলা অবাধ্যতার কারণে ওদেরকে কিরূপ কঠোর শাস্তি দিয়েছেন। এছাড়া আমিও ওদেরকে সৎপথে আনার জন্য অনেক দৃষ্টান্ত বর্ণনা করেছি। কিন্তু এরপরও তোমাদের চৈতন্যোদয় হলো না।

وَقَدْ مَكَرُوْا مَكْرَهُمْ وَعِنْدَ اللّٰهِ مَكْرُهُمْ وَاِنْ كَانَ مَكْرُهُمْ لِتَزُوْلَ مِنْهُ الْجِبَالُ অর্থাৎ, তারা সত্য ধর্মকে বিলুপ্ত করার লক্ষ্যে এবং সত্যের দাওয়াত কবুলকারী মুসলমানদের নিপীড়নের উদ্দেশ্যে সাধ্যমতো কুটকৌশল করেছে। আল্লাহ তা'আলার কাছে তাদের সব গুপ্ত ও প্রকাশ্য কুটকৌশল বিদ্যমান রয়েছে। তিনি এগুলো সম্পর্কে ওয়াকিফহাল এবং এগুলোকে ব্যর্থ করে দিতে সক্ষম। যদিও তাদের কূটকৌশল এমন মারাত্মক ও গুরুতর ছিল যে, এর মোকাবিলায় পাহাড়ও স্বস্থান থেকে অপসৃত হবে; কিন্তু আল্লাহর অপার শক্তির সামনে এসব কূটকৌশল তুচ্ছ ও ব্যর্থ হয়ে গেছে।

আয়াতে বর্ণিত শত্রুতামূলক কূটকৌশলের অর্থ অতীতে ধ্বংসপ্রাপ্ত জাতিসমূহের কূটকৌশলও হতে পারে। উদাহরণত নমরূদ, ফেরাউন, কওমে আদ, কওমে-সামূদ ইত্যাদি। এটাও সম্ভব যে, এতে আরবের বর্তমান মুশরিকদের অবস্থা বর্ণনা করা হয়েছে যে, তারা রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর মোকাবিলায় অত্যন্ত গভীর সুদূরপ্রসারী চক্রান্ত ও কূটকৌশল করেছে। কিন্তু আল্লাহ তা'আলা সব ব্যর্থ করে দিয়েছেন।

অধিকাংশ তাফসীরবিদ وَاِنْ كَانَ مَكْرُهُمْ বাক্যের اِنْ শব্দটি নেতিবাচক অব্যয় সাব্যস্ত করে অর্থ করেছেন যে, তারা যদিও অনেক কূটকৌশল ও চালবাজি করেছে, কিন্তু তাতে পাহাড়ের স্বস্থান থেকে হটে যাওয়া সম্ভবপর ছিল না। 'পাহাড়' বলে রাসূলুল্লাহ ﷺ ও তাঁর সুদৃঢ় মনোবলকে বুঝানো হয়েছে। কাফেরদের কোনো চালবাজি এ মনোবলকে বিন্দুমাত্রও টলাতে পারেনি।

এরপর উম্মতকে শোনানোর জন্য রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে অথবা প্রত্যেক সম্বোধনযোগ্য ব্যক্তিকে হুশিয়ার করে বলা হয়েছে- فَلَا تَحْسَبَنَّ اللّٰهَ مُخْلِفَ وَعْدِهٖ رُسُلَهٗ اِنَّ اللّٰهَ عَزِيْزٌ ذُو انْتِقَامٍ অর্থাৎ, কেউ যেন এরূপ মনে না করে, যে আল্লাহ তা'আলা রাসূলগণের সাথে বিজয় ও সাফল্যের যে ওয়াদা করেছেন, তিনি তার খেলাফ করবেন। নিঃসন্দেহে আল্লাহ তা'আলা মহাপরাক্রান্ত এবং প্রতিশোধ গ্রহণকারী। তিনি পয়গাম্বরগণের শত্রুদের কাছ থেকে অবশ্যই প্রতিশোধ গ্রহণ করবেন এবং ওয়াদা পূর্ণ করবেন।

অতঃপর আবার কিয়ামতের ভয়াবহ অবস্থা ও ঘটনাবলি বর্ণনা করা হয়েছে। বলা হয়েছে।

يَوْمَ تُبَدَّلُ الْاَرْضُ غَيْرَ الْاَرْضِ وَالسَّمٰوٰتُ وَبَرَزُوْا لِلّٰهِ الْوَاحِدِ الْقَهَّارِ অর্থাৎ, কিয়ামতের দিন বর্তমান পৃথিবী পাল্টে দেওয়া হবে এবং আকাশও। সবাই এক ও পরাক্রমশালী আল্লাহর সামনে হাজির হবে।

https://e-ilm.weebly.com/

পৃথিবী ও আকাশ পাল্টে দেওয়া হবে: যেমন কুরআন পাকের অন্যান্য আয়াত ও হাদীসে আছে যে, সমগ্র ভূ-পৃষ্ঠকে একটি সমতল ভূমিতে পরিণত করে দেওয়া হবে। এতে কোনো গৃহের ও বৃক্ষের আড়াল থাকবে না এবং পাহাড়, টিলা, গর্ত গভীরতা কিছুই থাকবে না। এ অবস্থা বর্ণনা প্রসঙ্গে কুরআনে বলা হয়েছে لَا تَرٰى فِيْهَا عِوَجًا وَّلَآ اَمْتًا অর্থাৎ, গৃহ ও পাহাড়ের কারণে বর্তমানে রাস্তা ও সড়ক বাঁক ঘুরে ঘুরে চলেছে। কোথাও উচ্চতা এবং কোথাও গভীরতা দেখা যায়। কিয়ামতের দিন এগুলো থাকবে না, বরং সব পরিষ্কার ময়দান হয়ে যাবে।

দ্বিতীয় অর্থ এরূপও হতে পারে যে, সম্ভবত: এ পৃথিবীর পরিবর্তে অন্য পৃথিবী এবং এ আকাশের পরিবর্তে অন্য আকাশ সৃষ্টি করা হবে। এ সম্পর্কে বর্ণিত কিছু সংখ্যক হাদীস দ্বারা গুণগত পরিবর্তনের কথা এবং কিছুসংখ্যক হাদীস দ্বারা সত্তাগত পরিবর্তনের কথাও জানা যায়।

আলোচ্য আয়াত সম্পর্কে ইমাম বায়হাকী হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা.) -এর রেওয়ায়েতে রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর উক্তি বর্ণনা করেন যে, হাশরের পৃথিবী হবে সম্পূর্ণ এক নতুন পৃথিবী। তার রঙ হবে রৌপ্যের মতো সাদা। এর উপর কোনো গোনাহর বা অন্যায় খুনের দাগ থাকবে না। মুসনাদে-আহমদে ও তাফসীর ইবনে জারীরে উল্লিখিত হাদীসে এই বিষয়বস্তুটিই হযরত আনাসের রেওয়ায়েতে বর্ণিত আছে। -(মাযহারী)

বোখারী ও মুসলিমের হাদীসে হযরত সাহল ইবনে সা'দের রেওয়ায়েতে রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন, কিয়ামতের দিন ময়দান রুটির মতো পরিষ্কার ও সাদা পৃথিবীর বুকে মানবজাতিকে পুনরুত্থিত করা হবে। এতে কোনো বস্তুর চিহ্ন (গৃহ, উদ্যান, বৃক্ষ, পাহাড়, টিলা ইত্যাদি) থাকবে না। বায়হাকী এই আয়াতের তাফসীরে এ তথ্যটি হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা.) থেকে বর্ণনা করেছেন।

হাকেম নির্ভরযোগ্য সনদসহ হযরত জাবেরের রেওয়ায়েতে রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর উক্তি বর্ণনা করেন যে, চামড়ার কুঞ্চন দূর করার জন্য চামড়াকে যেভাবে টান দেওয়া হয়, কিয়ামতের দিন পৃথিবীকে সেভাবে টান দেওয়া হবে। ফলে পৃথিবীর গর্ত, পাহাড় সব সমান হয়ে একটি সটান সমতল ভূমি হয়ে যাবে। তখন সব আদম সন্তান এ পৃথিবীতে জমায়েত হবে। ভিড় এতো হবে যে, একজনের অংশে তার দাঁড়ানোর জায়গাটুকুই পড়বে। এরপর সর্বপ্রথম আমাকে ডাকা হবে। আমি পালনকর্তার সামনে সেজদায় নত হব। অতঃপর আমাকে সুপারিশের অনুমতি দান করা হবে। আমি সবার জন্য সুপারিশ করব যেন তাদের হিসাব কিতাব দ্রুত নিষ্পন্ন হয়।

শেষোক্ত রেওয়ায়েত থেকে বাহ্যত জানা যায় যে, পৃথিবীর শুধু গুণগত পরিবর্তন হবে এবং গর্ত, পাহাড়, দালান-কোঠা, বৃক্ষ ইত্যাদি থাকবে না, কিন্তু সত্তা অবশিষ্ট থাকবে। পক্ষান্তরে প্রথমোক্ত রেওয়ায়েতসমূহ থেকে জানা গিয়েছিল যে, হাশরের পৃথিবী বর্তমান পৃথিবীর স্থলে অন্য কোনো পৃথিবী হবে। আয়াতে এ সত্তার পরিবর্তনই বুঝানো হয়েছে।

বয়ানুল-কুরআন গ্রন্থে মাওলানা আশরাফ আলী থানবী (র.) বলেন, এতদুভয়ের মধ্যে কোনোরূপ পরস্পর বিরোধিতা নেই। এটা সম্ভব যে, প্রথমে শিঙ্গা ফুঁকার পর পৃথিবীর শুধু গুণগত পরিবর্তন হবে এবং হিসাব-কিতাবের জন্য মানুষকে অন্য পৃথিবীতে স্থানান্তরিত করা হবে।

তাফসীর মাযহারীতে মুসনাদ আবদ ইবনে হুমায়দ থেকে হযরত ইকরিমার উক্তি বর্ণিত আছে, যা দ্বারা উপরিউক্ত বক্তব্য সমর্থিত হয়। উক্তিটি এই, এ পৃথিবী কুঁচকে যাবে এবং এর পার্শ্বে অন্য একটি পৃথিবীতে মানবগুলোকে হিসাব-কিতাবের জন্যে উপস্থিত করা হবে।

https://e-ilm.weebly.com/

মুসলিম শরীফে হযরত ছওবানের রেওয়ায়েতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর নিকট এক ইহুদি এসে প্রশ্ন করলে যেদিন পৃথিবী পরিবর্তন করা হবে, সেদিন মানুষ কোথায় থাকবে? তিনি বললেন, পুলসিরাতের নিকটে একটি অন্ধকারে থাকবে।

এ থেকেও জানা যায় যে, বর্তমান পৃথিবী থেকে পুলসিরাতের মাধ্যমে মানুষকে অন্যদিকে স্থানান্তর করা হবে। ইবনে জারীর স্বীয় তাফসীর গ্রন্থে এ মর্মে একাধিক সাহাবী ও তাবেয়ীর উক্তি বর্ণনা করেছেন যে, তখন বর্তমান পৃথিবী ও তার নদ-নদী অগ্নিতে পরিণত হবে। বিশ্বের বর্তমান এলাকাটি যেন তখন জাহান্নামের এলাকা হয়ে যাবে। বাস্তব অবস্থা আল্লাহ তা'আলাই ভালো জানেন।

শেষ আয়াতে বলা হয়েছে যে, অপরাধীদেরকে একটি শিকলে বেঁধে দেওয়া হবে। অর্থাৎ প্রত্যেক অপরাধের অপরাধীদেরকে পৃথক পৃথকভাবে একত্র করে এক সাথে বেঁধে দেওয়া হবে এবং তাদের পরিধেয় পোশাক হবে আলকাতরার। এটি একটি দ্রুত অগ্নিগ্রাহী পদার্থ।

সর্বশেষ আয়াতে বলা হয়েছে ঃ কিয়ামতের এসব অবস্থা বর্ণনা করার উদ্দেশ্য হচ্ছে মানুষকে হুঁশিয়ার করা, যাতে তারা এখনও বুঝে নেয় যে, উপাসনার যোগ্য সত্তা হচ্ছে একমাত্র আল্লাহ তা'আলার সত্তা এবং যাতে সামান্য বিবেক-বুদ্ধিসম্পন্ন ব্যক্তিও শিরক থেকে বিরত হয়।

শব্দবিশ্লেষণ :

لِتَزُوْلَ : সীগাহ واحد مؤنث غائب বহছ مضارع معروف বাব نَصَرَ মাসদার اَلزَّوَالُ মূলবর্ণ (ز ـ و ـ ل) জিনস اجوف واوى অর্থ– নিজের তরিকা থেকে মুখ ফিরিয়ে নেওয়া, ঘুরানো।

مُقَرَّنِيْنَ : সীগাহ جمع مذكر বহছ اسم مفعول বাব تَفْعِيْل মাসদার اَلتَّقْرِيْنُ মূলবর্ণ (ق ـ ر ـ ن) জিনস صحيح অর্থ– ঝুলানো, বাঁধা।

سَرَابِيْلُهُمْ : বহুবচন, একবচন سِرْبَالٌ অর্থ– তাদের জামা। তাদের পোশাক।

لِيُنْذَرُوْا : সীগাহ جمع مذكر غائب বহছ مضارع مجهول বাব اِفْعَالٌ মাসদার اَلْاِنْذَارُ মূলবর্ণ (ن ـ ذ ـ ر) জিনস صحيح অর্থ– ভয় দেখানো।

لِيَذَّكَّرَ : সীগাহ واحد مذكر غائب বহছ مضارع معروف বাব تَفْعِيْل মাসদার اَلتَّذْكِيْرُ মূলবর্ণ (ذ ـ ك ـ ر) জিনস صحيح অর্থ– জিকির করা, স্মরণ করা।

https://e-ilm.weebly.com/

سُوْرَةُ الْحِجْرِ

সূরা হিজর

মক্কায় অবতীর্ণ : আয়াত-৯৯, রুকূ'-৬

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ○

পরম করুণাময়, দয়ালু আল্লাহর নামে শুরু করছি।

১. আলিফ-লাম-রা। (এর অর্থ আল্লাহই ভালো জানেন) এগুলো হচ্ছে পূর্ণ কিতাব এবং সুস্পষ্ট কুরআনের আয়াত সমূহ।	الٓرٰ تِلْكَ اٰيٰتُ الْكِتٰبِ وَقُرْاٰنٍ مُّبِيْنٍ (١)

১৪ তম পারা

২. [কিয়ামত দিবসে] কাফেররা কখনো কখনো আকাঙ্ক্ষা করবে যে, কি উত্তম হতো যদি তারা [পৃথিবীতে] মুসলমান হতো।	رُبَمَا يَوَدُّ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا لَوْ كَانُوْا مُسْلِمِيْنَ (٢)
৩. আপনি তাদেরকে তাদের অবস্থায় থাকতে দিন, খুব খেয়ে নিক ও আরাম উপভোগ করুক এবং কাল্পনিক আশা তাদেরকে ভুলিয়ে রাখুক, শীঘ্রই তারা প্রকৃত অবস্থা জানতে পারবে।	ذَرْهُمْ يَاْكُلُوْا وَيَتَمَتَّعُوْا وَيُلْهِهِمُ الْاَمَلُ فَسَوْفَ يَعْلَمُوْنَ (٣)
৪. আর আমি যতগুলো জনপদ [তাদের কুফরের কারণে] ধ্বংস করেছি তার সবগুলোর জন্যই একটা নির্দিষ্ট সময় লিখিত ছিল।	وَمَآ اَهْلَكْنَا مِنْ قَرْيَةٍ اِلَّا وَلَهَا كِتَابٌ مَّعْلُوْمٌ (٤)

শাব্দিক অনুবাদ :

১. الٓرٰ আলিফ-লাম-রা تِلْكَ এগুলো হচ্ছে اٰيٰتُ আয়াত সমূহ الْكِتٰبِ পূর্ণ কিতাব وَقُرْاٰنٍ مُّبِيْنٍ এবং সুস্পষ্ট কুরআনের।

২. رُبَمَا يَوَدُّ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا (কিয়ামত দিবসে) কফেররা কখনো কখনো আকাঙ্ক্ষা করবে যে, কি উত্তম হতো لَوْ كَانُوْا যদি তারা (পৃথিবীতে) মুসলমান হতো مُسْلِمِيْنَ।

৩. ذَرْهُمْ আপনি তাদেরকে তাদের অবস্থায় থাকতে দিন يَاْكُلُوْا খুব খেয়ে নিক وَيَتَمَتَّعُوْا আরাম উপভোগ করুক وَيُلْهِهِمُ الْاَمَلُ এবং কাল্পনিক আশা তাদেরকে ভুলিয়ে রাখুক فَسَوْفَ يَعْلَمُوْنَ শীঘ্রই তারা প্রকৃত অবস্থা জানতে পারবে।

৪. وَمَآ اَهْلَكْنَا مِنْ قَرْيَةٍ, আর আমি যত গুলো জনপদ (তাদের কুফরের কারণে) ধ্বংস করেছি اِلَّا وَلَهَا كِتَابٌ مَّعْلُوْمٌ তার সব গুলোর জন্যই একটা নির্দিষ্ট সময় লিখিত ছিল।

https://e-ilm.weebly.com/

৫. কোনো সম্প্রদায়ই না নিজ নির্ধারিত সময়ের পূর্বে ধ্বংস হয়েছে, আর না পিছনে রয়েছে।	مَا تَسْبِقُ مِنْ اُمَّةٍ اَجَلَهَا وَمَا يَسْتَاْخِرُوْنَ (٥)
৬. আর [মক্কার] এ কাফেররা বলল, হে ঐ ব্যক্তি– যার প্রতি কুরআন নাজিল করা হয়েছে– তুমি তো উন্মাদ।	وَقَالُوْا يٰۤاَيُّهَا الَّذِىْ نُزِّلَ عَلَيْهِ الذِّكْرُ اِنَّكَ لَمَجْنُوْنٌ (٦)
৭. তবে আমাদের নিকট কেন আনয়ন করছ না ফেরেশতাগণকে যদি তুমি সত্যবাদী হয়ে থাক।	لَوْ مَا تَاْتِيْنَا بِالْمَلٰٓئِكَةِ اِنْ كُنْتَ مِنَ الصّٰدِقِيْنَ (٧)
৮. [আল্লাহ বলেন,] আমি কেবল চরম মীমাংসার জন্যই ফেরেশতা নাজিল করে থাকি এবং সে সময় তাদেরকে অবকাশও দেওয়া হবে না।	مَا نُنَزِّلُ الْمَلٰٓئِكَةَ اِلَّا بِالْحَقِّ وَمَا كَانُوْۤا اِذًا مُّنْظَرِيْنَ (٨)
৯. আমিই কুরআন নাজিল করেছ এবং আমিই তার রক্ষক।	اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَاِنَّا لَهٗ لَحٰفِظُوْنَ (٩)
১০. আর আপনার পূর্বেও রাসূলদেরকে প্রেরণ করেছিলাম পূর্বকালীন বহু সম্প্রদায়ের মধ্যে।	وَلَقَدْ اَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ فِىْ شِيَعِ الْاَوَّلِيْنَ (١٠)
১১. আর তাদের নিকট এমন কোনো রাসূল আসেননি যাদেরকে তারা বিদ্রূপ করেনি।	وَمَا يَاْتِيْهِمْ مِّنْ رَّسُوْلٍ اِلَّا كَانُوْا بِهٖ يَسْتَهْزِءُوْنَ (١١)
১২. এভাবেই আমি এ অপরাধপরায়ণদের অন্তরে এ বিদ্রূপ স্থাপন করে দেই।	كَذٰلِكَ نَسْلُكُهٗ فِىْ قُلُوْبِ الْمُجْرِمِيْنَ (١٢)

শাব্দিক অনুবাদ :

৫. مَا تَسْبِقُ مِنْ اُمَّةٍ اَجَلَهَا কোনো সম্প্রদায়ই না নিজ নির্ধারিত সময়ের পূর্বে ধ্বংস হয়েছে وَمَا يَسْتَاْخِرُوْنَ আর না পিছনে রয়েছে।

৬. وَقَالُوْا আর এ কাফেররা বলল يٰۤاَيُّهَا الَّذِىْ হে ঐ ব্যক্তি نُزِّلَ عَلَيْهِ الذِّكْرُ যার প্রতি কুরআন নাজিল করা হয়েছে اِنَّكَ لَمَجْنُوْنٌ তুমি তো উন্মাদ।

৭. لَوْ مَا تَاْتِيْنَا তবে আমাদের নিকট কেন আনয়ন করছ না بِالْمَلٰٓئِكَةِ ফেরেশতাগণকে اِنْ كُنْتَ مِنَ الصّٰدِقِيْنَ যদি তুমি সত্যবাদী হয়ে থাক।

৮. مَا نُنَزِّلُ الْمَلٰٓئِكَةَ اِلَّا بِالْحَقِّ (আল্লাহ বলেন) আমি কেবল চরম মীমাংসার জন্যই ফেরেশতা নাজিল করে থাকি وَمَا كَانُوْۤا اِذًا مُّنْظَرِيْنَ এবং সে সময় তাদেরকে অবকাশও দেওয়া হবে না।

৯. اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ আমিই কুরআন নাজিল করেছি وَاِنَّا لَهٗ لَحٰفِظُوْنَ এবং আমিই তার রক্ষক।

১০. وَلَقَدْ اَرْسَلْنَا আর পয়গাম্বর গণকে প্রেরণ করেছিলাম مِنْ قَبْلِكَ আপনার পূর্বেও فِىْ شِيَعِ الْاَوَّلِيْنَ পূর্বকালীন বহু সম্প্রদায়ের মধ্যে।

১১. وَمَا يَاْتِيْهِمْ مِّنْ رَّسُوْلٍ আর তাদের নিকট এমন কোনো রাসূল আসেনি اِلَّا كَانُوْا بِهٖ يَسْتَهْزِءُوْنَ যাদেরকে তারা বিদ্রূপ করেনি।

১২. كَذٰلِكَ এভাবেই نَسْلُكُهٗ আমি এ বিদ্রূপ স্থাপন করে দেই فِىْ قُلُوْبِ الْمُجْرِمِيْنَ এ অপরাধ পরায়ণদের অন্তরে

https://e-ilm.weebly.com/

১৩. [যার কারণে] তারা কুরআনের প্রতি ঈমান আনয়ন করে না এবং এ রীতি প্রাচীনদের থেকেই চলে আসছে।	لَا يُؤْمِنُونَ بِهٖ وَقَدْ خَلَتْ سُنَّةُ الْاَوَّلِيْنَ (١٣)
১৪. আর যদি আমি তাদের জন্য আসমানের কোনো দরজা খুলে দেই, অতঃপর তারা দিনের বেলায় তা দিয়ে [আসমানে] আরোহণ করে।	وَلَوْ فَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَابًا مِّنَ السَّمَآءِ فَظَلُّوْا فِيْهِ يَعْرُجُوْنَ (١٤)
১৫. তবুও এরূপ বলবে যে, আমাদের চোখে তো ভেলকি লাগিয়ে দেওয়া হয়েছিল; বরং আমাদের উপর তো সম্পূর্ণরূপে জাদু করে রাখা হয়েছে।	لَقَالُوْٓا اِنَّمَا سُكِّرَتْ اَبْصَارُنَا بَلْ نَحْنُ قَوْمٌ مَّسْحُوْرُوْنَ (١٥)
১৬. আর নিঃসন্দেহে আমি আসমানে বড় বড় নক্ষত্র সৃজন করেছি এবং দর্শকদের জন্য তাকে সজ্জিত করেছি।	وَلَقَدْ جَعَلْنَا فِى السَّمَآءِ بُرُوْجًا وَّزَيَّنّٰهَا لِلنّٰظِرِيْنَ (١٦)
১৭. এবং তাকে প্রত্যেক মরদূদ শয়তান হতে রক্ষা করেছি।	وَحَفِظْنٰهَا مِنْ كُلِّ شَيْطٰنٍ رَّجِيْمٍ (١٧)
১৮. কিন্তু হ্যাঁ, যদি কোনো কথা লুক্কায়িতভাবে শুনে পালায়, তবে তার পিছনে উজ্জ্বল অগ্নিশিখা ধাবমান হয়।	اِلَّا مَنِ اسْتَرَقَ السَّمْعَ فَاَتْبَعَهٗ شِهَابٌ مُّبِيْنٌ (١٨)

শাব্দিক অনুবাদ :

১৩. لَا يُؤْمِنُوْنَ بِهٖ (যার কারণে) তারা কুরআনের প্রতি ঈমান আনয়ন করে না وَقَدْ خَلَتْ سُنَّةُ الْاَوَّلِيْنَ এবং এ রীতি প্রাচীনদের হতেই চলে আসছে।

১৪. وَلَوْ فَتَحْنَا আর যদি আমি খুলে দেই عَلَيْهِمْ তাদের জন্য بَابًا কোনো দরজা مِّنَ السَّمَآءِ আসমানের فَظَلُّوْا فِيْهِ يَعْرُجُوْنَ অতঃপর তারা দিনের বেলায় তা দিয়ে (আসমানে) আরোহণ করে।

১৫. لَقَالُوْا তবুও এরূপ বলবে اِنَّمَا سُكِّرَتْ اَبْصَارُنَا আমাদের চোখে তো ভেলকি লাগিয়ে দেওয়া হয়েছিল بَلْ نَحْنُ قَوْمٌ مَّسْحُوْرُوْنَ বরং আমাদের উপর তো সম্পূর্ণ জাদু করে রাখা হয়েছে।

১৬. وَلَقَدْ جَعَلْنَا আর নিঃসন্দেহে আমি সৃজন করেছি فِى السَّمَآءِ আসমানে بُرُوْجًا বড় বড় নক্ষত্র وَّزَيَّنّٰهَا এবং তাকে সজ্জিত করেছি لِلنّٰظِرِيْنَ দর্শকদের জন্য।

১৭. وَحَفِظْنٰهَا এবং তাকে রক্ষা করেছি مِنْ হতে كُلِّ প্রত্যেক شَيْطٰنٍ رَّجِيْمٍ মরদূদ শয়তান।

১৮. اِلَّا কিন্তু হ্যাঁ مَنِ اسْتَرَقَ السَّمْعَ যদি কোনো কথা লুক্কায়িত ভাবে শুনে পালায় فَاَتْبَعَهٗ তবে তার পিছনে ধাবমান হয় شِهَابٌ مُّبِيْنٌ উজ্জ্বল অগ্নিশিখা।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

সূরা হিজর প্রসঙ্গ : এ সূরা মক্কায় অবতীর্ণ। আয়াত ৯৯, রুকূ ৬। হিজর নামক স্থানটি সিরিয়া এবং মদিনায়ে মুনাওয়ারার মধ্যখানে অবস্থিত। এ স্থানের অধিবাসীরা তাদের নাফরমানির কারণে আল্লাহ পাকের কোপগ্রস্ত

https://e-ilm.weebly.com/

হয়েছিল। আলোচ্য সূরায় তাদের ধ্বংসের বিবরণ স্থান পেয়েছে আর এজন্য এ নামেই আলোচ্য সূরার নামকরণ করা হয়েছে। যারা প্রিয়নবী ﷺ-এর রেসালাতকে অস্বীকার করে তাদের মন্দ আচরণ এবং তার পরিণাম সম্পর্কে এ সূরায় বিশেষভাবে আলোচনা করা হয়েছে। এতদ্ব্যতীত তৌহিদ এবং কিয়ামতের প্রতি বিশ্বাস স্থাপনের কথা বলা হয়েছে।

وَقَالُوا يَا أَيُّهَا الَّذِي نُزِّلَ عَلَيْهِ الذِّكْرُ إِنَّكَ لَمَجْنُونٌ (٦) لَوْ مَا تَأْتِينَا بِالْمَلَائِكَةِ إِنْ كُنْتَ مِنَ الصَّادِقِينَ (٧)
مَا نُنَزِّلُ الْمَلَائِكَةَ إِلَّا بِالْحَقِّ وَمَا كَانُوا إِذًا مُنْظَرِينَ (٨) إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ (٩)

শানে নুযূল : মুকাতিল বলেন, আব্দুল্লাহ বিন উমায়্যা, নজর বিন হারিছ, নওফল বিন খুওয়াইলাদ বিন মুগিরা প্রমুখ কাফেরদের সম্পর্কে আলোচ্য আয়াত নাজিল হয়েছে। (বাহরে মুহীত ৫/৪৩৪) কারণ এ সকল হতভাগারা রাসূল ﷺ কে মাজনূন, পাগল বলে আখ্যায়িত করত। তাদের এহেন উপহাস মূলক উক্তির জবাবেও আল্লাহতা'আলা উপহাসের ভঙ্গিতেই উত্তর দিয়েছেন।

ذَرْهُمْ يَأْكُلُوا -থেকে জানা গেল যে, পানাহারকে লক্ষ্য ও আসল বৃত্তি সাব্যস্ত করে নেওয়া এবং সাংসারিক বিলাস-ব্যসনের উপকরণ সংগ্রহে মৃত্যুকে ভুলে গিয়ে দীর্ঘ পরিকল্পনা প্রণয়নে মেতে থাকা কাফেরদের দ্বারাই হতে পারে, যারা পরকালও তার হিসাব-কিতাবে এবং পুরস্কার ও শাস্তিতে বিশ্বাস করে না। মুমিনও পানাহার করে, জীবিকার প্রয়োজনানুযায়ী ব্যবস্থা করে এবং ভবিষ্যৎ কাজ-কারবারের পরিকল্পনাও তৈরি করে; কিন্তু মৃত্যু ও পরকালকে ভুলে একাজ করে না। তাই প্রত্যেক কাজে হালাল ও হারামের চিন্তা করে এবং অনর্থক পরিকল্পনা প্রণয়নকে বৃত্তি হিসেবে গ্রহণ করে না। রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন : চারটি বিষয় দুর্ভাগ্যের লক্ষণ : চক্ষু থেকে অশ্রু প্রবাহি না হওয়া (অর্থাৎ গোনাহর কারণে অনুতপ্ত হয়ে ক্রন্দন না করা), কঠোর প্রাণ হওয়া, দীর্ঘ আশা পোষণ করা এবং সংসারের প্রতি আসক্ত হওয়া। -(কুরতুবী)

দীর্ঘ আশা পোষণ করার অর্থ হচ্ছে দুনিয়ার মহব্বত ও লোভে মগ্ন এবং মৃত্যু ও পরকাল থেকে নিশ্চিন্ত হয়ে দীর্ঘ পরিকল্পনায় মত্ত হওয়া। -(কুরতুবী) ধর্মীয় উদ্দেশ্যের জন্য অথবা দেশ ও জাতির ভবিষ্যৎ স্বার্থের জন্য যেসব পরিকল্পনা প্রণয়ন করা হয়, সেগুলো এর অন্তর্ভুক্ত নয়। কেননা এগুলোও পরকাল চিন্তারই একটি অংশ। রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন : এ উম্মতের প্রথম স্তরের মুক্তি পূর্ণ ঈমান ও সংসার নির্লিপ্ততার কারণে হবে। এবং সর্বশেষ স্তরের লোক কার্পণ্য ও দীর্ঘ আকঙ্ক্ষা পোষণের কারণে ধ্বংসপ্রাপ্ত হবে।

হযরত আবুদ্দারদা থেকে বর্ণিত আছে, তিনি একবার দামেশকের জামে মসজিদের মিম্বারে দাঁড়িয়ে বললেন : হে দামেশকবাসীগণ! তোমরা কি একজন সহানুভূতিশীল, হিতাকাঙ্ক্ষী ভাইয়ের কথা শুনবে? শুনে নাও, তোমাদের পূর্বে অনেক বিশিষ্ট লোক অতিক্রান্ত হয়েছে। তারা প্রচুর ধন-সম্পদ একত্রিত করেছিল, সুউচ্চ দালান-কোঠা নির্মাণ করেছিল এবং সুদূরপ্রসারী পরিকল্পনাও তৈরি করেছিল, আজ তারা সবাই নিশ্চিহ্ন হয়ে গেছে। তাদের গৃহগুলোই তাদের কবর হয়েছে এবং তাদের দীর্ঘ আশা ধোঁকা ও প্রতারণায় পর্যবসিত হয়েছে। আদ জাতি তোমাদের নিকটেই ছিল। তারা ধন, জন, অস্ত্রশস্ত্র ও অশ্বাদি দ্বারা দেশকে পরিপূর্ণ করে দিয়েছিল। আজ এমন কেউ আছে কি, যে তাদের উত্তরাধিকার আমার কাছ থেকে দু'দিরহামের বিনিময়ে ক্রয় করতে সম্মত হবে?

হযরত হাসান বসরী (র.) বলেন : যে ব্যক্তি জীবদ্দশায় দীর্ঘ আকাঙ্ক্ষার জাল তৈরি করে, তার আমল অবশ্যই খারাপ হয়ে যায়। -(কুরতুবী)

মামুনের দরবারের একটি ঘটনা : ইমাম কুরতুবী এ স্থলে মুত্তাসিল সনদ দ্বারা খলিফা মামুনুর রশীদের দরবারের একটি ঘটনা বর্ণনা করেছেন। মামুনের দরবারে মাঝে মাঝে শিক্ষা সম্পর্কিত বিষয়াদি নিয়ে তর্ক-বিতর্ক ও আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হতো। এতে জ্ঞান-বিজ্ঞানের বিভিন্ন শাখার পণ্ডিত ব্যক্তিগণের জন্য অংশ গ্রহণের অনুমতি ছিল। এমনি এক আলোচনা সভায় জনৈক ইহুদি পণ্ডিত আগমন করল। সে আকার-আকৃতি, পোশাক

https://e-ilm.weebly.com/

ইত্যাদির দিক দিয়েও তাকে একজন বিশিষ্ট ব্যক্তি মনে হচ্ছিল। তদুপরি তার আলোচনাও ছিল অত্যন্ত প্রাঞ্জল, অলংকারপূর্ণ এবং বিজ্ঞজনসুলভ। সভা শেষে মামুন তাকে ডেকে জিজ্ঞেস করলেন : তুমি কি ইহুদি? সে স্বীকার করল। মামুন পরীক্ষার্থ তাকে বললেন : তুমি যদি মুসলমান হয়ে যাও, তবে তোমার সাথে চমৎকার ব্যবহার করা হবে।

সে উত্তরে বলল: আমি পৈতৃক ধর্ম বিসর্জন দিতে পারি না। কথাবার্তা এখানেই শেষ হয়ে গেল। লোকটি চলে গেল। কিন্তু এক বছর পর সে মুসলমান হয়ে আবার দরবারে আগমন করল এবং আলোচনা সভায় ইসলামি ফিকহ সম্পর্কে সারগর্ভ বক্তৃতা ও যুক্তিপূর্ণ তথ্যাদি উপস্থিত করল। সভাশেষে মামুন তাকে ডেকে বললেন : আপনি কি ঐ ব্যক্তি, যে বিগত বছর এসেছিলেন? সে বলল : হ্যাঁ, আমি ঐ ব্যক্তিই বটে। মামুন জিজ্ঞেস করলেন : তখন তো আপনি ইসলাম গ্রহণ করতে অস্বীকৃত ছিলেন। এরপর এখন মুসলমান হওয়ার কি কারণ ঘটল?

সে বলল : এখান থেকে ফিরে যাওয়ার পর আমি বর্তমান কালের বিভিন্ন ধর্ম সম্পর্কে গবেষণা করার ইচ্ছা করি। আমি একজন হস্তলেখা বিশারদ স্বহস্তে গ্রন্থাদি লিখে নিচু দামে বিক্রয় করি। আমি পরীক্ষার উদ্দেশ্যে তাওরাতের তিনটি কপি লিপিবদ্ধ কলাম। সেগুলোতে অনেক জায়গায় নিজের পক্ষ থেকে বেশ-কম করে লিখলাম। কপিগুলো নিয়ে আমি ইহুদিদের উপাসনালয়ে উপস্থিত হলাম। ইহুদিরা অত্যন্ত আগ্রহ সহকারে কপিগুলো কিনে নিল। অতঃপর এমনিভাবে ইঞ্জিলের তিন কপি কম-বেশ করে লিখে খ্রিস্টানদের উপাসনালয়ে নিয়ে গেলাম। সেখানেও খ্রিস্টানরা খুব খাতির যত্ন করে কপিগুলো আমার কাছ থেকে কিনে নিল। এরপর কুরআনের বেলায়ও আমি তাই করলাম। এরও তিনটি কপি সুন্দরভাবে লিপিবদ্ধ করলাম এবং নিজের পক্ষ থেকে কম-বেশ করে দিলাম। এগুলো নিয়ে যখন বিক্রয়ার্থে বের হলাম, তখন যে-ই দেখল, সেই-ই প্রথমে আমার লেখা কপিটি নির্ভুল কি না, যাচাই করে দেখল। অতঃপর বেশ-কম দেখে কপিগুলো ফেরত দিয়ে দিল।

এ ঘটনা দেখে আমি এ শিক্ষাই গ্রহণ করলাম যে, গ্রন্থটি হুবহু সংরক্ষিত আছে এবং আল্লাহ তা'আলা নিজেই এর সংরক্ষণ করেছেন। এরপর আমি মুসলমান হয়ে গেলাম। এ ঘটনার বর্ণনাকারী কাযী ইয়াহইয়া ইবনে আকতাম বলেন : ঘটনাক্রমে সে বছরই আমার হজ্জব্রত পালন করার সৌভাগ্য হয়। সেখানে প্রখ্যাত আলেম সুফিয়ান ইবনে ওয়াইনার সাথে সাক্ষাৎ হলে ঘটনাটি তাঁর কাছে ব্যক্ত করলাম। তিনি বললেন : নিঃসন্দেহে এরূপ হওয়াই বিধেয়। কারণ, কুরআন পাকে এ সত্যের সমর্থন বিদ্যমান রয়েছে। ইয়াহইয়া ইবনে আকতাম জিজ্ঞেস করলেন : কুরআনের কোন আয়াতে আছে? সুফিয়ান বললেন : কুরআন পাক যেখানে তওরাত ও ইঞ্জিলের আলোচনা করেছে, সেখানে বলেছে : بِمَا اسْتُحْفِظُوا مِنْ كِتَابِ اللَّهِ ইহুদি ও খ্রিস্টানদেরকে আল্লাহর গ্রন্থ তওরাত ও ইঞ্জিলের হেফাজতের দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে। এ কারণেই যখন ইহুদি ও খ্রিস্টানরা হেফাজতের কর্তব্য পালন করেনি, তখন এ গ্রন্থদ্বয় বিকৃত ও পরিবর্তিত হয়ে বিনষ্ট হয়ে গেছে। পক্ষান্তরে কুরআন পাক সম্পর্কে আল্লাহ তা'আলা বলেন : وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ -অর্থাৎ, আমিই এর সংরক্ষক। আল্লাহ তা'আলা স্বয়ং এর হেফাজত করার কারণে শত্রুরা হাজারো চেষ্টা সত্ত্বেও এর একটি নুক্তা এবং যের ও যবরে পার্থক্য আনতে পারেনি। রেসালাত আমলের পর আজ চৌদ্দশ' বছর অতীত হয়ে গেছে। ধর্মীয় ও ইসলামি ব্যাপারাদিতে মুসলমানদের ত্রুটি ও অমনোযোগিতা সত্ত্বেও কুরআন মুখস্থ করার ধারা বিশ্বের সর্বত্র পূর্বৎ অব্যাহত রয়েছে। প্রতি যুগেই লাখে লাখে বরং কোটি কোটি মুসলমান যুবক বৃদ্ধ এবং বালক ও বালিকা এমন বিদ্যমান থাকে যাদের বক্ষ-পাঁজরে আগাগোড়া কুরআন সংরক্ষিত রয়েছে। কোনো বড় থেকে বড় আলেমের সাধ্য নেই যে, এক অক্ষর ভুল পাঠ করে। তৎক্ষণাৎ বালক-বৃদ্ধ নির্বিশেষে অনেক লোক তার ভুল ধরে ফেলবে।

بُرُوْج শব্দটি بُرْج -এর বহুবচন। এটি বৃহৎ প্রাসাদ, দুর্গ ইত্যাদি অর্থে ব্যবহৃত হয়। মুজাহিদ, কাতাদাহ, আবূ সালেহ প্রমুখ তাফসীরবিদগণ এখানে بُرُوْج এর তাফসীরে 'বৃহৎ নক্ষত্র' উল্লেখ করেছেন। আয়াতে বলা হয়েছে যে, আমি আকাশে বৃহৎ নক্ষত্র সৃষ্টি করেছি। এখানে 'আকাশ' বলে আকাশের শূন্য পরিমণ্ডলকে বুঝানো হয়েছে,

https://e-ilm.weebly.com/

https://e-ilm.weebly.com/

উত্তর এই যে, উভয় বক্তব্যের মধ্যে কোনো বিরোধ নেই। মাটি থেকে উত্থিত বাষ্প প্রজ্জ্বলিত হওয়া এবং কোনো তারকা কিংবা গ্রহ থেকে জ্বলন্ত অঙ্গার পতিত হওয়া উভয়টিই সম্ভব। এমনটাও সম্ভবপর যে, সাধারণ রীতি অনুযায়ী এরূপ ঘটনা পূর্ব থেকেই অব্যাহত রয়েছে। কিন্তু রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর আবির্ভাবের পূর্বে এসব জ্বলন্ত অঙ্গার দ্বারা বিশেষ কোনো কাজ নেওয়া হতো না। তাঁর আবির্ভাবের পর যেসব শয়তান চুরি-চামারি করে ফেরেশতাদের কথাবার্তা শুনতে যায়, ওদেরকে বিতাড়িত করার কাজে এসব জ্বলন্ত অঙ্গার ব্যবহার করা হয়।

আল্লামা আলূসী (র.) তাঁর রুহুল মা'আনী গ্রন্থে এ ব্যাখ্যাই করেছেন। তিনি বর্ণান করেন, হাদীসবিদ যুহরীকে কেউ জিজ্ঞেস করল : রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর আবির্ভাবের পূর্বেও কি তারকা খসত? তিনি বললেন, হ্যাঁ। অতঃপর প্রশ্নকারী সূরা জিনের উল্লিখিত আয়াতটি এ তথ্যের বিপক্ষে পেশ করলে তিনি বললেন : উল্কা আগেও ছিল, কিন্তু রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর আবির্ভাবের পর যখন শয়তানদের উপর কঠোরতা আরোপ করা হলো, তখন থেকে উল্কা ওদেরকে বিতাড়নের কাজে ব্যবহৃত হয়ে আসছে।

সহীহ্ মুসলিমে আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা.)-এর রেওয়ায়েতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ সাহাবীদের এক সমাবেশে উপস্থিত ছিলেন। ইতিমধ্যে আকাশে তারকা খসে পড়ল। তিনি সাহাবীদেরকে জিজ্ঞেস করলেন : জাহেলিয়াত যুগে অর্থাৎ, ইসলাম পূর্বকালে তোমরা তারকা খসে যাওয়াকে কি মনে করতে? তাঁরা বললেন : আমরা মনে করতাম যে, বিশ্বে কোনো বড় ধরনের অঘটন ঘটবে অথবা কোনো মহান ব্যক্তি মৃত্যুবরণ কিংবা জন্মগ্রহণ করবেন। তিনি বললেন? এটা অর্থহীন ধারণা। কারো জন্মমৃত্যুর সাথে এর কোনো সম্পর্ক নেই। এসব জ্বলন্ত অঙ্গার শয়তানদেরকে বিতাড়নের জন্য নিক্ষেপ করা হয়।

মোটকথা উল্কা সম্পর্কে বিজ্ঞানীদের বক্তব্যও কুরআনের পরিপন্থি নয়। পক্ষান্তরে এটাও অসম্ভব নয় যে, এসব জ্বলন্ত অঙ্গার সরাসরি কোনো তারকা থেকে খসে নিক্ষিপ্ত হয়। উভয় অবস্থাতে কুরআনের উদ্দেশ্য প্রমাণিত ও সুস্পষ্ট।

শব্দবিশ্লেষণ :

يَوَدُّ : সীগাহ- واحد مذكر غائب বহছ مضارع معروف বাব سَمِعَ মাসদার اَلْوَدُّ মূলবর্ণ (و ـ د ـ د) জিনস مضاعف ثلاثى অর্থ– পছন্দ করা। আকাঙ্ক্ষা করা। يَوَدُّ মূলত : يَوْدَدُ ছিল।

ذَرْهُمْ : সীগাহ واحد مذكر حاضر বহছ امر حاضر معروف বাব سَمِعَ মাসদার اَلْوَذْرُ মূলবর্ণ (و ـ ذ ـ ر) জিনস مثال واوى অর্থ– ছেড়ে দেওয়া।

شِيَعٌ : এটি شِيْعَةٌ এর বহুবচন। অর্থ– জামাত, দল।

يَسْتَهْزِئُ : সীগাহ واحد مذكر غائب বহছ مضارع معروف বাব اِسْتِفْعَالٌ মাসদার اَلْاِسْتِهْزَاءُ মূলবর্ণ (ه ـ ز ـ ء) জিনস مهموزلام অর্থ– হাসি-বিদ্রূপ করা।

خَلَتْ : সীগাহ واحد مؤنث غائب বহছ ماضى معروف বাব نَصَرَ মাসদার اَلْخَلْوُ মূলবর্ণ (خ ـ ل ـ و) জিনস ناقص واوى অর্থ– অতিবাহিত হওয়া। মাসদার اَلْخَلَاءُ ও আসে। বাব نَصَرَ অর্থ– একা হওয়া।

سَكِّرَتْ : সীগাহ واحد مؤنث غائب বহছ ماضى معروف মাসদার اَلتَّسْكِيْرُ বাব تَفْعِيْل মূলবর্ণ (س ـ ك ـ ر) জিনস صحيح অর্থ– দৃষ্টি নিবন্ধ করা।

مَسْحُوْرُوْنَ : সীগাহ جمع مذكر বহছ اسم مفعول বাব فَتَحَ মাসদার اَلسِّحْرُ মূলবর্ণ (س ـ ح ـ ر) জিনস صحيح অর্থ– জাদু করা, ধোঁকা দেওয়া, অভাবী ও অসুস্থ করে দেওয়া।

زَيَّنَّهَا : সীগাহ جمع متكلم বহছ ماضى معروف বাব اَلتَّفْعِيْل মাসদার اَلتَّزْيِيْنُ মূলবর্ণ (ز ـ ى ـ ن) জিনস اجوف يائى অর্থ– সুসজ্জিত করা, সৌন্দর্য দেওয়া। هَا যমীর واحد مؤنث মাফউল।

https://e-ilm.weebly.com/

وَالْأَرْضَ مَدَدْنَاهَا وَأَلْقَيْنَا فِيهَا رَوَاسِيَ وَأَنْبَتْنَا فِيهَا مِنْ كُلِّ شَيْءٍ مَوْزُونٍ (١٩)

১৯. আর আমি ভূপৃষ্ঠকে বিস্তৃত করেছি এবং তাতে ভারি ভারি পর্বতসমূহ স্থাপন করেছি এবং তাতে সর্বপ্রকার বস্তু এক নির্দিষ্ট পরিমাণে উৎপাদন করেছি।

وَجَعَلْنَا لَكُمْ فِيهَا مَعَايِشَ وَمَنْ لَسْتُمْ لَهُ بِرَازِقِينَ (٢٠)

২০. আর আমি তাতে তোমাদের জন্য জীবিকার উপকরণ প্রস্তুত করেছি এবং তাদেরকেও জীবিকা দান করেছি যাদেরকে তোমরা জীবিকা দাও না।

وَإِنْ مِنْ شَيْءٍ إِلَّا عِنْدَنَا خَزَائِنُهُ ۚ وَمَا نُنَزِّلُهُ إِلَّا بِقَدَرٍ مَعْلُومٍ (٢١)

২১. আর [জীবিকা উপযোগী] যত বস্তু আছে তার ভাণ্ডার সমস্তই আমার নিকট রয়েছে এবং আমি তা এক নির্ধারিত পরিমাণে নাজিল করে থাকি।

وَأَرْسَلْنَا الرِّيَاحَ لَوَاقِحَ فَأَنْزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَسْقَيْنَاكُمُوهُ وَمَا أَنْتُمْ لَهُ بِخَازِنِينَ (٢٢)

২২. আর আমিই বায়ুসমূহকে প্রেরণ করি যা মেঘমালাকে পানিতে পূর্ণ করে দেয়, অতঃপর আমিই আসমান হতে বারি বর্ষণ করে থাকি, অনন্তর সে পানি তোমাদেরকে পান করতে দেই এবং তোমরা এত পানি জমিয়ে রাখতে পারতে না।

وَإِنَّا لَنَحْنُ نُحْيِي وَنُمِيتُ وَنَحْنُ الْوَارِثُونَ (٢٣)

২৩. আর আমিই জীবন দান করি ও মৃত্যু দান করি এবং আমিই চূড়ান্ত মালিকানার অধিকারী।

وَلَقَدْ عَلِمْنَا الْمُسْتَقْدِمِينَ مِنْكُمْ وَلَقَدْ عَلِمْنَا الْمُسْتَأْخِرِينَ (٢٤)

২৪. আর আমি তোমাদের পূর্ববর্তীদেরকেও জানি এবং তোমাদের পরবর্তীদেরকেও জানি।

শাব্দিক অনুবাদ :

১৯. وَالْأَرْضَ مَدَدْنٰهَا আর আমি ভূপৃষ্ঠকে বিস্তৃত করেছি وَأَلْقَيْنَا فِيهَا رَوَاسِيَ এবং তাতে ভারি ভারি পর্বতসমূহ স্থাপন করেছি وَأَنْبَتْنَا فِيهَا এবং তাতে উৎপাদন করেছি مِنْ كُلِّ شَيْءٍ সর্বপ্রকার বস্তু مَوْزُونٍ এক নির্দিষ্ট পরিমাণে।

২০. وَجَعَلْنَا لَكُمْ فِيهَا আর আমি তাতে তোমাদের জন্য প্রস্তুত করেছি مَعَايِشَ জীবিকার উপকরণ وَمَنْ لَسْتُمْ لَهُ بِرٰزِقِينَ এবং তাদেরকেও জীবিকা দান করেছি যাদেরকে তোমরা জীবিকা দাও না।

২১. وَإِنْ مِنْ شَيْءٍ আর (জীবিকার উপযোগী) যত বস্তু আছে إِلَّا عِنْدَنَا خَزَائِنُهُ তার ভাণ্ডার সমস্তই আমার নিকট রয়েছে وَمَا نُنَزِّلُهُ إِلَّا بِقَدَرٍ مَعْلُومٍ এবং আমি তা এক নির্ধারিত পরিমাণে নাজিল করে থাকি।

২২. وَأَرْسَلْنَا الرِّيٰحَ আর আমিই বায়ুকে প্রেরণ করি لَوَاقِحَ যা মেঘ মালাকে পানিতে পূর্ণ করে দেয় فَأَنْزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً অতঃপর আমিই আসমান হতে বারি বর্ষণ করে থাকি فَأَسْقَيْنٰكُمُوهُ অন্তর সেই পানি তোমাদেরকে পান করতে দেই وَمَا أَنْتُمْ لَهُ بِخٰزِنِينَ এবং তোমরা এত পানি জমিয়ে রাখতে পারতে না।

২৩. وَإِنَّا لَنَحْنُ نُحْيِي আর আমিই জীবন দান করি وَنُمِيتُ ও মৃত্যু দান করি وَنَحْنُ الْوٰرِثُونَ এবং আমিই চূড়ান্ত মালিকানার অধিকারী।

২৪. وَلَقَدْ عَلِمْنَا আর আমি জানি الْمُسْتَقْدِمِينَ مِنْكُمْ তোমাদের পূর্ববর্তীদেরকে وَلَقَدْ عَلِمْنَا الْمُسْتَأْخِرِينَ এবং তোমাদের পরবর্তীদেরকেও জানি।

https://e-ilm.weebly.com/

২৫. এবং নিশ্চয় আপনার প্রভুই এদের সকলকে [কিয়ামতে] একত্র করবেন; নিশ্চয় তিনি হেকমতওয়ালা, মহাজ্ঞানী।	وَاِنَّ رَبَّكَ هُوَ يَحْشُرُهُمْ ۚ اِنَّهٗ حَكِيْمٌ عَلِيْمٌ (٢٥)
২৬. এবং নিশ্চয় আমি মানবকে খনখনে মাটি দ্বারা– যা পচা কাদা হতে তৈরি– সৃষ্টি করেছি।	وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْاِنْسَانَ مِنْ صَلْصَالٍ مِّنْ حَمَاٍ مَّسْنُوْنٍ (٢٦)
২৭. এবং তার [অর্থাৎ আদমের] পূর্বে জিনকে সৃষ্টি করেছিলাম আগুন হতে, যা উত্তপ্ত বায়ু ছিল।	وَالْجَآنَّ خَلَقْنٰهُ مِنْ قَبْلُ مِنْ نَّارِ السَّمُوْمِ (٢٧)
২৮. আর সে সময়টি স্মরণীয়, যখন আপনার পরওয়ারদেগার ফেরেশতাদেরকে বললেন, আমি মানবকে খনখনে মাটি দ্বারা – যা পচা কাদা হতে গঠিত হবে– সৃষ্টি করতে চাচ্ছি।	وَاِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلٰٓئِكَةِ اِنِّيْ خَالِقٌۢ بَشَرًا مِّنْ صَلْصَالٍ مِّنْ حَمَاٍ مَّسْنُوْنٍ (٢٨)
২৯. অতএব, যখন আমি তাকে পূর্ণরূপে গড়ে তুলব এবং তাতে নিজের [পক্ষ হতে] প্রাণ সঞ্চার করব, তখন তোমরা সকলে তার সম্মুখে সেজদায় পড়ে যাবে।	فَاِذَا سَوَّيْتُهٗ وَنَفَخْتُ فِيْهِ مِنْ رُّوْحِيْ فَقَعُوْا لَهٗ سٰجِدِيْنَ (٢٩)
৩০. অনন্তর ফেরেশতারা সকলেই [হযরত আদম (আ.)-কে] সেজদা করল।	فَسَجَدَ الْمَلٰٓئِكَةُ كُلُّهُمْ اَجْمَعُوْنَ (٣٠)

শাব্দিক অনুবাদ :

২৫. وَاِنَّ رَبَّكَ এবং নিশ্চয় আপনার প্রভুই هُوَ يَحْشُرُهُمْ এদের সকলকে (কিয়ামতে) একত্রিত করবেন اِنَّهٗ حَكِيْمٌ عَلِيْمٌ নিশ্চয় তিনি হেকমত ওয়ালা, মহাজ্ঞানী।

২৬. وَلَقَدْ خَلَقْنَا এবং নিশ্চয় আমি সৃষ্টি করেছি الْاِنْسَانَ মানবকে مِنْ صَلْصَالٍ খনখনে মাটি দ্বারা مِّنْ حَمَاٍ مَّسْنُوْنٍ যা পঁচা কাদা হতে তৈরি।

২৭. وَالْجَآنَّ خَلَقْنٰهُ مِنْ قَبْلُ এবং তার পূর্বে জিনকে সৃষ্টি করেছিলাম مِنْ نَّارِ السَّمُوْمِ আগুন হতে যা উত্তপ্ত বায়ু ছিল।

২৮. وَاِذْ قَالَ رَبُّكَ আর ঐ সময়টি স্মরণ যোগ্য যখন আপনার পরওয়ারদেগার বললেন لِلْمَلٰٓئِكَةِ ফেরেশতাদেরকে اِنِّيْ خَالِقٌۢ بَشَرًا আমি মানবকে সৃষ্টি করতে চাচ্ছি مِنْ صَلْصَالٍ খনখনে মাটি দ্বারা مِّنْ حَمَاٍ مَّسْنُوْنٍ যা পঁচা কাদা হতে গঠিত হবে।

২৯. فَاِذَا سَوَّيْتُهٗ অতএব, যখন আমি তাকে পূর্ণরূপে গড়ে তুলব وَنَفَخْتُ فِيْهِ مِنْ رُّوْحِيْ এবং তাতে নিজের (পক্ষ থেকে) প্রাণ প্রবিষ্ট করে দিব فَقَعُوْا لَهٗ سٰجِدِيْنَ তখন তোমরা সকলে তার সম্মুখে সেজদায় পড়ে যাবে।

৩০. فَسَجَدَ অনন্তর সেজদা করল الْمَلٰٓئِكَةُ ফেরেশতাগণ كُلُّهُمْ اَجْمَعُوْنَ সকলেই।

https://e-ilm.weebly.com/

৩১. ইবলীস ব্যতীত; সে একথা কবুল করল না যে, সেজদাকারীদের সাথে শামিল হয়।	إِلَّآ إِبْلِيسَ ۚ أَبَىٰٓ أَن يَكُونَ مَعَ ٱلسَّٰجِدِينَ (٣١)
৩২. আল্লাহ বললেন, হে ইবলীস! তোমার জন্য কি কারণ দেখা দিল যে, তুমি সেজদাকারীদের দলভুক্ত হলে না?	قَالَ يَٰٓإِبْلِيسُ مَا لَكَ أَلَّا تَكُونَ مَعَ ٱلسَّٰجِدِينَ (٣٢)
৩৩. সে বলতে লাগল, আমি এমন নই যে, মানবকে সেজদা করব, যা আপনি খনখনে মাটি দ্বারা– যা পচা কাদা হতে গঠিত– সৃষ্টি করেছেন।	قَالَ لَمْ أَكُن لِّأَسْجُدَ لِبَشَرٍ خَلَقْتَهُۥ مِن صَلْصَٰلٍ مِّنْ حَمَإٍ مَّسْنُونٍ (٣٣)

শাব্দিক অনুবাদ :

৩১. إِلَّآ إِبْلِيسَ ইবলীস ব্যতীত أَبَىٰٓ সে একথা কবুল করল না যে أَن يَكُونَ مَعَ ٱلسَّٰجِدِينَ সেজদাকারীদের সাথে শামিল হয়।

৩২. قَالَ আল্লাহ বললেন يَٰٓإِبْلِيسُ হে ইবলীস مَا لَكَ তোমার জন্য কি কারণ দেখা দিল যে أَلَّا تَكُونَ مَعَ ٱلسَّٰجِدِينَ তুমি সেজদাকারীদের দলভুক্ত হলে না।

৩৩. قَالَ সে বলতে লাগল لَمْ أَكُن আমি এমন নই যে لِّأَسْجُدَ لِبَشَرٍ মানবকে সেজদা করব خَلَقْتَهُۥ যাকে আপনি সৃষ্টি করেছেন مِن صَلْصَٰلٍ খনখনে মাটি দ্বারা مِّنْ حَمَإٍ مَّسْنُونٍ যা পচা কাদা হতে গঠিত।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

وَلَقَدْ عَلِمْنَا الْمُسْتَقْدِمِيْنَ مِنْكُمْ وَلَقَدْ عَلِمْنَا الْمُسْتَأْخِرِيْنَ.

শানে নুযূল : মুজাহিদ, ইকরিমা বর্ণনা করেন এবং তিরমিযি, নাসায়ী, হাকেম, ইবনে হাব্বান, হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) এর বরাত দিয়ে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন যে, রাসূল (সা.) এর পিছনে একজন সুন্দরী সুশ্রী মহিলা নামাজ আদায় করত। ফলে কোনো কোনো সাহাবায়ে কেরাম সামনে এগিয়ে গেলেন, যাতে তার প্রতি দৃষ্টি নিপতিত না হয়। আবার কেউ পিছনে নেমে এলেন, যাতে তার প্রতি তাকানো যায়। তাদের মধ্যে অগ্রে এবং পিছনে নেমে এসেছিলেন কেন, অগ্রে গিয়েছিলেন কি উদ্দেশ্য নিয়ে, আল্লাহ তা'আলা এ সব কিছুই জানেন। সে সম্পর্কে আল্লাহ তা'আলা আলোচ্য আয়াত নাজিল করেন।

হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) থেকে হাকিম বর্ণনা করেন যে, নামাজের প্রথম সারি ও পরবর্তী সারি সম্পর্কে আল্লাহ তা'আলা জানেন। আওযাঈ (র.) বলেন, প্রথম ওয়াক্ত ও শেষ ওয়াক্ত নামাজ আদায়কারীদের সম্পর্কে আল্লাহ তা'আলা আলোচ্য আয়াত নাজিল করেন। –(জালালাইন : ২১২)

مِنْ كُلِّ شَيْءٍ مَّوْزُوْنٍ এর এক অর্থ অনুবাদে নেওয়া হয়েছে, অর্থাৎ রহস্যের তাকিদ অনুযায়ী প্রত্যেক উৎপন্ন বস্তুর একটি নির্দিষ্ট পরিমাণ উৎপাদন করেছেন। এরকম না হলে জীবন-ধারণ কঠিন হয়ে যেত এবং বেশি হলেও নানা অসুবিধা দেখা দিত। মানবিক প্রয়োজনের তুলনায় গম, চাউল ইত্যাদি এবং উৎকৃষ্টতর ফল-মূল যদি এত বেশি উৎপন্ন হয়, যা মানুষ ও জন্তুদের খাওয়ার পরও অনেক উদ্বৃত হয়, তবে পচা ছাড়া উপায় কি? এগুলো রাখাও কঠিন হবে এবং ফেলে দেওয়ারও জায়গা থাকবে না।

https://e-ilm.weebly.com/

এ থেকে জানা গেল যে, যেসব শস্য ও ফল-মূলের উপর মানুষের জীবন নির্ভরশীল সেগুলোকে এত অধিক পরিমাণে উৎপন্ন করার শক্তিও আল্লাহ তা'আলার ছিল যে, প্রত্যেকেই সর্বত্র সেগুলো বিনামূল্যে পেয়ে যেত এবং অবাধে ব্যবহার করার পরও বিরাট উদ্বৃত্ত ভাণ্ডার পড়ে থাকত। কিন্তু এটা মানুষের জন্য একটা বিপদ হয়ে যেত। তাই একটি বিশেষ পরিমাণে এগুলো নাজিল করা হয়েছে, যাতে তার মান ও মূল্য বজায় থাকে এবং অনাবশ্যক উদ্বৃত্ত না হয়।

مِنْ كُلِّ شَيْءٍ مَّوْزُوْنٍ-এর এক অর্থ এরূপও হতে পারে যে, সব উৎপন্ন বস্তুকে আল্লাহ তা'আলা একটি বিশেষ সমন্বয় ও সামঞ্জস্যের মধ্যে উৎপন্ন করেছেন : ফলে তাতে সৌন্দর্য ও চিত্তাকর্ষণ সৃষ্টি হয়েছে। বিভিন্ন বৃক্ষের কাণ্ড, শাখা, পাতা, ফুল ও ফলকে বিভিন্ন আকার, বিভিন্ন রঙ ও স্বাদ নিয়ে সৃষ্টি করা হয়েছে, যার সমন্বয় ও সুন্দর দৃশ্য মানুষ উপভোগ করে বটে, কিন্তু এগুলোর বিস্তারিত রহস্য হৃদয়ঙ্গম করা তাদের সাধ্যাতীত ব্যাপার।

وَاَرْسَلْنَا الرِّيٰحَ থেকে وَمَا اَنْتُمْ لَهٗ بِخٰزِنِيْنَ পর্যন্ত আল্লাহর কুদরতের ঐ বিজ্ঞানভিত্তিক ব্যবস্থার প্রতি ইঙ্গিত রয়েছে, যার সাহায্যে ভূ-পৃষ্ঠে বসবাসকারী প্রত্যেক মানুষ, জীব-জন্তু, পশু-পক্ষী ও হিংস্র জন্তুর জন্য প্রয়োজন মাফিক পানি সরবরাহের নিশ্চয়তা বিধান করা হয়েছে। এর ফলে প্রত্যেক ব্যক্তি সর্বত্র, সর্বাবস্থায় প্রয়োজন অনুযায়ী পান, গোসল, ধৌতকরণ এবং ক্ষেত ও উদ্যান সেচের জন্য বিনামূল্যে পানি পেয়ে যায়। কূপ খনন ও পাইপ সংযোজনে কারো কিছু ব্যয় হলে তা সুবিধা অর্জনের মূল্য বৈ নয়। এক ফোঁটা পানির মূল্য পরিশোধ করার ক্ষমতা কারো নেই এবং কারো কাছে তা দাবিও করা হয় না।

আলোচ্য আয়াতে প্রথমে বলা হয়েছে যে, আল্লাহর কুদরত কিভাবে সমুদ্রের পানিকে ভূ-পৃষ্ঠে সর্বত্র পৌছানোর অভিনব ব্যবস্থা সম্পন্ন করেছে। তিনি সমুদ্রে বাষ্প সৃষ্টি করেছেন। বাষ্প বৃষ্টির উপকরণ (মৌসুমী বায়ু) সৃষ্টি হয়েছে এবং উপরে বায়ু প্রবাহিত করে একে পহাড়সম মেঘমালার পানি ভর্তি জাহাজে পরিণত করেছেন। অতঃপর এসব পানিভর্তি উড়ো জাহাজকে পৃথিবীর সর্বত্র যেখানে দরকার পৌছে দিয়েছেন। এরপর আল্লাহর পক্ষ থেকে সেখানে যতটুকু পানি দেওয়ার আদেশ হয়েছে, এই স্বয়ংক্রিয় উড়ন্ত মেঘমালা সেখানে সে পরিমাণে পানি বর্ষণ করেছে।

এভাবে সমুদ্রের পানি পৃথিবীর আনাচে-কানাচে বসবাসকারী মানুষ ও জীব-জন্তু ঘরে বসেই পেয়ে যায়। এ ব্যবস্থায় পানির স্বাদ ও অন্যান্য গুণাগণের মধ্যে অভিনব পরিবর্তন সৃষ্টি করা হয়। কেননা সমুদ্রের পানিকে আল্লাহ তা'আলা এমন লবণাক্ত করেছেন যে, তা থেকে হাজার হাজার টন লবণ উৎপন্ন হয়। এর রহস্য এই যে, পৃথিবীর বিরাট জলভাগে কোটি কোটি প্রকার জীব-জন্তু বাস করে। এরা পানিতেই মরে এবং পানিতেই পচে, গলে। এছাড়া সমগ্র স্থলভাগের ময়লা ও আবর্জনাযুক্ত পানি অবশেষে সমুদ্রের পানিতেই গিয়ে মিশে। এমতাবস্থায় সমুদ্রের পানি মিঠা হলে তা একদিনেই পচে যেত এবং এর উৎকট দুর্গন্ধে স্থলভাগে বসবাসকারীদের স্বাস্থ্য ও জীবন রক্ষাই দুষ্কর হয়ে যেত। তাই আল্লাহ তা'আলা এই পানিকে এমন এসিডযুক্ত লোনা করে দিয়েছেন যে, সারা বিশ্বের আবর্জনা এখানে পৌছে ভস্ম ও নিশ্চিহ্ন হয়ে যায়। মোটকথা, বর্ণিত রহস্যের ভিত্তিতে সমুদ্রের পানিকে লোনা বরং ক্ষারযুক্ত করা হয়েছে, যা পানও করা যায় না এবং পান করলেও পিপাসা নিবৃত্ত হয় না। আল্লাহর ব্যবস্থাধীনে মেঘমালার আকারে পানির যেসব উড়ো জাহাজ তৈরি হয়, এগুলো শুধু সামুদ্রিক পানির ভাণ্ডারই নয়, বরং মৌসুমী বায়ু উত্থিত হওয়ার সময় থেকে নিয়ে ভূ-পৃষ্ঠে বর্ষিত হওয়ার সময় পর্যন্ত এগুলোতে বাহ্যিক যন্ত্রপাতি ছাড়াই এমন বৈপ্লবিক পরিবর্তন আসে যে, লবণাক্ততা দূরীভূত হয়ে তা মিঠা পানিতে রূপান্তরিত হয়ে যায়। সূরা মুরসালাতে এ দিকে ইঙ্গিত আছে। وَاَسْقَيْنٰكُمْ مَّآءً فُرَاتًا-এখানে فُرَاتٌ শব্দের অর্থ এমন মিঠা পানি যা দ্বারা পিপাসা নিবৃত্ত হয়। অর্থ এই যে, আমি মেঘমালার প্রাকৃতিক যন্ত্রপাতি অতিক্রম করিয়ে সমুদ্রের লোনা ও ক্ষারযুক্ত পানিকে তোমাদের পান করার জন্য মিঠা করে দিয়েছি।

https://e-ilm.weebly.com/

সৎকাজে এগিয়ে যাওয়া পিছিয়ে থাকার মধ্যে মর্তবার পার্থক্য :

وَلَقَدْ عَلِمْنَا الْمُسْتَقْدِمِيْنَ مِنْكُمْ وَلَقَدْ عَلِمْنَا الْمُسْتَاخِرِيْنَ-এখানে সাহাবী ও তাবেয়ী তফসীরবিদদের পক্ষ থেকে مُسْتَقْدِمِيْنَ (অগ্রগামী দল) ও مُسْتَاخِرِيْنَ (পশ্চাদগামী দল)-এর তাফসীর সম্পর্কে বিভিন্ন উক্তি বর্ণিত রয়েছে। কাতাদাহ ও ইকরিমা বলেন : যারা এ পর্যন্ত জন্মগ্রহণ করেনি, তারা পশ্চাদগামী। হযরত ইবনে আব্বাস ও যাহহাক বলেন : যারা মরে গেছে, তারা অগ্রগামী এবং যারা জীবিত আছে, তারা পশ্চাদগামী। মুজাহিদ বলেন : পূর্ববর্তী উম্মতের লোকেরা অগ্রগামী এবং উম্মতে মুহাম্মদী পশ্চাদগামী। হাসান ও কাতাদাহ বলেন : ইবাদতকারী ও সৎকর্মশীলরা অগ্রগামী গোনাহগাররা পশ্চাদগামী। হাসান বসরী, সাঈদ ইবনে মুসাইয়্যিব, কুরতুবী, শা'বী প্রমুখ তাফসীরবিদের মতে যারা নামাজের কাতারে অথবা জেহাদের সারিতে এবং অন্যান্য সৎকাজে এগয়ে থাকে, তারা অগ্রগামী এবং যারা এসব কাজে পিছনে থাকে এবং দেরি করে, তারা পশ্চাদগামী। বলাবাহুল্য, এসব উক্তির মধ্যে মৌলিক কোনো বিরোধ নেই। সবগুলোর সমন্বয় সাধন করা সম্ভবপর। কেননা আল্লাহ তা'আলার সর্বব্যাপী জ্ঞান উল্লিখিত সর্বপ্রকার অগ্রগামী ও পশ্চাদগামীতে পরিব্যাপ্ত।

কুরতুবী স্বীয় তাফসীর গ্রন্থে বলেন : এ আয়াত থেকে নামাজের প্রথম কাতারে এবং আউয়াল ওয়াক্তে নামাজ পড়ার শ্রেষ্ঠত্ব প্রমাণিত হয়। রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন : যদি লোকেরা জানত যে, আজান দেওয়া ও নামাজের প্রথম কাতারে দাঁড়ানোর ফজিলত কতটুকু, তবে সবাই প্রথম কাতারে দাঁড়াতে সচেষ্ট হতো এবং প্রথম কাতারে সবার স্থান সংকুলান না হলে লটারীযোগে স্থান নির্ধারণ করতে হতো।

কুরতুবী এতদসঙ্গে হযরত কা'বের উক্তিও বর্ণনা করেছেন যে, এ উম্মতের মধ্যে এমন মহাপুরুষও আছে, যারা সেজদায় গেলে পিছনের সবার গোনাহ মাফ হয়ে যায়। এ জন্যই হযরত কা'ব পিছনের কাতারে থাকা পছন্দ করতেন যে, সম্ভবত : প্রথম কাতারসমূহে আল্লাহর কোনো এমন নেক বান্দা থাকতে পারে, যার বরকতে আমার মাগফেরাত হয়ে যেতে পারে।

বাহ্যত প্রথম কাতারেই ফজিলত নিহিত, যেমন কুরআন ও হাদীস থেকে প্রমাণিত হয়েছে, কিন্তু যে ব্যক্তি কোনো কারণে প্রথম কাতারে স্থান না পায়, সেও এদিক দিয়ে এক প্রকার শ্রেষ্ঠত্ব অর্জন করবে যে, প্রথম কাতারের কোনো নেক বান্দার বরকতে তারও মাগফিরাত হয়ে যেতে পারে। উল্লিখিত আয়াতে যেমন নামাজের প্রথম কাতারের শ্রেষ্ঠত্ব প্রমাণিত হয়েছে, তেমনি জিহাদের প্রথম কাতারের শ্রেষ্ঠত্ব প্রমাণিত হয়েছে।

মানবদেহে আত্মা সঞ্চারিত করা এবং তাকে ফেরেশতাদের সেজদাযোগ্য করা সম্পর্কে সংক্ষিপ্ত আলোচনা :

রূহ (আত্মা) কোনো যৌগিক, না মৌলিক পদার্থ-এ সম্পর্কে পণ্ডিত ও দার্শনিকদের মধ্যে প্রাচীনকাল থেকেই মতভেদ চলে আসছে। শায়খ আব্দুর রউফ মানাভী (র.) বলেন : এ সম্পর্কে দার্শনিকদের বিভিন্ন উক্তির সংখ্যা এক হাজার পর্যন্ত পৌঁছেছে, কিন্তু এগুলোর সবই অনুমানভিত্তিক; কোনটিকেই নিশ্চিত বলা যায় না। ইমাম গাযালী, ইমাম রাযী (র.) এবং অধিক সংখ্যক সুফী ও দার্শিনিকদের উক্তি এই যে, রূহ কোনো যৌগিক পদার্থ নয়, বরং একটি সূক্ষ্ম মৌলিক পদার্থ। ইমাম রাযী (র.) এ মতের পক্ষে বারটি প্রমাণ উপস্থাপন করেছেন।

কিন্তু মুসলিম সম্প্রদায়ের অধিকাংশ আলেমের মতে রূপ একটি সূক্ষ্ম দেহবিশিষ্ট বস্তু। نَفْخٌ শব্দের অর্থ ফুঁক দেওয়া অথবা সঞ্চার করা। উপরিউক্ত উক্তি অনুযায়ী রূহ যদি দেহবিশিষ্ট কোনো বস্তু হয়ে থাকে, তবে সেটা ফুকে দেওয়ার অনুকূল। তাই যদি রূহকে সূক্ষ্ম পদার্থ মেনে নেওয়া হয়, তবে ফুকার অর্থ হবে দেহের সাথে তার সম্পর্ক স্থাপন করা। -(বয়ানুল-কুরআন)

https://e-ilm.weebly.com/

কাজী সানাউল্লা পানিপথী (র.) তফসীরে মাযহারীতে লিখেছেন : রূহ দুই প্রকার-স্বর্গজাত ও মর্ত্যজাত। স্বর্গজাত রূহ আল্লাহ তা'আলার একটি একক সৃষ্টি। এর স্বরূপ দুর্জ্ঞেয়। অন্তর্দৃষ্টিসম্পন্ন মনীষীগণ এর আসল স্থান আরশের উপরে দেখতে পান। কেননা এটা আরশের চাইতেও সূক্ষ্ম! স্বর্গজাত রূহ অন্তদৃষ্টিতে উপর-নীচ পাঁচটি স্তরে অনুভব করা হয়। পাঁচটি স্তর এই : কলব, রূহ, সির, খফী, আখফা-এগুলো আদেশ-জগতের সূক্ষ্ম তত্ত্ব। এ আদেশ জগতের প্রতি কুরআনের قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي বলে ইঙ্গিত করা হয়েছে।

মর্ত্যজাত রূহ হচ্ছে ঐ সূক্ষ্ম বাষ্প, যা মানবদেহের চার উপাদান অগ্নি, পানি, মৃত্তিকা ও বায়ু থেকে উৎপন্ন। এই মর্ত্যজাত রূহকেই নফস বলা হয়।

আল্লাহ তা'আলা মর্ত্যজাত রূহকে যাকে নফস বলা হয় উপরিউক্ত স্বর্গজাত রূহের আয়নায় পরিণত করে দিয়েছেন। আয়নাকে সূর্যের বিপরীতে রাখলে যেমন অনেক দূরে অবস্থিত থাকা সত্ত্বেও তাতে সূর্যের ছবি প্রতিফলিত হয়, সূর্যকিরণে আয়নাও উজ্জ্বল হয় এবং তাতে সূর্যের উত্তাপও এসে যায়, যা কাপড়কে জ্বালিয়ে দিতে পারে, তেমনিভাবে স্বর্গজাত রূহের ছবি মর্ত্যজাত রূহের আয়নায় প্রতিফলিত হয়; যদিও তা মৌলিকত্বের কারণে অনেক উর্ধ্বে ও দূরত্বে অবস্থিত থাকে। প্রতিফলিত হয়ে স্বর্গজাত রূহের গুণাগুণ ও প্রতিক্রিয়া মর্ত্যজাত রূহের মধ্যে স্থানান্তরিত করে দেয়। নফসে সৃষ্ট এসব প্রতিক্রিয়াকেই আংশিক আত্মা বলা হয়।

মর্ত্যজাত রূহ তথা নফস স্বর্গজাত রূহ থেকে প্রাপ্ত গুণাগুণ ও প্রতিক্রিয়াসহ সর্বপ্রথম মানবদেহের হৃৎপিণ্ডের সাথে সম্পর্কযুক্ত হয়। এ সম্পর্কেরই নাম হায়াত ও জীবন। মর্ত্যজাত রূহের সম্পর্কের ফলে সর্বপ্রথম মনুষের হৃৎপিণ্ডে জীবন ও ঐ সব বোধশক্তি সৃষ্টি হয়, যেগুলোকে নফস স্বর্গজাত রূহ থেকে লাভ করে। মর্ত্যজাত রূহ সমগ্র দেহে বিস্তৃত সূক্ষ্ম শিরা-উপশিরায় সংক্রমিত হয়। এভাবে সে মানবদেহের প্রতিটি অংশে ছড়িয়ে পড়ে।

মানদেহের মর্ত্যজাত রূহের সংক্রমিত হওয়াকেই نَفْخِ رُوحٍ তথা আত্মা ফুঁকা বা আত্মা সঞ্চারিত করা বলে ব্যক্ত করা হয়েছে। কেননা এ সংক্রমণ কোনো বস্তুতে ফুঁক ভরার সাথে খুবই সামঞ্জস্যশীল।

আলোচ্য আয়াতে আল্লাহ তা'আলা রূহকে নিজের সাথে সম্বন্ধযুক্ত করে مِنْ رُّوحِي বলেছেন, যাতে সমগ্র সৃষ্টজীবের মধ্যে মানবাত্মার শ্রেষ্ঠত্ব ফুটে উঠে। কারণ মানবাত্মা উপকরণ ব্যতীত একমাত্র আল্লাহর আদেশেই সৃষ্ট হয়েছে। এছাড়া তার মধ্যে আল্লাহর নূর গ্রহণ করার এমন যোগ্যতা রয়েছে, যা মানুষ ছাড়া অন্য কোনো জীবের আত্মার মধ্যে নেই।

মানব সৃষ্টির মধ্যে মৃত্তিকাই প্রধান উপকরণ। এ জন্যই কুরআন পড়ে মানবসৃষ্টিকে মৃত্তিকার সাথে সর্ম্পকযুক্ত করা হয়েছে। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে মানব সৃষ্টির উপকরণ দশটি জিনিসের মধ্যে পরিব্যাপ্ত। তন্মধ্যে পাঁচটি সৃষ্টিজগতের এবং পাঁচটি আদেশ জগতের। সৃষ্টিজগতের চার উপদান আগুন, পানি, মাটি, বাতাস এবং পঞ্চম হচ্ছে এ চার থেকে সৃষ্ট সূক্ষ্ম বাষ্প যাকে মর্ত্যজাত রূহ বা নফস বলা হয়। আদেশজগতের পাঁচটি উপকরণ উপরে উল্লেখ করা হয়েছে। অর্থাৎ, কলব, রূহ, সির, খফী ও আখফা।

এ পরিব্যাপ্তির কারণে মানুষ আল্লাহর প্রতিনিধিত্বের যোগ্য সাব্যস্ত হয়েছে এবং মা'রেফতের নূর, ইশক ও মহব্বতের জ্বালা বহনের যোগ্য পাত্র বিবেচিত হয়েছে। এর ফলশ্রুতি হচ্ছে আল্লাহ তা'আলার আকৃতিমুক্ত সঙ্গ লাভ। রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন : اَلْمَرْءُ مَعَ مَنْ اَحَبَّ অর্থাৎ প্রত্যেক মানুষ তার সঙ্গ লাভ করবে, যাকে সে মহব্বত করে।

আল্লাহর দ্যুতির গ্রহণ ক্ষমতা এবং আল্লাহর সঙ্গলাভের কারণেই আল্লাহর রহস্য দাবি করেছে যে, মানুষকে ফেরেশতাগণ সেজদা করুক। আল্লাহ তা'আলা বলেন : فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ (তারা সবাই তার প্রতি সেজদায় অবনত হলো)।

https://e-ilm.weebly.com/

শব্দবিশ্লেষণ :

مَوْزُوْنٍ : সীগাহ واحد مذكر বহছ اسم مفعول মাসদার اَلْوَزْنُ ও اَلزِّنَةُ বাব ضَرَبَ মূলবর্ণ (و ـ ز ـ ن) জিনস مثال واوى অর্থ- পরিমাপ করা, অনুমান করা। اِتِّزَانٌ মাসদারও আসে بَاب اِفْتِعَالٌ থেকে। অর্থ- ওজন করা পরিমাণ করা।

خَزَائِنُهٗ : خَزَائِنُ মুযাফ। যমীর মুযাফ ইলাইহি। অর্থ- তার খাজনা। خَزِيْنَةٌ-এর বহুবচন।

لَوَاقِحَ : لَاقِحٌ-এর বহুবচন। আবার لَاقِحَةٌ ও একবচন আসে। অর্থ- মেঘ উত্তোলনকারী অর্থাৎ ঐ বাতাস যা পানিতে ভরপুর মেঘ চালিত করে।

نُحْيِ : সীগাহ جمع متكلم বহছ مضارع معروف বাব اِفْعَالٌ মাসদার اَلْاِحْيَاءُ মূলবর্ণ (ح ـ ى ـ ى) জিনস لفيف مقرون অর্থ- জীবন দেওয়া।

نُمِيْتُ : সীগাহ جمع متكلم বহছ مضارع معروف বাব اِفْعَالٌ মাসদার اَلْاِمَاتَةُ মূলবর্ণ (م ـ و ـ ت) জিনস اجوف واوى অর্থ- মারা, মৃত্যুবরণ করা।

مَسْنُوْنٌ : সীগাহ واحد مذكر বহছ اسم مفعول বাব نَصَرَ মাসদার اَلسَّنُّ মূলবর্ণ (س ـ ن ـ ن) জিনস مضاعف ثلاثى অর্থ- ধারালো করা, পরিবর্তন করা।

اَلسَّمُوْمُ : ইসম ও স্ত্রীলিঙ্গ, বহুবচন আসে سَمَائِمُ অর্থ- কিরণ, প্রবল উষ্ণবায়ু এমন হাওয়া যা বিষের মতো ক্রিয়া সৃষ্টি করে।

فَقَعُوْا : فاء আতফের হরফ। قَعُوْا সীগাহ جمع مذكر حاضر বহছ امر حاضر معروف বাব فَتَحَ মাসাদর اَلْوُقُوْعُ মূলবর্ণ (و ـ ق ـ ع) জিনস مثال واوى অর্থ- অস্তিত্বহীনকে অস্তিত্বে আনা, ঢলে পড়া। এখানে সর্বশেষ অর্থ- উদ্দেশ্য অর্থাৎ তোমরা ঢলে পড়। উদ্দেশ্য হলো, সেজদা করার মধ্যে দেরি না করা। (রাগেব র.) قَعُوْا মূলত : اِوْقَعُوْا ছিল। তালীল হয়ে قَعُوْا হয়েছে।

لَمْ اَكُنْ : সীগাহ واحد متكلم বহছ مضارع منفى بلم বাব نَصَرَ মাসদার اَلْكَوْنُ মূলবর্ণ (ك ـ و ـ ن) জিনস اجوف واوى অর্থ- হওয়া।

https://e-ilm.weebly.com/

৩৪. আদেশ হলো তুমি আসমান হতে বের হয়ে যাও, কেননা নিঃসন্দেহে তুমি বিতাড়িত হলে।	قَالَ فَاخْرُجْ مِنْهَا فَإِنَّكَ رَجِيمٌ (٣٤)
৩৫. এবং নিশ্চয় তোমার প্রতি লানত থাকবে কিয়ামত দিবস পর্যন্ত।	وَإِنَّ عَلَيْكَ اللَّعْنَةَ إِلَى يَوْمِ الدِّينِ (٣٥)
৩৬. [ইবলীস] বলল, হে প্রভু! তবে আমাকে [মৃত্যু হতে] অবকাশ দিন কিয়ামত দিবস পর্যন্ত।	قَالَ رَبِّ فَأَنْظِرْنِي إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ (٣٦)
৩৭. আদেশ হলো তবে তোমাকে অবকাশ দেওয়া গেল।	قَالَ فَإِنَّكَ مِنَ الْمُنْظَرِينَ (٣٧)
৩৮. নির্দিষ্ট সময়ের দিন পর্যন্ত।	إِلَى يَوْمِ الْوَقْتِ الْمَعْلُومِ (٣٨)
৩৯. (ইবলীস) বলল, হে প্রভু! যেহেতু আপনি আমাকে গোমরাহ করলেন আমি প্রতিজ্ঞা করছি যে, আমি পৃথিবীতে তাদের চক্ষে পাপকার্যসমূহকে অবশ্যই সুশোভন করে দেখাব এবং তাদের সকলকে পথভ্রষ্ট করব।	قَالَ رَبِّ بِمَا أَغْوَيْتَنِي لَأُزَيِّنَنَّ لَهُمْ فِي الْأَرْضِ وَلَأُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ (٣٩)
৪০. আপনার সে বান্দাগণ ব্যতীত যারা তন্মধ্যে বিশিষ্ট।	إِلَّا عِبَادَكَ مِنْهُمُ الْمُخْلَصِينَ (٤٠)
৪১. আল্লাহ বললেন হ্যাঁ, এটা একটি সোজা পথ যা আমার পর্যন্ত পৌঁছে।	قَالَ هَٰذَا صِرَاطٌ عَلَيَّ مُسْتَقِيمٌ (٤١)
৪২. বাস্তবিক আমার সে বান্দাদের উপর তোমার কিছুমাত্রও ক্ষমতা চলবে না; কিন্তু হ্যাঁ, বিপথগামীদের মধ্যে যারা তোমার অনুসরণ করে চলে।	إِنَّ عِبَادِي لَيْسَ لَكَ عَلَيْهِمْ سُلْطَانٌ إِلَّا مَنِ اتَّبَعَكَ مِنَ الْغَاوِينَ (٤٢)

শাব্দিক অনুবাদ :

৩৪. قَالَ আদেশ হলো فَاخْرُجْ مِنْهَا তুমি আসমান হতে বের হয়ে যাও فَإِنَّكَ رَجِيمٌ কেননা নিঃসন্দেহে তুমি বিতাড়িত হলে।

৩৫. وَإِنَّ عَلَيْكَ এবং নিশ্চয় তোমার প্রতি اللَّعْنَةَ লানত থাকবে إِلَى يَوْمِ الدِّينِ কিয়ামত দিবস পর্যন্ত।

৩৬. قَالَ (ইবলীস) বলল رَبِّ হে রব فَأَنْظِرْنِي তবে আমাকে (মৃত্যু হতে) অবকাশ দিন إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ কিয়ামত দিবস পর্যন্ত।

৩৭. قَالَ আদেশ হলো فَإِنَّكَ مِنَ الْمُنْظَرِينَ তবে তোমাকে অবকাশ দেওয়া গেল।

৩৮. إِلَى يَوْمِ الْوَقْتِ الْمَعْلُومِ নির্দিষ্ট সময়ের তারিখ পর্যন্ত।

৩৯. قَالَ ইবলীস বলল رَبِّ হে রব بِمَا أَغْوَيْتَنِي যেহেতু আপনি আমাকে গোমরাহ করলেন لَأُزَيِّنَنَّ لَهُمْ فِي الْأَرْضِ আমি প্রতিজ্ঞা করছি যে, আমি পৃথিবীতে তাদের চক্ষে পাপকার্যসমূহকে অবশ্যই সুশোভন করে দেখাব وَلَأُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ এবং তাদের সকলকে পথভ্রষ্ট করব।

৪০. إِلَّا عِبَادَكَ আপনার সে বান্দাগণ ব্যতীত مِنْهُمُ الْمُخْلَصِينَ যারা তন্মধ্যে বিশিষ্ট।

৪১. قَالَ আল্লাহ বললেন هَٰذَا হ্যাঁ এটা صِرَاطٌ عَلَيَّ مُسْتَقِيمٌ একটি সোজা পথ যা আমার পর্যন্ত পৌঁছে।

৪২. إِنَّ عِبَادِي বাস্তবিক আমার সে বান্দাদের উপর لَيْسَ لَكَ عَلَيْهِمْ سُلْطَانٌ তোমার কিছু মাত্র ক্ষমতা চলবে না إِلَّا কিন্তু হ্যাঁ مَنِ اتَّبَعَكَ مِنَ الْغَاوِينَ বিপথগামীদের মধ্যে যারা তোমর অনুসরণ করে চলে।

https://e-ilm.weebly.com/

৪৩. আর তাদের সকলের জন্য দোজখের প্রতিশ্রুতি রয়েছে।	وَاِنَّ جَهَنَّمَ لَمَوْعِدُهُمْ اَجْمَعِيْنَ (٤٣)
৪৪. যার সাতটি দরজা আছে; প্রত্যেকটি দরজার [মধ্য দিয়ে যাওয়ার] জন্য তাদের পৃথক পৃথক ভাগ রয়েছে।	لَهَا سَبْعَةُ اَبْوَابٍ ؕ لِكُلِّ بَابٍ مِّنْهُمْ جُزْءٌ مَّقْسُوْمٌ (٤٤)
৪৫. নিশ্চয় মুত্তাকী লোকগণ উদ্যানসমূহে এবং ঝরনাসমূহে থাকবে।	اِنَّ الْمُتَّقِيْنَ فِيْ جَنّٰتٍ وَّعُيُوْنٍ (٤٥)
৪৬. [এবং বলা হবে] তোমরা তাতে শান্তি ও নিরাপত্তার সাথে প্রবেশ কর।	اُدْخُلُوْهَا بِسَلٰمٍ اٰمِنِيْنَ (٤٦)
৪৭. আর [পৃথিবীতে] তাদের মনে যে বিদ্বেষ ছিল আমি তা দূর করে দিব, সকলেই ভাই ভাইরূপে উচ্চাসনসমূহে মুখোমুখি [হয়ে] বসবে।	وَنَزَعْنَا مَا فِيْ صُدُوْرِهِمْ مِّنْ غِلٍّ اِخْوَانًا عَلٰى سُرُرٍ مُّتَقٰبِلِيْنَ (٤٧)
৪৮. সেখানে তাদেরকে সামান্য কষ্টও স্পর্শ করবে না আর না তারা তথা হতে বহিষ্কৃত হবে।	لَا يَمَسُّهُمْ فِيْهَا نَصَبٌ وَّمَا هُمْ مِّنْهَا بِمُخْرَجِيْنَ (٤٨)
৪৯. আপনি আমার বান্দাদেরকে জানিয়ে দিন যে, আমি অত্যন্ত ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু।	نَبِّئْ عِبَادِيْۤ اَنِّيْۤ اَنَا الْغَفُوْرُ الرَّحِيْمُ (٤٩)

শাব্দিক অনুবাদ :

৪৩. وَاِنَّ جَهَنَّمَ আর দোজখের لَمَوْعِدُهُمْ প্রতিশ্রুতি রয়েছে اَجْمَعِيْنَ তাদের সকলের জন্য।

৪৪. لَهَا سَبْعَةُ اَبْوَابٍ যার সাতটি দরজা আছে لِكُلِّ بَابٍ প্রত্যেকটি দরজার (মধ্য দিয়ে যাওয়ার) জন্য مِّنْهُمْ جُزْءٌ مَّقْسُوْمٌ তাদের পৃথক পৃথক ভাগ রয়েছে।

৪৫. اِنَّ الْمُتَّقِيْنَ নিশ্চয় মুত্তাকী লোকগণ থাকবে فِيْ جَنّٰتٍ উদ্যান সমূহে وَّعُيُوْنٍ এবং ঝরনাসমূহে।

৪৬. اُدْخُلُوْهَا তোমরা তাতে প্রবেশ কর بِسَلٰمٍ اٰمِنِيْنَ শান্তি ও নিরাপত্তার সাথে।

৪৭. وَنَزَعْنَا আমি তৎসমুদয় দূর করে দিব مَا فِيْ صُدُوْرِهِمْ مِّنْ غِلٍّ মনে যে বিদ্বেষ ছিল اِخْوَانًا সকলেই ভাই ভাই রূপে عَلٰى سُرُرٍ مُّتَقٰبِلِيْنَ উচ্চাসনসমূহে মুখামুখি (হয়ে) বসবে।

৪৮. لَا يَمَسُّهُمْ তাদেরকে স্পর্শ করবে না فِيْهَا সেখানে نَصَبٌ সামান্য কষ্টও وَمَا هُمْ مِّنْهَا بِمُخْرَجِيْنَ আর না তারা তথা হতে বহিষ্কৃত হবে।

৪৯. نَبِّئْ আপনি জানিয়ে দিন عِبَادِيْۤ আমার বান্দাদেরকে اَنِّيْۤ اَنَا الْغَفُوْرُ الرَّحِيْمُ আমি অত্যন্ত ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু।

https://e-ilm.weebly.com/

৫০. আর এটাও যে, আমার শাস্তিও যন্ত্রণাপ্রদ শাস্তি।	وَاَنَّ عَذَابِيْ هُوَ الْعَذَابُ الْاَلِيْمُ (٥٠)
৫১. আর আপনি তাদেরকে ইবরাহীমের মেহমানদের সংবাদও জানিয়ে দিন।	وَنَبِّئْهُمْ عَنْ ضَيْفِ اِبْرٰهِيْمَ (٥١)
৫২. যখন তারা [ফেরেশতাগণ] তাঁর নিকট আসল, তখন তারা আসসালামু আলাইকুম বলল: ইবরাহীম (আ.) বললেন, আমরা তো তোমাদের ব্যাপারে ভীত হয়ে পড়েছি।	اِذْ دَخَلُوْا عَلَيْهِ فَقَالُوْا سَلٰمًا قَالَ اِنَّا مِنْكُمْ وَجِلُوْنَ (٥٢)

শাব্দিক অনুবাদ :

৫০. وَاَنَّ عَذَابِيْ আর এটাও যে, আমার শাস্তিও هُوَ الْعَذَابُ الْاَلِيْمُ যন্ত্রণাপ্রদ শাস্তি।

৫১. وَنَبِّئْهُمْ আর আপনি তাদেরকে জানিয়ে দিন عَنْ ضَيْفِ اِبْرٰهِيْمَ ইবরাহীমের মেহমানদের সংবাদ।

৫২. اِذْ دَخَلُوْا عَلَيْهِ যখন তারা তাঁর নিকট আসল فَقَالُوْا سَلٰمًا তখন তারা আস সালামু আলাইকুম' বলল قَالَ ইবরাহীম বললেন اِنَّا مِنْكُمْ وَجِلُوْنَ আমরা তো তোমাদের ব্যাপারে ভীত হয়ে পড়েছি।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

اِنَّ الْمُتَّقِيْنَ فِيْ جَنّٰتٍ وَّعُيُوْنٍ

শানে নুযূল : আলোচ্য আয়াতের পূর্ববর্তী আয়াত اِنَّ جَهَنَّمَ لَمَوْعِدُهُمْ ...... جُزْءٌ مَّقْسُوْمٌ যখন অবতীর্ণ হয়, যাতে জাহান্নাম ও জাহান্নামের আজাবের ভয়াবহতা সম্পর্কে আলোকপাত করা হয়েছে। এতে জাহান্নাম ও আজাবে এলাহির ভয়ে হযরত সালমান ফারসী (রা.)-এর অন্তরে এমনভাবে আঘাত করে যে, তিনি পাগলের মতো হয়ে তিন দিন পর্যন্ত দৌড়াদৌড়ি করেন। অবশেষে রাসূল ﷺ এর খেদমতে তাঁকে নিয়ে আসা হয়। তখন তিনি রাসূল ﷺ এর নিকট আরজ করলেন যে, হে আল্লাহর রাসূল! আলোচ্য আয়াত আমার অন্তরকে ক্ষতবিক্ষত করে দিয়েছে। হযরত সালমান ফারসী (রা.)-এর অন্তরে আজাবে এলাহীর ভয় সঞ্চার হবার পরিপ্রেক্ষিতে হযরত সালমান ফারসী (রা.) ও তৎকালের সকল মুমিনদের জন্য সু-সংবাদ প্রদান করার লক্ষ্যে আলোচ্য আয়াত অবতীর্ণ করা হয়েছে। −(নূরুল কুলূব)

نَبِّئْ عِبَادِيْٓ اَنِّيْٓ اَنَا الْغَفُوْرُ الرَّحِيْمُ

শানে নুযূল : একদা রাসূল ﷺ বাবে বনী শাইবা দিয়ে মসজিদে হারামে গমন করেন। এমুহূর্তে কতজন সাহাবীকে আমোদ প্রমোদে মত্ত দেখতে পেয়ে বলেন, কি হলো তোমাদের যে, তোমরা বেহেশত ও দোজখ সম্পর্কীয় আলোচনা শুনছ তাপরও তোমরা আমোদ প্রমোদে লিপ্ত। সাহাবায়ে কেরাম তাকে অসন্তোষ ও নিন্দা মনে করে ক্ষমা প্রার্থনা করার জন্য হাত উঠালেন। এদিকে রাসূল ﷺ হজরে আসওয়াদের নিকট পৌছার পূর্বেই হযরত জিবরাঈল আমীন আলোচ্য আয়াত নিয়ে উপস্থিত হন যে, আমার বান্দাদেরকে আমার রহমত থেকে নিরাশ করো না। আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেন- نَبِّئْ عِبَادِيْٓ اَنِّيْٓ اَنَا الْغَفُوْرُ الرَّحِيْمُ

−(কুরতুবী ৩৩/১০, জালালাইন টীকা পৃষ্ঠা-২১৩)

https://e-ilm.weebly.com/

আল্লাহ তা'আলার বিশেষ বান্দাগণ শয়তানের প্রভাবাধীন না হওয়ার অর্থ- إِنَّ عِبَادِيْ لَيْسَ لَكَ عَلَيْهِمْ سُلْطٰنٌ থেকে জানা যায় যে, আল্লাহ তা'আলার মনোনীত বান্দাদের উপর শয়তানি কারসাজির প্রভাব পড়ে না। কিন্তু বর্ণিত আদমের কাহিনীতে একথাও উল্লেখ করা হয়েছে যে, আদম ও হাওয়ার উপর শয়তানের চক্রান্ত সফল হয়েছে : এমনিভাবে সাহাবায়ে কেরাম সম্পর্কে কুরআন বলে : إِنَّمَا اسْتَزَلَّهُمُ الشَّيْطٰنُ بِبَعْضِ مَا كَسَبُوْا -(আলে-ইমরান)।

এ থেকে জানা যায় যে, সাহাবায়ে কেরামের উপরও শয়তানের ধোঁকা এ ক্ষেত্রে কার্যকর হয়েছে।

তাই আলোচ্য আয়াতে আল্লাহর বিশেষ বান্দাদের উপর শয়তানের আধিপত্য বিস্তৃত না হওয়ার অর্থ এই যে, তাদের মন-মস্তিষ্ক ও জ্ঞান-বুদ্ধির উপর শয়তানের এমন আধিপত্য বিস্তৃত হয় না যে, তাঁরা নিজ ভ্রান্তি কোনো সময় বুঝতেই পারেন না। ফলে তওবা করার শক্তি হয় না কিংবা কোনো ক্ষমার অযোগ্য গেনাহ্ করে ফেলেন।

উল্লিখিত ঘটনাবলি এ তথ্যের পরিপন্থি নয়। কারণ আদম ও হাওয়া তওবা করেছিলেন এবং তা কবুলও হয়েছিল। সাহাবায়ে কেরামও তওবা করেছিলেন এবং শয়তানের চক্রান্তে যে গুনাহ্ করেছিলেন, তা মাফ করা হয়েছিল।

জাহান্নামের সাতটি দরজা : لَهَا سَبْعَةُ أَبْوَابٍ -ইমাম আহমদ, ইবনে জারীর. তাবারী ও বায়হাকী হযরত আলী (রা.)-এর রেওয়ায়েতে লিখেন যে, উপর নীচের স্তরের দিক দিয়ে জাহান্নামের দরজা সাতটি। কেউ কেউ এগুলোকে সাধারণ দরজার মতো সাব্যস্ত করেছেন। প্রত্যেক দরজা বিশেষ প্রকারের অপরাধীদের জন্য নির্দিষ্ট থাকবে। -(কুরতুবী)

لَا يَمَسُّهُمْ فِيْهَا نَصَبٌ وَّمَا هُمْ مِّنْهَا بِمُخْرَجِيْنَ- এ আয়াত থেকে জান্নাতের দু'টি বৈশিষ্ট্য জানা গলে। (এক) সেখানে কেউ কোনো ক্লান্তি ও দুর্বলতা অনুভব করবে না। দুনিয়ার অবস্থা এর বিপরীত। এখানে কষ্ট ও পরিশ্রমের কাজ করলে তো ক্লান্তি হয়ই; বিশেষ আরাম এমনকি চিত্তবিনোদনেও মানুষ কোনো না কোনো সময় ক্লান্ত হয়ে পড়ে এবং দুর্বলতা অনুভব করে, তা যতই সুখকর কাজ ও বৃত্তি হোক না কেন। দ্বিতীয়ত: জানা গেল যে, জান্নাতের আরাম, সুখ ও নিয়ামত কেউ পেলে তা চিরস্থায়ী হবে। এগুলো কোনো সময় হ্রাস পাবে না এবং এগুলো থেকে কাউকে বহিষ্কৃতও করা হবে না। সূরা ছোয়াদে বলা হয়েছে : إِنَّ هٰذَا لَرِزْقُنَا مَا لَهُ مِنْ نَّفَادٍ - অর্থাৎ, এ হচ্ছে আমাদের রিজিক, যা কোনো সময় শেষ হবে না। আলোচ্য আয়াতে বলা হয়েছে وَمَا هُمْ مِّنْهَا بِمُخْرَجِيْنَ -অর্থাৎ, তাদেরকে কোনো সময় এসব নিয়ামত ও সুখ থেকে বহিষ্কার করা হবে না। দুনিয়ার ব্যাপারাদি এর বিপরীত। এখানে যদি কেউ কাউকে কোনো বিরাট নিয়ামত বা সুখ দিয়েও দেয় তবুও সদাসর্বদা এ আশঙ্কা লেগেই থাকে যে, দাতা কোন সময় নারাজ হয়ে যদি তাকে বের করে দেয়।

একটি তৃতীয় সম্ভাবনা ছিল এই যে, জান্নাতের নিয়ামত শেষ হবে না এবং জান্নাতীকে সেখান থেকে বেরও করা হবে না, কিন্তু সেখানে থাকতে থাকতে সে নিজেই যদি অতিষ্ট হয়ে যায় এবং বাইরে চলে যেতে চায়। কুরআন পাক এ সম্ভাবনাকেও একটি বাক্যে নাকচ করে দিয়েছে : لَا يَبْغُوْنَ عَنْهَا حِوَلًا অর্থাৎ, তারাও সেখান থেকে ফিরে আসার বাসনা কোনো সময়ই পোষণ করবে না।

https://e-ilm.weebly.com/

শব্দবিশ্লেষণ :

يُبْعَثُوْنَ : সীগাহ جمع مذكر غائب বহছ مضارع مجهول বাব فَتَحَ মাসদার اَلْبَعْثُ মূলবর্ণ (ب ـ ع ـ ث) জিনস صحيح অর্থ- উঠানো।

اَلْمُنْظَرِيْنَ : সীগাহ جمع مذكر বহছ اسم مفعول বাব اِفْعَالٌ মাসদার- اَلْاِنْظَارُ মূলবর্ণ (ن ـ ظ ـ ر) জিনস صحيح অর্থ- সুযোগ দেওয়া, ঢিল দেওয়া।

لَاُزَيِّنَنَّ : সীগাহ واحد متكلم বহছ مضارع لام تاكيد بانون تاكيد ثقيله বাব تَفْعِيْل মাসদার اَلتَّزْيِيْنُ মূলবর্ণ (ز ـ ى ـ ن) জিনস اجوف يائى অর্থ- সুসজ্জিত করা, সাজানো।

لَاُغْوِيَنَّهُمْ : সীগাহ واحد متكلم বহছ مضارع لام تاكيد بانون تاكيد ثقيله বাব اِفْعَالٌ মাসদার اَلْاِغْوَاءُ মূলবর্ণ (غ ـ و ـ ى) জিনস لفيف مقرون অর্থ- গোমরাহ করা।

اَلْغَاوِيْنَ : সীগাহ جمع مذكر বহছ اسم فاعل বাব سَمِعَ ও فَتَحَ মাসদার اَلْغَوَايَةُ ও اَلْغَىُّ মূলবর্ণ (غ ـ و ـ ى) জিনস لفيف مقروف অর্থ- গোমরাহ হওয়া, বঞ্চিত হওয়া, ধ্বংস হওয়া।

اَلْمُتَّقِيْنَ : সীগাহ جمع مذكر বহছ اسم فاعل বাব اِفْتِعَالٌ মাসদার اَلْاِتِّقَاءُ মূলবর্ণ (و ـ ق ـ ى) জিনস لفيف مفروق অর্থ- তাকওয়া অবলম্বন করা।

بِمُخْرَجِيْنَ : باء হরফে জার। مُخْرَجِيْنَ সীগাহ جمع مذكر বহছ اسم فاعل বাব اِفْعَالٌ মাসদার اَلْاِخْرَاجُ মূলবর্ণ (خ ـ ر ـ ج) জিনস صحيح অর্থ- বের করা, খারেজ করা।

نَبِّئْ : সীগাহ واحد مذكر حاضر বহছ امر حاضر معروف বাব تَفْعِيْل মাসাদার اَلتَّنْبِئَةُ মূলবর্ণ (ن ـ ب ـ أ) জিনস مهموزلام অর্থ- সতর্ক করা।

وَجِلُوْنَ : সীগাহ جمع مذكر বহছ صفت مشبه মাসদার اَلْوَجَلُ বাব سَمِعَ মূলবর্ণ (و ـ ج ـ ل) জিনস مثال واوى অর্থ- ভয় পাওয়া, ভীত সন্ত্রস্ত হওয়া।

https://e-ilm.weebly.com/

৫৩. তারা বলল, আপনি ভীত হবেন না, আমরা আপনাকে এক সন্তানের সুসংবাদ দিচ্ছি, যিনি বড় বিদ্বান হবেন।	قَالُوا لَا تَوْجَلْ إِنَّا نُبَشِّرُكَ بِغُلٰمٍ عَلِيْمٍ (٥٣)
৫৪. ইবরাহীম (আ.) বললেন, তোমরা কি আমাকে সুসংবাদ দিচ্ছ, এরূপ অবস্থায় যখন আমার উপর বার্ধক্য এসে পড়েছে, অতএব, কিসের সুসংবাদ দিচ্ছ?	قَالَ أَبَشَّرْتُمُوْنِيْ عَلٰٓى أَنْ مَّسَّنِيَ الْكِبَرُ فَبِمَ تُبَشِّرُوْنَ (٥٤)
৫৫. তারা বলল, আমরা আপনাকে বাস্তব বিষয়ের সুসংবাদ দিচ্ছি, সুতরাং আপনি নিরাশ হবেন না।	قَالُوْا بَشَّرْنٰكَ بِالْحَقِّ فَلَا تَكُنْ مِّنَ الْقٰنِطِيْنَ (٥٥)
৫৬. ইবরাহীম (আ.) বললেন, নিজ পরওয়ারদেগারের রহমত হতে কে নিরাশ হয়। পথভ্রষ্ট লোকেরা ব্যতীত?	قَالَ وَمَنْ يَّقْنَطُ مِنْ رَّحْمَةِ رَبِّهٖٓ إِلَّا الضَّآلُّوْنَ (٥٦)
৫৭. তিনি বললেন হে ফেরেশতাগণ! তোমাদের সম্মুখে এখন কি জটিল কাজ রয়েছে?	قَالَ فَمَا خَطْبُكُمْ أَيُّهَا الْمُرْسَلُوْنَ (٥٧)
৫৮. ফেরেশতাগণ বললেন, আমরা এক অপরাধী সম্প্রদায় [লূত সম্প্রদায়]-এর প্রতি প্রেরিত হয়েছি।	قَالُوْٓا إِنَّآ أُرْسِلْنَآ إِلٰى قَوْمٍ مُّجْرِمِيْنَ (٥٨)
৫৯. লূত (আ.)-এর পরিজন ব্যতীত, আমরা তাদের সকলকেই রক্ষা করব।	إِلَّآ اٰلَ لُوْطٍ ۚ إِنَّا لَمُنَجُّوْهُمْ أَجْمَعِيْنَ (٥٩)
৬০. তাঁর পত্নী ছাড়া, কেননা আমরা তার সম্বন্ধে সাব্যস্ত করে রেখেছি যে, সে অবশ্যই ঐ পাপাচারীদের মধ্যে থেকে যাবে।	إِلَّا امْرَأَتَهٗ قَدَّرْنَآ ۙ إِنَّهَا لَمِنَ الْغٰبِرِيْنَ (٦٠) ع

শাব্দিক অনুবাদ :

৫৩. قَالُوْا তারা বল لَا تَوْجَلْ আপনি ভীত হবেন না إِنَّا نُبَشِّرُكَ بِغُلٰمٍ আমরা আপনাকে এক সন্তানের সুসংবাদ দিচ্ছি عَلِيْمٍ যিনি বড় বিদ্বান হবেন।

৫৪. قَالَ ইবরাহীম বললেন أَبَشَّرْتُمُوْنِيْ তোমরা কি আমাকে সুসংবাদ দিচ্ছ عَلٰٓى أَنْ مَّسَّنِيَ الْكِبَرُ এমতাবস্থায় যখন আমার উপর বার্ধক্য এসে পড়েছে فَبِمَ تُبَشِّرُوْنَ কিসের সুসংবাদ দিচ্ছ।

৫৫. قَالُوْا তারা বলল بَشَّرْنٰكَ بِالْحَقِّ আমরা আপনাকে বাস্তব বিষয়ের সুসংবাদ দিচ্ছি فَلَا تَكُنْ مِّنَ الْقٰنِطِيْنَ সুতরাং আপনি নিরাশ হবেন না।

৫৬. قَالَ ইবরাহীম বললেন وَمَنْ يَّقْنَطُ কে নিরাশ হয় مِنْ رَّحْمَةِ رَبِّهٖٓ নিজ পরওয়ারদেগারের রহমত হতে إِلَّا الضَّآلُّوْنَ পথভ্রষ্ট লোকেরা ব্যতীত।

৫৭. قَالَ তিনি বললেন فَمَا خَطْبُكُمْ তোমাদের সম্মুখে এমন কি জটিল কাজ রয়েছে أَيُّهَا الْمُرْسَلُوْنَ হে ফেরেশতাগণ।

৫৮. قَالُوْا ফেরেশতাগণ বললেন إِنَّآ أُرْسِلْنَآ আমরা প্রেরিত হয়েছি إِلٰى قَوْمٍ مُّجْرِمِيْنَ এক অপরাধী সম্প্রদায় (লূত সম্প্রদায়) এর প্রতি।

৫৯. إِلَّآ اٰلَ لُوْطٍ লূতের পরিজন ব্যতীত إِنَّا لَمُنَجُّوْهُمْ أَجْمَعِيْنَ আমরা তাদের সকলকেই রক্ষা করব।

৬০. إِلَّا امْرَأَتَهٗ তার পত্নী ছাড়া قَدَّرْنَآ কেননা আমরা তার সম্বন্ধে সাব্যস্ত করে রেখেছি যে إِنَّهَا لَمِنَ الْغٰبِرِيْنَ সে অবশ্যই ঐ পাপাচারীদের মধ্যে থেকে যাবে।

https://e-ilm.weebly.com/

৬১. অতঃপর যখন সে ফেরেশতাগণ লূত পরিবারবর্গের নিকট আসলেন।	فَلَمَّا جَآءَ اٰلَ لُوْطِ ۨ الْمُرْسَلُوْنَ (٦١)
৬২. লূত (আ.) বলতে লাগলেন, তোমরা তো অপরিচিত লোক [মনে হয়]।	قَالَ اِنَّكُمْ قَوْمٌ مُّنْكَرُوْنَ (٦٢)
৬৩. তারা বলল, [আমরা মানুষ নই] বরং আমরা আপনার নিকট সে বস্তু [শাস্তি] নিয়ে এসেছি যে সম্বন্ধে তারা সন্দেহ করছিল।	قَالُوْا بَلْ جِئْنٰكَ بِمَا كَانُوْا فِيْهِ يَمْتَرُوْنَ (٦٣)
৬৪. আর আমরা আপনার নিকট সত্য সংবাদ নিয়ে এসেছি এবং আমরা সম্পূর্ণ সত্যবাদী।	وَاَتَيْنٰكَ بِالْحَقِّ وَاِنَّا لَصٰدِقُوْنَ (٦٤)
৬৫. অতএব, আপনি রাত্রির যে কোনো অংশে নিজের পরিজনকে নিয়ে সরে পড়ুন এবং আপনি সকলের পিছনে থাকুন, । আর আপনাদের কেউ যেন পিছনের দিকে ফিরেও না দেখে এবং আপনাদের প্রতি যে স্থানের আদেশ হয়েছে সেদিকে চলে যাবেন।	فَاَسْرِ بِاَهْلِكَ بِقِطْعٍ مِّنَ الَّيْلِ وَاتَّبِعْ اَدْبَارَهُمْ وَلَا يَلْتَفِتْ مِنْكُمْ اَحَدٌ وَّامْضُوْا حَيْثُ تُؤْمَرُوْنَ (٦٥)
৬৬. আর আমি লূতের নিকট এ সিদ্ধান্ত পাঠালাম যে, প্রভাত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে তাদের মূল একবারে কর্তিত হয়ে যাবে [ধ্বংস হয়ে যাবে]।	وَقَضَيْنَآ اِلَيْهِ ذٰلِكَ الْاَمْرَ اَنَّ دَابِرَ هٰٓؤُلَآءِ مَقْطُوْعٌ مُّصْبِحِيْنَ (٦٦)

শাব্দিক অনুবাদ :

৬১. فَلَمَّا جَآءَ অতঃপর যখন আসলেন اٰلَ لُوْطِ লূত পরিবার বর্গের নিকট الْمُرْسَلُوْنَ সেই ফেরেশতাগণ।

৬২. قَالَ বলতে লাগলেন اِنَّكُمْ قَوْمٌ مُّنْكَرُوْنَ তোমরা তো অপরিচিত লোক (মনে হয়)।

৬৩. قَالُوْا তারা বলল (আমরা মানুষ নই) بَلْ جِئْنٰكَ বরং আমরা আপনার নিকট সেই বস্তু নিয়ে এসেছি بِمَا كَانُوْا فِيْهِ يَمْتَرُوْنَ সে সম্বন্ধে তারা সন্দেহ করছিল।

৬৪. وَاَتَيْنٰكَ بِالْحَقِّ আমরা আপনার নিকট অবশ্যম্ভাবী জিনিস নিয়ে এসেছি وَاِنَّا لَصٰدِقُوْنَ আর আমরা সত্যবাদী।

৬৫. فَاَسْرِ অতএব আপনি সরে পড়ুন بِاَهْلِكَ নিজের পরিজন নিয়ে بِقِطْعٍ مِّنَ الَّيْلِ রাত্রির যে কোনো অংশে وَاتَّبِعْ اَدْبَارَهُمْ এবং আপনি সকলের পিছনে থাকুন وَلَا يَلْتَفِتْ مِنْكُمْ اَحَدٌ আর আপনাদের কেউ যেন পিছনের দিকে ফিরেও না দেখে وَّامْضُوْا حَيْثُ تُؤْمَرُوْنَ এবং আপনাদের প্রতি যে স্থানের আদেশ হয়েছে সেদিকে চলে যাবেন।

৬৬. وَقَضَيْنَآ اِلَيْهِ ذٰلِكَ الْاَمْرَ আর আমি লূতের নিকট এ সিদ্ধান্ত পাঠালাম اَنَّ دَابِرَ هٰٓؤُلَآءِ তাদের মূল مَقْطُوْعٌ একেবারে কর্তিত হয়ে যাবে مُّصْبِحِيْنَ প্রভাত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে।

https://e-ilm.weebly.com/

৬৭. আর নগরবাসীগণ খুব আনন্দ করতে করতে [লূত গৃহে] উপস্থিত হলো।	وَجَآءَ اَهْلُ الْمَدِيْنَةِ يَسْتَبْشِرُوْنَ (٦٧)
৬৮. লূত (আ.) বললেন, তারা আমার মেহমান, অতএব, আমাকে অপমানিত করো না।	قَالَ اِنَّ هٰۤؤُلَآءِ ضَيْفِىْ فَلَا تَفْضَحُوْنِ (٦٨)
৬৯. আর আল্লাহকে ভয় কর এবং আমাকে বে-ইজ্জত করো না।	وَاتَّقُوا اللّٰهَ وَلَا تُخْزُوْنِ (٦٩)
৭০. তারা বলল, আমরা কী আপনাকে সমগ্র পৃথিবীর লোকদের সম্বন্ধে নিষেধ করিনি?	قَالُوْۤا اَوَلَمْ نَنْهَكَ عَنِ الْعٰلَمِيْنَ (٧٠)
৭১. লূত (আ.) বললেন, [তোমাদের জন্য] আমার এ কন্যাগণ রয়েছে– যদি তোমরা কিছু করতে চাও।	قَالَ هٰۤؤُلَآءِ بَنٰتِىْۤ اِنْ كُنْتُمْ فٰعِلِيْنَ (٧١)
৭২. আপনার জীবনের শপথ, তারা নিজেদের নেশায় মত্ত ছিল।	لَعَمْرُكَ اِنَّهُمْ لَفِىْ سَكْرَتِهِمْ يَعْمَهُوْنَ (٧٢)

শাব্দিক অনুবাদ :

৬৭. وَجَآءَ আর উপস্থিত হলো اَهْلُ الْمَدِيْنَةِ নগরের লোকেরা يَسْتَبْشِرُوْنَ খুব আনন্দ করতে করতে।

৬৮. قَالَ লূত বললেন اِنَّ هٰۤؤُلَآءِ ضَيْفِىْ এরা আমার মেহমান فَلَا تَفْضَحُوْنِ অতএব, আমাকে অপমানিত করো না।

৬৯. وَاتَّقُوا اللّٰهَ আর আল্লাহকে ভয় কর وَلَا تُخْزُوْنِ এবং আমাকে বে-ইজ্জত করো না।

৭০. قَالُوْا তারা বলল اَوَلَمْ نَنْهَكَ আমরা কি আপনাকে নিষেধ করিনি عَنِ الْعٰلَمِيْنَ সমগ্র পৃথিবীর লোকদের সম্বন্ধে।

৭১. قَالَ লূত বললেন هٰۤؤُلَآءِ بَنٰتِىْ আমার এ কন্যাগণ রয়েছে اِنْ كُنْتُمْ فٰعِلِيْنَ যদি তোমরা কিছু করতে চাও।

৭২. لَعَمْرُكَ আপনার প্রাণের শপথ اِنَّهُمْ لَفِىْ سَكْرَتِهِمْ يَعْمَهُوْنَ তারা নিজেদের নেশায় মত্ত ছিল।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

لَعَمْرُكَ রূহুল মা'আনীতে অধিকসংখ্যক তাফসীরবিদের উক্তি উদ্ধৃত করা হয়েছে যে, لَعَمْرُكَ -এর মধ্যে রসূলুল্লাহ ﷺ -কে সম্বোধন করা হয়েছে। আল্লাহ তা'আলা তাঁর আয়ুর কসম রেখেছেন। বায়হাকী দালায়েলুন্নুবুয়ত গ্রন্থে এবং আবূনয়ীম ও ইবনে মারদুয়াহ প্রমুখ তফসীরবিদ হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) থেকে বর্ণনা করেন যে, আল্লাহ তা'আলা সমগ্র সৃষ্টজগতের মধ্যে কাউকে হযরত মুহাম্মদ মুস্তফা ﷺ -এর চাইতে অধিক সম্মান ও মর্যাদা দান করেননি। এ কারণেই আল্লাহ তা'আলা কোনো পয়গাম্বর অথবা ফেরেশতার আয়ুর কসম খাননি। বরং আলোচ্য আয়াতে রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর আয়ুর কসম খেয়েছেন। এটা রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর প্রতি চূড়ান্ত সম্মান প্রদর্শন ছাড়া আর কিছু নয়।

আল্লাহ ব্যতীত অন্যের কসম খাওয়া : আল্লাহর নাম ও গুণাবলি ছাড়া অন্য কোনো কিছুর কসম খাওয়া কোনো মানুষের জন্য বৈধ নয়। কেননা কসম এমন জনের খাওয়া হয়, যাকে সর্বাধিক বড় মনে করা হয়। বলা বাহুল্য, সর্বাধিক বড় একমাত্র আল্লাহ তা'আলাই হতে পারেন।

https://e-ilm.weebly.com/

রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন, পিতামাতা ও দেবদেবীর নামে কসম খেয়ো না এবং আল্লাহ ছাড়া কোনো কিছুর কসম খেয়ো না। আল্লাহর কসমও তখনই খেতে পার যখন তুমি নিজ বক্তব্যে সত্যবাদী হও। -(আবূ দাউদ, নাসায়ী)

বুখারী ও মুসলিমে রয়েছে, একবার রাসূলুল্লাহ ﷺ হযরত ওমর (রা.) -কে পিতার কসম খেতে দেখে বললেন ঃ খবরদার, আল্লাহ তা'আলা পিতার কসম খেতে নিষেধ করেছেন। কারও কসম করতে হলে আল্লাহর নামে কসম করবে। নতুবা চুপ থাকবে। -(কুরতুবী-মায়েদা)

কিন্তু এ বিধান সাধারণ সৃষ্টজীবের জন্য। আল্লাহ তা'আলা স্বয়ং সৃষ্টজীবের মধ্য থেকে বিভিন্ন বস্তুর কসম খেয়েছেন। এটা তাঁর বৈশিষ্ট্য। এর উদ্দেশ্য কোনো বিশেষ দিক দিয়ে ঐ বস্তুর শ্রেষ্ঠত্ব ও মহোপকারী হওয়া বর্ণনা করা। যে কারণে সাধারণ মানুষকে আল্লাহ ছাড়া অন্যের কসম খেতে নিষেধ করা হয়েছে, তা এক্ষেত্রে বিদ্যমান নেই। কেননা আল্লাহ তা'আলার কালামে এরূপ কোনো সম্ভাবনা নেই যে, তিনি নিজের কোনো সৃষ্ট বস্তুকে সর্বাধিক বড় ও শ্রেষ্ঠ মনে করবেন। কারণ মহত্ত্ব ও শ্রেষ্ঠত্ব সর্বাবস্থায় আল্লাহর সত্তার জন্য নির্দিষ্ট।

শব্দবিশ্লেষণ :

تُبَشِّرُوْنَ : সীগাহ جمع مذكر حاضر বহছ مضارع معروف বাব تَفْعِيْل মাসদার اَلتَّبْشِيْرُ মূলবর্ণ (ب . ش . ر) জিনস صحيح অর্থ- সুসংবাদ শোনানো।

اَلضَّالُّوْنَ : সীগাহ جمع مذكر বহছ اسم فاعل বাব ضَرَبَ মাসদার اَلضَّلَالُ মূলবর্ণ (ض . ل . ل) জিনস مضاعف ثلاثى অর্থ- গোমরাহ হওয়া, পথ হারিয়ে ফেলা, রাস্তা থেকে দূরে সরে পড়া। ضالون মূলত : ضَالِلُوْنَ এর ওযনে فَاعِلُوْنَ ছিল।

اَلْمُرْسَلُوْنَ : সীগাহ جمع مذكر বহছ اسم مفعول বাব اِفْعَالٌ মাসদার اَلْاِرْسَالُ মূলবর্ণ (ر . س . ل) জিনস صحيح অর্থ- প্রেরণ করা।

يَمْتَرُوْنَ : সীগাহ جمع مذكر غائب বহছ مضارع معروف বাব اِفْتِعَالٌ মাসদার اَلْاِمْتِرَاءُ মূলবর্ণ (م . ر . ى) জিনস ناقص يائى অর্থ- সন্দেহে পড়া।

اِمْضُوْا : সীগাহ جمع مذكر حاضر বহছ امر حاضر معروف বাব ضَرَبَ ও نَصَرَ মাসদার اَلْمُضِيُّ মূলবর্ণ (م . ض . ى) জিনস ناقص يائى অর্থ- গত হয়ে যাওয়া।

مَقْطُوْعٌ : সীগাহ واحد مذكر বহছ اسم مفعول বাব فَتَحَ মাসদার اَلْقَطْعُ মূলবর্ণ (ق . ط . ع) জিনস صحيح অর্থ- কর্তিত। অর্থ- কাটা।

نَنْهَكَ : সীগাহ جمع متكلم বহছ مضارع منفى بلم বাব فَتَحَ মাসদার اَلنَّهْىُ মূলবর্ণ (ن . ه . ى) জিনস ناقص يائى অর্থ- প্রতিরোধ করা, নিষেধ করা।

https://e-ilm.weebly.com/

৭৩. অনন্তর সূর্য উদিত হতেই এক প্রচণ্ড শব্দ এসে তাদেরকে চেপে ধরল।	فَاَخَذَتۡهُمُ الصَّيۡحَةُ مُشۡرِقِيۡنَ ﴿۷۳﴾
৭৪. অতঃপর আমি সেই জনপদের উর্ধ্বস্থ ভাগকে [উলটিয়ে] অধঃস্থ করে দিলাম এবং তাদের উপর কঙ্কর প্রস্তরসমূহ বর্ষণ করতে লাগলাম।	فَجَعَلۡنَا عَالِيَهَا سَافِلَهَا وَاَمۡطَرۡنَا عَلَيۡهِمۡ حِجَارَةً مِّنۡ سِجِّيۡلٍ ﴿۷۴﴾
৭৫. এ ঘটনায় কয়েকটি নির্দশন রয়েছে গভীর দৃষ্টিসম্পন্ন লোকদের জন্য।	اِنَّ فِىۡ ذٰلِكَ لَاٰيٰتٍ لِّلۡمُتَوَسِّمِيۡنَ ﴿۷۵﴾
৭৬. আর এ জনপদগুলো একটি চলাচল পথের ধারে অবস্থিত।	وَاِنَّهَا لَبِسَبِيۡلٍ مُّقِيۡمٍ ﴿۷۶﴾
৭৭. উক্ত জনপদগুলোর মধ্যে মুমিনদের জন্য বহু উপদেশ রয়েছে;	اِنَّ فِىۡ ذٰلِكَ لَاٰيَةً لِّلۡمُؤۡمِنِيۡنَ ﴿۷۷﴾
৭৮. আর [শোয়াইব (আ)-এর উম্মত] অরণ্যবাসীরা বড় জালেম ছিল।	وَاِنۡ كَانَ اَصۡحٰبُ الۡاَيۡكَةِ لَظٰلِمِيۡنَ ﴿۷۸﴾
৭৯. সুতরাং আমি তাদের থেকে [-ও] প্রতিশোধ গ্রহণ করলাম এবং উভয় [কওমের] জনপদ প্রকাশ্য রাস্তার পার্শ্বে অবস্থিত।	فَانۡتَقَمۡنَا مِنۡهُمۡ‌ۘ وَاِنَّهُمَا لَبِاِمَامٍ مُّبِيۡنٍ ﴿۷۹﴾
৮০. এবং হিজরের অধিবাসীরা [-ও] পয়গাম্বরগণকে মিথ্যা সাব্যস্ত করল।	وَلَقَدۡ كَذَّبَ اَصۡحٰبُ الۡحِجۡرِ الۡمُرۡسَلِيۡنَ ﴿۸۰﴾
৮১. এবং আমি তাদেরকে আমার নিদর্শনাবলি দান করলাম, পক্ষান্তরে তারা তা হতে মুখ ফিরিয়ে রইল।	وَاٰتَيۡنٰهُمۡ اٰيٰتِنَا فَكَانُوۡا عَنۡهَا مُعۡرِضِيۡنَ ﴿۸۱﴾

শাব্দিক অনুবাদ :

৭৩. فَاَخَذَتۡهُمُ অনন্তর তাদেরকে চেপে ধরল الصَّيۡحَةُ এক প্রচণ্ড শব্দ এসে مُشۡرِقِيۡنَ সূর্য উদিত হতেই।

৭৪. فَجَعَلۡنَا অতঃপর আমি করে দিলাম عَالِيَهَا সেই জনপদের উর্ধ্বস্থ ভাগকে سَافِلَهَا অধঃস্থ وَاَمۡطَرۡنَا عَلَيۡهِمۡ এবং তাদের উপর বর্ষণ করতে লাগলাম حِجَارَةً مِّنۡ سِجِّيۡلٍ কঙ্কর প্রস্তরসমূহ।

৭৫. اِنَّ فِىۡ ذٰلِكَ এ ঘটনায় لَاٰيٰتٍ কয়েকটি নিদর্শন রয়েছে لِّلۡمُتَوَسِّمِيۡنَ গভীর দৃষ্টিসম্পন্ন লোকদের জন্য।

৭৬. وَاِنَّهَا আর এ জনপদ গুলো لَبِسَبِيۡلٍ مُّقِيۡمٍ একটি চলাচল পথের ধারে অবস্থিত।

৭৭. اِنَّ فِىۡ ذٰلِكَ উক্ত জনপদ গুলোর মধ্যে রয়েছে لَاٰيَةً বহু উপদেশ لِّلۡمُؤۡمِنِيۡنَ মুমিনদের জন্য।

৭৮. وَاِنۡ كَانَ اَصۡحٰبُ الۡاَيۡكَةِ আর অরণ্য বাসীরা لَظٰلِمِيۡنَ বড় জালেম ছিল।

৭৯. فَانۡتَقَمۡنَا مِنۡهُمۡ সুতরাং আমি তোমাদের থেকে (ও) প্রতিশোধ গ্রহণ করলাম وَاِنَّهُمَا لَبِاِمَامٍ مُّبِيۡنٍ এবং উভয় জনপদ প্রকাশ্য রাস্তার পার্শ্বে অবস্থিত।

৮০. وَلَقَدۡ كَذَّبَ এবং মিথ্যা সাব্যস্ত করল اَصۡحٰبُ الۡحِجۡرِ হিজরের অধিবাসীরা الۡمُرۡسَلِيۡنَ পয়গাম্বরগণকে।

৮১. وَاٰتَيۡنٰهُمۡ এবং আমি তাদেরকে দান করলাম اٰيٰتِنَا আমার নিদর্শনাবলি فَكَانُوۡا عَنۡهَا مُعۡرِضِيۡنَ পক্ষান্তরে তারা তা হতে মুখ ফিরিয়ে রইল।

https://e-ilm.weebly.com/

৮২. এবং তারা পাহাড় কেটে কেটে তাতে গৃহ নির্মাণ করত যেন নিরাপদে থাকে।	وَكَانُوْا يَنْحِتُوْنَ مِنَ الْجِبَالِ بُيُوْتًا اٰمِنِيْنَ (٨٢)
৮৩. অতঃপর প্রাতঃকালে বিকট শব্দ এসে তাদেরকে আক্রমণ করল।	فَاَخَذَتْهُمُ الصَّيْحَةُ مُصْبِحِيْنَ (٨٣)
৮৪. বস্তুতঃ কর্মকুশলতা তাদের কোনোই কাজে আসল না।	فَمَآ اَغْنٰى عَنْهُمْ مَّا كَانُوْا يَكْسِبُوْنَ (٨٤)
৮৫. আর আমি সৃষ্টি করিনি আসমানসমূহ ও জমিনকে এবং তাদের মধ্যস্থিত যাবতীয় বস্তুকে কিন্তু সার্থকভাবে, আর কিয়ামত অবশ্যই আগমনকারী, অতএব আপনি ক্ষমা করুন উত্তমভাবে।	وَمَا خَلَقْنَا السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَآ اِلَّا بِالْحَقِّ ۚ وَاِنَّ السَّاعَةَ لَاٰتِيَةٌ فَاصْفَحِ الصَّفْحَ الْجَمِيْلَ (٨٥)
৮৬. নিশ্চয়, আপনার প্রভু মহাস্রষ্টা, মহাজ্ঞানী।	اِنَّ رَبَّكَ هُوَ الْخَلّٰقُ الْعَلِيْمُ (٨٦)
৮৭. আর আমি আপনাকে সাতটি আয়াত [সূরা ফাতেহা] প্রদান করেছি –যা বার বার [নামাজে] পাঠ করা হয় এবং মহান কুরআন দান করেছি।	وَلَقَدْ اٰتَيْنٰكَ سَبْعًا مِّنَ الْمَثَانِيْ وَالْقُرْاٰنَ الْعَظِيْمَ (٨٧)
৮৮. আপনি স্বীয় চক্ষু উঠিয়েও সে বস্তুর প্রতি দৃষ্টি করবেন না যা আমি বিভিন্ন শ্রেণির কাফেরদেরকে উপভোগের জন্য দিয়ে রেখেছি, আর তাদের প্রতি দুঃখও করবেন না এবং মুসলমানদের প্রতি সদয়ভাব পোষণ করবেন।	لَا تَمُدَّنَّ عَيْنَيْكَ اِلٰى مَا مَتَّعْنَا بِهٖۤ اَزْوَاجًا مِّنْهُمْ وَلَا تَحْزَنْ عَلَيْهِمْ وَاخْفِضْ جَنَاحَكَ لِلْمُؤْمِنِيْنَ (٨٨)

শাব্দিক অনুবাদ :

৮২. وَكَانُوْا يَنْحِتُوْنَ مِنَ الْجِبَالِ এবং তারা পাহাড় কেটে কেটে নিমার্ণ করত بُيُوْتًا গৃহ اٰمِنِيْنَ যেন নিরাপদে থাকে।

৮৩. فَاَخَذَتْهُمُ অতঃপর তাদেরকে আক্রমণ করল الصَّيْحَةُ বিকট শব্দ এসে مُصْبِحِيْنَ প্রাতঃকালে।

৮৪. فَمَآ اَغْنٰى عَنْهُمْ তাদের কোনোই কাজে আসল না مَا كَانُوْا يَكْسِبُوْنَ কর্মকুশলতা।

৮৫. وَمَا خَلَقْنَا আর আমি সৃষ্টি করিনি السَّمٰوٰتِ আসমান সমূহ وَالْاَرْضَ ও জমিনকে وَمَا بَيْنَهُمَآ এবং তাদের মধ্যস্থিত যাবতীয় বস্তুকে اِلَّا بِالْحَقِّ কিন্তু স্বার্থক ভাবে وَاِنَّ السَّاعَةَ لَاٰتِيَةٌ আর কিয়ামত অবশ্যই আগমনকারী فَاصْفَحِ الصَّفْحَ الْجَمِيْلَ অতএব আপনি ক্ষমা করুন উত্তম ভাবে।

৮৬. اِنَّ رَبَّكَ নিশ্চয় আপনার প্রভু هُوَ الْخَلّٰقُ الْعَلِيْمُ মহা স্রষ্টা, মহানজ্ঞানী।

৮৭. وَلَقَدْ اٰتَيْنٰكَ আর আমি আপনাকে প্রদান করেছি سَبْعًا مِّنَ الْمَثَانِيْ সাতটি আয়াত যা বার বার (নামাজে) পাঠ করা হয় وَالْقُرْاٰنَ الْعَظِيْمَ এবং মহান কুরআন দান করেছি।

৮৮. لَا تَمُدَّنَّ عَيْنَيْكَ আপনি স্বীয় চক্ষু উঠিয়েও সেই বস্তুর প্রতি দৃষ্টি করবেন না اِلٰى مَا مَتَّعْنَا بِهٖ যা আমি উপভোগের জন্য দিয়ে রেখেছি اَزْوَاجًا مِّنْهُمْ বিভিন্ন শ্রেণির কাফেরদেরকে وَلَا تَحْزَنْ عَلَيْهِمْ আর তাদের প্রতি দুঃখও করবেন না وَاخْفِضْ جَنَاحَكَ এবং সদয়ভাব পোষণ করবেন لِلْمُؤْمِنِيْنَ মুসলমানদের প্রতি।

https://e-ilm.weebly.com/

৮৯. আর বলে দিন যে, আমি তো প্রকাশ্য ভয় প্রদর্শনকারী।	وَقُلْ اِنِّیْۤ اَنَا النَّذِیْرُ الْمُبِیْنُ (٨٩)
৯০. যেমন আমি [আজাব] নাজিল করেছি বিভক্তকারীদের উপর।	كَمَاۤ اَنْزَلْنَا عَلَى الْمُقْتَسِمِیْنَ (٩٠)
৯১. যারা আসমানি কিতাব বিভিন্ন অংশে বিভক্ত করে রেখেছিল।	الَّذِیْنَ جَعَلُوا الْقُرْاٰنَ عِضِیْنَ (٩١)
৯২. সুতরাং আপনার পরওয়ারদেগারের কসম, আমি অবশ্যই কৈফিয়ত চাইব তাদের সকলের নিকট।	فَوَرَبِّكَ لَنَسْـَٔلَنَّهُمْ اَجْمَعِیْنَ (٩٢)
৯৩. তাদের কার্যকলাপের।	عَمَّا كَانُوْا یَعْمَلُوْنَ ۝ (٩٣) ع
৯৪. ফলকথা, আপনি তা স্পষ্টরূপে শুনিয়ে দিন যে বিষয় আপনাকে আদেশ করা হয়েছে এবং এ মুশরিকদের পরোয়া করবেন না।	فَاصْدَعْ بِمَا تُؤْمَرُ وَاَعْرِضْ عَنِ الْمُشْرِكِیْنَ (٩٤)
৯৫. আমিই আপনার জন্য যথেষ্ট বিদ্রূপকারীদের বিরুদ্ধে।	اِنَّا كَفَیْنٰكَ الْمُسْتَهْزِءِیْنَ (٩٥)
৯৬. যারা আল্লাহর সাথে অপর উপাস্য সাব্যস্ত করে [তাদের বিরুদ্ধেও] সুতরাং তারা অতি শীঘ্রই জানতে পারবে।	الَّذِیْنَ یَجْعَلُوْنَ مَعَ اللّٰهِ اِلٰهًا اٰخَرَ ۚ فَسَوْفَ یَعْلَمُوْنَ (٩٦)

শাব্দিক অনুবাদ :

৮৯. وَقُلْ আর বলে দিন اِنِّیْۤ اَنَا النَّذِیْرُ الْمُبِیْنُ আমি তো প্রকাশ্য ভয় প্রদর্শনকারী।

৯০. كَمَاۤ اَنْزَلْنَا যেমন আমি নাজিল করেছি عَلَى الْمُقْتَسِمِیْنَ বিভক্তকারীদের উপর।

৯১. الَّذِیْنَ যারা جَعَلُوا الْقُرْاٰنَ আসমানি কিতাব বিভক্ত করে রেখেছিল عِضِیْنَ বিভিন্ন অংশে।

৯২. فَوَرَبِّكَ সুতরাং আপনার পরওয়ারদেগারের কসম لَنَسْـَٔلَنَّهُمْ اَجْمَعِیْنَ আমি অবশ্যই কৈফিয়ত চাব তাদের সকলের নিকট।

৯৩. عَمَّا كَانُوْا یَعْمَلُوْنَ তাদের কার্যকলাপের।

৯৪. فَاصْدَعْ ফলকথা, আপনি তা স্পষ্টরূপে শুনিয়ে দিন بِمَا تُؤْمَرُ যে বিষয়ে আপনাকে আদেশ করা হয়েছে وَاَعْرِضْ عَنِ الْمُشْرِكِیْنَ এবং এ মুশরিকদের পরোয়া করবেন না।

৯৫. اِنَّا كَفَیْنٰكَ আমিই আপনার জন্য যথেষ্ট الْمُسْتَهْزِءِیْنَ বিদ্রূপকারীদের বিরুদ্ধে।

৯৬. الَّذِیْنَ যারা یَجْعَلُوْنَ সাব্যস্ত করে مَعَ اللّٰهِ আল্লাহর সাথে اِلٰهًا اٰخَرَ অপর উপাস্য فَسَوْفَ یَعْلَمُوْنَ সুতরাং তারা শীঘ্রই জানতে পারবে।

https://e-ilm.weebly.com/

৯৭. আর বাস্তবিক আমার জানা আছে যে, আপনি তাতে মনঃক্ষুণ্ন হন, তারা যে সমস্ত কথা বলে।	وَلَقَدْ نَعْلَمُ اَنَّكَ يَضِيقُ صَدْرُكَ بِمَا يَقُولُونَ (٩٧)
৯৮. অতএব, আপনি আপনার প্রভুর প্রশংসা ও পবিত্রতা বর্ণনা করতে থাকুন এবং নামাজ আদায়কারীদের অন্তর্ভুক্ত থাকুন।	فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَكُنْ مِّنَ السّٰجِدِيْنَ (٩٨)
৯৯. এবং নিজ প্রভুর ইবাদত করতে থাকুন, যে পর্যন্ত না আপনার মৃত্যু এসে উপস্থিত হয়।	وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتّٰى يَاْتِيَكَ الْيَقِيْنُ (٩٩)

শাব্দিক অনুবাদ :

৯৭. وَلَقَدْ نَعْلَمُ আর বাস্তবিক আমার জানা আছে اَنَّكَ يَضِيقُ صَدْرُكَ আপনি তাতে মনঃক্ষুণ্ন হন بِمَا يَقُولُونَ তারা যে সমস্ত কথা বলে।

৯৮. فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ অতএব, আপনি আপনার প্রভুর প্রশংসা ও পবিত্রতা বর্ণনা করতে থাকুন وَكُنْ مِّنَ السّٰجِدِيْنَ এবং নামাজ আদায়কারীদের অন্তর্ভুক্ত থাকুন।

৯৯. وَاعْبُدْ رَبَّكَ এবং নিজের প্রভুর ইবাদত করতে থাকুন حَتّٰى يَاْتِيَكَ الْيَقِيْنُ যে পর্যন্ত না মৃত্যু এসে উপস্থিত হয়।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

وَلَقَدْ اٰتَيْنٰكَ سَبْعًا مِّنَ الْمَثَانِيْ وَالْقُرْاٰنَ الْعَظِيْمَ.

শানে নুযূল : রবিবার দিন বসরা ও আজরুআত থেকে বনূ নাজীর ও বনূ কুরাইযার ইহুদিরা রশদ ও আসবাব পত্রে পরিপূর্ণ সাতটি কাফেলা মক্কা নগরীতে গমন করে। তাদের ধন সম্পদ দেখে কোনো কোনো সাহাবীর মনে একটি আবেগে নারা দিল যে, এ মাল যদি আমাদের থাকত, তাহলে আমরা অনেক দান-দক্ষিণ্য করতাম। এমনকি রাসূল ﷺ এর হৃদয় কোণেও এমন একটা আবেগ উদয় হলো যে, কাফের মুশরিক বিজাতীয়রা কত সুখ-সাচ্ছন্দে জীবন যাপন করছে। আর মুসলমানেরা আহার্য্য ও পরিধেয় বস্ত্র সামগ্রীর প্রতিও মুহতাজ রয়েছে। সে মুহূর্তে রাসূল ﷺ ও সাহাবীগণকে সান্ত্বনা দান করার জন্য উক্ত আয়াত নাজিল করা হয়েছে। অপর এক বর্ণনায় রয়েছে যে, আবূ জাহেলের সাত কাফেলা সম্পর্কিত একটি বিশাল বণিক দল সিরিয়া থেকে প্রচুর স্বর্ণ-মুদ্রা নিয়ে উপস্থিত হয়। রাসূল ﷺ ও তাঁর সাহাবীগণ তা অবলোকন করছিলেন। সাহাবীগণের মধ্যে অনেকেই ছিলেন খাদ্য ও পরিধেয়ের অভাব অনটনের শিকার। তখন সাহাবীগণের অভাব অনটনের জন্য রাসূল ﷺ-এর হৃদয় কোণে কষ্ট অনুভব করছিলেন। তখন রাসূল ﷺ কে সান্ত্বনা দেওয়ার জন্য আলোচ্য আয়াত নাজিল করা হয়েছে।

فَاصْدَعْ بِمَا تُؤْمَرُ وَاَعْرِضْ عَنِ الْمُشْرِكِيْنَ.

শানে নুযূল : রাসূল ﷺ প্রাথমিক অবস্থায় দাওয়াত ইলাল্লাহর কাজ করতেন গোপনীয় ভাবে। এমনকি যারা ঈমান গ্রহণ করতেন তাদের প্রতিও আদেশ নিষেধ যা করতেন তাও গোপনীয় ভাবেই করতেন। এক পর্যায়ে সে গোপনীয়তা বর্জন করে প্রকাশ্যভাবে দাওয়াতের কাজ চালানোর লক্ষ্যে উক্ত আয়াত অবতীর্ণ হয়েছে।

যে সব বস্তির উপর আজাব এসেছে, সেগুলা থেকে শিক্ষা গ্রহণ করা উচিত–

https://e-ilm.weebly.com/

اِنَّ فِىۡ ذٰلِكَ لَاٰيٰتٍ لِّلۡمُتَوَسِّمِيۡنَ وَاِنَّهَا لَبِسَبِيۡلٍ مُّقِيۡمٍ এতে আল্লাহ তা'আলা সেসব জনপদের অবস্থা বর্ণনা করেছেন। আরব থেকে সিরিয়া যাওয়ার পথে এসব জনপদ অবস্থিত। এতদসঙ্গে আরো বলেছেন যে, এগুলোতে চক্ষুষ্মান ব্যক্তিদের জন্য আল্লাহ তা'আলার অপার শক্তির বিরাট নিদর্শনাবলি রয়েছে।

অন্য এক আয়াতে এসব জনপদ সম্পর্কে আরো বলেছেন যে, لَمۡ تُسۡكَنۡ مِّنۡۢ بَعۡدِهِمۡ اِلَّا قَلِيۡلًا -অর্থাৎ এসব জনপদ আল্লাহর আজাবের ফলে জনশূন্য হওয়ার পর পুনর্বার আবাদ হয়নি। তবে কয়েকটি জনপদ এর ব্যতিক্রম। এ বিবরণ সমষ্টি থেকে জানা যায় যে, আল্লাহ তা'আলা এসব জনপদ ও তাদের ঘর-বাড়িকে ভবিষ্যৎ বংশধরদের জন্য শিক্ষার উপকরণ করেছেন।

এ কারণেই রাসূলুল্লাহ ﷺ যখন এসব স্থান অতিক্রম করেছেন, তখন আল্লাহর ভয়ে তাঁর মস্তক নত হয়ে গেছে এবং তিনি সওয়ারীর উটকে দ্রুত হাঁকিয়ে সেসব স্থান পার হয়ে যাওয়ার চেষ্টা করেছেন। তাঁর এ কর্মের ফলে একটি সুন্নত প্রতিষ্ঠা লাভ করেছে। তা এই যে, যেসব স্থানে আল্লাহ তা'আলার আজাব এসেছে, সেগুলোকে তামাশার ক্ষেত্রে পরিণত করা খুবই পাষাণ হৃদয়ের কাজ। বরং এগুলো থেকে শিক্ষা লাভ করার পন্থা এই যে, সেখানে পৌঁছে আল্লাহ তা'আলার অপার শক্তির কথা ধ্যান করতে হবে এবং অন্তরে তাঁর আজাবের ভীতি সঞ্চার করতে হবে।

কুরআন পাকের বক্তব্য অনুযায়ী হযরত লূত (আ.)-এর ধ্বংসপ্রাপ্ত জনপদসমূহ আজও আরব থেকে সিরিয়াগামী রাস্তার পার্শ্বে জর্দানের এলাকায় সমুদ্রের উপরিভাগ থেকে যথেষ্ট নীচের দিকে একটি বিরাট মরুভূমির আকারে বিদ্যমান রয়েছে। এর একটি বিরাট পরিধিতে বিশেষ এক প্রকার পানি নদীর আকার ধারণ করে আছে। এ পানিতে কোনো মাছ, ব্যাঙ, ইত্যাদি জন্তু জীবিত থাকতে পারে না। এ জন্যই একে মৃত সাগর' ও লূত সাগর' নামে অভিহিত করা হয়। অনুসন্ধানের পর জানা গেছে যে, এতে পানির অংশ খুব কম এবং তেল জাতীয় উপাদান অধিক পরিমাণে বিদ্যমান। তাই এতে কোনো সামুদ্রিক জন্তু জীবিত থাকতে পারে না।

আজকাল প্রত্নতত্ত্ব বিভাগের পক্ষ থেকে এখানে কিছুসংখ্যক আবাসিক-কোঠা ও হোটেল নির্মাণ করা হয়েছে। পরকাল থেকে উদাসীন বস্তুবাদী মানুষ একে পর্যটন ক্ষেত্রে পরিণত করে রেখেছে। এহেন উদাসীনতার প্রতিকারার্থে কুরআন পাক অবশেষে বলেছে : اِنَّ فِىۡ ذٰلِكَ لَاٰيَةً لِّلۡمُؤۡمِنِيۡنَ অর্থাৎ, এসব ঘটনা ও ঘটনাস্থল প্রকৃতপক্ষে অন্তর্দৃষ্টিসম্পন্ন মুমিনদের জন্য শিক্ষাদায়ক। এক মাত্র ঈমানদাররাই এ শিক্ষা দ্বারা উপকৃত হয় এবং অন্যরা এসব স্থানকে নিছক তামাশার দৃষ্টিতে দেখে চলে যায়।

সূরা ফাতিহা সমগ্র কুরআনের মূল অংশ ও সারমর্ম : আলোচ্য আয়াতসমূহে সূরা ফাতেহাকে 'মহান কুরআন' বলার মধ্যে ইঙ্গিত রয়েছে যে, সূরা ফাতিহা এক দিক দিয়ে সমগ্র কুরআন। কেননা ইসলামের সব মূলনীতিই এতে ব্যক্ত হয়েছে।

হাশরে কি সম্পর্কে জিজ্ঞাসাবাদ হবে : উল্লিখিত আয়াতে আল্লাহ তা'আলা নিজের পবিত্র সত্তার কসম খেয়ে বলেছেন যে, সকল পূর্ববর্তী ও পরবর্তী লোককে অবশ্যই জিজ্ঞাসাবাদ করা হবে।

সাহাবায়ে কেরাম রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে প্রশ্ন করলেন যে, এই জিজ্ঞাসাবাদ কি বিষয় সম্পর্কে হবে? তিনি বললেন : লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহর উক্তি সম্পর্কে। তাফসীরে কুরতুবীতে এই রেওয়ায়েত বর্ণনা করে বলা হয়েছে যে, আমাদের মতে এর অর্থ অঙ্গীকারকে কার্যক্ষেত্রে পূর্ণ করা, যার শিরোনাম হচ্ছে লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ।' শুধু মৌখিক উচ্চারণ উদ্দেশ্য নয়। কেননা মৌখিক স্বীকারোক্তি তো মুনাফিকরাও করত। হযরত হাসান বসরী (র.) বলেন : ঈমান কোনো বিশেষ বেশভূষা ও আকার-আকৃতি ধারণ করা দ্বারা এবং ধর্ম শুধু কামনা দ্বারা গঠিত হয় না, বরং ঐ বিশ্বাসকে ঈমান বলা হয়, যা অন্তরের অন্তঃস্থলে আসন লাভ করে এবং কর্ম তার সত্যায়ন করে; যেমন হযরত যায়েদ ইবনে আরকাম (রা.) বর্ণিত এক হাদীসে রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন : যে ব্যক্তি আন্তরিকতা সহকারে লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ' উচ্চারণ করবে, সে অবশ্যই জান্নাতে যাবে। সাহাবায়ে-কেরাম জিজ্ঞেস করলেন : ইয়া

https://e-ilm.weebly.com/

https://e-ilm.weebly.com/

سُوْرَةُ النَّحْلِ

সূরা নাহ্ল

মক্কায় অবতীর্ণ : আয়াত-১২৮, রুকূ'-১৬

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ○

পরম করুণাময়, দয়ালু আল্লাহর নামে শুরু করছি।

১. আল্লাহ তা'আলর আদেশ এসে পৌঁছেছে, সুতরাং [হে অবিশ্বাসীরা!] তোমরা তাতে ত্বরা করো না; তিনি লোকদের শিরক হতে পবিত্র এবং ঊর্ধ্বে।	اَتٰۤى اَمْرُ اللّٰهِ فَلَا تَسْتَعْجِلُوْهُ ؕ سُبْحٰنَهٗ وَتَعٰلٰى عَمَّا يُشْرِكُوْنَ (١)
২. তিনি ফেরেশতাদেরকে ওহী অর্থাৎ স্বীয় আদেশ সহকারে আপন বান্দাদের মধ্যে যার প্রতি ইচ্ছা অবতীর্ণ করেন যে, তোমরা [লোকদেরকে] সতর্ক করে দাও– আমি ব্যতীত কেউই উপাস্য হওয়ার যোগ্য নেই, সুতরাং আমাকে ভয় করতে থাক।	يُنَزِّلُ الْمَلٰٓئِكَةَ بِالرُّوْحِ مِنْ اَمْرِهٖ عَلٰى مَنْ يَّشَآءُ مِنْ عِبَادِهٖۤ اَنْ اَنْذِرُوْۤا اَنَّهٗ لَاۤ اِلٰهَ اِلَّاۤ اَنَا فَاتَّقُوْنِ (٢)
৩. তিনি যথাযথভাবে আসমানসমূহ ও জমিনকে সৃষ্টি করেছেন। তিনি তাদের শিরকি কার্যকলাপ হতে পবিত্র।	خَلَقَ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضَ بِالْحَقِّ ؕ تَعٰلٰى عَمَّا يُشْرِكُوْنَ (٣)
৪. তিনি মানুষকে বীর্যবিন্দু হতে সৃষ্টি করেছেন, অতঃপর তারা আকস্মাৎ প্রকাশ্যে বিতর্ক করতে লাগল।	خَلَقَ الْاِنْسَانَ مِنْ نُّطْفَةٍ فَاِذَا هُوَ خَصِيْمٌ مُّبِيْنٌ (٤)

শাব্দিক অনুবাদ :

১. اَتٰۤى اَمْرُ اللّٰهِ আল্লাহ তা'আলার হুকুম এসে পৌঁছেছে فَلَا تَسْتَعْجِلُوْهُ সুতরাং (হে অবিশ্বাসীরা!) তোমরা তাতে ত্বরা করো না سُبْحٰنَهٗ وَتَعٰلٰى তিনি পবিত্র এবং ঊর্ধ্বে عَمَّا يُشْرِكُوْنَ লোকদের শিরক হতে।

২. يُنَزِّلُ তিনি অবতীর্ণ করেন الْمَلٰٓئِكَةَ ফেরেশতাদেরকে بِالرُّوْحِ مِنْ اَمْرِهٖ ওহী অর্থাৎ স্বীয় আদেশ সহকারে عَلٰى مَنْ يَّشَآءُ যার প্রতি ইচ্ছা مِنْ عِبَادِهٖ আপন বান্দাদের মধ্যে اَنْ اَنْذِرُوْۤا যে, তোমরা সতর্ক করে দাও اَنَّهٗ لَاۤ اِلٰهَ اِلَّاۤ اَنَا আমি ব্যতীত কেউই উপাস্য হওয়ার যোগ্য নেই فَاتَّقُوْنِ সুতরাং আমাকে ভয় করতে থাক।

৩. خَلَقَ তিনি সৃষ্টি করেছেন السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضَ আসমান সমূহ ও জমিনকে بِالْحَقِّ যথাযথভাবে تَعٰلٰى عَمَّا يُشْرِكُوْنَ তিনি তাদের শিরকি কার্যকলাপ হতে পবিত্র।

৪. خَلَقَ الْاِنْسَانَ তিনি মানুষকে সৃষ্টি করেছেন مِنْ نُّطْفَةٍ বীর্য বিন্দু হতে فَاِذَا هُوَ خَصِيْمٌ مُّبِيْنٌ অতঃপর তারা অকস্মাৎ প্রকাশ্যে বিতর্ক করতে লাগল।

https://e-ilm.weebly.com/

৫. আর তিনিই চতুষ্পদ জন্তুগুলোকে সৃষ্টি করেছেন, তাদের মধ্যে তোমাদের জন্য শীতের সম্বলও রয়েছে আরো বহু উপকারিতাও রয়েছে, এবং তাদের মধ্য হতে তোমরা ভক্ষণও করে থাক।	وَالْاَنْعَامَ خَلَقَهَا ۚ لَكُمْ فِيْهَا دِفْءٌ وَّمَنَافِعُ وَمِنْهَا تَاْكُلُوْنَ (٥)
৬. আর সেগুলোতে তোমাদের জন্য সৌন্দর্যও রয়েছে, যখন গোধূলীলগ্নে গৃহে আনয়ন কর আর যখন সকালে [মাঠে] ছেড়ে দাও।	وَلَكُمْ فِيْهَا جَمَالٌ حِيْنَ تُرِيْحُوْنَ وَحِيْنَ تَسْرَحُوْنَ (٦)
৭. এবং তারা তোমাদের বোঝাও এমন নগরে বহন করে নিয়ে যায়, যেখানে তোমরা নিজেদেরকে শ্রমক্লিষ্ট করা ব্যতীত পৌছতে পারতে না; বাস্তবিক তোমাদের প্রতিপালক দয়ার্দ্র, পরম দয়ালু,	وَتَحْمِلُ اَثْقَالَكُمْ اِلٰى بَلَدٍ لَّمْ تَكُوْنُوْا بٰلِغِيْهِ اِلَّا بِشِقِّ الْاَنْفُسِ ؕ اِنَّ رَبَّكُمْ لَرَءُوْفٌ رَّحِيْمٌ (٧)
৮. এবং তিনি সৃষ্টি করেছেন ঘোড়া ও খচ্চর এবং গাধাকেও, যেন তোমরা তাদের উপর আরোহণ করতে পার এবং শোভার জন্যও; এবং তিনি এরূপ বহু বস্তুও সৃষ্টি করেন যার সম্বন্ধে তোমরা খবরও রাখ না।	وَّالْخَيْلَ وَالْبِغَالَ وَالْحَمِيْرَ لِتَرْكَبُوْهَا وَزِيْنَةً ؕ وَيَخْلُقُ مَا لَا تَعْلَمُوْنَ (٨)
৯. এবং সরল পথ আল্লাহ তা'আলার কাছে পৌছায় এবং কোনো কোনো পথ বক্রও আছে; আর যদি আল্লাহ চাইতেন, তবে তোমাদের সকলকে লক্ষ্যস্থলে পৌছিয়ে দিতেন।	وَعَلَى اللّٰهِ قَصْدُ السَّبِيْلِ وَمِنْهَا جَآئِرٌ ؕ وَلَوْ شَآءَ لَهَدٰىكُمْ اَجْمَعِيْنَ (٩) ع

শাব্দিক অনুবাদ :

৫. وَالْاَنْعَامَ خَلَقَهَا আর তিনিই চতুষ্পদ জন্তুগুলোকে সৃষ্টি করেছেন لَكُمْ فِيْهَا دِفْءٌ তাদের মধ্যে তোমাদের জন্য শীতের সম্বলও রয়েছে وَّمَنَافِعُ আরো বহু উপকারিতাও রয়েছে وَمِنْهَا تَاْكُلُوْنَ এবং তাদের মধ্য হতে তোমরা ভক্ষণও করে থাক।

৬. وَلَكُمْ فِيْهَا جَمَالٌ আর সে গুলোতে তোমাদের জন্য সৌন্দর্যও রয়েছে حِيْنَ تُرِيْحُوْنَ যখন গোধূলীলগ্নে গৃহে আনয়ন কর وَحِيْنَ تَسْرَحُوْنَ আর যখন সকালে ছেড়ে দাও।

৭. وَتَحْمِلُ اَثْقَالَكُمْ এবং তারা তোমাদের বোঝাও বহন করে নিয়ে যায় اِلٰى بَلَدٍ এমন নগরে لَّمْ تَكُوْنُوْا بٰلِغِيْهِ যেখানে তোমরা পৌছতে পারতে না اِلَّا بِشِقِّ الْاَنْفُسِ শ্রমক্লিষ্ট করা ব্যতীত اِنَّ رَبَّكُمْ لَرَءُوْفٌ رَّحِيْمٌ বাস্তবিক তোমাদের প্রভু অত্যন্ত কৃপাবান, দয়াশীল।

৮. وَّالْخَيْلَ وَالْبِغَالَ وَالْحَمِيْرَ এবং তিনি সৃষ্টি করেছেন ঘোড়া, খচ্চর এবং গাধাকেও لِتَرْكَبُوْهَا যেন তোমরা সে গুলোর উপর আরোহন করতে পার وَزِيْنَةً এবং শোভার জন্যও وَيَخْلُقُ এবং তিনি এরূপ বহু বস্তুও সৃষ্টি করেনে مَا لَا تَعْلَمُوْنَ যার সমম্বে তোমরা খবরও রাখ না।

৯. وَعَلَى اللّٰهِ قَصْدُ السَّبِيْلِ এবং সরল পথ আল্লাহ তা'আলার কাছে পৌছায় وَمِنْهَا جَآئِرٌ এবং কোনো কোনো পথ বক্রও আছে وَلَوْ شَآءَ আর যদি আল্লাহ চাইতেন لَهَدٰىكُمْ اَجْمَعِيْنَ তবে তোমাদের সকলকে লক্ষ্যস্থলে পৌছে দিতেন।

https://e-ilm.weebly.com/

১০. তিনি এমন যিনি তোমাদের জন্য আসমান হতে পানি বর্ষণ করেছেন, যা হতে তোমরা পান করতে পাও এবং তা দ্বারা উদ্ভিদসমূহ [উৎপন্ন] হয় যাতে তোমরা [জন্তুগুলোকে] চরাবার জন্য ছেড়ে দাও।	هُوَ الَّذِيْٓ اَنْزَلَ مِنَ السَّمَآءِ مَآءً لَّكُمْ مِّنْهُ شَرَابٌ وَّمِنْهُ شَجَرٌ فِيْهِ تُسِيْمُوْنَ (١٠)
১১. তিনি তা দ্বারা তোমাদের জন্য শস্য, যয়তুন, খেজুর, আঙ্গুর এবং সর্বপ্রকার ফল উৎপাদন করেন; নিঃসন্দেহে এর মধ্যে চিন্তাশীল লোকদের জন্য নিদর্শন রয়েছে।	يُنْۢبِتُ لَكُمْ بِهِ الزَّرْعَ وَالزَّيْتُوْنَ وَالنَّخِيْلَ وَالْاَعْنَابَ وَمِنْ كُلِّ الثَّمَرٰتِ ؕ اِنَّ فِيْ ذٰلِكَ لَاٰيَةً لِّقَوْمٍ يَّتَفَكَّرُوْنَ (١١)
১২. আর তিনি বশীভূত করেছেন তোমাদের জন্য রজনী ও দিবসকে এবং সূর্য ও চন্দ্রকে [স্বীয় কুদরতে] আর তারকাসমূহ বশীভূত রয়েছে তাঁর আদেশে; নিঃসন্দেহে জ্ঞানবান লোকদের জন্য তাতে কয়েকটি নিদর্শন রয়েছে।	وَسَخَّرَ لَكُمُ الَّيْلَ وَالنَّهَارَ ۙ وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ ؕ وَالنُّجُوْمُ مُسَخَّرٰتٌۢ بِاَمْرِهٖ ؕ اِنَّ فِيْ ذٰلِكَ لَاٰيٰتٍ لِّقَوْمٍ يَّعْقِلُوْنَ (١٢)
১৩. আর সে সকল জিনিসকেও [-বশীভূত করেছেন] যেগুলোকে তোমাদের জন্য এভাবে সৃষ্টি করেছেন যে, তাদের প্রকার বিভিন্ন; নিঃসন্দেহে এমন লোকদের জন্য তাতে নিদর্শন রয়েছে যারা উপদেশ গ্রহণ করে।	وَمَا ذَرَاَ لَكُمْ فِي الْاَرْضِ مُخْتَلِفًا اَلْوَانُهٗ ؕ اِنَّ فِيْ ذٰلِكَ لَاٰيَةً لِّقَوْمٍ يَّذَّكَّرُوْنَ (١٣)

শাব্দিক অনুবাদ :

১০. هُوَ الَّذِيْٓ اَنْزَلَ مِنَ السَّمَآءِ مَآءً لَّكُمْ তিনি এমন যিনি তোমাদের জন্য আসমান হতে পানি বর্ষণ করেছেন مِّنْهُ شَرَابٌ যা হতে তোমরা পান করতে পাও وَّمِنْهُ شَجَرٌ এবং তাদ্বারা উদ্ভিদসমূহ (উৎপন্ন) হয় فِيْهِ تُسِيْمُوْنَ যাতে তোমরা (জন্তু গুলোকে) চরাবার জন্য ছেড়ে দাও।

১১. يُنْۢبِتُ لَكُمْ بِهِ তিনি তা দ্বারা তোমাদের জন্য উৎপন্ন করেন الزَّرْعَ শস্য وَالزَّيْتُوْنَ যয়তুন وَالنَّخِيْلَ খেজুর وَالْاَعْنَابَ আঙ্গুর وَمِنْ كُلِّ الثَّمَرٰتِ এবং সর্ব প্রকার ফল اِنَّ فِيْ ذٰلِكَ لَاٰيَةً নিঃসন্দেহে এর মধ্যে নিদর্শন রয়েছে لِّقَوْمٍ يَّتَفَكَّرُوْنَ চিন্তাশীল লোকদের জন্য।

১২. وَسَخَّرَ لَكُمُ আর তিনি বশীভূত করেছেন তোমাদের জন্য الَّيْلَ وَالنَّهَارَ রাত্র ও দিবসকে وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ এবং সূর্য ও চন্দ্রকে وَالنُّجُوْمُ مُسَخَّرٰتٌۢ আর তারকাসমূহ বশীভূত রয়েছে بِاَمْرِهٖ তাঁর আদেশে اِنَّ فِيْ ذٰلِكَ لَاٰيٰتٍ নিঃসন্দেহে তাতে কয়েকটি নিদর্শন রয়েছে لِّقَوْمٍ يَّعْقِلُوْنَ জ্ঞানবান লোকদের জন্য।

১৩. وَمَا ذَرَاَ لَكُمْ فِي الْاَرْضِ আর সে সকল জিনিসকেও (বশীভূত করেছেন) যে গুলোকে তোমাদের জন্য এভাবে সৃষ্টি করেছেন যে مُخْتَلِفًا اَلْوَانُهٗ তাদের প্রকার বিভিন্ন اِنَّ فِيْ ذٰلِكَ لَاٰيَةً নিঃসন্দেহে তাতে নিদর্শন রয়েছে لِّقَوْمٍ يَّذَّكَّرُوْنَ উপদেশ গ্রহণকারী লোকদের জন্য।

https://e-ilm.weebly.com/

১৪. আর তিনি এমন, যিনি সমুদ্রকে [নিজ কুদরতের] বশীভূত করে বানিয়েছেন, যেন তা হতে তাজা গোশত খেতে পাও এবং তা হতে [মোতির] অলংকার বের কর যা তোমরা পরিধান কর, আর তুমি জলযানসমূহকে দেখছ যে, তারা জলরাশির বুক চিরে চলে যাচ্ছে, আর যেন তোমরা আল্লাহ তা'আলা প্রদত্ত জীবিকা অন্বেষণ কর এবং যেন শোকর আদায় কর।

وَهُوَ الَّذِىْ سَخَّرَ الْبَحْرَ لِتَاْكُلُوْا مِنْهُ لَحْمًا طَرِيًّا وَّتَسْتَخْرِجُوْا مِنْهُ حِلْيَةً تَلْبَسُوْنَهَا ۚ وَتَرَى الْفُلْكَ مَوَاخِرَ فِيْهِ وَلِتَبْتَغُوْا مِنْ فَضْلِهٖ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُوْنَ (١٤)

১৪. هُوَالَّذِىْ سَخَّرَلَكُمُ الْبَحْرَ আর তিনি এমন যিনি সমুদ্রকে (নিজ কুদরতে) বশীভূত করে বানিয়েছেন لِتَاْكُلُوْا مِنْهُ لَحْمًا طَرِيًّا যেন তা হতে তাজা গোশত খেতে পাও وَتَسْتَخْرِجُوْا مِنْهُ حِلْيَةً এবং তা হতে (মোতির) অলঙ্কার বের কর تَلْبَسُوْنَهَا যা তোমরা পরিধান কর وَتَرَى الْفُلْكَ مَوَاخِرَ فِيْهِ আর তুমি জলযানসমূহকে দেখছ যে, তারা জলরাশির বুক চিরে চলে যাচ্ছে وَلِتَبْتَغُوْا مِنْ فَضْلِهٖ আর যেন তোমরা আল্লাহ প্রদত্ত জীবিকা অন্বেষণ কর وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُوْنَ এবং যেন শোকর আদায় কর।

https://e-ilm.weebly.com/

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

সূরা নাহ্‌ল প্রসঙ্গে : [সূরা নাহল মক্কায় অবতীর্ণ] এতে ১২৮ আয়াত এবং ১৬ টি রুকূ' রয়েছে।

সূরা নাহ্‌ল -এর নামকরণ : নাহল বলা হয় মধু মক্ষীকাকে। যেহেতু এতে মধু মক্ষীকার কথা রয়েছে তাই এ সূরার নামকরণ করা হয়েছে 'সূরাতুন নাহল'। এ সূরার আরেকটি নাম হলো সূরাতুন নিয়াম। যেহেতু এ সূরায় আল্লাহ পাকের অনেক নিয়ামতের উল্লেখ রয়েছে তাই তাকে সূরাতুন নিয়াম বলা হয়। আর এ নিয়ামতসমূহের আলোচনা মূলত তাওহীদ বা আল্লাহর একত্ববাদের জ্বলন্ত দলিল বা প্রমাণ। এর দ্বারা শিরক ও পৌত্তলিকতার বাতুলতা ঘোষণা করা হয়েছে। তাওহীদের উপর বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করা হয়েছে। এর পাশাপাশি যারা প্রিয়নবী ﷺ এর নবুয়ত সম্পর্কে সন্দেহ পোষণ করত তাদের সন্দেহ খণ্ডন করা হয়েছে। তাওহীদ বা আল্লাহর একত্ববাদের যুক্তি প্রমাণ পেশ করার পর নবুয়ত, রিসালতের বাস্তবতা এবং পবিত্র কুরআনের সত্যতা ঘোষণা করা হয়েছে। এমনিভাবে যারা কিয়ামতকে অস্বীকার করে তাদের সম্পর্কে সতর্কবাণী উচ্চারণ করা হয়েছে। এ সূরার শেষ রুকূ'তে প্রিয়নবী ﷺ -এর রিসালাতের সত্যতা বর্ণনা প্রসঙ্গে হযরত ইবরাহীম (আ.)-এর রিসালাতের উল্লেখ রয়েছে। যেহেতু মক্কা মুয়াযযমার কাফের মুশরিকরা প্রিয়নবী ﷺ এর প্রতি জুলুম-অত্যাচার করতে খড়গহস্ত ছিল তাই সূরার শেষে সবর অবলম্বনের তথা ধৈর্যধারণের এবং তাকওয়া-পরহেজগারির নীতি গ্রহণের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। অধিকাংশ তাফসীরকারগণ বলেছেন, এ সূরা মক্কা মুয়াযযমায় নাজিল হয়েছে। তবে ইবনে ইসহাক এবং ইবনে জারীর আতা ইবনে ইয়াসারের কথার উদ্ধৃতি দিয়েছেন যে, এ সূরার সর্বশেষ তিনটি আয়াত মদিনা মুনাওয়ারায় ওহুদের যুদ্ধের পর নাজিল হয়েছে। এতদ্ব্যতীত সমগ্র সূরাটি মক্কায় নাজিল হয়েছে।

قَوْلُهٗ اَتٰى اَمْرُ اللّٰهِ الخ : এ সূরাকে বিশেষ কোনো ভূমিকা ছাড়াই কঠোর শাস্তির সতর্কবাণী ও ভয়াবহ শিরোনামে শুরু করা হয়েছে। এর কারণ ছিল মুশরিকদের এই উক্তি যে, মুহাম্মদ ﷺ আমাদেরকে কিয়ামত ও আজাবের ভয় দেখায় এবং বলে যে, আল্লাহ তা'আলা তাকে জয়ী করা এবং বিরোধীদেরকে শাস্তি দেওয়ার ওয়াদা

করেছেন। এরূপ কিছু ঘটবে বলে আমাদের তো মনে হয় না। এর উত্তরে বলা হয়েছে, আল্লাহর নির্দেশ এসে গেছে। তোমরা তাড়াহুড়া করো না। 'আল্লাহর নির্দেশ' বলে এখানে এ ওয়াদা বুঝানো হয়েছে, যা আল্লাহ তা'আলা রাসূল ﷺ-এর সাথে করেছেন যে, তাঁর শত্রুদেরকে পরাভূত করা হবে এবং মুসলমানরা বিজয়, সাহায্য ও সম্মান প্রতিপত্তি লাভ করবে। এ আয়াতে আল্লাহ তা'আলা ভীতিপ্রদ স্বরে বলেছেন যে, আল্লাহর নির্দেশ এসে গেছে অর্থাৎ আসার পথেই রয়েছে, যা তোমরা অতিসত্বর দেখতে পাবে।

কেউ কেউ বলেন যে, এখানে 'আল্লাহর নির্দেশ' বলে কিয়ামত বুঝানো হয়েছে। আর তা এসে যাওয়ার অর্থও এই যে, আসা অতি নিকটবর্তী। সমগ্র জগতের বয়সের দিক দিয়ে দেখলে কিয়ামতের নিকটবর্তী হওয়া কিংবা এসে পৌঁছাও দূরবর্তী বিষয় নয়। –[তাফসীরে বাহরে মুহীত]

পরবর্তী বাক্যে বলা হয়েছে, আল্লাহ তা'আলা শিরক থেকে পবিত্র। এর উদ্দেশ্য এই যে, তারা যে আল্লাহর ওয়াদাকে ভ্রান্ত সাব্যস্ত করছে, এটা কুফরি ও শিরক। আল্লাহ তা'আলা এ থেকে পবিত্র। –[তাফসীরে বাহরে মুহীত]

একটি কঠোর সতর্কবাণীর মাধ্যমে তাওহীদের দাওয়াত দেওয়া এই আয়াতের সারমর্ম। দ্বিতীয় আয়াতে ইতিহাসগত দলিল দ্বারা তাওহীদ প্রমাণিত হয়েছে যে, হযরত আদম (আ.) থেকে শুরু করে শেষ নবী হযরত মুহাম্মদ ﷺ পর্যন্ত দুনিয়ার বিভিন্ন ভূখণ্ডে এবং বিভিন্ন সময়ে যে রাসূলই আগমন করেছেন, তিনি জনসমক্ষে তাওহীদের বিশ্বাসই পেশ করেছেন। অথচ বাহ্যিক উপায়াদির মাধ্যমে একজনের অবস্থা ও শিক্ষা অন্যজনের মোটেই জানা ছিল না। চিন্তা করুন কমপক্ষে এক লক্ষ চব্বিশ হাজার মহাপুরুষ, যারা বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন দেশে এবং বিভিন্ন ভূখণ্ডে জন্মগ্রহণ করেছেন তাঁরা সবাই যখন একই বিষয়ের প্রবক্তা, তখন স্বভাবতই মানুষ এ কথা বুঝতে বাধ্য হয় যে, বিষয়টি ভ্রান্ত হতে পারে না। বিশ্বাস স্থাপনের জন্য এককভাবে এ যুক্তিটিই যথেষ্ট।

আয়াতে رُوْحٌ শব্দ বলে হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) -এর মতে ওহী এবং অন্যান্য তাফসীরবিদের মতে হেদায়েত বুঝানো হয়েছে। -[বাহর] এ আয়াতে তাওহীদের ইতিহাসগত প্রমাণ পেশ করার পর পরবর্তী আয়াতসমূহে তাওহীদের বিশ্বাসকে যুক্তিগতভাবে আল্লাহ তা'আলার বিভিন্ন নিয়ামত বর্ণনার মাধ্যমে প্রমাণ করা হচ্ছে।

أَتَىٰ أَمْرُ اللّٰهِ فَلَا تَسْتَعْجِلُوْهُ سُبْحَانَهٗ وَتَعٰلٰى عَمَّا يُشْرِكُوْنَ.

শানে নুযূল-১ : আলোচ্য আয়াত মক্কায় অবতীর্ণ হয়েছে। হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) বলেন, ইতঃপূর্বে কুরআন শরীফে যখন اِقْتَرَبَتِ السَّاعَةُ وَانْشَقَّ الْقَمَرُ অবতীর্ণ হলো, তখন কাফের সম্প্রদায় একে অপরের সাথে বলতে লাগল যে, অমুক ব্যক্তির (মুহাম্মদ ﷺ) দাবি কিয়ামত (মহাপ্রলয়) অত্যাসন্ন কাজেই কিছু কিছু পাপ কাজ ছেড়ে দাও এবং অবস্থা সংশোধন করার ফিকির কর। দেখা যাক পরিস্থিতি কি দাঁড়ায়। তারা যখন দেখতে পেল কিছুই হয়নি, তখন তারা বলতে লাগল আরে মিঞা! কিয়ামত বলে কিছুইতো দেখতে পাচ্ছি না। এর প্রেক্ষিতে اِقْتَرَبَ لِلنَّاسِ حِسَابُهُمْ اَلْاٰيَةَ আয়াত অবতীর্ণ হয়। তখন তারা অত্যন্ত ভীতিগ্রস্ত হয়ে পড়ে। অতঃপর তদাপেক্ষা অধিক কাল যখন অতিক্রম করল, তখন তারা বলতে লাগল যে, হে মুহাম্মদ ﷺ! যে সকল বস্তুর প্রতি আপনি আমাদেরকে ভয় দেখালেন এখন পর্যন্তও তো সে সকল প্রতিশ্রুত বস্তুর নিদর্শন বলতে কিছুই দেখতে পেলাম না। সে সময় اَتٰى اَمْرُ اللّٰهِ আয়াতাংশ অবতীর্ণ হয়। তা শোনে উপস্থিত সকলেই ভীত সন্ত্রস্ত হয়ে পড়ে এবং অনিবার্য উপস্থিত মনে করে আসমানের দিকে তাকাতে থাকে। তখন فَلَا تَسْتَعْجِلُوْهُ আয়াতাংশ অবতীর্ণ হয়।

–(কুরতুবী ৬২/১০, নূরুল কুলূব)

https://e-ilm.weebly.com/

শানে নুযূল-২ : অপর এক বর্ণনায় বর্ণিত রয়েছে যে, কাফের কুরাইশরা নবী করীম ﷺ এর প্রতি বিদ্রুপ ও তাঁকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করার অপরাধে তাদের প্রতি ধ্বংসাত্মক প্রতিশ্রুত আজাব ত্বরীত কামনা করে বলতে ছিল যে, আপনি যা বলেন তা যদি সত্য হয়ে থাকে, তাহলে তো আমাদের প্রতিমা গুলো আমাদের জন্য সুপারিশ করবে এবং সে আজাব থেকে আমাদেরকে পরিত্রাণ করবে। সে পরিপ্রেক্ষিতে উক্ত আয়াত নাজিল হয়েছে।

فَإِذَا هُوَ خَصِيمٌ مُّبِينٌ অর্থাৎ এই দুর্বল মানবকে যখন বল ও বাকশক্তি দান করা হলো, তখন সে আল্লাহর সত্তা ও গুণাবলী সম্পর্কেই বিতর্ক উত্থাপন করতে লাগল।

এরপর ঐসব বস্তু সৃষ্টি করার কথা বলা হয়েছে, যেগুলো মানুষের উপকারার্থেই বিশেষভাবে সৃজিত হয়েছে। কুরআন সর্বপ্রথম আরববাসীকেই সম্বোধন করেছিল। আরবদের জীবিকার প্রধান অবলম্বন ছিল উট, গরু, ছাগল ইত্যাদি গৃহপালিত চতুষ্পদ জন্তু। তাই প্রথমে এসবের কথা উল্লেখ করে বলা হয়েছে, وَالْأَنْعَامَ خَلَقَهَا অতঃপর চতুষ্পদ জন্তু দ্বারা মানুষের যেসব উপকার হয়, তন্মধ্যে দু'টি উপকার বিশেষভাবে উল্লেখ করা হয়েছে।

এক. لَكُمْ فِيهَا دِفْءٌ অর্থাৎ এসব জন্তুর পশম দ্বারা মানুষ বস্ত্র এবং চামড়া দ্বারা পরিধেয় ও টুপী তৈরি করে শীতকালে উত্তাপ হাসিল করে।

দুই. وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ অর্থাৎ মানুষ এসব জন্তু জবাই করে খোরাকও তৈরি করতে পারে। যতদিন জীবিত থাকে, ততদিন দুধ দ্বারা উৎকৃষ্ট খাদ্য প্রস্তুত করে। অন্যান্য সাধারণ উপকার বুঝার জন্য বলা হয়েছে, وَمَنَافِعُ -অর্থাৎ, জন্তুগুলোর মাংস, চামড়া অস্থি ও পশমের মধ্যে আরও অসংখ্য উপকারিতা নিহিত রয়েছে। এ অস্পষ্ট ও সংক্ষিপ্ত বর্ণনার মধ্যে ঐসব নবাবিস্কৃত বস্তুর প্রতিও ইঙ্গি রয়েছে, যেগুলো জৈব উপাদান দ্বারা মানুষের খাদ্য, পোশাক, ঔষধ ও ব্যবহার্য দ্রব্যাদি প্রস্তুতের ক্ষেত্রে এ পর্যন্ত আবিষ্কৃত হয়েছে অথবা ভবিষ্যতে কিয়ামত পর্যন্ত হবে।

পরিশেষে এসব জন্তুর আরও একটি গুরুত্বপূর্ন উপকার বর্ণনা করে বলা হয়েছে যে, এগুলো তোমাদের ভারী জিনিসপত্রের বোঝা দুর-দূরান্তের শহর পর্যন্ত পৌছে দেয়, যেখানে তোমাদের এবং তোমাদের জিনিসপত্রের পৌছা প্রাণান্তকর পরিশ্রম ব্যতীত সম্ভবপর নয়। উট ও গরু বিশেষভাবে মানুষের এ সেবা বিরাট আকারে সম্পন্ন করে থাকে। আজকাল রেলগাড়ী, ট্রাক ও উড়োজাহাজের যুগেও মানুষের কাছে এরা উপেক্ষিত নয়। কারণ, এমনও অনেক জায়গা রয়েছে, যেখানে এসব নবাবিস্কৃত যানবাহন অকেজো হয়ে পড়ে। এরূপ ক্ষেত্রে মানুষ বাধ্য হয়ে এসব জন্তুকে কাজে লাগায়।

أَنْعَامٌ অর্থাৎ উট, বলদ ইত্যাদির বোঝা বহনের কথা আলোচিত হওয়ার পর ঐসব জন্তুর কথা প্রসঙ্গতঃ উত্থাপন করা উপযুক্ত মনে হয়েছে, যেগুলো সৃষ্ট হয়েছে সওয়ারী ও বোঝা বহনের উদ্দেশে। এদের দুধ ও গোশতের সাথে মানুষের কোনো উপকার সম্পৃক্ত নয়। কেননা, বিভিন্ন চারিত্রিক রোগের কারণ বিধায় এগুলো শরিয়তের আইনে নিষিদ্ধ। বলা হয়েছে, وَالْخَيْلَ وَالْبِغَالَ وَالْحَمِيرَ لِتَرْكَبُوهَا وَزِينَةً আমি ঘোড়া, খচ্চর ও গাধা সৃষ্টি করেছি, যাতে তোমরা এগুলোতে সওয়ার হও, বোঝা বহনের কথাও প্রসঙ্গত : এর মধ্যে এসে গেছে এবং তোমাদের শোভা ও সৌন্দর্যের উপকরণ হওয়াও এগুলোকে সৃষ্টি করার অন্যতম কারণ। এখানে 'শোভা' বলে ঐ শানশওকত বুঝানো হয়েছে, যা সর্বসাধারণের মধ্যে মালিকদের জন্য বর্তমান থাকে।

কুরআনে রেল, মোটর ও বিমানের উল্লেখ : সওয়ারীর তিনটি জন্তু ঘোড়া, খচ্চর ও গাধার কথা বিশেষভাবে বর্ণনা করার পর পরিশেষে অনান্য যানবাহন সম্পর্কে ভবিষ্যত পদবাচ্য ব্যবহার করে বলা হয়েছে : وَيَخْلُقُ مَا لَا تَعْلَمُونَ -অর্থাৎ, আল্লাহ তা'আলা ঐসব বস্তু সৃষ্টি করবেন, যেগুলো তোমরা জান না। এখানে ঐসব নবাবিস্কৃত

https://e-ilm.weebly.com/

যানবাহন ও গাড়ি বুঝানো হয়েছে, যেগুলার অস্তিত্ব প্রাচীনকালে ছিল না, যেমন রেল, মটর, বিমান ইত্যাদি; যেগুলো এ পর্যন্ত আবিষ্কৃত হয়েছে, এছাড়া ভবিষ্যতে যেসব যানবাহন আবিস্কৃত হবে, সেগুলোও এর অন্তর্ভুক্ত। কেননা, প্রকৃতপক্ষে এগুলো সর্বশক্তিমান স্রষ্টার কাজ। এতে প্রাচীন ও আধুনিক বিজ্ঞানের কাজ এতটুকুই যে, বিজ্ঞানীরা প্রকৃতি প্রদত্ত জ্ঞান-বুদ্ধির সাহায্যে প্রকৃতির সৃজিত ধাতব পদার্থসমূহে সংযোজিত করে বিভিন্ন কলকজা তৈরি করেছে। অতঃপর তাতে প্রকৃতি প্রদত্ত বায়ু, পানি, অগ্নি ইত্যাদি থেকে বৈদ্যুতিক প্রবাহ সৃষ্টি করেছে, কিংবা প্রকৃতি প্রদত্ত খনি থেকে পেট্রোল বের করে এসব যানবাহনে ব্যবহার করেছে। প্রাচীন ও আধুনিক বিজ্ঞান একজোট হয়েও কোনো লোহা, পিতল সৃষ্টি করতে পারে না এবং এলুমিনিয়াম জাতীয় কোনো হালকা ধাতুও তৈরি করতে পারে না। এমনিভাবে বায়ু ও পানি সৃষ্টি করাও তার সাধ্যতীত। প্রকৃতির সৃজিত শক্তিসমূহের ব্যবহার শিক্ষা করাই তার একমাত্র কাজ। জগতের যাবতীয় আবিষ্কার এ ব্যবহারেরই বিস্তারিত বিবরণ। তাই সামান্য চিন্তা করলেই একথা স্বীকার করা ছাড়া গত্যন্তর থাকে না যে, যাবতীয় নতুন আবিষ্কার পরম সৃষ্টিকর্তা আল্লাহ তা'আলারই সৃষ্টি।

এখানে বিশেষভাবে প্রণিধানযোগ্য যে, পূর্বোল্লেখিত সব বস্তুর সৃষ্টির ক্ষেত্রে অতীত পদবাচ্য ব্যবহার করে خَلَقَ বলা হয়েছে এবং প্রসিদ্ধ যানবাহন উল্লেখ করার পর ভবিষ্যতে পদবাচ্য ব্যবহার করে يَخْلُقُ বলা হয়েছে। এ পরিবর্তন থেকে ফুটে উঠেছে যে, এ শব্দটি ঐসব যানবাহন সম্পর্কিত যেগুলো এখন পর্যন্ত অস্তিত্ব লাভ করেনি এবং আল্লাহ তা'আলা জানেন যে, ভবিষ্যতে কি কি যানবাহন সৃষ্টি করতে হবে। এ সংক্ষিপ্ত বাক্যে তিনি সেগুলোর উল্লেখ করে দিয়েছেন।

মাসআলা : কুরআন পাক প্রথমে اَنْعَامْ অর্থাৎ উট, গরু, ছাগল ইত্যাদির কথা উল্লেখ করেছে এবং এদের উপকারিতাসমূহের মধ্যে মাংস ভক্ষণকেও একটি গুরুত্বপূর্ণ উপকারিতা সাব্যস্ত করেছে। এরপর পৃথকভাবে বলেছে, وَالْخَيْلَ وَالْبِغَالَ وَالْحَمِيْرَ এসব উপকারিতাসমূহের মধ্যে সওয়ার হওয়া এবং এসবের দ্বারা শোভা অর্জনের কথা তো উল্লেখ হয়েছে; কিন্তু গোশত ভক্ষণের কথা বলা হয়নি। এতে প্রমাণ পাওয়া যায় যে, ঘোড়া, খচ্চর ও গাধার গোশত হালাল নয়। খচ্চর ও গাধার গোশত যে হারাম, এ বিষয়ে জমহুর ফিকাহবিদগণ একমত। একটি স্বতন্ত্র হাদীসে এগুলোর অবৈধতা পরিষ্কার ভাষায় বর্ণিত হয়েছে; কিন্তু ঘোড়ার ব্যাপারে দু'টি পরস্পর বিরোধী হাদীস বর্ণিত আছে। একিট দ্বারা হালাল ও অপরটি দ্বারা হারাম হওয়া বুঝা যায়। এ কারণেই এ ব্যাপারে ফিকহবিদগণের উক্তি বিভিন্নরূপ হয়ে গেছে। কারো মতে হালাল এবং কারো মতে হারাম। ইমাম আ'যম আবূ হানীফা (র.) এ পরস্পরবিরোধী প্রমাণের কারণে গোড়ার গোশতকে গাধা ও খচ্চরের মাংসের অনুরূপ হারাম বলেননি; কিন্তু মাকরূহ বলেছেন। -(আহকামুল-কুরআন-জাসসাস)

মাসআলা : এ আয়াত থেকে সৌন্দর্য ও শোভার বৈধতা জানা যায় যদিও গর্ব ও অহঙ্কার করা হারাম। পার্থক্য এই যে, শোভা ও সৌন্দর্যের সারমর্ম হচ্ছে মনের খুশি অথবা আল্লাহর নিয়ামত প্রকাশ করা। এতে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি মনে মনে নিজেকে নিয়ামতের যোগ্য হকদার মনে করে না এবং অপরকেও নিকৃষ্ট জ্ঞান করে না; বরং তার দৃষ্টিতে এ কথাই থাকে যে, এটা আল্লাহর নিয়ামত। পক্ষান্তরে গর্ব ও অহঙ্কারের মধ্যে নিজেকে নিয়ামতের যোগ্য হকদার গণ্য করা হয় এবং অপরকে নিকৃষ্ট জ্ঞান করা হয়, এটা হারাম। -(বয়ানুল কুরআন)

وَمِنْهُ شَجَرٌ فِيْهِ تُسِيْمُوْنَ -১ شَجَرٌ শব্দটি প্রায়ই বৃক্ষ অর্থে ব্যবহৃত হয়, যা কাণ্ডের উপর দণ্ডায়মান থাকে। কোনো কোনো সময় এমন প্রত্যেক বস্তুকেও شَجَرٌ বলা হয় যা ভূ-পৃষ্ঠে উৎপন্ন হয়। ঘাস, লতা-পাতা ইত্যাদিও

https://e-ilm.weebly.com/

এর অন্তর্ভুক্ত থাকে। আলোচ্য আয়াতে এ অর্থই বুঝানো হয়েছে। কেননা, এর পরেই জন্তুদের চরার কথা বলা হয়েছে। ঘাসের সাথেই এর বেশির ভাগ সম্পর্ক। تُسِيْمُوْنَ শব্দটি اِسَامَةٌ থেকে উদ্ভূত। এর অর্থ জন্তুকে চারণক্ষেত্রে চরার জন্য ছেড়ে দেওয়া।

اِنَّ فِىْ ذٰلِكَ لَاٰيَةً لِّقَوْمٍ يَّتَفَكَّرُوْنَ -এসব আয়াতে আল্লাহ তা'আলার নিয়ামত এবং অভিনব রহস্য সহকারে জগত সৃষ্টির কথা বলা হয়েছে। যারা এ বিষয়ে চিন্তা-ভাবনা করে, তারা এমন সাক্ষ্য-প্রমাণ পায়, যার ফলে আল্লাহ তা'আলার তাওহীদ যেন মূর্ত হয়ে চোখের সামনে ফুটে উঠে। এ কারণেই নিয়ামতগুলো উল্লেখ করে বার বার এ বিষয়ের প্রতি হুশিয়ার করা হয়েছে। এ আয়াতের শেষে বলা হয়েছে যে, এতে চিন্তাশীলদের জন্য প্রমাণ রয়েছে। কেননা, ফসল ও বৃক্ষ এবং এ সবের ফল ও ফুলের যে সম্পর্ক আল্লাহ তা'আলার কারিগরি ও রহস্যের সাথে রয়েছে তা কিছুটা চিন্তা-ভাবনার দাবি রাখে বৈ কি। মানুষের চিন্তা করা দরকার যে, শস্য কণা কিংবা আটি মাটির নীচে ফেলে রাখলে এবং পানি দিলে আপনা-আপনি বিরাট মহীরূহে পরিণত হতে পারে না এবং তা থেকে রঙ-বেরঙের ফুল উৎপন্ন হতে পারে না। যা হয়, তাতে কোনো কৃষক ভূস্বামীর কর্মের দখল নেই। বরং সবই সর্বশক্তিমানের কারিগরি ও রহস্য। এরপর বলা হয়েছে যে, দিবারাত্র ও তারকারাজি আল্লাহ তা'আলার নির্দেশের অনুগত হয়ে চলে। শেষে বলা হয়েছে, اِنَّ فِىْ ذٰلِكَ لَاٰيٰتٍ لِّقَوْمٍ يَّعْقِلُوْنَ অর্থাৎ এগুলোর মধ্যে বুদ্ধিমানদের জন্যে বহু নিদর্শন রয়েছে। এতে ইঙ্গিত করা হয়েছে যে, এসব বস্তু যে, আল্লাহ তা'আলার নির্দেশের অনুবর্তী, তা বোঝতে তেমন চিন্তা-ভাবনার প্রয়োজন হয় না। যার সামান্যতম বুদ্ধি আছে, সে বোঝে নিতে পারবে। কেননা উদ্ভিদ ও বৃক্ষ উৎপাদনের মধ্যে কিছু না কিছু মানবীয় কর্মের দখল ছিল, এখানে তাও নেই।

এরপর মাটির অন্যান্য উৎপন্ন ফসলের কথা উল্লেখ করে অবশেষে বলা হয়েছে–

اِنَّ فِىْ ذٰلِكَ لَاٰيَةً لِّقَوْمٍ يَّذَّكَّرُوْنَ অর্থাৎ এতে তাদের জন্যে নিদর্শন রয়েছে, যারা উপদেশ গ্রহণ করে। উদ্দেশ্য এই যে, এ ক্ষেত্রেও গভীর চিন্তা-ভাবনার প্রয়োজন নেই। কেনন, এটা সম্পূর্ণ জাজ্জ্বল্যমান সত্য। কিন্তু মনোযোগ সহকারে এদিকে দেখা এবং উপদেশ গ্রহণ করা শর্ত। নতুবা কোনো নির্বোধ ও নিশ্চিন্ত ব্যক্তি যদি এদিকে লক্ষ্যই না করে, তবে তার কি উপকার হতে পারে?

وَسَخَّرَ لَكُمُ الَّيْلَ وَالنَّهَارَ রাত্রি ও দিবসকে অনুবর্তী করার অর্থ এই যে, এগুলোকে মানুষের কাজে নিয়োজিত করার জন্য স্বীয় কুদরতের অনুবর্তী করে দিয়েছেন। রাত্রি মানুষকে আরামের সুযোগ-সুবিধা সরবরাহ করে এবং দিবস তার কাজকর্মের পথ প্রশস্ত করে। এগুলোকে অনুবর্তী করার অর্থ এরূপ নয় যে, রাত্রি ও দিবস মানুষের নির্দেশ মেনে চলবে।

وَهُوَ الَّذِىْ سَخَّرَ الْبَحْرَ لِتَاْكُلُوْا নভোমণ্ডল ও ভূমণ্ডলের সৃষ্টবস্তু এবং এগুলোতে মানুষের উপকার বর্ণনা করার পর এখন সমুদ্রগর্ভে মানুষের উপকারের জন্য কি কি নিহিত রয়েছে, সেগুলো বর্ণনা করা হচ্ছে। সমুদ্রে মানুষের খাদ্যের চমৎকার ব্যবস্থা করা হয়েছে। এখান থেকে মানুষ টাটকা গোশত লাভ করে।

لِتَاْكُلُوْا مِنْهُ لَحْمًا طَرِيًّا -এ বাক্যে মাছকে টাটকা গোশত বলে আখ্যায়িত করায় ইঙ্গিত পাওয়া যায় যে, অন্যান্য জীবের ন্যায় মাছকে জবাই করা শর্ত নয়। এ যেন আপনা-আপনি তৈরি গোশত।

وَتَسْتَخْرِجُوْا مِنْهُ حِلْيَةً تَلْبَسُوْنَهَا -এটা সমুদ্রের দ্বিতীয় উপকার। ডুবুরীরা সমুদ্র থেকে মূল্যবান অলঙ্কার সামগ্রী বের করে আনে। حِلْيَةً এর শাব্দিক অর্থ শোভা, সৌন্দর্য। এখানে ঐসব রত্নরাজি ও মণিমুক্তা বুঝানো হয়েছে, যা সমুদ্রগর্ভ থেকে নির্গত হয় এবং মহিলারা এর দ্বারা অলঙ্কার তৈরি করে বিভিন্ন পন্থায় ব্যবহার করে।

https://e-ilm.weebly.com/

এ অলঙ্কার মহিলারা পরিধান করে থাকে; কিন্তু কুরআন পুংলিঙ্গ শব্দ ব্যবহার করে تَلْبَسُوْنَهَا বলেছে। এতে ইঙ্গিত রয়েছে যে, মহিলাদের অলঙ্কার পরিধান করা প্রকৃতপক্ষে পুরুষদের দেখার স্বার্থে। মহিলার সাজ-সজ্জা করাটা প্রকৃতপক্ষে পুরুষের অধিকার। সে স্ত্রীকে সাজ-সজ্জার পোশাক ও অলঙ্কার পরিধান করতে বাধ্যও করতে পারে। এছাড়া পুরুষরাও আংটি ইত্যাদিতে মণিমুক্তা ব্যবহার করতে পারে।

وَتَرَى الْفُلْكَ مَوَاخِرَ فِيْهِ وَلِتَبْتَغُوْا مِنْ فَضْلِهِ এটা সমুদ্রের তৃতীয় উপকার। فُلْك শব্দের অর্থ নৌকা। مَوَاخِرَ শব্দটি مَاخِرَةٌ এর বহুবচন। مَخْرٌ-এর অর্থ পানি ভেদ করা। অর্থাৎ, ঐসব নৌকা ও সামুদ্রিক জাহাজ, যেগুলো পানির ঢেউ ভেদ করে পথ অতিক্রম করে।

আয়াতের উদ্দেশ্য এই যে, আল্লাহ তা'আলা সমুদ্রকে দূর-দূরান্তের দেশে সফর করার রাস্তা করেছেন এবং দূর-দূরান্তে সফর করা ও পণ্যদ্রব্য আমদানী-রপ্তানী করা সহজ করে দিয়েছেন। একে জীবিকা উপার্জনের একটি উত্তম উপায় সাব্যস্ত করেছে। কেননা, সমুদ্রপথের ব্যবসা-বাণিজ্য করা সর্বাধিক লাভজনক।

শব্দবিশ্লেষণ :

أَتَى : সীগাহ واحد مذكر غائب বহছ ماضى معروف বাব ضَرَبَ মাসদার اَلْاِتْيَانُ মূলবর্ণ (أ - ت - ى) জিনস مركب (ناقص يائ ও مهموز فاء) অর্থ– আসা।

فَلَاتَسْتَعْجِلُوْهُ : فاء আতফের হরফ, لَا تَسْتَعْجِلُوْا সীগাহ جمع مذكر حاضر বহছ حاضر معروف বাব اِسْتِفْعَالْ মাসদার اَلْاِسْتِعْجَالُ মূলবর্ণ (ع-ج-ل) জিনস صحيح অর্থ– তাড়াতাড়ি করা।

تُرِيْحُوْنَ : সীগাহ جمع مذكرحاضر বহছ مضارع معروف বাব اِفْعَالْ মাসদার اَلْاِرَاحَةُ মূলবর্ণ (ر - و - ح) জিনস اجوف واوى অর্থ– সন্ধ্যা বেলায় চতুষ্পদ প্রাণী চরিয়ে স্ব স্ব ঠিকানায় নিয়ে যাওয়া।

جَائِرٌ : সীগাহ واحد مذكر বহছ اسم فاعل মাসদার اَلْجَوْرُ মূলবর্ণ (ج - و - ر) জিনস اجوف واوى অর্থ– রাস্তা থেকে বিচ্যুত হওয়া এবং বাঁকা হওয়া।

تُسِيْمُوْنَ : সীগাহ جمع مذكر حاضر বহছ مضارع معروف বাব اِفْعَالْ মাসদার اَلْاِسَامَةُ মূলবর্ণ (س - و - م) জিনস اجوف واوى অর্থ– চরানো।

لِتَاْكُلُوْا : لام كى-এর কারণে মানসূব। تَاْكُلُوْا সীগাহ جمع مذكر حاضر বহছ مضارع معروف বাব نَصَرَ মাসদার اَلْاَكْلُ মূলবর্ণ (أ - ك - ل) জিনস مهموزفاء অর্থ– খাওয়া। এর শেষে থেকে নূনে ই'রাবী পড়ে গেছে।

لِتَبْتَغُوْا : لام كي এর কারণে মানসূব। تبتغوا সীগাহ حاضر جمع مذكر বহছ مضارع معروف বাব اِفْتِعَالْ মাসাদর اَلْاِبْتِغَاءُ মূলবর্ণ (ب - غ - ى) জিনস ناقص يائ অর্থ– চাওয়া, তালাশ করা।

https://e-ilm.weebly.com/

১৫. এবং তিনি পৃথিবীতে সুদৃঢ় পাহাড়সমূহ স্থাপন করেছেন, যেন তা তোমাদেরকে নিয়ে আন্দোলিত না হয় এবং তিনি নহরসমূহ ও রাস্তাসমূহ বানিয়েছেন, যেন গন্তব্যস্থান পর্যন্ত পৌছতে পার।	وَاَلْقٰى فِى الْاَرْضِ رَوَاسِىَ اَنْ تَمِيْدَ بِكُمْ وَاَنْهٰرًا وَّسُبُلًا لَّعَلَّكُمْ تَهْتَدُوْنَ (١٥)
১৬. আরো বহু চিহ্ন বানিয়েছেন এবং নক্ষত্ররাশির সাহায্যেও তারা পথের নির্দেশ পায়।	وَعَلٰمٰتٍ ؕ وَبِالنَّجْمِ هُمْ يَهْتَدُوْنَ (١٦)
১৭. তবে কি যিনি সৃষ্টি করেন, তিনি কি তাহার মতো, যে সৃষ্টি করতে পারে না? তবুও কি তোমরা শিক্ষা গ্রহণ করবে না?	اَفَمَنْ يَّخْلُقُ كَمَنْ لَّا يَخْلُقُ ؕ اَفَلَا تَذَكَّرُوْنَ (١٧)
১৮. আর যদি তোমরা আল্লাহ তা'আলার নিয়ামতসমূহ গণনা করতে আরম্ভ কর, তবে তার সংখ্যা নির্ণয় করতে পারবে না; বাস্তবিক আল্লাহ তা'আলা অতিশয় ক্ষমাশীল, অত্যন্ত দয়ালু।	وَاِنْ تَعُدُّوْا نِعْمَةَ اللّٰهِ لَا تُحْصُوْهَا ؕ اِنَّ اللّٰهَ لَغَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ (١٨)
১৯. আর আল্লাহ তা'আলা তোমাদের গোপনীয় ও প্রকাশ্য অবস্থা সমস্তই অবগত আছেন।	وَاللّٰهُ يَعْلَمُ مَا تُسِرُّوْنَ وَمَا تُعْلِنُوْنَ (١٩)
২০. আর এরা আল্লাহকে ছেড়ে যেগুলোর উপাসনা করে, তারা কিছুই সৃষ্টি করতে পারে না; বরং তারা নিজেরাই হচ্ছে সৃষ্ট।	وَالَّذِيْنَ يَدْعُوْنَ مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ لَا يَخْلُقُوْنَ شَيْـًٔا وَّهُمْ يُخْلَقُوْنَ (٢٠)
২১. তারা মৃত, জীবিত নয় এবং তাদের [সে উপাস্যদের] জানা নেই যে, মৃতগণ কখন পুনরুত্থিত হবে?	اَمْوَاتٌ غَيْرُ اَحْيَآءٍ ۚ وَمَا يَشْعُرُوْنَ ۙ اَيَّانَ يُبْعَثُوْنَ (٢١) ركوع ٢

শাব্দিক অনুবাদ :

১৫. وَاَلْقٰى এবং তিনি স্থাপন করেছেন فِى الْاَرْضِ পৃথিবীতে رَوَاسِىَ পাহাড়সমূহ اَنْ تَمِيْدَ بِكُمْ যেন তোমরা তা তোমাদেরকে নিয়ে দুলতে না থাকে وَاَنْهٰرًا وَّسُبُلًا এবং তিনি নহরসমূহ ও রাস্তাসমূহ বানিয়েছেন لَّعَلَّكُمْ تَهْتَدُوْنَ যেন গন্তব্য স্থান পর্যন্ত পৌছতে পার।

১৬. وَعَلٰمٰتٍ আরো বহু চিহ্ন বানিয়েছেন وَبِالنَّجْمِ هُمْ يَهْتَدُوْنَ এবং নক্ষত্র রাজির সাহায্যেও তারা পথের নির্দেশ পায়।

১৭. اَفَمَنْ يَّخْلُقُ তবে কি যিনি সৃষ্টি করেন كَمَنْ তিনি কি তার মতো لَّا يَخْلُقُ যে সৃষ্টি করতে পারে না اَفَلَا تَذَكَّرُوْنَ তবুও কি তোমরা বুঝছ না।

১৮. وَاِنْ تَعُدُّوْا نِعْمَةَ اللّٰهِ আর যদি তোমরা আল্লাহ তা'আলার নিয়ামত সমূহ গণনা করতে আরম্ভ কর لَا تُحْصُوْهَا তবে তার সংখ্যা নির্ণয় করতে পারবে না اِنَّ اللّٰهَ لَغَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ বাস্তবিক আল্লাহ তা'আলা অতিশয় ক্ষমাশীল, অত্যন্ত দয়ালু।

১৯. وَاللّٰهُ يَعْلَمُ আর আল্লাহ তা'আলা অবগত আছেন مَا تُسِرُّوْنَ وَمَا تُعْلِنُوْنَ তোমাদের গোপনীয় ও প্রকাশ্য অবস্থা সমস্তই।

২০. وَالَّذِيْنَ يَدْعُوْنَ مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ আর এরা আল্লাহকে ছেড়ে যে গুলোর উপাসনা করে لَا يَخْلُقُوْنَ شَيْـًٔا তারা কিছু সৃষ্টি করতে পারে না وَّهُمْ يُخْلَقُوْنَ বরং তারা নিজেরাই সৃষ্ট।

২১. اَمْوَاتٌ তারা মৃত غَيْرُ اَحْيَآءٍ জীবিত নয় وَمَا يَشْعُرُوْنَ এবং তাদের জানা নেই যে اَيَّانَ يُبْعَثُوْنَ মৃতগণ কখন পুনরুত্থিত হবে।

https://e-ilm.weebly.com/

https://e-ilm.weebly.com/

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

শানে নুযূল : আলোচ্য আয়াত নযর বিন হারিছ সম্পর্কে অবতীর্ণ হয়েছে। ঘটনা প্রবাহ হচ্ছে যে, সে মক্কা হতে হেরা গিয়েছিল। সেখান থেকে সে ইতিহাস ও উপন্যাসের কিছু পুস্তিকা যথা কালীলা ও দিমনা, ইস্কান্দর ও রুস্তমের জীবন চরিত্র ইত্যাদি পুস্তিকা খরিদ করে মক্কায় নিয়ে এল। অতঃপর সে ঘোষণা করে দিল যে, মুহাম্মদের কথা হতে আমার কথা ভালো। মুহাম্মদ যা বলছে তাহলো পূর্ববর্তী গল্প-কথা কল্প কাহিনী। পাপিষ্ট নযর বিন হারিছের ধৃষ্টতা পূর্ণ উক্তির জবাব দানের পরিপ্রেক্ষিতে আলোচ্য আয়াত নাজিল করা হয়েছে।

–(বাহরে মুহীত ৪৬৯/৫, কুরতুবী ৮৮/১০)

وَاَلْقٰى فِى الْاَرْضِ رَوَاسِىَ اَنْ تَمِيْدَ بِكُمْ : ১১ رَوَاسِىَ শব্দটি رَاسِيَةٌ-এর বহুবচন। এর অর্থ ভারী পাহাড়। تَمِيْدَ শব্দটি مَيْد থেকে উদ্ভূত। এর অর্থ আন্দোলিত হওয়া এবং অস্থিরভাবে টলমল করা।

আয়াতের অর্থ এই যে, আল্লাহ তা'আলা অনেক রহস্যের অধীনে ভূ-মণ্ডলকে নিবিড় ও ভারসাম্যবিহীন উপাদান দ্বারা সৃষ্টি করেননি। তাই এটা কোনো দিক দিয়ে ভারী এবং কোনো দিক দিয়ে হালকা হয়েছে। অন্যথা এর অবশ্যম্ভাবী পরিণতি ছিল, ভূ-পৃষ্ঠের অস্থিরভাবে আন্দোলিত হওয়া। সাধারণ বিজ্ঞানীদের ন্যায় পৃথিবীকে স্থিতিশীল স্বীকার করা হোক কিংবা কিছুসংখ্যাক প্রাচীন ও আধুনিক বিজ্ঞানীর মতো একে চক্রাকারে ঘূর্ণায়মান মনে করা হোক উভয় অবস্থাতেই এটা জরুরি ছিল। এই অস্থিরতাজনিত নড়াচড়া বন্ধ করা এবং পৃথিবীর উৎপাদনকে ভারসাম্য পূর্ণ করার জন্য আল্লাহ তা'আলা পৃথিবীতে পাহাড়ের ওজন স্থাপন করেন যাতে পৃথিবী অস্থিরভাবে নড়াচড়া করতে না পারে। এখন পৃথিবী অন্যান্য গ্রহ-উপগ্রহের মতো চক্রাকারে ঘূর্ণায়মান কি না, এ সম্পর্কে কুরআন পাকে ইতিবাচক বা নেতিবাচক কোনো কিছুই নেই। প্রাচীন দার্শনিকদের মধ্যে ফিসাগোর্সের অভিমত ছিল এই যে, পৃথিবী চক্রাকারে ঘূর্ণায়মান। আধুনিক বিজ্ঞানীরা সবাই এ ব্যাপারে একমত। নতুন গবেষণা ও অভিজ্ঞতা এ মতবাদকে আরো ভাস্বর করে তুলছে। পাহাড়ের সাহায্যে যে অস্থিরতাজনিত নড়াচড়া বন্ধ করা হয়েছে, তা পৃথিবীর জন্য অন্যান্য গ্রহের ন্যায় যে গতি প্রমাণ করা হয়, তার জন্য আরো অধিক সহায়ক হবে।

وَعَلٰمٰتٍ وَبِالنَّجْمِ هُمْ يَهْتَدُوْنَ : উপরে বাণিজ্যিক সফরের কথা বলা হয়েছে। তাই এসব সুযোগ-সুবিধা উল্লেখ করা এখানেও সমীচীন মনে হয়েছে, যেগুলো আল্লাহ তা'আলা পথিকদের পথ অতিক্রম ও মনজিলে-মকসূদে পৌঁছার জন্য ভূমণ্ডল ও নভোমণ্ডলে সৃষ্টি করেছেন। তাই বলা হয়েছে, وَعَلٰمٰتٍ অর্থাৎ আমি পৃথিবীতে রাস্তা চেনার জন্যে পহাড়, নদী, বৃক্ষ, দালান-কোঠা ইত্যাদির সাহায্যে অনেক চিহ্ন স্থাপন করেছি। বলাবাহুল্য, ভূ-পৃষ্ঠ যদি একটি চিহ্নবিহীন পরিমণ্ডল হতো তবে মানুষ কোনো গন্তব্যস্থানে পৌঁছার জন্য পথিমধ্যে কতই না ঘুরপাক খেত।

وَبِالنَّجْمِ هُمْ يَهْتَدُوْنَ : অর্থাৎ পথিক যেমন ভু-পৃষ্ঠের চিহ্নের দ্বারা রাস্তা চেনে, তেমনি তারকারাজির সাহায্যেও দিক নির্ণয়ের মাধ্যমে রাস্তা চিনে নেয়। এ বক্তব্যে এদিকে ইঙ্গিত বুঝা যায় যে, তারকারাজি সৃষ্টি করার আসল উদ্দেশ্য অন্য কিছু হলেও রাস্তার পরিচয় লাভ করা এগুলোর অন্যতম উপকারিতা।

https://e-ilm.weebly.com/

শব্দবিশ্লেষণ :

رَوَاسِيَ : رَاسِيَةٌ এর বহুবচন। অর্থ– বোঝা, পাহাড়। তাছাড়া رَوَاسِيَ এর ব্যবহার স্থির পাহাড়সমূহ অর্থেও হয়।

تَمِيْدَ : اَنْ-এর দ্বারা মানসূব। সীগাহ واحد مؤنث غائب বহছ مضارع معروف বাবা ضَرَبَ মাসদার مَيْدٌ মূলবর্ণ (م ـ ى ـ د) জিনস اجوف يائ অর্থ– কোনো বড় জিনিসের হেলা ও নড়াচড়া করা।

اِنْ تَعُدُّوْا : اِنْ শর্তের হরফ। تَعُدُّوْا হরফে শর্তের কারণে মাজযূম। সীগাহ جمع مذكر حاضر বহছ مضارع معروف বাব نَصَرَ মাসদার اَلْعَدُّ হরফে শর্তের কারণে نون اعرابى পড়ে গেছে। মূলবর্ণ (ع ـ د ـ د) জিনস مضاعف ثلاثى অর্থ– গণনা করা, হিসাব করা।

لَاتُحْصُوْهَا : শর্তের স্থানে হওয়ায় মাজযূম। সীগাহ جمع مذكر حاضر বহছ مضارع منفى بلا বাব افعال মাসদার اَلْاِحْصَاءُ শেষ থেকে نون اعرابى কে ফেলে দেওয়া হয়েছে। মূলবর্ণ (ح ـ ص ـ ى) জিনস ناقص يائ অর্থ- গণনা করা, হিসাব করা।

مُنْكِرَةٌ : সীগাহ واحد مؤنث বহছ اسم فاعل বাব اِفْعَالٌ মাসদার اِنْكَارٌ মূলবর্ণ (ن ـ ك ـ ر) জিনস صحيح অর্থ– অস্বীকার করা।

مُسْتَكْبِرُوْنَ : সীগাহ جمع مذكر বহছ اسم فاعل বাব اِسْتِفْعَالٌ মাসদার اَلْاِسْتِكْبَارُ মূলবর্ণ (ك ـ ب ـ ر) জিনস صحيح অর্থ– নিজেকে বড় মনে করা, অহংকার করা।

اَوْزَارَهُمْ : اَوْزَارَ শব্দটি وِزْرٌ-এর বহুবচন এবং مضاف ; هُمْ জমীর مضاف اليه অর্থ– তাদের বোঝা, তাদের গোনাহ।

يَزِرُوْنَ : সীগাহ جمع مذكر غائب বহছ مضارع معروف বাব ضَرَبَ মাসাদর اَلْوِزْرُ মূলবর্ণ (و ـ ز ـ ر) জিনস مثال واوى অর্থ– উঠানো, নেওয়া।

فَخَرَّ : فا আতফের হরফ। خَرَّ সীগাহ واحد مذكر غائب বহছ ماضى معروف বাব ضَرَبَ মাসদার اَلْخَرُّ মূলবর্ণ (خ ـ ر ـ ر) জিনস مضاعف ثلاثى অর্থ– লুটিয়ে পড়া।

https://e-ilm.weebly.com/

২৭. অতঃপর কিয়ামতের দিন আল্লাহ তা'আলা তাদেরকে লাঞ্ছিত করবেন এবং বলবেন যে, আমার সে অংশীদাররা কোথায়? যাদের সম্বন্ধে তোমরা লড়াই-ঝগড়া করতে; যাদেরকে [সত্যের] জ্ঞান দান করা হয়েছিল তারা বলবে, আজ পূর্ণ লাঞ্ছনা ও আজাব কাফেরদের উপর।	ثُمَّ يَوْمَ الْقِيٰمَةِ يُخْزِيْهِمْ وَيَقُوْلُ اَيْنَ شُرَكَآءِيَ الَّذِيْنَ كُنْتُمْ تُشَآقُّوْنَ فِيْهِمْ ؕ قَالَ الَّذِيْنَ اُوْتُوا الْعِلْمَ اِنَّ الْخِزْيَ الْيَوْمَ وَالسُّوْٓءَ عَلَى الْكٰفِرِيْنَ ﴿٢٧﴾
২৮. ফেরেশতাগণ যাদের প্রাণ কুফরের অবস্থায় বের করেছিলেন, পরিশেষে কাফেররা [উক্ত প্রশ্নের উত্তরে] সন্ধির প্রস্তাব আনয়ন করবে যে, আমরা তো কোনো মন্দ কাজ করিনি; [আল্লাহ তা'আলা বলবেন,] হ্যাঁ [করছিলে], নিশ্চয় আল্লাহ তা'আলা তোমাদের সকল কার্যকলাপের পূর্ণ খবর রাখেন।	الَّذِيْنَ تَتَوَفّٰىهُمُ الْمَلٰٓئِكَةُ ظَالِمِيْٓ اَنْفُسِهِمْ ۪ فَاَلْقَوُا السَّلَمَ مَا كُنَّا نَعْمَلُ مِنْ سُوْٓءٍ ؕ بَلٰٓى اِنَّ اللّٰهَ عَلِيْمٌۢ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُوْنَ ﴿٢٨﴾
২৯. অতএব, দোজখের দ্বারসমূহে প্রবেশ কর, তাতে অনন্তকাল থাক; বস্তুত তা হচ্ছে অহংকারীদের নিকৃষ্ট নিবাস।	فَادْخُلُوْٓا اَبْوَابَ جَهَنَّمَ خٰلِدِيْنَ فِيْهَا ؕ فَلَبِئْسَ مَثْوَى الْمُتَكَبِّرِيْنَ ﴿٢٩﴾
৩০. আর যে সমস্ত লোক মুত্তাকী ছিল, তাদেরকে বলা হয় যে, তোমাদের প্রভু কি বস্তু নাজিল করেছেন? তারা বলে মহাকল্যাণ নাজিল করেছেন; যারা সৎকার্য করেছে তাদের জন্য এ দুনিয়াতেও মঙ্গল রয়েছে এবং পরজগত তো আরো উত্তম; আর বাস্তবিকই তা শিরক হতে আত্মসংযমকারীদের জন্য উত্তম বাসস্থান।	وَقِيْلَ لِلَّذِيْنَ اتَّقَوْا مَاذَآ اَنْزَلَ رَبُّكُمْ ؕ قَالُوْا خَيْرًا ؕ لِلَّذِيْنَ اَحْسَنُوْا فِيْ هٰذِهِ الدُّنْيَا حَسَنَةٌ ؕ وَلَدَارُ الْاٰخِرَةِ خَيْرٌ ؕ وَلَنِعْمَ دَارُ الْمُتَّقِيْنَ ﴿٣٠﴾

শাব্দিক অনুবাদ :

২৭. ثُمَّ يَوْمَ الْقِيٰمَةِ অতঃপর কিয়ামতের দিন يُخْزِيْهِمْ আল্লাহ তা'আলা তাদেরকে লাঞ্ছিত করবেন وَيَقُوْلُ এবং বলবেন اَيْنَ شُرَكَآءِيَ আমার সেই শরিকদাররা কোথায় الَّذِيْنَ كُنْتُمْ تُشَآقُّوْنَ فِيْهِمْ যাদের সম্বন্ধে তোমরা লড়াই-ঝগড়া করতে قَالَ الَّذِيْنَ اُوْتُوا الْعِلْمَ যাদেরকে (সত্যের) জ্ঞান দান করা হয়েছিল তারা বলবে اِنَّ الْخِزْيَ الْيَوْمَ وَالسُّوْٓءَ আজ পূর্ণ লাঞ্ছনা ও আজাব عَلَى الْكٰفِرِيْنَ কাফেরদের উপর।

২৮. الَّذِيْنَ تَتَوَفّٰىهُمُ الْمَلٰٓئِكَةُ ফেরেশতাগণ যাদের প্রাণ বের করেছিলেন ظَالِمِيْٓ اَنْفُسِهِمْ কুফরের অবস্থায় فَاَلْقَوُا السَّلَمَ পরিশেষে কাফেররা (উক্ত প্রশ্নের উত্তরে) সন্ধির প্রস্তাব আনয়ন করবে مَا كُنَّا نَعْمَلُ مِنْ سُوْٓءٍ আমরাতো কোনো মন্দকাজ করিনি। بَلٰٓى (আল্লাহ তা'আলা বলবেন) অবশ্যই اِنَّ اللّٰهَ عَلِيْمٌۢ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُوْنَ নিশ্চয় আল্লাহ তা'আলা তোমাদের সকল কার্যকলাপের পূর্ণ খবর রাখেন।

২৯. فَادْخُلُوْٓا অতঃএব প্রবেশ কর اَبْوَابَ جَهَنَّمَ দোজখের দ্বার সমূহে خٰلِدِيْنَ فِيْهَا তাতে অনন্তকাল থাক فَلَبِئْسَ مَثْوَى الْمُتَكَبِّرِيْنَ বস্তুত : তা হচ্ছে অহঙ্কারীদের নিকৃষ্ট নিবাস।

৩০. وَقِيْلَ لِلَّذِيْنَ اتَّقَوْا আর যে সমস্ত লোক মুত্তাকী তাদেরকে বলা হয় যে مَاذَآ اَنْزَلَ رَبُّكُمْ তোমাদের রব কি বস্তু নাজিল করেছেন। قَالُوْا خَيْرًا তারা বলে, মহা কল্যাণ নাজিল করেছেন। لِلَّذِيْنَ اَحْسَنُوْا যারা সৎকার্য করেছে তাদের জন্য রয়েছে فِيْ هٰذِهِ الدُّنْيَا এ দুনিয়াতেও حَسَنَةٌ মঙ্গল وَلَدَارُ الْاٰخِرَةِ خَيْرٌ আর পরজগত তো আরো উত্তম وَلَنِعْمَ دَارُ الْمُتَّقِيْنَ আর বাস্তবিকই তা শিরক হতে আত্মসংযমকারীদের জন্য উত্তম বাসস্থান।

https://e-ilm.weebly.com/

৩১. তা হবে চিরস্থায়ী বসবাসের উদ্যান যাতে তারা প্রবেশ করবে, সে উদ্যানসমূহের নিম্নদেশ দিয়ে নহরসমূহ বইতে থাকবে, তারা তথায় যা কিছু চাইবে তাই পাবে; এরকমেরই বিনিময় আল্লাহ তা'আলা শিরক হতে আত্মরক্ষাকারীদের সকলকে দিবেন।	جَنّٰتُ عَدۡنٍ یَّدۡخُلُوۡنَهَا تَجۡرِیۡ مِنۡ تَحۡتِهَا الۡاَنۡهٰرُ لَهُمۡ فِیۡهَا مَا یَشَآءُوۡنَ ؕ کَذٰلِکَ یَجۡزِی اللّٰهُ الۡمُتَّقِیۡنَ ﴿۳۱﴾
৩২. ফেরেশতাগণ যাদের প্রাণ এ অবস্থায় বের করেন যে, তারা [শিরক হতে] পবিত্র থাকে, [এবং বলতে থাকে আসসালামু আলাইকুম, তোমরা বেহেশতে চলে যাও নিজেদের আমলের দরুন।	الَّذِیۡنَ تَتَوَفّٰهُمُ الۡمَلٰٓئِکَۃُ طَیِّبِیۡنَ ۙ یَقُوۡلُوۡنَ سَلٰمٌ عَلَیۡکُمُ ۙ ادۡخُلُوا الۡجَنَّۃَ بِمَا کُنۡتُمۡ تَعۡمَلُوۡنَ ﴿۳۲﴾
৩৩. এরা [কাফেররা] শুধু এ প্রতীক্ষায় আছে, যেন তাদের নিকট [মৃত্যুর] ফেরেশতা এসে পড়েন অথবা আপনার প্রভুর আদেশ [কিয়ামত] এসে পড়ে? তাদের পূর্বে যে সমস্ত লোক ছিল তারাও এরূপই করেছিল এবং তাদের প্রতি আল্লাহ বিন্দুমাত্রও জুলুম করেননি; কিন্তু তারা নিজেরাই নিজেদের উপর জুলুম করছিল।	هَلۡ یَنۡظُرُوۡنَ اِلَّاۤ اَنۡ تَاۡتِیَهُمُ الۡمَلٰٓئِکَۃُ اَوۡ یَاۡتِیَ اَمۡرُ رَبِّکَ ؕ کَذٰلِکَ فَعَلَ الَّذِیۡنَ مِنۡ قَبۡلِهِمۡ ؕ وَ مَا ظَلَمَهُمُ اللّٰهُ وَ لٰکِنۡ کَانُوۡۤا اَنۡفُسَهُمۡ یَظۡلِمُوۡنَ ﴿۳۳﴾
৩৪. অবশেষে তারা তাদের অসৎকর্মসমূহের শাস্তি পেল এবং যে আজাব নিয়ে তারা ঠাট্টা-বিদ্রূপ করত তা এসে তাদেরকে বেষ্টন করে ফেলল।	فَاَصَابَهُمۡ سَیِّاٰتُ مَا عَمِلُوۡا وَ حَاقَ بِهِمۡ مَّا کَانُوۡا بِهٖ یَسۡتَهۡزِءُوۡنَ ﴿۳۴﴾ ع ١٠

শাব্দিক অনুবাদ :

৩১. جَنّٰتُ عَدۡنٍ তা হবে চিরস্থায়ী বসবাসের উদ্যান یَّدۡخُلُوۡنَهَا যাতে প্রবেশ করবে تَجۡرِیۡ مِنۡ تَحۡتِهَا الۡاَنۡهٰرُ সেই উদ্যান সমূহের নিম্নদেশ দিয়ে নহরসমূহ বইতে থাকবে لَهُمۡ فِیۡهَا مَا یَشَآءُوۡنَ তারা তথায় যা কিছু চাবে তাই পাবে کَذٰلِکَ یَجۡزِی اللّٰهُ الۡمُتَّقِیۡنَ এরকমেরই বিনিময় আল্লাহ তা'আলা শিরক হতে আত্মরক্ষাকারীদের সকলকে দিবেন।

৩২. الَّذِیۡنَ تَتَوَفّٰهُمُ الۡمَلٰٓئِکَۃُ ফেরেশতাগণ যাদের প্রাণ এ অবস্থায় বের করে যে طَیِّبِیۡنَ তারা (শিরক হতে) পবিত্র থাকে یَقُوۡلُوۡنَ سَلٰمٌ عَلَیۡکُمُ এবং বলতে থাকে আসসালামু আলাইকুম ادۡخُلُوا الۡجَنَّۃَ তোমরা জান্নাতে চলে যাও بِمَا کُنۡتُمۡ تَعۡمَلُوۡنَ নিজেদের আমলের দরুন।

৩৩. هَلۡ یَنۡظُرُوۡنَ اِلَّاۤ এরা (কাফেররা) শুধু এ প্রতীক্ষায় আছে اَنۡ تَاۡتِیَهُمُ الۡمَلٰٓئِکَۃُ যেন তাদের নিকট (মৃত্যুর) ফেরেশতা এসে পড়েন اَوۡ یَاۡتِیَ اَمۡرُ رَبِّکَ অথবা আপনার প্রভুর আদেশ এসে পড়ে کَذٰلِکَ فَعَلَ الَّذِیۡنَ مِنۡ قَبۡلِهِمۡ তাদের পূর্বে যে সমস্ত লোক ছিল তারাও এরূপই করেছিল وَ مَا ظَلَمَهُمُ اللّٰهُ এবং তাদের প্রতি আল্লাহ বিন্দুমাত্র ও জুলুম করেন নি وَ لٰکِنۡ کَانُوۡۤا اَنۡفُسَهُمۡ یَظۡلِمُوۡنَ কিন্তু তারা নিজেরাই নিজেদের উপর জুলুম করছিল।

৩৪. فَاَصَابَهُمۡ سَیِّاٰتُ مَا عَمِلُوۡا অবশেষে তারা তাদের অসৎকর্ম সমূহের শাস্তি পেল وَ حَاقَ بِهِمۡ এবং তাই এসে তাদেরকে বেষ্টন করে ফেলল مَّا کَانُوۡا بِهٖ یَسۡتَهۡزِءُوۡنَ যে আজাবের প্রতি তারা হাস্য করত।

https://e-ilm.weebly.com/

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

কাফেরদের প্রথম সন্দেহ ছিল এই যে, আল্লাহ তা'আলা আমাদের কুফর, শিরক ও অবৈধ কাজকর্ম পছন্দ না করলে তিনি সজোরে আমাদেরকে বিরত রাখেন না কেন? এ সন্দেহ যে, অসার: তা বর্ণনার অপেক্ষা রাখে না। তাই এর জওয়াব দেওয়ার পরিবর্তে শুধু রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে সান্ত্বনা দেওয়া হয়েছে যে, এহেন অনর্থক ও বাজে প্রশ্ন শুনে আপনি দুঃখিত হবেন না। সন্দেহটি যে অসার, তার কারণ এই যে, আল্লাহ তা'আলা যে মূল ভিত্তির উপর এ দৃশ্যজগতের ব্যবস্থাপনা প্রতিষ্ঠিত করেছেন, তাতে মানুষকে সম্পূর্ন ক্ষমতাহীন রাখা হয়নি। তাকে এক প্রকার ক্ষমতা দান করা হয়েছে। এ ক্ষমতাকে সে আল্লাহর আনুগত্যে প্রয়োগ করলে পুরস্কার এবং নাফরমানীতে প্রয়োগ করলে আজাবের অধিকারী হয়। কিয়ামত এবং হাশর-নাশরের যাবতীয় হাঙ্গামা এরই ফলশ্রুতি। যদি আল্লাহ তা'আলা সবাইকে আনুগত্যে বাধ্য করতে চাইতেন, তবে আনুগত্যের বাইরে যাওয়ার সাধ্য কার ছিল? কিন্তু রহস্যের তাগিদে এরূপ বাধ্য করা সঠিক ছিল না। ফলে মানুষকে ক্ষমতা দেওয়া হয়েছে। সুতরাং এখন কাফেরদের একথা বলা যে, আমাদের ধর্মমত আল্লাহর কাছে পছন্দ না হলে আমাদের বাধ্য করেন না কেন, একটি বোকামী ও হঠকারিতা প্রসূত প্রশ্ন বৈ আর কিছু নয়।

শব্দবিশ্লেষণ :

كُنْتُمْ تُشَاقُّوْنَ : সীগাহ جمع مذكر حاضر বহছ ماضى استمرارى معروف বাব مُفَاعَلَه মাসদার اَلْمُشَاقَّةُ ও اَلشِّقَاقُ মূলবর্ণ (ش ـ ق ـ ق) জিনস مضاعف ثلاثى অর্থ- বিরোধিতা করা, শত্রুতা করা, ঝগড়া করা, বিপরীত করা ফেটে যাওয়া।

اُوْتُوْا : সীগাহ جمع مذكر غائب বহছ ماضى مجهول বাব اِفْعَال মাসদার اَلْاِيْتَاءُ মূলবর্ণ (أ ـ ت ـ ى) জিনস (ناقص يائ ও مهموزفاء) مركب অর্থ- দেওয়া।

فَاَلْقَوْا : فا আতফের হরফ تعقيب এর জন্য। القوا সীগাহ جمع مذكر غائب বহছ ماضى معروف বাব اِفْعَال মাসদার اَلْاِلْقَاءُ মূলবর্ণ (ل ـ ق ـ ى) জিনস ناقص يائ অর্থ- ঢেলে দেওয়া, প্রক্ষিপ্ত করা।

مَثْوٰى : সীগাহ مفرد বহছ ظرف مكان বহুবচন مَثَاوِىْ মাসদার اَلثَّوَاءُ অর্থ- ঠিকানা, অনেক সময় পর্যন্ত থাকার জায়গা, অবতরণের অবস্থা। এটি নিজেই متعدى হয়। যেমন, ثَوَى الْمَكَانَ-এ জায়গায় অবস্থান করেছে।

اِتَّقَوْا : সীগাহ جمع مذكر غائب বহছ ماضى معروف বাব اِفْتِعَال মাসদার اَلْاِتِّقَاءُ মূলবর্ণ (و ـ ق ـ ى) জিনস (مثال واوى ও ناقص يائ) مركب অর্থ- ভয় করা, বাঁচা, পহেজগারী অবলম্বন করা। اِتَّقَوْا মূলত: اِجْتَنَبُوْا এর ওজনে اِتَّقَيُوْا ছিল। ইয়া হরকত যুক্ত তার পূর্বে যবর, এ জন্য ইয়াকে আলিফ দ্বারা পরিবর্তন করা হয়েছে। আলিফ এবং ইয়ার মধ্যে দুই সাকিন একত্রিত হওয়ায় আলিফ পড়ে গেছে। তাছাড়া এর মাসদারেও তা'লীল হয়েছে। মূলত : اِوْتِقَاءُ ছিল। ওয়াও কে ইয়া করে দেওয়া হয়েছে।

يَشَاءُوْنَ : সীগাহ جمع مذكر غائب বহছ مضارع معروف বাব ضَرَبَ মাসদার اَلْمَشِيْئَةُ মূলবর্ণ (ش ـ ى ـ أ) জিনস (اجوف يائ ও مهموز لام) مركب অর্থ- চাওয়া।

اَلْمُتَّقِيْنَ : সীগাহ جمع مذكر বহছ اسم فاعل বাব اِفْتِعَال মাসদার اَلْاِتِّقَاءُ হালতে নসব। মূলবর্ণ (و ـ ق ـ ى) জিনস (مثال واوى ও ناقص يائ) مركب অর্থ- ভয়কারি, নিজের মধ্যে খোদাভীতি সৃষ্টিকারি।

حَاقَ : সীগাহ واحد مذكر غائب বহছ ماضى معروف বাব ضَرَبَ মাসদার اَلْحَيْقُ অর্থ- অবতীর্ণ হওয়া, বেষ্টন করা। কোনো কোনো অভিধানবিদের অভিমত হলো, এটি মূলত : حَقَّ ছিল। যা পরিবর্তিত হয়ে حاق হয়েছে। যেমন, زل এবং زال

كَانُوْا يَسْتَهْزِءُوْنَ : সীগাহ جمع مذكر غائب বহছ ماضى استمرارى معروف বাব اِسْتِفْعَالٌ মাসদার اَلْاِسْتِهْزَاءُ মূলবর্ণ (ه ـ ز ـ أ) অর্থ- ঠাট্টা করা, বিদ্রূপ করা।

https://e-ilm.weebly.com/

وَقَالَ الَّذِيْنَ اَشْرَكُوْا لَوْ شَآءَ اللّٰهُ مَا عَبَدْنَا مِنْ دُوْنِهٖ مِنْ شَيْءٍ نَّحْنُ وَلَآ اٰبَآؤُنَا وَلَا حَرَّمْنَا مِنْ دُوْنِهٖ مِنْ شَيْءٍ ؕ كَذٰلِكَ فَعَلَ الَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِهِمْ ۚ فَهَلْ عَلَى الرُّسُلِ اِلَّا الْبَلٰغُ الْمُبِيْنُ (٣٥)

৩৫. এবং অংশীবাদীরা এরূপ বলে যে, যদি আল্লাহর অভিপ্রায় হতো, তবে না আমরা আল্লাহ ভিন্ন অন্য কারো ইবাদত করতাম আর না আমাদের বাপ-দাদাগণ আর না তার [আদেশ] ছাড়া কোনো বস্তুকে হারাম বলতে পারতাম। যে সমস্ত লোক এদের পূর্বে গত হয়েছে তারাও এরূপ আচরণই করেছিল, কাজেই রাসূলগণের দায়িত্ব তো কেবল স্পষ্টরূপে [নির্দেশাবলি] পৌছিয়ে দেওয়া।

وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِيْ كُلِّ اُمَّةٍ رَّسُوْلًا اَنِ اعْبُدُوا اللّٰهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوْتَ ۚ فَمِنْهُمْ مَّنْ هَدَى اللّٰهُ وَمِنْهُمْ مَّنْ حَقَّتْ عَلَيْهِ الضَّلٰلَةُ ؕ فَسِيْرُوْا فِي الْاَرْضِ فَانْظُرُوْا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُكَذِّبِيْنَ (٣٦)

৩৬. আর আমি প্রত্যেক উম্মতের মধ্যে কোনো না কোনো নবী পাঠিয়ে আসছি যে-তোমরা আল্লাহর ইবাদত কর এবং শয়তান হতে বেঁচে চল; অতঃপর তাদের মধ্য হতে কতক লোক এমন হলো যে, যাদেরকে আল্লাহ তা'আলা হেদায়েত দান করলেন আর তাদের মধ্যকার কতক লোক এমন হলো যে, যাদের জন্য গোমরাহি সাব্যস্ত হলো; সুতরাং ভূপৃষ্ঠে বিচরণ কর, অতঃপর দেখ যে, মিথ্যা সাব্যস্তকারীদের কীরূপ পরিণাম হয়েছে।

اِنْ تَحْرِصْ عَلٰى هُدٰىهُمْ فَاِنَّ اللّٰهَ لَا يَهْدِيْ مَنْ يُّضِلُّ وَمَا لَهُمْ مِّنْ نّٰصِرِيْنَ (٣٧)

৩৭. যদি আপনি তাদের সুপথে আসার আকাঙ্ক্ষা করেন, তবে [কোনো ফল হবে না, কেননা] আল্লাহ এরূপ লোককে হেদায়েত করেন না যাকে তিনি পথভ্রষ্ট করেন এবং কেউই তাদের সহায়ও হবে না।

শাব্দিক অনুবাদ :

৩৫. وَقَالَ الَّذِيْنَ اَشْرَكُوْا এবং অংশীবাদীরা এরূপ বলে যে لَوْ شَآءَ اللّٰهُ যদি আল্লাহর অভিপ্রায় হতো مَا عَبَدْنَا তবে না ইবাদত করতাম مِنْ دُوْنِهٖ مِنْ شَيْءٍ আল্লাহ ভিন্ন অন্য কারো ইবাদত نَحْنُ وَلَآ اٰبَآؤُنَا আমরা আর না আমাদের বাপ দাদাগণ وَلَا حَرَّمْنَا مِنْ دُوْنِهٖ مِنْ شَيْءٍ আর না তাঁর (আদেশ) ছাড়া কোনো বস্তুকে হারাম বলতে পারতাম كَذٰلِكَ فَعَلَ الَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِهِمْ যে সমস্ত লোক এদের পূর্বে গত হয়েছে তারাও এরূপ আচরণই করেছিল فَهَلْ عَلَى الرُّسُلِ اِلَّا الْبَلٰغُ الْمُبِيْنُ রাসূলগণের দায়িত্ব তো কেবল স্পষ্টরূপে (নির্দেশাবলি) পৌছে দেওয়া।

৩৬. وَلَقَدْ بَعَثْنَا আর আমি পাঠিয়ে আসছি فِيْ كُلِّ اُمَّةٍ প্রত্যেক উম্মতের মধ্যে رَّسُوْلًا কোনো না কোনো নবী اَنِ اعْبُدُوا اللّٰهَ যে, তোমরা আল্লাহর ইবাদত কর وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوْتَ এবং শয়তান হতে বেঁচে চল فَمِنْهُمْ আর তাদের মধ্যে হতে কতক লোক এমন হলো مَّنْ هَدَى اللّٰهُ যাদেরকে আল্লাহ তা'আলা হেদায়েত দান করলেন وَمِنْهُمْ مَّنْ حَقَّتْ عَلَيْهِ الضَّلٰلَةُ আর তাদের মধ্যে কতক লোক এমন হলো যে, যাদের জন্য গোমরাহী সাব্যস্ত হলো فَسِيْرُوْا فِي الْاَرْضِ সুতরাং তোমরা ভূপৃষ্ঠে বিচরণ কর فَانْظُرُوْا অতঃপর দেখ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُكَذِّبِيْنَ মিথ্যা সাব্যস্ত কারীদের পরিণাম কিরূপ হয়েছে।

৩৭. اِنْ تَحْرِصْ عَلٰى هُدٰىهُمْ যদি আপনি তাদের সুপথে আসার আকাঙ্খা করেন فَاِنَّ اللّٰهَ لَا يَهْدِيْ তবে আল্লাহ এরূপ লোককে হেদায়েত করেন না مَنْ يُّضِلُّ যাকে পথভ্রষ্ট করেন وَمَا لَهُمْ مِّنْ نّٰصِرِيْنَ এবং কেউ তাদের সহায়ও হবে না।

https://e-ilm.weebly.com/

৩৮. আর এরা খুব জোরে শোরে আল্লাহর কসম খায় যে, যে ব্যক্তি মরে যায়, আল্লাহ্ তা'আলা তাকে কখনো পুনঃজীবিত করবেন না: জীবিত করবেন না কেন? এ ওয়াদাকে তো আল্লাহ্ তা'আলা নিজের উপর অবশ্য করণীয় করে রেখেছেন কিন্তু অধিকাংশ লোকই বিশ্বাস স্থাপন করে না।	وَاَقْسَمُوْا بِاللّٰهِ جَهْدَ اَيْمَانِهِمْ ۙ لَا يَبْعَثُ اللّٰهُ مَنْ يَّمُوْتُ ؕ بَلٰى وَعْدًا عَلَيْهِ حَقًّا وَّلٰكِنَّ اَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُوْنَ ﴿٣٨﴾
৩৯. [পুনর্জীবন এজন্য হবে, ধর্ম সম্বন্ধে] যে বিষয়ে তারা মতভেদ করত, যেন তা তাদের সম্মুখে প্রকাশ করে দেন এবং কাফেররা যেন নিশ্চিতরূপে জানতে পারে যে, বাস্তব, তারাই মিথ্যাবাদী ছিল।	لِيُبَيِّنَ لَهُمُ الَّذِيْ يَخْتَلِفُوْنَ فِيْهِ وَلِيَعْلَمَ الَّذِيْنَ كَفَرُوْٓا اَنَّهُمْ كَانُوْا كٰذِبِيْنَ ﴿٣٩﴾
৪০. আমি যে বস্তুকে [সৃষ্টির] ইচ্ছা করি তার উদ্দেশ্যে কেবল আমার এতটুকু বলাই যথেষ্ট হয় যে, [সৃষ্টি] হয়ে যাও, অমনি তা হয়ে যায়।	اِنَّمَا قَوْلُنَا لِشَيْءٍ اِذَآ اَرَدْنٰهُ اَنْ نَّقُوْلَ لَهٗ كُنْ فَيَكُوْنُ ﴿٤٠﴾
৪১. আর যারা আল্লাহর উদ্দেশ্যে নিজেদের মাতৃভূমি [মক্কা] পরিত্যাগ করেছে [কাফের কর্তৃক] নির্যাতিত হওয়ার পর, আমি অবশ্যই তাদেরকে দুনিয়ায় উত্তম বাসস্থান দিব: আর পরকালের ছওয়াব বহু শ্রেষ্ঠ। হায়! যদি তারা জানত।	وَالَّذِيْنَ هَاجَرُوْا فِي اللّٰهِ مِنْ بَعْدِ مَا ظُلِمُوْا لَنُبَوِّئَنَّهُمْ فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً ؕ وَلَاَجْرُ الْاٰخِرَةِ اَكْبَرُ ۘ لَوْ كَانُوْا يَعْلَمُوْنَ ﴿٤١﴾
৪২. তারা এমন যারা ধৈর্যধারণ করে এবং নিজ প্রভুর উপর ভরসা রাখে।	الَّذِيْنَ صَبَرُوْا وَعَلٰى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُوْنَ ﴿٤٢﴾

শাব্দিক অনুবাদ :

৩৮. وَاَقْسَمُوْا بِاللّٰهِ جَهْدَ اَيْمَانِهِمْ এবং এরা খুব জোরে-শোরে আল্লাহর কসম খায় لَا يَبْعَثُ اللّٰهُ مَنْ يَّمُوْتُ যে ব্যক্তি মরে যায় আল্লাহ তা'আলা তাকে কখনো পুনঃজীবিত করবে না بَلٰى وَعْدًا عَلَيْهِ حَقًّا জীবিত করবেন না কেন? এই ওয়াদাকে আল্লাহ তা'আলা নিজের উপর অবশ্য করণীয় করে রেখেছেন وَلٰكِنَّ اَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُوْنَ কিন্তু অধিকাংশ লোকই বিশ্বাস স্থাপন করে না।

৩৯. لِيُبَيِّنَ لَهُمْ যেন তা তাদের সম্মুখে প্রকাশ করে দেন الَّذِيْ يَخْتَلِفُوْنَ فِيْهِ যে বিষয়ে তারা মতভেদ করত وَلِيَعْلَمَ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا এবং কাফেররা যেন নিশ্চিত রূপে জানতে পারে যে, اَنَّهُمْ كَانُوْا كٰذِبِيْنَ বাস্তব, তারাই মিথ্যাবাদী ছিল।

৪০. اِنَّمَا قَوْلُنَا لِشَيْءٍ اِذَآ اَرَدْنٰهُ আমি যে বস্তুকে (সৃষ্টির) ইচ্ছা করি যথেষ্ট হয় اَنْ نَّقُوْلَ لَهٗ তার উদ্দেশ্যে আমার এতটুকু বলাই كُنْ হয়ে যাও فَيَكُوْنُ অমনিই তা হয়ে যায়।

৪১. وَالَّذِيْنَ هَاجَرُوْا فِي اللّٰهِ আর যারা আল্লাহর উদ্দেশ্যে নিজেদের মাতৃভূমি পরিত্যাগ করেছে مِنْ بَعْدِ مَا ظُلِمُوْا (কাফের কর্তৃক) নির্যাতিত হওয়ার পর لَنُبَوِّئَنَّهُمْ فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً আমি অবশ্যই তাদেরকে দুনিয়ায় উত্তম বাসস্থানা দিব وَلَاَجْرُ الْاٰخِرَةِ اَكْبَرُ পরকালের ছওয়াব বহু শ্রেষ্ঠ لَوْ كَانُوْا يَعْلَمُوْنَ হায়! যদি তারা জানত।

৪২. الَّذِيْنَ صَبَرُوْا আর তারা এমন যারা ধৈর্যধারণ করে وَعَلٰى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُوْنَ এবং নিজ প্রভুর উপর ভরসা রাখে।

https://e-ilm.weebly.com/

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

وَأَقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ لَا يَبْعَثُ اللَّهُ مَنْ يَمُوتُ بَلَى وَعْدًا عَلَيْهِ حَقًّا وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ.

শানে নুযূল : আবুল আলীয়া বলেন যে, এক মুসলমান কোনো এক কাফেরের নিকট কিছু হাওলাতী পাওনা ছিল। মুসলমান ব্যাক্তি তার পাওনা আদায়ের জন্য তাগাদা করতে গিয়ে আলোচনা প্রসঙ্গে বলেন যে, মৃত্যুর পর যার সামনে আমাকে উপস্থিত হতে হবে সেই মহান সত্বার কসম যে, সকলকেই মৃত্যুর পর আল্লাহর নিকট উপস্থিত হতে হবে। তখন মুশরিক লোকটি আল্লাহর শপথ করে বলতে লাগল যে, যে মৃত্যু বরণ করবে সে আর কখনো পুনর্জিবীত হবে না। পুনরুত্থানে অবিশ্বাসী এ নরাধমের জবাবে আল্লাহ তা'আলা আলোচ্য আয়াত নাজিল করেন।
–(কুরতুবী ৯৫/১০, বাহরে মুহীত ৪৭৬/৫)

وَالَّذِينَ هَاجَرُوا فِي اللَّهِ مِنْ بَعْدِ مَا ظُلِمُوا لَنُبَوِّئَنَّهُمْ فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَلَأَجْرُ الْآخِرَةِ أَكْبَرُ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ.

শানে নুযূল : দাউদ বিন আবূ হিন্দ বলেন যে, আলোচ্য আয়াত জুন্দাল বিন সুহাইল বিন আমর সম্পর্কে নাজিল হয়েছে। আরোও বর্ণিত রয়েছে যে, আলোচ্য আয়াত সুহাইব, বেলাল, খাব্বাব বিন আর্ত এবং তাদের ন্যায় অন্যান্য নিরীহ সাহাবায়ে কিরাম যাদেরকে মক্কার মুশরিকরা মানবতা বিরোধী ভীষণ নির্যাতিত করেছে। অতঃপর আল্লাহ তা'আলা তাদের জন্য মদিনাকে শান্তির আলয় বানিয়ে দেন। এবং মুমিনদের থেকে একটি দলকে তাদের সহযোগী করে দেন যাদেরকে বলা হয় মদিনার আনসার। এসকল নির্যাতিত সাহবায়ে কিরামের সম্পর্কেই আল্লাহ আলোচ্য আয়াত নাজিল করেন। –(বাহরে মুহীত ৪৭৭/৫, কুরতুবী ৯৭/১০)

উপমহাদেশেও আল্লাহর কোনো রাসূল আগমন করেছেন কি?

وَإِنْ مِنْ أُمَّةٍ إِلَّا خَلَا فِيهَا نَذِيرٌ এবং আরো একটি আয়াত وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا থেকে বাহ্যত: একথাই জানা যায় যে, উপমহাদেশীয় এলাকাসমূহেও আল্লাহ তা'আলার পয়গম্বর অবশ্যই আগমন করে থাকবেন। তিনি হয় এখানকারই অধিবাসী হবেন, না হয় অন্য কোনো দেশের হবেন এবং তাঁর প্রতিনিধি ও প্রচারক এখানে এসে থাকবেন। অপরপক্ষে لِتُنْذِرَ قَوْمًا مَا أَتَاهُمْ مِنْ نَذِيرٍ আয়াত থেকে বুঝা যায়, রাসূলুল্লাহ ﷺ যে উম্মতের কাছে প্রেরিত হয়েছেন, তাঁদের কাছে তাঁর পূর্বে কোনো রাসূল আগমন করেননি। এর উত্তর এরূপ হতে পারে যে, এখানে বাহ্যত: আরব সম্প্রদায়কে বুঝানো হয়েছে, যাদেরকে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর নবুয়ত দ্বারা সর্বপ্রকার সম্বোধন করা হয়েছে। তাদের মধ্যে হযরত ইসমাঈল (আ.)-এর পর কোনো পয়গম্বরের আগমন হয়নি। এজন্যই কুরআন পাকে তাদেরকে الْأُمِّيِّينَ নামে অভিহিত করা হয়েছে। এতে অপরিহার্য হয়ে পড়ে না যে, অবশিষ্ট বিশ্বেও রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর পূর্বে কোনো পয়গম্বর আসেন নি।

শব্দার্থ ও ব্যাখ্যা : وَالَّذِينَ هَاجَرُوا -এটি هِجْرَةٌ থেকে উদ্ভূত। এর আভিধানিক অর্থ দেশ ত্যাগ করা। আল্লাহর জন্য দেশ ত্যাগ করা ইসলামে একটি বড় ইবাদত। রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন : اَلْهِجْرَةُ تَهْدِمُ مَا كَانَ قَبْلَهَا অর্থাৎ হিজরতের পূর্বে মানুষ যেসব গোনাহ করে, হিজরত সেগুলোকে খতম করে দেয়।

হিজরত কোনো কোনো অবস্থায় ফরজ, ওয়াজিব এবং কোনো কোনো অবস্থায় মোস্তাহাব ও উত্তম হয়ে থাকে। এর বিস্তারিত বিধান সূরা নিসার ৯৭ নম্বর আয়াত أَلَمْ تَكُنْ أَرْضُ اللَّهِ وَاسِعَةً فَتُهَاجِرُوا فِيهَا -এর অধীনে বর্ণিত হয়েছে। এখানে শুধু মুহাজিরদের সাথে আল্লাহ তা'আলার কৃত ওয়াদাসমূহ বর্ণিত হবে।

হিজরত দুনিয়াতেও সচ্ছল জীবিকার কারণ হয় কি?

আলোচ্য আয়াতে কতিপয় শর্তাধীনে মুহাজিরদের সাথে দু'টি বিরাট ওয়াদা করা হয়েছে, প্রথমত দুনিয়াতেই উত্তম ঠিকানা দেওয়ার এবং দ্বিতীয়ত পরকালে বেহিসাব ছওয়াবের। "দুনিয়াতে উত্তম ঠিকানা" এটি একটি ব্যাপক

https://e-ilm.weebly.com/

অর্থবোধক শব্দ। বসবাসের জন্য গৃহ, সৎ প্রতিবেশী পাওয়া, উত্তম রিজিক পাওয়া, শত্রুদের বিরুদ্ধে বিজয় ও সাফল্য পাওয়া, সাধারণের মুখে মুহাজিরদের প্রশংসা ও সুখ্যাতি থাকা এবং পুরুষানুক্রমে পারিবারিক ইজ্জত ও গৌরব পাওয়া-সবই এর অন্তর্ভূক্ত। -(কুরতুবী)

আয়াতের শানে নুযূল : মূলত ঐ প্রথম হিজরত, যা সাহাবায়ে কেরাম আবিসিনিয়ার দিকে করে ছিলেন এবং পরবর্তী কালের মদিনার হিজরতও এর অন্তর্ভুক্ত রয়েছে। তাই কেউ কেউ বলেন যে, এ ওয়াদা বিশেষ করে ঐ সাহাবায়ে কেরামের জন্য, যাঁরা আবিসিনিয়ায় কিংবা মদিনায় হিজরত করেছিলেন। আল্লাহর এ ওয়াদা দুনিয়াতে পূর্ণ হয়ে গেছে। সবাই তা প্রত্যাক্ষ করেছে।

আল্লাহ তা'আলা মদিনাকে তাঁদের জন্য কি চমৎকার ঠিকানা করেছিলেন। উৎপীড়নকারী প্রতিবেশীদের স্থলে তাঁরা সহানুভূতিশীল, মহানুভব প্রতিবেশী পেয়েছিলেন। তাঁরা শত্রুদের বিপক্ষে বিজয় ও সাফল্য লাভ করেছিলেন। হিজরতের পর অল্প কিছুদিন অতিবাহিত হতেই তাঁদের সামনে রিজিকের দ্বার উন্মুক্ত করে দেওয়া হয়। যাঁরা ছিলেন ফকীর মিসকীন, তাঁরা হয়ে যান বিত্তশালী, ধনী। দুনিয়ার বিভিন্ন দেশ বিজিত হয়। তাঁদের চরিত্র মাধুর্য ও সৎকর্মের কীর্তি আবহমানকাল পর্যন্ত শত্রুমিত্র নির্বিশেষে সবার মুখে উচ্চারিত হয়। তাঁদেরকে এবং তাঁদের বংশধরকে আল্লাহ তা'আলা অসামান্য ইজ্জত ও গৌরব দান করেন। এগুলো হচ্ছে পার্থিব বিষয়। পরকালের ওয়াদা পূর্ণ হওয়াও অবশ্যম্ভাবী। কিন্তু তাফসীর বাহরে মুহীতে আবূ হাইয়ান বলেন, وَالَّذِيْنَ هَاجَرُوْا عَامٌ فِى الْمُهَاجِرِيْنَ كَائِنًا مَا كَانُوا فَيَشْمَلُ اَوَّلَهُمْ وَاٰخِرَهُمْ অর্থাৎ وَالَّذِيْنَ هَاجَرُوْا আয়াতটি বিশ্বের সমস্ত মুহাজিরের ক্ষেত্রে ব্যাপকভাবে প্রযোজ্য, যে কোনো অঞ্চল ও যুগের মুহাজির হোক না কেন। তাই প্রথম যুগের হিজরতকারী মুহাজির এবং কেয়ামত পর্যন্ত আরো যত মুহাজির হবে, সবাই এর অন্তর্ভুক্ত।

সাধারণ তাফসীরবিদের তাগিদও তাই। আয়াতের শানে নুযূল বিশেষ ঘটনা ও বিশেষ শ্রেণীর লোক হলেও শব্দের ব্যাপকতা ধর্তব্য হয়ে থাকে। তাই সারা বিশ্বের এবং সর্বকালের মুহাজির আলোচ্য ওয়াদার অন্তর্ভুক্ত। উভয় ওয়াদা সব মুহাজিরের ক্ষেত্রে পূর্ণ হওয়া একটি নিশ্চিত ও অনিবার্য ব্যাপার।

এমন ধরনের এক ওয়াদা মুহাজিরদের জন্য সূরা নেসার নিম্নোক্ত আয়াতে ব্যক্ত করা হয়েছে,

وَمَنْ يُّهَاجِرْ فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ يَجِدْ فِى الْاَرْضِ مُرَاغَمًا كَثِيْرًا وَّسَعَةً.

এতে বিশেষ করে বাসস্থানের প্রশস্ততা এবং জীবিকার স্বচ্ছলতার ওয়াদা দেওয়া হয়েছে। কিন্তু কুরআন পাক এসব ওয়াদার সাথে মুহাজিরদের কিছু গুণাবলী এবং হিজরতের কিছু শর্তাবলীও বর্ণনা করেছে। তাই এসব ওয়াদার যোগ্য অধিকারী ঐসব মুহাজিরই হতে পারে, যারা এসব গুণের বাহক এবং যারা প্রার্থিত শর্তসমূহ পূর্ণ করে।

তন্মধ্যে সর্বপ্রথম শর্ত হচ্ছে فِى اللّٰهِ অর্থাৎ হিজরত করার লক্ষ্য একমাত্র আল্লাহ তা'আলার সন্তুষ্টি অর্জন হতে হবে। এতে পার্থিব কাজ-কারবারের মুনাফা, চাকুরী এবং প্রবৃত্তিগত উপকারিতা উদ্দেশ্য হতে পারবে না। দ্বিতীয় শর্ত মুহাজিরদের নির্যাতিত হওয়া; যেমন বলা হয়েছে, مِنْ بَعْدِ مَا ظُلِمُوْا তৃতীয় গুণ প্রাথমিক কষ্ট ও বিপদাপদের সময় সবর করা ও দৃঢ়পদ থাকা। যেমন বলা হয়েছে, اَلَّذِيْنَ صَبَرُوْا চতুর্থ গুণ যাবতীয় বস্তুনিষ্ঠ কলাকৌশল অবলম্বন করা সত্ত্বেও ভরসা শুধু আল্লাহর উপর রাখা অর্থাৎ কায়মনোবাক্যে এরূপ বিশ্বাস রাখা যে, বিজয় ও সাফল্য একমাত্র তাঁরই হাতে। যেমন বলা হয়েছে, وَعَلٰى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُوْنَ এ থেকে জানা গেল যে, প্রাথমিক বিপদাপদ ও কষ্ট তো প্রত্যেক কাজে হয়েই থাকে। এগুলো অতিক্রম করার পরও যদি কোনো মুহাজির উত্তম ঠিকানা ও উত্তম অবস্থা না পায়, তবে কুরআনের ওয়াদায় সন্দেহ করার পরিবর্তে নিজের নিয়ত, আন্তরিকতা ও কর্মের উৎকর্ষতা যাচাই করা দরকার। এগুলোর ভিত্তিতেই এ ওয়াদা করা হয়েছে। যাচাই করার পর সে জানতে পারবে যে, দোষ তার নিজেরই। কোথাও হয়তো নিয়তে ত্রুটি রয়েছে, কোথাও হয়তো সবর, দৃঢ়তা বা ভরসার অভাব রয়েছে।

https://e-ilm.weebly.com/

দেশত্যাগ ও হিজরতের বিভিন্ন বিধি-বিধান : ইমাম কুরতুবী (র.) এস্থলে হিজরত ও দেশ ত্যাগের প্রকার ও বিধি-বিধান সম্পর্কে একটি উপকারী প্রবন্ধ রচনা করেছেন। পাঠকবর্গের উপকারার্থে নিম্নে তা উদ্ধৃত করা হলো।

কুরতুবী ইবনে আরাবীর বরাত দিয়ে লিখেন- দেশ ত্যাগ করা এবং দেশ ভ্রমণ করা কোনো সময় কোনো বস্তু থেকে পলায়ন ও আত্মরক্ষার্থে হয় এবং কোনো সময় কোনো বস্তুর অন্বেষণের জন্য হয়। প্রথম প্রকারকে হিরজত বলে। হিজরত ছয় প্রকার। যথা-

প্রথম : দারুল কুফর থেকে দারুল ইসলামে যাওয়া। এ প্রকার সফর রসূলুল্লাহ ﷺ-এর আমলেও ফরজ ছিল এবং কিয়ামত পর্যন্ত শক্তিসামর্থ্যের শর্তসহ ফরজ। যদি দারুল কুফরে জান, মাল ও আবরুর নিরাপত্তা না থাকে কিংবা ধর্মীয় কর্তব্য পালন সম্ভব না হয়। এরপরও যদি কেউ দারুল কুফরে অবস্থান করে, তবে সে গোনাহগার হবে।

দ্বিতীয় : বেদআতের স্থান থেকে চলে যাওয়া। ইবনে কাসেম বলেন- আমি ইমাম মালেকের মুখে শুনেছি, এমন জায়গায় কোনো মুসলমানের বসবাস করা হালাল নয়, যেখানে পূববর্তী মনীষীদেরকে গালিগালাজ করা হয়। এ উক্তি উদ্ধৃত করে ইবনে আরাবী লিখেন- এটা সম্পূর্ণ নির্ভুল। কেননা, যদি তুমি কোনো গর্হিত কাজ বন্ধ করতে না পার, তবে নিজে সেখান থেকে দূরে সরে যাও। এটা তোমার জন্য জরুরি। যেমন আল্লাহ তা'আলা বলেন- وَإِذَا رَأَيْتَ الَّذِيْنَ يَخُوْضُوْنَ فِيْ اٰيٰتِنَا فَاَعْرِضْ عَنْهُمْ

তৃতীয় : যেখানে হারামের প্রাধান্য, সেখান থেকে চলে যাওয়া। কেননা, হালাল অন্বেষণ করা প্রত্যেক মুলমানের উপর ফরজ।

চতুর্থ : দৈহিক নির্যাতন থেকে আত্মরক্ষার্থে সফর করা। এরূপ সফর জায়েজ; বরং আল্লাহ তা'আলার পক্ষ থেকে রহমত। যে স্থানে শক্রদের পক্ষ থেকে দৈহিক নির্যাতনের আশঙ্কা থাকে, সেস্থান ত্যাগ করা উচিত; যাতে আশঙ্কা মুক্ত হওয়া যায়। সর্বপ্রথম হযরত ইবরাহীম (আ.) এই প্রকার সফর করেন। তিনি কওমের নির্যাতন থেকে নিষ্কৃতি লাভের জন্য ইরাক থেকে সিরিয়ার উদ্দেশে রওয়ানা হন এবং বলেন إِنِّيْ مُهَاجِرٌ إِلٰى رَبِّيْ তারপর হযরত মূসা (আ.) এমনি এক সফর মিসর থেকে মাদইয়ান অভিমুখে করেন। যেমন, কুরআন বলে- فَخَرَجَ مِنْهَا خَائِفًا يَّتَرَقَّبُ

পঞ্চম : দূষিত আবহাওয়া ও রোগের আশঙ্কা থেকে আত্মরক্ষার্থে সফর করা। ইসলামি শরিয়ত এরও অনুমতি দেয়। যেমন রসূলুল্লাহ ﷺ কয়েকজন রাখালকে মদিনার বাইরে বনভূমিতে অবস্থান করার আদেশ দেন। কেননা, শহরের আবহাওয়া তাদের অনুকূলে ছিল না। এমনিভাবে হযরত ওমর ফারুক (রা.) আবূ ওবায়দাকে রাজধানী জর্দান থেকে স্থানান্তরিত করে কোনো মালভূমিতে নিয়ে যাওয়ার আদেশ দেন, যেখানে আবহাওয়া দূষিত নয়।

ষষ্ঠ : ধন-সম্পদ হেফাজতের জন্য সফর করা। কোনো স্থানে চোর-ডাকাতের উপদ্রব দেখলে সে স্থান ত্যাগ করার অনুমতি ইসলামে রয়েছে। কেননা, মুসলমানের ধন-সম্পদও তার জানের ন্যায় সম্মানার্হ। এই ছয় প্রকার তো ছিল ঐ দেশ ত্যাগের যা কোনো বস্তু থেকে পলায়ন ও আত্মরক্ষার্থে হয়। আর শেষোক্ত প্রকার অর্থাৎ কোনো বস্তুর অন্বেষণে যে সফর করা হয়, তা নয় ভাগে বিভক্ত।

১. শিক্ষার জন্য সফর অর্থাৎ আল্লাহর সৃষ্টজগত, অপার শক্তি ও বিগত জাতিসমূহের অবস্থা সরেজমিনে পর্যবেক্ষণ করে শিক্ষা গ্রহণের উদ্দেশ্যে বিশ্ব-পর্যটন করা। কুরআন পাক এরূপ সফরে উৎসাহিত করে বলেছে-
اَوَلَمْ يَسِيْرُوْا فِي الْاَرْضِ فَيَنْظُرُوْا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِهِمْ.
হযরত যুলকারণাইনের সফরও কোনো কোনো আলেমের মতে এ ধরনের সফর ছিল। কেউ কেউ বলেন, তাঁর সফর পৃথিবীতে আল্লাহর আইন প্রয়োগ করার উদ্দেশ্যে ছিল।

২. হজের সফর কতিপয় শর্তসহ। এ সফর যে ইসলামি আইন অনুযায়ী ফরজ, তা সুবিদিত।

৩. জিহাদের সফর। এটাও যে ফরজ, ওয়াজিব অথবা মোস্তাহাব, তা সব মুসলমানের জানা রয়েছে।

https://e-ilm.weebly.com/

৪. জীবিকার অন্বেষণে সফর। স্বদেশে জীবিকার প্রয়োজনীয় আসবাবপত্র সংগৃহীত না হলে অন্যত্র সফর করে জীবিকাঅন্বেষণ করা অপরিহার্য।

৫. বাণিজ্যিক সফর অর্থাৎ প্রয়োজনের অতিরিক্ত ধন-সম্পদ অর্জন করার জন্য সফর করা। শরিয়তে এটাও জায়েজ। আল্লাহ বলেন– لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ اَنْ تَبْتَغُوا فَضْلًامِّنْ رَّبِّكُمْ আয়াতে اِبْتِغَاء فَضْل (কৃপা অন্বেষণ) বলে বাণিজ্য বুঝানো হয়েছে। আল্লাহ তা'আলা হজের সফরেও বাণিজ্যের অনুমতি দান করেছেন। অতএব বাণিজ্যের জন্য সফর করা আরো উত্তমরূপে বৈধ হবে।

৬. জ্ঞান অর্জনের জন্য সফর। ধর্ম পালনের জন্য ততটুকু জ্ঞান জরুরি, ততটুকু জ্ঞান অর্জনের জন্য সফর করা ফরজে আইন এবং এর বেশির জন্য ফরজে কেফায়া।

৭. কোনো স্থানকে পবিত্র মনে করে সেদিকে সফর করা। তিনটি মসজিদ ব্যতীত এরূপ সফর বৈধ নয়; মসজিদে হারাম (মক্কা,) মসজিদে নববী (মদিনা) এবং মসজিদে আকসা (বায়তুল মোকাদ্দাস)। এ হচ্ছে কুরতুবী ও ইবনে আরাবীর অভিমত। অন্যান্য আলেমের মতে সাধারণ পবিত্র স্থানসমূহের দিকে সফর করাও জায়েজ।

৮. ইসলামি সীমান্ত সংরক্ষণের জন্যে সফর। একে 'রিবাত' বলা হয়। বহু হাদীসে রিবাতের শ্রেষ্ঠত্ব বর্ণিত হয়েছে।

৯. স্বজন ও বন্ধুদের সাথে সাক্ষাতের জন্য সফর। হাদীসে একেও পুণ্যকাজ আখ্যা দেওয়া হয়েছে। সহীহ মুসলিমের হাদীসে আত্মীয়-স্বজন ও বন্ধু-বান্ধবদের সাথে সাক্ষাতের জন্য যে, সফর করে, তার জন্য ফেরেশতাদের দোয়া করার কথা উল্লিখিত রয়েছে। এটা তখন, যখন কোনো বৈষয়িক স্বার্থের জন্য নয়; বরং আল্লাহ তা'আলার সন্তুষ্টি অর্জনের উদ্দেশ্যে তাদের সাথে সাক্ষাৎ করা হয়।

শব্দবিশ্লেষণ :

شَآءَ : সীগাহ واحد مذكر غائب বহছ ماضى معروف বাব فَتَحَ মাসদার مَشِيْئَةٌ মূলবর্ণ (ش ـ ى ـ أ) জিনস مركب (مهموز لام ও اجوف يائ) অর্থ– চাওয়া।

اِجْتَنِبُوْا : সীগাহ جمع مذكر حاضر বহছ امر حاضر معروف বাব اِفْتِعَالٌ মাসদার اِجْتِنَابٌ মূলবর্ণ (ج ـ ن ـ ب) জিনস صحيح অর্থ– বাঁচা, বিরত থাকা।

فَسِيْرُوْا : فاء আতফের হরফ, سيروا সীগাহ جمع مذكر حاضر বহছ امر حاضر معروف বাব ضَرَبَ মাসদার اَلسَّيْرُ মূলবর্ণ (س ـ ى ـ ر) জিনস اجوف يائ। অর্থ– জমিনে চলা।

اَرَدْنَا : সীগাহ جمع متكلم বহছ ماضى معروف বাব اِفْعَالٌ মাসদার اَلْاِرَادَةُ মূলবর্ণ (ر ـ و ـ د) জিনস اجوف واوى অর্থ– ইচ্ছা পোষণ করা।

لَنُبَوِّئَنَّهُمْ : সীগাহ جمع متكلم বহছ مضارع معروف لام تاكيد بانون تاكيد ثقيله বাব تَفْعِيْل মাসদার اَلتَّبْوِيَةُ মূলবর্ণ (ب ـ و ـ أ) জিনস مركب (مهموز لام ও اجوف واوى) অর্থ– জায়গা দেওয়া।

يَتَوَكَّلُوْنَ : সীগাহ جمع مذكر غائب বহছ مضارع معروف বাব تَفَعُّلٌ মাসদার اَلتَّوَكُّلُ মূলবর্ণ (و ـ ك ـ ل) জিনস مثال واوى অর্থ– ভরসা করা।

نُوْحِىْ : সীগাহ جمع متكلم বহছ مضارع معروف বাব اِفْعَالٌ মাসদার اَلْاِيْحَاءُ মূলবর্ণ (و ـ ح ـ ى) জিনস لفيف مفروق অর্থ– ইশারা-ইঙ্গিতে কথা বলা, অন্তরে কথা ঢেলে দেওয়া অর্থাৎ ইলহাম করা, শিখানো।

https://e-ilm.weebly.com/

৪৩. এবং আমি আপনার পূর্বেও কেবলমাত্র মানুষকেই রাসূলরূপে পাঠিয়েছি- যাদের প্রতি ওহী পাঠাতাম, সুতরাং অভিজ্ঞ লোকদের নিকট জিজ্ঞাসা করে দেখ, যদি তোমাদের জানা না থাকে।	وَمَآ اَرۡسَلۡنَا مِنۡ قَبۡلِكَ اِلَّا رِجَالًا نُّوۡحِیۡۤ اِلَیۡهِمۡ فَسۡـَٔلُوۡۤا اَهۡلَ الذِّكۡرِ اِنۡ كُنۡتُمۡ لَا تَعۡلَمُوۡنَ ﴿٤٣﴾
৪৪. [সে নবীগণকে প্রেরণ করেছি] মু'জিযা ও কিতাবসমূহ দিয়ে; আর আপনার প্রতিও এ কুরআন নাজিল করেছি, যেন আপনি সে সমস্ত বিষয় মানুষের নিকট প্রকাশ করে দেন যা তাদের জন্য পাঠানো হয়েছে, আর যেন তারা ভেবে দেখে।	بِالۡبَیِّنٰتِ وَالزُّبُرِ ؕ وَاَنۡزَلۡنَاۤ اِلَیۡكَ الذِّكۡرَ لِتُبَیِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ اِلَیۡهِمۡ وَلَعَلَّهُمۡ یَتَفَكَّرُوۡنَ ﴿٤٤﴾
৪৫. যে সমস্ত লোক [সত্য ধর্মকে ধ্বংস করার উদ্দেশ্যে] যারা নানাবিধ হীন চক্রান্ত করে, সে সমস্ত লোক তবুও কি এ কথা হতে নিশ্চিন্ত রয়েছে যে, আল্লাহ তাদেরকে মাটিতে পুতে ফেলেন, অথবা এমন স্থান হতে তাদের প্রতি আজাব এসে পড়ে যার ধারণাও তাদের ছিল না।	اَفَاَمِنَ الَّذِیۡنَ مَكَرُوا السَّیِّاٰتِ اَنۡ یَّخۡسِفَ اللّٰهُ بِهِمُ الۡاَرۡضَ اَوۡ یَاۡتِیَهُمُ الۡعَذَابُ مِنۡ حَیۡثُ لَا یَشۡعُرُوۡنَ ﴿٤٥﴾
৪৬. কিংবা তাদেরকে পাকড়াও করেন তাদের চলাফেরার অবস্থায় [কোনো বিপদে] সুতরাং তারা আল্লাহকে অক্ষম করতে পারবে না।	اَوۡ یَاۡخُذَهُمۡ فِیۡ تَقَلُّبِهِمۡ فَمَا هُمۡ بِمُعۡجِزِیۡنَ ﴿٤٦﴾
৪৭. অথবা তাদেরকে পাকড়াও করবেন [দুর্ভিক্ষ বা মহামারীতে] ক্ষয় করতে করতে; বস্তুত তোমাদের প্রভু পরম স্নেহশীল বড় মেহেরবান।	اَوۡ یَاۡخُذَهُمۡ عَلٰی تَخَوُّفٍ ؕ فَاِنَّ رَبَّكُمۡ لَرَءُوۡفٌ رَّحِیۡمٌ ﴿٤٧﴾

শাব্দিক অনুবাদ :

৪৩. وَمَآ اَرۡسَلۡنَا مِنۡ قَبۡلِكَ اِلَّا رِجَالًا এবং আমি আপনার পূর্বেও কেবলমাত্র মানুষকেই রাসূলরূপে পাঠিয়েছি نُوۡحِیۡۤ اِلَیۡهِمۡ তাদের পতি ওহী পাঠাতাম فَسۡـَٔلُوۡۤا اَهۡلَ الذِّكۡرِ সুতরাং অভিজ্ঞ লোকদের নিকট জিজ্ঞাসা করে দেখ اِنۡ كُنۡتُمۡ لَا تَعۡلَمُوۡنَ যদি তোমাদের জানা না থাকে।

৪৪. بِالۡبَیِّنٰتِ وَالزُّبُرِ মু'জিযা ও কিতাব সমূহ দিয়ে وَاَنۡزَلۡنَاۤ اِلَیۡكَ الذِّكۡرَ আর আপনার প্রতিও এই কুরআন নাজিল করেছি لِتُبَیِّنَ لِلنَّاسِ যেন আপনি সে সমস্ত বিষয় মানুষের নিকট প্রকাশ করে দেন مَا نُزِّلَ اِلَیۡهِمۡ যা তাদের জন্য পাঠানো হয়েছে وَلَعَلَّهُمۡ یَتَفَكَّرُوۡنَ আর যেন তারা ভেবে দেখে।

৪৫. اَفَاَمِنَ الَّذِیۡنَ সে সমস্ত লোক তবুও কি একথা হতে নিশ্চিন্ত রয়েছে مَكَرُوا السَّیِّاٰتِ যারা নানাবিধ হীন চক্রান্ত করে اَنۡ یَّخۡسِفَ اللّٰهُ بِهِمُ الۡاَرۡضَ আল্লাহ তাদেরকে মাটিতে পুঁতে ফেলেন اَوۡ یَاۡتِیَهُمُ الۡعَذَابُ অথবা এমন স্থান হতে তাদের প্রতি আজাব এসে পড়ে مِنۡ حَیۡثُ لَا یَشۡعُرُوۡنَ যার ধারণাও তাদের ছিল না।

৪৬. اَوۡ یَاۡخُذَهُمۡ কিংবা তাদেরকে পাকড়াও করেন فِیۡ تَقَلُّبِهِمۡ তাদের চলাফেরার অবস্থায় (কোনো বিপদে) فَمَا هُمۡ بِمُعۡجِزِیۡنَ সুতরাং তারা আল্লাহকে অক্ষম করতে পারবে না।

৪৭. اَوۡ یَاۡخُذَهُمۡ عَلٰی تَخَوُّفٍ অথবা তাদেরকে পাকড়াও করবেন (দুর্ভিক্ষ বা মহামারিতে) ক্ষয় করতে করতে فَاِنَّ رَبَّكُمۡ বস্তুত তোমাদের রব لَرَءُوۡفٌ رَّحِیۡمٌ পরম স্নেহশীল, বড় মেহেরবান।

https://e-ilm.weebly.com/

أَوَلَمْ يَرَوْا إِلَىٰ مَا خَلَقَ اللَّهُ مِن شَيْءٍ يَتَفَيَّأُ ظِلَالُهُ عَنِ الْيَمِينِ وَالشَّمَائِلِ سُجَّدًا لِّلَّهِ وَهُمْ دَاخِرُونَ ﴿٤٨﴾

৪৮. তারা কি আল্লাহ তা'আলার সে সৃষ্ট পদার্থসমূহ দেখে না যাদের ছায়া কখনো এক দিকে কখনো অপর দিকে ঢলে পড়ে আল্লাহর [আদেশের] বশীভূত হয়ে, আর সেই বস্তুগুলোও বিনীত।

وَلِلَّهِ يَسْجُدُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ مِن دَابَّةٍ وَالْمَلَائِكَةُ وَهُمْ لَا يَسْتَكْبِرُونَ ﴿٤٩﴾

৪৯. আর আসমানসমূহে ও ভূপৃষ্ঠে চলমান যত বস্তু বিদ্যমান আছে, সকলেই আল্লাহর অনুগত এবং ফেরেশতাগণও, আর তারা অহঙ্কার করে না।

يَخَافُونَ رَبَّهُم مِّن فَوْقِهِمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ ﴿٥٠﴾

৫০. তারা স্বীয় পরওয়ারদেগারকে ভয় করে যিনি তাদের উপর ক্ষমতাবান এবং তাদেরকে যে আদেশ করা হয়, তারা তা পালন করে।

وَقَالَ اللَّهُ لَا تَتَّخِذُوا إِلَٰهَيْنِ اثْنَيْنِ ۖ إِنَّمَا هُوَ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ ۖ فَإِيَّايَ فَارْهَبُونِ ﴿٥١﴾

৫১. আর আল্লাহ তা'আলা বলেছেন, দুই [বা ততোধিক] মা'বূদ গ্রহণ করো না, শুধু তিনি তো হচ্ছেন একক মা'বূদ, সুতরাং তোমরা কেবল আমাকেই ভয় করতে থাক।

وَلَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلَهُ الدِّينُ وَاصِبًا ۚ أَفَغَيْرَ اللَّهِ تَتَّقُونَ ﴿٥٢﴾

৫২. আর তাঁরই অধিকারে সমস্ত বস্তু যা কিছু আসমানসমূহে এবং পৃথিবীতে আছে এবং অবশ্য পালনীয়রূপে আনুগত্য তাঁরই প্রাপ্য; তবুও কি তোমরা আল্লাহ ভিন্ন অন্যকে ভয় কর?

শাব্দিক অনুবাদ :

৪৮. أَوَلَمْ يَرَوْا إِلَىٰ مَا خَلَقَ اللَّهُ مِن شَيْءٍ তারা কি আল্লাহ তা'আলার সেই পদার্থ সমূহ দেখে না يَتَفَيَّأُ ظِلَالُهُ عَنِ الْيَمِينِ وَالشَّمَائِلِ যাদের ছায়া কখনো একদিকে কখনো অপরদিকে ঢলে পড়ে سُجَّدًا لِّلَّهِ আল্লাহর (আদেশের) বশীভূত হয়ে وَهُمْ دَاخِرُونَ আর সেই বস্তু গুলো বিনীত।

৪৯. وَلِلَّهِ يَسْجُدُ আর সকলেই আল্লাহর অনুগত مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ যা কিছু আসমান সমূহ ও ভূপৃষ্ঠে বিদ্যমান আছে مِن دَابَّةٍ চলমান যত বস্তু وَالْمَلَائِكَةُ এবং ফেরেশতাগণও وَهُمْ لَا يَسْتَكْبِرُونَ আর তারা অহঙ্কার করে না।

৫০. يَخَافُونَ رَبَّهُم তারা স্বীয় পরওয়ারদেগারকে ভয় করে مِّن فَوْقِهِمْ যিনি তাদের উপর ক্ষমতা বান وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ এবং তাদেরকে যে আদেশ করা হয় তারা তা পালন করে।

৫১. وَقَالَ اللَّهُ, আর আল্লাহ তা'আলা বলেছেন لَا تَتَّخِذُوا إِلَٰهَيْنِ اثْنَيْنِ দুই (বা ততোধিক) মা'বূদ গ্রহণ করো না إِنَّمَا هُوَ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ শুধু তিনি তো হচ্ছেন এক মা'বূদ فَإِيَّايَ فَارْهَبُونِ সুতরাং তোমরা কেবল আমাকেই ভয় করতে থাক।

৫২. وَلَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ, আর তাঁরই অধিকারে সমস্ত বস্তু যা কিছু আসমান সমূহ এবং পৃথিবীতে আছে وَلَهُ الدِّينُ وَاصِبًا এবং অবশ্য পালনীয়রূপে আনুগত্য তাঁরই প্রাপ্য أَفَغَيْرَ اللَّهِ تَتَّقُونَ তবুও কি তোমরা আল্লাহ ভিন্ন অন্যকে ভয় কর?

https://e-ilm.weebly.com/

৫৩. আর তোমাদের নিকট যে কোনো নিয়ামত আছে, তা সমস্তই হচ্ছে আল্লাহরই সন্নিধান হতে, আবার যখন তোমাদেরকে দুঃখ কষ্ট স্পর্শ করে, তখন তাঁরই নিকট ফরিয়াদ করতে থাক।	وَمَا بِكُمْ مِّنْ نِّعْمَةٍ فَمِنَ اللهِ ثُمَّ اِذَا مَسَّكُمُ الضُّرُّ فَاِلَيْهِ تَجْئَرُوْنَ (٥٣)
৫৪. অতঃপর যখন [আল্লাহ] তোমাদের হতে সে কষ্ট বিদূরিত করেন, তখন তোমাদের মধ্যকার এক দল স্বীয় রবের সাথে শিরক করতে আরম্ভ করে।	ثُمَّ اِذَا كَشَفَ الضُّرَّ عَنْكُمْ اِذَا فَرِيْقٌ مِّنْكُمْ بِرَبِّهِمْ يُشْرِكُوْنَ (٥٤)

শাব্দিক অনুবাদ :

৫৩. وَمَا بِكُمْ مِّنْ نِّعْمَةٍ আর তোমাদের নিকট যে কোনো নিয়ামত আছে فَمِنَ اللهِ তা সমস্তই হচ্ছে আল্লাহর সন্নিধান হতে ثُمَّ اِذَا مَسَّكُمُ الضُّرُّ আবার যখন তোমাদেরকে দুঃখ কষ্ট স্পর্শ করে فَاِلَيْهِ تَجْئَرُوْنَ তখন তার নিকটই ফরিয়াদ করতে থাক।

৫৪. ثُمَّ اِذَا كَشَفَ الضُّرَّ عَنْكُمْ অতঃপর যখন (আল্লাহ) তোমাদের থেকে সেই কষ্ট বিদূরিত করেন اِذَا فَرِيْقٌ مِّنْكُمْ তখন তোমাদের মধ্যকার একদল بِرَبِّهِمْ يُشْرِكُوْنَ স্বীয় রবের সাথে শিরক করতে আরম্ভ করে।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

وَمَآ أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ اِلَّا رِجَالًا نُّوْحِىْٓ اِلَيْهِمْ فَاسْـَٔلُوْٓا أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُوْنَ.

শানে নুযূল : আমাদের সমাজের একশ্রেণির লোকেরা বলে থাকে যে, আমাদের মহানবী ﷺ মানুষ নন। মক্কার মুশরিকদের দাবিও অনুরূপ ছিল যে, মানুষ রাসূল হতে পারে না। রাসূল হতে হলে ফেরেশতা হওয়া বাঞ্ছনীয়। মক্কার মুশরিক সম্প্রদায় রাসূল ﷺ এর নবুয়তকে অস্বীকার করে বলতো যে, আল্লাহ অতি মহান, তাঁর রাসূল মানুষ হবে কিরূপ ভাবে। তাঁর রাসূল পাঠাবার ইচ্ছা থাকলে তিনি কোনো ফেরেশতাকে রাসূল হিসেবে প্রেরণ করেননি কেন? তাঁদের এ অযৌক্তিক আকিদা ও বিশ্বাসের জবাবে আল্লাহ তা'আলা আলোচ্য আয়াত নাজিল করেন। –(বাহরে মুহীত্ব ৪৭৮/৫, কুরতুবী ৯৭/১০)

মুজতাহিদ ইমামদের অনুসরণ করা : আলোচ্য আয়াতের فَسْـَٔلُوْٓا اَهْلَ الذِّكْرِ اِنْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُوْنَ বাক্যটি যদিও বিশেষ বিষয়বস্তু সম্পর্কে বলা হয়েছে, কিন্তু ভাষা ব্যাপক হওয়ার কারণে এ জাতীয় সব ব্যাপারকে শামিল করে। তাই কুরআনি বর্ণনাভঙ্গির দিক দিয়ে একটি গুরুত্বপূর্ণ যুক্তিগত ও ইতিহাসগত বিধি যে, যারা বিধি-বিধানের জ্ঞান রাখে না, তারা যারা জানে, তাদের কাছে জিজ্ঞেস করে নিবে এবং তাদের কথা মতো কাজ করা জ্ঞানহীনদের উপর ফরজ হবে। একেই তকলীদ (অনুসরণ) বলা হয়। এটা কুরআনের স্পষ্ট নির্দেশ এবং যুক্তিগতভাবেও এ পথ ছাড়া আমল অর্থাৎ, কর্মকে ব্যাপক করার আর কোনো উপায় নেই। সাহাবীগণের যুগ থেকে শুরু করে আজ পর্যন্ত কোনোরূপ মতানৈক্য ছাড়াই এ বিধি পালিত হয়ে আসছে। যারা তাকলীদ অস্বীকার করে, তারাও এ তাকলীদ অস্বীকার করে না যে, যারা আলেম নয়, তারা আলেমদের কাছ থেকে ফতোয়া নিয়ে কাজ করবে। বলাবাহুল্য, আলেমরা যদি অজ্ঞ জনসাধারণকে কুরআন ও হাদীসের প্রমাণাদি বলেও দেন, তবে

https://e-ilm.weebly.com/

তারা এগুলোকে আলেমদের উপর আস্থার ভিত্তিতেই গ্রহণ করবে। কারণ তাদের মধ্যে প্রমাণাদিকে বুঝা ও পরখ করার যোগ্যতা কোথায়? জ্ঞানীদের উপর আস্থা রেখে কোনো নির্দেশকে শরিয়তের নির্দেশ মনে করে পালন করার নামই তো তাকলীদ। এ তাকলীদ যে বৈধ বরং জরুরি, তাতে কোনোরূপ মতবিরোধের অবকাশ নেই। তবে যেসব আলেম কুরআন, হাদীস ও ইজমার ক্ষেত্রসমূহ বুঝার যোগ্যতা রাখে, তারা কারো তাকলীদ না করে এমন বিধি-বিধানে সরাসরি কুরআন ও হাদীস অনুযায়ী কাজ করতে পারে, যেগুলো কুরআন ও হাদীসে পরিষ্কারভাবে উল্লিখিত রয়েছে এবং যেগুলোতে সাহাবী ও তাবেয়ী আলেমদের মধ্যে কোনো মতবিরোধ নেই। কিন্তু যেসব বিধান পরিষ্কারভাবে কুরআন ও হাদীসে উল্লিখিত নেই অথবা যেগুলোতে কুরআনি আয়াতও হাদীসের মধ্যে বাহ্যতঃ পরস্পর বিরোধিতা দৃষ্টিগোচর হয় অথবা যেগুলোতে সাহাবী ও তাবেয়ীগণের মধ্যে আয়াত কিংবা হাদীসের অর্থ নির্ধারণে মতভেদ রয়েছে, সেসব বিধি-বিধান ইজতিহাদী বিষয়রূপে গণ্য হয় এবং পরিভাষায় এগুলোকে 'মুজতাহাদ ফিলমাসআলা' বলে। নিজে মুজতাহিদ নয়, এমন প্রত্যেক আলেমের পক্ষেও এ জাতীয় মাসআলায় কোনো একজন মুজতাহিদ ইমামের তাকলীদ করা জরুরি। ব্যক্তিগত অভিমতের ভিত্তিতে এক আয়াত কিংবা হাদীসকে অগ্রগণ্য মনে করে অবলম্বন করা এবং অন্য আয়াত কিংবা হাদীসকে অনগ্রগণ্য সাব্যস্ত করে ছেড়ে দেওয়া তার পক্ষে বৈধ নয়।

এমনিভাবে কুরআনও সুন্নাহতে যেসব বিধানের পরিষ্কার উল্লেখ নেই সেগুলো কুরআন ও সুন্নাহ বর্ণিত মূলনীতি অনুসরণ করে বের করা এবং সেগুলোর শরিয়তসম্মত নির্দেশ নির্ধারণ করাও এমন মুজতাহিদদের কাজ, যারা আরবি ভাষায় বিশেষ ব্যুৎপত্তি রাখেন; কুরআন ও সুন্নাহ সম্পর্কিত যাবতীয় শাস্ত্রে দক্ষতা রাখেন এবং আল্লাহ ভীতি ও পরহেজগারীতে উচ্চ মর্তবায় অধিষ্ঠিত রয়েছেন। যেমন ইমাম আজম আবূ হানীফা, শাফে'য়ী, মালেক, আহমদ ইবনে হাম্বল, আওযায়ী, ফকীহ আবুললাইস (র.) প্রমুখ। আল্লাহ তা'আলা তাদেরকে নবুয়ত যুগের নৈকট্য এবং সাহাবী ও তাবেয়ীগণের সংসর্গের বরকতে শরিয়তের মূলনীতি ও উদ্দেশ্য বুঝার বিশেষ রুচি এবং বর্ণিত বিধানের উপর অবর্ণিত বিধানকে অনুমান করে শরিয়তসম্মত নির্দেশ বের করার অসাধারণ দক্ষতা দান করেছিলেন। এ জাতীয় ইজতিহাদী মাসআলায় সাধারণ আলেমদের পক্ষেও কোনো না কোনো একজন মুজতাহিদ ইমামের তকলীদ করা অপরিহার্য। মুজতাহিদ ইমামদের মতের বিরুদ্ধে কোনো নতুন মত অবলম্বন করা ভুল।

এ কারণেই মুসলিম সম্প্রদায়ের আলেম, মুহাদ্দিস ও ফিকহবিদগণ, ইমাম গাযালী, রাযী, তিরমিযী, ত্বহাভী, মুযানী, ইবনে হুসাম, ইবনে কুদামা (রহ.) এবং এই শ্রেণির আরো লক্ষ লক্ষ পূর্ববর্তী ও পরবর্তী আলেম আরবি ভাষা ও শরিয়ত সম্পর্কে গভীর পাণ্ডিত্যের অধিকারী হওয়া সত্ত্বেও ইজতিহাদী মাসআলাসমূহে সর্বদা মুজতাহিদ ইমামদের তাকলীদ করে গেছেন। তাঁরা সব ইমামের বিপরীতে নিজ মতে কোনো ফতোয়া দেওয়াকে বৈধ মনে করেননি।

তবে উল্লিখিত মনীষীবৃন্দ জ্ঞান ও আল্লাহ ভীতিতে অনন্যসাধারণ মর্তবার অধিকারী ছিলেন। ফলে তাঁরা মুজতাহিদ ইমামগণের উক্তি ও মতামতসমূহকে কুরআন ও সুন্নতের আলোকে যাচাই-বাছাই করতেন। অতঃপর তাঁরা যে ইমামের উক্তিকে কুরআন ও সুন্নতের অধিক নিকটবর্তী দেখতেন, সেই ইমামের উক্তি গ্রহণ করতেন। কিন্তু ইমামগণের মত ও পথের বাইরে, তাঁদের সবার বিরুদ্ধে কোনো মত আবিষ্কার করাকে তাঁরা কখনো বৈধ মনে করতেন না। তকলীদের আসল স্বরূপ এতটুকুই।

এরপর দিন দিন জ্ঞানের মাপকাঠি সঙ্কুচিত হতে থাকে এবং তাকওয়া ও আল্লাহভীতির পরিবর্তে মানবিক স্বার্থপরতা প্রাধান্য বিস্তার করতে থাকে। এমন পরিস্থিতিতে যদি কোনো মাসআলায় যে কোনো ইমামের উক্তি গ্রহণ করার এবং অন্য মাসআলায় অন্য ইমামের উক্তি গ্রহণ করার স্বাধীনতা দেওয়া হয়, তবে এর অবশ্যম্ভাবী

https://e-ilm.weebly.com/

পরিণতিতে মানুষ শরিয়ত অনুসরণের নামে প্রবৃত্তির অনুসারী হয়ে যাবে। যে ইমামের উক্তিতে সে নিজ প্রবৃত্তির স্বার্থ পূর্ণ হতে দেখবে, সেই ইমামের উক্তিকেই গ্রহণ করবে। বলাবাহুল্য এরূপ করার মধ্যে ধর্ম ও শরিয়তের অনুসরণ হবে কম এবং স্বার্থ ও প্রবৃত্তির অনুসরণ হবে বেশি। অথচ দীন ও শরিয়তের অনুসরণ না করে স্বার্থ ও প্রবৃত্তির অনুসরণ করা উম্মতের ইজমা দ্বারা হারাম। আল্লামা শাতেবী 'মুয়াফাকাত' গ্রন্থে এ সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা করেছেন। সাধারণ তাকলীদের বিরোধিতা সত্ত্বেও ইবনে তাইমিয়া এ ধরনের অনুসরণকে স্বীয় ফতোয়া গ্রন্থে ইজমা দ্বারা হারাম বলেছেন। এ কারণে পরবর্তী ফিকহবিদগণ এটা জরুরি মনে করেছেন যে, আমলকারীদের উপর কোনো একজন ইমামেরই তাকলীদ করা বাধ্যতামূলক করে দেওয়া উচিত। এখান থেকেই ব্যক্তিভিত্তিক তাকলীদের সূচনা হয়। এটা প্রকৃতপক্ষে একটি শৃঙ্খলামূলক ব্যবস্থা। এর উদ্দেশ্য দীনি ক্ষেত্রে শৃঙ্খলা কায়েম রাখা এবং মানুষকে দীনের আড়ালে প্রবৃত্তির অনুসরণ থেকে বাঁচিয়ে রাখা। হযরত ওসমান গনী (রা.)-এর একটি কীর্তি হুবহু এর দৃষ্টান্ত। তিনি সাহাবায়ে কেরামের ইজমা তথা সর্বসম্মতিক্রমে কুরআনের সাতটি কেরাতের মধ্য থেকে মাত্র একটিকে বহাল রেখেছেন। অথচ কুরআন সাত কেরাতেই রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর বাসনা অনুযায়ী জিবরাঈলের মাধ্যমে অবতীর্ণ হয়েছিল। কিন্তু বহির্বিশ্বে প্রচারিত হওয়ার পর সাত কেরাতে কুরআন পাঠ করার ফলে তাতে পরিবর্তনের আশঙ্কা দেখা দেয়। তখন সাহাবীগণের সর্বসম্মতিক্রমে একই কেরাতে কুরআন লেখা ও পড়া বাধ্যতামূলক করে দেওয়া হয়। খলীফা হযরত ওসমান (রা.) সেই এক কেরাতে কুরআনের অনেক কপি লিখিয়ে বিভিন্ন দেশে প্রেরণ করেন এবং আজ পর্যন্তও সমগ্র মুসলিম সম্প্রদায় তা অনুসরণ করে যাচ্ছেন। এর অর্থ এরূপ নয় যে, অন্য কেরাত সঠিক ছিল না; বরং দীনের শৃঙ্খলা বিধান এবং কুরআনের হেফাজতের কারণে একটি মাত্র কেরাত অবলম্বন করা হয়েছে। এমনিভাবে সকল মুজতাহিদ ইমামই সত্য। তাদের মধ্যে কোনো একজনকে তাকলীদের জন্য নির্দিষ্ট করার অর্থ কখনো এরূপ নয় যে, যে ব্যক্তি যে ইমামের তাকলীদ করেছে তাকে ছাড়া অন্য ইমাম তার কাছে তাকলীদের যোগ্য নয়; বরং যে ইমামের মধ্যে নিজের মতাদর্শ ও সুবিধা দেখতে পায় তারই তাকলীদ করে এবং অন্য ইমামদেরকেও এমনিভাবে সম্মানিত মনে করে।

উদাহরণত: রোগী ব্যক্তি হাকীম ও ডাক্তারদের মধ্য থেকে কোনো একজনকেই চিকিৎসার জন্য নির্দিষ্ট করাকে জরুরি মনে করে। কারণ সে যদি নিজ মতে এক সময় এক ডাক্তারের কাছে জিজ্ঞেস করে ঔষধ পান করে এবং অন্য সময় অন্য ডাক্তারের কাছে জিজ্ঞেস করে অন্য ঔষুধ পান করে, তবে এটা তার ধ্বংসের কারণ হয়। অতএব সে যখন একজন ডাক্তারকে চিকিৎসার জন্য মনোনীত করে, তখন এর অর্থ কখনো এরূপ হয় না যে, অন্য ডাক্তার পারদর্শী নয় কিংবা চিকিৎসা করার যোগ্যতা রাখে না।

মুসলিম সম্প্রদায়ের মধ্যে হানাফী, শাফেয়ী, মালেকী ও হাম্বলীর যে বিভাগ প্রতষ্ঠিত হয়েছে, তার স্বরূপ এর চাইত বেশি কিছু ছিল না। একে দলাদলির রঙ দেওয়া এবং পারস্পরিক কলহ ও মতানৈক্য সৃষ্টিতে মেতে উঠা দীনের কাজ নয় এবং অর্ন্তদৃষ্টিসম্পন্ন আলেমগণ কোনো সময় একে সুনজরে দেখেননি। কোনো কোনো আলেমের আলোচনা পারস্পরিক বিতর্কের রূপ ধারণ করে, যা পরে তিরস্কার ও ভর্ৎসনার সীমা পর্যন্ত পৌঁছে যায়। এরপর মুর্খতাসুলভ লড়াই ও কলহ-বিবাদ সৃষ্টি হয়েছে, যা আজকাল সাধারণত: ধর্মপরায়ণতা ও মাযহাবপ্রীতির চিহ্ন হয়ে গেছে। অতএব আল্লাহ তা'আলার কাছেই আমাদের অভিযোগ।

বিশেষ দ্রষ্টব্য : তাকলীদ ও ইজতিহাদ সম্পর্কে এখানে যা লিপিবদ্ধ করা হয়েছে, তা এ বিষয়বস্তুর সংক্ষিপ্ত সার। সাধারণ মুসলমানদের বুঝার জন্যে এতটুকুই যথেষ্ট। পণ্ডিতসুলভ বিস্তারিত আলোচনা উসূলে ফিকহর কিতাবাদিতে বিশেষ করে আল্লামা শাতেবীকৃত 'কিতাবুল মুয়াফাকাত' ৪র্থ খণ্ড, ইজতিহাদ অধ্যায়ে, আল্লাম

https://e-ilm.weebly.com/

সাইফুদ্দীন আমেদীকৃত 'আহকামুল আহকাম' ৩য় খণ্ড শাহ্ ওয়ালিউল্লাহ মুহাদ্দিসে দেহলভীকৃত 'হুজ্জাতুল্লাহিল বালেগা' ও 'ইকদুল জীদ' এবং মাওলানা আশরাফ আলী থানভীকৃত 'আল ইসতিহাদ ওয়াল ইজতিহাদ' গ্রন্থে দ্রষ্টব্য।

হাদীস অস্বীকার কুরআন অস্বীকারের নামান্তর : وَاَنْزَلْنَا اِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ এ আয়াতে ذِكْر -এর অর্থ সর্বসম্মতভাবে কুরআন পাক। আয়াতে রাসূলুল্লাহ ﷺ -কে আদেশ করা হয়েছে যে, আপনি লোকদের কাছে কুরআনের আয়াত বর্ণনা ও ব্যাখ্যা করে দিন। এতে সুস্পষ্টরূপে প্রমাণিত হয় যে, কুরআন পাকের তত্ত্ব, তথ্য ও বিধানাবলি নির্ভুলভাবে বুঝা রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর বর্ণনার উপর নির্ভরশীল। যদি প্রত্যেক ব্যক্তি শুধু আরবি ভাষা ও সাহিত্যের জ্ঞানলাভ করেই কুরআনের বিধানাবলি আল্লাহর অভিপ্রেত পন্থায় বুঝাতে সক্ষম হতো, তবে রাসূলুল্লাহ ﷺ -কে বর্ণনা ও ব্যাখ্যার দায়িত্ব অর্পণ করার কোনো অর্থ থাকত না।

আল্লামা শাতেবী 'মুয়াকাফাত' গ্রন্থে বিস্তারিতভাবে প্রমাণ করেছেন যে, হাদীস আগাগোড়া কুরআনের ব্যাখ্যা। কেননা কুরআন রাসূলুল্লাহ ﷺ সম্পর্কে বলেছে : وَاِنَّكَ لَعَلٰى خُلُقٍ عَظِيْمٍ হযরত আয়েশা সিদ্দীকা (রা.) এ মহান চরিত্রের ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে বলেছেন كَانَ خُلُقُهُ الْقُرْاٰنَ এর সারমর্ম এই যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ থেকে যে কোনো উক্তি ও কার্য বর্ণিত রয়েছে, তা সব কুরআনেরই বক্তব্য। কোনো কোনোটি বাহ্যত: কোনো আয়াতের তফসীর ও ব্যাখ্যা, যা সাধারণ আলেমরা জানেন এবং কোন কোনোটি বাহ্যত: কুরআনে নেই, কিন্তু রসূলুল্লাহ ﷺ -এর অন্তরে তা ওহী হিসেবে প্রক্ষিপ্ত করা হয়। এটাও একদিক দিয়ে কুরআনই। কেননা কুরআনের বর্ণনা অনুযায়ী রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর কোনো কথাই মনগড়া নয়; বরং আল্লাহর পক্ষ থেকে ওহী হিসেবে প্রক্ষিপ্ত। وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوٰى اِنْ هُوَ اِلَّا وَحْيٌ يُّوْحٰى এতে জানা গেল যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর ইবাদত, লেন-দেন, চরিত্র ও অভ্যাস সবই আল্লাহ তা'আলার ওহী ও কুরআনি নির্দেশের অনুসৃতি। তিনি যেখানেই নিজ ইজতিহাদ দ্বারা কোনো কাজ করেছেন, সেখানে ওহী কিংবা নিষেধ না করার মাধ্যমে সত্যায়ন ও সমর্থন করা হয়েছে। ফলে তাও ওহীরই অনুসৃতি। মোটকথা এই যে, আলোচ্য আয়াতে কুরআনের ব্যাখ্যা ও বর্ণনাকে রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর নবুয়তের লক্ষ্য সাব্যস্ত করেছে; যেমন সূরা জুমা ও অন্যান্য সূরার কতিপয় আয়াতে গ্রন্থ শিক্ষাদান বলে এ উদ্দেশ্য ব্যক্ত হয়েছে।

অপরদিকে সাহাবী ও তাবেয়ী থেকে শুরু করে পরবর্তী যুগের হাদীসবিদ পর্যন্ত প্রতিভাধর মনীষীবৃন্দ প্রাণের চাইতেও অধিক হেফাজত করে হাদীসের একটি বিশাল ভাণ্ডার আমাদের কাছে পৌঁছে দিয়েছেন। তাঁরা এর পরীক্ষা-নিরীক্ষায় সারাজীবন ব্যয় করে হাদীস বর্ণনার কিছু স্তর নির্ধারণ করেছেন। তাঁরা যেসব হাদীসকে সনদের দিক দিয়ে শরয়িতের বিধানাবলির ভিত্তি হওয়ার যোগ্য পাননি, সেগুলোকে পৃথক করে এমন হাদীসসমূহ গ্রন্থকারে লিপিবদ্ধ করে দিয়েছেন, যেগুলো সারা জীবনের পরীক্ষা-নিরীক্ষা ও গবেষণার পর বিশুদ্ধ নির্ভরযোগ্য প্রমাণিত হয়েছে।

যদি আজ কেউ হাদীসের এই ভাণ্ডারকে কোনো ছলছুতায় অনির্ভরযোগ্য আখ্যায়িত করে, তবে এর পরিষ্কার অর্থ এই যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ কুরআনি নির্দেশ অমান্য করে কুরআনের বিষয়বস্তু বর্ণনা করেননি; কিংবা তিনি বর্ণনা করেছিলেন, কিন্তু তা অব্যাহত ও সংরক্ষিত থাকেনি। উভয় অবস্থাতেই অর্থগতভাবে কুরআন সংরক্ষিত রইল না। অথচ এর সংরক্ষণের দায়িত্ব স্বয়ং আল্লাহ তা'আলা একথা বলে গ্রহণ করেছিলেন : وَاِنَّا لَهٗ لَحٰفِظُوْنَ অতএব উপরিউক্ত দাবি কুরআনের এ আয়াতের পরিপন্থী হবে। এতে প্রমাণিত হলো যে, যে ব্যক্তি হাদীস অস্বীকার করে, সে প্রকৃতপক্ষে কুরআনই অস্বীকার করে। نَعُوْذُ بِاللّٰهِ

পূর্ববর্তী আয়াতসমূহে ثُمَّ يَوْمَ বলে কাফেরদেরকে পরকালের শাস্তির ভয় প্রদর্শন করা হয়েছিল। আলোচ্য আয়াতসমূহে তাদেরকে ভয় প্রদর্শনার্থে বলা হয়েছে যে, পরকালের শাস্তির পূর্বে দুনিয়াতেও আল্লাহর আজাব তোমাদেরকে পাকড়াও করতে পারে। তোমরা যে মাটির উপর বসে আছ, তার অভ্যন্তরেই তোমাদেরকে বিলীন

https://e-ilm.weebly.com/

করে দেওয়া যেতে পারে; কিংবা কোনো ধারণাতীত জায়গা থেকে তোমরা আজাবে পতিত হতে পার; যেমন বদর যুদ্ধে এক হাজার অস্ত্রসজ্জিত বীরযোদ্ধা কয়েকজন নিরস্ত্র মুসলমানের হাতে এমন মার খেয়েছে, যার কল্পনাও তারা করতে পারত না। কিংবা এটাও হতে পারে যে, চলাফেরার মধ্যেই তোমরা কোনো আজাবে গ্রেফতার হয়ে যাও; যেমন কোনো দুরারোগ্য প্রাণঘাতী ব্যাধির প্রাদুর্ভাব দেখা দিতে পারে অথবা উচ্চস্থান থেকে পতিত হয়ে অথবা শক্ত জিনিসের সাথে টক্কর লেগে মৃত্যুমুখে পতিত হতে পার, কিংবা এরূপ শাস্তিও হতে পারে যে, অকস্মাৎ আজাব না এসে টাকা-পয়সা, স্বাস্থ্য এবং সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যের উপকরণ সামগ্রী আস্তে আস্তে হ্রাস পেতে থাকবে এবং এভাবে হ্রাস পেতে পেতে গোটা সম্প্রদায়ই একদিন বিলুপ্ত হয়ে যাবে।

দুনিয়ার আজাবও এক প্রকার রহমত : আলোচ্য আয়াতসমূহে দুনিয়ার বিভিন্ন আজাব বর্ণনা করার পর সর্বশেষে বলা হয়েছে فَإِنَّ رَبَّكُمْ لَرَءُوفٌ رَّحِيمٌ এতে প্রথমে رَبّ শব্দ দ্বারা ইঙ্গিত করা হয়েছে যে, মানুষকে হুশিয়ার করার জন্য দুনিয়ার আজাব হচ্ছে প্রতিপালকত্বের তাকিদ। এরপর তাকিদের لَام সহকারে আল্লাহর দয়ালু হওয়া ব্যক্ত করে ইঙ্গিত করা হয়েছে যে, দুনিয়ার হুশিয়ারি প্রকৃতপক্ষে স্নেহ ও দয়ার কারণেই হয়ে থাক, যাতে গাফেল মানুষ হুশিয়ার হয়ে স্বীয় কর্মকাণ্ড সংশোধন করে নেয়।

শব্দবিশ্লেষণ :

لَمْ يَرَوْا : সীগাহ جمع مذكر غائب বহছ مضارع منفى بلم বাব فَتَحَ মাসদার اَلرُّوْيَةُ মূলবর্ণ (ر . أ . ى) জিনস مركب (مهموز عين ও ناقص يائى) অর্থ– দেখা।

يَتَفَيَّؤُ : সীগাহ واحد مذكر غائب বহছ مضارع معروف বাব تَفَعُّلْ মাসদার اَلتَّفَيُّ মূলবর্ণ (ف . ى . أ) জিনস مركب (اجوف واوى ও مهموزلام) অর্থ– হযরত থানভী (রহ.) ঝুঁকে যাওয়া, প্রত্যাবর্তন করা।

اَلشَّمَائِلُ : কিয়াসের বিপরীত شِمَالٌ-এর বহুবচন। অর্থ– দিক।

دَاخِرُوْنَ : সীগাহ جمع مذكر বহছ اسم فاعل বাব فَتَحَ ও سَمِعَ মাসদার اَلدُّخُوْرُ মূলবর্ণ (د . خ . ر) জিনস صحيح অর্থ– অনুনয়-বিনয় করা, অপদস্ত হওয়া।

فَارْهَبُوْنِ : فاء আতফের হরফ। اِرْهَبُوْا সীগাহ جمع مذكرحاضر বহছ امر حاضر معروف : ن টি نون وقايه উহ্য ياء متكلم মাফউল। ن হরফে যের দেওয়া হয়েছে। যেন ইয়া হরফ ফেলে দেওয়ার উপর ইঙ্গিত করে। মাসদার اَلرَّهْبَةُ বাব سَمِعَ মূলবর্ণ (ر . ه . ب) জিনস صحيح অর্থ– পেরেশান ও চিন্তাযুক্ত হয়ে ভয় করা।

تَجْئَرُوْنَ : সীগাহ جمع مذكر حاضر বহছ اثبات فعل مضارع معروف বাব فَتَحَ মাসদার اَلْجَأْرُ ও اَلْجُوَارُ মূলবর্ণ (ج . ء . ر) জিনস مهموز عين অর্থ– জোরে গড়গড়িয়ে ফেলে দেওয়া। চালানো, ফরিয়াদ করা।

https://e-ilm.weebly.com/

৫৫. যার সারমর্ম এই হয় যে, তারা আমার প্রদত্ত নিয়ামতের না শোকরি করে; তবে কতকদিন উপভোগ করে নাও। অচিরেই তোমরা জানতে পারবে।	لِيَكْفُرُوْا بِمَآ اٰتَيْنٰهُمْ ۚ فَتَمَتَّعُوْا ۗ فَسَوْفَ تَعْلَمُوْنَ (٥٥)
৫৬. আর এরা তাদের [দেবতাদের] জন্য অংশ নির্দিষ্ট করে আমার প্রদত্ত বস্তুসমূহ হতে, যেগুলোর [মা'বূদ হওয়া] সম্পর্কে তাদের কোনো জ্ঞান নেই, আল্লাহর শপথ! তোমাদের এ মিথ্যা রচনার জন্য তোমাদের নিকট নিশ্চয় কৈফিয়ত তলব করা হবে।	وَيَجْعَلُوْنَ لِمَا لَا يَعْلَمُوْنَ نَصِيْبًا مِّمَّا رَزَقْنٰهُمْ ۗ تَاللّٰهِ لَتُسْـَٔلُنَّ عَمَّا كُنْتُمْ تَفْتَرُوْنَ (٥٦)
৫৭. আর তারা আল্লাহর জন্য সাব্যস্ত করে কন্যাসমূহ সুবহানাল্লাহ! এবং নিজেদের জন্য অভিলষিত বস্তু [অর্থাৎ পুত্র]।	وَيَجْعَلُوْنَ لِلّٰهِ الْبَنٰتِ سُبْحٰنَهٗ ۙ وَلَهُمْ مَّا يَشْتَهُوْنَ (٥٧)
৫৮. আর যখন তাদের কাউকে কন্যা হওয়ার সংবাদ দেওয়া হয়, তখন সমস্ত দিন তার মুখমণ্ডল মলিন থাকে এবং সে মর্মাহত হয়ে পড়ে।	وَاِذَا بُشِّرَ اَحَدُهُمْ بِالْاُنْثٰى ظَلَّ وَجْهُهٗ مُسْوَدًّا وَّهُوَ كَظِيْمٌ (٥٨)
৫৯. তাকে যে বিষয়ের সংবাদ দেওয়া হলো তার লজ্জায় লোক সমাজ হতে পালিয়ে বেড়ায়। [ভাবতে থাকে যে,] অপমান সয়ে তাকে রাখবে, নাকি তাকে মাটিতে পুঁতে ফেলবে? উত্তমরূপে শুনে রাখ, তাদের এ ব্যবস্থা নিতান্ত জঘন্য।	يَتَوَارٰى مِنَ الْقَوْمِ مِنْ سُوْٓءِ مَا بُشِّرَ بِهٖ ۚ اَيُمْسِكُهٗ عَلٰى هُوْنٍ اَمْ يَدُسُّهٗ فِى التُّرَابِ ۗ اَلَا سَآءَ مَا يَحْكُمُوْنَ (٥٩)

https://e-ilm.weebly.com/

শাব্দিক অনুবাদ :

৫৫. لِيَكْفُرُوْا بِمَآ اٰتَيْنٰهُمْ যার সারমর্ম এই হয় যে, তারা আমার প্রদত্ত নিয়ামতের না-শোকরি করে فَتَمَتَّعُوْا কতদিন উপভোগ করে নাও فَسَوْفَ تَعْلَمُوْنَ অচিরেই তোমরা জানতে পারবে।

৫৬. وَيَجْعَلُوْنَ এরা তাদের (দেবতাদের) জন্য নির্দিষ্ট করে لِمَا لَا يَعْلَمُوْنَ যে গুলোর (মা'বূদ হওয়া) সম্পর্কে তাদের কোনো জ্ঞান নেই نَصِيْبًا অংশ مِّمَّا رَزَقْنٰهُمْ আমার প্রদত্ত বস্তুসমূহ হতে تَاللّٰهِ আল্লাহর শপথ لَتُسْـَٔلُنَّ তোমাদের নিকট কৈফিয়ত তলব করা হবে عَمَّا كُنْتُمْ تَفْتَرُوْنَ তোমাদের এই মিথ্যা রচনার জন্য।

৫৭. وَيَجْعَلُوْنَ لِلّٰهِ الْبَنٰتِ আর তারা আল্লাহর জন্য সাব্যস্ত করেছে কন্যাসমূহ سُبْحٰنَهٗ সুবহানাল্লাহ وَلَهُمْ مَّا يَشْتَهُوْنَ এবং নিজেদের জন্য অভিলষিত বস্তু।

৫৮. وَاِذَا بُشِّرَ اَحَدُهُمْ আর যখন তাদের কাউকেও সংবাদ দেওয়া হয় بِالْاُنْثٰى কন্যা হওয়ার ظَلَّ وَجْهُهٗ مُسْوَدًّا তখন সমস্ত দিন তার মুখমণ্ডল মলিন থাকে وَّهُوَ كَظِيْمٌ এবং সে মর্মাহত হয়ে পড়ে।

৫৯. يَتَوَارٰى مِنَ الْقَوْمِ লোক সমাজ হতে পালিয়ে বেড়ায় مِنْ سُوْٓءِ مَا بُشِّرَ بِهٖ তাকে যে বিষয়ের সংবাদ দেওয়া হলো তার লজ্জায় اَيُمْسِكُهٗ عَلٰى هُوْنٍ (ভাবতে থাকে যে) অপমান সয়ে তাকে রাখবে اَمْ يَدُسُّهٗ فِى التُّرَابِ নাকি মাটিতে ফেলবে اَلَا سَآءَ مَا يَحْكُمُوْنَ উত্তমরূপে শুনে রাখ, তাদের এ অবস্থা নিতান্ত জঘন্য।

৬০. যারা পরকালের প্রতি ঈমান রাখে না তাদের অবস্থা নিকৃষ্টতর এবং আল্লাহ তা'আলার জন্য তো অতি উচ্চতম গুণাবলি বিদ্যমান রয়েছে; আর তিনি মহা পরাক্রান্ত, অতিশয় প্রজ্ঞাময়।	لِلَّذِيْنَ لَا يُؤْمِنُوْنَ بِالْاٰخِرَةِ مَثَلُ السَّوْءِ ۚ وَلِلّٰهِ الْمَثَلُ الْاَعْلٰى ۚ وَهُوَ الْعَزِيْزُ الْحَكِيْمُ (٦٠)
৬১. আর যদি আল্লাহ তা'আলা মানুষদেরকে শাস্তি দিতেন তাদের অত্যাচারের কারণে, তবে ভূপৃষ্ঠে কোনো চলমানকে ছেড়ে দিতেন না, কিন্তু তিনি তাদেরকে এক নির্দিষ্ট কাল পর্যন্ত [তওবার] অবকাশ দিচ্ছেন, অবশেষে যখন তাদের নির্দিষ্ট কাল এসে পৌছবে, তখন তা হতে এক মুহূর্তও না পিছে হটতে পারবে, আর না আগে বাড়তে পারবে।	وَلَوْ يُؤَاخِذُ اللّٰهُ النَّاسَ بِظُلْمِهِمْ مَّا تَرَكَ عَلَيْهَا مِنْ دَآبَّةٍ وَّلٰكِنْ يُّؤَخِّرُهُمْ اِلٰٓى اَجَلٍ مُّسَمًّى ۚ فَاِذَا جَآءَ اَجَلُهُمْ لَا يَسْتَاْخِرُوْنَ سَاعَةً وَّلَا يَسْتَقْدِمُوْنَ (٦١)
৬২. আর তারা আল্লাহর জন্য সে বিষয়গুলো সাব্যস্ত করে যেগুলোকে নিজেরা [নিজেদের জন্য] অপছন্দ করে এবং নিজেদের মুখে মিথ্যা দাবি করতে থাকে যে, [যদি কিয়ামত হয়, তবে] তাদের জন্যই সর্বপ্রকার মঙ্গল রয়েছে; নির্ঘাত কথা যে, তাদের জন্য দোজখ রয়েছে এবং নিঃসন্দেহে তারা সকলের পূর্বে [দোজখে] প্রেরিত হবে।	وَيَجْعَلُوْنَ لِلّٰهِ مَا يَكْرَهُوْنَ وَتَصِفُ اَلْسِنَتُهُمُ الْكَذِبَ اَنَّ لَهُمُ الْحُسْنٰى ۚ لَا جَرَمَ اَنَّ لَهُمُ النَّارَ وَاَنَّهُمْ مُّفْرَطُوْنَ (٦٢)

শাব্দিক অনুবাদ :

৬০. لِلَّذِيْنَ لَا يُؤْمِنُوْنَ بِالْاٰخِرَةِ যারা পরকালের প্রতি ঈমান রাখেনা مَثَلُ السَّوْءِ তাদের অবস্থা নিকৃষ্টতর وَلِلّٰهِ الْمَثَلُ الْاَعْلٰى এবং আল্লাহ তা'আলার জন্য তো অতি উচ্চতম গুণাবলি বিদ্যমান রয়েছে وَهُوَ الْعَزِيْزُ الْحَكِيْمُ তিনি মহাপরাক্রান্ত অতিশয় প্রজ্ঞাময়।

৬১. وَلَوْ يُؤَاخِذُ اللّٰهُ النَّاسَ আর যদি আল্লাহ তা'আলা মানুষদেরকে পাকড়াও করতেন بِظُلْمِهِمْ তাদের অত্যাচারের কারণে مَا تَرَكَ عَلَيْهَا مِنْ دَآبَّةٍ তবে ভূপৃষ্ঠে কোনো চলমানকে ছেড়ে দিতেন না وَلٰكِنْ يُّؤَخِّرُهُمْ কিন্তু তিনি তাদেরকে অবকাশ দিচ্ছেন اِلٰٓى اَجَلٍ مُّسَمًّى এক নির্দিষ্টকাল পর্যন্ত فَاِذَا جَآءَ اَجَلُهُمْ অবশেষে যখন তাদের নির্দিষ্ট কাল এসে পৌছবে لَا يَسْتَاْخِرُوْنَ سَاعَةً তখন তা হতে এক মুহূর্তও না পিছে হটতে পারবে وَّلَا يَسْتَقْدِمُوْنَ আর না আগে বাড়তে পারবে।

৬২. وَيَجْعَلُوْنَ لِلّٰهِ আর তারা আল্লাহর জন্য সে বিষয় গুলো সাব্যস্ত করে مَا يَكْرَهُوْنَ যে গুলোকে নিজেরা অপছন্দ করে وَتَصِفُ اَلْسِنَتُهُمُ الْكَذِبَ এবং নিজেদের মুখে মিথ্যা দাবি করতে থাকে যে اَنَّ لَهُمُ الْحُسْنٰى তাদের জন্যই সর্বপ্রকার মঙ্গল রয়েছে لَا جَرَمَ নির্ঘাত কথা اَنَّ لَهُمُ النَّارَ তাদের জন্য দোজখ রয়েছে وَاَنَّهُمْ مُّفْرَطُوْنَ এবং নিঃসন্দেহে তারা সকলের পূর্বে (দোজখে) প্রেরিত হবে।

https://e-ilm.weebly.com/

৬৩. আল্লাহর কসম! আপনার পূর্বে যে সমস্ত সম্প্রদায় গত হয়েছে তাদের নিকটেও আমি রাসূল পাঠিয়ে ছিলাম, অনন্তর শয়তান তাদেরকেও তাদের কার্যকলাপগুলো পছন্দনীয় করে দেখিয়েছেন, সুতরাং সে আজও তাদের বন্ধু এবং তাদের জন্যই যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি রয়েছে।	تَاللّٰهِ لَقَدْ اَرْسَلْنَآ اِلٰٓى اُمَمٍ مِّنْ قَبْلِكَ فَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطٰنُ اَعْمَالَهُمْ فَهُوَ وَلِيُّهُمُ الْيَوْمَ وَلَهُمْ عَذَابٌ اَلِيْمٌ (٦٣)
৬৪. এবং আমি আপনার প্রতি এ কিতাবখানা কেবল এ উদ্দেশ্যে নাজিল করেছি যে, যে সমস্ত বিষয়ে লোকেরা মতভেদ করছে, যেন আপনি তাদের নিকট তা প্রকাশ করে দেন, আর [নাজিল করেছি] মুমিন সম্প্রদ্রায়ের হেদায়েত এবং রহমতের উদ্দেশ্যে।	وَمَآ اَنْزَلْنَا عَلَيْكَ الْكِتٰبَ اِلَّا لِتُبَيِّنَ لَهُمُ الَّذِى اخْتَلَفُوْا فِيْهِ ۙ وَهُدًى وَّرَحْمَةً لِّقَوْمٍ يُّؤْمِنُوْنَ (٦٤)

শাব্দিক অনুবাদ :

৬৩. تَاللّٰهِ আল্লাহর কসম لَقَدْ اَرْسَلْنَآ আমি রাসূল পাঠিয়েছিলাম اِلٰٓى اُمَمٍ مِّنْ قَبْلِكَ আপনার পূর্বে যে সমস্ত সম্প্রদায় গত হয়েছে তাদের নিকটেও فَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطٰنُ অনন্তর শয়তান তাদেরকেও পছন্দনীয় করে দেখিয়েছে اَعْمَالَهُمْ তাদের কার্যকলাপ গুলো فَهُوَ وَلِيُّهُمُ الْيَوْمَ সুতরাং সে আজও তাদের বন্ধু وَلَهُمْ عَذَابٌ اَلِيْمٌ এবং তাদের জন্যই যন্ত্রণাময় শাস্তি রয়েছে।

৬৪. وَمَآ اَنْزَلْنَا عَلَيْكَ الْكِتٰبَ এবং আমি আপনার প্রতি এ কিতাবখানা কেবল এ উদ্দেশ্যে নাজিল করেছি اِلَّا لِتُبَيِّنَ لَهُمُ الَّذِى اخْتَلَفُوْا فِيْهِ যে সমস্ত বিষয়ে লোকেরা মতভেদ করছে যেন আপনি তাদের নিকট তা প্রকাশ করে দেন وَهُدًى وَّرَحْمَةً আর হেদায়েত ও রহমতের উদ্দেশ্যে لِّقَوْمٍ يُّؤْمِنُوْنَ মুমিন সম্প্রদায়ের।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

وَيَجْعَلُوْنَ لِلّٰهِ الْبَنٰتِ سُبْحٰنَهٗ وَلَهُمْ مَّا يَشْتَهُوْنَ.

শানে নুযূল : বনী খুজাআ ও বনী কেনানা নামে দু'টি গোত্র ছিল। তাদের আকীদা ও বিশ্বাস ছিল যে, ফেরেশতা হলো আল্লাহর তা'আলার কন্যা সন্তান। তাদের এহেন বিভ্রান্তিকর আকিদা-বিশ্বাসের জবাবে এবং সন্তান গ্রহণ করা থেকে আল্লাহ পবিত্র ও মহিমান্বিত, তা বর্ণনা করে আল্লাহ তা'আলা আলোচ্য আয়াত নাজিল করেন।

-(কুরতুবী ১০৩/১০)

وَيَجْعَلُوْنَ لِلّٰهِ مَا يَكْرَهُوْنَ وَتَصِفُ اَلْسِنَتُهُمُ الْكَذِبَ اَنَّ لَهُمُ الْحُسْنٰى لَا جَرَمَ اَنَّ لَهُمُ النَّارَ وَاَنَّهُمْ مُّفْرَطُوْنَ.

শানে নুযূল : পুনরুত্থানে অবিশ্বাসী মক্কার কাফের সম্প্রদায় মন্তব্য করতেছিল যে, মানুষ মৃত্যুর পর পুনর্জীবিত হবে না নিশ্চিত। তবে পূনর্জীবিত যদি হয়েও যায়, তাহলে আল্লাহ তা'আলার নিকট আমরাই উচ্চ মর্যাদার অধিকারী হব। তাদের এ দাবি যে সত্য নয় তা বর্ণনা করার জন্য আল্লাহ তা'আলা আলোচ্য আয়াত নাজিল করেন। -(নূরুল কুলূব)

https://e-ilm.weebly.com/

قوله : لِيَكْفُرُوْا بِمَا اٰتَيْنٰهُمْ فَلْيَتَمَتَّعُوْا الخ আলোচ্য আয়াতসমূহে কাফেরদের দু'টি বদ-অভ্যাসের নিন্দা করা হয়েছে। প্রথমতঃ তারা নিজেদের ঘরে কন্যা-সন্তানের জন্মগ্রহণকে এত খারাপ মনে করে যে, লজ্জায় মানুষের সামনে দেখা পর্যন্ত দেয় না এবং চিন্তা করতে থাকে যে, কন্যা-সন্তান জন্মগ্রহণের কারণে তার যে বে-ইজ্জতি হয়েছে, তা মেনে নিয়ে সবর করবে, না একে জীবিত কবরস্থ করে এ থেকে নিষ্কৃতি লাভ করবে। উপরন্তু মূর্খতা এই যে, যে সন্তানকে তারা নিজেদের জন্য পছন্দ করে না, তাকেই আল্লাহর সাথে সম্বন্ধযুক্ত করে বলে যে, ফেরেশতারা হলো আল্লাহ তা'আলার কন্যা।

اَلَا سَآءَ مَا يَحْكُمُوْنَ তাফসীরে বাহরে-মুহীতে ইবনে আতিয়্যার বরাত দিয়ে এ বাক্যের মর্ম উপরিউক্ত দু'টি বদঅভ্যাসকে সাব্যস্ত করা হয়েছে। অর্থাৎ, প্রথমতঃ তাদের এ ফয়সালাটিই মন্দ যে, কন্যা-সন্তান শাস্তি ও বে-ইজ্জতির কারণ। দ্বিতীয়তঃ যে বস্তুকে তারা নিজেদের জন্য বে-ইজ্জতি মনে করে, তাকে আল্লাহর সাথে সম্বন্ধযুক্ত করে।

وَهُوَ الْعَزِيْزُ الْحَكِيْمُ বাক্যেও এদিকে ইঙ্গিত রয়েছে যে, কন্যা-সন্তান জন্মগ্রহণকে বিপদ ও অপমান মনে করা এবং মুখ লুকিয়ে ফেরা খোদায়ী রহস্যের মোকাবিলা করার নামান্তর। কেননা, নর ও নারীর সৃষ্টি আল্লাহর একটি সাক্ষাত প্রজ্ঞাপূর্ণ বিধি। -(রূহুল বয়ান)

https://e-ilm.weebly.com/

শব্দবিশ্লেষণ :

فَتَمَتَّعُوْا : فَاءٌ আতফের হরফ। تَمَتَّعُوْا সীগাহ جمع مذكر حاضر বহছ امر حاضر معروف বাব تَفَعُّلٌ মাসদার اَلتَّمَتُّعُ মূলবর্ণ (م ـ ت ـ ع) জিনস صحيح অর্থ- ফায়দা উঠানো, উপকার হাসিল করা। কুরআন মাজীদে যেখানেই تَمَتَّعُوْا ও تَمَتَّعْ সীগাহ এসেছে, সেখানে দুনিয়া থেকে ফায়দা গ্রহণের কথা বলা হয়েছে। এখানে ধমকি ও চ্যালেঞ্জ দিয়ে বলা হয়েছে, "তোমাদেরকে ঢিল দেওয়া হয়েছে। যা করতে চাও, ইচ্ছে মতো করে নাও।" অর্থাৎ, তোমরা ফায়দা গ্রহণ কর।

يَشْتَهُوْا : সীগাহ جمع مذكر غائب বহছ مضارع معروف বাব اِفْتِعَالٌ মাসদার اَلْاِشْتِهَاءُ মূলবর্ণ (ش ـ ه ـ و) জিনস ناقص واوى অর্থ- আকাঙ্ক্ষা করা, চাওয়া। এটি মূলত : يَشْتَهِيُوْنَ ছিল। তা'লীল হয়ে يَشْتَهُوْنَ হয়ে গেছে।

مُسْوَدًّا : সীগাহ واحد مذكر বহছ اسم مفعول বাব اِفْعِلَالٌ মাসদার اَلْاِسْوِدَادُ মূলবর্ণ (س ـ و ـ د) জিনস اجوف واوى অর্থ- অনেক কালো হওয়া।

يَتَوَارٰى : সীগাহ واحد مذكر غائب বহছ مضارع معروف বাব تَفَاعُلٌ মাসদার اَلتَّوَارِىْ মূলবর্ণ (و ـ ر ـ ى) জিনস لفيف مفروق অর্থ- গোপন করা।

يَدُسُّهٗ : সীগাহ واحد مذكر غائب বহছ مضارع معروف বাব نَصَرَ মাসদার اَلدَّسُّ মূলবর্ণ (د ـ س ـ س) জিনস مضاعف ثلاثى অর্থ- গোপন করা, দাফন করা।

يُؤَخِّرُهُمْ : সীগাহ واحد مذكر غائب বহছ مضارع معروف বাব تَفْعِيْلٌ মাসদার اَلتَّاْخِيْرُ মূলবর্ণ (أ ـ خ ـ ر) জিনস مهموزفاء অর্থ- বিলম্ব করা। ঢিল দেওয়া।

مُفْرَطُوْنَ : সীগাহ جمع مذكر বহছ اسم مفعول বাব اِفْعَالٌ মাসদার اَلْاِفْرَاطُ মূলবর্ণ (ف ـ ر ـ ط) জিনস صحيح অর্থ- পূর্বে প্রেরিত, সামনে অগ্রসর হওয়া, বাড়াবাড়ি করা।

لِتُبَيِّنَ : لام كى -এর কারণে মানসূব। সীগাহ واحد مذكر حاضر বহছ مضارع معروف বাব تَفْعِيْل মাসদার اَلتَّبْيِيْنُ মূলবর্ণ (ب ـ ى ـ ن) জিনস اجوف يائى অর্থ- বর্ণনা করা।

৬৫. আর আল্লাহ তা'আলা আসমান হতে পানি বর্ষণ করলেন, তৎপর তা দ্বারা জমিনকে সজীব করে দিলেন তার মৃত্যু [শুষ্ক] হওয়ার পর, এতে বড় প্রমাণ রয়েছে এমন লোকদের জন্য যারা শুনে।	وَاللّٰهُ اَنْزَلَ مِنَ السَّمَآءِ مَآءً فَاَحْيَا بِهِ الْاَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا ۗ اِنَّ فِيْ ذٰلِكَ لَاٰيَةً لِّقَوْمٍ يَّسْمَعُوْنَ ﴿٦٥﴾
৬৬. আর চতুষ্পদ পশুগুলোর মধ্যেও তোমাদের জন্য শিক্ষণীয় বিষয় রয়েছে; তাদের উদরে যে মল ও রক্ত আছে, আমি তোমাদেরকে তার মধ্যস্থল হতে বিশুদ্ধ দুধ পান করতে দেই, যা সহজে পানকারীদের গলা দিয়ে নামে।	وَاِنَّ لَكُمْ فِي الْاَنْعَامِ لَعِبْرَةً ۚ نُسْقِيْكُمْ مِّمَّا فِيْ بُطُوْنِهٖ مِنْۢ بَيْنِ فَرْثٍ وَّدَمٍ لَّبَنًا خَالِصًا سَآئِغًا لِّلشّٰرِبِيْنَ ﴿٦٦﴾
৬৭. আর খেজুর ও আঙ্গুর ফলের মধ্যেও শিক্ষণীয় বিষয় আছে যে, তা হতে তোমরা মাদকদ্রব্য ও উত্তম খাদ্যদ্রব্যসমূহ প্রস্তুত কর; নিঃসন্দেহে এতে সে লোকদের জন্য বড় প্রমাণ রয়েছে যারা জ্ঞান রাখে।	وَمِنْ ثَمَرٰتِ النَّخِيْلِ وَالْاَعْنَابِ تَتَّخِذُوْنَ مِنْهُ سَكَرًا وَّرِزْقًا حَسَنًا ۗ اِنَّ فِيْ ذٰلِكَ لَاٰيَةً لِّقَوْمٍ يَّعْقِلُوْنَ ﴿٦٧﴾
৬৮. আর আপনার প্রভু মৌমাছির অন্তরে এ কথা জন্মে দিলেন যে, তুমি গৃহ [মৌচাক] নির্মাণ করে নাও পাহাড়ে, বৃক্ষসমূহে এবং মানুষ যে সমস্ত অট্টালিকা নির্মাণ করে [তাতেও]।	وَاَوْحٰى رَبُّكَ اِلَى النَّحْلِ اَنِ اتَّخِذِيْ مِنَ الْجِبَالِ بُيُوْتًا وَّمِنَ الشَّجَرِ وَمِمَّا يَعْرِشُوْنَ ﴿٦٨﴾

শাব্দিক অনুবাদ :

৬৫. وَاللّٰهُ اَنْزَلَ مِنَ السَّمَآءِ مَآءً আর আল্লাহ তা'আলা আসমান হতে পানি বর্ষণ করলেন فَاَحْيَا بِهِ الْاَرْضَ তৎপর তা দ্বারা জমিনকে সজীব করে দিলেন بَعْدَ مَوْتِهَا তার মৃত্যু (শুষ্ক) হওয়ার পর اِنَّ فِيْ ذٰلِكَ لَاٰيَةً এতে বড় প্রমাণ রয়েছে لِّقَوْمٍ يَّسْمَعُوْنَ এমন সম্প্রদায়ের জন্য যারা শুনে।

৬৬. وَاِنَّ لَكُمْ আর তোমাদের জন্য রয়েছে فِي الْاَنْعَامِ চতুষ্পদ পশুগুলোর মধ্যেও لَعِبْرَةً শিক্ষাপ্রদ বিষয় نُسْقِيْكُمْ আমি তোমাদেরকে দুধপান করতে দেই مِّمَّا فِيْ بُطُوْنِهٖ مِنْۢ بَيْنِ فَرْثٍ وَّدَمٍ তাদের উদরে যে মল ও রক্ত আছে তার মধ্যস্থল হতে لَّبَنًا خَالِصًا বিশুদ্ধ দুধ سَآئِغًا لِّلشّٰرِبِيْنَ যা সহজে পানকারীদের গলা দিয়ে নামে।

৬৭. وَمِنْ ثَمَرٰتِ النَّخِيْلِ وَالْاَعْنَابِ আর খেজুর ও আঙ্গুর ফলের মধ্যেও শিক্ষাপ্রদ বিষয় আছে تَتَّخِذُوْنَ مِنْهُ তা হতে তোমরা প্রস্তুত কর سَكَرًا وَّرِزْقًا حَسَنًا মাদক দ্রব্য ও উত্তম খাদ্যদ্রব্যসমূহ اِنَّ فِيْ ذٰلِكَ لَاٰيَةً নিঃসন্দেহে এতে বড় প্রমাণ রয়েছে لِّقَوْمٍ يَّعْقِلُوْنَ সে লোকদের জন্য যারা জ্ঞান রাখে।

৬৮. وَاَوْحٰى رَبُّكَ আর আপনার রব এ কথা জানিয়ে দিলেন اِلَى النَّحْلِ মৌমাছির অন্তরে اَنِ اتَّخِذِيْ তুমি নির্মাণ করে নাও بُيُوْتًا مِنَ الْجِبَالِ গৃহ (মৌচাক) পাহাড়ে وَّمِنَ الشَّجَرِ বৃক্ষসমূহে وَمِمَّا يَعْرِشُوْنَ এবং মানুষ যে সমস্ত অট্টালিকা নির্মাণ করে (তাতেও)।

https://e-ilm.weebly.com/

ثُمَّ كُلِىْ مِنْ كُلِّ الثَّمَرٰتِ فَاسْلُكِىْ سُبُلَ رَبِّكِ ذُلُلًا ؕ يَخْرُجُ مِنْۢ بُطُوْنِهَا شَرَابٌ مُّخْتَلِفٌ اَلْوَانُهٗ فِيْهِ شِفَآءٌ لِّلنَّاسِ ؕ اِنَّ فِىْ ذٰلِكَ لَاٰيَةً لِّقَوْمٍ يَّتَفَكَّرُوْنَ (٦٩)

৬৯. অতঃপর সর্বপ্রকারের ফল হতে চোষণ করে বেড়াও , তৎপর [মৌচাকের দিকে ফেরার জন্য] নিজ প্রভুর পথে চল, যা [চলার ও স্মরণ রাখার পক্ষে] সহজ: তার উদর হতে পানীয় বস্তু [মধু] নির্গত হয়, যার রং বিভিন্ন হয়ে থাকে, তাতে মানুষের জন্য আরোগ্য রয়েছে; এতে বড় প্রমাণ রয়েছে সে লোকদের জন্য যারা চিন্তা করে।

وَاللّٰهُ خَلَقَكُمْ ثُمَّ يَتَوَفّٰىكُمْ ۙ وَمِنْكُمْ مَّنْ يُّرَدُّ اِلٰٓى اَرْذَلِ الْعُمُرِ لِكَىْ لَا يَعْلَمَ بَعْدَ عِلْمٍ شَيْـًٔا ؕ اِنَّ اللّٰهَ عَلِيْمٌ قَدِيْرٌ (٧٠) ع

৭০. আর আল্লাহ তোমাদেরকে সৃষ্টি করেছেন, অতঃপর তোমাদের প্রাণ বের করে নেন এবং তোমাদের মধ্যে কতক লোক এরূপও আছে যাদেরকে অকর্মণ্য বয়স পর্যন্ত পৌছানো হয়, যার ফলে তারা কোনো বস্তু সম্বন্ধে জ্ঞান লাভ করার পর আবার তার অজানা হয়ে যায়; নিঃসন্দেহে আল্লাহ্ অতিশয় জ্ঞানবান, মহা ক্ষমতাশালী।

وَاللّٰهُ فَضَّلَ بَعْضَكُمْ عَلٰى بَعْضٍ فِى الرِّزْقِ ۚ فَمَا الَّذِيْنَ فُضِّلُوْا بِرَآدِّىْ رِزْقِهِمْ عَلٰى مَا مَلَكَتْ اَيْمَانُهُمْ فَهُمْ فِيْهِ سَوَآءٌ ؕ اَفَبِنِعْمَةِ اللّٰهِ يَجْحَدُوْنَ (٧١)

৭১. আর আল্লাহ্ তোমাদের মধ্যে কতককে অন্য কতকের উপর রিজিকে শ্রেষ্ঠত্ব দান করেছেন অনন্তর যাদেরকে শ্রেষ্ঠত্ব দান করা হয়েছে তারা নিজেদের অংশের সম্পদ আপন দাসদেরকে এভাবে কখনো দিতে প্রস্তুত হয় না যেন তারা [প্রভু এবং দাস] সকলে তাতে সমান হয়ে যায়; তবুও কি তারা আল্লাহর নিয়ামতকে অস্বীকার করে?

শাব্দিক অনুবাদ :

৬৯. ثُمَّ كُلِىْ অতঃপর চোষণ করে বেড়াও مِنْ كُلِّ الثَّمَرٰتِ সর্বপ্রকার ফল হতে فَاسْلُكِىْ তঃপর (মৌচাকের দিকে
ফিরার জন্য) চল سُبُلَ رَبِّكِ নিজ রবের পথে ذُلُلًا যা (চলার ও স্মরণ রাখার পক্ষে) সহজ। يَخْرُجُ مِنْۢ بُطُوْنِهَا
তার উদর হতে নির্গত হয় شَرَابٌ পানীয় বস্তু (মধু) مُّخْتَلِفٌ اَلْوَانُهٗ যার রং বিভিন্ন হয়ে থাকে فِيْهِ شِفَآءٌ لِّلنَّاسِ
তাতে মানুষের জন্য আরোগ্য রয়েছে اِنَّ فِىْ ذٰلِكَ لَاٰيَةً এতে বড় প্রমাণ রয়েছে لِّقَوْمٍ يَّتَفَكَّرُوْنَ সেই লোকদের
জন্য যারা চিন্তা করে।

৭০. وَاللّٰهُ خَلَقَكُمْ আর আল্লাহ তোমাদেরকে সৃষ্টি করেছেন ثُمَّ يَتَوَفّٰىكُمْ অতঃপর তোমাদের প্রাণ বের করে নেন
وَمِنْكُمْ مَّنْ يُّرَدُّ اِلٰٓى اَرْذَلِ الْعُمُرِ এবং তোমাদের মধ্যে কতক লোক এরূপও আছে যাদেরকে অকর্মণ্য বয়স পর্যন্ত
পৌছানো হয় لِكَىْ لَا يَعْلَمَ بَعْدَ عِلْمٍ شَيْـًٔا যার ফলে তারা কোনো বস্তু সম্বন্ধে জ্ঞান লাভ করার পর আবার তার
অজানা হয়ে যায় اِنَّ اللّٰهَ عَلِيْمٌ قَدِيْرٌ নিঃসন্দেহে আল্লাহ্ অতিশয় জ্ঞানবান, মহা ক্ষমতাশালী।

৭১. وَاللّٰهُ فَضَّلَ আর আল্লাহ্ শ্রেষ্ঠত্ব দান করেছেন بَعْضَكُمْ عَلٰى بَعْضٍ তোমাদের মধ্যে কতককে অন্য কতকের
উপর فِى الرِّزْقِ রিজিকে فَمَا الَّذِيْنَ فُضِّلُوْا অনন্তর যাদেরকে শ্রেষ্ঠত্ব দান করা হয়েছে بِرَآدِّىْ رِزْقِهِمْ عَلٰى مَا مَلَكَتْ
اَيْمَانُهُمْ তারা নিজেদের অংশের সম্পদ আপন দাসদেরকে এভাবে দিতে কখনো প্রস্তুত হয় না فَهُمْ فِيْهِ سَوَآءٌ
যেন তারা সকলে তাতে সমান হয়ে যায় اَفَبِنِعْمَةِ اللّٰهِ يَجْحَدُوْنَ তবুও কি তারা আল্লাহর নিয়ামতকে অস্বীকার করে।

https://e-ilm.weebly.com/

৭২. আর আল্লাহ তোমাদেরই মধ্য হতে তোমাদের জন্য পত্নীগণকে বানিয়েছেন এবং সে পত্নীদের থেকে তোমাদের জন্য পুত্র ও পৌত্রগণকে সৃষ্টি করেছেন, আর তোমাদেরকে খেতে দিয়েছেন উত্তম খাদ্য; তারপরও কি তারা ভিত্তিহীন বিষয়ের প্রতি বিশ্বাস রাখবে এবং আল্লাহ তা'আলার নিয়ামতসমূহের না শোকরী করতে থাকবে?

وَاللّٰهُ جَعَلَ لَكُمْ مِّنْ اَنْفُسِكُمْ اَزْوَاجًا وَّجَعَلَ لَكُمْ مِّنْ اَزْوَاجِكُمْ بَنِيْنَ وَحَفَدَةً وَّرَزَقَكُمْ مِّنَ الطَّيِّبٰتِ ۗ اَفَبِالْبَاطِلِ يُؤْمِنُوْنَ وَبِنِعْمَتِ اللّٰهِ هُمْ يَكْفُرُوْنَ (٧٢)

শাব্দিক অনুবাদ :

৭২. وَاللّٰهُ جَعَلَ لَكُمْ আর আল্লাহ তোমাদের জন্য বানিয়েছেন مِّنْ اَنْفُسِكُمْ তোমাদের মধ্য হতেই اَزْوَاجًا পত্নীগণকে وَّجَعَلَ لَكُمْ এবং তোমাদের জন্য সৃষ্টি করেছেন مِّنْ اَزْوَاجِكُمْ সেই পত্নীদের থেকে بَنِيْنَ وَحَفَدَةً পুত্র ও পৌত্রগণকে وَّرَزَقَكُمْ مِّنَ الطَّيِّبٰتِ আর তোমাদেরকে খেতে দিয়েছেন উত্তম খাদ্য اَفَبِالْبَاطِلِ يُؤْمِنُوْنَ তারপরও কি তারা ভিত্তিহীন বিষয়ের প্রতি বিশ্বাস রাখবে وَبِنِعْمَتِ اللّٰهِ هُمْ يَكْفُرُوْنَ এবং আল্লাহ তা'আলার নিয়ামতসমূহের না-শোকরী করতে থাকবে।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

গোবর ও রক্তের মাঝখান দিয়ে পরিষ্কার দুধ বের করা সম্পর্কে হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা.) বলেন, জন্তুর ভক্ষিত ঘাস তার পাকস্থলীতে একত্রিত হলে পাকস্থলী তা সিদ্ধ করে। পাকস্থলীর এই ক্রিয়ার ফলে খাদ্যের বিষ্ঠা নিচে বসে যায় এবং দুধ উপরে থেকে যায়। দুধের উপরে থাকে রক্ত। এরপর যকৃত এই তিন প্রকার বস্তুকে পৃথকভাবে তাদের স্থানে ভাগ করে দেয়, রক্ত পৃথক করে রগের মধ্যে চালায় এবং দুধ পৃথক করে জন্তুর স্তনে পৌছে দেয়। এখন পাকস্থলীতে শুধু বিষ্ঠা থেকে যায়, যা গোবর হয়ে বের হয়ে আসে।

মাসআলা : এ আয়াত থেকে জানা গেল যে, সুস্বাদু উপাদেয় খাদ্য ব্যবহার করা দীনদারীর পরিপন্থি নয়। তবে শর্ত এই যে, হালাল পথে উপার্জন করতে হবে এবং অপব্যয় যাতে না হয় সেদিকে লক্ষ্য রাখতে হবে। হযরত হাসান বসরী (র.) তাই বলেছেন। -(কুরতুবী)

রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, তোমরা আহারের সময় এরূপ দোয়া করবে- اَللّٰهُمَّ بَارِكْ لَنَا فِيْهِ وَاَطْعِمْنَا خَيْرًا مِّنْهُ অর্থাৎ, হে আল্লাহ আমাদেরকে এতে বরকত দিন এবং ভবিষ্যতে আরো উত্তম খাদ্য দিন।

তিনি আরো বলেছেন : দুধ পান করার সময় এরূপ দোয়া করবে-

اَللّٰهُمَّ بَارِكْ لَنَا فِيْهِ وَزِدْنَا مِنْهُ অর্থাৎ, হে আল্লাহ আমাদেরকে এতে বরকত দিন এবং আরো বেশি দান করুন। এর চাইতে উত্তম খাদ্য চাওয়া হয়নি। কারণ মানুষের খাদ্য তালিকায় দুধের চাইতে উত্তম কোনো খাদ্য নেই। তাই আল্লাহ তা'আলা প্রত্যেক মানুষ ও জন্তুর প্রথম খাদ্য করেছেন দুধ, যা মায়ের স্তন থেকে সে লাভ করে। -(কুরতুবী)

https://e-ilm.weebly.com/

পূর্ববর্তী আয়াতসমূহে আল্লাহ তা'আলার সেসব নিয়ামতের উল্লেখ ছিল, যা মানুষের খাদ্য-দ্রব্যাদির প্রস্তুতিতে আশ্চর্যজনক ও বিস্ময়কর খোদায়ী নৈপুণ্য ও কুদরতের প্রকাশক। এ প্রসঙ্গে প্রথম দুধের কথা উল্লিখিত হয়েছে, খোদায়ী কুদরত যা চতুষ্পদ জীব- জন্তুর উদরস্থিত রক্ত ও আবর্জনা জঞ্জালের মলিনতা থেকে পৃথক করে মানুষের জন্য স্বচ্ছ-পরিচ্ছন্ন খাদ্যের আকারে প্রদান করেছে, যার প্রস্তুতিতে মানুষের অতিরিক্ত নৈপুণ্যের প্রয়োজন হয় না। এজন্যই পূর্ববর্তী আয়াতে نُسْقِيْكُمْ শব্দ ব্যবহার করা হয়েছে যে, আমরা দুধ পান করিয়েছি।

এরপরে ইরশাদ করেছেন, খেজুর ও আঙ্গুরের ফলসমূহের মধ্য থেকেও মানুষ তার খাদ্য ও লাভজনক সামগ্রী তৈরি করে। এ বাক্যের দ্বারা ইঙ্গিত করা হয়েছে যে, খেজুর ও আঙ্গুরের ফলসমূহ থেকে নিজেদের খাদ্যোপকরণ ও লাভজনক দ্রব্যসামগ্রীর প্রস্তুতিতে মানবীয় নৈপুণ্যেরও কিছুটা অবদান রয়েছে। আর এই নৈপুণ্যের ফলেই দু'ধরনের দ্রব্যসামগ্রী তৈরি করা সম্ভব হয়েছে। এর একটি হলো– মাদক দ্রব্য, যাকে মদ্য ও শরাব বলে অবিহিত করা হয়ে থাকে। দ্বিতীয়টি হলো উত্তম জীবনোপরকরণ অর্থাৎ, উত্তম রিজিক। যেমন, খেজুর ও আঙ্গুরকে তাজা খাবার হিসেবে ব্যবহার করা যায় অথবা শুকিয়ে তাকে মজুতও করে নেওয়া যায়। সুতরাং মর্মার্থ এই যে, আল্লাহ তা'আলা তাঁর অপার শক্তি বলে খেজুর ও আঙ্গুর ফল মানুষকে দান করেছেন এবং তা দ্বারা খাদ্য ইত্যাদি প্রস্তুত করার ক্ষমতাও দিয়েছেন। এখন এটা তাদের নিজের অবিরুচি যে, কি প্রস্তুত করবে মাদকদ্রব্য তৈরি করে বুদ্ধি-বিবেক নষ্ট করবে? না খাদ্য দ্রব্য তৈরি করে শক্তি অর্জন করবে?

এ তাফসীর অনুযায়ী আলোচ্য আয়াত থেকে মাদকদ্রব্য অর্থাৎ, মদ হালাল হওয়ার কোনো প্রমাণ পাওয়া যায় না। কেননা, এখানে উদ্দেশ্য হচ্ছে সর্বশক্তিমানের দান এবং সেগুলো ব্যবহার করার বিভিন্ন প্রক্রিয়া বর্ণনা করা। এগুলো সর্বাবস্থায় আল্লাহর নিয়ামত, যেমন যাবতীয় খাদ্যসামগ্রী এবং উপাদেয় বস্তুসমূহ। অনেক মানুষ এগুলোকে অবৈধ পন্থায়ও ব্যবহার করে। কিন্তু ভ্রান্ত ব্যবহারের ফলে আসল নিয়ামতের পর্যায় থেকে তা বিয়োজিত হয়ে যায় না। তবে এখানে কোন ব্যবহারটি হালাল ও কোনটি হারাম, তা বর্ণনা করার প্রয়োজন নেই। এতদসত্ত্বেও এখানে سَكَرًا -এর বিপরীত رِزْقٌ حَسَنٌ আনার কারণে জানা গেছে যে, سَكَرًا ভালো রিজিক নয়। অধিকাংশ তাফসীরবিদগণের মতে سَكَرًا -এর অর্থ মাদকদ্রব্য, যা নেশা সৃষ্টি করে। –(রূহুল মা'আনী, কুরতুবী, জাস্সাস)

(কোনো কোনো আলেমের মতে এর অর্থ সিরকা ও এমন নবীয, যা নেশা সৃষ্টি করে না। কিন্তু এখানে এ মতবিরোধ উল্লেখ করার প্রয়োজন নেই।)

আলোচ্য আয়াতটি সর্বসম্মতিক্রমে মক্কায় অবতীর্ণ। মদের নিষেধাজ্ঞা এর পরে মদিনায় অবতীর্ণ হয়েছে। আয়াতটি নাজিল হওয়ার সময় মদ নিষিদ্ধ ছিল না। মুসলমানরা সাধারণভাবে তা পান করত। কিন্তু তখনো এ আয়াতে ইঙ্গিত করা হয়েছে যে, মদ্যপান ভালো নয়। পরবর্তীকালে স্পষ্টতঃ শরাবকে কঠোরভাবে হারাম করার জন্য কুরআনে বিধি-বিধান অবতীর্ণ হয়। –(জাস্সাস, কুরতুবী-সংক্ষেপিত)

اَوْحٰى এখানে وَحْىٌ শব্দটি পারিভাষিক অর্থে নয়; আভিধানিক অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। অর্থাৎ, কাউকে কোনো বিশেষ কথা গোপনে এমনভাবে বুঝিয়ে দেওয়া যে অন্য ব্যক্তি তা বুঝতে না পারে।

النحل -জ্ঞান, তীক্ষ্ম বুদ্ধি ও সুকৌশলের দিক দিয়ে মৌমাছি সমস্ত জন্তুর মধ্যে বিশেষ শ্রেষ্ঠত্বের অধিকারী। তাই আল্লাহ তা'আলা তাকে সম্বোধনও স্বতন্ত্র ভঙ্গিতে করেছেন। অন্য জন্তুদের ব্যাপারে সামগ্রিক নীতি হিসেবে اَعْطٰى كُلَّ شَيْءٍ خَلْقَهٗ ثُمَّ هَدٰى বলেছেন। কিন্তু এ ছোট্ট প্রাণীটির ক্ষেত্রে বিশেষ ভাবে وَاَوْحٰى رَبُّكَ বলেছেন। এতে ইঙ্গিত করা হয়েছে যে, এটি অন্য জন্তুদের তুলনায় জ্ঞান-বুদ্ধি, চেতনা ও বোধশক্তিতে একটি বিশেষ মর্যাদার অধিকারী।

https://e-ilm.weebly.com/

মৌমাছিদের বোধশক্তি ও তীক্ষ্ম বুদ্ধি তাদের শাসনব্যবস্থার মাধ্যমে সুন্দররূপে অনুমান করা যায়। এই দুর্বল প্রাণীর জীবন ব্যবস্থা মানুষের রাজনীতি ও শাসন নীতির সাথে চমৎকার খাপ খায়। সমগ্র আইন-শৃঙ্খলা একটি বড় মৌমাছির হাতে থাকে এবং সে-ই হয় মৌমাছিকুলের শাসক। তার চমৎকার সংগঠন ও কর্মবণ্টনের ফলে গোট ব্যবস্থা বিশুদ্ধ ও সুশৃঙ্খলরূপে পরিচালিত হয়ে থাকে। তার অভাবনীয় ব্যবস্থাও অলঙ্ঘনীয় আইন ও বিধিমালা দেখে মানব-বুদ্ধি বিস্ময়ে অভিভূত হয়ে যায়। স্বয়ং এই 'রাণী মৌমাছি' তিন সপ্তাহ সময়ের মধ্যে ছয় হাজার থেকে বার হাজার পর্যন্ত ডিম দেয়। দৈহিক গড়ন ও অঙ্গসৌষ্ঠবের দিক দিয়ে সে অন্য মৌমাছিদের চাইতে ভিন্ন ধরনের হয়ে থাকে। সে কর্মবণ্টন পদ্ধতি অনুসারে প্রজাদেরকে বিভিন্ন দায়িত্ব নিযুক্ত করে। তাদের কেউ দ্বার রক্ষকের কর্তব্য পালন করে এবং অজ্ঞাত ও বাইরের জনকে ভেতরে প্রবেশ করতে দেয় না। কেউ কেউ ডিমের হেফাজত করে। কেউ কেউ অপ্রাপ্ত বয়স্ক শিশুদের লালন-পালনে নিয়োজিত। কেউ স্থাপত্য ও ইঞ্জিনিয়ার বিষয়ক কর্ম সমাধা করে। তাদের নির্মিত অধিকাংশ চাকে বিশ হাজার পর্যন্ত ঘর থাকে। কেউ কেউ মোম সংগ্রহ করে স্থপতিদের কাছে পৌঁছাতে থাকে। তারা মোম দ্বারা নিজেদের গৃহ নির্মাণ করে। তারা বিভিন্ন উদ্ভিদের উপর জমে থাকা সাদা ধরনের গুড়া থেকে মোম সংগ্রহ করে। আখের গায়ে এই সাদা গুড়া প্রচুর পরিমাণে বিদ্যমান থাকে। কোনো কোনো মৌমাছি বিভিন্ন প্রকার ফুল ও ফলের উপর বসে রস চুষে। এ রস তাদের পেটে পৌঁছে মধুতে রূপান্তরিত হয়ে যায়। মধু মৌমাছি ও তাদের সন্তানদের খাদ্য এবং এটি আমাদের সবার জন্য সুস্বাদু খাদ্যনির্যাস এবং নিরাময়ের ব্যবস্থাপত্র। মৌমাছিদের এই বিভিন্ন দল অত্যন্ত তৎপরতা সহকারে নিজ নিজ কর্তব্য পালন এবং সম্রাজ্ঞীর প্রত্যেকটি আদেশ মনেপ্রাণে শিরোধার্য করে নেয়। যদি কোনো মৌমাছি আবর্জনার স্তূপে বসে যায়, তবে চাকের দারোয়ান তাকে ভেতরে প্রবেশ করতে বাধা দান করে এবং সাম্রাজ্ঞীর আদেশে তাকে হত্যা করা হয়। তাদের এই সুশৃঙ্খল ব্যবস্থাপনা ও কর্মকুশলতা দেখে মানুষ বিস্ময়ে হতবাক হয়ে যায়। –(আল জাওয়াহের)

এরপর ওহীর মাধ্যমে প্রদত্ত এই নির্দেশের যথাযথ ফলশ্রুতি বর্ণনা করা হয়েছে–

يَخْرُجُ مِنْ بُطُوْنِهَا شَرَابٌ مُّخْتَلِفٌ اَلْوَانُهٗ فِيْهِ شِفَاءٌ لِّلنَّاسِ অর্থাৎ, তার পেট থেকে বিভিন্ন রঙের পানীয় বের হয়। এতে মানুষের জন্য রোগের প্রতিষেধক রয়েছে। খাদ্য ও ঋতুর বিভিন্নতার কারণে মধুর রঙ বিভিন্ন হয়ে থাকে। এ কারণেই কোনো বিশেষ অঞ্চলে কোনো বিশেষ ফল-ফুলের প্রাচুর্য থাকলে সেই এলাকার মধুতে তার প্রভাব ও স্বাদ অবশ্যই পরিলক্ষিত হয়। মধু সাধারণত তরল আকারে থাকে তাই একে পানীয় বলা হয়েছে। এ বাক্যেও আল্লাহর একত্ব ও অপার শক্তির অকাট্য প্রমাণ বিদ্যমান। একটি ছোট্ট প্রাণীর পেট থেকে কেমন উপাদেয় ও সুস্বাদু পানীয় বের হয়। অথচ প্রাণীটি স্বয়ং বিষাক্ত। বিষের মধ্যে এই বিষ-প্রতিষেধক বাস্তবিকই আল্লাহ তা'আলার অপার শক্তির অভাবনীয় নিদর্শন। এরপর সর্বশক্তিমানের আশ্চার্যজনক কারিগরি দেখুন, অন্যান্য দুধের জন্তুর দুধ ঋতু ও খাদ্যের পরিবর্তনে লাল ও হলদে হয় না, কিন্তু মৌমাছির মধু বিভিন্ন রঙ্গের হয়ে থাকে।

فِيْهِ شِفَاءٌ لِّلنَّاسِ মধু যেমন বলকারক খাদ্য এবং রসনার জন্য আনন্দ ও তৃপ্তিদায়ক, তেমনি রোগ-ব্যাধির জন্যও আনন্দ ও তৃপ্তিদায়ক, তেমনি রোগ-ব্যাধির জন্যও ফলদায়ক ব্যবস্থাপত্র। কেন হবে না, স্রষ্টার ভ্রাম্যমান মেশিন সর্বপ্রকার ফল-ফুল থেকে বলকারক রস ও পবিত্র নির্যাস বের করে সুরক্ষিত গৃহে সঞ্চিত রাখে। যদি গাছ-গাছড়ার মধ্যে আরোগ্য লাভের উপাদান নিহিত থাকে, তবে এসব নির্যাসের মধ্যে কেন থাকবে না? কফজনিত রোগে সরাসরি এবং অন্যান্য রোগে অন্যান্য উপাদানের সাথে মিশ্রিত হয়ে মধু ব্যবহৃত হয়। চিকিৎসকরা সালসা তৈরি করতে গিয়ে বিশেষভাবে একে অন্তর্ভুক্ত করেন। এর আরো একটি বৈশিষ্ট্য এই যে, নিজেও নষ্ট হয় না এবং অন্যান্য বস্তুকে দীর্ঘকাল পর্যন্ত নষ্ট হতে দেয় না এ কারণেই হাজারো বছর ধরে

https://e-ilm.weebly.com/

চিকিৎসকরা একে এলকোহল (Alcohol) -এর স্থলে ব্যবহার করে আসছেন। মধু বিরেচক এবং পেট থেকে দূষিত পদার্থ অপসারক। রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর কাছে কোনো এক সাহাবী তাঁর ভাইয়ের অসুখের বিবরণ দিলে তিনি তাকে মধু পান করানোর পরামর্শ দেন। দ্বিতীয় দিনও এসে আবার সাহাবী বললেনঃ অসুখ পূর্ববৎ বহাল রয়েছে। তিনি আবারও একই পরামর্শ দিলেন। তৃতীয় দিনও যখন সংবাদ এলো যে, অসুখে কোনো পার্থক্য হয়নি, তখন তিনি বললেন- صَدَقَ اللّٰهُ وَكَذَبَ بَطْنُ اَخِيْكَ অর্থাৎ, আল্লাহর উক্তি নিঃসন্দেহে সত্য, তোমার ভাইয়ের পেট মিথ্যাবদী। উদ্দেশ্যে এই যে, ওষুধের দোষ নেই। রোগীর বিশেষ মেজাযের কারণে ওষুধ দ্রুত কাজ করেনি। এরপর রোগীকে আবার মধু পান করানো হয় এবং সে সুস্থ হয়ে উঠে।

আলোচ্য আয়াতে شِفَاءٌ শব্দটি نَكِرَةٌ تَحْتَ الْاِثْبَاتِ-এতে মধু যে প্রত্যেক রোগের ওষুধ, তা বুঝা যায় না। কিন্তু شِفَاءٌ শব্দের تَنْوِيْن যা تَعْظِيْم-এর অর্থ দিচ্ছে, তা থেকে অবশ্যই বুঝা যায় যে, মধুর নিরাময়শক্তি বিরাট ও স্বতন্ত্র ধরনের। কিছুসংখ্যক আল্লাহওয়ালা বুযুর্গ এমনও রয়েছেন, যাঁরা মধু সর্বরোগের প্রতিষেধক হওয়ার ব্যাপারে নিঃসন্দেহে। তাঁরা মহান পালনকর্তার উক্তির বাহ্যিক অর্থেই এমন প্রবল ও অটল বিশ্বাস রাখেন যে, তাঁরা ফোঁড়া ও চোখের চিকিৎসাও মধুর মাধ্যমে করেন এবং দেহের অন্যান্য রোগেরও। হযরত ইবনে ওমর (রা.) সম্পর্কে বর্ণিত আছে যে, তাঁর শরীরে ফোঁড়া বের হলেও তিনি তাতে মধুর প্রলেপ দিয়ে চিকিৎসা করতেন। এর কারণ জিজ্ঞাসিত হলে তিনি বলেন- আল্লাহ তা'আলা কুরআনে কি মধু সম্পর্কে বলেননি যে, فِيْهِ شِفَاءٌ لِّلنَّاسِ -(কুরতুবী)

কতিপয় বিশেষ জ্ঞাতব্য বিষয় : আয়াত থেকে জানা গেল যে, বুদ্ধিবিবেক ও চেতনা মানুষ ব্যতীত অন্যান্য প্রাণীর মধ্যেও আছে।

وَاِنْ مِّنْ شَيْءٍ اِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهٖ তবে বুদ্ধির স্তর বিভিন্নরূপ। মানুষের বুদ্ধি সবচাইতে পূর্ণাঙ্গ। এ কারণেই সে শরিয়তের বিধি-বিধান পালন করার আদেশপ্রাপ্ত হয়েছে। উম্মাদনার কারণে যদি মানুষের বুদ্ধিবিভ্রম ঘটে, তবে অন্যান্য প্রাণীর ন্যায় মানুষও বিধি-বিধান পালনের দায় থেকে অব্যাহতি লাভ করে।

এক হাদীসে রাসূলুল্লাহ ﷺ মৌমাছিকে মারতে নিষেধ করেছেন। -(আবূ দাউদ)

চিকিৎসা বিজ্ঞানীদের মধ্যে এ ব্যাপারে মতভেদ রয়েছে যে, মধু মৌমাছির বিষ্ঠা, না মুখের লালা। দার্শনিক এরিস্টটল কাঁচের একটি উৎকৃষ্ট পাত্রে চাক তৈরি করে তাতে মৌমাছিদেরকে বন্ধ করে দিয়েছিলেন। এভাবে তিনি তাদের কর্মপদ্ধতি নিরীক্ষণ করতে চেয়েছিলেন। কিন্তু মৌমাছিরা সর্বপ্রথম পাত্রের আভ্যন্তরভাগে মোম ও কাদার একটি মোটা প্রলেপ বসিয়ে দেয় এবং আভ্যন্তরভাগ পূর্ণরূপে আবৃত না হওয়া পর্যন্ত কাজই শুরু করেনি।

فِيْهِ شِفَاءٌ لِّلنَّاسِ আয়াতের মর্ম অনুযায়ী আরো জানা গেল যে, ওষুধের মাধ্যমে রোগের চিকিৎসা করা বৈধ। কারণ আল্লাহ তা'আলা একে নিয়ামত হিসেবে উল্লেখ করেছেন।

অন্যত্র বলা হয়েছে- وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْاٰنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَّرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِيْنَ হাদীসে ওষুধ ব্যবহার ও চিকিৎসার প্রতি উৎসাহ দান করা হয়েছে। কেউ কেউ রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে প্রশ্ন করেন আমরা কি ওষুধ ব্যবহার করব? তিনি বললেন, হ্যাঁ, রোগের চিকিৎসা করবে কারণ, আল্লাহ তা'আলা যত রোগ সৃষ্টি করেছেন, তার ওষুধও সৃষ্টি করেছেন। তবে একটি রোগের চিকিৎসা নেই। সাহাবীরা প্রশ্ন করলেন সেটি কোন রোগ? তিনি বললেনঃ বার্ধক্য।

-(আবূ দাউদ, কুরতুবী)

এক রেওয়ায়েত হযরত খুযায়মা (রা.) বলেন- একবার আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ -কে জিজ্ঞেস করলাম আমরা ঝাড়-ফুঁক করি কিংবা ওষুধ দ্বারা চিকিৎসা করি। এ ধরনের আত্মরক্ষা ও হেফাজতের ব্যবস্থা আল্লাহর তকদিরকে পাল্টে দিতে পারে কি? তিনি বললেন, এগুলোও তো তকদিরেরই প্রকারভেদ।

https://e-ilm.weebly.com/

মোটকথা, চিকিৎসা করা ও ওষুধ ব্যবহার করা যে, বৈধ, এ বিষয়ে সকল আলেমই একমত এবং এ সম্পর্কে বহু হাদীস ও রেওয়ায়েত বর্ণিত রয়েছে। হযরত ইবনে ওমরের পরিবারে কাউকে বিচ্ছু দংশন করলে তাকে তিরইয়াক (বিষনাশক ওষুধ) পান করানো হতো এবং ঝাড়-ফুঁক দ্বারা তার চিকিৎসা করা হতো। তিনি একবার কাঁপুনির রোগীকে দাগ লাগিয়ে তার চিকিৎসা করেন। -(কুরতুবী)

কোনো কোনো সুফী, বুযুর্গ সম্পর্কে বর্ণিত আছে যে, তাঁরা চিকিৎসা পছন্দ করতেন না। সাহাবীগণের মধ্যে কারোও কার্যক্রম থেকে তা প্রকাশ পায়। যেমন হযরত ইবনে মাসউদ (রা.) অসুস্থ হয়ে পড়লে হযরত ওসমান (রা.) তাঁকে দেখতে যান এবং জিজ্ঞেস করেন আপনার অসুখটা কি? তিনি উত্তর দিলেন আমি নিজ গোনাহের কারণে চিন্তিত। হযরত ওসমান (রা.) বললেন, তাহলে কি চান? উত্তর হলো আমি পালনকর্তার রহমত প্রার্থনা করি। হযরত ওসমান (রা.) বললেন, আপনি পছন্দ করলে চিকিৎসক ডেকে আনি। তিনি উত্তর দিলেন, চিকিৎসক তো আমাকে শয্যাশায়ী করেছেন। (এখানে রূপক অর্থে চিকিৎসক বলে আল্লাহ তা'আলাকে বুঝানো হয়েছে।)

কিন্তু এ ধরনের ঘটনা প্রমাণ নয় যে, তাঁরা চিকিৎসাকে মাকরূহ মনে করতেন। সম্ভবত : এটা তখন তাঁদের রুচিবিরুদ্ধ ছিল। তাই তাঁরা একে পছন্দ করেননি এটা প্রবল আল্লাহভীতি ও আল্লাহপ্রেমে মত্তা থাকার ফলে বান্দার একটা সাময়িক অবস্থা মাত্র। কাজেই একে চিকিৎসা অবৈধ অথবা মাকরূহ হওয়ার প্রমাণ হিসেবে দাঁড় করানো যায় না। হযরত ওসমান (রা.) কর্তৃক চিকিৎসক ডেকে আনার অনুরোধ স্বয়ং চিকিৎসা বৈধ হওয়ার প্রমাণ; বরং কোনো কোনো অবস্থায় চিকিৎসা ওয়াজিবও হয়ে যায়।

وَمِنْكُمْ مَّنْ يُّرَدُّ- এখানে مَنْ يُّرَدُّ শব্দ দ্বারা ইঙ্গিত করা হয়েছে যে, পূর্বেও মানুষের উপর দিয়ে এক প্রকার দুর্বলতা ও শক্তিহীনতার যুগ অতিক্রান্ত হয়েছে। সেটা ছিল তার প্রাথমিক শৈশবের যুগ। তখন সে কোনোরূপ জ্ঞান-বুদ্ধির অধিকারী ছিল না। তার হস্তপদ ছিল দুর্বল ও অক্ষম। সে ক্ষুধা-তৃষ্ণা নিবারণ করতে এবং উঠা-বসা করতে অপরের মুখাপেক্ষী ছিল । এরপর আল্লাহ তা'আলা তাকে যৌবন দান করেছেন। এটা ছিল তার উন্নতির যুগ। এরপর ক্রমান্বয়ে তাকে বার্ধক্যের স্তরে পৌছে দেন। এ স্তরে তাকে দুর্বলতা, শক্তিহীনতা ও ক্ষয়ের ঐ সীমায় প্রত্যাবর্তিত করা হয়, যা শৈশবে ছিল। أَرْذَلِ الْعُمُرِ বলে বার্ধক্যের সে সব বয়স বুঝানো হয়েছে, যাতে মানুষের দৈহিক ও মানসিক শক্তি নিস্তেজ হয়ে পড়ে। রাসূলুল্লাহ ﷺ এ বয়স থেকে আশ্রয় প্রার্থনা করে বলতেন-

اَللّٰهُمَّ اِنِّىْ اَعُوْذُ بِكَ مِنْ سُوْٓءِ الْعُمُرِ وَفِىْ رِوَايَةٍ مِنْ اَنْ اُرَدَّ اِلٰى اَرْذَلِ الْعُمُرِ.

অর্থাৎ, হে আল্লাহ আমি মন্দ বয়স থেকে আপনার আশ্রয় প্রার্থনা করি। এক রেওয়ায়েতে আছে, অকর্মণ্য বয়সে ফিরিয়ে দেওয়া থেকে আশ্রয় প্রার্থন না করি।

أَرْذَلِ الْعُمُرِ এর নির্দিষ্ট কোনো সংজ্ঞা নেই। তবে উল্লিখিত সংজ্ঞাটি অগ্রগণ্য মনে হয়। কুরআনও এর প্রতি لِكَيْ لَا يَعْلَمَ بَعْدَ عِلْمٍ شَيْئًا বলে ইঙ্গিত করেছে। অর্থাৎ, যে বয়সে হুশ-জ্ঞান অবশিষ্ট না থাকে। ফলে সে সব জানা বিষয়ও ভুলে যায়।

أَرْذَلِ الْعُمُرِ-এর সংজ্ঞা সম্পর্কে আরো অনেক উক্তি বর্ণিত রয়েছে। কেউ ৮০ বছর বয়সকে এবং কেউ ৯০ বছর বয়সকে أَرْذَلِ الْعُمُرِ বলেছেন। হযরত আলী (রা.) থেকে ৭৫ বছর বয়সের কথা বর্ণিত আছে। -(মাযহারী)

لِكَيْ لَا يَعْلَمَ بَعْدَ عِلْمٍ شَيْئًا বার্ধক্যের সর্বশেষ স্তরে পৌছার পর মানুষের মধ্যে দৈহিক ও মানসিক শক্তি অবশিষ্ট থাকে না। ফলে সে এক বিষয়ে জ্ঞাত হওয়ার পর পুনরায় অজ্ঞ হয়ে যায়। সে আদ্যোপান্ত স্মৃতিভ্রমে পতিত হয়ে প্রায় সদ্য প্রসূত শিশুর মতো হয়ে যায়, আর কোনো কিছু খবর থাকে না। হযরত ইকরামা (রা.) বলেন- যে ব্যক্তি নিয়মিত কুরআন তেলাওয়াত করে সে এরূপ অবস্থায় পতিত হবে না।

https://e-ilm.weebly.com/

إِنَّ اللّٰهَ عَلِيْمٌ قَدِيْرٌ : নিশ্চয় আল্লাহ মহাজ্ঞানী, মহাশক্তিশালী তিনি জ্ঞান দ্বারা প্রত্যেকের বয়স জানেন এবং শক্তি দ্বারা যা চান করেন। তিনি ইচ্ছা করলে শক্তিশালী যুবকের উপর অকর্মণ্য বয়সের লক্ষাণাদি চাপিয়ে দেন এবং ইচ্ছা করলে একশত' বছরের বয়োবৃদ্ধ ব্যক্তিকেও শক্ত সমর্থ যুবক করে রাখেন। এসবই লা-শরীক সত্তার ক্ষমতাধীন।

জীবিকার শ্রেণি-বিভেদ মানুষের জন্য রহমত স্বরূপ : আলোচ্য আয়াতে সুস্পষ্টভাবে একথা বলা হয়েছে যে, দারিদ্র্য, ধনাঢ্যতা এবং জীবিকায় মানুষের বিভিন্ন শ্রেণিতে ভিভক্ত হওয়া যেমন, কারো দারিদ্র্য হওয়া কিংবা ধনী ও মধ্যবিত্ত হওয়া কোনো আকস্মিক ঘটনা নয়; বরং এটা আল্লাহর অপার রহস্য ও মানবিক উপকারিতার তাগিদ এবং মানব জাতির জন্য রহমতস্বরূপ। যদি এরূপ না হয় এবং ধন-দৌলতে সব মানুষ সমান হয়ে যায়, তবে বিশ্ব-ব্যবস্থায় ত্রুটি ও অনর্থ দেখা দেবে। তাই যেদিন থেকে পৃথিবীতে জনবসতি স্থাপিত হয়েছে, সেদিন থেকে কোনো যুগে ও কোনো সময়ে সব মানুষ ধন-সম্পদের দিক দিয়ে সমান হয়নি এবং হতে পারে না। যদি কেথাও জোর জবরদস্তিমূলকভাবে এরূপ সাম্য প্রতিষ্ঠিত করা হয়, তবে কিছু দিনের মধ্যে মানবিক কাজ-কারবারে ত্রুটি ও অনর্থ দৃষ্টি গোচর হবে। আল্লাহ তা'আলা সমগ্র মানব জাতিকে বুদ্ধি, মেধা, বল, শক্তি ও কর্মদক্ষতায় বিভিন্ন শ্রেণিতে বিভক্ত করেছেন এবং তাদের মধ্যে উচ্চ, নীচ ও মধ্যবিত্ত শ্রেণি বিদ্যমান রয়েছে। কোনো বুদ্ধিমান ব্যক্তি একথা অস্বীকার করতে পারে না। এরই অপরিহার্য পরিণতি হিসেবে ধন-সম্পদেও বিভিন্ন শ্রেণি থাকা বাঞ্ছনীয়, যাতে প্রত্যেক ব্যক্তি নিজ নিজ প্রতিভা ও যোগ্যতার যথোপযুক্ত প্রতিদান পেতে পারে। যদি প্রতিভাবান যোগ্য ব্যক্তিকে অযোগ্যের সমান করে দেওয়া হয়, তবে যোগ্য ব্যক্তির মনোবল ভেঙ্গে যাবে। যদি জীবিকায় তাকে অযোগ্যদের সমপর্যায়েই থাকতে হয়, তবে কিসে তাকে অধ্যবসায়, গবেষণা ও কর্মে উদ্বুদ্ধ করবে? এর অনিবার্য পরিণতিতে কর্মদক্ষতায় বন্ধ্যাত্ব নেমে আসবে।

সম্পদ পুঞ্জীভূত করার বিরুদ্ধে কুরআনের বিধান : তবে সৃষ্টিকর্তা যেখানে বুদ্ধিগত ও দেহগত শক্তিতে একজনকে অপরজনের উপর শ্রেষ্ঠত্ব দিয়েছেন এবং এর অধীন রিজিক ও ধন-সম্পদে তারতম্য করেছেন, যেখানে এই অটল অর্থনৈতিক ব্যবস্থাও প্রতিষ্ঠিত করেছেন যে, সম্পদের ভাণ্ডার এবং জীবিকা উপার্জনের কেন্দ্রসমূহ যেন কতিপয় ব্যক্তি অথবা বিশেষ শ্রেণির অধিকারভুক্ত না হয়ে পড়ে, ফলে অন্যান্য যোগ্যতাসম্পন্ন ব্যক্তির কাজ করার ক্ষেত্রই অবশিষ্ট না থাকে। অথচ সুযোগ পেলে তারা দৈহিক শক্তি ও জ্ঞান-বুদ্ধি খাটিয়ে অর্থনৈতিক উন্নতি অর্জন করতে পারে। কুরআন পাক সূরা হাশরে বলে– كَيْ لَا يَكُوْنَ دُوْلَةً بَيْنَ الْاَغْنِيَاءِ مِنْكُمْ - অর্থাৎ আমি সম্পদ বন্টনের আইন এজন্য তৈরি করেছি, যাতে ধন-সম্পদ পুঁজিপতিদের হাতে পুঞ্জীভূত না হয়ে পড়ে।

إِنَّ اللّٰهَ يَفْعَلُ مَا يُرِيْدُ আলোচ্য আয়াতের অধীনে এখানে এতটুকু বলাই উদ্দেশ্য ছিল যে, ধন-সম্পদে তারতম্য হওয়া একটি স্বাভাবিক, প্রকৃতিক এবং মানবিক উপকারিতার সাথে সঙ্গতিশীল ব্যাপার।

جَعَلَ لَكُمْ مِّنْ اَنْفُسِكُمْ اَزْوَاجًا আয়াতে একটি প্রধান নিয়ামত বর্ণিত হয়েছে যে, আল্লাহ তা'আলা তোমাদেরই স্বজাতি থেকে তোমাদের স্ত্রী নির্ধারণ করেছেন, যাতে পরস্পর ভালোবাসাও পূর্ণরূপে হয় এবং মানব জাতির আভিজাত্য এবং মাহাত্ম্যও অব্যাহত থাকে।

وَجَعَلَ لَكُمْ مِنْ اَزْوَاجِكُمْ بَنِيْنَ وَحَفَدَةً অর্থাৎ তোমাদের স্ত্রীদের থেকে তোমাদের পুত্র ও পৌত্র পয়দা করেছেন। এখানে প্রণিধান যোগ্য এই যে, সন্তান-সন্ততি পিতা-মাতা উভয়ের সহযোগে জন্মগ্রহণ করে। আলোচ্য আয়াতে তা শুধু জননী থেকে পয়দা করার কথা বলা হয়েছে। এতে ইঙ্গিত রয়েছে যে, সন্তান প্রসব ও সন্তান প্রজননে পিতার তুলনায় মাতার দখল বেশি। পিতা থেকে শুধু একটি বীর্যবিন্দু নির্গত হয়। এ বিন্দুর উপর দিয়ে বিভিন্ন অবস্থা অতিক্রান্ত হয়ে মানবাকৃতিতে পরিণত হওয়া, তাতে প্রাণ সঞ্চার হওয়া, সর্বশক্তিমানের এসব সৃষ্টিজনিত ক্রিয়াকর্মের স্থান মাতার উদরেই। এ জন্যই হাদীসে মাতার হককে পিতার হক থেকে অগ্রে রাখা হয়েছে।

https://e-ilm.weebly.com/

এ বাক্যে পুত্রদের সাথে পৌত্রদের কথা উল্লেখ করার মধ্যে এদিকেও ইঙ্গিত পাওয়া যায় যে, এ দম্পতি সৃষ্টির আসল লক্ষ্য হচ্ছে মানব বংশের স্থায়িত্ব যাতে সন্তান ও সন্তানের সন্তান হয়ে মানব জাতির স্থায়িত্বের ব্যবস্থা হয়। অতঃপর وَرَزَقَكُمْ مِنَ الطَّيِّبٰتِ বলে মানুষের ব্যক্তিগত স্থায়িত্বের ব্যবস্থার কথা উল্লেখ করা হয়েছে। জন্মের পর মানুষের ব্যক্তিগত স্থায়িত্বের জন্য খাদ্যের প্রয়োজন রয়েছে। আল্লাহ্‌ তা'আলা তাও সরবরাহ করেছেন। আয়াতে ব্যবহৃত حَفَدَةً শব্দের আসল অর্থ সাহায্যকারী সেবক। সন্তানদের জন্যে এ শব্দটি ব্যবহার করার মধ্যে ইঙ্গিত রয়েছে যে, পিতা-মাতার সেবক হওয়া সন্তানের কর্তব্য। –(কুরতুবী)

শব্দবিশ্লেষণ :

نُسْقِيْكُمْ : সীগাহ جمع متكلم বহছ مضارع معروف বাব اِفْعَالٌ মাসদার اَلْاِسْقَاءُ মূলবর্ণ (س - ق - ى) জিনস ناقص يائى অর্থ- পান করা। كُمْ যমীর মাফঊলে বিহী।

فَرْثٌ : একবচন, বহুবচন فُرُوْثٌ অর্থ- ঐ গোবর যা প্রাণীর আঁতে থাকে। فَرَاثَةٌ ও বলে।

دَمٌ : অর্থ- রক্ত, খুন। মূলত : دَمْىٌ অথবা কারো মতে دَمْوٌ ছিল। لام كلمه কে ফেলে দেওয়া হয়েছে অথবা কখনো কখনো لام كلمه কে মীম দ্বারা পরিবর্তন করে মীমকে মীমের মধ্যে ইদগাম করে দেওয়া হয়। যেমন- دم

لَبَنًا : ইসমে জিনস, একবচন, বহুবচন আসে اَلْبَانٌ অর্থ- দুধ। بَنَاتُ اللَّبَنِ অর্থ-দুধের নহর। لَبَانٌ অর্থ- মহিলাদের স্তন থেকে দুধ পান করানো। لَبُوْنٌ দুগ্ধদাতা প্রাণী অথবা ঐ প্রাণী যার স্তনে দুধ এসেছে। اِبْنُ اللَّبُوْنِ দুই বছরের উট, بِنْتُ لَبُوْنٍ দুই বছররের উটনী, لَبَنًا মাসদারও আসে। বাব ضَرَبَ ও نَصَرَ অর্থ, দুধ পান করানো।

سَآئِغًا : সীগাহ واحد مذكر বহছ اسم فاعل বাব نَصَرَ মাসদার اَلسَّوْغُ মূলবর্ণ (س - و - غ) জিনস اجوف واوى অর্থ- সহজভাবে খাদ্যপানীয় গলার ভেতরে চলে যাওয়া।

اِتَّخِذِىْ : সীগাহ واحد مؤنث حاضر বহছ امرحاضر معروف বাব اِفْتِعَالٌ মাসদার اَلْاِتِّخَاذُ মূলবর্ণ (أ - خ - ن) জিনস مهموز فاء অর্থ- বানানো, গ্রহণ করা।

يَعْرِشُوْنَ : সীগাহ جمع مذكر غائب বহছ مضارع معروف বাব ضَرَبَ মূলবর্ণ (ع - ر - ش) জিনস صحيح অর্থ- কাঠের ছাদ বানানো, আবাসন তৈরি করা। আবার লাজেমও আসে। অর্থ- পেরেশান ও উদভ্রান্ত হওয়া। عَرَشَ بِالْمَكَانِ সেখানে অবস্থান করেছে। باب سَمِعَ থেকে عن যোগে متعدى হলে অর্থ হয় প্রত্যাবর্তন করা।

يَتَوَفّٰكُمْ : সীগাহ واحد مذكر غائب বহছ مضارع معروف মাসদার اَلتَّوَفِّىْ বাব تَفَعُّلٌ মূলবর্ণ (و - ف - ى) জিনস لفيف مقروق অর্থ- মৃত্যু দেওয়া।

https://e-ilm.weebly.com/

وَيَعْبُدُوْنَ مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ مَا لَا يَمْلِكُ لَهُمْ رِزْقًا مِّنَ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ شَيْـًٔا وَّلَا يَسْتَطِيْعُوْنَ (٧٣)

৭৩. আর আল্লাহকে ছেড়ে এমন বস্তুসমূহের ইবাদত করতে থাকবে যেগুলো না তাদেরকে আসমান হতে জীবিকা পৌঁছাবার সামর্থ্য রাখে, আর না জমিন হতে এবং তারা কোনো ক্ষমতাও রাখে না।

فَلَا تَضْرِبُوْا لِلّٰهِ الْاَمْثَالَ ۚ اِنَّ اللّٰهَ يَعْلَمُ وَاَنْتُمْ لَا تَعْلَمُوْنَ (٧٤)

৭৪. অতএব, আল্লাহর জন্য উপমাসমূহ গড়িও না; আল্লাহ তা'আলা [ভালোভাবে] জানেন এবং তোমরা জান না।

ضَرَبَ اللّٰهُ مَثَلًا عَبْدًا مَّمْلُوْكًا لَّا يَقْدِرُ عَلٰى شَيْءٍ وَّمَنْ رَّزَقْنٰهُ مِنَّا رِزْقًا حَسَنًا فَهُوَ يُنْفِقُ مِنْهُ سِرًّا وَّجَهْرًا ۚ هَلْ يَسْتَوٗنَ ۚ اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ ۚ بَلْ اَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُوْنَ (٧٥)

৭৫. আল্লাহ একটি দৃষ্টান্ত বর্ণনা করছেন যে, [কারো] একটি স্বত্বাধিকারভুক্ত দাস আছে– যে কোনো কিছুরই ক্ষমতা রাখে না, তার এক ব্যক্তি আছে যাকে আমি স্বীয় সন্নিধান হতে প্রচুর জীবিকা প্রদান করেছি, অনন্তর সে তা হতে গোপনে ও প্রকাশ্যে ব্যয় করে; এরূপ লোকেরা কি পরস্পর সমান হতে পারে? সমস্ত প্রশংসা আল্লাহরই জন্য রয়েছে; কিন্তু তাদের অধিকাংশ লোকই জানে না।

وَضَرَبَ اللّٰهُ مَثَلًا رَّجُلَيْنِ اَحَدُهُمَآ اَبْكَمُ لَا يَقْدِرُ عَلٰى شَيْءٍ وَّهُوَ كَلٌّ عَلٰى مَوْلٰىهُ ۙ اَيْنَمَا يُوَجِّهْهُّ لَا يَاْتِ بِخَيْرٍ ۚ هَلْ يَسْتَوِيْ هُوَ ۙ وَمَنْ يَّاْمُرُ بِالْعَدْلِ ۙ وَهُوَ عَلٰى صِرَاطٍ مُّسْتَقِيْمٍ (٧٦)

৭৬. এবং আল্লাহ আরো একটি দৃষ্টান্ত বর্ণনা করছেন যে, এমন দুই ব্যক্তি আছে যাদের মধ্যে একজন তো [দাস, অধিকন্তু সে] বোবা [-ও], কোনো কাজই করতে পারে না এবং সে মনিবের গলগ্রহ, সে তাকে যেখানে পাঠায় কোনো কাজ সমাধা করে আসতে পারে না। এ [বোবা] ব্যক্তি এবং এমন ব্যক্তি কি পরস্পর সমান হতে পারে? যে ব্যক্তি ভালো কথা শিক্ষা দেয় এবং সে নিজেও ন্যায় পথে [চলে] থাকে।

শাব্দিক অনুবাদ :

৭৩. وَيَعْبُدُوْنَ مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ আর আল্লাহকে ছেড়ে এমন বস্তুসমূহের ইবাদত করবে مَا لَا يَمْلِكُ لَهُمْ رِزْقًا যেগুলো না
তাদেরকে জীবিকা পৌঁছাবার সামর্থ্য রাখে مِنَ السَّمٰوٰتِ আসমান হতে وَالْاَرْضِ شَيْـًٔا আর না জমিন হতে وَلَا
يَسْتَطِيْعُوْنَ এবং তারা কোনো ক্ষমতাও রাখে না।

৭৪. فَلَا تَضْرِبُوْا لِلّٰهِ الْاَمْثَالَ অতএব, আল্লাহর জন্য উপমাসমূহ গড়ো না اِنَّ اللّٰهَ يَعْلَمُ আল্লাহ তা'আলা (ভালোভাবে)
জানেন وَاَنْتُمْ لَا تَعْلَمُوْنَ এবং তোমরা জান না।

৭৫. ضَرَبَ اللّٰهُ مَثَلًا আল্লাহ একটি দৃষ্টান্ত বর্ণনা করেছেন যে, عَبْدًا مَّمْلُوْكًا (কারো) একটি স্বত্বাধিকারভুক্ত দাস আছে لَا يَقْدِرُ عَلٰى شَيْءٍ যে
কোনো কিছুরই ক্ষমতা রাখে না وَمَنْ رَّزَقْنٰهُ مِنَّا رِزْقًا حَسَنًا আর এক ব্যক্তি আছে যাকে আমি স্বীয় সন্নিধান হতে প্রচুর জীবিকা প্রদান
করেছি فَهُوَ يُنْفِقُ مِنْهُ অনন্তর সে তা হতে ব্যয় করে। سِرًّا وَّجَهْرًا গোপনে ও প্রকাশ্যে هَلْ يَسْتَوِيَانِ এরূপ লোকেরা কি পরস্পর সমান
হতে পারে? اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ সমস্ত প্রশংসা আল্লাহরই জন্য রয়েছে بَلْ اَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُوْنَ কিন্তু তাদের অধিকাংশ লোকই জানে না।

৭৬. وَضَرَبَ اللّٰهُ مَثَلًا এবং আল্লাহ তা'আলা আরো একটি দৃষ্টান্ত বর্ণনা করেছেন যে, رَجُلَيْنِ এমন দু'ব্যক্তি আছে
اَحَدُهُمَا اَبْكَمُ যাদের মধ্যে একজন তো বোবা لَا يَقْدِرُ عَلٰى شَيْءٍ কোনো কাজই করতে পারে না وَهُوَ كَلٌّ عَلٰى مَوْلٰىهُ
এবং সে মনিবের গলগ্রহ اَيْنَمَا يُوَجِّهْهُ সে তাকে যেখানে পাঠায় لَا يَاْتِ بِخَيْرٍ কোনো কাজ সমাধা করে আসতে
পারে না هَلْ يَسْتَوِيْ هُوَ এই (বোবা) ব্যক্তি এবং এমন ব্যক্তি কি পরস্পর সমান হতে পারে وَمَنْ يَّاْمُرُ بِالْعَدْلِ
যে ব্যক্তি ভালো কথা শিক্ষা দেয় وَهُوَ عَلٰى صِرَاطٍ مُّسْتَقِيْمٍ এবং সে নিজেও ন্যায় পথে (চলে) থাকে।

https://e-ilm.weebly.com/

https://e-ilm.weebly.com/

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

فَلَا تَضْرِبُوْا لِلّٰهِ الْاَمْثَالَ : বাক্যে একটি গুরুত্বপূর্ণ সত্য ফুটিয়ে তোলা হয়েছে। এ সত্যের প্রতি তাচ্ছিল্য প্রদর্শনই কাফেরসুলভ সন্দেহ ও প্রশ্নের জন্ম দেয়। সত্যটি এই যে, সাধারণভাবে মানুষ আল্লাহ তা'আলাকে মানবজাতির অনুরূপ মনে করে তাদের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ মানব, যেমন রাজা-বাদশাহকে আল্লাহর দৃষ্টান্তরূপে পেশ করে। অতঃপর এই ভ্রান্ত দৃষ্টান্তের উপর ভিত্তি করে আল্লাহর কুদরতের ব্যবস্থাকেও রাজা-বাদশাহদের ব্যবস্থার সাথে খাপ খাইয়ে বলতে থাকে যে, কোনো রাষ্ট্রে একা বাদশাহ যেমন সমগ্র দেশের আইন-শৃঙ্খলা পরিচালনা করতে পারেন না, অধীনস্থ মন্ত্রী ও কর্মকর্তাদেরকে ক্ষমতা অর্পণ করে তাদের সাহায্যে শাসনকার্য পরিচালনা করতে হয়, তেমনিভাবে আল্লাহ তা'আলার অধীনে আরো কিছুসংখ্যক উপাস্যও থাকা প্রয়োজন, যারা আল্লাহর কাজে সাহায্য করবে। মূর্তি পূজারী এবং মুশরিকদের মধ্যে প্রচলিত ধারণাও তাই। আলোচ্য বাক্যটি তাদের সন্দেহের মূল উপড়ে দিয়ে বলেছে যে, আল্লাহ তা'আলার জন্য সৃষ্টজীবনের দৃষ্টান্ত পেশ করা একান্তই নির্বুদ্ধিতা। তিনি দৃষ্টান্ত, উদাহরণ এবং আমাদের ধারণা কল্পনার অনেক উর্ধ্বে।

لَا تَعْلَمُوْنَ شَيْـًٔا : এতে ইঙ্গিত রয়েছে যে, জ্ঞান লাভ মানুষের ব্যক্তিগত নৈপুণ্য নয়। জন্মের সময় তার কোনো জ্ঞান ও নৈপুণ্য থাকে না। অতঃপর মানবিক প্রয়োজন অনুযায়ী তাকে কিছু কিছু জ্ঞান আল্লাহর পক্ষ থেকে সরাসরি শিক্ষা দেওয়া হয়। এসব জ্ঞান শিক্ষায় পিতামাত ও ওস্তাদের কোনো ভূমিকা নেই। যেমন সর্বপ্রথম তাকে কান্না শিক্ষা দেওয়া হয়। তার এ গুণটিই তখন তার যাবতীয় অভাব মেটায়। ক্ষুধা-তৃষ্ণা শীত-উত্তাপ কিংবা অন্য যে কোনো কষ্ট অনুভব করলেই কান্না জুড়ে দেয়। সর্বশক্তিমান তার অভাব মেটানোর জন্য পিতামাতার অন্তরে বিশেষ স্নেহ মমতা সৃষ্টি করে দেন। শিশুর আওয়াজ শুনতেই তারা তার কষ্ট বুঝতে ও তা দূর করতে সচেষ্ট হয়। যদি আল্লাহর পক্ষ থেকে শিশুকে এ কান্না শিক্ষা দেওয়া না হতো, তবে কে তাকে শিক্ষা দিত যে, কোনো অসুবিধা দেখা দিলেই এভাবে শব্দ করতে হবে? এর সাথে সাথে আল্লাহ তা'আলা তাকে এলহামের মাধ্যমে শিক্ষা দিয়েছেন যে, মায়ের স্তন থেকে খাদ্যলাভ করার জন্য মাড়ি ও ঠোঁটকে কাজে লাগাতে হবে। এ শিক্ষা প্রাকৃতিক ও সরাসরি না হলে কোনো ওস্তাদের সাধ্য ছিল এ সদ্যজাত শিশুকে মুখ চালনা ও স্তন চোষা শিক্ষা দেওয়া! এমনিভাবে তার প্রযোজন যতই বাড়তে থাকে, সর্বশক্তিমান তাকে পিতামার মধ্যস্থতা ছাড়াই প্রাকৃতিকভাবে শিক্ষাদান করেন। কিছুদিন পর তার মধ্যে এমন নৈপুণ্য সৃষ্টি হতে থাকে যে, পিতামাতা ও নিকটস্থ অন্যান্য লোকের কথাবার্তা শুনে কিংবা কোনো বস্তু দেখে কিছু শিখতে থাকে। অতঃপর শ্রুত শব্দ ও দেখা বিষয় নিয়ে চিন্তা করার ও বুঝার নৈপুণ্য সৃষ্টি হয়।

তাই আয়াতে لَا تَعْلَمُوْنَ شَيْـًٔا এর পরে বলা হয়েছে وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْاَبْصَارَ وَالْاَفْـِٕدَةَ অর্থাৎ, জন্মের শুরুতে যদিও কোনো কিছুর জ্ঞান মানুষের মধ্যে ছিল না, কিন্তু সর্বশক্তিমান আল্লাহ তা'আলা তার অস্তিত্বের মধ্যে জ্ঞান অর্জনের অভিনব উপকরণ স্থাপন করে দিয়েছেন। এসব উপকরণের মধ্যে সর্বপ্রথম سَمْع অর্থাৎ, শ্রবণশক্তির উল্লেখ করা হয়েছে। একে অগ্রে আনার কারণ সম্ভবত : এই যে, মানুষের সর্বপ্রথম জ্ঞান এবং সর্বাধিক জ্ঞান কানের পথেই আগমন করে। সূচনালগ্নে চক্ষু বন্ধ থাকে; কিন্তু কান শ্রবণ করে। এররপরও চিন্তা করলে দেখা যায় যে, মানুষ সারা জীবনে যত জ্ঞান অর্জন করে, তন্মধ্যে কানে শ্রুত জ্ঞানই সর্বাধিক। চোখে দেখা জ্ঞান তুলনামূলকভাবে কম।

https://e-ilm.weebly.com/

এতদুভয়ের পর ঐসব জ্ঞানের পালা, যেগুলো মানুষ শোনা ও দেখা বিষয়সমূহ নিয়ে চিন্তা-ভাবনা করে অর্জন করে। কুরআনের উক্তি অনুযায়ী এ কাজটি মানুষের অন্তরের। তাই তৃতীয় পর্যায় أفئدة বলা হয়েছে। এটা فؤاد -এর বহুবচন। অর্থ অন্তর। দার্শনিকরা সাধারণভাবে মানুষের মস্তিষ্ককে জ্ঞানবুদ্ধি ও বোধশক্তির কেন্দ্র সাব্যস্ত করেছেন। কিন্তু কুরআনের বক্তব্য থেকে জানা যায় যে, কোনো কিছুর বুঝার ব্যাপারে যদিও মস্তিষ্কের প্রভাব রয়েছে, কিন্তু জ্ঞান-বুদ্ধির আসল কেন্দ্র হচ্ছে অন্তর।

এখানে আল্লাহ তা'আলা শ্রবণশক্তি ও বোধশক্তির উল্লেখ করেছেন; বাকশক্তি ও জিহ্বার কথা উল্লেখ করেননি। কেননা জ্ঞান অর্জনের ক্ষেত্রে বাকশক্তির প্রভাব নেই; বাকশক্তি বরং জ্ঞান প্রকাশের উপায়। এছাড়া ইমাম কুরতুবী (র.) বলেন– শ্রবণশক্তির সাথে বাকশক্তির উল্লেখও প্রসঙ্গত হয়ে গেছে। কেননা অভিজ্ঞতা সাক্ষ্য দেয়, যে ব্যক্তি কানে শোনে, সে মুখে কথাও বলে। বোবা কথা বলতে অক্ষম, সে কানের দিক থেকেও বধির। সম্ভবত : তার কথা না বলার কারণই হচ্ছে কানে কোনো শব্দ না শোনা। শব্দ শুনলে হয়তো সে তা অনুসরণ করে বলাও শিখত।

শব্দবিশ্লেষণ :

هَلْ يَسْتَوُنَ : সীগাহ جمع مذكر غائب বহছ مضارع معروف বাব اِفْتِعَالٌ মাসদার اَلْاِسْتِوَاءُ মূলবর্ণ (س ـ و ـ ى) জিনস لفيف مقرون অর্থ– সমান হওয়া।

يُوَجِّهُ : সীগাহ واحد مذكر غائب বহছ مضارع معروف বাব تَفْعِيْل মাসদার اَلتَّوْجِيْهُ মূলবর্ণ (و - ج - ه) জিনস مثال واوى অর্থ– কোনো দিকে রুখ করা, পাঠানো।

لَا يَأْتِ : সীগাহ واحد مذكر غائب বহছ مضارع منفى معروف বাব ضَرَبَ মাসদার اَلْاِتْيَانُ মূলবর্ণ (أ ـ ت ـ ى) জিনস مركب (ناقص يائى ও مهموزفاء) অর্থ– আসা

اَقْرَبُ : সীগাহ واحد مذكر বহছ اسم تفضيل বাব كَرُمَ মাসদার اَلْقُرْبُ মূলবর্ণ (ق - ر - ب) জিনস صحيح অর্থ– নিকটবর্তী হওয়া بُعْد ও قُرْب পরস্পর বিরোধী গুণ।

اَلَمْ يَرَوْا : সীগাহ جمع مذكر غائب বহছ نفى جحد بلم در فعل مستقبل معروف বাব فَتَحَ মাসদার اَلرُّؤْيَةُ মূলবর্ণ (ر ـ أ ـ ى) জিনস مركب (ناقص يائى ও مهموز عين) অর্থ– দেখা

مُسَخَّرَاتٌ : সীগাহ جمع مؤنث বহছ اسم مفعول বাব تَفْعِيْل মাসদার اَلتَّسْخِيْرُ মূলবর্ণ (س - خ - ر) জিনস صحيح অর্থ– জোর করে পারিশ্রমিক ব্যতীত কাজ হাসিল করা।

مَا يُمْسِكُهُنَّ : সীগাহ واحد مذكر غائب বহছ نفى فعل مضارع معروف বাব اِفْعَالٌ মাসদার اَلْاِمْسَاكُ মূলবর্ণ (م - س - ك) জিনস صحيح অর্থ– দমন করা। বারণ করা।

https://e-ilm.weebly.com/

৮০. আর আল্লাহ তা'আলা তোমাদের গৃহসমূহে থাকার স্থান করে দিয়েছেন এবং তোমাদের জন্য পশুচর্মের গৃহ [তাঁবু] নির্মাণ করেছেন, যেগুলোকে তোমরা ভ্রমণকালে এবং অবস্থানকালে হালকা বোধ কর, আর তাদের পশম ও তাদের লোম ও তাদের চুল দ্বারা গৃহ সরঞ্জামাদি এবং উপকারের দ্রব্যাদি এক নির্দিষ্ট কালের জন্য তৈরি করেছেন।	وَاللّٰهُ جَعَلَ لَكُمْ مِّنْ بُيُوْتِكُمْ سَكَنًا وَّجَعَلَ لَكُمْ مِّنْ جُلُوْدِ الْاَنْعَامِ بُيُوْتًا تَسْتَخِفُّوْنَهَا يَوْمَ ظَعْنِكُمْ وَيَوْمَ اِقَامَتِكُمْ ۙ وَمِنْ اَصْوَافِهَا وَاَوْبَارِهَا وَاَشْعَارِهَا اَثَاثًا وَّمَتَاعًا اِلٰى حِيْنٍ (٨٠)
৮১. আর আল্লাহ তোমাদের জন্য নিজে কতক সৃষ্টি [বৃক্ষ ইত্যাদি]-র ছায়া বানিয়েছেন এবং তোমাদের জন্য পর্বতসমূহে বহু আশ্রয়স্থল বানিয়ে দিয়েছেন এবং তোমাদের জন্য এমন জামাসমূহ বানিয়েছেন যা তোমাদেরকে তাপ হতে রক্ষা করে, আর এমন জামাসমূহ ও বানিয়ে দিয়েছেন যা তোমাদের যুদ্ধে [অস্ত্রের আঘাত হতে] তোমাদেরকে রক্ষা করে, আল্লাহ এভাবেই পূর্ণ করে দেন তোমাদের উপর নিজের নিয়ামতসমূহ, যেন তোমরা ফরমাবরদার হয়ে থাক।	وَاللّٰهُ جَعَلَ لَكُمْ مِّمَّا خَلَقَ ظِلٰلًا وَّجَعَلَ لَكُمْ مِّنَ الْجِبَالِ اَكْنَانًا وَّجَعَلَ لَكُمْ سَرَابِيْلَ تَقِيْكُمُ الْحَرَّ وَسَرَابِيْلَ تَقِيْكُمْ بَاْسَكُمْ ؕ كَذٰلِكَ يُتِمُّ نِعْمَتَهٗ عَلَيْكُمْ لَعَلَّكُمْ تُسْلِمُوْنَ (٨١)
৮২. এতদসত্ত্বেও যদি এ লোকেরা বিমুখ হয়ে যায়, তবে আপনার জিম্মায় তো কেবল স্পষ্টরূপে পৌঁছে দেওয়া।	فَاِنْ تَوَلَّوْا فَاِنَّمَا عَلَيْكَ الْبَلٰغُ الْمُبِيْنُ (٨٢)
৮৩. তারা আল্লাহর নিয়ামতকে চিনে, তৎপরও তা অস্বীকার করে আর তাদের অধিকাংশই হচ্ছে অকৃতজ্ঞ।	يَعْرِفُوْنَ نِعْمَتَ اللّٰهِ ثُمَّ يُنْكِرُوْنَهَا وَاَكْثَرُهُمُ الْكٰفِرُوْنَ (٨٣) ع

শাব্দিক অনুবাদ :

৮০. وَاللّٰهُ جَعَلَ لَكُمْ مِّنْ بُيُوْتِكُمْ سَكَنًا আর আল্লাহ তা'আলা তোমাদের জন্য তোমাদের গৃহ সমূহে থাকার স্থান করে দিয়েছেন وَجَعَلَ لَكُمْ مِّنْ جُلُوْدِ الْاَنْعَامِ بُيُوْتًا এবং তোমাদের জন্য পশু চর্মের গৃহ (তাঁবু) নির্মাণ করেছেন— تَسْتَخِفُّوْنَهَا যে গুলোকে তোমরা হাল্‌কা বোধ কর يَوْمَ ظَعْنِكُمْ ভ্রমণ কালে وَيَوْمَ اِقَامَتِكُمْ এবং অবস্থান কালে وَمِنْ اَصْوَافِهَا আর তাদের পশম وَاَوْبَارِهَا ও তাদের লোম وَاَشْعَارِهَا ও তাদের চুল দ্বারা اَثَاثًا গৃহ সরঞ্জামাদি وَّمَتَاعًا اِلٰى حِيْنٍ এবং উপকারের দ্রব্যাদি এক নির্দিষ্টকালের জন্য তৈরি করেছেন।

৮১. وَاللّٰهُ جَعَلَ لَكُمْ আর আল্লাহ তোমাদের জন্য বানিয়েছেন مِّمَّا خَلَقَ ظِلٰلًا নিজ কতক সৃষ্টি (বৃক্ষ ইত্যাদি)-এর ছায়া وَّجَعَلَ لَكُمْ এবং তোমাদের জন্য বানিয়েছেন مِّنَ الْجِبَالِ পর্বতসমূহে اَكْنَانًا বহু আশ্রয় স্থল وَّجَعَلَ لَكُمْ سَرَابِيْلَ এবং তোমাদের জন্য এমন জামাসমূহ বানিয়েছেন تَقِيْكُمُ الْحَرَّ যা তোমাদেরকে তাপ হতে রক্ষা করে وَسَرَابِيْلَ আর এমন জামাসমূহ ও বানিয়ে দিয়েছেন تَقِيْكُمْ بَاْسَكُمْ যা তোমাদের যুদ্ধে তোমাদেরকে রক্ষা করে كَذٰلِكَ يُتِمُّ আল্লাহ এভাবেই পূর্ণ করেছেন نِعْمَتَهٗ عَلَيْكُمْ তোমাদের উপর নিজের নিয়ামতসমূহ لَعَلَّكُمْ تُسْلِمُوْنَ যেন তোমরা ফরমাবরদার হয়ে থাক।

৮২. فَاِنْ تَوَلَّوْا এতদসত্ত্বেও যদি এই লোকেরা বিমুখ হয়ে যায় فَاِنَّمَا عَلَيْكَ তবে আপনার জিম্মায় তো কেবল الْبَلٰغُ الْمُبِيْنُ স্পষ্টরূপে পৌঁছে দেওয়াই।

৮৩. يَعْرِفُوْنَ نِعْمَتَ اللّٰهِ তারা আল্লাহর নিয়ামতকে চিনে ثُمَّ يُنْكِرُوْنَهَا তৎপরও তা অস্বীকার করে وَاَكْثَرُهُمُ الْكٰفِرُوْنَ আর তাদের অধিকাংশই হচ্ছে অকৃতজ্ঞ।

https://e-ilm.weebly.com/

৮৪. আর যেদিন আমি প্রত্যেক উম্মত হতে এক এক জন সাক্ষী খাড়া করব, তৎপর সেই কাফেরদেরকে [ওজর পেশ করার] অনুমতি দেওয়া হবে না, আর না তাদেরকে আল্লাহর সন্তুষ্টি বিধানের আদেশ দেওয়া হবে।	وَيَوْمَ نَبْعَثُ مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ شَهِيدًا ثُمَّ لَا يُؤْذَنُ لِلَّذِينَ كَفَرُوا وَلَا هُمْ يُسْتَعْتَبُونَ (٨٤)
৮৫. আর যখন আনাচারী লোকেরা আজাব প্রত্যক্ষ করবে, তখন এ আজাব না তাদের হতে হালকা করা হবে, আর না তাদেরকে কোনোও অবকাশ দেওয়া হবে।	وَإِذَا رَأَى الَّذِينَ ظَلَمُوا الْعَذَابَ فَلَا يُخَفَّفُ عَنْهُمْ وَلَا هُمْ يُنْظَرُونَ (٨٥)
৮৬. আর যখন মুশরিকরা নিজেদের [স্থিরীকৃত] উপাস্যদেরকে দেখতে পাবে, তখন [অপরাধ স্বীকার করার ছলে] তারা বলবে, হে আমাদের প্রতিপালক! এরাইতো হচ্ছে আমাদের সেসব উপাস্য, যাদেরকে আমরা পূজা করতাম আপনাকে ছেড়ে, অনন্তর তারা [সেই উপাস্যগুলো] তাদের প্রতি এ বাক্য প্রয়োগ করবে যে, তোমরা মিথ্যাবাদী।	وَإِذَا رَأَى الَّذِينَ أَشْرَكُوا شُرَكَاءَهُمْ قَالُوا رَبَّنَا هَؤُلَاءِ شُرَكَاؤُنَا الَّذِينَ كُنَّا نَدْعُوا مِنْ دُونِكَ فَأَلْقَوْا إِلَيْهِمُ الْقَوْلَ إِنَّكُمْ لَكَاذِبُونَ (٨٦)
৮৭. আর এসব লোকেরা সেদিন আল্লাহর সমীপে আনুগত্যের কথা বলতে থাকবে এবং [পৃথিবীতে] যা কিছু মিথ্যা উদ্ভাবন করত, তৎসমুদয় উধাও হয়ে যাবে।	وَأَلْقَوْا إِلَى اللَّهِ يَوْمَئِذٍ السَّلَمَ وَضَلَّ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَفْتَرُونَ (٨٧)

শাব্দিক অনুবাদ :

৮৪. وَيَوْمَ نَبْعَثُ আর যেদিন আমি খাড়া করব مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ প্রত্যেক উম্মত হতে شَهِيدًا এক একজন সাক্ষী ثُمَّ لَا يُؤْذَنُ তৎপর অনুমতি দেওয়া হবে না لِلَّذِينَ كَفَرُوا সেই কাফেরদেরকে (ওজর পেশ করার) وَلَا هُمْ يُسْتَعْتَبُونَ আর না তাদেরকে আল্লাহর সন্তুষ্টি বিধানের আদেশ দেওয়া হবে।

৮৫. وَإِذَا رَأَى আর যখন প্রত্যক্ষ করবে الَّذِينَ ظَلَمُوا অনাচারী লোকেরা الْعَذَابَ আজাব فَلَا يُخَفَّفُ عَنْهُمْ তখন এ আজাব না তাদের থেকে হালকা করা হবে وَلَا هُمْ يُنْظَرُونَ আর না তাদেরকে কোনো অবকাশ দেওয়া হবে।

৮৬. وَإِذَا رَأَى الَّذِينَ أَشْرَكُوا আর যখন মুশরিকরা দেখতে পাবে شُرَكَاءَهُمْ নিজেদের (স্থিরীকৃত) উপাস্যদেরকে قَالُوا তখন বলবে رَبَّنَا হে আমাদের প্রতিপালক! هَؤُلَاءِ شُرَكَاؤُنَا এরাই হচ্ছে আমাদের সে সব উপাস্য الَّذِينَ كُنَّا যাদেরকে আমরা পূজা করতাম مِنْ دُونِكَ আপনাকে ছেড়ে فَأَلْقَوْا إِلَيْهِمُ الْقَوْلَ অনন্তর তারা তাদের প্রতি এ বাক্য প্রয়োগ করবে যে, إِنَّكُمْ لَكَاذِبُونَ তোমরা মিথ্যাবাদী।

৮৭. وَأَلْقَوْا إِلَى اللَّهِ আর এসব লোকেরা আল্লাহর সমীপে বলতে থাকবে يَوْمَئِذٍ সেদিন السَّلَمَ আনুগত্যের কথা وَضَلَّ عَنْهُمْ এবং তৎসমুদয় উধাও হয়ে যাবে مَا كَانُوا يَفْتَرُونَ (পৃথিবীতে) যা কিছু মিথ্যা উদ্ভাবন করত।

https://e-ilm.weebly.com/

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

يَعْرِفُوْنَ نِعْمَةَ اللّٰهِ ثُمَّ يُنْكِرُوْنَهَا وَاَكْثَرُهُمُ الْكَافِرُوْنَ

শানে নুযূল : হযরত রাসূলে আকরাম ﷺ-এর খেদমতে দাহকানী এক ব্যক্তি আসলে তিনি তাকে ঈমান গ্রহণ করার প্রতি উৎসাহ দান করে পূর্ব আয়াত সমূহে বর্ণিত অনেক ইহ্সান সমূহ সম্পর্কে তেলাওয়াত করে শোনালেন। এতে সে আল্লাহর অনুগ্রহ সমূহের কথা স্বীকার করে। তবে যখন পূর্ববর্তী আয়াত لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُوْنَ পর্যন্ত পৌছেন, তখন সে মুখ ফিরিয়ে চলে যেতে লাগল। এ পরিপ্রেক্ষিতে আলোচ্য আয়াত নাজিল হয়েছে।

وَاللّٰهُ جَعَلَ لَكُمْ مِنْ بُيُوْتِكُمْ سَكَنًا : এখানে بُيُوْتٌ শব্দটি بَيْتٌ-এর বহুবচন। রাত্রিযাপন করা যায় এমন গৃহকে بَيْتٌ বলা হয়। ইমাম কুরতুবী স্বীয় তাফসীরে বলেন, 'যে বস্তু তোমার মথার উপর রয়েছে এবং তোমাকে ছায়া দান করে, তা ছাদ ও আকাশ বলে কথিত হয়। যে বস্তু তোমার অস্তিত্বকে বহন করছে, তা জমিন এবং যে বস্তু চারদিক থেকে তোমাকে আবৃত করে রাখে, তা প্রাচীর। এগুলো সব কাছাকাছি একত্রিত হয়ে গেলে তাই بَيْتٌ তথা গৃহে পরিণত হয়।'

مِنْ جُلُوْدِ الْاَنْعَامِ এবং وَمِنْ اَصْوَافِهَا وَاَوْبَارِهَا থেকে প্রমাণিত হলো যে, জীব-জন্তুর চামড়া, লোম ও পশম ব্যবহার করা মানুষের জন্য হালাল। এতে জন্তুটি জবাইকৃত হওয়া অথবা মৃত হওয়ারও কোনো শর্ত নেই। এমনিভাবে যে জন্তুর পশম বা চামড়া আহরণ করা হবে, সেটির গোশত হালাল কি হারাম সেটা বিচার করারও কোনো শর্ত নেই। সবরকম জন্তুর চামড়াই লবণ দিয়ে শুকানোর পর ব্যবহার করা হালাল। লোম ও পশমের উপর জন্তুর মৃত্যুর কোনো প্রভাবই পড়ে না। তাই সেটি যথারীতি শুকিয়ে ব্যবহার উপযোগী করে নিলেই তা পাক হয়ে যায় এবং সেটি ব্যবহার করা হালাল ও জায়েজ হয়ে যায়। ইমাম আজম আবূ হানীফা (র.)-এর মাযহাব তাই। তবে শূকরের চামড়া ও যাবতীয় অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ ও লোম-পশম অপবিত্র ও ব্যবহারের অযোগ্য।

سَرَابِيْلَ تَقِيْكُمُ الْحَرَّ : এখানে গ্রীষ্মের উত্তাপ থেকে রক্ষা করাকে মানুষের পোশাকের উদ্দেশ্য বলা হয়েছে। অথচ পোশাক মানুষকে শীত ও গ্রীষ্ম উভয় ঋতুর প্রভাব থেকেই রক্ষা করে। ইমাম কুরতুবী ও অন্যান্য তাফসীরবিদগণ এ প্রশ্নের জওয়াবে বলেন যে, কুরআনে পাক আরবি ভাষায় অবতীর্ণ হয়েছে। সর্বপ্রথম এতে আরবদেরকে সম্বোধন করা হয়েছে। তাই এতে আবরদের অভ্যাস ও প্রয়োজনের প্রতি লক্ষ্য রেখে বক্তব্য রাখা হয়েছে। আরব হলো গ্রীষ্ম প্রধান দেশ। সেখানে বরফ জমা ও শীতের কল্পনা করা কঠিন। তাই শুধু গ্রীষ্ম থেকে রক্ষা করার কথা বলা হয়েছে। হযরত থানভী (র.) বয়ানুল কুরআনে বলেন, কুরআন পাক এ সূরার শুরুতে لَكُمْ فِيْهَا دِفْءٌ বলে পোশাকের সাহায্যে শীত থেকে আত্মরক্ষা ও উত্তাপ হাসিল করার কথা পূর্বেই উল্লেখ করেছিল। তাই এখানে শুধু উত্তাপ প্রতিহত করার কথা বলা হয়েছ।

https://e-ilm.weebly.com/

শব্দবিশ্লেষণ :

اَصْوَافِهَا : اَصْوَافٌ শব্দটি صُوْفٌ-এর বহুবচন, هَا যমীর মুযাফ ইলাইহি, অর্থ- তাদের লোম।

اَوْبَارِهَا : বহুবচন, একবচন وَبَرٌ অর্থ- উটের লোম, উটের চুল।

اَشْعَارِهَا : বহুবচন, একবচন شَعْرٌ অর্থ- তাদের চুল।

اَكْنَانًا : বহুবচন, একবচন كِنٌّ বাব اِفْعَالٌ মাসদার اَلْاِكْنَانُ অর্থ- অন্তরে গোপন করা ও সংরক্ষিত রাখা।

سَرَابِيْلَ : একবচন, বহুবচন سِرْبَالٌ অর্থ- পোশাক। জামা।

تَقِيْكُمْ : সীগাহ واحد مؤنث غائب বহছ مضارع معروف মাসদার اَلْوِقَايَةُ মূলবর্ণ (و- ق - ى) জিনস لفيف مفروق অর্থ- হেফাজত করা, বাঁচানো।

لَا يُؤْذَنُ : সীগাহ واحد مذكر غائب বহছ نفى فعل مضارع مجهول বাব سَمِعَ মাসদার اَلْاِذْنُ - الاذان মূলবর্ণ (أ - ذ - ن) জিনস مهموزفاء অর্থ- অনুমতি দেওয়া।

فَاَلْقَوْا : সীগাহ جمع مذكر غائب বহছ ماضى معروف বাব اِفْعَالٌ মাসদার اَلْاِلْقَاءُ মূলবর্ণ (ل - ق - ى) জিনস ناقص يائى অর্থ- ঢালা, নিক্ষেপ করা।

كَانُوْا يَفْتَرُوْنَ : সীগাহ جمع مذكر غائب বহছ ماضى استمرارى معروف বাব اِفْتِعَالٌ মাসদার اَلْاِفْتِرَاءُ মূলবর্ণ (ف - ر - ى) জিনস ناقص يائى অর্থ- মিথ্যা অপবাদ, মিথ্যা রটনা করা।

https://e-ilm.weebly.com/

৮৮. যারা কুফরি করত এবং [অপরকেও] আল্লাহর পথ হতে ফিরিয়ে রাখত, আমি তাদের জন্য এক শাস্তির উপর [অন্য] আর এক শাস্তি বর্ধিত করে দিব, তাদের ফ্যাসাদ বিস্তারের বিনিময়ে।	اَلَّذِيْنَ كَفَرُوْا وَصَدُّوْا عَنْ سَبِيْلِ اللّٰهِ زِدْنٰهُمْ عَذَابًا فَوْقَ الْعَذَابِ بِمَا كَانُوْا يُفْسِدُوْنَ (٨٨)
৮৯. আর যেদিন আমি প্রত্যেক উম্মতের মধ্যে তাদের মধ্যকার এক এক জন সাক্ষী তাদের বিরুদ্ধে দাড় করাব এবং এদের সকলের মোকাবিলায় আপনাকে সাক্ষীরূপে উপস্থিত করব; আর আপনার প্রতি [আপনার রাসূল হওয়ার প্রমাণস্বরূপ] এ কুরআন নাজিল করেছি– যা [ধর্মের] সকল বিষয়ের বর্ণনাকারী; [বিশেষ করে] মুসলমানদের জন্য বড় হেদায়েত ও বড় রহমত এবং সুংবাদ জ্ঞাপক।	وَيَوْمَ نَبْعَثُ فِيْ كُلِّ اُمَّةٍ شَهِيْدًا عَلَيْهِمْ مِّنْ اَنْفُسِهِمْ وَجِئْنَا بِكَ شَهِيْدًا عَلٰى هٰٓؤُلَآءِ ۚ وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتٰبَ تِبْيَانًا لِّكُلِّ شَيْءٍ وَّهُدًى وَّرَحْمَةً وَّبُشْرٰى لِلْمُسْلِمِيْنَ (٨٩) ١٢ ع ١٨
৯০. নিঃসন্দেহে আল্লাহ তা'আলা ন্যায়-নিষ্ঠা ও পরোপকার করা এবং আত্মীয়স্বজনকে দান করার আদেশ করছেন, আর স্পষ্ট পাপ ও সমস্ত মন্দ কাজ এবং [কারো প্রতি] অত্যাচার করা হতে নিষেধ করছেন, আল্লাহ তা'আলা তোমাদেরকে এ জন্য নসিহত করেন, যেন তোমরা নসিহত গ্রহণ কর।	اِنَّ اللّٰهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْاِحْسَانِ وَاِيْتَآءِ ذِي الْقُرْبٰى وَيَنْهٰى عَنِ الْفَحْشَآءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ ۚ يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُوْنَ (٩٠)

শাব্দিক অনুবাদ :

৮৮. اَلَّذِيْنَ كَفَرُوْا যারা কুফরি করত وَصَدُّوْا عَنْ سَبِيْلِ اللّٰهِ এবং (অপরকেও) আল্লাহর পথ হতে ফিরিয়ে রাখত زِدْنٰهُمْ আমি তাদের জন্য বর্ধিত করে দিব عَذَابًا فَوْقَ الْعَذَابِ এক শাস্তির উপর (অন্য) আর এক শাস্তি بِمَا كَانُوْا يُفْسِدُوْنَ তাদের ফ্যাসাদ বিস্তারের বিনিময়।

৮৯. وَيَوْمَ نَبْعَثُ فِيْ كُلِّ اُمَّةٍ شَهِيْدًا আর যেদিন আমি প্রত্যেক উম্মতের মধ্যে এক একজন সাক্ষী খাড়া করব عَلَيْهِمْ তাদের বিরুদ্ধে مِنْ اَنْفُسِهِمْ তাদের মধ্যকার وَجِئْنَا بِكَ شَهِيْدًا এবং আপনাকে সাক্ষীরূপে উপস্থিত করব عَلٰى هٰٓؤُلَآءِ এদের সকলের মোকাবিলায় وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتٰبَ আর আপনার প্রতি এই কুরআন নাজিল করেছি تِبْيَانًا لِّكُلِّ شَيْءٍ যা (ধর্মের) সকল বিষয়ের বর্ণনাকারী وَهُدًى বড় হেদায়েত وَّرَحْمَةً ও বড় রহমত وَّبُشْرٰى এবং সুসংবাদ জ্ঞাপক لِلْمُسْلِمِيْنَ (বিশেষ করে) মুসলমানদের জন্য।

৯০. اِنَّ اللّٰهَ يَأْمُرُ নিঃসন্দেহে আল্লাহ তা'আলা আদেশ করেছেন بِالْعَدْلِ ন্যায়নিষ্ঠা وَالْاِحْسَانِ ও পরোপকার করা وَاِيْتَآءِ ذِي الْقُرْبٰى এবং আত্মীয় স্বজনকে দান করার وَيَنْهٰى আর নিষেধ করেছেন عَنِ الْفَحْشَآءِ স্পষ্ট পাপ وَالْمُنْكَرِ ও সমস্ত মন্দ কাজ وَالْبَغْيِ এবং (কারো প্রতি) অত্যাচার করা হতে يَعِظُكُمْ আল্লাহ তা'আলা তোমাদেরকে এ জন্য নসিহত করেন لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُوْنَ যেন তোমরা নসিহত গ্রহণ কর।

https://e-ilm.weebly.com/

৯১. এবং তোমরা পূর্ণ কর আল্লাহর [শরিয়তসম্মত] প্রতিজ্ঞাকে যখন তোমরা তা নিজেদের জিম্মায় গ্রহণ কর এবং তোমরা নিজেদের কসমগুলো ভঙ্গ করো না তা দৃঢ় করার পর, অথচ তোমরা আল্লাহকে সাক্ষীও বানিয়েছ; নিঃসন্দেহে আল্লাহ অবগত আছেন যা কিছু তোমরা করছ।	وَاَوْفُوْا بِعَهْدِ اللّٰهِ اِذَا عٰهَدْتُّمْ وَلَا تَنْقُضُوا الْاَيْمَانَ بَعْدَ تَوْكِيْدِهَا وَقَدْ جَعَلْتُمُ اللّٰهَ عَلَيْكُمْ كَفِيْلًا ۚ اِنَّ اللّٰهَ يَعْلَمُ مَا تَفْعَلُوْنَ (٩١)
৯২. আর তোমরা সে [উন্মাদিনী] স্ত্রীলোকের অনুরূপ হয়ো না, যে নিজের সুতা কাটার পর টুকরা টুকরা করে ছিঁড়ে ফেলল; [তার ন্যায়] তোমরা [-ও] নিজেদের কসমগুলোকে [ভেঙ্গে] পরস্পর বিবাদ সৃষ্টির উপকরণ বানাতে আরম্ভ কর, শুধু এ কারণে যে, এক সম্প্রদায় অন্য সম্প্রদ্রায় হতে অধিকতর উন্নত হয়ে যাবে; এটা দ্বারা আল্লাহ তা'আলা তোমাদেরকে পরীক্ষা করেন মাত্র; আর যে সমস্ত বিষয়ে তোমরা মতভেদ করছ, কিয়ামতের দিন সে সমস্ত বিষয় তোমাদের সম্মুখে প্রকাশ করে দিবেন।	وَلَا تَكُوْنُوْا كَالَّتِيْ نَقَضَتْ غَزْلَهَا مِنْۢ بَعْدِ قُوَّةٍ اَنْكَاثًا ؕ تَتَّخِذُوْنَ اَيْمَانَكُمْ دَخَلًاۢ بَيْنَكُمْ اَنْ تَكُوْنَ اُمَّةٌ هِيَ اَرْبٰى مِنْ اُمَّةٍ ؕ اِنَّمَا يَبْلُوْكُمُ اللّٰهُ بِهٖ ؕ وَلَيُبَيِّنَنَّ لَكُمْ يَوْمَ الْقِيٰمَةِ مَا كُنْتُمْ فِيْهِ تَخْتَلِفُوْنَ (٩٢)
৯৩. আর যদি আল্লাহ তা'আলা চাইতেন, তবে তোমাদের সকলকে একই উম্মত করে দিতেন, কিন্তু তিনি যাকে চান বিপথগামী করেন এবং যাকে চান সুপথে পরিচালিত করেন; আর নিশ্চয় তোমাদের নিকট তোমাদের সকল কৃতকর্মের কৈফিয়ত তলব করা হবে।	وَلَوْ شَآءَ اللّٰهُ لَجَعَلَكُمْ اُمَّةً وَّاحِدَةً وَّلٰكِنْ يُّضِلُّ مَنْ يَّشَآءُ وَيَهْدِيْ مَنْ يَّشَآءُ ؕ وَلَتُسْـَٔلُنَّ عَمَّا كُنْتُمْ تَعْمَلُوْنَ (٩٣)

শাব্দিক অনুবাদ :

৯১. وَاَوْفُوْا আর তোমরা প্রতিজ্ঞা কর بِعَهْدِ اللّٰهِ আল্লাহর প্রতিজ্ঞাকে اِذَا عٰهَدْتُّمْ যখন তোমরা তা নিজেদের জিম্মায় গ্রহণ কর وَلَا تَنْقُضُوا الْاَيْمَانَ এবং তোমরা নিজেদের কসমগুলো ভঙ্গ করো না بَعْدَ تَوْكِيْدِهَا তা দৃঢ় করার পর وَقَدْ جَعَلْتُمُ اللّٰهَ عَلَيْكُمْ كَفِيْلًا অথচ তোমরা আল্লাহকে সাক্ষীও বানিয়েছ اِنَّ اللّٰهَ يَعْلَمُ নিঃসন্দেহে আল্লাহ তা'আলা অবগত আছেন مَا تَفْعَلُوْنَ যা কিছু তোমরা করছ।

৯২. وَلَا تَكُوْنُوْا كَالَّتِيْ আর তোমরা সেই (উন্মাদিনী) স্ত্রীলোকের অনুরূপ হয়ো না نَقَضَتْ غَزْلَهَا مِنْۢ بَعْدِ قُوَّةٍ اَنْكَاثًا যে নিজের সুতা কাটার পর টুকরা টুকরা করে ছিঁড়ে ফেলল تَتَّخِذُوْنَ اَيْمَانَكُمْ دَخَلًاۢ بَيْنَكُمْ তোমরা (-ও) নিজেদের কসমগুলো (ভেঙ্গে) পরস্পর বিবাদ সৃষ্টির উপকরণ বানাতে আরম্ভ কর اَنْ تَكُوْنَ اُمَّةٌ هِيَ اَرْبٰى مِنْ اُمَّةٍ এ কারণে যে, এক সম্প্রদায় অন্য সম্প্রদায় হতে অধিকতর উন্নত হয়ে যাবে اِنَّمَا يَبْلُوْكُمُ اللّٰهُ بِهٖ এটা দ্বারা আল্লাহ তা'আলা তোমাদেরকে পরীক্ষা করেন মাত্র وَلَيُبَيِّنَنَّ لَكُمْ আর সে সমস্ত বিষয় তোমাদের সম্মুখে প্রকাশ করে দিবেন يَوْمَ الْقِيٰمَةِ কিয়ামতের দিন مَا كُنْتُمْ فِيْهِ تَخْتَلِفُوْنَ যে সমস্ত বিষয়ে তোমরা মতভেদ করছ।

৯৩. وَلَوْ شَآءَ اللّٰهُ আর আল্লাহ যদি চাইতেন لَجَعَلَكُمْ اُمَّةً وَّاحِدَةً তবে তোমাদের সকলকে একই উম্মত করে দিতেন وَلٰكِنْ يُّضِلُّ مَنْ يَّشَآءُ কিন্তু তিনি যাকে চান বিপথগামী করেন وَيَهْدِيْ مَنْ يَّشَآءُ এবং যাকে চান সুপথে পরিচালিত করেন وَلَتُسْـَٔلُنَّ عَمَّا كُنْتُمْ تَعْمَلُوْنَ নিশ্চয় তোমাদের নিকট তোমাদের সকল কৃতকর্মের কৈফিয়ত তলব করা হবে।

https://e-ilm.weebly.com/

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

وَأَوْفُوا بِعَهْدِ اللَّهِ إِذَا عَاهَدْتُمْ وَلَا تَنْقُضُوا الْأَيْمَانَ بَعْدَ تَوْكِيدِهَا وَقَدْ جَعَلْتُمُ اللَّهَ عَلَيْكُمْ كَفِيلًا إِنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا تَفْعَلُونَ.

এ আয়অতের একাধিক শানে নুযূল বর্ণিত রয়েছে। ধারাবাহিক ভাবে তা নিম্নে দেওয়া হলো–

১. **শানে নুযূল :** বুরাইদা হতে বর্ণিত যে, যারা রাসূল ﷺ-এর হাতে ইসলাম গ্রহণ করার বায়াত করেছিলেন তাদের সম্পর্কে আলোচ্য আয়াত নাজিল করা হয়েছে।

২. **শানে নুযূল :** কাতাদা ও মুজাহিদের বর্ণনানুযায়ী জাহেলী যুগে আমার বিল-মা'রূফ ও নাহি আনিল-মুনকার সম্পর্কে যারা মৈত্রী চুক্তি করে ছিল, তাদের সম্পর্কে আলোচ্য আয়াত নাজিল করা হয়েছে।

৩. **শানে নুযূল :** মাইমুন বিন মেহরান বলেন যে, মুসলমান কিংবা অমুসলমান যে কারোর সাথেই কোনো অঙ্গীকার বা প্রতিশ্রুতি করা হলে, তা পূর্ণ করার গুরুত্ব প্রদান করে আলোচ্য আয়াত নাজিল করা হয়েছে। কারণ অঙ্গীকার মূলত আল্লাহ তা'আলার উদ্দেশ্যেই।

৪. **শানে নুযূল :** আম্মার বলেন যে, অঙ্গীকার পূর্ণ করার দ্বারা কারো মতে যে, সকল আরবরা অন্য কোনো গোত্রের সাথে কোনো চুক্তিতে আবদ্ধ হতো, তখন তাদের অপেক্ষা শক্তিশালী গোত্র দুর্বল গোষ্ঠীর সাথে চুক্তি ভঙ্গ করে দিত। তাদের সম্পর্কে আলোচ্য আয়াত নাজিল করা হয়েছে। –(বাহরে মুহীত্ব : ৫১৪/৫)

৫. **শানে নুযূল :** মক্কা মুয়াজ্জামায় একটি জমাত রাসূল ﷺ-এর নিকট ঈমানের উপর অটল থাকার অঙ্গীকারাবদ্ধ হয়েছিল। যখন কুরাইশদের সাধারণ ও সাময়িক বিজয় ও মুসলমানদের দুর্বলতা প্রকাশ হলো, তখন শয়তান তাদের অন্তর ভ্রান্তির পথে নিয়ে যেতে চেয়েছিল, সে মুহূর্তে আল্লাহ তা'আলা ঈমানের উপর অটল ও দৃঢ় থাকার নির্দেশ দিয়ে উক্ত আয়াত নাজিল করেন। –(নূরুল কুলূব)

وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتٰبَ تِبْيَانًا لِّكُلِّ شَيْءٍ এতে কুরআনকে যাবতীয় বিষয়ের বিশ্লেষণকারী বলা হয়েছে। 'যাবতীয় বিষয়' বলে প্রধানতঃ দীনের যাবতীয় বিষয় বুঝানো হয়েছে। কেননা ওহী ও নবুয়তের লক্ষ্য এগুলোর সাথেই সম্পৃক্ত। তাই মানুষের আয়াসসাধ্য অন্যান্য জ্ঞান-বিজ্ঞান ও উদ্ভুত দৈনন্দিন সমস্যাদির তৈরি সমাধান কুরআন পাকে অনুসন্ধান করা ভুল। প্রসঙ্গত : এসব সমস্যাদির সমাধানের ব্যাপারে যে সব ইঙ্গিত রয়েছে, মানবীয় মেধার সংযোগে সেসব থেকেই সমাধান খুঁজে বের করা সম্ভব। এখন প্রশ্ন থাকে যে, কুরআন পাকে অনেক দীনি খুঁটিনাটি বিষয়ও সবিস্তারে বর্ণিত হয়নি। এমতাবস্থায় কুরাআনকে تِبْيَانًا لِّكُلِّ شَيْءٍ বলা যথার্থ হবে কিরূপে?

এর উত্তর এই যে, কুরআন পাকে সব বিষয়েরই মূলনীতি বিদ্যমান রয়েছে। সে সব মূলনীতির আলোকেই রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর হাদীস মাসআলা বর্ণনা করে। কিছু কিছু বিবরণ ইজমা ও কিয়াসের আওতায় ছেড়ে দেওয়া হয়েছে। এতে বুঝা যায় যে, হাদীস, ইজমা ও কিয়াস থেকে যেসব মাসআলা নির্গত হয়েছে, সেগুলোও পরোক্ষভাবে কুরআনেরই বর্ণিত মাসআলা।

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ আয়াত সম্পর্কে হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা.) বলেন– এটি হচ্ছে কুরআন পাকের ব্যাপকতর অর্থবোধক একটি আয়াত। –(ইবনে-কাছীর)

হযরত আকসাম ইবনে সায়ফী (রা.) নামক একজন সাহাবী এ আয়াত শ্রবণ করেই মুসলমান হয়েছিলেন। ইমাম ইবনে-কাছীর হাফেজে হাদীস আবূ ইয়া'লার গ্রন্থ মা'রেফাতুসসাহাবা থেকে সনদসহ এ ঘটনা বর্ণনা করেন যে, আকসাম ইবনে সায়ফী স্বীয় গোত্রের সর্দার ছিলেন। রাসূলুল্লাহ ﷺ- এর নবুয়ত দাবি ও ইসলাম প্রচারের সংবাদ পেয়ে তিনি রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর কাছে আগমন করার ইচ্ছা করলেন। কিন্তু গোত্রের লোকেরা বলল

https://e-ilm.weebly.com/

আপনি সবার প্রধান। আপনার নিজের যাওয়া সমীচীন নয়। আকসাম বললেন, তবে গোত্র থেকে দুজন লোক মনোনীত কর। তারা সেখানে যাবে এবং অবস্থা পর্যবেক্ষণ করে আমাকে জানাবে। মনোনীত দু'ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর কাছে উপস্থিত হয়ে আরজ করল, আমরা আকসাম ইবনে সায়ফীর পক্ষ থেকে দু'টি বিষয় জানতে এসেছি। আকসামের প্রশ্ন দু'টি এই مَنْ اَنْتَ وَمَا اَنْتَ আপনি কে এবং কি?

রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন, প্রথম প্রশ্নের উত্তর এই যে, আমি আব্দুল্লাহর পুত্র মুহাম্মদ। দ্বিতীয় প্রশ্নের উত্তর এই যে, আমি আল্লাহর দাস ও তাঁর রাসূল। এরপর তিনি সূরা নাহলের এ আয়াতটি তেলাওয়াত করলেন اِنَّ اللّٰهَ يَاْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْاِحْسَانِ উভয় দূত অনুরোধ করল এ বাক্যগুলো আমাদেরকে আবার শোনানো হোক। রাসূলুল্লাহ ﷺ আয়াতটি একাধিকবার তেলাওয়াত করলেন। ফলে শেষ পর্যন্ত আয়াতটি তাদের মুখস্থ হয়ে গেল।

দূতদ্বয় আকসাম ইবনে সায়ফীর কাছে ফিরে এসে উল্লিখিত আয়াত শুনিয়ে দিল। আয়াতটি শুনেই আকসাম বলল, এতে বুঝা যায় যে, তিনি উত্তম চরিত্রের আদেশ দেন এবং মন্দ ও অপকৃষ্ট চরিত্র অবলম্বন করতে নিষেধ করেন। তোমরা সবাই তাঁর ধর্মের দীক্ষা নাও, যাতে তোমরা অন্যদের অগ্রে থাক এবং পিছনে অনুসারী হয়ে না থাক। -(ইবনে-কাছীর)

এমনিভাবে হযরত ওসমান ইবনে মাযউন (রা.) বলেন, শুরুতে আমি লোকমুখে শুনে ঝোঁকের মাথায় ইসলাম গ্রহণ করেছিলাম, আমার অন্তরে ইসলাম বদ্ধমূল ছিল না। একদিন আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর খেদমতে উপস্থিত ছিলাম, হঠাৎ তাঁর উপর ওহী অবতরণের লক্ষণ প্রকাশ পেল। কতিপয় বিচিত্র অবস্থার পর তিনি বললেন, আল্লাহর দূত এসেছিল এবং এ আয়াত আমার প্রতি নাজিল হয়েছে। হযরত ওসমান ইবনে মাযউন (র.) বলেন, এ ঘটনা দেখে এবং আয়াত শুনে আমার অন্তরে ঈমান বদ্ধমূল ও অটল হয়ে গেল এবং রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর মহব্বত আমার মনে আসন পেত বসল। ইবনে কাছীর এ ঘটনার বর্ণনা করে এর সনদকে হাসান ও নির্ভুল বলেছেন।

রাসূলুল্লাহ ﷺ এ আয়াত ওলীদ ইবনে মুগীরার সামনে তেলাওয়াত করলে সে-ও প্রভাবান্বিত হয় এবং কুরায়শদের সামনে ভাষণ দেয় যে- وَاللّٰهِ اِنَّ لَهُ لَحَلَاوَةً وَاِنَّ عَلَيْهِ لَطَلَاوَةً وَاِنَّ اَصْلَهُ لَمُوْرِقٌ وَاَعْلَاهُ لَمُثْمِرٌ وَمَا هُوَ بِقَوْلِ بَشَرٍ আল্লাহর কসম, এতে একটি বিশেষ মাধুর্য রয়েছে। এর মধ্যে একটি বিশেষ রওনক ও ঔজ্জ্বল্য রয়েছে। এর মূল থেকে শাখা ও পাতা গজাবে এবং শাখা ফলন্ত হবে। এটা কখনো কোনো মানুষের বাক্য হতে পারে না।

তিনটি বিষয়ের আদেশ ও তিনটি বিষয়ের নিষেধাজ্ঞা : আলোচ্য আয়াতে আল্লাহ তা'আলা তিনটি বিষয়ের আদেশ দিয়েছেন : সুবিচার, অনুগ্রহ ও আত্মীয়দের প্রতি অনুগ্রহ। পক্ষান্তরে তিন প্রকার কাজ করতে নিষেধ করেছেন : অশ্লীলতা, যাবতীয় মন্দ কাজ এবং জুলুম ও উৎপীড়ন। আয়াতে ব্যবহৃত ছয়টি শব্দের পারিভাষিক অর্থ ও সংজ্ঞার ব্যাখ্যা নিম্নরূপ :

عَدْلٌ শব্দের আসল ও আভিধানিক অর্থ সমান করা। এর সাথে সমৃদ্ধ রেখেই বিচারকদের জনগণের বিরোধ সংক্রান্ত মোকদ্দমায় সুবিচারমূলক ফয়সালা করাকে عَدْلٌ বলা হয়। اَنْ تَحْكُمُوْا بِالْعَدْلِ আয়াতে এ অর্থই বিধৃত হয়েছে। এ অর্থের দিক দিয়েই স্বল্পতা ও বাহুল্যের মাঝামাঝি সমতাকেও عَدْلٌ বলা হয়। কোনো কোনো তাফসীরবিদ এ অর্থের সাথে সম্বন্ধ রেখেই আলোচ্য আয়াতে বাইরে ও ভিতরে সমান হওয়া দ্বারা عَدْلٌ শব্দের তাফসীর করেছেন। অর্থাৎ, عَدْلٌ এমন উক্তি অথবা কর্ম, যা মানুষের বাহ্যিক অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ থেকে প্রকাশ পায় এবং অন্তরেও তদ্রূপ বিশ্বাস থাকে। বাস্তব সত্য এই যে, এখানে عَدْلٌ শব্দটি ব্যাপক অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে এবং এতে উপরিউক্ত সব অর্থই অন্তর্ভুক্ত রয়েছে। তাফসীরবিদদের কাছ থেকে বর্ণিত এসব অর্থের মধ্যে কোনো পরস্পর বিরোধিতা নেই।

ইবনে আরবী বলেন : 'আদল' শব্দের প্রকৃত অর্থ সমান করা। এরপর বিভিন্ন সম্পর্কের কারণে এর অর্থ বিভিন্ন হয়ে যায়। উদাহরণত : প্রথম আদল হচ্ছে মানুষ ও আল্লাহর মধ্যে আদল করা। এর অর্থ এই যে, আল্লাহ তা'আলার হককে নিজের ভোগবিলাসের উপর এবং তাঁর সন্তুষ্টিকে নিজের কামনা-বাসনার উপর অগ্রাধিকার দেওয়া, আল্লাহর বিধানাবলি পালন করা এবং নিষিদ্ধ ও হারাম বিষয়াদি থেকে বেঁচে থাকা।

https://e-ilm.weebly.com/

দ্বিতীয় আদল হচ্ছে মানুষের নিজের সাথে আদল করা। তা এই যে, দৈহিক ও আত্মিক ধ্বংসের কারণাদি থেকে নিজেকে বাঁচানো, নিজের এমন কামনা পূর্ণ না করা যা পরিণামে ক্ষতিকর হয় এবং সবর ও অল্পেতুষ্টি অবলম্বন করা, নিজের উপর অহেতুক বেশি বোঝা না চাপানো।

তৃতীয় আদল হচ্ছে নিজের এবং সমগ্র সৃষ্টজীবের সাথে শুভেচ্ছা ও সহানুভূতিমূলক ব্যবহার করা, ছোটবড় ব্যাপারে বিশ্বাসঘাতকতা না করা, সবার জন্য নিজের মনের কাছে সুবিচার দাবি করা এবং কোনো মানুষকে কথা অথবা কার্য দ্বারা প্রকাশ্যে অথবা গোপনে কোনোরূপ কষ্ট না দেওয়া।

এমনিভাবে বিচারে রায় দেওয়ার সময় পক্ষপাতিত্ব না করে সত্যের অনুকূলে রায় দেওয়াও এক প্রকার আদল এবং প্রত্যেক কাজে স্বল্পতাও বাহুল্যের পথ বর্জন করে মধ্যবর্তিতা অবলম্বন করাও আদল। আবূ আব্দুল্লাহ রাযী এ অর্থ গ্রহণ করেই বলেছেন যে, আদল শব্দের মধ্যে বিশ্বাসের সমতা, কার্যের সমতা, চরিত্রের সমতা সবই অন্তর্ভুক্ত রয়েছে। -(বাহরে মুহীত)

ইমাম কুরতুবী আদলের অর্থ প্রসঙ্গে উপরিউক্ত বিবরণ উল্লেখ করে বলেছেন যে, এ বিবরণ খুবই চমৎকার। এ থেকে আরো জানা গেল যে, আয়াতের আদল শব্দটিই যাবতীয় উত্তম কর্ম ও চরিত্র অনুসরণ এবং মন্দ কর্ম ও চরিত্র থেকে বেঁচে থাকার অর্থে পরিব্যাপ্ত।

اَلْاِحْسَانْ : এর আসল আভিধানিক অর্থ সুন্দর করা। তা দু'প্রকার। ১. কর্ম, চরিত্রও অভ্যাসকে সুন্দর ও ভালো করা। ২. কোনো ব্যক্তির সাথে ভালো ব্যবহার ও উত্তম আচরণ করা। দ্বিতীয় অর্থের জন্য আরবি ভাষায় اِحْسَانْ শব্দের সাথে فِىْ অব্যয় ব্যবহৃত হয়। যেমন, এক আয়াতে وَاَحْسِنْ كَمَآ اَحْسَنَ اللّٰهُ اِلَيْكَ বলা হয়েছে।

ইমাম কুরতুবী (র.) বলেন : আলোচ্য আয়াতে এ শব্দটি ব্যাপক অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। তাই উপরিউক্ত উভয় প্রকার অর্থই এতে শামিল রয়েছে। প্রথম প্রকার এহসান অর্থাৎ, কোনো কাজকে সুন্দর করা- এটাও ব্যাপক : অর্থাৎ, ইবাদত, কর্ম, চরিত্র, পারস্পরিক লেনদেন ইত্যাদি সুন্দর করা।

প্রসিদ্ধ 'হাদীসে জিবরাঈলে' স্বয়ং রাসূলুল্লাহ ﷺ ইহসানের যে অর্থ বর্ণনা করেছেন, তা হচ্ছে ইবাদতের ইহসান। এর সারমর্ম এই যে, আল্লাহর ইবাদত এভাবে করা দরকার, যেন তুমি তাঁকে দেখতে পাচ্ছ। যদি আল্লাহর উপস্থিতির এমন স্তর অর্জন করতে না পার, তবে এতটুকু বিশ্বাস তো প্রত্যেক ইবাদতকারীরই থাকা উচিত যে, আল্লাহ তা'আলা তার কাজ দেখছেন। কেননা আল্লাহর জ্ঞান ও দৃষ্টির বাইরে কোনো কিছু থাকতে পারে না। এটা ইসলামি বিশ্বাসের একটি গুরুত্বপূর্ণ অঙ্গ।

মোটকথা, আলোচ্য আয়াতে দ্বিতীয় নির্দেশ ইহসান সম্পর্কে বর্ণিত হয়েছে। হাদীসের ব্যাখ্যা অনুযায়ী এতে ইবাদতের ইহসান এবং যাবতীয় কর্ম, চরিত্র ও অভ্যাসের ইহসান অর্থাৎ এগুলোকে প্রার্থিত উপায়ে বিশুদ্ধ ও সর্বাঙ্গ সুন্দর করা বুঝানো হয়েছে। এছাড়া মুসলমান কাফের মানুষ ও জীব-জন্তু নির্বিশেষে সকলের সাথে উত্তম ব্যবহার করার বিষয়টিও এ আদেশের অন্তর্ভুক্ত।

ইমাম কুরতুবী (র.) বলেন, যার ঘরে তার বিড়াল খাবার ও অন্যান্য দরকারি বস্তু না পায় এবং যার পিঁজরায় আবদ্ধ পাখীর পুরোপুরি দেখাশোনা করা না হয়, সে যত ইবাদতই করুক, ইহসানকারী বলে গণ্য হবে না।

আয়াতে প্রথমে আদল ও পরে ইহসানের আদেশ প্রদান করা হয়েছে। কোনো কোনো তাফসীরবিদ বলেন, আদল হচ্ছে অন্যের অধিকার পুরোপুরি দেওয়া এবং নিজের অধিকার পুরোপুরি নেওয়া- কমও নয়, বেশিও নয়। তোমাকে কেউ কষ্ট দিলে তুমি তাকে ততটুকুই কষ্ট দাও, যতটুকু সে দিয়েছে। পক্ষান্তরে ইহসান হচ্ছে অপরকে তার প্রাপ্য অধিকারের চাইতে বেশি দেওয়া এবং নিজের অধিকার নেওয়ার ব্যাপারে কড়াকড়ি না করা এবং কিছু কম হলেও গ্রহণ করে নেওয়া। এমনিভাবে কেউ তোমাকে হাত কিংবা মুখে কষ্ট দিলে তুমি তার কাছ থেকে সমান প্রতিশোধ নেওয়ার পরিবর্তে ক্ষমা করে দাও। বরং সৎকাজের মাধ্যমে মন্দকাজের প্রতিদান দাও। এমনিভাবে আদলের আদেশ হলো ফরজ ও ওয়াজিবের স্তরে এবং ইহসানের আদেশ হলো কর্মের স্তরে।

https://e-ilm.weebly.com/

وَإِيتَاءِ ذِي الْقُرْبَى এ হচ্ছে তৃতীয় আদেশ। إِيتَاءُ শব্দের অর্থ কোনো কিছু দেওয়া এবং قُرْبَى শব্দের অর্থ আত্মীয়তা। ذِي الْقُرْبَى শব্দের অর্থ আত্মীয়-স্বজন। অতএব وَإِيتَاءِ ذِي الْقُرْبَى -এর অর্থ হলো আত্মীয়-স্বজনকে কিছু দেওয়া। কি বস্তু দেওয়া এখানে তা উল্লেখ করা হয়নি। কিন্তু অন্য এক আয়াতে তা উল্লেখ করে বলা হয়েছে। وَاٰتِ ذَاالْقُرْبٰى حَقَّهٗ অর্থাৎ, আত্মীয়কে তার প্রাপ্য দান কর। বাহ্যত : আলোচ্য আয়াতেও তাই বুঝানো হয়েছে; অর্থাৎ, আত্মীয়কে তার প্রাপ্য দিতে হবে। অর্থ দিয়ে আর্থিক সেবা করা, দৈহিক সেবা করা, অসুস্থ হলে দেখাশোনা করা, মৌখিক সান্ত্বনা ও সহানুভূতি প্রকাশ করা ইত্যাদি সবই উপরিউক্ত প্রাপ্যের অন্তর্ভুক্ত। ইহসান শব্দের মধ্যে আত্মীয়ের প্রাপ্য দেওয়ার কথাও অন্তর্ভুক্ত ছিল; কিন্তু অধিক গুরুত্ব বুঝাবার জন্য একে পৃথকভাবে উল্লেখ করা হয়েছে।

এ তিনটি ছিল ইতিবাচক নির্দেশ। অতঃপর তিনটি নিষেধাজ্ঞা তথা নীতিবাচক নির্দেশ বর্ণিত হচ্ছে।

وَيَنْهٰى عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْىِ : অর্থাৎ, আল্লাহ অশ্লীলতা, অসৎকর্ম ও সীমালঙ্ঘন করতে নিষেধ করেছেন। প্রকাশ্য মন্দকর্ম অথবা কথাকে অশ্লীলতা বলা হয়, যাকে প্রত্যেকেই মন্দ মনে করে। 'মুনকার' তথা অসৎকর্ম এমন কথা অথবা কাজকে বলা হয় যা হারাম ও অবৈধ হওয়ার ব্যাপারে শরিয়তবিদগণ একমত। তাই মতবিরোধের কারণে কোনো পক্ষকে 'মুনকার' বলা যায় না। প্রকাশ্য, অপ্রকাশ্য, কর্মগত ও চরিত্রগত যাবতীয় গোনাহই মুনকারের অন্তর্ভুক্ত। بَغْى শব্দের আসল অর্থ সীমালঙ্ঘন করা। এখানে জুলুম ও উৎপীড়ন বুঝানো হয়েছে। মুনকার শব্দের যে অর্থ বর্ণিত হয়েছে, তাতে فَحْشَاءُ ও بَغْى ও অন্তর্ভুক্ত। কিন্তু চূড়ান্ত মন্দ হওয়ার কারণে فَحْشَاء কে পৃথক এবং অগ্রে উল্লেখ করা হয়েছে بَغْى -কে পৃথকভাবে উল্লেখ করার কারণ এই যে, এর প্রভাব অপারাপর লোক পর্যন্ত সংক্রমিত হয়। মাঝে মাঝে এই সীমালঙ্ঘন পারস্পরিক যুদ্ধ পর্যন্ত অথবা আরো অধিক সারা বিশ্বেও অশান্তি সৃষ্টির পর্যায়ে পৌঁছে যায়।

রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন, জুলুম ব্যতীত এমন কোনো গোনাহ নেই, যার বিনিময় ও শাস্তি দ্রুত দেওয়া হবে। এতে বুঝা যায় যে, জুলুমের কারণে পরকালীন কঠোর শাস্তি তো হবেই; এর পূর্বে দুনিয়াতেও আল্লাহ তা'আলা জালেমকে শাস্তি দেন; যদিও সে বুঝতে পারে না যে, এটা অমুক জুলুমের শাস্তি। আল্লাহ তা'আলা মজলুমের সাহায্য করারও অঙ্গীকার করেছেন।

আলোচ্য আয়াত যে ছয়টি ইতিবাচক ও নীতিবাচক নির্দেশ দান করেছে, চিন্তা করলে দেখা যায় যে, এগুলো মানুষের ব্যক্তিগত ও সমষ্টিগত জীবনের সাফল্যের আমোঘ প্রতিকার।

অঙ্গীকার ভঙ্গ করা হারাম : যেসব লেনদেন ও চুক্তি কথার মাধ্যমে জরুরি করে নেওয়া হয়, অর্থাৎ, দায়িত্ব নেওয়া হয়, কসম খাওয়া হোক বা না হোক, কাজ করার সাথে সম্পর্কযুক্ত হোক বা না করার সাথে সম্পর্কযুক্ত হোক, সবগুলোই عَهْد শব্দের অন্তর্ভুক্ত।

এই আয়াতগুলো প্রকৃতপক্ষে পূর্ববর্তী আয়াতসমূহেরই ব্যাখ্যা ও পূর্ণতা প্রদান। পূর্ববর্তী আয়াতসমূহে ন্যায়বিচার ও ইহসানের আদেশ দেওয়া হয়েছিল। عَدْل শব্দের মর্মার্থের মধ্যে প্রতিজ্ঞা পূরণও অন্তর্ভুক্ত। -(কুরতুবী)

কারো সাথে অঙ্গীকার করার পর অঙ্গীকার ভঙ্গ করা অতি বড় গোনাহ। কিন্তু এ ভঙ্গ করার কারণে কোনো নির্দিষ্ট কাফফারা দিতে হয় না; বরং পরকালে শাস্তি ভোগ করতে হবে। রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন, কিয়ামতের দিন অঙ্গীকার ভঙ্গকারীর পিঠে একটি পতাকা লাগিয়ে দেওয়া হবে, যা হাশরের মাঠে তার অপমানের কারণ হবে।

এমনিভাবে যে কাজের কসম খাওয়া হয়, তার বিপরীত করাও কবীরা গোনাহ। তাতে তো পরকালে বিরাট শাস্তি হবেই দুনিয়াতেও কোনো কোনো অবস্থায় কাফফারা জরুরি হবে। -(কুরতুবী)

اَنْ تَكُوْنَ اُمَّةٌ هِىَ اَرْبٰى مِنْ اُمَّةٍ -এ আয়াতে মুসলমানদেরকে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে যে, কোনো দলের সাথে তোমাদের চুক্তি হয়ে গেলে পার্থিব স্বার্থ ও উপকারের জন্য সে চুক্তি ভঙ্গ করো না। উদাহরণত : তোমরা অনুভব

https://e-ilm.weebly.com/

https://e-ilm.weebly.com/

৯৪. আর তোমরা তোমাদের কসমগুলোকে নিজেদের মধ্যে বিবাদ সৃষ্টির উপকরণ বানিও না, হয়তো তা দেখে অন্য কারো পদস্খলিত হয়ে যেতে পারে তা সুদৃঢ় হওয়ার পর এবং এ কারণে তোমাদেরকে কষ্ট ভোগ করতে হবে যে, তোমরা আল্লাহর পথ হতে বাধা প্রদানকারী হলে, এবং তোমাদের কঠোর আজাব হবে।	وَلَا تَتَّخِذُوْٓا اَيْمَانَكُمْ دَخَلًا بَيْنَكُمْ فَتَزِلَّ قَدَمٌۢ بَعْدَ ثُبُوْتِهَا وَتَذُوْقُوا السُّوْٓءَ بِمَا صَدَدْتُّمْ عَنْ سَبِيْلِ اللّٰهِ ۚ وَلَكُمْ عَذَابٌ عَظِيْمٌ (٩٤)
৯৫. আর তোমরা আল্লাহর অঙ্গীকারের বিনিময়ে নগণ্য মূল্য গ্রহণ করো না; বস্তুত আল্লাহর নিকট যে জিনিস আছে তা তোমাদের জন্য বহু গুণে উত্তম, যদি তোমরা বুঝতে চাও।	وَلَا تَشْتَرُوْا بِعَهْدِ اللّٰهِ ثَمَنًا قَلِيْلًا ۚ اِنَّمَا عِنْدَ اللّٰهِ هُوَ خَيْرٌ لَّكُمْ اِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُوْنَ (٩٥)
৯৬. আর যা কিছু তোমাদের নিকট আছে তা নিঃশেষ হয়ে যাবে, আর যা আল্লাহর নিকট আছে তা চিরন্তন থাকবে; আর যারা অটল থাকবে, আমি অবশ্যই তাদেরকে তাদের পুরস্কার প্রদান করব তাদের ভালো কাজের বিনিময়ে।	مَا عِنْدَكُمْ يَنْفَدُ وَمَا عِنْدَ اللّٰهِ بَاقٍ ۚ وَلَنَجْزِيَنَّ الَّذِيْنَ صَبَرُوْٓا اَجْرَهُمْ بِاَحْسَنِ مَا كَانُوْا يَعْمَلُوْنَ (٩٦)
৯৭. যে ব্যক্তি নেক কাজ করবে, সে পুরুষই হোক অথবা নারীই হোক, যদি সে ঈমানদার হয়, তবে আমি তাকে এক শান্তিময় জীবন দান করব এবং তাদের ভালো কাজের বিনিময়ে তাদেরকে পুরস্কার প্রদান করব।	مَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِّنْ ذَكَرٍ اَوْ اُنْثٰى وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَنُحْيِيَنَّهٗ حَيٰوةً طَيِّبَةً ۚ وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ اَجْرَهُمْ بِاَحْسَنِ مَا كَانُوْا يَعْمَلُوْنَ (٩٧)

শাব্দিক অনুবাদ :

৯৪. وَلَا تَتَّخِذُوْٓا اَيْمَانَكُمْ আর তোমরা তোমাদের কসমগুলোকে বানিওনা دَخَلًا بَيْنَكُمْ নিজেদের মধ্যে বিবাদ সৃষ্টির উপকরণ فَتَزِلَّ قَدَمٌ হয়তো (তো দেখে) অন্য কারো পদস্খলিত হয়ে যেতে পারে بَعْدَ ثُبُوْتِهَا তা সুদৃঢ় হওয়ার পর وَتَذُوْقُوا السُّوْٓءَ এবং তোমাদেরকে কষ্ট ভোগ করতে হবে بِمَا صَدَدْتُّمْ عَنْ سَبِيْلِ اللّٰهِ এ কারণে যে, তোমরা আল্লাহর পথ হতে বাধা দানকারী হলে وَلَكُمْ عَذَابٌ عَظِيْمٌ এবং তোমাদের কঠোর আজাব হবে।

৯৫. وَلَا تَشْتَرُوْا আর তোমরা গ্রহণ করো না بِعَهْدِ اللّٰهِ আল্লাহর অঙ্গীকারের বিনিময়ে ثَمَنًا قَلِيْلًا নগণ্য মূল্য اِنَّمَا عِنْدَ اللّٰهِ বস্তুত আল্লাহর নিকট যে জিনিস আছে هُوَ خَيْرٌ لَّكُمْ তা তোমাদের জন্য বহুগুণে উত্তম اِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُوْنَ যদি তোমরা বুঝতে চাও।

৯৬. مَا عِنْدَكُمْ আর যা কিছু তোমাদের নিকট আছে يَنْفَدُ তা নিঃশেষ হয়ে যাবে وَمَا عِنْدَ اللّٰهِ, আর আল্লাহর নিকট যা আছে بَاقٍ তা চিরন্তন থাকবে وَلَنَجْزِيَنَّ আর আমি অবশ্যই তাদেরকে প্রদান করব। الَّذِيْنَ صَبَرُوْا যারা অটল থাকবে اَجْرَهُمْ তাদের পুরস্কারের بِاَحْسَنِ مَا كَانُوْا يَعْمَلُوْنَ তাদের ভালো কাজের বিনিময়ে।

৯৭. مَنْ عَمِلَ صَالِحًا যে ব্যক্তি নেক কাজ করবে مِّنْ ذَكَرٍ اَوْ اُنْثٰى সে পুরুষই হোক অথবা নারী وَهُوَ مُؤْمِنٌ যদি সে ঈমানদার হয় فَلَنُحْيِيَنَّهٗ حَيٰوةً طَيِّبَةً তবে আমি তাকে এক শান্তিময় জীবন দান করব। وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ اَجْرَهُمْ এবং তাদেরকে পুরস্কার প্রদান করব بِاَحْسَنِ مَا كَانُوْا يَعْمَلُوْنَ তাদের ভালো কাজের বিনিময়ে।

https://e-ilm.weebly.com/

৯৮. অনন্তর যখন আপনি কুরআন পাঠ করতে চান, তখন বিতাড়িত শয়তান [-এর ক্ষতি সাধন] হতে আল্লাহর আশ্রয় প্রার্থনা করে নিবেন।	فَاِذَا قَرَاْتَ الْقُرْاٰنَ فَاسْتَعِذْ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطٰنِ الرَّجِيْمِ (٩٨)
৯৯. নিশ্চয় তার ক্ষমতা এরূপ লোকদের উপর চলে না যারা ঈমান এনেছে এবং তাদের প্রতিপালকের উপর [অন্তরের সাথে] ভরসা করে থাকে।	اِنَّهٗ لَيْسَ لَهٗ سُلْطٰنٌ عَلَى الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَعَلٰى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُوْنَ (٩٩)
১০০. অবশ্য তার ক্ষমতা কেবল তাদের উপরই চলে যারা তার সাথে সংস্রব রাখে, আর কেবল তাদের উপর যারা আল্লাহর সাথে শিরক করে।	اِنَّمَا سُلْطٰنُهٗ عَلَى الَّذِيْنَ يَتَوَلَّوْنَهٗ وَالَّذِيْنَ هُمْ بِهٖ مُشْرِكُوْنَ (١٠٠)
১০১. আর যখন আমি কোনো এক আয়াতকে অন্য আয়াতের স্থলে পরিবর্তন করি- অথচ আল্লাহ যে হুকুম পাঠান, তা [যথাযোগ্য হওয়া] তিনিই উত্তমরূপে অবগত আছেন- তখন এরা বলে যে, আপনি মিথ্যা রচনাকারী; বরং তাদের অধিকাংশ লোকই জাহেল।	وَاِذَا بَدَّلْنَاۤ اٰيَةً مَّكَانَ اٰيَةٍ ۙ وَّاللّٰهُ اَعْلَمُ بِمَا يُنَزِّلُ قَالُوْۤا اِنَّمَاۤ اَنْتَ مُفْتَرٍ ؕ بَلْ اَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُوْنَ (١٠١)
১০২. আপনি বলে দিন যে, তা রূহুল কুদুস [জিবরাঈল] আপনার প্রতিপালকের পক্ষ হতে যথাযথভাবেই আনয়ন করেছেন যেন, ঈমানদারদেরকে দৃঢ়পদ রাখে এবং মুসলমানদের জন্য হেদায়েত ও সুসংবাদ হয়।	قُلْ نَزَّلَهٗ رُوْحُ الْقُدُسِ مِنْ رَّبِّكَ بِالْحَقِّ لِيُثَبِّتَ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَهُدًى وَّبُشْرٰى لِلْمُسْلِمِيْنَ (١٠٢)

শাব্দিক অনুবাদ :

৯৮. فَاِذَا قَرَاْتَ الْقُرْاٰنَ অনন্তর যখন আপনি কুরআন পাঠ করতে চান فَاسْتَعِذْ بِاللّٰهِ তখন আল্লাহর আশ্রয় প্রার্থনা করে নিবেন مِنَ الشَّيْطٰنِ الرَّجِيْمِ বিতাড়িত শয়তান হতে।

৯৯. اِنَّهٗ لَيْسَ لَهٗ سُلْطٰنٌ নিশ্চয় তার ক্ষমতা এরূপ লোকদের উপর চলে না عَلَى الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا যারা ঈমান এনেছে وَعَلٰى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُوْنَ এবং নিজ রবের উপর (অন্তরের সাথে) ভরসা করে থাকে।

১০০. اِنَّمَا سُلْطٰنُهٗ অবশ্যই তার ক্ষমতা কেবল عَلَى الَّذِيْنَ তাদের উপরই চলে يَتَوَلَّوْنَهٗ যারা তার সাথে সংস্রব রাখে وَالَّذِيْنَ هُمْ بِهٖ مُشْرِكُوْنَ আর কেবল তাদের উপর যারা আল্লাহর সাথে শিরক করে।

১০১. وَاِذَا بَدَّلْنَا আর যখন আমি পরিবর্তন করি اٰيَةً مَّكَانَ اٰيَةٍ কোনো এক আয়াতকে অন্য আয়াতের স্থলে وَاللّٰهُ اَعْلَمُ অথচ আল্লাহ তিনি উত্তমরূপে অবগত আছেন بِمَا يُنَزِّلُ যে হুকুম পাঠান তা قَالُوْۤا তখন এরা বলে اِنَّمَاۤ اَنْتَ مُفْتَرٍ আপনি মিথ্যা রচনাকারী بَلْ اَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُوْنَ বরং তাদের অধিকাংশ লোকই জাহেল।

১০২. قُلْ আপনি বলে দিন نَزَّلَهٗ رُوْحُ الْقُدُسِ এটা রূহুল কুদুস (জিবরাঈল) আনয়ন করেছেন مِنْ رَّبِّكَ আপনার প্রতিপালকের পক্ষ হতে بِالْحَقِّ যথাযথভাবেই لِيُثَبِّتَ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا যেন ঈমানদারদেরকে দৃঢ়পদ রাখেন وَهُدًى وَّبُشْرٰى لِلْمُسْلِمِيْنَ এবং মুসলমানদের জন্য হেদায়েত ও সুসংবাদ হয়।

https://e-ilm.weebly.com/

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

وَلَا تَشْتَرُوا بِعَهْدِ اللّٰهِ ثَمَنًا قَلِيلًا إِنَّمَا عِنْدَ اللّٰهِ هُوَ خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ (٩٥) مَا عِنْدَكُمْ
يَنْفَدُ وَمَا عِنْدَ اللّٰهِ بَاقٍ وَلَنَجْزِيَنَّ الَّذِينَ صَبَرُوا أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ (٩٦)

শানে নুযূল : মক্কার কুরাইশরা দরিদ্র মুসলমানদেরকে টাকা কড়ির প্রলোভন দেখিয়ে বলেছিল যে, তোমরা যদি আবারও আমাদের নিকট ফিরে আস, তাহলে আমরা তোমাদেরকে সম্পদশালী বানিয়ে দিব। আল্লাহ তা'আলা ঈমান দৌলতকে জাগতিক নগণ্য ধন-সম্পদের বিনিময়ে বিক্রি করতে নিষেধ করে আলোচ্য আয়াত নাজিল করেন।

ইবনে আতিয়্যা বলেন, যে কাজ যার দায়িত্বে নির্ধারিত সেটাই তার জন্য আল্লাহর অঙ্গীকার। এরূপ কাজ সম্পন্ন করার জন্য কারো কাছ থেকে বিনিময় গ্রহণ করা এবং বিনিময় গ্রহণ ছাড়া কাজ না করাকেই আল্লাহর অঙ্গীকার ভঙ্গ করা বলা হয়। অনুরূপভাবে যে কাজ না করা ওয়াজিব বিনিময় গ্রহণ করে তা করার অর্থই হলো আল্লাহর অঙ্গীকার ভঙ্গ করা। আলোচ্য আয়াত দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, বর্তমান প্রচলিত ঘুষ বা উৎকোচ জাতীয় সব কিছুই হারাম। বেতনভুক্ত সরকারি বা বেসরকারি কর্মচারি তাদের জন্য নির্ধারিত কাজ পালন করা আল্লাহর অঙ্গীকার। সে কাজ উৎকোচ বা বিনিময় ছাড়া করে দিতে গড়িমসি বা অবহেলা যা-ই করে, তাহলে তাও আল্লাহর অঙ্গীকার ভঙ্গ করার শামিল

উৎকোচের সংজ্ঞা : যে কাজ করা কারো দায়িত্বে ওয়াজিব হয়, তা করার জন্য বিনিময় গ্রহণ করা অথবা যে কাজ না করা কারো দায়িত্বে ওয়াজিব হয়, তা করার জন্য বিনিময় গ্রহণ করাকে উৎকোচ বলা হয়। −(বাহরে মুহীত : ৫৩৩)

وَإِذَا بَدَّلْنَا آيَةً مَكَانَ آيَةٍ وَاللّٰهُ أَعْلَمُ بِمَا يُنَزِّلُ قَالُوا إِنَّمَا أَنْتَ مُفْتَرٍ بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ.

শানে নুযূল : কোনো রহস্যমূলক কারণে যখন কুরআন শরীফের কোনো আয়াত রহিত হয়ে অন্য কোনো আয়াত নাজিল হতো, তখন কাফের সম্প্রদায় বলত যে, মুহাম্মদ বিদ্রূপ করছে, আজ যে কাজ করার আদেশ করেন কাল তা করতে নিষেধ করেন। তিনি যা চান নিজ থেকে রচনা করে তা শোনিয়ে দিচ্ছেন, তাদের এহেন বিদ্রূপাত্মক উক্তির জবাবে আল্লাহ তা'আলা আলোচ্য আয়াত নাজিল করেন।

وَلَا تَتَّخِذُوا أَيْمَانَكُمْ دَخَلًا : এ আয়াতে আরো একটি বিরাট শাস্তি ও গোনাহ থেকে আত্মরক্ষার নির্দেশ রয়েছে। তা এই যে, যদি কেউ কসম খাওয়ার সময়ই কসমের খেলাফ করার ইচ্ছা পোষণ করে। এবং শুধু অন্যকে ধোঁকা দেওয়ার জন্য কসম খায়, তবে এটা সাধারণ কসম ভঙ্গ করার চাইতেও অধিক বিপজ্জনক গোনাহ। এর পরিণতিতে ঈমান থেকে বঞ্চিত হওয়ার আশঙ্কা রয়েছে فَتَزِلَّ قَدَمٌ بَعْدَ ثُبُوتِهَا বাক্যের উদ্দেশ্য তাই।

وَلَا تَشْتَرُوا بِعَهْدِ اللّٰهِ ثَمَنًا قَلِيلًا : অর্থাৎ, আল্লাহর অঙ্গীকার সামান্য মূল্যের বিনিময়ে ভঙ্গ কারো না। এখানে 'সামান্য মূল্য' বলে দুনিয়ার মুনাফাকে বুঝানো হয়েছে। এগুলো পরিমাণে যত বেশিই হোক না কেন, পরকালের মুনাফার তুলনায় দুনিয়া ও দুনিয়ার সমস্ত ধন-সম্পদ সামান্যই বটে। যে ব্যক্তি পরকালের বিনিময়ে দুনিয়া গ্রহণ করে, সে অত্যন্ত লোকসানের কারবার করে। কারণ অনন্তকাল স্থায়ী উৎকৃষ্ট নিয়ামত ও ধন-সম্পদকে ক্ষণভঙ্গুর ও অপকৃষ্ট বস্তুর বিনিময়ে বিক্রি করা কোনো বুদ্ধিমান পছন্দ করতে পারে না।

ইবনে আতিয়্যা বলেন, যে কাজ সম্পন্ন করা কারো দায়িত্বে ওয়াজিব, সেটাই তার জন্য আল্লাহর অঙ্গীকার। এরূপ কাজ সম্পন্ন করার জন্য কারো কাছ থেকে বিনিময় গ্রহণ করা এবং বিনিময় না নিয়ে কাজ না করার অর্থই আল্লাহর অঙ্গীকার ভঙ্গ করা। এমনিভাবে যে কাজ না করা ওয়াজিব, কারো কাছ থেকে বিনিময় নিয়ে তা সম্পাদন করার অর্থও আল্লাহর অঙ্গীকার ভঙ্গ করা।

https://e-ilm.weebly.com/

এতে বুঝা গেল, প্রচলিত সব রকম উৎকোচই হারাম। উদাহরণত সরকারি কর্মচারি কোনো কাজের বেতন সরকার থেকে পায়, সে বেতনের বিনিময়ে অর্পিত দায়িত্ব পালন করার ব্যাপারে আল্লাহর কাছে অঙ্গীকারাবদ্ধ। যদি সে একাজ করার জন্য কারো কাছে বিনিময় চায় এবং বিনিময় ছাড়া কাজ করতে গড়িমসি করে, তবে সে আল্লাহর অঙ্গীকার ভঙ্গ করছে। এমনিভাবে কর্তৃপক্ষ তাকে যে কাজ করার ক্ষমতা দেয়নি, উৎকোচের বিনিময়ে তা করাও আল্লাহর অঙ্গীকার ভঙ্গ করার শামিল। –(বাহরে-মুহীত)

উৎকোচের সংজ্ঞা : ইবনে আতিয়্যার এ আলোচনায় উৎকোচের সংজ্ঞা এসে গেছে। তাফসীরে বাইরে-মুহীতের ভাষায় তা এই :

অর্থাৎ, যে কাজ করা তার দায়িত্বে ওয়াজিব, তা করার জন্য বিনিময় গ্রহণ করা অথবা যে কাজ না করা তার জন্য ওয়াজিব, তা করার জন্য বিনিময় গ্রহণ করাকে উৎকোচ বলে। –(বাহরে মুহীত, ৫৩৩ পৃ. ৫খণ্ড.)

مَا عِنْدَكُمْ يَنْفَدُ وَمَا عِنْدَ اللّٰهِ بَاقٍ অর্থাৎ, যা কিছু তোমাদের কাছে রয়েছে (এতে পার্থিব মুনাফা বুঝানো হয়েছে) তা সবই নিঃশেষ ও ধ্বংস হবে। পক্ষান্তরে আল্লাহর কাছে যা রয়েছে (এতে পরকালের ছওয়াব ও আজাব বুঝানো হয়েছে) তা চিরকাল অক্ষয় হয়ে থাকবে।

مَا عِنْدَكُمْ শব্দ বলতে সাধারণত ধন-সম্পদের দিকে মন যায়। শ্রদ্ধেয় ওস্তাদ মাওলানা সৈয়দ আসগর হুসাইন সাহেব মরহুম বলেন- مَا শব্দটি আভিধানিকভাবে ব্যাপক অর্থবহ। এখানে ব্যাপক অর্থ বুঝার ক্ষেত্রে কোনো শরিয়তসম্মত বাধা নেই। তাই এতে পার্থিব ধন-সম্পদ তো অন্তর্ভুক্ত আছেই, এছাড়া দুনিয়াতে মানুষ আনন্দ-বিষাদ, সুখ দুঃখ, সুস্থতা-অসুস্থতা, লাভ-লোকসান, বন্ধুত্ব-শত্রুতা ইত্যাদি যেসব অবস্থার সম্মুখীন হয়, সেগুলোও এতে শামিল রয়েছে। এগুলো সবই ধ্বংসশীল। তবে এসব অবস্থা ও ব্যাপারের যে প্রতিক্রিয়া রয়েছে এবং কিয়ামতের দিন যেগুলোর কারণে ছওয়াব ও আজাব হবে, সেগুলো সব অক্ষয় হয়ে থাকবে। অতএব, ধ্বংশীল অবস্থা ও কাজ-কারবারে মগ্ন হয়ে থাকা এবং জীবন ও জীবনের কর্মক্ষমতা এতেই নিয়েজিত করে চিবস্থায়ী আজাব ও ছওয়াবের প্রতি ঔদাসীন্য প্রদর্শন করা কোনো বুদ্ধিমানের কাজ নয়।

'হায়াতে তাইয়েবা' কি? সংখ্যা গরিষ্ঠ তাফসীরবিদগণের মতে এখানে 'হায়াতে তাইয়েবা' বলে দুনিয়ার পবিত্র ও আনন্দময় জীবন বুঝানো হয়েছে। কোনো কোনো তাফসীরবিদের মতে এর অর্থ পারলৌকিক জীবন। প্রথমোক্ত তাফসীর অনুযায়ীও এরূপ অর্থ নয় যে, সে কখনো অনাহার-উপবাস ও অসুখ-বিসুখের সম্মুখীন হবে না। বরং অর্থ এই যে, মুমিন ব্যক্তি কোনো সময় আর্থিক অভাব-অনটন কিংবা কষ্টে পতিত হলেও দু'টি বিষয় তাকে উদ্বিগ্ন হতে দেয় না। **এক.** অল্পে তুষ্টি এবং অনাড়ম্বয় জীবন যাপনের অভ্যাস, যা দারিদ্র্যের মাঝেও কেটে যায়। **দুই.** তার এ বিশ্বাস যে, এ অভাব-অনটন ও অসুস্থতার বিনিময়ে পরকালে সুমহান, চিরস্থায়ী নিয়ামত পাওয়া যাবে। কাফের ও পাপাচারীর অবস্থা এর বিপরীত। সে অভাব-অনটন ও অসুস্থতার সম্মুখীন হলে তার জন্য সান্ত্বনার কোনো ব্যবস্থা নেই। ফলে সে কাণ্ডজ্ঞান হারিয়ে ফেলে। প্রায়শ : আত্মহত্যা করে। পক্ষান্তরে সে যদি সচ্ছল জীবনের অধিকারী হয়, তবে লোভের অতিশয্য তাকে শান্তিতে থাকতে দেয় না। সে কোটিপতি হয়ে গেলে অর্ধপতি হওয়ার চিন্তায় জীবনকে বিড়ম্বনাময় করে তোলে।

পূর্বাপর সম্পর্ক : পূর্ববর্তী আয়াতসমূহে প্রথমে অঙ্গীকার পূর্ণ করার প্রতি এবং সৎকর্ম সম্পাদনের প্রতি গুরুত্ব আরোপ ও উৎসাহিত করা হয়েছে। শয়তানের প্ররোচনায় মানুষ এসব বিধি-বিধানে শৈথিল্য প্রদর্শন করে। তাই ৯৮তম আয়াত থেকে বিতাড়িত শয়তান থেকে আল্লাহর কাছে পানাহ প্রার্থনা শিক্ষা দেওয়া হয়েছে। প্রতিটি সৎকর্মের বেলায় এর প্রয়োজন রয়েছে। কিন্তু আলোচ্য আয়াতে বিশেষভাবে কুরআন পাঠের সাথে এর উল্লেখ রয়েছে। এ বিশেষত্বের কারণ এটাও হতে পারে যে, কুরআন তেলাওয়াত এমন একটি কাজ, যা দ্বারা শয়তান পলায়ন করে।

https://e-ilm.weebly.com/

যারা কুরআন পাঠ করে, তাদের কাছ থেকে দৈত্যদানব লেজ গুটিয়ে পালায়। এছাড়া কোনো কোনো বিশেষ আয়াত ও সূরা শয়তানি প্রভাব দূর করার জন্য পরীক্ষিত ব্যবস্থাপত্র। এগুলোর কার্যকারিতা ও উপকারিতা হাদীস ও কুরআন দ্বারাই প্রমাণিত। -(বায়ানুল কুরআন)

এ সত্ত্বেও যখন কুরআন, তেলাওয়াতের সাথে শয়তান থেকে পানাহ চাওয়ার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে, তখন অন্যান্য কাজের বেলায়ও এটা আরো জরুরি হয়ে যায়। এ ছাড়া স্বয়ং কুরআন তেলাওয়াতের মধ্যে শয়তানি কুমন্ত্রণারও আশঙ্কা থাকে। ফলে তেলাওয়াতের আদব-কায়দা কম হয়ে যায় এবং চিন্তাভাবনা ও বিনিয়-নম্রতা থাকে না। এ জন্যও কুমন্ত্রণা থেকে আশ্রয় প্রার্থনা করা জরুরি মনে করা হয়েছে। -(ইবনে কাছীর, মাযহারী)

ইবনে-কাছীর স্বীয় তাফসীর গ্রন্থের ভূমিকায় বলেন- মানুষের শত্রু দু'রকম। **এক.** স্বয়ং মানবজাতির মধ্যে থেকে; যেমন সাধারণ কাফের। **দুই.** জিনদের মধ্য থেকে অবাধ্য শয়তানের দল। ইসলামে প্রথম প্রকার শত্রুকে জিহাদ ও লড়াইয়ের মাধ্যমে প্রতিহত করার নির্দেশ দিয়েছে। কিন্তু দ্বিতীয় প্রকার শত্রুর জন্য শুধু আল্লাহর কাছে আশ্রয় প্রার্থনা করার আদেশ দিয়েছে। কারণ প্রথম প্রকার শত্রু স্বজাতীয়। তার আক্রমণ প্রকাশ্যভাবে হয়। তাই তার সাথে জিহাদ ও লড়াই ফরজ করে দেওয়া হয়েছে। পক্ষান্তরে শয়তানের শত্রুতা, দৃষ্টিগোচর হয় না। তার আক্রমণও মানুষের উপর সামনা-সামনি হয় না। তাই তাকে প্রতিহত করার জন্য এমন সত্তার আশ্রয় গ্রহণ অপরিহার্য করা হয়েছে, যিনি মানুষ ও শয়তান কারো দৃষ্টিগোচর নয়।। আর শয়তানকে প্রতিহত করার বিষয়টি আল্লাহর কাছে সমর্পণ করার যথার্থতা এই যে, যে ব্যক্তি শয়তানের কাছে পরাজিত হবে, সে আল্লাহর দরবার থেকে বিতাড়িত এবং আজাবের যোগ্য হবে। মানবশত্রুর বেলায় এমন নয়। কাফেরদের সাথে যুদ্ধে কেউ পরাজিত হলে কিংব' নিহত হলে সে শহীদ ও ছওয়াবের অধিকারী হবে। তাই দেহও অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ দ্বারা মানব শত্রুর মোকাবিলা করা সর্বাবস্থায় লাভজনক জয়ী হলেও শত্রুর শক্তি নিশ্চিহ্ন হবে এবং পরাজিত হলে শহীদ হয়ে আল্লাহর কাছে ছওয়াবের অধিকারী হবে।

মাসআলা : কুরআন তেলাওয়াতের সময় 'আউযু বিল্লাহি মিনাশ শাইতানির রাজীম' পাঠ করা আলোচ্য আয়াতের আদেশ পালনকল্পে রাসূলুল্লাহ ﷺ থেকে প্রমাণিত রয়েছে। কিন্তু তিনি মাঝে মাঝে তা পাঠ করেননি বলেও সহীহ হাদীস দ্বারা প্রমাণিত রয়েছে। তাই অধিকাংশ আলেম এ আদেশকে ওয়াজিব নয়- সুন্নত বলেছেন। ইবনে জারীর তাবারী এ বিষয়ে সবার ইজমা বর্ণনা করেছেন।

নামাজে আউযুবিল্লাহ শুধু প্রথম রাকাতের শুরুতে, না প্রত্যেক রাকাতের শুরুতে পড়তে হবে, এ সম্পর্কে ফিকহবিদদের উক্তি বিভিন্নরূপ। ইমাম আবূ হানীফার (র.) মতে শুধু প্রথম রাকাতে পড়া উচিত। ইমাম শাফেয়ীর মতে প্রত্যেক রাকাতের শুরুতে পড়া মোস্তাহাব। উভয় পক্ষের প্রমাণাদি তাফসীরে মাযহারীতে বিস্তারিত উল্লেখ হয়েছে।

কুরআন তেলাওয়াত নামাজে হোক কিংবা নামাজের বাইরে- উভয় অবস্থাতেই তেলাওয়াতের পূর্বে আউযুবিল্লাহ পাঠ করা সুন্নত। তবে একবার পড়ে নিলে পরে যতবারই তেলাওয়াত হবে প্রথম আউযুবিল্লাহই যথেষ্ট হবে। মাঝখানে তেলাওয়াত বাদ দিয়ে সাংসারিক কোনো কাজে মশগুল হলে পুনর্বার তেলাওয়াতের সময় আউযুবিল্লাহ ও বিসমিল্লাহ পড়ে নেওয়া উচিত।

কুরআন তেলাওয়াত ছাড়া অন্য কোনো কালাম অথবা কিতাব পাঠ করার পূর্বে আউযুবিল্লাহ পড়া সুন্নত নয়। সেক্ষেত্রে শুধু বিসমিল্লাহ পড়া উচিত। -(দুররে-মুখতার)

তবে বিভিন্ন কাজ ও অবস্থায় আউযুবিল্লাহর শিক্ষা হাদীসে বর্ণিত রয়েছে। উদাহরণত কারো অধিক ক্রোধের উদ্রেক হলে হাদীসে আছে যে, আউযুবিল্লাহ পাঠ করলে ক্রোধ দমিত হয়ে যায়। -(ইবনে-কাছীর)

হাদীসে আরো বলা হয়েছে, পায়খানায় প্রবেশ করার পূর্বে আল্লাহুম্মা ইন্নী আউযুবিকা মিনাল খুবুছি ওয়াল খাবায়িছি' পাঠ করা মোস্তাহাব। -(শামী)

https://e-ilm.weebly.com/

আল্লাহর প্রতি ঈমান ও ভরসা শয়তানের আধিপত্য থেকে মুক্তির পথ : এ আয়াতে ব্যক্ত হয়েছে যে, আল্লাহ তা'আলা শযতানকে এমন শক্তি দেননি যাতে সে যে কোনো মানুষকে মন্দ কাজে বাধ্য করতে পারে। মানুষ স্বয়ং নিজের ক্ষমতা ও শক্তি অসাবধানতা বশতঃ কিংবা কোনো স্বার্থের কারণে প্রয়োগ না করলে সেটা তারই দোষ। তাই বলা হয়েছে যারা আল্লাহর প্রতি বিশ্বাস রাখে এবং যাবতীয় অবস্থা ও কাজকর্মে স্বীয় ইচ্ছাশক্তির পরিবর্তে আল্লাহর উপর ভরসা রাখে (কেননা তিনিই সৎকাজের তৌফিকদাতা এবং প্রত্যেকটি অনিষ্ট থেকে রক্ষাকারী) এ ধরনের লোকের উপর শয়তান আধিপত্য বিস্তার করতে পারে না। অবশ্যই যারা আত্মস্বার্থের কারণে শয়তানের সাথে বন্ধুত্ব করে, তার কথাবার্তা পছন্দ করে এবং আল্লাহর সাথে অন্যকে অংশীদার সাব্যস্ত করে, তাদের উপর শয়তান আধিপত্য বিস্তারের মাধ্যমে তাদেরকে কোনো সৎকাজের দিকে যেতে দেয় না; বরং তারা সমস্ত মন্দ কাজের অগ্রভাগে থাকে।

শব্দবিশ্লেষণ :

لَا تَتَّخِذُوْا : সীগাহ جمع مذكر حاضر بحث نهى حاضر معروف বহছ جمع مذكر حاضر বাব اِفْتِعَالٌ মাসদার اَلْاِتِّخَاذُ মূলবর্ণ (أ ـ خ ـ ذ) জিনস مهموز فاء অর্থ- গ্রহণ করা।

تَذُوْقُوْا : সীগাহ جمع مذكر حاضر বহছ مضارع معروف বাব نَصَرَ মাসদার اَلذَّوْقُ মূলবর্ণ (ذ ـ و ـ ق) জিনস اجوف واوى অর্থ- স্বাদ অস্বাদন করা।

صَدَدْتُّمْ : সীগাহ جمع مذكر حاضر বহছ ماضى معروف বাব نَصَرَ মাসদার اَلصَّدُّ মূলবর্ণ (ص ـ د ـ د) জিনস مضاعف ثلاثى অর্থ- বিরত করা। বিরত থাকা।

لَا تَشْتَرُوْا : সীগাহ جمع مذكر حاضر বহছ نهى حاضر معروف বাব اِفْتِعَالٌ মাসদার اَلْاِشْتِرَاءُ মূলবর্ণ (ش ـ ر ـ ى) জিনস ناقص يائى অর্থ- কেনা ও বেচা।

لَنَجْزِيَنَّهُمْ : সীগাহ جمع متكلم বহছ لام تاكيد بانون ثقيله درفعل مستقبل معروف বাব ضرب মাসদার الجزاء মূলবর্ণ (ج ـ ز ـ ى) জিনস ناقص يائى অর্থ- প্রতিদান দেওয়া।

فَلَنُحْيِيَنَّهٗ : সীগাহ جمع متكلم বহছ لام تاكيد بانون تاكيد ثقيله درفعل مستقبل معروف বাব اِفْعَالٌ মাসদার اَلْاِحْيَاءُ মূলবর্ণ (ح ـ ز ـ ى) জিনস لفيف مقرون অর্থ- জীবন দান করা।

يَتَوَلَّوْنَهٗ : সীগাহ جمع مذكرغائب বহছ مضارع معروف বাব تَفَعُّلٌ মাসদার اَلتَّوَلِّى মূলবর্ণ (و ـ ل ـ ى) জিনস لفيف مفروق অর্থ- বন্ধুত্ব রাখা।

مُفْتَرٍ : সীগাহ واحد مذكر বহছ اسم فاعل বাব اِفْتِعَالٌ মাসদার اَلْاِفْتِرَاءُ মূলবর্ণ (ف ـ ر ـ ى) জিনস ناقص يائى অর্থ- চামড়া উঠানো চাই ঠিক করার জন্য হোক কিংবা নষ্ট করার জন্য।

https://e-ilm.weebly.com/

১০৩. আর আমার জানা আছে যে, তারা এটাও বলে, তাঁকে তো মানুষেই শিক্ষা দিয়ে থাকে; তারা যার প্রতি এ শিক্ষা দেওয়ার ইঙ্গিত করে, তার ভাষা তো আজমী [অর্থাৎ] আরবি নয়] অথচ এ কুরআন সুস্পষ্ট আরবি ভাষায়।	وَلَقَدْ نَعْلَمُ اَنَّهُمْ يَقُوْلُوْنَ اِنَّمَا يُعَلِّمُهٗ بَشَرٌ ؕ لِسَانُ الَّذِیْ يُلْحِدُوْنَ اِلَيْهِ اَعْجَمِیٌّ وَّهٰذَا لِسَانٌ عَرَبِیٌّ مُّبِيْنٌ (١٠٣)
১০৪. নিশ্চয় যারা আল্লাহ তা'আলার আয়াতসমূহের প্রতি ঈমান আনে না, তাদেরকে আল্লাহ কখনো সৎপথ প্রদর্শন করবেন না এবং তাদের জন্য যন্ত্রণাময় শাস্তি রয়েছে।	اِنَّ الَّذِيْنَ لَا يُؤْمِنُوْنَ بِاٰيٰتِ اللّٰهِ ۙ لَا يَهْدِيْهِمُ اللّٰهُ وَلَهُمْ عَذَابٌ اَلِيْمٌ (١٠٤)
১০৫. মিথ্যা উদ্ভাবনকারী তো কেবল তারাই যারা আল্লাহ তা'আলার আয়াতসমূহের উপর ঈমান রাখে না এবং তারাই হচ্ছে সম্পূর্ণ মিথ্যাবাদী।	اِنَّمَا يَفْتَرِی الْكَذِبَ الَّذِيْنَ لَا يُؤْمِنُوْنَ بِاٰيٰتِ اللّٰهِ ۚ وَاُولٰٓئِكَ هُمُ الْكٰذِبُوْنَ (١٠٥)
১০৬. যারা ঈমান আনার পর পুনরায় আল্লাহ তা'আলার সাথে কুফর করে, সেই ব্যক্তি ছাড়া যার প্রতি [কুফর করার জন্য] জবরদস্তি করা হয়, অথচ তার অন্তঃকরণ ঈমানে অবিচলিত থাকে– কিন্তু হ্যাঁ, যে ব্যক্তি প্রাণ খুলে কুফর করে, তবে এরূপ লোকদের উপর আল্লাহ তা'আলার গজব অবতীর্ণ হবে এবং তাদের ভীষণ শাস্তি হবে।	مَنْ كَفَرَ بِاللّٰهِ مِنْۢ بَعْدِ اِيْمَانِهٖۤ اِلَّا مَنْ اُكْرِهَ وَقَلْبُهٗ مُطْمَئِنٌّۢ بِالْاِيْمَانِ وَلٰكِنْ مَّنْ شَرَحَ بِالْكُفْرِ صَدْرًا فَعَلَيْهِمْ غَضَبٌ مِّنَ اللّٰهِ ۚ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيْمٌ (١٠٦)

শাব্দিক অনুবাদ :

১০৩. وَلَقَدْ نَعْلَمُ আর আমার জানা আছে যে اَنَّهُمْ يَقُوْلُوْنَ তারা এটাও বলে اِنَّمَا يُعَلِّمُهٗ بَشَرٌ তাকে তো মানুষই শিক্ষা দিয়ে থাকে لِسَانُ الَّذِیْ يُلْحِدُوْنَ اِلَيْهِ اَعْجَمِیٌّ তারা যার প্রতি এ শিক্ষা দেওয়ার ইঙ্গিত করে তার ভাষাতো অজমী (অর্থাৎ) আরবি নয় وَهٰذَا لِسَانٌ عَرَبِیٌّ مُّبِيْنٌ অথচ এ কুরআন সুস্পষ্ট আরবি ভাষায়।

১০৪. اِنَّ الَّذِيْنَ لَا يُؤْمِنُوْنَ بِاٰيٰتِ اللّٰهِ নিশ্চয় যারা আল্লাহ তা'আলার আয়াতসমূহের প্রতি ঈমান আনে না لَا يَهْدِيْهِمُ اللّٰهُ তাদেরকে আল্লাহ কখনো সৎ পথ প্রদর্শন করবেন না وَلَهُمْ عَذَابٌ اَلِيْمٌ এবং তাদের জন্য যন্ত্রণাময় শাস্তি রয়েছে।

১০৫. اِنَّمَا يَفْتَرِی الْكَذِبَ মিথ্যা উদ্ভাবনকারী তো কেবল তারাই الَّذِيْنَ لَا يُؤْمِنُوْنَ بِاٰيٰتِ اللّٰهِ যারা আল্লাহ তা'আলার আয়াতসমূহের উপর ঈমান রাখে না وَاُولٰٓئِكَ هُمُ الْكٰذِبُوْنَ এবং তারাই হচ্ছে সম্পূর্ণ মিথ্যাবাদী।

১০৬. مَنْ كَفَرَ بِاللّٰهِ যারা পুনরায় আল্লাহ তা'আলার সাথে কুফরি করে مِنْۢ بَعْدِ اِيْمَانِهٖ ঈমান আনার পর اِلَّا مَنْ اُكْرِهَ সে ব্যক্তি ছাড়া যার প্রতি যবরদস্তি করা হয় وَقَلْبُهٗ مُطْمَئِنٌّۢ بِالْاِيْمَانِ অথচ তার অন্তকরণ ঈমানে অবিচলিত থাকে وَلٰكِنْ কিন্তু হ্যাঁ। مَنْ شَرَحَ بِالْكُفْرِ صَدْرًا যে ব্যক্তি প্রাণ খুলে কুফরি করে فَعَلَيْهِمْ غَضَبٌ مِّنَ اللّٰهِ তবে এরূপ লোকদের উপর আল্লাহ তা'আলার গজব অবতীর্ণ হবে وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيْمٌ এবং তাদের ভীষণ শাস্তি হবে।

https://e-ilm.weebly.com/

ذٰلِكَ بِاَنَّهُمُ اسْتَحَبُّوا الْحَيٰوةَ الدُّنْيَا عَلَى الْاٰخِرَةِ ۙ وَاَنَّ اللّٰهَ لَا يَهْدِى الْقَوْمَ الْكٰفِرِيْنَ (١٠٧)

১০৭. এটা এ জন্য হবে যে, তারা পার্থিব জীবনকে পরকালের তুলনায় অতিশয় ভালোবেসেছে, আর এ কারণে হবে যে, আল্লাহ তা'আলা এরূপ কাফেরদেরকে হেদায়েত করেন না।

اُولٰٓئِكَ الَّذِيْنَ طَبَعَ اللّٰهُ عَلٰى قُلُوْبِهِمْ وَسَمْعِهِمْ وَاَبْصَارِهِمْ ۚ وَاُولٰٓئِكَ هُمُ الْغٰفِلُوْنَ (١٠٨)

১০৮. এরা ঐ লোক, আল্লাহ তা'আলা যাদের অন্তঃকরণসমূহে এবং কর্ণসমূহে ও চক্ষুসমূহে মোহর লাগিয়ে দিয়েছেন, আর এরা তো [স্বীয় পরিণাম সম্বন্ধে] একেবারেই গাফেল।

لَا جَرَمَ اَنَّهُمْ فِى الْاٰخِرَةِ هُمُ الْخٰسِرُوْنَ (١٠٩)

১০৯. এ কথা অনিবার্য যে, পরলোকে এরাই সম্পূর্ণরূপে ক্ষতিগ্রস্ত থাকবে।

ثُمَّ اِنَّ رَبَّكَ لِلَّذِيْنَ هَاجَرُوْا مِنْۢ بَعْدِ مَا فُتِنُوْا ثُمَّ جٰهَدُوْا وَصَبَرُوْٓا ۙ اِنَّ رَبَّكَ مِنْۢ بَعْدِهَا لَغَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ (١١٠)

১১০. অতঃপর নিঃসন্দেহে আপনার প্রতিপালক এরূপ লোকদের জন্য যারা কুফরে লিপ্ত থাকার পর [ঈমান এনে] হিজরত করেছে, অতঃপর জিহাদ করেছে এবং [ঈমানে] অটল রয়েছে, তবে অবশ্যই আপনার রব এর পর [এ সমস্ত লোকদের জন্য] অতিশয় ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু।

يَوْمَ تَاْتِىْ كُلُّ نَفْسٍ تُجَادِلُ عَنْ نَّفْسِهَا وَتُوَفّٰى كُلُّ نَفْسٍ مَّا عَمِلَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُوْنَ (١١١)

১১১. যেদিন প্রত্যেক মানুষ নিজেরই পক্ষ সমর্থনে কথা বলবে এবং প্রত্যেক ব্যক্তি তার কৃতকর্মের পূর্ণ বিনিময় পাবে, আর তাদের প্রতি অত্যাচারও করা হবে না।

শাব্দিক অনুবাদ :

১০৭. ذٰلِكَ এটা এ জন্য হবে যে بِاَنَّهُمُ اسْتَحَبُّوْا তারা অতিশয় ভালোবেসেছে الْحَيٰوةَ الدُّنْيَا পার্থিব জীবনকে عَلَى الْاٰخِرَةِ পরকালের তুলনায় وَاَنَّ اللّٰهَ لَا يَهْدِى الْقَوْمَ الْكٰفِرِيْنَ আর এ কারণে যে, আল্লাহ তা'আলা এরূপ কাফেরদের কে হেদায়েত করেন না।

১০৮. اُولٰٓئِكَ এরা ঐ লোক الَّذِيْنَ طَبَعَ اللّٰهُ আল্লাহ তা'আলা যাদের মহর লাগিয়ে দিয়েছেন عَلٰى قُلُوْبِهِمْ অন্তকরণ সমূহে وَسَمْعِهِمْ এবং কর্ণসমূহে وَاَبْصَارِهِمْ ও চক্ষুসমূহে وَاُولٰٓئِكَ هُمُ الْغٰفِلُوْنَ আর এরা তো স্বীয় পরিণাম সম্পর্কে একেবারেই গাফেল।

১০৯. لَا جَرَمَ একথা অনিবার্য যে اَنَّهُمْ فِى الْاٰخِرَةِ পরলোকে এরাই هُمُ الْخٰسِرُوْنَ সম্পূর্ণরূপে ক্ষতিগ্রস্ত হবে।

১১০. ثُمَّ اِنَّ رَبَّكَ অতঃপর নিঃসন্দেহে আপনার প্রতিপালক এরূপ লোকদের জন্য لِلَّذِيْنَ هَاجَرُوْا যারা হিজরত করেছে। مِنْۢ بَعْدِ مَا فُتِنُوْا কুফরে লিপ্ত থাকার পর (ঈমান এনে) ثُمَّ جٰهَدُوْا অতঃপর জিহাদ করেছে وَصَبَرُوْٓا এবং অটল রয়েছে اِنَّ رَبَّكَ مِنْۢ بَعْدِهَا لَغَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ তবে অবশ্যই আপনার রব এরপর (এ সমস্ত লোকদের জন্য) অতিশয় ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু।

১১১. يَوْمَ যেদিন تَاْتِىْ كُلُّ نَفْسٍ تُجَادِلُ عَنْ نَّفْسِهَا প্রত্যেক মানুষ নিজেরই পক্ষ সমর্থনে কথা বলবে وَتُوَفّٰى كُلُّ نَفْسٍ এবং প্রত্যেক ব্যক্তি পূর্ণ বিনিময় পাবে مَّا عَمِلَتْ তার কৃতকর্মের وَهُمْ لَا يُظْلَمُوْنَ আর তাদের প্রতি অত্যাচারও করা হবে না।

https://e-ilm.weebly.com/

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّهُمْ يَقُولُونَ إِنَّمَا يُعَلِّمُهُ بَشَرٌ لِسَانُ الَّذِي يُلْحِدُونَ إِلَيْهِ أَعْجَمِيٌّ وَهَذَا لِسَانٌ عَرَبِيٌّ مُبِينٌ

শানে নুযূল : ইবনে ইসহাক বলেন, আমি যতটুকু জানতে পারলাম যে, নবী করীম ﷺ মারওয়ার সন্নিকটে জাবার নামক এক গোলামের কাছে বসতেন। লোকটি ধর্মের দিকে ছিল খ্রিস্টান বনু হাজরামীর কৃতদাস। সে পূর্ববর্তী অনেক কিতাব পড়ত বিধায় মুশরিকরা বলত যে, আল্লাহর কসম মুহাম্মদ যা আবৃত্তি করছে তা জাবার থেকে সংগৃহীত।

কাতাদাহর মতে ইয়াঈশ নামক বনূ মুগীরার এক গোলাম, সে আজমী কিতাবসমূহ পড়তে জানত। সুতরাং কুরাইশের মুশরিকরা বলতে লাগল যে, তাকে তো একজন মানুষ তা শিক্ষা দিচ্ছে।

হযরত ইবনে আব্বাস (রা.)-এর বর্ণনায় মক্কায় বলআম নামক এক খ্রিস্টানের একটি গোলাম ছিল। সে তাওরাত পড়তে জানত। রাসূল ﷺ তার কাছে যখন, গমন করতেন এবং বের হয়ে আসতেন তখন মুশরিকরা তাদেরকে বলত যে বলআম তাকে শিক্ষা দিয়েছে। মুশরিকদের সকল হঠকারী মন্তব্যের প্রেক্ষিতে আলোচ্য আয়াত নাজিল হয়েছে।

مَنْ كَفَرَ بِاللَّهِ مِنْ بَعْدِ إِيمَانِهِ إِلَّا مَنْ أُكْرِهَ وَقَلْبُهُ مُطْمَئِنٌّ بِالْإِيمَانِ وَلَكِنْ مَنْ شَرَحَ بِالْكُفْرِ صَدْرًا فَعَلَيْهِمْ غَضَبٌ مِنَ اللَّهِ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ

শানে নুযূল-১ : হযরত আম্মার (রা.) তার পিতা-মাতা ইয়াসির ও সুমাইয়া, সুহাইব, বিলাল এবং খাব্বাব (রা.) হিজরত করতে অক্ষম দরিদ্র সাহাবীগণ। তাদের মধ্যে হযরত আম্মারের পিতা-মাতা ইয়াসের ও সুমাইয়াকে নির্যাতন ভোগ করে নির্মম ভাবে শাহাদাত বরণ করতে হয়েছিল। কুফরি বাক্য উচ্চারণ না করার কারণে ইয়াসিরকে হত্যা করা হয় এবং সুমাইয়াকে দুটি উটের মাঝখানে বেধে উট দুটিকে দুদিকে হাঁকিয়ে দ্বিখণ্ডিত করে শহীদ করা হয়। এভাবে এ দম্পত্তি ইসলামের প্রথম শহীদানের স্থান লাভ করে। এভাবে শহীদ হতে হয় হযরত খাব্বাবকেও। তাদের মধ্যে কেবল হযরত আম্মার (রা.) প্রাণের ভয়ে মৌখিকভাবে কুফরি বাক্য উচ্চারণ করে মুশরিকদের কবল থেকে মুক্তি লাভ করেন। তখনো তার অন্তর ছিল ঈমানে পরিপূর্ণ অটল, শত্রুর কবল থেকে রক্ষা পেয়ে হযরত আম্মার রাসূল ﷺ -এর খেদমতে উপস্থিত হয়ে হৃদয় বিদারক ঘটনাটি বর্ণনা করেন। রাসূল ﷺ তাকে জিজ্ঞেস করেন, তুমি যখন কুফরি কালাম বলছিলে তখন তোমার অন্তর কেমন ছিল? জবাবে বললেন, আমার অন্তরে তখন ঈমানে স্থির ও পরিপূর্ণ অটল ছিল। রাসূল ﷺ তাকে সান্ত্বনা দিয়ে বললেন যে, এজন্য তোমাকে কোনো শাস্তি ভোগ করতে হবে না। রাসূল ﷺ -এর সান্ত্বনাবাণী সত্যায়ন করার জন্য আল্লাহ তা'আলা আলোচ্য আয়াত নাজিল করেন।

শানে নুযূল-২ : ইবনে ইসহাক বলেন যে, উক্ত আয়াত আম্মার, আইয়্যাশ বিন আবী রবীআ ও ওয়ালীদ বিন ওয়ালীদ সম্পর্কে নাজিল হয়েছে।

শানে নুযূল-৩ : ইকরিমা ও হাসান বলেন, আব্দুল্লাহ বিন আবূ সুরাহ ও তার ন্যায় অন্যান্য সাহাবীগণের শানে আলোচ্য আয়াত নাজিল করা হয়েছে। -(কুরতুবী ১৬১/ ১০)

ثُمَّ إِنَّ رَبَّكَ لِلَّذِينَ هَاجَرُوا مِنْ بَعْدِ مَا فُتِنُوا ثُمَّ جَاهَدُوا وَصَبَرُوا إِنَّ رَبَّكَ مِنْ بَعْدِهَا لَغَفُورٌ رَحِيمٌ

শানে নুযূল-১ : নুহাসের বর্ণনা মতে আলোচ্য আয়াতও আম্মার বিন ইয়াসিরের (রা.) শানে নাজিল হয়েছে।

শানে নুযূল-২ : কাতাদাহ বলেন, যে সকল সাহাবায়ে কেরাম কাফের মুশরিকদের সীমাহীন দুঃখ কষ্ট ভোগ করার পর হিজরত করে মদিনার দিকে বের হয়েছিলেন, তাদের শানে আলোচ্য আয়াত নাজিল হয়েছে।

শানে নুযূল-৩ : কারোর মতে ইবনে আবী সুরাহ সম্পর্কে আলোচ্য আয়াত নাজিল হয়েছে। ইবনে আবী সুরাহ ইসলাম ধর্ম ত্যাগ করে মুশরিকদের সাথে মিলে গিয়েছিল। সুতরাং রাসূল ﷺ তাকে মক্কা বিজয়ের দিন হত্যা করার নির্দেশ দেন। অতঃপর সে হযরত ওসমান (রা.) -এর মধ্যস্থতায় আশ্রয় প্রার্থনা করল। নবী করীম ﷺ তাকে আশ্রয় দিলেন।

https://e-ilm.weebly.com/

শানে নুযূল-৪ : হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) বলেন, এ আয়াতে যার কথা বলা হচ্ছে তিনি হলেন আব্দুল্লাহ বিন সা'আদ বিন আবী সুরাহ। তিনি মিসর অবস্থান করেছিলেন। তিনি রাসূল ﷺ -এর কাতেব ছিলেন। শয়তান তাকে বিভ্রান্ত করে ফেলল। অতঃপর রাসূল ﷺ মক্কা বিজয়ের দিন তাকে হত্যা করার নির্দেশ দিলেন। হযরত ওসমান ইবনে আফফান (রা.) তার নিরাপত্তার আবেদন করে, তখন রাসূল ﷺ তাকে নিরাপত্তা দান করলেন।

এ ঘটনা বহুলের পরিপ্রেক্ষিতে আলোচ্য আয়াত নাজিল হয়েছে। –(কুরতুবী - ১৭০ - ৭০/১৯)

মাসআলা : এ আয়াত থেকে প্রমাণিত হয় যে, যে ব্যক্তিকে হত্যার হুমকি দিয়ে কুফরি কালাম উচ্চারণ করতে বাধ্য করা হয়, যদি প্রবল বিশ্বাস থাকে যে, হুমকিদাতা তা কার্যে পরিণত করার পূর্ণ ক্ষমতা রাখে, তবে এমন জবরদস্তির ক্ষেত্রে সে যদি মুখে কুফরি কালাম উচ্চারণ করে তবে তাতে কোনো গোনাহ নেই এবং তার স্ত্রী তার জন্য হারাম হবে না। তবে শর্ত এই যে, তার অন্তর ঈমানে অটল থাকতে হবে এবং কুফরি কালামকে মিথ্যা ও মন্দ; বলে বিশ্বাস করতে হবে। –(কুরতুবী, মাযহারী)

জোর-জবরদস্তির সংজ্ঞা ও সীমা : اِكْرَاهْ -এর শাব্দিক অর্থ এই যে, কোনো ব্যক্তিকে এমন কথা বলতে অথবা এমন কাজ করতে বাধ্য করা, যা বলতে বা করতে সে সম্মত নয়। এরূপ জোর-জবরদস্তির দু'টি পর্যায় রয়েছে। এক. মনে-প্রাণে তাতে সম্মত নয়, কিন্তু এমন অক্ষম ও অবশও নয় যে, অস্বীকার করতে পারে না। ফিকহবিদদের পরিভাষায় এ স্তরকে اِكْرَاهْ غَيْرُ مُلْجِئْ বলা হয়। এরূপ জবরদস্তির কারণে কুফরি বাক্য বলা অথবা কোনো হারাম কাজ করা জায়েজ নয়। তবে কোনো কোনো খুঁটিনাটি বিধানে এর কারণেও কিছু প্রতিক্রিয়া প্রমাণিত হয়। যার বিস্তারিত বিবরণ ফিকহ্ শাস্ত্রে বর্ণিত রয়েছে।

জোর-জবরদস্তির দ্বিতীয় পর্যায়ে হচ্ছে এমন অক্ষম ও অপারগ করে দেওয়া যে, সে যদি জোর-জবরদস্তিকারীদের কথামতো কাজ না করে, তবে তাকে হত্যা করা হবে কিংবা তার কোনো অঙ্গহানি করা হবে। ফিকহবিদদের পরিভাষায় এ পর্যায়কে اِكْرَاهْ مُلْجِئْ বলা হয়। এর অর্থ হচ্ছে এমন জোর-জবরদস্তি, যা মানুষকে ক্ষমতাহীন ও অক্ষম করে দেয়। এমন জবরদস্তির অবস্থায় অন্তর ঈমানের উপর স্থির ও অটল থাকার শর্তে মুখে কুফরি কলিমা উচ্চারণ করা জায়েজ। এমনিভাবে কাউকে হত্যা করা ছাড়া অন্য কোনো হারাম কাজ করতে বাধ্য করলে তা করলেও কোনো গোনাহ নেই।

কিন্তু উভয় প্রকার জোর-জবরদস্তির মধ্যে শর্ত এই যে, হুমকিদাতা যে বিষয়ের হুমকি দেয়, তা বাস্তাবায়নের শক্তিও তার থাকতে হবে এবং যাকে হুমকি দেওয়া হয় তার প্রবল ধারণা থাকতে হবে যে, সে যদি তার কথা না মানে, তবে যে বিষয়ের হুমকি দিচ্ছে, তা অবশ্যই বাস্তবায়িত করে ফেলবে। –(মাযহারী)

লেনদেন দু'প্রকার। এক. যাতে আন্তরিকভাবে সম্মতি অপরিহার্য; যেমন– কেনা-বেচা, দান-খয়রাত ইত্যাদি। এগুলোতে আন্তরিকভাবে সম্মত হওয়া শর্ত। কুরআন বলে اِلَّا اَنْ تَكُوْنَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ অর্থাৎ, অপরের মাল হালাল হয় না যে পর্যন্ত উভয় পক্ষের সম্মতিতে ব্যবসা ইত্যাদির আদান-প্রদান না হয়। হাদীসে আছে– لَا يَحِلُّ مَالُ امْرِئٍ مُّسْلِمٍ اِلَّا بِطِيْبِ نَفْسٍ مِّنْهُ "কোনো মুসলমানের মাল হালাল হয় না, যে পর্যন্ত সে মনের খুশিতে তা দিতে সম্মত না হয়।"

এ জাতীয় লেনদেন যদি জোর-জবরদস্তির মাধ্যমে করা হয়, তবে শরিয়তের আইনে তা অগ্রাহ্য হবে। জোর-জবরদস্তির অবস্থা কেটে গেলে যখন সে স্বাধীন হবে– জোর জবরদস্তির অবস্থায় কৃত কেনা-বেচা অথবা দান-খয়রাত ইচ্ছা করলে সে বহালও রাখতে পারে, বাতিলও করে দিতে পারে।

কিছু কাজ ও বিষয় এমনও রয়েছে যেগুলো মুখের কথার উপর নির্ভরশীল। ইচ্ছা সম্মতি, খুশি ইত্যাদি শর্ত নয়; যেমন বিয়ে, তালাক, তালাক প্রত্যাহার, গোলাম মুক্তকরণ ইত্যাদি। এ জাতীয় ব্যাপার সম্পর্কে হাদীসে বলা হয়েছে– ثَلَاثٌ جِدُّهُنَّ جِدٌّ وَهَزْلُهُنَّ جِدٌّ اَلنِّكَاحُ وَالطَّلَاقُ وَالرَّجْعَةُ . رَوَاهُ اَبُوْ دَاوُدَ وَالتِّرْمِذِيُّ অর্থাৎ, দু'ব্যক্তি

https://e-ilm.weebly.com/

যদি মুখে বিয়ের ইজাব-কবুল শর্তানুযায়ী করে নেয় অথবা কোনো স্বামী স্ত্রীকে মুখে তালাক দিয়ে দেয় অথাব ১/ ২ তালাকের পর মুখে তা প্রত্যাহার করে নেয় হাসি-ঠাট্টার ছলে হলেও এবং অন্তরে বিয়ে, তালাক ও তালাক প্রত্যাহারের ইচ্ছা না থাকলেও মুখের কথা দ্বারা বিয়ে, তালাক এবং প্রত্যাহার বাস্তবায়িত হয়ে যাবে। –(মাযহারী)

ইমাম আযম আবূ হানীফা, শা'বী, যুহরী, নখয়ী ও কাতাদাহ (র.) প্রমুখ বলেন– জবরদস্তির অবস্থায় যদিও সে তালাক দিতে আন্তরিকভাবে সম্মত ছিল না, অক্ষম হয়ে তালাক শব্দ বলে দিয়েছে, তবুও তালাক হয়ে যাবে। কারণ, তালাক হওয়ার সম্পর্ক শুধু তালাক শব্দ বলে দেওয়ার সাথে মনের ইচ্ছা ও মনন শর্ত নয়; যেমন, পূর্বোক্ত হাদীস থেকে প্রমাণিত হয়েছে।

কিন্তু ইমাম শাফেয়ী, হযরত আলী ও ইবনে আব্বাস (রা.) -এর মতে জবরদস্তি অবস্থায় তালাক হবে না। কেননা হাদীসে আছে, رُفِعَ عَنْ اُمَّتِى الْخَطَاءُ وَالنِّسْيَانُ وَمَا اسْتُكْرِهُوا عَلَيْهِ অর্থাৎ, আমার উম্মত থেকে ভুল, বিস্মৃতি এবং যে কাজে তাদেরকে বাধ্য করা হয়, সব তুলে নেওয়া হয়েছে।

ইমাম আবূ হানীফা (র.)-এর মতে এ হাদীসটি পরকালীন বিধানের সাথে সম্পৃক্ত। অর্থাৎ ভুল-বিস্মৃতির কারণে অথবা জবরদস্তির অবস্থায় কোনো কথা অথবা কাজ শরিয়তের বিরুদ্ধে করে বা বলে ফেললে সেজন্যে কোনো গোনাহ হবে না। দুনিয়ার বিধান এবং এ কাজের অবশ্যম্ভাবী পরিণতি, এগুলোর প্রতিফল অনুভূত ও চাক্ষুষ। এর প্রতিফলনের কারণে দুনিয়ার যেসব বিধান হওয়া সম্ভব, সেগুলো অবশ্যই হবে। উদাহরণত একজন অন্য জনকে ভুলবশত হত্যা করল। এখানে হত্যার গোনাহ এবং পরকালের শাস্তি নিশ্চয় হবে না। কিন্তু হত্যার চাক্ষুষ পরিণতি অর্থাৎ নিহত ব্যক্তির প্রাণ বিয়োগ যেমন অবশ্যই হয়, তেমনি এর শরিয়তগত পরিণতিও সাব্যস্ত হবে যে, তার স্ত্রী ইদ্দতের পর পুনর্বিবাহ করতে পারবে এবং তার ধন-সম্পত্তি উত্তরাধিকারীদের মধ্যে বণ্টন করা হবে। এমনিভাবে যখন তালাক, তা প্রত্যাহার ও বিয়ের শব্দ মুখে বলে দেয়, তখন তার শরিয়তগত পরিণতিও প্রতিফলিত হয়ে যাবে –(মাযহারী, কুরতুবী)

শব্দবিশ্লেষণ :

يَلْحِدُوْنَ : সীগাহ جمع مذكر غائب বহছ مضارع معروف বাব ضَرَبَ মাসদার اَللَّحْدُ মূলবর্ণ (ل ـ ح ـ د) জিনস صحيح অর্থ– কবর দেওয়া, দাফন করা, খনন করা।

يَفْتَرِىْ : সীগাহ واحد مذكر غائب বহছ مضارع معروف বাব اِفْتِعَالٌ মাসদার اِفْتِرَاءٌ মূলবর্ণ (ف ـ ر ـ ى) জিনস ناقص يائى অর্থ– সে মিথ্যা আরোপ করে।

اُكْرِهَ : সীগাহ واحد مذكر غائب বহছ ماضى مجهول বাব اِفْعَالٌ মাসদার اَلْاِكْرَاهُ মূলবর্ণ (ك ـ ر ـ ه) জিনস صحيح অর্থ– জোর জবরদস্তি করা।

مُطْمَئِنٌّ : সীগাহ واحد مذكر বহছ اسم فاعل বাব اِفْعِيْلَالٌ মাসদার اَلْاِطْمِيْنَانُ মূলবর্ণ (ط ـ م ـ ن ـ ن) জিনস مضاعف رباعى অর্থ– আত্মতৃপ্তি পাওয়া।

اِسْتَحَبُّوْا : সীগাহ جمع مذكر غائب বহছ ماضي معروف বাব اِسْتِفْعَالٌ মাসদার اَلْاِسْتِحْبَابُ মূলবর্ণ (ح ـ ب ـ ب) জিনস مضاعف ثلاثى অর্থ– মহব্বত এবং বন্ধুত্ব রাখা।

فُتِنُوْا : সীগাহ جمع مذكر غائب বহছ ماضى مجهول বাব مُفَاعَلَةٌ মাসদার اَلْمُفَاتَنَةُ মূলবর্ণ (ف ـ ت ـ ن) জিনস صحيح অর্থ– কষ্ট দেওয়া, পরীক্ষা করা।

تُوَفّٰى : সীগাহ واحد مؤنث غائب বহছ مضارع مجهول বাব تَفْعِيْلٌ মাসদার اَلتَّوْفِيَةُ মূলবর্ণ (و ـ ف ـ ى) জিনস لفيف مفروق অর্থ– মানে কোনো জিনিসকে পূর্ণভাবে সমাপ্ত করা, পূর্ণ করা।

فَاَذَاقَهَا : সীগাহ واحد مذكر غائب বহছ ماضى معروف বাব اِفْعَالٌ মাসদার اَلْاِذَاقَةُ মূলবর্ণ (ذ ـ و ـ ق) জিনস اجوف واوى অর্থ– স্বাদ গ্রহণ করানো।

https://e-ilm.weebly.com/

১১২. আর আল্লাহ তা'আলা এক জনপদের অধিবাসীদের বিচিত্র অবস্থা বর্ণনা করছেন যে, তারা নিরাপদ ও নিশ্চিন্ত ছিল, তাদের পানাহারের দ্রব্যাদি প্রচুর পরিমাণে সর্বদিক হতে তাদের নিকট পৌঁছত, কিন্তু তারা আল্লাহর নিয়ামতসমূহের না শোকরী করল, অতঃপর আল্লাহ তা'আলা তাদেরকে এ সমস্ত আচরণের কারণে এক সর্বগ্রাসী দুর্ভিক্ষ ও ত্রাসের মজা আস্বাদন করালেন।	وَضَرَبَ اللّٰهُ مَثَلًا قَرْيَةً كَانَتْ اٰمِنَةً مُّطْمَئِنَّةً يَّأْتِيْهَا رِزْقُهَا رَغَدًا مِّنْ كُلِّ مَكَانٍ فَكَفَرَتْ بِاَنْعُمِ اللّٰهِ فَاَذَاقَهَا اللّٰهُ لِبَاسَ الْجُوْعِ وَالْخَوْفِ بِمَا كَانُوْا يَصْنَعُوْنَ (١١٢)
১১৩. আর তাদের নিকট তাদেরই মধ্য হতে একজন রাসূলও আসলেন, অনন্তর তারা তাকে মিথ্যাবাদী সাব্যস্ত করল, অতঃপর তাদেরকে আজাব পাকড়াও করল, যখন তারা পূর্ণ উদ্যমে অত্যাচার করতে লাগল।	وَلَقَدْ جَآءَهُمْ رَسُوْلٌ مِّنْهُمْ فَكَذَّبُوْهُ فَاَخَذَهُمُ الْعَذَابُ وَهُمْ ظٰلِمُوْنَ (١١٣)
১১৪. অনন্তর যে সমস্ত জিনিস আল্লাহ তোমাদেরকে হালাল ও পবিত্ররূপে দান করেছেন, সেগুলো খাও এবং আল্লাহর নিয়ামতের শোকর কর, যদি তোমরা [প্রকৃতপক্ষে] তারই ইবাদত কর।	فَكُلُوْا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللّٰهُ حَلٰلًا طَيِّبًا ۖ وَّاشْكُرُوْا نِعْمَتَ اللّٰهِ اِنْ كُنْتُمْ اِيَّاهُ تَعْبُدُوْنَ (١١٤)
১১৫. তোমাদের প্রতি তো কেবলমাত্র হারাম করেছেন মৃত জন্তুকে এবং রক্তকে আর শুকরের গোশতকে, আর ঐ জিনিসকে যা আল্লাহ ভিন্ন অন্য কারো নামে উৎসর্গ করা হয়েছে, অতঃপর যে ব্যক্তি [ক্ষুধায়] সম্পূর্ণরূপে অস্থির হয়ে পড়ে, যদি সে স্বাদ গ্রহণেচ্ছুক না হয় এবং সীমালঙ্ঘনকারীও না হয়, তবে আল্লাহ অতিশয় ক্ষমাশীল, দয়াবান।	اِنَّمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةَ وَالدَّمَ وَلَحْمَ الْخِنْزِيْرِ وَمَآ اُهِلَّ لِغَيْرِ اللّٰهِ بِهٖ ۚ فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَّلَا عَادٍ فَاِنَّ اللّٰهَ غَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ (١١٥)

শাব্দিক অনুবাদ :

১১২. وَضَرَبَ اللّٰهُ مَثَلًا قَرْيَةً আর আল্লাহ তা'আলা এক জনপদের অধিবাসীদের বিচিত্র অবস্থা বর্ণনা করেছেন যে كَانَتْ اٰمِنَةً مُّطْمَئِنَّةً তারা নিরাপদ ও নিশ্চিন্ত ছিল يَّأْتِيْهَا رِزْقُهَا رَغَدًا مِّنْ كُلِّ مَكَانٍ তাদের পানাহারের দ্রব্যাদি প্রচুর পরিমাণে সর্বদিক হতে তাদের নিকট পৌঁছত فَكَفَرَتْ بِاَنْعُمِ اللّٰهِ তারা নিয়ামতসমূহের না শোকরিয়া করল فَاَذَاقَهَا اللّٰهُ অতঃপর আল্লাহ তা'আলা তাদেরকে আস্বাদন করালেন لِبَاسَ الْجُوْعِ وَالْخَوْفِ এক সর্বগ্রাসী দুর্ভিক্ষ ও ত্রাসের মজা بِمَا كَانُوْا يَصْنَعُوْنَ এ সমস্ত আচরণের কারণে।

১১৩. وَلَقَدْ جَآءَهُمْ আর তাদের নিকট আসলেন رَسُوْلٌ একজন রাসূলও مِّنْهُمْ তাদেরই মধ্য হতে فَكَذَّبُوْهُ অনন্তর তারা তাকে মিথ্যাবাদী সাব্যস্ত করল فَاَخَذَهُمُ الْعَذَابُ অতঃপর তাদেরকে আজাব পাকড়াও করল وَهُمْ ظٰلِمُوْنَ যখন তারা পূর্ণ উদ্যমে অত্যাচার করতে লাগল।

১১৪. فَكُلُوْا অনন্তর সেগুলো খাও مِمَّا رَزَقَكُمُ اللّٰهُ যে সমস্ত জিনিস আল্লাহ তোমাদেরকে দান করেছেন حَلٰلًا طَيِّبًا হালাও পবিত্ররূপে وَاشْكُرُوْا نِعْمَتَ اللّٰهِ এবং আল্লাহর নিয়ামতের শোকর কর اِنْ كُنْتُمْ اِيَّاهُ تَعْبُدُوْنَ যদি তোমরা (প্রকৃত পক্ষে) তারই ইবাদত কর।

১১৫. اِنَّمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ তোমাদের প্রতি তো কেবলমাত্র হারাম করেছেন الْمَيْتَةَ মৃত জন্তুকে وَالدَّمَ এবং রক্তকে وَلَحْمَ الْخِنْزِيْرِ আর শূকরের গোশতকে وَمَآ اُهِلَّ لِغَيْرِ اللّٰهِ بِهٖ আর ঐ জিনিস যা আল্লাহ ভিন্ন অন্য কারো নামে উৎসর্গ করা হয়েছে فَمَنِ اضْطُرَّ অতঃপর যে ব্যক্তি (ক্ষুধায়) সম্পূর্ণরূপে অস্থির হয়ে পড়ে غَيْرَ بَاغٍ যদি সে স্বাদ গ্রহণেচ্ছুক না হয় وَّلَا عَادٍ এবং সীমালঙ্ঘনকারীও না হয় فَاِنَّ اللّٰهَ غَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ তবে আল্লাহ অতিশয় ক্ষমাশীল দয়াবান।

https://e-ilm.weebly.com/

১১৬. আর যে সমস্ত জিনিস সম্বন্ধে কেবল তোমাদের মৌখিক মিথ্যা দাবি রয়েছে, তাদের সম্বন্ধে এরূপ বলো না যে, অমুক জিনিস হালাল এবং অমুক জিনিস হারাম, এর সারমর্ম এই হয় যে, তোমরা আল্লাহর প্রতি মিথ্যা অপবাদ আরোপ কর : নিঃসন্দেহে যে সকল লোক আল্লাহর প্রতি মিথ্যা আরোপ করে, তারা সফলতা লাভ করবে না:	وَلَا تَقُوْلُوْا لِمَا تَصِفُ اَلْسِنَتُكُمُ الْكَذِبَ هٰذَا حَلٰلٌ وَّهٰذَا حَرَامٌ لِّتَفْتَرُوْا عَلَى اللّٰهِ الْكَذِبَ ؕ اِنَّ الَّذِيْنَ يَفْتَرُوْنَ عَلَى اللّٰهِ الْكَذِبَ لَا يُفْلِحُوْنَ ﴿١١٦﴾
১১৭. এটা [দুনিয়ার] কতক দিনের সুখ সম্পদ মাত্র, অতঃপর তাদের জন্য যন্ত্রণাময় শাস্তি রয়েছে।	مَتَاعٌ قَلِيْلٌ ۪ وَّلَهُمْ عَذَابٌ اَلِيْمٌ ﴿١١٧﴾
১১৮. আর আমি কেবল ইহুদিদের প্রতি ঐ দ্রব্যগুলো হারাম করেছিলাম, যেগুলো সম্বন্ধে আমি ইতঃপূর্বে আপনার নিকট বর্ণনা করেছি এবং আমি তাদের প্রতি কোনো অবিচার করিনি, কিন্তু তারা নিজেরাই নিজেদের উপর অবিচার করত।	وَعَلَى الَّذِيْنَ هَادُوْا حَرَّمْنَا مَا قَصَصْنَا عَلَيْكَ مِنْ قَبْلُ ۚ وَمَا ظَلَمْنٰهُمْ وَلٰكِنْ كَانُوْۤا اَنْفُسَهُمْ يَظْلِمُوْنَ ﴿١١٨﴾

শাব্দিক অনুবাদ :

১১৬. وَلَا تَقُوْلُوْا আর তাদের সম্বন্ধে এরূপ বলো না لِمَا تَصِفُ اَلْسِنَتُكُمُ الْكَذِبَ যে সমস্ত জিনিস সম্বন্ধে কেবল তোমাদের মৌখিক মিথ্যা দাবি রয়েছে هٰذَا حَلٰلٌ যে, অমুক জিনিস হালাল وَّهٰذَا حَرَامٌ এবং অমুক জিনিস হারাম لِّتَفْتَرُوْا عَلَى اللّٰهِ الْكَذِبَ এর সারমর্ম এই হয় যে, তোমরা আল্লাহর প্রতি মিথ্যা অপবাদ আরোপ কর اِنَّ الَّذِيْنَ নিঃসন্দেহে যে সকল লোক يَفْتَرُوْنَ عَلَى اللّٰهِ الْكَذِبَ আল্লাহর প্রতি মিথ্যা আরোপ করে لَا يُفْلِحُوْنَ তারা সফলতা লাভ করবে না।

১১৭. مَتَاعٌ قَلِيْلٌ এটা কতক দিনের সুখ সম্পদ মাত্র وَّلَهُمْ عَذَابٌ اَلِيْمٌ অতঃপর তাদের জন্য যন্ত্রণাময় শাস্তি রয়েছে।

১১৮. وَعَلَى الَّذِيْنَ هَادُوْا আর কেবল ইহুদিদের প্রতি حَرَّمْنَا আমি ঐ দ্রব্যগুলো হারাম করেছিলাম مَا قَصَصْنَا عَلَيْكَ যেগুলো সম্বন্ধে আমি আপনার নিকট বর্ণনা করেছি مِنْ قَبْلُ ইতিপূর্বে وَمَا ظَلَمْنٰهُمْ এবং আমি তাদের প্রতি কোনো অবিচার করিনি وَلٰكِنْ كَانُوْۤا اَنْفُسَهُمْ يَظْلِمُوْنَ কিন্তু তারা নিজেরাই নিজেদের উপর অত্যাচার করত।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

১১২ তম আয়াতে ক্ষুধা ও ভীতির স্বাদ আস্বাদনের জন্য 'লেবাস' শব্দ ব্যবহার করে বলা হয়েছে যে, তাদেরকে ক্ষুধা ও ভীতির পোশাক আস্বাদন করানো হয়েছে। অথচ পোশাক আস্বাদন করার বস্তু নয়। কিন্তু এখানে লেবাস শব্দটি পুরোপুরি পরিবেষ্টনকারী হওয়ার কারণে রূপক অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। অর্থাৎ, ক্ষুধা ও ভীতি তাদের সবাইকে এমনভাবে আচ্ছন্ন করে নিয়েছে, যেমন পোশাক দেহের সাথে ওতপ্রোতভাবে জড়িত হয়ে যায়, ক্ষুধা এবং ভীতিও তাদের উপর তেমনিভাবে চেপে বসে।

আয়াতে বর্ণিত দৃষ্টান্তটি কোনো কোনো তাফসীরবিদের মতে একটি সাধারণ দৃষ্টান্ত। এর সম্পর্ক বিশেষ কোনো জনপদের সাথে নয়। অধিকাংশ তাফসীরবিদ একে মক্কা মুকাররমার ঘটনা সাব্যস্ত করেছেন। মক্কাবাসীরা সাত বছর পর্যন্ত নিদারুন দুর্ভিক্ষে নিপতিত ছিল। এমনকি, মৃত জন্তু, কুকুর ও ময়লা-আবর্জনা পর্যন্ত খেতে বাধ্য হয়ে

https://e-ilm.weebly.com/

পড়েছিল। এছাড়া মুসলমানদের ভয়ও তাদেরকে পেয়ে বসেছিল। অবশেষে মক্কার সরদাররা রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর কাছে আরজ করল যে, কুফরি ও অবাধ্যতার দোষে তো পুরুষরা দোষী হতে পারে। কিন্তু শিশু ও মহিলারা তো নির্দোষ। এরপর রাসূলুল্লাহ ﷺ তাদের জন্য মদিনা থেকে খাদ্যসম্ভার পাঠিয়ে দেন। −(মাযহারী)

আবূ সুফিয়ান কাফের অবস্থায় রাসূলুল্লাহ ﷺ -কে অনুরোধ করেন যে, আপনি তো আত্মীয় বাৎসল্য, দয়া-দাক্ষিণ্য ও মার্জনা শিক্ষা দেন। আপনারই স্বজাতি ধ্বংস হয়ে যাচ্ছে। দুর্ভিক্ষ দূর করে দেওয়ার জন্য আল্লাহর কাছে দোয়া করুন। এতে রাসূলুল্লাহ ﷺ তাদের জন্য দোয়া করেন এবং দুর্ভিক্ষ দূর হয়ে যায়। −(কুরতুবী)

উল্লিখিত চারের মধ্যেই হারাম বস্তু সীমাবদ্ধ নয় : ১১৫ তম আয়াতে ব্যবহৃত إِنَّمَا শব্দ থেকে বুঝা যায় যে, হারাম বস্তু আয়াতে উল্লিখিত চারটিই। এর চাইতে আরো অধিক স্পষ্টভাবে قُلْ لَّآ أَجِدُ فِىْ مَآ أُوْحِىَ إِلَىَّ مُحَرَّمًا আয়াত থেকে জানা যায় যে, এগুলো ছাড়া অন্য কোনো বস্তু হারাম নয়। অথচ কুরআন ও হাদীসের বর্ণনা অনুযায়ী ইজমা দ্বারা আরো বহু বস্তু হারাম। এ সংশয়ের জওয়াব আলোচ্য আয়াতসমূহের বর্ণনাভঙ্গি সম্পর্কে চিন্তা করলেই খুঁজে পাওয়া যায়। এখানে সাধারণ হালাল ও হারাম বস্তুসমূহের তালিকা বর্ণনা করা উদ্দেশ্য নয়; বরং জাহেলিয়াত আমলের মুশরিকরা নিজেদের পক্ষ থেকে যে অনেক বস্তু হারাম করে নিয়েছিল, অথচ আল্লাহ তদ্রূপ কোনো নির্দেশ দেননি, সেগুলো বর্ণনা করাই এখানে উদ্দেশ্য। অর্থাৎ তাদের হারাম করা বস্তু সমূহের মধ্যে আল্লাহর কাছে শুধু এগুলোই হারাম। এ আয়াতের পুরোপুরি তাফসীর এবং চারটি হারাম বস্তুর বিস্তারিত বর্ণনা মা'আরেফুল কুরআন প্রথম খণ্ডে সূরা বাক্বারার ১৭৩ আয়াতের তাফসীর দ্রষ্টব্য।

শব্দবিশ্লেষণ :

فَكُلُوْا : সীগাহ كُلُوْا বহছ جمع مذكر حاضر امر حاضر معروف বাব نَصَرَ মাসদার اَلْاَكْلُ মূলবর্ণ (أ ـ ك ـ ل) জিনস مهموزفاء অর্থ− খাওয়া।

اُهِلَّ : সীগাহ واحد مذكر غائب বহছ ماضى مجهول বাব اِفْعَالٌ মাসদার اَلْاِهْلَالُ মূলবর্ণ (ه ـ ل ـ ل) জিনস مضاعف ثلاثى অর্থ− উৎসর্গ করা, জবাই করা।

اُضْطُرَّ : সীগাহ واحد مذكر غائب বহছ ماضى مجهول বাব اِفْتِعَالٌ মাসদার اَلْاِضْطِرَارُ মূলবর্ণ (ض ـ ر ـ ر) জিনস مضاعف ثلاثى অর্থ− মানুষকে কোনো কষ্টদায়ক জিনিসের উপর বাধ্য করা।

بَاغٍ : সীগাহ واحد مذكر বহছ اسم فاعل বাব ضَرَبَ মাসদার اَلْبَغْىُ মূলবর্ণ (ب ـ غ ـ ى) জিনস ناقص يائى অর্থ− অতিক্রম করা, সীমালঙ্ঘন করা।

عَادٍ : সীগাহ واحد مذكر বহছ اسم فاعل বাব نَصَرَ মাসদার اَلْعَدْوُ মূলবর্ণ (ع ـ د ـ و) জিনস ناقص واوى অর্থ− জুলুম করা।

لَا تَقُوْلُوْا : সীগাহ جمع مذكر حاضر বহছ نهى حاضر معروف বাব نصر মাসদার اَلْقَوْلُ মূলবর্ণ (ق ـ و ـ ل) জিনস اجوف واوى অর্থ− বলা।

لِتَفْتَرُوْا : সীগাহ جمع مذكر حاضر বহছ مضارع معروف বাব اِفْتِعَالٌ মাসদার اَلْاِفْتِرَاءُ মূলবর্ণ (ف ـ ر ـ ى) জিনস ناقص يائى অর্থ− মিথ্যুক সাব্যস্ত করা।

هَادُوْا : সীগাহ جمع مذكر غائب বহছ ماضى معروف বাব نَصَرَ মাসদার اَلْهَوْدُ মূলবর্ণ (ه ـ و ـ د) জিনস اجوف واوى অর্থ− লজ্জিত হওয়া, হকের দিকে প্রত্যাবর্তন করা, ইহুদি হওয়া।

https://e-ilm.weebly.com/

https://e-ilm.weebly.com/

ثُمَّ اِنَّ رَبَّكَ لِلَّذِيْنَ عَمِلُوا السُّوْٓءَ بِجَهَالَةٍ ثُمَّ تَابُوْا مِنْۢ بَعْدِ ذٰلِكَ وَاَصْلَحُوْٓا ۙ اِنَّ رَبَّكَ مِنْۢ بَعْدِهَا لَغَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ ﴿١١٩﴾ ع ١٥

১১৯. অনন্তর আপনার প্রতিপালক এরূপ লোকদের জন্য যারা মূর্খতাবশত মন্দ কাজ করে ফেলেছে, আবার তার পর তওবা করেছে এবং নিজেদের আমল সংশোধন করেছে, তবে নিশ্চয় আপনার প্রতিপালক এর পরে অতিশয় ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু।

اِنَّ اِبْرٰهِيْمَ كَانَ اُمَّةً قَانِتًا لِّلّٰهِ حَنِيْفًا ؕ وَلَمْ يَكُ مِنَ الْمُشْرِكِيْنَ ﴿١٢٠﴾

১২০. নিঃসন্দেহে ইবরাহীম শ্রেষ্ঠ অনুসরণীয় ছিলেন আল্লাহ তা'আলার [পূর্ণ] অনুগত ছিলেন, সম্পূর্ণরূপে এক [আল্লাহর] দিকে [আকৃষ্ট] ছিলেন এবং তিনি অংশীবাদীদের অন্তর্ভুক্ত ছিলেন না।

شَاكِرًا لِّاَنْعُمِهٖ ؕ اِجْتَبٰىهُ وَهَدٰىهُ اِلٰى صِرَاطٍ مُّسْتَقِيْمٍ ﴿١٢١﴾

১২১. আল্লাহ তা'আলার নিয়ামতসমূহের শোকরগুজার ছিলেন; আল্লাহ তাঁকে পছন্দ করেছিলেন এবং তাঁকে সরল পথে প্রতিষ্ঠিত করেছিলেন।

وَاٰتَيْنٰهُ فِى الدُّنْيَا حَسَنَةً ؕ وَاِنَّهٗ فِى الْاٰخِرَةِ لَمِنَ الصّٰلِحِيْنَ ﴿١٢٢﴾

১২২. আর আমি তাঁকে ইহলোকেও মহৎ গুণাবলি দান করেছিলাম এবং তিনি পরলোকেও উত্তম লোকের অন্তর্ভুক্ত হবেন।

ثُمَّ اَوْحَيْنَاۤ اِلَيْكَ اَنِ اتَّبِعْ مِلَّةَ اِبْرٰهِيْمَ حَنِيْفًا ؕ وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِيْنَ ﴿١٢٣﴾

১২৩. অতঃপর আমি ওহী প্রেরণ করলাম আপনার প্রতি যে, অনুসরণ করে চলুন ইবরাহীমের ধর্মাদর্শের উপর, যিনি সম্পূর্ণরূপে এক [আল্লাহর] দিকে আকৃষ্ট ছিলেন; আর তিনি অংশীবাদীদের অন্তর্ভুক্ত ছিলেন না।

শাব্দিক অনুবাদ :

১১৯. ثُمَّ اِنَّ رَبَّكَ لِلَّذِيْنَ অনন্তর আপনার আপনার প্রতিপালক এমন লোকদের জন্য عَمِلُوا السُّوْٓءَ যারা মন্দ কাজ করে ফেলেছে بِجَهَالَةٍ মূর্খতা বশত ثُمَّ تَابُوْا مِنْۢ بَعْدِ ذٰلِكَ আবার তারপরে তওবা করেছে وَاَصْلَحُوْا এবং নিজেদের আমল সংশোধন করেছে اِنَّ رَبَّكَ مِنْۢ بَعْدِهَا لَغَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ তবে নিশ্চয় আপনার প্রতিপালক এর পরে অতিশয় ক্ষমাশীল পরম দয়ালু।

১২০. اِنَّ اِبْرٰهِيْمَ নিঃসন্দেহে ইবরাহীম শ্রেষ্ঠ অনুসরণীয় ছিলেন كَانَ اُمَّةً قَانِتًا لِّلّٰهِ আল্লাহ তা'আলার (পূর্ণ) অনুগত ছিলেন حَنِيْفًا সম্পূর্ণরূপে এক (আল্লাহর) দিকে (আকৃষ্ট) ছিলেন وَلَمْ يَكُ مِنَ الْمُشْرِكِيْنَ এবং তিনি অংশীবাদীদের অন্তর্ভুক্ত ছিলেন না।

১২১. شَاكِرًا لِّاَنْعُمِهٖ তিনি আল্লাহ তা'আলার নিয়ামত সমূহের শোকরগুজার ছিলেন اِجْتَبٰىهُ আল্লাহ তাকে পছন্দ করেছিলেন وَهَدٰىهُ اِلٰى صِرَاطٍ مُّسْتَقِيْمٍ এবং তাকে সরল পথে প্রতিষ্ঠিত করেছিলেন।

১২২. وَاٰتَيْنٰهُ আর আমি তাকে দান করেছিলাম فِى الدُّنْيَا ইহলোকেও حَسَنَةً মহৎ গুণাবলি وَاِنَّهٗ فِى الْاٰخِرَةِ এবং তিনি পরলোকেও হবেন لَمِنَ الصّٰلِحِيْنَ উত্তম লোকদের অন্তর্ভুক্ত।

১২৩. ثُمَّ اَوْحَيْنَاۤ অতঃপর আমি ওহী প্রেরণ করলাম اِلَيْكَ আপনার প্রতি اَنِ اتَّبِعْ مِلَّةَ اِبْرٰهِيْمَ অনুসরণ করে চলুন ইবরাহীমের পন্থার উপর حَنِيْفًا যিনি সম্পূর্ণরূপে এক (আল্লাহর) দিকে আকৃষ্ট ছিলেন وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِيْنَ আর তিনি অংশীবাদীদের অন্তর্ভুক্ত ছিলেন না।

إِنَّمَا جُعِلَ السَّبْتُ عَلَى الَّذِينَ اخْتَلَفُوا فِيهِ ۚ وَإِنَّ رَبَّكَ لَيَحْكُمُ بَيْنَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فِيمَا كَانُوا فِيهِ يَخْتَلِفُونَ (١٢٤)	১২৪. শনিবারের সম্মান তো কেবল তাদের উপরই অবশ্য পালনীয় করে দেওয়া হয়েছিল, যারা এতে বিরোধিতা করেছিল, নিঃসন্দেহে আপনার প্রভু কিয়ামতের দিন তাদের পরস্পরের মধ্যে মীমাংসা করে দিবেন যে বিষয়ে তারা মতভেদ করত।
ادْعُ إِلَىٰ سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحِكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ ۖ وَجَادِلْهُم بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ ۚ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِمَن ضَلَّ عَن سَبِيلِهِ ۖ وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ (١٢٥)	১২৫. আপনি আপনার প্রতিপালকের পথের দিকে আহবান করুন জ্ঞানগর্ভ কথা ও উত্তম উপদেশসমূহের দ্বারা এবং তাদের সাথে উত্তম পদ্ধতিতে বিতর্ক করুন; আপনার প্রভু সেই ব্যক্তিকেও উত্তমরূপে জানেন, যে তার পথ হতে ভ্রষ্ট হয়ে গিয়েছে এবং তিনি সুপথগামীদেরকেও উত্তমরূপে জানেন।
وَإِنْ عَاقَبْتُمْ فَعَاقِبُوا بِمِثْلِ مَا عُوقِبْتُم بِهِ ۖ وَلَئِن صَبَرْتُمْ لَهُوَ خَيْرٌ لِّلصَّابِرِينَ (١٢٦)	১২৬. আর যদি তোমরা প্রতিশোধ গ্রহণ করতে উদ্যত হও, তবে ঐ পরিমাণই প্রতিশোধ গ্রহণ কর, যে পরিমাণ তোমরা অত্যাচারিত হয়েছ; আর যদি সবর কর, তবে তা সবরকারীদের জন্য অতি উত্তম কাজ।
وَاصْبِرْ وَمَا صَبْرُكَ إِلَّا بِاللَّهِ ۚ وَلَا تَحْزَنْ عَلَيْهِمْ وَلَا تَكُ فِي ضَيْقٍ مِّمَّا يَمْكُرُونَ (١٢٧)	১২৭. আর আপনি ধৈর্য ধরুন এবং আপনার ধৈর্যধারণ হবে কেবল আল্লাহ তা'আলার সাহায্যে, আর তাদের [বিরোধিতার] উপর দুঃখিত হবেন না এবং তারা যে সমস্ত চক্রান্ত করেছে তার দরুন সংকীর্ণমনা হবেন না।
إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذِينَ اتَّقَوا وَّالَّذِينَ هُم مُّحْسِنُونَ (١٢٨)	১২৮. নিশ্চয় আল্লাহ তা'আলা এমন লোকদের সাথে আছেন যারা তাকওয়া অবলম্বন করে চলে এবং তারা সৎকর্ম পরায়ণ হয়।

١٦ ع ٢٢

শাব্দিক অনুবাদ :

১২৪. إِنَّمَا جُعِلَ السَّبْتُ عَلَى الَّذِينَ শনিবারের সম্মান তো কেবল তাদের উপরই অবশ্য পালনীয় করে দেওয়া হয়েছিল
اخْتَلَفُوا فِيهِ যারা এতে বিরোধিতা করেছিল وَإِنَّ رَبَّكَ নিঃসন্দেহে আপনার প্রভু لَيَحْكُمُ بَيْنَهُمْ এদের পরস্পরের
মধ্যে মীমাংসা করে দিবেন يَوْمَ الْقِيَامَةِ কিয়ামতের দিন فِيمَا كَانُوا فِيهِ يَخْتَلِفُونَ যে বিষয়ে তারা মতভেদ করত।

১২৫. ادْعُ আপনি আহবান করুন إِلَىٰ سَبِيلِ رَبِّكَ আপনার প্রতিপালকের পথের দিকে بِالْحِكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ
জ্ঞান-গর্ভ কথা ও উত্তম উপদেশসমূহের দ্বারা وَجَادِلْهُم بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ এবং তাদের সাথে উত্তম পদ্ধতিতে
বিতর্ক করুন إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ আপনার প্রভু সেই ব্যক্তিকেও উত্তমরূপে জানেন بِمَن ضَلَّ عَن سَبِيلِهِ যে তার
পথ হতে ভ্রষ্ট হয়ে গেছে وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ এবং তিনি সুপথগামীদেরকেও উত্তমরূপে জানেন।

১২৬. وَإِنْ عَاقَبْتُمْ আর যদি তোমরা প্রতিশোধ গ্রহণ করতে উদ্যত হও فَعَاقِبُوا তবে এ পরিমাণই প্রতিশোধ গ্রহণ
কর بِمِثْلِ مَا عُوقِبْتُم بِهِ যে পরিমাণ তোমরা অত্যাচারিত হয়েছ وَلَئِن صَبَرْتُمْ আর যদি সবর কর لَهُوَ خَيْرٌ
لِّلصَّابِرِينَ তবে তা সবরকারীদের জন্য অতি উত্তম কাজ।

১২৭. وَاصْبِرْ আপনি ধৈর্য ধরুন وَمَا صَبْرُكَ إِلَّا بِاللَّهِ এবং আপনার ধৈর্য ধারণ হবে কেবল আল্লাহ তা'আলার সাহায্যে
وَلَا تَحْزَنْ عَلَيْهِمْ আর তাদের (বিরোধিতার) উপর দুঃখিত হবেন না وَلَا تَكُ فِي ضَيْقٍ এবং সংকীর্ণমনা হবেন
না مِّمَّا يَمْكُرُونَ তারা যে সমস্ত চক্রান্ত করেছে তার দরুন।

১২৮. إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذِينَ اتَّقَوا নিশ্চয় আল্লাহ তা'আলা এমন লোকদের সাথে আছেন যারা তাকওয়া অবলম্বন করে
চলে وَّالَّذِينَ هُم مُّحْسِنُونَ এবং যারা সৎকর্ম পরায়ণ হয়।

https://e-ilm.weebly.com/

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

وَإِنْ عَاقَبْتُمْ فَعَاقِبُوْا بِمِثْلِ مَا عُوْقِبْتُمْ بِهِ وَلَئِنْ صَبَرْتُمْ لَهُوَ خَيْرٌ لِّلصَّابِرِيْنَ.

শানে নুযূল : ওহুদ যুদ্ধের দিন কাফের গোষ্ঠী হযরত হামযা (রা.) কে শহীদ করে মুছলা অর্থাৎ তাঁর নাক, কান কেটে দিল এবং চক্ষুদ্বয় উপরে ফেলল। রাসূল ﷺ এ দৃশ্যপট দেখে অত্যন্ত ব্যথিত হলেন। তিনি দেখতে পান হযরত হামযা (রা.) এর পেট ফেরে দিয়েছে . নাক-কান কেটে নিয়েছে, তখন রাসূল ﷺ বলেছিলেন যে, অবশ্যই আমি একজনের স্থলে তাদের সত্তর জন মানবকে এধরনের মুছলা তথা আকৃতি বিকৃতি করব। আল্লাহ তা করা থেকে বিরত থাকা এবং সমতা বজায় রাখার নির্দেশ দিয়ে আলোচ্য আয়াত নাজিল করেন। অনন্তর সে অপরাধ বারণ করে ক্ষমা করারও গুরুত্ব দেওয়া হয়েছিল। −(কুরতুবী : ১৭৭/১০, ইবনে কাছীর : ২১১/২)

যে গোনাহ বুঝে-সুঝে করা হয় এবং যে গোনাহ না বুঝে করা হয় সবই তওবা দ্বারা মাফ হতে পারে : আয়াতে إِنَّ رَبَّكَ لِلَّذِيْنَ عَمِلُوا السُّوْٓءَ بِجَهَالَةٍ এ جَهْل শব্দ নয় বরং جَهَالَةٌ শব্দ ব্যবহার করা হয়েছে। جَهْل শব্দটি عِلْمٌ -এর বিপরীতে অজ্ঞানতা ও বোধহীনতা অর্থে ব্যবহৃত হয়। পক্ষান্তরে جَهَالَةٌ -এর অর্থ হয় মূর্খসুলভ কাণ্ড, যদিও তা বুঝে-সুঝে করা হয়। এতে বুঝা গেল যে, তওবা দ্বারা শুধু না বুঝে অথবা অনিচ্ছায় করা গোনাহই মাফ হয় না; বরং যে গোনাহ সচেতনভাবে করা হয়, তাও মাফ হয়।

১২০তম আয়াতে أُمَّةً (উম্মত) শব্দটি কয়েকটি অর্থে ব্যবহৃত হয়। এর প্রসিদ্ধ অর্থ দল ও সম্প্রদায়। হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) থেকে এখানে এ অর্থই বর্ণিত রয়েছে। অর্থাৎ হযরত ইবরাহীম (আ.) একাই এক ব্যক্তি, এক সম্প্রদায় ও কওমের গুণাবলি ও শ্রেষ্ঠত্বের অধিকারী ছিলেন। উম্মত শব্দের আরেক অর্থ হচ্ছে জাতির অনুসৃত নেতা ও গুণাবলির আধার। কোনো কোনো তাফসীরকার এখানে এ অর্থই নিয়েছেন। قَانِتٌ শব্দের অর্থ আজ্ঞাবহ। হযরত ইবরাহীম (আ.) উভয় গুণে স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্যের অধিকারী ছিলেন। অনুসৃত এ কারণে যে, সমগ্র বিশ্বের প্রসিদ্ধ ধর্মাবলম্বীরা সবাই একবাক্যে তাঁর প্রতি বিশ্বাস রাখে এবং তাঁর দীনের অনুসরণকে সম্মান ও গৌরবের বিষয় মনে করে। ইহুদি, খ্রিস্টান ও মূর্তিপূজা সত্ত্বেও এ মূর্তি সংহারকের প্রতি ভক্তিতে গদগদ এবং তাঁর ধর্মের অনুসরণকে গর্বের বিষয় গণ্য করে। হযরত ইবরাহীম (আ.) যে, আল্লাহর আজ্ঞাবহ ও অনুগত ছিলেন, এর বিশেষ স্বাতন্ত্র্য সেসমস্ত পরীক্ষার মাধ্যমে ফুটে উঠে, যেগুলোতে আল্লাহর এ দোস্ত উত্তীর্ণ হন। নমরূদের আগুন, পরিবার-পরিজনকে জনশূন্য প্রান্তরে ছেড়ে চলে যাওয়ার নির্দেশ, অনেক আশা-আকাঙ্ক্ষার পর পাওয়া পুত্রকে কুরবানি করতে উদ্যত হওয়া− এসব স্বাতন্ত্র্যের কারণে আল্লাহ তা'আলা তাঁকে উল্লিখিত উপাধিসমূহে সম্মানিত করেন।

রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর প্রতি দীনে ইবরাহীমের অনুসরণের নির্দেশ : আল্লাহ তা'আলা যে শরিয়ত ও বিধানাবলি হযরত ইবরাহীম (আ.)-কে দান করেছিলেন, শেষনবী ﷺ -এর শরিয়তেও কতিপয় বিশেষ বিধান ছাড়া তদ্রূপ রাখা হয়েছে। যদিও রাসূলুল্লাহ ﷺ পয়গাম্বর ও রাসূলগণের মধ্যে শ্রেষ্ঠতর; কিন্তু এখানে শ্রেষ্ঠতরকে স্বল্পশ্রেষ্ঠ ব্যক্তির অনুসরণ করার নির্দেশ দানের পিছনে দু'টি তাৎপর্য কার্যকর। এক. সেই শরিয়ত পূর্বে দুনিয়াতে এসে গেছে এবং সর্বজনবিদিত ও প্রসিদ্ধ হয়েছে। সর্বশেষ শরিয়তও যেহেতু তদ্রূপ হবার ছিল, তাই একে অনুসরণ শব্দের মাধ্যমে ব্যক্ত করা হয়েছে। দুই. আল্লামা যমখশারীর ভাষায় অনুসরণের এ নির্দেশও হযরত ইবরাহীম

https://e-ilm.weebly.com/

(আ.) -এর সম্মানসমূহের মধ্যে একটি বিশেষ সম্মান। এর বৈশিষ্ট্যের প্রতি ثُمَّ (অতঃপর) শব্দের মাধ্যমে ইঙ্গিত করা হয়েছে যে, হযরত ইবরাহীম (আ.) -এর গুণাবলি ও শ্রেষ্ঠত্ব একদিকে এবং এগুলোর মধ্যে সর্বোপরি গুণ এই যে, আল্লাহ তা'আলা স্বীয় সর্বশ্রেষ্ঠ রাসূল ও হাবীবকে তাঁর দীনের অনুসরণ করার নির্দেশ দিয়েছেন।

দাওয়াত ও প্রচারের মূলনীতি এবং পূর্ণাঙ্গ কার্যক্রম : আলোচ্য ১২৫তম আয়াতে দাওয়াত ও প্রচারের পূর্ণাঙ্গ কর্মপন্থা, মূলনীতি ও শিষ্টাচারের পূর্ণ বিবরণ অল্প কথায় বিধৃত হয়েছে। তাফসীরে কুরতুবীতে রয়েছে, হযরত হরম ইবনে হাইয়্যানের মৃত্যুর সময় তাঁর আত্মীয়-স্বজনরা অনুরোধ করল : আমাদেরকে কিছু অসিয়ত করুন। তিনি বললেন "মানুষ সাধারণত অর্থ সম্পদের ব্যাপারে অসিয়ত করে। অর্থ সম্পদ আমার কাছে নেই। কিন্তু আমি তোমাদেরকে আল্লাহ তা'আলার আয়াতসমূহ বিশেষত : সূরা নাহলের সর্বশেষ আয়াতসমূহের ব্যাপারে অসিয়ত করছি। এগুলোকে শক্তভাবে আঁকড়ে থাকবে।" উল্লিখিত আয়াতসমূহই হচ্ছে সে আয়াত।

دَعْوَةٌ -এর শাব্দিক অর্থ ডাকা, আমন্ত্রণ জানানো, আহ্বান করা। পয়গাম্বরগণের সর্বপ্রথম কর্তব্য হচ্ছে মানবজাতিকে আল্লাহর দিকে আহ্বান করা। এরপর নবী ও রাসূলের সমস্ত শিক্ষা হচ্ছে এ দাওয়াতেরই ব্যাখ্যা। কুরআন পাকে রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর বিশেষ পদবী হচ্ছে আল্লাহর দিকে আহ্বানকারী হওয়া। সূরা আহযাবের ৪৬তম আয়াতে বলা হয়েছে- وَدَاعِيًا اِلَى اللّٰهِ بِاِذْنِهٖ وَسِرَاجًا مُّنِيْرًا এবং সূরা আহকাফের ৩১ আয়াতে বলা হয়েছে, يٰقَوْمَنَا اَجِيْبُوْا دَاعِيَ اللّٰهِ রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর পদাঙ্ক অনুসরণ করে আল্লাহর দিকে দাওয়াত দেওয়া উম্মতের উপরও ফরজ করা হয়েছে। সূরা আলে-ইমরানে আছে, وَلْتَكُنْ مِّنْكُمْ اُمَّةٌ يَّدْعُوْنَ اِلَى الْخَيْرِ وَيَاْمُرُوْنَ بِالْمَعْرُوْفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ তোমাদের মধ্যে একটি দল এমন থাকা উচিত, যারা মানুষকে মঙ্গলের প্রতি দাওয়াত দিবে (অর্থাৎ) সৎকাজের আদেশ করবে এবং অসৎকাজের নিষেধ করবে।

অন্য আয়াতে আছে, وَمَنْ اَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا اِلَى اللّٰهِ অর্থাৎ, কথা বার্তার দিক দিয়ে সে ব্যক্তির চাইতে উত্তম কে হবে, যে আল্লাহর দিকে দাওয়াত দেয়?

বর্ণনায় বিষয়টিকে কোনো সময় دَعْوَتُ اِلَى اللّٰهِ কোনো কোনো সময় دَعْوَتُ اِلَى الْخَيْرِ কোনো কোনো সময় دَعْوَتُ اِلٰى سَبِيْلِ اللّٰهِ শিরোনাম দেওয়া হয়। সবগুলোর সারমর্ম এক। কেননা আল্লাহর দিকে দাওয়াত দেওয়ার দ্বারা তাঁর দীন এবং সরল পথের দিকেই দাওয়াত দেওয়া উদ্দেশ্য হয়ে থাকে।

اِلٰى سَبِيْلِ رَبِّكَ এতে আল্লাহ তা'আলার বিশেষ গুণ رَبٌّ (পালনকর্তা) উল্লেখ করা হয়েছে। অতঃপর রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর প্রতি এর সম্বন্ধ করার মধ্যে ইঙ্গিত রয়েছে যে, দাওয়াতের কাজটি লালন ও পালনের সাথে সম্পর্কযুক্ত। আল্লাহ তা'আলা যেমন তাঁকে পালন করেছেন, তেমনি তাঁরও প্রতিপালনের ভঙ্গিতে দাওয়াত দেওয়া উচিত। এতে প্রতিপক্ষের অবস্থার প্রতি লক্ষ্য রেখে এমন পন্থা অবলম্বন করতে হবে যাতে, তার উপর চাপ সৃষ্টি না হয় এবং অধিকতর ক্রিয়াশীল হয়। স্বয়ং দাওয়াত শব্দটিও এই কর্ম প্রকাশ করে। কেননা পয়গাম্বরের দায়িত্ব শুধু বিধি-বিধান পৌঁছে দেওয়া ও শুনিয়ে দেওয়া নয়; বরং লোকদের তা পালন করার দাওয়াত দেওয়াও বটে। বলাবাহুল্য, যে ব্যক্তি কাউকে দাওয়াত দেয়, সে তাকে এমন সম্বোধন করে না, যাতে তার মনে বিরক্তি ও ঘৃণা জন্মে অথবা তার সাথে ঠাট্টা-বিদ্রূপ ও তামাশা করে না।

بِالْحِكْمَةِ 'হিকমত' শব্দটি কুরআন পাকে অনেক অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। এস্থলে কোনো কোনো তাফসীরবিদ হেকমতের অর্থ কুরআন, কেউ কেউ কুরআন ও সুন্নাহ এবং কেউ কেউ অকাট্য যুক্তি-প্রমাণ স্থির করেছেন। রূহুল মা'আনী বাহরে মুহীতের বরাত দিয়ে হিকমতের তাফসীর নিম্নরূপ করেছেন اِنَّهَا الْكَلَامُ الصَّوَابُ الْوَاقِعُ مِنَ

https://e-ilm.weebly.com/

اَلنَّفْسِ اَجْمَلَ مَوْقِعٍ। অর্থাৎ এমন বিশুদ্ধ বাক্যকে হিকমত বলা হয়, যা মানুষের মনে আসন করে নেয়। এ তাফসীরের মধ্যে সব উক্তি সন্নিবেশিত হয়ে যায়। রূহুল-বয়ানের গ্রন্থকারও প্রায় এই অর্থটিই এরূপ ভাষায় বর্ণনা করেছেন–

'হিকমত বলে সে অন্তর্দৃষ্টিকে বুঝানো হয়েছে, যার সাহায্যে মানুষ অবস্থার তাগিদ জেনে নিয়ে তদনুযায়ী কথা বলে। এমন সময় ও সুযোগ খুঁজে নেয় যে প্রতিপক্ষের উপর বোঝা হয় না। নম্রতার স্থলে নম্রতা এবং কঠোরতার স্থলে কঠোরতা অবলম্বন করে। যেখানে মনে করে যে, স্পষ্টভাবে বললে প্রতিপক্ষ লজ্জিত হবে সেখানে ইঙ্গিতে কথা বলে কিংবা এমন ভঙ্গি অবলম্বন করে, যদ্দরুন প্রতিপক্ষ লজ্জার সম্মুখীন হয় না এবং তার মনে একগুঁয়েমিভাবও সৃষ্টি হয় না।

وَالْمَوْعِظَةِ - مَوْعِظَةٌ ও وَعْظٌ-এর আভিধানিক অর্থ হচ্ছে কোনো শুভেচ্ছামূলক কথা এমনভাবে বলা, যাতে প্রতিপক্ষের মন তা কবুল করার জন্য নরম হয়ে যায়। উদাহরণত তার কাছে কবুল করার ছওয়াব ও উপকারিতা এবং কবুল না করার শাস্তি ও অপকারিতা বর্ণনা করা। –(কামূস, মুফরাদাত, রাগিব)

اَلْحَسَنَةِ। -এর অর্থ বর্ণনা ও শিরোনাম এমন হওয়া যে, প্রতিপক্ষের অন্তর নিশ্চিত হয়ে যায়, সন্দেহ দূর হয়ে যায় এবং অনুভব করে যে, এতে আপনার কোনো স্বার্থ নেই– শুধু তার শুভেচ্ছার খাতিরে বলেছেন।

مَوْعِظَةٌ শব্দ দ্বারা শুভেচ্ছামূলক কথা কার্যকরী ভঙ্গিতে বলার বিষয়টি ফুটে উঠেছিল। কিন্তু শুভেচ্ছামূলক কথা মাঝে মাঝে মর্মবিদারক ভঙ্গিতে কিংবা এমনভাবে বলা হয় যে, প্রতিপক্ষ অপমানবোধ করে। –(রূহুলমা'আনী) এ পন্থা পরিত্যাগ করার জন্য حَسَنَةٌ শব্দটি সংযুক্ত করা হয়েছে।

وَجَادِلْهُمْ بِالَّتِىْ هِىَ اَحْسَنُ : جَادِلْ শব্দটি مُجَادَلَةٌ ধাতু থেকে উদ্ভূত। এখানে مُجَادَلَةٌ বলে আলোচনা ও তর্ক-বিতর্ক বুঝানো হয়েছে। بِالَّتِىْ هِىَ اَحْسَنُ -এর অর্থ এই যে, যদি দাওয়াতের কাজে কোথাও তর্ক-বিতর্কের প্রয়োজন দেখা দেয়, তবে তর্ক-বিতর্কও উত্তম পন্থায় হওয়া দরকার। রূহুলমা'আনীতে বলা হয়েছে, উত্তম পন্থার মানে এই যে, কথাবার্তায় নম্রতা ও কমনীয়তা অবলম্বন করতে হবে। এমন যুক্তি-প্রমাণ পেশ করতে হবে, যা প্রতিপক্ষ বুঝতে সক্ষম হয়। বহুল প্রচলিত প্রসিদ্ধ ও সুবিদিত বাক্যাবলির মাধ্যমে প্রমাণ দিতে হবে, যাতে প্রতিপক্ষের সন্দেহ দূরীভূত হয় এবং সে হঠকারিতার পথ পরিহার করে। কুরআন পাকের অন্যান্য আয়াত সাক্ষ্য দেয় যে, 'উত্তম পন্থায় তর্ক-বিতর্ক' শুধু মুসলমানদের সাথেই বিশেষভাবে সম্পর্যুক্ত নয়; বরং আহলে কিতাব সম্পর্কে বিশেষভাবে কুরআন বলে যে, وَلَا تُجَادِلُوْٓا اَهْلَ الْكِتٰبِ اِلَّا بِالَّتِىْ هِىَ اَحْسَنُ অন্য আয়াতে হযরত মূসা ও হারূন (আ.) -কে فَقُوْلَا لَهٗ قَوْلًا لَّيِّنًا নির্দেশ দিয়ে আরো বলা হয়েছে যে, ফেরাউনের মতো অবাধ্য কাফেরের সাথেও নম্র আচরণ করা উচিত।

দাওয়াতের মূলনীতি ও শিষ্টাচার : আলোচ্য আয়াতে দাওয়াতের জন্য তিনটি বিষয় উল্লেখ করা হয়েছে। ১. হিকমত, ২. সদুপদেশ, ৩. উত্তম পন্থায় তর্ক-বিতর্ক। কোনো কোনো তাফসীরকার বলেন– এ তিনটি বিষয় তিন প্রকার। প্রতিপক্ষের জন্য বর্ণিত হয়েছে। হিকমতের মাধ্যমে দাওয়াত জ্ঞানী ও সুধীজনের জন্য, উপদেশের মাধ্যমে দাওয়াত জনসাধারণের জন্য, এবং বিতর্কের মাধ্যমে দাওয়াত তাদের জন্য যাদের অন্তরে সন্দেহ ও দ্বিধা রয়েছে অথবা যারা হঠকারিতা ও একগুঁয়েমির কারণে কথা মেনে নিতে সম্মত হয় না।

হাকীমুল-উম্মত হযরত থানবী (র.) বয়ানুল কুরআনে বলেন– এ তিনটি বিষয় পৃথক পৃথক তিন প্রকার প্রতিপক্ষের জন্য হওয়া আয়াতের বর্ণনা পদ্ধতির দিক দিয়ে অযৌক্তিক মনে হয়।

https://e-ilm.weebly.com/

বাহ্যিক অর্থ এই যে, দাওয়াতের এই সুষ্ঠ পন্থাগুলো প্রত্যেকের জন্যই ব্যবহার্য। কেননা দাওয়াতে সর্বপ্রথম হিকমতের মাধ্যমে প্রতিপক্ষের অবস্থা যাচাই করে তদনুযায়ী শব্দ চয়ন করতে হবে। এরপর এসব বাক্যে শুভেচ্ছা ও সহানুভূতির মনোভাব নিয়ে এমন যুক্তি-প্রমাণ পেশ করতে হবে, যা দ্বারা প্রতিপক্ষ নিশ্চিত হতে পারে। বর্ণনাভঙ্গি ও কথাবার্তা সহানুভূতি পূর্ণ ও নরম রাখতে হবে, যাতে প্রতিপক্ষ নিশ্চিতরূপে বিশ্বাস করে যে, সে যা কিছু বলছে, আমারই উপকারার্থে এবং হিতাকাঙ্ক্ষাবশত বলছে- আমাকে শরমিন্দা করা অথবা আমার মর্যাদাকে আহত করা তার লক্ষ্য নয়।

অবশ্য রুহুল-মা'আনীর গ্রন্থকার এখানে একটি সূক্ষ্ম তত্ত্ব বর্ণনা করে বলেছেন যে, আয়াতের বর্ণনা পদ্ধতি থেকে জানা যায়, আসলে দু'টি বিষয়ই দাওযাতের মূলনীতি হিকমত ও উপদেশ। তৃতীয় বিষয় বিতর্ক, মূলনীতির অন্তর্ভুক্ত নয়। তবে দাওয়াতের পথে কোনো কোনো সময় এরও প্রয়োজন দেখা দেয়।

মোটকথা, দাওয়াতের মূলনীতি দু'টি– হিকমত ও উপদেশ। এগুলো থেকে কোনো দাওয়াত খালি থাকা উচিত নয়। আলেম ও বিশেষ শ্রেণির লোকদেরকে দাওয়াত দেওয়া হোক কিংবা সর্বসাধারণকে দাওয়াত দেওয়া হোক। তবে দাওয়াতের কাজে মাঝে মাঝে এমন লোকদেরও সম্মুখীন হতে হয়, যারা সন্দেহ ও দ্বিধাদ্বন্দ্বে জড়িত থাকে এবং দাওয়াতদানকারীর সাথে তর্ক-বিতর্ক করতে উদ্যত হয়। এমতাবস্থায় বিতর্কের শিক্ষা দান করা হয়েছে। কিন্তু সাথে সাথে بِالَّتِىْ هِىَ اَحْسَنُ -এর শর্ত হিসেবে বলা হয়েছে যে, যে বিতর্ক এ শর্তের সাথে সম্পর্কযুক্ত নয়, শরিয়তে তার কোনো মর্যাদা নেই।

وَاِنْ عَاقَبْتُمْ বাক্যে প্রথমত : আল্লাহর পথে দাওয়াত দানকারীদেরকে আইনগত অধিকার দেওয়া হয়েছে যে, যারা নির্যাতন চালায়, তাদের কাছ থেকে প্রতিশোধ গ্রহণ করা আপনার জন্যে বৈধ, কিন্তু এই শর্তে যে, প্রতিশোধ গ্রহণের ক্ষেত্রে নির্যাতনের সীমা অতিক্রম করা যাবে না। যতটুকু জুলুম প্রতিপক্ষের তরফ থেকে করা হয়, প্রতিশোধ ততটুকুই গ্রহণ করতে হবে; বেশি হতে পারবে না।

আয়াতের শেষে পরামর্শ দেওয়া হয়েছে যে, যদিও প্রতিশোধ গ্রহণের অধিকার রয়েছে, কিন্তু সবর করা উত্তম।

আয়াতের শানে নুযূল এবং রাসূলুল্লাহ ﷺ ও সাহাবীদের পক্ষ থেকে নির্দেশ পালন : সংখ্যাগরিষ্ঠ তাফসীরবিদগণের মতে এ আয়াতটি মদিনায় অবতীর্ণ। ওহুদ যুদ্ধে সত্তর জন সাহাবীর শাহাদাত বরণ এবং হযরত হামযা (রা.) -কে হত্যার পর তাঁর লাশের নাক-কান কর্তনের ঘটনা সম্পর্কে আয়াতটি অবতীর্ণ হয়েছে। সহীহ বোখারীর রেওয়ায়েত তদ্রূপই। দারাকুতনী হযরত ইবনে আব্বাসের রেওয়ায়েতে বর্ণনা করেন যে,

ওহুদের যুদ্ধে-ময়দান থেকে মুশরিকরা ফিরে যাওয়ার পর সত্তরজন সাহাবীর মৃতদেহ উদ্ধার করা হলো। তাঁদের মধ্যে রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর শ্রদ্ধেয় পিতৃব্য হযরত হামযা (রা.) -এর মৃতদেহও ছিল। তার প্রতি মুশরিকদের প্রচণ্ড ক্রোধছিল। তাই তাকে হত্যা করার পর মনের ঝাল মিটাতে গিয়ে তার নাক, কান ও অন্যান্য অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ কেটে এবং পেট চিরে দিয়েছিল। এ মর্মান্তিক দৃশ্য দেখে রাসূলুল্লাহ ﷺ দারুণভাবে মর্মাহত হলেন। তিনি বললেন আল্লাহর কসম, আমি হামযার পরিবর্তে মুশরিকদের সত্তর জনের মৃতদেহ বিকৃত করব। এ ঘটনা সম্পর্কে আলোচ্য وَاِنْ عَاقَبْتُمْ শীর্ষক তিনটি আয়াত নাজিল হয়েচছে। –(তাফসীর কুরতুবী)

কোনো কোনো রেওয়ায়েতে রয়েছে যে, কাফেররা অন্যান্য সাহাবীদের মৃতদেহও বিকৃত করেছিল।

–(তিরমিযী, আহমদ, ইবনে খুযায়মা, ইবনে-হাব্বান)

https://e-ilm.weebly.com/

এক্ষেত্রে রাসূলুল্লাহ ﷺ সংখ্যার প্রতি লক্ষ্য না রেখেই দুঃখের আতিশয্যে বিকৃতদেহ সাহাবীদের পরিবর্তে সত্তরজন মুশরিকের মৃতদেহ বিকৃত করার সংকল্প করেছিলেন। এটা আল্লাহর কাছে সে সমতা ও সুবিচারের অনুকূল ছিল না, যা তাঁর মাধ্যমে দুনিয়াতে প্রতিষ্ঠা করার উদ্দেশ্য ছিল। তাই প্রথমে হুশিয়ার করা হয়েছে যে, প্রতিশোধ গ্রহণের অধিকার আপনার রয়েছে বটে, কিন্তু সে পরিমাণই, যে পরিমাণ জুলুম হয়েছে। সখ্যার প্রতি লক্ষ্য না রেখে কয়েক জনের প্রতিশোধ সত্তর জনের উপর শিক্ষা দেওয়ার লক্ষ্যে ঠিক নয়। দ্বিতীয়ত : রাসূলুল্লাহ ﷺ -কে ন্যায়ানুগ আচরণের উপদেশ দেওয়া হয়েছে যে, সমপরিমাণ প্রতিশোধ নেওয়ার অনুমতি যদিও রয়েছে, কিন্তু তাও ছেড়ে দিন এবং অপরাধীদের প্রতি অনুগ্রহ করুন। এটা অধিক শ্রেয়।

এ আয়াত নাজিল হওয়ার পর রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন, এখন আমরা সবরই করব। একজনের উপরও প্রতিশোধ নেব না এরপর তিনি কসমের কাফফারা আদায় করে দেন। —(মাযহারী)

মক্কা বিজয়ের সময় এসব মুশরিক পরাজিত হয়ে যখন রাসূলুল্লাহ ﷺ ও সাহাবায়ে কেরামের হস্তগত হয়, তখন ওহুদ যুদ্ধের সময় কৃত সংকল্প পূর্ণ করার একটা উত্তম সুযোগ ছিল। কিন্তু উল্লিখিত আয়াত নাজিল হওয়ার সময়ই রাসূলুল্লাহ ﷺ স্বীয় সংকল্প পরিত্যাগ করে সবর করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছিলেন। তাই মক্কা বিজয়ের সময় তিনি আয়াত অনুযায়ী সবর অবলম্বন করেন। সম্ভবত এর কারণেই কোনো কোনো রেওয়ায়েতে বলা হয়েছে যে, আলোচ্য আয়াতগুলো মক্কা বিজয়ের সময় অবতীর্ণ হয়েছিল। এটাও সম্ভব যে, আয়াতগুলো বার বার নাজিল হয়েছে। প্রথমে ওহুদ যুদ্ধের ব্যাপারে নাজিল হয়েছে এবং পরে মক্কা বিজয়ের সময় পুনর্বার অবতীর্ণ হয়েছে। —(মাযহারী)

মাসআলা : আলোচ্য আয়াতটি প্রতিশোধ গ্রহণের ক্ষেত্রে সমতার আইন ব্যক্ত করেছে। এ কারণেই ফিকহবিদগণ বলেছেন, যে ব্যক্তি কাউকে হত্যা করে,তার বিনিময়ে হত্যাকারীকে হত্যা করা হবে। আহত করলে আহতকারীকে জখমের পরিমাণে জখম করা হবে। কেউ কাউকে হাত পা কেটে হত্যা করলে নিহতের ওলীকে অধিকার দেওয়া হবে, সেও প্রথমে হত্যাকারীর হাত-পা কর্তন করবে, অতঃপর হত্যা করবে।

তবে কেউ যদি কাউকে পাথর মেরে কিংবা তীর দ্বারা আহত করে হত্যা করে, তাহলে এতে হত্যার প্রকারভেদের সঠিক পরিমাণ নির্ণয় করা সম্ভবপর নয় যে, কি পরিমাণ আঘাত দ্বারা হত্যা সংঘটিত হয়েছে এবং নিহত ব্যক্তি কি পরিমাণ কষ্ট পেয়েছে। এ ক্ষেত্রে সত্যিকার সমতার কোনো মাপকাঠি নেই। তাই হত্যাকারীকে তরবারি দ্বারাই হত্যা করা হবে। —(জাস্‌সাস)

মাসআলা : আয়াতটি যদিও দৈহিক কষ্ট ও দৈহিক ক্ষতি সম্পর্কে অবতীর্ণ হয়েছে, কিন্তু ভাষা ব্যাপক এবং এতে আর্থিক ক্ষতিও অন্তর্ভুক্ত রয়েছে। এ কারণেই ফিকহবিদগণ বলেছেন, যে ব্যক্তি কারো অর্থসম্পদ ছিনতাই করে, প্রতিপক্ষেরও অধিকার রয়েছে তার কাছ থেকে ছিনিয়ে নেওয়ার কিংবা অপহরণ করার। তবে শর্ত এই যে, যে অর্থসম্পদ সে ছিনিয়ে নেবে কিংবা অপহরণ করবে, তা ছিনতাইকৃত অর্থসম্পদের অভিন্ন প্রকার হতে হবে। উদাহরণত নগদ টাকা-পয়সা ছিনতাই করলে বিনিময়ে সেই পরিমাণ নগদ টাকা-পয়সা তার কাছ থেকে ছিনতাই কিংবা অপহরণের মাধ্যমে নিতে হবে। খাদ্যশস্য, বস্ত্র ইত্যাদি ছিনতাই করলে, সেই রকম খাদ্য শস্য ও বস্ত্র নিতে পারে। কিন্তু এক প্রকার সামগ্রীর বিনিময়ে অন্য কোনো ব্যবহারিক বস্তু জোরপূর্বক নিতে পারবে না। কোনো কোনো ফিকহবিদ সর্বাবস্থায় অনুমতি দিয়েছেন এক প্রকার হোক কিংবা ভিন্ন প্রকার। এ মাসআলার কিছু বিবরণ কুরতুবী স্বীয় তাফসীরে লিপিবদ্ধ করেছেন। বিস্তারিত আলোচনা ফিকহগ্রন্থের দ্রষ্টব।

https://e-ilm.weebly.com/

وَاِنْ عَاقَبْتُمْ : আয়াতে সাধারণ আইন বর্ণিত হয়েছিল। এতে সব মুসলমানের জন্য সমান প্রতিশোধ গ্রহণ করা বৈধ, কিন্তু সবর করা শ্রেয় বলা হয়েছে। পরবর্তী আয়াতে রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে বিশেষভাবে সম্বোধন করে সবর করতে উৎসাহ দান করা হয়েছে। কেননা তাঁর মহত্ত্ব ও উচ্চপদ হেতু অন্যের তুলনায় এটাই ছিল তাঁর পক্ষে অধিকতর উপযোগী। তাই বলা হয়েছে وَاصْبِرْ وَمَا صَبْرُكَ اِلاَّ بِاللّٰهِ অর্থাৎ, আপনি তো প্রতিশোধের ইচ্ছাই করবেন না সবরই করুন। সাথে সাথে একথাও বলা হয়েছে যে, আপনার সবর আল্লাহর সাহায্যে হবে। অর্থাৎ, সবর করা আপনার জন্য সহজ করে দেওয়া হয়েছে যে, اِنَّ اللّٰهَ مَعَ الَّذِيْنَ اتَّقَوْا وَالَّذِيْنَ هُمْ مُّحْسِنُوْنَ-এর সারমর্ম এই যে, আল্লাহ তা'আলার সাহায্য তাদের সাথে থাকে, যারা দুটি গুণে গুণান্বিত। এক তাকওয়া ও ইহসান। তাকওয়ার অর্থ সৎকর্ম করা এবং ইহসানের অর্থ এখানে সৃষ্ট জীবের সাথে সদ্ব্যবহার করা। অর্থাৎ, যারা শরিয়তের অনুসারী হয়ে নিয়মিত সৎকর্ম সম্পাদন করে এবং অপরের সাথে সদ্ব্যবহার করে, আল্লাহ তা'আলা তাদের সঙ্গে আছেন। বলাবাহুল্য, যে ব্যক্তি আল্লাহ তা'আলার সান্নিধ্য (সাহায্য) অর্জন করতে সক্ষম হয়েছে, তার অনিষ্ট সাধন করার সাধ্য কার?

শব্দবিশ্লেষণ :

تَابُوْا : সীগাহ جمع مذكر غائب বহছ ماضى معروف বাব نَصَرَ মাসদার اَلتَّوْبُ ও اَلتَّوْبَةُ মূলবর্ণ (ت - و - ب) জিনস اجوف واوى অর্থ- তওবা কবুল করা।

اُدْعُ : সীগাহ واحد مذكر حاضر বহছ امر حاضر معروف বাব نَصَرَ মাসদার اَلدَّعْوَةُ মূলবর্ণ (د - ع - و) জিনস ناقص واوى অর্থ- ডাকা, আহ্বান করা।

جَادِلْهُمْ : সীগাহ واحد مذكر حاضر বহছ امر حاضر معروف বাব مُفَاعَلَةٌ মাসদার اَلْمُجَادَلَةُ মূলবর্ণ (ج - د - ل) জিনস صحيح অর্থ- ঝগড়া করা।

اَلْمُهْتَدِيْنَ : সীগাহ جمع مذكر বহছ اسم فاعل বাব اِفْتِعَالٌ মাসদার اَلْاِهْتِدَاءُ মূলবর্ণ (ه - د - ى) জিনস ناقص يائى অর্থ- রাস্তা পাওয়া তা দীনি হোক বা দুনিয়াবি।

عَاقِبُوْا : সীগাহ جمع مذكر حاضر বহছ امر حاضر معروف বাব مُفَاعَلَةٌ মাসদার اَلْمُعَاقَبَةُ মূলবর্ণ (ع - ق - ب) জিনস صحيح অর্থ- বদলা নেওয়া, প্রতিশোধ গ্রহণ করা।

عُوْقِبْتُمْ : সীগাহ جمع مذكر حاضر বহছ ماضى مجهول বাব مُفَاعَلَةٌ মাসদার اَلْمُعَاقَبَةُ মূলবর্ণ (ع - ق - ب) জিনস صحيح অর্থ- শাস্তি দেওয়া।

لَا تَكُ : সীগাহ واحد مذكر حاضر বহছ نهى حاضر معروف বাব نَصَرَ মাসদার اَلْكَوْنُ মূলবর্ণ (ك - و - ن) জিনস اجوف واوى অর্থ- হওয়া।

اِتَّقَوْا : সীগাহ جمع مذكر غائب বহছ ماضى معروف বাব اِفْتِعَالٌ মাসদার اَلْاِتِّقَاءُ মূলবর্ণ (و - ق - ى) জিনস لفيف مفروق অর্থ- বিরত থাকা, ভয় করা।

مُحْسِنُوْنَ : সীগাহ جمع مذكر বহছ اسم فاعل বাব اِفْعَالٌ মাসদার اَلْاِحْسَانُ মূলবর্ণ (ح - س - ن) জিনস صحيح অর্থ- ভালো কাজ করা।

https://e-ilm.weebly.com/

১৫ তম পারা

سُوْرَةُ بَنِيْٓ اِسْرَآءِيْلَ

সূরা বনী ইসরাঈল

মক্কায় অবতীর্ণ, আয়াত-১১১, রুকূ'-১২

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ○

পরম করুণাময়, দয়ালু আল্লাহর নামে শুরু করছি।

سُبْحٰنَ الَّذِيْٓ اَسْرٰى بِعَبْدِهٖ لَيْلًا مِّنَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ اِلَى الْمَسْجِدِ الْاَقْصَا الَّذِيْ بٰرَكْنَا حَوْلَهٗ لِنُرِيَهٗ مِنْ اٰيٰتِنَا ؕ اِنَّهٗ هُوَ السَّمِيْعُ الْبَصِيْرُ (١)

১. ঐ সত্তা [আল্লাহ] পবিত্র, যিনি স্বীয় বান্দা [মুহাম্মদ ﷺ]-কে রাতারাতি মসজিদে হারাম [কা'বা শরীফ] হতে মসজিদে আকসা [বায়তুল মাকদিস] পর্যন্ত নিয়ে গেলেন, যার চতুষ্পার্শ্বকে [সিরিয়া দেশব্যাপী] আমি নানাবিধ বরকতময় করে রেখেছি, উদ্দেশ্য- আমি তাঁকে আমার কুদরতের বিস্ময়কর কিছু নির্দশন দেখিয়ে দেই; নিশ্চয় আল্লাহ তা'আলা সর্বশ্রোতা, সর্বদ্রষ্টা।

وَاٰتَيْنَا مُوْسَى الْكِتٰبَ وَجَعَلْنٰهُ هُدًى لِّبَنِيْٓ اِسْرَآءِيْلَ اَلَّا تَتَّخِذُوْا مِنْ دُوْنِيْ وَكِيْلًا (٢)

২. আর আমি মূসাকে কিতাব প্রদান করলাম এবং আমি তাঁকে বনী ইসরাঈলদের জন্য পথপ্রদর্শক করে দিলাম যে, তোমরা আমাকে ব্যতীত কোনো কার্যনির্বাহক সাব্যস্ত করো না।

ذُرِّيَّةَ مَنْ حَمَلْنَا مَعَ نُوْحٍ ؕ اِنَّهٗ كَانَ عَبْدًا شَكُوْرًا (٣)

৩. হে তাদের বংশধরগণ! যাদেরকে আমি নূহের সাথে [নৌকায়] আরোহণ করিয়েছিলাম, সে নূহ ছিলেন অতিশয় শোকর গুজার বান্দা।

শাব্দিক অনুবাদ :

০১. سُبْحٰنَ ঐ সত্তা (আল্লাহ) পবিত্র اَلَّذِيْٓ اَسْرٰى যিনি নিয়ে গেলেন بِعَبْدِهٖ স্বীয় বান্দা (মুহাম্মাদ ﷺ)-কে لَيْلًا রাতারাতি مِّنَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ মসজিদে হারাম (কা'বা শরীফ) হতে اِلَى الْمَسْجِدِ الْاَقْصَا আকসা (বায়তুল মুকাদ্দিস) পর্যন্ত الَّذِيْ بٰرَكْنَا حَوْلَهٗ যার চতুষ্পার্শ্বকে আমি নানাবিধ বরকতময় করে রেখেছি لِنُرِيَهٗ مِنْ اٰيٰتِنَا উদ্দেশ্য আমি তাকে আমার কুদরতের বিস্ময়কর কিছু নিদর্শন দেখিয়ে দেই اِنَّهٗ هُوَ السَّمِيْعُ الْبَصِيْرُ নিশ্চয় আল্লাহ তা'আলা সর্বশ্রোতা, সর্বদ্রষ্টা।

০২. وَاٰتَيْنَا مُوْسَى الْكِتٰبَ আর আমি মূসাকে কিতাব প্রদান করেছি وَجَعَلْنٰهُ هُدًى لِّبَنِيْٓ اِسْرَآءِيْلَ এবং আমি তাকে বনী ইসরাঈলের জন্য পথপ্রদর্শক করে দিলাম যে اَلَّا تَتَّخِذُوْا مِنْ دُوْنِيْ وَكِيْلًا তোমরা আমাকে ব্যতীত কোনো কার্যনির্বাহক সাব্যস্ত করো না।

০৩. ذُرِّيَّةَ مَنْ حَمَلْنَا مَعَ نُوْحٍ হে তাদের বংশধরগণ! যাদের কে আমি নূহের সাথে নৌকায় আরোহণ করিয়ে ছিলাম اِنَّهٗ كَانَ عَبْدًا شَكُوْرًا সে নূহ ছিলেন অতিশয় শোকর গুজার বান্দা।

https://e-ilm.weebly.com/

৪. আর আমি বনী ইসরাঈলকে কিতাবের মধ্যে এটা বলে দিয়েছিলাম যে, তোমরা জমিনে দুবার [মূসা ও ঈসার বিরোধিতা করে] অশান্তি সৃষ্টি করবে এবং অতিশয় বল প্রয়োগ করতে থাকবে।	وَقَضَيْنَآ إِلَىٰ بَنِىٓ إِسْرَٰٓءِيلَ فِى ٱلْكِتَٰبِ لَتُفْسِدُنَّ فِى ٱلْأَرْضِ مَرَّتَيْنِ وَلَتَعْلُنَّ عُلُوًّا كَبِيرًا (٤)
৫. অতঃপর যখন এতদুভয়ের প্রথমবারের প্রতিশ্রুতি সমাগত হবে, [তখন] তোমাদের উপর আমার এমন বান্দাদেরকে ক্ষমতাশালী করে দিব যারা ভীষণ যোদ্ধা হবে, তখন তারা তোমাদের ঘরে ঢুকে পড়বে, আর এটা এমন একটি ওয়াদা যা অবশ্যই ঘটবে।	فَإِذَا جَآءَ وَعْدُ أُولَىٰهُمَا بَعَثْنَا عَلَيْكُمْ عِبَادًا لَّنَآ أُو۟لِى بَأْسٍ شَدِيدٍ فَجَاسُوا۟ خِلَٰلَ ٱلدِّيَارِ ۚ وَكَانَ وَعْدًا مَّفْعُولًا (٥)
৬. অতঃপর আমি পুনরায় তোমাদেরকে তাদের উপর জয়ী করে দিব এবং আমি ধন সম্পদ ও পুত্র সন্তানাদি দ্বারা তোমাদেরকে সাহায্য করব, আর তোমাদেরকে বৃহৎ দলে পরিণত করে দিব।	ثُمَّ رَدَدْنَا لَكُمُ ٱلْكَرَّةَ عَلَيْهِمْ وَأَمْدَدْنَٰكُم بِأَمْوَٰلٍ وَبَنِينَ وَجَعَلْنَٰكُمْ أَكْثَرَ نَفِيرًا (٦)
৭. যদি নেক কাজ করতে থাক, তবে নিজেদেরই হিতার্থে নেক কাজ করবে। আর যদি মন্দ কাজ কর, তা-ও তোমাদের নিজেদেরই জন্য; অতঃপর যখন দ্বিতীয়বারের প্রতিশ্রুতি সমাগত হবে, [তখন অপর জাতিকে ক্ষমতাবান করে দিব] যেন তারা তোমাদের চেহারা বিকৃত করে দেয় এবং যেরূপে প্রথমবার ঐ লোকেরা মসজিদে ঢুকেছিল, তদ্রূপ এরাও যেন তাতে ঢুকে পড়ে এবং যে যে বস্তুর উপর সক্ষম হয়, তা যেন ধ্বংস করে ফেলে।	إِنْ أَحْسَنتُمْ أَحْسَنتُمْ لِأَنفُسِكُمْ ۖ وَإِنْ أَسَأْتُمْ فَلَهَا ۚ فَإِذَا جَآءَ وَعْدُ ٱلْءَاخِرَةِ لِيَسُۥٓـُٔوا۟ وُجُوهَكُمْ وَلِيَدْخُلُوا۟ ٱلْمَسْجِدَ كَمَا دَخَلُوهُ أَوَّلَ مَرَّةٍ وَلِيُتَبِّرُوا۟ مَا عَلَوْا۟ تَتْبِيرًا (٧)

শাব্দিক অনুবাদ :

০৪. وَقَضَيْنَآ إِلَىٰ بَنِىٓ إِسْرَٰٓءِيلَ আর আমি বনী ইসরাঈলকে এটা বলে দিয়েছিলাম فِى ٱلْكِتَٰبِ কিতাবের মধ্যে لَتُفْسِدُنَّ فِى ٱلْأَرْضِ তোমরা জমিনে অশান্তি সৃষ্টি করবে مَرَّتَيْنِ দু'বার وَلَتَعْلُنَّ عُلُوًّا كَبِيرًا এবং অতিশয় বল প্রয়োগ করতে থাকবে।

০৫. فَإِذَا جَآءَ وَعْدُ أُولَىٰهُمَا অতঃপর যখন এতদুভয়ের প্রথমবারের প্রতিশ্রুতি সমাগত হবে [তখন] بَعَثْنَا عَلَيْكُمْ عِبَادًا لَّنَآ তোমাদের উপর আমার এমন বান্দাগণকে ক্ষমতাশালী করে দিব أُو۟لِى بَأْسٍ شَدِيدٍ যারা ভীষণ যোদ্ধা হবে فَجَاسُوا۟ خِلَٰلَ ٱلدِّيَارِ তখন তারা তোমাদের ঘরে ঘরে ঢুকে পড়বে وَكَانَ وَعْدًا مَّفْعُولًا আর এটা এমন একটি ওয়াদা যা অবশ্যই ঘটবে।

০৬. ثُمَّ رَدَدْنَا لَكُمُ ٱلْكَرَّةَ عَلَيْهِمْ অতঃপর আমি পুনরায় তোমাদেরকে তাদের উপর জয়ী করে দিব وَأَمْدَدْنَٰكُم بِأَمْوَٰلٍ وَبَنِينَ এবং আমি ধন-সম্পদও পুত্র সন্তানাদি দ্বারা তোমাদেরকে সাহায্য করব। وَجَعَلْنَٰكُمْ أَكْثَرَ نَفِيرًا আর তোমাদেরকে বৃহৎ দলে পরিণত করে দিব।

০৭. إِنْ أَحْسَنتُمْ যদি নেক কাজ করতে থাক أَحْسَنتُمْ لِأَنفُسِكُمْ তবে নিজেদেরই হিতার্থে নেক কাজ করবে وَإِنْ أَسَأْتُمْ আর যদি মন্দ কাজ কর فَلَهَا তাও নিজেদের জন্যই فَإِذَا جَآءَ وَعْدُ ٱلْءَاخِرَةِ অতঃপর যখন দ্বিতীয়বারের প্রতিশ্রুতি সমাগত হবে لِيَسُۥٓـُٔوا۟ وُجُوهَكُمْ যেন তারা তোমাদের চেহারা বিকৃত করে দেয় وَلِيَدْخُلُوا۟ ٱلْمَسْجِدَ كَمَا دَخَلُوهُ أَوَّلَ مَرَّةٍ যেরূপে প্রথমবার ঐ লোকেরা মসজিদে ঢুকেছিল তদ্রূপ এরাও যেন তাতে ঢুকে পড়ে وَلِيُتَبِّرُوا۟ مَا عَلَوْا۟ تَتْبِيرًا এবং যে যে বস্তুর উপর সক্ষম হয় তা যেন ধ্বংস করে ফেলে।

https://e-ilm.weebly.com/

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

নামকরণ : সূরা বনী ইসরাঈলকে সূরাতুল 'ইসরা'ও বলা হয়। মক্কায় অবতীর্ণ এ সূরায় যেহেতু বনী ইসরাঈলের অনেক কথা রয়েছে এজন্য এর নামকরণ করা হয়েছে বনী ইসরাঈল। আর যেহেতু এ সূরায় প্রিয়নবী হযরত রাসূলে কারীম ﷺ -এর মি'রাজের ঘটনা বর্ণিত হয়েছে এজন্য এ সূরাকে "সূরাতুল ইসরা" বলা হয়। অধিকাংশ ওলামায়ে কেরামের মতে, এ সূরাটি মক্কী। কিন্তু কোনো কোনো তত্ত্বজ্ঞানী বলেন, দু'টি আয়াত ব্যতীত পূর্ণ সূরাটি মক্কী। আয়াত দু'টি হলো- وَإِنْ كَادُوْا لَيَسْتَفِزُّوْنَكَ مِنَ الْأَرْضِ ...... سُلْطَانًا نَصِيْرًا.
দ্বিতীয়টি হলো- وَإِذْ قُلْنَا لَكَ إِنَّ رَبَّكَ أَحَاطَ بِالنَّاسِ.

ফজিলত : হযরত আয়েশা (রা.) থেকে বর্ণিত আছে যে, প্রিয়নবী ﷺ প্রত্যেক রাতে সূরা বনী ইসরাঈল এবং সূরায়ে যুমার তেলাওয়াত করতেন।

পূর্ববর্তী সূরার সাথে সম্পর্ক : পূর্ববর্তী সূরায় তাওহীদের দলিল প্রমাণ বর্ণিত হয়েছে। আর এ সূরায় নবুয়তের দলিল প্রমাণ এবং শরিয়তের বিধান স্থান পেয়েছে। এতদ্ব্যতীত, পূর্ববর্তী সূরার শেষে যারা শনিবারের ব্যাপারে সীমালঙ্ঘন করেছিল তাদের উল্লেখ ছিল। আর এ সূরার শুরুতেই বনী ইসরাঈলের জুলুম-অত্যাচার, অন্যায়-অবিচার এবং তাদের শোচনীয় পরিণামের কথা বর্ণিত হয়েছে যাতে করে মক্কাবাসী নিজেদের ভবিষ্যৎ সম্পর্কে চিন্তা করে ও সতর্ক হয়। কেননা মক্কার কাফেররা প্রিয়নবী ﷺ ও তাঁর সাহাবায়ে কেরামকে মক্কা থেকে বের করার ষড়যন্ত্রে লিপ্ত ছিল। যেমন ফেরাউন হযরত মূসা (আ.) এবং তাঁর সাথিদেরকে মিশর থেকে বের করার ইচ্ছা করেছিল। পরিণামে ফেরাউন তার সৈন্য সামন্তসহ লোহিত সাগরে নিমজ্জিত হয়ে ধ্বংস হয়। আর বনী ইসরাঈলরা তাদের বাড়ি-ঘরের উত্তরাধিকারী হয়। এভাবে আল্লাহ পাক মুসলমানগণকে মক্কা শহর তথা সমগ্র আরবের উত্তরাধিকারী করবেন, এমন সময় এ সূরা অবতীর্ণ হয়।

سُبْحَانَ الَّذِيْٓ أَسْرٰى بِعَبْدِهٖ لَيْلًا مِّنَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ إِلَى الْمَسْجِدِ الْأَقْصَى الَّذِيْ بٰرَكْنَا حَوْلَهٗ لِنُرِيَهٗ مِنْ اٰيٰتِنَا إِنَّهٗ هُوَ السَّمِيْعُ الْبَصِيْرُ.

শানে নুযূল-১ : হযরত আবুল কাসেম সুলাইমান আল-আনসারী (র.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন যে, নবী করীম ﷺ যখন উচ্চ মর্যাদায় পৌঁছেন, তখন আল্লাহ তা'আলা তাঁর প্রতি ওহী প্রেরণ করলেন যে, হে মুহাম্মদ! আপনাকে এখন কোন মর্যাদায় ভূষিত করব? রাসূল ﷺ বললেন, আপনার প্রতি আমাকে উবুদিয়্যত বা দাসত্বের সাথে সম্পর্ক যুক্ত করবেন। আল্লাহ তা'আলা তাঁর হাবীব ﷺ -এর চাওয়া অনুযায়ী সে উবুদিয়্যতের মর্যাদা দ্বারাই তাঁকে ভূষিত করে উল্লিখিত আয়াত নাজিল করেন। -(রূহুল মা'আনী পৃ.৪, খ.৮. পারা-১৫)

শানে নুযূল-২ : রাসূল ﷺ কুরাইশদের সামনে যখন ঊর্ধ্বাকাশ পরিভ্রমণ বা মি'রাজের বিস্ময়কর ঘটনা ব্যক্ত করেন, তখন কুরাইশের লোকজন রাসূল ﷺ -এর কথাকে মনে প্রাণে মেনে নিতে না পেরে, তা অসত্য বা মিথ্যা বলে উড়িয়ে দিল। রাসূল ﷺ যা বলেছেন তা সম্পর্কে সম্পূর্ণ ভাবে সত্যতার স্বীকৃতি দিয়েই আল্লাহ তা'আলা উক্ত আয়াত নাজিল করেন। -(বাহরে মুহীত্ব : ৪/৬)

أَسْرٰى শব্দটি إِسْرَاءٌ ধাতু থেকে উদ্ভূত। এর আভিধানিক অর্থ রাত্রে নিয়ে যাওয়া। এরপর لَيْلًا শব্দটি স্পষ্টতঃ এ অর্থ ফুটিয়ে তুলেছে। لَيْلًا শব্দটি نَكِرَةٌ ব্যবহার করে এদিকেও ইঙ্গিত করা হয়েছে যে, সমগ্র ঘটনায় সম্পূর্ণ রাত্রি নয়; বরং রাত্রির একটা অংশ ব্যয়িত হয়েছে। আয়াতে উল্লিখিত মসজিদে হারাম থেকে মসজিদে আকসা পর্যন্ত সফরকে 'ইসরা' বলা হয় এবং সেখান থেকে আসমান পর্যন্ত যে সফর হয়েছে, তার নাম মি'রাজ। ইসরা অকাট্য আয়াত দ্বারা প্রমাণিত হয়েছে। আর মি'রাজ সূরা নাজমে উল্লিখিত রয়েছে এবং অনেক মুতাওয়াতির হাদীস দ্বারা

https://e-ilm.weebly.com/

প্রমাণিত। সম্মান ও গৌরবের স্তরে بِعَبْدِهٖ শব্দটি একটি বিশেষ প্রেমময়তার প্রতি ইঙ্গিত বহন করে। কেননা আল্লাহ তা'আলা স্বয়ং কাউকে 'আমার বান্দা' বললে এর চাইতে বড় সম্মান মানুষের জন্য আর হতে পারে না।

কুরআন ও হাদীস থেকে দৈহিক মি'রাজের প্রমাণাদি ও ইজমা : ইসরা ও মি'রাজের সমগ্র সফর যে শুধু আত্মিক ছিল না, বরং সাধারণ মানুষের সফরের মতো দৈহিক ছিল, একথা কুরআন পাকের বক্তব্য ও অনেক মুতাওয়াতির হাদীস দ্বারা প্রমাণিত। আলোচ্য আয়াতের প্রথম سُبْحٰنَ শব্দের মধ্যে এদিকেই ইঙ্গিত রয়েছে। কেননা এ শব্দটি আশ্চর্যজনক ও বিরাট বিষয়ের জন্য ব্যবহৃত হয়। মি'রাজ যদি শুধু আত্মিক অর্থাৎ স্বপ্নজগতে সংঘটিত হতো, তবে তাতে আশ্চর্যের বিষয় কি আছে? স্বপ্নে তো প্রত্যেক মুসলমান, বরং প্রত্যেক মানুষ দেখতে পারে যে, সে আকাশে উঠেছে, অবিশ্বাস্য বহু কাজ করেছে।

عَبْدٌ শব্দ দ্বারা এদিকেই দ্বিতীয় ইঙ্গিত করা হয়েছে। কারণ শুধু আত্মাকে দাস বলে না; বরং আত্মা ও দেহ উভয়ের সমষ্টিকেই দাস বলা হয়। এছাড়া রাসূলুল্লাহ ﷺ যখন মি'রাজের ঘটনা হযরত উম্মে হানী (রা.) -এর কাছে বর্ণনা করলেন, তখন তিনি পরামর্শ দিলেন যে, আপনি কারো কাছে একথা প্রকাশ করবেন না; প্রকাশ করলে কাফেররা আপনার প্রতি আরো বেশি মিথ্যারোপ করবে। ব্যাপারটি যদি নিছক স্বপ্নই হতো, তবে মিথ্যারোপ করার কি কারণ ছিল?

অতঃপর রাসূলুল্লাহ ﷺ যখন ঘটনা প্রকাশ করলেন, তখন কাফেররা মিথ্যারোপ করল এবং ঠাট্টা বিদ্রূপ করল। এমনকি, কতক নও-মুসলিম এ সংবাদ শুনে ধর্মত্যাগী হয়ে গেল। ব্যাপারটি স্বপ্নের হলে এতসব তুলকালাম কাণ্ড ঘটার সম্ভাবনা ছিল কি? তবে, এ ঘটনার আগে এবং স্বপ্নের আকারে কোনো আত্মিক মি'রাজ হয়ে থাকলে তা এর পরিপন্থি নয়। وَمَا جَعَلْنَا الرُّءْيَا الَّتِىْٓ اَرَيْنٰكَ আয়াতে সংখ্যাগরিষ্ঠ তাফসীরবিদদের মতে رُؤْيَا (স্বপ্ন) বলে رُؤْيَتٌ (দেখা) বুঝানো হয়েছে। কিন্তু একে رُؤْيَا শব্দ দ্বারা ব্যক্ত করার কারণ এই হতে পারে যে, এ ব্যাপারটিকে রূপক অর্থে رُؤْيَا বলা হয়েছে। অর্থাৎ, এর দৃষ্টান্ত এমন, যেমন কেউ স্বপ্ন দেখে। পক্ষান্তরে যদি رُؤْيَا শব্দের অর্থ স্বপ্নই নেওয়া হয়, তবে এমনটিও অসম্ভব নয়। কারণ মি'রাজের ঘটনাটি দৈহিক হওয়া ছাড়া এবং আগে কিংবা পরে আত্মিক অর্থাৎ স্বপ্নযোগেও হয়ে থাকবে। এ কারণে হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস এবং হযরত আয়েশা (রা.) থেকে যে স্বপ্নযোগে মি'রাজ হওয়ার কথা বর্ণিত রয়েছে, তাও যথাস্থানে নির্ভুল। কিন্তু এতে শারীরিক মিরাজ না হওয়া প্রমাণিত হয় না।

তাফসীরে কুরতুবীতে আছে, ইসরার হাদীসসমূহ সব মুতাওয়াতির। নাক্কাশ এ সম্পর্কে বিশ জন সাহাবীর রেওয়ায়েত উদ্ধৃত করেছেন এবং কাজি আয়াজ শেফা গ্রন্থে আরো বিস্তারিত বিবরণ দিয়েছেন।

ইমাম ইবনে কাছীর স্বীয় তাফসীর গ্রন্থে এসব রেওয়ায়েত পূর্ণরূপে যাচাই-বাছাই করে বর্ণনা করেছেন। অতঃপর পঁচিশ জন সাহাবীর নাম উল্লেখ করেছেন, যাঁদের কাছ থেকে এসব রেওয়ায়েত বর্ণিত রয়েছে। নামগুলো এই: হযরত ওমর ইবনে খাত্তাব, আলী মর্তুজা, ইবনে মাসউদ, আবূ যর গিফারী, মালেক ইবনে ছা'ছা, আবূ হুরায়রা, আবূ সায়ীদ, ইবনে আব্বাস, শাদ্দাদ ইবনে আউস, উবাই ইবনে কা'ব, আব্দুর রহমান ইবনে কুর্য, আবূ হাইয়্যান, আবূ লায়লা, আব্দুল্লাহ ইবনে ওমর, জাবের ইবনে আব্দুল্লাহ, হুযায়ফা ইবনে ইয়ামান, বুরায়দাহ, আবূ আইয়ূব আনসারী, আবূ উমামা, সামুরা ইবনে জুনদুব, আবুল হামরা, সোহায়ব রুমী, উম্মে হানী, আয়েশা, আসমা বিনতে আবূ বকর (রা.)।

এরপর ইবনে-কাছীর বলেন فَحَدِيْثُ الْاِسْرَاءِ اَجْمَعَ عَلَيْهِ الْمُسْلِمُوْنَ وَاَعْرَضَ عَنْهُ الزَّنَادِقَةُ وَالْمُلْحِدُوْنَ সম্পর্কে সব মুসলমানের ঐকমত্য রয়েছে। শুধু ধর্মদ্রোহী যিন্দীকরা একে মানেনি।

মি'রাজের সংক্ষিপ্ত ঘটনা ইবনে-কাছীরের রেওয়ায়েত থেকে : ইমাম ইবনে কাছীর স্বীয় তাফসীর গ্রন্থে আলোচ্য আয়াতের তাফসীর এবং সংশ্লিষ্ট হাদীসসমূহ বিস্তারিত বর্ণনা করার পর বলেন : সত্য কথা এই যে, নবী করীম ﷺ ইসরা সফর জাগ্রত অবস্থায় করেন; স্বপ্নে নয়। মক্কা মোকাররমা থেকে বায়তুল মোকাদ্দাস পর্যন্ত এ সফল বোরাকযোগে করেন। বায়তুল-মোকাদ্দাসের দ্বারে উপনীত হয়ে তিনি বোরাকটি অদূরে বেঁধে দেন এবং বায়তুল-মোকাদ্দাসের মসজিদে প্রবেশ করেন এবং কেবলার দিকে মুখ করে দু'রাকাত তাহিয়্যাতুল মসজিদ

https://e-ilm.weebly.com/

নামাজ আদায় করেন। অতঃপর সিঁড়ি আনা হয়, যাতে নীচ থেকে উপরে যাওয়া জন্য ধাপ বানানো ছিল। তিনি সিঁড়ির সাহায্যে প্রথমে প্রথম আকাশে, অতঃপর অবশিষ্ট আকাশসমূহে গমন করেন। এ সিঁড়িটি কি এবং কিরূপ ছিল, তার প্রকৃত স্বরূপ আল্লাহ তা'আলাই ভালো জানেন। ইদানিং-কালেও অনেক প্রকার সিঁড়ি পৃথিবীতে প্রচলিত রয়েছে। স্বয়ংক্রিয় লিফটের আকারে সিঁড়িও আছে এই অলৌকিক সিঁড়ি সম্পর্কে সন্দেহ ও দ্বিধার কারণ নেই। প্রত্যেক আকাশে সেখানকার ফেরেশতারা তাঁকে অভ্যর্থনা জানায় এবং প্রত্যেক আকাশে সে সমস্ত পয়গম্বরগণের সাথে সাক্ষাত হয়, যাঁদের অবস্থান কোনো নির্দিষ্ট আকাশে রয়েছে। উদাহরণতঃ ষষ্ঠ আকাশে হযরত মূসা (আ.) এবং সপ্তম আকাশে হযরত ইবরাহীম (আ.) -এর সাথে সাক্ষাৎ হয়। অতঃপর তিনি পয়গম্বরগণের স্থানসমূহও অতিক্রম করে যান এবং এক ময়দানে পৌঁছেন, যেখানে ভাগ্যলিপি লেখার শব্দ শোনা যাচ্ছিল। তিনি 'সিদরাতুল-মুনতাহা' দেখেন, যেখানে আল্লাহ তা'আলার নির্দেশে স্বর্ণের প্রজাপতি এবং বিভিন্ন রঙ-এর প্রজাপতি ইতস্ততঃ ছোটাছুটি করছিল। ফেরেশতারা স্থানটিকে ঘিরে রেখেছিল। এখানে রাসূলুল্লাহ ﷺ হযরত জিবরাঈলকে তাঁর স্বরূপে দেখেন। তাঁর ছয় শত পাখা ছিল। সেখানেই তিনি একটি দিগন্তবেষ্টিত সবুজ রঙ্গের 'রফরফ' দেখতে পান। সবুজ রঙের গদিবিশিষ্ট পাল্কীকে রফরফ বলা হয়। তিনি বায়তুল-মা'মূরও দেখেন। বায়তুল-মামুরের নিকটেই কা'বার প্রতিষ্ঠাতা হযরত ইবরাহীম (আ.) প্রাচীরের সাথে হেলান দিয়ে উপবিষ্ট ছিলেন। এই বায়তুল মামুরে দৈনিক সত্তর হাজার ফেরেশতা প্রবেশ করে। কিয়ামত পর্যন্ত তাদের পুনর্বার প্রবেশ করার পালা আসবে না। রাসূলুল্লাহ ﷺ স্বচক্ষে জান্নাত ও জাহান্নাম পরিদর্শন করেন। সে সময় তাঁর উম্মতের জন্য প্রথমে পঞ্চাশ ওয়াক্তের নামাজ ফরজ হওয়ার নির্দেশ হয়। অতঃপর তা হ্রাস করে পাঁচ ওয়াক্ত করে দেওয়া হয়। এ দ্বারা সব ইবাদতের মধ্য নামাজের বিশেষ গুরুত্ব ও শ্রেষ্ঠত্ব প্রমাণিত হয়।

অতঃপর তিনি বায়তুল-মোকাদ্দাসে ফিরে আসেন এবং বিভিন্ন আকাশে যেসব পয়গম্বরের সাথে সাক্ষাত হয়েছিল তাঁরাও তাঁর সাথে বায়তুল-মোকাদ্দাসে অবতরণ করেন। তাঁরা (যেন) তাঁকে বিদায় সম্বর্ধনা জানাবার জন্য বায়তুল-মোকাদ্দাস পর্যন্ত আগমন করেন। তখন নামাজের সময় হয়ে যায় এবং তিনি পয়গম্বরগণের সাথে নামাজ আদায় করেন। সেটা সেদিনকার ফজরের নামাজও হতে পারে। ইবনে-কাছীর বলেন : নামাজে পয়গম্বরগণের ইমাম হওয়ার এ ঘটনাটি কারো কারো মতে আকাশে যাওয়ার পূর্বে সংঘটিত হয়। কিন্তু বাহ্যতঃ এ ঘটনাটি প্রত্যাবর্তনের পর ঘটে। কেননা আকাশে পয়গম্বরগণের সাথে সাক্ষাতের ঘটনায় একথাও বর্ণিত রয়েছে যে, হযরত জিবরাঈল সব পয়গম্বরগণের সাথে তাঁকে পরিচয় করিয়ে দেন। ইমামতির ঘটনা প্রথমে হয়ে থাকলে এখানে পরিচয় করিয়ে দেওয়ার কোনো প্রয়োজন ছিল না। এছাড়া সফরের আসল উদ্দেশ্য ছিল উর্ধ্ব জগতে গমন করা। কাজেই এ কাজটি প্রথমে সেরে নেওয়াই অধিকতর যুক্তিসঙ্গত মনে হয়। আসল কাজ সমাপ্ত হওয়ার পর সব পয়গম্বর বিদায় দানের জন্য তাঁর সাথে বায়তুল-মোকাদ্দাস পর্যন্ত আসেন এবং জিবরাঈলের ইঙ্গিতে তাঁকে সবাই ইমাম বানিয়ে কার্যতঃ তাঁর নেতৃত্ব ও শ্রেষ্ঠত্বের প্রমাণ দেওয়া হয়।

এরপর তিনি বায়তুল মোকাদ্দাস থেকে বিদায় নেন এবং বোরাকে সওয়ার হয়ে অন্ধকার থাকতেই মক্কা মোকাররমা পৌছে যান।

মি'রাজের ঘটনা সম্পর্কে একজন অমুসলিমের সাক্ষ্য : তাফসীরে ইবনে কাছীরে বলা হয়েছে, হাফেজ আবূ নাঈম ইস্পাহানী দালায়েলুন্নবুয়্যত গ্রন্থে মুহাম্মদ ইবনে ওমর ওয়াকেদীর সনদে মুহাম্মদ ইবনে কা'ব কুযীর বাচনিক নিম্নোক্ত ঘটনা বর্ণনা করেছেন।

'রাসূলুল্লাহ ﷺ রোম সম্রাট হিরাক্লিয়াসের কাছে পত্র লিখে হযরত দিহইয়া ইবনে খলীফাকে প্রেরণ করেন। এরপর দিহইয়ার পত্র পৌছানো, রোম সম্রাট পর্যন্ত পৌছা এবং তিনি যে অত্যন্ত বুদ্ধিমান ও বিচক্ষণ সম্রাট ছিলেন, এসব কথা বিস্তারিত বর্ণনা করা হয়েছে, যা সহীহ বুখারী এবং হাদীসের অন্যান্য নির্ভরযোগ্য গ্রন্থে বিদ্যমান রয়েছে। এ বর্ণনার উপসংহারে বলা হয়েছে যে, রোম সম্রাট হিরাক্লিয়াস পত্র পাঠ করার পর রাসূলুল্লাহ ﷺ -

https://e-ilm.weebly.com/

এর অবস্থা জানার জন্য আরবের কিছু সংখ্যক লোককে দরবারে সমবেত করতে চাইলেন। আবূ সুফিয়ান ইবনে হরব ও তাঁর সঙ্গিরা সে সময় বাণিজ্যিক কাফেলা নিয়ে সে দেশে গমন করছিল। নির্দেশ অনুযায়ী তাদেরকে দরবারে উপস্থিত করা হলো। হিরাক্লিয়াস তাদেরকে যেসব প্রশ্ন করেন, সেগুলোর বিস্তারিত বিবরণ সহীহ বুখারী, মুসলিম প্রভৃতি গ্রন্থে বিদ্যমান রয়েছে। আবূ সুফিয়ানের আন্তরিক বাসনা ছিল যে, সে এই সুযোগে রাসূলুল্লাহ সম্পর্কে এমন কিছু কথাবার্তা বলবে যাতে, সম্রাটের সামনে তাঁর ভাবমূর্তি সম্পূর্ণরূপে বিনষ্ট হয়ে যায়। কিন্তু আবূ সুফিয়ান নিজেই বলে যে, আমার এই ইচ্ছাকে কার্যে পরিণত করার পথে একটি মাত্র অন্তরায় ছিল। তা এই যে, আমার মুখ দিয়ে কোনো সুস্পষ্ট মিথ্যা কথা বের হয়ে পড়লে সম্রাটের দৃষ্টিতে হেয় প্রতিপন্ন হব এবং আমার সঙ্গিরা আমাকে মিথ্যাবাদী বলে ভর্ৎসনা করবে। তখন আমার মনে মি'রাজের ঘটনাটি বর্ণনা করার ইচ্ছা জাগে। এটা যে মিথ্যা ঘটনা তা সম্রাট নিজেই বুঝে নিবেন। আমি বললাম : আমি তাঁর ব্যাপারটি আপনার কাছে বর্ণনা করছি। আপনি নিজেই উপলব্ধি করতে পারবেন যে, ব্যাপারটি সম্পূর্ণ মিথ্যা। হিরাক্লিয়াস জিজ্ঞেস করলেন, ঘটনাটি কি? আবূ সুফিয়ান বলল : নবুয়তের এই দাবিদারের উক্তি এই যে, সে এক রাত্রিতে মক্কা মোকাররমা থেকে বের হয়ে বায়তুল মোকাদ্দাস পর্যন্ত পৌঁছেছে এবং প্রত্যুষের পূর্বে মক্কায় আমাদের কাছে ফিরে গেছে।

ইলিয়ার (বায়তুল-মোকদ্দাসের) সর্বপ্রধান যাজক ও পণ্ডিত তখন রোম সম্রাটের পিছনেই দাঁড়িয়ে ছিলেন : তিনি বললেন, আমি সে রাত্রি সম্পর্কে জানি। রোম সম্রাট তার দিকে ফিরে জিজ্ঞেস করলেন : আপনি এ সম্পর্কে কিরূপে জানেন? সে বলল, আমার অভ্যাস ছিল যে, বায়তুল মোকাদ্দাসের সব দরজা বন্ধ না করা পর্যন্ত আমি শয্যা গ্রহণ করতাম না। সে রাত্রে আমি অভ্যাস অনুযায়ী সব দরজা বন্ধ করে দিলাম, কিন্তু একটি দরজা আমার পক্ষে বন্ধ করা সম্ভব হলো না। আমি আমার কর্মচারীদের ডেকে আনলাম। তারা সম্মিলিতভাবে চেষ্টা চালাল। কিন্তু দরজাটি তাদের পক্ষেও বন্ধ করা সম্ভব হলো না। (দরজার কপাট স্বস্থান থেকে মোটেই নড়ছিল না।) মনে হচ্ছিল যেন আমরা কোনো পাহাড়ের গায়ে ধাক্কা লাগাচ্ছি। আমি অপারগ হয়ে কর্মকার ও মিস্ত্রীদেরকে ডেকে আনলাম। তারা পরীক্ষা করে বলল: কপাটের উপর দরজার প্রাচীরের বোঝা চেপে বসেছে। এখন ভোর না হওয়া পর্যন্ত দরজা বন্ধ করার কোনো উপায় নেই। সকালে আমরা চেষ্টা করে দেখব, কি করা যায়? আমি বাধ্য হয়ে ফিরে এলাম এবং দরজার কপাট খোলাই থেকে গেল। সকাল হওয়া মাত্র আমি সে দরজার নিকট উপস্থিত হয়ে দেখি যে, মসজিদের দরজার কাছে ছিদ্র করা একটি প্রস্তর খণ্ড পড়ে রয়েছে। মনে হচ্ছিল যে, ওখানে কোনো জন্তু বাঁধা হয়েছিল। তখন আমি সঙ্গিদেরকে বলেছিলাম : আল্লাহ তা'আলা এ দরজাটি সম্ভবতঃ এ কারণে বন্ধ হতে দেননি যে, হয়তো বা আল্লাহর কোনো প্রিয় বান্দা আগমন করেছিলেন। অতঃপর তিনি বর্ণনা করেন যে, ঐ রাত্রে তিনি আমাদের মসজিদে নামাজ পড়েন। অতঃপর তিনি আরো বিশদ বর্ণনা দিলেন। -(ইবনে কাছীর : ৩য় খণ্ড, ২৪ পৃষ্ঠা)

ইসরা ও মি'রাজের তারিখ : ইমাম কুরতুবী স্বীয় তাফসীর গ্রন্থে বলেন, মি'রাজের তারিখ সম্পর্কে বিভিন্ন রেওয়ায়েত বর্ণিত রয়েছে। মূসা ইবনে ওকবার রেওয়ায়েত এই যে, ঘটনাটি হিজরতের ছয়মাস পূর্বে সংঘটিত হয়। হযরত আয়েশা (রা.) বলেন, হযরত খাদীজার ওফাত নামাজ ফরজ হওয়ার পূর্বেই হয়েছিল। ইমাম যুহরী (র.) বলেন, হযরত খাদীজার ওফাত নবুয়ত প্রাপ্তির সাত বছর পরে হয়েছিল।

কোনো কোনো রেওয়ায়েতে রয়েছে, মি'রাজের ঘটনা নবুয়ত প্রাপ্তির পাঁচ বছর পরে ঘটেছে। ইবনে ইসহাক বলেন, মি'রাজের ঘটনা তখন ঘটেছিল, যখন ইসলাম আরবের সাধারণ গোত্রসমূহে বিস্তৃতি লাভ করেছিল। এসব রেওয়ায়েতের সারমর্ম এই যে, মি'রাজের ঘটনাটি হিজরতের কয়েক বছর পূর্বে সংঘটিত হয়েছিল।

হরবী বলেন, ইসরা ও মি'রাজের ঘটনা রবিউসসানী মাসের ২৭তম রাত্রিতে হিজরতের এক বছর পূর্বে ঘটেছে। ইবনে কাসেম সাহাবী বলেন, নবুয়ত প্রাপ্তির আঠার মাস পর এ ঘটনা ঘটেছে। মুহাদ্দিসগণ বিভিন্ন রেওয়ায়েত উল্লেখ করার পর কোনো সিদ্ধান্ত লিপিবদ্ধ করেননি। কিন্তু সাধারণ ভাবে খ্যাত এই যে, রজব মাসের ২৭তম রাত্রি মি'রাজের রাত্রি।

https://e-ilm.weebly.com/

মসজিদে-হারাম ও মসজিদে-আকসা : হযরত আবূ যর গিফারী (রা.) বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ -কে জিজ্ঞেস করলাম, বিশ্বের সর্বপ্রথম মসজিদ কোনটি? তিনি বললেন, মসজিদে-হারাম। অতঃপর আমি আরজ করলাম, এরপর কোনটি? তিনি বললেন, মসজিদে আকসা। আমি জিজ্ঞেস করলাম, এতদুভয়ের নির্মাণের মধ্য কতদিনের ব্যবধান রয়েছে? তিনি বললেন, চল্লিশ বছর। তিনি আরো বললেন, এ তো হচ্ছে মসজিদদ্বয়ের নির্মাণক্রম। কিন্তু আল্লাহ তা'আলা আমাদের জন্য সমগ্র ভূ-পৃষ্ঠকেই মসজিদ করে দিয়েছেন। যেখানে নামাজের সময় হয়, সেখানেই নামাজ পড়ে নাও। -(মুসলিম)

তাফসীরবিদ মুজাহিদ বলেন, আল্লাহ তা'আলা বায়তুল্লাহর স্থানকে সমগ্র ভূপৃষ্ঠ থেকে দু'হাজার বছর পূর্বে সৃষ্টি করেছেন এবং এর ভিত্তিপ্রস্তর সপ্তম জমিনের অভ্যন্তর পর্যন্ত পৌঁছেছে। মসজিদে আকসা হযরত সোলায়মান (আ.) নির্মাণ করেছেন। -(নাসায়ী, তাফসীর কুরতুবী, ১২৭ পৃ, ৪র্থ খণ্ড)

বায়তুল্লাহর চারপাশে নির্মিত মসজিদকে মসজিদে-হারাম বলা হয়। মাঝে মাঝে সমগ্র হারামকেও মসজিদে হারাম বলে দেওয়া হয়। এ অর্থের দিক দিয়ে দু'টি রেওয়ায়েতের এ বৈপরীত্যও দূর হয়ে যায় যে, এক রেওয়ায়েতে বলা হয়েছে, রাসূলুল্লাহ ﷺ হযরত উম্মে হানীর গৃহ থেকে ইসরার উদ্দেশ্যে রওয়ানা হয়ে যান এবং অন্য এক রেওয়ায়েতে কা'বার হাতীম থেকে রওয়ানা হওয়ার কথা বর্ণিত রয়েছে। মসজিদে হারামের শেষোক্ত অর্থ নেওয়া হলে এটা অসম্ভব নয় যে, তিনি প্রথমে উম্মেহানীর গৃহে ছিলেন। অতঃপর সেখান থেকে কা'বার হাতীমে আগমন করেন এবং সেখান থেকে সফরের সূচনা হয়।

মসজিদে-আকসা ও শাম অঞ্চলের বরকত : আয়াতে بٰرَكْنَا حَوْلَهٗ বলা হয়েছে। এখানে حَوْلَ বলে সমগ্র সিরিয়াকে বুঝানো হয়েছে। এক হাদীসে রয়েছে, আল্লাহ তা'আলা আরশ থেকে ফোরাত নদী পর্যন্ত বরকতময় ভূপৃষ্ঠকে বিশেষ পবিত্রতা দান করেছেন। -(রূহুল-মা'আনী)

এর বরকতসমূহ দ্বিবিধ : ধর্মীয় ও পার্থিব। ধর্মীয় বরকত এই যে, এ ভূভাগটি পূর্ববর্তী সব পয়গম্বরের কেবলা, বাসস্থান এবং সমাধিস্থান। জাগতিক বরকত হচ্ছে যে, এর উর্বর ভূমি, অসংখ্য ঝরণা ও বহমান নদ-নদী এবং অফুরন্ত ফল-ফসলের বাগানাদি। বিভিন্ন ধরনের সুমিষ্ট ফল উৎপাদনের ক্ষেত্রে এ অঞ্চলটির তুলনা সত্যই বিরল। হযরত মু'আয ইবনে জাবাল (রা.) বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর রেওয়ায়েতে আল্লাহ তা'আলা বলেছেন, হে শাম ভূমি। জনবসতিগুলোর মধ্যে তুমি আমার মনোনীত ভূ-ভাগ। আমি তোমার কাছেই স্বীয় মনোনীত বান্দাদেরকে পৌঁছে দেব। -(কুরতুবী) মুসনাদে আহমদ গ্রন্থে বর্ণিত হাদীসে বলা হয়েছে, দাজ্জাল সমগ্র ভূ-পৃষ্ঠে বিচরণ করবে, কিন্তু চারটি মসজিদ পর্যন্ত পৌঁছতে পারবে না। ১. মদিনার মসজিদ, ২. মক্কার মসজিদ, ৩. মসজিদে আকসা এবং ৪. মসজিদে তূর।

ঘটনাপ্রবাহের আলোকে মসজিদুল-আকসা

প্রথম ঘটনা : বর্তমান মসজিদে-আকসার প্রতিষ্ঠাতা হযরত সোলায়মান (আ.) -এর ওফাতের কিছুদিন পরে সংশ্লিষ্ট প্রথম ঘটনাটি সংঘটিত হয়। বায়তুল মোকাদ্দাসের শাসনকর্তা ধর্মদ্রোহিতা ও কুকর্মের পথ অবলম্বন করলে মিসরের জনৈক সম্রাট তার উপর চড়াও হয় এবং বায়তুল-মোকাদ্দাসের স্বর্ণ ও রৌপ্যের আসবাবপত্র লুট করে নিয়ে যায়, কিন্তু নগরী ও মসজিদকে বিধ্বস্ত করেনি।

দ্বিতীয় ঘটনা : এর প্রায় চারশ' বছর পর সংঘটিত হয় দ্বিতীয় ঘটনাটি। বায়তুল-মোকাদ্দাসে বসবাসকারী কতিপয় ইহুদি মূর্তিপূজা শুরু করে দেয় এবং অবশিষ্টরা অনৈক্যের শিকার হয়ে পারস্পরিক দ্বন্দ্ব-কলহে লিপ্ত হয়। পরিণামে পুনরায় মিসরের জনৈক সম্রাট তাদের উপর আক্রমণ চালায় এবং নগরী ও মসজিদ প্রাচীরেরও কিছুটা ক্ষতিসাধন করে। এরপর তাদের অবস্থান যৎকিঞ্চিত উন্নতি হয়।

https://e-ilm.weebly.com/

তৃতীয় ঘটনা : এর কয়েক বছর পর তৃতীয় ঘটনাটি সংঘটিত হয়, যখন বাবেল সম্রাট বুখতা নছর বায়তুল-মোকাদ্দাস আক্রমণ করে এবং শহরটি পদানত করে প্রচুর ধন-সম্পদ লুট করে নেয়। সে অনেক লোককে বন্দী করে সঙ্গে নিয়ে যায় এবং সাবেক সম্রাট পরিবারের জনৈক ব্যক্তিকে নিজের প্রতিনিধিরূপে নগরের শাসনকর্তা নিযুক্ত করে।

চতুর্থ ঘটনা : এর কারণ এই যে, উপরিউক্ত নতুন সম্রাট ছিল মূর্তিপূজক ও অনাচারী সে বুখতা নছরের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করলে বুখতা নছর পুনরায় বায়তুল-মোকাদ্দাস আক্রমণ করে। এবার সে হত্যা ও লুটতরাজের চূড়ান্ত করে দেয়। আগুন লাগিয়ে সমগ্র শহরটিকে ধ্বংসস্তূপে পরিণত করে। এ দুর্ঘটনাটি হযরত সোলায়মান (আ.) কর্তৃক মসজিদ নির্মাণের প্রায় ৪১৫ বছর পর সংঘটিত হয়। এরপর ইহুদিরা এখান থেকে নির্বাসিত হয়ে বাবেলে স্থানান্তরিত হয়। সেখানে চরম অপমান, লাঞ্ছনা ও দুর্গতির মাঝে সত্তর বছর অতিবাহিত হয়। অতঃপর ইরান সম্রাট বাবেলেও চড়াও হয়ে বাবেল অধিকার করে নেয়। ইরান সম্রাট নির্বাসিত ইহুদিদের প্রতি দয়াপরবশ হয়ে তাদেরকে পুনরায় সিরিয়ায় পৌঁছে দেয় এবং তাদের লুণ্ঠিত দ্রব্য-সামগ্রীও তাদের হাতে প্রত্যার্পণ করে। এ সময় ইহুদিরা নিজেদের কুকর্মের জন্য অনুতপ্ত হয়ে তওবা করে এবং নতুনভাবে বসতি স্থাপন করে ইরান সম্রাটের সহযোগিতায় পূর্বের নমুনা অনুযায়ী মসজিদে আকসা পুনঃনির্মাণ করে।

পঞ্চম ঘটনা : ইহুদিরা এখানে পুনরায় সুখে-স্বাচ্ছন্দ্যে জীবন যাপন করে অতীতকে সম্পূর্ণ ভুলে যায়। তারা আবার ব্যাপকভাবে পাপে লিপ্ত হয়ে পড়ে। অতঃপর হযরত ঈসা (আ.) -এর জন্মের ১৭০ বছর পূর্বে এ ঘটনাটি সংঘটিত হয়। আন্তাকিয়া শহরের প্রতিষ্ঠাতা সম্রাট ইহুদিদের উপর চড়াও হয়। সে চল্লিশ হাজার ইহুদিকে হত্যা এবং চল্লিশ হাজারকে বন্দী ও গোলাম বানিয়ে সঙ্গে নিয়ে যায়। সে মসজিদেরও অবমাননা করে, কিন্তু মসজিদের মূল ভবনটি রক্ষা পেয়ে যায়। পরবর্তী পর্যায়ে এ সম্রাটের উত্তরাধিকারীরা শহর ও মসজিদকে সম্পূর্ণ ময়দানে পরিণত করে দেয়। এর কিছুদিন পর বায়তুল মোকাদ্দাস রোম সম্রাটের দখলে চলে যায়। তারা মসজিদের সংস্কার সাধন করে এবং এর আট বছর পর হযরত ঈসা (আ.) দুনিয়াতে আগমন করেন।

ষষ্ঠ ঘটনা : হযরত ঈসা (আ.) -এর সশরীরে আকাশে উত্থিত হওয়ার চল্লিশ বছর পর ষষ্ঠ ঘটনাটি ঘটে। ইহুদিরা রোম সম্রাটদের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করে। ফলে রোমকরা শহর ও মসজিদ পুনরায় বিধ্বস্ত করে পূর্বের ন্যায় ধ্বংসস্তূপে পরিণত করে দেয়। তখনকার সম্রাটের নাম ছিল তাইতিস। সে ইহুদিও ছিল না এবং খ্রিস্টানও ছিল না। কেমনা তার অনেকদিন পর কনষ্টানটাইন প্রথম খ্রিস্টধর্ম গ্রহণ করে। এরপর থেকে খলীফা হযরত ওমর (রা.) -এর আমল পর্যন্ত মসজিদটি বিধ্বস্ত অবস্থায় পড়ে ছিল। হযরত ওমর (রা.) এটি পুনঃ নির্মাণ করান। এ ছয়টি ঘটনা তাফসীরে হক্কানীর বরাত দিয়ে তাফসীরে বয়ানুল-কুরআনে লিখিত হয়েছে।

এখন প্রশ্ন এই যে, এই ছয়টি ঘটনার মধ্যে কুরআনে উল্লিখিত দু'টি ঘটনা কোনগুলো? এর চূড়ান্ত ফয়সালা করা কঠিন। তবে বাহ্যতঃ এগুলোর মধ্যে যে ঘটনাগুলো অধিক গুরুতর ও প্রধান এবং যেগুলোর মধ্যে ইহুদিদের নষ্টামিও অধিক হয়েছে এবং শাস্তিও কঠোরতর পেয়েছে, সেগুলোই বুঝা দরকার। বলাবাহুল্য, সেগুলো হচ্ছে চতুর্থ ও ষষ্ঠ ঘটনা। তাফসীরে কুরতুবীতে এ প্রসঙ্গে সাহাবী হযরত হুযায়ফার বাচনিক একটি দীর্ঘ হাদীস বর্ণিত হয়েছে। তাতেও নির্ধারিত হয় যে, এখানে চতুর্থ ও ষষ্ঠ ঘটনাই বুঝানো হয়েছে। দীর্ঘ হাদীসটির অনুবাদ নিম্নে প্রদত্ত হলো।

হযরত হুযায়ফা (রা.) বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর খেদমতে আরজ করলাম, বায়তুল মোকাদ্দাস আল্লাহ তা'আলার কাছে একটি বিরাট মর্যাদাসম্পন্ন মসজিদ। তিনি বললেন, দুনিয়ার সব গৃহের মধ্যে এটি একটি বৈশিষ্ট্যপূর্ণ মহান গৃহ। এটি আল্লাহ তা'আলা সোলায়মান ইবনে দাউদের (আ.) জন্য স্বর্ণ-রৌপ্য, মণি-মুক্তা ইয়াকূত ও যমরদ দ্বারা নির্মাণ করেছিলেন। হযরত সোলায়মান (আ.) যখন এর নির্মাণকাজ আরম্ভ করেন, তখন

https://e-ilm.weebly.com/

আল্লাহ তা'আলা জিনদেরকে তাঁর আজ্ঞাবহ করে দেন। জিনরা এসব মণিমুক্তা ও স্বর্ণরৌপ্য সংগ্রহ করে মসজিদ নির্মাণ করে। হযরত হুযায়ফা বলেন, আমি আরজ করলাম, এরপর বায়তুল-মোকাদ্দাস থেকে মণি-মুক্তা ও স্বর্ণ-রৌপ্য কোথায় এবং কিভাবে উধাও হয়ে গেল? রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন, বনী ইসরাঈলরা যখন আল্লাহর নাফরমানি করে, গোনাহ ও কুকর্মে লিপ্ত হলো এবং পয়গম্বরগণকে হত্যা করল, তখন আল্লাহ তা'আলা তাদের ঘাড়ে বুখতা নছরকে চাপিয়ে দিলেন। বুখতা নছর ছিল অগ্নিউপাসক। সে সাতশ' বছর বায়তুল-মোকাদ্দাস শাসন করে। কুরআন পাকের فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ أُولَاهُمَا بَعَثْنَا عَلَيْكُمْ عِبَادًا لَّنَا أُولِي بَأْسٍ شَدِيدٍ আয়াতে এ ঘটনাই বুঝানো হয়েছে। বুখতা নছরের সৈন্যবাহিনী মসজিদে আকসায় ঢুকে পড়ে, পুরুষদের হত্যা, মহিলা ও শিশুদেরকে বন্দী করে এবং বায়তুল মোকাদ্দাসের সমস্ত ধনসম্পদ, স্বর্ণ-রৌপ্য ও মণি-মুক্তা এক লক্ষ সত্তর হাজার গাড়িতে বহন করে নিয়ে যায় এবং স্বদেশ বাবেলে সংরক্ষিত রাখে। সে বনী-ইসরাঈলকে একশ' বছর পর্যন্ত লাঞ্ছনা সহকারে নানা রকম কষ্টকর কাজে নিযুক্ত করে রাখে।

এরপর আল্লাহ তা'আলা ইরানের এক সম্রাটকে তার মোকাবিলার জন্য তৈরি করে দেন। সে বাবেল জয় করে এবং অবশিষ্ট বনী-ইসরাঈলকে বুখতা নছরের বন্দীদশা থেকে মুক্ত করে। বুখতা নছর যেসব ধন-সম্পদ বায়তুল-মোকাদ্দাস থেকে নিয়ে গিয়েছিল, ইরানী বাদশাহ সেগুলোও বায়তুল-মোকাদ্দাসে ফেরত পাঠিয়ে দেয়। অতঃপর আল্লাহ তা'আলা বনী ইসরাঈলকে নির্দেশ দেন, যদি তোমরা আবারও নাফরমানি কর এবং গুনাহর দিকে ফিরে যাও, তবে আমিও পুনরায় হত্যা ও বন্দীত্বের আজাব তোমাদের উপর চাপিয়ে দেব। আয়াত عَسَىٰ رَبُّكُمْ أَن يَرْحَمَكُمْ وَإِنْ عُدتُّمْ عُدْنَا বলে একথাই বুঝানো হয়েছে।

বনী ইসরাঈলরা যখন বায়তুল-মোকাদ্দাসে ফিরে এলো এবং সমস্ত ধন-সম্পদ ও আসবাবপত্র তাদের হস্তগত হয়ে গেল, তখন আবারও পাপ ও কুকর্মে লিপ্ত হয়ে পড়ল। তখন আল্লাহ তা'আলা রোম সম্রাটকে তাদের ঘাড়ে চাপিয়ে দিলেন।

فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ الْآخِرَةِ لِيَسُوءُوا وُجُوهَكُمْ আয়াতে এ ঘটনাই বুঝানো হয়েছে। রোম সম্রাট জলে ও স্থলে উভয় ক্ষেত্রে তাদের সাথে যুদ্ধ করে অগণিত লোককে হত্যা ও বন্দী করে এবং বায়তুল-মোকাদ্দাসের সমস্ত ধন-সম্পদ এক লক্ষ সত্তর হাজার গাড়িতে বোঝাই করে নিয়ে যায়। এসব ধন-সম্পদ রোমের স্বর্ণমন্দিরে এখনো পর্যন্ত সংরক্ষিত রয়েছে এবং থাকবে। শেষ জমানায় হযরত মাহদী আবির্ভূত হয়ে এগুলোকে আবার এক লক্ষ্য সত্তর হাজার নৌকা বোঝাই করে বায়তুল মোকাদ্দাসে ফিরিয়ে আনবেন এবং এখানেই আল্লাহ তা'আলা পূর্ববর্তী ও পরবর্তী সব মানুষকে একত্রিত করবেন। (এ দীর্ঘ হাদীসটি কুরতুবী স্বীয় তাফসীরে উদ্ধৃত করেছেন)

বয়ানুল-কুরআনে বলা হয়েছে, কুরআনে উল্লিখিত ঘটনাদ্বয়ের অর্থ দুটি শরিয়তের বিরুদ্ধাচরণ। এক. হযরত মূসা (আ.)-এর শরিয়তের বিরুদ্ধাচরণ এবং দুই. হযরত ঈসা (আ.)-এর নবুয়ত লাভের পর তাঁর শরিয়তের বিরুদ্ধাচরণ। উপরিউল্লিখিত ঘটনাবলি প্রথম বিরুদ্ধাচরণের অন্তর্ভুক্ত হতে পারে। ঘটনাবলির বিবরণের পর আলোচ্য আয়াতসমূহের তাফসীর দেখুন।

উল্লিখিত ঘটনাবলির সারমর্ম এই যে, বনী ইসরাঈল সম্পর্কে আল্লাহ তা'আলার ফয়সালা ছিল এই যে, তারা যতদিন পর্যন্ত আল্লাহর আনুগত্য করবে, ততদিন ধর্মীয় ও জাগতিক ক্ষেত্রে কৃতকার্য ও সফলকাম থাকবে এবং যখনই ধর্মের প্রতি বিমুখ হয়ে পড়বে, তখনই লাঞ্ছিত ও অপমানিত হবে এবং শত্রুদের হাতে পিটুনি খাবে। শত্রুরা তাদের উপর প্রবল হয়ে শুধু তাদের জান ও মালেরই ক্ষতি করবে না; বরং তাদের পরম প্রিয় কেবলা বায়তুল-মোকাদ্দাসও শত্রুর কবল থেকে নিরাপদ থাকবে না। তাদের কাফের শত্রু বায়তুল-মোকাদ্দাসের মসজিদে ঢুকে এর অবমাননা করবে এবং একে পর্যুদস্ত করে ফেলবে। এটাও হবে বনী-ইসরাঈলের শাস্তির একটি

https://e-ilm.weebly.com/

অংশবিশেষ। কুরআন পাক তাদের দু'টি ঘটনা বর্ণনা করেছে। প্রথম ঘটনা হযরত মূসা (আ.) -এর শরিয়ত চলাকালীন এবং দ্বিতীয় ঘটনা হযরত ঈসা (আ.) -এর আমলের। উভয় ক্ষেত্রেই বনী-ইসরাঈল সমকালীন শরিয়তের প্রতি পৃষ্ঠপ্রদর্শন করে। ফলে প্রথম ঘটনায় জনৈক অগ্নিপূজক সম্রাটকে তাদের উপর এবং বায়তুল-মোকাদ্দাসের উপর চাপিয়ে দেওয়া হয়। সে অবর্ণনীয় ধ্বংসলীলা চালায়। দ্বিতীয় ঘটনায় জনৈক রোম সম্রাটকে তাদের উপর চাপানো হয়। সে হত্যা ও লুটতরাজ করে এবং বায়তুল মোকাদ্দাসকে বিধ্বস্ত মৃত্যের পুরীতে পরিণত করে দেয়। সাথে সাথে একথাও উল্লেখ করা হয়েছে যে, উভয় ক্ষেত্রে বনী-ইসরাঈলা যখন স্বীয় কুকর্মের জন্য অনুতপ্ত হয়ে তওবা করে, তখন আল্লাহ তা'আলা তাদের দেশ, ধন-সম্পদ এবং জনবল ও সন্তান-সন্ততিকে পুনর্বহাল করে দেন।

শব্দবিশ্লেষণ :

أَسْرٰى : সীগাহ واحد مذكر غائب বহছ ماضى معروف বাব إِفْعَالٌ মাসদার اَلْاِسْرَاءُ মূলবর্ণ (س . ر . ى) জিনস ناقص يائى অর্থ– রাতে নিয়ে চলা, রাতে সফর করা।

بَارَكْنَا : সীগাহ جمع متكلم বহছ ماضى معروف বাব مُفَاعَلَةٌ মাসদার اَلْمُبَارَكَةُ মূলবর্ণ (ب . ر . ك) জিনস صحيح অর্থ– বরকত দেওয়া।

لِنُرِيَهٗ : لام كى এর কারণে মানসূব। সীগাহ جمع متكلم বহছ مضارع معروف বাব إِفْعَالٌ মাসদার اَلْاِرَاءَةُ মূলবর্ণ (ر . أ . ى) জিনস مركب (مهموز عين ও ناقص يائى) অর্থ– দেখানো।

اٰتَيْنَا : সীগাহ جمع متكلم বহছ ماضى معروف বাব إِفْعَالٌ মাসদার اَلْاِيْتَاءُ মূলবর্ণ (أ . ت . ى) জিনস مركب (مهموزفاء ও ناقص يائى) অর্থ– দেওয়া।

لَتَعْلُنَّ : সীগাহ جمع مذكر حاضر বহছ لام تاكيد بانون تاكيد ثقيله درفعل مستقبل معروف বাব نَصَرَ মাসদার اَلْعُلُوُّ মূলবর্ণ (ع . ل . و) জিনস ناقص واوى অর্থ– উচ্চ হওয়া, অবাধ্যতা করা।

فَجَاسُوْا : فاء জাযাইয়্যাহ جاسوا সীগাহ جمع مذكر غائب বহছ ماضى معروف বাব نَصَرَ মাসদার اَلْجَوْسُ মূলবর্ণ (ج . و . س) জিনস اجوف واوى অর্থ– হত্যা-লুণ্ঠনের জন্য ঢুকে পড়া।

لِيَسُوْٓءُا : لام كى এর কারণে মানসূব। সীগাহ جمع مذكر غائب বহছ مضارع معروف বাব نَصَرَ মাসদার اَلسَّوْءُ মূলবর্ণ (س . و . ء) জিনস مركب (اجوف واوى ও مهموز لام) অর্থ– পাল্টে দেওয়া, পরিপূর্ণ করা।

لِيُتَبِّرُوْا : لام كى এর কারণে মানসূব। সীগাহ جمع مذكر غائب বহছ مضارع معروف বাব تَفْعِيْل মাসদার اَلتَّتْبِيْرُ মূলবর্ণ (ت . ب . ر) জিনস صحيح অর্থ– ধ্বংস করে দেওয়া।

عَلَوْا : সীগাহ جمع مذكر غائب বহছ ماضى معروف বাব نَصَرَ মাসদার اَلْعُلُوُّ মূলবর্ণ (ع . ل . و) জিনস ناقص واوى অর্থ– উঁচু হওয়া, বিরুদ্ধাচরণ করা, কোনো কাজে সামর্থ্যবান হওয়া, কোনো ব্যক্তির উপর বিজয়ী হওয়া।

https://e-ilm.weebly.com/

৮. বিচিত্র নয় যে, তোমাদের প্রতিপালক তোমাদের উপর দয়া করবেন, আর যদি তোমরা পুনরায় তা-ই কর, তবে আমিও পুনরায় তা-ই করব। এবং আমি দোজখকে কাফেরদের জন্য কারাগার করে রেখেছি।	عَسٰى رَبُّكُمْ اَنْ يَّرْحَمَكُمْ ۚ وَاِنْ عُدْتُّمْ عُدْنَا ۘ وَجَعَلْنَا جَهَنَّمَ لِلْكٰفِرِيْنَ حَصِيْرًا (٨)
৯. নিশ্চয় এ কুরআন এমন পথের সন্ধান দেয়, যা সবচেয়ে সুদৃঢ়, আর সে সমস্ত ঈমানদারদেরকে– যারা নেক কাজ করে এ সুসংবাদ দেয় যে, তারা বড় পুরস্কার পাবে।	اِنَّ هٰذَا الْقُرْاٰنَ يَهْدِيْ لِلَّتِيْ هِيَ اَقْوَمُ وَيُبَشِّرُ الْمُؤْمِنِيْنَ الَّذِيْنَ يَعْمَلُوْنَ الصّٰلِحٰتِ اَنَّ لَهُمْ اَجْرًا كَبِيْرًا (٩)
১০. আর [এটাও বলে দেয় যে] যারা পরকালের প্রতি বিশ্বাস রাখে না আমি তাদের জন্য এক যন্ত্রণাময় শাস্তি প্রস্তুত করে রেখেছি।	وَّاَنَّ الَّذِيْنَ لَا يُؤْمِنُوْنَ بِالْاٰخِرَةِ اَعْتَدْنَا لَهُمْ عَذَابًا اَلِيْمًا (١٠)
১১. আর [কোনো কোনো] মানুষ অকল্যাণের প্রার্থনা এমনভাবে করে, যেমন কল্যাণের প্রার্থনা; বস্তুত মানুষ হচ্ছে অতি মাত্রায় ত্বরাপ্রিয়।	وَيَدْعُ الْاِنْسَانُ بِالشَّرِّ دُعَآءَهٗ بِالْخَيْرِ ؕ وَكَانَ الْاِنْسَانُ عَجُوْلًا (١١)

শাব্দিক অনুবাদ :

৮. عَسٰى رَبُّكُمْ اَنْ يَّرْحَمَكُمْ বিচিত্র নয় যে, তোমাদের প্রতিপালক তোমার উপর দয়া করবেন وَاِنْ عُدْتُّمْ عُدْنَا আর যদি তোমরা পুনরায় তাই কর, তবে আমিও পুনরায় তাই করব وَجَعَلْنَا جَهَنَّمَ এবং আমি দোজখকে করে রেখেছি لِلْكٰفِرِيْنَ حَصِيْرًا কাফেরদের জন্য কারাগার।

৯. اِنَّ هٰذَا الْقُرْاٰنَ নিশ্চয় এ কুরআন يَهْدِيْ لِلَّتِيْ هِيَ اَقْوَمُ এমন পথের সন্ধান দেয় যা সবচেয়ে সুদৃঢ় وَيُبَشِّرُ الْمُؤْمِنِيْنَ আর সে সমস্ত ঈমানদারগণকে এ সুসংবাদ দেয় যে الَّذِيْنَ يَعْمَلُوْنَ الصّٰلِحٰتِ যারা নেক কাজ করে اَنَّ لَهُمْ اَجْرًا كَبِيْرًا তারা বড় পুরস্কার পাবে।

১০. وَّاَنَّ الَّذِيْنَ لَا يُؤْمِنُوْنَ بِالْاٰخِرَةِ আর এটাও বলে দেয় যে, যারা পরকালের প্রতি বিশ্বাস রাখে না اَعْتَدْنَا لَهُمْ আমি তাদের জন্য প্রস্তুত করে রেখেছি عَذَابًا اَلِيْمًا এক যন্ত্রণাময় শাস্তি।

১১. وَيَدْعُ الْاِنْسَانُ بِالشَّرِّ আর [কোনো কোনো] মানুষ অকল্যাণের প্রার্থনা এমনভাবে করে دُعَآءَهٗ بِالْخَيْرِ যেমন কল্যাণের প্রার্থনা وَكَانَ الْاِنْسَانُ عَجُوْلًا বস্তুত মানুষ হচ্ছে অতি মাত্রায় ত্বরাপ্রিয়।

https://e-ilm.weebly.com/

https://e-ilm.weebly.com/

১৬. আর যখন আমি কোনো জনপদকে ধ্বংস করতে চাই, তখন উক্ত জনপদের সম্পদশালী লোকদেরকে [ঈমান আনার জন্য] আদেশ প্রদান করি, অতঃপর [যখন] তারা তথায় দুষ্কর্ম করতে থাকে, তখন তাদের বিরুদ্ধে প্রমাণ সম্পূর্ণ হয়ে যায়, তৎপর আমি উক্ত জনপদকে ধ্বংস করে ফেলি	وَإِذَآ أَرَدْنَآ أَن نُّهْلِكَ قَرْيَةً أَمَرْنَا مُتْرَفِيهَا فَفَسَقُوا۟ فِيهَا فَحَقَّ عَلَيْهَا ٱلْقَوْلُ فَدَمَّرْنَـٰهَا تَدْمِيرًا (١٦)
১৭. আর আমি নূহের পর বহু জাতিকে ধ্বংস করে দিয়েছি, বস্তুতঃ আপনার প্রতিপালক স্বীয় বান্দাদের পাপসমূহ সম্বন্ধে খবরদার [ও] পর্যবেক্ষকরূপে যথেষ্ট।	وَكَمْ أَهْلَكْنَا مِنَ ٱلْقُرُونِ مِنۢ بَعْدِ نُوحٍ ۗ وَكَفَىٰ بِرَبِّكَ بِذُنُوبِ عِبَادِهِۦ خَبِيرًۢا بَصِيرًا (١٧)

শাব্দিক অনুবাদ :

১৬. وَإِذَآ أَرَدْنَآ أَن نُّهْلِكَ قَرْيَةً আর যখন আমি কোনো জনপদকে ধ্বংস করতে চাই أَمَرْنَا مُتْرَفِيهَا তখন উক্ত জনপদের সম্পদশালী লোকদেরকে আদেশ প্রদান করি فَفَسَقُوا۟ فِيهَا অতঃপর (যখন) তারা তথায় দুষ্কর্ম করতে থাকে فَحَقَّ عَلَيْهَا ٱلْقَوْلُ তখন তাদের বিরুদ্ধে প্রমাণ সম্পূর্ণ হয়ে যায়। فَدَمَّرْنَـٰهَا تَدْمِيرًا তৎপর আমি উক্ত জনপদকে ধ্বংস করে ফেলি।

১৭. وَكَمْ أَهْلَكْنَا مِنَ ٱلْقُرُونِ আর আমি বহু জাতিকে ধ্বংস করে দিয়েছি مِنۢ بَعْدِ نُوحٍ নূহের পর وَكَفَىٰ بِرَبِّكَ بِذُنُوبِ عِبَادِهِۦ خَبِيرًۢا بَصِيرًا বস্তুত আপনার রব স্বীয় বান্দাদের পাপসমূহ সম্বন্ধে খবরদার (ও) পর্যবেক্ষকরূপে যথেষ্ট।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

وَيَدْعُ ٱلْإِنسَـٰنُ بِٱلشَّرِّ دُعَآءَهُۥ بِٱلْخَيْرِ ۖ وَكَانَ ٱلْإِنسَـٰنُ عَجُولًا

শানে নুযূল : বর্ণিত রয়েছে যে, রাসূল ﷺ হযরত সাওদা (রা.) কে একটি কয়েদী অর্পণ করেন। তখন সে কয়েদীটি কাঁদতে লাগল। সুতরাং হযরত সাওদা (রা.) তাকে কান্নার কারণ জিজ্ঞেস করলে সে জবাবে বলল, বেত্রাঘাত ও বাঁধনের ব্যাথায় কাঁদছি। সে জন্য তিনি তাঁর কাঁধের বাঁধন ছেড়ে দিলেন। অতঃপর যখন তিনি ঘুমিয়ে যান, তখন সে পালিয়ে যায়। সুতরাং তিনি নবী করীম ﷺ কে এ বিষয়ে অবগত করলেন। যে পরিপ্রেক্ষিতে রাসূল ﷺ বললেন যে, "আল্লাহ তোমার হাত কেটে দিক" সুতরাং ভোর প্রভাত যখন হয়, তখন তিনি কোনো বিপদ এসে যাওয়ার শঙ্কা বোধ করছিলেন। অবস্থা দৃষ্টে, রাসূল ﷺ বললেন যে, আমি তো আল্লাহর নিকট এমন কোনো বস্তুর প্রার্থনা করেছি। আমার গৃহের লোকজন যার যোগ্য নয়, তা যেন আল্লাহর রহমতে পরিণত করে দেন। কারণ আমিতো একজন মানুষ, অন্যান্য মানুষ যেরূপভাবে রাগান্বিত হয়, আমিও অনুরূপ ভাবে রাগান্বিত হই। রাসূল ﷺ কর্তৃক বদদোয়া করতে দ্রুততা করার প্রসঙ্গ নিয়ে এ আয়াত নাজিল করা হয়েছে। -(কুরতুবী : ১৯৯/১০)

مَّنِ ٱهْتَدَىٰ فَإِنَّمَا يَهْتَدِى لِنَفْسِهِۦ ۖ وَمَن ضَلَّ فَإِنَّمَا يَضِلُّ عَلَيْهَا ۚ وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ ۗ وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّىٰ نَبْعَثَ رَسُولًا

শানে নুযূল-১ : হযরত ইবনে আব্বাস হতে বর্ণিত তিনি বলেন যে, আলোচ্য আয়াত ওয়ালিদ বিন মুগীরা সম্পর্কে নাজিল হয়েছে। ঘটনা প্রবাহ হচ্ছে ওয়ালিদ বিন মুগীরা মক্কার লোকজনকে বলত, তোমরা আমার

https://e-ilm.weebly.com/

অনুসরণ কর। আর মুহাম্মাদের সাথে তোমরা কুফুরি কর। তোমাদের পাপ পঙ্কিলতার দায় দায়িত্ব সব কিছুই আমার উপর। ওয়ালিদ বিন মুগীরা এহেন প্রতারণা করার পরিপ্রেক্ষিতে আল্লাহ তা'আলা আলোচ্য আয়াত নাজিল করেন। –(কুরতুবী ২০২/১০, রূহুল মা'আনী পৃ.৩৫, খ.৮, পারা-১৫, বাহরে মুহীত্ব ১৫/৬)

শানে নুযূল–২ : ইবনে আকিল (রা.) হযরত আয়েশা ছিদ্দিকা (রা.) কর্তৃক দুর্বল সনদের এক রেওয়ায়েতে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেন, হযরত খাদীজা (রা.) রাসূল ﷺ কে মুশরিকদের সন্তান সন্তুতি সম্পর্কে জিজ্ঞেস করেন। রাসূল ﷺ বলেন, তারা তাদের মাতা-পিতার আওতাধীন থাকবে। তারপর আবারও তাঁকে জিজ্ঞেস করলেন, তখন রাসূল ﷺ বললেন যে, যারা যে আমলকারী সে সম্পর্কে আল্লাহ তা'আলাই ভালো জানেন। পরবর্তীতে ইসলামের মজবুতী হয়ে গেল। তিনি আবার এ সম্পর্কে রাসূল ﷺ-কে জিজ্ঞেস করেন। হযরত খাদীজা (রা.)-এর জিজ্ঞাসার পরিপ্রেক্ষিতে আল্লাহ তা'আলা আলোচ্য আয়াত নাজিল করেন।

–(রূহুল মা'আনী পৃ.৩৫, খ.৮, পারা-১৫, ফতহুল কাদীর ২১৫/২)

শানে নুযূল–৩ : কারো মতে আলোচ্য আয়াত আবূ সালমা বিন আবুল আসওয়াদ ও ওয়ালিদ বিন মুগীরা সম্পর্কে অবতীর্ণ হয়েছে। হেদায়েতের ইঙ্গিত করা হয়েছে আবূ সালমা বিন আবুল আসওয়াদের প্রতি: আর ভ্রষ্টতার মধ্যে ওয়ালীদ বিন মুগীরার প্রতি ইঙ্গিত করা হয়েছে। –(বাহরে মুহীত্ব ১৫/৬)

ঐ ঘটনাদ্বয় উল্লেখ করার পর পরিশেষে আল্লাহ তা'আলা এসব ব্যাপারে স্বীয় বিধি বর্ণনা করে বলেছেন : وان عدتم عدنا -অর্থাৎ, তোমরা পুনরায় নাফরমানির দিকে প্রত্যাবর্তন করলে আমিও পুনরায় এমনি ধরনের শাস্তি ও আজাব চাপিয়ে দিব। বর্ণিত এ বিধিটি কিয়ামত পর্যন্ত সকলের জন্য বলবৎ থাকবে। এতে বনী-ইসরাঈলের সেসব লোককে সম্বোধন করা হয়েছে, যারা রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর আমলে বিদ্যমান ছিল। এতে ইঙ্গিত করা হয়েছে যে, প্রথমবার হযরত মূসা (আ.)-এর শরিয়তের বিরুদ্ধাচরণের কারণে এবং দ্বিতীয়বার হযরত ঈসা (আ.)-এর শরিয়তের বিরুদ্ধাচরণের কারণে যেভাবে তোমরা শাস্তি ও আজাবে পতিত হয়েছিলে, এখন তৃতীয় যুগ হচ্ছে শরিয়তে মুহাম্মদীয়ার যুগ যা কিয়ামত পর্যন্ত বলবৎ থাকবে। এর বিরুদ্ধাচরণ করলেও তোমাদেরকে পূর্বের পরিণতিই ভোগ করতে হবে। আসলে তাই হয়েছে। তারা শরিয়তে-মুহাম্মদী ও ইসলামের বিরুদ্ধাচরণে প্রবৃত্ত হলে মুসলমানদের হাতে নির্বাসিত, লাঞ্ছিত ও অপমানিত তো হয়েছেই, শেষ পর্যন্ত তাদের পবিত্র কেবলা বায়তুল-মোকাদ্দাস ও মুসলমানদের করতলগত হয়েছে। পার্থক্য এতটুকু যে, পূর্ববর্তী সম্রাটরা তাদেরকে অপমানিত ও লাঞ্ছিত করেছিল এবং তাদের পবিত্র কেবলা বায়তুল-মোকাদ্দাসেরও অবমাননা করেছিল, কিন্তু মুসলমানরা বায়তুল-মোকাদ্দাস জয় করার পর শত শত বছর যাবত বিধ্বস্ত ও পরিত্যক্ত মসজিদটি নতুন ভাবে পুনঃনির্মাণ করে এবং পয়গম্বরগণের এ কেবলার যথাযথ সম্মান পুনর্বহাল করেন।

বনী-ইসরাঈলের ঘটনাবলি মুসলমানদের জন্য শিক্ষাপ্রদ। বায়তুল মোকাদ্দাসের বর্তমান ঘটনা এ ঘটনার পরম্পরার একটি অংশ: বনী-ইসরাঈলের এসব ঘটনা কুরআন পাকে বর্ণনা করা এবং মুসলমানদেরকে শোনানোর উদ্দশ্য বাহ্যতঃ এই যে, মুসলমানগণ এ খোদায়ী বিধি-ব্যবস্থা থেকে আলাদা নয়। তাদের ধর্মীয় ও পার্থিব সম্মান, শান-শওকত, অর্থ-সম্পদও আল্লাহর আনুগত্যের সাথে ওতপ্রোতভাবে জড়িত। যখন তারা আল্লাহ ও রাসূলের আনুগত্য থেকে বিমুখ হয়ে যাবে, তখন তাদের শত্রু ও কাফেরদেরকে তাদের উপর চাপিয়ে দেওয়া হবে, যাদের হাতে তাদের উপাসনালয়ও মসজিদসমূহেরও অবমাননা হবে।

একটি আশ্চর্যজনক ব্যাপার : আল্লাহ তা'আলা ভূপৃষ্ঠে ইবাদতের জন্য দু'টি স্থানকে ইবাদতকারীদের কেবলা করেছেন। একটি বায়তুল-মাকদিস আর অপরটি বায়তুল্লাহ। কিন্তু আল্লাহর আইন উভয় ক্ষেত্রে ভিন্ন ভিন্ন। বায়তুল্লাহর রক্ষণাবেক্ষণ এবং কাফেরদের হাত থেকে একে বাঁচিয়ে রাখার দায়িত্ব আল্লাহ তা'আলা স্বয়ং গ্রহণ করেছেন। এরই পরিণতি হস্তী বাহিনীর সে ঘটনা যা কুরআন পাকের সূরা ফীলে উল্লেখ করা হয়েছে। ইয়ামানের

https://e-ilm.weebly.com/

খ্রিস্টান বাদশাহ বায়তুল্লাহ ধ্বংস করার উদ্দেশ্যে অভিযান করলে আল্লাহ তা'আলা বিরাট হস্তী বাহিনীসহ তাকে বায়তুল্লাহর নিকটবর্তী হওয়ার পূর্বেই পাখীদের মাধ্যমে বিধ্বস্ত ও বরবাদ করে দেন।

কিন্তু বায়তুল-মাকদিসের ক্ষেত্রে এ আইন নেই। বরং আলোচ্য আয়াতগুলো থেকে জানা যায় যে, মুসলমানরা যখন পথভ্রষ্টতা ও গুনাহে লিপ্ত হবে, তখন শাস্তি হিসেবে তাদের কাছ থেকে এ কেবলাও ছিনিয়ে নেওয়া হবে এবং কাফেররা এর উপর প্রাধান্য বিস্তার করবে।

কাফের আল্লাহর বান্দা, কিন্তু প্রিয় বান্দা নয়: উল্লিখিত প্রথম ঘটনায় কুরআন পাক বলেছে, আল্লাহর দীনের অনুসারীরা যখন ফেৎনা ও ফ্যাসাদে লিপ্ত হয়ে পড়বে, তখন আল্লাহ তা'আলা তাদের উপর এমন বান্দাদেরকে চাপিয়ে দিবেন, যারা তাদের ঘরে প্রবেশ করে তাদের উপর হত্যা ও লুটতরাজ চালাবে। এ স্থলে কুরআন পাক عِبَادًا لَّنَا শব্দ ব্যবহার করেছে عِبَادَنَا বলেনি। অথচ এটাই ছিল সংক্ষিপ্ত। এর তাৎপর্য এই যে, আল্লাহর দিকে কোনো বান্দার সম্বন্ধ হয়ে যাওয়া তার জন্য পরম সম্মানের বিষয়। যেমন, এ সূরার প্রারম্ভে أَسْرَىٰ بِعَبْدِهِ এর অধীনে একথা বর্ণনা করা হয়েছে যে, শবে মি'রাজে রাসূলুল্লাহ ﷺ আল্লাহ তা'আলার পক্ষ থেকে চূড়ান্ত সম্মান ও অসাধারণ নৈকট্য লাভ করেছিলেন। কুরআন পাক এ ঘটনা বর্ণনা করতে গিয়ে রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর নাম অথবা কোনো বিশেষ বর্ণনা করার পরিবের্ত শুধু عَبْدِهِ (দাস) বলে ব্যক্ত করেছে যে, মানুষের সর্বশেষ উৎকর্ষ এবং সর্বোচ্চ মর্যাদা হচ্ছে আল্লাহ কর্তৃক তাকে দাস বলে আখ্যায়িত করা। বনী-ইসরাঈলকে শাস্তি দেওয়ার জন্য যেসব লোককে ব্যবহার করা হয়েছিল, তারা ছিল কাফের। তাই আলোচ্য আয়াতে আল্লাহ তা'আলা তাদেরকে عِبَادَنَا শব্দের মাধ্যমে ব্যক্ত করার পরিবর্তে اِضَافَتْ তথা সম্বন্ধ পদ পরিহার করে عِبَادًا لَّنَا বলেছেন। এতে ইঙ্গিত রয়েছে যে, সৃষ্টিগতভাবে তো সমগ্র মানবগুলীই আল্লাহর বান্দা; কিন্তু ঈমান ব্যতীত প্রিয় বান্দা হয় না যে, তাদের اِضَافَتْ তথা সম্বন্ধ আল্লাহর দিকে হতে পারে।

'আকওয়াম' পথ : কুরআন পাক যে পথনির্দেশ করে, তাকে আকওয়াম বলা হয়েছে, 'আকওয়াম' সে পথ, যা অভীষ্ট লক্ষ্যে পৌঁছতে নিকটবর্তী, সহজ এবং বিপদাপদমুক্তও।-(কুরতুবী) এ থেকে বুঝা গেল যে, কুরআন পাক মানব জীবনের জন্য যেসব বিধি-বিধান দান করে, সেগুলোতে এ তিনটি গুণই বিদ্যমান রয়েছে। যদিও মানুষ স্বল্পবুদ্ধির কারণে মাঝে মাঝে এ পথকে দুর্গম ও বিপদসঙ্কুল মনে করতে থাকে ; কিন্তু রাব্বুল আলামীন সৃষ্টিজগতের প্রতিটি অণু-পরমাণু সম্পর্কে জ্ঞান রাখেন এবং ভূত ও ভবিষ্যৎ তাঁর কাছে সমান। একমাত্র তিনিই এ সত্য জানতে পারেন যে, মানুষের উপকার কোন কাজে ও কিভাবে বেশি। স্বয়ং মানুষ যেহেতু সামগ্রিক অবস্থা সম্পর্কে জ্ঞাত নয়, তাই সে নিজের ভালোমন্দও পুরোপুরি জানতে পারে না।

সম্ভবত : س এদিকে লক্ষ্য রেখেই আলোচ্য আয়াতসমূহের সর্বশেষ আয়াতে উল্লেখ করা হয়েছে যে, মানুষ তো মাঝে মাঝে তাড়াহুড়া করে নিজের জন্য এমন দোয়া করে বসে , যা পরিণামে তার জন্য ধ্বংস ও বিপর্যয় ডেকে আনে । আল্লাহ তা'আলা এমন দোয়া কবুল করে নিলে তা নিশ্চিতই ধ্বংসপ্রাপ্ত হবে। কিন্তু আল্লাহ তা'আলা অধিকাংশ সময় এমন দোয়া তাৎক্ষণিকভাবে কবুল করেন না । শেষ পর্যন্ত মানুষ নিজেই বুঝতে পারে যে, তার এ দোয়া ভ্রান্ত এবং তার জন্য ভীষণ ক্ষতিকর ছিল। আয়াতের সর্বশেষ বাক্যে মানুষের একটি স্বভাবগত দুর্বলতা বিধির আকারে উল্লেখ করা হয়েছে যে, মানুষ স্বভাবের তাড়নায়ই দ্রুততাপ্রিয়। সে বাহ্যিক লাভ-লোকসানের দিকে দৃষ্টি রাখে, অথচ পরিণামদর্শিতায় ভুল করে, তাৎক্ষণিক সুখ অল্প হলেও তাকে বড় ও স্থায়ী সুখের উপর অগ্রাধিকার দান করে। এ বক্তব্যের সারমর্ম এই যে, আলোচ্য আয়াতে সাধারণ মানুষের স্বাভাবিক দুর্বলতা বর্ণিত হয়েছে।

কোনো কোনো তাফসীরবিদ এ আয়াতটিকে একটি বিশেষ ঘটনার সাথে সম্পৃক্ত বলে সাব্যস্ত করেছেন। ঘটনাটি এই যে, নযর ইবনে হারেস একবার ইসলামের বিরোধিতায় দোয়া করে বসে যে, اَللّٰهُمَّ اِنْ كَانَ هٰذَا هُوَ الْحَقَّ مِنْ عِنْدِكَ فَاَمْطِرْ عَلَيْنَا حِجَارَةً مِّنَ السَّمَاءِ اَوِ ائْتِنَا بِعَذَابٍ اَلِيْمٍ অর্থাৎ, হে আল্লাহ যদি আপনার কাছে

https://e-ilm.weebly.com/

ইসলামই সত্য হয় তবে আমাদের উপর আকাশ থেকে প্রস্তর বৃষ্টি বর্ষণ করুন অথবা অন্য কোনো যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি প্রেরণ করুন। এমতাবস্থায় 'ইনসান' শব্দ দ্বারা এই বিশেষ ব্যক্তি অথবা তার সমস্বভাবযুক্তদের বুঝতে হবে।

আলোচ্য আয়াতসমূহে প্রথমে দিবারাত্রির পরিবর্তনকে আল্লাহ তা'আলার অপার শক্তির নিদর্শন সাব্যস্ত করা হয়েছে। অতঃপর বলা হয়েছে যে, রাত্রিকে অন্ধকারাচ্ছন্ন এবং দিনকে উজ্জ্বল করার মধ্যে বহুবিধ তাৎপর্য নিহিত রয়েছে। রাত্রিকে অন্ধকারাচ্ছন্ন করার তাৎপর্য এখানে বর্ণনা করা হয়নি। অন্যান্য আয়াতে বলা হয়েছে যে, রাত্রির অন্ধকার নিদ্রা ও আরামের জন্য উপযুক্ত। আল্লাহ তা'আলা এমন ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠিত করেছেন যে, রাত্রির অন্দকারেই প্রত্যেক মানুষ ও জন্তুর ঘুম আসে। সমগ্র জগত একই সময়ে ঘুমায়। যদি বিভিন্ন লোকের ঘুমের জন্য বিভিন্ন সময় নির্ধারিত থাকত, তবে জাগ্রতদের হট্টগোলে ঘুমন্তদের ঘুমেও ব্যাঘাত সৃষ্টি হতো।

এখানে দিনকে ঔজ্জ্বল্যময় করার দু'টি কারণ বর্ণনা করা হয়েছে। **এক.** দিনের আলোতে মানুষ রিজিক অন্বেষণ করতে পারে। মেহনত, মজুরী, শিল্পও কারিগরি সব কিছুর জন্য আলো অত্যাবশ্যক। **দুই.** দিবারাত্রির গমনাগমনের দ্বারা সন-বছরের সংখ্যা নির্ণয় করা যায়। উদারহরণত : ৩৬০ দিন পূর্ণ হলে একটি সন পূর্ণ তালাভ করে।

এমনিভাবে অন্যান্য হিসাব-নিকাশও দিবারাত্রির গমনাগমনের সাথে সম্পর্কযুক্ত। দিবারাত্রির এই পরিবর্তন না হলে মজুরের মুজুরী , চাকরের চাকরি এবং লেন-দেনের মেয়াদ নির্দিষ্ট করা সুকঠিন হয়ে যাবে।

আমলানামা গলার হার হওয়ার মর্মার্থ : মানুষ যে কোনো জায়গায় যে কোনো অবস্থায় থাকুক, তার আমলনামা তার সাথে থাকে এবং তার আমল লিপিবদ্ধ হতে থাকে। মৃত্যুর পর তা বন্ধ করে রেখে দেওয়া হয়। কিয়ামতের দিন এ আমলনামা প্রত্যেকের হাতে হাতে দিয়ে দেওয়া হবে, যাতে নিজে পড়ে নিজেই মনে মনে ফয়সালা করে নিতে পারে যে, সে পুরস্কারের যোগ্য, না আজাবের যোগ্য। হযরত কাতাদা থেকে বর্ণিত আছে, সেদিন লেখাপড়া না জানা ব্যক্তিও আমলনামা পড়ে ফেলবে। এ প্রসঙ্গে আল্লমা ইস্পাহানী হযরত আবূ উমামার একটি রেওয়ায়েত উদ্ধৃত করেছেন। তাতে রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন : কিয়ামতের দিন কোনো কোনো লোকের আমলনামা যখন তাদের হাতে দেওয়া হবে, তখন তারা নিজেদের কিছু কিছু সৎকর্ম তাতে অনুপস্থিত দেখে আরজ করবে: পরওয়ারদেগার! এতে আমার অমুক অমুক সৎকর্ম লেখা হয়নি। আল্লাহ তা'আলার পক্ষ থেকে উত্তর হবে, আমি সেসব সৎকর্ম নিশ্চিহ্ন করে দিয়েছি। কারণ তোমরা অন্যদের গিবত করতে। −(মাযহারী)

পয়গম্বর প্রেরণ ব্যতীত আজাব না হওয়ার ব্যাখ্যা : এ আয়াতদৃষ্টে কোনো কোনো ফিকহবিদদের মতে যাদের কাছে কোনো নবী ও রাসূলের দাওয়াত পৌঁছেনি কাফের হওয়া সত্ত্বেও তাদের কোনো আজাব হবে না। কোনো কোনো ইমামের মতে ইসলামের যেসব আকীদা বিবেক-বুদ্ধি দ্বারা বুঝা যায়। যেমন, আল্লাহর অস্তিত্ব, তাওহীদ প্রভৃতি-সেগুলো যারা অস্বীকার করে, কুফরের কারণে তাদের আজাব হবে, যদিও তাদের কাছে নবী ও রাসূলদের দাওয়াত না পৌঁছে থাকে। তবে পয়গম্বরগণের দাওয়াত ও তাবলীগ ব্যতীত সাধারণ গুনাহর কারণে আজাব হবে না। কেউ কেউ এখানে রাসূল শব্দের ব্যাপক অর্থ নিয়েছেন। রাসূল ও নবী অথবা তাদের কোনো প্রতিনিধিও হতে পারেন কিংবা মানুষের বিবেক-বুদ্ধিও হতে পারে। কেননা বিবেক-বুদ্ধিও এক দিক দিয়ে আল্লাহর রাসূল বটে।

وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى আয়াতের ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে তাফসীরে মাযহারীতে লেখা রয়েছে, এতে প্রমাণিত হয় যে, মুশরিক ও কাফেরদের যেসব সন্তান বালেগ হওয়ার পূর্বে মারা যায়, তাদের আজাব হবে না। কেননা পিতা-মাতার কুফরের কারণে তারা শাস্তির যোগ্য হবে না। অবশ্য এ প্রশ্নে ফিকহবিদদের উক্তি বিভিন্নরূপ।

একটি সন্দেহ ও তার জওয়াব : وَإِذَا أَرَدْنَا এবং أَمَرْنَا অতঃপর বাক্যদ্বয়ের বাহ্যিক অর্থ থেকে এরূপ সন্দেহের অবকাশ ছিল যে, তাদেরকে ধ্বংস করাই ছিল আল্লাহ তা'আলার উদ্দেশ্য। তাই প্রথমে তাদেরকে পয়গাম্বগণের

https://e-ilm.weebly.com/

মাধ্যমে ঈমান ও আনুগত্যের আদেশ দেওয়া অতঃপর তাদের পাপাচারকে আজাবের কারণ বানানো এসব তো আল্লাহ তা'আলারই পক্ষ থেকে হয়। এমতাবস্থায় বেচারাদের দোষ কি? তারা তো অপারগ ও বাধ্য। এর জওয়াবের প্রতি অনুবাদে ও ইঙ্গিত করা হয়েছে যে, আল্লাহ তা'আলা মানুষকে বিবেক -বুদ্ধি ও ইচ্ছা শক্তি দান করেছেন এবং আজাব ও ছওয়াবের পথ সুস্পষ্টভাবে বাতলে দিয়েছেন। কেউ যদি স্বেচ্ছায় আজাবের পথে চলারই ইচ্ছা ও সংকল্প গ্রহণ করে তবে আল্লাহর রীতি এই যে, তিনি তাকে সেই আজাবের উপায় -উপরকরণাদি সরবরাহ করে দেন। কাজেই আজাবের আসল কারণ স্বয়ং তাদের কুফরি ও গুনাহের সংকল্প-আল্লাহর ইচ্ছাই একমাত্র কারণ নয়। তাই তারা ক্ষমার যোগ্য হতে পারে না।

ধনীদের প্রভাব-প্রতিপত্তিশালী হওয়া একটি স্বভাবিক ব্যাপার : আয়াতে বিশেষভাবে অবস্থাপন্ন ধনীদের কথা উল্লেখ করে ইঙ্গিত করা হয়েছে যে, জনসাধারণ স্বাভাবিকভাবেই বিত্তশালী ও শাসক-শ্রেণির চরিত্র ও কর্মের দ্বারা প্রভাবান্বিত হয়। এরা কুকর্মপরায়ণ হয়ে গেলে সমগ্র জাতি কুকর্মপরায়ণ হয়ে যায়। তাই আল্লাহ তা'আলা যাদেরকে ধন-দৌলত দান করেন, কর্ম ও চিত্তেও সংশোধনের প্রতি তাদের অধিকতর যত্নবান হওয়া উচিত। এমন হওয়া উচিত নয় যে, তারা বিলাসিতায় পড়ে কর্তব্য ভুলে যাবে এবং তাদের কারণে সমগ্র জাতি ভ্রান্ত পথে পরিচালিত হবে। এমতাবস্থায় সমগ্র জাতির কুকর্মের শাস্তিও তাদেরকে ভোগ করতে হবে।

শব্দবিশ্লেষণ :

عُدْتُّمْ : সীগাহ جمع مذكر حاضر বহছ ماضى معروف বাব نَصَرَ মাসদার اَلْعَوْدُ মূলবর্ণ (ع ـ و ـ د) জিনস اجوف واوى অর্থ– কোনো জিনিস থেকে ফিরে যাওয়ার পর পুনরায় তার দিকে প্রত্যাবর্তন করা।

اَقْوَمُ : সীগাহ واحد مذكر বহছ اسم تفضيل বাব نَصَرَ মাসদার اَلْقِيَامُ মূলবর্ণ (ق ـ و ـ م) জিনস اجوف واوى অর্থ– সঠিক পথে থাকা, ভারসাম্যপূর্ণ অবস্থানে থাকা।

اَعْتَدْنَا : সীগাহ جمع متكلم বহছ ماضى معروف বাব اِفْعَالٌ মাসদার اَلْاِعْتَادُ মূলবর্ণ (ع ـ ت ـ د) জিনস صحيح অর্থ– তৈরি করা।

فَمَحَوْنَا : ফা تعقيب -এর জন্য مَحَوْنَا সীগাহ جمع متكلم বহছ ماضى معروف মাসদার اَلْمَحْوُ বাব نصر মূলবর্ণ (م ـ ح ـ و) জিনস ناقص واوى অর্থ– মিটিয়ে দেওয়া, চিহ্ন মুছে দেওয়া। باب سمع থেকেও এ অর্থে ব্যবহৃত হয়। কিন্তু سَمِعَ থেকে হলে মাসদার হবে اَلْمَحْيُ

يَلْقٰهُ : সীগাহ واحد مذكر غائب বহছ مضارع معروف বাব سَمِعَ মাসদার اَللُّقِى মূলবর্ণ (ل ـ ق ـ ى) জিনস ناقص يائى অর্থ– পাওয়া।

مَنْشُوْرًا : সীগাহ واحد مذكر বহছ اسم مفعول বাব نَصَرَ মাসাদর اَلنَّشْرُ মূলবর্ণ (ن ـ ش ـ ر) জিনস صحيح অর্থ– খোলা। বিস্তৃত হওয়া, জীবিত হয়ে উঠা, জীবিত করে উঠানো। এখানে প্রথম অর্থ উদ্দেশ্য।

مُتْرَفِيْهَا : সীগাহ جمع مذكر বহছ اسم فاعل বাব اِفْعَالٌ মাসদার اَلْاِتْرَافُ মূলবর্ণ (ت ـ ر ـ ف) জিনস صحيح অর্থ- আরাম-আয়েশ দেওয়া। মূলত مُتْرَفِيْن ছিল। هَا যমীরের দিকে ইযাফতের কারণে নূন পড়ে গেছে। هَا -এর যমীরের مرجع হচ্ছে قَرْيَةً অর্থ– বসতির সুখী মানুষ, স্বচ্ছল মানুষ।

فَدَمَّرْنٰهَا : فَاء আতফের হরফ পরে বুঝানোর জন্য। دَمَّرْنَا সীগাহ جمع متكلم বহছ ماضى معروف বাব تفعيل মাসদার اَلتَّدْمِيْرُ মূলবর্ণ (د ـ م ـ ر) জিনস صحيح অর্থ– ধ্বংস করে দেওয়া।

https://e-ilm.weebly.com/

مَنْ كَانَ يُرِيْدُ الْعَاجِلَةَ عَجَّلْنَا لَهٗ فِيْهَا مَا نَشَآءُ لِمَنْ نُّرِيْدُ ثُمَّ جَعَلْنَا لَهٗ جَهَنَّمَ يَصْلٰهَا مَذْمُوْمًا مَّدْحُوْرًا (١٨)	১৮. যে ব্যক্তি দুনিয়ার নিয়ত রাখবে, আমি তাকে ইহজগতে যতটুকু ইচ্ছা, যাকে ইচ্ছা সত্বরই প্রদান করব, অতঃপর তার জন্য দোজখ নির্ধারণ করব, সে তাতে দুর্দশাগ্রস্ত [ও] বিতাড়িত অবস্থায় প্রবেশ করবে।
وَمَنْ اَرَادَ الْاٰخِرَةَ وَسَعٰى لَهَا سَعْيَهَا وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَاُولٰٓئِكَ كَانَ سَعْيُهُمْ مَّشْكُوْرًا (١٩)	১৯. পক্ষান্তরে যে ব্যক্তি আখেরাতের নিয়ত রাখবে এবং তার জন্য যেমন চেষ্টার প্রয়োজন তেমন চেষ্টাও করবে, যদি সে মুমিন হয়, এরূপ লোকদের চেষ্টা কবুল হবে।
كُلًّا نُّمِدُّ هٰٓؤُلَآءِ وَهٰٓؤُلَآءِ مِنْ عَطَآءِ رَبِّكَ ؕ وَمَا كَانَ عَطَآءُ رَبِّكَ مَحْظُوْرًا (٢٠)	২০. আপনার প্রতিপালকের দান হতে তো আমি এদেরকেও সাহায্য করে থাকি এবং ওদেরকেও, আর আপনার প্রতিপালকের [এ পার্থিব] দান [কারো জন্য] বন্ধ নয়।
اُنْظُرْ كَيْفَ فَضَّلْنَا بَعْضَهُمْ عَلٰى بَعْضٍ ؕ وَلَلْاٰخِرَةُ اَكْبَرُ دَرَجٰتٍ وَّاَكْبَرُ تَفْضِيْلًا (٢١)	২১. আপনি লক্ষ্য করুন, আমি একজনকে অপরজনের উপর কিরূপে শ্রেষ্ঠত্ব দান করেছি, আর নিশ্চয় পরকাল মর্যাদার হিসেবেও অনেক বড় এবং ফজিলতের হিসেবেও অতি শ্রেষ্ঠ।
لَا تَجْعَلْ مَعَ اللّٰهِ اِلٰهًا اٰخَرَ فَتَقْعُدَ مَذْمُوْمًا مَّخْذُوْلًا (٢٢) ع	২২. আল্লাহ তা'আলার সঙ্গে অন্য কোনো উপাস্য নির্ধারিত করো না, অন্যথা তুমি দুর্দশাগ্রস্ত [ও] সহায়হীন হয়ে বসে পড়বে।

https://e-ilm.weebly.com/

শাব্দিক অনুবাদ :

১৮. مَنْ كَانَ يُرِيْدُ الْعَاجِلَةَ যে ব্যক্তি দুনিয়ার নিয়ত রাখবে عَجَّلْنَا لَهٗ আমি তাকে সত্বরই প্রদান করব فِيْهَا مَا نَشَآءُ ইহজগতে যতটুকু ইচ্ছা لِمَنْ نُّرِيْدُ যার জন্য ইচ্ছা ثُمَّ جَعَلْنَا لَهٗ جَهَنَّمَ অতঃপর তার জন্য দোজখ নির্ধারণ করব يَصْلٰهَا সে তাতে প্রবেশ করবে مَذْمُوْمًا مَّدْحُوْرًا দুর্দশাগ্রস্ত ও বিতাড়িত অবস্থায়।

১৯. وَمَنْ اَرَادَ الْاٰخِرَةَ পক্ষান্তরে যে ব্যক্তি আখেরাতের নিয়ত রাখবে وَسَعٰى لَهَا سَعْيَهَا এবং তার জন্য যেমন চেষ্টার প্রয়োজন তেমন চেষ্টাও করবে وَهُوَ مُؤْمِنٌ যদি সে মুমিন হয় فَاُولٰٓئِكَ كَانَ سَعْيُهُمْ مَّشْكُوْرًا এরূপ লোকদের চেষ্টা কবুল হবে।

২০. كُلًّا نُّمِدُّ هٰٓؤُلَآءِ আমি এদেরকেও সাহায্য করে থাকি وَهٰٓؤُلَآءِ এবং তাদেরকেও مِنْ عَطَآءِ رَبِّكَ আপনার পরওয়ারদেগারের দান হতেই তো وَمَا كَانَ عَطَآءُ رَبِّكَ مَحْظُوْرًا আর আপনার প্রতিপালকের (এই পার্থিব) দান (কারো জন্য) বন্ধ নয়।

২১. اُنْظُرْ আপনি লক্ষ্য করুন كَيْفَ فَضَّلْنَا আমি কিরূপে শ্রেষ্ঠত্ব প্রদান করেছি بَعْضَهُمْ عَلٰى بَعْضٍ একজনকে অপর জনের উপর وَلَلْاٰخِرَةُ اَكْبَرُ আর নিশ্চয় পরকাল অনেক বড় دَرَجٰتٍ মর্যাদার হিসেবেও وَّاَكْبَرُ تَفْضِيْلًا এবং ফজিলতের হিসেবেও অতি শ্রেষ্ঠ।

২২. لَا تَجْعَلْ নির্ধারিত করো না مَعَ اللّٰهِ আল্লাহ তা'আলার সঙ্গে اِلٰهًا اٰخَرَ অন্য কোনো উপাস্য فَتَقْعُدَ অন্যথা তুমি বসে পড়বে مَذْمُوْمًا مَّخْذُوْلًا দুর্দশাগ্রস্ত (ও) সহায়হীন হয়ে

وَقَضٰى رَبُّكَ اَلَّا تَعْبُدُوْٓا اِلَّآ اِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ اِحْسَانًا ؕ اِمَّا يَبْلُغَنَّ عِنْدَكَ الْكِبَرَ اَحَدُهُمَآ اَوْ كِلٰهُمَا فَلَا تَقُلْ لَّهُمَآ اُفٍّ وَّلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُلْ لَّهُمَا قَوْلًا كَرِيْمًا (٢٣)

২৩. আর তোমার প্রতিপালক আদেশ করেছেন যে, তোমরা তাঁকে ব্যতীত অন্য কারো ইবাদত করো না এবং তুমি মা-বাপের সাথে সদ্ব্যবহার কর, যদি তোমার সম্মুখে তাঁদের একজন কিংবা উভয় বার্ধক্যে উপনীত হন, তবে তাঁদেরকে উহ্ পর্যন্ত বলো না, আর তাঁদেরকে ধমক দিও না এবং তাঁদের সঙ্গে খুব আদবের সাথে কথা বল।

وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ وَقُلْ رَّبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيٰنِيْ صَغِيْرًا (٢٤)

২৪. এবং তাঁদের সম্মুখে করুণভাবে বিনয়ের সাথে নত থাকবে, আর এরূপ দোয়া করতে থাকবে- হে আমার প্রতিপালক! তাঁদের উভয়ের প্রতি দয়া করুন- যেরূপ তাঁরা আমাকে লালনপালন করেছেন শৈশবকালে।

رَبُّكُمْ اَعْلَمُ بِمَا فِيْ نُفُوْسِكُمْ ؕ اِنْ تَكُوْنُوْا صٰلِحِيْنَ فَاِنَّهٗ كَانَ لِلْاَوَّابِيْنَ غَفُوْرًا (٢٥)

২৫. যা কিছু তোমাদের অন্তরে আছে, তোমাদের প্রতিপালক তা উত্তমরূপে জানেন; যদি তোমরা সৎপ্রকৃতির হয়ে থাক, [এবং ঘটনাক্রমে কোনো ত্রুটি-বিচ্যুতি হয়ে পড়ে, অতঃপর অনুতপ্ত হয়ে তওবা কর] তবে তিনি তওবাকারীদের অপরাধ ক্ষমা করে দেন।

وَاٰتِ ذَا الْقُرْبٰى حَقَّهٗ وَالْمِسْكِيْنَ وَابْنَ السَّبِيْلِ وَلَا تُبَذِّرْ تَبْذِيْرًا (٢٦)

২৬. এবং আত্মীয়স্বজনকে তার হক আদায় করতে থাক, আর অভাবগ্রস্ত এবং মুসাফিরকেও দান কর এবং বিপথে অপব্যয় করো না।

শাব্দিক অনুবাদ :

২৩. وَقَضٰى رَبُّكَ আর তোমার পরওয়ারদেগার আদেশ করেছেন যে اَلَّا تَعْبُدُوْٓا اِلَّآ اِيَّاهُ তোমরা তাঁকে ব্যতীত আর কারো ইবাদত করো না وَبِالْوَالِدَيْنِ اِحْسَانًا এবং তুমি মা বাপের সাথে সদ্ব্যবহার কর اِمَّا يَبْلُغَنَّ عِنْدَكَ الْكِبَرَ যদি তোমার সম্মুখে বার্ধক্যে উপনীত হন اَحَدُهُمَآ اَوْ كِلٰهُمَا তাদের একজন কিংবা উভয়ে فَلَا تَقُلْ لَّهُمَآ اُفٍّ তবে তাদেরকে উহ্ পর্যন্তও বলো না وَّلَا تَنْهَرْهُمَا আর তাঁদেরকে ধমক দিও না وَقُلْ لَّهُمَا قَوْلًا كَرِيْمًا এবং তাদের সঙ্গে খুব আদবের সাথে কথা বল।

২৪. وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ এবং তাদের সম্মুখে করুণভাবে বিনয়ের সাথে নত থাকবে وَقُلْ আর এরূপ দোয়া করবে رَبِّ হে আমার পরওয়ার দেগার! ارْحَمْهُمَا তাদের উভয়ের প্রতি দয়া করুন كَمَا رَبَّيٰنِيْ صَغِيْرًا যেরূপ তারা আমাকে লালন পালন করেছেন শৈশবকালে।

২৫. رَبُّكُمْ اَعْلَمُ তোমাদের রব তা উত্তমরূপে জানেন بِمَا فِيْ نُفُوْسِكُمْ যা কিছু তোমাদের অন্তরে আছে اِنْ تَكُوْنُوْا صٰلِحِيْنَ যদি তোমরা সৎ প্রকৃতির হয়ে থাক فَاِنَّهٗ كَانَ لِلْاَوَّابِيْنَ غَفُوْرًا তবে তিনি তওবাকারীদের অপরাধ ক্ষমা করে দেন।

২৬. وَاٰتِ ذَا الْقُرْبٰى حَقَّهٗ এবং আত্মীয়-স্বজনকে তার হক আদায় করতে থাক وَالْمِسْكِيْنَ আর অভাবগ্রস্ত وَابْنَ السَّبِيْلِ এবং মুসাফিরকেও দান কর وَلَا تُبَذِّرْ تَبْذِيْرًا এবং বিপথে অপব্যয় করো না।

https://e-ilm.weebly.com/

২৭. নিশ্চয় অপব্যয়ীরা শয়তানের ভাই; বস্তুতঃ শয়তান স্বীয় প্রতিপালকের বড়ই অকৃতজ্ঞ।	إِنَّ الْمُبَذِّرِينَ كَانُوا إِخْوَانَ الشَّيَاطِينِ ۖ وَكَانَ الشَّيْطَانُ لِرَبِّهِ كَفُورًا (٢٧)
২৮. আর যদি তোমাকে সে রিজিকের প্রতীক্ষায়- যা তুমি তোমার প্রতিপালকের নিকট হতে আশা করছ, তাদের [-কে দান করা] হতে বিরত থাকতে হয়, তবে তাদেরকে কোমল [মন সন্তুষ্টিকর] বাক্য বলে দাও।	وَإِمَّا تُعْرِضَنَّ عَنْهُمُ ابْتِغَاءَ رَحْمَةٍ مِّن رَّبِّكَ تَرْجُوهَا فَقُل لَّهُمْ قَوْلًا مَّيْسُورًا (٢٨)
২৯. আর নিজের হাতকে [কৃপণতাবশতঃ] কাঁধের দিকে সঙ্কুচিত করে রেখ না, আর একেবারে প্রসারিতও করে দিও না, অন্যথা তিরস্কৃত ও রিক্তহস্ত হয়ে বসে পড়বে।	وَلَا تَجْعَلْ يَدَكَ مَغْلُولَةً إِلَىٰ عُنُقِكَ وَلَا تَبْسُطْهَا كُلَّ الْبَسْطِ فَتَقْعُدَ مَلُومًا مَّحْسُورًا (٢٩)

শাব্দিক অনুবাদ :

২৭. إِنَّ الْمُبَذِّرِينَ নিশ্চয় অপব্যয়কারীরা كَانُوا إِخْوَانَ الشَّيَاطِينِ শয়তানের ভাই وَكَانَ الشَّيْطَانُ لِرَبِّهِ كَفُورًا বস্তুত শয়তান স্বীয় পরওয়ারদেগারের বড়ই অকৃতজ্ঞ।

২৮. وَإِمَّا تُعْرِضَنَّ عَنْهُمُ আর যদি তোমাকে তাদের (-কে দান করা) হতে বিরত থাকতে হয় ابْتِغَاءَ رَحْمَةٍ সে রিজিকের প্রতীক্ষায় مِّن رَّبِّكَ তোমার প্রতিপালকের পক্ষ থেকে تَرْجُوهَا যা তুমি আশা করছ فَقُل তবে বলে দাও لَّهُمْ তাদেরকে قَوْلًا مَّيْسُورًا কোমল (মন তুষ্টিকর) বাক্য।

২৯. وَلَا تَجْعَلْ يَدَكَ আর নিজের হাতকে করে রেখ না مَغْلُولَةً إِلَىٰ عُنُقِكَ (কৃপণতা বশতঃ) কাঁধের দিকে সঙ্কুচিত وَلَا تَبْسُطْهَا كُلَّ الْبَسْطِ আর একেবারে প্রসারিতও করে দিও না فَتَقْعُدَ অন্যথা বসে পড়বে مَلُومًا مَّحْسُورًا তিরস্কৃতও রিক্ত হস্ত হয়ে।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

وَإِمَّا تُعْرِضَنَّ عَنْهُمُ ابْتِغَاءَ رَحْمَةٍ مِّن رَّبِّكَ تَرْجُوهَا فَقُل لَّهُمْ قَوْلًا مَّيْسُورًا.

শানে নুযূল-১ : ইবনে যায়েদ বলেন যে, রাসূল ﷺ -এর নিকট কতজন লোক এসে কিছু প্রার্থনা করল, রাসূল ﷺ তাদেরকে দেন নি। কারণ রাসূল ﷺ তাদের সম্পর্কে জানতেন যে খারাপ কাজে সে মাল ব্যয়িত হবে। যাতে করে খারাপ কাজে সহযোগিতা না হয়, সে জন্য তাদেরকে নিষেধ করেন। সে অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে আল্লাহ তা'আলা আলোচ্য আয়াত নাজিল করেন।

শানে নুযূল-২ : আত্বা খুরাসানী বলেন যে, নবী করীম ﷺ -এর নিকট মুযাইনা গোত্রের লোকজন এসে তাদের জন্য বাহনের আবেদন করে। রাসূল ﷺ তখন বললেন যে, তোমাদের সওয়ার করার এমন জন্তু আমার নিকট নেই। ফলে তারা দুঃখিত হয়ে কেঁদে কেঁদে ফিরে যায়। সে অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে আল্লাহ তা'আলা উল্লিখিত আয়াত নাজিল করেন। -(কুরতুবী ২১৮/১০, রুহুল মা'আনী পৃ.৬৪, খ.৮, পারা-১৫, বাহরে মুহীত্ব ২৭/৬)

https://e-ilm.weebly.com/

শানে নুযূল-৩ : রাসূল ﷺ -এর নিকট কোনো বস্তুর আবেদন করলে রাসূল ﷺ -এর নিকট তা না থাকলে আল্লাহ তা'আলার নিকট হতে আসার প্রত্যাশায় চুপ থাকতেন ; কারণ কাউকে ফিরিয়ে দেওয়া রাসূল ﷺ -এর নিকট অত্যন্ত অপছন্দ বলে মনে হতো । সে প্রেক্ষিতে উপরিউক্ত আয়াত নাজিল করা হয়েছে ।

–(কুরতুবী ২১৮/১০, রূহুল মা'আনী পৃ.৬৪, খ.৮, পারা-১৫)

وَلَا تَجْعَلْ يَدَكَ مَغْلُولَةً إِلَىٰ عُنُقِكَ وَلَا تَبْسُطْهَا كُلَّ الْبَسْطِ فَتَقْعُدَ مَلُومًا مَّحْسُورًا.

শানে নুযূল-১ : হযরত জাবের (রা.) কর্তৃক বর্ণিত । তিনি বলেন, একদা আমি রাসূল ﷺ এর সাথে বসা ছিলাম । এমন এক মুহূর্তেই একটি বালক এসে উপস্থিত হয়ে বলল যে, আমার আম্মা আপনার নিকট একটি চাদর চাচ্ছেন । রাসূল ﷺ বললেন, এখন থেকে জোহর পর্যন্ত অপেক্ষা কর অতঃপর আবার এসো । সুতরাং সে তার মাতার নিকট চলে গেল । তার মাতা বলল যে, তুমি রাসূল ﷺ কে বল যে, আমার আম্মা বলেছেন আপনার গায়ে যে চাদরটি আছে তাই দিয়ে দেওয়ার জন্য । এ মহূর্তেই রাসূল ﷺ ঘরে গমন করে নিজ গায়ের জামা খুলে দিলেন । তিনি খালি গায়ে ঘরে বসে গেলন । পরবর্তী নামাজের সময় হলে হযরত বিলাল (রা.) আজান দিয়ে রাসূল ﷺ -এর জন্য অপেক্ষা করতে লাগলেন, কিন্তু তিনি নামাজে আসতে সক্ষম হলেন না । সে পরিপ্রেক্ষিতে আল্লাহ তা'আলা আলোচ্য আয়াত নাজিল করেন । –(রূহুল মা'আনী পৃ.৬৫, খ.৮, পারা-১৫, কুরতুবী ২২০/১০)

শানে নুযূল-২ : সাঈদ বিন মানসূর ও ইবনুল মুনযির সাইয়্যার আবুল হিকাম এর উদ্ধৃতি দিয়ে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেন, রাসূল ﷺ -এর নিকট ইরাক হতে কিছু কাপর চোপর আসল । রাসূল ﷺ এসব কিছু মানুষের মধ্য বণ্টন করে দিলেন । তখন অন্যসব গোত্র গুলোতে এ সংবাদ প্রচারিত হলে পরস্পরে বলতে লাগল যে, চল আমরাও রাসূল ﷺ -এর নিকট গিয়ে এর জন্য আবেদন করি । সে লক্ষ্যে তারা রাসূল ﷺ -এর নিকট এসে দেখতে পেল, তিনি সব কিছু বিতরণ করে ফেলেছেন । সে অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে উক্ত আয়াত নাজিল করেন ।

–(রূহুল মা'আনী পৃ.৬৬, খ.৮, পারা-১৫)

مَنْ كَانَ يُرِيْدُ الْعَاجِلَةَ ..... الخ যারা স্বীয় আমল দ্বারা শুধু ইহকাল লাভ করার ইচ্ছা করে, উদ্দেশ্য এই যে, জাহান্নামের শাস্তি শুধু তখন হবে, যখন তার প্রত্যেক কর্মকে ক্রমাগতভাবে ও সদাসর্বদা শুধু ইহকালের উদ্দেশ্যই আচ্ছন্ন করে রাখে-পরকালের প্রতি কোনো লক্ষ্য না থাকে । পক্ষান্তরে পরকালের ইচ্ছা করা এবং তার প্রতিদানের বর্ণনায় أَرَادَ الْآخِرَةَ বাক্যটি ব্যবহার করা হয়েছে । অর্থ এই যে, মুমিন যখনই যে কাজে পরকালের ইচ্ছা ও নিয়ত করবে, তার সেই কাজ গ্রহণযোগ্য হবে; যদিও তার কোনো কোনো কাজের নিয়তে মন্দ মিশ্রিত হয়ে যায় ।

প্রথমোক্ত অবস্থাটি শুধু কাফের বা পরকালে অবিশ্বাসী ব্যক্তিরই হতে পারে । তাই তার কোনো কর্মই গ্রহণযোগ্য নয় । শেষোক্ত অবস্থাটি হলো মুমিনের । তার যে কর্ম খাঁটি নিয়ত সহকারে অন্যান্য শর্তানুযায়ী হবে, তা গ্রহণযোগ হবে এবং যে কর্ম এরূপ হবে না, তা গ্রহণযোগ্য হবে না ।

বিদআত ও মনগড়া আমল যতই ভালো দেখা যাক- গ্রহণযোগ্য নয় : এ আয়াতে চেষ্টা ও কর্মের সাথে سَعْيَهَا শব্দযোগ করে বলা হয়েছে যে, প্রত্যেক কর্ম ও চেষ্টা কল্যাণকর ও আল্লাহর কাছে গ্রহণযোগ্য হয় না; বরং সেটিই ধর্তব্য হয়, যা (পরকালের) লক্ষ্যের উপযোগী । উপযোগী হওয়া না হওয়া শুধু আল্লাহ ও রাসূলের বর্ণনা দ্বারাই জানা যেতে পারে । কাজেই যে সৎকর্ম মনগড়া পন্থায় করা হয়- সাধারণ বেদআতী পন্থাও এর অন্তর্ভুক্ত, তা দৃশ্যত: যতই সুন্দর ও উপকারী হোক না কেন- পরকালের জন্য উপযোগী নয় । তাই সেটা আল্লাহর কাছে গ্রহণযোগ্য নয় এবং পরকালেও কল্যাণকর নয় ।

https://e-ilm.weebly.com/

তাফসীরে রূহুল মা'আনী سَعْيَهَا শব্দের ব্যাখ্যায় সুন্নত অনুযায়ী চেষ্টার সাথে সাথে একথাও অভিমত ব্যক্ত করেছে যে, কর্মেও দৃঢ়তা থাকতে হবে। অর্থাৎ, কর্মটি সুন্নত অনুযায়ী এবং দৃঢ় অর্থাৎ, সার্বক্ষণিকও হতে হবে। বিশৃঙ্খলা ভাবে কোনো সময় করল কোনো সময় করল না- এতে পূর্ণ উপকার পাওয়া যায় না।

পিতা-মাতার আদব, সম্মান ও আনুগত্যের গুরুত্ব : ইমাম কুরতুবী (র.) বলেন ঃ এ আয়াতে আল্লাহ তা'আলা পিতা-মাতার আদব, সম্মান এবং তাঁদের সাথে সদ্ব্যবহার করাকে নিজের ইবাদতের সাথে একত্রিত করে ফরজ করেছেন। যেমন, সূরা লোমানে নিজের শোকরের সাথে পিতা-মাতার শোকরকে একত্রিত করে অপরিহার্য করেছেন। বলা হয়েছেঃ أَنِ اشْكُرْ لِيْ وَلِوَالِدَيْكَ অর্থাৎ, আমার শোকর কর এবং পিতা-মাতারও। এতে প্রমাণিত হয় যে, আল্লাহ তা'আলার ইবাদতের পর পিতা-মাতার আনুগত্য সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ এবং আল্লাহ তা'আলার প্রতি কৃতজ্ঞ হওয়ার ন্যায় পিতা-মাতার প্রতি কৃতজ্ঞ হওয়াও ওয়াজিব। সহীহ বুখারীর একটি হাদীসও এর পক্ষে সাক্ষ্য দেয়। হাদীসে রয়েছে, কোন এক ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে প্রশ্ন করলঃ আল্লাহর কাছে সর্বাধিক প্রিয় কাজ কোনটি? তিনি বললেনঃ (মোস্তাহাব) সময় হলে নামাজ পড়া। সে আবার প্রশ্ন করলঃ এরপর কোন কাজটি সর্বাধিক প্রিয়? তিনি বললেন ঃ পিতা-মাতার সাথে সদ্ব্যবহার। -(কুরতুবী)

হাদীসের আলোকে পিতা-মাতার আনুগত্য ও সেবাযত্নের ফজিলত : মুসনাদে আহমদ, তিরমিযী, ইবনে মাজাহ, মুস্তাদরাকে হাকেমে বিশুদ্ধ সনদসহ হযরত আবুদ্দারদা (রা.) থেকে বর্ণিত রয়েছে যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন: পিতা জান্নাতের মধ্যবর্তী দরজা। এখন তোমাদের ইচ্ছা, এর হেফাজত কর অথবা একে বিনষ্ট করে দাও। -(মাযহারী)

১. তিরমিযী ও মুস্তাদরাক হাকেমে হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে ওমরের রেওয়ায়েতে বর্ণিত রয়েছে যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন: পিতা জান্নাতের মধ্যবর্তী দরজা। এখন তোমাদের ইচ্ছা, এর হেফাজত কর অথবা একে বিনষ্ট করে দাও। -(মাযহারী)

২. তিরমিযী ও মুস্তাদরাক হাকেমে আব্দুল্লাহ ইবনে ওমরের রেওয়ায়েতে বর্ণিত রয়েছে যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন : আল্লাহর সন্তুষ্টি পিতার সন্তুষ্টির মধ্য এবং আল্লাহর অসন্তুষ্টি পিতার অসন্তুষ্টির মধ্যে নিহিত।

৩. হযরত আবূ উমামার বাচনিক ইবনে মাজাহ বর্ণনা করেন যে, এক ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ ﷺ -কে জিজ্ঞেস করল: সন্তানের উপর পিতা-মাতার হক কি? তিনি বললেন : তাঁরা উভয়েই তোমার জান্নাত অথবা জাহান্নাম। উদ্দেশ্য এই যে, তাঁদের আনুগত্য ও সেবাযত্ন জান্নাতে নিয়ে যায় এবং তাঁদের সাথে বেআদবী ও তাঁদের অসন্তুষ্টি জাহান্নামে পৌঁছে দেয়।

৪. বায়হাকী শোয়াবুল-ঈমান গ্রন্থে এবং ইবনে আসাকির হযরত ইবনে আব্বাসের বাচনিক উদ্ধৃত করেছেন যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন ঃ যে ব্যক্তি আল্লাহর ওয়াস্তে পিতা-মাতার আনুগত্য করে, তার জন্য জান্নাতের দু'টি দরজা খোলা থাকবে এবং যে ব্যক্তি তাদের অবাধ্য হবে, তার জন্যে জাহান্নামের দু'টি দরজা খোলা থাকবে। যদি পিতা-মাতার মধ্য থেকে একজনই ছিল, তবে জান্নাত অথবা জাহান্নামের এক দরজা খোলা থাকবে। একথা শুনে জনৈক ব্যক্তি প্রশ্ন করল : জাহান্নামের এই শাস্তিবাণী কি তখনও প্রযোজ্য যখন পিতা-মাতা এই ব্যক্তির প্রতি জুলুম করে? তিনি তিন বার বলেন: যদি পিতা-মাতা সন্তানের প্রতি জুলুমও করে তবু পিতা-মাতার অবাধ্যতার কারণে সন্তান জাহান্নামে যাবে। এর সারমর্ম এই যে, পিতা-মাতার কাছ থেকে প্রতিশোধ গ্রহণের অধিকার সন্তানের নেই। তাঁরা জুলুম করলে সন্তান সেবাযত্ন ও আনুগত্যের হাত গুটিয়ে নিতে পারে না।

৫. বায়হাকী হযরত ইবনে আব্বাস (রা.)-এর বাচনিক উদ্ধৃত করেছেন যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন: যে সেবাযত্নকারী পুত্র পিতামাতার দিকে দয়া ও ভালোবাসা সহকারে দৃষ্টিপাত করে, তার প্রত্যেক দৃষ্টির বিনিময়ে সে একটি মকবুল হজের ছওয়াব পায়। লোকেরা আরজ করল: সে যদি দিনে একশ' বার এভাবে দৃষ্টিপাত করে? তিনি বললেন: হ্যাঁ, একশ' বার দৃষ্টিপাত করলেও প্রত্যেক দৃষ্টির বিনিময়ে এই ছওয়াব পেতে থাকবে। সুবহানাল্লাহ! তাঁর ভাণ্ডারে কোনো অভাব নেই।

https://e-ilm.weebly.com/

পিতা-মাতার হক নষ্ট করার শাস্তি দুনিয়াতেও পাওয়া যায় : ৬. বায়হাকী শোয়াবুল-ঈমানে হযরত আবূ বকর (রা.) বাচনিক বর্ণনা করেছেন যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন : সমস্ত গুনাহের শাস্তির ব্যাপারে আল্লাহ তা'আলা যেগুলো ইচ্ছা করেন কিয়ামত পর্যন্ত পিছিয়ে নিয়ে যান। কিন্তু পিতা-মাতার হক নষ্ট করা এবং তাঁদের প্রতি অবাধ্য আচরণ করা এর ব্যতিক্রম। এর শাস্তি পরকালের পূর্বে ইহকালেও দেওয়া হয়। (এ সবগুলো রেওয়ায়েত তাফসীরে-মাযহারী থেকে উদ্ধৃত হয়েছে।)

কোনো কোনো বিষয়ে পিতা-মাতার আনুগত্য ওয়াজিব এবং কোনো কোনো বিষয়ে বিরুদ্ধাচরণের অবকাশ আছে : এ ব্যাপারে আলেম ও ফিকহবিদগণ একমত যে, পিতামাতার আনুগত্য শুধু বৈধ কাজে ওয়াজিব। অবৈধ ও গুনাহর কাজে আনুগত্য ওয়াজিব তো নয়ই; বরং জায়েজও নয়। হাদীসে বলা হয়েছে- لَا طَاعَةَ لِمَخْلُوقٍ فِىْ مَعْصِيَةِ الْخَالِقِ অর্থাৎ সৃষ্টিকর্তার নাফরমানির কাজে কোনো সৃষ্টজীবের আনুগত্য জায়েজ নয়।

পিতা-মাতার সেবাযত্ন ও সদ্ব্যবহারের জন্য তাঁদের মুসলমান হওয়া জরুরি নয় : ইমাম কুরতুবী (র.) এ বিষয়টির সমর্থনে বুখারী থেকে হযরত আসমা (রা.)-এর একটি ঘটনা বর্ণনা বর্ণনা করেছেন। হযরত আসমা (রা.) রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে জিজ্ঞেস করেন : আমার জননী মুশরিকা। তিনি আমার সাথে দেখা করতে আসেন। তাঁকে আদর-আপ্যায়ন করা জায়েজ হবে কি? তিনি বললেন : صِلِى أُمَّكِ অর্থাৎ, "তোমার জননীকে আদর-আপ্যায়ন কর।" কাফের পিতামাতা সম্পর্কে স্বয়ং কুরআন পাক বলে : وَصَاحِبْهُمَا فِى الدُّنْيَا مَعْرُوفًا অর্থাৎ, যার পিতা-মাতা কাফের এবং তাকেও কাফের হওয়ার আদেশ করে এ ব্যাপারে তাদের আদেশ পালন করা জায়েজ নয়, কিন্তু দুনিয়াতে তাদের সাথে সদ্ভাব বজায় রেখে চলতে হবে। বলাবাহুল্য, আয়াতে 'মারুফ' বলে তাদের সাথে আদর-আপ্যায়নমূলক ব্যবহার বুঝানো হয়েছে।

মাসআলা : যে পর্যন্ত জিহাদ ফরজে আইন না হয়ে যায়, ফরজে কেফায়ার স্তরে থাকে, সে পর্যন্ত পিতা-মাতার অনুমতি ছাড়া সন্তানের জন্য জেহাদে যোগদান করা জায়েজ নয়। সহীহ বুখারীতে হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে ওমর (রা.) -এর বাচনিক বর্ণিত রয়েছে, জনৈক ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর কাছে জিহাদের অনুমতি নেওয়ার জন্য উপস্থিত হয়। তিনি জিজ্ঞেস করলেন, তোমার পিতা-মাতা জীবিত আছেন কি? সে বলল, হ্যাঁ, জীবিত আছেন। রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন, তাহলে তুমি পিতা-মাতার সেবাযত্নে আত্মনিয়োগ করেই জিহাদ কর। অর্থাৎ, তাঁদের সেবাযত্নের মাধ্যমেই তুমি জিহাদের ছওয়াব পেয়ে যাবে। অন্য রেওয়ায়েতে এর সাথে একথাও উল্লিখিত রয়েছে যে, লোকটি বলল, আমি পিতা-মাতাকে ক্রন্দনরত অবস্থায় ছেড়ে এসেছি। একথা শুনে রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন, যাও, তাঁদের হাসাও; যেমন কাঁদিয়েছ। অর্থাৎ, তাঁদেরকে গিয়ে বল, এখন আমি আপনাদের ইচ্ছার বিরুদ্ধে জিহাদে যাব না। –(কুরতুবী)

মাসআলা : এ রেওয়ায়েত থেকে জানা গেল যে, কোনো কাজ ফরজে-আইন না হলে এবং ফরজে কেফায়ার স্তরে থাকলে সন্তানের জন্য পিতা-মাতার অনুমতি ছাড়া সে কাজ করা জায়েজ নয়। দীনি শিক্ষা অর্জন করা এবং তাবলীগের কাজে সফর করাও এর অন্তর্ভুক্ত। ফরজ পরিমাণ দীনি জ্ঞান যার অর্জিত আছে, সে যদি বড় আলেম হওয়ার জন্য সফর করে কিংবা তাবলীগ ও দাওয়াতের কাজে সফর করে, তবে পিতা-মাতার অনুমতি ব্যতীত তা জায়েজ নয়।

মাসআলা ঃ পিতা-মাতার সাথে সদ্ব্যবহার করার যে নির্দেশ কুরআন ও হাদীসে উক্ত হয়েছে, পিতা-মাতার আত্মীয়-স্বজন ও বন্ধু-বান্ধবের সাথে সদ্ব্যবহার করাও এর অন্তর্ভুক্ত। বিশেষ করে পিতা-মাতার মৃত্যুর পর। সহীহ বুখারীতে হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে ওমর (রা.)-এর বাচনিক বর্ণিত রয়েছে, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন, পিতার সাথে সদ্ব্যবহার এই যে, তাঁর মৃত্যুর পর তাঁর বন্ধুদের সাথেও সদ্ব্যবহার করতে হবে। হযরত আবূ উসায়দ বদরী (রা.) বর্ণনা করেন, আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সাথে বসেছিলাম, ইতিমধ্যে এক আনসার এসে প্রশ্ন করল, ইয়া রাসূলাল্লাহ! পিতামাতার ইন্তেকালের পরও তাদের কোনো হক আমার জিম্মায় আছে কি? তিনি বললেন, হ্যাঁ তাদের

https://e-ilm.weebly.com/

জন্য দোয়া ও এস্তেগফার করা, তাঁরা কারো সাথে কোনো অঙ্গীকার করে থাকলে তা পূরণ করা, তাঁদের বন্ধুবর্গের প্রতি সম্মান প্রদর্শন করা এবং তাঁদের এমন আত্মীয়দের সাথে আত্মীয়তা বজায় রাখা, যাদের আত্মীয়তার সম্পর্ক শুধু তাঁদেরই মাধ্যমে। পিতা-মাতার এসব হক তাঁদের পরও তোমার জিম্মায় অবশিষ্ট রয়েছে।

রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর অভ্যাস ছিল যে, হযরত খাদীজা (রা.)-এর ওফাতের পর তিনি তাঁর বান্ধবীদের কাছে উপঢৌকন প্রেরণ করতেন। এতে তাঁর উদ্দেশ্য ছিল হযরত খাদীজা (রা.)-এর হক আদায় করা।

পিতা-মাতার আদবের প্রতি লক্ষ্য রাখা, বিশেষত বার্ধক্যে পিতা-মাতার সেবাযত্ন ও আনুগত্য পিতা-মাতা হওয়ার দিক দিয়ে কোনো সময়ও বয়সের গণ্ডিতে সীমাবদ্ধ নয়। সর্বাবস্থায় এবং সব বয়সেই পিতা-মাতার সাথে সদ্ব্যবহার করা ওয়াজিব। কিন্তু ওয়াজিব ও ফরজ কর্তব্যসমূহ পালনের ক্ষেত্রে স্বভাবতঃ সেসব অবস্থা প্রতিবন্ধক হয়, কর্তব্য পালন সহজ করার উদ্দেশ কুরআন পাক যেসব অবস্থায় বিভিন্ন ভঙ্গিতে চিন্তাধারার লালন-পালনও করে এবং এর জন্য অতিরিক্ত তাকিদও প্রদান করে। এটাই কুরআন পাকের সাধারণ নীতি।

বার্ধক্যে উপনীত হয়ে পিতা-মাতা সন্তানের সেবাযত্নের মুখাপেক্ষী হয়ে পড়ে এবং তাদের জীবন সন্তানের দয়া ও কৃপার উপর নির্ভরশীল হয়ে পড়ে। তখন যদি সন্তানের পক্ষ থেকে সামান্যও বিমুখতা প্রকাশ পায়, তবে তাঁদের অন্তরে তা ক্ষত হয়ে দেখা দেয়। অপরদিকে বার্ধক্যের উপসর্গসমূহ স্বভাবগতভাবে মানুষকে খিটখিটে করে দেয়। তৃতীয়তঃ বার্ধক্যের শেষ প্রান্তে যখন বুদ্ধি-বিবেচনাও অকেজো হয়ে পড়ে, তখন পিতা-মাতার বাসনা এবং দাবিদাওয়াও এমনি ধরনের হয়ে যায়, যা পূর্ণ করা সন্তানের পক্ষে কঠিন হয়। কুরআন পাক এসব অবস্থায় পিতা-মাতার মনোতুষ্টি ও সুখ-শান্তি বিধানের আদেশ দেওয়ার সাথে সাথে সন্তানকে তার শৈশবকাল স্মরণ করিয়ে দিয়েছে যে, আজ পিতা-মাতা তোমার যতটুকু মুখাপেক্ষী, এক সময় তুমিও তদাপেক্ষা বেশি তাদের মুখাপেক্ষী ছিলে। তখন তাঁরা যেমন নিজেদের আরাম-আয়েশ ও কামনা-বাসনা তোমার জন্য কুরবান করেছিলেন এবং তোমার অবুঝ কথাবার্তাকে স্নেহ-মমতার আবরণ দ্বারা ঢেকে নিয়েছিলেন, তেমনি মুখাপেক্ষীতার এই দুঃসময়ে বিবেক ও সৌজন্যবোধের তাগিদ এই যে, তাঁদের পূর্ব ঋণ শোধ করা কর্তব্য। كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا বাক্য এদিকেই ইঙ্গিত করা হয়েছে। আলোচ্য আয়াতসমূহে পিতা-মাতার বার্ধক্যে উপনীত হওয়ার সময় সম্পর্কিত কতিপয় আদেশ দান করা হয়েছে।

প্রথম আদেশ, তাঁদেরকে 'উহ' -ও বলবে না। এখানে 'উহ' শব্দটি বলে এমন শব্দ বুঝানো হয়েছে, যা দ্বারা বিরক্তি প্রকাশ পায়। এমনকি, তাঁদের কথা শুনে বিরক্তিবোধক দীর্ঘশ্বাস ছাড়াও এর অন্তর্ভুক্ত। হযরত আলী (রা.) বর্ণিত এক হাদীসে রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন, পীড়া দানের ক্ষেত্রে 'উহ' বলার চাইতেও কম কোনো স্তর থাকলে তাও অবশ্য উল্লেখ করা হতো। (মোটকথা, যে কথায় পিতা-মাতার সামান্য কষ্ট হয়, তাও নিষিদ্ধ।)

দ্বিতীয় আদেশ, وَلَا تَنْهَرْهُمَا - نَهَر শব্দের অর্থ ধমক দেওয়া। এটা যে কষ্টের কারণ তা বলাবাহুল্য।

তৃতীয় আদেশ, وَقُلْ لَّهُمَا قَوْلًا كَرِيْمًا প্রথমোক্ত দু'টি আদেশ ছিল নেতিবাচক তাতে পিতা-মাতার সামান্যতম কষ্ট হতে পারে, এমনসব কাজও নিষিদ্ধ করা হয়েছে। তৃতীয় আদেশে ইতিবাচক ভঙ্গিতে পিতা-মাতার সাথে কথা বলার আদব শিক্ষা দেওয়া হয়েছে যে, তাঁদের সাথে সম্প্রীতি ও ভালোবাসার সাথে নম্র স্বরে কথা বলতে হবে। হযরত সাঈদ ইবনে মুসাইয়্যিব (র.) বলেন, যেমন কোনো গোলাম তার রূঢ় স্বভাবসম্পন্ন প্রভুর সাথে কথা বলে।

চতুর্থ আদেশ, وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ এর সারমর্ম এই যে, তাদের সামনে নিজেকে অক্ষম ও হেয় করে পেশ করবে; যেমন গোলাম প্রভুর সামনে। جَنَاحٌ শব্দের অর্থ পাখা। শাব্দিক অর্থ হচ্ছে পিতা-মাতার জন্য নিজ নিজ পাখা নম্রতা সহকারে নত করে দেবে। শেষে مِنَ الرَّحْمَةِ বলে প্রথমতঃ ব্যক্ত করা হয়েছে যে, পিতা-মাতার সাথে এই ব্যবহার যেন নিছক লোক দেখানো না হয়, বরং আন্তরিক মমতা ও সম্মানের ভিত্তিতে

https://e-ilm.weebly.com/

হওয়া কর্তব্য। দ্বিতীয়তঃ এ দিকেও ইঙ্গিত হতে পারে যে, পিতা-মাতার সামনে নম্র ও হেয় পেশ হওয়া সত্যিকার ইজ্জতের পটভূমি। কেননা এরূপ করা বাস্তব অর্থে হেয় হওয়া নয়, বরং এর কারণ মহব্বত ও অনুকম্পা।

পঞ্চম আদেশ, وَقُلْ رَّبِّ ارْحَمْهُمَا এর সারমর্ম এই যে, পিতা-মাতার ষোল আনা সুখ-শান্তি বিধান মানুষের সাধ্যাতীত। কাজেই সাধ্যানুযায়ী চেষ্টার সাথে সাথে তাঁদের জন্য আল্লাহ তা'আলার কাছে দোয়া করবে যে, তিনি যেন করুণাবশতঃ তাঁদের সব মুশকিল আসান করেন এবং কষ্ট দূর করেন। সর্বশেষ আদেশটি অত্যন্ত ব্যাপক ও বিস্তৃত। পিতা-মাতার মৃত্যুর পরও দোয়ার মাধ্যমে সর্বদা পিতা-মাতার খেদমত করা যায়।

মাসআলা ঃ পিতা-মাতা মুসলমান হলে তো তাঁদের জন্য রহমতের দোয়া করা যাবেই, কিন্তু মুসলমান না হলে তাঁদের জীবদ্দশায় এ দোয়া জায়েজ হবে এবং নিয়ত থাকবে এই যে, তাঁরা পার্থিব কষ্ট থেকে মুক্ত থাকুন এবং ঈমানের তাওফীক লাভ করুন। মৃত্যুর পর তাঁদের জন্য রহমতের দোয়া করা জায়েজ নয়।

পিতার আদব ও সম্মান সম্পর্কিত উল্লিখিত আদেশসমূহের কারণে সন্তানদের মনে এমন একটা আশঙ্কা দেখা দিতে পারে যে, পিতা-মাতার সাথে সদাসর্বদা থাকতে হবে তাঁদের এবং নিজেদের অবস্থাও সবসময় সমান যায় না। কোনো সময় মুখ দিয়ে এমন কথাও বের হয়ে যেতে পারে, যা উপরিউক্ত আদবের পরিপন্থি। এর জন্য জাহান্নামের শাস্তির কথা শোনানো হয়েছে। কাজেই গুনাহ থেকে বেঁচে থাকা খুবই কঠিন হবে। আলোচ্য সর্বশেষ رَبُّكُمْ اَعْلَمُ بِمَا فِىْ نُفُوْسِكُمْ আয়াতে মনের এই সংকীর্ণতা দূর করা হয়েছে। বলা হয়েছে যে, বেআদবীর ইচ্ছা ব্যতিরেকে কোনো সময় কোনো পেরেশানি অথবা অসাবধানতার কারণে কোনো কথা বের হয়ে গেলে এবং এজন্য তওবা করলে আল্লাহ তা'আলা মনের অবস্থা সম্পর্কে সম্যক অবগত রয়েছেন যে, কথাটি বেআদবী অথবা কষ্টদানের জন্য বলা হয়নি। সুতরাং তিনি ক্ষমা করবেন। اَوَّابِيْن শব্দের অর্থ تَوَّابِيْن অর্থাৎ, তওবাকারী। হাদীসে বাদ মাগরিব ছয় রাকাত এবং ইশরাকের নফল নামাজকে صَلٰوةُ الْاَوَّابِيْن বলা হয়েছে। এতে ইঙ্গিত রয়েছে যে, এই নামাজগুলো পড়ার তাওফীক তাদেরই হয়, যারা اَوَّابِيْن অর্থাৎ تَوَّابِيْن (তওবাকারী)।

সকল আত্মীয়ের হক দিতে হবে : পূর্ববর্তী আয়াতসমূহে পিতা-মাতার হক এবং তাঁদের প্রতি আদব ও সম্মান প্রদর্শনের শিক্ষা ছিল : আলোচ্য আয়াতে সকল আত্মীয়দের হক বর্ণিত হয়েছে যে, প্রত্যেক আত্মীয়ের হক আদায় করতে হবে। অর্থাৎ, কমপক্ষে তাদের সাথে সুন্দরভাবে জীবন যাপন ও সদ্ব্যবহার করতে হবে। যদি তারা অভাবগ্রস্ত হয়, তবে সামর্থ্য অনুযায়ী তাদের আর্থিক সাহায্যও এর অন্তর্ভুক্ত। এ আয়াত দ্বারা এতটুকু বিষয় তো প্রমাণিত হয়েছে যে, প্রত্যেকের উপরই তার সাধারণ আত্মীয়দেরও হক রয়েছে। সে হক কি এবং কতটুকু তার বিশদ বর্ণনা আয়াতে নেই। তবে সাধারণভাবে আত্মীয়তা বজায় রাখা এবং সুন্দরভাবে জীবন যাপন করা যে এর অন্তর্ভুক্ত, তা না বললেও চলে। ইমাম আজম আবূ হানীফা (র.) বলেন, যাদের সাথে বৈবাহিক সম্পর্ক নিষিদ্ধ- এমন আত্মীয় মহিলা কিংবা বালক-বালিকা হয়, নিঃস্ব হয় এবং উপার্জন করতেও সক্ষম না হয়; এমনিভাবে সে যদি বিকলাঙ্গ কিংবা অন্ধ হয়, জীবনধারণের মতো ধন-সম্পদের অধিকারী না হয়, তবে তার ভরণ-পোষণ করা সক্ষম আত্মীয়দের উপর ফরজ। যদি একই স্তরের কয়েকজন আত্মীয় সক্ষম হয়, তবে ভরণ-পোষণের দায়িত্ব ভাগাভাগি করে কয়েকজনকেই বহন করতে হবে। সূরা বাকারার আয়াত وعلى الوارث مثل ذلك দ্বারাও এ বিধানটি প্রমাণিত হয়। -(তাফসীরে মাযহারী)

এ আয়াতে আত্মীয়, অভাবগ্রস্ত ও মুসাফিরদের আর্থিক সাহায্য দানকে তাদের হক হিসেবে গণ্য করে ইঙ্গিত করা হয়েছে যে, তাদের প্রতি দাতার অনুগ্রহ প্রকাশ করার কোনো কারণ নেই। কেননা তাদের হক তার জিম্মায় ফরজ। দাতা সে ফরজই পালন করছে মাত্র; কারো প্রতি অনুগ্রহ করছে না।

تَبْذِيْر অর্থাৎ, অপব্যয়ের নিষেধাজ্ঞা ঃ কুরআন পাক অপব্যয়কে দু'টি শব্দ দ্বারা ব্যক্ত করেছে। একটি تَبْذِيْر -এবং অপরটি اِسْرَاف । আলোচ্য আয়াতে تَبْذِيْر নিষিদ্ধ করা হয়েছে এবং وَلَا تُسْرِفُوْا আয়াতে اِسْرَاف

নিষিদ্ধ করা হয়েছে। কেউ কেউ বলেন : উভয় শব্দ সমার্থবোধক। গুনাহর কাজে কিংবা অযথা অস্থানে ব্যয় করাকে إِسْرَاف ও تَبْذِيْر বলা হয়। কেউ কেউ বলেন : গোনাহর কাজে কিংবা সম্পূর্ণ অযথা ও অস্থানে ব্যয় করাকে تَبْذِيْر বলা হয়, আর বৈধ স্থানে প্রয়োজনের চাইতে অধিক ব্যয় করাকে إِسْرَاف বলা হয়। তাই تَبْذِيْر টা إِسْرَاف-এর চাইতে গুরুতর। تَبْذِيْر কারীদেরকে শয়তানের ভাই বলে অভিহিত করা হয়েছে।

হযরত মুজাহিদ বলেন, কেউ নিজের সমস্ত মাল হক আদায় করার জন্য ব্যয় করে দিলে তা অযথা ব্যয় হবে না। পক্ষান্তরে যদি অন্যায়-অহেতুক কাজে এক 'মুদ' ও (অর্ধ সের) ব্যয় করে, তবে তা অযথা ব্যয় বলে গণ্য হবে। হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা.) বলেন, হক নয় এমন অস্থানে ব্যয় করাকে تَبْذِيْر বলা হয় (মাযহারী)। ইমাম মালেক (র.) বলেন, হক পথে অর্থ উপার্জন করে নাহক পথে ব্যয় করাকে تَبْذِيْر বলা হয়। একে إِسْرَاف ও বলে। এটা হারাম। -(কুরতুবী)

ইমাম কুরতুবী (র.) বলেন : হারাম ও অবৈধ কাজে এক দিরহাম খরচ করাও تَبْذِيْر এবং বৈধ ও অনুমোদিত কাজে সীমাতিরিক্ত খরচ করা, যদ্দরুন ভবিষ্যতে অভাবগ্রস্ত হয়ে পড়ার আশঙ্কা দেখা দেয়- এটাও تَبْذِيْر এর অন্তর্ভুক্ত। অবশ্য যদি কেউ আসল মূলধন ঠিক রেখে তার মুনাফাকে বৈধ কাজে মুক্ত হস্তে ব্যয় করে, তবে তা تَبْذِيْر এর অন্তর্ভুক্ত নয়। -(কুরতুবী)

২৮ নং আয়াতে রাসূলুল্লাহ ﷺ ও তাঁর মাধ্যমে সমগ্র উম্মতকে অভূতপূর্ব নৈতিক চরিত্র শিক্ষা দেওয়া হয়েছে যে, কোনো সময় যদি অভাবগ্রস্ত লোকেরা সওয়াল করে এবং আপনার কাছে দেওয়ার মতো কিছু না থাকার দরুন আপনি তাদের দিক থেকে মুখ ফিরাতে বাধ্য হন, তবে এ মুখ ফিরানো আত্মম্ভরিতাযুক্ত অথবা প্রতিপক্ষের জন্য অপমানজনক না হওয়া উচিত; বরং তা অপারগতা ও অক্ষমতা প্রকাশ সহকারে হওয়া কর্তব্য।

এ আয়াতের শানে-নুযূল সম্পর্কে ইবনে জায়েদ রেওয়ায়েত করেন যে, কিছু সংখ্যক লোক রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর কাছে অর্থ কড়ি চাইত। তিনি জানতেন যে, এদেরকে অর্থকড়ি দিলে তা দুষ্কর্মে ব্যয় করবে। তাই তিনি এদেরকে কিছু দিতে অস্বীকার করতেন এবং এটা ছিল তাদেরকে দুষ্কর্ম থেকে বিরত রাখার একটি উপায়। এরই পরিপ্রেক্ষিতে আলোচ্য আয়াতটি নাজিল হয়।

মুসনাদে সাঈদ ইবনে মনসূর সাবা ইবনে হাকামের বাচনিক উল্লেখিত আছে যে, একবার রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর কাছে কিছু বস্ত্র আসলে তিনি তা হকদারদের মধ্যে বণ্টন করে দেন। বণ্টন শেষ হওয়ার পর আরো কিছু লোক আসলে তাদেরকে দেওয়া সম্ভব হয়নি। তাদের সম্পর্কেই আয়াতটি অবতীর্ণ হয়।

খরচ করার ব্যাপারে মধ্যবর্তিতার নির্দেশ ঃ ২৯ নং আয়াতে সরাসরি রাসূলুল্লাহ ﷺ -কে এবং তাঁর মধ্যস্থতায় সমগ্র উম্মতকে সম্বোধন করা হয়েছে। উদ্দেশ্য এমন মিতাচার শিক্ষা দেওয়া, যা অপরের সাহায্যে প্রতিবন্ধকও না হয় এবং নিজের জন্যও বিপদ ডেকে না আনে।

আল্লাহর পথে বেশি ব্যয় করে নিজে পেরেশান হওয়ার স্তর : এ আয়াত থেকে বাহ্যত: এ ধরনের ব্যয় করার নিষেধাজ্ঞা জানা যায়, যার পর নিজেকেই অভাবগ্রস্ত হয়ে পেরেশানি ভোগ করতে হয়। ইমাম কুরতুবী বলেন : সাধারণ অবস্থায় যেসব মুসলমান ব্যয় করার পর কষ্টে পতিত হয় এবং পেরেশান হয়ে বিগত ব্যয়ের জন্য অনুতাপ ও আফসোস করে, আয়াতে বর্ণিত নিষেধাজ্ঞা তাদের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য। কুরআন পাকের। مَحْسُوْرًا শব্দের মধ্য এ দিকেই ইঙ্গিত রয়েছে। কিন্তু যারা এতটুকু সৎসাহসী যে, পরবর্তী কষ্টের জন্য মোটেই ঘাবড়ায় না এবং হকদাদের হকও আদায় করতে পারে, তাদের জন্য এ নিষেধাজ্ঞা নয়। এ কারণেই রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর সাধারণ অভ্যাস ছিল এই যে, তিনি আগামীকালের জন্য কিছুই সঞ্চয় করতেন না। যেদিন যা আসত, সেদিনই তা নিঃশেষে ব্যয় করে দিতেন। প্রায়ই তাঁকে ক্ষুধা ও উপবাসের কষ্টও ভোগ করতে হতো এবং পেটে পাথর বাঁধার প্রয়োজনও দেখা দিত। সাহাবায়ে কেরামের মধ্যেও এমন অনেক রয়েছেন, যাঁরা রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর আমলে স্বীয় ধন-সম্পদ নিঃশেষে আল্লাহর পথে ব্যয় করে দিয়েছেন; কিন্তু রাসূলুল্লাহ ﷺ তাঁদেরকে নিষেধ বা তিরস্কার

https://e-ilm.weebly.com/

কোনো কিছুই করেননি। এ থেকে বুঝা গেল যে, আয়াতের নিষেধাজ্ঞা তাদের জন্য, যারা ক্ষুধা ও উপবাসের কষ্ট সহ্য করতে পারে না এবং খরচ করার পর 'খরচ না করলেই ভালো হতো' বলে অনুতাপ করে। এরূপ অনুতাপ তাদের বিগত সৎকাজকে নষ্ট করে দেয়। তাই তা নিষিদ্ধ করা হয়েছে।

বিশৃঙ্খল খরচ নিষিদ্ধ : আসল কথা এই যে, আলোচ্য আয়াতটি বিশৃঙ্খলভাবে খরচ করতে নিষেধ করেছে। ভবিষ্যৎ অবস্থা থেকে দৃষ্টি ফিরিয়ে যা কিছু হাতে আছে, তৎক্ষণাৎ তা খরচ করে ফেলা এবং আগামীকাল কোনো অভাবগ্রস্ত ব্যক্তি এলে অথবা ধর্মীয় প্রয়োজন দেখা দিলে অক্ষম হয়ে পড়া এটাই বিশৃঙ্খলা (কুরতুবী)। কিংবা খরচ করার পর পরিবার-পরিজনের ওয়াজিব হক আদায় করতে অপরাগ হয়ে পড়াও বিশৃঙ্খলা। (মাযহারী) مَلُومًا مَحْسُورًا শব্দদ্বয় সম্পর্কে তাফসীরে মাযহারীতে বলা হয়েছে যে, مَلُومْ শব্দটি প্রথম অবস্থা অর্থাৎ, কৃপণতার সাথে সম্পর্কযুক্ত। অর্থাৎ, কৃপণতার কারণে হাত গুটিয়ে রাখলে মানুষের কাছে তিরস্কৃত হতে হবে। مَحْسُورًا শব্দটি দ্বিতীয় অবস্থার সাথে সম্পর্কযুক্ত। অর্থাৎ বেশি ব্যয় করে নিজে ফকির হয়ে গেলে সে مَحْسُورًا অর্থাৎ, শ্রান্ত, অক্ষম অথবা অনুতপ্ত হয়ে যাবে।

শব্দবিশ্লেষণ :

يَصْلٰهَا : সীগাহ واحد مذكر غائب বহছ مضارع معروف বাব سَمِعَ মাসদার اَلصَّلٰى মূলবর্ণ (ص . ل . ى) জিনস ناقص يائى অর্থ- দাখেল হওয়া, তাপ দেওয়া। কষ্ট সহ্য করা।

مَشْكُورًا : সীগাহ واحد مذكر বহছ اسم مفعول বাব نَصَرَ মাসাদর اَلشُّكْرُ মূলবর্ণ (ش . ك . ر) জিনস صحيح অর্থ- শোকর করা, মূল্যায়ন করা।

محظورًا : সীগাহ واحد مذكر বহছ اسم مفعول বাব سَمِعَ মাসদার اَلْحَظْرُ মূলবর্ণ (ح . ظ . ر) জিনস صحيح অর্থ- বন্ধ, নিষিদ্ধ।

فلا تقل : فاء টি جزائيه : لا تقل সীগাহ واحد مذكر حاضر বহছ نهى حاضر معروف বাব نَصَرَ মাসদার اَلْقَوْلُ মূলবর্ণ (ق . و . ل) জিনস اجوف واوى অর্থ- বলা।

لا تَنْهَرْهُمَا : সীগাহ واحد مذكر حاضر বহছ نهى حاضر معروف বাব فَتَحَ মাসদার اَلنَّهْرُ মূলবর্ণ (ن . ه . ر) জিনস صحيح অর্থ- কঠোরভাবে ধমকি দেওয়া এবং তিরস্কার করা।

اٰتِ : সীগাহ واحد مذكر حاضر বহছ امر حاضر معروف বাব اِفْعَالٌ মাসদার اَلْاِيْتَاءُ মূলবর্ণ (أ . ت . ى) জিনস مركب (مهموز فاء ও ناقص يائى) অর্থ- দেওয়া।

تُعْرِضَنَّ : সীগাহ واحد مذكر حاضر বহছ نون تاكيد ثقيله درفعل مستقبل معروف বাব اِفْعَالٌ মাসদার اَلْاِعْرَاضُ মূলবর্ণ (ع . ر . ض) জিনস صحيح অর্থ- চেহারা ফিরানো। বিমুখ হওয়া।

مَغْلُوْلَةً : সীগাহ واحد مؤنث বহছ اسم مفعول বাব نَصَرَ মাসদার اَلْغُلُّ মূলবর্ণ (غ . ل . ل) জিনস مضاعف ثلاثى অর্থ- লাগাম, হাতকড়া, বদ প্রকৃতির মহিলা। (কামূস) এখানে পরোক্ষভাবে অতিকৃপণ অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে।

مَلُوْمًا : সীগাহ واحد مذكر বহছ اسم مفعول বাব نَصَرَ মাসদার اَلْمَلَامَةُ মূলবর্ণ (ل . و . م) জিনস اجوف واوى অর্থ- অভিসম্পাদ করা, কোনো জিনিসকে খারাপ মনে করে অভিশাপ দেওয়া।

مَحْسُوْرًا : সীগাহ واحد مذكر বহছ اسم مفعول বাব ضَرَبَ ও نَصَرَ : মাসদার اَلْحَسْرُ ও اَلْحَسْرَةُ মূলবর্ণ (ح . س . ر) জিনস صحيح অর্থ- ব্যতিব্যস্ত, আক্ষেপ করা।

https://e-ilm.weebly.com/

إِنَّ رَبَّكَ يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَنْ يَشَآءُ وَيَقْدِرُ ۚ
إِنَّهُ كَانَ بِعِبَادِهِ خَبِيرًا بَصِيرًا (٣٠) ٢ ع ٨ ٢

৩০. নিশ্চয় তোমার প্রতিপালক যাকে ইচ্ছা প্রচুর রিজিক দান করে থাকেন এবং তিনিই সংকীর্ণ করে দেন; নিশ্চয় তিনি নিজ বান্দাদেরকে খুব জানেন, দেখেন।

وَلَا تَقْتُلُوٓا أَوْلَادَكُمْ خَشْيَةَ إِمْلَاقٍ ۖ
نَحْنُ نَرْزُقُهُمْ وَإِيَّاكُمْ ۚ إِنَّ قَتْلَهُمْ كَانَ
خِطْأً كَبِيرًا (٣١)

৩১. আর তোমরা নিজেদের সন্তানদেরকে দারিদ্র্যের আশঙ্কায় হত্যা করো না; আমি তাদেরকে রিজিক দেই এবং তোমাদেরকেও দেই; নিশ্চয় তাদেরকে হত্যা করা মহাপাপ।

وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنٰىٓ إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَآءَ
سَبِيلًا (٣٢)

৩২. আর তোমরা জেনার নিকটবর্তী হয়ো না, নিশ্চয় তা বড়ই নির্লজ্জতার কাজ এবং অসৎ পন্থা।

وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللّٰهُ إِلَّا بِالْحَقِّ ۗ
وَمَنْ قُتِلَ مَظْلُومًا فَقَدْ جَعَلْنَا لِوَلِيِّهِ سُلْطٰنًا
فَلَا يُسْرِفْ فِّي الْقَتْلِ ۖ إِنَّهُ كَانَ مَنْصُورًا (٣٣)

৩৩. আর যাকে [হত্যা করা] আল্লাহ তা'আলা হারাম করে দিয়েছেন তাকে হত্যা করো না, তবে হাঁ, ন্যায়সঙ্গতভাবে [হত্যা করা যাবে], আর যে ব্যক্তি অন্যায়ভাবে নিহত হয়, তবে অবশ্য আমি তার উত্তরাধিকারীকে [কেছাছ নেওয়ার] অধিকার দিয়েছি, সুতরাং তার উচিত যে, হত্যার ব্যাপারে সীমালঙ্ঘন না করে; [তবেই] সে ব্যক্তি সহানুভূতি পাওয়ার যোগ্য

শাব্দিক অনুবাদ :

৩০. إِنَّ رَبَّكَ নিশ্চয় তোমার প্রতিপালক يَبْسُطُ الرِّزْقَ প্রচুর রিজিক দান করে থাকেন لِمَنْ يَشَآءُ যাকে ইচ্ছা وَيَقْدِرُ এবং তিনিই সংকীর্ণ করে দেন إِنَّهُ كَانَ بِعِبَادِهِ خَبِيرًا بَصِيرًا নিশ্চয় তিনি নিজ বান্দাদেরকে খুব জানেন, দেখেন।

৩১. وَلَا تَقْتُلُوٓا আর তোমরা হত্যা করো না أَوْلَادَكُمْ নিজেদের সন্তানদেরকে خَشْيَةَ إِمْلَاقٍ দারিদ্র্যের আশঙ্কায় نَحْنُ نَرْزُقُهُمْ আমি তাদেরকে রিজিক দেই وَإِيَّاكُمْ এবং তোমাদেরকেও দেই إِنَّ قَتْلَهُمْ كَانَ خِطْأً كَبِيرًا নিশ্চয় তাদেরকে হত্যা করা গুরুতর পাপ।

৩২. وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنٰىٓ আর তোমরা জেনার নিকটবর্তী হয়ো না إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً নিশ্চয় তা বড়ই নির্লজ্জতার কাজ وَسَآءَ سَبِيلًا এবং অসৎ পন্থা।

৩৩. وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ আর তাকে হত্যা করো না الَّتِي حَرَّمَ اللّٰهُ যাকে (হত্যা করা) আল্লাহ তা'আলা হারাম করেছেন إِلَّا بِالْحَقِّ তবে হ্যাঁ ন্যায়সঙ্গত ভাবে وَمَنْ قُتِلَ مَظْلُومًا আর যে ব্যক্তি অন্যায় ভাবে নিহত হয় فَقَدْ جَعَلْنَا لِوَلِيِّهِ سُلْطٰنًا তবে অবশ্য আমি তার উত্তরাধিকারীকে (কেসাস নেওয়ার) অধিকার দিয়েছি فَلَا يُسْرِفْ فِّي الْقَتْلِ সুতরাং তাব উচিত যে, হত্যার ব্যাপারে সীমাঙ্ঘন না করে إِنَّهُ كَانَ مَنْصُورًا (তবেই) সে ব্যক্তি সহানুভূতি পাওয়ার যোগ্য।

https://e-ilm.weebly.com/

وَلَا تَقْرَبُوْا مَالَ الْيَتِيْمِ اِلَّا بِالَّتِيْ هِيَ اَحْسَنُ حَتّٰى يَبْلُغَ اَشُدَّهٗ ۖ وَاَوْفُوْا بِالْعَهْدِ ۚ اِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْئُوْلًا (٣٤)

৩৪. আর তোমরা এতিমের ধন-সম্পদের নিকটবর্তী হয়ো না ন্যায়সঙ্গত [শরিয়তানুযায়ী] পন্থা ব্যতীত, যে পর্যন্ত না সে বালেগ হওয়ার বয়সে উপনীত হয় এবং প্রতিশ্রুতিকে পূর্ণ কর, নিশ্চয় প্রতিশ্রুতি সম্বন্ধে জবাবদিহি করতে হবে।

وَاَوْفُوا الْكَيْلَ اِذَا كِلْتُمْ وَزِنُوْا بِالْقِسْطَاسِ الْمُسْتَقِيْمِ ۚ ذٰلِكَ خَيْرٌ وَّاَحْسَنُ تَاْوِيْلًا (٣٥)

৩৫. আর যখন [কোনো বস্তু] মেপে দিবে, তখন পুরাপুরি মেপে দিও এবং সঠিক পাল্লা দ্বারা ওজন কর, এটা উত্তমব্যবস্থা এবং এর পরিণামও উত্তম।

وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهٖ عِلْمٌ ۚ اِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ اُولٰٓئِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْئُوْلًا (٣٦)

৩৬. আর যে বিষয়ে তোমার যথাযথ জ্ঞান নেই তার অনুসরণ করো না, [কেননা] কর্ণ ও চক্ষু এবং অন্তঃকরণ, এগুলো সম্বন্ধে প্রত্যেক ব্যক্তিকে [কিয়ামতের দিন] জিজ্ঞেস করা হবে।

وَلَا تَمْشِ فِي الْاَرْضِ مَرَحًا ۚ اِنَّكَ لَنْ تَخْرِقَ الْاَرْضَ وَلَنْ تَبْلُغَ الْجِبَالَ طُوْلًا (٣٧)

৩৭. আর তুমি জমিনের উপর গর্বভরে চলো না, নিশ্চয় তুমি জমিনকে বিদীর্ণ করে ফেলতে পারবে না এবং [তোমাদের দেহকে খুব টান করে] উচ্চতায় পর্বতসমও পৌঁছতে পারবে না।

كُلُّ ذٰلِكَ كَانَ سَيِّئُهٗ عِنْدَ رَبِّكَ مَكْرُوْهًا (٣٨)

৩৮. এ সমস্ত নিন্দনীয় কাজ তোমার প্রতিপালকের নিকট অপছন্দনীয়।

শাব্দিক অনুবাদ :

৩৪. وَلَا تَقْرَبُوْا আর তোমরা নিকটবর্তী হয়ো না مَالَ الْيَتِيْمِ এতিমের ধন সম্পদের اِلَّا بِالَّتِيْ هِيَ اَحْسَنُ ন্যায়সঙ্গত পন্থা ব্যতীত حَتّٰى يَبْلُغَ اَشُدَّهٗ যে পর্যন্ত না সে বালেগ হওয়ার বয়সে উপনীত হয় وَاَوْفُوْا بِالْعَهْدِ এবং প্রতিশ্রুতিকে পূর্ণ কর اِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْئُوْلًا নিশ্চয় প্রতিশ্রুতি সম্বন্ধে জবাবদেহী করতে হবে।

৩৫. وَاَوْفُوا الْكَيْلَ আর তখন পুরোপুরি মেপে দাও اِذَا كِلْتُمْ যখন মেপে দিবে وَزِنُوْا بِالْقِسْطَاسِ الْمُسْتَقِيْمِ এবং সঠিক পাল্লা দ্বারা ওজন কর ذٰلِكَ خَيْرٌ وَّاَحْسَنُ تَاْوِيْلًا এটা উত্তম ব্যবস্থা এবং এর পরিণামও উত্তম।

৩৬. وَلَا تَقْفُ আর তার অনুসরণ করো না مَا لَيْسَ لَكَ بِهٖ عِلْمٌ যে বিষয়ে তোমার জ্ঞান নেই اِنَّ السَّمْعَ (কেননা) কর্ণ وَالْبَصَرَ ও চক্ষু وَالْفُؤَادَ এবং অন্তঃকরণ كُلُّ اُولٰٓئِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْئُوْلًا এগুলো সম্বন্ধে প্রত্যেক ব্যক্তিকে কিয়ামতের দিন জিজ্ঞাসা করা হবে।

৩৭. وَلَا تَمْشِ فِي الْاَرْضِ مَرَحًا আর তুমি জমিনের উপর গর্বভরে চলো না اِنَّكَ لَنْ تَخْرِقَ الْاَرْضَ নিশ্চয় তুমি জমিনকে বিদীর্ণ করে ফেলতে পারবে না وَلَنْ تَبْلُغَ الْجِبَالَ طُوْلًا এবং উচ্চতায় পর্বতসমও পৌঁছতে পারবে না।

৩৮. كُلُّ ذٰلِكَ كَانَ سَيِّئُهٗ এ সমস্ত নিন্দনীয় কাজ عِنْدَ رَبِّكَ তোমার প্রতিপালকের নিকট مَكْرُوْهًا অপছন্দনীয়।

https://e-ilm.weebly.com/

৩৯. [হে মুহাম্মদ!] এ বিষয়গুলো সে হেকমতের অন্তর্ভুক্ত যা আল্লাহ ওহীর মাধ্যমে আপনার নিকট পাঠিয়েছেন, [আর হে মানব!] আল্লাহ তা'আলার সাথে অপর কোনো উপাস্য সাব্যস্ত করো না, অন্যথা তুমি তিরস্কৃত ও বিতাড়িত অবস্থায় দোজখে নিক্ষিপ্ত হবে।

ذٰلِكَ مِمَّآ اَوْحٰٓى اِلَيْكَ رَبُّكَ مِنَ الْحِكْمَةِ ؕ وَلَا تَجْعَلْ مَعَ اللّٰهِ اِلٰهًا اٰخَرَ فَتُلْقٰى فِىْ جَهَنَّمَ مَلُوْمًا مَّدْحُوْرًا (٣٩)

৪০. তবুও কি [এ কথা বলছ যে,] তোমাদের প্রতিপালক তোমাদেরই জন্য পুত্র-সন্তানকে নির্ধারণ করেছেন এবং তিনি নিজ ফেরেশতাদেরকে আপন কন্যারূপে গ্রহণ করেছেন? নিশ্চয় তোমরা বড় [জঘন্য] কথা বলছ।

اَفَاَصْفٰىكُمْ رَبُّكُمْ بِالْبَنِيْنَ وَاتَّخَذَ مِنَ الْمَلٰٓئِكَةِ اِنَاثًا ؕ اِنَّكُمْ لَتَقُوْلُوْنَ قَوْلًا عَظِيْمًا (٤٠) ع

শাব্দিক অনুবাদ :

৩৯. ذٰلِكَ এ বিষয়গুলো مِمَّآ اَوْحٰٓى اِلَيْكَ رَبُّكَ যা আল্লাহ ওহীর মাধ্যমে আপনার নিকট পাঠিয়েছেন مِنَ الْحِكْمَةِ সেই হেকমতের অন্তর্ভুক্ত وَلَا تَجْعَلْ (আর হে মানব!) সাব্যস্ত করো না مَعَ اللّٰهِ আল্লাহ তা'আলার সাথে اِلٰهًا اٰخَرَ অপর কোনো উপাস্য فَتُلْقٰى فِىْ جَهَنَّمَ অন্যথা তুমি দোজখে নিক্ষিপ্ত হবে مَلُوْمًا مَّدْحُوْرًا তিরস্কৃত ও বিতাড়িত অবস্থায়।

৪০. اَفَاَصْفٰىكُمْ তবু ও কি (এ কথা বলছ যে,) তোমাদেরই জন্য নির্ধারণ করেছেন رَبُّكُمْ তোমাদের রব بِالْبَنِيْنَ পুত্র সন্তানকে وَاتَّخَذَ مِنَ الْمَلٰٓئِكَةِ اِنَاثًا এবং তিনি নিজ ফেরেশতাগণকে আপন কন্যারূপে গ্রহণ করেছেন اِنَّكُمْ لَتَقُوْلُوْنَ নিশ্চয় তোমরা বলছ قَوْلًا عَظِيْمًا বড় (জঘন্য) কথা।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

وَلَا تَقْتُلُوْٓا اَوْلَادَكُمْ خَشْيَةَ اِمْلَاقٍ نَحْنُ نَرْزُقُهُمْ وَاِيَّاكُمْ اِنَّ قَتْلَهُمْ كَانَ خِطْاً كَبِيْرًا.

শানে নুযূল : জাহিলিয়্যাতের যুগে অনেক লোকেরাই দারিদ্রতার ভয়ে আবার কেউ সমাজের মাঝে লজ্জার ভয়ে তাদের নবজাতক কন্যা সন্তানদেরকে জীবিত দাফন করে দিত। আল্লাহর প্রতি তাদের ছিল ভ্রান্ত ধারণা আর এর সাথে পৃথিবীর বুকে মানব বংশ বিস্তারের পথে ছিল ভয়াল প্রতিবন্ধকতা । তাদের এহেন অসৎ উদ্দেশ্যের প্রতি বাধা প্রদান করে আল্লাহ তা'আলা উল্লিখিত আয়াত নাজিল করেন। (তালীকাতে জাদীদা, জালালাইন : ২৩২)

পূর্ববর্তী আয়াতসমূহে একের পর এক মানবিক অধিকার সংক্রান্ত নির্দেশ বর্ণিত হয়েছে। আলোচ্য ৩১ আয়াতে এই ষষ্ঠ নির্দেশটি জাহিলিয়্যাত যুগের একটি নিপীড়নমূলক অভ্যাস সংশোধনের নিমিত্তে উল্লিখিত হয়েছে। জাহিলিয়্যাত যুগে কেউ কেউ জন্মের পরপরই সন্তানদেরকে বিশেষ করে কন্যা সন্তানদেরকে হত্যা করত, যাতে তাদের ভরণ-পোষণের বোঝা বহন করতে না হয়। আলোচ্য আয়াতে আল্লাহ তা'আলা তাদের এই কর্মপন্থাটি যে, অত্যন্ত জঘন্য ও ভ্রান্ত তাই সুস্পষ্ট করে তুলে ধরেছেন। অনুধাবন করতে বলেছেন যে, রিজিক দানের তোমরা কে? এটা তো একান্তভাবে আল্লাহ তা'আলার কাজ। তোমাদেরকেও তো তিনিই রিজিক দিয়ে থাকেন। যিনি তোমাদেরকে দেন তিনিই তাদেরকেও দেবেন। তোমরা এ চিন্তায় কেন সন্তান হত্যার অপরাধে অপরাধী হচ্ছ? বরং এ ক্ষেত্রে রিজিক দেওয়ার বর্ণনায় সন্তানদের কথা অগ্রে উল্লেখ করে ইঙ্গিত করেছেন যে, আমি আগে তাদেরকে ও পরে তোমাদেরকে দেব। এর প্রকৃত উদ্দেশ্য এই যে, আল্লাহ তা'আলা যে, বান্দাকে নিজের

https://e-ilm.weebly.com/

পরিবার-পরিজনের ভরণ পোষণ ও অন্য দারিদ্রদের সাহায্য করতে দেখেন, তাকে সে হিসেবেই দান করেন, যাতে সে নিজের প্রয়োজন ও মেটাতে পারে এবং অন্যকেও সাহায্য করতে পারে। এক হাদীসে রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন بضعفائكم انما تنصرون وترزقون অর্থাৎ, তোমাদের দুর্বল শ্রেণির জন্যই আল্লাহর পক্ষ থেকে তোমাদের সাহায্য করা হয় এবং তোমাদেরকে রিজিক দেওয়া হয়। এতে জানা গেল যে, পরিবার-পরিজনের ভরণ-পোষণকারী পিতা-মাতা যা কিছু পায় তা দুর্বল চিত্ত নারী ও শিশু সন্তানের অসিলাতেই পায়।

ব্যভিচারের অবৈধতা সম্পর্কে এটি সপ্তম নির্দেশ। এতে ব্যভিচার হারাম হওয়ার দুটি কারণ উল্লেখ করা হয়েছে। এক, এটি একটি অশ্লীল কাজ মানুষের মধ্যে লজ্জা-শরম না থাকলে সে মনুষ্যত্ব থেকে বঞ্চিত হয়ে যায়। অতঃপর তার দৃষ্টিতে ভালোমন্দ পার্থক্য লোপ পায়। এ অর্থেই হাদীসে বলা হয়েছে اذا فاتك الحياء فافعل ما شئت অর্থাৎ তোমার লজ্জাই যখন লোপ পাবে, তখন যা খুশি তাই করতে পার। এ জন্যই রাসূলুল্লাহ ﷺ লজ্জাকে ঈমানের গুরুত্বপূর্ণ অঙ্গ সাব্যস্ত করেছেন। বলেছেন, الحياء شعبة من الايمان (বুখারী)। দ্বিতীয় কারণ সামাজিক অনাসৃষ্টি। ব্যভিচারের কারণে এটা এত প্রসার লাভ করে যে, এর কোনো সীমা-পরিসীমা থাকে না। এর অশুভ পরিণাম অনেক সময় সমগ্র গোত্র ও সম্প্রদায়কে বরবাদ করে দেয়। বর্তমান বিশ্বে গোলযোগ, চুরি-ডাকাতি ও হত্যার যে ছড়াছড়ি, অনুসন্ধান করলে দেখা যাবে, তার অর্ধেকের চাইতেও বেশি ঘটনার কারণ কোনো পুরুষ ও নারী যারা এ অপকর্মে লিপ্ত। এ অপরাধটি যদিও সরাসরি বান্দার হকের সাথে সম্পর্কযুক্ত নয় কিন্তু এখানে বান্দার হক সম্পর্কিত নির্দেশাবলি বর্ণনা প্রসঙ্গে একে উল্লেখ করার কারণ সম্ভবতঃ এই যে, অপরাধটি এমন অনেকগুলো অপরাধ সঙ্গে নিয়ে আসে, যার দ্বারা বান্দার হক ক্ষতিগ্রস্ত হয় এবং হত্যা ও লুটতরাজের হাঙ্গামা সংঘটিত হয়। এ কারণেই ইসলাম এ অপরাধটিকে সব অপরাধের চাইতে গুরুতর বলে সাব্যস্ত করেছে এবং এর শাস্তি ও সব অপরাধের শাস্তির চাইতে কঠোর বিধান করেছে। কেননা এ একটি অপরাধ অন্যান্য শত শত অপরাধকে নিজের মধ্যে সন্নিবেশিত করেছে।

রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন, সপ্ত আকাশ এবং সপ্ত পৃথিবী বিবাহিত জেনাকারদের প্রতি অভিসম্পাত করে। জাহান্নামে এদের লজ্জাস্থান থেকে এমন দুর্গন্ধ ছড়াবে যে, জাহান্নামীরাও তা থেকে অতিষ্ঠ হয়ে পড়বে। আগুনের আজাবের সাথে সাথে জাহান্নামে তাদের লাঞ্ছনাও হতে থাকবে। –(বাযযার)

হযরত আবূ হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত অন্য এক হাদীসে রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন : জেনাকার ব্যক্তি জেনা করার সময় মুমিন থাকে না। চোর চুরি করার সময় মুমিন থাকে না। মদ্যপায়ী মদ্যপান করার সময় মুমিন থাকে না। হাদীসটি বুখারী ও মুসলিমে বর্ণিত রয়েছে। আবূ দাউদের রেওয়ায়েতে এর ব্যাখ্যা এই যে, এসব অপরাধী যখন অপরাধে লিপ্ত হয়, তখন ঈমান তাদের অন্তর থেকে বাইরে চলে আসে। এরপর যখন অপরাধ থেকে ফিরে আসে, তখন ঈমানও ফিরে আসে। –(মাযহারী)

অন্যায় হত্যার অবৈধতা বর্ণনা প্রসঙ্গে এটা অষ্টম নির্দেশ। অন্যায় হত্যা যে মহা অপরাধ, তা বিশ্বের দলমত ও ধর্মাধর্ম নির্বিশেষে সবার কাছে স্বীকৃত। রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন " একজন মুমিনকে অন্যায়ভাবে হত্যা করার চাইতে আল্লাহর কাছে সমগ্র বিশ্বকে ধ্বংস করে দেওয়া লঘু অপরাধ। কোনো কোনো রেওয়ায়েতে এতদসঙ্গে আরো বলা হয়েছে যে, যদি আল্লাহ তা'আলার সপ্ত আকাশ ও সপ্ত ভূমণ্ডলের অধিবাসীরা সম্মিলিতভাবে কোনো মুমিনকে অন্যায়ভাবে হত্যা করে, তবে আল্লাহ তা'আলা সবাইকে জাহান্নামে নিক্ষেপ করবেন।

–(ইবনে মাজাহ, মুসনাদে হাসান, বায়হাকী, মাযহারী)

https://e-ilm.weebly.com/

অন্য এক হাদীসে রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন, যে ব্যক্তি কোনো মুসলমানের হত্যাকাণ্ডে একটি কথা দ্বারাও হত্যাকারীর সাহায্য করে, হাশরের মাঠে সে যখন আল্লাহর সামনে উপস্থিত হবে , তখন তার কপালে লেখা থাকবে অর্থাৎ, এ লোকটিকে আল্লাহর রহমত থেকে নিরাশ করে দেওয়া হয়েছে। -(মাযহারী,ইবনে মাজাহ হতে)

বায়হাকী হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস ও হযরত মু'আবিয়া (রা.) -এর রেওয়ায়েত বর্ণনা করেছেন যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন, প্রত্যেক গুনাহ আল্লাহ তা'আলা ক্ষমা করবেন বলে আশা করা যায়, কিন্তু যে ব্যক্তি কুফরি অবস্থায় মৃত্যুবরণ করে অথবা যে, ব্যক্তি জেনে-শুনে ইচ্ছাপূর্বক কোনো মুসলমানকে হত্যা করে, তার গুনাহ ক্ষমা করা হবে না।

অন্যায় হত্যার ব্যাখ্যা : ইমাম বুখারী ও মুসলিম হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদের রেওয়ায়েত বর্ণনা করেছেন যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন, যে মুসলমান আল্লাহ এক এবং মুহাম্মদ আল্লাহর রাসূল বলে সাক্ষ্য দেয়, তার রক্ত হালাল নয়; কিন্তু তিনটি কারণে তা হালাল হয়ে যায়। **এক.** বিবাহিত হওয়া সত্ত্বেও সে যদি জেনা করে, তবে প্রস্তর বর্ষণে হত্যা করাই তার শরিয়তসম্মত শাস্তি। **দুই.** সে যদি অন্যায়ভাবে কোনো মানুষকে হত্যা করে, তবে তার শাস্তি এই যে, নিহত ব্যক্তির ওলী তাকে কেসাস হিসেবে হত্যা করতে পারে। **তিন.** যে ব্যক্তি ইসলাম ধর্ম ত্যাগ করে, তার শাস্তিও হত্যা।

কেসাস নেওয়ার অধিকার কার? আলোচ্য আয়াতে বলা হয়েছে যে, এই অধিকার নিহত ব্যক্তির ওলীর । যদি রক্ত সম্পর্কিত ওলী না থাকে, তবে ইসলামি রাষ্ট্রের সরকার প্রধান এ অধিকার পাবে। কারণ সরকারও একদিক দিয়ে সব মুসলমানের ওলী।

فَلَا يُسْرِفْ فِى الْقَتْلِ এটা ইসলামি একটা বিশেষ নির্দেশ। এর সারমর্ম এই যে, অন্যায়ের প্রতিশোধ অন্যায়ের মাধ্যমে নেওয়া জায়েজ নয় । প্রতিশোধের বেলায়ও ইনসাফের প্রতি লক্ষ্য রাখা অপরিহার্য। যে পর্যন্ত নিহত ব্যক্তির ওলী ইনসাফ সহকারে নিহতের প্রতিশোধ কেসাস নিতে চাইবে, সেই পর্যন্ত শরিয়তের আইন তার পক্ষে থাকবে। আল্লাহ তা'আলা তার সাহায্যকারী হবেন, পক্ষান্তরে সে যদি প্রতিশোধ স্পৃহায় উন্মত্ত হয়ে কেসাসের সীমালঙ্ঘন করে, তবে সে মজলুমের পবিরর্তে জালেমের ভূমিকায় অবতীর্ণ হবে এবং জালেম মজলুম হয়ে যাবে। আল্লাহ তা'আলা এবং তাঁর আইন এখন তার সাহায্য করার পরিবর্তে প্রতিপক্ষের সাহায্য করবে এবং তাকে জুলুম থেকে বাঁচাবে।

জাহেলিয়াত যুগের আরবে সাধারণত ঃ এক ব্যক্তির হত্যার পরিবর্তে হত্যাকারীর পরিবার অথবা সঙ্গি-সাথিদের মধ্য থেকে যাকে পাওয়া যেত তাকেই হত্যা করা হতো। কোনো কোনো ক্ষেত্রে নিহত ব্যক্তি গোত্রের সরদার অথবা বড়লোক হলে তার পরিবর্তে শুধু এক ব্যক্তিকে কেসাস হিসেবে হত্যা করা যথেষ্ট মনে করা হতো না ; রবং এক খুনের পরিবর্তে দু-তিন কিংবা আরো বেশি মানুষের প্রাণ সংহার করা হতো। কেউ কেউ প্রতিশোধ স্পৃহায় উন্মত্ত হয়ে হত্যাকারীকে শুধু হত্যা করেই ক্ষান্ত হতো না রবং তার নাক, কান ইত্যাদি কেটে অঙ্গ বিকৃত করা হতো। ইসলামি কেসাসের আইনে এগুলো অতিরিক্ত ও হারাম । তাই فَلَا يُسْرِفْ فِى الْقَتْلِ আয়াতে এ ধরনের বাড়াবাড়িকে প্রতিরোধ করা হয়েছে।

একটি স্মরণীয় গল্প : একজন মুজাহিদ ইমামের সামনে জনৈক ব্যক্তি হাজ্জাজ ইবনে ইউসুফের বিরুদ্ধে অভিযোগ করে। হাজ্জাজ ইবনে ইউসুফ ইসলামি ইতিহাসের সর্বাধিক জালেম এবং কুখ্যাত ব্যক্তি। সে হাজারো সাহাবী ও তাবেয়ীকে অন্যায়ভাবে হত্যা করেছে। তাই সাধারণভাবে তাকে মন্দ বলা যে মন্দ, সেদিকে কারো লক্ষ্য থাকে না। যে বুযুর্গ ব্যক্তির সামনে হাজ্জাজ ইবনে ইউসুফকে দোষারোপ করা হয়, তিনি দোষারোপকারীকে জিজ্ঞেস করলেন, তোমার কাছে এই অভিযোগের পক্ষে কোনো সনদ অথবা সাক্ষ্য রয়েছে কি? সে বলল, না। তিনি বললেন, যদি আল্লাহ তা'আলা জালেম হাজ্জাজ ইবনে ইউসুফের কাছ থেকে হাজারো নিরপরাধ নিহত ব্যক্তির

https://e-ilm.weebly.com/

প্রতিশোধ নেন, তবে মনে রেখ, যে ব্যক্তি হাজ্জাজের উপর কোনো জুলুম করে, তাকেও প্রতিশোধের কবল থেকে অব্যাহতি দেওয়া হবে না। আল্লাহ তা'আলা তার কাছ থেকেও হাজ্জাজের প্রতিশোধ গ্রহণ করবেন। তাঁর আদালতে কোনো অবিচার নেই যে, অসৎ ও পাপী বান্দাদেরকে যা ইচ্ছা তা দোষারোপ ও অপবাদ আরোপের জন্য অন্যদেরকে স্বাধীন ছেড়ে দেওয়া হবে।

এতিমদের মাল সম্পর্কে সাবধানতা : প্রথম আয়াতে এতিমদের মালের রক্ষণা-বেক্ষণ এবং এ ব্যাপারে সাবধানতা সম্পর্কে নবম নির্দেশ বর্ণিত হয়েছে। এতে অত্যন্ত জোর দিয়ে বলা হয়েছে যে, এতিমদের মালের কাছেও যেয়ো না। অর্থাৎ, এতে যেন শরিয়তবিরোধী অথবা এতিমদের স্বার্থের পরিপন্থি কোনো প্রকার হস্তক্ষেপ না হয়। এতিমের মালের হেফাজত ও ব্যবস্থাপনা যাদের দায়িত্বে অর্পিত হয় এ ব্যাপারে তাদের খুব সাবধানতা অবলম্বন করা দরকার। তারা শুধু এতিমদের স্বার্থ দেখে ব্যয় করবে। এ কর্মধারা ততদিন অব্যাহত থাকবে, যতদিন এতিম শিশু যৌবনে পদার্পণ করে নিজের মালের হেফাজত নিজেই করতে সক্ষম না হয়। এর সর্বনিম্ন বয়স পনের বৎসর এবং সর্বোচ্চ বয়স আঠার বৎসর।

অবৈধ পন্থায় যে কোনো ব্যক্তির মাল খরচ করা জায়েজ নয়। এখানে বিশেষ করে এতিমের কথা উল্লেখ করার কারণ এই যে, সে নিজে কোনো হিসাব নেওয়ার যোগ্য নয়। অন্যেরাও এ সম্পর্কে জানতে পারে না। যেখানে মানুষের পক্ষ থেকে হক দাবি করার কেউ না থাকে সেখানে আল্লাহর পক্ষ থেকে দাবি কঠোরতর হয়ে যায়। এত ত্রুটি হলে সাধারণ মানুষের হকের তুলনায় গুনাহ অধিক হয়।

অঙ্গীকার পূর্ণ ও কার্যকরী করার নির্দেশ : অঙ্গীকার পূর্ণ করার তাকিদ হচ্ছে দশম নির্দেশ। অঙ্গীকার দুই প্রকার। **এক.** যা বান্দা ও আল্লাহর মধ্যে রয়েছে; যেমন সৃষ্টির সূচনাকালে বান্দা অঙ্গীকার করেছিল যে, নিশ্চয় আল্লাহ তা'আলা আমাদের পালনকর্তা। এ অঙ্গীকারের অবশ্যম্ভাবী প্রতিক্রিয়া এই যে, তাঁর নির্দেশাবলি মানতে হবে এবং সন্তুষ্টি অর্জন করতে হবে। অঙ্গীকার তো সে সময় প্রত্যেকেই করেছে। দুনিয়াতে সে মুমিন হোক কিংবা কাফের। এছাড়া মুমিনের একটি অঙ্গীকার রয়েছে যা লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ'র সাক্ষ্যের মাধ্যমে সম্পন্ন হয়েছে। এর সারমর্ম আল্লাহর বিধানাবলির পূর্ণাঙ্গ আনুগত্য এবং তাঁর সন্তুষ্টি অর্জন।

দ্বিতীয় প্রকার অঙ্গীকার যা এক মানুষ অন্য মানুষের সাথে করে। এতে ব্যক্তিবর্গ অথবা গোষ্ঠীবর্গের মধ্যে সম্পাদিত সমস্ত রাজনৈতিক, বাণিজ্যিক ও লেন-দেন সম্পর্কিত চুক্তি অন্তর্ভুক্ত।

প্রথম প্রকার অঙ্গীকার পূর্ণ করা মানুষের জন্য ওয়াজিব এবং দ্বিতীয় প্রকারের মধ্যে যে সব চুক্তি শরিয়ত বিরোধী নয়, সেগুলো পূর্ণ করা ওয়াজিব। শরিয়তবিরোধী হলে প্রতি পক্ষকে জ্ঞাত করে তা খতম করে দেওয়া ওয়াজিব। যে চুক্তি পূর্ণ করা ওয়াজিব, যদি কোনো এক পক্ষ তা পূর্ণ না করে, তবে আদালতে উত্থাপন করে তাকে পূর্ণ করতে বাধ্য করার অধিকার প্রতিপক্ষের রয়েছে। চুক্তির স্বরূপ হচ্ছে দুই পক্ষ সম্মত হয়ে কোনো কাজ করা বা না করার অঙ্গীকার করা। যদি কোনো লোক এক তরফাভাবে কারো সাথে ওয়াদা করে যে, অমুক বস্তু তাকে দেব অথবা অমুক কাজ করে দেব, তাবে তা পূর্ণ করাও ওয়াজিব। কেউ কেউ একেও উল্লিখিত অঙ্গীকারের অন্তর্ভুক্ত করেছেন। কিন্তু পার্থক্য এই যে, দ্বিপাক্ষিক চুক্তিতে কেউ বিরুদ্ধাচরণ করলে ব্যাপারটি আদালতে উত্থাপিত করে তাকে চুক্তি পালনে বাধ্য করা যায়; কিন্তু এক তরফা চুক্তিকে আদালতে উত্থাপন করে পূর্ণ করতে বাধ্য করা যায় না। হ্যাঁ, শরিয়তসম্মত ওজর ব্যতিরেকে কারো সাথে ওয়াদা করে তা ভঙ্গ করলে সে গুনাহগার হবে। হাদীসে একে কার্যতঃ নিফাক বলা হয়েছে।

আয়াতের শেষে বলা হয়েছে, إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْئُولًا অর্থাৎ কিয়ামতে অন্যান্য ফরজ ও ওয়াজিব কর্ম এবং খোদায়ী বিধানাবলি পালন করা বা না করা সম্পর্কে যেমন জিজ্ঞাসাবাদ হবে, তেমনি পারস্পরিক চুক্তি সম্পর্কেও

https://e-ilm.weebly.com/

প্রশ্ন করা হবে। এখানে শুধু 'প্রশ্ন করা হবে' বলে বক্তব্য শেষ করে দেওয়া হয়েছে। প্রশ্ন করার পর কি হবে, সেটাকে অব্যক্ত রাখার মধ্যে বিপদ যে গুরুতর হবে, সেদিকে ইঙ্গিত রয়েছে।

একাদশতম নির্দেশ হচ্ছে লেন-দেনের ক্ষেত্রেও মাপ ও ওজন পূর্ণ করার আদেশ এবং কম মাপার নিষেধাজ্ঞা সম্পর্কে। এরা বিস্তারিত বিবরণ সূরা মুতাফফিফীনে উল্লিখিত আছে।

মাসআলা : ফিকহবিদগণ বলেছেন, আয়াতে মাপ ও ওজন সম্পর্কে যে নির্দেশ আছে, তার সারমর্ম এই যে, যার যতটুকু হক, তার চাইতে কম দেওয়া হারাম। কাজেই কর্মচারী যদি তার নির্দিষ্ট ও অর্পিত কাজের চাইতে কম কাজ করে অথবা নির্ধারিত সময়ের চাইতে কম সময় দেয় অথবা শ্রমিক যদি কাজ চুরি করে, তবে তাও আয়াতের অন্তর্ভুক্ত হয়ে হারাম হবে।

কম মাপ দেওয়া ও কম ওজন করার নিষেধাজ্ঞা :

মাসআলা : وَاَوْفُوا الْكَيْلَ اِذَا كِلْتُمْ তাফসীরে বাহরে মুহীতে আবূ হাইয়ান বলেন, এ আয়াতে মাপ পূর্ণ করার দায়িত্ব বিক্রেতার উপর অর্পিত হয়েছে। এতে বুঝা গেল যে, মাপ ও ওজন পূর্ণ করার জন্য বিক্রেতা দায়ী।

আয়াতের শেষে মাপ ও ওজন পূর্ণ করা সম্পর্কে বলা হয়েছে: ذٰلِكَ خَيْرٌ وَّاَحْسَنُ تَاْوِيْلًا -এতে মাপ ও ওজন করা সম্পর্কে দু'টি বিষয় বলা হয়েছে। (এক) এর উত্তম হওয়া। অর্থাৎ, এরূপ করা স্বতন্ত্র দৃষ্টিতে উত্তম। শরিয়তের আইন ছাড়া ও যুক্তি ও স্বভাবগত ভাবেও কোনো বিবেকবান ব্যক্তি কম মাপা ও কম ওজন করাকে ভালো মনে করতে পারে না। (দুই) -এর পরিণতি শুভ। এতে পরকালের পরিণতি তথা ছওয়াব ও জান্নাত ছাড়াও দুনিয়ার নিকৃষ্ট পরিণতির দিকেও ইঙ্গিত আছে। কোনো ব্যবসা ততক্ষণ পর্যন্ত উন্নতি করতে পারে না, যে পর্যন্ত জনগণের বিশ্বাস ও আস্থা অর্জন করতে না পারে। বিশ্বাস ও আস্থা উপরিউক্ত বাণিজ্যিক সততা ব্যতীত অর্জিত হতে পারে না।

اِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ اُولٰئِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْئُوْلًا -এ আয়াতে বলা হয়েছে যে, কিয়ামতের দিন কান, চক্ষু ও অন্তঃকরণকে প্রশ্ন করা হবে, কানকে প্রশ্ন করা হবে, তুমি সারা জীবন কি কি শুনেছ? চক্ষুকে প্রশ্ন করা হবে, তুমি সারা জীবন কি কি দেখেছ? অন্তঃকরণকে প্রশ্ন করা হবে, সারা জীবনে মনে কি কি কল্পনা করেছ এবং কি কি বিষয়ে বিশ্বাস স্থাপন করেছ? যদি কান দ্বারা শরিয়তবিরোধী কথা বার্তা শুনে থাকে; যেমন কারো গিবত এবং হারাম গানবাদ্য কিংবা চক্ষু দ্বারা শরিয়তবিরোধী বস্তু দেখে থাকে; যেমন বেগানা স্ত্রীলোক বা স্ত্রী সাদৃশ্য সুশ্রী বালকের প্রতি কুদৃষ্টি করা কিংবা অন্তরে কুরআন ও সুন্নাহ বিরোধী বিশ্বাসকে স্থান দিয়ে থাকে অথবা কারো সম্পর্কে প্রমাণ ছাড়া কোনো অভিযোগ মনে কায়েম করে থাকে, তবে এ প্রশ্নের ফলে আজাব ভোগ করতে হবে। কিয়ামতের দিন আল্লাহ প্রদত্ত সব নিয়ামত সম্পর্কেই প্রশ্ন করা হবে। لَتُسْئَلُنَّ يَوْمَئِذٍ عَنِ النَّعِيْمِ অর্থাৎ, কিয়ামতের দিন তোমাদেরকে সব নিয়ামত সম্পর্কে জিজ্ঞেস করা হবে। এসব নিয়ামতের মধ্যে কান, চক্ষু ও অন্তঃকরণ সার্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ। তাই এখানে বিশেষভাবে এগুলো উল্লেখ করা হয়েছে।

তাফসীরে কুরতুবী ও মাযহারীতে এরূপ অর্থও বর্ণিত হয়ছে যে, পূর্ববর্তী বাক্যে বলা হয়েছিল وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهٖ عِلْمٌ অর্থাৎ, যে বিষয়ে তোমার জানা নেই, তা কার্যে পরিণত করো না। এর সাথে সাথে কান, চক্ষু ও অন্তঃকরণকে প্রশ্ন করার উদ্দশ্য এই যে, যে ব্যক্তি জানাশোনা ছাড়াই উদাহরণত: কাউকে দোষারোপ করল কিংবা কোনো কাজ করল, যদি তা কানে শুনার বস্তু হয়ে থাকে, তবে কানকে প্রশ্ন করা হবে, যদি চোখে দেখার বস্তু হয় তবে, চোখকে প্রশ্ন করা হবে এবং অন্তর দ্বারা হৃদয়ঙ্গম করার বস্তু হলে অন্তরকে জিজ্ঞাসা করা হবে যে, অন্তরে প্রতিষ্ঠিত অভিযোগ ও কল্পনাটি সত্যা ছিল না মিথ্যা? প্রত্যেক ব্যক্তির অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ এ ব্যাপারে স্বয়ং সাক্ষ্য দিবে। এটা হাশরের ময়দানে ভিত্তিহীন অভিযোগকারী এবং না জেনে আমলকারীদের জন্য অত্যন্ত লাঞ্ছনার কারণ

https://e-ilm.weebly.com/

হবে। সূরা ইয়াসীনে বলা হয়েছে- اَلْيَوْمَ نَخْتِمُ عَلٰى اَفْوَاهِهِمْ وَتُكَلِّمُنَا اَيْدِيْهِمْ وَتَشْهَدُ اَرْجُلُهُمْ بِمَا كَانُوْا يَكْسِبُوْنَ অর্থাৎ, আজ (কিয়ামতের দিন) আমি এদের (অপরাধীদের) মুখ মোহর করে দিব। ফলে, তাদের হাত আমার সাথে কথা বলবে এবং তাদের চরণসমূহ সাক্ষ্য দিবে তাদের কৃতকর্মের। এখানে কান, চক্ষু ও অন্তরের কথা বিশেষ ভাবে উল্লেখ করার কারণ স্বভাবতঃ এই যে, আল্লাহ্ তা'আলা মানুষকে এসব ইন্দ্রিয় চেতনা ও অনুভূতি এ জন্যই দান করেছেন, যাতে মনে যেসব কল্পনা ও বিশ্বাস আসে, সেগুলোকে এসব ইন্দ্রিয় ও চেতনা দ্বারা পরীক্ষা করে নেয়। বিশুদ্ধ হলে তা কার্যে পরিণত করবে এবং ভ্রান্ত হলে তা থেকে বিরত থাকবে। যে ব্যক্তি এগুলোকে কাজে না লাগিয়ে অজানা বিষয়াদির পিছনে লেগে পড়ে, সে আল্লাহর এই নিয়ামতসমূহের নাশোকরী করে।

অতঃপর পাঁচ প্রকার ইন্দ্রিয় দ্বারা মানুষ বিভিন্ন বস্তুর জ্ঞান লাভ করে-কর্ণ, চক্ষু, নাসিকা, জিহবা এবং সমস্ত দেহে ছড়ানো ঐ অনুভূতি, যা দ্বারা উত্তাপ ও শৈত্য উপলব্ধি করা যায়। কিন্তু স্বভাবগতভাবে মানুষ অধিকতর জ্ঞান কর্ণ ও চক্ষু দ্বারা লাভ করে। নাকে ঘ্রাণ নিয়ে, জিহবা দ্বারা আস্বাদন করে এবং হাতে স্পর্শ করে যেসব বিষয়ের জ্ঞান অর্জন করা হয়, সেগুলো শোনা ও দেখার বিষয়াদির তুলনায় অনেক কম। এখানে পঞ্চ ইন্দ্রিয়ের মধ্য থেকে মাত্র দু'টি উল্লেখ করার কারণ সম্ভবতঃ তাই। এতদুভয়ের মধ্যে ও কান অগ্রে উল্লিখিত হয়েছে। কুরআন পাকের অন্যত্র যেখানেই এ দু'টি ইন্দ্রিয় একসাথে উল্লেখ করা হয়েছে সেখানে কানকেই অগ্রে রাখা হয়েছে। এর কারণও সম্ভবতঃ এই যে, মানুষের জানা বিষয়াদির মধ্যে কানে শোনার বিষয়াদির সংখ্যাই বেশি। এগুলোর তুলনায় চোখে দেখার বিষয়াদি অনেক কম।

৩৭ নং আয়াতে ত্রয়োদশতম নির্দেশ এই : ভূপৃষ্ঠে দম্ভভরে পদচারণ করো না। অর্থাৎ, এমন ভঙ্গিতে চলো না যা দ্বারা অহংকার ও দম্ভ প্রকাশ পায়। এটা নির্বোধসুলভ কাজ। সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি যেন এভাবে চলে ভূপৃষ্ঠকে বিদীর্ণ করে দিতে চায় এটা তার সাধ্যাতীত। বুক টান করে চলার উদ্দেশ্য যেন অনেক উঁচু হওয়া। আল্লাহর সৃষ্ট পাহাড় তার চাইতে অনেক উঁচু। অহংকার প্রকৃতপক্ষে মানুষের অন্তরের একটি কবিরা গুনাহ। মানুষের ব্যবহার ও চলাচলের যেসব বিষয় থেকে অহংকার ফুটে উঠে, সেগুলোও অবৈধ। আহংকারের অর্থ হচ্ছে নিজেকে অন্যের চাইতে উত্তম ও শ্রেষ্ঠ এবং অন্যকে নিজের তুলনায় হেয় ও ঘৃণ্য মনে করা। হাদীসে এর জন্য কঠোর সর্তকবাণী উচ্চারিত হয়েছে।

ইমাম মুসলিম হযরত আয়ায ইবনে আম্মার (রা.) -এর রেওয়ায়েত বর্ণনা করেছেন যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন: আল্লাহ তা'আলা ওহীর মাধ্যমে আমার কাছে নির্দেশ পাঠিয়েছেন যে, নম্রতা ও হেয়তা অবলম্বন কর। কেউ যেন অন্যের উপর গর্ব ও অহংকারের পথ অবলম্বন না করে এবং কেউ যেন কারো উপর জুলুম না করে। -(মাযহারী)

كُلُّ ذٰلِكَ كَانَ سَيِّئُهٗ عِنْدَ رَبِّكَ مَكْرُوْهًا অর্থাৎ, উল্লিখিত সব মন্দ কাজ আল্লাহর কাছে মাকরূহ ও অপছন্দনীয়।

উল্লিখিত নির্দেশাবলির মধ্য যেগুলো হারাম ও নিষিদ্ধ, সেগুলো যে, মন্দ ও অপছন্দনীয়, তা বর্ণনার অপেক্ষা রাখে না। কিন্তু এগুলোর মধ্যে কিছু করণীয়, আদেশও আছে, যেমন পিতা-মতা ও আত্মীয় স্বজনের হক আদায় করা, অঙ্গীকার পূর্ণ করা ইত্যাদি। যেহেতু এগুলোর মধ্যেও উদ্দেশ্য এদের বিপরীত কর্ম থেকে বেঁচে থাকা; অর্থা, পিতা-মাতাকে কষ্ট দেওয়া থেকে, আত্মীয়-স্বজনের সাথে সম্পর্কচ্ছেদ করা থেকে বেঁচে থাকা, তাই এসবগুলোও হারামও অপছন্দনীয়।

হুশিয়ারি : পূর্বোল্লোখিত পনেরটি আয়াতে বর্ণিত নির্দেশাবলি একদিক দিয়ে আল্লাহর কাছে গ্রহণীয় সাধনা ও কর্মেরই ব্যাখ্যা, যা আঠারো আয়াতের পূর্বে উল্লেখ করা হয়েছিল এবং বলা হয়েছিল, وَسَعٰى لَهَا سَعْيَهَا এতে

ব্যক্ত করা হয়েছিল যে, প্রত্যেক চেষ্টা ও কর্মই আল্লাহর কাছে গ্রহণীয় নয়, বরং যে চেষ্টা ও কর্ম রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর সুন্নত ও শিক্ষার সাথে সঙ্গতিশীল, শুধু সেগুলোই গ্রহণীয়। এসব নির্দেশে গ্রহণীয় চেষ্টা ও কর্মের গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায়গুলো বর্ণিত হয়ে গেছে। তন্মধ্যে প্রথমে আল্লাহর হক ও পরে বান্দার হক বর্ণিত হয়েছে।

এই পনেরটি আয়াত সমগ্র তাওরাতের সারসংক্ষেপ : হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা.) বলেন: সমগ্র তাওরাতের বিধানাবলি সূরা বনী ইসরাঈলের পনের আয়াতে সন্নিবেশিত করে দেওয়া হয়েছে। -(মাযহারী)

শব্দবিশ্লেষণ :

لَا تَقْتُلُوٓا : সীগাহ جمع مذكر حاضر বহছ نهى حاضر معروف বাব نَصَرَ মাসদার اَلْقَتْلُ মূলবর্ণ (ق . ت . ل) জিনস صحيح অর্থ– হত্যা করা, মেরে ফেলা।

اَوْفُوا : সীগাহ جمع مذحاضر বহছ امر حاضر معروف বাব اَلْاِفْعَالُ মাসাদর اَلْاِيْفَاءُ মূলবর্ণ (و . ف . ى) জিনস لفيف مفروق অর্থ– পূর্ণ করা।

كِلْتُمْ : সীগাহ جمع مذكر حاضر বহছ ماضى معروف বাব ضَرَبَ মাসদার اَلْكَيْلُ ও اَلْمَكِيْلُ মূলবর্ণ (ك . ى . ل) জিনস اجوف يائى অর্থ– যন্ত্র দ্বারা পরিমাপ করা।

وَزِنُوا : واو হরফে আতফ, زنوا সীগাহ جمع مذكر حاضر বহছ امر حاضر معروف বাব ضَرَبَ মাসদার اَلْوَزْنُ মূলবর্ণ (و . ز . ن) জিনস مثال واوى অর্থ– পরিমাপ করা।

لَا تَقْفُ : সীগাহ واحد مذكر حاضر বহছ نهى حاضر معروف বাব نصر মাসদার اَلْقَفْوُ মূলবর্ণ (ق . ف . و) জিনস ناقص واوى অর্থ– কারো পিছনে চলা, পিছনে পড়া।

لَنْ تَخْرِقَ : সীগাহ واحد مذكر حاضر বহছ نفى تاكيد بلن در فعل مستقبل معروف বাব ضَرَبَ মাসদার اَلْخَرْقُ মূলবর্ণ (خ . ر . ق) জিনস صحيح অর্থ– না বুঝে না শুনে কোনো জিনিস কেটে ফেলা।

فَتُلْقٰى : ফা আতফের হরফ تُلْقٰى সীগাহ واحد مذكر حاضر বহছ مضارع مجهول বাব اِفْعَالٌ মাসদার اَلْاِلْقَاءُ মূলবর্ণ (ل . ق . ى) জিনস ناقص يائى অর্থ– ঢেলে দেওয়া, প্রক্ষিপ্ত করা।

اَفَاَصْفٰكُمْ : أ প্রশ্নবোধক। ফা আতফের হরফ। اَصْفٰى সীগাহ واحد مذكر غائب বহছ ماضى معروف বাব اِفْعَالٌ মাসদার اَلْاِصْفَاءُ মূলবর্ণ (ص . ف . و) জিনস ناقص واوى অর্থ– মনোনীত করা, সম্মানী করা।

اِنَاثًا : এটি اُنْثٰى-এর বহুবচন। অর্থ– মহিলাগণ

https://e-ilm.weebly.com/

৪১. আর আমি এ কুরআনে বিভিন্ন পদ্ধতিতে [তাওহীদের প্রমাণ] বর্ণনা করেছি, যেন তারা উত্তমরূপে বুঝে নেয়; কিন্তু তাদের বিরাগভাব বেড়েই চলছে।	وَلَقَدْ صَرَّفْنَا فِي هٰذَا الْقُرْاٰنِ لِيَذَّكَّرُوْا ؕ وَمَا يَزِيْدُهُمْ اِلَّا نُفُوْرًا (٤١)
৪২. আপনি বলে দিন, যদি আল্লাহর সাথে আরো অন্য উপাস্য থাকত, যেমন এরা বলে থাকে, তবে সে অবস্থায় তারা আরশের অধিপতি [আল্লাহ] পর্যন্ত [পৌছার জন্য] পথ খুঁজে নিত।	قُلْ لَّوْ كَانَ مَعَهٗۤ اٰلِهَةٌ كَمَا يَقُوْلُوْنَ اِذًا لَّابْتَغَوْا اِلٰى ذِي الْعَرْشِ سَبِيْلًا (٤٢)
৪৩. এরা যা কিছু বলে, আল্লাহ তা'আলা তা হতে পবিত্র এবং বহু উর্ধ্বে।	سُبْحٰنَهٗ وَتَعٰلٰى عَمَّا يَقُوْلُوْنَ عُلُوًّا كَبِيْرًا (٤٣)
৪৪. সাত আসমান ও জমিন এবং এদের মধ্যে যত কিছু আছে, সকলেই তাঁর পবিত্রতা বর্ণনা করছে; আর কোনো বস্তু এমন নেই যা প্রশংসার সাথে তাঁর পবিত্রতা বর্ণনা না করে; কিন্তু তোমরা তাদের পবিত্রতা বর্ণনা করা বুঝছ না; নিশ্চয় তিনি সহনশীল, ক্ষমাপরায়ণ।	تُسَبِّحُ لَهُ السَّمٰوٰتُ السَّبْعُ وَالْاَرْضُ وَمَنْ فِيْهِنَّ ؕ وَاِنْ مِّنْ شَيْءٍ اِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهٖ وَلٰكِنْ لَّا تَفْقَهُوْنَ تَسْبِيْحَهُمْ ؕ اِنَّهٗ كَانَ حَلِيْمًا غَفُوْرًا (٤٤)
৪৫. আর যখন আপনি কুরআন পাঠ করতে থাকেন, তখন আমি আপনার মধ্যে, আর যারা পরকালে বিশ্বাস করে না তাদের মধ্যে এক সংগোপনীয় আবরণ অন্তরাল করে দেই।	وَاِذَا قَرَاْتَ الْقُرْاٰنَ جَعَلْنَا بَيْنَكَ وَبَيْنَ الَّذِيْنَ لَا يُؤْمِنُوْنَ بِالْاٰخِرَةِ حِجَابًا مَّسْتُوْرًا (٤٥)

শাব্দিক অনুবাদ :

৪১. وَلَقَدْ صَرَّفْنَا فِي هٰذَا الْقُرْاٰنِ আর আমি এ কুরআনে বিভিন্ন পদ্ধতিতে (তাওহীদের প্রমাণ) বর্ণনা করেছি لِيَذَّكَّرُوْا যেন তারা উত্তমরূপে বুঝে নেয় وَمَا يَزِيْدُهُمْ اِلَّا نُفُوْرًا কিন্তু তাদের বিরাগ ভাব বেড়েই চলছে।

৪২. قُلْ আপনি বলে দিন لَوْ كَانَ مَعَهٗۤ اٰلِهَةٌ যদি আল্লাহর সাথে আরো অন্য উপাস্য থাকত كَمَا يَقُوْلُوْنَ যেমন এরা বলে থাকে اِذًا لَّابْتَغَوْا اِلٰى ذِي الْعَرْشِ سَبِيْلًا তবে সে অবস্থায় তারা আরশের অধিপতি (আল্লাহ) পর্যন্ত পৌছবার জন্য পথ খুঁজে নিত

৪৩. سُبْحٰنَهٗ وَتَعٰلٰى আল্লাহ তা'আলা পবিত্র এবং উর্ধ্বে عَمَّا يَقُوْلُوْنَ এরা যা কিছু বলে তা হতে عُلُوًّا كَبِيْرًا বহু উর্ধ্বে।

৪৪. تُسَبِّحُ لَهُ সকলেই তার পবিত্রতা বর্ণনা করছে السَّمٰوٰتُ السَّبْعُ সাত আসমান وَالْاَرْضُ ও জমিন وَمَنْ فِيْهِنَّ এবং এদের মধ্যে যা কিছু আছে وَاِنْ مِّنْ شَيْءٍ اِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهٖ আর কোনো বস্তু এমন নেই যা প্রশংসার সাথে তার পবিত্র বর্ণনা না করে وَلٰكِنْ, কিন্তু لَا تَفْقَهُوْنَ تَسْبِيْحَهُمْ তোমরা তাদের পবিত্রতা বর্ণনা করা বুঝছ না اِنَّهٗ كَانَ حَلِيْمًا غَفُوْرًا তিনি বড়ই ধৈর্যশীল, পরম ক্ষমাশীল।

৪৫. وَاِذَا قَرَاْتَ الْقُرْاٰنَ আর যখন আপনি কুরআন পাঠ করতে থাকেন جَعَلْنَا তখন আমি অন্তরাল করে দেই بَيْنَكَ আপনার মধ্যে وَبَيْنَ الَّذِيْنَ لَا يُؤْمِنُوْنَ بِالْاٰخِرَةِ আর যারা পরকালে বিশ্বাস করে না তাদের মধ্যে حِجَابًا مَّسْتُوْرًا এক সংগোপনীয় আবরণ।

https://e-ilm.weebly.com/

وَّجَعَلْنَا عَلٰى قُلُوْبِهِمْ اَكِنَّةً اَنْ يَّفْقَهُوْهُ وَفِيْٓ اٰذَانِهِمْ وَقْرًا ۚ وَاِذَا ذَكَرْتَ رَبَّكَ فِى الْقُرْاٰنِ وَحْدَهٗ وَلَّوْا عَلٰٓى اَدْبَارِهِمْ نُفُوْرًا (٤٦)

৪৬. আর আমি তাদের অন্তঃকরণসমূহের উপর আবরণ ফেলে দেই, যেন তারা তা [কুরআনের উদ্দেশ্য] না বুঝে এবং তাদের কানে ছিপি লাগিয়ে দেই; আর যখন আপনি কুরআনে শুধু আপনার রবের [গুণ গরিমার] উল্লেখ করেন, তখন তারা ঘৃণাভরে পশ্চাদপসরণ করে চলে যায়।

نَحْنُ اَعْلَمُ بِمَا يَسْتَمِعُوْنَ بِهٖٓ اِذْ يَسْتَمِعُوْنَ اِلَيْكَ وَاِذْ هُمْ نَجْوٰٓى اِذْ يَقُوْلُ الظّٰلِمُوْنَ اِنْ تَتَّبِعُوْنَ اِلَّا رَجُلًا مَّسْحُوْرًا (٤٧)

৪৭. যখন এরা আপনার প্রতি কর্ণপাত করে, আমি খুব অবগত আছি, এরা যে উদ্দেশ্যে তা [কুরআন] শ্রবণ করে আর [শ্রবণের পর] যখন এরা পরস্পর কানাঘুষা করতে থাকে- যখন এ অনাচারীরা এরূপ বলে যে, হে মুহাম্মদের সহচরবৃন্দ! তোমরা তো এক জাদুগ্রস্ত ব্যক্তির অনুসরণ করছ।

اُنْظُرْ كَيْفَ ضَرَبُوْا لَكَ الْاَمْثَالَ فَضَلُّوْا فَلَا يَسْتَطِيْعُوْنَ سَبِيْلًا (٤٨)

৪৮. হে মুহাম্মদ! আপনি লক্ষ্য করুন, এরা আপনার জন্য কেমন উপমাসমূহ নির্ধারণ করছে, বস্তুতঃ তারা গোমরাহ হয়ে গেছে, সুতরাং তারা সত্য পথ পেতে পারে না।

وَقَالُوْٓا ءَاِذَا كُنَّا عِظَامًا وَّرُفَاتًا ءَاِنَّا لَمَبْعُوْثُوْنَ خَلْقًا جَدِيْدًا (٤٩)

৪৯. আর তারা বলে যে, আমরা যখন [মরে] হাড়-স্তূপ এবং চূর্ণবিচূর্ণ হয়ে যাব, তখনো কি আমাদেরকে নতুনভাবে পুনরায় সৃষ্টি ও জীবিত করা হবে?

শাব্দিক অনুবাদ :

৪৬. وَجَعَلْنَا আর আমি ফেলে দেই عَلٰى قُلُوْبِهِمْ তাদের অন্তকরণ সমূহের উপর اَكِنَّةً আবরণ اَنْ يَّفْقَهُوْهُ যেন তারা তা (কুরআনের উদ্দেশ্য) না বুঝে। وَفِيْٓ اٰذَانِهِمْ وَقْرًا এবং তাদের কানে ছিপি লাগিয়ে দেই وَاِذَا ذَكَرْتَ, আর যখন আপনি উল্লেখ করেন رَبَّكَ আপনার রবের (গুণ গরিমার) فِى الْقُرْاٰنِ কুরআনে وَحْدَهٗ শুধু وَلَّوْا عَلٰٓى اَدْبَارِهِمْ তখন তারা পশ্চাদপসরণ করে চলে যায়। نُفُوْرًا ঘৃণা ভরে

৪৭. نَحْنُ اَعْلَمُ আমি খুব অবগত আছি بِمَا يَسْتَمِعُوْنَ যখন এরা আপনার প্রতি কর্ণপাত করে اِذْ يَسْتَمِعُوْنَ اِلَيْكَ এরা যে উদ্দেশ্যে তা (কুরআন) শ্রবণ করে وَاِذْ هُمْ نَجْوٰٓى, আর (শ্রবণের পর) এরা পরস্পর কানাঘুষা করতে থাকে اِذْ يَقُوْلُ الظّٰلِمُوْنَ যখন এ অনাচারীরা এরূপ বলে। اِنْ تَتَّبِعُوْنَ اِلَّا رَجُلًا مَّسْحُوْرًا হে মুহাম্মদের সহচরবৃন্দ! তোমরা তো এক জাদুগ্রস্ত ব্যক্তির অনুসরণ করছ

৪৮. اُنْظُرْ হে মুহাম্মদ! আপনি লক্ষ্য করুন كَيْفَ ضَرَبُوْا لَكَ الْاَمْثَالَ -এরা আপনার জন্য কেমন কেমন উপমাসমূহ নির্ধারণ করছে। فَضَلُّوْا বস্তুতঃ তারা গোমরাহ হয়ে গেছে فَلَا يَسْتَطِيْعُوْنَ سَبِيْلًا সুতরাং তারা সত্য পথ পেতে পারে না

৪৯. وَقَالُوْٓا, আর তারা বলে ءَاِذَا كُنَّا عِظَامًا وَّرُفَاتًا, আমরা যখন মরে হাড়-স্তূপ এবং চূর্ণ বিচূর্ণ হয়ে যাব ءَاِنَّا لَمَبْعُوْثُوْنَ خَلْقًا جَدِيْدًا তখনো কি আমাদেরকে নতুন ভাবে পুনরায় সৃষ্টি ও জীবিত করা হবে।

https://e-ilm.weebly.com/

৫০. আপনি বলে দিন, তোমরা পাথর বা লোহা হয়ে যাও।	قُلْ كُوْنُوْا حِجَارَةً اَوْ حَدِيْدًا (٥٠)
৫১. অথবা অন্য এমন কোনো সৃষ্ট-পদার্থ হয়ে দেখ, যা তোমাদের ধারণায় সুদূরপরাহত, তখন তারা বলবে– তিনি কে? যিনি আমাদেরকে পুনরায় জীবিত করবেন; আপনি বলে দিন, তিনি সে [আল্লাহ] যিনি তোমাদেরকে প্রথমবার সৃষ্টি করেছেন, তবুও তারা আপনার সম্মুখে মাথা নেড়ে নেড়ে বলবে, তা কখন হবে? আপনি বলে দিন, আশ্চর্য নয় যে, তা অচিরেই এসে পড়বে।	اَوْ خَلْقًا مِّمَّا يَكْبُرُ فِيْ صُدُوْرِكُمْ ۚ فَسَيَقُوْلُوْنَ مَنْ يُّعِيْدُنَا ۚ قُلِ الَّذِيْ فَطَرَكُمْ اَوَّلَ مَرَّةٍ ۚ فَسَيُنْغِضُوْنَ اِلَيْكَ رُءُوْسَهُمْ وَيَقُوْلُوْنَ مَتٰى هُوَ ۚ قُلْ عَسٰۤى اَنْ يَّكُوْنَ قَرِيْبًا (٥١)

শাব্দিক অনুবাদ :

৫০. قُلْ আপনি বলে দিন كُوْنُوْا তোমরা হয়ে যাও حِجَارَةً পাথর اَوْ حَدِيْدًا বা লোহা।

৫১. اَوْ خَلْقًا অথবা অন্য এমন কোনো সৃষ্ট-পদার্থ হয়ে দেখ مِّمَّا يَكْبُرُ فِيْ صُدُوْرِكُمْ যা তোমাদের ধারণায় সুদূর পরাহত فَسَيَقُوْلُوْنَ তখন তারা বলবে مَنْ يُّعِيْدُنَا তিনি কে? যিনি আমাদেরকে পুনরায় জীবিত করবেন قُلِ আপনি বলে দিন الَّذِيْ فَطَرَكُمْ যিনি তোমাদেরকে সৃষ্টি করেছেন اَوَّلَ مَرَّةٍ প্রথমবার فَسَيُنْغِضُوْنَ اِلَيْكَ رُءُوْسَهُمْ তবুও তারা আপনার সম্মুখে মাথা নেড়ে নেড়ে وَيَقُوْلُوْنَ বলবে مَتٰى هُوَ তা কখন হবে? قُلْ আপনি বলে দিন عَسٰۤى اَنْ يَّكُوْنَ قَرِيْبًا আশ্চর্য নয় যে, তা অচিরেই এসে পড়বে।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

وَاِذَا قَرَأْتَ الْقُرْاٰنَ جَعَلْنَا بَيْنَكَ وَبَيْنَ الَّذِيْنَ لَا يُؤْمِنُوْنَ بِالْاٰخِرَةِ حِجَابًا مَّسْتُوْرًا.

শানে নুযূল : আল্লামা কালবী (র.) বলেন, উপরিউক্ত আয়াত আবূ সুফিয়ান, নযর বিন হারেছ, আবূ জাহেল, আবূ লাহাব পত্নী উম্মে জামীল সম্পর্কে নাজিল হয়েছে। রাসূল ﷺ যখন কুরআন তেলাওয়াত করতেন, তারা তখন রাসূল ﷺ কে কষ্ট দিত। সুতরাং রাসূল ﷺ যখন কুরআন পাঠ করতেন, তখন আল্লাহ তা'আলা তাদের চোখের উপর পর্দা এটে দিলেন। তারা রাসূল ﷺ -এর পার্শ্ব দিয়ে অতিক্রম করত; কিন্তু তারা তাঁকে দেখতে পেত না। তাদের সম্পর্কে আল্লাহ তা'আলা আলোচ্য আয়াত নাজিল করেন। হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, উল্লিখিত আয়াত আবূ লাহাব পত্নী উম্মে জামীল সম্পর্কে নাজিল হয়েছে। একদা উম্মে জামীল হাতে পাথর নিয়ে হযরত আবূ বকর সিদ্দীক (রা.) এর ঘরে প্রবেশ করে, এমন মুহূর্তে রাসূল ﷺ নিজেও সেখানে উপস্থিত ছিলেন। সে ঘরে প্রবেশ করে বলতে লাগল যে, তোমার সাথি আমার কুৎসা ও ব্যঙ্গ করছে। হযরত আবূ বরক সিদ্দীক (রা.) বললেন, তা কোন কবিতার দ্বারা? সে বলল فِيْ جِيْدِهَا حَبْلٌ مِّنْ مَّسَدٍ আর আমার গলদেশে কি রয়েছে তিনি কি জানেন? তখন রাসূল ﷺ হযরত আবূ বকর (রা.) কে বললেন যে, তুমি তাকে জিজ্ঞেস কর সে কি তোমাকে ছাড়া অন্য কাউকে দেখছে? কারণ ফেরেশতাগণতো আমাকে আবরণ করে রেখেছে। সুতরাং তিনি তাকে জিজ্ঞেস করলেন। উত্তরে সে বলল, তুমি আমার সাথে বিদ্রূপ করছ না কি? আমিতো তোমাকে ছাড়া অন্য কাউকে দেখতে পাচ্ছিনা। ফলে সেখান থেকে চলে গেল। কিন্তু রাসূল ﷺ কে দেখতে পায়নি। সে প্রেক্ষিতে উক্ত আয়াত নাজিল হয়েছে।

https://e-ilm.weebly.com/

কারো মতে বনূ আব্দিদ্দারের গোত্র সম্পর্কে আলোচ্য আয়াত নাজিল হয়েছে। ঘটনা প্রবাহ হচ্ছে যে, রাসূল ﷺ রাতের বেলায় যখন উচ্চ কেরাতে নামাজ আদায় করতেন, তখন কুরাইশ নেতারা রাসূল ﷺ কে বিভিন্ন ভাবে কষ্ট দিত। সে অবস্থায় আল্লাহ তা'আলা তাদের মধ্যে এবং রাসূল ﷺ -এর মাঝে এক আবরণ এটে দেন। সে পরিপ্রেক্ষিতে আল্লাহ তা'আলা উল্লিখিত আয়াত নাজিল করেন। –(বাহরে মুহীত্ব ৩৮/৬)

وَجَعَلْنَا عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ أَكِنَّةً أَن يَفْقَهُوهُ وَفِىٓ ءَاذَانِهِمْ وَقْرًا وَإِذَا ذَكَرْتَ رَبَّكَ فِى ٱلْقُرْءَانِ وَحْدَهُۥ وَلَّوْا عَلَىٰٓ أَدْبَٰرِهِمْ نُفُورًا.

শানে নুযূল : বর্ণিত রয়েছে যে, একদা কুরাইশ নেতৃবর্গ আবূ তালিবের সাথে সাক্ষাত করার উদ্দেশ্যে তার নিকট গমন করে। সে মুহূর্তে রাসূলুল্লাহ ﷺ ও সেখানে গমন করেন। এ সুযোগে তিনি কুরআন তেলাওয়াত করে তাওহীদ সম্পর্কে আলোচনা করে তিনি বলেন, হে কুরাইশ সম্প্রদায়! তোমরা বল لَا إِلٰهَ إِلَّا اللّٰهُ مُحَمَّدٌ رَّسُوْلُ اللّٰهِ। আল্লাহ ছাড়া আর কোনো মা'বূদ নেই, হযরত মোহাম্মদ মোস্তফা ﷺ আল্লাহর রাসূল। এর দ্বারা তোমরা আরবের নেতৃত্ব লাভ করবে এবং আনারবরা ধর্মীয় দিক দিয়ে তোমাদের অনুসারী হবে। তৎক্ষণাত তারা ফিরে চলে যায়। রাসূল ﷺ -এর দাওয়াত পেয়ে তারা চলে যাওয়ার পরিপ্রেক্ষিতে উপরিউক্ত আয়াতাংশটি নাজিল হয়েছে। –(বাহরে মুহীত্ব)

نَحْنُ أَعْلَمُ بِمَا يَسْتَمِعُونَ بِهِۦٓ إِذْ يَسْتَمِعُونَ إِلَيْكَ وَإِذْ هُمْ نَجْوَىٰٓ إِذْ يَقُولُ ٱلظَّٰلِمُونَ إِن تَتَّبِعُونَ إِلَّا رَجُلًا مَّسْحُورًا.

শানে নুযূল : হযরত কাতাদা (রা.) বলেন যে, মুশরিকেরা কানাঘুষা করে বলছিল যে, মুহাম্মদ হয় উন্মাদ, না হয় জাদুকর, লোকটি পূর্ববর্তী গল্প বলছে। কারো কারো মতে উরাকা একদা ভোজ সভার আয়োজন করে কুরাইশ নেতৃবর্গকে দাওয়াত করে। তখন রাসূল ﷺ তাদের নিকট প্রবেশ করে তাদের সামনে কুরআন পাঠ করেন এবং আল্লাহর প্রতি দাওয়াত দেন। তারা সে মুহূর্তে পরস্পরে কানাকানি করে বলতে লাগল যে, লোকটি হয় জাদুকর না উন্মাদ পাগল। আবার কারো মতে নবী করীম ﷺ হযরত আলী (রা.) কে আদেশ করলেন যে, খাবার তৈরি করে কুরাইশ মুশরিক নেতৃবৃন্দকে দাওয়াত দাও। সুতরাং হযরত আলী (রা.) খাবারের প্রস্তুতি করে তাদেরকে দাওয়াত করেন এবং রাসূল ﷺ সেখানে উপস্থিত হয়ে তাদের সামনে কুরআন পাঠ করে তাদেরকে একত্ববাদের দাওয়াত দিয়ে বলেন قُوْلُوْا لَا إِلٰهَ إِلَّا اللّٰهُ لِتُطِيْعَكُمُ الْعَرَبُ وَتَدِيْنَ لَكُمُ الْعَجَمُ তোমরা বল! আল্লাহ তা'আলা ছাড়া আর অন্য কোনো মাবূদ নেই, আরববাসী অবশ্যই তোমাদের অনুসরণ করবে এবং অনারবরা তোমাদের ধর্মে দীক্ষিত হবে। তারা তা প্রত্যাখ্যান করে এবং নবী করীম ﷺ -এর কথা শুনে তারা কানাকানি করে বলতে ছিল যে, লোকটি জাদুকর এবং জাদুগ্রস্থ। তাদের এহেন মন্তব্য করার পরিপ্রেক্ষিতে উল্লিখিত আয়াত নাজিল হয়েছে। –(কুরতুবী ২৩৭/১০)

وَقَالُوٓا۟ أَءِذَا كُنَّا عِظَٰمًا وَرُفَٰتًا أَءِنَّا لَمَبْعُوثُونَ خَلْقًا جَدِيدًا.

শানে নুযূল : আবূ জাফর তাবারী বর্ণনা করেন যে, উল্লিখিত আয়াত ওয়ালীদ বিন মুগীরা ও তার সহচরদের সম্পর্কে অবতীর্ণ হয়েছে। কারণ এ সকল নরাধমেরা রাসূল ﷺ কে জাদুগ্রস্থ ব্যক্তি বলত এবং তাদের ধারণা মতে পুনরুত্থানকে অস্বীকার করত। সুতরাং এর পরিপ্রেক্ষিতে উল্লিখিত আয়াত নাজিল হয়েছে। –(বাহরে মুহীত্ব ৪১/৬)

إِذًا لَّا بْتَغَوْا আয়াতে তাওহীদের প্রমাণ বর্ণিত হয়েছে যে, যদি সমগ্র সৃষ্ট জগতের স্রষ্টা মালিক ও পরিচালক এক আল্লাহ না হন, রবং তার খোদায়ীত্বে অন্যরাও শরিক হয় তবে অবশ্যই তাদের মধ্যে কোনো মতানৈক্যও হবে। মতানৈক্য হলে সমগ্র বিশ্বের ব্যবস্থাপনা রববাদ হয়ে যাবে। কেননা তাদের সবার মধ্যে চিরস্থায়ী সন্ধি হওয়া এবং অনন্তকাল পর্যন্ত তা অব্যাহত থাকা স্বভাবগতভাবে অসম্ভব। এ প্রমাণটি এখানে নেতিবাচক ভঙ্গিতে বর্ণনা করা হয়েছে, কিন্তু কালাম শাস্ত্রের গ্রন্থাদিতে এ প্রমাণটির ইতিবাচক যুক্তি ও প্রমাণভিত্তিক হওয়া ও সুস্পষ্টভাবে বর্ণনা করা হয়েছে। সম্মানিত পাঠকবৃন্দ সেখানে দেখে নিতে পারেন।

https://e-ilm.weebly.com/

জমিন, আসমান ও এতদুভয়ের সব বস্তুর তাসবীহ্ পাঠ করার অর্থ, ফেরেশতারা সবাই এবং ঈমানদার মানব ও জিনদের তাসবীহ্ পাঠ করার বিষয়টি জাজ্বল্যমান-সবারই জানা। কাফের মানব ও জিন বাহ্যতঃ তাসবীহ্ পাঠ করে না। এমনিভাবে জগতের অন্যান্যবস্তু যেগুলোকে বিবেক ও চেতনাহীন বলা হয়ে থাকে, তাদের তাসবীহ্ পাঠ করার অর্থ কি? কোনো কোনো আলেম বলেন, তাদের তাসবীহ্ পাঠের অর্থ অবস্থাগত তাসবীহ্। অর্থাৎ তাদের অবস্থার সাক্ষ্য। কেননা আল্লাহ্ ব্যতীত সব বস্তুর সমষ্টিগত অবস্থা ব্যক্ত করছে যে, তারা স্বীয় অস্তিত্বে স্বয়ং সম্পূর্ণ নয়; বরং স্বীয় অস্তিত্ব রক্ষায় কোনো বৃহৎ শক্তির মুখাপেক্ষী। অবস্থার এই সাক্ষ্যই হচ্ছে তাদের তাসবীহ্।

কিন্তু অন্য চিন্তাবিদদের উক্তি এই যে, ইচ্ছাগত তাসবীহ্ তো শুধু ফেরেশতা এবং ঈমানদার জিন ও মানবের মধ্যেই সীমাবদ্ধ। কিন্তু সৃষ্টিগতভাবে আল্লাহ্ তা'আলা জগতের প্রত্যেকটি অণুপরমাণুকে তাসবীহ্ পাঠকারী বানিয়ে রেখেছেন। কাফেররাও সাধারণভাবে আল্লাহকে মানে এবং তাঁর মহত্ত্ব স্বীকার করে। যেসব বস্তুবাদী নাস্তিক এবং আজকালকার কম্যুনিষ্ট বাহ্যতঃ আল্লাহর অস্তিত্ব স্বীকার করে না তাদের অস্তিত্বের প্রত্যেকটি অংশও বাধ্যতামূলক ভাবে আল্লাহর তাসবীহ্ পাঠ করছে, যেমন বৃক্ষ, প্রস্তর, মৃত্তিকা ইত্যাদি সব বস্তু আল্লাহর তাসবীহ্ পাঠে মশগুল রয়েছে। কিন্তু তাদের এই সৃষ্টিগত ও বাধ্যতামূলক তাসবীহ্ সাধারণ মানুষের শ্রুতিগোচর হয় না। কুরআন পাকের وَلٰكِنْ لَّا تَفْقَهُوْنَ تَسْبِيْحَهُمْ উক্তি একথা প্রমাণ করে যে, প্রত্যেক বস্তুর সৃষ্টিগত তাসবীহ্ এমন জিনিস, যা সাধারণ মানুষ বুঝতে সক্ষম নয়। অবস্থাগত তাসবীহ্ তো বিবেকবান ও বুদ্ধিমানরা বুঝতে পারে। এ থেকে জানা গেল যে, এই তাসবীহ্ পাঠ শুধু অবস্থাগত নয়, সত্যিকারের, কিন্তু আমাদের বোধশক্তি ও অনুভূতির উর্ধ্বে। -(কুরতুবী)

হাদীসে একটি মু'জিযা উল্লিখিত আছে। রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর হাতের তালুতে কঙ্করের তাসবীহ্ পাঠ সাহাবায়ে কেরাম নিজ কানে শুনেছেন। এটা যে, মু'জিযা তা বলাই বাহুল্য। কিন্তু 'খাসায়েসে -কুবরা' গ্রন্থে শায়খ জালালুদ্দীন সুয়ূতী (র.) বলেন, কঙ্কর সমূহের তাসবীহ্ পাঠ রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর মু'জিযা নয়। তারা তো যেখানে থাকে সেখানেই তাসবীহ্ পাঠ করে। রবং মু'জিযা এই যে, তাঁর পবিত্র হাতে আসার পর তাদের তাসবীহ্ পাঠ কানেও শোনা গেছে।

ইমাম কুরতুবী (র.) এ বক্তব্যকেই অগ্রাধিকার দিয়েছেন এবং এর পক্ষে কুরআন ও হাদীস থেকে অনেক যুক্তি - প্রমাণ পেশ করেছেন।

উদাহরণত : সূরা সাদে হযরত দাঊদ (আ.) সম্পর্কে বলা হয়েছে- اِنَّا سَخَّرْنَا الْجِبَالَ مَعَهٗ يُسَبِّحْنَ بِالْعَشِيِّ وَالْاِشْرَاقِ অর্থাৎ, আমি পাহাড়সমূহকে আজ্ঞাবহ করে দিয়েছি। তারা দাউদের সাথে সকাল বিকাল তাসবীহ্ পাঠ করে। সূরা বাক্বারায় পাহাড়ের পাথর সম্পর্কে বলা হয়েছে- وَاِنَّ مِنْهَا لَمَا يَهْبِطُ مِنْ خَشْيَةِ اللّٰهِ অর্থাৎ কতক পাথর আল্লাহর ভয়ে নীচে পড়ে যায়। এতে প্রমাণিত হয়েছে যে, পাথরের মধ্যেও চেতনা, অনুভূতি ও আল্লাহর ভয় রয়েছে। সূরা মরিয়মে খ্রিস্টান সম্প্রদায় কর্তৃক হযরত ঈসা (আ.) -কে আল্লাহর পুত্র আখ্যায়িত করার প্রতিবাদে বলা হয়েছে। وَتَخِرُّ الْجِبَالُ هَدًّا اَنْ دَعَوْا لِلرَّحْمٰنِ وَلَدًا অর্থাৎএরা আল্লাহর জন্য পুত্র সন্তান সাব্যস্ত করে। তাদের এই কুফরি বাক্যের কারণে পাহাড় ভীত হয়ে পতিত হয়। বলা বাহুল্য এই ভয়-ভীতি তাদের চেতনা ও অনুভূতির পরিচায়ক। চেতনা ও অনুভূতি থাকলে তাসবীহ্ পাঠ করা অসম্ভব নয়। হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা.) বলেন, এক পাহাড় অন্য পাহাড়কে ডেকে জিজ্ঞেস করে, আল্লাহকে স্মরণ করে -এমন কোনো বান্দা তোমার উপর দিয়ে পথ অতিক্রম করেছে কি? যদি সে উত্তরে হ্যাঁ বলে তবে প্রশ্নকারী পাহাড় তাতে আনন্দিত হয়। এর প্রমাণ হিসেবে হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ এ আয়াতটি পাঠ করেন: وَقَالُوا اتَّخَذَ الرَّحْمٰنُ وَلَدًا অতঃপর বলেন: এ আয়াত থেকে যখন প্রমাণিত হলো যে, পাহাড় কুফরি বাক্য

https://e-ilm.weebly.com/

শুনে প্রভাবান্বিত হয় এবং ভীত হয়ে যায়, তখন তুমি কি মনে কর যে, তারা বাতিল কথাবার্তা শুনে; কিন্তু সত্য কথা ও আল্লাহর জিকর শুনে না এবং তা দ্বারা প্রভাবান্বিত হয় না? -(কুরতুবী) রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন, কোনো জিন, মানব, পাথর ও টিলা এমন নেই যে, মুয়াজ্জিনের আওয়াজ শুনে কিয়ামতের দিন তার ঈমানদার ও সৎ হওয়া সম্পর্কে সাক্ষ্য না দিবে। -(মুয়াত্তা ইমাম মালেক, ইবনে মাজাহ)

পয়গম্বরের উপর জাদুর ক্রিয়া হতে পারে : পয়গম্বরগণ মানবিক বৈশিষ্ট্য থেকে মুক্ত নন। তাঁরা যেমন রোগাক্রান্ত হতে পারেন, জ্বর ব্যথায় ভুগতে পারেন, তেমনি তাঁদের উপর জাদুর ক্রিয়াও সম্ভবপর। কেননা জাদুর ক্রিয়াও বিশেষ স্বভাবগত কারণে জিন ইত্যাদির প্রভাবে হয়ে থাকে। হাদীসে প্রমাণিত আছে যে, একবার রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর উপরও জাদুর ক্রিয়া হয়েছিল। শেষ আয়াতে কাফেররা তাঁকে জাদুগ্রস্ত বলেছে এবং কুরআন তা খণ্ডন করেছে। এর সারমর্ম হচ্ছে যে, জাদুগ্রস্ত বলে তাদের প্রকৃত উদ্দেশ্য ছিল পাগল বলা। কুরআন তাই খণ্ডন করেছে। এতএব জাদুর হাদীসটি এ আয়াতের পরিপন্থি নয়।

শত্রুর দৃষ্টি থেকে গোপন থাকার একটি আমল : হযরত কা'ব বলেন: রাসূলুল্লাহ ﷺ যখন মুশরিকদের দৃষ্টি থেকে আত্মগোপন করতে চাইতেন, তখন কুরআনের তিনটি আয়াত পাঠ করতেন। এর প্রভাবে শত্রুরা তাঁকে দেখতে পেত না। আয়াতত্রয় এই- এক আয়াত-সূরা কাহাফের وَجَعَلْنَا عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ أَكِنَّةً أَنْ يَفْقَهُوهُ وَفِي آذَانِهِمْ وَقْرًا

দ্বিতীয় আয়াত সূরা নাহলের- أُولَٰئِكَ الَّذِينَ طَبَعَ اللَّهُ عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ وَسَمْعِهِمْ وَأَبْصَارِهِمْ

এবং তৃতীয় আয়াত সূরা জাসিয়ার أَفَرَأَيْتَ مَنِ اتَّخَذَ إِلَٰهَهُ هَوَاهُ وَأَضَلَّهُ اللَّهُ عَلَىٰ عِلْمٍ وَخَتَمَ عَلَىٰ سَمْعِهِ وَقَلْبِهِ وَجَعَلَ عَلَىٰ بَصَرِهِ غِشَاوَةً হযরত কা'ব বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর এই ব্যাপারটি আমি সিরিয়ার জনৈক ব্যক্তির কাছে বর্ণনা করি। তিনি কোনো প্রয়োজন বশতঃ রোম দেশে গমন করেন। বেশ কিছুদিন সেখানে অবস্থান করার পর তিনি রোমীয় কাফেরদের নির্যাতনের শিকার হয়ে পড়লে প্রাণের ভয়ে সেখান থেকে পলায়ন করেন। শত্রুরা তাঁর পশ্চাদ্ধাবন করে। এহেন সংকটময় মুহূর্তে হঠাৎ হাদীসটি তাঁর মনে পড়ে। তিনি কালবিলম্ব না করে আয়াত তিনটি পাঠ করতেই শত্রুদের দৃষ্টির সমানে পর্দা পড়ে যায়। যে রাস্তায় তিনি চলছিলেন, শত্রুরাও সেই রাস্তায় চলাফেরা করছিল, কিন্তু তারা তাঁকে দেখতে পাচ্ছিল না।

ইমাম সা'লাবী (র.) বলেন, হযরত কা'ব থেকে বর্ণিত রেওয়ায়েতটি আমি 'রায়' অঞ্চলের জনৈক ব্যক্তির কাছে বর্ণনা করেছিলাম। ঘটনাক্রমে সায়লামের কাফেররা তাঁকে গ্রেফতার করে। তিনি কিছুদিন কয়েদ থাকার পর সুযোগ পেয়ে পলায়ন করেন। শত্রুরা তাঁকে পিছনে ধাওয়া করে। তিনি উল্লিখিত আয়াতত্রয় পাঠ করলে আল্লাহ তা'আলা তাদের চোখের উপর পর্দা ফেলে দেন। ফলে তাদের দৃষ্টি থেকে তিনি অদৃশ্য হয়ে যান, অথচ তারা পাশাপাশি চলছিল এবং তাদের কাপড় তাঁর কাপড় স্পর্শ করছিল।

ইমাম কুরতুবী (র.) বলেন: উপরিউক্ত আয়াতত্রয়ের সাথে সূরা ইয়াসীনের ঐ আয়াত গুলো মেলানো উচিত, যেগুলো রাসূলুল্লাহ ﷺ হিজরতের সময় পাঠ করেছিলেন। তখন মক্কার মুশরিকরা তাঁর বাস গৃহ ঘেরাও করে রেখেছিল। তিনি আয়াগুলো পাঠ করে তাদের মাঝখান দিয়ে চলে যান বরং তাদের মাথায় ধুলা নিক্ষেপ করতে করতে যান, কিন্তু তাদের কেউ টেরও পায়নি। সূরা ইয়াসীনের আয়াতগুলো এই :

يٰسٓ ۔ وَالْقُرْاٰنِ الْحَكِيْمِ ۔ اِنَّكَ لَمِنَ الْمُرْسَلِيْنَ ۔ عَلٰى صِرَاطٍ مُّسْتَقِيْمٍ ۔ تَنْزِيْلَ الْعَزِيْزِ الرَّحِيْمِ ۔ لِتُنْذِرَ قَوْمًا مَّآ اُنْذِرَ اٰبَآؤُهُمْ فَهُمْ غٰفِلُوْنَ ۔ لَقَدْ حَقَّ الْقَوْلُ عَلٰٓى اَكْثَرِهِمْ فَهُمْ لَا يُؤْمِنُوْنَ ۔ اِنَّا جَعَلْنَا فِيْٓ اَعْنَاقِهِمْ اَغْلٰلًا فَهِيَ اِلَى الْاَذْقَانِ فَهُمْ مُّقْمَحُوْنَ ۔ وَجَعَلْنَا مِنْۢ بَيْنِ اَيْدِيْهِمْ سَدًّا وَّمِنْ خَلْفِهِمْ سَدًّا فَاَغْشَيْنٰهُمْ فَهُمْ لَا يُبْصِرُوْنَ ۔

https://e-ilm.weebly.com/

ইমাম কুরতুবী (র.) বলেন, আমি স্বদেশ আন্দালুসে কর্ডোভার নিকটবর্তী মনসুর দূর্গে নিজেই এ ধরনের ঘটনার সম্মুখীন হয়েছিলাম। অবশেষে নিরূপায় অবস্থায় আমি শত্রুদের সম্মুখ দিয়ে দৌড়ে এক জায়গায় বসে গেলাম। শত্রুরা দু'জন অশ্বারোহীকে আমার পশ্চাদ্ধাবন করার উদ্দেশে প্রেরণ করে। আমি সম্পূর্ণ খোলা মাঠেই ছিলাম। আড়াল করার মতো কোনো বস্তুই ছিল না। আমি তখন বসে বসে সূরা ইয়াসীনের আয়াতগুলো পাঠ করেছিলাম। অশ্বারোহী ব্যক্তিদ্বয় আমার সম্মুখ দিয়ে "কোনো শয়তান হবে" বলতে বলতে যেখান থেকে এসেছিল, সেখানেই ফিরে গেল। বলাবাহুল্য তারা, আমাকে অবশ্যই দেখেনি। আল্লাহ তা'আলা তাদেরকে আমার দিক থেকে অন্ধ করে দিয়েছিলেন। -(কুরতুবী)

শব্দবিশ্লেষণ :

لِيَذَّكَّرُوا : لام كى -এর দ্বারা মানসূব সীগাহ جمع مذكر غائب বহছ مضارع معروف বাব تَفَعُّل মাসদার اَلتَّذَكُّر মূলবর্ণ (ذ . ك . ر) জিনস صحيح অর্থ- নসিহত গ্রহণ করা। মূলত শব্দটি يتذكرون ছিল। افتعال এর تاء কে ذال বানিয়ে ইদগাম করা হয়েছে এবং لام كى -এর কারণে نون اعرابى পড়ে গেছে।

لَا ابْتَغَوْا : لام তাকিদের হরফ। ابتغوا। সীগাহ جمع مذكر غائب বহছ ماضى معروف বাব اِفْتِعَال মাসদার اَلْاِبْتِغَاءُ মূলবর্ণ (ب . غ . ى) জিনস ناقص يائى অর্থ- চাওয়া, তালাশ করা।

وَلَّوْا : সীগাহ جمع مذكر غائب বহছ ماضى معروف বাব تفعيل মাসদার اَلتَّوْلِيَةُ : মূলবর্ণ (و . ل . ى) জিনস لفيف مفروق অর্থ- পৃষ্ঠপ্রদর্শন করা, পলায়ন করা।

تَتَّبِعُوْنَ : সীগাহ جمع مذكر حاضر বহছ مضارع معروف বাব اِفْتِعَالٌ মাসদার اَلْاِتِّبَاعُ মূলবর্ণ (ت . ب . ع) জিনস صحيح অর্থ- অনুসরণ করা, অনুগত হওয়া

مَسْحُوْرٌ : সীগাহ واحد مذكر বহছ اسم مفعول বাব فتح মাসদার السحر মূলবর্ণ (س . ح . ر) জিনস صحيح অর্থ- জাদু করা, ধোঁকা দেওয়া, দূর হওয়া।

لَمَبْعُوْثُوْنَ : لام তাকিদের জন্য, مَبْعُوْثُوْنَ সীগাহ جمع مذكر বহছ اسم مفعول বাব فتح মাসদার اَلْبَعْثُ মূলবর্ণ (ب . ع . ث) জিনস صحيح অর্থ- পাঠানো, পুনর্জীবিত করা

يُعِيْدُنَا : সীগাহ واحد مذكر غائب বহছ مضارع معروف বাব افعال মাসদার اَلْاِعَادَةُ মূলবর্ণ (ع . و . د) জিনস اجوف واوى অর্থ- পুনর্বার সৃষ্টি করা।

فَسَيُنْغِضُوْنَ : فاء আতফের হরফ, سَيُنْغِضُوْنَ সীগাহ جمع مذكر غائب বহছ مضارع معروف বাব اِفْعَال মাসদার اَلْاِنْغَاضُ মূলবর্ণ (ن . غ . ض) জিনস صحيح অর্থ- [illegible]

https://e-ilm.weebly.com/

https://e-ilm.weebly.com/

قُلِ ادْعُوا الَّذِيْنَ زَعَمْتُمْ مِّنْ دُوْنِهٖ فَلَا
يَمْلِكُوْنَ كَشْفَ الضُّرِّ عَنْكُمْ وَلَا تَحْوِيْلًا (٥٦)

৫৬. আপনি বলে দিন– আল্লাহ ভিন্ন যাদেরকে তোমরা [উপাস্য] স্থির করছ, তাদেরকে একটু ডাক তো! তারা না তোমাদের দুঃখ নিবারণের ক্ষমতা রাখে, আর না তা পরিবর্তনের।

اُولٰٓئِكَ الَّذِيْنَ يَدْعُوْنَ يَبْتَغُوْنَ اِلٰى رَبِّهِمُ
الْوَسِيْلَةَ اَيُّهُمْ اَقْرَبُ وَيَرْجُوْنَ رَحْمَتَهٗ
وَيَخَافُوْنَ عَذَابَهٗ ۚ اِنَّ عَذَابَ رَبِّكَ كَانَ
مَحْذُوْرًا (٥٧)

৫৭. এরা [মুশরিকরা] যাদেরকে [হিতসাধন বা অনিষ্ট রোধের জন্য] ডাকে, এরা নিজেরাই আপন প্রভুর দিকে [পৌছার] অসিলা অন্বেষণ করছে যে, তাদের মধ্যে কে [আল্লাহর] অধিক সান্নিধ্য লাভ করতে পারে এবং তাঁর রহমতের আশা রাখে আর তাঁর আজাবকে ভয় করে; নিঃসন্দেহে আপনার প্রভুর আজাব ভয়াবহ।

وَاِنْ مِّنْ قَرْيَةٍ اِلَّا نَحْنُ مُهْلِكُوْهَا قَبْلَ يَوْمِ
الْقِيٰمَةِ اَوْ مُعَذِّبُوْهَا عَذَابًا شَدِيْدًا ۗ كَانَ
ذٰلِكَ فِى الْكِتٰبِ مَسْطُوْرًا (٥٨)

৫৮. আর এমন কোনো জনপদ নেই যাকে আমি কিয়ামত দিবসের পূর্বে ধ্বংস করে না দিব অথবা তা [-র অধিবাসীবৃন্দ]-কে কঠিন আজাব না দিব, এ কথা কিতাবে [লওহ মাহফূযে] লিপিবদ্ধ রয়েছে।

وَمَا مَنَعَنَآ اَنْ نُّرْسِلَ بِالْاٰيٰتِ اِلَّآ اَنْ كَذَّبَ بِهَا
الْاَوَّلُوْنَ ۗ وَاٰتَيْنَا ثَمُوْدَ النَّاقَةَ مُبْصِرَةً فَظَلَمُوْا
بِهَا ۗ وَمَا نُرْسِلُ بِالْاٰيٰتِ اِلَّا تَخْوِيْفًا (٥٩)

৫৯. আর বিশেষ মু'জিযাসমূহ পাঠাতে আমার জন্য শুধু এটাই প্রতিবন্ধক হয়েছে যে, পূর্ব যুগের লোকেরা ঐগুলোকে মিথ্যা সাব্যস্ত করেছিল এবং আমি সামূদ সম্প্রদায়কে উষ্ট্রী প্রদান করেছিলাম যা জ্ঞান লাভের উপায়স্বরূপ ছিল; কিন্তু তারা তার উপর জুলুম করল, আর আমি এরূপ মু'জিযাসমূহ কেবল ভয় প্রদর্শনের উদ্দেশ্যে প্রেরণ করে থাকি।

শাব্দিক অনুবাদ :

৫৬. قُلْ আপনি বলে দিন ادْعُوا তাদেরকে একটু ডাক তো الَّذِيْنَ زَعَمْتُمْ مِّنْ دُوْنِهٖ আল্লাহ ভিন্ন যাদেরকে তোমরা উপাস্য স্থির করছ فَلَا يَمْلِكُوْنَ তারা না ক্ষমতা রাখে كَشْفَ الضُّرِّ عَنْكُمْ তোমাদের দুঃখ নিবারণের وَلَا تَحْوِيْلًا আর না তা পরিবর্তনের।

৫৭. اُولٰٓئِكَ الَّذِيْنَ يَدْعُوْنَ এরা যাদেরকে ডাকে يَبْتَغُوْنَ এরা নিজেরাই অন্বেষণ করছে اِلٰى رَبِّهِمُ الْوَسِيْلَةَ নিজের রবের দিকে অসিলা اَيُّهُمْ اَقْرَبُ তাদের মধ্যে কে (আল্লাহর) অধিক সন্নিধ্য লাভ করতে পারে وَيَرْجُوْنَ رَحْمَتَهٗ এবং তাঁর রহমতের আশা রাখে وَيَخَافُوْنَ عَذَابَهٗ আর তাঁর আজাবকে ভয় করে اِنَّ عَذَابَ رَبِّكَ নিঃসন্দেহে আপনার প্রভুর আজাব كَانَ مَحْذُوْرًا ভয় করার বিষয়ই।

৫৮. وَاِنْ مِّنْ قَرْيَةٍ আর এমন কোনো জনপদ নেই اِلَّا نَحْنُ مُهْلِكُوْهَا যাকে আমি ধ্বংস করে না দিব قَبْلَ يَوْمِ الْقِيٰمَةِ কিয়ামত দিবেসের পূর্বে اَوْ مُعَذِّبُوْهَا عَذَابًا شَدِيْدًا অথবা তা (-র অধিবাসীবৃন্দ) কে কঠিন আজাব না দিব كَانَ ذٰلِكَ فِى الْكِتٰبِ مَسْطُوْرًا এটা কিতাবে (লাওহে মাহফূজে) লিপিবদ্ধ রয়েছে।

৫৯. وَمَا مَنَعَنَآ اَنْ نُّرْسِلَ بِالْاٰيٰتِ اِلَّآ আর বিশেষ মু'জিযাসমূহ পাঠাতে আমার জন্য শুধু এটাই প্রতিবন্ধক হয়েছে যে اَنْ كَذَّبَ بِهَا الْاَوَّلُوْنَ পূর্ব যুগের লোকেরা ঐ গুলোকে মিথ্যা সাব্যস্ত করেছিল وَاٰتَيْنَا আর আমি প্রদান করেছিলাম ثَمُوْدَ ছামূদ সম্প্রদায়কে النَّاقَةَ উষ্ট্রী مُبْصِرَةً যা জ্ঞান লাভের উপায়স্বরূপ ছিল فَظَلَمُوْا بِهَا কিন্তু তারা তার উপর জুলুম করল وَمَا نُرْسِلُ بِالْاٰيٰتِ اِلَّا تَخْوِيْفًا আর আমি এরূপ মু'জিযাসমূহ কেবল ভয় প্রদর্শনের উদ্দেশ্যে প্রেরণ করে থাকি।

https://e-ilm.weebly.com/

وَاِذْ قُلْنَا لَكَ اِنَّ رَبَّكَ اَحَاطَ بِالنَّاسِ ۭ وَمَا جَعَلْنَا الرُّءْيَا الَّتِيْٓ اَرَيْنٰكَ اِلَّا فِتْنَةً لِّلنَّاسِ وَالشَّجَرَةَ الْمَلْعُوْنَةَ فِي الْقُرْاٰنِ ۭ وَنُخَوِّفُهُمْ ۙ فَمَا يَزِيْدُهُمْ اِلَّا طُغْيَانًا كَبِيْرًا (٦٠)

৬০. আর সে সময়ের কথা স্মরণ করুন, যখন আমি আপনাকে বলেছিলাম, আপনার প্রভু মানবমণ্ডলীকে বেষ্টন করে আছেন; আর [জাগ্রতাবস্থায়] আপনাকে যে দৃশ্য দেখিয়েছি; তা কেবল গোমরাহির একটি উপাদান করে দিয়েছি মানবমণ্ডলীর জন্য, আর সে বৃক্ষটিও কুরআনে যার নিন্দা করা হয়েছে, এবং আমি তাদেরকে ভয় প্রদর্শন করছি; কিন্তু তাদের গুরুতর অবাধ্যতা বেড়েই চলছে।

শাব্দিক অনুবাদ :

৬০. وَاِذْ قُلْنَا لَكَ আর সে সময়ের কথা স্মরণ করুন, যখন আমি আপনাকে বলেছিলাম اِنَّ رَبَّكَ আপনার রব اَحَاطَ بِالنَّاسِ মানব মণ্ডলীকে বেষ্টন করে আছেন وَمَا جَعَلْنَا الرُّءْيَا الَّتِيْٓ اَرَيْنٰكَ আর (জাগ্রতাবস্থায়) আপনাকে যে দৃশ্য দেখিয়েছি اِلَّا فِتْنَةً لِّلنَّاسِ তা কেবল গোমরাহীর একটি উপাদান করে দিয়েছি মানব মণ্ডলীর জন্য وَالشَّجَرَةَ আর সেই বৃক্ষটিও الْمَلْعُوْنَةَ فِي الْقُرْاٰنِ কুরআনে যার নিন্দা করা হয়েছে وَنُخَوِّفُهُمْ এবং আমি তাদেরকে ভয় প্রদর্শন করছি فَمَا يَزِيْدُهُمْ اِلَّا طُغْيَانًا كَبِيْرًا কিন্তু তাদের গুরুতর অবাধ্যতা বেড়েই চলছে।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

وَقُلْ لِّعِبَادِيْ يَقُوْلُوا الَّتِيْ هِيَ أَحْسَنُ إِنَّ الشَّيْطَانَ يَنْزَغُ بَيْنَهُمْ إِنَّ الشَّيْطَانَ كَانَ لِلْإِنْسَانِ عَدُوًّا مُّبِيْنًا.

শানে নুযূল-২ : আল্লামা ছা'লাবী, মাওয়ারদী, ইবনে আতিয়্যা ও ওয়াহেদী বর্ণনা করেন, উক্ত আয়াত হযরত ওমর বিন খাত্তাব (রা.) সম্পর্কে নাজিল হয়েছে। ঘটনা প্রবাহ হচ্ছে যে, আরবের কোনো লোক তাঁকে গালী দিয়েছিল। এর পরিপ্রেক্ষিতে হযরত ওমর (রা.) তাকে গালী দিলেন এবং হত্যা করার পরিকল্পনাও করলেন। তখন একটি কলহ বিবাদের রূপ গ্রহণ করার উপক্রম হয়েছিল। সে পরিপ্রেক্ষিতে আল্লাহ তা'আলা উল্লেখিত আয়াত নাজিল করেন।

শানে নুযূল-২ : কারো মতে মুসলমানেরা কাফেরদের দ্বারা যখন নির্যাতিত ও নিগৃহীত হয়ে অতিষ্ট হয়ে পড়েন, তখন তারা রাসূলুল্লাহ ﷺ এর নিকট আবেদন জানালেন যে, হে আল্লাহর রাসূল ﷺ! তাদের সাথে যুদ্ধ করার জন্য আমাদের অনুমতি দান করুন। তৎকালে সাহাবায়ে কেরামের আবেদনের পরিপ্রেক্ষিতে আল্লাহ তা'আলা উক্ত আয়াত নাজিল করেন। -(কুরতুবী ২৪১/১০, বাহরে মুহীত্ব ৪৭/৬)

قُلِ ادْعُوا الَّذِيْنَ زَعَمْتُمْ مِّنْ دُوْنِهٖ فَلَا يَمْلِكُوْنَ كَشْفَ الضُّرِّ عَنْكُمْ وَلَا تَحْوِيْلًا.

শানে নুযূল-১ : কুরাইশদেরকে দুর্ভিক্ষ দিয়ে যখন পরীক্ষা করা হলো, তখন তারা দুর্ভিক্ষের কারণে রাসূলল্লাহ ﷺ -এর নিকট নিজেদের দুর্দশাগ্রস্ততা সম্পর্কে অভিযোগ করে। এর পরিপ্রেক্ষিতে আল্লাহ তা'আলা উক্ত আয়াত নাজিল করেন। -(কুরতুবী : ২৪৩/১০)

শানে নুযূল-২ : হযরত ইবনে মাসউদ (রা.) বলেন, জিনদের ইবাদত করা সম্পর্কে উক্ত আয়াত নাজিল হয়েছে। বনূ খুজা'আর লোকেরা জিনদের ইবাদত করতঃ পরবর্তীতে জিনেরা যখন মুসলমান হয়ে গেল কিন্তু তারা তাদের ইবাদত করতেই থাকে। সে সম্পর্কে উক্ত আয়াত নাজিল হয়েছে। -(বাহরে মুহীত্ব ৪৯/৬)

https://e-ilm.weebly.com/

أُولَٰئِكَ الَّذِينَ يَدْعُونَ يَبْتَغُونَ إِلَىٰ رَبِّهِمُ الْوَسِيلَةَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ وَيَرْجُونَ رَحْمَتَهُ وَيَخَافُونَ عَذَابَهُ إِنَّ عَذَابَ رَبِّكَ كَانَ مَحْذُورًا.

শানে নুযূল : হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে মাসঊদ (রা.) কর্তৃক একটি রেওয়ায়েত বর্ণিত রয়েছে যে, তিনি বলেন, আরবদের একটি সম্প্রদায় জিনের ইবাদত করত। পরবর্তীতে জিন্নাতেরা ইসলাম গ্রহণ করে তদুপরি মানুষেরা তাদের ইবাদতে লিপ্ত থাকে। আল্লাহ তা'আলা সে পরিপ্রেক্ষিতে উক্ত আয়াত নাজিল করেন।

–(কুরতুবী ২৪৩/১০, তাফসীরে ফতহুল কাদীর ২৩৯/৩)

وَمَا مَنَعَنَا أَنْ نُرْسِلَ بِالْآيَاتِ إِلَّا أَنْ كَذَّبَ بِهَا الْأَوَّلُونَ وَآتَيْنَا ثَمُودَ النَّاقَةَ مُبْصِرَةً فَظَلَمُوا بِهَا وَمَا نُرْسِلُ بِالْآيَاتِ إِلَّا تَخْوِيفًا.

শানে নুযূল : আহমদ, নাসাঈ, ইবনে জারীর ও ইবনে মুনযির প্রমুখ তাফসীরবিদগণ হযরত ইবনে অব্বাস (রা.)-এর বরাত দিয়ে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেন, মক্কার অধিবাসীরা রাসূল ﷺ -এর নিকট দাবি জানাল যে, তিনি যেন তাদের জন্য সাফা এর পবর্তকে স্বর্ণে পরিণত করে দেন। পর্বতগুলো যেন স্থানান্তর করে দেন, যাতে তারা চাষাবাদ করতে পারে। তখন হযরত জিবরাঈল (আ.)-এর মাধ্যমে রাসূল ﷺ কে জানানো হলো যে, আপনি যদি ইচ্ছে করেন, তাহলে আপনি বিলম্ব করতে পারেন। আবার আপনি ইচ্ছে করলে তারা যা দাবি করছে তা পূর্ণও করে দিতে পারেন। তবে তারা যদি অমান্য করে ঈমান গ্রহণ না করে তাহলে তাদের পূর্ববর্তীদের ন্যায় তারাও ধ্বংস প্রাপ্ত হয়ে যাবে। রাসূল ﷺ বললেন তাদের সম্পর্কে আমি অবকাশ কামনা করি। এ প্রেক্ষিতে উক্ত আয়াত নাজিল হয়েছে –(ফতহুল কাদীর ২৩৯/১০, ইবনে কাছীর ৪৮/৩)

وَإِذْ قُلْنَا لَكَ إِنَّ رَبَّكَ أَحَاطَ بِالنَّاسِ وَمَا جَعَلْنَا الرُّؤْيَا الَّتِي أَرَيْنَاكَ إِلَّا فِتْنَةً لِلنَّاسِ وَالشَّجَرَةَ الْمَلْعُونَةَ فِي الْقُرْآنِ وَنُخَوِّفُهُمْ فَمَا يَزِيدُهُمْ إِلَّا طُغْيَانًا كَبِيرًا.

শানে নুযূল–১ : আবূ সাঈদ, আবূ ইয়ালা ও ইবনে আসাকির উম্মে হানী-এর উদ্ধৃতি দিয়ে বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ যখন মি'রাজ তথা উর্ধ আকাশ ভ্রমণ করার পর সকাল বেলা এ সম্পর্কে কুরাইশদের কোনো এক দলের সাথে আলোচনা করেন, তখন তারা রাসূল ﷺ কে নিয়ে বিদ্রূপ ও উপহাস করতে লাগল, সুতরাং তারা রাসূল ﷺ এর নিকট সে সম্পর্কে প্রমাণাদি দাবি করে। ফলে রাসূল ﷺ তাদের সামনে বায়তুল মুকাদ্দাসের চিত্র তুলে ধরেন। এমন কি তাদেরকে একটি কাফেলার কথাও বলে দিলেন। তখন ওয়ালিদ বিন মুগীরা বলল, এ লোকটি তো জাদুকর। সে পরিপ্রেক্ষিতে উক্ত আয়াত নাজিল হয়। –(ফতহুল কাদীর ২৪০/৩)

শানে নুযূল–২ : ইবনে জারীর, সাহল বিন সা'আদ এর উদ্ধৃতি দিয়ে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন, যে রাসূল ﷺ একদা বনূ ফলানের কিছু লোককে তাঁর মিম্বারের কাছে বানরের ন্যায় লাফালাফি করতে দেখতে পেলেন। তাঁর নিকট তা অত্যন্ত অপছন্দীয় বলে মনে হলো। অতঃপর হাঁসতে হাঁসতেই তারা মারা গেল। রাসূল ﷺ -এর ইন্তেকাল পর্যন্ত এমন ভাবে হাঁসির আসর আর হয়নি। সে প্রেক্ষিতে উক্ত আয়াত নাজিল হয়।

ইবনে আবী হাতেম হযরত ইবনে ওমর (রা.) এর উদ্ধৃতি দিয়ে বর্ণনা করেন যে, নবী করীম ﷺ বলেন যে, আমি হেকাম বিন আবূ আসকে মিম্বারের পাশেই বানরের ন্যায় লাফালাফি করতে দেখি। তখন আল্লাহ তা'আলা উক্ত আয়াত নাজিল করেন। –(ফতহুল কাদীর ২৪০/৩, কুরতুবী ২৪৬/১০, রূহুল মা'আনী পৃ.৭, খ.৮, পারা-১৫)

শানে নুযূল–৩ : হযরত রাসূলে কারীম ﷺ মি'রাজ থেকে আসার পর যখন জান্নাত জাহান্নামের বর্ণনা দিতে গিয়ে জাহান্নামের ফল যাককূম সম্পর্কে বর্ণনা করে বলেন যে, তা জাহান্নামের তলদেশ থেকে উত্থিত হয়। তখন

https://e-ilm.weebly.com/

আবূ জাহেল তা শুনে কুরাইশের লোকজনের সাথে বিদ্রূপাত্মক ভাবে বলতে লাগল যে, শোন! তোমাদের মাঝে যিনি নবী বলে দাবি করছেন, তিনি বলছেন, জাহান্নামের আগুন পাথরকে পর্যন্ত জ্বালিয়ে দেবে তথাপি তিনি আবার বলছেন যে সে আগুনের মধ্যে বৃক্ষ উৎপন্ন হবে। সে প্রেক্ষিতে وَالشَّجَرَةَ الْمَلْعُوْنَةَ আয়াতাংশ নাজিল হয়। -(ফতহুল কাদীর ২৩৯/৩)

يَوْمَ يَدْعُوْكُمْ فَتَسْتَجِيْبُوْنَ بِحَمْدِهٖ - يَدْعُوْ শব্দটি دُعَاءٌ থেকে উদ্ভূত। এর অর্থ আওয়াজ দিয়ে ডাকা। আয়াতের অর্থ এই যে, যেদিন আল্লাহ তা'আলা তোমাদের সবাইকে হাশরের ময়দানের দিকে ডাকবেন। এই ডাকা ফেরেশতা ইসরাফীলের মাধ্যমে হবে। তিনি যখন দ্বিতীয়বার শিঙ্গায় ফুঁক দিবেন, তখন সব মৃত জীবিত হয়ে হাশরের ময়দানে একত্রিত হবে। এছাড়া জীবিত হওয়ার পর হাশরের ময়দানে একত্রিত করার জন্য আওয়াজ দেওয়াও সম্ভবপর। -(কুরতুবী)

এক হাদীসে রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন: কিয়ামতের দিন তোমাদেরকে তোমাদের নিজের এবং পিতার নাম ধরে ডাকা হবে। কাজেই ভালো নাম রাখবে (অর্থহীন নাম রাখবে না)।

হাশরে কাফেররাও আল্লাহর প্রশংসা করতে করতে উত্থিত হবে: فَتَسْتَجِيْبُوْنَ بِحَمْدِهٖ -اِسْتَجَابَتْ শব্দের অর্থ ডাকার পর আদেশ পালন করা এবং উপস্থিত হওয়া। আয়াতের অর্থ এই যে, হাশরের ময়দানে যখন তোমাদেরকে ডাকা হবে, তখন তোমরা সবাই ঐ আওয়াজ অনুরসণ করে একত্রিত হয়ে যাবে। بِحَمْدِهٖ অর্থাৎ, ময়দানে আসার সময় তোমরা সবাই আল্লাহর প্রশংসা করতে করতে উপস্থিত হবে।

আয়াতের বাহ্যিক অর্থ থেকে জানা যায় যে, তখন মুমিনও কাফের সবারই এ অবস্থা হবে। কেননা আয়াতে প্রকৃতপক্ষে কাফেরদেরকেই সম্বোধন করা হয়েছে। তাদের সম্পর্কেই বর্ণনা করা হচ্ছে যে, সবাই প্রশংসা করতে করতে উত্থিত হবে। তাফসীরবিদদের মধ্যে হযরত সাঈদ ইবনে যুবায়ের বলেন: কাফেররাও কবর থেকে বের হওয়ার সময় سُبْحَانَكَ وَبِحَمْدِكَ বলতে বলতে বের হবে। কিন্তু তখনকার প্রশংসা ও গুণকীর্তন তাদের কোনো উপকারে আসবে না। -(কুরতুবী) কেননা তারা মৃত্যুর পর যখন জীবন দেখবে, তখন অনিচ্ছাকৃতভাবে তাদের মুখ থেকে আল্লাহ তা'আলার প্রশংসা ও গুণবাচক বাক্য উচ্চারিত হবে। এটা প্রতিদান পাওয়ার যোগ্য আমল হবে না।

কোনো কোনো তাফসীরবিদ একে বিশেষভাবে মুমিনদের অবস্থা আখ্যা দিয়েছেন। তাঁদের যুক্তি এই যে, কাফেরদের সম্পর্কে কুরআন পাকে বলা হয়েছে, যখন তাদেরকে পুনরুজ্জীবিত করা হবে, তখন তারা একথা বলবে: يٰوَيْلَنَا مَنْۢ بَعَثَنَا مِنْ مَّرْقَدِنَا হায় আফসোস! কে আমাদেরকে কবর থেকে জীবিত করে উত্থিত করেছে। অন্য এক আয়াতে বলা হয়েছে, তারা বলবে يٰحَسْرَتٰى عَلٰى مَا فَرَّطْتُّ فِىْ جَنْۢبِ اللّٰهِ হায় আফসোস! আমরা আল্লাহর ব্যাপারে বিরাট ত্রুটি করেছি।

কিন্তু সত্য এই যে, উভয় তাফসীরের মধ্যে কোনো বৈপরীত্য নেই। শুরুতে সবাই প্রশংসা করতে করতে উঠবে। পরে কাফেরদেরকে মুমিনদের কাছ থেকে পৃথক করে দেওয়া হবে, যেমন সূরা ইয়াসীনের আয়াতে রয়েছে وَامْتَازُوا الْيَوْمَ اَيُّهَا الْمُجْرِمُوْنَ অর্থাৎ হে অপরাধীরা! আজ তোমরা সবাই পৃথক হয়ে যাও। তখন কাফেরদের মুখ থেকে উল্লিখিত আয়াতে বর্ণিত বাক্যাবলি উচ্চারিত হবে। কুরআন ও হাদীসের অসংখ্য বর্ণনা থেকে জানা যায় যে, হাশরের ময়দানে বিভিন্ন স্থানে অবস্থান করতে হবে এবং প্রত্যেক অবস্থান স্থলে মানুষের অবস্থা বিভিন্নরূপ হবে। ইমাম কুরতুবী (র.) বলেন: হাশরে পুনরুত্থানের শুরু হামদ দ্বারা হবে। সবাই হামদ করতে করতে উত্থিত হবে এবং সব ব্যাপারে সমাপ্তি ও হামদের মাধ্যমে হবে। যেমন— বলা হয়েছে, وَقُضِىَ

بَيْنَهُمْ بِالْحَقِّ وَقِيْلَ الْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ অর্থাৎ, হাশরবাসীদের ফয়সালা হক অনুযায়ী করা হয়েছে এবং বলা হয়েছে যে, সমস্ত প্রশংসা বিশ্বজাহানের পালনকর্তা আল্লাহর জন্য।

কটুভাষা ও কড়া কথা কাফেরদের সাথেও জায়েজ নয় : ৫৩ নং আয়াতে মুসলমানদেরকে কাফেরদের সাথে কড়া কথা বলতে নিষেধ করা হয়েছে। এর উদ্দেশ্য এই যে, বিনা প্রয়োজনে কেঠোরতা করা যাবে না এবং প্রয়োজন হলে হত্যা পর্যন্ত করার অনুমতি রয়েছে।

হত্যা ও যুদ্ধের মাধ্যমে কুফরের শান-শওকত এবং ইসলাম বিরোধীকার্যকে নির্মূল করা যায় । তাই এর অনুমতি রয়েছে। গালি গালাজ ও কটু কথা দ্বরা কোনো দুর্গ জয় করা যায় না এবং কারো হেদায়েত হয় না। তাই এটা নিষিদ্ধ করা হয়েছে । ইমাম কুরতুবী (র.) বলেন: আলোচ্য আয়াত হযরত ওমর (রা.)-এর ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে অবতীর্ণ হয়। ঘটনাটি এই যে, জনৈক ব্যক্তি হযরত ওমর (রা.) কে গালি দিলে প্রত্যুত্তরে তিনিও তার বিরুদ্ধে কঠোর ভাষা প্রয়োগ করেন। শুধু তাই নয়, তিনি তাকে হত্যা করতেও মনস্থ করেন, ফলে দুই গোত্রের মধ্যে যুদ্ধ বেধে যাওয়ার আশঙ্কা দেখা দেয়। তখন এ আয়াত অবতীর্ণ হয়। কুরতুবীর বক্তব্য এই যে, এ আয়াতে মুসলমানদের পারস্পরিক কথাবার্তা বলা সম্পর্কে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে যে, পারস্পরিক মতানৈক্যের সময় কঠোর ভাষা প্রয়োগ করো না। এর মাধ্যমে শয়তান তোমাদের পরস্পরের মধ্যে যুদ্ধ -কলহ সৃষ্টি করে দেয়।

وَاٰتَيْنَا دَاوٗدَ زَبُوْرًا - এখানে বিশেষভাবে যাবূরের কথা উল্লেখ করার কারণ সম্ভবতঃ এই যে, যাবূর গ্রন্থে রাসূলুল্লাহ ﷺ সম্পর্কে বলা হয়েছে যে, তিনি পয়গম্বর হওয়ার সাথে সাথে দেশ ও সাম্রাজ্যের অধিকারীও হবেন। কুরআনে বলা হয়েছে وَلَقَدْ كَتَبْنَا فِى الزَّبُوْرِ مِنْۢ بَعْدِ الذِّكْرِ اَنَّ الْاَرْضَ يَرِثُهَا عِبَادِىَ الصّٰلِحُوْنَ বর্তমানে প্রচলিত যাবূরেও কেউ কেউ এ কথার অস্তিত্ব প্রমাণ করেছেন। -(তাফসীরে হক্কানী)

ইমাম বগভী স্বীয় তাফসীরে এ স্থানে লেখেন : যাবূর আল্লাহর গ্রন্থ, যা হযরত দাউদের প্রতি অবতীর্ণ হয়। এতে একশ পঞ্চাশটি সূরা রয়েছে এবং প্রত্যেকটি সূরা দোয়া হামদও গুণকীর্তনে পরিপূর্ণ। এগুলোতে হালাল, হারাম এবং ফরজ কর্তব্যাদির বর্ণনা নেই।

وَسِيْلَةٌ : يَبْتَغُوْنَ اِلٰى رَبِّهِمُ الْوَسِيْلَةَ শব্দের অর্থ এমন বস্তু যাকে অন্য কারো কাছে পৌছার উপায় হিসেবে গ্রহণ করা হয়। আল্লহর জন্য অসিলা হচ্ছে কথায় ও কাজে আল্লাহর মর্জির প্রতি সব সময় লক্ষ্য রাখা এবং শরিয়তের বিধি -বিধান অনুসরণ করা। উদ্দেশ্য এই যে, তাঁরা সবাই সৎকর্মের মাধ্যমে আল্লাহর নৈকট্য অন্বেষণে মশগুল আছেন।

وَيَرْجُوْنَ رَحْمَتَهٗ وَيَخَافُوْنَ عَذَابَهٗ হযরত সাহল ইবনে আবদুল্লাহ বলেন, আল্লাহর রহমতের আশা করতে থাকা এবং ভয়ও করতে থাকা-মানুষের এ দু'টি ভিন্নমুখী অবস্থা যে পর্যন্ত সমান সামান পর্যায়ে থাকে, সেই পর্যন্ত মানুষ সঠিক পথে অনুগমণ করে। পক্ষান্তরে যদি কোনো একটি অবস্থা দুর্বল হয়ে পড়ে, তবে সেই পরিমাণে সে সঠিক পথ থেকে বিচ্যুত হয়ে পড়ে। -(কুরতুবী)

وَمَا جَعَلْنَا الرُّؤْيَا الَّتِىْٓ اَرَيْنٰكَ اِلَّا فِتْنَةً لِّلنَّاسِ অর্থাৎ, শবে-মি'রাজে যে দৃশ্যাবলি আমি আপনাকে দেখিয়েছিলাম, তা মানুষের জন্য একটি ফেতনা ছিল। আরবি ভাষায় 'ফেতনা' শব্দটি অনেক অর্থে ব্যবহৃত হয়। এর এক অর্থ গোমরাহী । আরেক অর্থ পরীক্ষাও হয় এবং অন্য এক অর্থ হাঙ্গামা ও গোলযোগ। এখানে সব অর্থের সম্ভাবনা বিদ্যমান। হযরত আয়েশা, সুফিয়ান, হাসান, মুজাহিদ (র.) প্রমুখ তাফসীরবিদ এখানে শেষোক্ত অর্থ নিয়েছেন। তাঁরা বলেনঃ এটা ছিল ধর্মত্যাগের ফেতনা। রাসূলুল্লাহ ﷺ যখন শবে-মি'রাজে বায়তুল মোকাদ্দাস, সেখান থেকে উর্ধ্বাকাশে যাওয়ার এবং প্রত্যুষের পূর্বেই ফিরে আসার কথা প্রকাশ করলেন, তখন কোনো কোনো অপক্ক নও মুসলিম এ কথা মিথ্যা মনে করে মুরতাদ হয়ে গেল। -(কুরতুবী)

https://e-ilm.weebly.com/

এ ঘটনা থেকে একথাও প্রমাণিত হয়ে গেল যে, رُؤْيَا শব্দটি আরবি ভাষায় যদিও স্বপ্নের অর্থেও আসে, কিন্তু এখানে স্বপ্নের কিসসা বুঝানো হয়নি। কারণ এরূপ হলে কিছু লোকের মুরতাদ হয়ে যাওয়ার কোনো কারণ ছিল না। স্বপ্ন তো প্রত্যেকেই দেখতে পারে; বরং এখানে رُؤْيَا শব্দ দ্বারা জাগ্রত অবস্থায় অভিনব ঘটনা দেখানো বুঝানো হয়েছে। আলোচ্য আয়াতের তাফসীরে কোনো কোনো তাফসীরবিদ মি'রাজের ঘটনা ছাড়া অন্যান্য ঘটনা বুঝানোর প্রয়াস পেয়েছেন, কিন্তু সেগুলো এখানে খাপ খায় না। এ কারণে অধিক সংখ্যক তাফসীরবিদ মি'রাজের ঘটনাকে আয়াতের লক্ষ্য সাব্যস্ত করেছেন। –(কুরতুবী)

শব্দবিশ্লেষণ :

فَتَسْتَجِيْبُوْنَ : فاءٌ আতফের হরফ। تَسْتَجِيْبُوْنَ সীগাহ جمع مذكر حاضر বহছ مضارع معروف বাব اِسْتِفْعَالٌ মাসদার اَلْاِسْتِجَابَةُ মূলবর্ণ (ج. و. ب) জিনস اجوف واوى অর্থ– জবাব দেওয়া, গ্রহণ করা।

اَعْلَمُ : সীগাহ واحد مذكر বহছ اسم تفضيل বাব سَمِعَ মাসদার اَلْعِلْمُ মূলবর্ণ (ع. ل. م) জিনস صحيح অর্থ– জানা।

يَبْتَغُوْنَ : সীগাহ جمع مذكر غائب বহছ مضارع معروف বাব اِفْتِعَالٌ মাসদার اَلْاِبْتِغَاءُ মূলবর্ণ (ب. غ. ى) জিনস ناقص يائى অর্থ– চাওয়া, কামনা করা।

يَرْجُوْنَ : সীগাহ جمع مذكر غائب বহছ مضارع معروف বাব نَصَرَ মাসদার اَلرَّجَاءُ মূলবর্ণ (ر. ج. و) জিনস ناقص واوى অর্থ– আশা রাখা। আশঙ্কা করা।

يَخَافُوْنَ : সীগাহ جمع مذكر غائب বহছ مضارع معروف বাব سَمِعَ মাসদার اَلْخَوْفُ মূলবর্ণ (خ. و. ف) জিনস اجوف واوى অর্থ– ভয় করা।

مُبْصِرَةً : সীগাহ واحد مؤنث বহছ اسم فاعل বাব اِفْعَالٌ মাসদার اَلْاِبْصَارُ মূলবর্ণ (ب. ص. ر) জিনস صحيح অর্থ– দেখানো, দেখা।

اَحَاطَ : সীগাহ واحد مذكر غائب বহছ ماضى معروف বাব اِفْعَالٌ মাসদার اَلْاِحَاطَةُ মূলবর্ণ (ح. و. ط) জিনস اجوف واوى অর্থ– ঘিরে ফেলা, কোনো জিনিসের উপর এভাবে বেষ্টনী দেওয়া, যাতে পলায়ন করতে না পারে।

اَرَيْنٰكَ : সীগাহ جمع متكلم বহছ ماضى معروف বাব اِفْعَالٌ মাসদার اَلْاِرَاءَةُ মূলবর্ণ (ر. ء. ى) জিনস مركب (مهموز عين ও ناقص يائى) অর্থ– দেখানো।

قُلْنَا : সীগাহ جمع متكلم বহছ ماضى معروف বাব نَصَرَ মাসদার اَلْقَوْلُ মূলবর্ণ (ق. و. ل) জিনস اجوف واوى অর্থ– বলা।

https://e-ilm.weebly.com/

وَاِذْ قُلْنَا لِلْمَلٰٓئِكَةِ اسْجُدُوْا لِاٰدَمَ فَسَجَدُوْٓا اِلَّآ اِبْلِيْسَ ؕ قَالَ ءَاَسْجُدُ لِمَنْ خَلَقْتَ طِيْنًا (٦١)

৬১. আর যখন আমি ফেরেশতাদেরকে বললাম, আদমকে সেজদা কর, তখন সকলেই সেজদা করল ইবলিস ব্যতীত, সে বলল, আমি কি এমন ব্যক্তিকে সেজদা করব, যাকে আপনি মৃত্তিকা দ্বারা সৃষ্টি করেছেন?

قَالَ اَرَءَيْتَكَ هٰذَا الَّذِىْ كَرَّمْتَ عَلَىَّ ؗ لَئِنْ اَخَّرْتَنِ اِلٰى يَوْمِ الْقِيٰمَةِ لَاَحْتَنِكَنَّ ذُرِّيَّتَهٗٓ اِلَّا قَلِيْلًا (٦٢)

৬২. সে [বিতাড়িত হয়ে আরো] বলল, আচ্ছা বলুন তো এ ব্যক্তি যাকে আমার উপর শ্রেষ্ঠত্ব দান করলেন, [তার মধ্যে কি গুণ আছে?] আপনি যদি আমাকে কিয়ামত দিবস পর্যন্ত অবকাশ দেন, তবে আমি তাঁর সমস্ত বংশধরকে আমার বশে এনে নিব সামান্য কয়েকজন ব্যতীত।

قَالَ اذْهَبْ فَمَنْ تَبِعَكَ مِنْهُمْ فَاِنَّ جَهَنَّمَ جَزَآؤُكُمْ جَزَآءً مَّوْفُوْرًا (٦٣)

৬৩. আল্লাহ বললেন, যাও! তাদের মধ্যে যারা তোমার সঙ্গি হবে, তবে নিশ্চয় দোজখ তোমাদের সকলের শাস্তি– পূর্ণ শাস্তি।

وَاسْتَفْزِزْ مَنِ اسْتَطَعْتَ مِنْهُمْ بِصَوْتِكَ وَاَجْلِبْ عَلَيْهِمْ بِخَيْلِكَ وَرَجِلِكَ وَشَارِكْهُمْ فِى الْاَمْوَالِ وَالْاَوْلَادِ وَعِدْهُمْ ؕ وَمَا يَعِدُهُمُ الشَّيْطٰنُ اِلَّا غُرُوْرًا (٦٤)

৬৪. আর তাদের মধ্যে যাদের উপর তোমার ক্ষমতা চলে, তুমি তোমার চিৎকার দ্বারা তাদের পদসঙ্খলন করে দাও এবং তাদের উপর তোমার অশ্বারোহী ও পাদাতিক নিয়ে আক্রমণ কর এবং তাদের বিষয়-সম্পত্তি ও সন্তান-সন্ততিতে নিজের ভাগ বসিয়ে নিও, আর তাদেরকে প্রতিশ্রুতি দিও, এবং শয়তান তাদেরকে কেবলমাত্র মিথ্যা প্রতিশ্রুতিই দিয়ে থাকে।

শাব্দিক অনুবাদ :

৬১. وَاِذْ قُلْنَا لِلْمَلٰٓئِكَةِ, আর যখন আমি ফেরেশতাদেরকে বললাম اسْجُدُوْا لِاٰدَمَ আদমকে সেজদা কর فَسَجَدُوْٓا তখন সকলেই সেজদা করল اِلَّآ اِبْلِيْسَ ইবলীস ব্যতীত قَالَ সে বলল ءَاَسْجُدُ আমি কি এমন ব্যক্তিকে সেজদা করব لِمَنْ خَلَقْتَ طِيْنًا যাকে আপনি মৃত্তিকা দ্বারা সৃষ্টি করেছেন।

৬২. قَالَ সে বলল اَرَءَيْتَكَ আচ্ছা বলুন তো هٰذَا الَّذِىْ এ ব্যক্তি যাকে كَرَّمْتَ عَلَىَّ আমার উপর শ্রেষ্ঠত্ব দান করলেন لَئِنْ اَخَّرْتَنِ আপনি যদি আমাকে অবকাশ দেন اِلٰى يَوْمِ الْقِيٰمَةِ কিয়ামত দিবস পর্যন্ত لَاَحْتَنِكَنَّ ذُرِّيَّتَهٗ তবে আমি তার সমস্ত বংশধরকে আমার বশে এনে নিব اِلَّا قَلِيْلًا সামান্য কয়েকজন ব্যতীত।

৬৩. قَالَ আল্লাহ বললেন اذْهَبْ যাও فَمَنْ تَبِعَكَ مِنْهُمْ তাদের মধ্যে যারা তোমার সঙ্গি হবে فَاِنَّ جَهَنَّمَ جَزَآؤُكُمْ তবে নিশ্চয় দোজখ তোমাদের সকলের শাস্তি جَزَآءً مَّوْفُوْرًا পূর্ণ শাস্তি।

৬৪. وَاسْتَفْزِزْ আর তাদের পদস্খলন করে দিও مَنِ اسْتَطَعْتَ مِنْهُمْ তাদের মধ্যে যাদের উপর তোমার ক্ষমতা চলে بِصَوْتِكَ তোমার চীৎকার দ্বারা وَاَجْلِبْ عَلَيْهِمْ এবং তাদের উপর আক্রমণ কর بِخَيْلِكَ وَرَجِلِكَ তোমার অশ্বারোহী ও পদাতিক নিয়ে وَشَارِكْهُمْ فِى الْاَمْوَالِ وَالْاَوْلَادِ এবং তাদের বিষয় সম্পত্তি ও সন্তান-সন্ততিতে নিজের ভাগ বসিয়ে নিও وَعِدْهُمْ আর তাদেরকে প্রতিশ্রুতি দিও। وَمَا يَعِدُهُمُ الشَّيْطٰنُ اِلَّا غُرُوْرًا এবং শয়তান তাদেরকে কেবল মিথ্যা প্রতিশ্রুতিই দিয়ে থাকে।

https://e-ilm.weebly.com/

৬৫. আমার বিশিষ্ট বান্দাদের উপর তোমার কোনো ক্ষমতা চলবে না, আর কর্মবিধায়ক হিসেবে তোমার প্রতিপালকই যথেষ্ট।	إِنَّ عِبَادِي لَيْسَ لَكَ عَلَيْهِمْ سُلْطَانٌ ۚ وَكَفَىٰ بِرَبِّكَ وَكِيلًا (٦٥)
৬৬. তোমাদের প্রভু এমন, যিনি তোমাদের জন্য সমুদ্রে নৌকা পরিচালিত করেন, যেন তাঁর প্রদত্ত রিজিক অন্বেষণ করতে পার; নিঃসন্দেহে তিনি তোমাদের প্রতি অতি দয়ালু।	رَبُّكُمُ الَّذِي يُزْجِي لَكُمُ الْفُلْكَ فِي الْبَحْرِ لِتَبْتَغُوا مِن فَضْلِهِ ۚ إِنَّهُ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا (٦٦)
৬৭. আর যখন সমুদ্রে তোমাদের কোনো বিপদ স্পর্শ করে, তখন আল্লাহ ভিন্ন আর যাদেরকে তোমরা ডাক সকলেই অদৃশ্য হয়ে যায়; অনন্তর যখন তোমাদেরকে রক্ষা করে স্থলের দিকে নিয়ে আসেন, তখন তোমরা মুখ ফিরিয়ে থাক, বস্তুতঃ মানুষ বড় অকৃতজ্ঞ।	وَإِذَا مَسَّكُمُ الضُّرُّ فِي الْبَحْرِ ضَلَّ مَن تَدْعُونَ إِلَّا إِيَّاهُ ۖ فَلَمَّا نَجَّاكُمْ إِلَى الْبَرِّ أَعْرَضْتُمْ ۚ وَكَانَ الْإِنسَانُ كَفُورًا (٦٧)
৬৮. তবে কি তোমরা এ কথা হতে নিশ্চিন্ত বসে আছ যে, তিনি তোমাদেরকে স্থলভাগে এনে ভূগর্ভে ধসিয়ে দেন কিংবা তোমাদের প্রতি এমন কোনো প্রচণ্ড বায়ু প্রেরণ করেন, যা কাঁকর-পাথর বর্ষণ করতে থাকে। অতঃপর তোমরা কাউকেও তোমাদের কার্যনির্বাহক পাবে না।	أَفَأَمِنتُمْ أَن يَخْسِفَ بِكُمْ جَانِبَ الْبَرِّ أَوْ يُرْسِلَ عَلَيْكُمْ حَاصِبًا ثُمَّ لَا تَجِدُوا لَكُمْ وَكِيلًا (٦٨)

শাব্দিক অনুবাদ :

৬৫. إِنَّ عِبَادِيْ لَيْسَ لَكَ عَلَيْهِمْ سُلْطَانٌ আমার বিশিষ্ট বান্দাদের উপর তোমার কোনো ক্ষমতা চলবে না। وَكَفٰى بِرَبِّكَ وَكِيْلًا আর আপনার রব ওলী হিসেবে যথেষ্ট।

৬৬. رَبُّكُمُ الَّذِيْ তোমাদের প্রভু এমন يُزْجِيْ لَكُمُ الْفُلْكَ যিনি তোমাদের জন্য নৌকা পরিচালিত করেন فِي الْبَحْرِ সমুদ্রে لِتَبْتَغُوْا مِنْ فَضْلِهٖ যেন তার প্রদত্ত রিজিক অন্বেষণ করতে পার اِنَّهٗ كَانَ بِكُمْ رَحِيْمًا নিঃসন্দেহে তিনি তোমাদের প্রতি অতি দয়ালু।

৬৭. وَاِذَا مَسَّكُمُ الضُّرُّ আর যখন তোমাদেরকে কোনো বিপদ স্পর্শ করে فِي الْبَحْرِ সমুদ্রে ضَلَّ مَنْ تَدْعُوْنَ اِلَّا اِيَّاهُ তখন আল্লাহ তা'আলা ভিন্ন আর যাদেরকে তোমরা ডাক সকলেই অদৃশ্য হয়ে যায় فَلَمَّا نَجّٰكُمْ اِلَى الْبَرِّ অনন্তর যখন তোমাদেরকে রক্ষা করে স্থলের দিকে নিয়ে আসেন اَعْرَضْتُمْ তখন তোমরা মুখ ফিরিয়ে থাক وَكَانَ الْاِنْسَانُ كَفُوْرًا বস্তুত মানুষ বড় অকৃতজ্ঞ।

৬৮. اَفَاَمِنْتُمْ তবে কি তোমরা এ কথা হতে নিশ্চিন্তে বসে আছ যে اَنْ يَّخْسِفَ بِكُمْ جَانِبَ الْبَرِّ তিনি তোমাদেরকে স্থলভাগে এনে ভূগর্ভে ধবসিয়ে দেন اَوْ يُرْسِلَ عَلَيْكُمْ حَاصِبًا কিংবা তোমাদের প্রতি এমন কোনো প্রচণ্ড বায়ু প্রেরণ করেন যা কাঁকর-পাথর বর্ষণ করতে থাকে ثُمَّ لَا تَجِدُوْا لَكُمْ وَكِيْلًا অতঃপর তোমরা কাউকেও তোমাদের কার্যনির্বাহক পাবে না।

https://e-ilm.weebly.com/

৬৯. অথবা এ কথা হতে কি নিশ্চিন্ত হয়ে গেলে যে, আল্লাহ পুনরায় তোমাদেরকে সমুদ্রের দিকেই নিয়ে যেতে পারেন? তৎপর তোমাদের প্রতি প্রচণ্ড ঝড়-বায়ু পাঠিয়ে দেন, অতঃপর তোমাদের কুফরের দরুন তোমাদেরকে নিমজ্জিত করে দেন, তৎপর তোমাদের জন্য এ ব্যাপারে কাউকেও আমার পশ্চাদ্ধাবনকারী পাবে না।

أَمْ أَمِنتُمْ أَن يُعِيدَكُمْ فِيهِ تَارَةً أُخْرَىٰ فَيُرْسِلَ عَلَيْكُمْ قَاصِفًا مِّنَ الرِّيحِ فَيُغْرِقَكُم بِمَا كَفَرْتُمْ ۙ ثُمَّ لَا تَجِدُوا لَكُمْ عَلَيْنَا بِهِ تَبِيعًا (٦٩)

শাব্দিক অনুবাদ :

৬৯. أَمْ أَمِنتُمْ অথবা এ কথা হতে কি নিশ্চিন্ত হয়ে গেলে যে أَن يُعِيدَكُمْ فِيهِ تَارَةً أُخْرَىٰ আল্লাহ পুনরায় তোমাদেরকে সমুদ্রের দিকেই নিয়ে যেতে পারেন فَيُرْسِلَ عَلَيْكُمْ قَاصِفًا مِّنَ الرِّيحِ তৎপর তোমাদের প্রতি প্রচণ্ড ঝড় বায়ু পাঠিয়ে দেন فَيُغْرِقَكُم بِمَا كَفَرْتُمْ অতঃপর তোমাদের কুফরের দরুন তোমাদেরকে নিমজ্জিত করে দেন ثُمَّ لَا تَجِدُوا لَكُمْ عَلَيْنَا بِهِ تَبِيعًا তৎপর তোমাদের জন্য এ ব্যাপারে কাউকেও আমার পশ্চাদ্ধাবণকারী পাবে না।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

لَأَحْتَنِكَنَّ ـ اِحْتِنَاكٌ শব্দের অর্থ কোনো বস্তুর মূলোৎপাটন করা, ধ্বংস করা অথবা সম্পূর্ণরূপে বশীভূত করা। وَاسْتَفْزِزْ ـ اِسْتِفْزَازٌ শব্দের আসল অর্থ- বিছিন্ন করা। এখানে সত্য থেকে বিচ্ছিন্ন করা বুঝানো হয়েছে। بِصَوْتِكَ ـ صَوْتٌ শব্দের অর্থ- আওয়াজ। শয়তানের আওয়াজ কি? এ সম্পর্কে হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) বলেন, গান, বাদ্যযন্ত্র ও রং-তামাশার আওয়াজই শয়তানের আওয়াজ। এর মাধ্যমে সে মানুষকে সত্য থেকে বিচ্ছিন্ন করে দেয়। এ থেকে জানা গেল যে, বাদ্যযন্ত্র ও গান-বাজনা হারাম। -(কুরতুবী)

ইবলীস হযরত আদম (আ.)-কে সেজদা না করার সময় দু'টি কথা বলেছিল। এক. আদম মাটি দ্বারা সৃজিত হয়েছে এবং আমি অগ্নির দ্বারা সৃজিত। আপনি মাটিকে অগ্নির উপর শ্রেষ্ঠত্ব দান করলেন কেন? এ প্রশ্নটি আল্লাহর আদেশের বিপরীতে নির্দেশের রহস্য জানার সাথে সম্পর্ক যুক্ত ছিল। কোনো আদিষ্ট ব্যক্তির এরূপ প্রশ্ন করার অধিকার নেই। আল্লাহর পক্ষ থেকে আদিষ্ট ব্যক্তির যে রহস্য অনুসন্ধানের অধিকার নেই একথা বলাই বাহুল্য। কারণ দুনিয়াতে স্বয়ং মানুষ তার চাকরকে এ অধিকার দেয় না যে, সে তার চাকরকে কোনো কাজ করতে বলবে এবং চাকর সেই কাজটি করার পরিবর্তে প্রভুকে প্রশ্ন করবে যে, এর রহস্য কি? তাই ইবলীসের এই প্রশ্নটিকে উত্তরের অযোগ্য সাব্যস্ত করে আয়াতে তার উত্তর দেওয়া হয়নি। এছাড়া বাহ্যিক উত্তর এটাই যে, এক বস্তুকে অন্য বস্তুর উপর শ্রেষ্ঠত্ব দান করার অধিকার একমাত্র সে সত্তার, যিনি সৃষ্টিকর্তা ও পালনকর্তা। তিনি যখন যে বস্তুকে অন্য বস্তুর উপর শ্রেষ্ঠত্ব দান করবেন, তখন তাই শ্রেষ্ঠ হয়ে যাবে।

ইবলীসের দ্বিতীয় কথা ছিল এই যে, যদি আমাকে কিয়ামত পর্যন্ত জীবন দান করা হয়, তবে আমি আদমের গোটা বংশধরকে অবশ্য তাদের কয়েকজন ছাড়া পথভ্রষ্ট করে ছাড়ব। আয়াতে আল্লাহ তা'আলা এর উত্তরে বলেছেন: আমার খাঁটি বান্দা যারা, তাদের উপর তোর কোনো ক্ষমতা চলবে না; যদিও তোর গোটা বাহিনীও সর্বশক্তি এ কাজে নিয়োজিত হয়। অবশিষ্ট অখাঁটি বান্দারা তোর বশীভূত হয়ে গেলে তাদেরও দুর্দশা তাই হবে,

https://e-ilm.weebly.com/

যা তোর জন্য নির্ধারিত, অর্থাৎ, জাহান্নামের আজাবে তোদের সবাই গ্রেফতার হবে। আয়াতের وَاجْلِبْ عَلَيْهِمْ بِخَيْلِكَ وَرَجِلِكَ বাক্যে শয়তানের অশ্বারোহী ও পদাতিক বাহিনীর কথা উল্লেখ করা হয়েছে। এতে করে বাস্তবেও শয়তানের কিছু অশ্বারোহী ও কিছু পদাতিক বাহিনী জরুরি বিবেচিত হয় না; বরং এই বাক পদ্ধতিটি পূর্ণ বাহিনী তথা পূর্ণ শক্তি নিয়োগ করার অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। বাস্তবে যদি এরূপ থেকেও থাকে, তবে তাও অস্বীকার করার কোনো কারণ নেই। হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) বলেন, যারা কুফরের সমর্থনে যুদ্ধ করতে যায়, সেসব অশ্বারোহী ও পদাতিক বাহিনী শয়তানেরই অশ্বারোহী ও পদাতিক বাহিনী। এখন প্রশ্ন রইল, শয়তান কিরূপে জানতে পারল যে, সে আদমের বংশধরগণকে কুমন্ত্রণা দিয়ে পথভ্রান্ত করতে সক্ষম হবে? সম্ভবতঃ সে মানুষের গঠন প্রকৃতি দেখে বুঝে নিয়েছে যে, এর মধ্যে কুপ্রবৃত্তির প্রাবল্য হবে। তাই কুমন্ত্রণার ফাঁদে পড়ে যাওয়া কঠিন হবে না। এছাড়া এটা যে, মিছামিছি দাবিই ছিল, তাও অবান্তর নয়। وَشَارِكْهُمْ فِى الْاَمْوَالِ وَالْاَوْلَادِ মানুষের ধন-সম্পদও সন্তান-সন্ততির মধ্যে শয়তানের শরিকানার অর্থ, হযরত ইবনে আব্বাস (রা.)-এর মতে এই যে, ধন-সম্পদে অবৈধ হারাম পন্থায় উপার্জন করা অথবা হারাম কাজে ব্যয় করাই হচ্ছে ধন-সম্পদ শয়তানের শরিকানা। সন্তান-সন্ততির মধ্যে শয়তানের শরিকানা কয়েকভাবে হতে পারে : সন্তান অবৈধও জারজ হলে, সন্তানের মুশরিক সুলভ নাম রাখা হলে, তাদের লালন-পালনে অবৈধ পন্থায় উপার্জন করলে। –(কুরতুবী)

শব্দবিশ্লেষণ :

مَوْفُوْرًا : সীগাহ اسم مفعول বহছ واحد مذكر মাসদার اَلْوَفَارَةُ، اَلْوَفْرُ বাব ضَرَبَ ও كَرُمَ মূলবর্ণ (و ـ ف ـ ر) জিনস مثال واوى অর্থ– অনেক হওয়া, পূর্ণ হওয়া।

اِسْتَفْزِزْ : সীগাহ امر حاضر معروف বহছ واحد مذكر حاضر বাব اِسْتِفْعَالٌ মাসদার اَلْاِسْتِفْزَازُ মূলবর্ণ (ف ـ ز ـ ز) জিনস مضاعف ثلاثى অর্থ– ঘাবড়ানো।

شَارِكْهُمْ : সীগাহ امر حاضر معروف বহছ واحد مذكر حاضر বাব مُفَاعَلَةٌ মাসদার اَلْمُشَارَكَةُ মূলবর্ণ (ش ـ ر ـ ك) জিনস صحيح অর্থ– পরস্পরে শরিক হওয়া।

عِدْهُمْ : সীগাহ امر حاضر معروف বহছ واحد مذكر حاضر বাব ضَرَبَ মাসদার اَلْوَعْدُ মূলবর্ণ (و ـ ع ـ د) জিনস مثال واوى অর্থ– দান করা, ওয়াদা দেওয়া।

يُزْجِىْ : সীগাহ مضارع معروف বহছ واحد مذكر غائب বাব اِفْعَالٌ মাসদার اَلْاِزْجَاءُ মূলবর্ণ (ز ـ ج ـ و) জিনস ناقص واوى অর্থ– কাজ সহজ হওয়া (সহজ হওয়ার কারণে পূর্ণ হয়ে যাওয়া।)

لِتَبْتَغُوْا : لام كى-এর কারণে মানসূব। সীগাহ جمع مذكر حاضر বহছ مضارع معروف বাব اِفْتِعَالٌ মাসদার اَلْاِبْتِغَاءُ মূলবর্ণ (ب ـ غ ـ ى) জিনস ناقص يائى অর্থ– চাওয়া। তালাশ করা। মূলতঃ تَبْتَغُوْنَ ছিল। لام كى-এর কারণে نون اعرابى পড়ে গেছে।

فَيُغْرِقَكُمْ : فاء আতফের হরফ تعقيب-এর জন্য। يُغْرِقُ সীগাহ واحد مذكر غائب বহছ مضارع معروف বাব اِفْعَالٌ মাসদার اَلْاِغْرَاقُ মূলবর্ণ (غ ـ ر ـ ق) জিনস صحيح অর্থ– ডুবিয়ে দেওয়া। فَيُغْرِقَ-এর মধ্যে فاء-এর পরে اَن উহ্য থেকে مضارع কে নসব দিয়েছে।

https://e-ilm.weebly.com/

৭০. আর আমি বনী আদমকে সম্মানিত করেছি এবং তাদেরকে জলে ও স্থলে আরোহণ করিয়েছি এবং উত্তম বস্তুসমূহ প্রদান করেছি এবং আমি তাদেরকে আমার বহু সৃষ্টির উপর শ্রেষ্ঠত্ব দান করেছি।	وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِيْٓ اٰدَمَ وَحَمَلْنٰهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنٰهُمْ مِّنَ الطَّيِّبٰتِ وَفَضَّلْنٰهُمْ عَلٰى كَثِيْرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيْلًا ﴿٧٠﴾ ع
৭১. যে দিন আমি সমস্ত মানুষকে তাদের আমলনামাসহ আহ্বান করব, অতঃপর যাদের আমলনামা ডান হাতে দেওয়া হবে, তারা নিজ নিজ আমলনামা পাঠ করবে এবং তারা বিন্দুমাত্র অত্যাচারিত হবে না।	يَوْمَ نَدْعُوْا كُلَّ اُنَاسٍۭ بِاِمَامِهِمْ ۚ فَمَنْ اُوْتِيَ كِتٰبَهٗ بِيَمِيْنِهٖ فَاُولٰٓئِكَ يَقْرَءُوْنَ كِتٰبَهُمْ وَلَا يُظْلَمُوْنَ فَتِيْلًا ﴿٧١﴾
৭২. আর যে ব্যক্তি ইহকালে [হেদায়েত হতে] অন্ধ থাকবে সে ব্যক্তি পরকালেও অন্ধ থাকবে এবং অধিক পথভ্রষ্ট হবে।	وَمَنْ كَانَ فِيْ هٰذِهٖٓ اَعْمٰى فَهُوَ فِي الْاٰخِرَةِ اَعْمٰى وَاَضَلُّ سَبِيْلًا ﴿٧٢﴾
৭৩. আর এরা আপনাকে সে বস্তু হতে প্রতারিত করতে আরম্ভ করেছিল, যা আপনার প্রতি ওহীর মাধ্যমে পাঠিয়েছি, যেন আপনি তা ব্যতীত আমার প্রতি ভুল কথা আরোপ করেন, এবং এ অবস্থায় তারা আপনাকে অন্তরঙ্গ বন্ধুরূপে গ্রহণ করে নিত।	وَاِنْ كَادُوْا لَيَفْتِنُوْنَكَ عَنِ الَّذِيْٓ اَوْحَيْنَآ اِلَيْكَ لِتَفْتَرِيَ عَلَيْنَا غَيْرَهٗ ۖ وَاِذًا لَّاتَّخَذُوْكَ خَلِيْلًا ﴿٧٣﴾

শাব্দিক অনুবাদ :

৭০. وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِيْٓ اٰدَمَ আর আমি বনী আদমকে সম্মানিত করেছি وَحَمَلْنٰهُمْ এবং তাদেরকে আরোহণ করিয়েছি فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ জলে ও স্থলে وَرَزَقْنٰهُمْ এবং প্রদান করেছি مِّنَ الطَّيِّبٰتِ উত্তম বস্তুসমূহ وَفَضَّلْنٰهُمْ عَلٰى كَثِيْرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيْلًا আর আমি তাদেরকে আমার বহু সৃষ্টির উপর শ্রেষ্ঠত্ব দান করেছি।

৭১. يَوْمَ نَدْعُوْا যেদিন আমি আহ্বান করব كُلَّ اُنَاسٍ সমস্ত মানুষকে بِاِمَامِهِمْ তাদের আমলনামাসহ فَمَنْ اُوْتِيَ كِتٰبَهٗ অতঃপর যাদের আমলনামা দেওয়া হবে بِيَمِيْنِهٖ ডান হাতে فَاُولٰٓئِكَ يَقْرَءُوْنَ كِتٰبَهُمْ তারা নিজ নিজ আমলনামা পাঠ করবে وَلَا يُظْلَمُوْنَ فَتِيْلًا এবং তারা বিন্দুমাত্র ও অত্যাচারিত হবে না।

৭২. وَمَنْ كَانَ فِيْ هٰذِهٖٓ اَعْمٰى আর যে ব্যক্তি ইহকালে (হেদায়েত থেকে) অন্ধ থাকবে فَهُوَ فِي الْاٰخِرَةِ اَعْمٰى সে ব্যক্তি পরকালেও অন্ধ থাকবে وَاَضَلُّ سَبِيْلًا এবং অধিক পথভ্রষ্ট হবে।

৭৩. وَاِنْ كَادُوْا لَيَفْتِنُوْنَكَ আর এরা আপনাকে সে বস্তু হতে প্রতারিত করতে আরম্ভ করেছিল عَنِ الَّذِيْٓ اَوْحَيْنَآ اِلَيْكَ যা আপনার প্রতি ওহীর মাধ্যমে পাঠিয়েছি لِتَفْتَرِيَ عَلَيْنَا غَيْرَهٗ যেন আপনি তা ব্যতীত আমার প্রতি ভুল কথা আরোপ করেন وَاِذًا لَّاتَّخَذُوْكَ خَلِيْلًا এবং এ অবস্থায়, তারা আপনাকে অন্তরঙ্গ বন্ধুরূপে গণ্য করে নিত।

https://e-ilm.weebly.com/

৭৪. আর যদি আমি আপনাকে দৃঢ় পদ না করতাম, তবে হয়তো আপনি তাদের দিকে কিঞ্চিৎ আকৃষ্ট হয়ে পড়তেন।	وَلَوْلَآ اَنْ ثَبَّتْنٰكَ لَقَدْ كِدْتَّ تَرْكَنُ اِلَيْهِمْ شَيْـًٔا قَلِيْلًا (٧٤)
৭৫. যদি এরূপ হতো, তবে আমি আপনাকে জীবদ্দশায় ও মৃত্যুর পরে দ্বিগুণ শাস্তি আস্বাদন করাতাম, তখন আপনি আমার মোকাবিলায় কোনো সাহায্যকারী পেতেন না।	اِذًا لَّاَذَقْنٰكَ ضِعْفَ الْحَيٰوةِ وَضِعْفَ الْمَمَاتِ ثُمَّ لَا تَجِدُ لَكَ عَلَيْنَا نَصِيْرًا (٧٥)
৭৬. আর এরা এ ভূমি হতে আপনাকে উৎখাত করতে উদ্যত হয়েছিল, যেন আপনাকে তথা হতে বের করে দেয়, আর যদি এরূপ ঘটে যেত, তবে এরাও আপনার পর [এখানে] অতি অল্প সময় টিকে থাকতে পারত।	وَاِنْ كَادُوْا لَيَسْتَفِزُّوْنَكَ مِنَ الْاَرْضِ لِيُخْرِجُوْكَ مِنْهَا وَاِذًا لَّا يَلْبَثُوْنَ خِلٰفَكَ اِلَّا قَلِيْلًا (٧٦)
৭৭. যেরূপ সে মহাপুরুষদের ব্যাপারে [আমার নিয়ম ছিল] যাদেরকে আপনার পূর্বে নবীরূপে পাঠিয়েছিলাম, আর আপনি আমার [এ] নিয়মের ব্যতিক্রম পাবেন না।	سُنَّةَ مَنْ قَدْ اَرْسَلْنَا قَبْلَكَ مِنْ رُّسُلِنَا وَلَا تَجِدُ لِسُنَّتِنَا تَحْوِيْلًا (٧٧)
৭৮. সূর্য ঢলে পড়ার পর হতে রাত্রি অন্ধকারাচ্ছন্ন হওয়া পর্যন্ত নামাজগুলো আদায় করতে থাকুন, আর প্রাতঃকালের নামাজও; নিশ্চয় প্রাতঃকালের নামাজ [ফেরেশতাদের] উপস্থিতির সময়।	اَقِمِ الصَّلٰوةَ لِدُلُوْكِ الشَّمْسِ اِلٰى غَسَقِ الَّيْلِ وَقُرْاٰنَ الْفَجْرِ ۚ اِنَّ قُرْاٰنَ الْفَجْرِ كَانَ مَشْهُوْدًا (٧٨)

৮ ع

শাব্দিক অনুবাদ :

৭৪. وَلَوْلَآ اَنْ ثَبَّتْنٰكَ আর যদি আমি আপনাকে দৃঢ় পদ না করতাম لَقَدْ كِدْتَّ تَرْكَنُ اِلَيْهِمْ তবে হয়তো আপনি তাদের দিকে আকৃষ্ট হয়ে পড়তেন شَيْـًٔا قَلِيْلًا কিঞ্চিৎ।

৭৫. اِذًا لَّاَذَقْنٰكَ যদি এরূপ হতো তবে আমি আপনাকে আস্বাদন করাতাম ضِعْفَ الْحَيٰوةِ وَضِعْفَ الْمَمَاتِ জীবদ্দশায় ও মৃত্যুর পরে দ্বিগুণ শাস্তি ثُمَّ لَا تَجِدُ لَكَ عَلَيْنَا نَصِيْرًا তখন আপনি আমার মোকাবিলায় কোনো সাহয্যকারী পেতেন না।

৭৬. وَاِنْ كَادُوْا لَيَسْتَفِزُّوْنَكَ مِنَ الْاَرْضِ আর এরা এই ভূমি হতে আপনাকে উৎখাত করতে উদ্যত হয়েছিল لِيُخْرِجُوْكَ مِنْهَا যেন আপনাকে তথা হতে বহির্গত করে দেয় وَاِذًا لَّا يَلْبَثُوْنَ خِلٰفَكَ اِلَّا قَلِيْلًا আর যদি এরূপ ঘটে যেত তবে এরাও আপনার পর (এখানে) অতি অল্প সময় টিকে থাকতে পারত।

৭৭. سُنَّةَ مَنْ قَدْ اَرْسَلْنَا যেরূপ সেই মহাপুরুষদের ব্যাপারে (আমার নিয়ম ছিল) যাদেরকে পাঠিয়েছিলাম قَبْلَكَ مِنْ رُّسُلِنَا আপনার পূর্বে নবীরূপে وَلَا تَجِدُ لِسُنَّتِنَا تَحْوِيْلًا আর আপনি আমার (এ) নিয়মের ব্যতিক্রম পাবেন না।

৭৮. اَقِمِ الصَّلٰوةَ নামাজগুলো আদায় করতে থাকুন لِدُلُوْكِ الشَّمْسِ সূর্য ঢলে পড়ার পর হতে اِلٰى غَسَقِ الَّيْلِ রাত্রি অন্ধকারাচ্ছন্ন হওয়া পর্যন্ত وَقُرْاٰنَ الْفَجْرِ আর প্রাতঃকালের নামাজও اِنَّ قُرْاٰنَ الْفَجْرِ নিশ্চয় প্রাতঃকালের নামাজ كَانَ مَشْهُوْدًا (ফেরেশতাদের) উপস্থিতির সময়।

https://e-ilm.weebly.com/

৭৯. আর রাত্রের কিছু অংশের মধ্যেও, অনন্তর তাতে তাহাজ্জুদ পড়ুন, যা আপনার জন্য অতিরিক্ত কাজ, অচিরেই আপনার প্রতিপালক আপনাকে প্রশংসিত স্থানে প্রতিষ্ঠিত করবেন ।	وَمِنَ الَّيْلِ فَتَهَجَّدْ بِهٖ نَافِلَةً لَّكَ ۖ عَسٰٓى اَنْ يَّبْعَثَكَ رَبُّكَ مَقَامًا مَّحْمُوْدًا (٧٩)
৮০. আর আপনি এ প্রার্থনা করুন, হে আমার প্রতিপালক! আমাকে উত্তমরূপে পৌছে দিন, আর আমাকে উত্তমরূপে নিয়ে যান এবং আমাকে আপনার নিকট হতে [কাফেরদের উপর] এমন বিজয় দান করুন যাতে [আপনার] সাহায্য থাকে ।	وَقُلْ رَّبِّ اَدْخِلْنِىْ مُدْخَلَ صِدْقٍ وَّاَخْرِجْنِىْ مُخْرَجَ صِدْقٍ وَّاجْعَلْ لِّىْ مِنْ لَّدُنْكَ سُلْطٰنًا نَّصِيْرًا (٨٠)

শাব্দিক অনুবাদ :

৭৯. وَمِنَ الَّيْلِ আর রাত্রের কিছু অংশের মধ্যেও فَتَهَجَّدْ بِهٖ অনন্তর তাতে তাহাজ্জুদ পড়ুন نَافِلَةً لَّكَ যা আপনার জন্য অতিরিক্ত কাজ عَسٰٓى اَنْ يَّبْعَثَكَ رَبُّكَ অচিরেই আপনার প্রতিপালক আপনাকে স্থান দিবেন مَقَامًا مَّحْمُوْدًا মাকামে মাহমূদে ।

৮০. وَقُلْ আর আপনি এ প্রার্থনা করুন رَّبِّ হে আমার প্রতিপালক اَدْخِلْنِىْ مُدْخَلَ صِدْقٍ আমাকে উত্তমরূপে পৌছে দিন وَّاَخْرِجْنِىْ مُخْرَجَ صِدْقٍ আর আমাকে উত্তমরূপে নিয়ে যান وَّاجْعَلْ لِّىْ এবং আমাকে দান করুন مِنْ لَّدُنْكَ আপনার নিকট হতে سُلْطٰنًا এমন বিজয় (কাফেরদের উপর) نَّصِيْرًا যাতে (আপনার) সাহায্য থাকে ।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

وَاِنْ كَادُوْا لَيَفْتِنُوْنَكَ عَنِ الَّذِىْٓ اَوْحَيْنَآ اِلَيْكَ لِتَفْتَرِىَ عَلَيْنَا غَيْرَهٗ ۖ وَاِذًا لَّا تَّخَذُوْكَ خَلِيْلًا

শানে নুযূল-১ : আত্তার (র.)-এর বর্ণনা মতে হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) বলেন, বনূ ছাকীফের প্রতিনিধি সম্পর্কে আলোচ্য আয়াত অবতীর্ণ হয়েছে। ঘটনা প্রবাহ হচ্ছে যে, তারা নবী করীম ﷺ কে বলল যে, আপনি যতক্ষণ না পর্যন্ত এমন কতগুলো বিষয়ের অনুমতি দিবেন, যে গুলো দ্বারা আরব জাহানের উপর আমরা গর্ববোধ করব, ততক্ষণ পর্যন্ত আপনার ধর্মে আমরা দাখেল হব না। সে বিষয় গুলো হচ্ছে, আমরা রাষ্ট্রীয় কর [উশর] দিব না। জিহাদে অংশ গ্রহণ করব না। নামাজ আদায় করব না। আমরা যে সকল সুদ পাব তা অবশ্যই আদায় যোগ্য। আমাদের নিকট যে সুদ পাওয়া যাবে তা রহিত করতে হবে। আমরা এক বৎসরকাল লাত দেবতার উপাসনা করে যাব। আমাদের মক্কাকে যে রূপভাবে হেরেম করা হয়েছে অনুরূপভাবে (তায়েফে) "ওয়াজ" নগরীটিকেও হেরেমে পরিণত করতে হবে। আরববাসী যদি বলে যে, এমন কেন করলেন, তাহলে আপনি বলবেন যে, আল্লাহ আমাকে হুকুম করেছেন। সে প্রেক্ষিতে আল্লাহ তা'আলা উক্ত আয়াত নাজিল করেন।

-(রূহুল মা'আনী পৃ.১২৭, খ.৮, পারা-১৫)

শানে নুযূল-২ : ইবনে আবী ইসহাক ও ইবনে মারদূয়া প্রসঙ্গে হযরত ওমর ইবনুল খাত্তাব (রা.) কর্তৃক এক রেওয়ায়েত বর্ণনা করেন যে, উমাইয়্যা বিন খালফ ও আবূ জাহেল এবং কুরাইশের অন্যান লোকজনসহ রাসূল ﷺ -এর নিকট এসে বলল যে, আপনি আমাদের দেবতা গুলোকে শুধুমাত্র মুছে দিন, তাহলে আমরা আপনার দীনে দাখেল হব। পক্ষান্তরে নিজ গোত্র থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে যাওয়ারও রাসূল ﷺ -এর নিকট অত্যন্ত কষ্ট দায়ক

https://e-ilm.weebly.com/

https://e-ilm.weebly.com/

অধিকাংশ সৃষ্টজীবের উপর আদম-সন্তানের শ্রেষ্ঠত্ব কেন? ৭০ নং আয়াতে অধিকাংশ সৃষ্টজীবের উপর আদম-সন্তানদের শ্রেষ্ঠত্ব উল্লিখিত হয়েছে। এ ব্যাপারে দু'টি বিষয় প্রণিধানযোগ্য **এক.** এই শ্রেষ্ঠত্ব কি গুণাবলি ও কি কারণের উপর নির্ভরশীল? **দুই.** অধিকাংশ সৃষ্টিজীবের উপর শ্রেষ্ঠত্ব প্রদানের কথা বলে কি বুঝানো হয়েছে?

প্রথম প্রশ্নের উত্তর এই যে, আল্লাহ তা'আলা আদম-সন্তানকে বিভিন্ন দিক দিয়ে এমন সব বৈশিষ্ট্য দান করেছেন, যেগুলো অন্যান্যা সৃষ্টজীবের মধ্যে নেই। উদাহরণত সুশ্রী চেহারা, সুষম দেহ, সুষম প্রকৃতি এবং অঙ্গসৌষ্ঠব। এগুলো মানুষকে দান করা হয়েছে যা অন্য কোনো জীবের মধ্যে নেই। এছাড়া বুদ্ধি ও চেতনায় মানুষকে বিশেষ স্বাতন্ত্র্য দান করা হয়েছে। এর সাহায্যে সে সমগ্র উর্ধ্বজগত ও অধঃজগতকে নিজের কাজে নিয়োজিত করতে পারে। আল্লাহ তা'আলা তাকে বিভিন্ন সৃষ্ট বস্তুর সংমিশ্রণে বিভিন্ন শিল্পদ্রব্য প্রস্তুত করার শক্তি দিয়েছেন, সেগুলো তার বসবাস, চলাফেরা, আহার্য ও পোশাক-পরিচ্ছদে গুরুত্বপূণ ভূমিকা পালন করে।

বাকশক্তি ও পারস্পরিক বোঝাপড়ার যে নৈপুণ্য মানুষ লাভ করেছে, তা অন্য কোনো প্রাণীর মধ্যে নেই। ইঙ্গিতের মাধ্যমে মনের কথা অন্যকে বলে দেওয়া, লেখা ও চিঠির মাধ্যমে গোপন ভেদ অন্যজন পর্যন্ত পৌঁছানো -এগুলো সব মানুষেরই স্বাতন্ত্র্য। কোনো কোনো আলেম বলেন: হাতের অঙ্গুলি দ্বারা আহার করাও মানুষেরই বিশেষ গুণ। মানুষ ব্যতীত সব জন্তু মুখে আহার্য গ্রহণ করে। বিভিন্ন জিনিসের সংমিশ্রণে খাদ্যবস্তুকে সুস্বাদু করাও মানুষেরই কাজ। অন্যান্য সব প্রাণী একক বস্তু আহার করে। কেউ কাঁচা গোশত, কেউ মাছ এবং কেউ ফল আহার করে। মানুষই কেবল সংমিশ্রিত খাদ্য প্রস্তুত করে। বিবেক-বুদ্ধি ও চেতনা মানুষের সর্বপ্রধান শ্রেষ্ঠত্ব। এর মাধ্যমে সে স্বীয় সৃষ্টিকর্তা ও প্রভুর পরিচয় এবং তাঁর পছন্দ ও অপছন্দ জেনে পছন্দের অনুগমন করে এবং অপছন্দ থেকে বিরত থাকে। বিবেক-বুদ্ধিও চেতনার দিক দিয়ে সৃষ্টজীবকে এভাবে ভাগ করা যায় যে, সাধারণ জীব-জন্তুর মধ্যে কামভাব ও কামনা-বাসনা আছে, কিন্তু বুদ্ধি ও চেতনা নেই। ফেরেশতাদের মধ্যে বুদ্ধি ও চেতনা আছে, কিন্তু কামভাব ও বাসনা নেই। একমাত্র মানুষের মধ্যেই বিবেক বুদ্ধিও চেতনা আছে এবং কামভাব ও কামনা-বাসনাও আছে। এ কারণেই সে বুদ্ধি ও চেতনার সাহায্যে কামভাব ও বাসনাকে পরাভূত করে দেয় এবং আল্লাহ তা'আলার অপছন্দনীয় বিষয়াদি থেকে নিজেকে বাঁচিয়ে রাখে। ফলে তার স্থান ফেরেশতার চাইতেও উর্ধ্বে উন্নীত হয়।

দ্বিতীয় প্রশ্ন আদম-সন্তানকে অনেক সৃষ্টজীবের উপর শ্রেষ্ঠ করার অর্থ কি? এ ব্যাপারে কারো দ্বিমত পোষণ করার অবকাশ নেই যে, সমগ্র উর্ধ্ব ও অধঃজগতের সৃষ্টজীব এবং সমস্ত জীব-জন্তুর চাইতেও আদম-সন্তান শ্রেষ্ঠ। এমনিভাবে বুদ্ধি ও চেতনায় মানুষের সমতুল্য জ্বিন জাতির চাইতেও আদম সন্তানের শ্রেষ্ঠত্ব সবার কাছে স্বীকৃত। এখন শুধু ফেরেশতাদের ব্যাপারে প্রশ্ন থেকে যাচ্ছে যে, মানুষ ও ফেরেশতাদের মধ্যে কে শ্রেষ্ঠ? এ ব্যাপারে সুচিন্তিত কথা এই যে, মানুষের মধ্যে যারা সাধারণ ঈমানদার ও সৎকর্মী যেমন, আওলিয়া-দরবেশ, তাঁরা সাধারণতঃ ফেরেশতাদের চাইতে শ্রেষ্ঠ। কিন্তু বিশেষ ফেরেশতা; যেমন -জিবরাঈল মীকাঈল প্রমুখ, তারা সাধারণ সৎকর্মী মুমিনের চাইতেও শ্রেষ্ঠ। বিশেষ শ্রেণির মুমিন যেমন পয়গম্বর শ্রেণি, তাঁরা বিশেষ শ্রেণির ফেরেশতাদের চাইতেও শ্রেষ্ঠ। এখন রইল কাফের ও পাপিষ্ঠ মানুষের কথা। বলাবাহুল্য, এরা ফেরেশতাদের চাইতে উত্তম হওয়া তো দূরের কথা, আসল লক্ষ্য, সাফল্য ও যুক্তির দিক দিয়ে জন্তু-জানোয়ারের চাইতেও অধম। এদের সম্পর্কে কুরআনের ফয়সালা এই: أُولَـٰئِكَ كَالْأَنْعَامِ بَلْ هُمْ أَضَلُّ অর্থাৎ, এরা চতুষ্পদ জন্তুদের ন্যায়, বরং তাদের চাইতেও পথভ্রান্ত। –(মাযহারী)

يَوْمَ نَدْعُوا كُلَّ أُنَاسٍ بِإِمَامِهِمْ এখানে إِمَامٌ শব্দের অর্থ গ্রন্থ; যেমন সূরা ইয়াসীনে রয়েছে, وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ فِي إِمَامٍ مُّبِينٍ এখানে إِمَامٍ مُّبِينٍ অর্থ সুস্পষ্ট গ্রন্থ। গ্রন্থকে ইমাম বলার কারণ এই যে, ভুলভ্রান্তি ও দ্বিমত দেখা দিলে গ্রন্থের আশ্রয় নেওয়া হয়। যেমন কোনো অনুসৃত ইমামের আশ্রয় নেওয়া হয়। –(কুরতুবী)

হযরত আবূ হুরায়রা (রা.) -এর রেওয়ায়েতে তিরমিযীর হাদীস থেকেও জানা যায় যে, আয়াতে ইমাম শব্দের অর্থ গ্রন্থ। হাদীসের ভাষা এরূপ– يَوْمَ نَدْعُوا كُلَّ أُنَاسٍ بِإِمَامِهِمْ قَالَ يُدْعَى أَحَدُهُمْ فَيُعْطَى كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ

https://e-ilm.weebly.com/

-এর মনে তাদের একথা কিছুটা রেখাপাত করে। তাবুক যুদ্ধের সময় তিনি যখন সিরিয়া সফর করেন, তখন সিরিয়াকে অন্যতম বাসস্থান করার ইচ্ছা তাঁর মনে জাগ্রত হয়। কিন্তু আলোচ্য وَاِنْ كَادُوْا لَيَسْتَفِزُّوْنَكَ আয়াতটি নাজিল করে, তাঁকে এ ইচ্ছা বাস্তবায়ন করতে নিষেধ করে দেওয়া হয়। ইবনে কাছীর রেওয়ায়েতটি উদ্ধৃত করে একে অসন্তোষজনক আখ্যা দিয়েছেন।

তিনি অপর একটি ঘটনার প্রতিও আয়াতের ইঙ্গিত বর্ণনা করেছেন। ঘটনাটি মক্কায় সংঘটিত হয়। যা সূরাটির মক্কায় অবতীর্ণ হওয়ার পক্ষে শক্তিশালী ইঙ্গিত। ঘটনাটি এই যে, একবার কোরাইশরা রাসূলুল্লাহ -কে মক্কা থেকে বের করে দেওয়ার ইচ্ছা করে। তখন আলোচ্য আয়াতটি অবতীর্ণ হয়। এতে কাফেরদের হুঁশিয়ারি করা হয়েছে যে, যদি তারা রাসূলুল্লাহ -কে মক্কা থেকে বহিষ্কার করে দেয়, তবে নিজেরাও মক্কায় বেশিদিন সুখে - শান্তিতে টিকতে পারবে না। ইবনে কাছীর আয়াতের ইঙ্গিত হিসেবে এ ঘটনাটিকেই অগ্রাধিকার দান করেছেন এবং বলেছেন কুরআন পাকের এই হুশিয়ারিও মক্কার কাফেররা খোলা চোখে দেখে নিয়েছে। রাসূলুল্লাহ যখন মক্কা থেকে মদিনায় হিজরত করলেন, তখন মক্কা ওয়ালারা একদিনও মক্কায় আরামে থাকতে পারেনি। মাত্র দেড় বছর পর আল্লাহ তাদেরকে বদরের ময়দানে উপস্থিত করে দেন, যেখানে তাদের সত্তর জন সরদার নিহত হয় এবং গোটা শক্তি ছিন্ন-বিচ্ছিন্ন হয়ে যায়। এরপর ওহুদ যুদ্ধের শেষ পরিণতিতে তাদের উপর আরো ভয়-ভীতি চড়াও হয়ে যায় এবং খন্দক যুদ্ধের সর্বশেষ সংঘর্ষ তো তাদের মেরুদণ্ডই ভেঙ্গে দেয়। হিজরি অষ্টম বর্ষে রাসূলুল্লাহ সমগ্র মক্কা মোকাররামা জয় করে নেন।

سُنَّةَ مَنْ قَدْ اَرْسَلْنَا এ আয়াতে বলা হয়েছে, আল্লাহ তা'আলার সাধারণ নিয়ম পূর্ব থেকেই এরূপই চালু রয়েছে যে, যখন কোনো জাতি তাদের পয়গম্বরকে তাঁর মাতৃভূমি থেকে বের করে দেয়, তখন সেই জাতিকেও সেখানে বেশিদিন টিকিয়ে রাখা হয় না। তাদের উপর আল্লাহর আজাব নাজিল হয়।

শত্রুদের দুরভিসন্ধি থেকে আত্মরক্ষার উত্তম প্রতিকার নামাজ : পূর্ববর্তী আয়াতসমূহে শত্রুদের বিরোধিতা, রাসূলুল্লাহ -কে বিভিন্ন প্রকার কষ্টে পতিত করার অপচেষ্টা এবং এর জবাব উল্লেখ করা হয়েছিল। আলোচ্য আয়াতসমূহে রাসূলুল্লাহ -কে নামাজ কায়েম করার নির্দেশ দেওয়া হচ্ছে। এতে ইঙ্গিত করা হয়েছে যে, শত্রুদের দুরভিসন্ধিও উৎপীড়ন থেকে আত্মরক্ষার উত্তম প্রকার হচ্ছে নামাজ কায়েম করা। সূরা হিজরের আয়াতে আরো স্পষ্ট ভাষায় বলা হয়েছে- وَلَقَدْ نَعْلَمُ اَنَّكَ يَضِيْقُ صَدْرُكَ بِمَا يَقُوْلُوْنَ فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَكُنْ مِّنَ السّٰجِدِيْنَ অর্থাৎ, আমি জানি যে, কাফেরদের পীড়াদায়ক কথাবার্তা শুনে আপনার অন্তর সংকুচিত হয়ে যায়। এতএব আপনি আপনার পালনকর্তার প্রশংসা দ্বারা তাঁর পবিত্রতা ও মহিমা ঘোষণা করুন এবং সেজদাকারীদের অন্তর্ভুক্ত হয়ে যান। -(কুরতুবী)

এ আয়াতে আল্লাহর জিকির, প্রশংসা, তাসবীহ ও নামাজে মশগুল হয়ে যাওয়াকে শত্রুদের উৎপীড়নের প্রতিকার সাব্যস্ত করা হয়েছে। আল্লাহর জিকির ও নামাজ বিশেষভাবে এ থেকে আত্মরক্ষার প্রতিকার। এ ব্যাখ্যাও অবান্তর নয় যে, শত্রুদের উৎপীড়ন থেকে আত্মরক্ষা করা আল্লাহ তা'আলার সাহায্যের উপর নির্ভরশীল এবং আল্লাহর সাহায্য লাভ করার উত্তম পন্থা হচ্ছে নামাজ। যেমন কুরআনপাক বলে: وَاسْتَعِيْنُوْا بِالصَّبْرِ وَالصَّلٰوةِ অর্থাৎ, সবর ও নামাজ দ্বারা সাহায্য প্রার্থনা কর।

পাঞ্জেগানা নামাজের নির্দেশ : অধিকাংশ তাফসীরবিদদের মতে এ আয়াতটি পাঁচ ওয়াক্ত নামাজের জন্য একটি পূর্ণাঙ্গ নির্দেশ। কেননা دُلُوْك শব্দের অর্থ আসলে ঝুঁকে পড়া। সূর্যের ঝুঁকে পড়া তখন শুরু হয়, যখন সূর্য পশ্চিমাকাশে ঢলে পড়ে, সূর্যাস্তকেও دُلُوْك বলা যায়। কিন্তু অধিকাংশ সাহাবী ও তাবেয়ীগণ এ স্থলে শব্দের অর্থ ঢলে পড়াই নিয়েছেন। -(কুরতুবী, মাযহারী, ইবনে কাছীর)

غَسَقِ - اِلٰى غَسَقِ الَّيْلِ শব্দের অর্থ রাত্রির অন্ধকার সম্পূর্ণ হয়ে যাওয়া। ইমাম মালেক (র.) হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) থেকে এ তাফসীর বর্ণনা করেছেন।

https://e-ilm.weebly.com/

এভাবে لِدُلُوكِ الشَّمْسِ اِلٰى غَسَقِ الَّيْلِ -এর মধ্যে চারটি নামাজ এসে গেছে: জোহর, আসর, মাগরিব ও এশা। এদের মধ্যে দু'নামাজের প্রথম ওয়াক্তও বলে দেওয়া হয়েছে যে, জোহরের প্রথম ওয়াক্ত সূর্য ঢলার সময় থেকে শুরু হয় এবং এশার সময় غَسَقِ الَّيْلِ অর্থাৎ, অন্ধকার পূর্ণ হয়ে গেলে হয়। এ কারণেই ইমাম আজম আবূ হানীফা (রহ.) সে সময়কে এশার ওয়াক্তের শুরু সাব্যস্ত করেছেন, যখন সূর্যাস্তের লাল আভার পর সাদা আভাও অস্তমিত হয়। এটা সবারই জানা যে, সূর্যাস্তের পর পর পশ্চিমদিগন্তে লাল আভা দেখা দেয়। এরপর এক প্রকার সাদা আভা দিগন্তে ছড়িয়ে থাকে। এরপর এই সাদা আভাও অস্তিমিত হয়ে যায়। বলা-বাহুল্য, দিগন্তের শুভ্র আভা শেষ হয়ে গেলেই রাত্রির অন্ধকার পূর্ণতা লাভ করে। তাই আয়াতের এই শব্দের মধ্যে ইমাম আবূ হানীফার মাযহাবের দিকে ইঙ্গিত রয়েছে। অন্য ইমামগণ লাল আভা অস্তমিত হওয়াকে এশার ওয়াক্তের শুরু সাব্যস্ত করেছেন এবং একেই غَسَقِ الَّيْلِ -এর তাফসীর স্থির করেছেন।

وَقُرْاٰنَ الْفَجْرِ এখানে قُرْاٰنَ শব্দ বলে নামাজ বুঝানো হয়েছে। কেননা, কুরআন নামাজের গুরুত্বপূর্ণ অঙ্গ। ইবনে কাছীর, কুরতুবী, মাযহারী প্রমুখ অধিকাংশ তাফসীরবিদ এ অর্থই লিখেছেন। কাজেই আয়াতের অর্থ এই দাঁড়ায় যে, لِدُلُوكِ الشَّمْسِ اِلٰى غَسَقِ الَّيْلِ বাক্যে চার নামাজের বর্ণনা ছিল এবং এতে পঞ্চম নামাজের বর্ণনা দেওয়া হয়েছে। একে আলাদা করে বর্ণনা করার মধ্যে এই নামাজের বিশেষ গুরুত্ব ও ফজিলতের প্রতি ইঙ্গিত রয়েছে।

كَانَ مَشْهُوْدًا : شَهَادَةٌ ধাতু থেকে এর উৎপত্তি । অর্থ উপস্থিত হওয়া । সহীহ হাদীস সমূহের বর্ণনা অনুযায়ী এ সময় দিবা-রাত্রির উভয় দল ফেরেশতা নামাজে উপস্থিত হয় । তাই একে مَشْهُوْدًا বলা হয়েছে।

আলোচ্য আয়াতে পাঞ্জেগানা নামাজের নির্দেশ সংক্ষেপে বর্ণিত হয়েছে। এর পূর্ণ তাফসীর ও ব্যাখ্যা রাসূলুল্লাহ ﷺ কথা ও কাজ দ্বারা ব্যক্ত করেছেন। এই ব্যাখ্যা গ্রহণ না করা পর্যন্ত কোনো ব্যক্তি নামাজ আদায়ই করতে পারে না। জানি না, যারা কুরআনকে হাদীস ও রাসূলের বর্ণনা ছাড়াই বুঝার দাবি করে, তারা নামাজ কিভাবে পড়ে? এমনিভাবে এ আয়াতে নামাজে কুরআন পাঠের কথাও সংক্ষেপে উল্লিখিত হয়েছে। এর বিবরণ রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর কথা ও কাজ দ্বারা প্রমাণিত হয়েছে। অর্থাৎ, ফজরের নামাজে সামর্থ্যানুযায়ী দীর্ঘ কেরাত করতে হবে। মাগরিবে দীর্ঘ কেরাত এবং ফজরে সংক্ষিপ্ত কেরাতের কথাও কোনো কোনো রেওয়ায়েতে বর্ণিত হয়েছে। কিন্তু তা কার্যতঃ পরিত্যক্ত। সহীহ মুসলিমের যে রেওয়ায়েতে মাগরিবের নামাজে সূরা আ'রাফ, সূরা মুরসালাত ইত্যাদি দীর্ঘ সূরা পাঠ করা এবং ফজরের নামাজে শুধু 'কুল আ'উযু বিরাব্বিল ফালাক'ও 'কুল আ'উযু বিরাব্বিন্নাস' পাঠ করার কথা বর্ণিত আছে, ইমাম কুরতুবী সেই রেওয়ায়েত উদ্ধৃত করে বলেছেন : মাগরিবে দীর্ঘ কেরাত ও ফজরে সংক্ষিপ্ত কেরাতের এসব কদাচিৎ ঘটনা রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর সার্বক্ষণিক আমল ও মৌখিক উক্তি দ্বারা পরিত্যক্ত।

وَمِنَ الَّيْلِ فَتَهَجَّدْ بِهٖ - تَهَجَّدْ শব্দটি নিদ্রা যাওয়া ও জাগ্রত হওয়া এই পরস্পর বিরোধী দুই অর্থে শব্দটি ব্যবহৃত হয়। আয়াতের অর্থ এই যে, রাত্রির কিছু অংশে কুরআন পাঠসহ জাগ্রত থাকুন। কেননা بِهٖ -এর সর্বনাম দ্বারা কুরআন বুঝানো হয়েছে। -(মাযহারী) কুরআন পাঠসহ জাগ্রত থাকার অর্থ নামাজ পড়া। এ কারণেই শরিয়তের পরিভাষায় রাত্রিকালীন নামাজকে "নামাজে তাহাজ্জুদ" বলা হয়েছে। সাধারণত ঃ এর অর্থ, এরূপ নেওয়া হয় যে কিছুক্ষণ নিদ্রা যাওয়ার পর যে নামাজ পড়া হয় তাই তাহাজ্জুদের নামাজ । কিন্তু তাফসীরে মাযহারীতে রয়েছে, আয়াতের অর্থ এতটুকুই যে, রাত্রির কিছু অংশ নামাজ পড়ার জন্য নিদ্রা ত্যাগ কর। কিছুক্ষণ নিদ্রা যাওয়ার পর জাগ্রত হয়ে নামাজ পড়লে যেমন এই অর্থ ঠিক থাকে, তেমনি প্রথমেই নামাজের জন্য নিদ্রাকে পিছিয়ে নিলেও এ অর্থের ব্যতিক্রম হয় না। তাই তাহাজ্জুদের জন্য প্রথমে নিদ্রা যাওয়ার শর্ত কুরআনের অভিপ্রেত অর্থ নয়। এরপর কোনো কোনো হাদীস দ্বারা তাহাজ্জুদের এই সাধারণ অর্থ প্রমাণ করা হয়েছে।

ইবনে কাছীর হযরত হাসান বসরী (র.) থেকে তাহাজ্জুদের যে, সংজ্ঞা উদ্ধৃত করেছেন, তাও এই ব্যাপক অর্থের পক্ষে সাক্ষ্য দেয়। ইবনে কাছীর লেখেন- قَالَ الْحَسَنُ الْبَصْرِيُّ هُوَ مَا كَانَ بَعْدَ الْعِشَاءِ وَيُحْمَلُ عَلٰى مَا

https://e-ilm.weebly.com/

https://e-ilm.weebly.com/

"মাকামে মাহমূদ" : আলোচ্য আয়াতে রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে মাকামে মাহমূদের ওয়াদা দেওয়া হয়েছে। এ মাকাম রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর জন্যই বিশেষভাবে নির্দিষ্ট- অন্য কোনো পয়গম্বরের জন্য নয়। এর তাফসীর প্রসঙ্গ বিভিন্ন উক্তি বর্ণিত আছে। সহীহ হাদীসসমূহে স্বয়ং রাসূলুল্লাহ ﷺ থেকে বর্ণিত আছে যে, এ হচ্ছে শাফায়াতে কুবরার মাকাম। হাশরের ময়দানে যখন সমগ্র মানব জাতি একত্রিত হবে এবং প্রত্যেক পয়গম্বরের সমীপে শাফায়াতের দরখাস্ত করবে, তখন সব পয়গম্বরই ওজর পেশ করবেন। একমাত্র রাসূলুল্লাহ ﷺ -ই এই মহান সম্মান লাভ করবেন এবং সমগ্র মানবজাতির জন্য শাফায়াত করবেন। এ সম্পর্কে ইবনে কাছীর ও তাফসীরে মাযহারীতে লিখিত রেওয়ায়েত সমূহের বিবরণ অপেক্ষাকৃত দীর্ঘ।

শাফা'আতের মর্তবা অর্জনে তাহাজ্জুদ নামাজের বিশেষ প্রভাব : হযরত মুজাদ্দিদে আলফে-ছানী (র.) বলেন এ আয়াতে রাসূলুল্লাহ ﷺ -কে প্রথমে তাহাজ্জুদের নামাজ পড়ার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে, অতঃপর মাকামে মাহমূদ অর্থাৎ, শাফা'আতে কুবরার ওয়াদা করা হয়েছে। এ থেকে বুঝা যায় যে, শাফা'আতের মর্তবা অর্জনে তাহাজ্জুদের নামজের বিশেষ প্রভাব বিদ্যমান।

وَقُلْ رَّبِّ اَدْخِلْنِىْ পূর্ববর্তী আয়াতসমূহের মধ্যে প্রথমে মক্কার কাফেরদের উৎপীড়ন এবং রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে দেওয়ার অপকৌশলের কথা উল্লেখ করা হয়েছিল। এর সাথে একথাও বলা হয়েছিল যে, তাদের সে অপকৌশল সফল হবে না। তাদের মোকবিলায় রাসূলুল্লাহ ﷺ কে আসল তদবীরের পর্যায়ে শুধু পাঞ্জেগানা নামাজ কায়েম করা ও তাহাজ্জুদ পড়ার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। এরপর পরকালে তাঁকে সব পয়গম্বরের তুলনায় উচ্চ মাকাম অর্থাৎ,"মাকামে মাহমূদ" দান করার ওয়াদা করা হয়েছে, এ ওয়াদা পরকালে পূর্ণ হবে। আলোচ্য وَقُلْ رَّبِّ আয়াতে আল্লাহ তা'আলা ইহকালেই রাসূলুল্লাহ ﷺ -কে কাফেরদের দুরভিসন্ধি ও উৎপীড়ন থেকে মুক্তি দেওয়ার কৌশল মদিনায় হিজরতের আকারে ব্যক্ত করেছেন, অতঃপর وَقُلْ جَآءَ الْحَقُّ আয়াতে মক্কা বিজয়ের সুসংবাদ দান করেছেন।

তিরমিযীর রেওয়ায়েতে হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা.) বর্ণনা করেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ মক্কায় ছিলেন। অতঃপর তাঁকে মদিনায় হিজরত করার নির্দেশ দেওয়া হয়। এর পরিপ্রেক্ষিতে এ আয়াত নাজিল হয়।

وَقُلْ رَّبِّ اَدْخِلْنِىْ مُدْخَلَ صِدْقٍ وَّاَخْرِجْنِىْ مُخْرَجَ صِدْقٍ-এখানে مُدْخَلَ ও مُخْرَجَ-এর অর্থ প্রকাশ করার স্থান ও বহির্গমনের স্থান। উভয়ের সাথে صِدْقٍ বিশেষণ যুক্ত হওয়ার অর্থ এই যে, এই প্রবেশ ও বহির্গমন সব আল্লাহর ইচ্ছানুযায়ী উত্তম পন্থায় হোক। কেননা আরবি ভাষায় صِدْق এমন কাজের জন্য ব্যবহৃত হয়, যা ব্যহ্যতঃ ও অন্তরগত উভয় দিক দিয়ে সঠিক ও উত্তম হবে। কুরআন পাকে قَدَمَ صِدْقٍ ـ لِسَانَ صِدْقٍ ও مَقْعَدِ صِدْقٍ শব্দগুলো এ অর্থেই ব্যবহৃত হয়েছে। 'প্রবেশ কবরার স্থান' বলে মদিনা এবং বহির্গমনের স্থান বলে মক্কা বুঝানো হয়েছে। উদ্দেশ্য এই যে, হে আল্লাহ; মদিনায় আমার প্রবেশ উত্তমভাবে সম্পন্ন হোক। সেখানে কোনো অপ্রীতিকর ঘটনা যেন না ঘটে এবং মক্কা থেকে আমার বের হওয়াও উত্তমভাবে সম্পন্ন হোক। মাতৃভূমি এবং বাড়ি-ঘরের মহব্বতে অন্তর যেন জড়িয়ে না পড়ে। এ আয়াতের তাফসীর প্রসঙ্গে আরো বিভিন্ন উক্তি বর্ণিত রয়েছে। কিন্তু এই তাফসীরটি হযরত হাসান বসরী ও কাতাদাহ থেকে বর্ণিত হয়েছে। ইবনে কাছীর একে সর্বাধিক বিশুদ্ধ তাফসীর আখ্যা দিয়েছেন। ইবনে জারীরও এ তাফসীরই গ্রহণ করেছেন। তবে এখানে প্রথমে বহির্গমনের স্থান ও পরে প্রবেশ করার স্থান উল্লেখ করা সঙ্গত ছিল। এই ক্রম উল্টিয়ে দেওয়ার মধ্যে সম্ভবতঃ ইঙ্গিত রয়েছে যে, মক্কা থেকে বের হওয়া স্বয়ং কোনো লক্ষ্য ছিল না ; বরং বায়তুল্লাহকে ত্যাগ করে যাওয়া অত্যন্ত বেদনাদায়ক বিষয় ছিল। অবশ্য ইসলাম ও মুসলমানদের জন্য শান্তির আবাসস্থল খোঁজ করা ছিল এখানে লক্ষ্য। মদিনা প্রবেশের মাধ্যমে এ লক্ষ্য অর্জিত হওয়ার আশা ছিল তাই লক্ষ্য বস্তুকেই অগ্রে উল্লেখ করা হয়েছে।

https://e-ilm.weebly.com/

https://e-ilm.weebly.com/

৮১. আর বলে দিন, সত্য এসেছে এবং অসত্য [কুফর] বিলুপ্ত হয়ে গেল, বস্তুতঃ অসত্য তো এরূপেই বিলুপ্ত হয়ে থাকে।	وَقُلْ جَآءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ ؕ اِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوْقًا (٨١)
৮২. আর আমি এমন বস্তু অর্থাৎ কুরআন নাজিল করছি যে, তা ঈমানদারদের জন্য শেফা ও রহমত এবং তা দ্বারা জালেমদের কেবল অনিষ্টই বর্ধিত হয়।	وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْاٰنِ مَا هُوَ شِفَآءٌ وَّرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِيْنَ ۙ وَلَا يَزِيْدُ الظّٰلِمِيْنَ اِلَّا خَسَارًا (٨٢)
৮৩. আর আমি যখন মানবকে নিয়ামত দান করি, তখন মুখ ফিরিয়ে নেয় এবং পাশ ফিরায়, আর যখন তার উপর কোনো বিপদ আসে, তখন সে নিরাশ হয়ে যায়।	وَاِذَآ اَنْعَمْنَا عَلَى الْاِنْسَانِ اَعْرَضَ وَنَاٰ بِجَانِبِهٖ ۚ وَاِذَا مَسَّهُ الشَّرُّ كَانَ يَـُٔوْسًا (٨٣)
৮৪. আপনি বলে দিন, প্রত্যেকেই নিজ নিজ পন্থা অনুসারে কাজ করছে, অনন্তর তোমাদের প্রভু খুব অবগত আছেন কে অধিক সঠিক পথে রয়েছে।	قُلْ كُلٌّ يَّعْمَلُ عَلٰى شَاكِلَتِهٖ ؕ فَرَبُّكُمْ اَعْلَمُ بِمَنْ هُوَ اَهْدٰى سَبِيْلًا (٨٤) ع
৮৫. আর এরা আপনাকে রূহ সম্বন্ধে জিজ্ঞেস করছে, আপনি বলে দিন, রূহ আমার প্রতিপালকের আদেশে সৃষ্ট এবং তোমাদেরকে অতি সামান্য জ্ঞান দেওয়া হয়েছে।	وَيَسْـَٔلُوْنَكَ عَنِ الرُّوْحِ ؕ قُلِ الرُّوْحُ مِنْ اَمْرِ رَبِّيْ وَمَآ اُوْتِيْتُمْ مِّنَ الْعِلْمِ اِلَّا قَلِيْلًا (٨٥)

শাব্দিক অনুবাদ :

৮১. وَقُلْ আর বলে দিন جَآءَ الْحَقُّ সত্য এসেছে وَزَهَقَ الْبَاطِلُ এবং অসত্য (কুফর) বিলুপ্ত হয়ে গেল اِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوْقًا বস্তুতঃ অসত্য তো এরূপেই বিলুপ্ত হয়ে থাকে।

৮২. وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْاٰنِ আর আমি এমন বস্তু অর্থাৎ, কুরআন নাজিল করছি যে مَا هُوَ شِفَآءٌ وَّرَحْمَةٌ তা শেফা ও রহমত لِّلْمُؤْمِنِيْنَ ঈমানদারদের জন্য। وَلَا يَزِيْدُ الظّٰلِمِيْنَ اِلَّا خَسَارًا এবং তা জালেমদের কেবল অনিষ্টই বর্ধিত হয়।

৮৩. وَاِذَآ اَنْعَمْنَا عَلَى الْاِنْسَانِ আর আমি যখন মানুষকে নিয়ামত দান করি اَعْرَضَ وَنَاٰ بِجَانِبِهٖ তখন মুখ ফিরিয়ে নেয় এবং পাশ ফিরায় وَاِذَا مَسَّهُ الشَّرُّ আর যখন তার উপর কোনো বিপদ আসে كَانَ يَـُٔوْسًا তখন সে নিরাশ হয়ে যায়।

৮৪ قُلْ আপনি বলে দিন كُلٌّ يَّعْمَلُ عَلٰى شَاكِلَتِهٖ প্রত্যেকেই নিজ নিজ পন্থা অনুসারে কাজ করছে فَرَبُّكُمْ اَعْلَمُ অনন্তর তোমাদের প্রভু খুব অবগত আছেন بِمَنْ هُوَ اَهْدٰى سَبِيْلًا কে অধিক সঠিক পথে রয়েছে।

৮৫. وَيَسْـَٔلُوْنَكَ আর এরা আপনাকে জিজ্ঞসা করছে عَنِ الرُّوْحِ রূহ সম্বন্ধে قُلِ আপনি বলে দিন الرُّوْحُ مِنْ اَمْرِ رَبِّيْ রূহ আমার প্রতিপালকের আদেশে সৃষ্ট وَمَآ اُوْتِيْتُمْ مِّنَ الْعِلْمِ اِلَّا قَلِيْلًا এবং তোমাদেরকে অতি সামান্য জ্ঞান দেওয়া হয়েছে।

https://e-ilm.weebly.com/

৮৬. আর যদি আমি ইচ্ছা করি, তবে যে পরিমাণ ওহী আপনার প্রতি পাঠিয়েছি সমস্তই ছিনিয়ে নিতে পারি, অতঃপর আপনি তার জন্য আমার মোকাবিলায় কোনো সহায় পাবেন না।

وَلَئِنْ شِئْنَا لَنَذْهَبَنَّ بِالَّذِيْٓ اَوْحَيْنَآ اِلَيْكَ ثُمَّ لَا تَجِدُ لَكَ بِهٖ عَلَيْنَا وَكِيْلًا ﴿٨٦﴾

৮৭. কিন্তু [তা] শুধু আপনার প্রতিপালকের অনুকম্পা; নিশ্চয় আপনার পতি তাঁর বড় অনুগ্রহ রয়েছে।

اِلَّا رَحْمَةً مِّنْ رَّبِّكَ ؕ اِنَّ فَضْلَهٗ كَانَ عَلَيْكَ كَبِيْرًا ﴿٨٧﴾

৮৮. আপনি বলে দিন, যদি মানুষ ও জিন, সকলে এ উদ্দেশ্যে ঐক্যবদ্ধ হয় যে, এরূপ কুরআন রচনা করে আনবে, তথাপিও তার অনুরূপ আনয়ন করতে পারবে না, যদিও তারা একে অন্যের সাহায্যকারী হয়।

قُلْ لَّئِنِ اجْتَمَعَتِ الْاِنْسُ وَالْجِنُّ عَلٰٓى اَنْ يَّاْتُوْا بِمِثْلِ هٰذَا الْقُرْاٰنِ لَا يَاْتُوْنَ بِمِثْلِهٖ وَلَوْ كَانَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ ظَهِيْرًا ﴿٨٨﴾

৮৯. আর আমি মানুষের জন্য এ কুরআনে প্রত্যেক প্রকারের উত্তম বিষয়বস্তু বিভিন্ন পদ্ধতিতে বর্ণনা করেছি, তথাপিও অধিকাংশ মানুষ অস্বীকার করা ব্যতীত রইল না।

وَلَقَدْ صَرَّفْنَا لِلنَّاسِ فِيْ هٰذَا الْقُرْاٰنِ مِنْ كُلِّ مَثَلٍ ؗ فَاَبٰٓى اَكْثَرُ النَّاسِ اِلَّا كُفُوْرًا ﴿٨٩﴾

৯০. আর এরা বলে, আমরা আপনার উপর কিছুতেই ঈমান আনব না, যে পর্যন্ত আপনি আমাদের জন্য জমিন হতে কোনো ঝরনা প্রবাহিত করে না দেন;

وَقَالُوْا لَنْ نُّؤْمِنَ لَكَ حَتّٰى تَفْجُرَ لَنَا مِنَ الْاَرْضِ يَنْۢبُوْعًا ﴿٩٠﴾

শাব্দিক অনুবাদ :

৮৬. وَلَئِنْ شِئْنَا আর আমি যদি ইচ্ছা করি لَنَذْهَبَنَّ بِالَّذِيْٓ اَوْحَيْنَآ اِلَيْكَ তবে যে পরিমাণ ওহী আপনার নিকট পাঠিয়েছি সমস্তই ছিনিয়ে নিতে পারি ثُمَّ لَا تَجِدُ لَكَ بِهٖ عَلَيْنَا وَكِيْلًا অতঃপর আপনি তার জন্য আমার মোকাবিলায় কোনো সহায় পাবেন না।

৮৭. اِلَّا رَحْمَةً مِّنْ رَّبِّكَ কিন্তু (এটা) শুধু আপনার প্রতিপালকের অনুকম্পা। اِنَّ فَضْلَهٗ كَانَ عَلَيْكَ كَبِيْرًا নিশ্চয় আপনার প্রতি তার বড় অনুগ্রহ রয়েছে।

৮৮. قُلْ আপনি বলে দিন لَئِنِ اجْتَمَعَتِ الْاِنْسُ وَالْجِنُّ যদি মানুষ ও জিন সকলে এই উদ্দেশ্যে ঐক্যবদ্ধ হয় যে عَلٰٓى اَنْ يَّاْتُوْا بِمِثْلِ هٰذَا الْقُرْاٰنِ এরূপ কুরআন রচনা করে আনবে لَا يَاْتُوْنَ بِمِثْلِهٖ তথাপিও তারা অনুরূপ আনয়ন করতে পারবে না। وَلَوْ كَانَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ ظَهِيْرًا যদিও তারা একে অন্যের সাহায্যকারী হয়।

৮৯. وَلَقَدْ صَرَّفْنَا আর আমি বিভিন্ন পদ্ধতিতে বর্ণনা করেছি لِلنَّاسِ মানুষের জন্য فِيْ هٰذَا الْقُرْاٰنِ এ কুরআনে مِنْ كُلِّ مَثَلٍ প্রত্যেক প্রকারের উত্তম বিষয়বস্তু فَاَبٰٓى اَكْثَرُ النَّاسِ اِلَّا كُفُوْرًا তথাপিও অধিকাংশ মানুষ অস্বীকার করা ব্যতীত রইল না।

৯০. وَقَالُوْا আর এরা বলে لَنْ نُّؤْمِنَ لَكَ আমরা আপনার উপর কিছুতেই ঈমান আনব না حَتّٰى تَفْجُرَ لَنَا যে পর্যন্ত না আপনি আমাদের জন্য প্রবাহিত করে না দেন مِنَ الْاَرْضِ জমিন হতে يَنْۢبُوْعًا কোনো ঝরনা।

https://e-ilm.weebly.com/

৯১. অথবা আপনার নিজের জন্য খেজুর ও আঙ্গুরের কোনো বাগান না হয়, অতঃপর সে বাগানের মাঝে স্থানে স্থানে আপনি বহুসংখ্যক নহর প্রবাহিত করে দেন।	أَوْ تَكُونَ لَكَ جَنَّةٌ مِّن نَّخِيلٍ وَعِنَبٍ فَتُفَجِّرَ الْأَنْهَارَ خِلَالَهَا تَفْجِيرًا (٩١)
৯২. অথবা আসমানের খণ্ডসমূহ আমাদের উপর পতিত না করেন যেরূপ আপনি বলে থাকেন, অথবা আপনি আল্লাহকে এবং ফেরেশতাদেরকে আনয়ন করে আমাদের সম্মুখে দাঁড় করিয়ে না দেন।	أَوْ تُسْقِطَ السَّمَاءَ كَمَا زَعَمْتَ عَلَيْنَا كِسَفًا أَوْ تَأْتِيَ بِاللَّهِ وَالْمَلَائِكَةِ قَبِيلًا (٩٢)

শাব্দিক অনুবাদ :

৯১. أَوْ تَكُونَ لَكَ অথবা আপনার নিজের জন্য না হয় جَنَّةٌ কোনো বাগান مِّن نَّخِيلٍ وَعِنَبٍ খেজুর ও আঙ্গুরের فَتُفَجِّرَ الْأَنْهَارَ خِلَالَهَا تَفْجِيرًا অতঃপর সেই বাগানের মাঝে স্থানে স্থানে আপনি বহু সংখ্যক নহর প্রবাহিত করে দেন।

৯২. أَوْ تُسْقِطَ অথবা পতিত না করেন السَّمَاءَ আসমানের كَمَا زَعَمْتَ যেরূপ আপনি বলে থাকেন عَلَيْنَا আমাদের উপর كِسَفًا খণ্ডসমূহ أَوْ تَأْتِيَ بِاللَّهِ وَالْمَلَائِكَةِ قَبِيلًا অথবা আপনি আল্লাহকে এবং ফেরেশতাগণ কে আনয়ন করে আমাদের সম্মুখে দাঁড় করিয়ে না দেন।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

وَيَسْئَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي وَمَا أُوتِيتُم مِّنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا.

শানে নুযূল-১ : হযরত আব্দুল্লাহ বিন মাসউদ (রা.) কর্তৃক বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি একদা রাসূল ﷺ -এর সাথে চলতে ছিলাম। তখন আমরা কতিপয় ইহুদি লোকজনের পার্শ্ব হয়ে যাচ্ছিলাম। সে মুহূর্তে ইহুদিরা রাসূল ﷺ কে লক্ষ্য করে বলল, হে আবুল কাসেম! রূহ (আত্মা) কি বস্তু? তখন রাসূল ﷺ কে নীরব দেখাচ্ছিল, সে সময় তাঁর নিকট ওহী অবতরণ হচ্ছিল। তিনি ঝুকে পড়ছিলেন প্রায়, তখন আলোচ্য আয়াত নাজিল হয়েছে। এ আয়াত শুনে ইহুদিরা বলেছিল যে আমরাও এমনই পেয়েছি। -(তাবারী ১৪০/৮, রূহুল মা'আনী পৃ.১২৫, খ.৮, পারা-১৫)

শানে নুযূল-২ : আহমদ, তিরমিযী, নাসায়ী ইবনে জারীর ও ইবনে মারদুয়া প্রমুখ হযরত ইবনে আব্বাস (রা.)-এর উদ্ধৃতি দিয়ে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেন, কুরাইশ নেতৃবর্গ ইহুদিদেরকে বলেছিল যে, ঐ ব্যক্তি অর্থাৎ মুহাম্মদ ﷺ কে জিজ্ঞেস করতে পারি, এমন কোনো বিষয় সম্পর্কে আমাদেরকে বলে দাও। তারা বলল, তাঁকে রূহ (আত্মা) সম্পর্কে জিজ্ঞেস কর। সে পরিপ্রেক্ষিতে আলোচ্য আয়াত নাজিল হয়েছে।

-(ফতহুল কাদীর ২৫৬/৩ রূহুল মা'আনী পৃ.১৫২, খ.৮, পারা-১৫)

قُلْ لَّئِنِ اجْتَمَعَتِ الْإِنسُ وَالْجِنُّ عَلَىٰ أَن يَأْتُوا بِمِثْلِ هَٰذَا الْقُرْآنِ لَا يَأْتُونَ بِمِثْلِهِ وَلَوْ كَانَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ ظَهِيرًا.

শানে নুযূল : ইবনে জারীর ও ইবনে মুনযির প্রমুখ হযরত ইবনে আব্বাস (রা.)-এর উদ্ধৃতি দিয়ে বর্ণনা করেন যে, রাসূল ﷺ এর নিকট মুহাম্মদ বিন শায়খান, নাঈমান বিন আসী, বাহরী বিন আমর ও সালাম বিন মুশকাম প্রমুখ এসে বলল যে, হে মুহাম্মদ! কুরআন প্রকৃত পক্ষে আল্লাহর পক্ষ থেকেই কী আগত? সে সম্পর্কে তথ্য বলুন। কারণ তাওরাতে যে ধরনের সামঞ্জস্যতা রয়েছে, তাতে আমরা অনুরূপ সামঞ্জস্যতা দেখতে পাচ্ছিনা তো? রাসূল ﷺ

https://e-ilm.weebly.com/

তখন তাদেরকে বললেন যে, আল্লাহর শপথ তোমরা তো জান যে, তা নিঃসন্দেহে আল্লাহর পক্ষ থেকে অবতীর্ণ। তখন ওরা বলল, আপনি যা বর্ণনা করেছেন অনুরূপ আমরাও রচনা করতে সক্ষম। সে পরিপ্রেক্ষিতে আল্লাহ তা'আলা উক্ত আয়াত নাজিল করেন।

–(ফতহুল কাদীর ২৫৯/৩, রূহুল মা'আনী পৃ.১৬৭, খ.৮, পারা-১৫, তাবারী ১৪৫/৮, ইবনে কাছীর ৬৩/৩)

অপর এক বর্ণনায় রয়েছে কুরাইশদের একটি জামাত রাসূল ﷺ এর দরবারে উপস্থিত হয়ে বলল যে, এ কুরআন ব্যতিরেকে অন্য কোনো অত্যাশ্চর্য প্রমাণাদি আমাদের সামনে উপস্থিত করুন। কারণ আপনি যা কিছু রচনা করেছেন, তা আমরাও রচনা করতে সক্ষম। সে পরিপ্রেক্ষিতে আলোচ্য আয়াত নাজিল করা হয়েছে।

–(রূহুল মা'আনী পৃ.১৬৭, খ.৮, পারা-১৫)

وَقُلْ جَآءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ এ আয়াতটি হিজরতের পর মক্কা বিজয় সম্পর্কে অবতীর্ণ হয়। হযরত ইবনে মাসঊদ (রা.) বলেন : মক্কা বিজয়ের দিন রাসূলুল্লাহ ﷺ যখন মক্কায় প্রবেশ করেন, তখন বায়তুল্লাহর চতুষ্পার্শ্বে তিনশত ষাটটি মূর্তি স্থাপিত ছিল। এই বিশেষ সংখ্যার কারণ বর্ণনা প্রসঙ্গে কোনো কোনো আলেম বলেন: বছরের প্রত্যেক দিনের জন্য মুশরিকদের আলাদা আলাদা মূর্তি ছিল এবং তারা প্রত্যহ নির্ধারিত মূর্তিরই উপাসনা করত। –(কুরতুবী) রাসূলুল্লাহ ﷺ যখন সেখানে পৌছেন,তখন তাঁর মুখে এ আয়াতটি উচ্চারিত হচ্ছিল, جَآءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ এবং তিনি স্বীয় ছড়ি দ্বারা প্রত্যেক মূর্তির বক্ষে আঘাত করে যাচ্ছিলেন। –(বুখারী, মুসলিম)

কোনো কোনো রেওয়ায়েতে রয়েছে, ঐ ছড়ির নীচ দিকে রাঙ্গতা অথবা লোহার রজত ছিল। রাসূলুল্লাহ ﷺ যখন কোনো মূর্তির বুকে আঘাত করতেন, তখন তা উল্টে পড়ে যেত, এভাবে সব মূর্তিই ভূমিস্যাৎ হয়ে যায়। অতঃপর তিনি সেগুলো ভেঙ্গে চুরমার করার আদেশ দেন। –(কুরতুবী)

শিরক ও কুফরের চিহ্ন মিটিয়ে দেওয়া ওয়াজিব : ইমাম কুরতুবী (র.) বলেন, এ আয়াতে প্রমাণ রয়েছে যে, মুশরিকদের মূর্তি ও অন্যান্য মুশরিক সুলভ চিহ্ন মিটিয়ে দেওয়া ওয়াজিব। যেসব হাতিয়ার বা যন্ত্রপাতি গুনাহর কাজে ব্যবহৃত হয়, সেগুলো মিটিয়ে দেওয়া ও এ নির্দেশের অন্তর্ভুক্ত। ইবনে মুনযির বলেন, কাষ্ঠ, পিতল ইত্যাদি দ্বারা নির্মিত চিত্র ও ভাস্কর্যশিল্পও মূর্তির অন্তর্ভুক্ত। রাসূলুল্লাহ ﷺ রঙ-বেরঙের চিত্র অঙ্কিত পর্দা ছিঁড়ে ফেলেছিলেন। এ থেকে সাধারণ চিত্রের বিধান জানা যায়। হযরত ঈসা (আ.) যখন শেষ জমানায় আগমন করবেন, তখন সহীহ হাদীস অনুযায়ী খ্রিস্টানদের ক্রুশ ভেঙ্গে দিবেন এবং শূকর হত্যা করবেন। শিরক, কুফর ও বাতিলের আসবাবপত্র ভেঙ্গে দেওয়া যে ওয়াজিব , এসব বিষয় তারই প্রমাণ।

وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْاٰنِ مَا هُوَ شِفَآءٌ কুরআন পাক যে, অন্তরের ঔষধ এবং শিরক, কুফর, কুচরিত্র ও আত্মিক রোগসমূহ থেকে মনের মুক্তিদাতা এটা সর্বজনস্বীকৃত সত্য। কোনো কোনো আলেমের মতে কুরআন যেমন আত্মিক রোগসমূহের ঔষধ, তেমনি বাহ্যিক রোগসমূহেরও অমোঘ ব্যবস্থাপত্র। কুরআনের আয়াত পাঠ করে রোগীর গায়ে ফুঁ দেওয়া এবং তাবিজ লিখে গলায় ঝুলানো বাহ্যিক রোগ নিরাময়ের কারণ হয়ে থাকে। হাদীসের অনেক রেওয়ায়েত এর পক্ষে সাক্ষ্য দেয়। হযরত আবূ সাঈদ খুদরীর এই হাদীস সব গ্রন্থেই বিদ্যমান দেখা যায় যে, সাহাবীদের একটি দল একবার সফররত ছিলেন। তখন কোনো এক গ্রামের জনৈক এক সরদার কে বিচ্ছু দংশন করলে লোকেরা সাহাবীদের কাছে জিজ্ঞেস করল : আপনারা এ রোগীর চিকিৎসা করতে পারেন কি? সাহাবীরা সাতবার সূরা ফাতিহা পাঠ করে রোগীর গায়ে ফুঁ দিলে রোগী সুস্থ হয়ে যায়। এরপর রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর কাছে ঘটনা বর্ণনা করা হলে তিনি এ কার্যক্রমকে জায়েজ বলে মত প্রকাশ করেন।

https://e-ilm.weebly.com/

এমনিভাবে আরো অনেক হাদীস থেকে স্বয়ং রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর 'কুল আউযু' শীর্ষক সূরাসমূহ পাঠ করে ফুঁ দেওয়ার প্রমাণ পাওয়া যায়। সাহাবী ও তাবেয়ীগণও কুরআনের আয়াত দ্বারা রোগীর চিকিৎসা করেছেন বলে প্রমাণিত আছে। এ আয়াতের অধীনে কুরতুবী এর বিস্তারিত বর্ণনা দিয়েছেন।

وَلَا يَزِيدُ الظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَارًا এ থেকে জানা যায় যে, বিশ্বাস ও ভক্তি সহকারে কুরআন পাঠ করলে যেমন কুরআন দ্বারা রোগের চিকিৎসা হয়ে থাকে, তেমনি অবিশ্বাস এবং কুরআনের প্রতি ধৃষ্টতা প্রদর্শন ক্ষতি এবং বিপদাপদের কারণও হয়ে থাকে।

قُلْ كُلٌّ يَعْمَلُ عَلَىٰ شَاكِلَتِهِ এখানে شَاكِلَةٌ শব্দের তাফসীর প্রসঙ্গে স্বভাব, অভ্যাস, প্রকৃতি, নিয়ত ও রীতি ইত্যাদি বিভিন্ন উক্তি বর্ণিত রয়েছে। সবগুলোর সারমর্ম পরিবেশ, অভ্যাস এবং প্রথা ও প্রচলনের দিক দিয়ে প্রত্যেক মানুষের একটি অভ্যাস ও মানসিকতা গড়ে উঠে। এই অভ্যাস ও মানসিকতা অনুযায়ী তার কাজ কর্ম হয়ে থাকে। -(কুরতুবী) এতে মানুষকে হুশিয়ার করা হয়েছে যে, মন্দ পরিবেশ, মন্দ সংসর্গ ও মন্দ অভ্যাস থেকে বিরত থাকা দরকার এবং সৎলোকদের সংসর্গ ও সৎ অভ্যাস গড়ে তোলা উচিত। -(জাসসাস) কেননা পরিবেশ সংসর্গ এবং প্রথা ও প্রচলিত রীতি দ্বারা মানুষের যে স্বভাব গড়ে উঠে, তার প্রত্যেক কাজ তদনুযায়ীই হয়ে থাকে। ইমাম জাসসাস এ স্থলে شَاكِلَةٌ -এর এক অর্থ, সমভাবাপন্নও উল্লেখ করেছেন। এদিক দিয়ে আয়াতের উদ্দেশ্য এই যে, প্রত্যেক ব্যক্তি তার সমভাবাপন্ন ব্যক্তির সাথে অন্তরঙ্গ হয়। সাধু সাধুর সাথে এবং দুষ্ট দুষ্টের সাথে অন্তরঙ্গ হয় এবং তারই কর্মপন্থা অনুরসণ করে, আল্লাহ তা'আলার নিম্নোক্ত উক্তি এর নজির:

الْخَبِيثَاتُ لِلْخَبِيثِينَ وَالْخَبِيثُونَ لِلْخَبِيثَاتِ وَالطَّيِّبَاتُ لِلطَّيِّبِينَ অর্থাৎ, ভ্রষ্টা নারী ভ্রষ্টপুরুষদের জন্য এবং পবিত্রা নারী পবিত্র পুরুষদের জন্য। উদ্দেশ্য এই যে, প্রত্যেকেই নিজ নিজ প্রকৃতির অনুরূপ পুরুষ ও নারীর সাথে অন্তরঙ্গ হয়। এর সারমর্মও এই যে, খারাপ সংসর্গ ও খারাপ অভ্যাস থেকে বিরত থাকার প্রতি যত্নবান হওয়া উচিত।

আলোচ্য ৮৫ নং আয়াতে রূহ সম্পর্কে কাফেরদের পক্ষ থেকে একটি প্রশ্ন এবং আল্লাহ তা'আলার পক্ষ থেকে এর জবাব উল্লিখিত হয়েছে। রূহ শব্দটি অভিধান, বাকপদ্ধতি এবং কুরআন পাকে একাধিক অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। প্রসিদ্ধ ও সুবিদিত অর্থ তাই যা এ শব্দ থেকে সাধারণভাবে বুঝা যায়। অর্থাৎ প্রাণ, যার বদৌলতে জীবন কায়েম রয়েছে। কুরআন পাকে এ শব্দটি জিবরাঈলের জন্যও ব্যবহৃত হয়েছে। যেমন نَزَلَ بِهِ الرُّوحُ الْأَمِينُ عَلَىٰ قَلْبِكَ -এবং হযরত ঈসা (আ.) -এর জন্যও কয়েক আয়াতে ব্যবহৃত হয়েছে। এমন কি স্বয়ং কুরআনেও ওহীকে রূহ শব্দের মাধ্যমে ব্যক্ত করা হয়েছে। যেমন- أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ رُوحًا مِّنْ أَمْرِنَا

রূহ বলে কি বুঝানো হয়েছে : এ বিষয়ই এখানে প্রথম প্রণিধানযোগ্য যে, প্রশ্নকারীরা কোন অর্থের দিক দিয়ে রূহ সম্পর্কে প্রশ্ন করেছিল? কোনো কোনো তাফসীরবিদ বর্ণনার পূর্বাপর ধারার প্রতি লক্ষ্য করে প্রশ্নটি ওহী, কুরআন অথবা ওহীবাহক ফেরেশতা জিবরাঈল সম্পর্কে সাব্যস্ত করেছেন। কেননা এর পূর্বেও وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ এ কুরআনের উল্লেখ ছিল এবং পূর্ববর্তী আয়াতসমূহে আবার কুরআনের উল্লেখ রয়েছে। এর সাথে মিল রেখে তারা বুঝেছেন যে, এ প্রশ্নেও রূহ বলে ওহী, কুরআন অথবা জিবরাঈলকেই বুঝানো হয়েছে। প্রশ্নের উদ্দেশ্য এই যে, আপনার প্রতি ওহী কিভাবে আসে? কে আনে? কুরআন পাক এর উত্তরে শুধু এতটুকু বলেছে যে, আল্লহর নির্দেশে ওহী আসে। ওহীর পূর্ণ বিবরণ ও অবস্থা বলা হয়নি।

কিন্তু যেসব সহীহ হাদীসে এ আয়াতের শানে-নুযূল বর্ণনা করা হয়েছে, সেগুলোতে প্রায় পরিষ্কার করেই বলা হয়েছে যে, প্রশ্নকারীরা জৈব রূহ সম্পর্কে প্রশ্ন করেছিল এবং রূহের স্বরূপ অবগত হওয়াই প্রশ্নের উদ্দেশ্য ছিল। অর্থাৎ রূহ কি? মানবদেহে রূহ কিভাবে আগমন করে? কিভাবে এর দ্বারা জীবজন্তু ও মানুষ জীবিত হয়ে যায়? সহীহ বুখারী ও মুসলিমের রেওয়ায়েতে হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা.) বলেন, আমি একদিন রাসূলুল্লাহ ﷺ

https://e-ilm.weebly.com/

-এর সাথে মদিনার জনবসতিহীন এলাকায় পথ অতিক্রম করছিলাম। রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর হাতে খর্জুর ডালের একটি ছড়ি ছিল। তিনি কয়েকজন ইহুদির কাছ দিয়ে গমন করছিলেন। তারা পরস্পরে বলাবলি করছিল, মুহাম্মদ ﷺ আগমন করছেন। তাঁকে রূহ সম্পর্কে জিজ্ঞাসা কর। অপর কয়েকজন নিষেধ করল। কিন্তু কয়েকজন ইহুদি প্রশ্ন করেই বসল। প্রশ্ন শুনে রাসূলুল্লাহ ﷺ ছড়িতে ভর দিয়ে নিশ্চুপ দাঁড়িয়ে গেলেন। আমি অনুমান করলাম যে, তাঁর প্রতি ওহী নাজিল হবে। কিছুক্ষণ পর ওহী নাজিল হলে তিনি এ আয়াত পাঠ করে শোনালেন وَيَسْئَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ বলাবাহুল্য কুরআন অথবা ওহীকে রূহ বলা কুরআনের একটি বিশেষ পরিভাষা ছিল। এখানে তাদের প্রশ্নকে এ অর্থে নেওয়া খুবই অবান্তর; তবে জৈব ও মানবীয় রূহের ব্যাপারটি এমন যে, এর প্রশ্ন প্রত্যেকের মনেই সৃষ্টি হয়ে থাকে। এ জন্যই ইবনে কাছীর ও ইবনে জারীর, কুরতবী, বাহরে মুহীত, রুহুল মা'আনী প্রমুখ সাধারণ তাফসরিবিদরাই সাব্যস্ত করেছেন যে, জৈব রূহের স্বরূপ সম্পর্কেই প্রশ্ন করা হয়েছিল। বর্ণনার পূর্বাপর ধারায় কুরআনের আলোচনা এবং মাঝখানে রূহের প্রশ্নোত্তর বেখাপ্পা বলে প্রশ্ন করা হলে এর উত্তর এই যে, পূর্ববর্তী আয়াতসমূহে কাফের ও মুশরিকদের বিরোধিতা এবং হঠকারিতাপূর্ণ প্রশ্নের আলোচনা এসেছে, যার উদ্দেশ্য ছিল রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর রিসালত পরীক্ষা করা। এ প্রশ্নটিও তারই একটা অংশ; কাজেই বেখাপ্পা নয়। বিশেষ করে শানে নুযূল সম্পর্কে অপর একটি সহীহ হাদীস বর্ণিত আছে। তাতে সুস্পষ্টরূপে ব্যক্ত করা হয়েছে যে, প্রশ্নকারীদের উদ্দেশ্য ছিল রাসূলুল্লাহ ﷺ- এর রিসালত পরীক্ষা করা।

মুসনাদে আহমদের রেওয়ায়েত হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা.) বর্ণনা করেন: কোরায়শরা রাসূলুল্লাহ ﷺ -কে সঙ্গত অসঙ্গত অনেক প্রশ্ন করত। একবার তারা মনে করল যে, ইহুদিরা বিদ্বান লোক। তারা পূর্ববর্তী গ্রন্থসমূহেরও জ্ঞান রাখে। কাজেই তাদের কাছ থেকে কিছু প্রশ্ন জেনে নেওয়া দরকার; যেগুলো দ্বারা মুহাম্মদের পরীক্ষা নেওয়া যেতে পারে। তদনুসারে কোরায়শরা কয়েকজন লোক ইহুদিদের কাছে প্রেরণ করল। তারা শিখিয়ে দিল যে, তোমরা তাঁকে রূহ সম্পর্কে প্রশ্ন কর। (ইবনে কাছীর) হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) থেকেই এক আয়াতের তাফসীরে বর্ণিত রয়েছে যে, ইহুদিরা রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে যে প্রশ্ন করেছিল তাতে এ কথাও বলেছিল যে, রূহকে কিভাবে আজাব দেওয়া হয়। তখন পর্যন্ত এ সম্পর্কে কোনো আয়াত নাজিল হয়নি বিধায় রাসূলুল্লাহ ﷺ তাৎক্ষণিক উত্তরদানে বিরত থাকেন। এরপর ফেরেশতা হযরত জিবরাইল (আ.) قُلِ الرُّوحُ مِنْ اَمْرِ رَبِّىْ আয়াত নিয়ে অবতরণ করেন। -(ইবনে কাছীর)

প্রশ্ন মক্কায় করা হয়েছিল না মদিনায় : এ আয়াতের শানে নুযূল সম্পর্কে হযরত ইবনে মাসউদ ও ইবনে আব্বাস (রা.)-এর যে দু'টি হাদীস উপরে উল্লেখ করা হয়েছে, তন্মধ্যে হযরত ইবনে মাসউদ (রা.)-এর হাদীস অনুযায়ী প্রশ্নটি মদিনায় করা হয়েছিল। এ কারণেই কোনো কোনো তাফসীরবিদ আয়াতটিকে "মদনী' সাব্যস্ত করেছেন যদিও সূরা বনী-ইসরাঈলের অধিকাংশই মক্কী। পক্ষান্তরে হযরত ইবনে আব্বাস (রা.)-এর রেওয়ায়েত অনুসারে প্রশ্নটি মক্কায় করা হয়েছিল। এ দিক দিয়ে গোটা সূরার ন্যায় এ আয়াতটিও মক্কী। এ কারণেই আল্লামা ইবনে কাছীর (র.) এ সম্ভাবনাকেই অগ্রাধিকার দিয়ে হযরত ইবনে মাসউদ (রা.)-এর হাদীসের উত্তরে বলেছেন যে, সম্ভবত এ আয়াতটি মদিনায় পুনর্বার নাজিল হয়েছে; যেমন কুরআনের অনেক আয়াতের পুনর্বার অবতরণ সবার কাছেই স্বীকৃত। তাফসীরে মাযহারী হযরত ইবনে মাসউদ (রা.)-এর রেওয়ায়েতকে অগ্রাধিকার দিয়ে সূরাটি মদিনার এবং আয়াতকে মদনী সাব্যস্ত করেছে। তাফসীরে মাযহারী এর দু'টি কারণ উল্লেখ করেছে। **এক.** এ রেওয়ায়েতটি বুখারী ও মুসলিমে বর্তমান। এর সনদ হযরত ইবনে আব্বাস (রা.)-এর রেওয়ায়েতের সনদের চাইতে শক্তিশালী। **দুই.** এতে বর্ণনাকারী হযরত ইবনে মাসউদ (রা.) স্বয়ং নিজের ঘটনা বর্ণনা করেছেন। হযরত ইবনে আব্বাস (রা.)-এর রেওয়ায়েত থেকে বাহ্যত ঃ এটাই বুঝা যায় যে, তিনি বিষয়টি কারো কাছে শুনেছেন।

https://e-ilm.weebly.com/

উল্লিখিত প্রশ্নের জবাব : প্রশ্নের উত্তরে কুরআন বলেছে : قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي এই জবাবের ব্যাখ্যায় তাফসীরবিদদের উক্তি বিভিন্নরূপ। তন্মধ্যে কাযী সানাউল্লাহ পানিপথী (র.)-এর উক্তিটিই সর্বাধিক বোধগম্য ও সুস্পষ্ট। তা এই যে, জবাবে যতটুকু বিষয় বলা জরুরি ছিল এবং যতটুকু বিষয় সাধারণ লোকের বোধগম্য ছিল, ততটুকুই বলে দেওয়া হয়েছে। রূহের সম্পূর্ণ স্বরূপ সম্পর্কে যে প্রশ্ন ছিল জবাবে তা বলা হয়নি। কারণ তা বুঝা সাধারণ লোকের সাধ্যাতীত ব্যাপার ছিল এবং তাদের কোনো প্রয়োজন এটা বুঝার উপর নির্ভরশীলও ছিল না। এখানে রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে আদেশ করা হয়েছে যে, আপনি তাদেরকে উত্তরে বলে দিন : রূহ আমার পালনকর্তার আদেশের অন্তর্ভুক্ত। অর্থাৎ, রূহ সাধারণ সৃষ্টজীবের মতো উপাদানের সমন্বয়ে এবং জন্ম ও বংশবিস্তারের মাধ্যমে অস্তিত্ব লাভ করেনি, বরং তা সরাসরি আল্লাহ তা'আলার আদেশ كُنْ (হও) দ্বারা সৃজিত। এই জবাব একথা ফুটিয়ে তুলেছে যে, রূহকে সাধারণ বস্তু নির্ণয়ের মাপকাঠিতে পরখ করা যায় না। ফলে, রূহকে সাধারণ বস্তু নির্ণয়ের মাপকাঠিতে পরখ করার ফলশ্রুতিতে যেসব সন্দেহ মাথাচাড়া দিয়ে উঠে সেগুলো দূর হয়ে গেল। রূহ সম্পর্কে এতটুকু জ্ঞানই মানুষের জন্য যথেষ্ট। এর বেশি জ্ঞানের উপর তার কোনো ধর্মীয় অথবা পার্থিব প্রয়োজন আটকা নয়। তাই প্রশ্নের সেই অংশটিকে অনর্থক ও বাজে সাব্যস্ত করে জবাব দেওয়া হয়নি; বিশেষত : যে ক্ষেত্রে এর স্বরূপ বুঝা সাধারণ লোকের তো কথাই নেই, বড় বড় দার্শনিক পণ্ডিতের পক্ষেও সহজ নয়।

وَلَئِنْ شِئْنَا لَنَذْهَبَنَّ পূর্ববর্তী আয়াতে রূহ সম্পর্কিত প্রশ্নের প্রয়োজন পরিমাণে উত্তর দিয়ে রূহের স্বরূপ আবিষ্কারের প্রয়াস থেকে একথা বলে নিবৃত্ত করা হয়েছিল যে, মানুষের জ্ঞান যত বেশিই হোক না কেন, বস্তুনিচয়ের সর্বব্যাপী স্বরূপের দিক দিয়ে তা অল্পই। তাই অনাবশ্যক আলোচনা ও খোঁজাখুঁজিতে লিপ্ত হওয়া মূল্যবান সময় নষ্ট করারই নামান্তর। وَلَئِنْ شِئْنَا আয়াতে ইঙ্গিত করা হয়েছে যে, মানুষকে যতটুকুই জ্ঞান দেওয়া হয়েছে, তাও তো তার ব্যক্তিগত জায়গীর নয়। আল্লাহ তা'আলা ইচ্ছা করলে তাও ছিনেয়ে নিতে পারে। কাজেই বর্তমান জ্ঞানের জন্য তার কৃতজ্ঞ থাকা এবং অনর্থক ও বাজে গবেষণায় সময় নষ্ট না করা উচিত। বিশেষত যখন উদ্দেশ্য গবেষণা করা নয়; রবং অপরকে পরীক্ষা করা ও লজ্জিত করাই উদ্দেশ্য হয়। মানুষ যদি এরূপ করে, তবে এই বক্রতার পরিণতিতে তার অর্জিত জ্ঞানটুকু বিলুপ্ত হয়ে যাওয়া আশ্চর্য নয়। এ আয়াতে যদিও রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে সম্বোধন করা হয়েছে, কিন্তু আসলে উম্মতকে শোনানোই উদ্দেশ্য; অর্থাৎ রাসূলের জ্ঞানও যখন তার ক্ষমতাধীন নয়, তখন অন্যের তো প্রশ্নই উঠে না।

قُلْ لَئِنِ اجْتَمَعَتِ الْإِنْسُ وَالْجِنُّ এ বিষয়বস্তুটি কুরআন পাকের কয়েকটি আয়াতেই ব্যক্ত হয়েছে। এতে সমগ্র মানবগোষ্ঠীকে সম্বোধন করে দাবি করা হয়েছে যে, যদি তোমরা কুরআনকে আল্লাহর কালাম স্বীকার না কর, রবং কোনো মানব রচিত কালাম মনে কর, তবে তোমরাও তো মানব, সুতরাং এর সমতুল্য কালাম রচনা করে তোমরা দেখিয়ে দাও। আয়াতে একথাও বলে দেওয়া হয়েছে যে, শুধু মানবই নয় জিনদেরকেও সাথে মিলিয়ে নাও। অতঃপর সবাই মিলে কুরআনের একটি সূরা রবং একটি আয়াতের অনুরূপ ও রচনা করতে সক্ষম হবে না।

এ বিষয়বস্তুর এখানে পুনরাবৃত্তি সম্ভবতঃ এ কারণে যে, তোমরা আমার রাসূলকে নবুয়ত ও রিসালাত পরীক্ষা করার জন্য রূহ ইত্যাদি সম্পর্কে বিভিন্ন প্রকার প্রশ্ন তাঁর প্রতি করে থাক। তোমরা কেন এসব অনর্থক কাজে ব্যাপৃত রয়েছ? স্বয়ং কুরআনকে দেখে নিলেই তাঁর নবুয়তও রিসালত সম্পর্কে কোনো সন্দেহ ও দ্বিধাদ্বন্দ্বের অবকাশ থাকবে না। কেননা সমগ্র বিশ্বের মানবও জিন যখন তাঁর সামান্যতম দৃষ্টান্ত রচনা করতে সক্ষম নয়, তখন এটা যে আল্লাহর কালাম, তাতে কি সন্দেহ অবশিষ্ট থাকে? কুরআনের খোদায়ী কালাম হওয়া যখন এভাবে প্রমাণিত হয়ে যায়, তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর নবুয়ত ও রিসালত সম্পর্কেও কোনো সন্দেহের অবকাশ থাকে না।

https://e-ilm.weebly.com/

সর্বশেষ وَلَقَدْ صَرَّفْنَا আয়াতে বলা হয়েছে যে, যদিও কুরআনের মু'জিযা এতটুকু জাজ্জ্বল্যমান যে, এরপর কোনো প্রশ্ন ও সন্দেহের অবকাশ থাকে না ; কিন্তু বাস্তব হচ্ছে এই যে, অধিকাংশ লোক আল্লাহর নিয়ামতের শোকর করে না এবং কুরআনরূপী নিয়ামতকেও মূল্য দেয় না। তাই পথভ্রষ্টতায় উদভ্রান্ত হয়ে তারা ঘোরাফেরা করে।

শব্দবিশ্লেষণ :

زَهَقَ : সীগাহ واحد مذكر غائب বহছ ماضى معروف বাব فَتَحَ মাসদার اَلزُّهُوْقُ মূলবর্ণ (ز ـ ه ـ ق) জিনস صحيح অর্থ– শরীর থেকে প্রাণ বের হয়ে যাওয়া, কোনো জিনিস মিটে যাওয়া।

لَايَزِيْدُ : সীগাহ واحد مذكر غائب বহছ نفى فعل مضارع معروف বাব ضَرَبَ মাসদার اَلزِّيَادَةُ মূলবর্ণ (ز ـ ى ـ د) জিনস اجوف يائى অর্থ– বেশি হওয়া, বেশি করা।

نَاَ : সীগাহ واحد مذكر غائب বহছ ماضى معروف বাব فَتَحَ মাসদার اَلنَّأْىُ মূলবর্ণ (ن ـ أ ـ ى) জিনস مركب (مهموز عين ও ناقص يائى) অর্থ– সে দূর হয়ে গেল। (আবূ উবায়দা) চেহারা ফিরিয়ে নিল। (আবূ আমর ইবনুল আলা) যেহেতু আয়াতে কারীমার মধ্যে نا ফে'লটি باء হরফের সঙ্গে এসেছে, এজন্য আবূ উবায়দা (রা.)-এর কথানুযায়ী তরজমা হবে, সে চেহারা দূর করে নিল। হযরত আবূ আমর এর অভিমত অনুযায়ী তরজমা হবে, সে পার্শ্ব পরিবর্তন করে নিল। কোনো কোনো কেরাতে نَاءَ بِجَانِبِهٖ এসেছে। এর মাসদার اَلنَّوْءُ বাব نَصَرَ অর্থাৎ গর্দানকে গর্ব ভরে উঠিয়ে নেওয়া। ناء-এর পরে যদি عن হয়, তবে দূর করার অর্থে আসে।

اَهْدٰى : সীগাহ واحد مذكر বহছ اسم تفضيل বাব ضَرَبَ মাসদার اَلْهِدَايَةُ মূলবর্ণ (ه ـ د ـ ى) জিনস ناقص يائى অর্থ– হেদায়েত পাওয়া।

مَااُوْتِيْتُمْ : مَا নাফিয়া اُوْتِيْتُمْ সীগাহ جمع مذكر حاضر বহছ ماضى مجهول বাব اِفْعَالٌ মাসদার اَلْاِيْتَاءُ মূলবর্ণ (أ ـ ت ـ ى) জিনস مركب (مهموز فاء ও ناقص يائى) অর্থ– দেওয়া।

لَنَذْهَبَنَّ : সীগাহ جمع متكلم বহছ ردفعل مستقبل معروف بانون تاكيد ثقيله لام تاكيد বাব فَتَحَ মাসদার اَلذَّهَابُ মূলবর্ণ (ذ ـ ه ـ ب) জিনস صحيح অর্থ– যাওয়া। চলা।

فَاَبٰى : فَاء হরফে আতফ। اَبٰى সীগাহ واحد مذكر غائب বহছ ماضى معروف বাব ضرب ও فتح মাসদার اَلْاِبَاءُ মূলবর্ণ (ا ـ ب ـ ى) জিনস مركب (مهموز فاء ও ناقص يائى) অর্থ– কঠিনভাবে অস্বীকার করা। তাছাড়া ابا (অস্বীকার) -এর ক্ষেত্রে কাঠিণ্যতা না থাকলে, তাকে اِبَاءُ বলা যায় না।

يَنْبُوْعًا : ইসম; একবচন, বহুবচন يَنَابِيْعُ মাসদার اَلنُّبُوْعُ ও اَلنَّبْعُ বাব ضَرَبَ، نَصَرَ ও فَتَحَ অর্থ– ঝরনা; কূয়া বা ঝরনা হতে পানি উপচে পড়া।

فَتُفَجِّرَ : فَاء হরফে আতফ। তা'কীবের জন্য। تُفَجِّرَ সীগাহ واحد مذكر حاضر বহছ مضارع معروف বাব تَفْعِيْلٌ মাসদার اَلتَّفْجِيْرُ মূলবর্ণ (ف ـ ج ـ ر) জিনস صحيح অর্থ– প্রবাহিত করা।

https://e-ilm.weebly.com/

https://e-ilm.weebly.com/

৯৭. আর আল্লাহ যাকে সৎপথে আনেন সে-ই সৎপথে আসে, আর যাকে তিনি বিপথগামী করেন, তবে আপনি আল্লাহ ভিন্ন কাউকেও এরূপ লোকদের সাহায্যকারী পাবেন না; আর আমি কিয়ামত দিবসে তাদেরকে অন্ধ, বোবা ও বধির করে মুখের উপর ভর দিয়ে হাটাব, তাদের বাসস্থান দোজখ, তা যখনই কিছু নিস্তেজ হতে থাকবে, তখনই তাদের জন্য আরো সতেজ করে দিব।	وَمَنْ يَّهْدِ اللّٰهُ فَهُوَ الْمُهْتَدِ ۚ وَمَنْ يُّضْلِلْ فَلَنْ تَجِدَ لَهُمْ اَوْلِيَآءَ مِنْ دُوْنِهٖ ؕ وَنَحْشُرُهُمْ يَوْمَ الْقِيٰمَةِ عَلٰى وُجُوْهِهِمْ عُمْيًا وَّبُكْمًا وَّصُمًّا ؕ مَاْوٰىهُمْ جَهَنَّمُ ؕ كُلَّمَا خَبَتْ زِدْنٰهُمْ سَعِيْرًا ﴿٩٧﴾
৯৮. এটা তাদের শাস্তি, এজন্য যে, তারা আমার নিদর্শনসমূহকে অস্বীকার করেছিল, আর এরূপ বলেছিল- তবে কি যখন আমরা হাড় এবং একেবারে চূর্ণ-বিচূর্ণ হয়ে যাব, তখনো কি আমাদেরকে নতুনভাবে সৃষ্টি করে পুনরুত্থিত করা হবে?	ذٰلِكَ جَزَآؤُهُمْ بِاَنَّهُمْ كَفَرُوْا بِاٰيٰتِنَا وَقَالُوْٓا ءَاِذَا كُنَّا عِظَامًا وَّرُفَاتًا ءَاِنَّا لَمَبْعُوْثُوْنَ خَلْقًا جَدِيْدًا ﴿٩٨﴾
৯৯. তাদের কি এতটুকুও জানা নেই যে, যে আল্লাহ আসমানসমূহ ও জমিনকে সৃষ্টি করেছেন, তিনি এটাও করতে সক্ষম যে, তাদের অনুরূপ মানুষ দ্বিতীয়বার সৃষ্টি করেন এবং তিনি তাদের জন্য একটি সময় নির্দিষ্ট করে রেখেছেন, যাতে বিন্দুমাত্রও সন্দেহ নেই, তবুও এ জালেমরা অস্বীকার করা ব্যতীত রইল না।	اَوَلَمْ يَرَوْا اَنَّ اللّٰهَ الَّذِىْ خَلَقَ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضَ قَادِرٌ عَلٰٓى اَنْ يَّخْلُقَ مِثْلَهُمْ وَجَعَلَ لَهُمْ اَجَلًا لَّا رَيْبَ فِيْهِ ؕ فَاَبَى الظّٰلِمُوْنَ اِلَّا كُفُوْرًا ﴿٩٩﴾

শাব্দিক অনুবাদ :

৯৭. وَمَنْ يَّهْدِ اللّٰهُ আর আল্লাহ যাকে সৎ পথে আনেন فَهُوَ الْمُهْتَدِ সে-ই সৎপথে আসে وَمَنْ يُّضْلِلْ আর যাকে তিনি বিপথগামী করেন فَلَنْ تَجِدَ لَهُمْ اَوْلِيَآءَ مِنْ دُوْنِهٖ তবে আপনি আল্লাহ ভিন্ন কাউকেও এরূপ লোকদের সাহায্যকারী পাবেন না وَنَحْشُرُهُمْ আর আমি তাদেরকে হাটাব يَوْمَ الْقِيٰمَةِ কিয়ামত দিবসে عَلٰى وُجُوْهِهِمْ মুখের উপর ভর দিয়ে عُمْيًا অন্ধ وَّبُكْمًا বোবা وَّصُمًّا ও বধির করে مَاْوٰىهُمْ جَهَنَّمُ তাদের বাসস্থান দোজখ كُلَّمَا خَبَتْ তা যখনই কিছু নিস্তেজ হতে থাকবে زِدْنٰهُمْ سَعِيْرًا তখনই তাদের জন্য আরো সতেজ করে দিব।

৯৮. ذٰلِكَ جَزَآؤُهُمْ এটাই তাদের শাস্তি بِاَنَّهُمْ كَفَرُوْا بِاٰيٰتِنَا এজন্য যে, তারা আমার নিদর্শনসমূহকে অস্বীকার করেছিল وَقَالُوْٓا আর এরূপ বলেছিল ءَاِذَا كُنَّا عِظَامًا وَّرُفَاتًا তবে কি যখন আমরা হাড় এবং একেবারে চূর্ণ-বিচূর্ণ হয়ে যাব ءَاِنَّا لَمَبْعُوْثُوْنَ তখনো কি পুনরুত্থিত করা হবে خَلْقًا جَدِيْدًا আমাদেরকে নতুনভাবে সৃষ্টি করে।

৯৯. اَوَلَمْ يَرَوْا তাদের কি এতটুকুও জানা নেই যে اَنَّ اللّٰهَ الَّذِىْ خَلَقَ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضَ যে আল্লাহ আসমানসমূহ ও জমিনকে সৃষ্টি করেছেন قَادِرٌ তিনি এটাও করতে সক্ষম যে عَلٰٓى اَنْ يَّخْلُقَ مِثْلَهُمْ তাদের অনুরূপ মানুষ দ্বিতীয়বার সৃষ্টি করেন وَجَعَلَ لَهُمْ اَجَلًا এবং তিনি তাদের জন্য একটি সময় নির্দিষ্ট করে রেখেছেন لَّا رَيْبَ فِيْهِ যাতে বিন্দুমাত্রও সন্দেহ নেই فَاَبَى الظّٰلِمُوْنَ اِلَّا كُفُوْرًا তবুও এ জালেমরা অস্বীকার করা ব্যতীত রইল না।

https://e-ilm.weebly.com/

১০০. আপনি বলে দিন, যদি তোমরা আমার প্রতিপালকের রহমতের ভাণ্ডারসমূহের অধিকারী হতে, তবে তোমরা খরচের ভয়ে অবশ্যই হাত গুটিয়ে রাখতে, বস্তুতঃ মানুষ হচ্ছে বড়ই সঙ্কীর্ণমনা।

قُلْ لَّوْ اَنْتُمْ تَمْلِكُوْنَ خَزَآئِنَ رَحْمَةِ رَبِّيْٓ اِذًا لَّاَمْسَكْتُمْ خَشْيَةَ الْاِنْفَاقِ ؕ وَكَانَ الْاِنْسَانُ قَتُوْرًا (١٠٠)

শাব্দিক অনুবাদ :

১০০. قُلْ আপনি বলে দিন لَوْ اَنْتُمْ تَمْلِكُوْنَ যদি তোমরা অধিকারী হতে خَزَائِنَ رَحْمَةِ رَبِّيْٓ আমার প্রতিপালকের রহমতের ভাণ্ডার সমূহের اِذًا لَّاَمْسَكْتُمْ তবে তোমরা অবশ্যই হাত গুটিয়ে রাখতে خَشْيَةَ الْاِنْفَاقِ খরচের ভয়ে وَكَانَ الْاِنْسَانُ قَتُوْرًا বস্তুতঃ মানুষ হচ্ছে বড়ই সঙ্কীর্ণমনা।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

وَقَالُوْا لَنْ نُّؤْمِنَ لَكَ حَتّٰى تَفْجُرَ لَنَا مِنَ الْاَرْضِ يَنْۢبُوْعًا .... قُلْ سُبْحَانَ رَبِّيْ هَلْ كُنْتُ اِلَّا بَشَرًا رَّسُوْلًا

শানে নুযূল : আলোচ্য আয়াতসমূহ নাজিল হবার কারণ সম্পর্কে দীর্ঘ এক হাদীছ বর্ণিত রয়েছে। আয়াতের ভাবার্থ বোধগম্য লক্ষ্য হবার জন্য দীর্ঘ হাদীসের সারসংক্ষেপটুকু পাঠকের সামনে তুলে ধরা হলো।

আলোচ্য আয়াতসমূহ কুরাইশ নেতৃবর্গ যথা রবীআর দু'পুত্র আবূ সুফিয়ান, উতবা, শায়বা, নযর বিন হারেছ, আবূ জাহল, আব্দুল্লাহ বিন আবী উমাইয়্যা, উমাইয়্যা বিন খালফ, আবুল বাখতারী ও ওয়ালীদ বিন মুগীরা প্রমুখ, একদা রাসূল ﷺ-এর দরবারে উপস্থিত হয়ে কতিপয় দাবি উত্থাপন করে। সর্বপ্রথম তারা বলল, হে মুহাম্মদ! আমরা আপনার নিকট আলোচনা করতে প্রেরিত হয়েছি। আপনি আপনার কওমে যে সকল বিষয়ের সুচনা করেছেন, আরবের মধ্যে আর অন্য কেউ এমন করেছে বলে আমাদের জানা নেই। আপনি পূর্ব পুরুষদেরকে মন্দাচারী করছেন, ধর্ম সম্পর্কে দোষারোপ করছেন, মাবুদদেরকে ভর্ৎসনা করছেন, গোত্রের ঐক্যে ফাটল ধরালেন, বুদ্ধিমানদেরকে বোকা বানালেন, আমাদের মধ্যে এমন কোনো জঘন্য কাজ নেই যেগুলো আপনি করেন নি। আপনি যদি মাল চান, তাহলে বলুন তা জমায়েত করে দেব। আপনি যদি মর্যাদা চান তাহলে বলুন আপনাকে নেতা বানিয়ে নেব। আপনি যদি আমাদের উপর রাজ্য চালনা করতে চান তাহলে রাজ্যাধিনায়ক বানিয়ে নেব। আপনার প্রতি যদি কোনো দুষ্ট জিনের আসিব থাকে, তাহলে বলুন আমরা সম্পদ ব্যয় করে তার চিকিৎসা করে দিব। রাসূল ﷺ বললেন, তোমরা যা বলছ আমার মধ্যে তা থেকে কিছুই নেই। আল্লাহ আমাকে তোমাদের প্রতি রাসূল বানিয়ে পাঠিয়েছেন। আমি যা নিয়ে এসেছি, যদি তা মান্য কর তাহলে উভয় জাহানে তোমাদেরই কল্যাণ নিহিত। আর তোমরা যদি তা প্রত্যাখান করে দাও, তাহলে আল্লাহর ফয়সালা আসা পর্যন্ত আমি অপেক্ষায় থাকব। তারা আরো বলল যে, জায়গার সঙ্কীর্ণতার কারণে আমাদের জীবন ধারাই চলছে সংস্কীর্ণতার সাথে। সুতরাং যে পাহাড়গুলোর কারণে সঙ্কীর্ণতায় রয়েছি সেগুলোকে সমতল করে প্রস্রবর্ণ প্রাবাহিত করত ঃ আমাদের পিতৃপুরুষকে পূর্ণজীবন গঠিয়ে দিন। তারা আরো বলল, আপনার রবকে বলুন, আপনাকে সমর্থন করার জন্য আপনার সাথে একজন ফেরেশতা নির্ধারণ করার জন্য। আপনার জন্য উদ্যান, অট্টালিকা ও স্বর্ণ রৌপ্যের ধন ভাণ্ডারের আবেদন করুন। আপনাকে যেন আমাদের ন্যায় জীবিকা অম্বেষণ করতে না হয়। আপনার ধারণা

https://e-ilm.weebly.com/

মতে আপনার রবের ক্ষমতা থাকলে আসমানের কোনো একটি খণ্ডকে আমাদের উপর যেন ফেলে দেন। আমরা যতদূর জেনেছি তা হলো যে, ইয়ামামার অধিবাসী রাহমান নামক জনৈক ব্যক্তি আপনাকে শিক্ষা দিচ্ছে। সে রাহমানের প্রতি আমরা কখনো বিশ্বাস করি না। তাদের এ সকল প্রশ্নের জবাবে আল্লাহ তা'আলা উল্লিখিত আয়াতসমূহ নাজিল করেন। হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) এর উদ্ধৃতি দিয়ে ইকরিমার বরাতে ওয়াহেদী এ রেওয়ায়েতটি বর্ণনা করেছেন। −(কুরতুবী ২৮৭/১০, ইবনে কাছীর ৬৪/৩, তাবারী ১৪৯/৮, রূহুল মা'আনী পৃ.১৭০, খ.৮, পারা-১৫)

قُلْ كَفٰى بِاللّٰهِ شَهِيْدًا بَيْنِيْ وَبَيْنَكُمْ اِنَّهٗ كَانَ بِعِبَادِهٖ خَبِيْرًا بَصِيْرًا

শানে নুযূল : বর্ণিত রয়েছে কাফের কুরাইশরা هَلْ كُنْتُ اِلَّا بَشَرًا رَّسُوْلًا আয়াত যখন শুনতে পেল, তখন তারা রাসূল ﷺ-কে বলল যে, আপনি যদি সত্যিকার ভাবেই আল্লাহর রাসূল হয়ে থাকেন, তাহলে আপনার পক্ষের সাক্ষী কে? তাদের সে জিজ্ঞাসার জবাব দেওয়ার পরিপ্রেক্ষিতে উক্ত আয়াত নাজিল হয়েছে। −(কুরতুবী : ২৯০/১০)

অসামঞ্জস্য প্রশ্নের পয়গম্বরসুলভ জবাব : আলোচ্য আয়াতসমূহে যে সব প্রশ্ন ও ফরমায়েশ বিশ্বাস স্থাপনের শর্ত হিসেবে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর কাছে করা হয়েছে, প্রত্যেক মানুষ এগুলোকে এক প্রকার ঠাট্টা এবং বিশ্বাস স্থাপন না করার বেহুদা বাহানা ছাড়া আর কিছুই মনে করতে পারে না। এ ধরনের প্রশ্নের জবাবে মানুষ স্বভাবতই রাগের বশবর্তী হয়ে জবাব দেয়। কিন্তু আলোচ্য আয়াতসমূহে আল্লাহ তা'আলা স্বীয় পয়গম্বরকে যে জবাব শিক্ষা দিয়েছেন, তা প্রণিধানযোগ্য সংস্কারদের জন্য চিরস্মরণীয় এবং কর্মের আদর্শ করার বিষয়। সবগুলো প্রশ্নের জবাবে তাদের নির্বুদ্ধিতা প্রকাশ করা হয়নি এবং হঠকারিতা পূর্ণ দুষ্টামিও ফুটিয়ে তোলা হয়নি। তাদের বিরুদ্ধে কোনো বিদ্রূপাত্মক বাক্যও উচ্চারণ করা হয়নি, বরং সাদাসিধা ভাষায় আসল স্বরূপ ফুটিয়ে তোলা হয়েছে যে, সম্ভবতঃ তোমাদের ধারণা এই যে, আল্লাহর রাসূলও সমগ্র খোদায়ী ক্ষমতার মালিক এবং সব কিছু করতে সক্ষম হওয়া উচিত। এরূপ ধারণা ভ্রান্ত। রাসূলের কাজ শুধু আল্লাহর পয়গাম পৌঁছানো। আল্লাহ তা'আলা তাঁর রেসালাত প্রমাণ করার জন্য অনেক মু'জিযাও প্রেরণ করেন। কিন্তু সেগুলো নিছক আল্লাহ তা'আলার কুদরত ও ক্ষমতা দ্বারা হয়। রাসূল খোদায়ী ক্ষমতা লাভ করেন না। তিনি একজন মানব, কাজেই মানবিক শক্তি বহির্ভূত নন। তবে যদি আল্লাহ তা'আলাই তাঁর সাহায্যার্থে স্বীয় শক্তি প্রকাশ করেন, তবে তা ভিন্ন কথা।

মানবের রাসূল মানবই হতে পারেনঃ সাধারণ কাফের ও মুশরিকদের ধারণা ছিল, মানব আল্লাহর রাসূল হতে পারে না। কেননা সে মানবীয় অভাব ও প্রয়োজনে অভ্যস্ত হয়। কাজেই সাধারণ মানুষের উপর তার কোনো শ্রেষ্ঠত্ব নেই যে, তারা তাকে রাসূল মনে করে অনুসরণ করবে। তাদের এ ধারণার জবাব কুরআন পাকে কয়েক জায়গায় বিভিন্ন শিরোনামে দেওয়া হয়েছে। এখানে وَمَا مَنَعَ النَّاسَ আয়াতে যে জবাব দেওয়া হয়েছে, তার সারমর্ম হলো যে, রাসূলকে যাদের প্রতি প্রেরণ করা হয়, তাকে তাদেরই শ্রেণিভুক্ত হতে হবে। তারা মানব হলে রাসূলেরও মানব হওয়া উচিত। কেননা ভিন্ন শ্রেণির সাথে পারস্পরিক মিল ব্যতীত হেদায়েত ও পথ প্রদর্শনের উপকার অর্জিত হয় না। ফেরেশতা ক্ষুধা পিপাসা জানে না, কাম-প্রবৃত্তিরও জ্ঞান রাখে না এবং শীত-গ্রীষ্মের অনুভূতি ও পরিশ্রমজনিত ক্লান্তি থেকেও মুক্ত। এমতাবস্থায় মানুষের প্রতি কোনো ফেরেশতাকে রাসূল করে প্রেরণ করা হলে সে মানবের কাছেও উপরিউক্ত কর্ম আশা করত এবং মানবের দুর্বলতা ও অক্ষমতা উপলব্ধি করত না। এমনিভাবে মানব যখন বুঝত যে, সে ফেরেশতা, তার কাজ কর্মের অনুকরণ করার যোগ্যতা মানুষের নেই, তখন মানব তার অনুসরণ মোটেই করত না। সংশোধন ও পথ প্রদর্শনের উপকার তখন অর্জিত হতে পারে, যখন আল্লাহর রাসূল মানব জাতির মধ্য থেকে হন। তিনি একদিকে মানবীয় ভাবাবেগ ও স্বভাবগত কামনা-বাসনার বাহকও হবেন এবং সাথে সাথে এক প্রকার ফেরেশতা সুলভ শানেরও অধিকারী হবেন, যাতে সাধারণ

https://e-ilm.weebly.com/

মানব ও ফেরেশতাদের মধ্যে পারস্পরিক সম্পর্ক স্থাপন ও মধ্যস্থতার দায়িত্ব পালন করতে পারেন এবং ওহী নিয়ে আগমনকারী ফেরেশতার কাছ থেকে ওহী বুঝে নিয়ে স্বজাতীয় মানবের কাছে পৌছাতে পারেন।

উপরিউক্ত বক্তব্য দ্বারা এ সন্দেহও দূর হয়ে গেল যে, মানুষ ফেরেশতার কাছ থেকে উপকার লাভে সক্ষম না হলে রাসূল মানব হওয়া সত্ত্বেও ফেরেশতার কাছ থেকে ওহী কিরূপে লাভ করতে পারবে?

প্রশ্ন হয় যে, রাসূল ও উম্মতের সমজাতীয় হওয়া যখন শর্ত, তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ জিন জাতির রাসূল হিসেবে নিযুক্ত হলেন কিরূপে ? জিন তো মানবের সমজাতীয় নয়। উত্তর এই যে, রাসূল শুধু মানবই নন, বরং তিনি ফেরেশতাসুলভ ব্যক্তিত্ব এবং মর্যাদারও অধিকারী। এ কারণে তাঁর সাথে জিনদেরও সম্পর্ক থাকতে পারে।

আয়াতের শেষে বলা হয়েছে : তোমরা মানব হওয়া সত্ত্বেও দাবি কর যে, তোমাদের রাসূল ফেরেশতা হওয়া উচিত। এ দাবি অযৌক্তিক। যদি পৃথিবীতে ফেরেশতারা বসবাস করত এবং তাদের প্রতি রাসূল প্রেরণ করার প্রয়োজন দেখা দিত, তবে ফেরেশতাকেই রাসূল করা হতো। এখানে পৃথিবীতে বসবাসকারী ফেরেশতাদের বিশেষণ يَمْشُونَ مُطْمَئِنِّينَ উল্লেখ করা হয়েছে। অর্থাৎ, তারা পৃথিবীতে নিশ্চিন্তে বিচরণ করে। এ থেকে জানা যায় যে, ফেরেশতাদের প্রতি ফেরেশতাকে রাসূল করে প্রেরণ করার প্রয়োজন তখনই হতো, যখন পৃথিবীর ফেরেশতারা স্বয়ং আকাশে যেতে না পারত, বরং পৃথিবীতেই বিচরণ করতে হতো। পক্ষান্তরে যদি তারা স্বয়ং আকাশে যাওয়ার শক্তি রাখত, তবে পৃথিবীতে রাসূল প্রেরণ করার প্রয়োজনই দেখা দিত না।

সর্বশেষ আয়াতে বলা হয়েছে, যদি তোমরা আল্লাহর রহমতের ভাণ্ডারের মালিক হয়ে যাও, তবে তাতেও কৃপণতা করবে। কাউকে দিবে না এ আশঙ্কায় যে, এভাবে দিতে থাকলে ভাণ্ডারই নিঃশেষ হয়ে যাবে। অবশ্য আল্লাহর রহমতের ভাণ্ডার কখনো নিঃশেষ হয় না। কিন্তু মানুষ স্বভাবগত ভাবে ছোটমনা ও কম সাহসী। অকাতরে দান করার সাহস তার নেই।

এখানে সাধারণ তাফসীরবিদগণ 'পালনকর্তার রহমতের ভাণ্ডার' শব্দের অর্থ নিয়েছেন ধনভাণ্ডার। পূর্ববর্তী বাক্যের সাথে এর সম্পর্ক এই যে, মক্কার কাফেররা ফরমায়েশ করেছিল, যদি আপনি বাস্তবিকই সত্য নবী হন, তবে মক্কার শুষ্ক মরুভূমিতে নদী-নালা প্রবাহিত করে একে সিরিয়ার মতো সুজলা-সুফলা শস্য-শ্যামলা করে দিন। এর জবাব পূর্বে উল্লেখ করা হয়েছে যে, তোমরা যেন আমাকে খোদাই মনে করে নিয়েছ। ফলে আমার কাছ থেকে খোদায়ী ক্ষমতা দাবি করছ। আমি তো একজন রাসূল মাত্র। খোদা নই যে, তোমরা যা চাইবে, তাই করব আলোচ্য আয়াতকে যদি এর সাথেই সম্পর্কযুক্ত করা হয়, তবে উদ্দেশ্য এই যে, মক্কার মরুভূমিকে নদী-নালা বিধৌত শস্য-শ্যামলা প্রান্তরে পরিণত করার ফরমায়েশ যদি আমার রেসালাত পরীক্ষা করার জন্য হয়, তবে এর জন্য কুরআনের অলৌকিকতার মু'জিযাটিই যথেষ্ট। অন্য ফরমায়েশের কোনো প্রয়োজন নেই। পক্ষান্তরে যদি জাতীয় প্রয়োজন মেটানোর জন্য হয়, তবে স্মরণ রেখ, যদি তোমাদের ফরমায়েশ অনুযায়ী মক্কার ভূখণ্ডে তোমাদেরকে সবকিছু দেওয়াও হয় এবং ধন-ভাণ্ডারের মালিক তোমাদেরকে করে দেওয়া হয়, তবে এর পরিণামেও জাতীয় ও জনগণের সুখ-স্বাচ্ছান্দ্য হবে না। বরং মানবীয় অভ্যাস অনুযায়ী যার হাতে এই ধন ভাণ্ডার থাকবে, সে সর্প হয়ে তার উপর বসে যাবে, জনগণের কল্যাণার্থে ব্যয় করতে চাইবে না দারিদ্রের আশঙ্কা করবে। এমতাবস্থায় মক্কার গুটিকতক বিত্তশালীর আরো বিত্তশালী ও সুখী হওয়া ছাড়া জনগণের আর কি উপকার হবে? অধিকাংশ তাফসীরবিদ আলোচ্য আয়াতের এ অর্থই সাব্যস্ত করেছেন।

কিন্তু হাকীমুল উম্মত হযরত আশ্রাফ আলী থানভী (র.) বয়ানুল কুরআনে এখানে রহমতের অর্থ নবুয়তও রিসালাত এবং ভাণ্ডারের অর্থ নবুয়তের উৎকর্ষ নিয়েছেন। এ তাফসীর অনুযায়ী পূর্ববর্তী আয়াতের সাথে সম্পর্ক এই যে,

https://e-ilm.weebly.com/

তোমরা আমার নবুয়ত ও রিসালাতের জন্য যেসব আগাগোড়াহীন অনর্থক দাবি করছ, সেগুলোর সারমর্ম এই যে, তোমরা আমার নবুয়ত স্বীকার করতে চাও না। অতঃপর তোমরা কি চাও যে, নবুয়তের ব্যবস্থাপনা তোমাদের হাতে অর্পণ করা হোক, যাতে তোমরা যাকে ইচ্ছা নবী করে দাও। এরূপ করা হলে এর পরিণতি হবে এই যে, তোমরা কাউকে নবুয়ত দেবে না -কৃপণ হয়ে বসে থাকবে। হযরত থানভী (র.) এই তাফসীর লিপিবদ্ধ করে বলেছেন যে, এটা আল্লাহ তা'আলার অন্যতম দান। তাফসীরটি খুবই স্থানোপযোগী। এ স্থলে নবুয়তকে রহমত শব্দ দ্বারা ব্যক্ত করা এমন, যেমন -أَهُمْ يَقْسِمُونَ رَحْمَةَ رَبِّكَ আয়াতে সর্বস্বীকৃত মতে রহমত শব্দের অর্থ- নবুয়ত।

শব্দবিশ্লেষণ :

تَرْقَى : সীগাহ واحد مذكر حاضر বহছ مضارع معروف বাব سَمِعَ মাসদার اَلرُّقِيُّ মূলবর্ণ (ر ـ ق ـ ى) জিনস ناقص يائى অর্থ- উপরে চড়া।

نَقْرَءُهُ : সীগাহ جمع متكلم বহছ مضارع معروف বাব فتح মাসদার اَلْقِرَاءَةُ ও اَلْقُرْآنُ মূলবর্ণ (ق ـ ر ـ أ) জিনস مهموزلام অর্থ- পড়া।

اَنْ يُّؤْمِنُوْا : اَنْ নাসেবা يؤمنوا সীগাহ جمع مذكر غائب বহছ مضارع معروف বাব اِفْعَالٌ মাসদার اَلْاِيْمَانُ মূলবর্ণ (أ ـ م ـ ن) জিনস مهموزفاء অর্থ- ঈমান আনা।

يَمْشُوْنَ : সীগাহ جمع مذكر غائب বহছ مضارع معروف বাব ضَرَبَ মাসদার اَلْمَشْيَنَةُ মূলবর্ণ (م ـ ش ـ ى) জিনস ناقص يائى অর্থ- চলা।

مُطْمَئِنِّيْنَ : সীগাহ جمع مذكر বহছ اسم فاعل বাব اِفْتِعَالٌ মাসদার اَلْاِطْمِيْنَانُ মূলবর্ণ (ط ـ م ـ ن) জিনস صحيح অর্থ- স্বাচ্ছন্দে থাকা, প্রশান্তিতে থাকা।

https://e-ilm.weebly.com/

১০১. আর আমি মূসাকে দান করেছিলাম নয়টি স্পষ্ট মু'জিযা, যখন তিনি বনী ইসরাঈলদের নিকট এসেছিলেন, আপনি বনী ইসরাঈলদেরকে জিজ্ঞাসা করে দেখতে পারেন- তখন ফেরাউন তাঁকে বলল, হে মূসা! আমার ধারণা যে, অবশ্যই তোমার উপর কেউ জাদুমন্ত্র করেছে।	وَلَقَدْ اٰتَيْنَا مُوْسٰى تِسْعَ اٰيٰتٍۭ بَيِّنٰتٍ فَسْـَٔلْ بَنِىْٓ اِسْرَآءِيْلَ اِذْ جَآءَهُمْ فَقَالَ لَهٗ فِرْعَوْنُ اِنِّىْ لَاَظُنُّكَ يٰمُوْسٰى مَسْحُوْرًا (١٠١)
১০২. মূসা বললেন, তুমি খুব ভালো করেই জান যে, এ সমস্ত বিস্ময়কর নির্দশনসমূহ আসমান ও জমিনের প্রতিপালকই পাঠিয়েছেন, যা জ্ঞান লাভের উপায়, আর আমার ধারণা, হে ফেরাউন! অবশ্যই তোমার দুর্গতির দিন এসে পড়েছে।	قَالَ لَقَدْ عَلِمْتَ مَآ اَنْزَلَ هٰٓؤُلَآءِ اِلَّا رَبُّ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ بَصَآئِرَ ۚ وَاِنِّىْ لَاَظُنُّكَ يٰفِرْعَوْنُ مَثْبُوْرًا (١٠٢)
১০৩. অতঃপর সে সংকল্প করল যে, বনী ইসরাঈলদেরকে সে দেশ হতে উচ্ছেদ করে দিবে, সুতরাং আমি তাকে এবং যারা তার সঙ্গে ছিল, সকলকে নিমজ্জিত করে দিলাম।	فَاَرَادَ اَنْ يَّسْتَفِزَّهُمْ مِّنَ الْاَرْضِ فَاَغْرَقْنٰهُ وَمَنْ مَّعَهٗ جَمِيْعًا (١٠٣)
১০৪. এবং তার পর আমি বলে দিলাম- বনী ইসরাঈলদেরকে, তোমরা এ দেশে বসবাস করতে থাক, অতঃপর যখন পরলোকের অঙ্গীকার এসে পড়বে, তখন আমি সকলকে একত্র করে উপস্থিত করব।	وَّقُلْنَا مِنْۢ بَعْدِهٖ لِبَنِىْٓ اِسْرَآءِيْلَ اسْكُنُوا الْاَرْضَ فَاِذَا جَآءَ وَعْدُ الْاٰخِرَةِ جِئْنَا بِكُمْ لَفِيْفًا (١٠٤)

শাব্দিক অনুবাদ :

১০১. وَلَقَدْ اٰتَيْنَا مُوْسٰى আর আমি মূসাকে দান করেছিলাম تِسْعَ اٰيٰتٍۭ بَيِّنٰتٍ নয়টি স্পষ্ট মু'জিযা فَسْـَٔلْ بَنِىْٓ اِسْرَآءِيْلَ আপনি বনী ইসরাঈলদেরকে জিজ্ঞাসা করে দেখতে পারেন اِذْ جَآءَهُمْ যখন তিনি বনী ইসরাঈলদের নিকট এসেছিলেন فَقَالَ لَهٗ فِرْعَوْنُ তখন ফেরাউন তাকে বলল اِنِّىْ لَاَظُنُّكَ يٰمُوْسٰى مَسْحُوْرًا হে মূসা ! আমার ধারণা যে, আবশ্যই তোমার উপর কেউ জাদু মন্ত্র করেছে।

১০২. قَالَ মূসা বললেন لَقَدْ عَلِمْتَ তুমি খুব ভালো করেই জান যে مَآ اَنْزَلَ هٰٓؤُلَآءِ اِلَّا এ সমস্ত বিস্ময়কর নিদর্শনসমূহ পাঠিয়েছেন رَبُّ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ আসমান ও জমিনের প্রতিপালকই بَصَآئِرَ যা জ্ঞান লাভের উপায় وَاِنِّىْ لَاَظُنُّكَ يٰفِرْعَوْنُ مَثْبُوْرًا আমার ধারণা হে ফেরাউন অবশ্যই তোমার দুর্গতির দিন এসে পড়েছে।

১০৩. فَاَرَادَ অতঃপর সে সংকল্প করল যে اَنْ يَّسْتَفِزَّهُمْ বনী ইসরাঈলদেরকে নির্মূল করে দিবে مِّنَ الْاَرْضِ সে দেশ থেকে فَاَغْرَقْنٰهُ সুতরাং আমি তাকে নিমজ্জিত করে দিলাম وَمَنْ مَّعَهٗ جَمِيْعًا এবং যারা তার সঙ্গে ছিল সকলকে।

১০৪. وَّقُلْنَا مِنْۢ بَعْدِهٖ এবং তার পর আমি বলে দিলাম لِبَنِىْٓ اِسْرَآءِيْلَ বনী ইসরাঈলরদের কে اسْكُنُوا الْاَرْضَ তোমরা এ দেশে বসবাস করতে থাক فَاِذَا جَآءَ وَعْدُ الْاٰخِرَةِ অতঃপর যখন পরলোকের অঙ্গীকার এসে পড়বে جِئْنَا بِكُمْ لَفِيْفًا তখন আমি সকলকে একত্র করে উপস্থিত করব।

https://e-ilm.weebly.com/

https://e-ilm.weebly.com/

وَبِالْحَقِّ اَنْزَلْنٰهُ وَبِالْحَقِّ نَزَلَ ۗ وَمَآ اَرْسَلْنٰكَ اِلَّا مُبَشِّرًا وَّنَذِيْرًا ﴿١٠٥﴾

১০৫. আর আমি এ কুরআনকে বরহকভাবেই নাজিল করেছি এবং তা যথাযথভাবেই অবতীর্ণ হয়েছে; আর আমি আপনাকে শুধু সুসংবাদদাতা ও ভয় প্রদর্শনকারীরূপেই পাঠিয়েছি।

وَقُرْاٰنًا فَرَقْنٰهُ لِتَقْرَاَهٗ عَلَى النَّاسِ عَلٰى مُكْثٍ وَّنَزَّلْنٰهُ تَنْزِيْلًا ﴿١٠٦﴾

১০৬. এবং আমি কুরআনকে পৃথক পৃথক করে দিয়েছি, যেন আপনি তা মানুষের সমক্ষে থেমে থেমে পড়তে পারেন, আর আমি তাকে অবতরণ করার সময়ও ক্রমে ক্রমে নাজিল করেছি।

قُلْ اٰمِنُوْا بِهٖٓ اَوْ لَا تُؤْمِنُوْا ۗ اِنَّ الَّذِيْنَ اُوْتُوا الْعِلْمَ مِنْ قَبْلِهٖٓ اِذَا يُتْلٰى عَلَيْهِمْ يَخِرُّوْنَ لِلْاَذْقَانِ سُجَّدًا ﴿١٠٧﴾

১০৭. আপনি বলে দিন যে, তোমরা এ কুরআনের উপর ঈমান আন কিংবা না আন [কোনো ক্ষতি নেই]; এর পূর্বে যাদেরকে ইলম দান করা হয়েছিল, যখন এ কুরআন তাদের সম্মুখে পঠিত হতে থাকে, তখন তারা চিবুকের উপর সেজদায় পড়ে যায়।

وَّيَقُوْلُوْنَ سُبْحٰنَ رَبِّنَآ اِنْ كَانَ وَعْدُ رَبِّنَا لَمَفْعُوْلًا ﴿١٠٨﴾

১০৮. এবং তারা বলে, আমাদের প্রতিপালক পবিত্র! নিঃসন্দেহে আমাদের প্রতিপালকের প্রতিশ্রুতি অবশ্য পূর্ণ হয়ে থাকে।

وَيَخِرُّوْنَ لِلْاَذْقَانِ يَبْكُوْنَ وَيَزِيْدُهُمْ خُشُوْعًا ﴿١٠٩﴾

১০৯. এবং তারা চিবুকের উপর পতিত হয় কাঁদতে কাঁদতে, আর কুরআন তাদের নম্রভাবকে আরো বৃদ্ধি করে দেয়।

শাব্দিক অনুবাদ :

১০৫. وَبِالْحَقِّ اَنْزَلْنٰهُ আর আমি এ কুরআনকে বরহক ভাবেই নাজিল করেছি وَبِالْحَقِّ نَزَلَ এবং তা যথাযথ ভাবেই অবতীর্ণ হয়েছে। وَمَآ اَرْسَلْنٰكَ اِلَّا مُبَشِّرًا وَّنَذِيْرًا আর আমি আপনাকে শুধু সুসংবাদ দাতা ও ভয় প্রদর্শক রূপেই পাঠিয়েছি।

১০৬. وَقُرْاٰنًا فَرَقْنٰهُ এবং আমি কুরআনকে পৃথক পৃথক করে দিয়েছি لِتَقْرَاَهٗ যেন আপনি তা পড়তে পারেন عَلَى النَّاسِ মানুষের সম্মুখে عَلٰى مُكْثٍ থেমে থেমে وَنَزَّلْنٰهُ تَنْزِيْلًا আর আমি তাকে অবতরণ করার সময় ও ক্রমে ক্রমে নাজিল করেছি।

১০৭. قُلْ আপনি বলে দিন اٰمِنُوْا بِهٖ اَوْ لَا تُؤْمِنُوْا তোমরা এই কুরআনের উপর ঈমান আন বা না আন। اِنَّ الَّذِيْنَ اُوْتُوا الْعِلْمَ যাদেরকে ইলম দান করা হয়েছিল مِنْ قَبْلِهٖ এর পূর্বে اِذَا يُتْلٰى عَلَيْهِمْ যখন এই কুরআন তাদের সম্মুখে পঠিত হতে থাকে। يَخِرُّوْنَ لِلْاَذْقَانِ سُجَّدًا তখন তারা চিবুকের উপর সেজদায় পড়ে যায়।

১০৮. وَيَقُوْلُوْنَ এবং বলে سُبْحٰنَ رَبِّنَآ আমাদের পরওয়ারদেগার পবিত্র اِنْ كَانَ وَعْدُ رَبِّنَا لَمَفْعُوْلًا নিঃসন্দেহে আমাদের রবের প্রতিশ্রুতি অবশ্য পূর্ণ হয়ে থাকে।

১০৯. وَيَخِرُّوْنَ لِلْاَذْقَانِ এবং তারা চিবুকের উপর পতিত হয় يَبْكُوْنَ কাঁদতে কাঁদতে وَيَزِيْدُهُمْ خُشُوْعًا আর কুরআন তাদের নম্রভাবকে আরো বৃদ্ধি করে দেয়।

১১০. আপনি বলে দিন, আল্লাহ বলেই ডাক কিংবা রহমান বলেই ডাক, যে নামেই ডাকবে [তাই উত্তম], বস্তুতঃ তাঁর বহু উত্তম নামসমূহ রয়েছে, আর স্বীয় নামাজ খুব উচ্চৈঃস্বরেও পড়বেন না এবং খুব চুপিচুপিও পড়বেন না; বরং উভয়ের মাঝামাঝি একটি পন্থা অবলম্বন করুন।	قُلِ ادْعُوا اللّٰهَ اَوِ ادْعُوا الرَّحْمٰنَ ؕ اَيًّا مَّا تَدْعُوْا فَلَهُ الْاَسْمَآءُ الْحُسْنٰى ۚ وَلَا تَجْهَرْ بِصَلَاتِكَ وَلَا تُخَافِتْ بِهَا وَابْتَغِ بَيْنَ ذٰلِكَ سَبِيْلًا (١١٠)
১১১. আর বলে দিন যে, সমস্ত প্রশংসা আল্লাহর জন্য, যিনি না কোনো সন্তান রাখেন, আর না তাঁর রাজত্বে কোনো শরিক আছে, আর [নাউযুবিল্লাহ] না দুর্বলতাহেতু তাঁর কোনো সহায্যকারী আছে, আর তাঁর মহত্ত্ব খুব বর্ণনা করতে থাকুন।	وَقُلِ الْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِىْ لَمْ يَتَّخِذْ وَلَدًا وَّلَمْ يَكُنْ لَّهٗ شَرِيْكٌ فِى الْمُلْكِ وَلَمْ يَكُنْ لَّهٗ وَلِىٌّ مِّنَ الذُّلِّ وَكَبِّرْهُ تَكْبِيْرًا (١١١) ع

শাব্দিক অনুবাদ :

১১০. قُلْ আপনি বলে দিন اُدْعُوا اللّٰهَ আল্লাহ বলেই ডাক اَوِ ادْعُوا الرَّحْمٰنَ কিংবা রহমান বলেই ডাক اَيًّا مَّا تَدْعُوْا যে নামেই ডাকবে فَلَهُ الْاَسْمَآءُ الْحُسْنٰى বস্তুতঃ তাঁর বহু উত্তম নামসমূহ রয়েছে– وَلَا تَجْهَرْ بِصَلَاتِكَ আর স্বীয় নামাজ খুব উচ্চৈঃস্বরেও পড়বে না وَلَا تُخَافِتْ بِهَا এবং খুব চুপি চুপি ও পড়বে না وَابْتَغِ بَيْنَ ذٰلِكَ سَبِيْلًا বরং উভয়ের মাঝামাঝি একটি পথ অবলম্বন করুন।

১১১. وَقُلِ আর আপনি বলে দিন اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ সমস্ত প্রশংসা আল্লাহর জন্য الَّذِىْ لَمْ يَتَّخِذْ وَلَدًا যিনি না কোনো সন্তান রাখেন وَلَمْ يَكُنْ لَّهٗ شَرِيْكٌ فِى الْمُلْكِ আর না তার রাজ্যে কোনো শরিক আছে وَلَمْ يَكُنْ لَّهٗ وَلِىٌّ مِّنَ الذُّلِّ আর (নাউযুবিল্লাহ) না দুর্বলতা হেতু তার কোনো সাহায্যকারী আছে। وَكَبِّرْهُ تَكْبِيْرًا আর তার মহত্ত্ব খুব বর্ণনা করতে থাকুন।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

قُلِ ادْعُوا اللّٰهَ اَوِ ادْعُوا الرَّحْمٰنَ اَيًّا مَّا تَدْعُوْا فَلَهُ الْاَسْمَآءُ الْحُسْنٰى وَلَا تَجْهَرْ بِصَلَاتِكَ وَلَا تُخَافِتْ بِهَا وَابْتَغِ بَيْنَ ذٰلِكَ سَبِيْلًا

শানে নুযূল : হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) বলেন, রাসূল ﷺ মক্কা নগরীতে একদা রাত্রে তাহাজ্জুদের নামাজ আদায় করছিলেন। তখন সেজদায় পড়ে يَا رَحِيْمُ وَ يَا رَحْمٰنُ বলে কাঁদছিল। অবস্থা দৃষ্টে মুশরিকরা বলছিল যে, মুহাম্মদ তো এক ইলাহের ইবাদত করে আসছিল। তিনি এবার দু' ইলাহ্‌কে আহ্বান করছেন কিরূপ ভাবে অর্থাৎ আল্লাহ ও রহমান! ইয়ামামার রহমান ছাড়া তো আর অন্য কেউ নেই। এর দ্বারা মুসাইলামাকে বুঝানো হয়েছিল। সে পরিপ্রেক্ষিতে উক্ত আয়াত নাজিল করা হয়েছে।

রাসূল ﷺ পত্রের প্রথমে بِاسْمِكَ اللّٰهُمَّ লিখতেন। ফলে সূরায়ে নামলের আয়াতে اِنَّهٗ مِنْ سُلَيْمٰنَ وَاِنَّهٗ بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ নাজিল হয়। অতঃপর রাসূল ﷺ بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ লিখতে আরম্ভ করেন। তখন মুশরিকরা বলতে লাগল যে, رَحِيْمُ কে তো আমরা চিনি কিন্তু رَحْمٰنُ কে? তখন এ আয়াতাংশ নাজিল হয়েছে। কারো মতে ইহুদিরা বলছিল যে, তাওরাতের মধ্যে যে নামটি অধিক রয়েছে তা কুরআনের মধ্যে তেমন শুনতে পাচ্ছি

https://e-ilm.weebly.com/

না কেন? অর্থাৎ رحمن, তখন আলোচ্য আয়াতাংশ নাজিল হয়েছে। -(কুরতুবী ১৯৭-১৯৮/১০, রূহুল মা'আনী পৃ.১৯১, খ.৮, পারা-১৫, বাহরে মুহীত্ব ৮৬/৬, ইবনে কাছীর ৭০/৩, তাবারী ১৬৫/৮, ফতহুল কাদীর ২৬৬/৩)

وَلَا تَجْهَرْ بِصَلَاتِكَ وَلَا تُخَافِتْ بِهَا وَابْتَغِ بَيْنَ ذٰلِكَ سَبِيلًا

শানে নুযূল-১ : আলোচ্য আয়াতাংশটির শানে নুযূল সম্পর্কে বিভিন্ন মতামত রয়েছে। বুখারী, মুসলিম, তিরমিযী, নাসায়ী ও ইবনে হাব্বান প্রমুখ হাদীস সংকলকগণ হযরত ইবনে আব্বাস (রা.)-এর উদ্ধৃতি দিয়ে বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ একদা মক্কায় অবস্থান করছিলেন। সে সময়ে তিনি সাহাবীগণকে নিয়ে যখন নামাজ আদায় করতেন, তখন তিনি উচ্চ আওয়াজে কেরাত পাঠ করতেন। ফলে মুশরিকরা তা শুনতে পেত, তারা যিনি কুরআন নাজিল করেছেন এবং যিনি নিয়ে এসেছেন, সকলকে ভর্ৎসনা করত। সে পরিপ্রেক্ষিতে আল্লাহ তা'আলা উক্ত আয়াত নাজিল করেছেন।

শানে নুযূল-২ : হযরত আয়েশা সিদ্দীকা (রা.) -এর উদ্ধৃতি দিয়ে ইমাম মুসলিম বর্ণনা করেন যে, বনূ তামীম গোত্রের কিছু লোক রাসূল ﷺ -এর খেদমতে উপস্থিত হয়ে ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করে। ফলে রাসূল ﷺ তাদের জন্য উচু আওয়াজে দোয়া করেন। اَللّٰهُمَّ ارْزُقْنَا مَالًا وَّ وَلَدًا তখন সে পরিপ্রেক্ষিতে দোয়া গোপনীয়তা বজায় রাখার জন্য আল্লাহ তা'আলা আলোচ্য আয়াত নাজিল করেন।

শানে নুযূল-৩ : ইবনে সিরীন (র.) বলেন যে, আরবীয়রা তাশাহহুদ উচ্চৈঃস্বরে পাঠ করতেন। এ সম্পর্কে আল্লাহ তা'আলা আলোচ্য আয়াতাংশটি নাজিল করেন।

শানে নুযূল-৪ : ইবনে সিরীন (র.) হতে অপর এক রেওয়ায়েতে বর্ণিত রয়েছে যে, হযরত আবূ বকর (রা.) রাত্রিকালে নামাজে কেরাত অত্যন্ত চুপিসারে পাঠ করতেন এবং হযরত ওমর (রা.) রাত্রিকালে নামাজে উঁচু স্বরে কেরাত পাঠ করতেন। সুতরাং তারা দুজনের সাথে এ সম্পর্কে আলোচনা করা হলে হযরত আবূ বকর (রা.) বলেন যে, আমি আমার রবের সাথে গোপনীয় আলোকপাত করি। তিনি তো আমার সকল প্রয়োজনাদি সম্পর্কে অবগত রয়েছেন। হযরত ওমর (রা.) বললেন যে, আমি শয়তানকে বিতারিত করি এবং তন্দ্রাকে ছাড়িয়ে নেই ও ঘুমন্তদের জাগ্রত করি। সে পরিপ্রেক্ষিতে উল্লিখিত আয়াত নাজিল হয়েছে। অতঃপর আবূ বকর (রা.)-কে একটু আওয়াজ করে এবং ওমর (রা.)-কে বলে দেওয়া হলো একটু নিচু আওয়াজে তেলাওয়াত করার জন্য।

শানে নযূল-৫ : ইবনে আবী শাইবা হযরত সাঈদ বিন মুসায়্যিব (রা.) -এর উদ্ধৃতি দিয়ে মুসান্নাফে আবী শায়বা গ্রন্থে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেন, রাসূল ﷺ بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ উচ্চৈঃস্বরে পাঠ করতেন। অপর দিকে মুসাইলামার নামও رحمن ছিল। সুতরাং নবী করীম ﷺ হতে যখন মুশরিকরা তা শুনতে পেল তখন ব্যাঙ্গ করে বিশ্রী আওয়াজে তার বিদ্রূপ করত। এ পরিপ্রেক্ষিতে আল্লাহ তা'আলা উক্ত আয়াত নাজিল করেন। -[কুরতুবী : ২৮৮/১০, রূহুল মা'আনী : পৃ.১৯৪, খ.৮, পারা-১৫, ইবনে কাছীর : ৭০/-৭১/৩, ফতুহুল কাদীর ২৬৬/৩, তাবারী ১৬৫/৮]

وَقُلِ الْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِيْ لَمْ يَتَّخِذْ وَلَدًا وَّلَمْ يَكُنْ لَّهٗ شَرِيْكٌ فِي الْمُلْكِ وَلَمْ يَكُنْ لَّهٗ وَلِيٌّ مِّنَ الذُّلِّ وَكَبِّرْهُ تَكْبِيْرًا

শানে নুযূল : ইবনে জারীর ও ইবনে আবী হাতেম মুহাম্মদ বিন কা'আব কারযীর উদ্ধৃতি দিয়ে বলেন যে, তিনি বলেন, ইহুদিরা হযরত উযাইর (আ.) কে আল্লাহর পুত্র বলে থাকে, খ্রিস্টানেরা হযরত ঈসা (আ.)-কে আল্লহর পুত্র বলে অপবাদ রটনা ছাড়াও মুশরিকরা বলত, ফেরেশ্‌তা আল্লাহর কন্যা। সে পরিপ্রেক্ষিতে আল্লাহ তা'আলা আলোচ্য আয়াত নাজিল করেন। -(রূহুল মা'আনী : পৃ.১৯৫, খ.৮, পারা-১৫, ইবনে কাছীর : ৭১/৩, ফতহুল কাদীর : ১৬৭/৩)

وَلَقَدْ اٰتَيْنَا مُوْسٰى تِسْعَ اٰيٰتٍ এতে হযরত মূসা (আ.)-কে নয়টি প্রকাশ্য নিদর্শন দেওয়ার কথা উল্লেখ করা হয়েছে। اٰيَة শব্দটি মু'জিযা এবং কুরআনি আয়াত অর্থাৎ, আহকামে এলাহীর অর্থে ব্যবহৃত হয়। এ স্থলে উভয় অর্থের সম্ভাবনা আছে। একদল তাফসীরবিদ এখানে اٰيَة -এর অর্থ মু'জিযা নিয়েছেন। নয় সংখ্যা উল্লেখ করার নয়ের বেশি না হওয়া জরুরি নয়। কিন্তু এখানে বিশেষ গুরুত্বের কারণে নয় উল্লেখ করা হয়েছে। হযরত

https://e-ilm.weebly.com/

আবদুল্লাহ্ ইবনে আব্বাস নয়টি মু'জিযা এভাবে গণনা করেছেন : ১. হযরত মূসা (আ.)-এর লাঠি, যা অজগর সাপ হয়ে যেত, ২. শুভ্র হাত, যা জামার নীচ থেকে বের করতেই চমকাতে থাকত, ৩. মুখের তোতলামি– যা দূর করে দেওয়া হয়েছিল, ৪. বনী ইসরাঈলকে নদী পার করার জন্য নদীকে দু'ভাগে বিভক্ত করে রাস্তা করে দেওয়া, ৫. অস্বাভাবিকভাবে পঙ্গপালের আজাব প্রেরণ করা, ৬. তুফান প্রেরণ করা, ৭. শরীরের কাপড়ে এত উকুন সৃষ্টি করা, যা থেকে আত্মরক্ষার কোনো উপায় ছিল না, ৮. ব্যাঙের আজাব চাপিয়ে দেওয়া, ফলে প্রত্যেক পানাহারের বস্তুতে ব্যাঙ কিলবিল করতো এবং ৯. রক্তের আজাব প্রেরণ করা। ফলে প্রত্যেক পাত্রে ও পানাহারের বস্তুতে রক্ত দেখা যেত।

يَبْكُوْنَ وَيَزِيْدُهُمْ خُشُوْعًا তাফসীরে মাযহারীতে বলা হয়েছে : কুরআন তেলাওয়াতের সময় ক্রন্দন করা মোস্তাহাব। হযরত আবূ হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত আছে, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন : যে ব্যক্তি আল্লাহর ভয়ে ক্রন্দন করে, সে জাহান্নামে যাবে না, যে পর্যন্ত না দোহন করা দুধ পুনর্বার স্তনে ফিরে আসে। (অর্থাৎ, দোহন করা দুধ স্তনে ফিরে যাওয়া যেমন সম্ভবপর নয়, তেমনিভাবে আল্লাহর ভয়ে ক্রন্দনকারী ব্যক্তির জাহান্নামে যাওয়াও অসম্ভব)। অন্য এক রেওয়ায়েতে রয়েছে : আল্লাহ তা'আলা দু'টি চক্ষুর উপর জাহান্নামের অগ্নি হারাম করেছেন। (এক) যে চক্ষু আল্লাহর ভয়ে ক্রন্দন করে। (দুই) যে চক্ষু ইসলামি সীমান্তের হেফাজতে রাত্রিকালে জাগ্রত থাকে।–(বায়হাকী, হাকেম) হযরত নযর ইবনে সা'দ বলেন যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : যে সম্প্রদায়ে আল্লাহর ভয়ে ক্রন্দকারী রয়েছে, আল্লাহ তা'আলা সেই সম্প্রদায়কে তার কারণে অগ্নি থেকে মুক্তি দিবেন। –[রূহুল মা'আনী]

এগুলো সূরা বনী ইসরাঈলের সর্বশেষ আয়াত। এ সূরার প্রারম্ভেও আল্লাহ তা'আলার পবিত্রতা ও তাওহীদের বর্ণনা ছিল এবং সর্বশেষ আয়াতগুলোতেও এ বিষয়বস্তুই বিবৃত হয়েছে।

দুনিয়াতে সৃষ্টিজীব যার শক্তিলাভ করে সে কোনো সময় নিজের চাইতে ছোট হয়। যেমন, সন্তান; কোনো সময় নিজের সমতুল্য হয়। যেমন, অংশীদার এবং কোনো সময় নিজের চাইতে বড় হয়। যেমন, সমর্থক ও সাহায্যকারী। এ আয়াতে আল্লাহ্ তা'আলা নিজের জন্য যথাক্রমে তিনটিই নাকচ করে দিয়েছেন।

মাসআলা : উল্লিখিত আয়াতে নামাজে কুরআন তেলাওয়াতের আদব বর্ণনা করে বলা হয়েছে যে, খুব উচ্চৈঃস্বরে না হওয়া চাই এবং এমন নিঃশব্দেও না হওয়া চাই যে, মুক্তাদীরা শুনতে পায় না। বলাবাহুল্য এ বিধান বিশেষ করে 'জেহরী' (সশব্দে পঠিত) নামাজ সমূহের জন্য। জোহর ও আসরের নামাজে সম্পূর্ণ নিঃশব্দে পাঠ করা মুতাওয়াতির হাদীস দ্বারা প্রমাণিত।

'জেহরী' নামাজ বলতে ফজর, মাগরিব ও এশার নামাজ বুঝায়। তাহাজ্জুদের নামাজও এর অন্তর্ভুক্ত। যেমন, এক হাদীসে রয়েছে, একবার রাসূলুল্লাহ ﷺ তাহাজ্জুদের সময় হযরত আবূ বকর সিদ্দীক (রা.) ও হযরত ওমর ফারূক (রা.) -এর কাছ দিয়ে গেলে হযরত আবূ বকরকে নিঃশব্দে এবং হযরত ওমরকে উচ্চৈঃস্বরে তেলাওয়াতরত দেখতে পান। রাসূলুল্লাহ ﷺ হযরত আবূ বকর (রা.)-কে বললেন : আপনি এত নিঃশব্দে তেলাওয়াত করেন কেন? তিনি আরজ করলেন : যাঁকে শোনানো উদ্দেশ্য তাঁকে শুনিয়ে দিয়েছি। আল্লাহ্ তা'আলা গোপনতম আওয়াজও শ্রবণ করেন। রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন : সামান্য শব্দ সহকারে পাঠ করুন।

অতঃপর হযরত ওমরকে বললেন : আপনি এত উচ্চৈঃস্বরে তেলাওয়াত করেন কেন? তিনি আরজ করলেন : আমি নিদ্রা ও শয়তানকে বিতাড়িত করে দেওয়ার জন্য উচ্চৈঃস্বরে পাঠ করি। রাসূলুল্লাহ ﷺ তাকে আদেশ দিলেন, যে অনুচ্চ শব্দে পাঠ করুন। –[তিরমিযী]

নামাজের ভিতরে ও বাইরে সশব্দে ও নিঃশব্দে কুরআন তেলাওয়াত সম্পর্কিত মাসআলা সূরা আ'রাফে বর্ণিত হয়েছে। সর্বশেষ আয়াত قُلِ الْحَمْدُ لِلّٰهِ সম্পর্কে হাদীসে আছে যে, এটি এজাযতের আয়াত। –(আহমদ, তাবারানী) এ আয়াতে এরূপ নির্দেশও আছে যে, মানুষ যতই আল্লাহ তা'আলার ইবাদত ও তাসবীহ্ পাঠ করুক, নিজের আমলকে কম মনে করা এবং ক্রটি স্বীকার করা তার জন্য অপরিহার্য। –[মাযহারী]

https://e-ilm.weebly.com/

হযরত আনাস (রা.) বলেন : আবদুল মুত্তালিবের পরিবারে যখন কোনো শিশু কথা বলার যোগ্য হয়ে যেত, তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ তাকে এ আয়াত শিখিয়ে দিতেন।

وَقُلِ الْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِىْ لَمْ يَتَّخِذْ وَلَدًا وَّلَمْ يَكُنْ لَّهٗ شَرِيْكٌ فِى الْمُلْكِ وَلَمْ يَكُنْ لَّهٗ وَلِىٌّ مِّنَ الذُّلِّ وَكَبِّرْهُ تَكْبِيْرًا

হযরত আবূ হুরায়রা (রা.) বলেন : একদিন আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর সাথে বাইরে গেলাম। তখন আমার হাত তাঁর হাতে আবদ্ধ ছিল। তিনি জনৈক দুর্দশাগ্রস্ত ও উদ্বিগ্ন ব্যক্তির কাছ দিয়ে গমন করার সময় তাকে জিজ্ঞেস করলেন : তোমার এই দুদর্শা কেন? লোকটি আরজ করল : রোগব্যাধি ও দারিদ্র্যের কারণে। রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন : আমি তোমাকে কয়েকটি বাক্য বলে দেই। এগুলো পাঠ করলে তোমার রোগব্যাধি ও অভাব-অনটন দূর হয়ে যাবে বাক্যগুলো এই : تَوَكَّلْتُ عَلَى الْحَيِّ الَّذِىْ لَا يَمُوْتُ - اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِىْ لَمْ يَتَّخِذْ وَلَدًا

-এর কিছুদিন পর রাসূলুল্লাহ ﷺ আবার সেদিকে গমন করলে লোকটিকে সুখী দেখতে পেয়ে আনন্দ প্রকাশ করেন। সে আরজ করল : যেদিন আপনি আমাকে বাক্যগুলো বলে দেন, সেদিন থেকে নিয়মিতই সেগুলো পাঠ করি। -[মাযহারী]

শব্দবিশ্লেষণ :

مُبَشِّرًا : সীগাহ واحد مذكر اسم فاعل বহছ বাব تَفْعِيْل মাসদার اَلتَّبْشِيْرُ মূলবর্ণ (ب . ش . ر) জিনস صحيح অর্থ- সুসংবাদ দেওয়া।

فَرَقْنَاهُ : সীগাহ جمع متكلم বহছ ماضى معروف বাব ضَرَبَ মসদার اَلْفَرْقُ মূলবর্ণ (ف . ر . ق) জিনস صحيح অর্থ- পৃথক করা।

لِتَقْرَأَهٗ : শুরুতে لام كي নাসেব। সীগাহ تقرأ واحد مذكر حاضر বহছ مضارع معروف বাব نَصَرَ মাসদার اَلْقِرَاءَةُ মূলবর্ণ (ق . ر . ء) জিনস مهموز لام অর্থ- পড়া।

لَا تُؤْمِنُوْا : সীগাহ جمع مذكر حاضر বহছ نهى حاضر معروف বাব اِفْعَالٌ মাসাদর اَلْاِيْمَانُ মূলবর্ণ (أ . م . ن) জিনস مهموز অর্থ- ঈমান আনা।

يَخِرُّوْنَ : সীগাহ جمع مذكر غائب বহছ مضارع معروف বাব ضَرَبَ মাসদার اَلْخَرُّ মূলবর্ণ (خ . ر . ر) জিনস مضاعف ثلاثى অর্থ- লুটিয়ে পড়া।

يَبْكُوْنَ : সীগাহ جمع مذكر غائب বহছ مضارع معروف বাব ضَرَبَ মাসদার اَلْبُكَىُ ও اَلْبُكَاءُ মূলবর্ণ (ب . ك . ى) জিনস ناقص يائى অর্থ- ক্রন্দন করা।

اُدْعُوْا : সীগাহ جمع مذكر حاضر বহছ امر حاضر معروف বাব نَصَرَ মাসদার اَلدُّعَاءُ ও اَلدَّعْوَةُ মূলবর্ণ (د . ع . و) জিনস ناقص واوى অর্থ- ডাকা, আহ্বান করা।

لَا تُخَافِتْ : সীগাহ واحد مذكر حاضر বহছ نهى حاضر معروف বাব مُفَاعَلَه মাসদার اَلْمُخَافَتَةُ মূলবর্ণ (خ . ف . ت) জিনস اجوف واوى অর্থ- আস্তে কথোপকথন করা। চুপিচুপি কথা বলা।

لَمْ يَتَّخِذْ : সীগাহ واحد مذكر غائب বহছ نفى جحد بلم در فعل مستقبل معروف বাব اِفْتِعَالٌ মাসদার اَلْاِتِّخَاذُ মূলবর্ণ (أ . خ . ذ) জিনস مهموز فاء অর্থ- গ্রহণ করা; বানানো।

كَبِّرْهُ : সীগাহ واحد مذكر حاضر বহছ امر حاضر معروف বাব تَفْعِيْل মাসদার اَلتَّكْبِيْرُ মূলবর্ণ (ك . ب . ر) জিনস صحيح অর্থ- বড়ত্ব ও মাহাত্ম্য বর্ণনা করা।

https://e-ilm.weebly.com/

سُوْرَةُ الْكَهْفِ

সূরা কাহফ

মক্কায় অবতীর্ণ : আয়াত-১১০, রুকূ'-১২

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ○

পরম করুণাময়, দয়ালু আল্লাহর নামে শুরু করছি।

১. সমস্ত প্রশংসা সে আল্লাহ তা'আলার জন্য যিনি নিজ [বিশিষ্ট] বান্দা [মুহাম্মদ ﷺ] -এর প্রতি এ কিতাব নাজিল করেছেন এবং তাতে একটুও বক্রতা রাখেননি।	اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِىْٓ اَنْزَلَ عَلٰى عَبْدِهِ الْكِتٰبَ وَلَمْ يَجْعَلْ لَّهٗ عِوَجًا (١)
২. [বরং] সম্পূর্ণরূপে প্রতিষ্ঠিত করেছেন, যেন তা এক কঠিন শাস্তির ভয় প্রদর্শন করে, যা আল্লাহর পক্ষ হতে আসবে, আর সে ঈমানদারদেরকে- যারা নেক কাজ করে- এ সুসংবাদ প্রদান করে যে, তাদের জন্য উত্তম বিনিময় রয়েছে।	قَيِّمًا لِّيُنْذِرَ بَاْسًا شَدِيْدًا مِّنْ لَّدُنْهُ وَيُبَشِّرَ الْمُؤْمِنِيْنَ الَّذِيْنَ يَعْمَلُوْنَ الصّٰلِحٰتِ اَنَّ لَهُمْ اَجْرًا حَسَنًا (٢)
৩. যাতে তারা অনন্তকাল থাকবে।	مَّاكِثِيْنَ فِيْهِ اَبَدًا (٣)
৪. আর যেন ঐ সকল লোকদেরকে ভয় প্রদর্শন করে যারা এরূপ বলে যে, আল্লাহর সন্তান আছে।	وَّيُنْذِرَ الَّذِيْنَ قَالُوا اتَّخَذَ اللّٰهُ وَلَدًا (٤)
৫. এ কথার কোনো প্রমাণ না তাদের কাছে আছে আর না তাদের পূর্বপুরুষদের কাছে ছিল, এটা অতি গুরুতর কথা যা তাদের মুখ দিয়ে বের হয়, তারা কেবল মিথ্যাই বকছে।	مَا لَهُمْ بِهٖ مِنْ عِلْمٍ وَّلَا لِاٰبَآئِهِمْ ؕ كَبُرَتْ كَلِمَةً تَخْرُجُ مِنْ اَفْوَاهِهِمْ ؕ اِنْ يَّقُوْلُوْنَ اِلَّا كَذِبًا (٥)

শাব্দিক অনুবাদ :

০১. اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ সমস্ত -প্রশংসা সে আল্লাহ তা'আলার জন্য الَّذِىْٓ اَنْزَلَ যিনি অবতীর্ণ করেছেন عَلٰى عَبْدِهٖ নিজ (বিশিষ্ট) বান্দা মুহাম্মদ ﷺ-এর প্রতি الْكِتٰبَ এ কিতাব وَلَمْ يَجْعَلْ لَّهٗ عِوَجًا এবং তাতে একটুও বক্রতা রাখেন নি।

০২. قَيِّمًا সম্পূর্ণরূপে সরল সংযত করেছেন لِّيُنْذِرَ যেন তা ভয় প্রদর্শন করে بَاْسًا شَدِيْدًا এক কঠোর আজাবের مِّنْ لَّدُنْهُ যা আল্লাহর পক্ষ থেকে আসবে وَيُبَشِّرَ আর এই সুসংবাদ প্রদান করেছে الْمُؤْمِنِيْنَ সেই ঈমানদারগণকে الَّذِيْنَ يَعْمَلُوْنَ الصّٰلِحٰتِ যারা নেক কাজ করে اَنَّ لَهُمْ اَجْرًا حَسَنًا তাদের জন্য উত্তম বিনিময় রয়েছে।

০৩. مَّاكِثِيْنَ তারা থাকবে فِيْهِ তাতে اَبَدًا অনন্ত কাল।

০৪. وَّيُنْذِرَ আর যেন ভয় প্রদর্শন করে ঐ সকল লোকদেরকে الَّذِيْنَ قَالُوا যারা এরূপ বলে যে اتَّخَذَ اللّٰهُ وَلَدًا আল্লাহর সন্তান আছে।

০৫. مَا لَهُمْ بِهٖ এ কথার না তাদের কাছে আছে مِنْ عِلْمٍ কোনো প্রমাণ وَّلَا لِاٰبَآئِهِمْ আর না তাদের পূর্বপুরুষদের কাছে ছিল كَبُرَتْ كَلِمَةً এটা অতি গুরুতর কথা تَخْرُجُ مِنْ اَفْوَاهِهِمْ যা তাদের মুখ দিয়ে বের হয় اِنْ يَّقُوْلُوْنَ اِلَّا كَذِبًا তারা কেবল মিথ্যাই বকছে।

https://e-ilm.weebly.com/

৬. অতঃপর হয়তো আপনি এদের পিছনে আপনার জীবন বিসর্জন করে দিবেন- যদি তারা এ বিষয়গুলোর প্রতি ঈমান না আনে- আক্ষেপ করতে করতে।	فَلَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَّفْسَكَ عَلٰٓى اٰثَارِهِمْ اِنْ لَّمْ يُؤْمِنُوْا بِهٰذَا الْحَدِيْثِ اَسَفًا (٦)
৭. ভূপৃষ্ঠে যা কিছু আছে, তা আমি তার জন্য সৌন্দর্যের উপকরণ করে দিয়েছি, যেন আমি মানুষকে পরীক্ষা করে নেই যে, তাদের মধ্যে কে কর্মে শ্রেষ্ঠ।	اِنَّا جَعَلْنَا مَا عَلَى الْاَرْضِ زِيْنَةً لَّهَا لِنَبْلُوَهُمْ اَيُّهُمْ اَحْسَنُ عَمَلًا (٧)
৮. এবং আমি পৃথিবীস্থ সমুদয় বস্তুকে একটি পরিস্কার ময়দানে পরিণত করব।	وَاِنَّا لَجٰعِلُوْنَ مَا عَلَيْهَا صَعِيْدًا جُرُزًا (٨)
৯. আপনি কি মনে করেন যে, গুহাবাসী এবং পর্বতবাসীরা আমার বিস্ময়কর বিষয়গুলো হতে কোনো আশ্চর্য বিষয় ছিল?	اَمْ حَسِبْتَ اَنَّ اَصْحٰبَ الْكَهْفِ وَالرَّقِيْمِ ۙ كَانُوْا مِنْ اٰيٰتِنَا عَجَبًا (٩)
১০. সে সময়টিও স্মরণীয়, যখন সে যুবকরা ঐ গুহার মধ্যে গিয়ে আশ্রয় নিল, তখন বলল, হে আমাদের প্রভু! আপনার নিকট হতে আমাদেরকে রহমত বর্ষণ করুন এবং আমাদের জন্য আমাদের কাজে যথাযোগ্য ব্যবস্থা করে দিন।	اِذْ اَوَى الْفِتْيَةُ اِلَى الْكَهْفِ فَقَالُوْا رَبَّنَآ اٰتِنَا مِنْ لَّدُنْكَ رَحْمَةً وَّهَيِّئْ لَنَا مِنْ اَمْرِنَا رَشَدًا (١٠)
১১. অনন্তর আমি সে গুহার মধ্যে তাদের কর্ণসমূহের উপর নিদ্রার আবরণ ফেলে রাখলাম বহু বৎসর পর্যন্ত।	فَضَرَبْنَا عَلٰٓى اٰذَانِهِمْ فِى الْكَهْفِ سِنِيْنَ عَدَدًا (١١)

শাব্দিক অনুবাদ :

০৬. فَلَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَّفْسَكَ অতঃপর হয়তো আপনার জীবন বিসর্জন করে দিবেন عَلٰٓى اٰثَارِهِمْ এদের পিছনে اِنْ لَّمْ يُؤْمِنُوْا যদি তারা ঈমান না আনে بِهٰذَا الْحَدِيْثِ এ বিষয় গুলোর প্রতি اَسَفًا আক্ষেপ করতে করতে।

০৭. اِنَّا جَعَلْنَا আমি করে দিয়েছি مَا عَلَى الْاَرْضِ ভূপৃষ্ঠে যা কিছু আছে তা زِيْنَةً لَّهَا তার জন্য সৌন্দর্যের উপকরণ لِنَبْلُوَهُمْ যেন আমি মানুষ কে পরীক্ষা করে নেই اَيُّهُمْ اَحْسَنُ عَمَلًا তাদের মধ্যে কে অধিকতর ভালো কাজ করে।

০৮. وَاِنَّا لَجٰعِلُوْنَ এবং আমি পরিণত করব مَا عَلَيْهَا পৃথিবীস্থ সমুদয় বস্তুকে صَعِيْدًا جُرُزًا একটি পরিষ্কার ময়দানে।

০৯. اَمْ حَسِبْتَ আপনি কি মনে করেন যে اَنَّ اَصْحٰبَ الْكَهْفِ وَالرَّقِيْمِ গুহাবাসী এবং পর্বতবাসীরা كَانُوْا مِنْ اٰيٰتِنَا عَجَبًا আমার বিস্ময়কর বিষয় গুলো হতে কোনো আশ্চর্য বিষয় ছিল।

১০. اِذْ اَوَى الْفِتْيَةُ সে সময়টিও স্মরণীয় যখন সেই যুবকেরা আশ্রয় নিল اِلَى الْكَهْفِ ঐ গুহার মধ্যে গিয়ে فَقَالُوْا তখন বলল رَبَّنَآ হে আমাদের রব اٰتِنَا مِنْ لَّدُنْكَ رَحْمَةً আপনার নিকট হতে আমাদের কে রহমত বর্ষণ করুন وَّهَيِّئْ لَنَا مِنْ اَمْرِنَا رَشَدًا এবং আমদের জন্য আমাদের কাজে যথাযোগ্য ব্যবস্থা করে দিন।

১১. فَضَرَبْنَا অনন্তর আমি নিদ্রার আবরণ ফেলে রাখলাম عَلٰٓى اٰذَانِهِمْ তাদের কর্ণ সমূহের উপর فِى الْكَهْفِ সেই গুহার মধ্যে سِنِيْنَ عَدَدًا বহু বৎসর পর্যন্ত।

https://e-ilm.weebly.com/

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

সূরা কাহফের ফজিলত : হাদীস শরীফে এ সূরার অনেক ফজিলত বর্ণিত হয়েছে। মুসনাদে আহমদে রয়েছে, এক সাহাবী এ সূরা তেলাওয়াত করছিলেন, তার গৃহে একটি চতুষ্পদ জন্তু ছিল। সে ছুটাছুটি করতে লাগল। সাহাবী লক্ষ্য করলেন, আকাশ তাঁর ঘরের উপরে একটি মেঘখণ্ড চাঁদোয়ার মতো ছায়া বিস্তার করে রয়েছে। উক্ত সাহাবী প্রিয়নবী ﷺ -এর খেদমতে যখন এ ঘটনা বর্ণনা করলেন, তখন তিনি ইরশাদ করলেন, এটি হলো সাকিনা, যা আল্লাহ তা'আলার পক্ষ থেকে কুরআনে কারীম তেলাওয়াতের কারণে নাজিল হয়েছে। বুখারী ও মুসলিম শরীফে বর্ণিত হয়েছে, এই সাহাবীর নাম ছিল হযরত উবাইদ ইবনে হুজায়ের (রা.)।

মুসনাদে আহমদে রয়েছে, যে ব্যক্তি সূরা কাহফের প্রথম দশটি আয়াত মুখস্থ করবে তাকে দাজ্জালের ফেতনা থেকে রক্ষা করা হবে। অবশ্য তিরমিযীতে তিন আয়াতের কথা উল্লেখ রয়েছে।

মুসনাদে আহমদে আরো রয়েছে, যে ব্যক্তি সূরা কাহফের প্রথম ও শেষ অংশ পাঠ করবে, তার জন্যে তা মাথা থেকে পা পর্যন্ত নূর হবে। আর যে সম্পূর্ণ সূরাটি পাঠ করবে সে জমিন থেকে আসমান পর্যন্ত নূর লাভ করবে।

তাফসীরে ইবনে মারদুয়াতে রয়েছে, জুমার দিন যে ব্যক্তি সূরা কাহফ পাঠ করবে তার পায়ের তলা থেকে আসমান পর্যন্ত নূর প্রদান করা হবে। যা কিয়ামতের দিন অত্যন্ত উজ্জ্বল হবে এবং পরবর্তী জুমা পর্যন্ত তার সকল গুনাহ মাফ করা হবে।

হযরত আবূ সাঈদ খুদরী (রা.) থেকে বর্ণিত আছে, যে ব্যক্তি সূরা কাহফ জুমার দিন পাঠ করে তার নিকট থেকে বায়তুল্লাহ শরীফ পর্যন্ত নূরে পরিপূর্ণ হয়ে যায়।

হাকেম (র.) আরেকটি বর্ণনা সংকলন করেছেন, যে ব্যক্তি জুমার দিন সূরা কাহফ পাঠ করে তার জন্য দু'জুমার মধ্যে নূরের আলো হবে।

বায়হাকীতে রয়েছে, যে ব্যক্তি সূরা কাহফ সেভাবে তেলাওয়াত করে, যেভাবে তা নাজিল হয়েছে তবে কিয়ামতের দিন তা তার জন্য নূর হবে।

বর্ণিত আছে যে, হযরত ইমাম হাসান (রা.) প্রত্যেক রাতে এই সূরা পাঠ করতেন।

ইবনে মারদূয়া আব্দুল্লাহ ইবনে মুগাফফাল (রা.)-এর সূত্রে বর্ণনা করেছেন, যে গৃহে এই সূরা কোনো রাতে পাঠ করা হয় তাতে সেই রাতে ইবলীস শয়তান প্রবেশ করতে পারে না।

মুসলিম, আবূ দাউদ, তিরমিযী, নাসায়ী, আহমদ, ইবনে হিব্বান প্রমুখ হযরত আবুদ দারদা (রা.)-এর সূত্রে বর্ণনা করেছেন, প্রিয়নবী ﷺ ইরশাদ করেছেন, যে ব্যক্তি সূরা কাহফের প্রথম দশটি আয়াত মুখস্থ করে রাখবে তাকে দাজ্জালের ফেতনা থেকে রক্ষা করা হবে। অন্য একটি বর্ণনায় এই কথাটি সূরা কাহফের শেষ দশটি আয়াত সম্পর্কেও বলা হয়েছে।

হযরত কাতাদা (র.) থেকে বর্ণিত আছে, এই সূরাটি মক্কায় অবতীর্ণ হয়েছে। আর এই সূরা সম্পর্কে প্রিয়নবী ﷺ ইরশাদ করেছেন, আমি কি সেই সূরা সম্পর্কে তোমাদেরকে বলব না, যা নাজিল হওয়ার সময় সত্তর হাজার ফেরেশতা অবতরণ করেছেন? তা হলো সূরা কাহাফ।

পূর্ববর্তী সূরার সাথে সম্পর্ক : সূরা বনী ইসরাঈল শুরু হয়েছে তাসবীহ দ্বারা, আর শেষ হয়েছে হামদ দ্বারা। আর এ সূরাও শুরু করা হয়েছে হামদ দ্বারা।

দ্বিতীয়ত : সূরা বনী ইসরাঈলে একটি আয়াতের তাফসীরে উল্লেখ করা হয়েছে যে, কাফেরেরা প্রিয়নবী ﷺ -এর নিকট তিনটি প্রশ্ন করেছে। একটি রূহ সম্পর্কে, দ্বিতীয়টি আসহাবে কাহফ সম্পর্কে, তৃতীয়টি জুলকারনাইন সম্পর্কে। প্রথম প্রশ্নটির জবাব সূরা বনী ইসরাঈলে প্রদান করা হয়েছে, আর আবশিষ্ট প্রশ্ন দু'টির জবাব এ সূরায় স্থান পেয়েছে।

https://e-ilm.weebly.com/

যেহেতু কাফেরদের এ প্রশ্নের উদ্দেশ্য হলো, প্রিয়নবী ﷺ-এর নবুয়ত ও রিসালাতকে অস্বীকার করা, তাই এ সূরার শুরুতে পবিত্র কুরআন নাজিল হওয়ার কথা উল্লেখ হয়েছে। কেননা পবিত্র কুরআন প্রিয়নবী ﷺ-এর নবুয়ত ও রেসালাতের সর্বশ্রেষ্ঠ দলিল। এরপর আসহাবে কাহফের ঘটনা বর্ণিত হয়েছে।

তৃতীয়ত : আসহাবে কাহফের ঘটনা দ্বারা হাশর-নাশর তথা মানব জাতির পুনরুত্থানের কথা প্রমাণ করা উদ্দেশ্য ছিল। এ জন্য আসহাবে কাহফের বর্ণনার পর দুনিয়ার স্থায়িত্ব হীনতা এবং কিয়ামত ও আখেরাতের অবস্থা বর্ণিত হয়েছে। যেভাবে রূহ সম্পর্কে প্রশ্নের জবাবে ইরশাদ হয়েছে- وَمَا أُوتِيتُم مِّنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا অর্থাৎ তোমাদেরকে খুবই অল্প জ্ঞান প্রদান করা হয়েছে।

ঠিক এমনিভাবে আসহাবে কাহফের বর্ণনার পর এ সূরায় হযরত মূসা (আ.) ও হযরত খিজির (আ.)-এর ঘটনা বর্ণিত হয়েছে। যাতে এ সত্য সুস্পষ্টভাবে প্রমাণিত হয় যে, আল্লাহ তা'আলা বান্দাকে যে ইলম দান করেছেন, তা অতি সামান্য। কোনো লোককে আল্লাহ তা'আলা কোনো বিষয়ে ইলম দিয়েছেন, অন্য লোককে সেই ইলম না দিয়ে অন্য ইলম দিয়েছেন। হযরত মূসা (আ.) ও খিজির (আ.)-এর এই ঘটনা এ কথারই প্রমাণ যে, মানুষকে আল্লাহ তা'আলা অতি সামান্য ইলমই দান করেছেন। এ সূরার শেষাংশে জুলকারনাইনের ঘটনা বর্ণিত হয়েছে। এরপর কিয়ামত এবং আখেরাতের অবস্থা বর্ণিত হয়েছে। তাওহীদ ও রিসালাতের বর্ণনার মাধ্যমে সূরা শেষ করা হয়েছে।

অথবা বিষয়টিকে এভাবেও বর্ণনা করা যেতে পারে। সূরা বনী ইসরাঈলে নবুয়তের শান, উচ্চ মর্তবা এবং সম্মান বর্ণিত হয়েছে এবং নবীর মু'জিযার বিবরণ স্থান পেয়েছে। আর এ সূরায় আল্লাহর ওলীগণের বেলায়েত, তাদের কারামত এবং ফকিরী ও দরবেশীর অবস্থা বর্ণিত হয়েছে। এ পর্যায়ে আল্লাহ রাব্বুল আলামীন এ সূরায় আসহাবে কাহাফের ঘটনা বর্ণনা করেছেন। এরা ক'জন সাহসী যুবক ছিলেন। যারা কুফরি, নাফরমানি এবং শিরক থেকে নিজেকে রক্ষা করার নিমিত্তে পালায়ন করেছিলেন এবং একটি গর্তে আত্মগোপন করেছিলেন। ইমাম বুখারী (র.) এ সম্পর্কে কিতাবুল ঈমানে একটি পরিচ্ছেদ সংযোজন করেছেন, যার অর্থ হলো- 'তাদের কথা যারা কুফর ও শিরক থেকে আত্মরক্ষা করার জন্য কোনো পাহাড়ের গর্তে আশ্রয় নিয়েছেন।' এটিও ঈমানের একটি বড় শাখা। কেননা আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেছেন- فَفِرُّوا إِلَى اللَّهِ অর্থাৎ, তোমরা আল্লাহ পাকের দিকে পালায়ন কর। দারুল হরব থেকে দারুল ইসলামে হিজরত করা এ কর্মসূচিরই একটি অংশ। যেভাবে সূরা বনী ইসরাঈলে উল্লিখিত হয়েছে যে প্রিয়নবী ﷺ ও তাঁর সাহাবায়ে কেরাম কাফেরদের অত্যাচারে অতিষ্ঠ হয়ে মদিনায় হিজরত করেছেন, ঠিক তেমনিভাবে এ সূরায় আসহাবে কাহাফের কথা বর্ণিত হয়েছে, যারা ঈমানের হেফাজতের জন্য এবং কুফর ও শিরক থেকে আত্মরক্ষার উদ্দেশ্যে পাহাড়ের গর্তের মধ্যে আশ্রয় নিয়েছিলেন।

একথা সর্বজনবিদিত যে, আল্লাহ তা'আলার সন্তুষ্টি লাভের উদ্দেশ্যে পাপাচারের স্থান পরিত্যাগ করে, পাহাড়ের গর্তে আশ্রয় গ্রহণ করা একটি বিরাট ইবাদত। স্বয়ং হযরত রাসূলে কারীম ﷺ নবুয়ত লাভের পূর্বক্ষণে লোক সমাজ থেকে দূরে হেরা নামক গুহায় সাধনায় রত হতেন। এর তাৎপর্য হলো,আধ্যাত্মিক সাধনায় সৃষ্টি থেকে দূরে থেকে স্রষ্টার নৈকট্যে ধন্য হওয়ার চেষ্টা সবজর্ন স্বীকৃত একটি পন্থা।

যেভাবে হযরত রাসূলে কারীম ﷺ-এর মহাশূন্য পরিভ্রমণ তথা মি'রাজের কথা সূরা বনী ইসরাঈলে বর্ণিত হয়েছে, এমনিভাবে সূরা কাহফে আসহাবে কাহফের পাহাড়ে আশ্রয় গ্রহণ ও সাধনায় রত হওয়ার কথা উল্লেখ করা হয়েছে। এরপর জুলকারনাইনের ঘটনা বর্ণনার পর এই সূরা শেষ করা হয়েছে। এভাবে উভয় সূরার মধ্যে একটি বিশেষ সম্পর্ক রয়েছে।

শানে নুযূল : মুফাসসীরে কুরআন ইকরিমা হযরত ইবনে আব্বাস (রা.)-এর উদ্ধৃতি দিয়ে বর্ণনা করেন যে, কুরায়শেরা নযর বিন হারিছ ও উকবা বিন আবী মুঈত্বকে মদিনার ইহুদি পণ্ডিতদের নিকট এ মর্মে পাঠালো যে,

https://e-ilm.weebly.com/

তোমরা তাদের নিকট গিয়ে মুহাম্মদের স্বভাব চরিত্র সম্পর্কে অবগত করে মুহাম্মদ ﷺ সম্পর্কে তাদের মন্তব্য কি তা জিজ্ঞেস কর। কারণ তারা হলো পূর্ববর্তী কিতাবের অধিকারী। তাদের নিকট নবীগণ সম্পর্কে জ্ঞান রয়েছে, যা আমাদের মাঝে নেই।

সুতরাং তারা মক্কা হতে মদিনায় গিয়ে পৌছল। অতঃপর মদিনার ইহুদি পণ্ডিতদের নিকট রাসূল ﷺ সম্পর্কে এ কথা বলে জিজ্ঞেস করল যে, তোমরা হলে তাওরাতের অধিকারী। আমাদের এ ব্যক্তিটি সম্পর্কে আমাদেরকে কিছু তথ্য দেবে, এ প্রত্যাশা নিয়েই এখানে এসেছি। তারা বলল যে, আমরা তোমাদেরকে তিনটি বিষয় সম্পর্কে বলে দিচ্ছি। এগুলো সম্পর্কে তাঁকে জিজ্ঞেস কর। এ তিনটি বিষয় সম্পর্কে যদি তোমাদেরকে জবাব দিতে পারেন, তাহলে তিনি আল্লাহর প্রেরিত একজন রাসূল হবেন নিশ্চত। আর যদি তার জাবাব দিতে অপারগ হন তাহলে সে হবে একজন মিথ্যুক। তখন সে ব্যক্তি সম্পর্কে তোমাদের কি করণীয় হবে, তা হচ্ছে তোমাদের ব্যাপার।

১. তাঁকে পূর্ব কালের পলাতক যুবকদের সম্পর্কে জিজ্ঞেস করবে। তাদের আশ্চর্য জনক ঘটনাটি কি ছিল? ২. যে ব্যক্তি পৃথিবীর পূর্ব পশ্চিম পদানত করেছিলেন, সে ব্যক্তি সম্পর্কে তাঁকে জিজ্ঞেস কর। ৩. তাঁকে রূহ বা আত্মা সম্পর্কে জিজ্ঞেস কর তা কি বস্তু? প্রকৃত পক্ষে এ সকল বিষয় সম্পর্কে যদি সমাধান দিতে পারেন তাহলে তিনি নবী হবেন। তোমরা তাঁর অনুসরণ করবে। যদি সামাধান দিতে সক্ষম না হন, তাহলে সে একজন মিথ্যুক। তার ব্যাপারে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করার যা তা করবে।

অতঃপর নযর ও উকবা ফিরে এসে কুরাইশদের নিকট বলল যে, হে কুরাইশ লোকজন! আমরা তোমাদের ও মুহাম্মদের মধ্যকার সংগঠিত বিরোধ নিষ্পত্তি করার একটি ব্যবস্থা নিয়ে এসেছি। ইহুদি পণ্ডিতেরা তাঁকে কতটি প্রশ্ন করতে বলেছেন। এবং সেই বিষয়গুলো তাদের সামনে ব্যক্ত করল। সুতরাং তারা রাসূল ﷺ -এর দরবারে গিয়ে বলল, হে মুহাম্মদ! এ কয়েকটি বিষয় সম্পর্কে উত্তর দাও। রাসূল ﷺ বললেন, তোমরা যে সকল বিষয় জানতে চেয়েছ আগামীকাল তোমাদেরকে সে সম্পর্কে বলে দেব। তবে তিনি তৎসঙ্গে إِنْ شَاءَ اللّٰهُ বলেননি। সুতরাং তারা চলে গেল। পরবর্তীতে পরের দিন চলে গেল কিন্তু আল্লাহর পক্ষ থেকে তাঁর নিকট কোনো ওহী আসে নি। এমন কি জিবরাইল (আ.) ও আসেন নি। যার দরুন মক্কার কাফেররা ব্যঙ্গ করে বলতে লাগল যে, মুহাম্মদ আমাদেরকে আগামীকালের কথা বলেছে। কিন্তু আজ পনের দিন গত হয়ে যাচ্ছে। আজও সে সম্পর্কে কোনো জবাব পেলাম না। এ দিকে রাসূল ﷺ ও ওহী বন্ধ হওয়াতে তাদের তিক্ত মন্তব্যের কারণে অত্যন্ত ভারাক্রান্ত হৃদয় হয়ে পড়েন। অতঃপর হযরত জিবরাইল (আ.) আল্লাহর পক্ষ হতে সূরায়ে কাহাফ নিয়ে নাজিল হন। প্রথম দুটি প্রশ্নের উত্তর এ সূরা এবং তৃতীয় প্রশ্নের উত্তর পূর্ববর্তী সূরায় বনী ইসরাঈলে দেওয়া হয়েছে।

−[ইবনে কাছীর : ৭৩/৩, বাহরে মুহীত্ব : ৯৩/৬, তাবারী : ১৭৪/৮, কুরতুবী : ৩০২/১০]

فَلَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَّفْسَكَ عَلَىٰ اٰثَارِهِمْ اِنْ لَّمْ يُؤْمِنُوْا بِهٰذَا الْحَدِيْثِ اَسَفًا.

শানে নুযূল : ইবনে মারদূয়া হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) -এর উদ্ধৃতি দিয়ে বর্ণনা করেন যে, উতবা বিন রবীআ, শাইবা বিন রবীআ, আবূ জাহিল বিন হিশাম, নযর বিন হারিছ, উমায়্যা বিন খালফ, আস বিন ওয়ায়েল, আসওয়াদ বিন মুত্তালিব ও আবুল বাখতারী প্রমুখ কুরাইশের একটি জামাতের সাথে একত্রিত হয়। রাসূল ﷺ তাঁর কওমকে তাঁর প্রতিপক্ষে একত্রিত দেখতে পেয়ে এবং তাঁর আনীত ঐশী প্রত্যাদেশকে প্রত্যাখান করার কারণে রাসূল ﷺ -এর নিকট তা অত্যন্ত পীড়াদায়ক পেরেশানির কারণ হয়ে দাড়াল। তখন আল্লাহ তা'আলা তদ্বীয় রাসূল ﷺ -কে প্রশান্তি দান করার জন্য আল্লাহ তা'আলা আলোচ্য আয়াত নাজিল করেন। −[রূহুল মা'আনী]

اِنَّا جَعَلْنَا مَا عَلَى الْاَرْضِ زِيْنَةً لَّهَا অর্থাৎ, পৃথিবীর জীবজন্তু, উদ্ভিদ, জড় পদার্থ এবং ভূগর্ভস্থ বিভিন্ন বস্তুর খনি−এগুলো সবই পৃথিবীর সাজ-সজ্জা ও চাকচিক্য। এখানে প্রশ্ন হয় যে, পৃথিবীর সৃষ্টিজীবের মধ্যে সাপ, বিচ্ছু,

https://e-ilm.weebly.com/

হিংস্র জন্তু এবং অনেক ক্ষতিকর ও ধ্বংসাত্মক বস্তুও রয়েছে। এগুলোকে পৃথিবীর সাজ-সজ্জা ও চাকচিক্য কিরূপে বলা যায়? উত্তর এই যে, দুনিয়াতে যেসব বস্তু বাহ্যত: ধ্বংসাত্মক ও খারাপ, সেগুলো একদিক দিয়ে খারাপ হলেও সমষ্টিগতভাবে কোনো কিছুই খারাপ নয় কেননা প্রত্যেক মন্দ বস্তুর মধ্যে অন্যান্য নানা দিক দিয়ে আল্লাহ তা'আলা অনেক উপকারও নিহিত রেখেছেন। বিষাক্ত জন্তু ও হিংস্র প্রাণীদের দ্বারা মানুষের চিকিৎসা ইত্যাদি সংক্রান্ত হাজারো অভাব পূরণ করা হয়। তাই যেসব বস্তু একদিক দিয়ে মন্দ, বিশ্বচরাচরের গোটা কারখানার দিক দিয়ে সেগুলোও মন্দ নয়।

শব্দার্থ : كَهْف -এর অর্থ বিস্তীর্ণ পার্বত্য গুহা। বিস্তীর্ণ না হলে তাকে غَارٌ বলা হয়। رَقِيْم -এর শব্দিক অর্থ مَرْقُوْمٌ বা লিখিত বস্তু। এ স্থলে কি বুঝানো হয়েছে, এ সম্পর্কে তাফসীরবিদগণের বিভিন্ন উক্তি বর্ণিত রয়েছে। হযরত ইবনে আব্বাসের রেওয়ায়েত দৃষ্টে যাহহাক, সুদ্দী ও ইবনে জোবায়েরের মতে এর অর্থ একটি লিখিত ফলক। সমসাময়িক বাদশাহ্ এই ফলকে আসহাবে কাহ্ফের নাম লিপিবদ্ধ করে গুহার প্রবেশ পথে ঝুলিয়ে রেখেছিল। এ কারণেই আসহাবে রকীমও বলা হয়। কাতাদা, আতিয়্যা, আউফী ও মুজাহিদ বলেন : রকীম সে পাহাড়ের পাদদেশে অবস্থিত উপত্যকার নাম, যাতে আসহাবে-কাহ্ফের গুহা ছিল। কেউ কেউ স্বয়ং পাহাড়টিকেই রকীম বলেছেন। হযরত ইকরিমা বলেন : আমি ইবনে আব্বাসকে বলতে শুনেছি যে, রকীম কোনো লিখিত ফলকের নাম না জনবসতির নাম, তা আমার জানা নেই। কা'ব আহ্বার, ওয়াহাব ইবনে মুনাব্বিহ্ থেকে বর্ণনা করেন যে, রকীম রোমে অবস্থিত আয়লা অর্থাৎ আকাবার নিকটবর্তী একটি শহরের নামা। فِتْيَةٌ শব্দটি বহুবচন। এর একবচন فَتًى অর্থ– যুবক। فَضَرَبْنَا عَلٰى اٰذَانِهِمْ -এর শাব্দিক অর্থ কর্ণকুহর বন্ধ করে দেয়। অচেতন নিদ্রাকে এই ভাষায় ব্যক্ত করা হয়। কেননা নিদ্রায় সর্বপ্রথম চক্ষু বন্ধ হয়, কিন্তু কান সক্রিয় থাকে। আওয়াজ শোনা যায়। অতঃপর যখন নিদ্রা পরিপূর্ণ ও প্রবল হয়ে যায়, তখন কানও নিষ্ক্রীয় হয়ে পড়ে। জাগরণের সময় সর্বপ্রথম কান সক্রিয় হয়। আওয়াজের কারণে নিদ্রিত ব্যক্তি সচকিত হয়, অতঃপর জাগ্রত হয়।

আসহাবে কাহ্ফ ও রকীমের কাহিনী : এ কাহিনীতে কয়েকটি আলোচ্য বিষয় আছে। **এক.** 'আসহাবে কাহ্ফ' ও আসহাবে রকীম' একই দলের দুই নাম, না তারা আলাদা দু'টি দল? যদিও কোনো সহীহ হাদীসে এ সম্পর্কে সুস্পষ্ট কোনো বর্ণনা নেই, কিন্তু ইমাম বুখারী 'সহীহ' নামক গ্রন্থে আসহাবে কাহফ ও আসহাবে রকীমের দু'টি আলাদা আলাদা শিরোনাম রেখেছেন। অতঃপর আসহাবে রকীম শিরোনামের অধীনে তিন ব্যক্তির গুহায় আটকে পড়া, তৎপর দোয়ার মাধ্যমে রাস্তা খুলে যাওয়ার প্রসিদ্ধ কাহিনীর উল্লেখ করেছেন, যা সব হাদীস গ্রন্থেই বিস্তারিতভাবে বিদ্যমান আছে। ইমাম বুখারীর এ কাজ থেকে বুঝা যায় যে, তাঁর মতে আসহাবে কাহ্ফ ও আসহাবে রকীম পৃথক পৃথক দু'টি দল এবং আসহাবে রকীম ঐ তিন ব্যক্তিকে বলা হয়েছে, যারা কোনো সময় পাহাড়ের গুহার আত্মগোপন করেছিল। এরপর পাহাড়ের একটি বিরাট পাথর গুহার মুখে পড়ে যাওয়ায় গুহা সম্পূর্ণ বন্ধ হয়ে যায় এবং তাদের বের হওয়ার পথ থাকে না। আটক ব্যক্তিদের প্রত্যেকেই নিজ নিজ সৎকাজের অসিলা দিয়ে আল্লাহর কাছে দোয়া করে যে, যদি আমরা এ কাজটি খাঁটিভাবে আপনার সন্তুষ্টির জন্য করে থাকি, তবে নিজ কৃপায় আমাদের পথ খুলে দিন। প্রথম ব্যক্তির দোয়ায় পাথর কিছুটা সরে যায়। ফলে, ভিতরে আলো আসতে থাকে। দ্বিতীয় ব্যক্তির দোয়ায় আরো একটু সরে যায় এবং তৃতীয় ব্যক্তির দোয়ায় রাস্তা সম্পূর্ণ উন্মুক্ত হয়ে যায়।

কিন্তু হাফেজ ইবনে হাজার (র.) বোখারীর টীকায় বলেছেন যে, উপরিউক্ত তিন ব্যক্তির নাম আসহাবে রকীম, হাদীস দৃষ্টে এর কোনো সুস্পষ্ট প্রমাণ নেই। ব্যাপার এতটুকু যে, গুহার ঘটনার বর্ণনাকারী নোমান ইবনে বশীরের রেওয়ায়েতে কোনো কোনো রাবী এই কথাগুলো সংযুক্ত করেছেন : নো'মান ইবনে বাশীর বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ

https://e-ilm.weebly.com/

-কে রকীমের প্রসঙ্গে আলোচনা করতে শুনেছি। তিনি গুহায় আবদ্ধ তিন ব্যক্তির ঘটনা বর্ণনা করেছিলেন। এই অতিরিক্ত কথাগুলো ফতহুল বারীতে বাযযার ও তাবারানীর রেওয়ায়েতে উদ্ধৃত হয়েছে। কিন্তু প্রথমত : সেহাহ্ সিত্তা ও অন্যান্য হাদীস গ্রন্থে এই হাদীসের সাধারণ রাবীদের যেসব রেওয়ায়েত বিদ্যমান আছে, সেগুলোতে কেউ নোমান ইবনে বশীরের উপরিউক্ত বাক্য উদ্ধৃত করেননি। স্বয়ং বুখারীর রেওয়ায়েতও এই বাক্য থেকে মুক্ত। দ্বিতীয়ত: এই বাক্যেও একথার উল্লেখ নেই যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ গুহায় আবদ্ধ তিন ব্যক্তিকে আসহাবে রকীম বলেছিলেন; বরং বলা হয়েছে যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ রকীমের প্রসঙ্গে আলোচনা করেছিলেন এবং এ প্রসঙ্গে তিন ব্যক্তির কথা উল্লেখ করেছিলেন। রকীমের অর্থ সম্পর্কে সাহাবী, তাবেয়ীও সংখ্যাগরিষ্ঠ তাফসীরবিদদের মধ্যে যে মতবিরোধ উপরে বর্ণিত হয়েছে এটাই তার প্রমাণ যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ থেকে রকীমের অর্থ নির্ধারণ সম্পর্কে কোনো হাদীস ছিল না। নতুবা রাসূলুল্লাহ ﷺ কোনো অর্থ নির্দিষ্ট করে দিলে সাহাবী, তাবেয়ী ও অন্যান্য তাফসীরবিদ এর বিপরীতে অন্য কোনো অর্থ নেবেন–এটা কিরূপে সম্ভবপর ছিল? এ কারণেই বুখারীর টীকাকার হাফেজ ইবনে হাজার আসহাবে কাহ্ফ ও আসহাবে রকীমের দু'টি আলাদা আলাদা দল হওয়ার বিষয়টিকে অস্বীকার করেছেন। তাঁর মতে একই দলের দুই নাম হওয়াই ঠিক। রকীমের আলোচনার সাথে সাথে গুহায় আবদ্ধ তিন ব্যক্তির আলোচনা এসে গেছে। এ থেকে জরুরি হয় না যে, এই তিন ব্যক্তিই আসহাবে রকীম ছিল।

হাফেজ ইবনে হাজার ও অধিকাংশ তাফসীরবিদের মতে কুরআনের পূর্বাপর বর্ণনা অনুযায়ী আসহাবে কাহ্ফ ও আসহাবে রকীম একই দল।

এ কাহিনীর দু'টি অংশ **এক.** এ কাহিনীর আসল উদ্দেশ্য, যা দ্বারা ইহুদিদের প্রশ্নের জবাব হয়ে যায় এবং মুসলমানদের জন্য হেদায়েত ও উপদেশ। **দুই.** কাহিনীর ঐতিহাসিক ও ভৌগোলিক পটভূমি-আসল উদ্দেশ্যের সাথে যার বিশেষ কোনো সম্পর্ক নেই। উদাহরণতঃ ঘটনাটি কোন কালে এবং কোন শহরে ও জনপদে সংঘটিত হয়, যে কাফের বাদশাহ্র কাছ থেকে পালায়ন করে তাঁরা গুহায় আশ্রয় নিয়েছিলেন, সে কে ছিল? তার ধর্ম বিশ্বাস ও চিন্তাধারা কি ছিল? সে তাঁদের সাথে কি ব্যবহার করেছিল, যদ্দরুন তাঁরা পালায়ন করতে ও গুহায় আশ্রয় নিতে বাধ্য হয়েছিলেন? তাঁদের সংখ্যা কত ছিল? তাঁরা কতকাল ঘুমন্ত অবস্থায় ছিলেন? তাঁরা এখনো জীবিত আছেন, না মরে গেছেন।

কুরআন পাক স্বীয় বিজ্ঞজনোচিত মূলনীতি ও বিশেষ বর্ণনা পদ্ধতি অনুযায়ী সমগ্র কুরআনে একটি মাত্র কাহিনী তথা হযরত ইউসুফ (আ.)-এর ইতিবৃত্ত ব্যতীত কোনো কাহিনী সাধারণ ঐতিহাসিক গ্রন্থাদির অনুরূপ পূর্ণ বিবরণ ও ক্রমসহকারে বর্ণনা করেননি; বরং প্রত্যেক কাহিনীর শুধু ঐ অংশই বিভিন্ন স্থানে বর্ণনা করেছেন, যা মানবীয় হেদায়েত ও শিক্ষার সাথে সম্পর্ক যুক্ত।

আসহাবে কাহ্ফের কাহিনীতেও পদ্ধতি অনুসরণ করা হয়েছে। কুরআন বর্ণিত অংশগুলো এর আসল উদ্দেশ্যের সাথে সম্পর্কযুক্ত। অবশিষ্ট যেসব অংশ একান্ত ঐতিহাসিক ও ভৌগোলিক, সেগুলো উল্লেখ করা হয়নি। আসহাবে কাহ্ফের সংখ্যা ও ঘুমের সময়কাল সম্পর্কিত প্রশ্নও এখানে উল্লেখ করা হয়েছে এবং জবাবের প্রতিও ইঙ্গিত প্রদান করা হয়েছে, কিন্তু সাথে সাথে এ নির্দেশও প্রদত্ত হয়েছে যে, এ জাতীয় প্রসঙ্গে বেশি চিন্তা-ভাবনা ও তর্ক-বিতর্ক করা সমীচীন নয়। এগুলো আল্লাহর উপরই ছেড়ে দেওয়া উচিত।

প্রধান প্রধান সাহাবী ও তাবেয়ীগণের এই কর্মপন্থা অনুযায়ী এখানেও কাহিনীর ঐসব অংশ বাদ দেওয়া উচিত ছিল, যেগুলো কুরআন ও হাদীস বাদ দিয়েছে। কিন্তু বর্তমান যুগে ঐতিহাসিক ও ভৌগোলিক তথ্য আবিষ্কারকেই সর্ববৃহৎ কৃতিত্ব মনে করা হয়। পরবর্তী যুগের তাফসীরবিদগণ এ জন্যই তাঁদের গ্রন্থে কম-বেশি এসব অংশও

https://e-ilm.weebly.com/

বর্ণনা করেছেন। তাই আলোচ্য তাফসীরে কাহিনীর যেসব অংশ স্বয়ং কুরআনে উল্লিখিত আছে। সেগুলো তো আয়াতের তাফসীরের অধীনে বর্ণিত হবেই। এছাড়া অবশিষ্ট ঐতিহাসিক ও ভৌগোলিক অংশ ও প্রয়োজন অনুসারে বর্ণনা করা হচ্ছে। বর্ণনা করার পরও সর্বশেষ ফলাফল এটাই হবে যে, এ ধরনের ব্যাপারে চূড়ান্ত ফয়সালা করা অসম্ভব। কেননা ইসলাম ও খ্রিস্টীয় ইতিহাসে এ সম্পর্কে যা কিছু লিখিত আছে, সেগুলো এত বিভিন্ন ও পরস্পর বিরোধী যে, একজন গ্রন্থকার যদি স্বীয় গবেষণার পরিপ্রেক্ষিতে বিভিন্ন ইঙ্গিতের সাহায্যে কোনো একদিন নির্দিষ্ট করেন, তবে অন্যজন এমনিভাবে অন্য দিনকে অগ্রাধিকার দান করেন।

শব্দবিশ্লেষণ :

لَمْ يَجْعَلْ : সীগাহ واحد مذكر غائب বহছ نفى جحد بلم در فعل مستقبل معروف বাব فَتَحَ মাসদার اَلْجَعْلُ মূলবর্ণ (ج ـ ع ـ ل) জিনস صحيح অর্থ– বানানো, করা।

لِيُنْذِرَ : সীগাহ واحد مذكر غائب বহছ مضارع منصوب بلام كى বাব اِفْعَالٌ মাসদার اَلْاِنْذَارُ মূলবর্ণ (ن ـ ذ ـ ر) জিনস صحيح অর্থ– ভয় দেখানো।

مَاكِثِيْنَ : সীগাহ جمع مذكر বহছ اسم فاعل বাব نَصَرَ মাসদার اَلْمَكْثُ মূলবর্ণ (م ـ ك ـ ث) জিনস صحيح অর্থ– অবস্থান করা, সর্বদা থাকা।

اِتَّخَذَ : সীগাহ واحد مذكر غائب বহছ ماضى معروف বাব اِفْتِعَالٌ মাসদার اَلْاِتِّخَاذُ মূলবর্ণ (أ ـ خ ـ ذ) জিনস مهموز فاء অর্থ– বানানো।

كَبُرَتْ : সীগাহ واحد مؤنث غائب বহছ ماضى معروف বাব كَرُمَ মাসদার اَلْكِبَرُ، اَلْكَبَارَةُ মূলবর্ণ (ك ـ ب ـ ر) জিনস صحيح অর্থ– বড় হওয়া। আয়তনে অধিক হওয়া।

بَاخِعٌ : সীগাহ واحد مذكر বহছ اسم فاعل বাব فَتَحَ মাসদার اَلْبَخْعُ মূলবর্ণ (ب ـ خ ـ ع) জিনস صحيح অর্থ– দুঃখে-শোক নিপাত করে দেওয়া।

لِنَبْلُوَهُمْ : সীগাহ جمع متكلم বহছ مضارع معروف বাব نَصَرَ মাসদার اَلْبَلَاءُ মূলবর্ণ (ب ـ ل ـ ى) জিনস ناقص يائى অর্থ– পরীক্ষা করা।

اَوَى : সীগাহ واحد مذكر غائب বহছ ماضى معروف বাব ضَرَبَ মাসদার اَلْاَوِىُّ মূলবর্ণ (أ ـ و ـ ى) জিনস مركب (مهموز فاء ও لفيف مقرون) অর্থ– অবতরণ করা, অবস্থিত হওয়া, আশ্রয় নেওয়া।

اٰتِنَا : সীগাহ واحد مذكر حاضر বহছ امر حاضر معروف বাব اِفْعَالٌ মাসদার اَلْاِيْتَاءُ মূলবর্ণ (أ ـ ت ـ ى) জিনস مركب (مهموز فاء ও ناقص يائى) অর্থ– দেওয়া।

هَيِّئْ : সীগাহ واحد مذكر حاضر বহছ امر حاضر معروف বাব تفعيل মাসদার اَلتَّهْيِئَةُ، اَلتَّهَيِّئُ মূলবর্ণ (ه ـ ى ـ ء) জিনস مركب (مهموز لام ও اجوف يائى) অর্থ– প্রস্তুত করা, ঠিক করা।

https://e-ilm.weebly.com/

https://e-ilm.weebly.com/

১৬. আর যখন তোমরা তাদের হতে পৃথক হয়েছ এবং তাদের উপাস্যগণ হতেও কিন্তু আল্লাহ হতে [নয়] তখন তোমরা গুহায় গিয়ে আশ্রয় নাও, তোমাদের প্রভু তোমাদের প্রতি নিজ রহমত বিস্তার করে দিবেন এবং তোমাদের জন্য তোমাদের এ কাজে সফলতার আসবাব বন্দোবস্ত করে দিবেন।

وَاِذِ اعْتَزَلْتُمُوْهُمْ وَمَا يَعْبُدُوْنَ اِلَّا اللّٰهَ فَاْوٗاۤ اِلَى الْكَهْفِ يَنْشُرْ لَكُمْ رَبُّكُمْ مِّنْ رَّحْمَتِهٖ وَيُهَيِّئْ لَكُمْ مِّنْ اَمْرِكُمْ مِّرْفَقًا (١٦)

১৭. আর [হে শ্রোতা!] যখন সূর্য উদিত হয়, তখন তুমি তাকে দেখবে যে, ঐ গুহা হতে দক্ষিণ দিকে সরে যায়, আর যখন তা অস্তমিত হয়, তখন [গুহার] বাম দিকে সরে যায়, এবং তারা উক্ত গুহার এক প্রশস্ত স্থানে ছিল, এটা আল্লাহর নিদর্শনসমূহের অন্তর্গত; আল্লাহ যাকে হেদায়েত দেন, সেই হেদায়েত পায়, আর যাকে তিনি বিপথগামী করেন, অতঃপর আপনি তার জন্য কোনো পথ প্রদর্শনকারী-সহায়ক পাবেন না।

وَتَرَى الشَّمْسَ اِذَا طَلَعَتْ تَّزٰوَرُ عَنْ كَهْفِهِمْ ذَاتَ الْيَمِيْنِ وَاِذَا غَرَبَتْ تَّقْرِضُهُمْ ذَاتَ الشِّمَالِ وَهُمْ فِيْ فَجْوَةٍ مِّنْهُ ؕ ذٰلِكَ مِنْ اٰيٰتِ اللّٰهِ ؕ مَنْ يَّهْدِ اللّٰهُ فَهُوَ الْمُهْتَدِ ۚ وَمَنْ يُّضْلِلْ فَلَنْ تَجِدَ لَهٗ وَلِيًّا مُّرْشِدًا (١٧)

১৮. আর তুমি [যদি দেখতে, তবে] তাদেরকে জাগ্রত বলে ধারণা করতে অথচ তারা নিদ্রিত ছিল, এবং আমি তাদেরকে [কখনো] ডান দিকে এবং [কখনো] বাম দিকে পার্শ্ব পরিবর্তন করে দিতাম, আর তাদের কুকুরটি দাওয়ার উপর তার বাহুদ্বয় ছড়িয়ে [বসে] ছিল, যদি তুমি তাদের প্রতি উঁকি মেরে দেখতে, তবে তাদের হতে পৃষ্ঠপ্রদর্শনপূর্বক পালাতে এবং তোমার মধ্যে তাদের ভয় পরিপূর্ণ হয়ে যেত।

وَتَحْسَبُهُمْ اَيْقَاظًا وَّهُمْ رُقُوْدٌ ۖۗ وَّنُقَلِّبُهُمْ ذَاتَ الْيَمِيْنِ وَذَاتَ الشِّمَالِ ۖۗ وَكَلْبُهُمْ بَاسِطٌ ذِرَاعَيْهِ بِالْوَصِيْدِ ؕ لَوِ اطَّلَعْتَ عَلَيْهِمْ لَوَلَّيْتَ مِنْهُمْ فِرَارًا وَّلَمُلِئْتَ مِنْهُمْ رُعْبًا (١٨)

শাব্দিক অনুবাদ :

১৬. وَاِذِ اعْتَزَلْتُمُوْهُمْ আর যখন তোমরা তাদের থেকে পৃথক হয়েছ وَمَا يَعْبُدُوْنَ اِلَّا اللّٰهَ এবং তাদের উপাস্যগণ হতেও কিন্তু আল্লাহ হতে (নয়) فَاْوٗاۤ তখন তোমরা আশ্রয় নাও اِلَى الْكَهْفِ গুহায় যেয়ে يَنْشُرْ لَكُمْ তোমাদের প্রতি বিস্তার করে দিবেন رَبُّكُمْ তোমাদের প্রভু مِّنْ رَّحْمَتِهٖ নিজ রহমত وَيُهَيِّئْ لَكُمْ এবং তোমাদের জন্য বন্দোবস্ত করে দিবেন مِّنْ اَمْرِكُمْ তোমাদের এই কাজে مِّرْفَقًا সফলতার আসবাব।

১৭. وَتَرَى الشَّمْسَ আর হে শ্রোতা তুমি সূর্য কে দেখবে যে اِذَا طَلَعَتْ যখন সূর্য উদিত হয় تَّزٰوَرُ সরে যায় عَنْ كَهْفِهِمْ তাদের এ গুহা হতে ذَاتَ الْيَمِيْنِ দক্ষিণ দিকে وَاِذَا غَرَبَتْ আর যখন তা অস্তমিত হয় تَّقْرِضُهُمْ ذَاتَ الشِّمَالِ তখন (গুহার) বাম দিকে সরে যায় وَهُمْ فِيْ فَجْوَةٍ مِّنْهُ এবং তারা উক্ত গুহার এক প্রশস্ত স্থানে ছিল ذٰلِكَ مِنْ اٰيٰتِ اللّٰهِ এটা আল্লাহর নিদর্শন সমূহের অন্তর্গত مَنْ يَّهْدِ اللّٰهُ আল্লাহ যাকে হেদায়েত দেন فَهُوَ الْمُهْتَدِ সে-ই হেদায়েত পায় وَمَنْ يُّضْلِلْ আর যাকে তিনি বিপথগামী করেন فَلَنْ تَجِدَ لَهٗ অতঃপর আপনি তার জন্য পাবেন না। وَلِيًّا مُّرْشِدًا কোনো পথ প্রদর্শনকারী-সহায়ক।

১৮. وَتَحْسَبُهُمْ اَيْقَاظًا তুমি তাদেরকে জাগ্রত বলে ধারণা করতে وَّهُمْ رُقُوْدٌ অথচ তারা নিদ্রিত ছিল وَّنُقَلِّبُهُمْ এবং আমি তাদেরকে পার্শ্ব পরিবর্তন করে দিতাম ذَاتَ الْيَمِيْنِ (কখনো) ডান দিকে وَذَاتَ الشِّمَالِ এবং (কখনো) বাম দিকে وَكَلْبُهُمْ আর তাদের কুকুরটি بَاسِطٌ ذِرَاعَيْهِ بِالْوَصِيْدِ দাওয়ার উপর তার বাহুদ্বয় ছড়িয়ে (বসে) ছিল لَوِ اطَّلَعْتَ عَلَيْهِمْ যদি তুমি তাদের প্রতি উঁকি মেরে দেখতে। لَوَلَّيْتَ مِنْهُمْ فِرَارًا তবে তাদের থেকে পৃষ্ঠ প্রদর্শন পূর্বক পালাতে وَّلَمُلِئْتَ مِنْهُمْ رُعْبًا এবং তোমার মধ্যে তাদের ভয় পরিপূর্ণ হয়ে যেত।

https://e-ilm.weebly.com/

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

দীনের হেফাজতের জন্য গুহায় আশ্রয় গ্রহণের ঘটনা বিভিন্ন শহর ও ভূখণ্ডে অনেক সংঘটিত হয়েছে : ইতিহাসবিদদের মতভেদের একটি বড় কারণ এই যে, খ্রিস্টধর্মে বৈরাগ্যকে ধর্মের সর্বপ্রধান অঙ্গ মনে করা হয়েছিল। ফলে প্রত্যেক ভূখণ্ডেই এ ধরনের ঘটনাবলি এতবেশি সংঘটিত হয়েছে যে, কিছুসংখ্যক লোক আল্লাহর ইবাদতের জন্য গুহায় আশ্রয়গ্রহণ করে সারা জীবন সেখানেই কাটিয়ে দিয়েছেন। এখন যেখানে যেখানে এমন কোনো ঘটনা ঘটেছে, সেখানেই আসহাবে কাহ্ফের ধারণা হওয়া ইতিহাসবিদদের পক্ষে অসম্ভব ছিল না।

আসহাবে কাহ্ফের স্থান ও কাল : তাফসীরবিদ কুরতুবী আন্দালুসী তাঁর তাফসীর গ্রন্থে এ স্থলে কিছু শ্রুত ও কতিপয় চাক্ষুষ ঘটনা বর্ণনা করেছেন। বিভিন্ন শহরের সাথে ঘটনাগুলো সম্পর্কযুক্ত। কুরতুবী সর্বপ্রথম যাহ্হাকের রেওয়ায়েতে বর্ণনা করেছেন যে, রকীম রোমের একটি শহরের নাম। এর একটি গুহায় একুশ জন লোক শায়িত রয়েছে। মনে হয় তারা যেন ঘুমিয়ে আছে। এরপর তাফসীরবিদ ইবনে অতিয়্যার থেকে বর্ণনা করেছেন যে, আমি অনেক লোকের মুখে শুনেছি, সিরিয়ার একটি গুহায় কিছু সংখ্যক মৃতদেহ আছে। সেখানকার সেবায়েতরা বলে যে, এরাই আসহাবে কাহ্ফ। গুহার নিকটে একটি মসজিদ এবং একটি গৃহও নির্মিত আছে; একে রকীম বলা হয়। মৃতদেহগুলোর সাথে একটি মৃত কুকুরের কঙ্কালও বিদ্যমান।

দ্বিতীয় ঘটনা আন্দালুস গার্নাতার (স্পেনের গ্রানাডা)। ইবেন আতিয়্যা বলেন : গার্নাতায় 'লাওশা' নামক গ্রামের অদূরে একটি গুহা আছে। একে রকীম বলা হয়। এই গুহায় কয়েকটি মৃতদেহ এবং তাদের সাথে একটি মৃত কুকুরের কঙ্কালও বিদ্যমান আছে। অধিকাংশ মৃতদেহ মাংসবিহীন শুধু অস্থি-কঙ্কাল এবং কিছুসংখ্যক মৃতদেহে এখনও মাংস আছে। এভাবে বহু শতাব্দী পরেও বিশুদ্ধ উপায়ে তাদের কোনো অবস্থা জানা যায় না। অনেকে বলে, এরাই আসহাবে কাহ্ফ। ইবনে আতিয়্যা বলেন : এই সংবাদ শুনে আমি ৫০৪. হিজরিতে সেখানে পৌঁছে দেখি, বাস্তবিকই মৃতদেহগুলো তেমনি অবস্থায়ই পড়ে রয়েছে। তাদের নিকটবর্তী স্থানে একটি মসজিদ ও রোমীয় যুগের একটি গৃহ আছে, যাকে রকীম বলা হয়। মনে হয়, প্রাচীনকালে এটা ছিল একটা রাজপ্রাসাদ। তখনো এর কোনো কোনো প্রাচীরের ধ্বংসাবশেষ বিদ্যমান ছিল। এটা একটা জনশূন্য জঙ্গলে অবস্থিত। তিনি আরো বলেন : গার্নাতার উপরিভাগে একটি প্রাচীন শহরের ধ্বংসাবশেষ পাওয়া যায়। শহরটি রোমীয় স্থাপত্যশিল্পের নিদর্শন। শহরের নাম 'রাকিউস' বলা হয়। আমি এর ধ্বংসাবশেষের মধ্যে অনেক আশ্চর্য বস্তু এবং কবর দেখেছি। আন্দালুসের অধিবাসী হয়েও কুরতুবী এসব ঘটনা বর্ণনা করার পরও এদের কোনো একটিকেও আসহাবে কাহ্ফ বলতে অপ্রস্তুত। ইবনে আতিয়্যাও চাক্ষুষ দেখা সত্ত্বেও দৃঢ়তার সাথে একথা বলেন না যে, এরাই আসহাবে কাহ্ফ। তাঁরা সাধারণত জনশ্রুতি বর্ণনা করেন মাত্র। অপর এক আন্দালুসী তাফসীরবিদ আবূ হাইয়্যান সপ্তম শতাব্দীতে (৬৫৪ হিজরিতে) গার্নাতায় জন্মগ্রহণ করেন এবং এখানেই বসবাস করেন। তিনিও তাফসীর বাহ্রে-মুহীতে গার্নাতার এই গুহার প্রসঙ্গে কুরতুবীর মতই উল্লেখ করেছেন। তিনিও ইবনে আতিয়্যার চাক্ষুষ দেখার কথা বর্ণনা করার পর লিখেছেন : আমি যখন আন্দালুসে (আর্থাৎ, কায়রোতে পুনর্বাসিত হওয়ার পূর্বে) ছিলাম, তখন অনেক মানুষ এই গুহাটি দেখতে আসত। তারা বলত যে, যদিও মৃতদেহগুলো এখন পর্যন্ত বিদ্যমান রয়েছে এবং দর্শকরা এগুলো গণনাও করে, কিন্তু সর্বদাই তারা সংখ্যা বলতে ভুল করে। তিনি আরো লিখেছেন : ইবনে আতিয়্যা যে রাকিউস শহরের কথা উল্লেখ করেছেন, সেটি গার্নাতার কেবলার দিকে অবস্থিত। আমি নিজে এ শহরে বহুবার গিয়েছি এবং তাতে বিরাট বিরাট অসাধারণ পাথর দেখতে পেয়েছি। অতঃপর আবূ হাইয়্যান লিখেছেন : যে কারণে আসহাবে কাহফের আন্দালুসে অবস্থিত হওয়া সম্পর্কে প্রবল ধারণা জন্মে, তা এই যে, সেখানে

https://e-ilm.weebly.com/

খ্রিস্টধর্মের চর্চা প্রবল। এমনকি, এটাই তাদের সর্ববৃহৎ ধর্মীয় কেন্দ্র"। এ থেকে পরিষ্কার বুঝা যায় যে, আবূ হাইয়্যানের মতে আসহাবে কাহফের আন্দালূসে অবস্থিত হওয়াই অগ্রগণ্য। –[তাফসীরে কুরতুবী, নবম খণ্ড, ৩৫৬ পৃষ্ঠা]

তাফসীরবিদ ইবনে জারীর ও ইবনে আবী হাতেম উভয়ই আওফীর রেওয়ায়েতে হযরত ইবনে আব্বাস থেকে বর্ণনা করেন যে, রকীম একটি উপত্যকার নাম, যা ফিলিস্তীনের পাদদেশে আয়লার (আকাবা) অদূরে অবস্থিত। ইবনে জারীর, ইবনে আবী হাতেম এবং আরো কয়েকজন হাদীসবিদ ইবনে আব্বাস থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেছেন : রকীম কি আমার জানা নেই, কিন্তু কা'বে আহ্‌বারকে জিজ্ঞেস করলে তিনি বলেছেন যে, রকীম ঐ জনপদকে বলা হয়, যাতে আসহাবে কাহ্‌ফ গুহায় আশ্রয়গ্রহণের পূর্বে বসবাস করত। –[রূহুল-মা'আনী]

ইবনে আবী শায়বা, ইবনে মুন্‌যির ও ইবনে আবী হাতেম হযরত ইবনে আব্বাস (রা.)-এর উক্তি বর্ণনা করেন যে, আমি হযরত মুয়াবিয়া (রা.)-এর সাথে রোমীয়দের মোকবিলায় একটি জেহাদে অংশগ্রহণ করি, যাকে 'গাযওয়াতুল মুযীক' বলা হয়। এ সময় আমরা কুরআনে বর্ণিত আসহাবে কাহ্‌ফের গুহার নিকট উপস্থিত হই। হযরত মুয়াবিয়া গুহার ভেতরে প্রবেশ করে আসহাবে কাহ্‌ফের মৃতদেহগুলো প্রত্যক্ষ করার ইচ্ছা করলেন। কিন্তু হযরত ইবনে আব্বাস বাধা দিয়ে বললেন : এরূপ করা ঠিক নয়। কেননা, আল্লাহ তা'আলা রাসূলুল্লাহ ﷺ কেও তাঁদের মৃতদেহ প্রত্যক্ষ করতে বারণ করেছেন। তিনি তো আপনার চাইতে শ্রেষ্ঠ ছিলেন। আল্লাহ তা'আলা কুরআনে বলেছেন : "আপনি তাদেরকে দেখলে পালায়ন করবেন এবং ভয়-ভীতিতে আতঙ্কগ্রস্ত হয়ে পড়বেন"। কিন্তু হযরত মুয়াবিয়া (রা.) হযরত ইবনে আব্বাস (রা.)-এর বাধা মানলেন না। সম্ভবতঃ এ কারণে যে, কুরআনে তাঁদের যে অবস্থা বর্ণনা করা হয়েছে, সেটা তাঁদের জীবদ্দশায় ছিল। এখনো তাঁদের সে অবস্থা থাকা জরুরি নয়। হযরত মুয়াবিয়া কয়েকজন লোককে দেখার জন্য প্রেরণ করলেন। তারা গুহায় পৌছে যখন ভিতরে প্রবেশ করতে চাইল, তখন একটি দমকা হাওয়া এসে তাঁদেরকে গুহা থেকে বের করে দিল। –[রূহুল মা'আনী : পৃ.২২৭, খ.৮, পারা-১৫]

তাফসীরবিদদের উল্লিখিত রেওয়ায়েত ও উক্তি মোটামুটিভাবে আসহাবে কাহ্‌ফের তিনটি স্থান নির্দেশ করে।

এক. পারস্য উপসাগরের উপকূলীয় শহর আকাবার (আয়লা) নিকটবর্তী স্থান। হযরত ইবনে আব্বাস (রা.)-এর অধিকাংশ রেওয়ায়েত এরই সমর্থন করে।

দুই. ইবনে আতিয়্যার দেখা ও আবূ হাইয়্যানের সমর্থন দ্বারা এ ধারণা প্রবল হয় যে, এই গুহাটি স্পেনের গ্রানাডায় অবস্থিত। এ দু'টি স্থানের মধ্য থেকে আকাবার একটি শহর অথবা কোনো বিশেষ দালান-কোঠার নাম রকীম হওয়াও বর্ণিত আছে। এমনিভাবে গ্রানাডায় গুহা সংলগ্ন বিরাট ভগ্ন প্রাচীরের নাম রকীম বলা হয়েছে। উপরিউক্ত উভয় প্রকার রেওয়ায়েতের মধ্যে কেউই এমন আকাট্য ফয়সালা গ্রহণ করেননি যে, এটাই আসহাবে কাহ্‌ফের গুহা। বরং উভয় প্রকার রেওয়ায়েত স্থানীয় জনশ্রুতি ও কিংবদন্তির উপর ভিত্তিশীল।

তিন. কুরতুবী, আবূ হাইয়্যান, ইবনে জারির ইত্যাদি প্রায় সকল তাফসীর গ্রন্থের রেওয়ায়েতে আসহাবে কাহ্‌ফ যে শহরে বাস করতেন, তার প্রাচীন নাম 'আফসুস' এবং ইসলামি নাম 'তরসূস' বলা হয়েছে। এ শহরটি যে এশিয়া মহাদেশের পশ্চিম উপকূলে অবস্থিত, এ ব্যাপারে ইতিহাসবিদদের মধ্যে দ্বিমত নেই। এতে বুঝা যায় যে, এ গুহাটিও এশিয়া মহাদেশে অবস্থিত। কাজেই এর কোনো একটিকে অকাট্যরূপে বিশুদ্ধ এবং বাকিগুলোকে ভ্রান্ত বলার কোনো প্রমাণ নেই। তিনটি স্থানেরই সমান সম্ভাবনা রয়েছে। বরং এ সম্ভাবনাও কেউ নাকচ করতে পারে না যে, এসব গুহার ঘটনাবলির নির্ভুল হওয়া সত্ত্বেও এগুলো কুরআনে বর্ণিত আসহাবে কাহ্‌ফের গুহা নাও হতে পারে এবং সে গুহাটি অন্য কোথাও অবস্থিত থাকতে পারে। আর এটাও জরুরি নয় যে, এখানে রকীম কোনো শহর অথবা প্রাচীরেরই নাম হবে; বরং এ সম্ভাবনাও উড়িয়ে দেওয়া যায় না যে, রকীম ঐ ফলকের নাম, যার মধ্যে কোনো বাদশাহ্‌ আসহাবে কাহ্‌ফের নাম অঙ্কিত করে গুহার মুখে টাঙ্গিয়ে রেখেছিলেন।

https://e-ilm.weebly.com/

আধুনিক ইতহাসবিদদের গবেষণা : আধুনিক যুগের কোনো কোনো ইতিহাসবিদ ও আলেম খ্রিস্টান ইতিহাস ও ইউরোপীয় ইতিহাসের সাহয্যে আসহাবে কাহ্ফের গুহার স্থান ও কাল নির্ণয়ের লক্ষ্যে যথেষ্ট আলোচনা ও গবেষণা করেছেন।

মাওলানা আবুল কালাম আজাদ আয়লার (আকাবা) নিকটবর্তী বর্তমান শহর পাট্রাকে প্রাচীন শহর রকীম সাব্যস্ত করেছেন। আরব ইতিহাসবিদরা এর নাম লেখেন 'বাত্রা'। তিনি বর্তমান ইতিহাস থেকে এর নিকটবর্তী একটি পাহাড়ে গুহার চিহ্নও দেখা যায় বলে উল্লেখ করেছেন, যার সাথে মসজিদ নির্মাণের লক্ষণাদিও দেখা যায়। এর সমর্থনে তিনি লিখেছেন : বাইবেলের ইশীয় গ্রন্থের অধ্যায় ১৮, আয়াত ২৭-এ যে জায়গাকে 'রকম' অথবা 'রাকেম' বলা হয়েছে, একেই বর্তমানে পাট্রা বলা হয়। কিন্তু এ বর্ণনায় সন্দেহ করা হযেছে যে, ইশীয় গ্রন্থে বনী ইবনে ইয়ামীনের ত্যাজ্য সম্পত্তি সম্পর্কে যে 'রকম' অথবা 'রাকেমের' উল্লেখ আছে, সেটা জর্দান নদী ও মৃত সাগরের পশ্চিমে অবস্থিত ছিল। এখানে পাট্রা শহর অবস্থিত হওয়ার কোনো সম্ভাবনা নেই। এজন্য বর্তমান যুগের প্রত্নতাত্ত্বিক পণ্ডিতেরা এ বর্ণনা মেনে নিতে ঘোর আপত্তি করেছেন যে, পাট্রা ও রাকেম একই শহর।

–(এনসাইক্লোপেডিয়া অব ব্রিটানিকা, মুদ্রণ ১৯৪৬, সপ্তদশ খণ্ড, ৬৫৮ পৃষ্ঠা)

অধিকাংশ তাফসীরবিদ 'আফসুস' নগরীকে অসহাবে কাহ্ফের স্থান সাব্যস্ত করেছেন। এটি এশিয়া মহাদেশের পশ্চিম উপকূলে আবস্থিত রোমকদের সর্ববহৎ নগরী ছিল। এর ধ্বংসাবশেষ আজও বর্তমান। এটি তুরস্কের ইজমীর (স্মার্ণা) শহর থেকে বিশ-পঁচিশ মাইল দক্ষিণে পাওয়া যায়।

হযরত মওলানা সৈয়দ সুলায়মান নদভীও 'আরদুল কুরআন' গ্রন্থে পাট্রা শহরের নাম উল্লেখ করে বন্ধনীর ভেতরে রকীম লিখেছেন। কিন্তু এর কোনো প্রমাণ তিনি পেশ করেননি যে, পাট্রা শহরের পুরনো নাম রকীম ছিল। মাওলানা হিফজুর রহমান 'কাসাসুল কুরআনে' একেই গ্রহণ করেছেন এবং এর প্রমাণস্বরূপ তওরাত ও 'সহীফা সুইয়ার' বরাত দিয়ে পাট্রা শহরের নাম রাকেমা বর্ণনা করেছেন।–[দায়েরাতুল মা'আরিফ, আরব থেকে গৃহীত]

জর্দানে আম্মানের নিকটবর্তী এক বিরান ভূমিতে একটি গুহার সন্ধান পাওয়া গেলে সরকারি প্রত্নতত্ত্ব বিভাগ ১৯৬৩ ইং সনে সে স্থানটি খননের কাজ আরম্ভ করে। মাটি ও পাথর সরানোর পর অস্থি ও প্রস্তরে পূর্ণ ছয়টি শবাধার ও দু'টি সমাধি আবিষ্কার হয়। গুহার দক্ষিণ দিকে পাথরে খোদিতী বাইজেন্টিনীয় ভাষায় লিখিত কিছু নকশাও আবিষ্কৃত হয়। স্থানীয় লোকদের ধারণা, এ স্থানটিই রকীম এবং এর পাশে আসহাবে কাহফের এই গুহা।

হাকীমুল উম্মত হযরত থানভী (র.) বয়ানুল-কুরআনে তাফসীরে হাক্কানীর বরাত দিয়ে আসহাবে কাহ্ফের স্থান সম্পর্কে ঐতিহাসিক তথ্য উদ্ধৃত করে লেখেন : যে অত্যাচারী বাদশাহ্র ভয়ে পালিয়ে গিয়ে আসহাবে কাহ্ফ গুহায় আশ্রয় নিয়েছিলেন, তার সময়কাল ছিল ২৫০ খ্রিস্টাব্দ। এরপর তিন শ'বছর পর্যন্ত তাঁরা ঘুমন্ত অবস্থায় থাকেন। ফলে ৫৫০ খ্রিস্টাব্দে তাঁদের জাগ্রত হওয়ার ঘটনা ঘটে। রাসূলুল্লাহ ﷺ ৫৭০ খ্রিস্টাব্দে জন্মগ্রহণ করেন। এভাবে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর জন্মের ২০ বছর পূর্বে আসহাবে কাহ্ফ নিদ্রা থেকে জাগ্রত হন। তাফসীরে-হক্কানীতেও তাঁদের স্থান 'আফসুস' অথবা 'তরতুস' শহর সাব্যস্ত করা হয়েছে, যা এশিয়া মহাদেশে অবস্থিত। বর্তমানেও এর ধ্বংসাবশেষ বিদ্যমান রয়েছে।

এসব ঐতিহাসিকও ভৌগোলিক তথা প্রাচীন তাফসীরবিদগণের রেওয়ায়েতও আধুনিক ইতিহাসবিদদের বর্ণনা থেকে পেশ করা হলো। আমি পূর্বেই আরজ করেছিলাম যে, কুরআনের কোনো আয়াত বুঝা এসব বিষয়ের উপর নির্ভশীল নয় এবং যে, উদ্দেশে কুরআন এ কাহিনী বর্ণনা করেছে, তার কোনো জরুরি অংশ এগুলোর সাথে সম্পৃক্ত নয়। রেওয়ায়েত ও বর্ণনা এবং এগুলোর ইঙ্গিতাদিও এত বিভিন্নমুখী যে, সমগ্র গবেষণা এবং অধ্যবসায়ের পরেও কোনোরূপ চূড়ান্ত ফয়সালা সম্ভবপর নয়, কিন্তু আজকাল শিক্ষিত মহলে ঐতিহাসিক

https://e-ilm.weebly.com/

গবেষণার প্রতি যে আসাধারণ ঝোঁক পবিদৃষ্ট হয়, তার পরিতৃপ্তির জন্য এসব তথ্য উদ্ধৃত করা হলো। এগুলো থেকে আনুমানিকভাবে এতটুকু জানা যায় যে, এ ঘটনাটি হযরত ঈসা (আ.)-এর পর এবং রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর জমানার কাছাকাছি সময়ে সংঘটিত হয়। অধিকাংশ রেওয়ায়েত এ বিষয়ে একমত। দেখা যায় যে, ঘটনাটি আফসূস অথবা তরতূস শহরের নিকটেই ঘটেছে।

আসহাবে কাহ্ফ এখনো জীবিত আছে কি? এ সম্পর্কে এটাই বিশুদ্ধ ও সুস্পষ্ট যে, তাদের ওফাত হয়ে গেছে। তাফসীরে মাযহারীতে ইবনে ইসহাকের বিস্তারিত রেওয়ায়েতে রয়েছে যে, আসহাবে কাহ্ফের জাগরণ, শহরে আশ্চর্য ঘটনার জানাজানি এবং বাদশাহ বায়দুসীসের কাছে পৌঁছে সাক্ষাতের পর আসহাবে কাহ্ফ বাদশাহর কাছে বিদায় প্রার্থনা করে। বিদায়ী সালামের সাথে তারা বাদশাহর জন্য দোয়া করে। বাদশাহর উপস্থিতিতেই তারা নিজেদের শয়নস্থলে গিয়ে শয়ন করে এবং আল্লাহ তা'আলা তখনই তাদেরকে মৃত্যুদান করেন।

হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা.)-এর নিম্নোক্ত রেওয়ায়েতটি ইবনে-জারীর ও ইবনে-কাছীর প্রমুখ তাফসীরবিদগণ উল্লেখ করেছেন : "কাতাদা বলেন : হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) হাবীব ইবনে মাসলামার সাথে এক জেহাদে অংশগ্রহণ করেছিলেন। রোম দেশে একটি গুহার কাছ দিয়ে যাবার সময় তাঁরা সেখানে মৃত লোকদের হাড় দেখতে পান। এক ব্যক্তি বলল : এগুলো আসহাবে কাহ্ফের হাড়। হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) বললেন : তাদের হাড় তো তিনশ' বছর পূর্বেই মটিতে পরিণত হয়ে গেছে।"

কাহিনীর এসব অংশ কুরআনে নেই এবং হাদীসেও বর্ণিত হয়নি। ঘটনার কোনো বিশেষ উদ্দেশ্য অথবা কুরআনোর কোনো আয়াত বুঝাও এগুলোর উপর নির্ভরশীল নয়। ঐতিহাসিক রেওয়ায়েতদৃষ্টে এসব বিষয়ের কোনো অকাট্য ফয়সালা করা সম্ভবপর নয়।

اِنَّهُمْ فِتْيَةٌ : فَتًى-এর বহুবচন فِتْيَةٌ অর্থ যুবক। তাফসীরবিদগণ লিখেছেন, এ শব্দের মধ্যে ইঙ্গিত আছে যে, কর্ম সংশোধন, চরিত্র গঠন এবং হেদায়েত লাভের উপযুক্ত সময় হচ্ছে যৌবন কাল। বৃদ্ধ বয়সে পূর্ববর্তী কর্ম ও চরিত্র এত শক্তভাবে শিকড় গেড়ে বসে যে, যতই এর বিপরীত সত্য পরিস্ফুট হোক না কেন, তা থেকে বের হয়ে আসা দুরূহ হয়ে পড়ে। রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর দাওয়াতে বিশ্বাস স্থাপনকারী সহাবায়ে কেরামের মধ্যে অধিকাংশ ছিলেন যুবক। −(ইবনে কাছীর, আবূ হাইয়্যান)

وَرَبَطْنَا عَلٰى قُلُوْبِهِمْ ইবনে কছীরের বরাত দিয়ে উপরে যে ঘটনা বর্ণনা করা হয়েছে, তা থেকে জানা যায় যে, আল্লাহর পক্ষ থেকে তাদের চিত্ত সুদৃঢ় করার ঘটনা তখন হয়েছে, যখন অত্যাচারী পৌত্তলিক বাদশাহ যুবকদেরকে দরবারে হাজির করে জিজ্ঞাসাবাদ করে। এই জীবন-মরণ সন্ধিক্ষণে হত্যার আশঙ্কা সত্ত্বেও আল্লাহ তা'আলা তাদের অন্তরে স্বীয় মহব্বত, ভীতি ও মহাত্ম্য এমনভাবে প্রতিষ্ঠিত করে দেন যে, এর মোকাবিলায় হত্যা, মৃত্যুও যে কোনো বিপদাপদ সহ্য করার জন্য প্রস্তুত হয়ে পরিষ্কারভাবে নিজেদের ধর্মবিশ্বাস ঘোষণা করে যে, তারা আল্লাহর পরিবর্তে অন্য কোনো উপাস্যের ইবাদত করে না−ভবিষ্যতেও করবে না। যারা আল্লাহর জন্য কোনা কাজ করার সংকল্প গ্রহণ করে, আল্লাহর পক্ষ থেকে তাদের এ ধরনের সাহায্য হয়ে থাকে।

فَأْوٗا اِلَى الْكَهْفِ ইবনে কাছীর বলেন : আসহাবে কাহ্ফের অবলম্বিত কর্মপন্থা ছিল এই যে, যে শহরে থেকে আল্লাহর ইবাদত করা যায় না, সে শহর পরিত্যাগ করে গুহায় আশ্রয় নেওয়া উচিত। এটাই সব পয়গম্বরে সুন্নত। তাঁরা এরূপ স্থান থেকে হিজরত করে এমন জায়গায় আশ্রয় নেন, যেখানে আল্লাহর ইবাদত করা যেতে পারে।

আলোচ্য আয়াতসমূহে আল্লাহ তা'আলা আসহাবে কাহ্ফের তিনটি বিস্ময়কর অবস্থা বর্ণনা করেছেন। এগুলো তাঁদের কারামত হিসেবে অলৌকিকভাবে প্রকাশ লাভ করেছে।

https://e-ilm.weebly.com/

এক. দীর্ঘকাল পর্যন্ত নিদ্রায় অভিভূত থাকা এবং তাতে খাদ্য ইত্যাদি ছাড়াই জীবিত থাকা সর্ববৃহৎ কারামত ও অলৌকিক কাণ্ড। পরবর্তী আয়াতে এর বিবরণ আসবে। এখানে বলা হয়েছে যে, এই দীর্ঘ নিদ্রাবস্থায় আল্লাহ তা'আলা তাদেরকে গুহার অভ্যন্তরে এমনভাবে নিরাপদ রেখেছিলেন যে, সূর্য তাদের কাছ দিয়ে সকাল-বিকাল অতিক্রম করত, কিন্তু গুহার ভেতরে তাদের দেহে রোদ পড়ত না। কাছ দিয়ে অতিক্রম করার উপকারিতা জীবনের স্পন্দন প্রতিষ্ঠা, বাতাস, উত্তাপ, ও শৈত্যের সমতা ইত্যাদি ছিল।

ذٰلِكَ مِنْ اٰيٰتِ اللّٰهِ বাক্য থেকেও বাহ্যত বুঝা যায় যে, রোদ থেকে হেফাজতের এই ব্যবস্থা আল্লাহ তা'আলার অপার শক্তির একটি নিদর্শন ছিল। -[মাযহারী]

দীর্ঘ নিদ্রার সময় আসহাবে কাহ্ফ এমতাবস্থায় ছিল যে, দর্শকরা তাদেরকে জাগ্রত মনে করত : দ্বিতীয় অবস্থা এই বর্ণিত হয়েছে যে, আসহাবে কাহ্ফকে এত দীর্ঘকাল নিদ্রায় অভিভূত রাখা সত্ত্বেও তাদের দেহে নিদ্রার চিহ্ন মাত্র ছিল না। বরং দর্শকরা তাদেরকে জাগ্রত মনে করত। অধিকাংশ তাফসীরবিদ বলেন : তাদের চক্ষু খোলা ছিল। নিদ্রার কারণে দেহে যে শৈথিল্য আসে তাও তাদের মধ্যে ছিল না। বাহ্যত এ অবস্থাও আসাধারণ এবং একটি কারামতই ছিল। এর কারণ ছিল তাদের হেফাজত করা- যাতে নিদ্রিত মনে করে কেউ তাদের উপর হামলা না করে অথবা তাদের আসবাবপত্র চুরি না করে। বিভিন্ন দিকে পার্শ্ব পরিবর্তন থেকেও দর্শকরা তাদেরকে জাগ্রত মনে করতে পারে। এর আরেক কারণ ছিল এই যে, যাতে এক পার্শ্বকে মাটি খেয়ে না ফেলে।

আসহাবে কাহ্ফের কুকুর : সহীহ্ হাদীসে বর্ণিত আছে, যে গৃহে কুকুর কিংবা কোনো প্রাণীর ছবি থাকে তাতে ফেরেশতা প্রবেশ করে না। সহীহ্ বুখারীর এক হাদীসে ইবনে ওমরের রেওয়ায়েতে বর্ণিত আছে, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন : যে ব্যক্তি শিকারী কুকুর অথবা জন্তুদের হেফাজতকারী কুকুর ছাড়া অন্য কুকুর পালন করে, প্রত্যহ তার পুণ্য থেকে দু'কীরাত হ্রাস পায়। -(কীরাত একটি ছোট ওজনের নাম।) হযরত আবূ হুরায়রার রেওয়ায়েতে এক তৃতীয় প্রকার কুকুরের ব্যতিক্রম প্রকাশ করা হয়েছে : অর্থাৎ, শস্যক্ষেত্রের হেফাজতের জন্য পালিত কুকুর।

এসব হাদীসের ভিত্তিতে প্রশ্ন দেখা দেয় যে, আল্লাহর ভক্ত আসহাব কাহ্ফ কুকুর সঙ্গে নিলেন কেন? এর এক উত্তর এই যে, কুকুর পালনের নিষিদ্ধতা শরিয়তে মুহাম্মদীর বিধান। সম্ভবত খ্রিস্টধর্মে এটা নিষিদ্ধ ছিল না। দ্বিতীয় জবাব এই যে, খুব সম্ভব তাঁরা সম্পদশালী ও পশু পালনকারী ছিলেন। এগুলোর হেফাজতের জন্য কুকুর পালন করতেন। কুকুরের প্রভুভক্তি সুবিদিত। তাঁরা যখন শহর থেকে রওয়ানা হন, তখন কুকুরও তাঁদের অনুসরণ করতে থাকে।

সৎ সংসর্গের বরকত কুকুরেরও সম্মান বাড়িয়ে দিয়েছে : ইবনে আতিয়্যা বলেন : আমার শ্রদ্ধেয় পিতা বলেছেন যে, তিনি ৪৬৯ হিজরিতে মিসরের জামে মসজিদে আবুল ফজল জাওহরীর একটি ওয়াজ শুনেছেন। তিনি মিম্বারে দাঁড়িয়ে বলেছিলেন : যে ব্যক্তি সৎলোকদেরকে ভালোবাসে, তাদের নেকীর অংশ সে-ও পায়। দেখ, আসহাবে কাহ্ফের কুকুর তাদেরকে ভালোবেসেছে এবং তদের সঙ্গি হয়ে গেছে। ফলে আল্লাহ তা'আলা কুরআনেও তার কথা উল্লেখ করেছেন।

কুরতুবী স্বীয় তাফসীর গ্রন্থে ইবনে আতিয়্যার বর্ণনা উদ্ধৃত করে বলেন : একটি কুকুর যখন সৎলোক ও গুণীদের সংসর্গের কারণে এই মর্যাদা পেতে পারে, তখন আপনি অনুমান করুন, যেসব ঈমানদার তাওহীদী লোক আল্লাহর ওলী ও সৎলোকদেরকে ভালোবাসে, তাদের মর্যাদা কতটুকু হবে? এ ঘটনায় সেসব মুসলমানদের জন্য সান্ত্বনা ও সুসংবাদ রয়েছে, যারা আমলে কাঁচা, কিন্তু রাসূলুল্লাহ ﷺ -কে মনে প্রাণে ভালোবাসে।

সহীহ্ বুখারীর হাদীসে হযরত আনাস (রা.) বর্ণনা করেন : একদিন আমি ও রাসূলুল্লাহ ﷺ মসজিদ থেকে বের হচ্ছিলাম। মসজিদের দরজায় এক ব্যক্তির সাথে দেখা হলো। সে প্রশ্ন করল : ইয়া রাসূলাল্লাহ ﷺ! কিয়ামত

https://e-ilm.weebly.com/

কবে হবে? তিনি বললেন : তুমি কিয়ামতের জন্য কি প্রস্তুতি নিয়েছ (যে, আসার জন্য তাড়াহুড়া করছ)? একথা শুনে লোকটি মনে মনে কিছুটা লজ্জিত হলো। অতঃপর সে বলল : আমি কিয়ামতের জন্য অনেক নামাজ, রোজা ও দান-খয়রাত সঞ্চয় করিনি, কিন্তু আমি আল্লাহ ও তাঁর রাসূলকে ভালোবাসি। রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন: যদি তাই হয়, তবে (শুনে নাও), তুমি (কিয়ামতে) তার সাথেই থাকবে, যাকে তুমি ভালোবাস। হযরত আনাস (রা.) বলেন : রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর মুখে এ কথা শুনে আমরা এতই আনন্দিত হলাম যে, মুসলমান হওয়ার পর এর চাইতে বেশি আনন্দিত আর কখনো হইনি। হযরত আনাস (রা.) আরো বলেন: (আলহামদুলিল্লাহ) আমিও আল্লাহকে, তাঁর রাসূলকে, আবূ বকর ও ওমরকে ভালোবাসি এবং আশা করি যে, তাঁদের সাথেই কিয়ামতের দিন থাকব। -(কুরতুবী)

শব্দবিশ্লেষণ :

زِدْنٰهُمْ : সীগাহ جمع متكلم ماضى معروف বহছ ضَرَبَ বাব اَلزِّيَادَةُ মাসদার (ز ـ ى ـ د) মূলবর্ণ জিনস اجوف يائى অর্থ- অতিরিক্ত হওয়া; বাড়িয়ে দেওয়া।

اظْلِمْ : সীগাহ واحد مذكر اسم تفضيل বহছ ضَرَبَ বাব اَلظُّلْمُ মাসদার (ظ ـ ل ـ م) মূলবর্ণ জিনস صحيح অর্থ- সীমালঙ্ঘন করা, অন্যের মালিকানায় হস্তক্ষেপ করা।

فَأْوٗا : সীগাহ جمع مذكر حاضر امر حاضر معروف বহছ ضَرَبَ বাব اَلْاَيُّوْ মাসদার (أ ـ و ـ ى) মূলবর্ণ জিনস مركب (مهموز فاء ও لفيف مقرون) অর্থ- স্থান দেওয়া, অবস্থান করা (অবতরণ করা)।

يَنْشُرُ : সীগাহ واحد مذكر غائب مضارع معروف বহছ نَصَرَ বাব اَلنَّشْرُ মাসদার (ن ـ ش ـ ر) মূলবর্ণ জিনস صحيح অর্থ- বিস্তার করা, বিক্ষিপ্ত হওয়া।

يُهَيِّئُ : সীগাহ واحد مذكر غائب مضارع معروف বহছ تَفْعِيْل বাব اَلتَّهْيِئَةُ মাসদার (ه ـ ى ـ ء) মূলবর্ণ জিনস مركب (مهموز لام ও اجوف يائى) অর্থ- প্রস্তুত করা; একত্রিত করা।

تَزَاوَرُ : সীগাহ واحد مؤنث غائب مضارع معروف বহছ تَفَاعُلْ বাব اَلتَّزَاوُرُ মাসদার (ز ـ و ـ ر) মূলবর্ণ জিনস اجوف واوى অর্থ- পাশ কেটে যাওয়া। এর মূল অর্থ পরস্পর সাক্ষাৎ করা, সামনাসামনি হওয়া। কিন্তু যখন عن সেলা আসে, তখন অর্থ হবে- এড়িয়ে যাওয়া, পাশ কেটে যাওয়া, বক্ষ ঘুরিয়ে এড়িয়ে যাওয়া। এ স্থানে عن সেলা হয়েছে। তাই অর্থ হবে- এড়িয়ে যাওযা, পাশ কেটে যাওয়া।

تَقْرِضُهُمْ : সীগাহ واحد مؤنث غائب مضارع معروف বহছ ضَرَبَ বাব اَلْقَرْضُ মাসদার (ق ـ ر ـ ض) মূলবর্ণ জিনস صحيح অর্থ- কাটা, কর্তন করা, পার্শ্ববর্তী হওয়া।

اِطَّلَعْتَ : সীগাহ واحد مؤنث حاضر ماضى معروف বহছ اَلْاِطِّلَاعُ মাসদার اِفْتِعَالْ বাব (ط ـ ل ـ ع) মূলবর্ণ জিনস صحيح উঁকি দেওয়া, অবগত হওয়া।

لَوَلَّيْتَ : لام তাকিদের জন্য। وَلَّيْتَ সীগাহ واحد مذكر حاضر ماضى معروف বহছ تَفْعِيْل বাব মাসদার اَلتَّوْلِيَةُ মূলবর্ণ (و ـ ل ـ ى) জিনস لفيف مفروق অর্থ- মুখ ফিরিয়ে পালায়ন করা।

https://e-ilm.weebly.com/

১৯. আর এরূপেই আমি তাদেরকে জাগ্রত করে দিলাম, যেন তারা পরস্পর জিজ্ঞাসাবাদ করে, তাদের মধ্যকার এক বক্তা বলল, তোমরা কতক্ষণ অবস্থান করেছ? তাদের কতিপয় বলল, একদিন কিংবা একদিন অপেক্ষাও কিছু কম অবস্থান করে থাকব, অপর কতিপয় বলল, এটা তোমাদের প্রভুই অধিক অবগত রয়েছেন যে, তোমরা কতক্ষণ অবস্থান করেছ, এখন তোমাদের মধ্য হতে কোনো একজনকে তোমাদের এ মুদ্রাটি দিয়ে শহরে পাঠাও, অনন্তর সে যাচাই করবে যে, কোন খাদ্য হালাল, পরে সে তা হতে তোমাদের জন্য কিছু খাদ্য নিয়ে আসবে, আর যেন সে খুব সুকৌশলে কাজ করে এবং কাউকেও তোমাদের খবর জানতে না দেয়।	وَكَذٰلِكَ بَعَثْنٰهُمْ لِيَتَسَآءَلُوْا بَيْنَهُمْ ؕ قَالَ قَآئِلٌ مِّنْهُمْ كَمْ لَبِثْتُمْ ؕ قَالُوْا لَبِثْنَا يَوْمًا اَوْ بَعْضَ يَوْمٍ ؕ قَالُوْا رَبُّكُمْ اَعْلَمُ بِمَا لَبِثْتُمْ فَابْعَثُوْۤا اَحَدَكُمْ بِوَرِقِكُمْ هٰذِهٖۤ اِلَى الْمَدِيْنَةِ فَلْيَنْظُرْ اَيُّهَاۤ اَزْكٰى طَعَامًا فَلْيَاْتِكُمْ بِرِزْقٍ مِّنْهُ وَلْيَتَلَطَّفْ وَلَا يُشْعِرَنَّ بِكُمْ اَحَدًا (١٩)
২০. যদি তারা কোনোরূপে তোমাদের বিষয় জানতে পারে, তবে তোমাদেরকে হয় প্রস্তারাঘাতে মেরে ফেলবে অথবা তোমাদেরকে তাদের ধর্মে ফিরিয়ে নিবে এবং এরূপ ঘটলে কখনো তোমাদের মঙ্গল হবে না।	اِنَّهُمْ اِنْ يَّظْهَرُوْا عَلَيْكُمْ يَرْجُمُوْكُمْ اَوْ يُعِيْدُوْكُمْ فِيْ مِلَّتِهِمْ وَلَنْ تُفْلِحُوْۤا اِذًا اَبَدًا (٢٠)

শাব্দিক অনুবাদ :

১৯. وَكَذٰلِكَ بَعَثْنٰهُمْ আর এরূপেই আমি তাদেরকে জাগ্রত করে দিলাম لِيَتَسَآءَلُوْا بَيْنَهُمْ যেন তারা পরস্পর জিজ্ঞাসাবাদ করে قَالَ قَآئِلٌ مِّنْهُمْ তাদের মধ্যকার এক বক্তা বলল كَمْ لَبِثْتُمْ তোমরা কতক্ষণ অবস্থান করেছ قَالُوْا তাদের কতিপয় বলল لَبِثْنَا يَوْمًا اَوْ بَعْضَ يَوْمٍ একাদিন কিংবা একদিন আপেক্ষাও কিছু কম আবস্থান করে থাকব। قَالُوْا অপর কতিপয় বলল رَبُّكُمْ اَعْلَمُ এটা তোমাদের রবই অধিক অবগত রয়েছেন যে بِمَا لَبِثْتُمْ তোমরা কতক্ষণ অবস্থান করেছ فَابْعَثُوْۤا اَحَدَكُمْ এখন তোমাদের মধ্য হতে কোনো একজনকে পাঠাও بِوَرِقِكُمْ هٰذِهٖۤ তোমাদের এ মুদ্রা দিয়ে اِلَى الْمَدِيْنَةِ শহরে فَلْيَنْظُرْ অনন্তর সে যাচাই করবে اَيُّهَاۤ اَزْكٰى طَعَامًا কোন খাদ্য হালাল فَلْيَاْتِكُمْ بِرِزْقٍ مِّنْهُ পরে সে তা হতে তোমাদের জন্য কিছু খাদ্য নিয়ে আসবে وَلْيَتَلَطَّفْ আর যেন সে খুব কৌশলে কাজ করে। وَلَا يُشْعِرَنَّ بِكُمْ اَحَدًا এবং কাউকেও তোমাদের খবর জানতে না দেয়।

২০. اِنَّهُمْ اِنْ يَّظْهَرُوْا عَلَيْكُمْ যদি তারা কোনোরূপে তোমাদের সন্ধান জেনে ফেলে يَرْجُمُوْكُمْ তবে তোমাদেরকে প্র স্তরাঘাতে মেরে ফেলবে اَوْ يُعِيْدُوْكُمْ فِيْ مِلَّتِهِمْ অথবা তোমাদেরকে তাদের ধর্মে ফিরিয়ে নিবে وَلَنْ تُفْلِحُوْۤا اِذًا اَبَدًا এবং এরূপ ঘটলে কখনো তোমাদের মঙ্গল হবে না।

https://e-ilm.weebly.com/

২১. আর এরূপে আমি লোকদেরকে তাদের সম্বন্ধে অবহিত করে দিলাম, যেন তারা এ কথায় বিশ্বাস স্থাপন করে যে, আল্লাহর ওয়াদা সত্য এবং কিয়ামত সম্বন্ধে কোনো সন্দেহ নেই, সে সময়টিও স্মরণীয়, যখন লোকেরা তাদের সম্পর্কে পরস্পর ঝগড়া করছিল, তখন তারা বলল, তাদের [গুহার] সন্নিকটে একটি প্রাসাদ নির্মাণ করে দাও, তাদের প্রভু তাদের সম্বন্ধে খুব জানতেন, যারা নিজেদের কার্যে প্রবল ছিল, তারা বলল, আমরা তো তাদের [গুহার] সন্নিকটে একটি মসজিদ নির্মাণ করব।

وَكَذٰلِكَ اَعْثَرْنَا عَلَيْهِمْ لِيَعْلَمُوْٓا اَنَّ وَعْدَ اللّٰهِ حَقٌّ وَّاَنَّ السَّاعَةَ لَا رَيْبَ فِيْهَا ۚ اِذْ يَتَنَازَعُوْنَ بَيْنَهُمْ اَمْرَهُمْ فَقَالُوا ابْنُوْا عَلَيْهِمْ بُنْيَانًا ؕ رَبُّهُمْ اَعْلَمُ بِهِمْ ؕ قَالَ الَّذِيْنَ غَلَبُوْا عَلٰٓى اَمْرِهِمْ لَنَتَّخِذَنَّ عَلَيْهِمْ مَّسْجِدًا (٢١)

২২. কতিপয় বলবে, তারা ছিল তিন জন, চতুর্থ তাদের কুকুর, আর কতিপয় বলবে, তারা ছিল পাঁচ জন, ষষ্ঠ তাদের কুকুর– অদৃশ্য বিষয় অনুমান করেই বলে, আর কতিপয় বলবে, তারা ছিল সাত জন এবং অষ্টম তাদের কুকুর, আপনি বলে দিন, আমার প্রভু তাদের সংখ্যা খুব অবগত আছেন, তাদের [সংখ্যা] -কে অতি অল্প লোকই জানে। সুতরাং আপনি তাদের সম্বন্ধে তর্কবিতর্ক করবেন না মোটামুটি আলোচনা ব্যতীত, [ওহী অনুযায়ী কাহিনীটি বলুন] এবং আপনি তাদের সম্বন্ধে এদের কাউকেও কিছু জিজ্ঞেস করবেন না।

سَيَقُوْلُوْنَ ثَلٰثَةٌ رَّابِعُهُمْ كَلْبُهُمْ ۚ وَيَقُوْلُوْنَ خَمْسَةٌ سَادِسُهُمْ كَلْبُهُمْ رَجْمًا بِالْغَيْبِ ۚ وَيَقُوْلُوْنَ سَبْعَةٌ وَّثَامِنُهُمْ كَلْبُهُمْ ؕ قُلْ رَّبِّيْٓ اَعْلَمُ بِعِدَّتِهِمْ مَّا يَعْلَمُهُمْ اِلَّا قَلِيْلٌ ۬ فَلَا تُمَارِ فِيْهِمْ اِلَّا مِرَآءً ظَاهِرًا ۪ وَّلَا تَسْتَفْتِ فِيْهِمْ مِّنْهُمْ اَحَدًا (٢٢)

ع ٢ ١٥

শাব্দিক অনুবাদ :

২১. وَكَذٰلِكَ اَعْثَرْنَا عَلَيْهِمْ আর এরূপে আমি লোকদেরকে তাদের সম্বন্ধে অবহিত করে দিলাম لِيَعْلَمُوْٓا যেন তারা এ কথায় বিশ্বাস স্থাপন করে যে اَنَّ وَعْدَ اللّٰهِ حَقٌّ আল্লাহর ওয়াদা সত্য وَّاَنَّ السَّاعَةَ لَا رَيْبَ فِيْهَا এবং কিয়ামত সম্বন্ধে কোনো সন্দেহ নেই اِذْ يَتَنَازَعُوْنَ بَيْنَهُمْ اَمْرَهُمْ সে সময়টিও স্মরণীয় যখন লোকেরা তাদের সম্বন্ধে ঝগড়া করছিল فَقَالُوْا তখন তারা বলল ابْنُوْا عَلَيْهِمْ بُنْيَانًا তাদের (গুহার) সন্নিকটে একটি প্রাসাদ নির্মাণ করে দাও رَبُّهُمْ اَعْلَمُ بِهِمْ তাদের রব তাদের সম্বন্ধে খুব জানতেন قَالَ الَّذِيْنَ غَلَبُوْا عَلٰٓى اَمْرِهِمْ যারা নিজেদের কার্যে প্রবল ছিল, তারা বলল لَنَتَّخِذَنَّ عَلَيْهِمْ مَّسْجِدًا আমরা তো তাদের (গুহার) সন্নিকটে একটি মসজিদ নির্মাণ করব।

২২. سَيَقُوْلُوْنَ কতিপয় বলবে ثَلٰثَةٌ তারা ছিল তিন জন رَّابِعُهُمْ كَلْبُهُمْ চতুর্থ তাদের কুকুর وَيَقُوْلُوْنَ আর কতিপয় বলবে خَمْسَةٌ তারা ছিল পাঁচ জন سَادِسُهُمْ كَلْبُهُمْ ৬ষ্ঠ তাদের কুকুর رَجْمًا بِالْغَيْبِ অদৃশ্য বিষয় অনুমান করেই বলে وَيَقُوْلُوْنَ আর কতিপয় বলবে سَبْعَةٌ তারা ছিল সাত জন وَّثَامِنُهُمْ كَلْبُهُمْ এবং অষ্টম তাদের কুকুর قُلْ আপনি বলে দিন رَّبِّيْٓ اَعْلَمُ আমার রব খুব অবগত আছেন بِعِدَّتِهِمْ তাদের সংখ্যা مَّا يَعْلَمُهُمْ اِلَّا قَلِيْلٌ তাদের (সংখ্যা) কে অতি অল্প লোকই জানে فَلَا تُمَارِ فِيْهِمْ সুতরাং আপনি তাদের সম্বন্ধে তর্ক বিতর্ক করবেন না اِلَّا مِرَآءً ظَاهِرًا মোটামুটি আলোচনা ব্যতীত وَّلَا تَسْتَفْتِ فِيْهِمْ مِّنْهُمْ اَحَدًا এবং আপনি তাদের সম্বন্ধে এদের কাউকেও কিছু জিজ্ঞাসা করবেন না।

https://e-ilm.weebly.com/

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

وَكَذَالِكَ -এ শব্দটি তুলানামূলক ও দৃষ্টান্তমূলক অর্থ দেয়। এখানে দু'টি ঘটনার পারস্পরিক তুলনা বুঝানো হয়েছে। প্রথম ঘটনা আসহাবে কাহ্ফের দীর্ঘকাল পর্যন্ত নিদ্রাভিভূত থাকা, যা কাহিনীর শুরুতে فَضَرَبْنَا عَلَىٰ اٰذَانِهِمْ فِى الْكَهْفِ سِنِيْنَ عَدَدًا আয়াতে ব্যক্ত করা হয়েছে। দ্বিতীয় ঘটনা দীর্ঘকালীন নিদ্রার পর সুস্থ থাকা এবং খাদ্য না পাওয়া সত্ত্বেও সবল ও সুঠাম দেহে জাগ্রত হওয়া। উভয় ঘটনা আল্লাহর কুদরতের নিদর্শন হওয়ার ব্যাপারে পরস্পর তুল্য। তাই এ আয়াতে তাদেরকে জাগ্রত করার কথা উল্লেখ করতে গিয়ে كَذٰلِكَ শব্দে ইঙ্গিত করা হয়েছে যে, তাদের নিদ্রা যেমন সাধারণ মানুষের নিদ্রার মতো ছিল না, তেমনি তাদের জাগরণও স্বতন্ত্র ছিল। এরপর لِيَتَسَاءَلُوا বলা হয়েছে, অর্থাৎ, যাতে তারা পরস্পরে জিজ্ঞাসাবাদ করে যে, কতকাল ঘুমানো হয়েছে। এটা জাগ্রত করার আসল কারণ নয়; বরং একটি অভ্যস্ত ঘটনার বর্ণনা। এ কারণেই এর لَامْ কে তাফসীরবিদগণ لَامْ عَاقِبَتْ অথবা لَامْ صَيْرُوْرَتْ নাম দিয়েছেন। —[আবূ হাইয়্যান, কুরতুবী]

মোটকথা, তাদের দীর্ঘ নিদ্রা যেমন কুদরতের একটি নিদর্শন ছিল, এমনিভাবে শত শত বছর পর পানাহার ছাড়া সুস্থ-সবল অবস্থায় জাগ্রত হওয়াও ছিল আল্লাহর অপার শক্তির একটি নিদর্শন। আল্লাহর এটাও ইচ্ছা ছিল যে, শত শত বছর নিদ্রামগ্ন থাকার বিষয়টি স্বয়ং তারাও জানুক। তাই পারস্পরিক জিজ্ঞাসাবাদের মাধ্যমে এর সূচনা হয় এবং সে ঘটনা দ্বারা চূড়ান্ত রূপ নেয়, যা পরবর্তী وَكَذٰلِكَ اَعْثَرْنَا আয়াতে বর্ণিত হয়েছে। অর্থাৎ তাদের গোপন রহস্য শহরবাসীরা জেনে ফেলে এবং সময়কাল নির্ণয়ে মতানৈক্য সত্ত্বেও দীর্ঘকাল গুহায় নিদ্রামগ্ন থাকার ব্যাপারে সবার মনেই বিশ্বাস জন্মে।

قَالَ قَائِلٌ مِّنْهُمْ কাহিনীর শুরুতে সংক্ষেপে বলা হয়েছে যে, গুহায় অবস্থানের সময়কাল সম্পর্কে তাদের পরস্পরের মধ্যে মতানৈক্য হয় এবং তাদের এক দলের উক্তি শুদ্ধ ছিল। এখানে তারই বিবরণ দেওয়া হয়েছে। আসহাবে কাহ্ফের এক ব্যক্তি প্রশ্ন তুলল যে, তোমরা কতকাল নিদ্রামগ্ন রয়েছ? কেউ কেউ উত্তর দিল : একদিন অথবা একদিনের কিছু অংশ। কেননা তারা সকাল বেলায় গুহায় প্রবেশ করেছিল এবং জাগরণের সময়টি ছিল বিকাল। তাই মনে করল যে, এটা সেই দিন যেদিন আমরা গুহায় প্রবেশ করেছিলাম। কিন্তু তাদের মধ্য থেকেই অন্যেরা অনুভব করল যে, এটা সম্ভবতঃ সে দিন নয়। তাহলে কতদিন গেল জানা নেই। তাই তারা বিষয়টি আল্লাহর উপর ছেড়ে দিয়ে বলল : رَبُّكُمْ اَعْلَمُ بِمَا لَبِثْتُمْ অতঃপর তারা এ আলোচনাকে অনাবশ্যক মনে করে জরুরি কাজের প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করে বলল যে, শহর থেকে কিছু খাদ্য আনার জন্য একজনকে পাঠানো হোক।

اِلَى الْمَدِيْنَةِ এ শব্দ থেকে জানা গেল যে, গুহার নিকটে একটি বড় শহর ছিল। সেখানে তারা পূর্বে বসবাস করত। এ শহরের নাম সম্পর্কে আবূ হাইয়্যান তাফসীরে বাহ্‌রে-মুহীতে বলেন : যে সময়ে আসহাবে কাহ্ফ এ শহর থেকে বের হয়েছিল তখন তার নাম ছিল 'আফসুস।' বর্তমানে এর নাম 'তরসূস।' কুরতুবী স্বীয় তাফসীর গ্রন্থে বলেন : এ শহরের উপর যখন মূর্তিপূজারীদের আধিপত্য ছিল, তখন এর নাম ছিল 'আফসূস।' অতঃপর যখন মুসলমান অর্থাৎ তৎকালীন খ্রিস্টানগণ শহরটি দখল করে নেয়, তখন এর নাম রেখে দেওয়া 'তরসূস'।

بِوَرِقِكُمْ থেকে জানা যায় যে, তারা গুহায় আসার সময় কিছু টাকা-পয়সাও সাথে এনেছিল। অতএব, বুঝা গেল যে, প্রয়োজনীয় ভরণ-পোষণের ব্যবস্থা করা বৈরাগ্য ও তাওয়াক্কুলের পরিপন্থি নয়। —(বাহ্‌রে-মুহীত)

اَيُّهَا اَزْكٰى طَعَامًا : اَزْكٰى শব্দের অর্থ পাক-সাফ। ইবনে জোবায়রের তাফসীর অনুযায়ী এখানে হালাল খাদ্য বুঝানো হয়েছে। এর প্রয়োজন এজন্য দেখা দেয় যে, যখন তারা শহর থেকে বের হয়েছিল, তখন সেখানে মূর্তিদের নামে পশু জবাই করা হতো এবং বাজারে তা-ই বিক্রি করা হতো। তাই প্রেরিত ব্যক্তিকে নির্দেশ দেওয়া হয় যে, খাদ্য হালাল কিনা, তা যেন যাচাই করে আনা হয়।

এ থেকে জানা গেল যে, শহরে কিংবা যে বাজারে অথবা যে হোটেলে অধিকাংশ হারাম খাদ্য প্রচলিত, সেখানকার খাদ্য যাচাই না করে খাওয়া জায়েজ নয়।

https://e-ilm.weebly.com/

يَرْجُمُوكُمْ : رَجْم শব্দের অর্থ পাথর মেরে মেরে হত্যা করা। গুহায় যাওয়ার পূর্বে বাদশাহ হুমুক দিয়েছিল যে, তোমাদের এ ধর্ম পরিত্যাগ না করলে তোমাদেরকে হত্যা করা হবে। এ আয়াত থেকে জানা গেল যে, তাদের মতে ধর্মত্যাগীদের শাস্তি ছিল প্রস্তর বর্ষণের মাধ্যমে হত্যা, যাতে সবাই এতে অংশগ্রহণ করে এবং সমগ্র জাতি যেন ক্রোধ প্রাকাশ করে হত্যা করে।

فَابْعَثُوْا اَحَدَكُمْ আসহাবে কাহফ নিজেদের মধ্য থেকে এক ব্যক্তিকে শহরে প্রেরণের জন্য মনোনীত করে এবং খাদ্য আনার জন্য তার কাছে অর্থ অর্পণ করে। কুরতুবী বলেন : এ থেকে কয়েকটি বিষয় জানা যায় : **এক.** অর্থ-সম্পদে অংশীদারিত্ব জায়েজ। **দুই.** অর্থ-সম্পদের উকিল নিযুক্ত করা জায়েজ এবং শরিকানাধীন সম্পদ কোনো এক ব্যক্তি অন্যদের অনুমতিক্রমে ব্যয় করতে পারে। **তিন.** খাদ্যদ্রব্যে কয়েকজন সঙ্গী শরিক হলে তা জায়েজ; যদিও খাওয়ার পরিমাণ বিভিন্নরূপ হয়- কেউ কম খায় আর কেউ বেশি খায়।

وَكَذٰلِكَ اَعْثَرْنَا عَلَيْهِمْ এ আয়াতে আসহাবে কাহফের রহস্য শহরবাসীদের কাছে প্রকাশ হয়ে পড়ার বিষয় এবং পরকাল ও কিয়ামতের প্রতি ঈমান ও বিশ্বাস অর্জিত হওয়ার কথা বর্ণিত হয়েছে।

سَيَقُوْلُوْنَ অর্থাৎ, তারা বলবে, 'তারা' কারা-এ সম্পর্কে দু'রকম সম্ভাবনা আছে- **এক.** এখানে তাদের কথাই বলা হয়েছে, যারা আসহাবে কাহফের আমলে তাদের নাম, বংশ ইত্যাদি সম্পর্কে মতভেদ করেছিল। তাদের মধ্যেই কেউ কেউ তাদের সংখ্যা সম্পর্কে প্রথম উক্তি, কেউ কেউ দ্বিতীয় উক্তি এবং কেউ কেউ তৃতীয় উক্তি করেছিল। -[বাহর]

দুই. سَيَقُوْلُوْنَ বাক্যে নাজারানের খ্রিস্টান সম্প্রদায়কে বুঝানো হয়েছে। তারা রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর সাথে আসহাবে কাহফের সংখ্যা সম্পর্কে বিতর্ক করেছিল। নাজারানের খ্রিস্টান সম্প্রদায় তিন দলে বিভক্ত ছিল। এক দলের নাম ছিল 'মালকানিয়া'। এরা সংখ্যা সম্পর্কে প্রথম উক্তি, অর্থাৎ, তিন বলেছিল। দ্বিতীয় দলের নাম ছিল 'এয়াকুবিয়্যা'। তারা দ্বিতীয় সংখ্যা অর্থাৎ, পাঁচ বলেছিল। তৃতীয় দল ছিল 'নাস্তুরীয়া'। তারা তৃতীয় সংখ্যা অর্থাৎ, সাত বলেছিল। কেউ কেউ বলেন : তৃতীয় উক্তিটি ছিল মুসলমানদের। অবশেষে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর হাদীস এবং কুরআনের ইঙ্গিত দ্বারা তৃতীয় উত্তরের বিশুদ্ধতাই প্রমাণিত হয়। -[বাহরে-মুহীত]

وَثَامِنُهُمْ এখানে এ বিষয়টি প্রণিধানযোগ্য যে, আসহাবে কাহফের সংখ্যা সম্পর্কে আয়াতে তিনটি উক্তি উল্লেখ করা হয়েছে : তিন, পাঁচ ও সাত। প্রত্যেকটি সংখ্যার পর তাদের কুকুরের কথাও উল্লেখ করা হয়েছে। কিন্তু প্রথমোক্ত দুই উক্তিতে তাদের সংখ্যা ও কুকুরের গণনার মাঝখানে وَاو عَاطِفَة (সংযোগকারী ওয়াও) ব্যবহার না করে বলা হয়েছে- خَمْسَةٌ سَادِسُهُمْ كَلْبُهُمْ ثَلٰثَةٌ رَّابِعُهُمْ كَلْبُهُمْ এবং কিন্তু তৃতীয় উক্তিতে سَبْعَةٌ-এর পর وَاو عَاطِفَة এনে وَثَامِنُهُمْ كَلْبُهُمْ বলা হয়েছে।

তাফসীরবিদগণ এর কারণ এই লিখেন যে, আরবদের কাছে সংখ্যার প্রথম ধাপ ছিল সাত। সাতের পরে যে সংখ্যা আসত, তা অনেকটা পৃথক বলে গণ্য হতো; যেমন আজকাল নয় সংখ্যাটি নয় পর্যন্ত একক সংখ্যা ধরা হয়। দশ থেকে দ্বি-সংখ্যা আরম্ভ হয়। এ কারণেই আরবরা তিন থেকে সাত পর্যন্ত সংখ্যা গণনায় وَاو عَاطِفَة ব্যবহার করত না। সাতের পর কোনো সংখ্যা বর্ণনা করতে হলে وَاو عَاطِفَة এনে পৃথক করে বর্ণনা করত। এ জন্যই এই وَاو -কে وَاو ثَمَان নাম দেওয়া হতো। -[মাযহারী]

আসহাবে কাহফের নাম : প্রকৃতপক্ষে কোনো সহীহ হাদীস থেকে আসহাবে কাহফের নাম সঠিকভাবে প্রমাণিত নেই। তাফসীরী ও ঐতিহাসিক রেওয়ায়েতে বিভিন্ন নাম বর্ণিত হয়েছে। তন্মধ্যে তাবারানী 'মু'জামে আওসাত' গ্রন্থে বিশুদ্ধ সনদ সহযোগে হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) থেকে যে রেওয়ায়েত বর্ণনা করেছেন, সেটিই বিশুদ্ধতর। এতে তাদের নাম নিম্নরূপ উল্লেখ করা হয়েছে-মুকসালমিনা, তামলিখা, মরতুনুস, সনুনুস, সারিনুতুস, যুনওয়াস, কায়াস্তুরিতয়ুনুস।

فَلَا تُمَارِ فِيْهِمْ اِلَّا مِرَاءً ظَاهِرًا وَلَا تَسْتَفْتِ فِيْهِمْ مِّنْهُمْ اَحَدًا অর্থাৎ, আপনি আসহাবে কাহফের সংখ্যা প্রভৃতি সম্পর্কে তাদের সাথে বৃথা বিতর্কে প্রবৃত্ত হবেন না; বরং সাধারণ আলোচনা করুন। আপনি নিজেও তাদেরকে এ সম্পর্কে জিজ্ঞাসাবাদ করবেন না।

https://e-ilm.weebly.com/

বিরোধপূর্ণ ব্যাপারে দীর্ঘ আলোচনা থেকে বিরত থাকা উচিত : বর্ণিত উভয় বাক্যে রাসূলুল্লাহ ﷺ -কে যে শিক্ষা দেওয়া হয়েছে, তা প্রকৃতপক্ষে আলেম সম্প্রদায়ের জন্য গুরুত্বপূর্ণ পথনির্দেশক নীতি। কোনো প্রশ্নে মতবিরোধ দেখা দিলে জরুরি বিষয়গুলো বর্ণনা করা উচিত। এরপরও যদি কেউ অনাবশ্যক আলোচনায় জড়িত হয়ে পড়ে, তবে তার সাথে সাধারণ আলোচনা করে বির্তক শেষ করে দেওয়া বাঞ্ছনীয়। নিজের দাবি প্রমাণ করার জন্য উঠে-পড়ে, লেগে যাওয়া এবং প্রতিপক্ষের দাবি খণ্ডনে অধিক জোর দেওয়া অনুচিত। কারণ এতে বিশেষ কোনো উপকারিতা নেই। উপরন্তু অতিরিক্ত আলোচনা ও কথা কাটাকাটিতে মূল্যবান সময়ও নষ্ট হয় এবং পরস্পরের মধ্যে তিক্ততা সৃষ্টিরও সম্ভাবনা থাকে।

দ্বিতীয় বাক্যে দ্বিতীয় নির্দেশ এই ব্যক্ত হয়েছে যে, ওহীর মাধ্যমে আসহাবে কাহ্ফ সম্পর্কে যে পরিমাণ তথ্য আপনাকে সরবরাহ করা হয়েছে তাতেই সন্তুষ্ট থাকুন। কারণ এতটুকুই যথেষ্ট। আরো বেশি জানার জন্য খোঁজাখুঁজি ও মানুষের কাছে জিজ্ঞাসাবাদ করবেন না। অপরকে জিজ্ঞাসাবাদ না করার এক উদ্দেশ্য এমনও হতে পারে যে, তার অজ্ঞতা ও মুর্খতা জনসমক্ষে ফুটে উঠুক-এটাও পয়গম্বরী-চরিত্রের পরিপন্থি। তাই ভালো ও মন্দ উভয় উদ্দেশ্যে অপরকে এ সম্বন্ধে জিজ্ঞাসাবাদ করা নিষিদ্ধ করা হয়েছে।

শব্দবিশ্লেষণ :

لِيَتَسَاءَلُوْا : সীগাহ جمع مذكر غائب বহছ مضارع معروف বাব تَفَاعُلْ মাসদার اَلتَّسَاءُلُ মূলবর্ণ (س . أ . ل) জিনস مهموز عين অর্থ- একে অন্যের কাছে জিজ্ঞাসা করা, প্রশ্ন করা।

اَزْكٰى : সীগাহ واحد مذكر বহছ اسم تفضيل বাব نَصَرَ মাসদার اَلزَّكٰوةُ মূলবর্ণ (ز . ك . و) জিনস ناقص واوى অর্থ- পাক-সাফ, পুতঃপবিত্র হওয়া।

لِيَتَلَطَّفْ : সীগাহ واحد مذكر غائب বহছ امر غائب معروف বাব تَفَعُّلْ মাসদার اَلتَّلَطُّفُ মূলবর্ণ (ل . ط . ف) জিনস صحيح অর্থ- পরস্পর নম্রতা ও উত্তম আচরণের সাথে সামনে আসা।

لَايُشْعِرَنَّ : সীগাহ واحد مذكر غائب বহছ نفى فعل مضارع معروف بانون تاكيد ثقيله বাব اِفْعَالْ মাসদার الاشعار মূলবর্ণ (ش . ع . ر) জিনস صحيح অর্থ- জ্ঞাত করানো।

يُعِيْدُوْكُمْ : সীগাহ جمع مذكر غائب বহছ مضارع معروف বাব اِفْعَالْ মাসদার اَلْاِعَادَةُ মূলবর্ণ (ع . و . د) জিনস اجوف واوى অর্থ- ফিরানো, ফিরিয়ে নেওয়া।

يَتَنَازَعُوْنَ : সীগাহ جمع مذكر غائب বহছ مضارع معروف বাব تَفَاعُلْ মাসদার اَلتَّنَازُعُ মূলবর্ণ (ن . ز . ع) জিনস صحيح অর্থ- পরস্পর বিতর্ক করা, মতানৈক্য করা, ঝগড়া করা।

اُبْنُوْا : সীগাহ جمع مذكر حاضر বহছ امر حاضر معروف বাব نَصَرَ মাসদার اَلْبِنَاءُ মূলবর্ণ (ب . ن . أ) জিনস مهموز لام অর্থ- ইমারত বানানো।

لَنَتَّخِذَنَّ : সীগাহ جمع متكلم বহছ لام تاكيد بانون تاكيد ثقيله درفعل مستقبل معروف বাব اِفْتِعَالْ মাসদার اَلْاِتِّخَاذُ মূলবর্ণ (أ . خ . ذ) জিনস مهموز فاء অর্থ- বানানো, নির্মাণ করা, তৈরি করা; গ্রহণ করা।

لَا تُمَارِ : সীগাহ واحد مذكر حاضر বহছ نهى حاضر معروف মাসদার اَلْمُمَارَاةُ ও اَلْمِرَاءُ বাব مُفَاعَلَه মূলবর্ণ (م . ر . ى) জিনস ناقص يائى অর্থ- এমন কথায় ঝগড়া করা, যে কথায় সন্দেহ বিদ্যমান।

لَا تَسْتَفْتِ : সীগাহ واحد مذكر حاضر বহছ نهى حاضر معروف বাব اِسْتِفْعَال মাসদার اَلْاِسْتِفْتَاءُ মূলবর্ণ (ف . ت . و) জিনস ناقص واوى অর্থ- হুকুম/বিধান/সমাধান জানতে চাওয়া।

https://e-ilm.weebly.com/

২৩. আর আপনি কোনো কাজ সম্বন্ধে এরূপ বলবেন না যে, এটা আগামীকল্য করব।	وَلَا تَقُوْلَنَّ لِشَايْءٍ اِنِّيْ فَاعِلٌ ذٰلِكَ غَدًا (٢٣)
২৪. বরং আল্লাহর ইচ্ছাকে সংযোগ করবেন, আর যখন [তা] ভুলে যান, তখন স্বীয় প্রভুকে স্মরণ করবেন, আর বলে দিন, আশা করি আমার প্রভু আমাকে [নবুয়তের] প্রমাণ হওয়ার জন্য এটা অপেক্ষা অধিক নিকটবর্তী বিষয় শিখিয়ে দিবেন।	اِلَّآ اَنْ يَّشَآءَ اللّٰهُ ؗ وَاذْكُرْ رَّبَّكَ اِذَا نَسِيْتَ وَقُلْ عَسٰٓى اَنْ يَّهْدِيَنِ رَبِّيْ لِاَقْرَبَ مِنْ هٰذَا رَشَدًا (٢٤)
২৫. আর তারা তাদের সে গুহায় তিন শত বৎসর ছিল এবং আরো নয় বৎসর বেশি।	وَلَبِثُوْا فِيْ كَهْفِهِمْ ثَلٰثَ مِائَةٍ سِنِيْنَ وَازْدَادُوْا تِسْعًا (٢٥)
২৬. আপনি বলে দিন, তাদের অবস্থানকাল সম্বন্ধে আল্লাহই অধিক জানেন, আসমানসমূহ ও জমিনের সকল গায়বি ইলম তাঁরই জন্য, তিনি কেমন দর্শনকারী, কেমন শ্রবণকারী। আল্লাহ ব্যতীত আর কেউ তাদের সাহায্যকারী নেই, আর না আল্লাহ নিজ হুকুমের মধ্যে কাউকেও শরিক করেন।	قُلِ اللّٰهُ اَعْلَمُ بِمَا لَبِثُوْا ۚ لَهٗ غَيْبُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ ؕ اَبْصِرْ بِهٖ وَاَسْمِعْ ؕ مَا لَهُمْ مِّنْ دُوْنِهٖ مِنْ وَّلِيٍّ ؗ وَّلَا يُشْرِكُ فِيْ حُكْمِهٖٓ اَحَدًا (٢٦)
২৭. এবং আপনার নিকট আপনার প্রভুর যে কিতাব ওহী যোগে এসেছে, তা পড়ে শুনান, তাঁর বাণীসমূহ কেউই পরিবর্তন করতে পারবে না। আর আপনি আল্লাহ ব্যতীত অপর কোনো আশ্রয়ই পাবেন না।	وَاتْلُ مَآ اُوْحِيَ اِلَيْكَ مِنْ كِتَابِ رَبِّكَ ۚ لَا مُبَدِّلَ لِكَلِمٰتِهٖ ۚ وَلَنْ تَجِدَ مِنْ دُوْنِهٖ مُلْتَحَدًا (٢٧)

শাব্দিক অনুবাদ :

২৩. وَلَا تَقُوْلَنَّ আর আপনি এরূপ বলবেন না لِشَايْءٍ কোনো কাজ সম্বন্ধে যে اِنِّيْ فَاعِلٌ ذٰلِكَ غَدًا এটা আগামীকাল করব।

২৪. اِلَّآ اَنْ يَّشَآءَ اللّٰهُ বরং আল্লাহর ইচ্ছাকে সংযোগ করবেন وَاذْكُرْ رَّبَّكَ আর স্বীয় প্রভুকে স্মরণ করবেন اِذَا نَسِيْتَ যখন তা ভুলে যান তখন وَقُلْ আর বলে দিন عَسٰٓى اَنْ يَّهْدِيَنِ رَبِّيْ আশা করি আমার রব আমাকে শিখিয়ে দিবেন لِاَقْرَبَ مِنْ هٰذَا এটা অপেক্ষা আধিক নিকটবর্তী বিষয় رَشَدًا (নবুয়তের) প্রমাণ হওয়ার জন্য।

২৫. وَلَبِثُوْا فِيْ كَهْفِهِمْ আর তারা তাদের সে গুহায় ছিল ثَلٰثَ مِائَةٍ سِنِيْنَ তিনশত বৎসর وَازْدَادُوْا تِسْعًا এবং আরো নয় বৎসর বেশি।

২৬. قُلِ আপনি বলে দিন اللّٰهُ اَعْلَمُ আল্লাহই আধিক জানেন بِمَا لَبِثُوْا তাদের অবস্থানকাল সম্বন্ধে لَهٗ غَيْبُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ আসমানসমূহ ও জমিনের সকল গায়বি ইলম তারই জন্য اَبْصِرْ بِهٖ وَاَسْمِعْ তিনি কেমন দর্শনকারী কেমন শ্রবণকারী مَا لَهُمْ مِّنْ دُوْنِهٖ مِنْ وَّلِيٍّ আল্লাহ ব্যতীত আর কেউই তাদের সাহায্যকারী নেই وَّلَا يُشْرِكُ আর না আল্লাহ শরিক করেন فِيْ حُكْمِهٖٓ নিজ হুকুমের মধ্যে اَحَدًا কাউকেও।

২৭. وَاتْلُ এবং পড়ে শুনান مَآ اُوْحِيَ اِلَيْكَ مِنْ كِتَابِ رَبِّكَ আপনার নিকট আপনার প্রভুর যে কিতাব ওহী যোগে এসেছে তা لَا مُبَدِّلَ لِكَلِمٰتِهٖ তাঁর বাণীসমূহ কেউই পরিবর্তন করতে পারবে না وَلَنْ تَجِدَ مِنْ دُوْنِهٖ مُلْتَحَدًا আর আপনি আল্লাহ ব্যতীত কোনো আশ্রয় পাবেন না।

https://e-ilm.weebly.com/

২৮. এবং আপনি নিজকে তাদের সঙ্গে সংযুক্ত রাখুন যারা সকালে ও সন্ধ্যায় [সর্বদা] স্বীয় প্রতিপালকের ইবাদত শুধু তাঁর সন্তুষ্টির উদ্দেশ্যে করে থাকে এবং পার্থিব জীবনের জাঁকজমকের খেয়াল করে আপনার দৃষ্টি যেন তাদের হতে সরে না যায়, আর [দরিদ্রদেরকে বিতাড়ন সম্পর্কে] এমন ব্যক্তির কথায় কর্ণপাত করবেন না, যার অন্তরকে আমার স্মরণ হতে গাফেল করে রেখেছি এবং সে স্বীয় প্রবৃত্তি অনুযায়ী চলে এবং তার অবস্থা সীমাতিক্রম করে গেছে।	وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِيْنَ يَدْعُوْنَ رَبَّهُمْ بِالْغَدٰوةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيْدُوْنَ وَجْهَهٗ وَلَا تَعْدُ عَيْنٰكَ عَنْهُمْ ۚ تُرِيْدُ زِيْنَةَ الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا ۚ وَلَا تُطِعْ مَنْ اَغْفَلْنَا قَلْبَهٗ عَنْ ذِكْرِنَا وَاتَّبَعَ هَوٰىهُ وَكَانَ اَمْرُهٗ فُرُطًا ﴿٢٨﴾
২৯. আর আপনি বলে দিন, সত্য [ধর্ম] তোমাদের প্রতিপালকের পক্ষ হতে এসেছে। সুতরাং যার মনে চায় ঈমান আনুক, আর যার মনে চায় কাফের থাকুক, নিশ্চয় আমি এরূপ অনাচারীদের জন্য অগ্নি প্রস্তুত করে রেখেছি, যার আবরণী তাদেরকে ঘিরে নিবে; আর যদি তারা [পিপাসায়] ফরিয়াদ করে, তবে এমন পানি দ্বারা তাদের প্রার্থনা পূর্ণ করা হবে, যা তৈলের গাদের ন্যায় হবে এবং মুখমণ্ডলকে ভুনিয়ে ফেলবে: তা কতইনা নিকৃষ্ট পানীয় হবে এবং সে দোজখও কতই না নিকৃষ্ট স্থান হবে।	وَقُلِ الْحَقُّ مِنْ رَّبِّكُمْ ۚ فَمَنْ شَآءَ فَلْيُؤْمِنْ وَّمَنْ شَآءَ فَلْيَكْفُرْ ۚ اِنَّآ اَعْتَدْنَا لِلظّٰلِمِيْنَ نَارًا ۙ اَحَاطَ بِهِمْ سُرَادِقُهَا ۚ وَاِنْ يَّسْتَغِيْثُوْا يُغَاثُوْا بِمَآءٍ كَالْمُهْلِ يَشْوِي الْوُجُوْهَ ۚ بِئْسَ الشَّرَابُ ۚ وَسَآءَتْ مُرْتَفَقًا ﴿٢٩﴾

শাব্দিক অনুবাদ :

২৮. وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِيْنَ এবং আপনি নিজেকে তাদের সঙ্গে লিপ্ত রাখুন يَدْعُوْنَ رَبَّهُمْ যারা স্বীয় প্রতিপালকের ইবাদত করে থাকে بِالْغَدٰوةِ وَالْعَشِيِّ সকাল ও সন্ধ্যায় يُرِيْدُوْنَ وَجْهَهٗ শুধু তার সন্তুষ্টির উদ্দেশ্যে وَلَا تَعْدُ عَيْنٰكَ عَنْهُمْ এবং আপনার দৃষ্টি যেন তাদের থেকে সরে না যায় تُرِيْدُ زِيْنَةَ الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا পার্থিব জীবনের জাকজমকের খেয়াল করে وَلَا تُطِعْ, আর এমন ব্যক্তির কথায় কর্ণপাত করবেন না مَنْ اَغْفَلْنَا قَلْبَهٗ عَنْ ذِكْرِنَا যার অন্তকরণকে আমার স্মরণ হতে গাফেল করে রেখেছে وَاتَّبَعَ هَوٰىهُ এবং সে স্বীয় প্রবৃত্তি অনুযায়ী চলে وَكَانَ اَمْرُهٗ فُرُطًا এবং তার অবস্থা সীমাতিক্রম করে গেছে।

২৯. وَقُلْ আর আপনি বলে দিন الْحَقُّ مِنْ رَّبِّكُمْ সত্য তোমাদের রবের পক্ষ হতে এসেছে فَمَنْ شَآءَ فَلْيُؤْمِنْ সুতরাং যার মনে চায় ঈমান আনুক وَّمَنْ شَآءَ فَلْيَكْفُرْ আর যার মনে চায় কাফের থাকুক اِنَّآ اَعْتَدْنَا নিশ্চয় আমি প্রস্তুত করে রেখেছি لِلظّٰلِمِيْنَ এরূপ অনাচারীদের জন্য। نَارًا অগ্নি اَحَاطَ بِهِمْ سُرَادِقُهَا যার আবরণী তাদেরকে ঘিরে নিবে। وَاِنْ يَّسْتَغِيْثُوْا আর যদি তারা (পিপাসায়) ফরিয়াদ করে يُغَاثُوْا بِمَآءٍ তবে এমন পানি দ্বারা তাদের প্রার্থনা পূর্ণ করা হবে كَالْمُهْلِ যা তৈলের গাদের ন্যায় হবে يَشْوِي الْوُجُوْهَ যা মুখমণ্ডলকে ভুনে ফেলবে بِئْسَ الشَّرَابُ তা কতই না নিকৃষ্ট পানীয় হবে وَسَآءَتْ مُرْتَفَقًا এবং সেই দোজখ কতইনা নিকৃষ্ট স্থান হবে।

https://e-ilm.weebly.com/

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

وَلَبِثُوْا فِىْ كَهْفِهِمْ ثَلٰثَ مِائَةٍ سِنِيْنَ وَازْدَادُوْا تِسْعًا

শানে নুযূল : ইবনে মারদুয়া যাহহাকের বরাত দিয়ে হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) কর্তৃক বর্ণিত এক হাদীস বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেন, আলোচ্য আয়াতে وَلَبِثُوْا فِىْ كَهْفِهِمْ আয়াতাংশটি যখন নাজিল হয়, তখন রাসূল ﷺ -এর নিকট জানার জন্য আবেদন করা হলো যে, হে আল্লাহর রাসূল ﷺ ! তারা গোহায় তিনশত অবস্থান করেছে বলে যা উল্লেখ্য রয়েছে। তা বৎসর, মাস ও দিন হতে কোনটি? তখন আল্লাহ তা'আলা سِنِيْنَ وَازْدَادُوْا تِسْعًا আয়াতাংশটি নাজিল করেন। –[ফতুহুল কাদীর ২৮০/৩, কুরতুবী ৩৩২/১০, তাবারী ২১০/৮, রূহুল মা'আনী পৃ.২৫৩, খ.৮, পারা-১৫]

وَاتْلُ مَآ اُوْحِىَ اِلَيْكَ مِنْ كِتَابِ رَبِّكَ .... وَاتَّبَعَ هَوٰهُ وَكَانَ اَمْرُهٗ فُرُطًا (٢٨-٢٧)

শানে নুযূল-১ : উয়াইনা বিন বদর, আকরা বিন হাবেস প্রমুখ একদা রাসূল ﷺ -এর নিকট এসে বলল, হে আল্লাহর রাসূল ! আপনি যদি বৈঠকের মধ্যস্থলে বসে থাকেন এবং এ সকল দুঃস্থ মুসলমান অর্থাৎ সালমান, আবু যর, সুহাইব, আম্মার, বিলাল, ইবনে মাসউদ ও খাব্বাব প্রমুখের মধ্যে আপনাকে ডুবিয়ে রাখেন, অথচ তাদের পরিধানে থাকে মোটা বর্ম পোষাক, যার দুর্গন্ধ আমাদের কষ্ট হয়, তাহলে কিরূপভাবে আমরা আপনার সাথে বসে আলোচনা করে আপনার নিকট হতে ধর্মীয় বিষয় জেনে নিতে পারি? তখন আল্লাহ তা'আলা আলোচ্য আয়াত নাজিল করেন।

শানে নুযূল-২ : ইবনে মারদুয়া হুলিয়া গ্রন্থে আবূ নাঈম ও বায়হাকী শু'আবুল ঈমান গ্রন্থে হযরত সালমান ফাসী (রা.) -এর উদ্ধৃতি দিয়ে বর্ণনা করেন, তিনি রাসূল ﷺ -এর নিকট মুআল্লাফাতুল কুলূব অর্থাৎ উয়াইনা বিন হিসন ও আকরা বিন হাবেস প্রমুখ এসে বলল, আপনি যদি মজলিসে দুঃস্থ মুসলমানদের মাঝে বসে থাকেন, যাদের গায়ে, মোটা পোষাক থাকে যার দুর্গন্ধ যুক্ত বাতাস আমাদের কষ্ট হয়। আমরা আপনার নিকট হতে ধর্মীয় জ্ঞান কিরূপ ভাবে সংগ্রহ করব। সে পরিপ্রেক্ষিতে আল্লাহ তা'আলা আলোচ্য আয়াত নাজিল করেন। পূর্বোক্ত বর্ণনা অনুসারে আয়াত মক্কী এবং পরবর্তী বর্ণনা অনুসারে তা হলো মদনী।

–[কুরতুবী ২২৯/১০, বাহরে মুহীত্ব ১১৩/৬, তাবারী ২১৫/৮ ফতহুল কাদীর ২৮২/৩]

শানে নযূল-৩ : ইবনে আবী হাতেম ও ইবনে মারদুয়া আমর বিন শুয়াইব তদ্বীয় পিতা ও দাদার উদ্ধৃতি দিয়ে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেন, আলোচ্য আয়াত وَاصْبِرْ نَفْسَكَ ফজরের নামাজ এবং আসরের নামাজ সম্পর্কে নাজিল হয়েছে।

শানে নুযূল-৪ : ইবনে মারদূয়া জুয়াইবের মধ্যস্থতায় যাহহাক কর্তৃক হযরত ইবনে আব্বাস (রা.)-এর এক রেওয়ায়েতে উদ্ধৃত করেন যে, তিনি বলেন, আলোচ্য আয়াতের অংশ وَلَا تُطِعْ مَنْ أَغْفَلْنَا قَلْبَهُ عَنْ ذِكْرِنَا وَاتَّبَعَ هَوٰهُ وَكَانَ اَمْرُهٗ فُرُطًا উমায়্যা বিন খালফ আল জুমাহী সম্পর্কে নাজিল হয়েছে। ঘটনা প্রবাহ হচ্ছে যে, সে একদা নবী করীম ﷺ-কে পরামর্শ দিয়ে বলেছিল, রাসূল ﷺ যেন গরীব মুসলমানদের থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে মক্কার নেতাদের নিকটতম হয়ে থাকেন। সে পরিপ্রেক্ষিতে وَلَا تُطِعْ .... فُرُطًا আয়াতাংশটি নাজিল হয়েছে।

–[কুরতুবী ৩৪০/১০, ফতহুল কাদীর ২৮৪/৩]

https://e-ilm.weebly.com/

শানে নুযূল-৫ : ইবনে আবী হাতেম ইবনে বুরাইদা এর উদ্ধৃতি দিয়ে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেন, উয়াইনা বিন হিসন একদা গ্রীষ্মকালে রাসূল ﷺ -এর নিকট গমন করে। সে মুহূর্তে হযরত সালমান ফার্সী (রা.) মোটা জুব্বা পড়ে সেখানে উপস্থিত ছিলেন। তার শরীর থেকে ঘামের দুর্গন্ধ যুক্ত বাতাসও বের হচ্ছিল। তখন উয়াইনা বলল, হে মুহাম্মদ ! আমরা যখন আপনার নিকট আসব, তখন এ ধরনের লোক সকলকে বের করে দিবেন, তাহলে আমাদের কষ্ট হবে না। অতঃপর আমরা যখন চলে যাব, তখন আপনি তাদের সাথে আলোচনা করুন। উয়াইনার এ উক্তির পরিপ্রেক্ষিতে আল্লাহ তা'আলা .... وَلَا تُطِعْ আয়াতাংশটি নাজিল করেন।

–[ফতহুল কাদীর ১৩৪/৩, কুরতুবী ৩৪০/১০, রূহুল মা'আনী পৃ.২৬২, খ.৮, পারা-১৫]

উল্লিখিত ২৩-২৬ নং আয়াতে আসহাবে কাহ্ফের কাহিনী সমাপ্ত হচ্ছে। তন্মধ্যে প্রথম দু'আয়াতে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ ও তাঁর উম্মতকে শিক্ষা দেওয়া হয়েছে যে, ভবিষ্যতকালে কোনো কাজ করার ওয়াদা বা স্বীকারোক্তি করলে এর সাথে 'ইনশাআল্লাহ' বাক্যটি যুক্ত করতে হবে। কেননা ভবিষ্যতে জীবিত থাকবে কিনা তা কারো জানা নেই। জীবিত থাকলেও কাজটি করতে পারবে কিনা, তার নিশ্চয়তা নেই। কাজেই মুমিনের উচিত মনে মনে এবং মুখে স্বীকারোক্তির মাধ্যমে আল্লাহর উপর ভরসা করা। ভবিষ্যতে কোনো কাজ করার কথা বললে এভাবে বলা দরকার : যদি আল্লাহ চান, তবে আমি এ কাজটি আগামীকাল করব। ইনশাআল্লাহ্ বাক্যের অর্থ তাই।

তৃতীয় আয়াতে একটি বিরোধপূর্ণ আলোচনার ফয়সালা করা হয়েছে। এতে আসহাবে কাহ্ফের আমলের লোকদের মতামতও বিভিন্নরূপ ছিল এবং বর্তমান যুগের ইহুদি ও খ্রিস্টানদের মতামতও বিভিন্নরূপ। অর্থাৎ, গুহায় নিদ্রামগ্ন থাকার সময়কাল। এ আয়াতে বলে দেওয়া হয়েছে যে, এই সময়কাল তিনশ' নয় বছর। কাহিনীর শুরুতে فَضَرَبْنَا عَلَىٰ آذَانِهِمْ فِي الْكَهْفِ سِنِينَ عَدَدًا বলে যে বিষয়টি সংক্ষেপে বলা হয়েছে, এখানে যেন তাই বর্ণনা করে দেওয়া হলো।

এরপর চতুর্থ আয়াতে আবার মতভেদকারীদেরকে হুশিয়ার করা হয়েছে যে, তোমরা আসল সত্য জান না। এ সম্পর্কে আল্লাহ তা'আলাই ভালো জানেন, যিনি নভোমণ্ডল ও ভূমণ্ডলের সব অদৃশ্য বিষয়ে পরিজ্ঞাত, শ্রোতা ও দ্রষ্টা। তিনি তিনশ' নয় বছরের সময়কাল বর্ণনা করেছেন। এতেই সন্তুষ্ট হয়ে যাওয়া উচিত।

ভবিষ্যত কাজের জন্য ইনশাআল্লাহ্ বলা : 'লোবাব' গ্রন্থে হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস থেকে প্রথম দু'আয়াতের শানে নুযূল সম্পের্কে বর্ণিত আছে যে, মক্কার কাফেররা যখন ইহুদিদের শিক্ষা অনুযায়ী রাসূলুল্লাহ ﷺ -কে আসহাবে কাহফ সম্পর্কে প্রশ্ন করে, তখন তিনি ইনশাআল্লাহ না বলেই তাদের সাথে আগামীকাল জবাব দেওয়ার ওয়াদা করেছিলেন। নৈকট্যশীলদেরকে সামান্য ত্রুটির জন্যও হুশিয়ার করা হয়। তাই পনের দিন পর্যন্ত কোনো ওহী আগমন করেনি। রাসূলুল্লাহ ﷺ খুবই চিন্তিত হলেন। মুশরিকরা বিদ্রূপ ও উপহাসের সুযোগ পেল। পনের দিন বিরতির পর যখন এ সূরায় প্রশ্নের জবাব নাজিল হলো, তখন এর সাথে হেদায়েতের জন্য এ দু'টি আয়াতও অবতীর্ণ হলো যে, ভবিষ্যতে কোনো কাজ করার কথা বলা হলে ইনশাআল্লাহ বলে এ কথার স্বীকারোক্তি করা উচিত যে, প্রত্যেক কাজ আল্লাহ্ তা'আলার ইচ্ছার উপর নির্ভরশীল।

মাসআলা : এ আয়াত থেকে প্রথমত : জানা গেল যে, এরূপ ক্ষেত্রে ইনশাআল্লাহ বলা মোস্তাহাব। দ্বিতীয়তঃ যদি ভুলক্রমে বাক্যটি না বলা হয়, তবে যখনই স্মরণ হয়, তখনই তা বলা দরকার। আয়াতে বর্ণিত বিশেষ ক্ষেত্রের জন্য এ বিধান। অর্থাৎ, শুধু বরকত লাভ ও দাসত্বের শীকারোক্তির জন্য এ বাক্য বলা উদ্দেশ্য– কোনো শর্ত

https://e-ilm.weebly.com/

লাগানো উদ্দেশ্য নয়। কাজেই এ থেকে জরুরি হয় না যে, কেনা-বেচা ও পারস্পরিক চুক্তির মধ্যেও অনুরূপ বিধান হবে। কেনা-বেচার মধ্যে শর্ত লাগানো হয়, এবং উভয়পক্ষের জন্য শর্ত লাগানোর উপর পারস্পরিক চুক্তি নির্ভরশীল থাকে। এসব ক্ষেত্রেও যদি চুক্তির সময় শর্ত লাগাতে ভুলে যায় এবং পরে কোনো সময় স্মরণে আসে, তবে যা ইচ্ছা তা শর্ত লাগাতে পারবে না। এ মাসআলায় কোনো কোনো ফিকহ্‌বিদ ভিন্ন মতও পোষণ করেন।

তৃতীয় আয়াতে গুহায় নিদ্রার সময়কাল তিন শত বছর বলা হয়েছে। কুরআনের পূর্বাপর বর্ণনা থেকে বাহ্যতঃ এ কথাই বুঝা যায় যে, এই সময়কাল আল্লাহ্ তা'আলার পক্ষ থেকে বর্ণিত হয়েছে। ইবনে কাছীরের মতে এটাই পূর্ববর্তী ও পরবর্তী অধিক সংখ্যক তাফসীরবিদের উক্তি। আবূ হাইয়্যান ও কুরতুবী প্রমুখ তাফসীরবিদ ও তাই গ্রহণ করেছেন। কিন্তু হযরত কাতাদা প্রমুখ থেকে এ সম্পর্কে আরো একটি উক্তি বর্ণিত আছে। তা এই যে, তিন শত বছরের সময় কালের উক্তিটিও উপরিউক্ত মতভেদকারীদের কারো কারো পক্ষ থেকে বর্ণিত হয়েছে। আল্লাহ তা'আলার উক্তি হচ্ছে শুধু اَللّٰهُ اَعْلَمُ بِمَا لَبِثُوْا বাক্যটি। কেননা তিন শত নয় বছর নির্দিষ্ট করার কথাটি যদি আল্লাহর পক্ষ থেকে হয়, তবে পরে اَللّٰهُ اَعْلَمُ بِمَا لَبِثُوْا বলার কোনো প্রয়োজন থাকে না। এখানে প্রশ্ন হয় যে, কুরআন পাক সময়কাল প্রথমে তিন শত বছর বর্ণনা করেছে। এরপর বলেছে যে, এই তিন শতের উপর আরো নয় বেশি। প্রথমেই তিন শত নয় বলেনি কেন? তফসীরবিদগণ এর কারণ লিখেছেন যে, ইহুদি ও খ্রিস্টানদের মধ্যে সৌর-বর্ষের প্রচলন ছিল। এই হিসেবে মোট তিনশ'ত বছরই হয়। ইসলামে চান্দ্র-বর্ষ প্রচলিত। চান্দ্র-বর্ষের হিসেবে প্রতি একশ' বছরে তিন বছর বেড়ে যায়। তাই তিনশ' সৌর-বছরে চান্দ্র বছর হিসেবে তিন শত নয় বছর হয়। এই দুই প্রকার বর্ষপঞ্জীর পার্থক্য বুঝাবার জন্য উপরিউক্ত ভঙ্গিতে বর্ণনা করা হয়েছে।

দাওয়াত ও তাবলীগের বিশেষ রীতি : وَاصْبِرْ نَفْسَكَ-এ আয়াতের শানে নুযূল প্রসঙ্গে কয়েকটি ঘটনা বর্ণিত হয়েছে। সবগুলোই আয়াত অবতরণের কারণ হতে পারে। বগভী বর্ণনা করেন, মক্কার সরদার ওয়াইনা ইবনে হিস্‌ন রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর দরবারে উপস্থিত হয়। তখন তাঁর কাছে হযরত সালমান ফারেসী (রা.) উপবিষ্ট ছিলেন। তিনি ছিলেন দরিদ্র সাহাবীদের অন্যতম। তাঁর পেশাক ছিন্ন এবং আকার-আকৃতি ফকিরের মতো ছিল। তার মতো আরো কিছুসংখ্যক দরিদ্র ও নিঃস্ব সাহাবী মজলিসে উপস্থিত ছিলেন। ওয়াইনা বলল : এই লোকদের কারণেই আমরা আপনার কাছে আসতে পারি না এবং আপনার কথা শুনতে পরি না। এমন ছিন্নমূল মানুষের কাছে আমরা বসতে পারি না। আপনি হয় তাদেরকে মজলিস থেকে সরিয়ে রাখুন, না হয় আমাদের জন্য আলাদা এবং তাদের জন্য আলাদা মজলিস অনুষ্ঠান করুন।

ইবনে মারদুয়াহ্ হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা.)-এর রেওয়ায়েত বর্ণনা করেন যে, উমাইয়া ইবনে খলফ জুমাহী রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে পরামর্শ দেন যে, দরিদ্র, নিঃস্ব ও ছিন্নমূল মুসলমানদেরকে আপনি নিজের কাছে রাখবেন না; বরং কোরায়েশ সরদারদেরকে সাথে রাখুন। এরা আপনার ধর্মে দীক্ষিত হয়ে গেলে ধর্মের খুব উন্নতি হবে।

এ ধরনের ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে আলোচ্য আয়াত অবতীর্ণ হয়– এতে তাদের পরামর্শ গ্রহণ করতে কঠোরভাবে নিষেধ করা হয়েছে। শুধু নিষেধই নয়-নির্দেশ দেওয়া হয়েছে যে, وَاصْبِرْ نَفْسَكَ অর্থাৎ, আপনি নিজেকে তাদের সাথে বেঁধে রাখুন। এর অর্থ এরূপ নয় যে, কোনো সময় পৃথক হবেন না। বরং উদ্দেশ্য এই যে, সম্পর্ক ও মনোযোগ তাদের প্রতি নিবদ্ধ রাখুন। কাজে-কর্মে তাদের কাছ থেকেই পরামর্শ নিন। এর কারণ হিসেবে বলা হয়েছে যে, তারা সকাল-সন্ধ্যায় অর্থাৎ সর্বাবস্থায় আল্লাহর ইবাদত ও জিকির করে। তাদের কার্যকলাপ একান্তভাবেই

https://e-ilm.weebly.com/

আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জনের লক্ষ্যে নিবেদিত। এসব অবস্থা আল্লাহর সাহায্য ডেকে আনে। আল্লাহর সাহায্য তাদের জন্যই আগমন করে। ক্ষণস্থায়ী দুরবস্থা দেখে অস্থির হবেন না। পরিণামে সাহায্য ও বিজয় তারাই লাভ করবে।

কোরায়েশ সরদারদের পরামর্শ কবুল না করার কারণও আয়াতের শেষে বর্ণনা করা হয়েছে যে, তাদের মন আল্লাহর স্মরণ থেকে গাফেল এবং তাদের সমস্ত কার্যকলাপ তাদের খেয়াল-খুশির অনুসারী। এসব অবস্থা মানুষকে আল্লাহর রহমত ও সাহায্য থেকে দূরে সরিয়ে দেয়।

এখানে প্রশ্ন হয় যে, তাদের জন্য আলাদা মজলিস করার পরামর্শটি তো গ্রহণযোগ্য ছিল। এর ফলে তাদের কাছে ইসলামের দাওয়াত পৌঁছানো এবং তাদের পক্ষে তা কবুল করা সহজ হতো। কিন্তু এ ধরনের মজলিস বন্টনের মধ্যে অবাধ্য ধনীদের প্রতি বিশেষ সম্মান দেখানো হতো। ফলে দরিদ্র মুসলমানদের মন ভেঙ্গে যেত। তাই আল্লাহ তা'আলা তা পছন্দ করেননি এবং এ ব্যাপারে পার্থক্য না করাকেই দাওয়াত ও প্রচারের মূলনীতি স্থির করেছেন।

শব্দবিশ্লেষণ :

اِزْدَادُوْا : সীগাহ جمع مذكر غائب বহছ ماضى معروف বাব اِفْتِعَالٌ মাসদার اَلْاِزْدِيَادُ মূলবর্ণ (ز . ى . د) জিনস اجوف يائى অর্থ- বৃদ্ধি পাওয়া, অতিরিক্ত হওয়া।

وَاتْلُ : সীগাহ واحد مذكر حاضر বহছ امر حاضر معروف বাব نَصَرَ মাসদার اَلتِّلَاوَةُ মূলবর্ণ (ت . ل . و) জিনস ناقص واوى অর্থ- পড়া, পাঠ করা, তেলাওয়াত করা।

اُوْحِىَ : সীগাহ واحد مذكر غائب বহছ ماضى مجهول বাব اِفْعَالٌ মাসদার اَلْاِيْحَاءُ মূলবর্ণ (و . ح . ى) জিনস لفيف مفروق অর্থ- নির্দেশ দেওয়া, প্রত্যাদেশ করা, ইঙ্গিত করা।

مُلْتَحَدًا : সীগাহ واحدمذكر বহছ اسم ظرف مكان বাব اِفْتِعَالٌ মাসদার اَلْاِلْتِحَادُ মূলবর্ণ (ل . ح . د) জিনস صحيح অর্থ- আশ্রয়স্থল।

فَلْيُؤْمِنْ : فاء হরফে আত্ফ, জাযার জন্য। لِيُؤْمِنْ সীগাহ- واحد مذكر غائب বহছ امر غائب معروف বাব اِفْعَالٌ মাসদার اَلْاِيْمَانُ মূলবর্ণ (ا . م . ن) জিনস مهموز فاء অর্থ- বিশ্বাস স্থাপন করা।

اِنْ يَسْتَغِيْثُوْا : اِنْ হরফে শর্ত। يَسْتَغِيْثُوْا সীগাহ جمع مذكر غائب বহছ مضارع معروف বাব اِسْتِفْعَالٌ মাসদার الاستغاثة মূলবর্ণ (غ . ى . ث) জিনস اجوف يائى অর্থ- সাহায্য কামনা করা, ফরিয়াদ করা।

يُغَاثُوْا : সীগাহ جمع مذكر غائب বহছ مضارع مجهول বাব اِفْعَالٌ মাসদার اَلْاِغَاثَةُ মূলবর্ণ (غ . ى . ث) জিনস اجوف يائى অর্থ- অভিযোগ সমাধান করা।

يَشْوِى : সীগাহ واحد مذكر غائب বহছ مضارع معروف বাব ضَرَبَ মাসদার اَلشَّىُّ মূলবর্ণ (ش . و . ى) জিনস لفيف مقرون অর্থ- ভুনা করা।

سَاءَتْ : সীগাহ واحد مؤنث غائب বহছ ماضى معروف বাব نَصَرَ মাসদার اَلسُّوْءُ মূলবর্ণ (س . و . ء) জিনস مركب (اجوف واوى ও مهموز لام) অর্থ- নিকৃষ্ট হওয়া।

https://e-ilm.weebly.com/

إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ إِنَّا لَا نُضِيعُ أَجْرَ مَنْ أَحْسَنَ عَمَلًا ﴿٣٠﴾

৩০. নিঃসন্দেহে যারা ঈমান এনেছে এবং নেক কাজ করেছে আমি এমন লোকদের বিনিময় বিনষ্ট করব না যারা উত্তমরূপে কার্য সমাধা করেছে ।

أُولَٰئِكَ لَهُمْ جَنَّاتُ عَدْنٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهِمُ الْأَنْهَارُ يُحَلَّوْنَ فِيهَا مِنْ أَسَاوِرَ مِنْ ذَهَبٍ وَيَلْبَسُونَ ثِيَابًا خُضْرًا مِنْ سُنْدُسٍ وَإِسْتَبْرَقٍ مُتَّكِئِينَ فِيهَا عَلَى الْأَرَائِكِ ۚ نِعْمَ الثَّوَابُ ۚ وَحَسُنَتْ مُرْتَفَقًا ﴿٣١﴾

ع ١٦

৩১. [অনন্তর] সে সকল লোকদের জন্য অনন্তকাল বসবাসের উদ্যানসমূহ রয়েছে, তাদের [বাসস্থানের] নিম্নদেশে নহরসমূহ বইতে থাকবে, সেখানে তাদেরকে স্বর্ণ-কঙ্কনে সজ্জিত করা হবে এবং সেখানে তারা সবুজ রঙ্গের মিহিন ও পুরু-রেশমের তৈরি পোশাক পরিধান করবে, সেখানে তারা পালঙ্কের উপর ঠেস দিয়ে উপবিষ্ট থাকবে, এটা কতই না উত্তম প্রতিদান এবং কতই না উৎকৃষ্ট স্থান ।

وَاضْرِبْ لَهُمْ مَثَلًا رَجُلَيْنِ جَعَلْنَا لِأَحَدِهِمَا جَنَّتَيْنِ مِنْ أَعْنَابٍ وَحَفَفْنَاهُمَا بِنَخْلٍ وَجَعَلْنَا بَيْنَهُمَا زَرْعًا ﴿٣٢﴾

৩২. আর আপনি তাদের নিকট সে দুই ব্যক্তির অবস্থা বর্ণনা করুন, যাদের একজনকে আমি দুটি আঙ্গুরের বাগান দিয়েছিলাম, আর সে বাগান দুটিকে খেজুর-বৃক্ষ দ্বারা [প্রাচীরের ন্যায়] পরিবেষ্টন করে দিয়েছিলাম এবং সে দুটির মধ্যে শষ্যক্ষেত্রও করে রেখেছিলাম ।

كِلْتَا الْجَنَّتَيْنِ آتَتْ أُكُلَهَا وَلَمْ تَظْلِمْ مِنْهُ شَيْئًا ۚ وَفَجَّرْنَا خِلَالَهُمَا نَهَرًا ﴿٣٣﴾

৩৩. উভয় বাগানই পুরাপুরি ফল দিচ্ছিল এবং কোনোটিরই ফসল কিছুমাত্রও কম হচ্ছিল না, আর ঐ উভয়ের মধ্য দিয়ে নহর প্রবাহিত করে রেখেছিলাম ।

শাব্দিক অনুবাদ :

৩০. إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا নিঃসন্দেহে যারা ঈমান এনেছে وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ এবং নেক কাজ করেছে إِنَّا لَا نُضِيعُ أَجْرَ আমি এমন লোকদের বিনিময় নষ্ট করব না مَنْ أَحْسَنَ عَمَلًا যারা উত্তম রূপে কার্য সমাধা করেছে ।

৩১. أُولَٰئِكَ لَهُمْ جَنَّاتُ عَدْنٍ সে সকল লোকদের জন্য অনন্তকাল বসবাসের উদ্যানসমূহ রয়েছে تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ তাদের নিম্ন দেশে নহর সমূহ বইতে থাকবে يُحَلَّوْنَ فِيهَا তথায় তাদেরকে সজ্জিত করা হবে مِنْ أَسَاوِرَ مِنْ ذَهَبٍ স্বর্ণ কঙ্কনে وَيَلْبَسُونَ এবং তথায় তারা পরিধান করবে ثِيَابًا خُضْرًا مِنْ سُنْدُسٍ وَإِسْتَبْرَقٍ সবুজ রঙ্গের মিহিন ও পুরু রেশমির তৈরি পোশাক مُتَّكِئِينَ فِيهَا عَلَى الْأَرَائِكِ তথায় তারা পালঙ্কের উপর ঠেস দিয়ে উপবিষ্ট থাকবে نِعْمَ الثَّوَابُ এটা কতইনা উত্তম প্রতিদান وَحَسُنَتْ مُرْتَفَقًا এবং কতই না উৎকৃষ্ট স্থান ।

৩২. وَاضْرِبْ لَهُمْ আপনি তাদের নিকট বর্ণনা করুন مَثَلًا رَجُلَيْنِ সেই দুই ব্যক্তির অবস্থা جَعَلْنَا لِأَحَدِهِمَا جَنَّتَيْنِ যাদের একজনকে আমি দুটি বাগান দিয়েছিলাম مِنْ أَعْنَابٍ আঙ্গুরের وَحَفَفْنَاهُمَا بِنَخْلٍ আর সে বাগান দুটিকে খেজুর-বৃক্ষ দ্বারা পরিবেষ্টন করে দিয়েছিলাম وَجَعَلْنَا بَيْنَهُمَا زَرْعًا এবং সে দুটির মধ্যে শস্য ক্ষেত্রও করে রেখেছিলাম ।

৩৩. كِلْتَا الْجَنَّتَيْنِ آتَتْ أُكُلَهَا উভয় বাগানই পুরোপুরি ফল দিচ্ছিল وَلَمْ تَظْلِمْ مِنْهُ شَيْئًا এবং কেনোটির ফল কিছু মাত্রও কম হচ্ছিল না । وَفَجَّرْنَا خِلَالَهُمَا نَهَرًا আর ঐ উভয়ের মধ্যে দিয়ে নহর প্রবাহিত করে রেখেছিলাম ।

https://e-ilm.weebly.com/

৩৪. এবং তার জন্য সম্পদের আরো উপকরণ ছিল, অনন্তর সে কথা প্রসঙ্গে তার সঙ্গিকে বলতে লাগল, আমি সম্পদেও তোমার চেয়ে অধিক এবং আমার দলবলও বিরাট।	وَكَانَ لَهُ ثَمَرٌ ۚ فَقَالَ لِصَاحِبِهِ وَهُوَ يُحَاوِرُهُ أَنَا أَكْثَرُ مِنكَ مَالًا وَأَعَزُّ نَفَرًا (٣٤)
৩৫. এবং সে নিজের উপর জুলুম করে বাগানে পৌছল, বলতে লাগল, আমার তো মনে হয় না যে, এ বাগানটি কখনো বিনষ্ট হবে।	وَدَخَلَ جَنَّتَهُ وَهُوَ ظَالِمٌ لِّنَفْسِهِ ۚ قَالَ مَا أَظُنُّ أَن تَبِيدَ هَٰذِهِ أَبَدًا (٣٥)
৩৬. আর আমি ধারণা করি না যে, কিয়ামত আসবে, আর যদি আমি আমার প্রভুর সম্মুখে প্রত্যাবর্তিত হই, তবে আমি অবশ্যই এ বাগান অপেক্ষা উৎকৃষ্টতর স্থান পাব।	وَمَا أَظُنُّ السَّاعَةَ قَائِمَةً وَلَئِن رُّدِدتُّ إِلَىٰ رَبِّي لَأَجِدَنَّ خَيْرًا مِّنْهَا مُنقَلَبًا (٣٦)
৩৭. তার সঙ্গি সে প্রসঙ্গে তাকে বলল, তুমি কি সে আল্লাহর সাথে কুফরি করছ? যিনি তোমাকে মাটি হতে সৃষ্টি করেছেন, অতঃপর শুক্র হতে, তৎপর তোমাকে সুস্থ ও নিখুঁত মানুষ বানিয়েছেন।	قَالَ لَهُ صَاحِبُهُ وَهُوَ يُحَاوِرُهُ أَكَفَرْتَ بِالَّذِي خَلَقَكَ مِن تُرَابٍ ثُمَّ مِن نُّطْفَةٍ ثُمَّ سَوَّاكَ رَجُلًا (٣٧)
৩৮. কিন্তু আমি তো এ বিশ্বাস করি যে, তিনিই অর্থাৎ আল্লাহ আমার প্রভু এবং আমি তাঁর সাথে কাউকেও শরিক স্থির করি না।	لَّٰكِنَّا هُوَ اللَّهُ رَبِّي وَلَا أُشْرِكُ بِرَبِّي أَحَدًا (٣٨)

শাব্দিক অনুবাদ :

৩৪. وَكَانَ لَهُ ثَمَرٌ এবং তার জন্য সম্পদের আরো উপকরণ ছিল فَقَالَ অনন্তর সে বলতে লাগল لِصَاحِبِهِ তার সঙ্গিকে وَهُوَ يُحَاوِرُهُ কথা প্রসঙ্গে أَنَا أَكْثَرُ مِنكَ مَالًا আমি সম্পদেও তোমার চেয়ে অধিক وَأَعَزُّ نَفَرًا এবং আমার দলবল ও বিরাট।

৩৫. وَدَخَلَ جَنَّتَهُ এবং সে বাগানে পৌছল وَهُوَ ظَالِمٌ لِّنَفْسِهِ নিজের উপর জুলুম করে قَالَ বলতে লাগল مَا أَظُنُّ আমার তো মনে হয় না যে أَن تَبِيدَ هَٰذِهِ أَبَدًا এ বাগানটি কখানো বিনষ্ট হয়ে যাবে।

৩৬. وَمَا أَظُنُّ আর আমি ধারণা করি না যে السَّاعَةَ قَائِمَةً কিয়ামত আসবে وَلَئِن رُّدِدتُّ إِلَىٰ رَبِّي আর যদি আমি আমার রবের সম্মুখে প্রত্যাবর্তিত হই لَأَجِدَنَّ তবে আমি অবশ্যই পাব خَيْرًا مِّنْهَا مُنقَلَبًا এই বাগান অপেক্ষা উৎকৃষ্টতর স্থান।

৩৭. قَالَ لَهُ صَاحِبُهُ وَهُوَ يُحَاوِرُهُ তার সঙ্গি সেই প্রসঙ্গে তাকে বলল أَكَفَرْتَ بِالَّذِي তুমি কি সেই আল্লাহর সাথে কুফরি করছ خَلَقَكَ مِن تُرَابٍ যিনি তোমাকে মাটি হতে সৃষ্টি করেছেন ثُمَّ مِن نُّطْفَةٍ অতঃপর শুক্র হতে ثُمَّ سَوَّاكَ رَجُلًا তৎপর তোমাকে সুস্থ ও নিখুঁত মানুষ বানিয়েছেন।

৩৮. لَّٰكِنَّا কিন্তু আমি তো এই বিশ্বাস করি যে هُوَ اللَّهُ رَبِّي তিনিই অর্থাৎ আল্লাহ আমার রব وَلَا أُشْرِكُ بِرَبِّي أَحَدًا এবং আমি তাঁর সাথে কাউকেও শরিক স্থির করি না।

https://e-ilm.weebly.com/

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

وَاضْرِبْ لَهُمْ مَثَلًا رَّجُلَيْنِ جَعَلْنَا لِأَحَدِهِمَا جَنَّتَيْنِ مِنْ أَعْنَابٍ وَحَفَفْنَاهُمَا بِنَخْلٍ وَجَعَلْنَا بَيْنَهُمَا زَرْعًا.

শানে নুযূল-১ : আল্লামা কালবী বলেন, (ইসরাঈলী বর্ণনা মতে) আলোচ্য আয়াত মক্কার মাখযূমী গোত্রের দু'ভাই সম্পর্কে নাজিল হয়েছে। তাদের একজন ছিল মুমিন, তিনি হলেন আবূ সালমা আব্দুল্লাহ বিন আবুল আসওয়াদ, অপর জন কাফের আসওয়াদ বিন আবুল আসওয়াদ।

শানে নুযূল-২ : কারো কারো মতে বনী ইসরাঈলের দু'ভাইয়ের ঘটনা একজন কাফের সে হলো ফরত্রোস, মতান্তরে কিত্বফীর। অপর জন হলেন ঈমানদার তিনি হলেন ইয়াহুযা, ইবনে আব্বাস (রা.) -এর বর্ণনা মতে। মুকাতিল বলেন যে, তাঁর নাম হলো তামলীখা। (সূরা সাফ্‌ফাতে যার বর্ণনা রয়েছে।) কারো মতে হযরত মহনবী ﷺ এবং মক্কাবাসীর সম্পর্কে তুলনা বর্ণনা করে আলোচ্য আয়াত অবতীর্ণ হয়েছে।

শানে নুযূল-৩ : কারো কারো মতে আলোচ্য আয়াতে উয়াইনা বিন হিসন ও তার সঙ্গি সাথিসহ সালমান, সুহাইব (রা.) এবং তাদের সঙ্গি সাথিগণের সাথে আল্লাহ তা'আলা তাদের তুলনা বর্ণনা করেছেন। অথবা বনী ইসরাঈলের তুলনা করেছেন। যাদের একজন মুমিন ছিলেন, নাম ছিল ইয়াহইয়া বা তামীমা অপরজন কাফের নাম ছিল ফরতোশ। কারো মতে বনী ইসরাঈলের মধ্যে দু'ভাই পিতার ত্যাজ্য সম্পদ আট হাজার মুদ্রা পেল। চার হাজার করে ভাগে পেল, তাদের মধ্যে একজন ছিল মু'মিন অপরজন কাফের। কাফের ভাই ১০০০ মুদ্রা দ্বারা কিছু জমিন ক্রয় করে, তখন মুমিন ভাই বলে যে, হে আল্লাহ আমি তোমার নিকট থেকে বেহেশতের জমিন ক্রয় করলাম বলে ১০০০ মুদ্রা দান করে দেন। অতঃপর কাফের ভাই ১০০০ মুদ্রা দ্বারা একটি গৃহ নির্মাণ করল, তখন মু'মিন ভাই বলল, হে আল্লাহ! আমি তোমার নিকট হতে বেহেশতের একটি গৃহ ক্রয় করছি বলে ১০০০ মুদ্রা দান করে দিলেন। পরবর্তীতে তার কাফের ভাই ১০০০ মুদ্রা ব্যয়ে এক মহিলাকে বিবাহ করলে মু'মিন ভাই বললেন, হে আল্লাহ ! আমার ভাই ১০০০ মুদ্রা ব্যয় করে বিবাহ করেছে। আমি তোমার নিকট বেহেশতের রমণীর বিবাহের প্রস্তাব দিচ্ছি বলে ১০০০ মুদ্রা দান করে দিলেন। সর্বশেষে কাফের ভাই ১০০০ মুদ্রা ব্যয় করে সেবক ও আসবাব পত্র ক্রয় করে, ফলে মু'মিন ভাই বললেন, হে আল্লাহ ! আমি তোমার নিকট হতে ১০০০ এক হাজারের বিনিময়ে বেহেশতের সেবক ও আসবাব পত্র ক্রয় করছি বলে বাকি ১০০০ মুদ্রাও দান করে দিলেন।

বলাবাহুল্য পরবর্তীতে মুমিন ভাইয়ের দারিদ্র্যতা দেখা দিল। তাই সহযোগিতার জন্য কাফের ও ধনাঢ্য ভাইয়ের শরণাপন্ন হন। তখন সে বলল, তোমার সে বিশাল মাল কি হলো? মুমিন ভাই সে ঘটনা বললে সে তাকে তিরস্কার করে তাড়িয়ে বলল, তুমি আসমানের উপাস্যের ইবাদত করছ, আর আমি উপাসনা করছি প্রতিমা দেবদেবীর। আমি তোমার অপেক্ষা অধিক সম্পদশালী। মু'মিন ভাই বললেন যে, আল্লাহর নিকট দুনিয়া অত্যন্ত তুচ্ছ। আলোচ্য আয়াত উল্লিখিত ঘটনা গুলোর ন্যায় আরো বহু ঘটনাবলির প্রতি ইঙ্গিত করে ঈমানদার এবং কাফেরদের মধ্যকার তুলনা বর্ণনা করে মক্কাবাসীর সামনে দৃষ্টান্ত পেশ করার জন্য আল্লাহ তা'আলা আলোচ্য আয়াত নাজিল করেন। -[কুরতুবী ৩৪৬/১০, বাহরে মুহীত্ব ১১৮/৬, সাবী ১৩/৩, রূহুল মা'আনী : পৃ.২৭৩, পারা-১৫]

জান্নাতীদের অলংকার : يُحَلَّوْنَ فِيهَا এ আয়াতে জান্নাতী পুরুষদেরকেও স্বর্ণের কংকন পরানোর কথা বলা হয়েছে। এতে প্রশ্ন উঠতে পারে যে, অলংকার পরিধান করা পুরুষদের জন্য যেমন শোভনীয় নয়, তেমনি সৌন্দর্য ও সাজ-সজ্জাও নয়। তাদেরকে কংকন পরানো হলে তারা বিশ্রী হয়ে যাবে।

https://e-ilm.weebly.com/

উত্তর এই যে, শোভা ও সৌন্দর্য প্রথা ও প্রচলনের অনুসারী। এক দেশে যাকে শোভা ও সৌন্দর্য মনে করা হয়, অন্য দেশে প্রায়ই তা ঘৃণার বস্তু বলে বিবেচনা করা হয়। এর বিপরীতও হয়ে থাকে। এমনিভাবে এক সময় কোনো বিশেষ বস্তু সৌন্দর্য বিবেচিত হয়, অন্য সময়ে তাকেই দোষ মনে করা হয়। জান্নাতে পুরুষদের জন্যও অলংকার এবং রেশমী বস্ত্র শোভা ও সৌন্দর্য সাব্যস্ত করা হলে তা কারো কাছে অপরিচিত ঠেকবে না। এটা শুধু দুনিয়ার আইন যে, এখানে পুরুষদের জন্য স্বর্ণের কোনো অলংকার, এমনকি স্বর্ণের আংটি, ঘড়ির চেইন ইত্যাদিও ব্যবহার করা জায়েজ নয়। এমনিভাবে রেশমী বস্ত্রও পুরুষদের জন্য জায়েজ নয়। কিন্তু জান্নাত পৃথক এক জগত। সেখানে এ আইন থাকবে না।

وَكَانَ لَهُ ثَمَرٌ - ثَمَرٌ শব্দের অর্থ বৃক্ষের ফল এবং সাধারণ ধন-সম্পদ। এখানে হযরত ইবনে আব্বাস, মুজাহিদ ও কাতাদা থেকে দ্বিতীয় অর্থ বর্ণিত হয়েছে। (ইবনে কাছীর) কামূস গ্রন্থে আছে, ثَمَرٌ শব্দটি বৃক্ষের ফল এবং নানা রকমের ধন-সম্পদের অর্থে ব্যবহৃত হয়। এ থেকে জানা যায় যে, লোকটির কাছে শুধু ফলের বাগান ও শস্যক্ষেত্রই ছিল না, বরং স্বর্ণ-রৌপ্য ও বিলাস-ব্যসনের যাবতীয় সাজ সরঞ্জামও বিদ্যমান ছিল।

স্বয়ং তার বাক্য, যা কুরআনে বর্ণিত হয়েছে اَنَا اَكْثَرُ مِنْكَ مَالًا ও এ অর্থই বুঝায়।

فَقَالَ لِصَاحِبِهٖ وَهُوَ يُحَاوِرُهٗٓ اَنَا اَكْثَرُ مِنْكَ مَالًا وَّاَعَزُّ نَفَرًا. সে তার সঙ্গীকে কথা প্রসঙ্গে বলে, আমার নিকট তোমার চেয়ে অধিক পরিমাণে ধন সম্পদ রয়েছে এবং সম্মানী লোক রয়েছে।

একটি বর্ণনায় রয়েছে ধন সম্পদশালী ভাই তার দরিদ্র ভাইয়ের হাত ধরে তার বাগানে নিয়ে যায় এবং তার সম্পদের প্রাচুর্য তাকে দেখায়, তখন সে একথা বলে। وَدَخَلَ جَنَّتَهٗ وَهُوَ ظَالِمٌ لِّنَفْسِهٖ قَالَ مَآ اَظُنُّ اَنْ تَبِيْدَ هٰذِهٖٓ اَبَدًا.

এভাবে নিজের প্রতি জুলুম করেই সে তার বাগানে প্রবেশ করল। সে বলল, আমি মনে করি না যে এ বাগান কখনো ধ্বংস হয়ে যাবে। অর্থাৎ আল্লাহ পাক তাকে অবকাশ দিয়েছেন সে গাফলতের আবর্তে নিপতিত হয়েছে এবং ভোগবাদর মরফীয়া পান করে ধারণা করছে যে, যা কিছু আমার কাছে রয়েছে তা কোনো দিন বিনষ্ট হবে না। এসব কিছু আমি আজীবন ভোগ করতে থাকব। এতদ্ব্যতীত সে অর্থ– সম্পদের কারণে অহংকারী হয়ে উঠেছিল। ধরাকে সরা জ্ঞান করছিল, ক্ষণস্থায়ী জীবনকেই চিরস্থায়ী মনে করছিল। লোকটি শেরক, কুফর, অহংকার এবং গাফলতের মধ্যে ডুবে ছিল। তার ধারণা ছিল এ জগত, এ জীবন এবং যাবতীয় সুখ– সামগ্রী সবই চিরদিন থাকবে। وَمَآ اَظُنُّ السَّاعَةَ قَآئِمَةً وَّلَئِنْ رُّدِدْتُّ اِلٰى رَبِّىْ لَاَجِدَنَّ خَيْرًا "আর আমি মনে করিনা যে কিয়ামত হবে, যদি কখনো আমার প্রতিপালকের নিকট প্রত্যাবর্তনও করি তবে সেখানে পৌছে ও আমি এর চেয়ে উত্তম স্থান লাভ করব।" অর্থাৎ সে আখেরাতেও বিশ্বাস করতো না, মৃত্যুর পর পুনরুত্থান হবে এবং আল্লাহ পাকের মহান দরবারে হাজির হতে হবে এবং জীবনের যাবতীয় কর্মকাণ্ডের হিসাব নিকাশ হবে একথায়ও সে বিশ্বাস করতো না।

وَلَئِنْ رُّدِدْتُّ আর যদি তোমাদের কথা মতো আমার প্রতিপালকের দরবারে প্রত্যাবর্তনও করতে হয় তবে তাতেও কোনো চিন্তার কারণ নেই। কেননা আল্লাহ যা কিছু আমাকে দান করছেন তা এ কথারই প্রমাণ যে তিনি আমাদের সম্মানিত করেছেন, কিয়ামতের দিন তিনি আমার এই বাগ-বাগিচার চেয়ে উত্তম সম্পদ তিনি দান করবেন।

قَالَ لَهٗ صَاحِبُهٗ وَهُوَ يُحَاوِرُهٗٓ اَكَفَرْتَ بِالَّذِىْ خَلَقَكَ .... এর উত্তরে তার সাথি তাকে বলল, তুমি কি তাকে অস্বীকার করছ, যিনি তোমাকে সৃষ্টি করেছেন মাটি থেকে? এরপর শুক্র বিন্দু থেকে তোমাকে পূর্ণ পরিণত ব্যক্তিতে রূপান্তরিত করেছেন। সম্পদশালী অহংকারী কাফের লোকটিকে দরিদ্র মুমিন ভাইটি বলল, তুমি

https://e-ilm.weebly.com/

নাফরমানি করছ সেই করুণাময় আল্লাহ পাকের, যিনি প্রথমে মাটি থেকে, এরপর শুক্র বিন্দু থেকে তোমাকে সৃষ্টি করেছেন। শৈশবে তুমি ছিলে মায়ের কোলে। এরপর আজ তোমাকে আল্লাহ পাক পূর্ণ পরিণত ব্যক্তিতে রূপান্তরিত করেছেন। তুমি ছিলে অজ্ঞ, তিনিই তোমাকে বিজ্ঞে পরিণত করেছেন, তুমি ছিলে নিঃস্ব, তিনিই তোমাকে সম্পদশালীতে পরিণত করেছেন। আজ তুমি তাঁর প্রতি অকৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছ, তুমি কিয়ামতের দিনকে অস্বীকার করছ, আর কিয়ামতের দিনকে অস্বীকার করার অর্থ হলো আল্লাহ পাকের কুদরতকে অস্বীকার করা। যে আল্লাহ পাকের কুদরতে বিশ্বাস করে সে একথাও বিশ্বাস করে যে, আল্লাহ পাক মানুষকে প্রথমবার যেমন সৃষ্টি করেছেন, তিনি তেমনিভাবে দ্বিতীয়বারও সৃষ্টি করবেন, এতে বিন্দুমাত্রও সন্দেহের অবকাশ নেই।

لٰكِنَّا هُوَ اللّٰهُ رَبِّىْ وَلَآ اُشْرِكُ بِرَبِّىْٓ اَحَدًا. কিন্তু আমি একথাই বলব যে আল্লাহ পাকই আমার প্রতিপালক, আর আমি আমার প্রতিপালকের সাথে কাউকে শরিক করি না।

অর্থাৎ তুমি জেনে রাখ যে, আমি সকল অবস্থায় এক আল্লাহ পাকের প্রতি বিশ্বাস করি, কোনো কিছুকে তাঁর সাথে শরিক করি না, আমি বিশ্বাস করি তিনিই স্রষ্টা তিনিই পালনকর্তা, তিনি সর্বশক্তিমান। তাঁর কোনো শরিক নেই; তাঁর প্রতি আনুগত্য প্রকাশই প্রতিটি মানুষের কর্তব্য দুনিয়া ও আখেরাত উভয় জাহানের কল্যাণ তাঁর বন্দেগিতেই নিহিত রয়েছে।

শব্দ বিশ্লেষণ :

يُحَلَّوْنَ : সীগাহ جمع مذكر غائب বহছ مضارع مجهول বাব تَفْعِيْل মাসদার اَلتَّحْلِيَةُ মূলবর্ণ (ح . ل . ل) জিনস مضاعف ثلاثى অর্থ– অলংকার পরানো।

مُتَّكِئِيْنَ : সীগাহ جمع مذكر বহছ اسم فاعل বাব اِفْتِعَالٌ মাসদার اَلْاِتِّكَاءُ মূলবর্ণ (و . ك . ء) জিনস مركب (مثال واوى ও مهموز لام) অর্থ– ঠেস দেওয়া, হেলান দেওয়া।

اَرَائِكَ : اَرِيْكَةٌ-এর বহুবচন। অর্থ, সজ্জিত সিংহাসন যার উপর পর্দা ঝুলানো।

حَفَفْنٰهُمَا : সীগাহ جمع متكلم বহছ ماضى معروف বাব نَصَرَ মাসদার اَلْحَفُّ মূলবর্ণ (ح . ف . ف) জিনস مضاعف ثلاثى অর্থ– চারপাশ বেষ্টন করে নেওয়া এবং চার পাশ থেকে বেষ্টনী দ্বারা ঘিরে নেওয়া।

يُحَاوِرُهٗ : সীগাহ واحد مذكر غائب বহছ مضارع معروف বাব مُفَاعَلَه মাসদার اَلْمُحَاوَرَةُ মূলবর্ণ (ح . و . ر) জিনস اجوف واوى অর্থ– কথোপকথন করা।

اَنْ تَبِيْدَ : সীগাহ واحد مؤنث غائب বহছ مضارع معروف বাব ضَرَبَ মাসদার اَلْبَيَادُ মূলবর্ণ (ب . ى . د) জিনস اجوف يائى অর্থ– নষ্ট হওয়া।

رُدِدْتُ : সীগাহ واحد متكلم বহছ ماضى مجهول বাব نَصَرَ মাসদার اَلرَّدُّ মূলবর্ণ (ر . د . د) জিনস مضاعف ثلاثى অর্থ– ফিরা, ফিরানো।

لَاَجِدَنَّ : সীগাহ واحد متكلم বহছ معروف مستقبل درفعل تاكيد ثقيله بانون تاكيد لام বাব ضَرَبَ মাসদার اَلْوُجُوْدُ মূলবর্ণ (و . ج . د) জিনস مثال واوى অর্থ– পাওয়া।

https://e-ilm.weebly.com/

৩৯. আর যখন তুমি তোমার বাগানে প্রবেশ করেছিলে, তখন এরূপ কেন বললে না যে- আল্লাহ যা চান, তাই হয় এবং আল্লাহর সাহায্য ব্যতীত কারো কোনো ক্ষমতা নেই, তুমি যদিও আমাকে সম্পদও সন্তানসন্ততিতে তোমার চেয়ে হীন দেখছ।	وَلَوْلَآ اِذْ دَخَلْتَ جَنَّتَكَ قُلْتَ مَا شَآءَ اللّٰهُ ۙ لَا قُوَّةَ اِلَّا بِاللّٰهِ ۚ اِنْ تَرَنِ اَنَا اَقَلَّ مِنْكَ مَالًا وَّوَلَدًا (٣٩)
৪০. তবে আমি মনে করছি যে, অচিরেই আমার প্রভু আমাকে তোমার বাগান অপেক্ষা উৎকৃষ্ট বাগান দিবেন এবং (তোমার) বাগানের উপর আসমান হতে কোনো তকদীরী আপদ প্রেরণ করে দিবেন- যাতে তা নিমিষে একটি পরিষ্কার ময়দানে পরিণত হয়ে পড়ে।	فَعَسٰى رَبِّيْٓ اَنْ يُّؤْتِيَنِ خَيْرًا مِّنْ جَنَّتِكَ وَيُرْسِلَ عَلَيْهَا حُسْبَانًا مِّنَ السَّمَآءِ فَتُصْبِحَ صَعِيْدًا زَلَقًا (٤٠)
৪১. অথবা তার পানি তা হতে একেবারে তলদেশে নেমে (শুকিয়ে) যাবে, অতঃপর তুমি তার জন্য চেষ্টাও করতে পারবে না।	اَوْ يُصْبِحَ مَآؤُهَا غَوْرًا فَلَنْ تَسْتَطِيْعَ لَهٗ طَلَبًا (٤١)
৪২. এবং সে ব্যক্তির সম্পদের যাবতীয় উপকরণকে আসমানি আপদ এসে ঘিরে নিল, অতঃপর সে যা কিছু সে বাগানে ব্যয় করেছিল, তজ্জন্য পরিতাপ করতে লাগল, আর সে বাগানটি তার মাচানের উপর পড়ে রইল এবং সে বলতে লাগল, কতইনা উত্তম হতো, যদি আমি আমার প্রভুর সাথে কাউকেও শরিক না করতাম।	وَاُحِيْطَ بِثَمَرِهٖ فَاَصْبَحَ يُقَلِّبُ كَفَّيْهِ عَلٰى مَآ اَنْفَقَ فِيْهَا وَهِيَ خَاوِيَةٌ عَلٰى عُرُوْشِهَا وَيَقُوْلُ يٰلَيْتَنِيْ لَمْ اُشْرِكْ بِرَبِّيْٓ اَحَدًا (٤٢)

শাব্দিক অনুবাদ :

৩৯. وَلَوْلَا আর এরূপ কেন বললে না اِذْ دَخَلْتَ جَنَّتَكَ যখন তুমি তোমার বাগানে প্রবেশ করেছিলে তখন قُلْتَ مَا شَآءَ اللّٰهُ আল্লাহ যা চান তাই হয় لَا قُوَّةَ اِلَّا بِاللّٰهِ এবং আল্লাহর সাহায্য ব্যতীত কারো কোনো ক্ষমতা নেই اِنْ تَرَنِ যদিও তুমি আমাকে দেখছ اَنَا اَقَلَّ مِنْكَ مَالًا وَّوَلَدًا সম্পদ ও সন্তান-সন্ততিতে আমার চেয়ে হীন।

৪০. فَعَسٰى رَبِّيْٓ اَنْ يُّؤْتِيَنِ তবে আমি মনে করছি যে, অচিরেই আমার রব আমাকে দিবেন خَيْرًا مِّنْ جَنَّتِكَ তোমার বাগান অপেক্ষা উৎকৃষ্ট বাগান وَيُرْسِلَ عَلَيْهَا এবং (তোমার) বাগানের উপর প্রেরণ করে দিবেন حُسْبَانًا مِّنَ السَّمَآءِ আসমান হতে কোনো তকদীরী আপদ فَتُصْبِحَ যাতে তা পরিণত হয়ে পড়বে صَعِيْدًا زَلَقًا একটি পরিষ্কার ময়দানে।

৪১. اَوْ يُصْبِحَ مَآؤُهَا غَوْرًا অথবা তার পানি তা হতে একেবারে তলদেশে নেমে যাবে فَلَنْ تَسْتَطِيْعَ لَهٗ طَلَبًا অতঃপর তুমি তার জন্য চেষ্টাও করতে পারবে না।

৪২. وَاُحِيْطَ بِثَمَرِهٖ এবং সে ব্যক্তির সম্পদের যাবতীয় উপকরণকে আসমানি বিপদ এসে ঘিরে নিল فَاَصْبَحَ يُقَلِّبُ كَفَّيْهِ অতঃপর সে পরিতাপ করতে লাগল عَلٰى مَآ اَنْفَقَ فِيْهَا যা কিছু সেই বাগানে ব্যয় করেছিল তজ্জন্য وَهِيَ خَاوِيَةٌ عَلٰى عُرُوْشِهَا আর সে বাগানটি তার মাচানের উপর পড়ে রইল وَيَقُوْلُ এবং বলতে লাগল يٰلَيْتَنِيْ কতই না উত্তম হতো। لَمْ اُشْرِكْ بِرَبِّيْٓ اَحَدًا যদি আমি আমার রবের সাথে কাউকেও শরিক না করতাম।

https://e-ilm.weebly.com/

৪৩. আর তার জন্য এমন কোনো দলও হলো না যে, আল্লাহ ভিন্ন তাকে সাহায্য করত এবং সে নিজেও প্রতিশোধ নিতে পারল না।	وَلَمْ تَكُنْ لَّهٗ فِئَةٌ يَّنْصُرُوْنَهٗ مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ وَمَا كَانَ مُنْتَصِرًا ﴿٤٣﴾
৪৪. এরূপ ক্ষেত্রে সাহায্য করা আল্লাহ বরহকেরই কাজ, তাঁর পুরস্কারই সর্বোত্তম এবং তাঁর প্রতিফলই সর্বোৎকৃষ্ট।	هُنَالِكَ الْوَلَايَةُ لِلّٰهِ الْحَقِّ ؕ هُوَ خَيْرٌ ثَوَابًا وَّخَيْرٌ عُقْبًا ﴿٤٤﴾
৪৫. আর আপনি তাদের নিকট পার্থিব জীবনের অবস্থা বর্ণনা করুন যে, তা এরূপ- যেমন আমি আসমান হতে পানি বর্ষণ করলাম, তৎপর তার সাহায্যে জমিনের উদ্ভিদসমূহ ঘন সন্নিবেশিত হয়ে গেল, অতঃপর তা (শুকিয়ে) চূর্ণবিচূর্ণ হয়ে যায় যে, বায়ু তাকে উড়িয়ে নিয়ে ফিরে: (দুনিয়ার অবস্থাও তদ্রূপ)। আর আল্লাহ তা'আলা প্রত্যেক বস্তুর উপর পূর্ণ ক্ষমতাবান।	وَاضْرِبْ لَهُمْ مَّثَلَ الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا كَمَآءٍ اَنْزَلْنٰهُ مِنَ السَّمَآءِ فَاخْتَلَطَ بِهٖ نَبَاتُ الْاَرْضِ فَاَصْبَحَ هَشِيْمًا تَذْرُوْهُ الرِّيٰحُ ؕ وَكَانَ اللّٰهُ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ مُّقْتَدِرًا ﴿٤٥﴾
৪৬. ধন-সম্পদ ও সন্তান-সন্ততি পার্থিব জীবনের একটি শোভা এবং যে সমস্ত নেক কাজ (অনন্তকালের জন্য) থেকে যাবে তাই আপনার প্রভুর নিকট পুণ্য হিসেবেও সহস্র গুণে উত্তম এবং আশা-আকাঙ্ক্ষার দিক দিয়েও সহস্র গুণে শ্রেয়।	اَلْمَالُ وَالْبَنُوْنَ زِيْنَةُ الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا ۚ وَالْبٰقِيٰتُ الصّٰلِحٰتُ خَيْرٌ عِنْدَ رَبِّكَ ثَوَابًا وَّخَيْرٌ اَمَلًا ﴿٤٦﴾
৪৭. আর সেদিনটিও স্মরণীয়, যেদিন আমি পাহাড়গুলোকে স্থানচ্যুত করব, আর আপনি ভূপৃষ্ঠকে দেখবেন- খোলা ময়দান পড়ে আছে এবং আমি তাদের সকলকে একত্রি করব, বস্তুত তাদের কাউকেও ছাড়ব না।	وَيَوْمَ نُسَيِّرُ الْجِبَالَ وَتَرَى الْاَرْضَ بَارِزَةً ۙ وَّحَشَرْنٰهُمْ فَلَمْ نُغَادِرْ مِنْهُمْ اَحَدًا ﴿٤٧﴾

শাব্দিক অনুবাদ :

৪৩. وَلَمْ تَكُنْ لَّهٗ فِئَةٌ আর তার জন্য এমন কোনো দলও হলো না يَّنْصُرُوْنَهٗ যে তাকে সাহায্য করতে পারে مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ আল্লাহ ভিন্ন। وَمَا كَانَ مُنْتَصِرًا এবং সে নিজেও প্রতিশোধ নিতে পারল না।

৪৪. هُنَالِكَ الْوَلَايَةُ এরূপ ক্ষেত্রে সাহায্য করা لِلّٰهِ الْحَقِّ আল্লাহ তা'আলা বরহকেরই কাজ هُوَ خَيْرٌ ثَوَابًا তাঁর পুরস্কারই উত্তম وَّخَيْرٌ عُقْبًا এবং তার প্রতিফলই সর্বোৎকৃষ্ট।

৪৫. وَاضْرِبْ لَهُمْ আপনি তাদের জন্য বর্ণনা করুন مَّثَلَ الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا পার্থিব জীবনের অবস্থা كَمَآءٍ اَنْزَلْنٰهُ مِنَ السَّمَآءِ যে তা এরূপ যেমন আমি আসমান হতে পানি বর্ষণ করলাম فَاخْتَلَطَ بِهٖ نَبَاتُ الْاَرْضِ তৎপর তার সাহায্যে জমিনের উদ্ভিদ সমূহ ঘন সন্নিবেশিত হয়ে গেল فَاَصْبَحَ هَشِيْمًا অতঃপর তা শুকিয়ে চূর্ণ-বিচূর্ণ হয়ে যায় تَذْرُوْهُ الرِّيٰحُ বায়ু তাকে উড়িয়ে নিয়ে ফিরে। وَكَانَ اللّٰهُ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ مُّقْتَدِرًا আর আল্লাহ প্রত্যেক বস্তুর উপর পূর্ণ ক্ষমতাবান।

৪৬. اَلْمَالُ وَالْبَنُوْنَ ধন-সম্পদ ও সন্তান সন্ততি زِيْنَةُ الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا পার্থিব জীবনের একটি শোভা وَالْبٰقِيٰتُ الصّٰلِحٰتُ এবং যে সমস্ত নেক কাজ (অনন্ত কালের জন্য) থেকে যাবে خَيْرٌ তাই সহস্র গুণে উত্তম عِنْدَ رَبِّكَ আপনার রবের নিকট ثَوَابًا পুণ্য হিসেবেও وَّخَيْرٌ اَمَلًا এবং আশা আকাঙ্ক্ষার দিক দিয়েও সহস্র গুণে শ্রেয়।

৪৭. وَيَوْمَ نُسَيِّرُ الْجِبَالَ আর সেদিনটি ও স্মরণীয় যেদিন আমি পাহাড় গুলোকে স্থানচ্যুত করব وَتَرَى الْاَرْضَ আর আপনি ভূপৃষ্ঠ কে দেখবেন بَارِزَةً খোলা ময়দানে পড়ে আছে- وَّحَشَرْنٰهُمْ এবং আমি তাদের সকলকে একত্রিত করব। فَلَمْ نُغَادِرْ مِنْهُمْ اَحَدًا বস্তুত তাদের কাউকেও ছাড়ব না।

https://e-ilm.weebly.com/

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

مَا شَآءَ اللّٰهُ لَا قُوَّةَ اِلَّا بِاللّٰهِ শো'আবুল ঈমানে হযরত আনাসের রেওয়ায়েত ক্রমে বর্ণিত আছে, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন : কোনো পছন্দনীয় বস্তু দেখার পর যদি مَا شَآءَ اللّٰهُ لَا قُوَّةَ اِلَّا بِاللّٰهِ বলে দেওয়া হয়, তবে কোনো বস্তু তার ক্ষতি করতে পারবে না। (অর্থাৎ, পছন্দনীয় বস্তুটি নিরাপদ থাকবে।) কোনো কোনো রেওয়ায়েতে আছে, প্রিয় ও পছন্দনীয় বস্তু দেখে এই কালেমা পাঠ করলে তা 'চোখলাগা' বা বদ নজর থেকে নিরাপদ থাকবে।

حُسْبَانًا হযরত কাতাদার মতে এর তাফসীর আজাব। হযরত ইবনে আব্বাস (রা.)-এর অর্থ নিয়েছেন অগ্নি এবং কেউ কেউ অর্থ নিয়েছেন প্রস্তর বর্ষণ। وَاُحِيْطَ بِثَمَرِهٖ এর বাহ্যিক অর্থ এই যে, তার বাগান ও ধন-সম্পদের উপর কোনো অদৃশ্য বিপদ পতিত হলো। ফলে সব ধ্বংস হয়ে গেল। কুরআন পরিষ্কারভাবে কোনো বিশেষ বিপদের নাম উল্লেখ করেনি। বাহ্যতঃ বুঝা যায় যে, কোনো অদৃশ্য আগুন এসে সবগুলো জ্বালিয়ে দিয়েছে। যেমন– হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) থেকেও حُسْبَانٌ শব্দের তাফসীরে আগুনই বর্ণিত আছে।

قَوْلُهٗ وَلَوْلَا اِذْ دَخَلْتَ جَنَّتَكَ : আর্থাৎ মু'মিন ভাই তার সম্পদশালী অহংকারী কাফের ভাইকে বলল, তুমি যখন তোমার বাগানে প্রবেশ করলে তখন অহংকার করে একথা কেন বললে যে, আমার এই বাগান স্থায়ী সম্পদ? কেন এ কথা বললে না যে, আল্লাহ তা'আলার যা ইচ্ছা তাই হয়, আল্লাহ তা'আলার ইচ্ছা হলে তিনি এই বাগান আবাদ রাখবেন, ইচ্ছা হলে বরবাদ করে দিবেন?

অহংকার পতনের মূল : বস্তুত ধন-সম্পদ হলো আল্লাহ তা'আলার বিশেষ নিয়ামত, কিন্তু যদি ধন-সম্পদের কারণে মানব অন্তরে অহংকার সৃষ্টি হয়, মহান দাতার প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ না করা হয়, তবে সেই ধন-সম্পদ তার জন্য বিপদজনক হয়ে দাঁড়ায়। কেননা অহংকার মানুষের পতনের কারণ হয়। তাই তুমি যখন তোমার বাগানে প্রবেশ করলে, তোমার ধন শক্তি ও জনশক্তির জন্য গৌরব বোধ করলে, অথচ তোমার কর্তব্য ছিল একথা বলা– مَا شَآءَ اللّٰهُ لَا قُوَّةَ اِلَّا بِاللّٰهِ অর্থাৎ যা আল্লাহ তা'আলার মর্জি, তাই হয়ে থাকে। আল্লাহ তা'আলার শক্তি ব্যতীত কোনো শক্তি নেই। এভাবে প্রতিটি মানুষের একান্ত কর্তব্য হলো প্রাপ্ত সম্পদের জন্য দরবারে এলাহীতে শুকরগুজার থাকা। কেননা মানুষের জীবন ও জীবনের যথাসর্বস্ব এক আল্লাহ তা'আলারই দান। যদি তিনি দান করেন তবে মানুষ পায়, আর যদি তিনি কাউকে বঞ্চিত করেন তবে কেউ তাকে দিতে পারে না। এজন্য হযরত আনাস (রা.) থেকে বর্ণিত হাদীসে প্রিয়নবী ﷺ ইরশাদ করেছেন, কোনো মানুষ যখন সুখ শান্তিতে থাকে বা কোনো সুখসামগ্রী লাভ করে তখন তার কর্তব্য হলো– مَا شَآءَ اللّٰهُ لَا قُوَّةَ اِلَّا بِاللّٰهِ বলা। যদি সে এ কথাটি বলে, তবে তার ধন-সম্পদ সর্বপ্রকার বালা মসিবত থেকে নিরাপদ থাকে।

কোনো কোনো বর্ণনায় রয়েছে, যদি কেউ নিজের ধন-সম্পদ বা ঘর বাড়ি দেখে এ দোয়া পাঠ করে তাহলে তা মানুষের বদ নজর থেকে নিরাপদ থাকে।

এ আয়াতের উপর বুজর্গানে দীনের আমল : আল্লামা বগভী (র.) হিশাম ইবনে ওরওয়ার সূত্রে বর্ণনা করেছেন, ওরওয়া যখন তার কোনো পছন্দনীয় ধন-সম্পদ দেখতেন, অথবা তার কোনো বাগানে প্রবেশ করতেন তখন বলতেন– مَا شَآءَ اللّٰهُ لَا قُوَّةَ اِلَّا بِاللّٰهِ

ইবনুল মুনজির এবং ইবনে আবী হাতেম বর্ণনা করেছেন, ইবনে শিহাব যখন নিজের ধন-সম্পদ দেখতেন, তখন বলতেন– مَا شَآءَ اللّٰهُ لَا قُوَّةَ اِلَّا بِاللّٰهِ

এমনিভাবে ওয়াহাব ইবনে মুনাব্বিহ (র.)-এর বাড়ির ফটকেও লেখা ছিল- مَا شَاءَ اللّٰهُ لَا قُوَّةَ اِلَّا بِاللّٰهِ আর তার কারণ হলো আলোচ্য আয়াত।

বর্ণিত আছে যে হযরত মূসা (আ.) তাঁর কোনো প্রয়োজনের ব্যাপারে আল্লাহ তা'আলার দরবারে আরজি পেশ করেছেন, কিন্তু সেই প্রয়োজনের আয়োজন পূরণ হয় না। তখন হযরত মূসা (আ.) বললেন- مَا شَاءَ اللّٰهُ অর্থাৎ আল্লাহ পাকের যা মর্জি তাই হয়। সঙ্গে সঙ্গে হযরত মূসা (আ.)-এর সেই আকাঙ্ক্ষা পূর্ণ হলো। তখন হযরত মূসা (আ.) আরজ করলেন, আমি অনেক আগে এ প্রয়োজনের আরজি পেশ করেছিলাম, আর ঠিক এ মুহূর্তে আমার আকাঙ্ক্ষাপূর্ণ হলো তখন আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করলেন, হে মূসা! তুমি যে مَا شَاءَ اللّٰهُ বলেছ তা তোমার কাম্য বস্তু পাওয়ার ব্যাপারে সর্বাধিক উপকারী হয়েছে।

হযরত মু'আজ ইবনে জাবাল (রা.) বর্ণিত হাদীসে রয়েছে, প্রিয়নবী ﷺ ইরশাদ করেছেন, আমি কি জান্নাতের একটি দ্বারের কথা বলব না? তখন তিনি বললেন, কোন দ্বার? হযরত রাসূলে কারীম ﷺ তখন বললেন-

لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ اِلَّا بِاللّٰهِ.

হযরত আবূ ওমর (রা.) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ ﷺ হযরত আবূযর (রা.)-কে সম্বোধন করে ইরশাদ করেছেন, আমি কি তোমাকে জান্নাতের ভাণ্ডার থেকে একটি বাক্য শিখাবো না? তখন তিনি বললেন, জী-হ্যাঁ। তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেন- لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ اِلَّا بِاللّٰهِ.

হযরত আবূ আইয়ূব আনসারী (রা.) বলেছেন, আমাকে প্রিয়নবী ﷺ আদেশ দিয়েছেন, যেন আমি অধিক পরিমাণে পাঠ করি- لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ اِلَّا بِاللّٰهِ.

মুসনাদে আহমদে আছে, রাসূলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেন, আমি কি জান্নাতের একটি ভাণ্ডারের কথা তোমাদেরকে বলে দিব? সেই ভাণ্ডার হলো لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ اِلَّا بِاللّٰهِ বলা। আর একটি বর্ণনায় রয়েছে যে আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেন- আমার এই বান্দা মেনে নিয়েছে এবং আত্মসমর্পণ করেছে। হযরত আবূ হুরায়রা (রা.)-কে জিজ্ঞাসা করা হলে তিনি জবাব দেন, শুধু مَا شَاءَ اللّٰهُ لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ اِلَّا بِاللّٰهِ-ই নয়; বরং তা-ও যা সূরা কাহফে আছে। অর্থাৎ- لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ اِلَّا بِاللّٰهِ -[তাফসীরে নূরুল কুরআন, খ. ১৫, পৃষ্ঠা. ৪২১-৪২৪]

قَوْلُهُ وَهُوَ خَيْرٌ ثَوَابًا .... الخ আয়াতের মর্মকথা :

এই আয়াতের দ্বারা কয়েকটি সত্য সুস্পষ্টভাবে প্রমাণিত হলো-

১. সর্বময় ক্ষমতার একমাত্র অধিকারী আল্লাহ তা'আলা, আর কেউ নয়।

২. বিপদের মুহূর্তে সাহায্যকারী একমাত্র আল্লাহ তা'আলা, আর কেউ নয়।

৩. অতএব এক আল্লাহ তা'আলার প্রতি ঈমান বা বিশ্বাস স্থাপন করা এবং তার পরিপূর্ণ আনুগত্য প্রকাশ করাই বুদ্ধিমান মানুষের একান্ত কর্তব্য।

৪. যারা ঈমানদার ও নেককার তাদের কর্মফল বা ছওয়াব কখনো বাতিল হয় না; বরং আল্লাহ তা'আলা সর্বোত্তম বদলা দিয়ে থাকেন।

৫. এই ক্ষণস্থায়ী জগতের কোনো সম্পদ বা ক্ষমতার কারণে গর্ব করা উচিত নয়। কেননা এখানকার সবকিছুই নিতান্ত সাময়িক এবং ক্ষণ-ভঙ্গুর; যে কোনো সময় সম্পদ বা শক্তি বিদায় নিতে পারে। যদি সম্পদ ও শক্তি থাকেও, তবু যে ব্যক্তিকে এই সম্পদ ও শক্তি প্রদান করা হয় তাকে সবকিছু ফেলে নির্ধারিত সময়ে এই পৃথিবী থেকে অবশ্যই বিদায় নিতে হয়।

https://e-ilm.weebly.com/

https://e-ilm.weebly.com/

তবে بَاقِيَاتُ صَالِحَاتُ দ্বারা কি উদ্দেশ্য? এ ব্যাপারে সবচেয়ে বিশুদ্ধ অভিমত হলো- بَاقِيَاتُ صَالِحَاتُ দ্বারা সে সকল ভালো কর্মসমূহ উদ্দেশ্য যার ফলাফল সর্বদা অব্যাহত থাকে। যেমন- কাউকে ইলম শিক্ষা দিল, যা সর্বদাই চলতে থাকে বা কোনো ভালো নীতি ও পদ্ধতির প্রচলন করল বা মসজিদ, বা কূপ বা সরাইখানা বা বাগান বা ক্ষেত আল্লাহ তা'আলার জন্য ওয়াকফ করে দিল অথবা স্বীয় সন্তানকে সৎকর্মপরায়ণ আলেমরূপে গঠন করে গেল। এগুলো সবই সদকায়ে জারিয়া। যার বিনিময় ব্যক্তির মৃত্যুর পরও অব্যাহত থাকে।

এ অভিমতটি বিশুদ্ধ হওয়ার কারণ হলো এই যে, এটা পূর্বোক্ত সবগুলোকেই অন্তর্ভুক্ত করে। যাতে নামাজ, রোজা হজ এবং হাদীসে বর্ণিত দোয়াসমূহ سُبْحَانَ اللّٰهِ وَالْحَمْدُ لِلّٰهِ وَلَآ اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَاللّٰهُ اَكْبَرُ لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ اِلَّا بِاللّٰهِ الْعَلِيِّ الْعَظِيْمِ ইত্যাদি ইত্যাদি সকল পবিত্র উক্তি ও কর্ম যার ফলাফল পরকালের জন্য অবশিষ্ট থাকে এই সবগুলোই بَاقِيَاتُ صَالِحَاتُ-এর অন্তর্ভুক্ত। এই অভিমতকে ইমাম তাবারী ও হাফেজ ইবনে কাছীর (র.) পছন্দ করেছেন। -[মা'আরিফুল কুরআন : আল্লামা ইদ্রীস কান্ধলভী (র.) খ.৪, পৃষ্ঠা.৬০৮]

শব্দবিশ্লেষণ :

اَنْ يُّؤْتِيَنِ : اَنْ নাসেবা। يُؤْتِي সীগাহ واحد مذكر غائب বহছ مضارع معروف বাব اِفْعَالٌ মাসদার اَلْاِيْتَاءُ মূলবর্ণ (أ ـ ت ـ ى) জিনস مركب (مهموز فاء ও ناقص يائى) অর্থ- দেওয়া।

لَنْ تَسْتَطِيْعَ : সীগাহ واحد مذكر حاضر বহছ نفى جحد بلن درفعل مستقبل معروف বাব اِسْتِفْعَالٌ মাসদার اَلْاِسْتِطَاعَةُ মূলবর্ণ (ط ـ و ـ ع) জিনস اجوف واوى অর্থ- শক্তি-সামর্থ্য রাখা।

خَاوِيَةٌ : সীগাহ واحد مؤنث বহছ اسم فاعل বাব ضَرَبَ মাসদার اَلْخَوَاءُ মূলবর্ণ (خ ـ و ـ ى) জিনস لفيف مقرون অর্থ- পতিত, উজাড়, খালি, শূন্য, নির্জন, জনশূন্য, ঘর খালি হওয়া।

لَمْ تَكُنْ : সীগাহ واحد مؤنث غائب বহছ نفى جحد بلم در فعل مستقبل معروف বাব نَصَرَ মাসদার اَلْكَوْنُ মূলবর্ণ (ك ـ و ـ ن) জিনস اجوف واوى অর্থ- হওয়া।

مُنْتَصِرًا : সীগাহ واحد مذكر বহছ اسم فاعل বাব اِفْتِعَالٌ মাসদার اَلْاِنْتِصَارُ মূলবর্ণ (ن ـ ص ـ ر) জিনস صحيح অর্থ- প্রতিশোধ গ্রহণকারী, বিজয়ী। সাহায্য প্রার্থনা করা, অত্যাচারী থেকে প্রতিশোধ গ্রহণের অর্থে শাস্তি দেওয়া।

تَذْرُوْهُ : সীগাহ واحد مؤنث غائب বহছ مضارع معروف বাব سَمِعَ মাসদার اَلذَّرْوُ মূলবর্ণ (ذ ـ ر ـ و) জিনস ناقص واوى অর্থ- উঁচু করা, উড়া, উড়ানো।

مُقْتَدِرًا : সীগাহ واحد مذكر বহছ اسم فاعل বাব اِفْتِعَالٌ মাসদার اَلْاِقْتِدَارُ মূলবর্ণ (ق ـ د ـ ر) জিনস صحيح অর্থ- শক্তি, সামর্থ্য ও ক্ষমতা রাখা।

بَارِزَةً : সীগাহ واحد مؤنث বহছ اسم فاعل বাব نَصَرَ মাসদার اَلْبُرُوْزُ মূলবর্ণ (ب ـ ر ـ ز) জিনস صحيح অর্থ- উন্মুক্ত স্থানে বের করা, প্রকাশ হওয়া।

فَلَمْ نُغَادِرْ : فاء হরফে আতফ, তাকিদের জন্য। لَمْ نُغَادِرْ সীগাহ جمع متكلم বহছ نفى جحد بلم در فعل مستقبل معروف বাব مُفَاعَلَه মাসদার اَلْمُغَادَرَةُ মূলবর্ণ (غ ـ د ـ ر) জিনস صحيح অর্থ- ছাড়া।

https://e-ilm.weebly.com/

وَعُرِضُوْا عَلٰى رَبِّكَ صَفًّا ۭ لَقَدْ جِئْتُمُوْنَا كَمَا خَلَقْنٰكُمْ اَوَّلَ مَرَّةٍۢ ۡ بَلْ زَعَمْتُمْ اَلَّنْ نَّجْعَلَ لَكُمْ مَّوْعِدًا ﴿٤٨﴾

৪৮. অনন্তর সকলকেই সারিবদ্ধভাবে আপনার প্রভুর সম্মুখীন করা হবে, দেখ শেষ পর্যন্ত তোমরা আমার সম্মুখে আসলেই, যেরূপে আমি তোমাদেরকে প্রথমবার সৃষ্টি করেছিলাম; বরং তোমরা মনে করছিলে যে, আমি তোমাদের জন্য কোনো প্রতিশ্রুতকাল উপস্থিত করব না।

وَوُضِعَ الْكِتٰبُ فَتَرَى الْمُجْرِمِيْنَ مُشْفِقِيْنَ مِمَّا فِيْهِ وَيَقُوْلُوْنَ يٰوَيْلَتَنَا مَالِ هٰذَا الْكِتٰبِ لَا يُغَادِرُ صَغِيْرَةً وَّلَا كَبِيْرَةً اِلَّآ اَحْصٰىهَا ۚ وَوَجَدُوْا مَا عَمِلُوْا حَاضِرًا ۭ وَلَا يَظْلِمُ رَبُّكَ اَحَدًا ﴿٤٩﴾

৪৯. আর [প্রত্যেকের সম্মুখে] আমলনামা রেখে দেওয়া হবে, অতঃপর আপনি অপরাধীদেরকে দেখবেন, তাতে যা কিছু আছে, তদহেতু ভয় করতে থাকবে এবং বলতে থাকবে, হায় আমাদের দুর্ভাগ্য! এটা কি আশ্চর্য আমলনামা! লিপিবদ্ধ না করে কোনো ক্ষুদ্র পাপও ছাড়েনি আর না কোনো বাড় পাপ, আর যা কিছু করেছিল, সমস্তই বিদ্যমান পাবে এবং আপনার প্রতিপালক কারো প্রতি অবিচার করবেন না।

ع ١٨

وَاِذْ قُلْنَا لِلْمَلٰۗئِكَةِ اسْجُدُوْا لِاٰدَمَ فَسَجَدُوْٓا اِلَّآ اِبْلِيْسَ ۭ كَانَ مِنَ الْجِنِّ فَفَسَقَ عَنْ اَمْرِ رَبِّهٖ ۭ اَفَتَتَّخِذُوْنَهٗ وَذُرِّيَّتَهٗٓ اَوْلِيَاۗءَ مِنْ دُوْنِيْ وَهُمْ لَكُمْ عَدُوٌّ ۭ بِئْسَ لِلظّٰلِمِيْنَ بَدَلًا ﴿٥٠﴾

৫০. আর যখন আমি ফেরেশতাদেরকে আদেশ করলাম, আদমের সম্মুখে সেজদা কর, তখন সকলেই সেজদা করল ইবলিস ব্যতীত, সে জিন জাতীয় ছিল, কাজেই সে তার প্রতিপালকের আদেশ লঙ্ঘন করল, সুতরাং তবুও কি তোমরা তাকে এবং তার বংশধরকে বন্ধুরূপে গ্রহণ করছ আমাকে ছেড়ে? অথচ তারা তোমাদের শত্রু; এটা অনাচারীদের জন্য অতি নিকৃষ্ট বদল।

শাব্দিক অনুবাদ :

৪৮. وَعُرِضُوْا অনন্তর সকলকেই সম্মুখীন করা হবে عَلٰى رَبِّكَ আপনার প্রভুর صَفًّا সারিবদ্ধভাবে لَقَدْ جِئْتُمُوْنَا দেখ! শেষ পর্যন্ত তোমরা আমার সম্মুখে আসলেই كَمَا خَلَقْنٰكُمْ যেরূপে আমি তোমাদের কে সৃষ্টি করেছিলাম اَوَّلَ مَرَّةٍ প্রথম বার بَلْ زَعَمْتُمْ বরং তোমরা এটাই মনে করছিলে যে اَلَّنْ نَّجْعَلَ لَكُمْ مَّوْعِدًا আমি তোমাদের জন্য কোনো প্রতিশ্রুতিকাল উপস্থিত করব না।

৪৯. وَوُضِعَ الْكِتٰبُ আর (প্রত্যেকের সম্মুখে) আমলনামা রেখে দেওয়া হবে فَتَرَى الْمُجْرِمِيْنَ অতঃপর আপনি অপরাধীদেরকে দেখবেন مُشْفِقِيْنَ مِمَّا فِيْهِ তাতে যা কিছু আছে তদহেতু ভয় করতে থাকবে وَيَقُوْلُوْنَ এবং বলতে থাকবে يٰوَيْلَتَنَا হায় আমাদের দূরদৃষ্ট مَالِ هٰذَا الْكِتٰبِ এটা কি আশ্চর্য আমলনামা لَا يُغَادِرُ صَغِيْرَةً কোনো ক্ষুদ্র পাপ ও ছাড়েনি وَّلَا كَبِيْرَةً আর না কোনো বড় পাপ اِلَّآ اَحْصٰىهَا লিপিবদ্ধ না করে। وَوَجَدُوْا আর পাবে مَا عَمِلُوْا যা কিছু করেছিল। حَاضِرًا বিদ্যমান। وَلَا يَظْلِمُ رَبُّكَ اَحَدًا এবং আপনার রব কারো প্রতি অবিচার করবেন না।

৫০. وَاِذْ قُلْنَا لِلْمَلٰۗئِكَةِ আর যখন আমি ফেরেশতাদেরকে আদেশ করলাম اسْجُدُوْا لِاٰدَمَ আদমের সম্মুখে সেজদা কর فَسَجَدُوْٓا اِلَّآ اِبْلِيْسَ তখন সকলেই সেজদা করল ইবলীস ব্যতীত كَانَ مِنَ الْجِنِّ সে জিন জাতীয় ছিল فَفَسَقَ কাজেই সে তার রবের আদেশ লঙ্ঘন করল عَنْ اَمْرِ رَبِّهٖ اَفَتَتَّخِذُوْنَهٗ وَذُرِّيَّتَهٗ সুতরাং তবুও কি তোমরা তাকে এবং তার চেলাদেরকে গ্রহণ করছ اَوْلِيَاۗءَ বন্ধুরূপে مِنْ دُوْنِيْ আমাকে ছেড়ে وَهُمْ لَكُمْ عَدُوٌّ অথচ তারা তোমাদের শত্রু بِئْسَ لِلظّٰلِمِيْنَ بَدَلًا এটা অনাচারীদের অতি নিকৃষ্ট বদল।

https://e-ilm.weebly.com/

৫১. আমি তো না তাদেরকে আসমান ও জমিন সৃষ্টি করার সময় ডেকেছি আর না তাদেরকে তাদের সৃষ্টি করার সময়, আর আমি এমন ছিলাম না যে, পথভ্রষ্টকারীদেরকে নিজের সাহায্যকারী করতাম।	مَآ اَشْهَدْتُّهُمْ خَلْقَ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ وَلَا خَلْقَ اَنْفُسِهِمْ ۪ وَمَا كُنْتُ مُتَّخِذَ الْمُضِلِّيْنَ عَضُدًا (٥١)
৫২. আর সে দিনটি স্মরণ করুন, যেদিন আল্লাহ তা'আলা বলবেন, যাদেরকে তোমরা আমার শরিক মনে করতে, তাদেরকে ডাক, তখন তারা তাদেরকে ডাকবে; কিন্তু তারা তাদের ডাকে সাড়া দিবে না, আর আমি তাদের মাঝে এক অন্তরায় সৃষ্টি করে দিব।	وَيَوْمَ يَقُوْلُ نَادُوْا شُرَكَآءِىَ الَّذِيْنَ زَعَمْتُمْ فَدَعَوْهُمْ فَلَمْ يَسْتَجِيْبُوْا لَهُمْ وَجَعَلْنَا بَيْنَهُمْ مَّوْبِقًا (٥٢)
৫৩. আর অপরাধীরা দোজখ দেখবে, অতঃপর তারা নিঃসন্দেহে বুঝবে যে, তাতে তাদের নিক্ষিপ্ত হতে হবে এবং তথা হতে নিস্তারের কোনো পথ পাবে না।	وَرَاَ الْمُجْرِمُوْنَ النَّارَ فَظَنُّوْٓا اَنَّهُمْ مُّوَاقِعُوْهَا وَلَمْ يَجِدُوْا عَنْهَا مَصْرِفًا (٥٣) ع
৫৪. আর আমি এ কুরআনে মানুষের জন্য প্রত্যেক প্রকারের উত্তম বিষয়সমূহ বিভিন্ন ভঙ্গিতে বর্ণনা করেছি এবং মানুষই ঝগড়া করতে সবচেয়ে অগ্রণী।	وَلَقَدْ صَرَّفْنَا فِىْ هٰذَا الْقُرْاٰنِ لِلنَّاسِ مِنْ كُلِّ مَثَلٍ ؕ وَكَانَ الْاِنْسَانُ اَكْثَرَ شَىْءٍ جَدَلًا (٥٤)

শাব্দিক অনুবাদ :

৫১. مَآ اَشْهَدْتُّهُمْ আমি তো না তাদেরকে ডেকেছি خَلْقَ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ আসমান ও জমিন সৃষ্টি করার সময় وَلَا خَلْقَ اَنْفُسِهِمْ আর না তাদেরকে তাদের সৃষ্টি করার সময় وَمَا كُنْتُ আর আমি এমন ছিলাম না যে مُتَّخِذَ الْمُضِلِّيْنَ عَضُدًا পথভ্রষ্টকারীদেরকে নিজের সাহায্যকারী করতাম।

৫২. وَيَوْمَ يَقُوْلُ আর সেদিনটি স্মরণ করুন যেদিন আল্লাহ তা'আলা বলবেন। نَادُوْا তোমরা তাদেরকে ডাক شُرَكَآءِىَ الَّذِيْنَ زَعَمْتُمْ যাদেরকে আমার শরিক মনে করতে فَدَعَوْهُمْ তখন তারা তাদেরকে ডাকবে فَلَمْ يَسْتَجِيْبُوْا لَهُمْ কিন্তু তারা তাদের ডাকে সাড়া দিবে না وَجَعَلْنَا بَيْنَهُمْ مَّوْبِقًا আর আমি তাদের মাঝে এক অন্তরায় সৃষ্টি করে দিব।

৫৩. وَرَاَ الْمُجْرِمُوْنَ আর অপরাধীরা দেখবে النَّارَ দোজখ فَظَنُّوْٓا অতঃপর তারা নিঃসন্দেহে বুঝবে যে اَنَّهُمْ مُّوَاقِعُوْهَا তাতে তাদের নিক্ষিপ্ত হতে হবে وَلَمْ يَجِدُوْا عَنْهَا مَصْرِفًا এবং তথা হতে নিস্তারের কোনো পথ পাবে না।

৫৪. وَلَقَدْ صَرَّفْنَا আর আমি বর্ণনা করেছি فِىْ هٰذَا الْقُرْاٰنِ এই কুরআনে لِلنَّاسِ মানুষের জন্য مِنْ كُلِّ مَثَلٍ প্রত্যেক প্রকারের উত্তম বিষয়সমূহ বিভিন্ন ভঙ্গিতে وَكَانَ الْاِنْسَانُ اَكْثَرَ شَىْءٍ جَدَلًا এবং মানুষই ঝগড়া করতে সবচেয়ে অগ্রণী।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

مَا أَشْهَدْتُّهُمْ خَلْقَ السَّمٰوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلَا خَلْقَ أَنْفُسِهِمْ وَمَا كُنْتُ مُتَّخِذَ الْمُضِلِّيْنَ عَضُدًا.

শানে নুযূল : কাফের মুশরিকদের আকিদা বিশ্বাস ছিল যে, জিন জাতির ইলমে গায়েব বা অদৃশ্য ইলম রয়েছে। তাদের এ আকীদা তাওহীদের বিপরীত ও ভিত্তিহীন। আল্লাহ ছাড়া অন্য কারো নিকট ইলমে গায়েব নেই যে, তার ঘোষণা দিয়ে আল্লাহ তা'আলা আলোচ্য আয়াত নজিল করেন।

https://e-ilm.weebly.com/

لَقَدْ جِئْتُمُوْنَا كَمَا خَلَقْنٰكُمْ اَوَّلَ مَرَّةٍ কিয়ামতের দিন সবাইকে বলা হবে : আজ তোমরা এমনিভাবে খালি হাতে কোনো আসবাবপত্র না নিয়ে আমার সামনে এসেছ, যেমন আমি প্রথমে তোমাদেরকে সৃষ্টি করেছিলাম। বুখারী, মুসলিম ও তিরমিযীতে হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা.)-এর বাচনিক বর্ণিত রয়েছে যে, একবার রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এক ভাষণ প্রসঙ্গে বললেন: লোকসকল! তোমরা কিয়ামতে তোমাদের পালনকর্তার সামনে খালি পায়ে, খালি গায়ে, পায়ে হেঁটে উপস্থিত হবে। সেদিন সর্বপ্রথম যাকে পোশাক পরানো হবে, তিনি হবেন হযরত ইবরাহীম (আ.)। একথা শুনে হযরত আয়েশা (রা.) প্রশ্ন করলেন : ইয়া রাসূলাল্লাহ্, সব নারী-পুরুষই কি উলঙ্গ হবে এবং একে অপরকে দেখবে? তিনি বললেন : সেদিন প্রত্যেককেই এমন ব্যস্ততা ও চিন্তায় ঘিরে রাখবে যে, কেউ কারো প্রতি দেখার সুযোগই পাবে না। সবার দৃষ্টিই থাকবে উপরের দিকে।

কুরতুবী (র.) বলেন : এক হাদীসে বলা হয়েছে, মৃতরা বরযখে একে অপরের সাথে নিজ নিজ কাফন পরিহিত অবস্থায় মোলাকাত করবে। এই হাদীসটি উপরিউক্ত হাদীসের পরিপন্থি নয়। কেননা এ হাদীসে কবর ও বরযখের অবস্থা বর্ণনা করা হয়েছে; আর উপরিউক্ত হাদীসে বর্ণিত হয়েছে হাশরের ময়দানের অবস্থা। কোনো কোনো রেওয়ায়েতে আছে, মৃত ব্যক্তি সে পোশাকেই হাশরের ময়দানে উপস্থিত হবে, যাতে তাকে দাফন করা হয়েছিল। হযরত ওমর (রা.) বলেন : মৃতদেরকে ভালো কাফন দিও। কেননা তারা কিয়ামতের দিন এ কাফন পরিহিত হয়েই উত্থিত হবে। কেউ কেউ এ হাদীসটিকে শহীদদের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য বলেছেন। কেউ কেউ বলেন : এটা সম্ভব যে, হাশরের ময়দানে কিছু লোক পোশাক পরিহিত অবস্থায় এবং কিছু লোক উলঙ্গ অবস্থায় উত্থিত হবে। এভাবে উভয় প্রকার হাদীসের মধ্যে সমন্বয় সাধিত হয়ে যায়। —[মাযহারী]

وَوَجَدُوْا مَا عَمِلُوْا حَاضِرًا অর্থাৎ হাশরবাসীরা তাদের কৃতকর্মকে উপস্থিত পাবে। তাফসীরবিদগণ এর অর্থ সাধারণভাবে এরূপ বর্ণনা করেন যে, নিজ নিজ কৃতকর্মের প্রতিদানকে উপস্থিত পাবে। হযরত মাওলানা আনওয়ার শাহ্ কাশ্মীরী (র.) বলতেন : এরূপ অর্থ বর্ণনা করার প্রয়োজন নেই। বহু হাদীস এর পক্ষে সাক্ষ্য দেয় যে, এসব কৃতকর্মই ইহকাল ও পরকালের প্রতিদান ও শাস্তির রূপ পরিগ্রহ করবে। তাদের আকার-আকৃতি সেখানে পরিবর্তিত হয়ে যাবে। সৎকর্মসমূহ জান্নাতের নিয়ামতের আকার ধারণ করবে আর মন্দ কর্মসমূহ জাহান্নামের আগুন ও সাপ-বিচ্ছু হয়ে যাবে।

হাদীসে আছে, যারা জাকাত দেয় না, তাদের মাল কবরে একটি বড় সাপের আকার ধারণ করে তাদেরকে দংশন করবে এবং বলবে اَنَا مَالُكَ আমি তোমার মাল। সৎকর্ম সুশ্রী মানুষের আকারে কবরের নিঃসঙ্গ অবস্থায় আতঙ্ক দূর করার জন্য আগমন করবে। কোরবানির জন্তু পুলসিরাতের সওয়ারী হবে। মানুষের গোনাহ্ বোঝার আকরে প্রত্যেকের মাথায় চাপিয়ে দেওয়া হবে।

কুরআনে এতিমের মাল অন্যায়ভাবে ভক্ষণকারীদের সম্পর্কে اِنَّمَا يَاْكُلُوْنَ فِىْ بُطُوْنِهِمْ نَارًا বলা হয়েছে। অর্থাৎ, তারা উদরে আগুন ভর্তি করছে। এসব আয়াত ও রেওয়ায়েতকে সাধারণত রূপক অর্থে ধরা হয়।

ইবলীসের সন্তান-সন্ততি : وَذُرِّيَّتَهٗ এ শব্দ থেকে বুঝা যায় যে, শয়তানের সন্তান-সন্ততি ও বংশধর আছে। কেউ কেউ বলেন : এখানে ذُرِّيَّة অর্থাৎ, বংশধর বলে সাহায্যকারী দল বুঝানো হয়েছে। কাজেই শয়তানের ঔরসজাত সন্তানাদি হওয়া জরুরি নয়। কিন্তু হুমায়দী রচিত 'কিতাবুল জমায়ে বাইনাস-সহীহাইন' গ্রন্থে হযরত সালমান ফারেসীর (রা.) রেওয়ায়েতে উল্লিখিত একটি সহীহ্ হাদীসে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ তাঁকে উপদেশ দিয়ে বলেন : তুমি তাদের মধ্য থেকে হয়ো না, যারা সবার আগে বাজারে প্রবেশ করে অথবা যারা সবার শেষে বাজার থেকে বের হয়। কেননা বাজার এমন জায়গা, যেখানে শয়তান ডিম-বাচ্চা প্রসব করে রেখেছে। এ থেকে জানা যায় যে, ডিম থেকে শয়তানের বংশধর বৃদ্ধি পায়। এই হাদীসটি উদ্ধৃত করে কুরতুবী বলেন : শয়তানের যে সাহায্যকারী বাহিনী আছে, এ কথা তো অকাট্যরূপেই প্রমাণিত আছে; ঔরসজাত সন্তান হওয়া সম্পর্কেও হাদীস থেকে প্রমাণ পাওয়া গেল।

وَكَانَ الْاِنْسَانُ اَكْثَرَ شَىْءٍ جَدَلًا সমগ্র সৃষ্টজীবের মধ্যে মানুষ সর্বাধিক তর্কপ্রিয়। এর সমর্থনে হযরত আনাস (রা.) থেকে একটি হাদীস বর্ণিত রয়েছে: রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন : কিয়ামতের দিন কাফেরদের মধ্য থেকে এক

https://e-ilm.weebly.com/

ব্যক্তিকে পেশ করা হবে। তাকে প্রশ্ন করা হবে : আমার প্রেরিত রাসূল সম্পর্কে তোমার কর্মপন্থা কেমন ছিল? সে বলবে : পরওয়ারদেগার, আমি তো আপনার প্রতি, আপনার রাসূলের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করেছিলাম এবং তাঁদের আনুগত্য করেছিলাম। আল্লাহ তা'আলা বলবেন : তোমার আমলনামা সামনে রাখা হয়েছে। এতে তো এমন কিছুই নেই। লোকটি বলবে ; আমি এই আমলনামা মানি না। আল্লাহ তা'আলা বলবেন : আমার ফেরেশতারা তোমার দেখাশুনা করত। তারা তোমার বিরুদ্ধে সাক্ষ্য দেয়। লোকটি বলবে : আমি তাদের সাক্ষ্য মানি না। আমি তাদেরকে চিনি না এবং আমল করার সময় তাদেরকে দেখিনি। আল্লাহ তা'আলা বলবেন : সামনে লওহে-মাহফূয রয়েছে। এতেও তোমার অবস্থা এরূপই লিখিত রয়েছে। সে বলবে : পরওয়ারদেগার, আপনি আমাকে জুলুম থেকে আশ্রয় দিয়েছেন কি না? আল্লাহ তা'আলা বলবেন : নিশ্চয় জুলুম থেকে তুমি আমার আশ্রয়ে রয়েছে। সে বলবে : পরওয়ারদেগার, যেসব সাক্ষ্য আমি দেখিনি সেগুলো কিরূপে আমি মানতে পারি? আমার নিজের পক্ষ থেকে যে সাক্ষ্য হবে, আমি তাই মানতে পারি। তখন তার মুখ সীল করে দেওয়া হবে এবং তার হাত-পা তার তার শিরক ও কুফর সম্পর্কে সাক্ষ্য দিবে। এরপর তাকে মুক্ত করে জাহান্নামে নিক্ষেপ করা হবে। এই হাদীসের বিষয়বস্তু সহীহ্ মুসলিমে হযরত আনাস (রা.) থেকে বর্ণিত রয়েছে।

শব্দবিশ্লেষণ :

عُرِضُوْا : সীগাহ جمع مذكر غائب বহছ ماضى مجهول বাব سَمِعَ মাসদার اَلْعَرْضُ মূলবর্ণ (ع ـ ر ـ ض) জিনস صحيح অর্থ- মুখোমুখি করা, পেশ করা, উপস্থাপন করা। এটা লাযেম-ও মুতা'আদ্দী উভয়ভাবে ব্যবহৃত হয়। পেশ হওয়া, উপস্থাপন করা। এখানে মুতা'আদ্দী।

جِئْتُمُوْنَا : সীগাহ جمع مذكر حاضر বহছ ماضى معروف বাব ضَرَبَ মাসদার اَلْمَجِيْئَةُ মূলবর্ণ (ج ـ ى ـ أ) জিনস مركب (اجوف يائى و مهموز لام) অর্থ- আসা।

مُشْفِقِيْنَ : সীগাহ جمع مذكر বহছ اسم فاعل বাব اِفْعَالٌ মাসদার اَلْاَشْفَاقُ মূলবর্ণ (ش ـ ف ـ ق) জিনস صحيح অর্থ- এমন মহব্বত করা, যায় মধ্যে ভয় বিদ্যমান থাকে। এর অর্থে দু'টি অংশ আছে। ১. মহব্বত ২. ভয়।

اُسْجُدُوْا : সীগাহ جمع مذكر حاضر বহছ امر حاضر معروف বাব نَصَرَ মাসদার اَلسُّجُوْدُ মূলবর্ণ (س ـ ج ـ د) জিনস صحيح অর্থ- বিনয়ী হওয়া এবং ঝুঁকা।

اَلْمُضِلِّيْنَ : সীগাহ جمع مذكر বহছ اسم فاعل বাব اِفْعَالٌ মাসদার اَلْاِضْلَالُ মূলবর্ণ (ض ـ ل ـ ل) জিনস مضاعف ثلاثى অর্থ- পথভ্রষ্ট করা।

نَادُوْا : সীগাহ جمع مذكر حاضر বহছ امر حاضر معروف মাসদার اَلنِّدَاءُ ও اَلْمُنَادَاةُ বাব مُفَاعَلَه মূলবর্ণ (ن ـ د ـ و) জিনস ناقص واوى অর্থ- ডাকা, আহ্বান করা।

فَدَعَوْهُمْ : فاء হরফে আতফ। دَعَوْا সীগাহ جمع مذكر غائب বহছ ماضى معروف বাব نَصَرَ মাসদার اَلدُّعَاءُ মূলবর্ণ (د ـ ع ـ و) জিনস ناقص واوى অর্থ- ডাকা।

مَوْبِقًا : সীগাহ واحد مذكر বহছ اسم ظرف مكان বাব ضَرَبَ ও سَمِعَ মাসদার اَلْمَوْبِقُ ও اَلْبَوْقُ মূলবর্ণ (و ـ ب ـ ق) জিনস مثال واوى অর্থ- ধ্বংস হওয়া।

مُوَاقِعُوْهَا : مُوَاقِعُوْا সীগাহ جمع مذكر বহছ اسم فاعل বাব مُفَاعَلَه মাসদার اَلْمُوَاقَعَةُ মূলবর্ণ (و ـ ق ـ ع) জিনস مثال واوى অর্থ- পতিত হওয়া। মূলতঃ مواقعون ছিল। ইযাফতের কারণে নূন পড়ে গেছে।

صَرَّفْنَا : সীগাহ جمع متكلم বহছ ماضى معروف বাব تفعيل মাসদার اَلتَّصْرِيْفُ মূলবর্ণ (ص ـ ر ـ ف) জিনস صحيح অর্থ- পরিবর্তন করা, প্রকাশ করা। ইমাম রাগেব (র.) বলেন, تَصْرِيْف ـ صَرْف এর মতোই। তবে আধিক্যের মধ্যে পার্থক্য রয়েছে। تَصْرِيْف অধিক পরিবর্তন করা। صَرْف অর্থ- শুধু পরিবর্তন করা।

https://e-ilm.weebly.com/

৫৫. আর মানুষের নিকট যখন হেদায়েত পৌছল, তখন তাদেরকে ঈমান আনয়ন করতে ও নিজের প্রভুর নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করতে এতদ্ব্যতীত আর কিছুই প্রতিবন্ধক হয়নি যে, তারা এর প্রতীক্ষায় ছিল যে, তাদের সাথেও পূর্ববর্তীদের ন্যায় আচরণ করা হয় কিংবা আজাব তাদের উপর সরাসরি এসে পড়ে।	وَمَا مَنَعَ النَّاسَ اَنْ يُّؤْمِنُوْٓا اِذْ جَآءَهُمُ الْهُدٰى وَيَسْتَغْفِرُوْا رَبَّهُمْ اِلَّآ اَنْ تَاْتِيَهُمْ سُنَّةُ الْاَوَّلِيْنَ اَوْ يَاْتِيَهُمُ الْعَذَابُ قُبُلًا (٥٥)
৫৬. আর আমি রাসূলদেরকে শুধু সুসংবাদ প্রদানকারী এবং ভয় প্রদর্শনকারীরূপে প্রেরণ করে থাকি, আর কাফেররা অনর্থক কথা নিয়ে ঝগড়া সৃষ্টি করে, যেন এ উপায়ে সত্যকে টলিয়ে দিতে পারে এবং তারা আমার আয়াতসমূহকে এবং যা দ্বারা তাদেরকে ভয় প্রদর্শন করা হয়েছিল তাকে বিদ্রূপের সামগ্রী করে রেখেছে।	وَمَا نُرْسِلُ الْمُرْسَلِيْنَ اِلَّا مُبَشِّرِيْنَ وَمُنْذِرِيْنَ وَيُجَادِلُ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا بِالْبَاطِلِ لِيُدْحِضُوْا بِهِ الْحَقَّ وَاتَّخَذُوْٓا اٰيٰتِيْ وَمَآ اُنْذِرُوْا هُزُوًا (٥٦)
৫৭. আর সে ব্যক্তি অপেক্ষা অধিক জালিম কে হবে? যাকে তার প্রভুর আয়াতসমূহ দ্বারা নসিহত করা হয়, অতঃপর সে তা হতে মুখ ফিরিয়ে নেয়, এবং তার হস্তদ্বয় যে সমস্ত পাপ অর্জন করছে তা ভুলে যায়, আমি সে বিষয় হৃদয়ঙ্গম করা হতে তাদের অন্তরের উপর পর্দা ফেলে দিয়েছি এবং তাদের কর্ণসমূহে ছিপি দিয়ে রেখেছি, আর যদি আপনি তাদেরকে সৎপথের দিকে আহ্বান করেন, তবে তারা কখনো সৎপথে আসবে না।	وَمَنْ اَظْلَمُ مِمَّنْ ذُكِّرَ بِاٰيٰتِ رَبِّهٖ فَاَعْرَضَ عَنْهَا وَنَسِيَ مَا قَدَّمَتْ يَدٰهُ ؕ اِنَّا جَعَلْنَا عَلٰى قُلُوْبِهِمْ اَكِنَّةً اَنْ يَّفْقَهُوْهُ وَفِيْٓ اٰذَانِهِمْ وَقْرًا ؕ وَاِنْ تَدْعُهُمْ اِلَى الْهُدٰى فَلَنْ يَّهْتَدُوْٓا اِذًا اَبَدًا (٥٧)

শাব্দিক অনুবাদ :

৫৫. وَمَا مَنَعَ النَّاسَ আর কিছুই প্রতিবন্ধক হয়নি اَنْ يُّؤْمِنُوْٓا তখন তাদেরকে ঈমান আনয়ন করতে اِذْ جَآءَهُمُ الْهُدٰى যখন মানুষের নিকট হেদায়েত পৌছল وَيَسْتَغْفِرُوْا رَبَّهُمْ ও নিজ রবের নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করতে اِلَّآ اَنْ تَاْتِيَهُمْ سُنَّةُ الْاَوَّلِيْنَ তারা এর প্রতীক্ষায় ছিল যে, তাদের সাথেও পূর্ববর্তীদের ন্যায় আচরণ করা হয় اَوْ يَاْتِيَهُمُ الْعَذَابُ قُبُلًا কিংবা আজাব তাদের উপর সরাসরি এসে পড়ে।

৫৬. وَمَا نُرْسِلُ الْمُرْسَلِيْنَ اِلَّا আর আমি রাসূলগণকে শুধু প্রেরণ করে থাকি مُبَشِّرِيْنَ সুসংবাদ প্রদর্শনকারী وَمُنْذِرِيْنَ এবং ভয় প্রদর্শনকারী রূপে। وَيُجَادِلُ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا আর কাফেররা ঝগড়ার সৃষ্টি করে بِالْبَاطِلِ অনর্থক কথা নিয়ে لِيُدْحِضُوْا بِهِ الْحَقَّ যেন এ উপায়ে সত্যকে টলিয়ে দিতে পারে। وَاتَّخَذُوْٓا আর তারা করে রেখেছে اٰيٰتِيْ আমার আয়াত সমূহকে। وَمَآ اُنْذِرُوْا এবং যা দ্বারা তাদেরকে ভয় প্রদর্শন করা হয়েছিল তাকে। هُزُوًا বিদ্রূপের সামগ্রী।

৫৭. وَمَنْ اَظْلَمُ আর সে ব্যক্তি অপেক্ষা অধিক অনাচারী কে হবে مِمَّنْ ذُكِّرَ بِاٰيٰتِ رَبِّهٖ যাকে তার রবের আয়াতসমূহ দ্বারা নসিহত করা হয় فَاَعْرَضَ عَنْهَا অতঃপর সে তা হতে মুখ ফিরিয়ে নেয় وَنَسِيَ এবং ভুলে যায় مَا قَدَّمَتْ يَدٰهُ তার হস্তদ্বয় যে সমস্ত পাপ অর্জন করেছে তা اِنَّا جَعَلْنَا عَلٰى قُلُوْبِهِمْ اَكِنَّةً আমি তাদের অন্তরের উপর পর্দা ফেলে দিয়েছি اَنْ يَّفْقَهُوْهُ সে বিষয় হৃদয়ঙ্গম করা হতে। وَفِيْٓ اٰذَانِهِمْ وَقْرًا এবং তাদের কর্ণসমূহে ছিপি দিয়ে রেখেছি وَاِنْ تَدْعُهُمْ اِلَى الْهُدٰى আর যদি আপনি তাদেরকে সৎপথের দিকে আহ্বান করেন فَلَنْ يَّهْتَدُوْٓا اِذًا اَبَدًا তবে তারা কখনো সৎ পথে আসবে না।

https://e-ilm.weebly.com/

وَرَبُّكَ الْغَفُورُ ذُو الرَّحْمَةِ ۖ لَوْ يُؤَاخِذُهُم بِمَا
كَسَبُوا لَعَجَّلَ لَهُمُ الْعَذَابَ ۚ بَل لَّهُم
مَّوْعِدٌ لَّن يَجِدُوا مِن دُونِهِ مَوْئِلًا (٥٨)

৫৮. আর আপনার প্রতিপালক অতিশয় ক্ষমাশীল, বড়ই দয়ালু, যদি তিনি তাদের কাজের জন্য তাদেরকে পাকড়াও করতেন, তবে তৎক্ষণাৎ তাদের প্রতি আজাব নাজিল করে দিতেন; বরং তাদের [শাস্তির] জন্য একটি নির্দিষ্ট সময় রয়েছে, এর পূর্বে কোনো আশ্রয়স্থল [খুঁজে] পাবে না।

وَتِلْكَ الْقُرَىٰ أَهْلَكْنَاهُمْ لَمَّا ظَلَمُوا وَجَعَلْنَا
لِمَهْلِكِهِم مَّوْعِدًا (٥٩)

৫৯. আর এ সকল জনপদ [-এর অধিবাসীরা] যখন দুষ্কর্ম করল, তখন আমি তাদেরকে ধ্বংস করে দিলাম, এবং আমি তাদের ধ্বংসের জন্য সময় নির্ধারণ করেছিলাম।

وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِفَتَاهُ لَا أَبْرَحُ حَتَّىٰ أَبْلُغَ
مَجْمَعَ الْبَحْرَيْنِ أَوْ أَمْضِيَ حُقُبًا (٦٠)

৬০. আর সে সময়টিও স্মরণীয়, যখন মূসা স্বীয় খাদেমকে বললেন, আমি অনবরত চলতে থাকব যে পর্যন্ত না দুটি সাগরের সঙ্গমস্থলে পৌছি, অথবা এভাবে দীর্ঘকাল পর্যন্ত চলতে থাকব।

فَلَمَّا بَلَغَا مَجْمَعَ بَيْنِهِمَا نَسِيَا حُوتَهُمَا
فَاتَّخَذَ سَبِيلَهُ فِي الْبَحْرِ سَرَبًا (٦١)

৬১. অতঃপর যখন [চলতে চলতে] তাঁরা সাগরদ্বয়ের সঙ্গমস্থলে পৌছলেন, তখন তাঁরা নিজেদের মৎসটির কথা ভুলে গেলেন এবং মৎসটি সাগরের মধ্যে সুড়ঙ্গের মতো নিজের পথ ধরে চলে গেল।

فَلَمَّا جَاوَزَا قَالَ لِفَتَاهُ آتِنَا غَدَاءَنَا لَقَدْ
لَقِينَا مِن سَفَرِنَا هَٰذَا نَصَبًا (٦٢)

৬২. অতঃপর যখন তাঁরা উভয়ে সম্মুখের দিকে অগ্রসর হলেন, তখন মূসা তাঁর খাদেমকে বললেন, আমাদের নাশতা আন, আমাদের তো এ সফরে যথেষ্ট কষ্ট হয়েছে।

শাব্দিক অনুবাদ :

৫৮. وَرَبُّكَ আর আপনার রব الْغَفُورُ অতিশয় ক্ষমাশীল ذُو الرَّحْمَةِ বড়ই দয়ালু لَوْ يُؤَاخِذُهُمْ যদি তিনি তাদেরকে পাকড়াও করতেন। بِمَا كَسَبُوا তাদের কাজের জন্য لَعَجَّلَ لَهُمُ الْعَذَابَ তবে তৎক্ষণাৎ তাদের প্রতি আজাব নাজিল করতেন بَلْ لَهُمْ مَوْعِدٌ বরং তাদের (শাস্তির) জন্য একটি নির্দিষ্ট সময় রয়েছে لَنْ يَجِدُوا مِنْ دُونِهِ مَوْئِلًا এর পূর্বে কোনো আশ্রয় স্থল (খুজে) পাবে না।

৫৯. وَتِلْكَ الْقُرَىٰ আর এই সকল জনপদ أَهْلَكْنَاهُمْ আমি তাদেরকে ধ্বংস করে দিলাম لَمَّا ظَلَمُوا যখন দুষ্কর্ম করল তখন। وَجَعَلْنَا لِمَهْلِكِهِمْ مَوْعِدًا এবং আমি তাদের ধ্বংসের জন্য সময় নির্ধারণ করেছিলাম।

৬০. وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِفَتَاهُ আর সে সময়টিও স্মরণীয় যখন মূসা স্বীয় খাদেম কে বললেন لَا أَبْرَحُ আমি অনবরত চলতে থাকব حَتَّىٰ أَبْلُغَ مَجْمَعَ الْبَحْرَيْنِ যে পর্যন্ত না দু'টি সাগরের সঙ্গম স্থলে পৌছি أَوْ أَمْضِيَ حُقُبًا অথবা এভাবে দীর্ঘকাল পর্যন্ত চলতে থাকব।

৬১. فَلَمَّا بَلَغَا অতঃপর যখন তারা পৌছলেন مَجْمَعَ بَيْنِهِمَا সাগরদ্বয়ের সঙ্গমস্থলে نَسِيَا حُوتَهُمَا তখন তারা নিজেদের মৎসটির কথা ভুলে গেলেন فَاتَّخَذَ سَبِيلَهُ فِي الْبَحْرِ سَرَبًا এবং মৎসটি সাগরের মধ্যে নিজের পথ ধরে চলে গেল।

৬২. فَلَمَّا جَاوَزَا অতঃপর যখন তারা উভয়ে সম্মুখের দিকে অগ্রসর হলেন قَالَ لِفَتَاهُ তখন মূসা তাঁর খাদেমকে বললেন آتِنَا غَدَاءَنَا আমাদের নাশতা আন لَقَدْ لَقِينَا مِنْ سَفَرِنَا هَٰذَا نَصَبًا আমাদের তো এ সফরে যথেষ্ট কষ্ট হয়েছে।

https://e-ilm.weebly.com/

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

وَاِذْ قَالَ مُوْسٰى لِفَتٰىهُ এ ঘটনায় 'মূসা' বলে প্রসিদ্ধ পয়গম্বর হযরত মূসা ইবনে ইমরান (আ.)-কে বুঝানো হয়েছে। فَتٰى -এর শাব্দিক অর্থ যুবক। শব্দটিকে কোনো বিশেষ ব্যক্তির সাথে সম্বন্ধ করা হলে অর্থ হয় খাদেম। কেননা অধিকাংশ ক্ষেত্রে শক্তিশালী যুবক দেখে খাদেম রাখা হয়, যেন সব রকম কাজ সম্পন্ন করতে পারে। ভৃত্য ও খাদেমকে যুবক বলে ডাকা একটি ইসলামি শিষ্টাচার। ইসলামের শিক্ষা এই যে, চাকরদেরকেও গোলাম অথবা চাকর বলে সম্বোধন করো না; বরং ভালো খেতাব দ্বারা ডাক। এখানে فَتٰى শব্দটিকে হযরত মূসা (আ.)-এর দিকে সম্বন্ধযুক্ত করা হয়েছে। তাই অর্থ হবে হযরত মূসা (আ.)-এর খাদেম।

হাদীসে বর্ণিত রয়েছে, এই খাদেম ছিল ইউশা' ইবনে নূন ইবনে ইফারায়ীম ইবনে ইউসুফ (আ)। কোনো কোনো রেওয়ায়েতে রয়েছে যে, সে হযরত মূসা (আ.)-এর ভাগ্নেয় ছিল। কিন্তু এ সম্পর্কে কোনো চূড়ান্ত ফয়সালা করা যায় না। সহীহ রেওয়ায়েতে রয়েছে যে, তার নাম ছিল ইউশা' ইবনে নূন। অবশিষ্ট অবস্থার প্রমাণ নেই। −[কুরতুবী]

مَجْمَعُ الْبَحْرَيْنِ -এর শব্দিক অর্থ দুই সমুদ্রের সঙ্গমস্থল। বলাবাহুল্য, এ ধরনের স্থান দুনিয়াতে অসংখ্য আছে। এখানে কোন জায়গা বুঝানো হয়েছে, কুরআন ও হাদীসে তা নির্দিষ্ট করে বলা হয়নি। তাই ইঙ্গিত ও লক্ষণাদি দৃষ্টে তাফসীরবিদদের উক্তি বিভিন্নরূপ। কাতাদা বলেন : পারস্য উপসাগর ও রোম সাগরের সঙ্গমস্থল বুঝানো হয়েছে। ইবনে আতিয়্যার মতে আজারবাইজানের নিকটে একটি স্থান, কেউ কেউ জর্দান নদী ও ভূমধ্যসাগরের মিলনস্থলের কথা বলেছেন। কেউ বলেন; এ স্থানটি তুঞ্জায় অবস্থিত। ইবনে আবী কা'বের মতে এটি আফ্রিকায় অবস্থিত। সুদ্দীর মতে এটি আর্মেনিয়ায় অবস্থিত। অনেকের মতে বাহরে-আন্দালুস ও বাহরে মুহীতের সঙ্গমস্থলই হচ্ছে এ স্থান। মোটকথা, এটা স্বতঃসিদ্ধ যে, আল্লাহ তা'আলা হযরত মূসা (আ.)-কে সে স্থানটি নির্দিষ্ট করে বলে দিয়েছিলেন। −[কুরতুবী]

হযরত মূসা (আ.) ও খিযির (আ.)-এর কাহিনী : সহীহ্ বুখারী ও মুসলিমে হযরত উবাই ইবনে কা'বের রেওয়ায়েতে ঘটনার বিবরণে প্রকাশ, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন: একদিন হযরত মূসা (আ.) বনী-ইসরাঈলের এক সভায় ভাষণ দিচ্ছিলেন। জনৈক ব্যক্তি প্রশ্ন করল : সব মানুষের মধ্যে অধিক জ্ঞানী কে? হযরত মূসা (আ.)-এর জানামতে তাঁর চাইতে অধিক জ্ঞানী আর কেউ ছিল না। তাই বললেন : আমিই সবার চাইতে অধিক জ্ঞানী। আল্লাহ তা'আলা তাঁর নৈকট্যশীল বন্দাদেরকে বিশেষভাবে গড়ে তোলেন। তাই এ জবাব তিনি পছন্দ করলেন না। এখানে বিষয়টি আল্লাহর উপর ছেড়ে দেওয়াই ছিল আদব। অর্থাৎ, একথা বলে দেওয়া উচিত ছিল যে, আল্লাহ তা'আলাই ভালো জানেন, কে অধিক জ্ঞানী। এ জবাবের কারণে আল্লাহর পক্ষ থেকে হযরত মূসা (আ.)-কে তিরস্কার করে ওহী নাজিল হলো যে, দুই সমুদ্রের সঙ্গমস্থলে অবস্থানকারী আমার এক বান্দা আপনার চাইতে অধিক জ্ঞানী। একথা শুনে হযরত মূসা (আ.) প্রার্থনা জানালেন যে, তিনি অধিক জ্ঞানী হলে তাঁর কাছ থেকে জ্ঞান লাভের জন্য আমার সফর করা উচিত। তাই বললেন : ইয়া আল্লাহ! আমাকে তাঁর ঠিকানা বলে দিন। আল্লাহ তা'আলা বললেন : থলের মধ্যে একটি মাছ নিয়ে নিন এবং দুই সমুদ্রের সঙ্গমস্থলের দিকে সফর করুন। যেখানে পৌঁছার পর মাছটি নিরুদ্দেশ হয়ে যাবে, সেখানেই আমার এই বান্দার সাক্ষাৎ পাবেন। হযরত মূসা (আ.) নির্দেশ মতো থলের মধ্যে একটি মাছ নিয়ে রওয়ানা হয়ে গেলেন। তাঁর সাথে তাঁর খাদেম ইউশা' ইবনে নূনও ছিল। পথিমধ্যে একটি প্রস্তর খণ্ডের উপর মাথা রেখে তাঁরা ঘুমিয়ে পড়লেন। এখানে হঠাৎ মাছটি নড়াচড়া করতে লাগল এবং থলে থেকে বের হয়ে সমুদ্রে চলে গেল। (মাছটি জীবিত হয়ে সমুদ্রে চলে যাওয়ার সাথে সাথে আরো একটি মু'জিযা প্রকাশ পেল যে,) মাছটি সমুদ্রের যে পথ দিয়ে চলে গেল, আল্লাহ তা'আলা সে পথে পানির স্রোত বন্ধ করে দিলেন। ফলে, সেখানে পানির মধ্যে একটি সুড়ঙ্গের মতো হয়ে গেল। ইউশা' ইবনে নূন এ আশ্চর্যজনক

https://e-ilm.weebly.com/

ঘটনা নিরীক্ষণ করছিল। হযরত মূসা (আ.) নিদ্রিত ছিলেন। যখন জাগ্রত হলেন, তখন ইউশা' ইবনে নূন মাছের এ আশ্চর্যজনক ঘটনা তাঁর কাছে বলতে ভুলে গেলেন এবং সেখান থেকে সামনে রওয়ানা হয়ে গেলেন। পূর্ণ একদিন একরাত সফর করার পর সকাল বেলায় হযরত মূসা (আ.) খাদেমকে বললেন : আমাদের নাশতা আন। এই সফরে যথেষ্ট ক্লান্ত হয়ে পড়েছি। নাশতা চাওয়ার পর ইউশা ইবনে নূনের মাছের ঘটনা মনে পড়ল। সে ভুলে যাওয়ার ওজর পেশ করে বলল : শয়তান আমাকে ভুলিয়ে দিয়েছিল। অতঃপর বলল : মৃত মাছটি জীবিত হয়ে আশ্চর্যজনকভাবে সমুদ্রে চলে গেছে। তখন হযরত মূসা (আ.) বললেন : সে স্থানটিই তো আমাদের লক্ষ্য ছিল। অর্থাৎ, মাছের জীবিত হয়ে নিরুদ্দেশ হওয়ার স্থানটিই ছিল আমাদের গন্তব্যস্থল।

সে মতে তৎক্ষণাৎ তাঁরা ফিরে চললেন এবং স্থানটি পাওয়ার জন্য পূর্বের পথ ধরেই চললেন। প্রস্তর খণ্ডের নিকটে পৌঁছে দেখলেন, এক ব্যক্তি আপদমস্তক চাদরে আবৃত হয়ে শুয়ে আছে। হযরত মূসা (আ.) তদবস্থায়ই সালাম করলে হযরত খিযির (আ.) বললেন : এই (জনমানবহীন) প্রান্তরে সালাম কোথা থেকে এলো? হযরত মূসা (আ.) বললেন : আমি মূসা! হযরত খিযির (আ.) প্রশ্ন করলেন : বনী -ইসরাঈলের মূসা? তিনি জবাব দিলেন : হ্যাঁ, আমিই বনী ইসরাঈলের মূসা। আমি আপনার কাছ থেকে ঐ বিশেষ জ্ঞান অর্জন করতে এসেছি, যা আল্লাহ তা'আলা আপনাকে শিক্ষা দিয়েছেন।

হযরত খিযির (আ.) বললেন : আপনি আমার সাথে ধৈর্য ধরতে পারবেন না। হে মূসা! আমাকে আল্লাহ তা'আলা এমন এক জ্ঞান দান করেছেন, যা আপনার কাছে নেই; পক্ষান্তরে আপনাকে এমন জ্ঞান দিয়েছেন, যা আমি জানি না। হযরত মূসা (আ.) বললেন : ইনশাআল্লাহ, আপনি আমাকে ধৈর্যশীল পাবেন। আমি কোনো কাজে আপনার বিরোধিতা করব না?

হযরত খিযির (আ.) বললেন : যদি আপনি আমার সাথে থাকতেই চান তবে কোনো বিষয়ে আমাকে প্রশ্ন করবেন না, যে পর্যন্ত না আমি নিজে তার স্বরূপ বলে দেই।

একথা বলার পর উভয়ে সমুদ্রের পাড় ধরে চলতে লাগলেন। ঘটনাক্রমে একটি নৌকা এসে গেলে তাঁরা নৌকায় আরোহণের ব্যাপারে কথাবার্তা বললেন। মাঝিরা হযরত খিযির (আ.)-কে চিনে ফেলল এবং কোনো রকম পারিশ্রমিক ছাড়াই তাঁদেরকে নৌকায় তুলে নিল। নৌকায় চড়েই হযরত খিযির (আ.) কুড়ালের সাহায্যে নৌকার একটি তক্তা তুলে ফেললেন। এতে হযরত মূসা (আ.) (স্থির থাকতে পারলেন না–) বললেন : তারা কোনো প্রকার পারিশ্রমিক ছাড়াই আমাদেরকে নৌকায় তুলে নিয়েছে। আপনি কি এরই প্রতিদানে তাদের নৌকা ভেঙ্গে দিলেন যাতে সবাই ডুবে যায়? এতে আপনি অতি মন্দ কাজ করলেন। হযরত খিযির (আ.) বললেন : আমি পূর্বেই বলেছিলাম, আপনি আমার সাথে ধৈর্য ধরতে পারবেন না। তখন হযরত মূসা (আ.) ওজর পেশ করে বললেন: আমি আমার ওয়াদার কথা ভুলে গিয়েছিলাম। আমার প্রতি রুষ্ট হবেন না।

রাসূলুল্লাহ ﷺ এ ঘটনা বর্ণনা করে বলেন : হযরত মূসা (আ.) -এর প্রথম আপত্তি ভুলক্রমে, দ্বিতীয় আপত্তি শর্ত হিসেবে এবং তৃতীয় আপত্তি ইচ্ছাক্রমে হয়ে ছিল (ইতোমধ্যে) একটি পাখী এসে নৌকার এক প্রান্তে বসল এবং সমুদ্র থেকে এক চঞ্চু পানি তুলে নিল। হযরত খিযির (আ.) হযরত মূসা (আ.)-কে বললেন : আমার জ্ঞান এবং আপনার জ্ঞান উভয়ে মিলে আল্লাহ তা'আলার জ্ঞানের মোকাবিলায় এমন তুলনাও হয় না, যেমনটি এ পাখীর চঞ্চুর পানির সাথে রয়েছে সমুদ্রের পানি।

অতঃপর তাঁরা নৌকা থেকে নেমে সমুদ্রের কুল ধরে চলতে লাগলেন। হঠাৎ হযরত খিযির (আ.) একটি বালককে অন্যান্য বালকদের সাথে খেলা করতে দেখলেন। হযরত খিযির (আ.) স্বহস্তে বালকটির মস্তক তার দেহ থেকে বিচ্ছিন্ন করে দিলেন। বালকটি মরে গেল। হযরত মূসা (আ.) বললেন : আপনি একটি নিষ্পাপ প্রাণকে বিনা অপরাধে হত্যা করেছেন। এ যে বিরাট গুনাহর কাজ করলেন! হযরত খিযির (রা.) বললেন : আমি তো পূর্বেই বলেছিলাম, আপনি আমার সাথে ধৈর্য ধরতে পারবেন না। হযরত মূসা (আ.) দেখলেন, এ ব্যাপারটি পূর্বাপেক্ষা গুরুতর। তাই বললেন : এরপর যদি কোনো প্রশ্ন করি, তবে আপনি আমাকে পৃথক করে দিবেন। আমার ওজর-আপত্তি চূড়ান্ত হয়ে গেছে।

https://e-ilm.weebly.com/

অতঃপর আবার চলতে লাগলেন। এক গ্রামের উপর দিয়ে যাওয়ার সময় তারা গ্রামবাসীদের কাছে খাবার চাইলেন। ওরা সোজা অস্বীকার করে দিল। হযরত খিযির (আ.) এই গ্রামে একটি প্রাচীরকে পতনোন্মুখ দেখতে পেলেন। তিনি নিজ হাতে প্রাচীরটি সোজা করে দিলেন। হযরত মূসা (আ.) বিস্মিত হয়ে বললেন : আমরা তাদের কাছে খাবার চাইলে তারা দিতে অস্বীকার করল অথচ আপনি তাদের এত বড় কাজ করে দিলেন; ইচ্ছা করলে এর পারিশ্রমিক তাদের কাছ থেকে আদায় করতে পারতেন। হযরত খিযির (আ.) বললেন : هَٰذَا فِرَاقُ بَيْنِي وَبَيْنِكَ অর্থাৎ, এখন শর্ত পূর্ণ হয়ে গেছে। এটাই আমার ও আপনার মধ্যে বিচ্ছেদের সময়।

এরপর হযরত খিযির (আ.) উপরিউক্ত ঘটনাত্রয়ের স্বরূপ হযরত মূসা (আ.)-এর কাছে বর্ণনা করে বললেন : ذَٰلِكَ تَأْوِيلُ مَا لَمْ تَسْطِعْ عَلَيْهِ صَبْرًا অর্থাৎ, এ হচ্ছে সেসব ঘটনার স্বরূপ; যেগুলো দেখে আপনি ধৈর্য ধরতে পারেননি। রাসূলুল্লাহ ﷺ সম্পূর্ণ ঘটনা বর্ণনা করে বললেন; হযরত মূসা (আ.) যদি আরো কিছুক্ষণ ধৈর্য ধরতেন, তবে আরো কিছু জানা যেত।

বুখারী ও মুসলিমে বর্ণিত এই দীর্ঘ হাদীসে পরিস্কার উল্লেখ রয়েছে যে, মূসা বলতে বনী-ইসরাঈলের পয়গাম্বর হযরত মূসা (আ.) এবং তাঁর যুবক সঙ্গীর নাম ইউশা' ইবনে নূন এবং দুই সমুদ্রের সঙ্গমস্থলে যে বান্দার কাছে হযরত মূসা (আ.)-কে প্রেরণ করা হয়েছিল, তিনি ছিলেন হযরত খিযির (আ.)। অতঃপর আয়াতসমূহের তাফসীর দেখুন।

সফরের কতিপয় আদব এবং পয়গম্বরসুলভ সংকল্পের একটি নমুনা : لَا أَبْرَحُ حَتَّىٰ أَبْلُغَ مَجْمَعَ الْبَحْرَيْنِ أَوْ أَمْضِيَ حُقُبًا এ বাক্যটি হযরত মূসা (আ.) তাঁর সফরসঙ্গি ইউশা' ইবনে নূনকে বলেছিলেন। এর উদ্দেশ্য ছিল সফরের দিক ও গন্তব্যস্থল সম্পর্কে তাঁর সঙ্গিকে অবহিত করা। সফরের জরুরি বিষয়াদি সম্পর্কে সঙ্গিকে অবহিত করাও একটি আদব। অহংকারীরা তাদের খাদেম ও পরিচালিকাদেরকে সম্বোধনেরই যোগ্য মনে করে না এবং নিজের সফর সম্পর্কে কোনো কিছুই বলে না।

حُقُبًا শব্দটি حُقْبَةٌ-এর বহুবচন। আভিধানিক অর্থে আশি বছরে এক হুকবা। কারো কারো মতে আরো বেশি সময়ে এক হুকবা হয়। এর কোনো নির্দিষ্ট সীমা নেই। হযরত মূসা (আ.) সঙ্গিকে বলে দিলেন যে, আল্লাহর নির্দেশ আনুযায়ী আমাকে দুই সমূদ্রের সঙ্গমস্থলে পৌছতে হবে। আমার সংকল্প এই যে, যতদিনই লাগুক, গন্তব্যস্থলে না পৌছা পর্যন্ত সফর অব্যাহত রাখব। আল্লাহ তা'আলার আদেশ পালনে পয়গম্বরদের সংকল্প এমনি দৃঢ় হয়ে থাকে।

খিযিরের চাইতে হযরত মূসা (আ.)-এর শ্রেষ্ঠত্ব, তার বিশেষ প্রশিক্ষণ ও মু'জিযা : فَلَمَّا بَلَغَا مَجْمَعَ بَيْنِهِمَا نَسِيَا حُوتَهُمَا فَاتَّخَذَ سَبِيلَهُ فِي الْبَحْرِ سَرَبًا কুরআন ও হাদীসের সুস্পষ্ট বর্ণনা থেকে জানা যায় যে, হযরত মূসা (আ.) পয়গম্বরকূলের মধ্যেও বিশিষ্ট মর্যাদার অধিকারী ছিলেন। আল্লাহ তা'আলার সাথে কথোপকথনের বিশেষ মর্যাদা তাঁর অনন্য বৈশিষ্ট্য। হযরত খিযিরের নবুয়ত সম্পর্কেও মতভেদ রয়েছে। যদি নবী মেনেও নেওয়া যায়, তবে তিনি রাসূল ছিলেন না। তাঁর কোনো গ্রন্থ নেই এবং কোনো বিশেষ উম্মতও নেই। তাই হযরত মূসা (আ.) হযরত খিযিরের চাইতে সর্বাবস্থায় বহুগুণে শ্রেষ্ঠ। কিন্তু আল্লাহ তা'আলা নৈকট্যশীলদের সামান্যতম ত্রুটিও সংশোধন করেন। তাঁদের প্রশিক্ষণের খাতিরে সামান্যতম ত্রুটির জন্য ও তিরস্কার করা হয় এবং সে মাপ কাঠিতেই তাঁদের দ্বারা ত্রুটি পূরণ করিয়ে নেওয়া হয়। আগাগোড়া কাহিনীটি এই বিশেষ প্রশিক্ষণেরই বহিঃপ্রকাশ। 'আমি সর্বাধিক জ্ঞানী' হযরত মূসা (আ.)-এর মুখ থেকে অসতর্ক মুহূর্তে এ কথাটি বের হয়ে গেলে আল্লাহ তা'আলা তা অপছন্দ করেন। তাঁকে হুশিয়ার করার জন্য এমন এক বান্দার ঠিকানা তাঁকে দিলেন, যার কাছে আল্লাহ প্রদত্ত বিশেষ জ্ঞান ছিল। সেই জ্ঞান হযরত মূসা (আ.)-এর কাছে ছিল না। যদিও হযরত মূসা (আ.)-এর জ্ঞান মর্তবার দিক দিয়ে শ্রেষ্ঠ ছিল, কিন্তু তিনি সেই বিশেষ জ্ঞানের অধিকারী ছিলেন না। এদিকে আল্লাহ তা'আলা হযরত মূসা (আ.)-কে জ্ঞানার্জনের অসীম প্রেরণা দান করেছিলেন। ফলে নতুন জ্ঞানের

https://e-ilm.weebly.com/

কথা শুনেই তিনি তা অর্জন করার জন্য শিক্ষার্থীর বেশে সফর করতে প্রস্তুত হয়ে গেলেন এবং আল্লাহ তা'আলার কাছেই খিযিরের ঠিকানা জিজ্ঞেস করলেন। এখানে প্রণিধানযোগ্য বিষয় এই যে, আল্লাহ তা'আলা ইচ্ছা করলে এখানেই খিযিরের সাথে হযরত মূসা (আ.)-এর সাক্ষাৎ অনায়াসে ঘটাতে পারতেন অথবা হযরত মূসা (আ.) কেই পরিষ্কার ঠিকানা বলে দিতে পারতেন। ফলে সেখানে পৌঁছা কষ্টকর হতো না। কিন্তু ঠিকানা অস্পষ্ট রেখে বলা হয়েছে যে, যেখানে মৃত মাছ জীবিত হয়ে নিরুদ্দেশ হয়ে যাবে, সেখানেই খিযিরকে পাওয়া যাবে।

বুখারীর হাদীস থেকে মাছ সম্পর্কে জানা যায় যে, আল্লাহ তা'আলার পক্ষ থেকেই থলেতে মাছ রেখে দেওয়ার নির্দেশ হয়েছিল। তবে তা খাবার হিসেবে রাখার আদেশ হয়েছিল, না অন্য কোনো উদ্দেশ্যে তা জানা যায় না। তবে উভয় সম্ভাবনাই রয়েছে। তাই কোনো কোনো তাফসীরবিদ বলেন যে, এই ভাজা মাছটি খাওয়ার জন্য রাখা হয়েছিল এবং তারা তা থেকে কিছু অংশ খেয়েও ছিলেন। মাছটির অবশিষ্ট অংশই জীবিত হয়ে সমুদ্রে চলে যায়। —[কুরতুবী]

মাছের বিষয়টি ভুলে না গেলে অবশ্য ব্যাপার সেখানেই শেষ হয়ে যেত। অথচ হযরত মূসা (আ.)-এর দ্বিতীয় পরীক্ষা নেওয়া ছিল এর উদ্দেশ্য। তাই উভয়েই মাছের কথা ভুলে গেলেন এবং পূর্ণ একদিন ও একরাত্রির পথ অতিক্রম করার পর ক্ষুধা ও ক্লান্তি অনুভব করলেন। এটা ছিল তৃতীয় পরীক্ষা। কেননা এর আগেও ক্ষুধা ও ক্লান্তি অনুভব করতে পারতেন। ফলে সেখানেই মাছের কথা স্মরণ হয়ে যেত এবং এত দূরবর্তী সফরের প্রয়োজন ও হতো না; কিন্তু হযরত মূসা (আ.) আরো একটু কষ্ট করুক সম্ভবত: এটাই ছিল আল্লাহ তা'আলার অভিপ্রায়। তাই দীর্ঘ পথ অতিক্রম করার পর ক্ষুধা ও ক্লান্তি অনুভূত হয় এবং মাছের কথা মনে পড়ে। অতঃপর সেখান থেকেই তাঁরা পথচিহ্ন অনুসরণ করে ফিরে চলেন।

শব্দবিশ্লেষণ :

اَنْ تَأْتِيَهُمْ : اَنْ নাসেবা। تَأْتِىَ সীগাহ واحد مؤنث غائب বহছ مضارع معروف বাব ضَرَبَ মাসদার اَلْاِتْيَانُ মূলবর্ণ (أ ـ ت ـ ى) জিনস مركب (مهموز فاء ও ناقص يائى) অর্থ- আসা।

لِيُدْحِضُوْا : সীগাহ جمع مذكر غائب বহছ مضارع معروف বাব اِفْعَالٌ মাসদার اَلْاِدْحَاضُ মূলবর্ণ (د ـ ح ـ ض) জিনস صحيح অর্থ– হোঁচট খাওয়ানো। ব্যর্থ করে দেওয়া।

اَنْ يَّفْقَهُوْهُ : সীগাহ جمع مذكر غائب বহছ مضارع معروف বাব سَمِعَ মাসদার اَلْفِقْهُ মূলবর্ণ (ف ـ ق ـ ه) জিনস صحيح অর্থ– বুঝা।

فَلَنْ يَّهْتَدُوْا : فاء জাযাইয়্যাহ। لَنْ يَهْتَدُوْا সীগাহ جمع مذكر غائب বহছ نفى جحد بلن در فعل مستقبل معروف বাব افتعال মাসদার اَلْاِهْتِدَاءُ মূলবর্ণ (ه ـ د ـ ى) জিনস ناقص يائى অর্থ– হেদায়েত পাওয়া, সৎপথ পাওয়া।

مَوْئِلًا : সীগাহ واحدمذكر বহছ اسم ظرف বাব ضَرَبَ মাসদার اَلْوَأْلُ মূলবর্ণ (و ـ أ ـ ل) জিনস مهموز مركب (مثال واوى ও عين) অর্থ– আশ্রয় নেওয়া, দৌড়ানো, আশ্রয় খোঁজা।

لَا اَبْرَحُ : সীগাহ واحد متكلم বহছ نفى فعل مضارع معروف বাব سَمِعَ মাসদার البرح মূলবর্ণ (ب ـ ر ـ ح) জিনস صحيح অর্থ– কোনো স্থান থেকে সরা, স্থানচ্যুত হওয়া এবং পরিবর্তন হওয়া।

نَسِيَا : সীগাহ تثنيه مذكر غائب বহছ ماضى معروف বাব سَمِعَ মাসদার اَلنِّسْيَانُ মূলবর্ণ (ن ـ س ـ ى) জিনস ناقص يائى অর্থ– ভুলে যাওয়া।

سَرَبًا : একবচন, বহুবচন اَسْرَابٌ। অর্থ– সুরঙ্গ; গিরিপথ।

https://e-ilm.weebly.com/

https://e-ilm.weebly.com/

৬৮. এবং আপনি কিরূপে ধৈর্যধারণ করবেন এমন বিষয়ে যা আপনার জ্ঞান-সীমার বাইরে?	وَكَيْفَ تَصْبِرُ عَلٰى مَا لَمْ تُحِطْ بِهٖ خُبْرًا (٦٨)
৬৯. মূসা বললেন, ইনশাআল্লাহ, আপনি আমাকে ধৈর্যশীল পাবেন, আর আমি কোনো কাজেই আপনার আদেশের ব্যতিক্রম করব না।	قَالَ سَتَجِدُنِيْٓ اِنْ شَآءَ اللّٰهُ صَابِرًا وَّلَآ اَعْصِيْ لَكَ اَمْرًا (٦٩)
৭০. তিনি বললেন, যদি আপনি আমার সাথে থাকতেই চান, তবে কোনো বিষয়ে আমাকে প্রশ্ন করবেন না, যে পর্যন্ত আমি স্বয়ং সে সম্বন্ধে কিছু উল্লেখ না করি।	قَالَ فَاِنِ اتَّبَعْتَنِيْ فَلَا تَسْـَٔلْنِيْ عَنْ شَيْءٍ حَتّٰٓى اُحْدِثَ لَكَ مِنْهُ ذِكْرًا (٧٠)
৭১. অতঃপর উভয়ে চলতে লাগলেন। এ পর্যন্ত যে, যখন [চলতে চলতে] উভয়ে নৌকায় আরোহণ করলেন, তখন তিনি নৌকাটিতে ছিদ্র করে দিলেন, মূসা বললেন, আপনি কি নৌকাটিকে ছিদ্র করে দিলেন এ উদ্দেশ্যে যে, এর আরোহীদেরকে ডুবিয়ে দিবেন? আপনি বড় অন্যায় কাজ করেছেন।	فَانْطَلَقَا ٚ حَتّٰٓى اِذَا رَكِبَا فِي السَّفِيْنَةِ خَرَقَهَا ؕ قَالَ اَخَرَقْتَهَا لِتُغْرِقَ اَهْلَهَا ۚ لَقَدْ جِئْتَ شَيْـًٔا اِمْرًا (٧١)
৭২. তিনি বললেন, আমি কি বলিনি যে, আপনি আমার সঙ্গে ধৈর্যধারণ করে থাকতে পারবেন না।	قَالَ اَلَمْ اَقُلْ اِنَّكَ لَنْ تَسْتَطِيْعَ مَعِيَ صَبْرًا (٧٢)

শাব্দিক অনুবাদ :

৬৮. وَكَيْفَ تَصْبِرُ এবং আপনি কিরূপে ধৈর্য ধারণ করবেন। عَلٰى مَا لَمْ تُحِطْ بِهٖ خُبْرًا এমন বিষয়ে যা আপনার জ্ঞান সীমার বাইরে।

৬৯. قَالَ মূসা বললেন اِنْ شَآءَ اللّٰهُ ইনশাআল্লাহ سَتَجِدُنِيْٓ আপনি আমাকে পাবেন। صَابِرًا ধৈর্যশীল। وَّلَآ اَعْصِيْ لَكَ اَمْرًا আর আমি কোনো কাজেই আপনার আদেশের ব্যতিক্রম করব না।

৭০. قَالَ তিনি বললেন فَاِنِ اتَّبَعْتَنِيْ যদি আপনি আমার সাথে থাকতেই চান فَلَا تَسْـَٔلْنِيْ عَنْ شَيْءٍ আমাকে কোনো বিষয়ে প্রশ্ন করবেন না। حَتّٰٓى اُحْدِثَ لَكَ مِنْهُ ذِكْرًا যে পর্যন্ত আমি স্বয়ং তৎসম্বন্ধে কিছু উল্লেখ না করি।

৭১. فَانْطَلَقَا অতঃপর উভয়ে চলতে লাগলেন حَتّٰٓى اِذَا رَكِبَا فِي السَّفِيْنَةِ এ পর্যন্ত যে, যখন (চলতে চলতে) উভয়ে নৌকায় আরোহণ করলেন خَرَقَهَا তখন তিনি নৌকাটিকে ছিদ্র করে দিলেন قَالَ মূসা বললেন اَخَرَقْتَهَا আপনি কি নৌকাটিকে ছিদ্র করে দিলেন لِتُغْرِقَ اَهْلَهَا এ উদ্দেশ্যে যে, এর আরোহীদেরকে ডুবিয়ে দিবেন لَقَدْ جِئْتَ شَيْـًٔا اِمْرًا আপনি বড় গুরুতর কাজ করেছেন।

৭২. قَالَ তিনি বললেন اَلَمْ اَقُلْ আমি কি বলিনি। اِنَّكَ لَنْ تَسْتَطِيْعَ مَعِيَ صَبْرًا আপনি আমার সঙ্গে ধৈর্যধারণ করে থাকতে পারবেন না।

https://e-ilm.weebly.com/

৭৩. মূসা বললেন, যা ভুলবশত করে ফেলেছি, তজ্জন্য আমাকে পাকড়াও করবেন না এবং আমার এ ব্যাপারে আমার প্রতি অধিক কঠোরতা অবলম্বন করবেন না।	قَالَ لَا تُؤَاخِذۡنِیۡ بِمَا نَسِیۡتُ وَلَا تُرۡهِقۡنِیۡ مِنۡ اَمۡرِیۡ عُسۡرًا (۷۳)
৭৪. অতঃপর উভয়ে চলতে লাগলেন, চলতে চলতে তাঁদের সাথে এক বালকের সাক্ষাৎ হলো, তখন তিনি তাকে মেরে ফেললেন, মূসা বললেন, আপনি কি একটি নিষ্পাপ প্রাণকে কোনো প্রাণের বিনিময় ব্যতীত মেরে ফেললেন? নিঃসন্দেহে আপনি বড় অন্যায় কাজ করেছেন।	فَانۡطَلَقَا ٚ حَتّٰۤی اِذَا لَقِیَا غُلٰمًا فَقَتَلَهٗ ۙ قَالَ اَقَتَلۡتَ نَفۡسًا زَکِیَّۃًۢ بِغَیۡرِ نَفۡسٍ ؕ لَقَدۡ جِئۡتَ شَیۡـًٔا نُّکۡرًا (۷۴)

শাব্দিক অনুবাদ :

৭৩. قَالَ মূসা বললেন لَا تُؤَاخِذۡنِیۡ بِمَا نَسِیۡتُ যা ভুলবশতঃ করে ফেলেছি তজ্জন্য আমাকে পাকড়াও করবেন না وَلَا تُرۡهِقۡنِیۡ مِنۡ اَمۡرِیۡ عُسۡرًا এবং আমার এ ব্যাপারে আমার প্রতি অধিক কঠোরতা অবলম্বন করবেন না।

৭৪. فَانۡطَلَقَا অতঃপর উভয়ে চলতে লাগলেন حَتّٰۤی اِذَا لَقِیَا غُلٰمًا এ পর্যন্ত যে, যখন একটি বালকের সাথে তাদের সাক্ষাৎ হলো فَقَتَلَهٗ তখন তিনি তাকে মেরে ফেললেন قَالَ মূসা বললেন اَقَتَلۡتَ আপনি কি মেরে ফেললেন نَفۡسًا زَکِیَّۃً একটি নিষ্পাপ প্রাণকে بِغَیۡرِ نَفۡسٍ কোনো প্রাণের বিনিময় ব্যতীত। لَقَدۡ جِئۡتَ شَیۡـًٔا نُّکۡرًا নিঃসন্দেহে আপনি বড় অন্যায় কাজ করেছেন।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

মাছের সমুদ্রে চলে যাওয়ার কথাটি প্রথমবার سَرَبًا শব্দে ব্যক্ত করা হয়েছে। এর অর্থ সুড়ঙ্গ। পাহাড়ে রাস্তা তৈরি করার জন্য অথবা শহরে ভূগর্ভস্থপথ তৈরি করার উদ্দেশ্য সুড়ঙ্গ খনন করা হয়। এ থেকে জানা গেল যে, মাছটি সমুদ্রে যেদিকে যেত, সেদিকে একটি সুড়ঙ্গের মতো পথ তৈরি হয়ে যেত। বুখারীর হাদীস থেকে তাই জানা যায়। দ্বিতীয়বার যখন ইউশা' ইবনে নূন দীর্ঘ সফরের পর এ ঘটনাটি উল্লেখ করেন, তখন وَاتَّخَذَ سَبِیۡلَهٗ فِی الۡبَحۡرِ عَجَبًا। শব্দে বর্ণনা করা হয়েছে। উভয় বর্ণনার মধ্যে কোনো বৈপরীত্য নেই। কেননা পানিতে সুড়ঙ্গ তৈরি হওয়া স্বয়ং একটি অভ্যাসবিরুদ্ধ আশ্চর্য ঘটনা।

হযরত খিযিরের সাথে সাক্ষাত এবং তাঁর নবুয়তের প্রশ্ন : কুরআন পাকে ঘটনার মূল ব্যক্তির নাম উল্লেখ করা হয়নি; বরং عَبۡدًا مِّنۡ عِبَادِنَا (আমার বন্দাদের একজন) বলা হয়েছে। বুখারীর হাদীসে তাঁর নাম খিযির উল্লেখ করা হয়েছে। খিযির অর্থ সবুজ-শ্যামল। সাধারণ তাফসীরবিদগণ তাঁর এই নামকরণের কারণ প্রসঙ্গে বলেন যে, তিনি যেখানে বসতেন, সেখানেই ঘাস উৎপন্ন হয়ে যেত, মাটি যেরূপই হোক না কেন। কুরআন পাক একথাও বর্ণনা করে যে, খিযির পয়গম্বর ছিলেন না, একজন ওলী ছিলেন। কিন্তু সাধারণ আলেমদের মতে তিনি যে নবী ছিলেন, একথা কুরআনে বর্ণিত ঘটনাবলি দ্বারা প্রমাণিত হয়। কেননা এই সফরে যে কয়েকটি ঘটনা ঘটেছে, অন্যধ্যে কয়েকটি নিশ্চিতরূপেই প্রচলিত শরিয়ত বিরোধী। আল্লাহর ওহী ব্যতীত শরিয়তের নির্দেশের কোনো রূপ ব্যতিক্রম হতে পারে না। নবী ও পয়গম্বর ব্যতীত আল্লাহর ওহী কেউ পেতে পারে না। ওলী ব্যক্তিও কাশফ ও এলহামের মাধ্যমে কোনো কোনো বিষয় জানতে পারেন, কিন্তু তা এমন প্রমাণ নয়, যার ভিত্তিতে শরিয়তের কোনো

https://e-ilm.weebly.com/

নির্দেশ পরিবর্তন করা যায়। অতএব, প্রমাণিত হয় যে, হযরত খিযির (আ.) আল্লাহর নবী ছিলেন। তাঁকে ওহীর মাধ্যমে কিছুসংখ্যক প্রচলিত শরিয়ত বিরোধী বিশেষ বিধান দান করা হয়েছে। তিনি যা কিছু করেছেন, তা এই ব্যতিক্রমী বিধানের অনুসরণেই করেছেন। কুরআনের নিম্নোক্ত বাক্যে তার পক্ষ থেকেও এ বিষয়টি প্রকাশ করা হয়েছে : وَمَا فَعَلْتُهٗ عَنْ اَمْرِىْ অর্থাৎ, আমি নিজের পক্ষ থেকে কোনো কিছু করিনি; বরং আল্লাহর নির্দেশেই করেছি।

মোটকথা, সাধারণ আলেমদের মতে হযরত খিযির (আ.) ও একজন নবী। তবে আল্লাহর পক্ষ থেকে তাঁকে কিছু অপার্থিব দায়িত্ব অর্পণ করা হয়েছিল এবং এ সম্পর্কিত জ্ঞানও দান করা হয়েছিল। হযরত মূসা (আ.) এগুলো জানতেন না। তাই তিনি আপত্তি উত্থাপন করেছিলেন। তাফসীরে কুরতুবী, বাহরে-মুহীত, আবূ হাইয়্যান প্রভৃতি গ্রন্থে এই বিষয়বস্তু বিভিন্ন ভঙ্গিতে বর্ণিত হয়েছে।

কোনো ওলীর পক্ষে শরিয়তের বাহ্যিক নির্দেশ অমান্য করা জায়েজ নয় : অনেক মূর্খ, পথভ্রষ্ট, সুফীবাদের কলঙ্ক লোক একথা বলে বেড়ায় যে, শরিয়ত ভিন্ন জিনিস আর তরিকত ভিন্ন জিনিস। অনেক বিষয় শরিয়তে হারাম, কিন্তু তরিকতে হালাল। কজেই কোনো ওলীকে প্রকাশ্য কবীরা গোনাহে লিপ্ত দেখেও আপত্তি করা ঠিক নয়। উপরিউক্ত আলোচনা থেকেই জানা গেল যে, তাদের এসব কথা পরিষ্কার ধর্মদ্রোহিতা ও বাতিল। হযরত খিযির (আ.)-কে দুনিয়ার কোনো ওলীর মাপকাঠিতে বিচার করা যায় না এবং তাঁর কোনো শরিয়তের বিরুদ্ধ কাজকে বৈধ বলা যায় না।

সাগরেদের পক্ষে উস্তাদের অনুসরণ অপরিহার্য : هَلْ اَتَّبِعُكَ عَلٰٓى اَنْ تُعَلِّمَنِ مِمَّا عُلِّمْتَ رُشْدًا এখানে হযরত মূসা (আ.) আল্লাহর নবী ও শীর্ষস্থানীয় রাসূল হওয়া সত্ত্বেও হযরত খিযির (আ.)-এর কাছে সবিনয় প্রার্থনা করেছেন যে, আমি আপনার জ্ঞান শিক্ষা করার জন্য আপনার সাহচর্য কামনা করি। এ থেকে বুঝা গেল যে, সাগরেদ গুণে ওস্তাদ অপেক্ষা অনেক বড় হলেও উস্তাদের প্রতি সম্মান ও শ্রদ্ধা প্রদর্শন এবং তাঁর অনুসরণ করা ওয়াজিব। এটাই জ্ঞানর্জনের আদব। –[কুরতুবী, মাযহারী]

শরিয়ত বিরুদ্ধ কাজে নির্বিকার থাকা আলেমের পক্ষে জায়েজ নয় : اِنَّكَ لَنْ تَسْتَطِيْعَ مَعِىَ صَبْرًا - وَكَيْفَ تَصْبِرُ عَلٰى مَا لَمْ تُحِطْ بِهٖ خُبْرًا হযরত খিযির (আ.) হযরত মূসা (আ.)-কে বললেন, আপনি আমার সাথে ধৈর্য ধরতে পারবেন না। আসল তথ্য যখন আপনার জানা নেই, তখন ধৈর্য ধরবেনই বা কেমন করে? উদ্দেশ্য এই যে, আমি যে জ্ঞানলাভ করেছি, তা আপনার জ্ঞান থেকে ভিন্ন ধরনের। তাই আমার কাজকর্ম আপনার কাছে আপত্তিকর ঠেকবে। আসল তথ্য আপনাকে না বলা পর্যন্ত আপনি নিজ কর্তব্যের খাতিরে আপত্তি করবেন।

হযরত মূসা (আ.) স্বয়ং আল্লাহর পক্ষ থেকে তাঁর কাছে গমনের এবং তাঁর কাছ থেকে জ্ঞানার্জনের নির্দেশ পেয়েছিলেন। তাই তাঁর কোনো কাজ প্রকৃতপক্ষে শরিয়ত বিরোধী হবে না, এ ব্যাপারে তিনি নিশ্চিত ছিলেন। তাই তিনি ধৈর্যধারণের ওয়াদা করে নিলেন। নতুবা এরূপ ওয়াদা করাও কোনো আলেমের জন্য জায়েজ নয়। কিন্তু পরে শরিয়ত সম্পর্কে ধর্মীয় মর্যাদাবোধের প্রেরণায় অনুপ্রাণিত হয়ে কৃত ওয়াদা ভুলে গেলেন।

প্রথম ঘটনাটি তেমন গুরুতরও ছিল না। শুধু নৌকাওয়ালাদের আর্থিক ক্ষতি অথবা পানিতে ডুবে যাওয়ার নিছক সম্ভাবনাই ছিল, যা পরে বাস্তবে পরিণত হয়নি। কিন্তু পরবর্তী ঘটনাবলিতে হযরত মূসা (আ.) আপত্তি না করার ওয়াদাও করেননি। বালক হত্যার ঘটনা দেখে তিনি তীব্র প্রতিবাদ করেন এবং এ প্রতিবাদের জন্য কোনো ওজরও পেশ করেননি। শুধু এতটুকু বললেন যে, ভবিষ্যতে প্রতিবাদ করলে আমাকে সাহচর্য দান না করার অধিকার আপনার থাকবে। কেননা শরিয়তবিরুদ্ধ কাজ বরদাশত করা কোনো নবী ও রাসূলের পক্ষে সম্ভবপর নয়। তবে প্রকৃতপক্ষেও যেহেতু তিনি পয়গম্বর ছিলেন, তাই অবশেষে এই রহস্য উদঘাটিত হয় যে, এসব ঘটনা হযরত খিযির (আ.) -এর জন্য শরিয়তের সাধারণ নিয়ম বহির্ভূত করে দেওয়া হয়েছিল এবং তিনি ওহীর প্রত্যাদেশ অনুযায়ীই এগুলো সম্পাদন করেছিলেন। –[মাযহারী]

https://e-ilm.weebly.com/

এখানে স্বভাবতই প্রশ্ন হয় যে, হযরত খিযির (আ.)-এর বর্ণনা অনুযায়ী তাঁর জ্ঞান হযরত মূসা (আ.)-এর জ্ঞান থেকে ভিন্ন ধরনের ছিল। কিন্তু উভয় জ্ঞানই যখন আল্লাহ প্রদত্ত, তখন উভয়ের বিধি-বিধানে বৈপরীত্য ও বিরোধ কেন? এ সম্পর্কে তাফসীরে মাযহারীতে হযরত কাযী সানাউল্লাহ পানিপথীর বক্তব্য সত্যের অধিক নিকটবর্তী এবং আকর্ষণীয়। আমি তাঁর বক্তব্যের যে মর্ম বুঝতে পেরেছি, তার সার-সংক্ষেপ নিম্নে উদ্ধৃত করা হলো–

আল্লাহ তা'আলা যাদেরকে ওহী ও নবুয়তের মর্যাদায় ভূষিত করেন, সাধারণত ঃ তাঁদেরকে জ্ঞান-সংস্কারের দায়িত্ব অর্পণ করা হয়। তাঁদের প্রতি গ্রন্থ ও শরিয়ত নাজিল করা হয়। এগুলোতে জনগণের হেদায়েত ও সংশোধনের নিয়মাবলি লিপিবদ্ধ থাকে। কুরআন পাকে যত নবী-রাসূলের নাম স্পষ্টভাবে উল্লেখ করা হয়েছে, তাঁদের সবার উপরই শরিয়তের আইন প্রয়োগ ও সংশোধনের দায়িত্ব ন্যস্ত ছিল। তাঁদের কাছে আগত ওহীও ছিল এই দায়িত্বের সাথে সম্পর্কযুক্ত। কিন্তু অপরদিকে কিছু সৃষ্টির রহস্য সম্পকির্ত দায়িত্ব ও তাঁদের উপর রয়েছে। সেসবের জন্য সাধারণ ভাবে ফেরেশতাগণ নিয়োজিত রয়েছেন। কিন্তু কোনো কোনো পয়গম্বরকেও আল্লাহ তা'আলা এ ধরনের দায়িত্ব পালনের জন্য বিশেষভাবে নিযুক্ত করেছেন। হযরত খিযির (আ.) তাঁদেরই একজন। সৃষ্টি রহস্য সম্পর্কিত দায়িত্ব আনুষঙ্গিক ঘটনাবলির সাথে সম্পৃক্ত, যেমন অমুক ডুবন্ত ব্যক্তিকে উদ্ধার করা হোক অথবা অমুককে নিপাত করা হোক অথবা অমুককে উন্নতি দান করা হোক। এগুলোর বিধি-বিধানও সাধারণ মানুষের সাথে সম্পর্কযুক্ত নয়। এসব আনুষঙ্গিক ঘটনার মধ্যে কিছুসংখ্যক এমনও থাকে যে, এক ব্যক্তিকে নিপাত করা শরিয়তের আইন বিরুদ্ধ, কিন্তু অপার্থিব আইনে এই বিশেষ ব্যাপারটিকে শরিয়তের সাধারণ আইনের আওতার বাইরে রেখে ঐ পয়গম্বরের জন্য বৈধ করে দেওয়া হয়, যার জিম্মায় সৃষ্টি রহস্য সম্পর্কিত এই বিশেষ দায়িত্ব ন্যস্ত রয়েছে। এমতাবস্থায় শরিয়তের আওতা বর্হিভূত বিশেষ পরিস্থিতি জনিত এই নির্দেশটি শরিয়তের আইন-বিশেষজ্ঞদের জানা থাকে না। ফলে তারা একে হারাম বলতে বাধ্য হন এবং যাকে এই আইন থেকে পৃথক রাখা হয়, তিনি যথাস্থানে সত্যের উপরই প্রতিষ্ঠিত থাকেন।

মোটকথা, যেখানে বৈপরীত্য দেখা যায়, সেখানে প্রকৃত প্রস্তাবে বিপরীত নয় বরং আনুষঙ্গিক ঘটনা শরিয়তের সাধারণ আইন থেকে ব্যতিক্রম থাকে মাত্র।

তাই এই ব্যতিক্রমটি নবুয়ত সম্পর্কিত ওহীর মাধ্যমে হওয়া জরুরি। কোনো কাশফ ও এলহাম এই ব্যতিক্রমের জন্য যথেষ্ট নয়। হযরত খিযির (আ.) কর্তৃক বালক হত্যা শরিয়তের দৃষ্টিতে হারাম ছিল, কিন্তু তাঁকে সৃষ্টিগতভাবে শরিয়তের এই আইনের উর্ধ্বে রেখে এ কাজের জন্য আদেশ করা হয়েছিল। নবী নয়– এমন কোনো ব্যক্তিকে তাঁর মাপকাঠিতে বিচার করে কোনো হারামকে হালাল মনে করা যেমন ভণ্ড সূফীদের মধ্যে প্রচলিত আছে– তেমনি ভাবে সম্পূর্ণ ধর্মদ্রোহিতা ও ইসলামের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণার নামান্তর।

ইবনে আবী শায়বা হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) -এর ঘটনা বর্ণনা করেছেন যে, একবার নাজদাহ্ হারুরী (খারেজী) হযরত ইবনে আব্বাসে (রা.)-এর নিকট পত্র লিখল যে, হযরত খিযির (আ.) নাবালেগ বালককে কিরূপে হত্যা করলেন, অথচ রাসূলুল্লাহ ﷺ নাবালেগ হত্যা করতে নিষেধ করেছেন? হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) জবাবে লিখলেন : কোনো বালক সম্পর্কে যদি তোমার ঐ জ্ঞান অর্জিত হয়ে যায়, যা হযরত খিযির (আ.)-এর অর্জিত হয়েছিল, তবে তোমার জন্যও নাবালেগ হত্যা করা জায়েজ হবে। উদ্দেশ্য এই যে, হযরত খিযির (আ.) নবুয়তের ওহীর মাধ্যমে এই জ্ঞান লাভ করেছিলেন। রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর পর নবুয়ত বন্ধ হয়ে যাওয়ার কারণে এখন এই জ্ঞান আর কেউ লাভ করতে পারবে না। –[মাযহারী]

এ ঘটনা থেকে জানা গেল যে, কোনো ব্যক্তিকে শরিয়তের আইনের উর্ধ্বে সাব্যস্ত করার অধিকার একমাত্র ওহীর অধিকারী পয়গম্বরেরই রয়েছে।

https://e-ilm.weebly.com/

أَخَرَقْتَهَا لِتُغْرِقَ أَهْلَهَا বুখারী ও মুসলিমের হাদীসে আছে, হযরত খিযির (আ.) কুড়াল দ্বারা নৌকার একটি তক্তা বের করে দেন। ফলে নৌকায় পানি ঢুকে নিমজ্জিত হওয়ার আশঙ্কা দেখা দেয়। এ কারণেই হযরত মূসা (আ.) প্রতিবাদমুখর হয়ে উঠেন। কিন্তু ঐতিহাসিক রেওয়ায়েতে বর্ণিত আছে যে, পানি নৌকায় প্রবেশ করেনি- মু'জিযার কারণে হোক কিংবা খিযির (আ.) কর্তৃক এর কিছুটা মেরামত করার কারণে হোক। বগভীর রেওয়ায়েতে আছে যে, এই তক্তার জায়গায় খিযির (আ.) একটি কাঁচ লাগিয়ে দেন। কুরআনের পূর্বাপর বর্ণনা থেকে জানা যায় যে, নৌকা ডুবে কোনো দুর্ঘটনা ঘটেনি। এর দ্বারা উপরিউক্ত রেওয়ায়েতগুলো সমর্থিত হয়।

حَتَّى إِذَا لَقِيَا غُلَامًا আরবি ভাষায় غُلَامٌ শব্দের অর্থ নাবালেগ বালক। যে বালককে হযরত খিযির (আ.) হত্যা করেন, তার সম্পর্কে অধিকাংশ তাফসীরবিদ বলেন যে, সে নাবালেগ ছিল। পরবর্তী বাক্যে نَفْسًا زَكِيَّةً শব্দ থেকেও তার নাবালকত্বের সমর্থন পাওয়া যায়। কেননা زَكِيَّةً শব্দের অর্থ গোনাহ্ থেকে পবিত্র। এ গুণটি হয় পয়গম্বরদের মধ্যে পাওয়া যায়, না হয় নাবালেগ বাচ্চাদের মধ্যে পাওয়া যায়। নাবালেগদের আমলনামায় কোনো গুনাহ্ লিপিবদ্ধ করা হয় না।

শব্দবিশ্লেষণ :

نَسِيْتُ : সীগাহ واحد متكلم বহছ ماضى معروف বাব ضَرَبَ মাসদার اَلنِّسْيَانُ মূলবর্ণ (ن ـ س ـ ى) জিনস ناقص يائى অর্থ- ভুলে যাওয়া।

كُنَّا نَبْغِ : সীগাহ جمع متكلم বহছ ماضى استمرارى معروف বাব ضَرَبَ মাসদার اَلْبَغْىُ মূলবর্ণ (ب ـ غ ـ ى) জিনস ناقص يائى অর্থ- তালাশ করা।

فَارْتَدَّا : সীগাহ تثنيه مذكر غائب বহছ ماضى معروف বাব اِفْتِعَالٌ মাসদার اَلْاِرْتِدَادُ মূলবর্ণ (ر ـ د ـ د) জিনস مضاعف ثلاثى অর্থ- যে রাস্তায় এসেছে, সে রাস্তায় ফিরে যাওয়া।

لَمْ تُحِطْ : সীগাহ واحد مذكر حاضر বহছ مضارع معروف বাব اِفْعَالٌ মাসদার اَلْاِحَاطَةُ মূলবর্ণ (ح ـ و ـ ط) জিনস اجوف واوى অর্থ- বেষ্টন করে নেওয়া।

أَخَرَقْتَهَا : أ হামযায়ে ইস্তেফহাম। خَرَقْتَ সীগাহ واحد مذكر حاضر বহছ ماضى معروف বাব ضَرَبَ মাসদার اَلْخَرْقُ মূলবর্ণ (خ ـ ر ـ ق) জিনস صحيح অর্থ- ছিদ্রকরা, গর্ত করা।

لِتُغْرِقَ : সীগাহ واحد مذكر حاضر বহছ مضارع معروف বাব اِفْعَالٌ মাসদার اَلْاِغْرَاقُ মূলবর্ণ (غ ـ ر ـ ق) জিনস صحيح অর্থ- ডুবিয়ে দেওয়া।

لَمْ اَقُلْ : সীগাহ واحد متكلم বহছ نفى جحد بلم در فعل مستقبل معروف বাব نَصَرَ মাসদার اَلْقَوْلُ মূলবর্ণ (ق ـ و ـ ل) জিনস اجوف واوى অর্থ- বলা।

لَا تُؤَاخِذْنِىْ : সীগাহ واحد مذكر حاضر বহছ نهى حاضر معروف বাব اَلْمُفَاعَلَةُ মাসদার اَلْمُؤَاخَذَةُ মূলবর্ণ (أ ـ خ ـ ذ) জিনস مهموز فاء অর্থ- গুনাহ এবং ভুলের জন্য পাকড়াও করা, জবাবদিহি করা।

সমাপ্ত

https://e-ilm.weebly.com/

পারা : ১৬

৭৫. তিনি বললেন, আমি কি আপনাকে বলিনি যে, আপনি আমার সঙ্গে ধৈর্যধারণ করতে পারবেন না।	قَالَ اَلَمْ اَقُلْ لَّكَ اِنَّكَ لَنْ تَسْتَطِيْعَ مَعِيَ صَبْرًا ﴿٧٥﴾
৭৬. মূসা বললেন, এর পরও যদি আমি আপনাকে কোনো বিষয়ে জিজ্ঞাসা করি, তবে আমাকে আপনার সঙ্গে রাখবেন না, নিঃসন্দেহে আপনি আমার পক্ষ হতে আপত্তির সীমানায় পৌছেছেন।	قَالَ اِنْ سَاَلْتُكَ عَنْ شَيْءٍۢ بَعْدَهَا فَلَا تُصٰحِبْنِيْ ۚ قَدْ بَلَغْتَ مِنْ لَّدُنِّيْ عُذْرًا ﴿٧٦﴾
৭৭. পুনরায় উভয় চলতে লাগলেন। এ পর্যন্ত যে, যখন তাঁরা কোনো এক গ্রামবাসীদের নিকট উপনীত হলেন, তখন তার অধিবাসীদের নিকট খাবার চাইলেন; কিন্তু তারা তাঁদের মেহমানদারি করতে অস্বীকার করল, ইতোমধ্যে তাঁরা তথায় একটি প্রাচীর পেলেন- যা পতনোন্মুখ হয়েছিল, তখন তিনি তাকে খাড়া করে দিলেন; মূসা (আ.) বললেন, আপনি ইচ্ছা করলে এতে কিছু মজুরি নিতে পারতেন।	فَانْطَلَقَا ٚ حَتّٰٓى اِذَآ اَتَيَآ اَهْلَ قَرْيَةِ ِۨ اسْتَطْعَمَآ اَهْلَهَا فَاَبَوْا اَنْ يُّضَيِّفُوْهُمَا فَوَجَدَا فِيْهَا جِدَارًا يُّرِيْدُ اَنْ يَّنْقَضَّ فَاَقَامَهٗ ؕ قَالَ لَوْ شِئْتَ لَتَّخَذْتَ عَلَيْهِ اَجْرًا ﴿٧٧﴾
৭৮. তিনি বললেন, এটাই আমার ও আপনার মধ্যে পৃথক হওয়ার সময়, আমি আপনাকে সেই সমস্ত বিষয়ের হাকীকত বলে দিচ্ছি যার উপর আপনি ধৈর্যধারণ করতে পারেননি।	قَالَ هٰذَا فِرَاقُ بَيْنِيْ وَبَيْنِكَ ۚ سَاُنَبِّئُكَ بِتَاْوِيْلِ مَا لَمْ تَسْتَطِعْ عَّلَيْهِ صَبْرًا ﴿٧٨﴾

শাব্দিক অনুবাদ :

৭৫. قَالَ তিনি বললেন اَلَمْ اَقُلْ لَّكَ আমি কি আপনাকে বলিনি যে اِنَّكَ لَنْ تَسْتَطِيْعَ مَعِيَ صَبْرًا আপনি আমার সঙ্গে ধৈর্যধারণ করতে পারবেন না।

৭৬. قَالَ মূসা বললেন اِنْ سَاَلْتُكَ যদি আমি আপনাকে জিজ্ঞাসা করি عَنْ شَيْءٍ কোনো বিষয়ে بَعْدَهَا এর পরও فَلَا تُصٰحِبْنِيْ তবে আমাকে আপনার সঙ্গে রাখবেন না قَدْ بَلَغْتَ নিঃসন্দেহে আপনি পৌছেছেন مِنْ لَّدُنِّيْ আমার পক্ষ থেকে। عُذْرًا আপত্তির সীমানায়।

৭৭. فَانْطَلَقَا পুনরায় উভয়ে চলতে লাগলেন حَتّٰٓى اِذَآ اَتَيَآ اَهْلَ قَرْيَةِ এ পর্যন্ত যে, যখন তারা কোনো এক গ্রামবাসীদের নিকট উপনীত হলেন اسْتَطْعَمَآ اَهْلَهَا তখন তার অধিবাসীদের নিকট খাবার চাইলেন فَاَبَوْا اَنْ يُّضَيِّفُوْهُمَا কিন্তু তারা তাদের মেহমানদারি করতে অস্বীকার করল। فَوَجَدَا فِيْهَا جِدَارًا ইতোমধ্যে তারা তথায় একটি প্রাচীর পেলেন يُّرِيْدُ اَنْ يَّنْقَضَّ যা পতনোন্মুখ হয়েছিল فَاَقَامَهٗ তখন তিনি তাকে খাড়া করে দিলেন قَالَ মূসা বললেন لَوْ شِئْتَ আপনি ইচ্ছা করলে। لَتَّخَذْتَ عَلَيْهِ اَجْرًا এতে কিছু মজুরি নিতে পারতেন।

৭৮. قَالَ তিনি বললেন هٰذَا فِرَاقُ بَيْنِيْ وَبَيْنِكَ এটাই আমার ও আপনার মধ্যে পৃথক হওয়ার সময় سَاُنَبِّئُكَ بِتَاْوِيْلِ আমি আপনাকে সে সমস্ত বিষয়ের হাকীকত বলে দিচ্ছি। مَا لَمْ تَسْتَطِعْ عَّلَيْهِ صَبْرًا যার উপর আপনি ধৈর্যধারণ করতে পারেন নি।

https://e-ilm.weebly.com/

৭৯. সে যে নৌকা, বস্তুত তা ছিল কতিপয় দরিদ্র লোকের, (যা দ্বারা) তারা সমুদ্রে জীবিকা অন্বেষণ করত, সুতরাং তাতে খুঁত সৃষ্টি করতে চাইলাম এবং তাদের সম্মুখ দিকে ছিল এক রাজা, যে প্রত্যেক [নিখুঁত] নৌকা বলপূর্বক কেড়ে নিত।	أَمَّا السَّفِينَةُ فَكَانَتْ لِمَسَاكِينَ يَعْمَلُونَ فِي الْبَحْرِ فَأَرَدْتُّ أَنْ أَعِيبَهَا وَكَانَ وَرَاءَهُمْ مَلِكٌ يَأْخُذُ كُلَّ سَفِينَةٍ غَصْبًا ﴿٧٩﴾
৮০. আর ঐ যে বালক, বস্তুত তার পিতামাতা ছিল ঈমানদার, সুতরাং আমার আশঙ্কা হলো যে, সে তাদের উপর অবাধ্যতা ও কুফরের ছায়াপাত করে।	وَأَمَّا الْغُلَامُ فَكَانَ أَبَوَاهُ مُؤْمِنَيْنِ فَخَشِينَا أَنْ يُرْهِقَهُمَا طُغْيَانًا وَكُفْرًا ﴿٨٠﴾
৮১. অতএব, আমার ইচ্ছা হলো যে, তাদের রব তাদেরকে তার পরিবর্তে এমন সন্তান দেন, যে পবিত্রতায় তার চেয়ে উত্তম হয় এবং মহব্বতে তা অপেক্ষা অধিক হয়।	فَأَرَدْنَا أَنْ يُبْدِلَهُمَا رَبُّهُمَا خَيْرًا مِنْهُ زَكَوٰةً وَأَقْرَبَ رُحْمًا ﴿٨١﴾
৮২. আর ঐ যে প্রাচীর, বস্তুত তা ছিল দুটি এতিম বালকের, যারা ঐ শহরেই থাকে এবং সেই প্রাচীরের নীচে তাদের জন্য কিছু ধন পোঁতা ছিল এবং তাদের পিতা সৎ লোক ছিলেন, সুতরাং আপনার প্রতিপালক স্বীয় অনুগ্রহে ইচ্ছা করলেন, তারা যেন যৌবনে উপনীত হয় এবং নিজেদের প্রোথিত ধন বের করে নেয়, আর আমি কোনো কাজ নিজের মতে করিনি; এটা হলো সে সমস্ত বিষয়ের তাৎপর্য যাতে আপনি ধৈর্যধারণ করতে পারেননি।	وَأَمَّا الْجِدَارُ فَكَانَ لِغُلَامَيْنِ يَتِيمَيْنِ فِي الْمَدِينَةِ وَكَانَ تَحْتَهُ كَنْزٌ لَّهُمَا وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا ۚ فَأَرَادَ رَبُّكَ أَنْ يَبْلُغَا أَشُدَّهُمَا وَيَسْتَخْرِجَا كَنْزَهُمَا ۖ رَحْمَةً مِّنْ رَّبِّكَ ۚ وَمَا فَعَلْتُهُ عَنْ أَمْرِي ۚ ذَٰلِكَ تَأْوِيلُ مَا لَمْ تَسْطِعْ عَلَيْهِ صَبْرًا ﴿٨٢﴾ ع

শাব্দিক অনুবাদ :

৭৯. أَمَّا السَّفِينَةُ সেই যে নৌকা فَكَانَتْ لِمَسَاكِينَ বস্তুত তা ছিল কতিপয় দরিদ্র লোকের يَعْمَلُونَ فِي الْبَحْرِ (যা দ্বারা)
তারা সমুদ্রে জীবিকা অন্বেষণ করত فَأَرَدْتُّ أَنْ أَعِيبَهَا সুতরাং তাতে খুঁত সৃষ্টি করতে চাইলাম وَكَانَ وَرَاءَهُمْ مَلِكٌ এবং
তাদের সম্মুখ দিকে ছিল এক রাজা يَأْخُذُ كُلَّ سَفِينَةٍ غَصْبًا যে প্রত্যেকে (নিখুঁত) নৌকা বলপূর্বক কেড়ে নিত।

৮০. وَأَمَّا الْغُلَامُ আর ঐ যে বালক فَكَانَ أَبَوَاهُ مُؤْمِنَيْنِ বস্তুত তার পিতামাতা ছিল ঈমানদার فَخَشِينَا সুতরাং আমার
আশঙ্কা হলো। أَنْ يُرْهِقَهُمَا طُغْيَانًا وَكُفْرًا সে তাদের উপর অবাধ্যতা ও কুফরের ছায়াপাত করে।

৮১. فَأَرَدْنَا অতএব আমার ইচ্ছা হলো যে أَنْ يُبْدِلَهُمَا رَبُّهُمَا তাদের রব তাদেরকে তার পরিবর্তে এমন সন্তান দেন। خَيْرًا
مِنْهُ زَكَوٰةً যে পবিত্রতায় তার চেয়ে উত্তম হয় وَأَقْرَبَ رُحْمًا এবং মহবব্বতে তা অপেক্ষা অধিক হয়।

৮২. وَأَمَّا الْجِدَارُ আর ঐ যে প্রাচীর فَكَانَ لِغُلَامَيْنِ يَتِيمَيْنِ বস্তুত তা ছিল দুটি এতিম বালকের فِي الْمَدِينَةِ যারা ঐ
শহরেই থাকে وَكَانَ تَحْتَهُ كَنْزٌ لَّهُمَا এবং সেই প্রাচীরের নিচে তাদের জন্য কিছু ধন পোঁতা ছিল وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا
এবং তাদের পিতা সৎলোক ছিলেন فَأَرَادَ رَبُّكَ সুতরাং আপনার প্রতিপালক ইচ্ছা করলেন أَنْ يَبْلُغَا أَشُدَّهُمَا তারা
যেন যৌবনে উপনীত হয় وَيَسْتَخْرِجَا كَنْزَهُمَا এবং নিজেদের প্রোথিত ধন বের করে নেয় رَحْمَةً مِّنْ رَّبِّكَ স্বীয়
অনুগ্রহে وَمَا فَعَلْتُهُ عَنْ أَمْرِي আর আমি কোনো কাজ নিজের মতে করিনি ذَٰلِكَ تَأْوِيلُ এটা হলো সে সমস্ত বিষয়ের
তাৎপর্য। مَا لَمْ تَسْطِعْ عَلَيْهِ صَبْرًا যাতে আপনি ধৈর্যধারণ করতে পারেন নি।

https://e-ilm.weebly.com/

৮৩. আর এরা আপনাকে যুলক্বারনাইনের অবস্থা জিজ্ঞাসা করে; আপনি বলে দিন, আমি এখনই তোমাদের সম্মুখে তাঁর বিবরণ বর্ণনা করছি।

وَيَسْـَٔلُوْنَكَ عَنْ ذِي الْقَرْنَيْنِ ؕ قُلْ سَاَتْلُوْا عَلَيْكُمْ مِّنْهُ ذِكْرًا ؕ﴿۸۳﴾

শাব্দিক অনুবাদ :

৮৩. وَيَسْـَٔلُوْنَكَ এরা আপনাকে জিজ্ঞাসা করে عَنْ ذِي الْقَرْنَيْنِ যুলক্বারনাইনের অবস্থা قُلْ আপনি বলে দিন سَاَتْلُوْا عَلَيْكُمْ مِّنْهُ ذِكْرًا আমি এখনই তোমাদের সম্মুখে তার বিবরণ বর্ণনা করছি।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

اَهْلَ قَرْيَةٍ : হযরত খিজির (আ.) যে জনপদে পৌছেন এবং যার অধিবাসী তাঁর আতিথেয়তা করতে অস্বীকার করে, হযরত ইবনে আব্বাস (রা.)-এর রেওয়ায়েতে সেটিকে এন্তাকিয়া ও ইবনে সিরীনের রেওয়ায়েতে 'আইকা' বলা হয়েছে। হযরত আবূ হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত আছে যে, সেটি ছিল উন্দুলূসের একটি জনপদ। -(মাযহারী)

اَمَّا السَّفِيْنَةُ فَكَانَتْ لِمَسٰكِيْنَ : হযরত কা'ব আহবার থেকে বর্ণিত রয়েছে যে, এই নৌকাটি যে দরিদ্রদের ছিল, তারা ছিল দশ ভাই। তন্মধ্যে পাঁচ জন ছিল বিকলাঙ্গ। অবশিষ্ট পাঁচ ভাই মেহনত মজুরি করে সবার জীবিকার ব্যবস্থা করত। নদীতে নৌকা চালিয়ে ভাঁড়া উপার্জন করাই ছিল তাদের মজুরি।

মিসকিনের সংজ্ঞা : কারও কারও মতে মিসকিন এমন ব্যক্তি, যার কাছে কিছুই নেই। কিন্তু আলোচ্য আয়াত থেকে মিসকিনের সঠিক সংজ্ঞা এই জানা যায় যে, অত্যাবশ্যকীয় অভাব পূরণ করার পর যার কাছে নেসাব পরিমাণ মাল অবশিষ্ট থাকে না, সেও মিসকিনের অন্তর্ভুক্ত। কেননা আয়াতে যাদেরকে মিসকিন বলা হয়েছে, তাদের কাছে কমপক্ষে একটি নৌকা তো ছিল, যার মূল্য নেসাবের চাইতে কম নয়। কিন্তু নৌকাটি অত্যাবশ্যকীয় প্রয়োজনাদি পূরণে নিয়োজিত ছিল। তাই তাদেরকে মিসকিন বলা হয়েছে।-(মাযহারী)

فَاَرَدْتُّ اَنْ اَعِيْبَهَا وَكَانَ وَرَآءَهُمْ مَّلِكٌ يَّاْخُذُ كُلَّ سَفِيْنَةٍ غَصْبًا : আল্লামা বগভী হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) থেকে বর্ণনা করেন যে, নৌকাটি যেদিকে যাচ্ছিল, সেখানে একজন জালেম বাদশাহ এই পথে চলাচলকারী সব নৌকা ছিনিয়ে নিত। হযরত খিযির (আ.) এ কারণে নৌকার একটি তক্তা উপড়ে দেন, যাতে জালেম বাদশাহের লোকেরা ভাঙ্গা দেখে নৌকাটি ছেড়ে দেয় এবং দরিদ্ররা বিপদের হাত থেকে বেঁচে যায়।

وَاَمَّا الْغُلٰمُ : হযরত খিযির (আ.) যে বালকটি হত্যা করেন, তার স্বরূপ এই বর্ণনা করেছেন যে, তার প্রকৃতিতে কুফরও পিতা-মাতার অবাধ্যতা নিহিত ছিল। তার পিতা-মাতা ছিল সৎকর্মপরায়ণ লোক। হযরত খিযির (আ.) বলেন : আমার আশঙ্কা ছিল যে, ছেলেটি বড় হয়ে সৎকর্মপরায়ণ পিতা-মাতাকে বিব্রত করবে এবং কষ্ট দেবে। সে কুফরে লিপ্ত হয়ে পিতা-মাতার জন্য ফেৎনা হয়ে দাঁড়াবে এবং তার ভালোবাসায় পিতা-মাতার ঈমানও বিপন্ন হয়ে পড়বে।

فَاَرَدْنَا اَنْ يُّبْدِلَهُمَا رَبُّهُمَا خَيْرًا مِّنْهُ زَكٰوةً وَّاَقْرَبَ رُحْمًا : অর্থাৎ এজন্য আমি ইচ্ছা করলাম যে, আল্লাহ তা'আলা এই সৎকর্মপরায়ণ পিতা -মাতাকে এ ছেলের পরিবর্তে তার চাইতে উত্তম সন্তান দান করুক, যার কাজকর্ম ও চরিত্র হবে পবিত্র এবং সে পিতা-মাতার হকও পূর্ণ করবে।

আয়াতে خَشِيْنَا ও اَرَدْنَا ক্রিয়াপদে উত্তম পুরুষের বহুবচন ব্যবহার করা হয়েছে। এর একটি সম্ভাব্য কারণ এই যে, হযরত খিযির (আ.) এ দু'টি ক্রিয়াপদকে নিজের এবং আল্লাহ তা'আলার সাথে সম্বন্ধ করেছেন। আর এটাও সম্ভব যে, নিজের দিকেই সম্বন্ধ করেছেন। এমতাবস্থায় اَرَدْنَا -এর অর্থ হলো, আমি আল্লাহর কাছে দোয়া করলাম। কেননা এক ছেলের পরিবর্তে অন্য ছেলে দান করা একান্তভাবেই আল্লাহ তা'আলার কাজ। এতে খিযির অথবা অন্য কেউ শরীক হতে পারে না।

এখানে প্রশ্ন হয় যে, ছেলেটি কাফের হবে এবং পিতামাতাকে পথভ্রষ্ট করবে- এ বিষয়টি যদি আল্লাহর জ্ঞানে ছিল তবে তাই বাস্তবায়িত হওয়া জরুরি ছিল। কেননা আল্লাহর জ্ঞানের বিরুদ্ধে কোনো কিছু হতে পারে না।

উত্তর এই যে, আল্লাহর জ্ঞান এই শর্তসহ ছিল যে, সে প্রাপ্তবয়স্ক হলে কাফের হবে এবং পিতামাতার জন্য বিপদ হবে। এরপর যখন সে পূর্বেই নিহত হয়েছে, তখন এই ঘটনা আল্লাহর জ্ঞানের বিপক্ষে নয়।-[মাযহারী]

ইবনে আবী শায়বা, ইবনে মুনযির ও ইবনে আবী হাতেম আতিয়্যার বাচনিক বর্ণনা করেন যে, নিহত ছেলের পিতা-মাতাকে আল্লাহ তা'আলা তার পরিবর্তে একটি কন্যা দান করেন, পরবর্তীকালে যার গর্ভে দু'জন নবী জন্মগ্রহণ করেন। কোনো কোনো রেওয়ায়েতে রয়েছে যে, তাঁর গর্ভ থেকে জন্মগ্রহণকারী নবীর মাধ্যমে আল্লাহ তা'আলা একটি বিরাট উম্মতকে হেদায়েত দান করেন।

وَكَانَ تَحْتَهُ كَنْزٌ لَّهُمَا : হযরত আবুদদারদা রাসূলুল্লাহ ﷺ থেকে বর্ণনা করেন যে, প্রাচীরের নীচে রক্ষিত এতিম বালকদের গুপ্তধন ছিল স্বর্ণ-রৌপ্যের ভাণ্ডার।-(তিরমিযী, হাকিম)

হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) বলেন, সেটি ছিল স্বর্ণের একটি ফলক। তাতে নিম্নলিখিত উপদেশ বাক্যসমূহ লিখিত ছিল। হযরত উসমান ইবনে আফফান (রা.)- ও এই রেওয়ায়েতটি রাসূলুল্লাহ ﷺ থেকে বর্ণনা করেছেন।-[কুরতুবী]

১. বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহীম
২. সে ব্যক্তির ব্যাপারটি আশ্চর্যজনক, যে তাকদীরে বিশ্বাস করে অথচ দুশ্চিন্তাগ্রস্ত হয়।
৩. সে ব্যক্তির ব্যাপারটি আশ্চর্যজনক, যে আল্লাহ তা'আলাকে রিজিকদাতারূপে বিশ্বাস করে; এরপর প্রয়োজনাতিরিক্ত পরিশ্রম ও অনর্থক চেষ্টায় আত্মনিয়োগ করে।
৪. সে ব্যক্তির ব্যাপারটি আশ্চর্যজনক, যে মৃত্যুতে বিশ্বাস রাখে; অথচ আনন্দিত ও প্রফুল্ল থাকে।
৫. সে ব্যক্তির ব্যাপারটি আশ্চর্যজনক, যে পরকালের হিসাব-নিকাশে বিশ্বাস রাখে, অথচ সৎকাজে গাফেল হয়।
৬. সে ব্যক্তির ব্যাপারটি আশ্চর্যজনক, যে দুনিয়ার নিত্যনৈমিত্তিক পরিবর্তন জেনেও নিশ্চিত হয়ে বসে থাকে।
৭. লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহু মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ।

পিতা-মাতার সৎকর্মের উপকার সন্তান -সন্ততিরাও পায়

وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا : এতে ইঙ্গিত রয়েছে যে, হযরত খিযির (আ.) -এর মাধ্যমে এতিম বালকদের জন্য রক্ষিত গুপ্তধনের হেফাজত এজন্য করানো হয় যে, তাদের পিতা একজন সৎকর্মপরায়ণ আল্লাহর প্রিয় বান্দা ছিলেন। তাই আল্লাহ তা'আলা তার সন্তান-সন্ততির উপকারার্থে এ ব্যবস্থা করেন। মুহাম্মদ ইবনে মুনকাদির বলেন : আল্লাহ তা'আলা এক এক বান্দার সৎকর্মপরায়ণতার কারণে তার পরবর্তী সন্তান-সন্ততি, বংশধর ও প্রতিবেশীদের হেফাজত করেন।-[মাযহারী]

হযরত শিবলী (র.) বলতেন : আমি এই শহর এবং সমগ্র এলাকার জন্য শান্তির কারণ। তাঁর ওফাতের পর তাঁর দাফন-সমাপ্ত হওয়ার সাথে সাথে দায়লামের কাফেররা দাজলা নদী অতিক্রম করে বাগদাদ নগরী অধিকার করে। তখন সবাই বলাবলি করতে থাকে যে, আমাদের উপর দ্বিগুণ বিপদ চেপেছে, অর্থাৎ শিবলীর ওফাত ও কাফেরদের হাতে বাগদাদের পতন -(কুরতুবী, ১১ খণ্ড, ২৯ পৃ:)

তাফসীরে মাযহারীতে বলা হয়েছে, আয়াতে এদিকেও ইঙ্গিত রয়েছে যে, আলেমও সৎকর্মপরায়ণদের সন্তান-সন্ততিদের খাতির করা এবং তাদের প্রতি স্নেহপরায়ণ হওয়া উচিত, যে পর্যন্ত না তারা পুরোপুরি পাপাচারে লিপ্ত হয়ে পড়ে।

أَنْ يَبْلُغَا أَشُدَّهُمَا - أَشُدَّ শব্দটি شِدَّةٌ এর বহুবচন। অর্থ শক্তি এবং সে বয়স, যাতে মানুষ পূর্ণ শক্তি অর্জন এবং ভালমন্দের পার্থক্য করতে সক্ষম হয়। ইমাম আবূ হানীফার (র.)-এর মতে পঁচিশ বছর বয়ঃক্রম এবং কারও কারও মতে চল্লিশ বছর বয়ঃক্রম। কেননা কুরআন পাকে রয়েছে- حَتَّى إِذَا بَلَغَ أَشُدَّهُ وَبَلَغَ أَرْبَعِينَ سَنَةً (মাযহারী)

পয়গম্বরসুলভ অলংকার ও আদবের একটি দৃষ্টান্ত : এ দৃষ্টান্তটি বোঝার আগে একটি জরুরি বিষয় বুঝে নেওয়া দরকার। তা এই যে, দুনিয়াতে কোনো ভালো অথবা মন্দ কাজ আল্লাহর ইচ্ছা ব্যতিরেকে সম্পূর্ণ হতে পারে না। ভালোমন্দ সবই আল্লাহর সৃজিত এবং তাঁরই ইচ্ছার অধীন। যে সব বিষয়কে মন্দ বলা হয়, সেগুলো বিশেষ ব্যক্তি অথবা বিশেষ অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে অবশ্যই মন্দ কথিত হওয়ার যোগ্য , কিন্তু সামগ্রিক বিশ্বের প্রকৃতির জন্য সবই জরুরি এবং আল্লাহর সৃষ্টি হিসাবে সবই উত্তম ও রহস্যের উপর নির্ভরশীল।

https://e-ilm.weebly.com/

کوئی برائی نہیں قدرت کی کارخانے میں

মোটকথা দুনিয়াতে যেসব বিপদ ও দুর্ঘটনা ঘটে সেগুলো আল্লাহর ইচ্ছা ব্যতীত ঘটতে পারে না। এদিক দিয়ে প্রত্যেক ভালো মন্দের সৃষ্টিকর্তা আল্লাহ তা'আলাকে বলা যায়। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে আল্লাহর সৃষ্টির দৃষ্টিকোণে কোনো মন্দই মন্দ নয়। তাই আল্লাহ তা'আলাকে মন্দের স্রষ্টা না বলা আদব। কুরআনে উল্লিখিত হযরত ইবরাহীম (আ.)-এর বাক্য এ আদবই শিক্ষা দেয়। তিনি বলেন,

اَلَّذِيْ يُطْعِمُنِىْ وَيَسْقِيْنِ وَاِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِيْنِ- এতে তিনি পানাহার করানোকে আল্লাহর প্রতি সম্পৃক্ত করেছেন, কিন্তু মাঝখানে অসুস্থ হওয়াকে নিজের প্রতি সম্পৃক্ত করে اِذَا مَرِضْتُ বলেছেন অর্থাৎ যখন আমি অসুস্থ হয়ে পড়ি, তখন আল্লাহ তা'আলা আমাকে আরোগ্য দান করেন। এরূপ বলেননি যে, যখন আল্লাহ আমাকে অসুস্থ করে দেন তখন আরোগ্যও দান করেন।

এবার হযরত খিযির (আ.)-এর বাক্যের প্রতি লক্ষ্য করুন। নৌকা ভাঙার ইচ্ছা বাহ্যত একটি দূষণীয় ও মন্দ ইচ্ছা। তাই এ ইচ্ছাকে নিজের প্রতি সম্বন্ধযুক্ত করে اَرَدْتُّ বলেছেন। অতঃপর বালক হত্যা ও তার পরিবর্তে উত্তম সন্তান দান করার মধ্যে হত্যা ছিল মন্দ কাজ এবং উত্তম সন্তান দান করা ছিল ভালো কাজ। তাই এতদুভয়ের ইচ্ছার ক্ষেত্রে বহুবচন প্রয়োগ করে اَرَدْنَا অর্থাৎ 'আমরা ইচ্ছা করলাম' বলেছেন; যাতে বাহ্যিক মন্দ কাজটি নিজের সাথে এবং ভালো কাজটি আল্লাহর সাথে সম্বন্ধযুক্ত হয়। তৃতীয় ঘটনায় প্রাচীর সোজা করা এতিমের গুপ্তধনের হেফাজত করা একটি সম্পূর্ণ ভালো কাজ। তাই একে পুরোপুরি আল্লাহর দিকে সম্পৃক্ত করে فَاَرَادَ رَبُّكَ অর্থাৎ 'আপনার পালনকর্তা ইচ্ছা করলেন' বলেছেন।

হযরত খিযির (আ.) জীবিত আছেন, না ওফাত হয়ে গেছে :

হযরত খিযির (আ.) জীবিত আছেন না তাঁর ওফাত হয়ে গেছে; এ বিষয়ের সাথে কুরআনে বর্ণিত ঘটনার কোনো সম্পর্ক নেই। তাই কুরআন ও হাদীসে স্পষ্টত এ সম্পর্কে কিছু উল্লেখ করা হয়নি। কোনো কোনো রেওয়ায়েত ও উক্তি থেকে অদ্যাবধি তাঁর জীবিত থাকার কথা জানা যায়। কোনো কোনো রেওয়ায়েত থেকে এর বিপরীত বিষয় জানা যায়। ফলে এ ব্যাপারে সর্বকালেই আলেমদের বিভিন্নরূপ মতামত পরিদৃষ্ট হয়েছে। যাদের মতে তিনি জীবিত আছেন, তাদের প্রমাণ হচ্ছে মুস্তাদরাক হাকিম কর্তৃক হযরত আনাস (রা.) থেকে বর্ণিত একটি রেওয়ায়েত। তাতে বলা হয়েছে : যখন রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর ওফাত হয়ে যায়, তখন সাদাকালো দাড়িওয়ালা জনৈক ব্যক্তি আগমন করে এবং ভিড় ঠেলে ভেতরে প্রবেশ করে কান্নাকাটি করতে থাকে। এই আগন্তুক সাহাবায়ে কেরামের দিকে মুখ করে বলতে থাকে।

اِنَّ فِى اللّٰهِ عَزَاءً مِنْ كُلِّ مُصِيْبَةٍ وَعِوَضًا مِنْ كُلِّ فَائِتٍ وَخَلْفًا مِنْ كُلِّ هَالِكٍ فَاِلَى اللّٰهِ فَاَنِيْبُوْا وَاِلَيْهِ فَارْغَبُوْا فَاِنَّمَا الْمَحْرُوْمُ مَنْ حُرِمَ الثَّوَابَ-

"আল্লাহর দরবারেই প্রত্যেক বিপদ থেকে সবর আছে, প্রত্যেক বিলুপ্ত বিষয়ের প্রতিদান আছে : এবং প্রত্যেক ধ্বংসশীল বস্তুর স্থলাভিষিক্ত রয়েছে। তাই তাঁর দিকেই প্রত্যাবর্তন কর। এবং তাঁর কাছেই আগ্রহ প্রকাশ কর। কেননা যে ব্যক্তি বিপদের ছওয়াব থেকে বঞ্চিত হয়, সে-ই প্রকৃত বঞ্চিত।"

আগন্তুক উপরিউক্ত বাক্য বলে বিদায় হয়ে গেলে হযরত আবূ বকর (রা.) ও আলী (রা.) বললেন : ইনি হযরত খিযির (আ.)। মুসলিম শরীফের এক হাদীসে আছে যে, দাজ্জাল মদিনার নিকটবর্তী এক জায়গায় পৌঁছলে মদিনা থেকে এক ব্যক্তি তার মোকাবিলার জন্য বের হবেন। তিনি তৎকালীন লোকদের মধ্যে শ্রেষ্ঠতম হবেন কিংবা শ্রেষ্ঠতম লোকদের অন্যতম হবেন। আবূ ইসহাক বলেন : এ ব্যক্তি হবেন হযরত খিযির (আ.)।

ইবনে আবিদদুনিয়া 'কিতাবুল হাওয়াতিফে' বর্ণনা করেন যে, হযরত আলী (রা.) হযরত খিযির (আ.)-এর সাথে সাক্ষাত করলে তিনি তাঁকে একটি দোয়া বলে দেন। যে ব্যক্তি এই দোয়া প্রত্যক নামাজের পর পাঠ করবে : সে বিরাট ছওয়াব, মাগফেরাত ও রহমত পাবে। দোয়াটি এই :

يَا مَنْ لَا يَشْغَلُهُ سَمْعٌ عَنْ سَمْعٍ وَيَا مَنْ لَا تُغَلِّطُهُ الْمَسَائِلُ وَيَا مَنْ لَا يَبْرَمُ مِنْ اِلْحَاحِ الْمُلِحِّيْنَ اَذِقْنِىْ بَرْدَ عَفْوِكَ وَحَلَاوَةَ مَغْفِرَتِكَ-

https://e-ilm.weebly.com/

"হে ঐ সত্তা , যার এক কথা শোনা অন্য কথা শোনার প্রতিবন্ধক হয় না। হে ঐ সত্তা যাকে একই সময়ে লাখো লাখো কোটি কোটি প্রশ্ন বিভ্রান্ত করে না এবং ঐ সত্তা যিনি দোয়ায় পীড়াপীড়ি করলে এবং বারবার বললে বিরক্ত হন না আমাকে তোমার ক্ষমার স্বাদ আস্বাদন এবং তোমর মাগফিরাতের স্বাদ দান কর।

অতঃপর এ গ্রন্থেই হুবহু এই ঘটনা, এই দোয়া এবং হযরত খিযির (আ.)- এর সাথে সাক্ষাতের ঘটনা হযরত ওমর (রা.) থেকেও বর্ণিত আছে।

পক্ষান্তরে যারা হযরত খিযির (আ.)- এর জীবদ্দশা অস্বীকার করেন, তাদের বড় প্রমাণ হচ্ছে সহীহ মুসলিম। হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে ওমর (আ.) থেকে বর্ণিত একটি হাদীস। হযরত ইবনে ওমর (রা.) বলেন : রাসূলুল্লাহ ﷺ জীবনের শেষ দিকে এক রাত্রে আমাদেরকে নিয়ে এশার নামাজ পড়েন। নামাজ শেষে তিনি দাঁড়িয়ে যান এবং নিম্নোক্ত কথাগুলো বলেন-

أَرَأَيْتَكُمْ لَيْلَتَكُمْ هٰذِهٖ فَإِنَّ عَلٰى رَأْسِ مِائَةِ سَنَةٍ مِنْهَا لَا يَبْقٰى مِمَّنْ هُوَ عَلٰى ظَهْرِ الْأَرْضِ أَحَدٌ-

"তোমরা কি আজকের রাতটি লক্ষ্য করছ? এই রাত থেকে নিয়ে (আগামী) একশ' বছর তাদের কেউই শুরুতে জীবিত থাকবে না আজ যারা পৃথিবীতে জীবিত আছে।"

হযরত ইবনে ওমর (রা.) বলেন : এই রেওয়ায়েত সম্পর্কে অনেকে অনেক রকম ব্যাখ্যা দিয়ে থাকেন। কিন্তু রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর উদ্দেশ্য ছিল এই যে, একশ' বছর অতীত হলে এ শতাব্দী শেষ হয়ে যাবে। মুসলিমে এ রেওয়ায়েতটি হযরত জাবের ইবনে আব্দুল্লাহ (রা.) থেকেও প্রায় এমনি বর্ণিত আছে। কিন্তু রেওয়ায়েতটি বর্ণনা করার পর আল্লামা কুরতুবী (র.) বলেন এর ভাষায় তাদের পক্ষে কোনো প্রমাণ নেই, যারা হযরত খিযির (আ.)-এর জীবদ্দশাকে অস্বীকার করে। কেননা এতে যদিও সমগ্র মানবজাতির জন্য ব্যাপক ভাষা তাগিদ সহকারে প্রয়োগ করা হয়েছে, কিন্তু প্রত্যেক আদম সন্তানই এই ব্যাপকতার অন্তর্ভুক্ত নয়। কারণ আদম সন্তানদের মধ্যে হযরত ঈসা (আ.)-ও একজন। তিনি ওফাত পান নি। এবং নিহতও হননি। কাজেই হাদীসে ব্যবহৃত عَلَى الْأَرْضِ শব্দের মধ্যে যে আলিফ-লাম রয়েছে, বাহ্যত তা عَهْد-এর অর্থ দেয়। এবং এর অর্থ আরব ভূমি ইয়াজুজ-মাজুজের দেশ, প্রাচ্যদেশ ও দীপপুঞ্জ-যেগুলোর নামও আরবরা কোনোদিন শোনেনি। এগুলোসহ সমগ্র ভূ-পৃষ্ঠ হাদীসে বোঝানো হয়নি! এ হচ্ছে আল্লামা কুরতুবীর বক্তব্য। কেউ কেউ হযরত খিযির (আ.)-এর জীবিত থাকার বিষয় সম্পর্কে সন্দেহ প্রকাশ করে বলেন যে, তিনি রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর আমলে জীবিত থাকলে তাঁর কাছে উপস্থিত হয়ে ইসলামের সেবায় আত্মনিয়োগ করা তাঁর জন্য অপরিহার্য ছিল। কেননা হাদীসে বলা হয়েছে لَوْ كَانَ مُوْسٰى حَيًّا لَمَا وَسِعَهُ إِلَّا اتِّبَاعِيْ অর্থাৎ মূসা (আ.)- জীবিত থাকলে আমার অনুসরণ করা ছাড়া তাঁর গত্যন্তর ছিল না। (কারণ আমার আগমনের ফলে তাঁর ধর্ম রহিত হয়ে গেছে)। কিন্তু এটা অসম্ভব যে, হযরত খিযির (আ.) -এর জীবন ও নবুয়ত সাধারণ পয়গম্বরদের থেকে ভিন্নরূপ হবে। তাঁকে আল্লাহর পক্ষ থেকে সৃষ্টিগত দায়িত্ব অর্পণ করা হয়েছে। তাই তিনি সাধারণ মানুষ থেকে আলাদাভাবে নিজের কাজে নিয়োজিত আছেন। শরিয়তে মুহাম্মদীর অনুসরণের ব্যাপারে এটা সম্ভব যে, তিনি রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর নবুয়তের পর এ শরিয়তের অনুরসণ করে চলেছেন।

আবূ হাইয়্যান বাহরে-মুহীত গ্রন্থে খিযির (আ.)-এর সাথে কয়েকজন বুযুর্গের সাক্ষাতের ঘটনা বর্ণনা করেছেন। কিন্তু সাথে সাথে একথাও বলেছেন যে, وَالْجُمْهُوْرُ عَلٰى أَنَّهُ مَاتَ -অর্থাৎ সাধারণ আলেমগণের মতে তাঁর ওফাত হয়ে গেছে। (ষষ্ঠ খণ্ড ১৪৭)

তাফসীর মাযহারীতে কাজী সানাউল্লাহ বলেন : হযরত সাইয়্যেদ আহমদ সেরহিন্দী মুজাদ্দিদে আলফে সানী তাঁর কাশফের মাধ্যমে যে কথা বলেছেন, তার মধ্যেই সব বিতর্কের সমাধান নিহিত আছে। তিনি বলেন : আমি নিজে কাশফ জগতে হযরত খিযির (আ.) কে এ ব্যাপারে জিজ্ঞেস করেছি। তিনি বলেছেন : আমি ও ইলয়াস (আ.) উভয়ই জীবিত নই। কিন্তু আল্লাহ তা'আলা আমাদেরকে এরূপ ক্ষমতা দান করেছেন যে, আমরা জীবিত মানুষের বেশ ধারণ করে বিভিন্নভাবে মানুষকে সাহায্য করতে পারি।

আমি পূর্বেই বলেছি যে, হযরত খিযির (আ.) -এর মৃত্যু ও জীবদ্দশার সাথে আমাদের কোনো বিশ্বাসগত অথবা কর্মগত বিষয় জড়িত নয়। এ কারণেই কুরআন ও হাদীসে এ সম্পর্কে স্পষ্টভাবে কোনো কিছু বলা হয়নি। তাই এ ব্যাপারে অতিরিক্ত আলোচনা ও খোঁজাখুঁজির প্রয়োজন নেই। কোনো একদিকের উপর বিশ্বাস রাখাও আমাদের জন্য জরুরি নয়। কিন্তু প্রশ্নটি জনগণের মধ্যে বহুল প্রচলিত, তাই উল্লিখিত বিবরণ উদ্ধৃত করা হয়েছে।

https://e-ilm.weebly.com/

وَيَسْئَلُوْنَكَ অর্থাৎ তারা আপনাকে প্রশ্ন করে। কারা প্রশ্ন করেছিল– এ সম্পর্কে রেওয়ায়েত থেকে জানা যায় যে, তারা ছিল মক্কার কুরাইশ সম্প্রদায়। মদিনার ইহুদিরা তাদেরকে রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর নবুয়ত ও সততা যাচাই করার জন্য তিনটি প্রশ্ন বলে দিয়েছিল : রূহ, আসহাবে কাহ্ফ ও যুলকারনাইন সম্পর্কে। তন্মধ্যে দু'টি প্রশ্নের জওয়াব পূর্বে বর্ণিত হয়েছে। আলোচ্য আয়াতে তৃতীয় প্রশ্নের জওয়াব বর্ণিত হচ্ছে যে, যুলকারনাইন কে ছিল এবং তার কি অবস্থা ছিল?– (বাহরে মুহীত)

শব্দ বিশ্লেষণ :

اِسْتَطْعَمَا : সীগাহ تثنية مذكر غائب বহছ ماضى معروف বাব اِسْتِفْعَالٌ মাসদার اَلْاِسْتِطْعَامُ মূলবর্ণ (ط - ع - م) জিনস صحيح অর্থ–তারা খাবার চাইলেন।

فَاَبَوْا : সীগাহ جمع مذكر غائب বহছ ماضى معروف বাব فَتَحَ মাসদার اِبَاءٌ ও اِبَاءَةٌ মূলবর্ণ (ا - ب - ى) জিনস মুরাক্কাব (ناقص يائى এবং مهموز فاء) অর্থ- তারা অস্বীকার করল।

شِئْتَ : সীগাহ واحد مذكر حاضر বহছ ماضى معروف বাব فَتَحَ মাসদার اَلْمَشِيْئَةُ মূলবর্ণ (ش - ى - ء) জিনস মুরাক্কাব (مهموز لام ও اجوف يائى) অর্থ- আপনি ইচ্ছা করলে।

سَأُنَبِّئُكَ : সীগাহ واحد متكلم বহছ مضارع معروف বাব تَفْعِيْل মাসদার تَنْبِئَةٌ মূলবর্ণ (ن - ب - ء) জিনস مهموز لام অর্থ- আমি আপনাকে বলে দিচ্ছি।

اَنْ اَعِيْبَهَا : সীগাহ واحد متكلم বহছ مضارع معروف বাব ضَرَبَ মাসদার عَيْبٌ মূলবর্ণ (ع - ى - ب) জিনস اجوف يائى অর্থ- আমি তাতে খুঁত সৃষ্টি করতে।

فَخَشِيْنَا : সীগাহ جمع متكلم বহছ ماضى معروف বাব سَمِعَ মাসদার خَشْيَةٌ মূলবর্ণ (خ - ش - ى) জিনস ناقص يائى অর্থ– সুতরাং আমার আশঙ্কা হলো।

يَسْتَخْرِجَا : সীগাহ تثنية مذكر غائب বহছ مضارع معروف বাব اِسْتِفْعَالٌ মাসদার اِسْتِخْرَاجٌ মূলবর্ণ (خ - ر - ج) জিনস صحيح অর্থ– তারা বের করে নেয়।

سَاَتْلُوْا : সীগাহ واحد متكلم বহছ مضارع معروف বাব نَصَرَ মাসদার اَلتِّلَاوَةُ মূলবর্ণ (ت - ل - و) জিনস ناقص واوى অর্থ আমি এখনই বর্ণনা করছি।

বাক্য বিশ্লেষণ :

فَاَرَدْتُّ اَنْ اَعِيْبَهَا وَكَانَ وَرَآءَهُمْ مَّلِكٌ يَّاْخُذُ كُلَّ سَفِيْنَةٍ غَصْبًا : এখানে فَاء হরফটি عطف -এর হরফ اَرَدْتُّ فعل এবং تُ ফায়েল এবং اَنْ اَعِيْبَهَا মাসদারে মুআউওয়াল হয়ে اَرَدْتُّ ফে'লের مفعول অতঃপর واو হরফটি حالية এবং كَانَ ফে'লে নাকেস وَرَآءَهُمْ যরফ হয়ে উহ্য خبر مقدم -এর সাথে متعلق এবং এটা أمام ও خلف উভয় অর্থেই ব্যবহৃত হতে পারে। আর مَلِكٌ হলো كان ফে'লের اسم مؤخر আর يَأْخُذُ বাক্যটি হলো صفة আর كُلَّ মুযাফ এবং سَفِيْنَةٍ মুযাফ ইলাই; এখন মুযাফ ও মুযাফ ইলাইহি মিলে مفعول আর غَصْبًا হলো اخذ -এর نوع বর্ণনা করার কারণে মাফউলে মুতলাক, আবার এটা حال হওয়াও বৈধ আছে। (ই'রাবুল কুরআন ৪র্থ খণ্ড; পৃ. ৫৩০)

https://e-ilm.weebly.com/

৮৪. আমি তাঁকে ভূপৃষ্ঠে রাজত্ব দিয়েছিলাম এবং তাঁকে প্রত্যেক প্রকারের আসবাব দান করেছিলাম।	اِنَّا مَكَّنَّا لَهٗ فِى الْاَرْضِ وَاٰتَيْنٰهُ مِنْ كُلِّ شَىْءٍ سَبَبًا ﴿٨٤﴾
৮৫. অনন্তর তিনি এক পথ ধরে চললেন।	فَاَتْبَعَ سَبَبًا ﴿٨٥﴾
৮৬. চলতে চলতে যখন তিনি সূর্যাস্তের দেশে [পশ্চিম দিকের জনপদের শেষ সীমায়] পৌঁছলেন, তখন তিনি সূর্যকে এক কালো বর্ণের পানির মধ্যে অস্ত যেতে দেখলেন এবং তিনি তথায় এক জাতিকে দেখতে পেলেন [যারা বিধর্মী ছিল]; আমি বললাম, হে যুলক্বারনাইন! হয় [হত্যাদি দ্বারা] শাস্তি দিন, না হয় এদের সাথে নম্র ব্যবহার করুন।	حَتّٰۤى اِذَا بَلَغَ مَغْرِبَ الشَّمْسِ وَجَدَهَا تَغْرُبُ فِىْ عَيْنٍ حَمِئَةٍ وَّوَجَدَ عِنْدَهَا قَوْمًا ۬ؕ قُلْنَا يٰذَا الْقَرْنَيْنِ اِمَّاۤ اَنْ تُعَذِّبَ وَاِمَّاۤ اَنْ تَتَّخِذَ فِيْهِمْ حُسْنًا ﴿٨٦﴾
৮৭. যুলক্বারনাইন বললেন, হাঁ, যে ব্যক্তি অনাচার করতে থাকবে, বস্তুত তাকে তো [দুনিয়াতে] শাস্তি প্রদান করব, অতঃপর [মৃত্যুর পর] তাকে তার প্রতিপালকের নিকট উপস্থিত করা হবে, তখন তিনি তাকে কঠোর শাস্তি দিবেন।	قَالَ اَمَّا مَنْ ظَلَمَ فَسَوْفَ نُعَذِّبُهٗ ثُمَّ يُرَدُّ اِلٰى رَبِّهٖ فَيُعَذِّبُهٗ عَذَابًا نُّكْرًا ﴿٨٧﴾
৮৮. আর যে ব্যক্তি ঈমান আনবে এবং নেক কাজ করবে, তার জন্য বিনিময়ে রয়েছে কল্যাণ এবং আমরা আমাদের আচরণে তার সাথে নম্র কথা বলব।	وَاَمَّا مَنْ اٰمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا فَلَهٗ جَزَآءَ ۨالْحُسْنٰى ۚ وَسَنَقُوْلُ لَهٗ مِنْ اَمْرِنَا يُسْرًا ﴿٨٨﴾

শাব্দিক অনুবাদ :

৮৪. اِنَّا مَكَّنَّا لَهٗ فِى الْاَرْضِ আমি তাকে ভূপৃষ্ঠে রাজত্ব দিয়েছিলাম وَاٰتَيْنٰهُ এবং তাকে দান করেছিলাম مِنْ كُلِّ شَىْءٍ سَبَبًا প্রত্যেক প্রকারের আসবাব।

৮৫. فَاَتْبَعَ سَبَبًا অনন্তর তিনি এক পথ ধরে চললেন।

৮৬. حَتّٰۤى اِذَا بَلَغَ চলতে চলতে যখন তিনি পৌঁছলেন مَغْرِبَ الشَّمْسِ সূর্যাস্তের দেশে وَجَدَهَا, তখন তিনি সূর্যকে দেখলেন تَغْرُبُ অস্ত যেতে فِىْ عَيْنٍ حَمِئَةٍ এক কালো বর্ণের পানির মধ্যে وَّوَجَدَ عِنْدَهَا এবং তিনি তথায় দেখতে পেলেন قَوْمًا এক জাতিকে قُلْنَا আমি বললাম يٰذَا الْقَرْنَيْنِ হে যুলক্বারনাইন اِمَّاۤ اَنْ تُعَذِّبَ হয় শাস্তি দিন وَاِمَّاۤ اَنْ تَتَّخِذَ فِيْهِمْ حُسْنًا না হয় এদের সাথে নম্র ব্যবহার করুন।

৮৭. قَالَ যুলক্বারনাইন বললেন اَمَّا مَنْ ظَلَمَ যে ব্যক্তি অনাচার করতে থাকবে فَسَوْفَ نُعَذِّبُهٗ বস্তুত তাকে তো শাস্তি প্রদান করব ثُمَّ يُرَدُّ اِلٰى رَبِّهٖ অতঃপর তাকে তার প্রতিপালকের নিকট উপস্থিত করা হবে। فَيُعَذِّبُهٗ عَذَابًا نُّكْرًا তখন তিনি তাকে কঠোর শাস্তি দিবেন।

৮৮. وَاَمَّا مَنْ اٰمَنَ, আর যে ব্যক্তি ঈমান আনবে وَعَمِلَ صَالِحًا এবং নেক কাজ করবে فَلَهٗ جَزَآءَ ۨالْحُسْنٰى তার জন্য বিনিময় রয়েছে কল্যাণ। وَسَنَقُوْلُ لَهٗ مِنْ اَمْرِنَا يُسْرًا এবং আমরা আমাদের আচরণে তার সাথে নম্র কথা বলব।

https://e-ilm.weebly.com/

৮৯. অতঃপর তিনি [পূর্ব দিকে] অপর এক পথ ধরে চললেন।	ثُمَّ اَتْبَعَ سَبَبًا ﴿٨٩﴾
৯০. এক পর্যায়ে যখন তিনি সূর্যোদয়ের স্থানে পৌছলেন, তখন সূর্যকে এমন এক সম্প্রদায়ের [বসতির] উপর উদিত হতে দেখলেন, যাদের জন্য আমি সূর্যের সম্মুখে কোনো আবরণ রাখিনি।	حَتّٰۤى اِذَا بَلَغَ مَطْلِعَ الشَّمْسِ وَجَدَهَا تَطْلُعُ عَلٰى قَوْمٍ لَّمْ نَجْعَلْ لَّهُمْ مِّنْ دُوْنِهَا سِتْرًا ﴿٩٠﴾
৯১. ঘটনা এরূপই; আর যুলক্বারনাইনের নিকট যা ছিল, ঐ বিষয়ে আমার পূর্ণ খবর আছে।	كَذٰلِكَ ؕ وَقَدْ اَحَطْنَا بِمَا لَدَيْهِ خُبْرًا ﴿٩١﴾
৯২. অতঃপর তিনি [প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য জয় করে] অন্য এক পথ ধরে চললেন।	ثُمَّ اَتْبَعَ سَبَبًا ﴿٩٢﴾
৯৩. অবশেষে যখন দুই পর্বতের মধ্যবর্তী স্থানে পৌছলেন, তখন তিনি সেই পর্বতদ্বয়ের সম্মুখে এমন এক সম্প্রদায়কে দেখলেন, যারা (তার কথা) একেবারেই বুঝতে পারছিল না।	حَتّٰۤى اِذَا بَلَغَ بَيْنَ السَّدَّيْنِ وَجَدَ مِنْ دُوْنِهِمَا قَوْمًا ۙ لَّا يَكَادُوْنَ يَفْقَهُوْنَ قَوْلًا ﴿٩٣﴾
৯৪. তারা বলল, হে যুলক্বারনাইন! ইয়াজুজ ও মাজুজ সম্প্রদায় এ দেশে বড় উৎপাত করে, অতএব, আমরা কি আপনাকে কিছু চাঁদা সংগ্রহ করে দিব– এ শর্তে যে, আপনি আমাদের ও তাদের মধ্যে একটি প্রাচীর নির্মাণ করে দিবেন।	قَالُوْا يٰذَا الْقَرْنَيْنِ اِنَّ يَاْجُوْجَ وَمَاْجُوْجَ مُفْسِدُوْنَ فِى الْاَرْضِ فَهَلْ نَجْعَلُ لَكَ خَرْجًا عَلٰۤى اَنْ تَجْعَلَ بَيْنَنَا وَبَيْنَهُمْ سَدًّا ﴿٩٤﴾

শাব্দিক অনুবাদ :

৮৯. ثُمَّ অতঃপর اَتْبَعَ سَبَبًا তিনি অপর এক পথ ধরে চললেন।

৯০. حَتّٰۤى اِذَا بَلَغَ এক পর্যায়ে যখন তিনি পৌছলেন مَطْلِعَ الشَّمْسِ সূর্যোদয়ের স্থানে وَجَدَهَا তখন সূর্যকে দেখলেন تَطْلُعُ عَلٰى قَوْمٍ এমন এক সম্প্রদায়ের উপর উদিত হতে لَّمْ نَجْعَلْ لَّهُمْ যাদের জন্য আমি রাখিনি مِّنْ دُوْنِهَا سِتْرًا সূর্যের সম্মুখে কোনো আবরণ।

৯১. كَذٰلِكَ ঘটনা এরূপই وَقَدْ اَحَطْنَا بِمَا لَدَيْهِ خُبْرًا আর যুলক্বারনাইনের নিকট যা ছিল ঐ বিষয়ে আমার পূর্ণ খবর আছে।

৯২. ثُمَّ অতঃপর اَتْبَعَ سَبَبًا তিনি অন্য এক পথ ধরে চললেন।

৯৩. حَتّٰۤى اِذَا بَلَغَ অবশেষে যখন পৌছলেন بَيْنَ السَّدَّيْنِ দুই পর্বতের মধ্যবর্তী স্থানে وَجَدَ مِنْ دُوْنِهِمَا قَوْمًا তখন তিনি সেই পর্বতদ্বয়ের এমন সম্মুখে এক সম্প্রদায়কে দেখলেন لَّا يَكَادُوْنَ يَفْقَهُوْنَ قَوْلًا তারা (তার কথা) একেবারেই বুঝতে পারছিল না।

৯৪. قَالُوْا তারা বলল يٰذَا الْقَرْنَيْنِ হে যুলক্বারনাইন اِنَّ يَاْجُوْجَ وَمَاْجُوْجَ ইয়াজুজ ও মাজুজ সম্প্রদায় مُفْسِدُوْنَ فِى الْاَرْضِ এদেশে বড় উৎপাত করে فَهَلْ نَجْعَلُ لَكَ خَرْجًا আমরা কি আপনাকে কিছু চাঁদা সংগ্রহ করে দিব عَلٰۤى اَنْ تَجْعَلَ এ শর্তে যে, আপনি নির্মাণ করে দিবেন بَيْنَنَا وَبَيْنَهُمْ আমাদের ও তাদের মধ্যে سَدًّا একটি প্রাচীর।

https://e-ilm.weebly.com/

৯৫. যুলক্বারনাইন বললেন, আমার প্রতিপালক আমাকে যে সম্পদের অধিকারী করেছেন তাই প্রচুর। অতএব, তোমরা কেবল দৈহিক শক্তি দ্বারা আমার সাহায্য কর, আমি তোমাদের ও তাদের মধ্যে অতিশয় মজবুত প্রাচীর গড়ে দিব।

قَالَ مَا مَكَّنِّي فِيهِ رَبِّي خَيْرٌ فَأَعِينُونِي بِقُوَّةٍ أَجْعَلْ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ رَدْمًا ﴿٩٥﴾

৯৬. তোমরা আমাকে লোহার পাতসমূহ এনে দাও; অবশেষে যখন দুই পর্বতশৃঙ্গের মধ্যবর্তী স্থানকে [স্তরে স্তরে লৌহপাত সাজিয়ে] পর্বতদ্বয়ের সমান করে ফেলল, তখন আদেশ দিলেন যে, তোমরা হাঁপরে দম দিতে থাক; এমনকি যখন তারা তাকে অগ্নির মতো উত্তপ্ত করে ফেলল, তখন বললেন, এখন আমার নিকট প্রগলিত তামা নিয়ে এসো,– তাতে ঢেলে দেই।

آتُونِي زُبَرَ الْحَدِيدِ ۖ حَتَّىٰ إِذَا سَاوَىٰ بَيْنَ الصَّدَفَيْنِ قَالَ انفُخُوا ۖ حَتَّىٰ إِذَا جَعَلَهُ نَارًا قَالَ آتُونِي أُفْرِغْ عَلَيْهِ قِطْرًا ﴿٩٦﴾

শাব্দিক অনুবাদ :

৯৫. قَالَ যুলক্বারনাইন বললেন مَا مَكَّنِّي فِيهِ رَبِّي خَيْرٌ আমার প্রতিপালক আমাকে যে সম্পদের অধিকারী করেছেন তাই প্রচুর فَأَعِينُونِي بِقُوَّةٍ অতএব তোমরা কেবল দৈহিক শক্তি দ্বারা আমার সাহায্য কর أَجْعَلْ আমি দিব بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ তোমাদের ও তাদের মধ্যে رَدْمًا অতিশয় মজবুত প্রাচীর।

৯৬. آتُونِي তোমরা আমাকে এনে দাও زُبَرَ الْحَدِيدِ লোহার পাতসমূহ حَتَّىٰ إِذَا سَاوَىٰ অবেশেষে যখন সমান করে ফেলল بَيْنَ الصَّدَفَيْنِ দুই পর্বতশৃঙ্গের মধ্যবর্তী স্থানকে قَالَ তখন আদেশ দিলেন انفُخُوا তোমরা দম হাঁপরে দিতে থাক حَتَّىٰ إِذَا جَعَلَهُ نَارًا এমনকি যখন তারা তাকে অগ্নির মতো উত্তপ্ত করে ফেলল قَالَ তখন বললেন آتُونِي أُفْرِغْ عَلَيْهِ قِطْرًا এখন আমার নিকট প্রজ্বলিত তামা নিয়ে এসো তাতে ঢেলে দেই।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

যুলকারনাইন কে ছিলেন, কোন যুগে ও কোন দেশে ছিলেন এবং তার নাম যুলকারনাইন হলো কেন? যুলকারনাইন নামকরণের হেতু সম্পর্কে বহু উক্তি ও তীব্র মতভেদ পরিদৃষ্টি হয়। কেউ বলেন : তাঁর মাথার চুলে দু'টি গুচ্ছ ছিল। তাই যুলকারনাইন, (দুই গুচ্ছওয়ালা) আখ্যায়িত হয়েছেন। কেউ বলেন : পাশ্চাত্য ও প্রাচ্য দেশসমূহ জয় করার কারণে যুলকারনাইন খেতাবে ভূষিত হয়েছেন। কেউ এমনও বলেছেন যে, তার মাথায় শিঙ এর অনুরূপ দু'টি চিহ্ন ছিল। কোনো কোনো রেওয়ায়েতে রয়েছে যে, তাঁর মাথায় দু'টি ক্ষতচিহ্ন ছিল। وَاللّٰهُ اَعْلَمُ

কিন্তু এটা নিশ্চিত যে, কুরআন স্বয়ং তাঁর নাম যুলকারনাইন রাখেনি, বরং ইহুদিরা এ নাম বলেছিল। বোধ হয় তিনি তাদের কাছে এ নামেই খ্যাত ছিলেন। যুলকারনাইনের ঘটনা সম্পর্কে কুরআন পাক যা বর্ণনা করেছেন তা এই :

তিনি একজন সৎ ও ন্যায়পরায়ণ বাদশাহ ছিলেন এবং পাশ্চাত্য ও প্রাচ্যদেশসমূহ জয় করেছিলেন। এসব দেশে তিনি সুবিচার ও ইনসাফের রাজত্ব প্রতিষ্ঠিত করেছিলেন। আল্লাহ তা'আলার পক্ষ থেকে তার লক্ষ্য অর্জনের জন্য সর্বপ্রকার সাজ-সরঞ্জাম দান করা হয়েছিল। তিন দিগ্বিজয়ে বের হয়ে পৃথিবীর তিন প্রান্তে পৌঁছেছিলেন-পাশ্চাত্যের শেষ প্রান্তে, প্রাচ্যের শেষ প্রান্তে এবং উত্তরে পর্বতমালার পাদদেশ পর্যন্ত। এখানেই তিনি দুই পর্বতের মধ্যবর্তী গিরিপথকে একটি সুবিশাল লৌহ প্রাচীর দ্বারা বন্ধ করে দিয়েছিলেন। ফলে ইয়াজূজ মাজূজের লুটতরাজ থেকে এলাকার জনগণ নিরাপদ হয়ে যায়।

https://e-ilm.weebly.com/

রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর নবুয়ত ও সত্যতা যাচাই করার উদ্দেশ্যে প্রশ্ন উত্থাপনকারী ইহুদিরা এই জওয়াব শুনে সন্তুষ্ট হয়ে যায়। তারা আর অতিরিক্ত কোনো প্রশ্ন করেনি যে, তাঁর নাম কেন যুলকারনাইন ছিল এবং তিনি কোন দেশে কোন যুগে বিদ্যমান ছিলেন? এতে বোঝা যায় যে, এসব প্রশ্নকে স্বয়ং ইহুদিরাও অনাবশ্যক ও অনর্থক মনে করেছে। বলাবাহুল্য, কুরআন পাক ইতিহাস ও কাহিনীর ততটুকু অংশই উল্লেখ করে, যতটুকুর সাথে কোনো ধর্মীয় বা পার্থিব উপকার জড়িত থাকে অথবা যার উপর কোনো জরুরি বিষয় নির্ভরশীল থাকে। তাই এসব বিষয় কুরআন পাক বর্ণনা করেনি এবং কোনো সহীহ হাদীসেও এসব প্রশ্নের উত্তর নেই। যেহেতু কুরআন মাজীদের কোনো আয়াত বোঝা এগুলোর উপর নির্ভরশীল নয়, তাই পূর্ববর্তী সাহাবী ও তাবেয়ীগণ এসব বিষয়ের প্রতি মনোযোগ দেননি।

এখন এসব প্রশ্ন সমাধানের একমাত্র সম্বল হচ্ছে ঐতিহাসিক রেওয়ায়েত অথবা বর্তমান তাওরাত ও ইঞ্জীল। বলা বাহুল্য, উপর্যুপরি পরিবর্তন ও পরিবর্ধনের ফলে বর্তমান তাওরাত এবং ইঞ্জীলও তাদের ঐশী গ্রন্থের মর্যাদা হারিয়ে ফেলেছে। এগুলো এখন বলতে গেলে পুরানা কাহিনীর পর্যায়ভুক্ত। এগুলো বর্তমানে প্রাচীন ঐতিহাসিক রেওয়ায়েত এবং ইসরাঈলী কিস্সা-কাহিনীতে পরিপূর্ণ। এসব কাহিনীর কোনো সনদ নেই এবং কোনো জমানার সুধীবৃন্দের কাছেও এগুলো নির্ভরযোগ্য পরিগণিত হয় 'নি। তাফসীরবিদগণও এ ব্যাপারে যা কিছু লিখেছেন, তাও এক ধরনের ঐতিহাসিক রেওয়ায়েতের সমষ্টি মাত্র। ফলে তাদের মধ্যে মতভেদের অন্ত নেই। বর্তমানকালে ইউরোপীয়রা ইতিহাসকে অত্যধিক গুরুত্ব দান করেছে। তারা এ বিষয়ের গবেষণায় অপরিসীম অধ্যবসায় ও পরিশ্রম নিয়োজিত করেছে। প্রাচীন ধ্বংসাবশেষ খনন করে সেখান থেকে বিভিন্ন শিলালিপি উদ্ধার করেছে এবং সেগুলোর সাহায্যে পুরাতত্ত্বের স্বরূপ আবিষ্কারে অভূতপূর্ব কৃতিত্ব অর্জন করেছে। কিন্তু প্রাচীন ধ্বংসাবশেষ খনন করে প্রাপ্ত শিলালিপির মাধ্যমে কোনো ঘটনার সমর্থনে সাহায্য পাওয়া গেলেও সেগুলো দ্বারা ঘটনার পাঠোদ্ধার সম্ভবপর নয়। এর জন্য ঐতিহাসিক রেওয়ায়েতসমূহের অবস্থা একটু আগেই জানা গেছে যে, এগুলোর মর্যাদা কিস্সা-কাহিনীর চাইতে অধিক নয়। প্রাচীন ও আধুনিক তাফসীরবিদগণ নিজ নিজ গ্রন্থে এসব রেওয়াতে ঐতিহাসিক দৃষ্টিভঙ্গিতেই উদ্ধৃত করেছেন। এখানেও দৃষ্টিভঙ্গিতেই যতটুকু প্রয়োজন ততটুকু লেখা হচ্ছে। মাওলানা হিফজুর রহমান (র.) 'কাসাসুল-কুরআন' গ্রন্থে এ ঘটনার পূর্ণ বিবরণ লিপিবদ্ধ করেছেন। ইতিহাসের কৌতুহলী পাঠক সেখানে দেখে নিতে পারেন।

কোনো কোনো রেওয়ায়েতে রয়েছে যে, সমগ্র বিশ্বে শাসনক্ষমতা প্রতিষ্ঠাকারী চার জন সম্রাট অতিক্রান্ত হয়েছেন। তন্মধ্যে দু'জন ছিলেন মুমিন এবং দু'জন কাফের। মুমিন দু'জন হলেন হযরত সোলায়মান (আ.) ও যুলকারনাইন এবং কাফের দু'জন হলো নমরুদ ও বখতে নসর।

আশ্চর্যের বিষয় এই যে, যুলকারনাইন নামে পৃথিবীতে একাধিক ব্যক্তি খ্যাতি লাভ করেছেন এবং এটাও আশ্চর্যের ব্যাপারে যে, প্রতি যুগের যুলকারনাইনের সাথেই সিকান্দার (আলেকজাণ্ডার) উপাধিটিও যুক্ত রয়েছে। খ্রিস্টের প্রায় তিনশ' বছর পূর্বে সিকান্দার নামে একজন সম্রাট প্রসিদ্ধ ও সুবিদিত ছিলেন তাকে সিকান্দার গ্রীক, মকদুনী, রুমী ইত্যাদি উপাধিতেও স্মরণ করা হতো। তার মন্ত্রী ছিলেন এরিস্টটল এবং তিনি দারার বিরুদ্ধে যুদ্ধ করে তাকে হত্যা করে তার রাজ্য জয় করেন। সিকান্দার নামে খ্যাতি লাভকারী সর্বশেষ ব্যক্তি তিনিই ছিলেন। তার কাহিনী জগতে অধিক প্রসিদ্ধ। কেউ কেউ তাকে কুরআনে উল্লিখিত যুলকারনাইন বলে অভিমত দিয়েছেন। এটা সম্পূর্ণ ভ্রান্ত। কেননা তিনি অগ্নিপূজারী মুশরিক ছিলেন। কুরআন পাকে যে যুলকারনাইনের উল্লেখ রয়েছে, তার নবী হওয়ার ব্যাপারে মতভেদ রয়েছে, কিন্তু ঈমানদার ও সৎকর্মপরায়ণ হওয়ার ব্যাপারে সবাই একমত। কুরআনের আয়াত তাঁর পক্ষে সাক্ষ্য দেয়।

হাফেজ ইবনে কাসীর 'আল বেদায়াহ ওয়ান-নেহায়াহ' গ্রন্থে ইবনে আসাকিরের বরাত দিয়ে তার পূর্ণ বংশ তালিকা লিপিবদ্ধ করেছেন, যা উপরে পৌছে হযরত ইবরাহীম (আ.) এর সাথে মিলে যায়। তিনি বলেছেন : এই সিকান্দারই গ্রীক, মিসরী মকদুনী নামে পরিচিত। তিনি নিজের নামে আলেকজান্দ্রিয়া শহর পত্তন করেন। রোমের ইতিহাস তার আমল থেকেই আরম্ভ হয়। তার আমল প্রথম সিকান্দার যুলকারনাইন থেকে দু'হাজার বছরেরও অধিককাল পর। তিনিই দারাকে হত্যা করেন এবং পারস্য সম্রাটদেরকে পরাভূত করে তাদের দেশ জয় করেন। কিন্তু এই ব্যক্তি ছিল মুশরিক। তাকে কুরআনে উল্লিখিত যুলকারনাইন বলা নিতান্তই ভুল। ইবনে কাসীরের ভাষা এরূপ :

https://e-ilm.weebly.com/

https://e-ilm.weebly.com/

মওলানা হিফযুর রহমান কাসাসুল কুরআনে যুলকারনাইন সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা করেছেন। তাঁর আলোচনার সারমর্ম এই যে, কুরআনে বর্ণিত যুলকারনাইন হচ্ছেন পারস্যের সে সম্রাট, যাকে ইহুদিরা খোরাস, গ্রীকরা সায়রাস, পারসিকরা গোরশ এবং আরবরা কায়খসরূ নামে অভিহিত করে। তার আমল হযরত ইবরাহীম (আ.)-এর অনেক পরে বনী ইসরাঈলের অন্যতম পয়গম্বর দানিয়াল (আ.)-এর যুগ বর্ণনা করা হয়। এ যুগ দারার হত্যাকারী সিকান্দার মকদুনীর যুগের কাছাকাছি হয়ে যায়। কিন্তু মাওলানা সাহেবও ইবনে কাসীর প্রমুখের ন্যায় কঠোর ভাষায় বিরোধিতা করে বলেছেন যে, যুলকারনাইন সে সিকান্দার মকদুনী হতে পারে না, যার উজির ছিলেন দার্শনিক এরিস্টটল। কারণ তিনি ছিলেন মুশরিক এবং যুলকারনাইন ছিলেন মু'মিন, সৎ কর্মপরায়ণ। মাওলানা সাহেবের বক্তব্যের সার-সংক্ষেপ এই যে, সূরা বনী ইসরাঈলে বনী ইসরাঈলের দু'বার দুষ্কর্ম ও হাঙ্গামায় লিপ্ত হওয়ার কথা উল্লেখ করে দুই বারের শাস্তি বিস্তারিত বর্ণনা করা হয়েছে। হাঙ্গামা প্রসঙ্গে বলা হয়েছে : بَعَثْنَا عَلَيْكُمْ عِبَادًا لَّنَا أُولِي بَأْسٍ شَدِيدٍ فَجَاسُوا خِلَالَ الدِّيَارِ (অর্থাৎ তোমাদের হাঙ্গামার শাস্তিস্বরূপ আমি তোমাদের বিরুদ্ধে আমার কিছু সংখ্যক কঠোর যোদ্ধা বান্দাকে প্রেরণ করব। তারা তোমাদের ঘরে ঘরে অনুপ্রবেশ করবে।) এখানে কঠোর যোদ্ধা বলে বখতে নসর ও তার দলবলকে বুঝানো হয়েছে। তারা বায়তুল মোকাদ্দাসে চল্লিশ হাজার এবং কোনো রেওয়ায়েত মতে সত্তর হাজার ইহুদিকে হত্যা করে এবং লক্ষাধিক বনী ইসরাঈলকে বন্দী করে গরু-ছাগলের মতো হাঁকিয়ে বাবেল নিয়ে যায়। এরপর কুরআন পাক বলেন : ثُمَّ رَدَدْنَا لَكُمُ الْكَرَّةَ عَلَيْهِمْ (অর্থাৎ আমি পুনরায় তোমাদেরকে তাদের বিরুদ্ধ জয়ী করলাম।) বিজয়ের এই ঘটনাটি সম্রাট কায়খসরূ তথা খোরাসের হাতে সংঘটিত হয়। সে ছিল ঈমানদার, সৎকর্মপরায়ণ। সে বখতে নসরের মোকাবিলা করে বন্দী বনী ইসরাঈলকে তার অধিকার থেকে মুক্ত করে পুনরায় ফিলিস্তীনে পুনর্বাসিত করে এবং ধ্বংসস্তূপে পরিণত বায়তুল মোকাদ্দাসকেও পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করে। বায়তুল-মোকাদ্দাসের যেসব গুপ্তধন গুরুত্বপূর্ণ সাজসরঞ্জাম বখতে নসর এখান থেকে বাবেলে স্থানান্তিরত করেছিল, সে সেগুলোও উদ্ধার করে বনী ইসরাঈলের অধিকারে সমর্পণ করে। এভাবে বনী ইসরাঈলের কাছে ইহুদিদের ত্রাণকর্তারূপে পরিগণিত হয়।

নবুয়ত পরীক্ষা করার জন্য মদিনার ইহুদিরা কুরাইশদের জন্য যে প্রশ্নপত্র বাছাই করে, তাতে যুলকারনাইন সম্পর্কিত প্রশ্নের অন্যতম বৈশিষ্ট্য ছিল এই যে, ইহুদিরা তাকে তাদের ত্রাণকর্তারূপে সম্মান ও ভক্তিশ্রদ্ধা করত।

মাওলানা হিফযুর রহমান সাহেব তাঁরও বক্তব্যের স্বপক্ষে বর্তমানে তাওরাত থেকে, বনী ইসরাঈলের পয়গম্বরগণের ভবিষ্যদ্বাণী থেকে এবং ঐতিহাসিক রেওয়ায়েত থেকে প্রচুর দলিল-প্রমাণ পেশ করেছেন। কেউ আরও বেশি জানতে চাইলে মাওলানা সাহেবের পুস্তকটি পাঠ করতে পারেন। এসব রেওয়ায়েত উল্লেখ করার মাধ্যমে যুলকারনাইনের ব্যক্তিত্ব ও তার যুগ সম্পর্কে ইতিহাস ও তাফসীরবিদদের সবগুলো উক্তি বর্ণনা করে দেওয়াই আমার একমাত্র উদ্দেশ্য। তন্মধ্যে কার উক্তি প্রবল এ সিদ্ধান্তে নেওয়া আমার উদ্দেশ্যের অন্তর্ভুক্ত নয়। কেননা কুরআন যেসব বিষয়ের দাবি করেনি এবং হাদীসও যেসব বিষয় বর্ণনা করেনি, সেগুলো নির্ণয় ও নির্দিষ্ট করার দায়িত্বও আমার উপর বর্তায় না। তন্মধ্যে যে উক্তিই প্রবল ও নির্ভুল প্রমাণিত হবে, তাতেই কুরআনের লক্ষ্য অর্জিত হবে। وَاللّٰهُ أَعْلَمُ

قُلْ سَأَتْلُوا عَلَيْكُمْ مِّنْهُ ذِكْرًا : এখানে প্রণিধানযোগ্য বিষয় যে, কুরআন পাক ذِكْرَهُ সংক্ষিপ্ত শব্দ ছেড়ে مِنْهُ ذِكْرًا এ দু'টি শব্দ কেন ব্যবহার করল? চিন্তা করলে দেখা যাবে, এ দু'টি শব্দের মধ্যে ইঙ্গিত রয়েছে যে, কুরআন পাক যুলকারনাইনের আদ্যপান্ত কাহিনী বর্ণনা করার ওয়াদা করেনি, বরং তার আলোচনার একাংশ উল্লেখ করার কথা বলেছে। উপরে যুলকারনাইনের নামও বংশপরম্পরা সম্পর্কে যে ঐতিহাসিক আলোচনা লিপিবদ্ধ করা হয়েছে, কুরআন পাক একে অনাবশ্যক মনে করে বাদ দেওয়ার কথা প্রথমেই ঘোষণা করে দিয়েছে।

وَاٰتَيْنٰهُ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ سَبَبًا : আরবি অভিধানে سَبَبٌ শব্দের অর্থ এমন বস্তু যা দ্বারা লক্ষ্য অর্জনে সাহায্য নেওয়া হয়। যন্ত্রপাতি, বৈষয়িক উপায়াদি, জ্ঞানবুদ্ধি, অভিজ্ঞতা ইত্যাদি সবই এর অন্তর্ভুক্ত। –(বাহরে মুহীত)

রাষ্ট্রীয় প্রশাসন ব্যবস্থার জন্য একজন সম্রাট ও রাষ্ট্রনায়কের পক্ষে যেসব বিষয় অত্যাবশ্যকীয় مِنْ كُلِّ شَيْءٍ বলে সেগুলোই বোঝানো হয়েছে। উদ্দেশ্য এই যে, আল্লাহ তা'আলা যুলকারনাইনকে ন্যায়বিচার, শান্তি-শৃঙ্খলা প্রতিষ্ঠা ও দেশ বিজয়েরই জন্য সে যুগে যেসব বিষয় প্রয়োজনীয় ছিল, তার সবই দান করেছিলেন।

https://e-ilm.weebly.com/

فَأَتْبَعَ سَبَبًا : অর্থাৎ সব রকম ও দুনিয়ার সর্বত্র পৌছার উপকরণাদি তাঁকে দান করা হয়েছিল, কিন্তু সে সর্বপ্রথম পৃথিবীর পশ্চিম প্রান্ত পৌছার উপকরণাদি কাজে লাগায়।

حَتّٰى إِذَا بَلَغَ مَغْرِبَ الشَّمْسِ : অর্থাৎ তিনি পশ্চিম প্রান্তে সে সীমা পর্যন্ত পৌছে গেলেন যার পরে কোনো জনবসতি ছিল না।

فِي عَيْنٍ حَمِئَةٍ : حَمِئَة এর শাব্দিক অর্থ কালো জলাভূমি অথবা কাদা। এখানে সে জলাশয়কে বোঝানো রয়েছে, যার নীচে কালো রঙ্গের কাদা থাকে। ফলে পানির রঙও কালো দেখায়। সূর্যকে এরূপ জলাশয়ে অস্ত যেতে দেখার অর্থ এই যে, দর্শক দেখা মাত্রই অনুভব করে যে, সূর্য এ জলাশয়ে অস্ত যাচ্ছে। কেননা এরপর কোনো বসতি অথবা স্থলভাগ ছিল না। আপনি যদি সূর্যাস্তের সময় এমন কোনো ময়দানে উপস্থিত থাকেন, যার পশ্চিম দিকে দূরদূরান্ত পর্যন্ত কোনো পাহাড়, বৃক্ষ, দালান-কোঠা ইত্যাদি না থাকে, তবে আপনার মনে হবে যেন সূর্যটি মাটির অভ্যন্তরেই প্রবেশ করছে।

وَوَجَدَ عِنْدَهَا قَوْمًا : অর্থাৎ ঐ কালো জলাশয়ের কাছে যুলকারনাইন এক সম্প্রদায়কে দেখতে পেলেন। আয়াতের পরবর্তী অংশ থেকে জানা যায় যে, সম্প্রদায়টি ছিল কাফের। তাই আল্লাহ তা'আলা যুলকারনাইনকে ক্ষমতা দান করলেন যে, তুমি ইচ্ছা করলে প্রথমেই সবাইকে তাদের কুফরের শাস্তি প্রদান কর এবং ইচ্ছা করলে তাদের সাথে সদয় ব্যবহার কর অর্থাৎ প্রথমে দাওয়াত তাবলীগ ও উপদেশের মাধ্যমে তাদেরকে ইসলাম ও ঈমান কবুল করতে সম্মত কর। এরপর যারা মানে তাদেরকে প্রতিদান এবং যারা না মানে তাদেরকে শাস্তি দাও। প্রত্যুত্তরে যুলকারনাইন দ্বিতীয় পথই অবলম্বন করে বললেন,: আমি প্রথমে তাদেরকে উপদেশের মাধ্যমে সরলপথে আনার চেষ্টা করব। এরপরও যারা কুফরে দৃঢ়পদ থাকবে, তাদেরকে শাস্তি দিব। পক্ষান্তরে যারা বিশ্বাস স্থাপন করবে এবং সৎকর্ম করবে, তাদেরকে উত্তম প্রতিদান দিব।

قُلْنَا يٰذَا الْقَرْنَيْنِ : এ থেকে জানা যায় যে, যুলকারনাইনকে আল্লাহ তা'আলা নিজেই সম্বোধন করে একথা বলেছেন। যুলকারনাইনকে নবী সাব্যস্ত করা হলে এতে কোনো প্রশ্ন দেখা দেয় না যে, ওহীর মাধ্যমেই তাঁকে বলা হয়েছে। কিন্তু তাঁকে নবী না মানলে কোনো পয়গম্বরের মধ্যস্থতায়ই তাঁকে এই সম্বোধন করা হয়ে থাকবে। যেমন, রেওয়ায়েতসমূহে বর্ণিত রয়েছে যে, হযরত খিযির (আ.) তাঁর সাথে ছিলেন। এছাড়া এতে নবুয়তের ওহী না হয়ে আভিধানিক ওহী হওয়ারও সম্ভাবনা রয়েছে।

যেমন হযরত মূসা (আ.) এর জননীর জন্য কুরআনে وَأَوْحَيْنَا বলা হয়েছে। অথচ তিনি যে নবী ও রাসূল ছিলেন না- সেকথা বলাই বাহুল্য। কিন্তু আবূ হাইয়্যান বাহরে মুহীতে বলেন : এখানে যুলকারনাইনকে যে আদেশ দেওয়া হয়েছে তা হচ্ছে গণহত্যা ও শাস্তির আদেশ। এ ধরনের আদেশ নবুয়তের ওহী ব্যতীত দেওয়া যায় না-কাশফ, ইলহাম অথবা অন্য কোনো উপায়ে তা হতে পারে না। তাই হয় যুলকারনাইনকে নবী মানতে হবে, না হয় তাঁর যুগে একজন নবীর উপস্থিতি স্বীকার করতে হবে, যার মাধ্যমে তাঁকে সম্বোধন করা হয়েছে। এছাড়া অন্য কোনো সম্ভাবনাই বিশুদ্ধ নয়।

যুলকারনাইন পূর্বপ্রান্তে যে জাতিকে বসবাস করতে দেখেছেন, কুরআন পাক তাদের সম্পর্কে বলেছে যে, তারা গৃহ, তাবু পোশাক-পরিচ্ছদ ইত্যাদির দ্বারা রোদ থেকে আত্মরক্ষা করত না, কিন্তু তাদের ধর্ম ও ক্রিয়াকর্ম সম্পর্কে কিছুই বলেনি এবং যুলকারনাইন তাদের সাথে কি ব্যবহার করেছেন, তাও ব্যক্ত করেনি। বলাবাহুল্য তারাও কাফেরই ছিল এবং যুলকারনাইন তাদের সাথেও এমন ব্যবহারই করেছেন, যা পশ্চিমা জাতির সাথে করেছেন বলে উপরে বর্ণিত হয়েছে। তবে এখানে তা বর্ণনা করার প্রয়োজন মনে করা হয় নি। কারণ পূর্ববর্তী ঘটনার আলোকেই তা বোঝা যায়।-(বাহরে মুহীত)

بَيْنَ السَّدَّيْنِ : যে বস্তু কোনো কিছুর জন্য বাধা হয়ে যায়, তাকে سَدٌّ বলা হয়। তা প্রাচীর হোক কিংবা পাহাড়ে হোক কৃত্রিম হোক কিংবা প্রাকৃতিক হোক। এখানে سَدَّيْنِ বলে দুই পাহাড় বোঝানো হয়েছে। এগুলো ইয়াজুজ -মাজুজের পথে বাধা ছিল। কিন্তু উভয়ের মধ্যবর্তী গিরিপথ দিয়ে এসে তারা আক্রমণ চালাত। যুলকারনাইন এই গিরিপথটি বন্ধ করে দেন।

زُبَرَ الْحَدِيْدِ : এখানে زُبَرٌ শব্দটি زُبْرَةٌ এর বহুবচন। এর অর্থ পাত। এখানে লৌহখণ্ড বোঝানো হয়েছে। গিরিপথ বন্ধ করার জন্য নির্মিতব্য প্রাচীর ইট -পাথরের পরিবর্তে লোহার পাত ব্যবহার করা হয়েছিল।

الصَّدَفَيْنِ দুই পাহাড়ের বিপরীতমুখী দুই দিক :

قِطْرًا অধিকাংশ তাফসীরবিদগণের মতে এর অর্থ গলিত তামা। কারো কারো মতে গলিত লোহা অথবা রাঙতা।- (কুরতুবী)

https://e-ilm.weebly.com/

শব্দ বিশ্লেষণ :

مَكَّنَّا : সীগাহ جمع متكلم বহছ ماضى معروف বাব تَفْعِيل মাসদার تَمْكِيْنٌ মূলবর্ণ (م ـ ك ـ ن) জিনস صحيح অর্থ– আমি রাজত্ব দিয়েছিলাম। ক্ষমতাধর বানানো, প্রতিষ্ঠিত করা।

اٰتَيْنٰهُ : সীগাহ جمع متكلم বহছ ماضى معروف বাব اِفْعَالٌ মাসদার اِيْتَاءٌ মূলবর্ণ (ا ـ ت ـ ى) জিনস মুরাক্কাব (ناقص يائى এবং مهموز فاء) অর্থ– আমি তাকে দান করেছিলাম।

لَا يَكَادُوْنَ : সীগাহ جمع مذكر غائب বহছ نفى فعل مضارع معروف বাব سَمِعَ মাসদার مَكَادٌ ـ كَوْدٌ মূলবর্ণ (ك ـ و ـ د) জিনস اجوف واوى অর্থ– তারা পারছিল না, বুঝার উপক্রম হচ্ছিল না।

فَاَعِيْنُوْنِىْ : সীগাহ جمع مذكر حاضر বহছ امر حاضر معروف বাব اِفْعَالٌ মাসদার اِعَانَةٌ মূলবর্ণ (ع ـ و ـ ن) জিনস اجوف واوى অর্থ– অতএব তোমরা আমাকে সাহায্য কর, সাহায্য করা।

اٰتُوْنِىْ : সীগাহ جمع مذكر حاضر বহছ امر حاضر معروف বাব اِفْعَالٌ মাসদার اِيْتَاءٌ মূলবর্ণ (ا ـ ت ـ ى) জিনস মুরাক্কাব (ناقص يائى এবং مهموز فاء) অর্থ তোমরা আমাকে দাও। তোমরা আমাকে এনে দাও।

سَاوٰى : সীগাহ واحد مذكر غائب বহছ ماضى معروف বাব مُفَاعَلَةٌ মাসদার مُسَاوَاةٌ মূলবর্ণ (س ـ و ـ ى) জিনস لفيف مقرون অর্থ– সমান করে ফেলল, সমান হওয়া।

اُنْفُخُوْا : সীগাহ جمع مذكر حاضر বহছ امر حاضر معروف বাব نَصَرَ মাসদার نَفْخٌ মূলবর্ণ (ن ـ ف ـ خ) জিনস صحيح অর্থ- তোমরা হাঁপরে দম দিতে থাক, ফুঁক দেওয়া।

বাক্য বিশ্লেষণ :

ثُمَّ يُرَدُّ اِلٰى رَبِّهٖ فَيُعَذِّبُهٗ عَذَابًا نُكْرًا : এখানে ثُمَّ হলো عطف -এর হরফ এবং تَرَاخِى -এর জন্য হয়েছে يُرَدُّ হলো فعل مضارع مجهول এবং هو উহ্য যমীর এর نائب فاعل এবং اِلٰى رَبِّهٖ হলো يُرَدُّ -এর সাথে متعلق অতঃপর فاء হরফে আতফ এখানে يُعَذِّبُ ফেল এবং এর ضمير ফায়েল। আর ه হলো مفعول به আর عَذَابًا মাফউলে বিহী মওসূফ আর نُكْرًا হলো সিফত সব মিলে جملة فعلية হয়েছে।

https://e-ilm.weebly.com/

৯৭. অতঃপর তারা তার উপর আরোহণও করতে পারত না এবং তাতে কোনো ছিদ্রও করতে পারত না।	فَمَا اسْطَاعُوْٓا اَنْ يَّظْهَرُوْهُ وَمَا اسْتَطَاعُوْا لَهٗ نَقْبًا ﴿٩٧﴾
৯৮. তিনি বললেন, এটা আমার প্রতিপালকেরই রহমত, অতঃপর যখন আমার প্রতিপালকের প্রতিশ্রুতি উপনীত হবে, তখন একে ধ্বংস করত সমতল করে দিবেন এবং আমার রবের প্রত্যেক প্রতিশ্রুতিই সত্য।	قَالَ هٰذَا رَحْمَةٌ مِّنْ رَّبِّيْ ۚ فَاِذَا جَآءَ وَعْدُ رَبِّيْ جَعَلَهٗ دَكَّآءَ ۚ وَكَانَ وَعْدُ رَبِّيْ حَقًّا ﴿٩٨﴾
৯৯. আর সেদিন আমি তাদের অবস্থা এরূপ করে দিব যে, তারা একে অন্যের সাথে এলোমেলো হয়ে যাবে এবং সিঙ্গায় ফুঁ দেওয়া হবে, অতঃপর আমি তাদের সকলকে একত্র করব।	وَتَرَكْنَا بَعْضَهُمْ يَوْمَئِذٍ يَّمُوْجُ فِيْ بَعْضٍ وَّنُفِخَ فِي الصُّوْرِ فَجَمَعْنٰهُمْ جَمْعًا ﴿٩٩﴾
১০০. এবং সেদিন আমি দোজখকে ঐ কাফেরদের সম্মুখে উপস্থিত করব।	وَّعَرَضْنَا جَهَنَّمَ يَوْمَئِذٍ لِّلْكٰفِرِيْنَ عَرْضًا ﴿١٠٠﴾
১০১. আমার স্মরণ হতে যাদের চক্ষুর উপর পর্দা পড়েছিল এবং তারা শ্রবণ করতেও পারত না।	الَّذِيْنَ كَانَتْ اَعْيُنُهُمْ فِيْ غِطَآءٍ عَنْ ذِكْرِيْ وَكَانُوْا لَا يَسْتَطِيْعُوْنَ سَمْعًا ﴿١٠١﴾
১০২. তবুও কি কাফেররা এ ধারণা করে যে, আমাকে ছেড়ে আমার বান্দাগণকে স্বীয় কার্যনির্বাহকরূপে স্থির করবে? নিশ্চয় আমি দোজখকে কাফেরদের আপ্যায়নের জন্য প্রস্তুত করে রেখেছি।	اَفَحَسِبَ الَّذِيْنَ كَفَرُوْٓا اَنْ يَّتَّخِذُوْا عِبَادِيْ مِنْ دُوْنِيْٓ اَوْلِيَآءَ ؕ اِنَّآ اَعْتَدْنَا جَهَنَّمَ لِلْكٰفِرِيْنَ نُزُلًا ﴿١٠٢﴾

ع

শাব্দিক অনুবাদ :

৯৭. فَمَا اسْطَاعُوْٓا اَنْ يَّظْهَرُوْهُ অতঃপর তারা তার উপর আরোহণও করতে পারত না وَمَا اسْتَطَاعُوْا لَهٗ نَقْبًا এবং তাতে কোনো ছিদ্রও করতে পারত না।

৯৮. قَالَ তিনি বললেন هٰذَا এটা رَحْمَةٌ مِّنْ رَّبِّيْ আমার প্রতিপালকেরই রহমত فَاِذَا جَآءَ وَعْدُ رَبِّيْ অতঃপর যখন আমার প্রতিপালকের প্রতিশ্রুতি উপনীত হবে جَعَلَهٗ دَكَّآءَ তখন এটাকে ধ্বংস করে সমতল করে দিবেন وَكَانَ وَعْدُ رَبِّيْ حَقًّا এবং আমার প্রতিপালকের প্রত্যেক প্রতিশ্রুতিই সত্য।

৯৯. وَتَرَكْنَا بَعْضَهُمْ يَوْمَئِذٍ আর সেদিন আমি তাদের অবস্থা এরূপ করে দিব যে, يَّمُوْجُ فِيْ بَعْضٍ তারা একে অন্যের সাথে এলোমেলো হয়ে যাবে وَّنُفِخَ فِي الصُّوْرِ এবং সিঙ্গায় ফুঁ দেওয়া হবে فَجَمَعْنٰهُمْ جَمْعًا অতঃপর আমি তাদের সকলকে একত্রিত করব।

১০০. وَّعَرَضْنَا এবং আমি উপস্থিত করব جَهَنَّمَ দোজখকে يَوْمَئِذٍ সেদিন لِّلْكٰفِرِيْنَ عَرْضًا ঐ কাফেরদের সম্মুখে

১০১. الَّذِيْنَ كَانَتْ اَعْيُنُهُمْ فِيْ غِطَآءٍ যাদের চক্ষুর উপর পর্দা পড়েছিল عَنْ ذِكْرِيْ আমার স্মরণ হতে وَكَانُوْا لَا يَسْتَطِيْعُوْنَ سَمْعًا এবং তারা শ্রবণ করতেও পারত না।

১০২. اَفَحَسِبَ الَّذِيْنَ كَفَرُوْٓا তবুও কি কাফেররা এই ধারণা করে যে اَنْ يَّتَّخِذُوْا عِبَادِيْ আমার বান্দাগণকে স্থির করবে مِنْ دُوْنِيْٓ আমাকে ছেড়ে اَوْلِيَآءَ স্বীয় কার্যনির্বাহকরূপে اِنَّآ اَعْتَدْنَا جَهَنَّمَ নিশ্চয় আমি দোজখকে প্রস্তুত করে রেখেছি لِلْكٰفِرِيْنَ نُزُلًا কাফেরদের আপ্যায়নের জন্য।

https://e-ilm.weebly.com/

১০৩. আপনি বলুন, আমি কি তোমাদেরকে এমন লোকদের সম্বন্ধে অবহিত করব–যারা আমলের দিক দিয়ে সম্পূর্ণ ক্ষতিগ্রস্ত।	قُلْ هَلْ نُنَبِّئُكُمْ بِالْاَخْسَرِيْنَ اَعْمَالًا ﴿١٠٣﴾
১০৪. এরা সে সমস্ত লোক যাদের কৃত সকল পরিশ্রম দুনিয়াতে বিফল হয়েছে, অথচ তারা [মূর্খতাবশত]-এ ধারণা করে যে, তারা উত্তম কাজ করছে।	اَلَّذِيْنَ ضَلَّ سَعْيُهُمْ فِي الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا وَهُمْ يَحْسَبُوْنَ اَنَّهُمْ يُحْسِنُوْنَ صُنْعًا ﴿١٠٤﴾
১০৫. তারা এমন লোক–যারা স্বীয় প্রতিপালকের আয়াতসমূহকে এবং তাঁর সম্মুখীন হওয়াকে অস্বীকার করছে, ফলে তাদের কৃতকর্মসমূহ বিনষ্ট হয়ে গেছে, সুতরাং আমি কিয়ামত দিবসে তাদের জন্য কোনো ওজনই স্থাপন করব না।	اُولٰٓئِكَ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا بِاٰيٰتِ رَبِّهِمْ وَلِقَآئِهٖ فَحَبِطَتْ اَعْمَالُهُمْ فَلَا نُقِيْمُ لَهُمْ يَوْمَ الْقِيٰمَةِ وَزْنًا ﴿١٠٥﴾
১০৬. তাদের শাস্তি তাই হবে, অর্থাৎ দোজখ, যেহেতু তারা কুফরি করেছিল এবং আমার আয়াতসমূহ ও রাসূলদেরকে বিদ্রূপের পাত্র স্বরূপ গ্রহণ করেছিল।	ذٰلِكَ جَزَآؤُهُمْ جَهَنَّمُ بِمَا كَفَرُوْا وَاتَّخَذُوْٓا اٰيٰتِيْ وَرُسُلِيْ هُزُوًا ﴿١٠٦﴾
১০৭. নিশ্চয় যারা ঈমান এনেছে এবং নেক কাজ করেছে, তাদের মেহমানদারির জন্য ফেরদাউসের উদ্যানসমূহ হবে।	اِنَّ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَعَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ كَانَتْ لَهُمْ جَنّٰتُ الْفِرْدَوْسِ نُزُلًا ﴿١٠٧﴾

শাব্দিক অনুবাদ :

১০৩. قُلْ আপনি বলুন هَلْ نُنَبِّئُكُمْ আমি কি তোমাদেরকে অবহিত করব بِالْاَخْسَرِيْنَ اَعْمَالًا এমন লোকদের সম্বন্ধে যারা আমলের দিক দিয়ে সম্পূর্ণ ক্ষতিগ্রস্ত।

১০৪. اَلَّذِيْنَ ضَلَّ سَعْيُهُمْ এরা সে সমস্ত লোক যাদের কৃত সকল পরিশ্রম বিফল হয়েছে فِي الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا দুনিয়াতে وَهُمْ يَحْسَبُوْنَ অথচ তারা (মূর্খতাবশত) এ ধারণা করে যে اَنَّهُمْ يُحْسِنُوْنَ صُنْعًا তারা উত্তম কাজ করছে।

১০৫. اُولٰٓئِكَ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا তারা এমন লোক যারা অস্বীকার করছে بِاٰيٰتِ رَبِّهِمْ স্বীয় প্রতিপালকের আয়াতসমূহকে وَلِقَآئِهٖ এবং তার সম্মুখীন হওয়াকে فَحَبِطَتْ اَعْمَالُهُمْ ফলে তাদের কৃতকর্ম বিনষ্ট হয়ে গেছে فَلَا نُقِيْمُ لَهُمْ সুতরাং আমি তাদের জন্য স্থাপন করব না يَوْمَ الْقِيٰمَةِ কিয়ামত দিবসে وَزْنًا কোনো ওজনই।

১০৬. ذٰلِكَ جَزَآؤُهُمْ তাদের শাস্তি তাই হবে جَهَنَّمُ অর্থাৎ দোজখ بِمَا كَفَرُوْا যেহেতু তারা কুফরি করেছিল وَاتَّخَذُوْٓا এবং গ্রহণ করেছিল اٰيٰتِيْ আমার আয়াতসমূহ وَرُسُلِيْ এবং রাসূলগণকে هُزُوًا বিদ্রূপের পাত্রস্বরূপ।

১০৭. اِنَّ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا নিশ্চয়ই যারা ঈমান এনেছে وَعَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ এবং নেক কাজ করেছে كَانَتْ لَهُمْ তাদের জন্য হবে جَنّٰتُ الْفِرْدَوْسِ ফেরদাউসের উদ্যানসমূহ نُزُلًا মেহমানদারির।

https://e-ilm.weebly.com/

১০৮. যাতে তারা অনন্তকাল থাকবে এবং তথা হতে অন্যত্র যেতে চাইবে না।	خٰلِدِيْنَ فِيْهَا لَا يَبْغُوْنَ عَنْهَا حِوَلًا ﴿١٠٨﴾
১০৯. আপনি বলে দিন, যদি আমার প্রতিপালকের বাণীসমূহ লিখার জন্য সমুদ্র [-এর পানি] কালি হয়, তবে আমার প্রতিপালকের বাণীসমূহ পরিসমাপ্তির পূর্বেই সমুদ্র নিঃশেষিত হয়ে যাবে, যদিও ঐ সমুদ্রের অনুরূপ আরো সমুদ্রকে [তার] সাহায্যার্থে আনয়ন করি।	قُلْ لَّوْ كَانَ الْبَحْرُ مِدَادًا لِّكَلِمٰتِ رَبِّيْ لَنَفِدَ الْبَحْرُ قَبْلَ اَنْ تَنْفَدَ كَلِمٰتُ رَبِّيْ وَلَوْ جِئْنَا بِمِثْلِهٖ مَدَدًا ﴿١٠٩﴾
১১০. আপনি [এটাও] বলে দিন, আমি তো তোমাদেরই মতো মানুষ। আমার নিকট কেবল এই ওহী আসে যে, তোমাদের মা'বূদ হচ্ছেন একই মা'বূদ। সুতরাং যে ব্যক্তি নিজ প্রতিপালকের সাক্ষাৎ লাভের আকাঙ্ক্ষা রাখে, তবে সে যেন নেক কাজ করতে থাকে এবং নিজ প্রতিপালকের ইবাদতে অপর কাউকেও শরিক না করে।	قُلْ اِنَّمَآ اَنَا بَشَرٌ مِّثْلُكُمْ يُوْحٰٓى اِلَيَّ اَنَّمَآ اِلٰهُكُمْ اِلٰهٌ وَّاحِدٌ ۚ فَمَنْ كَانَ يَرْجُوْا لِقَآءَ رَبِّهٖ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا وَّلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهٖٓ اَحَدًا ﴿١١٠﴾

শাব্দিক অনুবাদ :

১০৮. خٰلِدِيْنَ فِيْهَا যাতে তারা অনন্তকাল থাকবে لَا يَبْغُوْنَ عَنْهَا حِوَلًا এবং তথা হতে অন্যত্র যেতে চাইবে না।

১০৯. قُلْ আপনি বলে দিন لَّوْ كَانَ الْبَحْرُ مِدَادًا সমুদ্র (-এর পানি) কালি হয় لِّكَلِمٰتِ رَبِّيْ আমার প্রতিপালকের বাণীসমূহ লিখার জন্য لَنَفِدَ الْبَحْرُ তবে সমুদ্র নিঃশেষিত হয়ে যাবে قَبْلَ اَنْ تَنْفَدَ كَلِمٰتُ رَبِّيْ আমার প্রতিপালকের বাণীসমূহ পরিসমাপ্তির পূর্বেই وَلَوْ جِئْنَا بِمِثْلِهٖ مَدَدًا যদিও ঐ সমুদ্রের অনুরূপ আরও সমুদ্রকে (তার) সাহায্যার্থে আনয়ন করি।

১১০. قُلْ আপনি বলে দিন اِنَّمَآ اَنَا بَشَرٌ مِّثْلُكُمْ আমি তো তোমাদের মতো মানুষ يُوْحٰٓى اِلَيَّ আমার নিকট কেবল এই ওহী আসে যে اَنَّمَآ اِلٰهُكُمْ اِلٰهٌ وَّاحِدٌ তোমাদের মা'বূদ হচ্ছেন একই মা'বূদ فَمَنْ كَانَ يَرْجُوْا সুতরাং যে ব্যক্তি আকাঙ্ক্ষা রাখে لِقَآءَ رَبِّهٖ নিজ প্রতিপালকের সাক্ষাৎ লাভের فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا তবে সে যেন নেক কাজ করতে থাকে وَّلَا يُشْرِكْ এবং শরিক না করে بِعِبَادَةِ رَبِّهٖ নিজ প্রতিপালকের ইবাদতে اَحَدًا অপর কাউকে।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

قُلْ لَّوْ كَانَ الْبَحْرُ مِدَادًا لِّكَلِمَاتِ رَبِّيْ لَنَفِدَ الْبَحْرُ قَبْلَ اَنْ تَنْفَدَ كَلِمَاتُ رَبِّيْ وَلَوْ جِئْنَا بِمِثْلِهٖ مَدَدًا [١٠٩]

শানে নুযূল : ইহুদিরা রাসূল ﷺ কে লক্ষ্য করে বলেছিল, হে মুহাম্মদ! আমাদেরকে তাওরাত দেওয়া হয়েছে। তার মধ্যে তো অধিক ইলম রয়েছে। আপনি কিভাবে এ মন্তব্য করেছেন যে, তোমাদেরকে যৎসামান্য ইলম দেওয়া হয়েছে। এ কথা বলার উদ্দেশ্য ছিল রাসূল ﷺ কে অস্বীকার করা এবং তাদের শ্রেষ্ঠত্বকে প্রমাণিত করা। তাদের এমন উক্তির পরিপ্রেক্ষিতে আল্লাহ তা'আলা আলোচ্য আয়াত নাজিল করেছেন (সাভী– ৩০/৩) অপর এক বর্ণনায় রয়েছে ইহুদিরা রাসূল ﷺ কে বলেছিল যে, আপনি নিজেকে সকল মানবের প্রতি প্রেরিত নবী বলে কিভাবে দাবি করেন? অথচ অন্য মানুষেরা জ্ঞান গর্বের জন্য যেভাবে মুখাপেক্ষী হয়ে রয়েছে আপনিও তো অনুরূপভাবে মুখাপেক্ষী রয়েছেন বরং আপনি আরো অধিক

https://e-ilm.weebly.com/

মুখাপেক্ষী। কেননা রূহ সম্পর্কে আপনাকে জিজ্ঞেস করা হয়েছিল, কিন্তু আপনি তো উত্তর দিতে পারেন নি। তখন আল্লাহর জ্ঞানের বিশালতা এবং অপরিসীমতার ঘোষণা দিয়ে আল্লাহ তাআলা আলোচ্য আয়াত নাজিল করেন। -[বাহরে মুহীত্ব ১৫৭/৬]

قُلْ إِنَّمَآ أَنَا بَشَرٌ مِّثْلُكُمْ يُوحَىٰٓ إِلَىَّ أَنَّمَآ إِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَٰحِدٌ فَمَن كَانَ يَرْجُوا۟ لِقَآءَ رَبِّهِۦ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَٰلِحًا وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِۦٓ أَحَدًۢا [١١٠]

শানে নুযূল :- আবূ জাফর মুহাম্মদ ইবন তাবারী হযরত তাউস (রা.) এর উদ্ধৃতি দিয়ে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেন, একদা কোনো এক ব্যক্তি নবী করীম ﷺ এর নিকট এসে বলল হে আল্লাহর নবী আমি আল্লাহর পথে জিহাদ করাকে প্রাণ ভরে ভালোবাসি। বেহেশতে আমার ঘর ও বাসস্থানটি আমাকে দেখোনো হোক আমি এ কামনা করছি। সে পরিপ্রেক্ষিতে আল্লাহ তাআলা আলোচ্য আয়াত নাজিল করেন। আলোচ্য আয়াত সর্বশেষে অবতীর্ণ হয়েছে। এরপর আর কোনো হুকুম রহিত হয়নি। –(তাবারী ৩০০/৮, ইবনে কাছীর ১১২/৩)

এতে বুঝা যায় যে, আমলের প্রতিদান দেখার আবেদন করা অসঙ্গত ছিল বরং সঙ্গত ছিল কি আমল করবে। সুতরাং আল্লাহ তা'আলা বলে দিলেন যে, বেহেশতে অবস্থান অপেক্ষা আল্লাহর দিদারই হচ্ছে বান্দার মুখ্য উদ্দেশ্য। সুতরাং আল্লাহর দিদার প্রত্যাশিত ব্যক্তিদের জন্য সকল নেক কাজই করণীয়।

ইয়াজুজ -মাজুজ কারা এবং কোথায়? যুলকারনাইনের প্রাচীর কোথায় অবস্থিত : ইয়াজুজ -মাজুজ সম্পর্কে ইসরাঈলী রেওয়ায়েত ও ঐতিহাসিক কিস্‌সা-কাহিনীতে অনেক ভিত্তিহীন অলীক কথাবার্তা প্রচলিত রয়েছে। কোনো কোনো তাফসীরবিদও এগুলোকে ঐতিহাসিক দৃষ্টিকোণ থেকে উদ্ধৃত করেছেন, কিন্তু স্বয়ং তাঁদের কাছেও এগুলো নির্ভরযোগ্য নয়। কুরআন পাক তাদের সংক্ষিপ্ত অবস্থা বর্ণনা করেছে এবং রাসূলুল্লাহ ﷺ ও প্রয়োজনীয় তথ্যাদি সম্পর্কে উম্মতকে অবহিত করেছেন। ঈমান ও বিশ্বাস স্থাপনের বিষয় ততটুকুই, যতটুক কুরআন ও হাদীসে বর্ণিত হয়েছে। তাফসীর, হাদীস ও ইতিহাসবিদগণ এর অতিরিক্ত যেসব ঐতিহাসিক ও ভৌগোলিক অবস্থা বর্ণনা করেছেন, সেগুলো বিশুদ্ধও হতে পারে এবং অশুদ্ধও হতে পারে। ইতিহাসবিদগণের বিভিন্নমুখি উক্তিগুলো নিছক ইঙ্গিত ও অনুমানের উপর ভিত্তিশীল। এগুলো শুদ্ধ কিংবা অশুদ্ধ হলেও তার কোনো প্রভাব কুরআনের বক্তব্যের উপর পড়ে না।

আমি এখানে সর্বপ্রথম এ সম্পর্কিত সহীহ ও নির্ভরযোগ্য হাদীসগুলো উল্লেখ করছি। এরপর প্রয়োজন অনুসারে ঐতিহাসিক রেওয়ায়েত ও বর্ণনা করা হবে।

ইয়াজুজ-মাজুজ সম্পর্কে হাদীসের বর্ণনা : কুরআন ও হাদীসের সুস্পষ্ট বর্ণনা থেকে এতটুকু নিঃসন্দেহে প্রমাণিত হয় যে, ইয়াজুজ-মাজুজ মানব সম্প্রদায়ভুক্ত। অন্যান্য মানবের মতো তারাও হযরত নূহ (আ.)-এর সন্তান-সন্ততি। কুরআন পাক স্পষ্টতই বলেছে : وَجَعَلْنَا ذُرِّيَّتَهُ هُمُ الْبَاقِيْنَ অর্থাৎ নূহের মহাপ্লাবনের পর দুনিয়াতে যত মানুষ আছে এবং থাকবে, তারা সবাই হযরত নূহ (আ.) -এর সন্তান-সন্ততি হবে। ঐতিহাসিক রেওয়ায়েত এ ব্যাপারে একমত যে, তারা ইয়াফেসের বংশধর। একটি দুর্বল হাদীস থেকেও এর সমর্থন পাওয়া যায়। তাদের অবিশিষ্ট অবস্থা সম্পর্কে সর্বাধিক বিস্তারিত ও সহীহ হাদীস হচ্ছে হযরত নাওয়াস ইবনে সামআন (রা.)-এর হাদীসটি। এটি সহীহ মুসলিম ও অন্যান্য সব নির্ভরযোগ্য হাদীস গ্রন্থে উল্লেখিত হয়েছে। হাদীসবিদগণ একে সহীহ আখ্যা দিয়েছেন। এতে দাজ্জালের আবির্ভাব, হযরত ঈসা (আ.) এর অবতরণ, ইয়াজুজ-মাজুজের অভ্যুত্থান ইত্যাদির পূর্ণ বিবরণ উল্লেখ আছে। হাদীসটির অনুবাদ নিম্নরূপ :

হযরত নাওয়াস ইবনে সামআন (রা.) বলেন: রাসূলুল্লাহ ﷺ একদিন ভোর বেলা দাজ্জালের আলোচনা করলেন। আলোচনা প্রসঙ্গে তিনি তার সম্পর্কে এমন কিছু কথা বললেন, যা দ্বারা মনে হচ্ছিল যে, সে নেহায়েতই তুচ্ছ ও নগণ্য (উদাহরণত সে কানা হবে।) পক্ষান্তরে কিছু কথা এমন বললেন, যা দ্বারা মনে হচ্ছিল যে, তার ফেতনা অত্যন্ত ভয়াবহ ও কঠোর হবে। (উদাহরণগত জান্নাত ও দোজখ তার সাথে থাকবে এবং অন্যান্য আরো অস্বাভাবিক ও ব্যতিক্রমধর্মী ঘটনা ঘটবে।) রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর বর্ণনার ফলে (আমরা এমন ভীত হয়ে পড়লাম) যেন দাজ্জাল খর্জূর বৃক্ষের ঝড়ের মধ্যেই রয়েছে। (অর্থাৎ অদূরেই বিরাজমান রয়েছে) বিকালে যখন আমরা রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর দরবারে উপস্থিত হলাম, তখন তিনি আমাদের মনের অবস্থা আঁচ করে নিলেন এবং জিজ্ঞেস করলেন : তোমরা কি বুঝেছ? আমরা আরজ করলাম : আপনি দাজ্জালের আলোচনা প্রসঙ্গে এমন কিছু কথা বলেছেন, যাতে বোঝা যায় যে, তার ব্যাপারটি নেহায়েতই তুচ্ছ এবং আরও কিছু কথা বলেছেন, যাতে মনে হয়, সে খুব শক্তিসম্পন্ন হবে এবং তার ফেতনা হবে খুব গুরুতর। এখন আমাদের

https://e-ilm.weebly.com/

মনে হয়েছে যে, যেন সে আমাদের নিকটেই খর্জুর বৃক্ষের ঝড়ের মধ্যে লুকিয়ে আছে। রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন : তোমাদের সম্পর্কে আমি যেসব ফেতনার আশঙ্কা করি, তন্মধ্যে দাজ্জালের তুলনায় অন্যান্য ফেতনা এতটুকু গুরুতর নয়, যতটুকু তোমরা মনে করছ।) যদি আমার জীবদ্দশায় সে আবির্ভূত হয়, তবে আমি নিজে তার মোকাবিলা করব। (কাজেই তোমাদের চিন্তান্বিত হওয়ার কোনো কারণ নেই।) পক্ষান্তরে সে যদি আমার পরে আসে, তবে প্রত্যেকেই নিজ নিজ সামর্থ্য অনুযায়ী তাকে পরাভূত করার চেষ্টা করবে। আমার অনুপস্থিতিতে আল্লাহ তা'আলা প্রত্যেক মুসলমানের সাহায্যকারী। (তার লক্ষণ এই যে,) সে যুবক, ঘন কোঁকড়ানো চুলওয়ালা হবে। তার একটি চক্ষু উপরের দিকে উত্থিত হবে। (এবং অপর চক্ষুটি হবে কানা।) যদি আমি (কুৎসিত চেহারার) কোনো ব্যক্তিকে তার সাথে তুলনা করি, তবে সে হচ্ছে আবদুল ওযযা ইবনে-কুতনা। (জাহেলিয়াত আমলে কুৎসিত চেহারায় 'বনু-খোযাআ' গোত্রের এ লোকটির তুলনা ছিল না।) যদি কোনো মুসলমান দাজ্জালের সম্মুখীন হয়ে যায়, তবে সূরা কাহফের প্রথম আয়াতগুলো পড়ে নেওয়া উচিত। (এতে সে দাজ্জালের ফেতনা থেকে নিরাপদ হয়ে যাবে।) দাজ্জাল সিরিয়া ও ইরাকের মধ্যবর্তী স্থান থেকে বের হয়ে চতুর্দিকে হাঙ্গামা সৃষ্টি করবে। হে আল্লাহর বান্দারা, তোমরা তার মোকাবিলায় সুদৃঢ় থাক।

আমরা আরজ করলাম : ইয়া রাসূলাল্লাহ ﷺ সে কতদিন থাকবে? তিনি বললেন : সে চল্লিশ দিন থাকবে, কিন্তু প্রথম দিন এক বছরের সমান হবে। দ্বিতীয় দিন এক মাসের এবং তৃতীয় দিন এক সপ্তাহের সমান হবে। অবিশিষ্ট দিনগুলো সাধারণ দিনের মতোই হবে। আমরা আরজ করলাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ! যে দিনটি এক বছরের সমান হবে, আমরা কি তাতে শুধু এক দিনের (পাঁচ ওয়াক্ত) নামাজই পড়ব? তিনি বললেন না; বরং সময়ের অনুমান করে পূর্ণ এক বছরের নামাজ পড়তে হবে। আমরা আবার আরজ করলাম : ইয়া রাসূলাল্লাহ! সে কেমন দ্রুতগতিতে সফর করবে? তিনি বললেন সে মেঘখণ্ডের মতো দ্রুত চলবে, যার পেছনে অনুকূল বাতাস থাকে। দাজ্জাল কোনো সম্প্রদায়ের কাছে পৌছে তাকে মিথ্যা ধর্ম বিশ্বাসের প্রতি দাওয়াত দেবে। তারা তাতে বিশ্বাস স্থাপন করলে সে মেঘমালাকে বর্ষণের আদেশ দেবে। ফলে, বৃষ্টি বর্ষিত হবে এবং মাটিকে আদেশ দেবে; ফলে সে শস্য-শ্যামলা হয়ে যাবে। (তাদের চতুষ্পদ জন্তু তাতে চরবে।) সন্ধ্যায় যখন জন্তুগুলো ফিরে আসবে, তখন তাদের কুঁজ পূর্বের তুলনায় হবে এবং স্তন দুধে পরিপূর্ণ থাকবে। এরপর দাজ্জাল অন্য সম্প্রদায়ের কাছে যাবে এবং তাদেরকেও কুফরের দাওয়াত দেবে। কিন্তু তারা তার দাওয়াত প্রত্যাখ্যান করবে। সে নিরাশ হয়ে ফিরে গেলে সেখানকার মুসলমানরা দুর্ভিক্ষে পতিত হবে। তাদের কাছে কোনো অর্থ কড়ি থাকবে না। সে শস্যবিহীন অনুর্বর ভূমিকে সম্বোধন করে বলবে: তোর গুপ্তধন বাইরে নিয়ে আয়। সে মতে ভূমির গুপ্তধন পেছনে পেছনে চলবে; যেমন মৌমাছিরা তাদের সরদারের পেছনে পেছনে চলে। অতঃপর দাজ্জাল একজন ভরপুর যুবক ব্যক্তিকে ডাকবে এবং তাকে তরবারির আঘাতে দ্বিখণ্ডিত করে দেবে। তার উভয় খণ্ড এতটুকু দূরত্বে রাখা হবে; যেমন তীর নিক্ষেপকারী ও তার লক্ষ্যবস্তুর মাঝখানে থাকে। অতঃপর সে তাকে ডাক দেবে। সে (জীবিত হয়ে) দাজ্জালের কাছে প্রফুল্ল চিত্তে চলে আসবে। ইতোমধ্যে আল্লাহ তা'আলা হযরত ঈসা (আ.) কে নামিয়ে দেবেন। তিনি দু'টি রঙিন চাদর পরে দামেস্ক মসজিদের পূর্ব দিককার সাদা মিনারে ফেরেশতাদের পাখার উপর পা রেখে অবতরণ করবেন। তিনি যখন মস্তক অবনত করবেন, তখন তা থেকে পানির ফোঁটা পড়বে। (মনে হবে যেন এখনই গোসল করে এসেছেন।) তিনি যখন মস্তক উঁচু করবেন, তখনও মোমবাতির মতো স্বচ্ছ পানির ফোঁটা পড়বে। তাঁর শ্বাস-প্রশ্বাস যে কাফেরের গায়ে লাগবে, সে সেখানেই মরে যাবে। তাঁর শ্বাস-প্রশ্বাস তাঁর দৃষ্টির সমান দূরত্বে পৌছাবে। হযরত ঈসা (আ.) দাজ্জালকে খুঁজতে খুঁজতে বাবুললুদ্দে গিয়ে তাকে ধরে ফেলবেন। (এই জনপদটি এখনও বায়তুল-মোকাদ্দাসের অদূরে এ নামেই বিদ্যামান।) সেখানে তাকে হত্যা করবেন। এরপর তিনি জনসমক্ষে আসবেন, স্নেহভরে মানুষের চেহারায় হাত বুলাবেন এবং তাদেরকে জান্নাতের সুউচ্চ মর্যাদার সুসংবাদ শোনাবেন। এমতাবস্থায় আ'ল্লাহ তাআলা ঘোষণা করবেন : আমি আমার বান্দাদের মধ্যে থেকে এমন লোক বের করব, যাদের মোকাবিলা করার শক্তি কারও নেই। কাজেই আপনি মুসলমানদেরকে সমবেত করে তূর পর্বতে চলে যান। (সেমতে তিনিই তাই করবেন।) অতঃপর আল্লাহ তা'আলা ইয়াজুজ-মাজুজের রাস্তা খুলে দেবেন। তাদের দ্রুত চলার কারণে মনে হবে যেন উপর থেকে পিছলে নীচে এসে পড়েছে। তাদের প্রথম দলটি তবরিয়া উপসাগরের কাছে দিয়ে যাওয়ার সময় তার পানি পান করে এমন অবস্থা করে দেবে যে, দ্বিতীয় দলটি এসে সেখানে কোনো দিন পানি ছিল– একথা বিশ্বাস করতে পারবে না।

https://e-ilm.weebly.com/

হযরত ঈসা (আ.) ও তাঁর সঙ্গীরা তূর পর্বতে আশ্রয় নেবেন। অন্য মুসলমানরা নিজ নিজ দুর্গে ও নিরাপদ স্থানে আশ্রয় নেবে। পানাহারের বস্তুসামগ্রী সাথে থাকবে, কিন্তু তাতে ঘাটতি দেখা দেবে। ফলে একটি গরুর মস্তককে একশ' দীনারের চাইতে উত্তম মনে করা হবে। হযরত ঈসা (আ.) ও অন্যান্য মুসলমানরা কষ্ট লাঘবের জন্য আল্লাহর কাছে দোয়া করবেন। (আল্লাহ দোয়া কবুল করবেন।) তিনি মহামারী আকারে রোগব্যাধি পাঠাবেন। ফলে, অল্প সময়ের মধ্যে ইয়াজুজ-মাজুজের গোষ্ঠী সবাই মরে যাবে। অতঃপর হযরত ঈসা (আ.) সঙ্গীদেরকে নিয়ে তূর পর্বত থেকে নীচে নেমে এসে দেখবেন পৃথিবীতে তাদের মৃতদেহ থেকে অর্ধ হাত পরিমিত স্থানও খালি নেই এবং (মৃতদেহ পচে) অসহ্য দুর্গন্ধ ছড়িয়ে পড়েছে। (এ অবস্থা দেখে পুনরায়) হযরত ঈসা (আ.) ও তাঁর সঙ্গীরা আল্লাহর দরবারে দোয়া করবেন। (যেন এই বিপদও দূর করে দেওয়া হয়।) আল্লাহ তা'আলা এ দোয়াও কবুল করবেন এবং বিরাটাকার পাখি প্রেরণ করবেন, যাদের ঘাড় হবে উটের ঘাড়ের মতো। তারা (মৃতদেহগুলো উঠিয়ে যেখানে আল্লাহ ইচ্ছা করবেন, সেখানে ফেলে দেবে। কোনো কোনো রেওয়ায়েতে রয়েছে মৃতদেহগুলো সমুদ্রে নিক্ষেপ করবে। এরপর বৃষ্টি বর্ষিত হবে। কোনো নগর ও বন্দর এ বৃষ্টি থেকে বাদ থাকবে না। ফলে সমগ্র ভূপৃষ্ঠ ধৌত হয়ে কাঁচের মতো পরিষ্কার হয়ে যাবে। অতঃপর আল্লাহ তা'আলা ভূপৃষ্ঠকে আদেশ করবেন : তোমার পেটের সমুদয় ফল -ফুল উদগীরণ করে দাও এবং নতুনভাবে তোমার বরকতসমূহ প্রকাশ কর। (ফলে তাই হবে এবং এমন বরকত প্রকাশিত হবে যে,) একটি ডালিম একদল লোকের আহারের জন্যে যথেষ্ট হবে এবং মানুষ তার ছাল দ্বারা ছাতা তৈরি করে ছায়া লাভ করবে। দুধে এত বরকত হবে যে, একটি উষ্ট্রির দুধ একদল লোকের জন্যে, একটি গাভীর দুধ এক গোত্রের জন্যে এবং একটি ছাগলের দুধ একটি পরিবারে জন্যে যথেষ্ট হবে। (চল্লিশ বছর যাবত এই অসাধারণ বরকত ও শান্তি-শৃঙ্খলা অব্যাহত থাকার পর যখন কেয়ামতের সময় সমাগত হবে, তখন) আল্লাহ তা'আলা একটি মনোরম বায়ু প্রবাহিত করবেন। এর পরশে সব মুসলমানের বগলের নীচে বিশেষ এক প্রকার রোগ দেখা দেবে এবং সবাই মৃত্যুমুখে পতিত হবে, শুধু কাফের ও দুষ্ট লোকেরাই অবশিষ্ট থেকে যাবে। তারা ভূপৃষ্ঠে জন্তু-জানোয়ারের মতো খোলাখুলি অপকর্ম করবে। তাদের উপরই কেয়ামত আসবে।

হযরত আব্দুর রহমান ইবনে ইয়াযীদের রেওয়ায়েতে ইয়াজুজ-মাজুজের কাহিনীর আরও অধিক বিবরণ পাওয়া যায়। তাতে রয়েছে– তবরিয়া উপসাগরে অতিক্রম করার পর ইয়াজুজ-মাজুজ বায়তুল মোকাদ্দাস সংলগ্ন পাহাড় জাবালুল-খমরে আরোহণ করে ঘোষণা করবে, আমরা পৃথিবীর সমস্ত অধিবাসীকে হত্যা করেছি'। এখন আকাশের অধিবাসীদেরকে খতম করার পালা। সেমতে তারা আকাশের দিকে তীর নিক্ষেপ করবে। আল্লাহর আদেশে সে তীর রক্তরঞ্জিত হয়ে তাদের কাছে ফিরে আসবে (যাতে বোকারা এই ভেবে আনন্দিত হবে যে, আকাশের অধিবাসীরাও শেষ হয়ে গেছে।)

দাজ্জালের কাহিনী প্রসঙ্গ হযরত আবূ সাইদ খুদরীর (রা.) রেওয়ায়েতে আরও উল্লেখ রয়েছে যে, দাজ্জাল মদিনা মুনাওয়ারা থেকে দূরে থাকবে। মদিনার পথসমূহে আসাও তার পক্ষে সম্ভব হবে না। সে মদিনার নিকটবর্তী একটি লবণাক্ত ভূমিতে আগমন করবে। তখন সমসাময়িক এক মহান ব্যক্তি তার কাছে এসে বলবেন আমি পূর্ণ বিশ্বাস সহকারে বলছি যে, তুই সেই দাজ্জাল, যার সংবাদ রাসূলুল্লাহ ﷺ আমাদেরকে দিয়েছিলেন। (একথা শুনে) দাজ্জাল বলবে : লোক সকল! যদি আমি এ ব্যক্তিকে হত্যা করে পুনরায় জীবিত করে দেই তবে আমি যে খোদা এ ব্যাপারে তোমরা সন্দেহ করবে কি? সবাই উত্তর দেবে না! অতঃপর সে লোকটিকে হত্যা করে পুনরায় জীবিত করে দিবে। লোকটি জীবিত হয়ে দাজ্জালকে বলবেন : এবার আমার বিশ্বাস আরও বেড়ে গেছে যে, তুই-ই সে দাজ্জাল। দাজ্জাল তাকে পুনরায় হত্যা করতে চাইবে, কিন্তু সমর্থ হবে না। -[মুসলিম]

সহীহ বুখারী ও মুসলিমে হযরত আবূ সাঈদ খুদরীর একটি বাচনিক হাদীস বর্ণিত রয়েছে যে, রাসুলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : কেয়ামতের দিন আল্লাহ তা'আলা হযরত আদম (আ.)-কে বলবেন : আপনি আপনার সন্তানদের মধ্য থেকে জাহান্নামীদেরকে তুলে আনুন। তিনি আরজ করবেন, হে পরওয়ারদেগার! তারা কারা? আল্লাহ তা'আলা বলবেন : প্রতি হাজারে নয়শত নিরানব্বই জন জাহান্নামী এবং মাত্র একজন জান্নাতী। একথা শুনে সাহাবায়ে কেরাম শিউরে উঠলেন এবং জিজ্ঞেস করলেন : ইয়া রাসূলাল্লাহ 'আমাদের মধ্যে সে একজন জান্নাতী কে হবে? তিনি উত্তরে বললেন : চিন্তা করো না। এই নয় শত নিরানব্বই জন জাহান্নামী তোমাদের মধ্যে থেকে এক এবং ইয়াজুজ- মাজুজের মধ্যে থেকে এক হাজারের হিসাবে হবে। মুস্তাদরাক হাকেমে হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে ওমর (রা.)-এর বাচনিক হাদীসে বর্ণিত রয়েছে, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন : আল্লাহ তা'আলা সমগ্র মানবজাতিকে দশ ভাগে ভাগ করেছেন। তন্মোধ্য নয় ভাগে রয়েছে ইয়াজুজ -মাজুজের লোক, আর অবিশিষ্ট এক ভাগে সারা বিশ্বের মানুষ। (রূহুল-মা'আনী)

ইবনে কাসীর " আল -বেদায়া-ওয়ান-নেহায়াহ" গ্রন্থে এসব রেওয়ায়েত উল্লেখ করে বলেন :

বোঝা যায় যে, ইয়াজুজ মাজুজের সংখ্যা সমগ্র বিশ্বের জনসংখ্যার চাইতে অনেক বেশি হবে। মুসনাদে আহমদ ও আবূ দাউদে হযরত আবূ হুরায়রা (রা.)-এর রেওয়ায়েতে বর্ণিত রয়েছে যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন : হযরত ঈসা (আ.) অবতরণের পর চল্লিশ বছর দুনিয়াতে অবস্থান করবেন। মুসলিমের এক রেওয়ায়েতে সাত বছরের কথা বলা হয়েছে।

https://e-ilm.weebly.com/

'ফতহুল বারী' গ্রন্থে হাফেজ ইবনে হাজার একে অশুদ্ধ সাব্যস্ত করে চল্লিশ বছর মেয়াদকেই শুদ্ধ বলেছেন। হাদীসের বর্ণনা অনুযায়ী এই দীর্ঘ সময় সুখ শান্তিতে অতিবাহিত হবে এবং অসংখ্য বরকত প্রকাশ পাবে। পরস্পরের মধ্যে হিংসা ও শত্রুতার লেশমাত্র থাকবেনা : দু'ব্যক্তির মধ্যে কোনো সময় ঝগড়া-বিবাদ হবে না।- (মুসলিম ও আহমদ)

বুখারী হযরত আবূ সাঈদ খুদরীর (রা.) রেওয়ায়েতে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর উক্তি বর্ণনা করেন যে ইয়াজুজ -মাজুজের আবির্ভাবের পরও বায়তুল্লাহ হজ্জ ও ওমরা অব্যাহত থাকবে।-(মাযহারী)

বুখারী ও মুসলিম হযরত যয়নব বিনতে জাহাশ (রা.)-এর রেওয়ায়েত বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ একদিন ঘুম থেকে এমন অবস্থায় জেগে উঠলেন যে, তাঁর মুখমণ্ডল ছিল রক্তিমাভা এবং মুখে এই বাক্য উচ্চারিত হচ্ছিল :

لَآ اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَيْلٌ لِّلْعَرَبِ مِنْ شَرٍّ قَدِ اقْتَرَبَ اَلْيَوْمَ مِنْ رَدْمِ يَاجُوْجَ وَمَا جُوجَ مِثْلَ هٰذَا وَحَلَّقَ تِسْعِيْنَ-

আল্লাহ ব্যতীত কোনো উপাস্য নেই। আরবদের ধ্বংস নিকটবর্তী। আজ ইয়াজূজ-মাজূজের প্রাচীরে এতটুকু ছিদ্র হয়ে গেছে। অতঃপর তিনি বৃদ্ধাঙ্গুলি ও তর্জনী মিলিয়ে বৃত্ত তৈরি করে দেখান।

হযরত যয়নব বিনতে জাহাশ (রা.) বলেন, একথা শুনে আরজ করলাম : ইয়া রাসূলাল্লাহ ﷺ আমাদের মধ্যে সৎকর্ম পরায়ণ লোক জীবিত থাকতেও কি ধ্বংস হয়ে যাবে? তিনি বললেন : হ্যাঁ, ধ্বংস হতে পারে; যদি অনাচারের আধিক্য হয়। (আল বেদায়া ওয়ান-নেহায়াহ) ইয়াজূজ -মাজূজের প্রাচীরের বৃত্ত পরিমাণ ছিদ্র হয়ে যাওয়া আসল অর্থেও হতে পারে এবং রূপক হিসেবে প্রাচীরটি দুর্বল হয়ে যাওয়ার অর্থেও হতে পারে। (ইবনে কাসীর, আবূ হাইয়্যান)

মুসনাদ আহমদ, তিরমিযী ও ইবনে মাজাহ হযরত আবূ হুরায়রা (রা)-এর রেওয়ায়েতে বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : ইয়াজূজ-মাজূজ প্রত্যহ যুলকারনাইনের দেয়ালটি খুঁড়তে থাকে। খুঁড়তে খুঁড়তে তারা এ লৌহ-প্রাচীরের প্রান্ত সীমার এত কাছাকাছি পৌঁছে যায় যে, অপর পার্শ্বের আলো দেখা যেতে থাকে। কিন্তু তারা এ কথা বলে ফিরে যায় যে, বাকি অংশটুকু আগামীকাল খুঁড়ব। কিন্তু আল্লাহ তা'আলা প্রাচীরটিকে পূর্ববৎ মজবুত অবস্থায় ফিরিয়ে নেন। পরের দিন ইয়াজূজ- মাজূজ প্রাচীর খননে নতুনভাবে আত্মনিয়োগ করে। খননকার্যে আত্মনিয়োগ ও আল্লাহ পাক থেকে তা মেরামতের এ ধারা ততদিন পর্যন্ত অব্যাহত থাকবে, যতদিন ইয়াজূজ- মাজূজকে বন্ধ রাখা আল্লাহর ইচ্ছা রয়েছে। যেদিন আল্লাহ তা'আলা ওদেরকে মুক্ত করার ইচ্ছা করবেন, সেদিন ওরা মেহনত শেষে বলবে: আল্লাহ ইচ্ছা করলে আমরা আগামীকাল অবশিষ্ট অংশটুকু খুঁড়ে ওপারে চলে যাব। (আল্লাহর নাম ও তাঁর ইচ্ছার উপর নির্ভর করার কারণে সেদিন ওদের তাওফীক হয়ে যাবে।) অতএব পরের দিন তারা প্রাচীরের অবশিষ্ট তেমনি অবস্থায় পাবে তারা সেটুকু খুঁড়েই প্রাচীর ভেদ করে ফেলবে। তিরমিযী এই রেওয়ায়েতটি اَبُو عَوَانَةَ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ اَبِىْ رَافِعٍ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ সূত্রে বর্ণনা করে বলেন : غَرِيْبٌ لَا نَعْرِفُهُ اِلَّا مِنْ هٰذَا الْوَجْهِ-ইবনে কাসীর তাঁর তাফসীরে রেওয়ায়েতটি বর্ণনা করে বলেন اِسْنَادٌ جَيِّدٌ قَوِيٌّ وَلٰكِنْ مَتْنَهُ فِىْ رَفْعِهِ نَكَارَةٌ এর সনদ উত্তম ও শক্তিশালী, কিন্তু মূল বক্তব্যটি রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর কিনা, তা সুবিদিত নয়। ইবনে-কাসীর '' আল-বেদায়া-ওয়ান-নেহায়াহ' গ্রন্থে এ হাদীস সম্পর্কে বলেন : যদি মেনে নেওয়া হয় যে, হাদীসের মূল বক্তব্যটি রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর নয়; বরং কা'ব আহবারের বর্ণনা, তবে এটা যে ধর্তব্য ও নির্ভরযোগ্য নয়, তা স্পষ্ট। পক্ষান্তরে যদি একে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর বক্তব্য সাব্যস্ত করা হয়, তবে হাদীসের উদ্দেশ্য এই যে, ইয়াজূজ -মাজূজের প্রাচীর খনন করার কাজটি তখন শুরু হবে, যখন তাদের আবির্ভাবের সময় নিকটবর্তী হবে। কুরআনে বলা হয়েছে যে, এই প্রাচীর ছিদ্র করা যাবে না এটা তখনকার অবস্থা, যখন যুলকারনাইন প্রাচীরটি নির্মাণ করেছিলেন। কাজেই এতে কোনো বৈপরীত্য নেই। তাছাড়া আরো বলা যায় যে, কুরআনে ছিদ্র বলে এপার -ওপার ছিদ্র বোঝানো হয়েছে। হাদীসে পরিষ্কার বলা হয়েছে যে, তাদের এ ছিদ্র এপার-ওপার হবে।-(বেদায়া, ২য় খণ্ড, ১১২পৃ:)

হাফেজ ইবনে হাজার (র.) ''ফাতহুল বারী' গ্রন্থে এই হাদীসটি আবদ ইবনে হুমায়দ ও ইবনে হিব্বানের বরাত দিয়েও উদ্ধৃত করে বলেছেন: তাঁরা সবাই হযরত কাতাদাহ থেকে বর্ণনা করেছেন এবং কোনো কোনো হাদীসে সনদের ব্যক্তিবর্গ সহীহ্ বোখারীর ব্যক্তিবর্গ। তিনি হাদীসটি যে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর উক্তি– এ বিষয়ে কোনো সন্দেহ প্রকাশ করেননি। তিনি ইবনে আরাবীর বরাত দিয়ে বর্ণনা করেন যে, এ হাদীসে তিনটি মু'জিযা রয়েছে।

এক. আল্লাহ তা'আলা তাদের চিন্তাধারা এদিকে নিবিষ্ট হতে দেননি যে, প্রাচীর খননের কাজ অবিরাম দিবারাত্র অব্যাহত রাখবে। নতুবা দিন ও রাত্রির কর্মসূচি আলাদা আলাদা নির্ধারণ করে কাজ সমাপ্ত করা এত বড় জাতির পক্ষে মোটেই কঠিন ছিল না।

দুই. আল্লাহ তা'আলা প্রাচীরের উপরে উঠার পরিকল্পনা থেকেও তাদের চিন্তাধারাকে সরিয়ে রেখেছেন। অথচ ওয়াহাব ইবনে-মুনাব্বেহের রেওয়ায়েত থেকে জানা যায় যে, তারা কৃষিশিল্পে পারদর্শী ছিল। সব রকম যন্ত্রপাতি তাদের কাছে ছিল। তাদের ভূখণ্ডে বিভিন্ন প্রকার বৃক্ষও ছিল। কাজেই প্রাচীরের উপরে আরোহণ করার উপায় সৃষ্টি করা তাদের পক্ষে কঠিন ছিল না।

https://e-ilm.weebly.com/

তিন. প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত তাদের মনে 'ইনশাআল্লাহ' বলার কথা জাগ্রত হলো না। তাদের বের হওয়ার নির্ধারিত সময় আসলেই কেবল তাদের মুখ দিয়ে এ বাক্য উচ্চারিত হবে।

ইবনে-আরাবী (র.) বলেন : এ হাদীস থেকে আরও জানা যায় যে, ইয়াজূজ -মাজূজের মধ্যে কিছুসংখ্যক লোক এমনও রয়েছে, যারা আল্লাহর অস্তিত্ব ও ইচ্ছায় বিশ্বাস রাখে। এটাও সম্ভব যে, বিশ্বাস ছাড়াই আল্লাহ তা'আলা তাদের মুখ দিয়ে এ বাক্য উচ্চারিত করিয়ে দেবেন এবং এর বরকতে তারা তাদের উদ্দেশ্যে সিদ্ধিলাভ করবে।-(আসারাতুস সায়া, সৈয়দ মুহাম্মদ, ১৫৪, পৃ:) কিন্তু বাহ্যত বোঝা যায় যে, তাদের কাছেও পয়গম্বরদের দাওয়াত পৌছেছে। নতুবা কুরআনের বর্ণনা অনুযায়ী তাদের জাহান্নামের শাস্তি না হওয়াই উচিত। কুরআন বলে وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِيْنَ حَتّٰى نَبْعَثَ رَسُوْلًا এতে বোঝা যায় যে, তারাও ঈমানের দাওয়াত লাভ করেছে। কিন্তু তারা কুফরকে আঁকড়ে রেখেছে। তাদের কিছু সংখ্যক লোক আল্লাহর অস্তিত্ব ও ইচ্ছায় বিশ্বাসী হবে। তবে রেসালত ও আখেরাতে বিশ্বাস স্থাপন না করা পর্যন্ত শুধু এতটুকু বিশ্বাসই ঈমানের জন্যে যথেষ্ট নয়। মোটকথা, ইনশাআল্লাহ কালেমা বলার পরও কুফরের অস্তিত্ব থাকতে পারে।

হাদীসের বর্ণনা থেকে অর্জিত ফলাফল : উল্লিখিত হাদীসমূহে ইয়াজূজ -মাজূজ সম্পর্কে ﷺ নিম্নলিখিত বিষয়াদি প্রমাণিত হয়েছে।

১. ইয়াজূজ -মাজূজ সাধারণ মানুষের মতোই মানুষ এবং হযরত নূহ (আ.) -এর সন্তান-সন্ততিই। অধিকাংশ হাদীসবিদ ও ইতিহাসবিদগণ তাদেরকে ইয়াসেফ ইবনে নূহের বংশধর সাব্যস্ত করেছেন। একথাও বলা বাহুল্য যে, ইয়াফেসের বংশধর হযরত নূহ (আ.)-এর আমল থেকে যুলকারনাইনের আমল পর্যন্ত দূর-দূরান্তরে বিভিন্ন গোত্রে ও বিভিন্ন জনপদে ছড়িয়ে পড়েছিল। যেসব সম্প্রদায়ের নাম ইয়াজূজ মাজূজ, জরুরি নয় যে, তারা সবাই যুলকারনাইনের প্রাচীরের ওপারে আবদ্ধ হয়ে গেছে। তাদের কিছু গোত্র ও সম্প্রদায় প্রাচীরের এপারেও থাকতে পারে। কিন্তু ইয়াজূজ-মাজূজ শুধু তাদেরই নাম, যারা বর্বর, অসভ্য ও রক্তপিপাসু, জালিম। মোগল তুর্কী অথবা মঙ্গোলীয় জাতি যারা সভ্যতা লাভ করেছে, তারাও তাদের অন্তর্ভুক্ত হলেও তারা নামের বাইরে।

২. ইয়াজূজ -মাজূজের সংখ্যা বিশ্বের সমগ্র জনসংখ্যার চাইতে অনেক গুণ বেশি, কমপক্ষে এক ও দশের ব্যবধান।-(২নং হাদীস)

৩. ইয়াজূজ- মাজূজের যেসব সম্প্রদায় ও গোত্র যুলকারনাইনের প্রাচীরের কারণে ওপারে আবদ্ধ হয়ে গেছে, তারা কেয়ামতের সন্নিকটবর্তী সময় পর্যন্ত এ ভাবেই আবদ্ধ থাকবে। তাদের বের হওয়ার সময় ইমাম মাহদী (আ.)-এর আবির্ভাব, অতঃপর দাজ্জালের আগমনের পরে হবে, যখন হযরত ঈসা (আ.) অবতরণ করে দাজ্জালের নিধন কার্য সমাপ্ত করবেন। (১নং হাদীস)

৪. ইয়াজূজ-মাজূজের মুক্ত হওয়ার সময় যুলক্বারনাইনের প্রাচীর বিধ্বস্ত হয়ে সমতলভূমির সমান হয়ে যাবে। (কুরআন) তখন ইয়াজূজ-মাজূজের অগণিত লোক একযোগে পর্বতের উপর থেকে অবতরণের সময় দ্রুতগতির কারণে মনে হবে যেন তারা পিছলে পিছলে নিচে গড়িয়ে পড়ছে। এই অপরিসীম বর্বর মানবগোষ্ঠী সাধারণ জনসবতি ও সমগ্র পৃথিবীর উপর ঝাঁপিয়ে পড়বে। তাদের হত্যাকাণ্ড ও লুটতরাজের মোকাবিলা করার সাধ্য কারও থাকবে না। আল্লাহর রাসূল হযরত ঈসা (আ.)ও আল্লাহর আদেশে মুসলমানদেরকে সাথে নিয়ে তুর পর্বতে আশ্রয় নিবেন এবং যেখানে যেখানে কেল্লা ও সংরক্ষিত স্থান থাকবে, সেখানেই আত্মগোপন করে প্রাণ রক্ষা করবেন। পানাহারের রসদ- সামগ্রী নিঃশেষ হওয়ার পর জীবনধারণের প্রয়োজনীয় আসবাবপত্রের মূল্য আকাশচুম্বী হয়ে যাবে। এই বর্বর জাতি অবশিষ্ট জনবসতিকে খতম করে দেবে এবং নদ-নদীর পানি নিঃশেষে পান করে ফেলবে। (১ নং হাদীস)

৫. হযরত ঈসা (আ.) ও তার সঙ্গীদের দোয়ায় এই পঙ্গপাল সদৃশ অগণিত লোক নিপাত হয়ে যাবে। তাদের মৃতদেহ সমগ্র ভূপৃষ্ঠকে আচ্ছন্ন করে ফেলবে এবং দুর্গন্ধের কারণে পৃথিবীতে বাস করা দূরহ হয়ে পড়বে।-(১ নং হাদীস)

৬. অতঃপর হযরত ঈসা (আ.) ও তাঁর সঙ্গীদের দোয়ায় তাদের মৃতদেহ সমুদ্রে নিক্ষিপ্ত অথবা অদৃশ্য করে দেওয়া হবে এবং বিশ্বব্যাপী বৃষ্টির মাধ্যমে সমগ্র ভূপৃষ্ঠকে ধুয়ে পাক-সাফ করা হবে।– (১নং হাদীস)

৭. এরপর প্রায় চল্লিশ বছর পৃথিবীতে শান্তি শৃঙ্খলা প্রতিষ্ঠিত থাকবে। ভূপৃষ্ঠ তার বরকতসমূহ উদ্‌গীরণ করে দিবে। কেউ দরিদ্র থাকবে না এবং কেউ কাউকে বিব্রত করবে না। সর্বত্রই শান্তি ও সুখ বিরাজ করবে। (৩নং হাদীস)

৮. শান্তি ও শৃঙ্খলার সময় কা'বা গৃহের হজ ও ওমরাহ অব্যাহত থাকবে। (৪নং হাদীস)

হাদীসে প্রমাণিত রয়েছে যে, হযরত ঈসা (আ.) -এর ওফাত হবে এবং তিনি রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর রওজা মোবারকে সমাহিত হবেন। অর্থাৎ তিনি হজ ও ওমরার উদ্দেশ্যই হেজায সফর করার সময় ওফাত পাবেন। -[মুসলিম]

https://e-ilm.weebly.com/

৯. রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর জীবনের শেষভাগে স্বপ্ন -ওহীর মাধ্যমে তাকে দেখানো হয় যে, যুলকারনাইনের প্রাচীরে একটি ছিদ্র হয়ে গেছে। তিনি একে আরবদের ধ্বংস ও অবনতির লক্ষণ বলে সাব্যস্ত করেন। প্রাচীরে ছিদ্র হয়ে যাওয়াকে কেউ কেউ প্রকৃত অর্থেও নিয়েছেন এবং কেউ কেউ রূপক অর্থে বোঝেছেন যে, প্রাচীরটি এখন দুর্বল হয়ে পড়েছে, ইয়াজূজ-মাজূজের বের হওয়ার সময় নিকটে এসে গেছে এবং এর আলামত আরব জাতির অধঃপতনরূপে প্রকাশিত হবে। والله اعلم

১০. হযরত ঈসা (আ.) অবতরণের পর পৃথিবীতে চল্লিশ বছর অবস্থান করবেন। (৩নং হাদীস) তাঁর পূর্বে হযরত মাহদী (আ.)- এর অবস্থানকাল চল্লিশ বছর হবে। তন্মধ্যে কিছু কাল হবে উভয়ের সহযোগিতায়। সৈয়দ শরীফ বরযঞ্জী "আসারাতুস সায়াহ" গ্রন্থের ১৪৫ পৃষ্ঠায় লেখেন : দাজ্জালের হত্যা ও শান্তি-শৃঙ্খলা প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পর হযরত ঈসা (আ.) চল্লিশ বছর অবস্থান করবেন এবং তাঁর মোট অবস্থানকাল হবে পয়ঁতাল্লিশ বছর । ১১২ পৃষ্ঠায় বলা হয়েছে : হযরত মাহদী (আ.) হযরত তাঁর ঈসা (আ.)-এর ত্রিশের উপর কয়েক বছর আগে আবির্ভূত হবেন এবং তার মোট অবস্থানকাল হবে চল্লিশ বছর। এভাবে পাঁচ অথবা সাত বছর পর্যন্ত উভয়ে একত্রে বসবাস করবেন। এই উভয়কালের বৈশিষ্ট্য হবে এই যে, সমগ্র ভূপৃষ্ঠে ন্যায় ও সুবিচারের রাজত্ব প্রতিষ্ঠিত হবে। ভূপৃষ্ঠ তার সব বরকতও গুপ্তধন উদগীরণ করে দেবে। কেউ ফকির-মিসকিন থাকবে না। পরস্পরের মধ্যে শত্রুতা ও প্রতিহিংসার লেশমাত্র থাকবে না। অবশ্য ইমাম মাহদী (আ.) -এর শেষ আমলে দাজ্জাল এসে মক্কা-মদিনা বায়তুল-মোকাদ্দাস ও তুর পর্বত ব্যতীত সর্বত্র দাঙ্গা-হাঙ্গামা ও ফেতনা ছড়িয়ে দিবে। এই ফেতনাটি হবে বিশ্বের সর্ববৃহৎ ফেতনা। দাজ্জালের অবস্থান ও দাঙ্গা-হাঙ্গামা মাত্র চল্লিশ দিন স্থায়ী হবে। তন্মধ্যে প্রথম দিন এক বছরের, দ্বিতীয় দিন এক মাসের এবং তৃতীয় দিন এক সপ্তাহের সমান হবে। আর অবশিষ্ট দিনগুলো হবে সাধারণ দিনেরই মতো। এখানে প্রকৃতপক্ষেই দিনগুলো এমন দীর্ঘ করে দেওয়া যেতে পারে। কেননা শেষযুগে প্রায় সব ঘটনাই অভ্যাস বিরুদ্ধে ঘটবে। এমনও সম্ভব যে, দিন তো প্রকৃতপক্ষে স্বাভাবিকই থাকবে, কিন্তু হাদীস থেকে জানা যায় যে, দাজ্জাল হবে অসাধারণ যাদুকর। কাজেই তার জাদুর প্রভাবে দিবারাত্রির পরিবর্তন সাধারণ মানুষের দৃষ্টিতে ধরা না-ও পড়তে পারে। তারা এক একই দিন দেখবে ও মনে করবে। হাদীসে সেদিনে সাধারণ দিন অনুযায়ী অনুমান করে নামাজ পড়ার আদেশ বর্ণিত রয়েছে। এ থেকেও এ বিষয়ের সমর্থন পাওয়া যায় যে, প্রকৃতপক্ষে দিবারাত্র পরিবর্তিত হতে থাকবে, কিন্তু মানুষ তা অনুভব করবে না। তাই এই এক বছরের দিনে তিনশ' ষাট দিনের নামাজ আদায় করার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। নতুবা দিনটি প্রকৃতপক্ষে একদিন হলে শরিয়ত নীতি অনুযায়ী তাতে একদিনের নামাজই ফরজ হতো। মোটকথা, দাজ্জালের মোট অবস্থানকাল এমনি ধরনের চল্লিশ দিন হবে এরপর হযরত ঈসা (আ.) অবতরণ করে দাজ্জালের হত্যা করার মাধ্যমে তার ফেতনারও অবসান ঘটাবেন। কিন্তু এর সাথে সাথেই ইয়াজূজ-মাজূজও বের হবে। তারা ভূপৃষ্টের সর্বত্র হত্যা ও লুটতরাজ করবে। তাদের অবস্থানকালও কয়েকদিন মাত্র হবে। এরপর হযরত ঈসা (আ.) এর দোয়ায় তারা সবাই একযোগে মারা যাবে। মোটকথা, হযরত মাহদীর আমলের শেষভাগে এবং হযরত ঈসা (আ.)-এর আমলের শুরুভাগে দাজ্জাল ও ইয়াজূজ-মাজূজের দু'টি ফেতনা সংঘটিত হবে এগুলো সারা বিশ্বের মানুষকে তছনছ করে দিবে। এই কয়েকদিন পূর্বে এবং পরে সমগ্র বিশ্বে ন্যায় এবং সুবিচার, শান্তি ও বরকত এবং ফল ও শস্যের অভূতপূর্ব আধিক্য হবে। হযরত ঈসা (আ.)-এর আমলে ইসলাম ব্যতীত কোনো কালেমা ও ধর্মের অস্তিত্ব থাকবে না, কোনো দীন -দুঃখী থাকবে না। হিংস্র এবং বিষাক্ত জীব-জন্তু কাউকে কষ্ট দিবে না।

ইয়াজূজ -মাজূজ ও যুলকারনাইনের প্রাচীর সম্পর্কিত এসব তথ্য কুরআন ও হাদীস উম্মতকে অবিহিত করেছে। এগুলোর প্রতি বিশ্বাস রাখা জরুরি এবং বিরোধিতা করা নাজায়েজ। যুলকারনরাইনের প্রাচীর কোথায় অবস্থিত ? ইয়াজূজ -মাজূজ কোন জাতি? তারা কোথায় বসবাস করে ? এসব ভৌগোলিক আলোচনার উপর ইসলামের কোনো আকীদা বিশ্বাস এবং কুরআনের কোনো আয়াতের মর্ম এ ব্যাখ্যা নির্ভরশীল নয়। এতদসত্ত্বেও বিরোধী পক্ষের আবোল তাবোল বকাবকির জওয়াব এবং অতিরিক্ত জ্ঞান লাভের উদ্দেশ্যে আলেমরা এগুলো সম্পর্কে আলোচনা করেছেন। এ আলোচনার কিয়দংশ নিম্নে উদ্ধৃত করা হচ্ছে :

কুরতুবী স্বয়ং তফসীর গ্রন্থে সুদ্দীর বরাত দিয়ে বর্ণনা করেছেন যে, ইয়াজূজ-মাজূজের বাইশটি গোত্রের মধ্যে থেকে একুশটি গোত্রকে যুলকারনাইনের প্রাচীর দ্বারা আবদ্ধ করে দেওয়া হয়েছে। একটি গোত্র প্রাচীরের এপারে রয়ে গেছে। আর সে গোত্রটি হলো তুর্ক। এরপর কুরতুবী (র.) বলেন : রাসূলুল্লাহ ﷺ তুর্কদের সম্পর্কে যেসব কথা বলেছেন, সেগুলো ইয়াজূজ মাজূজের সাথে খাপ খায়। শেষ জমানায় তাদের সাথে মুসলমানদের যুদ্ধের কথা সহীহ মুসলিমে বর্ণিত রয়েছে। অতঃপর কুরতুবী বলেন, বর্তমান সময় তুর্ক জাতির বিপুল সংখ্যক লোক মুসলমানদের মোকাবিলা করার জন্য অগ্রসরমান।

https://e-ilm.weebly.com/

তাদের সঠিক সংখ্যা আল্লাহ্ তা'আলাই জানেন। তিনি মুসলমানদেরকে তাদের অনিষ্ট থেকে বাঁচাতে পারেন। মনে হয় যেন তারাই ইয়াজুজ -মাজুজের অথবা কমপক্ষে তাদের অগ্রসেনাদল। (কুরতুবী, একাদশ খণ্ড, ৫৮.) কুরতুবীর সময়কাল ষষ্ঠ হিজরি। তখন তাতারীদের ফেতনা প্রকাশ পায় এবং তারা ইসলামি খেলাফতকে তছনছ করে দেয়। ইসলামের ইতিহাসে তাদের এই ফেতনা সুবিদিত। তাতারীরা যে মোগল তুর্কদের বংশধর, তাও প্রসিদ্ধ।) কিন্তু কুরতুবী তাদেরকে ইয়াজুজ-মাজুজের সমতুল্য অগ্রসেনাদল সাব্যস্ত করেছেন। তাদের ফেতনাকে ইয়াজুজ -মাজুজের আর্বিভাব বলেননি, যা কেয়ামতের অন্যতম আলামত। কেননা মুসলিমে পরিষ্কার বলা হয়েছে যে, হযরত ঈসা (আ.) অবতরণের পর তাঁর আমলে ইয়াজুজ-মাজুজের আবির্ভাব হবে।

এ কারণেই আল্লামা আলুসী (র.) তাফসীরে রূহুল-মা'আনীতে যারা তাতারীদেরকে ইয়াজূজ-মাজূজ সাব্যস্ত করে, তাদের বিরুদ্ধে কঠোর ভাষায় প্রতিবাদ করে বলেছেন : এরূপ ধারণা করা প্রকাশ্য রকমের পথভ্রষ্টতা এবং হাদীদের বর্ণনার সরাসরি বিরুদ্ধাচরণ। তবে তিনিও বলেছেন যে, নিঃসন্দেহে তাতারীদের ফেতনা ইয়াজূজ-মাজূজের ফেতনার সমতুল্য।-(১৬শ খণ্ড, ৪৪ পৃ:) বর্তমান যুগে কিছু সংখ্যক ইতিহাসবিদ বর্তমান রাশিয়া অথবা চীন উভয়কেই ইয়াজূজ -মাজূজ সাব্যস্ত করেন। তাদের উদ্দেশ্য যদি কুরতুবী ও আলূসীর মতোই হয় যে, তাদের ফেতনা ইয়াজুজ-মাজুজের ফেতনার সমতুল্য, তবে তা ভ্রান্ত হবে না। কিন্তু তাঁরা যদি তাদেরকেই কিয়ামতের আলামতরূপে কুরআন ও হাদীসে বর্ণিত ইয়াজূজ-মাজূজের আবির্ভাব হিসাবে সাব্যস্ত করেন, যার সময় হযরত ঈসা (আ.) -এর অবতরণের পরে বলা হয়েছে, তবে তা নিশ্চিতই ভ্রান্তি, পথভ্রষ্টতা ও হাদীসের বর্ণনার বিরুদ্ধাচরণ হবে।

খ্যাতনামা ইতিহাসবিদ ইবনে খলদূন স্বীয় ইতিহাস গ্রন্থের ভূমিকায় সপ্ত ভূখণ্ডের মধ্যে থেকে ষষ্ঠ ভূখণ্ডের আলোচনা ইয়াজূজ-মাজূজ, যুলকারনাইন প্রাচীর এবং অবস্থান সম্পর্কে ভৌগলিক দৃষ্টিকোণজনিত নিম্নরূপ বক্তব্য রেখেছেন :

সপ্তম ভূখণ্ডের নবম অংশ পশ্চিমদিকে তুর্কীদের কাপ্চাক ও চর্কস নামে অভিহিত গোত্রসমূহ বসবাস করে এবং পূর্বদিকে ইয়াজূজ-মাজূজের বসতি বিদ্যমান। তাদের উভয়ের মধ্যস্থলে ককেশাস পর্বতমালা অবস্থিত। পূর্বে বলা হয়েছে যে, এই পর্বতমালা চতুর্থ ভূখণ্ডের পূর্বদিকে অবস্থিত ভূমধ্যসাগর থেকে শুরু হয়ে এই ভূখণ্ডের শেষ উত্তর প্রান্ত পর্যন্ত বিস্তৃত। এরপর ভূমধ্যসাগর থেকে পৃথক হয়ে উত্তর পশ্চিম দিকে বিস্তৃত হয়ে পঞ্চম ভূখণ্ডের নবম অংশে প্রবেশ লাভ করেছে। এখান থেকে তা আবার প্রথম দিকে মোড় নিয়েছে এবং সপ্তম ভূখণ্ডের নবম অংশে প্রবেশ-লাভ করেছে। এখানে পৌছে তা দক্ষিণ থেকে উত্তর-পশ্চিম হয়ে চলে গেছে"। এই পর্বতমালা মাঝখানে সিকান্দারী প্রাচীর অবস্থিত, আমরা এই মাত্র যার উল্লেখ করেছি এবং কুরআনও যার সংবাদ দিয়েছে।

আব্দুল্লাহ ইবনে খরদিযবাহ্ স্বীয় ভূগোল গ্রন্থে আব্বাসী খলীফা ওয়াসিক বিল্লাহর একটি স্বপ্ন বর্ণনা করেছেন। তিনি স্বপ্নে দেখেন যে, প্রাচীর খুলে গেছে। এতে তিনি অস্থির হয়ে উঠে বসেন এবং অবস্থা পর্যবেক্ষণের জন্য তাঁর মুখপাত্র সাল্লামকে প্রেরণ করেন। সে ফিরে এসে এই প্রাচীরের অবস্থা বর্ণনা করে।-(ইবনে খালদুনের 'মুকাদ্দামা' ৭৯ পৃ:)

আব্বাসী খলীফা ওয়াসিক বিল্লাহ' কর্তৃক যুলকারনাইনের প্রাচীর পর্যবেক্ষণের জন্যে একটি দল প্রেরণ করা এবং তাদের পর্যবেক্ষণ করে ফিরে আসার কথা ইবনে-কাসীরও " আল–বেদায়া ওয়ান-নেহায়াহ" গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন। তাতে আরও বর্ণিত রয়েছে যে, এই প্রাচীর লৌহনির্মিত। এতে বড় বড় তালাবদ্ধ দরজাও আছে এবং একটি উত্তর-পূর্ব দিকে অবস্থিত। তাফসীরে কাবীর ও তাবারী এই ঘটনা বর্ণনা করে লিখেছেন : যে ব্যক্তি এই প্রাচীর পরিদর্শন করে ফিরে আসতে চায়, গাইড তাকে এমন লতা-পাতাবিহীন প্রান্তরে পৌছে দেয়, যা সমরকন্দের বিপরীত দিকে অবস্থিত।-(তাফসীরে কাবীর, ৫ম খণ্ড ৫১ পৃ)

শ্রদ্ধেয় উস্তাদ হযরত মাওলানা আনওয়ার শাহ্ কাশ্মীরি (র.) "আকীদাতুল ইসলাম ফী হায়াতে ঈসা (আ.)" গ্রন্থে ইয়াজূজ -মাজূজ ও যুলকারনাইনের প্রাচীরের অবস্থা প্রসঙ্গক্রমে বর্ণনা করেছেন। কিন্তু যতটুকু বর্ণনা করেছেন তা অনুসন্ধান ও রেওয়ায়েতের মাপকাঠিতে উৎকৃষ্ট পর্যায়ের। তিনি বলেন : দুষ্কৃতিকারী ও বর্বর মানুষদের লুণ্ঠন থেকে আত্মরক্ষার জন্য পৃথিবীতে এক নয়-বহু জায়গায় প্রাচীর নির্মাণ করা হয়েছে। এগুলো বিভিন্ন বাদশাহগণ বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন স্থানে নির্মাণ করেছেন। তন্মধ্যে সর্ববৃহৎ ও সর্বপ্রসিদ্ধ হচ্ছে চীনের প্রাচীর। এর দৈর্ঘ্য আবূ হাইয়্যান উন্দুলূসী (ইরানের শাহী দরবারের ঐতিহাসিক) বার শ' মাইল বর্ণনা করেছেন। এর প্রতিষ্ঠাতা হচ্ছেন চীন সম্রাট 'ফগফুর'। এর নির্মাণের তারিখ হযরত আদম (আ.)-এর অবতরণের তিন হাজার চার শ' ষাট বছর পর বর্ণনা করা হয়। এই চীন প্রাচীরকে মোগলরা 'আনকুদাহ' এবং তুর্কীরা 'বুরকুরকা' বলে থাকে। তিনি আরও বলেন : এমনি ধরনের আরও কয়েকটি প্রাচীর বিভিন্ন স্থানে পরিদৃষ্ট হয়। মাওলানা হিফজুর রহমান সিহওয়ারবী (র.) কাসাসুল কুরআনে বিস্তারিতভাবে শাহ সাহেবের উপরিউক্ত বর্ণনার ঐতিহাসিক ব্যাখ্যা করেছে। এর সার-সংক্ষেপ নিম্নরূপ :

ইয়াজূজ-মাজূজের লুণ্ঠন ও ধ্বংসকাণ্ড সাধনের পরিধি বিশাল এলাকাব্যাপী বিস্তৃত ছিল। একদিকে ককেশিয়ার পাদদেশে বসবাসকারীরা তাদের জুলুম ও নির্যাতনের শিকার ছিল এবং অপরদিকে তিব্বত ও চীনের অধিবাসীরাও ছিল সর্বক্ষণ

https://e-ilm.weebly.com/

তাদের আক্রমণের লক্ষ্যস্থল। এই ইয়াজূজ-মাজূজের অনিষ্ট থেকে আত্মরক্ষার জন্য বিভিন্ন সময় বিভিন্ন স্থানে একাধিক প্রাচীর নির্মাণ করা হয়েছে। তন্মধ্যে সর্ববৃহৎ ও প্রসিদ্ধ প্রাচীর হচ্ছে চীনের প্রাচীর। উপরে এর কথা উল্লেখ করা হয়েছে।
দ্বিতীয় প্রাচীর মধ্য-এশিয়ার বুখারা ও তিরমিযের নিকটে অবস্থিত। এর অবস্থানস্থলের নাম দরবন্দ। এই প্রাচীরটি খ্যাতনামা মোগল সম্রাট তৈমুরের আমলে বিদ্যমান ছিল। রোম সম্রাটের বিশেষ সভাসদ সীলা বর্জর জার্মেনীও তার গ্রন্থে এর কথা উল্লেখ করেছেন। উন্দুলূসের সম্রাট কাষ্টাইলের দূত ক্ল্যাফচুও তার ভ্রমণ কাহিনীতে এর উল্লেখ করেছেন। ১৪০৩ খ্রিস্টাব্দে যখন তিনি সম্রাটের দূত হিসেবে তৈমুরের দরবারে পৌছেন, তখন এ স্থান অতিক্রম করেন। তিনি লিখেন : বাবুল হাদীসের প্রাচীর মুসেলের ঐ পথে অবস্থিত, যা সমরখন্দ ও ভারতের মধ্যস্থলে বিদ্যমান।- (তাফসীরে জাওয়াহেরুল-কুরআন, তানতাভী, ৯ম খণ্ড ১৯৮ পৃ.)
তৃতীয় প্রাচীর রাশিয়ান এলাকা দাগিস্তানে অবস্থিত। এটিও দরবন্দ ও বাবুল আবওয়াব নামে খ্যাত। ইয়াকুত হমভী 'মু'জামুল বুলদানে' ইদরীসী 'জুগরাফিয়া'য় এবং বুস্তানী 'দায়েরাতুল মা'আরিফে' এর অবস্থান বিস্তারিত লিপিবদ্ধ করেছেন। এর সার-সংক্ষেপ নিম্নরূপ :
দাগিস্তানে দরবন্দ রাশিয়ার একটি শহর। শহরটি কাস্পিয়ান সাগরের পশ্চিম তীরে অবস্থিত। এটি ৩ ডিগ্রী উত্তর অক্ষাংশ থেকে ৪৩ ডিগ্রী উত্তর অক্ষাংশ এবং ১৫ ডিগ্রী পূর্ব দ্রাঘিমা থেকে ৪৮ ডিগ্রী পূর্ব দ্রাঘিমা পর্যন্ত বিস্তৃত। একে দরবন্দে নওশেরওয়াঁ নামেও অভিহিত করা হয়। তবে বাবুল আবওয়াব নামে তা বিশেষভাবে প্রসিদ্ধ।
চতুর্থ প্রাচীর বাবুল-আবওয়াব থেকে পশ্চিম দিকে ককেশিয়ার সুউচ্চ মালভূমিতে অবস্থিত। সেখানে দুটি পাহাড়ের মধ্যস্থলে দারিয়াল নামে একটি প্রসিদ্ধ গিরিপথ রয়েছে। এই চতুর্থ প্রাচীরটি এখানে কাফকায অথবা জাবালে-কোফা অথবা কাফ পর্বতমালার প্রাচীর নামে খ্যাত। বুস্তানী এ সম্পর্কে বলেন :
এবং এরই (অর্থাৎ, বাবুল-আবওয়াব প্রাচীরের) নিকটে আরও একটি প্রাচীর রয়েছে, যা পশ্চিম দিকে এগিয়ে গেছে। সম্ভবতঃ পারস্যবাসীরা উত্তরাঞ্চলীয় বর্বরদের কবল থেকে আত্মরক্ষার জন্যে এটি নির্মাণ করেছে। এর নির্মাতা সম্পর্কে সঠিক ও বিশুদ্ধ কোনো বর্ণনা জানা যায়নি। প্রতিষ্ঠাতা হিসেবে কেউ কেউ একে সিকান্দারের প্রতি, কেউ কেউ পারস্য সম্রাট নওশেরওয়াঁর প্রতি এর সম্বন্ধ নির্দেশ করেছে। ইয়াকুত বলেন : গলিত তামা দ্বারা এটি নির্মিত হয়েছে।
-[দায়েরাতুল -মা'আরিফ ৭ম খণ্ড, ৬৫ পৃ.]
এসব প্রাচীর সবগুলোই উত্তরদিকে অবস্থিত এবং প্রায় একই উদ্দেশ্যে নির্মিত হয়েছে। তাই এগুলোর মধ্যে যুলকারনাইনের প্রাচীর কোনটি, তা নির্ণয় করা কঠিন। শেষোক্ত দু'টি প্রাচীরের ব্যাপারেই অধিক মতভিন্নতা দেখা দিয়েছে। কেননা উভয়স্থানের নাম দরবন্দ এবং উভয় স্থলে প্রাচীরও বিদ্যমান রয়েছে। উল্লেখিত চারটি প্রাচীরের মধ্যে সবচাইতে বড় ও সবচাইতে প্রাচীন চীনের প্রাচীর যুলকারনাইনের প্রাচীর নয়, এ বিষয়ে সবাই একমত। এটি উত্তরদিকে নয়- দূরপ্রাচ্যে অবস্থিত। কুরআন পাকের ইঙ্গিত দ্বারা বোঝা যায় যে, যুলকারনাইনের প্রাচীরটি উত্তর ভূখণ্ডে অবিস্থত।
এখন উত্তর ভূখণ্ডে অবস্থিত তিনটি প্রাচীর সম্পর্কিত পর্যালোচনা বাকি রয়ে গেল। তন্মধ্যে মাসউদী, ইসতাখরী, হমভী প্রমুখ ইতিহাসবিদ সাধারণভাবে সে প্রাচীরকে যুলকারনাইনের প্রাচীর বলেন, যা দাগিস্তান অথবা ককেশিয়ার এলাকা বাবুল-আবওয়াবের দরবন্দ নামক স্থানে কাস্পিয়ানের তীরে অবস্থিত। বুখারা ও তিরমিযির দরবন্দে অবস্থিত প্রাচীরকে যারা যুলকারনাইনের প্রাচীর বলেছেন, তারা সম্ভবত দরবন্দ নাম দ্বারা প্রতারিত হয়েছেন। এখন যুলকারনাইনের প্রাচীরের অবস্থানকাল প্রায় নির্দিষ্ট হয়ে গেছে। অর্থাৎ দু'টি প্রাচীরের মধ্যে ব্যাপার সীমিত হয়ে গেছে'। এক দাগিস্তান ককেশিয়ার এলাকা বাবুল -আবওয়াবের দরবন্দের প্রাচীর এবং দুই আরও উচ্চে কাফকায অথবা কাফ অথবা ককেশাস পর্বতমালায় অবস্থিত প্রাচীর : উভয় স্থানে প্রাচীরের অস্তিত্ব ইতিহাসবিদদের কাছে প্রমাণিত রয়েছে।
হযরত মওলানা আনওয়ার শাহ কাশ্মীরী (র.) " আকীদাতুল ইসলাম' গ্রন্থে উভয় প্রাচীরের মধ্যে থেকে ককেশাস পর্বতমালায় অবস্থিত প্রাচীরকে অগ্রাধিকার দিয়েছেন যে, এটি যুলকারনাইন নির্মিত প্রাচীর।

যুলকারনাইনের প্রাচীর এখনও বিদ্যমান রয়েছে এবং কেয়ামত পর্যন্ত থাকবে, না ভেঙ্গে গেছে : ইউরোপীয় ইতিহাস ও ভূগোল বিশেষজ্ঞরা আজকাল উপরিউক্ত প্রাচীরসমূহের কোনোটির অস্তিত্বই স্বীকার করেন না। তারা একথাও স্বীকার করেন না যে, ইয়াজূজ-মাজূজের পথ অদ্যাবধি বন্ধ রয়েছে। এরই ভিত্তিতে কোনো মুসলমান ইতিহাসবিদও একথা বলতে লিখতে শুরু করেছেন যে, কুরআন ও হাদীসে বর্ণিত ইয়াজূজ-মাজূজ বহু পূর্বেই বের হয়ে গেছে। কেউ কেউ হিজরি ষষ্ঠ শতাব্দীতে ঝটিকার বেগে উত্থিত তাতারীদেরকেই এর নিদর্শন সাব্যস্ত করেছেন। কেউ কেউ বর্তমান যুগের পরাশক্তি রাশিয়া, চীন ও ইউরোপীয়দেরকে ইয়াজূজ- মাজূজ বলে দিয়ে ব্যাপারটি সাঙ্গ করে দিয়েছেন। কিন্তু উপরে রূহুল

মা'আনীর বরাত দিয়ে বর্ণনা করা হয়েছে যে, এটা সম্পূর্ণ ভ্রান্ত। সহীহ হাদীসমূহ অস্বীকার করা ছাড়া কেউ একথা বলতে পারে না। কুরআন পাক ইয়াজূজ-মাজূজের অভ্যুত্থানকে কেয়ামতের আলামত হিসেবে বর্ণনা করেছে। নাওয়াস ইবনে সামআন প্রমুখ বর্ণিত সহীহ মুসলিমের হাদীসে পরিষ্কার বলা হয়েছে যে, ইয়াজূজ -মাজূজের ঘটনাটি ঘটবে দাজ্জালের আবির্ভাব এবং হযরত ঈসা– এর অবতরণ ও দাজ্জাল হত্যার পরে। দাজ্জালের আবির্ভাব এবং হযরত ঈসা (আ.) -এর অবতরণ যে আজো পর্যন্ত হয়নি, তাতে কোনো সন্দেহের অবকাশ নেই।

তবে যুলকারনাইনের প্রাচীর বর্তমানে ভেঙ্গে গেছে এবং ইয়াজূজ -মাজূজের কোনো কোনো গোত্র এপারে চলে এসেছে এখানে একথা বলাও কুরআন ও হাদীসের কোনো সুস্পষ্ট বর্ণনার পরিপন্থি নয় -যদি মেনে নেওয়া হয় যে, তাদের সমগ্র পৃথিবীকে ধ্বংসস্তূপে পরিণতকারী সর্বশেষ ও সর্বধ্বংসী হামলা এখনও হয়নি ; বরং তা উপরে বর্ণিত দাজ্জালের আবির্ভাব এবং হযরত ঈসা (আ.)- এর অবতরণের পরে হবে।

এ ব্যাপারে হযরত হযরত উস্তাদ আল্লামা কাশ্মীরি (র.)-এর সুচিন্তিত বক্তব্য এই : ইউরোপীয়দের এ বক্তব্যের কোনো গুরুত্ব নেই যে, সমগ্র ভূপৃষ্ঠে তন্ন তন্ন করে খুঁজে দেখেছে যে, কোথাও এই প্রাচীরের অস্তিত্ব নেই। কেননা স্বয়ং তাদেরই এধরনের বর্ণনা বিদ্যমান রয়েছে যে, পর্যটন ও অন্বেষণের উচ্চতম শিখরে পৌঁছা সত্ত্বেও অনেক অরণ্য, সমুদ্র ও দ্বীপ সম্পর্কে তারা অদ্যাবধি জ্ঞান লাভ করতে পারেনি। এছাড়া এরূপ সম্ভাবনাও দূরবর্তী নয় যে, কথিত প্রাচীরটি বিদ্যমান থাকা সত্ত্বেও পাহাড়সমূহের পতন ও পারস্পরিক সংযুক্তির কারণে তা একটি পাহাড়ের আকার ধারণ করে ফেলেছে। কিয়ামতের পূর্বে প্রাচীরটি ভেঙ্গে যাবে অথবা দূরবর্তী পথ ধরে ইয়াজূজ-মাজূজের কিছু গোত্র এসে যাবে- কুরআন ও হাদীসের কোনো অকাট্য প্রমাণ এ বিষয়েরও পরিপন্থি নয়। যুলকারনাইনের প্রাচীর কিয়ামত পর্যন্ত অক্ষয় থাকবে -এর পক্ষে বড় প্রমাণ হচ্ছে কুরআন পাকের আয়াত- فَاِذَا جَاءَ وَعْدُ رَبِّىْ جَعَلَهٗ دَكًّا অর্থাৎ যুলকারনাইনের এই উক্তি যে, যখন আমার পালনকর্তার প্রতিশ্রুতি এসে যাবে (অর্থাৎ ইয়াজূজ-মাজূজের বেরিয়ে আসার সময় হবে,) তখন আল্লাহ তা'আলা এই লৌহ প্রাচীর চূর্ণবিচূর্ণ করে ভূমিস্যাৎ করে দিবেন। এ আয়াতে وَعْدُ رَبِّىْ (আমার পালনকর্তার ওয়াদা) এর অর্থ কিয়ামত নেওয়া হয়েছে। অথচ কুরআনের ভাষ্য এই অর্থ অকাট্য নয় ; বরং এর পরিষ্কার অর্থ এই যে, যুলকারনাইন ইয়াজূজ-মাজূজের পথরুদ্ধ করার যে ব্যবস্থা করেছে, তা সদাসর্বদা যথাযথ থাকা জরুরি নয়। যখন আল্লাহ তা'আলা ইয়াজূজ-মাজূজের পথ খুলে দেওয়ার ইচ্ছা করবেন, তখন এই প্রাচীর বিধ্বস্ত ও ভূমিসাৎ হয়ে যাবে। এটা কিয়ামতের একান্ত নিকটবর্তী সময়ে হওয়াই জরুরি নয়। সে মতে সব তাফসীরবিদই وَعْدُ رَبِّىْ এর অর্থে উভয় সম্ভাবনা উল্লেখ করেছেন। তাফসীর বাহরে-মুহীতে বলা হয়েছে : وَالْوَعْدُ يَحْتَمِلُ اَنْ يُّرَادَ بِهٖ يَوْمُ الْقِيَامَةِ وَاَنْ يُّرَادَ بِهٖ وَقْتُ خُرُوْجِ يَاجُوْجَ وَمَاجُوْجَ

এটা এভাবেও হতে পারে যে, প্রাচীর বিধ্বস্ত হয়ে রাস্তা এখনই খুলে গেছে এবং ইয়াজূজ- মাজূজের আক্রমণের সূচনা হয়ে গেছে। ষষ্ঠ হিজরির তাতারী ফেতনাকে এর সূচনা সাব্যস্ত করা হোক কিংবা ইউরোপ, রাশিয়া ও চীনের আধিপত্যকে সাব্যস্ত করা হোক : কিন্তু একথা সুস্পষ্ট যে, এসব সভ্যজাতির আবির্ভাব ও এদের সৃষ্ট ফেতনাকে কুরআন হাদীস বর্ণিত ফেতনা আখ্যা দেওয়া যায় না। কারণ তাদের আবির্ভাব আইন, কানূনের পন্থায় হচ্ছে। কুরআন ও হাদীসে বর্ণিত সেই ফেতনা এমন অকৃত্রিম হত্যাযজ্ঞ, লুটতরাজ রক্তপাতের মাধ্যমে হবে, যা পৃথিবীর গোটা জনমণ্ডলীকেই ধ্বংস ও বরবাদ করে দিবে। বরং এর সারমর্ম আবার এই দাঁড়ায় যে, দুষ্কৃতকারী ইয়াজূজ-মাজূজেরই কিছু গোত্র এপারে এসে সভ্য হয়ে গেছে। তারাই ইসলামি দেশসমূহের জন্যে নিঃসন্দেহে বিরাট ফেতনার কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে কিন্তু ইয়াজূজ-মাজূজের যেসব বর্বর গোত্র হত্যা ও রক্তপাত ছাড়া কিছুই জানে না, তারা এখন পর্যন্ত আল্লাহর বাণীর তাফসীর অনুযায়ী এপারে আসে নি। সংখ্যার দিক দিয়ে তারাই হবে বেশি। তাদের আবির্ভাব কিয়ামতের কাছাকাছি সময়ে হবে।

দ্বিতীয় প্রমাণ হচ্ছে তিরমিযী ও মুসনাদে আহমদের একটি হাদীস তাতে উল্লিখিত রয়েছে যে, ইয়াজূজ-মাজূজ প্রত্যহই প্রাচীরটি খনন করে : প্রথমত : এই হাদীসটি ইবনে কাসীরের মতে مَعْلُوْل দ্বিতীয়ত : এতেও এ বিষয়ের বর্ণনা নেই যে, ইয়াজূজ-মাজূজ যেদিন 'ইনশাআল্লাহ' বলার বরকতে প্রাচীরটি অতিক্রম করবে, সেদিনটি কিয়ামতের কাছাকাছিই হবে এই হাদীসে এ বিষয়েরও কোনো প্রমাণ নেই যে, ইয়াজূজ-মাজূজের গোটা জাতি এই প্রাচীরের পশ্চাতে আবদ্ধ থাকবে কাজেই তাদের কিছু দল অথবা গোত্র হয়তো দূর-দূরান্তের পথ অতিক্রম করে এপারে এসে গেছে। আজকালকার শক্তিশালী সামুদ্রিক জাহাজের মাধ্যমে এরূপ হওয়া অসম্ভব নয়। কোনো কোনো ইতিহাসবিদ একথাও লিপিবদ্ধ করেছেন যে, ইয়াজূজ-মাজূজ দীর্ঘ সামুদ্রিক সফরের মাধ্যমে এপারে আসার পথ পেয়ে গেছে। উপরিউক্ত হাদীস এর পরিপন্থি নয় মোটকথা, কুরআন ও হাদীসে এরূপ কোনো প্রকাশ্য ও অকাট্য প্রমাণ নেই যে, যুলকারনাইনের প্রাচীর কিয়ামত পর্যন্ত

https://e-ilm.weebly.com/

অক্ষয় থাকবে অথবা কিয়ামতের পূর্বে এপারের মানুষের উপর তাদের প্রারম্ভিক ও মামুলি আক্রমণ হতে পারবে না। তবে তাদের চূড়ান্ত, ভয়াবহ ও সর্বনাশা আক্রমণ কিয়ামতের পূর্বে সেই সময়েই হবে, যে সময়ের কথা ইতঃপূর্বে বার বার উল্লেখ করা হয়েছে। মূলকথা এই যে, কুরআন ও হাদীসের বর্ণনার ভিত্তিতে ইয়াজূজ-মাজূজের প্রাচীর ভেঙ্গে রাস্তা খুলে গেছে বলে যেমন অকাট্য ফয়সালা করা যায় না, তেমনি একথাও বলা যায় না যে, প্রাচীরটি কিয়ামত পর্যন্ত কায়েম থাকা জরুরি। উভয়দিকেরই সম্ভাবনা রয়েছে। وَاللّٰهُ اَعْلَمُ بِحَقِيْقَةِ الْحَالِ

بَعْضَهُمْ يَوْمَئِذٍ يَّمُوْجُ فِىْ بَعْضٍ : এখানে بَعْضَهُمْ এর সর্বনাম দ্বারা বাহ্যত ইয়াজূজ-মাজূজকেই বোঝানো হয়েছে। তাদের একদল অপর দলের মধ্যে ঢুকে পড়বে। বাহ্যত এই অবস্থা তখন হবে, যখন তাদের পথ খুলে যাবে এবং তারা পাহাড়ের উচ্চতা থেকে দ্রুতবেগে নীচে অবতরণ করবে। তাফসীরবিদগণ অন্যান্য সম্ভাবনাও লিখেছেন।

فَجَمَعْنٰهُمْ এর সর্বনাম দ্বারা সাধারণ জিন ও মানবজাতিকে বোঝানো হয়েছে। উদ্দেশ্য এই যে, হাশরের মাঠে জিন ও মানবজাতিকে একত্রিত করা হবে।

اَفَحَسِبَ الَّذِيْنَ كَفَرُوْٓا اَنْ يَّتَّخِذُوْا عِبَادِىْ مِنْ دُوْنِىْٓ اَوْلِيَآءَ : তাফসীরে বাহরে -মুহীতে বর্ণিত আছে যে, এক্ষেত্রে বাক্য উহ্য রয়েছে। অর্থাৎ فَيَجِدُ بِهِمْ نَفْعًا وَّيَنْتَفِعُوْنَ بِذٰلِكَ الْاِتِّخَاذِ উদ্দেশ্য এই যে, এসব কাফেররা আমার পরিবর্তে আমার বান্দাদেরকে উপাস্যরূপে গ্রহণ করছে। তারা কি মনে করে যে, একাজ তাদেরকে উপকৃত করবে এবং এ দ্বারা তাদের কিছুটা কল্যাণ হবে? এই জিজ্ঞাসা অস্বীকারবোধক। অর্থাৎ এরূপ মনে করা ভ্রান্তি ও মূর্খতা।

عِبَادِىْ (আমার দাস) বলে এখানে ফেরেশতা এবং সেসব পয়গম্বরগণকে বোঝানো হয়েছে দুনিয়াতে যাদেরকে উপাস্য ও আল্লাহর শরিকরূপে স্থির করা হয়েছে ; যেমন হযরত ওযায়ের ও ঈসা (আ.)। কিছু সংখ্যক আরব ফেরেশতাদেরও উপাসনা করত। পক্ষান্তরে ইহুদিরা হযরত ওযায়ের (আ.)-কে এবং খ্রিস্টানরা হযরত ঈসা (আ.)-কে আল্লাহর শরিকরূপে গ্রহণ করেছে। তাই আয়াতে اَلَّذِيْنَ كَفَرُوْٓا বলে কাফেরদের এসবদলকেই বোঝানো হয়েছে। কোনো কোনো তাফসীরবিদ এখানে "আমার বান্দা" অর্থ নিয়েছেন। সুতরাং اَلَّذِيْنَ كَفَرُوْٓا এর অর্থ হবে যারা শয়তান ও জিনের উপাসনা করে। কেউ কেউ "আমার বান্দা" অর্থ ও সৃজিত এবং মালিকানাধীন বস্তু গ্রহণ করে একে ব্যাপকাকার করে দিয়েছেন। ফলে আগুন, মূর্তি, তারকা ইত্যাদি মিথ্যা উপাস্য এর অন্তর্ভুক্ত হয়ে গেছে। বাহরে মুহীত প্রভৃতি গ্রন্থে প্রথম তাফসীরকেই প্রবল সাব্যস্ত করা হয়েছে।

اَوْلِيَآءُ এটি وَلِىٌّ এর বহুবচন। আরবি ভাষায় এ শব্দ অনেক অর্থে ব্যবহৃত হয়। এখানে এর অর্থ কার্যনির্বাহী, অভাব, পূরণকারী, যা সত্য উপাস্যের বিশেষগুণ। উদ্দেশ্য, তাদেরকে উপাস্যরূপে গ্রহণ করা।

بِالْاَخْسَرِيْنَ اَعْمَالًا এখানে প্রথম দুই আয়াত এমন ব্যক্তি ও দলকে অন্তর্ভুক্ত করেছে, যারা কোনো কোনো বিষয়কে সৎ মনে করে তাতে পরিশ্রম করে। কিন্তু আল্লাহর কাছে তাদের সে পরিশ্রম বৃথা এবং সে কর্মও নিষ্ফল। কুরতুবী বলেন, এ অবস্থা দু'টি কারণে সৃষ্টি হয়। (এক) ভ্রান্তবিশ্বাস এবং (দুই) লোক দেখানো মনোবৃত্তি। অর্থাৎ সব বিশ্বাস ও ঈমান ঠিক নয়, সে যত ভালো কাজই করুক, যত পরিশ্রমই করুক, পরকালে সবই বৃথা ও নিষ্ফল প্রতিপন্ন হবে।

এমনিভাবে যে ব্যক্তি মানুষকে সন্তুষ্ট করার জন্যে লোক দেখানো মনোবৃত্ত নিয়ে কাজ করে সে-ও তার সে কাজের ছওয়াব থেকে বঞ্চিত হবে। এই ব্যাপক অর্থের দিক দিয়ে কোনো কোনো সাহাবী খারেজী সম্প্রদায়কে এবং কোনো কোনো তাফসীরবিদ মু'তাযেলা, রাওয়াফেয ইত্যাদি বিভ্রান্ত সম্প্রদায়কে আলোচ্য আয়াতের লক্ষ্য সাব্যস্ত করেছেন। কিন্তু পরবর্তী আয়াতে নির্দিষ্ট করে দেওয়া হয়েছে যে, এখানে সেসব কাফেরদেরকে বোঝানো হয়েছে, যারা আল্লাহর নিদর্শনাবলি এবং কিয়ামত ও পরকাল অস্বীকার করে।

اُولٰٓئِكَ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا بِاٰيٰتِ رَبِّهِمْ وَلِقَآئِه : তাই কুরতুবী, আবু হাইয়্যান, মাযহারী প্রভৃতি গ্রন্থে বলা হয়েছে যে, এখানে প্রকৃত উদ্দেশ্য হলো সেসব কাফের সম্প্রদায়, যারা আল্লাহ, কিয়ামত ও হিসাব-কিতাব অস্বীকার করে। কিন্তু বাহ্যত তারাও এর ব্যাপক অর্থের সাথে সম্পর্কহীন হতে পারে না, যাদের অপবিশ্বাস তাদের কর্মকে বরবাদ ও পরিশ্রম নিষ্ফল করে দেয়। হযরত আলী (রা.) ও সা'দ (রা.) প্রমুখ সাহাবী থেকে এ ধরনের উক্তি বর্ণিত আছে। (কুরতুবী) فَلَا نُقِيْمُ لَهُمْ الْقِيٰمَةِ وَزْنًا অর্থাৎ তাদের আমল বাহ্যত বিরাট বলে দেখা যাবে, কিন্তু হিসাবের দাঁড়ি -পাল্লায় তার কোনো ওজন হবে না। কেননা কুফর ও শিরকের কারণে তাদের আমল নিষ্ফল ও গুরুত্বহীন হয়ে যাবে।

বুখারী ও মুসলিমে আবূ হুরায়রা (রা.) -এর রেওয়ায়েত মতে রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন : কিয়ামতের দিন জনৈক দীর্ঘদেহী স্থূলকায় ব্যক্তি আসবে, আল্লাহর কাছে মাছির ডানার সমপরিমাণও তার ওজন হবে না। অতঃপর তিনি বলেন, যদি এর সমর্থন চাও তবে কুরআনের এই আয়াতে পাঠ কর : فَلَا نُقِيْمُ لَهُمْ يَوْمَ الْقِيٰمَةِ وَزْنًا

https://e-ilm.weebly.com/

হযরত আবূ সাঈদ খুদরী (রা.) বলেন : কিয়ামতের দিন এমন এমন কাজকর্ম করা হবে, যেগুলো স্থূলতার দিক দিয়ে মদিনার পাহাড়সমূহের সমান হবে, কিন্তু ন্যায়বিচারের দাঁড়ি -পাল্লায় এগুলোর কোনো ওজনই থাকবে না।

جَنّٰتُ الْفِرْدَوْسِ : এখানে فِرْدَوْس এর অর্থ সবুজে ঘেরা উদ্যান। এটি আরবি শব্দ, না অনারব এ বিষয়ে মতভেদ রয়েছে। যারা অনারব বলেন তারাও ফারসী, রোমী, না সুরইয়ানী ইত্যাদি সম্পর্কে নানা মত পোষণ করেন।

বুখারী ও মুসলিমে বর্ণিত হাদীসে রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন, তোমরা যখন আল্লাহর কাছে প্রার্থনা কর, তখন জান্নাতুল ফেরদাউসের প্রার্থনা কর। কেননা এটা জান্নাতের সর্বোৎকৃষ্ট স্তর। এর উপরেই আল্লাহর আরশ এবং এখানে থেকেই জান্নাতের সব নহর প্রবাহিত হয়েছে।-(কুরতুবী)

لَا يَبْغُوْنَ عَنْهَا حِوَلًا : উদ্দেশ্য এই যে, জান্নাতের এ স্থানটি তাদের জন্য অক্ষয় ও চিরস্থায়ী নিয়ামত। কেননা আল্লাহ তা'আলা এ আদেশ জারি করে দিবেন, যে জান্নাতে প্রবেশ করেছে, তাকে সেখান থেকে কখনও বের করা হবে না। কিন্তু এখানে একটি আশঙ্কা ছিল এই যে, এক জায়গায় থাকতে থাকতে অতিষ্ঠ হয়ে যাওয়া মানুষের একটি স্বভাব। সে স্থান পরিবর্তনের ইচ্ছা করে। যদি জান্নাতের বাইরে কোথাও যাওয়ার অনুমতি না থাকে, তবে জান্নাতও একটি কয়েদখানার মতো মনে হতে থাকবে। আলোচ্য আয়াতে এর জওয়াব দেওয়া হয়েছে যে, জান্নাতকে অন্যান্য গৃহের আলোকে দেখা মূর্খতা বৈ নয়। যে ব্যক্তি জান্নাতে যাবে, জান্নাতের নিয়ামত ও চিত্তাকর্ষক পরিবেশের সামনে দুনিয়াতে দেখা ও ব্যবহার করা বস্তুসমূহ তার কাছে নগণ্য ও তুচ্ছ মনে হবে। জান্নাত থেকে বাইরে যাওয়ার কল্পনাও কোনো সময় মনে জাগবে না।

وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهٖ اَحَدًا হাদীসে বর্ণিত শানে-নুযূল থেকে সূরা কাহফের শেষ আয়াতে উল্লিখিত এ বাক্য সম্বন্ধে জানা যায় যে, এখানে উল্লেখিত শিরক দ্বারা" গোপন শিরক" অর্থাৎ, রিয়া তথা লোক দেখানো মনোবৃত্তি বোঝানো হয়েছে।

ইমাম হাকেম তার মুস্তাদরাকে হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা.) থেকে বর্ণনা করেন যে, জনৈক মুসলমান আল্লাহর পথে জিহাদ করত এবং মনে মনে কামনা করত যে, জনসমাজে শৌর্য-বীর্য প্রচারিত হোক। তারই সম্পর্কে আলোচ্য আয়াতটি অবতীর্ণ হয় এ থেকে জানা গেল যে, এরূপ নিয়ত করলে জিহাদের ছওয়াব পাওয়া যায় না।

'ইবনে আবী হাতেম ও ইবনে আবিদ্দুনিয়া' কিতাবুল ইখলাসে' তাউস থেকে বর্ণনা করেন যে, একবার জনৈক সাহাবী রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর কাছে বললেন : আমি মাঝে মাঝে যখন কোনো সৎকর্ম সম্পাদনের অথবা ইবাদতের উদ্যোগ গ্রহণ করি, তখন আল্লাহ তা'আলার সন্তুষ্টিই থাকে আমার উদ্দেশ্য; কিন্তু সাথে সাথে এ কামনাও মনে জাগে যে, লোকেরা আমার কাজটি দেখুক। রাসূলুল্লাহ ﷺ একথা শুনে চুপ করে রইলেন। অবশেষে উল্লিখিত আয়াত অবতীর্ণ হয়।

আবূ নঈম 'তারীখে-আসাকির' গ্রন্থে হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) -এর রেওয়ায়েতে লিখেছেন : জুনদুব ইবনে সুহায়েব যখন নামাজ পড়তেন, রোজা রাখতেন অথবা দান-খয়রাত করতেন এবং এসব আমলের কারণে লোকদেরকে তার প্রশংসা করতে দেখতেন, তখন মনে মনে খুব আনন্দিত হতেন। ফলে আমল আরও বাড়িয়ে দিতেন। এরই পরিপ্রেক্ষিতে এ আয়াত নাজিল হয়।

এসব রেওয়ায়েতের সারমর্ম এই যে, আয়াতে রিয়াকারীর গোপন শিরক থেকে বারণ করা হয়েছে। আমল আল্লাহর উদ্দেশ্যে হলেও যদি তার সাথে কোনোরূপ সুখ্যাতি ও প্রভাব -প্রতিপত্তির বাসনা থাকে, তবে তাও এক প্রকার গোপন শিরক। এর ফলে মানুষের আমল বরবাদ এবং ক্ষতিকর হয়ে দাঁড়ায়।

কিন্তু অন্য কতিপয় সহীহ্ হাদীস থেকে এর বিপরীতও জানা যায়। উদাহরণত তিরমিযী হযরত আবূ হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণনা করেন : একবার তিনি রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর কাছে আরজ করলেন, আমি মাঝে মাঝে আমার ঘরের ভিতরে জায়নামাজে (নামাজ রত) থাকি। হঠাৎ কোনো ব্যক্তি এসে গেলে আমার কাছে ভালো লাগে যে, সে আমাকে নামাজরত অবস্থায় দেখেছে। এটা কি রিয়া হবে? রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন : আবূ হুরায়রা, আল্লাহ তোমার প্রতি রহম করুন। এমতাবস্থায় তুমি দু'টি ছওয়াব পাবে। একটি তোমার সে গোপন আমলের জন্য যা তুমি পূর্ব থেকে করছিলে এবং দ্বিতীয়টি তোমার প্রকাশ্য আমলের জন্যে যা লোকটি আসার পর হয়েছে। (এটা রিয়া নয়)

সহীহ্-মুসলিমে বর্ণিত রয়েছে, একবার হযরত আবূ যর গিফারী (রা.) রাসূলুল্লাহ ﷺ কে জিজ্ঞেস করলেন : এমন ব্যক্তি সম্পর্কে বলুন, যে কোনো সৎকর্ম করার পর মানুষের মুখে তার প্রশংসা শোনে। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বললেন : تِلْكَ عَاجِلُ بُشْرَى الْمُؤْمِنِ অর্থাৎ এটা তো মুমিনের নগদ সুসংবাদ (যে তার আমল আল্লাহ তা'আলা কবুল করেছেন এবং বান্দাদের মুখে তার প্রশংসা করিয়েছেন।)

তাফসীরে মাযহারীতে বলা হয়েছে, প্রথমোক্ত রেওয়ায়েতের তাৎপর্য এই যে, নিজের আমল দ্বারা আল্লাহ তা'আলা সন্তুষ্টির সাথে সৃষ্ট জীবের সন্তুষ্টি অথবা নিজের সুখ্যাতি ও প্রভাব-প্রতিপত্তির নিয়তকে শরিক করে নেওয়া এমনকি, লোকমুখে প্রশংসা শুনে আমল আরও বাড়িয়ে দেওয়া। এটা নিঃসন্দেহে রিয়া ও গোপন শিরক।

https://e-ilm.weebly.com/

তিরমিযী ও মুসলিমে বর্ণিত শেষোক্ত রেওয়ায়েতগুলোর সম্পর্ক হলো সে অবস্থার সাথে যে, আমল খাঁটিভাবে আল্লাহর জন্যেই হয়ে থাকে, লোকমুখে সুখ্যাতি ও প্রশংসার প্রতি ভ্রূক্ষেপ থাকে না। অতঃপর যদি আল্লাহ তা'আলা অনুগ্রহ করে লোকের মাঝে তার প্রসিদ্ধি সম্পন্ন করে দেন এবং মানুষের মুখ দিয়ে প্রশংসা করিয়ে দেন, তবে রিয়ার সাথে এ আমলের কোনো সম্পর্ক নেই। এটা মুমিনের জন্যে (আমল কবুল হওয়ার) অগ্রিম সুসংবাদ। এভাবে বাহ্যত পরস্পর বিরোধী উভয় প্রকার রেওয়ায়েতের মধ্যে সমন্বয় সাধিত হয়ে যায়।

রিয়ার অশুভ পরিণতি এবং তজ্জন্যে হাদীসের কঠোর সতর্কবাণী : হযরত মাহমূদ ইবনে লবীদ (রা.) বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : আমি তোমাদের সম্পর্কে যে বিষয় সর্বাধিক আশঙ্কা করি, তা হচ্ছে ছোট শিরক। সাহাবায়ে কেরাম নিবেদন করলেন : ইয়া রাসূলুল্লাহ, ছোট শিরক কি? তিনি বললেন : রিয়া। -(আহমদ)

বায়হাকী শো'আবুল-ঈমান গ্রন্থে হাদীসটি উদ্ধৃত করে তাতে অতিরিক্ত আরও বর্ণনা করেছেন যে, কিয়ামতের দিন আল্লাহ তা'আলা যখন বান্দাদের কাজকর্মের প্রতিদান দিবেন, তখন রিয়াকার লোকদেরকে বলবেন : তোমরা তোমাদের কাজের প্রতিদান নেওয়ার জন্য তাদের কাছে যাও, যাদেরকে দেখানোর উদ্দেশ্যে তোমরা কাজ করেছিলে। এরপর দেখ, তাদের কাছে তোমাদের জন্যে কোনো প্রতিদান আছে কি না।

হযরত আবূ হুরায়রা (রা.)-এর রেওয়ায়েতে রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন যে, আল্লাহ তা'আলা বলেন : আমি শরিকদের সাথে অন্তর্ভুক্ত হওয়ার উর্ধ্বে।

যে ব্যক্তি কোনো সৎকর্ম করে এবং তাতে আমার সাথে অন্যকেও শরিক করে, আমি সেই আমল শরিকের জন্য ছেড়ে দেই। অন্য এক রেওয়ায়েতে রয়েছে, আমি সেই আমল থেকে মুক্ত : সে আমলকে খাঁটিভাবে আমি তার জন্যই করে দেই যাকে সে আমার সাথে শরিক করেছিল। -(মুসলিম)

হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে ওমর (রা.) রাসূলুল্লাহ ﷺ -কে বলতে শুনেছেন, যে ব্যক্তি সুখ্যাতি লাভের জন্য সৎকর্ম করে আল্লাহ তা'আলাও তার সাথে এমনি ব্যবহার করেন; যার ফলে সে ঘৃণিত ও লাঞ্ছিত হয়ে যায়। -(আহমদ, বায়হাকী, মাযহারী)

তাফসীরে কুরতুবীতে আছে হযরত হাসান বসরী (র.) -কে এখলাস ও রিয়া সম্পর্কে প্রশ্ন করা হলে তিনি বললেন : এখলাসের দাবি হচ্ছে সৎ ও ভালো কর্মের গোপনীয়তাকে পছন্দ করা এবং মন্দ কর্মের গোপনীয়তাকে পছন্দ না করা। এরপর যদি আল্লাহ তা'আলা তোমার আমল মানুষের কাছে প্রকাশ করে দেন, তবে তুমি একথা বল : হে আল্লাহ, এটা আপনার অনুগ্রহ ও কৃপা; আমার কর্ম ও প্রচেষ্টার ফল নয়।

হাকিম, তিরমিযী হযরত আবূ বকর সিদ্দীক (রা.) থেকে বর্ণনা করেছেন যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ শিরকের আলোচনা প্রসঙ্গে বললেন : هُوَ فِيكُمْ اَخْفَى مِنْ دَبِيبِ النَّمْلِ অর্থাৎ পিপড়ার নিঃশব্দ গতির মতোই শিরক তোমাদের মধ্যে গোপনে অনুপ্রবেশ করে। তিনি আরও বললেন : আমি তোমাদেরকে একটি উপায় বলে দিচ্ছি যা করলে তোমরা বড় শিরক ও ছোট শিরক (অর্থাৎ রিয়া) থেকে নিরাপদ থাকতে পারবে। তোমারা দৈনিক তিনবার এই দোয়া পাঠ করো–

اَللّٰهُمَّ اِنِّىْ اَعُوْذُ بِكَ اَنْ اُشْرِكَ بِكَ وَاَنَا اَعْلَمُ وَاَسْتَغْفِرُكَ لِمَا لَا اَعْلَمُهُ

সূরা কাহফের কতিপয় ফজিলত ও বৈশিষ্ট্য : হযরত আবুদদারদা (রা.) বর্ণনা করেছেন যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন : যে ব্যক্তি সূরা কাহফের প্রথম দশ আয়াত মুখস্থ রাখবে, সে দাজ্জালের ফেতনা থেকে নিরাপদ থাকবে। -[মুসলিম, আহমদ, আবূ দাউদ, নাসায়ী]

ইমাম আহমদ, মুসলিম ও নাসায়ী আবুদদারদার এই রেওয়ায়েতে একথাও বর্ণনা করেছেন যে, যে ব্যক্তি সূরা কাহফের শেষ দশ আয়াত মুখস্থ রাখবে, সে দাজ্জালের ফেতনা থেকে নিরাপদ থাকবে।

হযরত আনাসের রেওয়ায়েতে রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন : যে ব্যক্তি সূরা কাহফের প্রথম ও শেষ আয়াতগুলো পাঠ করবে, তার জন্য আপাদমস্তক এক নূর হবে। - (ইবনুস-সুন্নী, আহমদ)

হযরত আবূ সাঈদের রেওয়ায়েতে রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন : যে ব্যক্তি জুমার দিন পূর্ণ সূরা কাহফ পাঠ করে, পরবর্তী জুমা পর্যন্ত তার জন্য নূর হয়ে যায়। -[হাকিম, মাযহারী]

জনৈক ব্যক্তি হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা.)-এর কাছে বলল : আমি মনে মনে ঘুম থেকে জেগে নামাজ পড়তে ইচ্ছা করি; কিন্তু ঘুম প্রবল হয়ে যায়। তিনি বললেন : তুমি যখন ঘুমাতে যাও তখন সূরা কাহফের শেষ আয়াতগুলো قُلْ لَّوْ كَانَ الْبَحْرُ مِدَادًا থেকে নিয়ে শেষ পর্যন্ত পাঠ কর। এর ফলে তুমি যখন জাগার ইচ্ছা করবে, আল্লাহ তা'আলা তখনই তোমাকে জাগিয়ে দিবেন। (ছা'লবী)

https://e-ilm.weebly.com/

মুসনাদে-দারেমীতে আছে, যির ইবনে হুবায়শ হযরত আবদাহকে বললেন : যে ব্যক্তি সূরা কাহাফের এই শেষ আয়াতগুলো পাঠ করে ঘুমাবে, সে যে সময় জাগার নিয়ত করবে, সে সময়ই জেগে যাবে। আবদাহ বলেন : আমি বারবার আমলটি পরীক্ষা করে দেখেছি, ঠিক তাই হয়।

একটি গুরুত্বপূর্ণ উপদেশ : ইবনে আরাবী বলেন : আমাদের শায়খ কুরতুবী বলতেন : তোমার মূল্যবান জীবনের সময়গুলো যেন সমসাময়িকদের সাথে প্রতিযোগিতা ও বন্ধু -বান্ধবের মেলামেশার মধ্যেই অতিবাহিত হয়ে না যায়। দেখ, আল্লাহ তা'আলা এই আয়াত দ্বারা তাঁর বর্ণনা সমাপ্ত করেছেন :

فَمَنْ كَانَ يَرْجُوْا لِقَاءَ رَبِّهٖ فَلْيَعْمَلْ عَمَلاً صَالِحًا وَّلاَ يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهٖ اَحَدً -

অর্থাৎ, যে ব্যক্তি তার পালনকর্তার সাক্ষাৎ কামনা করে সে যেন সৎকর্ম সম্পাদন করে এবং তার পালনকর্তার ইবাদতে যেন কাউকে শরিক না করে। -(কুরতুবী)

শব্দ বিশ্লেষণ :

فَمَااسْطَاعُوْا : সীগাহ جمع مذكر غائب বহছ نفى فعل ماضى معروف বাব اِسْتِفْعَالٌ মাসদার اِسْتِطَاعَةٌ মূলবর্ণ (ط ـ و ـ ع) জিনস اجوف واوى অর্থ– অতঃপর তারা পারত না।

دَكَّاءَ : ইসম একবচন এর বহুবচন হলো دَكَاوَاتٌ অর্থ– সমতল, বরাবর, সমান।

لاَ يَسْتَطِيْعُوْنَ : সীগাহ جمع مذكر غائب বহছ مضارع منفى معروف বাব اِسْتِفْعَالٌ মাসদার اِسْتِطَاعَةٌ মূলবর্ণ (ط ـ و ـ ع) জিনস اجوف واوى অর্থ– তারা পারত না।

اَنْ يَتَّخِذُوْا : সীগাহ جمع مذكر غائب বহছ مضارع منصوب بان বাব اِفْتِعَالٌ মাসদার اِتِّخَاذٌ মূলবর্ণ (ا ـ خ ـ ذ) জিনস مهموز فاء অর্থ– তারা স্থির করবে, বানানো স্থির করা, সাব্যস্ত করা।

لاَ نُقِيْمُ : সীগাহ جمع متكلم বহছ مضارع منفى بلا বাব اِفْعَالٌ মাসদার اِقَامَةٌ মূলবর্ণ (ق ـ و ـ م) জিনস اجوف واوى অর্থ– আমি স্থাপন করব না, কায়েম করা, দাড় করা, স্থাপন করা।

لاَ يَبْغُوْنَ : সীগাহ جمع مذكر غائب বহছ مضارع منفى بلا বাব ضَرَبَ মাসদার بَغْيَةٌ ও بَغَاءٌ মূলবর্ণ (ب ـ غ ـ ى) জিনস ناقص يائى অর্থ– তারা চাইবে না, চাওয়া ,তলব করা।

يُوْحٰى : সীগাহ واحد مذكر غائب বহছ مضارع مجهول বাব اِفْعَالٌ মাসদার اِيْحَاءٌ মূলবর্ণ (و ـ ح ـ ى) জিনস لفيف مفروق অর্থ– ওহী আসে, প্রত্যাদেশ করা, নির্দেশ পাঠানো।

فَلْيَعْمَلْ : সীগাহ واحد مذكر غائب বহছ امر حاضر معروف বাব سَمِعَ মাসদার عَمَلٌ মূলবর্ণ (ع ـ م ـ ل) জিনস صحيح অর্থ– সে যেন কাজ করতে থাকে, আমল করা।

لاَ يُشْرِكْ : সীগাহ واحد مذكر غائب বহছ نهى غائب معروف বাব اِفْعَالٌ মাসদার اِشْرَاكٌ মূলবর্ণ (ش ـ ر ـ ك) জিনস صحيح অর্থ– সে যেন শরিক না করে, শরিক করা, অংশীদার সাব্যস্ত করা।

বাক্য বিশ্লেষণ :

فَمَنْ كَانَ يَرْجُوْا لِقَاءَ رَبِّهٖ فَلْيَعْمَلْ عَمَلاً صَالِحًا وَّلاَيُشْرِكُ بِعِبَادَةِ رَبِّهٖ اَحَدًا এখানে فاء হলো استئنافية আর مَنْ ইসমে শর্ত كَانَ ফেলে নাকেস তার ইস ম হলো من আর يَرْجُوْ তার খবর আর لِقَاءَ رَبِّهٖ হলো مفعول به ; فَلْيَعْمَلْ -এর فاء টি হলো جزائية ; لِيَعْمَلْ হলো ফেল عَمَلاً হলো مفعول مطلق অথবা مفعول به আর صَالِحًا সিফত। وَلاَ يُشْرِكْ ফেল بِعِبَادَةِ رَبِّهٖ হলো لاَيُشْرِكُ এর সাথে মুতাআল্লিক اَحَدًا হলো মাফউল।

– [ই'রাবুল কুরআন ৪র্থ. পৃ. ৫৬২]

https://e-ilm.weebly.com/

سُوْرَةُ مَرْيَمَ مَكِّيَّةٌ

সূরা মারইয়াম

মক্কায় অবতীর্ণ; আয়াত–৯৮, রুকূ'–৬

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ○

পরম করুণাময়, দয়ালু আল্লাহর নামে শুরু করছি।

كٓهٰيٰعٓصٓ ﴿١﴾	১. কাফ-হা-ইয়া-'আঈন-সোয়াদ।
ذِكْرُ رَحْمَتِ رَبِّكَ عَبْدَهٗ زَكَرِيَّا ﴿٢﴾	২. এটা আপনার প্রতিপালকের অনুগ্রহের বর্ণনা– যা স্বীয় বান্দা যাকারিয়ার প্রতি হয়েছে।
اِذْ نَادٰى رَبَّهٗ نِدَآءً خَفِيًّا ﴿٣﴾	৩. যখন তিনি নিজ প্রতিপালককে গোপনে ডাকলেন।
قَالَ رَبِّ اِنِّيْ وَهَنَ الْعَظْمُ مِنِّيْ وَاشْتَعَلَ الرَّاْسُ شَيْبًا وَّلَمْ اَكُنْ بِدُعَآئِكَ رَبِّ شَقِيًّا ﴿٤﴾	৪. প্রার্থনা করলেন, হে আমার প্রতিপালক! আমার অস্থিসমূহ দুর্বল হয়ে পড়েছে এবং মস্তকের কেশের শুভ্রতা ছড়িয়ে পড়েছে, আর হে আমার প্রতিপালক! আমি আপনার সমীপে প্রার্থনা করে বিফল হইনি।
وَاِنِّيْ خِفْتُ الْمَوَالِيَ مِنْ وَّرَآئِيْ وَكَانَتِ امْرَاَتِيْ عَاقِرًا فَهَبْ لِيْ مِنْ لَّدُنْكَ وَلِيًّا ﴿٥﴾	৫. এবং আমার [মৃত্যুর] পর স্বজনবর্গ হতে [দীনি খেদমত পূর্ণ না হওয়ার] আশঙ্কা করছি এবং আমার স্ত্রী [ও] বন্ধ্যা। অতএব, আপনি খাসভাবে আপনার পক্ষ হতে আমাকে একজন উত্তরাধিকারী দান করুন।

শাব্দিক অনুবাদ :

১. كٓهٰيٰعٓصٓ কাফ-হা, ইয়া- আইন-সোয়াদ।

২. ذِكْرُ এটা বর্ণনা رَحْمَتِ অনুগ্রহের رَبِّكَ আপনার প্রতিপালকের عَبْدَهٗ زَكَرِيَّا স্বীয় বান্দা যাকারিয়ার প্রতি হয়েছে।

৩. اِذْ نَادٰى যখন তিনি ডাকলেন رَبَّهٗ নিজ প্রতিপালককে نِدَآءً خَفِيًّا গোপনে।

৪. قَالَ প্রার্থনা করলেন رَبِّ হে আমার প্রতিপালক اِنِّيْ وَهَنَ الْعَظْمُ مِنِّيْ আমার অস্থিসমূহ দুর্বল হয়ে পড়েছে وَاشْتَعَلَ الرَّاْسُ شَيْبًا এবং মস্তকের কেশের শুভ্রতা ছড়িয়ে পড়েছে وَلَمْ اَكُنْ بِدُعَآئِكَ رَبِّ شَقِيًّا হে আমার প্রতিপালক আমি আপনার সমীপে প্রার্থনা করে বিফল হই নি।

৫. وَاِنِّيْ خِفْتُ এবং আশঙ্কা করছি الْمَوَالِيَ স্বজনবর্গ হতে مِنْ وَّرَآئِيْ আমার (মৃত্যুর) পর وَكَانَتِ امْرَاَتِيْ عَاقِرًا এবং আমার স্ত্রী (ও) বন্ধ্যা فَهَبْ لِيْ অতএব আপনি আমাকে দান করুন مِنْ لَّدُنْكَ খাসভাবে আপনার পক্ষ হতে وَلِيًّا একজন উত্তরাধিকারী/ওয়ারিশ।

https://e-ilm.weebly.com/

৬. যেন সে আমার উত্তরাধিকারী এবং ইয়াকূব বংশের উত্তরাধিকারী হয়, আর হে আমার প্রতিপালক! আপনি তাকে [ধর্ম-কর্মে] পছন্দনীয় করুন।	يَّرِثُنِيْ وَيَرِثُ مِنْ اٰلِ يَعْقُوْبَ ۖ وَاجْعَلْهُ رَبِّ رَضِيًّا ﴿٦﴾
৭. হে যাকারিয়া! আমি আপনাকে একটি পুত্র-সন্তানের সুসংবাদ দিচ্ছি, তার নাম হবে ইয়াহইয়া, ইতঃপূর্বে আমি তার সমগুণ বিশিষ্ট কাউকেও সৃষ্টি করিনি।	يٰزَكَرِيَّآ اِنَّا نُبَشِّرُكَ بِغُلٰمِ ِۨ اسْمُهٗ يَحْيٰى ۙ لَمْ نَجْعَلْ لَّهٗ مِنْ قَبْلُ سَمِيًّا ﴿٧﴾
৮. যাকারিয়া আরজ করলেন, হে আমার প্রতিপালক! কিরূপে আমার সন্তান হবে? অথচ আমার স্ত্রী বন্ধ্যা এবং আমি বার্ধক্যের চরমে পৌছেছি।	قَالَ رَبِّ اَنّٰى يَكُوْنُ لِيْ غُلٰمٌ وَّكَانَتِ امْرَاَتِيْ عَاقِرًا وَّقَدْ بَلَغْتُ مِنَ الْكِبَرِ عِتِيًّا ﴿٨﴾
৯. আল্লাহ তা'আলা বললেন, অবস্থা এরূপই থাকবে, আপনার প্রতিপালক বলেন যে, তা আমার পক্ষে সহজ, আমি এর পূর্বে আপনাকে সৃষ্টি করেছি, অথচ আপনি কিছুই ছিলেন না।	قَالَ كَذٰلِكَ ۚ قَالَ رَبُّكَ هُوَ عَلَيَّ هَيِّنٌ وَّقَدْ خَلَقْتُكَ مِنْ قَبْلُ وَلَمْ تَكُ شَيْـًٔا ﴿٩﴾
১০. জাকারিয়া বললেন, হে আমার প্রতিপালক! আমার জন্য কোনো নিদর্শন স্থির করে দেন; আল্লাহ তা'আলা বললেন, আপনার নিদর্শন এই যে, আপনি তিন রাত্রি পর্যন্ত লোকের সাথে কথা বলতে পারবেন না অথচ সুস্থই থাকবেন।	قَالَ رَبِّ اجْعَلْ لِّيْۤ اٰيَةً ؕ قَالَ اٰيَتُكَ اَلَّا تُكَلِّمَ النَّاسَ ثَلٰثَ لَيَالٍ سَوِيًّا ﴿١٠﴾
১১. অতঃপর তিনি প্রকোষ্ঠ হতে আপন সম্প্রদায়ের নিকট বের হয়ে আসলেন এবং ইঙ্গিতে বললেন, তোমরা আল্লাহর তাসবীহ পাঠ কর সকাল ও সন্ধ্যায়।	فَخَرَجَ عَلٰى قَوْمِهٖ مِنَ الْمِحْرَابِ فَاَوْحٰۤى اِلَيْهِمْ اَنْ سَبِّحُوْا بُكْرَةً وَّعَشِيًّا ﴿١١﴾

শাব্দিক অনুবাদ :

৬. يَرِثُنِيْ যেন সে আমার উত্তরাধিকারী হয় وَيَرِثُ مِنْ اٰلِ يَعْقُوْبَ এবং ইয়াকূব বংশের উত্তরাধিকারী হয় وَاجْعَلْهُ আপনি তাকে করুন رَبِّ হে আমার প্রতিপালক رَضِيًّا পছন্দনীয়।

৭. يٰزَكَرِيَّا হে যাকারিয়া اِنَّا نُبَشِّرُكَ আমি আপনাকে সুসংবাদ দিচ্ছি بِغُلٰمِ একটি পুত্র সন্তানের اسْمُهٗ يَحْيٰى তার নাম হবে ইয়াহইয়া لَمْ نَجْعَلْ لَّهٗ مِنْ قَبْلُ سَمِيًّا ইতঃপূর্বে আমি তার সমগুণবিশিষ্ট কাউকেও সৃষ্টি করিনি।

৮. قَالَ যাকারিয়া আরজ করলেন رَبِّ হে আমার প্রতিপালক اَنّٰى يَكُوْنُ لِيْ غُلٰمٌ কিরূপে আমার সন্তান হবে وَكَانَتِ امْرَاَتِيْ عَاقِرًا অথচ আমার স্ত্রী বন্ধ্যা وَقَدْ بَلَغْتُ এবং আমি পৌছেছি مِنَ الْكِبَرِ عِتِيًّا বার্ধক্যের চরমে।

৯. قَالَ আল্লাহ বললেন كَذٰلِكَ অবস্থা এরূপই থাকবে قَالَ رَبُّكَ আপনার প্রতিপালক বলেন هُوَ عَلَيَّ هَيِّنٌ তা আমার পক্ষে সহজ وَقَدْ خَلَقْتُكَ আমি আপনাকে সৃষ্টি করেছি مِنْ قَبْلُ এর পূর্বে وَلَمْ تَكُ شَيْـًٔا অথচ আপনি কিছুই ছিলেন না।

১০. قَالَ যাকারিয়া বললেন رَبِّ হে আমার প্রতিপালক اجْعَلْ لِّيْ اٰيَةً আমার জন্য কোনো নিদর্শন স্থির করে দিন قَالَ আল্লাহ বললেন اٰيَتُكَ আপনার নিদর্শন এই যে اَلَّا تُكَلِّمَ النَّاسَ আপনি লোকের সাথে কথা বলতে পারবেন না ثَلٰثَ لَيَالٍ তিন রাত্রি পর্যন্ত سَوِيًّا অথচ সুস্থই থাকবেন।

১১. فَخَرَجَ অতঃপর তিনি বের হয়ে আসলেন عَلٰى قَوْمِهٖ আপন সম্প্রদায়ের নিকট مِنَ الْمِحْرَابِ প্রকোষ্ঠ হতে فَاَوْحٰى اِلَيْهِمْ এবং তাদেরকে ইঙ্গিতে বললেন। اَنْ سَبِّحُوْا তোমরা আল্লাহর তাসবীহ পাঠ কর بُكْرَةً وَّعَشِيًّا সকাল ও সন্ধ্যায়।

https://e-ilm.weebly.com/

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

নামকরণ : যেহেতু এ সূরায় হযরত মারইয়াম (আ.) এর ঘটনার বিস্তারিত বিবরণ সন্নিবেশিত হয়েছে এজন্য মারইয়াম নামে এ সূরার নামকরণ করা হয়েছে।

উম্মুল মু'মিনীন হযরত উম্মে সালামা (রা.) থেকে বর্ণিত আছে, যখন সাহাবায়ে কেরাম হিজরত করে আবিসিনিয়া গমন করে আবিসিনিয়ার বাদশাহ নাজ্জাশীর সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন। তিনি হযরত জাফর ইবনে আবূ তালেব (রা.)-কে বললেন, তোমাদের রাসূল যা কিছু নিয়ে এসেছেন, তার কিছু আমাদেরকে শুনাও! তখন হযরত জা'ফর (রা.) সূরা মারইয়ামের প্রথম আয়াতসমূহ তেলাওয়াত করলেন। পবিত্র কুরআনের আয়াতসমূহ শুনে নাজ্জাশী এত ক্রন্দন করলেন যে, তার দাড়িগুলো ভিজে গেল এবং তার সঙ্গে খ্রিস্টান ধর্মের আলেমগণও ক্রন্দন করলেন তাদের অশ্রু বিসর্জনের কারণে কিতাবগুলো পর্যন্ত ভিজে গেল। নাজ্জাশী বললেন, এই মহান বাণী অবিকল তাই যা নিয়ে এসেছিলেন হযরত ঈসা (আ.)। এটা তো একই কেন্দ্রের আলো। –[আহমদ, বায়হাকী, ইবনে আবি হাতেম]

এরপর নাজ্জাশী রাসূল আকরাম ﷺ-এর প্রতি ঈমান আনয়ন করেন। কিছুদিন পর যখন তার ইন্তেকাল হয়, তখন রাসূল ﷺ তার গায়েবানা জানাযার নামাজ আদায় করলেন।

রাসূল ﷺ-এর মু'জিযা : বর্ণিত আছে যখন আবিসিনিয়ার বাদশাহ ইন্তেকাল করেন, তখন রাসূল ﷺ এর মু'জিযা স্বরূপ বাদশাহ নাজ্জাশীর জানাযা তার সম্মুখে রাখা হয়; এ প্রসঙ্গে হাদীসের বর্ণনা নিম্নরূপ-

عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ (رض) اَنَّ النَّبِىَّ ﷺ قَالَ اَخَاكُمْ النَّجَاشِىْ تُوُفِّىَ فَقُوْمُوْا صَلُّوْا عَلَيْهِ فَقَامَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ وَصَفُّوْا خَلْفَهُ فَكَبَّرَ اَرْبَعًا وَهُمْ لَا يَظُنُّوْنَ اِلَّا اَنَّ جَنَازَةً بَيْنَ يَدَيْهِ-

'হযরত ইমরান ইবনে হুসাইন (রা.) থেকে বর্ণিত আছে, প্রিয়নবী ﷺ ইরশাদ করেছেন, তোমাদের ভাই নাজ্জাশীর ইন্তেকাল হয়েছে। অতএব তোমরা দাঁড়াও এবং তার উপর জানাযার নামাজ পড়। তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ দাঁড়ালেন এবং সাহাবায়ে কেরাম তাঁর পেছনে কাতারবন্দি হলেন, অতঃপর তিনি চার তাকবীর দিলেন আর সাহাবায়ে কেরামের ধারণা হলো, (রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর মুজিযা স্বরূপ) জানাযা তাঁর সম্মুখেই রাখা হয়।'

অন্য বর্ণনায় রয়েছে, আমরা তাঁর পেছনে নামাজ আদায় করছি, যদিও আমরা জানাযা দেখতে পাইনি, যা আমাদের সম্মুখে রাখা ছিল। [ফাতহুল বারী খ. ৩. পৃ. ১৫১]

গায়েবানা জানাযা প্রসঙ্গে : এই ঘটনা দ্বারা একথার প্রমাণ পাওয়া যায় যে, হযরত রাসূলে কারীম ﷺ গায়েবানা জানাযার নামাজ আদায় করেছেন। তবে আর কারো গায়েবানা জানাযা আদায়ের কোনো প্রমাণ হাদীস শরীফে পাওয়া যায় না। এর দ্বারা কোনো কোনো তত্ত্বজ্ঞানী বলেছেন এটি নাজ্জাশীর বৈশিষ্ট্য। একারণেই ইমাম আযম ও ইমাম মালেক (র.) গায়েবানা জানাযার পক্ষে মত প্রকাশ করেননি। তবে অন্যান্য ইমামগণ গায়েবানা জানাযার পন্থাকে বৈধ বলে ঘোষণা করেছেন।

পূর্ববর্তী সূরার সাথে সম্পর্ক : পূর্ববর্তী সূরায় অনেক বিস্ময়কর ঘটনাবলির উল্লেখ রয়েছে। যেমন আসহাবে কাহফ, যুলকারনাইন, ইয়াজূজ-মাজূজ প্রভৃতি। এই সূরায় কয়েকটি বিস্ময়কর ঘটনার উল্লেখ রয়েছে। যেমন, হযরত যাকারিয়া (আ.) এর দোয়া এবং তার ফলশ্রুতিতে হযরত ইয়াহইয়া (আ.)-এর জন্মের ঘটনা। এতদ্ব্যতীত অন্যান্য আম্বিয়ায়ে কেরামের ঘটনাবলিও এই সূরায় উল্লিখিত হয়েছে। এর দ্বারা তাওহীদ বা আল্লাহ তা'আলার একত্ববাদ, প্রিয়নবী ﷺ-এর রেসালত, দুনিয়ার এই জীবন ও পরকালীন চিরস্থায়ী জীবনের অনেক জরুরি কথা ইরশাদ হয়েছে। এসব ঘটনা দ্বারা পবিত্র কুরআন বিশ্ব মানবতাকে এই সত্য উপলব্ধি করার আহবান জানিয়েছে যে, দেখ যারা আল্লাহ তা'আলার বিধান মেনে চলে আল্লাহ তা'আলা তাদের প্রতি বরকত নাজিল করেন, আর কত নিয়ামত তিনি তাদেরকে দান করেন। অতএব তোমাদের কর্তব্য হলো- আল্লাহ তা'লার নেককার বান্দাদের পদাঙ্ক অনুসরণ করা। কেননা এ জীবন ও পরজীবনের সাফল্য এতেই নিহিত রয়েছে।

https://e-ilm.weebly.com/

সূরা কাহফে ইতিহাসের একটি বিস্ময়কর ঘটনা বর্ণিত হয়েছিল। সূরা মারইয়ামেও এমনি ধরনের অত্যাশ্চর্য একটি বিষয়বস্তু সন্নিবেশিত হয়েছে। সম্ভবত এসম্পর্কের কারণেই সূরা কাহাফের পরে সূরা মারইয়ামকে স্থান দেওয়া হয়েছে। হযরত যাকারিয়া (আ.) ছিলেন বনী ইসরাঈলের অন্যতম নবী। বুখারী শরীফে বর্ণিত আছে যে, হযরত যাকারিয়া (আ.)– সুতারের কাজ করতেন। তিনি নিজের হাতে উপার্জন করে জীবিকা নির্বাহ করতেন, তার কোনো সন্তান ছিল না। তাঁর অন্তরে এই আশঙ্কা ছিল যে, আমার পরবর্তীকালে যাদের উপর সত্য দীনের প্রচার প্রসারের দায়িত্ব অর্পিত হবে, হয়তো তারা সঠিকভাবে এই দায়িত্ব পালন করবে না। হয়তো এর মধ্যে তারা পরিবর্তন পরিবর্ধন করবে। যেমন বনী ইসরাঈলে তা ইতঃপূর্বেও হয়েছে। এজন্য তিনি রাতের শেষ প্রহরে অত্যন্ত বিনীতভাবে একটি পুত্র সন্তানের জন্য আল্লাহ তা'আলার মহান দরবারে দোয়া করেন। সূরা মারইয়ামের শুরু থেকেই আল্লাহ তা'আলা হযরত যাকারিয়া (আ.) -এর প্রতি তার বিশেষ রহমত নাজিল করার কথা বর্ণনা করেছেন।

كٓهٰيٰعٓصٓ : এ অক্ষরগুলোকে 'মুকাত্তা'আত' বলা হয়।

পবিত্র কুরআনের বহু সূরার প্রারম্ভে এমনি অক্ষর স্থান পেয়েছে। এর সঠিক অর্থ মানুষের বোধগম্য নয়। আল্লাহ তা'আলা ও তাঁর রাসূল ﷺ -এর রহস্য সম্পর্কে ওয়াকেফহাল। এ জাতীয় অক্ষরগুলো সম্পর্কে হযরত আবূ বকর (রা.) বলেছেন, প্রত্যেক গ্রন্থেই কিছু গোপন বিষয় রয়েছে, পবিত্র কুরআনের গোপন বিষয় হলো 'হুরূফে মুকাত্তা'আত 'যা সূরার প্রারম্ভে স্থান পেয়েছে। আর হযরত আলী (রা.) বলেন, প্রত্যেক গ্রন্থেই কিছু বিশেষ কথা থাকে পবিত্র কুরআনের বিশেষ কথা হলো এ অক্ষরসমূহ। –[তাফসীরে নূরুল কুরআন : খ. ১৬ পৃ. ১৮৩-১৮৪.]

ইবনে মারদূভিয়া কালবী (র.) এর সূত্রে উম্মে হানী (রা.) থেকে বর্ণিত হাদীস সংকলন করেছেন । তাতে প্রিয়নবী ﷺ ইরশাদ করেছেন, এই হরফে মুকাত্তা'আতের অর্থ হলো - كَافٍ هَادٍ عَالِمٌ صَادِقٌ

এ বাক্যটিরই সংক্ষিপ্ত রূপ হলো - كٓهٰيٰعٓصٓ অন্য একটি বর্ণনা হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা.) থেকে রয়েছে সে, ك দ্বারা كَرِيْمٌ -ه দ্বারা هَادٍ -ى দ্বারা حَكِيْمٌ -ع দ্বারা عَلِيْمٌ এবং ص দ্বারা صَادِقٌ বুঝানো হয়েছে।

কালবী (র.) বলেছেন-

كَافٍ لِخَلْقِهٖ অর্থাৎ তিনি তাঁর সৃষ্টির জন্য যথেষ্ট।

هَادٍ لِعِبَادِهٖ অর্থাৎ তিনি তাঁর বান্দাদের জন্য পথ প্রদর্শনকারী।

يَدُهٗ فَوْقَ اَيْدِيْهِمْ অর্থাৎ তাঁর হাত তাদের [মু'মিনদের] হাতের উপর।

عَالِمٌ بِبَرِيَّتِهٖ অর্থাৎ তিনি তাঁর সৃষ্টি সম্পর্কে জ্ঞাত।

صَادِقٌ فِىْ وَعْدِهٖ অর্থাৎ তিনি তাঁর ওয়াদায় সত্য।

দারিমী, ইবনে মাজাহ এবং ইবনে জারীরে ফাতেমা বিনতে আলী (রা.)-এর বর্ণনার উদ্ধৃতি দেওয়া হয়েছে যে, হযরত আলী (রা.) তার দোয়ায় বলতেন - يَا كٓهٰيٰعٓصٓ اِغْفِرْلِىْ অর্থাৎ হে কাফ-হা ইয়া আইন -সোয়াদ। আমাকে মাফ করুন! –[তাফসীরে রূহুল মা'আনী খ. ৮ পারা ১৬. পৃ. ৫৭.]

এর দ্বারা বুঝা যায় যে এই অক্ষরসমূহ আল্লাহ তা'আলার একটি বিশেষ নাম। এবিষয়ে হযরত ইবনে আব্বাস (রা.)-এরও একটি বর্ণনা রয়েছে, সেখানে বলা হয়েছে- هُوَ اسْمٌ مِنْ اَسْمَاءِ اللّٰهِ تَعَالٰى

অর্থাৎ এগুলো আল্লাহ তা'আলার নামসমূহের মধ্যে একটি বিশেষ নাম। -[তাফসীরে মাজেদী, খ, ১. প.৬২৩]

نِدَاۤءً خَفِيًّا : এতে জানা গলে যে, দোয়া অনুচ্চস্বরে ও গোপনে করাই উত্তম। হযরত সা'দ ইবনে আবী ওয়াক্কাস (রা.)-এর বর্ণনা মতে রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন, اِنَّ خَيْرَ الذِّكْرِ الْخَفِىُّ وَخَيْرَ الرِّزْقِ مَا يَكْفِىْ অর্থাৎ অনুচ্চ জিকিরই সর্বোত্তম এবং যথেষ্ট হয়ে যায় এমন জীবিকাই শ্রেষ্ঠ। (অর্থাৎ যা প্রয়োজনের তুলনায় বেশি হয় না এবং কমও হয় না।) –[কুরতুবী]

اِنِّىْ وَهَنَ الْعَظْمُ مِنِّىْ وَاشْتَعَلَ الرَّأْسُ شَيْبًا : অর্থাৎ অস্থির দুর্বলতার কথা উল্লেখ করা হয়েছে। কারণ অস্থিই দেহের খুঁটি। অস্থির দুর্বলতা সমস্ত দেহের দুর্বলতার নামান্তর। اِشْتِعَالٌ -এর শাব্দিক অর্থ প্রজ্বলিত হওয়া। এখানে চুলের শুভ্রতাকে আগুনের আলোর সাথে তুলনা করে তা সমস্ত মস্তকে ছড়িয়ে পড়ার বিষয়টি বুঝানো হয়েছে।

https://e-ilm.weebly.com/

দোয়া করতে গিয়ে নিজের অভাবগ্রস্ততা প্রকাশ করা মোস্তাহাব : এখানে দোয়ার পূর্বে হযরত যাকারিয়া (আ.) তাঁর দুর্বলতার কথা উল্লেখ করেছেন। এর একটি কারণ হলো– এমতাবস্থায় সন্তান কামনা না করাই বিধেয় ছিল। ইমাম কুরতুবী (র.) তাঁর তাফসীর গ্রন্থে দ্বিতীয় কারণ বর্ণনা করেছেন এই যে, দোয়া করার সময় নিজের দুর্বলতা, দুর্দশা ও অভাবগ্রস্ততা উল্লেখ করা দোয়া কবুল হওয়ার পক্ষে সহায়ক। একারণেই আলেমগণ বলেন, দোয়ার পূর্বে আল্লাহ্ তা'আলার নিয়ামত ও নিজের অভাবগ্রস্ততা বর্ণনা করা উচিত।

مَوَالِىَ : এটা مَوْلَى -এর বহুবচন। আরবি ভাষায় এর অর্থ বহুবিধ। তন্মধ্যে এক অর্থ চাচাতো ভাই ও স্বজন। এখানে তা-ই উদ্দেশ্য।

পয়গম্বরগণের ধন-সম্পদে উত্তরাধিকারত্ব চলে না : يَرِثُنِى وَيَرِثُ مِنْ اٰلِ يَعْقُوْبَ সংখ্যাগরিষ্ঠ আলেমের সর্বসম্মতিক্রমে এখানে উত্তরাধিকারিত্বের অর্থ আর্থিক উত্তরাধিকারিত্ব নয়। কেননা প্রথমত হযরত যাকারিয়া (আ.)-এর কাছে এমন কোনো অর্থ সম্পদ ছিল বলেই প্রমাণ নেই, যে কারণে চিন্তিত হবেন যে, এর উত্তরাধিকারী কে হবে! একজন পয়গম্বরের পক্ষে এরূপ চিন্তা করাও অবান্তর। তাছাড়া সাহাবায়ে কেরামের ইজমা তথা ঐকমত্য সম্বলিত একটি সহীহ হাদীসে বলা হয়েছে :

اِنَّ الْعُلَمَاءَ وَرَثَةُ الْاَنْبِيَاءِ وَاِنَّ الْاَنْبِيَاءَ لَمْ يُوَرِّثُوْا دِيْنَارًا وَّلَادِرْهَمًا وَاِنَّمَا وَرَّثُوا الْعِلْمَ فَمَنْ اَخَذَهُ اَخَذَ بِحَظٍّ وَافِرٍ

"নিশ্চয়ই আলেমগণ পয়গম্বরগণের ওয়ারিশ। পয়গম্বরগণ কোনো দীনার ও দিরহাম রেখে যান না ; বরং তাঁরা ইলম ও জ্ঞান ছেড়ে যান। যে ব্যক্তি ইলম হাসিল করে সে বিরাট সম্পদ হাসিল করে।" –(আহমদ, আবূ দাউদ, ইবনে মাজা, তিরমিযী)

এ হাদীসটি কাফী, ফুলায়নী ইত্যাদি শিয়াগ্রন্থেও বিদ্যমান। বুখারীতে হযরত আয়েশা (আ.) থেকে বর্ণিত হাদীসে রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন : لَا نُوَرِّثُ مَا تَرَكْنَا صَدَقَةٌ আমাদের (অর্থাৎ পয়গম্বরগণের) অধিক উত্তরাধিকারিত্ব কেউ পায় না। আমরা যে ধন-সম্পদ ছেড়ে যাই, তা সবই সদকা।

স্বয়ং আলোচ্য আয়াতে وَيَرِثُ مِنْ مِنْ اٰلِ يَعْقُوْبَ এর পর يَرِثُنِىْ বাক্যের যোগ এরই প্রমাণ যে, এখানে আর্থিক উত্তরাধিকারিত্ব বোঝানো হয় নি। কেননা যে পুত্রের জন্মলাভের জন্য দোয়া করা হচ্ছে, তার পক্ষে সম্পদের উত্তরাধিকারী হওয়াটা বাহ্যিকভাবেও সম্ভব নয়। কেননা ইয়াকূব বংশের আর্থিক উত্তরাধিকারী তো তাঁর নিকটবর্তী আত্মীয়-স্বজনরাই হবে এবং তারা হচ্ছে সে সমস্ত مَوَالِىْ তথা স্বজন, যাদের উল্লেখ আয়াতে করা হয়েছে। তারা নিঃসন্দেহে আত্মীয়তার দিক দিয়ে হযরত ইয়াহইয়া (আ.) থেকে অধিক নিকটবর্তী। আর নিকটবর্তী আত্মীয়-স্বজনের বর্তমানে দূরবর্তী আত্মীয়-স্বজনদের উত্তরাধিকারিত্ব লাভ করাটা উত্তরাধিকার আইনের পরিপন্থি।

রূহুল মা'আনীতে শিয়াগ্রন্থ থেকে আরও বর্ণিত রয়েছে :

رَوَى الْكَيْنِىُّ فِى الْكَافِىْ عَنْ اَبِى الْبُخْتَرِىْ عَنْ اَبِىْ عَبْدِ اللّٰهِ قَالَ اِنَّ سُلَيْمَانَ وَرِثَ دَاوُدَ وَاَنَّ مُحَمَّدًا ﷺ وَرِثَ سُلَيْمَانَ -

হযরত সোলায়মান (আ.) হযরত দাউদ (আ.)-এর ওয়ারিশ হন এবং মুহাম্মদ ﷺ সোলায়মান এর ওয়ারিশ হন।

বলা বাহুল্য, রাসূলুল্লাহ ﷺ যে হযরত সোলায়মান (আ.) -এর সম্পদের উত্তরাধিকারিত্ব লাভ করবেন, এ বিষয়ের কোনো সম্ভাবনাই নেই। এখানে নবুয়তের জ্ঞানের উত্তরাধিকারিত্বই বোঝানো হয়েছে। এ থেকে জানা গেল যে, وَرِثَ سُلَيْمَانُ دَاوُدَ আয়াতেও সম্পদের উত্তরাধিকারিত্ব বোঝানো হয়নি।

لَمْ نَجْعَلْ لَهٗ مِنْ قَبْلُ سَمِيًّا : এখানে سَمِىٌّ শব্দের অর্থ সমনামও হয় এবং সমতুল্যও হয়। এখানে প্রথম অর্থ নেওয়া হলে আয়াতের উদ্দেশ্য সুস্পষ্ট যে, তাঁর পূর্বে 'ইয়াহইয়া' নামে কারও নামকরণ করা হয়নি। নামের এই অনন্যতা ও অভূতপূর্বতাও কতক বিশেষ গুণে তার অনন্যতার ইঙ্গিতবহ ছিল। তাই তাঁকে তার বিশেষ গুণে উল্লেখ করা হয়েছে। পক্ষান্তরে যদি দ্বিতীয় অর্থ নেওয়া হয়, তবে উদ্দেশ্য এই যে, তাঁর কতক বিশেষ গুণ ও অবস্থা পূর্ববর্তী পয়গম্বগণের কারও মধ্যে ছিল না। সেসব বিশেষ গুণে তিনি তুলনাহীন ছিলেন। উদাহরণত চিরকুমার হওয়া ইত্যাদি। এতে জরুরি নয় যে, হযরত ইয়াহইয়া (আ.) পূর্ববর্তী পগম্বরগণের চাইতে সর্বাবস্থায় শ্রেষ্ঠ ছিলেন। কেননা তাদের মধ্যে হযরত ইবরাহীম খলীলুল্লাহ ও মূসা কালীমুল্লাহ (আ.)-এর শ্রেষ্ঠত্ব স্বীকৃত ও সুবিদিত। –(মাযহারী)

https://e-ilm.weebly.com/

عِتِيًّا : শব্দটি عُتُوٌّ থেকে উদ্ভূত। এর অর্থ প্রভাবান্বিত না হওয়া। এখানে অস্থির শুষ্কতা বোঝানো হয়েছে। سَوِيًّا শব্দের অর্থ সুস্থ। শব্দটি একথা বোঝানোর জন্য যুক্ত করা হয়েছে যে, হযরত যাকারিয়া (আ.)-এর কোনো মানুষের সাথে কথা না বলার এ অবস্থাটি কোনো রোগবশত ছিল না। এ কারণেই আল্লাহর জিকির ও ইবাদতে তাঁর জিহ্বা তিন দিনই পূর্ববৎ খোলা ছিল ; বরং এ অবস্থা মু'জিযা ও গর্ভসঞ্চারের নিদর্শনস্বরূপই প্রকাশ পেয়েছিল।

শব্দ বিশ্লেষণ :

نَادَى : সীগাহ واحد مذكر غائب বহছ ماضى معروف বাব مُفَاعَلَة মাসদার مُنَادَاةٌ মূলবর্ণ (ن - د - ى) জিনস ناقص يائى অর্থ- তিনি ডাকলেন।

وَهَنَ : সীগাহ واحد مذكر غائب বহছ ماضى معروف বাব ضَرَبَ মাসদার وَهْنٌ মূলবর্ণ (و - ه - ن) জিনস مثال واوى অর্থ- দুর্বল হয়ে পড়েছে।

اِشْتَعَلَ : সীগাহ واحد مذكر غائب বহছ ماضى معروف বাব اِفْتِعَالٌ মাসদার اِشْتِعَالٌ মূলবর্ণ (ش - ع - ل) জিনস صحيح অর্থ- ছড়িয়ে পড়েছে, প্রজ্বলিত হয়েছে।

اَلْمِحْرَابُ : ইসম, একবচন, এর বহুবচন হলো مَحَارِيبُ অর্থ– প্রকোষ্ঠ, শ্রেষ্ঠতম ও পৃথক স্থান, ঘরে সদর স্থান।

سَبِّحُوا : সীগাহ جمع مذكر حاضر বহছ امر حاضر معروف বাব تَفْعِيْل মাসদার تَسْبِيْح মূলবর্ণ (س - ب - ح) জিনস صحيح অর্থ- তোমরা তাসবীহ পাঠ করো।

বাক্য বিশ্লেষণ :

هٰذَا الْمَتْلُوُّ عَلَيْكَ مِنَ الْقُرْاٰنِ : ذِكْرُ رَحْمَتِ رَبِّكَ عَبْدَهٗ زَكَرِيَّا এখানে ذكر হলো উহ্য মুবতাদার খবর অর্থাৎ অথবা ذكر টা খবর এর উহ্য মুবতাদা অর্থাৎ فِيمَا يُتْلٰى عَلَيْكَ ذِكْرُ আর رَحْمَتِ رَبِّكَ হলো ذكر -এর মুযাফ ইলাইহি। এটা মাসদার তার মাফউলের দিকে ইযাফত হওয়ার প্রকারভুক্ত। আর فاعل হচ্ছে উহ্য অর্থাৎ ذَكَرَ اللّٰهُ عَبْدَهٗ এর মাফউলে বিহী زَكَرِيَّا হলো عَبْدَهٗ থেকে بدل অথবা رَحْمَتَ عَبْدِهٖ ذَكَرِيَّا আর عَبْدِهٖ হলো رَحْمَةَ -এর আতফে বয়ান। –[ই'রাবুল কুরআন ৪/৫৬৫]

https://e-ilm.weebly.com/

১২. হে ইয়াহইয়া! কিতাবকে দৃঢ়তার সাথে গ্রহণ করুন; আর আমি তাকে শৈশবকালেই দান করেছিলাম বিচার জ্ঞান।	يٰيَحْيٰى خُذِ الْكِتٰبَ بِقُوَّةٍ ؕ وَاٰتَيْنٰهُ الْحُكْمَ صَبِيًّا ﴿۱۲﴾
১৩. এবং বিশেষ করে নিজের তরফ থেকে হৃদয়ের কোমলতা ও পবিত্রতা; এবং তিনি ছিলেন অতি পরহেজগার,	وَّحَنَانًا مِّنْ لَّدُنَّا وَزَكٰوةً ؕ وَكَانَ تَقِيًّا ﴿۱۳﴾
১৪. এবং স্বীয় পিতা-মাতার [একনিষ্ঠ] সেবক, আর তিনি উদ্ধত এবং নাফরমান ছিলেন না।	وَّبَرًّا بِوَالِدَيْهِ وَلَمْ يَكُنْ جَبَّارًا عَصِيًّا ﴿۱۴﴾
১৫. তাঁর প্রতি শান্তি বর্ষিত হোক তাঁর জন্মদিবসে ও তাঁর মৃত্যু দিবসে এবং পুনরুত্থান দিবসে।	وَسَلٰمٌ عَلَيْهِ يَوْمَ وُلِدَ وَيَوْمَ يَمُوْتُ وَيَوْمَ يُبْعَثُ حَيًّا ﴿۱۵﴾
১৬. আর [হে মোহাম্মদ!] বর্ণনা করুন, এ কিতাবে মারইয়ামের [ঘটনা]। যখন তিনি স্বীয় পরিজন হতে পৃথক হয়ে পূর্বদিকস্থ এক স্থানে [গোসলের জন্য] গেলেন।	وَاذْكُرْ فِى الْكِتٰبِ مَرْيَمَ ۘ اِذِ انْتَبَذَتْ مِنْ اَهْلِهَا مَكَانًا شَرْقِيًّا ﴿۱۶﴾
১৭. অতঃপর তিনি তাদের সম্মুখে পর্দা করে নিলেন। তৎপর আমি তাঁর নিকট আমার ফেরেশতাকে পাঠালাম, বস্তুত সে এক পূর্ণ মানবাকৃতি ধারণ করে তাঁর সম্মুখে প্রকাশিত হলো।	فَاتَّخَذَتْ مِنْ دُوْنِهِمْ حِجَابًا ۗ فَاَرْسَلْنَا اِلَيْهَا رُوْحَنَا فَتَمَثَّلَ لَهَا بَشَرًا سَوِيًّا ﴿۱۷﴾

শাব্দিক অনুবাদ :

১২. يٰيَحْيٰى হে ইয়াহইয়া خُذِ الْكِتٰبَ بِقُوَّةٍ কিতাবকে দৃঢ়তার সাথে গ্রহণ করুন وَاٰتَيْنٰهُ আর আমি তাকে দান করেছিলাম الْحُكْمَ বিচার জ্ঞান صَبِيًّا শৈশবকালেই

১৩. وَّحَنَانًا এবং বিশেষ করে হৃদয়ের কোমলতা مِّنْ لَّدُنَّا নিজের তরফ থেকে وَزَكٰوةً ও পবিত্রতা وَكَانَ تَقِيًّا এবং তিনি ছিলেন অতি পরহেজগার।

১৪. وَّبَرًّا بِوَالِدَيْهِ স্বীয় পিতামাতার (একনিষ্ঠ) সেবক وَلَمْ يَكُنْ جَبَّارًا عَصِيًّا আর তিনি উদ্ধত ও নাফরমান ছিলেন না।

১৫. وَسَلٰمٌ عَلَيْهِ তাঁর প্রতি শান্তি বর্ষিত হোক يَوْمَ وُلِدَ তাঁর জন্ম দিবসে وَيَوْمَ يَمُوْتُ ও তাঁর মৃত্যু দিবসে وَيَوْمَ يُبْعَثُ حَيًّا এবং পুনরুত্থান দিবসে।

১৬. وَاذْكُرْ আর বর্ণনা করুন فِى الْكِتٰبِ এই কিতাবে مَرْيَمَ মারইয়ামের (ঘটনা) اِذِ انْتَبَذَتْ যখন তিনি পৃথক হয়ে গেলেন مِنْ اَهْلِهَا স্বীয় পরিজন হতে مَكَانًا شَرْقِيًّا পূর্বদিকস্থ এক স্থানে (গোসলের জন্য)

১৭. فَاتَّخَذَتْ مِنْ دُوْنِهِمْ حِجَابًا অতঃপর তিনি তাদের সম্মুখে পর্দা করে নিলেন فَاَرْسَلْنَا اِلَيْهَا তৎপর আমি তাঁর নিকট পাঠালাম رُوْحَنَا আমার ফেরেশতাকে فَتَمَثَّلَ لَهَا বস্তুত সে তাঁর সম্মুখে প্রকাশিত হলো بَشَرًا سَوِيًّا এক পূর্ণ মানবাকৃতি ধারণ করে।

https://e-ilm.weebly.com/

১৮. মারইয়াম বলতে লাগলেন, আমি তোমার হতে আল্লাহ্ তা'আলার আশ্রয় চাচ্ছি, যদি তুমি আল্লাহর ভয় রাখ।	قَالَتْ اِنِّىٓ اَعُوْذُ بِالرَّحْمٰنِ مِنْكَ اِنْ كُنْتَ تَقِيًّا ﴿١٨﴾
১৯. ফেরেশতা বলল, আমি তো আপনার প্রতিপালকের পক্ষ হতে প্রেরিত হয়েছি, আপনাকে একটি পবিত্র পুত্র দান করার জন্য।	قَالَ اِنَّمَآ اَنَا رَسُوْلُ رَبِّكِ ۖ لِاَهَبَ لَكِ غُلٰمًا زَكِيًّا ﴿١٩﴾
২০. তিনি বললেন, আমার পুত্র হবে কিরূপে! অথচ কোনো মানুষ আমাকে স্পর্শও করেনি, আর আমি দুশ্চরিত্রাও নই।	قَالَتْ اَنّٰى يَكُوْنُ لِىْ غُلٰمٌ وَّلَمْ يَمْسَسْنِىْ بَشَرٌ وَّلَمْ اَكُ بَغِيًّا ﴿٢٠﴾
২১. ফেরেশতা বলল, এরূপেই হবে, আপনার প্রতিপালক বলেছেন এটা আমার পক্ষে সহজ, আর এভাবে সৃষ্টি এ জন্য করব, যেন তাঁকে মানুষের জন্য একটি নিদর্শন করে দেই এবং আমার রহমতস্বরূপ, আর এটা একটি স্থিরীকৃত বিষয়।	قَالَ كَذٰلِكِ ۚ قَالَ رَبُّكِ هُوَ عَلَىَّ هَيِّنٌ ۚ وَلِنَجْعَلَهٗٓ اٰيَةً لِّلنَّاسِ وَرَحْمَةً مِّنَّا ۚ وَكَانَ اَمْرًا مَّقْضِيًّا ﴿٢١﴾
২২. অনন্তর তিনি তাকে গর্ভে ধারণ করলেন, তৎপর তিনি তদবস্থায় দূরবর্তী কোনো নির্জন স্থানে চলে গেলেন।	فَحَمَلَتْهُ فَانْتَبَذَتْ بِهٖ مَكَانًا قَصِيًّا ﴿٢٢﴾

শাব্দিক অনুবাদ :

১৮. قَالَتْ মারইয়াম বলতে লাগলেন اِنِّىٓ اَعُوْذُ بِالرَّحْمٰنِ مِنْكَ আমি তোমার হতে আল্লাহ তা'আলার আশ্রয় চাচ্ছি اِنْ كُنْتَ تَقِيًّا যদি তুমি আল্লাহর ভয় রাখ।

১৯. قَالَ ফেরেশতা বলল اِنَّمَآ اَنَا رَسُوْلُ رَبِّكِ আমি তো আপনার প্রতিপালকের পক্ষ হতে প্রেরিত হয়েছি لِاَهَبَ لَكِ আপনাকে দান করার জন্য غُلٰمًا زَكِيًّا একটি পবিত্র পুত্র।

২০. قَالَتْ তিনি বললেন اَنّٰى يَكُوْنُ لِىْ غُلٰمٌ আমার পুত্র হবে কিরূপে وَّلَمْ يَمْسَسْنِىْ بَشَرٌ অথচ কোনো মানুষ আমাকে স্পর্শও করেনি وَّلَمْ اَكُ بَغِيًّا আর আমি দুশ্চরিত্রাও নই।

২১. قَالَ ফেরেশতা বলল كَذٰلِكِ এরূপেই হবে قَالَ رَبُّكِ আপনার প্রতিপালক বলেছেন هُوَ عَلَىَّ هَيِّنٌ আমার পক্ষে সহজ وَلِنَجْعَلَهٗٓ اٰيَةً لِّلنَّاسِ আর এভাবে সৃষ্টি এ জন্য করব, যেন তাকে মানুষের জন্য একটি নিদর্শন করে দেই وَرَحْمَةً مِّنَّا এবং আমার রহমতস্বরূপ وَكَانَ اَمْرًا مَّقْضِيًّا আর এটা একটি স্থিরীকৃত বিষয়।

২২. فَحَمَلَتْهُ অনন্তর তিন তাঁকে গর্ভধারণ করলেন فَانْتَبَذَتْ তৎপর তিনি তদবস্থায় চলে গেলেন مَكَانًا قَصِيًّا দূরবর্তী কোনো নির্জন স্থানে।

https://e-ilm.weebly.com/

২৩. অনন্তর প্রসব বেদনা তাকে একটি খেজুর বৃক্ষের মূলে আশ্রয় নিতে বাধ্য করল, আর তিনি বলতে লাগলেন, হায়! এর পূর্বেই যদি আমি মরে যেতাম এবং (মানুষের) স্মরণ হতে একেবারে বিস্মৃত হয়ে যেতাম।	فَاَجَآءَهَا الْمَخَاضُ اِلٰى جِذْعِ النَّخْلَةِ ۚ قَالَتْ يٰلَيْتَنِىْ مِتُّ قَبْلَ هٰذَا وَكُنْتُ نَسْيًا مَّنْسِيًّا ﴿٢٣﴾
২৪. পরক্ষণে জিবরাঈল তাঁর নিম্ন [ভূমি] হতে তাঁকে ডেকে বললেন, আপনি বিষণ্ন হবেন না, আপনার প্রতিপালক আপনার নিম্নদিকে একটি নহর সৃষ্টি করে দিয়েছেন।	فَنَادٰىهَا مِنْ تَحْتِهَآ اَلَّا تَحْزَنِىْ قَدْ جَعَلَ رَبُّكِ تَحْتَكِ سَرِيًّا ﴿٢٤﴾
২৫. এবং ঐ খেজুর বৃক্ষের-কাণ্ড ধরে নিজের দিকে ঝাঁকুন [নাড়া দিন] আপনার নিকট সদ্য পক্ক খেজুর ঝরে পড়বে।	وَهُزِّىْٓ اِلَيْكِ بِجِذْعِ النَّخْلَةِ تُسٰقِطْ عَلَيْكِ رُطَبًا جَنِيًّا ﴿٢٥﴾

শাব্দিক অনুবাদ :

২৩. فَاَجَآءَهَا الْمَخَاضُ অনন্তর প্রসব বেদনা তাকে আশ্রয় নিতে বাধ্য করল اِلٰى جِذْعِ النَّخْلَةِ একটি খেজুর বৃক্ষের মূলে قَالَتْ আর তিনি বলতে লাগলেন। يٰلَيْتَنِىْ مِتُّ قَبْلَ هٰذَا হায় এর পূর্বেই যদি আমি মরে যেতাম وَكُنْتُ نَسْيًا مَّنْسِيًّا এবং মানুষের স্মরণ হতে একেবারে বিস্মৃত হয়ে যেতাম।

২৪. فَنَادٰىهَا পরক্ষণে জিবরাঈল তাঁকে ডেকে বললেন مِنْ تَحْتِهَآ তার নিম্ন (ভূমি) হতে اَلَّا تَحْزَنِىْ আপনি বিষণ্ন হবেন না قَدْ جَعَلَ رَبُّكِ تَحْتَكِ سَرِيًّا আপনার প্রতিপালক আপনার নিম্ন দিকে একটি নহর সৃষ্টি করে দিয়েছেন

২৫. وَهُزِّىْٓ اِلَيْكِ এবং নিজের দিকে ঝাঁকুন بِجِذْعِ النَّخْلَةِ ঐ খেজুর বৃক্ষের কাণ্ড ধরে تُسٰقِطْ عَلَيْكِ আপনার নিকট ঝড়ে পড়বে رُطَبًا جَنِيًّا সদ্য পক্ক খেজুর।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

حَنَانًا -এর শাব্দিক অর্থ হৃদয়ের কোমলতা ও দয়ার্দ্রতা। এটা হযরত ইয়াহইয়া (আ.) -কে স্বতন্ত্রভাবে দান করা হয়েছিল। اِنْتَبَذَتْ শব্দটি نَبْذٌ থেকে উদ্ভূত। এর আসল অর্থ দূরে নিক্ষেপ করা। اِنْتِبَاذٌ এর অর্থ হলো জনসমাবেশ থেকে সরে দূরে চলে যাওয়া। مَكَانًا شَرْقِيًّا -অর্থাৎ পূর্বদিকের কোনো নির্জন স্থানে চলে গেলেন। নির্জন স্থানে যাওয়ার কি কারণ ছিল, সে সম্পর্কে সম্ভাবনা ও উক্তি বিভিন্নরূপে বর্ণিত আছে। কেউ বলেন, গোসল করার জন্য নির্জন স্থানে গিয়েছিলেন। কেউ বলেন, অভ্যাস অনুয়ায়ী ইবাদতে মশগুল হওয়ার জন্য কক্ষের পূর্বদিকস্থ কোনো নির্জন স্থানে গমন করেছিলেন। কুরতুবীর মতে দ্বিতীয় সম্ভাবনাটি উত্তম। হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) থেকে বর্ণিত আছে, এ কারণেই খ্রিস্টানরা পূর্বদিকে তাদের কেবলা করেছে এবং তারা পূর্বদিকের প্রতি সম্মান প্রদর্শন করে থাকে।

فَاَرْسَلْنَآ اِلَيْهَا رُوْحَنَا -সংখ্যাগরিষ্ঠ তাফসীরবিদদের মতে রূহ বলে হযরত জিবরাঈল (আ.)-কে বোঝানো হয়েছে। কেউ কেউ বলেন, স্বয়ং ঈসা (আ.) কেই বোঝানো হয়েছে। তখন আল্লাহ তা'আলা মারইয়ামের গর্ভ থেকে জন্মগ্রহণকারী মানবের প্রতিকৃতি তাঁর সামনে উপস্থিত করে দেন। কিন্তু এখানে প্রথম উক্তি অগ্রগণ্য। পরবর্তী বাক্যাবলি থেকে এরই সমর্থন পাওয়া যায়।

https://e-ilm.weebly.com/

فَتَمَثَّلَ لَهَا بَشَرًا سَوِيًّا : ফেরেশতাকে তাঁর আসল আকৃতিতে দেখা মানুষের জন্য সহজ নয়-এতে কঠিন ভীতির সঞ্চার হয়; যেমন স্বয়ং রাসূলুল্লাহ ﷺ হেরা গিরিগুহায় এবং পরবর্তীকালেও এরূপ ভয় ভীতির সম্মুখীন হয়েছিলেন। এ কারণে হযরত জিবরাইল (আ.) মারইয়ামের সামনে মানবাকৃতিতে আত্মপ্রকাশ করেন। মারইয়াম যখন পদার্থ ভেতর আপত একজন মানুষকে নিকটে দেখতে পেলেন, তখন তার উদ্দেশ্য অসৎ বলে আশঙ্কা করলেন। তাই বললেন :

اِنِّىْ اَعُوْذُ بِالرَّحْمٰنِ مِنْكَ : আমি তোমার থেকে দয়াময় আল্লাহর আশ্রয় প্রার্থনা করি। কোনো কোনো রেওয়ায়েতে আছে, হযরত জিবরাঈল (আ.) একথা শুনে। (আল্লাহর কথা শুনে) আল্লাহর নামের সম্মানার্থে কিছুটা পেছনে সরে গেলেন।

اِنْ كُنْتَ تَقِيًّا : এ বাক্যটি এমন, যেমন কেউ কোনো জালিমের কাছে অপারগ হয়ে এভাবে ফরিয়াদ করে : যদি তুমি ঈমানদার হও, তবে আমার প্রতি জুলুম করো না। এ জুলুমে বাধা দেওয়ার জন্যে তোমার ঈমান যথেষ্ট হওয়া উচিত। উদ্দেশ্য এই যে, আল্লাহকে ভয় করা এবং এই অপকর্ম থেকে বিরত থাকা তোমার জন্য সমীচীন। কোনো কোনো তাফসীরবিদ বলেন : এ বাক্যটি আতিশয্য বোঝাবার জন্য ব্যবহৃত হয়েছে?। অর্থাৎ, যদি তুমি আল্লাহভীরু হও, তবুও আমি তোমার থেকে আল্লাহর আশ্রয় প্রার্থনা করি। এর বিপরীত হলে ব্যাপার সুস্পষ্ট। -[মাযহারী]

لِاَهَبَ لَكِ : এখানে পুত্র সন্তান প্রদানের কাজটি জিবরাঈল নিজের বলে ব্যক্ত করেছেন। কারণ এই যে, আল্লাহ তা'আলা তাকে মারইয়ামের বুকের উন্মুক্ত স্থানে ফুঁ দেওয়ার জন্য প্রেরণ করেছিলেন। এই ফুঁ দেওয়া পুত্র সন্তান প্রদানের উপায় হয়ে যাবে। যদিও প্রকৃতপক্ষে এ দান আল্লাহ তা'আলারই কাজ।

মৃত্যু কামনার বিধান : মারইয়ামের মৃত্যু-কামনা পার্থিব দুঃখের কারণে হয়ে থাকলে ভাবাবেগের প্রাধান্যকে এর ওজর বলা হবে। এক্ষেত্রে মানুষ সর্বোতভাবে আল্লাহর আদেশ নিষেধের আওতাধীন থাকে না। পক্ষান্তরে যদি মারইয়াম ধর্মের দিক চিন্তা করে মৃত্যু কামনা করে থাকেন, অর্থাৎ মানুষ দুর্নাম রটাবে এবং সম্ভবত এর মোকাবিলায় আমি ধৈর্যধারণ করতে পারব না, ফলে বেসবর হওয়ার গোনাহে লিপ্ত হয়ে পড়ব। মৃত্যু হলেও এ গোনাহ থেকে বেঁচে যেতাম। তবে এরূপ মৃত্যু কামনা নিষিদ্ধ নয়। এখানে প্রশ্ন হতে পারে যে, মারইয়ামকে বলা হয়েছে : তুমি বলে দিও, আমি মৌনতাবলম্বনের মানত করেছি। অথচ বাস্তবে মারইয়াম কোনো মানত করেনি। এটা মিথ্যা বলার শিক্ষা নয় ? উত্তর এই যে, এ শিক্ষার অর্থ হচ্ছে তুমি মানতও করে নিও এবং তা প্রকাশ করে দিও।

মৌনতার রোজা ইসলামি শরিয়তে রহিত হয়ে গেছে : ইসলাম-পূর্বকালে সকাল থেকে রাত্রি পর্যন্ত মৌনতা অবলম্বন করা এবং কারও সাথে কথা না বলার রোজাও ইবাদতের অন্তর্ভুক্ত ছিল। ইসলাম একে রহিত করে মন্দ কথাবার্তা, গালিগালাজ, মিথ্যা, পরনিন্দা ইত্যাদি থেকে বেঁচে থাকাকেই জরুরি করে দিয়েছে। সাধারণ কথাবার্তা ত্যাগ করা ইসলামে কোনো ইবাদত নয়। তাই এর মানত করাও জায়েজ নয়। আবূ দাউদের রেওয়ায়েত আছে রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন : لَا يُتْمَ بَعْدَ اِحْتِلَامٍ وَلَا صُمَاتَ يَوْمٍ اِلَى اللَّيْلِ অর্থাৎ সন্তান সাবালক হওয়ার পর পিতা মারা গেলে তাকে এতিম বলা হবে না এবং সকাল থেকে সন্ধ্যা পর্যন্ত মৌনতা অবলম্বন করা কোনো ইবাদত নয়। প্রসব বেদনায় পানি ও খেজুরের ব্যবহার চিকিৎসা বিজ্ঞানের দৃষ্টিকোণ থেকেও উপকারী। আহার ও পান করার আদেশ বাহ্যত অনুমতি প্রদানের অর্থে বোঝা যায়। وَاللّٰهُ اَعْلَمُ

পুরুষ ব্যতীত শুধু নারী থেকে সন্তান যুক্তি বিরুদ্ধ নয় : পুরুষের মধ্যস্থতা ব্যতিরেকে গর্ভধারণ ও সন্তান প্রসব করা একটি মু'জিযা। মু'জিযায় যত অসম্ভাব্যতা থাকুক, তাতে দোষ নেই, বরং এতে অলৌকিকতা গুণটি আরও বেশি করে প্রকাশ পায়। কিন্তু এতে তেমন কোনো অসম্ভাব্যতাও নেই। কারণ চিকিৎসা শাস্ত্রের বর্ণনা অনুযায়ী নারীর বীর্যে ধারণশক্তির সাথে সাথে কারক শক্তি রয়েছে। তাই যদি এই কারক শক্তি আরও বেড়ে সন্তান জন্মের কারণ হয়ে যায়, তবে তা তেমন অসম্ভব ব্যাপার নয়। -[বয়ানুল কুরআন]

আলোচ্য আয়াতে আল্লাহ তা'আলা মারইয়ামকে খেজুরের গাছ নাড়া দিতে আদেশ করেছেন। অথচ কোনোরূপ নাড়া ছাড়াই আপনা-আপনি কোলে খেজুর পতিত হওয়াও আল্লাহর কুদরতের অন্তর্ভুক্ত ছিল। এতে বোঝা যায় যে, রিজিক হাসিলের জন্য চেষ্টা ও পরিশ্রম করা তাওয়াক্কুলের পরিপন্থি নয়। -[রূহুল মা'আনী]

سَرِيًّا আর আভিধানিক অর্থ ছোট নহর। এক্ষেত্রে আল্লাহ তা'আলা তাঁর কুদরত দ্বারা প্রত্যক্ষভাবে একটি ছোট নহর জারি করে দেন, অথবা জিবরাঈলের মাধ্যমে জারি করিয়ে দেন। উভয় প্রকার রেওয়ায়েতই রয়েছে। এখানে প্রণিধানযোগ্য বিষয় এই যে, মারইয়ামের সান্ত্বনার উপকরণাদি উল্লেখ করার প্রথমে সময় পানি ও পরে খাদ্য তথা খেজুরের উল্লেখ করা হয়েছে, কিন্তু এগুলো ব্যবহারের কথা বলতে গিয়ে প্রথমে খাদ্য ও পরে পানির কথা উল্লেখ করা হয়েছে।

https://e-ilm.weebly.com/

শব্দ বিশ্লেষণ :

خُذْ : সীগাহ واحد مذكر حاضر امر حاضر معروف বহছ امر বাব نَصَرَ মাসদার اَخْذٌ মূলবর্ণ (ا ـ خ ـ ذ) জিনস مهموز فاء অর্থ- গ্রহণ করুন।

اٰتَيْنٰهُ : সীগাহ جمع متكلم ماضى معروف বহছ ماضى বাব اِفْعَالٌ মাসদার اِيْتَاءٌ মূলবর্ণ (ا ـ ت ـ ى) জিনস মুরাক্কাব (ناقص يائى ও مهموز فاء) অর্থ- আমি তাঁকে দান করেছিলাম।

يَمُوْتُ : সীগাহ واحد مذكر غائب مضارع معروف বহছ مضارع বাব نَصَرَ মাসদার مَوْتٌ মূলবর্ণ (م ـ و ـ ت) জিনস اجوف واوى অর্থ- মৃত্যুবরণ করবে।

يُبْعَثُ : সীগাহ واحد مذكر غائب مضارع مجهول বহছ مضارع বাব فَتَحَ মাসদার بَعْثٌ মূলবর্ণ (ب ـ ع ـ ث) জিনস صحيح অর্থ- উঠানো হবে, পুনরুত্থিত করা হবে।

اِنْتَبَذَتْ : সীগাহ واحد مؤنث غائب ماضى معروف বহছ ماضى বাব اِفْتِعَالٌ মাসদার اِنْتِبَاذٌ মূলবর্ণ (ن ـ ب ـ ذ) জিনস صحيح অর্থ- পৃথক হলেন।

فَتَمَثَّلَ : সীগাহ واحد مذكر غائب ماضى معروف বহছ ماضى বাব تَفَعُّلٌ মাসদার تَمَثُّلٌ মূলবর্ণ (م ـ ث ـ ل) জিনস صحيح অর্থ– সে আকৃতি ধারণ করল।

لَمْ يَمْسَسْنِىْ : সীগাহ واحد مذكر غائب নفى جحد بلم درفعل مستقبل معروف বহছ نفى جحد بلم درفعل مستقبل معروف বাব نَصَرَ মাসদার مَسٌّ মূলবর্ণ (م ـ س ـ س) জিনস مضاعف ثلاثى অর্থ- আমাকে স্পর্শও করেনি।

هُزِّىْ : সীগাহ واحد مؤنث حاضر امر حاضر معروف বহছ امر বাব نَصَرَ মূলবর্ণ هَزٌّ জিনস (ه ـ ز ـ ز) অর্থ- আপনি ঝাঁকুন।

تُسَاقِطْ : সীগাহ واحد مؤنث غائب مضارع معروف বহছ مضارع বাব مُفَاعَلَةٌ মাসদার مُسَاقَطَةٌ মূলবর্ণ (س ـ ق ـ ط) জিনস صحيح অর্থ- ঝড়ে পড়বে।

বাক্য বিশ্লেষণ :

قَالَتْ اِنِّىْٓ اَعُوْذُ بِالرَّحْمٰنِ مِنْكَ اِنْ كُنْتَ تَقِيًّا : এখানে قَالَتْ ফেল এবং هى এর ন্যায় উহ্য যমীর তার ফায়েল اِنَّ হরফে মুশাব্বাহ বিল ফে'ল এবং ياء للمتكلم তার اسم এবং اَعُوْذُ ... الخ জুমলা তার خبر আর সম্পূর্ণ বাক্য একত্রে قَالَتْ ফে'লের مقول ; আর بِالرَّحْمٰنِ হলো اَعُوْذُ-এর মুতাআল্লিক ও مِنْكَ টা اَعُوْذُ দ্বিতীয় متعلق আর اِنْ হলো হরফে শর্ত كُنْتَ ফে'ল নাকেস ت হলো كان اسم আর تَقِيًّا তার খবর। আর جواب شرط উহ্য রয়েছে এর অর্থ হলো– اِنْ كَانَ يُرْجٰى مِنْكَ اَنْ تَتَّقِى اللّٰهَ وَتَخْشَاهُ وَتَحْفِلُ بِالْاِسْتِعَاذَةِ بِهٖ فَاِنِّىْ عَائِذَةٌ بِهٖ مِنْكَ

-[ই'রাবুল কুরআন ৪র্থ খণ্ড, পৃ. ৫৮৪]

https://e-ilm.weebly.com/

২৬. অতঃপর আপনি খান ও পান করুন এবং চক্ষু জুড়ান, অনন্তর আপনি লোকদের মধ্যে কাউকেও দেখলে [ইশারায়] বলে দিন, আমি আল্লাহর উদ্দেশ্যে রোজা মানত করেছি, অতএব, আজ কারো সঙ্গে কথা বলব না।	فَكُلِىْ وَاشْرَبِىْ وَقَرِّىْ عَيْنًا ۚ فَاِمَّا تَرَيِنَّ مِنَ الْبَشَرِ اَحَدًا ۙ فَقُوْلِىْٓ اِنِّىْ نَذَرْتُ لِلرَّحْمٰنِ صَوْمًا فَلَنْ اُكَلِّمَ الْيَوْمَ اِنْسِيًّا ﴿٢٦﴾
২৭. অতঃপর সে তাকে কোলে করে স্বীয় সম্প্রদায়ের নিকট আনল; লোকেরা বলল, হে মারইয়াম! তুমি গুরুতর কাজ করেছ।	فَاَتَتْ بِهٖ قَوْمَهَا تَحْمِلُهٗ ؕ قَالُوْا يٰمَرْيَمُ لَقَدْ جِئْتِ شَيْـًٔا فَرِيًّا ﴿٢٧﴾
২৮. হে হারূনের ভগ্নী! তোমার পিতা কোনো খারাপ লোক ছিলেন না, আর তোমার মাতাও অসতী ছিলেন না।	يٰٓاُخْتَ هٰرُوْنَ مَا كَانَ اَبُوْكِ امْرَاَ سَوْءٍ وَّمَا كَانَتْ اُمُّكِ بَغِيًّا ﴿٢٨﴾
২৯. তখন তিনি শিশুর দিকে ইঙ্গিত করেন; তারা বলল, আমরা এমন ব্যক্তির সঙ্গে কিরূপে কথা বলব- যে এখনো কোলের শিশু।	فَاَشَارَتْ اِلَيْهِ ؕ قَالُوْا كَيْفَ نُكَلِّمُ مَنْ كَانَ فِى الْمَهْدِ صَبِيًّا ﴿٢٩﴾
৩০. ঐ শিশু বলে উঠল! আমি আল্লাহর বান্দা; তিনি আমাকে কিতাব দিয়েছেন এবং আমাকে নবী করেছেন।	قَالَ اِنِّىْ عَبْدُ اللّٰهِ ؕ اٰتٰنِىَ الْكِتٰبَ وَجَعَلَنِىْ نَبِيًّا ﴿٣٠﴾

শাব্দিক অনুবাদ :

২৬. فَكُلِىْ অতঃপর আপনি খান وَاشْرَبِىْ ও পান করুন وَقَرِّىْ عَيْنًا এবং চক্ষু জুড়ান فَاِمَّا تَرَيِنَّ مِنَ الْبَشَرِ اَحَدًا অনন্তর আপনি লোকদের মধ্যে কাউকে দেখলে فَقُوْلِىْٓ বলে দিন اِنِّىْ نَذَرْتُ আমি মানত করেছি لِلرَّحْمٰنِ صَوْمًا আল্লাহর উদ্দেশ্য রোজা فَلَنْ اُكَلِّمَ الْيَوْمَ اِنْسِيًّا অতএব আজ কারও সঙ্গে কথা বলব না।

২৭. فَاَتَتْ بِهٖ قَوْمَهَا تَحْمِلُهٗ অতঃপর সে তাঁকে কোলে করে স্বীয় সম্প্রদায়ের নিকট আনল قَالُوْا লোকেরা বলল يٰمَرْيَمُ হে মারইয়াম لَقَدْ جِئْتِ شَيْـًٔا فَرِيًّا তুমি গুরুতর কাজ করেছ।

২৮. يٰٓاُخْتَ هٰرُوْنَ হে হারূনের ভগ্নী مَا كَانَ اَبُوْكِ امْرَاَ سَوْءٍ তোমার পিতা কোনো খারাপ লোক ছিল না وَّمَا كَانَتْ اُمُّكِ بَغِيًّا আর মাতাও অসতি ছিলেন না।

২৯. فَاَشَارَتْ اِلَيْهِ তখন তিনি শিশুর দিকেই ইঙ্গিত করলেন قَالُوْا তারা বলল كَيْفَ نُكَلِّمُ আমরা এমন ব্যক্তির সাথে কিরূপে কথা বলব مَنْ كَانَ فِى الْمَهْدِ صَبِيًّا যে এখনো কোলের শিশু।

৩০. قَالَ ঐ শিশু বলে উঠল اِنِّىْ عَبْدُ اللّٰهِ আমি আল্লাহর বান্দা اٰتٰنِىَ الْكِتٰبَ তিনি আমাকে কিতাব দিয়েছেন وَجَعَلَنِىْ, نَبِيًّا এবং আমাকে নবী করেছেন।

https://e-ilm.weebly.com/

৩১. আর তিনি আমাকে করেছেন বরকতময়, আমি যেখানেই থাকি না কেন? আর তিনি আমাকে নামাজ ও জাকাতের আদেশ করেছেন, যে পর্যন্ত আমি জীবিত থাকি।	وَّجَعَلَنِيْ مُبٰرَكًا اَيْنَ مَا كُنْتُ ۪ وَاَوْصٰنِيْ بِالصَّلٰوةِ وَالزَّكٰوةِ مَا دُمْتُ حَيًّا ﴿۳۱﴾
৩২. আর আমাকে আমার মাতার সেবক করেছেন এবং তিনি আমাকে উদ্ধত ও হতভাগ্য বানাননি।	وَّبَرًّۢا بِوَالِدَتِيْ ۫ وَلَمْ يَجْعَلْنِيْ جَبَّارًا شَقِيًّا ﴿۳۲﴾
৩৩. আর আমার উপর শান্তি– যেদিন আমি জন্মেছি এবং যে দিন মরব, আর যেদিন আমাকে জীবিত করে উঠানো হবে।	وَالسَّلٰمُ عَلَيَّ يَوْمَ وُلِدْتُّ وَيَوْمَ اَمُوْتُ وَيَوْمَ اُبْعَثُ حَيًّا ﴿۳۳﴾
৩৪. ইনি হলেন ঈসা ইবনে মারইয়াম, আমি [সম্পূর্ণ] সত্য বলছি, যে সম্বন্ধে তারা ঝগড়া করছে।	ذٰلِكَ عِيْسَى ابْنُ مَرْيَمَ ۚ قَوْلَ الْحَقِّ الَّذِيْ فِيْهِ يَمْتَرُوْنَ ﴿۳۴﴾
৩৫. আল্লাহর শান এরূপ নয় যে, সন্তান গ্রহণ করেন, তিনি পবিত্র; যখন তিনি কোনো কাজ করতে চান, তখন তিনি তার উদ্দেশ্যে এটুকুই বলেন যে, হয়ে যাও, তৎক্ষণাৎ তা হয়ে যায়;	مَا كَانَ لِلّٰهِ اَنْ يَّتَّخِذَ مِنْ وَّلَدٍ ۙ سُبْحٰنَهٗ ؕ اِذَا قَضٰۤى اَمْرًا فَاِنَّمَا يَقُوْلُ لَهٗ كُنْ فَيَكُوْنُ ﴿۳۵﴾ ط
৩৬. আর নিঃসন্দেহে আল্লাহ আমারও প্রতিপালক এবং তোমাদেরও প্রতিপালক, অতএব, কেবল তাঁরই ইবাদত কর; এটাই সরল পথ।	وَاِنَّ اللّٰهَ رَبِّيْ وَرَبُّكُمْ فَاعْبُدُوْهُ ؕ هٰذَا صِرَاطٌ مُّسْتَقِيْمٌ ﴿۳۶﴾

শাব্দিক অনুবাদ :

৩১. وَجَعَلَنِيْ مُبٰرَكًا আর তিনি আমাকে করেছেন বরকতময় اَيْنَ مَا كُنْتُ আমি যেখানেই থাকিনা কেন وَاَوْصٰنِيْ আর তিনি আমাকে আদেশ দিয়েছেন بِالصَّلٰوةِ وَالزَّكٰوةِ নামাজ ও জাকাতের مَا دُمْتُ حَيًّا যে পর্যন্ত আমি জীবিত থাকি।

৩২. وَبَرًّا بِوَالِدَتِيْ আর আমাকে আমার মাতার সেবক করেছেন وَلَمْ يَجْعَلْنِيْ আর তিনি আমাকে বানাননি جَبَّارًا شَقِيًّا উদ্ধত ও হতভাগ্য।

৩৩. وَالسَّلٰمُ عَلَيَّ আর আমার উপর শান্তি يَوْمَ وُلِدْتُّ যেদিন আমি জন্মেছি وَيَوْمَ اَمُوْتُ এবং, যেদিন মরব وَيَوْمَ اُبْعَثُ حَيًّا আর যেদিন আমাকে জীবিত করে উঠানো হবে।

৩৪. ذٰلِكَ عِيْسَى بْنُ مَرْيَمَ ইনি হলেন ঈসা ইবনে মারইয়াম قَوْلَ الْحَقِّ আমি (সম্পূর্ণ) সত্য বলছি الَّذِيْ فِيْهِ يَمْتَرُوْنَ যে সম্বন্ধে তারা ঝগড়া করছে।

৩৫. مَا كَانَ لِلّٰهِ আল্লাহর শান এরূপ নয় যে اَنْ يَّتَّخِذَ مِنْ وَّلَدٍ সন্তান গ্রহণ করেন سُبْحٰنَهٗ তিনি পবিত্র। اِذَا قَضٰۤى اَمْرًا যখন তিনি কোনো কাজ করতে চান فَاِنَّمَا يَقُوْلُ لَهٗ তখন তিনি তাঁর উদ্দেশ্যে এতটুকুই বলেন যে كُنْ হয়ে যাও فَيَكُوْنُ তৎক্ষণাৎ তা হয়ে যায়।

৩৬. وَاِنَّ اللّٰهَ رَبِّيْ وَرَبُّكُمْ আর নিঃসন্দেহে আল্লাহ আমারও প্রতিপালক তোমাদেরও প্রতিপালক فَاعْبُدُوْهُ অতএব কেবল তাঁরই ইবাদত কর هٰذَا صِرَاطٌ مُّسْتَقِيْمٌ এটাই সরল পথ।

https://e-ilm.weebly.com/

৩৭. কিন্তু বিভিন্ন সম্প্রদায়গুলো পরস্পর মতভেদ সৃষ্টি করল, সুতরাং এ কাফেরদের জন্য এক মহা দিবসের আগমনে ভীষণ দুর্দশা রয়েছে।	فَاخْتَلَفَ الْأَحْزَابُ مِنْ بَيْنِهِمْ ۚ فَوَيْلٌ لِّلَّذِينَ كَفَرُوا مِن مَّشْهَدِ يَوْمٍ عَظِيمٍ ﴿٣٧﴾
৩৮. যেদিন এ সমস্ত লোক [হিসাব-নিকাশ ও কর্মফলের জন্য] আমার নিকট উপস্থিত হবে, সেদিন তারা কতই না শ্রবণকারী হবে এবং কতই না প্রত্যক্ষকারী, অথচ এ অনাচারীরা আজ স্পষ্ট ভ্রমে রয়েছে।	أَسْمِعْ بِهِمْ وَأَبْصِرْ ۙ يَوْمَ يَأْتُونَنَا ۖ لَٰكِنِ الظَّالِمُونَ الْيَوْمَ فِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ ﴿٣٨﴾

শাব্দিক অনুবাদ :

৩৭. فَاخْتَلَفَ কিন্তু মতভেদ সৃষ্টি করে নিল الْأَحْزَابُ বিভিন্ন সম্প্রদায়গুলো مِنْ بَيْنِهِمْ পরস্পর فَوَيْلٌ সুতরাং ভীষণ দুর্দশা রয়েছে। لِّلَّذِينَ كَفَرُوا এই কাফেরদের জন্য مِن مَّشْهَدِ يَوْمٍ عَظِيمٍ এক মহা দিবসের আগমনে।

৩৮. أَسْمِعْ بِهِمْ وَأَبْصِرْ তারা কতইনা শ্রবণকারী হবে এবং কতইনা প্রত্যক্ষকারী يَوْمَ يَأْتُونَنَا সেদিন, যেদিন এসমস্ত লোক আমার নিকট উপস্থিত হবে لَٰكِنِ الظَّالِمُونَ অথচ এই অনাচারীরা الْيَوْمَ আজ فِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ স্পষ্ট ভ্রমে রয়েছে।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

فَاخْتَلَفَ الْأَحْزَابُ مِنْ بَيْنِهِمْ فَوَيْلٌ لِّلَّذِينَ كَفَرُوا مِن مَّشْهَدِ يَوْمٍ عَظِيمٍ (٣٧)

শানে নুযূল : আব্দুর রাজ্জাক ও ইবনে আবী হাতেম হযরত কাতাদা (রা.) এর উদ্ধৃতি দিয়ে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন যে, বনী ইসরাঈলরা এক সাথে একত্রিত হয়ে তাদের থেকে চারজন আলেমকে নির্বাচন করে হযরত ঈসা (আ.) সম্পর্কে তাদের সন্দেহ সংশয়ের সমাধান চায়। তখন তাদের থেকে একজন বলল যে, তিনি হলেন স্বয়ং আল্লাহ, ভূ-পৃষ্ঠে তিনি অবতরণ করেছিলেন। যাদের জীবন দান করার ছিল, তাদেরকে জীবন দান করেছেন। যাদেরকে মৃত্যু দান করার ছিল, তাদেরকে মৃত্যু দান করে তিনি আকাশে উঠে গিয়েছিলেন। খ্রিস্টানদের থেকে ইয়াকূবিয়া সম্প্রদায় তার প্রতি বিশ্বাসী হয়ে তাকে অনুসরণ করে নিল। কিন্তু বাকি তিনজন বললেন, তুমি মিথ্যা বলেছ। অতঃপর দ্বিতীয় ব্যক্তি তিনজনের একজন বলল যে, তিনি হলেন আল্লাহর পুত্র। বাকি দু'জন তাকে বলল যে, তুমি মিথ্যুক। তবে খ্রিস্টান নাস্তুরিয়া সম্প্রদায় ভুক্ত যারা, তারা তাকে অনুসরণ করে নিল। অতঃপর তৃতীয় ব্যক্তি দু'জনের একজন বলল যে, তিনি হলেন তিন ইলাহের একজন অর্থাৎ : ১. ইলাহ আল্লাহ ২. ইলাহ ঈসা ৩. ইলাহ তাঁর মাতা মারিয়াম। তাকে অনুসরণকরীরা হলো ইসরাঈলিয়া মালকানীয়া খ্রিস্টান। চতুর্থজন যিনি ছিলেন তিনি বললেন যে, তিনি হলেন আল্লাহর বান্দা ও তদীয় রাসূল এবং তার পক্ষ থেকে প্রেরিত আত্মা। তাঁকে অনুসরণ করে নিল ঈমানদারগণ। বলা বাহুল্য এবার প্রত্যেকেরই অনুসারী ও দলবল হয়ে গেল। ফলে পারস্পরিক বিরোধ দেখা দিল। এতে ঈমানদারের বিজয় হলো। আল্লাহ তা'আলা তাদের এ পারস্পরিক বিরোধের স্বরূপকেই বর্ণনা করার জন্য আলোচ্য আয়াত নাজিল করেন।

-[ফাতহুল কাদীর ৩৩৪/৮, তাবারী ৩৪৩/৩, বহরে মুহীত্ব ১৭৯/৬, সাভী ৩৭/৩, ইবনে কাছীর ১২৪/৩, রূহুল মা'আনী ৭৯২/ ৮]

فَكُلِي وَاشْرَبِي : কারণ সম্ভবত এই যে, মানুষ স্বভাবগতভাবেই আহারের পূর্বে পানি যোগাড় করে।
বিশেষত ঐ খাদ্যের বেলায় যা খাওয়ার পর পিপাসিত হওয়া নিশ্চিত। কিন্তু ব্যবহারের ক্ষেত্রে প্রথমে খাদ্যবস্তু আহার করে ও পরে পানি পান করে।-[রূহুল মা'আনী]

فَأَتَتْ بِهِ قَوْمَهَا تَحْمِلُهُ : বাক্য থেকে বাহ্যত এ কথাই বোঝা যায় যে, অদৃশ্য সুসংবাদের মাধ্যমে মারইয়াম যখন নিশ্চিত হয়ে গেলেন যে, আল্লাহ তা'আলা তাঁকে দুর্নাম ও লাঞ্ছনা থেকে রক্ষা করবেন, তখন নিজেই সদ্যজাত শিশুকে নিয়ে ঘরে ফিরে এলেন। কতদিন পর ফিরে এলেন, এ সম্পর্কে ইবনে আসাকির হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) থেকে রেওয়ায়েত করেন যে, মারইয়াম সন্তান প্রসবের চল্লিশ দিন পর নিফাস থেকে পাক হয়ে ঘরে ফিরে আসেন।-(রূহুল-মা'আনী)

https://e-ilm.weebly.com/

شَيْئًا فَرِيًّا আরবি ভাষায় فَرِيًّ শব্দের আসল অর্থ কর্তন করা ও চিরে ফেলা। যে কাজ কিংবা বস্তু প্রকাশ পেলে অসাধারণ কাটাকাটি হয়, তাকে فَرِيًّ বলা হয়। আবূ হ্যাইয়্যান বলেন : প্রত্যেক বিরাট বিষয়কে فَرِيًّ বলা হয়। ভালোর দিক দিয়ে বিরাট হোক কিংবা মন্দের দিক দিয়ে। এখানে শব্দটি বিরাট মন্দের অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। মন্দের দিক দিয়ে অনন্য ও বিরাট বস্তুর জন্যই শব্দটির ব্যবহার সুবিদতি।

يَاأُخْتَ هٰرُوْنَ : হযরত মূসা (আ.) এর ভাই ও সহচর হযরত হারূন (আ.) মারইয়ামের আমলের শত শত বছর পূর্বে দুনিয়া থেকে বিদায় নিয়েছিলেন। এখানে মারইয়ামকে হারূন-ভগ্নি বলা বাহ্যিক অর্থের দিক দিয়ে শুদ্ধ হতে পারে না। হযরত মুগীরা ইবনে শো'বা (রা.) কে যখন রাসূলুল্লাহ ﷺ নাজরানবাসীদের কাছে প্রেরণ করেন, তখন তারা প্রশ্ন করে যে, তোমাদের কুরআনে হযরত মারইয়ামকে হারূন-ভগিনী বলা হয়েছে। অথচ হযরত হারূন (আ.) তার অনেক শতাব্দী পূর্বে দুনিয়া থেকে চলে যান। হযরত মুগীরা (রা.) এ প্রশ্নের উত্তর জানতেন না। ফিরে এসে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর কাছে ঘটনা ব্যক্ত করলে তিনি বললেন : তুমি বলে দিলে না কেন যে, বরকতের জন্য পয়গম্বরদের নামে নাম রাখা এবং তাঁদের প্রতি সম্বন্ধ করা ঈমানদারদের সাধারণ অভ্যাস। (মুসলিম -তিরমিযী, নাসায়ী।) এই হাদীসের উদ্দেশ্য দু'রকম হতে পারে। (এক) হযরত মারইয়াম (আ.) হযরত হারূন (আ.)-এর বংশধর ছিলেন বলেই তাঁর সাথে সম্বন্ধ করা হয়েছে। যদিও তাদের মধ্যে সময়ের অনেক ব্যবধান রয়েছে, যেমন আরবদের রীতি রয়েছে যে, তারা তামীম গোত্রের ব্যক্তিকে اَخَا تَمِيْمٍ এবং আরবের লোককে اَخَا عَرَبٍ বলে অভিহিত করে। (দুই) এখানে হারূন বলে হযরত মূসা (আ.)-এর সহচর হারূন বোঝানো হয়নি, বরং মারইয়ামের ভ্রাতার নামও ছিল হারূন এবং এ নাম হারূন নবীর নামানুসারে বরকতের জন্য রাখা হয়েছিল। এভাবে মারইয়াম কে হারূন-ভগিনী বলা সত্যিকার অর্থেই শুদ্ধ।

مَا كَانَ اَبُوْكِ امْرَاَ سَوْءٍ : কুরআনে এই বাক্যে ইঙ্গিত রয়েছে যে, ওলী-আল্লাহও সৎকর্মপরায়ণ ব্যক্তিদের সন্তান-সন্ততি মন্দ কাজ করলে তাতে সাধারণ লোকদের মন্দকাজের তুলনায় বেশি গোনাহ হয়। কারণ, এতে তাদের বড়দের লাঞ্ছনা ও দুর্নাম হয়। কাজেই বুযুর্গদের সন্তানদের উচিত, সৎকাজেও আল্লাহভীতিতে অধিক মনোনিবেশ করা।

اِنِّىْ عَبْدُ اللّٰهِ : এক রেওয়ায়েতে রয়েছে, যে সময় পরিবারের লোকজন মারইয়ামকে ভর্ৎসনা করতে শুরু করে তখন হযরত ঈসা (আ.) মায়ের বুকের দুধ পান করেছিলেন। তিনি তাদের ভর্ৎসনা শুনে স্তন্য ছেড়ে দেন এবং বামদিকের পাশ ফিরে তাদের দিকে মনোযোগ দেন। অতঃপর তর্জনী খাড়া করে বলেন :

اِنِّىْ عَبْدُ اللّٰهِ অর্থাৎ আমি আল্লাহর বান্দা। এই প্রথম বাক্যেই হযরত ঈসা (আ.) এই ভুল বোঝাবুঝির নিরসন করে দেন যে, যদিও আমি অলৌকিক উপায়ে জন্মগ্রহণ করেছি; কিন্তু আমি আল্লাহ নই- আল্লাহর দাস। অতএব, কেউ যেন আমার উপাসনায় লিপ্ত না হয়ে পড়ে।

اٰتٰنِىَ الْكِتٰبَ وَجَعَلَنِىْ نَبِيًّا : এ বাক্যে হযরত ঈসা (আ.) তাঁর দুগ্ধপানের জমানায় আল্লাহর পক্ষ থেকে নবুয়ত ও কিতাব লাভের সংবাদ দিয়েছেন, অথচ কোনো পয়গম্বর চল্লিশ বছর বয়সের পূর্বে নবুয়ত ও কিতাব লাভ করেননি। তাই এর মর্ম এই যে, আল্লাহ তা'আলার এটা স্থির সিদ্ধান্ত যে, তিনি যথা সময়ে আমাকে নবুয়ত ও কিতাব দান করবেন। এটা হুবহু এমন যেমন মহানবী বলেছেন ঃ আমাকে নবুয়ত তখন দান করা হয়েছিল, যখন হযরত আদম (আ.) -এর জন্মই হয়নি- তার খামির তৈরি হচ্ছিল মাত্র। বলা বাহুল্য, এর উদ্দেশ্য হলো এই যে, নবুয়ত দানের ওয়াদা মহানবী ﷺ এর জন্য অকাট্য ও নিশ্চিত ছিল। আলোচ্য আয়াতেও এ নিশ্চয়তাকে "নবী করেছেন" শব্দে ব্যক্ত করা হয়েছে। নবী করার কথা প্রকাশ করে প্রকারান্তরে তিনি বলেছেন যে, আমার জননীর প্রতি ব্যভিচারের অপবাদ আরোপ সম্পূর্ণ ভ্রান্ত। কেননা আমার নবী হওয়া এবং রেসালত লাভ করা এ বিষয়ের প্রমাণ যে, আমার জন্মে কোনো গোনাহের দখল থাকতে পারে না।

وَاَوْصٰنِىْ بِالصَّلٰوةِ وَالزَّكٰوةِ : তাকিদ সহকারে কোনো কাজের নির্দেশ দেওয়া হলে তাকে وَصِيَّتٌ শব্দ দ্বারা ব্যক্ত করা হয়। হযরত ঈসা (আ.) এখানে বলেছেন যে, আল্লাহ তা'আলা আমাকে নামাজ ও জাকাতের অসিয়ত করেছেন। তাই এর অর্থ এই যে, খুব তাগিদ সহকারে উভয় কাজের নির্দেশ দিয়েছেন।

নামাজ ও রোজা হযরত আদম (আ.) থেকে শুরু করে শেষনবী ﷺ পর্যন্ত প্রত্যেক নবী ও রাসূলের শরিয়তেই ফরজ রয়েছে। তবে বিভিন্ন শরিয়তে এগুলোর আকার-আকৃতি ও খুটিনাটি বিষয়াদি বিভিন্নরূপ ছিল। হযরত ঈসা (আ.)-এর শরিয়তেও নামাজ ও জাকাত ফরজ ছিল। প্রশ্ন হতে পারে যে, হযরত ঈসা (আ.) কোনো সময় মালদার হননি। তিনি গুহা নির্মাণ করেননি এবং অর্থকড়িও সঞ্চয় করেননি। এমতাবস্থায় তাঁকে জাকাতের আদেশ দেওয়ার অর্থ কি? উদ্দেশ্য সুস্পষ্ট যে, মালদারের উপর জাকাত ফরজ- এটা ছিল তাঁর শরিয়তের আইন। হযরত ঈসা (আ.)ও এই আইনের আওতাভুক্ত ছিলেন যে, কোনো সময় নেসাব পরিমাণ মাল একত্রিত হলে তাকেও জাকাত আদায় করতে হবে। অতঃপর যদি সারা জীবন মালই সঞ্চিত না হয়, তবে তা এই আইনের পরিপন্থি নয়। -[রূহুল মা'আনী]

https://e-ilm.weebly.com/

مَادُمْتُ حَيًّا : অর্থাৎ নামাজ ও জাকাতের নির্দেশ আমার জন্য সর্বকালীন, যে পর্যন্ত জীবিত থাকি। বলাবাহুল্য, এতে পৃথিবীতে অবস্থাকালীন জীবন বোঝানো হয়েছে। কেননা এসব ক্রিয়াকর্ম এই পৃথিবীতেই হতে পারে এবং পৃথিবীর সাথেই সম্পর্কযুক্ত। আকাশে উঠানোর পর অবরতণের সময় পর্যন্ত অব্যাহতির জমানা।

وَبَرًّا بِوَالِدَتِيْ : এখানে শুধু মাতার কথা বলা হয়েছে, পিতা- মাতার কথা বলা হয়নি। এতে ইঙ্গিত করেছেন যে, আমি অলৌকিকভাবে পিতা ছাড়াই অস্তিত্ব লাভ করেছি। শৈশবের এহেন অলৌকিক কথাবার্তা এর যথেষ্ট সাক্ষ্য ও প্রমাণ।

ذٰلِكَ عِيْسَى بْنُ مَرْيَمَ : হযরত ঈসা (আ.) সম্পর্কে ইহুদি ও খ্রিস্টানদের অলীক চিন্তাধারার মধ্যে বাহুল্য ও স্বল্পতা বিদ্যমান ছিল। খ্রিস্টানরা তাঁর সম্মান প্রদর্শনে বাড়াবাড়ি করে খোদার বেটা' বানিয়ে দেয়। পক্ষান্তরে ইহুদিরা তাঁর অবমাননায় এতটুকু ধৃষ্টতা প্রদর্শন করে যে, তাঁকে ইউসুফ মিস্ত্রির জারজ সন্তান বলে আখ্যায়িত করে। (নাউজুবিল্লাহ) আল্লাহ তা'আলা আলোচ্য আয়াতে উভয় প্রকার ভ্রান্ত লোকদের ভ্রান্তি বর্ণনা করে তাঁর সঠিক মর্যাদা প্রতিষ্ঠিত করেছেন। - [কুরতুবী]

قَوْلَ الْحَقِّ : লামের উপর যবরযোগে। এর ব্যাকরণিক রূপ হলো এরূপ اَقُوْلُ قَوْلَ الْحَقِّ কোনো কোনো কেরাতে লামের উপর পেশ যোগেও বর্ণিত রয়েছে। তখন অর্থ এই যে, হযরত ঈসা (আ.) স্বয়ং قَوْلُ الْحَقِّ (সত্য উক্তি) যেমন তাঁকে كَلِمَةُ اللّٰهِ (আল্লাহর উক্তি) উপাধিও দেওয়া হয়েছে। কারণ তাঁর জন্ম বাহ্যিক কারণের মধ্যস্থতা ব্যতিরেকে আল্লাহর উক্তির মাধ্যমে হয়েছে। -[কুরতুবী]

শব্দ বিশ্লেষণ :

فَكُلِيْ : সীগাহ واحد مؤنث حاضر বহছ امر حاضر معروف বাব نَصَرَ মাসদার اَكْلٌ মূলবর্ণ (ا ـ ك ـ ل) জিনস مهموز فاء অর্থ- আপনি খান।

اِشْرَبِيْ : সীগাহ واحد مؤنث حاضر বহছ امر حاضر معروف বাব سَمِعَ মাসদার شُرْبٌ মূলবর্ণ (ش ـ ر ـ ب) জিনস صحيح অর্থ- পান করুন।

تَرَيِنَّ : সীগাহ واحد مؤنث حاضر বহছ مضارع بانون ثقيلة বাব فَتَحَ মাসদার رُؤْيَةٌ মূলবর্ণ (ر ـ أ ـ ى) জিনস মুরাক্কাব (ناقص يائى و مهموز عين) অর্থ- তুমি অবশ্যই দেখবে।

لَنْ اُكَلِّمَ : সীগাহ واحد متكلم বহছ نفى تاكيد بلن در فعل مستقبل معروف বাব تَفْعِيْل মাসদার تكليم মূলবর্ণ (ك ـ ل ـ م) জিনস صحيح অর্থ- আমি কথা বলব না।

فَاَتَتْ : সীগাহ واحد مؤنث غائب বহছ ماضى معروف বাব ضَرَبَ মাসদার اِتْيَانٌ মূলবর্ণ (ا ـ ت ـ ى) জিনস মুরাক্কাব (ناقص يائى و مهموز فاء) অর্থ- সে আনল।

فَاَشَارَتْ : সীগাহ واحد مؤنث غائب বহছ ماضى معروف বাব اِفْعَالٌ মাসদার اِشَارَةٌ মূলবর্ণ (ش ـ و ـ ر) জিনস اجوف واوى অর্থ- তিনি ইঙ্গিত করেন।

اَوْصٰنِيْ : সীগাহ واحد مذكر غائب বহছ ماضى معروف বাব اِفْعَالٌ মাসদার اِيْصَاءٌ মূলবর্ণ (و ـ ص ـ ى) জিনস মুরাক্কাব لفيف مفروق অর্থ-তিনি আমাকে আদেশ করেছেন।

وُلِدْتُّ : সীগাহ واحد متكلم বহছ ماضى مجهول বাব ضَرَبَ মাসদার وِلَادَةٌ মূলবর্ণ (و ـ ل ـ د) জিনস مثال واوى অর্থ- আমি জন্ম লাভ করেছি, আমি সৃষ্টি হয়েছি।

يَمْتَرُوْنَ : সীগাহ جمع مذكر غائب বহছ مضارع معروف বাব اِفْتِعَالٌ মাসদার اِمْتِرَاءٌ মূলবর্ণ (م ـ ر ـ ى) জিনস ناقص يائى অর্থ- তারা ঝগড়া করছে।

বাক্য বিশ্লেষণ :

قَالَتْ يٰلَيْتَنِيْ مِتُّ قَبْلَ هٰذَا وَكُنْتُ نَسْيًا مَنْسِيًّا : এখানে قَالَتْ ফেল এবং هِىَ-এর ন্যায় উহ্য যমীর তার ফায়েল, এখন ফেল ও ফায়েল মিলে قول ; আর পরবর্তী বাক্য مقول ; ياء হরফে নেদা এবং মুনাদা উহ্য রয়েছে অথবা শুধু تنبيه-এর জন্য لَيْتَ হরফে মুশাব্বাহ ফেল আর نِىْ হলো তার اسم আর مت হলো তার খবর আর তা ফেল ফায়েল এবং قَبْلَ الظرف منصوب তথা قَبْلَ শব্দ مِتُّ-এর সাথে متعلق হয়েছে قَبْلَ হলো মুজাফ এবং هٰذَا মুজাফ ইলাইহি وَكُنْتُ-এর واو হলো হরফে আতফ كُنْتُ হলো فعل এবং ت হলো اسم كان আর نَسْيًا হলো خبر كان এর এবং مَنْسِيًّا টা একই অর্থবোধক হওয়ার কারণে نَسْيًا-এর تاكيد হয়েছে আবার এটাকে সিফাতও বলা যেতে পারে। –(ই'রাবুল কুরআন : ৪র্থ খণ্ড, পৃ. ৫৯১)

https://e-ilm.weebly.com/

৩৯. আর আপনি তাদেরকে পরিতাপ-দিবস সম্বন্ধে ভয় প্রদর্শন করুন, যেদিন শেষ মীমাংসা করে দেওয়া হবে। আর তারা গাফলতেই রয়েছে এবং তারা ঈমান আনে না।	وَاَنْذِرْهُمْ يَوْمَ الْحَسْرَةِ اِذْ قُضِيَ الْاَمْرُ ۘ وَهُمْ فِيْ غَفْلَةٍ وَّهُمْ لَا يُؤْمِنُوْنَ ﴿٣٩﴾
৪০. আর আমিই সমগ্র দুনিয়ার ও দুনিয়াবাসীদের ওয়ারিশ থেকে যাব এবং এরা সকলে আমারই দিকে প্রত্যাবর্তিত হবে।	اِنَّا نَحْنُ نَرِثُ الْاَرْضَ وَمَنْ عَلَيْهَا وَاِلَيْنَا يُرْجَعُوْنَ ﴿٤٠﴾
৪১. আর আপনি বর্ণনা করুন! এ কিতাবে ইবরাহীমের [ঘটনাও]; তিনি অতি সত্যনিষ্ঠ নবী ছিলেন।	وَاذْكُرْ فِي الْكِتٰبِ اِبْرٰهِيْمَ ۬ؕ اِنَّهٗ كَانَ صِدِّيْقًا نَّبِيًّا ﴿٤١﴾
৪২. যখন তিনি স্বীয় পিতাকে বললেন, হে আমার পিতা, আপনি কেন এমন বস্তুর উপাসনা করেন– যে বস্তু না কিছু শুনে আর না কিছু দেখে, আর না আপনার কোনো কাজে আসে?	اِذْ قَالَ لِاَبِيْهِ يٰۤاَبَتِ لِمَ تَعْبُدُ مَا لَا يَسْمَعُ وَلَا يُبْصِرُ وَلَا يُغْنِيْ عَنْكَ شَيْـًٔا ﴿٤٢﴾
৪৩. হে আমার পিতা! আমার নিকট এমন জ্ঞান [ওহী] এসেছে যা আপনার নিকট আসেনি, অতএব, আপনি আমার কথামতো চলুন, আমি আপনাকে সরল পথ দেখাব।	يٰۤاَبَتِ اِنِّيْ قَدْ جَآءَنِيْ مِنَ الْعِلْمِ مَا لَمْ يَاْتِكَ فَاتَّبِعْنِيْۤ اَهْدِكَ صِرَاطًا سَوِيًّا ﴿٤٣﴾

শাব্দিক অনুবাদ :

৩৯. وَاَنْذِرْهُمْ আর আপনি তাদেরকে ভয় প্রদর্শন করুন يَوْمَ الْحَسْرَةِ পরিতাপ দিবস সম্বন্ধে اِذْ قُضِيَ الْاَمْرُ যেদিন শেষ মীমাংসা করে দেওয়া হবে وَهُمْ فِيْ غَفْلَةٍ আর তারা গাফলতেই রয়েছে وَهُمْ لَا يُؤْمِنُوْنَ এবং তারা ঈমান আনে না।

৪০. اِنَّا نَحْنُ نَرِثُ আর আমি ওয়ারিশ থেকে যাব الْاَرْضَ وَمَنْ عَلَيْهَا সমগ্র দুনিয়ার ও দুনিয়াবাসীদের وَاِلَيْنَا يُرْجَعُوْنَ এবং এরা সকলে আমারই দিকে প্রত্যাবর্তিত হবে।

৪১. وَاذْكُرْ আর আপনি বর্ণনা করুন فِي الْكِتٰبِ এই কিতাবে اِبْرٰهِيْمَ ইবরাহীমের (ঘটনাও) اِنَّهٗ كَانَ صِدِّيْقًا نَّبِيًّا তিনি অতি সত্যনিষ্ঠ নবী ছিলেন।

৪২. اِذْ قَالَ لِاَبِيْهِ যখন তিনি স্বীয় পিতাকে বললেন يٰۤاَبَتِ হে আমার পিতা لِمَ تَعْبُدُ আপনি কেন এমন বস্তুর উপাসনা করেন مَا لَا يَسْمَعُ وَلَا يُبْصِرُ যে বস্তু না কিছু শুনে আর না কিছু দেখে وَلَا يُغْنِيْ عَنْكَ شَيْـًٔا, আর না আপনার কোনো কাজে আসতে পারে।

৪৩. يٰۤاَبَتِ হে আমার পিতা اِنِّيْ قَدْ جَآءَنِيْ مِنَ الْعِلْمِ আমার নিকট এমন জ্ঞান (ওহী) এসেছে مَا لَمْ يَاْتِكَ যা আপনার নিকট আসেনি فَاتَّبِعْنِيْ অতএব আপনি আমার কথা মতো চলুন اَهْدِكَ صِرَاطًا سَوِيًّا আমি আপনাকে সরল পথ দেখাব।

https://e-ilm.weebly.com/

৪৪. হে আব্বা! আপনি শয়তানের উপাসনা করবেন না; নিশ্চয় শয়তান হচ্ছে করুণাময় আল্লাহর নাফরমান।	يَٰٓأَبَتِ لَا تَعْبُدِ ٱلشَّيْطَٰنَ ۖ إِنَّ ٱلشَّيْطَٰنَ كَانَ لِلرَّحْمَٰنِ عَصِيًّا ﴿٤٤﴾
৪৫. হে আব্বা! আমি আশঙ্কা করছি যে, করুণাময় আল্লাহর পক্ষ হতে আপনার উপর কোনো আজাব এসে না পড়ে, ফলত আপনি শয়তানের সাথি হয়ে যাবেন।	يَٰٓأَبَتِ إِنِّىٓ أَخَافُ أَن يَمَسَّكَ عَذَابٌ مِّنَ ٱلرَّحْمَٰنِ فَتَكُونَ لِلشَّيْطَٰنِ وَلِيًّا ﴿٤٥﴾
৪৬. পিতা উত্তর করল, হে ইবরাহীম! তুমি কি আমার মা'বূদগণ হতে ফিরে আছ? [এবং আমাকেও বারণ করছ? স্মরণ রেখো,] যদি তুমি এটা হতে নিবৃত্ত না হও, তবে আমি নিশ্চয় তোমাকে প্রস্তরাঘাতে মেরে ফেলব, আর দূর হয়ে যাও আমার হতে চিরতরে।	قَالَ أَرَاغِبٌ أَنتَ عَنْ ءَالِهَتِى يَٰٓإِبْرَٰهِيمُ ۖ لَئِن لَّمْ تَنتَهِ لَأَرْجُمَنَّكَ ۖ وَٱهْجُرْنِى مَلِيًّا ﴿٤٦﴾
৪৭. ইবরাহীম বললেন, আমার সালাম গ্রহণ করুন, এখন আমি আপনার জন্য আমার প্রতিপালকের দরবারে ক্ষমা প্রার্থনা করব; নিশ্চয় তিনি আমার প্রতি অতিশয় অনুগ্রহশীল।	قَالَ سَلَٰمٌ عَلَيْكَ ۖ سَأَسْتَغْفِرُ لَكَ رَبِّىٓ ۖ إِنَّهُۥ كَانَ بِى حَفِيًّا ﴿٤٧﴾
৪৮. আর আমি আপনাদের হতে এবং আপনারা আল্লাহকে ছেড়ে যাদের উপাসনা করছেন তাদের হতেও সরে যাচ্ছি এবং আমি স্বীয় প্রতিপালকের ইবাদত করব, আশা করি যে, আমার প্রতিপালকের ইবাদত করে বঞ্চিত হব না।	وَأَعْتَزِلُكُمْ وَمَا تَدْعُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ وَأَدْعُوا۟ رَبِّى عَسَىٰٓ أَلَّآ أَكُونَ بِدُعَآءِ رَبِّى شَقِيًّا ﴿٤٨﴾

শাব্দিক অনুবাদ :

৪৪. يَٰٓأَبَتِ হে আব্বা لَا تَعْبُدِ ٱلشَّيْطَٰنَ আপনি শয়তানের উপাসনা করবেন না إِنَّ ٱلشَّيْطَٰنَ নিশ্চয় শয়তান হচ্ছে كَانَ لِلرَّحْمَٰنِ عَصِيًّا করুণাময় আল্লাহর নাফরমান।

৪৫. يَٰٓأَبَتِ হে আব্বা إِنِّىٓ أَخَافُ আমি আশঙ্কা করছি যে أَن يَمَسَّكَ আপনার উপর এসে না পড়ে عَذَابٌ কোনো আজাব مِّنَ ٱلرَّحْمَٰنِ করুণাময় আল্লাহর পক্ষ হতে فَتَكُونَ لِلشَّيْطَٰنِ وَلِيًّا ফলত আপনি শয়তানের সাথি হয়ে যাবেন।

৪৬. قَالَ পিতা উত্তর করল أَرَاغِبٌ أَنتَ তুমি কি ফিরে আছ عَنْ ءَالِهَتِى আমার মা'বূদগণ হতে يَٰٓإِبْرَٰهِيمُ হে ইবরাহীম لَئِن لَّمْ تَنتَهِ যদি তুমি এটা হতে নিবৃত্ত না হও لَأَرْجُمَنَّكَ আমি নিশ্চয়ই তোমাকে প্রস্তরাঘাতে মেরে ফেলব وَٱهْجُرْنِى مَلِيًّا আর দূর হয়ে যাও আমার হতে চিরতরে।

৪৭. قَالَ ইবরাহীম বললেন سَلَٰمٌ عَلَيْكَ আমার সালাম গ্রহণ করুন سَأَسْتَغْفِرُ لَكَ رَبِّىٓ এখন আমি আপনার জন্য আমার প্রতিপালকের দরবারে ক্ষমা প্রার্থনা করব إِنَّهُۥ كَانَ بِى حَفِيًّا নিশ্চয় তিনি আমার প্রতি অতিশয় অনুগ্রহশীল।

৪৮. وَأَعْتَزِلُكُمْ আর আমি আপনাদের থেকে সরে যাচ্ছি وَمَا تَدْعُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ এবং আপনারা আল্লাহকে ছেড়ে যাদের উপাসনা করছেন তাদের হতেও وَأَدْعُوا۟ رَبِّى এবং আমি স্বীয় প্রতিপালকের ইবাদত করব عَسَىٰٓ أَلَّآ أَكُونَ بِدُعَآءِ رَبِّى شَقِيًّا আশা করি যে, আমার প্রতিপালকের ইবাদত করে বঞ্চিত হব না।

৪৯. অনন্তর যখন তিনি তাদের এবং তারা আল্লাহ ব্যতীত যাদের উপাসনা করে তাদের হতে পৃথক হয়ে গেলেন, তখন আমি তাঁকে দান করলাম ইসহাক ও ইয়াকূব; এবং আমি প্রত্যেককে নবী করলাম।	فَلَمَّا اعْتَزَلَهُمْ وَمَا يَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ ۙ وَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ ۖ وَكُلًّا جَعَلْنَا نَبِيًّا ﴿٤٩﴾
৫০. আর আমি তাঁদের সকলকে আমার রহমতের অংশ দান করলাম এবং আমি তাঁদের নাম– নেক ও সমুন্নত করে দিলাম।	وَوَهَبْنَا لَهُمْ مِنْ رَحْمَتِنَا وَجَعَلْنَا لَهُمْ لِسَانَ صِدْقٍ عَلِيًّا ﴿٥٠﴾
৫১. আর আপনি বর্ণনা করুন এ কিতাবে মূসার [ঘটনা]-ও, তিনি নিঃসন্দেহে আল্লাহ্ তা'আলার বিশিষ্ট [বান্দা] ছিলেন এবং তিনি রাসূলও ছিলেন, নবীও ছিলেন।	وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ مُوسَىٰ ۚ إِنَّهُ كَانَ مُخْلَصًا وَكَانَ رَسُولًا نَبِيًّا ﴿٥١﴾

শাব্দিক অনুবাদ :

৪৯. فَلَمَّا اعْتَزَلَهُمْ অনন্তর যখন তিনি তাদের থেকে পৃথক হয়ে গেলেন وَمَا يَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ এবং তারা আল্লাহ ব্যতীত যাদের উপাসনা করে তাদের থেকে وَهَبْنَا لَهُ, তখন আমি তাকে দান করলাম إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ ইসহাক ও ইয়াকূব وَكُلًّا جَعَلْنَا نَبِيًّا, এবং আমি প্রত্যেককে নবী করলাম।

৫০. وَوَهَبْنَا لَهُمْ আর আমি তাদের সকলকে দান করলাম مِنْ رَحْمَتِنَا আর রহমতের অংশ وَجَعَلْنَا لَهُمْ لِسَانَ صِدْقٍ عَلِيًّا এবং আমি তাদের নাম নেক ও সমুন্নত করে দিলাম।

৫১. وَاذْكُرْ,আর আপনি বর্ণনা করুন فِي الْكِتَابِ এই কিতাবে مُوسَىٰ মূসার (ঘটনা) ও إِنَّهُ كَانَ مُخْلَصًا তিনি নিঃসন্দেহে আল্লাহ তা'আলার বিশিষ্ট (বান্দা) ছিলেন وَكَانَ رَسُولًا نَبِيًّا, এবং তিনি রাসূলও ছিলেন নবীও ছিলেন।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

يَوْمَ الْحَسْرَةِ কেয়ামতের দিবসকে পরিতাপের দিবস বলা হয়েছে। কারণ জাহান্নামীরা সেদিন পরিতাপ করবে যে, তারা ঈমানদার ও সৎকর্মপরায়ণ হলে জান্নাত লাভ করত, কিন্তু এখন তাদের জাহান্নামের আজাব ভোগ করতে হচ্ছে। পক্ষান্তরে বিশেষ এক প্রকার পরিতাপ জান্নাতীদেরও হবে। হযরত মু'আযের রেওয়ায়েতে তাবারানী ও আবূ ই'য়ালা বর্ণিত হাদীসে রাসূলে কারীম ﷺ বলেন : যেসব মুহূর্ত আল্লাহর জিকির ছাড়া অতিবাহিত হয়েছে, সেগুলোর জন্য পরিতাপ করা ছাড়া জান্নাতীদের আর কোনো পরিতাপ হবে না। হযরত আবূ হুরায়রা (রা.) -এর রেওয়ায়েতে বগভী বর্ণিত হাদীসে রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন : প্রত্যেক মৃত ব্যক্তিই পরিতাপ ও অনুশোচনা করবে। সাহাবায়ে কেরাম প্রশ্ন করলেন এই পরিতাপ কিসের কারণে হবে? তিনি বললেন : সৎকর্মশীলদের পরিতাপ হবে এই যে, তারা আরও বেশি সৎকর্ম কেন করল না, যাতে জান্নাতের আরও উচ্চস্তর অর্জিত হতো। পক্ষান্তরে কুকর্মীরা পরিতাপ করবে যে, তারা কুকর্ম থেকে কেন বিরত হলো না।

সিদ্দীক কাকে বলে? صِدِّيْق- صِدِّيْقًا نَبِيًّا শব্দটি কুরআনের একটি পারিভাষিক শব্দ। এর অর্থ ও সংজ্ঞা সম্পর্কে আলেমদের উক্তি বিভিন্নরূপ। কেউ বলেন : যে ব্যক্তি সারা জীবনে কখনও মিথ্যা কথা বলেননি, তিনি সিদ্দীক। কেউ বলেন : যে ব্যক্তি বিশ্বাস এবং কথা ও কর্মে সত্যবাদী। অর্থাৎ অন্তরে যেরূপ বিশ্বাস পোষণ করে, মুখে ঠিক তদ্রূপ প্রকাশ করে এবং তার প্রত্যেক কর্ম ও উঠা বসা এই বিশ্বাসের প্রতীক হয়, সে সিদ্দীক। রূহুল মা'আনী, মাযহারী ইত্যাদি গ্রন্থে শেষোক্ত অর্থই অবলম্বন করা হয়েছে। সিদ্দীকের বিভিন্ন স্তর রয়েছে। প্রকৃত সিদ্দীক নবী রাসূলই হতে পারেন এবং প্রত্যেক নবী ও রাসূলের জন্য সিদ্দীক হওয়া একটি অপরিহার্য গুণ। কিন্তু এর বিপরীতে যিনি সিদ্দীক হন, তাঁর জন্য নবী ও রাসূল হওয়া জরুরি নয়। বরং নবী নয়– এমন ব্যক্তি যদি নবী ও রাসূলের অনুসরণ করে সিদ্দীকের স্তর অর্জন করতে পারেন, তবে তিনিও সিদ্দীক বলে অভিহিত হবেন। হযরত মারইয়ামকে স্বয়ং কুরআন পাক 'সিদ্দীক' (وَأُمُّهُ صِدِّيقَةٌ) উপাধি দান করেছে। সাধারণ উম্মতের সংখ্যাধিক্যের মতো তিনি নবী নন এবং কোনো নারী নবী হতেও পারেন না।

https://e-ilm.weebly.com/

বড়দেরকে নসিহত করার পন্থা ও আদব : يَٰٓأَبَتِ আরবি অভিধানের দিক দিয়ে এ শব্দটি পিতার জন্য সম্মান ও ভালোবাসাসূচক সম্বোধন। হযরত ইবরাহীম খলীলুল্লাহকে আল্লাহ তা'আলা সর্বগুণে গুণান্বিত করেছিলেন। তিনি পিতার সামনে যে বক্তব্য রেখেছিলেন তা মেজাযের সমতা ও বিপরীতমুখী বিষয়বস্তু সন্নিবেশের একটি অনুপম দৃষ্টান্ত। তিনি একদিকে পিতাকে কুফর ও শিরকে শুধু লিপ্তই নয়-এর উদ্যোক্তা রূপেও দেখেন। এই কুফর ও শিরক মিটানোর জন্যই তিনি সৃজিত হয়েছিলেন। অপরদিকে পিতার আদব, মহত্ত্ব ও ভালোবাসা। এ দু'টি বিপরীতমুখী বিষয় হযরত খলীলুল্লাহ (আ.) চমৎকারভাবে সমন্বিত করেছেন।

يَٰٓأَبَتِ শব্দটি পিতার দয়া ও ভালোবাসার প্রতীক। প্রথমত তিনি প্রত্যেক বাক্যের শুরুতে এই শব্দ দ্বারা সম্বোধন করেছেন। এরপর কোনো বাক্যে এমন কোনো শব্দ ব্যবহার করেননি, যা পিতার অবমাননা, অথবা মনোকষ্টের কারণ হতে পারত; অর্থাৎ পিতাকে 'কাফের' গোমরাহ' ইত্যাদি বলেননি, বরং পয়গম্বরসুলভ প্রজ্ঞার সাথে শুধু তার দেব দেবীর অক্ষমতা ও অচেতনতা ফুটিয়ে তুলেছেন, যাতে সে নিজেই নিজের ভুল বুঝতে পারে। দ্বিতীয় বাক্যে তিনি আল্লাহ প্রদত্ত নবুয়তের জ্ঞান-গরিমা প্রকাশ করেছেন। তৃতীয় ও চতুর্থ বাক্যে কুফর ও শিরকের সম্ভাব্য অশুভ পরিণতি সম্পর্কে পিতাকে হুশিয়ার করেছেন। এরপরও পিতা চিন্তা-ভাবনার পরিবর্তে অথবা পুত্রসুলভ আবেদনের পরিপ্রেক্ষিতে কিছুটা নম্রতা অবলম্বন করার পরিবর্তে কঠোর ভঙ্গিতে পুত্রকে সম্বোধন করল। হযরত খলীলুল্লাহ يَٰٓأَبَتِ বলে মিষ্ট ভাষায় পিতাকে সম্বোধন করেছিলেন। এর উত্তরে সাধারণের পরিভাষায় يَابُنَيَّ (হে বৎস) প্রয়োগ করা সমীচীন ছিল। কিন্তু আযর তাঁর নাম নিয়ে يَا اِبْرَاهِيْمُ বলে সম্বোধন করল। অতঃপর তাঁকে প্রস্তরাঘাতে হত্যা করার হুমকি এবং বাড়ি থেকে বের হয়ে যাওয়ার আদেশ জারি করে দিল। এক্ষেত্রে হযরত খলীলুল্লাহ এর কি জওয়াব দেন, তা শোনা ও স্মরণ রাখার যোগ্য। তিনি বলেন :

سَلَٰمٌ عَلَيْكَ এখানে سَلَامٌ শব্দটি দ্বিবিধ অর্থের জন্য হতে পারে। (এক) বয়কটের সালাম ; অর্থাৎ কারও সাথে সম্পর্ক ছিন্ন করার ভদ্রজনোচিত পন্থা হচ্ছে কথার উত্তর না দিয়ে সালাম বলে পৃথক হয়ে যাওয়া। কুরআন পাক আল্লাহর প্রিয় ও সৎকর্মপরায়ণ বান্দাদের প্রশংসায় বলে :

وَاِذَا خَاطَبَهُمُ الْجٰهِلُوْنَ قَالُوْا سَلٰمًا অর্থাৎ মূর্খরা যখন তাদের সাথে মূর্খসুলভ তর্কবিতর্কে প্রবৃত্ত হয়, তখন তাঁরা মোকাবিলা করার পরিবর্তে সালাম শব্দ বলে দেন। এর উদ্দেশ্য এই যে, বিরুদ্ধাচারণ সত্ত্বেও আমি তোমার কোনো ক্ষতি করব না। (দুই), এখানে প্রচলিত সালামই বোঝানো হয়েছে। এতে আইনগত খটকা এই যে, কোনো কাফেরকে প্রথমে সালাম করা হাদীসে নিষিদ্ধ। বুখারী ও মুসলিমে হযরত আবূ হুরায়রা (রা.)-এর রেওয়ায়েতে বর্ণিত হাদীসে রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন لَا تَبْدَءُوا الْيَهُوْدَ وَالنَّصَارٰى بِالسَّلَامِ অর্থাৎ খ্রিস্টান ও ইহুদিদের প্রথমে সালাম করো না।' কিন্তু এর বিপরীতে কোনো কোনো হাদীসে কাফের, মুশরিক ও মুসলমানদের এক সমাবেশকে স্বয়ং রাসূলুল্লাহ ﷺ সালাম করেছেন বলে প্রমাণ রয়েছে। বুখারী ও মুসলিমে হযরত উসামার রেওয়ায়েতে এই হাদীস বর্ণিত হয়েছে।

এ কারণেই কাফিরকে সালাম করার বৈধতা ও অবৈধতা সম্পর্কে ফিকহ্‌বিদগণ মতভেদ করেছেন। কোনো কোনো সাহাবী, তাবেয়ী ও মুজতাহিদ ইমামের কথা ও কার্য দ্বারা এর বৈধতা প্রমাণিত হয় এবং কারও কারও কথা ও কার্য দ্বারা অবৈধতা বোঝা যায়। কুরতুবী আহকামুল কুরআন গ্রন্থে এ আয়াতের তাফসীর প্রসঙ্গে এর বিস্তারিত বর্ণনা দিয়েছেন। ইমাম নাখঈর সিদ্ধান্ত এই যে, যদি কোনো কাফের ইহুদি ও খ্রিস্টানের সাথে দেখা করার ধর্মীয় অথবা পার্থিব প্রয়োজন দেখা দেয়, তবে তাকে প্রথমে সালাম করায় দোষ নেই। বিনা প্রয়োজনে প্রথমে সালাম করা থেকে বেঁচে থাকা উচিত। এভাবে উল্লিখিত হাদীসদ্বয়ের পারস্পরিক বিরোধ দূর হয়ে যায়।– (কুরতুবী)

سَاَسْتَغْفِرُ لَكَ رَبِّىْ : এখানেও উপরিউক্ত খটকা বিদ্যমান রয়েছে যে, কোনো কাফেরের জন্য আল্লাহর কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করা শরিয়তের আইনে নিষিদ্ধ ও নাজায়েজ। একবার রাসূলে কারীম ﷺ তাঁর চাচা আবূ তালেবকে বলেছিলেন : وَاللّٰهِ لَاَسْتَغْفِرَنَّ لَكَ مَالَمْ اُنْهَ عَنْهُ 'আল্লাহর কসম, আমি আপনার জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করতে থাকব, যে পর্যন্ত না আল্লাহর পক্ষ থেকে আমাকে নিষেধ করে দেওয়া হয়।' এর পরিপ্রেক্ষিতে এই আয়াত নাজিল হয় :- مَاكَانَ لِلنَّبِيِّ وَالَّذِيْنَ اٰمَنُوْا اَنْ يَّسْتَغْفِرُوْا لِلْمُشْرِكِيْنَ অর্থাৎ নবী ও ঈমানদারদের মুশরিকদের জন্য ইস্তেগফার করা বৈধ নয়। এ আয়াত নাজিল হওয়ার পর রাসূলুল্লাহ ﷺ চাচার জন্য ইস্তেগফার পরিত্যাগ করেন। খটকার জওয়াব এই যে, হযরত ইবরাহীম (আ.) -এর পিতার সাথে ওয়াদা করা যে, আপনার জন্য ইস্তেগফার করব– এটা নিষেধাজ্ঞার পূর্বেকার ঘটনা। নিষেধ পরে করা হয়। সূরা মুমতাহিনায় আল্লাহ তা'আলা এ ঘটনাকে ব্যতিক্রম হিসেবে উল্লেখ করে এ বিষয় জানিয়ে দিয়েছেন। اِلَّا قَوْلَ اِبْرَاهِيْمَ لِاَبِيْهِ لَاَسْتَغْفِرَنَّ لَكَ সূরা তওবার مَاكَانَ لِلنَّبِيِّ وَالَّذِيْنَ اٰمَنُوْا اَنْ يَّسْتَغْفِرُوْا আয়াতের পরবর্তী আয়াতে আরও স্পষ্ট করে বলা হয়েছে যে, وَمَا كَانَ اسْتِغْفَارُ اِبْرَاهِيْمَ لِاَبِيْهِ اِلَّا عَنْ مَّوْعِدَةٍ وَّعَدَهَا اِيَّاهُ فَلَمَّا

https://e-ilm.weebly.com/

تَبَيَّنَ لَهُ أَنَّهُ عَدُوٌّ لِلَّهِ تَبَرَّأَ مِنْهُ এ থেকে জানা যায় যে, এই ইস্তেগফার ও ওয়াদা পিতার কুফরের উপর প্রতিষ্ঠিত হওয়ার এবং আল্লাহর শত্রু প্রমাণিত হওয়ার পূর্বেকার ঘটনা। এই সত্য প্রমাণিত হওয়ার পর তিনি ইস্তেগফার থেকে মুখ ফিরিয়ে নেন।

وَأَعْتَزِلُكُمْ وَمَا تَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ وَأَدْعُوا رَبِّي : একদিকে তো হযরত খলীলুল্লাহ (আ.) পিতার আদব ও মহব্বতের চূড়ান্ত পরাকাষ্ঠা প্রদর্শন করেছেন, যা উপরে বর্ণিত হয়েছে; অপরদিকে সত্য-প্রকাশ ও সত্যের প্রতি অবিচল নিষ্ঠাকে এতটুকুও কলঙ্কিত হতে দেননি। বাড়ি থেকে বের হয়ে যাওয়ার যে আদেশ পিতা দিয়েছেন, আলোচ্য বাক্যে তা তিনি সানন্দে শিরোধার্য করে নেন এবং সাথে সাথে একথাও বলে দেন যে, আমি তোমার দেব দেবীকে ঘৃণা করি এবং শুধু আমার পালনকর্তার ইবাদত করি।

فَلَمَّا اعْتَزَلَهُمْ وَمَا يَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ وَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ

পূর্ববর্তী বাক্যে হযরত ইবরাহীম (আ.) -এর উক্তি বর্ণিত হয়েছে যে, আমি আশা করি, আমার পালনকর্তার কাছে দোয়া করে আমি বঞ্চিত ও বিফল মনোরথ হব না। বাহ্যত এখানে গৃহও পরিবার ত্যাগ করার পর নিঃসঙ্গতার আতঙ্ক ইত্যাদি থেকে আত্মরক্ষার দোয়া বোঝানো হয়েছিল। আলোচ্য বাক্যে এই দোয়া কবুল করার কথা বর্ণনা প্রসঙ্গে বলা হয়েছে যে, হযরত ইবরাহীম (আ.) যখন আল্লাহর জন্য নিজ গৃহ, পরিবারবর্গ ও তাদের দেব দেবীকে বিসর্জন দিলেন, তখন আল্লাহ তা'আলা তাঁর এই ক্ষতিপূরণার্থে তাঁকে পুত্র ইসহাক দান করলেন। এই পুত্র যে দীর্ঘায়ু ও সন্তানের পিতা হয়েছিলেন, তাও 'ইয়াকূব ' (পৌত্র) শব্দ যোগ করে বর্ণনা করে দেওয়া হয়েছে। পুত্র দান থেকে বোঝা যায় যে, ইতঃপূর্বে হযরত ইবরাহীম (আ.) বিবাহ করেছিলেন। কাজেই আয়াতের সারমর্ম এই দাঁড়াল যে, আল্লাহ তা'আলা তাঁকে পিতার পরিবারের চাইতে উত্তম একটি স্বতন্ত্র পরিবার দান করলেন, যা পয়গম্বর ও সৎকর্মপরায়ণ মহাপুরুষদের সমন্বয়ে গঠিত ছিল।

كَانَ مُخْلَصًا : আল্লাহ তা'আলা যে ব্যক্তিকে নিজের জন্য খাঁটি করে নেন, অর্থাৎ যে ব্যক্তি আল্লাহ ব্যতীত অপর কোনো কিছুর দিকে ভ্রুক্ষেপ করে না এবং নিজের সমস্ত কামনা -বাসনাকে আল্লাহর জন্য নিবেদিত করে দেয়, তাকে مُخْلَص বলা হয়। পয়গম্বরগণই বিশেষভাবে এ গুণে গুণান্বিত হন, যেমন -কুরআনের অন্যত্র বলা হয়েছে : إِنَّا أَخْلَصْنٰهُمْ بِخَالِصَةٍ ذِكْرَى الدَّارِ অর্থাৎ আমি পয়গম্বরদেরকে পরকাল স্মরণ করার কাজের জন্য বিশেষভাবে নিয়োজিত করেছি। উম্মতের মধ্যে যেসব কামেল পুরুষ পয়গম্বরদের পদাঙ্ক অনুসরণ করেন, তারাও আংশিকভাবে এই মর্তবা লাভও করেন। এর আলামত এই যে, তাঁদেরকে গোনাহ ও মন্দ কাজ থেকে বাঁচিয়ে রাখা হয় এবং তারা আল্লাহর হেফাজতে থাকেন।

শব্দ বিশ্লেষণ :

أَنْذِرْ : সীগাহ واحد مذكر حاضر বহছ امر حاضر معروف বাব إِفْعَال মাসদার إِنْذَارٌ মূলবর্ণ (ن - ذ - ر) জিনস صحيح অর্থ- আপনি ভয় প্রদর্শন করুন।

يُرْجَعُوْنَ : সীগাহ جمع مذكر غائب বহছ مضارع مجهول বাব ضَرَبَ মাসদার رُجُوْعٌ মূলবর্ণ (ر - ج - ع) জিনস صحيح অর্থ- তারা প্রত্যাবর্তিত হবে।

لَمْ يَأْتِكَ : সীগাহ واحد مذكر غائب বহছ مضارع منفى بلم বাব ضَرَبَ মাসদার إِتْيَانٌ মূলবর্ণ (ا - ت - ى) জিনস মুরাক্কাব (ناقص يائى এবং مهموز فاء) অর্থ- আপনার নিকট আসেনি।

لَمْ تَنْتَهِ : সীগাহ واحد مذكر حاضر বহছ نفى جحد بلم در فعل مستقبل معروف বাব إِفْتِعَال মাসদার إِنْتِهَاءٌ মূলবর্ণ (ن - ه - ى) জিনস ناقص يائى অর্থ-তুমি নিবৃত্ত না হও।

لَأَرْجُمَنَّكَ : সীগাহ واحد متكلم বহছ مضارع لام تاكيد بانون تاكيد ثقيلة বাব نَصَرَ মাসদার رَجْمٌ মূলবর্ণ (ر - ج - م) জিনস صحيح অর্থ- আমি অবশ্যই তোমাকে প্রস্তরাঘাতে মেরে ফেলব।

বাক্য বিশ্লেষণ :

وَاذْكُرْ فِي الْكِتٰبِ إِبْرٰهِيْمَ إِنَّهُ كَانَ صِدِّيْقًا نَّبِيًّا : এখানে واو টি হলো استئنافية আর اُذْكُرْ হলো ফে'ল তন্মধ্যস্থ উহ্য انت হলো ফায়েল إِبْرٰهِيْمَ হলো مفعول به আর اُذْكُرْ হলো فِي الْكِتٰبِ -এর সাথে متعلق আর إِنَّ এর إِنَّهُ হরফে মুশাব্বাহ বিল ফে'ল আর ه হলো اسم إِنَّ আর كَانَ হলো خَبَر إِنَّ আর كَانَ হলো ফে'লে নাকেস আর তার উহ্য যমীর হলো اسم كان আর صِدِّيْقًا হলো كَانَ -এর প্রথম খবর আর نَبِيًّا হলো كَانَ - এর দ্বিতীয় খবর।

-[ইরাবুল কুরআন ৪র্থ খণ্ড, পৃ. ৬০৭-৬০৮]

https://e-ilm.weebly.com/

৫২. আর আমি তাঁকে তূর পর্বতের ডান পার্শ্ব হতে আহ্বান করলাম এবং আমি তত্ত্বালোচনার উদ্দেশ্যে তাঁকে স্বীয় সান্নিধ্য প্রদান করলাম।	وَنَادَيْنٰهُ مِنْ جَانِبِ الطُّوْرِ الْاَيْمَنِ وَقَرَّبْنٰهُ نَجِيًّا ﴿٥٢﴾
৫৩. আর আমি স্বীয় অনুগ্রহে তাঁর ভ্রাতা হারূনকে নবী বানিয়ে তাঁকে দান করলাম।	وَوَهَبْنَا لَهٗ مِنْ رَّحْمَتِنَآ اَخَاهُ هٰرُوْنَ نَبِيًّا ﴿٥٣﴾
৫৪. আর আপনি বর্ণনা করুন এ কিতাবে ইসমাঈলেরও, নিঃসন্দেহে তিনি অঙ্গীকারে সত্যপরায়ণ ছিলেন এবং তিনি রাসূলও ছিলেন, নবীও ছিলেন,	وَاذْكُرْ فِي الْكِتٰبِ اِسْمٰعِيْلَ ۫ اِنَّهٗ كَانَ صَادِقَ الْوَعْدِ وَكَانَ رَسُوْلًا نَّبِيًّا ﴿٥٤﴾
৫৫. আর তিনি আপন সংশ্লিষ্ট লোকদেরকে নামাজ ও জাকাতের আদেশ করতেন, এবং তিনি নিজ পরওয়ারদেগারের সমীপে পছন্দনীয় ছিলেন।	وَكَانَ يَاْمُرُ اَهْلَهٗ بِالصَّلٰوةِ وَالزَّكٰوةِ ۪ وَكَانَ عِنْدَ رَبِّهٖ مَرْضِيًّا ﴿٥٥﴾
৫৬. আর আপনি বর্ণনা করুন এ কিতাবে ইদরীসেরও, নিশ্চয় তিনি অতি সত্যনিষ্ঠ নবী ছিলেন।	وَاذْكُرْ فِي الْكِتٰبِ اِدْرِيْسَ ۫ اِنَّهٗ كَانَ صِدِّيْقًا نَّبِيًّا ﴿٥٦﴾
৫৭. আমি তাঁকে উচ্চ মর্যাদায় উন্নীত করেছিলাম।	وَّرَفَعْنٰهُ مَكَانًا عَلِيًّا ﴿٥٧﴾

শাব্দিক অনুবাদ :

৫২. وَنَادَيْنٰهُ আর আমি তাঁকে আহ্বান করলাম مِنْ جَانِبِ الطُّوْرِ الْاَيْمَنِ তূর পর্বতের ডান পার্শ্ব হতে وَقَرَّبْنٰهُ نَجِيًّا এবং আমি তত্ত্বালোচনার উদ্দেশ্যে তাকে স্বীয় সান্নিধ্য প্রদান করলাম।

৫৩. وَوَهَبْنَا لَهٗ আর আমি তাঁকে দান করলাম مِنْ رَّحْمَتِنَآ স্বীয় অনুগ্রহে اَخَاهُ هٰرُوْنَ তাঁর ভ্রাতা হারূনকে نَبِيًّا নবী বানিয়ে।

৫৪. وَاذْكُرْ আর আপনি বর্ণনা করুন فِي الْكِتٰبِ এই কিতাবে اِسْمٰعِيْلَ ইসমাঈলেরও اِنَّهٗ كَانَ صَادِقَ الْوَعْدِ নিঃসন্দেহে তিনি অঙ্গীকারে সত্যপরায়ণ ছিলেন وَكَانَ رَسُوْلًا نَّبِيًّا এবং তিনি রাসূলও ছিলেন, নবীও ছিলেন।

৫৫. وَكَانَ يَاْمُرُ اَهْلَهٗ আর তিনি আপন সংশ্লিষ্ট লোকদেরকে আদেশ করতেন بِالصَّلٰوةِ وَالزَّكٰوةِ নামাজ ও জাকাতের وَكَانَ عِنْدَ رَبِّهٖ مَرْضِيًّا এবং তিনি নিজ পরওয়ারদেগারের সমীপে পছন্দনীয় ছিলেন।

৫৬. وَاذْكُرْ আর আপনি বর্ণনা করুন فِي الْكِتٰبِ এই কিতাবে اِدْرِيْسَ ইদরীসেরও اِنَّهٗ كَانَ صِدِّيْقًا نَّبِيًّا নিশ্চয় তিনি অতি সত্যনিষ্ঠ নবী ছিলেন।

৫৭. وَرَفَعْنٰهُ আমি তাকে উন্নীত করেছিলাম مَكَانًا عَلِيًّا উচ্চ মর্যাদায়।

https://e-ilm.weebly.com/

৫৮. এরা ঐ সকল লোক যাঁদেরকে আল্লাহ্ তা'আলা অনুগৃহীত করেছেন, তাঁরা সকলেই নবীদের অন্তর্ভুক্ত ছিলেন আদমের বংশধর হতে এবং তাঁদের কতক ছিলেন সে লোকদের বংশ হতে যাঁদেরকে আমি নূহের সাথে [নৌকায়] আরোহণ করিয়েছিলাম, আর [কতক ছিলেন] ইবরাহীম ও ইয়াকূবের বংশধর হতে, আর সে লোকদের অন্তর্ভুক্ত ছিলেন যাঁদেরকে আমি হেদায়েত দান করেছিলাম এবং নির্বাচিত করেছিলাম; যখন তাঁদের সম্মুখে আল্লাহ তা'আলার আয়াতসমূহ পাঠ করা হতো, তখন তাঁরা সেজদায় পড়ে যেতেন এবং কাঁদতে থাকতেন।	أُولَٰئِكَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ مِنْ ذُرِّيَّةِ آدَمَ وَمِمَّنْ حَمَلْنَا مَعَ نُوحٍ وَمِنْ ذُرِّيَّةِ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْرَائِيلَ وَمِمَّنْ هَدَيْنَا وَاجْتَبَيْنَا ۚ إِذَا تُتْلَىٰ عَلَيْهِمْ آيَاتُ الرَّحْمَٰنِ خَرُّوا سُجَّدًا وَبُكِيًّا ۩ ﴿٥٨﴾
৫৯. অনন্তর তাঁদের পরে এমন নালায়েক লোক জন্মিল যারা নামাজ বিনষ্ট করে দিল এবং কুপ্রবৃত্তির অনুসরণ করল, সুতরাং তারা শীঘ্রই বিপদ দেখবে,	فَخَلَفَ مِنْ بَعْدِهِمْ خَلْفٌ أَضَاعُوا الصَّلَاةَ وَاتَّبَعُوا الشَّهَوَاتِ ۖ فَسَوْفَ يَلْقَوْنَ غَيًّا ﴿٥٩﴾
৬০. অবশ্য যারা তওবা করেছে এবং ঈমান এনেছে ও নেক কাজ করেছে, বস্তুত তারা বেহেশতে যাবে এবং তাদের উপর জুলুম করা হবে না।	إِلَّا مَنْ تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا فَأُولَٰئِكَ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ وَلَا يُظْلَمُونَ شَيْئًا ﴿٦٠﴾
৬১. চির অবস্থানের সে উদ্যানসমূহে, আল্লাহ যার প্রতিশ্রুতি প্রদান করেছেন আপন বান্দাদেরকে অদৃশ্যভাবে; তাঁর প্রতিশ্রুত বস্তুতে এরা অবশ্যই পৌঁছবে।	جَنَّاتِ عَدْنٍ الَّتِي وَعَدَ الرَّحْمَٰنُ عِبَادَهُ بِالْغَيْبِ ۚ إِنَّهُ كَانَ وَعْدُهُ مَأْتِيًّا ﴿٦١﴾

শাব্দিক অনুবাদ :

৫৮. أُولَٰئِكَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ এরা ঐ সকল লোক যাদেরকে আল্লাহ তা'আলা অনুগৃহীত করেছেন مِنَ النَّبِيِّينَ তাঁরা সকলেই নবীগণের অন্তর্ভুক্ত ছিলেন مِنْ ذُرِّيَّةِ آدَمَ আদমের বংশধর হতে وَمِمَّنْ حَمَلْنَا مَعَ نُوحٍ, আর তাঁদের কতক ছিলেন সেই লোকদের বংশ হতে যাঁদেরকে আমি নূহের সাথে (নৌকায়) আরোহণ করিয়েছিলাম وَمِنْ ذُرِّيَّةِ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْرَائِيلَ, আর (কতক ছিলেন) ইবরাহীম ও ইয়াকূবের বংশধর হতে وَمِمَّنْ هَدَيْنَا আর সেই লোকদের অন্তর্ভুক্ত ছিলেন যাদেরকে আমি হেদায়েত দান করেছিলাম وَاجْتَبَيْنَا, এবং নির্বাচিত করেছিলাম إِذَا تُتْلَىٰ عَلَيْهِمْ যখন তাঁদের সম্মুখে পাঠ করা হতো آيَاتُ الرَّحْمَٰنِ আল্লাহ তা'আলার আয়াতসমূহ خَرُّوا سُجَّدًا তখন তাঁরা সেজদায় পড়ে যেতেন وَبُكِيًّا, এবং কাঁদতে থাকতেন।

৫৯. فَخَلَفَ مِنْ بَعْدِهِمْ خَلْفٌ অনন্তর তাদের পরে এমন নালায়েক লোক জন্মিল أَضَاعُوا الصَّلَاةَ যারা নামাজ বিনষ্ট করে দিল وَاتَّبَعُوا الشَّهَوَاتِ, এবং কুপ্রবৃত্তির অনুসরণ করল فَسَوْفَ يَلْقَوْنَ غَيًّا সুতরাং তারা শীঘ্রই বিপদ দেখবে।

৬০. إِلَّا مَنْ تَابَ অবশ্য যারা তওবা করেছে وَآمَنَ, এবং ঈমান আনয়ন করেছে وَعَمِلَ صَالِحًا, এবং নেক কাজ করেছে فَأُولَٰئِكَ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ বস্তুত তারা জান্নাতে যাবে وَلَا يُظْلَمُونَ شَيْئًا, এবং তাদের উপর সামান্যতমও জুলুম করা হবে না।

৬১. جَنَّاتِ عَدْنٍ চির অবস্থানের সেই উদ্যানসমূহে الَّتِي وَعَدَ الرَّحْمَٰنُ আল্লাহ যার প্রতিশ্রুতি প্রদান করেছেন عِبَادَهُ আপন বান্দাদেরকে بِالْغَيْبِ অদৃশ্যভাবে إِنَّهُ كَانَ وَعْدُهُ مَأْتِيًّا তার প্রতিশ্রুত বস্তুতে এরা অবশ্যই পৌঁছবে।

https://e-ilm.weebly.com/

৬২. সেখানে তারা সালাম ব্যতীত কোনো অযথা কথাই শুনতে পাবে না; এবং সেখানে তারা তাদের খাদ্য সকালে ও সন্ধ্যায় পেতে থাকবে।	لَا يَسْمَعُوْنَ فِيْهَا لَغْوًا اِلَّا سَلٰمًا ۭ وَلَهُمْ رِزْقُهُمْ فِيْهَا بُكْرَةً وَّعَشِيًّا ﴿٦٢﴾
৬৩. এটা সেই বেহেশত– যার মালিক আমার এমন বান্দাগণকে করে দেব যারা আল্লাহকে ভয় করে।	تِلْكَ الْجَنَّةُ الَّتِيْ نُوْرِثُ مِنْ عِبَادِنَا مَنْ كَانَ تَقِيًّا ﴿٦٣﴾

শাব্দিক অনুবাদ :

৬২. لَا يَسْمَعُوْنَ فِيْهَا সেখানে তারা শুনতে পাবেনা لَغْوًا কোনো অযথা কথাই اِلَّا سَلٰمًا সালাম ব্যতীত وَلَهُمْ رِزْقُهُمْ فِيْهَا এবং সেখানে তাঁরা তাদের খাদ্য পেতে থাকবে بُكْرَةً وَّعَشِيًّا সকালে ও সন্ধ্যায়।

৬৩. تِلْكَ الْجَنَّةُ এটা সেই বেহেশত الَّتِيْ نُوْرِثُ مِنْ عِبَادِنَا যার মালিক আমার এমন বান্দাগণকে করে দেব مَنْ كَانَ تَقِيًّا যারা আল্লাহকে ভয় করে।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

فَخَلَفَ مِنْ بَعْدِهِمْ خَلْفٌ أَضَاعُوا الصَّلَاةَ وَاتَّبَعُوا الشَّهَوَاتِ فَسَوْفَ يَلْقَوْنَ غَيًّا (٥٩)

শানে নুযূল– ১ : হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) এর মতে আলোচ্য আয়াত ইহুদিদের সম্পর্কে নাজিল হয়েছে। মুকাতিল বলেন যে, আলোচ্য আয়াত ইহুদি ও খ্রিস্টানদের সম্পর্কে নাজিল হয়েছে। সুদ্দীর বর্ণনা মতে আলোচ্য আয়াত উম্মতে মুহাম্মদীর একশ্রেণির মানুষ সম্পর্কে নাজিল হয়েছে, যারা তাদের সৎকর্মপরায়ণ ব্যক্তিরা মৃত্যুবরণ করার পর জেনা ও ব্যভিচারি প্রতিযোগিতায় লেগে যাবে। একে অপরের প্রতি আকৃষ্ট হয়ে পড়বে।

শানে নুযূল– ২ : মুজাহিদ, কাতাদা, আতা, মুহাম্মদ ইবনে কা'আব আল কুরাযী ও ওহাব হতে বর্ণিত। তারা বলেন, যারা মদ্যপায়ী হয়ে যাবে। যারা নামাজ ও জিকরুল্লাহ থেকে দূরে সরে পড়বে এবং প্রবৃত্তির অনুসরণ করে চলবে। এ সকল মানুষ ও মানুষের চরিত্র সম্পর্কে আলোচ্য আয়াত নাজিল হয়েছে। –[বাহরে মুহীত্ব ১৮৯/৬, ফাতহুল কাদীর ৩৩৯/৩]

لَا يَسْمَعُوْنَ فِيْهَا لَغْوًا إِلَّا سَلَامًا وَلَهُمْ رِزْقُهُمْ فِيْهَا بُكْرَةً وَّعَشِيًّا (٦٢)

শানে নুযূল : ইবনুল মুনযির ইয়াহইয়া ইবনে কাছীরের উদ্ধৃতি দিয়ে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেন আরবদের জন্য এক বেলা খাবার অভ্যাসগত ছিল। তবে যদি কেউ দু'বেলা খেয়ে নিত, তখন তাকে فُلَانٌ الْمُنَاعِمُ পরিতৃপ্ত জীবন ধারণকারী বলে সম্বোধন করা হতো। সে পরিপ্রেক্ষিতে আল্লাহ তা'আলা আলোচ্য আয়াত নাজিল করেন। -[রূহুল মা'আনী ১১২/১৬/৮]

مِنْ جَانِبِ الطُّوْرِ : এই সুপ্রসিদ্ধ পাহাড়টি মিসর ও মাদাইনের মধ্যস্থলে অবস্থিত। বর্তমানেও পাহাড়টি এ নামেই প্রসিদ্ধ। আল্লাহ তা'আলা একেও অনেক বিষয়ে বৈশিষ্ট্য ও স্বাতন্ত্র্য দান করেছেন।

اَلْاَيْمَنِ : তূর পাহাড়ের ডানদিক হযরত মূসা (আ.)-এর দিক হিসাব বলা হয়েছে। কেননা তিনি মাদইয়ান থেকে রওয়ানা হয়েছিলেন। তূর পর্বতের বিপরীত দিকে পৌছার পর তূর পাহাড় তাঁর ডান দিকে ছিল।

نَجِيًّا : কানাকানি ও বিশেষ কথাবার্তাকে مُنَاجَاتٌ এবং যার সাথে এরূপ কথাবার্তা হয়, তাকে نَجِيٌّ বলা হয়।

وَوَهَبْنَا لَهُ مِنْ رَحْمَتِنَا اَخَاهُ هٰرُوْنَ : هِبَةٌ শব্দের অর্থ দান। হযরত মূসা (আ.) দোয়া করেছিলেন যে, তাঁর সাহায্যের জন্য হারুনকেও নবী করা হোক। এই দোয়া কবুল করা হয়। আয়াতে وَوَهَبْنَا বলে তাই ব্যক্ত করা হয়েছে। অর্থাৎ আমি মূসাকে 'হারুন' দান করেছি। একারণেই হযরত হারুন (আ.) -কে هِبَةُ اللّٰهِ (আল্লাহর দান)- ও বলা হয়। [- মাযহারী]

https://e-ilm.weebly.com/

وَاذْكُرْ فِى الْكِتَابِ اِسْمَاعِيْلَ বাহ্যত এখানে ইসমাঈল ইবনে ইবরাহীম (আ.)-কেই বোঝানো হয়েছে। কিন্তু তাঁর পিতা ইবরাহীম ও ভ্রাতা ইসহাকের সাথে তাঁর কথা উল্লেখ করা হয়নি; বরং মাঝখানে হযরত মূসা (আ.)-এর কথা উল্লেখ করার পর তাঁর কথা উল্লেখ করা হয়েছে। সম্ভবত বিশেষ গুরুত্ব সহকারে তাঁর কথা উল্লেখ করাই এর উদ্দেশ্য। তাই আনুষঙ্গিকভাবে উল্লেখ না করে স্বতন্ত্রভাবে উল্লেখ করা হয়েছে। এখানে প্রেরণকালের ক্রম অনুসারে পয়গম্বরদের উল্লেখ করা হয়নি কেননা হযরত ইদরীস (আ.)-এর কথা সবার শেষে উল্লেখ করা হয়েছে, অথচ সময়কালের দিক দিয়ে তিনি সবার অগ্রে।

كَانَ صَادِقَ الْوَعْدِ : ওয়াদা পূরণ করা একটি চারিত্রিক গুণ। প্রত্যেক সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি একে জরুরি মনে করে। এর বিপরীত করাকে হীন কাজ বলে বিবেচনা করা হয়। হাদীসে ওয়াদা ভঙ্গ করাকে মুনাফেকীর লক্ষণ বলা হয়েছে। এজন্যই আল্লাহর প্রত্যেক নবী ও রাসূলই ওয়াদা পালনে অবিচল ছিলেন : কিন্তু এই বর্ণনার পরম্পরায় বিশেষ বিশেষ পয়গম্বরের সাথে বিশেষ বিশেষ গুণ উল্লেখ করা হয়েছে। এর উদ্দেশ্য এরূপ নয় যে, এই গুণ অন্যদের মধ্যে বিদ্যমান নেই, বরং এদিকে ইঙ্গিত করা উদ্দেশ্য যে, তাঁর মধ্যে এই গুণটি একটি স্বাতন্ত্র্যমূলক বৈশিষ্ট্যের অধিকারী হয়ে বিদ্যমান আছে। উদাহরণত এইমাত্র হযরত মূসা (আ.)-এর আলোচনা প্রসঙ্গে তাঁর মনোনীত হওয়ার কথা উল্লেখ করা হয়েছে, অথচ এ গুণটিও সব পয়গম্বরের মধ্যে বিদ্যমান ছিল; কিন্তু এ ব্যাপারে হযরত মূসা (আ.) বিশেষ স্বাতন্ত্র্যের অধিকারী ছিলেন, তাই তাঁর আলোচনায় এর উল্লেখ করা হয়েছে।

ওয়াদা পালনে হযরত ইসমাঈল (আ.)- এর স্বাতন্ত্র্যের কারণ এই যে, তিনি আল্লাহর সাথে কিংবা কোনো বান্দার সাথে যে বিষয়ের ওয়াদা করেছেন, অবিচল নিষ্ঠা ও যত্ন সহকারে তা পালন করেছেন। তিনি আল্লাহর সাথে ওয়াদা করেছিলেন যে, নিজেকে জবাইয়ের জন্য পেশ করে দেবেন এবং তজ্জন্যে সবর করবেন। তিনি এ ওয়াদায় উত্তীর্ণ হয়েছেন। একবার তিনি জনৈক ব্যক্তির সাথে এক স্থানে সাক্ষাতের ওয়াদা করেছিলেন, কিন্তু লোকটি সময়মতো আগমন না করায় তিনি সেখানে তিন দিন এবং কোনো রেওয়ায়েত মতে এক বছর অপেক্ষা করতে থাকেন। (মাযহারী) ইবনে উবাই-এর রেওয়ায়েতে তিরমিযীতে মহানবী ﷺ প্রসঙ্গেও ওয়াদা করে সে স্থানে তিন দিন অপেক্ষা করার ঘটনা বর্ণিত আছে। [কুরতুবী]

ওয়াদাপূরণ করার গুরুত্ব ও মর্তবা : ওয়াদা পূরণ করা সকল পয়গম্বর ও সৎকর্মপরায়ণ মনীষীদের বিশেষ গুণ এবং সম্ভ্রান্ত লোকদের অভ্যাস। এর বিপরীত করা পাপাচারী ও হীন লোকদের চরিত্র। রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন العدة دين ওয়াদা একটি ঋণ। অর্থাৎ ঋণ পরিশোধ করা যেমন, তেমনি ওয়াদা পূরণে যত্নবান হওয়াও জরুরি। অন্য এক হাদীসে বলা হয়েছে : মুমিনের ওয়াদা ওয়াজিব।

ফিকহবিদগণ বলেছেন : ওয়াদার ঋণ হওয়া এবং ওয়াজিব হওয়ার অর্থ এই যে, শরিয়তসম্মত ওজর ব্যতীত ওয়াদা পূরণ না করা গোনাহ। কিন্তু ওয়াদা এমন ঋণ নয় যে, তজ্জন্যে আদালতের শরণাপন্ন হওয়া যায় কিংবা জবরদস্তি আদায় করা যায়। ফিকহবিদদের পরিভাষায় একে বলা হয় ধর্মত : ওয়াজিব -বিচারে নয়। -(কুরতুবী)

পরিবার-পরিজন থেকে সংস্কার কাজ শুরু করা সংস্কারকের অবশ্য কর্তব্য :

وَكَانَ يَأْمُرُ اَهْلَهٗ بِالصَّلٰوةِ وَالزَّكٰوةِ : হযরত ইসমাঈল (আ.) -এর আরও একটি বিশেষ গুণ এটি উল্লেখ করা হয়েছে যে, তিনি নিজ পরিবার পরিজনকে নামাজ ও জাকাতের নির্দেশ দিতেন। এখানে প্রশ্ন হলো যে পরিবার পরিজনকে নামাজ ও জাকাতের নির্দেশ দেওয়া হতো প্রত্যেক মুমিন মুসলমানের দায়িত্বে ওয়াজিব। কুরআন পাকে সাধারণ মুসলমানদেরকে বলা হয়েছে : قُوْٓا اَنْفُسَكُمْ وَاَهْلِيْكُمْ نَارًا অর্থাৎ নিজেদেরকে এবং নিজেদের পরিবারবর্গকে অগ্নি থেকে রক্ষা কর। সুতরাং এ ব্যাপারে হযরত ইসমাঈল (আ.) -এর বৈশিষ্ট্য কি? জওয়াব এই যে, বিষয়টি যদিও ব্যাপকভাবে সব মুসলমানের করণীয়, কিন্তু হযরত ইসমাঈল (আ.) এ কাজের জন্য বিশেষ গুরুত্ব সহকারে ও সর্বপ্রযত্নে চেষ্টিত ছিলেন, যেমন মহানবী ﷺ -এর প্রতিও বিশেষ নির্দেশ ছিল যে, وَاَنْذِرْ عَشِيْرَتَكَ الْاَقْرَبِيْنَ অর্থাৎ গোত্রের নিকটতম আত্মীয়দেরকে আল্লাহর আজাব সম্পর্কে সতর্ক করুন। এ নির্দেশ পালনার্থে তিনি পরিবারবর্গকে একত্রিত করে বিশেষ ভাষণ দেন।

https://e-ilm.weebly.com/

এখানে দ্বিতীয় প্রণিধানযোগ্য বিষয় এই যে, পয়গম্বরগণ সবাই সমগ্র জাতির হেদায়েতের জন্য প্রেরিত হয়েছিলেন। তাঁরা সবাইকে সত্যের পয়গাম পৌছিয়েছেন, খোদায়ী নির্দেশের অনুগামী করেছেন। আয়াতে বিশেষভাবে পরিবারবর্গের কথা উল্লেখ করার কারণ কি? জওয়াব এই যে, পয়গম্বরগণের দাওয়াতের বিশেষ কতিপয় মূলনীতি আছে। তন্মধ্যে একটি এই যে, হেদায়েতের কাজ সর্বপ্রথম নিজ গৃহ থেকে শুরু করতে হবে। নিজ পরিবারের লোকজনের পক্ষে হেদায়েত মেনে নেওয়া এবং মানানো অপেক্ষাকৃত সহজও। তাদের দেখাশোনাও সদাসর্বদা করা যায়। তারা যখন কোনো বিশেষ রঙ্গে রঞ্জিত হয়ে পাকাপোক্ত হয়ে যায়, তখন একটি ধর্মীয় পরিবেশ সৃষ্টি হয়ে ব্যাপক দাওয়াত ও অন্যদের সংশোধনে বিরাট সহায়তা করে। মানবজাতির সংশোধনের সর্বাধিক কার্যকরী পন্থা হচ্ছে, একটি বিশুদ্ধ ধর্মীয় পরিবেশ অস্তিত্বে আনয়ন করা। অভিজ্ঞতা সাক্ষ্য দেয় যে, প্রত্যেক ভালো অথবা মন্দ বিষয় শিক্ষাদীক্ষা ও উপদেশের চাইতে পরিবেশের মাধ্যমেই অধিক প্রসার লাভ করে।

وَاذْكُرْ فِي الْكِتٰبِ اِدْرِيْسَ : হযরত ইদরীস (আ.) হযরত নূহ (আ.) এর এক হাজার বছর পূর্বে তাঁর পিতৃপুরুষদের অন্যতম ছিলেন। (মুস্তাদরাক হাকিম) হযরত আদম (আ.)-এর পর তিনিই সর্বপ্রথম নবী ও রাসূল, যার প্রতি আল্লাহ তা'আলা ত্রিশটি সহীফা নাজিল করেন। (যমখশারী) হযরত ইদরীস (আ.) সর্বপ্রথম মানব যাকে মু'জিযা হিসাবে জ্যোতিবিজ্ঞান ও অংক বিজ্ঞান দান করা হয়েছিল। (বাহরে মুহীত) তিনিই সর্বপ্রথম মানব, যিনি কলমের সাহায্যে লেখা ও বস্ত্র সেলাই আবিষ্কার করেন। তার পূর্বে মানুষ সাধারণত পোশাকের স্থলে জীবজন্তুর চামড়া ব্যবহার করত। ওজন ও পরিমাপের পদ্ধতি ও সর্বপ্রথম তিনিই আবিষ্কার করেন এবং অস্ত্র -শাস্ত্রের আবিষ্কার তার আমল থেকেই শুরু হয়। তিনি অস্ত্র নির্মাণ করে কাবিল গোত্রের বিরুদ্ধে জেহাদ করেন। -(বাহরে মুহীত, কুরতুবী, মাযহারী, রূহুল মা'আনী)

وَرَفَعْنٰهُ مَكَانًا عَلِيًّا : অর্থাৎ আমি ইদরীস (আ.) কে উচ্চ মর্তবায়ে সমুন্নত করেছি। উদ্দেশ্য এই যে, তাঁকে নবুয়ত, রিসালাত ও নৈকট্যের বিশেষ মর্তবা দান করা হয়েছে। কোনো কোনো রেওয়ায়েতে আছে যে, হযরত ইদরীস (আ.) কে আকাশে তুলে নেওয়া হয়েছে। এ সম্পর্কে ইবনে কাছীর বলেন :

অর্থাৎ এটা কা'ব আহবারের ইসরাঈলী রেওয়ায়েত। এর কোনো কোনোটি বিশেষজ্ঞগণের দ্বারা স্বীকৃত নয়। কুরআন পাকের আলোচ্য বাক্য থেকে পরিষ্কার বোঝা যায় না যে, এখানে মর্তবা উচ্চ করা বোঝানো হয়েছে, না জীবিত অবস্থায় তাঁকে আকাশে তুলে নেওয়া বোঝানো হয়েছে। কাজেই আকাশে তুলে নেওয়ার বিষয়টির অস্বীকৃতি অকাট্য নয়। কুরআনের তাফসীর এর উপর নির্ভরশীল নয়। -[বয়ানুল কুরআন]

রাসূল ও নবীর সংজ্ঞায় পার্থক্য ও উভয়ের পারস্পরিক সম্পর্ক : বয়ানুল কুরআন থেকে উদ্ধৃতি : রাসূল ও নবীর সংজ্ঞায় বিভিন্ন উক্তি বর্ণিত আছে। বিভিন্ন আয়াত নিয়ে চিন্তা-ভাবনার পর আমার কাছে যে বিষয়টি প্রমাণিত হয়েছে, তা এই যে, যিনি উম্মতের কাছে নতুন শরিয়ত প্রচার করেন, তিনি রাসূল। এখন শরিয়ত টি স্বয়ং রাসূলের দিক দিয়ে নতুন হোক, যেমন তাওরাত ইত্যাদি কিংবা শুধু উম্মতের দিক দিয়েই নতুন হোক, যেমন হযরত ইসমাঈল (আ.) শরিয়ত, এটা প্রকৃতপক্ষে হযরত ইবরাহীম (আ.) -এর প্রাচীন শরিয়তই ছিল, কিন্তু যে জুরহুম গোত্রের প্রতি তিনি প্রেরিত হয়েছিলেন, তারা পূর্বে এ শরিয়ত সম্পর্কে কিছুই জানত না হযরত ইসমাঈল (আ.) -এর মাধ্যমে তারা এ শরিয়ত সম্পর্কে জ্ঞানলাভ করে। এ অর্থের দিক দিয়ে রাসূলের জন্য নবী হওয়া জরুরি নয়, যেমন ফেরেশতা রাসূল, কিন্তু নবী নন। অথবা যেমন - হযরত ঈসা (আ.) -এর প্রেরিত দূত। আয়াতে তাদেরকে اِذْ جَآءَهَا الْمُرْسَلُوْنَ বলা হয়েছে, অথচ তাঁরা নবী ছিলেন না। যার কাছে ওহী আগমন করে, তিনি নবী; তিনি নতুন শরিয়ত প্রচার করুন কিংবা প্রাচীন শরিয়ত। উদাহরণত বনী - ইসরাঈলের অধিকাংশ নবী হযরত মূসা (আ.) এর শরিয়ত প্রচার করতেন। এ থেকে জানা গেল যে, একদিক দিয়ে রাসূল শব্দটি নবী শব্দের চাইতে ব্যাপক এবং অন্য দিক দিয়ে নবী শব্দটি রাসূল শব্দের চাইতে ব্যাপক। যে আয়াতে উভয় শব্দ এক্ষেত্রে ব্যবহৃত হয়েছে। যেমন উল্লিখিত আয়াতসমূহে رَسُوْلًا نَّبِيًّا বলা হয়েছে। যেখানে কোনো খটকা নেই। কেননা বিশেষ ও ব্যাপকের একত্র সমাবেশ অযৌক্তিক নয়; কিন্তু যেখানে উভয় শব্দ পরস্পর বিপরীতমুখী হয়ে ব্যবহৃত হয়েছে, যেমন وَمَآ اَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رَّسُوْلٍ وَّلَا نَبِيٍّ বাক্যে বলা হয়েছে। সেখানে স্থানের ইঙ্গিতে নবীর অর্থ হবে এমন ব্যক্তি যিনি, পূর্ববর্তী শরিয়ত প্রচার করেন।

https://e-ilm.weebly.com/

أُولَٰئِكَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ مِنْ ذُرِّيَّةِ آدَمَ : এখানে শুধু হযরত ইদরীস (আ.) কে বোঝানো হয়েছে. وَمِمَّنْ حَمَلْنَا مَعَ نُوحٍ এখানে শুধু হযরত ইবরাহীম (আ.) কে বোঝানো হয়েছে. وَمِنْ ذُرِّيَّةِ إِبْرَاهِيمَ এখানে ইসমাঈল, ইসহাক ও ইয়াকূব (আ.)-কে বোঝানো হয়েছে এবং وَإِسْرَائِيلَ এখানে হযরত মূসা, হারুন, যাকারিয়া, ইয়াহইয়া ও ঈসা (আ.) -কে বোঝানো হয়েছে।

إِذَا تُتْلَىٰ عَلَيْهِمْ آيَاتُ الرَّحْمَٰنِ خَرُّوا سُجَّدًا وَبُكِيًّا : পূর্ববর্তী আয়াতসমূহে কয়েকজন প্রধান পয়গম্বরের নাম বিশেষভাবে উল্লেখ করে তাদের মাহাত্ম্য বর্ণনা করা হয়েছে। পয়গম্বরদের প্রতি সম্মান প্রদর্শনে জনসাধারণের পক্ষ থেকে বাড়াবাড়ির আশঙ্কা ছিল, যেমন ইহুদিরা হযরত ওযায়েরকে এবং খ্রিস্টানরা হযরত ঈসা (আ.) কে আল্লাহ-ই বানিয়ে দিয়েছে, তাই এই সমষ্টির পর তারা যে আল্লাহর সামনে সিজদাকারী এবং আল্লাহর ভয়ে ভীত ছিলেন একথা আলোচ্য আয়াতে উল্লেখ করে দেওয়া হয়েছে, যাতে সম্মান প্রদর্শনে বাড়াবাড়িও না হয় এবং অবমাননাও না হয়।-(বয়ানুল-কুরআন)

কুরআন তেলাওয়াতের সময় কান্না অর্থাৎ অশ্রুসজল হওয়া পয়গম্বরদের সুন্নত : এ আয়াত থেকে জানা গেল যে, কুরআনের আয়াত তেলাওয়াতের সময় কান্নার অবস্থা সৃষ্টি হওয়া প্রশংসনীয় এবং পয়গম্বরদের সুন্নত। রাসূলুল্লাহ ﷺ, সাহাবায়ে কেরাম, তাবেয়ীন ও ওলী-আল্লাহদের থেকে এ ধরনের বহু ঘটনা বর্ণিত আছে।

কুরতুবী বলেন : কুরআন পাকে সেজদার যে আয়াত তেলাওয়াত করা হয়, তার সাথে মিল রেখে সেজদায় দোয়া করা আলেমগণের মতে মোস্তাহাব। উদাহরণত সূরা সিজদায় এই দোয়া করা উচিত :

اَللّٰهُمَّ اجْعَلْنِىْ مِنَ السَّاجِدِيْنَ لِوَجْهِكَ الْمُسَبِّحِيْنَ بِحَمْدِكَ وَاَعُوْذُبِكَ اَنْ اَكُوْنَ مِنَ الْمُسْتَكْبِرِيْنَ عَنْ اَمْرِكَ

সূরা বনী ইসরাঈলের সেজদায় এরূপ দোয়া করা উচিত :

اَللّٰهُمَّ اجْعَلْنِىْ مِنَ الْبَاكِيْنَ اِلَيْكَ الْخَاشِعِيْنَ لَكَ

আলোচ্য আয়াতের সিজদায় নিম্নরূপ দোয়া করা দরকার :

اَللّٰهُمَّ اجْعَلْنِىْ مِنْ عِبَادِى الْمُنْعِمِ عَلَيْهِمُ الْمَهْدِيِّيْنَ السَّاجِدِيْنَ لَكَ الْبَاكِيْنَ عِنْدَ تِلَاوَةِ اٰيَاتِكَ-

خَلْفٌ : লামের সাকিন যোগে এ শব্দটির অর্থ মন্দ উত্তরসূরি, মন্দ সন্তান-সন্ততি এবং লামের যবর যোগে এর অর্থ হয় উত্তম উত্তরসুরি এবং উত্তম সন্তান-সন্ততি। (মাযহারী) মুজাহিদ বলেন : কিয়ামতের নিকটবর্তী সময়ে যখন সৎকর্মপরায়ণ লোকদের অস্তিত্ব থাকবে না, তখন এরূপ ঘটনা ঘটবে। তখন নামাজের প্রতি কেউ ভ্রূক্ষেপ করবে না এবং প্রকাশ্যে পাপাচার অনুষ্ঠিত হবে।

নামাজ অসময়ে অথবা জামাত ছাড়া পড়া নামাজ নষ্ট করার শামিল এবং বড় গোনাহ :

আয়াতে' নামাজ নষ্ট করা' বলে হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ, নখয়ী, কাসেম, মুজাহিদ, ইবরাহীম, ওমর ইবনে আবদুল আযীয (র.) প্রমুখ বিশিষ্ট তাফসীরবিদের মতে, সময় চলে যাওয়ার পর নামাজ পড়া বোঝানো হয়েছে। কেউ বলেন : সময়সহ নামাজের আদব ও শর্তসমূহের মধ্যে কোনোটিতে ত্রুটি করা নামাজ নষ্ট করার শামিল। আবার, কারো কারো মতে 'নামাজ নষ্ট করা বলে জামাত ছাড়া নিজ গৃহে নামাজ পড়া, বোঝানো হয়েছে।-(কুরতুবী, বাহরে মুহীত)

খলীফা হযরত ওমর ফারুক (রা.) সকল সরকারি কর্মচারীদের কাছে এই নির্দেশনামা লিখে প্রেরণ করেছিলেন :

اِنَّ اَهَمَّ اَمْرِكُمْ عِنْدِى الصَّلٰوةُ فَمَنْ ضَيَّعَهَا فَهُوَ لِمَا سِوَاهَا اَضْيَعُ

'আমার কাছে তোমাদের সব কাজের মধ্যে নামাজ সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ। অতএব যে ব্যক্তি নামাজ নষ্ট করে, সে দীনের অন্যান্য বিধি-বিধান আরও বেশি নষ্ট করবে।-(মুয়াত্তা মালেক)

হযরত হুযায়ফা (রা.) এক ব্যক্তিকে দেখলেন যে সে নামাজের আদব ও রোকন ঠিকমতো পালন করছেন না। তিনি তাকে জিজ্ঞেস করলেন : তুমি কবে থেকে এভাবে নামাজ পড়ছ। লোকটি বলল : চল্লিশ বছর ধরে। হযরত হুযায়ফা (রা.) বললেন : তুমি একটি নামাজও পড়নি। যদি এ ধরনের নামাজ পড়েই তুমি মারা যাও, তবে মনে রেখো হযরত মুহাম্মদ ﷺ -এর আনীত আদর্শের বিপরীত তোমার মৃত্যু হবে।

তিরমিযীতে হযরত আবূ মাসউদ আনসারী (রা.) থেকে বর্ণিত বাচনিক হাদীসে রাসূলে কারীম ﷺ বলেন : ঐ ব্যক্তির নামাজ হয় না, যে নামাজে 'একামত' করে না। অর্থাৎ যে, ব্যক্তি রুকু ও সেজদায়, রুকু থেকে দাঁড়িয়ে অথবা দুই সেজদার মধ্যস্থলে সোজা দাঁড়ানো অথবা সোজা হয়ে বসাকে গুরুত্ব দেয় না, তার নামাজ হয় না।

https://e-ilm.weebly.com/

মোটকথা এই যে, যে ব্যক্তি অজুতে ত্রুটি করে অথবা নামাজের রুকু-সেজদায় তড়িঘড়ি করে, ফলে রুকুর পর সোজা হয়ে দাঁড়ায় না কিংবা দুই সেজদার মধ্যস্থলে সোজা হয়ে বসে না, সে নামাজকে নষ্ট করে দেয়।

হযরত হাসান (রা.) নামাজ নষ্টকরণ ও কুপ্রবৃত্তির অনুসরণ সম্পর্কে বলেন : লোকেরা মসজিদসমূহকে উজাড় করে দিয়েছে এবং, শিল্প, বাণিজ্য ও কামনা-বাসনায় লিপ্ত হয়ে পড়েছে।

ইমাম কুরতুবী এসব রেওয়ায়েত উদ্ধৃত করে বলেন : আজ জ্ঞানী ও সুধী সমাজের মধ্যে এমন লোকও দেখা যায়, যারা নামাজের আদব সম্পর্কে উদাসীন হয়ে শুধু উঠাবসা করে। এটা ছিল ষষ্ঠ হিজরি শতাব্দীর অবস্থা। তখন এ ধরনের লোক কদাচিৎ পাওয়া যেত। আজ নামাজিদের মধ্যে এই পরিস্থিতি ব্যাপক আকার ধারণ করেছে,

نَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنْ شُرُوْرِ اَنْفُسِنَا اِلَّا مَاشَاءَ اللّٰهُ

وَاتَّبَعُوا الشَّهَوَاتِ : شَهَوَاتٌ (কুপ্রবৃত্তি) বলে দুনিয়ার সেসব আকর্ষণকে বোঝানো হয়েছে, যেগুলো মানুষকে আল্লাহর স্মরণ ও নামাজ থেকে গাফেল করে দেয়। হযরত আলী (রা.) বিলাসবহুল গৃহ নির্মাণ, পথচারীদের দৃষ্টি আকর্ষণকারী যানবাহনে আরোহণ এবং সাধারণ লোকদের থেকে স্বাতন্ত্র্যমূলক পোশাক আয়াতে উল্লিখিত কুপ্রবৃত্তির অন্তর্ভুক্ত।-(কুরতুবী)

فَسَوْفَ يَلْقَوْنَ غَيًّا : আরবি ভাষায় غَيّ শব্দটি رَشَاد এর বিপরীত। প্রত্যেক কল্যাণকর বিষয়কে رَشَاد এবং প্রত্যেক অনিষ্টকর বিষয়কে غَيّ বলা হয়। হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা.) বলেন : 'গাই' জাহান্নামের একটি গর্তের নাম। এতে সমগ্র জাহান্নামের চাইতে অধিক নানা রকম আজাবের সমাবেশ রয়েছে।

হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) বলেন : 'গাই জাহান্নামের একটি গুহার নাম। জাহান্নামও এর থেকে আশ্রয় প্রার্থনা করে। আল্লাহ তা'আলা যাদের জন্য এই গুহা প্রস্তুত করেছেন তারা হচ্ছে, যে জেনাকার জেনায় অভ্যস্ত হয়ে পড়েছে, যে মদ্যপায়ী মদ্যপানে অভ্যস্ত হয়ে পড়েছে, যে সুদখোর সুদ গ্রহণ থেকে বিরত হয় না, যারা পিতা-মাতার অবাধ্যতা করে, যারা মিথ্যা সাক্ষ্য দেয় এবং যে নারী অপরের সন্তানকে তার স্বামীর সন্তানে পরিণত করে। -[কুরতুবী]

لَا يَسْمَعُوْنَ فِيْهَا لَغْوًا : لَغْو বলে অনর্থক ও অসার কথাবার্তা, গালিগালাজ এবং পীড়াদায়ক বাক্যালাপ বোঝানো হয়েছে। জান্নাতবাসীগণ এ থেকে পবিত্র থাকবে। কোনোরূপ কষ্টদায়ক কথা তাদের কানে ধ্বনিত হবে না।

اِلَّا سَلٰمًا : এটা পূর্ববাক্যের ব্যতিক্রম। উদ্দেশ্য এই যে, সেখানে যার যে কথাই শোনা যাবে, তা শান্তি, নিরাপত্তা ও আনন্দ বৃদ্ধি করবে। পারিভাষিক সালামও এর অন্তর্ভুক্ত। জান্নাতীগণ একে অপরকে সালাম করবে এবং আল্লাহর ফেরেশতাগণ তাদের সবাইকে সালাম করবে। -[কুরতুবী]

وَلَهُمْ رِزْقُهُمْ فِيْهَا بُكْرَةً وَّعَشِيًّا : জান্নাতে সূর্যোদয়, সূর্যাস্ত এবং দিন ও রাত্রির অস্তিত্ব থাকবে না। সদা-সর্বদা এক প্রকার আলো বিকীর্যমাণ থাকবে। কিন্তু বিশেষ পদ্ধতিতে দিন, রাত্রি ও সকাল -সন্ধার পার্থক্য সূচিত হবে। এই রকম সকাল -সন্ধ্যায় জান্নাতবাসীরা তাদের জীবনোপকরণ লাভ করবে। একথা সুস্পষ্ট যে, জান্নাতীগণ যখন যে বস্তু কামনা করবে, তখনই কালবিলম্ব না করে তা পেশ করা হবে। যেমন এক আয়াতে ঘোষণা করা হয়েছে : وَلَهُمْ مَا يَشْتَهُوْنَ

এমতাবস্থায় মানুষের অভ্যাস ও স্বভাবের ভিত্তিতে সকাল -সন্ধ্যার কথা বিশেষভাবে উল্লেখ করা হয়েছে। মানুষ সকাল -সন্ধ্যায় আহারে অভ্যস্ত। আরবরা বলে : যে ব্যক্তি সকাল -সন্ধ্যায় পূর্ণ আহার্য যোগাড় করতে পারে, সে সুখী ও স্বাচ্ছন্দ্যশীল।

হযরত আনাস ইবনে মালেক (রা.) এই আয়াত তেলাওয়াত করে বললেন : এ থেকে বোঝা যায় যে, মুমিনদের আহার দিনে দু'বার হয়- সকাল ও সন্ধ্যায়।

কোনো কোনো তাফসীরবিদ বলেন : আয়াতে সকাল -সন্ধ্যা বলে ব্যাপক সময় বোঝানো হয়েছে, যেমন দিবারাত্রি ও পূর্ব -পশ্চিম শব্দগুলোও ব্যাপক অর্থে বলা হয়ে থাকে। কাজেই আয়াতের উদ্দেশ্য এই যে, জান্নাতীদের খাহেশ অনুযায়ী তাদের খাদ্য সদাসর্বদা উপস্থিত থাকবে وَاللّٰهُ اَعْلَمُ।-(কুরতুবী)

https://e-ilm.weebly.com/

শব্দ বিশ্লেষণ :

نَادَيْنٰهُ : সীগাহ جمع متكلم বহছ ماضى معروف বাব مُفَاعَلَة মাসদার مُنَادَاةٌ মূলবর্ণ (ن - د - و) জিনস ناقص واوى অর্থ- আমি তাকে আহ্বান করলাম।

قَرَّبْنٰهُ : সীগাহ جمع متكلم বহছ ماضى معروف বাব تَفْعِيْل মাসদার تَقْرِيْب মূলবর্ণ (ق - ر - ب) জিনস صحيح অর্থ- আমি তাকে সান্নিধ্য প্রদান করলাম।

مَرْضِيًّا : সীগাহ واحد مذكر বহছ اسم مفعول বাব سَمِعَ মাসদার رِضًى، رِضْوَانٌ মূলবর্ণ (ر - ض - و) জিনস ناقص واوى অর্থ- পছন্দনীয়

اِجْتَبَيْنَا : সীগাহ جمع متكلم বহছ ماضى معروف বাব اِفْتِعَالْ মাসদার اِجْتِبَاءٌ মূলবর্ণ (ج - ب - و) জিনস ناقص واوى অর্থ- নির্বাচিত করেছিলাম।

تُتْلٰى : সীগাহ واحد مؤنث غائب বহছ مضارع مجهول বাব نَصَرَ মাসদার تِلَاوَةٌ মূলবর্ণ (ت - ل - و) জিনস ناقص واوى অর্থ- পাঠ করা হতো।

اضَاعُوْا : সীগাহ جمع مذكر غائب বহছ ماضى معروف বাব اِفْعَالْ মাসদার اِضَاعَةٌ মূলবর্ণ (ض - ى - ع) জিনস اجوف يائى অর্থ- যারা বিনষ্ট করে দিল

يَلْقَوْنَ : সীগাহ جمع مذكر غائب বহছ مضارع معروف বাব سَمِعَ মাসদার لَقْىٌ ও لِقَاءٌ মূলবর্ণ (ل - ق - ى) জিনস ناقص يائى অর্থ- তারা দেখবে/সাক্ষাৎ করবে।

تَابَ : সীগাহ واحد مذكر غائب বহছ ماضى معروف বাব نَصَرَ মাসদার تَوْبَةٌ মূলবর্ণ (ت - و - ب) জিনস اجوف واوى অর্থ- সে তওবা করেছে।

يَدْخُلُوْنَ : সীগাহ جمع مذكر غائب বহছ مضارع معروف বাব نَصَرَ মাসদার دُخُوْلٌ মূলবর্ণ (د - خ - ل) জিনস صحيح অর্থ- তারা যাবে, তারা প্রবেশ করবে।

لَا يُظْلَمُوْنَ : সীগাহ جمع مذكر غائب বহছ نفى فعل مضارع مجهول বাব ضَرَبَ মাসদার ظُلْمٌ মূলবর্ণ (ظ - ل - م) জিনস صحيح অর্থ- তাদের উপর জুলুম করা হবে না।

نُوْرِثُ : সীগাহ جمع متكلم বহছ مضارع معروف বাব اِفْعَالْ মাসদার اِيْرَاثٌ মূলবর্ণ (و - ر - ث) জিনস مثال واوى অর্থ- আমি মালিক করে দেই, উত্তরাধিকার বানানো।

বাক্য বিশ্লেষণ :

وَنَادَيْنٰهُ مِنْ جَانِبِ الطُّوْرِ الْاَيْمَنِ وَقَرَّبْنٰهُ نَجِيًّا : এখানে وَنَادَيْنٰهُ পূর্বের উপর আতফ হয়েছে যা ফে'ল ফায়েল ও مفعول به এর সমন্বয়ে গঠিত وَمِنْ جَانِبِ হলো نَادَيْنٰهُ-এর সাথে متعلق আর الطُّوْرِ হলো جَانِبِ এর মুযাফ ইলাইহি আর اَيْمَنِ হলো جَانِبِ-এর সিফত। কারণ মাদইয়ান থেকে প্রস্থানকালে তূর পর্বত হযরত মূসা (আ.)-এর ডান পার্শ্বে পড়েছিল। وَقَرَّبْنٰهُ হলো نَادَيْنٰهُ এর উপর আতফ, আর نَجِيًّا হলো نَادَيْنٰهُ বা قَرَّبْنٰهُ যমীর থেকে حال আর এটা فعيل ওযনে فاعل -এর অর্থে হয়েছে অর্থাৎ مُنَاجِيًا -[ই'রাবুল কুরআন ৪র্থ খণ্ড, পৃ. ৬১৯]

https://e-ilm.weebly.com/

৬৪. এবং আমরা [ফেরেশতারা] আপনার প্রতিপালকের আদেশ ব্যতীত বার বার আসতে পারি না, তাঁরই জন্য রয়েছে–যা কিছু আমাদের সম্মুখে আছে এবং যা কিছু আমাদের পশ্চাতে আছে এবং যা কিছু এর মধ্যে আছে, আর আপনার প্রতিপালক ভুলে যান– এমন নন।	وَمَا نَتَنَزَّلُ اِلَّا بِاَمْرِ رَبِّكَ ۚ لَهٗ مَا بَيْنَ اَيْدِيْنَا وَمَا خَلْفَنَا وَمَا بَيْنَ ذٰلِكَ ۚ وَمَا كَانَ رَبُّكَ نَسِيًّا ﴿٦٤﴾
৬৫. তিনি আসমানসমূহ ও জমিনের প্রতিপালক এবং যা কিছু এতদুভয়ের মধ্যে আছে, সুতরাং তুমি তাঁর ইবাদত কর এবং তাঁর ইবাদতে কায়েম থাক; তুমি কি কাউকেও তাঁর সমগুণসম্পন্ন মনে কর?	رَبُّ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا فَاعْبُدْهُ وَاصْطَبِرْ لِعِبَادَتِهٖ ؕ هَلْ تَعْلَمُ لَهٗ سَمِيًّا ﴿٦٥﴾ ع ٧
৬৬. আর মানুষ এরূপ বলে যে, যখন আমি মরে যাব, তখন কি পুনরায় জীবিত করে বের করা হবে?	وَيَقُوْلُ الْاِنْسَانُ ءَاِذَا مَا مِتُّ لَسَوْفَ اُخْرَجُ حَيًّا ﴿٦٦﴾
৬৭. মানুষ কি এ কথা বুঝে না যে, ইতঃপূর্বে আমিই তাকে অস্তিত্ব দান করেছি অথচ সে কিছুই ছিল না।	اَوَلَا يَذْكُرُ الْاِنْسَانُ اَنَّا خَلَقْنٰهُ مِنْ قَبْلُ وَلَمْ يَكُ شَيْـًٔا ﴿٦٧﴾
৬৮. তবে আপনার প্রতিপালকের শপথ! আমি তাদেরকেও একত্র করব, আর শয়তানদেরকেও, অতঃপর আমি অবশ্যই তাদেরকে দোজখের চারপাশে নতজানু অবস্থায় সমবেত করব।	فَوَرَبِّكَ لَنَحْشُرَنَّهُمْ وَالشَّيٰطِيْنَ ثُمَّ لَنُحْضِرَنَّهُمْ حَوْلَ جَهَنَّمَ جِثِيًّا ﴿٦٨﴾

শাব্দিক অনুবাদ :

৬৪. وَمَا نَتَنَزَّلُ এবং আমরা বার বার আসতে পারিনা اِلَّا بِاَمْرِ رَبِّكَ আপনার প্রতিপালকের আদেশ ব্যতীত لَهٗ তারই জন্য রয়েছে مَا بَيْنَ اَيْدِيْنَا যা কিছু আমাদের সম্মুখে আছে وَمَا خَلْفَنَا এবং যা কিছু আমাদের পশ্চাতে আছে وَمَا بَيْنَ ذٰلِكَ যা কিছু এর মধ্যে আছে وَمَا كَانَ رَبُّكَ نَسِيًّا আর আপনার প্রতিপালক ভুলে যান– এমন নন।

৬৫. رَبُّ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ তিনি আসমানসমূহ ও জমিনের প্রতিপালক وَمَا بَيْنَهُمَا এবং যা কিছু এতদুভয়ের মধ্যে আছে فَاعْبُدْهُ সুতরাং তুমি তাঁর ইবাদত কর وَاصْطَبِرْ لِعِبَادَتِهٖ এবং তাঁর ইবাদতে কায়েম থাক هَلْ تَعْلَمُ لَهٗ سَمِيًّا তুমি কি কাউকেও তার সমগুণসম্পন্ন মনে কর?

৬৬. وَيَقُوْلُ الْاِنْسَانُ আর মানুষ এরূপ বলে যে ءَاِذَا مَا مِتُّ যখন আমি মরে যাব لَسَوْفَ اُخْرَجُ حَيًّا তখন কি পুনরায় জীবিত করে বের করা হবে?

৬৭. اَوَلَا يَذْكُرُ الْاِنْسَانُ মানুষ কি একথা বুঝে না যে اَنَّا خَلَقْنٰهُ مِنْ قَبْلُ ইতঃপূর্বে আমিই তাকে অস্তিত্ব দান করেছি وَلَمْ يَكُ شَيْـًٔا অথচ সে কিছুই ছিলনা।

৬৮. فَوَرَبِّكَ আপনার শপথ لَنَحْشُرَنَّهُمْ আমি তাদেরকেও একত্রিক করব وَالشَّيٰطِيْنَ, এবং শয়তানদেরকেও ثُمَّ لَنُحْضِرَنَّهُمْ অতঃপর আমি অবশ্যই তাদেরকে সমবেত করব حَوْلَ جَهَنَّمَ দোজখের চারপাশে جِثِيًّا নতজানু অবস্থায়।

https://e-ilm.weebly.com/

৬৯. অনন্তর প্রত্যেক দল হতে সেই লোকদেরকে পৃথক করে ফেলব যারা তাদের মধ্যে আল্লাহর সাথে সবচেয়ে অধিক বিরুদ্ধাচরণ করত।	ثُمَّ لَنَنْزِعَنَّ مِنْ كُلِّ شِيْعَةٍ اَيُّهُمْ اَشَدُّ عَلَى الرَّحْمٰنِ عِتِيًّا ﴿٦٩﴾
৭০. আর আমি সে লোকদেরকে ভালোরূপে জানি যারা দোজখে যাবার অধিক উপযোগী।	ثُمَّ لَنَحْنُ اَعْلَمُ بِالَّذِيْنَ هُمْ اَوْلٰى بِهَا صِلِيًّا ﴿٧٠﴾
৭১. আর তোমাদের মধ্যে এমন কেউ নেই– যে তা অতিক্রম করবে না, এটা আপনার প্রতিপালকের অনিবার্য নির্দেশ যা সম্পন্ন হবেই।	وَاِنْ مِّنْكُمْ اِلَّا وَارِدُهَا ۚ كَانَ عَلٰى رَبِّكَ حَتْمًا مَّقْضِيًّا ﴿٧١﴾
৭২. অনন্তর আমি সেসব লোককে মুক্ত করে দেব যারা আল্লাহকে ভয় করত এবং অনাচারী লোকদেরকে তাতে নতজানু অবস্থায় ছেড়ে দেব।	ثُمَّ نُنَجِّي الَّذِيْنَ اتَّقَوْا وَّنَذَرُ الظّٰلِمِيْنَ فِيْهَا جِثِيًّا ﴿٧٢﴾
৭৩. আর যখন ঐ সকল লোকদের সম্মুখে আমার স্পষ্ট আয়াতসমূহ পাঠ করা হয়, তখন সে কাফেররা মুসলমানদেরকে বলে, [বল দেখি!] উভয় দলের মধ্যে কার বাসস্থান উৎকৃষ্টতর এবং কার মজলিস শ্রেষ্ঠতর?	وَاِذَا تُتْلٰى عَلَيْهِمْ اٰيٰتُنَا بَيِّنٰتٍ قَالَ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا لِلَّذِيْنَ اٰمَنُوْٓا ۙ اَيُّ الْفَرِيْقَيْنِ خَيْرٌ مَّقَامًا وَّاَحْسَنُ نَدِيًّا ﴿٧٣﴾

শাব্দিক অনুবাদ :

৬৯. ثُمَّ لَنَنْزِعَنَّ অনন্তর পৃথক করে ফেলব مِنْ كُلِّ شِيْعَةٍ প্রত্যেক দল হতে সেই লোকদেরকে اَيُّهُمْ اَشَدُّ عَلَى الرَّحْمٰنِ عِتِيًّا যারা তাদের মধ্যে আল্লাহর সাথে সবচেয়ে অধিক বিরুদ্ধাচরণ করত।

৭০. ثُمَّ لَنَحْنُ اَعْلَمُ بِالَّذِيْنَ আর আমি সেই লোকদেরকে ভালোরূপে জানি هُمْ اَوْلٰى بِهَا صِلِيًّا যারা দোজখে যাবার অধিক উপযোগী।

৭১. وَاِنْ مِّنْكُمْ اِلَّا وَارِدُهَا আর তোমাদের মধ্যে এমন কেউ নেই যে, তা অতিক্রম করবেনা كَانَ عَلٰى رَبِّكَ حَتْمًا مَّقْضِيًّا এটা আপনার প্রতিপালনের অনিবার্য নির্দেশ যা সম্পন্ন হবেই।

৭২. ثُمَّ نُنَجِّي অনন্তর আমি সে সকল লোককে মুক্ত করে দেব الَّذِيْنَ اتَّقَوْا যারা আল্লাহকে ভয় করত وَّنَذَرُ الظّٰلِمِيْنَ এবং অনাচারী লোকদেরকে ছেড়ে দেব فِيْهَا তাতে جِثِيًّا নতজানু অবস্থায়।

৭৩. وَاِذَا تُتْلٰى عَلَيْهِمْ আর যখন ঐ সকল লোকদের সম্মুখে পাঠ করা হয় اٰيٰتُنَا بَيِّنٰتٍ আমার স্পষ্ট আয়াতসমূহ قَالَ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا তখন সেই কাফেররা বলে لِلَّذِيْنَ اٰمَنُوْٓا মুসলমানদেরকে اَيُّ الْفَرِيْقَيْنِ উভয় দলের মধ্যে কার خَيْرٌ مَّقَامًا বাসস্থান উৎকৃষ্টতর وَّاَحْسَنُ نَدِيًّا এবং কার মজলিস শ্রেষ্ঠতর।

https://e-ilm.weebly.com/

৭৪. আর আমি তাদের পূর্বে এমন বহু সম্প্রদায়কে ধ্বংস করেছি যারা আসবাবপত্র ও জাঁকজমকে তাদের চেয়েও উত্তম ছিল।	وَكَمْ اَهْلَكْنَا قَبْلَهُمْ مِّنْ قَرْنٍ هُمْ اَحْسَنُ اَثَاثًا وَّرِءْيًا ﴿٧٤﴾
৭৫. আপনি বলে দিন যে, যারা গোমরাহীতে আছে, আল্লাহ তাদেরকে অবকাশ দিতে থাকেন, যতক্ষণ না তারা দেখে নেয় তাদের প্রতি প্রদত্ত প্রতিশ্রুত বস্তু– শাস্তি কিংবা কিয়ামতকে; তখন তারা জানতে পারবে, কে মর্যাদায় নিকৃষ্ট ও কে দলবলে দুর্বল?	قُلْ مَنْ كَانَ فِى الضَّلٰلَةِ فَلْيَمْدُدْ لَهُ الرَّحْمٰنُ مَدًّا ۚ حَتّٰٓى اِذَا رَاَوْا مَا يُوْعَدُوْنَ اِمَّا الْعَذَابَ وَاِمَّا السَّاعَةَ ؕ فَسَيَعْلَمُوْنَ مَنْ هُوَ شَرٌّ مَّكَانًا وَّاَضْعَفُ جُنْدًا ﴿٧٥﴾

শাব্দিক অনুবাদ :

৭৪. وَكَمْ اَهْلَكْنَا আর আমি ধ্বংস করেছি قَبْلَهُمْ مِّنْ قَرْنٍ তাদের পূর্বে এমন বহু সম্প্রদায়কে هُمْ اَحْسَنُ যারা তাদের চেয়েও উত্তম ছিল اَثَاثًا وَّرِءْيًا আসবাবপত্র ও জাঁকজমকে।

৭৫. قُلْ আপনি বলে দিন যে مَنْ كَانَ فِى الضَّلٰلَةِ যারা গোমরাহীতে আছে فَلْيَمْدُدْ لَهُ الرَّحْمٰنُ مَدًّا আল্লাহ তাদেরকে অবকাশ দিতে থাকেন حَتّٰٓى اِذَا رَاَوْا যতক্ষণ না তারা দেখে নেয় مَا يُوْعَدُوْنَ তাদের প্রতি প্রদত্ত প্রতিশ্রুত বস্তু اِمَّا الْعَذَابَ وَاِمَّا السَّاعَةَ শাস্তি কিংবা কিয়ামতকে فَسَيَعْلَمُوْنَ তখন তারা জানতে পারবে مَنْ هُوَ شَرٌّ مَّكَانًا কে মর্যাদায় নিকৃষ্ট وَّاَضْعَفُ جُنْدًا কে দলবলে দুর্বল।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

وَمَا نَتَنَزَّلُ اِلَّا بِاَمْرِ رَبِّكَ لَهٗ مَا بَيْنَ اَيْدِيْنَا وَمَا خَلْفَنَا وَمَا بَيْنَ ذٰلِكَ وَمَا كَانَ رَبُّكَ نَسِيًّا (٦٤)

শানে নুযূল : বর্ণিত রয়েছে রাসূল ﷺ কে যখন আসহাবে কাহফ, যুলনারনাইন ও রূহ সম্পর্কে প্রশ্ন করা হয়েছিল, তখন হযরত জিবরাঈল (আ.) রাসূল ﷺ-এর নিকট আগমন করা থেকে বিরত থাকেন। সুতরাং রাসূল ﷺ কিভাবে তাদের প্রশ্নের জবাব দেবেন, সে জন্যে তিনি অত্যন্ত চিন্তিত ও দুঃখিত হয়ে পড়েন। মুশরিকরা বলতে ছিল যে, মুহাম্মদের প্রতিপালক মুহাম্মদকে ছেড়ে দিয়েছে, তাকে ভুলে গিয়েছে। সুতরাং হযরত জিবরাঈল (আ.)! যখন রাসূল ﷺ-এর নিকট আগমন করেন, তখন রাসূল ﷺ হযরত জিবরাঈল (আ.) কে বললেন, হে জিবরাঈল আমার নিকট আসা বন্ধ করে দিলে এতে তো আমি হতাশাগ্রস্থ হয়ে পড়লাম এবং আমি তোমার অপেক্ষায় অধীর হয়ে থাকলাম। হযরত জিবরাঈল (আ.) বললেন যে, আমি তো তদাপেক্ষা অধিক আগ্রহী ছিলাম, তবে আমি হলাম নির্দেশ পালনে কর্তব্যনিষ্ঠ বান্দা। আমাকে যখন পাঠানো হয়, তখন আমি অবতরণ করি। আমাকে যখন আটকে রাখা হয়, তখন আমি আসা থেকে বিরত থাকি। সে প্ররিপ্রেক্ষিতে আল্লাহ তা'আলা আলোচ্য আয়াত এবং সূরা وَالضُّحٰى নাজিল করেন।

-[রূহুল মা'আনী ১১৩/২৬/১৩, বাহরে মুহীত্ব ১৯১/৬]

وَيَقُوْلُ الْاِنْسَانُ اَئِذَا مَا مِتُّ لَسَوْفَ اُخْرَجُ حَيًّا (٦٦)

শানে নুযূল– ১ : ইবনুল মুনযির ইবনে জুরাইজের বরাত দিয়ে বর্ণনা করেন যে, আলোচ্য আয়াত আস ইবনে ওয়ায়েল সম্পর্কে নাজিল হয়েছে।

https://e-ilm.weebly.com/

হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) এর উদ্ধৃতি দিয়ে বর্ণনা করেন যে, আলোচ্য আয়াত ওয়ালীদ ইবনে মুগীরা সম্পর্কে নাজিল হয়েছে। কারো মতে আবূ জাহল সম্পর্কে আলোচ্য আয়াত নাজিল হয়েছে।

শানে নুযূল -২ : কালবী বর্ণনা করেন যে, আলোচ্য আয়াত উবাই বিন খালফ সম্পর্কে নাজিল হয়েছে। ঘটনা প্রবাহ হচ্ছে, উবাই ইবন খালফ একদা পুরাতন হাড় হাতে নিয়ে হাত দ্বারা চূর্ণ-বিচূর্ণ করে বাতাসে উড়িয়ে দিয়ে বলতে লাগল যে, অমুক (মুহাম্মদ) বলে থাকে যে, আমি মৃত্যুবরণ করার পর এমন হয়ে যাওয়ার পরও নাকি পুনরায় জীবিত হব। এমন তো হতে পারে না কখনো। এ পরিপ্রেক্ষিতে আলোচ্য আয়াত নাজিল হয়েছে। -[রূহুল মা'আনী ১১৬/২, বাহরে মুহীত্ব ১৯৪/৬]

وَإِذَا تُتْلَىٰ عَلَيْهِمْ اٰيٰتُنَا بَيِّنٰتٍ قَالَ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا لِلَّذِيْنَ اٰمَنُوْٓا اَيُّ الْفَرِيْقَيْنِ خَيْرٌ مَّقَامًا وَّاَحْسَنُ نَدِيًّا [٧٤]

শানে নুযূল : আলোচ্য আয়াত নযর ইবনে হারেছ ও তার সাথি-সঙ্গীদের সম্পর্কে নাজিল হয়েছে। ঘটনার প্রেক্ষাপট হচ্ছে এই যে, সাহাবীগণ দরিদ্রতার কষাঘাতে পিষ্ট হচ্ছিল। আর মুশরিক সম্প্রদায় পোশাক-পরিচ্ছদ ও গহনা পত্রে ভোগ সম্ভারে জীবন যাপন করত। তখন কাফেররা ঈমানদারদেরকে বলল যে, তোমাদের এবং আমাদের মধ্যে মান-মর্যাদায় কোন দলটি অতি উত্তম হবে বলতো? কারণ তোমরা দরিদ্রতার কষাঘাতে জীবন যাপন করছ ঈমানদারের দাবিদার হয়ে। তোমাদের মতামতে আমরা মুশরিক ও পাপী অথচ আমরা অত্যন্ত আমোদ প্রমোদে জীবন যাপন করছি। তাদের এহেন বিভ্রান্তি ছড়ানোর পরিপ্রেক্ষিতে আল্লাহ তা'আলা আলোচ্য আয়াত নাজিল করেন। −(বাহরে মুহীত্ব ১৯৮/৬)

وَاصْطَبِرْ لِعِبَادَتِهٖ : এখানে اِصْطِبَارٌ শব্দের অর্থ পরিশ্রম ও কষ্টের কাজে দৃঢ় থাকা। ইঙ্গিত রয়েছে যে, ইবাদতের স্থায়িত্ব পরিশ্রম সাপেক্ষ। ইবাদতকারীর এ জন্য প্রস্তুত থাকা উচিত।

هَلْ تَعْلَمُ لَهٗ سَمِيًّا : এখানে سَمِيٌّ শব্দের প্রসিদ্ধ অর্থ সমনাম। এটা আশ্চর্যের বিষয় বটে, মুশরিক ও প্রতিমা পূজারীরা যদিও ইবাদতে আল্লাহ তা'আলার সাথে অনেক মানুষ, ফেরেশতা, পাথর ও প্রতিমাকে অংশীদার করেছিল এবং তাদেরকে 'ইলাহ' তথা উপাস্য বলত, কিন্তু কেউ কোনো দিন কোনো মিথ্যা উপাস্যের নাম আল্লাহ রাখেনি। সৃষ্টিগত ও নিয়ন্ত্রণগত ব্যবস্থাধীনেই দুনিয়াতে কোনো মিথ্যা উপাস্য আল্লাহ নামে অভিহিত হয় নি। তাই এই প্রসিদ্ধ অর্থের দিক দিয়েও আয়াতের বিষয়বস্তু সুস্পষ্ট যে, দুনিয়াতে আল্লাহর কোনো সমনাম নেই।

মুজাহিদ, ইবনে জুবায়ের, কাতাদাহ, ইবনে আব্বাস (রা.) প্রমুখ অধিকাংশ তাফসীরবিদ থেকে এস্থলে سَمِيٌّ শব্দের অর্থ অনুরূপও সদৃশ বর্ণিত রয়েছে। এর উদ্দেশ্য সুস্পষ্ট যে, পূর্ণতার গুণাবলিতে আল্লাহ তা'আলার কোনো সমতুল্য, সমকক্ষ অথবা নজির নেই।

لَنَحْشُرَنَّهُمْ وَالشَّيٰطِيْنَ ثُمَّ لَنُحْضِرَنَّهُمْ : এখানে وَالشَّيٰطِيْنَ এর وَاوٌ টি مَعَ (সহ) অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। উদ্দেশ্য এই যে, প্রত্যেক কাফেরকে তার শয়তানসহ একই শিকলে বেঁধে উত্থিত করা হবে। এমতাবস্থায় এ বর্ণনাটি হবে শুধু কাফেরদেরকে সমবেত করা সম্পর্কে। পক্ষান্তরে যদি মুমিন ও কাফের ব্যাপক অর্থে নেওয়া হয়, তবে শয়তানদের সাথে তাদের সবাইকে সমবেত করার মর্মার্থ হবে এই যে, প্রত্যেক কাফের তো তার শয়তানের সাথে বাঁধা অবস্থায় উপস্থিত হবেই এবং মুমিনগণও এই মাঠে আলাদা থাকবে না, ফলে সবার সাথে শয়তানদের সহঅবস্থান হবে। −(কুরতুবী)

حَوْلَ جَهَنَّمَ جِثِيًّا : হাশরের প্রাথমিক অবস্থায় মুমিন, কাফের, ভাগ্যবান ও হতভাগা সবাইকে জাহান্নামের চারদিকে সমবেত করা হবে। সবাই ভীতবিহ্বল নতজানু অবস্থায় পড়ে থাকবে। এরপর মুমিন ও ভাগ্যবানদেরকে জাহান্নাম অতিক্রম করিয়ে জান্নাতে প্রবেশ করানো হবে। ফলে জাহান্নামের ভয়াবহ দৃশ্য দেখার পর তারা পুরোপুরি খুশি, ধর্মদ্রোহীদের দুঃখে আনন্দ এবং জান্নাত লাভের কারণে অধিকতর কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করবে।

ثُمَّ لَنَنْزِعَنَّ مِنْ كُلِّ شِيْعَةٍ - شِيْعَةٍ শব্দের আসল অর্থ কোনো বিশেষ ব্যক্তি অথবা বিশেষ মতবাদের অনুসারী। তাই সম্প্রদায় অর্থেও শব্দটি ব্যবহৃত হয়। আয়াতের উদ্দেশ্য এই যে, কাফেরদের বিভিন্ন দলের মধ্যে যে দলটি সর্বাধিক উদ্ধত হবে, তাকে সবার মধ্য থেকে পৃথক করে অগ্রে প্রেরণ করা হবে। কোনো কোনো তাফসীরবিদ বলেন : অপরাধের আধিক্যের ক্রমানুসারে প্রথম, দ্বিতীয় ও তৃতীয় স্তরে অপরাধীদেরকে জাহান্নামে প্রবেশ করানো হবে। -(মাযহারী)

https://e-ilm.weebly.com/

وَإِنْ مِّنْكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا অর্থাৎ জাহান্নামে পৌঁছবে না, এমন কোনো মুমিন ও কাফের থাকবে না। এখানে পৌঁছার অর্থ প্রবেশ নয়-অতিক্রম করা। হযরত ইবনে মাসউদের এক রেওয়ায়েতে مُرُوْر (অতিক্রম করা) শব্দও বর্ণিত রয়েছে। যদি প্রবেশ অর্থ নেওয়া হয়, তবে মুমিন ও পরহেজগারদের প্রবেশ এভাবে হবে যে, জাহান্নাম তাদের জন্য শীতল ও শান্তিদায়ক হয়ে যাবে, তারা কোনোরূপ কষ্ট অনুভব করবে না। হযরত আবূ সুমাইয়ার রেওয়ায়েতে রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন : কোনো সৎ ও পাপাচারী ব্যক্তি প্রথমাবস্থায় জাহান্নামে প্রবেশ থেকে বাদ পড়বে না। কিন্তু তখন মুমিন ও মুত্তাকীদের জন্য জাহান্নাম শীতল ও শান্তিদায়ক হয়ে যাবে, যেমন হযরত ইবরাহীম (আ.) এর জন্য নমরুদের অগ্নিকুণ্ডকে শীতল ও শান্তিদায়ক করে দেওয়া হয়েছিল। এরপর মুমিনদেরকে এখান থেকে উদ্ধার করে জান্নাতে নিয়ে যাওয়া হবে। আয়াতের পরবর্তী ثُمَّ نُنَجِّي الَّذِيْنَ اتَّقَوْا বাক্যের অর্থ তাই। এই বিষয়বস্তু হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) থেকেও বর্ণিত রয়েছে। আয়াতে যে وُرُوْد শব্দ ব্যবহৃত হয়েছে, এর অর্থ প্রবেশ নেওয়া হলেও অতিক্রমের আকারে প্রবেশ হবে তাই কোনো বৈপরীত্য নেই।

خَيْرٌ مَّقَامًا وَّأَحْسَنُ نَدِيًّا : এখানে বিভ্রান্তি সৃষ্টি করার উদ্দেশ্যে কাফেররা মুসলমানদের সামনে দু'টি বিষয় উপস্থাপন করেছে। (এক) পার্থিব ধন-দৌলত ও সাজ-সরঞ্জাম এবং (দুই) চাকর-নওকর, দলবল ও পারিষদবর্গ। এসব বস্তু মুসলমানদের তুলনায় কাফেরদের কাছে বেশি ছিল। এ দু'টি বস্তুই মানুষের জন্যে নেশা হিসাবে কাজ করে এবং এগুলোর অহমিকাই ভালো ভালো জ্ঞানী ও সুধীজনকে ভ্রান্ত পথে পরিচালিত করে। এ নেশাই মানুষের সামনে বিগত যুগের বড় বড় পুঁজিপতি ও রাজ্যাধিপতিদের দৃষ্টান্তমূলক ইতিহাস বিস্মৃতি করিয়ে তার বর্তমান অবস্থাকে তার ব্যক্তিগত গুণ গরিমার ফল এবং স্থায়ী শান্তির উপায়রূপে প্রতিভাত করে দেয়। অবশ্য তাদের কথা স্বতন্ত্র, যারা কুরআনি শিক্ষা অনুযায়ী পার্থিব ধন-দৌলত মান সম্মান ও প্রভাব প্রতিপত্তিকে ব্যক্তিগত গুণ-গরিমার ফল অথবা চিরস্থায়ী সাথি মনে করে না; সাথে সাথে মুখেও আল্লাহ তা'আলার কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে, আল্লাহ প্রদত্ত নিয়ামত ব্যয় করার কাজেও আল্লাহর বিধি-বিধান মেনে চলে এবং কোনো সময় গাফেল হয় না। তারাই শুধু পার্থিব ধন -দৌলতের অনিষ্ট থেকে মুক্ত থাকতে পারে। উদাহরণ: অনেক পয়গম্বর, যেমন হযরত সোলায়মান (আ.) হযরত দাউদ (আ.) এবং অনেক বিত্তশালী সাহাবী, উম্মতের মধ্যকার অনেক ওলী ও সৎকর্মপরায়ণ ব্যক্তিকে আল্লাহ তা'আলা অতুল বিত্তবৈভব দান করেছেন এবং সাথে সাথে ধর্মীয় সম্পদ ও অপরিমেয় আল্লাহ ভীতিতেও তাদেরকে সমৃদ্ধ করেছেন।

কাফেরদের এই বিভ্রান্তি কুরআন পাক এভাবে দূর করেছে যে, দুনিয়ায় ক্ষণস্থায়ী নিয়ামত ও সম্পদ আল্লাহর প্রিয়পাত্র হওয়ার আলামত নয় এবং দুনিয়াতেও একে কোনো ব্যক্তিগত পরাকাষ্ঠার লক্ষণ মনে করা হয় না। কেননা দুনিয়াতে অনেক নির্বোধ মূর্খও এগুলোকে জ্ঞানী ও বিজ্ঞজনের চাইতেও বেশি লাভ করে। বিগত যুগের ইতিহাস খুঁজে দেখলে এ সত্য উদঘাটিত হবে যে, পৃথিবীতে এ পরিমাণ তো বটেই, বরং এর চাইতেও বেশি ধন- দৌলত স্তূপীকৃত হয়েছে।

চাকর- নওকর, বন্ধু -বান্ধব ও পারিষদবর্গের আধিক্য সম্পর্কে বলা যায় যে, প্রথমত দুনিয়াতেই তাদের অন্তঃসারশূন্যতা ফুটে উঠে অর্থাৎ বিপদের মুহূর্তে বন্ধু-বান্ধব ও আত্মীয়-স্বজন কোনো কাজে আসে না।

দ্বিতীয়ত : যদি দুনিয়াতে তারা সেবাকর্মে নিয়োজিত থাকে, তবুও তা কয়দিনের জন্য? মৃত্যুর মাঠে কেউ কারো সঙ্গী-সাথি হবে না।

শব্দ বিশ্লেষণ :

مَا نَتَنَزَّلُ : সীগাহ جمع متكلم বহছ مضارع منفى بـا বাব تَفَعُّلٌ মাসদার تَنَزُّلٌ মূলবর্ণ (ن - ز - ل) জিনস صحيح অর্থ- আমরা বার বার আসতে পারি না।

مِتُّ : সীগাহ واحد متكلم বহছ ماضى معروف বাব نَصَرَ মাসদার مَوْتٌ মূলবর্ণ (م - و - ت) জিনস اجوف واوى অর্থ- আমি মরে যাব।

https://e-ilm.weebly.com/

لَنَحْشُرَنَّهُمْ : সীগাহ جمع متكلم বহছ لام تاكيد بانون تاكيد ثقيلة در فعل مستقبل معروف বাব نَصَرَ মাসদার حَشْرٌ মূলবর্ণ (ح - ش - ر) জিনস صحيح অর্থ- আমি অবশ্যই অবশ্যই তাদেরকে একত্র করব।

لَنُحْضِرَنَّهُمْ : সীগাহ جمع متكلم বহছ لام تاكيد بانون تاكيد ثقيلة در فعل مستقبل معروف বাব اِفْعَالٌ মাসদার اِحْضَارٌ মূলবর্ণ (ح - ض - ر) জিনস صحيح অর্থ– আমি অবশ্যই অবশ্যই তাদেরকে সমবেত করব।

لَنَنْزِعَنَّ : সীগাহ جمع متلكم বহছ مضارع لام تاكيد بانون تاكيد ثقيله বাব ضَرَبَ মাসদার نَزْعٌ মূলবর্ণ (ن - ز - ع) জিনস صحيح অর্থ- পৃথক করে ফেলব, পৃথক করে ফেলা।

اَشَدُّ : সীগাহ واحد مذكر বহছ اسم تفضيل বাব نَصَرَ মাসদার شِدَّةٌ মূলবর্ণ (ش - د - د) জিনস مضاعف ثلاثى অর্থ- সবচেয়ে অধিক, অধিক কঠোর।

مَقْضِيًّا : সীগাহ واحد مذكر বহছ اسم مفعول বাব ضَرَبَ মাসদার قَضَاءٌ মূলবর্ণ (ق - ض - ى) জিনস ناقص يائى অর্থ– নির্দেশ যা সম্পন্ন হবেই।

فَلْيَمْدُدْ : সীগাহ واحد مذكر غائب বহছ مضارع معروف বাব نَصَرَ মাসদার اَلْمَدُّ মূলবর্ণ (م - د - د) জিনস مضاعف ثلاثى অর্থ- অবকাশ দিতে থাকেন।

يُوْعَدُوْنَ : সীগাহ جمع مذكر غائب বহছ مضارع مجهول বাব ضَرَبَ মাসদার عِدَةٌ، وَعْدٌ মূলবর্ণ (و - ع - د) জিনস مثال واوى অর্থ– তাদের প্রতি প্রদত্ত প্রতিশ্রুত বস্তু।

اَضْعَفُ : সীগাহ واحد مذكر বহছ اسم تفضيل বাব كَرُمَ মাসদার ضُعْفٌ মূলবর্ণ (ض - ع - ف) জিনস صحيح অর্থ- অধিক দুর্বল।

বাক্য বিশ্লেষণ :

ثُمَّ لَنَحْنُ اَعْلَمُ بِالَّذِيْنَ هُمْ اَوْلٰى بِهَا صِلِيًّا : এখানে ثُمَّ আতফ যা ترتيب এবং تراخى জন্য হয়েছে, আর لام হলো ابتدائية আর نَحْنُ মুবতাদা اَعْلَمُ الخ খবর بِالَّذِيْنَ টা اَعْلَمُ এর সাথে متعلق এবং هم হলো মুবতাদা اَوْلٰى খবর بِهَا হলো اَوْلٰى-এর সাথে متعلق আর صِلِيًّا হলো تميز কেউ কেউ বলেন صِلِيًّا শব্দটি صال -এর বহুবচন যা حال হিসাবে মানসূব হয়েছে। –(ই'রাবুল কুরআন : ৪র্থ খণ্ড, পৃ. ৬৩০)

https://e-ilm.weebly.com/

৭৬. আর [মুসলমানদের অবস্থা এই যে,] আল্লাহ্ হেদায়েতপ্রাপ্তদেরকে হেদায়েত বৃদ্ধি করে দেন; এবং যে সকল নেক কাজ চিরন্তন থাকবে, তা আপনার প্রতিপালকের সমীপে ছওয়াব হিসেবেও ভালো এবং পরিণাম হিসেবেও ভালো।	وَيَزِيْدُ اللّٰهُ الَّذِيْنَ اهْتَدَوْا هُدًى ۖ وَالْبٰقِيٰتُ الصّٰلِحٰتُ خَيْرٌ عِنْدَ رَبِّكَ ثَوَابًا وَّخَيْرٌ مَّرَدًّا ﴿٧٦﴾
৭৭. আচ্ছা, আপনি কি তাকেও লক্ষ্য করেছেন– যে ব্যক্তি আমার আয়াতসমূহকে অবিশ্বাস করে এবং বলে, আমাকে ধন-সম্পদ ও সন্তান-সন্ততি প্রদান করা হবে।	اَفَرَءَيْتَ الَّذِيْ كَفَرَ بِاٰيٰتِنَا وَقَالَ لَاُوْتَيَنَّ مَالًا وَّوَلَدًا ﴿٧٧﴾
৭৮. তবে কি এ ব্যক্তি অদৃশ্য বিষয় জানতে পেরেছে, নাকি আল্লাহ হতে কোনো প্রতিশ্রুতি নিয়েছে?	اَطَّلَعَ الْغَيْبَ اَمِ اتَّخَذَ عِنْدَ الرَّحْمٰنِ عَهْدًا ﴿٧٨﴾
৭৯. কখনো নয়; আমি তার উক্তিসমূহ [সঙ্গে সঙ্গে] লিপিবদ্ধ করে নিচ্ছি এবং আমি তার জন্য শাস্তি বৃদ্ধি করতে থাকব।	كَلَّا ۚ سَنَكْتُبُ مَا يَقُوْلُ وَنَمُدُّ لَهٗ مِنَ الْعَذَابِ مَدًّا ﴿٧٩﴾
৮০. আর তার কথিত বস্তুসমূহের মালিক আমিই থাকব এবং সে আমার নিকট একাকী চলে আসবে।	وَّنَرِثُهٗ مَا يَقُوْلُ وَيَاْتِيْنَا فَرْدًا ﴿٨٠﴾
৮১. আর তারা আল্লাহকে ছেড়ে অন্য উপাস্য নির্ধারিত করে নিয়েছে, যেন তারা তাদের জন্য সম্মানের উপলক্ষ্য হয়।	وَاتَّخَذُوْا مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ اٰلِهَةً لِّيَكُوْنُوْا لَهُمْ عِزًّا ﴿٨١﴾

শাব্দিক অনুবাদ :

৭৬. وَيَزِيْدُ اللّٰهُ الَّذِيْنَ اهْتَدَوْا هُدًى আর আল্লাহ হেদায়েতপ্রাপ্তদেরকে হেদায়েত বৃদ্ধি করে দেন وَالْبٰقِيٰتُ الصّٰلِحٰتُ এবং যে সকল নেক কাজ চিরন্তন থাকবে خَيْرٌ তা ভালো عِنْدَ رَبِّكَ আপনার প্রতিপালকের সমীপে ثَوَابًا ছওয়াব হিসেবেও وَّخَيْرٌ مَّرَدًّا এবং পরিণাম হিসাবেও ভালো।

৭৭. اَفَرَءَيْتَ আচ্ছা, আপনি কি তাকেও লক্ষ্য করেছেন الَّذِيْ كَفَرَ بِاٰيٰتِنَا যে ব্যক্তি আমার আয়াতসমূহকে অবিশ্বাস করে, وَقَالَ এবং বলে لَاُوْتَيَنَّ مَالًا وَّوَلَدًا আমাকে ধন-সম্পদ ও সন্তান সন্ততি প্রদান করা হবে।

৭৮. اَطَّلَعَ الْغَيْبَ তবে কি এ ব্যক্তি অদৃশ্য বিষয় জানতে পেরেছে اَمِ اتَّخَذَ عِنْدَ الرَّحْمٰنِ عَهْدًا নাকি আল্লাহ হতে কোনো প্রতিশ্রুতি নিয়েছে?

৭৯. كَلَّا কখনও নয় سَنَكْتُبُ مَا يَقُوْلُ আমি তার উক্তিসমূহ লিপিবদ্ধ করে নিচ্ছি وَنَمُدُّ لَهٗ مِنَ الْعَذَابِ مَدًّا এবং আমি তার জন্য শাস্তি বৃদ্ধি করতে থাকব।

৮০. وَّنَرِثُهٗ مَا يَقُوْلُ আর তার কথিত বস্তুসমূহের মালিক আমিই থাকব وَيَاْتِيْنَا فَرْدًا এবং সে আমার নিকট একাকী চলে আসবে।

৮১. وَاتَّخَذُوْا আর তারা নির্ধারিত করে নিয়েছে مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ আল্লাহকে ছেড়ে اٰلِهَةً অন্য উপাস্য لِّيَكُوْنُوْا لَهُمْ عِزًّا যেন তারা তাদের সম্মানের উপলক্ষ্য হয়।

https://e-ilm.weebly.com/

https://e-ilm.weebly.com/

৮৯. তোমরা তো একটি গুরুতর বিষয় উদ্ভাবন করেছ।	لَقَدْ جِئْتُمْ شَيْـًٔا اِدًّا ﴿٨٩﴾
৯০. যদ্দরুন অসম্ভব নয় যে, আসমান ফেটে যাবে, আর জমিন খণ্ড-বিখণ্ড হয়ে উড়ে যাবে এবং পর্বত ভেঙ্গে পড়বে।	تَكَادُ السَّمٰوٰتُ يَتَفَطَّرْنَ مِنْهُ وَتَنْشَقُّ الْاَرْضُ وَتَخِرُّ الْجِبَالُ هَدًّا ﴿٩٠﴾
৯১. এ জন্য যে, তারা আল্লাহর প্রতি সন্তানের সম্বন্ধ আরোপ করেছে।	اَنْ دَعَوْا لِلرَّحْمٰنِ وَلَدًا ﴿٩١﴾
৯২. অথচ সন্তান গ্রহণ করা দয়াময়ের জন্য শোভন নয়।	وَمَا يَنْۢبَغِيْ لِلرَّحْمٰنِ اَنْ يَّتَّخِذَ وَلَدًا ﴿٩٢﴾
৯৩. আসমানসমূহ ও জমিনে যতকিছু আছে, সমস্তই আল্লাহর সমক্ষে দাসরূপে উপস্থিত হয়।	كُلُّ مَنْ فِي السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ اِلَّآ اٰتِي الرَّحْمٰنِ عَبْدًا ﴿٩٣﴾
৯৪. [আর] তিনি সকলকে বেষ্টন করে আছেন এবং সকলকে গণনা করে রাখছেন।	لَقَدْ اَحْصٰهُمْ وَعَدَّهُمْ عَدًّا ﴿٩٤﴾
৯৫. আর কিয়ামতের দিন তারা সকলে তাঁর সমীপে একাকী উপস্থিত হবে।	وَكُلُّهُمْ اٰتِيْهِ يَوْمَ الْقِيٰمَةِ فَرْدًا ﴿٩٥﴾
৯৬. নিঃসন্দেহে যারা ঈমান এনেছে, আর নেক কাজ করেছে, আল্লাহ তা'আলা তাদের প্রতি [সকলের অন্তরে] মহব্বত সৃষ্টি করে দেবেন।	اِنَّ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَعَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ سَيَجْعَلُ لَهُمُ الرَّحْمٰنُ وُدًّا ﴿٩٦﴾

শাব্দিক অনুবাদ :

৮৯. لَقَدْ جِئْتُمْ তোমরা তো উদ্ভাবন করেছ شَيْـًٔا اِدًّا একটি গুরুতর বিষয়।

৯০. تَكَادُ السَّمٰوٰتُ يَتَفَطَّرْنَ مِنْهُ যদ্দরুন অসম্ভব নয় যে, আসমান ফেটে যাবে وَتَنْشَقُّ الْاَرْضُ আর জমিন খণ্ড-বিখণ্ড হয়ে উড়ে যাবে وَتَخِرُّ الْجِبَالُ هَدًّا এবং পর্বত ভেঙ্গে পড়বে।

৯১. اَنْ دَعَوْا এজন্য যে, তারা আরোপ করেছে لِلرَّحْمٰنِ আল্লাহর প্রতি وَلَدًا সন্তানের সম্বন্ধ।

৯২. وَمَا يَنْۢبَغِيْ لِلرَّحْمٰنِ অথচ দয়াময়ের জন্য শোভন নয় اَنْ يَّتَّخِذَ وَلَدًا তিনি সন্তান গ্রহণ করেন।

৯৩. كُلُّ مَنْ فِي السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ আসমানসমূহ ও জমিনে যত কিছু আছে اِلَّآ اٰتِي الرَّحْمٰنِ সমস্তই আল্লাহর সমক্ষে উপস্থিত হয় عَبْدًا দাসরূপে।

৯৪. لَقَدْ اَحْصٰهُمْ তিনি সকলকে বেষ্টন করে আছেন وَعَدَّهُمْ عَدًّا এবং সকলকে গণনা করে রাখছেন।

৯৫. وَكُلُّهُمْ اٰتِيْهِ আর তারা সকলে তার সমীপে উপস্থিত হবে يَوْمَ الْقِيٰمَةِ কিয়ামতের দিন فَرْدًا একাকী।

৯৬. اِنَّ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا নিঃসন্দেহে যারা ঈমান এনেছে وَعَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ আর নেক কাজ করেছে سَيَجْعَلُ لَهُمُ الرَّحْمٰنُ আল্লাহ তা'আলা তাদের প্রতি সৃষ্টি করে দেবেন وُدًّا মহব্বত।

https://e-ilm.weebly.com/

৯৭. সুতরাং আমি কুরআনকে আপনার [আরবি] ভাষায় এ জন্য সহজ করে দিয়েছি, যেন আপনি তাঁর সাহায্যে পরহেজগারদেরকে সুসংবাদ প্রদান করেন এবং তার দ্বারা ঝগড়াটে লোকদেরকে ভয় প্রদর্শন করেন।	فَإِنَّمَا يَسَّرْنَاهُ بِلِسَانِكَ لِتُبَشِّرَ بِهِ الْمُتَّقِينَ وَتُنذِرَ بِهِ قَوْمًا لُّدًّا ﴿٩٧﴾
৯৮. আর তাদের পূর্বে আমি বহু সম্প্রদায়কে ধ্বংস করে দিয়েছি; আপনি তাদের মধ্যকার কাউকেও দেখতে পান কি? কিংবা তাদের কোনো মৃদু শব্দ শুনতে পান কি?	وَكَمْ أَهْلَكْنَا قَبْلَهُم مِّن قَرْنٍ ط هَلْ تُحِسُّ مِنْهُم مِّنْ أَحَدٍ أَوْ تَسْمَعُ لَهُمْ رِكْزًا ﴿٩٨﴾

শাব্দিক অনুবাদ :

৯৭. فَإِنَّمَا يَسَّرْنَاهُ সুতরাং আমি কুরআনকে এজন্য সহজ করে দিয়েছে بِلِسَانِكَ আপনার ভাষায় لِتُبَشِّرَ بِهِ যেন আপনি তাঁর সাহায্যে সুসংবাদ প্রদান করেন الْمُتَّقِينَ পরহেজগারদেরকে وَتُنذِرَ بِهِ এবং তা দ্বারা ভয় প্রদর্শন করেন قَوْمًا لُّدًّا ঝগড়াটে লোকদেরকে।

৯৮. وَكَمْ أَهْلَكْنَا قَبْلَهُم مِّن قَرْنٍ আর তাদের পূর্বে আমি বহু সম্প্রদায়কে ধ্বংস করে দিয়েছি هَلْ تُحِسُّ مِنْهُم مِّنْ أَحَدٍ আপনি তাদের মধ্যকার কাউকেও দেখতে পান কি। أَوْ تَسْمَعُ لَهُمْ رِكْزًا কিংবা তাদের কোনো মৃদু শব্দ শুনতে পান কি?

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

أَفَرَأَيْتَ الَّذِي كَفَرَ بِآيَاتِنَا وَقَالَ لَأُوتَيَنَّ مَالًا وَوَلَدًا (٧٧)

শানে নুযূল : বুখারী, মুসলিম, তিরমিযী তাবারানী ও ইবনে হাব্বান প্রমুখ হযরত খাব্বাব ইবনে আরত (রা.) এর উদ্ধৃতি দিয়ে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেন, আমি একজন কর্মকার ছিলাম। আস ইবনে ওয়ায়েলের নিকট আমার কিছু পাওনা ছিল। সুতরাং আমি পরিশোধ করে আনার জন্যে তার নিকট গিয়ে তা আদায় করে দিতে বললাম। তখন সে বলল, আল্লাহর শপথ! যতক্ষণ না পর্যন্ত তুমি মুহাম্মদের কুফরি করবে আমি তোমার পাওনা দেব না। আমি জবাবে বললাম, আল্লাহর শপথ! তুমি মৃত্যুবরণ করে পূর্ণ জীবিত হলেও আমি মুহাম্মদ ﷺ -এর কুফরি করব না। তখন সে নরাধম বলল যে, তাহলে আমি মৃত্যুবরণ করে যখন জীবিত হব তখনই আসবে। সে সময় আমার নিকট আমার মালামাল ও সন্তান-সন্ততি থাকবে তখনই আমি তোমার মাল পরিশোধ করব। অপর এক বর্ণনায় রয়েছেন, খাব্বাব ইবনে আরত (রা.) একজন কর্মকার ছিলেন, তিনি আস ইবনে ওয়ায়েলের অধীনে কাজ করতেন। আস ইবনে ওয়ায়েল তার প্রাপ্য পরিশোধে বিলম্ব করত। একদা তিনি তার নিকট গিয়ে পাওনার টাকা চাইলে সে বলে, তোমার পাওনা পরিশোধ করার মতো কোনো কিছুই আজকে আমার কাছে নেই। তখন তিনি বললেন, তুমি পাওনা পরিশোধ না করলে আমি আর যাচ্ছি না। তখন আস বলল, হে খাব্বাব! তোমার কি হলো? তুমি তো এমন ছিলে না! তুমি তো সুন্দর করেই চাইতে। তখন খাব্বাব বললেন, এটা তো সে সময়ের কথা। যখন আমি তোমার ধর্মমতে বিশ্বাসী ছিলাম আর এখন, আমি তোমার ধর্ম ত্যাগ করে ইসলাম ধর্মে দীক্ষিত হয়েছি। তখন সে বলল, বেহেশতে স্বর্ণ, রৌপ্য, রেশমী পোশাক ও হরেক রকমের ফল থাকবে বলে কি তোমাদের বিশ্বাস নেই? তিনি বললেন হ্যাঁ! সে প্রেক্ষিতে সে বলল যে, আমাদের আরেকটু সুযোগ দাও। আমি জান্নাতে গিয়ে তা পরিশোধ করে দিব। আল্লাহর শপথ! তোমার কথা যদি সত্য হয়, তাহলে আমি সেখানে তোমার চেয়েও বেশি ধন-সম্পদ প্রাপ্ত হব। সে পরিপ্রেক্ষিতে আল্লাহ তা'আলা আলোচ্য আয়াত নাজিল করেন। -[আসবাবে নুযূল পৃ : ১৫, তাবারী ৩৭৫/৮]

إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ سَيَجْعَلُ لَهُمُ الرَّحْمَٰنُ وُدًّا (٩٦)

শানে নুযূল : আবূ জাফর মুহাম্মদ ইবনে জারীর তাবারী (র.) হযরত আব্দুর রহমান ইবনে আউফ (রা.) এর উদ্ধৃতি দিয়ে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেন, আব্দুর রহমান ইবনে আউফ (রা.) বলেন যে, আমি যখন মক্কা থেকে মদিনা অভিমুখে

https://e-ilm.weebly.com/

হিজরত করে চলে গেলাম, তখন মক্কার সাথি সঙ্গীদের বিচ্ছেদ বেদনা উপলব্ধি করতে লাগলাম। সেই সাথি সঙ্গীরা হলো শাইবা ইবনে রবীআ, উতবা ইবনে রবীআ ও উমাইয়্যা ইবনে খালফ। তার এ অসঙ্গত পীড়া উপলব্ধি করার পরিপ্রেক্ষিতে আল্লাহ তা'আলা আলোচ্য আয়াত নাজিল করেন। -[তাবারী ৩৮৬/১০]

وَالْبَاقِيَاتُ الصَّالِحَاتُ خَيْرٌ عِنْدَ رَبِّكَ ثَوَابًا وَّخَيْرٌ مَّرَدًّا-

بَاقِيَاتٌ صَالِحَاتٌ : এর তাফসীর সম্পর্কে নানাজনের নানামত বর্ণিত রয়েছে। এ সম্পর্কিত বিস্তারিত আলোচনা সূরা কাহফে উল্লিখিত হয়েছে। গ্রহণযোগ্য উক্তি এই যে, بَاقِيَاتٌ صَالِحَاتٌ বলে যেসব ইবাদত ও সৎকর্মের উপকারিতা স্থায়ী, তাই বোঝানো হয়েছে। مَرَدًّا শব্দের অর্থ প্রত্যাবর্তনস্থল। এখানে পরিণাম বোঝানো হয়েছে। আয়াতের উদ্দেশ্য এই যে, সৎকর্মই আসল সম্পদ। সৎকর্মের ছওয়াব বিরাট এবং পরিণাম চিরস্থায়ী শান্তি।

لَأُوتَيَنَّ مَالًا وَّوَلَدًا : বুখারী মুসলিমে হযরত খাব্বাব ইবনে আরত (রা.)-এর রেওয়ায়েতে রয়েছে যে, তিনি' আস ইবনে ওয়ালের কাফেরের কাছে কিছু পাওনার তাগাদায় গেলে সে বলল : তুমি মুহাম্মদ ﷺ -এর প্রতি ঈমান প্রত্যাহার না করা পর্যন্ত আমি তোমার পাওনা পরিশোধ করব না। হযরত খাব্বাব (রা.) জওয়াব দিলেন : এরূপ করা আমার পক্ষে কোনোক্রমেই সম্ভবপর নয়, চাই কি তুমি মরে পুনরায় জীবিত হতে পার। আস বলল : ভালো তো ' আমি কি মৃত্যুর পর পুনরায় জীবিত হব? এরূপ হলে তাহলে তোমার ঋণ তখনই পরিশোধ করব। কারণ তখনও আমার হাতে ধন-দৌলত ও সন্তান-সন্ততি থাকবে। (কুরতুবী)

কুরআন পাক এই আহাম্মক কাফেরের জওয়াবে বলেছে : সে কিরূপে জানতে পারল যে, পুনরায় জীবিত হওয়ার সময়ও তার হাতে ধন-দৌলত ও সন্তান-সন্ততি থাকবে? أَطَّلَعَ الْغَيْبَ সে কি উঁকি মেরে অদৃশ্যের বিষয়সমূহ জেনে নিয়েছে? أَمِ اتَّخَذَ عِنْدَ الرَّحْمٰنِ عَهْدًا অথবা সে দয়াময় আল্লাহর কাছ থেকে ধন-দৌলত, সন্তান-সন্ততির কোনো প্রতিশ্রুতি লাভ করেছে? বলাবাহুল্য, এরূপ কোনো কিছুই হয়নি। এমতাবস্থায় সে মনে এমন ধারণা কিভাবে বদ্ধমূল করে নিয়েছে?

وَنَرِثُهُ مَا يَقُولُ : অর্থাৎ সে যে ধন-দৌলত ও সন্তান -সন্ততির কথা বলেছে, তা পরকালে পাওয়া তো দূরের কথা, দুনিয়াতে সে যা প্রাপ্ত হয়েছে, তাও ত্যাগ করতে হবে এবং অবশেষে আমিই তার অধিকারী হব। অর্থাৎ এই ধন-দৌলত ও সন্তান-সন্ততি তার হস্তচ্যুত হয়ে অবশেষে আল্লাহর কাছে ফিরে যাবে।

وَيَاْتِيْنَا فَرْدًا : কিয়ামতের দিন সে একা আমার দরবারে উপস্থিত হবে। তার সাথে তখন না থাকবে সন্তান-সন্ততি এবং না থাকবে ধন-দৌলত।

وَيَكُونُونَ عَلَيْهِمْ ضِدًّا : অর্থাৎ এই স্বহস্তনির্মিত মূর্তি এবং মিথ্যা উপাস্য, সহায় হওয়ার আশায় কাফেররা যাদের ইবাদত করত, তারা এই আশার বিপরীতে তাদের শত্রু হয়ে যাবে। আল্লাহ তা'আলা তাদেরকে বাকশক্তি দান করবেন এবং তারা বলবে : ইয়া আল্লাহ! এদেরকে শাস্তি দিন। কেননা এরা আপনার পরিবর্তে আমাদেরকে উপাস্য করে নিয়েছিল।

تَؤُزُّهُمْ أَزًّا আরবি অভিধানে حَضَّ-فَزَّ-أَزَّ-هَزَّ শব্দগুলো একই অর্থে ব্যবহৃত হয়; অর্থাৎ কোনো কাজের জন্যে উৎসাহিত করা। লঘুতা, তীব্রতা ও কম-বেশির দিক দিয়ে এগুলোর মধ্যে পারস্পরিক তারতম্য রয়েছে। أَزٌّ শব্দের অর্থ পূর্ণ শক্তি, কৌশল ও আন্দোলনের মাধ্যমে কাউকে কোনো কাজের জন্য প্রস্তুত বরং বাধ্য করে দেওয়া। আয়াতের অর্থ এই যে, শয়তানরা কাফেরদেরকে মন্দ কাজে প্রেরণা যোগাতে থাকে, মন্দ কাজের সৌন্দর্য অন্তরে প্রতিষ্ঠিত করে দেয় এবং অনিষ্টের প্রতি দৃষ্টিপাত করতে দেয় না।

إِنَّمَا نَعُدُّ لَهُمْ عَدًّا : উদ্দেশ্য এই যে, আপনি তাদের শাস্তির ব্যাপারে তাড়াহুড়া করবেন না। শাস্তি সত্বরই হবে। কেননা আমি তাদেরকে দুনিয়াতে বসবাসের জন্যে যে গুনাগুনতি দিন ও সময় দিয়েছি, তা দ্রুত পূর্ণ হয়ে যাবে। এরপর শাস্তিই শাস্তি। نَعُدُّ لَهُمْ অর্থাৎ আমি তাদের জন্যে গণনা করছি। এর উদ্দেশ্য এই যে, কোনো কিছুই বল্গাহীন নয়। তাদের বয়সের দিবারাত্রি গণনার মধ্যে রয়েছে। তাদের শ্বাস-প্রশ্বাস, তাদের চলাফেরার এক একটি পদক্ষেপ, তাদের আনন্দ ও তাদের জীবনের এক একটি মুহূর্ত আমি গণনা করছি। গণনা শেষ হওয়া মাত্র তাদের উপর আজাব ঝাঁপিয়ে পড়বে।

https://e-ilm.weebly.com/

খলীফা মামুনূর রশীদ একবার সূরা মারইয়াম পাঠ করলেন। এই আয়াত পর্যন্ত পৌছে তিনি দরবারে উপস্থিত আলেম ও ফিকহবিদগণের মধ্যে থেকে ইবনে সাম্মাকের প্রতি ইঙ্গিত করে বললেন : এ সম্পর্কে কিছু বলুন। ইবনে সাম্মাক আরজ করলেন : আমাদের শ্বাস-প্রশ্বাসই যেখানে গুণতিকৃত, তখন তো তা খুবই দ্রুত নিঃশেষ হয়ে যাবে। জনৈক কবি বলেছেন :

حَيَاتُكَ اَنْفَاسٌ تُعَدُّ فَكُلَّمَا • مَضٰى نَفَسٌ مِنْكَ اِنْتَقَصْ بِهٖ جُزْءٌ

অর্থাৎ তোমার জীবনের শ্বাস-প্রশ্বাস গুণতিকৃত। একটি শ্বাস পেছনে চলে গেলে তোমার জীবনের একটি অংশ হ্রাস পায়। কথিত রয়েছে, মানুষ দিবারাত্রে চব্বিশ হাজার শ্বাস গ্রহণ করে। -[কুরতুবী]

জনৈক বুযুর্গ বলেছেন : وَكَيْفَ يَفْرَحُ بِالدُّنْيَا وَلَذَّتِهَا • فَتًى يُعَدُّ عَلَيْهِ اللَّفْظُ وَالنَّفَسُ

অর্থাৎ সে ব্যক্তি দুনিয়া ও দুনিয়ার আনন্দে কিরূপে বিভোর ও নিশ্চিত হতে পারে, যার কথা ও শ্বাস-প্রশ্বাস গণনা করা হচ্ছে। –[রূহুল মা'আনী]

يَوْمَ نَحْشُرُ الْمُتَّقِيْنَ اِلَى الرَّحْمٰنِ وَفْدًا : যারা বাদশাহ অথবা কোনো শাসনকর্তার কাছে সম্মান ও মর্যাদা সহকারে গমন করে, তাদেরকে وَفْد বলা হয়। হাদীসে রয়েছে : তারা সওয়ারীতে সওয়ার হয়ে সেখানে পৌছবে এবং প্রত্যেকের সওয়ারী তাই হবে, যা সে দুনিয়াতে পছন্দ করত। উদাহরণত উট, ঘোড়া প্রভৃতি। কেউ কেউ বলেন, তাদের সৎকর্মসমূহ তাদের প্রিয় সওয়ারীর রূপ ধারণ করবে। -[রূহুল মা'আনী, কুরতুবী]

اِلٰى جَهَنَّمَ وِرْدًا : وِرْد -এর শাব্দিক অর্থ পানির দিকে যাওয়া। বলা বাহুল্য, পিপাসা লাগলেই মানুষ অথবা জন্তু পানির দিকে যায়। তাই وِرْدًا -এর অনুবাদ পিপাসার্ত করা হলো।

مَنِ اتَّخَذَ عِنْدَ الرَّحْمٰنِ عَهْدًا : হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) বলেন : عَهْد (অঙ্গীকার) বলে 'লা -ইলাহা ইল্লাল্লাহ'র সাক্ষ্য বোঝানো হয়েছে। কেউ বলেন : عَهْد বলে কুরআনের হিফজ বোঝানো হয়েছে। মোটকথা, সুপারিশ করার অধিকার প্রত্যেকেই পাবে না। যারা ঈমান ও অঙ্গীকারে অটল থাকে, শুধু তারাই পাবে।-[রূহুল মা'আনী]

وَتَخِرُّ الْجِبَالُ هَدًّا : এসব আয়াতে থেকে জানা যায় যে মৃত্তিকা, পাহাড় ইত্যাদিতে বিশেষ এক প্রকার বুদ্ধি ও চেতনা বিদ্যমান আছে, যদিও তা মানুষের বুদ্ধি ও চেতনার ন্যায় খোদায়ী বিধানাবলি প্রযোজ্য হওয়ার স্তর পর্যন্ত উন্নীত নয়। এই বুদ্ধি ও চেতনার কারণেই পৃথিবীর যাবতীয় বস্তু আল্লাহর নামের তসবীহ পাঠ করে। যেমন -কুরআন বলে : وَاِنْ مِّنْ شَيْءٍ اِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهٖ অর্থাৎ আল্লাহর প্রশংসা কীর্তন করে না, এমন কোনো বস্তু দুনিয়াতে নেই। বস্তুসমূহের এই বুদ্ধি ও চেতনাই আলোচ্য আয়াতসমূহে বর্ণিত হয়েছে যে, আল্লাহ তা'আলার সাথে কাউকে শরিক করলে বিশেষত আল্লাহর জন্য সন্তান সাব্যস্ত করলে পৃথিবী, পাহাড় ইত্যাদি ভীষণরূপে অস্থির ও ভীত হয়ে পড়ে। হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা.) বলেন, জিন ও মানব ছাড়া সমস্ত সৃষ্টবস্তু শিরকের ভয়ে খণ্ড-বিখণ্ড হয়ে যাওয়ার উপক্রম হয়।-[রূহুল মা'আনী]

وَعَدَّهُمْ عَدًّا : অর্থাৎ আল্লাহ তা'আলা সমগ্র মানবমণ্ডলীর ব্যক্তিত্ব ও কর্ম সম্পর্কে পুরোপুরি জ্ঞান রাখেন। তাদের শ্বাস-প্রশ্বাস, তাদের পদক্ষেপ, তাদের লোকমা ও ঢোক আল্লাহর কাছে গণনাকৃত। এতে কম -বেশি হতে পারে না।

سَيَجْعَلُ لَهُمُ الرَّحْمٰنُ وُدًّا : অর্থাৎ ঈমান ও সৎকর্মে দৃঢ়পদ ব্যক্তিদের জন্যে আল্লাহ তা'আলা বন্ধুত্ব ও ভালোবাসা সৃষ্টি করে দেন। উদ্দেশ্য এই যে, ঈমান ও সৎকর্ম পূর্ণরূপ পরিগ্রহ করলে এবং বাহিরের কুপ্রভাব থেকে মুক্ত হলে ঈমানদার সৎকর্মশীলদের মধ্যে পারস্পরিক ভালোবাসা ও সম্প্রীতি পয়দা হয়ে যায়। একজন সৎকর্মপরায়ণ ব্যক্তি অন্য একজন সৎকর্মপরায়ণ ব্যক্তির সাথে ভালোবাসার বন্ধনে আবদ্ধ হয়ে যায় এবং অন্যান্য মানুষ ও সৃষ্টজীবের মনেও আল্লাহ তা'আলা তাদের প্রতি মহব্বত সৃষ্টি করে দেন।

বুখারী, মুসলিম, তিরমিযী ইত্যাদি হাদীসগ্রন্থে হযরত আবূ হুরায়রা (রা.)-এর রেওয়ায়েতে বর্ণিত আছে, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন : আল্লাহ তা'আলা যখন কোনো বান্দাকে পছন্দ করেন, তখন জিবরাঈলকে বলেন, আমি অমুক বান্দাকে ভালোবাসি, তুমিও তাকে ভালোবাস। অতঃপর জিবরাঈল সব আকাশে একথা ঘোষণা করেন এবং তখন আকাশের অধিবাসীরা সবাই সেই বান্দাকে ভালোবাসতে থাকে। এরপর এই ভালোবাসা পৃথিবীতে অবতীর্ণ হয়। ফলে পৃথিবীর অধিবাসীরাও তাকে ভালোবাসতে থাকে। তিনি আরও বলেন : কুরআন পাকের এই আয়াত এর পক্ষে সাক্ষ্য দেয় :

اِنَّ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَعَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ سَيَجْعَلُ لَهُمُ الرَّحْمٰنُ وُدًّا

https://e-ilm.weebly.com/

(রূহুল -মা'আনী) হারেম ইবনে হাইয়্যান বলেন, যে ব্যক্তি সর্বান্তকরণে আল্লাহর প্রতি মনোনিবেশ করে, আল্লাহ তা'আলা সমস্ত ঈমানদারের অন্তর তার দিকে নিবিষ্ট করে দেন। -[কুরতুবী]

হযরত ইবরাহীম খলীলুল্লাহ (আ.) যখন স্ত্রী হাজেরা ও দুগ্ধপোষ্য সন্তান হযরত ইসমাঈল (আ.)-কে আল্লাহর নির্দেশে মক্কার শুষ্ক পর্বতমালা বেষ্টিত মরুভূমিতে রেখে প্রত্যাবর্তনের ইচ্ছা করেন, তখন তাঁদের জন্যে দোয়া করে বলেছিলেন : فَاجْعَلْ اَفْـئِدَةً مِّنَ النَّاسِ تَهْوِيْ اِلَيْهِمْ হে আল্লাহ আমার নিঃসঙ্গ পরিবার পরিজনের প্রতি আপনি কিছু লোকের অন্তর আকৃষ্ট করে দিন। এ দোয়ার ফলেই হাজারো বছর অতিক্রান্ত হওয়ার পর এখনও মক্কা ও মক্কাবসীদের প্রতি মহব্বতে সমগ্র বিশ্বের অন্তর আপ্লুত হচ্ছে। বিশ্বের প্রতি কোণ থেকে দূরতিক্রম্য বাধা-বিপত্তি ডিঙ্গিয়ে সারা জীবনের উপার্জন ব্যয় করে মানুষ এখানে পৌঁছে এবং বিশ্বের কোণে কোণে যেসব দ্রব্যসামগ্রী উৎপাদিত হয় তা মক্কার বাজারসমূহে পাওয়া যায়।

اَوْتَسْمَعُ لَهُمْ رِكْزًا : বোধগম্য নয়-এমন ক্ষীণতম শব্দকে رِكْز বলা হয়; যেমন মরণোন্মুখ ব্যক্তি জিহবা সঞ্চালন করলে আওয়াজ হয়। আয়াতের উদ্দেশ্য এই যে, সব রাজ্যাধিপতি, জাঁক-জমকের অধিকারী ও শক্তিধরদেরকে যখন আল্লাহ তা'আলার আজাব পাকড়াও করে ধ্বংস করে দেয়, তখন এমন অবস্থা হয় যে, তাদের কোনো ক্ষীণতম শব্দ এবং আচরণ-আলোড়ন আর শোনা যায় না।

শব্দ বিশ্লেষণ :

اِهْتَدَوْا : সীগাহ جمع مذكر غائب বহছ ماضى معروف বাব اِفْتِعَالْ মাসদার اِهْتِدَاءٌ মূলবর্ণ (ه ـ د ـ ى) জিনস ناقص يائى অর্থ- স্বেচ্ছায় চেষ্টা করে সোজা রাস্তা ধরা, হেদায়েত অর্জন করা।

لَاُوْتَيَنَّ : সীগাহ واحد متكلم বহছ مضارع مجهول لام تاكيد بانون تاكيد ثقيلة বাব اِفْعَالْ মাসদার اِيْتَاءٌ মূলবর্ণ (ا ـ ت ـ ى) জিনস মুরাক্কাব (ناقص يائى এবং مهموز فاء) অর্থ- অবশ্যই আমাকে দেওয়া হবে।

تَؤُزُّهُمْ : সীগাহ واحد مونث غائب বহছ مضارع معروف বাব نَصَرَ মাসদার اَزٌّ মূলবর্ণ (ا ـ ز ـ ز) জিনস মুরাক্কাব مهموز فاء এবং مضاعف ثلاثى অর্থ- তারা তাদেরকে উত্তেজিত করতে থাকে।

يَتَفَطَّرْنَ : সীগাহ جمع مؤنث غائب বহছ مضارع معروف বাব تَفَعُّلٌ মাসদার تَفَطُّرٌ মূলবর্ণ (ف ـ ط ـ ر) জিনস صحيح অর্থ- তা ফেটে যায়।

اَحْصٰهُمْ : সীগাহ واحد مذكر غائب বহছ ماضى معروف বাব اِفْعَالٌ মাসদার اِحْصَاءٌ মূলবর্ণ (ح ـ ص ـ ى) জিনস ناقص يائى অর্থ-তিনি তাদেরকে গণনা করেছেন।

عَدَّهُمْ : সীগাহ واحد مذكر غائب বহছ ماضى معروف বাব نَصَرَ মাসদার عَدٌّ মূলবর্ণ (ع ـ د ـ د) জিনস مضاعف ثلاثى অর্থ- তিনি তাদেরকে গণনা করে রাখছেন।

বাক্য বিশ্লেষণ :

اِنَّ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَعَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ سَيَجْعَلُ لَهُمُ الرَّحْمٰنُ وُدًّا : এ বাক্যে ان হলো হরফে মুশাব্বাহ বিল ফে'ল। الَّذِيْنَ الخ হলো ইসমে ان আর اٰمَنُوْا বাক্যটি হলো صلة আর عَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ বাক্যটি আতফ হলো اٰمَنُوْا-এর উপর। আর سيجعل الخ হলো خبر ان আর لَهُمْ টা উহ্য কোনো শিবহে ফেলের সাথে متعلق হয়ে يَجْعَلُ এর দ্বিতীয় মাফউল আর الرَّحْمٰنُ হলো يَجْعَلُ এর ফায়েল এবং وُدًّا হলো يَجْعَلُ-এর প্রথম মাফউল।

هَلْ تُحِسُّ مِنْهُمْ مِّنْ اَحَدٍ اَوْ تَسْمَعُ لَهُمْ رِكْزًا : এ বাক্যে هَلْ শব্দটি استفهام انكارى-এর জন্য। আর تُحِسُّ হলো ফে'ল আর তার ফায়েল হলো উহ্য যমীর انت ; আর مِنْهُمْ হলো حال কেননা তা اَحَدٍ এর সিফাত হয়েছে। আর مِنْ হলো অতিরিক্ত; আর اَحَد হলো মাজরূর مِنْ দ্বারা শাব্দিকভাবে আর স্থানগত হিসেবে مفعول به আর حرف جار আর اَوْ হরফে আতফ আর تَسْمَعُ হলো تُحِسُّ-এর উপর আতফ আর لَهُمْ হলো حال এবং رِكْزًا হলো মাফউলে বিহী।

–[ই'রাবুল কুরআন ৪র্থ খণ্ড, পৃ. ৬৫১]

https://e-ilm.weebly.com/

سُوْرَةُ طٰهٰ مَكِّيَّةٌ

সূরা ত্বা-হা

মক্কায় অবতীর্ণ; আয়াত- ১৩৫, রুকূ'- ৮

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ○

পরম করুণাময়, দয়ালু আল্লাহর নামে শুরু করছি

১. ত্বা-হা।	طٰهٰ ﴿١﴾
২. আমি আপনার প্রতি কুরআন এ জন্য নাজিল করিনি যে, আপনি কষ্ট ভোগ করেন।	مَآ اَنْزَلْنَا عَلَيْكَ الْقُرْاٰنَ لِتَشْقٰٓى ﴿٢﴾
৩. বরং এমন ব্যক্তিকে উপদেশ দেওয়ার জন্য, যে ভয় করে।	اِلَّا تَذْكِرَةً لِّمَنْ يَّخْشٰى ﴿٣﴾
৪. এটা সেই আল্লাহ তা'আলার পক্ষ হতে অবতারিত হয়েছে- যিনি জমিন ও উচ্চ আকাশসমূহকে সৃষ্টি করেছেন।	تَنْزِيْلًا مِّمَّنْ خَلَقَ الْاَرْضَ وَالسَّمٰوٰتِ الْعُلٰى ﴿٤﴾
৫. তিনি পরম করুণাময়, আরশের উপর কায়েম আছেন।	اَلرَّحْمٰنُ عَلَى الْعَرْشِ اسْتَوٰى ﴿٥﴾
৬. তাঁরই অধিকারে রয়েছে- যা কিছু আসমানসমূহে আছে এবং যা কিছু জমিনে আছে, আর যা কিছু এতদুভয়ের মধ্যে আছে, আর যা কিছু মাটির অন্তঃস্থলে আছে।	لَهٗ مَا فِى السَّمٰوٰتِ وَمَا فِى الْاَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا وَمَا تَحْتَ الثَّرٰى ﴿٦﴾

শাব্দিক অনুবাদ :

১. طٰهٰ ত্বা-হা।

২. مَآ اَنْزَلْنَا আমি নাজিল করিনি عَلَيْكَ الْقُرْاٰنَ আপনার প্রতি কুরআন لِتَشْقٰٓى এ জন্য যে, আপনি কষ্ট ভোগ করেন।

৩. اِلَّا تَذْكِرَةً বরং এমন ব্যক্তিকে উপদেশ দেওয়ার জন্য لِّمَنْ يَّخْشٰى যে ভয় করে।

৪. تَنْزِيْلًا এটা সেই আল্লাহ তা'আলার পক্ষে থেকে অবতারিত হয়েছে مِّمَّنْ خَلَقَ যিনি সৃষ্টি করেছেন الْاَرْضَ وَالسَّمٰوٰتِ
الْعُلٰى জমিন ও উচ্চ আকাশসমূহকে।

৫. اَلرَّحْمٰنُ তিনি পরমকরুণাময় عَلَى الْعَرْشِ اسْتَوٰى আরশের উপর কায়েম আছেন।

৬ لَهٗ তাঁরই অধিকারে রয়েছে مَا فِى السَّمٰوٰتِ যা কিছু আসমানসমূহে রয়েছে وَمَا فِى الْاَرْضِ এবং যা কিছু জমিনে আছে
وَمَا بَيْنَهُمَا, আর যা কিছু এতদুভয়ের মধ্যে আছে وَمَا تَحْتَ الثَّرٰى আর যা কিছু মাটির অন্তঃস্থলে আছে।

https://e-ilm.weebly.com/

৭. আর যদি তুমি উচ্চৈঃস্বরে কথা বল, তিনি তো নীরবে কথিত কথা এবং তদপেক্ষা অধিক প্রচ্ছন্ন কথাও জানেন।	وَاِنْ تَجْهَرْ بِالْقَوْلِ فَاِنَّهٗ يَعْلَمُ السِّرَّ وَاَخْفٰى ﴿٧﴾
৮. আল্লাহ্ এমন যে, তিনি ভিন্ন কোনো মা'বূদ নেই; তাঁর উত্তম উত্তম নাম আছে।	اَللّٰهُ لَاۤ اِلٰهَ اِلَّا هُوَ ؕ لَهُ الْاَسْمَآءُ الْحُسْنٰى ﴿٨﴾
৯. আর আপনার নিকট এসেছে কি মূসার বৃত্তান্তও?	وَهَلْ اَتٰىكَ حَدِيْثُ مُوْسٰى ﴿٩﴾
১০. যখন তিনি এক অগ্নি দেখতে পেলেন, তখন তিনি স্বীয় পরিজনবর্গকে বললেন, তোমরা থাম, আমি আগুন দেখেছি, হয়তো আমি তা হতে তোমাদের নিকট আগুনের কিছু জ্বলন্ত অঙ্গার আনতে পারব অথবা তাঁর নিকট পথের সন্ধান পেতে পারি।	اِذْ رَاٰ نَارًا فَقَالَ لِاَهْلِهِ امْكُثُوْۤا اِنِّیْۤ اٰنَسْتُ نَارًا لَّعَلِّیْۤ اٰتِیْكُمْ مِّنْهَا بِقَبَسٍ اَوْ اَجِدُ عَلَى النَّارِ هُدًى ﴿١٠﴾
১১. অতঃপর যখন তিনি আগুনের কাছে পৌঁছলেন, তখন আওয়াজ দেওয়া হলো, হে মূসা!	فَلَمَّاۤ اَتٰىهَا نُوْدِیَ یٰمُوْسٰى ﴿١١﴾
১২. আমিই তোমার প্রতিপালক, অতএব, তোমার পাদুকাদ্বয় খুলে ফেল, তুমিতো এক পবিত্র ময়দানে অর্থাৎ তুওয়া উপত্যকায় রয়েছ।	اِنِّیْۤ اَنَا رَبُّكَ فَاخْلَعْ نَعْلَیْكَ ۚ اِنَّكَ بِالْوَادِ الْمُقَدَّسِ طُوًى ﴿١٢﴾

শাব্দিক অনুবাদ :

৭. وَاِنْ تَجْهَرْ بِالْقَوْلِ আর যদি তুমি উচ্চৈঃস্বরে কথা বল فَاِنَّهٗ يَعْلَمُ তিনি তো জানেন السِّرَّ নীরবে কথিত কথা وَاَخْفٰى এবং তদপেক্ষা অধিক প্রচ্ছন্ন কথাও ।

৮. اَللّٰهُ لَاۤ اِلٰهَ اِلَّا هُوَ আল্লাহ এমন যে, তিনি ভিন্ন কোনো মা'বূদ নেই لَهُ الْاَسْمَآءُ الْحُسْنٰى তাঁর উত্তম উত্তম নাম আছে।

৯. وَهَلْ اَتٰىكَ, আর আপনার নিকট এসেছে কি حَدِيْثُ مُوْسٰى মূসার বৃত্তান্তও।

১০. اِذْ رَاٰ نَارًا যখন তিনি এক অগ্নি দেখতে পেলেন فَقَالَ তখন তিনি বললেন لِاَهْلِهِ স্বীয় পরিজনবর্গকে امْكُثُوْۤا তোমরা থাম اِنِّیْۤ اٰنَسْتُ نَارًا আমি আগুন দেখেছি لَعَلِّیْۤ اٰتِیْكُمْ مِّنْهَا بِقَبَسٍ হয়তো আমি তা হতে তোমাদের নিকট আগুনের কিছু জ্বলন্ত আঙ্গার আনতে পারব اَوْ اَجِدُ عَلَى النَّارِ هُدًى অথবা তাঁর নিকট পথের সন্ধান পেতে পারি।

১১. فَلَمَّاۤ اَتٰىهَا অতঃপর যখন তিনি আগুনের কাছে পৌঁছলেন نُوْدِیَ یٰمُوْسٰى তখন আওয়াজ দেওয়া হলো হে মূসা।

১২. اِنِّیْۤ اَنَا رَبُّكَ আমিই তোমার প্রতিপালক فَاخْلَعْ نَعْلَیْكَ অতএব তোমার পাদুকাদ্বয় খুলে ফেল اِنَّكَ بِالْوَادِ الْمُقَدَّسِ طُوًى তুমিতো এক পবিত্র ময়দানে অর্থাৎ তুওয়া উপত্যকায় রয়েছে।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

এ সূরাটি মক্কায় অবতীর্ণ। এতে ১৩৫টি আয়াত এবং ৮টি রুকূ' রয়েছে।

নামকরণ : যেহেতু এ সূরার প্রথম শব্দই হলো 'ত্বা-হা' তাই এই সূরার নামকরণ করা হয়েছে ত্বা-হা। এই সূরার আরেকটি নাম হলো আল-কালীম। (আল্লামা ইদ্রিস কান্দলভী (র.) কৃত তাফসীরে মা'রিফুল কুরআন ৪/৫২৮)

https://e-ilm.weebly.com/

সূরায়ে মারইয়ামে আল্লাহ পাক একাধিক আম্বিয়া কেরামের ঘটনাবলি বিস্তারিতভাবে বর্ণনা করেছেন, যেমন হযরত যাকারিয়া (আ.), হযরত ইয়াহইয়া (আ.) এবং হযরত ঈসা (আ.)। আর কয়েকজন নবীর কথা বর্ণিত হয়েছে সংক্ষিপ্তভাবে। যেমন হযরত মূসা (আ.)-এর ঘটনা। আর কোনো কোনো নবীর ঘটনার দিকে ইঙ্গিত করা হয়েছে, যেমন ইরশাদ হয়েছে, أُولَٰئِكَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ مِنْ ذُرِّيَّةِ آدَمَ
আর আলোচ্য সূরায় হযরত মূসা (আ.) -এর ঘটনা বিস্তারিতভাবে বর্ণনা করা হয়েছে। এবং সূরার শেষে হযরত আদম (আ.)-এর ঘটনাও সবিস্তার বর্ণিত হয়েছে।

এ সূরার ফজিলত : এ সূরা সম্পর্কে আল্লামা সুয়ূতী (র.) লিখেছেন, ইবনে মারদুভিয়া হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা.) এর কথার উদ্ধৃতি দিয়েছেন যে, এ সূরা মক্কায় অবতীর্ণ হয়েছে। দারামী এবং ইবনে খোযাইমা হযরত আবূ হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত হাদীসের উদ্ধৃতি দিয়েছেন। প্রিয়নবী হযরত মুহাম্মদ ﷺ ইরশাদ করেছেন, আসমান, জমিন সৃষ্টির দুই হাজার বছর পূর্বে আল্লাহ পাক সূরায়ে 'ত্বা-হা' এবং সূরা 'ইয়াসীন' পাঠ করেছেন। ফেরেশতাগণ এ সূরা শ্রবণ করে বলেছিল, সেই উম্মত অত্যন্ত ভাগ্যবান যার প্রতি এই কালাম নাজিল হবে। আর সেই ভাষা অত্যন্ত মোবারক যার মাধ্যমে এই কালাম প্রকাশিত হবে। দায়লামীও হযরত আনাস (রা.) থেকে অনুরূপ হাদীস বর্ণনা করেছেন।

তাফসীরুল কুরআন

ط ـ ه এ দু'টি অক্ষরকে মুকাত্তা'আত বলা হয়। কোনো কোনো তাফসীরকার বলেছেন, طٰهٰ আল্লাহ পাকের অন্যতম নাম। এক্ষেত্রে এ শব্দটি শপথের উদ্দেশ্যে ব্যবহৃত হয়েছে, যেমন 'হা-মীম'। প্রিয়নবী হযরত মুহাম্মদ ﷺ খন্দকের যুদ্ধের দিন বলেছিলেন حٰمٓ لَا يُنْصَرُوْنَ 'হা- মীমের শপথ!' এ কাফেরদেরকে সাহায্য করা হবে না এবং তারা সফল হবে না।"
মুকাতিল ইবনে হাব্বান বলেছেন ত্বা-হা'র অর্থ হলো উভয় পা জমিনে রাখো, তাহাজ্জুদের নামাজে উভয় পা জমিনে স্থাপন করো। ইবনে মারদুভিয়া তাঁর তাফসীরে হযরত আলী (রা.)-এর বর্ণনার উদ্ধৃতি দিয়েছেন যে, যখন সূরা মুযযাম্মিল -এর আয়াত নাজিল হয় : يَا أَيُّهَا الْمُزَّمِّلُ قُمِ اللَّيْلَ إِلَّا قَلِيلًا (হে কম্বলীওয়ালা, রাত্রিকালে নামাজে দণ্ডায়মান হোন অল্প সময় ব্যতীত।)
এ আয়াত নাজিল হওয়ার পর প্রিয়নবী হযরত মুহাম্মদ ﷺ সারা রাত আল্লাহ পাকের দরবারে দণ্ডায়মান থাকতেন। ফলে তাঁর কদম মোবারকে রস জমে যায়, কদম মোবারক ফুলে যায়। তখন তিনি একটি পা মাটিতে রাখতেন আরেকটি পা তুলে রাখতেন, তখন হযরত জিবরাঈল (আ.) অবতরণ করলেন এবং বললেন, 'ত্বা-হা'। অর্থাৎ হে মুহাম্মদ ﷺ উভয় পা মাটিতে রাখুন।
তাফসীরকার মুজাহিদ (র.), আতা (র.) এবং যাহহাক (র.) বলেছেন, ত্বা-হা অর্থ হলো 'হে ব্যক্তি'। তাফসীরকার কাতাদাহ (র.) বলেছেন, হিব্রু ভাষায় 'ত্বা-হা' অর্থ হলো হে ব্যক্তি। কালবী (র.)ও আলোচ্য শব্দটির এ তরজমাই করেছেন। এ অর্থ গ্রহণ করা হলে আলোচ্য শব্দটি দ্বারা প্রিয়নবী হযরত মুহাম্মদ ﷺ -কে সম্বোধন করা হয়েছে।
–(তাফসীরে মাজহারী ৭/৩৫৮–৩৫৯)

ইমাম রাযী (র.) -এর কয়েকটি ব্যাখ্যা করেছেন,
(১) ط অক্ষরটির ব্যাখ্যায় লিখেছেন, এর দ্বারা জান্নাতের তুবা বৃক্ষটি উদ্দেশ্য করা হয়েছে।
আর هـ অক্ষরটি দ্বারা হাবিয়া বুঝানো হয়েছে। (দোজখের একটি নাম)। এর অর্থ হলো আল্লাহ পাক জান্নাত এবং দোজখের শপথ করেছেন।
(২) বর্ণিত আছে যে, ইমাম জাফর সাদেক (রা.) বলতেন ط দ্বারা আহলে-বাইতের তহারাত বা পবিত্রতা উদ্দেশ্য করা হয়েছে। আর ه অক্ষর দ্বারা আহলে বাইতের হেদায়েত উদ্দেশ্য করা হয়েছে।
কোনো কোনো তত্ত্বজ্ঞানী বলেছেন, 'ত্বা' দ্বারা পবিত্রতা আর 'হা' দ্বারা হেদায়েত উদ্দেশ্য করা হয়েছে। অর্থাৎ হে সেই মহান ব্যক্তি যিনি গায়বি বিষয়ে মানুষকে হেদায়েত করেন। –(তাফসীরে কাবীর ২২/৩)

طٰهٰ ١ مَا أَنْزَلْنَا عَلَيْكَ الْقُرْآنَ لِتَشْقٰى ٢

শানে নুযূল -১ : হযরত রবী' ইবনে আনাসের উদ্ধৃতি দিয়ে ইবনে কাছীর (র.) বর্ণনা করেন যে, রাসূল ﷺ যখন নামাজ আদায় করতেন, তখন এক পায়ে ভর দিয়ে অপর পা তুলে দাঁড়াতেন, সে প্রেক্ষাপট সম্পর্কে আল্লাহ তা'আলা আলোচ্য আয়াত নাজিল করেন।

https://e-ilm.weebly.com/

শানে নুযূল -২ : যুবাইরি হাক্কান ইবনে কাইস এর উদ্ধৃতি দিয়ে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেন, আল্লাহ তা'আলা যখন রাসূল ﷺ-এর উপর কুরআন নাজিল করেন, তখন রাসূল ﷺ ও সাহাবীগণ কুরআন নিয়ে নামাজে দাঁড়িয়ে যেতেন। সে অবস্থার প্রতি লক্ষ্য করে কুরাইশ মুশরিকগণ বলতে লাগল যে, মুহাম্মদের উপর এ কুরআন নাজিল হচ্ছে কেবল মাত্র মুহাম্মদকে অসহনীয় কষ্টে নিপতিত করার জন্যে। তাদের এহেন অন্তঃসার শূন্য মন্তব্যের পরিপ্রেক্ষিতে আল্লাহ তা'আলা আলোচ্য আয়াত নাজিল করেন। -[ইবনে কাছীর ৩/১৪৫, কুরতুবী ১১/১৫২-১৫৩, বাহরে মুহীত্ব ৬/২১১]

শানে নুযূল -৩ : মুজাহিদ বলেন, নবী করীম ﷺ এবং সাহাবায়ে কেরাম রাতের নামাজ দীর্ঘ কিয়াম সহকারে নামাজ আদায় করার জন্য তাঁরা নিজেদের সিনায় দড়ি বেঁধে রাখতেন, সে পরিপ্রেক্ষিতে আলোচ্য আয়াত নাজিল করা হয়।

শানে নুযূল -৪ : কালবী বলেন, মহানবী ﷺ উপর মক্কায় যখন ওহী নাজিল করা হয়,তখন তিনি মনে প্রাণে ইবাদতে মগ্ন হয়ে পড়েন। ফলে সে ইবাদত তাঁর কষ্টের কারণ হয়ে দাঁড়াল। বলা বাহুল্য, তিনি অনেক দিন পর্যন্ত সারা রাত ব্যাপিয়া নামাজ আদায় করতে থাকেন। অবশেষে আল্লাহ তা'আলা এ অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে আলোচ্য আয়াত নাজিল করেন। -[কুরতুবী ১১/১৫৩, ফাতহুল কাদীর ৩/৩৬০]

শানে নুযূল -৫ : ইবনুল মুনযির ও ইবনে মারদুভিয়া হযরত ইবনে আব্বাস (রা.)-এর উদ্ধৃতি দিয়ে বর্ণনা করেন যে, রাসূল ﷺ এর উপর যখন সর্বপ্রথম ওহী নাজিল হয়, তখন তিনি দু'পায়ের অগ্রভাগে চাপা দিয়ে নামাজে দাঁড়াতেন। তখন যে কষ্ট হতো সে পরিপ্রেক্ষিতে আল্লাহ তা'আলা আলোচ্য আয়াত নাজিল করেন। -(ফাতহুল কাদীর ৩৬০/৩, রূহুল মা'আনী ৮/১৬/১৫৮)

এই সূরার অপর নাম সূরা কলীম। কারণ এতে হযরত মূসা কালীমুল্লাহ (আ.)-এর ঘটনার বিস্তারিতভাবে উল্লেখ করা হয়েছে।

মুসনাদের দারেমীতে হযরত আবূ হুরায়রা (রা.)-এর বর্ণিত হাদীস রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেন, আল্লাহ্ তা'আলা নভোমণ্ডল ও ভূমণ্ডল সৃষ্টি করারও দুই হাজার বছর পূর্বে সূরা 'ত্বা-হা' ও সূরা 'ইয়াসীন' পাঠ করে ফেরেশতাদেরকে শোনান, তখন ফেরেশতারা বলেছিলেন : ঐ উম্মত অত্যন্ত ভাগ্যবান ও বরকতময়, যাদের প্রতি এই সূরাগুলো অবতীর্ণ হবে; তারা পুণ্যবান, যারা এগুলো হেফজ করবে এবং তারা অপরিসীম সৌভাগ্যশীল, যারা এগুলো পাঠ করবে। এই বরকতময় সূরাই রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-কে হত্যার উদ্দেশ্য আগমনকারী ওমর ইবনুল খাত্তাবকে তাঁর প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করতে এবং তাঁর পদতলে লুটিয়ে পড়তে বাধ্য করেছিল।

ইবনে ইসহাক রেওয়ায়েত করেন, ওমর ইবনে খাত্তাব একদিন খোলা তরবারি হস্তে মহানবী ﷺ-কে হত্যার উদ্দেশ্য বাড়ি থেকে বের হলেন। পথিমধ্যে নুআইম ইবনে আব্দুল্লাহর সাথে সাক্ষাৎ হলে সে জিজ্ঞেস করল : কোথায় যাচ্ছেন? ওমর ইবনে খাত্তাব বললেন : আমি ঐ পথভ্রষ্ট ব্যক্তির জীবনলীলা সাঙ্গ করতে যাচ্ছি, যে কুরাইশদের মধ্যে বিভেদ সৃষ্টি করেছে, তাদের দীন ও মাজহাবের নিন্দা করে তাদেরকে বোকা ঠাওরিয়েছে এবং তাদের প্রতিমাদেরকে মন্দ বলেছে। নুআইম বললেন ওমর, তুমি মারাত্মক ধোঁকায় পতিত আছ। তুমি কি মনে কর যে, তুমি মুহাম্মদ ﷺ-কে হত্যা করবে আর তার গোত্র বনী আবদে মানাফ তোমাকে পৃথিবীর বুকে স্বচ্ছন্দে বিচরণ করার জন্য জীবিত ছেড়ে দেবে? তোমার ঘটে যদি বুদ্ধি থাকে, তবে প্রথমে তোমার ভগিনী ও ভগ্নিপতির খবর নাও। তারা মুহাম্মদ ﷺ -এর ধর্মের অনুসারি মুসলমান হয়ে গেছে। কথাটি ওমরের মনে দাগ কাটল। সেখান থেকেই ভগ্নিপতির বাড়ির উদ্দেশ্য রওয়ানা হলেন। তাঁর গৃহে তখন সাহাবী হযরত খাব্বাব ইবনে আরত (রা.) স্বামী-স্ত্রীকে সহীফায়ে লিখিত কুরআন পাকের সূরা 'ত্বা-হা' পাঠ করাচ্ছিলেন।

ওমর ইবনে খাত্তাবের আগমন টের পেয়ে হযরত খাব্বাব (রা.) গৃহের এক কক্ষে অথবা কোণে আত্মগোপন করলেন। ভগিনী তাড়াতাড়ি সহীফাটি উরুর নিচে লুকিয়ে ফেললেন। কিন্তু তাতে কি হয়, ওমরের কানে খাব্বাবের এবং তাদের তেলাওয়াতের আওয়াজ পড়ে গিয়েছিল। তাই তিনি জিজ্ঞেস করলেন, এই পড়া ও পড়ানোর আওয়াজ কিসের ছিল? ভগিনী (বিষয়টি এড়িয়ে যাওয়ার জন্য প্রথমে বললেন,) ও কিছু না। কিন্তু ওমর ইবনে খাত্তাব আসল কথা ব্যক্ত করে বললেন, আমি সংবাদ পেয়েছি যে, তোমরা উভয়েই মুহাম্মদ ﷺ -এর অনুসারী মুসলমান হয়ে গেছ। একথা বলেই তিনি ভগিনীপতি সাঈদ ইবনে যায়েদের উপর ঝাঁপিয়ে পড়লেন। এ দৃশ্য দেখে ভগিনী স্বামীকে উদ্ধার করার জন্য চেষ্টিত হলেন। ওমর ইবনে খাত্তাব তাঁকেও প্রহারের পর প্রহার করে দেহ রক্তাক্ত করে দিলেন।

https://e-ilm.weebly.com/

ব্যাপার এতদূর গড়াতে দেখে ভগিনী ও ভগিনীপতি উভয়েই একযোগে বলে উঠলেন, শুনে নাও, আমরা নিশ্চিতই মুসলমান হয়ে গেছি এবং আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করেছি। এখন তুমি যা করতে পার, কর। ভগিনীর ক্ষতস্থান থেকে রক্ত ঝরছিল। এ অবস্থা দেখে ওমর কিছুটা অনুতপ্ত হলেন এবং বোনকে বললেন, সহীফাটি আমাকে দেখাও, যা তোমরা পড়ছিলে; এতে মুহাম্মদ কি শিক্ষা নিয়ে এসেছেন, তা আমিও দেখি। ওমর ইবনে খাত্তাব লেখাপড়া জানা ব্যক্তি ছিলেন, তাই সহীফা দেখতে চাইলেন। ভগিনী বললেন, আমরা আশঙ্কা করি যে, সহীফাটি তোমার হাতে দিলে তুমি একে নষ্ট করে দেবে অথবা এর প্রতি ধৃষ্টতা প্রদর্শন করবে। ওমর ইবনে খাত্তাব তাঁর উপাস্য দেবদেবীর কসম খেয়ে বললেন, তোমরা ভয় করো না, আমি সহীফাটি পড়ে তোমাদের হাতে ফেরত দিয়ে দেব। ভগিনী ফাতেমা এই ভাবগতিক দেখে কিছুটা আশান্বিত হলেন যে, বোধ হয় ওমরও মুসলমান হয়ে যাবে। তিনি বললেন, ভাই, ব্যাপার এই যে, তুমি অপবিত্র। এই সহীফা পবিত্র ব্যক্তি ছাড়া কেউ স্পর্শ করতে পারে না। যদি তুমি দেখতেই চাও, তবে গোসল করে নাও। ওমর গোসল করলে সহীফা তাঁর হাতে দেওয়া হলো। সহীফায় সূরা ত্বা-হা লিখিত ছিল। প্রথম অংশ পড়েই ওমর বললেন, এই কালাম তো খুবই উৎকৃষ্ট ও সম্মানার্হ। খাব্বাব ইবনে আরত গৃহে আত্মগোপনরত অবস্থায় এসব কথাবার্তা শুনে যাচ্ছিলেন। ওমরের এ বাক্য শুনেই তিনি সামনে এসে গেলেন এবং বললেন, হে ওমর ইবনে খাত্তাব, আল্লাহর রহমতে আমার দৃঢ় বিশ্বাস, আল্লাহ তা'আলা তাঁর রাসূলের দোয়ার ফলশ্রুতিতে তোমাকে মনোনীত করেছেন। গতকাল আমি প্রিয় নবী ﷺ -কে এরূপ দোয়া করতে শুনেছি : اَللّٰهُمَّ اَيِّدِ الْاِسْلَامَ بِاَبِى الْحَكَمِ بْنِ هِشَامٍ اَوْ بِعُمَرَبْنِ الْخَطَّابِ হে আল্লাহ! হয় আবুল হাকাম ইবনে হিশাম (অর্থাৎ আবূ জাহল) -এর মাধ্যমে না হয় ওমর ইবনে খাত্তাবের মাধ্যমে আপনি ইসলামকে শক্তি দান করুন। উদ্দেশ্য এই যে, এতদুভয়ের মধ্যে একজন মুসলমান হোক। এতে মুসলমানদের দলে নতুন প্রাণ ও নব উদ্দীপনা সৃষ্টি হবে। অতঃপর খাব্বার বললেন, হে ওমর, তুমি এই সুবর্ণ সুযোগ নষ্ট করো না। উমর বললেন, আমাকে মুহাম্মদ ﷺ -এর কাছে নিয়ে চল। (কুরতুবী) এর পরবর্তী ঘটনা সবারই জানা।

طٰهٰ- এই শব্দের তাফসীর প্রসঙ্গে তাফসীরবিদগণের বিভিন্ন উক্তি রয়েছে। হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) থেকে এর অর্থ يَا رَجُلُ (হে ব্যক্তি) এবং ইবনে ওমর থেকে يَا حَبِيْبِىْ (হে আমার বন্ধু) বর্ণিত আছে। কোনো কোনো হাদীস থেকে জানা যায় যে, طٰهٰ ও يٰسٓ রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর অন্যতম নাম। কিন্তু হযরত আবূ বকর সিদ্দীক (রা.) ও বিশিষ্ট আলেমগণ এ সম্পর্কে যে উক্তি করেছেন, তাই নির্ভুল ও গ্রহণযোগ্য। তাঁরা বলেন : কুরআন পাকের অনেক সূরার শুরুতে الٓمّٓ এর ন্যায় বেশ কিছু সংখ্যক খণ্ড অক্ষর উল্লিখিত হয়েছে। এগুলো مُتَشَابِهَاتٌ অর্থাৎ গোপনভেদ, যার মর্ম আল্লাহ ব্যতীত অপর কেউ জানেন না। طٰهٰ শব্দটিও এরই অন্তর্ভুক্ত।

مَآ اَنْزَلْنَا عَلَيْكَ الْقُرْاٰنَ لِتَشْقٰى : لِتَشْقٰى শব্দটি شَقَاءٌ থেকে উদ্ভূত। এর অর্থ ক্লেশ, পরিশ্রম ও কষ্ট। কুরআন অবতরণের সূচনাভাগে রাসূলুল্লাহ ﷺ ও সাহাবায়ে কেরাম সারারাত ইবাদতে দণ্ডায়মান থাকতেন এবং তাহাজ্জুদের নামাজে কুরআন তেলাওয়াতে মশগুল থাকতেন। ফলে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর পা ফুলে যায়। কাফেররা কোনো রকমে হেদায়েত লাভ করুক এবং কুরআনের দাওয়াত কবুল করুক। তিনি সারাদিন এ চিন্তায়ই কাটিয়ে দিতেন। আলোচ্য আয়াতে রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে এই উভয়বিধ ক্লেশ থেকে উদ্ধার করার জন্যে বলা হয়েছে : আপনাকে কষ্টে ও পরিশ্রমে ফেলার জন্য আমি কুরআন অবতীর্ণ করিনি। সারা রাত জাগ্রত থাকা এবং কুরআন তেলাওয়াতে মশগুল থাকার প্রয়োজন নেই। এই আয়াত নাজিল হওয়ার পর রাসূলুল্লাহ ﷺ নিয়মিতভাবে রাতের সূচনাভাগে বিশ্রাম গ্রহণ করতেন এবং শেষ রাতে জাগ্রত হয়ে তাহাজ্জুদ পড়তেন।

এমনিভাবে আলোচ্য আয়াতে ইঙ্গিত করা হয়েছে যে, আপনার কর্তব্য শুধু দাওয়াত ও প্রচার করা। একাজ সম্পন্ন করার পর কে বিশ্বাস স্থাপন করল এবং কে দাওয়াত কবুল করল না, তা নিয়ে চিন্তা-ভাবনা করা আপনার দায়িত্ব নয়।

-[কুরতুবী-সংক্ষেপিত]

اِلَّا تَذْكِرَةً لِّمَنْ يَّخْشٰى : ইবনে কাছীর (র.) বলেন : কুরআন অবতরণের সূচনাভাগে সারারাত তাহাজ্জুদ ও কুরআন তেলাওয়াতে মশগুল থাকার কারণে কোনো কোনো কাফের মুসলমানদের প্রতি বিদ্রূপবাণ বর্ষণ করতে থাকে যে, তাদের প্রতি কুরআন তো নয় সাক্ষাৎ বিপদ নাজিল হয়েছে, রাতেও আরাম নেই দিনের বেলায়ও শান্তি নেই। আলোচ্য আয়াতে

https://e-ilm.weebly.com/

আল্লাহ তা'আলা ইঙ্গিত করেছেন যে, সত্য সম্পর্কে বেখবর, হতভাগা, মূর্খরা জানে না যে, কুরআন ও কুরআনের মাধ্যমে আল্লাহ তা'আলা যে জ্ঞান প্রদান করেছেন তাঁর কল্যাণকারিতা কত গভীর। যারা একে বিপদ মনে করে, তারা বেখবর নির্বোধ। হযরত মু'আবিয়া (রা.) থেকে বর্ণিত বুখারী ও মুসলিমের হাদীসে রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন– مَنْ يُّرِدِ اللّٰهُ بِهٖ خَيْرًا يُّفَقِّهْهُ فِى الدِّيْنِ অর্থাৎ আল্লাহ তা'আলা যার মঙ্গল করার ইচ্ছা করেন, তাকে দীনের বিশেষ জ্ঞান ও ব্যুৎপত্তি দান করেন।

এখানে ইবনে কাসীর অপর একটি সহীহ্ হাদীসও উল্লেখ করেছেন। হাদীসটি আলেম সমাজের জন্যে খুবই সুসংবাদবহ। এই হাদীসটি হযরত সা'লাবা কর্তৃক ইবনে-হাকাম থেকে বর্ণনা করা হয়েছে। হাদীসটি এই :

قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ اللّٰهُ لِلْعُلَمَاءِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ اِذَا قَعَدَ عَلٰى كُرْسِيِّهٖ لِقَضَاءِ عِبَادِهٖ اِنِّىْ لَمْ اَجْعَلْ عِلْمِىْ وَحِكْمَتِىْ فِيْكُمْ اِلَّا وَاَنَا اُرِيْدُ اَنْ اَغْفِرَلَكُمْ عَلٰى مَا كَانَ مِنْكُمْ وَلَا اُبَالِىْ-

'রাসূলুল্লাহ বলেছেন, 'কিয়ামতের দিন যখন আল্লাহ তা'আলা বান্দাদের আমলের ফয়সালা করার জন্যে তাঁর সিংহাসনে উপবেশন করবেন, তখন আলেমগণকে বলবেন : আমি আমার ইলম ও হেকমত তোমাদের বুকে এ জন্যেই রেখেছিলাম যাতে তোমাদের কৃত গোনাহ্ ও ত্রুটি সত্ত্বেও তোমাদেরকে ক্ষমা করে দেই। এতে আমি কোনো পরওয়া করি না, কিন্তু এখানে সেসব আলেমগণকেই বোঝানো হয়েছে, যাদের মধ্যে কুরআনে বর্ণিত ইলমের লক্ষণ অর্থাৎ আল্লাহর ভয় বিদ্যমান আছে। আয়াতে لِمَنْ يَّخْشٰى এ শব্দটি এদিকে ইঙ্গিত করে। যাদের মধ্যে এই আলামত নেই, তারা এই হাদীসের যোগ্যপাত্র নয়।

عَلَى الْعَرْشِ اسْتَوٰى : اِسْتَوٰى عَلَى الْعَرْشِ (আরশের উপর সমাসীন হওয়া) সম্পর্কে বিশুদ্ধ ও নির্ভুল উক্তি সম্পর্কে পূর্ববর্তী বুযুর্গগণের উক্তি হচ্ছে যে, এর স্বরূপ ও অবস্থা কারো জানা নেই। এটা مُتَشَابِهَاتْ তথা দুর্বোধ্য বিষয়াদির অন্যতম। এরূপ বিশ্বাস রাখতে হবে যে, আরশের উপর সমাসীন হওয়া সত্য। এ অবস্থা আল্লাহর শান অনুযায়ী হবে। জগতের কেউ তা উপলব্ধি করতে পারে না।

وَمَا تَحْتَ الثَّرٰى : আর্দ্র ও ভেজা মাটিকে ثَرٰى বলা হয়, যা মাটি খনন করার সময় নিচ থেকে বের হয়। মানুষের জ্ঞান এই ثَرٰى পর্যন্ত নিঃশেষ হয়ে যায়। এর নিচে কি আছে, তা আল্লাহ ব্যতীত কেউ জানে না। সমকালীন নতুন গবেষণা, নতুন নতুন যন্ত্রপাতি ও বিজ্ঞানের চরম উন্নতি সত্ত্বেও মাটি খুঁড়ে এপার থেকে ওপারে চলে যাওয়ার প্রচেষ্টা বহু বছর ধরে চালানো হয়েছে এবং এসব গবেষণা ও অক্লান্ত প্রচেষ্টার ফলাফল পত্র-পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছে, কিন্তু মাত্র ছয় মাইল গভীর পর্যন্তই এসব আধুনিক যন্ত্রপাতি কাজ করতে! সক্ষম হয়েছে! এর নীচে এমন প্রস্তর সদৃশ স্তর রয়েছে, যেখানে খনন কাজ চালাতে সকল যন্ত্রপাতি ও আধুনিক বৈজ্ঞানিক চিন্তা ভাবনাও ব্যর্থ হয়েছে, মাত্র ছয় মাইলের গভীরতা পর্যন্তই মানুষ জ্ঞান লাভ করতে পেরেছে, অথচ মৃত্তিকার ব্যাস হাজারো মাইল। তাই একথা স্বীকার করা ছাড়া গত্যন্তর নেই যে, পাতালের জ্ঞান একমাত্র আল্লাহ্ তা'আলারই বিশেষ গুণ।

يَعْلَمُ السِّرَّ وَاَخْفٰى : মানুষ মনে যে কথা গোপন রাখে, কারও কাছে তা প্রকাশ করে না, তাকে বলা হয় سِرْ পক্ষান্তরে اَخْفٰى বলে সে কথা বোঝানো হয়েছে, যা এখন পর্যন্ত মনেও আসেনি, ভবিষ্যতে কোনো সময় আসবে। আল্লাহ তা'আলা এসব বিষয় সম্পর্কেও সম্যক ওয়াকিফহাল। কোন মানুষের মনে এখন কি আছে এবং ভবিষ্যতে কি থাকবে, তিনি সবই জানেন। ভবিষ্যত সম্পর্কে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিও জানে না যে, আগামীকাল তার মনে কি কথা উদিত হবে।

وَهَلْ اَتٰكَ حَدِيْثُ مُوْسٰى –পূর্ববর্তী আয়াতসমূহে কুরআন পাকের মাহাত্ম্য এবং সেই প্রসঙ্গে রাসূলের মাহাত্ম্য বর্ণিত হয়েছে। এরপর আলোচ্য আয়াতসমূহে হযরত মূসা (আ.)-এর কাহিনী বর্ণনা করা হয়েছে। উভয় বিষয়বস্তুর পারস্পরিক সম্পর্ক এই যে, রেসালত ও দাওয়াতের কর্তব্য পালনের পথে যেসব বিপদাপদ ও কষ্টের সম্মুখীন হতে হয় এবং পূর্ববর্তী পয়গম্বরগণ যেসব কষ্ট সহ্য করেছেন, সেগুলো মহানবী ﷺ -এর জানা থাকা দরকার যাতে তিনি পূর্ব থেকেই এসব বিপদাপদের জন্যে প্রস্তুত হয়ে অবিচল থাকতে পারেন। যেমন অন্য এক আয়াতে বলা হয়েছে :

وَكُلًّا نَّقُصُّ عَلَيْكَ مِنْ اَنْۢبَاءِ الرُّسُلِ مَا نُثَبِّتُ بِهٖ فُؤَادَكَ

https://e-ilm.weebly.com/

অর্থাৎ আমি পয়গম্বরগণের এমন কাহিনী আপনার কাছে এ জন্যে বর্ণনা করি, যাতে আপনার অন্তর সুদৃঢ় হয় এবং আপনি নবুয়তের দায়িত্ব বহন করার জন্যে প্রস্তুত হয়ে যান।

এখানে উল্লিখিত হযরত মূসা (আ.)-এর কাহিনীর সূচনা এভাবে যে, একদা তিনি মাদইয়ান পৌঁছে হযরত শোআয়ব (আ.)- এর গৃহে এরূপ চুক্তির অধীনে অবস্থান করতে থাকেন যে আট অথবা দশ বছর পর্যন্ত তাঁর খেদমত করবেন। তাফসীর বাহরে-মুহীতের রেওয়ায়েত অনুযায়ী তিনি যখন উচ্চ মেয়াদ অর্থাৎ দশ বছর পূর্ণ করেন তখন হযরত শোআয়ব (আ.)-এর কাছে আরজ করলেন : এখন আমি জননী ও ভগিনী সাথে সাক্ষাতের উদ্দেশ্যে মিসর যেতে চাই। ফেরাউনের সিপাহীরা তাঁকে গ্রেফতার ও হত্যার জন্যে খোঁজ করছিল। এ আশঙ্কার কারণেই তিনি মিসর ত্যাগ করেছিলেন। দীর্ঘদিন অতিবাহিত হওয়ার ফলে এখন সে আশঙ্কা অবশিষ্ট ছিল না। হযরত শোআয়ব (আ.) তাঁকে স্ত্রী অর্থাৎ নিজের কন্যাসহ কিছু অর্থ কড়ি ও আসবাবপত্র দিয়ে বিদায় দিলেন। পথিমধ্যে শাম অঞ্চলের শাসকের পক্ষ থেকে বিপদাশঙ্কা ছিল, তাই তিনি পরিচিত পথ ছেড়ে অখ্যাত পথ অবলম্বন করলেন। তখন ছিল শীতকাল। স্ত্রী ছিলেন অন্তঃসত্ত্বা এবং তাঁর প্রসবকাল ছিল নিকটবর্তী। সকাল-বিকাল যে কোনো সময় প্রসবের সম্ভাবনা ছিল। রাস্তা ছিল অপরিচিত। তাই তিনি জঙ্গলের পথ হারিয়ে তূর পর্বতের পশ্চিমে ও ডান দিকে চলে গেলেন। গভীর অন্ধকার। কনকনে শীত। বরফসিক্ত মাটি। এহেন দুর্যোগ- মুহূর্তে স্ত্রীর প্রসববেদনা শুরু হয়ে গেল। হযরত মূসা (আ.) শীতের কবল থেকে আত্মরক্ষার্থে আগুন জ্বালাতে চাইলেন। তখনকার দিনে দিয়াশলাই-এর স্থলে চমকি পাথর ব্যবহার করা হতো। এই পাথরে আঘাত করলে আগুন জ্বলে উঠত। মূসা (আ.) এই প্রক্রিয়া ব্যবহার করে ব্যর্থ হলেন। আগুন জ্বলল না। এই হতবুদ্ধি অবস্থার মধ্যেই তিনি তূর পর্বতে আগুন দেখতে পেলেন। সেটা ছিল প্রকৃতপক্ষে নূর। তিনি পরিবারবর্গকে বললেন : তোমরা এখানে অবস্থান কর। আমি আগুন দেখেছি। দেখি, সেখানে গিয়ে আগুন আনা যায় কিনা। সম্ভবত আগুনের কাছে কোনো পথপ্রদর্শক ব্যক্তিও পেতে পারি, যার কাছে থেকে পথের সন্ধান জানতে পারব। পরিবারবর্গের মধ্যে স্ত্রী যে ছিলেন, তা তো সুনিশ্চিত। কোনো কোনো রেওয়ায়েত থেকে জানা যায় যে, কোনো খাদেমও সাথে ছিল। তাকে উদ্দেশ্য করেও সম্বোধন করা হয়েছে। আবার কোনো কোনো রেওয়ায়েতে আছে যে, কিছু সংখ্যক লোক সফর -সঙ্গীও ছিল; কিন্তু পথ ভুলে তিনি তাদের কাছ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়েন।-(বাহরে মুহীত)

فَلَمَّآ اَتٰهَا -অর্থাৎ যখন তিনি আগুনের কাছে পৌঁছলেন; মুসনাদে আহমদে ওয়াহাব ইবনে মুনাব্বিহ বর্ণনা করেন যে, হযরত মূসা (আ.) আগুনের কাছে পৌঁছে একটি বিস্ময়কর দৃশ্য দেখতে পেলেন। তিনি দেখলেন যে, এটি একটি বিরাট আগুন, যা একটি সতেজ ও সবুজ বৃক্ষের উপর দাউ দাউ করে জ্বলছে, কিন্তু আশ্চর্যের বিষয় এই যে, এর কারণে বৃক্ষের কোনো ডাল অথবা পাতা পুড়ছে না; বরং আগুনের কারণে বৃক্ষের সৌন্দর্য, সজীবতা ও ঔজ্জ্বল্য আরও বেড়ে গেছে! হযরত মূসা (আ.) এই বিস্ময়কর দৃশ্য কিছুক্ষণ পর্যন্ত দেখতে থাকলেন এবং অপেক্ষা করলেন যে, আগুনের কোনো স্ফুলিঙ্গ মাটিতে পড়লে তিনি তা তুলে নেবেন। অনেকক্ষণ অতিবাহিত হওয়ার পরও যখন এমন হলো না, তখন তিনি কিছু ঘাস ও খড়কুটা একত্রি করে আগুনের কাছে ধরলেন। বলাবাহুল্য এতে আগুন লেগে গেলেও তাঁর উদ্দেশ্য সিদ্ধ হবে। কিন্তু এগুলো আগুনের কাছে নিতেই আগুন পেছনে সরে গেল। কোনো কোনো রেওয়ায়েতে আছে, আগুন তাঁর দিকে অগ্রসর হলো। তিনি অস্থির হয়ে পেছনে সরে গেলেন। মোটকথা আগুন লাভ করার উদ্দেশ্য পূরণ হলো না। তিনি এই অত্যাশ্চর্য আগুনের প্রভাবে বিস্ময়াভিভূত ছিলেন, ইতোমধ্যে একটি গায়বি আওয়াজ হলো। -[রূহুল-মা'আনী]

হযরত মূসা (আ.) পাহাড়ের পাদদেশে এই ঘটনার সম্মুখীন হন। পাহাড়টি ছিল তাঁর ডানদিকে। এই উপত্যকার নাম ছিল 'তুয়া'।

نُوْدِيَ يٰمُوْسٰى اِنِّيْٓ اَنَا رَبُّكَ فَاخْلَعْ نَعْلَيْكَ : বাহরে-মুহীত, রূহুল -মা'আনী ইত্যাদি গ্রন্থে আছে, হযরত মূসা (আ.) এই আওয়াজ চতুর্দিক থেকে সমভাবে শ্রবণ করেন। তার কোনো দিক নির্দিষ্ট ছিল না। শুনেছেনও অপরূপ ভঙ্গিতে, শুধু কানে নয়, সমস্ত অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ দ্বারা শুনেছেন। এটা ছিল একটা মু'জিযার মতোই। আওয়াজের সারমর্ম ছিল এই যে, যে বস্তুকে তুমি আগুন মনে করছ, তা আগুন নয়- আল্লাহ তা'আলার দ্যূতি। এতে বলা হয়, আমিই তোমার পালনকর্তা।

https://e-ilm.weebly.com/

হযরত মূসা (আ.) কিরূপে নিশ্চিত হলেন যে, এটা আল্লাহ তা'লারই আওয়াজ? এই প্রশ্নে আসল উত্তর এই যে, আল্লাহ তা'আলা তাঁর অন্তরে এ বিষয়ে স্থির বিশ্বাস সৃষ্টি করে দেন যে, এটা আল্লাহ তা'আলারই আওয়াজ। এ ছাড়া হযরত মূসা (আ.) দেখলেন যে এই আগুনের কারণে বৃক্ষ পুড়ে যাওয়ার পরিবর্তে তার সৌন্দর্য্য, সজীবতা ও ঔজ্জ্বল্য আরো বৃদ্ধি পাচ্ছে, আওয়াজও সাধারণ মানুষের আওয়াজের ন্যায় একদিক থেকে আসেনি ; বরং চতুর্দিক থেকে এসেছে। এবং শুধু কানই নয়-হাত, পা ও অন্যান্য অঙ্গ-প্রত্যঙ্গও এ আওয়াজ শ্রবণে শরিক আছে, এসব অবস্থা থেকেও তিনি বুঝে নেন যে, এ আওয়াজ আল্লাহ তা'আলারই।

হযরত মূসা (আ.) আল্লাহ তা'আলার শব্দযুক্ত কালাম প্রত্যক্ষভাবে শ্রবণ করেছেন : রূহুল -মা'আনীতে মুসনাদে আহমদের বরাতে ওয়াহাবের রেওয়ায়েতে বর্ণিত রয়েছে যে, হযরত মূসা (আ.)-কে যখন 'ইয়া মূসা' শব্দ প্রয়োগে আওয়াজ দেওয়া হয়, তখন তিনি' লাব্বায়ক' (হাজির আছি) বলে জওয়াব দেন এবং বলেন যে, আমি আওয়াজ শুনছি কিন্তু কোথা থেকে আওয়াজ দিচ্ছেন, তা জানি না। আপনি কোথায় আছেন? উত্তরে বলা হলো : আমি তোমার উপরে, সামনে, পশ্চাতে ও তোমার সাথে আছি। অতঃপর হযরত মূসা (আ.) আরজ করলেন : আমি স্বয়ং আপনার কালাম শুনছি, না আপনার প্রেরিত কোনো ফেরেশতার কথা শুনছি। জওয়াব হলো : আমি নিজেই তোমার সাথে কথা বলছি। রূহুল-মা'আনীর গ্রন্থকার বলেন : এ থেকে জানা যায় যে, হযরত মূসা (আ.) এই শব্দযুক্ত কালাম ফেরেশতাদের মধ্যস্থতা ব্যতীত নিজে শুনেছেন। আহলে সুন্নত ওয়াল-জামাতের মধ্যে একদল আলেম এজন্যেই বলেন যে, শব্দযুক্ত কালামও চিরন্তন হওয়া সত্ত্বেও শ্রবণযোগ্য। এর কালাম নবীন হয় বলে যে প্রশ্ন তোলা হয়, তার জওয়াব তাদের পক্ষ থেকে এই যে, শব্দযুক্ত কালাম তখনই নবীন হয়, যখন তা বৈষয়িক ভাষায় প্রকাশ করা হয়। এর জন্যে স্থুলতা ও দিক শর্ত। এরূপ কালাম বিশেষভাবে কানেই শোনা যায়। হযরত মূসা (আ.) কোনো নির্দিষ্ট দিক থেকে এ কালাম শোনেননি এবং শুধু কানেই শোনেননি; বরং সমস্ত অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ দ্বারা শুনেছেন। বলাবাহুল্য, এ পরিস্থিতি নবীন হওয়ার সম্ভাবনা থেকে মুক্ত।

সম্ভ্রমের স্থলে জুতা খুলে ফেলা অন্যতম আদব : فَاخْلَعْ نَعْلَيْكَ জুতা খোলার নির্দেশ দেওয়ার এক কারণ এই যে, স্থানটি ছিল সম্ভ্রম প্রদর্শনের এবং জুতা খুলে ফেলা তার অন্যতম আদব। দ্বিতীয় কারণ এই যে, কোনো কোনো রেওয়ায়েত থেকে জানা যায়, হযরত মূসা (আ.) -এর পাদুকাদ্বয় ছিল মৃত জন্তুর চর্মনির্মিত। হযরত আলী, হাসান বসরী ও ইবনে জুরায়জ থেকে প্রথমোক্ত কারণই বর্ণিত আছে। তাঁদের মতে হযরত মূসা (আ.)-এর পদদ্বয় এই পবিত্র উপত্যকার মাটি স্পর্শ করে বরকত হাসিল করুক- এটাই ছিল জুতা খুলে রাখার উপকারিতা। কেউ কেউ বলেন, বিনয় নম্রতার আকৃতি ফুটিয়ে তোলার উদ্দেশ্যে এই নির্দেশ দেওয়া হয়, যেমন পূর্ববর্তী বুযুর্গগণ বায়তুল্লাহর তওয়াফ করার সময় এরূপ করতেন।

হাদীসে রয়েছে, রাসূলুল্লাহ ﷺ বশীর ইবনে খাসাসিয়াকে করবস্থানে জুতা পায়ে হাঁটতে দেখে বলেছিলেন : إِذْ كُنْتَ فِيْ مِثْلِ هٰذَا الْمَكَانِ فَاخْلَعْ نَعْلَيْكَ অর্থাৎ তুমি যখন এ জাতীয় সম্মানযোগ্য স্থান অতিক্রম কর, তখন জুতা খুলে নাও। জুতা পাক হলে তা পরিধান করে নামাজ পড়া সব ফিকহবিদদের মতে জায়েজ। রাসূলুল্লাহ ﷺ ও সাহাবায়ে কেরাম থেকে পাক জুতা পরিধান করে নামাজ পড়া প্রমাণিতও রয়েছে : কিন্তু সাধারণ সুন্নত এরূপ প্রতীয়মান হয় যে, জুতা খুলে নামাজ পড়া হতো। কারণ এটাই বিনয় ও নম্রতার নিকটবর্তী। -(কুরতুবী)

إِنَّكَ بِالْوَادِ الْمُقَدَّسِ طُوًى : আল্লাহ তা'আলা পৃথিবীর বিশেষ বিশেষ অংশকে স্বাতন্ত্র্য ও সম্মান দান করেছেন; যেমন বায়তুল্লাহ; মসজিদে-আকসা ও মসজিদে নববী। তুয়া উপত্যকাও তেমনি পবিত্র স্থানসমূহের অন্যতম। এটা তূর পর্বতের পাদদেশে অবস্থিত। -[কুরতুবী]

https://e-ilm.weebly.com/

শব্দ বিশ্লেষণ :

لِتَشْقٰى : সীগাহ واحد مذكر حاضر বহছ مضارع معروف منصوب بلام كى বাব سَمِعَ মাসদার شَقَاوَةً ও شِقَاءً মূলবর্ণ (ش ـ ق ـ و) জিনস ناقص واوى অর্থ- যেন আপনি কষ্ট ভোগ করেন।

يَخْشٰى : সীগাহ واحد مذكر غائب বহছ مضارع معروف বাব سَمِعَ মাসদার خَشْيَةً মূলবর্ণ (خ ـ ش ـ ى) জিনস ناقص يائى অর্থ- সে ভয় করে।

اِسْتَوٰى : সীগাহ واحد مذكر غائب বহছ ماضى معروف বাব اِفْتِعَالٌ মাসদার اِسْتِوَاءً মূলবর্ণ (س ـ و ـ ى) জিনস মুরাক্কাব (ناقص يائى এবং اجوف واوى) অর্থ– তিনি কায়েম আছেন।

تَجْهَرُ : সীগাহ واحد مذكر حاضر বহছ مضارع معروف বাব فَتَحَ মাসদার جَهْرٌ ও جِهَارٌ মূলবর্ণ (ج ـ ه ـ ر) জিনস صحيح অর্থ- তুমি উচ্চৈঃস্বরে কথা বল।

اَخْفٰى : সীগাহ واحد مذكر বহছ اسم تفضيل বাব سَمِعَ মাসদার خُفْيَةٌ ও خَفَاءً মূলবর্ণ (خ ـ ف ـ ى) জিনস ناقص يائى অর্থ- অধিক প্রচ্ছন্ন।

اُمْكُثُوا : সীগাহ جمع مذكر حاضر বহছ امر حاضر معروف বাব نَصَرَ মাসদার مُكُوْثٌ ও مَكْثٌ মূলবর্ণ (م ـ ك ـ ث) জিনস صحيح অর্থ- তোমরা থামো।

اٰنَسْتُ : সীগাহ واحد متكلم বহছ ماضى معروف বাব اِفْعَالٌ মাসদার اِيْنَاسٌ মূলবর্ণ (ا ـ ن ـ س) জিনস مهموز فاء অর্থ- আমি দেখেছি।

نُوْدِىَ : সীগাহ واحد مذكر غائب বহছ ماضى مجهول বাব مُفَاعَلَةٌ মাসদার مُنَادَاةً ও نِدَاءً মূলবর্ণ (ن ـ د ـ ى) জিনস ناقص يائى অর্থ- আওয়াজ দেওয়া হলো।

فَاخْلَعْ : সীগাহ واحد مذكر حاضر বহছ امر حاضر معروف বাব فَتَحَ মাসদার خَلْعٌ মূলবর্ণ (خ ـ ل ـ ع) জিনস صحيح অর্থ- খুলে ফেল।

বাক্য বিশ্লেষণ :

مَاۤ اَنْزَلْنَا عَلَيْكَ الْقُرْاٰنَ لِتَشْقٰى : এখানে مَاۤ হলো نافيه আর اَنْزَلْنَا ফে'ল ও ফায়েল হলো عَلَيْكَ এর اَنْزَلْنَا এর সাথে متعلق আর الْقُرْاٰنَ হলে মাফউলে বিহী। আর لِتَشْقٰى-এর লাম টি تعليل এর জন্য আর تَشْقٰى হলো ফে'ল যা لام এর পরে উহ্য ان দ্বারা منصوب হয়েছে। –(ই'রাবুল কুরআন : ৪র্থ খণ্ড, পৃ. ৬৫৭)

https://e-ilm.weebly.com/

অনুবাদ	আয়াত
১৩. আর আমি তোমাকে মনোনীত করেছি। অতএব, যা কিছু ওহী করা হচ্ছে, তা শুনে নাও।	وَاَنَا اخْتَرْتُكَ فَاسْتَمِعْ لِمَا يُوْحٰى ﴿١٣﴾
১৪. আমি-ই আল্লাহ, আমি ভিন্ন আর কেউ মা'বুদ নেই। সুতরাং তুমি আমারই ইবাদত কর এবং আমাকে স্মরণ করার জন্য নামাজ পড়।	اِنَّنِیْۤ اَنَا اللّٰهُ لَاۤ اِلٰهَ اِلَّاۤ اَنَا فَاعْبُدْنِیْ ۙ وَاَقِمِ الصَّلٰوةَ لِذِكْرِیْ ﴿١٤﴾
১৫. নিশ্চয় কিয়ামত আসবে, আমি তাকে গোপন রাখতে চাই, যেন প্রত্যেকে স্বীয় কৃতকর্মের বিনিময় প্রাপ্ত হয়।	اِنَّ السَّاعَةَ اٰتِیَةٌ اَكَادُ اُخْفِیْهَا لِتُجْزٰی كُلُّ نَفْسٍۭ بِمَا تَسْعٰی ﴿١٥﴾
১৬. অতএব, তোমাকে যেন কিয়ামত [-এর প্রস্তুতি] হতে এমন কেউ বিরত না রাখে– যে ব্যক্তি তার প্রতি বিশ্বাস রাখে না এবং স্বীয় প্রবৃত্তির অনুসরণ করে, নতুবা তুমি ধ্বংস হয়ে যাবে।	فَلَا یَصُدَّنَّكَ عَنْهَا مَنْ لَّا یُؤْمِنُ بِهَا وَاتَّبَعَ هَوٰىهُ فَتَرْدٰی ﴿١٦﴾
১৭. আর হে মূসা! তোমার ডান হাতে এটা কী?	وَمَا تِلْكَ بِیَمِیْنِكَ یٰمُوْسٰی ﴿١٧﴾
১৮. তিনি বললেন, এটা আমার লাঠি, আমি এর উপর ভর দেই এবং এটা দ্বারা আমার বকরি-পালের জন্য পাতা পেড়ে দেই এবং এটা দ্বারা আমার আরো অনেক কাজ হয়ে থাকে।	قَالَ هِیَ عَصَایَ ۚ اَتَوَكَّؤُا عَلَیْهَا وَاَهُشُّ بِهَا عَلٰی غَنَمِیْ وَلِیَ فِیْهَا مَاٰرِبُ اُخْرٰی ﴿١٨﴾
১৯. আল্লাহ তা'আলা বললেন, হে মূসা! তা নিক্ষেপ কর।	قَالَ اَلْقِهَا یٰمُوْسٰی ﴿١٩﴾

শাব্দিক অনুবাদ :

১৩. وَاَنَا اخْتَرْتُكَ, আর তোমাকে মনোনীত করেছি فَاسْتَمِعْ অতএব শুনে নাও لِمَا يُوْحٰى যা কিছু ওহী করা হচ্ছে তা।

১৪. اِنَّنِیْۤ اَنَا اللّٰهُ আমি-ই আল্লাহ لَاۤ اِلٰهَ اِلَّاۤ اَنَا আমি ভিন্ন আর কোনো মাবুদ নেই فَاعْبُدْنِیْ সুতরাং তুমি আমারই ইবাদত কর وَاَقِمِ الصَّلٰوةَ এবং নামাজ পড় لِذِكْرِیْ আমাকে স্মরণ করার জন্যে।

১৫. اِنَّ السَّاعَةَ اٰتِیَةٌ কিয়ামত দিবস আসবে اَكَادُ اُخْفِیْهَا আমি তাকে গোপন রাখতে চাই لِتُجْزٰی যেন বিনিময় প্রাপ্ত হয় كُلُّ نَفْسٍ প্রত্যেকে بِمَا تَسْعٰی স্বীয় কৃতকর্মের।

১৬. فَلَا یَصُدَّنَّكَ عَنْهَا অতএব তোমাকে যেন কিয়ামত (-এর প্রস্তুতি) হতে বিরত না রাখে مَنْ لَّا یُؤْمِنُ بِهَا এমন কেউ যে ব্যক্তি তার উপর বিশ্বাস রাখে না وَاتَّبَعَ هَوٰىهُ, এবং স্বীয় প্রবৃত্তির অনুসরণ করে فَتَرْدٰی নতুবা তুমি ধ্বংস হয়ে যাবে।

১৭. وَمَا تِلْكَ, এটা কি بِیَمِیْنِكَ তোমার ডানে হাতে یٰمُوْسٰی হে মূসা।

১৮. قَالَ তিনি বললেন هِیَ عَصَایَ এটা আমার লাঠি اَتَوَكَّؤُا عَلَیْهَا আমি এর উপর ভর দেই وَاَهُشُّ بِهَا عَلٰی غَنَمِیْ এবং এটা দ্বারা আমার বকরি পালের জন্য পাতা পেড়ে দেই وَلِیَ فِیْهَا مَاٰرِبُ اُخْرٰی এবং এটা দ্বারা আমার আরো অনেক কাজ হয়ে থাকে।

১৯. قَالَ আল্লাহ বললেন اَلْقِهَا তা নিক্ষেপ কর یٰمُوْسٰی হে মূসা।

https://e-ilm.weebly.com/

২০. তখন তিনি তাকে নিক্ষেপ করলেন, তৎক্ষণাৎ তা এক ধাবমান সাপে পরিণত হলো।	فَأَلْقٰىهَا فَإِذَا هِيَ حَيَّةٌ تَسْعٰى ﴿٢٠﴾
২১. আল্লাহ তা'আলা বললেন, তা ধরে ফেল, ভয় করো না। আমি এখনই তাকে তাঁর পূর্বাবস্থায় ফিরিয়ে আনব।	قَالَ خُذْهَا وَلَا تَخَفْ ٝ سَنُعِيدُهَا سِيرَتَهَا الْأُولٰى ﴿٢١﴾
২২. আর তুমি তোমার [ডান] হাত স্বীয় [বাম] বগল সংলগ্ন কর, তা [শ্বেত, কুষ্ঠ ইত্যাদি] কোনো দোষ ছাড়াই অত্যন্ত উজ্জ্বল হয়ে বের হবে, এটা দ্বিতীয় নিদর্শন হবে।	وَاضْمُمْ يَدَكَ إِلٰى جَنَاحِكَ تَخْرُجْ بَيْضَاءَ مِنْ غَيْرِ سُوْءٍ اٰيَةً أُخْرٰى ﴿٢٢﴾
২৩. যেন আমি আমার বড় নিদর্শনসমূহের কতক নিদর্শন তোমাকে দেখিয়ে দেই।	لِنُرِيَكَ مِنْ اٰيٰتِنَا الْكُبْرٰى ﴿٢٣﴾
২৪. [এগুলো নিয়ে] তুমি ফেরাউনের নিকট যাও, নিশ্চয় সে সীমালঙ্ঘন করেছে।	اِذْهَبْ إِلٰى فِرْعَوْنَ إِنَّهُ طَغٰى ﴿٢٤﴾
২৫. তিনি বললেন, হে আমার প্রতিপালক! আমার হৃদয় প্রশস্ত করে দিন।	قَالَ رَبِّ اشْرَحْ لِيْ صَدْرِيْ ﴿٢٥﴾
২৬. এবং আমার কার্য সহজ করে দিন।	وَيَسِّرْ لِيْ أَمْرِيْ ﴿٢٦﴾
২৭. আর আমার জিহ্বা হতে জড়তা দূর করে দিন।	وَاحْلُلْ عُقْدَةً مِّنْ لِّسَانِيْ ﴿٢٧﴾
২৮. যাতে লোকে আমার কথা বুঝতে পারে।	يَفْقَهُوْا قَوْلِيْ ﴿٢٨﴾

শাব্দিক অনুবাদ :

২০. فَأَلْقٰهَا তখন তিনি তাকে নিক্ষেপ করলেন فَإِذَا هِيَ حَيَّةٌ تَسْعٰى তৎক্ষণাৎ তা এক ধাবমান সাপে পরিণত হলো।

২১. قَالَ আল্লাহ বললেন خُذْهَا তা ধরে ফেল وَلَا تَخَفْ, ভয় করো না سَنُعِيدُهَا আমি এখনই তাকে ফিরিয়ে আনব سِيْرَتَهَا الْأُوْلٰى তাঁর পূর্বাবস্থায়।

২২. وَاضْمُمْ يَدَكَ إِلٰى جَنَاحِكَ আর তুমি তোমার (ডান) হাত স্বীয় (বাম) বগল সংলগ্ন কর تَخْرُجْ তা বের হবে بَيْضَاءَ অত্যন্ত উজ্জ্বল হয়ে مِنْ غَيْرِ سُوْءٍ কোনো দোষ ছাড়াই اٰيَةً أُخْرٰى এটা দ্বিতীয় নিদর্শন হবে।

২৩. لِنُرِيَكَ যেন আমি তোমাকে দেখিয়ে দেই مِنْ اٰيٰتِنَا الْكُبْرٰى আমার বড় নিদর্শনসমূহের কতক নিদর্শন।

২৪. اِذْهَبْ তুমি যাও إِلٰى فِرْعَوْنَ ফেরাউনের নিকট إِنَّهُ طَغٰى নিশ্চয় সে সীমালঙ্ঘন করেছে।

২৫. قَالَ তিনি বললেন رَبِّ হে আমার প্রতিপালক اشْرَحْ لِيْ صَدْرِيْ আমার হৃদয় প্রশস্ত করে দিন।

২৬. وَيَسِّرْ لِيْ এবং সহজ করে দিন أَمْرِيْ আমার কার্য।

২৭. وَاحْلُلْ আর দূর করে দিন عُقْدَةً জড়তা مِّنْ لِّسَانِيْ আমার জিহবা হতে।

২৮. يَفْقَهُوْا যাতে লোকেরা বুঝতে পারে قَوْلِيْ আমার কথা ।

https://e-ilm.weebly.com/

২৯. এবং আমার জন্য একজন সহায়ক নিযুক্ত করে দেন, আমার পরিজন হতে।	وَاجْعَلْ لِّيْ وَزِيْرًا مِّنْ اَهْلِيْ ﴿٢٩﴾
৩০. অর্থাৎ, হারূনকে– যিনি আমার ভ্রাতা।	هٰرُوْنَ اَخِي ﴿٣٠﴾
৩১. আর তাঁর দ্বারা আমার শক্তি সুদৃঢ় করে দিন।	اشْدُدْ بِهٖٓ اَزْرِيْ ﴿٣١﴾
৩২. এবং তাঁকে আমার কার্যে শরিক করে দিন।	وَاَشْرِكْهُ فِيْٓ اَمْرِيْ ﴿٣٢﴾
৩৩. যেন আমরা উভয় আপনার পবিত্রতা অধিক পরিমাণে বর্ণনা করতে পারি।	كَيْ نُسَبِّحَكَ كَثِيْرًا ﴿٣٣﴾
৩৪. আর যেন আপনার জিকির অধিক পরিমাণে করতে পারি।	وَّنَذْكُرَكَ كَثِيْرًا ﴿٣٤﴾
৩৫. নিশ্চয় আপনি আমাদেরকে ভালোরূপে দেখছেন।	اِنَّكَ كُنْتَ بِنَا بَصِيْرًا ﴿٣٥﴾
৩৬. আল্লাহ বললেন, হে মূসা! তোমার দরখাস্ত মঞ্জুর করা হলো।	قَالَ قَدْ اُوْتِيْتَ سُؤْلَكَ يٰمُوْسٰى ﴿٣٦﴾
৩৭. আর আমি তো তোমার প্রতি আরো অনুগ্রহ করেছিলাম,	وَلَقَدْ مَنَنَّا عَلَيْكَ مَرَّةً اُخْرٰٓى ﴿٣٧﴾
৩৮. স্মরণ কর সে সময়ের কথা, যখন আমি সে বিষয়টি তোমার মাকে গায়বি নির্দেশ দ্বারা জানিয়ে দিয়েছিলাম যা গায়বি নির্দেশ দ্বারা জানাবার ছিল।	اِذْ اَوْحَيْنَآ اِلٰٓى اُمِّكَ مَا يُوْحٰٓى ﴿٣٨﴾

শাব্দিক অনুবাদ :

২৯. وَاجْعَلْ لِّيْ এবং আমার জন্য নিযুক্ত করে দিন। وَزِيْرًا একজন সহায়ক مِّنْ اَهْلِيْ আমার পরিজন হতে।

৩০. هٰرُوْنَ অর্থাৎ হারূনকে اَخِي যিনি আমার ভ্রাতা

৩১. اشْدُدْ بِهٖ আর তাঁর দ্বারা সুদৃঢ় করে দিন اَزْرِيْ আমার শক্তি

৩২. وَاَشْرِكْهُ আর তাঁকে শরিক করে দিন فِيْٓ اَمْرِيْ আমার কার্যে।

৩৩. كَيْ نُسَبِّحَكَ যেন আমরা উভয়ে আপনার পবিত্রতা বর্ণনা করতে পারি। كَثِيْرًا অধিক পরিমাণে।

৩৪. وَّنَذْكُرَكَ আর যেন আপনার জিকির করতে পারি। كَثِيْرًا অধিক পরিমাণে।

৩৫. اِنَّكَ নিশ্চয় আপনি। كُنْتَ بِنَا بَصِيْرًا আমাদেরকে ভালোরূপে দেখছেন।

৩৬. قَالَ আল্লাহ বললেন قَدْ اُوْتِيْتَ سُؤْلَكَ তোমার দরখাস্ত মঞ্জুর করা হলো يٰمُوْسٰى হে মূসা।

৩৭. وَلَقَدْ مَنَنَّا আর আমি অনুগ্রহ করেছিলাম عَلَيْكَ তোমার প্রতি مَرَّةً اُخْرٰٓى আরো।

৩৮. اِذْ اَوْحَيْنَآ স্মরণ কর সে সময়ের কথা, যখন আমি সেই বিষয়টি গায়বি নির্দেশ দ্বারা জানিয়ে দিয়েছিলাম اِلٰٓى اُمِّكَ তোমার মাতাকে مَا يُوْحٰٓى যা গায়বি নির্দেশ দ্বারা জানাবার ছিল।

https://e-ilm.weebly.com/

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

কুরআন শ্রবণের আদব : فَاسْتَمِعْ لِمَا يُوْحٰى- ওয়াহাব ইবনে মুনাব্বিহ থেকে বর্ণিত রয়েছে, কুরআন শ্রবণ করার আদব এই যে, সমস্ত অঙ্গ-প্রত্যঙ্গকে বাজে কার্যকলাপ থেকে নিবৃত্ত রাখতে হবে, অন্য কোনো কাজে ব্যাপৃত হবে না, দৃষ্টি নিম্নগামী রাখবে এবং কালাম বোঝার প্রতি মনোনিবেশ করবে। যে ব্যক্তি এরূপ আদব সহকারে কালাম শ্রবণ করে, আল্লাহ তা'আলা তাকে তা বোঝারও তৌফিক দান করেন। -[কুরতুবী]

اِنَّنِيْٓ اَنَا اللّٰهُ لَآ اِلٰهَ اِلَّآ اَنَا فَاعْبُدْنِيْ وَاَقِمِ الصَّلٰوةَ لِذِكْرِيْ

-এই কালামে হযরত মূসা (আ.) - কে ধর্মের সমুদয় মূলনীতি শিক্ষা দেওয়া হয়েছে। অর্থাৎ তাওহীদ, রেসালত ও পরকাল। فَاسْتَمِعْ لِمَا يُوْحٰى বলে রেসালতের প্রতি ইঙ্গিত করা হয়েছে فَاعْبُدْنِيْ অর্থ শুধু আমার ইবাদত কর- আমার ব্যতীত কারো ইবাদত করো না। এটা তাওহীদের বিষয়বস্তু। অতঃপর اِنَّ السَّاعَةَ اٰتِيَةٌ -বলে পরকালের কথা বর্ণনা করা হয়েছে। فَاعْبُدْنِيْ -এই নির্দেশে নামাজের কথাও রয়েছে, কিন্তু নামাজকে পৃথকভাবে উল্লেখ করার কারণ এই যে, নামাজ সমস্ত ইবাদতের সেরা ইবাদত। হাদীসের বর্ণনা অনুযায়ী নামাজ ধর্মের স্তম্ভ, ঈমানের নূর এবং নামাজ বর্জন কাফেরদের আলামত।

وَاَقِمِ الصَّلٰوةَ لِذِكْرِيْ : উদ্দেশ্য এই যে, নামাজের প্রাণ হচ্ছে আল্লাহর স্মরণ। নামাজ আদ্যোপান্ত জিকিরই জিকির- মুখে, অন্তকরণে এবং সর্বাঙ্গে জিকির। তাই নামাজে জিকির তথা আল্লাহর স্মরণ থেকে গাফেল হওয়া উচিত নয়। কোনো কোনো হাদীসের বর্ণনা অনুযায়ী لِذِكْرِيْ শব্দের অর্থ এরূপও যে, কারও নিদ্রাভঙ্গ না হলে অথবা কোনো কাজে ব্যাপৃত থাকার দরুন নামাজের কথা ভুলে গেলে এবং নামাজের সময় চলে গেলে যখনই নিদ্রাভঙ্গ হয় অথবা নামাজের কথা স্মরণ হয়, তখনই নামাজ পড়ে নিতে হবে।

اَكَادُ اُخْفِيْهَا : অর্থাৎ কিয়ামতের ব্যাপারটি আমি সব সৃষ্টজীবের কাছ থেকে গোপন রাখতে চাই, এমনকি পয়গম্বর ও ফেরেশতাদের কাছ থেকেও। اَكَادُ বলে ইঙ্গিত করা হয়েছে যে, কিয়ামত ও পরকালের ভাবনা দিয়ে মানুষকে ঈমান ও সৎকাজে উদ্বুদ্ধ করা উদ্দেশ্য না হলে আমি কিয়ামত আসবে-একথাও প্রকাশ করতাম না।

لِتُجْزٰى كُلُّ نَفْسٍ بِمَا تَسْعٰى : [যাতে প্রত্যেককে তার কর্মানুযায়ী ফল দেওয়া যায়]। এই বাক্যটি اٰتِيَةٌ শব্দের সাথে সম্পর্কযুক্ত হলে অর্থ সুস্পষ্ট যে, এখানে কিয়ামত আগমনের রহস্য বর্ণনা করা হয়েছে। রহস্য এই যে, দুনিয়া প্রতিদানের স্থান নয়। এখানে কেউ সৎ ও অসৎকর্মের ফল লাভ করে না। কেউ কিছু ফল পেলেও তা তার কর্মের সম্পূর্ণ ফল লাভ নয়-একটি নমুনা হয় মাত্র। তাই এমন দিনক্ষণ আসা অপরিহার্য, যখন প্রত্যেক সৎ ও অসৎকর্মের প্রতিদান ও শাস্তি পুরোপুরি দেওয়া হবে।

পক্ষান্তরে যদি বাক্যটি اَكَادُ اُخْفِيْهَا এর সাথে সম্পর্কযুক্ত হয়, তবে অর্থ এই যে, এখানে কিয়ামত ও মৃত্যুর সময়- তারিখ গোপন রাখার রহস্য বর্ণিত হয়েছে। রহস্য এই যে, মানুষ কর্ম প্রচেষ্টায় নিয়োজিত থাকুক এবং ব্যক্তিগত কিয়ামত অর্থাৎ মৃত্যু ও বিশ্বজনীন কিয়ামত অর্থাৎ হাশরের দিনকে দূরে মনে করে গাফেল না হোক। (রূহুল -মা'আনী)

فَلَا يَصُدَّنَّكَ عَنْهَا : এতে হযরত মূসা (আ.) কে লক্ষ্য করে সতর্ক করা হচ্ছে যে, তুমি কাফের ও বেঈমানদের কথায় কিয়ামত সম্পর্কে অসাবধানতার পথ বেছে নিয়ো না। তাহলে তা তোমার ধ্বংসের কারণ হয়ে যাবে। বলাবাহুল্য নবী ও পয়গম্বরগণ নিষ্পাপ হয়ে থাকেন। তাঁদের তরফ থেকে এরূপ অসাবধানতার সম্ভাবনা নেই। এতদসত্ত্বেও হযরত মূসা (আ.) -কে এরূপ বলার আসল উদ্দেশ্য, তাঁর উম্মত ও সাধারণ মানুষকে শোনানো। এতে তারা বুঝবে যে, আল্লাহর পয়গম্বগণকেও যখন এমনভাবে তাকিদ করা হয়, তখন এ ব্যাপারে আমাদের কতটুকু যত্নবান হতে হবে।

وَمَا تِلْكَ بِيَمِيْنِكَ يٰمُوْسٰى -তোমার হাতে ওটা কি? -আল্লাহ রাব্বুল আলামীনের পক্ষ থেকে হযরত মূসা (আ.)-কে এরূপ জিজ্ঞাসা করা নিঃসন্দেহে তাঁর প্রতি কৃপা, অনুকম্পা ও মেহেরবানির সূচনা ছিল, যাতে বিস্ময়কর দৃশ্যাবলি দেখা ও আল্লাহর কালাম শোনার কারণে তাঁর মনে যে ভয় ভীতি ও আতঙ্ক সৃষ্টি হয়েছিল, তা দূর হয়ে যায়। এটা ছিল একটা হৃদ্যতাপূর্ণ সম্বোধন। এছাড়া এই প্রশ্নে আরও একটি রহস্য এই যে, পরক্ষণেই তাঁর হাতের লাঠিকে একটি সাপ বা

https://e-ilm.weebly.com/

অজগরে রূপান্তরিত করা উদ্দেশ্য ছিল। তাই প্রথমে তাঁকে সতর্ক করা হয়েছে যে, তোমার হাতে কি আছে দেখে নাও। তিনি যখন দেখে নিলেন যে, সেটা কাঠের লাঠি মাত্র, তখন একে সাপে রূপান্তরিত করার মু'জিযা প্রদর্শন করা হলো। নতুবা হযরত মূসা (আ.) এর মনে এরূপ সম্ভাবনাও থাকতে পারত যে, আমি বোধ হয় রাতের অন্ধকারে লাঠির স্থলে সাপই ধরে এনেছি।

قَالَ هِىَ عَصَاىَ : হযরত মূসা (আ.) -কে শুধু এতটুকু প্রশ্ন করা হয়েছিল যে, হাতে কি? এর জওয়াবে লাঠি বলাই যথেষ্ট ছিল। কিন্তু হযরত মূসা (আ.) এখানে আসল জওয়াবের অতিরিক্ত আরো তিনটি বিষয় আরজ করেছেন। (এক) এটা আমার লাঠি। (দুই) আমি একে অনেক কাজে লাগাই; প্রথমত এর উপর ভর দেই; দ্বিতীয়ত এর দ্বারা আঘাত করে আমার ছাগপালের জন্যে বৃক্ষপত্র ঝেড়ে ফেলি এবং (তিন) এর দ্বারা আমার অন্যান্য কাজও উদ্ধার হয়। এই দীর্ঘ ও বিস্তারিত জওয়াবে ইশক ও মহব্বত এবং পরিপূর্ণ আদবের পরাকাষ্ঠা প্রকাশ পেয়েছে। ইশক মহব্বতের দাবি এই যে, প্রেমাস্পদ যখন অনুকম্পাবশত মনোযোগ দান করেছেন তখন বক্তব্য দীর্ঘ করা উচিত, যাতে সুযোগ দ্বারা অধিকতর উপকৃত হওয়া যায়। কিন্তু সাথে সাথে আদবের দাবি এই যে, সীমাতিরিক্ত নিঃসঙ্কোচ হয়ে বক্তব্য অধিক দীর্ঘও না হওয়া চাই। এই দ্বিতীয় দাবির প্রতি লক্ষ্য রেখে উপসংহারে সংক্ষেপে বলেছেন وَلِىَ فِيْهَا مَاٰرِبُ اُخْرٰى -অর্থাৎ আমি এর দ্বারা আরও অনেক কাজ নেই। এরপর তিনি সেসব কাজের বিস্তারিত বিবরণ দেননি। -[রূহুল-মা'আনী, মাযহারী]

তাফসীরে কুরতুবীতে এ আয়াত থেকে এরূপ মাসআলা বের করা হয়েছে যে, প্রয়োজন ও উপযোগিতার কারণে প্রশ্নে যে বিষয়ে জিজ্ঞেস করা হয় নি, জওয়াবে তাও বর্ণনা করে দেওয়া জায়েজ।

মাস'আলা : এ আয়াত থেকে জানা গেল যে, হাতে লাঠি রাখা পয়গম্বরগণের সুন্নত। রাসূলুল্লাহ ﷺ -এরও এই সুন্নত ছিল। এতে অসংখ্য ইহলৌকিক ও পারলৌকিক উপকার নিহিত আছে। -[কুরতুবী]

فَاِذَا هِىَ حَيَّةٌ تَسْعٰى : হযরত মূসা (আ.) -এর হাতের লাঠি আল্লাহর নির্দেশে নিক্ষেপ করার পর তা সাপে পরিণত হয়। এই সাপ সম্পর্কে কুরআন পাকের এক জায়গায় বলা হয়েছে كَاَنَّهَا جَآنٌّ -আরবি অভিধানে ছোট ও সরু সাপকে جَآنٌّ বলা হয়। অন্য জায়গায় বলা হয়েছে, فَاِذَا هِىَ ثُعْبَانٌ -অজগর ও বৃহৎ মোটা সাপকে ثُعْبَانٌ বলা হয়। আলোচ্য আয়াতে حَيَّةٌ বলা হয়েছে এটা ব্যাপক শব্দ, প্রত্যেক ছোট বড় মোটা সরু সাপকে حَيَّةٌ বলা হয়। সাপটির অবয়ব ও আকৃতি সম্পর্কিত বিভিন্ন শব্দ ব্যবহার করার অর্থ সম্ভবত এই যে, সাপটি শুরুতে সরু ও ছোট ছিল, এরপর মোটা ও বড় হয়ে যায় অথবা সাপ তো বড় ও অজগরই ছিল; কিন্তু বড় সাপ স্বভাবতই দ্রুতগতিসম্পন্ন হয় না। কিন্তু মূসা (আ.)-এর এই অজগরটি সাধারণ অভ্যাসের বিপরীতে খুব দ্রুত চলত। তাই দ্রুতগতির দিক দিয়ে একে جَآنٌّ অর্থাৎ হালকা ছোট সাপ বলা হয়েছে। আয়াতে, كَاَنَّهَا শব্দটি দ্বারা এর প্রতি ইঙ্গিতও হতে পারে। কারণ এ শব্দটি তুলনার অর্থ দেয়। একটি বিশেষ গুণ অর্থাৎ দ্রুতগতিসম্পন্ন হওয়ার দিক দিয়ে এই অজগরকে جَآنٌّ এর সাথে তুলনা করা হয়েছে।-(মাযহারী)

অথবা এটি যেখানে যেরূপ আকৃতি ধারণের প্রয়োজন হতো তাই ধারণ করতে সক্ষম ছিল। কখনো খুব সরু, কখনও বিশাল আকারের অজগর ইত্যাদি। ইমাম কুরতুবীর বর্ণনা অনুযায়ী চিকন সাপের ন্যায় দ্রুতগতিসম্পন্ন ছিল বলে 'জান্ন' বলা হতো। লোকেরা দেখে ভীষণভাবে ভীত হতো বলে 'ছুওবানুন' বলা হতো।

وَاضْمُمْ يَدَكَ اِلٰى جَنَاحِكَ : جَنَاحَكَ আসলে জন্তুর পাখাকে বলা হয়। এখানে নিজের বাহুতে অর্থাৎ বগলের নীচে হাত রেখে যখন বের করবে, তখন তা সূর্যের ন্যায় ঝলমল করতে থাকবে। হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) থেকে تَخْرُجْ بَيْضَاءَ এর এরূপ তাফসীরই বর্ণিত আছে। -(মাযহারী)

اِذْهَبْ اِلٰى فِرْعَوْنَ -স্বীয় রাসূলকে দু'টি বিরাট মু'জিযার অস্ত্র দ্বারা সুসজ্জিত করার পর আদেশ করা হয়েছে যে, এখন উদ্ধত ফেরাউনকে ঈমানের দাওয়াত দেওয়ার জন্যে চলে যাও।

হযরত মূসা (আ.) যখন খোদায়ী কালামের গৌরব অর্জন করলেন এবং নবুয়ত ও রেসালতের দায়িত্ব লাভ করেলেন, তখন নিজ সত্তা ও শক্তির উপর ভরসা ত্যাগ করে স্বয়ং আল্লাহ তা'আলারই দ্বারস্থ হলেন। কারণ তাঁরই সাহায্যে এই মহান পদের দায়িত্ব পালন করা সম্ভবপর। এ কাজে যেসব বিপদাপদ ও বাধাবিপত্তির সম্মুখীন হওয়া অপরিহার্য, সেগুলো হাসিমুখে বরণ করার মনোবলও আল্লাহ তা'আলার পক্ষ থেকেই পাওয়া যেতে পারে। তাই তিনি আল্লাহর দরবারে পাঁচটি

https://e-ilm.weebly.com/

বিষয়ে দোয়া করলেন। প্রথম দোয়া رَبِّ اشْرَحْ لِيْ صَدْرِيْ অর্থাৎ হে পরওয়ারদেগার, আমার বক্ষ উন্মোচন করে দিন এবং এতে এমন প্রশস্ততা দান করুন যেন নবুয়তের জ্ঞান বহন করার উপযোগী হয়ে যায়। ঈমানের দাওয়াত মানুষের কাছে পৌছানোর ক্ষেত্রে তাদের পক্ষ থেকে যে কটু কথা শুনতে হয়, তা সহ্য করাও এর অন্তর্ভুক্ত।

দ্বিতীয় দোয়া وَيَسِّرْلِىْ أَمْرِىْ (অর্থাৎ আমার কাজ সহজ করে দিন) এই উপলব্ধি ও অন্তর্দৃষ্টিও নবুয়তের ফলশ্রুতি ছিল যে, কোনো কাজের কঠিন হওয়া অথবা সহজ হওয়া বাহ্যিক চেষ্টা-চরিত্রের অধীনে নয়। এটাও আল্লাহ তা'আলারই দান। তিনি যদি ইচ্ছা করেন, তাহলে কারো জন্য কঠিনতরও গুরুতর কাজ সহজ করে দেন এবং তিনি ইচ্ছা করলে সহজতর কাজ কঠিন হয়ে যায়। একারণেই হাদীসে মুসলমানদেরকে নিম্নোক্ত দোয়া শিক্ষা দেওয়া হয়েছে। তারা নিজেদের কাজের জন্য আল্লাহর কাছে এভাবে দোয়া করবে :

اَللّٰهُمَّ الْطُفْ بِنَا فِىْ تَيْسِيْرِ كُلِّ عَسِيْرٍ فَاِنَّ تَيْسِيْرَ كُلِّ عَسِيْرٍ عَلَيْكَ يَسِيْرٌ-

অর্থাৎ হে আমার আল্লাহ! প্রত্যেক কঠিন কাজ সহজ করার ব্যাপারে আমাদের প্রতি অনুগ্রহ করুন। কেননা প্রত্যেক কঠিন কাজ সহজ করে দেওয়া আপনার পক্ষে সহজ।)

তৃতীয় দোয়া : وَاحْلُلْ عُقْدَةً مِّنْ لِّسَانِىْ يَفْقَهُوْا قَوْلِىْ-(অর্থাৎ আমার জিহ্বার জড়তা দূর করে দিন, যাতে লোকেরা আমার কথা বুঝতে পারে।) এই জড়তার কাহিনী এই যে, হযরত মূসা (আ.) দুগ্ধ পান করার জমানায় তার জননীর কাছেই ছিলেন এবং জননী ফেরাউনের দরবার থেকে দুধ পান করানোর ভাতা পেতে থাকেন। শিশু মূসা দুধ ছেড়ে দিলে ফেরাউন ও তার স্ত্রী আছিয়া তাঁকে পালক পুত্ররূপে নিজেদের কাছে নিয়ে যায়। এ সময়েই একদিন শিশু হযরত মূসা (আ.) ফেরাউনের দাড়ি ধরে তার গালে এক চপেটাঘাত করে বসেন। কোনো কোনো রেওয়ায়েতে আছে, তিনি একটি ছড়ি হাতে নিয়ে খেলা করছিলেন। এক সময় এই ছড়ি দ্বারা তিনি ফেরাউনের মাথায় আঘাত করে বসেন। ফেরাউন রাগান্বিত হয়ে তাকে হত্যা করার ইচ্ছা করে। স্ত্রী আছিয়া বললেন: রাজাধিরাজ! আপনি অবুঝ শিশুর অপরাধ ধরবেন না। সে তো এখনও ভালো-মন্দের পার্থক্য বোঝেনা। আপনি ইচ্ছা করলে পরীক্ষা করে দেখতে পারেন। ফেরাউনকে পরীক্ষা করানোর জন্যে আছিয়া একটি পাত্রে জ্বলন্ত অঙ্গার ও অপর একটি পাত্রে মণিমুক্তা এনে হযরত মূসা (আ.)- এর সামনে রেখে দিলেন। উদ্দেশ্য এই যে, সে অবুঝ শিশু। শিশুসুলভ অভ্যাস অনুযায়ী সে জ্বলন্ত অঙ্গারটিকে উজ্জ্বল ও সুন্দর মনে করে তা ধরার জন্যে হাত বাড়াবে। মণিমুক্তার চাকচিক্য শিশুদের দৃষ্টি আকর্ষণ করার মতো হয় না। এতে ফেরাউন বুঝতে পারবে যে, সে যা করেছে, অজ্ঞতাবশত করেছে। কিন্তু এখানে কোনো সাধারণ শিশু ছিল না; ছিলেন আল্লাহর নবী রাসূল, যাঁর স্বভাব-প্রকৃতি জন্মলগ্ন থেকেই অনন্যসাধারণ হয়ে থাকে। হযরত মূসা (আ.) আগুনের পরিবর্তে মণিমুক্তাকে ধরার জন্য হাত বাড়াতে চাইলেন, কিন্তু হযরত জিবরাঈল (আ.) তাঁর হাত অগ্নিস্ফুলিঙ্গের পাত্রে রেখে দিলেন এবং হযরত মূসা (আ.) তৎক্ষণাৎ আগুনের স্ফুলিঙ্গ তুলে মুখে পুরে নিলেন। ফলে তাঁর জিহ্বা পুড়ে গেল। এতে ফেরাউন বিশ্বাস করল যে, হযরত মূসা (আ.)- এর এই কর্ম উদ্দেশ্য প্রণোদিত নয়, এটা ছিল নিতান্তই বালকসুলভ অজ্ঞতাবশত। এ ঘটনা থেকেই হযরত মুসা (আ.)- এর জিহ্বায় এক প্রকার জড়তা সৃষ্টি হয়ে যায়। কুরআনে একেই عُقْدَةً বলা হয়েছে এবং এটা দূর করার জন্যেই হযরত মূসা (আ.) দোয়া করেন।-(মাযহারী, কুরতুবী)

প্রথমোক্ত দুটি দোয়া ছিল সকল কাজে আল্লাহর সাহায্য হাসিল করার জন্যে। তৃতীয় দোয়ায় নিজের একটি দুর্বলতা নিরসনের জন্যে প্রার্থনা জানানো হয়েছে, কারণ রেসালত ও দাওয়াতের জন্যে স্পষ্টভাষীও বিশুদ্ধভাষী হওয়ারও একটি জরুরি বিষয়। পরবর্তী এক আয়াতে বলা হয়েছে যে, মূসা (আ.)- এর সব দোয়া কবুল করা হয়। এর বাহ্যিক অর্থ এই যে, জিহ্বার তোতলামিও দূরীকরণ হয়ে থাকবে। কিন্তু স্বয়ং হযরত মূসা (আ.) হযরত হারূনকে রেসালতের কাজে সহকারী করার যে দোয়া করেছেন, তাতে একথাও বলেছেন যে, هُوَ اَفْصَحُ مِنِّىْ لِسَانًا অর্থাৎ হারূন আমার চাইতে অধিক বিশুদ্ধভাষী। এ থেকে জানা যায় যে, তোতলামির প্রভাব কিছুটা অবশিষ্ট ছিল। এছাড়া ফেরাউন হযরত মূসা (আ.)-এর চরিত্রে যেসব দোষারোপ করেছিল; তন্মধ্যে একটি ছিল এই, وَلَا يَكَادُ يُبِيْنُ -অর্থাৎ সে তার বক্তব্য পরিষ্কার ব্যক্ত করতে পারে না। কোনো কোনো আলেম এর উত্তরে বলেন : হযরত মূসা (আ.) স্বয়ং তাঁর দোয়ায় জিহ্বার জড়তা এতটুকু দূর করার প্রার্থনা জানিয়েছিলেন, যতটুকু লোকেরা তাঁর কথা বুঝতে পারে। বলা বাহুল্য, সেই পরিমাণ জড়তা দূর করে দেওয়া হয়েছিল। এরপরও তোতলামির সামান্য প্রভাব থাকলে তা দোয়া কবুল হওয়ার পরিপন্থি নয়।

https://e-ilm.weebly.com/

চতুর্থ দোয়া وَاجْعَلْ لِّىْ وَزِيْرًا مِّنْ اَهْلِىْ -অর্থাৎ আমার পরিবাবর্গ থেকেই আমার জন্যে একজন উজির করুন। পূর্বোক্ত তিনটি দোয়া ছিল নিজ সত্তা সম্পর্কিত। এই চতুর্থ দোয়া রেসালতের করণীয় কাজ আনজাম দেওয়ার জন্যে উপায়াদি সংগ্রহ করার সাথে সম্পর্ক রাখে। হযরত মূসা (আ.) সাহায্য করতে সক্ষম এমন একজন উজির নিযুক্তিকে সর্বপ্রথম ও সর্বপ্রধান উপায় সাব্যস্ত করেছেন। অভিধানে উজিরের অর্থই বোঝা বহনকারী। রাষ্ট্রের উজির তার বাদশাহর বোঝা দায়িত্ব সহকারে বহন করেন। তাই তাকে উজির বলা হয়। এ থেকে হযরত মূসা (আ.)-এর পরিপূর্ণ বুদ্ধিমত্তার পরিচয় পাওয়া যায় যে, কোনো সাংগঠনিক কাজ অথবা আন্দোলন পরিচালনার জন্য সর্বাগ্রে সহকর্মী ও সাহায্যকারীর প্রয়োজনীয়তা অনস্বীকার্য। পছন্দসই সাহায্যকারী পাওয়া গেলে পরবর্তীতে সব কাজ সহজ হয়ে যায়। সহকর্মীদল ভ্রান্ত হলে যাবতীয় উপায় ও উপকরণাদি অকেজো হয়ে পড়ে। আজকাল রাষ্ট্র ও সরকারসমূহে যেসব দোষত্রুটি পরিলক্ষিত হয়, চিন্তা করলে দেখা যাবে যে, এগুলোর আসল কারণ রাষ্ট্রপ্রধানের সহকর্মী মন্ত্রী ও দায়িত্বশীলদের কর্তব্যবিমুখতা, দুষ্কর্ম ও অযোগ্যতা ছাড়া কিছুই নয়।

এ কারণেই রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন: আল্লাহ তা'আলা যখন কোনো ব্যক্তির হাতে রাষ্ট্রের শাসনক্ষমতা অর্পণ করেন এবং চান যে, সে ভালো কাজ করুক এবং সুচারুরূপে রাষ্ট্র পরিচালনা করুক, তখন তার সাহায্যের জন্য একজন সৎ উজির দান করেন। রাষ্ট্রপ্রধান কোনো জরুরি কাজ ভুলে গেলে তিনি তাকে স্মরণ করিয়ে দেন। তিনি যে কাজ করতে চান, উজির তাতে তাঁর সাহায্য করেন। –[নাসায়ী]

এই দোয়ায় হযরত মূসা (আ.) যে উজির প্রার্থনা করেছেন, তার সাথে مِنْ اَهْلِىْ কথাটিও যুক্ত করে দিয়েছেন। অর্থাৎ এই উজির পরিবারের মধ্যে থেকে হওয়া উচিত। কেননা পরিবারভুক্ত ব্যক্তির অভ্যাস, জানাশোনা এবং তাদের মধ্যে পারস্পরিক সম্প্রীতি ও মিল -মহব্বত থাকে। ফলে কাজে সাহায্য পাওয়া যায়। তবে তাঁর মধ্যে কাজের যোগ্যতা থাকা এবং অপরের চাইতে উত্তম বিবেচনায় মনোনীত হওয়া শর্ত। নিছক স্বজনপ্রীতির ভিত্তিতে মনোনীত না হওয়া চাই। বর্তমানে যুগে সাধারণভাবে সততা ও আন্তরিকতা অনুপস্থিত এবং প্রকৃত কাজের চিন্তা কারো মধ্যে পরিলক্ষিত হয় না। তাই কোনো শাসনকর্তার সাথে তার আত্মীয়স্বজনকে মন্ত্রী অথবা উপমন্ত্রী নিযুক্ত করাকে নিন্দনীয় মনে করা হয়। যেক্ষেত্রে ন্যায়পরায়ণতার পুরোপুরি ভরসা থাকে, সেখানে কোনো সৎকর্মপরায়ণ আত্মীয়কে কোনো উচ্চপদ দান করা দোষের কথা নয়; বরং গুরুত্বপূর্ণ বিষয়াদির নিষ্পত্তির জন্য অধিক উত্তম। রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর খোলাফায়ে রাশেদীন সাধারণত তাঁরাই হয়েছেন, যাঁরা নবী-পরিবারের সাথে আত্মীয়তার সম্পর্কও রাখতেন।

হযরত মূসা (আ.) তাঁর দোয়ায় প্রথমে অনির্দিষ্টভাবে বলেছেন যে, উজির আমার পরিবারভুক্ত ব্যক্তি হওয়া চাই। অতঃপর নির্দিষ্ট করে বলেছেন যে, আমি যাকে উজির করতে চাই, তিনি আমার ভাই হারূন - যাতে রেসালতের গুরুত্বপূর্ণ বিষয়াদিতে আমি তার কাছ থেকে শক্তি অর্জন করতে পারি।

হযরত হারূন (আ.) হযরত মূসা (আ.) থেকে তিন অথবা চার বছরের বয়োজ্যেষ্ঠ ছিলেন এবং তিন বছর পূর্বেই ইন্তেকাল করেন হযরত মূসা (আ.) যখন এই দোয়া করেন, তখন তিনি মিসরে অবস্থান করছিলেন। আল্লাহ তা'আলা মূসা (আ.)-এর দোয়ার ফলে তাঁকেও পয়গম্বর করে দেন। ফেরেশতার মাধ্যমে তিনি মিসরেই এ সংবাদপ্রাপ্ত হন। হযরত মূসা (আ.)-কে যখন মিসরে ফেরাউনকে দাওয়াত দেওয়ার জন্যে প্রেরণ করা হয়, তখন হযরত হারূন (আ.) কে মিসরের বাইরে এসে তাঁকে অভ্যর্থনা করার জন্য আদেশ দেওয়া হয়। তিনি তাই করেন।-(কুরতুবী)

পঞ্চম দোয়া وَاَشْرِكْهُ فِىْٓ اَمْرِىْ -হযরত মূসা (আ.) হযরত হারূন (আ.)-কে নিজের উজির করতে চেয়েছিলেন। ইচ্ছা করলে তিনি নিজেই তা করতে পারতেন। এ অধিকার তাঁর ছিল; কিন্তু বরকতের জন্যে আল্লাহর পক্ষ থেকে মনোনীত করার দোয়া করেছেন। সাথে সাথে তিনি তাঁকে নবুওয়ত ও রেসালতে শরিক করতেও চাইলেন। কোনো নবী ও রাসূলের এরূপ অধিকার নেই। তাই এর জন্যে পৃথক দোয়া করেছেন যে, তাঁকে আমার রেসালতের অংশীদার করে দিন।

সৎকর্মপরায়ণ সঙ্গী জিকির ও ইবাদতেও সাহায্যকারী হয় : كَىْ نُسَبِّحَكَ كَثِيْرًا وَّنَذْكُرَكَ كَثِيْرًا - অর্থাৎ হযরত হারূনকে উজির ও নবুয়তে অংশীদার করলে এই উপকার হবে যে, আমরা বেশি পরিমাণে আপনার জিকির, পবিত্রতা বর্ণনা করতে পারব। এখানে প্রশ্ন হতে পারে যে, তাসবীহ ও জিকির মানুষ একাও যত ইচ্ছা করতে পারে। এতে কোনো সঙ্গীর

https://e-ilm.weebly.com/

কাজের কি প্রয়োজন আছে? কিন্তু চিন্তা করলে জানা যায় যে, তাসবীহ্ ও জিকিরের উপযুক্ত পরিবেশ এবং আল্লাহভক্ত সঙ্গীদের অনেক প্রভাব রয়েছে। যার সঙ্গী সহচর আল্লাহভক্ত নয়, সে ততটুকু ইবাদত করতে পারে না, যতটুকুক আল্লাহভক্তদের পরিবেশে একজন করতে পারে। এ থেকে বোঝা যায় যে, যে ব্যক্তি আল্লাহর জিকিরে মশগুল থাকতে চায়, তাঁর উপযুক্ত পরিবেশেও তালাশ করা উচিত।

এ পর্যন্ত পাঁচটি দোয়া সমাপ্ত হলো। পরিশেষে আল্লাহ তা'আলার পক্ষ থেকে এসব দোয়া কবুল হওয়ার সুসংবাদ দান করা হয়েছে قَالَ قَدْ أُوتِيتَ سُؤْلَكَ يَٰمُوسَىٰ -অর্থাৎ হে মুসা! তুমি যা যা চেয়েছ, সবই তোমাকে প্রদান করা হলো।

وَلَقَدْ مَنَنَّا عَلَيْكَ مَرَّةً أُخْرَىٰ -হযরত মূসা (আ.) -কে এ সময় বাক্যালাপের গৌরবে ভূষিত করা হয়েছে, নবুয়ত ও রেসালত দান করা হয়েছে এবং বিশেষ বিশেষ মু'জিযা প্রদান করা হয়েছে। এর সাথে সাথে আল্লাহ তা'আলা আলোচ্য আয়াতে তাঁকে সেসব নিয়ামতও স্মরণ করিয়ে দিচ্ছেন, যেগুলো জন্মের প্রারম্ভ থেকে এ যাবৎ প্রতিযুগে তাঁর জন্যে ব্যয়িত হয়েছে। উপর্যুপরি পরীক্ষা এবং প্রাণনাশের আশঙ্কার মধ্যে আল্লাহ তা'আলা বিস্ময়কর পন্থায় তাঁর জীবন রক্ষা করেছেন পরবর্তী আয়াতসমূহে যেসব নিয়ামত উল্লেখিত হয়েছে, বাস্তব ঘটনার দিক দিয়ে সেগুলো পূর্ববর্তী। এগুলোকে এখানে أُخْرَىٰ শব্দের মাধ্যমে ব্যক্ত করার অর্থ এরূপ নয় যে, এই নিয়ামতগুলো পরবর্তীকালের। বরং أُخْرَىٰ কোনো সময় শুধু 'অন্য' অর্থ বোঝায়। এতে অগ্রপশ্চাতের কোনো অর্থ থাকে না। এখানেও শব্দটি এ অর্থেই ব্যবহৃত হয়েছে। -[রূহুল-মা'আনী]

হযরত মূসা (আ.)- এর এই আদ্যোপান্ত কাহিনী হাদীসের বরাত দিয়ে সম্মুখে বর্ণিত হবে।

إِذْ أَوْحَيْنَآ إِلَىٰٓ أُمِّكَ مَا يُوحَىٰ : অর্থাৎ যখন আমি তোমার মাতার কাছে এমন ব্যাপারে ওহী করলাম যা ওহীর মাধ্যমেই জানানো যেতে পারত। তা এই যে, ফেরাউন তার সিপাহীদেরকে ইসরাঈলী নবজাত শিশুদেরকে হত্যা করার আদেশ দিয়ে রেখেছিল। তাই সিপাহীদের কবল থেকে রক্ষা করার জন্যে তাঁর মাতাকে ওহীর মাধ্যমে বলা হলো যে, তাকে একটি সিন্দুকে রেখে দরিয়ায় ভাসিয়ে দাও এবং তার ধ্বংসের আশঙ্কা করো না। আমি তাকে হেফাজতে রাখব এবং শেষে তোমার কাছে ফিরিয়ে দেব। বলাবাহুল্য, এসব কথা বিবেকগ্রাহ্য নয়। আল্লাহ তা'আলার ওয়াদা এবং তাঁর হেফাজতের অবিশ্বাস্য ব্যবস্থা একমাত্র তাঁর পক্ষে থেকে বিবৃতির মাধ্যমেই জানা যেতে পারে।

নবী-রাসূল নয় -এমন ব্যক্তির কাছে ওহী আসতে পারে কি? وَحْيٌ শব্দের আভিধানিক অর্থ এমন গোপন কথা, যা শুধু যাকে বলা হয় সেই জানে অন্য কেউ জানে না। এই আভিধানিক অর্থের দিক দিয়ে ওহী কারও বিশেষ গুণ নয়-নবী, রাসূল সাধারণ সৃষ্টিজীব বরং জন্তু জানোয়ার পর্যন্ত এতে শামিল হতে পারে।

وَأَوْحَىٰ رَبُّكَ إِلَى ٱلنَّحْلِ -আয়াতে মৌমাছিকে ওহীর মাধ্যমে শিক্ষাদানের কথা এই অর্থের দিক দিয়েই বলা হয়েছে। আলোচ্য أَوْحَيْنَآ إِلَىٰ رَبِّكَ আয়াতেও আভিধানিক অর্থে 'ওহী শব্দ ব্যবহার করা হয়েছে। কাজেই এতে মূসা-জননীর নবী অথবা রাসূল হওয়া জরুরি না। যেমন-মারইয়ামের কাছেও এভাবে আল্লাহর বাণী পৌঁছেছিল, অথচ বিশিষ্ট আভিধানিক আলেমদের সর্বসম্মতিক্রমে তিনি নবী অথবা রাসূল ছিলেন না। ওহী সাধারণত ইলহামের আকারে হয়, অর্থাৎ আল্লাহ তা'আলা কারো অন্তরে কোনো বিষয়বস্তু জাগ্রত করে দেন এবং তাকে নিশ্চিত করে দেন যে, এ আল্লাহর পক্ষে থেকেই। ওলী-আল্লাহগণ সাধারণত এ ধরনের ইলহাম লাভ করেছেন। বরং আবূ হাইয়্যান ও অন্য কিছু সংখ্যক আলেম বলেছেন যে, এ জাতীয় ওহী মাঝে মাঝে ফেরেশতার মাধ্যমেও হতে পারে। উদাহরণত হযরত মারইয়ামের ঘটনায় স্পষ্টত বলা হয়েছে যে, ফেরেশতা হযরত জিবরাঈল (আ.) মানুষের আকৃতি ধারণ করে তাকে শিক্ষা দিয়েছেন। কিন্তু এই ওহী শুধু সংশ্লিষ্ট ব্যক্তির সত্তার সাথেই সম্পর্কযুক্ত থাকে। জনসংস্কার এবং তাবলীগ দাওয়াতের সাথে এর কোনো সম্পর্ক নেই। এর বিপরীতে নবুয়তের ওহীর উদ্দেশ্যেই জনসংস্কারের জন্যে কাউকে নিয়োগ করা এবং প্রচার ও দাওয়াতের জন্যে আদিষ্ট করা। এরূপ ব্যক্তির অপরিহার্য দায়িত্ব হচ্ছে নিজের ওহীর প্রতি নিজেও বিশ্বাস স্থাপন করা এবং অপরকেও তার নবুয়ত ও ওহী মানতে বাধ্য করা; যারা না মানে তাদেরকে কাফের আখ্যা দেওয়া।

ইলহামী ওহী তথা আভিধানিক ওহী এবং নবুয়তের ওহী তথা পারিভাষিক ওহীর মধ্যে পার্থক্য তাই। আভিধানিক ওহী সর্বকালেই জারি আছে এবং থাকবে। কিন্তু নবুয়ত ও নবুয়তের ওহী শেষ নবী মুহাম্মদ ﷺ পর্যন্ত এসে শেষ হয়ে গেছে। কোনো কোনো বুযুর্গের উক্তিতে একেই "ওহী-তাশরীয়ী" ও গায়রে-তাশরীয়ী" শিরোনামে ব্যক্ত করা হয়েছে। শায়েখ মুহিউদ্দিন ইবনে আরাবীর কোনো কোনো বাক্যের বরাত দিয়ে নবুয়তের দাবিদার কাদিয়ানী তার দাবির বৈধতার প্রমাণ হিসেবে একে উপস্থিত করেছে, যা স্বয়ং ইবনে আরাবীর সুস্পষ্ট বর্ণনাসমূহের পরিপ্রেক্ষিতে বাতিল।

https://e-ilm.weebly.com/

শব্দ বিশ্লেষণ :

اَقِمْ : সীগাহ واحد مذكر حاضر বহছ امر حاضر معروف বাব اِفْعَالٌ মাসদার اِقَامَةً মূলবর্ণ (ق - و - م) জিনস اجوف واوى অর্থ– তুমি কায়েম রাখ।

لِتُجْزٰى : সীগাহ واحد مؤنث غائب বহছ مضارع مجهول বাব ضَرَبَ মাসদার جَزَاءً মূলবর্ণ (ج - ز - ى) জিনস ناقص يائى অর্থ- যেন বিনিময় প্রাপ্ত হয়, যেন প্রতিফল দেওয়া হয়।

لَايَصُدَّنَّكَ : সীগাহ واحد مذكر غائب বহছ نهى معروف بانون ثقيلة বাব نَصَرَ মাসদার صَدٌّ মূলবর্ণ (ص - د - د) জিনস مضاعف ثلاثى অর্থ- তোমাকে যেন বিরত না রাখে।

فَتَرْدٰى : সীগাহ واحد مذكر حاضر বহছ مضارع معروف বাব سَمِعَ মাসদার رَدًى মূলবর্ণ (ر - د - ى) জিনস ناقص يائى অর্থ- নতুবা তুমি ধ্বংস হয়ে যাবে।

اَهُشُّ : সীগাহ واحد متكلم বহছ مضارع معروف বাব نَصَرَ মাসদার هَشٌّ মূলবর্ণ (ه - ش - ش) জিনস مضاعف ثلاثى অর্থ- আমি পাতা পেড়ে দেই।

خُذْهَا : সীগাহ واحد مذكر حاضر বহছ امر حاضر معروف বাব نَصَرَ মাসদার اَخْذٌ মূলবর্ণ (ا - خ - ذ) জিনস مهموز فاء অর্থ- তুমি তা ধরে ফেল।

لَا تَخَفْ : সীগাহ واحد مذكر حاضر বহছ نهى حاضر معروف বাব سَمِعَ মাসদার خَوْفٌ، خِيْفَةٌ ও مخافة মূলবর্ণ (خ - و - ف) জিনস اجوف واوى অর্থ- তুমি ভয় করো না।

سَنُعِيْدُهَا : সীগাহ جمع متكلم বহছ مضارع معروف বাব اِفْعَالٌ মাসদার اِعَادَةً মূলবর্ণ (ع - و - د) জিনস اجوف واوى অর্থ- আমি এখনই তাকে ফিরিয়ে আনব।

اُضْمُمْ : সীগাহ واحد مذكر حاضر বহছ امر حاضر معروف বাব نَصَرَ মাসদার ضَمٌّ মূলবর্ণ (ض - م - م) জিনস مضاعف ثلاثى অর্থ- তুমি সংলগ্ন কর।

لِنُرِيَكَ : সীগাহ جمع متكلم বহছ مضارع معروف বাব اِفْعَالٌ মাসদার اِرَاءَةً মূলবর্ণ (ر - أ - ى) জিনস মুরাক্কাব (ناقص يائى ও مهموز عين) অর্থ- যেন আমি তোমাকে দেখিয়ে দেই/ দেখাই।

يَسِّرْ : সীগাহ واحد مذكر حاضر বহছ امر حاضر معروف বাব تَفْعِيْل মাসদার تَيْسِيْرٌ মূলবর্ণ (ى - س - ر) জিনস مثال يائى অর্থ- আপনি সহজ করে দিন।

اُحْلُلْ : সীগাহ واحد مذكر حاضر বহছ امر حاضر معروف বাব نَصَرَ মাসদার حَلٌّ মূলবর্ণ (ح - ل - ل) জিনস مضاعف ثلاثى অর্থ আপনি দূর করে দিন, আপনি (গিরা গ্রন্থি) খুলে দিন।

اُشْدُدْ : সীগাহ واحد مذكر حاضر বহছ امر حاضر معروف বাব نَصَرَ মাসদার شَدٌّ মূলবর্ণ (ش - د - د) জিনস مضاعف ثلاثى অর্থ- আপনি সুদৃঢ় করে দিন।

اُوْتِيْتَ : সীগাহ واحد مذكر حاضر বহছ ماضى مجهول বাব اِفْعَالٌ মাসদার اِيْتَاءً বাব اِفْعَالٌ মূলবর্ণ (أ - ت - ى) জিনস মুরাক্কাব (ناقص يائى ও مهموزفاء) অর্থ- মঞ্জুর করা হলো, তোমাকে দেওয়া হলো।

বাক্য বিশ্লেষণ :

قَوْل قَالَ هِىَ عَصَاىَ اَتَوَكَّؤُا عَلَيْهَا وَاَهُشُّ بِهَا عَلٰى غَنَمِىْ : এখানে قَالَ ফে'ল ও তার উহ্য যমীর ফায়েল মিলে আর পরবর্তী বাক্য হলো مقول ; আর هِىَ মুবতাদা عَصَاىَ হলো তার খবর। আর اَتَوَكَّؤُا عَلَيْهَا বাক্যটি হলো حالية আর اَهُشُّ بِهَا عَلٰى غَنَمِىْ হলো اَتَوَكَّؤُا عَلَيْهَا-এর উপর আতফ হয়েছে। আর بِهَا হলো اَهُشُّ-এর সাথে متعلق তদ্রূপ عَلٰى غَنَمِىْ ও اَهُشُّ-এর সাথে متعلق হয়েছে। –(ই'রাবুল কুরআন : ৪র্থ খণ্ড, পৃ. ৬৬৬)

https://e-ilm.weebly.com/

৩৯. তা এই যে, মূসাকে একটি সিন্দুকের মধ্যে রাখ অতঃপর তাঁকে নদীতে ফেলে দাও, অনন্তর নদী তাঁকে তীরে নিয়ে ফেলবে [এবং] এমন এক ব্যক্তি তাঁকে ধরে নেবে, যে আমারও শত্রু এবং তাঁরও শত্রু; আর ঢেলে দিলাম তোমার উপর আমার পক্ষ হতে স্নেহের নিদর্শন, আর যেন তুমি আমার তত্ত্বাবধানে প্রতিপালিত হও।	أَنِ اقْذِفِيهِ فِي التَّابُوتِ فَاقْذِفِيهِ فِي الْيَمِّ فَلْيُلْقِهِ الْيَمُّ بِالسَّاحِلِ يَأْخُذْهُ عَدُوٌّ لِي وَعَدُوٌّ لَهُ ۚ وَأَلْقَيْتُ عَلَيْكَ مَحَبَّةً مِنِّي ۚ وَلِتُصْنَعَ عَلَىٰ عَيْنِي ﴿٣٩﴾
৪০. যখন তোমার ভগ্নি চলতে চলতে [ফেরাউন-গৃহে] আসল তখন বলল, আমি কি তোমাদেরকে এমন ব্যক্তির সন্ধান বলে দেব- যিনি একে লালন-পালন করতে পারবে? তৎপর আমি তোমাকে আবার তোমার মার নিকট পৌঁছে দিলাম, যেন তার চক্ষু জুড়ায় এবং সে বিষণ্ণ না থাকে; আর তুমি এক [কিবতী] ব্যক্তিকে প্রাণে মেরেছিলে, অতঃপর আমি তোমাকে সে চিন্তা হতে মুক্তি দিলাম এবং তোমাকে নানাবিধ পরীক্ষায় ফেললাম। তৎপর তুমি কয়েক বৎসর বাস করলে মাদইয়ানবাসীদের মধ্যে, তঃপর হে মূসা! তুমি এক নির্ধারিত সময়ে এসেছ।	إِذْ تَمْشِي أُخْتُكَ فَتَقُولُ هَلْ أَدُلُّكُمْ عَلَىٰ مَنْ يَكْفُلُهُ ۖ فَرَجَعْنَاكَ إِلَىٰ أُمِّكَ كَيْ تَقَرَّ عَيْنُهَا وَلَا تَحْزَنَ ۚ وَقَتَلْتَ نَفْسًا فَنَجَّيْنَاكَ مِنَ الْغَمِّ وَفَتَنَّاكَ فُتُونًا ۚ فَلَبِثْتَ سِنِينَ فِي أَهْلِ مَدْيَنَ ثُمَّ جِئْتَ عَلَىٰ قَدَرٍ يَا مُوسَىٰ ﴿٤٠﴾
৪১. এবং আমি তোমাকে আমার [নবুয়তের] জন্য মনোনীত করেছি।	وَاصْطَنَعْتُكَ لِنَفْسِي ﴿٤١﴾

শাব্দিক অনুবাদ :

৩৯. أَنِ اقْذِفِيهِ فِي التَّابُوتِ তা এই যে, মূসাকে একটি সিন্দুকের মধ্যে রাখ فَاقْذِفِيهِ فِي الْيَمِّ অতঃপর তাঁকে নদীতে ফেলে দাও فَلْيُلْقِهِ الْيَمُّ بِالسَّاحِلِ অনন্তর নদী তাঁকে তীরে নিয়ে ফেলবে يَأْخُذْهُ এমন এক ব্যক্তি তাঁকে ধরে নেবে عَدُوٌّ لِي যে আমারও শত্রু وَعَدُوٌّ لَهُ এবং তাঁরও শত্রু وَأَلْقَيْتُ عَلَيْكَ, আর ঢেলে দিলাম তোমার উপর مَحَبَّةً مِنِّي আমার পক্ষ হতে স্নেহের নিদর্শন وَلِتُصْنَعَ عَلَىٰ عَيْنِي, আর যেন তুমি আমার তত্ত্বাবধানে প্রতিপালিত হও।

৪০. إِذْ تَمْشِي أُخْتُكَ যখন তোমার ভগিনী চলতে চলতে (ফেরাউন গৃহে) আসল فَتَقُولُ তখন বলল هَلْ أَدُلُّكُمْ আমি কি তোমাদেরকে সন্ধান বলে দেব عَلَىٰ مَنْ يَكْفُلُهُ এমন ব্যক্তির যিনি একে লালন-পালন করতে পারবে فَرَجَعْنَاكَ তৎপর আমি তোমাকে আবার পৌঁছে দিলাম إِلَىٰ أُمِّكَ তোমার মাতার নিকট كَيْ تَقَرَّ عَيْنُهَا যেন তার চক্ষু জুড়ায় وَلَا تَحْزَنَ সে বিষণ্ণ না থাকে وَقَتَلْتَ نَفْسًا, আর তুমি এক (কিবতী) ব্যক্তিকে প্রাণে মেরেছিলে فَنَجَّيْنَاكَ مِنَ الْغَمِّ অতঃপর আমি তোমাকে সেই চিন্তা হতে মুক্তি দিলাম وَفَتَنَّاكَ فُتُونًا, এবং তোমাকে নানাবিধ পরীক্ষায় ফেললাম فَلَبِثْتَ سِنِينَ তৎপর তুমি কয়েক বছর বাস করলে فِي أَهْلِ مَدْيَنَ মাদইয়ানবাসীদের মধ্যে ثُمَّ جِئْتَ عَلَىٰ قَدَرٍ يَا مُوسَىٰ অতঃপর হে মূসা! তুমি এক নির্ধারিত সময়ে এসেছ।

৪১. وَاصْطَنَعْتُكَ, এবং আমি তোমাকে মনোনীত করেছি لِنَفْسِي আমার (নবুয়তের) জন্যে।

https://e-ilm.weebly.com/

৪২. তুমি এবং তোমার ভাই আমার নিদর্শনসমূহ নিয়ে যাও এবং আমার স্মরণে শৈথিল্য করো না।	اِذْهَبْ اَنْتَ وَاَخُوْكَ بِاٰيٰتِیْ وَلَا تَنِيَا فِیْ ذِكْرِیْ ﴿٤٢﴾
৪৩. তোমরা উভয়ে ফেরাউনের নিকট যাও, সে সীমালঙ্ঘন করেছে।	اِذْهَبَاۤ اِلٰی فِرْعَوْنَ اِنَّهٗ طَغٰی ﴿٤٣﴾
৪৪. অতঃপর তার সাথে নম্র কথা বল, হয় সে উপদেশ গ্রহণ করবে কিংবা ভয় করবে।	فَقُوْلَا لَهٗ قَوْلًا لَّيِّنًا لَّعَلَّهٗ يَتَذَكَّرُ اَوْ يَخْشٰی ﴿٤٤﴾
৪৫. তাঁরা বললেন, হে আমাদের প্রতিপালক! আমাদের আশঙ্কা হয়, সে আমাদের উপর বাড়াবাড়ি করবে অথবা অন্যায় আচরণে সীমালঙ্ঘন করবে।	قَالَا رَبَّنَاۤ اِنَّنَا نَخَافُ اَنْ يَّفْرُطَ عَلَيْنَاۤ اَوْ اَنْ يَّطْغٰی ﴿٤٥﴾
৪৬. আল্লাহ তা'আলা বললেন, তোমরা ভয় করো না, আমি তোমাদের সাথে আছি, সব শুনছি ও দেখছি।	قَالَ لَا تَخَافَاۤ اِنَّنِیْ مَعَكُمَاۤ اَسْمَعُ وَاَرٰی ﴿٤٦﴾
৪৭. সুতরাং তোমরা উভয়ে তার নিকট যাও এবং বল, আমরা উভয়ে তোমার প্রতিপালকের প্রেরিত। অতএব, বনী ইসরাঈলদেরকে আমাদের সঙ্গে যেতে দাও, এবং তাদেরকে নির্যাতন করো না; আমরা তোমার নিকট তোমার প্রতিপালকের পক্ষ হতে [নবুয়তের] নিদর্শন এনেছি; আর নিরাপত্তা রয়েছে এরূপ ব্যক্তির জন্য, যে সৎপথে চলে।	فَاْتِيٰهُ فَقُوْلَاۤ اِنَّا رَسُوْلَا رَبِّكَ فَاَرْسِلْ مَعَنَا بَنِیْۤ اِسْرَآءِيْلَ ۙ۬ وَلَا تُعَذِّبْهُمْ ؕ قَدْ جِئْنٰكَ بِاٰيَةٍ مِّنْ رَّبِّكَ ؕ وَالسَّلٰمُ عَلٰی مَنِ اتَّبَعَ الْهُدٰی ﴿٤٧﴾

শাব্দিক অনুবাদ :

৪২. اِذْهَبْ اَنْتَ وَاَخُوْكَ তুমি এবং তোমার ভাই যাও بِاٰيٰتِیْ আমার নিদর্শনসমূহ নিয়ে وَلَا تَنِيَا فِیْ ذِكْرِیْ এবং আমার স্মরণে শৈথিল্য করো না।

৪৩. اِذْهَبَاۤ তোমরা উভয়ে যাও اِلٰی فِرْعَوْنَ ফেরাউনের নিকট اِنَّهٗ طَغٰی সে সীমালঙ্ঘন করেছে।

৪৪. فَقُوْلَا لَهٗ অতঃপর তার সাথে বল قَوْلًا لَّيِّنًا নম্র কথা لَّعَلَّهٗ يَتَذَكَّرُ হয়তো সে উপদেশ গ্রহণ করবে اَوْ يَخْشٰی কিংবা ভয় করবে।

৪৫. قَالَا তারা বলবেন رَبَّنَاۤ হে আমাদের প্রতিপালক اِنَّنَا نَخَافُ আমাদের আশঙ্কা হয় اَنْ يَّفْرُطَ عَلَيْنَاۤ সে আমাদের উপর বাড়াবাড়ি করবে اَوْ اَنْ يَّطْغٰی অথবা অন্যায় আচরণে সীমালঙ্ঘন করবে।

৪৬. قَالَ আল্লাহ বললেন لَا تَخَافَاۤ তোমরা ভয় করো না اِنَّنِیْ مَعَكُمَاۤ আমি তোমাদের সাথে আছি اَسْمَعُ وَاَرٰی সব শুনছি ও দেখছি।

৪৭. فَاْتِيٰهُ সুতরাং তোমরা উভয়ে তার নিকট যাও فَقُوْلَاۤ এবং বল اِنَّا رَسُوْلَا رَبِّكَ আমরা উভয়ে তোমার প্রতিপালকের প্রেরিত فَاَرْسِلْ مَعَنَا بَنِیْۤ اِسْرَآءِيْلَ অতএব বনী ইসরাঈলকে আমাদের সাথে যেতে দাও وَلَا تُعَذِّبْهُمْ এবং তাদেরকে নির্যাতন করোনা قَدْ جِئْنٰكَ আমরা তোমার নিকট এনেছি بِاٰيَةٍ مِّنْ رَّبِّكَ তোমার প্রতিপালকের পক্ষ হতে নিদর্শন وَالسَّلٰمُ আর নিরাপত্তা রয়েছে عَلٰی مَنِ اتَّبَعَ الْهُدٰی এরূপ ব্যক্তির জন্য যে সৎপথে চলে।

https://e-ilm.weebly.com/

৪৮. আমাদের প্রতি এ ওহী এসেছে যে, আজাব ঐ ব্যক্তির উপর হবে- যে মিথ্যা আরোপ করে এবং পরাঙ্মুখ হয়।	إِنَّا قَدْ أُوحِيَ إِلَيْنَا أَنَّ الْعَذَابَ عَلَىٰ مَنْ كَذَّبَ وَتَوَلَّىٰ ﴿٤٨﴾
৪৯. সে বলল, হে মূসা! তোমাদের প্রতিপালক আবার কে?	قَالَ فَمَنْ رَبُّكُمَا يَا مُوسَىٰ ﴿٤٩﴾
৫০. মূসা বললেন, আমাদের প্রতিপালক তিনিই- যিনি প্রত্যেক বস্তুকে তার যথাযথ আকৃতি দান করেছেন, অতঃপর পথ প্রদর্শন করেছেন।	قَالَ رَبُّنَا الَّذِي أَعْطَىٰ كُلَّ شَيْءٍ خَلْقَهُ ثُمَّ هَدَىٰ ﴿٥٠﴾
৫১. ফেরাউন বলল, তবে পূর্বকালের লোকদের কী অবস্থা হয়েছে?	قَالَ فَمَا بَالُ الْقُرُونِ الْأُولَىٰ ﴿٥١﴾

https://e-ilm.weebly.com/

শাব্দিক অনুবাদ :

৪৮. إِنَّا قَدْ أُوحِيَ إِلَيْنَا আমাদের প্রতি এ ওহী এসেছে যে أَنَّ الْعَذَابَ عَلَىٰ مَنْ كَذَّبَ আজাব ঐ ব্যক্তির উপর হবে যে মিথ্যারোপ করে وَتَوَلَّىٰ এবং পরাঙ্মুখ হয়।

৪৯. قَالَ সে বলল فَمَنْ رَبُّكُمَا তোমাদের প্রতিপালক আবার কে يَا مُوسَىٰ হে মূসা

৫০. قَالَ হযরত মূসা বললেন رَبُّنَا আমাদের প্রতিপালক তিনি الَّذِي أَعْطَىٰ كُلَّ شَيْءٍ خَلْقَهُ যিনি প্রত্যেক বস্তুকে যথাযথ আকৃতি দান করেছেন ثُمَّ هَدَىٰ অতঃপর পথ প্রদর্শন করেছেন।

৫১. قَالَ ফেরাউন বলল فَمَا بَالُ তবে কি অবস্থা হয়েছে الْقُرُونِ الْأُولَىٰ পূর্বকালের লোকদের।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

মূসা জননীর নাম : তাফসীরে রূহুল-মা'আনীতে আছে যে, তাঁর প্রসিদ্ধ নাম 'ইউহানিব'। 'ইতকান' গ্রন্থে তার নাম 'লাহইরানা বিনতে ইয়াসমাদ ইবনে লাভী, লিখিত রয়েছে। কেউ কেউ তাঁর নাম 'বারেখা' এবং কেউ কেউ 'বাযখত' বলেছেন। যারা তাবিজ ইত্যাদি করে, তাদের কেউ কেউ তাঁর নামের আশ্চর্যজনক বৈশিষ্ট্য বর্ণনা করে। রূহুল-মা'আনীর গ্রন্থকার বলেন : আমরা এর কোনো ভিত্তি খুঁজে পাইনি। খুব সম্ভব এগুলো ভিত্তিহীন জনশ্রুতি।

فَلْيُلْقِهِ الْيَمُّ بِالسَّاحِلِ -এখানে يَمٌّ শব্দের অর্থ দরিয়া এবং বাহ্যত নীলনদ বোঝানো হয়েছে। আয়াতে এক আদেশ হযরত মূসা (আ.) এর মাতাকে দেওয়া হয়েছে যে, এই শিশুকে সিন্দুকে পুরে দরিয়ার ভাসিয়ে দাও। দ্বিতীয় আদেশ নির্দেশসূচকভাবে দরিয়াকে দেওয়া হয়েছে যে, সে যেন এই সিন্দুককে তীরে নিক্ষেপ করে দেয়। দরিয়া বাহ্যত চেতনাহীন বোধশক্তিহীন। একে আদেশ দেওয়ার মর্ম বোঝে আসে না। তাই কেউ কেউ বলেন যে, এখানে নির্দেশসূচক পদ বলা হলেও আদেশ বোঝানো হয়নি, বরং খবর দেওয়া হয়েছে যে, দরিয়া একে তীরে নিক্ষেপ করবে। কিন্তু সূক্ষ্মদর্শী আলেমগণের মতে এখানে আদেশই বোঝানো হয়েছে এবং দরিয়াকে আদেশ প্রদান করা হয়েছে। কেননা তাদের মতে জগতের কোনো সৃষ্টবস্তু বৃক্ষ ও প্রস্তর পর্যন্ত চেতনাহীন ও বোধশক্তিহীন নয়, বরং সবার মধ্যেই বোধশক্তি ও উপলব্ধি বিদ্যমান রয়েছে। এই বোধশক্তি ও উপলব্ধির কারণেই কুরআনের বর্ণনা অনুযায়ী সব বস্তু আল্লাহর তাসবীহ পাঠে মশগুল রয়েছে। তবে এতটুকু পার্থক্য অবশ্যই আছে যে, মানব, জিন ও ফেরেশতা ছাড়া কোনো সৃষ্টবস্তুর মধ্যে এই পরিমাণ বোধশক্তি চেতনা নেই, যে পরিমাণ থাকলে হারাম ও হালালে বিধি-বিধান আরোপিত হতে পারে। তবে এতটুকু পার্থক্য

অবশ্যই আছে মানব, জিন ও ফেরেশতা ছাড়া কোনো সৃষ্ট বস্তুর মধ্যে এই পরিমাণ বোধশক্তি ও চেতনা নেই যে পরিমাণ থাকলে হারাম ও হালালের বিধিবিধান আরোপিত হতে পারে। এ সম্পর্কে সাধক রূমী চমৎকার বলেছেন :

خاک و باد و آب و آتش بندہ اند * با من و تو مردہ با حق زندہ اند

মাটি, বাতাস, পানি ও আগুন আল্লাহর বান্দা। আমার ও তোমার কাছে তারা মৃত কিন্তু আল্লাহর কাছে জীবিত।

يَأْخُذْهُ عَدُوٌّ لِّي وَعَدُوٌّ لَّهُ : অর্থাৎ এই সিন্দুক ও তন্মধ্যস্থিত শিশুকে সমুদ্রের তীর থেকে এমন ব্যক্তি কুঁড়িয়ে নেবে, যে আমার ও মূসার উভয়ের শত্রু, অর্থাৎ ফেরাউন। ফেরাউন যে আল্লাহর দুশমন, তা তার কুফরের কারণে সুস্পষ্ট। কিন্তু হযরত মূসা (আ.)-এর দুশমন হওয়ার ব্যাপারটি প্রণিধানযোগ্য। কারণ তখন ফেরাউন হযরত মূসা (আ.)-এর দুশমন ছিল না, বরং তাঁর লালনে পালনে বিরাট অঙ্কের অর্থ ব্যয় করেছিল। এতদসত্ত্বেও তাকে হযরত মূসা (আ.)-এর শত্রু বলা হয় শেষ পরিণামের দিক বিবেচনা করে। অর্থাৎ অবশেষে ফেরাউন শত্রুতে পরিণত হওয়ার বিষয়টি আল্লাহর জ্ঞানে ছিল। একথা বলাও অযৌক্তিক হবে না যে, ফেরাউন ব্যক্তিগত পর্যায়ে তখন হযরত মূসা (আ.)- এর শত্রুই ছিল। সে স্ত্রী আছিয়ার মন রক্ষার্থেই শিশু মূসার লালন-পালনের দায়িত্ব গ্রহণ করেছিল। তাই পরে যখন তার মনে সন্দেহ দেখা দিল, তখনই মূসাকে হত্যার আদেশ জারি করেছিল, যা আছিয়ার প্রত্যুৎপন্নমতিত্বের ফলে প্রতিহত হয়ে যায়।

-[রূহুল মা'আনী, মাযহারী]

وَأَلْقَيْتُ عَلَيْكَ مَحَبَّةً مِّنِّي : এখানে مَحَبَّةً শব্দটি-আদরণীয় হওয়ার অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। আল্লাহ বলেন : আমি নিজ কৃপা ও অনুগ্রহে তোমার অস্তিত্বের মধ্যে আদরণীয় হওয়ার গুণ নিহিত রেখেছি। ফলে যে-ই তোমাকে দেখত, সে-ই আদর করতে বাধ্য হতো। হযরত ইবনে আব্বাস ও ইকরামা (রা.) থেকে এরূপ তাফসীরই বর্ণিত হয়েছে। -[মাযহারী]

وَلِتُصْنَعَ عَلَىٰ عَيْنِي : صَنَعْتَ শব্দ দ্বারা এখানে লালন-পালন বোঝানো হয়েছে। আরবে صَنَعْتُ فَرَسِي عَلَىٰ عَيْنِي বাকপদ্ধতিটি এ অর্থেই বলা হয়। অর্থাৎ আমি আমার ঘোড়ার উত্তম লালন-পালন করেছি। عَلَىٰ عَيْنِي বলে حِفْظِي বোঝানো হয়েছে। অর্থাৎ আল্লাহ তা'আলার ইচ্ছা ছিল যে, হযরত মূসা (আ.)-এর উত্তম লালন-পালন সরাসরি হবে আল্লাহর তত্ত্বাবধানে। তাই মিসরের সর্ববৃহৎ ব্যক্তিত্ব ফেরাউনের গৃহে এই উদ্দেশ্য এমনভাবে সাধন করা হয়েছে যে, সে জানত না নিজের হাতে নিজেরই দুশমনকে লালন-পালন করছে। –[মাযহারী]

إِذْ تَمْشِي أُخْتُكَ : হযরত মূসা (আ.)-এর ভগিনী পেছনে পেছনে গিয়েছিলেন। এর পরবর্তী ঘটনা সংক্ষেপে বর্ণনা করে আয়াতের শেষে বলা হয়েছে وَفَتَنَّاكَ فُتُونًا অর্থাৎ আমি বার বার তোমাকে পরীক্ষা করেছি– (ইবনে আব্বাস) অথবা তোমাকে বারবার পরীক্ষায় ফেলেছি।-(যাহ্হাক)

এই সংক্ষিপ্ত বর্ণনার বিস্তারিত বিবরণ নাসায়ীর একটি দীর্ঘ হাদীসে হযরত ইবনে আব্বাস (রা.)-এর রেওয়ায়েতে উদ্ধৃত হয়েছে। তা এই :

মূসা (আ.)-এর বিস্তারিত কাহিনী : নাসায়ীর তাফসীর অধ্যায়ে 'হাদীসুল ফুতূন' নামে হযরত ইবনে আব্বাস (রা.)-এর রেওয়ায়েতে যে দীর্ঘ হাদীস বর্ণিত হয়েছে, ইবনে কাছীরেও তা পুরোপুরি উদ্ধৃত করার পর বলা হয়েছে, হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) এই রেওয়ায়েতটিকে মারফূ' বর্ণনা আখ্যা দিয়েছেন। ইবনে কাছীর নিজেও তা সমর্থন করেছেন, وَصَدَّقَ ذٰلِكَ عِنْدِي অর্থাৎ এ হাদীসটির মারফূ' হওয়া আমার মতে ঠিক। অতঃপর তিনি একটি প্রমাণও উল্লেখ করেছেন। কিন্তু এরপর একথাও লিখেছেন যে, ইবনে-জারীর এবং ইবনে আ'বী হাতেমও তাঁদের তাফসীর গ্রন্থে এই রেওয়ায়েতটি বর্ণনা করেছেন, কিন্তু একে মাওকূফ অর্থাৎ হযরত ইবনে আব্বাস (রা.)-এর নিজের বর্ণনা বলেছেন। মারফূ' হাদীসের বাক্য এতে কুত্রাপি কদাচিৎ হয়েছে। মনে হয়, হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) এই রেওয়ায়েতটি কা'ব-আহবারের কাছ থেকে লাভ করেছেন, যেমন অনেক জায়গায় এরূপ হয়েছে। কিন্তু হাদীসের সমালোচক ইবনে কাছীর এবং হাদীসের ইমাম নাসায়ী একে মারফূ' বলে স্বীকার করেন। যারা মারফূ' বলে স্বীকার করেন না, তারাও এর বিষয়বস্তু অস্বীকার করেন না। অধিকাংশ বিষয়বস্তু স্বয়ং কুরআনের আয়াতে বিধৃত হয়েছে। তাই আদ্যোপান্ত হাদীসের অনুবাদ লেখা হচ্ছে। এতে হযরত মূসা (আ.)-এর বিস্তারিত ঘটনার সাথে সাথে অনেক শিক্ষণীয় ও করণীয় বিষয়বস্তুও জানা যাবে।

হাদীসুল ফুতূন : ইমাম নাসায়ীর সনদে কাসেম ইবনে আবূ আইয়ূবের বর্ণনা : আমাকে সাঈদ ইবনে জুবায়ের জানিয়েছেন, আমি হযরত ইবনে আব্বাস (রা.)-এর কাছে হযরত মূসা (আ.) সম্পর্কে কুরআনের وَفَتَنَّاكَ فُتُونًا আয়াতের তাফসীর

https://e-ilm.weebly.com/

জিজ্ঞেস করলাম যে, এখানে فُتُوْنَ বলে কি বুঝানো হয়েছে? ইবনে আব্বাস (রা.) বললেন, এই ঘটনা অতিদীর্ঘ। প্রত্যুষে আমার কাছে এসো, বলে দিব। পরদিন খুব ভোরেই আমি তাঁর কাছে হাজির হলাম, যাতে গতকালের ওয়াদা পুরা করিয়ে নেই। হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) বললেন, শোন, একদিন ফেরাউন ও তার পরিষদবর্গ আলোচনা প্রসঙ্গে বলাবলি করল, আল্লাহ্ তা'আলা হযরত ইবরাহীমের কাছে ওয়াদা করেছেন যে, তাঁর বংশধরদের মধ্যে পয়গম্বর ও বাদশাহ পয়দা করবেন। এ কথা শুনে উপস্থিত লোকদের মধ্যে কেউ কেউ বলল, হ্যাঁ, বনী ইসরাঈল অপেক্ষা করছে যে, তাদের মধ্যে কোনো নবী ও রাসূল জন্মগ্রহণ করবেন। এ বিষয়ে তারা বিন্দুমাত্রও দ্বিধাগ্রস্ত নয়। পূর্বে তাদের ধারণা ছিল যে, সে নবী হলেন ইউসুফ ইবনে ইয়াকূব (আ.)। তাঁর ইন্তেকালের পর তারা বলতে শুরু করেছে যে, ইউসুফ (আ.) ওয়াদাকৃত পয়গম্বর নন। (অন্য কোনো নবী ও রাসূলের মাধ্যমে এই ওয়াদা পূর্ণ হবে।) ফেরাউন এ কথা শুনে চিন্তান্বিত হয়ে পড়ল যে, বনী ইসরাঈল তো এখন তার গোলাম। যদি তাদের মধ্যে কোনো নবী ও রাসূল পয়দা হয়, তবে বনী ইসরাঈলকে অবশ্যই মুক্ত করবে। তাই সে সভাসদদেরকে জিজ্ঞেস করল, এই সম্ভাব্য বিপদ থেকে বাঁচার উপায় কি? সভাসদরা পরস্পর পরামর্শ করতে লাগল। অবশেষে সর্বসম্মতিক্রমে সিদ্ধান্ত গৃহীত হলো যে, ইসরাঈল বংশে কোনো ছেলে-সন্তান জন্মগ্রহণ করলে তাকে হত্যা করতে হবে। সেমতে এ কাজে বিশেষ বাহিনী নিযুক্ত করা হলো। তাদের প্রত্যেকের হাতে ছুরি থাকত। তারা বনী ইসরাঈলের ঘরে ঘরে তল্লাশী চালিয়ে ছেলে সন্তান দৃষ্টিগোচর হলেই তাকে হত্যা করে ফেলত। বেশ কিছুকাল পর্যন্ত এই কর্মপদ্ধতি অব্যাহত থাকার পর তাদের চৈতন্যোদয় হলো। তারা দেখল যে, দেশের যাবতীয় মেহনত-মজুরি ও শ্রমসাপেক্ষ কাজকর্ম তো বনী-ইসরাঈলই আনজাম দেয়। এভাবে হত্যাযজ্ঞ অব্যাহত থাকলে তাদের বৃদ্ধদের মৃত্যুর পর ভবিষ্যতে বনী-ইসরাঈলের মধ্যে কোনো পুরুষও অবশিষ্ট থাকবে না, যে দেশের কাজকর্ম আনজাম দেবে। ফলে পরিশ্রমসাপেক্ষ কাজকর্ম আমাদেরকেই সম্পন্ন করতে হবে। তাই পুনঃসিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হলো যে, প্রথম বছর যেসব ছেলে-সন্তান জন্মগ্রহণ করবে, তাদেরকে ছেড়ে দেওয়া হবে এবং দ্বিতীয় বছর যারা জন্মগ্রহণ করবে, তাদেরকে হত্যা করা হবে। ছেড়ে দেওয়া ও হত্যা করার ধারা এই নিয়মেই চলবে। এভাবে বনী ইসরাঈলের মধ্যে কিছুসংখ্যক যুবকও থাকবে, যারা বৃদ্ধদের স্থলাভিষিক্ত হবে এবং তাদের সংখ্যা এতো বেশিও হবে না, যা ফেরাউনী রাষ্ট্রের জন্য বিপজ্জনক হতে পারে। সেমতে এ আইনই রাজ্যময় জারি করে দেওয়া হলো। এ দিকে আল্লাহর কুদরত এভাবে প্রকাশ পেল যে, মূসা-জননীর গর্ভে এক সন্তান তখনই জন্মগ্রহণ করল যখন সন্তানদেরকে জীবিত ছেড়ে দেওয়ার বছর ছিল। এ সন্তান ছিল হযরত হারূন (আ.)। ফেরাউনী আইনের দৃষ্টিতে তাঁর কোন বিপদাশঙ্কা ছিল না। এর পরবর্তী পুত্রসন্তান হত্যার বছরে হযরত মূসা (আ.)-এর মাতার গর্ভসঞ্চার হলে তিনি দুঃখে বিষাদে মুহ্যমান হয়ে পড়লেন। কারণ এই সন্তান জন্মগ্রহণ করলেই তাকে হত্যা করতে হবে। হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) এ পর্যন্ত কাহিনী বর্ণনা করে বলেন, হে ইবনে জুবায়ের! فتون অর্থাৎ পরীক্ষার এ হচ্ছে প্রথম পর্ব। মূসা (আ.) তখনও দুনিয়াতে জন্মগ্রহণ করেননি, এমতাবস্থায় তাঁর হত্যার পরিকল্পনা প্রস্তুত ছিল। তখন আল্লাহ্ তা'আলা মূসা-জননীকে ইলহামী ইশারার মাধ্যমে এরূপ সান্ত্বনা দিলেন :

لَا تَخَافِىْ وَلَا تَحْزَنِىْ اِنَّا رَادُّوْهُ اِلَيْكِ وَجَاعِلُوْهُ مِنَ الْمُرْسَلِيْنَ

অর্থাৎ তুমি ভয় ও দুঃখ করো না। আমি তার হেফাজত করব এবং কিছুদিন বিচ্ছিন্ন থাকার পর আমি তাঁকে তোমার কোলে ফিরিয়ে দেব। অতঃপর তাকে আমার রাসূলগণের অন্তর্ভুক্ত করে নেব। যখন হযরত মূসা (আ.) জন্মগ্রহণ করলেন, তখন আল্লাহ্ তা'আলা তাঁর মাতাকে আদেশ দিলেন, বাচ্চাকে একটি সিন্দুকে রেখে নীল দরিয়ায় ভাসিয়ে দাও। মূসা-জননী এ আদেশ পালন করলেন। তিনি যখন সিন্দুকটি দরিয়ায় ভাসিয়ে দিলেন, তখন শয়তান তাঁর মনে এরূপ কুমন্ত্রণা নিক্ষেপ করল যে, তুমি এ কি করলে? যদি বাচ্চা তোমার কাছে থেকে নিহতও হতো, তবে তুমি নিজ হাতে তার কাফন-দাফন করে কিছুটা সান্ত্বনা পেতে। এখন তো তাঁকে সামুদ্রিক জন্তুরা খেয়ে ফেলবে। মূসা-জননী এই দুঃখ ও বিষাদে মুহ্যমান ছিলেন, এমন সময় দরিয়ার ঢেউ সিন্দুকটিকে একটি প্রস্তর খণ্ডের উপর নিক্ষেপ করল। সেখানে ফেরাউনের বাঁদি-দাসীরা গোসল করতে যেত। তারা সিন্দুকটি দেখে তা কুড়িয়ে আনল এবং খোলার ইচ্ছা করল। তখন তাদের একজন বলল, যদি এতে টাকাকড়ি থাকে এবং আমরা খুলে ফেলি, তবে ফেরাউন-পত্নী সন্দেহ করবে যে, আমরা কিছু টাকাকড়ি সরিয়ে ফেলেছি। এরপর আমরা যাই বলি না কেন, সে বিশ্বাস করবে না। তাই সবাই একমত হলো যে, সিন্দুকটি যেমন আছে, তেমনিই ফেরাউন-পত্নীর সামনে পেশ করা হবে।

https://e-ilm.weebly.com/

ফেরাউন-পত্নী সিন্দুক খুলেই তাতে একটি নবজাত শিশুকে দেখতে পেলেন। দেখা মাত্রই শিশুর প্রতি তাঁর মনে গভীর মায়ামমতা মাথাচাড়া দিয়ে উঠল, যা ইতঃপূর্বে কোনো শিশুর প্রতি হয়নি। এটা প্রকৃতপক্ষে আল্লাহর وَأَلْقَيْتُ عَلَيْكَ مَحَبَّةً مِّنِّي উক্তিরই বহিঃপ্রকাশ ছিল। অপরদিকে হযরত মূসা-জননী শয়তানের কুমন্ত্রণার ফলে আল্লাহ তা'আলার উপরিউক্ত ওয়াদা ভুলে গেলেন এবং কুরআনের ভাষায় তাঁর অবস্থা দাঁড়াল فَأَصْبَحَتْ فُؤَادُ أُمِّ مُوسَىٰ فَارِغًا অর্থাৎ মূসা-জননীর অন্তর যাবতীয় আনন্দ ও কল্পনা থেকে শূন্য হয়ে গেল। পুত্রের চিন্তা ছাড়া তাঁর অন্তরে আর কোনো কিছুই ছিল না। এদিকে পুত্রসন্তানের হত্যাকার্যে আদিষ্ট সিপাহীরা যখন জানতে পারল যে, ফেরাউনের গৃহে একটি ছেলে-সন্তান আগমন করেছে, তখন তারা ছুরি নিয়ে ফেরাউন পত্নীর কাছে উপস্থিত হলো এবং দাবি করল যে, ছেলেটিকে আমাদের হাতে সোপর্দ করুন। আমরা তাকে হত্যা করব।

এ পর্যন্ত পৌঁছে হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) ইবনে জুবায়েরকে আবার বললেন, হে ইবনে জুবায়ের! এটা হযরত মূসা (আ.)-এর পরীক্ষার দ্বিতীয় পর্ব।

ফেরাউন-পত্নী সিপাহীদেরকে বললেন, একটু থাম। একটি মাত্র ছেলের কারণে তো বনী ইসরাঈলের শক্তি বেড়ে যাবে না। আমি ফেরাউনের কাছে যাচ্ছি। দেখি, তিনি ছেলেটির প্রাণভিক্ষা দেন কিনা! ফেরাউন তাকে ক্ষমা করলে উত্তম, নতুবা তোমাদের কাজে আমি বাধা দেব না; ছেলেটিকে তোমাদের হাতেই তুলে দেব। একথা বলে তিনি ফেরাউনের কাছে গেলেন এবং বললেন, এই শিশুটি আমার ও তোমার চোখের মণি। ফেরাউন বলল, হাঁ, তোমার চোখের মণি হওয়া তো বুঝাই যায়; কিন্তু আমি এরূপ মণির প্রয়োজন অনুভব করি না।

অতঃপর ইবনে আব্বাস (রা.) বললেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, আল্লাহর কসম! যদি ফেরাউন তখন নিজের চোখের মণি হওয়া স্বীকার করে নিত, তবে আল্লাহ তা'আলা তাকেও হেদায়েত করতেন, যেমন তার পত্নী আছিয়াকে হেদায়েত করেছেন।

মোটকথা, স্ত্রীর কথায় ফেরাউন শিশুকে হত্যার কবল থেকে মুক্ত করে দিল। এখন ফেরাউন-পত্নী তাকে দুধ পান করানোর জন্য আশেপাশের মহিলাদেরকে ডাকল। সবাই এ কাজ আনজাম দেওয়ার ইচ্ছা প্রকাশ করল। কিন্তু আশ্চর্যের বিষয়, শিশুটি কারো স্তন্য পান করল না। (وَحَرَّمْنَا عَلَيْهِ الْمَرَاضِعَ مِنْ قَبْلُ) এখন ফেরাউন-পত্নী মহাভাবনায় পড়লেন যে, যদি শিশুটি কারো দুধ গ্রহণ না করে, তবে জীবিত থাকবে কিভাবে? তিনি শিশুটিকে বাঁদিদের হাতে দিয়ে বললেন, একে বাজারে এবং জনসমাবেশে নিয়ে যাও। সম্ভবত সে কোনো মহিলার দুধ কবুল করবে।

এদিকে মূসা-জননী পাগলপারা হয়ে নিজ কন্যাকে বললেন, বাইরে গিয়ে তাঁর একটু খোঁজ নাও এবং লোকদের কাছে জিজ্ঞেস কর যে ঐ সিন্দুক ও নবজাত শিশুর কি দশা হয়েছে, সে জীবিত আছে, না সামুদ্রিক জন্তুর আহারে পরিণত হয়েছে? হযরত মূসা (আ.)-এর হেফাজত ও কয়েকদিন পর তাঁর কাছে ফিরিয়ে দেওয়ার যে ওয়াদা আল্লাহ তা'আলা গর্ভাবস্থায় তাঁর সাথে করেছিলেন, তখন পর্যন্ত সেই ওয়াদা তাঁর স্মরণে ছিল না। হযরত মূসা ভগিনী বাইরে গিয়ে আল্লাহর কুদরতের এই লীলা দেখতে পেলেন যে, ফেরাউনের বাঁদিরা শিশুটিকে কোলে নিয়ে ধাত্রীর খোঁজে ঘোরাফেরা করছে। সে যখন জানতে পারল যে, শিশুটি কারো দুধ গ্রহণ করছে না এবং এজন্য বাঁদিরা খুব উদ্বিগ্ন, তখন তাদেরকে বলল, আমি তোমাদেরকে এমন এক পরিবারের সন্ধান দেব যেখানে আশা করা যায় যে, সে তাদের দুধ গ্রহণ করবে এবং তারাও একে শুভেচ্ছা ও আদর-যত্ন সহকারে লালন-পালন করবে। একথা শুনে বাঁদিরা তাকে পাকড়াও করল। তাদের সন্দেহ হলো যে, বোধ হয় এই মহিলাই শিশুটির জননী অথবা কোনো নিকট-আত্মীয়া। ফলে সে আত্মবিশ্বাসের সাথে বলতে পারছে যে, ঐ পরিবার তাঁর হিতাকাঙ্ক্ষী। তখন ভগিনীও কিংকর্তব্যবিমূঢ় হয়ে পড়ল।

এখানে পৌঁছে হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) আবার ইবনে জুবায়েরকে বললেন, এটা ছিল পরীক্ষার তৃতীয় পর্ব।

তখন মূসা-ভগিনী নতুন কথা উদ্ভাবন করে বলল, ঐ পরিবারটি শিশুর হিতাকাঙ্ক্ষী বলায় আমার উদ্দেশ্য ছিল এই যে, তারা রাজদরবারে পৌঁছতে পারবে এবং আর্থিক দিক দিয়ে অনেক লাভবান হবে-এই আশায় তারা শিশুটির আদর-যত্নে ও শুভেচ্ছায় কোনো ত্রুটি করবে না। এই ব্যাখ্যা শুনে বাঁদিরা তাকে ছেড়ে দিল। সে গৃহে ফিরে মাতাকে আদ্যোপান্ত ঘটনার সংবাদ দিল। মাতা তাঁকে নিয়ে বাঁদিরা যেখানে সমবেত ছিল, সেখানে পৌঁছলেন। বাঁদিদের কথায় তিনি শিশুকে কোলে তুলে নিলেন। হযরত মূসা (আ.) তৎক্ষণাৎ তাঁর স্তনের সাথে একাত্ম হয়ে দুধ পান করতে লাগলেন এবং পেট ভরে দুধ পান করলেন। শিশুর জন্য উপযুক্ত ধাত্রী পাওয়া গেছে এই সংবাদ শুনে ফেরাউন-পত্নী মূসা-জননীকে ডেকে পাঠালেন।

https://e-ilm.weebly.com/

তিনি যখন দেখলেন এবং বুঝলেন যে, ফেরাউন-পত্নী তাঁর তীব্র প্রয়োজন অনুভব করছে, তখন তিনি আত্মপ্রত্যয়ে বলীয়ান হয়ে গেলেন। ফেরাউন-পত্নী বললেন, তুমি এখানে থেকেই শিশুকে দুধ পান করাবে। কেননা অপরিসীম মহব্বতের কারণে তাকে আমি আমার দৃষ্টির আড়ালে রাখতে পারব না। হযরত মূসা-জননী বললেন, আমি তো নিজের বাড়িঘর ছেড়ে এখানে থাকতে পারি না। কারণ আমার কোলে একটি শিশু আছে। আমি তাকে দুধ পান করাই। তাকে আমি কিভাবে ছেড়ে দিতে পারি? হাঁ, আপনি যদি সম্মত হয়ে শিশুকে আমার হাতে সমর্পণ করেন এবং আমি নিজ বাড়িতে তাঁকে দুধ পান করাতে পারি তবে অঙ্গীকার করছি যে, এই শিশুর হেফাজত ও দেখাশোনায় বিন্দুমাত্রও ত্রুটি করব না। বলা বাহুল্য, তখন হযরত মূসা-জননীর মনে আল্লাহ তা'আলার ওয়াদাও জেগে উঠেছিল, যাতে বলা হয়েছিল যে, কয়েকদিন বিচ্ছেদের পর আমি তাঁকে তোমার কাছে ফিরিয়ে দেব। তাই তিনি নিজের কথায় অটল রইলেন। অবশেষে ফেরাউন-পত্নী বাধ্য হয়ে তাঁর কথা মেনে নিলেন। মূসা-জননী সেদিনই হযরত মূসা (আ.)-কে সাথে নিয়ে নিজ গৃহে ফিরে এলেন এবং আল্লাহ তা'আলা বিশেষ পদ্ধতিতে তাঁর লালন-পালন করলেন।

হযরত মূসা (আ.) যখন একটু শক্ত-সমর্থ হয়ে গেলেন, তখন ফেরাউন-পত্নী তাঁর মাতাকে খবর পাঠাল যে, শিশুকে এনে আমাকে দেখিয়ে যাও। আমি তাঁকে দেখার জন্য ব্যাকুল হয়ে গেছি। ফেরাউন-পত্নী দরবারের লোকদেরকে আদেশ দিল যে, আমার আদরের শিশু আজ আমার গৃহে আসছে। তোমাদেরকে তার প্রতি যথাযথ সম্মান প্রদর্শন করতে হবে এবং তাঁকে উপযুক্ত উপঢৌকন দিতে হবে। এ ব্যাপারে তোমরা কি করছ, আমি নিজে তা তদারকি করব। এই আদেশ জারির ফলে হযরত মূসা (আ.) যখন মাতার সাথে গৃহ থেকে বের হলেন, তখন থেকেই তাঁর উপর হাদিয়া ও উপঢৌকনের বৃষ্টি বর্ষিত হতে লাগল। অবশেষে তিনি যখন ফেরাউন-পত্নীর কাছে পৌঁছলেন, তিনি তখন স্বয়ং নিজের পক্ষ থেকে মূল্যবান উপঢৌকন পৃথকভাবে পেশ করলেন। ফেরাউন-পত্নী তাঁকে দেখে খুবই আনন্দিত হলেন এবং সমস্ত উপঢৌকন মূসা-জননীকে দান করে দিলেন। অতঃপর ফেরাউন-পত্নী বললেন, এখন আমি ছেলেকে নিয়ে ফেরাউনের কাছে যাচ্ছি। সে-ও তাকে পুরস্কার ও উপঢৌকন দান করবে। সেমতে তাকে ফেরাউনের কাছে উপস্থিত করা হলে সে তাঁকে আদর করে কোলে তুলে নিল। হযরত মূসা (আ.) ফেরাউনের দাঁড়ি ধরে নিচের দিকে হেচকা টান দিলে তখন সভাসদরা সুযোগ পেয়ে ফেরাউনকে বলল, আল্লাহ তা'আলা পয়গম্বর ইবরাহীম (আ.)-এর সাথে ওয়াদা করেছিলেন যে, বনী ইসরাঈলের মধ্যে একজন নবী পয়দা হবে এবং আপনার দেশ ও সম্পত্তির মালিক হবে। আপনার বিরুদ্ধে জয়ী হয়ে আপনাকে ধরাশায়ী করবে। সেই ওয়াদা কিভাবে পূর্ণ হচ্ছে আপনি লক্ষ্য করেছেন কি?

ফেরাউন যেন সম্বিৎ ফিরে পেল। তৎক্ষণাৎ সন্তান হত্যাকারী সিপাহীদেরকে ডেকে পাঠাল যাতে তাকে হত্যা করা হয়।

হযরত ইবনে আব্বাস এখানে পৌঁছে পুনরায় ইবনে জুবায়েরকে বললেন, এটা পরীক্ষার চতুর্থ পর্ব। মৃত্যু আবার হযরত মূসা (আ.)-এর মস্তকের উপর ছায়াপাত করল।

এই পরিস্থিতি দেখে ফেরাউন-পত্নী বলল, তুমি তো এই বাচ্চা আমাকে দিয়ে ফেলেছ। এখন এ কি হচ্ছে? ফেরাউন বলল, তুমি দেখ না, ছেলেটি কর্মের মাধ্যমে যেন দাবি করছে যে, সে আমাকে ধরাশায়ী করে দিবে, আমার বিরুদ্ধে জয়লাভ করবে। ফেরাউন-পত্নী বলল, এ ব্যাপারে ফয়সালা করার জন্য তুমি একটি মূলনীতি মেনে নাও। এতে বাস্তব সত্য ফুটে উঠবে এবং বুঝা যাবে যে, ছেলেটি একাজ বালকসুলভ অজ্ঞতাবশত করেছে, না জেনেশুনে ইচ্ছাকৃতভাবে করেছে। দু'টি অঙ্গার এবং দু'টি মোতি আনা হোক এবং তার সামনে পেশ করা হোক। যদি সে মোতির দিকে হাত বাড়ায় এবং অঙ্গার থেকে আত্মরক্ষা করে, তবে বুঝতে হবে যে, তার কাজকর্ম জ্ঞান-প্রসূত ও ইচ্ছাকৃত। পক্ষান্তরে যদি সে মোতির পরিবর্তে অঙ্গারের দিকে হাত বাড়ায়, তবে বিশ্বাস করতে হবে যে, সে এ কাজটি জ্ঞানের অধীনে করেনি। কেননা কোনো জ্ঞানবান ব্যক্তি আগুন হাতে নিতে পারে না। ফেরাউন এই প্রস্তাব মেনে নিল। দু'টি অঙ্গার এবং দু'টি মোতি হযরত মূসা (আ.)-এর সামনে পেশ করা হলো। তিনি হাত বাড়িয়ে অঙ্গার তুলে নিলেন। কোনো কোনো রেওয়ায়েতে রয়েছে যে, হযরত মূসা (আ.) মোতির দিকে হাত বাড়াতে চেয়েছিলেন; কিন্তু হযরত জিবরাঈল (আ.) তাঁর হাত অঙ্গারের দিকে ফিরিয়ে দেন। ব্যাপার দেখে ফেরাউন কালবিলম্ব না করে অঙ্গার তার হাত থেকে ছিনিয়ে নিয়ে গেল, যাতে তার হাত পুড়ে না যায়। এবার ফেরাউন-পত্নী সুযোগ পেলেন। তিনি বললেন, ঘটনার আসল স্বরূপ দেখলে তো! এভাবে আল্লাহ তা'আলার কৃপায় হযরত মূসা (আ.) প্রাণে বেঁচে গেলেন। কারণ ভবিষ্যতে তাঁকে যে অনেক মহৎ কাজ করতে হবে। হযরত মূসা (আ.) এমনিভাবে ফেরাউনের রাজকীয় সম্মান-সম্ভ্রমে ও রাজকীয় ভরণ-পোষণে মাতার কাছে লালিত-পালিত হয়ে যৌবনে পদার্পণ করলেন।

https://e-ilm.weebly.com/

তাঁর রাজকীয় সম্মান-সম্ভ্রম দেখে ফেরাউন বংশীয় লোকদের মধ্যে বনী ইসরাঈলের প্রতি জুলুম, নির্যাতন, অপমান ও অবজ্ঞা করার সাহস রইল না, যা ইতঃপূর্বে তাদের পক্ষ থেকে বনী ইসরাঈলের উপর অহরহ চলত। একদিন হযরত মূসা (আ.) শহরের এক পার্শ্ব দিয়ে গমন করার সময় দু'ব্যক্তিকে বিবদমান দেখতে পেলেন। তাদের একজন ছিল ফেরাউন বংশীয় অপর ব্যক্তি ইসরাঈল বংশীয়। ইসরাঈল বংশীয় ব্যক্তি হযরত মূসা (আ.) -কে দেখে সাহায্যের জন্য ডাক দিল। ফেরাউন বংশীয় লোকটির ধৃষ্টতা দেখে হযরত মূসা (আ.) নিরতিশয় রাগান্বিত হলেন। কারণ রাজদরবারে হযরত মূসা (আ.)-এর অসাধারণ সম্মান ও প্রভাব-প্রতিপত্তির বিষয় অবগত হওয়া সত্ত্বেও সে তাঁর সামনে ইসরাঈলীকে বলপূর্বক ধরে রেখেছিল। সে আরো জানত যে, হযরত মূসা (আ.) ইসরাঈলীদের হেফাজত করেন। সাধারণভাবে সবাই একথা জানত যে, ইসরাঈলীদের সাথে তাঁর পক্ষপাতমূলক সম্পর্ক শুধু দুধ পান করার কারণেই। অবশ্য এটাও অসম্ভব নয় যে, আল্লাহ তা'আলা হযরত মূসা (আ.)-কে তাঁর মাতার মাধ্যমে অথবা অন্য কোনো উপায়ে জানিয়ে দিয়েছিলেন যে, তিনি ধাত্রীমায়ের গর্ভে জন্মগ্রহণ করেছেন এবং তিনি একজন ইসরাঈলী।

মোটকথা, হযরত মূসা (আ.) রাগান্বিত হয়ে ফেরাউন বংশীয় লোকটিকে একটি ঘুষি মারলেন। ঘুষির তীব্রতা সহ্য করতে না পেরে সে অকুস্থলেই প্রাণত্যাগ করল। ঘটনাক্রমে সেখানে হযরত মূসা (আ.) ও বিবদমান দুই ব্যক্তি ছাড়া অন্য কেউ উপস্থিত ছিল না। ফেরাউন বংশীয় ব্যক্তি তো নিহতই হলো। ইসরাঈলী নিজের লোক ছিল, তাই ঘটনা ফাঁস হয়ে যাওয়ার আশঙ্কা ছিল না।

যখন ফেরাউন বংশীয় লোকটি হযরত মূসা (আ.)-এর হাতে মারা গেল, তখন তিনি বললেন : هٰذَا مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ اِنَّهٗ عَدُوٌّ مُّضِلٌّ مُّبِيْنٌ অর্থাৎ এ কাজটি শয়তানের পক্ষ থেকে হয়েছে। সে প্রকাশ্য বিভ্রান্তকারী শত্রু। অতঃপর তিনি আল্লাহর দরবারে আরজ করলেন, رَبِّ اِنِّىْ ظَلَمْتُ نَفْسِىْ فَاغْفِرْلِىْ فَغَفَرَلَهٗ اِنَّهٗ هُوَ الْغَفُوْرُ الرَّحِيْمُ অর্থাৎ হে আমার পালনকর্তা, আমি নিজের প্রতি জুলুম করেছি আমার হাতে ভুলক্রমে ফেরাউন বংশীয় লোকটি নিহত হয়েছে। অতএব আমাকে ক্ষমা করুন। আল্লাহ তা'আলা তাকে ক্ষমা করলেন। কারণ তিনি অত্যন্ত ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু।

এ ঘটনার পর হযরত মূসা (আ.) ভীতচকিত হয়ে এ ধরনের সংবাদ সংগ্রহ করতে থাকেন যে, ফেরাউন বংশীয় লোকদের উপর এ হত্যাকাণ্ডের কি প্রতিক্রিয়া হয়েছে এবং ফেরাউনের দরবার পর্যন্ত বিষয়টি পৌঁছল কি না। জানা গেল যে ঘটনার যে প্রতিবেদন ফেরাউনের কাছে পৌঁছেছে, তা এই, জনৈক ইসরাঈলী ফেরাউন বংশের এক ব্যক্তিকে হত্যা করেছে। তাই ইসরাঈলীদের কাছ থেকে এর প্রতিশোধ নেওয়া হোক এবং এ ব্যাপারে তাদেরকে মোটেই অবকাশ না দেওয়া হোক। ফেরাউন উত্তরে বলল, হত্যাকারীকে শনাক্ত করে প্রমাণসহ উপস্থিত কর। কারণ বাদশাহ্ যদিও তোমাদের আপন লোক; কিন্তু সাক্ষ্য-প্রমাণ ছাড়া কাউকে বিনিময়ে হত্যা করা তার পক্ষে মোটেই শোভনীয় নয়। কাজেই হত্যাকারীকে তালাশ কর এবং প্রমাণাদি সংগ্রহ কর। আমি অবশ্যই তার কাছ থেকে তোমাদের প্রতিশোধ হত্যার আকারে গ্রহণ করব। একথা শুনে ফেরাউন বংশীয়রা হত্যাকারীর সন্ধানে অলিতে-গলিতে ও বাজারে চক্কর দিতে লাগল; কিন্তু হত্যাকারীকে কোথাও খুঁজে পাওয়া যাচ্ছিল না।

হঠাৎ একটি ঘটনা সংঘটিত হলো। পরের দিন হযরত মূসা (আ.) গৃহ থেকে বের হয়ে সেই ইসরাঈলীকে অন্য একজন ফেরাউন বংশীয় ব্যক্তির সাথে লড়াইরত দেখতে পেলেন। ইসরাঈলী আবার তাঁকে দেখামাত্রই সাহায্যের জন্য ডাক দিল। কিন্তু হযরত মূসা (আ.) বিগত ঘটনার জন্যই অনুতপ্ত ছিলেন। এক্ষণে সেই ইসরাঈলীকেই আবার লড়াইরত দেখে তার প্রতি অসন্তুষ্ট হলেন। তিনি বুঝতে পারলেন যে, মূলত ইসরাঈলীই অপরাধী এবং কলহপ্রিয়। এতদসত্ত্বেও হযরত মূসা (আ.) ফেরাউন বংশীয় ব্যক্তিকে বাধা দিতে চাইলেন এবং ইসরাঈলীকেও সতর্ক করে বললেন, তুই গতকল্যও ঝগড়া করেছিলি, আজও তাই করছিস। কাজেই তুই-ই অপরাধী। ইসরাঈলী হযরত মূসা (আ.)-কে গতকালের ন্যায় রাগান্বিত দেখে এবং একথা শুনে সন্দেহ করল যে, সে আজ আমাকেই হত্যা করবে। তখন সে কালবিলম্ব না করে বলে ফেলল, হে মূসা! তুমি কি আমাকেও হত্যা করতে চাও, যেমন গতকাল একজনকে হত্যা করেছিলে।

এসব কথাবার্তার পর উভয়েই সেখান থেকে প্রস্থান করল। কিন্তু ফেরাউন বংশীয় লোকটি হত্যাকারী অন্বেষণকারীদেরকে খবর দিল যে, স্বয়ং ইসরাঈলী হযরত মূসা (আ.)-কে বলেছে যে, গতকাল তুমি একজনকে হত্যা করেছিলে। সংবাদটি

https://e-ilm.weebly.com/

তৎক্ষণাৎ রাজদরবারে পৌঁছানো হলো। ফেরাউন একদল সিপাহী হযরত মূসা (আ.)-কে হত্যা করার জন্য প্রেরণ করল। সিপাহীদের বিশ্বাস ছিল যে, হযরত মূসা তাদের দৃষ্টি এড়িয়ে কোথাও যেতে পারবে না। তাই তারা ধীরে সুস্থে শহরের মহাসড়ক ধরে তাঁর খোঁজে বের হলো।

এদিকে শহরের দূরবর্তী অংশে বসবাসকারী হযরত মূসা (আ.)-এর জনৈক অনুসারী এ সংবাদ জানতে পারল যে, ফেরাউনের সিপাহী হযরত মূসা (আ.)-এর খোঁজে বের হয়ে পড়েছে। সে একটি ছোট গলির পথে অগ্রসর হয়ে হযরত মূসা (আ.)-কে সংবাদ পৌঁছিয়ে দিল।

এখানে পৌঁছে হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) আবার ইবনে জুবায়েরকে বললেন, হে ইবনে জুবায়ের! এটা হচ্ছে পরীক্ষার পঞ্চম পর্ব। মৃত্যু মাথার উপর ছায়াপাত করেছিল। আল্লাহ তা'আলা হযরত মূসা (আ.)-কে এ থেকে উদ্ধারের ব্যবস্থা করে দিলেন।

সংবাদ শুনে হযরত মূসা (আ.) তৎক্ষণাৎ শহর থেকে বের হয়ে পড়লেন এবং মাদইয়ান অভিমুখে রওয়ানা হলেন। তিনি আজ পর্যন্ত রাজকীয় বিলাসিতায় লালিত-পালিত হয়েছিলেন। কষ্ট ও পরিশ্রমের সাথে তাঁর পরিচয় ছিল না। মিসর থেকে বের হয়ে পড়েছেন বটে; কিন্তু পথঘাট অজানা। একমাত্র পালনকর্তা আল্লাহর উপর ভরসা ছিল যে, عَسٰى رَبِّىْٓ اَنْ يَّهْدِيَنِىْ سَوَآءَ السَّبِيْلِ আশা করা যায় আমার পালনকর্তা আমাকে পথ প্রদর্শন করবেন।

মাদইয়ানের নিকটে পৌঁছে হযরত মূসা (আ.) শহরের বাইরে একটি কূপের ধারে একটি জনসমাবেশ দেখতে পেলেন। তারা কূপে জন্তুদেরকে পানি পান করাচ্ছিল। তিনি আরো দেখলেন যে, দু'জন কিশোরী তাদের মেষপালকে আগলিয়ে পৃথক এক জায়গায় দণ্ডায়মান রয়েছে। হযরত মূসা (আ.) কিশোরীদ্বয়কে জিজ্ঞেস করলেন, আপনারা পৃথক জায়গায় দণ্ডায়মান কেন? তারা বলল, এত লোকের ভিড়ভাড় ঠেলে কূপের ধারে যাওয়া আমাদের পক্ষে সম্ভবপর নয়। তাই আমরা অপেক্ষা করছি, যখন লোকেরা চলে যাবে, তখন যে পানিটুকু অবশিষ্ট থাকবে, তাই আমরা মেষপালকে পান করাব।

হযরত মূসা (আ.) তাদের আভিজাত্যে মুগ্ধ হয়ে নিজেই কূপ থেকে পানি তুলতে লাগলেন, আল্লাহ তা'আলা তাঁকে প্রচুর শক্তিসামর্থ্য দান করেছিলেন। তিনি দ্রুত তাদের মেষ-পালকে তৃপ্তি সহকারে পানি পান করিয়ে দিলেন। কিশোরীদ্বয় তাদের মেষপাল নিয়ে গৃহে পৌঁছল এবং হযরত মূসা (আ.) একটি বৃক্ষের ছায়ায় আশ্রয় নিলেন। তিনি আল্লাহর কাছে দোয়া করলেন :

رَبِّ اِنِّىْ لِمَآ اَنْزَلْتَ اِلَىَّ مِنْ خَيْرٍ فَقِيْرٌ অর্থাৎ হে আমার পালনকর্তা, আমি সে নিয়ামতের প্রত্যাশী, যা আপনি আমার প্রতি নাজিল করবেন। উদ্দেশ্য এই যে, আহার ও বাসস্থানের কোনো ব্যবস্থা হওয়া চাই। কিশোরীদ্বয় যখন দৈনন্দিন সময়ের পূর্বেই মেষপালকে পানি পান করিয়ে গৃহে পৌঁছল, তখন তাদের পিতা আশ্চর্যান্বিত হয়ে বললেন, আজ তো মনে হয় নতুন কোনো ব্যাপার হয়েছে। কিশোরীদ্বয় হযরত মূসা (আ.)-এর পানি তোলা এবং পান করানোর কাহিনী পিতাকে বলে দিল। পিতা তাদের একজনকে আদেশ দিলেন, যে ব্যক্তি এই অনুগ্রহ করেছে, তাঁকে এখানে ডেকে আন। কিশোরী তাঁকে ডেকে আনল। পিতা হযরত মূসা (আ.)-এর বৃত্তান্ত জেনে বললেন, لَا تَخَفْ نَجَوْتَ مِنَ الْقَوْمِ الظّٰلِمِيْنَ অর্থাৎ এখন যাবতীয় ভয়ভীতি মন থেকে মুছে ফেলুন। আপনি জালিমদের নাগালের বাইরে চলে এসেছেন। আমরা ফেরাউনের রাজত্বে বাস করি না। আমাদের উপর তার কোনো জোরও চলতে পারে না।

তখন কিশোরীদ্বয়ের একজন তার পিতাকে বলল, يٰٓاَبَتِ اسْتَاْجِرْهُ اِنَّ خَيْرَ مَنِ اسْتَاْجَرْتَ الْقَوِىُّ الْاَمِيْنُ অর্থাৎ আব্বাজান আপনি তাকে চাকর নিযুক্ত করুন। কেননা শক্ত সুঠামদেহী ও বিশ্বস্ত ব্যক্তি চাকুরীর জন্য অধিক উপযুক্ত। কন্যার মুখে একথা শুনে পিতা আত্মসম্মানে কিছুটা আঘাত অনুভব করলেন যে, আমার মেয়ে কিভাবে জানতে পারল যে, সে শক্তিশালী ও বিশ্বস্ত। তাই তিনি প্রশ্ন করলেন, তুমি কিভাবে অনুমান করলে যে, সে শক্তিশালী ও বিশ্বস্ত? কন্যা বলল, তার শক্তি তখনই প্রত্যক্ষ করেছি, যখন সে কূপ থেকে পানি তুলে সব রাখালের পূর্বে নিজের কাজ সম্পন্ন করেছে। অন্য কেউ তার সমকক্ষ হতে পারেনি। বিশ্বস্ততার বিষয়টি এভাবে জানতে পেরেছি যে, যখন আমি তাকে ডেকে আনতে গেলাম, তখন প্রথম নজরে সে আমাকে একজন নারী দেখতে পেয়ে তৎক্ষণাৎ দৃষ্টি নিচু করে ফেলল। অতঃপর যতক্ষণ আমি আপনার পয়গাম তার গোচরীভূত করিনি, ততক্ষণ সে দৃষ্টি উপরে তুলেনি। এরপর সে আমাকে বলল, আপনি আমার পিছে পিছে চলুন; কিন্তু পেছনে থেকেই গৃহের পথ বলে দেবেন। একমাত্র বিশ্বস্ত ব্যক্তিই এমন কাজ করতে পারে। পিতা কন্যার

https://e-ilm.weebly.com/

এই বিজ্ঞজনোচিত কথায় আনন্দিত হলেন, তার কথার সত্যায়ন করলেন এবং নিজেও তার শক্তি ও বিশ্বস্ততার ব্যাপারে নিশ্চিত হলেন। তখন কিশোরীদের পিতা [যিনি ছিলেন আল্লাহর পয়গম্বর হযরত শুআয়ব (আ.)] হযরত মূসা (আ.)-কে বললেন, আমি আমার এক কন্যাকে এই শর্তে আপনার সাথে পরিণয়সূত্রে আবদ্ধ করতে চাই যে, আপনি আট বছর পর্যন্ত আমার এখানে চাকুরী করবেন। যদি আপনি স্বেচ্ছায় দশ বছর পূর্ণ করে দেন, তবে তা আরো উত্তম হবে; কিন্তু আমি এই শর্ত আপনার প্রতি আরোপ করতে চাই না যাতে আপনার কষ্ট বেশি না হয়। আপনি এই প্রস্তাব মঞ্জুর করেন কি? হযরত মূসা (আ.) এ প্রস্তাব মেনে নিলেন। ফলে আট বছরের চাকুরী চুক্তি অনুযায়ী জরুরি হয়ে গেল, অবশিষ্ট দু'বছরের ওয়াদা তাঁর ইচ্ছাধীন রয়ে গেল। আল্লাহ তা'আলা তাঁর পয়গম্বর হযরত মূসা (আ.)-কে দিয়ে এই ওয়াদাও পূর্ণ করিয়ে দেন এবং তিনি চাকুরীর দশ বছরই পূর্ণ করেন।

হযরত সাঈদ ইবনে জুবায়ের (রা.) বলেন, একবার জনৈক খ্রিস্টান আলেমের সাথে আমার দেখা হলে তিনি প্রশ্ন করলেন, আপনার জানা আছে কি, হযরত মূসা (আ) উভয় মেয়াদের মধ্য থেকে কোনটি পূর্ণ করেছিলেন? আমি বললাম, আমার জানা নেই। কারণ তখন পর্যন্ত হযরত ইবনে আব্বাস (রা.)-এর এই হাদীস আমার জানা ছিল না। অতঃপর আমি হযরত ইবনে আব্বাস (রা.)-এর সাথে সাক্ষাৎ করে এ বিষয়ে প্রশ্ন রাখলাম। তিনি বললেন, আট বছরের মেয়াদ পূর্ণ করা তো চুক্তি অনুযায়ী জরুরিই ছিল। সাথে সাথে একথাও জানা দরকার যে, আল্লাহ তা'আলার ইচ্ছা ছিল তাঁর রাসূল ইচ্ছাধীন ওয়াদাও পূর্ণ করুক। তাই তিনি দশ বছরের মেয়াদ পূর্ণ করেছেন। এরপর আমি খ্রিস্টান আলেমের সাথে দেখা করে এ সংবাদ দিলাম। তিনি বললেন, আপনি যার কাছ থেকে এ তথ্য অবগত হয়েছেন, তিনি কি আপনাদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ আলেম? আমি বললাম, হাঁ, তিনি অত্যন্ত জ্ঞানী এবং সবার সেরা।

দশ বছর চাকুরীর মেয়াদ পূর্ণ করার পর যখন হযরত মূসা (আ.) স্ত্রীকে সাথে নিয়ে শুআয়ব (আ.)-এর দেশ মাদইয়ান থেকে রওয়ানা হলেন, তখন কনকনে শীত, গভীর অন্ধকার, অজ্ঞাত রাস্তা এবং নিঃসঙ্গ অসহায় অবস্থায় পথ চলতে চলতে হঠাৎ তিনি তূর পর্বতের উপর আগুন দেখতে পেলেন। অতঃপর তিনি সেখানে গেলেন, বিস্ময়কর দৃশ্যাবলি দেখার পর লাঠি ও সুশুভ্র হাতের মু'জিযা এবং রিসালাত ও নবুয়তের পদ লাভ করলেন। এর পূর্ণ কাহিনী ইতঃপূর্বে বর্ণিত হয়েছে। হযরত মূসা (আ.) মনে মনে চিন্তা করতে লাগলেন যে, আমি রাজদরবারের পলাতক আসামী সাব্যস্ত হয়েছি। কিবতীকে খুন করার অভিযোগে আমার বিরুদ্ধে পাল্টা হত্যার আদেশ জারি হয়েছে। এক্ষণে ফেরাউনের কাছেই রিসালাতের দাওয়াত পৌঁছানোর আদেশপ্রাপ্ত হয়েছি। এছাড়া জিহ্বার দিক দিয়েও আমি তোতলা। এসব চিন্তাভাবনা করে তিনি আল্লাহ তা'আলার দরবারে আবেদন-নিবেদন করলেন। আল্লাহ তা'আলা তাঁর প্রার্থনা অনুযায়ী তাঁর ভাই হারুনকে রিসালাতে অংশীদার করে তাঁর কাছে ওহী প্রেরণ করলেন এবং আদেশ দিলেন যে, মিসর শহরের বাইরে এসে হযরত মূসা (আ.)-কে অভ্যর্থনা জানাও। অতঃপর হযরত মূসা (আ.) সেখানে পৌঁছলেন। হযরত হারূন (আ.)-এর সাথে সাক্ষাৎ হলো। উভয় ভ্রাতা নির্দেশ অনুযায়ী ফেরাউনকে সত্যের দাওয়াত দেওয়ার জন্য তাঁর দরবারে পৌঁছলেন। কিছুক্ষণ পর্যন্ত তাঁরা দরবারে হাজির হওয়ার সুযোগ পেলেন না। তাঁরা প্রবেশদ্বারে অপেক্ষা করতে লাগলেন। এরপর অনেক পর্দা ডিঙ্গিয়ে হাজির হওয়ার অনুমতি পেলেন। উভয়েই ফেরাউনকে বললেন, إِنَّا رَسُوْلَا رَبِّكَ অর্থাৎ আমরা উভয়েই তোমার পালন-কর্তার পক্ষ থেকে দূত ও বার্তাবাহী। ফেরাউন জিজ্ঞেস করল, فَمَنْ رَّبُّكُمَا তোমাদের পালনকর্তা কে? হযরত মূসা ও হারূন (আ.) কুরআনে উল্লিখিত উত্তর দিলেন, رَبُّنَا الَّذِىْ اَعْطٰى كُلَّ شَيْءٍ خَلْقَهٗ ثُمَّ هَدٰى এরপর ফেরাউন বলল, তাহলে তোমরা কি চাও? সাথে সাথে সে নিহত কিবতীর কথা উল্লেখ করে হযরত মূসা (আ.)-কে অপরাধী সাব্যস্ত করল এবং নিজ গৃহে হযরত মূসা (আ.)-কে লালন-পালন করার অনুগ্রহের কথা প্রকাশ করল। হযরত মূসা (আ.) উভয় কথার যে জওয়াব দিয়েছেন, তা কুরআনে বর্ণিত হয়েছে। অর্থাৎ নিহত ব্যক্তি সম্পর্কে ত্রুটি স্বীকার করে অজ্ঞতার ওজর পেশ করলেন এবং গৃহে লালিত-পালিত হওয়ার অনুগ্রহের জওয়াবে বললেন, তুমি সমগ্র বনী ইসরাঈলকে দাসে পরিণত করে রেখেছ। তাদের উপর নানা রকম অকথ্য নির্যাতন চালাচ্ছ। এরই ফলশ্রুতিতে ভাগ্যলিপির খেলায় আমাকে তোমার গৃহে পৌঁছানো হয়েছে। আল্লাহ তা'আলার যা ইচ্ছা ছিল, পূর্ণ হয়েছে। এতে তোমার কোনো অনুগ্রহ নেই। অতঃপর তিনি ফেরাউনকে জিজ্ঞেস করলেন, তুমি কি আল্লাহ তা'আলায় বিশ্বাস স্থাপন করতে এবং বনী ইসরাঈলকে মুক্তি দিতে সম্মত আছ? ফেরাউন

https://e-ilm.weebly.com/

অস্বীকার করে বলল, তোমার কাছে রাসূল হওয়ার কোনো আলামত থাকলে দেখাও। হযরত মূসা (আ.) তাঁর লাঠি মাটিতে ফেলে দিলেন। অমনি তা অজগর সাপ হয়ে মুখ খুলে ফেরাউনের দিকে ধাবিত হলো। ফেরাউন ভীত হয়ে সিংহাসনের নীচে আত্মগোপন করল এবং সাপটিকে বিরত রাখার জন্য হযরত মূসা (আ.)-এর কাছে কাকুতি-মিনতি করতে লাগল। হযরত মূসা (আ.) তাকে ধরে ফেললেন। অতঃপর তিনি বগলে হাত রেখে তা বের করতেই হাত ঝলমল করতে লাগল। ফেরাউনের সামনে এটা ছিল দ্বিতীয় মু'জিযা। এরপর হাত পুনরায় বগলে রাখতেই তা পূর্বাবস্থায় ফিরে এলো।

ফেরাউন আতঙ্কগ্রস্ত হয়ে সভাসদদের সাথে পরামর্শ করল যে, ব্যাপার তোমরা দেখতেই পাচ্ছ। এখন আমাদের করণীয় কি? সভাসদরা সম্মিলিতভাবে বলল, চিন্তার কোনো কারণ নেই। তারা উভয়েই জাদুকর। জাদুর সাহায্যে তারা আপনাকে দেশ থেকে উচ্ছেদ করতে চায় এবং আপনার সর্বোত্তম ধর্ম (তাদের মতে ফেরাউনের পূজা) মিটিয়ে দিতে চায়। আপনি তাদের কোনো দাবির কাছে নতি স্বীকার করবেন না এবং চিন্তিতও হবেন না। কারণ আপনার রাজ্যে বড় বড় জাদুকর রয়েছে। তাদেরকে আহ্বান করুন। তারা তাদের জাদু দ্বারা তাদের জাদুকে নস্যাৎ করে দেবে।

ফেরাউন রাজ্যময় হুকুম জারি করে দিল যে, যারা জাদুবিদ্যায় পারদর্শী তাদের সবাইকে রাজদরবারে হাজির হতে হবে। সারা দেশের জাদুকররা সমবেত হলে তারা ফেরাউনকে জিজ্ঞেস করল : যে জাদুকরের সাথে আপনি আমাদের মোকাবিলা করাতে চান, সে কি করে? ফেরাউন বলল, সে তার লাঠিকে সাপে পরিণত করে দেয়। জাদুকররা অত্যন্ত নিরুদ্বেগের স্বরে বলল, এটা কিছুই নয়। লাঠি ও রশিকে সাপে পরিণত করার যে জাদু, তা পুরাপুরি আমাদের করায়ত্ত। আমাদের জাদুর মোকাবিলা করার শক্তি কারো নেই। কিন্তু প্রথমে মীমাংসা হওয়া দরকার যে, আমরা জয়ী হলে আপনি আমাদেরকে কি পুরস্কার দেবেন।

ফেরাউন বলল, জয়ী হলে তোমরা আমার পরিবারে সদস্য এবং বিশেষ নৈকট্যশীলদের অন্তর্ভুক্ত হয়ে যাবে। এরপর তোমরা যা চাইবে, তাই পাবে।

তখন জাদুকররা মোকাবিলার সময় ও স্থান হযরত মূসা (আ.)-এর সাথে পরামর্শক্রমে স্থির করল। তাদের ঈদের দিন দ্বিপ্রহরের সময় নির্ধারিত হলো। ইবনে জুবায়ের বলেন, হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) আমার কাছে বর্ণনা করেছেন যে, তাদের يَوْمُ الزِّيْنَةِ (ঈদের দিন) ছিল আশুরা অর্থাৎ মুহররমের দশ তারিখ। এই দিনেই আল্লাহ তা'আলা হযরত মূসা (আ.)-কে ফেরাউন ও তার জাদুকরদের বিরুদ্ধে বিজয় দান করেন। যখন সবাই একটি বিস্তৃত মাঠে মোকাবিলা দেখার জন্য সমবেত হয়ে গেল, তখন ফেরাউনের লোকেরা পরস্পরে বলাবলি করতে লাগল, لَعَلَّنَا نَتَّبِعُ السَّحَرَةَ إِنْ كَانُوْا هُمُ الْغَالِبِيْنَ অর্থাৎ এখানে আমাদের অবশ্যই থাকা উচিত, যাতে জাদুকররা অর্থাৎ হযরত মূসা ও হারুন বিজয়ী হলে আমরা তাদের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করতে পারি। তাদের এই কথাবার্তা পয়গম্বরদ্বয়ের প্রতি বিদ্রুপের ছলে ছিল। তাদের দৃঢ় বিশ্বাস ছিল যে, তাদের জাদুকরের বিরুদ্ধে হযরত মূসা (আ.) জয়লাভ করতে পারবেন না।

মোকাবিলার ময়দান জমজমাট হয়ে গেল। জাদুকররা হযরত মূসা (আ.)-কে বলল, প্রথমে আপনি কিছু নিক্ষেপ করবেন (অর্থাৎ জাদু প্রদর্শন করবেন), না আমরা নিক্ষেপ করে সূচনা করব? হযরত মূসা (আ.) বললেন, তোমরাই সূচনা কর এবং তোমাদের জাদু প্রদর্শন কর। তারা بِعِزَّةِ فِرْعَوْنَ إِنَّا لَنَحْنُ الْغَالِبُوْنَ (অর্থাৎ ফেরাউনের আনুকূল্যে আমরা অবশ্যই জয়ী হব) বলে কিছু সংখ্যক লাঠি ও রশি মাটিতে নিক্ষেপ করল। লাঠি ও রশিগুলো দৃশ্যত সাপ হয়ে ছুটাছুটি করতে লাগল। এ দৃশ্য দেখে হযরত মূসা (আ.) কিছুটা ভয় পেলেন। فَاَوْجَسَ فِىْ نَفْسِهٖ خِيْفَةً مُّوْسٰى হযরত মূসা (আ.) মনে মনে ভীত হলেন।

একজন মানুষ হিসেবে এই ভয় স্বভাবগতও হতে পারে। পয়গম্বরগণও এরূপ স্বভাবগত ভয় থেকে মুক্ত নন। এছাড়া ভয়ের কারণ এরূপেও হতে পারে যে, এখন ইসলামের দাওয়াতের পথে বাধা বিপত্তি সৃষ্টি হয়ে যাবে।

আল্লাহ তা'আলা হযরত মূসা (আ.)-কে ওহীর মাধ্যমে তাঁর লাঠি নিক্ষেপ করার আদেশ দিলেন। হযরত মূসা (আ.) লাঠি নিক্ষেপ করতেই তা অজগর সাপ হয়ে গেল। সাপটির মুখ খোলা ছিল। সাপটি জাদুকরদের নিক্ষিপ্ত লাঠি ও রশির সাপগুলোকে মুহূর্তের মধ্যেই গলাধঃকরণ করে ফেলল।

ফেরাউনের জাদুকররা জাদুবিদ্যায় পারদর্শী ছিল। এই দৃশ্য দেখে তাদের নিশ্চিত বিশ্বাস হলো যে, হযরত মূসা (আ.)-এর অজগরটি জাদুর ফলশ্রুতি নয়; বরং আল্লাহর দান। সেমতে জাদুকররা তাৎক্ষণিকভাবে ঘোষণা করল যে, আমরা আল্লাহর

https://e-ilm.weebly.com/

প্রতি এবং হযরত মূসা (আ.)-এর আনীত ধর্মের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করলাম। আমরা বিগত ধ্যান-ধারণা ও ধর্মবিশ্বাস থেকে তওবা করছি। এভাবে আল্লাহ তা'আলা ফেরাউন ও তার সাঙ্গপাঙ্গদের কোমর ভেঙ্গে দিলেন। তারা যেসব জাল বিস্তার করেছিল, সবই ছিন্নবিচ্ছিন্ন হয়ে গেল।

فَغُلِبُوْا هُنَالِكَ وَانْقَلَبُوْا صَاغِرِيْنَ তারা সেখানে পর্যুদস্ত ও লাঞ্ছিত হয়ে মাঠ ত্যাগ করল।

যে সময় এই মোকাবিলা হচ্ছিল, তখন ফেরাউনের স্ত্রী আছিয়া ছিন্নবাস পরিহিতা হয়ে আল্লাহর দরবারে হযরত মূসা (আ.)-এর সাহায্যের জন্য দোয়া করছিলেন। ফেরাউন বংশীয়রা মনে করছিল যে, তিনি ফেরাউনের চিন্তায় ছিন্নবাস পরিধান করেছেন, তার জন্য দোয়া করছেন। অথচ তাঁর সমস্ত ভাবনা ও চিন্তা হযরত মূসা (আ.)-এর জন্য নিবেদিত ছিল এবং তিনি তাঁরই বিজয় প্রার্থনা করছিলেন।

এ ঘটনার পর হযরত মূসা (আ.) যখনই কোনো মু'জিযা প্রদর্শন করতেন এবং আল্লাহর প্রমাণ চূড়ান্তরূপ পরিগ্রহ করত, তখনই ফেরাউন ওয়াদা করত, এখন আমি বনী ইসরাঈলকে আপনার কর্তৃত্বে সমর্পণ করব। কিন্তু যখন হযরত মূসা (আ.)-এর দোয়ার ফলে আজাবের আশঙ্কা টলে যেত, তখনই সে তার ওয়াদা ভুলে যেত। সে বলত, আপনার পালনকর্তা আরো কোনো নিদর্শন দেখাতে পারেন কি? দিন এভাবেই অতিবাহিত হতে লাগল। অবশেষে আল্লাহ তা'আলা ফেরাউন-গোষ্ঠির উপর ঝড়ঝঞ্ঝা, পঙ্গপাল, পরিধেয় বস্ত্রে উকুন, পাত্র ও খাদ্যদ্রব্যে ব্যাঙ, রক্ত ইত্যাদি আজাব চাপিয়ে দিলেন। কুরআন পাকে এগুলোকে "বিস্তারিত নিদর্শনাবলি" শিরোনামে বর্ণনা করা হয়েছে। ফেরাউনের অবস্থা ছিল এই যে, যখনই কোনো আজাব আসত এবং তা দূর করতে সে অক্ষম হতো, তখনই হযরত মূসা (আ.)-এর কাছে ফরিয়াদ করে বলত, কোনো রকমে আজাবটি দূরীভূত করে দিন। আমি ওয়াদা করছি, বনী ইসরাইলকে মুক্ত করে দেব। অতঃপর আজাব দূরীভূত হলে সে ওয়াদা ভঙ্গ করত। অবশেষে আল্লাহ তা'আলা হযরত মূসা (আ.)-কে আদেশ দিলেন, বনী ইসরাইলকে সাথে নিয়ে মিসর ত্যাগ কর। হযরত মূসা (আ.) সবাইকে নিয়ে রাতের অন্ধকারে শহর ত্যাগ করলেন। প্রত্যুষে ফেরাউন টের পেয়ে গোটা সেনাবাহিনী নিয়ে পশ্চাদ্ধাবন করল। এদিকে হযরত মূসা (আ.) ও বনী ইসরাঈলের গমন পথে যে নদী অবস্থিত ছিল, আল্লাহ তা'আলা তাকে আদেশ দিলেন, যখন হযরত মূসা (আ.) তোকে লাঠি দ্বারা আঘাত করে, তখন তোর মধ্যে বারটি রাস্তা হয়ে যাওয়া উচিত। বনী ইসরাঈলের বারটি গোত্র এগুলো দিয়ে পৃথক পৃথকভাবে পার হয়ে যাবে। তারা পার হয়ে গেলে পশ্চাদ্ধাবনকারীদের সমেত নদীর বারটি পথ আবার একাকার হয়ে মিশে যাবে।

হযরত মূসা (আ.) দরিয়ার নিকটে পৌঁছে দরিয়াকে লাঠি দ্বারা আঘাত হানার কথাটি বেমালুম ভুলে গেলেন। বনী ইসরাঈল ভীত-সন্ত্রস্ত হয়ে বলতে লাগল : اِنَّا لَمُدْرَكُوْنَ অর্থাৎ আমরা তো ধরা পড়ে যাব। কারণ পেছন দিক থেকে ফেরাউনী বাহিনীর পশ্চাদ্ধাবন তাদের নজরে পড়ছিল। তাদের সামনে দরিয়া বাধার প্রাচীর হয়ে দাঁড়িয়েছিল। এহেন সংকট মুহূর্তে আল্লাহ তা'আলার ওয়াদা হযরত মূসা (আ.)-এর মনে পড়ল যে, দরিয়াকে লাঠি দ্বারা আঘাত করলে তাতে বারটি রাস্তা সৃষ্টি হয়ে যাবে। তিনি তৎক্ষণাৎ লাঠি দ্বারা আঘাত হানলেন। এ সময়টি এমনি সংকটময় ছিল যে, বনী ইসরাঈলের পশ্চাদ্বর্তী অংশকে ফেরাউনী সেনাবাহিনীর অগ্রবর্তী দল প্রায় ধরেই ফেলেছিল। হযরত মূসা (আ.)-এর মু'জিযায় দরিয়া পৃথক পৃথক ভাগে বিভক্ত হয়ে বারটি রাস্তা হয়ে গেল। মূসা (আ.) বনী ইসরাঈলসহ এসব রাস্তা দিয়ে দরিয়া পার হয়ে গেলেন। পশ্চাদ্ধাবনকারী ফেরাউনী বাহিনী এসব রাস্তা দেখে গোটা অশ্বারোহী ও পদাতিক বাহিনী হাঁকিয়ে দিল। তারা সবাই যখন দরিয়ার মধ্যে ধাবমান ছিল, ঠিক তখনই আল্লাহর নির্দেশে দরিয়ার বিভিন্ন অংশ পরস্পর সংযুক্ত হয়ে গেল। দরিয়ার অপর পারে পৌঁছে হযরত মূসা (আ.)-এর সঙ্গীরা বলল, আমাদের আশঙ্কা হয় যে ফেরাউন বোধ হয় এদের সাথে সলিল সমাধি লাভ করেনি এবং সে নিজেকে বাঁচিয়ে নিয়েছে। তখন হযরত মূসা (আ.) দোয়া করলেন যে, ফেরাউনের নিপাত আমাদের সামনে জাহির করা হোক। সে মতে আল্লাহর অপার শক্তি ফেরাউনের মৃতদেহকে দরিয়ার বাইরে নিক্ষেপ করল। ফলে বনী ইসরাঈলীদের সবাই তার মৃত্যু স্বচক্ষে প্রত্যক্ষ করল।

এরপর বনী ইসরাঈল সম্মুখে অগ্রসর হয়ে পথিমধ্যে এক সম্প্রদায়ের কাছ দিয়ে গমন করল। তারা স্বহস্তে নির্মিত প্রতিমার ইবাদত ও পূজায় লিপ্ত ছিল। এ দৃশ্য দেখে বনী ইসরাঈল হযরত মূসা (আ.)-কে বলতে লাগল, يَا مُوْسَى اجْعَلْ لَنَا اِلٰهًا كَمَا لَهُمْ اٰلِهَةٌ قَالَ اِنَّكُمْ قَوْمٌ تَجْهَلُوْنَ - اِنَّ هٰؤُلَاءِ مُتَبَّرٌ مَّا هُمْ فِيْهِ হে মূসা! আমাদের জন্যও মাবূদ তৈরি

https://e-ilm.weebly.com/

করে দাও, যেমন তারা অনেক মা'বূদ করে নিয়েছে। হযরত মূসা (আ.) বললেন, তোমরা এসব কি মূর্খতার কথাবার্তা বলছ? এরা যে প্রতিমার ইবাদত করছে, তাদের ইবাদত নিষ্ফল হবে। হযরত মূসা (আ.) আরো বললেন, তোমরা পালনকর্তার এতসব মু'জিযা ও অনুগ্রহ দেখার পরও তোমাদের মূর্খতাসুলভ চিন্তাধারা বদলায়নি? এরপর হযরত মূসা (আ.) তাদেরকে নিয়ে সামনে অগ্রসর হলেন। এক জায়গায় পৌঁছে তিনি বললেন, তোমরা সবাই এখানে অবস্থান কর। আমি পালনকর্তার কাছে যাচ্ছি। ত্রিশদিন পর প্রত্যাবর্তন করব। আমার অনুপস্থিতিতে হারূন (আ.) আমার স্থলাভিষিক্ত হবেন। তোমরা প্রতি কাজে তাঁর আনুগত্য করবে।

হযরত মূসা (আ.) তাদের কাছ থেকে বিদায় নিয়ে তূর পর্বতে গমন করলেন এবং আল্লাহর ইঙ্গিতে উপর্যুপরি ত্রিশ দিবারাত্রির রোজা রাখলেন, যাতে এরপর আল্লাহর সাথে বাক্যালাপের গৌরব অর্জন করতে পারেন। কিন্তু ত্রিশ দিবারাত্র উপর্যুপরি রোজার কারণে স্বভাবত তাঁর মুখে এক প্রকার গন্ধ দেখা দেয়। ফলে তিনি ভাবতে লাগলেন যে, এই গন্ধ নিয়ে আল্লাহর সাথে বাক্যালাপ অনুচিত। তিনি পাহাড়ী ঘাস দ্বারা মিসওয়াক করে মুখ পরিষ্কার করলেন। এরপর আল্লাহর দরবারে উপস্থিত হলে আল্লাহর পক্ষ থেকে ইরশাদ হলো, মূসা! তুমি ইফতার করলে কেন? [আল্লাহ তা'আলার জানা ছিল যে, হযরত মূসা (আ.) কোনো কিছু পানাহার করেন নি, শুধু ঘাস দ্বারা মুখ পরিষ্কার করেছেন, কিন্তু পয়গম্বরসুলভ বিশেষ মর্যাদার কারণে একেই ইফতার বলে ব্যক্ত করা হয়েছে।] হযরত মূসা (আ.) এই সত্য উপলব্ধি করে আরজ করলেন, হে আমার পালনকর্তা, আমি মনে করলাম যে, আপনার সাথে আলাপরত হওয়ার পূর্বে মুখের দুর্গন্ধ দূর করে দেই। আল্লাহ তা'আলা বললেন, তুমি কি জান না যে, রোজাদারের মুখের গন্ধ আমার কাছে মিশকের সুগন্ধি থেকেও অধিক প্রিয়? এখন তুমি ফিরে যাও এবং আরো দশদিন রোজা রাখ। এরপর আমার কাছে এসো। হযরত মূসা (আ.) তাই করলেন।

এদিকে হযরত মূসা (আ.)-এর সম্প্রদায় বনী ইসরাঈল যখন দেখল যে, ত্রিশদিন অতিবাহিত হওয়ার পরও হযরত মূসা (আ.) ফিরে এলেন না, তখন তারা চিন্তিত হলো। এদিকে হারূন (আ.) হযরত মূসা (আ.) -এর চলে যাওয়ার পর বনী ইসরাঈলকে লক্ষ্য করে একটি ভাষণ দেন এবং বলেন যে, মিসরে অবস্থানকালে তোমরা ফেরাউনী সম্প্রদায়ের অনেক আসবাবপত্র ধার করেছিলে অথবা তারা তোমাদের কাছে গচ্ছিত রেখেছিল। সেগুলো তোমরা সাথে নিয়ে এসেছ। তোমাদেরও অনেক আসবাবপত্র ফেরাউনীদের কাছে ধার অথবা গচ্ছিত আছে। এখন তোমরা মনে করছ যে, তাদের আসবাবপত্র তোমাদের আসবাবপত্রের বিনিময়ে তোমরা হস্তগত করে রেখেছ। কিন্তু তাদের ধার অথবা আমানতের জিনিস তোমরা ব্যবহার করবে আমি এটা হালাল মনে করি না। কিন্তু অসুবিধা এই যে, এগুলো ফেরত দেবারও কোনো উপায় নেই। তাই একটি গর্ত খনন করে সমস্ত অলংকার ও অন্যান্য ব্যবহারিক সামগ্রী তাতে ফেলে দাও। বনী ইসরাঈল এই আদেশ পালন করল। হযরত হারূন (আ.) সব আসবাবপত্রে আগুন ধরিয়ে দিলেন। ফলে সব পুড়ে ছাই-ভস্ম হয়ে গেল। অতঃপর হযরত হারূন (আ.) বললেন, এখন এগুলো আমাদেরও নয়, তাদেরও নয়।

বনী ইসরাঈলের সাথে গাভী পূজারী সম্প্রদায়ের সামেরী নামক জনৈক ব্যক্তিও ছিল। সে বনী ইসরাঈলের অন্তর্ভুক্ত ছিল না, কিন্তু মিসর ত্যাগ করার সময় সে-ও হযরত মূসা (আ.) ও বনী ইসরাঈলের সাথে চলে এসেছিল। ঘটনাক্রমে সে (জিবরাঈল (আ.)-এর) একটি বিশেষ অলৌকিক প্রভাব দেখতে পেল (অর্থাৎ যেখানেই তিনি পা রাখেন, সেখানেই জীবনী-শক্তি সঞ্চারিত হয়ে যায়।) হযরত জিবরাঈলের পা পড়েছে, এমন এক জায়গা থেকে সে এক মুষ্টি মাটি হাতে নিয়ে আসার পথে হযরত হারূন (আ.)-এর সাথে তার দেখা হলো। হযরত হারূন (আ.) মনে করলেন যে, তার হাতে বোধ হয় কোনো ফেরাউনী অলংকার রয়েছে। তাই বললেন, সবার মতো তুমিও একে গর্তে ফেলে দাও। সামেরী বলল, এটা তো সেই রাসূলের পদচিহ্নের মাটি, যিনি আপনাদেরকে দরিয়া পার করিয়েছেন। আমি একে কিছুতেই গর্তে ফেলব না; তবে এই শর্তে ফেলব যে, আপনি আমার উদ্দেশ্য সিদ্ধির জন্য দোয়া করবেন। হযরত হারূন (আ.) দোয়ার ওয়াদা করলেন। সে ঐ মাটি গর্তে ফেলে দিল। ওয়াদা অনুযায়ী হযরত হারূন (আ.) দোয়া করলেন, হে আল্লাহ, সামেরীর উদ্দেশ্য পূর্ণ করুন। দোয়া শেষ হতেই সামেরী বলল, আমার উদ্দেশ্য এই যে, গর্তে যেসব সোনা, রূপা, লোহা, পিতল ইত্যাদি নিক্ষেপ করা হয়েছে, সেগুলো একটি গো-বৎসতে পরিণত হোক। হযরত হারূন (আ.)-এর দোয়া কবুল হয়ে গিয়েছিল। ফলে গর্তের সমস্ত অলঙ্কার, লোহা, তামা, পিতল ইত্যাদি একটি গো-বৎসের আকার ধারণ করল। তাতে কোনো আত্মা ছিল না; কিন্তু গাভীর মতো শব্দ করত। হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) বলেন, আল্লাহর কসম! এটা কোনো জীবিত আওয়াজ ছিল না। বরং তার পশ্চাদ্ভাগ দিয়ে বায়ু প্রবেশ করে মুখ দিয়ে নির্গত হয়ে যেত। এর ফলে আওয়াজ শোনা যেত।

https://e-ilm.weebly.com/

এই অত্যাশ্চর্য ঘটনা প্রত্যক্ষ করে বনী ইসরাঈল কয়েক ভাগে বিভক্ত হয়ে গেল। একদল সামেরীকে জিজ্ঞেস করল এটা কি? সে বলল, এটাই তো তোমাদের খোদা। কিন্তু হযরত মূসা (আ.) পথ ভুলে এই খোদার কাছে না গিয়ে অন্য জায়গায় চলে গেছেন। একদল বলল, হযরত মূসা (আ.) যে পর্যন্ত আসল সত্য বর্ণনা না করেন, সে পর্যন্ত আমরা সামেরীর কথা অবিশ্বাস করতে পারি না। যদি বাস্তবে এটাই আমাদের খোদা হয়, তবে তার বিরোধিতা করে আমরা পাপী হব না আর যদি এটা খোদা না হয়, তবে আমরা হযরত মূসা (আ.)-এর কথাই মেনে চলব।

অন্য একদল বলল, এগুলো সব শয়তানি ধোঁকা। এই গো-বৎস আমাদের পালনকর্তা হতে পারে না। আমরা এর প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করতে পারি না। অপর একদলের কাছে সামেরীর উক্তি চমৎকার বলে মনে হলো। তারা সামেরীকে সত্য বিশ্বাস করে গো-বৎসকে খোদা হিসেবে মেনে নিল।

এই মহা অনর্থ দেখে হারূন (আ.) বললেন : يَا قَوْمِ إِنَّمَا فُتِنْتُمْ بِهِ وَإِنَّ رَبَّكُمُ الرَّحْمَٰنُ فَاتَّبِعُونِي وَأَطِيعُوا أَمْرِي অর্থাৎ হে আমার সম্প্রদায়, তোমরা পরীক্ষায় পতিত হয়েছ। তোমাদের পালনকর্তা দয়াময় আল্লাহ। তোমরা আমার অনুসরণ কর এবং আমার কথা মেনে চল। বনী ইসরাঈল বলল, বলুন তো দেখি হযরত মূসা (আ.)-এর কি হলো, তিনি আমাদের কাছে ত্রিশ দিনের ওয়াদা করে গিয়েছিলেন; এখন চল্লিশ দিন অতিবাহিত হচ্ছে তবুও তাঁর দেখা নেই। কোনো কোনো নির্বোধ বলল, হযরত মূসা (আ.) পালনকর্তাকে হারিয়ে বোধ হয় তাঁর খোঁজে ঘোরাফেরা করছেন।

এদিকে চল্লিশ দিন পূর্ণ হওয়ার পর হযরত মূসা (আ.) বাক্যালাপের গৌরব অর্জন করলেন। আল্লাহ তা'আলা তাঁকে এই অনর্থের সংবাদ দিলেন, যাতে তাঁর সম্প্রদায় লিপ্ত হয়ে পড়েছিল فَرَجَعَ مُوسَىٰ إِلَىٰ قَوْمِهِ غَضْبَانَ أَسِفًا হযরত মূসা (আ.) সেখান থেকে ক্রোধান্বিত ও পরিতপ্ত অবস্থায় ফিরে এলেন এবং ফিরে এসে যা বললেন, তা তুমি কুরআন পাকে পাঠ করেছ وَأَلْقَى الْأَلْوَاحَ وَأَخَذَ بِرَأْسِ أَخِيهِ يَجُرُّهُ إِلَيْهِ অর্থাৎ হযরত মূসা (আ.) ক্রুদ্ধ হয়ে তাঁর ভাই হারূনের মাথার চুল ধরে টান দিলেন এবং সাথে করে আনা তাওরাতের ফলকগুলো হাত থেকে রেখে দিলেন। এরপর রাগ স্তিমিত হলে ভাইয়ের সত্যিকার ওজর জেনে তাকে ক্ষমা করলেন আর আল্লাহ তা'আলার কাছে তাঁর জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করলেন। এরপর সামেরীকে জিজ্ঞেস করলেন, তুমি এ কাণ্ড করলে কেন? সে উত্তর দিল :

فَقَبَضْتُ قَبْضَةً مِّنْ أَثَرِ الرَّسُولِ অর্থাৎ আমি রাসূল জিবরাঈলের পদচিহ্নের মাটি কুড়িয়ে নিয়েছিলাম এবং আমি বুঝেছিলাম যে, এই মাটি যে বস্তুর মধ্যেই রাখা হবে, তাতেই জীবনের চিহ্ন সৃষ্টি হয়ে যাবে। কিন্তু আমি আপনাদের কাছ থেকে বিষয়টি গোপন রেখেছিলাম।

فَنَبَذْتُهَا وَكَذَٰلِكَ سَوَّلَتْ لِي نَفْسِي অর্থাৎ আমি এই মাটি অলঙ্কার ইত্যাদির স্তূপে রেখে দিলাম। আমার মন আমার সামনে এ কাজটি পছন্দনীয় আকারে উপস্থিত করেছিল।

قَالَ فَاذْهَبْ فَإِنَّ لَكَ فِي الْحَيَاةِ أَنْ تَقُولَ لَا مِسَاسَ وَإِنَّ لَكَ مَوْعِدًا لَّنْ تُخْلَفَهُ وَانْظُرْ إِلَىٰ إِلَٰهِكَ الَّذِي ظَلْتَ عَلَيْهِ عَاكِفًا لَّنُحَرِّقَنَّهُ ثُمَّ لَنَنْسِفَنَّهُ فِي الْيَمِّ نَسْفًا.

অর্থাৎ হযরত মূসা (আ.) সামেরীকে বললেন, যাও, এখন তোমার শাস্তি এই যে, তুমি সারা জীবন একথা বলে বেড়াবে : আমাকে কেউ স্পর্শ করো না। নতুবা সে-ও আজাবে গ্রেফতার হয়ে যাবে। তোমার জন্য একটি মেয়াদ নির্দিষ্ট রয়েছে, যার খেলাফ হবে না। তুমি যে উপাস্যের আরাধনা করেছ, তার পরিণাম দেখ, আমি একে আগুনে ভস্ম করব। অতঃপর এর ভস্ম দরিয়ায় ভাসিয়ে দেব। সে খোদা হলে তার সাথে এরূপ ব্যবহারের শক্তি আমাদের হতো না।

তখন বনী ইসরাঈল স্থির বিশ্বাসে উপনীত হলো যে, তারা পরীক্ষায় পতিত হয়েছিল। ফলে যে দলটি হযরত হারূন (আ.)-এর মতাবলম্বী ছিল, তাদের প্রতি সবারই ঈর্ষা হতে লাগল (অর্থাৎ যারা মনে করত যে, গো-বৎস আমাদের খোদা হতে পারে না)। বনী ইসরাঈল এই মহাপাপ বুঝতে পেরে হযরত মূসা (আ.)-কে বলল, আপনার পালনকর্তার কাছে দোয়া করুন, তিনি যেন আমাদের পাপমোচনের জন্য তওবার দ্বার উন্মুক্ত করে দেন

হযরত মূসা (আ.) এ কাজের জন্য বনী ইসরাঈলের মধ্য থেকে সৎকর্মপরায়ণ সত্তরজন বিশিষ্ট ব্যক্তিকে মনোনীত করলেন। তারা সজ্ঞানে গো-বৎস পূজা থেকেও বিরত ছিল। তিনি খুব বাছাই-বাছাই করে তাদেরকে মনোনীত করলেন। এই সত্তর জন মনোনীত সৎকর্মপরায়ণ ব্যক্তিকে সাথে নিয়ে হযরত মূসা (আ.) তূর পর্বতের দিকে রওয়ানা হয়ে গেলেন,

যাতে আল্লাহ তা'আলার কাছে তাদের তওবা কবুল করার বিষয়ে আবেদন পেশ করতে পারেন। হযরত মূসা (আ.) তূর পর্বতে পৌঁছলে ভূপৃষ্ঠে প্রবল ভূমিকম্প সংঘটিত হলো। এতে তিনি প্রতিনিধি দলের সামনে এবং স্বীয় কওম বনী ইসরাঈলের সামনে খুবই লজ্জিত হলেন। তাই আরজ করলেন :

رَبِّ لَوْشِئْتَ اَهْلَكْتَهُمْ مِنْ قَبْلُ وَاِيَّاىَ اَتُهْلِكُنَا بِمَا فَعَلَ السُّفَهَاۤءُ مِنَّا

অর্থাৎ হে আমার পালনকর্তা, যদি আপনি তাদেরকে ধ্বংসই করতে চাইলেন, তো এই প্রতিনিধি দল আগমনের পূর্বেই ধ্বংস করে দিতেন এবং আমাকেও তাদের সাথে ধ্বংস করে দিতেন। আপনি কি আমাদের সবাইকে এ কারণে ধ্বংস করবেন যে, আমাদের কিছু নির্বোধ লোক পাপ করেছে? প্রকৃতপক্ষে এই ভূমিকম্পের কারণ ছিল এই যে, হযরত মূসা (আ.)-এর সূক্ষ্ম যাচাই-বাছাই সত্ত্বেও এমন কিছু লোক কৌশলে এই প্রতিনিধি দলে শামিল হয়ে গিয়েছিল, যারা পূর্বে গো-বৎসের পূজা করেছিল এবং তাদের অন্তরে গো-বৎসের মাহাত্ম্য বিরাজমান ছিল।

হযরত মূসা (আ.)-এর এই দোয়া ও ফরিয়াদের জওয়াবে ইরশাদ হলো :

وَرَحْمَتِىْ وَسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ فَسَاَكْتُبُهَا لِلَّذِيْنَ يَتَّقُوْنَ وَيُؤْتُوْنَ الزَّكٰوةَ وَالَّذِيْنَ هُمْ بِاٰيٰتِنَا يُؤْمِنُوْنَ اَلَّذِيْنَ يَتَّبِعُوْنَ الرَّسُوْلَ النَّبِىَّ الْاُمِّىَّ يَجِدُوْنَهٗ مَكْتُوْبًا عِنْدَهُمْ فِى التَّوْرٰىةِ وَالْاِنْجِيْلِ

অর্থাৎ আল্লাহ বলেন, আমার অনুগ্রহ সবকিছুতে পরিব্যাপ্ত। আমি অচিরেই আমার রহমতের পরওয়ানা তাদের জন্যে লিখে দেব, যারা আল্লাহভীতি অবলম্বন করে, জাকাত আদায় করে, আমার নিদর্শনাবলির প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করে এবং যারা সে নিরক্ষর রাসূলের অনুসরণ করে, যার কথা তারা তাদের তওরাত ও ইঞ্জীল গ্রন্থে লিখিত দেখে।

একথা শুনে হযরত মূসা (আ.) আরজ করলেন, পরওয়ারদেগার, আমি আপনার কাছে আমার সম্প্রদায়ের তওবা সম্পর্কে আরজ করেছিলাম। আপনি জওয়াবে আমার কওমসহ অন্য কওমকে রহমত দান করার কথা বলেছেন। আপনি আমার জন্য আরো পিছিয়ে আমাকেও সে নিরক্ষর পয়গম্বরের উম্মতের অন্তর্ভুক্ত করলেন না কেন? অতঃপর আল্লাহ তা'আলার তরফ থেকে বনী ইসরাঈলের তওবা কবুল হওয়ার একটি পদ্ধতি বলে দেওয়া হলো। তা এই যে, তাদের মধ্যে প্রত্যেকেই তার পিতা, পুত্র ইত্যাদি স্বজনের মধ্যে যার সাক্ষাৎ পাবে, তাকেই তরবারি দ্বারা হত্যা করবে। যেস্থানে গো-বৎসের পূজা হয়েছে, সেখানেই এই পাইকারী হত্যাকাণ্ড চালাতে হবে।

প্রতিনিধিদলের যেসব সদস্যের অবস্থা হযরত মূসা (আ.) -এর জানা ছিল না। এবং তাদেরকে নির্দোষ মনে করে প্রতিনিধিদলে শামিল করা হয়েছিল; কিন্তু প্রকৃতপক্ষে তাদের মনে গো-বৎস পূজার আগ্রহ ছিল, এ সময় তারাও মনে অনুতপ্ত হয়ে তওবা করে নিল। তারা এই কঠোর আদেশ পালন করল, যা তাদের তওবা কবুল হওয়ার জন্য জারি করা হয়েছিল, অর্থাৎ আত্মীয়স্বজনকে হত্যা। এই আদেশ বাস্তবায়িত হওয়ার পর আল্লাহ তা'আলা হত্যাকারী ও নিহত ব্যক্তি সবার পাপ মার্জনা করে দিলেন। এরপর হযরত মূসা (আ.) তাওরাতের যেসব ফলক রাগান্বিত অবস্থায় রেখে দিয়েছিলেন, সেগুলো তুলে নিলেন এবং বনী ইসরাঈলকে সাথে নিয়ে পবিত্র ভূমি সিরিয়া অভিমুখে রওয়ানা হয়ে গেলেন। পথিমধ্যে এমন এক শহরে উপনীত হলেন, যা 'জাব্বারীন' অর্থাৎ প্রবল প্রতাপান্বিত সম্প্রদায়ের অধিকারভুক্ত ছিল। তাদের আকার-আকৃতি ও দৈহিক গড়ন ভয়াবহ ছিল। তাদের অত্যাচার-উৎপীড়ন, শক্তি ও শান-শওকতের লোমহর্ষক কাহিনী বনী ইসরাঈলের শ্রুতিগোচর হলো। হযরত মূসা (আ.)-এর ইচ্ছা ছিল যে, তিনি এই শহরে প্রবেশ করবেন; কিন্তু এই প্রতাপান্বিত সম্প্রদায়ের অবস্থা শুনে বনী ইসরাঈল আতঙ্কগ্রস্ত হয়ে পড়ল এবং বলতে লাগল : হে মূসা! এই শহরে ভয়ানক প্রতাপশালী অত্যাচারী সম্প্রদায় বাস করে। তাদের মোকাবিলা করার শক্তি আমাদের নেই। যতক্ষণ তারা এ শহরে বর্তমান থাকবে, ততক্ষণ আমরা শহরে প্রবেশ করব না। হাঁ, তারা যদি শহর ত্যাগ করে কোথাও চলে যায়, তবে আমরা শহরে প্রবেশ করতে পারি।

قَالَ رَجُلَانِ مِنَ الَّذِيْنَ يَخَافُوْنَ : আলোচ্য রেওয়ায়েতের একজন রাবী ইয়াজিদ ইবনে হারূনকে জিজ্ঞেস করা হয় যে, হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) এই আয়াতের কেরাত এভাবেই করেছেন কি? ইয়াজিদ বললেন, হাঁ, তিনি আয়াতটি এভাবেই পাঠ করেছেন। আয়াতে رَجُلَانِ (দুই ব্যক্তি) বলে প্রতাপান্বিত সম্প্রদায়ের দু'ব্যক্তিকে বুঝানো হয়েছে। তারা শহর থেকে এসে হযরত মূসা (আ.)-এর প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করেছিল। বনী ইসরাঈলকে আতঙ্কগ্রস্ত দেখে তারা বলল, আমরা

https://e-ilm.weebly.com/

আমাদের সম্প্রদায়ের অবস্থা সম্পর্কে সম্যক ওয়াকিফহাল। তোমরা তাদের দৈহিক গড়ন, বিশাল বপু ও সংখ্যাধিক্য দেখে ভয় পাচ্ছ। প্রকৃত সত্য এই যে, তাদের মধ্যে মনোবল বলতে মোটেই নেই। তারা মোকাবিলায় হীনবল। তোমরা শহরের ফটক পর্যন্ত অগ্রসর হলেই দেখবে যে, তারা অস্ত্র সংবরণ করে নিয়েছে। ফলে তোমরাই তাদের বিরুদ্ধে জয়ী হবে।

কেউ কেউ رَجُلَانِ مِنَ الَّذِيْنَ يَخَافُوْنَ আয়াতের তাফসীর এরূপ করেছেন যে, এই দুই ব্যক্তি হযরত মূসা (আ.)-এর সম্প্রদায় বনী ইসরাঈলের ছিল।

قَالُوْا يٰمُوْسٰٓى اِنَّا لَنْ نَّدْخُلَهَآ اَبَدًا مَّا دَامُوْا فِيْهَا فَاذْهَبْ اَنْتَ وَرَبُّكَ فَقَاتِلَآ اِنَّا هٰهُنَا قٰعِدُوْنَ.

অর্থাৎ বনী ইসরাঈল এ দুই ব্যক্তির উপদেশ শোনার পরও হযরত মূসা (আ.)-কে কর্কশ ভাষায় অশোভন ভঙ্গিতে জওয়াব দিল : হে মূসা! আমরা তো এই শহরে ততক্ষণ পর্যন্ত কিছুতেই প্রবেশ করব না, যতক্ষণ এই শক্তিশালী কওম এখানে থাকবে। যদি আপনি তাদের মোকাবিলায় করতে চান, তবে আপনি এবং আপনার পালনকর্তা গিয়ে তাদের সাথে লড়াই করে নিন। আমরা তো এখানেই বসলাম।

হযরত মূসা (আ.) তাঁর সম্প্রদায় বনী ইসরাঈলের প্রতি আল্লাহ তা'আলার অগণিত নিয়ামত সত্ত্বেও প্রতি পদক্ষেপে তাদের অবাধ্যতা ও উচ্ছৃঙ্খলতা প্রত্যক্ষ করে আসছিলেন; কিন্তু এ পর্যন্ত তিনি অপরিসীম ধৈর্য ও সহনশীলতার পরিচয় দিয়েছেন। কখনও তাদের জন্য বদদোয়া করেন নি। কিন্তু এবার তাঁর ধৈর্যের বাঁধ ভেঙ্গে গেল। তাদের এই অনর্থক জওয়াব শুনে তিনি নিরতিশয় মনক্ষুণ্ন এবং দুঃখিত হলেন এবং তাদের জন্য বদদোয়া করলেন। তিনি তাদের সম্পর্কে 'ফাসেক' (পাপাচারী) শব্দ ব্যবহার করলেন। সাজা হিসাবে আল্লাহর পক্ষ থেকেও তাদেরকে ফাসেক নাম দেওয়া হলো এবং পবিত্র ভূমি থেকে চল্লিশ বছরের জন্য বঞ্চিত করে দেওয়া হলো। এছাড়া তাদেরকে উন্মুক্ত প্রান্তরে এমনভাবে আবদ্ধ করে দেওয়া হলো যে, অস্থির হয়ে সকাল থেকে বিকেল পর্যন্ত তারা কেবল চলতেই থাকত। কিন্তু আল্লাহর রাসূল হযরত মূসা (আ.)ও তাদের সাথে ছিলেন। তাঁর বরকতে এই ফাসেক সম্প্রদায়ের প্রতি শাস্তির দিনগুলোতেও আল্লাহ তা'আলার অনেক নিয়ামত বর্ষিত হতে থাকে। তারা তীহ প্রান্তরে যেদিকেই যেত, মেঘমালা তাদের মাথার উপর ছায়া দান করত। তাদের আহারের জন্য 'মান্না' ও 'সালওয়া' নাজিল হতো। তাদের পোশাক অলৌকিকভাবে ময়লাযুক্ত হতো না এবং ছিন্ন হতো না। তাদেরকে একটি চৌকোণ পাথর দান করে হযরত মূসা (আ.)-কে আদেশ দেওয়া হয়েছিল যে, যখন তাদের পানির প্রয়োজন হয়, তখন এই পাথরে লাঠি দ্বারা আঘাত করবে। আঘাত করার সাথে সাথে পাথর থেকে বারটি ঝরনা প্রবাহিত হয়ে যেত। পাথরের প্রত্যেক দিক থেকে তিনটি করে ঝরনা প্রবাহিত হতো। বনী ইসরাঈলের বারটি গোত্রের মধ্যে ঝরনা-গুলো নির্দিষ্টভাবে ভাগ করে দেওয়া হয়েছিল, যাতে বিবাদ সৃষ্টি না হয়। তারা যখনই এক জায়গা থেকে সফর করে অন্য জায়গায় তাঁবু ফেলত, তখন পাথরটিকেও সেখানে বিদ্যমান দেখতে পেত। -(কুরতুবী)

হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) এই হাদীসটিকে রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর উক্তিরূপে বর্ণনা করেছেন। আমার মতে এটা সঠিক। কেননা হযরত মু'আবিয়া (রা.) হযরত ইবনে আব্বাস (রা.)-কে এই হাদীস বর্ণনা করতে শুনে হাদীসে বর্ণিত এই বিষয়বস্তু অস্বীকার করলেন যে, কিবতীর হত্যাকারীর সন্ধান ঐ দ্বিতীয় কিবতী বলে দিয়েছিল, যার সাথে ইসরাঈলী ব্যক্তি দ্বিতীয় দিন লড়াইরত ছিল। কারণ এই যে, গতকালকের হত্যাকাণ্ড সম্পর্কে দ্বিতীয় কীবতী কিছুই জানত না। এমতাবস্থায় সে এর খবর কিরূপে দিতে পারে। এ খবর তো একমাত্র ঝগড়াকারী ইসরাঈলী ব্যক্তিই জানত।

হযরত মু'আবিয়া (রা.) হাদীসে বর্ণিত এ ঘটনা মেনে নিতে অস্বীকৃত হলে হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) রাগান্বিত হলেন এবং মু'আবিয়ার হাত ধরে তাকে সা'দ ইবনে মালেক যুহরীর কাছে নিয়ে গেলেন। অতঃপর তাকে বললেন : হে আবু ইসহাক, তোমার স্মরণ আছে কি, যখন আমাদের কাছে রাসূলুল্লাহ ﷺ হযরত মূসা (আ.)-এর হাতে নিহত কিবতীর হাদীস বর্ণনা করছিলেন, তখন এই গোপন ভেদ ফাঁসকারী ও হত্যাকারীর সন্ধানদাতা ইসরাঈলী ছিল, না দ্বিতীয় কিবতী? সা'দ ইবনে মালেক বললেন : দ্বিতীয় কিবতীই ঘটনা ফাঁস করেছিল। কেননা সে ইসরাঈলীর মুখে এ কথা শুনেছিল যে, গতকালকের হত্যাকাণ্ড হযরত মূসা (আ.) কর্তৃক সংঘটিত হয়েছে। সে-ই ফেরাউনের কাছে এই সংবাদ পৌঁছে দিয়েছিল। ইমাম নাসায়ী এই বিস্তারিত হাদীসটি 'সুনানে কুবরা' গ্রন্থে তাফসীর অধ্যায়ে উদ্ধৃত করেছেন।

এই হাদীসটি ইবনে জারীর তাবারী তাঁর তাফসীর গ্রন্থে এবং ইবনে আবী হাতেম তাঁর তাফসীর গ্রন্থে ইয়াজিদ ইবনে হারূনের সনদ দ্বারাই উদ্ধৃত করে বলেছেন : হাদীসটি রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর ভাষ্য নয়; বরং হযরত ইবনে আব্বাস (রা.)-

https://e-ilm.weebly.com/

এর নিজের কথা। তিনি একে কা'ব আহবারের ঐ সব ইসরাঈলী রেওয়ায়েত থেকে গ্রহণ করেছেন, যেগুলো উদ্ধৃত করা ও বর্ণনা করা বৈধ রাখা হয়েছে। তবে এতে কোথাও কোথাও রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর বাক্যাবলিও সংযুক্ত হয়েছে। ইমাম ইবনে কাছীর তাঁর তাফসীর গ্রন্থে আদ্যোপান্ত হাদীস ও তার উপর গবেষণা ও সত্যায়ন লিপিবদ্ধ করার পর বলেন, আমাদের শ্রদ্ধেয় শায়েখ আবুল হাজ্জাজ মিযযী, ইবনে জারীর ও ইবনে আবী হাতেমের ন্যায় হাদীসটিকে মাওকূফ অর্থাৎ ইবনে আব্বাসের ভাষ্য বলতেন।

উল্লিখিত কাহিনী থেকে প্রাপ্ত শিক্ষা ও জরুরি জ্ঞাতব্য বিষয় : কুরআন পাক হযরত মূসা (আ.)-এর কাহিনীকে এত গুরুত্ব দিয়েছে যে, অধিকাংশ সূরায় এর কিছু না কিছু অংশ বর্ণিত হয়েছে। এর কারণ এই যে, এই কাহিনীতে হাজার হাজার শিক্ষা, রহস্য ও আল্লাহ তা'আলার অপার শক্তির বিস্ময়কর বহিঃপ্রকাশ সন্নিবিষ্ট হয়েছে। এগুলোর মাধ্যমে মানুষের ঈমান সুদৃঢ়। এগুলোতে কর্মোদ্দীপনা ও চারিত্রিক সংশোধনের নির্দেশাবলিও প্রচুর পরিমাণে বিদ্যমান রয়েছে। আলোচ্য সূরায় কাহিনীটি বিশদভাবে বর্ণিত হয়েছে : তাই এর শিক্ষা, উপদেশ ও নির্দেশাবলির কিছু অংশও প্রসঙ্গক্রমে লিপিবদ্ধ করা যুক্তিযুক্ত মনে হয়।

ফেরাউনের বোকাসুলভ চেষ্টা-তদবির এবং প্রত্যুত্তরে আল্লাহ তা'আলার বিস্ময়কর পরিকল্পনা : ফেরাউন যখন জানতে পারল যে, বনী-ইসরাঈলের মধ্যে একটি ছেলে জন্মগ্রহণ করে তার সাম্রাজ্যের পতন ঘটাবে, তখন সে ইসরাঈলী ছেলে-সন্তানদের জন্মরোধ করার উদ্দেশ্যে ব্যাপক হত্যাকাণ্ডের আদেশ জারি করে। এরপর জাতীয় ও ব্যক্তিগত প্রয়োজনের প্রতি লক্ষ্য করে এক বছরের ছেলে-মেয়েদেরকে জীবিত রাখার এবং পরবর্তী বছরের ছেলেদেরকে হত্যা করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে। যে বছর ছেলেদেরকে জীবিত ছেড়ে দেওয়া হতো, সে বছরই হযরত মূসা (আ.)-কে জননীর গর্ভ থেকে ভূমিষ্ট করার ক্ষমতা আল্লাহ তা'আলার ছিল, কিন্তু নির্বোধ ফেরাউনের উৎপীড়নমূলক পরিকল্পনা পূর্ণরূপে নস্যাৎ করা ও তাকে বোকা বানানোর ইচ্ছায় হত্যার বছরেই হযরত মূসা (আ.)- কে ভূমিষ্ট করালেন। আল্লাহ তা'আলা এমন পরিস্থিতির উদ্ভব ঘটালেন, যাতে হযরত মূসা (আ.) স্বয়ং খোদাদ্রোহী জালেমের গৃহে লালিত-পালিত হন। ফেরাউন ও তার স্ত্রী পরম ঔৎসুক্যের সাথে তাঁকে নিজেদের গৃহে লালন-পালন করেন। সারা দেশের ইসরাঈলী ছেলে-সন্তানরা মূসা সন্দেহে নিহত হচ্ছিল, আর হযরত মূসা (আ.) স্বয়ং ফেরাউনের গৃহে আরাম-আয়েশ ও আদর-যত্নের সাথে বয়সের সিঁড়ি অতিক্রম করছিলেন।

در بہ بندد و دشمن اندر خانہ بود ٭ حیلۂ فرعون زیں افسانہ بود

[দরজা বন্ধ করে দিল, অথচ শত্রু ভিতরেই রয়ে গেল : ফেরাউনের পরিকল্পনা এই কাহিনীর প্রতিচ্ছবি।]

মূসা জননীর প্রতি অলৌকিক নিয়ামত এবং ফেরাউনী পরিকল্পনার আরও একটি প্রতিশোধ : হযরত মূসা (আ.) যদি সাধারণ শিশুদের ন্যায় কোনো ধাত্রীর দুধ কবুল করতেন, তবে তাঁর লালন-পালন শত্রু ফেরাউনের গৃহে এরপরও সুখে-স্বাচ্ছন্দ্যে হতো। কিন্তু তাঁর মাতা তাঁর বিরহে ব্যাকুল থাকতেন এবং হযরত মূসা (আ.)-ও কোনো কাফের মহিলার দুধ পেতেন, আল্লাহ তা'আলা একদিকে তাঁর পয়গম্বরকে কাফের মহিলার দুধ থেকেও বাঁচিয়ে নিলেন এবং অপরদিকে তাঁর মাতাকেও বিরহের জ্বালা-যন্ত্রণা থেকে মুক্তি দিলেন। মুক্তিও এমনভাবে দিলেন যে, ফেরাউনের পরিবার তাঁর কাছে ঋণী হয়ে রইল এবং উপঢৌকন ও উপহারের বৃষ্টিও বর্ষিত হলো। নিজেরই প্রাণপ্রতিম সন্তানকে দুগ্ধ পান করানোর বিনিময়ে মূসা-জননী ফেরাউনের রাজদরবার থেকে ভাতাও পেলেন এবং ফেরাউনের গৃহে সাধারণ কর্মচারীদের ন্যায় থাকতে হলো না। فَتَبَارَكَ اللّٰهُ اَحْسَنُ الْخٰلِقِيْنَ।

শিল্পপতি, ব্যবসায়ীদের জন্যে একটি সুসংবাদ : এক হাদীসে রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন : যে শিল্পপতি তার শিল্পকাজে ছওয়াবের নিয়ত রাখে, সে হযরত মূসা (আ.)-এর জননীর ন্যায়। তিনি আপন শিশুকে দুধ পান করিয়ে অপরের কাছ থেকে ভাতা পেয়েছেন। (ইবনে-কাছীর) উদ্দেশ্য এই যে, কোনো রাজমিস্ত্রী মসজিদ খানকাহ, মাদ্রাসা অথবা কোনো জনহিতকর প্রতিষ্ঠান নির্মাণ কালে যদি শুধু মজুরি ও পয়সা উপার্জনের নিয়ত করে, তবে সে তাই পাবে। কিন্তু যদি সে এরূপ নিয়তও করে যে, এই নির্মাণ কাজ সৎকাজে নিয়োজিত হবে। এর দ্বারা ধার্মিক ব্যক্তিরা উপকৃত হবে- এজন্যে একাজকে সে অন্য কাজের উপর অগ্রাধিকার দেয়, তবে সে মূসা-জননীর ন্যায় মজুরিও পাবে এবং ধর্মীয় উপকারও লাভ করবে।

আল্লাহর বিশেষ বান্দাগণ প্রেমাস্পদসুলভ মাধুর্য প্রাপ্ত হন : وَاَلْقَيْتُ عَلَيْكَ مَحَبَّةً مِّنِّيْ-আয়াতে ইঙ্গিত করা হয়েছে যে, আল্লাহ তা'আলা তাঁর বিশেষ বান্দাগণকে বিশেষ এক প্রকার প্রেমাস্পদসুলভ সৌন্দর্য দান করেন। ফলে তাদেরকে দেখে আপন-পর, শত্রু, মিত্র সবাই মহব্বত করতে থাকে। পয়গম্বরগণের স্তর তো অনেক উর্ধ্বে, অনেক ওলীর মধ্যে এই অবস্থা প্রত্যক্ষ করা গেছে।

https://e-ilm.weebly.com/

হযরত মূসা (আ.) এর হাতে ফেরাউনী কাফেরের হত্যাকে 'ভুলক্রমে হত্যা' কেন সাব্যস্ত করা হলো : মূসা (আ.) জনৈক ইসরাঈলী মুসলমানকে ফেরাউনী কাফেরের সাথে লড়াইরত দেখে ফেরাউনীকে ঘুষি মারলেন, ফলে সে প্রাণ ত্যাগ করল। হযরত মূসা (আ.) নিজেও এ কাজকে 'শয়তানের কাজ' বলে আল্লাহ তা'আলার কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করেছেন এবং আল্লাহর পক্ষ থেকে ক্ষমাও করা হয়েছে।

কিন্তু এখানে একটি আইনগত প্রশ্ন দেখা দেয় যে, ফেরাউন ব্যক্তি কাফের এবং হরবী ছিল। তার সাথে হযরত মূসা (আ.)-এর কোনো শান্তিচুক্তি ছিল না এবং তাকে জিম্মি কাফেরদের তালিকাভুক্ত করা যেত না, যাদের জান-মাল ও সম্মানের হেফাজত করা মুসলমানদের দায়িত্বে ওয়াজিব। সে ছিল একান্তই হরবী কাফের। ইসলামি শরিয়তের আইনে এরূপ ব্যক্তিকে হত্যা করা গোনাহ নয়। এমতাবস্থায় এ হত্যাকে শয়তানের কাজ কি কারণে সাব্যস্ত করা হলো?

বিশিষ্ট তাফসীর গ্রন্থসমূহে কেউ কেউ এ প্রশ্নের প্রতি ভ্রুক্ষেপ করেননি। আমি যখন হাকীমুল উম্মত মাওলানা আশরাফ আলী থানভী (র.)-এর নির্দেশে "আহ্কামুল -কুরআন" গ্রন্থের রচনায় নিয়োজিত ছিলাম, তখন এ প্রশ্ন উত্থাপন করায় তিনি উত্তরে বলেছেন: এ কথা ঠিক যে, এই ফেরাউনী কাফেরের সাথে সরাসরি ও প্রকাশ্য কোনো শান্তি-চুক্তি অথবা জিম্মি হওয়ার চুক্তি ছিল না। কিন্তু তখন হযরত মূসা (আ.)-এরও রাজত্ব ছিল না এবং সেই নিহত ব্যক্তিরও ছিল না। বরং তারা উভয়েরই ফেরাউনের রাজত্বে নাগরিক ছিল এবং একজন অপরজনের পক্ষে থেকে নিরাপদ ছিল। এটা ছিল এক প্রকার অলিখিত কার্যগত চুক্তি। ফেরাউনকে হত্যার ফলে এই কার্যত চুক্তির বিরুদ্ধাচরণ হয়েছে। তাই একে 'ভুলক্রমে হত্যা' সাব্যস্ত করা হয়েছে। ভুলটি যেহেতু ইচ্ছাকৃত নয়-ঘটনাক্রমে সংঘটিত হয়েছে, তাই এটা মূসা (আ.) -এর নবীসুলভ পবিত্রতার পরিপন্থি নয়।

এ কারণেই মাওলানা থানভী (র) অবিভক্ত ভারতে কোনো মুসলমানের পক্ষে কোনো হিন্দুর জান-মালের ক্ষতি করা বৈধ মনে করতেন না। কেননা মুসলমান ও হিন্দু এ উভয় সম্প্রদায় তখন ইংরেজদের রাজত্বে বাস করত।

অক্ষমদের সাহায্য ও জনসেবা ইহকাল পরকালে উপকারী : হযরত মূসা (আ.) মাদাইয়ান শহরের উপকণ্ঠে দু'জন মহিলাকে দেখল যে, তারা অক্ষমতার কারণে তাদের ছাগলকে পানি পান করাতে পারছে না। মহিলাদ্বয় সম্পূর্ণ অপরিচিত এবং হযরত মূসা (আ.) একজন মুসাফির ছিলেন। কিন্তু অক্ষমদের সেবা ভদ্রতা ছাড়াও আল্লাহ তা'আলার কাছেও পছন্দনীয় কাজ ছিল। তাই তিনি তাদের জন্য পরিশ্রম স্বীকার করলেন এবং তাদের ছাগলকে পানি পান করিয়ে দিলেন। এ কাজের ছওয়াবও পুরস্কার আল্লাহর কাছে বিরাট। দুনিয়াতেও তাঁর এ কাজকে প্রবাস জীবনের অসহায়ত্ব ও সম্বলহীনতার প্রতিকার সাব্যস্ত করা হয়েছে। পরবর্তীকালে নিজের শান অনুযায়ী জীবন গঠন করার সুযোগ তিনি এর মাধ্যমেই লাভ করেন এবং হযরত শোআইব (আ.) -এর সেবা ও তাঁর জামাতা হওয়ার গৌরব অর্জন করেন। যৌবনে পদার্পণ করার পর তাঁর মাতাকে যে দায়িত্ব পালন করতে হতো, আল্লাহ তা'আলা প্রবাস জীবনে তা একজন পয়গম্বরের হাতে সম্পন্ন করিয়ে দিয়েছেন।

দুই পয়গম্বরের মধ্যে চাকর ও মনিবের সম্পর্ক : এর রহস্য ও অভাবনীয় উপকারিতা : হযরত মূসা (আ.) শোআইব (আ.)-এর গৃহে অতিথি হয়ে ফেরাউনী সিপাহীদের কবল থেকে নিশ্চিন্ত হলে হযরত শোআইব (আ.) স্বীয় কন্যার পরামর্শক্রমে তাঁকে চাকর রাখার অভিপ্রায় ব্যক্ত করলেন। এতে আল্লাহর অনেক হেকমত এবং মানবজাতির জন্যে গুরুত্বপূর্ণ হেদায়েত নিহিত রয়েছে।

প্রথমত : হযরত শোআইব (আ.) আল্লাহর নবী ও রাসূল ছিলেন। একজন প্রবাসী মুসাফিরকে চাকুরীর বিনিময় ছাড়াই কিছুদিন নিজ গৃহে আশ্রয় দেওয়া তাঁর পক্ষে মোটেই দুষ্কর ছিল না। কিন্তু তিনি সম্ভবত পয়গম্বরসুলভ অন্তর্দৃষ্টির সাহায্যে একথা বুঝে নিয়েছিলেন যে, সংসাহী মূসা (আ.) এ ধরনের আতিথ্য কবুল করবেন না এবং অন্যত্র চলে গেলে বিপদগ্রস্ত হবেন। তাই সকল প্রকার লৌকিকতা পরিহার করে লেন-দেনের পথ বিছে নিলেন। এতে অপরের জন্যেও নির্দেশ রয়েছে যে, অন্যের গৃহে গিয়ে তাঁর গলগ্রহ হয়ে যাওয়া ভদ্রতার খেলাফ।

দ্বিতীয়ত : আল্লাহ তা'আলার অভিপ্রায় ছিল হযরত মূসা (আ.)-কে রিসালাত ও নবুয়ত দ্বারা ভূষিত করা। এর জন্যে যদিও কোনোরূপ সাধনা ও কর্ম শর্ত নয় এবং কোনো সাধনা ও কর্ম দ্বারা তা অর্জন করা যায় না; কিন্তু আল্লাহর চিরাচরিত রীতি এই যে, তিনি পয়গম্বরগণকেও সাধনা, অধ্যবসায় ও পরিশ্রমের পথ পরিচালনা করেন। কেননা এটা মানব চরিত্রের উৎকর্ষের উপায় এবং অপরের সংশোধনের প্রধান কারণ হয়ে থাকে। হযরত মূসা (আ.)-এর জীবন এ পর্যন্ত রাজকীয় সম্মান ও জাঁকজমকের মধ্যে অতিবাহিত হয়েছিল। ভবিষ্যতে তাঁকে জনগণের পথপ্রদর্শকও সংস্কারের গুরুত্বপূর্ণ পদ গ্রহণ করতে

https://e-ilm.weebly.com/

হবে। হযরত শোআয়ব (আ.)-এর সাথে শ্রম ও মজুরির এই চুক্তিতে তাঁর চারিত্রিক দৃঢ়তা অর্জন সম্পর্কিত অনুশীলনের গোপন ভেদও নিহিত ছিল। সাধক সিরাজী তাই বলেন :

شبان وادی ایمان گہے رسد بمراد * کہ چند سال بجان خدمت شعیب کند

তৃতীয়ত হযরত মূসা (আ.)-এর কাছ থেকে ছাগল চরানোর কাজ নেওয়া হয়েছে। আশ্চর্যের বিষয় এই যে, অধিকাংশ পয়গম্বরকে এ কাজে নিয়োজিত করা হয়েছে। ছাগল সাধারণত পাল থেকে আলাদা হয়ে এদিক ওদিক ছুটাছুটি করে। ফলে রাখালের মনে বার বার ক্রোধের উদ্রেক হয়। ক্রোধের বশবর্তী হয়ে সে যদি পলাতক ছাগল থেকে দৃষ্টি ফিরিয়ে নেয়, তবে ছাগল হাতছাড়া হয়ে কোনো বাঘের খোরাকে পরিণত হবে। পক্ষান্তরে ইচ্ছামতো পরিচালনা করার জন্যে যদি রাখাল ছাগলকে মারপিট করে, ক্ষীণকায় জন্তু হওয়ার কারণে হাত-পা ভেঙ্গে যাওয়া বিচিত্র নয়। এ কারণে রাখালকে অত্যধিক ধৈর্য ও সহনশীলতার পরিচয় দিতে হয়। পয়গম্বরগণের সাথে সাধারণ মানব সমাজের ব্যবহারও তদ্রূপ হয়ে থাকে। এতে পয়গম্বরগণ তাদের তরফ থেকে দৃষ্টি ফিরিয়ে নিতেও পারেন না এবং তাদেরকে কঠোরতার মাধ্যমেও পথে আনতে পারেন না। ফলে ধৈর্য ও সহনশীলতার অভ্যাসের পথই তাঁদেরকে অবলম্বন করতে হয়।

কাউকে কোনো পদ ও চাকুরী দান করার চমৎকার মাপকাঠি : এই কাহিনীতে হযরত শোআইব (আ.)-এর কন্যা পিতাকে পরামর্শ দিয়েছে যে, তাঁকে চাকর রাখা হোক। এর পক্ষে যুক্তি প্রদর্শন করতে গিয়ে সে বলেছে যে, শক্তিশালী ও বিশ্বস্ত ব্যক্তিই সর্বোত্তম চাকর হতে পারে। 'শক্তিশালী' বলে এখানে অর্পিত কাজের শক্তি ও যোগ্যতা বোঝানো হয়েছে এবং 'বিশ্বস্ত' বলে বোঝানো হয়েছে যে, তাঁর সাবেক জীবনের অবস্থা তার সততা ও বিশ্বস্ততার সাক্ষ্য দেয়। আজকাল বিভিন্ন চাকুরী এবং ও বেসরকারী পদের জন্য প্রার্থী বাছাই ক্ষেত্রে আবেদনকারীর মধ্যে যেসব গুণের প্রতি দৃষ্টি রাখা হয়, চিন্তা করলে দেখা যায় যে, তা সবই উপরিউক্ত দু'টি শব্দের মধ্যে নিহিত রয়েছে; বরং প্রচলিত বাছাই পদ্ধতির বিস্তারিত শর্তাবলির মধ্যে উপরিউক্ত বিষয়াদি সাধারণত পূর্ণরূপে অনুসরণ করা হয় না। কেননা সততা ও বিশ্বস্ততা আজকাল কোথাও বিবেচ্য বিষয়রূপে পরিগণিত হয় না। শুধু শিক্ষাগত যোগ্যতার ডিগ্রীকেই মাপকাঠি ধরা হয়। আজকাল সরকারী ও বেসরকারি প্রতিষ্ঠানসমূহের যেসব ত্রুটি -বিচ্যুতি পরিদৃষ্ট হয়, তার অধিকাংশ এই সততা বিষয়ক মূলনীতি প্রতি উপেক্ষা প্রদর্শনেরই ফল। শিক্ষার দিক দিয়ে যোগ্য ও বুদ্ধিমান ব্যক্তির মধ্যে যদি সততা ও বিশ্বস্ততা গুণ না থাকে, তবে সে কারচুপি ও ঘুষখোরীর এমন অভিনব পদ্ধতি আবিষ্কার করতে সিদ্ধহস্ত হয়, যা আইনের আওতায় পড়ে না। এ দোষটিই আজ বিশ্বের অধিকাংশ সরকারি বেসরকারি প্রতিষ্ঠানসমূহকে অকেজো; বরং ক্ষতিকর রেখেছে। এ কারণেই ইসলামি ব্যবস্থায় এর প্রতি অত্যধিক গুরুত্ব আরোপ করা হয়েছে, যার সুফল বহু শতাব্দী পর্যন্ত বিশ্ববাসী প্রত্যক্ষ করেছে।

জাদুকর ও পয়গম্বরগণের কাজে সুস্পষ্ট পার্থক্য : ফেরাউন সমবেত জাদুকরদেরকে দেশ ও জাতির বিপদাশঙ্কা সামনে রেখে কাজ করতে বলেছিল। এর পরিপ্রেক্ষিতে একে নিজের কাজ মনে করে আপ্রাণ চেষ্টা সহকারে দায়িত্ব পালন করা তাদের কর্তব্য ছিল। কিন্তু তারা কি করেছে? কাজ শুরু করার আগেই পারিশ্রমিকের ব্যাপারে দর-কষাকষি আরম্ভ করে দিয়েছে। এর বিপরীতে আল্লাহ প্রেরিত সব পয়গম্বরগণ মানুষের সামনে এই ঘোষণা রাখেন : وَلَا اَسْئَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ اَجْرٍ অর্থাৎ আমি তোমাদের কাছে কোনো পারিশ্রমিক চাই না। পয়গম্বরগণের প্রচার ও দাওয়াত কার্যকরী হওয়ার ক্ষেত্রে এ বিষয়টির প্রভাব অত্যধিক। ইসলামি বায়তুল-মাল থেকে আলেম মুফতি ও ওয়ায়েজদের ভাতা প্রদানের ব্যবস্থা বিলুপ্ত হওয়ার পর থেকে তাঁরা শিক্ষাদান, ওয়াজ ও ইমামতির বেতন গ্রহণ করতে বাধ্য হয়েছেন। এই বেতন গ্রহণ পরবর্তী ফিকহবিদগণের মতে অপারগ অবস্থায় জায়েজ হলেও জনগণের সংস্কারের ক্ষেত্রে এর কুফল অস্বীকার করার উপায় নেই। বলাবাহুল্য, বিনিময় গ্রহণ করার ফলে তাঁদের প্রচেষ্টার উপকারিতা অনেকাংশে হ্রাস পেয়েছে।

ফেরাউনী জাদুকরদের জাদুর স্বরূপ : ফেরাউনী জাদুকররা তাদের লাঠি ও রশিগুলোকে বাহ্যত সাপ বানিয়ে দেখিয়েছিল। প্রশ্ন এই যে, এগুলো কি বাস্তবিকই সাপ হয়ে গিয়েছিল? এ সম্পর্কে কুরআন পাকের ভাষা يُخَيَّلُ اِلَيْهِ مِنْ سِحْرِهِمْ اَنَّهَا تَسْعٰى -(জাদুর কারণে এগুলো ইতস্তত ছুটাছুটি করছে বলে মনে হচ্ছিল) থেকে জানা যায় যে, এগুলো সত্যিকার সাপ হয়ে যায়নি, বরং জাদুকররা এক প্রকার মেসমেরিজমের মাধ্যমে দর্শকদের কল্পনাশক্তিকে ক্রিয়াশীল করে দৃষ্টি-বিভ্রাট করে দিয়েছিল। ফলে এগুলো দর্শকদের কাছে ছুটাছুটিরত সাপ বলে মনে হচ্ছিল।

অবশ্য এ দ্বারা এটা জরুরি নয় যে, জাদুবলে বস্তুর স্বরূপ পরিবর্তিত হতে পারে না। এখানে শুধু এতটুকু জানা যায় যে, ফেরাউনী জাদুকরদের জাদু বস্তুর স্বরূপ পরিবর্তন করার মতো শক্তিশালী ছিল না।

https://e-ilm.weebly.com/

গোত্রগত বিভক্তি সামাজিক কাজ কারবারের সীমা পর্যন্ত নিন্দনীয় নয় : ইসলাম দেশগত, ভাষাগত, বর্ণগত ও গোত্রগত বিভেদকে জাতীয়তার ভিত্তি স্থির করার তীব্র নিন্দা করেছে এবং এসব বিভেদ মিটানোর জন্যে প্রতি কাজে প্রতি পদক্ষেপে প্রচেষ্টা চালিয়েছে। পক্ষান্তরে ইসলামি রাজনীতির ভিত্তিই হচ্ছে ধর্মভিত্তিক জাতীয়তাবাদ। এতে আরবি, আজমি, ফারসি, হিন্দি ও সিন্ধি সবাই একজাতির ব্যক্তিবর্গ। বিশ্বনবী ﷺ মদিনায় ইসলামি রাষ্ট্রের ভিত্তি রচনা করার জন্যে সর্বপ্রথম মুহাজির ও আনসারদের মধ্যে একাত্মতা ও ভ্রাতৃত্ববন্ধন প্রতিষ্ঠিত করেন। তিনি বিদায় হজের ভাষণে কিয়ামত পর্যন্ত সময়ের জন্য এই কর্মপদ্ধতি ব্যক্ত করেন যে, আঞ্চলিক, বংশগত ও ভাষাগত বিভেদের মূর্তিকে ইসলাম ভেঙ্গে চুরমার করে দিয়েছে। এতদসত্ত্বেও সামাজিক কাজ-কারবারের সীমা পর্যন্ত এসব পার্থক্যকে মূল্য দেওয়ার অনুমতি ইসলামে আছে। কেননা বিভিন্ন দেশ ও বিভিন্ন গোত্রের পানাহার ও বসবাসের পদ্ধতি বিভিন্ন রকম হয়ে থাকে। এগুলোর বিপরীত করা খুবই কষ্টকর কাজ।

হযরত মূসা (আ.) যে বনী ইসরাঈলকে সাথে নিয়ে মিসর ত্যাগ করেছিলেন, তারা বারটি গোত্রে বিভক্ত ছিল। আল্লাহ তা'আলা এসব গোত্রের পার্থক্যকে সামাজিক কাজ-কারবারে বৈধ রাখেন। ফলে দরিয়ার মধ্যেও প্রত্যেক গোত্রের জন্য অলৌকিকভাবে আলাদা বারটি রাস্তা প্রকাশ করে দেন। এমনিভাবে তীহ্ প্রান্তরে পাথর থেকেও অলৌকিকভাবে আলাদা আলাদা বারটি ঝরনা প্রবাহিত করে দেন, যাতে গোত্রসমূহের মধ্যে ধাক্কাধাক্কি না হয় এবং প্রত্যেক গোত্র তার নির্ধারিত পানি লাভ করতে পারে।

সমষ্টিগত শৃঙ্খলা বিধানের জন্য স্থলাভিষিক্ত নিযুক্ত করা : হযরত মূসা (আ.) এক মাসের জন্য তাঁর সম্প্রদায়ের কাছ থেকে পৃথক হয়ে তূর পর্বতে ইবাদতে মশগুল হতে চেয়েছিলেন। তখন হযরত হারুন (আ.)-কে তাঁর স্থলাভিষিক্ত নিযুক্ত করে সবাইকে নির্দেশ দিলেন যে, আমার অনুপস্থিতিতে তোমরা তার আনুগত্য করবে। পারস্পরিক মতভেদ ও অনৈক্য রোধ করাই ছিল এই কার্যক্রমের উদ্দেশ্য। এ থেকে জানা যায় যে, কোনো রাষ্ট্র, দল ও পরিবারের প্রধান যদি বিদেশ সফরে গমন করে, তবে প্রশাসনযন্ত্র চালু রাখার জন্য কাউকে স্থলাভিষিক্ত নিযুক্ত করে যাওয়া পয়গম্বরদের সুন্নত।

মুসলমানদের দলে অনৈক্য থেকে বেঁচে থাকার লক্ষ্যে বড় ধরনের মন্দকে সাময়িকভাবে বরদাশত করা যায় : হযরত মূসা (আ.)- এর অনুপস্থিতিতে বনী ইসরাঈলের মধ্যে গো-বৎস পূজা অনর্থ মাথাচাড়া দিয়ে উঠেছিল এবং তারা তিন দলে বিভক্ত হয়ে পড়েছিল। হযরত হারুন (আ.) সবাইকে সত্যের দাওয়াত দেন, কিন্তু হযরত মূসা (আ.) -এর ফিরে আসা পর্যন্ত তিনি কোনো দলের সাথে পুরোপুরি সম্পর্কচ্ছেদের কথা ঘোষণা করেননি। এতে হযরত মূসা (আ.) ক্রুদ্ধ হলে তিনি এই অজুহাতই পেশ করেন যে, আমি কঠোরতায় অবতীর্ণ হলে বনী ইসরাঈল শতধাবিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ত।

إِنِّي خَشِيتُ أَن تَقُولَ فَرَّقْتَ بَيْنَ بَنِي إِسْرَائِيلَ وَلَمْ تَرْقُبْ قَوْلِي

অর্থাৎ আমি কোনো দল থেকেই কঠোরভাবে বিভিন্নতাও নিস্পৃহতার কথা ঘোষণা করিনি: কারণ তাহলে আপনি ফিরে এসে আমাকে অভিযুক্ত করে বলতেন যে, তুমি বনী ইসরাঈলের মধ্যে অনৈক্য সৃষ্টি করেছ এবং আমার নির্দেশ পালন করনি।

হযরত মূসা (আ.)-ও তাঁর অজুহাতকে ভ্রান্ত সাব্যস্ত করেননি: বরং সঠিক মেনে নিয়ে তাঁর জন্য দোয়া ও ইস্তেগফার করলেন। এ থেকে বোঝা যায় যে, মুসলমানদের মধ্যে অনৈক্য থেকে বেঁচে থাকার জন্য সাময়িকভাবে কোনো মন্দ কাজের ব্যাপারে নম্রতা প্রদর্শন করলে তা দুরস্ত হবে। وَاللّٰهُ سُبْحَانَهٗ اَعْلَمُ

হযরত মূসা (আ.)- এর কাহিনীর উল্লিখিত হেদায়েতসমূহের শেষে হযরত মূসা ও হারুন (আ.)- কে একটি বিশেষ নির্দেশ সহকারে ফেরাউনকে পথ প্রদর্শননের জন্য প্রেরণ করা হয়েছে। নির্দেশটি এই :

فَقُولَا لَهُ قَوْلًا لَّيِّنًا لَّعَلَّهُ يَتَذَكَّرُ أَوْ يَخْشَىٰ

পয়গম্বরসুলভ দাওয়াতের একটি গুরুত্বপূর্ণ মূলনীতি : এতে বলা হয়েছে যে, প্রতিপক্ষ যতই অবাধ্য এবং ভ্রান্ত বিশ্বাস ও চিন্তাধারার বাহক হোক না কেন, তার সাথেও সংস্কার ও পথ প্রদর্শনের কর্তব্য পালনকারীদের হিতাকাঙ্ক্ষার ভঙ্গিতে নম্রভাবে কথাবার্তা বলতে হবে। এরই ফলশ্রুতিতে সে কিছু চিন্তা- ভাবনা করতে বাধ্য হতে পারে এবং তার অন্তরে আল্লাহর ভয় সৃষ্টি হতে পারে।

https://e-ilm.weebly.com/

ফেরাউন খোদায়ী -দাবিদার অত্যাচারী বাদশাহ ছিল এবং আপন সত্তার হেফাজতের জন্য বনী ইসরাঈলের হাজারো ছেলে-সন্তান হত্যার অপরাধে অপরাধী ছিল। তার কাছেও আল্লাহ তা'আলা তাঁর বিশেষ পয়গম্বরদেরকে নম্রভাবে কথা বলার নির্দেশ দিয়ে প্রেরণ করেছেন, যাতে সে চিন্তাভাবনার সুযোগ পায়। অথচ আল্লাহ তা'আলা পূর্বেই জানতেন যে, ফেরাউন তার অবাধ্যতা ও পথভ্রষ্টতা থেকে বিরত হবে না; কিন্তু যে নীতির মাধ্যমে মানবজাতি চিন্তাভাবনা করতে বাধ্য হয় এবং আল্লাহভীতির দিকে ফিরে আসে, পয়গম্বরগণকে সেই নীতির অনুসারী করা এখানে প্রধান উদ্দেশ্য ছিল। ফেরাউন হেদায়েত লাভ করুক বা না করুক; কিন্তু নীতি এমন হওয়া চাই, যা হেদায়েত ও সংস্কারের উপায় হতে পারে।

আজকাল অনেক আলেম নিজেদের মতপার্থক্যের ক্ষেত্রে একে অপরের বিরুদ্ধে গালিগালাজ ও দোষারোপকে ইসলামের সেবা মনে করে বসেছে। তাদের এ বিষয়ে বিশদ চিন্তাভাবনা করা উচিত।

হযরত মূসা (আ.) কেন ভয় পেলেন ? اِنَّنَا نَخَافُ : হযরত মূসা ও হারুন (আ.) এখানে আল্লাহ তা'আলার সামনে দুই প্রকার ভয় প্রকাশ করেছেন। এক ভয় اَنْ يَّفْرُطَ শব্দের মাধ্যমে ব্যক্ত করেছেন। এর অর্থ সীমালঙ্ঘন করা। উদ্দেশ্য এই যে, ফেরাউন সম্ভবত আমাদের বক্তব্য শ্রবণ করার আগেই ক্ষমতার অহমিকায় উত্তেজিত হয়ে উঠবে এবং আক্রমণ করে বসবে। দ্বিতীয় ভয় اَنْ يَّطْغٰى শব্দ দ্বারা বর্ণনা করেছেন। এর উদ্দেশ্য এই যে, সম্ভবত সে আপনার শানে অসমীচীন কথাবার্তা বলে আরো বেশি অবাধ্যতা প্রদর্শন করবে।

এখানে প্রশ্ন দেখা দেয় যে, কথাবার্তার শুরুতে হযরত মূসা (আ.)-কে নবুয়ত ও রিসালাত দান করা হলে তিনি হযরত হারুন (আ.)-কে তাঁর সাথে শরিক করার আবেদন করেন। তাঁর আবেদন কবুল করার সাথে সাথে আল্লাহ তা'আলা তাকে বলে দেন : سَنَشُدُّ عَضُدَكَ بِاَخِيْكَ وَنَجْعَلُ لَكُمَا سُلْطَانًا فَلَا يَصِلُوْنَ اِلَيْكُمَا

অর্থাৎ আমি তোমার ভাইয়ের মাধ্যমে তোমার বাহু সবল করব এবং তোমাদেরকে আধিপত্য দান করব। ফলে শত্রুরা তোমাদের কাছে পৌছাতে পারবে না। এছাড়া এ আশ্বাসও দান করেন যে, তুমি যা যা প্রার্থনা করেছ, সবই তোমাকে দান করলাম।

قَدْ اُوْتِيْتَ سُؤْلَكَ يٰمُوْسٰى : এসব প্রার্থিত বিষয়ের মধ্যে বক্ষ উন্মোচনও ছিল। বক্ষ উন্মোচনের সারমর্ম এই যে, শত্রুর সম্মুখীন হয়ে অন্তরে কোনোরূপ সংকীর্ণতা ও ভয় ভীতি সৃষ্টি হবে না।

আল্লাহ তা'আলার এসব ওয়াদার পর এই ভয় প্রকাশের অর্থ কি? এর এক উত্তর এই যে, তোমাদেরকে আধিপত্য দান করব, ফলে শত্রুরা তোমাদের কাছে পৌছতে পারবে না– এই প্রথম ওয়াদাটি অস্পষ্ট। এর অর্থ প্রমাণ ও যুক্তির আধিপত্যও হতে পারে আবার বৈষয়িক আধিপত্যও হতে পারে। এছাড়া এ ধারণাও হতে পারে যে, প্রমাণাদি শোনা ও মু'জিযা দেখার পরই আধিপত্য হবে। কিন্তু আশঙ্কা এই যে, ফেরাউন কথা শোনার আগেই তাদেরকে আক্রমণ করে বসবে। তাছাড়া বক্ষ উন্মোচনের জন্য তো স্বভাবগত ভয় দূর হয়ে যাওয়াটা জরুরি নয়।

দ্বিতীয়ত, ভয়ের বস্তু দেখে স্বভাবগতভাবে ভয় করা সব পয়গম্বরদের সুন্নত। এ ভয় পূর্ণ ঈমান ও বিশ্বাস থাকা সত্ত্বেও হয়। স্বয়ং হযরত মূসা (আ.) তাঁরই লাঠি সাপে রূপান্তরিত হওয়ার পর তাকে ধরতে ভয় পাচ্ছিলেন, তখন আল্লাহ বললেন, لَا تَخَفْ ভয় করো না। অন্যান্য সব ভয়ের ক্ষেত্রে এমনিভাবে স্বভাবগত ও মানবগত ভয় দেখা দিয়েছে, যা আল্লাহ তা'আলা সুসংবাদের মাধ্যমে দূর করেছেন। এই ঘটনা প্রসঙ্গেই

فَاَوْجَسَ فِىْ نَفْسِهٖ خِيْفَةً مُّوْسٰى ও فَاَصْبَحَ فِى الْمَدِيْنَةِ خَآئِفًا এবং فَخَرَجَ مِنْهَا خَآئِفًا يَّتَرَقَّبُ

আয়াতসমূহ এর পক্ষে সাক্ষ্য দেয়। এই মানবগত ভয়ের কারণেই শেষ নবী ﷺ মদিনার দিকে এবং কিছু সংখ্যক সাহাবী প্রথমে আবিসিনিয়ায় ও পরে মদিনার দিকে হিজরত করেন। আহযাব যুদ্ধে এই ভয় থেকেই আত্মরক্ষার জন্যে পরিখা খনন করা হয়। অথচ আল্লাহ তা'আলার পক্ষ থেকে সাহায্য ও বিজয়ের ওয়াদা বারবার এসেছিল। কিন্তু সত্য এই যে, আল্লাহর ওয়াদার প্রতি তারা সবাই পুরোপুরি বিশ্বাসী ছিলেন কিন্তু মানবের স্বভাবগত তাকিদ অনুযায়ী যে স্বভাবগত ভয় পয়গম্বরদের মধ্যে দেখা দেয়, তা এই বিশ্বাসের পরিপন্থি নয়।

اِنَّنِىْ مَعَكُمَآ اَسْمَعُ وَاَرٰى : আল্লাহ তা'আলা বললেন, আমি তোমাদের সাথে আছি। আমি সব শুনব এবং দেখব। সঙ্গে থাকার অর্থ সাহায্য করা। এর পূর্ণ স্বরূপ ও গুণ মানবের উপলব্ধির বাইরে।

https://e-ilm.weebly.com/

https://e-ilm.weebly.com/

শব্দ বিশ্লেষণ :

اِقْذِفِيْهِ : সীগাহ واحد مؤنث حاضر বহছ امر حاضر معروف বাব ضَرَبَ মাসদার قَذْفٌ মূলবর্ণ (ق ـ ذ ـ ف) জিনস صحيح অর্থ- তুমি তাকে রাখ, তুমি তাকে নিক্ষেপ করো।

اَلْقَيْتُ : সীগাহ واحد متكلم বহছ ماضى معروف বাব اِفْعَالٌ মাসদার اِلْقَاءٌ মূলবর্ণ (ل ـ ق ـ ى) জিনস ناقص يائى অর্থ- আমি ঢেলে দিলাম।

تَقَرَّ : সীগাহ واحد مؤنث غائب বহছ مضارع معروف বাব سَمِعَ মাসদার قُرَّةٌ মূলবর্ণ (ق ـ ر ـ ر) জিনস مضاعف ثلاثى অর্থ- তা জুড়ায়, শীতল হয়।

فَتَنّٰكَ : সীগাহ جمع متكلم বহছ ماضى معروف বাব ضَرَبَ মাসদার فِتْنَةٌ মূলবর্ণ (ف ـ ت ـ ن) জিনস صحيح অর্থ- আমি তোমাকে পরীক্ষায় ফেললাম।

اِصْطَنَعْتُكَ : সীগাহ واحد متكلم বহছ ماضى معروف বাব اِفْتِعَالٌ মাসদার اِصْطِنَاعٌ মূলবর্ণ (ص ـ ن ـ ع) জিনস صحيح অর্থ- আমি তোমাকে মনোনীত করেছি।

فَقُوْلَا : সীগাহ تثنية مذكر حاضر বহছ امر حاضر معروف বাব نَصَرَ মাসদার اَلْقَوْلُ মূলবর্ণ (ق ـ و ـ ل) জিনস اجوف واوى অর্থ- তোমরা কথা বল।

اَنْ يَّفْرُطَ : সীগাহ واحد مذكر غائب বহছ مضارع معروف বাব نَصَرَ মাসদার فَرْطٌ মূলবর্ণ (ف ـ ر ـ ط) জিনস صحيح অর্থ- সে বাড়াবাড়ি করবে।

جِئْنٰكَ : সীগাহ جمع متكلم বহছ ماضى معروف বাব ضَرَبَ মাসদার مَجِيْئَةٌ মূলবর্ণ (ج ـ ى ـ ء) জিনস মুরাক্কাব (مهموزلام ও اجوف يائى) অর্থ- আমরা তোমার নিকট এনেছি।

বাক্য বিশ্লেষণ :

فَقُوْلَا لَهٗ قَوْلًا لَّيِّنًا لَّعَلَّهٗ يَتَذَكَّرُ اَوْ يَخْشٰى : এখানে فَقُوْلَا-এর فاء টি আতেফা। আর قُوْلَا ফে'ল তার যমীর ফায়েল আর لَهٗ হলো قُوْلَا-এর متعلق এবং قَوْلًا হলো مفعول مطلق আর لَيِّنًا হলো সিফত লَعَلَّهٗ] এর لَعَلَّ হলো حرف مشبه بالفعل এবং ه হলো তার ইসম। আর يَتَذَكَّرُ হলো তার খবর; او হলো হরফে আতফ يَخْشٰى ফে'ল يَتَذَكَّرُ-এর উপর আতফ হয়েছে। -(ই'রাবুল কুরআন : ৪র্থ খণ্ড, পৃ. ৬৮৪)

https://e-ilm.weebly.com/

৫২. মূসা বললেন, তাদের সম্বন্ধীয় জ্ঞান আমার প্রতিপালকের নিকট লিপিবদ্ধ রয়েছে, আমার প্রতিপালক বিভ্রান্ত হন না এবং ভুলেও যান না।	قَالَ عِلْمُهَا عِنْدَ رَبِّي فِي كِتَابٍ ۖ لَا يَضِلُّ رَبِّي وَلَا يَنْسَى ﴿٥٢﴾
৫৩. তিনি এমন, যিনি জমিনকে তোমাদের জন্য বিছানাস্বরূপ করেছেন এবং তাতে তোমাদের জন্য রাস্তাসমূহ বানিয়েছেন, আর আসমান হতে পানি বর্ষণ করেছেন; অতঃপর আমি তা দ্বারা নানা প্রকার উদ্ভিদ উৎপন্ন করেছি।	الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ مَهْدًا وَسَلَكَ لَكُمْ فِيهَا سُبُلًا وَأَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَخْرَجْنَا بِهِ أَزْوَاجًا مِنْ نَبَاتٍ شَتَّى ﴿٥٣﴾
৫৪. তোমরা নিজেরা [-ও] খাও এবং তোমাদের পশুপাল [-ও] চরাও; এ সব বস্তুর মধ্যে বুদ্ধিমান লোকদের জন্য নিদর্শনাবলি রয়েছে।	كُلُوا وَارْعَوْا أَنْعَامَكُمْ ۗ إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَآيَاتٍ لِأُولِي النُّهَىٰ ﴿٥٤﴾
৫৫. ঐ মাটি হতেই আমি তোমাদেরকে সৃষ্টি করেছি এবং সে মাটিতেই আমি তোমাদেরকে ফিরিয়ে নেব এবং তা হতেই পুনরায় তোমাদেরকে বের করে নেব।	مِنْهَا خَلَقْنَاكُمْ وَفِيهَا نُعِيدُكُمْ وَمِنْهَا نُخْرِجُكُمْ تَارَةً أُخْرَىٰ ﴿٥٥﴾
৫৬. আর তাকে আমার সকল নিদর্শনই দেখিয়েছি, কিন্তু সে মিথ্যারোপই করল এবং অস্বীকারই করল।	وَلَقَدْ أَرَيْنَاهُ آيَاتِنَا كُلَّهَا فَكَذَّبَ وَأَبَىٰ ﴿٥٦﴾

শাব্দিক অনুবাদ :

৫২. قَالَ মূসা বললেন عِلْمُهَا عِنْدَ رَبِّي তাদের সম্বন্ধীয় জ্ঞান আমার প্রতিপালকের নিকট فِي كِتَابٍ লিপিবদ্ধ রয়েছে لَا يَضِلُّ رَبِّي আমার প্রতিপালক বিভ্রান্ত হননা وَلَا يَنْسَى এবং ভুলেও যান না।

৫৩. الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ তিনি এমন যিনি জমিনকে তোমাদের জন্য করেছেন مَهْدًا বিছানাস্বরূপ وَسَلَكَ لَكُمْ এবং তোমাদের জন্য বানিয়েছেন فِيهَا তাতে سُبُلًا রাস্তাসমূহ وَأَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً আর আসমান হতে পানি বর্ষণ করেছেন فَأَخْرَجْنَا بِهِ অতঃপর আমি তা দ্বারা উৎপন্ন করেছি أَزْوَاجًا مِنْ نَبَاتٍ شَتَّى নানা প্রকার উদ্ভিদ।

৫৪. كُلُوا তোমরা নিজেরা খাও وَارْعَوْا أَنْعَامَكُمْ এবং তোমাদের পশুপাল (-ও) চরাও إِنَّ فِي ذَٰلِكَ এ সব বস্তুর মধ্যে রয়েছে لَآيَاتٍ নিদর্শনাবলি لِأُولِي النُّهَىٰ বুদ্ধিমান লোকদের জন্য।

৫৫. مِنْهَا خَلَقْنَاكُمْ ঐ মাটি হতেই আমি তোমাকে সৃষ্টি করেছি وَفِيهَا نُعِيدُكُمْ এবং সে মাটিতেই আমি তোমাকে ফিরিয়ে নেব وَمِنْهَا نُخْرِجُكُمْ এবং তা হতেই তোমাদেরকে বের করে নেব تَارَةً أُخْرَىٰ পুনরায়

৫৬. وَلَقَدْ أَرَيْنَاهُ আর তাকে দেখিয়েছি آيَاتِنَا كُلَّهَا আমার সকল নিদর্শনই فَكَذَّبَ وَأَبَىٰ কিন্তু সে মিথ্যারোপই করল এবং অস্বীকারই করল।

https://e-ilm.weebly.com/

قَالَ اَجِئْتَنَا لِتُخْرِجَنَا مِنْ اَرْضِنَا بِسِحْرِكَ يٰمُوْسٰى ﴿٥٧﴾

৫৭. বলল, হে মূসা! তুমি কি আমাদের নিকট এ জন্য এসেছ যে, তোমার জাদুক্রিয়া দ্বারা আমাদেরকে আমাদের দেশ হতে বের করে দেবে।

فَلَنَاْتِيَنَّكَ بِسِحْرٍ مِّثْلِهٖ فَاجْعَلْ بَيْنَنَا وَبَيْنَكَ مَوْعِدًا لَّا نُخْلِفُهٗ نَحْنُ وَلَآ اَنْتَ مَكَانًا سُوًى ﴿٥٨﴾

৫৮. তবে আমরাও তোমার বিরুদ্ধে তদনুরূপ জাদু আনয়ন করছি। অতএব, আমাদের ও তোমার মধ্যে কোনো সমতল মাঠে মিলনের একটি সময় স্থির কর, যার ব্যতিক্রম না আমরা করব আর না তুমি।

قَالَ مَوْعِدُكُمْ يَوْمُ الزِّيْنَةِ وَاَنْ يُّحْشَرَ النَّاسُ ضُحًى ﴿٥٩﴾

৫৯. মূসা বললেন, তোমাদের নির্ধারিত সময় উৎসবের দিন এবং যেদিন পূর্বাহ্নে জনগণকে সমবেত করা হবে।

فَتَوَلّٰى فِرْعَوْنُ فَجَمَعَ كَيْدَهٗ ثُمَّ اَتٰى ﴿٦٠﴾

৬০. ফেরাউন ফিরে গেল, অতঃপর স্বীয় কৌশলের উপকরণ একত্র করল, অতঃপর [মাঠে] আসল।

قَالَ لَهُمْ مُّوْسٰى وَيْلَكُمْ لَا تَفْتَرُوْا عَلَى اللّٰهِ كَذِبًا فَيُسْحِتَكُمْ بِعَذَابٍ ۚ وَقَدْ خَابَ مَنِ افْتَرٰى ﴿٦١﴾

৬১. মূসা বললেন, ওহে হতভাগারা! আল্লাহর প্রতি মিথ্যা আরোপ করো না, অন্যথায় আল্লাহ শাস্তি দ্বারা তোমাদেরকে নিশ্চিহ্ন করে ফেলবেন, আর যে মিথ্যা রচনা করে সে ব্যর্থ হয়ে থাকে।

শাব্দিক অনুবাদ :

৫৭. قَالَ বলল اَجِئْتَنَا তুমি কি আমাদের নিকট এজন্য এসেছ যে لِتُخْرِجَنَا আমাদেরকে বের করে দেবে مِنْ اَرْضِنَا আমাদের দেশ হতে بِسِحْرِكَ তোমার জাদুক্রিয়া দ্বারা يٰمُوْسٰى হে মূসা

৫৮. فَلَنَاْتِيَنَّكَ بِسِحْرٍ مِّثْلِهٖ তবে আমরাও তোমার বিরুদ্ধে তদনুরূপ জাদু আনয়ন করছি। فَاجْعَلْ بَيْنَنَا وَبَيْنَكَ مَوْعِدًا অতএব আমাদের ও তোমার মধ্যে মিলনের একটি সময় স্থির কর لَا نُخْلِفُهٗ نَحْنُ وَلَآ اَنْتَ যার ব্যতিক্রম না আমরা করব না তুমি مَكَانًا سُوًى কোনো সমতল মাঠে।

৫৯ قَالَ মূসা বললেন مَوْعِدُكُمْ তোমাদের নির্ধারিত সময় يَوْمُ الزِّيْنَةِ উৎসবের দিন وَاَنْ يُّحْشَرَ النَّاسُ ضُحًى এবং যেদিন জনগণকে পূর্বাহ্নে সমবেত করা হবে।

৬০. فَتَوَلّٰى فِرْعَوْنُ ফেরাউন ফিরে গেল فَجَمَعَ كَيْدَهٗ অতঃপর স্বীয় কৌশলের উপকরণ একত্রিত করল ثُمَّ اَتٰى অতঃপর মাঠে আসল।

৬১. قَالَ لَهُمْ مُّوْسٰى মূসা বললেন وَيْلَكُمْ ওহে হতভাগারা لَا تَفْتَرُوْا عَلَى اللّٰهِ كَذِبًا আল্লাহর প্রতি মিথ্যা আরোপ করোনা فَيُسْحِتَكُمْ بِعَذَابٍ অন্যথায় আল্লাহ শাস্তি দ্বারা তোমাদেরকে নিশ্চিহ্ন করে ফেলবেন وَقَدْ خَابَ مَنِ افْتَرٰى আর যে মিথ্যা রচনা করে সে ব্যর্থ হয়ে থাকে।

https://e-ilm.weebly.com/

৬২. অনন্তর জাদুকররা নিজেদের মতে পরস্পর বিতর্ক করতে লাগল এবং গোপন আলাপ করতে লাগল।	فَتَنَازَعُوٓا اَمۡرَهُمۡ بَيۡنَهُمۡ وَاَسَرُّوا النَّجۡوٰى ﴿٦٢﴾
৬৩. তারা বলল, নিশ্চয় এরা উভয়ে জাদুকর, এদের উদ্দেশ্য এই যে, স্বীয় জাদুক্রিয়ায় তোমাদেরকে তোমাদের দেশ হতে বের করে দেবে এবং তোমাদের উৎকৃষ্ট [ধর্ম-] মতকে নস্যাৎ করে ফেলবে।	قَالُوٓا اِنۡ هٰذٰىنِ لَسٰحِرٰنِ يُرِيۡدٰنِ اَنۡ يُّخۡرِجٰكُمۡ مِّنۡ اَرۡضِكُمۡ بِسِحۡرِهِمَا وَيَذۡهَبَا بِطَرِيۡقَتِكُمُ الۡمُثۡلٰى ﴿٦٣﴾
৬৪. অতএব, এখন তোমরা সকলে মিলে স্বীয় তদবীরের ব্যবস্থা কর এবং সারিবদ্ধভাবে অগ্রসর হও, আর আজ সে ব্যক্তিই সফল যে জয়ী হবে।	فَاَجۡمِعُوۡا كَيۡدَكُمۡ ثُمَّ ائۡتُوۡا صَفًّا ۚ وَقَدۡ اَفۡلَحَ الۡيَوۡمَ مَنِ اسۡتَعۡلٰى ﴿٦٤﴾
৬৫. তারা বলল, হে মূসা! আপনিই প্রথম [আপনার লাঠি] নিক্ষেপ করবেন? নাকি, আমরাই প্রথম নিক্ষেপকারী হব?	قَالُوۡا يٰمُوۡسٰٓى اِمَّآ اَنۡ تُلۡقِىَ وَاِمَّآ اَنۡ نَّكُوۡنَ اَوَّلَ مَنۡ اَلۡقٰى ﴿٦٥﴾

শাব্দিক অনুবাদ :

৬২. فَتَنَازَعُوٓا اَمۡرَهُمۡ بَيۡنَهُمۡ অনন্তর জাদুকররা নিজেদের মতে পরস্পর বিতর্ক করতে লাগল وَاَسَرُّوا النَّجۡوٰى এবং গোপন আলাপ করতে লাগল।

৬৩. قَالُوٓا তারা বলল اِنۡ هٰذٰىنِ لَسٰحِرٰنِ নিশ্চয় এরা উভয়ে জাদুকর يُرِيۡدٰنِ اَنۡ يُّخۡرِجٰكُمۡ এদের উদ্দেশ্য এই যে, তোমাদেরকে বের করে দেবে مِّنۡ اَرۡضِكُمۡ তোমাদের দেশ হতে بِسِحۡرِهِمَا স্বীয় জাদুক্রিয়ায় وَيَذۡهَبَا بِطَرِيۡقَتِكُمُ الۡمُثۡلٰى এবং তোমাদের উৎকৃষ্ট (ধর্ম) মতকে নস্যাৎ করে ফেলবে।

৬৪. فَاَجۡمِعُوۡا كَيۡدَكُمۡ অতএব, এখন তোমরা সকলে মিলে স্বীয় তদবীরের ব্যবস্থা কর ثُمَّ ائۡتُوۡا صَفًّا এবং সারিবদ্ধভাবে অগ্রসর হও وَقَدۡ اَفۡلَحَ الۡيَوۡمَ আর আজ সে ব্যক্তি সফলকাম হবে مَنِ اسۡتَعۡلٰى যে জয়ী হবে।

৬৫. قَالُوۡا তারা বলল يٰمُوۡسٰٓى হে মূসা اِمَّآ اَنۡ تُلۡقِىَ আপনিই প্রথম নিক্ষেপ করবেন وَاِمَّآ اَنۡ نَّكُوۡنَ اَوَّلَ مَنۡ اَلۡقٰى না, আমরাই প্রথম নিক্ষেপকারী হবো।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

قَالَ عِلۡمُهَا عِنۡدَ رَبِّىۡ فِىۡ كِتٰبٍ لَا يَضِلُّ رَبِّىۡ وَلَا يَنۡسَى : ফেরাউন অতীত উম্মতদের পরিণতি সম্পর্কে প্রশ্ন করেছিল। এর উত্তরে হযরত মূসা (আ.) যদি পরিষ্কার বলে দিতেন যে, তারা গোমরাহ্ ও জাহান্নামী, তবে ফেরাউন এরূপ দোষারোপের সুযোগ পেয়ে যেত যে, সে তো শুধু আমাদেরকেই নয় সারা বিশ্বকে গোমরাহ্ ও জাহান্নামী মনে করে। একথা জনগণের শ্রুতিগোচর হলে তারাও হযরত মূসা (আ.)-এর প্রতি সন্দেহপরায়ণ হয়ে যেত। হযরত মূসা (আ.) এমন বিজ্ঞোচিত জওয়াব দিলেন যে, পূর্ণ বক্তব্যও ফুটে উঠেছে এবং ফেরাউনও বিভ্রান্তি ছড়াবার সুযোগ পায়নি। একেই বলে "সাপও মরেছে এবং লাঠিও ভাঙ্গেনি।" তিনি বললেন : তাদের পরিণতি সম্পর্কিত জ্ঞান আমার পালনকর্তার কাছে আছে; আমার পালনকর্তা ভুল করেন না এবং ভুলেও যান না। ভুল করার অর্থ এক কাজ করতে গিয়ে অন্য কাজ হয়ে যাওয়া; ভুলে যাওয়ার অর্থ বর্ণনাসাপেক্ষ নয়।

https://e-ilm.weebly.com/

أَزْوَاجًا مِّن نَّبَاتٍ شَتَّى : এখানে أَزْوَاجٌ শব্দের অর্থ হরেক রকম এবং شَتَّى শব্দটি شَتِيْتٌ -এর বহুবচন। এর অর্থ বিভিন্ন। উদ্দেশ্য এই যে, উদ্ভিদের অগণিত প্রকার সৃষ্টি করেছেন। মানুষ এসব প্রকার গণনা করে শেষ করতে পারে না। এরপর লতা-গুল্ম, ফল-ফুল ও বৃক্ষের ছালে আল্লাহ তা'আলা এমন এমন বৈশিষ্ট্য রেখেছেন যে, চিকিৎসাশাস্ত্র বিশারদগণ বিস্ময়ে অভিভূত হয়ে পড়েন। হাজারো বছর ধরে গবেষণা অব্যাহত থাকা সত্ত্বেও কেউ একথা বলতে পারে না যে, এদের সম্পর্কে যা কিছু লেখা হয়েছে, তাই চূড়ান্ত। এসব বিভিন্ন প্রকার উদ্ভিদ মানুষ ও তাদের পালিত জন্তু এবং বন্য জন্তুদের খোরাক অথবা ভেষজ হয়ে থাকে। এদের কাঠ গৃহনির্মাণে এবং গৃহে ব্যবহারোপযোগী হাজারো রকমের আসবাবপত্র নির্মাণে ব্যবহৃত হয়।

فَتَبٰرَكَ اللّٰهُ اَحْسَنُ الْخٰلِقِيْنَ : তাই আয়াতের শেষে বলা হয়েছে إِنَّ فِيْ ذٰلِكَ لَاٰيٰتٍ لِّأُولِي النُّهٰى অর্থাৎ এতে আল্লাহ তা'আলার অপার শক্তির অনেক নিদর্শন রয়েছে বিবেকবানদের জন্য। نُهٰى শব্দটি نُهْيَةٌ এর বহুবচন। বিবেককে نُهْيَةٌ (নিষেধকারক) বলার কারণ হলো, এই বিবেক মানুষকে মন্দ ও ক্ষতিকারক কাজ থেকে নিষেধ করে।

প্রত্যেক মানুষের খামিরে বীর্যের সাথে ঐ স্থানের শামিল থাকে যেখানে সে সমাধিস্থ হবে : مِنْهَا خَلَقْنٰكُمْ : مِنْهَا শব্দের সর্বনাম দ্বারা মাটি বোঝানো হয়েছে। অর্থ এই যে, আমি তোমাদেরকে মাটি দ্বারা সৃষ্টি করছি। এখানে সব মানুষকে সম্বোধন করা হয়েছে, অথচ এক হযরত আদম (আ.) ছাড়া সাধারণ মানুষ মাটি দ্বারা নয়, বীর্য দ্বারা সৃজিত হয়েছে। হযরত আদম (আ.) -এর সৃষ্টিই কেবল সরাসরি মাটি দ্বারা সম্পন্ন হয়েছে। তবে 'তোমাদেরকে মাটি দ্বারা সৃজন করেছি।" বলার কারণ এরূপ হতে পারে যে, মানুষের মূল এবং সবার পিতা হলেন হযরত আদম (আ.)। তাঁর মধ্যস্থতায় সবার সৃষ্টিকে মাটির সাথে সম্বন্ধযুক্ত করে দেওয়া মোটেই অযৌক্তিক নয়। কেউ বলেন, সব বীর্য মূলত মাটি থেকেই উৎপন্ন। তাই বীর্য দ্বারা সৃষ্টি প্রকৃতপক্ষে মাটি দ্বারাই সৃষ্টি। কারো কারো মতে আল্লাহ তা'আলা তাঁর অপার শক্তিবলে প্রত্যেক মানুষের সৃজনে মাটি অন্তর্ভুক্ত করে দেন। তাই প্রত্যেক মানুষের সৃজনকে প্রত্যক্ষভাবে মাটির সাথে সম্বন্ধযুক্ত করা হয়।

ইমাম কুরতুবী (র.) বলেন : কুরআনের ভাষা থেকে বাহ্যত একথাই বোঝা যায় যে, মাটি দ্বারাই প্রত্যেক মানুষ সৃজিত হয়েছে। হযরত আবূ হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত একটি হাদীস এর পক্ষে সাক্ষ্য দেয়। এই হাদীসে রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন, মাতৃগর্ভে প্রত্যেক মানব শিশুর মধ্যেই ঐ স্থানের কিছু মাটি শামিল করা হয়, যেখানে আল্লাহর জ্ঞানে তার সমাধিস্থ হওয়া অবধারিত। আবূ নাঈম এই হাদীসটি ইবনে সিরীনের তাযকেরায় উল্লেখ করে বলেছেন

هٰذَا حَدِيْثٌ غَرِيْبٌ مِنْ حَدِيْثِ عَوْنٍ لَمْ نَكْتُبْهُ اِلَّا مِنْ حَدِيْثِ عَاصِمِ بْنِ نَبِيْلٍ وَهُوَ اَحَدُ الثِّقَاتِ الْاَعْلَامِ مِنْ اَهْلِ الْبَصَرَةِ

এই বিষয়বস্তু সম্বলিত একটি রেওয়ায়েত হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা.) থেকেও বর্ণিত রয়েছে। আতা খোরাসানী বলেন : যখন মাতৃগর্ভে বীর্য স্থিতিশীল হয়, তখন সৃজনকালে আদিষ্ট হওয়া নির্ধারিত। অতঃপর মাটি বীর্যের মধ্যে শামিল করে দেওয়া হয়। কাজেই মানুষের সৃজন মাটি ও বীর্য উভয় বস্তু দ্বারাই হয়। আতা এই বক্তব্যের প্রমাণস্বরূপ এই আয়াত পেশ করেছেন: مِنْهَا خَلَقْنٰكُمْ وَفِيْهَا نُعِيْدُكُمْ -[কুরতুবী]

তাফসীরে মাযহারীতে হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা.)-এর রেওয়ায়েতে রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন : প্রত্যেক শিশুর নাভিতে মাটির একটি অংশ রাখা হয়। মৃত্যুর পর সে ঐ স্থানেই সমাধিস্থ হয়, যেখানকার মাটি তার খামিরে শামিল করা হয়েছিল। তিনি আরো বলেন : আমি, আবূ বকর ও ওমর একই মাটি থেকে সৃজিত হয়েছি এবং একই জায়গায় সমাধিস্থ হব। খতীব এই রেওয়ায়েতটি বর্ণনা করে বলেন, হাদীসটি গরীব। ইবনে জাওযী একে মাওযূ'আত অর্থাৎ ভিত্তিহীন হাদীসমূহের মধ্যে গণ্য করেছেন। কিন্তু শায়েখ মুহাদ্দিস মির্যা মুহাম্মদ হারেসী বদখশী (র.) বলেন : এই হাদীসের পক্ষে অনেক সাক্ষ্য হযরত ইবনে ওমর, ইবনে আব্বাস, আবূ সাঈদ ও আবূ হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত রয়েছে। ফলে রেওয়ায়েতটি শক্তিশালী হয়ে গেছে। কাজেই হাদীসটি হাসান (লিগায়রিহি-র) চাইতে কম নয়।-[মাযহারী]

مَكَانًا سُوًى : ফেরাউন হযরত মূসা (আ.) ও জাদুকরদের মোকাবিলার জন্য নিজেই প্রস্তাব করল যে, প্রতিযোগিতাটি এমন জায়গায় হওয়া উচিত, যা ফেরাউন বংশীয় লোকদের ও বনী ইসরাঈলের লোকদের সমান দূরত্বে অবস্থিত- যাতে কোনো পক্ষকেই বেশি দূরে যাওয়ার কষ্ট স্বীকার করতে না হয়। হযরত মূসা (আ.) এই প্রস্তাব সমর্থন করে দিন ও সময় এভাবে নির্দিষ্ট করে দিলেন مَوْعِدُكُمْ يَوْمُ الزِّيْنَةِ وَاَنْ يُّحْشَرَ النَّاسُ ضُحًى অর্থাৎ এই প্রতিযোগিতা সাজ-সজ্জার দিনে হওয়া উচিত। উদ্দেশ্য ঈদ অথবা কোনো মেলা ইত্যাদিতে সমবেত হওয়ার দিন। এটা কোন দিন ছিল– এ সম্পর্কে মতভেদ রয়েছে। কেউ বলেন, ফেরাউন বংশীয়দের একটি নির্দিষ্ট ঈদের দিন ছিল। সেদিন তারা সাজসজ্জার পোশাক পরিধান করে শহরের বাইরে এক জায়গায় সমবেত হতো। কেউ কেউ বলেন, এটা ছিল নববর্ষের দিন। কেউ বলেন, এটা শনিবার দিন ছিল, যাকে তারা সম্মান করত। আবার কারো মতে এটা আশুরা অর্থাৎ মুহাররম মাসের দশম দিবস ছিল।

https://e-ilm.weebly.com/

জ্ঞাতব্য : হযরত মূসা (আ.) দিন ও সময় নির্ধারণে অত্যন্ত প্রজ্ঞার পরিচয় দিয়েছেন। তাদের ঈদের দিন মনোনীত করেছেন, যাতে ছোট-বড় সকল শ্রেণির লোকদের সমাবেশ পূর্ব থেকেই নিশ্চিত ছিল। এর অবশ্যম্ভাবি পরিণতি ছিল এই যে, এই সমাবেশ অত্যন্ত জমজমাট হবে ও সমগ্র শহরের অধিবাসীদের উপস্থিতি নিশ্চিত করবে। সময় রেখেছেন পূর্বাহ্ন, যা সূর্য বেশ উপরে উঠার পর হয়। এতে এক উপকারিতা এই যে, এ সময়ে সবাই আপন আপন কাজ সমাধা করে সহজে এই ময়দানে উপস্থিত হতে পারবে। দ্বিতীয় উপকারিতা এই যে, এই সময়টি আলো প্রকাশের দিক দিয়ে সমস্ত দিনের মধ্যেই উত্তম। এরূপ সময়েই একাগ্রতা ও স্থিরতা সহকারে গুরুত্বপূর্ণ কাজে সমাধা করা হয়। এমন সময়ের সমাবেশ থেকে যখন জনতা চতুর্দিকে ছড়িয়ে পড়ে, তখন সমাবেশের বিষয়বস্তু দূরদূরান্ত পর্যন্ত প্রচারিত হয়। সেমতে সেদিন যখন আল্লাহ তা'আলা হযরত মূসা (আ.)-কে ফেরাউনী জাদুকরদের বিপক্ষে বিজয় দান করলেন তখন একদিনেই সমগ্র শহরে বরং দূরদূরান্ত পর্যন্ত এই সংবাদ প্রচারিত হয়ে পড়ে।

জাদুর স্বরূপ, প্রকার ও শরিয়তগত বিধি-বিধান :

فَجَمَعَ كَيْدَهُ –ফেরাউন হযরত মূসা (আ.)-এর মোকাবিলায় কৌশল হিসাবে জাদুকর ও তাদের সাজ-সরঞ্জাম জমা করে নিল। হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) থেকে জাদুকরদের সংখ্যা বাহাত্তর ছিল বলে বর্ণিত আছে। সংখ্যা সম্পর্কে অন্যান্য আরও বিভিন্ন উক্তি আছে। চারশ থেকে নয় লাখ পর্যন্ত তাদের সংখ্যা বর্ণনা করা হয়েছে। তারা সবাই শামউন নামক জনৈক সরদারের নির্দেশ মতো কাজ করত। কথিত আছে যে, তাদের সরদার ছিল একজন অন্ধ ব্যক্তি। -[কুরতুবী]

জাদুকরদের প্রতি হযরত মূসা (আ.)-এর পয়গম্বরসুলভ ভাষণ : মু'জিযা দ্বারা জাদুর মোকাবিলা করার পূর্বে হযরত মূসা (আ.) জাদুকরদের শুভেচ্ছামূলক উপদেশের কয়েকটি বাক্য বলে আল্লাহর আজাবের ভয় প্রদর্শন করলেন। বাক্যগুলো এই :

وَيْلَكُمْ لَا تَفْتَرُوا عَلَى اللّٰهِ كَذِبًا فَيُسْحِتَكُمْ بِعَذَابٍ وَقَدْ خَابَ مَنِ افْتَرٰى

অর্থাৎ তোমাদের ধ্বংস অত্যাসন্ন। আল্লাহর বিরুদ্ধে মিথ্যারোপ করো না অর্থাৎ তাঁর সাথে ফেরাউন অথবা অন্য কাউকে শরিক করো না। এরূপ করলে আল্লাহ তোমাদেরকে আজাব দ্বারা পিষ্ট করে দেবেন এবং তোমাদেরকে সমূলে উৎপাটিত করে দেবেন। যে ব্যক্তি আল্লাহর বিরুদ্ধে মিথ্যারোপ করে, পরিণামে সে ব্যর্থ ও বঞ্চিত হয়।

বলাবাহুল্য, ফেরাউনের শয়তানি শক্তি ও লোক-লস্করের সহায়তায় যারা মোকাবিলা করার জন্য ময়দানে অবতীর্ণ হয়েছিল, এসব উপদেশমূলক বাক্য দ্বারা প্রভাবান্বিত হওয়া তাদের জন্যে সুদূরপরাহত ছিল। কিন্তু পয়গম্বর ও তাদের অনুসারীগণের সাথে সত্যের একটি গোপন শক্তি ও বৈশিষ্ট্য থাকে। তাদের সাদাসিধা ভাষাও পাষাণসম অন্তরে তীর ও ছুরির ন্যায় ক্রিয়া করে। হযরত মূসা (আ.)-এর এসব বাক্য শ্রবণ করে জাদুকরদের কাতার ছিন্ন-বিচ্ছিন্ন হয়ে গেল এবং তাদের মধ্যে তীব্র মতভেদ দেখা দিল। কারণ এ জাতীয় কথাবার্তা কোনো জাদুকরের মুখে উচ্চারিত হতে পারে না। এগুলো আল্লাহর পক্ষ থেকেই মনে হয়। তাই কেউ কেউ বললেন, এদের মোকাবিলা করা সমীচীন নয়। আবার কেউ কেউ নিজের মতেই অটল রইল। فَتَنَازَعُوْا اَمْرَهُمْ بَيْنَهُمْ এর অর্থ তাই। এরপর এই মতভেদ দূর করার জন্য তারা গোপনে পরামর্শ করতে লাগল وَاَسَرُّوا النَّجْوٰى কিন্তু অবশেষে মোকাবিলার পক্ষেই সমষ্টির মত প্রকাশ পেল। তারা বলল–

اِنْ هٰذٰنِ لَسٰحِرٰنِ يُرِيْدٰنِ اَنْ يُّخْرِجٰكُمْ مِنْ اَرْضِكُمْ بِسِحْرِهِمَا وَيَذْهَبَا بِطَرِيْقَتِكُمُ الْمُثْلٰى

অর্থাৎ তারা উভয়ে জাদুকর। তারা চায় তাদের জাদুর জোরে তোমাদেরকে অর্থাৎ ফেরাউন বংশীয়দেরকে তোমাদের দেশ মিসর থেকে বহিষ্কার করে দিতে। উদ্দেশ্য এই যে, জাদুর সাহায্যে তোমাদের দেশ অধিকার করা এবং তোমাদের সর্বোত্তম ধর্মকে মিটিয়ে দেওয়া। مُثْلٰى শব্দটি اَمْثَلُ এর স্ত্রীলিঙ্গ। এর অর্থ উত্তম ও শ্রেষ্ঠ। উদ্দেশ্য এই যে, তোমরা যে ফেরাউনকে খোদা ও ক্ষমতাশালী মান্য কর যে- এ ধর্মই উত্তম ও সেরা ধর্ম, এরা এই ধর্মকে রহিত করে তদস্থলে নিজেদের ধর্ম প্রতিষ্ঠিত করতে চায়। কোনো কওমের সরদার ও প্রতিনিধিদেরকেও 'কওমের তরিকা, বলা হয়। এখানে হযরত ইবনে আব্বাস ও আলী (রা.) থেকে তরিকার এই তাফসীর বর্ণিত হয়েছে। আয়াতের অর্থ এই যে, তারা তোমাদের কওমের সরদার এবং সেরা লোক ও গণ্যমান্য ব্যক্তিবর্গকে খতম করে দিতে চায়। কাজেই তাদের মোকাবিলায় তোমরা তোমাদের পূর্ণ কলাকৌশল ও শক্তি ব্যয় করে দাও এবং সব জাদুকর সারিবদ্ধ হয়ে একযোগে তাদের মোকাবিলায় অবতীর্ণ হও। فَاَجْمِعُوْا كَيْدَكُمْ ثُمَّ ائْتُوْا صَفًّا –সারিবদ্ধ হওয়া প্রতিপক্ষের মনে ভীতি সঞ্চার করার ক্ষেত্রে বিশেষ কার্যকর হয়ে থাকে। তাই জাদুকররা সারিবদ্ধ হয়ে মোকাবিলা করল। জাদুকররা তাদের ভ্রূক্ষেপহীনতা ফুটিয়ে তোলার জন্য প্রথমে হযরত মূসা (আ.) কে বলল, প্রথমে আপনি নিজের কলাকৌশল প্রদর্শন করবেন, না আমরা করব? হযরত মূসা (আ.) জওয়াবে বললেন, بَلْ اَلْقُوْا অর্থাৎ প্রথমে আপনারাই নিক্ষেপ করুন এবং জাদুর লীলা প্রদর্শন করুন। হযরত মূসা (আ.) এর এই জওয়াবে অনেক রহস্য লুক্কায়িত ছিল। প্রথমত মজলিসী শিষ্টাচারের কারণে এরূপ জওয়াব দিয়েছেন। জাদুকররা

https://e-ilm.weebly.com/

যখন প্রতিপক্ষকে প্রথমে আক্রমণ করার অনুমতি দানের সৎসাহস প্রদর্শন করল, তখন এর ভদ্রজনোচিত জওয়াব ছিল এই যে, হযরত মূসা (আ.)-এর পক্ষ থেকেও আরো অধিক সাহসিকতার সাথে তাদেরকে সূচনা করার অনুমতি দেওয়া। দ্বিতীয়ত জাদুকররা তাদের স্থিরচিত্ততা ও চিন্তাহীনতা ফুটিয়ে তোলার উদ্দেশ্যে একথা বলেছিল। হযরত মূসা (আ.) তাদেরকেই সূচনা করার সুযোগ দিয়ে নিজের চিন্তাহীনতা ও স্থিরতার পরিচয় পেশ করেছেন। তৃতীয়ত যাতে হযরত মূসা (আ.) এর সামনে তাদের জাদুর সব লীলা-খেলা এসে যায় এবং এরপরই তিনি তাঁর মু'জিযা প্রকাশ করেন। এভাবে একই সময়ে সত্যের বিজয় দিবালোকের মতো ফুটে উঠতে পারত। জাদুকররা হযরত মূসার (আ.)-এর কথা অনুযায়ী তাদের কাজ শুরু করে দিল এবং তাদের বিপুল সংখ্যক লাঠি ও দড়ি একযোগে মাটিতে নিক্ষেপ করল। সবগুলো লাঠি ও দড়ি দৃশ্যত সাপ হয়ে ইতস্তত ছুটাছুটি করতে লাগল।

শব্দ বিশ্লেষণ :

لَايَنْسٰى : সীগাহ واحد مذكر غائب বহছ مضارع منفى بلا বাব سَمِعَ মাসদার نِسْيَانٌ ও نَسْىٌ মূলবর্ণ (ن- س- ى) জিনস ناقص يائى অর্থ- তিনি ভুলেও যান না।

شَتّٰى : শব্দটি একবচন। আবার কেউ কেউ এটিকে شَتِيْتٌ এর বহুবচন বলেছেন। অর্থ– নানা প্রকার উদ্ভিদ।

كُلُوْا : সীগাহ جمع مذكر حاضر বহছ امر حاضر معروف বাব نَصَرَ মাসদার أَكْلٌ মূলবর্ণ (ء- ك- ل) জিনস مهموز فاء অর্থ- তোমরা নিজেরা খাও।

اِرْعَوْا : সীগাহ جمع مذكر حاضر বহছ امر حاضر معروف বাব فَتَحَ মাসদার رَعْىٌ মূলবর্ণ (ر- ع- ى) জিনস ناقص يائى অর্থ- তোমরা চরাও।

جِئْتَنَا : সীগাহ واحد مذكر حاضر বহছ ماضى معروف বাব ضَرَبَ মাসদার مَجِيْئَةٌ মূলবর্ণ (ج- ى- ء) জিনস মুরাক্কাব [مهموز لام এবং اجوف يائى] অর্থ-তুমি কি আমাদের নিকট এসেছ।

اَنْ يُّحْشَرَ : সীগাহ واحد مذكر غائب বহছ مضارع مجهول বাব نَصَرَ মাসদার حَشْرٌ মূলবর্ণ (ح- ش- ر) জিনস صحيح অর্থ- সমবেত করা হবে।

لَا تَفْتَرُوْا : সীগাহ جمع مذكر حاضر বহছ نهى حاضر معروف বাব اِفْتِعَالٌ মাসদার اِفْتِرَاءٌ মূলবর্ণ (ف- ر- ى) জিনস صحيح অর্থ- তোমরা মিথ্যারোপ করো না।

فَيُسْحِتَكُمْ : সীগাহ واحد مذكر غائب বহছ مضارع معروف বাব اِفْعَالٌ মাসদার اِسْحَاتٌ মূলবর্ণ (س- ح- ت) জিনস صحيح অর্থ- অন্যথায় আল্লাহ তোমাদেরকে নিশ্চিহ্ন করে ফেলবেন।

يُرِيْدَان : সীগাহ تثنية مذكر غائب বহছ مضارع معروف বাব اِفْعَالٌ মাসদার اِرَادَةٌ মূলবর্ণ (ر- و- د) জিনস اجوف واوى অর্থ- এদের উদ্দেশ্য। তারা উভয়ে চায়।

اَلْمُثْلٰى : সীগাহ واحد مؤنث বহছ اسم تفضيل বাব كَرُمَ মাসদার مَثَالَةٌ মূলবর্ণ (م- ث- ل) জিনস صحيح অর্থ- উৎকৃষ্ট।

اِسْتَعْلٰى : সীগাহ واحد مذكر غائب বহছ ماضى معروف বাব اِسْتِفْعَالٌ মাসদার اِسْتِعْلَاءٌ মূলবর্ণ (ع- ل- و) জিনস ناقص واوى অর্থ- যে জয়ী হবে।

বাক্য বিশ্লেষণ :

قَالَ لَهُمْ مُّوْسٰى وَيْلَكُمْ لَا تَفْتَرُوْا عَلَى اللّٰهِ كَذِبًا : এখানে قَالَ ফে'ল, আর لَهُمْ হলো তার সাথে متعلق আর مُوْسٰى হলো তার ফায়েল وَيْلَكُمْ হলো মাসদার আরবগণ এর ফে'লকে মৃত ঘোষণা করেছেন, এটা উহ্য ফে'ল কর্তৃক মানসূব। আর لَا تَفْتَرُوْا হলো ফে'ল আর যমীর তার ফায়েল আর عَلَى اللّٰهِ জার ও মাজরূর মিলে تَفْتَرُوْا ফে'লের সাথে متعلق আর كَذِبًا হলো মাফউলে বিহী। (ই'রাবুল কুরআন : ৪র্থ খণ্ড, পৃ. ৬৯২)

https://e-ilm.weebly.com/

৬৬. তিনি [অবজ্ঞাস্বরে] বললেন- না, তোমরাই প্রথমে নিক্ষেপ কর, অতঃপর তখনই তাদের রশি ও লাঠিগুলো তাদের জাদুক্রিয়ার ফলে মূসার ধারণায় এরূপ মনে হতে লাগল, যেন তারা [সাপের ন্যায়] দৌড়াচ্ছে।	قَالَ بَلْ اَلْقُوْا ۚ فَاِذَا حِبَالُهُمْ وَعِصِيُّهُمْ يُخَيَّلُ اِلَيْهِ مِنْ سِحْرِهِمْ اَنَّهَا تَسْعٰى ﴿٦٦﴾
৬৭. সুতরাং মূসার অন্তরে কিছু ভয়ের সঞ্চার হলো।	فَاَوْجَسَ فِيْ نَفْسِهٖ خِيْفَةً مُّوْسٰى ﴿٦٧﴾
৬৮. আমি বললাম ভয় করো না, তুমিই জয়ী থাকবে।	قُلْنَا لَا تَخَفْ اِنَّكَ اَنْتَ الْاَعْلٰى ﴿٦٨﴾
৬৯. আর তোমার ডান হাতে যা আছে তা নিক্ষেপ কর, তারা যা কিছু সাজিয়েছে, এটা সে সমস্তকেই গ্রাস করে ফেলবে; তারা যা সাজিয়েছে তা কেবল জাদুকরদের কৌশল; আর জাদুকররা যেখানেই যাক, কৃতকার্য হয় না।	وَاَلْقِ مَا فِيْ يَمِيْنِكَ تَلْقَفْ مَا صَنَعُوْا ؕ اِنَّمَا صَنَعُوْا كَيْدُ سٰحِرٍ ؕ وَلَا يُفْلِحُ السَّاحِرُ حَيْثُ اَتٰى ﴿٦٩﴾
৭০. সুতরাং জাদুকররা সেজদায় পড়ে গেল- বলল, আমরা হারূন ও মূসার পরওয়ারদেগারের প্রতি ঈমান আনলাম।	فَاُلْقِيَ السَّحَرَةُ سُجَّدًا قَالُوْٓا اٰمَنَّا بِرَبِّ هٰرُوْنَ وَمُوْسٰى ﴿٧٠﴾

শাব্দিক অনুবাদ :

৬৬. قَالَ তিনি বললেন بَلْ اَلْقُوْا না, তোমরাই প্রথমে নিক্ষেপ কর فَاِذَا حِبَالُهُمْ وَعِصِيُّهُمْ অতঃপর তখনই তাদের রশি ও লাঠিগুলো يُخَيَّلُ اِلَيْهِ মূসার ধারণায় এরূপ মনে হতে লাগল مِنْ سِحْرِهِمْ তাদের জাদুক্রিয়ার ফলে اَنَّهَا تَسْعٰى যেন তারা (সাপের ন্যায়) দৌড়াচ্ছে।

৬৭. فَاَوْجَسَ সুতরাং সঞ্চার হলো فِيْ نَفْسِهٖ خِيْفَةً مُّوْسٰى মূসার অন্তরে কিছু ভয়ের।

৬৮. قُلْنَا আমি বললাম لَا تَخَفْ ভয় করো না اِنَّكَ اَنْتَ الْاَعْلٰى তুমিই জয়ী থাকবে।

৬৯. وَاَلْقِ আর নিক্ষেপ কর مَا فِيْ يَمِيْنِكَ তোমার ডান হাতে যা আছে তা تَلْقَفْ এটা সে সমস্তকেই গ্রাস করে ফেলবে مَا صَنَعُوْا তারা যা সাজিয়েছে اِنَّمَا صَنَعُوْا كَيْدُ سٰحِرٍ তারা যা সাজিয়েছে তা কেবল জাদুকরদের কৌশল وَلَا يُفْلِحُ السَّاحِرُ حَيْثُ اَتٰى আর জাদুকররা যেখানেই যাক কৃতকার্য হয় না।

৭০. فَاُلْقِيَ السَّحَرَةُ سُجَّدًا সুতরাং জাদুকররা সেজদায় পড়ে গেল قَالُوْٓا বলল اٰمَنَّا আমরা ঈমান আনলাম بِرَبِّ هٰرُوْنَ وَمُوْسٰى হারূন ও মূসার পরওয়ারদেগারের প্রতি।

https://e-ilm.weebly.com/

৭১. ফেরাউন বলল, আমার অনুমতির পূর্বেই তোমরা মূসার প্রতি ঈমান এনেছ? নিঃসন্দেহে সে তোমাদের গুরু যে তোমাদেরকে জাদু বিদ্যা শিক্ষা দিয়েছে, সুতরাং আমি অবশ্যই তোমাদের সকলের হাত-পা কেটে দেব বিপরীত দিক থেকে এবং তোমাদের সকলকে খেজুর-বৃক্ষের উপর শূলে চড়াব, আর অতি সত্বর তোমরা এটাও জানতে পারবে যে, আমাদের মধ্যে কার আজাব অধিকতর কঠোর এবং অধিকতর স্থায়ী।	قَالَ اٰمَنْتُمْ لَهٗ قَبْلَ اَنْ اٰذَنَ لَكُمْ ؕ اِنَّهٗ لَكَبِيْرُكُمُ الَّذِيْ عَلَّمَكُمُ السِّحْرَ ۚ فَلَاُقَطِّعَنَّ اَيْدِيَكُمْ وَاَرْجُلَكُمْ مِّنْ خِلَافٍ وَّلَاُصَلِّبَنَّكُمْ فِيْ جُذُوْعِ النَّخْلِ ۫ وَلَتَعْلَمُنَّ اَيُّنَاۤ اَشَدُّ عَذَابًا وَّاَبْقٰى ﴿٧١﴾
৭২. তারা পরিষ্কার উত্তর দিল যে, আমরা কখনো তোমাকে প্রাধান্য দেব না ঐ সমস্ত নিদর্শনের মোকাবিলায় যা আমরা প্রাপ্ত হয়েছি, আর ঐ সত্তার মোকাবিলায় যিনি আমাদেরকে সৃষ্টি করেছেন, তোমার যা কিছু করার থাকে করে ফেল; তুমি এ পার্থিব জীবনে কিছু করা ব্যতীত আর কিইবা করতে পারবে।	قَالُوْا لَنْ نُّؤْثِرَكَ عَلٰى مَا جَآءَنَا مِنَ الْبَيِّنٰتِ وَالَّذِيْ فَطَرَنَا فَاقْضِ مَاۤ اَنْتَ قَاضٍ ؕ اِنَّمَا تَقْضِيْ هٰذِهِ الْحَيٰوةَ الدُّنْيَا ﴿٧٢﴾ ؕ
৭৩. ব্যস, এখন তো আমরা আমাদের প্রতিপালকের উপর ঈমান এনেছি, তিনি যেন আমাদের পাপসমূহ ক্ষমা করে দেন এবং যে জাদুর ব্যাপারে তুমি আমাদের উপর বল প্রয়োগ করছ তাও ক্ষমা করে দেন; আর আল্লাহ বহুগুণে শ্রেষ্ঠ এবং অধিকতর স্থায়ী।	اِنَّاۤ اٰمَنَّا بِرَبِّنَا لِيَغْفِرَ لَنَا خَطٰيٰنَا وَمَاۤ اَكْرَهْتَنَا عَلَيْهِ مِنَ السِّحْرِ ؕ وَاللّٰهُ خَيْرٌ وَّاَبْقٰى ﴿٧٣﴾

শাব্দিক অনুবাদ :

৭১. قَالَ ফেরাউন বলল اٰمَنْتُمْ لَهٗ তোমরা মূসার প্রতি ঈমান এনেছ قَبْلَ اَنْ اٰذَنَ لَكُمْ আমার অনুমতির পূর্বেই اِنَّهٗ لَكَبِيْرُكُمُ নিঃসন্দেহে সে তোমাদের গুরু الَّذِيْ عَلَّمَكُمُ السِّحْرَ যে তোমাদেরকে জাদু বিদ্যা শিক্ষা দিয়েছে فَلَاُقَطِّعَنَّ সুতরাং আমি অবশ্যই কেটে দেব اَيْدِيَكُمْ وَاَرْجُلَكُمْ তোমাদের হাত-পা مِّنْ خِلَافٍ বিপরীত দিক থেকে وَّلَاُصَلِّبَنَّكُمْ এবং অবশ্যই তোমাদের সকলকে শূলে চড়াব فِيْ جُذُوْعِ النَّخْلِ খেজুর বৃক্ষের উপর وَلَتَعْلَمُنَّ আর অতি সত্বর তোমরা এটাও জানতে পারবে যে اَيُّنَاۤ اَشَدُّ عَذَابًا আমাদের মধ্যে কার আজাব অধিকতর কঠোর وَّاَبْقٰى এবং অধিকতর স্থায়ী।

৭২. قَالُوْا তারা পরিষ্কার উত্তর দিল যে لَنْ نُّؤْثِرَكَ আমরা কখনো তোমাকে প্রাধান্য দেব না عَلٰى مَا جَآءَنَا مِنَ الْبَيِّنٰتِ ঐ সমস্ত নিদর্শনের মোকাবিলায় যা আমরা প্রাপ্ত হয়েছি وَالَّذِيْ فَطَرَنَا আর ঐ সত্তার মোকাবিলায় যিনি আমাদেরকে সৃষ্টি করেছেন فَاقْضِ مَاۤ اَنْتَ قَاضٍ তোমার যা কিছু করার থাকে করে ফেল اِنَّمَا تَقْضِيْ هٰذِهِ الْحَيٰوةَ الدُّنْيَا তুমি এই পার্থিব জীবনে কিছু করা ব্যতীত আর কিইবা করতে পারবে।

৭৩. اِنَّاۤ اٰمَنَّا بِرَبِّنَا ব্যাস এখন তো আমরা আমাদের প্রতিপালকের উপর ঈমান এনেছি لِيَغْفِرَ لَنَا خَطٰيٰنَا তিনি যেন আমাদের পাপসমূহ ক্ষমা করে দেন وَمَاۤ اَكْرَهْتَنَا عَلَيْهِ مِنَ السِّحْرِ যে জাদুর ব্যাপারে তুমি আমাদের উপর বল প্রয়োগ করেছ তাও ক্ষমা করে দেন وَاللّٰهُ خَيْرٌ وَّاَبْقٰى আর আল্লাহ বহুগুণে শ্রেষ্ঠ এবং অধিকতর স্থায়ী।

https://e-ilm.weebly.com/

৭৪. যে ব্যক্তি অপরাধীরূপে নিজ প্রতিপালকের নিকট উপস্থিত হবে, তার জন্য দোজখ রয়েছে; সে তথায় মরবেও না আর বাঁচবেও না।	إِنَّهُ مَن يَأْتِ رَبَّهُ مُجْرِمًا فَإِنَّ لَهُ جَهَنَّمَ ۖ لَا يَمُوتُ فِيهَا وَلَا يَحْيَىٰ ﴿٧٤﴾
৭৫. আর যে ব্যক্তি প্রতিপালকের সমীপে মু'মিন রূপে উপস্থিত হবে, পরন্তু নেক কাজও করে থাকে, তবে এমন লোকদের জন্য অতিশয় উচ্চ মর্যাদা রয়েছে,	وَمَن يَأْتِهِ مُؤْمِنًا قَدْ عَمِلَ الصَّالِحَاتِ فَأُولَٰئِكَ لَهُمُ الدَّرَجَاتُ الْعُلَىٰ ﴿٧٥﴾
৭৬. অর্থাৎ অনন্তবাসের উদ্যানসমূহ– যার নিম্নদেশ দিয়ে নদীসমূহ প্রবাহিত হতে থাকবে, তারা তাতে অনন্তকাল থাকবে; আর যে ব্যক্তি পবিত্র, এটাই তার পুরস্কার।	جَنَّاتُ عَدْنٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا ۚ وَذَٰلِكَ جَزَاءُ مَن تَزَكَّىٰ ﴿٧٦﴾ ع ٢٢ ١٢

শাব্দিক অনুবাদ :

৭৪. إِنَّهُ مَن يَأْتِ رَبَّهُ مُجْرِمًا যে ব্যক্তি অপরাধীরূপে নিজ প্রতিপালকের নিকট উপস্থিত হবে فَإِنَّ لَهُ جَهَنَّمَ তার জন্য দোজখ রয়েছে لَا يَمُوتُ فِيهَا وَلَا يَحْيَىٰ সে তথায় মরবেও না বাঁচবে ও না।

৭৫. وَمَن يَأْتِهِ مُؤْمِنًا আর যে ব্যক্তি প্রতিপালকের সমীপে মুমিনরূপে উপস্থিত হবে قَدْ عَمِلَ الصَّالِحَاتِ পরন্তু নেক কাজও করে থাকবে فَأُولَٰئِكَ لَهُمُ الدَّرَجَاتُ الْعُلَىٰ তবে এমন লোকদের জন্য অতিশয় উচ্চ মর্যাদা রয়েছে।

৭৬. جَنَّاتُ عَدْنٍ অনন্তবাসের উদ্যানসমূহ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ যার নিম্নদেশ দিয়ে নদীসমূহ বইতে থাকবে خَالِدِينَ فِيهَا তারা তাতে অনন্তকাল থাকবে وَذَٰلِكَ جَزَاءُ مَن تَزَكَّىٰ আর যে ব্যক্তি পবিত্র এটাই তাঁর পুরস্কার।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

يُخَيَّلُ إِلَيْهِ مِن سِحْرِهِمْ أَنَّهَا تَسْعَىٰ : এ থেকে জানা যায় যে, ফেরাউনী জাদুকরদের জাদু ছিল এক প্রকার নজরবন্দী, যা মেসমেরিজমের মাধ্যমেও সম্পন্ন হয়ে যায়। লাঠি ও দড়িগুলো দর্শকদের দৃষ্টিতেই নজরবন্দীর কারণে সাপ রূপে দৃষ্টিগোচর হয়েছে, প্রকৃতপক্ষে এগুলো সাপ হয়নি। অধিকাংশ জাদু এমনই হয়ে থাকে।

فَأَوْجَسَ فِي نَفْسِهِ خِيفَةً مُّوسَىٰ : অর্থাৎ এ পরিস্থিতি দেখে হযরত মূসা (আ.) -এর মধ্যে ভয় সঞ্চার হলো। কিন্তু এ ভয়কে তিনি মনের মধ্যে গোপন রাখলেন; প্রকাশ হতে দেননি। এ ভয়টি যদি প্রাণের ভয়ে হয়ে থাকে, তবে মানবতার খাতিরে এমন হওয়া নবুয়তের পরিপন্থি নয়। কিন্তু বাহ্যত: বোঝা যায় যে, এটা প্রাণের ভয় ছিল না; বরং তিনি আশঙ্কা করছিলেন যে, এই বিরাট সমাবেশের সামনে যদি জাদুকররা জিতে যায় তবে নবুয়তের দাওয়াতের উদ্দেশ্য পূর্ণ হতে পারবে না। এ কারণেই এর জওয়াবে আল্লাহর পক্ষ থেকে বলা হয়েছে : لَا تَخَفْ إِنَّكَ أَنتَ الْأَعْلَىٰ এতে আশ্বাস দেওয়া হয়েছে যে, জাদুকররা জিততে পারবে না। তুমিই বিজয় ও প্রাধান্য লাভ করবে। এভাবে হযরত মূসা (আ.)-এর উপরিউক্ত আশঙ্কা দূর করে দেওয়া হয়েছে।

وَأَلْقِ مَا فِي يَمِينِكَ : হযরত মূসা (আ-) কে ওহীর মাধ্যমে বলা হলো যে, তোমার ডান হাতে যা আছে, তা নিক্ষেপ কর। এখানে হযরত মূসা (আ.)-এর লাঠি বোঝানো হয়েছে, কিন্তু তা পরিষ্কার উল্লেখ না করে ইঙ্গিত প্রদান করা হয়েছে যে, তাদের জাদুর কোনো মূল্য নেই। এজন্য পরোয়া করো না এবং তোমার হাতে যা-ই আছে, তাই নিক্ষেপ কর। এটা তাদের সাপগুলোকে গ্রাস করে ফেলবে। সেমতে তাই হলো। হযরত মূসা (আ.) তাঁর লাঠি নিক্ষেপ করতেই তা একটি বিরাট অজগর সাপ হয়ে জাদুর সাপগুলোকে গিলে ফেলল।

https://e-ilm.weebly.com/

জাদুকররা মুসলমান হয়ে সেজদায় লুটিয়ে পড়ল : হযরত মূসা (আ.)-এর লাঠি যখন অজগর হয়ে তাদের কাল্পনিক সাপগুলোকে গ্রাস করে ফেলল, তখন জাদুবিদ্যা বিশেষজ্ঞ জাদুকরদের বুঝতে বাকি রইল না যে, একাজ জাদুর জোরে হতে পারে না; বরং এটা নিঃসন্দেহে মু'জিযা, যা একান্তভাবে আল্লাহর কুদরতে প্রকাশ পায়। তাই তারা সেজদায় পড়ে গেল এবং ঘোষণা করল, আমরা মূসা ও হারূনের পালনকর্তার প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করলাম। কোনো কোনো হাদীসে রয়েছে, জাদুকররা ততক্ষণ পর্যন্ত সেজদা থেকে মাথা তোলেননি, যতক্ষণ খোদায়ী কুদরত তাদেরকে জান্নাত দোজখ প্রত্যক্ষ না করিয়ে দেয়। [-রূহুল মা'আনী]

قَالَ اٰمَنْتُمْ لَهٗ قَبْلَ اَنْ اٰذَنَ لَكُمْ : আল্লাহ তা'আলা যখন এই বিরাট সমাবেশের সামনে ফেরাউনের লাঞ্ছনা ফুটিয়ে তুললেন, তখন হতভম্ব হয়ে প্রথমে সে জাদুকরদেরকে বলতে লাগল, আমার অনুমতি ব্যতিরেকে তোমরা কিভাবে তাঁর প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করলে? সে যেন উপস্থিত জনতাকে বলতে চেয়েছিল যে, আমার অনুমতি ছাড়া এই জাদুকরদের কোনো কথা ও কাজ ধর্তব্য নয়। কিন্তু এই প্রকাশ্য মু'জিযা দেখার পর কারো অনুমতির আবশ্যকতা কোনো বুদ্ধিমান ব্যক্তির কাছে থাকতে পারে না। তাই সে এখন জাদুকরদের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্রের অভিযোগ উত্থাপন করে বলল, এখন জানা গেল যে, তোমরা সবাই মূসার শিষ্য। এই জাদুকরই তোমাদেরকে জাদু শিক্ষা দিয়েছে। তোমরা চক্রান্ত করেই তাঁর কাছে নতি স্বীকার করেছ।

فَلَاُقَطِّعَنَّ اَيْدِيَكُمْ وَاَرْجُلَكُمْ مِّنْ خِلَافٍ : এখন ফেরাউন জাদুকরদেরকে কঠোর শাস্তির হুমকি দিল যে, তোমাদের হস্তপদ এমনভাবে কাটা হবে যে, ডান হাত কেটে বাম পা কাটা হবে। সম্ভবত ফেরাউনী আইনে শাস্তির এই পন্থাই প্রচলিত ছিল অথবা এভাবে হস্তপদ কাটা হলে মানুষের শিক্ষার একটি নমুনা হয়ে যায়। তাই ফেরাউন এ পন্থাই প্রস্তাব হিসেবে দিয়েছে।

وَّلَاُصَلِّبَنَّكُمْ فِيْ جُذُوْعِ النَّخْلِ : অর্থাৎ হস্তপদ কাটার পর তোমাদেরকে খর্জুর বৃক্ষের শূলে চড়ানো হবে। ক্ষুধা ও পিপাসায় না মরা পর্যন্ত তোমরা ঝুলে থাকবে।

قَالُوْا لَنْ نُّؤْثِرَكَ عَلٰى مَا جَآءَنَا مِنَ الْبَيِّنٰتِ وَالَّذِيْ فَطَرَنَا : জাদুকররা ফেরাউনের কঠোর হুমকি ও শাস্তির ঘোষণা শুনে ঈমানের ব্যাপারে এতটুকুও বিচলিত হলো না। তারা বলল, আমরা তোমাকে অথবা তোমার কোনো কথাকে সে সব নিদর্শন ও মু'জিযার উপর প্রাধান্য দিতে পারি না, যেগুলো হযরত মূসা (আ.)-এর মাধ্যমে আমাদের কাছে পৌঁছেছে। হযরত ইকরামা (রা.) বলেন, জাদুকররা যখন সেজদায় গেল, তখন আল্লাহ তা'আলা তাদেরকে জান্নাতের উচ্চ স্তর ও নিয়ামতসমূহ প্রত্যক্ষ করিয়ে দেন তাই তারা বলল, এসব নিদর্শন সত্ত্বেও আমরা তোমার কথা মানতে পারি না। -[কুরতুবী]

এবং জগৎ- স্রষ্টা আসমান-জমিনের পালনকর্তাকে ছেড়ে আমরা তোমাকে পালনকর্তা স্বীকার করতে পারি না। فَاقْضِ مَآ اَنْتَ قَاضٍ এখন তোমার যা খুশি, আমাদের সম্পর্কে ফয়সালা কর এবং যে সাজা দেওয়ার ইচ্ছা দাও। اِنَّمَا تَقْضِيْ هٰذِهِ الْحَيٰوةَ الدُّنْيَا অর্থাৎ তুমি আমাদেরকে শাস্তি দিলেও তা এই ক্ষণস্থায়ী পার্থিব জীবন পর্যন্তই হবে। মৃত্যুর পর আমাদের উপর তোমার কোনো অধিকার থাকবে না। আল্লাহর অবস্থা এর বিপরীত। আমরা মৃত্যুর পূর্বেও তাঁর অধিকারে আছি এবং মৃত্যুর পরও থাকব। কাজেই তাঁর শাস্তির চিন্তা অগ্রগণ্য।

وَمَآ اَكْرَهْتَنَا عَلَيْهِ مِنَ السِّحْرِ জাদুকররা এখন ফেরাউনের বিরুদ্ধে এই অভিযোগ করল যে, আমাদেরকে জাদু করতে তুমিই বাধ্য করেছ। নতুবা আমরা এই অর্থহীন কাজের কাছে যেতাম না। এখন আমরা বিশ্বাস স্থাপন করে আল্লাহর কাছে এই পাপ কাজেরও ক্ষমা প্রার্থনা করছি। এখানে প্রশ্ন হয় যে, জাদুকররা স্বেচ্ছায় মোকাবিলা করতে এসেছিল এবং এই মোকাবিলার জন্য দর-কষাকষিও ফেরাউন সাথে করেছিল– অর্থাৎ বিজয় হলে তারা কি পুরস্কার পাবে। এমতাবস্থায় ফেরাউনের বিরুদ্ধে জাদু করতে বাধ্য করার অভিযোগ করা কিভাবে শুদ্ধ হবে? এর এক কারণ এই হতে পারে যে, জাদুকররা প্রথমে শাহী পুরস্কার ও সম্মানের লোভে মোকাবিলা করতে প্রস্তুত ছিল। পরে তারা অনুভব করতে সক্ষম হয় যে, তারা মু'জিযার মোকাবিলা করতে পারবে না। তখন ফেরাউন তাদেরকে মোকাবিলা করতে বাধ্য করে। দ্বিতীয় কারণ এই বর্ণনা করা হয় যে, ফেরাউন তার রাজ্যে জাদুশিক্ষা বাধ্যতামূলক করে রেখেছিল। ফলে প্রত্যেক ব্যক্তিই জাদু শিক্ষা করতে বাধ্য ছিল। -[রূহুল-মা'আনী]

ফেরাউন- পত্নী আছিয়ার শুভ পরিণতি : তাফসীরে কুরতুবীতে বলা হয়েছে, সত্য ও মিথ্যার এই সংঘর্ষে সময় ফেরাউনের স্ত্রী আছিয়া মোকাবিলার শুভ ফলাফলের জন্যে সদা উদগ্রীব ছিলেন। যখন তাকে মূসা ও হারূন (আ.) এর বিজয়ের সংবাদ শোনানো হলো, তখন তিনি কালবিলম্ব না করে ঘোষণা করলেন : আমি হযরত মূসা ও হারূনের পালনকর্তার প্রতি বিশ্বাস

https://e-ilm.weebly.com/

স্থাপন করলাম। নিজ-পত্নীর সংবাদ শুনে ফেরাউন আদেশ দিল : একটি বৃহৎ প্রস্তরখণ্ড উঠিয়ে তাঁর মাথার উপর ছেড়ে দাও। আছিয়া নিজের এই পরিণতি দেখে আকাশের দিকে মুখ তুলে আল্লাহর কাছে ফরিয়াদ করলেন। আল্লাহ তা'আলা পাথর তাঁর মাথায় পড়ার আগেই তাঁর প্রাণ কবজ করে নিলেন। এরপর তাঁর মৃতদেহের উপর পাথর পতিত হলো।

ফেরাউনী জাদুকরদের মধ্যে বৈপ্লবিক পরিবর্তন : وَذٰلِكَ جَزَاۤؤُا مَنْ تَزَكّٰى إِنَّهٗ مَنْ يَّأْتِ رَبَّهٗ مُجْرِمًا থেকে এসব বাক্য ও প্রকৃত সত্য যা খাঁটি ইসলামি বিশ্বাস ও পরজগতের সাথে সম্পর্কযুক্ত। এগুলো ঐ জাদুকরদের মুখ দিয়ে ব্যক্ত হচ্ছে, যারা এইমাত্র মুসলমান হয়েছে এবং তাঁরা ইসলামি বিশ্বাস কিংবা ধর্মের কোনো শিক্ষাও পায়নি। এসব হযরত মূসা (আ.)-এর সংসর্গের বরকত এবং তাদের আন্তরিকতার প্রভাবেই আল্লাহ তা'আলা তাদের সামনে ধর্মের নিগূঢ় তত্ত্বের দ্বার মুহূর্তের মধ্যেই উন্মোচিত করে দেন। ফলে তারা প্রাণনাশের নিশ্চিত সম্ভাবনার প্রতিও ভ্রুক্ষেপ করেননি এবং কঠোরতম শাস্তি ও বিপদের ভয়ও তাদেরকে টলাতে পারেনি। তাঁরা যেন বিশ্বাস স্থাপনের সাথে সাথে বেলায়েতের ঐ স্তরে উন্নিত হয়ে গেছে, যে স্তরে উন্নীত হওয়া অন্যদের পক্ষে আজীবন চেষ্টা ও সাধনার পরও কঠিন হয়ে থাকে। فَتَبَارَكَ اللّٰهُ أَحْسَنَ الْخَالِقِيْنَ হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা.) ও উবায়েদ ইবনে উমায়ের বলেন, আল্লাহর কুদরতের লীলা দেখ, তারা দিনের প্রারম্ভে কাফের জাদুকর ছিল এবং দিবাশেষে আল্লাহর ওলী ও শহীদ হয়ে গেল।-(ইবনে কাছীর)।

শব্দ বিশ্লেষণ :

أَلْقُوْا : সীগাহ جمع مذكر حاضر বহছ امر حاضر معروف বাব إِفْعَالٌ মাসদার إِلْقَاءٌ মূলবর্ণ (ل - ق - ى) জিনস ناقص يائى অর্থ- তোমরাই প্রথমে নিক্ষেপ কর।

فَأَوْجَسَ : সীগাহ واحد مذكر غائب বহছ ماضى معروف বাব إِفْعَالٌ মাসদার إِيْجَاسٌ মূলবর্ণ (و - ج - س) জিনস مثال واوى অর্থ- সঞ্চার হলো, সে অনুভব করল।

تَلْقَفْ : সীগাহ واحد مؤنث غائب বহছ مضارع معروف বাব سَمِعَ মাসদার لَقْفٌ মূলবর্ণ (ل - ق - ف) জিনস صحيح অর্থ- এটা গ্রাস করে ফেলবে, সে গিলে ফেলবে।

لَأُقَطِّعَنَّ : সীগাহ واحد متكلم বহছ فعل مستقبل معروف لام تاكيد بانون تاكيد ثقيلة در বাব تَفْعِيْل মাসদার تَقْطِيْعٌ মূলবর্ণ (ق - ط - ع) জিনস صحيح অর্থ- আমি অবশ্যই কেটে দেব। টুকরা টুকরা করা।

لَأُصَلِّبَنَّكُمْ : সীগাহ واحد متكلم বহছ فعل مستقبل معروف بانون تاكيد ثقيلة در বাব تَفْعِيْل মাসদার تَصْلِيْبٌ মূলবর্ণ (ص - ل - ب) জিনস صحيح অর্থ- আমি অবশ্যই তোমাদের সকলকে শূলে চড়াব।

جُذُوْعٌ : শব্দটি جَذْعٌ এর বহুবচন ঢাল, শাখা, কাণ্ড। جُذُوْعُ النَّخْلِ অর্থ- খর্জুর বৃক্ষের কাণ্ড। খেজুর শাখা।

لَنْ نُّؤْثِرَكَ : সীগাহ جمع متكلم বহছ نفى تاكيد بلن درفعل مستقبل معروف বাব إِفْعَالٌ মাসদার إِيْثَارٌ মূলবর্ণ (أ - ث - ر) জিনস مهموز فاء অর্থ-আমরা কখনো তোমাকে প্রাধান্য দেব না।

قَاضٍ : সীগাহ واحد مذكر বহছ اسم فاعل বাব ضَرَبَ মাসদার قَضَاءٌ মূলবর্ণ (ق - ض - ى) জিনস ناقص يائى অর্থ- মীমাংসা/ফায়সালাকারী।

تَزَكّٰى : সীগাহ واحد مذكر غائب বহছ ماضى معروف বাব تَفَعُّلٌ মাসদার تَزَكِّىْ মূলবর্ণ (ز - ك - و) জিনস ناقص واوى অর্থ- যে পবিত্র থাকে।

বাক্য বিশ্লেষণ :

قُلْنَا لَا تَخَفْ إِنَّكَ أَنْتَ الْأَعْلٰى : এখানে قُلْنَا ফে'ল ও ফায়েল মিলে قَوْلٌ আর বাদবাকি বাক্য হলো مقول : আর لَا হরফে تَخَفْ হলো ফে'ল আর উহ্য যমীর أَنْتَ হলো তার ফায়েল আর إِنَّكَ أَنْتَ الْأَعْلٰى হলো إن جملة مستانفة মুশাব্বাহ বিল ফে'ল এবং كَ হলো اسم এবং أَنْتَ হলো تاكيد অথবা ضمير فصل অথবা মুবতাদা আর الْأَعْلٰى হয়তো خبر ان অথবা أَنْتَ-এর খবর তাহলে দ্বিতীয় অবস্থায় أَنْتَ الْأَعْلٰى পূর্ণ বাক্য হলো خبر ان।

-[ই'রাবুল কুরআন ৪র্থ খণ্ড, পৃ. ৬৯৭]

https://e-ilm.weebly.com/

৭৭. আর আমি মূসার প্রতি ওহী পাঠালাম যে, আমার বান্দাগণকে নিয়ে রাতারাতি সরে পড়, অতঃপর তাদের জন্য সমুদ্রে শুষ্ক পথ করে দাও, তোমাদের মনে কারো পশ্চাদনুসরণের আশঙ্কাও থাকবে না এবং অন্য কোনো প্রকারের ভয়ও থাকবে না।	وَلَقَدْ اَوْحَيْنَآ اِلٰى مُوْسٰىٓ ۙ اَنْ اَسْرِ بِعِبَادِيْ فَاضْرِبْ لَهُمْ طَرِيْقًا فِى الْبَحْرِ يَبَسًا ۙ لَّا تَخٰفُ دَرَكًا وَّلَا تَخْشٰى ﴿٧٧﴾
৭৮. অনন্তর ফেরাউন স্বীয় সেনাদলসহ তাদের পশ্চাদ্ধাবন করল, তখন সমুদ্র যেমন মিলিত হবার ছিল তেমনি তাদেরকে নিয়ে মিলিত হয়ে গেল;	فَاَتْبَعَهُمْ فِرْعَوْنُ بِجُنُوْدِهٖ فَغَشِيَهُمْ مِّنَ الْيَمِّ مَا غَشِيَهُمْ ﴿٧٨﴾
৭৯. আর ফেরাউন স্বীয় সম্প্রদায়কে কুপথে এনেছিল এবং তাদেরকে সুপথ দেখায়নি।	وَاَضَلَّ فِرْعَوْنُ قَوْمَهٗ وَمَا هَدٰى ﴿٧٩﴾
৮০. হে বনী ইসরাঈল! আমি তোমাদেরকে তোমাদের শত্রু হতে উদ্ধার করেছি এবং তোমাদের সাথে তূর পর্বতের ডান পার্শ্বে গমনের ওয়াদা করেছি, আর আমি তোমাদের প্রতি মান্না ও সালওয়া নাজিল করেছি।	يٰبَنِىٓ اِسْرَآءِيْلَ قَدْ اَنْجَيْنٰكُمْ مِّنْ عَدُوِّكُمْ وَوٰعَدْنٰكُمْ جَانِبَ الطُّوْرِ الْاَيْمَنَ وَنَزَّلْنَا عَلَيْكُمُ الْمَنَّ وَالسَّلْوٰى ﴿٨٠﴾
৮১. আমি তোমাদেরকে যে উৎকৃষ্ট বস্তু দিয়েছি তা খাও এবং তাতে সীমালঙ্ঘন করো না, অন্যথায় তোমাদের উপর আমার গজব নিপতিত হবে, আর যার উপর আমার গজব নিপতিত হয়, সে সম্পূর্ণ ধ্বংস হয়ে যায়।	كُلُوْا مِنْ طَيِّبٰتِ مَا رَزَقْنٰكُمْ وَلَا تَطْغَوْا فِيْهِ فَيَحِلَّ عَلَيْكُمْ غَضَبِىْ ۚ وَمَنْ يَّحْلِلْ عَلَيْهِ غَضَبِىْ فَقَدْ هَوٰى ﴿٨١﴾

শাব্দিক অনুবাদ :

৭৭. وَلَقَدْ اَوْحَيْنَا আর আমি ওহী পাঠালাম اِلٰى مُوْسٰى মূসার প্রতি اَنْ اَسْرِ بِعِبَادِيْ আমার বান্দাগণকে নিয়ে রাতারাতি সরে পড় فَاضْرِبْ لَهُمْ طَرِيْقًا অতঃপর তাদের জন্য পথ করে দাও فِى الْبَحْرِ সমুদ্রে يَبَسًا শুষ্ক لَا تَخٰفُ دَرَكًا তোমাদের মনে কারো পশ্চাদনুসরণের আশঙ্কাও থাকবে না وَلَا تَخْشٰى এবং অন্য কোনো প্রকারের ভয়ও থাকবে না।

৭৮. فَاَتْبَعَهُمْ فِرْعَوْنُ অনন্তর ফেরাউন তাদের পশ্চাদ্ধাবন করল بِجُنُوْدِهٖ স্বীয় সেনাদলসহ فَغَشِيَهُمْ مِّنَ الْيَمِّ তখন সমুদ্র তেমনি তাদেরকে নিয়ে মিলিত হয়ে গেল مَا غَشِيَهُمْ যেমন মিলিত হবার ছিল।

৭৯. وَاَضَلَّ فِرْعَوْنُ আর ফেরাউন কুপথে এনেছিল قَوْمَهٗ স্বীয় সম্প্রদায়কে وَمَا هَدٰى এবং তাদেরকে সুপথ দেখায়নি।

৮০. يٰبَنِىٓ اِسْرَآءِيْلَ হে বনী ইসরাঈল قَدْ اَنْجَيْنٰكُمْ আমি তোমাদেরকে উদ্ধার করেছি مِّنْ عَدُوِّكُمْ তোমাদের শত্রু হতে وَوٰعَدْنٰكُمْ এবং তোমাদের সাথে ওয়াদা করেছি جَانِبَ الطُّوْرِ الْاَيْمَنَ তূর পর্বতের ডান পার্শ্বে গমনের وَنَزَّلْنَا عَلَيْكُمُ আর আমি তোমাদের প্রতি নাজিল করেছি الْمَنَّ وَالسَّلْوٰى মান্না ও সালওয়া।

৮১. كُلُوْا مِنْ طَيِّبٰتِ مَا رَزَقْنٰكُمْ আমি তোমাদেরকে যে উৎকৃষ্ট বস্তু দিয়েছি তা খাও وَلَا تَطْغَوْا فِيْهِ এবং তাতে সীমালঙ্ঘন করো না فَيَحِلَّ عَلَيْكُمْ غَضَبِىْ অন্যথায় তোমাদের উপর আমার গজব নিপতিত হবে وَمَنْ يَّحْلِلْ عَلَيْهِ غَضَبِىْ আর যার উপর আমার গজব নিপতিত হয় فَقَدْ هَوٰى সে সম্পূর্ণ ধ্বংস হয়ে যায়।

https://e-ilm.weebly.com/

৮২. আর আমি তাদের জন্য পরম ক্ষমাশীল- যারা তওবা করে ও ঈমান আনে এবং নেক কাজ করে, তৎপর সুপথে স্থায়ী থাকে।	وَإِنِّي لَغَفَّارٌ لِّمَن تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا ثُمَّ اهْتَدَىٰ ﴿٨٢﴾
৮৩. আর হে মূসা! আপনি নিজ কওমের পূর্বে তাড়াহুড়া কেন চলে আসলেন?	وَمَا أَعْجَلَكَ عَن قَوْمِكَ يَا مُوسَىٰ ﴿٨٣﴾
৮৪. তিনি বললেন, এই তো তারা আমার পশ্চাতেই আসছে, আর আমি আপনার সমীপে এজন্য তাড়াহুড়া করে চলে এসেছি, যেন আপনি সন্তুষ্ট হন।	قَالَ هُمْ أُولَاءِ عَلَىٰ أَثَرِي وَعَجِلْتُ إِلَيْكَ رَبِّ لِتَرْضَىٰ ﴿٨٤﴾
৮৫. আল্লাহ্ বললেন, আপনার পর আমি আপনার কওমকে এক বিভ্রাটে ফেলেছি, সামেরী তাদেরকে বিভ্রান্ত করেছে।	قَالَ فَإِنَّا قَدْ فَتَنَّا قَوْمَكَ مِن بَعْدِكَ وَأَضَلَّهُمُ السَّامِرِيُّ ﴿٨٥﴾
৮৬. অতঃপর মূসা ক্রোধ ও ক্ষোভে অধীর হয়ে নিজ কওমের নিকট ফিরে এলেন, [এবং] বললেন, হে আমার কওম! তোমাদের প্রতিপালক কি তোমাদের সাথে এক উত্তম ওয়াদা করেননি? তোমাদের উপর কি দীর্ঘ সময় অতীত হয়ে গেছে? নাকি তোমাদের এটাই অভিপ্রায় ছিল যে, তোমাদের উপর তোমাদের প্রতিপালকের গজব নিপতিত হোক আর সে জন্যই কি তোমরা আমার সাথে যে ওয়াদা করেছিলে তা ভঙ্গ করেছ?	فَرَجَعَ مُوسَىٰ إِلَىٰ قَوْمِهِ غَضْبَانَ أَسِفًا ۚ قَالَ يَا قَوْمِ أَلَمْ يَعِدْكُمْ رَبُّكُمْ وَعْدًا حَسَنًا ۚ أَفَطَالَ عَلَيْكُمُ الْعَهْدُ أَمْ أَرَدتُّمْ أَن يَحِلَّ عَلَيْكُمْ غَضَبٌ مِّن رَّبِّكُمْ فَأَخْلَفْتُم مَّوْعِدِي ﴿٨٦﴾

শাব্দিক অনুবাদ :

৮২. وَإِنِّي لَغَفَّارٌ আর আমি তাদের জন্য পরম ক্ষমাশীল لِمَنْ تَابَ যারা তওবা করে وَآمَنَ, ও ঈমান আনে عَمِلَ صَالِحًا, এবং নেক কাজ করে ثُمَّ اهْتَدَىٰ তৎপর সুপথে স্থায়ী থাকে।

৮৩. وَمَا أَعْجَلَكَ, আর আপনি তাড়াহুড়া করে কেন চলে আসলেন عَنْ قَوْمِكَ নিজ কওমের পূর্বে يَا مُوسَىٰ হে মূসা।

৮৪. قَالَ তিনি বললেন هُمْ أُولَاءِ عَلَىٰ أَثَرِي এই তো তারা আমার পশ্চাতেই আসছে وَعَجِلْتُ إِلَيْكَ رَبِّ, আর আমি আপনার সমীপে এজন্য তাড়াহুড়া করে বলে এসেছি لِتَرْضَىٰ যেন আপনি সন্তুষ্ট হন।

৮৫. قَالَ আল্লাহ বললেন فَإِنَّا قَدْ فَتَنَّا قَوْمَكَ আমি আপনার কওমকে এক বিভ্রাটে ফেলেছি مِنْ بَعْدِكَ আপনার পর وَأَضَلَّهُمُ السَّامِرِيُّ, সামেরী তাদেরকে বিভ্রান্ত করেছে।

৮৬. فَرَجَعَ مُوسَىٰ অতঃপর মূসা ফিরে আসলেন إِلَىٰ قَوْمِهِ নিজ কওমের নিকট غَضْبَانَ أَسِفًا ক্রোধ ও ক্ষোভে অধীর হয়ে قَالَ বললেন يَا قَوْمِ হে আমার কওম أَلَمْ يَعِدْكُمْ رَبُّكُمْ তোমাদের প্রতিপালক কি তোমাদের সাথে করেননি وَعْدًا, حَسَنًا এক উত্তম ওয়াদা أَفَطَالَ عَلَيْكُمُ الْعَهْدُ তোমাদের উপর কি দীর্ঘ সময় অতীত হয়ে গেছে أَمْ أَرَدْتُمْ নাকি তোমাদের এটাই অভিপ্রায় ছিল যে أَنْ يَحِلَّ عَلَيْكُمْ غَضَبٌ مِنْ رَبِّكُمْ তোমাদের উপর তোমাদের প্রতিপালকের গজব নিপতিত হোক فَأَخْلَفْتُمْ مَوْعِدِي আর সে জন্যই কি তোমরা আমার সাথে যে ওয়াদা করেছিলে তা ভঙ্গ করেছ।

https://e-ilm.weebly.com/

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

وَلَقَدْ اَوْحَيْنَآ اِلٰى مُوْسٰى : যখন সত্য ও মিথ্যা, মু'জিযা ও জাদুর চূড়ান্ত লড়াই ফেরাউন ও ফেরাউন-বংশীয়দের কোমর ভেঙে দিল এবং হযরত মূসা ও হারুন (আ.)-এর নেতৃত্বে বনী-ইসরাঈল ঐক্যবদ্ধ হয়ে গেল, তখন তাদেরকে সেখান থেকে হিজরত করার আদেশ দান করা হলো। কিন্তু ফেরাউনের পশ্চাদ্ধাবন এবং সামনে পথিমধ্যে সমুদ্র অন্তরায় হওয়ার আশঙ্কা বিদ্যমান ছিল। তাই হযরত মূসা (আ.)-কে এই দু'টি বিষয় সম্পর্কে নিশ্চিন্ত করার উদ্দেশ্য বলা হলো যে, সমুদ্রে লাঠি মারলেই মাঝখান দিয়ে শুষ্ক পথ হয়ে যাবে এবং পশ্চাদ্দিক থেকে ফেরাউনের পশ্চাদ্ধাবনের আশঙ্কা থাকবে না। এর বিস্তারিত ঘটনা এ সূরাতেই 'হাদীসুল ফুতূন'-এ উল্লেখ করা হয়েছে।

হযরত মূসা (আ.) সমুদ্রে লাঠি মারতেই তাতে বারটি সড়ক নির্মিত হয়ে গেল। প্রত্যেক সড়কের উভয় পার্শ্বে পানির স্তূপ জমাট বরফের ন্যায় পাহাড়সম দণ্ডায়মান হয়ে গেল এবং মাঝখান দিয়ে শুষ্ক পথ দৃষ্টিগোচর হলো। সূরা শু'আরায় বলা হয়েছে : فَكَانَ كُلُّ فِرْقٍ كَالطَّوْدِ الْعَظِيْمِ বারটি সড়কের মধ্যবর্তী পানির প্রাচীরকে আল্লাহ তা'আলা এমন করে দিলেন যে, এক সড়ক অতিক্রমকারীরা অন্য সড়ক অতিক্রমকারীদেরকে দেখত এবং কথাবার্তা বলত। অন্যান্য গোত্রের কি অবস্থা হয়েছে, প্রত্যেকের থেকে এই দুশ্চিন্তা দূর করার উদ্দেশ্য এরূপ করা হয়েছিল।-(কুরতুবী)

মিসর থেকে বের হওয়ার সময় বনী-ইসরাঈলের কিছু অবস্থা : তাদের সংখ্যা ও ফেরাউনী সৈন্যবাহিনীর সংখ্যা : তাফসীরে রূহুল মা'আনীতে বর্ণিত হয়েছে যে, হযরত মূসা (আ.) রাত্রির সূচনাভাগ বনী-ইসরাঈলকে নিয়ে মিসর থেকে ভূমধ্যসাগরের দিকে রওয়ানা হয়ে যান। বনী-ইসরাঈল ইতঃপূর্বে শহরবাসীদের মধ্যে প্রচার করে দিয়েছিল যে, তারা ঈদ উৎসব পালন করার জন্য বাইরে যাবে। এই বাহানায় তারা ঈদের পরে ফেরত দেওয়ার প্রতিশ্রুতি দিয়ে কিবতীদের কাছ থেকে কিছু অলংকারপত্র ধার করে নেয়। বনী-ইসরাঈলের সংখ্যা তখন ছয় লাখ তিন হাজার এবং অন্য রেওয়ায়েত অনুসারে ছয় লাখ সত্তর হাজার ছিল। এগুলো ইসরাঈলী রেওয়ায়েত বিধায় অতিরঞ্জিত হতে পারে। তবে কুরআন পাক ও হাদীস থেকে এতটুকু প্রমাণিত আছে যে, তাদের বারোটি গোত্র ছিল এবং প্রত্যেক গোত্রের জনসংখ্যা ছিল বিপুল। এটাও আল্লাহর কুদরতের একটি বহিঃপ্রকাশ ছিল যে, হযরত ইউসুফ (আ.)- এর আমলে বনী ইসরাঈল যখন মিসরে আগমন করে তখন তারা বারো ভাই ছিল। এখন বারো ভাইয়ের বারো গোত্রের এত বিপুল সংখ্যক লোক মিসর থেকে বের হলো যে, তাদের সংখ্যা ছয় লাখেরও অধিক বর্ণনা করা হয়। ফেরাউন তাদের মিসর ত্যাগের সংবাদ অবগত হয়ে সৈন্যবাহিনীকে একত্রিত করল। তাদের মধ্যে সত্তর হাজার কৃষ্ণ বর্ণের ঘোড়া ছিল এবং অগ্রবর্তী বাহিনীতে সাত লাখ সওয়ার ছিল। পশ্চাদ্দিক থেকে সৈন্যদের এই সয়লাব এবং সামনে ভূমধ্যসাগর দেখে বনী-ইসরাঈল ঘাবড়ে গেল এবং মূসা (আ.)-কে বলল, اِنَّا لَمُدْرَكُوْنَ - অর্থাৎ আমরা তো ধরা পড়ে গেলাম। তখন হযরত মূসা (আ.) তাদেরকে সান্ত্বনা দিয়ে বললেন اِنَّ مَعِىَ رَبِّىْ سَيَهْدِيْنِ আমার সাথে আমার পালনকর্তা আছেন। তিনি আমাকে পথ দেখাবেন। এরপর তিনি আল্লাহর নির্দেশে সমুদ্রে লাঠি মারলেন এবং তাতে আল্লাহর কুদরতে বারোটি রাস্তা তৈরি হয়ে গেল। তখন বারোটি গোত্র এসব সড়ক দিয়ে সমুদ্র পার হয়ে গেল। ফেরাউন ও তার সৈন্যবাহিনী সেখানে পৌছে এই বিস্ময়কর দৃশ্য দেখে হতভম্ব হয়ে গেল যে, সমুদ্রের বুকে এই রাস্তা কিভাবে তৈরি হয়ে গেল। কিন্তু ফেরাউন সগর্বে সৈন্যদেরকে বলল, এগুলো সব আমার প্রতাপের লীলা। এর কারণে সমুদ্রের প্রবাহ স্তব্ধ হয়ে রাস্তা তৈরি হয়ে গেছে। একথা বলে তৎক্ষণাৎ সে সামনে অগ্রসর হয়ে নিজের ঘোড়া সমুদ্রের পথে চালিয়ে দিল এবং গোটা সৈন্যবাহিনীকে পশ্চাতে আসার আদেশ দিল। যখন ফেরাউন তার সৈন্যবাহিনীসহ সামুদ্রিক পথের মধ্যখানে এসে গেল একটি লোকও তীরে রইল না, তখন আল্লাহ তা'আলা সমুদ্রকে প্রবাহিত হওয়ার আদেশ দিলেন এবং সমুদ্রের সকল অংশ পরস্পর মিলিত হয়ে গেল। فَغَشِيَهُمْ مِّنَ الْيَمِّ مَا غَشِيَهُمْ বাক্যের সারমর্ম তাই। -[রূহুল মা'আনী]

وَوٰعَدْنٰكُمْ جَانِبَ الطُّوْرِ الْاَيْمَنَ : ফেরাউনের কবল থেকে মুক্তি পাওয়া এবং সমুদ্র পার হওয়ার পর আল্লাহ তা'আলা হযরত মূসা (আ.) কে এবং তার মধ্যস্থতায় বনী ইসরাঈলকে প্রতিশ্রুতি দিলেন যে, তারা তূর পর্বতের দক্ষিণ পার্শ্বে চলে আসুক, যাতে হযরত মূসা (আ.)-কে তাওরাত প্রদান করা যায় এবং বনী-ইসরাঈল স্বয়ং তার বাক্যালাপের গৌরব প্রত্যক্ষ করে।

https://e-ilm.weebly.com/

وَنَزَّلْنَا عَلَيْكُمُ الْمَنَّ وَالسَّلْوٰى-এটা তখনকার ঘটনা, যখন বনী ইসরাঈল সমুদ্র পার হওয়ার পর সামনে অগ্রসর হয় এবং তাদেরকে একটি পবিত্র শহরে প্রবেশ করার আদেশ দেওয়া হয়। তারা আদেশ অমান্য করে। তখন সাজা হিসেবে তাদেরকে তীহ্ নামক উপত্যকায় আটক করা হয়। তারা চল্লিশ বছর পর্যন্ত এই উপত্যকা থেকে বাইরে যেতে সক্ষম হয়নি। এই শাস্তি সত্ত্বেও হযরত মূসা (আ.)-এর বরকতে তাদের উপর বন্দীদশায়ও নানা রকম নিয়ামত বর্ষিত হতে থাকে। 'মান্না' ও 'সালওয়া' ছিল এইসব নিয়ামতেরই অন্যতম, যা তাদের আহারের জন্যে দেওয়া হতো।

যখন হযরত মূসা (আ.) ও বনী-ইসরাঈল ফেরাউনের পশ্চাদ্ধাবন ও সমুদ্র থেকে উদ্ধার পেয়ে সামনে অগ্রসর হলো, তখন এক প্রতিমাপূজারী সম্প্রদায়ের কাছ দিয়ে তারা গমন করল। এই সম্প্রদায়ের পূজা পাঠ দেখে বনী-ইসরাঈল বলতে লাগল, তারা যেমন উপস্থিত ও ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য বস্তুকে আল্লাহ বানিয়ে নিয়েছে, আমাদের জন্যও এমনি ধরনের কোনো আল্লাহ বানিয়ে দাও। হযরত মূসা (আ.) তাদের বোকামিসুলভ দাবির জওয়াবে বললেন : তোমরা তো নেহায়েতই মূর্খ। এই প্রতিমাপূজারী সম্প্রদায় ধ্বংস হয়ে যাবে। তাদের কর্মপন্থা সম্পূর্ণ বাতিল। إِنَّكُمْ قَوْمٌ تَجْهَلُونَ إِنَّ هٰؤُلَاءِ مُتَبَّرٌ مَّا هُمْ فِيهِ وَبَاطِلٌ مَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ তখন আল্লাহ তা'আলা হযরত মূসা (আ.)-কে ওয়াদা দিলেন যে, তুমি বনী-ইসরাঈলকে সাথে নিয়ে তূর পর্বতে চলে এসো। আমি তোমাকে তাওরাত দান করব। এটা তোমার ও তোমার সম্প্রদায়ের জন্য কর্মপন্থা নির্দেশ করবে। কিন্তু তাওরাত লাভ করার পূর্বে তোমাকে ত্রিশ দিন ও ত্রিশ রাত অবিরাম রোজা রাখতে হবে। এরপর দশ দিন আরও বৃদ্ধি করে এই মেয়াদ চল্লিশ দিন করে দেওয়া হলো। হযরত মূসা (আ.) বনী-ইসরাঈলসহ তূর পর্বতের দিকে রওয়ানা হয়ে গেলেন। আল্লাহ তা'আলার এই ওয়াদা দৃষ্টে হযরত মূসা (আ.)- এর আগ্রহ ও ঔৎসুক্যের সীমা রইল না। তিনি তার সম্প্রদায়কে পশ্চাতে আসার আদেশ দিয়ে নিজে সাগ্রহে আগে চলে গেলেন এবং বলে গেলেন যে, আমি অগ্রে পৌঁছে ত্রিশ দিবা-রাত্রির রোজা রাখব। আমার অনুপস্থিতিতে তোমরা হারূন (আ.)-এর আদেশ মেনে চলবে। বনী-ইসরাঈল হযরত হারূন (আ.)-এর সাথে পেছনে চলতে লাগল এবং হযরত মূসা (আ.) দ্রুতগতিতে সম্মুখে অগ্রসর হয়ে গেলেন। তার ধারণা ছিল যে, তারাও অনতিবিলম্বে তূর পর্বতের নিকটবর্তী হয়ে যাবে। কিন্তু তারা পথিমধ্যে গো-বৎস পূজার সম্মুখীন হয়ে গেল। বনী ইসরাঈল তিন দলে বিভক্ত হয়ে গেল এবং হযরত মূসা (আ.)-এর পশ্চাতে গমনের প্রক্রিয়া বানচাল হয়ে গেল।

হযরত মূসা (আ.) তূর পর্বতে উপস্থিত হলে আল্লাহ তা'আলা বললেন : وَمَا أَعْجَلَكَ عَنْ قَوْمِكَ يٰمُوسٰى হে মূসা! তুমি স্বীয় সম্প্রদায়কে পেছনে রেখে দ্রুত কেন চলে এলে।

ত্বরা করা সম্পর্কে হযরত মূসা (আ.)-কে প্রশ্ন ও তার রহস্য : হযরত মূসা (আ.) তার সম্প্রদায়ের অবস্থা সম্পর্কে অবগত না হওয়ার কারণে আশা করেছিলেন যে, তারাও বোধ হয় তূর পর্বতের নিকট পৌঁছে গেছে। তার এই ভ্রান্তি দূর করা এবং বনী ইসরাঈল যে গো-বৎস পূজায় লিপ্ত হয়েছে, এই খবর দেওয়াই ছিল উপরিউক্ত প্রশ্নের বাহ্যত উদ্দেশ্য। [তাফসীরে ইবনে কাছীর] রূহুল-মা'আনীতে কাশ্শাফের বরাত দিয়ে বলা হয়েছে : এই প্রশ্নের কারণ ছিল হযরত মূসা (আ.)-কে তাঁর সম্প্রদায়ের শিক্ষাদীক্ষা সম্পর্কে একটি বিশেষ নির্দেশ দেওয়া এবং এই ত্বরা করার জন্য হুশিয়ার করা যে, নবুয়তের পদের তাকিদ অনুযায়ী কওমের সাথে থাকা, তাদেরকে দৃষ্টির সম্মুখে রাখা এবং সঙ্গে আনা উচিত ছিল। তাঁর ত্বরা করার ফলশ্রুতিতে সামেরী তাদেরকে পথভ্রষ্ট করে দিয়েছে। এতে স্বয়ং ত্বরা করার কাজেরও নিন্দা করা হয়েছে যে, পয়গম্বরগণের মধ্যে এই ত্রুটি না থাকা বাঞ্ছনীয়। "ইনতিসাফ" গ্রন্থের বরাত দিয়ে আরো বলা হয় হয়েছে যে, এতে হযরত মূসা (আ.)-কে কওমের সাথে সফর করার পদ্ধতি শিক্ষা দেওয়া হয় যে, যে ব্যক্তি কওমের নেতা, তার পশ্চাতে থাকা উচিত। যেমন লূত (আ.)-এর ঘটনায় আল্লাহ তা'আলা তাকে নির্দেশ দেন যে, মুমিনদেরকে সাথে নিয়ে শহর থেকে বের হয়ে পড় এবং তাদেরকে অগ্রে রেখে তুমি সবার পশ্চাতে থাক। وَاتَّبِعْ أَدْبَارَهُمْ

আল্লাহ তা'আলার উল্লিখিত প্রশ্নের জওয়াবে হযরত মূসা (আ.) নিজ ধারণা অনুযায়ী আরজ করলেন, আমার সম্প্রদায়ও পেছনে পেছনে প্রায় এসেই গেছে। তবে আমি একটু ত্বরা করে এসে গেছি; কারণ নির্দেশ পালনে অগ্রে অগ্রে থাকা নির্দেশদাতার অধিক সন্তুষ্টির কারণ হয়ে থাকে। তখন আল্লাহ তা'আলা তাঁকে বনী-ইসরাঈলের মধ্যে সংঘটিত গো-বৎস পূজার সংবাদ দেন এবং বলে দেন যে, সামেরী পথভ্রষ্ট করার কারণে তারা ফেতনায় পতিত হয়েছে।

https://e-ilm.weebly.com/

সামেরী কে ছিল? কেউ কেউ বলেন, সামেরী ফেরাউন বংশীয় কিবতী ছিল। সে হযরত মূসা (আ.)-এর প্রতিবেশী এবং তার প্রতি বিশ্বাসী ছিল। হযরত মূসা (আ.) যখন বনী ইসরাঈলকে সঙ্গে নিয়ে মিসর ত্যাগ করেন, তখন সে-ও সাথে রওয়ানা হয়। কারো মতে সে বনী ইসরাঈলেরই সামেরা গোত্রের সরদার ছিল। সিরিয়ার এই সামেরা গোত্র সুবিদিত। হযরত সাঈদ ইবনে জুবায়ের (রা.) বলেন, সে পারস্য বংশোদ্ভূত লোক কিরমানের অধিবাসী ছিল। হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) বলেন, সে গো-বৎস পূজারী সম্প্রদায়ের লোক ছিল। কোনোরূপে মিসর পৌঁছে সে বনী ইসরাঈলীদের ধর্মে দীক্ষা লাভ করে। কিন্তু তার অন্তরে ছিল কপটতা।-(কুরতুবী)

কুরতুবীর টীকায় বলা হয়েছে : সে ভারতবর্ষের জনৈক হিন্দু ছিল এবং গো-বৎস পূজা করত। সে হযরত মূসা (আ.)-এর প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করার পর পুনরায় কুফর অবলম্বন করে অথবা প্রথম থেকেই কপট মনে ঈমান প্রকাশ করে।

জনশ্রুতি এই : সামেরীর নাম ছিল মূসা ইবনে জাফর। ইবনে জারীর হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) থেকে বর্ণনা করেন যে, মূসা সামেরী যখন জন্মগ্রহণ করে তখন ফেরাউনের পক্ষ থেকে সমস্ত ইসরাঈলী ছেলে -সন্তানের হত্যার আদেশ বিদ্যমান ছিল। ফেরাউনী সিপাহীদের হাতে চোখের সামনে স্বীয় পুত্র হত্যার ভয়ে ভীতা জননী তাকে একটি জঙ্গলের গর্তে রেখে উপর থেকে ঢেকে দেয়। এদিকে আল্লাহ তা'আলা হযরত জিবরাঈল (আ.)-কে শিশুর হেফাজত ও পানাহারের কাজে নিয়োজিত করলেন। তিনি তাঁর এক অঙ্গুলিতে মধু, অন্য অঙ্গুলিতে মাখন এবং অপর অঙ্গুলিতে দুধ এনে শিশুকে চাটিয়ে দিতেন। অবশেষে সে গর্তের মধ্যে থেকেই বড় হয়ে গেল এবং পরিণামে কুফরে লিপ্ত হলো ও বনী ইসরাঈলকে পথভ্রষ্ট করল। জনৈক কবি এই বিষয়বস্তুটিই একটি ছত্রে ফুটিয়ে তুলেছেন :

إِذَا الْمَرْءُ لَمْ يَخْلُقْ سَعِيْدًا تَحَيَّرَتْ * عُقُوْلٌ مُرَبِّيَةٌ وَخَابَ الْمُؤَمَّلُ
فَمُوْسَى الَّذِىْ رَبَّاهُ جِبْرِيْلُ كَافِرٌ * وَمُوْسَى الَّذِىْ رَبَّاهُ فِرْعَوْنُ مُؤْمِنٌ

কোনো ব্যক্তি জন্মগতভাবে ভাগ্যবান না হলে তার লালন-পালনকারীদের বিবেকও হতভম্ব হয়ে যায় এবং তার প্রতি প্রত্যাশা পোষণকারী ব্যক্তিও নিরাশ হয়ে পড়ে। দেখ, যে মূসাকে হযরত জিবরাঈল (আ.) লালন-পালন করেছেন, সে তো কাফের হয়ে গেল এবং যে মূসাকে অভিশপ্ত ফেরাউন লালন-পালন করেছে, সে আল্লাহর রাসূল হয়ে গেল।

أَلَمْ يَعِدْكُمْ رَبُّكُمْ وَعْدًا حَسَنًا : হযরত মূসা (আ.) ক্রুদ্ধ ও ক্ষুব্ধ অবস্থায় ফিরে জাতিকে সম্বোধন করলেন এবং প্রথমে তাদেরকে আল্লাহ তা'আলার ওয়াদা স্মরণ করালেন। এই ওয়াদার জন্য তিনি বনী ইসরাঈলকে নিয়ে তূর পর্বতের দক্ষিণ পার্শ্বে রওয়ানা হয়েছিলেন। সেখানে পৌঁছার পর আল্লাহর পক্ষ থেকে তাওরাত প্রাপ্তির কথা ছিল। বলাবাহুল্য, তাওরাত লাভ করলে বনী ইসরাঈলের ইহলৌকিক ও পারলৌকিক সকল উদ্দেশ্য পূর্ণ হয়ে যেত।

أَفَطَالَ عَلَيْكُمُ الْعَهْدُ : অর্থাৎ আল্লাহ তা'আলার এই ওয়াদার পর তেমন কোনো দীর্ঘ মেয়াদও তো অতিক্রান্ত হয়নি যে, তোমরা তা ভুলে যেতে পার। এমন তো নয় যে, সুদীর্ঘকাল অপেক্ষার পর তোমরা নিরাশ হয়ে ভিন্ন পথ অবলম্বন করেছ।

أَمْ أَرَدْتُّمْ أَنْ يَّحِلَّ عَلَيْكُمْ غَضَبٌ مِّنْ رَّبِّكُمْ : অর্থাৎ, ভুলে যাওয়ার অথবা অপেক্ষা করে ক্লান্ত হয়ে যাওয়ার তো কোনো সম্ভাবনা নেই, এখন এ ছাড়া আর কি বলা যায় যে, তোমরা নিজেরাই স্বেচ্ছায় পালনকর্তার গজব ডেকে আনছ?

শব্দ বিশ্লেষণ :

لَا تَخْشٰى : সীগাহ واحد مذكر حاضر বহছ نفى فعل مضارع معروف বাব سَمِعَ মাসদার خَشْيَةٌ মূলবর্ণ (خ ـ ش ـ ى) জিনস ناقص يائى অর্থ- অন্য কোনো প্রকারের ভয়ও থাকবে না, সে ভয় করবে না।

فَغَشِيَهُمْ : সীগাহ واحد مذكر غائب বহছ ماضى معروف বাব سَمِعَ মাসদার غِشَاوَةٌ মূলবর্ণ (غ ـ ش ـ ى) জিনস ناقص يائى অর্থ- তখন তা তাদেরকে নিয়ে মিলিত হয়ে গেল।

نَزَّلْنَا : সীগাহ جمع متكلم বহছ ماضى معروف বাব تَفْعِيْل মাসদার تَنْزِيْلٌ মূলবর্ণ (ن ـ ز ـ ل) জিনস صحيح অর্থ- আমি নাজিল করেছি।

https://e-ilm.weebly.com/

كُلُوْا : সীগাহ جمع مذكر حاضر বহছ امر حاضر معروف বাব نَصَرَ মাসদার اَكْلٌ মূলবর্ণ (ا - ك - ل) জিনস مهموز فاء অর্থ- তোমরা খাও।

لَا تَطْغَوْا : সীগাহ جمع مذكر حاضر বহছ نهى حاضر معروف বাব نَصَرَ মাসদার طُغْيَانٌ، طَغْوَانٌ মূলবর্ণ (ط - غ - و) জিনস ناقص واوى অর্থ- তোমরা সীমালঙ্ঘন করো না। তোমরা বাড়াবাড়ি করো না।

يَحْلِلْ : সীগাহ واحد مذكر غائب বহছ مضارع معروف বাব ضَرَبَ মাসদার حُلُوْلٌ মূলবর্ণ (ح - ل - ل) জিনস مضاعف ثلاثى অর্থ- নিপতিত হবে, নাজিল হবে।

هَوٰى : সীগাহ واحد مذكر غائب বহছ ماضى معروف বাব ضَرَبَ মাসদার هَوًى মূলবর্ণ (ه - و - ى) জিনস لفيف مقرون অর্থ- সে সম্পূর্ণ ধ্বংস হয়ে যায়। সে ধ্বংস হয়েছে।

فَتَنَّا : সীগাহ جمع متكلم বহছ ماضى معروف বাব ضَرَبَ মাসদার فِتْنَةٌ মূলবর্ণ (ف - ت - ن) জিনস صحيح অর্থ– আমি এক বিভ্রাটে ফেলেছি, আমি পরীক্ষা করেছি, আমি বিপদে ফেলেছি।

اَضَلَّهُمْ : সীগাহ واحد مذكر غائب বহছ ماضى معروف বাব اِفْعَالٌ মাসদার اِضْلَالٌ মূলবর্ণ (ض - ل - ل) জিনস مضاعف ثلاثى অর্থ-সে তাদেরকে বিভ্রান্ত করেছে, সে তাদেরকে গোমরাহ করে দিল।

বাক্য বিশ্লেষণ :

اَفَطَالَ عَلَيْكُمُ الْعَهْدُ اَمْ اَرَدْتُّمْ اَنْ يَّحِلَّ عَلَيْكُمْ غَضَبٌ مِّنْ رَّبِّكُمْ فَاَخْلَفْتُمْ مَّوْعِدِىْ : এখানে همزة টা استفهام -এর জন্য আর فاء হলো হরফে আতফ , طَالَ ফে'ল আর عَلَيْكُمْ টা طَالَ -এর সাথে متعلق হয়েছে اَلْعَهْدُ হলো ফায়েল اَمْ হরফে আতফ اَرَدْتُّمْ ফেল ও ফায়েল اَنْ يَّحِلَّ হলো مصدر بتاويل হয়ে মাফউল عَلَيْكُمْ হলো يَحِلَّ -এর সাথে متعلق আর غَضَبٌ হলো يَحِلَّ এর ফায়েল আর مِنْ رَّبِّكُمْ হলো غَضَبٌ এর সিফত فَاَخْلَفْتُمْ এর فاء আতেফা اَخْلَفْتُمْ টা اَرَدْتُّمْ এর উপর আতফ হয়েছে আর مَوْعِدِىْ হলো اَخْلَفْتُمْ -এর মাফউল।

-[ই'রাবুল কুরআন ৪র্থ খণ্ড, পৃ. ৭১২]

https://e-ilm.weebly.com/

قَالُوْا مَآ اَخْلَفْنَا مَوْعِدَكَ بِمَلْكِنَا وَلٰكِنَّا حُمِّلْنَآ اَوْزَارًا مِّنْ زِيْنَةِ الْقَوْمِ فَقَذَفْنٰهَا فَكَذٰلِكَ اَلْقَى السَّامِرِيُّ ﴿٨٧﴾

৮৭. তারা বলল, আমরা আপনার সাথে কৃত ওয়াদা স্বেচ্ছায় ভঙ্গ করিনি, কিন্তু [কিবতী] সম্প্রদায়ের অলঙ্কারের বোঝা আমাদের উপর চেপে ছিল, অতঃপর আমরা তা [সামেরীর পরামর্শে আগুনে] নিক্ষেপ করলাম, তৎপর এরূপে সামেরী [-ও] নিক্ষেপ করল।

فَاَخْرَجَ لَهُمْ عِجْلًا جَسَدًا لَّهٗ خُوَارٌ فَقَالُوْا هٰذَآ اِلٰهُكُمْ وَاِلٰهُ مُوْسٰى ەۙ فَنَسِيَ ﴿٨٨﴾

৮৮. অনন্তর সে [সামেরী] তাদের জন্য একটি বাছুর [বানিয়ে] প্রকাশ করল, যা একটি দেহ ছিল– যা হাম্বা-হাম্বা শব্দকারী, তখন তারা বলতে লাগল, তোমাদের এবং মূসার মা'বূদ তো এটাই, মূসা তো ভুলে গেছেন।

اَفَلَا يَرَوْنَ اَلَّا يَرْجِعُ اِلَيْهِمْ قَوْلًا ۙ وَّلَا يَمْلِكُ لَهُمْ ضَرًّا وَّلَا نَفْعًا ﴿٨٩﴾ ع

৮৯. তারা কি দেখে না যে, এটা তাদের কোনো কথার উত্তর দেয় না এবং এটা তাদের কোনো ক্ষতি সাধনের বা উপকার পৌঁছানোর ক্ষমতাও রাখে না।

وَلَقَدْ قَالَ لَهُمْ هٰرُوْنُ مِنْ قَبْلُ يٰقَوْمِ اِنَّمَا فُتِنْتُمْ بِهٖ ۚ وَاِنَّ رَبَّكُمُ الرَّحْمٰنُ فَاتَّبِعُوْنِيْ وَاَطِيْعُوْٓا اَمْرِيْ ﴿٩٠﴾

৯০. আর হারূন পূর্বেও তাদেরকে বলেছিল, হে আমার কওম! তোমরা এর [অর্থাৎ এ বাছুরের] কারণে বিভ্রান্তিতে পতিত হয়েছ, আর তোমাদের প্রতিপালক হচ্ছেন দয়াময়। অতএব, তোমরা আমার পথে চল এবং আমার কথা মান।

https://e-ilm.weebly.com/

শাব্দিক অনুবাদ :

৮৭. قَالُوْا তারা বলল مَآ اَخْلَفْنَا আমরা ভঙ্গ করিনি مَوْعِدَكَ আপনার সাথে কৃত ওয়াদা بِمَلْكِنَا স্বেচ্ছায় وَلٰكِنَّا কিন্তু حُمِّلْنَآ اَوْزَارًا আমাদের উপর বোঝা চেপে ছিল مِّنْ زِيْنَةِ الْقَوْمِ (কিবতী) সম্প্রদায়ের অলঙ্কারের فَقَذَفْنٰهَا অতঃপর আমরা তা নিক্ষেপ করলাম فَكَذٰلِكَ اَلْقَى السَّامِرِيُّ তৎপর এরূপে সামেরী (-ও) নিক্ষেপ করল।

৮৮. فَاَخْرَجَ لَهُمْ অনন্তর সে [সামেরী] তাদের জন্য প্রকাশ করল عِجْلًا একটি বাছুর جَسَدًا যা একটি দেহ ছিল لَّهٗ خُوَارٌ যা হাম্বা-হাম্বা শব্দকারী فَقَالُوْا তখন তারা বলতে লাগল هٰذَآ এটাই اِلٰهُكُمْ তোমাদের মা'বূদ وَاِلٰهُ مُوْسٰى এবং মূসার মা'বূদ فَنَسِيَ মূসা তো ভুলে গেছেন।

৮৯. اَفَلَا يَرَوْنَ তারা কি দেখে না যে اَلَّا يَرْجِعُ اِلَيْهِمْ قَوْلًا এটা তাদের কোনো কথার উত্তর দেয় না وَلَا يَمْلِكُ لَهُمْ ضَرًّا এবং এটা তাদের কোনো ক্ষতি সাধনের ক্ষমতাও রাখে না وَلَا نَفْعًا বা উপকার পৌঁছানোর।

৯০. وَلَقَدْ قَالَ لَهُمْ هٰرُوْنُ مِنْ قَبْلُ আর হারূন পূর্বেও তাদেরকে বলেছিল يٰقَوْمِ হে আমার কওম اِنَّمَا فُتِنْتُمْ بِهٖ তোমরা এর কারণে বিভ্রান্তিতে পতিত হয়েছ وَاِنَّ رَبَّكُمُ الرَّحْمٰنُ আর তোমাদের প্রতিপালক হচ্ছেন দয়াময় فَاتَّبِعُوْنِيْ অতএব তোমরা আমার পথে চল وَاَطِيْعُوْٓا اَمْرِيْ এবং আমার কথা মান।

৯১. তারা বলল, মূসা আমাদের নিকট ফিরে না আসা পর্যন্ত আমরা এ অবস্থাতেই থাকব।	قَالُوا لَن نَّبْرَحَ عَلَيْهِ عٰكِفِينَ حَتّٰى يَرْجِعَ اِلَيْنَا مُوسٰى ﴿٩١﴾
৯২. তিনি বললেন, হে হারুন! তোমার কি বাধা ছিল? যখন তুমি দেখলে যে, এরা পথভ্রষ্ট হয়ে গেছে।	قَالَ يٰهٰرُونُ مَا مَنَعَكَ اِذْ رَاَيْتَهُمْ ضَلُّوٓا ﴿٩٢﴾
৯৩. তখন তুমি আমার নিকট আসলে না কেন? তবে কি তুমি আমার কথা অমান্য করেছ?	اَلَّا تَتَّبِعَنِ ۖ اَفَعَصَيْتَ اَمْرِىْ ﴿٩٣﴾
৯৪. হারুন বললেন, হে আমার মাতৃনন্দন! তুমি আমার দাড়ি ধরো না এবং মাথাও স্পর্শ করো না, আমার এ আশঙ্কা হলো, তুমি বলবে যে, তুমি বনী ইসরাঈলদের মধ্যে বিভেদ সৃষ্টি করেছ, আর তুমি আমার কথার মূল্য দাওনি।	قَالَ يَبْنَؤُمَّ لَا تَأْخُذْ بِلِحْيَتِىْ وَلَا بِرَاْسِىْ ۚ اِنِّىْ خَشِيْتُ اَنْ تَقُوْلَ فَرَّقْتَ بَيْنَ بَنِىْٓ اِسْرَآءِيْلَ وَلَمْ تَرْقُبْ قَوْلِىْ ﴿٩٤﴾
৯৫. মূসা বললেন, হে সামেরী! তোমার বক্তব্য কী [এমন করলে কেন]?	قَالَ فَمَا خَطْبُكَ يٰسَامِرِىُّ ﴿٩٥﴾
৯৬. সে বলল, আমি এমন বস্তু দেখেছিলাম যা অন্যরা দেখেনি, অতঃপর আমি সে দূতের [অশ্বের] পদ-চিহ্ন হতে এক মুষ্টি [মাটি] নিয়েছিলাম, পরে আমি সে মুষ্টি [মূর্তির মধ্যে] নিক্ষেপ করেছিলাম এবং আমার মনেও এটা ভালো লাগল।	قَالَ بَصُرْتُ بِمَا لَمْ يَبْصُرُوْا بِهٖ فَقَبَضْتُ قَبْضَةً مِّنْ اَثَرِ الرَّسُوْلِ فَنَبَذْتُهَا وَكَذٰلِكَ سَوَّلَتْ لِىْ نَفْسِىْ ﴿٩٦﴾

শাব্দিক অনুবাদ :

৯১. قَالُوْا তারা বলল لَنْ نَّبْرَحَ عَلَيْهِ عٰكِفِيْنَ আমরা এ অবস্থাতেই থাকব حَتّٰى يَرْجِعَ اِلَيْنَا مُوْسٰى মূসা আমাদের নিকট ফিরে না আসা পর্যন্ত।

৯২. قَالَ তিনি বললেন يٰهٰرُوْنُ হে হারুন مَا مَنَعَكَ তোমার কি বাধা ছিল اِذْ رَاَيْتَهُمْ যখন তুমি দেখলে যে ضَلُّوْٓا এরা পথভ্রষ্ট হয়ে গেছে।

৯৩. اَلَّا تَتَّبِعَنِ তখন তুমি আমার নিকট আসলে না কেন اَفَعَصَيْتَ اَمْرِىْ তবে কি তুমি আমার কথা অমান্য করেছ?

৯৪. قَالَ হারুন বললেন يَبْنَؤُمَّ হে আমার মাতৃনন্দন لَا تَأْخُذْ بِلِحْيَتِىْ তুমি আমার দাড়ি ধরো না وَلَا بِرَاْسِىْ এবং মাথাও স্পর্শ করো না اِنِّىْ خَشِيْتُ আমার এ আশঙ্কা হলো اَنْ تَقُوْلَ তুমি বলবে যে فَرَّقْتَ بَيْنَ بَنِىْٓ اِسْرَآءِيْلَ তুমি বনী ইসরাঈলের মধ্যে বিভেদ সৃষ্টি করেছ وَلَمْ تَرْقُبْ قَوْلِىْ আর তুমি আমার কথার মূল্য দাওনি।

৯৫. قَالَ মূসা বললেন فَمَا خَطْبُكَ তোমার বক্তব্য কি يٰسَامِرِىُّ হে সামেরী

৯৬. قَالَ সে বলল بَصُرْتُ আমি এমন বস্তু দেখেছিলাম بِمَا لَمْ يَبْصُرُوْا بِهٖ যা অন্যরা দেখেনি فَقَبَضْتُ قَبْضَةً অতঃপর আমি এক মুষ্টি (মাটি) নিয়েছিলাম مِّنْ اَثَرِ الرَّسُوْلِ সেই দূতের (অশ্বের) পদ-চিহ্ন হতে فَنَبَذْتُهَا পরে আমি সেই মুষ্টি (মূর্তির মধ্যে) নিক্ষেপ করেছিলাম وَكَذٰلِكَ سَوَّلَتْ لِىْ نَفْسِىْ এবং আমার মনেও এটা ভালো লাগল।

https://e-ilm.weebly.com/

৯৭. তিনি বললেন, দূর হয়ে যা! তোর ইহজীবনে এ শাস্তি যে, তুই এটা বলে বেড়াবি- আমাকে কেউ ছুঁইও না, এবং তোর জন্য আর একটি [শাস্তির] ওয়াদা আছে যা তোর উপর হতে অপসারিত হবার নয়, আর তোর ঐ মা'বূদকে দেখ, যার প্রতি নিবদ্ধ হয়ে বসেছিলি; আমি তাকে পুড়ে ফেলব, তৎপর এটাকে [ঐ ভস্মকে] নদীতে বিক্ষিপ্ত করে ভাসিয়ে দেব।

قَالَ فَاذْهَبْ فَإِنَّ لَكَ فِي الْحَيٰوةِ أَنْ تَقُولَ لَا مِسَاسَ ۖ وَإِنَّ لَكَ مَوْعِدًا لَّنْ تُخْلَفَهُ ۖ وَانْظُرْ إِلَىٰ إِلٰهِكَ الَّذِي ظَلْتَ عَلَيْهِ عَاكِفًا ۖ لَّنُحَرِّقَنَّهُ ثُمَّ لَنَنْسِفَنَّهُ فِي الْيَمِّ نَسْفًا ﴿٩٧﴾

শাব্দিক অনুবাদ :

৯৭. قَالَ তিনি বললেন فَاذْهَبْ দূর হয়ে যা! فَإِنَّ لَكَ فِي الْحَيٰوةِ তোর ইহজীবনে এই শাস্তি যে أَنْ تَقُولَ তুই এটা বলে বেড়াবি لَا مِسَاسَ আমাকে ছুঁইও না। وَإِنَّ لَكَ مَوْعِدًا এবং তোর জন্য আর একটি (শাস্তির) ওয়াদা আছে لَنْ تُخْلَفَهُ যা তোর উপর হতে অপসারিত হবার নয় وَانْظُرْ إِلَىٰ إِلٰهِكَ আর তোর ঐ মা'বূদকে দেখ الَّذِي ظَلْتَ عَلَيْهِ عَاكِفًا যার প্রতি নিবদ্ধ হয়ে বসেছিলি لَنُحَرِّقَنَّهُ আমি এটাকে পুড়ে ফেলব ثُمَّ لَنَنْسِفَنَّهُ فِي الْيَمِّ نَسْفًا তৎপর এটাকে নদীতে বিক্ষিপ্ত করে ভাসিয়ে দেব।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

قَالُوا مَا أَخْلَفْنَا مَوْعِدَكَ بِمَلْكِنَا : مَلْك শব্দটি মীমের যবর এবং মীমের পেশযোগে ব্যবহৃত হয়। উভয়ের অর্থ এখানে স্ব-ইচ্ছা। উদ্দেশ্য এই যে, আমরা গো-বৎস পূজায় স্বেচ্ছায় লিপ্ত হইনি; বরং সামেরীর কাজ দেখে বাধ্য হয়েছি। বলা বাহুল্য, তাদের এই দাবি সর্বৈব মিথ্যা ও ভিত্তিহীন। সামেরী অথবা তার কর্ম তাদেরকে বাধ্য করেনি। বরং তারা নিজেরাই চিন্তা -ভাবনার অভাবে তাতে লিপ্ত হয়েছে। অতঃপর তারা সামেরীর কর্মের ঘটনা বর্ণনা করেছে :

وَلٰكِنَّا حُمِّلْنَا أَوْزَارًا مِّنْ زِينَةِ الْقَوْمِ : أَوْزَار শব্দটি وِزْر এর বহুবচন, অর্থ বোঝা। মানুষের পাপও কেয়ামতের দিন বোঝার আকারে পিঠে সওয়ার হবে, তাই পাপকে وِزْر এবং পাপরাশিকে أَوْزَار বলা হয়। زِينَة শব্দের অর্থ এখানে অলংকার এবং কওম বলে ফেরাউনের কওমকে বোঝানো হয়েছে। বনী-ইসরাঈল ঈদের বাহানায় তাদের কাছ থেকে কিছু অলংকার ধার করেছিল এবং সেগুলো তাদের সাথে ছিল। এগুলোকে أَوْزَار তথা পাপের বোঝা বলার কারণ এই যে, ধারের কথা বলে গৃহীত এসব অলংকার ফেরত দেওয়া কর্তব্য ছিল। যেহেতু ফেরত দেওয়া হয়নি, তাই এগুলোকে পাপ বলা হয়েছে। ইতঃপূর্বে উল্লিখিত ঘটনা থেকে জানা যায় যে, হযরত হারুন (আ.) তাদেরকে এগুলো যে পাপ সে সম্পর্কে হুশিয়ার করে সেগুলোকে একটি গর্তে ফেলে দিতে আদেশ দিয়েছিলেন। কোনো কোনো রেওয়ায়েতে আছে সামেরী তার কু-মতলব চরিতার্থ করার জন্যে তাদেরকে বলেছিল এসব অলংকার অপরের ধন। এগুলো রাখা তোমাদের জন্য বিপদস্বরূপ। তার এই কথা শুনে অলংকারগুলো গর্তে নিক্ষেপ করা হয়।

কাফেরদের মাল মুসলমানদের জন্যে কখন হালাল? এখানে প্রশ্ন হয় যে, যেসব কাফের মুসলিম রাষ্ট্রে আইন মান্য করে বসবাস করে এবং যেসব কাফেরের সাথে জান মালের নিরাপত্তা সম্পর্কিত কোনো চুক্তি হয়, তাদের মাল তো মুসলমানদের জন্য হালাল নয়, কিন্তু যেসব কাফের ইসলামি রাষ্ট্রের জিম্মি নয় এবং যাদের সাথে কোনো চুক্তিও হয়নি ফিকহবিদদের পরিভাষায় যাদেরকে 'কাফের হরবী' বলা হয়, তাদের মাল মুসলমানদের জন্য মূলতই হালাল। এমতাবস্থায় হযরত হারুন (আ.) এই মালকে وِزْر তথা পাপ কেন বললেন এবং তাদের কবজা থেকে বের করে গর্তে নিক্ষেপ করার আদেশ কেন দিলেন? এর একটি প্রসিদ্ধ জওয়াব বিশিষ্ট তাফসীরবিদগণ লিখেছেন যে, কাফের হরবীর মাল যদিও মুসলমানদের জন্যে হালাল, কিন্তু তা গনিমতের মালের (যুদ্ধলব্ধ মালের) মতোই বিধান রাখে। ইসলামপূর্ব কালে

https://e-ilm.weebly.com/

https://e-ilm.weebly.com/
গনিমতের মাল সম্পর্কে এই আইন ছিল যে, তা কাফেরদের কবজা থেকে বের করে আনা জায়েজ ছিল, কিন্তু মুসলমানদের জন্য তা ব্যবহার করা ও ভোগ করা জায়েজ নয়। বরং গনিমতের মাল একত্রিত করে কোনো টিলা ইত্যাদির উপর রেখে দেওয়া হতো এবং আসমানি আগুন (বজ্র ইত্যাদি) এসে তা গ্রাস করে ফেলত। এটাই ছিল তাদের জেহাদ কবুল হওয়ার আলামত। পক্ষান্তরে যে গনিমতের মালকে আসমানি আগুন গ্রাস করত না, সেই মাল জিহাদ কবুল না হওয়ার লক্ষণরূপে গণ্য হতো। ফলে এরূপ মালকে অশুভ মনে করে কেউই তার কাছে যেত না। রাসূলে কারীম (রা.)- এর শরিয়তের যেসব বিশেষ সুবিধা ও সুযোগ দেওয়া হয়েছে, তন্মধ্যে গনিমতের মাল মুসলমানদের জন্য হালাল করে দেওয়াও অন্যতম। সহীহ মুসলিমের হাদীসে একথা স্পষ্টভাবে বর্ণিত হয়েছে।

এই নীতি অনুযায়ী কিবতীদের যেসব মাল বনী ইসরাঈলের অধিকারভুক্ত ছিল, সেগুলোকে গনিমতের মাল সাব্যস্ত করা হলেও তাদের জন্যে সেগুলো ভোগ করা বৈধ ছিল না। এ কারণেই এই মালকে أَوْزَارًا - (পাপরাশি) শব্দ দ্বারা ব্যক্ত করা হয়েছে এবং হযরত হারূন (আ.)-এর আদেশে সেগুলো গর্তে নিক্ষিপ্ত হয়েছে।

জরুরি জ্ঞাতব্য : কিন্তু ফিকহের দৃষ্টিভঙ্গিতে ইমাম মুহাম্মদের প্রণীত সিয়ার ও তার টীকা সারখসী গ্রন্থে এ ব্যাপারে যে পুঙ্খানুপুঙ্খ আলোচনা করা হয়েছে, তা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ও অধিক সত্যাশ্রয়ী। তা এই যে, কাফের হরবীর মালও সর্বাবস্থায় গনিমতের মাল হয় না ; বরং যথারীতি জিহাদও যুদ্ধের মাধ্যমে তরবারির জোরে এই মাল অর্জন করা শর্ত। একারণেই সারখসী গ্রন্থে مُغَالَبَةٌ بِالْمُحَارَبَةِ অর্থাৎ যুদ্ধের মাধ্যমে অধিকারভুক্ত করাকে শর্ত সাব্যস্ত করা হয়েছে। কাফের হরবীর যে মাল যুদ্ধের মাধ্যমে অর্জিত হয় না, তা গনিমতের মাল নয়; বরং একে مَالٌ فَيْئٌ অর্থাৎ অনায়াসলব্ধ মাল বলা হয়; যেমন কোনো ইসলামি রাষ্ট্র কাফেরদের উপর কর ধার্য করে দেয় এবং তারা দিতে সম্মত হয়। এরূপ ক্ষেত্রে যদি ও জেহাদ ও যুদ্ধ নেই ; কিন্তু সম্মতিক্রমে প্রদত্ত এই মালও অনায়াসলব্ধ মালের অন্তর্ভুক্ত হয়ে হালাল।

এখানে কিবতীদের কাছ থেকে নেওয়া অলংকারপাতি যুদ্ধলব্ধ মাল নয়। কারণ এখানে জিহাদ ও যুদ্ধ হয় নি এবং অনায়াসলব্ধ মালও নয় ; কারণ এগুলো তাদের কাছ থেকে ধারের কথা বলে গ্রহণ করা হয়েছিল। তারা এগুলো বনী ইসরাঈলের মালিকানায় দিতে সম্মত ছিল না। তাই ইসলামি শরিয়তের আইনেও এই মাল তাদের জন্য হালাল ছিল না।

রাসূলুল্লাহ ﷺ যখন মক্কা থেকে মদিনায় হিজরত করতে মনস্থ করেন, তখন আরবের কাফেরদের অনেক আমানত তাঁর কাছে গচ্ছিত ছিল। কেননা সমগ্র আরব তাঁকে আমানতদাররূপে বিশ্বাস করত এবং তাঁকে 'আমীন' (বিশ্বস্ত) বলে সম্বোধন করত। রাসূলে কারীম ﷺ তাদের আমানত ফেরত দেওয়ার জন্য সযত্ন তৎপরতা প্রদর্শন করেন এবং সবগুলো আমানত হযরত আলী (রা.) -এর হাতে সোপর্দ করে আদেশ দেন যে, প্রত্যেকের আমানত ফেরতদানের কাজ সম্পন্ন করেই তুমি মদিনায় হিজরত করবে। রাসূলুল্লাহ ﷺ এই মালকে গনীমতের মাল হিসেবে হালাল সাব্যস্ত করেন নি। এরূপ করলে তা মুসলমানদের মাল হয়ে যেত এবং ফেরত দানের প্রশ্নই উঠত না। وَاللّٰهُ اَعْلَمُ

فَقَذَفْنَاهَا : অর্থাৎ আমরা এসব অলংকারপাতি নিক্ষেপ করে দিয়েছি। উল্লিখিত হাদীসুল ফুতূনের বর্ণনা অনুযায়ী এই কাজ হযরত হারূন (আ.)-এর নির্দেশে করা হয়েছিল। কোনো কোনো রেওয়ায়েত আছে, সামেরী তাদেরকে প্ররোচিত করে অলংকারপাতি গর্তে নিক্ষেপ করিয়ে দেয়। এখানে উভয় কারণের সমাবেশ হওয়াও অবান্তর নয়।

فَكَذٰلِكَ اَلْقَى السَّامِرِيُّ : হাদীসে ফুতূনে আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা.)-এর রেওয়ায়েত থেকে জানা যায় যে, হযরত হারূন (আ.) সব অলংকার গর্তে নিক্ষেপ করিয়ে আগুন লাগিয়ে দেন, যাতে সবগুলো গলে এক অবয়বে পরিণত হয় এবং হযরত মূসা (আ.)- এর ফিরে আসার পর এ সম্পর্কে পরবর্তী পদক্ষেপ নির্ধারণ করা যায়। সবাই যখন নিজ নিজ অলংকার গর্তে নিক্ষেপ করে দিল, তখন সামেরীও হাতের মুঠি বন্ধ করে সেখানে পৌঁছল এবং হযরত হারূন (আ.)-কে জিজ্ঞেস করল : আমিও নিক্ষেপ করব? হযরত হারূন (আ.) মনে করলেন যে, তার হাতেও কোনো অলংকার আছে, তাই তিনি নিক্ষেপ করার আদেশ দিয়ে দিলেন। তখন সামেরী হারূন (আ.)-কে বলল, আমার মনোবাঞ্ছা পূর্ণ হোক- আপনি আমার জন্য এই মর্মে দোয়া করলেই আমি নিক্ষেপ করব -নতুবা নয়। তার কপটতা ও কুফর হযরত হারূন (আ.)- এর জানা ছিল না। তিনি দোয়া করলেন। তখন সে হাত থেকে যা নিক্ষেপ করল, তা অলংকারের পরিবর্তে মাটি ছিল। সে এই মাটি হযরত জিবরাঈল (আ.)-এর ঘোড়ার পায়ের নীচ থেকে সংগ্রহ করেছিল। কারণ একদা সে এই বিস্ময়কর ঘটনা প্রত্যক্ষ

করেছিল যে, যে মাটিকে জিবরাইলের ঘোড়ার পা স্পর্শ করে, সেখানেই সজীবতা ও জীবনের স্পন্দন সৃষ্টি হয়ে যায়। এতে সে বুঝে নিয়েছিলে যে, এই মাটিতে জীবনের স্পন্দন নিহিত আছে। শয়তানের প্ররোচনায় সে এই মাটির দ্বারা একটি জীবিত গো-বৎস তৈরি করতে উদ্যত হলো। মোটকথা, এই মাটির নিজস্ব প্রতিক্রিয়া হোক কিংবা হযরত হারূন (আ.)-এর দোয়ার বরকতে হোক- অলংকারাদির গলিত স্তূপ এই মাটি নিক্ষেপের এবং হযরত হারূন (আ.)-এর দোয়া করার সাথেই সাথেই একটি জীবিত গো-বৎসে পরিণত হয়ে আওয়াজ করতে লাগল। রেওয়ায়েতে রয়েছে যে, সামেরীই বনী ইসরাঈলকে অলংকারাদি গর্তে নিক্ষেপ করতে প্ররোচিত করেছিল। তাতে এ কথাও উল্লিখিত হয়েছে যে, সে অলংকারাদি গলিয়ে একটি গো-বৎসের মূর্তি তৈরি করে নিয়েছিল, কিন্তু তাতে প্রাণ ছিল না। উপরিউক্ত মাটি নিক্ষেপের পর তাতে প্রাণ সঞ্চারিত হয়। এসব রেওয়ায়েত কুরতুবী ইত্যাদি গ্রন্থে বর্ণিত হয়েছে। কিন্তু ইসরাঈলী রেওয়ায়েত বিধায় এগুলো বিশ্বাস করা যায় না। তবে এগুলোকে মিথ্যা বলারও কোনো প্রমাণ নেই।

فَاَخْرَجَ لَهُمْ عِجْلًا جَسَدًا لَّهٗ خُوَارٌ : অর্থাৎ সামেরী এসব অলঙ্কার দ্বারা একটি গো-বৎস অবয়ব তৈরি করে নিল, তাতে গরুর আওয়াজ ছিল। جَسَدٌ (অবয়ব) শব্দ দৃষ্টে কোনো কোনো তাফসীরবিদ বলেছেন যে, এটা অবয়ব ও দেহ ছিল- তাতে প্রাণ ছিল না। তবে বিশেষ এক কারণে তা থেকে আওয়াজ বের হচ্ছিল। অধিকাংশ তাফসীরবিদের উক্তি প্রথমেই বর্ণিত হয়েছে যে, তাতে প্রাণ ছিল।

فَقَالُوْا هٰذَاۤ اِلٰهُكُمْ وَاِلٰهُ مُوْسٰى فَنَسِىَ : অর্থাৎ আওয়াজরত গো-বৎস দেখে সামেরী ও তার সঙ্গীরা অন্যদেরকে বলল, এই তোমাদের এবং মূসার খোদা। কিন্তু মূসা বিভ্রান্ত হয়ে অন্য কোথাও চলে গেছে। এ পর্যন্ত বনী ইসরাঈলের অসার ওজর বর্ণিত হলো। হযরত মূসা (আ.)-এর ক্রোধ দেখে তারা এই ওজর পেশ করেছিল। এরপর :

اَفَلَا يَرَوْنَ اَلَّا يَرْجِعُ اِلَيْهِمْ قَوْلًا وَّلَا يَمْلِكُ لَهُمْ ضَرًّا وَّلَا نَفْعًا : বাক্যে তাদের নির্বুদ্ধিতা ও পথভ্রষ্টতা বর্ণনা করা হয়েছে যে, বাস্তবে যদি একটি গো-বৎস জীবিত হয়ে গরুর মতো আওয়াজ করতে থাকে, তবে এই জ্ঞানপাপীদের একথা তো চিন্তা করা উচিত ছিল যে, এর সাথে আল্লাহর কি সম্পর্ক? যে ক্ষেত্রে গো-বৎসটি তাদের কথার কোনো জওয়াব দিতে পারে না এবং তাদের কোনো উপকার অথবা ক্ষতি করার ক্ষমতা রাখে না, সে ক্ষেত্রে তাকে খোদা মেনে নেওয়ার নির্বুদ্ধিতার পেছনে কোনো যুক্তি আছে কি?

বনী ইসরাঈলের মধ্যে গো-বৎস পূজার ফেতনা মাথাচাড়া দিয়ে উঠলে হযরত হারূন (আ.), হযরত মূসা আ.)-এর ন্যস্ত দায়িত্ব পালন করে তাদেরকে অনেক হিতোপদেশ দিলেন; কিন্তু পূর্বেই বর্ণিত হয়েছে যে, তারা তিন দলে বিভক্ত হয়ে পড়ল। একদল হযরত হারূন (আ.)-এর অনুগত থেকে গো-বৎস পূজাকে ভ্রষ্টতা মনে করল। তাদের সংখ্যা বারো হাজার বর্ণিত আছে। (কুরতুবী) অবশিষ্ট দু'দল গো-বৎস পূজায় যোগ দিল। তবে পার্থক্য এতটুকু যে, একদল স্বীকার করল, হযরত মূসা (আ.) ফিরে এসে নিষেধ করলে আমরা গো-বৎস পূজা ত্যাগ করব। আর অপর দলের অটল বিশ্বাস ছিল যে, মূসা (আ.)ও ফিরে এসে গো-বৎসকেই উপাস্যরূপে গ্রহণ করবেন এবং আমরা যেভাবেই হোক এ পন্থা ত্যাগ করব না। উভয়দলের বক্তব্য শ্রবণ করে হযরত হারূন (আ.) সমমনা বারো হাজার সঙ্গী নিয়ে তাদের থেকে পৃথক হয়ে গেলেন; কিন্তু বসবাসের স্থান ইত্যাদি ক্ষেত্রে তাদের সাথে সহ-অবস্থান অব্যাহত রইল।

হযরত মূসা (আ.) ফিরে এসে প্রথমে বনী ইসরাঈলকে যা যা বললেন, তা পূর্ববর্তী আয়াতসমূহে ব্যক্ত হয়েছে। এরপর তাঁর খলীফা হযরত হারূন (আ.)-কে সম্বোধন করে তাঁর প্রতি তীব্র ক্রোধ ও অসন্তুষ্টি প্রকাশ করলেন। তাঁর শ্মশ্রু ও মাথার কেশ ধরে টান দিলেন এবং বললেন, তুমি যখন দেখলে যে, বনী ইসরাঈল প্রকাশ্যে গোমরাহী অর্থাৎ শিরক ও কুফরে লিপ্ত হয়ে পড়েছে, তখন আমার অনুসরণ করলে না কেন এবং আমার আদেশ অমান্য করলে কেন?

مَا مَنَعَكَ اِذْ رَاَيْتَهُمْ ضَلُّوْاۤ اَلَّا تَتَّبِعَنِ : এখানে অনুসরণের এক অর্থ হলো হযরত মূসা (আ.)-এর কাছে তূর পর্বতে চলে যাওয়া। কোনো কোনো তাফসীরবিদ অনুসরণের এরূপ অর্থও করেছেন যে, তারা যখন পথভ্রষ্ট হয়ে গেল, তখন তুমি তাদের মোকাবিলা করলে না কেন? কেননা আমার উপস্থিতিতে এরূপ হলে আমি নিশ্চিতই তাদের বিরুদ্ধেও যুদ্ধ করতাম। তোমারও এরূপ করা উচিত ছিল।

https://e-ilm.weebly.com/

উভয় অর্থের দিক দিয়ে হযরত হারূন (আ.)-এর বিরুদ্ধে হযরত মূসা (আ.)-এর অভিযোগ ছিল এই যে, এহেন পথভ্রষ্টতায় হয় তাদের বিরুদ্ধে জেহাদ করতে, না হয় তাদের থেকে পৃথক হয়ে আমার কাছে চলে আসতে। হযরত হারূন (আ.)- এই কঠোর ব্যবহার সত্ত্বেও শিষ্টাচারের প্রতি পুরোপুরি লক্ষ্য রেখে হযরত মূসা (আ.)-কে নরম করার জন্য 'হে আমার জননী-তনয় বলে সম্বোধন করলেন। এতে কঠোর ব্যবহার না করার প্রতি বিশেষ ইঙ্গিত ছিল। অর্থাৎ আমি তো তোমার ভ্রাতা বৈ শত্রু নই। তাই আমার ওজর শুনে নাও। অতঃপর হযরত হারূন (আ.) এরূপ ওজর বর্ণনা করলেন : আমি আশঙ্কা করলাম যে, তোমার ফিরে আসার পূর্বে যদি আমি তাদের বিরুদ্ধে জেহাদে অবতীর্ণ হই অথবা তাদেরকে ত্যাগ করে বারো হাজার সঙ্গী নিয়ে তোমার কাছে চলে যাই, তবে বনী ইসরাঈলের মধ্যে বিভেদ দেখা দেবে। তুমি রওয়ানা হওয়ার সময় اُخْلُفْنِىْ فِىْ قَوْمِىْ وَاَصْلِحْ বলে আমাকে সংস্কারের নির্দেশ দিয়েছিলে । এর পরিপ্রেক্ষিতে আমি তাদের মধ্যে বিভেদ সৃষ্টি হতে দেইনি। কারণ এরূপ সম্ভাবনা ছিল যে, তুমি ফিরে এলে তারা সবাই সত্য উপলব্ধি করবে এবং ঈমান ও তাওহীদে ফিরে আসবে। কুরআন পাকের অন্যত্র হযরত হারূন (আ.)-এর ওজরের মধ্যে এ কথাও রয়েছে: اِنَّ الْقَوْمَ اسْتَضْعَفُوْنِىْ وَكَادُوْا يَقْتُلُوْنَنِىْ অর্থাৎ বনী ইসরাঈল আমাকে শক্তিহীন ও দুর্বল মনে করেছে। কেননা অন্যদের মোকাবিলায় আমার সঙ্গী-সাথি ছিল নগণ্য সংখ্যক। তাই তারা আমাকে হত্যা করতে উদ্যত হয়েছিল।

ওজরের সার-সংক্ষেপ এই যে, আমি তাদের পথভ্রষ্টতার সাথি ছিলাম না। যতটুকু উপদেশ দেওয়া আমার সাধ্যে ছিল আমি তা পূর্ণ করেছি। কিন্তু তারা আমার আদেশ অমান্য করে আমাকে হত্যা করতে উদ্যত হয়। এমতাবস্থায় যদি তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতাম অথবা তাদেরকে পরিত্যাগ করে তোমার কাছে চলে যেতাম, তবে মাত্র বারো হাজার বনী ইসরাঈলই আমার সাথে থাকত; অবশিষ্টরা তখন যুদ্ধে প্রবৃত্ত হতো এবং পারস্পরিক সংঘর্ষ তুঙ্গে উঠত। এই অবাঞ্ছিত পরিস্থিতি এড়ানোর জন্য তোমার ফিরে আসা পর্যন্ত আমি কিছুটা নম্রতা অবলম্বন করেছি। এই ওজর শুনে মূসা (আ.) হারূন (আ.)-কে ছেড়ে দিলেন এবং অনর্থের আসল উদ্ভাবক সামেরীর খবর নিলেন । কুরআনের কোথাও একথা বলা হয়নি যে, হযরত মূসা (আ.) হযরত হারূন (আ.)-এর মতামতকে বিশুদ্ধ মেনে নেন অথবা নিছক ইজতিহাদী ভুল মনে করে ছেড়ে দেন।

পয়গম্বরদ্বয়ের মধ্যে মতানৈক্য এবং উভয় পক্ষে যথার্থতার দিক : এ ঘটনায় হযরত মূসা (আ.)-এর মত ইজতিহাদের দৃষ্টিভঙ্গিতে এই ছিল যে, উদ্ভূত পরিস্থিতিতে হযরত হারূন (আ.) ও তাঁর সঙ্গীদের মুশরিক কওমের সাথে সহ-অবস্থান উচিত ছিল না। তাদেরকে ছেড়ে হযরত মূসা (আ.)-এর কাছে চলে আসা সঙ্গত ছিল। এতে তাদের কর্মের প্রতি পরিপূর্ণ অসন্তুষ্টি প্রকাশ পেয়ে যেত।

অপরপক্ষে হযরত হারূন (আ.)-এর মত ইজতিহাদের দৃষ্টিকোণ অনুসারে এই ছিল যে, ত্যাগ করে চলে গেলে চিরকালের জন্য বনী ইসরাঈল দ্বিখণ্ডিত হয়ে যাবে এবং বিভেদ প্রতিষ্ঠা লাভ করবে। তাদের সংশোধনের এই সম্ভাব্য পথ বিদ্যমান ছিল যে, হযরত মূসা (আ.) ফিরে এলে তাঁর প্রভাবে তারা পুনরায় ঈমান ও তাওহীদে ফিরে আসবে। তাই সংশোধন কামনার সীমা পর্যন্ত কিছুদিন তাদের সাথে নম্রতা ও একত্রে বসবাস সহ্য করা দরকার। উভয়ের উদ্দেশ্য ছিল আল্লাহ তা'আলার নির্দেশাবলি পালন এবং জনগণকে ঈমান ও তাওহীদে প্রতিষ্ঠা করা। কিন্তু একজন বয়কট ও বিচ্ছিন্নতাকে এর উপায় মনে করেছেন এবং অপরজন সংশোধন কামনার সীমা পর্যন্ত তাদের সাথে নম্রতা প্রদর্শনকে এ উদ্দেশ্যের জন্য উপকারী জ্ঞান করেছেন। উভয় পক্ষ সুধী, সমঝদার ও চিন্তাশীলদের জন্য চিন্তাভাবনার পাত্র। কোনো পক্ষকে ভুল বলা সহজ নয়। মুজতাহিদ ইমামদের ইজতিহাদী মতানৈক্য সাধারণত এমনি ধরনের হয়ে থাকে। এতে কাউকে গোনাহ্গার অথবা নাফরমান বলা যায় না। হযরত মূসা (আ.)-এর চুল ধরে টান দেওয়ার বিষয়টি ধর্মের ব্যাপারে আল্লাহ তা'আলার খাতিরে তীব্র ক্ষোভ ও ক্রোধের প্রতিক্রিয়া ছিল। বাস্তব অবস্থা জানার পূর্বে তিনি হযরত হারূন (আ.) কে প্রকাশ্য ভুলে লিপ্ত মনে করেছিলেন। তাঁর পক্ষ থেকে ওজর জেনে নেওয়ার পর তিনি নিজের জন্য ও তাঁর জন্য মাগফিরাতের দোয়া করেন।

بَصُرْتُ بِمَا لَمْ يَبْصُرُوْا بِهٖ -(অর্থাৎ অন্যেরা যা দেখেনি, আমি তা দেখেছি) এখানে হযরত জিবরাঈল (আ.) ফেরেশতাকে বোঝানো হয়েছে। তাঁকে দেখার ঘটনা সম্পর্কে এক রেওয়ায়েত এই যে, যেদিন হযরত মূসা (আ.)-এর মু'জিযায় ভূমধ্যসাগরে শুষ্ক রাস্তা হয়ে যায়, বনী ইসরাঈল এই রাস্তা দিয়ে সমুদ্র পার হয়ে যায় এবং ফেরাউনী সৈন্যবাহিনী সাগরে নিমজ্জিত হয়, সেদিন হযরত জিবরাঈল (আ.) ঘোড়ায় সওয়ার হয়ে ঘটনাস্থলে উপস্থিত ছিলেন। দ্বিতীয়

https://e-ilm.weebly.com/

রেওয়ায়েত এই যে, সাগর পাড়ি দেওয়ার পর হযরত মূসা (আ.) -কে তূর পর্বতে গমনের আদেশ শোনানোর জন্যে হযরত জিবরাঈল (আ.) ঘোড়ায় সওয়ার হয়ে এসেছিলেন। সামেরী তাঁকে দেখেছিল, অন্যেরা দেখেনি। হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) -এর এক রেওয়ায়েত অনুযায়ী এর কারণ এই যে, সামেরী স্বয়ং জিবরাঈলের হাতে লালিত -পালিত হয়েছিল। তার জননী তাকে গর্তে নিক্ষেপ করলে হযরত জিবরাঈল (আ.) প্রত্যহ তাকে খাদ্য পৌঁছানোর জন্য আগমন করতেন। ফলে সে জিবরাঈলের পরিচিত ও ঘনিষ্ঠ ছিল। অন্যদের সাথে পরিচিত ছিল না।-[বয়ানুল কুরআন]

فَقَبَضْتُ قَبْضَةً مِّنْ اَثَرِ الرَّسُوْلِ : রাসূল বলে এখানে আল্লাহ প্রেরিত জিবরাঈলকে বোঝানো হয়েছে। সামেরীর মনে শয়তান একথা জাগ্রত করে দেয় যে, জিবরাঈলের ঘোড়ার পা যেখানে পড়ে, সেখানকার মাটিতে জীবনের বিশেষ প্রভাব থাকবে। তুমি এই মাটি তুলে নাও। সে পদচিহ্নের মাটি তুলে নিল। হযরত ইবনে আব্বাস (রা.)-এর রেওয়ায়েতে একথা বর্ণিত হয়েছে : اَلْقٰى فِىْ رَوْعِهٖ اِنَّهٗ لَا يُلْقِيْهَا عَلٰى شَيْئٍ فَيَقُوْلُ كُنْ كَذَا اِلَّا كَانَ সামেরীর মনে আপনা -আপনি জাগল যে, পদচিহ্নের মাটি যে বস্তুর উপর নিক্ষেপ করে বলা হবে যে, অমুক বস্তু হয়ে যা, তা তাই হয়ে যাবে। কেউ কেউ বলেন, সামেরী ঘোড়ার পদচিহ্নের এই প্রভাব প্রত্যক্ষ করেছিল যে, যেখানেই এর পা পড়ে, সেখানেই অনতিবিলম্বে সবুজ বনানী সৃষ্টি হয়ে যায়। এ থেকেই সে বুঝে নেয় যে, এই মাটিতে জীবনের প্রভাব রয়েছে। (কামালাইন) তাফসীরে রূহুল মা'আনীতে এ তাফসীরকেই সাহাবী, তাবেয়ী এবং বিশিষ্ট ও নির্ভরযোগ্য তাফসীরবিদদের থেকে বর্ণিত রেওয়ায়েত বলা হয়েছে। অতঃপর এর বিরুদ্ধে আজ-কালকার বাহ্যদর্শীদের পক্ষ থেকে যেসব আপত্তি উত্থাপন করা হয়েছে, সেগুলো খণ্ডন করা হয়েছে فَجَزَاهُ اللّٰهُ خَيْرَ الْجَزَاءِ। -[বয়ানুল কুরআন]

এরপর বনী ইসরাঈলের স্তূপীকৃত অলঙ্কারাদি দ্বারা যখন সে একটি গো-বৎসের অবয়ব তৈরি করল, তখন নিজ বিশ্বাস অনুযায়ী এই মাটি গো-বৎসের ভেতরে নিক্ষেপ করল। আল্লাহর কুদরতে তাতে জীবনের চিহ্ন ফুটে উঠল এবং গো-বৎসটি হাম্বা রব করতে লাগল। হাদীসে-ফুতূনে বলা হয়েছে যে, সামেরী হযরত হারূন (আ.)-কে বলেছিল, আমি মুঠির ভেতরের বস্তু নিক্ষেপ করব; কিন্তু শর্ত এই যে, আপনি আমার মনোবাঞ্ছা পূর্ণ হওয়ার জন্য দোয়া করবেন। হযরত হারূন (আ.) তার কপটতা ও গো-বৎস পূজার বিষয়ে অবগত ছিলেন না, তাই দোয়া করলেন। সে পদচিহ্নের মাটি তাতে নিক্ষেপ করল। তখন হযরত হারূন (আ.)- এর দোয়ার বরকতে তাতে জীবনের চিহ্ন দেখা দিল। এক রেওয়ায়েতের বরাত দিয়ে পূর্বেই বলা হয়েছে যে, পারস্য অথবা ভারতবর্ষের অধিবাসী এই সামেরী গো-পূজারী সম্প্রদায়ের লোক ছিল। মিসরে পৌঁছে সে হযরত মূসা (আ.)-এর প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করে, অতঃপর ধর্মত্যাগী হয়ে যায় অথবা পূর্বেই কপটতা করে বিশ্বাস স্থাপন করে, এরপর তার কপটতা প্রকাশ হয়ে পড়ে। এই বিশ্বাস প্রকাশের বদৌলতে সে বনী ইসরাঈলের সাথে সাগর পার হয়ে যায়।

فَاِنَّ لَكَ فِى الْحَيٰوةِ اَنْ تَقُوْلَ لَا مِسَاسَ : হযরত মূসা (আ.) সামেরীর জন্য পার্থিব জীবনে এই শাস্তি ধার্য করেন যে, সবাই তাকে বর্জন করবে এবং কেউ তার কাছ ঘেঁষবে না। তিনি তাকেও নির্দেশ দেন যে, কারও গায়ে হাত লাগাবে না। সারা জীবন এভাবেই সে বন্য জন্তুদের ন্যায় সবার কাছ থেকে আলাদা থাকবে। সম্ভবত এই শাস্তিটি একটি আইনের আকারে ছিল, যা পালন করা তার জন্য এবং অন্যান্য বনী ইসরাঈলীর জন্য হযরত মূসা (আ.)-এর তরফ থেকে অপরিহার্য করে দেওয়া হয়েছিল, এটাও সম্ভবপর যে, আইনগত শাস্তির উর্ধ্বে স্বয়ং তার সত্তায় আল্লাহর কুদরতে এমন বিষয় সৃষ্টি হয়েছিল যদ্দরুন সে নিজেও অন্যকে স্পর্শ করতে পারত না এবং অন্যরাও তাকে স্পর্শ করতে পারত না; যেমন এক রেওয়ায়েতে রয়েছে, হযরত মূসা (আ.)-এর বদদোয়ায় তার মধ্যে এমন অবস্থা সৃষ্টি হয়েছিল যে, সে কাউকে হাত লাগালে অথবা কেউ তাকে হাত লাগালে উভয়েই জ্বরাক্রান্ত হয়ে যেত।– (মা'আলিম) এই ভয়ে সে সবার কাছ থেকে আলাদা হয়ে উদভ্রান্তের মতো ঘোরাফেরা করত। কাউকে নিকটে আসতে দেখলেই সে চিৎকার করে বলত: لَا مِسَاسَ অর্থাৎ আমাকে কেউ স্পর্শ করো না।

সামেরীর শাস্তির ব্যাপারে একটি কৌতুক : রূহুল মা'আনী গ্রন্থে বাহরে-মুহীতের বরাত দিয়ে বর্ণিত হয়েছে, হযরত মূসা (আ.) সামেরীকে হত্যা করার সংকল্প করেছিলেন; কিন্তু তার বদান্যতা ও জনসেবার কারণে আল্লাহ তা'আলা তাকে হত্যা করতে নিষেধ করে দেন।-(বয়ানুল -কুরআন)

https://e-ilm.weebly.com/

لَنُحَرِّقَنَّهٗ : (অর্থাৎ আমরা একে আগুনে পুড়িয়ে দেব।) এখানে প্রশ্ন হয় যে, এই গো-বৎসটি স্বর্ণ-রৌপ্যের অলঙ্কারাদি দ্বারা নির্মিত ছিল। এমতাবস্থায় একে আগুনে পোড়ানো হবে কিরূপে? কেননা স্বর্ণ রৌপ্য গলিত ধাতু-দগ্ধ হওয়ার নয়। উত্তর এই, প্রথমত এ বিষয়ে মতভেদ আছে যে, গো-বৎসেরে মধ্যে জীবনের চিহ্ন ফুঠে উঠার পরও তা স্বর্ণ-রৌপ্যই রয়ে গেছে, না এর স্বরূপ পরিবর্তিত হয়ে রক্তমাংস সম্পন্ন হয়ে গেছে। রক্তমাংসের গো-বৎস হয়ে থাকলে তাকে পোড়ানোর অর্থ হবে জবাই করে পুড়িয়ে দেওয়া এবং স্বর্ণ-রৌপ্যের গো-বৎস হলে পোড়ানোর অর্থ হবে রেতি দ্বারা ঘষে ঘষে কণা করে দেওয়া (দূররে মনসূর) অথবা কোনো রাসায়নিক প্রক্রিয়ায় পোড়ানো।-(রূহুল-মা'আনী) অলৌকিকভাবে দগ্ধ করাও অবাস্তব নয়।- (বয়ানুল -কুরআন)

শব্দ বিশ্লেষণ :

حُمِّلْنَا : সীগাহ جمع متلكم বহছ ماضى مجهول বাব تَفْعِيْل মাসদার تَحْمِيْل মূলবর্ণ (ح - م - ل) জিনস صحيح অর্থ– আমাদের উপর চেপে ছিল, আমাদের উপর চাপিয়ে দেওয়া হয়েছে।

فُتِنْتُمْ : সীগাহ جمع مذكر حاضر বহছ ماضى مجهول বাব ضَرَبَ মাসদার فِتْنَةٌ মূলবর্ণ (ف - ت - ن) জিনস صحيح অর্থ- তোমরা বিভ্রান্তিতে পতিত হয়েছ, তোমাদেরকে পরীক্ষা করা হয়েছে।

عَاكِفِيْنَ : সীগাহ جمع مذكر বহছ اسم فاعل বাব ضَرَبَ মাসদার عُكُوْفٌ মূলবর্ণ (ع - ك - ف) জিনস صحيح অর্থ- অবস্থানকারীগণ।

اَلَّا تَتَّبِعَنِ : সীগাহ واحد مذكر حاضر বহছ مضارع منصوب منفى বাব اِفْتِعَالٌ মাসদার اِتِّبَاعٌ মূলবর্ণ (ت - ب - ع) জিনস صحيح অর্থ- তখন তুমি আমার নিকট আসলে না কেন।

اَفَعَصَيْتَ : সীগাহ واحد مذكر حاضر বহছ ماضى معروف বাব ضَرَبَ মাসদার عِصْيَانٌ মূলবর্ণ (ع - ص - ى) জিনস ناقص يائى অর্থ- তবে কি তুমি অমান্য করেছ, তুমি কি অবাধ্যাচরণ করেছ।

لَمْ تَرْقُبْ : সীগাহ واحد مذكر حاضر বহছ نفى جحد بلم درفعل مستقبل معروف বাব نَصَرَ মাসদার رقوب মূলবর্ণ (ر - ق - ب) জিনস صحيح অর্থ- তুমি মূল্য দাওনি, তুমি দৃষ্টি রাখনি।

فَقَبَضْتُ : সীগাহ واحد متكلم বহছ ماضى معروف বাব ضَرَبَ মাসদার قَبْضَةٌ মূলবর্ণ (ق - ب - ض) জিনস صحيح অর্থ- অতঃপর আমি নিয়েছিলাম, আমি নিয়েছি।

سَوَّلَتْ : সীগাহ واحد مؤنث غائب বহছ ماضى معروف বাব تَفْعِيْل মাসদার تَسْوِيْل মূলবর্ণ (س - و - ل) জিনস اجوف واوى অর্থ- এটা ভালো লাগল, সে প্ররোচিত করল।

لَنُحَرِّقَنَّهٗ : সীগাহ جمع متلكم বহছ لام تاكيد بانون تاكيد ثقيلة در فعل مستقبل معروف বাব تَفْعِيْل মাসদার تَحْرِيْقٌ মূলবর্ণ (ح - ر - ق) জিনস صحيح অর্থ- আমি অবশ্যই তাকে পুড়ে ফেলব।

لَنَنْسِفَنَّهٗ : সীগাহ جمع متكلم বহছ لام تاكيد بانون تاكيد ثقيلة در فعل مستقبل معروف বাব ضَرَبَ মাসদার نَسْفًا মূলবর্ণ (ن - س - ف) জিনস صحيح অর্থ- আমি অবশ্যই তাকে বিক্ষিপ্ত করে ভাসিয়ে দেব।

বাক্য বিশ্লেষণ :

قَالُوْا مَاۤ اَخْلَفْنَا مَوْعِدَكَ بِمَلْكِنَا : এখানে قَالُوْا ফে'ল ফা'য়েল মিলে قول আর পরবর্তী বাক্য হলো مقول : আর مَا হলো نافية এবং اَخْلَفْنَا ফে'ল ও ফায়েল مَوْعِدَكَ মাফউলে বিহী بِمَلْكِنَا জার মাজরূর মিলে উহ্য ফে'লের সাথে متعلق হয়ে حال হয়েছে অর্থাৎ حَالَ كَوْنِنَا مَالِكِيْنَ اَمْرَنَا وَلٰكِنَّنَا غَلَبْنَا عَلٰى اَمْرِنَا مِنْ جِهَةِ السَّامِرِىِّ وَكَيْدِهٖ (ই'রাবুল কুরআন : ৪র্থ খণ্ড, পৃ. ৭১৫–৭১৬)

https://e-ilm.weebly.com/

৯৮. বস্তুত, তোমাদের উপাস্য হলেন একমাত্র আল্লাহ তা'আলা, যিনি ব্যতীত আর কেউ ইবাদতের যোগ্য নয়; তার জ্ঞান সকল বিষয়েই পরিব্যাপ্ত।	إِنَّمَآ إِلَٰهُكُمُ ٱللَّهُ ٱلَّذِي لَآ إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ ۚ وَسِعَ كُلَّ شَيْءٍ عِلْمًا ﴿٩٨﴾
৯৯. এভাবেই আমি আপনার নিকট অপরাপর অতীত ঘটনাবলির সংবাদসমূহও বর্ণনা করে থাকি এবং আমি আপনাকে আমার পক্ষ থেকে এক নসিহত নামা দিয়েছি।	كَذَٰلِكَ نَقُصُّ عَلَيْكَ مِنْ أَنۢبَآءِ مَا قَدْ سَبَقَ ۚ وَقَدْ ءَاتَيْنَٰكَ مِن لَّدُنَّا ذِكْرًا ﴿٩٩﴾
১০০. যারা তা হতে মুখ ফিরাবে, বস্তুত তারা কিয়ামত দিবসে অত্যন্ত ভারি বোঝা বহন করবে।	مَّنْ أَعْرَضَ عَنْهُ فَإِنَّهُۥ يَحْمِلُ يَوْمَ ٱلْقِيَٰمَةِ وِزْرًا ﴿١٠٠﴾
১০১. তারা তাতে অনন্তকাল থাকবে; আর এ বোঝা কিয়ামতের দিন তাদের জন্য অতি নিকৃষ্ট হবে।	خَٰلِدِينَ فِيهِ ۖ وَسَآءَ لَهُمْ يَوْمَ ٱلْقِيَٰمَةِ حِمْلًا ﴿١٠١﴾
১০২. যে দিন সিঙ্গায় ফুৎকার দেওয়া হবে, আর আমি যেদিন অপরাধীদেরকে এমন অবস্থায় একত্র করব যে, [চক্ষু] ফ্যাকাশে নীল বর্ণের হবে।	يَوْمَ يُنفَخُ فِي ٱلصُّورِ ۚ وَنَحْشُرُ ٱلْمُجْرِمِينَ يَوْمَئِذٍ زُرْقًا ﴿١٠٢﴾
১০৩. তারা [ভয়ে] পরস্পর চুপে চুপে বলাবলি করবে যে, তোমরা কেবল দশ দিন ছিলে।	يَتَخَٰفَتُونَ بَيْنَهُمْ إِن لَّبِثْتُمْ إِلَّا عَشْرًا ﴿١٠٣﴾

শাব্দিক অনুবাদ :

৯৮. إِنَّمَآ إِلَٰهُكُمُ ٱللَّهُ বস্তুত তোমাদের উপাস্য হলেন একমাত্র আল্লাহ তা'আলা ٱلَّذِي لَآ إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ যিনি ব্যতীত অপর কেউ ইবাদতের যোগ্য নয় وَسِعَ كُلَّ شَيْءٍ عِلْمًا, তার জ্ঞান সকল বিষয়েই পরিব্যাপ্ত।

৯৯. كَذَٰلِكَ نَقُصُّ عَلَيْكَ এভাবেই আমি আপনার নিকট বর্ণনা করে থাকি مِنْ أَنۢبَآءِ مَا قَدْ سَبَقَ অপরাপর অতীত ঘটনাবলির সংবাদসমূহও وَقَدْ ءَاتَيْنَٰكَ, আর আমি আপনাকে দিয়েছি مِن لَّدُنَّا আমার পক্ষ থেকে ذِكْرًا এক নসিহতনামা।

১০০. مَّنْ أَعْرَضَ عَنْهُ যারা তা হতে মুখ ফিরাবে فَإِنَّهُۥ يَحْمِلُ বস্তুত তারা বহন করবে يَوْمَ ٱلْقِيَٰمَةِ কিয়ামতের দিনে وِزْرًا অত্যন্ত ভারি বোঝা।

১০১. خَٰلِدِينَ فِيهِ তাতে তারা অনন্তকাল থাকবে وَسَآءَ لَهُمْ আর তাদের জন্য অতি নিকৃষ্ট হবে يَوْمَ ٱلْقِيَٰمَةِ কিয়ামতের দিন حِمْلًا এই বোঝা।

১০২. يَوْمَ يُنفَخُ فِي ٱلصُّورِ যেদিন সিঙ্গায় ফুৎকার দেওয়া হবে وَنَحْشُرُ ٱلْمُجْرِمِينَ আর আমি অপরাধীদেরকে একত্রিত করব يَوْمَئِذٍ যেদিন زُرْقًا এমন অবস্থায় যে (চক্ষু) ফ্যাকাশে নীল বর্ণের হবে।

১০৩. يَتَخَٰفَتُونَ بَيْنَهُمْ তারা পরস্পর চুপে চুপে বলাবলি করবে যে إِن لَّبِثْتُمْ إِلَّا عَشْرًا তোমরা কেবল দশ দিন ছিলে।

https://e-ilm.weebly.com/

১০৪. যে সম্বন্ধে তারা কথাবার্তা বলবে তা আমি খুব জানি, যখন তাদের মধ্যে সর্বাপেক্ষা অধিক জ্ঞানী ব্যক্তি বলবে যে, না, তোমরা তো কেবল একদিন ছিলে।	نَحْنُ اَعْلَمُ بِمَا يَقُوْلُوْنَ اِذْ يَقُوْلُ اَمْثَلُهُمْ طَرِيْقَةً اِنْ لَّبِثْتُمْ اِلَّا يَوْمًا ۱۰۴
১০৫. আর মানুষ আপনাকে পর্বত সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা করে, অতএব, আপনি বলে দিন, আমার প্রতিপালক এগুলোকে সম্পূর্ণরূপে উড়িয়ে দেবেন।	وَيَسْئَلُوْنَكَ عَنِ الْجِبَالِ فَقُلْ يَنْسِفُهَا رَبِّيْ نَسْفًا ۱۰۵
১০৬. তৎপর জমিনকে এক সমতল মাঠে পরিণত করবেন।	فَيَذَرُهَا قَاعًا صَفْصَفًا ۱۰۶
১০৭. যাতে না তুমি অসমতা দেখতে পাবে, আর না উচ্চতা।	لَا تَرٰى فِيْهَا عِوَجًا وَّلَا اَمْتًا ۱۰۷
১০৮. ঐদিন সকলেই আহ্বানকারীর ডাকে সাঁড়া দেবে, তাঁর সম্মুখে কোনো একগুঁয়েমি থাকবে না এবং সমস্ত শব্দ আল্লাহর সম্মুখে স্তব্ধ হয়ে যাবে, অতএব, তুমি পদক্ষেপের ক্ষীণ শব্দ ব্যতীত আর কিছুই শুনতে পাবে না।	يَوْمَئِذٍ يَّتَّبِعُوْنَ الدَّاعِيَ لَا عِوَجَ لَهٗ ۚ وَخَشَعَتِ الْاَصْوَاتُ لِلرَّحْمٰنِ فَلَا تَسْمَعُ اِلَّا هَمْسًا ۱۰۸
১০৯. ঐ দিন সুপারিশ কারো উপকারে আসবে না; কিন্তু এমন ব্যক্তি যাকে আল্লাহ অনুমতি দিয়েছেন এবং যার সুপারিশ করা পছন্দ করেছেন।	يَوْمَئِذٍ لَّا تَنْفَعُ الشَّفَاعَةُ اِلَّا مَنْ اَذِنَ لَهُ الرَّحْمٰنُ وَرَضِيَ لَهٗ قَوْلًا ۱۰۹

শাব্দিক অনুবাদ :

১০৪. نَحْنُ اَعْلَمُ তা আমি খুব জানি بِمَا يَقُوْلُوْنَ যে সম্বন্ধে তারা কথাবার্তা বলবে اِذْ يَقُوْلُ যখন বলবে اَمْثَلُهُمْ طَرِيْقَةً তাদের মধ্যে সর্বাধিক জ্ঞানী ব্যক্তি اِنْ لَّبِثْتُمْ اِلَّا يَوْمًا না, তোমরা তো কেবল একদিন ছিলে।

১০৫. وَيَسْئَلُوْنَكَ আর মানুষ আপনাকে জিজ্ঞাসা করে عَنِ الْجِبَالِ পর্বত সম্বন্ধে فَقُلْ অতএব আপনি বলে দিন يَنْسِفُهَا رَبِّيْ نَسْفًا আমার প্রতিপালক এগুলোকে সম্পূর্ণরূপে উড়িয়ে দেবেন।

১০৬. فَيَذَرُهَا তৎপর জমিনকে পরিণত করবেন قَاعًا صَفْصَفًا এক সমতল মাঠে।

১০৭. لَا تَرٰى فِيْهَا যাতে না তুমি দেখতে পাবে عِوَجًا অসমতা وَّلَا اَمْتًا আর না উচ্চতা।

১০৮. يَوْمَئِذٍ ঐ দিন يَّتَّبِعُوْنَ الدَّاعِيَ সকলেই আহবানকারীর ডাকে সাড়া দেবে لَا عِوَجَ لَهٗ তার সম্মুখে কোনো একগুঁয়েমি থাকবে না وَخَشَعَتِ الْاَصْوَاتُ এবং সমস্ত শব্দ স্তব্ধ হয়ে যাবে لِلرَّحْمٰنِ আল্লাহর সম্মুখে فَلَا تَسْمَعُ اِلَّا هَمْسًا অতএব তুমি পদক্ষেপের ক্ষীণ শব্দ ব্যতীত আর কিছুই শুনতে পাবে না।

১০৯. يَوْمَئِذٍ ঐ দিন لَّا تَنْفَعُ الشَّفَاعَةُ সুপারিশ কারো উপকারে আসবে না اِلَّا مَنْ اَذِنَ لَهُ الرَّحْمٰنُ কিন্তু এমন ব্যক্তি যাকে আল্লাহ অনুমতি দিয়েছেন وَرَضِيَ لَهٗ قَوْلًا এবং যার সুপারিশ করা পছন্দ করেছেন।

https://e-ilm.weebly.com/

১১০. তিনি তাদের অগ্র-পশ্চাতের সব কিছুই জানেন এবং তাদের জ্ঞান আল্লাহকে বেষ্টন করতে পারে না।	يَعْلَمُ مَا بَيْنَ اَيْدِيْهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ وَلَا يُحِيْطُوْنَ بِهٖ عِلْمًا ﴿١١٠﴾
১১১. আর সকল চেহারাই সে চিরঞ্জীব ও চিরস্থায়ী আল্লাহর সম্মুখে অবনমিত থাকবে; আর এমন ব্যক্তি বঞ্চিত হবে যে অনাচারসহ আসবে।	وَعَنَتِ الْوُجُوْهُ لِلْحَيِّ الْقَيُّوْمِ ؕ وَقَدْ خَابَ مَنْ حَمَلَ ظُلْمًا ﴿١١١﴾
১১২. আর যে ব্যক্তি নেক কাজ করবে এবং সে ঈমানও রাখে, তবে তার কোনো [পাপ] বৃদ্ধিরও আশঙ্কা থাকবে না এবং [নেকী] হ্রাসেরও না।	وَمَنْ يَّعْمَلْ مِنَ الصّٰلِحٰتِ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَا يَخٰفُ ظُلْمًا وَّلَا هَضْمًا ﴿١١٢﴾
১১৩. আর আমি এভাবেই তাকে আরবি কুরআনরূপে নাজিল করেছি এবং আমি তাতে বিভিন্নরূপে ভীতি প্রদর্শন করেছি, যেন তারা ভয় করে কিংবা এ কুরআন তাদের জন্য কিয়ৎ পরিমাণ বোধশক্তির উদ্ভব করে।	وَكَذٰلِكَ اَنْزَلْنٰهُ قُرْاٰنًا عَرَبِيًّا وَّصَرَّفْنَا فِيْهِ مِنَ الْوَعِيْدِ لَعَلَّهُمْ يَتَّقُوْنَ اَوْ يُحْدِثُ لَهُمْ ذِكْرًا ﴿١١٣﴾

শাব্দিক অনুবাদ :

১১০. يَعْلَمُ তিনি জানেন مَا بَيْنَ اَيْدِيْهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ তাদের অগ্র পশ্চাতের সব কিছুই وَلَا يُحِيْطُوْنَ بِهٖ عِلْمًا এবং তাদের জ্ঞান আল্লাহর জ্ঞানকে বেষ্টন করতে পারে না।

১১১. وَعَنَتِ الْوُجُوْهُ আর সকল চেহারাই অবনমিত থাকবে لِلْحَيِّ الْقَيُّوْمِ সেই চরিঞ্জীব ও চিরস্থায়ী আল্লাহর সম্মুখে وَقَدْ خَابَ আর এমন ব্যক্তি বঞ্চিত হবে مَنْ حَمَلَ ظُلْمًا যে অনাচারসহ আসবে।

১১২. وَمَنْ يَّعْمَلْ مِنَ الصّٰلِحٰتِ আর যে ব্যক্তি নেক কাজ করবে وَهُوَ مُؤْمِنٌ এবং সে ঈমানও রাখে فَلَا يَخٰفُ ظُلْمًا وَّلَا هَضْمًا তবে তার কোনো (পাপ) বৃদ্ধিরও আশঙ্কা থাকবেনা এবং (নেকী) হ্রাসেরও না।

১১৩. وَكَذٰلِكَ اَنْزَلْنٰهُ আর আমি এভাবেই তাকে নাজিল করেছি قُرْاٰنًا عَرَبِيًّا আরবি কুরআনরূপে وَصَرَّفْنَا فِيْهِ مِنَ الْوَعِيْدِ এবং আমি তাতে বিভিন্নরূপে ভীতি প্রদর্শন করেছি لَعَلَّهُمْ يَتَّقُوْنَ যেন তারা ভয় করে اَوْ يُحْدِثُ لَهُمْ ذِكْرًا কিংবা এই কুরআন তাদের কিয়ৎ পরিমাণ বোধশক্তির উদ্ভব করে।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

وَيَسْأَلُوْنَكَ عَنِ الْجِبَالِ فَقُلْ يَنْسِفُهَا رَبِّيْ نَسْفًا

শানে নুযূল : ইবনুল মুনযির ইবনে জুরাইজের উদ্ধৃতি দিয়ে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেন, কুরাইশের লোকজন রাসূল ﷺ কে লক্ষ্য করে বলল যে, তুমি তো বলছ কিয়ামত দিবসে দুনিয়ার সব কিছু ধ্বংস হয়ে যাবে। বলত তো দেখি কিয়ামত দিবসে তোমার প্রতিপালক এত সব বিশাল বিশাল সু-দৃঢ় পর্বতরাজিকে কি করবেন? তাদের এ জিজ্ঞাসার পরিপ্রেক্ষিতে ও তাদের জবাবে আল্লাহ তা'আলা আলোচ্য আয়াত নাজিল করেন। (ফাতহুল কাদীর ৩৭৮/৩, রূহুল মা'আনী ২৬২/৮/১৬)

وَقَدْ اٰتَيْنٰكَ مِنْ لَّدُنَّا ذِكْرًا : বিশিষ্ট তাফসীরবিদদের সর্বসম্মত মতে এখানে ذِكْرًا বলে কুরআন বোঝানো হয়েছে।

مَنْ اَعْرَضَ عَنْهُ فَاِنَّهٗ يَحْمِلُ يَوْمَ الْقِيٰمَةِ وِزْرًا : অর্থাৎ যে ব্যক্তি কুরআন থেকে মুখ ফিরিয়ে নেয়, কিয়ামতের দিন সে বিরাট পাপের বোঝা বহন করবে। কুরআন থেকে মুখ ফিরিয়ে নেওয়া বিভিন্নভাবে হতে পারে যথা কুরআন তেলাওয়াত না করা, কুরআন পাঠ শিক্ষা করার চেষ্টা না করা, কুরআন ভুল পাঠ করা, অক্ষরসমূহের উচ্চারণ শুদ্ধ না করা, শুদ্ধ পড়লেও

https://e-ilm.weebly.com/

উদাসীন হয়ে কিংবা অযত্নে পাঠ করা, জাগতিক অর্থ ও সম্মান লাভের বাসনায় পাঠ করা। এমনিভাবে কুরআনের বিধানাবলি বোঝার চেষ্টা না করাও কুরআন থেকে মুখ ফিরানোর শামিল। বোঝার পর তা আমলে না আনা কিংবা বিধানাবলির বিরুদ্ধাচরণ করা চূড়ান্ত পর্যায়ের মুখ ফিরোনো। মোটকথা, কুরআনের হকের প্রতি বেপরোয়া হওয়া খুব বড় গোনাহ। কিয়ামতের দিন এই গোনাহ্ ভারি বোঝা হয়ে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তির পিঠে চেপে বসবে। হাদীসে বলা হয়েছে, মানুষের মন্দ কর্ম ও গোনাহকে কিয়ামতের দিন ভারি বোঝার আকারে পিঠের উপর চাপানো হবে।

يُنْفَخُ فِى الصُّوْرِ : হযরত ওমর (রা.) বলেন : জনৈক বেদুইন রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে প্রশ্ন করল : صُوْر (সূর) কি ? তিনি বললেন : শিং এতে ফুৎকার দেওয়া হবে। অর্থ এই যে, صُوْر শিং এর মতোই কোনো বস্তু হবে। এতে ফেরেশতা ফুৎকার দিলে সব মৃত জীবিত হয়ে যাবে। এর প্রকৃত স্বরূপ আল্লাহ তা'আলাই জানেন।

শব্দ বিশ্লেষণ :

اٰتَيْنٰكَ : সীগাহ جمع متكلم বহছ ماضى معروف বাব اِفْعَالٌ মাসদার اِيْتَاءٌ মূলবর্ণ (أ - ت - ى) জিনস মুরাক্কাব (ناقص يائى ও مهموز فاء) অর্থ- আমি আপনাকে দিয়েছি।

يُنْفَخُ : সীগাহ واحد مذكر غائب বহছ مضارع مجهول বাব نَصَرَ মাসদার نَفْخٌ মূলবর্ণ (ن - ف - خ) জিনস صحيح অর্থ- ফুৎকার দেওয়া হবে।

لَبِثْتُمْ : সীগাহ جمع مذكر غائب বহছ ماضى معروف বাব ضَرَبَ মাসদার لُبْثٌ মূলবর্ণ (ل - ب - ث) জিনস صحيح অর্থ- তোমরা ছিলে।

يَنْسِفُهَا : সীগাহ واحد مذكر غائب বহছ مضارع معروف বাব ضَرَبَ মাসদার نَسْفٌ মূলবর্ণ (ن - س - ف) জিনস صحيح অর্থ- তিনি এগুলোকে উড়িয়ে দিবেন।

فَيَذَرُهَا : সীগাহ واحد مذكر غائب বহছ مضارع معروف বাব ضَرَبَ মাসদার وَذْرٌ মূলবর্ণ (و - ذ - ر) জিনস مثال واوى অর্থ- তৎপর জমিনকে পরিণত করবেন, অতঃপর একে ছেড়ে দেবেন।

قَاعًا : এর বহুবচন قِيْعٌ، قِيْعَةٌ، قِيْعَانٌ এবং اَقْوَاعٌ আসে। অর্থ– নরম। সমতল চূড়ায়, যা পাহাড় এবং টিলা থেকে দূরে অবস্থিত হয়।

اَمْتًا : ইসম। অর্থ– টিলা, উঁচু, উন্নত। কোনো বস্তু জিম্মি হওয়া। বহুবচন আসে اَمْوَاتٌ -اَمَاتٌ। তাছাড়া اَمْتًا মাসদারও আসে। বাব ضَرَبَ অর্থ– অনুমান করা, ইচ্ছা করা।

عَنَتْ : সীগাহ واحد مؤنث غائب বহছ ماضى معروف বাব نَصَرَ মাসদার عُنُوٌّ মূলবর্ণ (ع - ن - و) জিনস ناقص واوى অর্থ- অবনমিত থাকবে।

صَرَّفْنَا : সীগাহ جمع متكلم বহছ ماضى معروف বাব تَفْعِيْل মাসদার تَصْرِيْفٌ মূলবর্ণ (ص - ر - ف) জিনস صحيح অর্থ- আমি প্রদর্শন করেছি।

يَتَّقُوْنَ : সীগাহ جمع مذكر غائب বহছ مضارع معروف বাব اِفْتِعَالٌ মাসদার اِتِّقَاءٌ মূলবর্ণ (و - ق - ى) জিনস لفيف مفروق অর্থ- তারা ভয় করে, তারা বেঁচে থাকে।

বাক্য বিশ্লেষণ :

وَكَذٰلِكَ نَقُصُّ عَلَيْكَ مِنْ اَنْبَآءِ مَا قَدْ سَبَقَ وَقَدْ اٰتَيْنٰكَ مِنْ لَّدُنَّا ذِكْرًا : এখানে كَذٰلِكَ শব্দটি উহ্য মাসদারের نعت হয়েছে অর্থাৎ كَمَا قَصَصْنَا يَا مُحَمَّدُ هٰذِهِ الْقِصَّةَ আর نَقُصُّ হলো ফে'ল তার মধ্যস্থ উহ্য যমীর نَحْنُ হলো ফায়েল। আর عَلَيْكَ টা نقص ফে'লের সাথে متعلق এবং مِنْ اَنْبَاءِ হলো উহ্য মাওসূফের صفة এবং صفة ও موصوف মিলে نقص ফে'লের মাফউলে বিহী অর্থাৎ نَقُصَّ نَبَأً مِنْ اَنْبَاءِ আর ما হলো মুযাফ ইলাইহি আর قَدْ سَبَقَ বাক্যটি তার সেলাহ। আর وَقَدْ اٰتَيْنٰكَ এর واو টি আতেফা قَدْ টা تحقيق -এর জন্য এসেছে আর اٰتَيْنٰكَ ফে'ল ফা'য়েল ও মাফউলে বিহী আর مِنْ لَّدُنَّا হলো حال কেননা এটা ذِكْرًا -এর সিফত আর ذِكْرًا হলো দ্বিতীয় মাফউলে বিহী। -[ই'রাবুল কুরআন ৪র্থ খণ্ড, পৃ. ৭২৩-৭২৪]

https://e-ilm.weebly.com/

১১৪. বস্তুত আল্লাহ তা'আলা যিনি প্রকৃত বাদশাহ, অতি উচ্চ মর্যাদাশীল, আর আপনার প্রতি কুরআনের পূর্ণ ওহী নাজিল হওয়ার পূর্বে আপনি তা [পাঠ কর]-তে তাড়াহুড়া করবেন না, আর এই প্রার্থনা করুন- হে আমার প্রতিপালক! আমার জ্ঞান বৃদ্ধি করে দিন।	فَتَعٰلَى اللّٰهُ الْمَلِكُ الْحَقُّ ۚ وَلَا تَعْجَلْ بِالْقُرْاٰنِ مِنْ قَبْلِ اَنْ يُّقْضٰۤى اِلَيْكَ وَحْيُهٗ ۫ وَقُلْ رَّبِّ زِدْنِىْ عِلْمًا ﴿١١٤﴾
১১৫. আর আমি এর পূর্বে আদমকে এক নির্দেশ দিয়েছিলাম; অতঃপর সে ভুলে গিয়েছিল, আর আমি তাঁর মধ্যে দৃঢ়তা পাইনি।	وَلَقَدْ عَهِدْنَاۤ اِلٰۤى اٰدَمَ مِنْ قَبْلُ فَنَسِىَ وَلَمْ نَجِدْ لَهٗ عَزْمًا ﴿١١٥﴾
১১৬. আর ঐ সময়টিও স্মরণ করুন, যখন আমি ফেরেশতাগণকে নির্দেশ দিলাম যে, আদমের সম্মুখে সেজদায় পতিত হও, তখন সকলে সেজদায় পতিত হলো- ইবলীস ব্যতীত; সে অস্বীকার করল।	وَاِذْ قُلْنَا لِلْمَلٰٓئِكَةِ اسْجُدُوْا لِاٰدَمَ فَسَجَدُوْۤا اِلَّاۤ اِبْلِيْسَ ؕ اَبٰى ﴿١١٦﴾
১১৭. অতঃপর আমি বললাম, হে আদম! নিঃসন্দেহে এই শয়তান তোমার এবং তোমার স্ত্রীর শত্রু। অতএব, সে যেন তোমাদেরকে বেহেশত হতে বের করে না দেয়, ফলে তোমরা কষ্টে নিপতিত হবে।	فَقُلْنَا يٰۤاٰدَمُ اِنَّ هٰذَا عَدُوٌّ لَّكَ وَلِزَوْجِكَ فَلَا يُخْرِجَنَّكُمَا مِنَ الْجَنَّةِ فَتَشْقٰى ﴿١١٧﴾
১১৮. এখানে তোমাদের জন্য এ ব্যবস্থা রয়েছে যে, তোমরা কখনো ক্ষুধার্ত হবে না এবং উলঙ্গও থাকবে না,	اِنَّ لَكَ اَلَّا تَجُوْعَ فِيْهَا وَلَا تَعْرٰى ﴿١١٨﴾

শাব্দিক অনুবাদ :

১১৪. فَتَعٰلَى اللّٰهُ বস্তুত আল্লাহ অতি উচ্চ মর্যাদাশীল الْمَلِكُ الْحَقُّ যিনি প্রকৃত বাদশাহ وَلَا تَعْجَلْ بِالْقُرْاٰنِ আর আপনি তা (পাঠ কর) -তে তাড়াহুড়া করবেন না مِنْ قَبْلِ اَنْ يُّقْضٰۤى اِلَيْكَ وَحْيُهٗ আপনার প্রতি কুরআনের পূর্ণ ওহী নাজিল হওয়ার পূর্বে وَقُلْ, আর এই প্রার্থনা করুন رَّبِّ হে আমার প্রতিপালক زِدْنِىْ عِلْمًا আমার জ্ঞান বৃদ্ধি করে দিন।

১১৫. وَلَقَدْ عَهِدْنَاۤ আর আমি এক নির্দেশ দিয়েছিলাম اِلٰۤى اٰدَمَ আদমকে مِنْ قَبْلُ এর পূর্বে فَنَسِىَ অতঃপর সে ভুলে গিয়েছিল وَلَمْ نَجِدْ لَهٗ عَزْمًا আর আমি তাঁর মধ্যে দৃঢ়তা পাইনি।

১১৬. وَاِذْ قُلْنَا لِلْمَلٰٓئِكَةِ আর ঐ সময়টিও স্মরণ করুন! যখন আমি ফেরেশতাগণকে নির্দেশ দিলাম যে اسْجُدُوْا لِاٰدَمَ আদমের সম্মুখে সেজদায় পতিত হও فَسَجَدُوْۤا তখন সকলে সেজদায় পতিত হলো اِلَّاۤ اِبْلِيْسَ ইবলীস ব্যতীত اَبٰى সে অস্বীকার করল।

১১৭. فَقُلْنَا يٰۤاٰدَمُ অতঃপর আমি বললাম, হে আদম اِنَّ هٰذَا নিঃসন্দেহে এই শয়তান عَدُوٌّ لَّكَ وَلِزَوْجِكَ তোমার এবং তোমার স্ত্রীর শত্রু فَلَا يُخْرِجَنَّكُمَا অতএব সে যেন তোমাদেরকে বের করে না দেয় مِنَ الْجَنَّةِ জান্নাত থেকে فَتَشْقٰى ফলে তোমরা কষ্টে নিপতিত হবে।

১১৮. اِنَّ لَكَ اَلَّا تَجُوْعَ فِيْهَا এবং এখানে তোমাদের জন্য এ ব্যবস্থা রয়েছে যে, তোমরা কখনো ক্ষুধার্ত হবে না وَلَا تَعْرٰى এবং উলঙ্গও থাকবেনা।

https://e-ilm.weebly.com/

১১৯. এবং এখানে তৃষ্ণার্তও হবে না এবং রৌদ্র-তপ্তও হবে না।	وَأَنَّكَ لَا تَظْمَؤُا فِيهَا وَلَا تَضْحٰى ﴿١١٩﴾
১২০. অতঃপর শয়তান তাঁকে প্ররোচনা দিল, বলল, "হে আদম। আমি কি তোমাকে চিরস্থায়ী থাকার বৃক্ষ দেখিয়ে দেব, আর এমন রাজত্ব যাতে কখনো দুর্বলতা আসবে না?"	فَوَسْوَسَ إِلَيْهِ الشَّيْطٰنُ قَالَ يٰٓاٰدَمُ هَلْ أَدُلُّكَ عَلٰى شَجَرَةِ الْخُلْدِ وَمُلْكٍ لَّا يَبْلٰى ﴿١٢٠﴾
১২১. অতঃপর তাঁরা উভয়ে সে বৃক্ষ হতে ভক্ষণ করলেন, ফলে উভয়ের গুপ্তাঙ্গ উভয়ের সমক্ষে খুলে গেল এবং তাঁরা নিজেদের উপর উদ্যানের পাতা জুড়ে দিলেন, আর আদম কর্তৃক নিজ প্রতিপালকের আদেশ লঙ্ঘন হলো, সুতরাং তিনি বিভ্রান্ত হয়ে পড়লেন,	فَأَكَلَا مِنْهَا فَبَدَتْ لَهُمَا سَوْاٰتُهُمَا وَطَفِقَا يَخْصِفٰنِ عَلَيْهِمَا مِنْ وَّرَقِ الْجَنَّةِ ز وَعَصٰٓى اٰدَمُ رَبَّهٗ فَغَوٰى ﴿١٢١﴾
১২২. অনন্তর তাঁর প্রতিপালক তাঁকে মকবুল করে নিলেন, অতঃপর তাঁর প্রতি অনুগ্রহ করলেন এবং সৎপথের উপর কায়েম রাখলেন।	ثُمَّ اجْتَبٰهُ رَبُّهٗ فَتَابَ عَلَيْهِ وَهَدٰى ﴿١٢٢﴾
১২৩. আল্লাহ বললেন, তোমরা উভয়ে বেহেশত হতে নেমে যাও এমন অবস্থায় যে, তোমরা [পরস্পর] একে অন্যের শত্রু হবে, অতঃপর যদি আমার পক্ষ হতে তোমাদের নিকট কোনো হেদায়েত পৌঁছে, তবে যে আমার সে হেদায়েতের অনুসরণ করবে, সে পথভ্রষ্ট হবে না এবং দুঃখ-কষ্ট পাবে না।	قَالَ اهْبِطَا مِنْهَا جَمِيْعًا ۢ بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ ج فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُمْ مِّنِّيْ هُدًى ۵ فَمَنِ اتَّبَعَ هُدَايَ فَلَا يَضِلُّ وَلَا يَشْقٰى ﴿١٢٣﴾

শাব্দিক অনুবাদ :

১১৯. وَأَنَّكَ لَا تَظْمَؤُا فِيهَا এবং এখানে তৃষ্ণার্তও হবে না وَلَا تَضْحٰى, রৌদ্র তপ্তও হবে না।

১২০. فَوَسْوَسَ إِلَيْهِ الشَّيْطٰنُ অতঃপর শয়তান তাকে প্ররোচনা দিল قَالَ বলল يَا اٰدَمُ হে আদম هَلْ أَدُلُّكَ আমি কি তোমাকে দেখিয়ে দেব عَلٰى شَجَرَةِ الْخُلْدِ চিরস্থায়ী থাকার বৃক্ষ وَمُلْكٍ لَّا يَبْلٰى, আর এমন রাজত্ব যাতে কখনো দুর্বলতা আসবেনা।

১২১. فَأَكَلَا مِنْهَا অতঃপর তারা উভয়ে সে বৃক্ষ হতে ভক্ষণ করলেন فَبَدَتْ لَهُمَا سَوْاٰتُهُمَا ফলে উভয়ের গুপ্তাঙ্গ উভয়ের সমক্ষে খুলে গেল وَطَفِقَا يَخْصِفٰنِ عَلَيْهِمَا, এবং তারা নিজেদের উপর জুড়ে দিলেন مِنْ وَّرَقِ الْجَنَّةِ উদ্যানের পাতা وَعَصٰى اٰدَمُ رَبَّهٗ, আর আদম কর্তৃক নিজ প্রতিপালকের আদেশ লঙ্ঘন হলো فَغَوٰى সুতরাং বিভ্রান্ত হয়ে পড়লেন।

১২২. ثُمَّ اجْتَبٰهُ رَبُّهٗ অনন্তর তার প্রতিপালক তাকে মকবুল করে নিলেন فَتَابَ عَلَيْهِ অতঃপর তাঁর প্রতি অনুগ্রহ করলেন وَهَدٰى, এবং সৎপথের উপর কায়েম রাখলেন।

২২৩. قَالَ আল্লাহ বললেন اهْبِطَا مِنْهَا جَمِيْعًا তোমরা উভয়ে বেহেশত হতে নেমে যাও بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ এমন অবস্থায় যে, তোমরা একে অন্যের শত্রু হবে فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُمْ অতঃপর যদি তোমাদের নিকট পৌঁছে مِّنِّيْ هُدًى আমার পক্ষ থেকে কোনো হেদায়েত فَمَنِ اتَّبَعَ هُدَايَ তবে যে আমার সে হেদায়েতের অনুসরণ করবে فَلَا يَضِلُّ সে পথভ্রষ্টও হবে না وَلَا يَشْقٰى, এবং দুঃখ-কষ্ট পাবে না।

https://e-ilm.weebly.com/

১২৪. আর যে ব্যক্তি আমার ঐ নসিহত হতে মুখ ফিরাবে, তবে তার জন্য হবে সংকীর্ণতার জীবন এবং কিয়ামত দিবসে আমি তাকে অন্ধ অবস্থায় উঠাব ।	وَمَنْ اَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِىْ فَاِنَّ لَهٗ مَعِيْشَةً ضَنْكًا وَّنَحْشُرُهٗ يَوْمَ الْقِيٰمَةِ اَعْمٰى ﴿١٢٤﴾
১২৫. সে বলবে, "হে আমার প্রতিপালক! আপনি আমাকে অন্ধরূপে কেন উঠালেন? অথচ আমি তো চক্ষুষ্মান ছিলাম ।"	قَالَ رَبِّ لِمَ حَشَرْتَنِىْٓ اَعْمٰى وَقَدْ كُنْتُ بَصِيْرًا ﴿١٢٥﴾
১২৬. আল্লাহ বলবেন, এরূপেই তোমার নিকট আমার নির্দেশসমূহ পৌঁছেছিল, কিন্তু তুমি তার প্রতি কোনো খেয়াল করনি এবং সেরূপে আজ তোমার প্রতিও কোনো লক্ষ্য করা হবে না ।	قَالَ كَذٰلِكَ اَتَتْكَ اٰيٰتُنَا فَنَسِيْتَهَا ۚ وَكَذٰلِكَ الْيَوْمَ تُنْسٰى ﴿١٢٦﴾

শাব্দিক অনুবাদ :

১২৪. وَمَنْ اَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِىْ আর যে ব্যক্তি আমার ঐ নসিহত হতে মুখ ফিরাবে فَاِنَّ لَهٗ مَعِيْشَةً ضَنْكًا তবে তার জন্য হবে সংকীর্ণতার জীবন وَّنَحْشُرُهٗ এবং আমি তাকে উঠাব يَوْمَ الْقِيٰمَةِ কিয়ামত দিবসে اَعْمٰى অন্ধ অবস্থায় ।

১২৫. قَالَ সে বললে رَبِّ হে আমর প্রতিপালক لِمَ حَشَرْتَنِىْٓ اَعْمٰى আপনি আমাকে অন্ধরূপে কেন উঠালেন وَقَدْ كُنْتُ بَصِيْرًا অথচ আমি তো চক্ষুষ্মান ছিলাম ।

১২৬. قَالَ আল্লাহ বললেন كَذٰلِكَ اَتَتْكَ اٰيٰتُنَا এরূপেই তোমার নিকট আমার নির্দেশসমূহ পৌঁছেছিল فَنَسِيْتَهَا কিন্তু তুমি তার প্রতি কোনো খেয়াল করনি وَكَذٰلِكَ الْيَوْمَ تُنْسٰى এবং সেরূপে আজ তোমার প্রতিও কোনো লক্ষ্য করা হবে না ।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

فَتَعٰلَى اللّٰهُ الْمَلِكُ الْحَقُّ ۚ وَلَا تَعْجَلْ بِالْقُرْاٰنِ مِنْ قَبْلِ اَنْ يُّقْضٰٓى اِلَيْكَ وَحْيُهٗ ۫ وَقُلْ رَّبِّ زِدْنِىْ عِلْمًا

শানে নুযূল : হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) হতে বর্ণিত তিনি বলেন যে, নবী করীম ﷺ-এর নিকট হযরত জিবরাঈল (আ.) যখন ওহী নিয়ে আসতেন, তখন হযরত জিবরাঈল (আ.) ওহী পৌঁছানো শেষ করার আগেই রাসূল ﷺ পঠিত বিষয় ভুলে যাবার ভয়ে তাড়াহুড়া করে পড়তে আরম্ভ করতেন। রাসূল ﷺ কে তাড়াহুড়া না করার আদেশ করে আল্লাহ তা'আলা আলোচ্য আয়াত নাজিল করেন। -[কুরতুবী ২২৩/১১]

ইবনে জারীর, ইবনুল মুনযির, ইবনে আবী হাতেম ও ইবনে মারদুভিয়া হযরত হাসানের উদ্ধৃতি দিয়ে বর্ণনা করেন যে, এক ব্যক্তি তার স্ত্রীকে চপেটাঘাত দেয়। সুতরাং সে মহিলা বিচার নিয়ে রাসূল ﷺ এর দরবারে উপস্থিত হয়ে সে বিষয়ে নালিশ করে কেসাস বা প্রতিশোধ গ্রহণ করার আবেদন জানালো। রাসূল ﷺ তাদের পারস্পরিক বিষয়টির মধ্যে কেসাস নির্ধারণ করে দিলেন। তখন সে পরিপ্রেক্ষিতে আল্লাহ তা'আলা আলোচ্য আয়াত নাজিল করে দিলেন। ফলে রাসূল ﷺ সে হুকুম কার্যকর করা থেকে বিরত থাকেন। অবশেষে اَلرِّجَالُ قَوّٰمُوْنَ عَلَى النِّسَآءِ নাজিল হয়।

[ফাতহুল কাদীর ৩৯০/৩, রূহুল মা'আনী পৃ. ২৬৮, খণ্ড ১৬, পারা ৮]

আল্লামা মাওয়ার্দী (র.) বলেন, আল্লাহ তা'আলা রাসূল ﷺ কে জলদি ওহী আশার কামনা থেকে নিষেধ করেছেন। কারণ মক্কাবাসী ও নাজরানের নেতৃবর্গরা রাসূল ﷺ কে বলল যে, হে মুহাম্মদ! আমাদের অমুক বিষয়টি সম্পর্কে অবগত করে দাও একথা বলে তিন দিনের সময়সীমা বেঁধে দিল। কিন্তু ওহী আসতে বিলম্ব হলে একথাটি ইহুদিদের মাঝে প্রচার হয়ে গেল। তারা ধারণা করতে ছিল যে, রাসূল ﷺ হয়তো পরাজিত হয়ে গেলেন। এতে করে রাসূল ﷺ অত্যন্ত ব্যথিত হয়ে পড়েন। সে জন্য রাসূল ﷺ নিজেও ওহী জলদী আসার কামনা করছিলেন। সে পরিপ্রেক্ষিতে আল্লাহ তা'আলা আলোচ্য আয়াত নাজিল করেন। -[রূহুল মা'আনী পৃ. ২৬৮, খণ্ড ১৬, পারা ৮]

https://e-ilm.weebly.com/

وَمَنْ اَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِىْ فَاِنَّ لَهٗ مَعِيْشَةً ضَنْكًا وَّنَحْشُرُهٗ يَوْمَ الْقِيٰمَةِ اَعْمٰى

শানে নুযূল : হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আলোচ্য আয়াত আসওয়াদ ইবনে আবুল আসওয়াদ আল-মাখজূমী সম্পর্কে নাজিল হয়েছে। আলোচ্য আয়াতে সংকীর্ণ-জীবন যাপন দ্বারা কাফেরদের বরযখী জীবনকে বুঝানো হয়েছে। হাসান, কাতাদাহ ও কালবী বলেন, পরজগতে জাহান্নামের সংকীর্ণ জীবন ধারাকে বুঝানো হয়েছে। সেখানে আহার হবে যাক্কূম ফল। পানীয় হবে ফুটন্ত গরম ও তৈলের গাদের ন্যায় রক্ত পূঁজ মিশ্রিত গরম পানীয়, যেখানে মৃত্যু এবং নতুন জীবন বলতে আর কিছুই থাকবে না। জাহান্নামীদের জাহান্নামের শাস্তির ভয়াবহতা সম্পর্কে বর্ণনা দিয়ে আল্লাহ তা'আলা আলোচ্য আয়াত নাজিল করেন।–[বাহরে মুহীত্ব ২৬৫-৬৪]

وَلَا تَعْجَلْ بِالْقُرْاٰنِ مِنْ قَبْلِ اَنْ يُّقْضٰٓى اِلَيْكَ وَحْيُهٗ সহীহ্ হাদীসে হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) থেকে বর্ণিত আছে যে, ওহীর প্রারম্ভিককালে যখন জিবরাঈল কোনো আয়াত নিয়ে এসে রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে শুনাতেন, তখন তিনি তাঁর সাথে সাথে আয়াতটি পাঠ করারও চেষ্টা করতেন, যাতে আয়াতটি স্মৃতি থেকে উধাও না হয়ে যায়। এতে তাঁর দ্বিগুণ কষ্ট হতো– আয়াতকে জিবরাঈলের কাছ থেকে শোনা ও বোঝার কষ্ট এবং সাথে সাথে মনে রাখার জন্য মুখে পাঠ করার কষ্ট। আল্লাহ্ তা'আলা আলোচ্য আয়াতে এবং সূরা কিয়ামার لَا تُحَرِّكْ بِهٖ لِسَانَكَ আয়াতে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর জন্য ব্যাপারটি সহজ করে দিয়েছেন যে, অবতীর্ণ আয়াতসমূহ মুখস্থ করা আপনার দায়িত্ব নয়– এটা আমার দায়িত্ব। আমি নিজেই আপনাকে মুখস্থ করিয়ে দেব। তাই জিবরাঈলের সাথে সাথে পাঠ করার এবং জিহ্বা নাড়াচাড়া করার প্রয়োজন নেই। আপনি শুধু নিবিষ্ট মনে শুনে যাবেন। তবে এরূপ দোয়া করে যাবেন رَبِّ زِدْنِىْ عِلْمًا – হে আমার পালনকর্তা, আমার জ্ঞান বাড়িয়ে দিন। কোরআনের যে অংশ অবতীর্ণ হয়েছে, তা স্মরণ রাখা, যে অংশ অবতীর্ণ হয়নি, তা প্রার্থনা করা এবং কোরআন বোঝার তওফীকও এই দোয়ার অন্তর্ভুক্ত।

পূর্বাপর সম্পর্ক : এখান থেকে হযরত আদম (আ.)-এর কাহিনীর বর্ণনা শুরু হয়েছে। এই কাহিনী ইতঃপূর্বে সূরা বাকারা ও আ'রাফে এবং কিছু সূরা হিজর ও কাহফে বর্ণিত হয়েছে। সবশেষে সূরা সাদ-এ বর্ণিত হবে। সব ক্ষেত্রেই কাহিনীর অংশসমূহ সংশ্লিষ্ট নির্দেশাবলিসহ বর্ণনা করা হয়েছে।

এক্ষেত্রে পূর্ববর্তী আয়াতসমূহের সাথে এই কাহিনীর সম্পর্ক তাফসীরবিদগণ বিভিন্ন দৃষ্টিকোণ থেকে বর্ণনা করেছেন। তন্মধ্যে সবচাইতে উজ্জ্বল ও অমলিন উক্তি এই যে, পূর্ববর্তী আয়াতসমূহে বলা হয়েছে : كَذٰلِكَ نَقُصُّ عَلَيْكَ مِنْ اَنْۢبَآءِ مَا قَدْ سَبَقَ এতে রাসূল ﷺ -কে বলা হয়েছে, আপনার নবুয়তের প্রমাণ ও আপনার উম্মতকে হুঁশিয়ার করার জন্যে আমি পূর্ববর্তী পয়গম্বরগণের অবস্থা ও ঘটনাবলি আপনার কাছে বর্ণনা করি। তন্মধ্যে হযরত মূসা (আ.)-এর বিস্তারিত ঘটনা এই আয়াতের পূর্বে উল্লেখ করা হয়েছে। এসব কাহিনীর মধ্যে সর্বপ্রথম ও কোনো কোনো দিক দিয়ে সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ হচ্ছে হযরত আদম (আ.)-এর কাহিনী। এখান থেকে এই কাহিনী শুরু করা হয়েছে। এতে উম্মতে মুহাম্মদীকে হুঁশিয়ার করা। উদ্দেশ্য যে, শয়তান মানব জাতির আদি শত্রু। সে সর্বপ্রথম তোমাদের আদি পিতা- মাতার সাথে শত্রুতা সাধন করেছে এবং নানা রকমের কৌশল, বাহানা ও শুভেচ্ছামূলক পরামর্শের জাল বিস্তার করে তাদেরকে পদস্খলিত করে দিয়েছে। এর ফলেই তাদের উদ্দেশ্য জান্নাত থেকে মর্ত্যে অবতরণের নির্দেশ জারি হয় এবং জান্নাতের পোশাক ছিনিয়ে নেওয়া হয়। এরপর আল্লাহ্ তা'আলার দিকে প্রত্যাবর্তন এবং ভুলের ক্ষমা পেয়ে তিনি রেসালত ও নবুয়তের উচ্চ মর্যাদা প্রাপ্ত হন। তাই শয়তানি কুমন্ত্রণার থেকে মানব মাত্রেরই নিশ্চিন্ত হওয়া উচিত নয়। ধর্মীয় বিধি-বিধানের ব্যাপারে শয়তানি প্ররোচনা ও অপকৌশল থেকে আত্মরক্ষার জন্যে যথাসাধ্য চেষ্টা করা উচিত।

وَلَقَدْ عَهِدْنَآ اِلٰٓى اٰدَمَ مِنْ قَبْلُ فَنَسِىَ وَلَمْ نَجِدْ لَهٗ عَزْمًا : এখানে عَهِدْنَا শব্দটি اَمَرْنَا অথবা وَصَّيْنَا শব্দের অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। -(বাহরে মুহীত) উদ্দেশ্য এই যে, এই ঘটনা সম্পর্কে আপনার অনেক পূর্বে হযরত আদম (আ.)-কে তাকিদ সহকারে একটি নির্দেশ দিয়েছিলাম। অর্থাৎ নির্দিষ্ট বৃক্ষ সম্পর্কে বলেছিলাম যে, এই বৃক্ষের ফলফুল অথবা কোনো একটি অংশ আহার করো না, এমন কি এর নিকটেও যেয়ো না। এছাড়া জান্নাতের সব বাগ-বাগিচা ও নিয়ামত তোমাদের জন্য অবারিত। সেগুলো ব্যবহার কর। আরো বলেছিলাম যে, ইবলিস তোমাদের শত্রু। তাঁর কুমন্ত্রণা মেনে নিলে তোমাদের বিপদ হবে। কিন্তু আদম (আ.) এসব কথা ভুলে গেলেন। আমি তার মধ্যে সংকল্পের দৃঢ়তা পাইনি। এখানে দু'টি শব্দ ব্যবহৃত হয়েছে, نِسْيَانٌ ও عَزْمٌ লক্ষণীয় نِسْيَانٌ শব্দের অর্থ ভুলে যাওয়া, অনুধাবন হওয়া এবং عَزْمٌ-এর শাব্দিক অর্থ কোনো কাজের জন্য সংকল্পকে দৃঢ় করা। এ শব্দদ্বয় দ্বারা এখানে কি বোঝানো হয়েছে, তা হৃদয়ঙ্গম

https://e-ilm.weebly.com/

করার পূর্বে একথা জেনে নেওয়া জরুরি যে, হযরত আদম (আ.) আল্লাহ তা'আলার প্রভাবশালী পয়গম্বরগণের অন্যতম ছিলেন এবং সব পয়গম্বর গোনাহ থেকে পবিত্র থাকেন।

প্রথম শব্দে বলা হয়েছে যে, হযরত আদম (আ.) ভুলে লিপ্ত হয়ে পড়েন। ভুলে যাওয়া মানুষের ইচ্ছাধীন কাজ নয়। তাই একে পাপই গণ্য করা হয়নি। একটি সহীহ হাদীসে বলা : رُفِعَ عَنْ أُمَّتِىْ الْخَطَاءُ وَالنِّسْيَانُ অর্থাৎ আমার উম্মতের ভুলবশত গোনাহ মাফ করে দেওয়া হয়েছে। কুরআন পাক বলে, لَا يُكَلِّفُ اللّٰهُ نَفْسًا اِلَّا وُسْعَهَا অর্থাৎ আল্লাহ তা'আলা কাউকে সাধ্যাতীত কাজের আদেশ দেন না; কিন্তু এটাও জানা কথা যে, আল্লাহ্ তা'আলা এ জগতে এমন সব উপকরণও রেখেছেন, যেগুলো পূর্ণ সতর্কতার সাথে ব্যবহার করলে মানুষ ভুল থেকে বাঁচতে পারে। পয়গম্বরগণ আল্লাহ তা'আলার বিশেষ নৈকট্যশীল। তাদেরকে এ জন্যও ধরপাকড় করা যেতে পারে যে, তাঁরা এসব উপকরণকে কেন কাজে লাগালেন না? অনেক সময় একজন মন্ত্রীর জন্য এমন কাজেও ধরপাকড়ের যোগ্য মনে করা হয়, যা সাধারণ কর্মচারীদের জন্য পুরস্কারযোগ্য হয়ে থাকে। হযরত জুনাইদ বাগদাদী (র.) এ কথাটিই এভাবে বলেছেন, حَسَنَاتُ الْاَبْرَارِ سَيِّئَاتُ الْمُقَرَّبِيْنَ অর্থাৎ সৎকর্মপরায়ণ লোকদের অনেক সৎকর্মকে নৈকট্যশীলদের জন্য গোনাহ্ গণ্য করা হয়।

হযরত আদম (আ.)-এর এই ঘটনা প্রথমত নবুয়ত ও রিসালাতের পূর্বেকার। এই অবস্থায় পয়গম্বরগণের কাছ থেকে গোনাহ্ প্রকাশ পাওয়া আহলে সুন্নত ওয়াল জামাতের কতক আলেমের মতে নিষ্পাপ হওয়ার পরিপন্থি নয়। দ্বিতীয়ত প্রকৃতপক্ষে এটা ভুল, যা গোনাহ্ নয়। কিন্তু হযরত আদম (আ.)-এর উচ্চ মর্তবা ও নৈকট্যের পরিপ্রেক্ষিতে একেও তাঁর জন্য গোনাহ্ সাব্যস্ত করা হয়েছে। ফলে আল্লাহ তা'আলা তাঁকে ভর্ৎসনা করেন এবং সতর্ক করার জন্য এই ভুলকে عِصْيَانٌ (অবাধ্যতা) শব্দ দ্বারা ব্যক্ত করেছেন।

দ্বিতীয়ত عَزْم শব্দ ব্যবহার করে আয়াতে বলা হয়েছে, হযরত আদম (আ.)-এর মধ্যে عَزْم তথা সংকল্পের দৃঢ়তা পাওয়া যায়নি। পূর্বেই বলা হয়েছে যে, এর অর্থ কোনো কাজে দৃঢ়সংকল্প হওয়া। হযরত আদম (আ.) আল্লাহর নির্দেশ পালন করার পুরাপুরি সিদ্ধান্ত ও সংকল্প করে রেখেছিলেন, কিন্তু শয়তানের প্ররোচনায় এই সংকল্পের দৃঢ়তা ক্ষুণ্ন হয় এবং ভুল তাঁকে বিচ্যুত করে দেয়। وَاللّٰهُ اَعْلَمُ

وَاِذْ قُلْنَا لِلْمَلٰۤئِكَةِ : আল্লাহ তা'আলা হযরত আদম (আ.)-এর কাছ থেকে যে অঙ্গীকার নিয়েছিলেন, এটা তারই সংক্ষিপ্ত বর্ণনা। এতে আদম সৃষ্টির পর সব ফেরেশতাকে আদমের উদ্দেশ্যে সেজদা করার নির্দেশ দেওয়া হয়েছিল। ইবলিসও এই নির্দেশের আওতাভুক্ত ছিল। কেননা তখন পর্যন্ত ইবলিস জান্নাতের ফেরেশতাদের সাথে একত্রে বাস করত। ফেরেশতারা সবাই সেজদা করল, কিন্তু ইবলিস অস্বীকার করল। অন্য আয়াতের বর্ণনা অনুযায়ী এর কারণ ছিল অহংকার। সে বলল, আমি অগ্নিনির্মিত আর সে মৃত্তিকা নির্মিত। অগ্নি মাটির তুলনায় উত্তম ও শ্রেষ্ঠ। কাজেই আমি কিভাবে তাকে সেজদা করব? এ কারণে ইবলিস অভিশপ্ত হয়ে জান্নাত থেকে বহিষ্কৃত হলো। পক্ষান্তরে আদম ও হাওয়ার জন্য জান্নাতের সব বাগ-বাগিচা ও অফুরন্ত নিয়ামতের দরজা উন্মুক্ত করে দেওয়া হলো। সবকিছু ব্যবহার করার অনুমতি দিয়ে শুধু একটি নির্দিষ্ট বৃক্ষ সম্পর্কে বলা হলো যে, একে (অর্থাৎ এর ফল-ফুল ইত্যাদিকে) আহার করো না এবং এর কাছেও যেয়ো না। সূরা বাক্বারা ও সূরা আ'রাফে এই বিষয়বস্তু বর্ণিত হয়েছে। এখানে তা উল্লেখ না করে শুধু অঙ্গীকার সংরক্ষিত রাখা ও তাতে অটল থাকা সম্পর্কে আল্লাহ তা'আলার বাণী বর্ণনা করা হয়েছে। তিনি আদমকে বললেন : দেখ, সেজদার ঘটনা থেকে প্রকাশ পেয়েছে যে, ইবলিস তোমাদের (অর্থাৎ আদম-হাওয়ার) শত্রু। যেন অপকৌশল ও ধোঁকার মাধ্যমে তোমাদেরকে অঙ্গীকার ভঙ্গ করতে উদ্বুদ্ধ না করে। এরূপ করলে এর পরিণতিতে তোমরা জান্নাত থেকে বহিষ্কৃত হবে।

فَلَا يُخْرِجَنَّكُمَا مِنَ الْجَنَّةِ فَتَشْقٰى : অর্থাৎ শয়তান যেন তোমাদেরকে জান্নাত থেকে বের করে না দেয়। ফলে তোমরা বিপদে ও কষ্টে পড়ে যাবে। تَشْقٰى শব্দটি شَقَاوَةٌ থেকে উদ্ভূত। এর অর্থ দ্বিবিধ- প্রথমটি পারলৌকিক কষ্ট অপরটি হলো ইহলৌকিক কষ্ট। অর্থাৎ দৈহিক কষ্ট ও বিপদ। এখানে দ্বিতীয় অর্থই হতে পারে। কেননা প্রথম অর্থে কোনো পয়গম্বরতো দূরের কথা, কোনো সৎকর্মপরায়ণ মুসলমানের জন্যে এই শব্দ প্রয়োগ করা যায় না। তাই ফাররা (র.)-এর তাফসীর প্রসঙ্গে বলেন : هُوَ اَنْ يَّاْكُلَ مِنْ كَدِّ يَدَيْهِ অর্থাৎ এখানে شَقَاوَتْ এর অর্থ হাতে খেটে আহার্য উপার্জন করা।-(কুরতুবী) এখানে স্থানের ইঙ্গিতও দ্বিতীয় অর্থের পক্ষেই সাক্ষ্য দেয়। কেননা পরবর্তী আয়াতে জান্নাতের এমন চারটি নিয়ামত উল্লেখ করা হয়েছে, যেগুলো প্রত্যেক মানুষের জীবনের স্তম্ভবিশেষ এবং জীবনধারণে প্রয়োজনীয় সামগ্রীর মধ্যে অধিক গুরুত্বপূর্ণ। অর্থাৎ অন্ন, পানীয়, বস্ত্র ও বাসস্থান। আয়াতে বলা হয়েছে যে, এসব নিয়ামত জান্নাতে পরিশ্রম ও উপার্জন ছাড়াই পাওয়া যায়। এ থেকে বোঝা গেল যে, এখান থেকে বহিষ্কৃত হলে এসব নিয়ামতও হাতছাড়া হয়ে যাবে।

https://e-ilm.weebly.com/

সম্ভবত এই ইঙ্গিতের কারণেই এখানে জান্নাতের বড় বড় নিয়ামতের উল্লেখ না করে শুধু এমন সব নিয়ামতের উল্লেখ করা হয়েছে, যেগুলোর উপর মানবজীবন নির্ভরশীল। এরপর সতর্ক করা হয়েছে যে, শয়তানের কুমন্ত্রনা মেনে নিয়ে তোমরা জান্নাত থেকে বহিষ্কৃত হয়ো না এবং এসব নিয়ামত যেন যেন হাতছাড়া হয়ে না যায়। এরূপ হলে পৃথিবীতে এসব নিত্যপ্রয়োজনীয় সামগ্রী কঠোর পরিশ্রমের মাধ্যমে উপার্জন করতে হবে। তাফসীরবিদদের সর্বসম্মত বর্ণনা অনুযায়ী এ হচ্ছে فَتَشْقَى শব্দের মর্ম। ইমাম কুরতুবী এখানে আরো উল্লেখ করেছেন যে, হযরত আদম (আ.) যখন পৃথিবীতে অবতরণ করলেন, তখন হযরত জিবরাঈল (আ.) জান্নাত থেকে কিছু গম, চাউল ইত্যাদির বীজ এনে মাটিতে চাষ করার জন্য দিলেন এবং বললেন : যখন এগুলোর চারা গজাবে এবং দানা উৎপন্ন হবে, তখন এগুলো কর্তন করুন এবং পিষে রুটি তৈরি করুন। হযরত জিবরাঈল (আ.) এসব কাজের পদ্ধতিও হযরত আদম (আ.)-কে শিখিয়ে দিলেন। সেমতে হযরত আদম (আ.) রুটি তৈরি করে খেতে বসলেন। কিন্তু হাত থেকে রুটি খসে গিয়ে পাহাড়ের নীচে গড়িয়ে গেল। হযরত আদম (আ.) অনেক পরিশ্রমের পর রুটি কুড়িয়ে আনলেন। তখন হযরত জিবরাঈল (আ.) বললেন, হে আদম! আপনার এবং আপনার সন্তান-সন্ততির রিজিক পৃথিবীতে এমনি পরিশ্রম ও কষ্ট সহকারে অর্জিত হবে।

স্ত্রীর জরুরি ভরণ-পোষণ করা স্বামীর দায়িত্ব : আয়াতের শুরুতে আল্লাহ তা'আলা হযরত আদম (আ.)-এর সাথে হাওয়াকেও সম্বোধন করে বলেছেন : عَدُوٌّ لَّكَ وَلِزَوْجِكَ فَلَا يُخْرِجَنَّكُمَا مِنَ الْجَنَّةِ - অর্থাৎ শয়তান তোমারও শত্রু এবং তোমার স্ত্রীরও শত্রু। কাজেই সে যেন তোমাদের উভয়কে জান্নাত থেকে বহিষ্কার করে না দেয়। কিন্তু আয়াতের শেষে فَتَشْقَى একবচনের ক্রিয়াপদ ব্যবহার করেছেন। এতে স্ত্রীকে শরিক করা হয়নি। নতুবা স্থানের চাহিদা অনুযায়ী فَتَشْقَيَا বলা হতো। কুরতুবী এ থেকে মাসআলা বের করেছেন যে, স্ত্রীর জীবন ধারণে প্রয়োজনীয় সামগ্রী সংগ্রহ করা স্বামীর দায়িত্ব। এসব সামগ্রী উপার্জন করতে গিয়ে যে পরিশ্রম ও কষ্ট স্বীকার করতে হয় তা এককভাবে স্বামী করতে হবে। এ কারণেই فَتَشْقَى একবচনের ক্রিয়াপদ ব্যবহার করে ইঙ্গিত করা হয়েছে যে, পৃথিবীতে অবতরণের পর জীবন ধারণের প্রয়োজনীয় সামগ্রী উপার্জন করতে যে পরিশ্রম ও কষ্ট স্বীকার করতে হবে, তা হযরত আদম (আ.)-কেই করতে হবে। কেননা হাওয়ার ভরণ পোষণ ও সামগ্রী সংগ্রহ করা তাঁর দায়িত্ব।

মাত্র চারটি বস্তু জীবনধারণের প্রয়োজনীয় সামগ্রীর মধ্যে পড়ে : আল্লামা কুরতুবী বলেন : এ আয়াতটি আমাদেরকে আরো শিক্ষা দিয়েছে যে, স্ত্রীর যে প্রয়োজনীয় ব্যয়ভার বহন করা স্বামীর জিম্মায় ওয়াজিব, তা চারটি বস্তুর মধ্যে সীমাবদ্ধ - আহার, পানীয়, বস্ত্র, বাসস্থান। স্বামী এর বেশি কেছিু স্ত্রীকে দিলে অথবা ব্যয় করলে তা হবে অনুগ্রহ-অপরিহার্য নয়। এ থেকেই আরো জানা গেল যে, স্ত্রী ছাড়া অন্য যে কারো ভরণ পোষণ শরিয়ত কোনো ব্যক্তির দায়িত্বে ন্যস্ত করেছে তাতেও উপরিউক্ত চারটি বস্তুই তার দায়িত্বে ওয়াজিব হবে, যেমন-পিতা মাতা অভাবগ্রস্থ ও অপারগ হলে তাঁদের ভরণ-পোষণের দায়িত্ব সন্তানদের উপর ন্যস্ত করা হয়েছে। ফিকহের গ্রন্থসমূহে এ সম্পর্কিত বিস্তারিত বিবরণ উল্লেখিত রয়েছে।

إِنَّ لَكَ أَلَّا تَجُوعَ فِيهَا وَلَا تَعْرَى : জীবন ধারণের প্রয়োজনীয় এই চারটি মৌলিক বস্তু জান্নাতে চাওয়া ও পরিশ্রম ছাড়াই পাওয়া যায়। জান্নাতে ক্ষুধা লাগে না-এতে সন্দেহ হতে পারে যে, যতক্ষণ ক্ষুধা না লাগে, ততক্ষণ তো খাদ্যের স্বাদও পাওয়া যায় না। এমনিভাবে পিপাসার্ত না হওয়া পর্যন্ত কেউ মিঠা পানির স্বাদ অনুভব করতে পারে না। এই সন্দেহের উত্তর এই যে, আয়াতের উদ্দেশ্য হচ্ছে জান্নাতে ক্ষুধা ও পিপাসার কষ্টভোগ করতে হবে না; বরং ক্ষুধা লাগলে খাদ্য পাওয়া যাবে এবং পিপাসা হলে পানীয় পাওয়া যাবে, এতে বিলম্ব হবে না। এছাড়া জান্নাতী ব্যক্তির মন যা চাইবে, তৎক্ষণাৎ তা পাবে।

فَوَسْوَسَ إِلَيْهِ الشَّيْطٰنُ থেকে وَعَصٰى اٰدَمُ رَبَّهٗ فَغَوٰى এই আয়াতে প্রশ্ন হয় যে, আল্লাহ তা'আলা যখন হযরত আদম (আ.)- ও হাওয়া (আ.)-কে নির্দিষ্ট বৃক্ষের ফল-ফুল আহার করতে ও তার নিকটবর্তী হতে নিষেধ করে দিয়েছিলেন এবং হুশিয়ার করে দিয়েছিলেন যে, ইবলিস তোমাদের উভয়ের দুশমন। তার ছলনা থেকে বেঁচে থাকবে, যেন সে তোমাদেরকে জান্নাত থেকে বহিষ্কৃত করে দিতে না পারে, তখন এতটুকু নির্দেশের পর ও এই মহান পয়গম্বর শয়তানের ধোঁকা বুঝতে পারলেন না কেন ? এটা তো প্রকাশ্য অবাধ্যতা ও গোনাহ। আল্লাহর নবী ও রাসূল হয়ে তিনি এই গোনাহ কিভাবে করলেন ? অথচ সংখ্যাগরিষ্ঠ আলেমগণ এ বিষয়ে একমত যে, পয়গম্বরগণ প্রত্যেক ছোট-বড় গোনাহ থেকেই পবিত্র থাকেন। সেসব প্রশ্নের জওয়াব সূরা বাক্বারার তাফসীরে পূর্বেই বর্ণিত হয়েছে। এ আয়াতে হযরত আদম (আ.) সম্পর্কে প্রথমে عَصٰى ও পরে غَوٰى বলা হয়েছে। এর কারণও সূরা বাক্বারায় উল্লেখিত হয়েছে। সেখানে বলা হয়েছে যে, শরিয়তের আইনে হযরত আদম (আ.)-এর এই কর্ম গোনাহ ছিল না, কিন্তু তিনি যেহেতু আল্লাহর নবী ও বিশেষ নৈকট্যশীল ছিলেন, তাই তার সামান্য ভ্রান্তিকে গুরুতর ভাষায় অবাধ্যতা বলে ব্যক্ত করে সতর্ক করা হয়েছে। غَوٰى শব্দটি

https://e-ilm.weebly.com/

দুই অর্থে ব্যবহৃত হয়। (এক) জীবন তিক্ত ও বিষাক্ত হয়ে যাওয়া এবং (দুই)–পথভ্রষ্ট অথবা গাফেল হওয়া। কুশায়রী, কুরতুবী প্রমুখ তাফসীরবিদ এস্থলে প্রথম অর্থই অবলম্বন করেছেন। অর্থাৎ, হযরত আদম (আ.) জান্নাতে যে সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য ভোগ করছিলেন, তা বাকি রইল না এবং তার জীবন তিক্ত হয়ে গেল।

পয়গম্বরগণের সম্পর্কে একটি জরুরি নির্দেশ : তাদের সম্মানের হেফাজত : কাযী আবূ বকর ইবনে আরাবী 'আহকামুল কুরআন, গ্রন্থে عَصٰى ইত্যাদি শব্দ সম্পর্কে একটি গুরুত্বপূর্ণ উক্তি করেছেন। উক্তিটি তাঁর ভাষায় এই :

لَايَجُوْزُ لِاَحَدِنَا الْيَوْمَ اَنْ يَخْبِرَ بِذٰلِكَ عَنْ اٰدَمَ اِلَّا اِذَا ذَكَرْنَاهُ فِىْ اَثْنَاءِ قَوْلِهٖ تَعَالٰى عَنْهُ اَوْ قَوْلِ نَبِيِّهٖ فَاَمَّا اَنْ يَّبْتَدِئَ ذٰلِكَ مِنْ قِبَلِ نَفْسِهٖ فَلَيْسَ بِجَائِزٍ لَنَا فِىْ اٰبَائِنَا الْاَدْنِيْنَ اِلَيْنَا الْمُمَاثِلِيْنَ لَنَا فَكَيْفَ فِىْ اَبِيْنَا الْاَقْدَمِ الْاَعْظَمِ الْاَكْرَمِ النَّبِيِّ الْمُقَدَّمِ الَّذِىْ عَذَرَهُ اللّٰهُ سُبْحَانَهٗ وَتَعَالٰى وَتَابَ عَلَيْهِ وَغَفَرَلَهٗ–

"আজ আমাদের কারো জন্য হযরত আদম (আ.)-কে অবাধ্য বলা জায়েজ নয়, তবে কুরআনের কোনো আয়াতে অথবা হাদীসে এরূপ বলা হলে তা বর্ণনা করা জায়েজ। কিন্তু নিজেদের পক্ষ থেকে নিকটতম পিতৃপুরুষদের জন্যে এরূপ শব্দ ব্যবহার করা জায়েজ নয়। এমতাবস্থায় যিনি আমাদের আদি পিতা, সবদিক দিয়ে আমাদের পিতৃপুরুষদের চাইতে অগ্রগণ্য, সম্মানিত ও মহান, আল্লাহ্ তা'আলার সম্মানিত পয়গম্বর, আল্লাহ যাঁর তওবা কবুল করেছেন, এবং ক্ষমা ঘোষণা করেছেন, তাঁর জন্য কোনো অবস্থাতেই এরূপ বাক্য প্রয়োগ করা জায়েজ নয়।"

একারণেই কুশায়রী আবূ নসর বলেন কুরআনে ব্যবহৃত এই শব্দের কারণে হযরত আদম (আ.)-কে গোনাহগার, পথভ্রষ্ট বলা জায়েজ নয়। কুরআন পাকের যেখানেই কোনো নবী অথবা রাসূল সম্পর্কে এরূপ ভাষা প্রয়োগ করা হয়েছে, সেখানেই হয় উত্তমের বিপরীত বিষয়াদি বোঝানো হয়েছে, না হয় নবুয়ত-পূর্ববর্তী বিষয়াদি বোঝানো হয়েছে, তাই কুরআনি আয়াত ও হাদীসের রেওয়ায়েত প্রসঙ্গে তো এসব বিষয় বর্ণনা করা জায়েজ কিন্তু নিজের পক্ষ থেকে তাদের সম্পর্কে এমন ভাষা ব্যবহার করার অনুমতি নেই। –(কুরতুবী)

اِهْبِطَا مِنْهَا جَمِيْعًا : অর্থাৎ জান্নাত থেকে নেমে যাও উভয়েই। এই সম্বোধন হযরত আদম (আ.) ও ইবলিস, উভয়কেও হতে পারে। এমতাবস্থায় بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ -এর অর্থ সুস্পষ্ট যে, পৃথিবীতে পৌঁছেও শয়তানের শত্রুতা অব্যাহত থাকবে। যদি বলা হয় যে, শয়তানকে তো এর পূর্বেই জান্নাত থেকে বহিষ্কার করা হয়েছিল কাজেই এই সম্বোধনে তাকে শরিক করা অবান্তর; তাহলে এটা হতে পারে যে, এখানে হযরত আদম (আ.) ও হাওয়াকে সম্বোধন করা হয়েছে; এমতাবস্থায় পারস্পরিক শত্রুতার অর্থ হবে তাদের সন্তান-সন্ততির পারস্পরিক শত্রুতা। বলাবাহুল্য, সন্তানদের পারস্পরিক শত্রুতা পিতা-মাতার জীবনকেও দুর্বিসহ করে তোলে।

وَمَنْ اَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِىْ : এখানে জিকির-এর অর্থ কুরআনও হতে পারে এবং রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর মোবারক সত্তাও হতে পারে, যেমন- অন্য আয়াতে ذِكْرًا رَسُوْلًا বলা হয়েছে। উভয় অর্থের সারমর্ম এই যে, যে ব্যক্তি কুরআন অথবা রাসূলের প্রতি বিমুখ হয় অর্থাৎ কুরআনের তেলাওয়াত -এর আনুগত্য থেকে মুখ ফিরিয়ে নেয় তার পরিণাম এই :

فَاِنَّ لَهٗ مَعِيْشَةً ضَنْكًا وَّنَحْشُرُهٗ يَوْمَ الْقِيَامَةِ اَعْمٰى : অর্থাৎ তার জীবিকা সংকীর্ণ হবে এবং কিয়ামতে তাকে অন্ধ অবস্থায় উত্থিত করা হবে। প্রথমোক্ত শাস্তিটি সে দুনিয়াতে পেয়ে যাবে এবং শেষোক্ত আজাব কিয়ামতে হবে।

কাফের ও পাপাচারীর জীবন দুনিয়াতে তিক্ত ও সংকীর্ণ হওয়ার স্বরূপ : এখানে প্রশ্ন হয় যে, দুনিয়াতে জীবিকার সংকীর্ণতা তো কাফের ও পাপাচারীদের মধ্যেই সীমাবদ্ধ নয়তো মুমিন ও সৎকর্মপরায়ণগণও, এর সম্মুখীন হন; বরং পয়গম্বরগণ এই পার্থিব জীবনে সর্বাধিক কষ্ট ও বিপদাপদ সহ্য করে থাকেন। সহীহ বুখারী ও অন্যান্য সব হাদীস গ্রন্থে সা'দ প্রমুখের রেওয়ায়েত বর্ণিত আছে যে, রাসূলে কারীম ﷺ বলেন : পয়গম্বরগণের প্রতি দুনিয়ার বালা-মসিবত সবচাইতে বেশি কঠিন হয়। তাদের পর যে ব্যক্তি যে স্তরের সৎকর্মপরায়ণ ও ওলী হয়, সেই অনুযায়ী সে এসব কষ্ট ভোগ করে। এর বিপরীতে সাধারণ কাফের ও পাপাচারীদেরকে সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য ও আরাম-আয়েশে মত্ত দেখা যায়। অতএব জীবিকা সংকীর্ণ হওয়া সম্পর্কিত কুরআনের এ উক্তি পরকালের জন্য হতে পারে, দুনিয়া অভিজ্ঞতা এর বিপরীত মনে হয়।

এর পরিষ্কার ও নির্মল জওয়াব এই যে, এখানে দুনিয়ার আজাব বলে কবরের আজাব বোঝানো হয়েছে। কবরে তাদের জীবন দুর্বিসহ করে দেওয়া হবে। তাদের বাসস্থান কবর তাদেরকে এমনভাবে চাপ দেবে যে, তাদের পাঁজর ভেঙ্গে চুরমার হয়ে যাবে। মুসনাদে বাযযারে হযরত আবূ হুরায়রা (রা.)-এর রেওয়ায়েত বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ স্বয়ং مَعِيْشَةً ضَنْكًا -এর তাফসীরে বলেছেন যে, এখানে কবর জগৎ বোঝানো হয়েছে। -(মাযহারী)

https://e-ilm.weebly.com/

হযরত সাঈদ ইবনে জোবায়ের জীবিকার সংকীর্ণতার অর্থ এরূপও বর্ণনা করেছেন যে, তাদের কাছ থেকে অল্পে তুষ্টির গুণ ছিনিয়ে নেওয়া হবে এবং সাংসারিক লোভ-লালসা বাড়িয়ে দেওয়া হবে। - (মাযহারী) এর ফলে তাদের কাছে যত অর্থ-সম্পদই সঞ্চিত হোক না কেন, আন্তরিক শান্তি তাদের ভাগ্যে জুটবে না। সদাসর্বদা সম্পদ বৃদ্ধি করার চিন্তা এবং ক্ষতির আশঙ্কা তাদেরকে অস্থির করে রাখবে। সাধারণ ধনীদের মধ্যে এ বিষয়টি প্রত্যক্ষ ও সুবিদিত। ফলে তাদের কাছে সুখ-সামগ্রী প্রচুর পরিমাণে সঞ্চিত হয়; কিন্তু সুখ যাকে বলে, তা তাদের ভাগ্যে জোটে না। কারণ এটা অন্তরের স্থিরতা ও নিশ্চিন্ততা ব্যতীত অর্জিত হয় না।

শব্দ বিশ্লেষণ :

زِدْنِيْ : সীগাহ واحد مذكر حاضر বহছ امر حاضر معروف বাব ضَرَبَ মাসদার زِيَادَةٌ মূলবর্ণ (ز - ى - د) জিনস اجوف يائى অর্থ- আপনি আমাকে বৃদ্ধি করে দিন।

لَمْ نَجِدْ : সীগাহ جمع متكلم বহছ نفى جحد بلم درفعل مستقبل معروف বাব ضَرَبَ মাসদার وُجُوْدٌ মূলবর্ণ (و - ج - د) জিনস مثال واوى অর্থ- আমি পাইনি।

لَا تَعْرٰى : সীগাহ واحد مذكر حاضر বহছ مضارع منفى বাব سَمِعَ মাসদার عُرًى মূলবর্ণ (ع - ر - ى) জিনস ناقص يائى অর্থ- তুমি উলঙ্গও থাকবে না।

لَاتَظْمَؤُا : সীগাহ واحد مذكر حاضر বহছ مضارع منفى بلا বাব سَمِعَ মাসদার ظَمَأٌ ও ظَمَاءٌ মূলবর্ণ (ظ - م - أ) জিনস مهموز لام অর্থ- তুমি তৃষ্ণার্তও হবে না।

لَا تَضْحٰى : সীগাহ واحد مذكر حاضر বহছ مضارع منفى بلا বাব سَمِعَ মাসদার ضُحًى মূলবর্ণ (ض - ح - ى) জিনস ناقص يائى অর্থ- তুমি রৌদ্র তপ্তও হবে না।

وَسْوَسَ : সীগাহ واحد مذكر غائب বহছ ماضى معروف বাব فَعْلَلَةٌ মাসদার وَسْوَسَةٌ মূলবর্ণ (و - س - و - س) জিনস مضاعف رباعى অর্থ- সে কুমন্ত্রণা দিল, সে প্ররোচনা দিল।

سَوْاٰتُهُمَا : سَوْاٰتٌ ইসম। মুযাফ, هُمَا যমীর মুযাফ ইলাইহি। অর্থ- তাদের উভয়ের লজ্জাস্থান। এর একবচন سواة।

يَخْصِفَانِ : সীগাহ تثنية مذكر غائب বহছ مضارع معروف বাব ضَرَبَ মাসদার خُصُوْفٌ মূলবর্ণ (خ - ص - ف) জিনস صحيح অর্থ- তারা উভয়ে জুড়ে দিলেন, তারা উভয়ে আবৃত করেন।

فَغَوٰى : সীগাহ واحد مذكر غائب বহছ ماضى معروف বাব ضَرَبَ মাসদার غَىٌّ ও غَوَايَةٌ মূলবর্ণ (غ - و - ى) জিনস لفيف مقرون অর্থ- সুতরাং তিনি বিভ্রান্ত হয়ে পড়লেন।

يَأْتِيَنَّكُمْ : সীগাহ واحد مذكر غائب বহছ مضارع معروف بانون ثقيلة বাব ضَرَبَ মূলবর্ণ (أ - ت - ى) জিনস মুরাক্কাব (ناقص يائى ও مهموز فاء) অর্থ-সে তোমাদের নিকট পৌঁছে।

مَعِيْشَةً : ইসম। একবচন। বহুবচন مَعَايِشُ অর্থ- জীবন, জীবিকা, জীবনোপকরণ।

فَنَسِيْتَهَا : সীগাহ واحد مذكر حاضر বহছ ماضى معروف বাব سَمِعَ মাসদার نِسْيَانٌ মূলবর্ণ- (ن - س - ى) জিনস ناقص يائى অর্থ- কিন্তু তুমি তার প্রতি কোনো খেয়াল করনি, এরপর তুমি তা ভুলে গেছ।

تُنْسٰى : সীগাহ واحد مذكر حاضر বহছ مضارع مجهول বাব سَمِعَ মাসদার نِسْيَانٌ মূলবর্ণ (ن - س - ى) জিনস ناقص يائى অর্থ- তোমার প্রতিও কোনো লক্ষ্য করা হবে না, তোমাকে ভুলে যাওয়া হবে।

বাক্য বিশ্লেষণ :

فَقُلْنَا يٰاٰدَمُ اِنَّ هٰذَا عَدُوٌّ لَّكَ وَلِزَوْجِكَ : এখানে فَقُلْنَا -এর فاء আতেফা قُلْنَا হলো ফে'ল ও ফায়েল يٰاٰدَمُ হলো نداء আর اِنَّ هٰذَا الخ হলো مقول এখানে اِنَّ হরফে মুশাব্বাহ বিল ফে'ল, আর هٰذَا হলো তার ইসম এবং عَدُوٌّ তার খবর আর لَكَ হলো عَدُوٌّ -এর সিফত আর لِزَوْجِكَ হলো لَكَ এর উপর আতফ। [ই'রাবুল কুরআন ৪র্থ খণ্ড, পৃ. ৭৩৩]

https://e-ilm.weebly.com/

১২৭. আর তদ্রূপ ঐ ব্যক্তিকেও আমি শাস্তি দেব যে সীমাতিক্রম করে এবং নিজ প্রতিপালকের নিদর্শনসমূহের প্রতি ঈমান আনে না; আর বাস্তবিকই পরকালের আজাব অধিক কঠোর এবং অতি দীর্ঘস্থায়ী।

وَكَذٰلِكَ نَجْزِيْ مَنْ اَسْرَفَ وَلَمْ يُؤْمِنْۢ
بِاٰيٰتِ رَبِّهٖ ؕ وَلَعَذَابُ الْاٰخِرَةِ اَشَدُّ وَاَبْقٰى ﴿۱۲۷﴾

১২৮. এতেও কি তারা সৎপথের সন্ধান পায়নি যে, আমি তাদের পূর্বে বহু সম্প্রদায়কে ধ্বংস করে দিয়েছি, যাদের বাসস্থানসমূহ দিয়ে এরাও যাতায়াত করে থাকে; এতে তো বুদ্ধিমানদের জন্য যথেষ্ট নিদর্শনাবলি রয়েছে।

اَفَلَمْ يَهْدِ لَهُمْ كَمْ اَهْلَكْنَا قَبْلَهُمْ مِّنَ
الْقُرُوْنِ يَمْشُوْنَ فِيْ مَسٰكِنِهِمْ ؕ اِنَّ فِيْ ذٰلِكَ
لَاٰيٰتٍ لِّاُولِي النُّهٰى ﴿۱۲۸﴾

الربع

১২৯. আর যদি আপনার প্রতিপালকের পক্ষ হতে পূর্বেই একটি কথা অবধারিত হয়ে না থাকত এবং একটি সময় নির্ধারিত না থাকত তবে আজাব অনিবার্যই হতো।

وَلَوْلَا كَلِمَةٌ سَبَقَتْ مِنْ رَّبِّكَ لَكَانَ لِزَامًا
وَّاَجَلٌ مُّسَمًّى ﴿۱۲۹﴾

১৩০. অতএব, আপনি তাদের [কুফর মিশ্রিত] বাক্যাবলির প্রতি ধৈর্যধারণ করুন এবং নিজ প্রতিপালকের প্রশংসার সাথে তাসবীহ পাঠ করতে থাকুন, সূর্যোদয়ের পূর্বে [যথা ফজরের নামাজে] এবং তা অস্তমিত হওয়ার পূর্বে [যথা জোহর ও আছরের নামাজে], আর রাতের কতক অংশে [-ও] তাসবীহ পড়ুন এবং দিবাভাগের উভয় প্রান্তে, যেন আপনি সন্তুষ্ট হন।

فَاصْبِرْ عَلٰى مَا يَقُوْلُوْنَ وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ
قَبْلَ طُلُوْعِ الشَّمْسِ وَقَبْلَ غُرُوْبِهَا ۚ وَمِنْ
اٰنَآئِ الَّيْلِ فَسَبِّحْ وَاَطْرَافَ النَّهَارِ لَعَلَّكَ
تَرْضٰى ﴿۱۳۰﴾

শাব্দিক অনুবাদ :

১২৭. وَكَذٰلِكَ نَجْزِيْ আর তদ্রূপ ঐ ব্যক্তিকে আমি শাস্তি দেব مَنْ اَسْرَفَ যে সীমাতিক্রম করে وَلَمْ يُؤْمِنْ এবং ঈমান আনে না بِاٰيٰتِ رَبِّهٖ নিজ প্রতিপালকের নিদর্শনসমূহের প্রতি وَلَعَذَابُ الْاٰخِرَةِ আর বাস্তবিকই পরকালের আজাব اَشَدُّ অধিক কঠোর وَاَبْقٰى এবং অতি দীর্ঘস্থায়ী।

১২৮. اَفَلَمْ يَهْدِ لَهُمْ এতেও কি তারা সৎপথের সন্ধান পায়নি যে كَمْ اَهْلَكْنَا قَبْلَهُمْ مِّنَ الْقُرُوْنِ আমি তাদের পূর্বে বহু সম্প্রদায়কে ধ্বংস করে দিয়েছি يَمْشُوْنَ فِيْ مَسٰكِنِهِمْ যাদের বাসস্থানসমূহ দিয়ে এরাও যাতায়াত করে থাকে اِنَّ فِيْ ذٰلِكَ لَاٰيٰتٍ এতে যথেষ্ট নিদর্শনাবলি রয়েছে لِّاُولِي النُّهٰى বুদ্ধিমানদের জন্য।

১২৯. وَلَوْلَا كَلِمَةٌ سَبَقَتْ আর যদি পূর্বেই একটি কথা অবধারিত হয়ে না থাকত مِنْ رَّبِّكَ আপনার প্রতিপালকের পক্ষ হতে لَكَانَ لِزَامًا তবে আজাব অনিবার্যই হতো وَّاَجَلٌ مُّسَمًّى এবং একটি সময় নির্ধারিত না থাকত।

১৩০. فَاصْبِرْ অতএব আপনি ধৈর্য ধারণ করুন عَلٰى مَا يَقُوْلُوْنَ তাদের বাক্যাবলির প্রতি وَسَبِّحْ এবং তাসবীহ পাঠ করতে থাকুন بِحَمْدِ رَبِّكَ নিজ প্রতিপালকের প্রশংসার সাথে قَبْلَ طُلُوْعِ الشَّمْسِ সূর্যোদয়ের পূর্বে وَقَبْلَ غُرُوْبِهَا এবং তা অস্তমিত হওয়ার পূর্বে وَمِنْ اٰنَآئِ الَّيْلِ আর রাত্রির কতক অংশে فَسَبِّحْ তাসবীহ পড়ুন وَاَطْرَافَ النَّهَارِ এবং দিবাভাগের উভয় প্রান্তে لَعَلَّكَ تَرْضٰى যেন আপনি সন্তুষ্ট হন।

https://e-ilm.weebly.com/

وَلَا تَمُدَّنَّ عَيْنَيْكَ إِلَىٰ مَا مَتَّعْنَا بِهِۦٓ أَزْوَٰجًا مِّنْهُمْ زَهْرَةَ ٱلْحَيَوٰةِ ٱلدُّنْيَا لِنَفْتِنَهُمْ فِيهِ ۚ وَرِزْقُ رَبِّكَ خَيْرٌ وَأَبْقَىٰ ﴿١٣١﴾

১৩১. আর আপনি কখনো দৃষ্টিপাত করবেন না ঐ সকল বস্তুর প্রতি যা দ্বারা আমি কাফেরদের বিভিন্ন সম্প্রদায়কে উপভোগী করে রেখেছি, এটা শুধু পার্থিব জীবনের চাকচিক্য, তাদেরকে পরীক্ষা করার উদ্দেশ্যে; আর আপনার প্রতিপালকের দান বহুগুণে শ্রেয় এবং অধিক স্থায়ী।

وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِٱلصَّلَوٰةِ وَٱصْطَبِرْ عَلَيْهَا ۖ لَا نَسْـَٔلُكَ رِزْقًا ۖ نَّحْنُ نَرْزُقُكَ ۗ وَٱلْعَٰقِبَةُ لِلتَّقْوَىٰ ﴿١٣٢﴾

১৩২. আর আপনার সংশ্লিষ্টদেরকে নামাজের আদেশ করতে থাকুন। এবং নিজেও তাতে দৃঢ়পদ থাকুন; আমি আপনার নিকট রিজিক চাই না; রিজিক তো আপনাকে আমিই দেব; আর উৎকৃষ্ট পরিণাম তো মুত্তাকীদের জন্য।

وَقَالُوا لَوْلَا يَأْتِينَا بِـَٔايَةٍ مِّن رَّبِّهِۦٓ ۚ أَوَلَمْ تَأْتِهِم بَيِّنَةُ مَا فِى ٱلصُّحُفِ ٱلْأُولَىٰ ﴿١٣٣﴾

১৩৩. আর তারা বলে, ইনি আমাদের নিকট তাঁর প্রতিপালকের পক্ষ হতে কোনো নিদর্শন কেন আনেন না? তাদের নিকট কি পৌছেনি পূর্ববর্তী কিতাবসমূহের বিষয়গুলোর বিবরণ [অর্থাৎ কুরআন]?

وَلَوْ أَنَّآ أَهْلَكْنَٰهُم بِعَذَابٍ مِّن قَبْلِهِۦ لَقَالُوا رَبَّنَا لَوْلَآ أَرْسَلْتَ إِلَيْنَا رَسُولًا فَنَتَّبِعَ ءَايَٰتِكَ مِن قَبْلِ أَن نَّذِلَّ وَنَخْزَىٰ ﴿١٣٤﴾

১৩৪. আর যদি আমি কুরআনের আবির্ভাবের পূর্বেই কোনো আজাব দ্বারা তাদেরকে ধ্বংস করে দিতাম, তবে এরা এরূপ বলত, হে আমাদের প্রতিপালক! আপনি আমাদের নিকট কোনো রাসূল কেন পাঠাননি? তা হলে তো আমরা অপমানিত ও লাঞ্ছিত হবার পূর্বেই আপনার আদেশ মেনে চলতাম।

শাব্দিক অনুবাদ :

১৩১. وَلَا تَمُدَّنَّ عَيْنَيْكَ আর আপনি কখনো দৃষ্টিপাত করবেন না إِلَىٰ مَا مَتَّعْنَا بِهِ ঐ সকল বস্তুর প্রতি যা দ্বারা আমি উপভোগী করে রেখেছি أَزْوَاجًا مِّنْهُمْ কাফেরদের বিভিন্ন সম্প্রদায়কে زَهْرَةَ الْحَيَوٰةِ الدُّنْيَا এটা শুধু পার্থিব জীবনের চাকচিক্য لِنَفْتِنَهُمْ فِيهِ তাদেরকে পরীক্ষা করার উদ্দেশ্যে وَرِزْقُ رَبِّكَ আর আপনার প্রতিপালকের দান خَيْرٌ বহুগুণে শ্রেয় وَأَبْقَىٰ এবং অধিক স্থায়ী।

১৩২. وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَوٰةِ আর আপনার সংশ্লিষ্টদের নামাজের আদেশ করতে থাকুন وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا এবং নিজেও এর উপর দৃঢ়পদ থাকুন لَا نَسْأَلُكَ رِزْقًا আমি আপনার নিকট রিজিক চাই না نَحْنُ نَرْزُقُكَ রিজিক তো আপনাকে আমিই দেব وَالْعَاقِبَةُ لِلتَّقْوَىٰ আর উৎকৃষ্ট পরিণাম তো মুত্তাকীদের জন্য।

১৩৩. وَقَالُوا আর তারা বলে لَوْلَا يَأْتِينَا ইনি আমাদের নিকট কেন আনেন না بِآيَةٍ কোনো নিদর্শন مِّن رَّبِّهِ তার প্রতিপালকের পক্ষ থেকে أَوَلَمْ تَأْتِهِم তাদের নিকট কি পৌছেনি بَيِّنَةُ مَا فِي الصُّحُفِ الْأُولَىٰ পূর্ববর্তী কিতাবসমূহের বিষয়গুলোর বিবরণ (অর্থাৎ কুরআন)।

১৩৪. وَلَوْ أَنَّا أَهْلَكْنَاهُم আর যদি আমি তাদেরকে ধ্বংস করে দিতাম بِعَذَابٍ কোনো আজাব দ্বারা مِّن قَبْلِهِ কুরআনের আবির্ভাবের পূর্বেই لَقَالُوا তবে এরা এরূপ বলত رَبَّنَا হে আমাদের প্রতিপালক لَوْلَا أَرْسَلْتَ إِلَيْنَا رَسُولًا আপনি আমাদের নিকট কোনো রাসূল কেন পাঠান নি فَنَتَّبِعَ آيَاتِكَ তাহলে তো আমরা আপনার আদেশ মেনে চলতাম مِن قَبْلِ أَن نَّذِلَّ وَنَخْزَىٰ অপমানিত ও লাঞ্ছিত হওয়ার পূর্বেই।

https://e-ilm.weebly.com/

১৩৫. আপনি বলে দিন, সবাই প্রতীক্ষা করছে, সুতরাং তোমরাও প্রতীক্ষা করতে থাক। অতঃপর অচিরেই জানতে পারবে যে, কারা সরল পথে রয়েছে এবং কারা সৎপথ অবলম্বন করেছে।	قُلْ كُلٌّ مُّتَرَبِّصٌ فَتَرَبَّصُوْا ۚ فَسَتَعْلَمُوْنَ مَنْ اَصْحٰبُ الصِّرَاطِ السَّوِيِّ وَمَنِ اهْتَدٰى ﴿١٣٥﴾

শাব্দিক অনুবাদ :

১৩৫. قُلْ আপনি বলে দিন كُلٌّ مُّتَرَبِّصٌ সবাই প্রতীক্ষা করছে فَتَرَبَّصُوْا সুতরাং তোমরাও প্রতীক্ষা করতে থাক فَسَتَعْلَمُوْنَ অতঃপর অচিরেই জানতে পারবে مَنْ اَصْحٰبُ الصِّرَاطِ السَّوِيِّ কারা সরল পথে রয়েছে وَمَنِ اهْتَدٰى এবং কারা সৎপথ অবলম্বন করেছে।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

وَلَا تَمُدَّنَّ عَيْنَيْكَ اِلٰى مَا مَتَّعْنَا بِهٖ اَزْوَاجًا مِّنْهُمْ زَهْرَةَ الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا لِنَفْتِنَهُمْ فِيْهِ وَرِزْقُ رَبِّكَ خَيْرٌ وَّاَبْقٰى [١٣١]

শানে নুযূল : হযরত আবূ রাফে (রা.) রাসূলুল্লাহ ﷺ হতে বর্ণনা করেন যে, একদা রাসূল ﷺ এর নিকট কোনো একজন লোক মেহমান হয়। সুতরাং রাসূল ﷺ ইহুদি এক লোকের নিকট একজন আমাকে পাঠালেন যে, তুমি গিয়ে তাকে আমার পক্ষ থেকে বলবে যে, আমার নিকট মেহমান এসেছে তাকে আপ্যায়ন করার মতো কোনো কিছু আমার নিকট নেই। সুতরাং আমার নিকট যেন এমন পরিমাণ আটা বিক্রি করে, তা না হয় রজব চাঁদের সময় সীমার জন্য কর্জ হলেও দান করে। ইহুদি একথা শুনে বলল, কোনো বস্তু বন্ধক রাখা ব্যতিরেকে তা আমি দেব না। অতঃপর আমি রাসূল ﷺ -এর নিকট ফিরে এসে সে সংবাদ করলাম। এ কথা শুনে রাসূল ﷺ বললেন, আল্লাহর শপথ ! আমি আসমানে বিশ্বাসী জমিনেও বিশ্বাসী। আমাকে কর্জ দান কিংবা বাকি বিক্রি করুক আমি তো তা অবশ্যই দিয়ে দেব। আমার লৌহ বর্মটি তার নিকট রেখে তা নিয়ে আস। সে পরিপ্রেক্ষিতে আল্লাহ তা'আলা আলোচ্য আয়াত নাজিল করেন। এবং জাগতিক ভোগ সম্ভারের প্রতি আকৃষ্ট না হবার প্রতিও তাতে দিক নির্দেশনা প্রদান করা হয়।

-(কুরতুবী ২৩২/১১তাবারী ৪৭৯/৮, ফাতহুল কাদীর ৩৯৫/৩)

اَفَلَمْ يَهْدِ لَهُمْ : يَهْدِ ক্রিয়াপদের فَاعِلْ এর ضَمِيْر- هُدًى শব্দের দিকে ফিরে, যা এর মধ্যেই আছে দ্বারা কুরআন অথবা রাসূল বোঝানো হয়েছে। আয়াতের অর্থ এই যে, কুরআন অথবা রাসূলুল্লাহ ﷺ কি মক্কাবাসীদেরকে এই হেদায়েত দেননি এবং এ সম্পর্কে জ্ঞাত করেননি যে, তোমাদের পূর্বে অনেক সম্প্রদায় ও দল নাফরমানির কারণে আল্লাহর আজাবে গ্রেফতার হয়ে ধ্বংস হয়ে গেছে, যাদের বাসভূমিতে এখন তোমরা চলাফেরা কর। এখন فَاعِلْ এর ضَمِيْر আল্লাহর দিকে ফেরারও সম্ভাবনা রয়েছে। অর্থ এই যে, আল্লাহ তাদেরকে হেদায়েত দেননি।

فَاصْبِرْ عَلٰى مَا يَقُوْلُوْنَ : মক্কাবাসীরা ঈমান থেকে গা বাঁচানোর জন্য নানা রকম বাহানা খুঁজতে এবং রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর শানে অশালীন কথাবার্তা বলত। কেউ জাদুকর, কেউ কবি এবং মিথ্যাবাদী বলত। কুরআন পাক এখানে তাদের এসব যন্ত্রণাদায়ক কথাবার্তার দু'টি প্রতিকার বর্ণনা করেছে। এক. আপনি তাদের কথাবার্তার প্রতি ভ্রুক্ষেপ করবেন না; বরং সবর করবেন। দুই. আল্লাহর ইবাদতে মশগুল হয়ে যান। فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ -বাক্যে একথা বলা হয়েছে।

শত্রুদের নিপীড়ন থেকে আত্মরক্ষার প্রতিকার ধৈর্যধারণ এবং আল্লাহর স্মরণে মশগুল হওয়া : এ জগতে ছোট -বড়, ভালো-মন্দ কোনো মানুষ শত্রুমুক্ত নয়। প্রত্যেকের কোনো না কোনো শত্রু রয়েছে। যতই নগণ্য ও দুর্বল হোক না কেন, প্রতিপক্ষের কোনো না কোনো ক্ষতি করেই ছাড়ে, যদিও তা মৌখিক গালি -গালাজই হয়। সম্মুখে গালি-গালাজ করার হিম্মত না থাকলে পশ্চাতেই করে। তাই শত্রুর অনিষ্ট থেকে আত্মরক্ষার চিন্তা প্রত্যেকেই করে। কুরআন পাক দু'টি বিষয়ের সমষ্টিকে এর চমৎকার ও অব্যর্থ ব্যবস্থাপত্র হিসেবে বর্ণনা করেছে। (এক) সবর অর্থাৎ, স্বীয় প্রবৃত্তিকে বশে রাখা এবং প্রতিশোধ গ্রহণের চিন্তায় ব্যাপৃত না হওয়া। (দুই) আল্লাহ তা'আলার স্মরণ ও ইবাদতে মশগুল হওয়া। অভিজ্ঞতা সাক্ষ্য দেয় যে, একমাত্র এই ব্যবস্থাপত্র দ্বারাই এসব অনিষ্ট থেকে মুক্তি পাওয়া যেতে পারে। অন্যথায় যে প্রতিশোধ

https://e-ilm.weebly.com/

গ্রহণের চিন্তায় ব্যাপৃত হয়, সে যতই শক্তিশালী, বিরাট ও প্রভাবশালী হোক না কেন, সে প্রায় ক্ষেত্রেই শত্রুর কাছ থেকে প্রতিশোধ গ্রহণ করতে সক্ষম হয় না এবং প্রতিশোধের চিন্তা তার জন্য একটি আলাদা আজাবে পরিণত হয়ে যায়। পক্ষান্তরে মানুষ যখন আল্লাহ তা'আলার দিকে মনোনিবেশ করে এবং মনে মনে ধ্যান করে যে, এ জগতে আল্লাহর ইচ্ছা ব্যতীত কেউ কারো কোনো রকম ক্ষতি অথবা অনিষ্ট সাধন করতে পারে না এবং আল্লাহর সব কাজ রহস্যের উপর ভিত্তিশীল হয়ে থাকে, তাই যে পরিস্থিতির উদ্ভব হয়েছে, এতে অবশ্যই কোনো না কোনো রহস্য আছে, তখন শত্রুর অনিষ্টপ্রসূত ক্রোধ ও ক্ষোভ আপনা-আপনি উধাও হয়ে যায়। একারণেই আয়াতের শেষে বলা হয়েছে : لَعَلَّكَ تَرْضٰى - অর্থাৎ এই উপায় অবলম্বন করলে আপনি সন্তুষ্টির জীবনযাপন করতে পারবেন। وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ -অর্থাৎ আপনি আল্লাহ তা'আলার পবিত্রতা বর্ণনা করুন তাঁর প্রশংসা ও গুণকীর্তন করে। এতে ইঙ্গিত রয়েছে যে, যে বান্দার আল্লাহর নাম নেওয়ার অথবা ইবাদত করার তাওফীক হয়, এ কাজের জন্য গর্ব ও অহংকার করার পরিবের্ত আল্লাহর প্রশংসা ও শোকর করাই তার ব্রত হওয়া উচিত। আল্লাহর স্মরণ ও ইবাদত তাঁরই তাওফীক দানের ফলশ্রুতি।

এই سَبِّحْ بِحَمْدِ -শব্দটি সাধারণ জিকির ও হামদের অর্থেও হতে পারে এবং বিশেষভাবে নামাজের অর্থেও হতে পারে। তাফসীরবিদ সাধারণত শেষোক্ত অর্থই নিয়েছেন। এর যেসব নির্দিষ্ট সময় বর্ণিত হয়েছে, সেগুলোকেও তাঁরা নামাজের সময় সাব্যস্ত করেছেন। উদাহরণত "সূর্যোদয়ের পূর্বে" বলে ফজরের নামাজ, "সূর্যাস্তের পূর্বে" বলে যোহর ও আসরের নামাজ এবং وَمِنْ اٰنَآئِ الَّيْلِ -বলে রাত্রিকালীন সব নামাজ -মাগরিব, এশা ও তাহাজ্জুদসহ বোঝানো হয়েছে। অতঃপর وَاَطْرَافَ النَّهَارِ বলে এর আরো তাকিদ করা হয়েছে।

দুনিয়ার ক্ষণস্থায়ী ধন-সম্পদ আল্লাহর প্রিয়পাত্র হওয়ার আলামত নয়; বরং মুমিনের জন্যে আশঙ্কার বস্তু : وَلَا تَمُدَّنَّ عَيْنَيْكَ এতে রাসূলুল্লাহ ﷺ কে সম্বোধন করা হয়েছে, কিন্তু আসলে উম্মতকে পথ প্রদর্শন করাই লক্ষ্য। বলা হয়েছে, দুনিয়ার ঐশ্বর্যশালী পুঁজিপতিরা হরেক রকমের পার্থিব চাকচিক্য বিবিধ নিয়ামতের অধিকারী হয়ে বসে আছে। আপনি তাদের প্রতি ভ্রূক্ষেপও করবেন না। কেননা এগুলো সব ধ্বংসশীল ও ক্ষণস্থায়ী। আল্লাহ তা'আলা যে নিয়ামত আপনাকে এবং আপনার মধ্যস্থতায় মুমিনদেরকে দান করেছেন, তা এই ক্ষণস্থায়ী পার্থিব চাকচিক্য থেকে বহুগুণে উৎকৃষ্ট।

দুনিয়াতে কাফের ও পাপাচারীদের বিলাসবৈভব, ধনাঢ্যতা ও জাঁকজমক সর্বকালেই প্রত্যেকের সামনে এই প্রশ্ন হয়ে দেখা দিয়েছে যে, এরা যখন আল্লাহর কাছে অপছন্দনীয় ও লাঞ্ছিত, তখন এদের হাতে এসব নিয়ামত কেন? পক্ষান্তরে নিবেদিতপ্রাণ ঈমানদারদের দারিদ্র্য ও নিঃস্বতা কেন? হযরত ওমর ফারুক (রা.)-এর মতো মহানুভব মনীষীর মনকেও এ প্রশ্ন দোলা দিয়েছিল। একবার রাসূলে কারীম ﷺ তাঁর বিশেষ কক্ষে একান্তবাসে ছিলেন। হযরত ওমর (রা.) কক্ষে প্রবেশ করে দেখলেন যে, তিনি একটি মোটা খেজুর পাতার তৈরি মাদুরে শায়িত আছেন এবং খেজুর পাতার দাগ তাঁর পবিত্র দেহে ফুটে উঠেছে। এই অসহায় দৃশ্য দেখে হযরত ওমর (রা.) কান্না রোধ করতে পারলেন না। তিনি অশ্রু বিগলিত কণ্ঠে বললেন : ইয়া রাসূলাল্লাহ, পারস্য ও রোম সম্রাটগণ এবং তাদের অমাত্যরা কেমন কেমন নিয়ামত ও সুখ ভোগ করছে। আপনি সমগ্র সৃষ্ট জীবের মধ্যে আল্লাহর মনোনীত ও প্রিয় রাসূল হয়েও আপনার এই দুর্দশাগ্রস্ত জীবন, এ কেমন কথা!

রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন– হে খাত্তাব-তনয়, তুমি এখন পর্যন্তও সন্দেহ ও সংশয়ের মধ্যে পতিত রয়েছ? এদের ভোগ-বিলাস ও কাম্য বস্তু আল্লাহ্ তা'আলা এ জগতেই তাদেরকে দান করেছেন। পরজগতে তাদের কোনো অংশ নেই। সেখানে শুধুমাত্র আজাবই আজাব। মু'মিনদের ব্যাপার এর বিপরীত। বলা বাহুল্য, এ কারণেই রাসূলুল্লাহ ﷺ পার্থিব সৌন্দর্য ও আরাম-আয়েশের প্রতি সম্পূর্ণ বিমুখ ছিলেন এবং সংসারের সাথে সম্পর্কহীন জীবন পছন্দ করতেন। অথচ উৎকৃষ্ট থেকে উৎকৃষ্টতর আরাম-আয়েশের সামগ্রী যোগাড় করার পূর্ণ ক্ষমতাই তাঁর ছিল। কোন সময় পরিশ্রম ও চেষ্টাচরিত্র ছাড়া ধন-সম্পদ তাঁর হাতে এসে গেলেও তিনি তৎক্ষণাৎ তা ফকির-মিসকিনদের মধ্যে বন্টন করে দিতেন এবং নিজে আগামীকল্যের জন্যও কিছু রাখতেন না। ইবনে আবী হাতেম আবূ সাঈদ খুদরীর রেওয়ায়েতে বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন– اِنَّ اَخْوَفَ مَآ اَخَافُ عَلَيْكُمْ مَا يَفْتَحُ اللّٰهُ لَكُمْ مِنْ زَهْرَةِ الدُّنْيَا আমি তোমাদের ব্যাপারে যে বিষয়ের সর্বাধিক ভয় ও আশঙ্কা করি, তা হচ্ছে দুনিয়ার ধন-সম্পদ ও সৌন্দর্য, যার দরজা তোমাদের সামনে খুলে দেওয়া হবে।

https://e-ilm.weebly.com/

এ হাদীসে রাসূলুল্লাহ ﷺ উম্মতকে এ সংবাদও দিয়েছেন যে, ভবিষ্যতে তোমাদের বিজয় অভিযান বিশ্বময় ছড়িয়ে পড়বে এবং ধনদৌলত ও বিলাস-ব্যসনের প্রাচুর্য হবে। এই পরিস্থিতি তেমন আনন্দের কথা নয়; বরং ভয় ও আশঙ্কার বিষয়। এতে লিপ্ত হয়ে তোমরা আল্লাহর স্মরণ ও তাঁর বিধানাবলি থেকে গাফেল হয়ে যেতে পার।

পরিবারবর্গ ও সম্পর্কশীলদেরকে নামাজের আদেশ ও তার রহস্য : وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا অর্থাৎ আপনি পরিবারবর্গকে নামাজের আদেশ দিন এবং নিজেও এর উপর অবিচল থাকুন। বাহ্যত এখানে আলাদা দু'টি নির্দেশ রয়েছে। (এক) পরিবারবর্গকে নামাজের আদেশ এবং (দুই) নিজেও নামাজ অব্যাহত রাখা। কিন্তু চিন্তা করলে দেখা যায় যে, নিজের নামাজ পুরোপুরি অব্যাহত রাখার জন্য আপনার পরিবেশ, পরিবারবর্গ ও স্বজনদের নিয়মিত নামাজি হওয়া আবশ্যক। কেননা পরিবেশ ভিন্নরূপ হলে মানুষ স্বভাবত নিজেও অলসতার শিকার হয়ে যায়।

স্ত্রী, সন্তান -সন্ততি ও সম্পর্কশীল সবাই أَهْل শব্দের অন্তর্ভুক্ত। এদের দ্বারাই মানুষের পরিবেশ ও সমাজ গঠিত হয়। এ আয়াত অবতীর্ণ হলে রাসূলুল্লাহ ﷺ প্রত্যহ ফজরের নামাজের সময় হযরত আলী ও ফাতেমা (রা.)-এর গৃহে গমন করে اَلصَّلٰوةُ اَلصَّلٰوةُ (নামাজ পড়, নামাজ পড়) বলতেন-(কুরতুবী)

ধনকুবের ও রাজরাজাদের ধনৈশ্বর্য ও জাঁকজমকের উপর যখনই হযরত ওরওয়া ইবনে জোবায়রের দৃষ্টি পড়ত, তখনই তিনি নিজ গৃহে ফিরে আসতেন এবং পরিবারবর্গকে নামাজ পড়ার কথা বলতেন। অতঃপর আলোচ্য আয়াত পাঠ করে শোনাতেন। হযরত ওমর ফারুক (রা.) যখন রাত্রিকালে তাহাজ্জুদের জন্য জাগ্রত হতেন, তখন পরিবারবর্গকেও জাগ্রত করে দিতেন এবং এই আয়াত পাঠ করে শোনাতেন।-(কুরতুবী)

যে ব্যক্তি নামাজ ও ইবাদতে আত্মনিয়োগ করে, আল্লাহ তার রিজিকের ব্যাপার সহজ করে দেন : لَا نَسْئَلُكَ رِزْقًا- অর্থাৎ আমি আপনার কাছে এই দাবি করি না যে, আপনি নিজের ও পরিবারবর্গের রিজিক নিজস্ব জ্ঞান-গরিমা ও কর্মের জোরে সৃষ্টি করুন। কাজটি আমি আমার নিজের দায়িত্বে রেখেছি। কেননা রিজিক উপার্জন করা প্রকৃতপক্ষে মানুষের সাধ্যাতীত ব্যাপার। সে বেশির থেকে বেশি মাটিকে নরম ও চাষোপযোগী করতে পারে এবং তাতে বীজ নিক্ষেপ করতে পারে, কিন্তু বীজের ভেতর থেকে অঙ্কুর উৎপন্ন করা এবং তাকে ফল -ফুলে সুশোভিত করার মধ্যে মানুষের কোনো হাত নেই। এটা সরাসরি আল্লাহ তা'আলার কাজ। বৃক্ষ গজানোর পরও মানুষের সকল প্রচেষ্টা তার হেফাজত ও আল্লাহ কর্তৃক সৃজিত ফল-ফুল দ্বারা উপকৃত হওয়ার মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকে। যে ব্যক্তি আল্লাহর ইবাদতে মশগুল হয়ে যায়, আল্লাহ তা'আলা এই পরিশ্রমের বোঝাও তার জন্যে সহজ ও হালকা করে দেন।

তিরমিযী ও ইবনে মাজাহ হযরত আবূ হুরায়রা (রা.)-এর রেওয়ায়েত বর্ণনা করেছেন যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন :

يَقُوْلُ اللّٰهُ تَعَالٰى يَا ابْنَ اٰدَمَ تَفَرَّغْ لِعِبَادَتِىْ اَمْلَاْ صَدْرَكَ غِنًى وَاَسُدَّ فَقْرَكَ وَاِنْ لَمْ تَفْعَلْ مَلَأْتُ صَدْرَكَ شُغْلًا وَلَمْ اَسُدَّ فَقْرَكَ- (اِبْنُ كَثِيْر)

আল্লাহ তা'আলা বলেন : হে আদম সন্তান, তুমি একাগ্রচিত্তে আমার ইবাদত কর, আমি ধনৈশ্বর্য দ্বারা তোমার বক্ষ পূর্ণ করে দেব এবং তোমার অভাব মোচন করব। যদি তুমি এরূপ না করো, তবে তোমার বক্ষ চিন্তা ও কর্মব্যস্ততা দ্বারা পূর্ণ করে দেব। এবং তোমার অভাব মোচন করব না (অর্থাৎ ধন-দৌলত যতই বৃদ্ধি পাবে, লোভ- লালসাও ততই বেড়ে যাবে। ফলে সর্বদা অভাবগ্রস্তই থাকবে।)

হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা.) বলেন : আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে একথা বলতে শুনেছি-

مَنْ جَعَلَ هُمُوْمَهُ هَمًّا وَاحِدًا هَمَّ الْمَعَادِ كَفَاهُ اللّٰهُ هَمَّ دُنْيَاهُ وَمَنْ تَشَعَّبَتْ بِهِ الْهُمُوْمُ فِىْ اَحْوَالِ الدُّنْيَا لَمْ يُبَالِ اللّٰهُ فِىْ اَىِّ اَوْدِيَتِهِ هَلَكَ - رَوَاهُ ابْنُ مَاجَه (اِبْنُ كَثِيْر)

যে ব্যক্তি তার সমস্ত চিন্তাকে এক চিন্তা অর্থাৎ পরকালের চিন্তায় পরিণত করে আল্লাহ তা'আলা তার সংসারের চিন্তাসমূহের জন্য নিজেই যথেষ্ট। পক্ষান্তরে যে ব্যক্তি সংসার চিন্তার বহুমুখী কাজে নিজেকে আবদ্ধ করে নেয়, সে এসব চিন্তার যে কোনো জটিলতায় ধ্বংস হয়ে যাক— সে বিষয়ে আল্লাহ তা'আলা একটুকুও পরওয়া করেন না। -[ইবনে কাছীর]

بَيِّنَةُ مَا فِى الصُّحُفِ الْاُوْلٰى : অর্থাৎ তাওরাত, ইঞ্জিল ও ইবরাহীমি সহীফা ইত্যাদি খোদায়ী গ্রন্থ সর্বকালেই শেষ নবী হযরত মুহাম্মদ মোস্তফা ﷺ-এর নবুয়ত ও রেসালতের সাক্ষ্য দিয়েছে। এগুলোর বহিঃপ্রকাশ অবিশ্বাসীদের জন্যে পর্যাপ্ত প্রমাণ নয় কি?

https://e-ilm.weebly.com/

فَسَتَعْلَمُوْنَ مَنْ اَصْحٰبُ الصِّرَاطِ السَّوِيِّ وَمَنِ اهْتَدٰى অর্থাৎ আজ তো আল্লাহ তা'আলা প্রত্যেককে মুখ দিয়েছেন, প্রত্যেকেই তার তরিকা ও কর্মকে উৎকৃষ্ট ও বিশুদ্ধ বলে দাবি করতে পারে। কিন্তু এই দাবি কোনো কাজে আসবে না। উৎকৃষ্ট ও বিশুদ্ধ তরিকা তাই হতে পারে, যা আল্লাহর কাছে প্রিয় ও বিশুদ্ধ। আল্লাহর কাছে কোনটি বিশুদ্ধ, তার সন্ধান কিয়ামতের দিন প্রত্যেকেই পেয়ে যাবে। তখন সবাই জানতে পারবে যে, কে ভ্রান্ত ও পথভ্রষ্ট ছিল এবং কে বিশুদ্ধ ও সরল পথে ছিল।

শব্দ বিশ্লেষণ :

نَجْزِىْ : সীগাহ جمع متكلم বহছ مضارع معروف বাব ضَرَبَ মাসদার جَزَاءٌ মূলবর্ণ (ج - ز - ى) জিনস ناقص يائى অর্থ- আমি শাস্তি দেব; আমি বদলা দেব।

مُسَمًّى : সীগাহ واحد مذكر বহছ اسم مفعول বাব تَفْعِيْل মাসদার تَسْمِيَةٌ মূলবর্ণ (س - م - و) জিনস ناقص واوى অর্থ- নির্ধারিত ।

سَبِّحْ : সীগাহ واحد مذكر حاضر বহছ امر حاضر معروف বাব تَفْعِيْل মাসদার تَسْبِيْحٌ মূলবর্ণ (س - ب - ح) জিনস صحيح অর্থ- তাসবীহ পাঠ করতে থাকুন, পবিত্রতা বর্ণনা করুন।

لَا تَمُدَّنَّ : সীগাহ واحد مذكر حاضر বহছ فعل نهى بانون ثقيلة বাব نَصَرَ মাসদার مَدٌّ মূলবর্ণ (م - د - د) জিনস مضاعف ثلاثى অর্থ- তুমি প্রসারিত কর না।

لِنَفْتِنَهُمْ : সীগাহ جمع متكلم বহছ مضارع معروف منصوب بلام كى বাব ضَرَبَ মাসদার فِتْنَةً মূলবর্ণ (ف - ت - ن) জিনস صحيح অর্থ- তাদেরকে পরীক্ষা করার উদ্দেশ্যে, যেন আমি তাদেরকে পরীক্ষা করতে পারি।

وَأْمُرْ : সীগাহ واحد مذكر حاضر বহছ امر حاضر معروف বাব نَصَرَ মাসদার اَمْرٌ মূলবর্ণ (أ - م - ر) জিনস مهموز فاء অর্থ- আপনি আদেশ করতে থাকুন।

اَنْ نَذِلَّ : সীগাহ جمع متكلم বহছ مضارع معروف منصوب بان বাব ضَرَبَ মাসদার ذِلٌّ মূলবর্ণ (ذ - ل - ل) জিনস مضاعف ثلاثى অর্থ- আমরা অপমানিত হবার, আমরা অপমানিত হব।

نَخْزٰى : সীগাহ جمع متكلم বহছ مضارع معروف منصوب بان বাব ضَرَبَ মাসদার خِزْىٌ মূলবর্ণ (خ - ز - ى) জিনস ناقص يائى অর্থ- আমরা লাঞ্ছিত হবার।

مُتَرَبِّصٌ : সীগাহ واحد مذكر বহছ اسم فاعل বাব تَفَعُّلٌ মাসদার تَرَبُّصٌ মূলবর্ণ (ر - ب - ص) জিনস صحيح অর্থ- প্রতীক্ষা করছে, অপেক্ষাকারী।

اِهْتَدٰى : সীগাহ واحد مذكر غائب বহছ ماضى معروف বাব اِفْتِعَالٌ মাসদার اِهْتِدَاءٌ মূলবর্ণ (ه - د - ى) জিনস ناقص يائى অর্থ- সে অবলম্বন করেছে সে সরল পথে রয়েছে।

বাক্য বিশ্লেষণ :

وَأْمُرْ اَهْلَكَ بِالصَّلٰوةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا لَا نَسْئَلُكَ رِزْقًا : এখানে واو টি হলো استئنافية বা আতেফা আর أُمُرْ ফে'ল ও তার উহ্য যমীর اَنْتَ ফা'য়েল এবং اَهْلَكَ হলো মাফউলে বিহী بِالصَّلٰوةِ হলো وَأْمُرْ -এর সাথে متعلق আর وَاصْطَبِرْ হলো ফে'ল এবং তার উহ্য যমীর اَنْتَ হলো ফায়েল আর عَلَيْهَا টা اِصْطَبِرْ -এর সাথে متعلق হয়েছে। আর لَا نَسْئَلُكَ হলো جملة استئنافية আর نَسْئَلُكَ হলো ফে'ল এবং তার যমীর نَحْنُ হলো ফায়েল আর كَ হলো মাফউলে বিহী আর رِزْقًا দ্বিতীয় মাফউলে বিহী। –(ই'রাবুল কুরআন : ৪র্থ খণ্ড, পৃ. ৭৪৪–৭৪৫)

https://e-ilm.weebly.com/

পারা : ১৭

سُوْرَةُ الْاَنْبِيَاۤءِ مَكِّيَّةٌ

সূরা আম্বিয়া

মক্কায় অবতীর্ণ, আয়াত–১১২, রুকূ'–৭

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

পরম করুণাময়, দয়ালু আল্লাহর নামে শুরু করছি

১. মানুষের জন্য তাদের হিসাবের সময় নিকটবর্তী হয়ে আসছে, অথচ তারা অসতর্কতায় বিমুখ হয়ে রয়েছে।	اِقْتَرَبَ لِلنَّاسِ حِسَابُهُمْ وَهُمْ فِيْ غَفْلَةٍ مُّعْرِضُوْنَ ۝١
২. তাদের নিকট তাদের প্রতিপালকের পক্ষ থেকে যে নতুন উপদেশ আসে, তারা তাকে এভাবে শুনে, যেন বিদ্রূপ করছে।	مَا يَاْتِيْهِمْ مِّنْ ذِكْرٍ مِّنْ رَّبِّهِمْ مُّحْدَثٍ اِلَّا اسْتَمَعُوْهُ وَهُمْ يَلْعَبُوْنَ ۝٢
৩. তাদের অন্তর আকৃষ্ট হয় না; আর তারা অর্থাৎ জালিমরা সংগোপনে পরামর্শ করেছে যে, এই ব্যক্তি তোমাদেরই মতো শুধু একজন মানুষ, তবুও কি তোমরা জাদুর কথা শ্রবণের উদ্দেশ্যে যাবে? অথচ তোমরা দেখছ।	لَاهِيَةً قُلُوْبُهُمْ ؕ وَاَسَرُّوا النَّجْوَى ۗ الَّذِيْنَ ظَلَمُوْا ۗ هَلْ هٰذَاۤ اِلَّا بَشَرٌ مِّثْلُكُمْ ۚ اَفَتَاْتُوْنَ السِّحْرَ وَاَنْتُمْ تُبْصِرُوْنَ ۝٣
৪. পয়গম্বর বললেন, আমার প্রতিপালক আসমান ও জমিনের প্রত্যেক কথাই অবগত আছেন এবং তিনি অতিশয় শ্রবণকারী, অতিশয় জ্ঞানী।	قٰلَ رَبِّيْ يَعْلَمُ الْقَوْلَ فِي السَّمَاۤءِ وَالْاَرْضِ ۫ وَهُوَ السَّمِيْعُ الْعَلِيْمُ ۝٤

শাব্দিক অনুবাদ :

১. اِقْتَرَبَ নিকটবর্তী হয়ে এসেছে لِلنَّاسِ মানুষের জন্য حِسَابُهُمْ তাদের হিসাবের সময় وَهُمْ فِيْ غَفْلَةٍ مُّعْرِضُوْنَ অথচ তারা অসতর্কতায় বিমুখ হয়ে রয়েছে ।

২. مَا يَاْتِيْهِمْ مِّنْ ذِكْرٍ যে উপদেশ তাদের নিকট আসে مِّنْ رَّبِّهِمْ তাদের প্রতিপালকের পক্ষ থেকে مُّحْدَثٍ নতুন اِلَّا اسْتَمَعُوْهُ তারা তাকে এভাবে শুনে وَهُمْ يَلْعَبُوْنَ যেন বিদ্রূপ করছে।

৩. لَاهِيَةً قُلُوْبُهُمْ তাদের অন্তর আকৃষ্ট হয় না وَاَسَرُّوا النَّجْوَى আর তারা সংগোপনে পরামর্শ করেছে الَّذِيْنَ ظَلَمُوْا অর্থাৎ জালিমরা هَلْ هٰذَاۤ اِلَّا بَشَرٌ مِّثْلُكُمْ এ ব্যক্তি তোমাদেরই মতো শুধু একজন মানুষ اَفَتَاْتُوْنَ السِّحْرَ তবুও কি তোমরা জাদুর কথা শ্রবণের উদ্দেশ্যে যাবে وَاَنْتُمْ تُبْصِرُوْنَ অথচ তোমরা দেখছ।

৪. قٰلَ পয়গম্বর বললেন رَبِّيْ يَعْلَمُ الْقَوْلَ আমার প্রতিপালক প্রত্যেক কথাই অবগত আছেন فِي السَّمَاۤءِ وَالْاَرْضِ আসমান ও জমিনের وَهُوَ السَّمِيْعُ الْعَلِيْمُ এবং তিনি অতিশয় শ্রবণকারী, অতিশয় জ্ঞানী।

https://e-ilm.weebly.com/

https://e-ilm.weebly.com/

بَلْ قَالُوْٓا اَضْغَاثُ اَحْلَامٍۢ بَلِ افْتَرٰىهُ بَلْ هُوَ شَاعِرٌ ۚ فَلْيَاْتِنَا بِاٰيَةٍ كَمَآ اُرْسِلَ الْاَوَّلُوْنَ ۝٥

৫. বরং তারা এরূপ(-ও) বলেছে যে, এটা [কুরআন] অলীক কল্পনা, বরং তিনি এটা রচনা করে নিয়েছেন, বরং তিনি তো একজন কবি, তবে তাঁর উচিত আমাদের সম্মুখে এমন কোনো নিদর্শন উপস্থিত করা যেরূপ পূর্ববর্তীগণকে নিদর্শনসহ রাসূল করা হয়েছিল।

مَآ اٰمَنَتْ قَبْلَهُمْ مِّنْ قَرْيَةٍ اَهْلَكْنٰهَا ۚ اَفَهُمْ يُؤْمِنُوْنَ ۝٦

৬. এদের পূর্বে যে জনপদকেই আমি ধ্বংস করে দিয়েছি ঈমান আনেনি, তবে কি তারা ঈমান আনবে?

وَمَآ اَرْسَلْنَا قَبْلَكَ اِلَّا رِجَالًا نُّوْحِيْٓ اِلَيْهِمْ فَسْـَٔلُوْٓا اَهْلَ الذِّكْرِ اِنْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُوْنَ ۝٧

৭. আর আমি আপনার পূর্বে শুধু মানুষকেই পয়গম্বর করেছি যাদের প্রতি আমি ওহী প্রেরণ করতাম, অতএব, (হে অবিশ্বাসীগণ!) যদি তোমাদের জানা না থাকে, তবে কিতাবীদের নিকট জিজ্ঞাসা কর।

وَمَا جَعَلْنٰهُمْ جَسَدًا لَّا يَاْكُلُوْنَ الطَّعَامَ وَمَا كَانُوْا خٰلِدِيْنَ ۝٨

৮. আর আমি ঐ সমস্ত রাসূলের এমন দেহ সৃষ্টি করিনি যে, তাঁরা খাদ্য গ্রহণ করতেন না এবং তারা চিরস্থায়ীও হননি।

ثُمَّ صَدَقْنٰهُمُ الْوَعْدَ فَاَنْجَيْنٰهُمْ وَمَنْ نَّشَآءُ وَاَهْلَكْنَا الْمُسْرِفِيْنَ ۝٩

৯. অতঃপর আমি তাদেরকে যে ওয়াদা দিয়েছিলাম তা সত্যে পরিণত করেছিলাম। অর্থাৎ তাদেরকে আর যাকে যাকে আমি ইচ্ছা করেছি নাজাত দিয়েছি এবং সীমালঙ্ঘনকারীদেরকে ধ্বংস করেছি।

শাব্দিক অনুবাদ :

৫. بَلْ قَالُوْٓا বরং তারা এরূপ (-ও) বলেছে اَضْغَاثُ اَحْلَامٍ এটা (কুরআন) অলীক কল্পনা بَلِ افْتَرٰىهُ বরং তিনি এটা রচনা করে নিয়েছেন بَلْ هُوَ شَاعِرٌ বরং তিনি তো একজন কবি فَلْيَاْتِنَا بِاٰيَةٍ তবে তাঁর উচিত আমাদের সম্মুখে এমন কোনো নিদর্শন উপস্থিত করা كَمَآ اُرْسِلَ الْاَوَّلُوْنَ যেরূপ পূর্ববর্তীগণকে নিদর্শনসহ রাসূল করা হয়েছিল।

৬. مَآ اٰمَنَتْ قَبْلَهُمْ এদের পূর্বে তারা ঈমান আনেনি مِّنْ قَرْيَةٍ اَهْلَكْنٰهَا যে জনপদকেই আমি ধ্বংস করে দিয়েছি اَفَهُمْ يُؤْمِنُوْنَ তবে কি তারা ঈমান আনবে?

৭. وَمَآ اَرْسَلْنَا আর আমি পয়গম্বর করেছি قَبْلَكَ আপনার পূর্বে اِلَّا رِجَالًا শুধু মানুষকেই نُّوْحِيْٓ اِلَيْهِمْ যাদের প্রতি আমি ওহী প্রেরণ করতাম فَسْـَٔلُوْٓا অতএব জিজ্ঞাসা করো اَهْلَ الذِّكْرِ কিতাবীদের নিকট اِنْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُوْنَ যদি তোমাদের জানা না থাকে।

৮. وَمَا جَعَلْنٰهُمْ جَسَدًا আর আমি ঐ সমস্ত রাসূলের এমন দেহ সৃষ্টি করিনি যে لَّا يَاْكُلُوْنَ الطَّعَامَ তারা খাদ্য গ্রহণ করতেন না وَمَا كَانُوْا خٰلِدِيْنَ এবং তারা চিরস্থায়ীও হননি।

৯. ثُمَّ صَدَقْنٰهُمُ الْوَعْدَ অতঃপর আমি তাদেরকে যে ওয়াদা দিয়েছিলাম তা সত্যে পরিণত করেছিলাম فَاَنْجَيْنٰهُمْ অর্থাৎ তাদেরকে নাজাত দিয়েছি وَمَنْ نَّشَآءُ আর যাকে যাকে আমি ইচ্ছা করেছি وَاَهْلَكْنَا الْمُسْرِفِيْنَ এবং সীমালঙ্ঘনকারীদেরকে ধ্বংস করেছি।

১০. আমি তোমাদের প্রতি এরূপ কিতাব নাজিল করেছি যাতে তোমাদের জন্য (যথেষ্ট) উপদেশ বিদ্যমান রয়েছে; তবুও কি তোমরা বুঝ না?	لَقَدْ اَنْزَلْنَاۤ اِلَيْكُمْ كِتٰبًا فِيْهِ ذِكْرُكُمْ ؕ اَفَلَا تَعْقِلُوْنَ ﴿١٠﴾
১১. আর আমি ধ্বংস করেছি এমন বহু জনপদকে– যার অধিবাসীরা জালিম ছিল এবং তাদের পর অপর জাতিকে সৃষ্টি করেছি।	وَكَمْ قَصَمْنَا مِنْ قَرْيَةٍ كَانَتْ ظَالِمَةً وَّاَنْشَاْنَا بَعْدَهَا قَوْمًا اٰخَرِيْنَ ﴿١١﴾

শাব্দিক অনুবাদ :

১০. لَقَدْ اَنْزَلْنَاۤ আমি নাজিল করেছি اِلَيْكُمْ তোমাদের প্রতি كِتٰبًا এমন কিতাব فِيْهِ ذِكْرُكُمْ যাতে তোমাদের জন্য (যথেষ্ট) উপদেশ বিদ্যমান রয়েছে اَفَلَا تَعْقِلُوْنَ তবুও কি তোমরা বুঝ না।

১১. وَكَمْ قَصَمْنَا আর আমি ধবংস করেছি مِنْ قَرْيَةٍ এমন বহু জনপদ কে كَانَتْ ظَالِمَةً যার অধিবাসীরা জালিম ছিল وَّاَنْشَاْنَا এবং সৃষ্টি করেছি بَعْدَهَا তাদের পর قَوْمًا اٰخَرِيْنَ অপর জাতিকে।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

সূরা আম্বিয়া প্রসঙ্গে জ্ঞাতব্য : এ সূরা মক্কায় অবতীর্ণ। এর আয়াত সংখ্যা ১১২ এবং রুকূ' ৭। এ সূরায় সতেরোজন আম্বিয়ায়ে কেরামের উল্লেখ রয়েছে। এতে বিবরণ রয়েছে তাদের তাবলীগের যে, কিভাবে তাঁরা মানুষকে তাওহীদের জন্যে আহ্বান করেছেন। আর কিভাবে কাফেররা তাদেরকে কষ্ট দিয়েছে এবং আম্বিয়ায়ে কেরাম কিভাবে তাদের নির্যাতন-উৎপীড়নে সবর করেছেন। অবশেষে আল্লাহ তা'আলা তাদেরকে সফলকাম করেছেন এবং তাদের শত্রুদের পরিণাম হয়েছে অত্যন্ত শোচনীয়। এ সূরায় তাওহীদ ও রিসালাতের অনেক অকাট্য দলিল প্রমাণ বর্ণিত হয়েছে, এর পাশাপাশি কিয়ামতের সত্যতা ও বাস্তবতার কথাও ঘোষণা করা হয়েছে। বস্তুত এসবই হলো দীন ইসলামের মৌলিক উপাদান, যার উপর বিশ্বাস করা কল্যাণকামী প্রতিটি মানুষেরই কর্তব্য। এ সূরার সমস্ত আয়াত মক্কা মুয়াজ্জামায় নাজিল হয়েছে। এ বিষয়ে কারো কোনো দ্বিমত নেই। ইবনে মারদুভিয়া হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা.)-এর উদ্ধৃতি দিয়ে বলেছেন, সূরাতুল আম্বিয়া মক্কা মুয়াজ্জামায় নাজিল হয়েছে। ইমাম বুখারী, (র.) এবং ইবনে মারদুভিয়া হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে জোবায়ের (রা.)-এর কথার উদ্ধৃতি দিয়েছেন। তিনি বলেছেন, সূরা আম্বিয়া মক্কা মুয়াজ্জামায় নাজিল হয়েছে।

–[তাফসীরে আদদুররুল মানসূর ৪/৩৪৪. মা'আরিফুল কুরআন : আল্লামা ইদ্রীস কান্ধলভী ৪/৬০৭]

এ সূরার ফজিলত : হযরত আবূ মূসা আশ'আরী (রা.) বর্ণনা করেন, প্রিয়নবী ﷺ ইরশাদ করেছেন, যে ব্যক্তি এই সূরা পাঠ করবে আল্লাহ তা'আলা কিয়ামতের দিন তার হিসাব সহজ করে দেবেন।

এ সূরার আমল : যার নিদ্রা হয় না, যে বিনিদ্র রজনী কাটায়, কোনো রোগ চিন্তা বা ভয়ের কারণে এ অবস্থা হয়, হরিণের চামড়ার উপর সূরাতুল আম্বিয়া লিপিবদ্ধ করে যদি তার কোমরে বেঁধে দেওয়া হয়, তবে সে গভীর নিদ্রায় মগ্ন হবে।

স্বপ্নের তাবীর : যে ব্যক্তি স্বপ্নে দেখে যে, সে সূরা আম্বিয়া পাঠ করছে, তবে সে অনেক অর্থ-সম্পদ লাভ করবে এবং আল্লাহ তা'আলা তাকে নেক আমলের তাওফীক দান করবেন।

পূর্ববর্তী সূরার সাথে সম্পর্ক : যারা আল্লাহ তা'আলার স্মরণ থেকে বিমুখ হয় এবং আখেরাতের ব্যাপারে গাফলতের আবর্তে নিপতিত হয়, তাদের ভয়াবহ পরিণতির কথা পূর্ববর্তী সূরার শেষ পর্যায়ে ঘোষণা করা হয়েছে এবং এরপর কাফেরদেরকে প্রদত্ত ধন-সম্পদের প্রতি দৃষ্টিপাত না করার তাকিদ করা হায়েছে। কেননা দুনিয়ার অর্থ-সম্পদ বা ঐশ্বর্য আখেরাতের স্মরণ থেকে গাফলতের কারণ হয়। এ কারণেই এ সূরার শুরুতে কিয়ামত নিকটবর্তী হওয়ার কথা ঘোষণা করা হয়েছে, যাতে করে যারা গাফলতের মধ্যে নিপতিত রয়েছে তারা গাফলত পরিহার করে আখেরাতের চিন্তা করে, চিরস্থায়ী জীবনের জন্য প্রস্তুতি গ্রহণ করে এবং আম্বিয়ায়ে কেরামের হেদায়েতের উপর আমল করে জীবন-সাধনাকে সার্থক করে।

https://e-ilm.weebly.com/

مَا اٰمَنَتْ قَبْلَهُمْ مِّنْ قَرْيَةٍ اَهْلَكْنٰهَا اَفَهُمْ يُؤْمِنُوْنَ (٦)

শানে নুযূল : ইবনে জারীর হযরত কাতাদাহ (র.)-এর উদ্ধৃতি দিয়ে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেন, মক্কার কাফের সম্প্রদায় হযরত নবী করীম ﷺ-এর নিকট দাবি জানালো যে, আপনি যা কিছু বলেছেন, তা যদি সত্যই হয়ে থাকে, আর আমাদের ঈমান গ্রহণ করা আপনার কাছে আনন্দদায়ক হয়ে থাকে, তাহলে সাফা পর্বতকে স্বর্ণে পরিণত করে দিন। এ মুহূর্তেই হযরত জিবরাঈল (আ.) রাসূল ﷺ-এর নিকট এসে বললেন যে, আপনার গোত্রবাসী যা চেয়েছে আপনি যদি চান তা হলে তাই হবে। তবে শর্ত হচ্ছে, তারপরও যদি তারা ঈমান গ্রহণ না করে, তাহলে তাদেরকে আর অবকাশ দেওয়া হবে না। আপনি যদি তাদেরকে অবকাশ দিতে চান, তাহলে তাদেরকে অবকাশ দেব। রাসূল ﷺ বললেন, আমি আমার গোত্রবাসীর অবকাশ কামনা করছি। সে পরিপ্রেক্ষিতে আল্লাহ তা'আলা আলোচ্য আয়াত নাজিল করেন। –(ফাতহুল কাদীর ৩৯৯/৩)

وَكَمْ قَصَمْنَا مِنْ قَرْيَةٍ كَانَتْ ظَالِمَةً وَّاَنْشَاْنَا بَعْدَهَا قَوْمًا اٰخَرِيْنَ (١١)

শানে নুযূল : হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) কর্তৃক উদ্ধৃত একটি হাদীস আল্লামা কালবীর বরাত দিয়ে ইবনে মারদুভিয়া বর্ণনা করেন। তিনি বলেন, হিমইয়ার গোত্রে আল্লাহ তা'আলা হযরত শুআইব (আ.) কে নবী বানিয়ে প্রেরণ করেন। নবী তাদেরকে আল্লাহর পথে ডাকলেন। তারা তাতে ঈমান গ্রহণ করেনি বরং নবীর উপর আক্রমণ করে নবীকে হত্যা করে ফেলল। অতঃপর আল্লাহ তা'আলা তাদের এ অপরাধের শাস্তি স্বরূপ বুখতেনসর নামক এক জালেম বাদশাহকে তাদের কর্তৃত্ব দান করেন। সে তাদের উপর চড়াও হয়ে তাদের সবাইকে হত্যা করে। তাদের কেউই বেঁচে থাকেনি। তদ্রূপ ইসলাম থেকে বিমুখতা অবলম্বনকারী এবং নবীর বিরুদ্ধবাদীদের পরিণতিও হবে খুব ভয়াবহ। এর প্রমাণ স্বরূপ সে ঘটনার প্রতি ইঙ্গিত করে আল্লাহ তা'আলা আলোচ্য আয়াত নাজিল করেন। –(ফাতহুল কাদীর ৪০৩/৩, রূহুল মা'আনী ১৫/১৭/৯)

اِقْتَرَبَ لِلنَّاسِ حِسَابُهُمْ : অর্থাৎ মানুষের কাছ থেকে তাদের কৃতকর্মের হিসাব নেওয়ার দিন অর্থাৎ কিয়ামতের দিন ঘনিয়ে এসেছে। এখানে পৃথিবীর বিগত বয়সের অনুপাতে ঘনিয়ে আসার কথা বলা হয়েছে। কেননা এই উম্মতই হচ্ছে সর্বশেষ উম্মত; যদি ব্যাপক হিসেব ধরা হয়, তবে কবরের হিসেবও এতে শামিল রয়েছে। প্রত্যেক মানুষকে মৃত্যুর পরমুহূর্তেই এই হিসেব দিতে হয়। এজন্যই প্রত্যেকের মৃত্যুকে তার কিয়ামত বলা হয়েছে।

مَنْ مَاتَ فَقَدْ قَامَتْ قِيَامَتُهٗ : যে ব্যক্তি মরে যায়, তার কিয়ামত তখনই শুরু হয়ে যায়। এ অর্থের দিক দিয়ে হিসেবের সময় ঘনিয়ে আসার বিষয়টি সম্পূর্ণ সুস্পষ্ট। কারণ মানুষ যত দীর্ঘায়ুই হোক, তার মৃত্যু দূরে নয়। বিশেষ করে যখন বয়সের শেষ সীমা অজানা, তখন প্রতিমুহূর্তে ও প্রতিপদে মানুষ মৃত্যু-আশঙ্কার সম্মুখীন।

আয়াতের উদ্দেশ্য মুমিন ও কাফের নির্বিশেষে সব গাফেলকে সতর্ক করা; তারা যেন পার্থিব কামনা- বাসনায় লিপ্ত হয়ে এই হিসেবের দিনকে ভুলে না বসে। কেননা একে ভুলে যাওয়াই যাবতীয় অনর্থ ও গোনাহের ভিত্তি।

مَا يَاْتِيْهِمْ مِّنْ ذِكْرٍ مِّنْ رَّبِّهِمْ مُّحْدَثٍ اِلَّا اسْتَمَعُوْهُ وَهُمْ يَلْعَبُوْنَ لَاهِيَةً قُلُوْبُهُمْ : যারা পরকাল ও কবরের আজাব থেকে গাফেল এবং তজ্জন্য প্রস্তুতি গ্রহণ করে না, এটা তাদের অবস্থার অতিরিক্ত বর্ণনা। যখন তাদের সামনে কুরআনের কোনো নতুন আয়াত আসে এবং পঠিত হয়, তখন তারা একে কৌতুক ও হাস্য উপহাসচ্ছলে শ্রবণ করে। তাদের অন্তর আল্লাহ ও পরকালের প্রতি সম্পূর্ণ উদাসীন থাকে। এর এ অর্থও হতে পারে যে, কুরআনের আয়াত শ্রবণ করার সময় তারা পূর্ববৎ খেলাধুলায় লিপ্ত থাকে, কুরআনের প্রতি মনোযোগ দেয় না এবং এরূপ অর্থও হতে পারে যে, স্বয়ং কুরআনের আয়াতের সাথেই তারা রঙ্গ-তামাশা করতে থাকে।

اَفَتَاْتُوْنَ السِّحْرَ وَاَنْتُمْ تُبْصِرُوْنَ : অর্থাৎ তারা পরস্পরে আস্তে আস্তে কানাকানি করে বলে : এই লোকটি যে নিজেকে নবী ও রাসূল বলে দাবি করে, সে তো আমাদের মতোই মানুষ-ফেরেশতা তো নয় যে, আমরা তার কথা মেনে নেব। তাদের সামনে আল্লাহর যে কালাম পাঠ করা হতো, তাঁর মিষ্টতা, প্রাঞ্জলতা ও ক্রিয়াশক্তি কোনো কাফেরও অস্বীকার করতে পারত না। এই কালাম থেকে লোকের দৃষ্টি সরিয়ে নেওয়ার উদ্দেশ্যে তারা একে জাদু আখ্যায়িত করে লোকদেরকে বলত যে, তোমরা জান যে এটা জাদু, এমতাবস্থায় এই ব্যক্তির কাছে যাওয়া এবং এই কালাম শ্রবণ করা বুদ্ধিমত্তার পরিচায়ক নয়। এই কথাবার্তা গোপনে বলার কারণ সম্ভবত এই ছিল যে, মুসলমানরা শুনে ফেললে তাদের এই নির্বুদ্ধিতাপ্রসূত ধোঁকাবাজি জনসমক্ষে ফাঁস করে দেবে।

بَلْ قَالُوْا اَضْغَاثُ اَحْلَامٍ : যেসব স্বপ্নে মানসিক অথবা শয়তানি কল্পনা শামিল থাকে, সেগুলোকে اَحْلَامٌ বলা হয়। এ কারণেই এর অনুবাদ "অলীক কল্পনা" করা হয়েছে। অর্থাৎ অবিশ্বাসীরা প্রথমে কুরআনকে জাদু বলেছে, এরপর আরো অগ্রসর হয়ে বলতে শুরু করেছে যে, এটা আল্লাহর বিরুদ্ধে মিথ্যা উদ্ভাবন ও অপবাদ যে, এটা তাঁর কালাম। অবশেষে বলতে শুরু করেছে যে, আসল কথা হচ্ছে লোকটি একজন কবি। তার কালামে কবিসুলভ কল্পনা আছে।

فَلْيَاْتِنَا بِاٰيَةٍ : অর্থাৎ সে বাস্তবিকই নবী ও রাসূল হলে আমাদের ফরমায়েশী বিশেষ মু'জিযাসমূহ প্রদর্শন করুক। জবাবে আল্লাহ তা'আলা বলেন : পূর্ববর্তী উম্মতদের মধ্যে দেখা গেছে যে, তাদেরকে তাদের আকাঙ্ক্ষিত মু'জিযাসমূহ

https://e-ilm.weebly.com/

প্রদর্শন করার পরও তারা বিশ্বাস স্থাপন করেনি। প্রার্থিত মু'জিযা দেখার পরও যে জাতি ঈমানের প্রতি পৃষ্ঠ প্রদর্শন করে, তাদেরকে আজাব দ্বারা ধ্বংস করে দেওয়াই আল্লাহর আইন। রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সম্মানার্থে আল্লাহ্ তা'আলা এই উম্মতকে আজাবের কবল থেকে সংরক্ষিত করে দিয়েছেন। তাই কাফেরদেরকে প্রার্থিত মু'জিযা প্রদর্শন করা সমুচিত নয়। অতঃপর أَفَهُمْ يُؤْمِنُونَ বাক্যে এদিকেই ইশারা রয়েছে যে, তারা কি প্রার্থিত মু'জিযা দেখলে বিশ্বাস স্থাপন করবে? অর্থাৎ তাদের কাছ থেকে এরূপ আশা করা বৃথা। তাই প্রার্থিত মু'জিযা প্রদর্শন করা হয় না।

فَسْئَلُوْآ أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُوْنَ এখানে أَهْلَ الذِّكْرِ (যাদের স্মরণ আছে) বলে তাওরাত ও ইঞ্জিলের যেসব আলেম রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করেছিল, তাদেরকে বোঝানো হয়েছে। উদ্দেশ্য এই যে, পূর্ববর্তী পয়গম্বরগণ মানুষ ছিলেন না ফেরেশতা ছিলেন, একথা যদি তোমাদের জানা না থাকে, তবে তাওরাত ও ইঞ্জিলের আলেমদের কাছ থেকে জেনে নাও। কেননা তারা সবাই জানে যে, পূর্ববর্তী সকল পয়গম্বর মানুষই ছিলেন। তাই এখানে أَهْلَ الذِّكْرِ দ্বারা সাধারণ কিতাবধারী ইহুদি খ্রিস্টান অর্থ নিলেও কোনো অসুবিধা নেই। কারণ তারা সবাই এ ব্যাপারের সাক্ষ্যদাতা।

মাসআলা : তাফসীরে কুরতুবীতে আছে এ আয়াত থেকে জানা গেল যে, শরিয়তের বিধি-বিধান জানে না– এরূপ মূর্খ ব্যক্তিদের উপর আলেমদের অনুসরণ করা ওয়াজিব। তারা আলেমদের কাছে জিজ্ঞেস করে তদনুযায়ী আমল করবে।

কুরআন আরবদের জন্যে সম্মান ও গৌরবের বস্তু : كِتَابًا فِيْهِ ذِكْرُكُمْ কিতাব অর্থ কুরআন এবং জিকির অর্থ এখানে সম্মান, শ্রেষ্ঠত্ব ও খ্যাতি। উদ্দেশ্য এই যে, তোমাদের ভাষা আরবিতে অবতীর্ণ কুরআন তোমাদের জন্যে একটি বড় সম্মান ও চিরস্থায়ী সুখ্যাতির বস্তু। একে যথার্থ মূল্য দেওয়া তোমাদের উচিত। বিশ্ববাসী একথা প্রত্যক্ষ করেছে যে, আল্লাহ্ তা'আলা আরবদেরকে কুরআনের বরকতে সমগ্র বিশ্বের উপর প্রাধান্য বিস্তারকারী ও বিজয়ী করেছেন। জগদ্ব্যাপী তাদের সম্মান ও সুখ্যাতির ডঙ্কা বেজেছে। একথাও সবার জানা যে, এটা আরবদের কুরআনের বরকতে সম্ভব হয়েছে। কুরআন না হলে আজ সম্ভবত আরব জাতির নাম উচ্চারণকারীও কেউ থাকত না।

শব্দ বিশ্লেষণ :

اِقْتَرَبَ : সীগাহ واحد مذكر غائب বহছ ماضى معروف বাব اِفْتِعَالٌ মাসদার اِقْتِرَابٌ মূলবর্ণ (ق - ر - ب) জিনস صحيح অর্থ– নিকটবর্তী হয়ে আসছে, সে নিকটবর্তী হয়েছে।

يَلْعَبُوْنَ : সীগাহ جمع مذكر غائب বহছ مضارع معروف বাব سَمِعَ মাসদার لِعَابٌ মূলবর্ণ (ل - ع - ب) জিনস صحيح অর্থ– তারা বিদ্রূপ করছে, তারা খেলা করছে।

اَسَرُّوا : সীগাহ جمع مذكر غائب বহছ ماضى معروف বাব اِفْعَالٌ মাসদার اِسْرَارٌ মূলবর্ণ (س - ر - ر) জিনস مضاعف ثلاثى অর্থ– তারা সংগোপনে পরামর্শ করেছে।

اَفَتَاْتُوْنَ : সীগাহ جمع مذكر حاضر বহছ مضارع معروف বাব ضَرَبَ মাসদার اِتْيَانٌ মূলবর্ণ (أ - ت - ى) জিনস মুরাক্কাব (ناقص يائى ও مهموز فاء) অর্থ– তবুও কি তোমরা যাবে।

اِفْتَرٰىهُ : সীগাহ واحد مذكر غائب বহছ ماضى معروف বাব اِفْتِعَالٌ মাসদার اِفْتِرَاءٌ মূলবর্ণ (ف - ر - ى) জিনস ناقص يائى অর্থ– তিনি এটা রচনা করে নিয়েছেন।

فَلْيَاْتِنَا : সীগাহ واحد مذكر বহছ امر غائب معروف বাব ضَرَبَ মাসদার اِتْيَانٌ মূলবর্ণ (أ - ت - ى) জিনস মুরাক্কাব (ناقص يائى ও مهموز فاء) অর্থ– তবে তার উচিৎ আমাদের সম্মুখে উপস্থিত করা।

نُوْحِىْ : সীগাহ جمع متكلم বহছ مضارع معروف বাব اِفْعَالٌ মাসদার اِيْحَاءٌ মূলবর্ণ (و - ح - ى) জিনস لفيف مفروق অর্থ– আমি ওহী প্রেরণ করতাম।

قَصَمْنَا : সীগাহ جمع متكلم বহছ ماضى معروف বাব ضَرَبَ মাসদার قَصْمٌ মূলবর্ণ (ق - ص - م) জিনস صحيح অর্থ– আমি ধ্বংস করেছি।

বাক্য বিশ্লেষণ :

اِقْتَرَبَ لِلنَّاسِ حِسَابُهُمْ وَهُمْ فِىْ غَفْلَةٍ مُّعْرِضُوْنَ : এখানে اِقْتَرَبَ ফে'ল لِلنَّاسِ তার اِقْتَرَبَ-এর সাথে متعلق আর حِسَابُهُمْ হলো اِقْتَرَبَ-এর ফায়েল, আর وَهُمْ-এর واو টি হলো حالية আর هُمْ আর মুবতাদা এবং فِىْ غَفْلَةٍ হলো প্রথম خبر আর مُعْرِضُوْنَ হলো দ্বিতীয় খবর। –[ই'রাবুল কুরআন : ৫ম খণ্ড, পৃ. ৬]

https://e-ilm.weebly.com/

১২. অনন্তর যখন ঐ জালিমরা আজাব আসতে দেখল, তখন তারা ঐ জনপদ হতে পলায়ন করতে লাগল।	فَلَمَّآ اَحَسُّوْا بَاْسَنَآ اِذَا هُمْ مِّنْهَا يَرْكُضُوْنَ ﴿١٢﴾
১৩. (আল্লাহ তা'আলা বলেন,) পলায়ন করো না, আর তোমরা তোমাদের সুখ-সম্পদ ও তোমাদের বাসস্থানের দিকে ফিরে চল, হয়তো তোমাদেরকে জিজ্ঞাসাবাদ করা হবে।	لَا تَرْكُضُوْا وَارْجِعُوْٓا اِلٰى مَآ اُتْرِفْتُمْ فِيْهِ وَمَسٰكِنِكُمْ لَعَلَّكُمْ تُسْئَلُوْنَ ﴿١٣﴾
১৪. তারা (আজাব আসার সময়) বলতে লাগল, হায় আমাদের দুর্ভাগ্য! সত্যই আমরা জালিম ছিলাম।	قَالُوْا يٰوَيْلَنَآ اِنَّا كُنَّا ظٰلِمِيْنَ ﴿١٤﴾
১৫. তাদের এরূপ আর্তনাদ চলতে রইল, যে পর্যন্ত না আমি তাদেরকে এরূপ (ধ্বংস) করে দিলাম, যেমন কর্তিত শস্য এবং নির্বাপিত অগ্নি।	فَمَا زَالَتْ تِّلْكَ دَعْوٰىهُمْ حَتّٰى جَعَلْنٰهُمْ حَصِيْدًا خٰمِدِيْنَ ﴿١٥﴾
১৬. আর আসমান ও জমিন এবং তন্মধ্যে যা কিছু আছে তা আমি অযথা সৃষ্টি করিনি।	وَمَا خَلَقْنَا السَّمَآءَ وَالْاَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا لٰعِبِيْنَ ﴿١٦﴾
১৭. যদি খেল তামাশাই আমার উদ্দেশ্য হতো, তবে বিশেষ করে আমার নিকটস্থ বস্তুকেই ক্রীড়ার উপকরণ করে নিতাম, যদি আমাকে তা করতে হতো।	لَوْ اَرَدْنَآ اَنْ نَّتَّخِذَ لَهْوًا لَّاتَّخَذْنٰهُ مِنْ لَّدُنَّآ ۖ اِنْ كُنَّا فٰعِلِيْنَ ﴿١٧﴾

শাব্দিক অনুবাদ :

১২. فَلَمَّآ اَحَسُّوْا অনন্তর যখন ঐ জালিমরা দেখল بَاْسَنَآ আজাব আসতে اِذَا هُمْ مِّنْهَا يَرْكُضُوْنَ তখন তারা ঐ জনপদ হতে পালায়ন করতে লাগল।

১৩. لَا تَرْكُضُوْا পালায়ন করো না وَارْجِعُوْٓا আর ফিরে চল اِلٰى مَآ اُتْرِفْتُمْ فِيْهِ তোমাদের সুখ- সম্পদের দিকে وَمَسٰكِنِكُمْ ও তোমাদের বাসস্থানের দিকে لَعَلَّكُمْ تُسْئَلُوْنَ হয়তো তোমাদেরকে জিজ্ঞাসাবাদ করা হবে।

১৪. قَالُوْا তারা বলতে লাগল يٰوَيْلَنَآ হায় আমাদের দুর্ভাগ্য اِنَّا كُنَّا ظٰلِمِيْنَ সত্যই আমরা জালিম ছিলাম।

১৫. فَمَا زَالَتْ تِّلْكَ دَعْوٰىهُمْ তাদের এরূপ আর্তনাদ চলতে রইল حَتّٰى جَعَلْنٰهُمْ যে পর্যন্ত না আমি তাদেরকে এরূপ (ধ্বংস) করে দিলাম حَصِيْدًا خٰمِدِيْنَ যেমন– কর্তিত শস্য ও এবং নির্বাপিত অগ্নি।

১৬. وَمَا خَلَقْنَا আর আমি সৃষ্টি করিনি السَّمَآءَ وَالْاَرْضَ আসমান ও জমিন وَمَا بَيْنَهُمَا এবং তন্মধ্যে যা কিছু আছে তা لٰعِبِيْنَ অযথা।

১৭. لَوْ اَرَدْنَآ اَنْ نَّتَّخِذَ لَهْوًا যদি খেলতামাশাই আমার উদ্দেশ্য হতো لَّاتَّخَذْنٰهُ مِنْ لَّدُنَّآ তবে বিশেষ করে আমার নিকটস্থ বস্তুকেই ক্রীড়ার উপকরণ করে নিতাম اِنْ كُنَّا فٰعِلِيْنَ যদি আমাকে তা করতে হতো।

https://e-ilm.weebly.com/

بَلْ نَقْذِفُ بِالْحَقِّ عَلَى الْبَاطِلِ فَيَدْمَغُهُ فَإِذَا هُوَ زَاهِقٌ ۚ وَلَكُمُ الْوَيْلُ مِمَّا تَصِفُونَ ﴿١٨﴾

১৮. বরং আমি সত্যকে অসত্যের উপর নিক্ষেপ করি, ফলে তা (সত্য) অসত্যকে চূর্ণ বিচূর্ণ করে দেয়। অতএব অসত্য তৎক্ষণাৎ বিলুপ্ত হয়ে যায়, আর তোমাদের দারুণ সর্বনাশ হবে সে কথার কারণে যা তোমরা বলছ।

وَلَهُ مَنْ فِي السَّمٰوٰتِ وَالْأَرْضِ ۚ وَمَنْ عِنْدَهُ لَا يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِهِ وَلَا يَسْتَحْسِرُونَ ﴿١٩﴾

১৯. আর যারা আসমানসমূহে ও জমিনে রয়েছে সবই তাঁর; আর যারা আল্লাহর সান্নিধ্যে আছে তারা তাঁর ইবাদত করা হতে বিমুখ হয় না এবং ক্লান্তও হয় না।

يُسَبِّحُونَ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ لَا يَفْتُرُونَ ﴿٢٠﴾

২০. (বরং) তারা দিন ও রাত (আল্লাহর) তাসবীহ পাঠ করে, (কদাচ) বিরত হয় না।

أَمِ اتَّخَذُوا آلِهَةً مِنَ الْأَرْضِ هُمْ يُنْشِرُونَ ﴿٢١﴾

২১. তারা কি (আল্লাহ ভিন্ন) পৃথিবীর বস্তুসমূহ হতে অন্য এমন কোনো মা'বূদ সাব্যস্ত করে রেখেছে, যারা কাউকে জীবন দান করতে সক্ষম (তবে তা কেমন করে উপাস্য হতে পারে)?

لَوْ كَانَ فِيهِمَا آلِهَةٌ إِلَّا اللَّهُ لَفَسَدَتَا ۚ فَسُبْحَانَ اللَّهِ رَبِّ الْعَرْشِ عَمَّا يَصِفُونَ ﴿٢٢﴾

২২. যদি আসমান ও জমিনে এক আল্লাহ ভিন্ন অন্য উপাস্য থাকত, তবে উভয়টিই বিশৃঙ্খল হয়ে যেত।(২) সুতরাং আল্লাহ যিনি আরশের মালিক, ঐ সকল বিষয় হতে পবিত্র– যা তারা বলে থাকে।

শাব্দিক অনুবাদ :

১৮. بَلْ نَقْذِفُ বরং আমি নিক্ষেপ করি بِالْحَقِّ عَلَى الْبَاطِلِ সত্যকে অসত্যের উপর فَيَدْمَغُهُ ফলে তা (সত্য) অসত্যকে চূর্ণ-বিচূর্ণ করে দেয় فَإِذَا هُوَ زَاهِقٌ অতএব অসত্য তৎক্ষণাৎ বিলুপ্ত হয়ে যায় وَلَكُمُ الْوَيْلُ আর তোমাদের দারুণ সর্বনাশ হবে مِمَّا تَصِفُونَ সে কথার কারণে যা তোমরা বলছ।

১৯. وَلَهُ আর সবই তাঁর مَنْ فِي السَّمٰوٰتِ وَالْأَرْضِ যা কিছু আসমানসমূহে ও জমিনে রয়েছে وَمَنْ عِنْدَهُ আর যারা আল্লাহর সান্নিধ্যে রয়েছে لَا يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِهِ তারা ইবাদত করা হতে বিমুখ হয় না وَلَا يَسْتَحْسِرُونَ এবং ক্লান্তও হয় না।

২০. يُسَبِّحُونَ তারা তাসবীহ পাঠ করে اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ দিন ও রাত لَا يَفْتُرُونَ (কদাচ) বিরত হয় না।

২১. أَمِ اتَّخَذُوا তারা কি সাব্যস্ত করে রেখেছে آلِهَةً অন্য এমন কোনো মা'বূদ مِنَ الْأَرْضِ পৃথিবীর বস্তুসমূহ হতে هُمْ يُنْشِرُونَ যারা কাউকে জীবন দান করতে সক্ষম।

২২. لَوْ كَانَ فِيهِمَا যদি আসমান ও জমিনে থাকত آلِهَةٌ إِلَّا اللَّهُ এক আল্লাহ ভিন্ন অন্য উপাস্য لَفَسَدَتَا তবে উভয়টিই বিশৃঙ্খল হয়ে যেত فَسُبْحَانَ اللَّهِ সুতরাং আল্লাহ পবিত্র رَبِّ الْعَرْشِ যিনি আরশের মালিক عَمَّا يَصِفُونَ ঐ সকল বিষয় হতে যা তারা বলে থাকে।

https://e-ilm.weebly.com/

https://e-ilm.weebly.com/

لَٰعِبِينَ শব্দটি لَعِبٌ ধাতু থেকে উদ্ভূত। যে কোনো লক্ষ্যহীন কাজকে لَعِبٌ বলা হয়। (রাগীব) যে কাজের পেছনে কোনো শুদ্ধ অথবা অশুদ্ধ লক্ষ্যই থাকে না, নিছক সময় কাটানোর উদ্দেশ্যে করা হয়, তাকে لَهْو বলা হয়। ইসলামবিরোধীরা রাসূলুল্লাহ্ ﷺ ও কুরআনের বিরুদ্ধে আপত্তি উত্থাপন করে এবং তাওহীদ অস্বীকার করে। প্রকৃতির এসব উজ্জ্বল নিদর্শন সত্ত্বেও তারা তাওহীদ স্বীকার করে না। সুতরাং তারা তাদের কর্মের মাধ্যমে যেন দাবি করে যে, এসব বস্তু অনর্থকই এবং খেলার জন্যে সৃষ্টি করা হয়েছে। তাদের জবাবে বলা হয়েছে যে, এগুলো খেলা এবং অনর্থক নয়। সামান্য চিন্তা-ভাবনা করলে বোঝা যাবে সৃষ্ট জগতের এক এক কণা এবং প্রকৃতির এক এক সৃষ্টকর্মে হাজারো রহস্য লুক্কায়িত আছে। এগুলো সব আধ্যাত্মিক জ্ঞান ও তাওহীদের নীরব সাক্ষী।

কবি বলেন : ہر گیاہے کہ از زمیں روید ٭ وحده لا شريك له گوید

অর্থাৎ, মাটি থেকে উৎপন্ন প্রত্যেকটি ঘাস 'ওয়াহদাহু লা শারীকা লাহু' বলে থাকে।

لَوْ أَرَدْنَا أَنْ نَتَّخِذَ لَهْوًا لَاتَّخَذْنَاهُ مِنْ لَدُنَّا إِنْ كُنَّا فَاعِلِينَ : অর্থাৎ আমি যদি ক্রীড়াচ্ছলে কোনো কাজ গ্রহণ করতে চাইতাম এবং এ কাজ আমাকে করতে হতো, তবে পৃথিবী ও আকাশ সৃষ্টি করার কি প্রয়োজন ছিল? এ কাজ তো আমার নিকটস্থ বস্তু দ্বারাই হতে পারত।

আরবি ভাষায় لَوْ শব্দটি অবান্তর কাল্পনিক বিষয়াদির জন্যে ব্যবহার করা হয়। এখানেও لَوْ শব্দ দ্বারা বর্ণনা শুরু হয়েছে। উদ্দেশ্য এই যে, যেসব বোকা উর্ধ্বজগৎ ও অধঃজগতের সমস্ত আশ্চর্যজনক সৃষ্টবস্তুকে রঙ তামাশা ও ক্রীড়া মনে করে, তারা কি এতটুকুও বোঝে না যে, খেলা ও রঙ তামাশার জন্যে এত বিরাট কাজ করা হয় না। একাজ যে করে, সে এভাবে করে না। আয়াতে ইঙ্গিত আছে যে, রঙ তামাশা ও ক্রীড়ার যে কোনো কাজ কোনো ভালো বিবেকবান মানুষের পক্ষেও সম্ভপর নয়-আল্লাহ তা'আলার মাহাত্ম্য তো অনেক উর্ধ্বে।

لَهْو শব্দের আসল ও প্রসিদ্ধ অর্থ কর্মহীনতার কর্ম। এ অর্থ অনুযায়ীই উপরিউক্ত তাফসীর করা হয়েছে। কোনো কোনো তাফসীরবিদ বলেন : لَهْو শব্দটি কোনো সময় স্ত্রী ও সন্তান-সন্ততির অর্থেও ব্যবহৃত হয়। এখানে এ অর্থ ধরা হলে আয়াতের উদ্দেশ্য হবে ইহুদি ও খ্রিস্টানদের দাবি খণ্ডন করা। তারা হযরত ঈসা ও ওযায়ের (আ.)-কে আল্লাহর পুত্র বলে। আয়াতে বলা হয়েছে যে, যদি আমাকে সন্তানই গ্রহণ করতে হতো, তবে মানবকে কেন গ্রহণ করতাম, আমার নিকটস্থ সৃষ্টিকেই তো গ্রহণ করতে পারতাম। وَاللّٰهُ أَعْلَمُ

بَلْ نَقْذِفُ بِالْحَقِّ عَلَى الْبَاطِلِ فَيَدْمَغُهُ فَإِذَا هُوَ زَاهِقٌ : قَذْف শব্দের আভিধানিক অর্থ নিক্ষেপ করা ও ছুঁড়ে মারা। يَدْمَغُ শব্দের অর্থ মস্তকে আঘাত করা। زاهق এর অর্থ যে নিশ্চিহ্ন হয়ে যায়। আয়াতের উদ্দেশ্য এই যে, পৃথিবী ও আকাশের অত্যাশ্চর্য বস্তুসমূহ আমি খেলার জন্য নয়, বরং বড় বড় রহস্যের উপর ভিত্তিশীল করে সৃষ্টি করেছি। তন্মধ্যে সত্য ও মিথ্যার পার্থক্য ফুটিয়ে তোলাও এক রহস্য। সৃষ্টি জগতের অবলোকন মানুষকে সত্যের দিকে এমনভাবে পথ প্রদর্শন করে যে, মিথ্যা তার সামনে টিকে থাকতে পারে না। এ বিষয়বস্তুটিই এভাবে ব্যক্ত করা হয়েছে যে, সত্যকে মিথ্যার উপর ছুঁড়ে মারা হয়, ফলে মিথ্যার মস্তিষ্ক চূর্ণ-বিচূর্ণ হয়ে যায় এবং মিথ্যা নিশ্চিহ্ন হয়ে পড়ে।

وَمَنْ عِنْدَهُ لَا يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِهِ وَلَا يَسْتَحْسِرُونَ : অর্থাৎ আমার যেসব বান্দা আমার সান্নিধ্যে (অর্থাৎ ফেরেশতা) রয়েছে, তারা সদাসর্বদা বিরতিহীনভাবে আমার ইবাদতে মশগুল থাকে। তোমরা আমার ইবাদত না করলে আমার খোদায়ীতে বিন্দুমাত্রও পার্থক্য দেখা দিবে না। মানুষ স্বভাবত অপরকেও নিজের অবস্থার নিরিখে বিচার করে। তাই মানুষের স্থায়ী ইবাদতের পথে দুটি বিষয় অন্তরায় হতে পারে। (এক) কারো ইবাদত করাকে নিজের পদমর্যাদার পরিপন্থি মনে করা। তাই ইবাদতের কাছেই না যাওয়া। (দুই) ইবাদত করার ইচ্ছা থাকা; কিন্তু মানুষ যেহেতু অল্প কাজে পরিশ্রান্ত হয়ে যায়, তাই স্থায়ী ও বিরামহীনভাবে ইবাদত করতে সক্ষম না হওয়া। এ কারণে আয়াতের শেষে বলা হয়েছে যে, ফেরেশতাদের ইবাদতে এ দুটি অন্তরায় নেই। তারা ইবাদতে অহংকারও করে না যে, ইবাদতকে পদমর্যাদার খেলাফ মনে করবে এবং ইবাদতে কোনো সময় ক্লান্তও হয় না। পরবর্তী আয়াতে এ বিষয়বস্তুকেই এভাবে পূর্ণতা দান করা হয়েছে يُسَبِّحُونَ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ لَا يَفْتُرُونَ অর্থাৎ ফেরেশতারা রাত দিন তাসবীহ্ পাঠ করে এবং কোনো সময় অলসতা করেন না।

https://e-ilm.weebly.com/

আব্দুল্লাহ্ ইবনে হারিস বলেন : আমি কা'বে আহ্বারকে প্রশ্ন করলাম : তাসবীহ্ পাঠ করা ছাড়া ফেরেশতাদের কি অন্য কোনো কাজ নেই? যদি থাকে, তবে অন্য কাজের সাথে সদাসর্বদা তাসবীহ্ পাঠ করা কিভাবে সম্ভবপর হয়? কা'ব বলেন : প্রিয় ভ্রাতুষ্পুত্র, তোমার কোনো কাজ ও বৃত্তি তোমাকে শ্বাস গ্রহণে বিরত রাখতে পারে কি? সত্য এই যে, ফেরেশতাদের তাসবীহ্ পাঠ করা এমন, যেমন-আমাদের শ্বাস গ্রহণ করা ও পলক ফেলা । এ দু'টি কাজ সব সময় ও সর্বাবস্থায় অব্যাহত থাকে এবং কোনো কাজে অন্তরায় ও বিঘ্ন সৃষ্টি করে না। -(কুরতুবী, বাহ্‌রে মুহীত)

أَمِ اتَّخَذُوٓا اٰلِهَةً مِّنَ الْاَرْضِ هُمْ يُنْشِرُوْنَ : এতে মুশরিকদের অর্বাচীনতা কয়েকভাবে প্রকাশ করা হায়েছে। (এক) তারা কেমন নির্বাধ যে, উপাস্য করতে গিয়েও পৃথিবীস্থ সৃষ্টজীবকেই উপাস্য করেছে। এটা তো উর্ধ্ব জগতের ও আকাশের সৃষ্টজীব থেকে সর্বাবস্থায় নিকৃষ্টও হয়। (দুই) যাদেরকে উপাস্য করেছে, তারা কি তাদেরকে কোনো সময় কাউকে জীবিত করতে ও প্রাণদান করতে দেখেছে। সৃষ্টজীবের জীবন ও মরণ উপাস্যের করায়ত্ত থাকা একান্ত জরুরি।

لَوْ كَانَ فِيْهِمَآ اٰلِهَةٌ : এটা তাওহীদের প্রমাণ, যা সাধারণ অভ্যাসের উপর ভিত্তিশীল এবং যুক্তিগত প্রমাণের দিকেও ইঙ্গিতবহ। এই প্রমাণের বিভিন্ন অভিব্যক্তি কালাম শাস্ত্রের কিতাবাদিতে উল্লিখিত রয়েছে। অভ্যাসগত প্রমাণের ভিত্তি এই যে, পৃথিবী ও আকাশে দুই খোদা থাকলে উভয়ই সর্বময় কর্তৃত্বের অধিকারী হবে। এমতাবস্থায় উভয়ের নির্দেশাবলি পৃথিবী ও আকাশে পূর্ণরূপে কার্যকরী হওয়া উচিত। অভ্যাসগতভাবে এটা অসম্ভব যে, একজন যে নির্দেশ দেবে, অন্যজনও সেই নির্দেশই দেবে, একজন যা পছন্দ করবে, অন্যজনও তাই পছন্দ করবে। তাই উভয়ের মধ্যে মাঝে মাঝে মতবিরোধ ও নির্দেশ বিরোধ হওয়া অবশ্যম্ভাবী। যখন দুই খোদার নির্দেশাবলি পৃথিবী ও আকাশে বিভিন্নরূপে হবে, তখন এর ফলশ্রুতি পৃথিবী ও আকাশের ধ্বংস ছাড়া আর কি হবে। এক খোদা চাইবে যে, এখন দিন হোক, অপর খোদা চাইবে এখন রাত্রি হোক। একজন চাইবে বৃষ্টি হোক, অন্যজন চাইবে বৃষ্টি না হোক। এমতাবস্থায় উভয়ের পরস্পরবিরোধী নির্দেশ কিরূপে প্রযোজ্য হবে। যদি একজন পরাভূত হয়ে যায়, তবে সে সর্বময় কর্তৃত্বের অধিকারী ও আল্লাহ থাকতে পারবে না। যদি প্রশ্ন করা হয় যে, উভয় আল্লাহ পরস্পরে পরামর্শ করে নির্দেশ জারি করলে তাতে অসুবিধা কি? এর বিভিন্ন উত্তর কালাম শাস্ত্রের কিতাবাদিতে বিস্তারিতভাবে উল্লেখ করা হয়েছে। এখানে এতটুকু জেনে নেওয়া যায় যে, যদি উভয়ই পরামর্শের অধীন হয় এবং একজন অন্যজনের পরামর্শ ছাড়া কোনো কাজ করতে না পারে, তবে এতে জরুরি হয়ে যায় যে, তাদের কেউ সর্বময় কর্তৃত্বের অধিকারী নয় এবং কেউ স্বয়ং সম্পূর্ণ নয়। বলাবাহুল্য, স্বয়ং সম্পূর্ণ না হয়ে খোদা হওয়া যায় না। সম্ভবত পরবর্তী لَا يُسْـَٔلُ عَمَّا يَفْعَلُ وَهُمْ يُسْـَٔلُوْنَ আয়াতেও এদিকে ইশারা পাওয়া যায় যে, যে ব্যক্তি কোনো আইনের অধীন, যার ক্রিয়াকর্ম ধরপাকড় যোগ্য, সে আল্লাহ হতে পারে না। আল্লাহ তিনিই হবেন, যিনি কারো অধীন নন, যাকে জিজ্ঞাসা করার অধিকার কারো নেই। পরামর্শের অধীন দুই আল্লাহ থাকলে প্রত্যেকেই অপরিহার্যরূপে অপরকে জিজ্ঞাসা করার ও পরামর্শ বর্জনের কারণে ধরপাকড় করার অধিকারী হবে। এটা আল্লাহর পদমর্যাদার নিশ্চিত পরিপন্থি।

هٰذَا ذِكْرُ مَنْ مَّعِىَ وَذِكْرُ مَنْ قَبْلِىْ : এর এক অর্থ হলো এই যে, ذِكْرُ مَنْ مَّعِىَ বলে কুরআন এবং ذِكْرُ مَنْ قَبْلِىْ বলে তাওরাত, ইঞ্জিল, যাবূর ইত্যাদি পূর্ববর্তী গ্রন্থ বোঝানো হয়েছে। আয়াতের অর্থ এই যে, আমার ও আমার সঙ্গীদের কুরআন এবং পূর্ববর্তী উম্মতদের তাওরাত, ইঞ্জিল ইত্যাদি গ্রন্থ বিদ্যমান রয়েছে। এগুলোর মধ্যে কোনো কিতাবে কি আল্লাহ্ ব্যতীত অন্য কারো ইবাদত শিক্ষা দেওয়া হয়েছে? তাওরাত ও ইঞ্জিলের পরিবর্তন সাধিত হওয়া সত্ত্বেও এ পর্যন্ত কোথাও পরিষ্কারভাবে উল্লেখ নেই যে, আল্লাহর সাথে কাউকে শরিক করে দ্বিতীয় উপাস্য গ্রহণ কর। বাহরে মুহীতে আলোচ্য আয়াতের এরূপ অর্থও বর্ণনা করা হয়েছে যে, এই কুরআন আমার সঙ্গীদের জন্যও উপদেশ এবং আমার পূর্ববর্তীদের জন্যও। উদ্দেশ্য এই যে, আমার সঙ্গীদের জন্য তা দাওয়াত ও বিধানাবলি ব্যাখ্যার দিক দিয়ে উপদেশ এবং পূর্ববর্তীদের জন্য এই দিক দিয়ে উপদেশ যে, এর মাধ্যমে পূর্ববর্তীদের অবস্থা, কাজকারবার ও কিস্‌সা কাহিনী জীবিত আছে।

https://e-ilm.weebly.com/

শব্দ বিশ্লেষণ :

اَحَسُّوْا : সীগাহ جمع مذكر غائب বহছ ماضى معروف বাব اِفْعَالٌ মাসদার اِحْسَاسٌ মূলবর্ণ (ح - س - س) জিনস مضاعف ثلاثى অর্থ- জালিমরা দেখল। অনুভব করল।

يَرْكُضُوْنَ : সীগাহ جمع مذكر غائب বহছ مضارع معروف বাব نَصَرَ মাসদার رَكْضٌ মূলবর্ণ (ر - ك - ض) জিনস صحيح অর্থ- তারা পলায়ন করতে লাগল।

اُتْرِفْتُمْ : সীগাহ جمع مذكر حاضر বহছ ماضى مجهول বাব اِفْعَالٌ মাসদার اِتْرَافٌ মূলবর্ণ (ت - ر - ف) জিনস صحيح অর্থ- তোমাদের সুখ সম্পদ, তোমাদেরকে সুখ দান করা হয়েছে।

تُسْئَلُوْنَ : সীগাহ جمع مذكر حاضر বহছ مضارع مجهول বাব فَتَحَ মাসদার سُوَالٌ মূলবর্ণ (س - أ - ل) জিনস مهموز عين অর্থ- তোমাদেরকে জিজ্ঞাসাবাদ করা হবে।

فَمَا زَالَتْ : সীগাহ واحد مؤنث غائب বহছ نفى فعل ماضى معروف বাব نَصَرَ মাসদার زَيْلٌ মূলবর্ণ (ز - ى - ل) জিনস اجوف يائى অর্থ- চলতে রইল, অব্যাহত থাকল।

خَامِدِيْنَ : সীগাহ جمع مذكر বহছ اسم فاعل বাব نَصَرَ মাসদার خُمُوْدٌ মূলবর্ণ (خ - م - د) জিনস صحيحঅর্থ- নির্বাপিত অগ্নি।

اَنْ نَتَّخِذَ : সীগাহ جمع متكلم বহছ مضارع معروف বাব اِفْتِعَالٌ মাসদার اِتِّخَاذٌ মূলবর্ণ (أ - خ - ذ) জিনস مهموز فاء অর্থ- আমরা গ্রহণ করতাম।

فَيَدْمَغُهٗ : সীগাহ واحد مذكر غائب বহছ مضارع معروف বাব فَتَحَ মাসদার دَمْغٌ মূলবর্ণ (د - م - غ) জিনস صحيح অর্থ- ফলে তা (সত্য) অসত্যকে চূর্ণ-বিচূর্ণ করে দেয়।

زَاهِقٌ : সীগাহ واحد مذكر বহছ اسم فاعل বাব فَتَحَ মাসদার زَهُوْقٌ মূলবর্ণ (ز - ه - ق) জিনস صحيح অর্থ- অসত্য তৎক্ষণাৎ বিলুপ্ত হয়ে যায়।

لَا يَسْتَحْسِرُوْنَ : সীগাহ جمع مذكر غائب বহছ نفى فعل مضارع معروف বাব اِسْتِفْعَالٌ মাসদার اِسْتِحْسَارٌ মূলবর্ণ (ح - س - ر) জিনস صحيح অর্থ তারা ক্লান্তও হয় না।

يَصِفُوْنَ : সীগাহ جمع مذكر غائب বহছ مضارع معروف বাব ضَرَبَ মাসদার وَصْفٌ ও صِفَةٌ মূলবর্ণ (و - ص - ف) জিনস مثال واوى অর্থ- তারা বলে থাকে।

বাক্য বিশ্লেষণ :

لَا يُسْئَلُ عَمَّا يَفْعَلُ وَهُمْ يُسْئَلُوْنَ : এখানে لا يُسْئَلُ হলো ফে'লে মাজহুল লুক্কায়িত উহ্য যমীর هُوَ হলো নায়েবে ফায়েল, আর عَمَّا হলো يُسْئَلُ-এর সাথে متعلق আর وَهُمْ-এর واو টি আতেফা অথবা حالية আর هُمْ হলো মুবতাদা আর يُسْئَلُوْنَ পুরা বাক্য হলো খবর। -[ই'রাবুল কুরআন ৫ম খণ্ড, পৃ. ১৮-১৯]

https://e-ilm.weebly.com/

২৫. আর আমি আপনার পূর্বে যে রাসূলই প্রেরণ করেছি, তার প্রতি আমি এই ওহীই নাজিল করেছি যে, আমি ভিন্ন আর কোনো মা'বূদ নেই। অতএব, তোমরা আমারই ইবাদত করতে থাক।	وَمَآ اَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رَّسُوْلٍ اِلَّا نُوْحِيْٓ اِلَيْهِ اَنَّهٗ لَآ اِلٰهَ اِلَّآ اَنَا فَاعْبُدُوْنِ ﴿٢٥﴾
২৬. আর এই মুশরিকরা বলে যে, আল্লাহ (ফেরেশতাগণকে) সন্তান (রূপে) গ্রহণ করেছেন, (তওবা তওবা) তিনি পবিত্র মহান; বরং (তারা) সম্মানিত বান্দা।	وَقَالُوا اتَّخَذَ الرَّحْمٰنُ وَلَدًا سُبْحٰنَهٗ ؕ بَلْ عِبَادٌ مُّكْرَمُوْنَ ﴿٢٦﴾
২৭. তারা আল্লাহর আগে বেড়ে কথা বলতে পারে না এবং তারা তাঁরই আদেশানুযায়ী কাজ করে থাকে।	لَا يَسْبِقُوْنَهٗ بِالْقَوْلِ وَهُمْ بِاَمْرِهٖ يَعْمَلُوْنَ ﴿٢٧﴾
২৮. তাদের সম্মুখে ও পশ্চাতে যা কিছু আছে, আল্লাহ তা'আলা সব অবগত আছেন; আর তারা ঐ ব্যক্তি ব্যতীত অপর কারো জন্য সুপারিশ করতে পারে না– যার জন্য আল্লাহ তা'আলার মর্জি হয়, আর তারা আল্লাহর ভয়ে সন্ত্রস্ত থাকে।	يَعْلَمُ مَا بَيْنَ اَيْدِيْهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ وَلَا يَشْفَعُوْنَ ۙ اِلَّا لِمَنِ ارْتَضٰى وَهُمْ مِّنْ خَشْيَتِهٖ مُشْفِقُوْنَ ﴿٢٨﴾
২৯. আর তাদের মধ্যকার যেই ব্যক্তি এরূপ বলে যে, আল্লাহ ব্যতীত আমিও একজন উপাস্য, তবে আমি তাকে দোজখের শাস্তি প্রদান করব; আমি এমনিভাবে জালিমদেরকে শাস্তি দিয়ে থাকি।	وَمَنْ يَّقُلْ مِنْهُمْ اِنِّيْٓ اِلٰهٌ مِّنْ دُوْنِهٖ فَذٰلِكَ نَجْزِيْهِ جَهَنَّمَ ؕ كَذٰلِكَ نَجْزِي الظّٰلِمِيْنَ ﴿٢٩﴾ ع ٢

শাব্দিক অনুবাদ :

২৫. وَمَآ اَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رَّسُوْلٍ আর আমি আপনার পূর্বে যে রাসূলই প্রেরণ করেছি اِلَّا نُوْحِيْٓ اِلَيْهِ তার প্রতি আমি এই ওহীই নাজিল করেছি যে اَنَّهٗ لَآ اِلٰهَ اِلَّآ اَنَا আমি ভিন্ন আর কোনো মা'বূদ নেই فَاعْبُدُوْنِ অতএব তোমরা আমারই ইবাদত করতে থাক।

২৬. وَقَالُوا আর এই মুশরিকরা বলে যে اتَّخَذَ الرَّحْمٰنُ وَلَدًا আল্লাহ সন্তান গ্রহণ করেছেন سُبْحٰنَهٗ তিনি পবিত্র মহান بَلْ عِبَادٌ مُّكْرَمُوْنَ বরং (তাঁরা) সম্মানিত বান্দা।

২৭. لَا يَسْبِقُوْنَهٗ بِالْقَوْلِ তারা আল্লাহর আগে বেড়ে কথা বলতে পারে না وَهُمْ بِاَمْرِهٖ يَعْمَلُوْنَ এবং তারা তারই আদেশানুযায়ী কাজ করে থাকে

২৮. يَعْلَمُ আল্লাহ তা'আলা সব অবগত আছেন مَا بَيْنَ اَيْدِيْهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ তাদের সম্মুখে ও পশ্চাতে যা কিছু আছে وَلَا يَشْفَعُوْنَ اِلَّا لِمَنِ ارْتَضٰى আর তারা ঐ ব্যক্তি ব্যতীত আর কারো জন্য সুপারিশ করতে পারে না যার জন্য আল্লাহ তা'আলার মর্জি وَهُمْ مِّنْ خَشْيَتِهٖ مُشْفِقُوْنَ আর তারা আল্লাহর ভয়ে সন্ত্রস্ত থাকে।

২৯. وَمَنْ يَّقُلْ مِنْهُمْ আর তাদের মধ্যকার যে ব্যক্তি এরূপ বলে اِنِّيْٓ اِلٰهٌ مِّنْ دُوْنِهٖ আল্লাহ ব্যতীত আমিও একজন উপাস্য فَذٰلِكَ نَجْزِيْهِ جَهَنَّمَ তবে আমি তাকে দোজখের শাস্তি প্রদান করব كَذٰلِكَ نَجْزِي الظّٰلِمِيْنَ আমি এমনিভাবে জালিমদেরকে শাস্তি দিয়ে থাকি।

https://e-ilm.weebly.com/

https://e-ilm.weebly.com/

৩০. কাফেররা কি জানে না যে, আসমান ও জমিন (প্রথমে) বন্ধ ছিল (বৃষ্টি বর্ষাত না, উদ্ভিদ গজাত না), অতঃপর আমি উভয়কে খুলে দিয়েছি, এবং আমি (বৃষ্টির) পানি দ্বারা প্রত্যেক প্রাণবাণ বস্তুকে সৃষ্টি করেছি; তবুও কি তারা ঈমান আনে না?	اَوَلَمْ يَرَ الَّذِيْنَ كَفَرُوْٓا اَنَّ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضَ كَانَتَا رَتْقًا فَفَتَقْنٰهُمَا ؕ وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَآءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ ؕ اَفَلَا يُؤْمِنُوْنَ ﴿۳۰﴾
৩১. আর জমিনের উপর এই জন্য পর্বতসমূহ সৃষ্টি করেছি, যেন জমিন তাদেরকে নিয়ে হেলে না পড়ে, আর আমি এতে প্রশস্ত রাস্তাসমূহ সৃষ্টি করেছি, যেন তারা গন্তব্য স্থানে পৌছতে পারে।	وَجَعَلْنَا فِي الْاَرْضِ رَوَاسِيَ اَنْ تَمِيْدَ بِهِمْ وَجَعَلْنَا فِيْهَا فِجَاجًا سُبُلًا لَّعَلَّهُمْ يَهْتَدُوْنَ ﴿۳۱﴾
৩২. আর আমি আসমানকে এমন একটি ছাদরূপে সৃষ্টি করেছি যা সুরক্ষিত, আর তারা এর নিদর্শনসমূহ হতে বিমুখ হয়ে থাকছে।	وَجَعَلْنَا السَّمَآءَ سَقْفًا مَّحْفُوْظًا ۚۖ وَّهُمْ عَنْ اٰيٰتِهَا مُعْرِضُوْنَ ﴿۳۲﴾
৩৩. আর তিনি এমন (ক্ষমতাবান) যিনি রাত্র ও দিবস এবং সূর্য ও চন্দ্রকে সৃষ্টি করেছেন; (আর সূর্য ও চন্দ্রের) প্রত্যেকটি নিজ নিজ কক্ষ পথে সাঁতার কাটছে (বিচরণ করছে)।	وَهُوَ الَّذِيْ خَلَقَ الَّيْلَ وَالنَّهَارَ وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ ؕ كُلٌّ فِيْ فَلَكٍ يَّسْبَحُوْنَ ﴿۳۳﴾
৩৪. আর আমি আপনার পূর্বে কোনো মানুষের জন্য চিরস্থায়ী হয়ে থাকা সাব্যস্ত করিনি; অতঃপর যদি আপনার মৃত্যু ঘটে, তবে এরা কি অনন্তকাল বেঁচে থাকবে?	وَمَا جَعَلْنَا لِبَشَرٍ مِّنْ قَبْلِكَ الْخُلْدَ ؕ اَفَائِنْ مِّتَّ فَهُمُ الْخٰلِدُوْنَ ﴿۳۴﴾

শাব্দিক অনুবাদ :

৩০. اَوَلَمْ يَرَ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا কাফেররা কি জানে না যে اَنَّ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضَ আসমান ও জমিন كَانَتَا رَتْقًا বন্ধ ছিল فَفَتَقْنٰهُمَا অতঃপর আমি উভয়কে খুলে দিয়েছি وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَآءِ এবং আমি পানি দ্বারা সৃষ্টি করেছি كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ প্রত্যেক প্রাণবান বস্তুকে اَفَلَا يُؤْمِنُوْنَ তবুও কি তারা ঈমান আনে না।

৩১. وَجَعَلْنَا আর সৃষ্টি করেছি فِي الْاَرْضِ জমিনের উপর رَوَاسِيَ পর্বতসমূহ اَنْ تَمِيْدَ بِهِمْ এই জন্য যেন জমিন তাদেরকে নিয়ে হেলে না পড়ে وَجَعَلْنَا فِيْهَا আর আমি এতে সৃষ্টি করেছি فِجَاجًا سُبُلًا প্রশস্ত রাস্তাসমূহ لَعَلَّهُمْ يَهْتَدُوْنَ যেন তারা গন্তব্য স্থানে পৌছতে পারে।

৩২. وَجَعَلْنَا, আর আমি সৃষ্টি করেছি السَّمَآءَ আসমানকে سَقْفًا এমন একটি ছাদরূপে مَّحْفُوْظًا যা সুরক্ষিত وَهُمْ عَنْ اٰيٰتِهَا আর এরা তার নিদর্শনসমূহ হতে مُعْرِضُوْنَ বিমুখ হয়ে থাকছে।

৩৩. وَهُوَ الَّذِيْ তিনি এমন যিনি خَلَقَ সৃষ্টি করেছেন الَّيْلَ وَالنَّهَارَ রাত্র ও দিবস وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ এবং সূর্য ও চন্দ্রকে كُلٌّ فِيْ فَلَكٍ প্রত্যেকটি নিজ নিজ কক্ষপথে يَسْبَحُوْنَ সাঁতার কাটছে।

৩৪. وَمَا جَعَلْنَا, আর আমি সাব্যস্ত করিনি لِبَشَرٍ কোনো মানুষের জন্য مِنْ قَبْلِكَ আপনার পূর্বেও الْخُلْدَ চিরস্থায়ী হয়ে থাকা اَفَائِنْ مِّتَّ অতঃপর যদি আপনার মৃত্যু ঘটে فَهُمُ الْخٰلِدُوْنَ তবে কি এরা অনন্তকাল বেঁচে থাকবে।

৩৫. প্রত্যেক প্রাণীই মৃত্যুর স্বাদ গ্রহণ করবে; আর আমি তোমাদেরকে ভালো-মন্দ অবস্থা দ্বারা উত্তমরূপে পরীক্ষা করে থাকি; এবং তোমরা সকলে আমার সমীপেই ফিরে আসবে।	كُلُّ نَفْسٍ ذَآئِقَةُ الْمَوْتِ ۗ وَنَبْلُوْكُمْ بِالشَّرِّ وَالْخَيْرِ فِتْنَةً ۗ وَاِلَيْنَا تُرْجَعُوْنَ ﴿٣٥﴾

শাব্দিক অনুবাদ :

৩৫. كُلُّ نَفْسٍ ذَآئِقَةُ الْمَوْتِ প্রত্যেক প্রাণীই মৃত্যুর স্বাদ গ্রহণ করবে وَنَبْلُوْكُمْ بِالشَّرِّ وَالْخَيْرِ فِتْنَةً আর আমি তোমাদেরকে ভালো-মন্দ অবস্থা দ্বারা উত্তমরূপে পরীক্ষা করে থাকি وَاِلَيْنَا تُرْجَعُوْنَ এবং তোমরা সকলে আমার সমীপেই ফিরে আসবে।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

وَقَالُوا اتَّخَذَ الرَّحْمٰنُ وَلَدًا سُبْحَانَهٗ بَلْ عِبَادٌ مُّكْرَمُوْنَ (٢٦)

শানে নুযূল : আলোচ্য আয়াত বনূ খুযাআদের সম্পর্কে অবতীর্ণ হয়েছে। বনূ খুযাআ বাসীদের আকীদা বিশ্বাস ছিল যে, ফেরেশতা যারা, তারা হলো আল্লাহর কন্যা সন্তান (নাউযুবিল্লাহ)। ফেরেশতারা তাদের সুপারিশ করবেন এ প্রত্যাশা নিয়ে তারা ফেরেশতাদের উপাসনা করত। আল্লাহ তা'আলা নিজ সত্তার শিরক থেকে সম্পূর্ণ পূতপবিত্রতা বর্ণনা করে তাদের ভ্রান্ত আকীদার অলীক ও বাতুলতা বর্ণনা করে আলোচ্য আয়াত নাজিল করেন। –[কুরতুবী ২৪৭/১১, বাহরে মুহীত্ব ২৮৫/৬]

وَمَا جَعَلْنَا لِبَشَرٍ مِّنْ قَبْلِكَ الْخُلْدَ أَفَإِنْ مِّتَّ فَهُمُ الْخَالِدُوْنَ (٣٤)

শানে নুযূল :

ক. আলোচ্য আয়াতের শানে নুযূল সম্পর্কে মত পার্থক্য রয়েছে। কারো মতে, কোনো কোনো মুসলমানের ধারণা ছিল যে, নবী করীম ﷺ কখানো ইন্তেকাল করবেন না। তিনি হলেন চিরঞ্জীব। তাদের এ ধারণা প্রত্যাখান করে আল্লাহ তা'আলা আলোচ্য আয়াত নাজিল করেন।

খ. আবার কারোও মতে, মক্কার কাফের সম্প্রদায় রাসূল ﷺ-এর প্রতি অভিযোগ আরোপ করে বলত যে, তিনি একজন মানুষ, আহার করেন আবার মৃত্যুবরণও করবেন। সুতরাং তাঁর রিসালাত স্থায়ী হবে কিভাবে!

গ. আল্লামা যমখশরী (র.) বলেন যে, তারা পরস্পরকে বলত যে, মুহাম্মদ ﷺ তো শীঘ্রই মৃত্যুবরণ করবেন। তখন তোমরা নিরাপদে বসবাস করতে পারবে। কারণ রাসূল ﷺ-এর ইন্তেকালে তাঁর ধর্ম প্রচার থেমে যাবে। তাদের এধারণার ভ্রান্ততা প্রকাশ করত আল্লাহ তা'আলা আলোচ্য আয়াত নাজিল –[কুরতুবী ২৫২/১১, বাহরে মুহীত্ব ২৮৮/৬, রূহুল মা'আনী ৪৪/৯/১৭]

لَا يَسْبِقُوْنَهٗ بِالْقَوْلِ وَهُمْ بِأَمْرِهٖ يَعْمَلُوْنَ : অর্থাৎ ফেরেশতারা আল্লাহর সন্তান হওয়া তো দূরের কথা, তারা আল্লাহর সামনে এমন ভীত ও বিনীত থাকে যে, আগে বেড়ে কোনো কথাও বলে না এবং তাঁর আদেশের খেলাফ কখনো কোনো কাজও করে না। কথায় আগে না বাড়ার অর্থ এই যে, যে পর্যন্ত আল্লাহ্ তা'আলার পক্ষ থেকে কোনো কথা না বলা হয়, তাঁরা নিজেরা আগে বেড়ে কথা বলার সাহস করে না। এ থেকে আরো জানা গেল যে, মজলিসে বসে প্রথমেই কথা বলা উচিত নয়; বরং যে ব্যক্তি মজলিসের প্রধান, তার কথার জন্য অপেক্ষা করা উচিত। প্রথমেই অন্যের কথা বলা শিষ্টাচারের পরিপন্থি।

اَوَ لَمْ يَرَ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا : এখানে رؤيت (দেখা) অর্থ জানা, চোখে দেখে জানা হোক কিংবা বুদ্ধি-বিবেচনা দ্বারা জানা হোক। কেননা এরপর যে বিষয়বস্তু আসছে, তার সম্পর্ক কিছু চোখে দেখার সাথে এবং কিছু ভেবে দেখার সাথে।

اَنَّ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضَ كَانَتَا رَتْقًا فَفَتَقْنٰهُمَا : رَتْق শব্দের অর্থ বন্ধ হওয়া এবং فَتْق এর অর্থ খুলে দেওয়া। উভয় শব্দের সমষ্টি فَتْق ও رَتْق কোনো কাজের ব্যবস্থাপনা ও তার পূর্ণ ক্ষমতার অর্থে ব্যবহৃত হয়। আয়াতের তরজমা এই যে, আকাশ ও পৃথিবী বন্ধ ছিল। আমি এদেরকে খুলে দিয়েছি। এখানে 'বন্ধ হওয়া' ও 'খুলে দেওয়ার' অর্থ কি– এ সম্পর্কে তাফসীরবিদগণের বিভিন্ন উক্তি বর্ণিত আছে। তন্মধ্যে সাহাবায়ে কেরাম ও সাধারণ তাফসীরবিদগণে যে উক্তি গ্রহণ করেছেন, হলো অর্থাৎ বন্ধ হওয়ার অর্থ আকাশের বৃষ্টি ও মাটির ফসল বন্ধ হওয়া এবং খুলে দেওয়ার অর্থ এতদুভয়কে খুলে দেওয়া।

https://e-ilm.weebly.com/

তাফসীরে ইবনে কাছীরে ইবনে আবী হাতেমের সনদ দ্বারা হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে ওমর (রা.)-এর একটি ঘটনা বর্ণিত রয়েছে যে, জনৈক ব্যক্তি তাঁর কাছে এসে আলোচ্য আয়াতের তাফসীর জিজ্ঞাসা করলে তিনি হযরত ইবনে আব্বাস (রা.)-এর দিকে ইশারা করে বললেন, এই শায়খের কাছে গিয়ে জিজ্ঞাসা কর। তিনি যে উত্তর দেন, তা আমাকেও বলে যেয়ো। লোকটি হযরত ইবনে আব্বাস (রা.)-এর কাছে পৌছে বলল যে, আয়াতে উল্লিখিত رَتْقًا ও فَفَتَقْنَا বলে কি বোঝানো হয়েছে? হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) বললেন, পূর্বে আকাশ বন্ধ ছিল। বৃষ্টি বর্ষণ করত না এবং মাটিও বন্ধ ছিল, তাতে বৃক্ষ, তরুলতা ইত্যাদি অঙ্কুরিত হতো না। আল্লাহ তা'আলা যখন পৃথিবীতে মানুষ আবাদ করলেন, তখন আকাশের বৃষ্টি এবং মাটির উৎপাদন ক্ষমতা খুলে দিলেন। লোকটি আয়াতের এ তাফসীর জেনে নিয়ে হযরত ইবনে ওমরের কাছে গেল। হযরত ইবনে ওমর (রা.) এ তাফসীর শুনে বললেন, এখন আমি পূর্ণরূপে নিশ্চিন্ত হলাম যে, বাস্তবিকই হযরত ইবনে আব্বাস (রা.)-কে কুরআনের ব্যুৎপত্তি দান করা হয়েছে। এর আগে আমি কুরআনের তাফসীর সম্পর্কে হযরত ইবনে আব্বাস (রা.)-এর বর্ণনাসমূহকে দুঃসাহসিক উদ্যম মনে করতাম এবং পছন্দ করতাম না। এখন জানা গেল যে, আল্লাহ তা'আলা তাঁকে কুরআনের বিশেষ রুচিজ্ঞান দান করেছেন। তিনি رَتْق ও فَتْق -এর নির্ভুল তাফসীর করেছেন।

রূহুল মা'আনীতে হযরত ইবনে আব্বাস (রা.)-এর এ রেওয়ায়েতটি ইবনে মুনজির, আবূ নু'আয়ম ও একদল হাদীসবিদদের বরাত দিয়ে উল্লিখিত হয়েছে। তন্মধ্যে মুস্তাদরাক প্রণেতা হাকেমও আছেন। হাকেম এই রেওয়ায়েতকে সহীহ্ বলেছেন। ইবনে আতিয়্যা আওফী এ রেওয়ায়েত বর্ণনা করে বলেন : এই তফসীরটি চমৎকার, সর্বাঙ্গ সুন্দর এবং কুরআনের পূর্বাপর বর্ণনার সাথে সঙ্গতিশীল। এতে অবিশ্বাসীদের বিরুদ্ধে শিক্ষা ও প্রমাণ রয়েছে এবং আল্লাহ তা'আলার বিশেষ নিয়ামত এবং পূর্ণ শক্তির প্রকাশও রয়েছে, যা তত্ত্বজ্ঞান ও তাওহীদের ভিত্তি। পরবর্তী আয়াতে যে وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ বলা হয়েছে, এর সাথে উপরিউক্ত তাফসীরের দিক দিয়েই মিল আছে। বাহরে মুহীতেও এই তাফসীরই গ্রহণ করা হয়েছে। কুরতুবী একে ইকরামার উক্তিও সাব্যস্ত করেছেন এবং বলেছেন যে, অপর একটি আয়াত থেকেও এই তাফসীরের সমর্থন পাওয়া যায়। অর্থাৎ وَالسَّمَاءِ ذَاتِ الرَّجْعِ وَالْأَرْضِ ذَاتِ الصَّدْعِ তাবারীও এই তাফসীর গ্রহণ করেছেন।

وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ : অর্থাৎ প্রত্যেক প্রাণী সৃজনে পানির অবশ্যই প্রভাব আছে। চিন্তাবিদদের মতে শুধু মানুষ ও জীবজন্তুই প্রাণী ও আত্মাওয়ালা নয়; বরং উদ্ভিদ এমন কি জড় পদার্থের মধ্যেও আত্মা ও জীবন প্রমাণিত আছে। এসব বস্তু সৃজন, আবিষ্কার ও ক্রমবিকাশে পানির প্রভাব অপরিসীম।

ইবনে কাছীর ইমাম আহ্মদের সনদ দ্বারা হযরত আবূ হুরায়রা (রা.)-এর এই উক্তি বর্ণনা করেছেন যে, আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর কাছে আরজ করলাম' "ইয়া রাসূলাল্লাহ্! আমি যখন আপনার সাথে সাক্ষাৎ করি, তখন আমার অন্তর প্রফুল্ল এবং চক্ষু শীতল হয়। আপনি আমাকে প্রত্যেক বস্তুর সৃজন সম্পর্কে তথ্য বলে দিন।" জবাবে তিনি বললেন : "প্রত্যেক বস্তু পানি থেকে সৃজিত হয়েছে।"

এরপর আবূ হুরায়রা (রা.) বলেন : "আমাকে এমন কাজ বলে দিন, যা করে আমি জান্নাতে পৌছতে পারি । তিনি বলেন,

أَفْشِ السَّلَامَ وَأَطْعِمِ الطَّعَامَ وَصِلِ الْأَرْحَامَ وَقُمْ بِاللَّيْلِ وَالنَّاسُ نِيَامٌ ثُمَّ ادْخُلِ الْجَنَّةَ بِسَلَامٍ.

অর্থাৎ ব্যাপকহারে সালাম কর (যদিও প্রতিপক্ষ অপরিচিত হয়), আহার করাও (হাদীসে একেও ব্যাপক রাখা হয়েছে। কাফের ফাসেক প্রত্যেককে আহার করালেও ছওয়াব পাওয়া যাবে।) আত্মীয়তার সম্পর্ক বজায় রাখ। রাত্রে যখন সবাই নিদ্রামগ্ন থাকে, তখন তুমি তাহাজ্জুদের নামাজ পড়। এরূপ করলে তুমি নির্বিঘ্নে জান্নাতে প্রবেশ করতে পারবে।

وَجَعَلْنَا فِي الْأَرْضِ رَوَاسِيَ أَنْ تَمِيدَ بِهِمْ : আরবি ভাষায় অস্থির নড়াচড়াকে مَيْدٌ বলা হয়। আয়াতের অর্থ এই যে, পৃথিবীর বুকে আল্লাহ্ তা'আলা পাহাড়সমূহের বোঝা রেখে দিয়েছেন, যাতে পৃথিবীর ভারসাম্য বজায় থাকে এবং পৃথিবী অস্থির ভাবে নড়াচড়া না করে। পৃথিবী নড়াচড়া করলে পৃথিবীর বুকে বসবাসকারীদের অসুবিধা হতো। পৃথিবীর ভারসাম্য বজায় রাখার ব্যাপারে পাহাড়সমূহের প্রভাব কি, এ বিষয়ে দার্শনিক আলোচনার প্রয়োজন এখানে নেই। তাফসীরে কাবীর প্রভৃতি গ্রন্থে এর বিস্তারিত বর্ণনা পাঠকবর্গ দেখে নিতে পারেন। তাফসীরে বয়ানুল কুরআনে সূরা নামলের তাফসীরে মাওলানা আশরাফ আলী থানভী (র.)ও এ সম্পর্কে জরুরি আলোচনা করেছেন।

https://e-ilm.weebly.com/

كُلٌّ فِى فَلَكٍ يَّسْبَحُوْنَ : প্রত্যেক বৃত্তাকার বস্তুকে فَلَكٌ বলা হয়। এ কারণেই সুতা কাটার চরকায় লাগানো গোল চামড়াকে فَلْكَةُ الْمَغْزَلِ বলা হয়। (রূহুল মা'আনী) এবং এ কারণেই আকাশকেও فَلَكٌ বলা হয়ে থাকে। এখানে সূর্য ও চন্দ্রের কক্ষপথ বোঝানো হয়েছে। কুরআনে এ সম্পর্কে পরিষ্কার কিছু বলা হয়নি যে, এই কক্ষপথগুলো আকাশের অভ্যন্তরে আছে, না বাইরে শূন্যে। মহাশূন্য সম্পর্কিত সাম্প্রতিক গবেষণা থেকে জানা যায় যে, কক্ষপথগুলো আকাশ থেকে অনেক নীচে মহাশূন্যে অবস্থিত।

এই আয়াতের বাহ্যিক অর্থ থেকে আরো জানা যায় যে, সূর্যও একটি কক্ষপথে বিচরণ করে। আধুনিক দার্শনিকগণ পূর্বে একথা অস্বীকার করলেও বর্তমানে তারাও এর প্রবক্তা হয়ে গেছেন। বিস্তারিত আলোচনার স্থান এটা নয়।

وَمَا جَعَلْنَا لِبَشَرٍ مِّنْ قَبْلِكَ الْخُلْدَ : পূর্ববর্তী আয়াতসমূহে সুস্পষ্ট প্রমাণ সহকারে কাফের ও মুশরিকদের বিভিন্ন দাবি খণ্ডন করা হয়েছে। তাদের দাবিসমূহের মধ্যে ছিল হযরত ঈসা (আ.) অথবা ওযায়ের (আ.)-কে আল্লাহ্‌র অংশীদার অথবা ফেরেশতা ও হযরত ঈসা (আ.)-কে আল্লাহর সন্তান বলা। এই খণ্ডনের কোনো জবাব তাদের কাছে ছিল না। সাধারণত দেখা যায় যে, প্রতিপক্ষ প্রমাণ দিতে অক্ষম হয়ে গেলে তার মধ্যে ক্রোধ ও বিরক্তির সৃষ্টি হয়। এই বিরক্তির ফলশ্রুতিতেই মক্কার মুশরিকরা রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর দ্রুত মৃত্যু-কামনা করত; যেমন কোনো কোনো আয়াতে আছে نَتَرَبَّصُ بِهٖ رَيْبَ الْمَنُوْنِ (আমরা তাঁর মৃত্যুর অপেক্ষায় আছি) আলোচ্য আয়াতে আল্লাহ্ তা'আলা তাদের এই অনর্থক কামনার দু'টি জবাব দিয়েছেন। তা এই যে, আমার রাসূল যদি শীঘ্রই মারা যান, তবে তাতে তোমাদের কি উপকার হবে? তোমাদের উদ্দেশ্য যদি এই হয় যে, তাঁর ওফাত হলে তোমরা বলবে, সে নবী ও রাসূল নয়, রাসূল হলে মৃত্যু হতো না; তবে এর উত্তরে বলা হয়েছে যে, তোমরা যেসব নবীর নবুয়ত স্বীকার কর, তাঁরা কি মৃত্যুবরণ করেননি?

তাঁদের মৃত্যুর কারণে যখন তাঁদের নবুয়ত ও রিসালাতে কোনো ত্রুটি দেখা দেয়নি, তখন এই শেষ নবীর মৃত্যুতে তাঁর নবুয়তের বিরুদ্ধে অপপ্রচারণা কিরূপে করা যায়? পক্ষান্তরে যদি তাঁর শীঘ্র মৃত্যু দ্বারা তোমরা তোমাদের ক্রোধ ঠাণ্ডা করতে চাও, তবে মনে রেখো, তোমরাও এই মৃত্যুর কবল থেকে রক্ষা পাবে না। তোমাদেরকেও মরতে হবে। কাজেই কারো মৃত্যুতে আনন্দিত হওয়ার কি কারণ রয়েছে? اگر بمرد عدو جائے شادمانی نیست * کہ زندگانی ما نیز جاودانی نیست.
(শত্রু মারা গেলে খুশি হওয়ার কোনো কারণ নেই। কেননা আমাদের জীবনও অমর নয়।)

মৃত্যু কি? এরপর বলা হয়েছে كُلُّ نَفْسٍ ذَائِقَةُ الْمَوْتِ অর্থাৎ জীব মাত্রই মৃত্যুর স্বাদ আস্বাদন করবে। এখানে প্রত্যেক نَفْس বলে পৃথিবীস্থ জীব বোঝানো হয়েছে। তাদের সবার মৃত্যু অপরিহার্য। ফেরেশতা জীব এর অন্তর্ভুক্ত নয়। কিয়ামতের দিন ফেরেশতাদেরও মৃত্যু হবে কি-না, এ বিষয়ে মতভেদ রয়েছে। কেউ কেউ বলেন, মানুষসহ মর্ত্যের সব জীব এবং ফেরেশতাসহ সব স্বর্গীয় জীব এক মুহূর্তের জন্য হলেও মৃত্যুমুখে পতিত হবে। কেউ কেউ বলেন, ফেরেশতা এবং জান্নাতের হুর ও গেলমান মৃত্যুর আওতাবহির্ভূত। –(রূহুল-মা'আনী) আলেমদের সর্বসম্মত মতে আত্মার দেহ পিঞ্জর ত্যাগ করাই মৃত্যু। একটি গতিশীল, প্রাণবিশিষ্ট, সূক্ষ্ম ও নূরানী দেহকে আত্মা বলা হয়। এই আত্মা মানুষের সমগ্র দেহে সঞ্চারিত থাকে, যেমন গোলাপজল গোলাপ ফুলের মধ্যে বিরাজমান। ইবনে কাইয়্যেম আত্মার স্বরূপ বর্ণনা করে তার একশতটি প্রমাণ উপস্থিত করেছেন। –[রূহুল-মা'আনী]

ذَائِقَةُ الْمَوْتِ শব্দে ইঙ্গিত পাওয়া যায় যে, প্রত্যেক জীব মৃত্যুর বিশেষ কষ্ট অনুভব করবে। কেননা স্বাদ আস্বাদন করার বাকপদ্ধতিটি এরূপ ক্ষেত্রেই ব্যবহৃত হয়। বলাবাহুল্য, দেহের সাথে আত্মার যে নিবিড় সম্পর্ক, তার পরিপ্রেক্ষিতে আত্মা বের হওয়ার সময় কষ্ট পাওয়া স্বাভাবিক। সাংসারিক ঝামেলা থেকে মুক্তি এবং মহান প্রেমাস্পদের সাথে সাক্ষাতের কথা ভেবে কোনো কোনো আল্লাহ্ ওয়ালা মৃত্যুতে যে আনন্দ ও সুখ লাভ করেন, এটা অন্য ধরনের আনন্দ ও সুখ। এই আনন্দ দেহ থেকে আত্মার বিচ্ছেদজনিত স্বাভাবিক কষ্টের পরিপন্থি নয়। কারণ কোনো বড় সুখ ও বড় উপকার দৃষ্টিপথে থাকলে তার জন্য ছোট কষ্ট সহ্য করা সহজ হয়ে যায়। এই অর্থের দিক দিয়েই কোনো কোনো আল্লাহ ওয়ালা সংসারের দুঃখ-কষ্ট ও বিপদাপদকেও প্রিয় প্রতিপন্ন করেছেন। বলা হয়েছে از محبت تلخہا شیریں شود –[ভালোবাসার কারণে তিক্তও মিষ্ট হয়ে যায়।]

মাওলানা রুমী (র.) বলেন–

غم چہ استادہ تو بردر ما * اندر آ یار ما برادر ما
رنج راحت شد چو مطلب شد بزرگ * گرد گلہ توتیائے چشم گرگ

https://e-ilm.weebly.com/

দুনিয়ার প্রত্যেক কষ্ট ও সুখ পরীক্ষা :

وَنَبْلُوكُمْ بِالشَّرِّ وَالْخَيْرِ فِتْنَةً : অর্থাৎ আমি মন্দ ও ভালো উভয়ের মাধ্যমে মানুষকে পরীক্ষা করি। মন্দ বলে প্রত্যেক স্বভাববিরুদ্ধ বিষয় যেমন অসুখ-বিসুখ, দুঃখ-কষ্ট এবং ভালো বলে প্রত্যেক পছন্দনীয় ও কাম্য বিষয় যেমন সুস্থতা, নিরাপত্তা ইত্যাদি বোঝানো হয়েছে। এ নশ্বর ভুবনে এই উভয় প্রকার বিষয় মানুষের পরীক্ষার জন্য সামনে আসে। স্বভাববিরুদ্ধ বিষয়ে সবর করে তার হক আদায় করতে হবে এবং কাম্য বিষয় শোকর করে তার হক আদায় করতে হবে। পরীক্ষা এই যে, কে এতে দৃঢ়পদ থাকে এবং কে থাকে না, তা দেখা। বুযুর্গগণ বলেন : বিপদাপদে সবর করার তুলনায় বিলাস-ব্যসন ও আরাম-আয়েশে হক আদায়ে দৃঢ়পদ থাকা অধিক কঠিন। তাই হযরত ওমর (রা.) বলেন : بُلِيْنَا بِالضَّرَّاءِ فَصَبَرْنَا وَبُلِيْنَا بِالسَّرَّاءِ فَلَمْ نَصْبِرْ অর্থাৎ আমরা যখন বিপদে পতিত হলাম, তখন তো সবর করলাম, কিন্তু যখন সুখ ও আরাম-আয়েশে লিপ্ত হলাম, তখন সবর করতে পারলাম না। অর্থাৎ এর হক আদায়ে দৃঢ়পদ থাকতে পারলাম না।

শব্দ বিশ্লেষণ :

مُكْرَمُوْنَ : সীগাহ جمع مذكر বহছ اسم مفعول বাব اِفْعَالٌ মাসদার اِكْرَامٌ মূলবর্ণ (ك ـ ر ـ م) জিনস صحيح অর্থ– সম্মানিত।

اِرْتَضٰى : সীগাহ واحد مذكر غائب বহছ ماضى معروف বাব اِفْتِعَالٌ মাসদার اِرْتِضَاءٌ মূলবর্ণ (ر ـ ض ـ و) জিনস ناقص يائى অর্থ– মর্জি হয়, সে সন্তুষ্ট হয়।

مُشْفِقُوْنَ : সীগাহ جمع مذكر বহছ اسم فاعل বাব اِفْعَالٌ মাসদার اِشْفَاقٌ মূলবর্ণ (ش ـ ف ـ ق) জিনস صحيح অর্থ– তারা সন্ত্রস্ত থাকে।

نَجْزِيْهِ : সীগাহ جمع متكلم বহছ مضارع معروف বাব ضَرَبَ মাসদার جَزَاءٌ মূলবর্ণ (ج ـ ز ـ ى) জিনস ناقص يائى অর্থ– তবে আমি তাকে শাস্তি প্রদান করব।

اَوَلَمْ يَرَ : সীগাহ واحد مذكر غائب বহছ نفى جحد بلم درفعل مستقبل معروف বাব فَتَحَ মাসদার رُؤْيَةٌ মূলবর্ণ (ر ـ أ ـ ى) জিনস মুরাক্কাব (ناقص يائى ও مهموز عين) অর্থ– সে কি জানে না।

اَنْ تَمِيْدَ : সীগাহ واحد مؤنث غائب বহছ مضارع معروف বাব ضَرَبَ মাসদার مَيْدٌ ও مَيَدَانٌ মূলবর্ণ (م ـ ى ـ د) জিনস اجوف يائى অর্থ– যেন জমিন হেলে না পড়ে।

يَسْبَحُوْنَ : সীগাহ جمع مذكر غائب বহছ مضارع معروف বাব فَتَحَ মাসদার سَبْحٌ মূলবর্ণ (س ـ ب ـ ح) জিনস صحيح অর্থ– তারা সাঁতার কাটছে।

نَبْلُوْكُمْ : সীগাহ جمع متكلم বহছ مضارع معروف বাব نَصَرَ মাসদার بَلَاءٌ মূলবর্ণ (ب ـ ل ـ و) জিনস ناقص واوى অর্থ– আমি তোমাদেরকে পরীক্ষা করে থাকি।

تُرْجَعُوْنَ : সীগাহ جمع مذكر حاضر বহছ مضارع مجهول বাব ضَرَبَ মাসদার رُجُوْعٌ মূলবর্ণ (ر ـ ج ـ ع) জিনস صحيح অর্থ– তোমরা সকলে ফিরে আসবে।

বাক্য বিশ্লেষণ :

وَجَعَلْنَا فِيْهَا فِجَاجًا سُبُلًا لَعَلَّهُمْ يَهْتَدُوْنَ : এখানে وَجَعَلْنَا এর واو হরফে আতফ আর جَعَلْنَا ফে'ল ও ফায়েল, আর فِيْهَا হলো جعلنا বা مفعول ثانى -এর সাথে متعلق আর فِجَاجًا হলো حال কেননা এটা سُبُلًا -এর সিফত যা তার উপর مقدم হয়েছে। আর سُبُلًا হলো مفعول به আর لَعَلَّهُمْ -এর لَعَلَّ হরফে মুশববাহ বিল ফে'ল আর هُمْ হলো لَعَلَّ এর اسم আর يَهْتَدُوْنَ বাক্য হলো خبر لعل। –[ই'রাবুল কুরআন : ৫ম খণ্ড, পৃ. ২৭]

https://e-ilm.weebly.com/

وَإِذَا رَاٰكَ الَّذِيْنَ كَفَرُوْٓا اِنْ يَّتَّخِذُوْنَكَ اِلَّا هُزُوًا ۭ اَهٰذَا الَّذِيْ يَذْكُرُ اٰلِهَتَكُمْ ۚ وَهُمْ بِذِكْرِ الرَّحْمٰنِ هُمْ كٰفِرُوْنَ ﴿٣٦﴾

৩৬. আর এই কাফেররা যখনই আপনাকে দেখতে পায়, তখনই আপনাকে লক্ষ্য করে হাসি-ঠাট্টা করতে থাকে; (এবং বলাবলি করে যে,) ইনিই কি তিনি যিনি তোমাদের দেবতাদের সমালোচনা করে থাকেন, অথচ এরাই আল্লাহর স্মরণ করার ব্যাপারে অস্বীকার করে থাকে।

خُلِقَ الْاِنْسَانُ مِنْ عَجَلٍ ۭ سَاُورِيْكُمْ اٰيٰتِيْ فَلَا تَسْتَعْجِلُوْنِ ﴿٣٧﴾

৩৭. মানুষ ত্বরা (প্রকৃতি) দ্বারা সৃষ্ট হয়েছে; শীঘ্রই আমি তোমাদেরকে আমার নিদর্শনসমূহ দেখাব, সুতরাং তোমরা [আমার নিকট] ত্বরা করো না।

وَيَقُوْلُوْنَ مَتٰى هٰذَا الْوَعْدُ اِنْ كُنْتُمْ صٰدِقِيْنَ ﴿٣٨﴾

৩৮. আর এরা বলে যে, এই প্রতিশ্রুতি কখন আসবে? যদি তোমরা সত্যবাদী হও (তবে অপেক্ষা কিসের?)।

لَوْ يَعْلَمُ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا حِيْنَ لَا يَكُفُّوْنَ عَنْ وُّجُوْهِهِمُ النَّارَ وَلَا عَنْ ظُهُوْرِهِمْ وَلَا هُمْ يُنْصَرُوْنَ ﴿٣٩﴾

৩৯. যদি এই কাফেররা সেই সময়টি সম্বন্ধে অবগত হতো, যখন তারা অগ্নিকে তাদের সম্মুখ দিক হতেও ঠেকাতে পারবে না আর পিছন হতেও না, আর কেউ তাদের সহায়তাও করবে না।

بَلْ تَاْتِيْهِمْ بَغْتَةً فَتَبْهَتُهُمْ فَلَا يَسْتَطِيْعُوْنَ رَدَّهَا وَلَا هُمْ يُنْظَرُوْنَ ﴿٤٠﴾

৪০. বরং সেই অগ্নি অকস্মাৎ এসে তাদেরকে ঘিরে ফেলবে, তখন তাদেরকে হতবুদ্ধি করে ফেলবে, অতঃপর তাকে এড়াতেও সক্ষম হবে না, আর না তাদেরকে অবকাশও দেওয়া হবে।

শাব্দিক অনুবাদ :

৩৬. وَاِذَا رَاٰكَ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا আর এই কাফেররা যখনই আপনাকে দেখতে পায় اِنْ يَّتَّخِذُوْنَكَ اِلَّا هُزُوًا তখনই তারা আপনাকে লক্ষ্য করে হাসি ঠাট্টা করতে থাকে اَهٰذَا الَّذِيْ ইনিই কি তিনি يَذْكُرُ اٰلِهَتَكُمْ যিনি তোমাদের দেবতাদের সমালোচনা করে থাকেন وَهُمْ بِذِكْرِ الرَّحْمٰنِ هُمْ كٰفِرُوْنَ অথচ এরাই আল্লাহর স্মরণ করার ব্যাপারে অস্বীকার করে থাকে।

৩৭. خُلِقَ الْاِنْسَانُ মানুষ সৃষ্টি করা হয়েছে مِنْ عَجَلٍ ত্বরা (প্রকৃতি) দ্বারা سَاُورِيْكُمْ শীঘ্রই আমি তোমাদেরকে দেখাব اٰيٰتِيْ আমার নিদর্শনসমূহ فَلَا تَسْتَعْجِلُوْنِ সুতরাং তোমরা [আমার নিকট] ত্বরা করো না।

৩৮. وَيَقُوْلُوْنَ আর এরা বলে যে مَتٰى هٰذَا الْوَعْدُ এই প্রতিশ্রুতি কখন আসবে اِنْ كُنْتُمْ صٰدِقِيْنَ যদি তোমরা সত্যবাদী হও।

৩৯. لَوْ يَعْلَمُ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا যদি এই কাফেররা সেই সময়টি সম্বন্ধে অবগত হতো حِيْنَ لَا يَكُفُّوْنَ যখন তারা ঠেকাতে পারবে না عَنْ وُّجُوْهِهِمُ তাদের সম্মুখ দিক হতেও النَّارَ অগ্নিকে وَلَا عَنْ ظُهُوْرِهِمْ আর পিছন হতেও না وَلَا هُمْ يُنْصَرُوْنَ আর কেউ তাদের সহায়তাও করবে না।

৪০. بَلْ تَاْتِيْهِمْ بَغْتَةً বরং সে অগ্নি অকস্মাৎ এসে তাদেরকে ঘিরে ফেলবে فَتَبْهَتُهُمْ তখন তাদেরকে হতবুদ্ধি করে ফেলবে فَلَا يَسْتَطِيْعُوْنَ رَدَّهَا অতঃপর তাকে এড়াতেও সক্ষম হবে না وَلَا هُمْ يُنْظَرُوْنَ আর না তাদেরকে অবকাশও দেওয়া হবে।

https://e-ilm.weebly.com/

৪১. আর আপনার পূর্বে যে সমস্ত নবী অতীত হয়েছেন, তাদের সাথেও বিদ্রূপ করা হয়েছিল, ফলে যারা তাদের সাথে বিদ্রূপ করেছিল, তাদের উপর ঐ শাস্তি নিপতিত হয়েছিল যা নিয়ে তারা ঠাট্টা করত।

وَلَقَدِ اسْتُهْزِئَ بِرُسُلٍ مِّنْ قَبْلِكَ فَحَاقَ بِالَّذِيْنَ سَخِرُوْا مِنْهُمْ مَّا كَانُوْا بِهٖ يَسْتَهْزِءُوْنَ ﴿٤١﴾

৪২. বলে দিন, সে কে যে তোমাদের কে রক্ষা করে রাত্রিকালে ও দিবাভাগে আল্লাহ (-এর শাস্তি) হতে? বরং তারা (এখনও) নিজ প্রতিপালকের জিকির হতে মুখ ফিরিয়ে থাকে।

قُلْ مَنْ يَّكْلَؤُكُمْ بِالَّيْلِ وَالنَّهَارِ مِنَ الرَّحْمٰنِ ؕ بَلْ هُمْ عَنْ ذِكْرِ رَبِّهِمْ مُّعْرِضُوْنَ ﴿٤٢﴾

৪৩. তাদের নিকট কি আমি ভিন্ন এমন আরো উপাস্য আছে যারা (আমার আজাব হতে) তাদেরকে রক্ষা করে? তারা নিজেরাই নিজেদের হেফাজতের ক্ষমতা রাখে না, আর না আমার বিরুদ্ধে কেউ তাদের সঙ্গ দিতে পারে।

اَمْ لَهُمْ اٰلِهَةٌ تَمْنَعُهُمْ مِّنْ دُوْنِنَا ؕ لَا يَسْتَطِيْعُوْنَ نَصْرَ اَنْفُسِهِمْ وَلَا هُمْ مِّنَّا يُصْحَبُوْنَ ﴿٤٣﴾

৪৪. বস্তুত আমিই তাদের এবং তাদের পূর্বপুরুষদেরকে প্রচুর (পার্থিব) সম্পদ দিয়েছি, এমন কি (এই অবস্থায়) তাদের উপর দিয়ে দীর্ঘকাল অতিবাহিত হয়ে গেল, তারা কি এটা দেখছে না যে, আমি (তাদের) জমিনকে তার চতুর্দিক হতে সঙ্কীর্ণ করে আনছি; তবুও কি এরা (আশা করে যে) জয়ী হবে?

بَلْ مَتَّعْنَا هٰٓؤُلَآءِ وَاٰبَآءَهُمْ حَتّٰى طَالَ عَلَيْهِمُ الْعُمُرُ ؕ اَفَلَا يَرَوْنَ اَنَّا نَاْتِي الْاَرْضَ نَنْقُصُهَا مِنْ اَطْرَافِهَا ؕ اَفَهُمُ الْغٰلِبُوْنَ ﴿٤٤﴾

৪৫. আপনি বলে দিন, আমি তো শুধু ওহীর সাহায্যে তোমাদেরকে ভয় প্রদর্শন করছি, আর এই বধিরদেরকে যখন ভয় প্রদর্শন করা হয়, তখন এরা শুনেই না।

قُلْ اِنَّمَآ اُنْذِرُكُمْ بِالْوَحْيِ ۫ۖ وَلَا يَسْمَعُ الصُّمُّ الدُّعَآءَ اِذَا مَا يُنْذَرُوْنَ ﴿٤٥﴾

শাব্দিক অনুবাদ :

৪১. وَلَقَدِ اسْتُهْزِئَ بِرُسُلٍ مِّنْ قَبْلِكَ আর আপনার পূর্বে যে সমস্ত নবী অতীত হয়েছেন তাদের সাথেও বিদ্রূপ করা হয়েছিল فَحَاقَ بِالَّذِيْنَ سَخِرُوْا مِنْهُمْ ফলে তাদের সাথে যারা বিদ্রূপ করেছিল তাদের উপর নিপতিত হয়েছিল مَّا كَانُوْا بِهٖ يَسْتَهْزِءُوْنَ ঐ শাস্তি যা নিয়ে তারা ঠাট্টা করত।

৪২. قُلْ বলে দিন مَنْ يَّكْلَؤُكُمْ সে কে যে তোমাদেরকে রক্ষা করে بِالَّيْلِ وَالنَّهَارِ রাত্রিকালে ও দিবাভাগে مِنَ الرَّحْمٰنِ আল্লাহ (-এর শাস্তি) হতে بَلْ هُمْ عَنْ ذِكْرِ رَبِّهِمْ مُّعْرِضُوْنَ বরং তারা (এখনও) নিজ প্রতিপালকের জিকির হতে মুখ ফিরিয়ে থাকে।

৪৩. اَمْ لَهُمْ اٰلِهَةٌ তাদের নিকট কি এমন আরও উপাস্য আছে تَمْنَعُهُمْ যারা তাদেরকে রক্ষা করে مِّنْ دُوْنِنَا আমি ভিন্ন لَا يَسْتَطِيْعُوْنَ তারা নিজেরাই ক্ষমতা রাখেনা نَصْرَ اَنْفُسِهِمْ নিজেদের হেফাজতের وَلَا هُمْ مِّنَّا يُصْحَبُوْنَ আর না আমার বিরুদ্ধে কেউ তার সঙ্গ দিতে পারে।

৪৪. بَلْ مَتَّعْنَا বরং আমি প্রচুর (পার্থিব) সম্পদ দিয়েছি هٰٓؤُلَآءِ وَاٰبَآءَهُمْ তাদেরকে এবং তাদের পূর্বপুরুষদেরকে حَتّٰى طَالَ عَلَيْهِمُ الْعُمُرُ এমনকি তাদের উপর দিয়ে দীর্ঘকাল অতিবাহিত হয়ে গেল اَفَلَا يَرَوْنَ তারা কি এটা দেখছে না যে اَنَّا نَاْتِي الْاَرْضَ আমি জমিনকে আনছি نَنْقُصُهَا مِنْ اَطْرَافِهَا তার চতুর্দিক হতে সঙ্কীর্ণ করে اَفَهُمُ الْغٰلِبُوْنَ তবুও কি এরা (আশা করে যে) জয়ী হবে?

৪৫. قُلْ আপনি বলে দিন اِنَّمَآ اُنْذِرُكُمْ بِالْوَحْيِ আমি তো শুধু ওহীর সাহায্যে তোমাদেরকে ভয় প্রদর্শন করছি وَلَا يَسْمَعُ الصُّمُّ الدُّعَآءَ اِذَا مَا يُنْذَرُوْنَ আর এই বধিরদেরকে যখন ভয় প্রদর্শন করা হয় তখন এরা শুনেই না।

https://e-ilm.weebly.com/

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

وَإِذَا رَاٰكَ الَّذِيْنَ كَفَرُوْٓا إِنْ يَّتَّخِذُوْنَكَ إِلَّا هُزُوًا أَهٰذَا الَّذِىْ يَذْكُرُ اٰلِهَتَكُمْ وَهُمْ بِذِكْرِ الرَّحْمٰنِ هُمْ كَافِرُوْنَ (٣٦)

শানে নুযূল : ইবনে আবী হাতেম সুদ্দীর উদ্ধৃতি দিয়ে বর্ণনা করেন যে, রাসূল ﷺ একদা আবূ সুফিয়ান ও আবূ জাহলের পার্শ্ব দিয়ে অতিক্রম করে যাচ্ছিলেন। তখন তারা দুজনে গল্প-গুজবে লিপ্ত ছিল। এরই মধ্যে আবূ জাহল রাসূল ﷺ-কে দেখে হেঁসে দিয়ে আবূ সুফিয়ানকে বলল যে, এ ব্যক্তিই তো আব্দে মানাফের নবী। তাতে আবূ সুফিয়ান ক্রোধান্বিত হয়ে বলল যে, বনূ আব্দে মানাফ হতে নবী হলে তোমাদের এত অপছন্দের কারণ কেন? রাসূল ﷺ তা শোনতে পেয়ে আবূ জাহলের দিকে ফিরে আসেন। এতে করে আবূ জাহলের মনের মধ্যে ভয়ের সঞ্চার হয়। রাসূল ﷺ আবূ জাহলকে লক্ষ্য করে বললেন যে, তোমার চাচা ওয়ালীদ ইবনে মুগীরার উপর যে ধ্বংস এসেছে সে ধ্বংস তোমার উপর যতক্ষণ পর্যন্ত না আপতিত হবে তুমি তা থেকে বিরত হবে না। আবূ সুফিয়ানকে লক্ষ্য করে আরো বললেন যে, তুমি যা বলছ তা মূলত ক্রোধবশত। পক্ষান্তরে এ ক্রোধের কারণেই অন্তর বিগলিত হচ্ছে না। এ পরিপ্রেক্ষিতে আল্লাহ তা'আলা আলোচ্য আয়াত নাজিল করেন। –[রূহুল মা'আনী পৃ. ৪৮ খণ্ড ৯ পারা ১৭, বাহরে মুহীত্ব ২৮৯/৬, ফাতহুল কাদীর ৪০৯]।

خُلِقَ الْإِنْسَانُ مِنْ عَجَلٍ سَأُرِيْكُمْ اٰيَاتِىْ فَلَا تَسْتَعْجِلُوْنِ (٣٧)

শানে নুযূল : বর্ণিত রয়েছে, আলোচ্য আয়াত নযর ইবনে হারেছ সম্পর্কে নাজিল হয়েছে। নযর ইবনে হারেছ নিজের ধ্বংস কামনা করে বলেছিল যে, হে আল্লাহ! নবী দাবিদার মুহাম্মাদের কথা যদি সত্যই হয়ে থাকে, তাহলে তুমি আমার উপর পাথর বর্ষণ কর। তার দ্রুত ধ্বংস কামনা করার পরিপ্রেক্ষিতে আল্লাহ তা'আলা আলোচ্য আয়াত নাজিল করেন। –[ফাতহুল কাদীর ৪০৮/৩ রূহুল মা'আনী পৃ. ৪৯ খণ্ড ৯ পারা ১৭ জালালাইন ২৭২]

ত্বরা প্রবণতা নিন্দনীয় : خُلِقَ الْإِنْسَانُ مِنْ عَجَلٍ : عَجَلٌ শব্দের অর্থ ত্বরা। এর স্বরূপ হচ্ছে কোনো কাজ সময়ের পূর্বেই করা। এটা স্বতন্ত্র দৃষ্টিতে নিন্দনীয়। কুরআন পাকের অন্যত্রও একে মানুষের দুর্বলতারূপে উল্লেখ করা হয়েছে। বলা হয়েছে, وَكَانَ الْإِنْسَانُ عَجُوْلًا -অর্থাৎ মানুষ অত্যন্ত ত্বরাপ্রবণ। হযরত মূসা (আ.) যখন বনী ইসরাঈল থেকে অগ্রবর্তী হয়ে তূর পর্বতে পৌছে যান, তখন সেখানেও এই ত্বরাপ্রবণতার কারণে তাঁর প্রতি রোষ প্রকাশ করা হয়। পয়গম্বর ও সৎকর্মপরায়ণদের সম্পর্কে "ভালো কাজে অগ্রগামী থাকাকে" প্রশংসনীয়রূপে বর্ণনা করা হয়েছে। বলাবাহুল্য, এটা ত্বরা-প্রবণতা নয়। কারণ, এটা সময়ের পূর্বে কোনো কাজ করা নয়; বরং এ হচ্ছে সময়ে অধিক সৎ ও পুণ্যকাজ করার চেষ্টা। আলোচ্য আয়াতের উদ্দেশ্য এই যে, মানুষের মজ্জায় যেসব দুর্বলতা নিহিত রয়েছে, তন্মধ্যে এক দুর্বলতা হচ্ছে ত্বরা-প্রবণতা। স্বভাবগত ও মজ্জাগত বিষয়কে আরবরা এরূপ ভঙ্গিতেই ব্যক্ত করে। উদাহরণত কারও স্বভাবে ক্রোধ প্রবল হলে আরবরা বলে, লোকটি ক্রোধ দ্বারা সৃজিত হয়েছে।

سَأُرِيْكُمْ اٰيَاتِىْ : এখানে اٰيَاتٌ (নিদর্শনাবলি) বলে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সত্যতা সম্পর্কে সাক্ষ্যদানকারী, মু'জিযা ও অবস্থা বোঝানো হয়েছে; -(কুরতুবী) যেমন বদর ও অন্যান্য যুদ্ধে এ জাতীয় নিদর্শনাবলি স্পষ্টরূপে প্রকাশ পেয়েছিল। পরিণামে মুসলমানদের বিজয় সবার চোখে স্পষ্ট হয়ে উঠেছিল; অথচ তাদেরকে সর্বাধিক দুর্বল ও হেয় মনে করা হতো।

শব্দ বিশ্লেষণ :

سَأُرِيْكُمْ : সীগাহ واحد متكلم বহছ مضارع معروف বাব اِفْعَالٌ মাসদার اِرَاءَةٌ মূলবর্ণ (ر ـ أ ـ ى) জিনস মুরাক্কাব (ناقص يائى ও مهموز عين) অর্থ– শীঘ্রই আমি তোমাদেরকে দেখাব।

لَا يَكُفُّوْنَ : সীগাহ جمع مذكر غائب বহছ نفى فعل مضارع معروف বাব نَصَرَ মাসদার كَفٌّ মূলবর্ণ (ك ـ ف ـ ف) জিনস مضاعف ثلاثى অর্থ– তারা ঠেকাতে পারবে না।

https://e-ilm.weebly.com/

فَتَبْهَتُهُمْ : সীগাহ واحد مؤنث غائب বহছ مضارع معروف বাব فَتَحَ মাসদার بَهْتٌ মূলবর্ণ (ب - ه - ت) জিনস صحيح অর্থ– তখন তাদেরকে হতবুদ্ধি করে ফেলবে।

اُسْتُهْزِئَ : সীগাহ واحد مذكر غائب বহছ ماضى مَجْهُول বাব اِسْتِفْعَالٌ মাসদার اِسْتِهْزَاءٌ মূলবর্ণ (ه - ز - ء) জিনস مهموز لام অর্থ– বিদ্রূপ করা হয়েছে।

فَحَاقَ : সীগাহ واحد مذكر غائب বহছ ماضى معروف বাব نَصَرَ ও ضَرَبَ মাসদার حوق ও حيق মূলবর্ণ (ح - ى - ق) জিনস اجوف يائى অর্থ– নিপতিত হয়েছিল।

سَخِرُوْا : সীগাহ جمع مذكر غائب বহছ ماضى معروف বাব سَمِعَ মাসদার سَخْرٌ মূলবর্ণ (س - خ - ر) জিনস صحيح অর্থ– তারা বিদ্রূপ করেছিল।

يَكْلَؤُكُمْ : সীগাহ واحد مذكر غائب বহছ مضارع معروف বাব فَتَحَ মাসদার كَلَأٌ، كَلَاءٌ ও كَلَاءَةٌ মূলবর্ণ (ك - ل - ء) জিনস مهموز لام অর্থ– সে তোমাদেরকে রক্ষা করে।

يُصْحَبُوْنَ : সীগাহ جمع مذكر غائب বহছ مضارع مجهول বাব سَمِعَ মাসদার صُحْبَةٌ মূলবর্ণ (ص - ح - ب) জিনস صحيح অর্থ– তাদের সঙ্গ দিতে পারে।

طَالَ : সীগাহ واحد مذكر غائب বহছ ماضى معروف বাব نَصَرَ মাসদার طَوْلٌ মূলবর্ণ (ن - و - ل) জিনস اجوف واوى অর্থ– অতিবাহিত হয়ে গেল।

اُنْذِرُكُمْ : সীগাহ واحد متكلم বহছ مضارع معروف বাব اِفْعَالٌ মাসদার اِنْذَارٌ মূলবর্ণ (ن - ذ - ر) জিনস صحيح অর্থ– আমি তোমাদেরকে ভয় প্রদর্শন করছি।

বাক্য বিশ্লেষণ :

وَلَقَدِ اسْتُهْزِئَ بِرُسُلٍ مِّنْ قَبْلِكَ : এখানে واو টি استئنافية আর جملة مستأنفة কে আনা হয়েছে নবী করীম ﷺ-কে সান্ত্বনা ও প্রবোধ দেওয়ার জন্য। আর لَقَدْ-এর লাম হলো উহ্য قَسَم এর জবাব আর قَدْ হলো حرف تحقيق আর اُسْتُهْزِئَ হলো فعل مجهول আর بِرُسُلٍ হলো نائب فاعل-এর স্থলাভিষিক্ত আর مِنْ قَبْلِكَ হলো رسل - এর نعت বা সিফত। –[ই'রাবুল কুরআন ৫/৩৭]

https://e-ilm.weebly.com/

৪৬. আর যদি আপনার প্রতিপালকের আজাব হতে সামান্য ঝাপটাও তাদেরকে স্পর্শ করে, তবে তারা এরূপ বলে উঠবে, হায় আমাদের দুর্ভোগ! বাস্তবিকই আমরা জালিম ছিলাম।	وَلَئِنْ مَّسَّتْهُمْ نَفْحَةٌ مِّنْ عَذَابِ رَبِّكَ لَيَقُولُنَّ يٰوَيْلَنَآ اِنَّا كُنَّا ظٰلِمِيْنَ ﴿٤٦﴾
৪৭. আর আমি কিয়ামতের দিন ইনসাফের পাল্লা কায়েম করব (এবং আমল ওজন করব) এবং কারো প্রতি আদৌ জুলুম করা হবে না; আর যদি আমল তিল পরিমাণও হয়, তবে তাও উপস্থিত করব; আর আমি হিসাব গ্রহণকারী হিসেবে যথেষ্ট।	وَنَضَعُ الْمَوَازِيْنَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيٰمَةِ فَلَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا ط وَاِنْ كَانَ مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِّنْ خَرْدَلٍ اَتَيْنَا بِهَا ط وَكَفٰى بِنَا حٰسِبِيْنَ ﴿٤٧﴾
৪৮. আর আমি তো মূসা ও হারূনকে দান করেছিলাম মীমাংসা, আলো এবং ধর্মভীরুদের জন্য নসিহতের একটি বস্তু (অর্থাৎ তাওরাত)।	وَلَقَدْ اٰتَيْنَا مُوْسٰى وَهٰرُوْنَ الْفُرْقَانَ وَضِيَآءً وَّذِكْرًا لِّلْمُتَّقِيْنَ ﴿٤٨﴾
৪৯. যারা নিজেদের প্রতিপালককে না দেখে ভয় করে এবং কিয়ামত দিবস হতেও ভয় করতে থাকে।	الَّذِيْنَ يَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ بِالْغَيْبِ وَهُمْ مِّنَ السَّاعَةِ مُشْفِقُوْنَ ﴿٤٩﴾
৫০. আর এটা (কুরআন) এক বহু হিতকর নসিহত যা আমি নাজিল করেছি, তবে কি তোমরা তা অমান্য করে চলবে?	وَهٰذَا ذِكْرٌ مُّبٰرَكٌ اَنْزَلْنٰهُ ط اَفَاَنْتُمْ لَهٗ مُنْكِرُوْنَ ﴿٥٠﴾
৫১. আর আমি এরও পূর্বে ইবরাহীমকে তাঁর (মর্যাদানুযায়ী) সৎপথের জ্ঞান দান করেছিলাম এবং আমি তাঁকে ভালোভাবে জানতাম।	وَلَقَدْ اٰتَيْنَآ اِبْرٰهِيْمَ رُشْدَهٗ مِنْ قَبْلُ وَكُنَّا بِهٖ عٰلِمِيْنَ ﴿٥١﴾

শাব্দিক অনুবাদ :

৪৬. وَلَئِنْ مَّسَّتْهُمْ আর যদি তাদেরকে স্পর্শ করে نَفْحَةٌ সামান্য ঝাপটাও مِّنْ عَذَابِ رَبِّكَ আপনার প্রতিপালকের আজাব হতে لَيَقُوْلُنَّ তবে তবে এরূপ বলে উঠবে يٰوَيْلَنَآ হায় আমাদের দুর্ভোগ اِنَّا كُنَّا ظٰلِمِيْنَ বাস্তবিকই আমরা জালিম ছিলাম।

৪৭. وَنَضَعُ আর আমি কয়েম করব الْمَوَازِيْنَ الْقِسْطَ ইনসাফের পাল্লা لِيَوْمِ الْقِيٰمَةِ কিয়ামতের দিন فَلَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا এবং কারো প্রতি আদৌ জুলুম করা হবে না وَاِنْ كَانَ مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِّنْ خَرْدَلٍ আর যদি আমল তিল পরিমাণও হয় اَتَيْنَا بِهَا তবে তাও উপস্থিত করব وَكَفٰى بِنَا حٰسِبِيْنَ আর আমি হিসাব গ্রহণকারী হিসেবে যথেষ্ট।

৪৮. وَلَقَدْ اٰتَيْنَا مُوْسٰى وَهٰرُوْنَ আর আমি মূসা ও হারূনকে দান করেছিলাম الْفُرْقَانَ মীমাংসা وَضِيَآءً আলো وَّذِكْرًا لِّلْمُتَّقِيْنَ এবং ধর্মভীরুদের জন্য নসিহতের একটি বস্তু।

৪৯. الَّذِيْنَ যারা يَخْشَوْنَ ভয় করে رَبَّهُمْ নিজেদের প্রতিপালককে بِالْغَيْبِ না দেখে وَهُمْ مِّنَ السَّاعَةِ مُشْفِقُوْنَ এবং কিয়ামত দিবস হতেও ভয় করতে থাকে।

৫০. وَهٰذَا আর এটা ذِكْرٌ مُّبٰرَكٌ এক বহু হিতকর নসিহত اَنْزَلْنٰهُ যা আমি নাজিল করেছি اَفَاَنْتُمْ لَهٗ مُنْكِرُوْنَ তবে কি তোমরা তা অমান্য করে চলবে।

৫১. وَلَقَدْ اٰتَيْنَا আর আমি দান করেছিলাম اِبْرٰهِيْمَ ইবরাহীমকে رُشْدَهٗ তাঁর (মর্যাদানুযায়ী) সৎপথের জ্ঞান مِنْ قَبْلُ এর পূর্বে وَكُنَّا بِهٖ عٰلِمِيْنَ এবং আমি তাঁকে ভালোভাবে জানতাম।

https://e-ilm.weebly.com/

৫২. যখন তিনি তাঁর পিতা এবং স্বীয় সম্প্রদায়কে বললেন, এ মূর্তিগুলো কি, যাদের প্রতি তোমরা অনুরক্ত রয়েছ?	إِذْ قَالَ لِأَبِيهِ وَقَوْمِهِ مَا هَٰذِهِ التَّمَاثِيلُ الَّتِي أَنتُمْ لَهَا عَاكِفُونَ ﴿٥٢﴾
৫৩. তারা বলতে লাগল, আমরা আমাদের পিতৃ-পুরুষদেরকে এদের উপাসনা করতে দেখেছি।	قَالُوا وَجَدْنَا آبَاءَنَا لَهَا عَابِدِينَ ﴿٥٣﴾
৫৪. ইবরাহীম বললেন, নিঃসন্দেহে তোমরা ও তোমাদের পিতৃপুরুষরা স্পষ্ট ভ্রমে রয়েছ।	قَالَ لَقَدْ كُنتُمْ أَنتُمْ وَآبَاؤُكُمْ فِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ ﴿٥٤﴾
৫৫. তারা বলল, তুমি কি আমাদের সম্মুখে সত্য এনেছ, নাকি কৌতুক করছ?	قَالُوا أَجِئْتَنَا بِالْحَقِّ أَمْ أَنتَ مِنَ اللَّاعِبِينَ ﴿٥٥﴾
৫৬. ইবরাহীম বললেন, না, (এগুলো কখনো উপাস্য হতে পারে না) বরং তোমাদের প্রতিপালক তিনি, যিনি আসমানসমূহ ও জমিনের প্রতিপালক, যিনি সেই সমুদয়কে সৃষ্টি করেছেন এবং এ বিষয়ে আমি অন্যতম সাক্ষী।	قَالَ بَل رَّبُّكُمْ رَبُّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ الَّذِي فَطَرَهُنَّ وَأَنَا عَلَىٰ ذَٰلِكُم مِّنَ الشَّاهِدِينَ ﴿٥٦﴾
৫৭. আল্লাহর শপথ, আমি তোমাদের এই মূর্তিসমূহের দুর্গতি ঘটাব, যখন তোমরা চলে যাবে।	وَتَاللَّهِ لَأَكِيدَنَّ أَصْنَامَكُم بَعْدَ أَن تُوَلُّوا مُدْبِرِينَ ﴿٥٧﴾

শাব্দিক অনুবাদ :

৫২. إِذْ قَالَ যখন তিনি বললেন لِأَبِيهِ وَقَوْمِهِ তাঁর পিতা ও স্বীয় সম্প্রদায়কে مَا هَٰذِهِ التَّمَاثِيلُ এই মূর্তিগুলো কি الَّتِي أَنتُمْ لَهَا عَاكِفُونَ যাদের প্রতি তোমরা অনুরক্ত রয়েছ?

৫৩. قَالُوا তারা বলতে লাগল وَجَدْنَا آبَاءَنَا আমরা আমাদের পিতৃপুরুষদেরকে দেখেছি لَهَا عَابِدِينَ এদের উপাসনা করতে।

৫৪. قَالَ ইবরাহীম বললেন لَقَدْ كُنتُمْ أَنتُمْ وَآبَاؤُكُمْ নিঃসন্দেহে তোমরা ও তোমাদের পিতৃপুরুষরা রয়েছে فِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ স্পষ্ট ভ্রমে।

৫৫. قَالُوا তারা বলল أَجِئْتَنَا بِالْحَقِّ তুমি কি আমাদের সম্মুখে সত্য এনেছ أَمْ أَنتَ مِنَ اللَّاعِبِينَ নাকি কৌতুক করছ।

৫৬. قَالَ ইবরাহীম বললেন بَل رَّبُّكُمْ না বরং তোমাদের প্রতিপালক তিনি رَبُّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ যিনি আসমানসমূহ ও জমিনের প্রতিপালক الَّذِي فَطَرَهُنَّ যিনি সেই সমুদয়কে সৃষ্টি করেছেন وَأَنَا عَلَىٰ ذَٰلِكُم مِّنَ الشَّاهِدِينَ এবং এ বিষয়ে আমি অন্যতম সাক্ষী।

৫৭. وَتَاللَّهِ আল্লাহর শপথ لَأَكِيدَنَّ أَصْنَامَكُم আমি তোমাদের এই মূর্তিসমূহের দুর্গতি ঘটাব بَعْدَ أَن تُوَلُّوا مُدْبِرِينَ যখন তোমরা চলে যাবে।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

কিয়ামতে আমলের ওজন ও দাঁড়িপাল্লা :

وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ : مَوَازِينَ শব্দটি مِيزَانٌ -এর বহুবচন। অর্থ- ওজনের যন্ত্র তথা দাঁড়িপাল্লা। আয়াতে বহুবচন ব্যবহার করা হয়েছে দেখে কোনো কোনো তাফসীরবিদ বলেন যে, আমল ওজন করার জন্য অনেকগুলো

https://e-ilm.weebly.com/

দাঁড়িপাল্লা স্থাপন করা হবে। প্রত্যেকের জন্য আলাদা আলাদা দাঁড়িপাল্লা হবে। কিংবা ভিন্ন ভিন্ন আমল ওজন করার জন্য ভিন্ন ভিন্ন দাঁড়িপাল্লা হবে। কিন্তু উম্মতের অনুসরণীয় আলেমগণ এ ব্যাপারে একমত যে, দাঁড়িপাল্লা একটিই হবে। তবে বহুবচনে ব্যক্ত করার কারণ এই যে, একটি দাঁড়িপাল্লাই অনেকগুলো দাঁড়িপাল্লার কাজ দেবে। কেননা হযরত আদম (আ.) থেকে শুরু করে কিয়ামত পর্যন্ত কত যে সৃষ্টজীব হবে, তাদের সঠিক সংখ্যা আল্লাহ তা'আলাই জানেন। তাদের সবার আমল এই দাঁড়িপাল্লায়ই ওজন করা হবে। قِسْط শব্দের অর্থ ইনসাফ, ন্যায়বিচার। অর্থাৎ এই দাঁড়িপাল্লা ইনসাফ ও ন্যায়বিচার সহকারে ওজন করবে-সামান্যও কম-বেশি হবে না। মুস্তাদরাকে হযরত সালমান (রা.)-এর রেওয়ায়েতে রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন : কিয়ামতের দিন আমল ওজন করার জন্য এত বিরাট ও বিস্তৃত দাঁড়িপাল্লা স্থাপন করা হবে যে, তাতে আকাশ ও পৃথিবীকে ওজন করতে চাইলে এগুলোরও সংকুলান হয়ে যাবে।–[মাযহারী]

হাফেজ আবুল কাসেম লালকায়ীর হাদীস গ্রন্থে হযরত আনাসের রেওয়ায়েতে রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন : দাঁড়িপাল্লায় একজন ফেরেশতা নিয়োজিত থাকবেন এবং প্রত্যেক মানুষকে সেখানে উপস্থিত করা হবে। যদি সৎ কাজের পাল্লা ভারি হয়, তবে ফেরেশতা ঘোষণা করবেন, অমুক ব্যক্তি সফলকাম হয়েছে! সে আর কোনোদিন ব্যর্থ হবে না। হাশরের মাঠে উপস্থিত সবাই এই ঘোষণা শুনবে। পক্ষান্তরে অসৎ কাজের পাল্লা ভারি হলে ফেরেশতা ঘোষণা করবে : অমুক ব্যক্তি ব্যর্থ ও বঞ্চিত হয়েছে। সে আর কোনোদিন কামিয়াব হবে না। উপরিউক্ত হাফেজ হযরত হুজায়ফা (রা.) থেকে আরও বর্ণনা করেন যে, দাঁড়িপাল্লায় নিয়োজিত এই ফেরেশতা আর কেউ নয়– হযরত জিবরাঈল (আ.)।

হাকিম, বায়হাকী ও আজেরী হযরত আয়েশা (রা.) থেকে বর্ণনা করেছেন যে, তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ -কে জিজ্ঞেস করলাম, কিয়ামতের দিনও কি আপনি আপনার পরিবারবর্গকে স্মরণ রাখবেন? তিনি বললেন : কিয়ামতের তিন জায়গায় কেউ কাউকে স্মরণ করবে না। **এক.** যখন আমল ওজন করার জন্য দাঁড়িপাল্লার সামনে উপস্থিত করা হবে, তখন শুভ-অশুভ ফলাফল না জানা পর্যন্ত কারো কথা কারো স্মরণে আসবে না। **দুই.** যখন আমলনামাসমূহ উত্তোলন করা হবে, তখন আমলনামা ডান হাতে আসে না বাম হাতে আসে এ কথা নির্দিষ্ট না হওয়া পর্যন্ত কারো কথাই কারো মনে থাকবে না। ডান হাতে আমলনামা এলে মুক্তির লক্ষণ এবং বাম হাতে এলে আজাবের লক্ষণ হবে। **তিন.** পুলসিরাতে উঠার পর তা সম্পূর্ণ অতিক্রম না করা পর্যন্ত কেউ কাউকে স্মরণ করবে না। –[মাযহারী]

وَاِنْ كَانَ مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِّنْ خَرْدَلٍ اَتَيْنَا بِهَا : অর্থাৎ হিসাবের দিন এবং আমল ওজন করার সময় মানুষের সমস্ত ছোট-বড়, ভালো-মন্দ আমল উপস্থিত করা হবে, যাতে হিসাবও ওজনের অন্তর্ভুক্ত হয়।

আমল কীভাবে ওজন করা হবে? : হাদীসে বেতাকাহর ইঙ্গিত অনুযায়ী ফেরেশতাদের লিখিত আমলনামা ওজন করা হতে পারে। পক্ষান্তরে এটাও সম্ভবপর যে, আমলগুলোকেই স্বতন্ত্র পদার্থের আকৃতি দান করে সেগুলোকে ওজন করা হবে। বিভিন্ন রেওয়ায়েত সাধারণত এর পক্ষেই সাক্ষ্য দেয় এবং আলমগণের সর্বসম্মত অভিমতও তাই। কুরআনের وَوَجَدُوْا مَا عَمِلُوْا حَاضِرًا প্রভৃতি আয়াত এবং অনেক হাদীস এরই সমর্থন করে।

আমলসমূহের হিসাব-নিকাশ : তিরমিযী হযরত আয়েশা (রা.)-এর রেওয়ায়েতে বর্ণনা করেন যে, জনৈক ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর সামনে বসে বলল : ইয়া রসূলাল্লাহ, আমার দুটি ক্রীতদাস আমাকে মিথ্যাবাদী বলে, কাজ-কারবারে কারচুপি করে এবং আমার নির্দেশ আমান্য করে। এর বিপরীতে আমি মুখেও তাদেরকে গালি-গালাজ করি এবং হাতে মারপিটও করি। আমার ও এই গোলামদ্বয়ের ইনসাফ কিভাবে হবে? রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন : তাদের নাফরমানি, কারচুপি এবং ঔদ্ধত্য ওজন করা হবে। এরপর তোমার গালি-গালাজ ও মারপিট ওজন করা হবে। তুমি যে শাস্তি দাও তা যদি তাদের অপরাধের তুলনায় কম হয়, তবে অবশিষ্টটুকু তোমার অনুগ্রহ বলে গণ্য হবে। আর যদি অপরাধের তুলনায় শাস্তি বেশি হয়, তবে তোমার বাড়াবাড়ির প্রতিশোধ গ্রহণ করা হবে। লোকটি একথা শুনে অন্যত্র সরে গেল এবং কান্না জুড়ে দিল। রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন : তুমি কি কুরআনের এই আয়াত পাঠ করনি وَنَضَعُ الْمَوَازِيْنَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيٰمَةِ - লোকটি আরজ করল : এখন তো তাদেরকে মুক্ত করে এই হিসাবের কবল থেকে নিষ্কৃতি লাভ করা ছাড়া আমার আর গত্যন্তর নেই। –(কুরতুবী)

اَلْفُرْقَانَ وَضِيَاءً وَّذِكْرًا لِّلْمُتَّقِيْنَ : এই তিনটি গুণই তাওরাতের। فُرْقَانٌ অর্থাৎ সত্য ও মিথ্যার মধ্যে পার্থক্যকারী, ضِيَاء অর্থাৎ মানুষের জন্য উপদেশ ও হেদায়েতের মাধ্যম। কেউ কেউ বলেন, فُرْقَانٌ বলে আল্লাহ তা'আলার সাহায্য বোঝানো হয়েছে, যা সর্বত্র হযরত মূসা (আ.)-এর সাথে ছিল; অর্থাৎ ফেরাউনের মতো শত্রুর গৃহে তিনি লালিত-পালিত হয়েছেন, মোকাবিলার সময় আল্লাহ তা'আলা ফেরাউনকে লাঞ্ছিত করেছেন, এরপর ফেরাউনী সৈন্যবাহিনীর পশ্চাদ্ধাবনের

https://e-ilm.weebly.com/

সময় সমুদ্রে রাস্তা সৃষ্টি হয়ে তিনি রক্ষা পান এবং ফেরাউনী সৈন্যবাহিনী সলিল-সমাধি লাভ করে। এমনিভাবে পরবর্তীতে সকল ক্ষেত্রে আল্লাহ্ তা'আলার এই সাহায্য প্রত্যক্ষ করা হয়েছে ذِكْر ও ضِيَاء উভয়টিই তাওরাতের বিশেষণ। কুরতুবী একেই অগ্রাধিকার দিয়েছেন। কেননা اَلْفُرْقَانُ-এর পরে وَاوٌ দ্বারা পৃথক করা থেকে একথার প্রতি ইঙ্গিত বোঝা যায় যে, فُرْقَانٌ তাওরাত নয়-অন্য কোনো বিষয়।

وَتَاللّٰهِ لَاَكِيْدَنَّ اَصْنَامَكُمْ আয়াতের ভাষা বাহ্যত একথাই বোঝায় যে, এ কথাটি হযরত ইবরাহীম (আ.) তাঁর সম্প্রদায়ের সামনে বলেছিলেন। কিন্তু এতে প্রশ্ন হয় যে, হযরত ইবরাহীম (আ.) তাদের কাছে اِنِّىْ سَقِيْمٌ (আমি অসুস্থ) -এর ওজর পেশ করে তাদের সাথে ঈদের সমাবেশে যাওয়া থেকে নিবৃত্ত ছিলেন। যখন মূর্তি ভাঙ্গার ঘটনা ঘটল, তখন সম্প্রদায়ের লোকেরা অনুসন্ধানে রত হলো যে, কাজটি কে করল? যদি হযরত ইবরাহীম (আ.)-এর উপরিউক্ত কথা পূর্বেই তাদের জানা থাকত, তবে এতসব খোঁজাখুঁজির কি প্রয়োজন ছিল? প্রথমেই তারা বুঝে নিত যে, ইবরাহীমই একাজ করেছেন। এর জবাব হিসেবে বলা হয়েছে যে, হযরত ইবরাহীম (আ.) একাই এ মনোভাব পোষণ করতেন। সমগ্র সম্প্রদায়ের মোকাবিলায় তাঁর কোনো শক্তি ছিল না। একথা ভেবেই সম্ভবত তাঁর কথার দিকে কেউ ভ্রূক্ষেপ করে নি এবং ভুলেও যায়। -(বয়ানুল-কোরআন) এটাও সম্ভবপর যে, যারা খোঁজাখুঁজি করছিল, তারা অন্য লোক ছিল। হযরত ইবরাহীম (আ.)-এর কথাবার্তা তারা জানত না। তাফসীরবিদদের মধ্যে মুজাহিদ ও কাতাদাহ্ (র.) বলেন, হযরত ইবরাহীম (আ.) উপরিউক্ত কথাটি সম্প্রদায়ের লোকদের সামনে বলেননি; বরং মনে মনে বলেছিলেন। অথবা সম্প্রদায়ের লোকেরা চলে যাওয়ার পর যে দুই একজন দুর্বল লোক সেখানে ছিল, তাদেরকে বলেছিলেন। এরপর মূর্তি ভাঙ্গার ঘটনা ঘটলে যখন খোঁজাখুঁজি শুরু হয়, তখন তারা এই তথ্য সরবরাহ করে। –[কুরতুবী]

শব্দ বিশ্লেষণ :

مَسَّتْهُمْ : সীগাহ واحد مؤنث غائب বহছ ماضى معروف বাব نَصَرَ মাসদার مَسٌّ মূলবর্ণ (م - س - س) জিনস مضاعف ثلاثى অর্থ– তাদেরকে স্পর্শ করে।

اٰتَيْنَا : সীগাহ جمع متكلم বহছ ماضى معروف বাব ضَرَبَ মাসদার اِتْيَانٌ মূলবর্ণ (أ - ت - ى) জিনস মুরাক্কাব (ناقص يائى ও مهموز فاء) অর্থ– আমি উপস্থিত করব।

لِلْمُتَّقِيْنَ : সীগাহ جمع مذكر বহছ اسم فاعل বাব اِفْتِعَالٌ মাসদার اِتِّقَاءٌ মূলবর্ণ (و - ق - ى) জিনস لفيف مفروق অর্থ– ধর্মভীরুদের জন্য।

يَخْشَوْنَ : সীগাহ جمع مذكر غائب বহছ مضارع معروف বাব سَمِعَ মাসদার خَشْيَةٌ মূলবর্ণ (خ - ش - ى) জিনস ناقص يائى অর্থ– তারা ভয় করে।

اَلتَّمَاثِيْلُ : ইসম। বহুবচন; একবচনে تمثال অর্থ– প্রতিচ্ছবিগুলো, মূর্তিগুলো, ছবিগুলো। উল্লেখ্য যে, হযরত সুলায়মান (আ.)-এর শরিয়তে প্রতিচ্ছবি ও প্রতিমূর্তি তৈরি করা হারাম ছিল না।

أَجِئْتَنَا : সীগাহ واحد مذكر حاضر বহছ ماضى معروف বাব ضَرَبَ মাসদার مَجِيْئَةٌ মূলবর্ণ (ج - ى - أ) জিনস মুরাক্কাব (مهموز لام ও اجوف يائى) অর্থ– তুমি কি আমাদের সম্মুখে এনেছ।

فَطَرَهُنَّ : সীগাহ واحد مذكر غائب বহছ ماضى معروف বাব نَصَرَ মাসদার فَطْرٌ মূলবর্ণ (ف - ط - ر) জিনস صحيح অর্থ– তিনি সে সমুদয়কে সৃষ্টি করেছেন।

لَأَكِيْدَنَّ : সীগাহ واحد متكلم বহছ مضارع لام تاكيد بانون تاكيد ثقيلة বাব ضَرَبَ মাসদার كَيْدٌ মূলবর্ণ (ك - ي - د) জিনস اجوف يائى অর্থ– আমি অবশ্যই দুর্গতি ঘটাব।

اَنْ تُوَلُّوْا : সীগাহ جمع مذكر حاضر বহছ مضارع বাব تَفْعِيْل মাসদার تَوْلِيَةٌ মূলবর্ণ (و - ل - ى) জিনস মুরাক্কাব لفيف مفروق অর্থ– তোমরা চলে যাবে।

বাক্য বিশ্লেষণ :

قَالُوْا وَجَدْنَا اٰبَاءَنَا لَهَا عَابِدِيْنَ : এখানে قالوا ফে'ল ও ফায়েল মিলে قول আর وَجَدْنَا الخ মাকূল مقول বাক্য হলো আর وَجَدْنَا ফে'ল ও ফায়েল আর اٰبَاءَنَا হলো وَجَدْنَا-এর প্রথম মাফউল আর لَهَا এটা عَابِدِيْنَ-এর সাথে متعلق আর عَابِدِيْنَ হলো وَجَدْنَا এর দ্বিতীয় মাফউল। –[ই'রাবুল কুরআন ৫ম খণ্ড, পৃ. ৪৪]

https://e-ilm.weebly.com/

৫৮. অতঃপর তিনি সেই মূর্তিগুলোকে (কুঠার দ্বারা) খণ্ড-বিখণ্ড করে ফেললেন কেবল তাদের প্রধান মূর্তিটি ব্যতীত, যাতে তারা ইবরাহীমের নিকট ফিরে আসে।	فَجَعَلَهُمْ جُذٰذًا اِلَّا كَبِيْرًا لَّهُمْ لَعَلَّهُمْ اِلَيْهِ يَرْجِعُوْنَ ﴿٥٨﴾
৫৯. তারা বলাবলি করতে লাগল, আমাদের দেবতাগণের সাথে এমন কাজ কে করল? নিঃসন্দেহে সে সীমালঙ্ঘনকারীদের অন্তর্ভুক্ত।	قَالُوْا مَنْ فَعَلَ هٰذَا بِاٰلِهَتِنَاۤ اِنَّهٗ لَمِنَ الظّٰلِمِيْنَ ﴿٥٩﴾
৬০. কেউ কেউ বলল, আমরা ইবরাহীম নামক জনৈক যুবককে আমাদের দেবতাদের সম্বন্ধে (মন্দ) আলোচনা করতে শুনেছি।	قَالُوْا سَمِعْنَا فَتًى يَّذْكُرُهُمْ يُقَالُ لَهٗۤ اِبْرٰهِيْمُ ﴿٦٠﴾
৬১. তারা বলল, আচ্ছা, তবে তাকে সকলের সমক্ষে উপস্থিত কর, যেন তারা সাক্ষী হয়ে যায়।	قَالُوْا فَاْتُوْا بِهٖ عَلٰۤى اَعْيُنِ النَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَشْهَدُوْنَ ﴿٦١﴾
৬২. তারা বলল, হে ইবরাহীম! তুমি কি আমাদের দেবতাদের সাথে এ কাজ করেছ?	قَالُوْۤا ءَاَنْتَ فَعَلْتَ هٰذَا بِاٰلِهَتِنَا يٰۤاِبْرٰهِيْمُ ﴿٦٢﴾
৬৩. তিনি বললেন, (তোমরা এরূপ কেন মনে কর যে, এ কাজ আমার) না, বরং এই যে ওদের প্রধান সে করেছে, সুতরাং তাদের নিকট জিজ্ঞাসা কর, যদি তাদের কথা বলার ক্ষমতা থাকে।	قَالَ بَلْ فَعَلَهٗ ۖ كَبِيْرُهُمْ هٰذَا فَسْـَٔلُوْهُمْ اِنْ كَانُوْا يَنْطِقُوْنَ ﴿٦٣﴾

শাব্দিক অনুবাদ :

৫৮. فَجَعَلَهُمْ جُذٰذًا অতঃপর তিনি সেই মূর্তি গুলোকে খণ্ড-বিখণ্ড করে ফেললেন اِلَّا كَبِيْرًا لَّهُمْ কেবল তাদের প্রধান মূর্তিটি ব্যতীত لَعَلَّهُمْ اِلَيْهِ يَرْجِعُوْنَ যাতে তারা ইবরাহীমের নিকট ফিরে আসে।

৫৯. قَالُوْا তারা বলাবলি করতে লাগল مَنْ فَعَلَ هٰذَا এমন কাজ কে করল بِاٰلِهَتِنَاۤ আমাদের দেবতাদের সাথে اِنَّهٗ لَمِنَ الظّٰلِمِيْنَ নিঃসন্দেহে সে সীমালঙ্ঘনকারীদের অন্তর্ভুক্ত।

৬০. قَالُوْا কেউ কেউ বলল سَمِعْنَا আমরা শুনেছি فَتًى জনৈক যুবককে يَّذْكُرُهُمْ আমাদের দেবতাদের সম্বন্ধে আলোচনা করতে يُقَالُ لَهٗۤ اِبْرٰهِيْمُ ইবরাহীম নামক।

৬১. قَالُوْا তারা বলল فَاْتُوْا بِهٖ তবে তাকে উপস্থিত কর عَلٰۤى اَعْيُنِ النَّاسِ সকলের সমক্ষে لَعَلَّهُمْ يَشْهَدُوْنَ যেন তারা সাক্ষী হয়ে যায়।

৬২. قَالُوْۤا তারা বলল ءَاَنْتَ فَعَلْتَ هٰذَا তুমি কি এ কাজ করেছ بِاٰلِهَتِنَا আমাদের দেবতাদের সাথে يٰۤاِبْرٰهِيْمُ হে ইবরাহীম।

৬৩. قَالَ তিনি বললেন بَلْ فَعَلَهٗ كَبِيْرُهُمْ هٰذَا না, বরং এই যে তাদের প্রধান, সে করেছে فَسْـَٔلُوْهُمْ সুতরাং তাদের নিকট জিজ্ঞাসা কর اِنْ كَانُوْا يَنْطِقُوْنَ যদি তাদের কথা বলার ক্ষমতা থাকে।

https://e-ilm.weebly.com/

فَرَجَعُوْٓا اِلٰٓى اَنْفُسِهِمْ فَقَالُوْٓا اِنَّكُمْ اَنْتُمُ الظّٰلِمُوْنَ ﴿٦٤﴾

৬৪. এতে তারা মনে মনে চিন্তা করল, তৎপর (একে অন্যকে) বলল, প্রকৃতপক্ষে তোমরাই অন্যায় পথে রয়েছ।

ثُمَّ نُكِسُوْا عَلٰى رُءُوْسِهِمْ ۚ لَقَدْ عَلِمْتَ مَا هٰٓؤُلَآءِ يَنْطِقُوْنَ ﴿٦٥﴾

৬৫. অনন্তর তারা (লজ্জায়) মাথা অবনত করল, (এবং বলল, হে ইবরাহীম!) তুমি তো অবগত আছ যে, এই মূর্তিগুলো কথা বলে না।

قَالَ اَفَتَعْبُدُوْنَ مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ مَا لَا يَنْفَعُكُمْ شَيْـًٔا وَّلَا يَضُرُّكُمْ ﴿٦٦﴾ ط

৬৬. ইবরাহীম (আ.) বললেন, তবে কি তোমরা (আল্লাহকে ছেড়ে) এমন বস্তুর উপাসনা করছ, যা না তোমাদের কোনো উপকার করতে পারে, আর না তোমাদের কোনো ক্ষতি করতে পারে?

اُفٍّ لَّكُمْ وَلِمَا تَعْبُدُوْنَ مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ ط اَفَلَا تَعْقِلُوْنَ ﴿٦٧﴾

৬৭. ধিক! তোমাদের প্রতি আর তাদের প্রতি– আল্লাহ ভিন্ন যাদেরকে তোমরা উপাসনা করছ; তবুও কি তোমরা বুঝ না?

قَالُوْا حَرِّقُوْهُ وَانْصُرُوْٓا اٰلِهَتَكُمْ اِنْ كُنْتُمْ فٰعِلِيْنَ ﴿٦٨﴾

৬৮. তারা বলতে লাগল, একে আগুনে জ্বালিয়ে দাও এবং তোমাদের দেবতাগণের প্রতিশোধ নাও, যদি তোমরা কিছু করতে চাও।

قُلْنَا يٰنَارُ كُوْنِيْ بَرْدًا وَّسَلٰمًا عَلٰٓى اِبْرٰهِيْمَ ﴿٦٩﴾

৬৯. (অতঃপর তাকে অগ্নিতে নিক্ষেপ করল) আমি আদেশ করলাম, হে অগ্নি! তুমি ইবরাহীমের প্রতি শীতল ও নিরাপদ হয়ে যাও।

শাব্দিক অনুবাদ :

৬৪. فَرَجَعُوْٓا اِلٰٓى اَنْفُسِهِمْ এতে তারা মনে মনে চিন্তা করল فَقَالُوْٓا তৎপর বলল اِنَّكُمْ اَنْتُمُ الظّٰلِمُوْنَ প্রকৃতপক্ষে তোমরাই অন্যায় পথে রয়েছ।

৬৫. ثُمَّ نُكِسُوْا عَلٰى رُءُوْسِهِمْ অনন্তর তারা (লজ্জায়) মাথা অবনত করল لَقَدْ عَلِمْتَ তুমি তো অবগত আছ যে مَا هٰٓؤُلَآءِ يَنْطِقُوْنَ এই মূর্তিগুলো কথা বলে না।

৬৬. قَالَ ইবরাহীম বললেন اَفَتَعْبُدُوْنَ তবে কি তোমরা উপাসনা করছ مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ আল্লাহকে ছেড়ে مَا لَا يَنْفَعُكُمْ شَيْـًٔا এমন বস্তুর যা না তোমাদের কোনো উপকার করতে পারে وَّلَا يَضُرُّكُمْ আর না তোমাদের কোনো ক্ষতি করতে পারে।

৬৭. اُفٍّ لَّكُمْ ধিক! তোমাদের প্রতি وَلِمَا تَعْبُدُوْنَ আর তাদের প্রতি যাদেরকে তোমরা উপাসনা করছ مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ আল্লাহ ভিন্ন اَفَلَا تَعْقِلُوْنَ তবুও কি তোমরা বুঝ না।

৬৮. قَالُوْا তারা বলতে লাগল حَرِّقُوْهُ একে আগুনে জ্বালিয়ে দাও وَانْصُرُوْٓا اٰلِهَتَكُمْ এবং তোমাদের দেবতাগণের প্রতিশোধ নাও اِنْ كُنْتُمْ فٰعِلِيْنَ যদি তোমরা কিছু করতে চাও।

৬৯. قُلْنَا আমি আদেশ করলাম يٰنَارُ হে অগ্নি كُوْنِيْ তুমি হয়ে যাও بَرْدًا শীতল وَّسَلٰمًا ও নিরাপদ عَلٰٓى اِبْرٰهِيْمَ ইবরাহীমের প্রতি।

https://e-ilm.weebly.com/

৭০. আর তারা তাঁর অনিষ্ট করতে ইচ্ছা করেছিল। সুতরাং আমি তাদেরকে অকৃতকার্য করে দিলাম।	وَاَرَادُوْا بِهٖ كَيْدًا فَجَعَلْنٰهُمُ الْاَخْسَرِيْنَ ۝٧٠
৭১. আর ইবরাহীম ও লূতকে সেই (শাম) দেশের দিকে প্রেরণ করে রক্ষা করলাম– যাতে আমি দুনিয়াবাসীদের জন্য বরকত রেখেছিলাম।	وَنَجَّيْنٰهُ وَلُوْطًا اِلَى الْاَرْضِ الَّتِيْ بٰرَكْنَا فِيْهَا لِلْعٰلَمِيْنَ ۝٧١
৭২. আর (হিজরতের পর) আমি ইবরাহীমকে দান করলাম (পুত্র) ইসহাক; আর পৌত্র ইয়াকূব; এবং আমি তাদেরকে সৎকর্মশীল করেছিলাম।	وَوَهَبْنَا لَهٗٓ اِسْحٰقَ ۭ وَيَعْقُوْبَ نَافِلَةً ۭ وَكُلًّا جَعَلْنَا صٰلِحِيْنَ ۝٧٢

শাব্দিক অনুবাদ :

৭০. وَاَرَادُوْا بِهٖ كَيْدًا এবং তারা তাঁর অনিষ্ট করতে ইচ্ছা করেছিল فَجَعَلْنٰهُمُ সুতরাং আমি তাদেরকে করে দিলাম الْاَخْسَرِيْنَ অকৃতকার্য।

৭১. وَنَجَّيْنٰهُ وَلُوْطًا আর ইবরাহীম ও লূতকে রক্ষা করলাম اِلَى الْاَرْضِ সেই দেশের দিকে প্রেরণ করে الَّتِيْ بٰرَكْنَا فِيْهَا যাতে আমি বরকত রেখেছিলাম لِلْعٰلَمِيْنَ দুনিয়াবাসীদের জন্য।

৭২. وَوَهَبْنَا لَهٗٓ আর আমি ইবরাহীমকে দান করলাম اِسْحٰقَ (পুত্র) ইসহাক وَيَعْقُوْبَ نَافِلَةً আর পৌত্র ইয়াকূব وَكُلًّا جَعَلْنَا صٰلِحِيْنَ এবং আমি তাদেরকে সৎকর্মশীল করেছিলাম।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

فَجَعَلَهُمْ جُذٰذًا : جُذٰذًا শব্দটি جَذٌّ -এর বহুবচন। এর অর্থ খণ্ড। অর্থাৎ হযরত ইবরাহীম (আ.) মূর্তিগুলোকে ভেঙে খণ্ডবিখণ্ড করে দিলেন।

اِلَّا كَبِيْرًا لَّهُمْ : অর্থাৎ শুধু বড় মূর্তিটিকে ভাঙার কবল থেকে রেহাই দিলেন। এটা হয় দৈহিক আকার-আকৃতিতে অন্য মূর্তিদের চাইতে বড় ছিল, না হয় আকার-আকৃতিতে সমান হওয়া সত্ত্বেও পূজারীরা তাকে বড় বলে মান্য করত।

لَعَلَّهُمْ اِلَيْهِ يَرْجِعُوْنَ : اِلَيْهِ শব্দের সর্বনাম দ্বারা কি বোঝানো হয়েছে, এ সম্পর্কে দুই রকম সম্ভাবনা আছে। এক, এই দুই সর্বনাম দ্বারা হযরত ইবরাহীম (আ.)-কে বোঝানো হয়েছে। তাই আয়াতের ব্যাখ্যা করা হয়েছে যে, এ কার্য দ্বারা হযরত ইবরাহীম (আ.)-এর উদ্দেশ্য ছিল যে, তারা আমার দিকে প্রত্যাবর্তন করুক এবং আমাকে জিজ্ঞেস করুক যে, তুমি একাজ কেন করলে? এরপর আমি তাদেরকে তাদের নির্বুদ্ধিতা সম্পর্কে জ্ঞাত করব। এর অন্য এক অর্থ এমনও হতে পারে যে, হযরত ইবরাহীম (আ.) এ আশায় কাজটি করলেন যে, তাদের উপাস্য মূর্তিদেরকে খণ্ড-বিখণ্ড দেখলে এরা যে পূজার যোগ্য নয়, এ জ্ঞান তাদের মধ্যে ফিরে আসবে। এরপর তারা হযরত ইবরাহীম (আ.)-এর ধর্মের দিকে প্রত্যাবর্তন করবে। দুই, কালবী বলেন, সর্বনাম দ্বারা كَبِيْر (প্রধান মূর্তি)-কে বোঝানো হয়েছে। অর্থ এই যে, তারা ফিরে এসে যখন সবগুলো মূর্তিকে খণ্ড-বিখণ্ড এবং বড় মূর্তিকে আস্ত অক্ষত ও কাঁধে কুড়াল রাখা অবস্থায় দেখবে, তখন সম্ভবত এই বড় মূর্তির দিকেই প্রত্যাবর্তন করবে এবং তাকে জিজ্ঞেস করবে যে, এরূপ কেন হলো? সে যখন কোনো উত্তর দেবে না তখন তার অক্ষমতাও তাদের দৃষ্টিতে স্পষ্ট হয়ে উঠবে।

হযরত ইবরাহীম (আ.)-এর উক্তি মিথ্যা নয় -রূপক অর্থে ছিল, এ বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা :

قَالَ بَلْ فَعَلَهٗ كَبِيْرُهُمْ هٰذَا فَسْئَلُوْهُمْ اِنْ كَانُوْا يَنْطِقُوْنَ হযরত ইবরাহীম (আ.) -কে সম্প্রদায়ের লোকেরা গ্রেফতার করে আনল এবং তাঁর স্বীকারোক্তি নেওয়ার জন্যে প্রশ্ন করল, তুমি আমাদের দেবতাদের সাথে এ ব্যবহার করেছ

https://e-ilm.weebly.com/

কি? তখন হযরত ইবরাহীম (আ.) জওয়াব দিলেন : না, এদের প্রধানই একাজ করেছে। যদি তারা কথা বলার শক্তি রাখে, তবে তোমরা তাদেরকেই জিজ্ঞেস কর।

এখানে প্রশ্ন হয় যে, কাজটি তো হযরত ইবরাহীম (আ.) করেছিলেন। সুতরাং তা অস্বীকার করা এবং মূর্তিদের প্রধানকে অভিযুক্ত করা বাহ্যত বাস্তববিরোধী কাজ, যাকে মিথ্যা বলা যায়। আল্লাহর দোস্ত হযরত ইবরাহীম (আ.) এহেন মিথ্যাচারের অনেক উর্ধ্বে। এ প্রশ্নের উত্তর দানের জন্যে তাফসীরবিদগণ নানা সম্ভাবনার কথা উল্লেখ করেছেন। তন্মধ্যে বয়ানুল-কুরআনে যে সম্ভাবনা উল্লেখ করা হয়েছে, তা এই যে, হযরত ইবরাহীম (আ.)-এর এ উক্তি ধরে নেওয়ার পর্যায়ে ছিল; অর্থাৎ তোমরা একথা ধরে নাও না কেন যে, একাজ প্রধান মূর্তিই করে থাকবে। ধরে নেওয়ার পর্যায়ে বাস্তববিরোধী কথা বলা মিথ্যার আওতায় পড়ে না; যেমন- কুরআনে আছে اِنْ كَانَ لِلرَّحْمٰنِ وَلَدٌ فَاَنَا اَوَّلُ الْعَابِدِيْنَ অর্থাৎ রহমান 'আল্লাহর কোনো সন্তান থাকলে আমি সর্বপ্রথম তাঁর ইবাদতকারীদের তালিকাভুক্ত হতাম। কিন্তু নির্মম ও দ্ব্যর্থহীন জবাব বাহ্‌রে-মুহীত, কুরতুবী, রূহুল-মা'আনী ইত্যাদি গ্রন্থে উল্লেখ করা হয়েছে। তা এই যে, এখানে اِسْنَاد مَجَازِىْ তথা রূপক ভঙ্গিতে হযরত ইবরাহীম (আ.) যে কাজ স্বহস্তে করেছেন, তা প্রধান মূর্তির দিকে সম্বন্ধ করা হয়েছে। কেননা এ মূর্তিটিই হযরত ইবরাহীম (আ.)-কে একাজ করতে উদ্বুদ্ধ করেছিল। তাঁর সম্প্রদায় এই মূর্তির প্রতি সর্বাধিক সম্মান প্রদর্শন করত। সম্ভবত এ কারণেই বিশেষভাবে এর কথা উল্লেখ করা হয়েছে। উদাহরণত, যদি কোনো বিচারক চুরি করার দায়ে চোরের হস্ত কর্তন করে বলে যে, আমি হস্ত কর্তন করিনি; বরং তোমার কর্ম এবং তোমার বক্রমুখিতাই হস্ত কর্তন করেছে। কেননা তার কর্মই হস্ত কর্তনের কারণ।

হযরত ইবরাহীম (আ.) কার্যতও মূর্তি ভাঙাকে প্রধান মূর্তির দিকে সম্বন্ধ করেছিলেন। রেওয়ায়েতে রয়েছে যে, মূর্তি ভাঙার কুড়ালটি তিনি প্রধান মূর্তির কাঁধে অথবা হাতে রেখে দিয়েছিলেন, যাতে দর্শকমাত্রই ধারণা করে যে, সে-ই একাজ করেছে। এরপর কথার মাধ্যমেও তিনি কাজটি প্রধান মূর্তির দিকে সম্বন্ধ করেছেন। বলাবাহুল্য, এটা রূপক ভঙ্গি। আরবি ভাষার প্রসিদ্ধ উক্তি اَنْبَتَ الرَّبِيْعُ الْبَقْلَ (অর্থাৎ বসন্তকালীন বৃষ্টি শস্য উৎপাদন করেছে।) এর দৃষ্টান্ত। উৎপাদনকারী প্রকৃতপক্ষে আল্লাহ তা'আলা। কিন্তু এ উক্তিতে বাহ্যিক কারণের দিকে উৎপাদনের সম্বন্ধ স্থাপন করা হয়েছে। একে মিথ্যা অভিহিত করা যায় না। এমনিভাবে হযরত ইবরাহীম (আ.)-এর প্রধান মূর্তির দিকে কাজটি কার্যত ও উক্তিগতভাবে সম্বন্ধ করাও কিছুতেই মিথ্যা নয়। অনেক দ্বীনী উপকারিতার কারণে এই রূপক ভঙ্গি অবলম্বন করা হায়েছে। তন্মধ্যে একটি উপকারিতা ছিল এই যে, দর্শকদের দৃষ্টি এদিকে আকৃষ্ট হোক যে, সম্ভবত পূজায় অন্যান্য ছোট মূর্তিকে শরিক করার কারণে বড় মূর্তিটি ক্রুদ্ধ হয়ে একাজ করেছে। এই ধারণা দর্শকদের মনে সৃষ্টি হলে তাওহীদের পথ খুলে যায় যে, একটি বড় মূর্তি যখন নিজের সাথে ছোট মূর্তিদের শরিকানা সহ্য করতে পারে না, তখন রাব্বুল আলামীন আল্লাহ তা'আলা এই প্রস্তরদের শরিকানা নিজের সাথে কিভাবে মেনে নিবেন?

দ্বিতীয় উপকারিতা এই যে, তখন তাদের মনে এ ধারণা সৃষ্টি হওয়া যুক্তিসঙ্গত ছিল যে, যাদেরকে আমরা আল্লাহ ও সর্বময় ক্ষমতার অধিকারী মনে করি, তারা যদি বাস্তবিকই তদ্রূপ হতো, কেউই তাদেরকে ভেঙে চুরমার করতে পারত না। তৃতীয় এই যে, যদি তিনি কাজটিকে বড় মূর্তির দিকে সম্বন্ধ করে দেন, তবে যে মূর্তি অন্য মূর্তিদেরকে ভেঙ্গে দিতে পারে, তার মধ্যে বাকশক্তিও থাকা উচিত। তাই বলা হয়েছে : فَاسْئَلُوْهُمْ اِنْ كَانُوْا يَنْطِقُوْنَ মোটকথা, কোনরূপ দ্ব্যর্থতার আশ্রয় না নিয়ে হযরত ইবরাহীম (আ.)-এর উপরিউক্ত উক্তিকে বাহ্যিক অর্থে রেখে বলা যায় যে, হযরত ইবহারীম (আ.) রূপক ভঙ্গিতে বড় মূর্তির দিকে কাজটির সম্বন্ধ নির্দেশ করেছেন। এরূপ করা হলে তাতে কোনোরূপ মিথ্যা ও অবাস্তব সন্দেহ থাকে না। শুধু এক প্রকার গোপনীয়তা অবলম্বন হয়েছে।

হাদীসে ইবরাহীম (আ.)-এর দিকে তিনটি মিথ্যার সম্বন্ধ করার স্বরূপ : এখন প্রশ্ন থেকে যায় যে, সহীহ্ হাদীসসমূহে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন: اِنَّ اِبْرَاهِيْمَ عَلَيْهِ السَّلَامُ لَمْ يَكْذِبْ غَيْرَ ثَلَاثٍ - অর্থাৎ হযরত ইবরাহীম (আ.) তিন জায়গা ব্যতীত কোনো দিন মিথ্যা কথা বলেননি। -(বোখারী, মুসলিম) অতঃপর এই তিন জায়গার বিবরণ দিতে গিয়ে হাদীসে বলা হয়েছে, তন্মধ্যে দুটি মিথ্যা খাস আল্লাহ্‌র জন্য বলা হয়েছে। একটি بَلْ فَعَلَهٗ كَبِيْرُهُمْ -আয়াতে বলা হয়েছে। দ্বিতীয়টি ঈদের দিন সম্প্রদায়ের কাছে ওজর পেশ করে اِنِّىْ سَقِيْمٌ (আমি অসুস্থ) বলা এবং তৃতীয়টি স্ত্রীর

https://e-ilm.weebly.com/

হেফাজতের জন্য বলা হয়েছে। ঘটনা এই যে, হযরত ইবরাহীম (আ.) স্ত্রী হযরত সারাহ্‌সহ সফরে এক জনপদের নিকট দিয়ে গমন করেছিলেন। জনপদের প্রধান ছিল জালেম ও ব্যভিচারী। কোনো ব্যক্তির সাথে তার স্ত্রীকে দেখলে সে স্ত্রীকে পাকড়াও করত এবং তার সাথে ব্যভিচার করত। কিন্তু কোনো কন্যা পিতার সাথে কিংবা ভগিনী স্বীয় ভাইয়ের সাথে থাকলে সে এরূপ করত না। হযরত ইবরাহীম (আ.) -এর স্ত্রীসহ এই জনপদে পৌঁছার খবর কেউ এই জালেম ব্যভিচারীর কাছে পৌঁছে দিলে সে হযরত সারাহ্‌কে গ্রেফতার করিয়ে আনল। গ্রেফতারকারীরা হযরত ইবরাহীম (আ.)-কে জিজ্ঞেস করল, এই মহিলার সাথে তোমার আত্মীয়তার সম্পর্ক কি? হযরত ইবরাহীম (আ.) জালিমের কবল থেকে আত্মরক্ষার জন্য বলে দিলেন, সে আমার ভগিনী। (এটাই হাদীসে বর্ণিত তৃতীয় মিথ্যা।) কিন্তু এতদসত্ত্বেও সারাহ্‌কে গ্রেফতার করা হলো। হযরত ইবরাহীম (আ.) সারাহ্‌কেও বলে দিলেন যে, আমি তোমাকে ভগিনী বলেছি। তুমি আবার এর বিরপীত বলো না। কারণ ইসলামি সম্পর্কে তুমি আমার ভগিনী। এখন এই দেশে আমরা দুজনই মাত্র মুসলমান এবং ইসলামি ভ্রাতৃত্বে সম্পর্কশীল। হযরত ইবরাহীম (আ.) জালিমের মোকাবিলা করতে সক্ষম ছিলেন না। তিনি আল্লাহ্‌র কাছে সবিনয় প্রার্থনার জন্য নামাজ পড়তে শুরু করলেন। হযরত সারাহ্‌ জালিমের সামনে উপনীত হলেন। সে যখনই কুমতলবে তাঁর দিকে হাত বাড়াল, তখনি সে অবশ ও বিকলাঙ্গ হয়ে গেল। তখন সারাহ্‌কে অনুরোধ করল যে, তুমি দোয়া কর, যাতে আমি পূর্ববৎ সুস্থ হয়ে যাই। আমি তোমাকে কিছুই বলব না। হযরত সারাহ্‌র দোয়ায় সে সুস্থ ও সবল হয়ে গেল। কিন্তু প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ করে পুনরায় খারাপ নিয়তে তাঁর দিকে হাত বাড়াতে চাইল, কিন্তু আল্লাহ্‌র হুকুমে সে আবার অবশ হয়ে গেল। এমনিভাবে তিনবার এরূপ ঘটনার পর সে সারাহ্‌কে ফেরত পাঠিয়ে দিল। (এ হচ্ছে হাদীসের বিষয়বস্তুর সার-সংক্ষেপ)। এই হাদীসে হযরত ইবরাহীম (আ.)-এর দিকে পরিষ্কারভাবে তিনটি মিথ্যার সম্বন্ধ করা হয়েছে, যা নবুয়তের শান ও পবিত্রতার খেলাফ। কিন্তু এর জবাব হাদীসের মধ্যেই বিদ্যমান আছে। তা এই যে, তিনটির মধ্যে একটিও সত্যিকার অর্থে মিথ্যা ছিল না; বরং এটা ছিল অলংকার শাস্ত্রের পরিভাষায় "তাওরিয়া"। এর অর্থ দ্ব্যর্থবোধক ভাষা ব্যবহার করা এবং শ্রোতা কর্তৃক এক অর্থ বুঝা ও বক্তার নিয়তে অন্য অর্থ থাকা। জুলুম থেকে আত্মরক্ষার জন্য ফিকহবিদগণের সর্বসম্মত মতে এই কৌশল অবলম্বন করা জায়েজ ও হালাল। এটা মিথ্যার অন্তর্ভুক্ত নয়। উল্লিখিত হাদীসে এর প্রমাণ এই যে, হযরত ইবরাহীম (আ.) নিজেই সারাহকে বলেছিলেন, আমি তোমাকে ভগিনী বলেছি। তোমাকে জিজ্ঞেস করা হলে তুমিও আমাকে ভাই বলো। ভগিনী বলার কারণও তিনি বলে দিয়েছেন যে, আমরা উভয়েই ইসলামি সম্পর্কের দিক দিয়ে ভ্রাতা-ভগিনী। বলাবাহুল্য এটাই "তাওরিয়া"। এই তাওরিয়া শিয়া সম্প্রদায়ের "তাকায়্যুহ" থেকে সম্পূর্ণ ভিন্ন বিষয়। তাকায়্যুহর মধ্যে পরিষ্কার মিথ্যা বলা হয় এবং তদনুযায়ী কাজও করা হয়। তাওরিয়াতে পরিষ্কার মিথ্যা বলা হয় না; বরং বক্তা যে অর্থে কথা বলে, তা সম্পূর্ণ শুদ্ধ ও সত্য হয়ে থাকে, যেমন-ইসলামি সম্পর্কের দিক দিয়ে ভ্রাতা-ভগিনী হওয়া। উল্লিখিত হাদীসের ভাষায় এই কারণটি পরিষ্কার ভাবে উল্লেখ করা হয়েছে। এ থেকে জানা গেছে যে, এটা মিথ্যা ছিল না; বরং তাওরিয়া ছিল। হুবহু এমনি ধরনের কারণ প্রথমোক্ত দুই জায়গায়ও বর্ণনা করা যেতে পারে। بَلْ فَعَلَهُ كَبِيرُهُمْ -এর কারণ একটু আগেই বর্ণনা করা হয়েছে যে, এতে মূর্তি ভাঙার কাজটিকে রূপক অর্থে বড় মূর্তির দিকে সম্বন্ধ করা হয়েছে। إِنِّي سَقِيمٌ বাক্যটি তদ্রূপ। কেননা سَقِيمٌ (অসুস্থ) শব্দটি যেমন শারীরিক অসুস্থতার ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হয়, তেমনি মানসিক অসুস্থতা অর্থাৎ চিন্তান্বিত ও অবসাদগ্রস্ত হওয়ার অর্থেও ব্যবহৃত হয়। হযরত ইবরাহীম (আ.) দ্বিতীয় অর্থের দিক দিয়েই "আমি অসুস্থ" বলেছিলেন, কিন্তু শ্রোতারা একে শারীরিক অসুস্থতার অর্থে বুঝেছিল। এই হাদীসেই "তিনটির মধ্যে দুটি মিথ্যা আল্লাহ্‌র জন্য ছিল" এই কথাগুলো স্বয়ং ইঙ্গিত দিচ্ছে যে, এটা কোনো গোনাহের কাজ ছিল না। নতুবা গোনাহের কাজ আল্লাহ্‌র জন্য করার কোনো অর্থই হতে পারে না; গোনাহের কাজ না হওয়া তখনই হতে পারে, যখন এগুলো প্রকৃতপক্ষে মিথ্যা না হয়; বরং এমন বাক্য হয়, যার দ্বিবিধ অর্থ হতে পারে - একটি মিথ্যা ও অপরটি শুদ্ধ।

হযরত ইবরাহীম (আ.)-এর মিথ্যা সংক্রান্ত হাদীসকে ভ্রান্ত আখ্যা দেওয়া মূর্খতা : মির্যা কাদিয়ানী ও অন্যান্য প্রাচ্য শিক্ষাবিশারদ পাশ্চাত্যের পণ্ডিতদের মোহগ্রস্ত মুসলমান এই হাদীসটিকে বিশুদ্ধ সনদবিশিষ্ট হওয়া সত্ত্বেও এ কারণে ভ্রান্ত ও বাতিল বলে দিয়েছে যে, এর কারণে আল্লাহ্‌র দোস্ত হযরত ইবরাহীম (আ.)-কে মিথ্যাবাদী বলা জরুরি হয়ে পড়ে। কাজেই খলীলুল্লাহ্‌কে মিথ্যাবাদী বলার চাইতে সনদের বর্ণনাকারীদেরকে মিথ্যাবাদী বলে দেওয়া সহজতর। কেননা

https://e-ilm.weebly.com/

হাদীসটি কুরআনের পরিপন্থি। এরপর তারা এ থেকে একটি সমগ্রিক নীতি আবিষ্কার করেছে যে. যে হাদীস কুরআনের পরিপন্থি হবে, তা যতই শক্তিশালী, বিশুদ্ধ ও নির্ভরযোগ্য সনদ দ্বারা প্রমাণিত হোক না কেন, মিথ্যা ও ভ্রান্ত আখ্যায়িত হবে। এই নীতিটি স্বস্থানে সম্পূর্ণ নির্ভুল এবং মুসলিম উম্মতের কাছে অসম্ভবকে সম্ভব ধরে নেওয়ার পর্যায়ে স্বীকৃত। কিন্তু হাদীসবিদগণ সারা জীবন পরীক্ষা-নিরীক্ষা চালিয়ে যেসব হাদীসকে শক্তিশালী ও বিশুদ্ধ সনদ দ্বারা প্রমাণিত পেয়েছেন, সেগুলোর মধ্যে একটি হাদীসও এরূপ নেই, যাকে কুরআনের পরিপন্থি বলা যায়! বরং স্বল্পবুদ্ধিতা ও বক্রবুদ্ধিতার ফলেই নির্দেশিত হাদীসকে কুরআনের বিরোধীরূপে খাড়া করে এ কথা বলে গা খালাস করা হয় যে, হাদীসটি কুরআন-বিরোধী হওয়ার কারণে নির্ভরযোগ্য ও ধর্তব্য নয়। আলোচ্য হাদীসেই দেখা গেছে যে, 'তিনটি মিথ্যা' বলে যে তাওরিয়া বোঝানো হয়েছে, তা স্বয়ং হাদীসের মধ্যেই বিদ্যমান আছে। এখন প্রশ্ন হলো, তাওরিয়া বোঝাতে গিয়ে كَذِبَاتٌ (মিথ্যা) শব্দ কেন ব্যবহার করা হলো? এর কারণ তাই, যা ইতঃপূর্বে সূরা ত্বা-হায় হযরত মূসা (আ.)-এর কাহিনীতে হযরত আদম (আ.)-এর ভুলকে عَصٰى ও غَوٰى শব্দ দ্বারা ব্যক্ত করার কারণ উল্লেখ করা হয়েছে; অর্থাৎ যারা আল্লাহ তা'আলার নৈকট্যশীল, তাদের সামান্যতম দুর্বলতাকে এবং আজীমত ত্যাগ করে রুখসত অনুযায়ী আমল করাকেও ক্ষমার চোখে দেখা হয় না। কুরআন পাকে এ ধরনের বিষয়ে পয়গম্বরদের সম্পর্কে আল্লাহ ক্রোধবাণী প্রচুর পরিমাণে বর্ণিত আছে। সুপারিশ সম্পর্কিত প্রসিদ্ধ ও সুবিদিত হাদীসে আছে যে, হাশরের ময়দানে সমগ্র মানবজাতি একত্রিত হয়ে হিসাব-নিকাশ দ্রুত নিষ্পত্তি হওয়ার জন্য পয়গম্বরদের কাছে সুপারিশ প্রার্থনা করবে। প্রত্যেক পয়গম্বর তাঁর কোনো ক্রটির কথা স্মরণ করে সুপারিশ করতে সাহসী হবেন না। অবশেষে সবাই শেষ নবী হযরত মুহাম্মদ ﷺ-এর কাছে উপস্থিত হবে। তিনি এই মহাসুপারিশের জন্য দণ্ডায়মান হবেন। হযরত ইবরাহীম (আ.) হাদীসে বর্ণিত ঐ তাওরিয়ার ভঙ্গিতে কথিত এসব বাক্যকে নিজের দোষ ও ক্রটি সাব্যস্ত করে ওজর পেশ করবেন। এই ক্রটির দিকে ইশারা করার জন্য হাদীসে এগুলোকে كَذِبَاتٌ তথা 'মিথ্যা' শব্দ দ্বারা ব্যক্ত করা হয়েছে। রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর ও এরূপ করার অধিকার ছিল এবং তাঁর হাদীস বর্ণনা করার সীমা পর্যন্ত আমাদেরও এরূপ বলার অধিকার আছে। কিন্তু নিজের পক্ষ থেকে হযরত ইবরাহীম (আ.) মিথ্যা বলেছেন বললে তা জায়েজ হবে না। সূরা ত্বা-হায় হযরত মূসা (আ.)-এর কাহিনীতে কুরতুবী ও বাহ্‌রে মুহীতের বরাত দিয়ে পূর্বেই বর্ণনা করা হয়েছে যে, কুরআন অথবা হাদীসে কোনো পয়গম্বর সম্পর্কে ব্যবহৃত এ ধরনের শব্দ কুরআন তেলাওয়াতে, কুরআন শিক্ষা অথবা হাদীস রিওয়ায়েতের ক্ষেত্রে তো উল্লেখ করা যায়; কিন্তু নিজের পক্ষ থেকে কোনো পয়গম্বর সম্পর্কে এ ধরনের শব্দ বলা নাজায়েজ ও ধৃষ্টতা বৈ নয়।

উল্লিখিত হাদীসে একটি গুরুত্বপূর্ণ নির্দেশ ও আমল খাঁটি করার সূক্ষ্মতা : হাদীসে হযরত ইবরাহীম (আ.) সম্পর্কে উল্লিখিত তিনটি মিথ্যার মধ্যে থেকে দু'টি সম্পর্কে বলা হয়েছে যে, এগুলো আল্লাহর জন্য ছিল; কিন্তু হযরত সারাহ্ সম্পর্কে কথিত তৃতীয় মিথ্যা সম্পর্কে এরূপ বলা হয় নি। অথচ স্ত্রীর আবরু রক্ষা করাও সাক্ষাৎ দীনের কাজ। এ সম্পর্কে তাফসীরে-কুরতুবীতে কাজী আবূ বকর (র.) ইবনে আরাবী থেকে একটি সূক্ষ্ম তত্ত্ব বর্ণিত রয়েছে। ইবনে আরাবী বলেন, তৃতীয় মিথ্যা সম্পর্কে এরূপ না বলার বিষয়টি সৎকর্মপরায়ণ ও ওলীদের কোমর ভেঙ্গে দিয়েছে। যদিও এটা দীনেরই কাজ ছিল, কিন্তু এতে স্ত্রীর সতীত্ব ও হেরেমের হেফাজত সম্পর্কিত পার্থিব স্বার্থও জড়িত ছিল। এতটুকু পার্থিব স্বার্থ শামিল হওয়ার কারণেই একে فِى اللّٰهِ (আল্লাহর মধ্যে) এবং لِلّٰهِ (আল্লাহর জন্য) এর তালিকা থেকে আলাদা করে দেওয়া হয়েছে। কেননা আল্লাহ তা'আলা বলেন : اَلَا لِلّٰهِ الدِّيْنُ الْخَالِصُ (খাটি ইবাদত আল্লাহ্‌র জন্যই) স্ত্রীর সতীত্ব রক্ষার এই ব্যাপারটি আমাদের অথবা অন্য কারও হলে নিঃসন্দেহে একেও উপরিউক্ত তালিকায় গণ্য করা হতো। কিন্তু পয়গম্বরগণের মাহাত্ম্য সবার উপরে। তাঁদের জন্য এতটুকু পার্থিব স্বার্থ শামিল হওয়াকেও পূর্ণ ইখলাসের পরিপন্থি মনে করা হয়েছে।

হযরত ইবরাহীম (আ.)-এর জন্য নমরূদের অগ্নিকুণ্ড পুষ্পোদ্যানে পরিণত হওয়া স্বরূপ : যারা মু'জিযা ও অভ্যাসবিরুদ্ধ কার্যাবলি অস্বীকার করে, তারা এ ব্যাপারে বিচিত্র ও অভিনব অপব্যাখ্যার আশ্রয় নিয়েছে। আসল কথা এই যে, যে গুণ কোনো বস্তুর সত্তার জন্য অপরিহার্য হয়, তা কোনো সময় সেই বস্তু থেকে পৃথক হতে পারে না-দর্শনশাস্ত্রের এই নীতি একটি বাতিল ও প্রমাণহীন নীতি। সত্য এই যে, জগতের সমস্ত সৃষ্টজীবের মধ্যে কোনো বস্তুর সত্তার জন্য কোনো গুণ

https://e-ilm.weebly.com/

অপরিহার্য নয়। বরং আল্লাহর চিরাচরিত অভ্যাস এই যে, অগ্নির জন্য উত্তাপ ও প্রজ্বলিত করা জরুরি, পানির জন্য ঠাণ্ডা করা ও নির্বাপণ করা জরুরি। কিন্তু এই জরুরি অবস্থা শুধু অভ্যাসের পর্যায়েই সীমাবদ্ধ-যুক্তিসঙ্গত নয়। দার্শনিকগণও এর যুক্তিসম্মত হওয়ার কোনো গ্রহণযোগ্য প্রমাণ পেশ করতে পারেননি; এই অপরিহার্যতা যখন অভ্যস্ত, তখন আল্লাহ তা'আলা যদি কোনো বিশেষ রহস্যের কারণে কোনো অভ্যাস পরিবর্তন করতে চান, তবে তা পরিবর্তন করে দেন। এই পরিবর্তনে কোনো যুক্তিগত অসম্ভাব্যতা নেই। আল্লাহ তা'আলা ইচ্ছা করলে অগ্নি নির্বাপণ ও শীতল করার কাজ আর পানি প্রজ্বলন কাজ করতে শুরু করেন; অথচ অগ্নি সত্তার দিক দিয়ে অগ্নিই এবং পানি পানিই থাকে; তবে কোনো বিশেষ ব্যক্তি অথবা দলের জন্য তা আল্লাহর নির্দেশে স্বীয় বৈশিষ্ট্য ত্যাগ করে থাকে। পয়গম্বরগণের নবুয়ত প্রমাণ করার জন্য আল্লাহ তা'আলা যেসব মু'জিযা প্রকাশ করেন, সেগুলোর সারমর্ম তাই। এ কারণে আল্লাহ তা'আলা নমরূদের অগ্নিকুণ্ডকে নির্দেশ দিয়ে দিলেন, তুই শীতল হয়ে যা। ফলে অগ্নি শীতল হয়ে গেল। যদি بَرْدًا (শীতল) শব্দের সাথে وَسَلٰمًا (নিরাপদ) শব্দ না থাকত, তবে অগ্নি হিমশীতল হয়ে অনিষ্টকর হয়ে যেত। হযরত নূহ (আ.)-এর সলিল সমাধিপ্রাপ্ত সম্প্রদায় সম্পর্কে কুরআনে বলা হয়েছে : أُغْرِقُوْا فَأُدْخِلُوْا نَارًا -অর্থাৎ তারা পানিতে নিমজ্জিত হয়ে অগ্নিতে প্রবেশ করেছে।

حَرِّقُوْهُ : অর্থাৎ সমগ্র সম্প্রদায় ও নমরূদ সম্মিলিতভাবে এই সিদ্ধান্ত নিল যে, তাকে অগ্নিকুণ্ডে নিক্ষেপ করা হোক। ঐতিহাসিক রেওয়ায়েতসমূহে বর্ণিত রয়েছে, একমাস পর্যন্ত সমগ্র শহরবাসী জ্বালানী কাষ্ঠ ইত্যাদি সংগ্রহ করতে থাকে। শেষ পর্যন্ত অগ্নিশিখা আকাশচুম্বী হয়ে পড়ে। তখন তারা হযরত ইবরাহীম (আ.)-কে এই জ্বলন্ত অগ্নিকুণ্ডে নিক্ষেপ করার উদ্যোগ গ্রহণ করল। কিন্তু অগ্নিকুণ্ডের নিকট যাওয়াই সমস্যা হয়ে দাঁড়াল। অগ্নির অসহ্য তাঁপের কারণে তার ধারে-কাছে যাওয়ার সাধ্য কারো ছিল না। শয়তান হযরত ইবরাহীম (আ.)-কে 'মিন্‌জানিকে' (এক প্রকার নিক্ষেপণ যন্ত্র) রেখে নিক্ষেপ করার পদ্ধতি বাতলে দিল। যে সময় হযরত ইবরাহীম (আ.) মিন্‌জানিকের মাধ্যমে অগ্নিসমুদ্রে নিক্ষিপ্ত হচ্ছিলেন, তখন ফেরেশতাকুল বরং দ্যুলোক ও ভূলোকের সমস্ত সৃষ্টজীব চীৎকার করে উঠল : ইয়া রব! আপনার দোস্তের এ কি বিপদ! আল্লাহ তাদের সবাইকে হযরত ইবরাহীম (আ.)-এর সাহায্য করার অনুমতি দিলেন। ফেরেশতাগণ সাহায্য করার জন্য হযরত ইবরাহীম (আ.)-কে জিজ্ঞেস করলে তিনি জবাব দিলেন, আল্লাহ তা'আলাই আমার জন্য যথেষ্ট। তিনি আমার অবস্থা দেখছেন। হযরত জিবরাঈল (আ.) বললেন, কোনো সাহায্যের প্রয়োজন হলে আমি উপস্থিত আছি। উত্তর হলো, প্রয়োজন তো আছে, কিন্তু আপনার কাছে নয়, পালনকর্তার কাছে। –[মাযহারী]

قُلْنَا يٰنَارُ كُوْنِىْ بَرْدًا وَّسَلٰمًا عَلٰٓى اِبْرٰهِيْمَ : পূর্বে বর্ণিত হয়েছে যে, হযরত ইবরাহীম (আ)-এর পক্ষে সম্ভবত অগ্নি অগ্নিই ছিল না; বরং বাতাসে রূপান্তরিত হয়ে গিয়েছিল। কিন্তু বাহ্যত অগ্নি সত্তার দিক দিয়ে অগ্নিই ছিল এবং হযরত ইবরাহীম (আ.)-এর আশপাশ ছাড়া অন্য সব বস্তুকে দহন করছিল। হযরত ইবরাহীম (আ.)-কে যেসব রশি দ্বারা বেঁধে আগুনে নিক্ষেপ করা হয়েছিল, সেগুলোও পুড়ে ছাইভস্ম হয়ে গিয়েছিল। কিন্তু হযরত ইবরাহীম (আ.)-এর দেহে সামান্য আঁচও লাগেনি।

ঐতিহাসিক রেওয়ায়েতসমূহে আছে, হযরত ইবরাহীম (আ.) এই অগ্নিকুণ্ডে সাতদিন ছিলেন। তিনি বলতেন, এই সাতদিন আমি যে সুখ ভোগ করেছি, সারা জীবন তা ভোগ করিনি। –[মাযহারী]

وَنَجَّيْنٰهُ وَلُوْطًا اِلَى الْاَرْضِ الَّتِىْ بٰرَكْنَا فِيْهَا لِلْعٰلَمِيْنَ : অর্থাৎ ইবরাহীম ও লূতকে আমি নমরূদের অধিকারভুক্ত দেশ (অর্থাৎ ইরাক) থেকে উদ্ধার করে এমন এক দেশে পৌঁছিয়ে দিলাম, যেখানে আমি বিশ্ববাসীর জন্য কল্যাণ রেখেছি অর্থাৎ সিরিয়া দেশ। সিরিয়া বাহ্যিক ও অভ্যন্তরীণ দিক দিয়ে অসংখ্য কল্যাণের আবাসস্থল। অভ্যন্তরীণ কল্যাণ এই যে, দেশটি পয়গম্বরগণের পীঠস্থান। অধিকাংশ পয়গম্বর এ দেশেই জন্মগ্রহণ করেছেন। বাহ্যিক কল্যাণ হচ্ছে সুষম আবহাওয়া, নদ-নদীর প্রাচুর্য, ফল-মূল ও সর্বপ্রকার উদ্ভিদের অনন্য সমাহার ইত্যাদি। এগুলোর উপকারিতা শুধু সে দেশবাসীই নয়, বহির্বিশ্বের লোকেরাও ভোগ করে থাকে।

وَوَهَبْنَا لَهٗٓ اِسْحٰقَ وَيَعْقُوْبَ نَافِلَةً : অর্থাৎ আমি তাঁকে (দোয়া ও অনুরোধ আনুযায়ী) পুত্র ইসহাক ও অতিরিক্ত দান হিসেবে পৌত্র ইয়াকূবও নিজের পক্ষ থেকে দান করলাম। দোয়ার অতিরিক্ত হওয়ার কারণে একে نَافِلَةً বলা হয়েছে।

https://e-ilm.weebly.com/

শব্দ বিশ্লেষণ :

فَأْتُوْا : সীগাহ جمع مذكر حاضر বহছ امر حاضر معروف বাব ضَرَبَ মাসদার اِتْيَانٌ মূলবর্ণ (أ ـ ت ـ ى) জিনস মুরাক্কাব مهموز فاء ও ناقص يائى অর্থ– আচ্ছা তবে তাকে উপস্থিত কর।

يَنْطِقُوْنَ : সীগাহ جمع مذكر غائب বহছ مضارع معروف বাব ضَرَبَ মাসদার نُطْقٌ মূলবর্ণ (ن ـ ط ـ ق) জিনস صحيح অর্থ– কথা বলার ক্ষমতা (থাকে), তারা কথা বলে।

نُكِسُوْا : সীগাহ جمع مذكر غائب বহছ ماضى مجهول বাব نَصَرَ মাসদার نَكْسٌ মূলবর্ণ (ن ـ ك ـ س) জিনস صحيح অর্থ– তারা অবনত করল।

حَرِّقُوْهُ : সীগাহ جمع مذكر حاضر বহছ امر حاضر معروف বাব تَفْعِيْل মাসদার تَحْرِيْقٌ মূলবর্ণ (ح ـ ر ـ ق) জিনস صحيح অর্থ– তোমরা একে আগুনে জ্বালিয়ে দাও।

كُوْنِىْ : সীগাহ واحد مؤنث حاضر বহছ امر حاضر معروف বাব نَصَرَ মাসদার كَوْنٌ মূলবর্ণ (ك ـ و ـ ن) জিনস اجوف واوى অর্থ– তুমি হয়ে যাও।

اَرَادُوْا : সীগাহ جمع مذكر غائب বহছ ماضى معروف বাব اِفْعَالٌ মাসদার اِرَادَةٌ মূলবর্ণ (ر ـ و ـ د) জিনস اجوف واوى অর্থ– তারা ইচ্ছা করছিল।

اَلْاَخْسَرِيْنَ : সীগাহ جمع مذكر বহছ اسم تفضيل বাব سَمِعَ মাসদার خُسْرَانٌ মূলবর্ণ (خ ـ س ـ ر) জিনস صحيح অর্থ– অকৃতকার্য।

বাক্য বিশ্লেষণ :

يٰنَارُ كُوْنِىْ الخ আর قول মিলে ফে'ল ও ফায়েল হলো قُلْنَا এখানে : قُلْنَا يٰنَارُ كُوْنِىْ بَرْدًا وَّسَلٰمًا عَلٰى اِبْرٰهِيْمَ হলো مقول ; এখানে يٰنَارُ এর يا হলো হরফে নেদা আর نار হলো منادى যা مقصودة نكره হয়ে مبنى على الضم হয়ে নসবের স্থলে পতিত হয়েছে, আর كُوْنِىْ হলো فعل ناقص আর তার যমীর হলো اسم ناقص আর بَرْدًا হলো خبر ناقص আর سَلٰمًا আতফ হয়েছে بَرْدًا- এর উপর। আর عَلٰى اِبْرٰهِيْمَ এটা سَلٰمًا এর সিফত হয়েছে।

–[ই'রাবুল কুরআন ৫ম খণ্ড, পৃ. ৫২]

https://e-ilm.weebly.com/

৭৩. আর আমি তাদের সকলকে ইমাম করেছিলাম, তাঁরা আমার আদেশক্রমে হেদায়েত করেছিলেন, আর আমি তাদের প্রতি নেক কাজ করতে ও নামাজের পাবন্দি করতে এবং জাকাত আদায় করতে হুকুম পাঠালাম এবং তাঁরা আমার ইবাদত করতেন।	وَجَعَلْنٰهُمْ اَئِمَّةً يَّهْدُوْنَ بِاَمْرِنَا وَاَوْحَيْنَآ اِلَيْهِمْ فِعْلَ الْخَيْرٰتِ وَاِقَامَ الصَّلٰوةِ وَاِيْتَآءَ الزَّكٰوةِ ۚ وَكَانُوْا لَنَا عٰبِدِيْنَ ﴿٧٣﴾
৭৪. আর আমি লূতকে হেকমত ও ইলম দান করেছিলাম এবং তাঁকে সেই জনপদ হতে মুক্তি দিয়েছিলাম– যার অধিবাসীরা অশ্লীল জঘন্য কাজ করত; নিঃসন্দেহে তারা ছিল অসৎ, দুষ্কার্যকারী।	وَلُوْطًا اٰتَيْنٰهُ حُكْمًا وَّعِلْمًا وَّنَجَّيْنٰهُ مِنَ الْقَرْيَةِ الَّتِىْ كَانَتْ تَّعْمَلُ الْخَبٰٓئِثَ ؕ اِنَّهُمْ كَانُوْا قَوْمَ سَوْءٍ فٰسِقِيْنَ ﴿٧٤﴾
৭৫. আর আমি লূতকে আমার রহমতে দাখিল করলাম, নিশ্চয় তিনি (উচ্চ মর্যাদাবান) নেককারদের অন্তর্ভুক্ত।	وَاَدْخَلْنٰهُ فِىْ رَحْمَتِنَا ؕ اِنَّهٗ مِنَ الصّٰلِحِيْنَ ﴿٧٥﴾
৭৬. আর নূহের (কাহিনী) আলোচনা করুন, যখন এর (ইবরাহীমের যুগের) পূর্বে দোয়া করেছিলেন, তখন আমি তাঁর দোয়া কবুল করেছিলাম এবং তাঁকে ও তাঁর পরিজনবর্গকে অতিশয় কঠিন পেরেশানি হতে মুক্তি দিয়েছিলাম।	وَنُوْحًا اِذْ نَادٰى مِنْ قَبْلُ فَاسْتَجَبْنَا لَهٗ فَنَجَّيْنٰهُ وَاَهْلَهٗ مِنَ الْكَرْبِ الْعَظِيْمِ ﴿٧٦﴾
৭৭. আর আমি সেই লোকদের হতে তাঁর তাঁকে সাহায্য করে ছিলাম যারা আমার নির্দেশসমূহকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করেছিল, নিঃসন্দেহে তারা অতি মন্দ লোক ছিল, সুতরাং আমি তাদের সকলকে নিমজ্জিত করে দিলাম।	وَنَصَرْنٰهُ مِنَ الْقَوْمِ الَّذِيْنَ كَذَّبُوْا بِاٰيٰتِنَا ؕ اِنَّهُمْ كَانُوْا قَوْمَ سَوْءٍ فَاَغْرَقْنٰهُمْ اَجْمَعِيْنَ ﴿٧٧﴾

শাব্দিক অনুবাদ :

৭৩. وَجَعَلْنٰهُمْ اَئِمَّةً আর আমি তাদের সকলকে ইমাম করেছিলাম يَّهْدُوْنَ بِاَمْرِنَا তারা আমার আদেশক্রমে হেদায়েত করেছিলেন وَاَوْحَيْنَآ اِلَيْهِمْ আর আমি তাদের প্রতি হুকুম পাঠলাম فِعْلَ الْخَيْرٰتِ নেক কাজ করতে وَاِقَامَ الصَّلٰوةِ ও নামাজের পাবন্দি করতে وَاِيْتَآءَ الزَّكٰوةِ এবং জাকাত আদায় করতে وَكَانُوْا لَنَا عٰبِدِيْنَ এবং তাঁরা আমার ইবাদত করতেন।

৭৪. وَلُوْطًا اٰتَيْنٰهُ আর আমি লূতকে দান করেছিলাম حُكْمًا وَّعِلْمًا হেকমত ও ইলম وَّنَجَّيْنٰهُ مِنَ الْقَرْيَةِ এবং তাঁকে সেই জনপদ হতে মুক্তি দিয়েছিলাম الَّتِىْ كَانَتْ تَّعْمَلُ الْخَبٰٓئِثَ যার অধিবাসীরা জঘন্য কাজ করত اِنَّهُمْ كَانُوْا قَوْمَ سَوْءٍ নিঃসন্দেহে তারা ছিল অসৎ সম্প্রদায় فٰسِقِيْنَ দুষ্কার্যকারী।

৭৫. وَاَدْخَلْنٰهُ আর আমি লূতকে দাখিল করলাম فِىْ رَحْمَتِنَا আমার রহমতে اِنَّهٗ مِنَ الصّٰلِحِيْنَ নিশ্চয় তিনি নেককারদের অন্তর্ভুক্ত।

৭৬. وَنُوْحًا আর নূহের (কাহিনী) আলোচনা করুন اِذْ نَادٰى مِنْ قَبْلُ যখন এর পূর্বে দোয়া করেছিলেন فَاسْتَجَبْنَا لَهٗ তখন আমি তাঁর দোয়া কবুল করেছিলাম فَنَجَّيْنٰهُ وَاَهْلَهٗ এবং তাঁকে ও তাঁর পরিজনবর্গকে মুক্তি দিয়েছিলাম مِنَ الْكَرْبِ الْعَظِيْمِ অতিশয় কঠিন পেরেশানি হতে।

৭৭. وَنَصَرْنٰهُ مِنَ الْقَوْمِ আর আমি সেই লোকদের হতে তাঁকে সাহায্য করেছিলাম الَّذِيْنَ كَذَّبُوْا بِاٰيٰتِنَا যারা আমার নির্দেশসমূহকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করেছিল اِنَّهُمْ كَانُوْا قَوْمَ سَوْءٍ নিঃসন্দেহে তারা অতি মন্দ লোক ছিল فَاَغْرَقْنٰهُمْ اَجْمَعِيْنَ সুতরাং আমি তাদের সকলকে নিমজ্জিত করে দিলাম।

https://e-ilm.weebly.com/

৭৮. আর দাউদ ও সুলায়মানের আলোচনা করুন, যখন তারা কোনো কৃষিক্ষেত্র সম্বন্ধে বিচার করছিলেন, যখন তাতে কতিপয় লোকের মেষপাল রাত্রিকালে ঢুকেছিল, আর আমি সেই মীমাংসা- যা তাদের সম্বন্ধে হচ্ছিল- দেখছিলাম।	وَدَاوٗدَ وَسُلَیْمٰنَ اِذْ یَحْكُمٰنِ فِی الْحَرْثِ اِذْ نَفَشَتْ فِیْهِ غَنَمُ الْقَوْمِ ۚ وَكُنَّا لِحُكْمِهِمْ شٰهِدِیْنَ ﴿٧٨﴾
৭৯. অতঃপর আমি ঐ মীমাংসার জ্ঞান সুলায়মানকে দান করলাম এবং আমি উভয়কেই হেকমত ও জ্ঞান দান করেছিলাম, আর আমি পর্বতসমূহকে ও পক্ষীসমূহকেও দাউদের আদেশানুগত করেছিলাম তারা (তাঁর সঙ্গে) তাসবীহ্ পাঠ করত আর আমিই এ সমস্তের কর্তা ছিলাম।	فَفَهَّمْنٰهَا سُلَیْمٰنَ ۚ وَكُلًّا اٰتَیْنَا حُكْمًا وَّعِلْمًا ۫ وَّسَخَّرْنَا مَعَ دَاوٗدَ الْجِبَالَ یُسَبِّحْنَ وَالطَّیْرَ ؕ وَكُنَّا فٰعِلِیْنَ ﴿٧٩﴾
৮০. আর আমি তোমাদের জন্য তাঁকে বর্ম নির্মাণের কৌশল শিখিয়েছিলাম, যেন তা তোমাদের একজনকে অপরজনের আঘাত হতে রক্ষা করে, সুতরাং তোমরা কি শোকর করবে?	وَعَلَّمْنٰهُ صَنْعَةَ لَبُوْسٍ لَّكُمْ لِتُحْصِنَكُمْ مِّنْۢ بَاْسِكُمْ ۚ فَهَلْ اَنْتُمْ شٰكِرُوْنَ ﴿٨٠﴾
৮১. আর আমি প্রবল বায়ুকে সুলায়মানের বশীভূত করেছিলাম, উহা তার আদেশে সেই দেশের দিকে প্রবাহিত হতো যাতে আমি বরকত দিয়ে রেখেছি। আর আমি প্রত্যেক বিষয়ে জ্ঞাত আছি।	وَلِسُلَیْمٰنَ الرِّیْحَ عَاصِفَةً تَجْرِیْ بِاَمْرِهٖۤ اِلَی الْاَرْضِ الَّتِیْ بٰرَكْنَا فِیْهَا ؕ وَكُنَّا بِكُلِّ شَیْءٍ عٰلِمِیْنَ ﴿٨١﴾

শাব্দিক অনুবাদ :

৭৮. وَدَاوٗدَ وَسُلَیْمٰنَ আর দাউদ ও সুলায়মানের আলোচনা করুন اِذْ یَحْكُمٰنِ যখন তারা বিচার করছিলেন فِی الْحَرْثِ কোনো কৃষিক্ষেত্র সম্বন্ধে اِذْ نَفَشَتْ فِیْهِ যখন তাতে রত্রিকালে ঢুকেছিল غَنَمُ الْقَوْمِ কতিপয় লোকের মেষপাল وَكُنَّا لِحُكْمِهِمْ شٰهِدِیْنَ আর আমি সেই মীমাংসা যা তাদের সম্বন্ধে হচ্ছিল-দেখছিলাম।

৭৯. فَفَهَّمْنٰهَا سُلَیْمٰنَ অতঃপর আমি ঐ মীমাংসার জ্ঞান সুলায়মান কে দান করলাম وَكُلًّا اٰتَیْنَا এবং আমি উভয়কেই দান করেছিলাম حُكْمًا وَّعِلْمًا হেকমত ও জ্ঞান وَّسَخَّرْنَا مَعَ دَاوٗدَ আর আমি দাউদের আদেশানুগত করেছিলাম যে, الْجِبَالَ পর্বতসমূহকে یُسَبِّحْنَ তারা তাসবীহ পাঠ করত وَالطَّیْرَ এবং পক্ষীসমূহকেও وَكُنَّا فٰعِلِیْنَ আর আমিই এসমস্তের কর্তা ছিলাম।

৮০. وَعَلَّمْنٰهُ আর আমি তাকে শিখিয়েছিলাম صَنْعَةَ لَبُوْسٍ বর্ম নির্মাণের কৌশল لَّكُمْ তোমাদের জন্য لِتُحْصِنَكُمْ مِّنْۢ بَاْسِكُمْ যেন তা তোমাদের একজনকে অপরজনের আঘাত হতে রক্ষা করে فَهَلْ اَنْتُمْ شٰكِرُوْنَ সুতরাং তোমরা কি শোকর করবে?

৮১. وَلِسُلَیْمٰنَ الرِّیْحَ عَاصِفَةً আর আমি প্রবল বায়ুকে সুলায়মানের আদেশানুগত করেছিলাম تَجْرِیْ তা প্রবাহিত হতো بِاَمْرِهٖۤ তার আদেশে اِلَی الْاَرْضِ সেই দেশের দিকে الَّتِیْ بٰرَكْنَا فِیْهَا যাতে আমি বরকত দিয়ে রেখেছি, وَكُنَّا بِكُلِّ شَیْءٍ عٰلِمِیْنَ আর আমি প্রত্যেক বিষয়ে জ্ঞাত আছি।

https://e-ilm.weebly.com/

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

যে জনপদ থেকে হযরত লূত (আ.)-কে উদ্ধার করার কথা আলোচ্য আয়াতদ্বয়ে উল্লেখ করা হয়েছে, সেই জনপদের নাম ছিল ছাদুম। এর অধীনে আরো সাতটি জনপদ ছিল। এগুলোকে হযরত জিবরাঈল (আ.) উলট-পালট করে দিয়েছিলেন। শুধু হযরত লূত (আ.) ও তাঁর সঙ্গী মুমিনদের বসবাসের জন্য একটি জনপদ অক্ষত রেখে দেওয়া হয়েছিল। –[কুরতুবী]

تَعْمَلُ الْخَبَائِثَ : خَبَائِث শব্দটি خَبِيْثَةٌ -এর বহুবচন। অনেক নোংরা ও অশ্লীল অভ্যাসকে خَبَائِث বলা হয়। "লাওয়াতাত" ছিল তাদের সর্বপ্রধান নোংরা অভ্যাস, যা থেকে বন্য জন্তুরাও বেঁচে থাকে। অর্থাৎ পুরুষের সাথে পুরুষের কামপ্রবৃত্তি চরিতার্থ করা। এখানে বিরাট অপরাধ হওয়ার দিক দিয়ে এই একটি মাত্র অভ্যাসকে خَبَائِث বলা হয়ে থাকলে তাও অবান্তর নয়। কোনো কোনো তাফসীরবিদ বলেন : এ ছাড়া অন্যান্য নোংরা অভ্যাসও যে তাদের মধ্যে ছিল, তাও রেওয়ায়েতসমূহে উল্লিখিত আছে। এমনিভাবে রূহুল মা'আনীতে রয়েছে, তন্মধ্যে সর্ব নিকৃষ্ট কাজ ছিল পুংমৈথুন। এ ছাড়া আরো অনেক অনর্থক ও মন্দ কাজে তারা অভ্যস্ত ছিল; যথা মদ্যপান, গান-বাজনা, শ্মশ্রু মুণ্ডন, গোঁফ লম্বা করা, কবুতরবাজি, ঢিলা নিক্ষেপ, শিস বাজানো, রেশমি বস্ত্র পরিধান। এদিক দিয়ে সমষ্টিকে خَبَائِث বলা বর্ণনা সাপেক্ষ নয়। وَاللّٰهُ اَعْلَمُ

وَنُوحًا اِذْ نَادٰى مِنْ قَبْلُ : مِنْ قَبْلُ এর অর্থ হযরত ইবরাহীম ও লূত (আ.)-এর পূর্বে হওয়া। পূর্ববর্তী আয়াতসমূহে তাঁদের কথা উল্লেখ করা হয়েছে। এখানে হযরত নূহ (আ.)-এর যে আহ্বানের কথা সংক্ষেপে উল্লেখ করা হয়েছে, তার বিস্তারিত বর্ণনা সূরা নূহে আছে। তা এই যে, তিনি সম্প্রদায়ের বিরুদ্ধে বদদোয়া করে বলেছিলেন : رَبِّ لَا تَذَرْ عَلَى الْاَرْضِ مِنَ الْكٰفِرِيْنَ دَيَّارًا -অর্থাৎ হে পরওয়ারদেগার পৃথিবীর বুকে কোনো কাফের অধিবাসীকে থাকতে দিও না। অন্যত্র আছে, হযরত নূহ (আ.)-এর সম্প্রদায় যখন কোনোরূপেই তাঁর উপদেশ মানল না, তখন তিনি আল্লাহর দরবারে আরজ করলেন, اِنِّىْ مَغْلُوْبٌ فَانْتَصِرْ অর্থাৎ আমি অপারগ ও অক্ষম হয়ে গেছি, আপনিই তাদের কাছ থেকে প্রতিশোধ গ্রহণ করুন।

فَاسْتَجَبْنَا لَهٗ فَنَجَّيْنٰهُ وَاَهْلَهٗ مِنَ الْكَرْبِ الْعَظِيْمِ : كَرْبِ عَظِيْمِ (মহাসংকট) বলে হয় সমগ্র জাতির বন্যায় নিমজ্জিত হওয়া বোঝানো হয়েছে, না হয় ঐ জাতির নির্যাতন বোঝানো হয়েছে, যা তার বন্যার পূর্বে হযরত নূহ (আ.) ও তাঁর পরিবার-বর্গের প্রতি চালানো হতো।

نَفَشَتْ فِيْهِ غَنَمُ الْقَوْمِ : অভিধানে نَفْشٌ শব্দের অর্থ রাত্রিকালে শস্যক্ষেত্রে জন্তু ঢুকে পড়ে ক্ষতিসাধন করা।

فَفَهَّمْنٰهَا سُلَيْمٰنَ : فَفَهَّمْنٰهَا শব্দের সর্বনাম দ্বারা বাহ্যত মকদ্দমা ও তার ফয়সালা বোঝা যায়। অর্থ এই যে, আল্লাহ তা'আলার কাছে যে ফয়সালা পছন্দনীয় ছিল, তিনি তা সুলায়মানকে বুঝিয়ে দিলেন। মকদ্দমা ও ফয়সালার বিবরণ বিভিন্ন তাফসীরে বর্ণিত রয়েছে। এ থেকে জানা যায় যে, হযরত দাউদ (আ.)-এর ফয়সালাও শরিয়তের দৃষ্টিতে ভ্রান্ত ছিল না, কিন্তু আল্লাহ তা'আলা হযরত সুলায়মান (আ.)-কে যে ফয়সালা বুঝিয়ে দেন, তাতে উভয় পক্ষের রেয়াত ও উপকারিতা ছিল। তাই আল্লাহর কাছে তা পছন্দনীয় সাব্যস্ত হয়েছে। ইমাম বগভী হযরত ইবনে আব্বাস (রা.), কাতাদাহ্ ও যুহরী (র.) থেকে এভাবে ঘটনার বিবরণ দিয়েছেন, দুই লোক হযরত দাউদ (আ.)-এর কাছে উপস্থিত হয়। তাদের একজন ছিল ছাগপালের মালিক ও অপরজন শস্যক্ষেত্রের মালিক। শস্যক্ষেত্রের মালিক ছাগপালের মালিকের বিরুদ্ধে দাবি করল যে, তার ছাগপাল রাত্রিকালে আমার শস্যক্ষেত্রে চড়াও হয়ে সম্পূর্ণ ফসল বিনষ্ট করে দিয়েছে; কিছুই অবশিষ্ট রাখেনি। (সম্ভবত : বিবাদী স্বীকার করে নিয়োছল এবং ছাগপালের মূল্য ক্ষতিগ্রস্ত ফসলের মূল্যের সমান ছিল। তাই হযরত দাউদ (আ.) রায় দিলেন যে, ছাগপালের মালিক তার সমস্ত ছাগল শস্যক্ষেত্রের মালিককে অর্পণ করুক। (কেননা ফিকহের পরিভাষায় 'যাওয়াতুল কেয়াম' অর্থাৎ যেসব বস্তু মূল্যের মাধ্যমে আদান-প্রদান করা হয়, সেগুলো কেউ বিনষ্ট করলে তার জরিমানা মূল্যের হিসাবেই দেওয়া হয়। ছাগপালের মূল্য বিনষ্ট ফসলের মূল্যের সমান বিধায় বিধি মোতাবেক এই রায় দেওয়া হয়েছে। বাদী ও বিবাদী উভয়ই হযরত দাউদের আদালত থেকে বের হয়ে আসলে (দরজায় তাঁর পুত্র) সুলায়মান (আ.)-এর সাথে সাক্ষাৎ হয়। তিনি মকদ্দমার রায় সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলে তারা তা শুনিয়ে দেয়। হযরত

https://e-ilm.weebly.com/

সুলয়মান (আ.) বললেন : আমি রায় দিলে তা ভিন্নরূপ হতো এবং উভয়পক্ষের জন্য উপকারী হতো। অতঃপর তিনি পিতা দাউদের কাছে উপস্থিত হয়ে তাঁকে একথা জানালেন। হযরত দাউদ (আ.) বললেন : এই রায় থেকে উত্তম এবং উভয়ের জন্যে উপকারী রায়টা কি? হযরত সুলায়মান (আ.) বললেন আপনি ছাগপাল শষ্যক্ষেত্রের মালিককে দিয়ে দিন। সে এগুলোর দুধ, পশম ইত্যাদি দ্বারা উপকার লাভ করুক এবং ক্ষেত ছাগপালের মালিককে অর্পণ করুন। সে তাতে চাষাবাদ করে শস্য উৎপন্ন করবে। যখন শষ্যক্ষেত্র ছাগপালে বিনষ্ট করার পূর্বের অবস্থায় পৌঁছে যাবে, তখন শস্যক্ষেত্র ক্ষেত্রের মালিককে এবং ছাগপাল ছাগলের মালিককে প্রত্যর্পণ করুন। হযরত দাউদ (আ.) এই রায় পছন্দ করে বললেন : বেশ এখন এই রায়ই কার্যকর হবে। অতঃপর তিনি উভয়পক্ষকে ডেকে দ্বিতীয় রায় কার্যকর করলেন।

রায় দানের পর কোনো বিচারকের রায় ভঙ্গ ও পরিবর্তন করা যায় কি? : এখানে প্রশ্ন হয়, হযরত দাউদ (আ.) যখন এক রায় দিয়েছিলেন, তখন হযরত সুলায়মান (আ.)-এর কি তা ভঙ্গ করার অধিকার ছিল? যদি হযরত দাউদ (আ.) নিজেই তাঁর রায় শুনে নিজের সাবেক রায় ভঙ্গ করে দ্বিতীয় রায় জারি করে থাকেন, তাবে কোনো বিচারকের এরূপ করার অধিকার আছে কি না? কুরতুবী এখানে এ ধরনের বিষয়টি সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা করেছেন। আলোচনার সারমর্ম এই যে, যদি কোনো বিচারক শরিয়তের প্রমাণাদি ও সাধারণ মুসলিম আইনবিদদের মতামতের বিপক্ষে কোনো রায় শুধু অনুমানের ভিত্তিতে দান করে, তবে সেই রায় সর্বসম্মতিক্রমে প্রত্যাখ্যান ও বাতিল গণ্য হবে। অন্য বিচারকের পক্ষে এই রায়ের বিপরীত রায় দেওয়া শুধু জায়েজই নয়; বরং ওয়াজিব এবং এই বিচারককে পদচ্যুত করা ওয়াজিব। কিন্তু যদি কোনো বিচারকের রায় শরিয়তসম্মত ইজতিহাদের উপর ভিত্তিশীল এবং ইজতিহাদের মূলনীতির অধীন হয়, তবে অন্য বিচারকের পক্ষে এই রায় ভঙ্গ করা জায়েজ নয়। কেননা এই রীতি প্রবর্তিত হলে মহা অনর্থ দেখা দেবে। ইসলামি আইন খেলার বস্তুতে পরিণত হবে এবং রোজই হালাল ও হারাম পরিবর্তিত হবে। তবে যদি রায় দানকারী বিচারক স্বয়ং ইজতিহাদের মূলনীতি অনুযায়ী রায় দান করার পর ইজতিহাদের দৃষ্টিকোণ থেকে দেখেন যে, প্রথম রায় ও প্রথম ইজতিহাদে ভুল হয়ে গেছে, তবে তা পরিবর্তন করা জায়েজ, বরং উত্তম। হযরত ওমর ফারূক (রা.) হযরত আবূ মূসা আশআরী (রা.)-এর নামে বিচার ও রায় দানের মূলনীতি সম্বলিত একটি বিস্তারিত চিঠি লিখেছিলেন। তাতে পরিষ্কার উল্লেখ আছে যে, রায় দেওয়ার পর ইজতিহাদ পরিবর্তিত হয়ে গেলে প্রথম রায় পরিবর্তন করা উচিত। এই চিঠি দারাকুতনী সনদসহ বর্ণনা করেছেন। –[কুরতুবী সংক্ষেপিত] শামসুল আয়িম্মা সারাখসী মাবসূতেও এই চিঠি বিস্তারিত উল্লেখ করেছেন।

তাফসীরবিদ মুজাহিদ বলেন : হযরত দাউদ ও হযরত সুলায়মান (আ.) উভয়ের রায় স্ব-স্ব স্থানে বিশুদ্ধ। এর স্বরূপ এই যে, হযরত দাউদ (আ.)-এর রায় ছিল বিধি মোতাবেক এবং হযরত সুলায়মান (আ.) যা বলেছিলেন, তা প্রকৃতপক্ষে মকদ্দমার রায় ছিল না; বরং উভয় পক্ষের মধ্যে আপস করার একটি পন্থা। কুরআনে وَالصُّلْحُ خَيْرٌ (আর্থাৎ আপস করা উত্তম) বলা হয়েছে। তাই দ্বিতীয় পন্থাই আল্লাহর কাছে পছন্দনীয় হয়েছে। –[মাযহারী]

হযরত ওমর ফারূক (রা.) বিচারকদেরকে এই নির্দেশ দিয়ে রেখেছিলেন যে, যখন দুই পক্ষ মকদ্দমা নিয়ে উপস্থিত হয়, তখন প্রথমে উভয় পক্ষের সম্মতিক্রমে আপস রক্ষার চেষ্টা করতে হবে। যদি তা অসম্ভব হয়ে পড়ে, তবে শরিয়তের রায় জারি করতে হবে। তিনি এর কারণ বর্ণনা প্রসঙ্গে বলেন : বিচারকসুলভ আইনগত ফয়সালা যে ব্যক্তির বিপক্ষে যায়, সে সাময়িকভাবে দমে গেলেও উভয় পক্ষের মধ্যে প্রতিহিংসা ও শত্রুতার বীজ প্রতিষ্ঠা লাভ করে, যা দুই মুসলমানের মধ্যে না থাকা উচিত। পক্ষান্তরে আপস-রক্ষার ফলে অন্তরগত ঘৃণা-বিদ্বেষও দূর হয়ে যায়। –[মুঈনুল হুক্কাম]

মুজাহিদের এই উক্তি অনুযায়ী হযরত দাউদ (আ.)-এর ব্যাপারটিতে রায় ভঙ্গ করা ও পরিবর্তন করা হয়নি; বরং উভয় পক্ষকে রায় শোনানোর পর তাদের উপস্থিতিতেই আপস রক্ষার একটি পন্থা উদ্ভাবিত হয়ে গেছে এবং উভয় পক্ষ তাতে সম্মত হয়ে গেছে।

দুই মুজতাহিদ যদি দুইটি পরস্পর বিরোধী রায় দান করেন, তবে প্রত্যেকটি শুদ্ধ হবে, না কোনো একটিকে ভ্রান্ত বলা হবে : এ স্থলে কুরতুবী বিস্তারিতভাবে এবং অন্যান্য তাফসীরবিদ বিস্তারিত অথবা সংক্ষেপে আলোচনা করেছেন যে, প্রত্যেক মুজতাহিদ সর্বদা সত্য রায়ই দান করে এবং দুইটি পরস্পরবিরোধী ইজতিহাদ হলে উভয়টিকে সত্য মনে করা হবে, না একটিকে ভ্রান্ত ও অশুদ্ধ সাব্যস্ত করা হবে? এ ব্যাপারে প্রাচীনকাল থেকেই আলেমগণের উক্তি বিভিন্ন রূপ। আলোচ্য

https://e-ilm.weebly.com/

https://e-ilm.weebly.com/

ইচ্ছাকৃতভাবে কারো ক্ষেতে জন্তু ছেড়ে না দেয়, জন্তু নিজেই চলে যায়, তবে মালিককে ক্ষতিপূরণ বহন করতে হবে না। হযরত বারা ইবনে আযেবের ঘটনা যে রেওয়ায়েতে বর্ণিত হয়েছে, হানাফী ফিকহবিদগণ তার সনদের সমালোচনা করে বলেছেন যে, বুখারী ও মুসলিমের উল্লিখিত হাদীসের মোকাবিলায় তা প্রমাণ হতে পারে না।

পর্বত ও পক্ষীকুলের তাসবীহ : وَسَخَّرْنَا مَعَ دَاوُدَ الْجِبَالَ يُسَبِّحْنَ وَالطَّيْرَ وَكُنَّا فَاعِلِيْنَ হযরত দাউদ (আ.)-কে আল্লাহ তা'আলা বাহ্যিক গুণাবলির মধ্যে সুমধুর কণ্ঠস্বরও দান করেছিলেন। তিনি যখন যাবূর পাঠ করতেন, তখন বিহঙ্গকুল শূন্যে থেমে যেত এবং তাঁর সাথে তাসবীহ পাঠ করতে থাকত। এমনিভাবে পর্বত ও বৃক্ষ থেকেও তাসবীহের আওয়াজ শোনা যেত। সুমধুর কণ্ঠস্বর ছিল একটি বাহ্যিক গুণ এবং পক্ষীকুল ও পর্বতসমূহের তাসবীহ পাঠে শরিক হওয়া ছিল আল্লাহর কুদরতের অধীন একটি মু'জিযা। মু'জিযার জন্য পক্ষীকুল ও পর্বতসমূহের মধ্যে জীবন ও চেতনা থাকা জরুরি নয়। বরং প্রত্যেক অচেতন বস্তুর মধ্যেও মু'জিযা হিসেবে চেতনা সৃষ্টি হতে পারে। এ ছাড়া প্রামাণ্য সত্য এই যে, পাহাড় ও পাথরসমূহের মধ্যেও তাদের উপযোগী জীবন ও চেতনা বিদ্যমান আছে। সাহাবায়ে কেরামের মধ্যে হযরত আবূ মূসা আশআরী (রা.) অত্যন্ত সুমধুর কণ্ঠস্বরের অধিকারী ছিলেন। একদিন তিনি যখন কুরআন তেলাওয়াতে রত ছিলেন, তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ সেখান দিয়ে গমন করেন। তিনি তাঁর তেলাওয়াত শোনার জন্য থেমে পড়েন এবং নিবিষ্ট মনে শুনতে থাকেন।

এরপর তিনি বললেন, আল্লাহ তা'আলা তাকে হযরত দাউদ (আ.)-এর সুমধুর কণ্ঠস্বরই দান করেছেন। হযরত আবূ মূসা (রা.) যখন জানতে পারলেন যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ তাঁর তেলাওয়াত শুনেছেন তখন আরজ করলেন : আপনি শুনেছেন একথা আমার জানা থাকলে আমি আরো সুন্দরভাবে তেলাওয়াত করার চেষ্টা করতাম। –[ইবনে কাছীর]

এ থেকে জানা গেল যে, কুরআন তেলাওয়াতে সুন্দর স্বর ও চিত্তাকর্ষক উচ্চারণ এক পর্যায়ে কাম্য ও পছন্দনীয়। তবে আজকালকার ক্বারীদের ন্যায় এতো বাড়াবাড়ি না হওয়া চাই। তাঁরা শ্রোতাদেরকে মুগ্ধ করার জন্য শুধু আওয়াজ সুন্দর করারই চেষ্টা করে থাকেন। ফলে তেলাওয়াতের আসল উদ্দেশ্যই গায়েব হয়ে যায়।

বর্ম নির্মাণ পদ্ধতি হযরত দাউদ (আ.)-কে আল্লাহর পক্ষ থেকে দান করা হয়েছিল : وَعَلَّمْنَاهُ صَنْعَةَ لَبُوْسٍ لَّكُمْ অস্ত্র জাতীয় সামগ্রীর মধ্যে যেগুলো পরিধান করে অথবা গলায় লাগিয়ে ব্যবহার করা হয়, অভিধানের দিক দিয়ে তাকেই لِبَاس বলা হয়। এখানে লৌহবর্ম বোঝানো হয়েছে, যা যুদ্ধ হেফাজতের জন্য ব্যবহার হয়। অন্য এক আয়াতে আছে وَأَلَنَّا لَهُ الْحَدِيْدَ অর্থাৎ আমি দাউদের জন্য লোহা নরম করে দিয়েছিলাম। এই নরম করার দ্বিবিধ অর্থ হতে পারে। **এক.** তাঁর হাতের স্পর্শে লোহা আপনা-আপনি নরম হয়ে যেত, তিনি মোমের ন্যায় তাকে যেভাবে ইচ্ছা মোটা সরু করতে পারতেন। **দুই.** আগুনে লাগিয়ে নরম করার কৌশল তাঁকে বলে দেওয়া হয়েছিল, যা আজকাল লৌহ কারখানাসমূহে অনুসৃত হয়।

যে শিল্প দ্বারা সাধারণ লোকের উপকার হয়, তা কাম্য ও পয়গম্বরগণের কাজ : আলোচ্য আয়াতে বর্ম নির্মাণ শিল্প হযরত দাউদ (আ.)-কে শেখানোর কথা উল্লেখ করার সাথে সাথে এর রহস্যও বলে দেওয়া হয়েছে যে, لِتُحْصِنَكُمْ مِنْ بَأْسِكُمْ অর্থাৎ যাতে এই বর্ম তোমাদেরকে যুদ্ধে সুতীক্ষ্ণ তরবারির বিপদ থেকে হেফাজত করে। এই প্রয়োজন থেকে দীনদার হোক কিংবা দুনিয়াদার, কেউই মুক্ত নয়। তাই এই শিল্প শিক্ষা দেওয়াকে আল্লাহ তা'আলা নিয়ামত আখ্যা দিয়েছেন। এ থেকে জানা গেল যে, যে শিল্পের মাধ্যমে মানুষের প্রয়োজন সম্পন্ন হয়, তা শিক্ষা করা ও শিক্ষা দেওয়া ছওয়াবের কাজ; তবে জনসেবার নিয়ত থাকা এবং শুধু উপার্জন লক্ষ্য না হওয়া শর্ত। পয়গম্বরগণ বিভিন্ন প্রকার শিল্পকর্ম নিজেরা সম্পন্ন করেছেন বলে বর্ণিত আছে; যেমন হযরত দাউদ (আ.) থেকে শস্য বপন ও কর্তনের কাজ বর্ণিত আছে। রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন : যে শিল্পী জনসেবার নিয়তে শিল্পকর্ম করে, তার দৃষ্টান্ত মূসা-জননীর মতো। তিনি নিজের সন্তানকেই দুধ পান করিয়েছেন এবং লাভের মধ্যে ফেরাউনের পক্ষ থেকে পারিশ্রমিক পেয়েছেন। এমনিভাবে যে জনসেবার নিয়তে শিল্পকর্ম করে, সে জনসেবার ছওয়াব তো পাবেই; তদুপরি শিল্পকর্মের পার্থিব উপকারও সে লাভ করবে। সূরা ত্বা-হা'য় হযরত মূসা (আ.)-এর কাহিনীতে এই হাদীসটি উল্লেখ করা হয়েছে।

https://e-ilm.weebly.com/

হযরত সুলায়মান (আ.)-এর জন্য বায়ুকে বশীভূত করা এবং এতদসংক্রান্ত মাসআলা : হযরত হাসান বসরী (র.) থেকে বর্ণিত আছে, সামরিক ঘোড়া পরিদর্শনে লিপ্ত হয়ে যখন হযরত সুলায়মান (আ.)-এর আসরের নামাজ ফওত হয়ে যায়, তখন এই উদাসীনতার জন্য অনুতপ্ত হয়ে তিনি এর মূল কারণ ঘোড়াসমূহকে অকর্মণ্য করে দেন। আল্লাহ তা'আলার সন্তুষ্টি অর্জনের লক্ষ্য তিনি একাজ করেছিলেন। তাই আল্লাহ তা'আলা তাঁকে ঘোড়ার চাইতে উত্তম ও দ্রুতগামী সওয়ারী বায়ু দান করলেন। এই ঘটনার বিবরণ ও সংশ্লিষ্ট আয়াতসমূহের তাফসীর সূরা সোয়াদে বর্ণিত হবে।

وَلِسُلَيْمٰنَ الرِّيْحَ عَاصِفَةً : এই বাক্যটি পূর্ববর্তী বাক্য وَسَخَّرْنَا مَعَ دَاوُدَ -এর সাথে সংযুক্ত। অর্থাৎ আল্লাহ তা'আলা যেমন হযরত দাউদ (আ.)-এর জন্য পর্বত ও পক্ষীকুলকে বশীভূত করে দিয়েছিলেন, যারা তাঁর আওয়াজের সাথে তাসবীহ্ পাঠ করত, তেমনি হযরত সুলায়মান (আ.)-এর জন্য বায়ুকে বশীভূত করে দিয়েছিলেন। বায়ুতে ভর করে তিনি যথা ইচ্ছা দ্রুত ও সহজে পৌঁছে যেতেন। এখানে প্রণিধান যোগ্য যে, হযরত দাউদ (আ.)-এর বশীভূতকরণের মধ্যে مع (সাথে) শব্দ ব্যবহার করা হয়েছে যে, তাঁর সাথে পর্বত ও পক্ষীকুলকে বশীভূত করে দিয়েছিলাম এবং এখানে ل (জন্য) বর্ণ ব্যবহার করে বলা হয়েছে যে, বায়ুকে সুলায়মানের জন্য বশীভূত করে দিয়েছিলাম। এতে সূক্ষ্ম ইঙ্গিত আছে যে, উভয় বশীভূতকরণের মধ্যে পার্থক্য আছে। হযরত দাউদ (আ.) যখন তেলাওয়াত করতেন, তখন পর্বত ও পক্ষীকুল স্বতঃস্ফূর্তভাবে তাসবীহ্ পাঠ শুরু করত, তাঁর আদেশের জন্য অপেক্ষা করত না। পক্ষান্তরে হযরত সুলায়মান (আ.)-এর জন্য বায়ুকে তাঁর আদেশের অধীন করে দেওয়া হয়েছিল। তিনি যখন ইচ্ছা যেদিকে ইচ্ছা বায়ুকে আদেশ করতেন, বায়ু তাঁকে তার বিশাল সিংহাসন এবং লোক লস্করসহ সেখানে পৌঁছে দিত; যেখানে নামাতে চাইতেন, সেখানে নামিয়ে দিত এবং যখন ফিরে আসতে চাইতেন, ফিরিয়ে দিয়ে যেত। –[রূহুল-মা'আনী, বায়যাভী]

তাফসীরে ইবনে কাছীরে হযরত সুলায়মান (আ.)-এর সিংহাসনের বাতাসে ভর করে চলার অবস্থা বর্ণনা প্রসঙ্গে বলা হয়েছে যে, হযরত সুলায়মান (আ.) কাঠের একটি বিরাট ও বিস্তীর্ণ সিংহাসন নির্মাণ করেছিলেন। তিনি পরিষদবর্গ, সৈন্য-সামন্ত ও যুদ্ধাস্ত্রসহ এই সিংহাসনে সওয়ার হয়ে বায়ুকে আদেশ দিতেন। বায়ু এই বিরাটকায় বিস্তৃত ও প্রশস্ত সিংহাসন তুলে নিয়ে যেখানে আদেশ হতো, সেখানে পৌঁছে নামিয়ে দিত। এই হাওয়াই সিংহাসন সকাল থেকে দুপুর পর্যন্ত একমাসের দূরত্ব এবং দুপুর থেকে সন্ধ্যা পর্যন্ত একমাসের দূরত্ব অতিক্রম করত; অর্থাৎ একদিনে দুই মাসের পথ এর সাহায্যে অতিক্রম করা যেত। ইবনে আবী হাতেম হযরত সাঈদ ইবনে জুবায়ের (রা.) থেকে বর্ণনা করেন, হযরত সুলায়মান (আ.)-এর সিংহাসনের উপর ছয় লক্ষ আসন স্থাপন করা হতো। এগুলোতে হযরত সুলায়মান (আ.)-এর সাথে ঈমানদার মানুষ এবং তাদের পেছনে ঈমানদার জিনরা উপবেশন করত। এরপর সমগ্র সিংহাসনের উপর ছায়া দান করার জন্য পক্ষীকুলকে আদেশ করা হতো, যাতে সূর্যের উত্তাপে কষ্ট না হয়। এরপর আদেশ আনুযায়ী বায়ু এই বিরাট সমাবেশকে যেখানে আদেশ হতো, সেখানে পৌঁছে দিত। কোনো কোনো রেওয়ায়েতে রয়েছে যে, এই সফরের সময় সমগ্র পথে হযরত সুলায়মান (আ.) মাথা নত করে আল্লাহর জিকির ও শোকরে মশগুল থাকতেন। ডানে, বামে তাকাতেন না এবং নিজ কর্মের মাধ্যমে বিনয় প্রকাশ করতেন। –[ইবনে কাছীর]

عَاصِفَةً : এর শাব্দিক অর্থ প্রবল বায়ু। কুরআন পাকের অন্য আয়াতে এই বায়ুর বিশেষণ رُخَاءً বর্ণনা করা হয়েছে। এর অর্থ মৃদু বাতাস, যাতে ধুলা উড়ে না এবং শূন্যে তরঙ্গ -সংঘাত সৃষ্টি হয় না। বাহ্যত এদুটি বিশেষণ পরস্পর বিরোধী। কিন্তু উভয়টির একত্র সমাবেশ এভাবে সম্ভবপর যে, এই বায়ু সত্তাগতভাবে প্রখর ও প্রবল ছিল। ফলে কয়েক ঘন্টার মধ্যে একমাসের পথ অতিক্রম করত; কিন্তু আল্লাহর কুদরত তাকে এমন করে দিয়েছিল যে, প্রবাহিত হওয়ার সময় শূন্যে তরঙ্গ-সংঘাত সৃষ্টি হতো না। বর্ণিত রয়েছে যে, এই সিংহাসনের চলার পথে শূন্যে কোনো পাখিরও কোনোরূপ ক্ষতি হতো না।

https://e-ilm.weebly.com/

শব্দ বিশ্লেষণ :

يَهْدُوْنَ : সীগাহ جمع مذكر غائب বহছ مضارع معروف বাব ضَرَبَ মাসদার هِدَايَةٌ মূলবর্ণ (ه ـ د ـ ى) জিনস ناقص يائى অর্থ– তারা হেদায়েত করছিলেন।

اَدْخَلْنَاهُ : সীগাহ جمع متكلم বহছ ماضى معروف বাব اِفْعَالٌ মাসদার اِدْخَالٌ মূলবর্ণ (د ـ خ ـ ل) জিনস صحيح অর্থ– আমি লূতকে দাখিল করলাম।

نَادٰى : সীগাহ واحد مذكر غائب বহছ ماضى معروف বাব مُفَاعَلَة মাসদার مُنَادَاةٌ মূলবর্ণ (ن ـ د ـ ى) জিনস ناقص يائى অর্থ– তিনি দোয়া করেছিলেন।

فَاسْتَجَبْنَا : সীগাহ جمع متكلم বহছ ماضى معروف বাব اِفْتِعَالٌ মাসদার اِسْتِجَابَةٌ মূলবর্ণ (ج ـ و ـ ب) জিনস اجوف واوى অর্থ– তখন আমি দোয়া কবুল করেছিলাম।

فَاَغْرَقْنَاهُمْ : সীগাহ جمع متكلم বহছ ماضى معروف বাব اِفْعَالٌ মাসদার اِغْرَاقٌ মূলবর্ণ (غ ـ ر ـ ق) জিনস صحيح অর্থ– সুতরাং আমি তাদেরকে নিমজ্জিত করে দিলাম।

نَفَشَتْ : সীগাহ واحد مؤنث غائب বহছ ماضى معروف বাব نَصَرَ মাসদার نَفْشٌ মূলবর্ণ (ن ـ ف ـ ش) জিনস صحيح অর্থ– রাত্রিকালে ঢুকেছিল।

فَفَهَّمْنٰهَا : সীগাহ جمع متكلم বহছ ماضى معروف বাব تَفْعِيْل মাসদার تَفْهِيْمٌ মূলবর্ণ (ف ـ ه ـ م) জিনস صحيح অর্থ– অতঃপর আমি ঐ মীমাংসার জ্ঞান দান করলাম।

يُسَبِّحْنَ : সীগাহ جمع مؤنث غائب বহছ مضارع معروف বাব تَفْعِيل মাসদার تَسْبِيْحٌ মূলবর্ণ (س ـ ب ـ ح) জিনস صحيح অর্থ– তারা তাসবীহ পাঠ করত।

عَاصِفَةً : সীগাহ واحد مؤنث বহছ اسم فاعل বাব ضَرَبَ মাসদার عَصْفٌ মূলবর্ণ (ع ـ ص ـ ف) জিনস صحيح অর্থ– বশীভূত করেছিলাম।

বাক্য বিশ্লেষণ :

وَسَخَّرْنَا مَعَ دَاوُدَ الْجِبَالَ يُسَبِّحْنَ وَالطَّيْرَ وَكُنَّا فٰعِلِيْنَ ; এখানে وَسَخَّرْنَا ফে'ল ও ফায়েল আর مع হলো ظرف مكان যা سَخَّرْنَا এর সাথে متعلق হয়েছে دَاوُدَ মুযাফ ইলাইহি الْجِبَالَ মাফউলে বিহী আর يُسَبِّحْنَ পূর্ণ বাক্য হলো الْجِبَالَ থেকে حال আবার এটা جملة مستأنفة ও হতে পারে الطَّيْرَ হলো الْجِبَالَ এর উপর আতফ অথবা مفعول معه আর وَكُنَّا -এর واو আতেফা كُنَّا ফে'ল নাকেস তার যমীর اسم ناقص আর فٰعِلِيْنَ হলো خبر ناقص। –[ই'রাবুল কুরআন ৫ম খণ্ড, পৃ. ৫৮]

https://e-ilm.weebly.com/

৮২. আর কোনো কোনো জিন এমনও ছিল, যারা সুলায়মানের জন্য (সমুদ্রে) ডুব দিত এবং এতদ্ব্যতীত তারা অন্যান্য কাজও করত; এবং আমি তাদের রক্ষাকারী ছিলাম।	وَمِنَ الشَّيٰطِيْنِ مَنْ يَّغُوْصُوْنَ لَهٗ وَيَعْمَلُوْنَ عَمَلًا دُوْنَ ذٰلِكَ ۚ وَكُنَّا لَهُمْ حٰفِظِيْنَ ﴿٨٢﴾
৮৩. আর আইয়ূবের (কাহিনী) আলোচনা করুন, যখন তিনি আপন প্রতিপালককে ডেকে বললেন, আমি দুঃখ-কষ্টে নিপতিত হয়েছি, আর আপনি সর্বশ্রেষ্ঠ দয়ালু।	وَاَيُّوْبَ اِذْ نَادٰى رَبَّهٗٓ اَنِّيْ مَسَّنِيَ الضُّرُّ وَاَنْتَ اَرْحَمُ الرّٰحِمِيْنَ ﴿٨٣﴾
৮৪. তখন আমি তাঁর দোয়া কবুল করলাম এবং তাঁর যে কষ্ট ছিল তা দূর করে দিলাম এবং আমি তাঁকে তাঁর পরিজনবর্গ দান করলাম এবং তাদের সাথে তাদের সমান সংখ্যক আরো (দান করলাম) আমার বিশেষ অনুগ্রহে এবং ইবাদতকারীদের জন্য স্মরণীয় হয়ে থাকার উদ্দেশ্যে।	فَاسْتَجَبْنَا لَهٗ فَكَشَفْنَا مَا بِهٖ مِنْ ضُرٍّ وَّاٰتَيْنٰهُ اَهْلَهٗ وَمِثْلَهُمْ مَّعَهُمْ رَحْمَةً مِّنْ عِنْدِنَا وَذِكْرٰى لِلْعٰبِدِيْنَ ﴿٨٤﴾
৮৫. আর ইসমাঈল ও ইদরীস এবং যুলকিফলের (কাহিনী) আলোচনা করুন, (তাঁরা) সকলে দৃঢ়পদ লোকদের অন্তর্গত ছিলেন।	وَاِسْمٰعِيْلَ وَاِدْرِيْسَ وَذَا الْكِفْلِ ؕ كُلٌّ مِّنَ الصّٰبِرِيْنَ ﴿٨٥﴾
৮৬. এবং তাঁদেরকে আমি আমার রহমতের মধ্যে দাখিল করেছিলাম; নিঃসন্দেহে তাঁরা নেককারদের অন্তর্ভুক্ত ছিলেন।	وَاَدْخَلْنٰهُمْ فِيْ رَحْمَتِنَا ؕ اِنَّهُمْ مِّنَ الصّٰلِحِيْنَ ﴿٨٦﴾

শাব্দিক অনুবাদ :

৮২. وَمِنَ الشَّيٰطِيْنِ আর কোনো কোনো জিন এমনও ছিল مَنْ يَّغُوْصُوْنَ لَهٗ যারা সুলায়মানের জন্য (সমুদ্রে) ডুব দিত وَيَعْمَلُوْنَ عَمَلًا دُوْنَ ذٰلِكَ এবং এতদ্ব্যতীয় তারা অন্যান্য কাজও করত وَكُنَّا لَهُمْ حٰفِظِيْنَ এবং আমি তাদের রক্ষাকারী ছিলাম।

৮৩. وَاَيُّوْبَ আর আইয়ূবের (কাহিনী) আলোচনা করুন اِذْ نَادٰى رَبَّهٗٓ যখন তিনি আপন প্রতিপালককে ডেকে বললেন اَنِّيْ مَسَّنِيَ الضُّرُّ আমি দুঃখ-কষ্টে নিপতিত হয়েছি وَاَنْتَ اَرْحَمُ الرّٰحِمِيْنَ আর আপনি সকল দয়ালু অপেক্ষা অধিক দয়ালু।

৮৪. فَاسْتَجَبْنَا لَهٗ তখন আমি তাঁর দোয়া কবুল করলাম فَكَشَفْنَا এবং দূর করে দিলাম مَا بِهٖ مِنْ ضُرٍّ তাঁর যে কষ্ট ছিল তা وَاٰتَيْنٰهُ اَهْلَهٗ এবং আমি তাঁকে তাঁর পরিজনবর্গ দান করলাম وَمِثْلَهُمْ مَّعَهُمْ এবং তাদের সাথে তাদের সমান সংখ্যক আরো رَحْمَةً مِّنْ عِنْدِنَا আমার বিশেষ অনুগ্রহে وَذِكْرٰى لِلْعٰبِدِيْنَ এবং ইবাদতকারীদের জন্য স্মরণীয় হয়ে থাকার উদ্দেশ্যে।

৮৫. وَاِسْمٰعِيْلَ وَاِدْرِيْسَ وَذَا الْكِفْلِ আর ইসমাঈল ও ইদরীস এবং যুল কিফলের (কাহিনী) আলোচনা করুন كُلٌّ مِّنَ الصّٰبِرِيْنَ (তারা) সকলে দৃঢ়পদ লোকদের অন্তর্গত ছিলেন।

৮৬. وَاَدْخَلْنٰهُمْ আমি তাদেরকে দাখিল করেছিলাম فِيْ رَحْمَتِنَا আমার রহমতের মধ্যে اِنَّهُمْ مِّنَ الصّٰلِحِيْنَ নিঃসন্দেহে তাঁরা নেককারদের অন্তর্ভুক্ত ছিলেন।

https://e-ilm.weebly.com/

وَذَا النُّوْنِ اِذْ ذَّهَبَ مُغَاضِبًا فَظَنَّ اَنْ لَّنْ
نَّقْدِرَ عَلَيْهِ فَنَادٰى فِى الظُّلُمٰتِ اَنْ لَّآ اِلٰهَ اِلَّآ
اَنْتَ سُبْحٰنَكَ ۖ اِنِّىْ كُنْتُ مِنَ الظّٰلِمِيْنَ ﴿٨٧﴾

৮৭. আর মৎসওয়ালার (কাহিনী) আলোচনা করুন, যখন তিনি (তাঁর সম্প্রদায় হতে) ক্রুদ্ধ হয়ে চলে গেলেন, আর তিনি ধারণা করেছিলেন যে, আমি তাঁকে পাকড়াও করব না, অবশেষে তিনি অন্ধকারের মধ্যে ডাকলেন যে, আপনি ব্যতীত আর কোনো মা'বূদ নেই। আপনি পবিত্র। নিঃসন্দেহে আমি তো সীমালঙ্ঘনকারী (অপরাধী)।

فَاسْتَجَبْنَا لَهٗ ۙ وَنَجَّيْنٰهُ مِنَ الْغَمِّ ؕ
وَكَذٰلِكَ نُنْجِى الْمُؤْمِنِيْنَ ﴿٨٨﴾

৮৮. অতএব, আমি তাঁর দোয়া কবুল করলাম এবং তাঁকে দুশ্চিন্তা হতে মুক্ত করলাম, আর আমি এভাবেই মুমিনদেরকে নাজাত দিয়ে থাকি।

وَزَكَرِيَّآ اِذْ نَادٰى رَبَّهٗ رَبِّ لَا تَذَرْنِىْ فَرْدًا
وَّاَنْتَ خَيْرُ الْوٰرِثِيْنَ ﴿٨٩﴾

৮৯. আর যাকারিয়ার (কাহিনী) আলোচনা করুন, যখন তিনি নিজ প্রতিপালককে ডেকে বললেন, হে আমার প্রতিপালক! আমাকে একা রাখবেন না, তুমি তো শ্রেষ্ঠ মালিকানার অধিকারী।

فَاسْتَجَبْنَا لَهٗ ۫ وَوَهَبْنَا لَهٗ يَحْيٰى وَاَصْلَحْنَا
لَهٗ زَوْجَهٗ ؕ اِنَّهُمْ كَانُوْا يُسٰرِعُوْنَ فِى
الْخَيْرٰتِ وَيَدْعُوْنَنَا رَغَبًا وَّرَهَبًا ؕ وَكَانُوْا لَنَا
خٰشِعِيْنَ ﴿٩٠﴾

৯০. অতঃপর আমি তাঁর দোয়া কবুল করলাম এবং আমি তাঁকে দান করলাম (পুত্র) ইয়াহইয়া এবং তাঁর খাতিরে তাঁর (বন্ধ্যা) স্ত্রীকে সন্তান ধারণের উপযুক্তা করে দিলাম, এরা (এ সূরায় বর্ণিত লোক) সকলে প্রতিযোগিতা করতেন আর নেক কাজে আমাকে ডাকতেন আশা ও ভয়সহকারে এবং আমার সম্মুখে অবনমিত থাকতেন।

শাব্দিক অনুবাদ :

৮৭. وَذَا النُّوْنِ আর মৎসওয়ালার (কাহিনী) আলোচনা করুন اِذْ ذَّهَبَ مُغَاضِبًا যখন তিনি ক্রুদ্ধ হয়ে চলে গেলেন فَظَنَّ আর তিনি ধারণা করেছিলেন যে اَنْ لَّنْ نَّقْدِرَ عَلَيْهِ আমি তাকে পাকড়াও করব না فَنَادٰى فِى الظُّلُمٰتِ অবশেষে তিনি অন্ধকারের মধ্যে ডাকলেন যে اَنْ لَّآ اِلٰهَ اِلَّآ اَنْتَ আপনি ব্যতীত আর কোনো মা'বূদ নেই سُبْحٰنَكَ আপনি পবিত্র اِنِّىْ كُنْتُ مِنَ الظّٰلِمِيْنَ নিঃসন্দেহে আমি সীমালঙ্ঘনকারী।

৮৮. فَاسْتَجَبْنَا لَهٗ অতএব আমি তাঁর দোয়া কবুল করলাম وَنَجَّيْنٰهُ مِنَ الْغَمِّ এবং তাঁকে দুশ্চিন্তা হতে মুক্ত করলাম وَكَذٰلِكَ نُنْجِى الْمُؤْمِنِيْنَ আর আমি এভাবে মুমিনদেরকে নাজাত দিয়ে থাকি।

৮৯. وَزَكَرِيَّآ আর যাকারিয়ার (কাহিনী) আলোচনা করুন اِذْ نَادٰى رَبَّهٗ যখন তিনি নিজ প্রতিপালককে ডেকে বললেন رَبِّ হে আমার প্রতিপালক لَا تَذَرْنِىْ فَرْدًا আমাকে একা রাখবেন না وَّاَنْتَ خَيْرُ الْوٰرِثِيْنَ তুমি তো শ্রেষ্ঠ মালিকানার অধিকারী।

৯০. فَاسْتَجَبْنَا لَهٗ অতঃপর আমি তাঁর দোয়া কবুল করলাম وَوَهَبْنَا لَهٗ يَحْيٰى এবং আমি তাঁকে দান করলাম (পুত্র) ইয়াহইয়া وَاَصْلَحْنَا لَهٗ زَوْجَهٗ এবং তাঁর খাতিরে তাঁর (বন্ধ্যা) স্ত্রীকে সন্তান ধারণের উপযুক্তা করে দিলাম اِنَّهُمْ كَانُوْا يُسٰرِعُوْنَ এরা সকলে প্রতিযোগিতা করতেন فِى الْخَيْرٰتِ নেক কাজে وَيَدْعُوْنَنَا আর আমাকে ডাকতেন رَغَبًا وَّرَهَبًا আশা ও ভয়সহকারে وَكَانُوْا لَنَا خٰشِعِيْنَ এবং আমার সম্মুখে অবনমিত থাকতেন।

https://e-ilm.weebly.com/

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

সুলায়মান (আ.)-এর জিন ও শয়তানকে বশীভূতকরণ : وَمِنَ الشَّيَاطِينِ مَنْ يَغُوصُونَ لَهُ وَيَعْمَلُونَ عَمَلًا دُونَ ذَٰلِكَ وَكُنَّا لَهُمْ حَافِظِينَ অর্থাৎ আমি সুলায়মান (আ.)-এর জন্য শয়তানদের মধ্যে এমন কিছু সংখ্যককে বশীভূত করে দিয়েছিলাম, যারা তাঁর জন্য সমুদ্রে ডুব দিয়ে মণিমুক্তা সংগ্রহ করে আনত, এছাড়া অন্য কাজও করত; যেমন-অন্যান্য আয়াতে বলা হয়েছে يَعْمَلُونَ لَهُ مَا يَشَاءُ مِنْ مَحَارِيبَ وَتَمَاثِيلَ وَجِفَانٍ كَالْجَوَابِ অর্থাৎ তারা সুলায়মান (আ.)-এর জন্য বেদী, সুউচ্চ প্রাসাদ, মূর্তি ও চৌবাচ্চার ন্যায় পাথরের বড় বড় পেয়ালা তৈরি করত। হযরত সুলায়মান (আ.) তাদেরকে অধিক পরিশ্রমের কাজেও নিয়েজিত করতেন এবং অভিনব শিল্পকাজও করাতেন এবং আমিই তাদের রক্ষক ছিলাম।

شَيَاطِينَ -শয়তান হচ্ছে বুদ্ধি ও চেতনাবিশিষ্ট অগ্নি দ্বারা সৃষ্ট সূক্ষ্ম দেহ। মানুষের ন্যায় তারাও শরিয়তের বিধি-বিধান পালনে আদিষ্ট। এই জাতিকে বোঝাবার জন্য আসলে جِنٌّ অথবা جِنَّاتٌ শব্দ ব্যবহৃত হয়। তাদের মধ্যে যারা ঈমানদার নয়-কাফের, তাদেরকেই শয়তান বলা হয়। বাহ্যত বোঝা যায় যে, মুমিন ও কাফের নির্বিশেষে সব জিন হযরত সুলায়মান (আ.)-এর বশীভূত ছিল, কিন্তু মুমিনরা বশীভূতকরণ ছাড়াই হযরত সুলায়মান (আ.)-এর নিদর্শনাবলি ধর্মীয় কর্তব্য হিসেবে পালন করত। তাদের ক্ষেত্রে বশীভূতকরণের কথা উল্লেখ করার প্রয়োজন নেই। তাই বশীভূতকরণের অধীনে শুধু شَيَاطِينَ তথা কাফের জিনদের উল্লেখ করা হয়েছে। তারা কুফর ও অবাধ্যতা সত্ত্বেও জবরদস্তি হযরত সুলায়মান (আ.)-এর আজ্ঞাধীন থাকত। সম্ভবত এ কারণেই আয়াতের শেষে যোগ করা হয়েছে যে, আমিই তাদেরকে সামলিয়ে রাখতাম। নতুবা কাফের জিনদের তরফ থেকে ক্ষতির আশঙ্কা বরাবরই বিদ্যমান ছিল। কিন্তু আল্লাহ্ তা'আলার হেফাজতে তারা কোনো ক্ষতি করতে পারত না।

একটি সূক্ষ্ম তত্ত্ব : হযরত দাউদ (আ.)-এর জন্য আল্লাহ তা'আলা সর্বাধিক শক্ত ও ঘন পদার্থকে বশীভূত করেছিলেন; যথা পর্বত, লৌহ ইত্যাদি। হযরত সুলায়মান (আ.)-এর জন্য দেখাও যায় না এমন সূক্ষ্ম বস্তুকে বশীভূত করেছেন; যেমন- বায়ু, জিন ইত্যাদি। এতে বোঝানো হয়েছে যে, আল্লাহ তা'আলার শক্তি সবকিছুতেই পরিব্যাপ্ত। –[তফসীরে কাবীর]

হযরত আইয়ুব (আ.)-এর কাহিনী : আইয়ূব (আ.)-এর কাহিনী সম্পর্কে অনেক দীর্ঘ ইসরাঈলী রেওয়ায়েত বিদ্যমান রয়েছে। তন্মধ্যে হাদীসবিদগণ ঐতিহাসিক দৃষ্টিকোণ থেকে নির্ভরযোগ্য মনে করেছেন, এমন রেওয়ায়েতই এখানে বর্ণনা করা হচ্ছে। কুরআন পাক থেকে শুধু এতটুকু জানা যায় যে, তিনি কোনো দুরারোগ্য রোগে আক্রান্ত হয়ে সবর করে যান এবং অবশেষে আল্লাহ্র কাছে দোয়া করে রোগ থেকে মুক্তি পান। এই অসুস্থতার দিনগুলোতে তাঁর সন্তান-সন্ততি, বন্ধু-বান্ধব সবই উধাও হয়ে গিয়েছিল, মৃত্যুবরণ করে কিংবা অন্য কোনো কারণে। এরপর আল্লাহ তা'আলা তাঁকে সুস্থতা দান করেন এবং সব সন্তান ফিরিয়ে দেন; বরং তাদের তুলনায় আরো অধিক দান করেন। কাহিনীর অবশিষ্ট অংশের কিছু প্রামাণ্য হাদীসসমূহে এবং বেশির ভাগ ঐতিহাসিক রেওয়ায়েতসমূহে বিদ্যমান রয়েছে। হাফেজ ইবনে কাছীর (র.) কাহিনীর বিবরণ এভাবে দিয়েছেন : আল্লাহ তা'আলা হযরত আইয়ূব (আ.)-কে প্রথম দিকে অগাধ ধন-দৌলত, সহায়-সম্পত্তি, সুরম্য দালান-কোঠা, যানবাহন, সন্তান-সন্ততি ও চাকর-নওকর দান করেছিলেন। এরপর তাঁকে পয়গম্বরসুলভ পরীক্ষায় ফেলা হয়। ফলে এসবই তাঁর হাতছাড়া হয়ে যায় এবং দেহেও কুষ্ঠের ন্যায় এক দুরারোগ্য ব্যাধি বাসা বাঁধে। জিহ্বা ও অন্তর ব্যতীত দেহের কোনো অংশই এই ব্যাধি থেকে মুক্ত ছিল না। তিনি তদবস্থায়ই জিহ্বা ও অন্তরকে আল্লাহর স্মরণে মশগুল রাখতেন এবং কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করতেন। এই দুরারোগ্য ব্যাধির কারণে সব প্রিয়জন, বন্ধু-বান্ধব ও প্রতিবেশী তাঁকে আলাদা করে লোকালয়ের বাইরে একটি ভাগারে অর্থাৎ আবর্জনা নিক্ষেপের জায়গায় রেখে দেয়। কেউ তাঁর কাছে যেত না। শুধু তাঁর স্ত্রী তাঁর দেখাশোনা করতেন। তাঁর স্ত্রী ছিলেন হযরত ইউসুফ (আ.)-এর কন্যা অথবা পৌত্রী। তাঁর নাম ছিল লাইয়া বিনতে মেশা ইবনে ইউসুফ (আ.)। –[ইবনে-কাছীর] সহায়-সম্পত্তি ও অর্থকড়ি সব নিঃশেষ হয়ে গিয়েছিল। স্ত্রী মেহনত-মজুরি করে তাঁর পানাহার ও প্রয়োজনীয় উপকরণাদি সংগ্রহ করতেন এবং তাঁর সেবাযত্ন করতেন। হযরত আইয়ূব (আ.)-এর এই পরীক্ষা মোটেই আশ্চর্যের ব্যাপার ছিল না। রাসূলে কারীম ﷺ বলেন : أَشَدُّ النَّاسِ بَلَاءً الْأَنْبِيَاءُ ثُمَّ الصَّالِحُونَ ثُمَّ الْأَمْثَلُ فَالْأَمْثَلُ অর্থাৎ পয়গম্বরগণ সবচাইতে বেশি বিপদ ও পরীক্ষার সম্মুখীন হন, তাঁদের পর অন্যান্য সৎকর্মপরায়ণ পর্যায়ক্রমে বিপদের সম্মুখীন হন। এক রেওয়ায়েতে রয়েছে : প্রত্যেক মানুষের পরীক্ষা তার ঈমানের দৃঢ়তার পরিমাণে হয়ে থাকে। ধর্মপরায়ণতায় যে যত বেশি মজবুত; তার বিপদ এবং

https://e-ilm.weebly.com/

পরীক্ষাও তত অধিক হয় (যাতে এই পরিমাণেই মর্তবা আল্লাহর কাছে উচ্চ হয়)। আল্লাহ তা'আলা হযরত আইয়ূব (আ.)-কে পয়গম্বরগণের মধ্যে ধর্মীয় দৃঢ়তা ও সবরের বিশিষ্ট স্তর দান করেছিলেন (যেমন হযরত দাউদ (আ.)-কে শোকরের এমনি স্বাতন্ত্র্য দান করা হয়েছিল)। বিপদাপদ ও সংকটে সবর করার ক্ষেত্রে হযরত আইয়ূব (আ.) উপমেয় ছিলেন। ইয়াযীদ ইবনে মায়সারাহ্ বলেন, আল্লাহ যখন হযরত আইয়ূব (আ.)-কে অর্থকড়ি, সন্তান-সন্ততি ইত্যাদি জাগতিক নিয়ামত থেকে মুক্ত করে পরীক্ষা করেন, তখন তিনি মুক্ত মনে আল্লাহর স্মরণ ও ইবাদতে আরো বেশি আত্মনিয়োগ করেন এবং আল্লাহর কাছে আরজ করেন, হে আমার পালনকর্তা! আমি তোমার শোকর আদায় করি এ কারণে যে, তুমি আমাকে সহায়-সম্পত্তি ও সন্তান-সন্ততি দান করেছ। এদের মহব্বত আমার অন্তরকে আচ্ছন্ন করে রেখেছিল। এরপর এ কারণেও শোকর আদায় করি যে, তুমি আমাকে এসব বস্তু থেকে মুক্তি দিয়েছ। এখন আমার ও তোমার মধ্যে কোনো অন্তরায় অবশিষ্ট নেই।

উল্লিখিত রেওয়ায়েত বর্ণনা করার পর হাফেজ ইবনে কাছীর (র.) লিখেছেন, এই কাহিনী সম্পর্কে হযরত ওহাব ইবনে মুনাব্বেহ্ (র.) থেকে অনেক দীর্ঘ রেওয়ায়েত বর্ণিত আছে। তবে রেওয়ায়েতগুলো সুবিদিত নয়। তাই আমি সেগুলো উল্লেখ করলাম না।

হযরত আইয়ূব (আ.)-এর দোয়া সবরের পরিপন্থি ছিল না : হযরত আইয়ূব (আ.) পার্থিব ধন-দৌলত ও সহায়-সম্পত্তি থেকে বঞ্চিত হয়ে এমন এক শারীরিক ব্যাধিতে আক্রান্ত হন যে, কেউ তাঁর কাছে আসতে সাহস করত না। তিনি লোকালয়ের বাইরে এক আবর্জনাময় স্থানে দীর্ঘ সাত বছর কয়েক মাস পড়ে থাকেন। কোনো সময় হা-হুতাশ, অস্থিরতা ও অভিযোগের কোনো বাক্যও মুখে উচ্চারণ করেননি। সতী সাধ্বী স্ত্রী লাইয়া একবার-আরজও করলেন যে, আপনার কষ্ট অনেক বেড়ে গেছে। এই কষ্ট দূর হওয়ার জন্য আল্লাহ তা'আলার কাছে দোয়া করুন। তিনি জবাব দিলেন, আমি সত্তর বছর সুস্থ ও নিরোগ অবস্থায় আল্লাহ তা'আলার অসংখ্য নিয়ামত ও দৌলতের মধ্যে দিনাতিপাত করেছি। এর বিপরীতে বিপদের সাত বছর অতিবাহিত করা কঠিন হবে কেন? পয়গম্বরসুলভ দৃঢ়তা, সহিষ্ণুতা ও সবরের ফলে তিনি দোয়া করারও হিম্মত করতেন না যে, কোথাও সবরের খেলাফ না হয়ে যায়! (অথচ আল্লাহর কাছে দোয়া করা এবং নিজের অভাব ও দুঃখ-কষ্ট পেশ করা বে-সবরির অন্তর্ভুক্ত নয়) অবশেষে এমন একটি কারণ ঘটে গেল, যা তাকে দোয়া করতে বাধ্য করল। বলাবাহুল্য, তাঁর এই দোয়া দোয়াই ছিল-বেসবরি ছিল না। আল্লাহ তা'আলা কুরআন পাকে তাঁর সবরের স্বাক্ষর রেখে বলেছেন, إِنَّا وَجَدْنَٰهُ صَابِرًا –(আমি তাকে সবরকারী পেয়েছি) যে কারণে তিনি দোয়া করতে বাধ্য হন, সেই কারণ বর্ণনায় রেওয়ায়েতসমূহে বিভিন্নরূপ এবং দীর্ঘ কাহিনী রয়েছে। তাই সেগুলো পরিত্যাগ করা হলো।

ইবনে আবী হাতেম হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা.) থেকে বর্ণনা করেন যে, হযরত আইয়ূব (আ.)-এর দোয়া কবুল হওয়ার পর তাঁকে আদেশ করা হলো : পায়ের গোড়ালি দ্বারা মাটিতে আঘাত করুন। মাটিতে পরিষ্কার পানির ঝরনা দেখা দেবে। এই পানি পান করুন এবং তা দ্বারা গোসল করুন। দেহের সমস্ত রোগ-ব্যাধি অন্তর্হিত হয়ে যাবে। হযরত আইয়ূব (আ.) তদ্রূপই করলেন। ঝরনার পানি দ্বারা গোসল করতেই ক্ষত-জর্জরিত ও অস্থিচর্মসার দেহ নিমেষের মধ্যে রক্ত-মাংস ও কেশমণ্ডিত দেহে রূপান্তরিত হয়ে গেল। আল্লাহ তা'আলা তাঁর জন্য জান্নাতের পোশাক প্রেরণ করলেন। তিনি জান্নাতী পোশাক পরিধান করে আবর্জনার স্তূপ থেকে একটু সরে গিয়ে একপাশে বসে রইলেন। স্ত্রী নিত্যকার অভ্যাস অনুযায়ী তাঁর দেখাশোনা করতে আগমন করলেন, কিন্তু তাঁকে তাঁর স্থানে না পেয়ে ক্রন্দন করতে লাগলেন। একপাশে উপবিষ্ট হযরত আইয়ূব (আ.)-কে চিনতে না পেরে তিনি তাঁকেই জিজ্ঞেস করলেন : আপনি জানেন কি, এখানে যে রোগাক্রান্ত লোকটি পড়ে থাকতেন, তিনি কোথায় গেলেন? কুকুর ও ব্যাঘ্র কি তাঁকে খেয়ে ফেলেছে? অতঃপর এ ব্যাপারে তিনি কিছুক্ষণ তাঁর সাথে আলাপ করলেন। সবকিছু শুনে হযরত আইয়ূব (আ.) বললেন, আমিই আইয়ূব। কিন্তু স্ত্রী তখনও তাঁকে চিনতে না পেরে বললেন, আপনি কি আমার সাথে পরিহাস করছেন? হযরত আইয়ূব (আ.) আবার বললেন : লক্ষ্য করে দেখ, আমিই আইয়ূব। আল্লাহ তা'আলা আমার দোয়া কবুল করেছেন এবং নতুন স্বাস্থ্য দান করেছেন। হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) বলেন, এরপর আল্লাহ তা'আলা তাঁর ধন-দৌলত ফিরিয়ে দিলেন এবং সন্তান-সন্ততিও। শুধু তাই নয়, সন্তানদের সমসংখ্যক বাড়তি সন্তানও দান করলেন। –(ইবনে কাছীর)

হযরত ইবনে মাসউদ (রা.) বলেন, হযরত আইয়ূব (আ.)-এর সাত পুত্র ও সাত কন্যা ছিল। পরীক্ষার দিনগুলোতে তারা সবাই মৃত্যুমুখে পতিত হয়েছিল। আল্লাহ তা'আলা যখন তাঁকে সুস্থতা দান করলেন, তখন সন্তানদেরকেও পুনরায় জীবিত করে দেন এবং স্ত্রীর গর্ভে নতুন সন্তানও এই পরিমাণেই জন্মগ্রহণ করে। একেই কুরআন وَمِثْلَهُم مَّعَهُمْ বাক্যে প্রকাশ করা হয়েছে। শা'বী বলেন, এই উক্তি আয়াতের বাহ্যিক অর্থের নিকটতম। –[কুরতুবী]

https://e-ilm.weebly.com/

যুলকিফ্‌ল নবী ছিলেন, না ওলী? তার বিস্ময়কর কাহিনী : আলোচ্য আয়াতদ্বয়ে তিনজন মনীষীর কথা উল্লেখ করা হয়েছে। তাঁদের মধ্যে হযরত ইসমাঈল ও ইদরীস (আ.) যে নবী ও রাসূল ছিলেন, তা কুরআন পাকের অনেক আয়াত দ্বারা প্রমাণিত আছে। কুরআন পাকে তাঁদের কথা স্থানে স্থানে আলোচনাও করা হয়েছে। তৃতীয়জন হচ্ছেন যুলকিফ্‌ল। ইবনে-কাছীর (র.) বলেন, তাঁর নাম দুজন পয়গম্বরের সাথে শামিল করে উল্লেখ করা থেকে বাহ্যত বোঝা যায় যে, তিনিও আল্লাহর নবী ছিলেন। কিন্তু কোনো কোনো রেওয়ায়েতে থেকে জানা যায় যে, তিনি পয়গম্বরগণের কাতারভুক্ত ছিলেন না; বরং একজন সৎকর্মপরায়ণ ওলী ছিলেন। তাফসীরবিদ ইবনে জারীর মুজাহিদ থেকে বর্ণনা করেন যে, হযরত ইয়াসা। (যিনি পয়গম্বর ছিলেন বলে কুরআনে উল্লেখ আছে) বার্ধক্যে উপনীত হয়ে একজনকে তাঁর খলীফা নিযুক্ত করার ইচ্ছা করলেন, যে তাঁর জীবদ্দশায় তাঁর পক্ষ থেকে পয়গম্বরের কর্তব্যকর্ম সম্পাদন করতে পারে। এ উদ্দেশ্যে তিনি তাঁর সব সাহাবীকে একত্রিত করে বললেন : আমি আমার খলীফা নিযুক্ত করতে চাই। যার মধ্যে তিনটি শর্ত বিদ্যমান থাকবে, তাকেই আমি খলীফা নিযুক্ত করব। শর্ত তিনটি এই, সদা সর্বদা রোজা রাখা, ইবাদতে রাত্রি জাগরণ করা এবং কোনো সময় রাগম্বিত না হওয়া। সমাবেশের মধ্য থেকে জনৈক অখ্যাত ব্যক্তি উঠে দাঁড়াল। তাকে সবাই নিতান্ত সাধারণ লোক বলে মনে করত। সে বলল, আমি এই কাজের জন্যে উপস্থিত আছি। হযরত ইয়াসা' জিজ্ঞেস করলেন, তুমি সদা সর্বদা রোজা রাখ, ইবাদতে রাত্রি জাগরণ কর এবং কোনো সময় গোস্‌সা কর না? লোকটি বলল, নিঃসন্দেহে এই তিনটি আমল আমার মধ্যে আছে। হযরত ইয়াসা' সম্ভবত তাঁর কথা বিশ্বাস করতে পারলেন না, তাই সেদিনকার মতো তাঁকে ফিরিয়ে দিলেন। দ্বিতীয় দিন আবার সমাবেশকে লক্ষ্য করে একথা বললেন। উপস্থিত সবাই নিশ্চুপ রইল এবং পূর্বোক্ত ব্যক্তিই আবার দণ্ডয়মান হলো। তখন হযরত ইয়াসা' তাকে খলীফা নিযুক্ত করার কথা ঘোষণা করলেন। যুলকিফ্‌ল এই পদ লাভে সফল হয়েছে দেখে শয়তান তার সাঙ্গপাঙ্গদেরকে বলল, যাও কোনোরূপে এই ব্যক্তি দ্বারা এমন কাজ করিয়ে নাও, যদ্দরুন তার এই পদ বিলুপ্ত হয়ে যায়। সাঙ্গপাঙ্গরা অক্ষমতা প্রকাশ করে বলল, সে আমাদের বশে আসার পাত্র নয়। ইবলিস বলল, তাহলে কাজটি আমার হাতেই ছেড়ে দাও, আমি তাকে দেখে নেব। হযরত যুলকিফ্‌ল স্বীকারোক্তি অনুযায়ী সারা দিন রোজা রাখতেন এবং সারারাত জাগ্রত থাকতেন। শুধু দুপুরে কিছুক্ষণ নিদ্রা যেতেন। শয়তান ঠিক দুপুরে নিদ্রার সময় উপস্থিত হলো এবং দরজার কড়া নাড়া দিল। তিনি জাগ্রত হয়ে জিজ্ঞেস করলেন, কে? উত্তর হলো, আমি একজন বৃদ্ধ মজলুম। তিনি দরজা খুলে দিলেন। আগন্তুক ভেতরে পৌঁছে দীর্ঘ কাহিনী বলতে শুরু করল যে, আমার সাথে আমার সম্প্রদায়ের বিবাদ আছে। তারা আমার উপর এই জুলুম করেছে, সেই জুলুম করেছে। এভাবে দুপুরের নিদ্রার সময় অতিবাহিত হয়ে গেল। যুলকিফ্‌ল বললেন : আমি যখন বাইরে যাব, তখন এসো। আমি তোমার বিচার করে দেব।

যুলকিফ্‌ল বাইরে এলেন এবং আদালত কক্ষে বসে লোকটির জন্য অপেক্ষা করলেন। কিন্তু সে আগমন করল না। পরের দিন যখন তিনি মকদ্দমার ফয়সালা করার জন্য আদালতে বসলেন, তখনও এই বৃদ্ধের জন্য অপেক্ষা করলেন; কিন্তু তাকে দেখা গেল না। দুপুরে যখন নিদ্রার জন্য গৃহে গেলেন, তখন লোকটি এসে দরজা পিটাতে লাগল। তিনি জিজ্ঞেস করলেন কে? উত্তর হলো, আমি একজন বৃদ্ধ মজলুম। তিনি দরজা খুলে দিয়ে বললেন, আমি কি তোমাকে বলিনি যে, মজলিসে বসার সময় এসো। তুমি কালও আসনি, আজ সকাল থেকেও তোমার দেখা নেই। সে বলল, হুজুর! আমার শত্রুপক্ষ খুবই ধূর্ত প্রকৃতির। আপনাকে মজলিসে বসা দেখলে তারা আমার প্রাপ্য পরিশোধ করবে বলে স্বীকার করে নেয়। আপনি যখন মজলিস ত্যাগ করেন, তখন আবার অস্বীকার করে বসে। তিনি আবার বলে দিলেন যে, এখন যাও। আমি যখন মজলিসে বসি, তখন এসো। এই কথাবার্তার মধ্যে সেদিনকার দুপুরও গড়িয়ে গেল এবং নিদ্রা হলো না। তিনি বাইরে এসে মজলিসে বৃদ্ধের জন্য অপেক্ষা করতে লাগলেন। পরের দিনও দুপুর পর্যন্ত অপেক্ষা করলেন, কিন্তু তার পাত্তা পাওয়া গেল না। তৃতীয় দিন দুপুর হলে তিনি নিদ্রায় ঢুলতে লাগলেন। গৃহে এসে পরিবারের লোকদেরকে বলে দিলেন যে, কেউ যেন কড়া নাড়া না দেয়। বৃদ্ধ এদিনও আগমন করল এবং কড়া নাড়া দিতে চাইল সবাই নিষেধ করলে সে জানালা পথে ভেতরে ঢুকে পড়ল এবং দরজায় আঘাত করতে লাগল। যুলকিফ্‌ল জাগ্রত হয়ে দেখলেন যে, ঘরের দরজা যথারীতি বন্ধ আছে এবং বৃদ্ধ ঘরের ভেতরে উপস্থিত। তিনি জিজ্ঞেস করলেন, তুমি ভেতর ঢুকলে কিভাবে? তখন যুলকিফ্‌ল চিনতে পারলেন যে, সে শয়তান ছাড়া কেউ নয়। তিনি বললেন, তা হলে তুমি আল্লাহর দুশমন ইবলিস। সে স্বীকার করে বলল, আপনি আমার সব চেষ্টা ব্যর্থ করে দিয়েছেন। কিছুতেই আমার জালে আবদ্ধ হননি। এখন আমি আপনাকে কোনোরূপে রাগম্বিত করার চেষ্টা করেছিলাম, যাতে ইয়াসা' নবীর সাথে কৃত ওয়াদা ভঙ্গ হয়। এ উদ্দেশ্যেই আমি এসব কাণ্ড করেছি। এই ঘটনার কারণেই তাঁকে যুলকিফ্‌লের খেতাব দান করা হয়। যুলকিফ্‌ল শব্দের অর্থ অঙ্গীকার ও দায়িত্ব পূর্ণকারী ব্যক্তি। হযরত যুলকিফ্‌ল তাঁর অঙ্গীকার পূর্ণ করেছিলেন। –[ইবনে কাছীর]

https://e-ilm.weebly.com/

মুসনাদে আহমদে আরো একটি রেওয়ায়েত আছে; কিন্তু তাতে যুলকিফলের পরিবর্তে আলকিফল নাম বর্ণিত হয়েছে। ইবনে কাছীর এই রেওয়ায়েত বর্ণনা করার পর বলেছেন, কিফল নামক এই ব্যক্তি অন্য কেউ হবে আয়াতে বর্ণিত যুলকিফল নয়। রেওয়ায়েতটি এই :

হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে ওমর (রা.) বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর মুখে একটি হাদীস একবার দুইবার নয়, সাতবারেরও বেশি শুনেছি। তিনি বলেন, বনী ইসরাঈলের এক ব্যক্তির নাম ছিল কিফল। সে কোনো গোনাহ্ থেকে বেঁচে থাকত না। একবার জনৈকা মহিলা তার কাছে আগমন করলে সে ষাট দীনারের বিনিময়ে তাঁকে ব্যভিচারে সম্মত করে নিল। সে যখন কু-কর্ম করতে উদ্যত হলো, তখন মহিলাটি কাঁপতে লাগল ও কান্না জুড়ে দিল। সে বলল, কাঁদছ কেন? আমি কি তোমার উপর কোনো জোর জবরদস্তি করছি? মহিলা বলল, না, জবরদস্তি কর নি; কিন্তু আমি এই পাপকর্ম বিগত জীবনে কোনোদিন করিনি। এখন অভাব-অনটন আমাকে তা করতে বাধ্য করেছে। তাই সম্মত হয়েছিলাম। একথা শুনে কিফল তদবস্থায়ই মহিলার কাছ থেকে সরে দাঁড়াল এবং বলল, যাও, এই দীনারও তোমারই। এখন থেকে কিফল আর কোনোদিন পাপ কাজ করবে না। ঘটনাক্রমে সেদিন রাত্রেই কিফল মারা গেল। সকালে তার দরজায় অদৃশ্য থেকে কে যেন এই বাক্য লিখে দিল : غَفَرَ اللّٰهُ لِلْكِفْلِ অর্থাৎ আল্লাহ কিফলকে ক্ষমা করেছেন।

ইবনে কাছীর এই রেওয়ায়েত উদ্ধৃত করে লিখেন যে এই রেওয়ায়েতটি সিহাহ সিত্তায় নেই। এই সনদ অপরিচিত। যদি একে প্রামাণ্যও ধরে নেওয়া হয়, তবে এতে কিফলের কথা বলা হয়েছে যুলকিফলের নয়। মনে হয় সে অন্য কোনো ব্যক্তি وَاللّٰهُ اَعْلَمُ

আলোচনার সারমর্ম এই যে, যুলকিফল হযরত ইয়াসা' নবীর খলীফা সৎকর্মপরায়ণ ওলী ছিলেন। সম্ভবত বিশেষ ও পছন্দনীয় আমলের কারণে আয়াতে পয়গম্বরগণের কাতারে তাঁর নাম উল্লেখ করা হয়েছে। এটাও অবাস্তব নয় যে, প্রথমে তিনি ইয়াসা' নবীর খলীফাই ছিলেন, পরে আল্লাহ তা'আলা তাঁকে নবুয়তের পদও দান করেছিলেন।

وَذَا النُّوْنِ : হযরত ইউনুস ইবনে মাত্তা (আ.)-এর কাহিনী কুরআন পাকের সূরা ইউনুস, সূরা আম্বিয়া, সূরা সাফফাত ও সূরা নূনে বিবৃত হয়েছে। কোথাও তাঁর আসল নাম উল্লেখ করা হয়েছে, কোথাও 'যুননূন' এবং কোথাও 'সাহেবুল-হুত' উল্লেখ করা হয়েছে। নূন ও হুত উভয় শব্দের অর্থ মাছ। কাজেই যুন-নূন ও সাহেবুল-হুতের অর্থ মাছওয়ালা। হযরত ইউনুস (আ.)-কে কিছুদিন মাছের পেটে অবস্থান করতে হয়েছিল! এই আশ্চর্য ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতেই তাঁকে যুন-নূনও বলা হয় এবং সাহেবুল-হুত শব্দের মাধ্যমেও ব্যক্ত করা হয়।

হযরত ইউনুস (আ.)-এর কাহিনী : তাফসীরে ইবনে কাছীরে আছে, হযরত ইউনুস (আ.)-কে মুসেলের একটি জনপদ নায়নুয়ার অধিবাসীদের হেদায়েতের জন্য প্রেরণ করা হয়েছিল। তিনি তাদেরকে ঈমান ও সৎকর্মের দাওয়াত দেন। তারা অবাধ্যতা প্রদর্শন করে। হযরত ইউনুস (আ.) তাদের প্রতি অসন্তুষ্ট হয়ে জনপদ ত্যাগ করেন। এতে তারা ভাবতে থাকে যে, এখন আজাব এসেই যাবে। (কোনো কোনো রেওয়ায়েত থেকে জানা যায় যে, আজাবের কিছু কিছু চিহ্নও ফুটে উঠেছিল) অনতিবিলম্বে তারা শিরক ও কুফর থেকে তওবা করে নেয় এবং জনপদের সব আবাল-বৃদ্ধ-বনিতা জঙ্গলের দিকে চলে যায়। তারা চতুষ্পদ জন্তু ও বাচ্চাদেরকেও সাথে নিয়ে যায় এবং বাচ্চাদেরকে তাদের কাছ থেকে আলাদা করে দেয়। এরপর সবাই কান্নাকাটি শুরু করে দেয় এবং কাকুতি-মিনতি সহকারে আল্লাহর আশ্রয় প্রার্থনা করতে থাকে। জন্তুদের বাচ্চাদেরকে মায়েদের কাছ থেকে আলাদা করে দেওয়ার কারণে পৃথক শোরগোল করতে থাকে। আল্লাহ তা'আলা তাদের খাঁটি তওবা ও কাকুতি-মিনতি কবুল করে নেন এবং তাদের উপর থেকে আজাব হটিয়ে দেন। এদিকে হযরত ইউনুস (আ.) ভাবছিলেন যে, আজাব আসার ফলে তার সম্প্রদায় বোধ হয় ধ্বংস হয়ে গেছে। কিন্তু পরে যখন জানতে পারলেন যে, আদৌ আজাব আসেনি এবং তাঁর সম্প্রদায় সুস্থ ও নিরাপদে দিন গুজরান করছে, তখন তিনি চিন্তান্বিত হলেন যে, এখন আমাকে মিথ্যাবাদী মনে করা হবে। কোনো কেনো রেওয়ায়েতে আছে যে, তাঁর সম্প্রদায়ের মধ্যে কেউ মিথ্যাবাদী প্রমাণিত হয়ে গেলে তাকে হত্যা করার প্রথা প্রচলিত ছিল। (মাযহারী) এর ফলে হযরত ইউনুস (আ.)-এর প্রাণনাশেরও আশঙ্কা দেখা দিল। সম্প্রদায়ের মধ্যে ফিরে আসার পরিবর্তে তিনি ভিনদেশে হিজরত করার ইচ্ছায় সফর শুরু করলেন। পথিমধ্যে একটি নদী পড়ল। তিনি একটি নৌকায় আরোহণ করলেন। ঘটনাক্রমে নৌকা আটকে গিয়ে ডুবে যাওয়ার উপক্রম হলো। মাঝিরা বলল যে, আরোহীদের মধ্যে একজনকে নদীতে ফেলে দিতে হবে। তাহলে অন্যরা ডুবে মরার কবল থেকে রক্ষা পাবে। এখন কাকে ফেলা হবে, এ নিয়ে আরোহীদের নামে লটারি করা হলে ঘটনাচক্রে এখানে হযরত ইউনুস (আ.)-এর নাম বের হলো। (আরোহীরা বোধ হয় তাঁর মাহাত্ম্য সম্পর্কে অবগত ছিল, তাই) তারা তাঁকে নদীতে ফেলে দিতে অস্বীকৃত হলো। পুনরায় লটারি করা হলো। এবারও হযরত ইউনুস (আ.)-এর নামই বের হলো।

https://e-ilm.weebly.com/

https://e-ilm.weebly.com/

হযরত ইউনুস (আ.)-এর দোয়া প্রত্যেকের জন্য, প্রতি যুগের ও প্রতি মকসুদের জন্য মকবুল : وَكَذٰلِكَ نُنْجِى الْمُؤْمِنِيْنَ –অর্থাৎ আমি যেভাবে হযরত ইউনুস (আ.)-কে দুশ্চিন্তা ও সংকট থেকে উদ্ধার করেছি, তেমনিভাবে সব মু'মিনকেও করে থাকি; যদি তারা সততা ও আন্তরিকতার সাথে আমার দিকে মনোনিবেশ করে এবং আমার কাছে আশ্রয় প্রার্থনা করে। রাসূল ﷺ বলেন, لَآ اِلٰهَ اِلَّآ اَنْتَ سُبْحٰنَكَ اِنِّىْ كُنْتُ مِنَ الظّٰلِمِيْنَ মাছের পেটে পাঠকৃত হযরত ইউনুস (আ.)-এর এই দোয়াটি যদি কোনো মুসলমান কোনো উদ্দেশ্য হাসিলের জন্যে পাঠ করে, তবে আল্লাহ্ তা'আলা তা কবুল করবেন। –[মাযহারী]

وَزَكَرِيَّآ اِذْ نَادٰى رَبَّهٗ رَبِّ لَا تَذَرْنِىْ فَرْدًا الخ : হযরত যাকারিয়া (আ.)-এর একজন উত্তরাধিকারী পুত্র লাভের একান্ত বাসনা ছিল। তিনি তারই দোয়া করেছেন, কিন্তু সাথে সাথে وانت خير الورثين ও বলেছিলেন। অর্থাৎ পুত্র পাই বা না পাই; সর্বাবস্থায় আপনিই উত্তম ওয়ারিশ। এটা পয়গম্বরসুলভ শিষ্টা প্রদর্শন বৈ নয়। কারণ পয়গম্বরগণের আসল মনোযোগ আল্লাহ তা'আলার দিকেই থাকা উচিত। অন্যের প্রতি মনোযোগ হলেও আসল বিষয় থেকে কেন্দ্রচ্যুত হয়ে নয়।

وَيَدْعُوْنَنَا رَغَبًا وَّرَهَبًا : তারা আগ্রহ ও ভয় অর্থাৎ সুখ ও দুঃখ সর্বাবস্থায়ই আল্লাহ তা'আলাকে ডাকে। এর এরূপ অর্থও হতে পারে যে, তারা ইবাদত ও দোয়ার সময় আশা ও ভীতি উভয়ের মাঝখানে থাকে। আল্লাহ তা'আলার কাছে কবুল ও ছওয়াবের আশাও রাখে এবং স্বীয় গোনাহ্ ও ত্রুটির জন্য ভয়ও করে। –[কুরতুবী]

শব্দ বিশ্লেষণ :

يَغُوْصُوْنَ : সীগাহ جمع مذكر غائب বহছ مضارع معروف বাব نَصَرَ মাসদার غَوْصٌ মূলবর্ণ (غ - و - ص) জিনস اجوف واوى অর্থ– যারা ডুব দিত।

مَسَّنِىَ : সীগাহ واحد مذكرغائب বহছ ماضى معروف বাব سَمِعَ মাসদার مَسِيْسٌ ও مَس মূলবর্ণ (م - س - س) জিনস مضاعف ثلاثى অর্থ– আমি নিপতিত হয়েছি।

مُغَاضِبًا : সীগাহ واحد مذكر বহছ اسم فاعل বাব مُفَاعَلَة মাসদার اَلْمُغَاضَبَةُ মূলবর্ণ (غ - ض - ب) জিনস صحيح অর্থ– ক্রুদ্ধ হয়ে, ক্রুদ্ধাবস্থায়।

فَنَادٰى : সীগাহ واحد مذكر غائب বহছ ماضى معروف বাব مُفَاعَلَة মাসদার مُنَادَاةٌ মূলবর্ণ (ن - د - ى) জিনস ناقص يائى অর্থ– অবশেষে তিনি ডাকলেন।

نُنْجِىْ : সীগাহ جمع متكلم বহছ مضارع معروف বাব اِفْعَال মাসদার اِنْجَاءٌ মূলবর্ণ (ن - ج - و) জিনস ناقص واوى অর্থ– আমি নাজাত দিয়ে থাকি।

لَا تَذَرْنِىْ : সীগাহ واحد مذكر حاضر বহছ نهى حاضر معروف বাব سَمِعَ মাসদার وذر মূলবর্ণ (و - ذ - ر) জিনস مثال واوى অর্থ– আমাকে একা রাখবেন না, আমাকে ছেড়ে দেবেন না।

اَلْوَارِثِيْنَ : সীগাহ جمع مذكر বহছ اسم فاعل বাব حَسِبَ মাসদার وَرَاثٌ মূলবর্ণ (و - ر - ث) জিনস مثال واوى অর্থ– উত্তরাধিকারীগণ।

كَانُوْا يُسَارِعُوْنَ : সীগাহ جمع مذكر غائب বহছ ماضى استمرارى বাব مُفَاعَلَة মাসদার مُسَارَعَةٌ মূলবর্ণ (س - ر - ع) জিনস صحيح অর্থ– তারা প্রতিযোগিতা করতেন।

يَدْعُوْنَنَا : সীগাহ جمع مذكر غائب বহছ مضارع معروف বাব نَصَرَ মাসদার دُعَاءٌ মূলবর্ণ (د - ع - و) জিনস ناقص واوى অর্থ– এরা সকলে আমাকে ডাকতেন।

বাক্য বিশ্লেষণ :

فَاسْتَجَبْنَا لَهٗ وَوَهَبْنَا لَهٗ يَحْيٰى وَاَصْلَحْنَا لَهٗ زَوْجَهٗ : এখানে فَاسْتَجَبْنَا-এর فاء টি আতেফা اِسْتَجَبْنَا ফে'ল ও ফায়েল, আর হলো لَهٗ اِسْتَجَبْنَا-এর متعلق আর এর মাফউল উহ্য ندائه শব্দটি আর وَاَصْلَحْنَا ফে'ল ও ফায়েল, আর হলো لَهٗ اَصْلَحْنَا-এর সাথে متعلق আর زَوْجَهٗ হলো مفعول به আর اِصْلَاح দ্বারা উদ্দেশ্য হলো বন্ধ্যাত্বের পরেও তাকে সন্তান জন্ম দেওয়ার যোগ্য করে তোলা। –[ই'রাবুল কুরআন ৫ম খণ্ড, পৃ. ৭১]

https://e-ilm.weebly.com/

https://e-ilm.weebly.com/

৯১. আর সেই বিবি (মারইয়ামের কাহিনী)-এর আলোচনা করুন, যিনি নিজের সতীত্বের মর্যাদা রক্ষা করেছিলেন, অতঃপর আমি তাঁর মধ্যে আমার রূহ ফুঁকেছিলাম, আর আমি তাঁকে এবং তাঁর পুত্রকে জগদ্বাসীদের জন্য (আমার কুদরতের) নিদর্শন করেছিলাম।	وَالَّتِيْٓ اَحْصَنَتْ فَرْجَهَا فَنَفَخْنَا فِيْهَا مِنْ رُّوْحِنَا وَجَعَلْنٰهَا وَابْنَهَآ اٰيَةً لِّلْعٰلَمِيْنَ ۝٩١
৯২. (হে লোক সকল!) এটাই তোমাদের জাতি– যা একই জাতি, আর আমিই হচ্ছি তোমাদের প্রতিপালক, সুতরাং আমারই ইবাদত কর।	اِنَّ هٰذِهٖٓ اُمَّتُكُمْ اُمَّةً وَّاحِدَةً ۖ وَّاَنَا رَبُّكُمْ فَاعْبُدُوْنِ ۝٩٢
৯৩. আর তারা নিজেদের ধর্মে বিভেদ সৃষ্টি করে নিল, সকলেই আমার সমীপে ফিরে আসবে।	وَتَقَطَّعُوْٓا اَمْرَهُمْ بَيْنَهُمْ ۭ كُلٌّ اِلَيْنَا رٰجِعُوْنَ ۝٩٣ ع ٦
৯৪. অনন্তর যে ব্যক্তি নেক কাজ করতে থাকবে এবং সে ঈমানদারও হবে, তবে তার পরিশ্রম ব্যর্থ হবে না, আর আমি তা লিখে নিয়েছি।	فَمَنْ يَّعْمَلْ مِنَ الصّٰلِحٰتِ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَا كُفْرَانَ لِسَعْيِهٖ ۚ وَاِنَّا لَهٗ كٰتِبُوْنَ ۝٩٤
৯৫. আর আমি যে সকল জনপদ ধ্বংস করেছি, তাদের পক্ষে এটা সম্ভব নয় যে, তারা আবার ফিরে আসবে।	وَحَرٰمٌ عَلٰى قَرْيَةٍ اَهْلَكْنٰهَآ اَنَّهُمْ لَا يَرْجِعُوْنَ ۝٩٥
৯৬. অবশেষে যখন ইয়াজুজ ও মাজুজদেরকে মুক্ত করে দেওয়া হবে আর তারা প্রত্যেক উচ্চস্থান হতে বের হতে থাকবে।	حَتّٰٓى اِذَا فُتِحَتْ يَاْجُوْجُ وَمَاْجُوْجُ وَهُمْ مِّنْ كُلِّ حَدَبٍ يَّنْسِلُوْنَ ۝٩٦

শাব্দিক অনুবাদ :

৯১. وَالَّتِيْٓ اَحْصَنَتْ فَرْجَهَا আর সেই বিবি (মারইয়ামের কাহিনী) এর আলোচনা করুন, যিনি নিজের সতীত্বের মর্যাদা রক্ষা করেছিলেন فَنَفَخْنَا فِيْهَا مِنْ رُّوْحِنَا অতঃপর আমি তাঁর মধ্যে আমার রূহ ফুঁকেছিলাম وَجَعَلْنٰهَا وَابْنَهَآ اٰيَةً আর আমি তাকে এবং তাঁর পুত্রকে নিদর্শন করেছিলাম لِّلْعٰلَمِيْنَ জগদ্বাসীর জন্য।

৯২. اِنَّ هٰذِهٖٓ اُمَّتُكُمْ এটাই তোমাদের জাতি اُمَّةً وَّاحِدَةً যা একই জাতি وَّاَنَا رَبُّكُمْ আর আমিই হচ্ছি তোমাদের প্রতিপালক فَاعْبُدُوْنِ সুতরাং আমারই ইবাদত কর।

৯৩. وَتَقَطَّعُوْٓا اَمْرَهُمْ بَيْنَهُمْ আর তারা নিজেদের ধর্মে বিভেদ সৃষ্টি করে নিল كُلٌّ اِلَيْنَا সকলেই আমার সমীপে رٰجِعُوْنَ ফিরে আসবে।

৯৪. فَمَنْ يَّعْمَلْ مِنَ الصّٰلِحٰتِ অনন্তর যে ব্যক্তি নেক কাজ করতে থাকবে وَهُوَ مُؤْمِنٌ এবং সে ঈমানদারও হবে فَلَا كُفْرَانَ لِسَعْيِهٖ তবে তার পরিশ্রম ব্যর্থ হবে না وَاِنَّا لَهٗ كٰتِبُوْنَ আর আমি তা লিখে নিচ্ছি।

৯৫. وَحَرٰمٌ আর সম্ভব নয় عَلٰى قَرْيَةٍ اَهْلَكْنٰهَآ আমি যে সকল জনপদ ধ্বংস করে দিয়েছি তাদের পক্ষে اَنَّهُمْ لَا يَرْجِعُوْنَ তারা আবার ফিরে আসবে।

৯৬. حَتّٰٓى اِذَا فُتِحَتْ অবশেষে যখন মুক্ত করে দেওয়া হবে يَاْجُوْجُ وَمَاْجُوْجُ ইয়াজুজ ও মাজুজদেরকে وَهُمْ مِّنْ كُلِّ حَدَبٍ يَّنْسِلُوْنَ আর তারা প্রত্যেক উচ্চস্থানে হতে বের হতে থাকবে।

وَاقْتَرَبَ الْوَعْدُ الْحَقُّ فَإِذَا هِيَ شَاخِصَةٌ أَبْصَارُ الَّذِينَ كَفَرُوا ۚ يَا وَيْلَنَا قَدْ كُنَّا فِي غَفْلَةٍ مِنْ هَٰذَا بَلْ كُنَّا ظَالِمِينَ ﴿٩٧﴾	৯৭. আর সত্য ওয়াদা নিকটে এসে পৌছবে, তখন হঠাৎ এরূপ অবস্থা হবে যে, অবিশ্বাসীদের চক্ষুগুলো বিস্ফারিত হয়ে থাকবে; (এবং বলবে), হায় আমাদের দুর্ভাগ্য! আমরা এ সম্বন্ধে উদাসীন ছিলাম, বরং আমরাই সীমালঙ্ঘনকারী ছিলাম।
إِنَّكُمْ وَمَا تَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ حَصَبُ جَهَنَّمَ ۚ أَنْتُمْ لَهَا وَارِدُونَ ﴿٩٨﴾	৯৮. নিঃসন্দেহে তোমরা এবং আল্লাহ ব্যতীত তোমরা যাদের উপাসনা করছ তারা সকলে দোজখের ইন্ধন হবে; তোমরা সকলে তাতে প্রবেশ করবে।
لَوْ كَانَ هَٰؤُلَاءِ آلِهَةً مَا وَرَدُوهَا ۚ وَكُلٌّ فِيهَا خَالِدُونَ ﴿٩٩﴾	৯৯. যদি এরা প্রকৃতই মা'বূদ হতো, তবে তারা তাতে (দোজখে) প্রবেশ করত না? এবং তারা সকলে তাতে অনন্তকাল থাকবে।
لَهُمْ فِيهَا زَفِيرٌ وَهُمْ فِيهَا لَا يَسْمَعُونَ ﴿١٠٠﴾	১০০. সেখানে তাদের আর্তনাদ হবে এবং তথায় তারা কোনো কথা শুনতেও পাবে না।
إِنَّ الَّذِينَ سَبَقَتْ لَهُمْ مِنَّا الْحُسْنَىٰ ۙ أُولَٰئِكَ عَنْهَا مُبْعَدُونَ ﴿١٠١﴾	১০১. যাদের জন্য আমার পক্ষ হতে মঙ্গল নির্ধারিত হয়ে আছে, তাদেরকে তা (দোজখ) হতে দূরে রাখা হবে।
لَا يَسْمَعُونَ حَسِيسَهَا ۖ وَهُمْ فِي مَا اشْتَهَتْ أَنْفُسُهُمْ خَالِدُونَ ﴿١٠٢﴾	১০২. তারা এর ক্ষীণতম শব্দও শুনতে পাবে না, এবং তারা নিজেদের বাঞ্ছিত বস্তুসমূহের মধ্যে অনন্তকাল থাকবে।

শাব্দিক অনুবাদ :

৯৭. وَاقْتَرَبَ আর নিকটে এসে পৌছবে الْوَعْدُ الْحَقُّ সত্য ওয়াদা فَإِذَا هِيَ شَاخِصَةٌ তখন হঠাৎ এরূপ অবস্থা হবে যে,
বিস্ফারিত হয়ে থাকবে أَبْصَارُ الَّذِينَ كَفَرُوا অবিশ্বাসীদের চক্ষুগুলো يَا وَيْلَنَا (এবং বলবে) হায় আমাদের দুর্ভাগ্য قَدْ
كُنَّا فِي غَفْلَةٍ مِنْ هَٰذَا আমরা এ সম্বন্ধে উদাসীন ছিলাম بَلْ كُنَّا ظَالِمِينَ বরং আমরাই সীমালঙ্ঘনকারী ছিলাম।

৯৮. إِنَّكُمْ নিঃসন্দেহে তোমরা وَمَا تَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ এবং আল্লাহ ব্যতীত তোমরা যাদের উপাসনা করছ তারা সকলে
حَصَبُ جَهَنَّمَ দোজখের ইন্ধন হবে أَنْتُمْ لَهَا وَارِدُونَ তোমরা সকলে তাতে প্রবেশ করবে।

৯৯. لَوْ كَانَ هَٰؤُلَاءِ آلِهَةً যদি এরা প্রকৃতই মা'বূদ হতো مَا وَرَدُوهَا তবে তারা তাতে প্রবেশ করত না وَكُلٌّ فِيهَا خَالِدُونَ তারা
সকলে তাতে অনন্তকাল থাকবে।

১০০. لَهُمْ فِيهَا زَفِيرٌ সেখানে তাদের আর্তনাদ হবে وَهُمْ فِيهَا لَا يَسْمَعُونَ এবং তথায় তারা কোনো কথা শুনতেও পাবে না।

১০১. إِنَّ الَّذِينَ سَبَقَتْ لَهُمْ যাদের জন্য নির্ধারিত হয়ে আছে مِنَّا الْحُسْنَىٰ আমার পক্ষ থেকে মঙ্গল أُولَٰئِكَ عَنْهَا مُبْعَدُونَ
তাদেরকে তা (দোজখ) হতে দূরে রাখা হবে।

১০২. لَا يَسْمَعُونَ حَسِيسَهَا তারা এর ক্ষীণতম শব্দও শুনতে পাবে না وَهُمْ এবং তারা فِي مَا اشْتَهَتْ أَنْفُسُهُمْ নিজেদের
বাঞ্ছিত বস্তুসমূহের মধ্যে خَالِدُونَ অনন্তকাল থাকবে।

https://e-ilm.weebly.com/

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

إِنَّ الَّذِينَ سَبَقَتْ لَهُم مِّنَّا الْحُسْنَىٰ أُولَٰئِكَ عَنْهَا مُبْعَدُونَ (١٠١)

শানে নুযূল : ইবনে মারদুভিয়া হযরত ইবনে আব্বাস (রা.)-এর উদ্ধৃতি দিয়ে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেন إِنَّكُمْ وَمَا تَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ حَصَبُ جَهَنَّمَ أَنتُمْ لَهَا وَارِدُونَ নিঃসন্দেহে তোমরা এবং আল্লাহর পরিবর্তে তোমরা যাদের ইবাদত কর সেগুলো তো জাহান্নামের ইন্ধন; তোমরা সকলেই তাতে প্রবেশ করবে।

আয়াত যখন নাজিল হলো, তখন মুশরিকরা বলতে লাগল যে, আল্লাহকে ছাড়া ফেরেশতা, ঈসা ও ওযায়ের (আ.) প্রমুখ পবিত্র সত্তার ও তো উপাসনা করা হচ্ছে? সে পরিপ্রেক্ষিতে আলোচ্য আয়াত নাজিল করা হয়। –[ফাতহুল কাদীর ৪৩১/৩, তাবারী ৯১/৯, কুরতুবী ৩০০/১১, বাহরে মুহীত্ব ৩১৬/৬ রূহুল মা'আনী ৯৫/৯/১৭, ইবনে কাছীর ২০৪/৩]

وَحَرَامٌ عَلَىٰ قَرْيَةٍ أَهْلَكْنَاهَا أَنَّهُمْ لَا يَرْجِعُونَ : এখানে 'হারাম' শব্দটি 'শরিয়তগত অসম্ভব' অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। তাফসীরবিদদের মতে لا অতিরিক্ত। আয়াতের অর্থ এই যে, যে জনপদ ও তার অধিবাসীদেরকে আমি ধ্বংস করে দিয়েছি, তাদের জন্য পুনরায় দুনিয়াতে ফিরে আসা অসম্ভব। কোনো কোনো তাফসীরবিদ حرام শব্দটিকে এখানে ওয়াজিব ও জরুরি অর্থে ধরে لا কে তার প্রচলিত না-বোধক অর্থে রেখেছেন। তাদের মতে আয়াতের মর্ম এই যে, যে জনপদেকে আমি আজাব দ্বারা ধ্বংস করেছি, তাদের জন্য দুনিয়াতে ফিরে না আসা ওয়াজিব ও জরুরি। –(কুরতুবী) আয়াতের উদ্দেশ্য এই যে, মৃত্যুর পর তওবার দ্বার রুদ্ধ হয়ে যায়। যদি কেউ দুনিয়াতে এসে সৎকর্ম করতে চায়, তবে সেই সুযোগ সে পাবে না। এরপর তো শুধু কিয়ামত দিবসের জীবনই হবে।

حَتَّىٰ إِذَا فُتِحَتْ يَأْجُوجُ وَمَأْجُوجُ وَهُم مِّن كُلِّ حَدَبٍ يَنسِلُونَ : এখানে حتى শব্দটি পূর্ববর্তী বিষয়বস্তুর সাথে সংযুক্তির দিকে ইশারা করে। পূর্ববর্তী আয়াতে বলা হয়েছিল যে, যারা কাফের অবস্থায় মারা গেছে, তাদের পুনরায় দুনিয়াতে জীবিত হয়ে ফিরে আসা অসম্ভব। এই অসম্ভাব্যতার চূড়ান্ত সীমা এই বর্ণনা করা হয়েছে যে,পুনরায় জীবিত হয়ে ফিরে আসা তখন পর্যন্ত অসম্ভব, যে পর্যন্ত ইয়াজুজ মাজুজের ঘটনা সংঘটিত না হয়। এই ঘটনা কিয়ামত নিকটবর্তী হওয়ার আলামত। সহীহ্ মুসলিমে হযরত হুযায়ফা (রা.) থেকে বর্ণিত আছে যে, আমরা কয়েকজন সাহাবী একদিন পরস্পর কিছু আলোচনা করছিলাম। ইতঃমধ্যে রাসূলুল্লাহ ﷺ আগমন করলেন এবং জিজ্ঞেস করলেন, তোমরা কি বিষয়ে আলোচনা করছ? আমরা বললাম, আমরা কিয়ামত সম্পর্কে আলোচনা করছি। তিনি বললেন ; যে পর্যন্ত দশটি আলামত প্রকাশ না পায়, সে পর্যন্ত কিয়ামত কায়েম হবে না। তিনি দশটি আলামতের মধ্যে ইয়াজুজ-মাজুজের আত্মপ্রকাশও উল্লেখ করলেন। আয়াতে ইয়াজুজ-মাজুজের জন্য فُتِحَتْ শব্দ ব্যবহার করা হয়েছে। এর বাহ্যিক অর্থ এই যে, সেই নির্ধারিত সময়ের পূর্বে তারা কোনো বাধার সম্মুখীন হয়ে থাকবে। কিয়ামতের নিকটবর্তী সময়ে যখন আল্লাহ তা'আলা চাইবেন যে, তারা বের হোক, তখন এই বাধা সরিয়ে দেওয়া হবে। কুরআন পাক থেকে বাহ্যত বোঝা যায় যে, এই বাধা হচ্ছে যুলকারনাইনের প্রাচীর, যা কিয়ামত নিকটবর্তী হলে খতম হয়ে যাবে। প্রাচীরটি এর পূর্বেও ভেঙ্গে যেতে পারে, কিন্তু রাস্তা তখনই সম্পূর্ণ সুগম হবে। সূরা কাহ্ফে ইয়াজূজ-মাজূজ, যুলকারনাইনের প্রাচীরের অবস্থানস্থল ও অন্যান্য সংশ্লিষ্ট বিষয়াদি সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা হয়ে গেছে।

حَدَبٍ শব্দের অর্থ প্রত্যেক উচ্চ ভূমি-বড় পাহাড় হোক কিংবা ছোট ছোট টিলা। সূরা কাহ্ফে ইয়াজুজ-মাজুজের অবস্থানস্থল সম্পর্কিত আলোচনা থেকে জানা যায় যে, তাদের জায়গা পৃথিবীর উত্তরদিকস্থ পর্বতমালার পশ্চাতে। তাই আবির্ভাবের সময় তাদেরকে উত্তরদিকস্থ পর্বত ও টিলাসমূহ থেকে উতলিয়ে পড়তে দেখা যাবে।

إِنَّكُمْ وَمَا تَعْبُدُونَ مِنْ اللَّهِ حَصَبُ جَهَنَّمَ : অর্থাৎ তোমরা এবং আল্লাহ ব্যতীত তোমরা যাদের ইবাদত কর, সবাই জাহান্নামের ইন্ধন হবে। দুনিয়াতে কাফেরদের বিভিন্ন দল যেসব মিথ্যা উপাস্যের উপাসনা করেছে, এ আয়াতে তাদের সবার জাহান্নামে প্রবেশ করার কথা বর্ণনা করা হয়েছে। এখানে প্রশ্ন হতে পারে যে, অবৈধ ইবাদত তো হযরত ঈসা (আ.) হযরত ওযায়ের (আ.) ও ফেরেশতাদেরও করা হয়েছে। অতএব তাঁরাও কি জাহান্নামে যাবেন? তাফসীরে কুরতুবীর এক

https://e-ilm.weebly.com/

https://e-ilm.weebly.com/

১০৩. (হাশরের মাঠের) মহা বিভীষিকা তাদেরকে বিচলিত করবে না এবং ফেরেশতাগণ তাদেরকে অভ্যর্থনা করবেন, (বলবেন), এটাই তোমাদের সেই দিন– যার প্রতিশ্রুতি তোমাদেরকে দেওয়া হয়েছিল।	لَا يَحْزُنُهُمُ الْفَزَعُ الْاَكْبَرُ وَتَتَلَقّٰهُمُ الْمَلٰٓئِكَةُ ط هٰذَا يَوْمُكُمُ الَّذِيْ كُنْتُمْ تُوْعَدُوْنَ ﴿١٠٣﴾
১০৪. সেই দিনটিও স্মরণযোগ্য, যেদিন আমি আসমানসমূহকে এমনভাবে গুটিয়ে ফেলব, যেভাবে লিখিত কাগজসমূহ গুটিয়ে নেওয়া হয়; আমি প্রথমবার সৃষ্টি করার সময় যেভাবে আরম্ভ করেছিলাম, সেভাবেই তাকে দ্বিতীয়বার সৃষ্টি করব; প্রতিশ্রুতি পালন করা আমার কর্তব্য, আমি অবশ্য (পূর্ণ) করব।	يَوْمَ نَطْوِي السَّمَآءَ كَطَيِّ السِّجِلِّ لِلْكُتُبِ ط كَمَا بَدَاْنَآ اَوَّلَ خَلْقٍ نُّعِيْدُهٗ ط وَعْدًا عَلَيْنَا ط اِنَّا كُنَّا فٰعِلِيْنَ ﴿١٠٤﴾
১০৫. আর আমি (আসমানি) কিতাবসমূহে লিপিবদ্ধ করে রেখেছি, লাওহে মাহফূযে (লিখা)-এর পরে- এ জমিনের (বেহেশতের) মালিক আমার নেক বান্দাগণ হবে।	وَلَقَدْ كَتَبْنَا فِي الزَّبُوْرِ مِنْۢ بَعْدِ الذِّكْرِ اَنَّ الْاَرْضَ يَرِثُهَا عِبَادِيَ الصّٰلِحُوْنَ ﴿١٠٥﴾
১০৬. নিঃসন্দেহে এটা (কুরআন)-এর মধ্যে ইবাদতকারী লোকদের জন্য যথেষ্ট বিষয়বস্তু রয়েছে।	اِنَّ فِيْ هٰذَا لَبَلٰغًا لِّقَوْمٍ عٰبِدِيْنَ ط ﴿١٠٦﴾
১০৭. আমি তো আপনাকে বিশ্বজগতের প্রতি কেবল রহমত রূপেই প্রেরণ করেছি।	وَمَآ اَرْسَلْنٰكَ اِلَّا رَحْمَةً لِّلْعٰلَمِيْنَ ﴿١٠٧﴾
১০৮. আপনি বলে দিন, আমার নিকট তো শুধু এই ওহী আসে যে, তোমাদের মা'বূদ একই মা'বূদ সুতরাং এখনো কি তোমরা তা মানবে?	قُلْ اِنَّمَا يُوْحٰٓى اِلَيَّ اَنَّمَآ اِلٰهُكُمْ اِلٰهٌ وَّاحِدٌ ج فَهَلْ اَنْتُمْ مُّسْلِمُوْنَ ﴿١٠٨﴾

শাব্দিক অনুবাদ :

১০৩. لَا يَحْزُنُهُمْ তাদেরকে বিচলিত করবে না الْفَزَعُ الْاَكْبَرُ মহা বিভিষিকা وَتَتَلَقّٰهُمُ الْمَلٰٓئِكَةُ এবং ফেরেশতাগণ তাদেরকে অভ্যর্থনা করবেন هٰذَا يَوْمُكُمُ (বলবেন) এটাই তোমাদের সেই দিন الَّذِيْ كُنْتُمْ تُوْعَدُوْنَ যার ওয়াদা তোমাদেরকে দেওয়া হয়েছিল।

১০৪. يَوْمَ نَطْوِي السَّمَآءَ সেই দিনটিও স্মরণযোগ্য যেদিন আমি আসমানসমূহকে এমনভাবে গুটিয়ে ফেলব كَطَيِّ السِّجِلِّ لِلْكُتُبِ যেভাবে লিখিত কাগজ গুটিয়ে ফেলা হয় كَمَا بَدَاْنَآ اَوَّلَ خَلْقٍ আমি প্রথমবার সৃষ্টি করার সময় যেভাবে আরম্ভ করেছিলাম نُّعِيْدُهٗ সেভাবেই তাকে দ্বিতীয়বার সৃষ্টি করব وَعْدًا عَلَيْنَا এটা আমার অবশ্য পালনীয় ওয়াদা اِنَّا كُنَّا فٰعِلِيْنَ আমি অবশ্য (পূর্ণ) করব।

১০৫. وَلَقَدْ كَتَبْنَا فِي الزَّبُوْرِ আর আমি (আসমানি) কিতাবসমূহে লিপিবদ্ধ করে রেখেছি مِنْۢ بَعْدِ الذِّكْرِ লওহে মাহফূজে লেখার পরে اَنَّ الْاَرْضَ يَرِثُهَا এই জমিনের (বেহেশতের) মালিক হবে عِبَادِيَ الصّٰلِحُوْنَ আমার নেক বান্দাগণ।

১০৬. اِنَّ فِيْ هٰذَا নিঃসন্দেহে এটার মধ্যে রয়েছে لَبَلٰغًا যথেষ্ট বিষয়বস্তু لِّقَوْمٍ عٰبِدِيْنَ ইবাদতকারী লোকদের জন্য।

১০৭. وَمَآ اَرْسَلْنٰكَ আর আমি তো আপনাকে প্রেরণ করেছি اِلَّا رَحْمَةً لِّلْعٰلَمِيْنَ বিশ্ব জগতের প্রতি কেবল রহমত রূপেই।

১০৮. قُلْ আপনি বলে দিন اِنَّمَا يُوْحٰٓى اِلَيَّ আমার নিকট তো শুধু এই ওহী আসে যে اِنَّمَآ اِلٰهُكُمْ اِلٰهٌ وَّاحِدٌ তোমাদের মা'বূদ একই মা'বূদ فَهَلْ اَنْتُمْ مُّسْلِمُوْنَ সুতরাং এখনো কি তোমরা তা মানবে?

https://e-ilm.weebly.com/

https://e-ilm.weebly.com/

১০৯. অতঃপর যদি তারা মুখ ফিরিয়ে নেয়, তবে আপনি বলে দিন, আমি তো তোমাদেরকে পরিষ্কারভাবে জানিয়ে দিয়েছি (কাজেই তোমাদের ওজর করার কোনো সুযোগ নেই); আর আমি এটা জানি না যে, তোমাদের সাথে যে (শাস্তির) ওয়াদা করা হয়েছে তা নিকটে, নাকি দূরে।	فَإِنْ تَوَلَّوْا فَقُلْ اٰذَنْتُكُمْ عَلٰى سَوَآءٍ ؕ وَاِنْ اَدْرِیْۤ اَقَرِیْبٌ اَمْ بَعِیْدٌ مَّا تُوْعَدُوْنَ ﴿١٠٩﴾
১১০. আল্লাহ উচ্চৈঃস্বরে কথিত কথাও জানেন এবং যা তোমরা অন্তরে রাখ তাও জানেন।	اِنَّهٗ یَعْلَمُ الْجَهْرَ مِنَ الْقَوْلِ وَیَعْلَمُ مَا تَكْتُمُوْنَ ﴿١١٠﴾
১১১. আর আমি জানি না, হয়তো তা তোমাদের জন্য পরীক্ষা এবং এক (নির্দিষ্ট) সময় পর্যন্ত উপভোগের অবকাশ মাত্র।	وَاِنْ اَدْرِیْ لَعَلَّهٗ فِتْنَةٌ لَّكُمْ وَمَتَاعٌ اِلٰى حِیْنٍ ﴿١١١﴾
১১২. রাসূল বললেন, হে আমার প্রতিপালক! ন্যায়বিচার করে দিন, আর আমাদের প্রতিপালক অতিশয় অনুগ্রহশীল– যাঁর সমীপে সেই সমস্ত কথার বিরুদ্ধে সাহায্য প্রার্থনা করা যাচ্ছে যা তোমরা বলছ।	قٰلَ رَبِّ احْكُمْ بِالْحَقِّ ؕ وَرَبُّنَا الرَّحْمٰنُ الْمُسْتَعَانُ عَلٰى مَا تَصِفُوْنَ ﴿١١٢﴾

শাব্দিক অনুবাদ :

১০৯. فَاِنْ تَوَلَّوْا অতঃপর যদি তারা মুখ ফিরিয়ে নেয় فَقُلْ তবে আপনি বলে দিন اٰذَنْتُكُمْ عَلٰى سَوَآءٍ আমি তোমাদেরকে পরিষ্কারভাবে জানিয়ে দিয়েছি وَاِنْ اَدْرِیْ আর আমি এটা জানি না যে اَقَرِیْبٌ তা নিকটে اَمْ بَعِیْدٌ নাকি দূরে مَا تُوْعَدُوْنَ তোমাদের সাথে যে (শাস্তির) ওয়াদা করা হয়েছে।

১১০. اِنَّهٗ یَعْلَمُ আল্লাহ জানেন الْجَهْرَ مِنَ الْقَوْلِ উচ্চৈঃস্বরে কথিত কথা وَیَعْلَمُ এবং জানেন مَا تَكْتُمُوْنَ তাও যা তোমরা অন্তরে রাখ।

১১১. وَاِنْ اَدْرِیْ আর আমি জানিনা لَعَلَّهٗ فِتْنَةٌ لَّكُمْ হয়তো তা তোমাদের জন্য পরীক্ষা وَمَتَاعٌ اِلٰى حِیْنٍ এবং এক (নির্দিষ্ট) সময় পর্যন্ত উপভোগের অবকাশ মাত্র।

১১২. قٰلَ রাসূল বললেন رَبِّ হে আমার প্রতিপালক احْكُمْ بِالْحَقِّ ন্যায় বিচার করে দিন وَرَبُّنَا الرَّحْمٰنُ আর আমাদের প্রতিপালক অতিশয় অনুগ্রহশীল الْمُسْتَعَانُ যাঁর সমীপে সে সমস্ত কথার বিরুদ্ধে সাহায্য প্রার্থনা করা যাচ্ছে عَلٰى مَا تَصِفُوْنَ যা তোমরা বলছ।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

لَا یَحْزُنُهُمُ الْفَزَعُ الْاَكْبَرُ : হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) বলেন, فَزَعِ اَكْبَر (মহাত্রাস) বলে শিঙ্গার দ্বিতীয় ফুৎকার বোঝানো হয়েছে। এর ফলে সব মৃত জীবিত হয়ে হিসাব-নিকাশের জন্য উত্থিত হবে। কারো কারো মতে শিঙ্গার প্রথম ফুৎকার বোঝানো হয়েছে। ইবনে আরাবী বলেন, শিঙ্গায় তিনবার ফুৎকার দেওয়া হবে। প্রথম ফুৎকার হবে ত্রাসের ফুৎকার। এতে সারা বিশ্বের মানুষ সন্ত্রস্ত হয়ে যাবে। আয়াতে একেই فَزَعِ اَكْبَر বলা হয়েছে। দ্বিতীয় ফুৎকার হবে বজ্রের ফুৎকার। এতে সব মানুষ মারা যাবে এবং সব কিছু ধ্বংস হয়ে যাবে। তৃতীয় ফুৎকার হবে পুনরুত্থানের ফুৎকার। এতে সব মৃত জীবিত হয়ে যাবে। এই বক্তব্যের সমর্থনে মুসনাদে আবূ ইয়া'লা, বায়হাকী, ইবনে জারীর, তাবারী ইত্যাদি গ্রন্থ থেকে হযরত আবূ হুরায়রার একটি হাদীস উদ্ধৃত করা হয়েছে। –[মাযহারী]

يَوْمَ نَطْوِى السَّمَاءَ كَطَيِّ السِّجِلِّ لِلْكُتُبِ : হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) سِجِلّ শব্দের অর্থ করেছেন সহীফা। আলী ইবনে তালহা, আউফী, মুজাহিদ, কাতাদাহ্ প্রমুখও এই অর্থ বর্ণনা করেছেন। ইবনে কাছীর, ইবনে জারীর প্রমুখও এই অর্থ পছন্দ করেছেন। كُتُبِ শব্দের অর্থ এখানে مَكْتُوْبٌ অর্থাৎ লিখিত। আয়াতের অর্থ এই যে, কোনো সহীফাকে তার লিখিত বিষয়বস্তুসহ যেভাবে গুটানো হয়, আকাশ-মণ্ডলীকে সেইভাবে গুটানো হবে। (ইবনে কাছীর, রূহুল-মা'আনী) سِجِلّ সম্পর্কে এক রেওয়ায়েতে আছে যে, এটা কোনো ব্যক্তি অথবা ফেরেশতার নাম। হাদীসবিদগণের কাছে এই রেওয়ায়েত গ্রাহ্য নয়। আয়াতের মর্ম সম্পর্কে বুখারীতে হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে ওমর (রা.) থেকে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন, আল্লাহ তা'আলা কিয়ামতের দিন পৃথিবী ও আকাশমণ্ডলীকে গুটিয়ে নিজের হাতে রাখবেন। ইবনে আবী হাতেম হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) থেকে বর্ণনা করেন যে, কিয়ামতের দিন আল্লাহ তা'আলা সপ্ত আকাশকে তাদের অন্তর্বর্তী সব সৃষ্টবস্তুসহ এবং সপ্ত পৃথিবীকে তাদের অন্তর্বর্তী সব সৃষ্টবস্তুসহ গুটিয়ে একত্রিত করে দেবেন। সবগুলো মিলে আল্লাহ তা'আলার হাতে সরিষার একটি দানা পরিমাণ হবে। –[ইবনে কাছীর]

وَلَقَدْ كَتَبْنَا فِى الزَّبُوْرِ مِنْ بَعْدِ الذِّكْرِ اَنَّ الْاَرْضَ يَرِثُهَا عِبَادِىَ الصّٰلِحُوْنَ : এখানে زَبُوْر শব্দটি زُبُرٌ-এর বহুবচন। এর অর্থ কিতাব। হযরত দাউদ (আ.)-এর প্রতি অবতীর্ণ বিশেষ কিতাবের নামও যাবূর। এখানে زَبُوْرٌ বলে কি বোঝানো হয়েছে, এ সম্পর্কে বিভিন্ন উক্তি আছে। হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা.)-এর এক রেওয়ায়েতে আছে, আয়াতে ذِكْر বলে তাওরাত এবং زَبُوْرٌ বলে তাওরাতের পর অবতীর্ণ আল্লাহর গ্রন্থসমূহ বোঝানো হয়েছে, যথা ইঞ্জিল, যাবূর ও কুরআন। -(ইবনে জারীর) যাহ্হাক থেকে এরূপ তাফসীরই বর্ণিত আছে। ইবনে যায়েদ বলেন, ذِكْر বলে লওহে মাহ্ফুজ এবং زَبُوْر বলে পয়গম্বরগণের প্রতি অবতীর্ণ আল্লাহর সকল গ্রন্থই বোঝানো হয়েছে। যুজাজ এ অর্থই পছন্দ করেছেন। –[রূহুল-মা'আনী]

اَلْاَرْضُ : অধিক সংখ্যক তাফসীরবিদের মতে এখানে اَرْض (পৃথিবী) বলে জান্নাতের পৃথিবী বোঝানো হয়েছে। ইবনে জারীর হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) থেকে এই তাফসীর বর্ণনা করেছেন এবং মুজাহিদ, ইবনে জুবায়ের, ইকরিমা, সুদ্দী, আবুল আলিয়া থেকেও এই তাফসীর বর্ণিত আছে। ইমাম রাযী (র.) বলেন, কুরআনের অন্য আয়াতও এর সমর্থন করে। তাতে বলা হয়েছে وَاَوْرَثَنَا الْاَرْضَ نَتَبَوَّاُ مِنَ الْجَنَّةِ حَيْثُ نَشَاءُ অর্থাৎ সৎকর্মপরায়ণরা এই পৃথিবীর মালিক হবে। এটাও ইঙ্গিত যে, পৃথিবী বলে জান্নাতের পৃথিবী বোঝানো হয়েছে। কারণ দুনিয়ার পৃথিবীর মালিক তো মুমিন-কাফের সবাই হয়ে যায়। এ ছাড়া এখানে সৎকর্মপরায়ণদের পৃথিবীর মালিক হওয়ার কথাটি কিয়ামতের আলোচনার পর উল্লেখ করা হয়েছে। কিয়ামতের পর জান্নাতের পৃথিবী ছাড়া অন্য কোনো পৃথিবীর অস্তিত্ব নেই।

হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) -এর অপর এক রেওয়ায়েতে আরো বলা হয়েছে اَرْض এর অর্থ এখানে সাধারণ পৃথিবী - অর্থাৎ দুনিয়ার পৃথিবীও এবং জান্নাতের পৃথিবীও। জান্নাতের পৃথিবীর মালিক যে এককভাবে সৎকর্মপরায়ণগণ হবে, তা বর্ণনা সাপেক্ষ নয়। তবে এক সময় তারা এককভাবে দুনিয়ার পৃথিবীর মালিক হবে বলেও প্রতিশ্রুতি আছে। কুরআন পাকের একাধিক আয়াতে এই সংবাদ দেওয়া হয়েছে। এক আয়াতে আছে اِنَّ الْاَرْضَ لِلّٰهِ يُوْرِثُهَا مَنْ يَّشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ وَالْعَاقِبَةُ لِلْمُتَّقِيْنَ পৃথিবী আল্লাহর। তিনি তাঁর বান্দাদের মধ্যে যাকে ইচ্ছা এর মালিক করেন এবং শুভ পরিণাম আল্লাহভীরুদের জন্যই। অপর এক আয়াতে আছে وَعَدَ اللّٰهُ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا مِنْكُمْ وَعَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِى الْاَرْضِ মুমিন ও সৎকর্মীদেরকে আল্লাহ ওয়াদা দিয়েছেন যে, তাদেরকে পৃথিবীতে খলিফা করবেন। আরো এক আয়াতে আছে اِنَّا لَنَنْصُرُ رُسُلَنَا وَالَّذِيْنَ اٰمَنُوْا فِى الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا وَيَوْمَ يَقُوْمُ الْاَشْهَادُ -নিশ্চয় আমি আমার পয়গম্বরগণকে এবং মুমিনগণকে পার্থিব জীবনে এবং কিয়ামতের দিন সাহায্য করব। ঈমানদার সৎকর্মপরায়ণরা একবার পৃথিবীর বৃহদাংশ অধিকারভুক্ত করেছিল। জগদ্বাসী তা প্রত্যক্ষ করেছে। দীর্ঘকাল পর্যন্ত এই পরিস্থিতি অটুট ছিল। ইমাম মাহদী (আ.)-এর জমানায় আবার এ পরিস্থিতির উদ্ভব হবে। –[রূহুল মা'আনী, ইবনে কাছীর]

وَمَا اَرْسَلْنٰكَ اِلَّا رَحْمَةً لِّلْعٰلَمِيْنَ : এখানে عَالَمِيْنَ শব্দটি عَالَمْ এর বহুবচন। মানব, জিন, জীবজন্তু, উদ্ভিদ, জড়পদার্থসমূহ সবই এর অন্তর্ভুক্ত। রাসূলুল্লাহ ﷺ সবার জন্যই রহমতস্বরূপ ছিলেন, কেননা আল্লাহর জিকির ও ইবাদত

https://e-ilm.weebly.com/

হচ্ছে সমগ্র সৃষ্টজগতের সত্যিকার রূহ। এ কারণেই যখন পৃথিবী থেকে এই রূহ বিদায় নেবে, তখন পৃথিবীতে আল্লাহ আল্লাহ বলার কেউ থাকবে না। ফলে সব বস্তুর মৃত্যু তথা কিয়ামত এসে যাবে। যখন জানা গেল যে, আল্লাহর জিকির ও ইবাদত সব বস্তুর রূহ, তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ যেসব বস্তুর জন্য রহমতস্বরূপ, তা আপনা-আপনি ফুটে উঠল। কেননা দুনিয়াতে কিয়ামত পর্যন্ত আল্লাহর জিকির ও ইবাদত তাঁরই প্রচেষ্টায়ও শিক্ষার বদৌলতে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। এ কারণেই রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন, اَنَا رَحْمَةٌ مُهْدَاةٌ আমি আল্লাহর পক্ষ থেকে প্রেরিত রহমত। –[ইবনে আসাকির] হযরত ইবনে ওমর (রা.)-এর বাচনিক হাদীসে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ আরো বলেন, اَنَا رَحْمَةٌ مُهْدَاةٌ بِرَفْعِ قَوْمٍ وَخَفْضِ اٰخَرِيْنَ অর্থাৎ আমি আল্লাহর প্রেরিত রহমত, যাতে (আল্লাহর আদেশ পালনকারী) এক সম্প্রদায়কে গৌরবের উচ্চাসনে আসীন করি এবং (আল্লাহর আদেশ অমান্যকারী) অপর সম্প্রদায়কে অধঃপতিত করে দেই। –[ইবনে-কাছীর]

এ থেকে জানা গেল যে, কুফর ও শিরককে নিশ্চিহ্ন করার জন্য কাফেরদেরকে হীনবল করা এবং তাদের মোকাবিলায় জেহাদ করাও সাক্ষাৎ রহমত। এর ফলে আশা করা যায় যে, অবাধ্যদের জ্ঞান ফিরে আসবে এবং তারা ঈমান ও সৎকর্মের অনুসারী হয়ে যাবে।

শব্দ বিশ্লেষণ :

لَا يَحْزُنُهُمْ : সীগাহ واحد مذكر غائب বহছ نفى فعل مضارع معروف বাব نَصَرَ মাসদার حُزْنٌ মূলবর্ণ (ح - ز - ن) জিনস صحيح অর্থ– তা তাদেরকে বিচলিত করবে না।

نَطْوِىْ : সীগাহ جمع متكلم বহছ مضارع معروف বাব ضَرَبَ মাসদার طَىٌّ মূলবর্ণ (ط - و - ى) জিনস لفيف مقرون অর্থ– আমি গুটিয়ে ফেলব।

نُعِيْدُهٗ : সীগাহ جمع متكلم বহছ مضارع معروف বাব اِفْعَالٌ মাসদার اِعَادَةٌ মূলবর্ণ (ع - و - د) জিনস اجوف واوى অর্থ– আমি একে দ্বিতীয়বার সৃষ্টি করব।

يَرِثُهَا : সীগাহ واحد مذكر غائب বহছ مضارع معروف বাব حَسِبَ মাসদার وِرْثٌ মূলবর্ণ (و - ر - ث) জিনস مثال واوى অর্থ– এর পর সে এর মালিক হবে।

يُوْحٰى : সীগাহ واحد مذكر غائب বহছ مضارع مجهول বাব اِفْعَالٌ মাসদার اِيْحَاءٌ মূলবর্ণ (و - ح - ى) জিনস لفيف مفروق অর্থ– ওহী আসে।

اِنْ تَوَلَّوْا : সীগাহ جمع مذكر غائب বহছ ماضى معروف মাসদার تَوَلِّىْ মূলবর্ণ (و - ل - ى) জিনস لفيف مفروق অর্থ– তারা মুখ ফিরিয়ে নেয়।

اٰذَنْتُكُمْ : সীগাহ واحد متكلم বহছ ماضى معروف বাব افعال মাসদার اِيْذَانٌ মূলবর্ণ (ا - ذ - ن) জিনস مهموز فاء অর্থ– আমি তো তোমাদেরকে জানিয়ে দিয়েছি।

اَلْمُسْتَعَانُ : সীগাহ واحد مذكر বহছ اسم مفعول বাব اِسْتِفْعَالٌ মাসদার اِسْتِعَانَةٌ মূলবর্ণ– (ع - و - ن) জিনস اجوف واوى অর্থ– যার সমীপে সাহায্য প্রার্থনা করা যাচ্ছে।

বাক্য বিশ্লেষণ :

فَاِنْ تَوَلَّوْا فَقُلْ اٰذَنْتُكُمْ عَلٰى سَوَاءٍ : এখানে শুরুর فاء টি হলো استئنافية আর اِنْ হলো شرطية আর تَوَلَّوْا হলো ফে'ল ও ফায়েল, আর فَقُلْ এর فاء টি হলো جواب شرط এর সংযোগ স্থাপনকারী, আর قُلْ ফে'ল ও ফায়েল, اٰذَنْتُكُمْ হলো ফে'ল, ফায়েল ও মাফউল বিশিষ্ট পুরো বাক্যটি جزم এর স্থলে জবাবে শর্ত عَلٰى سَوَاءٍ টা উহ্য ফে'লের সাথে متعلق হয়ে ت (যা ফায়েল) থেকে حال অথবা كُمْ (যা মাফউল) থেকে حال হয়েছে।

–[ই'রাবুল কুরআন : ৫ম খণ্ড, পৃ. ৮৩]

https://e-ilm.weebly.com/

سُوْرَةُ الْحَجِّ مَدَنِيَّةٌ

সূরা হাজ্জ

মদিনায় অবতীর্ণ; আয়াত– ৭৮, রুকূ'– ১০

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ○

পরম করুণাময়, দয়ালু আল্লাহর নামে শুরু করছি।

يٰٓاَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوْا رَبَّكُمْ ۚ اِنَّ زَلْزَلَةَ السَّاعَةِ شَيْءٌ عَظِيْمٌ ﴿١﴾	১. হে লোকসকল! নিজেদের প্রতিপালককে ভয় কর, নিঃসন্দেহে কিয়ামতের কম্পন বড় ভয়ঙ্কর ব্যাপার হবে।
يَوْمَ تَرَوْنَهَا تَذْهَلُ كُلُّ مُرْضِعَةٍ عَمَّآ اَرْضَعَتْ وَتَضَعُ كُلُّ ذَاتِ حَمْلٍ حَمْلَهَا وَتَرَى النَّاسَ سُكٰرٰى وَمَا هُمْ بِسُكٰرٰى وَلٰكِنَّ عَذَابَ اللّٰهِ شَدِيْدٌ ﴿٢﴾	২. যেদিন তোমরা তা (ঐ কম্পন) দেখবে, সেদিন (এমন অবস্থা হবে যে,) সমস্ত স্তন্যদায়িনী তাদের স্তন্যপায়ীকে ভুলে যাবে এবং সকল গর্ভবতী নারীরা (সময় উত্তীর্ণ হওয়ার পূর্বে) তাদের গর্ভকে নিক্ষেপ করবে, আর তুমি মানুষকে নেশাগ্রস্ত সদৃশ্য দেখতে পাবে অথচ তারা নেশাগ্রস্ত নয়, বস্তুত আল্লাহর আজাব বড় কঠোর।
وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يُّجَادِلُ فِى اللّٰهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَّيَتَّبِعُ كُلَّ شَيْطٰنٍ مَّرِيْدٍ ﴿٣﴾	৩. আর কতিপয় লোক এরূপ আছে যারা আল্লাহ তা'আলা সম্বন্ধে না জেনে না বুঝে তর্ক করে এবং প্রত্যেক অবাধ্য বিদ্রোহী শয়তানের অনুসরণ করে।

শাব্দিক অনুবাদ :

১. يٰٓاَيُّهَا النَّاسُ হে লোক সকল! اتَّقُوْا رَبَّكُمْ নিজের প্রতিপালককে ভয় কর اِنَّ زَلْزَلَةَ السَّاعَةِ নিঃসন্দেহে কিয়ামতের কম্পন شَيْءٌ عَظِيْمٌ বড় ভয়ঙ্কর ব্যাপার হবে।

২. يَوْمَ تَرَوْنَهَا যেদিন তোমরা তা (ঐ কম্পন) দেখবে تَذْهَلُ সে দিন ভুলে যাবে كُلُّ مُرْضِعَةٍ সমস্ত স্তন্যদায়িনী عَمَّآ اَرْضَعَتْ তাদের স্তন্যপায়ীকে وَتَضَعُ, এবং নিক্ষেপ করবে كُلُّ ذَاتِ حَمْلٍ সকল গর্ভবতী নারীরা حَمْلَهَا তাদের গর্ভকে, تَرَى النَّاسَ আর তুমি মানুষকে দেখতে পাবে سُكٰرٰى নেশাগ্রস্ত وَمَا هُمْ بِسُكٰرٰى, অথচ তারা নেশাগ্রস্ত নয় وَلٰكِنَّ عَذَابَ اللّٰهِ شَدِيْدٌ বস্তুত আল্লাহর আজাব বড় কঠোর।

৩. وَمِنَ النَّاسِ আর কতিপয় লোক এমন আছে مَنْ يُّجَادِلُ فِى اللّٰهِ যারা আল্লাহ তা'আলা সম্বন্ধে তর্ক করে بِغَيْرِ عِلْمٍ না জেনে না বুঝে وَيَتَّبِعُ كُلَّ شَيْطٰنٍ مَّرِيْدٍ, এবং প্রত্যেক অবাধ্য বিদ্রোহী শয়তানের অনুসরণ করে।

https://e-ilm.weebly.com/

৪. যার সম্বন্ধে একথা লিখিত হয়ে গেছে যে, যে কেউ তার সাথে সম্পর্ক রাখবে, তবে তার কাজই হলো এই যে, সে তাকে বিপথগামী করে দেবে এবং তাকে দোজখের আজাবের পথ দেখিয়ে দেবে।	كُتِبَ عَلَيْهِ أَنَّهُ مَنْ تَوَلَّاهُ فَأَنَّهُ يُضِلُّهُ وَيَهْدِيهِ إِلَىٰ عَذَابِ السَّعِيرِ ﴿٤﴾
৫. (আল্লাহ বলেন) হে মানুষগণ! যদি তোমরা পুনরুত্থান সম্বন্ধে সন্দেহে থাক, তবে (চিন্তা কর যে,) আমি তোমাদেরকে সৃষ্টি করেছি মাটি হতে, অতঃপর বীর্য হতে, অতঃপর জমাট রক্ত হতে, তৎপর মাংসপিণ্ড হতে, যা পূর্ণাকৃতিও হয়ে থাকে এবং অপূর্ণাকৃতিও হয়ে থাকে, যেন আমি তোমাদের সম্মুখে (নিজ কুদরত) প্রকাশ করে দেই, আর আমি যাকে (যে বীর্যকে) ইচ্ছা এক নির্দিষ্টকাল পর্যন্ত গর্ভাধারে স্থির রেখে দেই, অতঃপর আমি তোমাদেরকে শিশুর আকারে (মাতৃ গর্ভ হতে) বের করি, অতঃপর যেন তোমরা পূর্ণ যৌবনে উপনীত হও, আর তোমাদের মধ্যে কতক এমনও আছে, যারা (যৌবনের পূর্বেই) মৃত্যুপ্রাপ্ত হয়, আর কেউ কেউ তোমাদের মধ্যে এমনও আছে যাদেরকে অকর্মণ্য বয়স পর্যন্ত পৌছানো হয়ে থাকে, যার ফলে তারা কোনো বিষয়ে জ্ঞান লাভ করে পুনঃ (ঐ বিষয়) ভুলে যায়; আর হে শ্রোতা! তুমি জমিনকে দেখছ যে, তা শুষ্ক, অতঃপর যখন আমি এর উপর পানি বর্ষণ করি, তখন তা সরস হয় আর স্ফীত হয়ে উঠে এবং নানা রকমের নয়নাভিরাম উদ্ভিদসমূহ উৎপন্ন করতে থাকে।	يَٰٓأَيُّهَا النَّاسُ إِنْ كُنْتُمْ فِي رَيْبٍ مِّنَ الْبَعْثِ فَإِنَّا خَلَقْنَٰكُمْ مِّنْ تُرَابٍ ثُمَّ مِنْ نُّطْفَةٍ ثُمَّ مِنْ عَلَقَةٍ ثُمَّ مِنْ مُّضْغَةٍ مُّخَلَّقَةٍ وَغَيْرِ مُخَلَّقَةٍ لِّنُبَيِّنَ لَكُمْ ۚ وَنُقِرُّ فِي الْأَرْحَامِ مَا نَشَآءُ إِلَىٰٓ أَجَلٍ مُّسَمًّى ثُمَّ نُخْرِجُكُمْ طِفْلًا ثُمَّ لِتَبْلُغُوٓا أَشُدَّكُمْ ۖ وَمِنْكُمْ مَّنْ يُتَوَفَّىٰ وَمِنْكُمْ مَّنْ يُرَدُّ إِلَىٰٓ أَرْذَلِ الْعُمُرِ لِكَيْلَا يَعْلَمَ مِنْ بَعْدِ عِلْمٍ شَيْـًٔا ۚ وَتَرَى الْأَرْضَ هَامِدَةً فَإِذَآ أَنْزَلْنَا عَلَيْهَا الْمَآءَ اهْتَزَّتْ وَرَبَتْ وَأَنْبَتَتْ مِنْ كُلِّ زَوْجٍ بَهِيجٍ ﴿٥﴾

শাব্দিক অনুবাদ :

৪. كُتِبَ عَلَيْهِ যার সম্বন্ধে লিখিত হয়ে গেছে أَنَّهُ مَنْ تَوَلَّاهُ এ কথা যে কেউ তার সাথে সম্পর্ক রাখবে فَأَنَّهُ يُضِلُّهُ তবে তার কাজই হলো এই যে, সে তাকে বিপথগামী করে দেবে وَيَهْدِيهِ এবং তাকে দেখিয়ে দেবে إِلَىٰ عَذَابِ السَّعِيرِ দোজখের আজাবের পথ।

৫. يَٰٓأَيُّهَا النَّاسُ হে মানুষগণ إِنْ كُنْتُمْ فِي رَيْبٍ যদি তোমরা সন্দেহে থাক مِّنَ الْبَعْثِ পুনরুত্থান সম্বন্ধে فَإِنَّا خَلَقْنَٰكُمْ তবে আমি তোমাদেরকে সৃষ্টি করেছি مِّنْ تُرَابٍ মাটি হতে ثُمَّ مِنْ نُّطْفَةٍ অতঃপর বীর্য হতে ثُمَّ مِنْ عَلَقَةٍ অতঃপর জমাট রক্ত হতে ثُمَّ مِنْ مُّضْغَةٍ তৎপর মাংসপিণ্ড হতে مُّخَلَّقَةٍ যা পূর্ণাকৃতি হয়ে থাকে وَغَيْرِ مُخَلَّقَةٍ এবং অপূর্ণাকৃতিও হয়ে থাকে لِّنُبَيِّنَ لَكُمْ যেন আমি তোমাদের সম্মুখে প্রকাশ করে দেই وَنُقِرُّ আর আমি স্থির রাখি فِي الْأَرْحَامِ গর্ভাধারে مَا نَشَآءُ যাকে ইচ্ছা إِلَىٰٓ أَجَلٍ مُّسَمًّى এক নির্দিষ্টকাল পর্যন্ত ثُمَّ نُخْرِجُكُمْ طِفْلًا অতঃপর আমি তোমাদেরকে শিশু আকারে বের করি ثُمَّ لِتَبْلُغُوٓا أَشُدَّكُمْ অতঃপর তোমরা যেন পূর্ণ যৌবনে উপনীত হও وَمِنْكُمْ مَّنْ يُتَوَفَّىٰ আর তোমাদের মধ্যে কতক এমনও আছে যারা (যৌবনের পূর্বেই) মৃত্যু প্রাপ্ত হয় وَمِنْكُمْ مَّنْ يُرَدُّ আর কেউ কেউ তোমাদের মধ্যে এমনও আছে যাদেরকে পৌছানো হয়ে থাকে إِلَىٰٓ أَرْذَلِ الْعُمُرِ অকর্মণ্য বয়স পর্যন্ত لِكَيْلَا يَعْلَمَ مِنْ بَعْدِ عِلْمٍ شَيْـًٔا যার ফলে তারা কোনো বিষয়ে জ্ঞান লাভ করে পুনঃ (ঐ বিষয়) ভুলে যায় وَتَرَى الْأَرْضَ আর হে শ্রোতা তুমি জমিনকে দেখছ هَامِدَةً তা শুষ্ক فَإِذَآ أَنْزَلْنَا عَلَيْهَا الْمَآءَ অতঃপর যখন আমি তার উপর পানি বর্ষণ করি اهْتَزَّتْ তখন তা সরস হয় وَرَبَتْ আর স্ফীত হয়ে উঠে وَأَنْبَتَتْ, এবং উৎপন্ন করতে থাকে مِنْ كُلِّ زَوْجٍ بَهِيجٍ নানা রকমের সুদর্শন উদ্ভিদসমূহ।

https://e-ilm.weebly.com/

৬. এসব এ কারণে হয়েছে যে, আল্লাহ হচ্ছেন অস্তিত্বে স্বয়ংসম্পূর্ণ, এবং তিনিই প্রাণহীনকে প্রাণ দান করে থাকেন এবং তিনিই প্রত্যেক বস্তুর উপর ক্ষমতাবান।	ذٰلِكَ بِاَنَّ اللّٰهَ هُوَ الْحَقُّ وَاَنَّهٗ يُحْيِ الْمَوْتٰى وَاَنَّهٗ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ ۙ﴿٦﴾

শাব্দিক অনুবাদ :

৬. ذٰلِكَ এসব এ কারণে হয়েছে بِاَنَّ اللّٰهَ هُوَ الْحَقُّ আল্লাহ হচ্ছেন অস্তিত্বে স্বয়ংসম্পূর্ণ وَاَنَّهٗ يُحْيِ الْمَوْتٰى এবং তিনিই প্রাণহীনকে প্রাণ দান করে থাকেন وَاَنَّهٗ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ এবং তিনিই প্রত্যেক বস্তুর উপর ক্ষমতাবান।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

সূরায়ে হাজ্জ প্রসঙ্গে জ্ঞাতব্য : তত্ত্বজ্ঞানীগণ সূরা হাজ্জ মক্কী নাকি মাদানি সূরার অন্তর্ভুক্ত– সে প্রশ্নে একাধিক মত পোষণ করেছেন। ইবনে মারদুভিয়া হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা.)-এর কথার উদ্ধৃতি দিয়ে বলেছেন, সূরা হাজ্জ মদিনা মুনাওয়ারায় নাজিল হয়েছে।

হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে যুবায়ের (রা.) থেকেও অনুরূপ মত বর্ণিত আছে। ইবনুল মুনযির (র.) হযরত কাতাদা (র.) থেকে বর্ণনা করেছেন যে, সূরা হাজ্জ মদিনা শরীফে নাজিল হয়েছে, তবে এ সূরার ৪ আয়াত মক্কা শরীফে নাজিল হয়েছে। কোনো কোনো বর্ণনায় রয়েছে যে, এ সূরা মদিনা শরীফে নাজিল হয়েছে। তবে এর ১০ টি আয়াত মক্কা শরীফে নাজিল হয়েছে।

ইমাম কুরতুবী (র.) বলেছেন, এ সূরায় মক্কা শরীফ এবং মদিনা শরীফে অবতীর্ণ আয়াতসমূহ একত্র হয়েছে।

কোনো কোনো তত্ত্বজ্ঞানী বলেছেন, এ সূরাটি অত্যন্ত বিস্ময়কর, এর আয়াতসমূহ নাজিল হয়েছে রাত্রে এবং দিনে, ভ্রমণকালে এবং গৃহে অবস্থানকালে, মক্কা শরীফে এবং মদিনা শরীফে, শান্তিপূর্ণ অবস্থায় এবং যুদ্ধকালীন অবস্থায়।

এ ছাড়া এর কিছু আয়াত রহিতকারী, কিছু আয়াত রহিত এবং কিছু মুহকাম তথা সুস্পষ্ট ও কিছু মুতাশাবিহ তথা অস্পষ্ট। সূরাটিতে অবতরণের সব প্রকারই সন্নিবেশিত হয়েছে।

সূরা হাজ্জের ফজিলত : আহমদ, আবূ দাউদ, তিরমিযী, হাকেম, ইবনে মারদূভিয়া ও বায়হাকী (র.) প্রমুখ হযরত আকাবা ইবনে আমের (রা.) থেকে বর্ণিত হাদীসের উদ্ধৃতি দিয়েছেন। তিনি বলেছেন, সূরা হাজ্জকে কি দু'ই সেজদার কারণে বিশেষ ফজিলত প্রদান করা হয়নি? প্রিয়নবী ﷺ ইরশাদ করেছেন– হ্যাঁ, যে এই দু'টি সেজদা না করবে, সে যেন এ সূরা পাঠ না করে। হযরত খালেদ ইবনে মেদান (রা.) থেকে বর্ণিত হাদীসে রয়েছে, প্রিয়নবী ﷺ ইরশাদ করেছেন, দু'টি সেজদার কারণে পবিত্র কুরআনে সূরা হাজ্জের বিশেষ ফজিলত রয়েছে।

হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে ওমর (রা.)-সূরা হাজ্জ পাঠ করার সময় দু'টি সেজদা দিতেন এবং তিনি বলেছেন, এ সূরায় দু'টি সেজদার আয়াত থাকার কারণে সমগ্র কুরআনে এর বিশেষ ফজিলত রয়েছে। আরো অনেক সাহাবায়ে কেরাম সূরা হাজ্জ সম্পর্কে এ মত পোষণ করতেন। পরবর্তীকালের মনীষীদের মধ্যে হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে মোবারক (র.), ইমাম শাফেয়ী (র.) ও ইমাম আহমদ (র.) প্রমুখ এ মতই পোষণ করতেন। অবশ্য কোনো কোনো মনীষী বলেছেন, সূরা হাজ্জে একটি সেজদার আয়াতই রয়েছে, যেমন হযরত সুফিয়ান ছাওরী (র.) প্রমুখ। আর এ মর্মে ইবনে আবি শায়বা হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা.)-এর কথার উদ্ধৃতি দিয়েছেন। –[তাফসীরে রূহুল মা'আনী ৯ম খণ্ড, পারা ১৭ পৃ. ১০৯-১১০]

পূর্ববর্তী সূরার সাথে সম্পর্ক : সূরা আম্বিয়ার শেষের দিকে তাওহীদ, রিসালাত এবং আখেরাতের কথা বর্ণিত হয়েছে। তাই এই সূরার প্রারম্ভেই কিয়ামতের মহা বিপদের উল্লেখ করে তাকওয়া পরহেজগারী অবলম্বন করার নির্দেশ প্রদান করা হয়েছে। কেননা কিয়ামতের কঠিন দিনে তাকওয়া পরহেজগারীই হবে মহা উপকারী সম্বল। তাই ইরশাদ হয়েছে– يٰۤاَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوْا رَبَّكُمْ অর্থাৎ হে মানবজাতি! তোমরা তোমাদের প্রতিপালককে ভয় কর অর্থাৎ তাঁর প্রতি আনুগত্য প্রকাশ কর এবং তাঁর বিধি-নিষেধ পালন করতে থাকো। অথবা এর অর্থ হলো তোমরা আল্লাহ পাকের আজাবকে ভয় করতে থাকো। আর আল্লাহর আজাবকে ভয় করার পন্থা হলো তাঁর নির্দেশিত কর্তব্য পালন করা এবং তাঁর নিষিদ্ধ কাজ থেকে বিরত থাকা।

লক্ষ্যণীয় বিষয় এই যে, আলোচ্য আয়াতে সমগ্র মানবজাতিকে সম্বোধন করা হয়েছে। কেননা পবিত্র কুরআন আল্লাহ পাকের সর্বশ্রেষ্ঠ ও সর্বশেষ আসমানি গ্রন্থ, যার পরে আর কোনো বাণী আল্লাহ পাকের তরফ থেকে নাজিল হবে না। আর এই মহান বাণী অবতীর্ণ হয়েছে বিশ্বনবী ﷺ -এর প্রতি, আর সমগ্র বিশ্ব-মানবের সাধনাই হলো এর মূল লক্ষ্য এবং সমগ্র

https://e-ilm.weebly.com/

মানবজাতিকেই কিয়ামতের দিন আল্লাহ পাকের মহান দরবারে হাজির হতে হবে। তাই يَا أَيُّهَا النَّاسُ [হে মানবজাতি!] বলে সম্বোধন করা হয়েছে এবং সমগ্র মানবজাতিকে তাকওয়া পরহেজগারী অবলম্বনের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।

মক্কার মুশরিক সম্প্রদায় বরযখী জীবন ও পরজগতের জীবনকে বিশ্বাস করত না। পরজগতের শাস্তি বিলম্বিত হবার কারণে সেগুলোকে তারা মিথ্যা প্রতিপন্ন করত। আলোচ্য সূরাতে কিয়ামত দিবসের ভয়াবহ পরিস্থিতি সম্পর্কে বিষদ ও সবিস্তার আলোচনা করে কাফের সম্প্রদায়কে ভীতি প্রদর্শন করা হচ্ছে।

আলোচ্য সূরা রাসূল ﷺ-এর সফররত অবস্থায় নাজিল হয়েছিল। তখন রাসূল ﷺ সাহাবীগণকে ডেকে জমায়েত করে বললেন, আজকের দিনটি কোন দিন বলত দেখি? তারা বললেন, আল্লাহ ও তদীয় রাসূলই ভালো জানেন। অতঃপর রাসূল ﷺ বললেন, এটি সেই দিন, যে দিন আল্লাহ হযরত আদম (আ.) কে বলবেন যে, হে আদম! উঠ! প্রতি হাজারে ৯৯৯ জন করে জাহান্নামে প্রেরণ কর। আর একজনকে বেহেশতে পাঠাও। একথাটি মুসলমানদের অন্তরে অত্যন্ত ভীতির সঞ্চার করলো। সুতরাং নবী করীম ﷺ বললেন, তোমরা নিকটে এসে সু-সংবাদ গ্রহণ কর। বলা বাহুল্য ইয়াজূজ ও মাজূজ হবে এক হাজার আর তোমাদের হবে একজন।

وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يُّجَادِلُ فِى اللّٰهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَّيَتَّبِعُ كُلَّ شَيْطَانٍ (٣)

শানে নুযূল : ক. আল্লামা ওয়াহেদী বলেন, তাফসীর কারকদের মতে আলোচ্য আয়াত নযর ইবনে হারেছ সম্পর্কে নাজিল হয়েছে। সে অত্যন্ত ঝগড়াটে কাফের ছিল। আল্লাহ্ তা'আলা পুনরুত্থানে সক্ষম -একথা সে আদৌ বিশ্বাস করত না। হাশর-নাশর কোনো কিছুর প্রতি তার বিশ্বাস ছিল না। তার সে দুরাচারী সম্পর্কে আল্লাহ্ তা'আলা আলোচ্য আয়াত নাজিল করেন।

খ. কারোও মতে ওয়ালীদ ইবনে মুগীরা ও উতবা ইবনে রবী'আ সম্পর্কে আলোচ্য আয়াত নাজিল হয়েছে।

–[ফাতহুল কাদীর ৪৩৬/৩, কুরতুবী ৯/১২]

يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوْا رَبَّكُمْ সফর অবস্থায় এই আয়াত অবতীর্ণ হলে রাসূলে কারীম ﷺ উচ্চৈঃস্বরে এর তেলাওয়াত শুরু করেন। সফরসঙ্গী সাহাবায়ে কেরাম তাঁর আওয়াজ শুনে এক জায়গায় সমবেত হয়ে গেলেন। তিনি সবাইকে সম্বোধন করে বললেন এই আয়াতে উল্লিখিত কিয়ামতের ভূকম্পন কোন দিন হবে তোমরা জান কি? সাহাবায়ে কেরাম আরজ করলেন, আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূলই ভালো জানেন। রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন : এটা সেই দিনে হবে, যেদিন আল্লাহ্ তা'আলা হযরত আদম (আ.)-কে সম্বোধন করে বলবেন, যারা জাহান্নামে যাবে, তাদেরকে উঠাও। হযরত আদম (আ.) জিজ্ঞেস করবেন, কারা জাহান্নামে যাবে? উত্তর হবে, প্রতি হাজারে নয়শত নিরানব্বই জন। রাসূলুল্লাহ ﷺ আরো বললেন, এই সময়েই ত্রাস ও ভীতির আধিক্যে বালকরা বৃদ্ধ হয়ে যাবে, গর্ভবতী নারীদের গর্ভপাত হয়ে যাবে। সাহাবায়ে কেরাম একথা শুনে ভীত-বিহ্বল হয়ে গেলেন এবং প্রশ্ন করলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ, আমাদের মধ্যে কে মুক্তি পেতে পারে? তিনি বললেন, তোমরা নিশ্চিন্ত থাক। যারা জাহান্নামে যাবে, তাদের এক হাজার ইয়াজূজ-মাজূজের মধ্যে থেকে এবং একজন তোমাদের মধ্যে থেকে হবে। এই বিষয়বস্তু সহীহ্ মুসলিম ইত্যাদি গ্রন্থে হযরত আবূ সায়ীদ খুদরী (রা.) থেকে বর্ণিত আছে। কোনো কোনো রেওয়ায়েতে আছে, সেদিন তোমরা এমন দুই সম্প্রদায়ের সাথে থাকবে যে, তারা যে দলে ভিড়বে, সেই দলই সংখ্যাগরিষ্ঠ হবে। একটি ইয়াজূজ-মাজূজের সম্প্রদায় ও অপরটি ইবলীস ও তার সাঙ্গোপাঙ্গ এবং আদম সন্তানদের মধ্যে যারা তোমাদের পূর্বে মারা গেছে, তাদের সম্প্রদায়। (তাই নয়শত নিরানব্বই এর মধ্যে বৃহত্তম সংখ্যা তাদেরই হবে।) তাফসীরে কুরতুবী ইত্যাদি গ্রন্থে এসব রেওয়ায়েত বর্ণিত হয়েছে।

কিয়ামতের ভূকম্পন কবে হবে : কিয়ামত শুরু হওয়া এবং মনুষ্যকুলের পুনরুত্থিত হওয়ার পর ভূকম্পন হবে, না এর আগেই হবে– এ সম্পর্কে মতভেদ আছে। কেউ কেউ বলেন, কিয়ামতের পূর্বে এই পৃথিবীতে এই ভূকম্পন হবে এবং এটা কিয়ামতের সর্বশেষ আলামতরূপে গণ্য হবে। কুরআন পাকের অনেক আয়াতে এর উল্লেখ আছে। যথা–

١. إِذَا زُلْزِلَتِ الْأَرْضُ زِلْزَالَهَا ٢. إِذَا رُجَّتِ الْأَرْضُ رَجًّا ٣. وَحُمِلَتِ الْأَرْضُ وَالْجِبَالُ فَدُكَّتَا دَكَّةً وَّاحِدَةً ইত্যাদি।

কেউ কেউ হযরত আদম (আ.)-কে সম্বোধন সম্পর্কিত হাদীসের ভিত্তিতে বলেছেন যে, ভূকম্পন হাশর-নাশর ও পুনরুত্থানের পর হবে। প্রকৃত সত্য এই যে, উভয় উক্তির মধ্যে কোনো বৈপরীত্য নেই। কিয়ামতের পূর্বে ভূকম্পন হওয়াও আয়াত ও সহীহ্ হাদীস দ্বারা প্রমাণিত এবং হাশর-নাশরের পরে হওয়াও উল্লিখিত হাদীস দ্বারা প্রমাণিত।

কিয়ামতের এই ভূকম্পনের অবস্থা বর্ণনা প্রসঙ্গে পরবর্তী আয়াতে বলা হয়েছে যে, প্রত্যেক গর্ভবতী নারীর গর্ভপাত হয়ে যাবে এবং স্তন্যদাত্রী মহিলারা তাদের দুগ্ধপোষ্য শিশুর কথা ভুলে যাবে। যদি এই ভূকম্পন কিয়ামতের পূর্বেই এই দুনিয়াতে হয়, তবে এরূপ ঘটনা ঘটার ব্যাপারে কোনো খটকা নেই। পক্ষান্তরে হাশর-নাশরের পরে হলে এর ব্যাখ্যা এরূপ হবে যে, যে মহিলা দুনিয়াতে গর্ভাবস্থায় মারা গেছে, কিয়ামতের দিন সে তদবস্থায়ই উত্থিত হবে এবং যারা স্তন্যদানের সময় মারা গেছে, তারাও তেমনিভাবে শিশুসহ উত্থিত হবে। –[কুরতুবী]

https://e-ilm.weebly.com/

وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يُّجَادِلُ فِى اللّٰهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ : এই আয়াত কট্টর বিতর্ককারী নযর ইবনে হারেছ সম্পর্কে অবতীর্ণ হয়েছে। সে ফেরেশতাদেরকে আল্লাহর কন্যা এবং কুরআনকে বিগত লোকদের গল্পকাহিনী বলত। কিয়ামতে পুনরুত্থানও সে অস্বীকার করত। –[মাযহারী]

আয়াত যদিও একজন বিশেষ ব্যক্তি সম্পর্কে অবতীর্ণ হয়েছে, কিন্তু তার হুকুম এ ধরনের বদভ্যাসযুক্ত প্রত্যেক ব্যক্তির জন্য ব্যাপক।

মাতৃগর্ভে মানব সৃষ্টির স্তর ও বিভিন্ন অবস্থা : فَاِنَّا خَلَقْنٰكُمْ مِّنْ تُرَابٍ : এই আয়াতে মাতৃগর্ভে মানব সৃষ্টির বিভিন্ন স্তর বর্ণিত হয়েছে। সহীহ্ বোখারীর এক হাদীসে এর বিস্তারিত বিবরণ পাওয়া যায়। হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা.)-এর বাচনিক এক রেওয়ায়েতে রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন, মানুষের বীর্য চল্লিশ দিন পর্যন্ত গর্ভাশয়ে সঞ্চিত থাকে। চল্লিশ দিন পর তা জমাট রক্তে পরিণত হয়। এরপর আরো চল্লিশ দিন অতিবাহিত হলে তা মাংসপিণ্ড হয়ে যায়। অতঃপর আল্লাহ তা'আলার পক্ষ থেকে একজন ফেরেশতা প্রেরিত হয়। সে তাতে রূহ ফুঁকে দেয়। এ সময়েই তার সম্পর্কে চারটি বিষয় লিখে দেওয়া হয় : ১. তার বয়স কত হবে, ২. সে কি পরিমাণ রিজিক পাবে, ৩. সে কি কি কাজ করবে এবং ৪. পরিণামে সে ভাগ্যবান হবে, না হতভাগা। –[কুরতুবী]

হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা.)-এর বাচনিক এবং ইবনে আবী হাতেম ও ইবনে জারীর বর্ণিত অপর এক রেওয়ায়েতে আরো বলা হয়েছে যে, বীর্য যখন কয়েক স্তর অতিক্রম করে মাংসপিণ্ডে পরিণত হয়, তখন মানব সৃষ্টির কাজে আদিষ্ট ফেরেশতা আল্লাহ তা'আলাকে জিজ্ঞেস করে يَارَبِّ مُخَلَّقَةٌ اَوْغَيْرُ مُخَلَّقَةٍ অর্থাৎ এই মাংসপিণ্ড দ্বারা মানব সৃষ্টি আপনার কাছে অবধারিত কি না? যদি আল্লাহ্র পক্ষ থেকে উত্তরে বলা হয় غَيْرُ مُخَلَّقَةٍ তবে গর্ভাশয় সেই মাংসপিণ্ডকে পাত করে হয় এবং তা সৃষ্টির অন্যান্য স্তর অতিক্রম করে না। পক্ষান্তরে যদি জবাবে مُخَلَّقَةٌ বলা হয়, তবে ফেরেশতা জিজ্ঞেস করে, ছেলে না কন্যা, হতভাগা না ভাগ্যবান, বয়স কত, কি কর্ম করবে এবং কোথায় মৃত্যুবরণ করবে? এসব প্রশ্নের জবাব তখনই ফেরেশতাকে বলে দেওয়া হয়। –(ইবনে কাছীর) غَيْرِ مُخَلَّقَةٍ ও مُخَلَّقَةٌ শব্দদ্বয়ের এই তাফসীর হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) থেকেও বর্ণিত আছে। –[কুরতুবী]

مُخَلَّقَةٍ وَّغَيْرِ مُخَلَّقَةٍ : উল্লিখিত হাদীস থেকে এই শব্দদ্বয়ের তাফসীর এই জানা গেল, যে বীর্য দ্বারা মানবসৃষ্টি অবধারিত হয়, তা مُخَلَّقَةٌ এবং যা বিনষ্ট ও পাত হওয়া অবধারিত, তা غَيْرُ مُخَلَّقَةٍ; কোনো কোনো তাফসীরকারক غَيْرُ مُخَلَّقَةٍ ও مُخَلَّقَةٌ -এর এরূপ তাফসীর করেন যে, যে শিশুর সৃষ্টি পূর্ণাঙ্গ এবং সমস্ত অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ সুস্থ, সুঠাম ও সুষম হয়, সে مخلقة অর্থাৎ পূর্ণাকৃতিবিশিষ্ট এবং যার কতক অঙ্গ অসম্পূর্ণ অথবা দৈহিক গড়ন, বর্ণ ইত্যাদি অসম, সে غَيْرُ مُخَلَّقَةٍ

ثم نخرجكم طفلا : অর্থাৎ অতঃপর মাতৃগর্ভ থেকে তোমাদেরকে দুর্বল শিশুর আকারে বের করি। এ সময় শিশুর দেহ, শ্রবণশক্তি, দৃষ্টিশক্তি, ইন্দ্রিয় জ্ঞান, নড়াচড়া ও ধারণশক্তি ইত্যাদি সবই দুর্বল থাকে। অতঃপর পর্যায়ক্রমে এগুলোকে শক্তিদান করা হয় এবং পরিশেষে পূর্ণশক্তির স্তরে পৌঁছে যায়। ثُمَّ لِتَبْلُغُوْا اَشُدَّكُمْ -এর অর্থ তাই। اَشُدَّ শব্দটি شِدَّةٌ -এর বহুবচন। উদ্দেশ্য এই যে, পর্যায়ক্রমে উন্নতির ধারা ততক্ষণ পর্যন্ত অব্যাহত থাকে যতক্ষণ তোমাদের প্রত্যেকটি শক্তি পূর্ণতা লাভ না করে, যা যৌবনকালে প্রত্যক্ষ করা হয়।

اَرْذَلِ الْعُمُرِ : সেই বয়সকে বলা হয়, যে বয়সে মানুষের বুদ্ধি, চেতনা ও ইন্দ্রিয়ানুভূতিতে ত্রুটি দেখা যায়। রাসূলে কারীম ﷺ এমন বয়স থেকে আল্লাহর আশ্রয় প্রার্থনা করেছেন। হযরত সা'দের বাচনিক নাসায়ীতে বর্ণিত আছে– রাসূলুল্লাহ ﷺ নিম্নোক্ত দোয়া অধিক পরিমাণে পাঠ করতেন এবং হযরত সা'দ (রা.)ও এই দোয়া তাঁর সন্তানদেরকে মুখস্থ করিয়ে দিয়েছিলেন। দোয়াটি এই–

اَللّٰهُمَّ اِنِّىْ اَعُوْذُ بِكَ مِنَ الْبُخْلِ وَاَعُوْذُ بِكَ مِنَ الْجُبْنِ وَاَعُوْذُ بِكَ مِنْ اَنْ اُرَدَّ اِلٰى اَرْذَلِ الْعُمُرِ وَاَعُوْذُ بِكَ مِنْ فِتْنَةِ الدُّنْيَا وَعَذَابِ الْقَبْرِ.

মানব সৃষ্টির প্রথম পর্যায়ের পর তার বয়সের বিভিন্ন স্তর ও অবস্থা : মুসনাদে আহমদ ও মুসনাদে আবূ ইয়া'লায় বর্ণিত হযরত আনাস ইবনে মালেক (রা.)-এর বাচনিক এক রেওয়ায়েতে রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন, প্রাপ্তবয়স্ক না হওয়া পর্যন্ত সন্তানদের সৎকর্ম পিতা-মাতার আমলনামায় লিপিবদ্ধ করা হয়। কোনো সন্তান অসৎকর্ম করলে তা তার নিজের আমলনামায়ও লিখা হয় না এবং পিতা-মাতার আমলনামায়ও রক্ষিত হয় না। প্রাপ্তবয়স্ক হয়ে গেলে তার নিজের আমলনামা চালু হয়ে যায়। তখন তার হেফাজত ও তাকে শক্তি যোগানোর জন্য সঙ্গী দুজন ফেরেশতাকে আদেশ করা হয়। যখন সে মুসলমান অবস্থায় চল্লিশ বছর বয়সে পৌঁছে যায়, তখন আল্লাহ তা'আলা তাকে উন্মাদ হওয়া, কুষ্ঠ ও ধবলকুষ্ঠ এই রোগত্রয় থেকে নিরাপদ করে দেন। যখন পঞ্চাশ বছর বয়সে পৌঁছে, তখন আল্লাহ তা'আলা তার হিসাব হালকা করে দেন। ষাট

https://e-ilm.weebly.com/

বছর বয়সে পৌছলে সে আল্লাহর দিকে রুজুর তৌফিক প্রাপ্ত হয়। সত্তর বছর বয়সে পৌছলে আসমানের অধিবাসী সব ফেরেশতা তাকে মহব্বত করতে থাকে। আশি বছর বয়সে উপনীত হলে আল্লাহ্ তা'আলা তার সৎকর্মসমূহ লিপিবদ্ধ করেন এবং অসৎকর্মসমূহ মার্জনা করে দেন। নব্বই বছর বয়সে আল্লাহ তা'আলা অগ্র-পশ্চাতের সব গোনাহ্ মাফ করে দেন এবং তাকে তার পরিবারের লোকদের ব্যাপারে শাফায়াত করার অধিকার দান করেন ও শাফায়াত কবুল করেন। তখন তার উপাধি হয়ে যায়। "আমীনুল্লাহ্ ও আমিরুল্লাহ ফিল আরয" অর্থাৎ পৃথিবীতে আল্লাহর বন্দী। কেননা এই বয়সে সাধারণত মানুষের শক্তি নিঃশেষ হয়ে যায়, কোনো কিছুতে ঔৎসুক্য বাকি থাকে না। সে বন্দীর ন্যায় জীবন যাপন করে। অতঃপর মানুষ যখন 'আরযালে ওমর' তথা নিষ্কর্মা বয়সে পৌছে যায়, তখন সুস্থ ও শক্তিবান অবস্থায় যেসব সৎকর্ম করত, তা অব্যাহতভাবে তার আমলনামায় লিখা হয় এবং কোনো গোনাহ্ হয়ে গেলে তা লিপিবদ্ধ করা হয় না।

হাফেজ ইবনে কাছীর এই রেওয়ায়েতটি মুসনাদে আবূ ইয়া'লা থেকে উদ্ধৃত করে বলেন, هٰذَا حَدِيْثٌ غَرِيْبٌ جِدًّا وَفِيْهِ نَكَارَةٌ شَدِيْدَةٌ অর্থাৎ হাদীসটি অবিদিত এবং এতে ঘোর আপত্তির কারণ নিহিত আছে। এরপর তিনি বলেন– وَمَعَ هٰذَا رَوَاهُ الْإِمَامُ أَحْمَدُ فِيْ سَنَدِهِ مَوْقُوْفًا وَمَرْفُوْعًا অর্থাৎ এতদসত্ত্বেও ইমাম আহ্মদ ইবনে হাম্বল হাদীসটিকে 'মাওকূফ ও মরফূ' উভয় প্রকারে তাঁর গ্রন্থে বর্ণনা করেছেন। অতঃপর ইবনে কাছীর মুসনাদে আহমদ থেকে উভয় প্রকার রেওয়ায়েত বর্ণনা করেছেন। সেগুলোর বিষয়বস্তু প্রায় তাই, যা মুসনাদে আবূ ইয়া'লা (রা.) থেকে উপরে বর্ণিত হয়েছে। وَاللّٰهُ أَعْلَمُ

শব্দ বিশ্লেষণ :

اِتَّقُوْا : সীগাহ جمع مذكر حاضر বহছ امر حاضر معروف বাব اِفْتِعَالٌ মাসদার اِتِّقَاءٌ মূলবর্ণ (و - ق - ى) জিনস لفيف مفروق অর্থ– তোমরা ভয় করো।

تَذْهَلُ : সীগাহ واحد مؤنث غائب বহছ مضارع معروف বাব فَتَحَ মাসদার ذُهُوْلٌ মূলবর্ণ (ذ - ه - ل) জিনস صحيح অর্থ– সে ভুলে যাবে।

اَرْضَعَتْ : সীগাহ واحد مؤنث غائب বহছ ماضى معروف বাব اِفْعَالٌ মাসদার اِرْضَاعٌ মূলবর্ণ (ر - ض - ع) জিনস صحيح অর্থ– তাদের স্তন্যপায়ীকে।

لِنُبَيِّنَ : সীগাহ جمع متكلم বহছ مضارع منصوب بلام বাব تَفْعِيْل মাসদার تَبْيِيْنٌ মূলবর্ণ (ب - ى - ن) জিনস اجوف يائى অর্থ– যেন আমি প্রকাশ করে দেই।

لِتَبْلُغُوْا : সীগাহ جمع مذكر حاضر বহছ مضارع منصوب বাব نَصَرَ মাসদার بُلُوْغٌ মূলবর্ণ (ب - ل - غ) জিনস صحيح অর্থ– যেন তোমরা উপনীত হও।

يُتَوَفّٰى : সীগহ واحد مذكر غائب বহছ مضارع مجهول বাব تَفَعُّلٌ মাসদার تَوَفِّىْ মূলবর্ণ (و - ف - ى) জিনস لفيف مفروق অর্থ– মৃত্যুপ্রাপ্ত হয়।

يُرَدُّ : সীগাহ واحد مذكر غائب বহছ مضارع مجهول বাব نَصَرَ মাসদার رَدٌّ মূলবর্ণ (ر - د - د) জিনস مضاعف ثلاثى অর্থ– পৌছানো হয়ে থাকে।

اِهْتَزَّتْ : সীগাহ واحد مؤنث غائب বহছ ماضى معروف বাব اِفْتِعَالٌ মাসদার اِهْتِزَازٌ মূলবর্ণ (ه - ز - ز) জিনস مضاعف ثلاثى অর্থ– তা সরস হয়।

رَبَتْ : সীগহ واحد مؤنث غائب বহছ ماضى معروف বাব نَصَرَ মাসদার رِبَاءٌ ও رِبُوٌ মূলবর্ণ (ر - ب - و) জিনস ناقص واوى অর্থ– তা স্ফীত হয়ে উঠে।

বাক্য বিশ্লেষণ :

يٰاَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوْا رَبَّكُمْ اِنَّ زَلْزَلَةَ السَّاعَةِ شَيْءٌ عَظِيْمٌ : এখানে يَا হরফে নেদা اَيُّهَا মুনাদা, যা نكره مقصودة হয়ে مبنى على الضم হয়েছে আর هاء হলো تنبيه -এর জন্য আর اَلنَّاسُ হলো اى থেকে بدل আর اِتَّقُوْا হলো ফে'ল ফায়েল رَبَّكُمْ মাফউল اِنَّ হরফে মুশাব্বাহ বিল ফে'ল زَلْزَلَةَ السَّاعَةِ হলো اسم ان আর شَيْءٌ হলো خبر ان আর عَظِيْمٌ হলো شَيْءٌ এর সিফত। –[ই'রাবুল কুরআন : ৫ম খণ্ড, পৃ. ৯৪]

https://e-ilm.weebly.com/

৭. আর নিশ্চয় কিয়ামত আসবেই, তাতে কোনোই সন্দেহ নেই, এবং আল্লাহ কবরবাসীদেরকে পুনরায় উত্থিত করবেন।	وَاَنَّ السَّاعَةَ اٰتِيَةٌ لَّا رَيْبَ فِيْهَا ۙ وَاَنَّ اللّٰهَ يَبْعَثُ مَنْ فِى الْقُبُوْرِ ﴿٧﴾
৮. আর কোনো কোনো মানুষ এমনও আছে, যারা আল্লাহ তা'আলার সম্পর্কে বিতর্ক করে থাকে কোনো রূপ জ্ঞান ব্যতীত এবং কোনো প্রমাণ ব্যতীত এবং কোনো উজ্জ্বল গ্রন্থ (-এর প্রমাণ) ব্যতীত।	وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يُّجَادِلُ فِى اللّٰهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَّلَا هُدًى وَّلَا كِتٰبٍ مُّنِيْرٍ ﴿٨﴾
৯. তারা অহংকারবশত ঘাড় বাঁকিয়ে বিতর্ক করে থাকে, যেন (অপরাপরকে) আল্লাহর পথ হতে বিভ্রান্ত করে, এমন লোকদের জন্য পৃথিবীতে লাঞ্ছনা রয়েছে, আর আমি তাদেরকে কিয়ামত-দিবসে জ্বলন্ত আগুনের আজাব আস্বাদন করাব।	ثَانِىَ عِطْفِهٖ لِيُضِلَّ عَنْ سَبِيْلِ اللّٰهِ ۚ لَهٗ فِى الدُّنْيَا خِزْىٌ وَّنُذِيْقُهٗ يَوْمَ الْقِيٰمَةِ عَذَابَ الْحَرِيْقِ ﴿٩﴾
১০. (এবং তাদেরকে বলা হবে) এটা তোমার হস্ত-কৃত কর্মের প্রতিফল আর (এটাও প্রমাণিত যে,) আল্লাহ তা'আলা বান্দাদের প্রতি জুলুম করেন না।	ذٰلِكَ بِمَا قَدَّمَتْ يَدٰكَ وَاَنَّ اللّٰهَ لَيْسَ بِظَلَّامٍ لِّلْعَبِيْدِ ﴿١٠﴾
১১. আর কোনো কোনো মানুষ আল্লাহর ইবাদত করে কিনারায় দাঁড়িয়ে, অতঃপর তার যদি কোনো (পার্থিব) স্বার্থ লাভ হয়, তবে সে তদ্দরুন আশ্বস্ত হয়, আর যদি কোনো পরীক্ষাগত বিপদ তার উপর এসে পড়ে, তবে সে উর্ধ্বমুখে ফিরে চলে যায়, (যাতে) সে ইহকাল ও পরকাল উভয়টাই হারিয়ে বসে, এটাই হচ্ছে (তার) স্পষ্ট ক্ষতি।	وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَّعْبُدُ اللّٰهَ عَلٰى حَرْفٍ ۚ فَاِنْ اَصَابَهٗ خَيْرُ ِۨاطْمَاَنَّ بِهٖ ۚ وَاِنْ اَصَابَتْهُ فِتْنَةُ ِۨانْقَلَبَ عَلٰى وَجْهِهٖ ۚ خَسِرَ الدُّنْيَا وَالْاٰخِرَةَ ۗ ذٰلِكَ هُوَ الْخُسْرَانُ الْمُبِيْنُ ﴿١١﴾

শাব্দিক অনুবাদ :

৭. وَاَنَّ السَّاعَةَ اٰتِيَةٌ আর নিশ্চয় কিয়ামত আসবেই لَا رَيْبَ فِيْهَا তাতে কোনোই সন্দেহ নেই وَاَنَّ اللّٰهَ يَبْعَثُ এবং আল্লাহ পুনরায় উত্থিত করবেন مَنْ فِى الْقُبُوْرِ কবরবাসীদেরকে।

৮. وَمِنَ النَّاسِ আর কোনো কোনো মানুষ এমনও আছে مَنْ يُّجَادِلُ যারা বিতর্ক করে থাকে فِى اللّٰهِ আল্লাহ তা'আলার সম্পর্কে بِغَيْرِ عِلْمٍ কোনোরূপ জ্ঞান ব্যতীত وَّلَا هُدًى এবং কোনো প্রমাণ ব্যতীত وَّلَا كِتٰبٍ مُّنِيْرٍ এবং কোনো উজ্জ্বল গ্রন্থ ব্যতীত

৯. ثَانِىَ عِطْفِهٖ তারা অহংকারবশত ঘাড় বাঁকিয়ে বিতর্ক করে থাকে لِيُضِلَّ যেন বিভ্রান্ত করে عَنْ سَبِيْلِ اللّٰهِ আল্লাহর পথ হতে لَهٗ فِى الدُّنْيَا এমন লোকদের জন্য পৃথিবীতে রয়েছে خِزْىٌ লাঞ্ছনা وَنُذِيْقُهٗ আর আমি তাদেরকে আস্বাদন করাব يَوْمَ الْقِيٰمَةِ কিয়ামত দিবসে عَذَابَ الْحَرِيْقِ জ্বলন্ত আগুনের আজাব।

১০. ذٰلِكَ (তাদেরকে বলা হবে) এটা بِمَا قَدَّمَتْ يَدٰكَ তোমার হস্ত-কৃত কর্মের প্রতিফল وَاَنَّ اللّٰهَ আর আল্লাহ তা'আলা لَيْسَ بِظَلَّامٍ জুলুম করেন না لِّلْعَبِيْدِ বান্দাদের প্রতি।

১১. وَمِنَ النَّاسِ আর কোনো কোনো মানুষ مَنْ يَّعْبُدُ اللّٰهَ আল্লাহর ইবাদত করে عَلٰى حَرْفٍ কিনারায় দাঁড়িয়ে فَاِنْ اَصَابَهٗ خَيْرٌ অতঃপর তার যদি কোনো (পার্থিব) স্বার্থ লাভ হয় اطْمَاَنَّ بِهٖ তবে সে তদ্দরুন আশ্বস্ত হয় وَاِنْ اَصَابَتْهُ فِتْنَةٌ আর যদি কোনো পরীক্ষাগত বিপদ তার উপর এসে পড়ে انْقَلَبَ عَلٰى وَجْهِهٖ তবে সে উর্ধ্বমুখে ফিরে চলে যায় خَسِرَ الدُّنْيَا وَالْاٰخِرَةَ (যাতে) সে ইহকাল ও পরকাল উভয়টাই হারিয়ে বসে ذٰلِكَ هُوَ الْخُسْرَانُ الْمُبِيْنُ এটাই হচ্ছে (তার) স্পষ্ট ক্ষতি

https://e-ilm.weebly.com/

১২. সে আল্লাহ তা'আলাকে ছেড়ে এমন বস্তুর উপাসনায় প্রবৃত্ত হয়েছে, যা না পারে তার কোনো ক্ষতি করতে আর না পারে তার কোনো উপকার করতে, এটা (-ও) হচ্ছে চরম পথভ্রষ্টতা।	يَدْعُوا مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ مَا لَا يَضُرُّهٗ وَمَا لَا يَنْفَعُهٗ ۚ ذٰلِكَ هُوَ الضَّلٰلُ الْبَعِيْدُ ﴿١٢﴾
১৩. সে এমন সব বস্তুর উপাসনা করছে- যার ক্ষতি তার উপকারের তুলনায় অধিক নিকটবর্তী; মন্দ এমন কার্যনির্বাহক এবং কতই না মন্দ এমন সহচরও।	يَدْعُوا لَمَنْ ضَرُّهٗۤ اَقْرَبُ مِنْ نَّفْعِهٖ ۚ لَبِئْسَ الْمَوْلٰى وَلَبِئْسَ الْعَشِيْرُ ﴿١٣﴾
১৪. নিশ্চয় আল্লাহ এমন লোকদেরকে- যারা ঈমান এনেছে এবং নেক আমল করেছে- (বেহেশতের) এমন উদ্যানে দাখিল করবেন, যার তলদেশ দিয়ে নহরসমূহ প্রবাহিত হবে। আল্লাহ তা'আলা যা ইচ্ছা করেন, তাই করে থাকেন।	اِنَّ اللّٰهَ يُدْخِلُ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَعَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ جَنّٰتٍ تَجْرِيْ مِنْ تَحْتِهَا الْاَنْهٰرُ ۚ اِنَّ اللّٰهَ يَفْعَلُ مَا يُرِيْدُ ﴿١٤﴾
১৫. যে ব্যক্তি এই ধারণা করে যে, আল্লাহ (তাঁর) রাসূলকে কোনো সাহায্য করবেন না দুনিয়া ও আখেরাতে, সে যেন আসমান পর্যন্ত একটি রশি টানিয়ে নেয়। (এবং তা আসমানের সঙ্গে বেধে দেয়) তৎপর (এর সাহায্যে আসমানে উঠে) সেই ওহীকে রোধ করে, অতঃপর সে চিন্তা করে দেখুক যে, তার এই চেষ্টা তার অপছন্দনীয় বস্তুকে রোধ করতে পারে কিনা?	مَنْ كَانَ يَظُنُّ اَنْ لَّنْ يَّنْصُرَهُ اللّٰهُ فِي الدُّنْيَا وَالْاٰخِرَةِ فَلْيَمْدُدْ بِسَبَبٍ اِلَى السَّمَآءِ ثُمَّ لْيَقْطَعْ فَلْيَنْظُرْ هَلْ يُذْهِبَنَّ كَيْدُهٗ مَا يَغِيْظُ ﴿١٥﴾

শাব্দিক অনুবাদ :

১২. يَدْعُوْا مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ সে আল্লাহ তা'আলাকে ছেড়ে এমন বস্তুর উপাসনায় প্রবৃত্ত হয়েছে مَا لَا يَضُرُّهٗ যা না পারে তার কোনো ক্ষতি করতে وَمَا لَا يَنْفَعُهٗ আর না পারে তার কোনো উপকার করতে ذٰلِكَ هُوَ الضَّلٰلُ الْبَعِيْدُ এটা হচ্ছে চরম পথভ্রষ্টতা।

১৩. يَدْعُوْا সে এমন বস্তুর উপাসনা করছে لَمَنْ ضَرُّهٗۤ اَقْرَبُ مِنْ نَّفْعِهٖ যার ক্ষতি তার উপকারের তুলনায় অধিক নিকটবর্তী لَبِئْسَ الْمَوْلٰى কতইনা মন্দ এমন কার্যনির্বাহক وَلَبِئْسَ الْعَشِيْرُ এবং কতইনা মন্দ এমন সহচরও।

১৪. اِنَّ اللّٰهَ يُدْخِلُ নিশ্চয় আল্লাহ এমন লোকদেরকে দাখিল করবেন الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا যারা ঈমান এনেছে وَعَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ এবং নেক আমল করেছে جَنّٰتٍ এমন উদ্যানে تَجْرِيْ مِنْ تَحْتِهَا الْاَنْهٰرُ যার তলদেশ দিয়ে নহরসমূহ প্রবাহিত হবে اِنَّ اللّٰهَ يَفْعَلُ مَا يُرِيْدُ আল্লাহ তা'আলা যা ইচ্ছা করেন তাই করে থাকেন।

১৫. مَنْ كَانَ يَظُنُّ যে ব্যক্তি এ ধারণা করে যে اَنْ لَّنْ يَّنْصُرَهُ اللّٰهُ আল্লাহ (তাঁর) রাসূলকে কোনো সাহায্য করবেন না فِي الدُّنْيَا وَالْاٰخِرَةِ দুনিয়া ও আখেরাতে فَلْيَمْدُدْ بِسَبَبٍ اِلَى السَّمَآءِ সে যেন আসমান পর্যন্ত একটি রশি টানিয়ে নেয় ثُمَّ لْيَقْطَعْ তৎপর সেই ওহীকে রোধ করে فَلْيَنْظُرْ অতঃপর সে চিন্তা করে দেখুক যে هَلْ يُذْهِبَنَّ রোধ করতে পারে কিনা كَيْدُهٗ তাঁর এই চেষ্টা مَا يَغِيْظُ তার অপছন্দনীয় বস্তুকে।

https://e-ilm.weebly.com/

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يُّجَادِلُ فِي اللّٰهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَّلَا هُدًى وَّلَا كِتٰبٍ مُّنِيْرٍ [٨]

শানে নুযূল : যে সকল মানুষেরা আল্লাহ তা'আলার একত্ববাদে শিরকের আকীদা পোষণ করত– যথা ফেরেশতাকুল হচ্ছে আল্লাহর কন্যা সন্তান (নাউযুবিল্লাহ), হযরত ঈসা (আ.) আল্লাহর পুত্র (নাউযুবিল্লাহ) –তাদের সম্পর্কে আলোচ্য আয়াত নাজিল হয়েছে। সুতরাং মুহাম্মদ ইবনে কা'বের মতানুসারে আলোচ্য আয়াত আখনাস ইবনে শুরাইক সম্পর্কে নাজিল হয়েছে। জমহূর মুফাসসিরগণের মতানুসারে পূর্বের আয়াতের ন্যায় আলোচ্য আয়াতও নরাধম নযর ইবনে হারেছ সম্পর্কে নাজিল হয়েছে। তার সম্পর্কে একাধিক আয়াত নাজিল হবার কারণ হলো, তার দুরাচারী ও খোদাদ্রোহিতার প্রতি গভীর নিন্দা ও তিরস্কার ব্যক্ত করা। –[বাহরে মুহীত্ব ৩২৯/৬, ফাতহুল কাদীর ৪৩৯/৩, কুরতুবী ১৮/১২ রূহুল মা'আনী ১২২/১৭/৯]

وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَّعْبُدُ اللّٰهَ عَلٰى حَرْفٍ فَاِنْ اَصَابَهٗ خَيْرُ اِطْمَاَنَّ بِهٖ وَاِنْ اَصَابَتْهُ فِتْنَةُ اِنْقَلَبَ عَلٰى وَجْهِهٖ خَسِرَ الدُّنْيَا وَالْاٰخِرَةَ ذٰلِكَ هُوَ الْخُسْرَانُ الْمُبِيْنُ [١١]

শানে নুযূল : ইবনে আবী হাতেম ও ইবনে মারদুভিয়া সঠিক সনদে হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) -এর উদ্ধৃতি দিয়ে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেন, কতেক বেদুঈন এমন ছিল যারা রাসূল ﷺ-এর দরবারে এসে ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করে নিজেদের এলাকায় চলে যেত। অতঃপর তারা যদি ধন-সম্পদ ও সন্তান-সন্ততি লাভ করত, তাহলে তারা বলত, আমাদের এ ধর্ম অত্যন্ত কল্যাণময়। সুতরাং তারা তাকে আকড়ে ধরত। আর যদি দুর্ভিক্ষ পেয়ে যেত এবং সন্তান-সন্ততি মারা যেত তাহলে তারা বলত, এ ধর্মে আমাদের জন্য কোনো প্রকারের কল্যাণ নিহিত নেই। সে পরিপ্রেক্ষিতে আল্লাহ তা'আলা আলোচ্য আয়াত নাজিল করেন।

ইবনে মারদূভিয়া হযরত আবূ সাঈদ (রা.) -এর উদ্ধৃতি দিয়ে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন, এক ইহুদি ইসলাম গ্রহণ করে। অতঃপর তার চোখের দৃষ্টি শক্তি লোপ পায়, মাল নষ্ট হয়ে যায় এবং সন্তান-সন্ততি মারা যায়। তখন সে ইসলাম কে অলক্ষুণে বলে মন্তব্য কর। সুতরাং সে রাসূল ﷺ-এর নিকট এসে বলল যে, আমাকে ইসলাম হতে অব্যাহতি দান করুন। রাসূল ﷺ বললেন, ইসলামকে অব্যহতি দেওয়া যায় না। তখন সে বলল যে, এ ধর্মের মধ্যে আমার জন্যে কোনো ধরনের কল্যাণ নিহিত নেই। আমার দৃষ্টি শক্তি লোপ পেল। আমার সম্পদ ধ্বংস হলো এবং আমার সন্তান-সন্ততি মারা গেল । রাসূল ﷺ তখন বললেন যে, হে ইহুদি! ইসলাম মানুষকে উন্নত করে তুলে, আগুন যেভাবে লোহা, স্বর্ণ ও রৌপ্য থেকে ঝঙ্কার দূর করে পরিচ্ছন্ন করে। তখন সে পরিপ্রেক্ষিতে আলোচ্য আয়াত নাজিল হয়।

–[ফাতহুল কাদীর ৪৪২/৩, বাহরে মুহীত্ব ২৩২৯/৬, কুরতুবী ১৯/১২ রূহুল মা'আনী ১২৪/১৭/৯, ইবনে কাছীর ২১৫/৩]

مَنْ كَانَ يَظُنُّ اَنْ لَّنْ يَّنْصُرَهُ اللّٰهُ فِي الدُّنْيَا وَالْاٰخِرَةِ فَلْيَمْدُدْ بِسَبَبٍ اِلَى السَّمَاءِ ثُمَّ لْيَقْطَعْ فَلْيَنْظُرْ هَلْ يُذْهِبَنَّ كَيْدُهٗ مَا يَغِيْظُ [١٥]

শানে নুযূল : আলোচ্য আয়াত আসাদ ও গাতফান গোত্রদ্বয় সম্পর্কে নাজিল হয়েছে। তারা ইসলামের প্রতি অননামনা হয়ে বলছিল যে, আমাদের ভয় হচ্ছে যে, মুহাম্মদ ﷺ-কে সাহায্য করা হবে না। তাহলে তো আমাদের মধ্যে এবং ইহুদিদের মধ্যে যে মৈত্রী চুক্তি রয়েছে তা ছিন্ন হয়ে যাবে। ফলে ওরা আমাদের প্রতি কোনো প্রকারের সহযোগিতার হাত বাড়াবেনা। সে পরিপ্রেক্ষিতে আল্লাহ তা'আলা আলোচ্য আয়াত নাজিল করেন। –[তাবারী ১২০/৭]

ثَانِيَ عِطْفِهٖ : عِطْفٌ শব্দের অর্থ পার্শ্ব ও কিনারা। সুতরাং ثَانِيَ عِطْفِهٖ -এর অর্থ হবে পার্শ্ব পরিবর্তনকারী। তবে এখানে মুখ ফিরিয়ে নেওয়া বোঝানো হয়েছে।

وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَّعْبُدُ اللّٰهَ عَلٰى حَرْفٍ : বুখারী ও ইবনে আবী হাতেম হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) থেকে বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ যখন হিজরত করে মদিনায় বসবাস করতে শুরু করেন, তখন এমন লোকও এসে ইসলাম গ্রহণ করত, যাদের অন্তরে ইসলাম পাকাপোক্ত ছিল না। ইসলাম গ্রহণের পর তাদের সন্তান ও ধন-দৌলতে উন্নতি দেখা গেলে তারা বলত এই ধর্ম ভালো। এই শ্রেণির লোকদের সম্পর্কেই আলোচ্য আয়াত অবতীর্ণ হয়েছে। বলা হয়েছে যে, তারা ঈমানের এক কিনারায় দণ্ডায়মান আছে। ঈমানের পর যদি তারা পার্থিব সুখ ও ধন-সম্পদ লাভ করে, তবে ইসলামের উপর অটল হয়ে যায়, পক্ষান্তরে যদি পরীক্ষা স্বরূপ কোনো বিপদাপদ ও পেরেশানিতে পতিত হয়, তবে ধর্ম ত্যাগ করে বসে

https://e-ilm.weebly.com/

https://e-ilm.weebly.com/

১৬. আর এভাবেই আমি এটাকে (কুরআনকে) সুস্পষ্ট নিদর্শনাবলিরূপে নাজিল করেছি। আর আল্লাহ যাকে ইচ্ছা হেদায়েত করে থাকেন।	وَكَذٰلِكَ اَنْزَلْنٰهُ اٰيٰتٍۭ بَيِّنٰتٍ ۙ وَّاَنَّ اللّٰهَ يَهْدِيْ مَنْ يُّرِيْدُ ﴿١٦﴾
১৭. যারা ঈমান এনেছে এবং ইহুদি হয়েছে, আর সাবেঈন, খ্রিস্টান ও অগ্নিপূজক এবং মুশরিকগণ, নিশ্চয় আল্লাহ তা'আলা মীমাংসা করে দেবেন কিয়ামতের দিন এদের সকলের মধ্যে, (অর্থাৎ মুসলমানকে বেহেশতে এবং কাফেরকে দোজখে দাখিল করবেন।) নিঃসন্দেহে আল্লাহ তা'আলা প্রত্যেক বস্তু সম্বন্ধে অবগত আছেন।	اِنَّ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَالَّذِيْنَ هَادُوْا وَالصّٰبِـِٕيْنَ وَالنَّصٰرٰى وَالْمَجُوْسَ وَالَّذِيْنَ اَشْرَكُوْٓا ۖ اِنَّ اللّٰهَ يَفْصِلُ بَيْنَهُمْ يَوْمَ الْقِيٰمَةِ ۭ اِنَّ اللّٰهَ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيْدٌ ﴿١٧﴾
১৮. [হে শ্রোতা!] তুমি কি এটা জান না? আল্লাহ তা'আলার সমীপে সকলেই (স্ব-স্ব অবস্থানুযায়ী) মস্তকাবনত করছে, যা কিছু আসমানসমূহ ও জমিনে আছে এবং সূর্য, চন্দ্র, নক্ষত্রপুঞ্জ, পর্বতমালা, বৃক্ষরাজি, সমস্ত চতুষ্পদ জন্তু এবং মানুষের মধ্যকার বহু লোকও; আর অনেক লোক এমনও আছে, (অনুগত না হওয়ার দরুন) যাদের জন্য আজাব সাব্যস্ত হয়ে গিয়েছে; আর আল্লাহ তা'আলা যাকে লাঞ্ছিত করেন তাকে সম্মান প্রদানকারী কেউই নেই। নিশ্চয় আল্লাহ তা'আলা যা ইচ্ছা করেন (তা) করে থাকেন।	اَلَمْ تَرَ اَنَّ اللّٰهَ يَسْجُدُ لَهٗ مَنْ فِي السَّمٰوٰتِ وَمَنْ فِي الْاَرْضِ وَالشَّمْسُ وَالْقَمَرُ وَالنُّجُوْمُ وَالْجِبَالُ وَالشَّجَرُ وَالدَّوَآبُّ وَكَثِيْرٌ مِّنَ النَّاسِ ۭ وَكَثِيْرٌ حَقَّ عَلَيْهِ الْعَذَابُ ۭ وَمَنْ يُّهِنِ اللّٰهُ فَمَا لَهٗ مِنْ مُّكْرِمٍ ۭ اِنَّ اللّٰهَ يَفْعَلُ مَا يَشَاۗءُ ﴿١٨﴾ السجدة

শাব্দিক অনুবাদ :

১৬. وَكَذٰلِكَ اَنْزَلْنٰهُ আর এভাবেই আমি এটাকে (কুরআনকে) নাজিল করেছি اٰيٰتٍۭ بَيِّنٰتٍ সুস্পষ্ট নিদর্শনাবলিরূপে وَاَنَّ اللّٰهَ يَهْدِيْ আর আল্লাহ হেদায়েত করে থাকেন مَنْ يُّرِيْدُ যাকে ইচ্ছা।

১৭. اِنَّ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا যারা ঈমান এনেছে وَالَّذِيْنَ هَادُوْا এবং ইহুদি হয়েছে وَالصّٰبِـِٕيْنَ আর সাবেঈন وَالنَّصٰرٰى খ্রিস্টান وَالْمَجُوْسَ ও অগ্নিপূজক وَالَّذِيْنَ اَشْرَكُوْا এবং মুশরিকগণ اِنَّ اللّٰهَ يَفْصِلُ بَيْنَهُمْ নিশ্চয় আল্লাহ তা'আলা মীমাংসা করে দেবেন এদের সকলের মধ্যে يَوْمَ الْقِيٰمَةِ কিয়ামতের দিন اِنَّ اللّٰهَ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيْدٌ নিঃসন্দেহে আল্লাহ তা'আলা প্রত্যেক বস্তু সম্বন্ধে অবগত আছেন।

১৮. اَلَمْ تَرَ তুমি কি এটা জান না اَنَّ اللّٰهَ يَسْجُدُ لَهٗ আল্লাহ তা'আলার সমীপে সকলেই মস্তকাবনত করেছে مَنْ فِي السَّمٰوٰتِ وَمَنْ فِي الْاَرْضِ যা কিছু আসমানসমূহ ও জমিনে আছে وَالشَّمْسُ وَالْقَمَرُ এবং সূর্য, চন্দ্র وَالنُّجُوْمُ وَالْجِبَالُ নক্ষত্র পুঞ্জ পর্বতমালা وَالشَّجَرُ বৃক্ষরাজি وَالدَّوَآبُّ সমস্ত চতুষ্পদ জন্তু وَكَثِيْرٌ مِّنَ النَّاسِ এবং মানুষের মধ্যকার বহু লোকও وَكَثِيْرٌ حَقَّ عَلَيْهِ الْعَذَابُ আর অনেক লোক এমনও আছে যাদের জন্য আজাব সাব্যস্ত হয়ে গিয়েছে وَمَنْ يُّهِنِ اللّٰهُ আর আল্লাহ তা'আলা যাকে লাঞ্ছিত করেন فَمَا لَهٗ مِنْ مُّكْرِمٍ তাকে সম্মান প্রদানকারী কেউ নেই اِنَّ اللّٰهَ يَفْعَلُ مَا يَشَاۗءُ নিশ্চয় আল্লাহ তা'আলা যা ইচ্ছা করেন (তা) করে থাকেন।

https://e-ilm.weebly.com/

১৯. এরা হচ্ছে দু'টি বিবদমান পক্ষ, (মু'মিন ও কাফের) যারা নিজ প্রতিপালকের সম্বন্ধে পরস্পর মতভেদ করেছে, সুতরাং যারা কাফের হয়েছে তাদের (পরিধানের) জন্য আগুনের কাপড় কাটা হবে; তাদের মাথার উপরে তীব্র উত্তপ্ত পানি ঢেলে দেওয়া হবে।	هٰذٰنِ خَصْمٰنِ اخْتَصَمُوْا فِيْ رَبِّهِمْ ۡ فَالَّذِيْنَ كَفَرُوْا قُطِّعَتْ لَهُمْ ثِيَابٌ مِّنْ نَّارٍ ؕ يُصَبُّ مِنْ فَوْقِ رُءُوْسِهِمُ الْحَمِيْمُ ﴿١٩﴾
২০. এতে তাদের উদরস্থ সবকিছু (নাড়ি-ভুঁড়ি) এবং (তাদের) চর্মসমূহ গলে যাবে;	يُصْهَرُ بِهٖ مَا فِيْ بُطُوْنِهِمْ وَالْجُلُوْدُ ﴿٢٠﴾
২১. এবং তাদের জন্য লোহার গুর্জ রয়েছে।	وَلَهُمْ مَّقَامِعُ مِنْ حَدِيْدٍ ﴿٢١﴾
২২. যখনই তারা যন্ত্রণাকাতর হয়ে জাহান্নাম থেকে বের হতে চাইবে, তখনই তাদেরকে পুনরায় তাতে ফিরিয়ে দেওয়া হবে এবং বলা হবে, দহনের আজাব আস্বাদন করতে থাক।	كُلَّمَآ اَرَادُوْٓا اَنْ يَّخْرُجُوْا مِنْهَا مِنْ غَمٍّ اُعِيْدُوْا فِيْهَا ۗ وَذُوْقُوْا عَذَابَ الْحَرِيْقِ ﴿٢٢﴾
২৩. যারা ঈমান এনেছে এবং নেক কাজ করেছে আল্লাহ তা'আলা তাদেরকে বেহেশতের এমন উদ্যানসমূহে দাখিল করবেন– যার তলদেশ দিয়ে নদীসমূহ প্রবাহিত হতে থাকবে; তথায় তাদেরকে সোনার বালা ও মুক্তা পরানো হবে: এবং তথায় তাদের পোশাক হবে রেশমের।	اِنَّ اللّٰهَ يُدْخِلُ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَعَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ جَنّٰتٍ تَجْرِيْ مِنْ تَحْتِهَا الْاَنْهٰرُ يُحَلَّوْنَ فِيْهَا مِنْ اَسَاوِرَ مِنْ ذَهَبٍ وَّلُؤْلُؤًا ؕ وَلِبَاسُهُمْ فِيْهَا حَرِيْرٌ ﴿٢٣﴾

শাব্দিক অনুবাদ :

১৯. هٰذٰنِ خَصْمٰنِ এরা হচ্ছে দু'টি বিবাদমান পক্ষ اخْتَصَمُوْا فِيْ رَبِّهِمْ যারা নিজ প্রতিপালকের সম্বন্ধে পরস্পর মতভেদ করেছে فَالَّذِيْنَ كَفَرُوْا সুতরাং যারা কাফের হয়েছে قُطِّعَتْ لَهُمْ তাদের জন্য কাটা হবে ثِيَابٌ مِّنْ نَّارٍ আগুনের কাপড় يُصَبُّ ঢেলে দেওয়া হবে مِنْ فَوْقِ رُءُوْسِهِمْ তাদের মাথার উপরে الْحَمِيْمُ তীব্র উত্তপ্ত পানি।

২০. يُصْهَرُ بِهٖ তাতে গলে যাবে مَا فِيْ بُطُوْنِهِمْ তাদের উদরস্থ সবকিছু (নাড়ি-ভুঁড়ি) وَالْجُلُوْدُ এবং (তাদের) চর্মসমূহ।

২১. وَلَهُمْ এবং তাদের জন্য রয়েছে مَقَامِعُ مِنْ حَدِيْدٍ লোহার গুর্জ।

২২. كُلَّمَآ اَرَادُوْٓا যখনই তারা চাইবে اَنْ يَّخْرُجُوْا مِنْهَا তা হতে বের হতে مِنْ غَمٍّ যন্ত্রণাকাতর হয়ে اُعِيْدُوْا فِيْهَا তখনই তাদেরকে পুনরায় তাতে ফিরিয়ে দেওয়া হবে وَذُوْقُوْا এবং বলা হবে আস্বাদন করতে থাক عَذَابَ الْحَرِيْقِ দহনের আজাব।

২৩. اِنَّ اللّٰهَ يُدْخِلُ আল্লাহ তা'আলা তাদেরকে দাখিল করবেন الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا যারা ঈমান এনেছে وَعَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ এবং নেক কাজ করেছে جَنّٰتٍ বেহেশতের এমন উদ্যানসমূহে تَجْرِيْ مِنْ تَحْتِهَا الْاَنْهٰرُ যার তলদেশ দিয়ে নদীসমূহ প্রবাহিত হতে থাকবে يُحَلَّوْنَ فِيْهَا তথায় তাদেরকে পরানো হবে مِنْ اَسَاوِرَ مِنْ ذَهَبٍ সোনার বালা وَلُؤْلُؤًا ও মুক্তা وَلِبَاسُهُمْ فِيْهَا এবং তথায় তাদের পোশাক হবে حَرِيْرٌ রেশমের।

https://e-ilm.weebly.com/

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

هٰذٰنِ خَصْمٰنِ اخْتَصَمُوْا فِيْ رَبِّهِمْ فَالَّذِيْنَ كَفَرُوْا قُطِّعَتْ لَهُمْ ثِيَابٌ مِّنْ نَّارٍ يُصَبُّ مِنْ فَوْقِ رُءُوْسِهِمُ الْحَمِيْمُ [١٩]

শানে নুযূল– ১ : কাইস ইবনে উবাদা হযরত আবূ যর (রা.)-এর উদ্ধৃতি দিয়ে বর্ণনা করেন যে, আমি তাকে বলতে শুনেছি, তিনি বলে যে, আলোচ্য আয়াত কুরাইশের ছয় ব্যক্তি সম্পর্কে নাজিল হয়েছে। তিন জন মুমিন আর তিন জন হলো মুশরিক। মুমিন তিনজন হলেন হযরত হামযা ইবনে আব্দুল মুত্তালিব, আলী ইবনে আবূ তালেব ও উবায়দা ইবনে হারেছ (রা.)। আর মুশরিক তিনজন হলো নরাধম উতবা ইবনে রবী'আ, শায়বা ইবনে রবী'আ ও ওয়ালীদ ইবনে উতবা। তারা বদর যুদ্ধে পরস্পরের মোকাবিলায় যুদ্ধ করেছিল। তন্মধ্যে কাফের তিনজনই নিহত হয়ে জাহান্নামের পথে পাড়ি জমালো এবং মুমিনগণের মধ্যে হযরত আলী ও হামযা (রা.) অক্ষত অবস্থায় ফিরে আসেন এবং হযরত উবায়দা ইবনে হারেছ (রা.) আহত অবস্থায় ফিরে এসে রাসূল ﷺ-এর পদ মোবারকের পাশে গিয়ে শাহাদতের অমিয় শুধা পান করেন। সেই দু'পক্ষের মোকাবিলা করার পরিপ্রেক্ষিতে আল্লাহ তা'আলা আলোচ্য আয়াত নাজিল করেন। –[তাবারী ১২৩/৯, রূহুল মা'আনী ১৩৪/১৭/৯, কুরতুবী ২৫/১২, ইবনে কাছীর ২১৮/৩ ফাতহুল কাদীর ৪৪৫/৩, বাহরে মুহীত্ব ৩৩৪/৬]

শানে নুযূল – ২ : ইবনে জারীর, ইবনে মারদূভিয়া দুজন হযরত ইবনে আব্বাস (রা.)-এর উদ্ধৃতি দিয়ে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেন, মুমিন ও ইহুদিদের মধ্যে এক বির্তকের সূত্রপাত হয়। ইহুদিরা দাবি করল যে, আমরা তোমাদের অপেক্ষা আল্লাহ তা'আলার অতি নিকটতম। কারণ আমরা হলাম তোমাদের পূর্ববর্তী কিতাবের অধিকারী এবং আমাদের নবী তোমাদের নবীর পূর্ববর্তী নবী। মুমিনগণ বললেন, আমরা তোমাদের অপেক্ষা আল্লাহ তা'আলার অধিক নৈকট্যশীল। কারণ আমরা নবী মুহাম্মদ ﷺ -এর প্রতি ঈমান এনেছি, আরো ঈমান এনেছি তোমাদের নবীর প্রতি এবং আল্লাহ যে সমস্ত কিতাব নাজিল করেছেন, সে গুলোর প্রতিও। তোমরা তো আমাদের নবী এবং কিতাবকেও ভালোভাবে চেনো ও জানো। কিন্তু ঈর্ষা বশত তোমরা তা অমান্য করছ। তাদের পারস্পরিক এ বির্তক সম্পর্কে আল্লাহ তা'আলা আলোচ্য আয়াত নাজিল করেন। –[রূহুল মা'আনী ১৩৩/১৭/৯, কুরতুবী ২৬/১২, বাহরে মুহীত্ব ৩৪৪/৬]

প্রথম আয়াতে বিশ্বের মুসলমান, কাফের, অতঃপর কাফেরদের বিভিন্ন ধর্মবিশ্বাসী দল সম্পর্কে বলা হয়েছে যে, আল্লাহ তা'আলা তাদের সবার ফয়সালা করে দেবেন। তিনি প্রত্যেকের প্রকাশ্য ও অপ্রকাশ্য অবস্থা সম্পর্কে জ্ঞাত। ফয়সালা কি হবে, কুরআনে তা বারবার উল্লেখ করা হয়েছে যে, সৎকর্মপরায়ণ ঈমানদারদের জন্য চিরন্তন ও অক্ষয় সুখশান্তি আছে এবং কাফেরদের জন্য চিরস্থায়ী আজাব। দ্বিতীয় আয়াতে জীবিত আত্মাধারী অথবা জড় পদার্থ ও উদ্ভিদ ইত্যাদি সব সৃষ্ট বস্তু যে আল্লাহ তা'আলার আনুগত্যশীল, তা 'সেজদার' শিরোনামে ব্যক্ত করে মানব জাতির দুইটি শ্রেণি বর্ণনা করা হয়েছে। এক, আনুগত্যশীল ফরমাবরদার, সেজদায় সবার সাথে শরিক। দুই, আবাধ্য বিদ্রোহী, সেজদার প্রতি পৃষ্ঠ প্রদর্শনকারী। আয়াতে আজ্ঞানুবর্তী হওয়াকে সেজদা করা দ্বারা ব্যক্ত করা হয়েছে। ফলে সৃষ্ট জগতের প্রত্যেক জাতি ও প্রত্যেক প্রকার সেজদা এর অন্তর্ভুক্ত হয়ে যাবে। কেননা তাদের মধ্যে প্রত্যেকের সেজদা তার অবস্থা অনুযায়ী হয়ে থাকে। মানুষের সেজদা হচ্ছে মাটিতে মস্তক রাখা এবং অন্যান্য সৃষ্ট বস্তুর সেজদা হচ্ছে যে উদ্দেশ্যের জন্য তাদেরকে সৃষ্টি করা হয়েছে, তা যথাযথ পালন করা।

সমগ্র সৃষ্টবস্তুর আনুগত্যশীল হওয়ার স্বরূপ : সমগ্র সৃষ্টজগত স্রষ্টার আজ্ঞাধীন ও ইচ্ছাধীন। সৃষ্টজগতের এই আজ্ঞানুবর্তিতা দুই প্রকার : ১. সৃষ্টিগত ব্যবস্থাপনার অধীনে বাধ্যতামূলক আনুগত্য। মুমিন, কাফের, জীবিত, মৃত, জড়পদার্থ ইত্যাদি কেউ এই আনুগত্যের আওতা বহির্ভূত নয়। এই দৃষ্টিকোণ থেকে সবাই সমভাবে আল্লাহ তা'আলার অজ্ঞাধীন ও ইচ্ছাধীন। বিশ্ব-চরাচরের কোনো কণা অথবা পাহাড় আল্লাহর ইচ্ছা ব্যতিরেকে এতটুকুও নড়াচড়া করতে পারে না। ২. সৃষ্টজগতের ইচ্ছাধীন আনুগত্য। অর্থাৎ স্ব-ইচ্ছায় আল্লাহ তা'আলার বিধানাবলি মেনে চলা। এতে মুমিন ও কাফেরের পার্থক্য আছে। যারা আনুগত্যশীল ফরমাবরদার তারা মুমিন এবং যারা আনুগত্য বর্জন করে ও অস্বীকার করে তারা কাফের। আয়াতে মুমিন ও কাফেরের পার্থক্য বর্ণনা করা হয়েছে। এতেই বোঝা যায় যে, এখানে সেজদা ও আনুগত্য বলে শুধু সৃষ্টিগত আনুগত্য নয়; বরং ইচ্ছাধীন আনুগত্য বোঝানো হয়েছে। এখানে প্রশ্ন হয় যে, ইচ্ছাধীন আনুগত্য তো শুধু বিবেকবান মানুষ, জিন ইত্যাদির মধ্যে হতে পারে। জীবজন্তু, উদ্ভিদ ও জড়পদার্থের মধ্যে বিবেক ও চেতনাই নেই। এমতাবস্থায় এগুলোর মধ্যে ইচ্ছাধীন আনুগত্য কিভাবে হবে? এর উত্তর এই যে, কুরআন পাকের বহু আয়াত ও বর্ণনা দ্বারা প্রমাণিত আছে যে, বিবেক, চেতনা ও ইচ্ছা থেকে কোনো সৃষ্টবস্তুই মুক্ত নয়। সবার মধ্যেই কম-বেশি এগুলো বিদ্যমান আছে। মানব ও জিন জাতিকে আল্লাহ তা'আলা বিবেক ও চেতনার একটি পূর্ণস্তর দান করেছেন। এ কারণেই তাদেরকে

https://e-ilm.weebly.com/

আদেশ ও নিষেধের অধীন করা হয়েছে। অবশিষ্ট সৃষ্টবস্তুর মধ্যে প্রত্যেক শ্রেণি ও প্রকারকে সেই প্রকারের প্রয়োজন অনুযায়ী বিবেক ও চেতনা দেওয়া হয়েছে। মানব জাতিই সর্বাধিক বিবেক ও চেতনা লাভ করেছে। জন্তু-জানোয়ারের বিবেক ও চেতনা সাধারণত অনুভব করা হয়। উদ্ভিদের বিবেক ও চেতনাও সামান্য চিন্তা ও গবেষণা দ্বারা চেনা যায়, কিন্তু জড় পদার্থের বিবেক ও চেতনা এতই অল্প ও লুক্কায়িত যে, সাধারণ মানুষ তা বুঝতেই পারে না। কিন্তু তাদের স্রষ্টা ও মালিক বলেছেন যে, তারাও বিবেক ও চেতনার অধিকারী। কুরআন পাক আকাশ ও ভূমণ্ডল সম্পর্কে বলে যে, قَالَتَا أَتَيْنَا طَائِعِيْنَ অর্থাৎ আল্লাহ তা'আলা আসমান ও জমিনকে আদেশ করলেন, তোমাদেরকে আমার আজ্ঞাবহ হতেই হবে। অতএব হয় স্বেচ্ছায় আনুগত্য অবলম্বন কর, না হয় বাধ্যতামূলকভাবেই অনুগত থাকতে হবে। উত্তরে আসমান ও জমিন আরজ করল, আমরা স্বেচ্ছায় ও খুশিতে আনুগত্য কবুল করলাম। অন্যত্র পর্বতের প্রস্তর সম্পর্কে কুরআন পাক বলে, وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَهْبِطُ مِنْ خَشْيَةِ اللّٰهِ অর্থাৎ কতক প্রস্তর আল্লাহর ভয়ে উপর থেকে নিচে গড়িয়ে পড়ে। এমনিভাবে অনেক হাদীসে পর্বতসমূহের পারস্পরিক কথাবার্তা এবং অন্যান্য সৃষ্ট বস্তুর মধ্যে বিবেক ও চেতনার সাক্ষ্য প্রচুর পরিমাণে পাওয়া যায়। কাজেই আলোচ্য আয়াতে যে আনুগত্যকে সেজদা শব্দ দ্বারা ব্যক্ত করা হয়েছে, তা ইচ্ছাধীন আনুগত্য। আয়াতের অর্থ এই যে, মানবজাতি ছাড়াও (জিনসহ) সব সৃষ্টবস্তু স্বেচ্ছায় ও স্বজ্ঞানে আল্লাহ তা'আলার দরবারে সেজদা করে অর্থাৎ আজ্ঞা পালন করে। শুধু মানব ও জিনই দু'ভাগে বিভক্ত হয়ে গেছে–(এক) মুমিন, অনুগত ও সেজদাকারী এবং (দুই) কাফের, অবাধ্য ও সেজদার প্রতি পৃষ্ঠপ্রদর্শনকারী। সেজদার তৌফিক না দিয়ে আল্লাহ তা'আলা শেষোক্ত দলকে হেয় করেছেন। وَاللّٰهُ اَعْلَمُ

هٰذَانِ خَصْمَانِ اخْتَصَمُوْا : আয়াতে উল্লিখিত দুই পক্ষ হচ্ছে সাধারণ মুমিনগণ এবং তাদের বিপরীত সব কাফের দল; ইসলামের যুগের হোক কিংবা পূর্ববর্তী যুগসমূহের। তবে এই আয়াত সে দুই পক্ষ সম্পর্কে অবতীর্ণ হয়েছে, যারা বদরের রণক্ষেত্রে একে অপরের বিপক্ষে সম্মুখযুদ্ধে অবতীর্ণ হয়েছিল। মুসলমানদের মধ্যে থেকে হযরত আলী, হামযা, ওবায়দা (রা.) ও কাফেরদের পক্ষ থেকে ওতবা ইবনে রবী'আ, তদীয় পুত্র ওলীদ ও তদীয় ভ্রাতা শায়বা এতে শরিক ছিল। তন্মধ্যে কাফের পক্ষের তিন জনই নিহত এবং মুসলমানদের মধ্যে থেকে হযরত আলী ও হামযা অক্ষত অবস্থায় ফিরে এসেছিলেন। ওবায়দা গুরুতর আহত অবস্থায় ফিরে এসে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর পায়ের কাছে প্রাণত্যাগ করেন। আয়াত যে এই সম্মুখ যোদ্ধাদের সম্পর্কে অবতীর্ণ হয়েছে, তা বুখারী ও মুসলিমের হাদীস দ্বারা প্রামাণিত আছে। কিন্তু বাহ্যত এই হুকুম তাঁদের সাথেই বিশেষভাবে সম্পর্কযুক্ত নয়; বরং সমগ্র উম্মতের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য– যে কোনো জমানার উম্মত হোক না কেন।

জান্নাতীদেরকে কংকন পরিধান করানোর রহস্য : এখানে সন্দেহ হয় যে, হাতে কংকন পরা নারীদের কাজ এবং এটা তাদেরই অলংকার। পুরুষদের জন্য একে দূষণীয় মনে করা হয়। উত্তর এই যে, মাথায় মুকুট এবং হাতে কংকন পরিধান করা পুরানাকালের রাজা-বাদশাহ্দের একটি স্বাতন্ত্র্যমূলক বৈশিষ্ট্য হিসবে প্রচলিত ছিল। হাদীসে বর্ণিত আছে, হিজরতের সফরে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-কে গ্রেফতার করার জন্যে সুরাকা ইবনে মালেক অশ্বপৃষ্ঠ সওয়ার হয়ে পশ্চাদ্ধাবনে বের হয়েছিল। আল্লাহ্র হুকুমে তার ঘোড়ার পা মাটিতে পুঁতে গেলে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর দোয়ায় ঘোড়াটি উদ্ধার পায়। সুরাকা ইবনে মালেক তওবা করায় রাসূলুল্লাহ ﷺ তাকে ওয়াদা দেন যে, পারস্য সম্রাট কিস্‌রার কংকন যুদ্ধলব্ধ মালের সাথে মুসলমানদের হস্তগত হলে তাকে তা দান করা হবে। অতঃপর হযরত ওমর ফারূক (রা.)-এর খেলাফতকালে যখন পারস্য বিজিত হয় এবং সম্রাটের কংকন অন্যান্য মালের সাথে আগমন করে, তখন সুরাকা ইবনে মালেক তা দাবি করে বসেন এবং তাকে তা প্রদানও করা হয়। মোটকথা সাধারণ পুরুষের মধ্যে যেমন মাথায় মুকুট পরিধান করার প্রচলন নেই, এটা রাজকীয় ভূষণ, তেমনি হাতে কংকন পরিধান করাকেও রাজকীয় ভূষণ মনে করা হয়। তাই জান্নাতীদেরকে কংকন পরিধান করানো হবে। কংকন সম্পর্কে এই আয়াতে এবং সূরা ফাতিরে বলা হয়েছে যে, তা স্বর্ণ নির্মিত হবে, কিন্তু সূরা নিসায় রৌপ্য নির্মিত হওয়ার কথা বলা হয়েছে। এই পরিপ্রেক্ষিতে তাফসীরকারগণ বলেন, জান্নাতীদের হাতে তিন রকম কংকন পরানো হবে– স্বর্ণ নির্মত, রৌপ্য নির্মিত এবং মোতি নির্মিত। এই আয়াতে মোতির কথাও উল্লেখ করা হয়েছে। –[কুরতুবী]

রেশমী পোশাক পুরুষদের জন্য হারাম : আলোচ্য আয়াতে আছে জান্নাতীদের পোশাক রেশমের হবে। উদ্দেশ্য এই যে, তাদের সমস্ত পরিচ্ছদ, বিছানা, পর্দা ইত্যাদি রেশমের হবে। রেশমী বস্ত্র দুনিয়াতে সর্বোত্তম গণ্য হয়। বলাবাহুল্য, জান্নাতের রেশমের উৎকৃষ্টতার সাথে দুনিয়ার রেশমের মান কোনো অবস্থাতেই তুল্য নয়।

ইমাম নাসায়ী, বাযযার ও বায়হাকী হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে ওমর (রা.)-এর রেওয়ায়েতে বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, জান্নাতীদের রেশমী পোশাক জান্নাতের ফলের ভেতর থেকে বের হবে। হযরত জাবের (রা.)-এর রেওয়ায়েতে আছে; জান্নাতের একটি বৃক্ষ থেকে রেশম উৎপন্ন হবে। জান্নাতীদের পোশাক এই রেশম দ্বারাই তৈরি হবে। –[মাযহারী]

https://e-ilm.weebly.com/

ইমাম নাসায়ী হযরত আবূ হুরায়রা (রা.) -এর রেওয়ায়েত বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন–

مَنْ لَبِسَ الْحَرِيْرَ فِى الدُّنْيَا لَمْ يَلْبَسْهُ فِى الْاٰخِرَةِ وَمَنْ شَرِبَ الْخَمْرَ فِي الدُّنْيَا لَمْ يَشْرَبْهَا فِى الْاٰخِرَةِ وَمَنْ شَرِبَ فِىْ اٰنِيَةِ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ لَمْ يَشْرَبْ فِيْهَا فِى الْاٰخِرَةِ ثُمَّ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ لِبَاسُ اَهْلِ الْجَنَّةِ وَشَرَابُ اَهْلِ الْجَنَّةِ وَاٰنِيَةُ اَهْلِ الْجَنَّةِ.

যে ব্যক্তি দুনিয়াতে রেশমী বস্ত্র পরিধান করবে, সে পরকালে তা পরিধান করবে না। যে ব্যক্তি দুনিয়াতে মদ্যপান করবে, সে পরকালে তা থেকে বঞ্চিত থাকবে। যে ব্যক্তি দুনিয়াতে স্বর্ণ-রৌপ্যের পাত্রে পানাহার করবে, সে পরকালে এসব পাত্রে পানাহার করবে না। অতঃপর রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন, এই বস্তুত্রয় জান্নাতীদের জন্যে বিশেষভাবে নির্দিষ্ট। –[কুরতুবী]

উদ্দেশ্য এই যে, যে ব্যক্তি দুনিয়াতে এসব কাজ করে এবং তওবা না করে, সে জান্নাতে প্রবেশ করলেও এগুলো থেকে বঞ্চিত থাকবে; যেমন– হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে ওমর (রা.)-এর রেওয়ায়েতে রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন, যে ব্যক্তি দুনিয়াতে মদ্যপান করে তওবা করে না, সে পরকালে জান্নাতের মদ থেকে বঞ্চিত হবে। –[কুরতুবী]

অন্য এক হাদীসে আবূ সায়ীদ খুদরী (রা.) বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন,

مَنْ لَبِسَ الْحَرِيْرَ فِى الدُّنْيَا لَمْ يَلْبَسْهُ فِى الْاٰخِرَةِ وَاِنْ دَخَلَ الْجَنَّةَ لَبِسَهٗ اَهْلُ الْجَنَّةِ وَلَمْ يَلْبَسْهُ هُوَ.

যে ব্যক্তি দুনিয়াতে রেশমী বস্ত্র পরিধান করে, সে পরকালে তা পরিধান করবে না। যদিও সে জান্নাতে প্রবেশ করে থাকে, তাহলে অন্যান্য জান্নাতী রেশমী বস্ত্র পরিধান করবে; কিন্তু সে পরিধান করতে পারবে না। –[কুরতুবী]

এখানে সন্দেহ হতে পারে যে, যখন তাকে জান্নাতে দাখিল করা হবে, তখন কোনো বস্ত্র থেকে বঞ্চিত রাখলে তার মনে দুঃখ ও পরিতাপ থাকবে। অথচ জান্নাত দুঃখ ও পরিতাপের স্থান নয়। সেখানে কারো মনে বিষাদ ও আফসোস থাকা উচিত নয়। যদি আফসোস না হয়, তবে এই বঞ্চিত করায় তো উপকারিতা নেই। কুরতুবী এর চমৎকার জওয়াব দিয়েছেন। তিনি বলেন জান্নাতীদের স্থান ও স্তর বিভিন্নরূপ হবে। কেউ উপরের স্তরে এবং কেউ নিম্নস্তরে থাকবে। স্তরের এই ব্যবধান ও পার্থক্য সবাই অনুভবও করবে। কিন্তু সাথে সাথে আল্লাহ তা'আলা জান্নাতীদের অন্তর এমন করে দেবেন যে, তাতে কোনো কিছুর পরিতাপ ও আফসোস থাকবে না।

শব্দ বিশ্লেষণ :

اَشْرَكُوْا : সীগাহ বহছ جمع مذكر غائب বহছ ماضى معروف বাব اِفْعَالٌ মাসদার اِشْرَاكٌ মূলবর্ণ (ش - ر - ك) জিনস صحيح অর্থ– মুশরিকগণ।

اَلَمْ تَرَ : সীগাহ واحد مذكر حاضر বহছ مضارع منفى بلم বাব فَتَحَ মাসদার رُؤْيَةٌ মূলবর্ণ (ر - أ - ى) জিনস মুরাক্কাব (ناقص يائى و مهموز عين) অর্থ– তুমি কি জান না?

يُهِنْ : সীগাহ واحد مذكر غائب বহছ مضارع معروف বাব اِفْعَالٌ মাসদার اِهَانَةٌ মূলবর্ণ (ه - و - ن) জিনস اجوف واوى অর্থ– তিনি লাঞ্ছিত করেন।

يُصَبُّ : সীগাহ واحد مذكر غائب বহছ مضارع مجهول বাব نَصَرَ মাসদার صَبٌّ মূলবর্ণ (ص - ب - ب) জিনস مضاعف ثلاثى অর্থ– ঢেলে দেওয়া হবে।

مَقَامِعُ : مِقْمَعَةٌ -এর বহুবচন। কাছে اسم اله অর্থ– গুর্জ, হাতুড়ি, মুগুর।

اُعِيْدُوْا : সীগাহ جمع مذكر غائب বহছ ماضى مجهول বাব اِفْعَالٌ মাসদার اِعَادَةٌ মূলবর্ণ (ع - و - د) জিনস اجوف واوى অর্থ– তাদেরকে পুনরায় ফিরিয়ে দেওয়া হবে।

يُحَلَّوْنَ : সীগাহ جمع مذكر غائب বহছ مضارع مجهول বাব تَفْعِيْل মাসদার تَحْلِيَةٌ মূলবর্ণ (ح - ل - و) জিনস ناقص واوى অর্থ– তাদেরকে পরানো হবে।

বাক্য বিশ্লেষণ :

اِنَّ اللّٰهَ يُدْخِلُ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَعَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ جَنّٰتٍ تَجْرِىْ مِنْ تَحْتِهَا الْاَنْهٰرُ : এখানে اِنَّ হরফে মুশাব্বাহ বিল ফে'ল হলো আর اَللّٰهَ হলো اسم ان আর يُدْخِلُ الخ বাক্যটি خبر ان আর اَلَّذِيْنَ হলো مفعول به আর وَعَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ বাক্যটি اٰمَنُوْا -এর উপর আতফ হয়েছে আর جَنّٰتٍ হলো দ্বিতীয় مفعول به অথবা এটা منصوب بنزع الخافض হয়েছে আর تَجْرِىْ مِنْ تَحْتِهَا الْاَنْهٰرُ বাক্যটি جَنّٰتٍ -এর সিফত হয়েছে।

–[ই'রাবুল কুরআন ৫ম খণ্ড, পৃ. ১১০ ও ১২০]

https://e-ilm.weebly.com/

https://e-ilm.weebly.com/

২৮. যেন তারা নিজেদের উপকারের জন্য উপস্থিত হয়, আর যেন (কুরবানির) নির্দিষ্ট দিনগুলোতে (জবাই করার সময়) আল্লাহর নাম উচ্চারণ করে ঐ সমস্ত নির্দিষ্ট চতুষ্পদ জন্তুসমূহের উপর যা আল্লাহ তাদেরকে দান করেছেন। অতঃপর ঐগুলো হতে তোমরাও খাও, আর বিপন্ন অভাবগ্রস্তগণকেও খাওয়াও।	لِّيَشْهَدُوا مَنَافِعَ لَهُمْ وَيَذْكُرُوا اسْمَ اللّٰهِ فِيْٓ اَيَّامٍ مَّعْلُوْمٰتٍ عَلٰى مَا رَزَقَهُمْ مِّنْۢ بَهِيْمَةِ الْاَنْعَامِ ۚ فَكُلُوْا مِنْهَا وَاَطْعِمُوا الْبَآئِسَ الْفَقِيْرَ ﴿٢٨﴾
২৯. অতঃপর যেন তারা নিজেদের অপরিচ্ছন্নতা দূর করে এবং নিজ ওয়াজিব কাজসমূহ পূর্ণ করে, আর (ঐ নির্দিষ্ট দিনগুলোর মধ্যেই) সেই নিরাপদ (কা'বা) গৃহের তওয়াফ করে।	ثُمَّ لْيَقْضُوْا تَفَثَهُمْ وَلْيُوْفُوْا نُذُوْرَهُمْ وَلْيَطَّوَّفُوْا بِالْبَيْتِ الْعَتِيْقِ ﴿٢٩﴾
৩০. এই কথা তো সমাপ্ত হলো, আর যদি কেউ আল্লাহর সম্মানিত নির্দেশাবলির মর্যাদা রক্ষা করে, তবে তা তার প্রতিপালক দরবারে তার জন্য অতি উত্তম, আর তোমাদের জন্য এই নির্দিষ্ট পশুগুলোকে হালাল করা হয়েছে, ঐগুলো ব্যতীত যা তোমাদের প্রতি (নিষিদ্ধ বলে) পঠিত হয়েছে, অতএব, তোমরা অপবিত্রতা তথা মূর্তিসমূহ হতে সরে থাক এবং মিথ্যা কথা হতে দূরে থাক।	ذٰلِكَ ۗ وَمَنْ يُّعَظِّمْ حُرُمٰتِ اللّٰهِ فَهُوَ خَيْرٌ لَّهٗ عِنْدَ رَبِّهٖ ۗ وَاُحِلَّتْ لَكُمُ الْاَنْعَامُ اِلَّا مَا يُتْلٰى عَلَيْكُمْ فَاجْتَنِبُوا الرِّجْسَ مِنَ الْاَوْثَانِ وَاجْتَنِبُوْا قَوْلَ الزُّوْرِ ﴿٣٠﴾

শাব্দিক অনুবাদ :

২৮. لِيَشْهَدُوا যেন তারা উপস্থিত হয় مَنَافِعَ لَهُمْ নিজেদের উপকারের জন্য وَيَذْكُرُوا اسْمَ اللّٰهِ আর যেন আল্লাহর নাম উচ্চারণ করে فِيْ اَيَّامٍ مَّعْلُوْمٰتٍ নির্দিষ্ট দিনগুলোতে عَلٰى مَا رَزَقَهُمْ مِّنْ بَهِيْمَةِ الْاَنْعَامِ ঐ সমস্ত নির্দিষ্ট চতুষ্পদ জন্তু সমূহের উপর যা আল্লাহ তাদেরকে দান করেছেন فَكُلُوْا مِنْهَا অতঃপর ঐগুলো হতে তোমরাও খাও وَاَطْعِمُوا الْبَآئِسَ الْفَقِيْرَ আর বিপন্ন অভাবগ্রস্তগণকেও খাওয়াও।

২৯. ثُمَّ لْيَقْضُوْا تَفَثَهُمْ অতঃপর যেন তারা নিজেদের অপরিচ্ছন্নতা দূর করে وَلْيُوْفُوْا نُذُوْرَهُمْ এবং নিজ ওয়াজিব কাজসমূহ পূর্ণ করে وَلْيَطَّوَّفُوْا بِالْبَيْتِ الْعَتِيْقِ সেই নিরাপদ (কা'বা) গৃহের তওয়াফ করে।

৩০. ذٰلِكَ এই কথা তো সমাপ্ত হলো وَمَنْ يُّعَظِّمْ আর যদি কেউ রক্ষা করে حُرُمٰتِ اللّٰهِ আল্লাহর সম্মানিত নির্দেশাবলির মর্যাদা فَهُوَ خَيْرٌ لَّهٗ তবে তা তার জন্য অতি উত্তম عِنْدَ رَبِّهٖ তার প্রতিপালকের দরবারে وَاُحِلَّتْ لَكُمُ الْاَنْعَامُ আর তোমাদের জন্য এই নির্দিষ্ট পশুগুলোকে হারাম করা হয়েছে اِلَّا مَا يُتْلٰى عَلَيْكُمْ ঐগুলো ব্যতীত যা তোমাদের প্রতি (নিষিদ্ধ বলে) পঠিত হয়েছে فَاجْتَنِبُوا الرِّجْسَ অতএব, তোমরা অপবিত্রতা হতে সরে থাক مِنَ الْاَوْثَانِ তথা মূর্তিসমূহ হতে وَاجْتَنِبُوْا قَوْلَ الزُّوْرِ এবং মিথ্যা কথা হতে দূরে থাক।

https://e-ilm.weebly.com/

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

وَمَنْ يُّرِدْ فِيْهِ بِاِلْحَادٍ بِظُلْمٍ نُّذِقْهُ مِنْ عَذَابٍ اَلِيْمٍ [২৫]

শানে নুযূল : ইবনে আবী হাতেম ও সাঈদ ইবনে জুবায়ের হযরত ইবনে আব্বাস (রা.)-এর উদ্ধৃতি দিয়ে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেন, আলোচ্য আয়াতাংশটি আব্দুল্লাহ ইবনে উনাইস সম্পর্কে নাজিল হয়েছে। ঘটনা প্রবাহ হচ্ছে যে, রাসূল ﷺ একজন মুহাজির ও একজন আনসার দু'জন সাহাবীর সাথে তাকে কোথাও পাঠালেন। কথোপকথন হতে লাগল। এক পর্যায়ে আব্দুল্লাহ ইবনে উনাইস (রা.) ক্রোধান্বিত হয়ে আনসারী সাহাবীকে হত্যা করে মুরতাদ হয়ে সে মক্কাভিমুখে পালিয়ে যায়। তার এহেন হিংসাত্মক আচরণের পরিপ্রেক্ষিতে আলোচ্য আয়াতাংশটি আল্লাহ তা'আলা নাজিল করেন।

–[ইবনে কাছীর ২১১/৩ ফাতহুল কাদীর ৪৪৯/৩ সাভী ৯৭/৩]

وَاَذِّنْ فِى النَّاسِ بِالْحَجِّ يَاْتُوْكَ رِجَالًا وَّعَلٰى كُلِّ ضَامِرٍ يَّاْتِيْنَ مِنْ كُلِّ فَجٍّ عَمِيْقٍ [২৭]

শানে নুযূল : ইবনে জারীর মুজাহিদের উদ্ধৃতি দিয়ে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন যে, আলোচ্য আয়াত সে সকল মানুষ সম্পর্কে নাজিল হয়েছে, যারা সওয়ারী না নিয়েই হজ আদায় করার জন্য আসত। এর ফলে অন্যান্য সাথিদের কষ্ট হতো। তাই আল্লাহ তা'আলা এই আলোচ্য আয়াত নাজিল করেন যে, তারা যেন নিজেদের প্রয়োজনীয় আসবাব পত্র ও সওয়ারী নিজের সাথে নিয়ে আসে। –[তাবারী ১৩৬/৯]

وَهُدُوْٓا اِلَى الطَّيِّبِ مِنَ الْقَوْلِ : হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) বলেন, এখানে কালেমায়ে তাইয়েবা লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহু বোঝানো হয়েছে। আর কেউ কেউ বলেন, এখানে কুরআন পাক উদ্দেশ্য –[কুরতুবী] তবে বিশুদ্ধ কথা হলো, এসবগুলোই এর অন্তর্ভুক্ত।

وَيَصُدُّوْنَ عَنْ سَبِيْلِ اللّٰهِ : এখানে سَبِيْلِ اللّٰهِ (আল্লাহ্‌র পথ) বলে ইসলাম বোঝানো হয়েছে। আয়াতের অর্থ এই যে, তারা নিজেরা তো ইসলাম থেকে দূরে সরে আছেই; অন্যদেরকেও ইসলাম থেকে বাধা দেয়।

وَالْمَسْجِدِ الْحَرَامِ : এটা তাদের দ্বিতীয় গোনাহ্। তারা মুসলমানদেরকে মসজিদে হারামে প্রবেশ করতে বাধা দেয়। 'মসজিদে হারাম' ঐ মসজিদকে বলা হয়, যা বায়তুল্লাহর চতুষ্পার্শ্বে নির্মিত হয়েছে। এটা মক্কার হেরেম শরীফের একটা গুরুত্বপূর্ণ অংশ। কিন্তু কোনো কোনো সময় মসজিদে হারাম বলে মক্কার সম্পূর্ণ হেরেম শরীফ বোঝানো হয়; যেমন– আলোচ্য ঘটনাতেই মক্কার কাফেররা রাসূলুল্লাহ ﷺ -কে শুধু মসজিদে হারামে প্রবেশে বাধা দেয়নি; বরং হেরেমের সীমানায় প্রবেশ করতে বাধা দান করেছিল। সহীহ হাদীস দ্বারা তাই প্রমাণিত রয়েছে। কুরআন পাক এ ঘটনায় মসজিদে হারাম শব্দটি সাধারণ হেরেমের অর্থে ব্যবহার করেছে এবং বলেছে : وَيَصُدُّوْكُمْ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ

তাফসীরে দূররে মনসূরে এস্থানে হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) থেকে রেওয়ায়েত বর্ণনা করেছে যে, আয়াতে মসজিদে হারাম বলে হেরেম শরীফ বোঝানো হয়েছে।

পূর্ববর্তী আয়াতে মুমিন ও কাফের দুই পক্ষের বিতর্কের কথা উল্লেখ করা হয়েছিল। এই বিতর্কেরই একটি বিশেষ প্রকার আয়াতে বর্ণনা করা হয়েছে। তা এই যে, কোনো কোনো কাফের এমনও আছে, যারা নিজেরা গোমরাহীতে অটল এবং অন্যদেরকও আল্লাহর পথে চলতে বাধা দান করে। এ ধরনের লোকেরাই রাসূলুল্লাহ ﷺ ও তাঁর সাহাবীদেরকে ওমরার ইহরাম বেঁধে মসজিদে-হারামে প্রবেশের পথে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করেছিল। অথচ মসজিদে হারাম ও হেরেম শরীফের ইবাদত, ওমরা ও হজ্জ সম্পর্কিত অংশ তাদের মালিকানায় ছিল না। ফলে কোনোরকম বাধা ও প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টির অধিকার তাদের ছিল না। বরং এসব জায়গা সব মানুষের জন্য সমান ছিল। এখানে হেরেমের অধিবাসী, বহিরাগত মুসাফির, শহরবাসী এবং বিদেশী সবার সমান অধিকার ছিল। এরপর তাদের শাস্তি উল্লেখ করা হয়েছে যে, যে ব্যক্তি মসজিদে হারামে (অর্থাৎ গোটা হেরেম শরীফে) কোনো ধর্মদ্রোহী কাজ করবে; যেমন মানুষকে হেরেমে প্রবেশ করতে বাধা দেওয়া অথবা অন্য কোনো ধর্মবিরোধী কাজ করা, তাকে যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি আস্বাদন করানো হবে; বিশেষ করে যখন ধর্মবিরোধী কাজের সাথে জুলুম অর্থাৎ শিরকও মিলিত থাকে। মক্কার মুশরিকদের অবস্থা তদ্রূপই ছিল। তারা মুসলমানদেরকে হেরেমে প্রবেশ করতে বাধা দিয়েছিল। তাদের এ কাজও ধর্ম বিরোধী ও অবৈধ ছিল, এর সাথে তারা কুফর ও শিরকেও লিপ্ত ছিল। যদিও ধর্ম বিরোধী কাজ বিশেষত শিরক ও কুফর সর্বত্র ও সর্বকালে হারাম, চূড়ান্ত অপরাধ ও শাস্তির কারণ; কিন্তু যারা এরূপ কাজ হেরেমের অভ্যন্তরে করে, তাদের অপরাধ দ্বিগুণ হয়ে যায়। তাই এখানে বিশেষভাবে হেরেমের কথা বর্ণনা করা হয়েছে।

https://e-ilm.weebly.com/

মক্কার হেরেমে সব মুসলমানের সমান অধিকারের তাৎপর্য : মসজিদে হারাম ও হেরেম শরীফের যে যে অংশে হজের ক্রিয়াকর্ম পালন করা হয়; যেমন– সাফা-মারওয়া পাহাড়দ্বয়ের মধ্যবর্তী স্থান, মিনার সমগ্র ময়দান, আরাফাতের সম্পূর্ণ ময়দান এবং মুজদালেফার গোটা ময়দান– এসব ভূখণ্ড সারা বিশ্বের মুসলমানদের জন্যে সাধারণ ওয়াকফ। কোনো ব্যক্তিবিশেষের ব্যক্তিগত মালিকানা এগুলোর উপর কখনো হয়নি এবং হতেও পারে না। এ বিষয়ে সমগ্র উম্মত ও ফিকহ্‌বিদগণ একমত। এগুলো ছাড়া মক্কা মুকাররমার সাধারণ বাসগৃহ এবং হেরেমের অবশিষ্ট ভূখণ্ড সম্পর্কেও কোনো কোনো ফিকহ্‌বিদ বলেন যে, এগুলোও সাধারণ ওয়াকফ সম্পত্তি। এগুলো বিক্রয় করা ও ভাড়া দেওয়া হারাম। প্রত্যেক মুসলমান যে কোনো স্থানে অবস্থান করতে পারে। তবে অধিক সংখ্যক ফিকহ্‌বিদগণের উক্তি এই যে, মক্কার বাসগৃহসমূহের উপর ব্যক্তি বিশেষের মালিকানা হতে পারে। এগুলো ক্রয়-বিক্রয় করা ও ভাড়া দেওয়া জায়েজ। হযরত ওমর ফারুক (রা.) থেকে প্রমাণিত আছে যে, তিনি সফওয়ান ইবনে উমাইয়ার বাসগৃহ ক্রয় করে কয়েদীদের জন্য জেলখানা নির্মাণ করেছিলেন। ইমাম আযম আবূ হানীফা (র.) থেকে এ ব্যাপারে উপরিউক্ত উভয় প্রকার উক্তি বর্ণিত আছে। কিন্তু ফতোয়া হলো শেষোক্ত উক্তি অনুযায়ী।–[রূহুল-মা'আনী] ফিকহের গ্রন্থসমূহে এ সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে। কিন্তু আলোচ্য আয়াতে হেরেমের যে যে অংশে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করার কথা উল্লেখ করা হয়েছে, সেগুলো সর্বাবস্থায় সাধারণ ওয়াকফ। এগুলোতে প্রবেশে বাধা দেওয়া হারাম। আলোচ্য আয়াত থেকে এই অবৈধতা প্রমাণিত হয়।

وَمَنْ يُّرِدْ فِيْهِ بِاِلْحَادٍ بِظُلْمٍ : অভিধানে اِلْحَادٌ -এর অর্থ সরল পথ থেকে সরে যাওয়া। এখানে 'এলহাদের' অর্থ মুজাহিদ ও কাতাদাহর মতে কুফর ও শিরক। কিন্তু অন্য তাফসীরকারকগণ একে সাধারণ অর্থে রেখেছেন। ফলে প্রত্যেক গোনাহ্ ও আল্লাহর নাফরমানি এর অন্তর্ভুক্ত। এমনকি, চাকরকে গালি দেওয়া এবং মন্দ বলাও। এই অর্থের প্রতি লক্ষ্য করেই হযরত আতা (র.) বলেন, 'হেরেমে এলহাদ' বলে এহ্‌রাম ব্যতীত হেরেমে প্রবেশ করা এবং হেরেমে নিষিদ্ধ এমন কোনো কাজ করাকে বোঝানো হয়েছে। যেমন– হেরেমে শিকার করা কিংবা হেরেমে কোনো বৃক্ষ কর্তন করা ইত্যাদি। যেসব কাজ শরিয়তে নিষিদ্ধ, সেগুলো সর্বত্রই গোনাহ্ এবং আজাবের কারণ। তবে বিশেষ করে হেরেমের কথা বলার কারণ এই যে, মক্কার হেরেমে সৎকাজের ছওয়াব যেমন বেশি হয়, তেমনি পাপ কাজের আজাবও বহুলাংশে বেড়ে যায়।

–[মুজাহিদের উক্তি]

হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা.) থেকে এই আয়াতের এক তাফসীর এরূপও বর্ণিত আছে যে, হেরেম শরীফ ছাড়া অন্যত্র পাপ কাজের ইচ্ছা করলেই পাপ লিখা হয় না, যতক্ষণ তা কার্যে পরিণত করা না হয়, কিন্তু হেরেমে শুধু পাকাপোক্ত ইচ্ছা করলেই গোনাহ্ লিখা হয়। কুরতুবী এই তাফসীরই হযরত ইবনে ওমর (রা.) থেকেও বর্ণনা করেছেন এবং একে বিশুদ্ধ বলেছেন। হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে ওমর (রা.) হজ করতে গেলে দু'টি তাঁবু স্থাপন করতেন– একটি হেরেমের অভ্যন্তরে এবং অপরটি বাইরে। যদি পরিবারবর্গ অথবা চাকর-নওকরদের মধ্যে কাউকে কোনো কারণে শাসন করার প্রয়োজন হতো, তবে তিনি হেরেমের বাইরের তাঁবুতে যেয়ে একাজ করতেন। এর কারণ জিজ্ঞাসিত হলে তিনি বলেন, আমাদেরকে ইহা বলা হয়েছে যে, মানুষ ক্রোধ ও অসন্তুষ্টির সময় كَلَّا وَاللّٰهِ অথবা بَلٰى وَاللّٰهِ ইত্যাদি যেসব বাক্য উচ্চারণ করে, এগুলোও হেরেমের অভ্যন্তরে 'এলহাদ' করার শামিল।–[মাযহারী]

এর আগের আয়াতে মসজিদে হারাম ও হেরেম শরীফে প্রবেশের পথে বাধাদানকারীদের প্রতি কঠোর শাস্তির বাণী উচ্চারিত হয়েছে। এর সাথে সম্পর্ক রেখে এখন বায়তুল্লাহর বিশেষ ফজিলত ও মাহাত্ম্য বর্ণনা করা হচ্ছে, যাতে তাদের দুষ্কর্ম আরো অধিক ফুটে উঠে।

বায়তুল্লাহ নির্মাণের সূচনা : وَاِذْ بَوَّاْنَا لِاِبْرٰهِيْمَ مَكَانَ الْبَيْتِ অভিধানে بَوَّاَ শব্দের অর্থ কাউকে ঠিকানা ও বসবাসের গৃহ দেওয়া। আয়াতের অর্থ এই – একথা উল্লেখযোগ্য ও স্মর্তব্য যে, আমি ইবরাহীম (আ.) -কে বায়তুল্লাহর অবস্থান স্থলের ঠিকানা দিয়েছি। এতে ইঙ্গিত আছে যে, হযরত ইবরাহীম (আ.) পূর্ব থেকে এই ভূখণ্ডে বসবাস করতেন না। বিভিন্ন রেওয়ায়েত থেকে প্রমাণিত আছে যে, তাঁকে সিরিয়া থেকে হিজরত করিয়ে এখানে আনা হয়েছিল। مَكَانَ الْبَيْتِ শব্দে ইঙ্গিত রয়েছে যে, বায়তুল্লাহ্ হযরত ইবরাহীম (আ.)-এর আগে থেকেই বিদ্যমান ছিল। নির্ভরযোগ্য রেওয়ায়েতে বলা হয়েছে যে, এর প্রথম নির্মাণ হযরত আদম (আ.)-কে পৃথিবীতে আনার পূর্বে অথবা সাথে সাথে হয়েছিল। হযরত আদম (আ.) ও তৎপরবর্তী পয়গম্বরগণ বায়তুল্লাহ্ তওয়াফ করতেন। হযরত নূহ (আ.)-এর তুফানের সময় বায়তুল্লাহর প্রাচীর উঠিয়ে নেওয়া হয়েছিল। তবে ভিত্তি ও নির্দিষ্ট জায়গা বিদ্যমান ছিল। হযরত ইবরাহীম (আ.)-কে এই জায়গার কাছেই পুনর্বাসিত করা হয় এবং আদেশ দেওয়া হয় : اَنْ لَّا تُشْرِكْ بِىْ شَيْئًا অর্থাৎ আমার ইবাদতে কাউকে শরিক করো না

https://e-ilm.weebly.com/

https://e-ilm.weebly.com/

হজ-ওমরায় ব্যয় করলে দারিদ্র্য ও অভাবগ্রস্ততা দূর হয়ে যায়। চিন্তা করলে এ বিষয়টিও সাধারণভাবে প্রত্যক্ষ করা যাবে। হজের ধর্মীয় কল্যাণ তো অনেক; তন্মধ্যে নিম্নে বর্ণিত কল্যাণটি কোনো অংশে কম নয়। হযরত আবূ হুরায়রা (রা.)-এর এক হাদীসে রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন, যে ব্যক্তি আল্লাহ্‌র জন্য হজ করে এবং তাতে অশ্লীল ও গোনাহের কার্যাদি থেকে বেঁচে থাকে, সে হজ থেকে এমতাবস্থায় ফিরে আসে যেন আজই মায়ের গর্ভ থেকে বের হয়েছে; অর্থাৎ জন্মের অবস্থায় শিশু যেমন নিষ্পাপ থাকে, সে-ও তদ্রূপই হয়ে যায়। –[বুখারী, মুসলিম, মাযহারী]

বায়তুল্লাহ্‌র কাছে হাজীদের আগমনের এক উপকার তো উপরে বর্ণিত হলো যে, তারা তাদের পার্থিব ও পারলৌকিক কল্যাণ প্রত্যক্ষ করবে। দ্বিতীয় উপকার এরূপ বর্ণিত হয়েছে– وَيَذْكُرُوا اسْمَ اللّٰهِ فِيْٓ اَيَّامٍ مَّعْلُوْمٰتٍ عَلٰى مَا رَزَقَهُمْ مِّنْۢ بَهِيْمَةِ الْاَنْعَامِ অর্থাৎ যাতে নির্দিষ্ট দিনগুলোতে আল্লাহ্‌র নাম উচ্চারণ করে সেসব জন্তুর উপর, যেগুলো আল্লাহ তাদেরকে দিয়েছেন। এতে প্রথম জরুরি কথা এই যে, কুরবানির গোশ্‌ত ও তা থেকে অর্জিত উপকারিতার প্রতি লক্ষ্য না থাকা উচিত, বরং আসল বিষয় হচ্ছে আল্লাহ্‌র জিকির, যা এই দিনগুলোতে কুরবানি করার সময় জন্তুদের উপর করা হয়। এটাই ইবাদতের প্রাণ। কুরবানির গোশ্‌ত তাদের জন্য হালাল করা হয়েছে। এটা বাড়তি নিয়ামত। 'নির্দিষ্ট দিনগুলো' বলে সেই দিনগুলো বোঝানো হয়েছে, যেগুলোতে কুরবানি করা জায়েজ; অর্থাৎ যিলহজ্ব মাসের ১০, ১১ ও ১২ তারিখ। مَا رَزَقَهُمْ مِّنْۢ بَهِيْمَةِ الْاَنْعَامِ : এর অর্থ ব্যাপক; ওয়াজিব হোক কিংবা মোস্তাহাব সব রকম কুরবানি এর অন্তর্ভুক্ত।

فَكُلُوْا مِنْهَا –এখানে كُلُوْا শব্দটি আদেশসূচক পদ হলেও অর্থ ওয়াজিব করা নয়; বরং অনুমতি দান ও বৈধতা প্রকাশ করা; যেমন– কুরআনের وَاِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوْا আয়াতে শিকারের আদেশ অনুমতি দানের অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে।

মাসআলা : হজের মওসুমে মক্কা মুয়াজ্জমায় বিভিন্ন প্রকার জন্তু জবাই করা হয়। এক প্রকার জন্তু তো এমন, যাদেরকে কোনো অপরাধের শাস্তি হিসেবে করা কুরবানি করা ওয়াজিব হয়ে থাকে; যেমন কেউ হেরেম শরীফের অভ্যন্তরে শিকার করলে এর প্রতিদানে তার উপর কোনো জন্তুর কুরবানি ওয়াজিব হয়। শিকারকৃত কোনো জন্তুর পরিবর্তে কোন ধরনের জন্তু কুরবানি করতে হবে, তার বিস্তারিত বিবরণ ফিকহের গ্রন্থসমূহে লিপিবদ্ধ আছে। এমনিভাবে ইহরাম অবস্থায় নিষিদ্ধ কার্যাবলির কোনো একটি কেউ করে ফেললে তার উপরও জন্তু কুরবানি করা ওয়াজিব হয়ে যায়। ফিকহবিদগণের পরিভাষায় এরূপ কুরবানিকে 'দমে-জিনায়াত' (ত্রুটিজনিত কুরবানি) বলা হয়। কোনো কোনো নিষিদ্ধ কাজ করলে গরু অথবা উট কুরবানি করা জরুরি হয়, কোনো কোনো কাজের জন্য ছাগল-ভেড়াই যথেষ্ট হয় এবং কোনো কোনো নিষিদ্ধ কাজের জন্য কুরবানি ওয়াজিব হয় না, শুধু সদকা দিলেই চলে। এসব বিবরণ পেশ করার স্থান এটা নয়। ত্রুটি ও অপরাধের শাস্তি হিসেবে যে কুরবানি ওয়াজিব হয়, তার গোশ্‌ত খাওয়া অপরাধী ব্যক্তির জন্য বৈধ নয়; বরং এটা শুধু ফকির-মিসকীনদের হক। অন্য কোনো ধনী ব্যক্তির জন্যও তা খাওয়া জায়েজ নয়। এ ব্যাপারে সব ফিকহবিদ একমত। কুরবানির অবশিষ্ট প্রকার ওয়াজিব হোক কিংবা নফল সেগুলোর মাংস কুরবানি আদায়কারী নিজে, তার আত্মীয়-স্বজন, বন্ধু-বান্ধব ধনী হলেও খেতে পারে। হানাফী, মালেকী ও শাফেয়ীদের মতে "তামাত্তু ও কেরানের" কুরবানিও ওয়াজিব কুরবানির অন্তর্ভুক্ত। আলোচ্য আয়াতে অবশিষ্ট প্রকার কুরবানিই বর্ণিত হয়েছে। বিস্তারিত বিবরণ ফিকহ্‌ গ্রন্থে দ্রষ্টব্য। সাধারণ কুরবানি এবং হজের কুরবানিসমূহের গোশ্‌ত কুরবানি আদায়কারী নিজে ও ধনী-দরিদ্র নির্বিশেষে সব মুসলমান খেতে পারে। কিন্তু কমপক্ষে গোশ্‌তের তিন ভাগের এক ভাগ ফকির-মিসকিনকে দান করা মোস্তাহাব। এই মোস্তাহাবের আদেশই আয়াতের পরবর্তী বাক্যে বর্ণনা করা হয়েছে। বলা হয়েছে– وَاَطْعِمُوا الْبَآئِسَ الْفَقِيْرَ -এখানে الْبَآئِسَ শব্দের অর্থ দুঃস্থ এবং فَقِيْرٌ -এর অর্থ অভাবগ্রস্ত। উদ্দেশ্য এই যে, কুরবানির গোশ্‌ত তাদেরকেও আহার করানো ও দেওয়া মোস্তাহাব ও কাম্য।

ثُمَّ لْيَقْضُوْا تَفَثَهُمْ : এর আভিধানিক অর্থ ময়লা, যা মানুষের দেহে জমা হয়। ইহরাম অবস্থায় চুল মুণ্ডানো, কাটা, উপড়ানো, নখ কাটা, সুগন্ধি ব্যবহার করা ইত্যাদি হারাম। তাই এগুলোর নীচে ময়লা জমা হওয়া স্বাভাবিক ব্যাপার। এই আয়াতে বলা হয়েছে যে, হজের কুরবানি সমাপ্ত হলে দেহের ময়লা দূর করে দাও। অর্থাৎ, ইহরাম খুলে ফেল, মাথা মুণ্ডাও এবং নখ কাট। নাভীর নীচের চুলও পরিষ্কার কর। আয়াতে প্রথমে কুরবানি ও পরে ইহরাম খোলার কথা বলা হয়েছে। এতে বোঝা যায় যে, এই ক্রম অনুযায়ীই করা উচিত। কুরবানির পূর্বে নখ কাটা, মাথা মুণ্ডানো ইত্যাদি নিষিদ্ধ। কেউ এরূপ করলে তাকে ত্রুটিজনিত কুরবানি করতে হবে।

https://e-ilm.weebly.com/

হজের ক্রিয়াকর্মের ক্রমের গুরুত্ব : হজের ক্রিয়াকর্মের যে ক্রম কুরআন ও হাদীসে উল্লিখিত হয়েছে, ফিকহ্‌বিদগণ তা বিন্যস্ত করেছেন। এই ক্রম অনুযায়ী হজের ক্রিয়াকর্ম সম্পাদন করা সর্বসম্মতিক্রমে সুন্নত; ওয়াজিব হওয়ার ব্যাপারে মতভেদ আছে। ইমাম আবূ হানীফা ও ইমাম মালেকের মতে ওয়াজিব। এর বিরুদ্ধাচরণ করলে ত্রুটিজনিত কুরবানি ওয়াজিব হবে। ইমাম শাফেয়ীর মতে সুন্নত। কাজেই বিরুদ্ধাচরণ করলে ছওয়াব হ্রাস পায়, কুরবানি ওয়াজিব হয় না। হযরত ইবনে আব্বাস (রা.)-এর হাদীসে আছে, مَنْ قَدَّمَ شَيْئًا مِنْ نُسُكِهِ اَوْ اَخَّرَهُ فَلْيُهْرِقْ دَمًا অর্থাৎ যে ব্যক্তি হজের ক্রিয়াকর্মের মধ্যে কোনটিকে অগ্রে অথবা পশ্চাতে নিয়ে যায়, তার উপর কুরবানি করা ওয়াজিব। ইমাম ত্বাহাভীও এই রেওয়ায়েতটি বিভিন্ন সনদে বর্ণনা করেছেন এবং সায়ীদ ইবনে জুবায়ের, কাতাদাহ্, নাখয়ী ও হাসান বসরীর মাজহাবও তাই। তাফসীরে মাযহারীতে এই মাসআলার পূর্ণ বিবরণ ও বিশদ আলোচনা লিপিবদ্ধ আছে। তাছাড়া হজের অন্যান্য মাসআলাও বর্ণিত হয়েছে।

وَلْيُوفُوا نُذُورَهُمْ : نُذُورٌ শব্দটি نَذْرٌ-এর বহুবচন। এর অর্থ মানত। এর স্বরূপ এই যে, শরিয়তের আইনে যে কাজ কোনো ব্যক্তির উপর ওয়াজিব নয়, যদি সে মুখে মানত করে যে, আমি একাজ করব অথবা আল্লাহ্‌র ওয়াস্তে আমার জন্য একাজ করা জরুরি তবে একেই নযর বা মানত বলা হয়। একে পূর্ণ করা ওয়াজিব হয়ে যায়, যদিও মূলত তা ওয়াজিব ছিল না। তবে এর ওয়াজিব হওয়ার জন্য কাজটি গোনাহ্ ও নাজায়েজ না হওয়া সর্বসম্মতিক্রমে শর্ত। যদি কেউ কোনো গোনাহ্‌র কাজের মানত করে, সেই গোনাহের কাজ করা তার উপর ওয়াজিব নয়; বরং বিপরীত করা ওয়াজিব। তবে কসমের কাফ্‌ফারা আদায় করা জরুরি হবে। ইমাম আবূ হানীফা (র.) প্রমুখ ফিকহ্‌বিদদের মতে কাজটি উদ্দিষ্ট ইবাদত জাতীয় হওয়াও শর্ত; যেমন– নামাজ, রোজা, সদকা, কুরবানি ইত্যাদি। অতএব যদি কোনো ব্যক্তি নফল নামাজ, রোজা, সদকা ইত্যাদির মানত করে তবে এই নফল তার জিম্মায় ওয়াজিব হয়ে যাবে এবং মানত পূর্ণ করা ওয়াজিব। আলোচ্য আয়াত থেকে তাই প্রমাণিত হয়। এতে মানত পূর্ণ করার আদেশ দেওয়া হয়েছে।

মাসআলা : স্মর্তব্য যে, শুধু মনে মনে কোনো কাজ করার ইচ্ছা করলেই মানত হয় না, যে পর্যন্ত মানতের শব্দ উচ্চারণ না করে। তাফসীরে-মাযহারীতে এস্থলে নযর ও মানতের বিধি-বিধান বিস্তারিতভাবে সন্নিবেশিত হয়েছে, যা খুবই গুরুত্বপূর্ণ, কিন্তু এখানে সেগুলো বর্ণনা করার অবকাশ নেই।

একটি প্রশ্ন ও জবাব : এই আয়াতে পূর্বেও হজের ক্রিয়াকর্ম, তথা কুরবানি ও ইহরাম খোলার কথা উল্লেখ করা হয়েছে এবং পরেও তওয়াফে-জেয়ারত এর কথা বর্ণিত হয়েছে। মাঝখানে মানত পূর্ণ করার আলোচনা করা হয়েছে; অথচ মানত পূর্ণ করা একটি স্বতন্ত্র বিধান। হজ ছাড়াও, হেরেম এবং হেরেমের বাইরে যে কোনো দেশে মানত পূর্ণ করা যায়। অতএব আয়াতসমূহের পূর্বাপর সম্বন্ধ কি?

উত্তম এই যে, মানত পূর্ণ করা যদিও একটি স্বতন্ত্র নির্দেশ এবং হজের দিন, হজের ক্রিয়াকর্ম ও হেরেমের সাথে বিশেষভাবে সম্পর্কযুক্ত নয়। কিন্তু হজের ক্রিয়া-কর্ম বর্ণনা প্রসঙ্গে একে উল্লেখ করার কারণ সম্ভবত এই যে, মানুষ যখন হজের জন্য রওয়ানা হয়, তখন এই সফরে অধিক পরিমাণে সৎ কাজ ও ইবাদত করার স্পৃহা তার মনে জাগ্রত হয়। ফলে সে অনেক কিছুর মানতও করে, বিশেষত জন্তু কুরবানির মানত তো ব্যাপকভাবেই প্রচলিত আছে। হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) এখানে মানতের অর্থ কুরবানির মানতই করেছেন। হজের বিধানের সাথে মানতের আরো একটি সম্বন্ধ এই যে, মানত ও কসমের কারণে যেমন মানুষের উপর শরিয়তের দৃষ্টিতে ওয়াজিব নয়– এমন অনেক বিষয় ওয়াজিব হয়ে যায় এবং মূলত হারাম ও নাজায়েজ নয়– এমন অনেক বিষয় হারাম ও নাজায়েজ হয়ে যায়। ঠিক তেমনি ইহরামের সব বিধান প্রায়শ এ ধরনেরই। সেলাই করা কাপড় ও সুগন্ধি ব্যবহার, চুল মুণ্ডানো, নখ কাটা ইত্যাদি মৌলিকভাবে কোনো নাজায়েজ কাজ নয়; কিন্তু ইহ্‌রাম বাঁধার কারণে এ সবগুলোই হারাম হয়ে যায়। এমনিভাবে হজের ক্রিয়াকর্ম, যা সারা জীবনে একবারেই ফরজ হয়; কিন্তু হজ ও ওমরার ইহরাম বাঁধার কারণে সব ক্রিয়াকর্ম তার উপর ফরজ হয়ে যায়। এ কারণেই হযরত ইকরিমা (রা.) এ স্থলে মানতের তাফসীর প্রসঙ্গে বলেছেন যে, এখানে হজের ওয়াজিব কর্মসমূহ বোঝানো হয়েছে, যেগুলো হজের কারণে তার উপর জরুরি হয়ে যায়।

وَلْيَطَّوَّفُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيْقِ : এখানে তওয়াফ বলে তওয়াফে জেয়ারত বোঝানো হয়েছে, যা জিলহজের দশ তারিখে কঙ্কর নিক্ষেপ ও কুরবানির পর করা হয়। এই তওয়াফ হজের দ্বিতীয় রোকন ও ফরজ। প্রথম রোকন আরাফাতের ময়দানে অবস্থান করা। এটা আরো পূর্বে আদায় করা হয়। তওয়াফে জেয়ারতের পর ইহ্‌রামের সব বিধান পূর্ণতা লাভ করে এবং পূর্ণ ইহরাম খুলে যায়। –[রূহুল মা'আনী]

https://e-ilm.weebly.com/

عَتِيْق : بَيْت عَتِيْق শব্দের অর্থ মুক্ত। রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন, আল্লাহ তাঁর গৃহের নাম بَيْت عَتِيْق রেখেছেন; কারণ আল্লাহ একে কাফের ও অত্যাচারীদের আধিপত্য ও অধিকার থেকে মুক্ত করে দিয়েছেন। (রুহুল মা'আনী) কোনো কাফেরের সাধ্য নেই যে, একে অধিকারভুক্ত করে। আসহাবে ফীল তথা হস্তী বাহিনীর ঘটনা এর পক্ষে সাক্ষ্য দেয়। তাফসীরে মাযহারীতে এ স্থলে তাওয়াফের বিস্তারিত বিধান বর্ণনা করা হয়েছে, যা খুবই গুরুত্বপূর্ণ ও অনুধাবনযোগ্য।

حُرُمٰتِ اللّٰهِ : বলে আল্লাহ্ নির্ধারিত সম্মানযোগ্য বিষয়াদি অর্থাৎ শরিয়তের বিধানাবলি বোঝানো হয়েছে। এগুলোর সম্মান তথা এগুলো সম্পর্কে জ্ঞান অর্জন করা এবং জ্ঞান অনুযায়ী আমল করা ইহকাল পরকালে সৌভাগ্য লাভের উপায়।

اُحِلَّتْ لَكُمُ الْاَنْعَامُ اِلَّا مَا يُتْلٰى عَلَيْكُمْ : اَنْعَام বলে উট, গরু ছাগল, মেষ, দুম্বা ইত্যাদি বোঝানো হয়েছে। এগুলো ইহ্রাম অবস্থায়ও হালাল। اِلَّا مَا يُتْلٰى عَلَيْكُمْ বাক্যে যেসব জন্তু ব্যতিক্রম উল্লেখ করা হয়েছে, সেগুলো অন্যান্য আয়াতে বর্ণিত হয়েছে। অর্থাৎ মৃত জন্তু, যে জন্তুর উপর আল্লাহর নাম উচ্চারণ করা হয়নি কিংবা যে জন্তুর উপর অন্যের নাম উচ্চারণ করা হয়েছে। এগুলো সর্বাবস্থায় হারাম; ইহ্রাম অবস্থায় হোক কিংবা ইহ্রামের বাইরে।

فَاجْتَنِبُوا الرِّجْسَ مِنَ الْاَوْثَانِ : رِجْس শব্দের অর্থ অপবিত্রতা, ময়লা اَوْثَان শব্দটি وَثَن-এর বহুবচন; অর্থ মূর্তি। মূর্তিদেরকে অপবিত্রতা বলা হয়েছে। কারণ এরা মানুষের অন্তরকে শিরকের অপবিত্রতা দ্বারা পূর্ণ করে দেয়।

وَاجْتَنِبُوْا قَوْلَ الزُّوْرِ : قَوْل زُوْر-এর অর্থ মিথ্যা। যা কিছু সত্যের পরিপন্থি, তাই বাতিল ও মিথ্যাভুক্ত। শিরক ও কুফরের বিশ্বাস হোক কিংবা পারস্পরিক লেন-দেন ও সাক্ষ্য প্রদানে মিথ্যা বলা হোক। রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন, বৃহত্তম কবীরা গোনাহ্ সমূহ হলো এগুলো : আল্লাহ্র সাথে কাউকে শরিক করা, পিতা-মাতার অবাধ্যতা করা, মিথ্যা সাক্ষ্য দেওয়া এবং সাধারণ কথাবার্তায় মিথ্যা বলা। তিনি শেষোক্ত শব্দ قَوْلَ الزُّوْرِ কে বার বার উচ্চারণ করেন। –[বুখারী]

শব্দ বিশ্লেষণ :

هُدُوْا : সীগাহ جمع مذكر غائب বহছ ماضى مجهول বাব ضَرَبَ মাসদার هِدَايَةٌ মূলবর্ণ (ه ـ د ـ ى) জিনস ناقص يائى অর্থ– তারা হেদায়েতপ্রাপ্ত হয়েছিল।

بَوَّأْنَا : সীগাহ جمع متكلم বহছ ماضى معروف বাব تَفْعِيْل মাসদার تَبْوِئَةٌ মূলবর্ণ (ب ـ و ـ أ) জিনস মুরাক্কাব (مهموز لام ও اجوف واوى) অর্থ– আমি জানিয়ে দিলাম।

اَذِّنْ : সীগাহ واحد مذكر حاضر বহছ امر حاضر معروف বাব تَفْعِيْل মাসদার تَأْذِيْنٌ মূলবর্ণ (ا ـ ذ ـ ن) জিনস مهموز فاء অর্থ– তুমি ঘোষণা করে দাও।

فَكُلُوْا : সীগাহ جمع مذكر حاضر বহছ امر حاضر معروف বাব نَصَرَ মাসদার اَكْلٌ মূলবর্ণ (أ ـ ك ـ ل) জিনস مهموز فاء অর্থ– অতঃপর তোমরাও খাও।

اَطْعِمُوْا : সীগাহ جمع مذكر حاضر বহছ امر حاضر معروف বাব اِفْعَالٌ মাসদার اِطْعَامٌ মূলবর্ণ (ط ـ ع ـ م) জিনস صحيح অর্থ– তোমরা খাওয়াও।

لِيَقْضُوْا : সীগাহ جمع مذكر غائب বহছ امر غائب معروف বাব ضَرَبَ মাসদার قَضَاءٌ মূলবর্ণ (ق ـ ض ـ ى) জিনস ناقص يائى অর্থ– যেন তারা দূর করে।

لِيُوْفُوْا : সীগাহ جمع مذكر غائب বহছ امر غائب معروف বাব اِفْعَالٌ মাসদার اِيْفَاءٌ মূলবর্ণ (و ـ ف ـ ى) জিনস لفيف مفروق অর্থ– যেন তারা পূর্ণ করে।

لِيَطَّوَّفُوْا : সীগাহ جمع مذكر غائب বহছ امر غائب معروف বাব تَفَعُّلٌ মাসদার تَطَوُّفٌ মূলবর্ণ (ط ـ و ـ ف) জিনস اجوف واوى অর্থ– যেন তারা তওয়াফ করে।

বাক্য বিশ্লেষণ :

ثُمَّ لْيَقْضُوْا تَفَثَهُمْ وَلْيُوْفُوْا نُذُوْرَهُمْ وَلْيَطَّوَّفُوْا بِالْبَيْتِ الْعَتِيْقِ : এখানে ثم হরফে আতফ لام এর- لِيَقْضُوْا - لِيَقْضُوْا تَفَثَهُمْ টা وَلْيُوْفُوْا نُذُوْرَهُمْ আর مفعول به হলো تَفَثَهُمْ ফে'ল ও ফায়েল يَقْضُوْا আর لام امر হলো এর উপর আতফ হয়েছে এবং لِيَطَّوَّفُوْا بِالْبَيْتِ বাক্যও لِيَقْضُوْا-এর উপর আতফ হয়েছে, আর بِالْبَيْتِ শব্দটি لِيَطَّوَّفُوْا-এর সাথে متعلق হয়েছে আর الْعَتِيْق হলো الْبَيْت এর সিফত। –[ই'রাবুল কুরআন : ৫ম খণ্ড, পৃ. ১২৬]

https://e-ilm.weebly.com/

حُنَفَآءَ لِلّٰهِ غَيْرَ مُشْرِكِيْنَ بِهٖ ؕ وَمَنْ يُّشْرِكْ بِاللّٰهِ فَكَاَنَّمَا خَرَّ مِنَ السَّمَآءِ فَتَخْطَفُهُ الطَّيْرُ اَوْ تَهْوِىْ بِهِ الرِّيْحُ فِىْ مَكَانٍ سَحِيْقٍ ﴿٣١﴾

৩১. এভাবে যে, আল্লাহর দিকে ঝুঁকে থাক, তাঁর সাথে শরিক সাব্যস্ত করো না, আর যে ব্যক্তি আল্লাহর সাথে শরিক সাব্যস্ত করল, সে যেন আকাশ হতে অধঃপতিত হলো, অতঃপর (পড়বার পথে) পাখি তাকে ছোঁ মেরে নিয়ে গেল অথবা বায়ু তাকে কোনো দূরবর্তী স্থানে নিয়ে আছাড় মারল।

ذٰلِكَ ۗ وَمَنْ يُّعَظِّمْ شَعَآئِرَ اللّٰهِ فَاِنَّهَا مِنْ تَقْوَى الْقُلُوْبِ ﴿٣٢﴾

৩২. এই কথা তো হলো (মুশরিকদের), আর যে ব্যক্তি আল্লাহর (ধর্মের) নিদর্শনসমূহকে সম্মান করল, তবে তা আল্লাহকে অন্তরে ভয় করার দরুনই হয়ে থাকে।

لَكُمْ فِيْهَا مَنَافِعُ اِلٰٓى اَجَلٍ مُّسَمًّى ثُمَّ مَحِلُّهَآ اِلَى الْبَيْتِ الْعَتِيْقِ ﴿٣٣﴾ ع

৩৩. এক নির্দিষ্ট কাল পর্যন্ত তোমাদের জন্য তা হতে নানাবিধ উপকার লাভ করা জায়েজ, অতঃপর তার জবাই সিদ্ধ হওয়ার স্থান হলো কা'বা গৃহের সন্নিকট।

وَلِكُلِّ اُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنْسَكًا لِّيَذْكُرُوا اسْمَ اللّٰهِ عَلٰى مَا رَزَقَهُمْ مِّنْۢ بَهِيْمَةِ الْاَنْعَامِ ؕ فَاِلٰهُكُمْ اِلٰهٌ وَّاحِدٌ فَلَهٗٓ اَسْلِمُوْا ؕ وَبَشِّرِ الْمُخْبِتِيْنَ ﴿٣٤﴾

৩৪. আর আমি প্রত্যেক উম্মতের উপর কুরবানি এই উদ্দেশ্যে নির্ধারিত করেছি, যেন তারা ঐ নির্দিষ্ট পশুগুলোর উপর আল্লাহর নাম উচ্চারণ করে– যা তিনি তাদেরকে দিয়েছিলেন, সুতরাং তোমাদের মা'বূদ এক আল্লাহ। অতএব, তোমরা সম্পূর্ণরূপে তারই অনুগত হয়ে থাক; আর এই সকল বিনয়ীদেরকে সুসংবাদ শুনিয়ে দিন।

শাব্দিক অনুবাদ :

৩১. حُنَفَآءَ لِلّٰهِ এভাবে যে, আল্লাহর দিকে ঝুঁকে থাক غَيْرَ مُشْرِكِيْنَ بِهٖ তাঁর সাথে শরিক সাব্যস্ত করো না وَمَنْ يُّشْرِكْ بِاللّٰهِ আর যে ব্যক্তি আল্লাহর সাথে শরিক সাব্যস্ত করল فَكَاَنَّمَا خَرَّ مِنَ السَّمَآءِ সে যেন আকাশ হতে অধঃপতিত হলো فَتَخْطَفُهُ الطَّيْرُ অতঃপর পাখি তাকে ছোঁ মেরে নিয়ে গেল اَوْ تَهْوِىْ بِهِ الرِّيْحُ অথবা বায়ু তাকে আছাড় মারল فِىْ مَكَانٍ سَحِيْقٍ কোনো দূরবর্তী স্থানে নিয়ে।

৩২. ذٰلِكَ এ কথা তো হলো (মুশরিকদের) وَمَنْ يُّعَظِّمْ আর যে ব্যক্তি সম্মান করল شَعَآئِرَ اللّٰهِ আল্লাহর (ধর্মের) নিদর্শনসমূহকে فَاِنَّهَا مِنْ تَقْوَى الْقُلُوْبِ তাবে তা আল্লাহকে অন্তরে ভয় করার দরুনই হয়ে থাকে।

৩৩. لَكُمْ فِيْهَا مَنَافِعُ তোমাদের জন্য তা হতে নানাবিধ উপকার লাভ করা জায়েজ اِلٰٓى اَجَلٍ مُّسَمًّى এক নির্দিষ্ট কাল পর্যন্ত ثُمَّ مَحِلُّهَآ অতঃপর তার জবাই সিদ্ধ হওয়ার স্থান হলো اِلَى الْبَيْتِ الْعَتِيْقِ কা'বা গৃহের সন্নিকট।

৩৪. وَلِكُلِّ اُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنْسَكًا আর আমি প্রত্যেক উম্মতের উপর কুরবানি এই উদ্দেশ্যে নির্ধারিত করেছিলাম لِّيَذْكُرُوا اسْمَ اللّٰهِ যেন তারা আল্লাহর নাম উচ্চারণ করে عَلٰى উপর مَا رَزَقَهُمْ যা তিনি তাদেরকে দিয়েছিলেন مِّنْۢ بَهِيْمَةِ الْاَنْعَامِ ঐ নির্দিষ্ট পশুগুলোর فَاِلٰهُكُمْ اِلٰهٌ وَّاحِدٌ সুতরাং তোমাদের মা'বূদ এক আল্লাহ فَلَهٗٓ اَسْلِمُوْا অতএব, তোমরা সম্পূর্ণরূপে তারই অনুগত হয়ে থাক وَبَشِّرِ الْمُخْبِتِيْنَ আর ঐ সকল বিনয়ীদেরকে সুসংবাদ শুনিয়ে দিন।

https://e-ilm.weebly.com/

৩৫. যারা এমন যে, যখন আল্লাহর (আহকাম) উল্লেখ করা হয়, তখন তাদের অন্তর ভীতিপূর্ণ হয়ে যায় এবং যারা নিজেদের উপর আপতিত বিপদসমূহে ধৈর্যধারণ করে এবং যারা নামাজের পাবন্দি করে এবং যা কিছু আমি তাদেরকে দিয়েছি, তা হতে ব্যয় করে।	الَّذِيْنَ اِذَا ذُكِرَ اللّٰهُ وَجِلَتْ قُلُوْبُهُمْ وَالصّٰبِرِيْنَ عَلٰى مَاۤ اَصَابَهُمْ وَالْمُقِيْمِي الصَّلٰوةِ ۙ وَمِمَّا رَزَقْنٰهُمْ يُنْفِقُوْنَ ﴿٣٥﴾
৩৬. আর কুরবানির উট ও গরুকে আমি তোমাদের জন্য আল্লাহর নিদর্শন করে দিয়েছি, ঐ পশুগুলোতে তোমাদের (আরো) কল্যাণ রয়েছে, সুতরাং তোমরা এগুলোকে দাঁড় করানো অবস্থায় এদের উপর আল্লাহর নাম উচ্চারণ কর, অতঃপর যখন সে পশুগুলো কাত হয়ে পড়ে যায়, তখন তা হতে তোমরাও খাও এবং অযাচঞাকারী ও যাচঞাকারীকেও খেতে দাও; আমি এভাবেই ঐ পশুগুলোকে তোমাদের বশীভূত করে দিয়েছি, যেন তোমরা শোকর কর।	وَالْبُدْنَ جَعَلْنٰهَا لَكُمْ مِّنْ شَعَآئِرِ اللّٰهِ لَكُمْ فِيْهَا خَيْرٌ ۖ فَاذْكُرُوا اسْمَ اللّٰهِ عَلَيْهَا صَوَآفَّ ۚ فَاِذَا وَجَبَتْ جُنُوْبُهَا فَكُلُوْا مِنْهَا وَاَطْعِمُوا الْقَانِعَ وَالْمُعْتَرَّ ؕ كَذٰلِكَ سَخَّرْنٰهَا لَكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُوْنَ ﴿٣٦﴾
৩৭. আল্লাহ তা'আলার সমীপে না এদের গোশত পৌছে, আর না এদের রক্ত বরং তাঁর নিকট (কেবল) তোমাদের তাকওয়া(-ই) পৌছে থাকে; এই প্রকারে আল্লাহ তা'আলা ঐ পশুগুলোকে তোমাদের বশীভূত করে দিয়েছেন, যেন তোমরা আল্লাহর মহিমা বর্ণনা কর, যেহেতু তিনি তোমাদেরকে (কুরবানি করার) তৌফিক দান করেছেন এবং নিষ্ঠাবানদেরকে সুসংবাদ শুনিয়ে দিন।	لَنْ يَّنَالَ اللّٰهَ لُحُوْمُهَا وَلَا دِمَآؤُهَا وَلٰكِنْ يَّنَالُهُ التَّقْوٰى مِنْكُمْ ؕ كَذٰلِكَ سَخَّرَهَا لَكُمْ لِتُكَبِّرُوا اللّٰهَ عَلٰى مَا هَدٰىكُمْ ؕ وَبَشِّرِ الْمُحْسِنِيْنَ ﴿٣٧﴾

শাব্দিক অনুবাদ :

৩৫. اَلَّذِيْنَ اِذَا ذُكِرَ اللّٰهُ যারা এমন যে, যখন আল্লাহর (আহকাম) উল্লেখ করা হয় وَجِلَتْ قُلُوْبُهُمْ তখন তাদের অন্তর ভীতিপূর্ণ হয়ে যায় وَالصّٰبِرِيْنَ এবং যারা ধৈর্য ধারণ করে عَلٰى مَاۤ اَصَابَهُمْ নিজেদের উপর আপতিত বিপদসমূহে وَالْمُقِيْمِي الصَّلٰوةِ এবং যারা নামাজের পাবন্দি করে وَمِمَّا رَزَقْنٰهُمْ يُنْفِقُوْنَ এবং যা কিছু আমি তাদেরকে দিয়েছি, তা হতে ব্যয় করে

৩৬. وَالْبُدْنَ جَعَلْنٰهَا لَكُمْ আর কুরবানির উট ও গরুকে আমি তোমাদের জন্য করে দিয়েছি مِنْ شَعَآئِرِ اللّٰهِ আল্লাহর নিদর্শন لَكُمْ فِيْهَا خَيْرٌ ঐ পশুগুলোতে তোমাদের (আরো) কল্যাণ রয়েছে فَاذْكُرُوا اسْمَ اللّٰهِ عَلَيْهَا সুতরাং তোমরা এদের উপর আল্লাহর নাম উচ্চারণ কর صَوَآفَّ এগুলোকে দাঁড় করানো অবস্থায় فَاِذَا وَجَبَتْ جُنُوْبُهَا অতঃপর যখন সে পশুগুলো পড়ে যায় فَكُلُوْا مِنْهَا তখন তা হতে তোমরাও খাও وَاَطْعِمُوا এবং খেতে দাও الْقَانِعَ অযাচঞাকারীকে وَالْمُعْتَرَّ ও যাচঞাকারীকেও كَذٰلِكَ سَخَّرْنٰهَا لَكُمْ আমি এভাবেই ঐ পশুগুলোকে তোমাদের বশীভূত করে দিয়েছি لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُوْنَ যেন তোমরা শোকর কর।

৩৭. لَنْ يَّنَالَ اللّٰهَ لُحُوْمُهَا আল্লাহ তা'আলার সমীপে না তাদের গোশত পৌছে وَلَا دِمَآؤُهَا আর না তাদের রক্ত وَلٰكِنْ يَّنَالُهُ التَّقْوٰى مِنْكُمْ বরং তাঁর নিকট (কেবল) তোমাদের তাকওয়া (-ই) পৌছে থাকে كَذٰلِكَ سَخَّرَهَا لَكُمْ এই প্রকারে আল্লাহ তা'আলা ঐ পশুগুলোকে তোমাদের বশীভূত করে দিয়েছেন لِتُكَبِّرُوا اللّٰهَ যেন তোমরা আল্লাহর মহিমা বর্ণনা কর عَلٰى مَا هَدٰىكُمْ যেহেতু তিনি তোমাদের তৌফিক দান করেছেন وَبَشِّرِ الْمُحْسِنِيْنَ এবং নিষ্ঠাবানদেরকে সুসংবাদ শুনিয়ে দিন।

https://e-ilm.weebly.com/

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

لَنْ يَّنَالَ اللّٰهَ لُحُوْمُهَا وَلَا دِمَآؤُهَا وَلٰكِنْ يَّنَالُهُ التَّقْوٰى مِنْكُمْ كَذٰلِكَ سَخَّرَهَا لَكُمْ لِتُكَبِّرُوا اللّٰهَ عَلٰى مَا هَدٰىكُمْ وَبَشِّرِ الْمُحْسِنِيْنَ. (৩৭)

শানে নুযূল : ইবনে আবী হাতেম ইবনে জুরাইজের উদ্ধৃতি দিয়ে বর্ণনা করেন যে, জাহিলিয়া যুগের লোকেরা কুরবানির জন্তুর গোশত এবং রক্ত কা'বা গৃহে ছিটিয়ে দিত। সুতরাং রাসূল ﷺ-এর নিকট সাহাবায়ে কেরাম বললেন যে, কা'বা গৃহে গোশত ও রক্ত ছিটিয়ে দেওয়ার অধিকার তো আমাদের সবচেয়ে বেশি। সে পরিপ্রেক্ষিতে আল্লাহ তা'আলা আলোচ্য আয়াত নাজিল করেন।

–[ইবনে কাছীর ২৩০/৩, রুহুল মা'আনী ১৫৮/১৭/৯, কুরতুবী ৬৩/১২, বাহরে মুহীত্ব ৩৪৩/৬ ফাতহুল কাদীর ৪৫৯/৩]

وَمَنْ يُّعَظِّمْ شَعَآئِرَ اللّٰهِ : شَعَائِرُ শব্দটি شَعِيْرَةٌ-এর বহুবচন। এর অর্থ আলামত, চিহ্ন। যে যে বিষয়কে কোনো বিশেষ মাযহাব অথবা দলের আলামত মনে করা হয়, সেগুলোকে তার شَعَائِر বলা হয়। লোক সমাজে যে যে বিধানকে মুসলমান হওয়ার আলামত মনে করা হয়, সেগুলোকে 'শা'আয়েরে ইসলাম' বলা হয়। হজের অধিকাংশ বিধান তদ্রূপই।

مِنْ تَقْوَى الْقُلُوْبِ : অর্থাৎ আল্লাহর আলামতসমূহের প্রতি সম্মান প্রদর্শন আন্তরিক আল্লাহভীতির লক্ষণ। যার অন্তরে তাকওয়া ও খোদাভীতি থাকে, সে-ই এগুলোর প্রতি সম্মান প্রদর্শন করতে পারে। এতে বোঝা গেল যে, মানুষের অন্তরের সাথেই তাকওয়ার সম্পর্ক। অন্তরে খোদাভীতি থাকলে তার প্রতিক্রিয়া সব কাজকর্মে পরিলক্ষিত হয়।

لَكُمْ فِيْهَا مَنَافِعُ اِلٰى اَجَلٍ مُّسَمًّى : অর্থাৎ চতুষ্পদ জন্তু থেকে দুধ, সওয়ারী, মাল পরিবহন ইত্যাদি সর্বপ্রকার উপকার লাভ করা তেমাদের জন্য তখন পর্যন্ত হালাল, যে পর্যন্ত এগুলোকে হেরেম শরীফে জবাই করার জন্য উৎসর্গ না কর। হজ্জ অথবা ওমরাকারী ব্যক্তি জবাই করার জন্য যে জন্তু সাথে নিয়ে যায় তাকে হাদী বলা হয়। যখন কোনো জন্তুকে হেরেমের হাদী হওয়ার জন্য উৎসর্গ করা হয়, তখন তা থেকে কোনো উপকার লাভ করা বিশেষ কোনো অপরাগতা ছাড়া জায়েজ নয়।

যদি কেউ উটকে হাদী করে সাথে নেয়, তার সাথে সওয়ারীর অন্য কোনো জন্তু না থাকে এবং পায়ে হাঁটা তার জন্য খুবই কঠিন হয়ে পড়ে, তবে এরূপ অপারগতার কারণে সে হাদীর উটে সওয়ার হতে পারে।

ثُمَّ مَحِلُّهَا اِلَى الْبَيْتِ الْعَتِيْقِ : এখানে بَيْتِ عَتِيْقِ (সম্মানিত গৃহ) বলে সম্পূর্ণ হেরেম বোঝানো হয়েছে। হেরেম বায়তুল্লাহ্‌রই বিশেষ আঙ্গিনা; যেমন–পূর্ববর্তী আয়াতে 'মসজিদে হারাম' বলে হেরেম বোঝানো হয়েছে। مَحَلٌّ অর্থাৎ মেয়াদ পূর্ণ হওয়ার স্থান। এখানে জবাই করার স্থান বোঝানো হয়েছে। আয়াতের অর্থ এই যে, হাদীর জন্তু জবাই করার স্থান বায়তুল্লাহ্‌র সন্নিকট; অর্থাৎ সম্পূর্ণ হেরেমে। এতে বোঝা গেল যে, হেরেমের ভিতরে হাদী জবাই করা জরুরি, হেরেমের বাইরে জায়েজ নয়। হেরেম মিনার কুরবানগাহ্ও হতে পারে; মক্কা মোকাররমার অন্য কোনো স্থানও হতে পারে। –[রুহুল মা'আনী]

وَلِكُلِّ اُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنْسَكًا : আরবি ভাষায় نُسُكٌ ও مَنْسَكٌ কয়েক অর্থে ব্যবহৃত হয়। (এক) জন্তু কুরবানি করা, (দুই) হজের ক্রিয়াকর্ম এবং (তিন) ইবাদত। কুরআন পাকে বিভিন্ন স্থানে এই শব্দটি তিন অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। আলোচ্য আয়াতে তিন অর্থই হতে পারে। এ কারণেই তাফসীরকারক মুজাহিদ প্রমুখ এখানে مَنْسَكٌ-এর অর্থ কুরবানি নিয়েছেন। আয়াতের অর্থ হবে এই যে, এই উম্মতকে কুরবানির যে আদেশ দেওয়া হয়েছে, তা কোনো নতুন আদেশ নয়, পূববর্তী উম্মতদেরকেও কুরবানির আদেশ দেওয়া হয়েছিল'। কাতাদাহ্ দ্বিতীয় অর্থ নিয়েছেন। তাঁর মতে আয়াতের অর্থ এই যে, হজের ক্রিয়াকর্ম যেমন এই উম্মতের উপর আরোপ করা হয়েছে। তেমনি পূর্ববর্তী উম্মতদের উপরও হজ ফরজ করা হয়েছিল। ইবনে আরাফা তৃতীয় অর্থ ধরে আয়াতের অর্থ করেছেন যে, আমি আল্লাহর ইবাদত পূর্ববর্তী উম্মতদের উপরও ফরজ করেছিলাম। ইবাদতের পদ্ধতিতে কিছু কিছু পার্থক্য সব উম্মতেই ছিল, কিন্তু মূল ইবাদত সবার মধ্যে অভিন্ন ছিল।

وَبَشِّرِ الْمُخْبِتِيْنَ আরবি ভাষায় خَبْتٌ শব্দের অর্থ নিম্নভূমি। এ কারণে এমন ব্যক্তিকে خَبِيْتٌ বলা হয়, যে নিজেকে হেয় মনে করে। এ জন্যই কাতাদাহ্ ও মুজাহিদ مُخْبِتِيْنَ-এর অর্থ করেছেন বিনয়ী। হযরত আমর ইবনে আস (রা.) বলেন, এমন লোকদেরকে مُخْبِتِيْنَ বলা হয়, যারা অন্যের উপর জুলুম করে না। কেউ তাদের উপর জুলুম করলে তারা তার প্রতিশোধ নেয় না। সুফিয়ান বলেন, যারা সুখে-দুঃখে, স্বাচ্ছন্দ্যে ও অভাব-অনটনে আল্লাহ্‌র ফয়সালা ও তাকদীরে সন্তুষ্ট থাকে, তারাই مُخْبِتِيْنَ

وَجِلَتْ قُلُوْبُهُمْ : وَجَلٌ-এর আসল অর্থ ঐ ভয়ভীতি, যা কারও মাহাত্ম্যের কারণে অন্তরে সৃষ্টি হয়। আল্লাহ্‌র সৎকর্মপরায়ণ বান্দাদের অবস্থা এই যে, আল্লাহ তা'আলার জিকির ও নাম শুনে তাদের অন্তরে এক বিশেষ ভীতি সঞ্চার হয়ে যায়।

https://e-ilm.weebly.com/

وَالْبُدْنَ جَعَلْنٰهَا لَكُمْ مِنْ شَعَآئِرِ اللّٰهِ : পূর্বে বর্ণিত হয়েছে যে, ইসলাম ধর্মের আলামতরূপে গণ্য হয়, এমন বিশেষ বিধি-বিধান ও ইবাদতকে شَعَآئِرُ বলা হয়। কুরবানি ও এমন বিধানাবলির অন্যতম। কাজেই এ ধরনের বিধানসমূহ পালন করা অধিক গুরুত্বপূর্ণ।

فَاذْكُرُوا اسْمَ اللّٰهِ عَلَيْهَا صَوَآفَّ : صَوَآفَّ শব্দের অর্থ সারিবদ্ধভাবে। হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে ওমর (রা.) -এর তাফসীর প্রসঙ্গে বলেন, জন্তু তিন পায়ে ভর দিয়ে দণ্ডায়মান থাকবে এবং এক পা বাঁধা থাকবে। উটের জন্য এই নিয়ম। দণ্ডায়মান অবস্থায় উট কুরবানি করা সুন্নত ও উত্তম। অবশিষ্ট সব জন্তুকে শোয়া অবস্থায় জবাই করা সুন্নত।

فَإِذَا وَجَبَتْ جُنُوبُهَا : এখানে وَجَبَتْ -এর অর্থ- سَقَطَتْ যেমন বাক্যপদ্ধতিতে বলা হয় وَجَبَتِ الشَّمْسُ অর্থাৎ সূর্য ঢলে পড়েছে। এখানে জন্তুর প্রাণ নির্গত হওয়া বোঝানো হয়েছে।

اَلْقَانِعَ وَالْمُعْتَرَّ : যাদেরকে কুরবানির গোশত দেওয়া উচিত, তাদেরকে পূর্ববর্তী আয়াতে بَائِسَ فَقِيْرِ বলা হয়েছে। এর অর্থ দুঃস্থ, অভাবগ্রস্ত। এই আয়াতে তদস্থলে قَانِعْ ও مُعْتَرْ শব্দদ্বয়ের দ্বারা তার তাফসীর করা হয়েছে। ঐ قَانِعْ অভাবগ্রস্ত ফকিরকে বলা হয়, যে কারো কাছে যাচনা করে না, দারিদ্র্য সত্ত্বেও স্বস্থানে বসে থাকে এবং কেউ কিছু দিলে তাতেই সন্তুষ্ট থাকে। পক্ষান্তরে مُعْتَرْ ঐ ফকিরকে বলা হয়, যে কিছু পাওয়ার আশায় অন্যত্র গমন করে; মুখে সওয়াল করুক বা না করুক। –[মাযহারী]

ইবাদতের বিশেষ পদ্ধতি আসল উদ্দেশ্য নয়; বরং মনের তাকওয়া ও আনুগত্যই আসল উদ্দেশ্য : لَنْ يَّنَالَ اللّٰهَ لُحُوْمُهَا বাক্যে একথা বলা উদ্দেশ্য যে, কুরবানি একটি মহান ইবাদত; কিন্তু আল্লাহর কাছে এর গোশত ও রক্ত পৌঁছে না এবং কুরবানির উদ্দেশ্যও এগুলো নয়; বরং আসল উদ্দেশ্য জন্তুর উপর আল্লাহর নাম উচ্চারণ করা এবং পূর্ণ আন্তরিকতা সহকারে পালনকর্তার আদেশ পালন করা। অন্যান্য সব ইবাদতের মূল উদ্দেশ্যও তাই। নামাজে উঠা-বসা করা এবং রোজায় ক্ষুধার্ত ও পিপাসার্ত থাকা আসল উদ্দেশ্য নয়; বরং আল্লাহর আদেশ পালন করাই আসল লক্ষ্য। আন্তরিকতা ও মহব্বত বর্জিত ইবাদত প্রাণহীন কাঠামো মাত্র। কিন্তু ইবাদতের শরিয়তসম্মত কাঠামোও এ কারণে জরুরি যে, আল্লাহর পক্ষ থেকে তার আদেশ পালনের জন্য এই কাঠামো নির্দিষ্ট করে দেওয়া হয়েছে।

শব্দ বিশ্লেষণ :

فَتَخْطَفُ : সীগাহ واحد مؤنث غائب বহছ مضارع معروف বাব ضَرَبَ ও سَمِعَ মাসদার خَطْفٌ মূলবর্ণ (خ ـ ط ـ ف) জিনস صحيح অর্থ– অতঃপর তাকে ছোঁ মেরে নিয়ে গেল।

تَهْوِىْ : সীগাহ واحد مؤنث غائب বহছ مضارع معروف বাব ضَرَبَ মাসদার هَوِىٌّ মূলবর্ণ (ه ـ و ـ ى) জিনস لفيف مفروق অর্থ– সে আছাড় মারল।

اَلْمُخْبِتِيْنَ : সীগাহ جمع مذكر বহছ اسم فاعل বাব اِفْعَالٌ মাসদার اِخْبَاتٌ মূলবর্ণ (خ ـ ب ـ ت) জিনস صحيح অর্থ– এই সকল বিনয়ীদেরকে।

وَجِلَتْ : সীগাহ واحد مؤنث غائب বহছ ماضى معروف বাব سَمِعَ মাসদার وَجَلٌ মূলবর্ণ (و ـ ج ـ ل) জিনস مثال واوى অর্থ– ভীতিপূর্ণ হয়ে যায়।

وَجَبَتْ : সীগাহ واحد مؤنث غائب বহছ ماضى معروف বাব ضَرَبَ মাসদার وَجْبَةٌ মূলবর্ণ (و ـ ج ـ ب) জিনস مثال واوى অর্থ– তা পড়ে যায়।

اَلْقَانِعُ : সীগাহ واحد مذكر বহছ اسم فاعل বাব سَمِعَ মাসদার قَنَاعَةٌ মূলবর্ণ (ق ـ ن ـ ع) জিনস صحيح অর্থ– অযাচনাকারী

اَلْمُعْتَرُّ : সীগাহ واحد مذكر বহছ اسم فاعل বাব اِفْتِعَالٌ মাসদার اِعْتِرَارٌ মূলবর্ণ (ع ـ ر ـ ر) জিনস مضاعف ثلاثى অর্থ– যাচঞনাকারী।

বাক্য বিশ্লেষণ :

فَاِلٰهُكُمْ اِلٰهٌ وَّاحِدٌ فَلَهٗ اَسْلِمُوْا وَبَشِّرِ الْمُخْبِتِيْنَ এখানে فَاِلٰهُكُمْ এর فاء টি فصيحة আর اِلٰهُكُمْ মুবতাদা আর اِلٰهٌ তার খবর وَّاحِدٌ সিফাত فَلَهٗ -এর فاء আতেফা আর لَهٗ শব্দটি اَسْلِمُوْا এর সাথে متعلق مقدم আর اَسْلِمُوْا ফে'ল ও ফায়েল আর وَبَشِّرْ -এর واو টি আতেফা بَشِّرْ ফে'লে আমর যমীর اَنْتَ উহ্য ফায়েল আর اَلْمُخْبِتِيْنَ হলো مفعول به। –[ই'রাবুল কুরআন : ৫ম খণ্ড, পৃ. ১৩৫]

https://e-ilm.weebly.com/

৩৮. নিঃসন্দেহে আল্লাহ তা'আলা মু'মিনগণ হতে (কাফেরদের প্রভাব) দূর করে দিবেন, নিশ্চয় আল্লাহ তা'আলা কোনো প্রতারক কাফেরকে ভালোবাসেন না।	إِنَّ اللَّهَ يُدَافِعُ عَنِ الَّذِينَ آمَنُوا ۗ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ كُلَّ خَوَّانٍ كَفُورٍ ﴿٣٨﴾
৩৯. যাদের সাথে (কাফেররা) যুদ্ধ করে, তাদেরকে (যুদ্ধ করার) অনুমতি প্রদান করা হলো, কেননা তাদের প্রতি অত্যাচার করা হয়েছে, আর নিঃসন্দেহে আল্লাহ তা'আলা তাদেরকে সাহায্য (বিজয়ী) করার পূর্ণ ক্ষমতা রাখেন।	أُذِنَ لِلَّذِينَ يُقَاتَلُونَ بِأَنَّهُمْ ظُلِمُوا ۚ وَإِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ نَصْرِهِمْ لَقَدِيرٌ ﴿٣٩﴾
৪০. যারা নিজ গৃহ হতে বিনা কারণে (অন্যায়ভাবে) বিতাড়িত হয়েছে শুধু এই জন্য যে, তারা এরূপ বলে- আমাদের প্রতিপালক আল্লাহ; আর যদি আল্লাহ তা'আলা মানুষের একের শক্তিকে অপরের দ্বারা খর্ব না করতেন, তবে খ্রিস্টানদের আশ্রম ও গির্জা এবং ইহুদিদের উপাসনালয় আর সেই মসজিদসমূহ যাতে অধিক পরিমাণে আল্লাহ তা'আলার নাম নিয়ে থাকে- সমস্তই ধ্বংস হয়ে যেত; এবং নিঃসন্দেহে আল্লাহ তাকে সাহায্য করবেন- যে আল্লাহর (ধর্মের) সাহায্য করবে, নিশ্চয় আল্লাহ তা'আলা শক্তিমান, পরাক্রান্ত।	الَّذِينَ أُخْرِجُوا مِن دِيَارِهِم بِغَيْرِ حَقٍّ إِلَّا أَن يَقُولُوا رَبُّنَا اللَّهُ ۗ وَلَوْلَا دَفْعُ اللَّهِ النَّاسَ بَعْضَهُم بِبَعْضٍ لَّهُدِّمَتْ صَوَامِعُ وَبِيَعٌ وَصَلَوَاتٌ وَمَسَاجِدُ يُذْكَرُ فِيهَا اسْمُ اللَّهِ كَثِيرًا ۗ وَلَيَنصُرَنَّ اللَّهُ مَن يَنصُرُهُ ۗ إِنَّ اللَّهَ لَقَوِيٌّ عَزِيزٌ ﴿٤٠﴾

শাব্দিক অনুবাদ :

৩৮. إِنَّ اللَّهَ يُدَافِعُ নিঃসন্দেহে আল্লাহ তা'আলা দূর করে দিবেন عَنِ الَّذِينَ آمَنُوا মুমিনগণ হতে (কাফেরদের প্রভাব) إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ নিশ্চয় আল্লাহ তা'আলা ভালোবাসেন না كُلَّ خَوَّانٍ كَفُورٍ কোনো প্রতারক কাফেরকে।

৩৯. أُذِنَ لِلَّذِينَ يُقَاتَلُونَ যাদের সাথে (কাফেররা) যুদ্ধ করে, তাদেরকে (যুদ্ধ করার) অনুমতি প্রদান করা হলো بِأَنَّهُمْ ظُلِمُوا কেননা তাদের প্রতি অত্যাচার করা হয়েছে وَإِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ نَصْرِهِمْ لَقَدِيرٌ আর নিঃসন্দেহে আল্লাহ তা'আলা তাদেরকে সাহায্য (বিজয়ী) করার পূর্ণ ক্ষমতা রাখেন।

৪০. الَّذِينَ أُخْرِجُوا مِن دِيَارِهِم যারা নিজ গৃহ হতে বিতাড়িত হয়েছে بِغَيْرِ حَقٍّ বিনা কারণে إِلَّا أَن يَقُولُوا শুধু এ জন্য যে, তারা এরূপ বলে رَبُّنَا اللَّهُ আমাদের প্রতিপালক আল্লাহ وَلَوْلَا আর যদি না دَفْعُ اللَّهِ النَّاسَ بَعْضَهُم بِبَعْضٍ আল্লাহ তা'আলা মানুষের একের শক্তিকে অপরের দ্বারা খর্ব করতেন لَّهُدِّمَتْ তবে সমস্তই ধ্বংস হয়ে যেত صَوَامِعُ وَبِيَعٌ খ্রিস্টানদের আশ্রম ও গির্জা وَصَلَوَاتٌ এবং ইহুদিদের উপাসনালয় وَمَسَاجِدُ يُذْكَرُ فِيهَا اسْمُ اللَّهِ كَثِيرًا আর সেই মসজিদসমূহ যাতে অধিক পরিমাণে আল্লাহ তা'আলার নাম নেওয়া হয়ে থাকে وَلَيَنصُرَنَّ اللَّهُ এবং নিঃসন্দেহে আল্লাহ সাহায্য করবেন مَن يَنصُرُهُ তাকে যে আল্লাহর (ধর্মের) সাহায্য করবে إِنَّ اللَّهَ لَقَوِيٌّ عَزِيزٌ নিশ্চয়ই আল্লাহ তা'আলা শক্তিমান, পরাক্রান্ত।

https://e-ilm.weebly.com/

https://e-ilm.weebly.com/

৪১. যারা এমন যে, যদি আমি পৃথিবীতে তাদেরকে রাজত্ব প্রদান করি, তবে তারা নামাজের পাবন্দি করবে এবং জাকাত প্রদান করবে, আর (অপরকে) নেক কাজ করতে বলবে এবং অসৎকাজ হতে নিষেধ করবে; আর সমস্ত কাজের পরিণাম তো আল্লাহ তা'আলারই ক্ষমতাধীন।	اَلَّذِيْنَ اِنْ مَّكَّنّٰهُمْ فِي الْاَرْضِ اَقَامُوا الصَّلٰوةَ وَاٰتَوُا الزَّكٰوةَ وَاَمَرُوْا بِالْمَعْرُوْفِ وَنَهَوْا عَنِ الْمُنْكَرِ ؕ وَلِلّٰهِ عَاقِبَةُ الْاُمُوْرِ ﴿٤١﴾
৪২. আর এরা যদি আপনাকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করে (তবে দুঃখিত হবেন না, কেননা) তাদের পূর্বে নূহের সম্প্রদায় এবং আ'দ ও ছামূদ সম্প্রদায় (নিজ নিজ নবীগণকে) অবিশ্বাস করেছিল।	وَاِنْ يُّكَذِّبُوْكَ فَقَدْ كَذَّبَتْ قَبْلَهُمْ قَوْمُ نُوْحٍ وَّعَادٌ وَّثَمُوْدُ ﴿٤٢﴾
৪৩. এবং ইবরাহীমের সম্প্রদায় ও লূতের সম্প্রদায়ও।	وَقَوْمُ اِبْرٰهِيْمَ وَقَوْمُ لُوْطٍ ﴿٤٣﴾
৪৪. আর মাদইয়ানের অধিবাসীরাও এবং মূসাকেও মিথ্যাবাদী বলা হয়েছিল, সুতরাং আমি সেই কাফেরদেরকে অবকাশ দিয়েছিলাম, অতঃপর আমি তাদেরকে (আজাব দ্বারা) পাকড়াও করলাম, সুতরাং (দেখ) আমার আজাব কেমন হয়েছিল।	وَّاَصْحٰبُ مَدْيَنَ ۚ وَكُذِّبَ مُوْسٰى فَاَمْلَيْتُ لِلْكٰفِرِيْنَ ثُمَّ اَخَذْتُهُمْ ۚ فَكَيْفَ كَانَ نَكِيْرِ ﴿٤٤﴾
৪৫. মোটকথা, এমন কত জনপদ রয়েছে– যেগুলোকে আমি ধ্বংস করে দিয়েছি– এমতাবস্থায় যে, তারা অবাধ্যাচরণ করত, ফলে ঐগুলো স্বীয় ছাদসমূহের উপর পড়ে রয়েছে, এবং বহু অকর্মণ্য কূপ ও বহু মজবুত অট্টালিকাও।	فَكَاَيِّنْ مِّنْ قَرْيَةٍ اَهْلَكْنٰهَا وَهِيَ ظَالِمَةٌ فَهِيَ خَاوِيَةٌ عَلٰى عُرُوْشِهَا وَبِئْرٍ مُّعَطَّلَةٍ وَّقَصْرٍ مَّشِيْدٍ ﴿٤٥﴾

শাব্দিক অনুবাদ :

৪১. اَلَّذِيْنَ যারা এমন যে اِنْ مَّكَّنّٰهُمْ فِي الْاَرْضِ যদি আমি পৃথিবীতে তাদেরকে রাজত্ব প্রদান করি اَقَامُوا الصَّلٰوةَ তবে তারা নামাজের পাবন্দি করবে وَاٰتَوُا الزَّكٰوةَ এবং জাকাত প্রদান করবে وَاَمَرُوْا بِالْمَعْرُوْفِ এবং নেক কাজ করতে বলবে وَنَهَوْا عَنِ الْمُنْكَرِ এবং অসৎকাজ হতে নিষেধ করবে وَلِلّٰهِ عَاقِبَةُ الْاُمُوْرِ আর সমস্ত কাজের পরিণাম তো আল্লাহ তা'আলারই ক্ষমতাধীন।

৪২. وَاِنْ يُّكَذِّبُوْكَ আর এরা যদি আপনাকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করে فَقَدْ كَذَّبَتْ قَبْلَهُمْ তাদের পূর্বে অবিশ্বাস করেছিল قَوْمُ نُوْحٍ নূহের সম্প্রদায় وَّعَادٌ وَّثَمُوْدُ এবং আ'দ ও ছামূদ সম্প্রদায়।

৪৩. وَقَوْمُ اِبْرٰهِيْمَ এবং ইবরাহীমের সম্প্রদায় وَقَوْمُ لُوْطٍ ও লূতের সম্প্রদায়ও।

৪৪. وَّاَصْحٰبُ مَدْيَنَ আর মাদইয়ানের অধিবাসীরা ও وَكُذِّبَ مُوْسٰى এবং মূসাকেও মিথ্যাবাদী বলা হয়েছিল فَاَمْلَيْتُ لِلْكٰفِرِيْنَ সুতরাং আমি সেই কাফেরদেরকে অবকাশ দিয়েছিলাম ثُمَّ اَخَذْتُهُمْ অতঃপর আমি তাদেরকে পাকড়াও করলাম فَكَيْفَ كَانَ نَكِيْرِ সুতরাং আমার আজাব কেমন হয়েছিল।

৪৫. فَكَاَيِّنْ مِّنْ قَرْيَةٍ মোটকথা, এমন কত জনপদ রয়েছে اَهْلَكْنٰهَا যেগুলো কে আমি ধ্বংস করে দিয়েছি وَهِيَ ظَالِمَةٌ এমতাবস্থায় যে, তারা আবাধ্যাচরণ করত فَهِيَ خَاوِيَةٌ عَلٰى عُرُوْشِهَا ফলে ঐগুলো স্বীয় ছাদসমূহের উপর পড়ে রয়েছে وَبِئْرٍ مُّعَطَّلَةٍ এবং বহু অকর্মণ্য কূপও وَقَصْرٍ مَّشِيْدٍ বহু মজবুত অট্টালিকাও।

৪৬. তবে কি এ সমস্ত লোক দেশ-বিদেশ ভ্রমণ করেনি? তাহলে তো তাদের অন্তর এমন হতো যে, তা দ্বারা তারা বুঝত অথবা তাদের কর্ণ এমন হতো যে, তা দ্বারা তারা শুনত। কথা হলো এই যে, (অবোধদের) চক্ষু অন্ধ হয়ে যায় না, বরং অন্ধ হয়ে যায় সেই অন্তরসমূহ- যা তাদের বক্ষের মধ্যে আছে (কাফেরদের অন্তরও তদ্রূপ)।

أَفَلَمْ يَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَتَكُونَ لَهُمْ قُلُوبٌ يَعْقِلُونَ بِهَا أَوْ آذَانٌ يَسْمَعُونَ بِهَا ۖ فَإِنَّهَا لَا تَعْمَى الْأَبْصَارُ وَلَٰكِن تَعْمَى الْقُلُوبُ الَّتِي فِي الصُّدُورِ ﴿٤٦﴾

শাব্দিক অনুবাদ :

৪৬. أَفَلَمْ يَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ তবে কি এসমস্ত লোক দেশ বিদেশ ভ্রমণ করেনি فَتَكُونَ لَهُمْ قُلُوبٌ তাহলে তো তাদের অন্তর এমন হতো যে يَعْقِلُونَ بِهَا তা দ্বারা তারা বুঝত أَوْ آذَانٌ অথবা তাদের কর্ণ এমন হতো যে يَسْمَعُونَ بِهَا যা দ্বারা তারা শুনত فَإِنَّهَا لَا تَعْمَى الْأَبْصَارُ কথা হলো এই যে, চক্ষু অন্ধ হয়ে যায় না وَلَٰكِن تَعْمَى الْقُلُوبُ বরং অন্ধ হয়ে যায় সেই অন্তরসমূহ الَّتِي فِي الصُّدُورِ যা তাদের বক্ষের মধ্যে আছে।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

إِنَّ اللَّهَ يُدَافِعُ عَنِ الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ كُلَّ خَوَّانٍ كَفُورٍ [٣٨]

শানে নুযূল : হিজরত করার পূর্বে মুশরিকদের পক্ষ থেকে মুমিনগণকে মক্কা শরীফে সীমাহীন ও অবর্ণনীয় নির্যাতনের শিকার হতে হয়েছে। ফলে অনেকেই আবিসিনিয়ার পথে হিজরত করে চলে গেলেন। কোনো কোনো মুমিন যথাসাধ্য মক্কাতে থেকেই কাফেরদের সাথে যুদ্ধ করবেন বলে মনে করেন। তাদের সাথে কৌশল অবলম্বন করে ধোকা দিয়ে তাদেরকে ধ্বংস করবেন। আল্লাহ তা'আলা তখন মুমিনদেরকে বিশ্বাসঘাতকতা করতে নিষেধ করে প্রতিরক্ষার ব্যবস্থা নিজ দায়িত্বে নেওয়ার কথা ঘোষণা দিয়ে আলোচ্য আয়াত নাজিল করেন। -[কুরতুবী ৬৫/১২]

أُذِنَ لِلَّذِينَ يُقَاتَلُونَ بِأَنَّهُمْ ظُلِمُوا وَإِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ نَصْرِهِمْ لَقَدِيرٌ (٣٩)

শানে নুযূল : নাসায়ী ও তিরমিযী হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) -এর উদ্ধৃতি দিয়ে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেন, রাসূল ﷺ যখন মক্কা ত্যাগ করে মদিনার পথে হিজরত করলেন, তখন হযরত আবূ বকর সিদ্দীক (রা.) আক্ষেপ করে বলেছিলেন যে, মক্কাবাসীরা তাদের নবীকে বহিষ্কার করে দিল! তারা তো অতি শীঘ্রই ধ্বংস হবে। সে পরিপ্রেক্ষিতে আল্লাহ তা'আলা আলোচ্য আয়াত নাজিল করেন। -[কুরতুবী ৬৬/১২, তাবারী ১৬১/৯, ফাতহুল কাদীর ৩, ইবনে কাছীর ২৩২/৩]

সশস্ত্র জিহাদের অনুমতি প্রদান করে সর্বপ্রথম আলোচ্য আয়াতই নাজিল করা হয়েছে। এ আয়াত নাজিল হওয়ার দ্বারা কাফের ও বিজাতীয়দের পক্ষ হতে মুসলমানদের উপর আপতিত সকল প্রকারের নির্যাতন সহ্য করার নির্দেশমূলক সকল আয়াতের হুকুম রহিত হয়ে যায়। -[প্রাগুক্ত]

الَّذِينَ إِن مَّكَّنَّاهُمْ فِي الْأَرْضِ أَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ وَأَمَرُوا بِالْمَعْرُوفِ وَنَهَوْا عَنِ الْمُنكَرِ ۗ وَلِلَّهِ عَاقِبَةُ الْأُمُورِ [٤١]

শানে নুযূল : ইবনে আরাবী হাতেম আইয়ূবের উদ্ধৃতি দিয়ে এবং হিশাম মুহাম্মদের উদ্ধৃতি দিয়ে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন যে, হযরত ওসমান ইবনে আফফান (রা.) বলেন, আমাদেরকে অন্যায়ভাবে আমাদের বাড়ি-ঘর থেকে বহিষ্কার করা হয়েছে। আমাদের অপরাধ এতটুকুই ছিল যে, আমরা বলেছিলাম- আল্লাহ আমাদের প্রতিপালক। অতঃপর আমাদেরকে রাজত্ব দেওয়া হয়েছে জমিনের উপর। ফলে আমরা নামাজ প্রতিষ্ঠা করেছি, জাকাত আদায় করেছি, সৎকাজের আদেশ ও অসৎ কাজের নিষেধ করেছি। সুতরাং আলোচ্য আয়াত আমাদের সম্পর্কে নাজিল হয়েছে। -[ইবনে কাছীর ২৩৩/৩]

https://e-ilm.weebly.com/

فَإِنَّهَا لَا تَعْمَى الْأَبْصَارُ وَلَٰكِن تَعْمَى الْقُلُوبُ الَّتِي فِي الصُّدُورِ [٤٦]

শানে নুযূল : ইবনে আবী হাতেম ও কাতাদাহ ইবনে জুবাইর -এর উদ্ধৃতি দিয়ে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেন, আলোচ্য আয়াত হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে যায়েদ (রা.) অর্থাৎ ইবনে উম্মে মাকতূম সম্পর্কে নাজিল হয়েছে। ঘটনাপ্রবাহ হচ্ছে যে, সূরায়ে বনী ইসরাঈলে وَمَنْ كَانَ فِي هَٰذِهِ أَعْمَىٰ আয়াতাংশ যখন নাজিল হয়, তখন হযরত ইবনে উম্মে মাকতূম (রা.) বললেন, হে আল্লাহর রাসূল! আমি তো দুনিয়াতে অন্ধ, তাই বলে পর জগতেও কি অন্ধ থেকে যাব? হযরত ইবনে উম্মে মাকতূমের এ আবেদনের পরিপ্রেক্ষিতে আলোচ্য আয়াতাংশটি নাজিল করা হয়েছে।

–[কুরতুবী ৭৩/১২, রূহুল মা'আনী ১৬৮/১৭/৯]

পূর্ববর্তী আয়াতসমূহে বর্ণিত হয়েছিল যে, মুশরিকরা রাসূলুল্লাহ ﷺ ও তাঁর সাহাবীদেরকে হেরেম শরীফ ও মসজিদে-হারামে প্রবেশ করতে এবং ওমরা আদায় করতে বাধা দিয়েছিল; অথচ তাঁরা ওমরার ইহ্‌রাম বেঁধে মক্কার নিকটবর্তী হুদায়বিয়া নামক স্থানে পৌঁছে গিয়েছিলেন। আলোচ্য আয়াতে মুসলমানদেরকে এই ওয়াদা দিয়ে সান্ত্বনা দেওয়া হয়েছে যে, আল্লাহ তা'আলা সত্বরই মুশরিকদের শক্তি ভেঙ্গে দেবেন। ষষ্ঠ হিজরিতে এই ঘটনা ঘটেছিল। এরপর থেকে উপর্যুপরি কাফের মুশরিকদের শক্তি দুর্বল ও তারা মনোবলহীন হতে থাকে। অবশেষে অষ্টম হিজরিতে মক্কা বিজিত হয়ে যায়। পরবর্তী আয়াতসমূহে এর বিবরণ দেওয়া হচ্ছে।

কাফেরদের বিরুদ্ধে জেহাদের প্রথম আদেশ : মক্কায় মুসলমানদের উপর কাফেরদের নির্যাতন চরম সীমায় পৌঁছে গিয়েছিল। এমন কোনো দিন যেত না, যে দিন কোনো– না– কোনো মুসলমান তাদের নিষ্ঠুর হাতে আহত ও প্রহৃত হয়ে না আসত। মক্কায় অবস্থানের শেষ দিনগুলোতে মুসলমানদের সংখ্যাও যথেষ্ট বৃদ্ধি পেয়েছিল। তাঁরা কাফেরদের জুলুম ও অত্যাচার দেখে তাদের মোকাবিলায় যুদ্ধ করার অনুমতি চাইতেন। কিন্তু রাসূল ﷺ জবাবে বলতেন সবর কর। আমাকে এখনও যুদ্ধের অনুমতি দেওয়া হয়নি। দীর্ঘ দশ বছর ব্যাপী এ পরিস্থিতিই অব্যাহত ছিল। –[কুরতুবী]

যখন রাসূলে কারীম ﷺ মক্কা ত্যাগ করতে ও হিজরত করতে আদিষ্ট হন এবং হযরত আবূ বকর (রা.) তাঁর সঙ্গী ছিলেন, তখন মক্কা থেকে বের হওয়ার সময় তাঁর মুখে এই বাক্য উচ্চারিত হয়– أَخْرَجُوا نَبِيَّهُمْ لَيَهْلِكُنَّ অর্থাৎ এরা তাদের পয়গম্বরকে বহিষ্কার করেছে। এখন তাদের ধ্বংস অনিবার্য। এরই পরিপ্রেক্ষিতে মদিনায় পৌঁছার পর আলোচ্য আয়াত অবতীর্ণ হয়। –[কুরতুবী]

তিরমিযী, নাসায়ী, ইবনে মাজাহ, ইবনে হাইয়্যান, হাকেম প্রমুখের রেওয়ায়েতে হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) বলেন, এটাই প্রথম আয়াত, যা কাফেরদের সাথে যুদ্ধ করার বিষয়ে অবতীর্ণ হয়েছে। ইতঃপূর্বে সত্তরেরও অধিক আয়াতে যুদ্ধ নিষিদ্ধ করা হয়েছিল।

জেহাদ ও যুদ্ধের একটি রহস্য : وَلَوْلَا دَفْعُ اللَّهِ النَّاسَ –এতে জেহাদ ও যুদ্ধের রহস্য এবং এটা যে নতুন নির্দেশ নয়– তা বর্ণনা করা হয়েছে। পূর্ববর্তী উম্মত ও পয়গম্বরদেরকেও কাফেরদের মোকাবিলায় যুদ্ধের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। এমন না করা হলে কোনো মাযহাব ও ধর্মের অস্তিত্ব থাকত না এবং সব ধর্ম ও উপসনালয় বিধ্বস্ত হয়ে যেত।

لَهُدِّمَتْ صَوَامِعُ وَبِيَعٌ وَصَلَوَاتٌ وَمَسَاجِدُ : বিগত জমানায় যত ধর্মের ভিত্তি আল্লাহর পক্ষ থেকে এবং ওহীর মাধ্যমে প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল, এরপর রহিত হয়ে গেছে এবং পরিবর্তিত হয়ে কুফর ও শিরকে পরিণত হয়েছে, সেসব ধর্মের উপাসনালয়সমূহের নাম এই আয়াতে উল্লেখ করা হয়েছে। কেননা স্ব-স্ব জমনায় তাদের উপাসনালয় গুলোর সম্মান ও সংরক্ষণ ফরজ ছিল। আয়াতে সেসব ধর্মের উপাসনালয়ের কথা উল্লেখ করা হয়নি, যেগুলোর ভিত্তি কোনো সময়ই নবুয়ত ও ওহীর উপর প্রতিষ্ঠিত ছিল না; যেমন– অগ্নিপূজারী মজুসী অথবা মূর্তিপূজারী হিন্দু। কেননা তাদের ইবাদতখানা কোনো সময়ই সম্মানার্হ ছিল না।

صَوَامِعُ শব্দটি صَوْمَعَةٌ -এর বহুবচন। এটা খ্রিস্টানদের সংসার ত্যাগী দরবেশদের বিশেষ ইবাদতখানা وَبِيَعٌ শব্দটি بِيْعَةٌ -এর বহুবচন। খ্রিস্টানদের সাধারণ গির্জাকে بِيْعَةٌ বলা হয়। وَصَلَوَاتٌ শব্দটি صَلْوةٌ -এর বহুবচন। ইহুদিদের ইবাদতখানাকে وَصَلَوَاتٌ এবং মুসলমানদের ইবাদতখানাকে مَسَاجِدُ বলা হয়।

https://e-ilm.weebly.com/

আয়াতের উদ্দেশ্য এই যে, কাফেরদের সাথে যুদ্ধ ও জেহাদের আদেশ অবতীর্ণ না হলে কোনো সময়েই কোনো ধর্মের নিরাপত্তা থাকত না। হযরত মূসা (আ.)-এর আমলে صَلَوَاتٌ হযরত ঈসা (আ.)-এর আমলে بِيَعٌ ও صَوَامِعُ এবং শেষনবী ﷺ-এর জমানায় মসজিদসমূহ বিধ্বস্ত হয়ে যেত। –[কুরতুবী]

খোলাফায়ে রাশেদীনের পক্ষে কুরআনের ভবিষ্যদ্বাণী ও তার প্রকাশ : اَلَّذِيْنَ اِنْ مَكَّنّٰهُمْ فِى الْاَرْضِ এই আয়াতে তাদেরই বিশেষণ উল্লেখ করা হয়েছে, যাদের বর্ণনা اَلَّذِيْنَ اُخْرِجُوْا مِنْ دِيَارِهِمْ بِغَيْرِ حَقٍّ আয়াতে ছিল। অর্থাৎ যাদেরকে তাদের ভিটেমাটি থেকে বিনা কারণে উচ্ছেদ করা হয়েছে, তাদের সম্পর্কে আলোচ্য আয়াতে বলা হয়েছে যে, আমি তাদেরকে পৃথিবীতে রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা দিলে তারা তাদের ক্ষমতাকে নামাজ কায়েম করা, জাকাত প্রদান করা, সৎকর্মে আদেশ ও অসৎকর্মে নিষেধের কাজে প্রয়োগ করবে। পূর্বেই বলা হয়েছে যে, এই আয়াতে মদিনায় হিজরতের অব্যবহিত পরে তখন অবতীর্ণ হয়, যখন মুসলমানদের কোথাও রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা ছিল না। কিন্তু আল্লাহ্ তা'আলা তাদের সম্পর্কে পূর্বেই বলে দিলেন যে, তারা রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা লাভ করলে তা ধর্মের উল্লিখিত গুরুত্বপূর্ণ কার্য সম্পাদনে ব্যয় করবে। এ কারণেই হযরত উসমান গনী (রা.) বলেন– ثَنَاءٌ قَبْلَ بَلَاءٍ অর্থাৎ আল্লাহ তা'আলার এই ইরশাদ কর্ম অস্তিত্ব লাভ করার পূর্বেই কর্মীদের গুণ ও প্রশংসা-কীর্তন করার শামিল। এরপর আল্লাহ তা'আলার এই নিশ্চিত সংবাদ দুনিয়াতে বাস্তব রূপ লাভ করেছে। চারজন খোলাফায়ে রাশেদীন এবং মুহাজিরগণ اَلَّذِيْنَ اُخْرِجُوْا আয়াতের বিশুদ্ধ প্রতিচ্ছবি ছিলেন। আল্লাহ তা'আলা তাদেরকেই সর্বপ্রথম পৃথিবীতে রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা দান করলেন এবং কুরআনের ভবিষ্যদ্বাণীর অনুরূপ তাদের কর্ম ও কীর্তি বিশ্ববাসীকে দেখিয়ে দিয়েছেন যে, তাঁরা তাদের ক্ষমতা এ কাজেই ব্যবহার করেন। তাঁরা নামাজ প্রতিষ্ঠিত করেন, জাকাতের ব্যবস্থা সুদৃঢ় করেন, সৎকাজের প্রবর্তন করেন এবং মন্দ কাজের পথ রুদ্ধ করেন। এ কারণেই আলেমগণ বলেন, এই আয়াত সাক্ষ্য দেয় যে, খেলাফায়ে রাশেদীন সবাই এই সুসংবাদের যোগ্যপাত্র ছিলেন এবং তাঁদের আগমনে যে রাষ্ট্রব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা লাভ করেছিল, তা সত্য, বিশুদ্ধ এবং আল্লাহর ইচ্ছা, সন্তুষ্টি ও আগমন সংবাদের অনুরূপ ছিল।

–[রূহুল-মা'আনী]

এ হচ্ছে আলোচ্য আয়াতের শানে-নুযূলের ঘটনাভিত্তিক দিক। কিন্তু বলাবাহুল্য কুরআনের ভাষা ব্যাপক হলে তা কোনো বিশেষ ঘটনার মাধ্যে সীমাবদ্ধ থাকে না; বরং নির্দেশও ব্যাপক হয়ে থাকে। এ কারণেই তাফসীরবিদ যাহ্হাক বলেন, এই আয়াতে তাদের জন্যই নির্দেশ রয়েছে, যাদেরকে আল্লাহ তা'আলা রাষ্ট্রীয় ক্ষমতায় আসীন করেন। ক্ষমতাসীন থাকাকালে তাদের এমন সব কর্ম আনজাম দেওয়া উচিত, যেগুলো খোলাফায়ে রাশেদীন তাদের জমানায় আনজাম দিয়েছিলেন।

–[কুরতুবী]

শিক্ষা ও দূরদৃষ্টি অর্জনের উদ্দেশ্যে দেশভ্রমণ ধর্মীয় কাম্য :

اَفَلَمْ يَسِيْرُوْا فِى الْاَرْضِ فَتَكُوْنَ لَهُمْ قُلُوْبٌ : এই আয়াতে শিক্ষার দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে দেশভ্রমণে উৎসাহিত করা হয়েছে। فَتَكُوْنَ لَهُمْ قُلُوْبٌ বাক্যে ইঙ্গিত আছে যে, অতীতকাল ও অতীত জাতিসমূহের অবস্থা সরেজমিনে প্রত্যক্ষ করলে মানুষের জ্ঞানবুদ্ধি বৃদ্ধি পায়। তবে শর্ত এই যে, এসব অবস্থা শুধু ঐতিহাসিক দৃষ্টিভঙ্গিতে নয়, শিক্ষা গ্রহণের দৃষ্টিভঙ্গিতেও দেখতে হবে। ইবনে আবী হাতেম কিতাবুততাফাক্কুরে হযরত মালেক ইবনে দীনার (র.) থেকে বর্ণনা করেন, আল্লাহ তা'আলা হযরত মূসা (আ.)-কে আদেশ দেন যে, লোহার জুতা ও লোহার লাঠি তৈরি কর এবং আল্লাহর পৃথিবীতে এত ঘোরাফেরা কর যে, লোহার জুতা ক্ষয়প্রাপ্ত হয়ে যায় এবং লোহার লাঠি ভেঙ্গে যায়। (রূহুল-মা'আনী) এই রেওয়ায়েতটি বিশুদ্ধ হলে এই ভ্রমণ ও পর্যটনের উদ্দেশ্য জ্ঞান ও চক্ষুষ্মানতা অর্জন করা বৈ অন্য কিছু নয়।

শব্দ বিশ্লেষণ :

يُقٰتَلُوْنَ : সীগাহ جمع مذكر غائب বহছ مضارع مجهول বাব مُفَاعَلَةٌ মাসদার مُقَاتَلَةٌ মূলবর্ণ (ق - ت - ل) জিনস صحيح অর্থ– যাদের সাথে (কাফেররা) যুদ্ধ করে, যাদের সাথে যুদ্ধ করা হয়।

لَهُدِّمَتْ : সীগাহ واحد مؤنث غائب বহছ ماضى مجهول বাব تَفْعِيْل মাসদার تَهْدِيْمٌ মূলবর্ণ (ه - د - م) জিনস صحيح অর্থ– সমস্তই ধ্বংস হয়ে যেত।

https://e-ilm.weebly.com/

صَوَامِعُ : صَوْمَعَةٌ -এর বহুবচন। অর্থ– খ্রিস্টান সংসার বিরাগিদের উপাসনালয়, গীর্জা।

بِيَعٌ : শব্দটি بِيْعَةٌ এর বহুবচন। অর্থ– ইহুদি ও খ্রিস্টানদের ইবাদতখানা এবং তাদের গীর্জাঘর।

صَلَوَاتٌ : صَلَاةٌ -এর বহুবহন। অর্থ– রহমতসমূহ, নামাজসমূহ, দোয়াসমূহ, ইহুদিদের ইবাদতখানা।

لَيَنْصُرَنَّ : সীগাহ واحد مذكر غائب বহছ لام تاكيد بانون تاكيد ثقيلة در فعل مستقبل معروف বাব نَصَرَ মাসদার نَصْرٌ মূলবর্ণ (ن - ص - ر) জিনস صحيح অর্থ– নিঃসন্দেহে (আল্লাহ) সাহায্য করবেন।

نَهَوْا : সীগাহ جمع مذكر غائب বহছ ماضى معروف বাব فَتَحَ মাসদার نَهْىٌ মূলবর্ণ (ن - ه - ى) জিনস ناقص يائى অর্থ– তারা নিষেধ করবে।

فَأَمْلَيْتُ : সীগাহ واحد متكلم বহছ ماضى معروف বাব اِفْعَالٌ মাসদার اِمْلَاءٌ মূলবর্ণ (م - ل - أ) জিনস مهموز لام অর্থ– সুতরাং আমি অবকাশ দিয়েছিলাম।

خَاوِيَةٌ : সীগাহ واحد مؤنث বহছ اسم فاعل বাব ضَرَبَ মাসদার خَوًى ও خَوَاءٌ মূলবর্ণ (خ - و - ى) জিনস لفيف مقرون অর্থ– তা পড়ে রয়েছে।

لَمْ يَسِيْرُوْا : সীগাহ جمع مذكر غائب বহছ نفى جحد بلم درفعل مستقبل معروف বাব ضَرَبَ মাসদার سَيْرٌ মূলবর্ণ (س - ى - ر) জিনস اجوف يائى অর্থ– তারা ভ্রমণ করে নি।

لَا تَعْمَى : সীগাহ واحد مؤنث غائب বহছ نفى فعل مضارع معروف বাব سَمِعَ মাসদার عَمًى মূলবর্ণ (ع - م - ى) জিনস ناقص يائى অর্থ– অন্ধ হয়ে যায় না।

বাক্য বিশ্লেষণ :

اُذِنَ لِلَّذِيْنَ يُقٰتَلُوْنَ بِاَنَّهُمْ ظُلِمُوْا وَاِنَّ اللّٰهَ عَلٰى نَصْرِهِمْ لَقَدِيْرٌ : এখানে اُذِنَ ফে'লে মাজহুল, আর لِلَّذِيْنَ টা متعلق আর يُقَاتِلُوْنَ বাক্য টি সেলাহ, يُقَاتِلُوْنَ ফে'ল ও ফায়েল, بِاَنَّهُمْ টা اُذِنَ এর সাথে متعلق -এর সাথে اُذِنَ আর ظُلِمُوْا বাক্যটি اَنَّهُمْ এর খবর। আর وَاِنَّ اللّٰهَ -এর واو টি استئنافية আর اِنَّ হরফে মুশাব্বাহ বিল ফে'ল اللّٰهَ তার اسم আর عَلٰى نَصْرِهِمْ টা لَقَدِيْرٌ -এর সাথে মুতা'আল্লিক। আর قَدِيْرٌ হলো خبر ان।

–[ই'রাবুল কুরআন : ৫ম খণ্ড, পৃ. ১৩৮-১৩৯]

https://e-ilm.weebly.com/

৪৭. আর এরা আপনার নিকট দ্রুত আজাবের চাহিদা করছে, অথচ আল্লাহ তা'আলা কখনো নিজের ওয়াদা ভঙ্গ করবেন না, আর আপনার প্রতিপালকের দরবারের (কিয়ামতের) একদিন তোমাদের হিসেবের এক হাজার বছরের সমতুল্য।	وَيَسْتَعْجِلُونَكَ بِالْعَذَابِ وَلَنْ يُخْلِفَ اللَّهُ وَعْدَهُ ۚ وَإِنَّ يَوْمًا عِنْدَ رَبِّكَ كَأَلْفِ سَنَةٍ مِمَّا تَعُدُّونَ ﴿٤٧﴾
৪৮. আর এমন অনেক জনপদ (–বাসী) ছিল, যাদেরকে আমি অবকাশ দিয়েছিলাম, এমতাবস্থা যে, তারা অবাধ্যাচরণ করত, অতঃপর আমি তাদেরকে পাকড়াও করেছিলাম, আর (সকলকে) আমার দিকেই ফিরে আসতে হবে।	وَكَأَيِّنْ مِنْ قَرْيَةٍ أَمْلَيْتُ لَهَا وَهِيَ ظَالِمَةٌ ثُمَّ أَخَذْتُهَا ۚ وَإِلَيَّ الْمَصِيرُ ﴿٤٨﴾
৪৯. আপনি বলে দিন, হে লোকসকল! আমি তো তোমাদের জন্য শুধু একজন প্রকাশ্য ভয়প্রদর্শক।	قُلْ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّمَا أَنَا لَكُمْ نَذِيرٌ مُبِينٌ ﴿٤٩﴾
৫০. অতএব, যারা (ভয় প্রদর্শনবাণী শ্রবণ করে) ঈমান এনেছে এবং নেক কাজ করতে থাকে, তাদের জন্য ক্ষমা ও সম্মানজনক জীবিকা রয়েছে।	فَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَهُمْ مَغْفِرَةٌ وَرِزْقٌ كَرِيمٌ ﴿٥٠﴾
৫১. আর যারা আমার আয়াতসমূহ সম্বন্ধে (ব্যর্থ করার) চেষ্টা করতে থাকে (নবী বা মু'মিনদেরকে) হারিয়ে দেওয়ার উদ্দেশ্যে, (মূলত) এরূপ লোকেরাই হচ্ছে দোজখী।	وَالَّذِينَ سَعَوْا فِي آيَاتِنَا مُعَاجِزِينَ أُولَٰئِكَ أَصْحَابُ الْجَحِيمِ ﴿٥١﴾

শাব্দিক অনুবাদ :

৪৭. وَيَسْتَعْجِلُونَكَ بِالْعَذَابِ আর এরা আপনার নিকট দ্রুত আজাবের চাহিদা করছে وَلَنْ يُخْلِفَ اللَّهُ وَعْدَهُ অথচ আল্লাহ তা'আলা কখনো নিজের ওয়াদা ভঙ্গ করবেন না وَإِنَّ يَوْمًا عِنْدَ رَبِّكَ আর আপনার প্রতিপালকের দরবারে একদিন كَأَلْفِ سَنَةٍ এক হাজার বছরের সমতুল্য مِمَّا تَعُدُّونَ তোমাদের হিসাবের।

৪৮. وَكَأَيِّنْ مِنْ قَرْيَةٍ আর এমন অনেক জনপদ (বাসী) ছিল أَمْلَيْتُ لَهَا যাদেরকে আমি অবকাশ দিয়েছিলাম وَهِيَ ظَالِمَةٌ এমতাবস্থায় যে, তারা অবাধ্যাচরণ করত ثُمَّ أَخَذْتُهَا অতঃপর আমি তাদেরকে পাকড়াও করেছিলাম وَإِلَيَّ الْمَصِيرُ আর (সকলকে) আমার দিকেই ফিরে আসতে হবে।

৪৯. قُلْ আপনি বলে দিন يَا أَيُّهَا النَّاسُ হে লোকসকল إِنَّمَا أَنَا لَكُمْ আমি তো তোমাদের জন্য শুধু نَذِيرٌ مُبِينٌ একজন প্রকাশ্য ভয়প্রদর্শক।

৫০. فَالَّذِينَ آمَنُوا অতঃপর যারা ঈমান এনেছে وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ এবং নেক কাজ করতে থাকে لَهُمْ مَغْفِرَةٌ তাদের জন্য রয়েছে ক্ষমা وَرِزْقٌ كَرِيمٌ ও সম্মানজনক জীবিকা।

৫১. وَالَّذِينَ سَعَوْا আর যারা চেষ্টা করতে থাকে فِي آيَاتِنَا আমার আয়াতসমূহ সম্বন্ধে مُعَاجِزِينَ হারিয়ে দেওয়ার উদ্দেশ্যে أُولَٰئِكَ এরূপ লোকেরাই হচ্ছে أَصْحَابُ الْجَحِيمِ দোজখী।

https://e-ilm.weebly.com/

https://e-ilm.weebly.com/

৫৫. এবং কাফেররা সর্বদা তৎসম্বন্ধে সন্দেহের মধ্যেই থাকবে (যে সন্দেহ শয়তান তাদের মনে জাগিয়েছে) যে পর্যন্ত না তাদের নিকট হঠাৎ একদিন কিয়ামত এসে পড়ে অথবা তাদের উপর কোনো অশুভ দিনের (অর্থাৎ হাশরের) আজাব এসে পৌছে।

وَلَا يَزَالُ الَّذِينَ كَفَرُوا فِي مِرْيَةٍ مِّنْهُ حَتّٰى تَأْتِيَهُمُ السَّاعَةُ بَغْتَةً أَوْ يَأْتِيَهُمْ عَذَابُ يَوْمٍ عَقِيمٍ ﴿٥٥﴾

শাব্দিক অনুবাদ :

৫৫. وَلَا يَزَالُ الَّذِينَ كَفَرُوا আর কাফেররা সর্বদা থাকবে فِي مِرْيَةٍ مِّنْهُ তৎসম্বন্ধে সন্দেহের মধ্যেই حَتّٰى تَأْتِيَهُمُ السَّاعَةُ যে পর্যন্ত না তাদের নিকট কিয়ামত এসে পড়ে بَغْتَةً হঠাৎ একদিন أَوْ يَأْتِيَهُمْ অথবা তাদের উপর এসে পৌছে عَذَابُ يَوْمٍ عَقِيمٍ কোনো অশুভ দিনের আজাব।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

وَيَسْتَعْجِلُونَكَ بِالْعَذَابِ وَلَنْ يُّخْلِفَ اللّٰهُ وَعْدَهُ وَإِنَّ يَوْمًا عِنْدَ رَبِّكَ كَأَلْفِ سَنَةٍ مِّمَّا تَعُدُّونَ [٤٧]

শানে নুযূল : আলোচ্য আয়াত নযর ইবনে হারেছ মতান্তরে আবূ জাহল ইবনে হিশাম সম্পর্কে নাজিল হয়েছে। তারা নবী মুহাম্মদ ﷺ-কে মান্য না করার অপরাধের শাস্তি দ্রুত কামনা করছিল। সুতরাং শাস্তি বিলম্ব হলেও তা থেকে রেহাই পাবে না– সে কথা জানিয়ে দিয়ে আল্লাহ তা'আলা আলোচ্য আয়াত নাজিল করেন। –[কুরতুবী ৭৩/১২]

وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رَّسُولٍ وَّلَا نَبِيٍّ إِلَّا إِذَا تَمَنّٰى أَلْقَى الشَّيْطَانُ فِي أُمْنِيَّتِهِ فَيَنْسَخُ اللّٰهُ مَا يُلْقِي الشَّيْطَانُ ثُمَّ يُحْكِمُ اللّٰهُ آيَاتِهِ وَاللّٰهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ [٥٢]

শানে নুযূল : একবার মক্কায় কোনো এক মজলিসে রাসূলুল্লাহ ﷺ অত্যন্ত স্পষ্টতার সাথে সূরায়ে নাজম তেলাওয়াত করছিলেন। যে মজলিসে মুসলমান ও অমুসলমান উভয় পক্ষই উপস্থিত ছিল। অতঃপর যখন রাসূল ﷺ সূরায়ে আন-নাজম -এর أَفَرَأَيْتُمُ اللَّاتَ وَالْعُزّٰى وَمَنَاةَ আয়াতটি তেলাওয়াত করলেন, তখন শয়তান রাসূল ﷺ-এর স্বরকে নকল করে تِلْكَ الْغَرَانِيقُ الْعُلٰى وَإِنَّ شَفَاعَتَهُنَّ لَتُرْتَجٰى কালিমাগুলো সম্প্রচার করে দিল। নিকটবর্তী কাফেররা ধারণা করে নিল যে, তাদের কর্ণকুহরে রাসূল ﷺ-এর স্বরই ভেসে উঠেছে। ফলে সূরা শেষে মুসলমানদের সাথে কাফেররাও সেজদায় লুটিয়ে পড়ল এবং কাফেররা শয়তানে তৈরি আওয়াজকে প্রচার করতে লাগল। তাদের এহেন ভিত্তিহীন প্রচারে রাসূল ﷺ অত্যন্ত ব্যথিত হয়ে পড়লেন। তখন আল্লাহ তা'আলা রাসূল ﷺ-কে প্রশান্তি দিয়ে আলোচ্য আয়াত নাজিল করেন। –[কুরতুবী ৭৮/১২]

পরকালের দিন এক হাজার বছরের সমান হওয়া তাৎপর্য : وَإِنَّ يَوْمًا عِنْدَ رَبِّكَ كَأَلْفِ سَنَةٍ অর্থাৎ আপনার পালনকর্তার একদিন দুনিয়ার এক হাজার বছরের সমান হবে। এই দিন বলে কিয়ামতের দিন বোঝানো যেতে পারে। এই দিনটি এক হাজার বছরের সমান হওয়ার তাৎপর্য এই যে, ভয়াবহ ঘটনাবলি ও ভয়ঙ্কর অবস্থার কারণে এই দিনটি এক হাজার বছরের সমান দীর্ঘ মনে হবে। অনেক তাফসীরকারক এখানে এই অর্থই নিয়েছেন।

বাস্তবক্ষেত্রেও পরকালের একদিন সার্বক্ষণিকভাবে দুনিয়ার এক হাজার বছরের সমান হতে পারে। কোনো কোনো হাদীস এর পক্ষে সাক্ষ্য প্রমাণ পাওয়া যায়। তিরমিযীর রেওয়ায়েতে হযরত আবূ হুরায়রা (রা.) বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ একদিন নিঃস্ব মুহাজিরদের উদ্দেশ্যে বললেন, আমি তোমাদেরকে কিয়ামতের দিন পরিপূর্ণ নূরের সুসংবাদ দিচ্ছি; আরো বলছি যে, তোমরা ধনীদের থেকে অর্ধেক দিন পূর্বে বেহেশতে যাবে। আল্লাহর একদিন এক হাজার বছরের সমান হবে। কাজেই নিঃস্বরা ধনীদের পাঁচশত বছর পূর্বে জান্নাতে প্রবেশ করবে। –[মাযহারী]

একটি সন্দেহ ও তার জবাব : সূরা মা'আরেজে পরকালের দিনকে পঞ্চাশ হাজার বছরের সমান বলা হয়েছে। আয়াতটি হলো এই– كَانَ مِقْدَارُهُ خَمْسِينَ أَلْفَ سَنَةٍ এতেও উপরিউক্ত উভয় প্রকার তাফসীর হতে পারে। প্রত্যেকের সংকট ভিন্ন ভিন্ন ও কম-বেশি হবে, তাই দিনটি কারো কাছে এক হাজার বছরের সমান এবং কারো কাছে পঞ্চাশ হাজার বছরের সমান অনুভূত হবে। দ্বিতীয় অর্থ অনুযায়ী পরকালের দিনকে প্রকৃতই পঞ্চাশ হাজার বছরের ধরা হলে উভয় আয়াত বাহ্যত পরস্পর বিরোধী হয়ে যায়। অর্থাৎ এক আয়াতে এক হাজার এবং অপর আয়াতে পঞ্চাশ হাজার বছরের উল্লেখ আছে।

مِنْ رَّسُولٍ وَّلَا نَبِيٍّ : এ থেকে জানা যায় যে, রাসূল ও নবী এক নয় পৃথক পৃথক অর্থ রাখে। এতদুভয়ের মধ্যে পার্থক্য কি, এ সম্পর্কে বিভিন্ন উক্তি রয়েছে। প্রসিদ্ধ ও সুস্পষ্ট উক্তি এই যে, নবী তাঁকে বলা হয়, যাঁকে জনগণের সংস্কারের

https://e-ilm.weebly.com/

উদ্দেশ্যে আল্লাহর পক্ষ থেকে নবুয়তের পদ দান করা হয় এবং তাঁর কাছে ওহী আগমন করে, তাঁকে কোনো স্বতন্ত্র কিতাব ও শরিয়ত দান করা হোক বা কোনো পূর্ববর্তী নবীর কিতাব ও শরিয়ত প্রচারে আদিষ্ট করা হোক। যাঁকে স্বতন্ত্র কিতাব ও শরিয়ত দান করা হয়, তাঁর দৃষ্টান্ত হযরত মূসা, ঈসা (আ.) ও শেষ নবী মুহাম্মদ মোস্তফা ﷺ। এবং যিনি পূর্ববর্তী নবীর কিতাব ও শরিয়ত প্রচারে আদিষ্ট, তাঁর দৃষ্টান্ত হযরত হারুন (আ.)। তিনি হযরত মূসা (আ.)-এর কিতাব তওরাত ও তাঁরই শরিয়ত প্রচারে আদিষ্ট ছিলেন। 'রাসূল' তাঁকে বলা হয়, যাঁকে স্বতন্ত্র কিতাব ও শরিয়ত দান করা হয়। এ থেকে আরো জানা গেল যে, যিনি রাসূল হবেন তিনি নবীও হবেন। এটা জরুরি। কিন্তু যিনি নবী হবেন তাঁর রাসূল হওয়া জরুরি নয়। এই ভাগাভাগি মানুষের ক্ষেত্রে। আল্লাহর পক্ষ থেকে যে ফেরেশতা ওহী নিয়ে আগমন করেন, তাঁকে রাসূল বলা এর পরিপন্থি নয়। সূরা মারইয়ামে এ সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে।

أَلْقَى الشَّيْطٰنُ فِىْٓ اُمْنِيَّتِهٖ : আয়াতে تَمَنّٰى শব্দের অর্থ قَرَأَ (আবৃত্তি করে) এবং اُمْنِيَّةٌ শব্দের অর্থ قِرَاءَةٌ অর্থাৎ, আবৃত্তি করা। আরবি অভিধানে এ অর্থও প্রসিদ্ধ ও সুবিদিত। আবূ হাইয়্যান বাহরে মুহীত গ্রন্থে এবং আরো অনেক তাফসীরকারক এ তাফসীরই গ্রহণ করেছেন। হাদীস গ্রন্থাদিতে এস্থলে একটি ঘটনা বর্ণনা করা হয়েছে, যা "গারানিক" নামে খ্যাত। অধিক সংখ্যক হাদীসবিদগণের মতে ঘটনাটি ভিত্তিহীন। কেউ কেউ একে বানোয়াট ও ধর্মদ্রোহীদের আবিষ্কার বলে আখ্যা দিয়েছেন। আর যারা একে ধর্তব্যও বলেছেন, হাদীসের বাহ্যিক ভাষাদৃষ্টে কুরআন ও সুন্নাহর অকাট্য নির্দেশাবলি সম্পর্কে যেসব সন্দেহ দেখা দেয়, তাঁরা সেসব সন্দেহের জবাবও দিয়েছেন। কিন্তু এটা সুস্পষ্ট যে, এই আয়াতের তাফসীর এই ঘটনার উপর নির্ভরশীল নয়; বরং উপরে যা বর্ণনা করা হয়েছে, তাই এ আয়াতের সহজ ও সরল ব্যাখ্যা। ঘটনাটিকে অহেতুক আয়াতের তাফসীরের অংশ সাব্যস্ত করে সন্দেহ ও সংশয়ের দ্বার উন্মোচন অতঃপর জবাবদানে ব্যাপৃত হওয়া মোটেই লাভজনক কাজ নয়। তাই এ পথ পরিহার করা হলো।

শব্দ বিশ্লেষণ :

يَسْتَعْجِلُوْنَكَ : সীগাহ جمع مذكر غائب বহছ مضارع معروف বাব اِسْتِفْعَالٌ মাসদার اِسْتِعْجَالٌ মূলবর্ণ (ع-ج-ل) জিনস صحيح অর্থ- এরা আপনার নিকট দ্রুত চাহিদা করছে।

تَعُدُّوْنَ : সীগাহ جمع مذكر حاضر বহছ مضارع معروف বাব نَصَرَ মাসদার عَدٌّ মূলবর্ণ (ع-د-د) জিনস مضاعف ثلاثى অর্থ- তোমাদের হিসাবের।

مُعٰجِزِيْنَ : সীগাহ جمع مذكر বহছ اسم فاعل বাব مُفَاعَلَةٌ মাসদার مُعَاجَزَةٌ মূলবর্ণ (ع-ج-ز) জিনস صحيح অর্থ- হারিয়ে দেবার উদ্দেশ্যে।

تَمَنّٰى : সীগাহ واحد منكر غائب বহছ ماضى معروف বাব تَفَعُّلٌ মাসদার تَمَنِّىْ মূলবর্ণ (م-ن-ى) জিনস ناقص يائى অর্থ- তিনি কিছু পাঠ করতেন।

أَلْقَى : সীগাহ واحد منكر غائب বহছ ماضى معروف বাব اِفْعَالٌ মাসদার اِلْقَاءٌ মূলবর্ণ (ل-ق-ى) জিনস ناقص يائى অর্থ- সে সন্দেহের উদ্ভব করত।

فَيَنْسَخُ : সীগাহ واحد منكر غائب বহছ مضارع معروف বাব فَتَحَ মাসদার نَسْخٌ মূলবর্ণ (ن-س-خ) জিনস صحيح অর্থ- তিনি নস্যাৎ করে দেন।

اَلْقَاسِيَةُ : সীগাহ واحد مؤنث বহছ اسم فاعل বাব نَصَرَ মাসদার قَسْوَةٌ ও قَسْوٌ মূলবর্ণ (ق-س-و) জিনস ناقص واوى অর্থ- কঠিন।

فَيُؤْمِنُوْا : সীগাহ جمع منكر غائب বহছ مضارع معروف বাব اِفْعَالٌ মাসদার اِيْمَانٌ মূলবর্ণ (أ-م-ن) জিনস مهموز فاء অর্থ- তারা ঈমানে অধিক দৃঢ় হয়ে যাবে

لَهَادٍ : সীগাহ واحد منكر বহছ اسم فاعل বাব ضَرَبَ মাসদার هِدَايَةٌ মূলবর্ণ (ه-د-ى) জিনস ناقص يائى অর্থ- তিনি পথ প্রদর্শন করে থাকেন।

বাক্য বিশ্লেষণ :

فَيَنْسَخُ اللّٰهُ مَا يُلْقِى الشَّيْطٰنُ ثُمَّ يُحْكِمُ اللّٰهُ اٰيٰتِهٖ وَاللّٰهُ عَلِيْمٌ حَكِيْمٌ এখানে فَيَنْسَخُ এর فاء হলো استئنافية আর ثُمَّ হরফে আতফ يَنْسَخُ ক্রিয়া اللّٰهُ কর্তা আর مَا হলো مفعول به আর يُلْقِى الشَّيْطٰنُ বাক্যটি সেলাহ হয়েছে আর يُحْكِمُ ক্রিয়া اللّٰهُ কর্তা اٰيٰتِهٖ হলো مفعول به আর وَاللّٰهُ عَلِيْمٌ حَكِيْمٌ হলো جملة اعتراضية যা মুবতাদা ও খবরের সমন্বয়ে গঠিত। -[ই'রাবুল কুরআন : ৫ম খণ্ড, পৃ. ১৪৮]

৫৬. সেদিন আধিপত্য আল্লাহ তা'আলারই হবে। তিনি তাদের সকলের মধ্যে মীমাংসা করে দেবেন। অতএব, যারা ঈমান এনে থাকবে এবং নেক কাজ করে থাকবে, তারা শান্তির উদ্যানে অবস্থান করবে।	اَلْمُلْكُ يَوْمَئِذٍ لِّلّٰهِ ؕ يَحْكُمُ بَيْنَهُمْ ؕ فَالَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَعَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ فِيْ جَنّٰتِ النَّعِيْمِ ﴿٥٦﴾
৫৭. আর যারা কুফরি করে থাকবে এবং আমার আয়াতসমূহকে অবিশ্বাস করে থাকবে, তবে তাদের জন্য লাঞ্ছনাময় আজাব রয়েছে।	وَالَّذِيْنَ كَفَرُوْا وَكَذَّبُوْا بِاٰيٰتِنَا فَاُولٰٓئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ مُّهِيْنٌ ﴿٥٧﴾
৫৮. আর যারা আল্লাহর রাস্তায় স্বদেশ ত্যাগ করেছে, তৎপর তারা (জেহাদে) নিহত হয়েছে কিংবা মারা গেছে, আল্লাহ তাদেরকে অবশ্যই উত্তম রিজিক দান করবেন এবং নিঃসন্দেহে আল্লাহ সমস্ত রিজিকদাতা অপেক্ষা উত্তম।	وَالَّذِيْنَ هَاجَرُوْا فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ ثُمَّ قُتِلُوْٓا اَوْ مَاتُوْا لَيَرْزُقَنَّهُمُ اللّٰهُ رِزْقًا حَسَنًا ؕ وَاِنَّ اللّٰهَ لَهُوَ خَيْرُ الرّٰزِقِيْنَ ﴿٥٨﴾
৫৯. আল্লাহ তাদেরকে এমন স্থানে নিয়ে দাখিল করবেন, যা তারা পছন্দ করবে। নিশ্চয় আল্লাহ মহাজ্ঞানী, বড় ধৈর্যশীল।	لَيُدْخِلَنَّهُمْ مُّدْخَلًا يَّرْضَوْنَهٗ ؕ وَاِنَّ اللّٰهَ لَعَلِيْمٌ حَلِيْمٌ ﴿٥٩﴾
৬০. এই (বিষয়) তো গেল, আর যে ব্যক্তি এই পরিমাণ নির্যাতন করে, যে পরিমাণ নির্যাতন তাকে করা হয়েছিল, তৎপর আবার তার প্রতি অত্যাচার করা হয়, অবশ্যই আল্লাহ তা'আলা তাকে (সেই মুমিনকে) সাহায্য করবেন, নিশ্চয় আল্লাহ বড় ক্ষমাশীল, অতিশয় মার্জনাকারী।	ذٰلِكَ ۚ وَمَنْ عَاقَبَ بِمِثْلِ مَا عُوْقِبَ بِهٖ ثُمَّ بُغِيَ عَلَيْهِ لَيَنْصُرَنَّهُ اللّٰهُ ؕ اِنَّ اللّٰهَ لَعَفُوٌّ غَفُوْرٌ ﴿٦٠﴾

শাব্দিক অনুবাদ :

৫৬. اَلْمُلْكُ يَوْمَئِذٍ لِّلّٰهِ সেদিন আধিপত্য আল্লাহ তা'আলারই হবে يَحْكُمُ بَيْنَهُمْ তিনি তাদের সকলের মধ্যে মীমাংসা করে দেবেন فَالَّذِيْنَ اٰمَنُوْا অতএব যারা ঈমান এনে থাকবে وَعَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ এবং নেক কাজ করে থাকবে فِيْ جَنّٰتِ النَّعِيْمِ তারা শান্তির উদ্যানে অবস্থান করবে।

৫৭. وَالَّذِيْنَ كَفَرُوْا আর যারা কুফরি করে থাকবে وَكَذَّبُوْا بِاٰيٰتِنَا এবং আমার আয়াতসমূহকে অবিশ্বাস করে থাকবে فَاُولٰٓئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ مُّهِيْنٌ তবে তাদের জন্য লাঞ্ছনাময় আজাব রয়েছে।

৫৮. وَالَّذِيْنَ هَاجَرُوْا আর যারা স্বদেশ ত্যাগ করেছেন فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ আল্লাহর রাস্তায় ثُمَّ قُتِلُوْٓا তৎপর তারা (জেহাদে) নিহত হয়েছে। اَوْ مَاتُوْا কিংবা মারা গেছে لَيَرْزُقَنَّهُمُ اللّٰهُ আল্লাহ তাদেরকে অবশ্যই দান করবেন رِزْقًا حَسَنًا উত্তম রিজিক وَاِنَّ اللّٰهَ আর নিঃসন্দেহে আল্লাহ لَهُوَ خَيْرُ الرّٰزِقِيْنَ সমস্ত রিজিকদাতা অপেক্ষা উত্তম।

৫৯. لَيُدْخِلَنَّهُمْ مُّدْخَلًا আল্লাহ তাদেরকে এমন স্থানে নিয়ে দাখিল করবেন يَّرْضَوْنَهٗ যা তারা পছন্দ করবে وَاِنَّ اللّٰهَ নিশ্চয়ই আল্লাহ لَعَلِيْمٌ حَلِيْمٌ মহাজ্ঞানী, বড় ধৈর্যশীল।

৬০. ذٰلِكَ এই (বিষয়) তো গেল وَمَنْ عَاقَبَ আর যে ব্যক্তি নির্যাতন করে بِمِثْلِ مَا عُوْقِبَ بِهٖ এ পরিমাণ যে পরিমাণ নির্যাতন তাকে করা হয়েছিল ثُمَّ بُغِيَ عَلَيْهِ তৎপর আবার তার প্রতি অত্যাচার করা হয় لَيَنْصُرَنَّهُ اللّٰهُ অবশ্যই আল্লাহ তা'আলা তাকে সাহায্য করবেন اِنَّ اللّٰهَ لَعَفُوٌّ غَفُوْرٌ নিশ্চয় আল্লাহ বড় ক্ষমাশীল, অতিশয় মার্জনাকারী।

https://e-ilm.weebly.com/

ذٰلِكَ بِاَنَّ اللّٰهَ يُوْلِجُ الَّيْلَ فِي النَّهَارِ وَيُوْلِجُ النَّهَارَ فِي الَّيْلِ وَاَنَّ اللّٰهَ سَمِيْعٌ ۢ بَصِيْرٌ ﴿٦١﴾

৬১. এটা এ জন্য যে, আল্লাহ রাতকে দিনের মধ্যে প্রবেশ করান এবং দিনকে রাতের মধ্যে প্রবেশ করান। আর আল্লাহ তা'আলা খুব শ্রবণকারী, খুব দর্শনকারী।

ذٰلِكَ بِاَنَّ اللّٰهَ هُوَ الْحَقُّ وَاَنَّ مَا يَدْعُوْنَ مِنْ دُوْنِهٖ هُوَ الْبَاطِلُ وَاَنَّ اللّٰهَ هُوَ الْعَلِيُّ الْكَبِيْرُ ﴿٦٢﴾

৬২. (আর) এটা এই কারণেও যে, আল্লাহ তা'আলাই চিরসত্য, আর তারা আল্লাহ তা'আলাকে ছেড়ে যে সমস্ত বস্তুর উপাসনা করছে, সেগুলো একেবারেই মিথ্যা এবং আল্লাহ তা'আলাই মহিমান্বিত, অতি বড়।

اَلَمْ تَرَ اَنَّ اللّٰهَ اَنْزَلَ مِنَ السَّمَآءِ مَآءً ۡ فَتُصْبِحُ الْاَرْضُ مُخْضَرَّةً ؕ اِنَّ اللّٰهَ لَطِيْفٌ خَبِيْرٌ ﴿٦٣﴾

৬৩. তোমার কি জানা নেই যে, আল্লাহ তা'আলা আসমান (অর্থাৎ মেঘ) হতে পানি বর্ষণ করেছেন, যা দ্বারা জমিন সবুজ হয়ে গেছে; নিঃসন্দেহে আল্লাহ তা'আলা সম্যক সূক্ষ্মদর্শী– সব কিছুর খবর রাখেন।

لَهٗ مَا فِي السَّمٰوٰتِ وَمَا فِي الْاَرْضِ ؕ وَاِنَّ اللّٰهَ لَهُوَ الْغَنِيُّ الْحَمِيْدُ ﴿٦٤﴾

৬৪. যা কিছু আসমানসমূহের মধ্যে আছে এবং যা কিছু জমিনের মধ্যে রয়েছে সব তাঁরই; আর নিঃসন্দেহে আল্লাহ তা'আলা অমুখাপেক্ষী, সর্বপ্রকার প্রশংসার উপযোগী।

শাব্দিক অনুবাদ :

৬১. ذٰلِكَ بِاَنَّ اللّٰهَ এটা এ জন্য যে, আল্লাহ يُوْلِجُ প্রবেশ করান الَّيْلَ فِي النَّهَارِ রাতকে দিনের মধ্যে وَيُوْلِجُ النَّهَارَ فِي الَّيْلِ এবং দিনকে রাতের মধ্যে প্রবেশ করান وَاَنَّ اللّٰهَ سَمِيْعٌ আর আল্লাহ তা'আলা খুব শ্রবণকারী, بَصِيْرٌ খুব দর্শনকারী।

৬২. ذٰلِكَ এটা একারণে যে بِاَنَّ اللّٰهَ هُوَ الْحَقُّ আল্লাহ তা'আলাই চিরসত্য وَاَنَّ مَا يَدْعُوْنَ مِنْ دُوْنِهٖ আর তারা আল্লাহ তা'আলাকে ছেড়ে যে সমস্ত বস্তুর উপাসনা করছে هُوَ الْبَاطِلُ সেগুলো একেবারেই বাতিল وَاَنَّ اللّٰهَ هُوَ الْعَلِيُّ এবং আল্লাহ তা'আলাই মহিমান্বিত الْكَبِيْرُ অতি বড়।

৬৩. اَلَمْ تَرَ তুমি কি দেখনা اَنَّ اللّٰهَ اَنْزَلَ আল্লাহ তা'আলা বর্ষণ করেছেন مِنَ السَّمَآءِ مَآءً আসমান হতে পানি فَتُصْبِحُ الْاَرْضُ مُخْضَرَّةً যা দ্বারা জমিন সবুজ হয়ে গেছে اِنَّ اللّٰهَ لَطِيْفٌ خَبِيْرٌ নিঃসন্দেহে আল্লাহ তা'আলা সম্যক সূক্ষ্মদর্শী-সব কিছুর খবর রাখেন।

৬৪. لَهٗ مَا فِي السَّمٰوٰتِ وَمَا فِي الْاَرْضِ যা কিছু আসমানসমূহের মধ্যে আছে এবং যা কিছু জমিনের মধ্যে রয়েছে সব তাঁরই وَاِنَّ اللّٰهَ আর নিঃসন্দেহে আল্লাহ তা'আলা لَهُوَ الْغَنِيُّ অমুখাপেক্ষী الْحَمِيْدُ সর্বপ্রকার প্রশংসার উপযোগী।

https://e-ilm.weebly.com/

৬৫. তুমি কি দেখনা যে, আল্লাহ তা'আলা তোমাদেরই কাজে নিয়োজিত রেখেছেন- পৃথিবীর সকল বস্তুকে এবং নৌকাকে (-ও) যা সমুদ্রে তাঁর আদেশে চলাচল করে এবং তিনিই আসমানসমূহকে জমিনের উপর পড়ে যাওয়া হতে প্রতিরোধ করে রেখেছেন। হাঁ যদি তাঁরই আদেশ হয়ে যায়, তবে তা স্বতন্ত্র কথা; নিশ্চয় আল্লাহ তা'আলা মানুষের প্রতি অতিশয় স্নেহশীল, দয়াবান।	اَلَمْ تَرَ اَنَّ اللّٰهَ سَخَّرَ لَكُمْ مَّا فِى الْاَرْضِ وَالْفُلْكَ تَجْرِىْ فِى الْبَحْرِ بِاَمْرِهٖ ؕ وَيُمْسِكُ السَّمَآءَ اَنْ تَقَعَ عَلَى الْاَرْضِ اِلَّا بِاِذْنِهٖ ؕ اِنَّ اللّٰهَ بِالنَّاسِ لَرَءُوْفٌ رَّحِيْمٌ ﴿٦٥﴾
৬৬. আর তিনিই সেই প্রতিপালক- যিনি তোমাদেরকে জীবন দান করেছেন, আবার তোমাদেরকে মৃত্যু প্রদান করবেন, পুনরায় তোমাদেরকে জীবিত করবেন; নিশ্চয় মানুষ বড়ই অকৃতজ্ঞ।	وَهُوَ الَّذِىْۤ اَحْيَاكُمْ ز ثُمَّ يُمِيْتُكُمْ ثُمَّ يُحْيِيْكُمْ ؕ اِنَّ الْاِنْسَانَ لَكَفُوْرٌ ﴿٦٦﴾
৬৭. আমি প্রত্যেক সম্প্রদায়ের জন্য জবাই করার পদ্ধতি নির্ধারণ করে দিয়েছি, ফলে তারা সে মতে জবাই করত। সুতরাং তাদের উচিত, তারা যেন এই ব্যাপারে আপনার সাথে ঝগড়া না করে। অতএব, আপনি আপনার প্রতিপালকের প্রতি আহবান করতে থাকুন; নিশ্চয় আপনি সঠিক পথে রয়েছেন।	لِكُلِّ اُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنْسَكًا هُمْ نَاسِكُوْهُ فَلَا يُنَازِعُنَّكَ فِى الْاَمْرِ وَادْعُ اِلٰى رَبِّكَ ؕ اِنَّكَ لَعَلٰى هُدًى مُّسْتَقِيْمٍ ﴿٦٧﴾

শাব্দিক অনুবাদ :

৬৫. اَلَمْ تَرَ তুমি কি দেখনা যে اَنَّ اللّٰهَ আল্লাহ তা'আলা سَخَّرَ لَكُمْ তোমাদেরই কাজে নিয়োজিত রেখেছেন مَّا فِى الْاَرْضِ পৃথিবীর সকল বস্তুকে وَالْفُلْكَ এবং নৌকাকে تَجْرِىْ فِى الْبَحْرِ যা সমুদ্রে চলাচল করে بِاَمْرِهٖ তাঁর আদেশে وَيُمْسِكُ السَّمَآءَ এবং তিনিই আসমানসমূহকে প্রতিরোধ করে রেখেছেন اَنْ تَقَعَ عَلَى الْاَرْضِ জমিনের উপর পড়ে যাওয়া হতে اِلَّا بِاِذْنِهٖ হাঁ যদি তাঁরই আদেশ হয়ে যায়, তবে তা স্বতন্ত্র কথা اِنَّ اللّٰهَ নিশ্চয় আল্লাহ তা'আলা بِالنَّاسِ মানুষের প্রতি لَرَءُوْفٌ رَّحِيْمٌ অতিশয় স্নেহশীল, দয়াবান।

৬৬. وَهُوَ الَّذِىْۤ اَحْيَاكُمْ আর তিনিই সেই প্রতিপালক যিনি তোমাদেরকে জীবন দান করেছেন ثُمَّ يُمِيْتُكُمْ আবার তোমাদেরকে মৃত্যু প্রদান করবেন ثُمَّ يُحْيِيْكُمْ পুনরায় তোমাদেরকে জীবিত করবেন اِنَّ الْاِنْسَانَ لَكَفُوْرٌ নিশ্চয় মানুষ বড়ই অকৃতজ্ঞ।

৬৭. لِكُلِّ اُمَّةٍ প্রত্যেক সম্প্রদায়ের জন্য جَعَلْنَا আমি নির্ধারণ করে দিয়েছি مَنْسَكًا জবাই করার পদ্ধতি هُمْ نَاسِكُوْهُ ফলে তাঁরা সে মতে জবাই করত فَلَا يُنَازِعُنَّكَ সুতরাং তাদের উচিত তারা যেন আপনার সাথে ঝগড়া না করে فِى الْاَمْرِ এ ব্যাপারে وَادْعُ اِلٰى رَبِّكَ অতএব আপনি আপনার প্রতিপালকের প্রতি আহবান করতে থাকুন اِنَّكَ لَعَلٰى هُدًى مُّسْتَقِيْمٍ নিশ্চয় আপনি সঠিক পথে রয়েছেন।

https://e-ilm.weebly.com/

৬৮. আর যদি এরা (এতদসত্ত্বেও) আপনার সাথে ঝগড়া করতে থাকে, তবে আপনি এই বলে দিন যে, আল্লাহ তা'আলা তোমাদের কার্যাবলি সম্বন্ধে খুব অবগত আছেন।	وَاِنْ جٰدَلُوْكَ فَقُلِ اللّٰهُ اَعْلَمُ بِمَا تَعْمَلُوْنَ ﴿٦٨﴾
৬৯. আল্লাহ তা'আলা বিচার-দিবসে তোমাদের মধ্যে সে সকল বিষয়ে (কার্যকরী) মীমাংসা করে দেবেন-যে সকল বিষয়ে তোমরা মতভেদ করছিলে।	اَللّٰهُ يَحْكُمُ بَيْنَكُمْ يَوْمَ الْقِيٰمَةِ فِيْمَا كُنْتُمْ فِيْهِ تَخْتَلِفُوْنَ ﴿٦٩﴾
৭০. [হে শ্রোতা!] তুমি কি জান না যে, আল্লাহ তা'আলা সবকিছুই অবগত আছেন- যা কিছু আসমান ও জমিনে আছে; নিশ্চয় এটা আমলনামায় (লিপিবদ্ধ) রয়েছে; নিঃসন্দেহে এটা আল্লাহর পক্ষে (খুব) সহজ।	اَلَمْ تَعْلَمْ اَنَّ اللّٰهَ يَعْلَمُ مَا فِي السَّمَآءِ وَالْاَرْضِ ؕ اِنَّ ذٰلِكَ فِيْ كِتٰبٍ ؕ اِنَّ ذٰلِكَ عَلَى اللّٰهِ يَسِيْرٌ ﴿٧٠﴾
৭১. আর এই (মুশরিক) লোকেরা আল্লাহ ভিন্ন এমন বস্তুসমূহের পূজা করছে যেগুলো সম্বন্ধে আল্লাহ তা'আলা কোনো প্রমাণ প্রেরণ করেননি। আর না এদের নিকট কোনো (যৌক্তিক) প্রমাণ আছে; আর না এই জালিমদের কোনো সাহায্যকারীও হবে।	وَيَعْبُدُوْنَ مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ مَا لَمْ يُنَزِّلْ بِهٖ سُلْطٰنًا وَّمَا لَيْسَ لَهُمْ بِهٖ عِلْمٌ ؕ وَمَا لِلظّٰلِمِيْنَ مِنْ نَّصِيْرٍ ﴿٧١﴾

শাব্দিক অনুবাদ :

৬৮. وَاِنْ جٰدَلُوْكَ আর যদি এরা আপনার সাথে ঝগড়া করতে থাকে فَقُلِ তবে আপনি এই বলে দিন যে اَللّٰهُ اَعْلَمُ আল্লাহ তা'আলা খুব অবগত আছেন بِمَا تَعْمَلُوْنَ তোমাদের কার্যাবলি সম্বন্ধে।

৬৯. اَللّٰهُ يَحْكُمُ بَيْنَكُمْ আল্লাহ তা'আলা তোমাদের মধ্যে মীমাংসা করে দেবেন يَوْمَ الْقِيٰمَةِ বিচার দিবসে فِيْمَا كُنْتُمْ সে সকল বিষয়ে যে সকল বিষয়ে তোমরা মতভেদ করছিলে فِيْهِ تَخْتَلِفُوْنَ।

৭০. اَلَمْ تَعْلَمْ হে শ্রোতা! তুমি কি জান না যে اَنَّ اللّٰهَ يَعْلَمُ আল্লাহ তা'আলা সব কিছুই অবগত আছেন مَا فِي السَّمَآءِ وَالْاَرْضِ যা কিছু আসমান ও জমিনে আছে اِنَّ ذٰلِكَ فِيْ كِتٰبٍ নিশ্চয় এটা আমলনামায় (লিপিবদ্ধ) রয়েছে اِنَّ ذٰلِكَ عَلَى اللّٰهِ يَسِيْرٌ নিঃসন্দেহে এটা আল্লাহর পক্ষে (খুব) সহজ।

৭১. وَيَعْبُدُوْنَ مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ আর এই (মুশরিক) লোকেরা আল্লাহ ভিন্ন এমন বস্তুর সমূহের পূজা করছে مَا لَمْ يُنَزِّلْ بِهٖ سُلْطٰنًا যেগুলো সম্বন্ধে আল্লাহ তা'আলা কোনো প্রমাণ প্রেরণ করেননি وَمَا لَيْسَ لَهُمْ بِهٖ عِلْمٌ আর না এদের নিকট কোনো (যৌক্তিক) প্রমাণ আছে وَمَا لِلظّٰلِمِيْنَ مِنْ نَّصِيْرٍ আর না এই জালিমদের কোনো সাহায্যকারীও হবে।

https://e-ilm.weebly.com/

৭২. আর যখন এদের সম্মুখে আমার আয়াতসমূহ– যা সুস্পষ্ট– তেলাওয়াত করা হয়, তখন কাফেরদের মুখমণ্ডলে অসন্তোষের চিহ্ন দেখতে পাও, যেন এরা অনতিবিলম্বে সেই লোকদের উপর আক্রমণ করে বসবে– যারা তাদের সম্মুখে আমার আয়াতসমূহ তেলাওয়াত করছে; আপনি বলুন, আমি কি তোমাদেরকে তা অপেক্ষা অধিকতর অপ্রীতিকর বস্তু বলে দেব? তা হচ্ছে দোজখ; কাফেরদেরকে আল্লাহ এর ওয়াদা দিয়েছেন; এবং তা কতই না নিকৃষ্ট বাসস্থান।

وَاِذَا تُتْلٰى عَلَيْهِمْ اٰيٰتُنَا بَيِّنٰتٍ تَعْرِفُ فِيْ وُجُوْهِ الَّذِيْنَ كَفَرُوا الْمُنْكَرَ ؕ يَكَادُوْنَ يَسْطُوْنَ بِالَّذِيْنَ يَتْلُوْنَ عَلَيْهِمْ اٰيٰتِنَا ؕ قُلْ اَفَاُنَبِّئُكُمْ بِشَرٍّ مِّنْ ذٰلِكُمْ ؕ اَلنَّارُ ؕ وَعَدَهَا اللّٰهُ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا ؕ وَبِئْسَ الْمَصِيْرُ ﴿٧٢﴾

শাব্দিক অনুবাদ :

৭২. وَاِذَا تُتْلٰى عَلَيْهِمْ আর যখন এদের সম্মুখে তেলাওয়াত করা হয় اٰيٰتُنَا আমার আয়াতসমূহ بَيِّنٰتٍ যা সুস্পষ্ট تَعْرِفُ তখন দেখতে পাও فِيْ وُجُوْهِ الَّذِيْنَ كَفَرُوا কাফেরদের মুখমণ্ডলে الْمُنْكَرَ অসন্তোষের চিহ্ন يَكَادُوْنَ يَسْطُوْنَ যেন এরা অনতিবিলম্বে আক্রমণ করে বসবে بِالَّذِيْنَ يَتْلُوْنَ عَلَيْهِمْ সেই লোকদের উপর যারা তাদের সম্মুখে তেলাওয়াত করছে اٰيٰتِنَا আমার আয়াতসমূহ قُلْ আপনি বলুন اَفَاُنَبِّئُكُمْ بِشَرٍّ مِّنْ ذٰلِكُمْ আমি কি তোমাদেরকে তা অপেক্ষা অধিকতর অপ্রীতিকর বস্তু বলে দেব اَلنَّارُ তা হচ্ছে দোজখ وَعَدَهَا اللّٰهُ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا কাফেরদেরকে আল্লাহ এর ওয়াদা দিয়েছেন وَبِئْسَ الْمَصِيْرُ এবং তা কতই না নিকৃষ্ট বাসস্থান।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

وَالَّذِيْنَ هَاجَرُوْا فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ ثُمَّ قُتِلُوْٓا اَوْ مَاتُوْا لَيَرْزُقَنَّهُمُ اللّٰهُ رِزْقًا حَسَنًا وَاِنَّ اللّٰهَ لَهُوَ خَيْرُ الرّٰزِقِيْنَ [৫৮]

শানে নুযূল : মদিনায় হযরত ওসমান ইবনে মাজউন ও হযরত আবূ সালমা ইবনে আবুল আসাদ (রা.) যখন ইন্তেকাল করেন, তখন কেউ কেউ বললেন যে, যারা আল্লাহর রাস্তায় নিহত হন তারা গৃহে যারা মৃত্যু বরণ করেন, তাদের থেকে অতি মর্যাদাবান। তাঁদের এ বিতর্কের পরিপ্রেক্ষিতে আল্লাহ তা'আলা আলোচ্য আয়াত নাজিল করে ব্যাখ্যা দিয়ে দিলেন যে, হিজরতকারীরা তারা গৃহে মৃত্যু বরণ করুক কিংবা আল্লাহর রাস্তায় শাহাদাত বরণ করুক তারা সকলেই সমান।

–[কুরতুবী ৮২/১২ রূহুল মা'আনী ১৮৮/১৭/৯]

ذٰلِكَ وَمَنْ عَاقَبَ بِمِثْلِ مَا عُوْقِبَ بِهٖ ثُمَّ بُغِيَ عَلَيْهِ لَيَنْصُرَنَّهُ اللّٰهُ اِنَّ اللّٰهَ لَعَفُوٌّ غَفُوْرٌ [٦٠]

শানে নুযূল : মুকাতিল ইবনে হাইয়ান ও ইবনে জারীর বর্ণনা করেন যে, হযরত রাসূলে আকরাম ﷺ কোথাও একটি ক্ষুদ্র দল প্রেরণ করেন। রাস্তায় তারা মুশরিকদের এক বাহিনীর মুখামুখিতে পড়ে যান। সে সময় মুহাররাম মাসের আখেরী দু'টি রাত অবশিষ্ট ছিল। তৎকালে মুহাররম মাসে যুদ্ধ বিগ্রহ অবৈধ ছিল। সুতরাং কাফেররা পরস্পরে বলে যে, মুসলমানরা তো এ মাসে যুদ্ধ করাকে বৈধ মনে করে না বিধায় তাদের মোকাবিলা করার প্রয়োজন।

মুসলমানরা কাফেরদেরকে যুদ্ধ করবেনা বলে প্রতিশ্রুতিও দান করে। কিন্তু তারা যুদ্ধ ছাড়া অন্য কিছুই মানতে অস্বীকার করল। সুতরাং কাফেররা চরম ধৃষ্টতাপূর্ণ ভাবেই মুসলমানদের সাথে যুদ্ধে লিপ্ত হয়ে গেল। পরিণতিতে আল্লাহ মুসলমানদেরকে সাহায্য করে বিজয় দিলেন। সেই সাহায্যপ্রাপ্ত ক্ষুদ্র দল সম্পর্কে আল্লাহ তা'আলা আলোচ্য আয়াত নাজিল করেন : –[ইবনে কাছীর ২৩৯/৩, রূহুল মা'আনী ১৯০/১৭/৯, কুরতুবী ৮৪/১২ তাবারী ১৮৩/৯, ফাতহুল কাদীর ৪৬৭/৩]

https://e-ilm.weebly.com/

لِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنْسَكًا هُمْ نَاسِكُوهُ فَلَا يُنَازِعُنَّكَ فِي الْأَمْرِ وَادْعُ إِلَى رَبِّكَ إِنَّكَ لَعَلَى هُدًى مُّسْتَقِيمٍ [٦٧]

শানে নুযূল : কাফেরদের মধ্য থেকে বুদাইল ইবনে ওরাকা এবং মুসলমানদের থেকে হযরত বাশার ইবনে সুফিয়ান খাবায়ী প্রমুখের মধ্যে জবাইকৃত জন্তু সম্পর্কে তর্ক হয়। কাফেরদের পক্ষ থেকে মুমিনদের প্রতি অভিযোগ হলো যে, তোমরা নিজেদের হাতে যে জন্তুকে হত্যা কর সে জন্তুটি আহার কর; কিন্তু আল্লাহ যে জন্তুটি হত্যা করেন, সে জন্তুটি তো তোমরা আহার করছনা। মুমিন ও কাফেরদের মধ্যে এ বিরোধের পরিপ্রেক্ষিতে আল্লাহ তা'আলা আলোচ্য আয়াত নাজিল করেন। আলোচ্য আয়াত জিহাদের বিধান নাজিল হবার পূর্বে নাজিল হয়েছিল।

–[বাহরে মুহীত্ব ৩৫৭/৬, কুরতুবী ৮৭/১২, রূহুল মা'আনী ১৯৬/১৭/৯]

وَإِنْ جَادَلُوكَ فَقُلِ اللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا تَعْمَلُونَ [٦٨] اَللَّهُ يَحْكُمُ بَيْنَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فِيمَا كُنْتُمْ فِيهِ تَخْتَلِفُونَ [٦٩]

শানে নুযূল : হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) হতে বর্ণিত রয়েছে, তিনি বলেন– মে'রাজের রজনীতে রাসূল ﷺ যখন সপ্ত আসমানে গিয়ে ছিলেন, এবং সেখানে তিনি আল্লাহ তা'আলার অতুলনীয় নিদর্শনাবলি স্বচক্ষে অবলোকন করলেন, তখন তাঁর মনে এ আশঙ্কার উদয় হলো যে, ফিরে গিয়ে যখন সম্প্রদায়ের লোকদের কাছে এ বিষয়গুলো বর্ণনা করে শুনাব, তখন তো কাফেররা আমাকে মিথ্যুক বলে তিরস্কার করবে । সে পরিপ্রেক্ষিতে আল্লাহ তা'আলা আলোচ্য আয়াত নাজিল করেন। জিহাদের বিধান নাজিল হবার দ্বারা অবশ্য নীরবে কাফেরদের নির্যাতন সহ্য করার নির্দেশাবলি রহিত হয়ে যায়।

–[কুরতুবী ৮৭/১২]

سَخَّرَ لَكُمْ مَّا فِي الْأَرْضِ : অর্থাৎ আল্লাহ তা'আলা ভূপৃষ্ঠের সবকিছুকে মানুষের অধীন করে দিয়েছেন। অধীন করার বাহ্যিক ও সাধারণ অর্থ এরূপ মনে করা হয় যে, তারা মানুষের আজ্ঞাধীন হয়ে চলবে। এই অর্থের দিক দিয়ে এখানে সন্দেহ দেখা দিতে পারে যে, ভূপৃষ্ঠের পাহাড়, নদী, হিংস্রজন্তু, পশুপক্ষী ইত্যাদি হাজারো বস্তু মানুষের আজ্ঞাধীন হয়ে চলে না। কিন্তু কোনো কিছুকে মানুষের সার্বক্ষণিক সেবায় নিয়োজিত করে দেওয়াও প্রকৃতপক্ষে তার অধীন করে দেওয়ারই নামান্তর। এ কারণেই تَسْخِيْر -এর তরজমা "কাজে নিয়োজিত করা" দ্বারা করা হয়েছে। সবকিছুকে মানুষের আজ্ঞাধীন করে দেওয়ার শক্তিও আল্লাহ তা'আলার ছিল। কিন্তু এর পরিণাম স্বয়ং মানুষের জন্য ক্ষতিদায়ক হতো। কারণ মানুষের স্বভাব, আশা-আকাঙ্ক্ষা ও প্রয়োজন বিভিন্নরূপ। একজন নদীকে একদিকে গতি পরিবর্তনের আদেশ করত, অন্যজন তার বিপরীত দিকে আদেশ করত। এর পরিণাম অনর্থ সৃষ্টি ছাড়া কিছুই হতো না। এ কারণেই আল্লাহ তা'আলা সবকিছুকে আজ্ঞাধীন তো নিজেরই রেখেছেন, কিন্তু অধীন করার যে আসল উপকার তা মানুষকে পৌঁছে দিয়েছেন।

لِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنْسَكًا : এই বিষয়বস্তুই প্রায় এমনি শব্দ সহযোগে আলোচ্য সূরার ৩৪ নং আয়াতে উল্লিখিত হয়েছে। কিন্তু উভয় স্থলে مَنْسَكٌ শব্দের অর্থ ও উদ্দেশ্যের মধ্যে পার্থক্য আছে। সেখানে مَنْسَكٌ ও نُسُكٌ কুরবানির অর্থে হজের বিধানাবলি বর্ণনা প্রসঙ্গে উল্লিখিত হয়েছিল। এজন্য সেখানে وَاوْ সহকারে وَلِكُلِّ أُمَّةٍ বলা হয়েছিল। এখানে مَنْسَكٌ -এর অন্য অর্থ (অর্থাৎ জবাই করার বিধানাবলি অথবা শরিয়তের বিধানাবলির জ্ঞান) বোঝানো হয়েছে এবং এটা একটা স্বতন্ত্র বিধান। তাই এখানে واو সহকারে বলা হয়নি।

এই আয়াতের একটি তাফসীরের সারমর্ম তো এই যে, কোনো কোনো কাফের মুসলমানদের সাথে তাদের জবাই করা জন্তু সম্পর্কে অনর্থক তর্ক-বিতর্ক করত। তারা বলত, তোমাদের ধর্মের এই বিধান আশ্চর্যজনক যে, যে জন্তুকে তোমরা স্বহস্তে হত্যা কর, তা তো হালাল এবং যে জন্তুকে আল্লাহ তা'আলা সরাসরি মৃত্যুদান করেন অর্থাৎ সাধারণ মৃতজন্তু তা হারাম। তাদের এই বিতর্কের জবাবে আলোচ্য আয়াত অবতীর্ণ হয়। (রূহুল মা'আনী) অতএব এখানে مَنْسَكٌ -এর অর্থ হবে জবাই করার নিয়ম। জবাবের সারমর্ম এই যে, আল্লাহ তা'আলা প্রত্যেক উম্মত ও শরিয়তের জন্যে জবাইয়ের বিধান পৃথক পৃথক রেখেছেন। রাসূলে কারীম ﷺ-এর শরিয়ত একটি স্বতন্ত্র শরিয়ত। এই শরিয়তের বিধি-বিধানের মোকাবিলা কোনো পূর্ববর্তী শরিয়তের বিধি-বিধান দ্বারা করাও জায়েজ নয়; অথচ তোমরা তোমাদের ব্যক্তিগত মতামত ও বাতিল চিন্তাধারা দ্বারা এর মোকাবিলা করছ। এটা কিরূপে জায়েজ হতে পারে? মৃতজন্তু হালাল নয়, এটা এই উম্মত ও

https://e-ilm.weebly.com/

শরিয়তেরই বৈশিষ্ট্য নয়; পূর্ববর্তী শরিয়তসমূহেও তা হারাম ছিল। সুতরাং তোমাদের এই উক্তি সম্পূর্ণ ভিত্তিহীন। এই ভিত্তিহীন কথার উপর নির্ভর করে পয়গম্বরের সাথে বিতর্কে প্রবৃত্ত হওয়া একেবারেই নির্বুদ্ধিতা। (রূহুল মা'আনী) সাধারণ তাফসীরকারকদের মতে مَنْسَكٌ শব্দের অর্থ এখানে শরিয়তের সাধারণ বিধি-বিধান। কেননা অভিধানে এর অর্থ নির্দিষ্ট স্থান, যা কোনো বিশেষ ভালো অথবা মন্দ কাজের জন্য নির্ধারিত থাকে। এ কারণেই হজের বিধি-বিধানকে مَنَاسِكُ الْحَجِّ বলা হয়। কেননা এগুলোতে বিশেষ বিশেষ স্থান বিশেষ বিশেষ কাজের জন্য নির্ধারিত আছে। (ইবনে-কাছীর) কামূসে نُسُكٌ শব্দের অর্থ লিখা হয়েছে ইবাদত। কুরআনে وَأَرِنَا مَنَاسِكَنَا এ অর্থেই ব্যবহৃত হয়েছে। مَنَاسِكُ বলে ইবাদতের বিধানাবলি বোঝানো হয়েছে। হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) থেকে এই দ্বিতীয় তাফসীরও বর্ণিত আছে। ইবনে জারীর, ইবনে কাছীর, কুরতুবী, রূহুল-মা'আনী ইত্যাদি গ্রন্থে এই ব্যাপক অর্থের তাফসীরই গ্রহণ করা হয়েছে। আয়াতের পূর্বাপর বর্ণনাও এই অর্থের প্রতিই ইঙ্গিত করে যে, مَنْسَكٌ বলে শরিয়তের সাধারণ বিধানাবলি বোঝানো হয়েছে। আয়াতের অর্থ এই যে, মুশরিক ও ইসলামবিদ্বেষীরা মুহাম্মদি শরিয়তের বিধানাবলি সম্পর্কে তর্ক-বিতর্ক করে। তাদের তর্কের ভিত্তি এই যে, তাদের পৈতৃক ধর্মে এসব বিধান ছিল না। তারা কি শোনেনি যে, কোনো পূর্ববর্তী শরিয়ত ও কিতাব দ্বারা নতুন শরিয়ত ও কিতাবের মোকাবিলা করা বাতিল। কেননা আল্লাহ তা'আলা প্রত্যেক উম্মতকে তার সময়ে বিশেষ শরিয়ত ও কিতাব দিয়েছেন। অন্য কোনো উম্মত ও শরিয়ত আল্লাহর পক্ষ থেকে না আসা পর্যন্ত সেই শরিয়তের অনুসরণ সে উম্মতের জন্য বৈধ ছিল। কিন্তু যখন অন্য শরিয়ত আগমন করে, তখন তাদেরকে এই নতুন শরিয়তের অনুসরণ করতে হবে। নতুন শরিয়তের কোনো বিধান পূর্ববর্তী শরিয়তের বিরোধী হলে প্রথম বিধানকে 'মনসূখ' তথা রহিত এবং দ্বিতীয় বিধানকে 'নাসেখ' তথা রহিতকারী মনে করা হবে। কাজেই যিনি নতুন শরিয়তের বাহক, তাঁর সাথে কাউকে তর্ক-বিতর্কের অনুমতি দেওয়া যায় না। আয়াতের সর্বশেষ বাক্য فَلَا يُنَازِعُنَّكَ فِي الْأَمْرِ -এর সারমর্মও তাই। অর্থাৎ বর্তমানকালে যখন শেষনবী ﷺ একটি স্বতন্ত্র শরিয়ত নিয়ে আগমন করেছেন, তখন তাঁর শরিয়তের সব বিধিবিধান নিয়ে তর্ক-বিতর্ক করার অধিকার কারো নেই।

এ থেকে আরো জানা গেল যে, প্রথম তাফসীর ও এই দ্বিতীয় তাফসীরের মধ্যে প্রকৃতপক্ষে কোনো বিরোধ নেই। কারণ আয়াতে জবাই সম্পর্কিত তর্ক-বিতর্কের পরিপ্রেক্ষিতে অবতীর্ণ হলেও আয়াতের ভাষা ব্যাপক ও শরিয়তের সব বিধি-বিধান এতে শামিল। ভাষার ব্যাপকতাই ধর্তব্য হয়ে থাকে-অবতরণ স্থলের বৈশিষ্ট্য ধর্তব্য নয়। কাজেই উভয় তাফসীরের সারমর্ম এই হবে যে, আল্লাহ তা'আলা যখন প্রত্যেক উম্মতকে আলাদা আলাদা শরিয়ত দিয়েছেন, যার মধ্যে বিভিন্নমুখী খুঁটিনাটি বিধানও থাকে, তখন কোনো পূর্ববর্তী শরিয়তের অনুসারীর এমন অধিকার নেই যে, নতুন শরিয়ত সম্পর্কে তর্ক-বিতর্ক করবে; বরং নতুন শরিয়তের অনুসরণ তার উপর ওয়াজিব। এ কারণেই আয়াতের শেষে বলা হয়েছে : وَادْعُ إِلَى رَبِّكَ إِنَّكَ لَعَلَى هُدًى مُسْتَقِيمٍ আপনি তাদের আপত্তি বা তর্ক বিতর্কে প্রভাবান্বিত হবেন না; বরং যথারীতি সত্যের প্রতি দাওয়াতের কর্তব্য পালনে মশগুল থাকুন। কারণ আপনি সত্য ও সরল পথে রয়েছেন। আপনার বিরোধীরাই পথচ্যুত।

একটি সন্দেহের কারণ : উপরিউক্ত আলোচনা থেকে আরো একটি বিষয় জানা গেল যে, মুহাম্মদি শরিয়ত অবতীর্ণ হওয়ার পর পূর্ববর্তী সব শরিয়ত মনসূখ হয়ে গেছে। এখন যদি খ্রিস্টান, ইহুদি ইত্যাদি সম্প্রদায় বলে যে, এই আয়াতে স্বয়ং কুরআন বলছে যে, প্রত্যেক শরিয়ত আল্লাহর পক্ষ থেকে আগমন করেছে। কাজেই ইসলামের আমলেও যদি আমরা হযরত মূসা ও ঈসা (আ.)-এর শরিয়ত মেনে চলি, তবে মুসলমানদের তাতে আপত্তি করা উচিত নয়। কেননা, স্বয়ং কুরআনই আমাদেরকে এই অবকাশ দিয়েছে। এর উত্তর এই যে, আয়াতে প্রত্যেক উম্মতকে বিশেষ শরিয়ত দেওয়ার কথা উল্লেখ করার পর বিশ্বের মানবমণ্ডলীকে এ আদেশও দেওয়া হয়েছে যে, মুহাম্মদি শরিয়ত প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পর তারা যেন এর বিরোধিতা না করে। একথা বলা হয়নি যে, মুসলমানরা যেন পূর্ববর্তী শরিয়তের কোনো বিধানের বিপক্ষে কথা না বলে। আলোচ্য আয়াতের পরবর্তী আয়াতগুলো দ্বারা এই বিষয়বস্তু আরো ফুটে উঠে। এসব আয়াতে ইসলামের বিপক্ষে তর্ককারীদেরকে হুশিয়ার করা হয়েছে যে, আল্লাহ তা'আলা তোমাদের কর্মকাণ্ড সম্পর্কে সম্যক অবগত আছেন। তিনিই এর শাস্তি দিবেন।

https://e-ilm.weebly.com/

শব্দ বিশ্লেষণ :

مُهِيْنٌ : সীগাহ واحد مذكر বহছ اسم فاعل বাব اِفْعَالٌ মাসদার اِهَانَةٌ মূলবর্ণ (ه - و - ن) জিনস اجوف واوى অর্থ– লাঞ্ছনাময়।

مَاتُوْا : সীগাহ جمع مذكر غائب বহছ ماضى معروف বাব نَصَرَ মাসদার مَوْتٌ মূলবর্ণ (م - و - ت) জিনস اجوف واوى অর্থ– তারা মারা গেছে।

يَرْضَوْنَهُ : সীগাহ جمع مذكر غائب বহছ مضارع معروف বাব سَمِعَ মাসদার رِضًى মূলবর্ণ (ر - ض - و) জিনস ناقص واوى অর্থ– যা তারা পছন্দ করবে।

عُوْقِبَ : সীগাহ واحد مذكر غائب বহছ ماضى مجهول বাব مُفَاعَلَةٌ মাসদার عِقَابٌ ও مُعَاقَبَةٌ মূলবর্ণ (ع - ق - ب) জিনস صحيح অর্থ– তাকে নির্যাতন করা হয়েছিল।

لَيَنْصُرَنَّهُ : সীগাহ واحد مذكر غائب বহছ مستقبل معروف درفعل لام تاكيد بانون تاكيد ثقيلة বাব نَصَرَ মাসদার اَلنَّصْرُ মূলবর্ণ (ن - ص - ر) জিনস صحيح অর্থ– অবশ্যই তিনি তাকে সাহায্য করবেন।

يَدْعُوْنَ : সীগাহ جمع مذكر غائب বহছ مضارع معروف বাব نَصَرَ মাসদার دُعَاءٌ মূলবর্ণ (د - ع - و) জিনস ناقص واوى অর্থ– এরা উপাসনা করছে।

اَنْ تَقَعَ : সীগাহ واحد مؤنث غائب বহছ مضارع منصوب বাব فَتَحَ মাসদার وُقُوْعٌ মূলবর্ণ (و - ق - ع) জিনস مثال واوى অর্থ– পড়ে যাওয়া হতে।

نَاسِكُوْهُ : সীগাহ جمع مذكر বহছ اسم فاعل বাব نَصَرَ মাসদার نُسُكٌ মূলবর্ণ (ن - س - ك) জিনস صحيح অর্থ– তারা সে মতে জবাই করত।

تُتْلٰى : সীগাহ واحد مؤنث غائب বহছ مضارع مجهول বাব نَصَرَ মাসদার تِلَاوَةٌ মূলবর্ণ (ت - ل - و) জিনস ناقص واوى অর্থ– তেলাওয়াত করা হয়।

يَسْطُوْنَ : সীগাহ جمع مذكر غائب বহছ مضارع معروف বাব نَصَرَ মাসদার سَطْوَةٌ মূলবর্ণ (س - ط - و) জিনস ناقص واوى অর্থ– তারা আক্রমণ করে বসবে।

বাক্য বিশ্লেষণ :

وَاِنْ جَادَلُوْكَ فَقُلِ اللّٰهُ اَعْلَمُ بِمَا تَعْمَلُوْنَ : এখানে واو টি আতেফা আর ان হলো شرط আর جَادَلُوْكَ এর মধ্যে جَادَلُوْا হলো ফে'ল ও ফায়েল আর كَ হলো مفعول به আর فَقُلْ -এর فاء হলো رابطة আর قُلْ হলো ফে'ল ও ফায়েল মিলে جواب شرط আর اَللّٰهُ মুবতাদা اَعْلَمُ খবর আর পূর্ণ বাক্যটি হলো مقول আর فَقُلْ এর পূর্ণ বাক্যটি قول আর بِمَا এটা متعلق হলো اَعْلَمُ -এর সাথে আর مَا ইসমে মাওসূল আর تَعْمَلُوْنَ হলো সেলাহ।

–[ই'রাবুল কুরআন : ৫ম খণ্ড, পৃ. ১৭০-১৭১]

https://e-ilm.weebly.com/

৭৩. হে লোকসকল! এক আশ্চর্য কথা বর্ণনা করা হয়েছে, তা মনোযোগের সাথে শ্রবণ কর। নিঃসন্দেহে তোমরা আল্লাহকে ছেড়ে যাদের উপাসনা করছ, তারা একটি মক্ষিকাও সৃষ্টি করতে পারবে না, যদিও তারা সকলেও এই উদ্দেশ্যে একত্র হয়; আর যদি মক্ষিকা তাদের হতে কিছু ছিনিয়ে নিয়ে যায়, তখন তারা এর থেকে সেই বস্তুকে ছাড়িয়ে নিতেও সক্ষম হয় না; এমন উপাসকও অক্ষম এবং এমন উপাস্যও অক্ষম।	يٰۤاَيُّهَا النَّاسُ ضُرِبَ مَثَلٌ فَاسْتَمِعُوْا لَهٗ ؕ اِنَّ الَّذِيْنَ تَدْعُوْنَ مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ لَنْ يَّخْلُقُوْا ذُبَابًا وَّلَوِ اجْتَمَعُوْا لَهٗ ؕ وَاِنْ يَّسْلُبْهُمُ الذُّبَابُ شَيْـًٔا لَّا يَسْتَنْقِذُوْهُ مِنْهُ ؕ ضَعُفَ الطَّالِبُ وَالْمَطْلُوْبُ ﴿٧٣﴾
৭৪. আল্লাহ তা'আলাকে যেমন সম্মান করা উচিত ছিল, তেমন সম্মান তারা করেনি; আল্লাহ তা'আলা মহা শক্তিমান, পরাক্রান্ত।	مَا قَدَرُوا اللّٰهَ حَقَّ قَدْرِهٖ ؕ اِنَّ اللّٰهَ لَقَوِيٌّ عَزِيْزٌ ﴿٧٤﴾
৭৫. (রাসূল নিয়োগ সংক্রান্ত ব্যাপারে) আল্লাহ তা'আলা (যাকে ইচ্ছা) নির্বাচিত করে নেন ফেরেশতাগণের মধ্য হতে নির্দেশবাহকরূপে এবং (অনুরূপ) মানবকুল হতেও; নিশ্চয় আল্লাহ তা'আলা খুব শ্রবণকারী, অতি দর্শনকারী।	اَللّٰهُ يَصْطَفِيْ مِنَ الْمَلٰٓئِكَةِ رُسُلًا وَّمِنَ النَّاسِ ؕ اِنَّ اللّٰهَ سَمِيْعٌۢ بَصِيْرٌ ﴿٧٥﴾
৭৬. তিনি তাদের (ফেরেশতা ও মানুষের) ভবিষ্যত ও অতীতের অবস্থাসমূহ (খুব) জানেন; এবং সমস্ত বিষয় আল্লাহরই নিকট প্রত্যাবর্তিত হবে।	يَعْلَمُ مَا بَيْنَ اَيْدِيْهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ ؕ وَاِلَى اللّٰهِ تُرْجَعُ الْاُمُوْرُ ﴿٧٦﴾

শাব্দিক অনুবাদ :

৭৩. يٰۤاَيُّهَا النَّاسُ লোকসকল ضُرِبَ مَثَلٌ এক আশ্চর্য কথা বলা হচ্ছে فَاسْتَمِعُوْا لَهٗ তা মনোযোগের সাথে শ্রবণ কর اِنَّ الَّذِيْنَ تَدْعُوْنَ مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ নিঃসন্দেহে তোমরা আল্লাহকে ছেড়ে যাদের উপাসনা করছ لَنْ يَّخْلُقُوْا ذُبَابًا তারা একটি মক্ষিকাও সৃষ্টি করতে পারবে না وَّلَوِ اجْتَمَعُوْا لَهٗ যদিও তারা সকলে এই উদ্দেশ্যে একত্রিত হয় وَاِنْ يَّسْلُبْهُمُ الذُّبَابُ شَيْـًٔا আর যদি মক্ষিকা তাদের হতে কিছু ছিনিয়ে নিয়ে যায় لَّا يَسْتَنْقِذُوْهُ مِنْهُ তখন তারা তা হতে সেই বস্তুকে ছাড়িয়ে নিতেও সক্ষম হয় না ضَعُفَ الطَّالِبُ এমন উপাসকও অক্ষম وَالْمَطْلُوْبُ এবং এমন উপাস্যও অক্ষম।

৭৪. مَا قَدَرُوا اللّٰهَ আল্লাহ তা'আলাকে তেমন সম্মান তারা করেনি حَقَّ قَدْرِهٖ যেমন সম্মান করা উচিত ছিল اِنَّ اللّٰهَ لَقَوِيٌّ عَزِيْزٌ আল্লাহ তা'আলা মহা শক্তিমান, পরাক্রান্ত।

৭৫. اَللّٰهُ يَصْطَفِيْ আল্লাহ তা'আলা নির্বাচিত করে নেন مِنَ الْمَلٰٓئِكَةِ ফেরেশতাগণের মধ্য হতে رُسُلًا নির্দেশবাহক রূপে وَّمِنَ النَّاسِ এবং অনুরূপ মানবকুল হতেও اِنَّ اللّٰهَ سَمِيْعٌۢ بَصِيْرٌ নিশ্চয় আল্লাহ তা'আলা খুব শ্রবণকারী, অতি দর্শনকারী।

৭৬. يَعْلَمُ তিনি জানেন مَا بَيْنَ اَيْدِيْهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ তাদের ভবিষ্যত ও অতীতের অবস্থাসমূহ وَاِلَى اللّٰهِ এবং আল্লাহরই নিকট تُرْجَعُ الْاُمُوْرُ সমস্ত বিষয় প্রত্যাবর্তিত হবে।

https://e-ilm.weebly.com/

৭৭. হে ঈমানদারগণ! তোমরা রুকূ করতে থাক, সেজদা করতে থাক, নিজ প্রতিপালকের ইবাদত করতে থাক এবং নেক কাজ করতে থাক, আশা করা যায়, তোমরা সফলতা লাভ করবে।	يَاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوا ارْكَعُوْا وَاسْجُدُوْا وَاعْبُدُوْا رَبَّكُمْ وَافْعَلُوا الْخَيْرَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُوْنَ ﴿٧٧﴾
৭৮. আর তোমরা আল্লাহর পথে জিহাদ কর, যেমন করা উচিত। আল্লাহ তা'আলা তোমাদেরকে বিশেষভাবে নির্বাচিত করেছেন এবং তোমাদের উপর ধর্ম সম্বন্ধে কোনো প্রকার সৃষ্টি সংকীর্ণতা করেননি। তোমরা তোমাদের পিতৃপুরুষ ইবরাহীমের ধর্মের উপর কায়েম থাক। তিনি (আল্লাহ) তোমাদের নাম রেখেছেন– মুসলমান, (কুরআন নাজিলের) আগেও এবং এর (কুরআনের) মধ্যেও, যেন তোমাদের (সাক্ষ্য প্রদানের) পক্ষে রাসূল সাক্ষী হন এবং তোমরা (এক বড় মুকদ্দমায়) লোকগণের বিরুদ্ধে সাক্ষী হও, সুতরাং তোমরা (নিয়মিতভাবে) নামাজ কায়েম রাখ এবং জাকাত প্রদান করতে থাক, আর আল্লাহ তা'আলাকেই দৃঢ়ভাবে ধারণ করে থাক; তিনি তোমাদের কার্যনির্বাহক; অতএব, তিনি কতইনা উত্তম কার্যনির্বাহক এবং কতই না উত্তম সাহায্যকারী।	وَجَاهِدُوْا فِي اللّٰهِ حَقَّ جِهَادِهٖ ۭ هُوَ اجْتَبٰىكُمْ وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّيْنِ مِنْ حَرَجٍ ۭ مِلَّةَ اَبِيْكُمْ اِبْرٰهِيْمَ ۭ هُوَ سَمّٰىكُمُ الْمُسْلِمِيْنَ ۥ مِنْ قَبْلُ وَفِيْ هٰذَا لِيَكُوْنَ الرَّسُوْلُ شَهِيْدًا عَلَيْكُمْ وَتَكُوْنُوْا شُهَدَاۤءَ عَلَى النَّاسِ ښ فَاَقِيْمُوا الصَّلٰوةَ وَاٰتُوا الزَّكٰوةَ وَاعْتَصِمُوْا بِاللّٰهِ ۭ هُوَ مَوْلٰىكُمْ ۚ فَنِعْمَ الْمَوْلٰى وَنِعْمَ النَّصِيْرُ ﴿٧٨﴾ ع ١٧

শাব্দিক অনুবাদ :

৭৭. يَاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا হে ঈমানদারগণ اِرْكَعُوْا তোমরা রুকূ করতে থাক وَاسْجُدُوْا সেজদা করতে থাক وَاعْبُدُوْا رَبَّكُمْ নিজ প্রতিপালকের ইবাদত করতে থাক وَافْعَلُوا الْخَيْرَ এবং নেক কাজ করতে থাক لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُوْنَ আশা করা যায় তোমরা সফলতা লাভ করবে।

৭৮. وَجَاهِدُوْا فِي اللّٰهِ আর তোমরা আল্লাহর কাজে খুব যত্নবান হও حَقَّ جِهَادِهٖ যেমন যত্নবান হওয়া আবশ্যক هُوَ اجْتَبٰىكُمْ আল্লাহ তা'আলা তোমাদেরকে বিশেষভাবে নির্বাচন করেছেন وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ আর তোমাদের উপর সৃষ্টি করেন নি فِي الدِّيْنِ ধর্ম সম্বন্ধে مِنْ حَرَجٍ কোনো প্রকার সংকীর্ণতা مِلَّةَ اَبِيْكُمْ اِبْرٰهِيْمَ তোমরা তোমাদের পিতৃপুরুষ ইবরাহীমের ধর্মের উপর কায়েম থাক هُوَ سَمّٰىكُمُ الْمُسْلِمِيْنَ তিনি (আল্লাহ) তোমাদের নাম রেখেছেন মুসলমান مِنْ قَبْلُ (কুরআন নাজিলের) আগেও وَفِيْ هٰذَا এবং এর (কুরআনের) মধ্যেও لِيَكُوْنَ الرَّسُوْلُ যেন রাসূল হন شَهِيْدًا عَلَيْكُمْ তোমাদের পক্ষে সাক্ষী وَتَكُوْنُوْا شُهَدَاۤءَ عَلَى النَّاسِ এবং তোমরা লোকগণের বিরুদ্ধে সাক্ষী হও فَاَقِيْمُوا الصَّلٰوةَ সুতরাং তোমরা (নিয়মিতভাবে) নামাজ কায়েম রাখ وَاٰتُوا الزَّكٰوةَ এবং জাকাত প্রদান করতে থাক وَاعْتَصِمُوْا بِاللّٰهِ আর আল্লাহ তা'আলাকেই দৃঢ়ভাবে ধারণ করে থাক هُوَ مَوْلٰىكُمْ তিনি তোমাদের কার্যনির্বাহক فَنِعْمَ الْمَوْلٰى অতএব তিনি কতইনা উত্তম কার্যনির্বাহক وَنِعْمَ النَّصِيْرُ এবং কতইনা উত্তম সাহায্যকারী।

https://e-ilm.weebly.com/

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

[৭৪] مَا قَدَرُوا اللّٰهَ حَقَّ قَدْرِهٖ إِنَّ اللّٰهَ لَقَوِيٌّ عَزِيزٌ

শানে নুযূল-১ : রাসূল ﷺ একদা কোথাও বসা ছিলেন। তাঁর আশে-পাশে বসা ছিলেন সাহাবায়ে কেরামগণও। আর ছিল ইহুদি পণ্ডিত মালেক ইবনে সায়েফ। তখন রাসূল ﷺ মালেক ইবনে সায়েফকে বললেন, আমি তোমাকে আল্লাহর শপথ দিয়ে বলছি, বলতো দেখি হিবরুস সামীনের প্রতি আল্লাহ রাগান্বিত আছেন তা তুমি তাওরাতের মধ্যে দেখতে পেয়েছ কী? সে বলল, হাঁ। এবার রাসূল ﷺ বললেন, সে হিবরুস সামীন হলে তুমি! তখন উপস্থিত লোকজন হেঁসে উঠল। মালেক ইবনে সায়েফ সে মুহূর্তে হযরত ওমর ইবনে খাত্তাব (রা.)-এর প্রতি লক্ষ্য করে বলল, আল্লাহ তো কোনো মানুষের প্রতি ওহী প্রেরণ করেন না। সে পরিপ্রেক্ষিতে আল্লাহ আলোচ্য আয়াত নাজিল করেন যে, ওরা তো আল্লাহর পরিচয়ই পায়নি।

শানে নুযূল-২ : মতান্তরে আয়াতের শানে নুযূল হচ্ছে নিম্নরূপ। ইহুদিরা বলছিল যে, আল্লাহ সপ্ত আকাশকে রবিবার দিন নির্মাণ করেছেন, সোমবার দিন জমিনকে, মঙ্গলবার দিন পর্বতরাজী, বৃক্ষরাজী, লতাপাতা, বুধবার দিন চন্দ্র-সূর্য বৃহস্পতিবার এবং শুক্রবার আদম ও হাওয়াকে সৃষ্টি করে আরশে আরোহণ করেন"। অতঃপর এক পায়ের উপর অপর পা তুলে বিশ্রাম গ্রহণ করেন। রাসূল ﷺ তখন ক্রোধান্বিত হন। আল্লাহ তা'আলা সে পরিপ্রেক্ষিতে আলোচ্য আয়াত নাজিল করেন। –[সাভী ১১০/৩]

একটি উপমা দ্বারা শিরক ও মূর্তিপূজার বোকাসুলভ কাণ্ডের ব্যাখ্যা : ضُرِبَ مَثَلٌ এই শব্দটি সাধারণত কোনো বিশেষ ঘটনার দৃষ্টান্ত দেওয়ার জন্য ব্যবহৃত হয়। এখানে তা উদ্দেশ্য নয়; বরং এখানে শিরক ও মূর্তিপূজার বোকামির একটি সুস্পষ্ট উপমা দ্বারা বর্ণনা করা উদ্দেশ্য। বলা হয়েছে, যে মূর্তিদেরকে তোমরা কার্যোদ্ধারকারী মনে কর, তারা এতই অসহায় ও শক্তিহীন যে, সবাই একত্রিত হয়ে একটি মাছির ন্যায় নিকৃষ্ট বস্তুও সৃষ্টি করতে পারে না। সৃষ্টি করা তো বড় কথা তোমরা রোজই তাদের সামনে মিষ্টান্ন, ফল-মূল ইত্যাদি খাদ্যদ্রব্য রেখে দাও। মাছিরা এসে সেগুলো খেয়ে ফেলে। মাছিদের কাছ থেকে নিজেদের ভোগের বস্তুকে বাঁচিয়ে রাখার শক্তিও তাদের হয় না। অতএব তারা তোমাদেরকে বিপদ থেকে কিরূপে উদ্ধার করবে? এ কারণেই আয়াতের শেষে ضَعُفَ الطَّالِبُ وَالْمَطْلُوبُ বলে তাদের মূর্খতা ও বোকামি ব্যক্ত করা হয়েছে; অর্থাৎ, যাদের উপাস্যই এমন শক্তিহীন সেই উপাস্যের উপাসক আরও বেশি শক্তিহীন হবে। مَا قَدَرُوا اللّٰهَ حَقَّ قَدْرِهٖ অর্থাৎ এই নির্বোধ নিমকহারামরা আল্লাহ্‌র মর্যাদা বোঝেনি। ফলে এমন সর্বশক্তিমানের সাথে এমন শক্তিহীন ও চেতনাহীন প্রস্তরসমূহকে শরিক সাব্যস্ত করেছে।

সূরা হাজ্জের সেজদায়ে তেলাওয়াত : يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوا ارْكَعُوْا وَاسْجُدُوْا وَاعْبُدُوْا رَبَّكُمْ সূরা হাজ্জে ইতঃপূর্বে একটি আয়াত উল্লিখিত হয়েছে, যাতে সর্বসম্মতিক্রমে তেলাওয়াতে সেজদা ওয়াজিব। আর এখানে উল্লিখিত আয়াতে তেলাওয়াতে সেজদা ওয়াজিব কি না, এ ব্যাপারে ইমামগণের মধ্যে মতভেদ আছে। ইমাম আযম আবূ হানীফা, ইমাম মালেকও সুফিয়ান ছাওরী (র.)-এর মতে এই আয়াতে তেলাওয়াতে সেজদা ওয়াজিব নয়। কেননা এতে সেজদার সাথে রুকূ ইত্যাদিও উল্লিখিত হয়েছে। এতে বাহ্যত বোঝা যায় যে, এখানে নামাজের সেজদা বোঝানো হয়েছে, যেমন وَاسْجُدِىْ وَارْكَعِىْ আয়াতে সবাই একমত যে, এতে নামাজের সেজদা উদ্দেশ্য। এই আয়াত তেলাওয়াত করলে সেজদা ওয়াজিব হয় না। এমনিভাবে আলোচ্য আয়াতেও তেলাওয়াতে সেজদা ওয়াজিব নয়। ইমাম শাফেয়ী, আহমদ প্রমুখের মতে, এই আয়াতেও তেলাওয়াতে সেজদা ওয়াজিব। তাঁদের প্রমাণ সেই হাদীস, যাতে বলা হয়েছে সূরায়ে হজ্জ অন্যান্য সূরার উপর এই শ্রেষ্ঠত্ব রাখে যে, এতে দু'টি তেলাওয়াতে সেজদা আছে। ইমাম আজম (র.)-এর মতে, এই হাদীসটি প্রামাণ্য নয়। এর বিস্তারিত বিবরণ ফিকহ্ ও হাদীসের কিতাবাদিতে দ্রষ্টব্য।

https://e-ilm.weebly.com/

وَجَاهِدُوْا فِى اللّٰهِ حَقَّ جِهَادِهٖ : مُجَاهَدَةٌ ও جِهَادٌ শব্দের অর্থ কোনো লক্ষ্য অর্জনের জন্য পূর্ণ শক্তি নিয়োগ করা এবং তজ্জন্য কষ্ট স্বীকার করা। কাফেরদের বিরুদ্ধে যুদ্ধেও মুসলমানরা তাদের কথা, কর্ম ও সর্বপ্রকার সম্ভাব্য শক্তি ব্যয় করে। তাই এই যুদ্ধকেও জেহাদ বলা হয়। حَقَّ جِهَادِهٖ -এর অর্থ আল্লাহর ওয়াস্তে জেহাদ করা, তাতে জাগতিক নাম-যশ ও গনিমতের অর্থ লাভের লালসা না থাকা।

হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) বলেন, حَقَّ جِهَادِهٖ -এর অর্থ জেহাদে পূর্ণ শক্তি ব্যয় করা এবং কোনো তিরস্কারকারীর তিরস্কারে কর্ণপাত না করা। কোনো কোনো তাফসীরকারকের মতে এখানে জেহাদের অর্থ সাধারণ ইবাদত ও আল্লাহর বিধি-বিধান পালনে পূর্ণ শক্তি ব্যয় করা ও পূর্ণ আন্তরিকতার সাথে তা পালন করা।

যাহ্হাক ও মোকাতিল বলেন, আয়াতের উদ্দেশ্য এই যে, اِعْمَلُوْا حَقَّ عَمَلِهٖ وَاعْبُدُوْهُ حَقَّ عِبَادَتِهٖ অর্থাৎ আল্লাহর জন্য কাজ কর, যেমন করা উচিত এবং আল্লাহর ইবাদত কর, যেমন করা উচিত। হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে মোবারক (র.) বলেন, এস্থলে জেহাদ বলে নিজ প্রবৃত্তি ও অন্যায় কামনা-বাসনার বিরুদ্ধে জেহাদ করা বোঝানো হয়েছে এবং এটাই حَقَّ جِهَادِهٖ অর্থাৎ যথাযোগ্য জেহাদ। ইমাম বগভী প্রমুখ এই উক্তির সমর্থনে একটি হাদীসও হযরত জাবের ইবনে আব্দুল্লাহ (র.) থেকে বর্ণনা করেছেন যে, একবার সাহাবায়ে কেরামের একটি দল কাফেরদের বিরুদ্ধে অভিযান শেষে ফিরে এলে রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন, قَدِمْتُمْ خَيْرَ مَقْدَمٍ مِنَ الْجِهَادِ الْاَصْغَرِ اِلَى الْجِهَادِ الْاَكْبَرِ قَالَ مُجَاهَدَةُ الْعَبْدِ لِهَوَاهُ অর্থাৎ তোমরা ছোট জেহাদ থেকে বড় জেহাদের দিকে চমৎকারভাবে ফিরে এসেছ। উদ্দেশ্য এই যে, প্রবৃত্তির অন্যায় কামনা-বাসনার বিরুদ্ধে জেহাদ এখনও অব্যাহত আছে। এই হাদীসটি ইমাম বায়হাকী বর্ণনা করে বলেছেন যে, এর সনদে ত্রুটি আছে।

জ্ঞাতব্য : তাফসীরে মাযহারীতে এই দ্বিতীয় তাফসীর অবলম্বন করে আয়াত থেকে একটি তত্ত্ব উদঘাটন করা হয়েছে। তা এই যে, সাহাবায়ে কেরাম যখন কাফেরদের বিরুদ্ধে জেহাদে রত ছিলেন, প্রবৃত্তির বিরুদ্ধে জেহাদ তখনও চালু ছিল, কিন্তু হাদীসে একে ফিরে আসার পরে উল্লেখ করা হয়েছে। এতে ইঙ্গিত আছে যে, প্রবৃত্তির বাসনার বিরুদ্ধে জেহাদ যদিও রণক্ষেত্রেও অব্যাহত ছিল, কিন্তু স্বভাবতই এই জেহাদ শায়খে-কামেলের সংসর্গ লাভের উপর নির্ভরশীল। তাই জেহাদ থেকে প্রত্যাবর্তন ও রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর খেদমতে উপস্থিতির পরই তা শুরু হয়েছে।

উম্মতে মুহাম্মদি আল্লাহর মনোনীত উম্মত : هُوَ اجْتَبٰىكُمْ –হযরত ওয়াসেলা ইবনে আসকা (রা.) বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, আল্লাহ্ তা'আলা সমগ্র বনী-ইসরাঈলের মধ্যে থেকে কেনানা গোত্রকে মনোনীত করেছেন, অতঃপর কেনানার মধ্যে থেকে কুরাইশকে, অতঃপর কুরাইশের মধ্যে থেকে বনী হাশেমকে এবং বনী হাশেমের মধ্যে থেকে আমাকে মনোনীত করেছেন। –[মুসলিম, মাযহারী]

وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِى الدِّيْنِ مِنْ حَرَجٍ : অর্থাৎ আল্লাহ তা'আলা ধর্মের ব্যাপারে তোমাদের উপর কোনো সংকীর্ণতা রাখেননি। 'ধর্মে সংকীর্ণতা নেই' এই বাক্যের তাৎপর্য কেউ কেউ এরূপ বর্ননা করেছেন যে, এই ধর্মে এমন কোনো গোনাহ্ নেই, যা তওবা করলে মাফ হয় না এবং পরকালীন আজাব থেকে নিষ্কৃতি পাওয়ার মতো কোনো উপায় থাকবে না। পূর্ববর্তী উম্মতদের অবস্থা এর বিপরীত। তাদের মধ্যে এমন কতিপয় গোনাহ্ও ছিল, যা তওবা করলেও মাফ হতো না।

হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) বলেন, সংকীর্ণতার অর্থ কঠিন ও দুষ্কর বিধি-বিধান, যা বনী ইসরাঈলের উপর আরোপিত হয়েছিল। কুরআন পাকে একে اِصْرٌ ও اَغْلَالٌ শব্দের মাধ্যমে ব্যক্ত করা হয়েছে। এই উম্মতকে এমন কোনো বিধান দেওয়া হয়নি। কেউ কেউ বলেন, সংকীর্ণতার অর্থ এমন সংকীর্ণতা, যা মানুষের পক্ষে অসহনীয়। এই ধর্মে এমন কোনো অসহনীয় বিধান নেই। অল্পবিস্তর পরিশ্রম ও কষ্ট তো দুনিয়ার প্রত্যেক কাজেই হয়। শিক্ষালাভ, চাকুরি, ব্যবসা ও শিল্পে কতই না পরিশ্রম স্বীকার করতে হয়; কিন্তু এর পরিপ্রেক্ষিতে এ কথা বলা যায় না যে, কাজটি অত্যন্ত দুরূহ ও কঠিন। ভ্রান্ত ও বিরুদ্ধ পরিবেশ অথবা দেশগ্রামে প্রচলন না থাকার কারণে কোনো কাজে যে কঠিনতা দেখা দেয়, তাকে কাজের সংকীর্ণতা ও কঠোরতা বলা যাবে না। পরিবেশে তার সঙ্গী কেউ নেই, এ কারণে কর্মীর কাছে কাজটি কঠিন মনে হয়। যে দেশে রুটি খাওয়া ও রুটি তৈরি করার অভ্যাস নেই, সেই দেশে রুটি লাভ করা সত্যিই কঠিন হয়ে যায়; কিন্তু এতদসত্ত্বেও এ কথা বলা যায় না যে, রুটি তৈরি করা খুবই কঠিন কাজ।

https://e-ilm.weebly.com/

হযরত কাযী সানাউল্লাহ (র.) তাফসীরে মাযহারীতে বলেন : ধর্মে সংকীর্ণতা নেই, একথার তাৎপর্য এমন হতে পারে যে, আল্লাহ তা'আলা এই উম্মতকে সকল উম্মতের মধ্যে থেকে নিজের জন্য মনোনীত করেছেন। এর কল্যাণে এই উম্মতের জন্য ধর্মের পথে কঠিনতর কষ্টও সহজ এবং আনন্দদায়ক হয়ে যায়। পরিশ্রমে সুখ লাভ হতে থাকে। বিশেষত অন্তরে ঈমানের মাধুর্য সৃষ্টি হয়ে গেলে ভারী কাজও হালকা-পাতলা মনে হতে থাকে। হাদীসে হযরত আনাস (রা.) থেকে বর্ণিত আছে, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন جُعِلَتْ قُرَّةُ عَيْنِيْ فِى الصَّلٰوةِ অর্থাৎ নামাজে আমার চক্ষু শীতল হয়। –[আহমদ, নাসায়ী, হাকেম]

مِلَّةَ اَبِيْكُمْ اِبْرٰهِيْمَ : অর্থাৎ এটা তোমাদের পিতা হযরত ইবরাহীম (আ.) এর মিল্লাত। এখানে প্রকৃতপক্ষে কুরাইশী মুমিনদেরকে সম্বোধন করা হয়েছে, যারা সরাসরি হযরত ইবরাহীম (আ.)-এর বংশধর। এরূপর কুরাইশদের অনুগামী হয়ে সব মুসলমান এই ফজিলতে শামিল হয়; যেমন– হাদীসে আছে : اَلنَّاسُ تَبَعٌ لِقُرَيْشٍ فِىْ هٰذَا الشَّأْنِ مُسْلِمُهُمْ تَبَعٌ لِمُسْلِمِهِمْ وَكَافِرُهُمْ تَبَعٌ لِكَافِرِهِمْ অর্থাৎ সব মানুষ ধর্মক্ষেত্রে কুরাইশদের অনুগামী। মুসলমান মুসলমান কুরাইশীদের অনুগামী এবং কাফের কাফের কুরাইশীদের অনুগামী। –[মাযহারী]

কেউ কেউ বলেন, আয়াতে সব মুসলমানকে সম্বোধন করা হয়েছে। হযরত ইবরাহীম (আ.) এদিক দিয়ে সবার পিতা যে, নবী করীম ﷺ হচ্ছেন উম্মতের আধ্যাত্মিক পিতা; যেমন তাঁর বিবিগণ 'উম্মাহাতুল-মুমিনীন' অর্থাৎ মুমিনদের মাতা। নবী করীম ﷺ যে হযরত ইবরাহীম (আ.)-এর বংশধর; একথা সুস্পষ্ট ও সুবিদিত।

هُوَ سَمّٰكُمُ الْمُسْلِمِيْنَ مِنْ قَبْلُ وَفِىْ هٰذَا : অর্থাৎ হযরত ইবরাহীম (আ.) কুরআনের পূর্বে উম্মতে মুহাম্মদি এবং সমগ্র বিশ্বাসী সম্প্রদায়ের জন্য 'মুসলিম' নামকরণ করেছেন; যেমন হযরত ইবরাহীম (আ.)-এর এই দোয়া কুরআনে বর্ণিত আছে– رَبَّنَا وَاجْعَلْنَا مُسْلِمَيْنِ لَكَ وَمِنْ ذُرِّيَّتِنَا اُمَّةً مُّسْلِمَةً لَّكَ কুরআনে মুমিনদের নামকরণ করা হয়েছে মুসলিম। যদিও এই নামকরণকারী প্রত্যক্ষভাবে হযরত ইবরাহীম (আ.) নন, কিন্তু কুরআনের পূর্বে তাঁর এই নামকরণ কুরআনে মুসলিম নামে অভিহিত করার কারণ হয়েছে। তাই এর সম্বন্ধও হযরত ইবরাহীম (আ.)-এর দিকে করে দেওয়া হয়েছে।

لِيَكُوْنَ الرَّسُوْلُ شَهِيْدًا عَلَيْكُمْ وَتَكُوْنُوْا شُهَدَاۤءَ عَلَى النَّاسِ : অর্থাৎ রাসূলুল্লাহ ﷺ হাশরের ময়দানে সাক্ষ্য দেবেন যে, আমি আল্লাহ তা'আলার বিধি-বিধান এই উম্মতের কাছে পৌঁছে দিয়েছিলাম তখন উম্মতে-মুহাম্মদি তা স্বীকার করবে। কিন্তু অন্যান্য পয়গম্বর যখন এই দাবি করবেন, তখন তাঁদের উম্মতরা অস্বীকার করে বসবে। তখন উম্মতে মুহাম্মদি সাক্ষ্য দেবে যে, সব পয়গম্বরগণ নিশ্চিতরূপেই তাদের উম্মতের কাছে আল্লাহ তা'আলার বিধানাবলি পৌঁছে দিয়েছিলেন। সংশ্লিষ্ট উম্মতদের পক্ষ থেকে তাদের এই সাক্ষ্যের উপর জেরা হবে যে, আমাদের জমানায় উম্মতে-মুহাম্মদীর অস্তিত্বই ছিল না, সুতরাং তারা আমাদের ব্যাপারে কিরূপে সাক্ষী হতে পারে? উম্মতে মুহাম্মদির তরফ থেকে জেরার জবাবে বলা হবে, আমরা বিদ্যমান ছিলাম না ঠিকই, কিন্তু আমরা আমাদের রাসূল ﷺ-এর মুখে একথা শুনেছি, যাঁর সত্যবাদিতায় কোনো সন্দেহ নেই। কাজেই আমরা সাক্ষ্য দিতে পারি। অতঃপর তাদের সাক্ষ্য কবুল করা হবে। এই বিষয়বস্তু বুখারী ইত্যাদি গ্রন্থে হযরত আবূ সায়ীদ খুদরী (রা.)-এর হাদীসে বর্ণিত আছে।

فَاَقِيْمُوا الصَّلٰوةَ وَاٰتُوا الزَّكٰوةَ : উদ্দেশ্য এই যে, আল্লাহ তা'আলা যখন তোমাদের প্রতি এতসব বিরাট অনুগ্রহ করেছেন যেগুলো উপরে বর্ণিত হয়েছে, তখন তোমাদের কর্তব্য আল্লাহর বিধানাবলি পালনে পুরোপুরি সচেষ্ট হওয়া। বিধানাবলির মধ্যে এস্থলে শুধু নামাজ ও জাকাত উল্লেখ করার কারণ এই যে, দৈহিক কর্ম ও বিধানাবলির মধ্যে নামাজ সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ এবং আর্থিক বিধানাবলির মধ্যে জাকাত সর্বাধিক গুরুত্ববহ; যদিও শরিয়তের সব বিধান পালন করাই উদ্দেশ্য।

وَاعْتَصِمُوْا بِاللّٰهِ অর্থাৎ সবকাজে একমাত্র আল্লাহর উপর ভরসা কর এবং তাঁর কাছেই সাহায্য প্রার্থনা কর। হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা.) বলেন, এই বাক্যের উদ্দেশ্য এই যে, আল্লাহ তা'আলার কাছে দোয়া কর, তিনি যেন তোমাদেরকে ইহকাল ও পরকালের অপছন্দনীয় বিষয়াদি থেকে নিরাপদ রাখেন। কেউ কেউ বলেন, এই বাক্যের অর্থ এই যে, কুরআন ও সুন্নাহকে অবলম্বন কর, সর্বাবস্থায় এগুলোকে আঁকড়ে থাক; যেমন এক হাদীসে আছে : تَرَكْتُ فِيْكُمْ اَمْرَيْنِ لَنْ تَضِلُّوْا مَا تَمَسَّكْتُمْ بِهِمَا كِتَابَ اللّٰهِ وَسُنَّةَ رَسُوْلِهٖ অর্থাৎ আমি তোমাদের জন্য দু'টি বস্তু রেখে যাচ্ছি। তোমরা যে পর্যন্ত এ দু'টিকে অবলম্বন করে থাকবে; পথভ্রষ্ট হবে না। একটি আল্লাহর কিতাব ও অপরটি আমার সুন্নত। –[মাযহারী]

https://e-ilm.weebly.com/

শব্দ বিশ্লেষণ :

فَاسْتَمِعُوْا : সীগাহ جمع مذكر حاضر বহছ امر حاضر معروف বাব اِفْتِعَالٌ মাসদার اِسْتِمَاعٌ মূলবর্ণ (س - م - ع) জিনস صحيح অর্থ– তোমরা তা মনোযোগের সাথে শ্রবণ কর।

يَسْلُبْهُمْ : সীগাহ واحد مذكر غائب বহছ مضارع مجزوم বাব نَصَرَ মাসদার سَلْبٌ মূলবর্ণ (س - ل - ب) জিনস صحيح অর্থ– তাদের হতে কিছু ছিনিয়ে নিয়ে যায়।

ضَعُفَ : সীগাহ واحد مذكر غائب বহছ ماضى معروف বাব كَرُمَ মাসদার ضَعْفٌ মূলবর্ণ (ض - ع - ف) জিনস صحيح অর্থ– অক্ষম।

يَصْطَفِىْ : সীগাহ واحد مذكر غائب বহছ مضارع معروف বাব اِفْتِعَالٌ মাসদার اِصْطِفَاءٌ মূলবর্ণ (ص - ف - و) জিনস ناقص واوى অর্থ– তিনি নির্বাচন করে নেন।

جَاهِدُوْا : সীগাহ جمع مذكر حاضر বহছ امر حاضر معروف বাব مُفَاعَلَةٌ মাসদার مُجَاهَدَةٌ মূলবর্ণ (ج - ه - د) জিনস صحيح অর্থ– তোমরা জিহাদ কর।

اِجْتَبٰكُمْ : সীগাহ واحد مذكر غائب বহছ ماضى معروف বাব اِفْتِعَالٌ মাসদার اِجْتِبَاءٌ মূলবর্ণ (ج - ب - و) জিনস ناقص واوى অর্থ– তিনি তোমাদেরকে বিশেষভাবে নির্বাচিত করেছেন।

اِعْتَصِمُوْا : সীগাহ جمع مذكر حاضر বহছ امر حاضر معروف বাব اِفْتِعَالٌ মাসদার اِعْتِصَامٌ মূলবর্ণ (ع - ص - م) জিনস صحيح অর্থ– তোমরা দৃঢ়ভাবে ধারণ করে থাক।

বাক্য বিশ্লেষণ :

اَللّٰهُ يَصْطَفِىْ مِنَ الْمَلٰۤئِكَةِ رُسُلًا وَّ مِنَ النَّاسِ اِنَّ اللّٰهَ سَمِيْعٌ بَصِيْرٌ : এটি جملة مستانفة হয়েছে। اَللّٰهُ মুবতাদা يَصْطَفِىْ পূর্ণ বাক্য হলো খবর, আর مِنَ الْمَلٰۤئِكَةِ হলো حال কেননা এটা মূলত رُسُلًا-এর সিফাত ছিল যা তার উপর مقدم হয়েছে। আবার এটা يَصْطَفِىْ এর সাথে متعلقও বলা যেতে পারে তখন رُسُلًا হবে مفعول به আর وَمِنَ النَّاسِ বাক্য টি مِنَ الْمَلٰۤئِكَةِ এর উপর আতফ করা হয়েছে আর (প্রথম ফে'ল টি এটাকে বুঝানোর কারণে।) এর পূর্বের ফে'ল কে উহ্য রাখা হয়েছে। (সুতরাং বাক্যটি ছিল এমন) অর্থাৎ وَيَصْطَفِىْ مِنَ النَّاسِ رُسُلًا আর اِنَّ اللّٰهَ سَمِيْعٌ بَصِيْرٌ পূর্ণ বাক্যটি পূর্বের জন্য تعليلية হবে! অর্থাৎ سَمِيْعٌ لِمَا يَقُوْلُوْنَهُ بَصِيْرٌ بِمَنْ يَتَّخِذُهُ রَسُلًا এখানে اِنَّ হলো حرف مشبهة بالفعل আর اَللّٰهَ হলো তার اسم এবং سَمِيْعٌ হলো তার প্রথম খবর আর بَصِيْرٌ হলো দ্বিতীয় খবর। –[ই'রাবুল কুরআন : ৫ম খণ্ড, পৃ. ১৮২-১৮৩]

https://e-ilm.weebly.com/

পারা : ১৮

سُوْرَةُ الْمُؤْمِنُوْنَ مَكِّيَّةٌ

সূরা মু'মিনূন

মক্কায় অবতীর্ণ; আয়াত– ১১৮, রুকূ'– ৬

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ○

পরম করুণাময়, দয়ালু আল্লাহর নামে শুরু করছি।

১. নিশ্চয় ঐ মুসলমানগণ (পারলৌকিক) সফলতা লাভ করেছে,	قَدْ اَفْلَحَ الْمُؤْمِنُوْنَ ۙ ١
২. যারা নিজেদের নামাজের মধ্যে বিনয়ী,	الَّذِيْنَ هُمْ فِيْ صَلَاتِهِمْ خٰشِعُوْنَ ۙ ٢
৩. আর যারা অনর্থক কথা (ও কাজ) হতে দূরে থাকে,	وَالَّذِيْنَ هُمْ عَنِ اللَّغْوِ مُعْرِضُوْنَ ۙ ٣
৪. আর যারা (আমল, আখলাকে) নিজকে পরিশুদ্ধ করে,	وَالَّذِيْنَ هُمْ لِلزَّكٰوةِ فٰعِلُوْنَ ۙ ٤
৫. আর যারা (অবৈধ কাম-প্রবৃত্তি হতে) নিজ লজ্জাস্থানকে হেফাজত করে,	وَالَّذِيْنَ هُمْ لِفُرُوْجِهِمْ حٰفِظُوْنَ ۙ ٥
৬. কিন্তু নিজ স্ত্রীগণ কিংবা (শরিয়তসম্মত) নিজ বাঁদিগণ হতে (হেফাজত করে না), কেননা (এতে) তাদের প্রতি কোনো দোষারোপ হয় না,	اِلَّا عَلٰٓى اَزْوَاجِهِمْ اَوْ مَا مَلَكَتْ اَيْمَانُهُمْ فَاِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُوْمِيْنَ ۚ ٦

শাব্দিক অনুবাদ :

১. قَدْ اَفْلَحَ নিশ্চয় সফলতা লাভ করেছে اَلْمُؤْمِنُوْنَ ঐ মুসলমানগণ।

২. اَلَّذِيْنَ هُمْ فِيْ صَلَاتِهِمْ যারা নিজেদের নামাজের মধ্যে خٰشِعُوْنَ বিনয়ী।

৩. وَالَّذِيْنَ هُمْ عَنِ اللَّغْوِ আর যারা অনর্থক কথা (ও কাজ) হতে مُعْرِضُوْنَ দূরে থাকে।

৪. وَالَّذِيْنَ هُمْ আর যারা (আমল আখলাকে) لِلزَّكٰوةِ فٰعِلُوْنَ নিজেকে পরিশুদ্ধ করে।

৫. وَالَّذِيْنَ هُمْ لِفُرُوْجِهِمْ আর যারা নিজ লজ্জাস্থানকে حٰفِظُوْنَ হেফাজত করে।

৬. اِلَّا عَلٰٓى اَزْوَاجِهِمْ কিন্তু নিজ স্ত্রীগণ اَوْ مَا مَلَكَتْ اَيْمَانُهُمْ কিংবা নিজ বাঁদিগণ হতে فَاِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُوْمِيْنَ কেননা তাদের প্রতি কোনো দোষারোপ হয় না।

https://e-ilm.weebly.com/

৭. হাঁ, যারা এতদ্ব্যতীত (অন্যত্র কাম চরিতার্থ করতে) প্রয়াসী, এমন লোক (শরিয়তের) সীমালঙ্ঘনকারী,	فَمَنِ ابْتَغٰى وَرَآءَ ذٰلِكَ فَاُولٰٓئِكَ هُمُ الْعٰدُوْنَ ۝٧
৮. আর যারা নিজ (দায়িত্বে গৃহীত) আমানতসমূহ ও অঙ্গীকার রক্ষা করে,	وَالَّذِيْنَ هُمْ لِاَمٰنٰتِهِمْ وَعَهْدِهِمْ رٰعُوْنَ ۝٨
৯. আর যারা নিজেদের নামাজসমূহের পাবন্দি করে।	وَالَّذِيْنَ هُمْ عَلٰى صَلَوٰتِهِمْ يُحَافِظُوْنَ ۝٩
১০. এমন লোকেরাই উত্তরাধিকারী,	اُولٰٓئِكَ هُمُ الْوٰرِثُوْنَ ۝١٠
১১. যারা জান্নাতুল ফিরদাউসের উত্তরাধিকারী হবে; (এবং) তথায় তারা অনন্তকাল থাকবে।	الَّذِيْنَ يَرِثُوْنَ الْفِرْدَوْسَ ۗ هُمْ فِيْهَا خٰلِدُوْنَ ۝١١
১২. আর আমি মানুষকে মাটির সারাংশ (খাদ্যসার) হতে সৃষ্টি করেছি,	وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْاِنْسَانَ مِنْ سُلٰلَةٍ مِّنْ طِيْنٍ ۝١٢
১৩. তৎপর আমি তাকে বীর্য রূপে একটি সুরক্ষিত স্থানে স্থাপন করেছি।	ثُمَّ جَعَلْنٰهُ نُطْفَةً فِيْ قَرَارٍ مَّكِيْنٍ ۝١٣
১৪. অতঃপর আমি উক্ত বীর্য শুক্রবিন্দুকে জমাট রক্তে পরিণত করলাম, অনন্তর আমি উক্ত জমাট রক্তকে মাংসপিণ্ডে পরিণত করলাম, অতঃপর উক্ত মাংসপিণ্ডকে হাড়ে রূপান্তরিত করলাম, পরে উক্ত হাড়গুলোতে গোশত জড়ালাম, অতঃপর আমি (আত্মা প্রদানপূর্বক) একে গড়ে তুললাম অন্য এক সৃষ্টিরূপে: সুতরাং কতইনা মহামহিমান্বিত সেই আল্লাহ– যিনি সর্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ সৃষ্টিকর্তা।	ثُمَّ خَلَقْنَا النُّطْفَةَ عَلَقَةً فَخَلَقْنَا الْعَلَقَةَ مُضْغَةً فَخَلَقْنَا الْمُضْغَةَ عِظٰمًا فَكَسَوْنَا الْعِظٰمَ لَحْمًا ۗ ثُمَّ اَنْشَاْنٰهُ خَلْقًا اٰخَرَ ۗ فَتَبٰرَكَ اللّٰهُ اَحْسَنُ الْخٰلِقِيْنَ ۝١٤

শাব্দিক অনুবাদ :

৭. فَمَنِ ابْتَغٰى وَرَآءَ ذٰلِكَ হাঁ যারা এতদ্ব্যতীত প্রয়াসী فَاُولٰٓئِكَ هُمُ الْعٰدُوْنَ এমন লোক (শরিয়তের) সীমালঙ্ঘনকারী :

৮. وَالَّذِيْنَ هُمْ আর যারা لِاَمٰنٰتِهِمْ وَعَهْدِهِمْ নিজ (দায়িত্বে গৃহীত) আমানতসমূহ ও অঙ্গীকার رٰعُوْنَ রক্ষা করে :

৯. وَالَّذِيْنَ هُمْ আর যারা عَلٰى صَلَوٰتِهِمْ নিজেদের নামাজসমূহের يُحَافِظُوْنَ পাবন্দি করে।

১০. اُولٰٓئِكَ هُمُ এমন লোকেরাই الْوٰرِثُوْنَ উত্তরাধিকারী।

১১. الَّذِيْنَ يَرِثُوْنَ যারা উত্তরাধিকারী হবে الْفِرْدَوْسَ জান্নাতুল ফিরদাউসের هُمْ فِيْهَا خٰلِدُوْنَ তথায় তারা অনন্তকাল থাকবে।

১২. وَلَقَدْ خَلَقْنَا আর আমি সৃষ্টি করেছি الْاِنْسَانَ মানুষকে مِنْ سُلٰلَةٍ مِّنْ طِيْنٍ মাটির সারাংশ হতে।

১৩. ثُمَّ جَعَلْنٰهُ তৎপর আমি তাকে স্থাপন করেছি نُطْفَةً বীর্য রূপে فِيْ قَرَارٍ مَّكِيْنٍ একটি সুরক্ষিত স্থানে।

১৪. ثُمَّ خَلَقْنَا অতঃপর আমি পরিণত করলাম النُّطْفَةَ উক্ত বীর্য শুক্রবিন্দুকে عَلَقَةً জমাট রক্তে فَخَلَقْنَا الْعَلَقَةَ অনন্তর আমি উক্ত জমাট রক্তকে পরিণত করলাম مُضْغَةً মাংসপিণ্ডে فَخَلَقْنَا الْمُضْغَةَ অতঃপর উক্ত মাংস-পিণ্ডকে রূপান্তরিত করলাম عِظٰمًا হাড়ে فَكَسَوْنَا الْعِظٰمَ لَحْمًا পরে উক্ত হাড়গুলোতে গোশত জড়ালাম ثُمَّ اَنْشَاْنٰهُ অতঃপর আমি তাকে গড়ে তুললাম خَلْقًا اٰخَرَ অন্য এক সৃষ্টিরূপে فَتَبٰرَكَ اللّٰهُ সুতরাং কতইনা মহা-মহিমান্বিত সেই আল্লাহ اَحْسَنُ الْخٰلِقِيْنَ যিনি সর্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ সৃষ্টিকর্তা।

https://e-ilm.weebly.com/

১৫. আবার এর পর তোমরা অবশ্যই মৃত্যুবরণ করবে।	ثُمَّ إِنَّكُمْ بَعْدَ ذَٰلِكَ لَمَيِّتُونَ ﴿١٥﴾
১৬. তৎপর তোমাদেরকে কিয়ামতের দিন পুনরায় জীবিত করা হবে।	ثُمَّ إِنَّكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ تُبْعَثُونَ ﴿١٦﴾
১৭. আর আমি সৃষ্টি করেছি তোমাদের উপর সাত আসমান এবং আমি সৃষ্টি সম্বন্ধে অসতর্ক ছিলাম না।	وَلَقَدْ خَلَقْنَا فَوْقَكُمْ سَبْعَ طَرَائِقَ ۖ وَمَا كُنَّا عَنِ الْخَلْقِ غَافِلِينَ ﴿١٧﴾

শাব্দিক অনুবাদ :

১৫. ثُمَّ إِنَّكُمْ بَعْدَ ذَٰلِكَ আবার এর পর তোমরা لَمَيِّتُونَ অবশ্যই মৃত্যুবরণ করবে।

১৬. ثُمَّ إِنَّكُمْ তৎপর তোমাদেরকে يَوْمَ الْقِيَامَةِ কিয়ামতের দিন تُبْعَثُونَ পুনরায় জীবিত করা হবে।

১৭. وَلَقَدْ خَلَقْنَا আর আমি সৃষ্টি করেছি فَوْقَكُمْ তোমাদের উপর سَبْعَ طَرَائِقَ সাত আসমান وَمَا كُنَّا عَنِ الْخَلْقِ غَافِلِينَ এবং আমি সৃষ্টি সম্বন্ধে অসতর্ক ছিলাম না।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

সূরার নামকরণ : যেহেতু এ সূরার প্রারম্ভে মুমিনগণের বৈশিষ্ট্য ও গুণাবলি বর্ণিত হয়েছে, তাই এ সূরার নামকরণ করা হয়েছে আল মুমিনূন। মু'মিনগণের যে বৈশিষ্ট্য এ পর্যায়ে বর্ণিত হয়েছে, মূলত এ সবই হলো ঈমানের গুরুত্বপূর্ণ শাখা। ইবনে মারদূভিয়া হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা.)-এর বর্ণনার উদ্ধৃতি দিয়ে বলেছেন সূরা মু'মিনূন মক্কায় নাজিল হয়েছে।

সূরা মুমিনূনের বৈশিষ্ট্য ও শ্রেষ্ঠত্ব :

নাসায়ী, তিরমিযী, ও মুসনাদে আহমদে হযরত ওমর (রা.) থেকে বর্ণিত আছে, যে তিনি বলেন যখন হযরত রাসূলে কারীম ﷺ-এর প্রতি ওহী নাজিল হতো, তখন নিকটবর্তী লোকদের কানে মৌমাছির গুঞ্জনের ন্যায় আওয়াজ শ্রুত হতো। একবার এমন অবস্থার সৃষ্টি হলে আমরা সদ্যপ্রাপ্ত ওহী শ্রবণের জন্য থেমে গেলাম। কিছুক্ষণ পর যখন ওহী নাজিল হয়ে গেল, তখন প্রিয়নবী ﷺ কেবলামুখী হয়ে বসে দু'হাত তুলে এ দোয়া করলেন।

اَللّٰهُمَّ زِدْنَا وَلَا تَنْقُصْنَا وَاَكْرِمْنَا وَلَا تُهِنَّا وَاَعْطِنَا وَلَا تَحْرِمْنَا وَاٰثِرْنَا وَلَا تُؤْثِرْ عَلَيْنَا وَارْضَ عَنَّا وَاَرْضِنَا.

অর্থাৎ "হে আল্লাহ! আমদেরকে অধিক পরিমাণে দাও, আমাদেরকে কম দিও না, আমাদেরকে সম্মানিত করো, অপমানিত করো না, আমাদেরকে (নিয়ামত) দান কর, বঞ্চিত করো না, অন্যদের উপর আমাদের কে অগ্রাধিকার দাও, আমাদের উপর অন্যদের কে অগ্রাধিকার দিও না, আমাদের প্রতি তুমি সন্তুষ্ট থাক, আর আমাদেরকে খুশি করে দাও!"

এরপর তিনি ইরশাদ করেছেন "আমার উপর দশটি আয়াত নাজিল হয়েছে, যে এই দশটি আয়াতে বর্ণিত গুণাবলি অর্জন করল সে জান্নাতী হয়ে গেল।" এরপর তিনি এই সূরার প্রথম দশটি আয়াত তেলাওয়াত করেন।

–[তাফসীরে রূহুল মা'আনী : ১৮/১]

ইমাম বুখারী (র.) আদাবুল মুফরাদে এবং ইমাম নাসায়ী, ইবনুল মুনজের, হাকেম, ইবনে মারদুভিয়া, বায়হাকী (র.) প্রমুখ ইয়াজিদ ইবনে বাবনুসের বর্ণিত হাদীস সংকলন করেছেন। তিনি বর্ণনা করেছেন, আমরা হযরত আয়েশা (রা.)-এর নিকট আরজ করলাম, হযরত রাসূলে কারীম ﷺ -এর মহান পূতঃপবিত্র চরিত্র মাধুর্যের বর্ণনা দিন! তিনি বললেন, তাঁর চরিত্র মাধুর্য হলো কুরআনে কারীম। এরপর তিনি বললেন, তোমরা কি সূরা মুমিনূন পাঠ কর? এরপর তিনি এ সূরার প্রথম দশটি আয়াত তেলাওয়াত করলেন। এরপর বললেন, এ ছিল প্রিয়নবী ﷺ -এর চরিত্র মাধুর্যের বৈশিষ্ট্য।

ইবনে জারীর তাবারী (র.) লিখেছেন, ইমাম কাতাদা (র.) হযরত কা'ব (রা.)-এর কথার উদ্ধৃতি দিয়েছেন। তিনি বলেছেন. "আল্লাহ তা'আলা শুধু তিনটি বস্তু স্বীয় হস্ত মোবারকে সৃষ্টি করেছেন। যথা– ১. আদম (আ.)-কে স্বহস্তে সৃষ্টি করেছেন।

https://e-ilm.weebly.com/

২. তাওরাত গ্রন্থ লিপিবদ্ধ করেছেন। ৩. জান্নাতে আদন। এরপর জান্নাতকে বলেছেন, তুমি কথা বল, জান্নাত তখন এই সূরার প্রথম আয়াতসমূহ পাঠ করেছে।" আল্লামা সুয়ূতী (র.) হযরত আনাস (রা.)-এর সূত্রে এ বর্ণনার আংশিক উল্লেখ করেছেন।

পূর্ববর্তী সূরার সাথে সম্পর্ক : পূর্ববর্তী সূরার শেষে নেক আমল করার নির্দেশ ছিল। ইরশাদ হয়েছে– وَافْعَلُوا الْخَيْرَ ; এর শুভ পরিণতি স্বরূপ সাফল্য লাভের সুসংবাদ ছিল। ইরশাদ হয়েছে– لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُوْنَ অর্থাৎ হয়তো তোমরা সাফল্য মণ্ডিত হবে। আর এ আয়াতের শুরুতেই সেই ভাগ্যবান লোকদের বৈশিষ্ট্য এবং গুণাবলি বর্ণিত হয়েছে, যারা জীবন সংগ্রামে সাফল্য মণ্ডিত হয়েছে। তাই ইরশাদ হয়েছে– قَدْ اَفْلَحَ الْمُؤْمِنُوْنَ

–[মা'আরিফুল কুরআন : আল্লামা ইদ্রীস কান্ধলভী (র.) : ৪/৬০]

قَدْ اَفْلَحَ الْمُؤْمِنُوْنَ (١) اَلَّذِيْنَ هُمْ فِيْ صَلَاتِهِمْ خَاشِعُوْنَ (٢) :

শানে নুযূল : হাকেম (র.) হযরত আবূ হুরায়রা (রা.)-এর সূত্রে বর্ণনা করেছেন, প্রিয়নবী ﷺ নামাজ পড়া অবস্থায় কখনো আসমানের দিকে দেখতেন, তখন আলোচ্য আয়াত নাজিল হয়। এ আয়াত নাজিল হওয়ার পর প্রিয়নবী ﷺ আর নামাজ পড়া অবস্থায় আসমানের দিকে তাকাননি।

ইবনে মারদুভিয়ার সূত্রে বর্ণিত আছে যে, হযরত রাসূলে কারীম ﷺ নামাজের অবস্থায় আসমানের দিকে এদিক সেদিক তাকাতেন, তখন আল্লাহ তা'আলা এ আয়াত নাজিল করলেন।

আল্লামা বগভী (র.) হযরত আবূ হুরায়রা (রা.)-এর বর্ণনার উদ্ধৃতি দিয়েছেন যে, সাহাবায়ে কেরাম নামাজের অবস্থায় আসমানের দিকে তাকিয়ে দেখতেন। তখন এ আয়াত নাজিল হয়। এরপর থেকে তারা সিজদার স্থানে নজর করতেন।

ইবনে আবি হাতেম ইবনে সীরীনের বর্ণনার উদ্ধৃতি দিয়েছেন যে, সাহাবায়ে কেরাম নামাজ পড়া অবস্থায় আসমানের দিকে চোখ তুলে দেখতেন, তখন আল্লাহ পাক আলোচ্য আয়াত নাজিল করলেন। –[তাফসীর মাযহারী : ৮/৬১]

فَتَبَارَكَ اللّٰهُ أَحْسَنُ الْخَالِقِيْنَ [١٤]

শানে নুযূল–১ : ইবনে আবী শায়বা, আব্‌দ ইবনে হুমায়েদ ও ইবনুল মুনযির সালেহ আবুল খলীলের উদ্ধৃতি দিয়ে বলেন যে, রাসূল ﷺ-এর উপর– وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْاِنْسَانَ مِنْ سُلٰلَةٍ مِّنْ طِيْنٍ .... ثُمَّ اَنْشَأْنٰهُ خَلْقًا اٰخَرَ পর্যন্ত যখন নাজিল হয়, তখন হযরত ওমর (রা.) বলে উঠলেন فَتَبَارَكَ اللّٰهُ اَحْسَنُ الْخَالِقِيْنَ এ মুহূর্তে রাসূল ﷺ বললেন, হে ওমর! যার কুদরতি হস্তে আমার প্রাণ রয়েছে তাঁর শপথ, তুমি যা বলেছ তা দ্বারাই আলোচ্য আয়াত শেষ করা হয়েছে। অর্থাৎ হযরত ওমর (রা.)-এর শান সম্পর্কীয় বিষয়ে আলোচ্য আয়াতাংশ নাজিল হয়েছে।

শানে নুযূল–২ : তায়ালসী, ইবনে আবী হাতেম, ইবনে মারদূভিয়া ও ইবনে আসাকির হযরত আনাস (রা.)-এর উদ্ধৃতি দিয়ে বলেন যে, তিনি বলেছেন, হযরত ওমর (রা.) বলেন যে, আমি চারটি স্থানে আমার প্রতিপালকের আনুকুল্য ও উপযোগী বলেছি। ১. আমি বলেছিলাম, হে আল্লাহর রাসূল! মাকামে ইবরাহীমে যদি আমরা নামাজ আদায় করতাম? তখন আল্লাহ তা'আলা وَاتَّخِذُوْا مِنْ مَّقَامِ اِبْرَاهِيْمَ مُصَلًّى আয়াতাংশ নাজিল করেন ২. আমি বলেছিলাম, হে আল্লাহর রাসূল! আপনার স্ত্রীদের উপর পর্দাকরণকে যদি আবশ্যকীয় করে দিতেন! কারণ আপনার নিকট ভালো-মন্দ সব ধরনের লোকই গমন করে। তখন আল্লাহ তা'আলা وَاِذَا سَاَلْتُمُوْهُنَّ مَتَاعًا الخ আয়াত নাজিল করেন। ৩. নবী পত্নীগণকে আমি বলেছিলাম لَتَنْتَهِنَّ তখন আল্লাহ عَسٰى رَبُّهٗ الخ আয়াত নাজিল করেন। ৪. وَلَقَدْ خَلَقْنَا .... خَلْقًا اٰخَرَ পর্যন্ত যখন নাজিল হয়, তখন আমি বলেছিলাম فَتَبَارَكَ اللّٰهُ اَحْسَنُ الْخَالِقِيْنَ তখনও উক্ত বাক্য দ্বারাই আয়াতের ইতি টানা হয়। –[ফাতহুল কাদীর ৪৭৯/৩]

সাফল্য কি এবং কোথায় ও কিরূপে পাওয়া যায় : قَدْ اَفْلَحَ الْمُؤْمِنُوْنَ - فَلَاحٌ (সাফল্য) শব্দটি কুরআন ও হাদীসে বহুল পরিমাণে ব্যবহৃত হয়েছে। আজান ও ইকামতে দৈনিক পাঁচবার প্রত্যেক মুসলমানকে সাফল্যের দিকে আহ্বান করা হয়। এর অর্থ প্রত্যেক মনোবাঞ্ছা পূর্ণ হওয়া ও প্রত্যেক কষ্ট দূর হওয়া। –(কামূস) এ শব্দটি যেমনি সংক্ষিপ্ত, তেমনি সুদূরপ্রসারী অর্থবহ। কোনো মানুষ এর চাইতে বেশি কোনোকিছু কামনাই করতে পারে না। বলাবাহুল্য, একটি মনোবাঞ্ছাও অপূর্ণ না থাকা এবং একটি কষ্টও অবশিষ্ট না থাকা-এরূপ পূর্ণাঙ্গ সাফল্য লাভ করা জগতের কোনো মহত্তম ব্যক্তিরও আয়ত্তাধীন নয়। সপ্তরাজ্যের অধিকারী বাদশাহ্ হোক কিংবা সর্বশ্রেষ্ঠ রাসূল ও পয়গম্বর হোক, জগতে অবাঞ্ছিত কোনো

https://e-ilm.weebly.com/

কিছুর সম্মুখীন না হওয়া এবং অন্তরে বাসনা জাগ্রত হওয়া মাত্রই অবিলম্বে তা পূর্ণ হওয়া কারো জন্য সম্ভবপর নয়। অন্য কিছু না হলেও প্রত্যেক নিয়ামতের অবসান ও ধ্বংসের খটকা এবং যে কোনো বিপদের সম্মুখীন হওয়ার আশঙ্কা থেকে তো কেউ মুক্ত নয়।

এ থেকে জানা গেল যে, পূর্ণাঙ্গ সাফল্য দুনিয়াতে অর্জিতই হতে পারে না। কেননা দুনিয়া কষ্ট ও শ্রমের আবাসস্থল এবং এর কোনো বস্তুর স্থায়িত্ব ও স্থিরতা নেই। এ অমূল্য সম্পদ অন্য জগতে পাওয়া যায়, যার নাম জান্নাত। সে দেশেই মানুষের প্রত্যেক মনোবাঞ্ছা সর্বক্ষণ ও বিনা প্রতীক্ষায় অর্জিত হবে। وَلَهُمْ مَا يَدَّعُوْنَ অর্থাৎ তারা যা চাইবে, তাই পাবে। সেখানে কোনো সামান্যতম ব্যথা ও কষ্ট থাকবে না এবং প্রত্যেকেই একথা বলতে বলতে সেখানে প্রবেশ করবে :

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِيْ اَذْهَبَ عَنَّا الْحَزَنَ اِنَّ رَبَّنَا لَغَفُوْرٌ شَكُوْرُ الَّذِيْ اَحَلَّنَا دَارَ الْمُقَامَةِ مِنْ فَضْلِهٖ

অর্থাৎ "সমস্ত প্রশংসা আল্লাহর যিনি আমাদের থেকে কষ্ট দূর করেছেন এবং স্বীয় কৃপায় আমাদেরকে এমন এক স্থানে দাখিল করেছেন, যার প্রত্যেক বস্তু সুপ্রতিষ্ঠিত ও চিরন্তর।" এই আয়াতে আরো ইঙ্গিত আছে যে, বিশ্বজগতে প্রত্যেকেই কিছু না কিছু কষ্ট ও দুঃখের সম্মুখীন হবে। তাই জান্নাতে পা রাখার সময় প্রত্যেকেই বলবে যে, এখন আমাদের দুঃখ দূর হলো। কুরআন পাক সূরা আ'লায় সাফল্য লাভ করার ব্যবস্থাপত্র দিতে গিয়ে বলেছে– قَدْ اَفْلَحَ مَنْ تَزَكّٰى অর্থাৎ যে নিজেকে পাপকর্ম থেকে পবিত্র রেখেছে সে সাফল্য লাভ করেছে। এর সাথে সাথে আরো ইঙ্গিত করেছে যে, পূর্ণাঙ্গ সাফল্য লাভের জায়গা আসলে পরকাল। যে সাফল্য কামনা করেছে, তার কাজ শুধু দুনিয়া নিয়ে ব্যতিব্যস্ত থাকা নয়। বলা হয়েছে : بَلْ تُؤْثِرُوْنَ الْحَيٰوةَ الدُّنْيَا وَالْاٰخِرَةُ خَيْرٌ وَّ اَبْقٰى অর্থাৎ তোমরা দুনিয়াকেই পরকালের উপর অগ্রাধিকার দিয়ে থাক; অথচ পরকাল উত্তমও; কারণ তাতেই প্রত্যেক মনোবাঞ্ছা অর্জিত ও প্রত্যেক কষ্ট দূর হতে পারে এবং পরকাল চিরস্থায়ীও।

মোটকথা এই যে, পূর্ণাঙ্গ ও স্বয়ংসম্পূর্ণ সাফল্য তো একমাত্র জান্নাতেই পাওয়া যেতে পারে-দুনিয়া এর স্থানই নয়। তবে অধিকাংশ অবস্থার দিক দিয়ে সাফল্য অর্থাৎ সফলকাম হওয়া ও কষ্ট থেকে মুক্তি লাভ করা-এটা দুনিয়াতেও আল্লাহ তা'আলা তাঁর বান্দাদেরকে দান করে থাকেন। আলোচ্য আয়াতসমূহে আল্লাহ তা'আলা সেসব মুমিনকে সফল্য দান করার ওয়াদা দিয়েছেন, যারা আয়াতে উল্লিখিত সাতটি গুণে গুণান্বিত। পরকালের পূর্ণাঙ্গ সাফল্য এবং দুনিয়ার সম্ভাব্য সাফল্য সবই এই ওয়াদার অন্তর্ভুক্ত।

এখানে প্রশ্ন হতে পারে যে, উল্লিখিত গুণে গুণান্বিত মু'মিনগণ পরকালে পূর্ণাঙ্গ সাফল্য পাবে– এ কথা বোধগম্য, কিন্তু দুনিয়াতে সাফল্য বাহ্যত কাফের ও পাপাচারীদেরই হাতের মুঠোয়। প্রতি যুগের পয়গম্বরগণ এবং তাঁদের পর সৎ কর্মপরায়ণ ব্যক্তিগণ সাধারণত কষ্ট ভোগ করে গেছেন। এর কারণ কি? এ প্রশ্নের জওয়াব স্পষ্ট। দুনিয়াতে পূর্ণাঙ্গ সাফল্যের ওয়াদা করা হয়নি যে, কোনোরূপ কষ্টের সম্মুখীনই হবে না; বরং এখানে কিছু না কিছু কষ্ট প্রত্যেক পরহেজগার, সৎকর্মপরায়ণ ব্যক্তিকেও ভোগ করতে হয় এবং প্রত্যেক কাফের ও পাপাচারীদেরকেও ভোগ করতে হয়। মনোবাঞ্ছা পূর্ণ হওয়ার ক্ষেত্রেও অবস্থা তাই, অর্থাৎ মু'মিন ও কাফের নির্বিশেষে প্রত্যেকেরই কিছু না কিছু লক্ষ্য অর্জিত হয়ই। এমতাবস্থায় উভয়ের মধ্যে কাকে সাফল্য অর্জনকারী বলা হবে? অতএব পরিণামের উপরই এটা নির্ভরশীল।

দুনিয়ার অভিজ্ঞতা সাক্ষ্য দেয় যে, যেসব সজ্জন উল্লিখিত সাতটি গুণে গুণান্বিত, দুনিয়াতে তারা সাময়িকভাবে কষ্টের সম্মুখীন হলেও পরিণামে তাদের কষ্ট দ্রুত দূর হয়ে যায় এবং মনোবাঞ্ছা অর্জিত হয়। বিশ্ববাসী তাদের প্রতি সম্মান প্রদর্শন করতে বাধ্য হয় এবং তারা মরেও অমর হয়ে যায়। ন্যায়ের দৃষ্টিতে দুনিয়ার অবস্থা যতই পর্যালোচনা করা হবে, প্রতি যুগে ও প্রতি ভূখণ্ডে ততই এর পক্ষে সাক্ষ্য পাওয়া যাবে।

আয়াতে উল্লিখিত সাতটি গুণ : সর্বপ্রথম গুণ হচ্ছে ঈমানদার হওয়া। কিন্তু এটা একটা বুনিয়াদি ও মৌলিক বিষয় বিধায় একে আলাদা করে এখানে যে সাতটি গুণ বর্ণনা করা হয়েছে, তা এই :

প্রথম. নামাজে 'খুশূ' তথা বিনয়-নম্র হওয়া। 'খুশূ'র আভিধানিক অর্থ স্থিরতা। শরিয়তের পরিভাষায় এর অর্থ অন্তরে স্থিরতা থাকা; অর্থাৎ আল্লাহ ছাড়া অন্য কোনো কিছুর কল্পনাকে অন্তরে ইচ্ছাকৃতভাবে উপস্থিত না করা এবং অঙ্গ-প্রত্যঙ্গেও স্থিরতা থাকা; অর্থাৎ অনর্থক নড়াচড়া না করা। –(বয়ানুল-কুরআন)। বিশেষত এমন নড়াচড়া, যা রাসূলুল্লাহ ﷺ নামাজে নিষিদ্ধ করেছেন। ফিকাহবিদগণ এ ধরনের নড়াচড়াকে 'নামাজের মাকরূহসমূহ' শিরোনামে সন্নিবেশিত করেছেন। তাফসীরে মাযহারীতে খুশুর এই সংজ্ঞা হযরত আমর ইবনে দীনার থেকে বর্ণনা করা হয়েছে। অন্যান্য মনীষী থেকে খুশূর সংজ্ঞা সম্পর্কে যেসব উক্তি বর্ণিত আছে, সেগুলো মূলত অন্তর ও অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের স্থিরতার বিশদ বিবরণ। উদাহরণত হযরত

https://e-ilm.weebly.com/

মুজাহিদ (র.) বলেন, দৃষ্টি অবনত ও আওয়াজ ক্ষীণ রাখার নাম খুশূ। হযরত আলী (রা.) বলেন, ডানে বামে ভ্রুক্ষেপ করা থেকে বিরত থাকা খুশূ। হযরত আতা (র.) বলেন, দেহের কোনো অংশ নিয়ে খেলা না করা 'খুশূ'। হাদীসে হযরত আবূ যর (রা.) থেকে বর্ণিত আছে, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন, নামাজের সময় আল্লাহ তা'আলা বান্দার প্রতি সর্বক্ষণ দৃষ্টি নিবদ্ধ রাখেন যতক্ষণ না নামাজী অন্য কোনোদিকে ভ্রুক্ষেপ করে। যখন সে অন্য কোনো দিকে ভ্রুক্ষেপ করে, তখন আল্লাহ তা'আলা তার দিক থেকে দৃষ্টি ফিরিয়ে নেন। –(আহমদ, নাসায়ী, আবূ দাউদ–মাযহারী)। নবী করীম ﷺ হযরত আনাস (রা.) কে নির্দেশ দেন, সেজদার জায়গার দিকে দৃষ্টি নিবদ্ধ রাখ এবং ডানে-বামে ভ্রুক্ষেপ করো না। [বায়হাকী-মাযহারী] হযরত আবূ হুরায়রা (রা.) বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ এক ব্যক্তিকে নামাজে দাড়ি নিয়ে খেলা করতে দেখে বললেন– لَوْ خَشَعَ قَلْبُ هٰذَا لَخَشَعَتْ جَوَارِحُهُ অর্থাৎ এ ব্যক্তির অন্তরে খুশূ থাকলে তার অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের স্থিরতা থাকত। –[মাযহারী]

নামাজে খুশূর প্রয়োজনীয়তার স্তর : ইমাম গাযযালী, কুরতুবী এবং অন্য আরো কেউ কেউ বলেছেন যে, নামাজে খুশূ ফরজ। সম্পূর্ণ নামাজ খুশূ ব্যতীত সম্পন্ন হলে নামাজই হবে না। অন্যেরা বলেছেন, খুশূ নিঃসন্দেহে নামাজের প্রাণ। খুশূ ব্যতীত নামাজ নিষ্প্রাণ; কিন্তু একে নামাজের রোকন মনে করে এ কথা বলা যায় না যে, খুশূ না হলে নামাজই হয় না এবং পুনর্বার পড়া ফরজ।

হযরত মাওলানা আশরাফ আলী থানভী (র.) বয়ানুল কুরআনে বলেন, নামাজ শুদ্ধ হওয়ার জন্য খুশূ অত্যাবশ্যকীয় নয় এবং এই পর্যায়ে খুশূ ফরজ নয়; কিন্তু নামাজ কবুল হওয়া এর উপর নির্ভরশীল এবং এই পর্যায়ে খুশূ ফরজ। তাবরানী 'মু'জামে-কাবীরে' হযরত আবূ দারদা (রা.) থেকে বর্ণনা করেছেন যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন, সর্বপ্রথম যে বিষয় উম্মত থেকে অন্তর্হিত হবে, তা হচ্ছে খুশূ। শেষ পর্যন্ত লোকদের মধ্যে কোনো খুশূবিশিষ্ট ব্যক্তি দৃষ্টিগোচর হবে না। –[বয়ানুল-কুরআন]

পূর্ণ মুমিনের দ্বিতীয় গুণ : অনর্থক বিষয়াদি থেকে বিরত থাকা। وَالَّذِيْنَ هُمْ عَنِ اللَّغْوِ مُعْرِضُوْنَ - لَغْو এর অর্থ অনর্থক কথা অথবা কাজ, যাতে কোনো ধর্মীয় উপকার নেই। এর অর্থ উচ্চস্তরের গোনাহ, যাতে ধর্মীয় উপকার তো নেই-ই; বরং ক্ষতি বিদ্যমান। এ থেকে বিরত থাকা ওয়াজিব। উপকার ও ক্ষতি উভয়টি না থাকা এর নিম্নস্তর। একে বর্জন করা ন্যূনপক্ষে উত্তম ও প্রশংসনীয়। রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন مِنْ حُسْنِ اِسْلَامِ الْمَرْءِ تَرْكُهُ مَا لَا يَعْنِيْهِ অর্থাৎ 'মানুষ যখন অনর্থক বিষয়াদি ত্যাগ করে, তখন তার ইসলাম সৌন্দর্য মণ্ডিত হতে পারে।' এ কারণেই আয়াতে একে কামেল মুমিনদের বিশেষ গুণ সাব্যস্ত করা হয়েছে।

তৃতীয় গুণ জাকাত : এর আভিধানিক অর্থ পবিত্র করা। পরিভাষায় মোট অর্থ-সম্পদের একটা বিশেষ অংশ কিছু শর্তসহ দান করাকে জাকাত বলা হয়। কুরআন পাকে এ শব্দটি সাধারণত এই পারিভাষিক অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। আলোচ্য আয়াতে এই অর্থও উদ্দেশ্য হতে পারে। এতে সন্দেহ করা হয় যে, আয়াতটি মক্কায় অবতীর্ণ। মক্কায় জাকাত ফরজ হয়নি- মদিনায় হিজরতের পর ফরজ হয়েছে। ইবনে কাছীর প্রমুখ তাফসীরবিদের পক্ষ থেকে এর জবাব এই যে, জাকাত মক্কাতেই ফরজ হয়ে গিয়েছিল। সূরা মুযযাম্মিল মক্কায় অবতীর্ণ, এ বিষয়ে সবাই একমত। এই সূরাতেও فَاَقِيْمُوا الصَّلٰوةَ -এর সাথে وَاٰتُوا الزَّكٰوةَ উল্লেখ করা হয়েছে, কিন্তু সরকারি পর্যায়ে জাকাত আদায় করার ব্যবস্থাপনা এবং 'নিসাব' ইত্যাদির বিস্তারিত বিবরণ মদিনায় হিজরতের পর স্থিরীকৃত হয়। যাঁরা জাকাতকে মদিনায় অবতীর্ণ বিধানাবলির মধ্যে গণ্য করেছেন, তাঁদের উদ্দেশ্য তাই। যারা বলেন যে, মদিনায় পৌঁছার পরই জাকাতের আদেশ অবতীর্ণ হয়েছে, তাঁরা এস্থলে জাকাত শব্দের সাধারণ আভিধানিক অর্থ পবিত্র করা নিয়েছেন। আয়াতে এ অর্থের প্রতি আরো ইঙ্গিত রয়েছে যে, সাধারণত কুরআন পাকে যেখানে ফরজ জাকাতের উল্লেখ করা হয়, সেখানে اِيْتَاءَ - وَيُؤْتُوْنَ الزَّكٰوةَ ও وَاٰتُوا الزَّكٰوةَ ইত্যাদি শিরোনামে বর্ণনা করা হয়। এখানে শিরোনাম পরিবর্তন করে لِلزَّكٰوةِ فَاعِلُوْنَ বলাই ইঙ্গিত করে যে, এখানে পারিভাষিক অর্থ বুঝানো হয়নি। এ ছাড়া فَاعِلُوْنَ শব্দটি স্বতঃস্ফূর্তভাবে فِعْل (কাজ) -এর সাথে সম্পর্ক রাখে। পারিভাষিক জাকাত فِعْل নয়; বরং অর্থ-কড়ির একটা অংশ। فَاعِلُوْنَ শব্দ দ্বারা এই অংশ বোঝাতে গেলে ব্যাখ্যা ও বর্ণনার আশ্রয় না নিয়ে উপায় নেই। মোটকথা, আয়াতে পারিভাষিক অর্থ নেওয়া হলে জাকাত যে মুমিনের জন্য অপরিহার্য ফরজ তা বর্ণনার অপেক্ষা রাখে না। পক্ষান্তরে জাকাতের অর্থ আত্মশুদ্ধি নেওয়া হলে তাও ফরজই। কেননা শিরক, রিয়া, অহংকার, হিংসা, শত্রুতা, লোভ-লালসা, কার্পণ্য ইত্যাদি থেকে নফসকে পবিত্র রাখাকে আত্মশুদ্ধি বলা হয়। এগুলো সব হারাম ও কবীরা গোনাহ। নফসকে এগুলো থেকে পবিত্র করা ফরজ।

চতুর্থ গুণ যৌনাঙ্গকে হারাম থেকে সংযত রাখা : وَالَّذِيْنَ هُمْ لِفُرُوْجِهِمْ حَافِظُوْنَ اِلَّا عَلٰٓى اَزْوَاجِهِمْ اَوْمَا مَلَكَتْ اَيْمَانُهُمْ –অর্থাৎ যারা স্ত্রী ও শরিয়তসম্মত দাসীদের ছাড়া সব পর নারী থেকে যৌনাঙ্গকে সংযত রাখে এবং এই দুই শ্রেণির সাথে শরিয়তের বিধি মোতাবেক কামপ্রবৃত্তি চরিতার্থ করা ছাড়া অন্য কারো সাথে কোনো অবৈধ পন্থায় কামবাসনা

https://e-ilm.weebly.com/

পূর্ণ করতে প্রবৃত্ত হয় না। আয়াতের শেষে বলা হয়েছে : فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ অর্থাৎ যারা শরিয়তের বিধি মোতাবেক স্ত্রী অথবা দাসীদের সাথে কামবাসনা পূর্ণ করে, তারা তিরস্কৃত হবে না। এতে ইঙ্গিত আছে যে, এই প্রয়োজনকে প্রয়োজনের সীমায় রাখতে হবে-জীবনের লক্ষ্য করা যাবে না। এটা এই পর্যায়েরই কাজ যে, কেউ এরূপ করলে সে তিরস্কারযোগ্য হবে না।

فَمَنِ ابْتَغَى وَرَآءَ ذَٰلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْعَادُونَ অর্থাৎ বিবাহিত স্ত্রী অথবা শরিয়তসম্মত দাসীর সাথে শরিয়তের বিধি মোতাবেক কামবাসনা পূর্ণ করা ছাড়া কামপ্রবৃত্তি চরিতার্থ করার আর কোনো পথ হালাল নয়; যেমন– জেনা, তেমনি হারাম নারীকে বিবাহ করার মাঝেও জেনার হুকুম বিদ্যমান। স্ত্রী অথবা দাসীর সাথে হায়েজ-নেফাস অবস্থায় কিংবা অস্বাভাবিক পন্থায় সহবাস করা অথবা কোনো পুরুষ অথবা বালক অথবা জীব-জন্তুর সথে কামপ্রবৃত্তি চরিতার্থ করা-এগুলো সব নিষিদ্ধ ও হারাম। অধিক সংখ্যক তাফসীরবিদের মতে اِسْتِمْنَاءُ بِالْيَدِ অর্থাৎ হস্তমৈথুনও এর অন্তর্ভুক্ত।

–[বয়ানুল কুরআন, কুরতুবী, বাহ্‌রে-মুহীত]

পঞ্চম গুণ আমানত প্রত্যর্পণ করা : وَالَّذِينَ هُمْ لِأَمَانَاتِهِمْ وَعَهْدِهِمْ رَاعُونَ –আমানত শব্দের আভিধানিক অর্থে এমন প্রত্যেকটি বিষয় শামিল, যার দায়িত্ব কোনো ব্যক্তি বহন করে এবং সে বিষয়ে কোনো ব্যক্তির উপর আস্থা স্থাপন ও ভরসা করা হয়। এর অসংখ্য প্রকার আছে বিধায় এ শব্দটি মূল ধাতু হওয়া সত্ত্বেও একে বহুবচনে ব্যবহার করা হয়েছে, যাতে যাবতীয় প্রকার এর অন্তর্ভুক্ত হয়ে যায়। হুকুকুল্লাহ্ তথা আল্লাহর হক সম্পর্কিত আমানত হোক কিংবা হুকূকুল-ইবাদ তথা বান্দার হক সম্পর্কিত হোক। আল্লাহর হক সম্পর্কিত আমানত হচ্ছে শরিয়ত আরোপিত সকল ফরজ ও ওয়াজিব পালন করা এবং যাবতীয় হারাম ও মাকরূহ বিষয়াদি থেকে আত্মরক্ষা করা। বান্দার হক সম্পর্কিত আমানতের মধ্যে আর্থিক আমানত যে অন্তর্ভুক্ত, তা সুবিদিত; অর্থাৎ কেউ কারো কাছে টাকা-পয়সা গচ্ছিত রাখলে তা তার আমানত প্রত্যর্পণ করা পর্যন্ত এর হেফাজত করা তার দায়িত্ব। এছাড়া কেউ কোনো গোপন কথা কারো কাছে বললে তাও তার আমানত। শরিয়তসম্মত অনুমতি ব্যতিরেকে কারো গোপন তথ্য ফাঁস করা আমানতের খেয়ানতের অন্তর্ভুক্ত। মজুর ও কর্মচারীকে অর্পিত কাজের জন্য পারস্পরিক সমঝোতাক্রমে যে সময় নির্ধারণ করে দেওয়া হয়, তাতে সেই কাজ যথাযথভাবে সম্পন্ন করা এবং মজুরি ও চাকুরীর জন্য নির্ধারিত সময়ে সেই কাজই করা এবং অন্য কাজ না করাও আমানত। কামচুরি ও সময়চুরি বিশ্বাসঘাতকতা। এতে জানা গেল যে, আমানতের হেফাজত ও তার হক আদায় করার বিষয়টি অত্যন্ত সুদূরপ্রসারী অর্থবহ। উপরিউক্ত বিবরণ সবই এর অন্তর্ভুক্ত।

ষষ্ঠ গুণ অঙ্গীকার পূর্ণ করা : অঙ্গীকার বলতে প্রথমত দ্বিপাক্ষিক চুক্তি বুঝায়, যা কোনো ব্যাপারে উভয়পক্ষ অপরিহার্য করে নেয়। এমন চুক্তি পূর্ণ করা ফরজ এবং এর খেলাফ করা বিশ্বাসঘাতকতা প্রতারণা তথা হারাম। দ্বিতীয় প্রকার অঙ্গীকারকে ওয়াদা বলা হয়; অর্থাৎ একতরফাভাবে একজন অন্যজনকে কিছু দেওয়ার অথবা অন্যজনের কোনো কাজ করে দেওয়ার ওয়াদা করা। এমন ওয়াদা পূর্ণ করাও শরিয়তের আইনে জরুরি ও ওয়াজিব। হাদীসে আছে اَلْعِدَةُ دَيْنٌ অর্থাৎ ওয়াদা এক প্রকার ঋণ। ঋণ আদায় করা যেমন ওয়াজিব, ওয়াদা পূর্ণ করাও তেমনি ওয়াজিব। শরিয়তসম্মত ওজর ব্যতিরেকে এর খেলাফ করা গোনাহ্। উভয় প্রকার অঙ্গীকারের পার্থক্য এই যে, প্রথম প্রকার অঙ্গীকার পূর্ণ করার জন্য প্রতিপক্ষ আদালতের মাধ্যমেও বাধ্য করতে পারে। কিন্তু একতরফা ওয়াদা পূর্ণ করার জন্যে আদালতের মাধ্যমে বাধ্য করা যায় না। ধর্মপরায়ণতার দৃষ্টিভঙ্গিতে একে পূর্ণ করা ওয়াজিব এবং শরিয়তসম্মত ওজর ব্যতীত এর খেলাফ করা গোনাহ্।

সপ্তম গুণ নামাজে যত্নবান হওয়া : وَالَّذِينَ هُمْ عَلَىٰ صَلَوٰتِهِمْ يُحَافِظُونَ –নামাজে যত্নবান হওয়ার অর্থ নামাজের পাবন্দি করা এবং প্রত্যেক নামাজ মোস্তাহাব ওয়াক্তে আদায় করা। (রূহুল মা'আনী) এখানে صَلَوٰتٌ শব্দটি বহুবচন ব্যবহার করা হয়েছে। কারণ এখানে পাঁচ ওয়াক্তের নামাজ বুঝানো হয়েছে, যেগুলো মোস্তাহাব ওয়াক্তে পাবন্দি সহকারে আদায় করা উদ্দেশ্য। শুরুতেও নামাজের কথা উল্লেখ করা হয়েছে, কিন্তু সেখানে নামাজে বিনয়-নম্র হওয়ার কথা বলা উদ্দেশ্য ছিল। তাই সেখানে صَلَوٰةٌ শব্দটি একবচন ব্যবহার করা হয়েছে। অর্থাৎ নামাজ ফরজ হোক অথবা ওয়াজিব, সুন্নত কিংবা নফল হোক-নামাজ মাত্রেরই প্রাণ হচ্ছে বিনয়-নম্র হওয়া। চিন্তা করলে দেখা যায়, উল্লিখিত সাতটি গুণের মধ্যে যাবতীয় প্রকার আল্লাহর হক ও বান্দার হক এবং এতদসংশ্লিষ্ট সব বিধি-বিধান প্রবিষ্ট হয়ে গেছে। যে ব্যক্তি এসব গুণে গুণান্বিত হয়ে যায় এবং এতে অটল থাকে, সে কামেল মুমিন এবং ইহকাল ও পরকালের সাফল্যের হকদার।

https://e-ilm.weebly.com/

এখানে এ বিষয় প্রণিধানযোগ্য যে, এই সাতটি গুণ শুরুও করা হয়েছে নামাজ দ্বারা এবং শেষও করা হয়েছে নামাজ দ্বারা। এতে ইঙ্গিত রয়েছে যে, নামাজকে নামাজের মতো পাবন্দি ও নিয়ম-নীতি সহকারে আদায় করলে অবশিষ্ট গুণগুলো আপনা-আপনি নামাজির মধ্যে সৃষ্টি হতে থাকবে।

أُولٰئِكَ هُمُ الْوَارِثُونَ الَّذِيْنَ يَرِثُوْنَ الْفِرْدَوْسَ –উল্লিখিত গুণে গুণান্বিত লোকদেরকে এ আয়াতে জান্নাতুল-ফেরদাউসের উত্তরাধিকারী বলা হয়েছে। উত্তরাধিকারী বলার মধ্যে ইঙ্গিত আছে যে, মৃত ব্যক্তির সম্পত্তি যেমন উত্তরাধিকারীর মালিকানায় আসা অমোঘ ও অনিবার্য, তেমনি এসব গুণে গুণান্বিত ব্যক্তিদের জান্নাতে প্রবেশও সুনিশ্চিত। قَدْ أَفْلَحَ বাক্যের পর সফলকাম ব্যক্তিদের গুণাবলি পুরোপুরি উল্লেখ করার পর এ বাক্যে আরো ইঙ্গিত আছে যে, পূর্ণাঙ্গ সাফল্য ও প্রকৃত সাফল্যের স্থান জান্নাতই।

পূর্ববর্তী আয়াতসমূহে আল্লাহ্র ইবাদত ও তাঁর বিধি-বিধান পালনে বাহ্যিক কাজকর্ম ও অন্তরকে পবিত্র রাখা এবং সব বান্দার হক আদায় করাকে মানুষের ইহকালীন ও পরকালীন সাফল্যের পন্থা বলা হয়েছিল। আলোচ্য আয়াতসমূহে আল্লাহ তা'আলার পূর্ণ শক্তি-সামর্থ্য ও মানবজাতি সৃজনে তাঁর বিশেষ অভিব্যক্তিসমূহ বর্ণিত হয়েছে, যাতে পরিষ্কার ফুটে ওঠে যে, জ্ঞান ও চেতনাশীল মানুষ এছাড়া অন্য কোনো পথ অবলম্বন করতেই পারে না।

وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ مِنْ سُلَالَةٍ مِّنْ طِيْنٍ – سُلَالَةٍ অর্থ সারাংশ এবং طِيْنٍ অর্থ আর্দ্র মাটি। অর্থ এই যে, পৃথিবীর মাটির বিশেষ অংশ বের করে তা দ্বারা মানুষকে সৃষ্টি করা হয়েছে। মানব সৃষ্টির সূচনা হযরত আদম (আ.) থেকে এবং তাঁর সৃষ্টি মাটির সারাংশ থেকে হয়েছে। তাই প্রথম সৃষ্টিকে মাটির সাথে সম্বন্ধযুক্ত করা হয়েছে। এরপর এক মানুষের শুক্র অন্য মানুষের সৃষ্টির কারণ হয়েছে। পরবর্তী আয়াতে ثُمَّ جَعَلْنٰهُ نُطْفَةً বলে একথাই বর্ণনা করা হয়েছে। উদ্দেশ্য এই যে, প্রাথমিক সৃষ্টি মাটি দ্বারা হয়েছে, এরপর সৃষ্টিধারা এই মাটির সূক্ষ্ম অংশ অর্থাৎ শুক্র দ্বারা চালু করা হয়েছে। গরিষ্ঠসংখ্যক তাফসীরবিদগণ আয়াতের এ তাফসীরই লিখেছেন। একথা বলাও সম্ভবপর যে, سُلَالَةٍ مِّنْ طِيْنٍ বলে মানুষের শুক্রই বুঝানো হয়েছে। কেননা শুক্র খাদ্য থেকে উৎপন্ন এবং খাদ্য মাটি থেকে সৃষ্টি হয়।

মানব সৃষ্টির সপ্তস্তর : আলোচ্য আয়াতসমূহে মানব সৃষ্টির সাতটি স্তর উল্লেখ করা হয়েছে। সর্বপ্রথম স্তর سُلَالَةٍ مِّنْ طِيْنٍ অর্থাৎ, মৃত্তিকার সারাংশ, দ্বিতীয় বীর্য, তৃতীয় জমাট রক্ত, চতুর্থ মাংসপিণ্ড, পঞ্চম অস্থি-পিঞ্জর, ষষ্ঠ অস্থিকে মাংস দ্বারা আবৃতকরণ ও সপ্তম সৃষ্টির পূর্ণত্ব অর্থাৎ রূহ সঞ্চারকরণ।

হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) থেকে বর্ণিত একটি অভিনব তত্ত্ব : তাফসীরে কুরতুবীতে এস্থলে হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) থেকে এ আয়াতের ভিত্তিতেই 'শবে-কদর' নির্ধারণ সম্পর্কিত একটি অভিনব তত্ত্ব বর্ণনা করা হয়েছে। তা এই যে, হযরত ওমর ফারূক (রা.) একবার সমবেত সাহাবীগণকে প্রশ্ন করলেন, রমজানের কোন তারিখে শবে কদর? সবাই উত্তরে 'আল্লাহ তা'আলাই জানেন' বলে পাশ কাটিয়ে গেলেন। হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) তাঁদের মধ্যে সর্বকনিষ্ঠ ছিলেন। তাঁকে জিজ্ঞেস করা হলে তিনি বললেন, আমীরুল-মুমিনীন! আল্লাহ তা'আলা সপ্ত আকাশ ও সপ্ত পৃথিবী সৃষ্টি করেছেন, মানুষের সৃষ্টিও সপ্ত স্তরে সম্পন্ন করেছেন এবং সাতটি বস্তুকে মানুষের খাদ্য করেছেন তাই আমার তো মনে হয় যে, শবে-কদরও রমজানের সাতাশতম রাত্রিতে হবে। খালীফা সেই অভিনব প্রমাণ শুনে বিশিষ্ট সাহাবীগণকে বললেন, এই বালকের মাথার চুলও এখন পর্যন্ত পুরোপুরি গজায়নি; অথচ সে এমন কথা বলেছে, যা আপনারা বলতে পারেননি। ইবনে আবী শায়বার মুসনাদে এই দীর্ঘ হাদীসটি বর্ণিত রয়েছে। হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) মানব-সৃষ্টির সপ্তস্তর বলে তাই বুঝিয়েছেন, যা আলোচ্য আয়াতে বর্ণনা করা হয়েছে। মানুষের খাদ্যের সাতটি বস্তু সূরা আবাসার আয়াতে উল্লিখিত আছে : فَأَنْبَتْنَا فِيْهَا حَبًّا وَّعِنَبًا وَّقَضْبًا وَّزَيْتُوْنًا وَّنَخْلًا وَّحَدَائِقَ غُلْبًا وَّفَاكِهَةً وَّأَبًّا এ আয়াতে আটটি বস্তু উল্লেখ করা হয়েছে, তন্মধ্যে প্রথমোক্ত সাতটি মানুষের খাদ্য এবং সর্বশেষ أَبًّا জন্তুদের খাদ্য।

কুরআন পাকের ভাষালঙ্কার লক্ষণীয় যে, মানব সৃষ্টির সাতটি স্তরকে একই ভঙ্গিতে বর্ণনা করেনি : বরং কোথাও এক স্তর থেকে অন্যস্তরে বিবর্তনকে ثُمَّ শব্দ দ্বারা ব্যক্ত করেছে, যা কিছু বিলম্বে হওয়া বোঝায় এবং কোথাও فَا অব্যয় দ্বারা ব্যক্ত করেছে, যা অবিলম্বে হওয়া বোঝায়। এতে সেই ক্রমের প্রতি ইঙ্গিত আছে, যা দুই বিবর্তনের মাঝখানে স্বভাবত হয়ে থাকে। কোনো কোনো বিবর্তন মানব বুদ্ধির দৃষ্টিতে খুবই কঠিন ও সময়সাপেক্ষ হয়। সেমতে কুরআন পাক প্রাথমিক তিন স্তরকে ثُمَّ শব্দ দ্বারা বর্ণনা করেছে– প্রথম মাটির সারাংশ এরপর একে বীর্যে পরিণত করা। এখানে ثُمَّ ব্যবহার করে جَعَلْنٰهُ نُطْفَةً বলেছে। কেননা, মাটি থেকে খাদ্য সৃষ্টি হওয়া, এরপর তা দেহের অংশ হওয়া, অতঃপর তা বীর্যের আকার ধারণ করা মানববুদ্ধির দৃষ্টিতে খুবই সময়সাপেক্ষ। এমনিভাবে তৃতীয় স্তর অর্থাৎ বীর্যের জমাট রক্তে পরিণত

হওয়াও দীর্ঘ সময়সাপেক্ষ ব্যাপার। একেও ثُمَّ خَلَقْنَا النُّطْفَةَ عَلَقَةً বলে ব্যক্ত করা হয়েছে। এরপর জমাট রক্তের মাংসপিণ্ড হওয়া, মাংসপিণ্ডের অস্থি হওয়া এবং অস্থির উপর মাংসের প্রলেপ হওয়া– এই তিনটি স্তর অল্প সময়ে সম্পন্ন হওয়া অসম্ভব মনে হয় না। তাই এগুলোতে فَ অব্যয় দ্বারা বর্ণনা করা হয়েছে। রূহ সঞ্চার ও জীবন সৃষ্টির সর্বশেষ ثُمَّ শব্দের মাধ্যমে ব্যক্ত হয়েছে। কেননা, একটি নিস্প্রাণ জড় পদার্থে রূহ্ ও জীবন সৃষ্টি করা মানব বুদ্ধির দীর্ঘ সময় চায়।

মোটকথা, এক স্তর থেকে অন্য স্তরে বিবর্তনের যে যে ক্ষেত্রে মানব বুদ্ধির দৃষ্টিতে সময়সাপেক্ষ কাজ ছিল সেখানে ثُمَّ শব্দ ব্যবহার করে এদিকে ইঙ্গিত করা হয়েছে এবং যেখানে সাধারণ মানববুদ্ধির দৃষ্টিতে সময়সাপেক্ষ ছিল না, সেখানে فَ অব্যয় প্রয়োগ করে সেদিকে ইশারা করা হয়েছে। কাজেই এ ব্যাপারে সেই হাদীস দ্বারা আর সন্দেহ হতে পারে না, যাতে বলা হয়েছে যে, এক স্তর থেকে অন্য স্তরে পৌছাতে চল্লিশ দিন করে ব্যয় হয়। কারণ, এটা মানুষের ধারণাতীত আল্লাহর কুদরতের কাজ।

মানব সৃষ্টির শেষ স্তর অর্থাৎ রূহ ও জীবন সৃষ্টি করা : কুরআন পাক এ বিষয়টি এক বিশেষ ও স্বতন্ত্র ভঙ্গিতে বর্ণনা করেছে। বলেছে ثُمَّ اَنْشَاْنٰهُ خَلْقًا اٰخَرَ অর্থাৎ আমি অতঃপর তাকে এক বিশেষ ধরনের সৃষ্টি দান করেছি। এই বিশেষ বর্ণনার কারণ এই যে, প্রথমোক্ত ছয় স্তর উপাদন ও বস্তুজগতের বিবর্তনের সাথে সংশ্লিষ্ট ছিল এবং এই শেষ ও সপ্তম স্তর অন্য জগৎ অর্থাৎ রূহ জগৎ তথা রূহ দেহে স্থানান্তরিত হওয়ার স্তর ছিল। তাই একে অন্য ধরনের সৃষ্টি বলে ব্যক্ত করা হয়েছে।

প্রকৃত রূহ্ ও জৈব রূহ : এখানে خَلْقًا اٰخَرَ-এর তাফসীর হযরত ইবনে আব্বাস (রা.), মুজাহিদ, শা'বী, ইকরামা, যাহ্হাক, আবুল আলিয়া প্রমুখ তাফসীরবিদ 'রূহ্ সঞ্চার' দ্বারা করেছেন। তাফসীরে মাযহারীতে আছে, সম্ভবত এই রূহ্ বলে জৈব রূহ্ বুঝানো হয়েছে। কারণ এটাও বস্তুবাচক ও সূক্ষ্ম দেহ বিশেষ, যা জৈব দেহের প্রতি রন্ধ্রে রন্ধ্রে অনুপ্রবিষ্ট থাকে। চিকিৎসাবিদ ও দার্শনিকরা একে রূহ বলেন। মানুষের সমস্ত অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ সৃষ্টি করার পর একে সৃষ্টি করা হয়। তাই একে ثُمَّ শব্দ দ্বারা ব্যক্ত করা হয়েছে। 'আলমে আরওয়াহ্' তথা রূহ্ জগত থেকে প্রকৃত রূহকে এনে আল্লাহ তা'আলা স্বীয় কুদরত দ্বারা এই জৈব রূহের সাথে তার সম্পর্ক সৃষ্টি করে দেন। এর স্বরূপ জানা মানুষের সাধ্যাতীত। এই প্রকৃত রূহকে মানব সৃষ্টির বহু পূর্বে সৃষ্টি করা হয়েছে। অনাদিকালে আল্লাহ তা'আলা এসব রূহকে সমবেত করে اَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ বলেছিলেন। উত্তরে সবাই সমস্বরে بَلٰى বলে আল্লাহ্র প্রতিপালকত্ব স্বীকার করে নিয়েছিল। হাঁ, মানবদেহের সাথে এর সম্পর্ক মানবের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ সৃষ্টির পরে স্থাপিত হয়। এখানে 'রূহ্ সঞ্চার' দ্বারা যদি জৈব রূহের সাথে প্রকৃত রূহের সম্পর্ক স্থাপন বুঝানো হয়, তবে এটাও সম্ভবপর। মানবজীবন প্রকৃতপক্ষে এই প্রকৃত রূহের সাথে সম্পর্ক রাখে। জৈব রূহের সাথে এর সম্পর্ক স্থাপিত হয়ে গেলেই মানুষ জীবন্ত হয়ে উঠে এবং সম্পর্ক ছিন্ন হয়ে গেলে মানুষকে মৃত বলা হয়। জৈব রূহ্ও তখন তার কাজ ত্যাগ করে।

فَتَبٰرَكَ اللّٰهُ اَحْسَنُ الْخٰلِقِيْنَ - خَلْق ও تَخْلِيْق-এর আসল অর্থ নতুনভাবে কোনো সাবেক নমুনা ছাড়া কোনো কিছু সৃষ্টি করা, যা আল্লাহ তা'আলারই বিশেষ গুণ। এই অর্থের দিক দিয়ে خَالِق (স্রষ্টা) একমাত্র আল্লাহ তা'আলাই। অন্য কোনো ফেরেশতা অথবা মানব কোনো সামান্যতম বস্তুরও সৃষ্টিকর্তা হতে পারে না। কিন্তু মাঝে মাঝে خَلْق ও تَخْلِيْق শব্দ কারিগরীর অর্থেও ব্যবহার করা হয়। কারিগরীর স্বরূপ এর বেশি কিছু নয় যে, আল্লাহ তা'আলা স্বীয় কুদরত দ্বারা এই বিশ্ব ভূমণ্ডলে যেসব উপকরণ ও উপাদান সৃষ্টি করে রেখেছেন, সেগুলোকে জোড়াতালি দিয়ে পরস্পরে মিশ্রণ করে এক নতুন জিনিস তৈরি করা। একাজ প্রত্যেক মানুষই করতে পারে এবং এই অর্থের দিক দিয়ে কোনো মানুষকেও কোনো বিশেষ বস্তুর সৃষ্টিকর্তা বলে দেওয়া হয়। স্বয়ং কুরআন বলেছে– وَتَخْلُقُوْنَ اِفْكًا হযরত ঈসা (আ.) সম্পর্কে বলেছে– اِنِّىْٓ اَخْلُقُ لَكُمْ مِّنَ الطِّيْنِ كَهَيْـَٔةِ الطَّيْرِ এসব ক্ষেত্রে خَلْق শব্দ রূপকভঙ্গিতে কারিগরির অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। এমনিভাবে এখানে خَالقين শব্দটি বহুবচনে ব্যবহৃত হয়েছে। কারণ সাধারণ মানুষ কারিগরির দিক দিয়ে নিজেদেরকে কোনো বস্তুর সৃষ্টিকর্তা মনে করে থাকে। যদি তাদেরকে রূপকভাবে সৃষ্টিকর্তা বলাও হয়, তবে আল্লাহ তা'আলা সব সৃষ্টিকর্তা অর্থাৎ, কারিগরের মধ্যে সর্বোত্তম কারিগর।

ثُمَّ اِنَّكُمْ بَعْدَ ذٰلِكَ لَمَيِّتُوْنَ পূর্ববর্তী ১২-১৪ তিন আয়াতে মানব সৃষ্টি প্রাথমিক স্তর উল্লেখ করা হয়েছিল, এখন ১৫ ও ১৬ আয়তে তার শেষ পরিণতির কথা আলোচনা করা হচ্ছে। আলোচ্য আয়াতে বলা হয়েছে, তোমরা সবাই এ জগতে আসা ও বসবাস করার পর মৃত্যুর সম্মুখীন হবে। কেউ এর কবল থেকে রক্ষা পাবে না। অতঃপর বলা হয়েছে– ثُمَّ اِنَّكُمْ يَوْمَ الْقِيٰمَةِ تُبْعَثُوْنَ অর্থাৎ মৃত্যুর পর আবার কিয়ামতের দিন তোমাদেরকে জীবিত করে পুনরুত্থিত করা হবে। যাতে তোমাদের ক্রিয়াকর্মের হিসাবান্তে তোমাদেরকে আসল ঠিকানা জান্নাত অথবা জাহান্নামে পৌছে দেওয়া হয়। এ হচ্ছে

https://e-ilm.weebly.com/

মানুষের শেষ পরিণতি। অতঃপর সূচনা ও পরিণতি অর্থাৎ এতদুভয়ের অন্তবর্তীকালীন অবস্থা এবং তাতে মানুষের প্রতি আল্লাহ তা'আলার অনুগ্রহ ও নিয়ামতরাজির অল্প-বিস্তার বর্ণনা আছে, যা পরবর্তী আকাশ সৃষ্টির আলোচনা দ্বারা শুরু করা হয়েছে।
وَلَقَدْ خَلَقْنَا فَوْقَكُمْ سَبْعَ طَرَائِقَ - طَرَائِقَ শব্দটি طَرِيْقَةٌ-এর বহুবচন। একে স্তরের অর্থেও নেওয়া যায়। অর্থ এই যে, স্তরে স্তরে সপ্ত আকাশ তোমাদের উর্ধ্বে সৃষ্টি করা হয়েছে। طَرِيْقَة-এর প্রসিদ্ধ অর্থ রাস্তা। এ অর্থও হতে পারে। কারণ সবগুলো আকাশ বিধানাবলি নিয়ে পৃথিবীতে যাতায়াতকারী ফেরেশতাদের পথ।
وَمَا كُنَّا عَنِ الْخَلْقِ غَافِلِيْنَ –এতে বলা হয়েছে যে, আমি মানুষকে শুধু সৃষ্টি করেই ছেড়ে দেইনি এবং আমি তাদের ব্যাপারে বেখবরও হতে পারি না; বরং তাদের প্রতিপালন, বসবাস ও সুখের সরঞ্জামও সরবরাহ করেছি। আকাশ সৃষ্টি দ্বারা এ কাজের সূচনা হয়েছে। এরপর আকাশ থেকে বারিবর্ষণ করে মানুষের জন্য খাদ্য ও ফল-ফুল দ্বারা সুখের সরঞ্জাম সৃষ্টি করেছি। এ বিষয়গুলো পরবর্তী আয়াতে বর্ণনা করা হয়েছে।

শব্দ বিশ্লেষণ :

اَفْلَحَ : সীগাহ واحد مذكر غائب ماضى معروف বহছ اِفْعَالٌ বাব اِفْلَاحٌ মাসদার (ف ـ ل ـ ح) মূলবর্ণ জিনস صحيح অর্থ– সফলতা লাভ করেছে।

خَاشِعُوْنَ : সীগাহ جمع مذكر اسم فاعل বহছ فَتَحَ বাব خُشُوْعٌ মাসদার (خ ـ ش ـ ع) মূলবর্ণ জিনস صحيح অর্থ– বিনয়ী।

مُعْرِضُوْنَ : সীগাহ جمع مذكر اسم فاعل বহছ اِفْعَالٌ বাব اِعْرَاضٌ মাসদার (ع ـ ر ـ ض) মূলবর্ণ জিনস صحيح অর্থ– তারা দূরে থাকে।

مَلُوْمِيْنَ : সীগাহ جمع مذكر اسم مفعول বহছ نَصَرَ বাব لَوْمٌ ও مَلَامَةٌ মাসদার (ل ـ و ـ م) মূলবর্ণ জিনস اجوف واوى অর্থ– তাদের প্রতি দোষারোপ হয়।

اِبْتَغٰى : সীগাহ واحد مذكر غائب ماضى معروف বহছ اِفْتِعَالٌ বাব اِبْتِغَاءٌ মাসদার (ب ـ غ ـ ى) মূলবর্ণ জিনস ناقص يائى অর্থ– প্রয়াসী।

اَلْعٰدُوْنَ : সীগাহ جمع مذكر اسم فاعل বহছ نَصَرَ বাব عُدْوَانٌ মাসদার (ع ـ د ـ و) মূলবর্ণ জিনস ناقص واوى অর্থ– সীমালঙ্ঘনকারী।

رَاعُوْنَ : সীগাহ جمع مذكر اسم فاعل বহছ فَتَحَ বাব رِعَايَةٌ ও رَعْىٌ মাসদার (ر ـ ع ـ ى) মূলবর্ণ জিনস ناقص يائى অর্থ– তারা রক্ষা করে।

يَرِثُوْنَ : সীগাহ جمع مذكر غائب مضارع معروف বহছ حَسِبَ বাব وَرْثٌ মাসদার (و ـ ر ـ ث) মূলবর্ণ জিনস مثال واوى অর্থ– যারা উত্তরাধিকারী হবে।

فَكَسَوْنَا : সীগাহ جمع متكلم ماضى معروف বহছ نَصَرَ বাব كَسْوٌ মাসদার (ك ـ س ـ و) মূলবর্ণ জিনস ناقص واوى অর্থ– অতঃপর আমি রূপান্তরিত করলাম।

تُبْعَثُوْنَ : সীগাহ جمع مذكر حاضر مضارع مجهول বহছ فَتَحَ বাব بَعْثٌ মাসদার (ب ـ ع ـ ث) মূলবর্ণ জিনস صحيح অর্থ– তোমাদেরকে পুনরায় জীবিত করা হবে।

বাক্য বিশ্লেষণ :

قَدْ اَفْلَحَ الْمُؤْمِنُوْنَ الَّذِيْنَ هُمْ فِىْ صَلَاتِهِمْ خَاشِعُوْنَ : এখানে قَدْ হরফে তাহকীক اَفْلَحَ ফে'ল الْمُؤْمِنُوْنَ ফায়েল الَّذِيْنَ হলো الْمُؤْمِنُوْنَ-এর সিফাত هُمْ মুবতাদা فِىْ صَلَاتِهِمْ হলো خَاشِعُوْنَ-এর সাথে متعلق আর خَاشِعُوْنَ হলো খবর। আর পূর্ণ বাক্যটি خَاشِعُوْنَ الَّذِيْنَ-এর সেলাহ হয়েছে। –[ই'রাবুল কুরআন : ৫/১৮৬]

https://e-ilm.weebly.com/

১৮. আর আমি আসমান হতে পরিমাণ মতো পানি বর্ষণ করেছি, তৎপর আমি এটাকে (দীর্ঘকাল পর্যন্ত) জমিনে স্থির রেখেছি, এবং আমি এর বিলোপ সাধন করতে (-ও) সক্ষম।	وَاَنْزَلْنَا مِنَ السَّمَآءِ مَآءًۢ بِقَدَرٍ فَاَسْكَنّٰهُ فِى الْاَرْضِ ۖ وَاِنَّا عَلٰى ذَهَابٍۢ بِهٖ لَقٰدِرُوْنَ ﴿١٨﴾
১৯. তৎপর আমি এটা দ্বারা তোমাদের জন্য খেজুর ও আঙ্গুরের বাগান সৃষ্টি করেছি। সে বাগানে তোমাদের জন্য প্রচুর পরিমাণ ফলসমূহ রয়েছে এবং তা হতে তোমরা খেয়ে থাক।	فَاَنْشَاْنَا لَكُمْ بِهٖ جَنّٰتٍ مِّنْ نَّخِيْلٍ وَّاَعْنَابٍ ۘ لَكُمْ فِيْهَا فَوَاكِهُ كَثِيْرَةٌ وَّمِنْهَا تَاْكُلُوْنَ ﴿١٩﴾ (ربع)
২০. আর (ঐ পানি হতে) এক (প্রকার) বৃক্ষও– যা সাইনা পর্বতে (প্রচুর) উৎপন্ন হয়ে থাকে– যাতে উৎপন্ন হয় তৈল এবং ভক্ষণকারীদের জন্য তরকারি।	وَشَجَرَةً تَخْرُجُ مِنْ طُوْرِ سَيْنَآءَ تَنْۢبُتُ بِالدُّهْنِ وَصِبْغٍ لِّلْاٰكِلِيْنَ ﴿٢٠﴾
২১. আর চতুষ্পদ জন্তুগুলোর মধ্যে তোমাদের জন্য শিক্ষণীয় বিষয় রয়েছে; আমি তোমাদেরকে এদের উদরস্থ বস্তু (দুগ্ধ) পান করাই এবং এতে তোমাদের আরো অনেক উপকার রয়েছে এবং তাদের মধ্যে কোনো কোনোগুলো তোমরা আহার করে থাক।	وَاِنَّ لَكُمْ فِى الْاَنْعَامِ لَعِبْرَةً ۚ نُسْقِيْكُمْ مِّمَّا فِىْ بُطُوْنِهَا وَلَكُمْ فِيْهَا مَنَافِعُ كَثِيْرَةٌ وَّمِنْهَا تَاْكُلُوْنَ ﴿٢١﴾
২২. আর এদের উপর এবং নৌকার উপর আরোহণ (-ও) করে থাক।	وَعَلَيْهَا وَعَلَى الْفُلْكِ تُحْمَلُوْنَ ﴿٢٢﴾ (ع)

শাব্দিক অনুবাদ :

১৮. وَاَنْزَلْنَا আর আমি বর্ষণ করেছি مِنَ السَّمَآءِ আসমান হতে مَآءً পানি بِقَدَرٍ পরিমাণ মতো فَاَسْكَنّٰهُ তৎপর আমি এটাকে স্থির রেখেছি فِى الْاَرْضِ জমিনে وَاِنَّا عَلٰى ذَهَابٍۢ بِهٖ এবং আমি এর বিলোপ সাধন করতে لَقٰدِرُوْنَ সক্ষম।

১৯. فَاَنْشَاْنَا لَكُمْ بِهٖ তৎপর আমি এটা দ্বারা তোমাদের জন্য সৃষ্টি করেছি جَنّٰتٍ বাগান مِّنْ نَّخِيْلٍ وَّاَعْنَابٍ খেজুর ও আঙ্গুরের لَكُمْ فِيْهَا সে বাগানে তোমাদের জন্য রয়েছে فَوَاكِهُ كَثِيْرَةٌ প্রচুর পরিমাণ ফলসমূহ وَّمِنْهَا تَاْكُلُوْنَ এবং তা হতে তোমরা খেয়ে থাক।

২০. وَشَجَرَةً এক (প্রকার) বৃক্ষও تَخْرُجُ مِنْ طُوْرِ سَيْنَآءَ যা সাইনা পর্বতে (প্রচুর) উৎপন্ন হয়ে থাকে تَنْۢبُتُ بِالدُّهْنِ যাতে উৎপন্ন হয় তৈল وَصِبْغٍ لِّلْاٰكِلِيْنَ এবং ভক্ষণকারীদের জন্য তরকারি।

২১. وَاِنَّ لَكُمْ আর তোমাদের জন্য রয়েছে فِى الْاَنْعَامِ চতুষ্পদ জন্তুগুলোর মধ্যে لَعِبْرَةً শিক্ষণীয় বিষয় نُسْقِيْكُمْ আমি তোমাদেরকে পান করাই مِّمَّا فِىْ بُطُوْنِهَا তাদের উদরস্থ বস্তু (দুগ্ধ) وَلَكُمْ فِيْهَا مَنَافِعُ كَثِيْرَةٌ এবং এতে তোমাদের আরো অনেক উপকার রয়েছে وَّمِنْهَا تَاْكُلُوْنَ এবং তাদের মধ্যে কোনো কোনোগুলো তোমরা আহার করে থাক।

২২. وَعَلَيْهَا আর এদের উপর وَعَلَى الْفُلْكِ এবং নৌকার উপর تُحْمَلُوْنَ আরোহণ (-ও) করে থাকে।

https://e-ilm.weebly.com/

وَلَقَدْ اَرْسَلْنَا نُوْحًا اِلٰى قَوْمِهٖ فَقَالَ يٰقَوْمِ اعْبُدُوا اللّٰهَ مَا لَكُمْ مِّنْ اِلٰهٍ غَيْرُهٗ ؕ اَفَلَا تَتَّقُوْنَ ﴿٢٣﴾

২৩. আর নূহকে পয়গম্বর করে তাঁর সম্প্রদায়ের কাছে প্রেরণ করলাম, অনন্তর তিনি বললেন, হে আমার কওম! আল্লাহরই ইবাদত করতে থাক, তিনি ব্যতীত তোমাদের জন্য আর কোনো মা'বূদ নেই; এরপরও কি তোমরা ভয় করছ না?

فَقَالَ الْمَلَؤُا الَّذِيْنَ كَفَرُوْا مِنْ قَوْمِهٖ مَا هٰذَاۤ اِلَّا بَشَرٌ مِّثْلُكُمْ ۙ يُرِيْدُ اَنْ يَّتَفَضَّلَ عَلَيْكُمْ ؕ وَلَوْ شَآءَ اللّٰهُ لَاَنْزَلَ مَلٰٓئِكَةً ۚ مَّا سَمِعْنَا بِهٰذَا فِيْۤ اٰبَآئِنَا الْاَوَّلِيْنَ ﴿٢٤﴾

২৪. অতঃপর তাঁর সম্প্রদায়ের প্রধানগণ– যারা কাফের ছিল বলল– এ ব্যক্তি তোমাদের মতো একজন মানুষ ব্যতীত আর কিছুই নয়। সে তোমাদের চেয়ে উন্নত হয়ে থাকতে চায়; আর যদি (রাসূল পাঠানোই) আল্লাহর উদ্দেশ্য হতো, তবে ফেরেশতাদেরকে পাঠাতেন, আর আমরা আমাদের পূর্বপুরুষদের থেকেও এমন কথা শুনিনি।

اِنْ هُوَ اِلَّا رَجُلٌ ۢبِهٖ جِنَّةٌ فَتَرَبَّصُوْا بِهٖ حَتّٰى حِيْنٍ ﴿٢٥﴾

২৫. সে তো শুধু এমন একজন মানুষ যার মস্তিষ্ক বিকৃত হয়ে গেছে। অতএব তোমরা তার বিষয়ে এক নির্দিষ্ট কাল পর্যন্ত আরো অপেক্ষা কর।

قَالَ رَبِّ انْصُرْنِيْ بِمَا كَذَّبُوْنِ ﴿٢٦﴾

২৬. নূহ প্রার্থনা করলেন, হে আমার প্রতিপালক! আমাকে সাহায্য করুন। কেননা তারা আমাকে মিথ্যাবাদী বলেছে।

শাব্দিক অনুবাদ :

২৩. وَلَقَدْ اَرْسَلْنَا نُوْحًا আর নূহকে পয়গম্বর করে প্রেরণ করলাম اِلٰى قَوْمِهٖ তাঁর সম্প্রদায়ের কাছে فَقَالَ অনন্তর তিনি বললেন يٰقَوْمِ হে আমার কওম اعْبُدُوا اللّٰهَ আল্লাহরই ইবাদত করতে থাক مَا لَكُمْ مِّنْ اِلٰهٍ غَيْرُهٗ তিনি ব্যতীত তোমাদের জন্য আর কোনো মা'বূদ নেই اَفَلَا تَتَّقُوْنَ এরপরও কি তোমরা ভয় করছ না?

২৪. فَقَالَ الْمَلَؤُا অতঃপর প্রধানগণ বলল الَّذِيْنَ كَفَرُوْا যারা কাফের ছিল مِنْ قَوْمِهٖ তাঁর সম্প্রদায়ের مَا هٰذَاۤ এ ব্যক্তি আর কিছুই নয় اِلَّا بَشَرٌ مِّثْلُكُمْ তোমাদের মতো একজন মানুষ ব্যতীত يُرِيْدُ সে চায় اَنْ يَّتَفَضَّلَ عَلَيْكُمْ তোমাদের চেয়ে উন্নত হয়ে থাকতে وَلَوْ شَآءَ اللّٰهُ আর যদি আল্লাহর উদ্দেশ্য হতো لَاَنْزَلَ مَلٰٓئِكَةً তবে ফেরেশতাদেরকে পাঠাতেন। مَا سَمِعْنَا بِهٰذَا আর আমরা এমন কথা শুনিনি فِيْۤ اٰبَآئِنَا الْاَوَّلِيْنَ আমাদের পূর্বপুরুষদের থেকেও।

২৫. اِنْ هُوَ اِلَّا رَجُلٌ সে তো শুধু এমন একজন মানুষ بِهٖ جِنَّةٌ যার মস্তিষ্ক বিকৃত হয়ে গেছে فَتَرَبَّصُوْا অতএব তোমরা আরো অপেক্ষা কর بِهٖ তার বিষয়ে حَتّٰى حِيْنٍ এক নির্দিষ্ট কাল পর্যন্ত।

২৬. قَالَ নূহ প্রার্থনা করলেন رَبِّ হে আমার প্রতিপালক! انْصُرْنِيْ আমাকে সাহায্য করুন بِمَا كَذَّبُوْنِ কেননা তারা আমাকে মিথ্যাবাদী বলেছে।

https://e-ilm.weebly.com/

২৭. অনন্তর আমি তাঁকে আদেশ করলাম, তুমি নৌকা তৈরি কর আমার তত্ত্বাবধানে ও আমার আদেশ মোতাবেক। অতঃপর যখন আমার (শাস্তির) আদেশ এসে পৌঁছবে এবং জমিন হতে পানি উথলিয়ে উঠতে থাকবে, তখন প্রত্যেক প্রকার (প্রাণী) হতে দুটি করে– অর্থাৎ এক জোড়া করে তাতে তুলে নাও এবং স্বীয় পরিবারবর্গকেও (উঠিয়ে নাও), কেবল তাদের মধ্য হতে সেই ব্যক্তি ছাড়া যার সম্বন্ধে (ডুবে মরার) সিদ্ধান্ত স্থির হয়ে রয়েছে। আর আমার নিকট জালিমদের (তথা কাফেরদের রক্ষা) সম্বন্ধে কিছু বলো না। নিশ্চয় তাদের সকলকে নিমজ্জিত করা হবে।

فَاَوْحَيْنَآ اِلَيْهِ اَنِ اصْنَعِ الْفُلْكَ بِاَعْيُنِنَا وَوَحْيِنَا فَاِذَا جَآءَ اَمْرُنَا وَفَارَ التَّنُّوْرُ ۙ فَاسْلُكْ فِيْهَا مِنْ كُلٍّ زَوْجَيْنِ اثْنَيْنِ وَاَهْلَكَ اِلَّا مَنْ سَبَقَ عَلَيْهِ الْقَوْلُ مِنْهُمْ ۚ وَلَا تُخَاطِبْنِيْ فِي الَّذِيْنَ ظَلَمُوْا ۚ اِنَّهُمْ مُّغْرَقُوْنَ ﴿٢٧﴾

শাব্দিক অনুবাদ :

২৭. فَاَوْحَيْنَآ اِلَيْهِ অনন্তর আমি তাকে আদেশ করলাম اَنِ اصْنَعِ الْفُلْكَ তুমি নৌকা তৈরি কর بِاَعْيُنِنَا আমার তত্ত্বাবধানে وَوَحْيِنَا ও আমার আদেশ মোতাবেক فَاِذَا جَآءَ اَمْرُنَا অতঃপর যখন আমার আদেশ এসে পৌঁছবে وَفَارَ التَّنُّوْرُ এবং জমিন হতে পানি উথলিয়ে উঠতে থাকবে فَاسْلُكْ فِيْهَا তখন তাতে তুলে নাও مِنْ كُلٍّ زَوْجَيْنِ اثْنَيْنِ প্রত্যেক প্রকার (প্রাণী) হতে দুটি করে অর্থাৎ এক জোড়া করে وَاَهْلَكَ এবং স্বীয় পরিবারবর্গকেও اِلَّا مَنْ سَبَقَ عَلَيْهِ الْقَوْلُ مِنْهُمْ কেবল তাদের মধ্যে হতে সেই ব্যক্তি ছাড়া যার সম্বন্ধে সিদ্ধান্ত স্থির হয়ে রয়েছে وَلَا تُخَاطِبْنِيْ আর আমার নিকট কিছু বলো না فِي الَّذِيْنَ ظَلَمُوْا জালিমদের (তথা কাফেরদের রক্ষা) সম্বন্ধে اِنَّهُمْ مُّغْرَقُوْنَ নিশ্চয় তাদের সকলকে নিমজ্জিত করা হবে।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

وَاَنْزَلْنَا مِنَ السَّمَآءِ مَآءً ۢ بِقَدَرٍ فَاَسْكَنّٰهُ فِي الْاَرْضِ وَاِنَّا عَلٰى ذَهَابٍ ۢ بِهٖ لَقٰدِرُوْنَ

মানুষকে পানি সরবরাহের অতুলনীয় প্রাকৃতিক ব্যবস্থা : এই আয়াতে আকাশ থেকে বারিবর্ষণের আলোচনার সাথে بِقَدَرٍ কথাটি যুক্ত করে ইঙ্গিত করা হয়েছে যে, মানুষ সৃষ্টিগতভাবে খুবই দুর্বল। ফলে যেসব জিনিস তার জীবনের জন্যে অপরিহার্য, সেগুলো নির্ধারিত পরিমাণের বেশি হয়ে গেলে তার জন্য বিশেষ ক্ষতিকর এমনকি আজাব হয়ে যায়। যে পানির অপর নাম জীবন, সেই পানি প্রয়োজনের চাইতে বেশি বর্ষিত হয়ে গেলে প্লাবন এসে যায় এবং মানুষ ও তার জীবন-জীবিকার জন্য বিপদ ও আজাব হয়ে পড়ে। তাই আকাশ থেকে বারিবর্ষণও পরিমিতভাবে হয়। যা মানুষের অভাব দূর করে দেয় এবং সর্বনাশের কারণ হয় না। তবে যেসব ক্ষেত্রে আল্লাহ তা'আলা কোনো কারণে প্লাবন-তুফান চাপিয়ে দেওয়ার ইচ্ছা করেন, সেসব ক্ষেত্র ভিন্ন।

এরপর অত্যন্ত প্রণিধানযোগ্য বিষয় ছিল এই যে, দৈনন্দিন প্রয়োজনের পানি যদি দৈনন্দিন বর্ষিত হয়, তাতেও মানুষ বিপদে পতিত হবে। প্রাত্যহিক বৃষ্টি তার কাজকারবার ও স্বভাবের পরিপন্থি। যদি সম্বৎসর অথবা ছয় মাস অথবা তিন মাসের প্রয়োজনের পানি এক দফায় বর্ষণ করা হয় এবং মানুষকে নিজ নিজ বরাদ্দের পানি ছয় মাসের জন্য সঞ্চিত করে রাখার আদেশ দেওয়া হয়, তবে অধিকাংশ মানুষও এই পরিমাণ পানি জমা রাখার ব্যবস্থা করতে পারবে না। যদি

https://e-ilm.weebly.com/

কোনোরূপে বড় চৌবাচ্চা ও গর্তে পানি জমা রাখার ব্যবস্থা করেও নেয়, তবে কয়েকদিন পর পানি পচে যাবে; যা পান করা এবং ব্যবহার করাও কঠিন হবে। তাই আল্লাহর কুদরত এর এই ব্যবস্থা করেছে যে, পানি যে সময় বর্ষিত হয়, তখন সাময়িকভাবে বৃক্ষ ও মৃত্তিকা সিক্ত হয়ে যায়, অতঃপর ভূপৃষ্ঠের বিভিন্ন পুকুর, চৌবাচ্চা ও প্রাকৃতিক গর্তে এই পানি জমা থাকে। প্রয়োজনের সময় মানুষ ও জীবজন্তু তা ব্যবহার করে। কিন্তু বলা বাহুল্য, এই পানিতে বেশি দিন চলে না। তাই প্রত্যেক ভূখণ্ডের অধিবাসীদেরকে প্রত্যহ তাজা পানি পৌছানোর জন্য এই ব্যবস্থা করা হয়েছে যে, পানির একটা বিরাট অংশকে বরফে পরিণত করে পাহাড়ের শৃঙ্গে রেখে দেওয়া হয়েছে, সেখানে কোনো ধুলাবালু এমন কি মানুষ ও জীবজন্তু পৌছতে পারে না। সেখানে পচে যাওয়া, নাপাক হওয়া এবং অব্যবহারযোগ্য হওয়ারও কোনো আশঙ্কা নেই। এরপর এই বরফের পানি চুয়ে চুয়ে পাহাড়ের শিরা-উপশিরা বয়ে মাটির অভ্যন্তরে ছড়িয়ে পড়ে এবং এই প্রাকৃতির ধারা মাটির কোণে কোণে পৌছে যায়। সেখান থেকে কিছু পানি নদীনালা ও নহরের আকারে ভূপৃষ্ঠে প্রবাহিত হতে পারে এবং কোটি কোটি মানুষ ও জন্তু-জানোয়ারকে সিক্ত করে। অবশিষ্ট বরফগলা পানি মাটির গভীর স্তরে নেমে গিয়ে ফলগুধারার আকারে প্রবাহিত হতে থাকে। কূপ খনন করে এই পানি সর্বত্রই উত্তোলন করা যায়। কুরআন পাকের এই আয়াতে এই গোটা ব্যবস্থাকে একটি মাত্র বাক্য وَاَسْكَنّٰهُ فِى الْاَرْضِ এ ব্যক্ত করা হয়েছে। পরিশেষে ইঙ্গিত করা হয়েছে যে, মাটির স্তর থেকে যে পানি কূপের মাধ্যমে উত্তোলন করা হয়, তাও অনেক বেশি গভীরে নয়; বরং অল্প গভীরে রেখেই সহজলভ্য করে দেওয়া হয়েছে। নতুবা পানির স্বাভাবিক বৈশিষ্ট্য অনুযায়ী এ পানি মাটির এমন গভীরতর অংশে পৌছে যাওয়াটাও সম্ভবপর ছিল, যা মানুষের নাগালের বাইরে। আয়াতের শেষে وَاِنَّا عَلٰى ذَهَابٍۭ بِهٖ لَقٰدِرُوْنَ বাক্যে এই বিষয়বস্তুই বর্ণিত হয়েছে।

অতঃপর আরবের মেজাজ ও রুচি অনুযায়ী এমন কিছুসংখ্যক বস্তুর কথা উল্লেখ করা হয়েছে, যেগুলো পানি দ্বারা উৎপন্ন। বলা হয়েছে, খেজুর ও আঙ্গুরের বাগান পানি সেচের দ্বারাই সৃষ্টি করা হয়েছে।

لَكُمْ فِيْهَا فَوَاكِهُ كَثِيْرَةٌ –বাক্যে অন্যান্য ফলের কথাও আলোচনা করা হয়েছে। অর্থাৎ এসব বাগানে তোমাদের জন্য খেজুর ও আঙ্গুর ছাড়া হাজারো প্রকারের ফল সৃষ্টি করেছি। এগুলো তোমরা শুধু মুখরোচক হিসেবেও খাও এবং কোনো কোনো ফল গোলাজাত করে খাদ্য হিসেবে ভক্ষণ কর। وَمِنْهَا تَاْكُلُوْنَ বাক্যের মতলব তাই। এরপর বিশেষ করে যয়তুন ও তার তৈল সৃষ্টির কথা বলা হয়েছে। কেননা এর উপকারিতা অপরিসীম। যয়তুনের বৃক্ষ তূর পর্বতে উৎপন্ন হয় বিধায় এর দিকে সম্বন্ধ করা হয়েছে। বলা হয়েছে وَشَجَرَةً تَخْرُجُ مِنْ طُوْرِ سَيْنَآءَ সায়না ও সিনিন সেই স্থানের নাম, যেখানে তূর পর্বত অবস্থিত। যয়তুনের তৈল মালিশ ও বাতি জ্বালানোর কাজেও আসে এবং ব্যঞ্জনেরও কাজ দেয়। তাই বলা হয়েছে تَنْۢبُتُ بِالدُّهْنِ وَصِبْغٍ لِّلْاٰكِلِيْنَ যয়তুন বৃক্ষের জন্যে বিশেষত তূর পর্বতের উল্লেখ করার কারণ এই যে, এই বৃক্ষ সর্বপ্রথম তূর পর্বতেই উৎপন্ন হয়েছিল। কেউ কেউ বলেন : তুফানে-নূহের পর পৃথিবীতে সর্বপ্রথম যে বৃক্ষ উৎপন্ন হয়েছিল, তা ছিল যয়তুন। –[মাযহারী]

এরপর আল্লাহ্ তা'আলা এমন নিয়ামতের কথা উল্লেখ করেছেন, যা তিনি জানোয়ার ও চতুষ্পদ জন্তুদের মাধ্যমে মানুষকে দান করেছেন, যাতে মানুষ শিক্ষা গ্রহণ করে এবং আল্লাহ তা'আলার অপার শক্তি ও অপরিসীম রহমতের কথা স্মরণ করে তাওহীদ ও ইবাদতে মশগুল হয়। বলা হয়েছে– وَاِنَّ لَكُمْ فِى الْاَنْعَامِ لَعِبْرَةً অর্থাৎ তোমাদের জন্য চতুষ্পদ জন্তুদের মধ্যে শিক্ষা ও উপদেশ রয়েছে। অতঃপর এর কিছু বিবরণ এভাবে দেওয়া হয়েছে– نُسْقِيْكُمْ مِّمَّا فِىْ بُطُوْنِهَا অর্থাৎ এসব জন্তুর পেটে আমি তোমাদের জন্য পাক-সাফ দুধ তৈরি করেছি, যা মানুষের উৎকৃষ্ট খাদ্য। এরপর বলা হয়েছে শুধু দুধই নয়, এসব জন্তুর মধ্যে তোমাদের জন্যে অনেক (অগণিত) উপকারিতা রয়েছে। وَلَكُمْ فِيْهَا مَنَافِعُ كَثِيْرَةٌ চিন্তা করলে দেখা যায়, জন্তুদের দেহের প্রতিটি অংশ, প্রতিটি লোম মানুষের কাজে আসে এবং তার দ্বারা মানুষের জীবনধারণের অসংখ্য প্রকার সরঞ্জাম তৈরি হয়। জন্তুদের পশম, অস্থি, অন্ত্র এবং সমস্ত অংশ দ্বারা মানুষ জীবিকার কত যে সাজ-সরঞ্জাম তৈরি করে, তা গণনা করাও কঠিন। এসব উপকার ছাড়া আরও একটি বড় উপকার এই যে, হালাল জন্তুদের মাংসও মানুষের সর্বোৎকৃষ্ট খাদ্য وَمِنْهَا تَاْكُلُوْنَ পরিশেষে জন্তু-জানোয়ারদের আরও একটি মহা উপকারের কথা উল্লেখ করা হয়েছে যে, তোমরা তাদের পিঠে আরোহণও কর এবং মাল পরিবহনের কাজেও নিযুক্ত কর। এই শেষ উপকারের মধ্যে

https://e-ilm.weebly.com/

জন্তুদের সাথে নদীতে চলাচলকারী নৌকাও শরিক আছে। মানুষ নৌকায় আরোহণ করে এবং মালপত্র একস্থান থেকে অন্য স্থানে নিয়ে যায়। তাই এর সাথে নৌকার কথাও আলোচনা করে বলা হয়েছে : وَعَلَيْهَا وَعَلَى الْفُلْكِ تُحْمَلُونَ চাকার মাধ্যমে চলে এমন সব যানবাহনও নৌকার হুকুম রাখে।

وَفَارَ التَّنُّورُ - تَنُّور চুল্লীকে বলা হয়, যা রুটি পাকানোর জন্য তৈরি করা হয়। এই অর্থই প্রসিদ্ধ ও সুবিদিত। এর অপর অর্থ ভূপৃষ্ঠ। কেউ কেউ এর দ্বারা বিশেষ চুল্লীর অর্থই নিয়েছেন, যা কূফার মসজিদে এবং কারো কারো মতে সিরিয়ার কোনো এক জায়গায় ছিল। এই চুল্লী উথলিত হওয়াকেই হযরত নূহ্ (আ.)-এর জন্য মহাপ্লাবনের আলামত বলে ঠিক করা হয়েছিল। –[মাযহারী] হযরত নূহ (আ.) তাঁর মহাপ্লাবন ও নৌকার ঘটনা পূর্ববর্তী সূরাসমূহে বিস্তারিত বিবরণসহ বর্ণিত হয়েছে।

শব্দ বিশ্লেষণ :

فَاَسْكَنَّهُ : সীগাহ جمع متكلم ماضى معروف বহছ جمع متكلم বাব اِفْعَالٌ মাসদার اِسْكَانٌ মূলবর্ণ (س - ك - ن) জিনস صحيح অর্থ– অতঃপর আমি এটাকে স্থির রেখেছি।

لَقَادِرُوْنَ : সীগাহ جمع مذكر বহছ اسم فاعل বাব ضَرَبَ মাসদার قُدْرَةٌ মূলবর্ণ (ق - د - ر) জিনস صحيح অর্থ– আমি সক্ষম।

لِلْاٰكِلِيْنَ : সীগাহ جمع مذكر বহছ اسم فاعل বাব نَصَرَ মাসদার اَكْلٌ মূলবর্ণ (ا - ك - ل) জিনস مهموز فاء অর্থ– ভক্ষণকারীদের জন্য।

نُسْقِيْكُمْ : সীগাহ جمع متكلم বহছ مضارع معروف বাব اِفْعَالٌ মাসদার اِسْقَاءٌ মূলবর্ণ (س - ق - ى) জিনস ناقص يائى অর্থ– আমি তোমাদেরকে পান করাই।

تُحْمَلُوْنَ : সীগাহ جمع مذكر حاضر বহছ مضارع مجهول বাব ضَرَبَ মাসদার حَمْلٌ মূলবর্ণ (ح - م - ل) জিনস صحيح অর্থ– তোমরা আরোহণ (ও) করে থাক।

اَفَلَا تَتَّقُوْنَ : সীগাহ جمع مذكر حاضر বহছ نفى فعل مضارع معروف বাব اِفْتِعَالٌ মাসদার اِتِّقَاءٌ মূলবর্ণ (و - ق - ى) জিনস অর্থ– এরপরও কি তোমরা ভয় করছ না।

يَتَفَضَّلَ : সীগাহ واحد مذكر غائب বহছ مضارع معروف বাব تَفَعُّلٌ মাসদার تَفَضُّلٌ মূলবর্ণ (ف - ض - ل) জিনস صحيح অর্থ– উন্নত হয়ে থাকতে।

فَتَرَبَّصُوْا : সীগাহ جمع مذكر حاضر বহছ امر حاضر معروف বাব تَفَعُّلٌ মাসদার تَرَبُّصٌ মূলবর্ণ (ر - ب - ص) জিনস صحيح অর্থ– অতএব তোমরা আরো অপেক্ষা কর।

বাক্য বিশ্লেষণ :

وَلَقَدْ اَرْسَلْنَا نُوْحًا اِلٰى قَوْمِهٖ এখানে واو টি استئنافية আর বাক্যটি হলো مستأنفة আর لَقَدْ এর লাম টি উহ্য قسم এর জবাবের জন্য এসেছে قد হলো হরফে তাহকীক আর اَرْسَلْنَا হলো ফে'ল ও ফায়েল نُوْحًا হলো مفعول به আর اِلٰى قَوْمِهٖ হলো اَرْسَلْنَا-এর সাথে متعلق। –[ই'রাবুল কুরআন : ৫/১৯৪]

https://e-ilm.weebly.com/

فَاِذَا اسْتَوَيْتَ اَنْتَ وَمَنْ مَّعَكَ عَلَى الْفُلْكِ فَقُلِ الْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِىْ نَجّٰىنَا مِنَ الْقَوْمِ الظّٰلِمِيْنَ ﴿٢٨﴾

২৮. অতঃপর যখন তুমি এবং তোমার (মুসলমান) সাথিগণ নৌকায় বসবে তখন এরূপ বল, আল্লাহ তা'আলার জন্য সকল প্রশংসা– যিনি আমাদেরকে কাফের সম্প্রদায় হতে মুক্তি দিয়েছেন।

وَقُلْ رَّبِّ اَنْزِلْنِىْ مُنْزَلًا مُّبٰرَكًا وَّاَنْتَ خَيْرُ الْمُنْزِلِيْنَ ﴿٢٩﴾

২৯. আর এরূপ বল, হে আমার প্রতিপালক! আমাকে অবতারণ করুন বরকতময় অবতারণে এবং আপনি সকল অবতারণকারীর মধ্যে উত্তম।

اِنَّ فِىْ ذٰلِكَ لَاٰيٰتٍ وَّاِنْ كُنَّا لَمُبْتَلِيْنَ ﴿٣٠﴾

৩০. এ ঘটনাতে (আমার কুদরতের) বহু নির্দশন রয়েছে এবং আমি (এটা দ্বারা বান্দাদেরকে) পরীক্ষা করে থাকি।

ثُمَّ اَنْشَاْنَا مِنْۢ بَعْدِهِمْ قَرْنًا اٰخَرِيْنَ ﴿٣١﴾

৩১. অতঃপর তাদের (অর্থাৎ নূহের কওমের) পর আমি অন্য এক সম্প্রদায়কে সৃষ্টি করলাম।

فَاَرْسَلْنَا فِيْهِمْ رَسُوْلًا مِّنْهُمْ اَنِ اعْبُدُوا اللّٰهَ مَا لَكُمْ مِّنْ اِلٰهٍ غَيْرُهٗ ؕ اَفَلَا تَتَّقُوْنَ ﴿٣٢﴾

৩২. অনন্তর আমি তাদের প্রতি তাদেরই মধ্য হতে এক পয়গম্বর পাঠালাম, (তিনি বললেন), তোমরা আল্লাহ তা'আলারই ইবাদত কর, তিনি ভিন্ন তোমাদের অন্য কোনো মা'বূদ নেই; তবুও কি তোমরা ভয় করো না?

শাব্দিক অনুবাদ :

২৮. فَاِذَا اسْتَوَيْتَ اَنْتَ অতঃপর যখন তুমি বসবে وَمَنْ مَّعَكَ এবং তোমার (মুসলমান) সাথিগণ عَلَى الْفُلْكِ নৌকায় فَقُلِ তখন এরূপ বল اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ আল্লাহ তা'আলার জন্য সকল প্রশংসা اَلَّذِىْ نَجّٰىنَا যিনি আমাদেরকে মুক্তি দিয়েছেন مِنَ الْقَوْمِ الظّٰلِمِيْنَ কাফের সম্প্রদায় হতে।

২৯. وَقُلْ আর এরূপ বল رَّبِّ হে আমার প্রতিপালক اَنْزِلْنِىْ আমাকে অবতারণ করুন مُنْزَلًا مُّبٰرَكًا বরকতময় অবতারণে وَاَنْتَ خَيْرُ الْمُنْزِلِيْنَ এবং আপনি সকল অবতারণকারীর মধ্যে উত্তম।

৩০. اِنَّ فِىْ ذٰلِكَ এ ঘটনাতে রয়েছে لَاٰيٰتٍ বহু নিদর্শন وَاِنْ كُنَّا لَمُبْتَلِيْنَ এবং আমি (এটা দ্বারা বান্দাদেরকে) পরীক্ষা করে থাকি।

৩১. ثُمَّ اَنْشَاْنَا অতঃপর আমি সৃষ্টি করলাম مِنْۢ بَعْدِهِمْ তাদের পর قَرْنًا اٰخَرِيْنَ অন্য এক সম্প্রদায়কে।

৩২. فَاَرْسَلْنَا فِيْهِمْ অনন্তর আমি তাদের প্রতি পাঠালাম رَسُوْلًا مِّنْهُمْ তাদেরই মধ্যে হতে এক পয়গম্বর اَنِ اعْبُدُوا اللّٰهَ তোমরা আল্লাহ তা'আলারই ইবাদত কর مَا لَكُمْ مِّنْ اِلٰهٍ غَيْرُهٗ তিনি ভিন্ন তোমাদের অন্য কোনো মা'বূদ নেই اَفَلَا تَتَّقُوْنَ তবুও কি তোমরা ভয় করো না?

https://e-ilm.weebly.com/

৩৩. তাঁর কওমের সেই সরদারগণ বলল– যারা অবিশ্বাসী ছিল এবং পরকালের সাক্ষাৎকে মিথ্যা সাব্যস্ত করেছিল এবং আমি যাদেরকে পার্থিব জীবনে সুখ স্বাচ্ছন্দ্য প্রদান করেছিলাম– এতো তোমাদের মতো একজন মানুষ, (কেননা) সে তাই খায় যা তোমরা খেয়ে থাক এবং তাই পান করে, যা তোমরা পান করে থাক।	وَقَالَ الْمَلَأُ مِنْ قَوْمِهِ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا وَكَذَّبُوْا بِلِقَآءِ الْاٰخِرَةِ وَاَتْرَفْنٰهُمْ فِى الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا ۙ مَا هٰذَآ اِلَّا بَشَرٌ مِّثْلُكُمْ ۙ يَاْكُلُ مِمَّا تَاْكُلُوْنَ مِنْهُ وَيَشْرَبُ مِمَّا تَشْرَبُوْنَ ﴿٣٣﴾
৩৪. আর যদি তোমরা তোমাদের মতো একজন মানুষের কথা অনুসারে চলতে থাক, তবে নিশ্চয় তোমরা ক্ষতিগ্রস্ত হবে।	وَلَئِنْ اَطَعْتُمْ بَشَرًا مِّثْلَكُمْ اِنَّكُمْ اِذًا لَّخٰسِرُوْنَ ﴿٣٤﴾
৩৫. এ লোকটি কি তোমাদেরকে এরূপ প্রতিশ্রুতি দেয় যে, যখন তোমাদের মৃত্যু ঘটবে এবং তোমরা মাটি ও হাড়ে পরিণত হবে, তখন তোমাদেরকে (পুনরায় জীবিত করে) বের করা হবে।	اَيَعِدُكُمْ اَنَّكُمْ اِذَا مِتُّمْ وَكُنْتُمْ تُرَابًا وَّعِظَامًا اَنَّكُمْ مُّخْرَجُوْنَ ﴿٣٥﴾
৩৬. তোমাদেরকে যে প্রতিশ্রুতি দেওয়া হচ্ছে তা বহু দূরে, বহু দূরে।	هَيْهَاتَ هَيْهَاتَ لِمَا تُوْعَدُوْنَ ﴿٣٦﴾
৩৭. জীবন তো কেবল আমাদের এই পার্থিব জীবনই, যাতে আমাদের কেউ মরে এবং কেউ জন্মগ্রহণ করে। আর আমদেরকে পুনরায় জীবিত করা হবে না।	اِنْ هِىَ اِلَّا حَيَاتُنَا الدُّنْيَا نَمُوْتُ وَنَحْيَا وَمَا نَحْنُ بِمَبْعُوْثِيْنَ ﴿٣٧﴾

শাব্দিক অনুবাদ :

৩৩. وَقَالَ الْمَلَأُ مِنْ قَوْمِهِ তার কওমের সেই সরদারগণ বলল الَّذِيْنَ كَفَرُوْا যারা অবিশ্বাসী ছিল وَكَذَّبُوْا এবং মিথ্যা সাব্যস্ত করেছিল بِلِقَآءِ الْاٰخِرَةِ পরকালের সাক্ষাৎকে وَاَتْرَفْنٰهُمْ এবং আমি যাদেরকে সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য প্রদান করেছিলাম فِى الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا পার্থিব জীবনে مَا هٰذَآ اِلَّا بَشَرٌ مِّثْلُكُمْ এতো তোমাদের মতোই একজন মানুষ يَاْكُلُ সে তাই খায় مِمَّا تَاْكُلُوْنَ مِنْهُ যা তোমরা খেয়ে থাক وَيَشْرَبُ এবং তাই পান করে مِمَّا تَشْرَبُوْنَ যা তোমরা পান করে থাক।

৩৪. وَلَئِنْ اَطَعْتُمْ আর যদি তোমরা চলতে থাক بَشَرًا مِّثْلَكُمْ তোমাদের মতো একজন মানুষের কথা অনুসারে اِنَّكُمْ اِذًا لَّخٰسِرُوْنَ তবে নিশ্চয় তোমরা ক্ষতিগ্রস্ত হবে।

৩৫. اَيَعِدُكُمْ এ লোকটি কি তোমাদেরকে এরূপ প্রতিশ্রুতি দেয় যে اَنَّكُمْ اِذَا مِتُّمْ যখন তোমাদের মৃত্যু ঘটবে وَكُنْتُمْ تُرَابًا وَّعِظَامًا এবং তোমরা মাটি ও হাড়ে পরিণত হবে اَنَّكُمْ مُّخْرَجُوْنَ তখন তোমাদেরকে বের করা হবে।

৩৬. هَيْهَاتَ هَيْهَاتَ বহু দূরে বহু দূরে لِمَا تُوْعَدُوْنَ তোমাদেরকে যে প্রতিশ্রুতি দেওয়া হচ্ছে তা।

৩৭. اِنْ هِىَ اِلَّا حَيَاتُنَا الدُّنْيَا জীবন তো কেবল আমাদের এই পার্থিব জীবনই نَمُوْتُ وَنَحْيَا যাতে আমাদের কেউ মরে এবং কেউ জন্ম গ্রহণ করে وَمَا نَحْنُ بِمَبْعُوْثِيْنَ আর আমাদেরকে পুনরায় জীবিত করা হবে না।

https://e-ilm.weebly.com/

https://e-ilm.weebly.com/

আছে যে, তারা মহা চিৎকার দ্বারা ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়েছিল। এ থেকে কোনো কোনো তাফসীরকারক বলেন, আলোচ্য আয়াতসমূহে قَرْنًا اٰخَرِيْنَ বলে ছামূদ সম্প্রদায়কে বুঝানো হয়েছে। কিন্তু এটাও সম্ভবপর যে, صَيْحَة শব্দের অর্থ আজাব হলে 'আদ সম্প্রদায়ও উদ্দেশ্য হতে পারে। اِنْ هِيَ اِلَّا حَيَاتُنَا الدُّنْيَا نَمُوْتُ وَنَحْيَا وَمَا نَحْنُ بِمَبْعُوْثِيْنَ পার্থিব জীবন ছাড়া আর কোনো জীবন নেই। সুতরাং জীবন-মরণ এই দুনিয়ারই এবং কোনো পুনরুজ্জীবন নেই। কিয়ামতে অবিশ্বাসী সাধারণ কাফেরদের কথা তাই। যারা মুখে এই অস্বীকৃতি প্রকাশ করে, তারা তো খোলাখুলি কাফেরই। কিন্তু অত্যন্ত পরিতাপের বিষয় এই যে, আজকাল অনেক মুসলমানেরও কথা এবং কাজের মধ্যে এই অস্বীকৃতি ফুটে উঠে। তারা পরকাল ও কিয়ামতের হিসাবের প্রতি কোনো সময় লক্ষ্যও করে না। আল্লাহ তা'আলা ঈমানদারগণকে এই বিপদ থেকে উদ্ধার করুন। আমীন!

শব্দ বিশ্লেষণ :

اِسْتَوَيْتَ : সীগাহ واحد مذكر حاضر বহছ ماضى معروف বাব اِسْتِفْعَالٌ মাসদার اِسْتِوَاءٌ মূলবর্ণ (س - و - ى) জিনস লফীফ। অর্থ- তুমি বসবে।

لَمُبْتَلِيْنَ : সীগাহ جمع مذكر বহছ اسم فاعل বাব اِفْتِعَالٌ মাসদার اِبْتِلَاءٌ মূলবর্ণ (ب - ل - ى) জিনস ناقص يائى অর্থ- পরীক্ষা করে থাকি।

اَتْرَفْنٰهُمْ : সীগাহ جمع متكلم বহছ ماضى معروف বাব اِفْعَالٌ মাসদার اِتْرَافٌ মূলবর্ণ (ت - ر - ف) জিনস صحيح অর্থ- আমি যাদেরকে সুখ স্বাচ্ছন্দ্য প্রদান করেছিলাম।

مِتُّمْ : সীগাহ جمع مذكر حاضر বহছ ماضى معروف বাব نَصَرَ মাসদার مَوْتٌ মূলবর্ণ (م - و - ت) জিনস اجوف واوى অর্থ- তোমাদের মৃত্যু ঘটবে।

مُخْرَجُوْنَ : সীগাহ جمع مذكر বহছ اسم مفعول বাব اِفْعَالٌ মাসদার اِخْرَاجٌ মূলবর্ণ (خ - ر - ج) জিনস صحيح অর্থ- তোমাদেরকে বের করা হবে।

تُوْعَدُوْنَ : সীগাহ جمع مذكر حاضر বহছ مضارع مجهول বাব ضَرَبَ মাসদার وَعْدٌ মূলবর্ণ (و - ع - د) জিনস مثال واوى অর্থ- তোমাদেরকে প্রতিশ্রুতি দেওয়া হচ্ছে।

لَيُصْبِحُنَّ : সীগাহ جمع مذكر غائب বহছ مستقبل معروف درفعل تاكيد بانون ثقيلة لام تاكيد বাব اِفْعَالٌ মাসদার اِصْبَاحٌ মূলবর্ণ (ص - ب - ح) জিনস صحيح অর্থ- এরা শীঘ্রই হবে।

نٰدِمِيْنَ : সীগাহ جمع مذكر বহছ اسم فاعل বাব سَمِعَ মাসদার نَدَمٌ মূলবর্ণ (ن - د - م) জিনস صحيح অর্থ- অনুতপ্ত।

বাক্য বিশ্লেষণ :

وَقُلْ رَّبِّ اَنْزِلْنِىْ مُنْزَلًا مُّبٰرَكًا وَّاَنْتَ خَيْرُ الْمُنْزِلِيْنَ : এখানে واو টি আতেফা قُلْ ফে'ল ও ফায়েল আর رَبِّ হলো منادى যা উহ্য يائى متكلم এর দিকে মুযাফ হয়েছে। আর حرف ندا উহ্য রয়েছে। اَنْزِلْنِىْ ফে'ল ও ফায়েল আর نون টি হলো نون وقاية আর ى হলো مفعول به আর مُنْزَلًا হলো اسم مكان বা মাসদার হয়ে দ্বিতীয় مفعول به অথবা مفعول مطلق আর مُبَارَكً হলো সিফাত وَاَنْتَ -এর واو টি حالية আর اَنْتَ হলো মুবতাদা আর خَيْرُ الْمُنْزِلِيْنَ হলো খবর। -[ই'রাবুল কুরআন : ৫/১৯৭]

https://e-ilm.weebly.com/

৪৩. কোনো সম্প্রদায়ই নিজেদের (ধ্বংসের ঐ) নির্দিষ্টকাল হতে আগেও যেতে পারে না এবং পশ্চাতেও থাকতে পারে না।	مَا تَسْبِقُ مِنْ اُمَّةٍ اَجَلَهَا وَمَا يَسْتَاْخِرُوْنَ ﴿٤٣﴾
৪৪. অতঃপর আমি আমার পয়গম্বরগণকে পর পর পাঠিয়েছি; যখনই কোনো সম্প্রদায়ের নিকট তাদের রাসূল আসত, তখনই তারা তাঁকে অবিশ্বাস করত, সুতরাং আমি (-ও ধ্বংস ক্রিয়ায়) একের পর অন্যের সূত্র বেঁধে দিয়েছি আর আমি তাদেরকে কাহিনীতে পরিণত করেছি, সুতরাং সে সম্প্রদায়ের উপর আল্লাহর গজব- যারা ঈমান আনে না।	ثُمَّ اَرْسَلْنَا رُسُلَنَا تَتْرَا ؕ كُلَّمَا جَآءَ اُمَّةً رَّسُوْلُهَا كَذَّبُوْهُ فَاَتْبَعْنَا بَعْضَهُمْ بَعْضًا وَّجَعَلْنٰهُمْ اَحَادِيْثَ ۚ فَبُعْدًا لِّقَوْمٍ لَّا يُؤْمِنُوْنَ ﴿٤٤﴾
৪৫. অতঃপর মূসা এবং তাঁর ভ্রাতা হারূনকে আমার নির্দেশাবলি ও সুস্পষ্ট নির্দশনসমূহসহ প্রেরণ করলাম।	ثُمَّ اَرْسَلْنَا مُوْسٰى وَاَخَاهُ هٰرُوْنَ ۙ۬ بِاٰيٰتِنَا وَسُلْطٰنٍ مُّبِيْنٍ ﴿٤٥﴾
৪৬. ফেরাউন ও তার প্রধানবর্গের নিকট, অনন্তর তারা অহংকার করল এবং তারা ছিলও অহংকারী জাতি।	اِلٰى فِرْعَوْنَ وَمَلَا۟ئِهٖ فَاسْتَكْبَرُوْا وَكَانُوْا قَوْمًا عَالِيْنَ ﴿٤٦﴾
৪৭. ফলে তারা বলাবলি করতে লাগল, আমরা কি এমন দুজনের প্রতি ঈমান আনব যারা আমাদেরই মতোই মানুষ? অথচ তাদের সম্প্রদায়ের লোকেরা আমাদের দাসত্ব করে।	فَقَالُوْٓا اَنُؤْمِنُ لِبَشَرَيْنِ مِثْلِنَا وَقَوْمُهُمَا لَنَا عٰبِدُوْنَ ﴿٤٧﴾

শাব্দিক অনুবাদ :

৪৩. مَا تَسْبِقُ কোনো সম্প্রদায়ই নিজেদের নির্দিষ্টকাল হতে مِنْ اُمَّةٍ اَجَلَهَا আগেও যেতে পারে না وَمَا يَسْتَاْخِرُوْنَ এবং পশ্চাতেও থাকতে পারে না।

৪৪. ثُمَّ اَرْسَلْنَا অতঃপর আমি পাঠিয়েছি رُسُلَنَا আমার পয়গম্বরগণকে تَتْرَا পর পর كُلَّمَا جَآءَ اُمَّةً رَّسُوْلُهَا যখনই কোনো সম্প্রদায়ের নিকট তাদের রাসূল আসত كَذَّبُوْهُ তখনই তারা তাকে অবিশ্বাস করত فَاَتْبَعْنَا بَعْضَهُمْ بَعْضًا সুতরাং আমি একের পর অন্যের সূত্র বেঁধে দিয়েছি وَّجَعَلْنٰهُمْ اَحَادِيْثَ আর আমি তাদেরকে কাহিনীতে পরিণত করেছি সে সম্প্রদায়ের فَبُعْدًا لِّقَوْمٍ لَّا يُؤْمِنُوْنَ সুতরাং সে সম্প্রদায়ের উপর আল্লাহর গজব যারা ঈমান আনত না।

৪৫. ثُمَّ اَرْسَلْنَا অতঃপর প্রেরণ করলাম مُوْسٰى وَاَخَاهُ هٰرُوْنَ মূসা এবং তার ভ্রাতা হারূনকে بِاٰيٰتِنَا وَسُلْطٰنٍ مُّبِيْنٍ আমার নির্দেশাবলি ও সুস্পষ্ট নিদর্শনসমূহসহ।

৪৬. اِلٰى فِرْعَوْنَ وَمَلَا۟ئِهٖ ফেরাউন ও তার প্রধানবর্গের নিকট فَاسْتَكْبَرُوْا অনন্তর তারা অহংকার করল وَكَانُوْا قَوْمًا عَالِيْنَ এবং তারা ছিলও অহংকারী জাতি।

৪৭. فَقَالُوْٓا ফলে তার বলাবলি করতে লাগল اَنُؤْمِنُ আমরা কি ঈমান আনব لِبَشَرَيْنِ مِثْلِنَا এমন দু'জনের প্রতি যারা আমাদের মতোই মানুষ وَقَوْمُهُمَا لَنَا عٰبِدُوْنَ অথচ তাদের সম্প্রদায়ের লোকেরা আমাদের দাসত্ব করে।

https://e-ilm.weebly.com/

৪৮. মোটকথা, তারা সে দু'জন (নবী) -কে অবিশ্বাস করল, সুতরাং তাদেরকে ধ্বংস করে দেওয়া হলো।	فَكَذَّبُوْهُمَا فَكَانُوْا مِنَ الْمُهْلَكِيْنَ ﴿٤٨﴾
৪৯. আর আমি মূসাকে কিতাব প্রদান করলাম, যেন তারা হেদায়েত লাভ করে।	وَلَقَدْ اٰتَيْنَا مُوْسَى الْكِتٰبَ لَعَلَّهُمْ يَهْتَدُوْنَ ﴿٤٩﴾
৫০. আর আমি মারইয়ামের পুত্র (ঈসা)-কে এবং তাঁর মাতাকে বড় নিদর্শন বানালাম এবং আমি তাদেরকে এমন উচ্চ ভূমিতে নিয়ে আশ্রয় দিলাম, যা বাসযোগ্য ও সুজলা ছিল।	وَجَعَلْنَا ابْنَ مَرْيَمَ وَاُمَّهٗۤ اٰيَةً وَّاٰوَيْنٰهُمَاۤ اِلٰى رَبْوَةٍ ذَاتِ قَرَارٍ وَّمَعِيْنٍ ﴿٥٠﴾
৫১. হে রাসূলগণ! তোমরা উৎকৃষ্ট বস্তু (অর্থাৎ আমার নিয়ামত) -সমূহ খাও এবং নেক কাজ কর; আমি তোমাদের সকলের কার্যকলাপ সম্বন্ধে খুব অবগত আছি।	يٰۤاَيُّهَا الرُّسُلُ كُلُوْا مِنَ الطَّيِّبٰتِ وَاعْمَلُوْا صَالِحًا ؕ اِنِّيْ بِمَا تَعْمَلُوْنَ عَلِيْمٌ ﴿٥١﴾
৫২. এবং এটা হচ্ছে তোমাদের জাতি (যাদের সাথে তোমাদের থাকা কর্তব্য), তা একই জাতি, আর আমি তোমাদের প্রতিপালক, সুতরাং তোমরা আমাকে ভয় কর।	وَاِنَّ هٰذِهٖۤ اُمَّتُكُمْ اُمَّةً وَّاحِدَةً وَّاَنَا رَبُّكُمْ فَاتَّقُوْنِ ﴿٥٢﴾
৫৩. অনন্তর এরা নিজেদের ধর্মে নিজ নিজ পন্থা পৃথক করে বিভেদ সৃষ্টি করে নিল; প্রত্যেক দলের নিকট যে ধর্ম আছে তারা তাতেই সন্তুষ্ট রয়েছে।	فَتَقَطَّعُوْۤا اَمْرَهُمْ بَيْنَهُمْ زُبُرًا ؕ كُلُّ حِزْبٍۭ بِمَا لَدَيْهِمْ فَرِحُوْنَ ﴿٥٣﴾
৫৪. সুতরাং তাদেরকে থাকতে দিন তাদের অজ্ঞতার মধ্যে এক নির্দিষ্টকাল পর্যন্ত।	فَذَرْهُمْ فِيْ غَمْرَتِهِمْ حَتّٰى حِيْنٍ ﴿٥٤﴾

শাব্দিক অনুবাদ :

৪৮. فَكَذَّبُوْهُمَا মোটকথা তারা সে দু'জন (নবী) কে অবিশ্বাস করল فَكَانُوْا مِنَ الْمُهْلَكِيْنَ সুতরাং তাদেরকে ধ্বংস করে দেওয়া হলো

৪৯. وَلَقَدْ اٰتَيْنَا مُوْسَى الْكِتٰبَ আর আমি মূসাকে কিতাব প্রদান করলাম لَعَلَّهُمْ يَهْتَدُوْنَ যেন তারা হেদায়েত লাভ করে।

৫০. وَجَعَلْنَا আর আমি বানালাম ابْنَ مَرْيَمَ মারইয়ামের পুত্র (ঈসা আ.)-কে وَاُمَّهٗ এবং তার মাতাকে اٰيَةً বড় নিদর্শন
وَّاٰوَيْنٰهُمَا এবং আমি তাদেরকে আশ্রয় দিলাম اِلٰى رَبْوَةٍ এমন উচ্চ ভূমিতে নিয়ে ذَاتِ قَرَارٍ وَّمَعِيْنٍ যা বাসযোগ্য ও সুজলা ছিল

৫১. يٰۤاَيُّهَا الرُّسُلُ হে রাসূলগণ كُلُوْا مِنَ الطَّيِّبٰتِ তোমরা উৎকৃষ্ট বস্তুসমূহ খাও وَاعْمَلُوْا صَالِحًا এবং নেক কাজ কর اِنِّيْ
بِمَا تَعْمَلُوْنَ عَلِيْمٌ আমি তোমাদের সকলের কার্যকলাপ সম্বন্ধে খুব অবগত আছি।

৫২. وَاِنَّ هٰذِهٖۤ اُمَّتُكُمْ এবং এটা হচ্ছে তোমাদের জাতি اُمَّةً وَّاحِدَةً তা একই জাতি وَّاَنَا رَبُّكُمْ আর আমি তোমাদের
প্রতিপালক فَاتَّقُوْنِ সুতরাং তোমরা আমাকে ভয় কর।

৫৩. فَتَقَطَّعُوْۤا اَمْرَهُمْ بَيْنَهُمْ زُبُرًا অনন্তর এরা নিজেদের ধর্মে নিজ নিজ পন্থা পৃথক করে বিভেদ সৃষ্টি করে নিল كُلُّ حِزْبٍۭ
بِمَا لَدَيْهِمْ প্রত্যেক দলের নিকট যে ধর্ম আছে তাতেই فَرِحُوْنَ তারা সন্তুষ্ট রয়েছে।

৫৪. فَذَرْهُمْ সুতরাং তাদেরকে থাকতে দিন فِيْ غَمْرَتِهِمْ তাদের অজ্ঞতার মধ্যে حَتّٰى حِيْنٍ এক নির্দিষ্টকাল পর্যন্ত।

https://e-ilm.weebly.com/

৫৫. তারা কি এই ধারণা করছে যে, আমি তাদেরকে যে ধন-সম্পদ ও সন্তান-সন্ততি দিয়ে আসছি।	أَيَحْسَبُونَ أَنَّمَا نُمِدُّهُم بِهِ مِن مَّالٍ وَبَنِينَ ۝٥٥
৫৬. তাতে শুধু দ্রুত তাদের কল্যাণই সাধন করে চলেছি; বরং তারা বুঝছে না।	نُسَارِعُ لَهُمْ فِي الْخَيْرَاتِ ۚ بَل لَّا يَشْعُرُونَ ۝٥٦
৫৭. এতে কোনো সন্দেহ নেই যে, যারা স্বীয় প্রতিপালকের ভয়ে ভীত থাকে।	إِنَّ الَّذِينَ هُم مِّنْ خَشْيَةِ رَبِّهِم مُّشْفِقُونَ ۝٥٧
৫৮. এবং যারা আপন প্রতিপালকের নিদর্শনসমূহের প্রতি ঈমান রাখে,	وَالَّذِينَ هُم بِآيَاتِ رَبِّهِمْ يُؤْمِنُونَ ۝٥٨

শাব্দিক অনুবাদ :

৫৫. أَيَحْسَبُونَ তারা কি এই ধারণা করছে যে أَنَّمَا نُمِدُّهُم بِهِ আমি তাদেরকে দিয়ে আসছি مِن مَّالٍ وَبَنِينَ যে ধন-সম্পদ ও সন্তান-সন্ততি।

৫৬. نُسَارِعُ لَهُمْ فِي الْخَيْرَاتِ তাতে শুধু দ্রুত তাদের কল্যাণই সাধন করে চলেছি بَل لَّا يَشْعُرُونَ বরং তারা বুঝছে না।

৫৭. إِنَّ الَّذِينَ هُم এতে কোনো সন্দেহ নেই যে, যারা مِّنْ خَشْيَةِ رَبِّهِم স্বীয় প্রতিপালকের ভয়ে مُّشْفِقُونَ ভীত থাকে।

৫৮. وَالَّذِينَ هُم এবং যারা بِآيَاتِ رَبِّهِمْ আপন প্রতিপালক নিদর্শনসমূহের প্রতি يُؤْمِنُونَ ঈমান রাখে।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

يَاأَيُّهَا الرُّسُلُ كُلُوا مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَاعْمَلُوا صَالِحًا - طيبات -এর আভিধানিক অর্থ পবিত্র ও উত্তম বস্তু। ইসলামি শরিয়তে যেসব বস্তু হারাম করা হয়েছে, সেগুলো পবিত্রও নয় এবং জ্ঞানীদের দৃষ্টিতে উত্তম বা কাম্যও নয়। তাই طيبات দ্বারা কেবল সে সকল হালাল বস্তু সমূহই উদ্দেশ্য যা বাহ্যিক ও অভ্যন্তরীণ দিক দিয়ে পবিত্র ও উত্তম। আলোচ্য আয়াতে বলা হয়েছে যে, পয়গম্বরগণকে তাঁদের সময়ে দুই বিষয়ের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। এক হালাল ও পবিত্র বস্তু আহার কর, দুই সৎকর্ম কর। আল্লাহ তা'আলা পয়গম্বরগণকে নিষ্পাপ রেখেছিলেন। অতএব তাঁদেরকেই যখন একথা বলা হয়েছে, তখন উম্মতের জন্য এই আদেশ আরো পালনীয়। বস্তুত আসল উদ্দেশ্যও উম্মতকে এই আদেশের অনুগামী করা।

আলেমগণ বলেন, এই দু'টি আদেশকে একসাথে বর্ণনা করার মধ্যে ইঙ্গিত রয়েছে যে, সৎকর্ম সম্পাদনে হালাল খাদ্যের প্রভাব অপরিসীম। খাদ্য হালাল হলে সৎকর্মের তাওফীক আপনা-আপনি হতে থাকে। পক্ষান্তরে খাদ্য হারাম হলে সৎকর্মের ইচ্ছা করা সত্ত্বেও তাতে নানা বিপত্তি প্রতিবন্ধক হয়ে যায়। হাদীসে আছে, কেউ কেউ সুদীর্ঘ সফর করে এবং ধূলি-ধূসরিত থাকে। এরপর আল্লাহর সামনে দোয়ার জন্য হাত প্রসারিত করে ইয়া রব, ইয়া রব-বলে ডাকে, কিন্তু তাদের খাদ্যও হারাম এবং পানীয়ও হারাম। পোশাকও হারাম দ্বারা তৈরি হয় এবং হারাম পথেই তাদের খাদ্য আসে। এরূপ লোকদের দোয়া কিরূপে কবুল হতে পারে? –[কুরতুবী]

এ থেকে বোঝা গেল যে, ইবাদত ও দোয়া কবুল হওয়ার ব্যাপারে হালাল খাদ্যের অনেক প্রভাব আছে। খাদ্য হালাল না হলে ইবাদত ও দোয়া কবুল হওয়ার যোগ্য হয় না।

وَإِنَّ هَٰذِهِ أُمَّتُكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً - أُمَّةٌ শব্দটি সম্প্রদায় ও কোনো বিশেষ পয়গম্বরের জাতির অর্থে প্রচলিত ও সুবিদিত। কোনো সময় তরিকা ও দীনের অর্থেও ব্যবহৃত হয়; যেমন وَجَدْنَا آبَاءَنَا عَلَىٰ أُمَّةٍ আয়াতে দীন ও তরিকা অর্থে ব্যবহার করা হয়েছে। আলোচ্য আয়াতেও এই অর্থ বোঝানো হয়েছে।

فَتَقَطَّعُوا أَمْرَهُم بَيْنَهُمْ زُبُرًا - زُبُرٌ শব্দটি زَبُورٌ -এর বহুবচন। এর অর্থ কিতাব। এই অর্থের দিক দিয়ে আয়াতের উদ্দেশ্য এই যে, আল্লাহ তা'আলা সব পয়গম্বর ও তাঁদের উম্মতকে মূলনীতি ও বিশ্বাসের ক্ষেত্রে একই দিন ও তরিকা

https://e-ilm.weebly.com/

অনুযায়ী চলার নির্দেশ দিয়েছিলেন, কিন্তু উম্মতগণ তা মানেনি। তারা পরস্পর বহুধাবিভক্ত হয়ে পড়েছে এবং প্রত্যেকেই নিজ নিজ তরিকা ও কিতাব আলাদা করে নিয়েছে। زبر শব্দটি কোনো সময় زبرة এরও বহুবচন হয়। এর অর্থ খণ্ড ও উপদল। এখানে এই অর্থই সুস্পষ্ট। আয়াতের উদ্দেশ্য এই যে, তারা বিশ্বাস ও মূলনীতিতেও বিভিন্ন উপদলে বিভক্ত হয়ে পড়েছে। মুজতাহিদ ইমামগণের শাখাগত মতবিরোধ এর অন্তর্ভুক্ত নয়। কারণ এসব মতবিরোধের ফলে দীন ও মিল্লাত পৃথক হয়ে যায় না এবং এরূপ মতভেদকারীদেরকে ভিন্ন সম্প্রদায় বলে অভিহিত করা হয় না। এই ইজতিহাদী ও শাখাগত মতবিরোধকে সাম্প্রদায়িকতার রং দেওয়া মূর্খতা, যা কোনো মুজতাহিদের মতেই জায়েজ নয়।

শব্দ বিশ্লেষণ :

مَا تَسْبِقُ : সীগাহ واحد مؤنث غائب বহছ نفى فعل مضارع معروف বাব ضَرَبَ মাসদার سَبْقٌ মূলবর্ণ (س - ب - ق) জিনস صحيح অর্থ- আগেও যেতে পারে না।

مَا يَسْتَأْخِرُوْنَ : সীগাহ جمع مذكر غائب বহছ نفى فعل مضارع معروف বাব اِسْتِفْعَالٌ মাসদার اِسْتِئْخَارٌ মূলবর্ণ (أ - خ - ر) জিনস مهموز فاء অর্থ- পশ্চাতেও থাকতে পারে না।

عَالِيْنَ : সীগাহ جمع مذكر বহছ اسم فاعل বাব نَصَرَ মাসদার عُلُوٌّ মূলবর্ণ (ع - ل - و) জিনস ناقص واوى অর্থ- অহংকারী।

اَلْمُهْلَكِيْنَ : সীগাহ جمع مذكر বহছ اسم مفعول বাব اِفْعَالٌ মাসদার اِهْلَاكٌ মূলবর্ণ (ه - ل - ك) জিনস صحيح অর্থ- তাদেরকে ধ্বংস করে দেওয়া হলো।

يَهْتَدُوْنَ : সীগাহ جمع مذكر غائب বহছ مضارع معروف বাব اِفْتِعَالٌ মাসদার اِهْتِدَاءٌ মূলবর্ণ (ه - د - ى) জিনস ناقص يائى অর্থ- তারা হেদায়েত লাভ করে।

اٰوَيْنٰهُمَا : সীগাহ جمع متكلم বহছ ماضى معروف বাব اِفْعَالٌ মাসদার اِيْوَاءٌ মূলবর্ণ (أ - و - ى) জিনস মুরাক্কাব (لفيف مقرون ও مهموز فاء) অর্থ- আমি তাদেরকে আশ্রয় দিলাম।

رَبْوَةٌ : ইসম। একবচন। বহুবচন ربى . ربى। উঁচু স্থান, টিলা। মাসদার رُبُوًّا ও رِبًا বাব نَصَرَ অর্থ- অতিরিক্ত হওয়া।

كُلُوْا : সীগাহ جمع مذكر حاضر বহছ امر حاضر معروف বাব نَصَرَ মাসদার اَكْلٌ মূলবর্ণ (ا - ك - ل) জিনস مهموز فاء অর্থ- তোমরা খাও।

فَتَقَطَّعُوْا : সীগাহ جمع مذكر غائب বহছ ماضى معروف বাব تَفَعُّلٌ মাসদার تَقَطُّعٌ মূলবর্ণ (ق - ط - ع) জিনস صحيح অর্থ- অনন্তর এরা বিভেদ সৃষ্টি করে নিল।

فَذَرْهُمْ : সীগাহ واحد مذكر حاضر বহছ امر حاضر معروف বাব سَمِعَ মাসদার وَذْرٌ মূলবর্ণ (و - ذ - ر) জিনস مثال واوى অর্থ- সুতরাং তাদেরকে থাকতে দিন।

نُمِدُّ : সীগাহ جمع متكلم বহছ مضارع معروف বাব اِفْعَالٌ মাসদার اِمْدَادٌ মূলবর্ণ (م - د - د) জিনস مضاعف ثلاثى অর্থ- আমি দিয়ে আসছি।

বাক্য বিশ্লেষণ :

وَاعْمَلُوْا صٰلِحًا اِنِّىْ بِمَا تَعْمَلُوْنَ عَلِيْمٌ এখানে واو টি আতেফা আর اِعْمَلُوْا ক্রিয়াটি তার পূর্ববর্তী كُلُوْا এর উপর আতফ হয়েছে। اِعْمَلُوْا ফে'ল ও ফায়েল صَالِحًا হলো مفعول به অথবা مفعول مطلق আর اِنِّىْ الخ বাক্যটি امر -এর কারণ বর্ণনা করছে। আর اِنَّ হরফে মুশাব্বাহ বিল ফে'ল ى হলো তার اسم আর بِمَا টা متعلق হয়েছে عَلِيْمٌ -এর সাথে আর تَعْمَلُوْنَ বাক্যটি صلة হয়েছে আর عَلِيْمٌ হলো اِنَّ -এর খবর। -[ই'রাবুল কুরআন : ৫/২০৮]

https://e-ilm.weebly.com/

https://e-ilm.weebly.com/

৬৬. আমার আয়াতসমূহ তোমাদেরকে আবৃত্তি করে শুনানো হতো, তখন তোমরা পশ্চাৎ দিকে ধাবিত হতে।	قَدْ كَانَتْ اٰيٰتِيْ تُتْلٰى عَلَيْكُمْ فَكُنْتُمْ عَلٰٓى اَعْقَابِكُمْ تَنْكِصُوْنَ ﴿٦٦﴾
৬৭. অহংকার করতে করতে, কুরআনকে খোশ-গল্পের উপকরণে পরিণত করতে করতে, (এবং এর প্রতি) অযথা উক্তি করতে করতে।	مُسْتَكْبِرِيْنَ ۖ بِهٖ سٰمِرًا تَهْجُرُوْنَ ﴿٦٧﴾
৬৮. এরা কি (আল্লাহর) এই কালামে চিন্তা করে না অথবা তাদের নিকট কি এমন বস্তু এসেছে- যা তাদের পিতৃপুরুষদের নিকট আসেনি।	اَفَلَمْ يَدَّبَّرُوا الْقَوْلَ اَمْ جَآءَهُمْ مَّا لَمْ يَاْتِ اٰبَآءَهُمُ الْاَوَّلِيْنَ ﴿٦٨﴾
৬৯. অথবা এরা কি স্বীয় রাসূল সম্বন্ধে অবগত ছিল না এ কারণে তারা তাঁর অস্বীকার করছে।	اَمْ لَمْ يَعْرِفُوْا رَسُوْلَهُمْ فَهُمْ لَهٗ مُنْكِرُوْنَ ﴿٦٩﴾
৭০. অথবা তারা কি আপনার সম্পর্কে উন্মাদ বলে উক্তি করে; বরং এ রাসূল তাদের নিকট সত্যবাণীসহ এসেছেন, আর তাদের অধিকাংশই সত্যের প্রতি বীতশ্রদ্ধ।	اَمْ يَقُوْلُوْنَ بِهٖ جِنَّةٌ ؕ بَلْ جَآءَهُمْ بِالْحَقِّ وَاَكْثَرُهُمْ لِلْحَقِّ كٰرِهُوْنَ ﴿٧٠﴾
৭১. আর যদি সত্য ধর্ম তাদের কল্পনার অনুগামী হতো, তবে আসমান ও জমিন এবং যা কিছু তাতে আছে, সবই বিনষ্ট হয়ে যেত; বরং আমি তাদের নিকট তাদের নসিহতের বাণী পাঠিয়েছিলাম, কিন্তু তারা স্বীয় (কল্যাণ সিদ্ধির) নসিহত হতেও মুখ ফিরিয়ে নেয়।	وَلَوِ اتَّبَعَ الْحَقُّ اَهْوَآءَهُمْ لَفَسَدَتِ السَّمٰوٰتُ وَالْاَرْضُ وَمَنْ فِيْهِنَّ ؕ بَلْ اَتَيْنٰهُمْ بِذِكْرِهِمْ فَهُمْ عَنْ ذِكْرِهِمْ مُّعْرِضُوْنَ ﴿٧١﴾

শাব্দিক অনুবাদ :

৬৬. قَدْ كَانَتْ اٰيٰتِيْ تُتْلٰى عَلَيْكُمْ আমার আয়াতসমূহ তোমাদেরকে আবৃত্তি করে শুনানো হতো فَكُنْتُمْ عَلٰٓى اَعْقَابِكُمْ
تَنْكِصُوْنَ তখন তোমরা পশ্চাৎ দিকে ধাবিত হতে।

৬৭. مُسْتَكْبِرِيْنَ অহংকার করতে করতে। بِهٖ سٰمِرًا কুরআনকে খোশ-গল্পের উপকরণে পরিণত করতে করতে تَهْجُرُوْنَ
অযথা উক্তি করতে করতে।

৬৮. اَفَلَمْ يَدَّبَّرُوا الْقَوْلَ এরা কি এই কালামে চিন্তা করে না اَمْ جَآءَهُمْ অথবা তাদের নিকট কি এসেছে مَّا لَمْ يَاْتِ
اٰبَآءَهُمُ الْاَوَّلِيْنَ এমন বস্তু যা তাদের পিতৃপুরুষদের নিকট আসেনি।

৬৯. اَمْ لَمْ يَعْرِفُوْا رَسُوْلَهُمْ অথবা এরা কি স্বীয় রাসূল সম্বন্ধে অবগত ছিল না فَهُمْ لَهٗ مُنْكِرُوْنَ এ কারণে তাঁরা তার অস্বীকার করছে।

৭০. اَمْ يَقُوْلُوْنَ بِهٖ جِنَّةٌ অথবা তারা কি আপনার সম্পর্কে উম্মাদ বলে উক্তি করে بَلْ جَآءَهُمْ بِالْحَقِّ বরং এই রাসূল
তাদের নিকট সত্যবাণীসহ এসেছেন وَاَكْثَرُهُمْ لِلْحَقِّ كٰرِهُوْنَ আর তাদের অধিকাংশই সত্যের প্রতি বীতশ্রদ্ধ।

৭১. وَلَوِ اتَّبَعَ الْحَقُّ আর যদি সত্য ধর্ম অনুগামী হতো اَهْوَآءَهُمْ তাদের কল্পনার لَفَسَدَتِ তবে সবই বিনষ্ট হয়ে যেত
السَّمٰوٰتُ وَالْاَرْضُ আসামান ও জমিন وَمَنْ فِيْهِنَّ এবং যা কিছু তাতে আছে بَلْ اَتَيْنٰهُمْ বরং আমি তাদের নিকট
পাঠিয়েছিলাম بِذِكْرِهِمْ তাদের নসিহতের বাণী فَهُمْ عَنْ ذِكْرِهِمْ مُّعْرِضُوْنَ কিন্তু তারা স্বীয় নসিহত হতেও মুখ ফিরিয়ে নেয়।

https://e-ilm.weebly.com/

https://e-ilm.weebly.com/

https://e-ilm.weebly.com/

أَمْ لَمْ يَعْرِفُوا رَسُولَهُمْ –অর্থাৎ তাদের অস্বীকারের এক কারণ হতে পারত এই যে, যে ব্যক্তি সত্যের দাওয়াত ও নবুয়তের দাবি নিয়ে আগমন করেছেন, তিনি ভিন দেশের লোক। তাঁর বংশ, অভ্যাস, চালচলন ও চরিত্র সম্পর্কে তারা জ্ঞাত নয়। এমতাবস্থায় তারা বলতে পারত যে, আমরা এ নবীর জীবনালেখ্য সম্পর্কে অবগত নই; কাজেই তাঁকে নবী ও রাসূল মেনে কিরূপে অনুসরণ করতে পারি? কিন্তু এখানে তো এরূপ অবস্থা নয়। বরং একথা সুস্পষ্ট ছিল যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ সম্ভ্রান্ত কোরাইশ বংশে এ শহরেই জন্মগ্রহণ করেছিলেন এবং শৈশব থেকে শুরু করে তাঁর যৌবন ও পরবর্তী সমগ্র জমানা তাদের সামনেই অতিবাহিত হয়েছিল। তাঁর কোনো কর্ম, কোনো অভ্যাসই তাদের কাছে গোপন ছিল না। নবুয়ত দাবি করার পূর্ব পর্যন্ত সমগ্র কাফের সম্প্রদায় তাঁকে 'সাদিক' ও 'আমীন'- সত্যবাদী ও বিশ্বস্ত বলে সম্বোধন করত। তাঁর চরিত্র ও কর্ম সম্পর্কে কেউ কোনোদিন কোনো সন্দেহই করেনি। কাজেই তাদের এ অজুহাতও অচল যে, তারা তাঁকে চেনে না।

শব্দ বিশ্লেষণ :

مَا اٰتَوْا : সীগাহ جمع مذكر غائب বহছ ماضى معروف বাব اِفْعَالٌ মাসদার اِيْتَاءٌ মূলবর্ণ (أ ـ ت ـ ى) জিনস মুরাক্কাব (ناقص يائى ও مهموز فاء) অর্থ– যা কিছু দান করার।

يُسَارِعُوْنَ : সীগাহ جمع مذكر غائب বহছ مضارع معروف বাব مُفَاعَلَةٌ মাসদার مُسَارَعَةٌ মূলবর্ণ (س ـ ر ـ ع) জিনস صحيح অর্থ– এরা দ্রুত সাধন করছে।

لَا نُكَلِّفُ : সীগাহ جمع متكلم বহছ نفى فعل مضارع معروف বাব تَفْعِيْلٌ মাসদার تَكْلِيْفٌ মূলবর্ণ (ك ـ ل ـ ف) জিনস صحيح অর্থ– আমি কাজ করতে বলি না।

يَنْطِقُ : সীগাহ واحد مذكر غائب বহছ مضارع معروف বাব ضَرَبَ মাসদার نُطْقٌ মূলবর্ণ (ن ـ ط ـ ق) জিনস صحيح অর্থ– যা বলে দেবে।

مُتْرَفِيْهِمْ : সীগাহ جمع مذكر বহছ اسم فاعل বাব اِفْعَالٌ মাসদার اِتْرَافٌ মূলবর্ণ (ت ـ ر ـ ف) জিনস صحيح অর্থ– তাদের মধ্যকার ধনী লোকদের।

يَجْئَرُوْنَ : সীগাহ جمع مذكر غائب বহছ مضارع معروف বাব فَتَحَ মাসদার جُؤَارٌ ও جَأْرٌ মূলবর্ণ (ج ـ أ ـ ر) জিনস مهموز عين অর্থ– তারা চিৎকার করে উঠবে।

تُتْلٰى : সীগাহ واحد مؤنث غائب বহছ مضارع مجهول বাব نَصَرَ মাসদার تِلَاوَةٌ মূলবর্ণ (ت ـ ل ـ و) জিনস ناقص واوى অর্থ– আবৃত্তি করে শুনানো হতো।

مُسْتَكْبِرِيْنَ : সীগাহ جمع مذكر বহছ اسم فاعل বাব اِسْتِفْعَالٌ মাসদার اِسْتِكْبَارٌ মূলবর্ণ (ك ـ ب ـ ر) জিনস صحيح অর্থ– অহংকার করতে করতে।

لَنٰكِبُوْنَ : সীগাহ جمع مذكر বহছ اسم فاعل বাব نَصَرَ মাসদার نَكْبٌ মূলবর্ণ (ن ـ ك ـ ب) জিনস صحيح অর্থ– তারা সরে যাচ্ছে।

বাক্য বিশ্লেষণ :

قَدْ كَانَتْ اٰيٰتِىْ تُتْلٰى عَلَيْكُمْ فَكُنْتُمْ عَلٰٓى اَعْقَابِكُمْ تَنْكِصُوْنَ : এখানে قَدْ হলো হরফে তাহকীক كَانَتْ اٰيٰتِىْ এর হলো فعل এবং اٰيٰتِىْ তার ইসম, আর تُتْلٰى الخ পূর্ণ বাক্য হলো كَانَ খবর আর عَلَيْكُمْ মুতা'আল্লিক হয়েছে تُتْلٰى-এর সাথে। فكنتم-এর فاء হলো আতেফা আর كُنْتُمْ হলো فعل ناقص এবং তার ইসিম, আর عَلٰى اَعْقَابِكُمْ হলো تَنْكِصُوْنَ-এর ফায়েল থেকে حال আর كُنْتُمْ تَنْكِصُوْنَ বাক্যটি এর খবর।

–[ই'রাবুল কুরআন ৫/২১২]

https://e-ilm.weebly.com/

https://e-ilm.weebly.com/

وَلَوْ رَحِمْنٰهُمْ وَكَشَفْنَا مَا بِهِمْ مِّنْ ضُرٍّ لَّلَجُّوْا فِيْ طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُوْنَ ﴿٧٥﴾

৭৫. আর যদি আমি তাদের উপর মেহেরবানি করি এবং তাদের যে বিপদ আছে তা দূর করে দেই, তবুও তারা নিজেদের গোমরাহীতে বিভ্রান্ত হয়ে হঠকারিতা করতে থাকবে (এবং বিপদকালের সমস্ত প্রতিজ্ঞা ভুলে যাবে)।

وَلَقَدْ اَخَذْنٰهُمْ بِالْعَذَابِ فَمَا اسْتَكَانُوْا لِرَبِّهِمْ وَمَا يَتَضَرَّعُوْنَ ﴿٧٦﴾

৭৬. আর আমি তাদেরকে আজাবে আক্রান্ত করেছিলাম, তবুও তারা স্বীয় প্রতিপালকের সমীপে বিনত হয়নি এবং মিনতিও করেনি।

حَتّٰۤى اِذَا فَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَابًا ذَا عَذَابٍ شَدِيْدٍ اِذَا هُمْ فِيْهِ مُبْلِسُوْنَ ﴿٧٧﴾

৭৭. এমন কি, যখন আমি তাদের উপর ভীষণ আজাবের দ্বার খুলে দেব, সে সময় তারা হতাশ হয়ে পড়বে।

وَهُوَ الَّذِيْۤ اَنْشَاَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْاَبْصَارَ وَالْاَفْـِٕدَةَ ؕ قَلِيْلًا مَّا تَشْكُرُوْنَ ﴿٧٨﴾

৭৮. আর তিনি (আল্লাহ) এমন, যিনি তোমাদের জন্য কর্ণ, চক্ষু এবং অন্তর সৃষ্টি করেছেন; (কিন্তু) তোমরা খুব কমই কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে থাক।

وَهُوَ الَّذِيْ ذَرَاَكُمْ فِي الْاَرْضِ وَاِلَيْهِ تُحْشَرُوْنَ ﴿٧٩﴾

৭৯. আর তিনি এমন, যিনি তোমাদেরকে পৃথিবীতে সম্প্রসারিত করেছেন এবং তোমরা তাঁরই সমীপে উপনীত হবে।

শাব্দিক অনুবাদ :

৭৫. وَلَوْ رَحِمْنٰهُمْ আর যদি আমি তাদের উপর মেহেরবানি করি وَكَشَفْنَا এবং দূর করে দেই مَا بِهِمْ مِّنْ ضُرٍّ তাদের যে বিপদ আছে তা لَّلَجُّوْا তবুও তারা হঠকারিতা করতে থাকবে فِيْ طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُوْنَ নিজেদের গোমরাহীতে বিভ্রান্ত হয়ে।

৭৬. وَلَقَدْ اَخَذْنٰهُمْ بِالْعَذَابِ আর আমি তাদেরকে আজাবে আক্রান্ত করেছিলাম فَمَا اسْتَكَانُوْا لِرَبِّهِمْ তবুও তারা স্বীয় প্রতিপালকের সমীপে বিনত হয়নি وَمَا يَتَضَرَّعُوْنَ এবং মিনতিও করেনি।

৭৭. حَتّٰۤى اِذَا فَتَحْنَا عَلَيْهِمْ এমন কি যখন আমি তাদের উপর খুলে দেব بَابًا ذَا عَذَابٍ شَدِيْدٍ ভীষণ আজাবের দ্বার اِذَا هُمْ فِيْهِ مُبْلِسُوْنَ সে সময় তারা হতাশ হয়ে পড়বে।

৭৮. وَهُوَ الَّذِيْ আর তিনি (আল্লাহ) এমন اَنْشَاَ لَكُمُ যিনি তোমাদের জন্য সৃষ্টি করেছেন السَّمْعَ কর্ণ وَالْاَبْصَارَ ও চক্ষু وَالْاَفْـِٕدَةَ এবং অন্তর قَلِيْلًا مَّا تَشْكُرُوْنَ (কিন্তু) তোমরা খুব কমই কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে থাক।

৭৯. وَهُوَ الَّذِيْ আর তিনি এমন ذَرَاَكُمْ فِي الْاَرْضِ যিনি তোমাদেরকে পৃথিবীতে সম্প্রসারিত করেছেন وَاِلَيْهِ تُحْشَرُوْنَ এবং তোমরা তাঁরই সমীপে উপনীত হবে।

৮০. আর তিনি এমন, যিনি জীবন দান করেন এবং মৃত্যু ঘটান এবং রাত্র ও দিবসের হ্রাস-বৃদ্ধি তাঁরই ক্ষমতাধীন; তবুও কি তোমরা বুঝ না?	وَهُوَ الَّذِىْ يُحْىٖ وَيُمِيْتُ وَلَهُ اخْتِلَافُ الَّيْلِ وَالنَّهَارِ ؕ اَفَلَا تَعْقِلُوْنَ ﴿٨٠﴾
৮১. বরং এরাও অনুরূপ কথাই বলছে যেরূপ পূর্বকালের (কাফের) লোকেরা বলে থাকত।	بَلْ قَالُوْا مِثْلَ مَا قَالَ الْاَوَّلُوْنَ ﴿٨١﴾
৮২. (অর্থাৎ) তারা বলে যে, আমরা যখন মরে যাব এবং মাটি ও হাড়ে পরিণত হব, তখন কি পুনরায় আমাদেরকে জীবিত করা হবে?	قَالُوْٓا ءَاِذَا مِتْنَا وَكُنَّا تُرَابًا وَّعِظَامًا ءَاِنَّا لَمَبْعُوْثُوْنَ ﴿٨٢﴾
৮৩. আমাদেরকে এবং ইতঃপূর্বে আমাদের পূর্বপুরুষগণকেও এই প্রতিশ্রুতি দেওয়া হয়েছে। এটা কিছুই নয়, নিছক কল্পকাহিনী– যা পূর্বপুরুষগণ হতে কথিত হয়ে আসছে।	لَقَدْ وُعِدْنَا نَحْنُ وَاٰبَآؤُنَا هٰذَا مِنْ قَبْلُ اِنْ هٰذَآ اِلَّآ اَسَاطِيْرُ الْاَوَّلِيْنَ ﴿٨٣﴾
৮৪. আপনি জিজ্ঞাসা করুন যে, এ জমিন এবং যা তার উপর অবস্থান করছে এগুলো কার? যদি তোমাদের কিছু জানা থাকে।	قُلْ لِّمَنِ الْاَرْضُ وَمَنْ فِيْهَآ اِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُوْنَ ﴿٨٤﴾
৮৫. তারা অবশ্য (এটাই) বলবে যে, আল্লাহ তা'আলার; (তখন) আপনি বলুন, তবে কেন ভেবে দেখ না?	سَيَقُوْلُوْنَ لِلّٰهِ ؕ قُلْ اَفَلَا تَذَكَّرُوْنَ ﴿٨٥﴾

শাব্দিক অনুবাদ :

৮০. وَهُوَ الَّذِىْ আর তিনি এমন يُحْىٖ وَيُمِيْتُ যিনি জীবন দান করেন এবং মৃত্যু ঘটান وَلَهُ اخْتِلَافُ الَّيْلِ وَالنَّهَارِ এবং রাত্র ও দিবসের হ্রাস বৃদ্ধি তাঁরই ক্ষমতাধীন اَفَلَا تَعْقِلُوْنَ তবু ও কি তোমরা বুঝ না।

৮১. بَلْ قَالُوْا বরং এরাও অনুরূপ কথাই বলছে مِثْلَ مَا قَالَ الْاَوَّلُوْنَ যেরূপ পূর্বকালের (কাফের) লোকেরা বলে থাকত।

৮২. قَالُوْٓا তারা বলে যে ءَاِذَا مِتْنَا যখন আমরা মরে যাব وَكُنَّا تُرَابًا وَّعِظَامًا এবং মাটি ও হাড়ে পরিণত হব ءَاِنَّا لَمَبْعُوْثُوْنَ তখন কি পুনরায় আমাদেরকে জীবিত করা হবে।

৮৩. لَقَدْ وُعِدْنَا نَحْنُ আমাদেরকে প্রতিশ্রুতি দেওয়া হয়েছে وَاٰبَآؤُنَا هٰذَا مِنْ قَبْلُ এবং ইতঃপূর্বে আমাদের পূর্বপুরুষগণকেও اِنْ هٰذَآ এটা কিছুই নয় اِلَّآ اَسَاطِيْرُ الْاَوَّلِيْنَ নিছক কল্পকাহিনী– যা পূর্বপুরুষগণ হতে কথিত হয়ে আসছে।

৮৪. قُلْ আপনি জিজ্ঞাসা করুন যে لِّمَنِ الْاَرْضُ وَمَنْ فِيْهَآ এ জমিন এবং যা তার উপর অবস্থান করছে এগুলো কার اِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُوْنَ যদি তোমাদের কিছু জানা থাকে।

৮৫. سَيَقُوْلُوْنَ لِلّٰهِ তারা অবশ্য বলবে যে, আল্লাহ তা'আলার قُلْ আপনি বলুন اَفَلَا تَذَكَّرُوْنَ তবে কেন ভেবে দেখ না।

https://e-ilm.weebly.com/

৮৬. আপনি (এটাও) জিজ্ঞাসা করুন যে, (বলত) এ সপ্ত আসমানের মালিক কে এবং মহান আরশের অধিপতি কে?	قُلْ مَنْ رَّبُّ السَّمٰوٰتِ السَّبْعِ وَرَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيْمِ ﴿٨٦﴾
৮৭. তারা অবশ্য (এটাও) বলবে যে, (এগুলোও) আল্লাহর; আপনি (তখন) বলুন, তবে কেন ভয় করো না।	سَيَقُوْلُوْنَ لِلّٰهِ ۭ قُلْ اَفَلَا تَتَّقُوْنَ ﴿٨٧﴾
৮৮. আপনি (এটাও) জিজ্ঞাসা করুন যে, তিনি কে – যাঁর হাতে সমস্ত বস্তুর আধিপত্য। যিনি আশ্রয় দেন এবং যার বিরুদ্ধে কেউ কাউকে আশ্রয় দিতে পারে না, যদি তোমাদের কিছু জানা থাকে?	قُلْ مَنْ بِيَدِهٖ مَلَكُوْتُ كُلِّ شَيْءٍ وَّهُوَ يُجِيْرُ وَلَا يُجَارُ عَلَيْهِ اِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُوْنَ ﴿٨٨﴾
৮৯. তারা অবশ্য (এটাই) বলবে– (এ গুণাবলিও) আল্লাহরই; আপনি বলুন, তবে তোমরা কিরূপে মোহগ্রস্ত হচ্ছ?	سَيَقُوْلُوْنَ لِلّٰهِ ۭ قُلْ فَاَنّٰى تُسْحَرُوْنَ ﴿٨٩﴾

শাব্দিক অনুবাদ :

৮৬. قُلْ আপনি জিজ্ঞাসা করুন যে مَنْ رَّبُّ السَّمٰوٰتِ السَّبْعِ এ সপ্ত আসমানের মালিক কে وَرَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيْمِ এবং মহান আরশের অধিপতি কে?

৮৭. سَيَقُوْلُوْنَ لِلّٰهِ তারা অবশ্য বলবে যে, আল্লাহর قُلْ আপনি বলুন اَفَلَا تَتَّقُوْنَ তবে কেন ভয় করো না।

৮৮. قُلْ আপনি জিজ্ঞাসা করুন যে مَنْ بِيَدِهٖ مَلَكُوْتُ كُلِّ شَيْءٍ তিনি কে যার হাতে সমস্ত বস্তুর আধিপত্য وَّهُوَ يُجِيْرُ এবং যিনি আশ্রয় দেন وَلَا يُجَارُ عَلَيْهِ এবং যাঁর বিরুদ্ধে কেউ কাউকেও আশ্রয় দিতে পারে না اِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُوْنَ যদি তোমাদের কিছু জানা থাকে।

৮৯. سَيَقُوْلُوْنَ لِلّٰهِ তারা অবশ্য বলবে আল্লাহরই قُلْ আপনি বলুন فَاَنّٰى تُسْحَرُوْنَ তবে তোমরা কিরূপে মোহগ্রস্থ হচ্ছ।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

وَلَوْ رَحِمْنٰهُمْ وَكَشَفْنَا مَا بِهِمْ مِّنْ ضُرٍّ لَّلَجُّوْا فِيْ طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُوْنَ [৭৫]

শানে নুযূল -১ : রাসূলুল্লাহ ﷺ কুরাইশের জন্য বদদোয়া করেছিলেন যে, হে আল্লাহ! তুমি মুযারীদের উপর তোমার শাস্তি দাও। হে আল্লাহ! তুমি তাদের উপর দুর্ভিক্ষ কতক বছরের জন্য চাপিয়ে দাও। হযরত ইউসুফ (আ.)-কে যেরূপ ভাবে তুমি সাহায্য করেছিলে। সুতরাং তাদের উপর সাত বৎসরের দুর্ভিক্ষ নেমে আসল। দুর্ভিক্ষের প্রচণ্ডতায় তারা রক্তসহ লোম পর্যন্ত আহার করল। অতঃপর আবূ সুফিয়ান রাসূল ﷺ-এর নিকট এসে বলল, আমি আপনাকে আল্লাহ ও আত্মীয়তার কসম দিচ্ছি। আপনাকে আল্লাহ্ বিশ্ববাসীর জন্য রহমত স্বরূপ প্রেরণ করেছেন এমন ধারণা আপনি করেন কী? তারপরও পিতৃ পুরুষদের তরবারি দ্বারা হত্যা করলেন এবং ছোটদেরকে ধ্বংস করলেন দুর্ভিক্ষ দ্বারা। সে পরিপ্রেক্ষিতে আল্লাহ তা'আলা আলোচ্য আয়াত নাজিল করেন। –[জালালাইন টীকা ২৯১/২]

https://e-ilm.weebly.com/

وَلَقَدْ أَخَذْنَاهُمْ بِالْعَذَابِ فَمَا اسْتَكَانُوا لِرَبِّهِمْ وَمَا يَتَضَرَّعُونَ [٧٦]

শানে নুযূল : ইবনে জারীর ও আবূ নাঈম হযরত ইবনে আব্বাস (রা.)-এর উদ্ধৃতি দিয়ে বর্ণনা করেন, ইবনে আছাল আল হানাফী যখন রাসূল ﷺ-এর নিকট বন্দী হয়ে আসলেন, তখন ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করেন। সুতরাং তাকে ছেড়ে দেওয়া হলো। ইবনে আছাল ইয়ামামা -এর সাথে মিলে যায়। তৎকালেই মক্কা ও ইয়ামামার মধ্যে বিচ্ছিন্ন করে দেওয়ার ফলে দুর্ভিক্ষ ছড়িয়ে পড়ে। দুর্ভিক্ষের প্রচণ্ডতায় কুরাইশরা রক্তসহ লোম পর্যন্ত আহার করে। সুতরাং আবূ সুফিয়ান রাসূল ﷺ -এর খেদমতে উপস্থিত হয়ে বলল যে, আপনি আপনার সম্পর্কে এমন ধারণা কী করেন নি যে, আপনি জগদ্বাসীর জন্য করুণা স্বরূপ প্রেরিত হয়েছেন? রাসূল ﷺ বললেন, হাঁ। আবূ সুফিয়ান বলল, আপনি তো পিতৃপুরুষকে তরবারি দ্বারা হত্যা করলেন আর ছোটদেরকেও ধ্বংস করলেন দুর্ভিক্ষ দ্বারা। সেই দুর্ভিক্ষ কবলিত খোদায়ী শাস্তির প্রতি ইঙ্গিত দিয়ে আল্লাহ তা'আলা আলোচ্য আয়াত নাজিল করেন। –[ফাতহুল কাদীর ৪৯৫/৩, রূহুল মা'আনী ৫৫/১৮/৯, ইবনে কাছীর ২৫৯/৩]

শানে নুযূল –২ : ঘটনাটি তাফসীরে কুরতুবী প্রণেতা হযরত ইবনে আব্বাস (রা.)-এর উদ্ধৃতি দিয়ে এরূপ ভাবে বর্ণনা করেছেন যে, ছুমামা ইবনে আছাল যখন বন্দী হয়ে এসে ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করে, তখন তাকে ছেড়ে দেওয়া হয়। তিনি মক্কা ও মদিনার মধ্যে যোগাযোগ বিঘ্নতার সৃষ্টি করে দিলেন। তিনি ঘোষণা দিলেন যে, আল্লাহ্‌র কসম ইয়ামামা হতে তোমাদের নগরীতে একটি গমের দানাও আসবে না। যতক্ষণ না পর্যন্ত রাসূলুল্লাহ ﷺ তাঁর আনুমোদন করবেন। এদিকে কুরাইশকে আল্লাহ্ দুর্ভিক্ষ ও ক্ষুধার দ্বারা আক্রান্ত করলেন। যার দরুণ তারা মৃত জন্তু, কুকুর এবং রক্তসহ লোম পর্যন্ত ভক্ষণ করেছে। তখন আবূ সুফিয়ান আল্লাহ ও আত্মীয়তার মধ্যস্থতার মাধ্যমে রাসূল ﷺ-এর নিকট এসে দোয়া প্রার্থনা করে। সে পরিপ্রেক্ষিতে আল্লাহ তা'আলা আলোচ্য আয়াত নাজিল করেছেন। –[কুরতুবী : ১২৯/১২]

وَلَقَدْ أَخَذْنٰهُمْ بِالْعَذَابِ فَمَا اسْتَكَانُوْا لِرَبِّهِمْ وَمَا يَتَضَرَّعُوْنَ পূর্ববর্তী আয়াতে মুশরিকদের সম্পর্কে বলা হয়েছিল যে, তারা আজাবে পতিত হওয়ার সময় আল্লাহর কাছে অথবা রাসূলের কাছে ফরিয়াদ করে। আমি যদি তাদের ফরিয়াদের কারণে দয়াপরবশ হয়ে আজাব সরিয়ে দেই, তবে মজ্জাগত অবাধ্যতার কারণে আজাব থেকে মুক্তি পাওয়ার পরক্ষণেই ওরা আবার নাফরমানিতে মশগুল হয়ে যাবে। এ আয়াতে তাদের এমনি ধরনের এক ঘটনা বর্ণনা করা হয়েছে যে, তাদেরকে একবার এক আজাবে গ্রেফতার করা হয়। কিন্তু রাসূলে কারীম ﷺ-এর দোয়ার বরকতে আজাব থেকে মুক্তি পাওয়ার পরও তারা আল্লাহর কাছে নত হয়নি এবং কুফর ও শিরককেই আঁকড়ে থাকে।

মক্কাবাসীদের উপর দুর্ভিক্ষ এবং রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর দোয়ায় তা দূর হওয়া : পূর্বেই বলা হয়েছে যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ মক্কাবাসীদের উপর দুর্ভিক্ষের আজাব সওয়ার হওয়ার জন্য দোয়া করেছিলেন। ফলে তারা ঘোরতর দুর্ভিক্ষে নিপতিত হয় এবং মৃত জন্তু, কুকুর ইত্যাদি ভক্ষণ করতে বাধ্য হয়। অবস্থা বেগতিক দেখে আবূ সুফিয়ান রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর কাছে মদিনায় উপস্থিত হয় এবং বলে, আমি আপনাকে আত্মীয়তার কসম দিচ্ছি? আপনি কি একথা বলেননি যে, আপনি বিশ্ববাসীদের জন্য রহমতস্বরূপ প্রেরিত হয়েছেন? তিনি উত্তরে বললেন, নিঃসন্দেহে আমি একথা বলেছি এবং বাস্তবেও তাই। আবূ সুফিয়ান বলল, আপনি স্বগোত্রের প্রধানদেরকে তো বদর যুদ্ধে তরবারি দ্বারা হত্যা করেছেন। এখন যারা জীবিত আছে, তাদেরকে ক্ষুধা দিয়ে হত্যা করছেন। আল্লাহ্‌র কাছে দোয়া করুন, যাতে এ আজাব আমাদের উপর থেকে সরে যায়। রাসূলুল্লাহ ﷺ দোয়া করলেন। ফলে তৎক্ষণাৎ আজাব খতম হয়ে গেল। এর পরিপ্রেক্ষিতেই وَلَقَدْ أَخَذْنٰهُمْ আয়াত নাজিল হয়।

এ আয়াতে বলা হয়েছে যে, আজাবে পতিত হওয়া এবং অতঃপর তা থেকে মুক্তি পাওয়ার পরও তারা তাদের পালনকর্তার সামনে নত হয়নি। বাস্তব ঘটনা তাই ছিল। রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর দোয়ায় দুর্ভিক্ষ দূর হয়ে গেল, কিন্তু মক্কার মুশরিকরা তাদের শিরক ও কুফরে পূর্ববৎ অটল রইল। –[মাযহারী]

وَهُوَ يُجِيْرُ وَلَا يُجَارُ عَلَيْهِ অর্থাৎ আল্লাহ তা'আলা যাকে ইচ্ছা তাকে আজাব, মুসীবত ও দুঃখ-কষ্ট থেকে আশ্রয় দান করেন এবং কারো সাধ্য নেই যে, তার মোকাবিলায় কাউকে আশ্রয় দিয়ে তাঁর আজাব ও কষ্ট থেকে বাঁচিয়ে নেয়। দুনিয়ার দিক দিয়েও একথা সত্য যে, আল্লাহ তা'আলা যার উপকার করতে চান, তাকে কেউ বাধা দিতে পারে না এবং যাকে কষ্ট ও আজাব দিতে চান, তা থেকেও কেউ তাকে বাঁচাতে পারে না। পরকালের দিক দিয়েও এই বিষয়বস্তু নির্ভুল যে, যাকে তিনি আজাব দেবেন, তাকে কেউ বাঁচাতে পারবে না এবং যাকে জান্নাত ও সুখ দেবেন, তাকে কেউ ফেরাতে পারবে না। –[কুরতুবী]

https://e-ilm.weebly.com/

https://e-ilm.weebly.com/

৯০. বরং আমি তাদের নিকট সত্য কথা পৌছিয়েছি, আর নিঃসন্দেহে এরা মিথ্যাবাদী।	بَلْ اَتَيْنٰهُمْ بِالْحَقِّ وَاِنَّهُمْ لَكٰذِبُوْنَ ﴿٩٠﴾
৯১. আল্লাহ তা'আলা কোনো সন্তান গ্রহণ করেননি, আর তাঁর সাথে অন্য কোনো মা'বূদও নেই। যদি থাকত, তবে প্রত্যেক মা'বূদ নিজের সৃষ্টিকে পৃথক করে নিয়ে চলে যেত এবং একে অন্যের উপর চড়াও হতো; অথচ আল্লাহ সে কথা হতে পবিত্র– যা তারা তাঁর সম্বন্ধে বলে থাকে।	مَا اتَّخَذَ اللّٰهُ مِنْ وَّلَدٍ وَّمَا كَانَ مَعَهٗ مِنْ اِلٰهٍ اِذًا لَّذَهَبَ كُلُّ اِلٰهٍۢ بِمَا خَلَقَ وَلَعَلَا بَعْضُهُمْ عَلٰى بَعْضٍ ؕ سُبْحٰنَ اللّٰهِ عَمَّا يَصِفُوْنَ ﴿٩١﴾
৯২. তিনি সমস্ত গুপ্ত ও প্রকাশ্য বিষয়ে জ্ঞাতা, মোটকথা, তিনি তাদের শিরক হতে বহু উর্ধ্বে।	عٰلِمِ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ فَتَعٰلٰى عَمَّا يُشْرِكُوْنَ ﴿٩٢﴾ ع
৯৩. আপনি বলুন, হে আমার প্রতিপালক! তাদেরকে যে (আজাবের) প্রতিশ্রুতি দেওয়া হয়েছে, তা যদি আমাকে দেখান।	قُلْ رَّبِّ اِمَّا تُرِيَنِّيْ مَا يُوْعَدُوْنَ ﴿٩٣﴾
৯৪. তবে হে আমার প্রতিপালক! আমাকে উক্ত অনাচারীদের অন্তর্ভুক্ত করবেন না।	رَبِّ فَلَا تَجْعَلْنِيْ فِي الْقَوْمِ الظّٰلِمِيْنَ ﴿٩٤﴾
৯৫. আর আমি তাদেরকে যে (শাস্তির) প্রতিশ্রুতি দিচ্ছি তা আপনাকেও দেখাতে সক্ষম।	وَاِنَّا عَلٰٓى اَنْ نُّرِيَكَ مَا نَعِدُهُمْ لَقٰدِرُوْنَ ﴿٩٥﴾
৯৬. আপনি উত্তম (ও নম্র) ব্যবহার দ্বারা তাদের দুর্ব্যবহারকে প্রতিহত করতে থাকুন; আমি খুব অবগত আছি সে সম্পর্কে যা কিছু এরা (আপনার সম্বন্ধে) বলে থাকে।	اِدْفَعْ بِالَّتِيْ هِيَ اَحْسَنُ السَّيِّئَةَ ؕ نَحْنُ اَعْلَمُ بِمَا يَصِفُوْنَ ﴿٩٦﴾

শাব্দিক অনুবাদ :

৯০. بَلْ اٰتَيْنٰهُمْ بِالْحَقِّ বরং আমি তাদের নিকট সত্য কথা পৌছিয়েছি وَاِنَّهُمْ لَكٰذِبُوْنَ আর নিঃসন্দেহে এরা মিথ্যাবাদী।

৯১. مَا اتَّخَذَ اللّٰهُ مِنْ وَّلَدٍ আল্লাহ তা'আলা কোনো সন্তান গ্রহণ করেননি وَمَا كَانَ مَعَهٗ مِنْ اِلٰهٍ আর তাঁর সাথে অন্য কোনো মা'বূদও নেই اِذًا لَّذَهَبَ كُلُّ اِلٰهٍۢ بِمَا خَلَقَ যদি থাকত, তবে প্রত্যেক মা'বূদ নিজের সৃষ্টিকে পৃথক করে নিয়ে চলে যেত وَلَعَلَا بَعْضُهُمْ عَلٰى بَعْضٍ এবং একে অন্যের উপর চড়াও হতো سُبْحٰنَ اللّٰهِ عَمَّا يَصِفُوْنَ অথচ আল্লাহ সে কথা হতে পবিত্র যা তারা বলে থাকে।

৯২. عٰلِمِ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ তিনি সমস্ত গুপ্ত ও প্রকাশ্য বিষয়ে জ্ঞাতা فَتَعٰلٰى মোটকথা তিনি বহু উর্ধ্বে عَمَّا يُشْرِكُوْنَ তাদের শিরক হতে।

৯৩. قُلْ আপনি বলুন رَّبِّ হে আমার প্রতিপালক! اِمَّا تُرِيَنِّيْ তা যদি আমাকে দেখান مَا يُوْعَدُوْنَ তাদেরকে যে প্রতিশ্রুতি দেওয়া হয়েছে

৯৪. رَبِّ তবে হে আমার প্রতিপালক فَلَا تَجْعَلْنِيْ আমাকে অন্তর্ভুক্ত করবেন না فِي الْقَوْمِ الظّٰلِمِيْنَ উক্ত অনাচারীদের

৯৫. وَاِنَّا عَلٰٓى اَنْ نُّرِيَكَ আর আমি তা আপনাকেও দেখাতে مَا نَعِدُهُمْ তাদেরকে যে প্রতিশ্রুতি দিচ্ছি لَقٰدِرُوْنَ সক্ষম।

৯৬. اِدْفَعْ আপনি প্রতিহত করতে থাকুন بِالَّتِيْ هِيَ اَحْسَنُ উত্তম ব্যবহার দ্বারা السَّيِّئَةَ তাদের দুর্ব্যবহারকে نَحْنُ اَعْلَمُ আমি খুব অবগত আছি بِمَا يَصِفُوْنَ সে সম্পর্কে যা কিছু এরা (আপনার সম্বন্ধে) বলে থাকে।

https://e-ilm.weebly.com/

৯৭. আর আপনি (এভাবে) বলুন, হে আমার প্রতিপালক! আমি আপনার আশ্রয় চাচ্ছি শয়তানের প্ররোচনা হতে।	وَقُلْ رَّبِّ اَعُوْذُ بِكَ مِنْ هَمَزٰتِ الشَّيٰطِيْنِ ﴿٩٧﴾
৯৮. এবং হে আমার প্রতিপালক! আমার নিকট তাদের আগমন হতে আমি আপনার আশ্রয় চাচ্ছি।	وَاَعُوْذُ بِكَ رَبِّ اَنْ يَّحْضُرُوْنِ ﴿٩٨﴾
৯৯. এমন কি, যখন তাদের মধ্য হতে কারো মৃত্যু আসন্ন হয়, তখন সে বলতে থাকে হে আমার প্রতিপালক! আমাকে পুনরায় (পৃথিবীতে) পাঠিয়ে দিন,	حَتّٰٓى اِذَا جَآءَ اَحَدَهُمُ الْمَوْتُ قَالَ رَبِّ ارْجِعُوْنِ ﴿٩٩﴾
১০০. তা হলে আমি যে স্থান ছেড়ে এসেছি তথায় (গিয়ে) নেক কাজ করব, কখনো না; এটা একটা বাজে কথা মাত্র– যা সে বলছে; আর তাদের সম্মুখে এক অন্তরাল রয়েছে; কিয়ামতের দিন পর্যন্ত।	لَعَلِّيْٓ اَعْمَلُ صَالِحًا فِيْمَا تَرَكْتُ كَلَّا ؕ اِنَّهَا كَلِمَةٌ هُوَ قَآئِلُهَا ؕ وَمِنْ وَّرَآئِهِمْ بَرْزَخٌ اِلٰى يَوْمِ يُبْعَثُوْنَ ﴿١٠٠﴾
১০১. অতঃপর যেদিন সিঙ্গায় ফুৎকার দেওয়া হবে সেদিন তাদের মধ্যকার পারস্পরিক আত্মীয়তা থাকবে না এবং কেউ কাউকে জিজ্ঞাসাবাদও করবে না।	فَاِذَا نُفِخَ فِى الصُّوْرِ فَلَآ اَنْسَابَ بَيْنَهُمْ يَوْمَئِذٍ وَّلَا يَتَسَآءَلُوْنَ ﴿١٠١﴾
১০২. অতঃপর যাদের পাল্লা ভারী হবে, এমন সব লোক সফলকাম হবে।	فَمَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِيْنُهٗ فَاُولٰٓئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُوْنَ ﴿١٠٢﴾

শাব্দিক অনুবাদ :

৯৭. وَقُلْ আর আপনি বলুন رَبِّ হে আমার প্রতিপালক اَعُوْذُ بِكَ আমি আপনার আশ্রয় চাচ্ছি مِنْ هَمَزٰتِ الشَّيٰطِيْنِ শয়তানের প্ররোচনা হতে।

৯৮. وَاَعُوْذُ بِكَ আমি আপনার আশ্রয় চাচ্ছি رَبِّ হে আমার প্রকিপালক اَنْ يَّحْضُرُوْنِ আমার নিকট তাদের আগমন হতে।

৯৯. حَتّٰٓى এমন কি اِذَا جَآءَ اَحَدَهُمُ الْمَوْتُ যখন তাদের মধ্য হতে কারো মৃত্যু আসন্ন হয় قَالَ তখন সে বলতে থাকে رَبِّ হে আমার প্রতিপালক ارْجِعُوْنِ আমাকে পুনরায় (পৃথিবীতে) পাঠিয়ে দিন।

১০০. لَعَلِّيْٓ اَعْمَلُ صَالِحًا তা হলে আমি তথায় (গিয়ে) নেক কাজ করব فِيْمَا تَرَكْتُ যে স্থান ছেড়ে এসেছি كَلَّا কখনো না اِنَّهَا كَلِمَةٌ هُوَ قَآئِلُهَا এটা একটা বাজে কথা মাত্র যা সে বলছে وَمِنْ وَّرَآئِهِمْ بَرْزَخٌ আর তাদের সম্মুখে এক অন্তরাল রয়েছে اِلٰى يَوْمِ يُبْعَثُوْنَ কিয়ামতের দিন পর্যন্ত।

১০১. فَاِذَا نُفِخَ فِى الصُّوْرِ অতঃপর যেদিন সিঙ্গায় ফুৎকার দেওয়া হবে فَلَآ اَنْسَابَ بَيْنَهُمْ يَوْمَئِذٍ সেদিন তাদের মধ্যকার পারস্পরিক আত্মীয়তা থাকবে না وَّلَا يَتَسَآءَلُوْنَ এবং কেউ কাউকে জিজ্ঞাসাবাদও করবে না।

১০২. فَمَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِيْنُهٗ অতঃপর যাদের পাল্লা ভারী হবে فَاُولٰٓئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُوْنَ এমন সব লোক সফলকাম হবে।

https://e-ilm.weebly.com/

১০৩. আর যাদের পাল্লা হালকা হবে, তারা সে সকল লোক হবে যারা নিজেদের ক্ষতি নিজেরা করছে এবং অনন্তকাল দোজখে থাকবে।	وَمَنْ خَفَّتْ مَوَازِيْنُهٗ فَاُولٰٓئِكَ الَّذِيْنَ خَسِرُوْٓا اَنْفُسَهُمْ فِيْ جَهَنَّمَ خٰلِدُوْنَ ﴿١٠٣﴾
১০৪. অগ্নি তাদের মুখমণ্ড ঝলসিয়ে দেবে এবং এতে তাদের মুখাকৃতি বিকৃত হয়ে যাবে।	تَلْفَحُ وُجُوْهَهُمُ النَّارُ وَهُمْ فِيْهَا كٰلِحُوْنَ ﴿١٠٤﴾

শাব্দিক অনুবাদ :

১০৩. وَمَنْ خَفَّتْ مَوَازِيْنُهٗ আর যাদের পাল্লা হাল্কা হবে فَاُولٰٓئِكَ الَّذِيْنَ خَسِرُوْٓا اَنْفُسَهُمْ তারা সে সকল লোক হবে যারা নিজেদের ক্ষতি নিজেরা করছে فِيْ جَهَنَّمَ خٰلِدُوْنَ এবং অনন্তকাল দোজখে থাকবে।

১০৪. تَلْفَحُ وُجُوْهَهُمُ النَّارُ অগ্নি তাদের মুখমণ্ডল ঝলসিয়ে দেবে وَهُمْ فِيْهَا كٰلِحُوْنَ এবং এতে তাদের মুখাকৃতি বিকৃত হয়ে যাবে।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

قُلْ رَّبِّ اِمَّا تُرِيَنِّيْ مَا يُوْعَدُوْنَ - رَبِّ فَلَا تَجْعَلْنِيْ فِي الْقَوْمِ الظّٰلِمِيْنَ –এই দুই আয়াতের উদ্দেশ্য এই যে, কুরআনের অনেক আয়াতে মুশরিক ও কাফেরদের উপর আজাবের ভয় প্রদর্শন উল্লিখিত হয়েছে। কিয়ামতের দিন এই আজাব হওয়া তো অকাট্য ও নিশ্চিতই, দুনিয়াতে হওয়ারও সম্ভাবনা রয়েছে। যদি এই আজাব দুনিয়াতে হয়, তবে রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর আমলের পরে হওয়ারও সম্ভাবনা আছে এবং তাঁর জমানায় তাঁর চোখের সামনে তাদের উপর কোনো আজাব আসার সম্ভাবনাও আছে। দুনিয়াতে যখন কোনো সম্প্রদায়ের উপর কোনো আজাব আসে, তখন মাঝে মাঝে সেই আজাবের প্রতিক্রিয়া শুধু জালেমদের মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকবে না, বরং সৎলোকও এর কারণে পার্থিব কষ্টে পতিত হয়। তবে পরকালে তারা কোনো আজাব ভোগ করবে না, বরং এই পার্থিব কষ্টের কারণে তারা ছওয়াবও পাবে। কুরআন পাক বলে : وَاتَّقُوْا فِتْنَةً لَّا تُصِيْبَنَّ الَّذِيْنَ ظَلَمُوْا مِنْكُمْ خَاصَّةً অর্থাৎ এমন আজাবকে ভয় কর, যা এসে গেলে শুধু জালেমদের পর্যন্তই সীমাবদ্ধ থাকবে না; বরং অন্যরাও এর কবলে পতিত হবে।

তাই আলোচ্য আয়াতসমূহে রাসূলুল্লাহ ﷺ -কে এই দোয়া শিক্ষা দেওয়া হয়েছে যে, হে আল্লাহ! যদি তাদের উপর আপনার আজাব আমার সামনে এবং আমার চোখের উপরই আসে, তবে আমাকে এই জালেমদের সাথে রাখবেন না। রাসূলুল্লাহ ﷺ নিষ্পাপ ছিলেন বিধায় আল্লাহ্র আজাব থেকে তাঁর নিরাপত্তা নিশ্চিত ছিল। তা সত্ত্বেও তাঁকে এই দোয়া শিক্ষা দেওয়া হয়েছে, যাতে ছওয়াব বৃদ্ধির উদ্দেশ্যে তিনি সর্বাবস্থায় আল্লাহকে স্মরণ করেন এবং তাঁর কাছে ফরিয়াদ করতে থাকেন। –[কুরতুবী]।

وَاِنَّا عَلٰٓى اَنْ نُّرِيَكَ مَا نَعِدُهُمْ لَقٰدِرُوْنَ –অর্থাৎ আমি আপনার সামনেই তাদের উপর আজাব দেখিয়ে দিতে পুরোপুরি সক্ষম। কোনো কোনো তাফসীরবিদ বলেন, আল্লাহ্ তা'আলার পক্ষ থেকে এই উম্মতের উপর ব্যাপক আজাব না আসার ওয়াদা হয়ে গেছে। আল্লাহ তা'আলা বলেন– وَمَا كَانَ اللّٰهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَاَنْتَ فِيْهِمْ অর্থাৎ আপনার বর্তমানে আমি তাদেরকে ধ্বংস করব না। কিন্তু বিশেষ লোকদের উপর বিশেষ অবস্থায় দুনিয়াতেই আজাব আসা এর পরিপন্থি নয়। এই আয়াতে বলা হয়েছে যে, আমি আপনাকেও তাদের আজাব দেখিয়ে দিতে সক্ষম। মক্কাবাসীদের উপর দুর্ভিক্ষ ও ক্ষুধার আজাব এবং বদর যুদ্ধে মুসলমানদের তরবারির আজাব রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর সামনেই তাদের উপর পতিত হয়েছিল।

اِدْفَعْ بِالَّتِيْ هِيَ اَحْسَنُ السَّيِّئَةَ -অর্থাৎ আপনি মন্দকে উত্তম দ্বারা, জুলুমকে ইনসাফ দ্বারা এবং নির্দয়তাকে দয়া দ্বারা প্রতিহত করুন। এটা রাসূলুল্লাহ ﷺ -কে প্রদত্ত উত্তম চরিত্রের শিক্ষা, যা মুসলমানদের পারস্পরিক কাজ কারবারে সর্বদাই

https://e-ilm.weebly.com/

প্রচলিত আছে। জুলুম ও নির্যাতনের জবাবে কাফের ও মুশরিকদের ক্ষমা ও মার্জনাই করতে থাকা এবং তাদেরকে প্রত্যাঘাত না করার নির্দেশ পরবর্তীকালে জেহাদের আয়াত দ্বারা রহিত হয়ে গেছে। কিন্তু ঠিক জেহাদের অবস্থায়ও এই সচ্চরিত্রতার অনেক প্রতীক অবশিষ্ট রাখা হয়েছে, যেমন– কোনো নারীকে হত্যা না করা, শিশুকে হত্যা না করা, ধর্মীয় পুরোহিত, যারা মুসলমানদের মোকাবিলায় যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেনি, তাদেরকে হত্যা না করা। কাউকে হত্যা করা হলে তার নাক, কান ইত্যাদি 'মুছলা' না করা ইত্যাদি। তাই পরবর্তী আয়াতে রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে শয়তান ও তার প্ররোচনা থেকে আশ্রয় প্রার্থনার দোয়া শিক্ষা দেওয়া হয়েছে, যাতে ঠিক যুদ্ধক্ষেত্রেও তাঁর পক্ষ থেকে শয়তানের প্ররোচনায় ন্যায় ও সুবিচার-বিরোধী কোনো কাজ প্রকাশ না পায়। দোয়াটি এই :

وَقُلْ رَّبِّ اَعُوْذُ بِكَ مِنْ هَمَزَاتِ الشَّيٰطِيْنِ وَاَعُوْذُ بِكَ رَبِّ اَنْ يَّحْضُرُوْنِ

هَمْزٌ – শব্দের অর্থ প্রতারণা করা, চাপ দেওয়া। পশ্চাদ্দিক আওয়াজ দেওয়ার অর্থেও ব্যবহৃত হয়। শয়তানের প্ররোচনা ও চক্রান্ত থেকে আত্মরক্ষার জন্য এটা একটা সুদূরপ্রসারী অর্থবহ দোয়া। রাসূলুল্লাহ ﷺ মুসলমানদেরকে এই দোয়া পড়ার আদেশ করেছেন, যাতে ক্রোধ ও গোস্সার অবস্থায় মানুষ যখন বাহ্যজ্ঞান বিলুপ্ত হয়ে পড়ে, তখন শয়তানের প্ররোচনা থেকে এই দোয়ার বরকতে নিরাপদ থাকতে পারে। এ ছাড়া শয়তান ও জিনদের অন্যান্য প্রভাব ও আক্রমণ থেকে আত্মরক্ষার জন্যও এ দোয়াটি পরীক্ষিত। হযরত খালেদ (রা.)-এর রাত্রিকালে নিদ্রা আসত না। রাসূলুল্লাহ ﷺ তাঁকে নিম্ন বর্ণিত দোয়াটি পাঠ করে শোয়ার আদেশ দিলেন। তিনি পড়া শুরু করলে অনিদ্রার কবল থেকে মুক্তি পান। দোয়াটি এই : اَعُوْذُ

بِكَلِمَاتِ اللّٰهِ التَّامَّةِ مِنْ غَضَبِ اللّٰهِ وَعِقَابِهٖ وَمِنْ شَرِّ عِبَادِهٖ وَمِنْ هَمَزَاتِ الشَّيٰطِيْنِ وَاَنْ يَّحْضُرُوْنِ.

اَنْ يَّحْضُرُوْنِ -সহীহ্ মুসলিমে হযরত জাবের ইবনে আব্দুল্লাহ (রা.) থেকে বর্ণিত আছে, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন শয়তান সব কাজে সর্বাবস্থায় তোমাদের কাছে আসে এবং সব কাজে অন্তরকে পাপকর্মে প্ররোচিত করতে থাকে। –[কুরতুবী]
এই প্ররোচনা থেকেই আশ্রয় প্রার্থনার জন্য দোয়াটি শেখানো হয়েছে।

رَبِّ ارْجِعُوْنِ –অর্থাৎ মৃত্যুর সময় যখন কাফের ব্যক্তি পরকালের আজাব অবলোকন করতে থাকে, তখন এমন বাসনা প্রকাশ করে– আফসোস, আমি যদি পুনরায় দুনিয়াতে ফিরে যেতাম এবং সৎকর্ম করে এই আজাব থেকে রেহাই পেতাম। ইবনে জারীর ইবনে জুরায়জের রেওয়ায়েতে বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, মৃত্যুর সময় মুমিন ব্যক্তি রহমতের ফেরেশতা ও রহমতের আয়োজন সামনে দেখতে পায়। ফেরেশতা তাকে জিজ্ঞেস করে, তুমি কি পুনরায় দুনিয়াতে ফিরে যেতে চাও? সে বলে, আমি দুঃখ-কষ্টের জগতে ফিরে গিয়ে কি করব? আমাকে এখন আল্লাহর কাছে নিয়ে যাও। কাফেরকে একথা জিজ্ঞেস করা হলে সে বলে– رَبِّ ارْجِعُوْنِ অর্থাৎ আমাকে দুনিয়াতে ফিরিয়ে নিয়ে যাও।

كَلَّا اِنَّهَا كَلِمَةٌ هُوَ قَائِلُهَا وَمِنْ وَّرَائِهِمْ بَرْزَخٌ اِلٰى يَوْمِ يُبْعَثُوْنَ. - بَرْزَخٌ -এর শাব্দিক অর্থ অন্তরায় ও পৃথককারী বস্তু। দুই অবস্থা অথবা দুই বস্তুর মাঝখানে যে বস্তু আড়াল হয়, তাকে বরযখ বলা হয়। এ কারণেই মৃত্যুর পর কিয়ামত ও হাশর পর্যন্ত সময় কালকে বরযখ বলা হয়। কারণ এটা ইহলৌকিক জীবন ও পারলৌকিক জীবনের মাঝখানে সীমা প্রাচীর। আয়াতের অর্থ এই যে, মরণোন্মুখ ব্যক্তির ফেরেশতাদেরকে পুনরায় দুনিয়ায় পাঠানোর কথা বলা শুধু একটি কথা মাত্র, যা সে বলতে বাধ্য। কেননা এখন আজাব সামনে এসে গেছে। কিন্তু এখন এই কথার কোনো ফায়দা নেই। কারণ সে বরযখে পৌঁছে গেছে। বরযখ থেকে কেউ দুনিয়াতে ফিরে আসে না এবং কিয়ামত ও হাশর-নাশরের পূর্বে পুনর্জীবনও পায় না, এটাই আইন।

فَاِذَا نُفِخَ فِى الصُّوْرِ فَلَا اَنْسَابَ بَيْنَهُمْ -কিয়ামতের দিন দু'বার শিঙ্গায় ফুৎকার দেওয়া হবে। প্রথম ফুৎকারের ফলে জমিন-আসমান ও এতদুভয়ের মধ্যবর্তী সব ধ্বংস হয়ে যাবে এবং দ্বিতীয় ফুঁৎকারের ফলে পুনরায় সব মৃত জীবিত হয়ে উত্থিত হবে। কুরআন পাকের ثُمَّ نُفِخَ فِيْهِ اُخْرٰى فَاِذَاهُمْ قِيَامٌ يَّنْظُرُوْنَ আয়াতে একথার স্পষ্ট বর্ণনা রয়েছে। আলোচ্য আয়াতে শিঙ্গায় প্রথম ফুৎকার বোঝানো হয়েছে, না দ্বিতীয় ফুৎকার– এ বিষয়ে মতভেদ রয়েছে। ইবনে জুবায়রের রেওয়ায়েতে হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) থেকে বর্ণিত আছে যে, এই আয়াতে প্রথম ফুৎকার বোঝানো হয়েছে। হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা.) বলেন এবং আতার রেওয়ায়েতে হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) থেকেও একথা বর্ণিত আছে

https://e-ilm.weebly.com/

যে, এখানে দ্বিতীয় ফুৎকার বোঝানো হয়েছে। তাফসীরে মাযহারীতে একেই সঠিক বলা হয়েছে। হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা.)-এর ভাষ্য এই যে, কিয়ামতের দিন প্রত্যেক পুরুষ ও নারীকে হাশরের ময়দানে আনা হবে এবং পূর্ববর্তী ও পরবর্তী সমগ্র মানবমণ্ডলীর জমজমাট সমাবেশের সামনে দাঁড় করানো হবে। অতঃপর আল্লাহ তা'আলার পক্ষ থেকে একজন ঘোষক ঘোষনা করবে, সে অমুকের পুত্র অমুক। যদি কারো কোনো প্রাপ্য তার জিম্মায় থাকে, তবে সে সামনে এসে তা আদায় করুক। তখন এমনি সংকটময় সময় হবে যে, পুত্র আনন্দিত হবে পিতার জিম্মায় নিজের কোনো প্রাপ্য আছে দেখলে এবং পিতা আনন্দিত হবে পুত্রের জিম্মায় নিজের কোনো প্রাপ্য দেখলে। এমনিভাবে স্বামী-স্ত্রী ও ভাই-বোনের মধ্যে কারো জিম্মায় কারো প্রাপ্য থাকলে সেও তা আদায় করতে উদ্যত ও সচেষ্ট হবে। এই সংকটময় সময় সম্পর্কেই আলোচ্য আয়াতে فَلَآ اَنْسَابَ بَيْنَهُمْ -বলা হয়েছে। অর্থাৎ তখন পারস্পরিক আত্মীয়তার বন্ধন কোনো উপকারে আসবে না। কেউ কারো প্রতি রহম করবে না।

প্রত্যেকেই নিজের চিন্তায় বিভোর থাকবে। নিম্নোক্ত আয়াতের বিষয়বস্তুও তাই يَوْمَ يَفِرُّ الْمَرْءُ مِنْ اَخِيْهِ وَاُمِّهٖ وَاَبِيْهِ وَصَاحِبَتِهٖ وَبَنِيْهِ অর্থাৎ সেদিনে প্রত্যেক মানুষ তার ভাই,পিতা-মাতা, স্ত্রী ও সন্তান-সন্ততির কাছ থেকে দূরে পালায়ন করবে।

হাশরে মুমিন ও কাফেরের অবস্থার পার্থক্য : কিন্তু এ আয়াতে কাফেরদের অবস্থা বর্ণনা করা হয়েছে মুমিনগণের নয়। কারণ উপরে কাফেরদের প্রসঙ্গই আলোচিত হয়েছে। মুমিনদের অবস্থা সম্পর্কে স্বয়ং কুরআন বলে যে, اَلْحَقْنَا بِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ অর্থাৎ সৎকর্মপরায়ণ মুমিনদের সন্তান-সন্ততিকেও আল্লাহ তা'আলা (ঈমানদার হওয়ার শর্তে) তাদের পিতাদের সাথে সংযুক্ত করে দেবেন। হাদীসে আছে, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন, কিয়ামতের দিন হাশরের ময়দানে যখন সবাই পিপসার্ত হবে, তখন যেসব মুসলমান সন্তান অপ্রাপ্ত বয়সে মৃত্যুমুখে পতিত হয়েছিল, তারা জান্নাতের পানি নিয়ে বের হবে। মানুষ তাদের কাছে পানি চাইবে। তারা বলবে, আমরা আমাদের পিতা-মাতাকে তালাশ করছি। এ পানি তাদের জন্যই। –[মাযহারী]

এমনিভাবে হযরত ইবনে ওমর (রা.)-এর রেওয়ায়েতে ইবনে আসাকির বর্ণিত এক হাদীসে রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন, কিয়ামতের দিন বংশগত অথবা বৈবাহিক সম্পর্কজনিত আত্মীয়তা বিচ্ছিন্ন হয়ে যাবে (কেউ কারো উপকার করতে পারবে না) আমার বংশ ও আমার বৈবাহিক সম্পর্কজনিত আত্মীয়তা ব্যতীত। আলেমগণ বলেন, নবী করীম ﷺ-এর বংশের মধ্যে সমগ্র মুসলমান উম্মতও অন্তর্ভুক্ত থাকবে। কারণ তিনি উম্মতের পিতা এবং তাঁর পুণ্যময়ী বিবিগণ উম্মতের মাতা। মোটকথা, আত্মীয়তা ও বন্ধুত্বের সম্পর্ক কাজে আসবে না, কিন্তু এটা কাফেরদের অবস্থা। মুমিনগণ একে অপরের সুপারিশ ও সাহায্য করবে এবং তাদের সম্পর্ক উপকারী হবে।

وَلَا يَتَسَآءَلُوْنَ –অর্থাৎ পরস্পর কেউ কারো সম্পর্কে জিজ্ঞাসাবাদ করবে না। অন্য এক আয়াতে বলা হয়েছে وَاَقْبَلَ بَعْضُهُمْ عَلٰى بَعْضٍ يَّتَسَآءَلُوْنَ অর্থাৎ হাশরের ময়দানে একে অপরকে জিজ্ঞাসাবাদ করবে। এই আয়াত সম্পর্কে হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) বলেন, হাশরে বিভিন্ন অবস্থানস্থল হবে এবং প্রত্যেক অবস্থানস্থলের অবস্থা বিভিন্নরূপ হবে। এমনও সময় আসবে, যখন কেউ কাউকে জিজ্ঞেস করবে না। এরপর কোনো অবস্থানস্থলে ভয়ভীতি ও আতঙ্ক হ্রাস পেলে একে অপরের অবস্থা জিজ্ঞেস করবে। –[মাযহারী]

فَمَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِيْنُهٗ فَاُولٰٓئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُوْنَ وَمَنْ خَفَّتْ مَوَازِيْنُهٗ فَاُولٰٓئِكَ الَّذِيْنَ خَسِرُوْٓا اَنْفُسَهُمْ فِىْ جَهَنَّمَ خٰلِدُوْنَ.

অর্থাৎ যে ব্যক্তির নেকীর পাল্লা ভারী হবে, সেই হবে সফলকাম। পক্ষান্তরে যার নেকীর পাল্লা হাল্কা হবে, সে দুনিয়াতে নিজেই নিজের ক্ষতি করেছে। এখন সে চিরকালের জন্যে জাহান্নামে থাকবে। এ আয়াতে শুধু কামেল মুমিন ও কাফেরদের ব্যাপারেই তুলনামূলক আলোচনা করা হয়েছে, এখানে তাদেরই আমল ও পরিণতি উল্লেখ করা হয়েছে। কামেল মুমিনদের পাল্লা ভারী হবে এবং তারা সফলকাম হবে। কাফেরদের পাল্লা হাল্কা হবে। ফলে, তাদেরকে চিরকালের জন্য জাহান্নামে থাকতে হবে।

কুরআন পাকের অন্যান্য বর্ণনা দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, এ স্থলে কামিল মুমিনদের পাল্লা ভারী হওয়ার অর্থ এই যে, অপর পাল্লায় অর্থাৎ গুনাহর পাল্লায় কোনো ওজনই হবে না, তা শূন্য দৃষ্টিগোচর হবে। পক্ষান্তরে কাফেরদের পাল্লা হাল্কা হওয়ার অর্থ এই যে, নেকির পাল্লায় কোনো ওজনই থাকবে না, শূন্যের মতোই হাল্কা হবে। কুরআনের অন্যত্র বলা হয়েছে– فَلَا

https://e-ilm.weebly.com/

نُقِيمُ لَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَزْنًا অর্থাৎ আমি কিয়ামতের দিন কাফেরদের ক্রিয়াকর্ম ওজনই করব না। অবস্থা তো কাফির মু'মিনদের এই ক্ষেত্রে হবে। পক্ষান্তরে যাদের দ্বারা কোনো গুনাহ্ সংঘটিতই হয়নি কিংবা তওবা ইত্যাদির কারণে মার্জনা করা হয়েছে, তাদের গুনাহ্র পাল্লায় কিছুই থাকবে না। অপরদিকে কাফেরদের নেক আমল ও ঈমানের শর্ত বর্তমান না থাকায় পাল্লার ওজন হাল্কা হবে। গুনাহ্গার মুসলমানদের নেকীর পাল্লায়ও আমল থাকবে এবং গুনাহ্র পাল্লায়ও আমল থাকবে। আলোচ্য আয়াতে তাদের সম্পর্কে স্পষ্টত কিছু বলা হয়নি; বরং কুরআন পাক সাধারণত তাদের শাস্তি ও প্রতিদান সম্পর্কে নীরবই বলা যায়। এর কারণ সম্ভবত এই যে, কুরআন অবতরণের সময় যেসব মুমিন সাহাবী ছিলেন, তাঁরা সবাই কবিরা গুনাহ্ থেকে পবিত্রই ছিলেন। কারো দ্বারা কোনো গুনাহ্ হয়ে গেলেও তিনি তওবা করেছেন। ফলে মাফ হয়ে গেছে।

কুরআন পাকের خَلَطُوا عَمَلًا صَالِحًا وَآخَرَ سَيِّئًا আয়াতে এমন লোকদের কথা বলা হয়েছে, যাদের নেক ও বদ আমল মিশ্র। তাদের সম্পর্কে হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) বলেন, কিয়ামতের দিন যার নেকী গুনাহ্র চাইতে বেশি হবে- এক নেকী পরিমাণ বেশি হলেও সে জান্নাতে যাবে। পক্ষান্তরে যার গুনাহ্ নেকীর চাইতে বেশি হবে- এক গুনাহ্ বেশি হলেও সে দোজখে যাবে; কিন্তু এই মু'মিন গুনাহ্গারের দোজখে প্রবেশ পবিত্র করার উদ্দেশ্যে হবে; যেমন লোহা স্বর্ণ ইত্যাদি আগুনে ফেলে ময়লা ও মরিচা দূর করা হয়। দোজখের অগ্নি দ্বারা যখন তার গুনাহ্র মরিচা দূরীকরণ হয়ে যাবে, তখন সে জান্নাতে প্রবেশের উপযুক্ত হবে এবং তাকে জান্নাতে প্রেরণ করা হবে। হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) আরো বলেন, কিয়ামতের পাল্লা এমন নির্ভুল ওজন করবে যে, তাতে এক সরিষা পরিমাণও এদিকে-সেদিক হলে পাল্লা হয়তো ঝুঁকে পড়বে অথবা উপরে উঠে যাবে। যার নেকী ও গোনাহ্ পাল্লায় সমান সমান হবে, সে আ'রাফে প্রবেশ করবে এবং দোজখ ও জান্নাতের মাঝখানে দ্বিতীয় নির্দেশের অপেক্ষায় থাকবে। অবশেষে সে-ও জান্নাতে প্রবেশাধিকার পাবে। –[মাযহারী]

ইবনে আব্বাস (রা.) -এর এই উক্তিতে কাফেরদের উল্লেখ নেই, শুধু মু'মিন গুনাহ্গারদের কথা আছে।

আসল ওজনের ব্যবস্থা : কোনো কোনো হাদীস থেকে জানা যায় যে, স্বয়ং মু'মিন ও কাফের ব্যক্তিকে পাল্লায় রেখে ওজন করা হবে। কাফেরের কোনো ওজনই হবে না, সে যত মোটা ও স্থূলদেহই হোক না কেন। -(বুখারী, মুসলিম)

কোনো কোনো রেওয়ায়েত থেকে জানা যায় যে, তাদের আমলনামা ওজন করা হবে। তিরমিযী, ইবনে মাজা, ইবনে হিব্বান ও হাকিম এই বিষয়বস্তু হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে ওমর (রা.)-এর রেওয়ায়েতে বর্ণনা করেছেন। আরো কিছু রেওয়ায়েত থেকে জানা যায় যে, প্রত্যেক মানুষের দুনিয়ার ওজনহীন ও দেহহীন আমলসমূহকে হাশরের ময়দানে সাকার অবস্থায় পাল্লায় রাখা হবে এবং ওজন করা হবে। তাবারানী প্রমুখ হযরত ইবনে আব্বাস (রা.)-এর ভাষ্যে রাসূলুল্লাহ ﷺ থেকে এই রেওয়ায়েত বর্ণনা করেছেন। তাফসীরে মাযহারীতে এসব রেওয়ায়েত আদ্যোপান্ত উল্লেখ করা হয়েছে। সেখানে দেখে নেওয়া যায়। শেষোক্ত উক্তির সমর্থনে আব্দুর রাজ্জাক 'ফযলুল ইলম' গ্রন্থে হযরত ইবরাহীম নাখয়ী থেকে একটি হাদীস বর্ণনা করেছেন। তাতে বলা হয়েছে, কিয়ামতের দিন এক ব্যক্তির আমলসমূহ ওজনের জন্য পাল্লায় রাখা হলে পাল্লা হাল্কা হবে। এরপর মেঘের ন্যায় এক বস্তু এনে তার নেকীর পাল্লায় রেখে দেওয়া হবে। ফলে, পাল্লা ভারী হয়ে যাবে। তখন সে ব্যক্তিকে বলা হবে, তুমি জান এটা কি? (যার দ্বারা পাল্লা ভারী হয়ে গেছে)। সে বলবে, আমি জানি না। তখন বলা হবে : এটা তোমার ইল্ম, যা তুমি অপরকে শিক্ষা দিতে। যাহাবী ইমরান ইবনে হোসাইন (র.) থেকে বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, কিয়ামতের দিন শহীদদের রক্ত এবং আলেমদের কলমের কালি (যদ্দারা তারা ধর্মবিষয়ক গ্রন্থাদি লিখতেন), পরস্পরে ওজন করা হবে। আলেমদের কালির ওজন শহীদদের রক্তের চাইতেও বেশি হবে। –[মাযহারী]

আমল ওজনের অবস্থা সম্পর্কিত তিন প্রকার রেওয়ায়েত উদ্ধৃত করার পর তাফসীরে মাযহারীতে বলা হয়েছে, স্বয়ং মানুষকে তার সাথে রেখে ওজন করার মধ্যে কোনো অবান্তরতা নেই। তাই তিন প্রকার রেওয়ায়েতের মধ্যে কোনো বৈপরীত্য ও বিরোধ নেই।

وَهُمْ فِيهَا كَالِحُونَ : অভিধানে এমন ব্যক্তিকে كَالِحٌ বলা হয়, যার ওষ্ঠদ্বয় মুখের দাঁতকে আবৃত করে না। এক ওষ্ঠ উপরে উত্থিত এবং অপর ওষ্ঠ নীচে ঝুলে থাকে, ফলে দাঁত বের হয়ে থাকে। এটা খুব বীভৎস আকার হবে। জাহান্নামে জাহান্নামী ব্যক্তির ওষ্ঠদ্বয়ও তদ্রূপ হবে এবং দাঁত খোলা ও বেরিয়ে থাকা অবস্থায় দৃষ্টিগোচর হবে।

https://e-ilm.weebly.com/

শব্দ বিশ্লেষণ :

اَتَيْنٰهُمْ : সীগাহ جمع متكلم বহছ ماضى معروف বাব ضَرَبَ মাসদার اِتْيَانٌ মূলবর্ণ (أ - ت - ى) জিনস মুরাক্কাব (ناقص يائى ও مهموز فاء) অর্থ– আমি তাদের নিকট পৌঁছিয়েছি।

لَعَلَا : সীগাহ واحد مذكر غائب বহছ ماضى معروف বাব نَصَرَ মাসদার عُلُوٌّ মূলবর্ণ (ع - ل - و) জিনস ناقص واوى অর্থ– সে চড়াও হতো।

يَصِفُوْنَ : সীগাহ جمع مذكر غائب বহছ مضارع معروف বাব ضَرَبَ মাসদার وَصْفٌ মূলবর্ণ (و - ص - ف) জিনস مثال واوى অর্থ– তারা বলে থাকে।

تُرِيَنِّى : সীগাহ واحد مذكر حاضر বহছ معروف بانون ثقيلة مضارع বাব اِفْعَالٌ মাসদার اِرَاءَةٌ মূলবর্ণ (ر - أ - ى) জিনস মুরাক্কাব (ناقص يائى ও مهموز عين) অর্থ– আপনি আমাকে দেখান।

اَعُوْذُ بِكَ : সীগাহ واحد متكلم বহছ مضارع معروف বাব نَصَرَ মাসদার مُعَاذٌ ও عِيَاذٌ মূলবর্ণ (ع - و - ذ) জিনস اجوف واوى অর্থ– আমি আপনার আশ্রয় চাচ্ছি।

يُبْعَثُوْنَ : সীগাহ جمع مذكر غائب বহছ مضارع مجهول বাব فَتَحَ মাসদার بَعْثٌ মূলবর্ণ (ب - ع - ث) জিনস صحيح অর্থ– তাদেরকে পুনরুত্থিত করা হবে।

ثَقُلَتْ : সীগাহ واحد مؤنث غائب বহছ ماضى معروف বাব كَرُمَ মাসদার ثِقَلٌ মূলবর্ণ (ث - ق - ل) জিনস صحيح অর্থ– ভারী হবে।

خَفَّتْ : সীগাহ واحد مؤنث غائب বহছ ماضى معروف বাব ضَرَبَ মাসদার خَفٌّ মূলবর্ণ (خ - ف - ف) জিনস مضاعف ثلاثى অর্থ– হালকা হবে।

تَلْفَحُ : সীগাহ واحد مؤنث غائب বহছ مضارع معروف বাব فَتَحَ মাসদার لَفْحٌ মূলবর্ণ (ل - ف - ح) জিনস صحيح অর্থ– তা ঝলসিয়ে দেবে।

كٰلِحُوْنَ : সীগাহ جمع مذكر বহছ اسم فاعل বাব فَتَحَ মাসদার كُلُوْحٌ ، كَلَاحٌ মূলবর্ণ (ك - ل - ح) জিনস صحيح অর্থ– তাদের মুখাকৃতি বিকৃত হয়ে যাবে।

বাক্য বিশ্লেষণ :

وَقُلْ رَّبِّ اَعُوْذُ بِكَ مِنْ هَمَزٰتِ الشَّيٰطِيْنِ : এখানে واو টি استئنافية আর বাক্যটি হলো مستأنفة আবার এটাকে পূর্বের উপর আতফও করা যেতে পারে। আর رَبِّ হলো منادى যা উহ্য ياء متكلم -এর দিকে مضاف হয়েছে اَعُوْذُ হলো ফে'ল ও ফায়েল হলো উহ্য انا আর بِكَ মুতাআল্লিক হলো اَعُوْذُ -এর সাথে এবং مِنْ هَمَزٰتِ الشَّيٰطِيْنِ বাক্যাংশও মুতাআল্লিক হয়েছে اَعُوْذُ -এর সাথে। –[ই'রাবুল কুরআন : ৫/২২৭-২২৮]

https://e-ilm.weebly.com/

১০৫. (বলা হবে) কেন, তোমাদেরকে কি আমার আয়াতসমূহ পাঠ করে শোনানো হতো না? অথচ তোমরা তাকে মিথ্যা জানতে।	أَلَمْ تَكُنْ آيَاتِي تُتْلَىٰ عَلَيْكُمْ فَكُنتُم بِهَا تُكَذِّبُونَ ﴿١٠٥﴾
১০৬. তারা বলবে, হে আমাদের প্রতিপালক! আমাদের দুর্ভাগ্য আমাদেরকে বেষ্টন করে নিয়েছিল এবং আমরা পথভ্রষ্ট সম্প্রদায় ছিলাম।	قَالُوا رَبَّنَا غَلَبَتْ عَلَيْنَا شِقْوَتُنَا وَكُنَّا قَوْمًا ضَالِّينَ ﴿١٠٦﴾
১০৭. হে আমাদের প্রতিপালক! আমাদেরকে এখান থেকে বের করে দিন! এরপরও যদি পুনঃ এমন করি, তবে নিশ্চয় আমরা সীমালঙ্ঘনকারী।	رَبَّنَا أَخْرِجْنَا مِنْهَا فَإِنْ عُدْنَا فَإِنَّا ظَالِمُونَ ﴿١٠٧﴾
১০৮. আল্লাহ বলবেন, তোমরা এখানেই তিরস্কৃত হয়ে পড়ে থাক এবং আমার সঙ্গে কথা বলো না।	قَالَ اخْسَئُوا فِيهَا وَلَا تُكَلِّمُونِ ﴿١٠٨﴾
১০৯. আমার বান্দাদের মধ্যে এক দল ছিল, যারা বলত হে আমাদের প্রতিপালক! আমরা ঈমান এনেছি, অতএব, আমাদেরকে ক্ষমা করুন এবং আমাদের প্রতি অনুগ্রহ করুন। আর আপনিই সর্বাপেক্ষা অধিক অনুগ্রহকারী।	إِنَّهُ كَانَ فَرِيقٌ مِّنْ عِبَادِي يَقُولُونَ رَبَّنَا آمَنَّا فَاغْفِرْ لَنَا وَارْحَمْنَا وَأَنتَ خَيْرُ الرَّاحِمِينَ ﴿١٠٩﴾
১১০. তখন তোমরা তাদেরকে উপহাসের বস্তু করে রেখেছিলে। এমন কি, এই কৌতুক তোমাদেরকে আমার স্মরণও ভুলিয়ে দিয়েছিল এবং তোমরা তাদের সাথে হাসি-ঠাট্টা করতে।	فَاتَّخَذْتُمُوهُمْ سِخْرِيًّا حَتَّىٰ أَنسَوْكُمْ ذِكْرِي وَكُنتُم مِّنْهُمْ تَضْحَكُونَ ﴿١١٠﴾

শাব্দিক অনুবাদ :

১০৫. أَلَمْ تَكُنْ آيَاتِي تُتْلَىٰ عَلَيْكُمْ কেন তোমাদেরকে কি আমার আয়াতসমূহ পাঠ করে শুনানো হতো না فَكُنْتُمْ بِهَا تُكَذِّبُونَ অথচ তোমরা তাকে মিথ্যা জানতে।

১০৬. قَالُوا তারা বলবে رَبَّنَا হে আমাদের প্রতিপালক غَلَبَتْ عَلَيْنَا شِقْوَتُنَا আমাদের দুর্ভাগ্য আমাদেরকে বেষ্টন করে নিয়েছিল وَكُنَّا قَوْمًا ضَالِّينَ এবং আমরা পথভ্রষ্ট সম্প্রদায় ছিলাম।

১০৭. رَبَّنَا হে আমাদের প্রতিপালক أَخْرِجْنَا مِنْهَا আমাদেরকে এখান থেকে বের করে দিন فَإِنْ عُدْنَا এরপরও যদি পুনঃ এমন করি فَإِنَّا ظَالِمُونَ তবে নিশ্চয় আমরা সীমালঙ্ঘনকারী।

১০৮. قَالَ আল্লাহ বলবেন اخْسَئُوا فِيهَا তোমরা এখানেই তিরস্কৃত হয়ে পড়ে থাক وَلَا تُكَلِّمُونِ এবং আমার সঙ্গে কথা বলো না।

১০৯. إِنَّهُ كَانَ فَرِيقٌ مِّنْ عِبَادِي আমার বান্দাদের মধ্যে এক দল ছিল يَقُولُونَ যারা বলত رَبَّنَا হে আমাদের প্রতিপালক آمَنَّا আমরা ঈমান এনেছি فَاغْفِرْ لَنَا অতএব আমাদেরকে ক্ষমা করুন وَارْحَمْنَا এবং আমাদের প্রতি অনুগ্রহ করুন وَأَنْتَ خَيْرُ الرَّاحِمِينَ আর আপনিই সর্বাপেক্ষা অধিক অনুগ্রহকারী।

১১০. فَاتَّخَذْتُمُوهُمْ سِخْرِيًّا তখন তোমরা তাদেরকে উপহাসের বস্তু করে রেখেছিলে حَتَّىٰ أَنْسَوْكُمْ ذِكْرِي এমন কি এই কৌতুক তোমাদেরকে আমার স্মরণও ভুলিয়ে দিয়েছিল وَكُنْتُمْ مِنْهُمْ تَضْحَكُونَ এবং তোমরা তাদের সাথে হাসি-ঠাট্টা করতে

https://e-ilm.weebly.com/

১১১. আমি আজ তাদেরকে তাদের ধৈর্যের পুরস্কার এই দিলাম যে, তারাই সফলকাম হয়েছে।	إِنِّي جَزَيْتُهُمُ الْيَوْمَ بِمَا صَبَرُوٓا ۙ أَنَّهُمْ هُمُ الْفَآئِزُوْنَ ﴿١١١﴾
১১২. আল্লাহ বলবেন, তোমরা বৎসরের গণনা-হিসাবে কি পরিমাণ সময় পৃথিবীতে অবস্থান করেছিলে?	قٰلَ كَمْ لَبِثْتُمْ فِي الْأَرْضِ عَدَدَ سِنِيْنَ ﴿١١٢﴾
১১৩. তারা বলবে, হয়তো একদিন কিংবা একদিনেরও কম ছিলাম, সুতরাং গণনাকারীগণকে জিজ্ঞাসা করুন।	قَالُوْا لَبِثْنَا يَوْمًا أَوْ بَعْضَ يَوْمٍ فَسْئَلِ الْعَآدِّيْنَ ﴿١١٣﴾
১১৪. আল্লাহ বলবেন, তোমরা সামান্য সময়ই ছিলে, কি ভালো হতো যদি তোমরা বুঝতে।	قٰلَ إِنْ لَّبِثْتُمْ إِلَّا قَلِيْلًا لَّوْ أَنَّكُمْ كُنْتُمْ تَعْلَمُوْنَ ﴿١١٤﴾
১১৫. তবে কি তোমরা এ ধারণা করেছিলে যে, আমি তোমাদেরকে অনর্থক সৃষ্টি করেছি? আর (এটাও ধারণা করছিলে যে) তোমাদেরকে আমার নিকটে আনা হবে না।	أَفَحَسِبْتُمْ أَنَّمَا خَلَقْنٰكُمْ عَبَثًا وَّأَنَّكُمْ إِلَيْنَا لَا تُرْجَعُوْنَ ﴿١١٥﴾
১১৬. অতএব, আল্লাহ তা'আলা অতি উচ্চ মর্যাদাবান, যিনি প্রকৃত বাদশাহ, তিনি ভিন্ন ইবাদতের যোগ্য কেউ নেই, তিনি মহান আরশের অধিপতি।	فَتَعٰلَى اللّٰهُ الْمَلِكُ الْحَقُّ ۚ لَآ إِلٰهَ إِلَّا هُوَ ۚ رَبُّ الْعَرْشِ الْكَرِيْمِ ﴿١١٦﴾

শাব্দিক অনুবাদ :

১১১. إِنِّي جَزَيْتُهُمْ আমি তাদেরকে পুরস্কার এই দিলাম যে الْيَوْمَ আজ بِمَا صَبَرُوْا তাদের ধৈর্যের أَنَّهُمْ هُمُ الْفَآئِزُوْنَ তারাই সফলকাম হয়েছে।

১১২. قٰلَ আল্লাহ বলবেন كَمْ لَبِثْتُمْ তোমরা কি পরিমাণ সময় অবস্থান করেছিলে فِي الْأَرْضِ পৃথিবীতে عَدَدَ سِنِيْنَ বৎসরের গণনা হিসেবে।

১১৩. قَالُوْا তারা বলবে لَبِثْنَا يَوْمًا أَوْ بَعْضَ يَوْمٍ হয়তো একদিন কিংবা এক দিনেরও কম ছিলাম فَسْئَلِ الْعَآدِّيْنَ সুতরাং গণনাকারীগণ কে জিজ্ঞাসা করুন।

১১৪. قٰلَ আল্লাহ বলবেন إِنْ لَّبِثْتُمْ إِلَّا قَلِيْلًا তোমরা সামান্য সময়ই ছিলে لَّوْ أَنَّكُمْ كُنْتُمْ تَعْلَمُوْنَ কি ভালো হতো যদি তোমরা বুঝতে।

১১৫. أَفَحَسِبْتُمْ তবে কি তোমরা এ ধারণা করেছিলে যে أَنَّمَا خَلَقْنٰكُمْ عَبَثًا আমি তোমাদেরকে অনর্থক সৃষ্টি করেছি وَّأَنَّكُمْ إِلَيْنَا لَا تُرْجَعُوْنَ আর তোমাদেরকে আমার নিকটে আনা হবে না।

১১৬. فَتَعٰلَى اللّٰهُ অতএব আল্লাহ তা'আলা অতি উচ্চ মর্যাদাবান الْمَلِكُ الْحَقُّ যিনি প্রকৃত বাদশাহ لَآ إِلٰهَ إِلَّا هُوَ তিনি ভিন্ন ইবাদতের যোগ্য কেউ নেই رَبُّ الْعَرْشِ الْكَرِيْمِ তিনি মহান আরশের অধিপতি।

https://e-ilm.weebly.com/

১১৭. আর যে ব্যক্তি আল্লাহর সাথে অন্য কোনো উপাস্যেরও ইবাদত করে যার পক্ষে তার নিকট কোনোই প্রমাণ নেই, সুতরাং তার প্রতিপালকের সমীপে তার হিসাব-নিকাশ হবে; নিঃসন্দেহে কাফেররা সফলকাম হবে না।	وَمَنْ يَّدْعُ مَعَ اللّٰهِ اِلٰهًا اٰخَرَ ۙ لَا بُرْهَانَ لَهٗ بِهٖ ۙ فَاِنَّمَا حِسَابُهٗ عِنْدَ رَبِّهٖ ؕ اِنَّهٗ لَا يُفْلِحُ الْكٰفِرُوْنَ ﴿١١٧﴾
১১৮. আর আপনি (এ কথা) বলুন যে, হে আমার প্রতিপালক! আমাকে মার্জনা করুন এবং অনুগ্রহ করুন, আর আপনি সকল অনুগ্রহকারী অপেক্ষা অধিক অনুগ্রহকারী।	وَقُلْ رَّبِّ اغْفِرْ وَارْحَمْ وَاَنْتَ خَيْرُ الرّٰحِمِيْنَ ﴿١١٨﴾

শাব্দিক অনুবাদ :

১১৭. وَمَنْ يَّدْعُ مَعَ اللّٰهِ আর যে ব্যক্তি আল্লাহর সাথে ইবাদত করে اِلٰهًا اٰخَرَ অন্য কোনো উপাস্যেরও لَا بُرْهَانَ لَهٗ بِهٖ যার পক্ষে তার নিকট কোনোই প্রমাণ নেই فَاِنَّمَا حِسَابُهٗ عِنْدَ رَبِّهٖ সুতারাং তার প্রতিপালকের সমীপে তার হিসাব নিকাশ হবে اِنَّهٗ لَا يُفْلِحُ الْكٰفِرُوْنَ নিঃসন্দেহে কাফেররা সফলকাম হবে না।

১১৮. وَقُلْ আর আপনি বলুন যে رَبِّ হে আমার প্রতিপালক اغْفِرْ আমাকে মার্জনা করুন وَارْحَمْ এবং অনুগ্রহ করুন وَاَنْتَ خَيْرُ الرّٰحِمِيْنَ আর আপনি সকল অনুগ্রহকারী অপেক্ষা অধিক অনুগ্রহকারী।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

وَلَا تُكَلِّمُوْنِ –হযরত হাসান বসরী (র.) বলেন, এটা হবে জাহান্নামীদের সর্বশেষ কথা। এরপরই কথা না বলার আদেশ হয়ে যাবে। ফলে তারা কারো সাথে বাক্যালাপ করতে পারবে না; জন্তুদের ন্যায় একজন অপরজনের দিকে তাকিয়ে ঘেউ ঘেউ করবে। বায়হাকী মুহাম্মদ ইবনে কা'ব থেকে বর্ণনা করেন, কুরআনে জাহান্নামীদের পাঁচটি আবেদন উদ্ধৃত করা হয়েছে। তন্মধ্যে চারটির জবাব দেওয়া হয়েছে এবং পঞ্চমটির জবাবে وَلَا تُكَلِّمُوْنِ বলা হয়েছে। এটাই হবে তাদের শেষ কথা। এরপর তারা কিছুই বলতে পারেবে না। –[মাযহারী]

সূরা মু'মিনূনের সর্বশেষ আয়াতসমূহ اَفَحَسِبْتُمْ اَنَّمَا خَلَقْنٰكُمْ عَبَثًا থেকে নিয়ে শেষ সূরা পর্যন্ত বিশেষ ফজিলত পূর্ণ। বগভী ও ছা'লাবী হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা.)-এর একটি ঘটনা বর্ণনা করেছেন যে, একবার তিনি জনৈক রোগাক্রান্ত ব্যক্তির কানে এই আয়াতসমূহ পাঠ করলে সে তৎক্ষণাৎ আরোগ্যলাভ করে। রাসূলুল্লাহ ﷺ তাঁকে জিজ্ঞেস করলেন যে, তুমি তার কানে কি পাঠ করেছ। হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা.) বললেন, আমি এই আয়াতগুলো পাঠ করেছি। তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন, সে আল্লাহর কসম! যার হাতে আমার প্রাণ, যদি কোনো বিশ্বাসী ব্যক্তি এই আয়াতগুলো পাহাড়ের উপর পাঠ করে দেয়, তবে পাহাড় তার স্থান থেকে সরে যেতে পারে।

رَبِّ اغْفِرْ وَارْحَمْ -এখানে اِغْفِرْ ও اِرْحَمْ উভয়ের مَفْعُوْل তথা কর্মপদ উল্লেখ করা হয়নি অর্থাৎ কি ক্ষমা করা হবে এবং কিসের প্রতি রহম করা হবে, তা বলা হয়নি! এতে ব্যাপকতার প্রতি ইঙ্গিত করা হয়েছে। অর্থাৎ মাগফেরাতের দোয়া ক্ষতিকর বস্তু দূর করাকে অন্তর্ভুক্ত রেখেছে এবং রহমতের দোয়া প্রত্যেক উদ্দিষ্ট ও কাম্য বস্তু অর্জিত হওয়াকে অন্তর্ভুক্ত রেখেছে। কেননা ক্ষতি দূরীকরণ ও উপকার আহরণ মানবজীবন ও তার উদ্দেশ্যসমূহের নির্যাস। উভয়টিই দোয়ার অন্তর্ভুক্ত হয়ে গেছে। –(মাযহারী) রাসূলুল্লাহ ﷺ নিষ্পাপ ও রহমতপ্রাপ্তই ছিলেন। এতদসত্ত্বেও তাঁকে মাগফেরাত ও

https://e-ilm.weebly.com/

রহমতের দোয়া শিক্ষা দেওয়া হয়েছে : প্রকৃতপক্ষে এটা উম্মতকে শিক্ষা দেওয়ার জন্য যে, তোমাদেরও এ ব্যাপারে খুবই যত্নবান হওয়া উচিত। –[কুরতুবী]

لَا يُفْلِحُ الْكٰفِرُوْنَ -সূরা মু'মিনূনের সূচনা قَدْ اَفْلَحَ الْمُؤْمِنُوْنَ আয়াত দ্বারা হয়েছিল এবং সমাপ্তি اِنَّهٗ لَا يُفْلِحُ الْكٰفِرُوْنَ দ্বারা হয়েছে। এতে বুঝা গেল যে, ফালাহ্ অর্থাৎ পরিপূর্ণ সফলতা মুমিনগণেরই প্রাপ্য এবং কাফেররা এ থেকে বঞ্চিত।

শাব্দিক অনুবাদ :

غَلَبَتْ : সীগাহ واحد مؤنث غائب বহছ ماضى معروف বাব ضَرَبَ মাসদার غَلَبَةٌ মূলবর্ণ (غ ـ ل ـ ب) জিনস صحيح অর্থ– তা বেষ্টন করে নিয়েছিল।

ضَالِّيْنَ : সীগাহ جمع مذكر বহছ اسم فاعل বাব ضَرَبَ মাসদার ضَلَالٌ মূলবর্ণ (ض ـ ل ـ ل) জিনস مضاعف ثلاثى অর্থ– পথভ্রষ্ট।

اِخْسَئُوْا : সীগাহ جمع مذكر حاضر বহছ امر حاضر معروف বাব فَتَحَ মাসদার خَسْأً মূলবর্ণ (خ ـ س ـ أ) জিনস مهموز لام অর্থ– তোমরা তিরস্কৃত হয়ে পড়ে থাক।

اَنْسَوْكُمْ : সীগাহ جمع مذكر غائب বহছ ماضى معروف বাব اِفْعَالٌ মাসদার اِنْسَاءٌ মূলবর্ণ (ن ـ س ـ ى) জিনস ناقص يائى অর্থ– তোমাদেরকে ভুলিয়ে দিয়েছিল।

جَزَيْتُهُمْ : সীগাহ واحد متكلم বহছ ماضى معروف বাব ضَرَبَ মাসদার جَزَاءٌ মূলবর্ণ (ج ـ ز ـ ى) জিনস ناقص يائى অর্থ– আমি তাদেরকে পুরস্কার দিলাম।

اَلْفَائِزُوْنَ : সীগাহ جمع مذكر বহছ اسم فاعل বাব نَصَرَ মাসদার فَوْزٌ মূলবর্ণ (ف ـ و ـ ز) জিনস اجوف واوى অর্থ– তারা সফলকাম হয়েছে।

اَفَحَسِبْتُمْ : সীগাহ جمع مذكر حاضر বহছ ماضى معروف বাব حَسِبَ ও سَمِعَ মাসদার حِسْبَانٌ মূলবর্ণ (ح ـ س ـ ب) জিনস صحيح অর্থ– তবে কি তোমরা ধারণা করেছিলে।

বাক্য বিশ্লেষণ :

قَالُوْا رَبَّنَا غَلَبَتْ عَلَيْنَا شِقْوَتُنَا وَكُنَّا قَوْمًا ضَالِّيْنَ : এখানে قَالُوْا হলো ফে'ল ও ফায়েল আর رَبَّنَا হলো منادى مضاف আর غَلَبَتْ হলো ফে'ল আর عَلَيْنَا টা غَلَبَتْ -এর সাথে متعلق হয়েছে আর شِقْوَتُنَا টা غَلَبَتْ এর ফায়েল হয়েছে। وكنا -এর واو টি হলো আতেফা আর كُنَّا হলো كَانَ এবং তার ইসম এবং قَوْمًا হলো كَانَ -এর খবর আর ضَالِّيْنَ হলো قَوْمًا এর সিফত। –[ই'রাবুল কুরআন : ৫/২৩৩]

https://e-ilm.weebly.com/

سُوْرَةُ النُّوْرِ مَدَنِيَّةٌ

সূরা নূর

মদিনায় অবতীর্ণ; আয়াত–৬৪, রুকূ'–৯

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ○

পরম করুণাময়, দয়ালু আল্লাহর নামে শুরু করছি

১. এটা একটি সূরা– যা আমিই নাজিল করেছি এবং এটা (-র বিষয়বস্তুগুলো) -কেও আমি নির্ধারিত করেছি এবং আমি এর মধ্যে সুস্পষ্ট আয়াতসমূহ অবতীর্ণ করেছি, যেন তোমরা বুঝতে পার।	سُوْرَةٌ اَنْزَلْنٰهَا وَفَرَضْنٰهَا وَاَنْزَلْنَا فِيْهَآ اٰيٰتٍ بَيِّنٰتٍ لَّعَلَّكُمْ تَذَكَّرُوْنَ ﴿١﴾
২. ব্যভিচারিণী নারী এবং ব্যভিচারী পুরুষ, তাদের প্রত্যেককে একশত দোররা লাগাবে, এবং আল্লাহ তা'আলার বিধান পালনে তাদের উভয়ের প্রতি তোমাদের মনে কণামাত্র দয়া আসা উচিত নয়, যদি তোমরা আল্লাহ তা'আলার প্রতি এবং কিয়ামত দিবসের প্রতি ঈমান রাখ এবং উভয়ের শাস্তি প্রদান কালে মুসলমানদের একদল লোক উপস্থিত থাকা প্রয়োজন।	اَلزَّانِيَةُ وَالزَّانِيْ فَاجْلِدُوْا كُلَّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ ۪ وَّلَا تَأْخُذْكُمْ بِهِمَا رَاْفَةٌ فِيْ دِيْنِ اللّٰهِ اِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُوْنَ بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ الْاٰخِرِ ۚ وَلْيَشْهَدْ عَذَابَهُمَا طَآئِفَةٌ مِّنَ الْمُؤْمِنِيْنَ ﴿٢﴾

শাব্দিক অনুবাদ :

১. سُوْرَةٌ এটা একটি সূরা اَنْزَلْنٰهَا যা আমিই নাজিল করেছি وَفَرَضْنٰهَا এবং এটা (র-বিষয় বস্তুগুলো) কেও আমি নির্ধারিত করেছি وَاَنْزَلْنَا فِيْهَآ এবং আমি এর মধ্যে অবতীর্ণ করেছি اٰيٰتٍ بَيِّنٰتٍ সুস্পষ্ট আয়াতসমূহ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُوْنَ যেন তোমরা বুঝতে পার।

২. اَلزَّانِيَةُ ব্যভিচারিণী নারী وَالزَّانِيْ এবং ব্যভিচারী পুরুষ فَاجْلِدُوْا كُلَّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا তাদের প্রত্যেক কে লাগাবে مِائَةَ جَلْدَةٍ একশত দোররা وَّلَا تَأْخُذْكُمْ بِهِمَا رَاْفَةٌ এবং তাদের উভয়ের প্রতি তোমাদের মনে কণামাত্র দয়া আসা উচিত নয় فِيْ دِيْنِ اللّٰهِ আল্লাহ তা'আলার বিধান পালনে اِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُوْنَ যদি তোমরা ঈমান রাখ بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ الْاٰخِرِ আল্লাহ তা'আলার প্রতি এবং কিয়ামত দিবসের প্রতি وَلْيَشْهَدْ এবং উপস্থিত থাকা প্রয়োজন عَذَابَهُمَا উভয়ের শাস্তি প্রদানকালে طَآئِفَةٌ مِّنَ الْمُؤْمِنِيْنَ মুসলমানদের একদল লোক।

https://e-ilm.weebly.com/

الزَّانِي لَا يَنْكِحُ إِلَّا زَانِيَةً أَوْ مُشْرِكَةً ۚ وَالزَّانِيَةُ لَا يَنْكِحُهَا إِلَّا زَانٍ أَوْ مُشْرِكٌ ۚ وَحُرِّمَ ذَٰلِكَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ ﴿٣﴾	৩. ব্যভিচারী পুরুষ, ব্যভিচারিণী নারী এবং মুশরিক নারী ভিন্ন কাউকে বিবাহ করে না এবং ব্যভিচারিণী নারীকে ব্যভিচারী পুরুষ অথবা মুশরিক পুরুষ ভিন্ন অন্য কেউ বিবাহ করে না, মুসলমানদের উপর এরূপ বিবাহকে হারাম করে দেওয়া হয়েছে।
وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ فَاجْلِدُوهُمْ ثَمَانِينَ جَلْدَةً وَلَا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهَادَةً أَبَدًا ۚ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ ﴿٤﴾	৪. আর যারা কোনো সতী রমণীকে (জেনার) অপবাদ দেয়, তৎপর প্রত্যক্ষদর্শী চারজন সাক্ষী উপস্থিত করতে না পারে, তবে এরূপ লোকদেরকে আশি দোররা লাগাবে এবং তাদের সাক্ষ্য কখনো গ্রহণ করো না, আর তারাই হচ্ছে ফাসেক।
إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا مِنْ بَعْدِ ذَٰلِكَ وَأَصْلَحُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ ﴿٥﴾	৫. কিন্তু যারা তা (অর্থাৎ তুহমত) -এর পর তওবা করে এবং নিজেদেরকে সংশোধন করে নেয়, তবে আল্লাহ তা'আলা অবশ্য ক্ষমাকারী, অনুগ্রহশীল।

শাব্দিক অনুবাদ :

৩. اَلزَّانِىْ ব্যভিচারী পুরুষ لَا يَنْكِحُ বিবাহ করে না اِلَّا زَانِيَةً ব্যভিচারিণী নারী ভিন্ন اَوْ مُشْرِكَةً অথবা মুশরিক নারী وَالزَّانِيَةُ এবং ব্যভিচারিণী নারীকে لَا يَنْكِحُهَآ বিবাহ করে না اِلَّا زَانٍ اَوْ مُشْرِكٌ ব্যভিচারী পুরুষ অথবা মুশরিক পুরুষ ভিন্ন অন্য কেউ وَحُرِّمَ ذٰلِكَ এরূপ বিবাহকে হারাম করে দেওয়া হয়েছে عَلَى الْمُؤْمِنِيْنَ মুসলমানদের উপর।

৪. وَالَّذِيْنَ يَرْمُوْنَ الْمُحْصَنٰتِ আর যারা কোনো সতী রমণীকে (জেনার) অপবাদ দেয় ثُمَّ لَمْ يَأْتُوْا بِاَرْبَعَةِ شُهَدَآءَ তৎপর প্রত্যক্ষদর্শী চারজন সাক্ষী উপস্থিত করতে না পারে فَاجْلِدُوْهُمْ ثَمٰنِيْنَ جَلْدَةً তবে এরূপ লোকদেরকে আশি দোররা লাগাবে وَلَا تَقْبَلُوْا এবং গ্রহণ করো না لَهُمْ شَهَادَةً তাদের সাক্ষ্য اَبَدًا কখনো وَاُولٰٓئِكَ هُمُ الْفٰسِقُوْنَ আর তারাই হচ্ছে ফাসেক।

৫. اِلَّا الَّذِيْنَ تَابُوْا কিন্তু যারা তওবা করে مِنْۢ بَعْدِ ذٰلِكَ তা (অর্থাৎ তুহমত) -এর পর وَاَصْلَحُوْا এবং নিজেদেরকে সংশোধন করে নেয় فَاِنَّ اللّٰهَ غَفُوْرٌ তবে আল্লাহ তা'আলা অবশ্য ক্ষমাকারী رَّحِيْمٌ অনুগ্রহশীল।

https://e-ilm.weebly.com/

৬. আর যারা নিজেদের স্ত্রীগণের প্রতি (জেনার) অপবাদ প্রদান করে এবং তাদের নিকট নিজেদের (দাবি) ব্যতীত অন্য কোনো সাক্ষী না থাকে, তবে তাদের সাক্ষ্য এটাই যে, চারবার আল্লাহর নামে শপথ করে বলবে, নিশ্চয় সে সত্যবাদী।	وَالَّذِيْنَ يَرْمُوْنَ اَزْوَاجَهُمْ وَلَمْ يَكُنْ لَّهُمْ شُهَدَآءُ اِلَّآ اَنْفُسُهُمْ فَشَهَادَةُ اَحَدِهِمْ اَرْبَعُ شَهٰدٰتٍۭ بِاللّٰهِ ۙ اِنَّهٗ لَمِنَ الصّٰدِقِيْنَ ﴿٦﴾
৭. এবং পঞ্চমবার বলবে, তার উপর আল্লাহর লা'নত বর্ষিত হোক যদি সে মিথ্যাবাদী হয়।	وَالْخَامِسَةُ اَنَّ لَعْنَتَ اللّٰهِ عَلَيْهِ اِنْ كَانَ مِنَ الْكٰذِبِيْنَ ﴿٧﴾

শাব্দিক অনুবাদ :

৬. وَالَّذِيْنَ يَرْمُوْنَ اَزْوَاجَهُمْ আর যারা নিজেদের স্ত্রীগণের প্রতি (জেনার) অপবাদ প্রদান করে وَلَمْ يَكُنْ لَّهُمْ شُهَدَآءُ
এবং তাদের নিকট অন্য কোনো সাক্ষী না থাকে اِلَّآ اَنْفُسُهُمْ নিজেদের (দাবি) ব্যতীত فَشَهَادَةُ اَحَدِهِمْ তবে তাদের
সাক্ষ্য এটাই যে اَرْبَعُ شَهٰدٰتٍۭ بِاللّٰهِ চারবার আল্লাহর নামে শপথ করে বলবে اِنَّهٗ لَمِنَ الصّٰدِقِيْنَ নিশ্চয় সে সত্যবাদী।
৭. وَالْخَامِسَةُ এবং পঞ্চমবার বলবে اَنَّ لَعْنَتَ اللّٰهِ عَلَيْهِ তার উপর আল্লাহর লা'নত বর্ষিত হোক اِنْ كَانَ مِنَ الْكٰذِبِيْنَ
যদি সে মিথ্যাবাদী হয়।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

সূরা নূরের গুরুত্ব ও তাৎপর্য : এ সূরায় আল্লাহ পাকের বিধি-নিষেধ, শাসন-শৃঙ্খলা এবং তাওহীদের বিবরণ স্থান পেয়েছে। চরিত্রের পবিত্রতা অর্জন এবং নৈতিক মান উন্নয়নের উপর এ সূরায় বিশেষ গুরুত্বারোপ করা হয়েছে।

এ সূরা সম্পর্কে হযরত ওমর (রা.) কূফাবাসীর নামে একটি ফরমান জারি করেছিলেন। যা নিম্নরূপ– عَلِّمُوْا نِسَاءَكُمْ سُوْرَةَ النُّوْرِ অর্থাৎ তোমাদের স্ত্রী লোকদেরকে সূরা নূর শিক্ষা দাও, যাতে করে তারা অবহিত হয় যে, চরিত্রের পবিত্রতাই হলো নূর এবং চরিত্রের অপবিত্রতা হলো অন্ধকার।

হযরত আয়েশা (রা.) বলতেন, স্ত্রী লোকদেরকে উঁচু ইমারতে অবস্থান করাবে না, তাদেরকে লেখনী শিক্ষা দেবে না, তাদেরকে সূরা নূর শেখাবে এবং তাদেরকে চরকায় সুতো কাটা শিক্ষা দেবে।

–[মা'আরিফুল কুরআন : আল্লামা ইদরীস কান্ধলভী (র.) ৫/৯৩]

সায়ীদ ইবনে মনসূর, ইবনুল মুনজির, বায়হাকী মুজাহিদ (র.)-এর সূত্রে বর্ণনা করেছেন, প্রিয়নবী ﷺ ইরশাদ করেছেন, তোমাদের পুরুষদেরকে সূরা মায়েদা শেখাও; আর তোমাদের স্ত্রী লোকদেরকে সূরা নূর শেখাও।

হারেসা ইবনে মেজরাব থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন যে, তোমরা তোমাদের স্ত্রী লোকদেরকে সূরা নিসা, আহযাব এবং সূরা নূর শেখাও। –[রুহুল মা'আনী খ. ১৮, পৃ. ৭৪]

পূর্ববর্তী সূরার সাথে সম্পর্ক : পূর্ববর্তী সূরা মু'মিনূন -এর প্রারম্ভে মুমিনগণের গুণাবলি এবং বৈশিষ্ট্য বর্ণিত হয়েছে, তন্মধ্যে একটি গুণের উল্লেখ করা হয়েছিল যে, মুমিনগণের নৈতিক মান উন্নীত থাকে। তারা চরিত্র মাধুর্যের অধিকারী হয়। কখনো তারা অন্যায়, অসৎ ও অসামাজিক কাজে লিপ্ত হয় না, ব্যভিচারের ন্যায় ঘৃণ্য, নিন্দনীয় অসামাজিক কাজ থেকে তারা অনেক দূরে থাকে। আর এমনি গুণাবলির অধিকারী হওয়ার কারণেই তারা হয় জান্নাতুল ফেরদৌসের উত্তরাধিকারী। আর এ সূরার প্রারম্ভে সেসব লোকদের শাস্তি ঘোষণা করা হয়েছে যারা চারিত্রিক দুর্বলতার পরিচয় দেয়, যারা ব্যভিচারে লিপ্ত হয়ে মানবতার অবমাননা করে এবং যারা এ পর্যায়ে সীমালঙ্ঘন করে।

https://e-ilm.weebly.com/

যারা এমনি অন্যায় অনাচারে লিপ্ত হয়, তাদের অন্তর থেকে নূর দূরীভূত হয়ে যায়। আর যারা অনাচার, ব্যভিচার থেকে আত্মরক্ষা করে, তাদের অন্তরে নূর সৃষ্টি হয়। তত্ত্বজ্ঞানীগণ লিখেছেন, ঐ নূরই কাল কিয়ামতের কঠিন দিনে পুলসিরাত পার হওয়ার ব্যাপারে সাহায্যক হবে। এজন্য হাদীস শরীফে একথার উল্লেখ রয়েছে যে, পুলসিরাতে পৌঁছার পর মুনাফিকদের নূর বিদায় নেবে, তারা আর পুলসিরাতের পথ দেখবে না। এজন্য মুমিনগণ ভীত সন্ত্রস্ত হবে যেন মুনাফিকদের ন্যায় মুমিনদের নূরও দূরীভূত না হয়। এ কারণেই মুমিনগণ আল্লাহ পাকের দরবারে তাদের নূরকে পরিপূর্ণ করার জন্য মুনাজাত করে বলে, পবিত্র কুরআনের ভাষায়– رَبَّنَآ اَتْمِمْ لَنَا نُوْرَنَا وَاغْفِرْ لَنَا اِنَّكَ عَلٰى كُلِّ شَىْءٍ قَدِيْرٌ অর্থাৎ হে আমাদের পরওয়ারদেগার! আমাদের নূরকে পরিপূর্ণ করে দাও এবং আমাদেরকে ক্ষমা কর। নিশ্চয় তুমি সর্ববিষয়ে সর্বশক্তিমান। আর এই নূর কোথায় পাওয়া যায়? এ কথার জবাবও রয়েছে আলোচ্য সূরায়, অর্থাৎ মসজিদসমূহে, আল্লাহ তা'আলার জিকিরের মাধ্যমে তথা তাঁর বন্দেগির মাধ্যমে।

পক্ষান্তরে অন্ধকার সৃষ্টি হয় অন্যায়-অনাচার ও ব্যভিচার এবং জুলুম অত্যাচারের মাধ্যমে। আর এ নূর হলো হেদায়েতের নূর। এ নূরের প্রাণকেন্দ্র হলেন স্বয়ং আল্লাহ পাক রাব্বুল আলামীন, তাই পরবর্তী আয়াতে ইরশাদ হয়েছে– اَللّٰهُ نُوْرُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ। আর আল্লাহ পাকই আসমান জমিনের নূর।

অতএব, মুমিনগণের নেক আমল হলো নূরানী এবং তার দ্বারা মুমিনের কলব থেকে নূর বিচ্ছুরিত হয় এবং অন্য মানুষের অন্তরও আলোকিত হয়। অন্যদিকে যারা অন্যায়-অনাচারে লিপ্ত হয়, তাদের থেকে গোমারাহীর অন্ধকার ছড়িয়ে পড়ে। যারা এ জীবনে সিরাতুল মুস্তাকীম বা সরল সঠিক পথে চলে, তারাই কাল কিয়ামতের দিন অতি সহজে পুলসিরাত পার হবে। পক্ষান্তরে যারা এ জীবনে অন্যায়-অনাচারে, ব্যভিচারে লিপ্ত হবে, তারা গোমরাহীর অন্ধকারে আচ্ছন্ন থাকবে। তারা কাল কিয়ামতের কঠিন দিনে পুলসিরাত পার হতে পারবে না। যদি তওবা করে ক্ষমা লাভ করতে না পারে তবে তাদের জীবন হবে ব্যর্থতায় পর্যবাসিত। এজন্য আল্লাহ পাক ইরশাদ করেছেন– وَمَنْ يُّطِعِ اللّٰهَ رَسُوْلَهٗ وَيَخْشَ اللّٰهَ وَيَتَّقْهِ فَاُولٰٓئِكَ هُمُ الْفَائِزُوْنَ অর্থাৎ আর যারা আল্লাহ পাক ও তাঁর রাসূলের অনুগত হয় এবং আল্লাহ পাককে ভয় করে, পরহেজগারী অবলম্বন করে, তারাই হবে –[জীবন-সাধনায়] সফলকাম।

আলোচ্য সূরার মূল বক্তব্য : সর্বপ্রথম এ সূরার গুরুত্ব অনুধাবনের ও উপদেশ গ্রহণের তাকিদ করা হয়েছে। এরপর ব্যভিচারের শাস্তি ঘোষণা করা হয়েছে। এ পর্যায়ে মুমিন জননী হযরত আয়েশা (রা.)-এর নামে যেসব মুনাফিকরা অপবাদ দিয়েছিল, তাদের শাস্তির ঘোষণা করা হয়েছে। অবশেষে তাওহীদের বিবরণ ও আখেরাতের স্মরণের তাগিদ করে সূরা সমাপ্ত করা হয়েছে।

এ সূরার প্রথম আয়াত ভূমিকাস্বরূপ, যা দ্বারা এর বিধানাবলির বিশেষ গুরুত্ব বর্ণনা করা উদ্দেশ্য। বিধানাবলির মধ্যে সর্বপ্রথম ব্যভিচারের শাস্তির কথা উল্লেখ করা হয়েছে যা সূরার মূল উদ্দেশ্য। সতীত্ব ও তজ্জন্যে দৃষ্টির হেফাজত, অনুমতি ব্যতিরেকে কারো গৃহে যাওয়া ও দৃষ্টিপাত করার নিষেধাজ্ঞা সম্পর্কিত বিধানাবলি পরে বর্ণিত হবে। ব্যভিচার করণটা হলো সতর্কতার এমন সব বাধা ডিঙ্গিয়ে সতীত্বের বিপক্ষে চরম সীমানায় উপনীত হওয়ার এবং আল্লাহর বিধানাবলির বিরুদ্ধে প্রকাশ্য বিদ্রোহ ঘোষণা করার নামান্তর। এ কারণেই ইসলামে মানবিক অপরাধসমূহের যেসব শাস্তি কুরআনে নির্ধারিত রয়েছে, তন্মধ্যে ব্যভিচারের শাস্তি সবচেয়ে কঠোর ও অধিক। ব্যভিচার স্বয়ং একটি বৃহৎ অপরাধ; তদুপরি সে নিজের সাথে আরো শত শত অপরাধ নিয়ে আসে এবং সমগ্র মানবতার ধ্বংসের আকারে এর ফলাফল প্রকাশ পায়। পৃথিবীতে যত হত্যা ও লুণ্ঠনের ঘটনাবলি সংঘটিত হয় অনুসন্ধান করলে দেখা যাবে যে, অধিকাংশ ঘটনার কারণ কোনো নারী ও তার সাথে অবৈধ সম্পর্ক। তাই সূরার প্রথমে এই চরম অপরাধ ও নির্লজ্জতা মূলোৎপাটনের জন্য এর শরিয়তানুগ শাস্তি বর্ণিত হয়েছে।

ব্যভিচার একটি চরম অপরাধ এবং অনেক অপরাধের সমষ্টি, তাই শরিয়তে এর শাস্তি সর্ববৃহৎ রাখা হয়েছে : কুরআন পাক ও মুতাওয়াতির হাদীস চারটি অপরাধের শাস্তি ও তার পন্থা স্বয়ং নির্ধারিত করেছে এবং কোনো বিচারক ও শাসনকর্তার মতামতের উপর তা ন্যস্ত করেনি। এসব নির্দিষ্ট শাস্তিকে শরিয়তের পরিভাষায় 'হুদূদ' বলা হয়। এগুলো ছাড়া অবশিষ্ট অপরাধের শাস্তি এভাবে নির্ধারিত করা হয়নি; বরং শাসনকর্তা অথবা বিচারক অপরাধীর অবস্থা, অপরাধের গুণাগুণ, পরিবেশ ইত্যাদির প্রতি লক্ষ্য রেখে যে পরিমাণ শাস্তিকে অপরাধ দমনের জন্য যথেষ্ট মনে করে, সেই পরিমাণ শাস্তি দিতে

https://e-ilm.weebly.com/

পারে। এ ধরনের শাস্তিকে শরিয়তের পরিভাষায় 'তা'যীরাত' [দণ্ড] বলা হয়। হুদূদ চারটি। যথা– চুরি, কোনো সতীসাধ্বী নারীর প্রতি অপবাদ আরোপ, মদ্যপান করা এবং ব্যভিচার করা। এগুলোর মধ্যে প্রত্যেক অপরাধই স্ব স্থলে গুরুতর, জগতের শান্তি-শৃঙ্খলার জন্য মারাত্মক এবং অনেক অপরাধের সমষ্টি; কিন্তু সবগুলোর মধ্যেও ব্যভিচারের অশুভ পরিণতি মানবিক সমাজ ব্যবস্থাকে যেমন মারাত্মক আঘাত হানে, তেমনটি বোধ হয় অন্য কোনো অপরাধে নেই। যেমন–

১. কোনো ব্যক্তির কন্যা, ভগিনী ও স্ত্রীর উপর হাত রাখা তাকে ধ্বংস করার নামান্তর। সম্ভ্রান্ত মানুষের কাছে ধন-সম্পদ, সহায়-সম্পত্তি ও নিজের সর্বস্ব কুরবানি করা ততটুকু কঠিন নয়, যতটুকু কঠিন তার অন্দর মহলের উপর হাত রাখা। এ কারণেই দুনিয়াতে রোজই এ ধরনের ঘটনা সংঘটিত হয় যে, যাদের অন্দর মহলের উপর হাত রাখা হয়, তারা জীবন পণ করে ব্যভিচারীর প্রাণ সংহার করতে উদ্যত হয় এবং এই প্রতিশোধস্পৃহা বংশের পর বংশকে বরবাদ করে দেয়।

২. যে সম্প্রদায়ের মধ্যে ব্যভিচার ব্যাপক আকার ধারণ করে, সেখানে কারো বংশই সংরক্ষিত থাকে না। জননী, ভগিনী, কন্যা প্রমুখের সাথে বিবাহ হারাম; যখন এসব সম্পর্কও বিলীন হয়ে যায়, তখন আপন কন্যা ও ভগিনীকেও বিবাহে আনার সম্ভাবনা আছে, যা ব্যভিচারের চেয়েও কঠোরতর অপরাধ।

৩. চিন্তা করলে দেখা যায় যে, জগতের যেখানেই অশান্তি ও অনর্থ দেখা দেয়, তার অধিকাংশ কারণই নারী এবং তার চেয়ে কম কারণ অর্থসম্পদ। যে আইন নারী ও ধন-সম্পদের সংরক্ষণ সঠিকভাবে করতে পারে এবং তাদেরকে নির্দিষ্ট সীমার বাইরে যেতে না দেয়, সেই আইনই বিশ্ব শান্তির রক্ষাকবচ হতে পারে। এটা ব্যভিচারের যাবতীয় অনিষ্ট ও অপকারিতা সন্নিবেশিত করা ও বিস্তারিত বর্ণনা করার স্থান নয়। মানব সমাজের জন্যে এর ধ্বংসকারিতা জানার জন্য এতটুকুই যথেষ্ট। এ কারণেই ইসলাম ব্যভিচারের শাস্তিকে অন্যান্য অপরাধের শাস্তির চেয়ে কঠোরতর করেছে। আলোচ্য আয়াতে এই শাস্তি এভাবে বর্ণিত হয়েছে– اَلزَّانِيَةُ وَالزَّانِيْ فَاجْلِدُوْا كُلَّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ এতে ব্যভিচারিণী নারীকে অগ্রে এবং ব্যভিচারী পুরুষকে পরে উল্লেখ করা হয়েছে। শাস্তি উভয়ের একই। বিধানাবলি বর্ণনার ক্ষেত্রে সাধারণ রীতি এই যে, অধিকাংশ ক্ষেত্রে শুধু পুরুষদেরকে সম্বোধন করে আদেশ দান করা হয়, নারীরাও এতে প্রসঙ্গত অন্তর্ভুক্ত থাকে, তাদেরকে পৃথকভাবে উল্লেখ করার প্রয়োজনই মনে করা হয় না। সমগ্র কুরআনে يَاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا পুংলিঙ্গ পদবাচ্য ব্যবহার করে যেসব বিধান বর্ণিত হয়েছে, সেগুলোতে নারীদের উল্লেখ করণ ছাড়াই তারাও অন্তর্ভুক্ত রয়েছে। সম্ভবত এর রহস্য এই যে, আল্লাহ তা'আলা নারী জাতিকে সঙ্গোপনে থাকার নির্দেশ দিয়েছেন, তেমনিভাবে তাদের আলোচনাকেও পুরুষদের আলোচনার আবরণে ঢেকে রাখা হয়েছে। তবে এই পদ্ধতি দৃষ্টে কেউ এরূপ সন্দেহ করতে পারত যে, এসব বিধান পুরুষদের জন্যই নির্দিষ্ট, নারীরা এগুলো থেকে মুক্ত। তাই বিশেষ বিশেষ আয়াতসমূহে স্বতন্ত্রভাবে নারীদের উল্লেখও করে দেওয়া হয়। যেমন– اَقِمْنَ الصَّلٰوةَ وَاٰتِيْنَ الزَّكٰوةَ। যে ক্ষেত্রে নারী ও পুরুষ উভয়ের উল্লেখ উদ্দেশ্য থাকে, সেখানে স্বভাবিক ক্রম এরূপ হয় যে, অগ্রে পুরুষ ও পশ্চাতে নারীর উল্লেখ থাকে। চুরির শাস্তি বর্ণনা প্রসঙ্গে এই স্বাভাবিক রীতি অনুযায়ী اَلسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوْٓا اَيْدِيَهُمَا বলা হয়েছে। এতে চোর পুরুষকে চোর নারীর অগ্রে উল্লেখ করা হয়েছে। কিন্তু ব্যভিচারের শাস্তি বর্ণনার ক্ষেত্রে প্রথমত নারীর উল্লেখ প্রসঙ্গত রাখাকে যথেষ্ট মনে করা হয়নি; বরং সম্পষ্টত উল্লেখকেই উপযুক্ত মনে করা হচ্ছে। দ্বিতীয়ত নারীকে পুরুষের অগ্রে উল্লেখ করা হয়েছে; এতে অনেক রহস্য নিহিত আছে। নারী অবলা এবং তাকে স্বভাবতই দয়ার পাত্রী মনে করা হয়। তাকে স্পষ্টত উল্লেখ করা না হলে কেউ সন্দেহ করতে পারত যে, সম্ভবত নারী এই শাস্তির আওতাধীন নয়। নারীকে অগ্রে উল্লেখ করার কারণ এই যে, ব্যভিচার একটি নির্লজ্জ কাজ। নারী দ্বারা এটা সংঘটিত হওয়া চরম নির্ভীকতা ও ঔদাসীন্যের ফলেই সম্ভবপর। কেননা আল্লাহ তা'আলা তার স্বভাবে মজ্জাগতভাবে লজ্জা ও সতীত্ব সংরক্ষণের শক্তিশালী প্রেরণা গচ্ছিত রেখেছেন এবং তার হেফাজতের অনেক ব্যবস্থা সম্পন্ন করেছেন। কাজেই তার পক্ষ থেকে এ কাজ ঘটা পুরুষের তুলনায় অধিকতর অন্যায়। চোরের অবস্থা তার বিপরীত। পুরুষকে আল্লাহ তা'আলা উপার্জনের শক্তি দিয়েছেন। তাকে গায়ে খেটে নিজের প্রয়োজনাদি মিটানোর সুযোগ-সুবিধা দিয়েছেন। এগুলো বাদ দিয়ে চৌর্যবৃত্তি অবলম্বন করা পুরুষের জন্য খুবই লজ্জা ও দোষের কথা। নারীর অবস্থা তদ্রূপ নয়। তাই সে চুরি করলে পুরুষের তুলনায় তা লঘু ও স্বল্পস্তরের অপরাধ হবে।

فَاجْلِدُوْا : جَلْدٌ শব্দের অর্থ চাবুক মারা। শব্দটি جَلْدٌ [চামড়া] থেকে উদ্ভূত। কারণ চাবুক সাধারণত চামড়া দ্বারা তৈরি করা হয়। কোনো কোনো তাফসীরকার বলেন– جَلْدٌ শব্দ দ্বারা ব্যক্ত করার মধ্যে ইঙ্গিত আছে যে, এই কশাঘাতের

https://e-ilm.weebly.com/

প্রতিক্রিয়া চামড়া পর্যন্তই সীমিত থাকা চাই এবং মাংস পর্যন্ত না পৌছা চাই। স্বয়ং রাসূলুল্লাহ ﷺ কশাঘাতের শাস্তিকে বাস্তবায়নের মাধ্যমে এই মিতাচার শিক্ষা দিয়েছেন যে, চাবুক যেন এত শক্ত না হয় যে, তাতে মাংস পর্যন্ত উপড়ে যায় এবং এমন নরমও যেন না হয় যে, বিশেষ কোনো কষ্টই অনুভূত না হয়। এস্থলে অধিকাংশ তাফসীরবিদ এই হাদীসটি সনদ ও ভাষ্যসহ উল্লেখ করেছেন।

একশ কশাঘাতের উল্লিখিত শাস্তি শুধু অবিবাহিত পুরুষ ও নারীর জন্য নির্দিষ্ট; বিবাহিতদের শাস্তি প্রস্তরাঘাতে হত্যা করা : স্মর্তব্য যে, ব্যভিচারের শাস্তি সংক্রান্ত বিধি-বিধান পর্যায়ক্রমে অবতীর্ণ হয়েছে এবং লঘু থেকে গুরুতরের দিকে উন্নীত হয়েছে। যেমন– মদের নিষেধাজ্ঞা সম্পর্কেও এমনি ধরনের পর্যায়ক্রমিক বিধান স্বয়ং কুরআনে বর্ণিত আছে। এর বিস্তারিত বিবরণ পূর্বে উল্লিখিত হয়েছে। ব্যভিচারের শাস্তি সম্পর্কিত সর্বপ্রথম বিধান সূরা নিসার ১৫ ও ১৬ আয়াতে বর্ণিত হয়েছে। আয়াতদ্বয় এই–

وَاللَّاتِي يَأْتِينَ الْفَاحِشَةَ مِنْ نِسَائِكُمْ فَاسْتَشْهِدُوا عَلَيْهِنَّ أَرْبَعَةً مِنْكُمْ فَإِنْ شَهِدُوا فَأَمْسِكُوهُنَّ فِي الْبُيُوتِ حَتَّى يَتَوَفَّاهُنَّ الْمَوْتُ أَوْ يَجْعَلَ اللَّهُ لَهُنَّ سَبِيلًا - وَاللَّذَانِ يَأْتِيَانِهَا مِنْكُمْ فَآذُوهُمَا فَإِنْ تَابَا وَأَصْلَحَا فَأَعْرِضُوا عَنْهُمَا إِنَّ اللَّهَ كَانَ تَوَّابًا رَحِيمًا.

অর্থাৎ "তোমাদের নারীদের মধ্যে যারা ব্যভিচার করে, তাদের বিরুদ্ধে তোমাদের চারজন পুরুষকে সাক্ষী আন। যদি তারা সাক্ষ্য দেয়, তবে নারীদেরকে গৃহে আবদ্ধ রাখ যে পর্যন্ত না তাদের মৃত্যু ঘটে অথবা আল্লাহ তাদের জন্য অন্য কোনো পথ করে দেন এবং তোমাদের মধ্যে যে পুরুষ এই অপকর্ম করে তাকে শাস্তি দাও। অতঃপর সে যদি তওবা করে সংশোধিত হয়ে যায়, তবে তাদের চিন্তা পরিত্যাগ কর। নিশ্চয় আল্লাহ তা'আলা তওবা কবুলকারী দয়ালু।" এই আয়াতদ্বয়ের পূর্ণ তাফসীর সূরা নিসায় বর্ণিত হয়েছে। ব্যভিচারের শাস্তির প্রাথমিক যুগে জনসম্মুখে উপস্থিত করার উদ্দেশ্য এখানে আয়াতদ্বয়ের পুনরুল্লেখ করা হলো। আয়াতদ্বয়ে প্রথমত ব্যভিচারে প্রমাণের বিশেষ পদ্ধতি বর্ণিত হয়েছে যে, চারজন পুরুষের সাক্ষ্য দরকার হবে। দ্বিতীয়ত ব্যভিচারের শাস্তি নারীর জন্য গৃহে আবদ্ধ রাখা এবং উভয়ের জন্য কষ্ট প্রদান করা উল্লিখিত হয়েছে। এতদসঙ্গে একথাও বলা হয়েছে যে, ব্যভিচারের শাস্তি সংক্রান্ত এই বিধান সর্বশেষ বিধান নয়; বরং ভবিষ্যতে অন্য বিধান আসবে। আয়াতের أَوْ يَجْعَلَ اللَّهُ لَهُنَّ سَبِيلًا অংশের মর্ম তা-ই।

উল্লিখিত শাস্তিতে নারীদেরকে গৃহে অন্তরীণ রাখাকে তখনকার মতো যথেষ্ট মনে করা হয়েছে এবং উভয়কে শাস্তি প্রদানের শাস্তিও যথেষ্ট বিবেচিত হয়েছে। কিন্তু এই শাস্তি ও কষ্ট প্রদানের কোনো বিশেষ আকার, পরিমাণ ও সীমা বর্ণনা হয়নি; বরং কুরআনের ভাষা থেকে জানা যায় যে, ব্যভিচারের প্রথমিক শাস্তি শুধু 'তা'যীর' তথা দণ্ডবিধির আওতাধীন ছিল। যার পরিমাণ শরিয়তের পক্ষ থেকে নির্ধারিত হয়নি; বরং বিচারক ও শাসনকর্তার বিবেচনার উপর ছেড়ে দেওয়া হয়েছিল। তাই আয়াতে 'কষ্ট প্রদানের' অস্পষ্ট শব্দ ব্যবহার করা হয়েছে। কিন্তু সাথে সাথেই أَوْ يَجْعَلَ اللَّهُ لَهُنَّ سَبِيلًا বলে ইঙ্গিত করা হয়েছে যে, ভবিষ্যতে এসব অপরাধীর জন্য অন্য ধরনের শাস্তি প্রবর্তিত হওয়া অসম্ভব নয়। সূরা নূরের উল্লিখিত আয়াত অবতীর্ণ হলে হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা.) মন্তব্য করলেন, সূরা নিসায় أَوْ يَجْعَلَ اللَّهُ لَهُنَّ سَبِيلًا বলে যে ওয়াদা করা হয়েছিল যে, আল্লাহ তা'আলা তাদের জন্য অন্য কোনো পথ করবেন, সূরা নূরের এই আয়াত সেই পথ ব্যক্ত করে দিয়েছে। অর্থাৎ পুরুষ ও নারী উভয়ের জন্য একশ কশাঘাত করার শাস্তি নির্ধারিত করে দিয়েছে। এতদসঙ্গে হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) একশ কশাঘাতের শাস্তিকে অবিবাহিত পুরুষ ও নারীর জন্য নির্দিষ্ট করে বললেন– يَعْنِي الرَّجْمَ لِلثَّيِّبِ وَالْجَلْدَ لِلْبِكْرِ অর্থাৎ সেই পথ ও ব্যভিচারের শাস্তি নির্ধারণ এই যে, বিবাহিত পুরুষ ও নারী এ অপরাধ করলে তাদেরকে প্রস্তরাঘাতে হত্যা করা হবে এবং অবিবাহিত পুরুষ ও নারী করলে একশ কশাঘাত করা হবে।

বলাবাহুল্য, সূরা নূরের আলোচ্য আয়াতে কোনোরূপ বিবরণ ছাড়াই ব্যভিচারের শাস্তি একশ কশাঘাত বর্ণিত হয়েছে। এই বিধান যে অবিবাহিত পুরুষ ও নারীর জন্য নির্দিষ্ট এবং বিবাহিত পুরুষ ও নারীর শাস্তি প্রস্তরাঘাতে হত্যা করা– একথা হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) কোনো হাদীসের প্রমাণ থেকে জেনে থাকবেন। সেই হাদীসটি সহীহ মুসলিম, মুসনাদে আহমদ, সুনানে নাসায়ী, আবূ দাউদ, তিরমিযী ও ইবনে মাজাহ ওবাদা ইবনে সামেতের রেওয়ায়েতে এভাবে বর্ণিত হয়েছে–

خُذُوا عَنِّي خُذُوا عَنِّي قَدْ جَعَلَ اللَّهُ لَهُنَّ سَبِيلًا اَلْبِكْرُ بِالْبِكْرِ جَلْدُ مِائَةٍ وَتَغْرِيبُ عَامٍ وَالثَّيِّبُ بِالثَّيِّبِ جَلْدُ مِائَةٍ وَالرَّجْمُ.

অর্থাৎ রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন, আমার কাছ থেকে জ্ঞান অর্জন কর, আল্লাহ তা'আলা ব্যভিচারী পুরুষ ও নারীর জন্য সূরা নিসায় প্রতিশ্রুত পথ সূরা নূরে বলে দিয়েছেন। তা এই যে, অবিবাহিত পুরুষ ও নারীর জন্য একশ কশাঘাত ও এক বছরের নির্বাসন এবং বিবাহিত পুরুষ ও নারীর জন্য একশ কশাঘাত ও প্রস্তরাঘাতে হত্যা। –[ইবনে কাছীর]

https://e-ilm.weebly.com/

সূরা নূরে উল্লিখিত অবিবাহিত পুরুষ ও নারীর শাস্তি একশ কশাঘাতের সাথে এই হাদীসে একটি বাড়তি সাজা উল্লেখ করা হয়েছে। তা এই যে, পুরুষকে এক বছরের জন্য দেশান্তরিত করতে হবে। দেশান্তরিত করার এই শাস্তি পুরুষের জন্য একশ কশাঘাতের ন্যায় অপরিহার্য, নাকি বিচারকের বিবেচনার উপর নির্ভরশীল যে, তিনি প্রয়োজনবোধ করলে এক বছরের জন্য দেশান্তরিতও করে দেবেন? এই ব্যাপারে ফিকহবিদদের মধ্যে মতভেদ আছে। ইমাম আযম (র.)-এর মতে শেষোক্ত মতই নির্ভুল। অর্থাৎ বিচারকের বিবেচনার উপর নির্ভরশীল। দ্বিতীয়ত এই হাদীসে 'বিবাহিত পুরুষ ও নারীর শাস্তি প্রস্তরাঘাতে হত্যা, এর আগে একশ' কশাঘাতের শাস্তিও উল্লেখ করা হয়েছে। কিন্তু অন্যান্য হাদীস এবং রাসূলুল্লাহ ﷺ ও সাহাবায়ে কেরামের কার্যপ্রণালী থেকে প্রমাণিত রয়েছে যে, উভয় প্রকার শাস্তি একত্র হবে না। বিবাহিতকে শুধু প্রস্তরাঘাতে হত্যাই করা হবে। এই হাদীসে বিশেষভাবে লক্ষণীয় বিষয় এই যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ এতে اَوْ يَجْعَلَ اللّٰهُ لَهُنَّ سَبِيْلًا আয়াতের তাফসীর করেছেন। সূরা নূরের আয়াতে একশ কশাঘাত সংক্রান্ত বিধৃত তাফসীরে কতিপয় অতিরিক্ত বিষয়ও সংযুক্ত হয়েছে। ১. একশ কশাঘাতের শাস্তি অবিবাহিত পুরুষ ও নারীর জন্য নির্দিষ্ট হওয়া। ২. এক বছরের জন্য দেশান্তরিত করা এবং ৩. বিবাহিত পুরুষ ও নারীর জন্য প্রস্তরাঘাতে হত্যা করার বিধান। বলাবাহুল্য, সূরা নূরের আয়াতের উপর রাসূলুল্লাহ ﷺ যেসব বিষয়ের বাড়তি সংযোজন করেছেন, এগুলোও আল্লাহর ওহী ও আল্লাহর আদেশ বলেই ছিল। কারণ কুরআনে বলা হয়েছে- اِنْ هُوَ اِلَّا وَحْىٌ يُّوْحٰى : পয়গম্বর ও তাঁর কাছ থেকে যারা সরাসরি শোনে, তাদের পক্ষে পঠিত ওহী অর্থাৎ কুরআন ও অপঠিত ওহী অর্থাৎ হাদীস উভয়ই সমান। স্বয়ং রাসূলুল্লাহ ﷺ সাহাবায়ে কেরামের বিপুল সমাবেশের সামনে এই বিধান কার্যে পরিণত করেছেন। মা'য়েয ও গামেদিয়ার উপর তিনি প্রস্তরাঘাতে হত্যার বিধান জারি করেছেন, যা সব হাদীসগ্রন্থে সহীহ সনদসহ বর্ণিত আছে। বুখারী ও মুসলিমে বর্ণিত হযরত আবূ হুরায়রা ও যায়েদ ইবনে খালেদ জোহানীর রেওয়ায়েতে আছে জনৈকা বিবাহিতা মহিলার সাথে তার অবিবাহিত চাকর ব্যভিচার করে। ব্যভিচারীর পিতা তাকে নিয়ে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর কাছে উপস্থিত হয়। স্বীকারোক্তির মাধ্যমে ঘটনা প্রমাণিত হয়ে গেলে রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন- لَاَقْضِيَنَّ بَيْنَكُمْ بِكِتَابِ اللّٰهِ অর্থাৎ আমি তোমাদের ব্যাপারে ফয়সালা আল্লাহর কিতাব অনুযায়ী করব। অতঃপর তিনি আদেশ দিলেন যে, ব্যভিচারী অবিবাহিত ছেলেকে একশ কশাঘাত কর। তিনি বিবাহিত মহিলাকে প্রস্তরাঘাতে হত্যা করার জন্য হযরত উনায়েসকে আদেশ দিলেন। উনায়েস নিজে মহিলার জবানবন্দি নিলে সেও স্বীকারোক্তি করল। তখন তার উপর প্রস্তরাঘাতে হত্যার বিধান প্রয়োগ করা হলো। -[ইবনে কাছীর]

এ হাদীসে রাসূলুল্লাহ ﷺ একজনকে একশ কশাঘাত এবং অপরজনকে প্রস্তরাঘাতে হত্যার শাস্তি দিয়েছেন। তিনি উভয় শাস্তিকে আল্লাহর কিতাব অনুযায়ী ফয়সালা বলেছেন। অথচ সূরা নূরের আয়াতে শুধু একশ কশাঘাতের শাস্তি উল্লিখিত হয়েছে; প্রস্তরাঘাতে হত্যার শাস্তি উল্লিখিত নেই। কারণ এই যে, আল্লাহ তা'আলা রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে ওহীর মাধ্যমে এ আয়াতের তাফসীর ও ব্যাখ্যা পুরোপুরি বলে দিয়েছিলেন। কাজেই এ তাফসীর আল্লাহর কিতাবেরই অনুরূপ; যদিও তার কিছু অংশ আল্লাহর কিতাবে উল্লিখিত ও পঠিত নেই। বুখারী, মুসলিম ইত্যাদি হাদীসগ্রন্থে হযরত ওমর ফারূক (রা.)-এর ভাষণ হযরত ইবনে আব্বাস (রা.)-এর রেওয়ায়তে উল্লিখিত হয়েছে। মুসলিমের ভাষ্য নিম্নরূপ-

قَالَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ وَهُوَ جَالِسٌ عَلٰى مِنْبَرِ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ اِنَّ اللّٰهَ بَعَثَ مُحَمَّدًا ﷺ بِالْحَقِّ وَاَنْزَلَ عَلَيْهِ الْكِتَابَ فَكَانَ مِمَّا اَنْزَلَ اللّٰهُ عَلَيْهِ اٰيَةَ الرَّجْمِ قَرَأْنَاهَا وَوَعَيْنَاهَا وَعَقَلْنَاهَا فَرَجَمَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ وَرَجَمْنَا بَعْدَهُ فَاَخْشٰى اِنْ طَالَ بِالنَّاسِ زَمَانٌ اَنْ يَقُوْلَ قَائِلٌ مَا نَجِدُ الرَّجْمَ فِىْ كِتَابِ اللّٰهِ تَعَالٰى فَيَضِلُّوْا بِتَرْكِهٖ فَرِيْضَةً اَنْزَلَهَا اللّٰهُ وَاَنَّ الرَّجْمَ فِىْ كِتَابِ اللّٰهِ حَقٌّ عَلٰى مَنْ زَنَا اِذَا حَصَنَ مِنَ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ اِذَا قَامَتِ الْبَيِّنَةُ اَوْ كَانَ الْحَبَلُ اَوِ الْاِعْتِرَافُ.

অর্থাৎ হযরত ওমর ফারূক (রা.) রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর মিম্বরে উপবিষ্ট অবস্থায় বললেন, আল্লাহ তা'আলা হযরত মুহাম্মদ ﷺ-কে সত্যসহ প্রেরণ করেন এবং তাঁর প্রতি কিতাব নাজিল করেন। কিতাবে যেসব বিষয় অবতীর্ণ হয়, তন্মধ্যে প্রস্তরাঘাতে হত্যার বিধানও ছিল, যা আমরা পাঠ করেছি, স্মরণ রেখেছি এবং হৃদয়ঙ্গম করেছি। অতঃপর রাসূলুল্লাহ ﷺ-ও প্রস্তরাঘাতে হত্যা করেছেন এবং তাঁর পরে আমরাও করেছি। এখন আমি আশঙ্কা করছি যে, সময়ের চাকা আবর্তিত হওয়ার পর কেউ যেন একথা বলতে শুরু না করে যে, আমরা প্রস্তরাঘাতে হত্যার বিধান আল্লাহ তা'আলার কিতাবে পাই নাই। ফলে সে একটি ধর্মীয় কর্তব্য পরিত্যাগ করার কারনে পথভ্রষ্ট হয়ে যাবে। যা আল্লাহ তা'আলা নাজিল করেছেন।

https://e-ilm.weebly.com/

মনে রেখ! প্রস্তরাঘাতে হত্যার বিধান আল্লাহ তা'আলার কিতাবে রয়েছে– একথা সত্য এবং বিবাহিত পুরুষ ও নারীর প্রতি তা প্রযোজ্য; যদি ব্যভিচারের শরিয়তসম্মত সাক্ষ্য প্রমাণ উপস্থিত হয় অথবা গর্ভ ও স্বীকারোক্তি পাওয়া যায়। –[মুসলিম খ. ২. পৃ. ৬৫]
এই রেওয়ায়েত সহীহ বুখারীতে আরো বিস্তারিত বর্ণিত আছে : [বুখারী. ২. পৃ. ১০০৯] নাসায়ীতে এই রেওয়ায়েতের ভাষ্য নিম্নরূপ–

إِنَّا لَانَجِدُ مِنَ الرَّجْمِ بُدًّا فَإِنَّهُ حَدٌّ مِنْ حُدُوْدِ اللّٰهِ أَلَا وَإِنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَدْ رَجَمَ وَرَجَمْنَا بَعْدَهُ وَلَوْلَا أَنْ يَقُوْلَ قَائِلُوْنَ إِنَّ عُمَرَ زَادَ فِىْ كِتَابِ اللّٰهِ مَا لَيْسَ فِيْهِ لَكَتَبْتُ فِىْ نَاحِيَةِ الْمُصْحَفِ وَشَهِدَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ وَعَبْدُ الرَّحْمٰنِ بْنُ عَوْفٍ وَفُلَانٌ وَفُلَانٌ أَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ رَجَمَ وَرَجَمْنَا بَعْدَهُ.

অর্থাৎ 'শরিয়তের দিক দিয়ে আমরা ব্যভিচারের শাস্তিতে প্রস্তরাঘাতে হত্যা করতে বাধ্য। কেননা এটা আল্লাহর অন্যতম হদ। মনে রেখ, রাসূলুল্লাহ ﷺ রজম করেছেন এবং আমরা তাঁর পরেও রজম করেছি। যদি এরূপ আশঙ্কা না থাকত যে, লোকে বলবে, ওমর আল্লাহর কিতাবে নিজের পক্ষ থেকে সংযোজন করেছেন, তবে আমি কুরআনের এক প্রান্তে এটা লিখে দিতাম। হযরত ওমর ইবনে খাত্তাব, হযরত আব্দুর রহমান ইবনে আউফ এবং অমুক অমুক সাক্ষী যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ রজম করেছেন এবং তাঁর পরে আমরা রজম করেছি।" –[ইবনে কাছীর]

হযরত ওমর ফারূক (রা.)-এর এই ভাষণ থেকে বাহ্যত প্রমাণিত হয় যে, সূরা নূরের আয়াত ছাড়া রজম সম্পর্কিত একটি স্বতন্ত্র আয়াত আছে কিন্তু হযরত ওমর (রা.) সেই আয়াতের ভাষ্য প্রকাশ করেননি। তিনি একথাও বলেননি যে, সেই স্বতন্ত্র আয়াতটি কুরআনে কেন নেই এবং তা পঠিত হয় না কেন? তিনি শুধু বলেছেন, আমি আল্লাহর কিতাবে সংযোজন করেছি এই মর্মে দোষারোপের আশঙ্কা না থাকলে আমি আয়াতটি কুরআনের প্রান্তে লিখে দিতাম। –[নাসায়ী]

এ রেওয়ায়েতে প্রণিধানযোগ্য বিষয় এই যে, সেটা যদি বাস্তবিকই কুরআনের আয়াত হয় এবং পাঠ করা ওয়াজিব হয় তবে হযরত ওমর (রা.) মানুষের নিন্দাবাদের ভয়ে একে কিরূপে ছেড়ে দিলেন, অথচ ধর্মের ব্যাপারে তাঁর কঠোরতা প্রসিদ্ধ ও সুবিদিত। এখানে আরো প্রণিধানযোগ্য বিষয় এই যে, হযরত ওমর (রা.) একথা বলেননি যে, আমি এ আয়াতকে কুরআনের দাখিল করে দিতাম; বরং বলেছেন, আমি একে কুরআনের প্রান্তে লিখে দিতাম।

এসব বিষয় ইঙ্গিত বহন করে যে, হযরত ওমর (রা.) সূরা নূরের উল্লিখিত আয়াতের যে তাফসীর রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর কাছে শুনেছিলেন, যাতে তিনি একশ কশাঘাত করার বিধান অবিবাহিত পুরুষ ও নারীর জন্য নির্দিষ্ট করেছিলেন এবং বিবাহিতের জন্য রজমের বিধান দিয়েছিলেন, সেই তাফসীরকে এবং তদনুযায়ী রাসূল ﷺ -এর কার্যপ্রণালিকে তিনি আল্লাহর কিতাব ও কিতাবের আয়াত শব্দ দ্বারা ব্যক্ত করেছেন। এর মর্ম এই যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর তাফসীর ও বিবরণ কিতাবের হুকুম রাখে, স্বতন্ত্র আয়াত নয়। নতুবা এই পরিত্যক্ত আয়াতকে কুরআনের অন্তর্ভুক্ত করে দিতে কোনো শক্তিই তাঁকে বাধা দিতে পারত না। প্রান্তে লিখে দেওয়ার ইচ্ছা প্রকাশও এ বিষয়ের প্রমাণ যে, সেটা স্বতন্ত্র কোনো আয়াত নয়; বরং সূরা নূরের আয়াতের কিছু ব্যাখ্যা ও বিবরণ। কোনো কোনো রেওয়ায়েতে এ স্থলে স্বতন্ত্র আয়াত বলা হয়েছে। এসব রেওয়ায়েত সনদ ও প্রমাণের দিক দিয়ে এরূপ নয় যে, এগুলোর ভিত্তিতে কুরআনে একে সংযুক্ত করা যায়। ফিকহবিদগণ একে 'তেলাওয়াত মনসূখ, বিধান মনসূখ নয়' -এর দৃষ্টান্তে পেশ করেছেন। এটা নিছক দৃষ্টান্তই মাত্র। এতে প্রকৃতপক্ষে এর কুরআনী আয়াত হওয়া প্রমাণিত হয় না। সারকথা এই যে, সূরা নূরের উল্লিখিত আয়াতে বর্ণিত ব্যভিচারিণী নারী ও ব্যভিচারী পুরুষের একশ কশাঘাতের শাস্তি রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর ব্যাখ্যা ও তাফসীরের ভিত্তিতে অবিবাহিতদের জন্য নির্দিষ্ট এবং বিবাহিতদের শাস্তি রজম। এই বিবরণ আয়াতে উল্লিখিত না থাকলেও যে পবিত্র সত্তার প্রতি আয়াত নাজিল হয়েছিল, তাঁর পক্ষ থেকে দ্ব্যর্থহীন ভাষায় বর্ণিত আছে, শুধু মৌখিক শিক্ষাই নয়; বরং সাহাবায়ে কেরামের সামনে একাধিকবার বাস্তবায়নও প্রমাণিত রয়েছে। এ প্রমাণ আমাদের নিকট পর্যন্ত 'তাওয়াতুর' তথা সন্দেহাতীত বর্ণনা পরম্পরার মাধ্যমে পৌঁছেছে। তাই বিবাহিত পুরুষ ও নারীর এই বিধান প্রকৃতপক্ষে আল্লাহর কিতাবের বিধান। একথাও বলা যায় যে, রজমের শাস্তি মুতাওয়াতির হাদীস দ্বারা অকাট্যরূপে প্রমাণিত। হযরত আলী (রা.) থেকে একথাই বর্ণিত আছে। উভয় বক্তব্যের সারমর্মই একরূপ।

জরুরি জ্ঞাতব্য : এ স্থলে বিবাহিত ও অবিবাহিত শব্দগুলো শুধু সহজভাবে ব্যক্তকরণের উদ্দেশ্যে লিখিত হয়েছে। আসলে 'মুহসিন' ও 'গায়রে মুহসিন' অথবা 'সাইয়েব' ও 'বিকর' শব্দই হাদীসে ব্যবহৃত হয়েছে। শরিয়তের পরিভাষায় মুহসিন এমন জ্ঞানসম্পন্ন ব্যক্তিকে বলা হয়, যে শুদ্ধ বিবাহের মাধ্যমে স্ত্রীর সাথে সহবাস করেছে। বিধি-বিধানের ক্ষেত্রে সর্বত্রই এই অর্থ বুঝানো হয়। তবে সহজভাবে ব্যক্তকরণের উদ্দেশ্যে অনুবাদে শুধু বিবাহিত বলা হয়।

https://e-ilm.weebly.com/

ব্যভিচারের শাস্তির পর্যায়ক্রমিক তিন স্তর : উপরিউক্ত রেওয়ায়েত ও কুরআনী আয়াত সম্পর্কে চিন্তা করলে বোঝা যায় যে; প্রথমে ব্যভিচারের শাস্তি লঘু রাখা হয়েছিল। অর্থাৎ বিচারক অথবা শাসনকর্তা নিজ বিবেচনা অনুযায়ী অপরাধী পুরুষ ও নারীকে কষ্ট প্রদান করবে এবং নারীকে গৃহে অন্তরীণ রাখবে। এই বিধান সূরা নিসায় বর্ণিত হয়েছে। দ্বিতীয় স্তরের বিধান সূরা নূরে বিবৃত হয়েছে যে, উভয়কে একশ' করে চাবুক মারতে হবে। তৃতীয় স্তরের বিধান রাসূলুল্লাহ ﷺ উল্লিখিত আয়াত নাজিল হওয়ার পর বর্ণনা করেছেন যে, অবিবাহিতদের বেলায় শুধু একশ' বেত্রাঘাত করতে হবে; কিন্তু বিবাহিতদের শাস্তি রজম তথা প্রস্তরাঘাতে হত্যা করা।

ইসলামি আইনের কঠোর শাস্তিযোগ্য অপরাধ প্রমাণের জন্যে শর্তাবলিও কড়া রাখা হয়েছে : উপরে বর্ণিত হয়েছে যে, ইসলামে ব্যভিচারের শাস্তি সর্বাধিক কঠোর। এতদসঙ্গে ইসলামি আইনে এ অপরাধ প্রমাণের জন্য শর্তাবলিও অত্যন্ত কড়া আরোপ করা হয়েছে, যাতে সামান্যও ত্রুটি থাকলে অথবা সন্দেহ দেখা দিলে ব্যভিচারের চরম শাস্তি হদ মাফ হয়ে অপরাধ অনুযায়ী শুধু দণ্ডমূলক শাস্তি অবশিষ্ট থেকে যায়। অন্যান্য ব্যাপারাদিতে দুই জন পুরুষ অথবা একজন পুরুষ ও দুই জন নারীর সাক্ষ্য প্রমাণের জন্য যথেষ্ট হয়ে যায়, কিন্তু ব্যভিচারের হদ জারি করার জন্য চার জন পুরুষ সাক্ষীর চাক্ষুষ ও দ্ব্যর্থহীন সাক্ষ্য জরুরি; যেমন সূরা নিসার আয়াতে বর্ণিত হয়েছে। এই সাক্ষ্যে দ্বিতীয় সাবধানতা ও কঠোরতা এই যে, যদি সাক্ষ্যের জরুরি কোনো শর্ত অনুপস্থিত থাকার কারণে সাক্ষ্য প্রত্যাখ্যাত হয়, তবে সাক্ষ্যদাতাদের নিস্তার নেই। ব্যভিচারের মিথ্যা অপবাদ আরোপের অভিযোগে অভিযুক্ত করে তাদের উপর 'হদ্দে কযফ' জারি করা হবে; অর্থাৎ আশিটি বেত্রাঘাত করা হবে। তাই সামান্য সন্দেহ থাকলে কোনো ব্যক্তি এই সাক্ষ্যদানে অগ্রসর হবে না। যদি সুস্পষ্ট ব্যভিচারের প্রমাণ না থাকে, কিন্তু সাক্ষ্য-প্রমাণ দ্বারা দুই জন পুরুষ ও নারীর অবৈধ অবস্থায় পরিলক্ষিত হওয়া প্রমাণিত হয়, তবে বিচারক তাদের অপরাধের অনুপাতে দণ্ডমূলক শাস্তি বেত্রাঘাত ইত্যাদি জারি করতে পারেন।

পুরুষ কোনো পুরুষের সাথে অথবা জন্তুর সাথে অপকর্ম করলে তা ব্যভিচারের অন্তর্ভুক্ত হবে কিনা এবং এর শাস্তিও ব্যভিচারের শাস্তি কিনা, এ সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা সূরা নিসার তাফসীরে করা হয়েছে। তা এই যে, অভিধানে ও পরিভাষায় যদিও একে ব্যভিচার বলা হয় না, তাই হদ প্রযোজ্য নয়; কিন্তু এর শাস্তিও কঠোরতায় ব্যভিচারের শাস্তির চাইতে কম নয়। সাহাবায়ে কেরাম এরূপ ব্যক্তিকে জীবন্ত পুড়িয়ে মারার শাস্তি দিয়েছেন।

اَلزَّانِىْ لَا يَنْكِحُ اِلَّا زَانِيَةً اَوْ مُشْرِكَةً وَّالزَّانِيَةُ لَا يَنْكِحُهَآ اِلَّا زَانٍ اَوْ مُشْرِكٌ وَحُرِّمَ ذٰلِكَ عَلَى الْمُؤْمِنِيْنَ [٣]

শানে নুযূল –১ : আলোচ্য আয়াত সুফ্ফা বাসীদের সম্পর্কে নাজিল হয়েছে। ঘটনাপ্রবাহ হচ্ছে যে, সুফ্ফা বাসীরা সকলেই ছিলেন মক্কা হতে মদিনায় হিজরতকারী মুহাজিরগণ। মদিনায় তাদের কোনো ঘর বাড়ি ছিল না। ছিল না কোনো নিকট আত্মীয় আপনজন : সুতরাং তাঁরা মসজিদের বারান্দায় অবস্থান করেন। তারা ছিলেন ৪০০ শত পুরুষ। দিনভর তারা রিজিকের সন্ধান করে রাতে সুফ্ফায় এসে আশ্রয় গ্রহণ করতেন। এহেন পরিস্থিতে মদিনায় প্রকাশ্যভাবে ইহুদি পতিতারা ছিল। যারা খাদ্য ও পরিধেয় উৎপাদন কারিণী ছিল। তখন সুফ্ফাবাসীরা তাদেরকে বিবাহ করে তাদের ঘর বাড়িতে আশ্রয় গ্রহণ করার মতো জল্পনা কল্পনা করছিলেন। তাহলে তাদের খাদ্য ও পানীয় তারাই বহন করবে। সে পরিপ্রেক্ষিতে এহেন অশোভনীয় কাজ থেকে বিরত রেখে সুফ্ফা বাসীদের এ ধরনের জল্পনা কল্পনা করা থেকেও পবিত্র রাখার জন্য আল্লাহ তা'আলা আলোচ্য আয়াত নাজিল করেন। বলাবাহুল্য সুফ্ফাবাসীদের পক্ষে এমন জল্পনা কল্পনা করাও শোভনীয় নয়। এর সূত্র ধরে এ অভিমতটি সঠিক নয় বলেও মতামত রয়েছে। পক্ষান্তরে তা সঠিক হলেও দোষের কোনো কারণ নেই, কারণ সেখানে সুফ্ফাবাসীদের নিকট ইহুদি পতিতাদের পক্ষ থেকে একটি চক্রান্ত ছিল। তারা মুসলমানদেরকে ভরণ পোষণের প্রলোভন দিয়ে তাদেরকে বিভ্রান্ত করার চেষ্টা করেছিল। কিন্তু সুফ্ফাবাসী আল্লাহর নির্দেশের অপেক্ষায় ছিলেন : আল্লাহ তা'আলা আলোচ্য আয়াত নাজিল করে তাঁদের কর্ম পন্থাকে নির্ধারণ করে দিলেন।

শানে নুযূল – ২ : অপর এক বর্ণনা মতে মদিনায় উম্মুল মাহযুল নাম্মী এক দেহ ব্যবসায়ীনী মহিলা ছিল, একজন মুসলমানকে সে নিজে ভরণ পোষণ করার শর্তে তাকে বিবাহ করার জন্য প্রস্তাব প্রদান করে। মুসলমান তাকে কোনো সম্মতি প্রদান না করেই রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর নিকট এসে অনুমতি চান। রাসূল ﷺ জবাব দেওয়া থেকে বিরত থাকেন। সে পরিপ্রেক্ষিতে আল্লাহ তা'আলা আলোচ্য আয়াত নাজিল করেন।

শানে নুযূল : ৩. আবূ দাউদ তিরমিযী, হাকেম, বায়হাকী ও ইবনে মুনযির আমর ইবনে শুআইব-তাঁর পিতা-দাদার বরাত দিয়ে বর্ণনা করেন যে, মারছাদ ইবনে আবী মারছাদ নামে একজন সাহাবী ছিলেন। তিনি মক্কা থেকে কয়েদীদেরকে

গোপনে বহন করে এনে মদিনায় পৌঁছিয়ে দিতেন। তৎকালে মক্কায় দেহ ব্যবসায়ী উন্নাক নাম্মী এক মহিলা ছিল, সে ছিল অত্যন্ত রূপসী ও সুন্দরী। সে মহিলাটি মারছাদ বিন আবী মারছাদের জাহেলী যুগের প্রেমিকা ছিল। তাঁর সাথে মক্কা থেকে অপর এক কয়েদীকে উঠিয়ে নেওয়ার প্রতিশ্রুতি ছিল। তিনি বলেন যে, আমি প্রতিশ্রুতি পালনের উদ্দেশ্যে চাঁদনী রাতে মক্কার কোনো এক বিল্ডিং এর ছাদের নিচে গিয়ে পৌঁছলাম, সে মুহূর্তে উন্নাক নাম্মী মহিলাটি ছায়া দেখে সামনে এগিয়ে এসে আমাকে চিনে ফেলে। সুতরাং সে বলে উঠল তুমি কি মারছাদ? আমি বললাম হাঁ। সে বলল ধন্যবাদ তোমার আগমন শুভ হোক! আস আজ আমার নিকট রাত যাপন করবে। আমি জবাবে বললাম, হে উন্নাক! আল্লাহ জেনা-ব্যভিচার হারাম করে দিয়েছেন। সে মহিলাটি চিৎকার করে বলল! হে তাবু বাসীরা! তোমাদের বন্দিকে যে উঠিয়ে নেয়, সে এসেছে। তখন আট জন মানুষ আমার পিছু তাড়া করে। আমি সমানে গিয়ে কোনো এক গুহায় আশ্রয় গ্রহণ করলাম। তারা আমার পিছু তাড়া করে আমার মাথার উপর দাঁড়িয়ে পেশাব করেছে, সে পেশাব আমার মাথায় পড়ল। কিন্তু আল্লাহ তা'আলা আমার প্রতি দেখা থেকে তাদের দৃষ্টি শক্তি লোপ করে দিলেন। ফলে তারা আমাকে দেখতে না পেয়ে ফিরে চলে গেল। আমিও তাদের পিছনে ফিরে গিয়ে যার সাথে আমার প্রতিশ্রুতি ছিল, তাকে নিয়ে মদিনায় পৌঁছলাম। অতঃপর রাসূল ﷺ -এর নিকট গিয়ে আরজ করলাম, হে আল্লাহর রাসূল! উন্নাককে বিবাহ করতে পারি কি? রাসূল ﷺ কোনো প্রকারের উত্তর দেওয়া থেকে বিরত থাকেন। এমন পরিপ্রেক্ষিতে আলোচ্য আয়াত নাজিল হয়। অতঃপর রাসূল ﷺ বললেন, হে মারছাদ! الزاني لا ينكح সুতরাং তুমি তাকে বিবাহ করবেনা। -[রুহুল মা'আনী ৮৫/১৮-৯; কুরতুবী ১৫১/১২; দুররে মানছুর ১৯-২০/৫; ফাতহুল কাদীর ৬/৪; ইবনে কাছীর ২৮১/৩; তাবারী ২৬১/৯]

وَالَّذِيْنَ يَرْمُوْنَ الْمُحْصَنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوْا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ فَاجْلِدُوْهُمْ ثَمَانِيْنَ جَلْدَةً وَلَا تَقْبَلُوْا لَهُمْ شَهَادَةً أَبَدًا وَأُولٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُوْنَ. [٤]

শানে নুযূল : আলোচ্য আয়াত অপবাদ রটনাকারীদের সম্পর্কে নাজিল হয়েছে। সাঈদ ইবনে জুবায়ের বলেন, হযরত আয়েশা সিদ্দীকা (রা.) সম্পর্কে যে অপবাদ রটনা করা হয়েছিল, সে সম্পর্কে আলোচ্য আয়াত নাজিল হয়েছে। আবার কারো মতে আলোচ্য আয়াত কোনো নির্দিষ্ট ঘটনার প্রেক্ষিতে নাজিল হয়নি বরং সকল অপবাদ রটনা করার প্রেক্ষাপট সম্পর্কে আলোচ্য আয়াত অবতীর্ণ হয়েছে। -[কুরতুবী ১৫৪/০২]

وَالَّذِيْنَ يَرْمُوْنَ أَزْوَاجَهُمْ وَلَمْ يَكُنْ لَّهُمْ شُهَدَاءُ إِلَّا أَنْفُسُهُمْ فَشَهَادَةُ أَحَدِهِمْ أَرْبَعُ شَهَادَاتٍ بِاللّٰهِ إِنَّهُ لَمِنَ الصَّادِقِيْنَ. (٦)

শানে নুযূল : বুখারী, তিরমিযী ও ইবনে মাজাহ হযরত ইবনে আব্বাস (রা.)-এর উদ্ধৃতি দিয়ে বর্ণনা করেন যে, হেলাল ইবনে উমাইয়া রাসূল ﷺ -এর নিকট তার স্ত্রী শরীক ইবনে সামহা -এর সাথে জেনা করেছে বলে দোষারোপ করে। রাসূল ﷺ বললেন, প্রমাণ পেশ কর, নতুবা হদ্দ আসবে তোমার পিঠে। যদি কোনো ব্যক্তি নিজ চোখে তার স্ত্রীর উপর অন্য কোনো পুরুষকে দেখতে পায়, তারপরও কি তাকে প্রমাণ খুজতে হবে? তখনও রাসূল ﷺ বলতে লাগলেন প্রমাণ পেশ কর নতুবা হদ্দ তোমার উপর আসবে। অতঃপর হেলাল বললেন, যে আল্লাহ আপনাকে সত্যসহ প্রেরণ করেছেন, সে আল্লাহর কসম আমি সত্য বলেছি নিশ্চিত। আল্লাহ অবশ্যই এমন কিছু অবতীর্ণ করবেন যার বদৌলতে আমি হদ্দ হতে রেহাই পাব । সে মুহূর্তেই হযরত জিবরাঈল আমীন আলোচ্য আয়াত إِنَّهُ لَمِنَ الصَّادِقِيْنَ পর্যন্ত নিয়ে অবতরণ করেন।

-[ফাতহুল কাদীর ১০/৪, কুরতুবী ১৬৪/১২, দুররে মানছুর ২২/৫]

وَلَا تَأْخُذْكُمْ بِهِمَا رَأْفَةٌ فِيْ دِيْنِ اللّٰهِ -ব্যভিচারের শাস্তি অত্যন্ত কঠোর বিধায় শাস্তি প্রয়োগকারীদের তরফ থেকে দয়াপরবশ হয়ে শাস্তি ছেড়ে দেওয়ার কিংবা হ্রাস করার সম্ভাবনা আছে। তাই সাথে সাথে আদেশ দেওয়া হয়েছে যে, ধর্মের এই গুরুত্বপূর্ণ বিধান কার্যকরকরণে অপরাধীদের প্রতি দয়াপরবশ হওয়া বৈধ নয়। দয়া, অনুকম্পা ও ক্ষমা সর্বত্র প্রশংসনীয়; কিন্তু অপরাধীদের প্রতি দয়া করার ফল সমগ্র মানবজাতির প্রতি নির্দয় হওয়া। তাই এটা নিষিদ্ধ ও অবৈধ।

وَلْيَشْهَدْ عَذَابَهُمَا طَائِفَةٌ مِّنَ الْمُؤْمِنِيْنَ -অর্থাৎ ব্যভিচারের শাস্তি প্রয়োগ করার সময় মুসলমানদের একটি দল উপস্থিত থাকা বাঞ্ছনীয়। ইসলামে সব শাস্তি বিশেষত হুদূদ প্রকাশ্য স্থানে প্রয়োগ করার পদ্ধতি প্রচলিত আছে, যাতে দর্শকরা শিক্ষা লাভ করে। কিন্তু এক্ষেত্রে একদল লোককে উপস্থিত থাকার আদেশ দান ব্যভিচারের শাস্তির বৈশিষ্ট্য।

https://e-ilm.weebly.com/

ইসলামে প্রথম পর্যায়ে অপরাধ গোপন রাখার বিধান আছে, কিন্তু সাক্ষ-প্রমাণ দ্বারা প্রমাণিত হয়ে গেলে অপরাধীদের পূর্ণ লাঞ্ছনা ও সাক্ষাৎ প্রজ্ঞা :

অশ্লীল ও নির্লজ্জ কাজ-কারবার দমনের জন্যে ইসলামি শরিয়ত দূর-দূরান্ত পর্যন্ত পাহারা বসিয়েছে। মেয়েদের জন্য পর্দা অপরিহার্য করা হয়েছে। পুরুষদেরকে দৃষ্টি নত রাখার আদেশ দেওয়া হয়েছে। অলংকারের শব্দ ও নারীকণ্ঠের গানের শব্দ নিষিদ্ধ করা হয়েছে। কারণ এটা নির্লজ্জ কাজে উৎসাহ যোগায়। সাথে সাথে যার মধ্যে এসব ব্যাপারে ত্রুটি পরিলক্ষিত হয়, তাকে একান্তে বোঝাবার আদেশ আছে; কিন্তু লাঞ্ছিত করার অনুমতি নেই। কিন্তু যে ব্যক্তি শরিয়ত আরোপিত সাবধানতাসমূহ ডিঙ্গিয়ে এমন পর্যায়ে পৌঁছে যায় যে, তার অপরাধ সাক্ষ্য দ্বারা প্রমাণিত হয়ে যায়, তদবস্থায় তার অপরাধ গোপন রাখা অন্যদের সাহস বাড়ানোর কারণ হতে পারে। তাই এ পর্যন্ত অপরাধ গোপন রাখার জন্য শরিয়ত যতটুকু যত্নবান ছিল, এখন অপরাধীর জনসমক্ষে হেয় ও লাঞ্ছিত করার জন্যও ততটুকুই যত্নবান। এ কারণেই ব্যভিচারের শাস্তি শুধু প্রকাশ্য স্থানে প্রয়োগ করেই ইসলাম ক্ষান্ত হয়নি; বরং মুসলমানদের একটি দলকে তাতে উপস্থিত থাকার ও অংশ গ্রহণ করার আদেশ দেওয়া হয়েছে।

ব্যভিচার সম্পর্কিত দ্বিতীয় বিধান : পূর্ববর্তী আয়াতে বর্ণিত প্রথম বিধান ছিল ব্যভিচারের শাস্তি সম্পর্কিত। এই দ্বিতীয় বিধান ব্যভিচারী ও ব্যভিচারিণীর সাথে বিবাহ সম্পর্কে বর্ণনা করা হয়েছে। এর সাথে মুশরিক পুরুষ ও মুশরিকা নারীর সাথে বিবাহেরও বিধান বর্ণনা করা হয়েছে। আলোচ্য আয়াতের তাফসীর সম্পর্কে তাফসীরকারদের উক্তি বিভিন্নরূপ। আয়াতের সূচনাভাগে শরিয়তের কোনো বিধান নয়; বরং একটি সাধারণ অভিজ্ঞতা বর্ণনা করা হয়েছে। এতে উল্লেখ করা হয়েছে যে, ব্যভিচার একটি অপকর্ম এবং এর অনিষ্ট সুদূরপ্রসারী। আয়াতের উদ্দেশ্য এই যে, ব্যভিচার একটি চারিত্রিক বিষ। এর বিষাক্ত প্রভাবে মানুষ চরিত্রভ্রষ্ট হয়ে যায়। ভালোমন্দের পার্থক্য লোপ পায় এবং দুশ্চরিত্রতাই বদ্ধমূল হয়ে যায়। হালাল-হারামের প্রতি লক্ষ্য থাকে না। এরূপ চরিত্রভ্রষ্ট লোক ব্যভিচার ও ব্যভিচারে সম্মত করার উদ্দেশ্যেই কোনো নারীকে পছন্দ করে। ব্যভিচারের উদ্দেশ্য সাধনে ব্যর্থ হলে অপারগ অবস্থায় বিবাহ করতে সম্মত হয়; কিন্তু সে মনে-প্রাণে বিবাহকে পছন্দ করে না। কেননা বিবাহের লক্ষ্য হচ্ছে সৎ ও পবিত্র জীবনযাপন করা এবং সৎকর্মপরায়ণ সন্তান-সন্ততি জন্ম দেওয়া। এর জন্য স্ত্রীর আজীবন ভরণ-পোষণের দায়িত্ব ও অন্যান্য অধিকার মেনে নিতে হয়। চরিত্রভ্রষ্ট লোক এসব দায়িত্ব পালনকে সাক্ষাৎ বিপদ মনে করে। যেহেতু বিবাহ এ ধরনের লোকের উদ্দেশ্যই থাকে না, তাই তাদের আগ্রহ শুধু মুসলমান নারীদের প্রতিই নয়; বরং মুশরিকা নারীদের প্রতিও থাকে। মুশরিকা নারী যদি তার ধর্মের খাতিরে কিংবা কোনো সামাজিক প্রথার কারণে বিবাহের শর্ত আরোপ করে, তবে বাধ্য হয়ে তাকে বিবাহ করতেও প্রস্তুত হয়ে যায়। এ বিবাহ হালাল ও শুদ্ধ কি না অথবা শরিয়ত মতে বাতিল হবে কি না, সেদিকে তারা বিন্দুমাত্রও ভ্রুক্ষেপ করে না। কাজেই এরূপ চরিত্রভ্রষ্ট লোকদের বেলায় একথা সত্য যে, তারা যে নারীকে পছন্দ করবে, সে মুসলমান হলে ব্যভিচারিণী হবে– পূর্বে থেকে ব্যভিচারে অভ্যস্ত হোক কিংবা তাদের সাথে ব্যভিচারের কারণে ব্যভিচারিণী কথিত হোক। অথবা তারা কোনো মুশরিকা নারীকে পছন্দ করবে, যাকে বিবাহ করাই ব্যভিচারের নামান্তর। এ হচ্ছে আয়াতের প্রথম বাক্যের অর্থ। অর্থাৎ

اَلزَّانِىْ لَا يَنْكِحُ اِلَّا زَانِيَةً اَوْ مُشْرِكَةً

এমনিভাবে যে নারী ব্যভিচারে অভ্যস্ত এবং তওবা করে না, তার প্রতি কোনো প্রকৃত মুমিন-মুসলমানের আগ্রহ থাকতে পারে না। কারণ মুমিন-মুসলমানের আসল লক্ষ্য হলো বিবাহ এবং বিবাহের শরিয়তসম্মত উপকারিতা ও লক্ষ্য অর্জন। এরূপ নারী দ্বারা এই লক্ষ্য অর্জন আশা করা যায় না; বিশেষত যখন একথাও জানা থাকে যে, এই নারী বিবাহের পরও ব্যভিচারের বদ-অভ্যাস ত্যাগ করবে না। হাঁ, এরূপ নারীকে কোনো ব্যভিচারীই পছন্দ করবে, যার আসল লক্ষ্য কাম-প্রবৃত্তি চরিতার্থ করা-বিবাহ উদ্দেশ্য নয়। যদি এই ব্যভিচারিণী নারী কোনো পার্থিব স্বার্থের কারণে তার সাথে মিলনের জন্য বিবাহের শর্ত আরোপ করে; তবে অনিচ্ছা সহকারে বিবাহেও সম্মত হয়ে যায়। অথবা এরূপ নারীকে বিবাহ করতে কোনো মুশরিক সম্মত হবে। যেহেতু মুশরিকের সাথে বিবাহ শরিয়তের দৃষ্টিতে ব্যভিচারের নামান্তর, তাই এতে দু'টি বিষয়ের সমাবেশ হবে। অর্থাৎ সে মুশরিকও এবং ব্যভিচারীও। এ হচ্ছে আয়াতের দ্বিতীয় বাক্যের অর্থ; অর্থাৎ

وَالزَّانِيَةُ لَا يَنْكِحُهَا اِلَّا زَانٍ اَوْ مُشْرِكٌ

উল্লিখিত তাফসীর থেকে জানা গেল যে, আয়াতে ব্যভিচারী ও ব্যভিচারিণী বলে এমন পুরুষ ও নারীকে বোঝানো হয়েছে, যারা তওবা করে না এবং বদভ্যাসে অটল থাকে। যদি তাদের মধ্যে কোনো পুরুষ ঘর-সংসার কিংবা সন্তান-সন্ততি লাভের উদ্দেশ্যে কোনো সতী-সাধ্বী নারীকে বিবাহ করে কিংবা কোনো ব্যভিচারিণী নারী কোনো সৎ পুরুষকে বিবাহ করে, তবে

https://e-ilm.weebly.com/

আয়াত দ্বারা এরূপ বিবাহের অশুদ্ধতা বোঝা যায় না। শরিয়ত মতে এরূপ বিবাহ শুদ্ধ হবে। ইমাম আযম আবূ হানীফা, মালেক, শাফেয়ী (র.) প্রমুখ বিশিষ্ট ফিকহ্‌বিদগণের মাজহাব তাই। সাহাবায়ে কেরাম থেকে এরূপ বিবাহ ঘটানোর ঘটনাবলি প্রমাণিত আছে। তাফসীরে ইবনে কাছীরে হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) থেকেও এমন ফতোয়াই বর্ণিত আছে। وَحُرِّمَ ذٰلِكَ عَلَى الْمُؤْمِنِيْنَ আয়াতের এই শেষ বাক্যে কোনো কোনো তাফসীরকারের মতে ذٰلِكَ বলে জেনা তথা ব্যভিচারের দিকে ইশারা করা হয়েছে। বাক্যের অর্থ এই যে, ব্যভিচার যেহেতু অপকর্ম, তাই মুমিনদের জন্য তা হারাম করা হয়েছে। এই তাফসীরে অর্থের দিক দিয়ে কোনো অসুবিধা নেই; কিন্তু ذٰلِكَ শব্দ দ্বারা ব্যভিচার বোঝানো আয়াতের পূর্বাপর বর্ণনার সাথে অবশ্যই সঙ্গতিহীন। তাই অন্যান্য তাফসীরকারগণ বলেন যে, ذٰلِكَ দ্বারা ব্যভিচারী ও ব্যভিচারিণীর বিবাহ এবং মুশরিক ও মুশরিকার বিবাহের দিকে ইশারা করা হয়েছে। এমতাবস্থায় মুশরিক পুরুষের সাথে মুসলমান নারীর বিবাহ এবং মুশরিকা নারীর সাথে মুসলমান পুরুষের বিবাহ যে হারাম, তা তো কুরআনের অন্যান্য আয়াত দ্বারাও প্রমাণিত এবং এ ব্যাপারে সমগ্র মুসলিম সম্প্রদায়ও একমত। এ ছাড়া ব্যভিচারী পুরুষের সাথে সতী নারীর বিবাহ অথবা ব্যভিচারিণী নারীর সাথে সৎ পুরুষের বিবাহ অবৈধ বলেও এ বাক্য থেকে জানা যায়। এই অবৈধতা বিশেষভাবে তখন হবে, যখন সৎ পুরুষ ব্যভিচারিণী নারীকে বিবাহ করে তাকে ব্যভিচারে বাধা না দেয়; বরং বিবাহের পরও ব্যভিচারে সম্মত থাকে। কেননা এমতাবস্থায় এটা হবে দায়ুসী (ভেড়ুয়াপনা) যা শরিয়তে হারাম। এমনিভাবে কোনো সম্ভ্রান্ত সতী নারী যদি কোনো ব্যভিচারে অভ্যস্ত পুরুষকে বিবাহ করে এবং বিবাহের পরও ব্যভিচারে সম্মত থাকে, তবে তা হারাম ও কবীরা গোনাহ্। কিন্তু এতে তাদের পারস্পরিক বিবাহ অশুদ্ধ কিংবা বাতিল হওয়া জরুরি নয়। শরিয়তের পরিভাষায় হারাম শব্দটি দুই অর্থে ব্যবহৃত হয়। (এক) কাজটি গোনাহ্। যে তা করে, সে পরকালে শাস্তিযোগ্য এবং ইহকালেও বাতিল বলে গণ্য। কোনো পার্থিব বিধানও এর প্রতি প্রযোজ্য নয়; যেমন কোনো মুশরিকা নারীকে অথবা চিরতরে হারাম এমন নারীকে বিবাহ করা। এরূপ বিবাহ কবীরা গোনাহ্ এবং শরিয়তে অস্তিত্বহীন। ব্যভিচার ও এর মধ্যে কোনো তফাৎ নেই। (দুই) কাজটি হারাম। অর্থাৎ, শাস্তিযোগ্য গোনাহ্, কিন্তু দুনিয়াতে কাজটির কিছু ফল প্রকাশ পায় ও শুদ্ধ হয়; যেমন কোনো নারীকে ধোঁকা দিয়ে অথবা অপহরণ করে এনে শরিয়তানুযায়ী দু'জন সাক্ষীর সামনে তার সম্মতিক্রমে বিবাহ করা। এখানে কাজটি অবৈধ ও গোনাহ্ হলেও বিবাহ শুদ্ধ হবে এবং সন্তানরা পিতার সন্তান হিসেবে গণ্য হবে। এমনিভাবে ব্যভিচারিণী ও ব্যভিচারী যদি ব্যভিচারের উদ্দেশ্যে এবং কোনো পার্থিব স্বার্থের কারণে বিবাহ করেও ব্যভিচার থেকে তওবা না করে, তবে তাদের এই বিবাহ হারাম, কিন্তু পার্থিব বিধানে বাতিল ও অস্তিত্বহীন নয়। বিবাহের শরিয়তারোপিতা ফলাফল– যেমন ভরণ-পোষণ, মোহরানা, উত্তরাধিকার স্বত্ব ইত্যাদি সব তাদের উপর প্রযোজ্য হবে। এভাবে وَحُرِّمَ শব্দটি আয়াতে মুশরিকা নারীর ক্ষেত্রে প্রথম অর্থে এবং ব্যভিচারিণী ও ব্যভিচারীর ক্ষেত্রে দ্বিতীয় অর্থে বিশুদ্ধ ও সঠিক। কোনো কোনো তাফসীরকার আয়াতটিকে মানসূখ তথা রহিত বলেন, কিন্তু বর্ণিত তাফসীর অনুযায়ী আয়াতটিকে মানসূখ বলার প্রয়োজন নেই।

ব্যভিচার সম্পর্কিত তৃতীয় বিধান– মিথ্যা অপবাদ একটি অপরাধ এবং তার হদ : পূর্বে বর্ণিত হয়েছে যে, ব্যভিচার অন্যান্য অপরাধের তুলনায় সমাজকে অধিক নষ্ট ও কলুষিত করে। তাই শরিয়ত এর শাস্তি সব অপরাধের চাইতে বেশি কঠোর রেখেছে। এক্ষণে কেউ যাতে কোনো পুরুষ অথবা নারীর প্রতি বিনা প্রমাণে ব্যভিচারের অপবাদ আরোপ করার দুঃসাহস না করে সেজন্য ব্যভিচার প্রমাণ করার বিষয়টিকে অত্যধিক গুরুত্ব দান করাই ন্যায় ও সুবিচারের দাবি। শরিয়তে ব্যভিচার প্রমাণ করার জন্য চারজন ন্যায়পরায়ণ পুরুষের সাক্ষ্য জরুরি। এই প্রমাণ ব্যতিরেকে কেউ যদি কারো প্রতি প্রকাশ্য ব্যভিচারের অপবাদ আরোপ করে, তবে শরিয়ত এই অপবাদ আরোপ করাকেও কঠোর অপরাধ সাব্যস্ত করেছে এবং এর শাস্তি আশিটি বেত্রাঘাত নির্ধারিত করেছে। এর অবশ্যম্ভাবী প্রতিক্রিয়া হবে এই যে, কোনো ব্যক্তি কারো প্রতি ব্যভিচারের অপবাদ আরোপ করার দুঃসাহস তখনই করবে, যখন সে নিজ চোখে এই অপকর্ম সংঘটিত হতে দেখবে এবং শুধু তাই নয়, সে দৃঢ়ভাবে বিশ্বাসও করবে যে, তার সাথে আরো তিন জন পুরুষও অপকর্ম প্রত্যক্ষ করেছে এবং তারা সাক্ষ্য দেবে। কেননা যদি অন্য সাক্ষী না-ই থাকে কিংবা চার জনের চাইতে কম থাকে কিংবা তাদের সাক্ষ্যদানে সন্দেহ থাকে, তবে একা এই ব্যক্তি সাক্ষ্য দিয়ে অপবাদ আরোপের শাস্তির ঝুঁকি নেওয়া কোনো অবস্থাতেই পছন্দ করবে না।

একটি সন্দেহ ও তার জবাব : এখানে কেউ বলতে পারে যে, ব্যভিচারের সাক্ষ্য দানের ক্ষেত্রে এত কড়া শর্ত আরোপ করার ফলে অপরাধীরা নাগালের বাইরে চলে যাবে। কেউ তাদের বিরুদ্ধে সাক্ষ্যদানের দুঃসাহস করবে না এবং কোনো সময় শরিয়তসম্মত প্রমাণ উপস্থিত হবে না। ফলে এ ধরনের অপরাধী কখনো শাস্তিপ্রাপ্ত হবে না। কিন্তু বাস্তবে এ ধারণা ভ্রান্ত। কেননা, এসব শর্ত হচ্ছে ব্যভিচারের হদ অর্থাৎ একশ বেত্রাঘাত অথবা রজমের শাস্তি দেওয়ার জন্য। কিন্তু দুইজন

https://e-ilm.weebly.com/

পারবে মাহরাম পুরুষ ও নারীকে একত্রে আপত্তিকর অবস্থায় অথবা নির্লজ্জ কথাবার্তা বলা অবস্থায় দেখে এ-ধরনের সাক্ষ্যদানের উপর কোনো শর্ত আরোপিত নেই। এ ধরনের যেসব বিষয় ব্যভিচারের ভূমিকা, সেগুলোও শরিয়তের আইনে শাস্তিযোগ্য অপরাধ। তবে এ ক্ষেত্রে হদের শাস্তি প্রযোজ্য হবে না; বরং বিচারক অথবা শাসনকর্তার বিবেচনা অনুযায়ী বেত্রাঘাতের শাস্তি দেওয়া হবে। কাজেই যে ব্যক্তি দুইজন পুরুষ ও নারীকে ব্যভিচারে লিপ্ত দেখবে, অন্য সাক্ষী না থাকলে সে প্রকাশ্য ব্যভিচারের সাক্ষ্য দেবে না; কিন্তু অবাধ মেলামেশার সাক্ষ্য দিতে পারবে এবং বিচারক অপরাধ প্রমাণিত হলে তাদেরকে দণ্ডমূলক শাস্তি দিতে পারবে।

মুহ্সিনাত কারা : مُحْصَنَاتٌ শব্দটি إِحْصَانٌ থেকে উদ্ভূত। শরিয়তের পরিভাষায় إِحْصَانٌ দুই প্রকার। একটি ব্যভিচারের শাস্তির ক্ষেত্রে প্রযোজ্য ও অপরটি অপবাদ আরোপের শাস্তির ক্ষেত্রে প্রযোজ্য। إِحْصَانٌ এই যে, যার বিরুদ্ধে ব্যভিচার প্রমাণিত হয়, তাকে জ্ঞানসম্পন্ন, বালেগ, মুক্ত ও মুসলমান হতে হবে এবং শরিয়তসম্মত পন্থায় কোনো নারীকে বিবাহ করে তার সাথে সঙ্গমও হতে হবে। এরূপ ব্যক্তির প্রতি রজম তথা প্রস্তরাঘাতে হত্যার শাস্তি প্রয়োগ করা হবে। পক্ষান্তরে অপবাদ আরোপের শাস্তির ক্ষেত্রে প্রযোজ্য إِحْصَانٌ এই যে, যে ব্যক্তির প্রতি ব্যভিচারের অপবাদ আরোপ করা হয়, তাকে জ্ঞানসম্পন্ন, বালেগ, মুক্ত ও মুসলমান হতে হবে, সৎ হতে হবে অর্থাৎ পূর্বে কখনো তাঁর বিরুদ্ধে ব্যভিচার প্রমাণিত হয়নি। আলোচ্য আয়াতে মুহ্সিনাতের অর্থ তাই। –[জাস্সাস]

মাসআলা : কুরআনের আয়াতে সাধারণ রীতি অনুযায়ী কিংবা শানে নুযূলের ঘটনার কারণে অপবাদের শাস্তি এভাবে উল্লেখ করা হয়েছে যে, একদিকে আছে অপবাদ আরোপকারী পুরুষ ও অপরদিকে যার প্রতি অপবাদ আরোপ করা হয়েছে, সেই সতীসাধ্বী নারী। কিন্তু শরিয়তের বিধান কারণের অভিন্নতাবশত ব্যাপক; কোনো নারী অন্য নারীর প্রতি অথবা কোনো পুরুষের প্রতি কিংবা কোনো পুরুষ অন্য পুরুষের প্রতি ব্যভিচারের অপবাদ আরোপ করলে এবং প্রমাণ উপস্থিত না করলে সবাই এই শাস্তির যোগ্য বলে গণ্য হবে। –[জাস্সাস, হিদায়া]

ব্যভিচারের অপবাদ প্রসঙ্গে উল্লিখিত এ শাস্তি শুধু এই অপবাদের জন্যই নির্দিষ্ট। অন্য কোনো অপরাধের অপবাদ আরোপ করা হলে এই শাস্তি প্রযোজ্য হবে না। তবে বিচারকের বিবেচনা অনুযায়ী প্রত্যেক অপরাধের অপবাদের জন্য দণ্ডমূলক শাস্তি দেওয়া যেতে পারে। কুরআনের ভাষায় যদিও স্পষ্টভাবে উল্লেখ নেই যে, এই হদ ব্যভিচারের অপবাদ আরোপের ক্ষেত্রেই সীমাবদ্ধ থাকবে; কিন্তু চারজন পুরুষের সাক্ষ্যের কথা বলা এই সীমাবদ্ধতার প্রমাণ। কেননা, চারজন সাক্ষীর শর্ত শুধু ব্যভিচার প্রমাণের জন্যই নির্দিষ্ট। –[জাস্সাস, হিদায়া]

অপবাদের হদ্দে বান্দার হক অর্থাৎ যার প্রতি অপবাদ আরোপ করা হয়, তার হকও শামিল রয়েছে। তাই এই হদ্দ তখনই কার্যকর করা হবে, যখন প্রতিপক্ষ অর্থাৎ যার প্রতি আরোপ করা হয়, সে হদ্দ কার্যকর করার দাবিও করে। নতুবা হদ্দ জারি করা হবে না–(হিদায়া), ব্যভিচারের হদ্দ এরূপ নয়। এটা খাঁটি আল্লাহর হক। কাজেই কেউ দাবি করুক বা না করুক, হদ্দ কার্যকর হবে।

وَلَا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهَادَةً أَبَدًا –অর্থাৎ যে ব্যক্তির বিরুদ্ধে ব্যভিচারের মিথ্যা অপবাদ আরোপের অভিযোগ প্রমাণিত হয়ে যায় এবং প্রতিপক্ষের দাবির কারণে হদ্দ কার্যকর হয়, তার একটি শাস্তি তো তাৎক্ষণিক বাস্তবায়িত হয়ে গেছে; তাকে আশিটি বেত্রাঘাত করা হয়েছে; দ্বিতীয় শাস্তি চিরকাল জারি থাকবে। তা এই যে, কোনো মকদ্দমায় তার সাক্ষ্য কবুল করা হবে না, যে পর্যন্ত না সে আল্লাহ্ তা'আলার কাছে অনুতপ্ত হয়ে তওবা করে এবং অপবাদ আরোপকৃত ব্যক্তির কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করে তওবা পূর্ণ না করে। এরূপ তওবা করলেও হানাফী আলেমগণের মতে তার সাক্ষ্য কবুল করা হয় না। হাঁ, তবে গোনাহ্ মাফ হয়ে যায়, যেমন বলা হয়েছে– إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا مِنْ بَعْدِ ذَٰلِكَ وَأَصْلَحُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ অর্থাৎ যাদের উপর অপবাদের হদ্দ কার্যকর করা হয়েছে, তারা যদি তওবা করে এবং নিজেদের অবস্থা শোধরায়, অপবাদ আরোপকৃত ব্যক্তি দ্বারাও ক্ষমা করিয়ে নেয়, তবে আল্লাহ্ তা'আলা ক্ষমাশীল, দয়ালু।

إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا –বাক্যের এই ব্যতিক্রম ইমাম আবূ হানীফার ও অন্য কয়েকজন ইমামের মতে পূর্ববর্তী আয়াতের শুধু শেষ বাক্যের সাথে সম্পর্ক রাখে; অর্থাৎ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ অতএব এই ব্যতিক্রমের উদ্দেশ্য এই যে, যার উপর অপবাদের হদ্দ জারি করা হয়, সে ফাসেক। কিন্তু যদি সে খাঁটি মনে তওবা করে এবং উল্লিখিতভাবে নিজের অবস্থা শোধরায়, তবে সে ফাসেক থাকবে না এবং তার পরকালের শাস্তি মাফ হয়ে যাবে। এর ফলশ্রুতি এই যে, আয়াতের শুরুতে দুনিয়ার যে দু'টি শাস্তি উল্লেখ করা হয়েছে অর্থাৎ আশিটি বেত্রাঘাত করা ও সাক্ষ্য প্রত্যাখ্যাত হওয়া- এ শাস্তিদ্বয় তওবা সত্ত্বেও স্বস্থানে বহাল থাকবে। কেননা প্রথম বড় শাস্তিটি তো কার্যকর হয়েই গেছে। দ্বিতীয় শাস্তিটিও হদ্দেরই

https://e-ilm.weebly.com/

অংশবিশেষ। এ বিষয়ে সবাই একমত যে তওবা দ্বারা হদ্দ মাফ হয় না; যদিও পরকালীন আজাব মাফ হয়ে যায়। এতএব দ্বিতীয় শাস্তি সাক্ষ্য প্রত্যাখ্যাত হওয়া তওবা দ্বারা মাফ হবে না। ইমাম শাফেয়ী (র.) ও অন্য কয়েকজন ইমামের মতে উল্লিখিত ব্যতিক্রম পূর্ববর্তী আয়াতের সব বাক্যের সাথে সম্পর্ক রাখে। এর অর্থ হবে এই যে, তওবা করার ফলে যেমন সে ফাসেক থাকবে না, তেমনি তার সাক্ষ্য প্রত্যাখ্যাত হবে না। জাস্‌সাস ও মাযহারীতে উভয়পক্ষের প্রমাণাদি ও জবাব বিস্তারিত উল্লেখ করা হয়েছে। বিজ্ঞ পাঠক সেখানে দেখে নিতে পারেন।

ব্যভিচার সম্পর্কিত চতুর্থ বিধান লে'আন : لِعَانٌ ও مُلَاعَنَةٌ শব্দের অর্থ একে অপরের প্রতি আল্লাহর অভিশাপ ও ক্রোধের বদদোয়া করা। শরিয়তের পরিভাষায় স্বামী-স্ত্রী উভয়কে বিশেষ পদ্ধতিতে কয়েকটি শপথ দেওয়াকে লে'আন বলা হয়। যখন কোনো স্বামী তার স্ত্রীর প্রতি ব্যভিচারের অপবাদ আরোপ করে অথবা সন্তান সম্পর্কে বলে যে, সে আমার শুক্রজাত নয়, অপরপক্ষে স্ত্রী স্বামীকে মিথ্যাবাদী অভিহিত করে দাবি করে যে, তাকে মিথ্যা অপবাদের শাস্তি আশিটি বেত্রাঘাত প্রদান করা হোক, তখন স্বামীকে স্বপক্ষে চারজন সাক্ষী উপস্থিত করতে বলা হবে। সে যদি যথাবিহিত চারজন সাক্ষী পেশ করে দেয়, তবে স্ত্রীর প্রতি ব্যভিচারের হদ্দ প্রয়োগ করা হবে। পক্ষান্তরে সে চারজন সাক্ষী পেশ করতে না পারলে স্বামী স্ত্রী উভয়ের মধ্যে লে'আন করানো হবে। প্রথমে স্বামীকে বলা হবে যে, সে কুরআনে উল্লিখিত ভাষায় চারবার সাক্ষ্যদান করুক যে, সে এ ব্যাপারে সত্যবাদী এবং পঞ্চমবার বলুক যে, সে মিথ্যাবাদী হলে তার প্রতি আল্লাহর অভিশাপ বর্ষিত হবে।

স্বামী যদি এসব কথা থেকে বিরত থাকে, তবে যে পর্যন্ত নিজের মিথ্যাবাদী হওয়ার কথা স্বীকার না করে অথবা উপরিউক্ত ভাষায় পাঁচবার কসম না খায়, সে পর্যন্ত তাকে আটক রাখা হবে। সে যদি মিথ্যাবাদী হওয়ার কথা স্বীকার করে, তবে তার উপর অপবাদের শাস্তি প্রয়োগ করা হবে। পক্ষান্তরে যদি পাঁচবার কসম খেয়ে নেয়, তবে, স্ত্রীর কাছ থেকে কুরআনে বর্ণিত ভাষায় পাঁচবার কসম নেওয়া হবে। যদি সে কসম খেতে অস্বীকার করে তবে যে পর্যন্ত সে স্বামীর কথার সত্যতা স্বীকার না করে এবং নিজের ব্যভিচারের অপরাধ স্বীকার না করে, সে পর্যন্ত তাকে আটক রাখা হবে। এরূপ স্বীকারোক্তি করলে তার উপর ব্যভিচারের শাস্তি প্রয়োগ করা হবে। পক্ষান্তরে যদি উপরিউক্ত ভাষায় কসম খেতে সম্মত হয়ে যায় এবং কসম খেয়ে নেয়, তবে লে'আন পূর্ণতা লাভ করবে। এর ফলশ্রুতিতে পার্থিব শাস্তির কবল থেকে উভয়েই বেঁচে যাবে। পরকালের ব্যাপার আল্লাহ তা'আলাই ভালো জানেন যে, তাদের মধ্যে কে মিথ্যাবাদী। মিথ্যাবাদী পরকালের শাস্তি ভোগ করবে। কিন্তু দুনিয়াতেও যখন স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে লে'আন হয়ে গেল, তখন তারা একে অপরের জন্য চিরতরে হারাম হয়ে যাবে। স্বামীর উচিত হবে তাকে তালাক দিয়ে মুক্ত করে দেওয়া। সে তালাক না দিলে বিচারক উভয়ের মধ্যে বিচ্ছেদ ঘটিয়ে দিতে পারবেন। এটা তালাকেরই অনুরূপ হবে। এখন তাদের মধ্যে পুনর্বিবাহও হতে পারবে না।

ইসলামি শরিয়তে লে'আনের আইন স্বামীর মানসিক অবস্থার প্রতি লক্ষ্য রাখার ভিত্তিতে প্রবর্তিত হয়েছে। কেননা পূর্ববর্তী আয়াতে উল্লিখিত কোনো ব্যক্তির প্রতি ব্যভিচারের অভিযোগ উত্থাপন করার আইনের পরিপ্রেক্ষিতে এটা জরুরি যে, অভিযোগ উত্থাপনকারী ব্যক্তি চারজন চাক্ষুষ সাক্ষী পেশ করবে। যদি তা করতে না পারে, তবে উল্টো তার উপরই ব্যভিচারের অপবাদের হদ্দ জারি করা হবে। সাধারণ মানুষের পক্ষে তো এটা সম্ভবপর যে, যখন চারজন সাক্ষী পাওয়া দুষ্কর হয়, তখন ব্যভিচারের অভিযোগ উত্থাপন না করে চুপ মেরে থাকবে, যাতে অপবাদের শাস্তি থেকে নিরাপদ থাকে, কিন্তু স্বামীর পক্ষে ব্যাপারটি খুবই নাজুক। সে যখন স্বচক্ষে দেখবে অথচ সাক্ষী নেই, তখন যদি সে মুখ খোলে, তবে অপবাদ আরোপের শাস্তি ভোগ করবে; আর যদি মুখ না খোলে, তবে আজীবন মানসিক যন্ত্রণা ভোগ করতে হবে এবং জীবন-ধারণও দুর্বিষহ হয়ে পড়বে। এ কারণে স্বামীর ব্যাপারটিকে সাধারণ আইনের আওতাবহির্ভূত করে স্বতন্ত্র আইনের রূপ দেওয়া হয়েছে। এ থেকে আরো জানা গেল যে, লে'আন শুধু স্বামী-স্ত্রীর ব্যাপারেই হতে পারে। অন্যদের বিধান পূর্ববর্তী আয়াতে বর্ণিত বিধানের অনুরূপ। হাদীসের কিতাবাদিতে এ স্থলে দু'টি ঘটনা উল্লেখ করা হয়েছে। তন্মধ্যে কোন ঘটনাটি লে'আন সংক্রান্ত আয়াতের শানে-নুযূল -এ সম্পর্কে তাফসীরকারদের উক্তি বিভিন্নরূপ। কুরতুবী আয়াতের অবতরণ দু'বার ধরে উভয় ঘটনাকে শানে নুযূল সাব্যস্ত করেছেন। বুখারীর টীকাকার হাফেজ ইবনে হাজার (র.) এবং মুসলিমের টীকাকার ইমাম নববি (র.) উভয়ের মধ্যে সামঞ্জস্য বিধান করে একই অবতরণের মধ্যে উভয় ঘটনাকে শানে নুযূল আখ্যা দিয়েছেন। তাঁদের বক্তব্য অধিক স্পষ্ট, যা পরে বর্ণিত হবে। একটি ঘটনা হেলাল ইবনে উমাইয়া ও তার স্ত্রীর, যা সহীহ্ বুখারীতে হযরত ইবনে আব্বাস (রা.)-এর জবানিতে বর্ণিত আছে। এ ঘটনার প্রাথমিক অংশ হযরত ইবনে আব্বাসেরই জবানিতে মুসনাদে আহমদে এভাবে বর্ণিত হয়েছে।

https://e-ilm.weebly.com/

হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) বলেন, যখন কুরআনে অপবাদের হদ্দ সম্পর্কিত وَالَّذِيْنَ يَرْمُوْنَ الْمُحْصَنٰتِ ثُمَّ لَمْ يَاْتُوْا بِاَرْبَعَةِ شُهَدَآءَ فَاجْلِدُوْهُمْ ثَمٰنِيْنَ جَلْدَةً আয়াত অবতীর্ণ হলো, তখন মুসলমানদের মধ্যে কিছুটা চাঞ্চল্য দেখা দিল। কারণ এতে কোনো নারীর প্রতি ব্যভিচারের অপবাদ আরোপকারী পুরুষের জন্য জরুরি করা হয়েছে যে, হয় সে স্বপক্ষে চারজন সাক্ষী উপস্থিত করবে, তন্মধ্যে একজন সে নিজে হবে, না হয় তাকে মিথ্যাবাদী সাব্যস্ত করে আশিটি বেত্রাঘাত করা হবে এবং চিরতরে তার সাক্ষ্য প্রত্যাখ্যাত হবে। এ আয়াত শুনে আনসারদের সরদার হযরত সা'দ ইবনে উবাদা (রা.) রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর কাছে আরজ করলেন : ইয়া রাসূলাল্লাহ আয়াতগুলো কি ঠিক এভাবেই নাজিল হয়েছে? রাসূলুল্লাহ ﷺ সা'দ ইবনে উবাদার মুখে এরূপ কথা শোনে বিস্মিত হলেন? তিনি আনসারগণকে সম্বোধন করে বললেন : তোমরা কি শুনলে, তোমাদের সরদার কি কথা বলছেন? আনসারগণ বলল, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আপনি তাঁকে তিরস্কার করবেন না। তাঁর একথা বলার কারণ তাঁর তীব্র আত্মমর্যাদাবোধ। অতঃপর হযরত সা'দ ইবনে উবাদা (রা.) নিজেই আরজ করলেন : ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমার পিতা-মাতা আপনার প্রতি উৎসর্গ; আমার পুরোপুরি বিশ্বাস রয়েছে যে, আয়াতগুলো সত্য এবং আল্লাহ তা'আলার পক্ষ থেকে অবতীর্ণ। কিন্তু আমি আশ্চর্যবোধ করি যে, যদি আমি লজ্জাহীনা স্ত্রীকে এমতাবস্থায় দেখি যে, তার উপর ভিন্ন পুরুষ সওয়ার হয়ে আছে, তখন কি আমার জন্যে বৈধ হবে না যে, আমি তাকে শাসাই এবং সেখান থেকে সরিয়ে দেই; না আমার জন্যে এটা জরুরি যে, আমি চারজন লোক এনে অবস্থা দেখাই এবং সাক্ষী করি? যতক্ষণে আমি সাক্ষী সংগ্রহ করব, ততক্ষণে কি তারা উদ্দেশ্য সাধন করে পলায়ন করবে না? এস্থলে হযরত সা'দের ভাষা বিভিন্নরূপ বর্ণিত আছে, সবগুলোর সারমর্ম একই। –[কুরতুবী]

অপবাদের শাস্তি সম্পর্কিত আয়াত অবতরণ ও হযরত সা'দ ইবনে মু'আয (রা.)-এর এই কথাবার্তার অল্পদিন পরেই একটি ঘটনা সংঘটিত হলো। হেলাল ইবনে উমাইয়া এশার সময় ক্ষেত থেকে ফিরে এসে স্ত্রীর সাথে একজন পুরুষকে স্বচক্ষে দেখলেন এবং তাদের কথাবার্তা নিজ কানে শোনলেন। কিন্তু কিছুই বললেন না। সকালে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর কাছে ঘটনা বর্ণনা করলে তিনি খুব দুঃখিত হলেন এবং ব্যাপারটিকে গুরুতর মনে করলেন। এদিকে আনাসারগণ একত্রিত হয়ে বলতে লাগল যে, আমাদের সরদার সা'দ যে কথা বলেছিলেন, এক্ষেত্রে আমরা তাতেই লিপ্ত হয়ে পড়লাম। এখন শরিয়তের আইন অনুযায়ী রাসূলুল্লাহ ﷺ হেলাল ইবনে উমাইয়াকে আশিটি বেত্রাঘাত করবেন এবং জনগণের মধ্যে চিরতরে তার সাক্ষ্য প্রত্যাখ্যাত হবে : কিন্তু হেলাল ইবনে উমাইয়া জোর দিয়ে বললেন : আল্লাহর কসম, আমার বিশ্বাস যে, আল্লাহ তা'আলা আমাকে এই বিপদ থেকে উদ্ধার করবেন। বুখারীর রেওয়ায়েতে আরো বলা হয়েছে যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ হেলালের ব্যাপারে শুনে কুরআনের বিধান মোতাবেক তাকে বলেও দিয়েছিলেন যে, হয় দাবির স্বপক্ষে চার জন সাক্ষী উপস্থিত কর, না হয় তোমার পিঠে অপবাদের শাস্তি স্বরূপ আশিটি বেত্রাঘাত পড়বে। হেলাল উত্তরে আরজ করলেন : যিনি আপনাকে সত্যসহ প্রেরণ করেছেন তাঁর কসম, আমি আমার কথায় সত্যবাদী এবং আল্লাহ তা'আলা অবশ্য এমন কোনো বিধান নাজিল করবেন, যা আমার পিঠকে অপবাদের শাস্তি থেকে মুক্ত করে দেবে। এই কথাবার্তা চলছিল, এমতাবস্থায় হযরত জিবরাঈল (আ.) লে'আনের আইন সম্বলিত আয়াত নিয়ে অবতীর্ণ হলেন; অর্থাৎ وَالَّذِيْنَ يَرْمُوْنَ اَزْوَاجَهُمْ... আবূ ইয়া'লা এই রেওয়ায়েতটিই হযরত আনাস (রা.) থেকেও বর্ণনা করেছেন। এতে আরো বলা হয়েছে যে, লে'আনের আয়াত নাজিল হওয়ার পর রাসূলুল্লাহ ﷺ হেলাল ইবনে উমাইয়াকে সুসংবাদ দিলেন যে, আল্লাহ তা'আলা তোমার সমস্যার সমাধান নাজিল করেছেন। হেলাল আরজ করলেন : আমি আল্লাহ তা'আলার কাছে এই আশাই পোষণ করেছিলাম। অতঃপর রাসূলুল্লাহ ﷺ হেলালের স্ত্রীকেও ডেকে আনলেন। স্বামী-স্ত্রীর উপস্থিতিতে স্ত্রীর জবানবন্দী নেওয়া হলো। সে বলল, আমার স্বামী হেলাল ইবনে উমাইয়া আমার প্রতি মিথ্যা অপবাদ আরোপ করেছেন। রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন তোমাদের মধ্যে একজন যে মিথ্যাবাদী, তা আল্লাহ তা'আলা জানেন। জিজ্ঞাস্য এই যে, তোমাদের কেউ কি আল্লাহর আজাবের ভয়ে তওবা করবে এবং সত্য কথা প্রকাশ করবে? হেলাল আরজ করলেন : আমার পিতা-মাতা আপনার প্রতি উৎসর্গ; আমি সম্পূর্ণ সত্য কথা বলেছি। তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ আয়াত অনুযায়ী উভয়কে লে'আন করানোর আদেশ দিলেন। প্রথমে হেলালকে বলা হলো যে, তুমি কুরআনে বর্ণিত ভাষায় চারবার সাক্ষ্য দাও; অর্থাৎ আমি আল্লাহকে হাজির ও নাজির বিশ্বাস করে বলছি যে, আমি সত্যবাদী। হেলাল আদেশ অনুযায়ী চারবার সাক্ষ্য দিলেন। পঞ্চম সাক্ষ্যের কুরআনি ভাষা এরূপ : "যদি আমি মিথ্যা বলি, তবে আমার প্রতি আল্লাহর অভিশাপ বর্ষিত হবে।" এই সাক্ষ্যের সময় রাসূলুল্লাহ ﷺ হেলালকে বললেন : দেখ হেলাল, আল্লাহকে ভয় কর। কেননা দুনিয়ার শাস্তি পরকালের শাস্তির তুলনায়

https://e-ilm.weebly.com/

অনেক হাল্কা। আল্লাহ্‌র আজাব মানুষের দেওয়া শাস্তির চাইতে অনেক অনেক কঠোর। এই পঞ্চম সাক্ষ্যই শেষ সাক্ষ্য। এর ভিত্তিতেই ফয়সালা হবে। কিন্তু হেলাল আরজ করলেন : আমি কসম খেয়ে বলতে পারি যে, আল্লাহ্ তা'আলা আমাকে এই সাক্ষ্যের কারণে পরকালের আজাব দেবেন না। এরপর তিনি পঞ্চম সাক্ষ্যের শব্দগুলোও উচ্চারণ করে দিলেন। অতঃপর হেলালের স্ত্রীর কাছ থেকেও এমনি ধরনের চার সাক্ষ্য অথবা কসম নেওয়া হলো। পঞ্চম সাক্ষ্যের সময় রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন : একটু থাম। আল্লাহকে ভয় কর। এই সাক্ষ্যই শেষ সাক্ষ্য। আল্লাহ্‌র আজাব মানুষের আজাব অর্থাৎ ব্যভিচারের শাস্তির চাইতে অনেক কঠোর। একথা শুনে সে কসম খেতে ইতস্তত : করতে লাগল। এ অবস্থায় কিছুক্ষণ অতিবাহিত হলে অবশেষে সে বলল : আল্লাহ্‌র কসম! আমি আমার গোত্রকে লাঞ্ছিত করব না। অতঃপর সে পঞ্চম সাক্ষ্যও একথা বলে দিয়ে দিল যে, আমার স্বামী সত্যবাদী হলে আমার উপর আল্লাহর গজব হবে। এভাবে লে'আনের কার্যধারা সমাপ্ত হয়ে গেলে রাসূলুল্লাহ ﷺ স্বামী-স্ত্রী উভয়কে বিচ্ছিন্ন করে দিলেন অর্থাৎ তাদের বিবাহ নাকচ করে দিলেন। তিনি আরো ফয়সালা দিলেন যে, এই গর্ভ থেকে যে সন্তান জন্মগ্রহণ করবে, সে এই স্ত্রীর সন্তান বলে কথিত হবে– পিতার সাথে সম্বন্ধযুক্ত হবে না। কিন্তু সন্তানটিকে ধিকৃতও করা হবে না।–[মাযহারী]

দ্বিতীয় ঘটনাও বুখারী ও মুসলিমে বর্ণিত আছে। ঘটনার বিবরণ ইমাম বগভী হযরত ইবনে আব্বাস (রা.)-এর রেওয়ায়েতে এভাবে উল্লেখ করেছেন : অপবাদের শাস্তি সম্বলিত আয়াত নাজিল হলে রাসূলুল্লাহ ﷺ মিম্বরে দাঁড়িয়ে তা মুসলমানদেরকে শুনিয়ে দিলেন। উপস্থিত লোকদের মধ্যে আসেম ইবনে আদী আনসারীও ছিলেন। তিনি দাঁড়িয়ে আরজ করলেন : ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমার প্রাণ আপনার প্রতি উৎসর্গ, আমাদের মধ্যে কেউ যদি তার স্ত্রীকে কোনো পুরুষের সাথে লিপ্ত দেখে, তবে দেখা ঘটনা বর্ণনা করার কারণে তাকে আশিটি বেত্রাঘাত করা হবে, চিরতরে তার সাক্ষ্য প্রত্যাখ্যাত হবে এবং মুসলমানগণ তাকে ফাসেক বলবে। এমতাবস্থায় আমরা সাক্ষী কোথা থেকে আনব? সাক্ষীর খোঁজে বের হলে সাক্ষী আসা পর্যন্ত তারা কার্যসিদ্ধি করে পলায়ন করবে। এটা হুবহু প্রথম ঘটনায় সা'দ ইবনে মুয়াযের উত্থাপিত প্রশ্ন।

এক শুক্রবার এই প্রশ্ন করা হয়েছিল। এরপর একটি ঘটনা ঘটল। আসেম ইবনে আদীর চাচাত ভাই ওয়ায়মেরের বিবাহ আসেম ইবনে আদীর চাচাত বোন খাওলার সাথে হয়েছিল। ওয়ায়মে একদিন তার স্ত্রীকে শরীক ইবনে সাহমার সাথে লিপ্ত দেখতে পেলেন। শরীকও আসেম ইবনে আদীর চাচাত ভাই ছিল। ওয়ায়মের আসেমের কাছে ঘটনা বর্ণনা করলেন। আসেম 'ইন্না লিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি' পাঠ করলেন এবং পরবর্তী দিন জুমার নামাজের সময় রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর কাছে আরজ করলেন : ইয়া রাসূলাল্লাহ, বিগত জুমায় আমি আপনাকে যে প্রশ্ন করেছিলাম পরিতাপের বিষয় এই যে, আমি নিজেই এতে জড়িত হয়ে পড়েছি। কেননা আমার পরিবারের মধ্যেই এরূপ ঘটনা ঘটে গেছে। ইমাম বগভী উভয়কে উপস্থিত করা এবং তাদের মধ্যে লে'আন করানোর ঘটনা বিস্তারিত উল্লেখ করেছেন। –(মাযহারী) বুখারী ও মুসলিমে সাহল ইবনে সা'দ সায়েদীর রেওয়ায়েতে এর সার-সংক্ষেপ এভাবে বর্ণিত আছে যে, ওয়ায়মের আজলানী রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর কাছে আরজ করলেন : ইয়া রাসূলাল্লাহ! যদি কেউ তার স্ত্রীর সাথে ভিন্ন পুরুষকে দেখে, তবে সেকি তাকে হত্যা করবে, যার ফলে তাকেও হত্যা করা হবে? নতুবা তার কি করা উচিত? রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন : আল্লাহ্ তা'আলা তোমার ও তোমার স্ত্রীর ব্যাপারে বিধান নাজিল করেছেন। যাও স্ত্রীকে নিয়ে এসো। বর্ণনাকারী সাহল বলেন : তাদেরকে এনে রাসূলুল্লাহ ﷺ মসজিদের মধ্যে লে'আন করালেন। যখন উভয়পক্ষ থেকে পাঁচটি সাক্ষ্য পূর্ণ হয়ে লে'আন সমাপ্ত হলো, তখন ওয়ায়মের বললেন : ইয়া রাসূলাল্লাহ, এখন যদি আমি তাকে স্ত্রীরূপে রাখি, তবে এর অর্থ এই হয় যে, আমি তার প্রতি মিথ্যা অপবাদ আরোপ করেছি। তাই আমি তাকে তিন তালাক দিলাম। –[মাযহারী]

উপরিউক্ত ঘটনাদ্বয়ের মধ্য থেকে প্রত্যেকটি সম্পর্কে বলা হয়েছে যে, লে'আনের আয়াত এর পরিপ্রেক্ষিতে অবতীর্ণ হয়েছে। হাফেজ ইবনে হাজার ও ইমাম বগভী উভয়ের মধ্যে সামঞ্জস্যবিধানকল্পে বলেছেন যে, মনে হয় প্রথম ঘটনা হেলাল ইবনে উমাইয়ার ছিল এবং লে'আনের আয়াত এরই পরিপ্রেক্ষিতে অবতীর্ণ হয়েছে। এরপর ওয়ায়মের এমনি ধরনের ঘটনার সম্মুখীন হয়। হেলাল ইবনে উমাইয়ার ঘটনা তার জানা ছিল না। কাজেই এ ব্যাপারে যখন রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর কাছে জানতে চাওয়া হলো তখন তিনি বললেন : তোমার ব্যাপারে ফয়সালা এই। এর স্বপক্ষে ইঙ্গিত এই যে, হেলাল ইবনে উমাইয়ার ঘটনায় হাদীসের ভাষা হচ্ছে فَنَزَلَ جِبْرَئِيلُ এবং ওয়ামেরের ঘটনায় ভাষা হচ্ছে قَدْ نَزَّلَ اللّٰهُ فِيكَ এর অর্থ এরূপও হতে পারে যে, আল্লাহ্ তা'আলা তোমার অনুরূপ এক ঘটনায় এর বিধান নাজিল করেছেন।–[মাযহারী]

https://e-ilm.weebly.com/

মাসআলা : বিচারকের সামনে স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে লে'আন হয়ে গেলে স্ত্রী স্বামীর জন্যে চিরতরে হারাম হয়ে যায়, যেমন দুগ্ধ পান করানোর ফলেও বৈবাহিক সম্পর্ক স্থাপন চিরতরে অবৈধ হয়ে যায়। রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন : اَلْمُتَلَاعِنَانِ لَا يَجْتَمِعَانِ اَبَدًا লে'আনের সাথে সাথেই স্ত্রী স্বামীর জন্যে হারাম হয়ে যায়, কিন্তু ইদ্দতের পর স্ত্রী অন্য পুরুষকে বিবাহ করতে চাইলে ইমাম আযম (র.)-এর মতে তা তখনই জায়েজ হবে, যখন স্বামী তাকে তালাক দেয় কিংবা মুখে বলে দেয় যে, আমি তাকে ছেড়ে দিয়েছি। স্বামী এরূপ না করলে বিচারক তাদের মধ্যে বিবাহ বিচ্ছেদের আদেশ জারি করবেন এবং তাও তালাকের অনুরূপ হবে। এরপর তিন হায়েজ অতিবাহিত হলে স্ত্রী অন্য কোনো পুরুষকে বিবাহ করতে পারবে। –[মাযহারী]

মাসআলা : লে'আনের পর এই গর্ভ থেকে যে সন্তান জন্মগ্রহণ করবে, সে স্বামীর সাথে সম্বন্ধযুক্ত হবে না; তাকে তার মাতার সাথে সম্বন্ধযুক্ত করা হবে। রাসূলুল্লাহ ﷺ হেলাল ইবনে উমাইয়া ও ওয়ায়মের আজলানী উভয়ের ঘটনায়ই এই ফয়সালা দিয়েছিলেন।

লে'আনের পর যে মিথ্যাবাদী, তার পরকালীন আজাব আরো বেড়ে যাবে, কিন্তু দুনিয়ার শাস্তি থেকে সে নিষ্কৃতি পাবে। এমনিভাবে তাকে দুনিয়াতে ব্যভিচারিণী ও সন্তানকে জারয সন্তান বলাও কারো জন্য জায়েজ হবে না। হেলাল ইবনে উমাইয়ার ঘটনায় রাসূলুল্লাহ ﷺ ফয়সালায় একথাও বলেছিলেন। وَقَضٰى بِاَنْ لَا تَرْمِىْ وَلَا وَلَدَهَا

শব্দ বিশ্লেষণ :

اَنْزَلْنٰهَا : সীগাহ جمع متكلم বহছ ماضى معروف বাব اِفْعَالٌ মাসদার اِنْزَالٌ মূলবর্ণ (ن ـ ز ـ ل) জিনস صحيح অর্থ– যা আমিই নাজিল করেছি।

فَرَضْنٰهَا : সীগাহ جمع متكلم বহছ ماضى معروف বাব ضَرَبَ মাসদার فَرْضٌ মূলবর্ণ (ف ـ ر ـ ض) জিনস صحيح অর্থ– এটাকেও আমি নির্ধারিত করেছি।

اَلزَّانِيَةُ : সীগাহ واحد مؤنث বহছ اسم فاعل বাব ضَرَبَ মাসদার زَنْىٌ মূলবর্ণ (ز ـ ن ـ ى) জিনস ناقص يائى অর্থ– ব্যভিচারিণী নারী।

زَانٍ : সীগাহ واحد مذكر বহছ اسم فاعل বাব ضَرَبَ মাসদার زَنْىٌ মূলবর্ণ (ز ـ ن ـ ى) জিনস ناقص يائى অর্থ– ব্যভিচারী পুরুষ।

حُرِّمَ : সীগাহ واحد مذكر غائب বহছ ماضى مجهول বাব تَفْعِيْل মাসদার تَحْرِيْم মূলবর্ণ (ح ـ ر ـ م) জিনস صحيح অর্থ– হারাম করে দেওয়া হয়েছে।

اَلْمُحْصَنٰتُ : সীগাহ جمع مؤنث বহছ اسم مفعول বাব اِفْعَالٌ মাসদার اِحْصَانٌ মূলবর্ণ (ح ـ ص ـ ن) জিনস صحيح অর্থ– কোনো সতী রমণী।

تَابُوْا : সীগাহ جمع مذكر غائب বহছ ماضى معروف বাব نَصَرَ মাসদার تَوْبٌ মূলবর্ণ (ت ـ و ـ ب) জিনস اجوف واوى অর্থ– তারা তওবা করে।

বাক্য বিশ্লেষণ :

وَلَا تَاْخُذْكُمْ بِهِمَا رَاْفَةٌ فِىْ دِيْنِ اللّٰهِ এখানে واو টি আতেফা لَا تَاْخُذْ হলো ফে'ল كُمْ হলো মাফউল, আর رَاْفَةٌ হলো ফায়েল, আর بِهِمَا হলো لَا تَاْخُذْ-এর সাথে মুতাআল্লিক আবার فِىْ دِيْنِ اللّٰهِ বাক্যটিও لَا تَاْخُذْ-এর সাথে متعلق হয়েছে। –[ই'রাবুল কুরআন : ৫/২৩৯]

https://e-ilm.weebly.com/

৮. আর সে স্ত্রীলোকটি হতে (জেনার) শাস্তি এভাবে রহিত হতে পারে যে, সেও চারবার শপথ করে বলবে, নিশ্চয় এ পুরুষটি [স্বামী] মিথ্যাবাদী।	وَيَدْرَؤُا عَنْهَا الْعَذَابَ اَنْ تَشْهَدَ اَرْبَعَ شَهٰدٰتٍۭ بِاللّٰهِ ۙ اِنَّهٗ لَمِنَ الْكٰذِبِيْنَ ۝٨
৯. এবং পঞ্চমবারে বলবে যে, আমার উপর আল্লাহ তা'আলার গজব হোক যদি এ ব্যক্তি সত্যবাদী হয়।	وَالْخَامِسَةَ اَنَّ غَضَبَ اللّٰهِ عَلَيْهَاۤ اِنْ كَانَ مِنَ الصّٰدِقِيْنَ ۝٩
১০. আর (হে পুরুষ ও স্ত্রীগণ!) যদি তোমাদের প্রতি আল্লাহর অনুগ্রহ ও দয়া না হতো, আর একথা না হতো যে, আল্লাহ বড় তওবা কবুলকারী, হেকমতওয়ালা, তবে তোমরা বড়ই ক্ষতিগ্রস্ত হতে।	وَلَوْلَا فَضْلُ اللّٰهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهٗ وَاَنَّ اللّٰهَ تَوَّابٌ حَكِيْمٌ ۝١٠ ع
১১. নিশ্চয়, যারা এ অপবাদ রচনা করেছে, তারা তোমাদেরই মধ্যকার ক্ষুদ্র এক দল; তোমরা তাকে নিজেদের পক্ষে মন্দ বলে মনে করো না; বরং তা তোমাদের জন্য উত্তমই উত্তম; তাদের প্রত্যেকেরই সে পরিমাণ গুনাহ হয়েছে যে পরিমাণ কাজ করেছে, আর তাদের মধ্যকার যে এ অপবাদ প্রদানে সর্বাপেক্ষা বড় দায়িত্ব গ্রহণ করেছে, তার কঠোর শাস্তি হবে।	اِنَّ الَّذِيْنَ جَآءُوْ بِالْاِفْكِ عُصْبَةٌ مِّنْكُمْ ؕ لَا تَحْسَبُوْهُ شَرًّا لَّكُمْ ؕ بَلْ هُوَ خَيْرٌ لَّكُمْ ؕ لِكُلِّ امْرِئٍ مِّنْهُمْ مَّا اكْتَسَبَ مِنَ الْاِثْمِ ۚ وَالَّذِيْ تَوَلّٰى كِبْرَهٗ مِنْهُمْ لَهٗ عَذَابٌ عَظِيْمٌ ۝١١

শাব্দিক অনুবাদ :

৮. وَيَدْرَؤُا عَنْهَا الْعَذَابَ আর সে স্ত্রী লোকটি হতে (জেনার) শাস্তি এভাবে রহিত হতে পারে যে اَنْ تَشْهَدَ اَرْبَعَ شَهٰدٰتٍ
بِاللّٰهِ সেও চারবার শপথ করে বলবে اِنَّهٗ لَمِنَ الْكٰذِبِيْنَ নিশ্চয় এ পুরুষটি মিথ্যাবাদী।

৯. وَالْخَامِسَةَ এবং পঞ্চমবার বলবে যে اَنَّ غَضَبَ اللّٰهِ عَلَيْهَاۤ আমার উপর আল্লাহ তা'আলার গজব হোক اِنْ كَانَ مِنَ
الصّٰدِقِيْنَ যদি এ ব্যক্তি সত্যবাদী হয়।

১০. وَلَوْلَا فَضْلُ اللّٰهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهٗ আর যদি তোমাদের প্রতি আল্লাহর অনুগ্রহ ও দয়া না হতো وَاَنَّ اللّٰهَ تَوَّابٌ حَكِيْمٌ আর
একথা না হতো যে, আল্লাহ বড় তওবা কবুলকারী, হেকমতওয়ালা তবে তোমরা বড়ই ক্ষতিগ্রস্ত হতে।

১১. اِنَّ الَّذِيْنَ جَآءُوْ بِالْاِفْكِ নিশ্চয় যারা এ অপবাদ রচনা করেছে عُصْبَةٌ مِّنْكُمْ তারা তোমাদেরই মধ্যকার ক্ষুদ্র একদল
لَا تَحْسَبُوْهُ شَرًّا لَّكُمْ তোমরা তাকে নিজেদের পক্ষে মন্দ বলে মনে করো না بَلْ هُوَ خَيْرٌ لَّكُمْ বরং তা তোমাদের জন্য
উত্তমই উত্তম لِكُلِّ امْرِئٍ مِّنْهُمْ তাদের প্রত্যেকের সে পরিমাণ হয়েছে مَّا اكْتَسَبَ যে পরিমাণ কাজ করেছে مِنَ الْاِثْمِ
গুনাহ وَالَّذِيْ تَوَلّٰى كِبْرَهٗ مِنْهُمْ আর তাদের মধ্যকার যে এ অপবাদ প্রদানে সর্বাপেক্ষা বড় দায়িত্ব গ্রহণ করেছে لَهٗ
عَذَابٌ عَظِيْمٌ তার কঠোর শাস্তি হবে।

https://e-ilm.weebly.com/

لَوْلَآ إِذْ سَمِعْتُمُوهُ ظَنَّ الْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنٰتُ بِأَنْفُسِهِمْ خَيْرًا ۙ وَّقَالُوا هٰذَآ إِفْكٌ مُّبِينٌ ﴿١٢﴾

১২. যখন তোমরা এ কথা শুনেছিলে, তখন মুসলমান পুরুষগণ এবং মুসলমান নারীগণ কেন আপন লোকদের সম্বন্ধে ভালো ধারণা করল না এবং এরূপ কেন বলল না যে, এটা তো স্পষ্ট মিথ্যা?

لَوْلَا جَآءُو عَلَيْهِ بِأَرْبَعَةِ شُهَدَآءَ ۚ فَإِذْ لَمْ يَأْتُوا بِالشُّهَدَآءِ فَأُولٰٓئِكَ عِنْدَ اللّٰهِ هُمُ الْكٰذِبُونَ ﴿١٣﴾

১৩. এ লোকগুলো এতদ্বিষয়ে চারজন সাক্ষী কেন আনয়ন করল না? সুতরাং যখন এরা সাক্ষী আনয়ন করেনি, তখন এরাই হচ্ছে আল্লাহর নিকট মিথ্যাবাদী।

وَلَوْلَا فَضْلُ اللّٰهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ لَمَسَّكُمْ فِي مَآ أَفَضْتُمْ فِيهِ عَذَابٌ عَظِيمٌ ﴿١٤﴾

১৪. আর (হে মেসতাহ, হাসসান ও হামনা!) যদি তোমাদের প্রতি ইহলোকে ও পরলোকে আল্লাহ তা'আলার দয়া ও অনুগ্রহ না হতো, তবে যে কাজে তোমরা লিপ্ত হয়েছিলে তজ্জন্য তোমাদের কঠোর শাস্তি হতো।

إِذْ تَلَقَّوْنَهُ بِأَلْسِنَتِكُمْ وَتَقُولُونَ بِأَفْوَاهِكُمْ مَّا لَيْسَ لَكُمْ بِهِ عِلْمٌ وَّتَحْسَبُونَهُ هَيِّنًا ۖ وَهُوَ عِنْدَ اللّٰهِ عَظِيمٌ ﴿١٥﴾

১৫. যখন তোমরা সে অপবাদকে নিজেদের মুখে রটনা করছিলে এবং স্বীয় মুখসমূহ দ্বারা এমন কথা বলছিলে যে সম্বন্ধে তোমাদের কোনো জ্ঞানই ছিল না। আর তোমরা তাকে হালকা ব্যাপার মনে করছিলে, অথচ তা আল্লাহর নিকট খুবই গুরুতর ব্যাপার ছিল।

শাব্দিক অনুবাদ :

১২. لَوْلَا কেন করল না إِذْ سَمِعْتُمُوهُ যখন তোমরা একথা শুনেছিলে ظَنَّ ধারণা الْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنٰتُ তখন মুসলমান পুরুষ এবং মুসলমান নারীগণ بِأَنْفُسِهِمْ আপন লোকদের সম্বন্ধে خَيْرًا ভালো। وَقَالُوا এবং এরূপ কেন বলল না যে هٰذَا إِفْكٌ مُّبِينٌ এটা তো স্পষ্ট মিথ্যা।

১৩. لَوْلَا جَآءُو عَلَيْهِ এ লোকগুলো এতদ্বিষয়ে কেন আনয়ন করল না بِأَرْبَعَةِ شُهَدَآءَ চারজন সাক্ষী فَإِذْ لَمْ يَأْتُوا بِالشُّهَدَآءِ সুতরাং যখন এরা সাক্ষী আনয়ন করেনি فَأُولٰٓئِكَ عِنْدَ اللّٰهِ هُمُ الْكٰذِبُونَ তখন এরাই হচ্ছে আল্লাহর নিকট মিথ্যাবাদী।

১৪. وَلَوْلَا আর যদি না হতো فَضْلُ اللّٰهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ তোমাদের প্রতি আল্লাহর দয়া ও অনুগ্রহ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ ইহলোকে ও পরলোকে لَمَسَّكُمْ فِي مَآ أَفَضْتُمْ فِيهِ তবে যে কাজে তোমরা লিপ্ত হয়েছিলে তজ্জন্য তোমাদের হতো عَذَابٌ عَظِيمٌ কঠোর শাস্তি।

১৫. إِذْ تَلَقَّوْنَهُ بِأَلْسِنَتِكُمْ যখন তোমরা সে অপবাদকে নিজেদের মুখে রটনা করছিলে وَتَقُولُونَ بِأَفْوَاهِكُمْ এবং স্বীয় মুখসমূহ দ্বারা এমন কথা বলছিলে مَّا لَيْسَ لَكُمْ بِهِ عِلْمٌ যে সম্বন্ধে তোমাদের কোনো জ্ঞানই ছিল না وَتَحْسَبُونَهُ هَيِّنًا আর তোমরা তাকে হালকা ব্যাপার মনে করছিলে وَهُوَ عِنْدَ اللّٰهِ عَظِيمٌ অথচ তা আল্লাহর নিকট খুবই গুরুতর ব্যাপার ছিল।

https://e-ilm.weebly.com/

১৬. আর যখন তোমরা তা শুনেছিলে, তখন এরূপ কেন বললে না যে, আমাদের জন্য শোভনীয় নয় যে, এমন কথা মুখ দিয়ে বের করি, আল্লাহ পবিত্র মহান! এটা তো গুরুতর অপবাদ।	وَلَوْلَآ اِذْ سَمِعْتُمُوْهُ قُلْتُمْ مَّا يَكُوْنُ لَنَآ اَنْ نَّتَكَلَّمَ بِهٰذَا ۖ سُبْحٰنَكَ هٰذَا بُهْتَانٌ عَظِيْمٌ ﴿١٦﴾
১৭. আল্লাহ তা'আলা তোমাদেরকে নসিহত করছেন যে, পুনরায় এরূপ কাজ করো না যদি মুমিন হও।	يَعِظُكُمُ اللّٰهُ اَنْ تَعُوْدُوْا لِمِثْلِهٖٓ اَبَدًا اِنْ كُنْتُمْ مُّؤْمِنِيْنَ ﴿١٧﴾
১৮. আর আল্লাহ তা'আলা তোমাদের নিকট সুস্পষ্টভাবে আহকামসমূহ বর্ণনা করছেন; এবং আল্লাহ তা'আলা মহাজ্ঞানী, বড় হেকমতওয়ালা।	وَيُبَيِّنُ اللّٰهُ لَكُمُ الْاٰيٰتِ ۗ وَاللّٰهُ عَلِيْمٌ حَكِيْمٌ ﴿١٨﴾

শাব্দিক অনুবাদ :

১৬. وَلَوْلَآ اِذْ سَمِعْتُمُوْهُ قُلْتُمْ আর যখন তোমরা তা শুনেছিলে তখন এরূপ কেন বললে না যে مَا يَكُوْنُ لَنَآ আমাদের জন্য শোভনীয় নয় যে اَنْ نَّتَكَلَّمَ بِهٰذَا এমন কথা মুখ দিয়ে বের করি سُبْحٰنَكَ আল্লাহ পবিত্র মহান هٰذَا بُهْتَانٌ عَظِيْمٌ এটা তো গুরুতর অপবাদ।

১৭. يَعِظُكُمُ اللّٰهُ আল্লাহ তা'আলা তোমাদেরকে নসিহত করছেন যে اَنْ تَعُوْدُوْا لِمِثْلِهٖٓ اَبَدًا পুনরায় এরূপ কাজ করো না اِنْ كُنْتُمْ مُّؤْمِنِيْنَ যদি মুমিন হও।

১৮. وَيُبَيِّنُ اللّٰهُ আর আল্লাহ তা'আলা সুস্পষ্টভাবে বর্ণনা করেছেন لَكُمُ الْاٰيٰتِ তোমাদের নিকট আহকামসমূহ وَاللّٰهُ এবং আল্লাহ তা'আলা মহাজ্ঞানী عَلِيْمٌ حَكِيْمٌ বড় হেকমতওয়ালা।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

إِنَّ الَّذِيْنَ جَآءُوْا بِالْإِفْكِ عُصْبَةٌ مِّنْكُمْ لَا تَحْسَبُوْهُ شَرًّا لَّكُمْ بَلْ هُوَ خَيْرٌ لَّكُمْ لِكُلِّ امْرِئٍ مِّنْهُمْ مَّا اكْتَسَبَ مِنَ الْإِثْمِ وَالَّذِيْ تَوَلّٰى كِبْرَهٗ مِنْهُمْ لَهٗ عَذَابٌ عَظِيْمٌ [١١]

শানে নুযূল : গযওয়ায়ে বনী মুস্তালিক মতান্তরে মুরায়সী অভিযান হতে ফিরে আসার পথে হযরত আয়েশা সিদ্দীকা (রা.) আকস্মিক দুর্ঘটনার শিকার হন। এই সুযোগে মুনাফিক নেতা আব্দুল্লাহ ইবনে উবাই ইবনে সালূল হযরত আয়েশা (রা.)-এর প্রতি অপবাদ রটনা করে। এরই প্রেক্ষাপটে আলোচ্য সূরা থেকে দশটি আয়াত অবতীর্ণ হয়েছে। এ আয়াতসমূহের মাধ্যমে স্বয়ং আল্লাহ তা'আলা হযরত আয়েশা সিদ্দীকা (রা.) -এর নিষ্কলুষতার সার্টিফিকেট প্রদান করেছেন এবং সে মিথ্যা অপবাদ প্রচারকারীদের শাস্তির বিধানও আরোপ করেছেন। –[বুখারী ৬৯৬/২, ইবনে কাছীর ২৭৭/৩, তাবারী ২৭৮/৯, দররে মানছূর ২৫/৫, রুহুল মা'আনী ১১২/৯/১৮, সাভী ১৩১/৩]

পূর্বাপর সম্পর্ক : পূর্বেই বর্ণিত হয়েছে যে, সূরা আন-নূরের অধিকাংশ আয়াত সতীত্ব ও পবিত্রতা সংরক্ষণের জন্যে প্রবর্তিত বিধানাবলির সাথে সম্পর্কযুক্ত। এর বিপরীতে সতীত্ব ও পবিত্রতার উপর অবৈধ হস্তক্ষেপ ও এর বিরুদ্ধাচরণের জাগতিক শাস্তি ও পারলৌকিক মহা বিপদের কথা আলোচনা করা হয়েছে। এই পরম্পরায় প্রথমে ব্যভিচারের হদ্দ, অতঃপর অপবাদের হদ্দ ও পরে লে'আনের কথা বর্ণিত হয়েছে। অপবাদের হদ্দ প্রসঙ্গে চারজন সাক্ষীর অবর্তমানে কোনো সতী-সাধ্বী- নারীর প্রতি অপবাদ আরোপ করাকে মহাপাপ সাব্যস্ত করা হয়েছে। এরূপ অপবাদ আরোপকারীর শাস্তি

https://e-ilm.weebly.com/

আশিটি বেত্রাঘাত প্রবর্তন করা হয়েছে। এ বিষয়টি সাধারণ মুসলিম সতী নারীদের সাথে সম্পৃক্ত ছিল। ষষ্ঠ হিজরিতে কতিপয় মুনাফিক উম্মুল মুমিনীন হযরত আয়েশা সিদ্দীকা (রা.) -এর প্রতি এমনি ধরনের অপবাদ আরোপ করেছিল এবং তাদের অনুসরণ করে কয়েকজন মুসলমানও এ আলোচনায় জড়িত হয়ে পড়েছিলেন। ব্যাপারটি সাধারণ মুসলমান সতী নারীদের পক্ষে অত্যধিক গুরুতর ছিল। তাই কুরআন পাকে আল্লাহ তা'আলা হযরত আয়েশা (রা.)-এর পবিত্রতা ও সতীত্ব বর্ণনা করে এস্থলে উপরিউক্ত দশটি আয়াত নাজিল করেছেন। এসব আয়াতে হযরত আয়েশা (রা.)-এর পবিত্রতা ঘোষণা করত তাঁর ব্যাপারে যারা কুৎসা রটনা ও অপপ্রচারে অংশগ্রহণ করেছিল, তাদের সবাইকে হুশিয়ার করা হয়েছে এবং ইহকাল ও পরকালে তাদের বিপদ বর্ণনা করা হয়েছে। এই অপবাদ রটনার ঘটনাটি কুরআন ও হাদীসে 'ইফকের ঘটনা' নামে খ্যাত। ইফ্‌ক শব্দের অর্থ জঘন্য মিথ্যা অপবাদ। এসব আয়াতের তাফসীর বোঝার জন্য অপবাদের কাহিনীটি জেনে নেওয়া অত্যন্ত জরুরি। তাই প্রথমে সংক্ষেপে কাহিনীটি বর্ণনা করা হচ্ছে।

মিথ্যা অপবাদের কাহিনী : বুখারী, মুসলিম ও অন্যান্য হাদীসগ্রন্থে এই ঘটনাটি অসাধারণ দীর্ঘ ও বিস্তারিত আকারে উল্লেখ করা হয়েছে। এর সংক্ষিপ্ত বর্ণনা এই যে, ষষ্ঠ হিজরিতে যখন রাসূলুল্লাহ ﷺ বনী মুস্তালিক নামান্তরে মুরায়সী যুদ্ধে গমন করেন, তখন বিবিদের মধ্যে হযরত আয়েশা সিদ্দীকা (রা.) সাথে ছিলেন। ইতঃপূর্বে নারীদের পর্দার বিধান অবতীর্ণ হয়েছিল। তাই হযরত আয়েশা (রা.) -এর উটের পিঠে পর্দাবিশিষ্ট আসনের ব্যবস্থা করা হয়। হযরত আয়েশা (রা.) প্রথমে পর্দাবিশিষ্ট আসনে সওয়ার হয়ে যেতেন। এরপর লোকেরা আসনটিকে উটের পিঠে বসিয়ে দিত। এটাই ছিল নিত্যকার অভ্যাস। যুদ্ধ সমাপ্তির পর মদিনায় ফেরার পথে একদিন একটি ঘটনা ঘটল। এক মনজিলে কাফেলা অবস্থান গ্রহণ করার পর শেষ রাত্রে প্রস্থানের কিছু পূর্বে ঘোষণা করা হলো যে, কাফেলা কিছুক্ষণের মধ্যে এখান থেকে রওয়ানা হয়ে যাবে। তাই প্রত্যেকেই যেন নিজ নিজ প্রয়োজন সেরে প্রস্তুত হয় হযরত আয়েশা (রা.) প্রাকৃতিক প্রয়োজন পূরণের নিমিত্তে জঙ্গলের দিকে চলে গেলেন। সেখানে ঘটনাক্রমে তাঁর গলার হার ছিঁড়ে গিয়ে হারিয়ে গেল। তথায় তিনি হার তালাশ করতে লাগলেন। বেশ কিছু সময় অতিবাহিত হয়ে গেল। স্বস্থানে ফিরে এসে দেখলেন যে, কাফেলা রওয়ানা হয়ে গেছে। রওয়ানা হওয়ার সময় হযরত আয়েশার পর্দাবিশিষ্ট আসনটিকে যথারীতি উটের পিঠে সওয়ার করিয়ে দেওয়া হয়েছে এবং বাহকরা মনে করেছে যে, তিনি ভেতরেই আছেন। উঠানোর সময়ও সন্দেহ হলো না। কারণ, তিনি তখন অল্পবয়স্কা ক্ষীণাঙ্গিনী ছিলেন। ফলে আসনটি যে শূন্য-এরূপ ধারণাও কারো মনে উদয় হলো না। হযরত আয়েশা (রা.) ফিরে এসে যখন কাফেলাকে পেলেন না, তখন অত্যন্ত বুদ্ধিমত্তা ও স্থিরচিত্ততার পরিচয় দিলেন এবং কাফেলার পশ্চাতে দৌড়াদৌড়ি করা কিংবা এদিক-ওদিক তালাশ করার পরিবর্তে স্বস্থানে চাদর গায়ে জড়িয়ে বসে রইলেন। তিনি মনে করলেন যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ ও তদীয় সঙ্গীগণ যখন জানতে পারবেন যে, আমি আসনে অনুপস্থিত, তখন আমার খোঁজে তাঁরা এখানে আসবেন। কাজেই আমি এদিক-সেদিক চলে গেলে তাঁদের জন্যে তালাশ করে নেওয়া কঠিন হবে। তাই তিনি স্বস্থানেই চাদর গায়ে দিয়ে বসে রইলেন। সময় ছিল শেষ রাত্রি। তাই কিছুক্ষণের মাঝেই নিদ্রার কোলে ঢলে পড়লেন। অপরদিকে সাফওয়ান ইবনে মুয়াত্তালকে রাসূলুল্লাহ ﷺ এ কাজের জন্যে নিযুক্ত করেছিলেন যে, তিনি কাফেলার পশ্চাতে সফর করবেন এবং কাফেলা রওয়ানা হয়ে যাওয়ার পর কোনো কিছু থাকলে তা কুড়িয়ে নেবেন। তিনি সকাল বেলায় এখানে পৌছলেন। তখন পর্যন্ত প্রভাত-রশ্মি ততটুকু উজ্জ্বল ছিল না। তিনি শুধু একজন মানুষকে নিদ্রামগ্ন দেখতে পেলেন। কাছে এসে হযরত আয়েশা (রা.) কে চিনে ফেললেন। কারণ পর্দাপ্রথা অবতীর্ণ হওয়ার পূর্বে তিনি তাঁকে দেখেছিলেন। চেনার পর অত্যন্ত পরিতাপের সাথে তাঁর মুখ থেকে 'ইন্না লিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজিউন' উচ্চারিত হয়ে গেল। এ বাক্য হযরত আয়েশা (রা.)-এর কানে পড়ার সাথে সাথে তিনি জাগ্রত হয়ে গেলেন এবং মুখমণ্ডল ঢেকে ফেললেন। হযরত সাফওয়ান নিজের উট কাছে এনে বসিয়ে দিলেন। হযরত আয়েশা (রা.) তাতে সওয়ার হয়ে গেলেন এবং নিজে উটের নাকের রশি ধরে পায়ে হেঁটে চলতে লাগলেন; অবশেষে তিনি কাফেলার সাথে মিলিত হয়ে গেলেন।

আব্দুল্লাহ ইবনে উবাই ছিল দুশ্চরিত্র, মুনাফিক ও রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর শত্রু। সে একটা সুর্বণ সুযোগ পেয়ে গেল। এই হতভাগা আবোল-তাবোল বকতে শুরু করল। কতক সরলপ্রাণ মুসলমানও কান কথায় সাড়া দিয়ে এ আলোচনায় মেতে উঠল। পুরুষদের মধ্যে হযরত হাসসান, মিস্তাহ্ এবং নারীদের মধ্যে হামনাহ্ ছিল এ শ্রেণিভুক্ত। তাফসীরে দুররে-মনসূরে ইবনে মারদুভিয়ার বরাত দিয়ে হযরত ইবনে আব্বাস (রা.)-এর এই উক্তিই বর্ণিত আছে যে,

أَعَانَهُ أَيْ عَبْدَ اللّٰهِ بْنَ أُبَيٍّ حَسَّانُ وَمِسْطَحٌ وَحَمْنَةُ

https://e-ilm.weebly.com/

যখন এই মুনাফিক-রচিত অপবাদের চর্চা হতে লাগল, তখন স্বয়ং রাসূলুল্লাহ ﷺ এতে খুবই দুঃখিত হলেন। হযরত আয়েশা (রা.) -এর তো দুঃখের সীমাই ছিল না। সাধারণ মুসলমানগণও তীব্রভাবে বেদনাহত হলেন। একমাস পর্যন্ত এই আলোচনা চলতে লাগল। অবশেষে আল্লাহ তা'আলা হযরত আয়েশা (রা.) -এর পবিত্রতা ও অপবাদ রটনাকারী এবং এতে অংশগ্রহণকারীদের নিন্দায় উপরিউক্ত আয়াতসমূহ নাজিল করেন। আয়াতগুলোর তাফসীর পরে বর্ণিত হবে। অপবাদের হদ-এ বর্ণিত কুরআনি-বিধি অনুযায়ী অপবাদ আরোপকারীদের কাছ থেকে সাক্ষ্য তলব করা হলো। তারা এই ভিত্তিহীন খবরের সাক্ষ্য কোথা থেকে আনবে? ফলে রাসূলুল্লাহ ﷺ শরিয়তের নিয়ম অনুযায়ী তাদের প্রতি অপবাদের হদ প্রয়োগ করলেন। প্রত্যেককে আশিটি বেত্রাঘাত করা হলো। বাযযার ও ইবনে মারদূভিয়াহ্ হযরত আবূ হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণনা করেছেন যে, তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ তিনজন মুসলমান মিসতাহ্, হামনাহ্ ও হাসসানের প্রতি হদ প্রয়োগ করেন। তাবারানী হযরত ওমর (রা.) থেকে বর্ণনা করেছেন যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ আসল অপবাদ-রচয়িতা আব্দুল্লাহ ইবনে উবাইয়ের প্রতি দ্বিগুণ হদ প্রয়োগ করেন। অতঃপর মুসলমানরা তওবা করে নেয় এবং মুনাফিকরা তাদের অবস্থায় কায়েম থাকে।

–[বয়ানুল-কুরআন]

হযরত আয়েশা সিদ্দীকা (রা.)-এর বিশেষ শ্রেষ্ঠত্ব ও গুণাবলি এবং অপবাদ-কাহিনীর অবশিষ্টাংশ : শত্রুরা রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর বিরুদ্ধে তাদের সমস্ত অপকৌশল প্রয়োগ করতে দ্বিধা করেনি। তাঁকে কষ্ট দেওয়ার জন্য যে যে উপায় তাদের মস্তিষ্কে উদিত হতে পারত, তার সবগুলোই তারা সন্নিবেশিত করেছে। কাফেরদের তরফ থেকে তিনি যেসব কষ্ট পেয়েছেন, তন্মধ্যে সম্ভবত এটাই ছিল সর্বশেষ কঠোর ও মানসিক কষ্ট। মুনাফিক আব্দুল্লাহ ইবনে উবাই পবিত্র বিবিগণের মধ্যে সর্বাধিক বিদুষী, জ্ঞান-গরিমায় সমুন্নত ও পবিত্রতমা উম্মুল মুমিনীন হযরত আয়েশা সিদ্দীকা (রা.) ও তাঁর সাথে সাফওয়ান ইবনে মুয়াত্তালের ন্যায় ধর্মপ্রাণ সাহাবীর বিরুদ্ধে জঘন্য অপবাদ রটনা করল। মুনাফিকরা এতে রঙ চরিয়ে চতুর্দিকে ছড়িয়ে দিল। এতে সর্বাধিক দুঃখজনক বিষয় ছিল এই যে, কয়েকজন সরলপ্রাণ মুসলমানও তাদের চক্রান্তে প্রভাবান্বিত হয়ে অপবাদের চর্চা করতে লাগল। এই ভিত্তিহীন, প্রমাণহীন ও উড়ে আসা অপবাদের স্বরূপ কয়েকদিনের মধ্যে আপনা-আপনিই খুলে যেত; কিন্তু স্বয়ং রাসূল ﷺ ও উম্মুল মু'মিনীন হযরত আয়েশা (রা.)-এর মানসিক ক্লেশ মোচনের জন্য আল্লাহ তা'আলা ওহীর কোনো প্রকার ইঙ্গিতকে যথেষ্ট মনে করেননি: বরং কুরআনের প্রায় দুইটি রুকূ' তাঁর পবিত্রতা বর্ণনা করার জন্য নাজিল করেন। যারা এই অপবাদ রচনা করে অথবা এর আলোচনায় অংশ গ্রহণ করে, তাদের সবার প্রতি এমন কঠোর ইহকালীন ও পরকালীন শাস্তিবাণী উচ্চারণ করা হয়, যা বোধ হয় ইতঃপূর্বে অন্য কোনো ক্ষেত্রে উচ্চারণ করা হয়নি।

প্রকৃতপক্ষে এই অবপাদ-ঘটনা হযরত আয়েশা সিদ্দীকার সতীত্ব ও পবিত্রতার সাথে সাথে তাঁর অসাধারণ জ্ঞান-গরিমাকেও ঔজ্জ্বল্য দান করেছে। এ কারণেই উল্লিখিত আয়াতসমূহের প্রথম আয়াতে আল্লাহ তা'আলা বলেছেন যে, তোমরা এই দুর্ঘটনাকে তোমাদের জন্য খারাপ মনে করো না; বরং এটা তোমাদের জন্য মঙ্গলজনক। বলাবাহুল্য, এর চাইতে বড় মঙ্গল আর কি হবে যে, আল্লাহ তা'আলা দশটি আয়াতে তাঁর পবিত্রতা ও নিষ্কলুষতার সাক্ষ্য দিয়েছেন। এই আয়াতগুলো কিয়ামত পর্যন্ত তেলাওয়াত করা হবে। স্বয়ং হযরত আয়েশা সিদ্দীক (রা.) বলেন : আমার নিজের বিশ্বাস ছিল যে, আল্লাহ তা'আলা ওহীর মাধ্যমে রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর কাছে আমার সাফাই ও পবিত্রতা প্রকাশ করে দেবেন; কিন্তু আমি নিজেকে এর উপযুক্ত মনে করতাম না যে, কুরআনে চিরকাল পঠিত হবে, এমন আয়াতসমূহ আমার ব্যাপারে নাজিল করা হবে। এ স্থলে ঘটনার আরো কিছু বিবরণ জেনে নেওয়াও আয়াতসমূহের তাফসীর হৃদয়ঙ্গম করার পক্ষে সহায়ক হবে! তাই সংক্ষেপে তা বর্ণিত হচ্ছে :

সফর থেকে ফিরে আসার পর হযরত আয়েশা (রা.) গৃহকর্মে মশগুল হয়ে গেলেন। মুনাফিকরা তাঁর সম্পর্কে কি কি খবর রটনা করছে, সে ব্যাপারে তিনি কিছুই জানতেন না। বুখারীর রেওয়ায়েতে স্বয়ং হযরত আয়েশা (রা.) বলেন : সফর থেকে ফিরে আসার পর আমি কিছুটা অসুস্থ হয়ে পড়লাম। এই অসুস্থতার প্রধান কারণ ছিল এই যে, আমি এ যাবৎ রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর কাছ থেকে যে ভালোবাসা ও কৃপা পেয়ে এসেছিলাম, তা অনেকটা হ্রাস পেয়ে গিয়েছিল। এ সময়ে তিনি প্রত্যহ গৃহে এসে সালাম করতেন এবং অবস্থা জিজ্ঞেস করে ফেরত চলে যেতেন। আমার সম্পর্কে কি খবর রটনা করা হচ্ছে, আমি যেহেতু তা জানতাম না, তাই রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর এই ব্যবহারের হেতু আমার কাছে উদ্‌ঘাটিত হতো না। আমি এই

https://e-ilm.weebly.com/

আগুনেই দগ্ধ হতে লাগলাম। একদিন দুর্বলতার কারণে মিসতাহ্ সাহাবীর জননী উম্মে মিস্তাহকে সাথে নিয়ে আমি বাহ্যের প্রয়োজন মিটানোর উদ্দেশ্যে গৃহের বাইরে গেলাম। কেননা, তখন পর্যন্ত গৃহে পায়খানা তৈরি করার প্রচলন ছিল না। যখন আমি প্রয়োজন সেরে গৃহে ফিরতে লাগলাম, তখন উম্মে মিস্তাহ্র পা তার বড় চাদরে জড়িয়ে গেল। সে মাটিতে পড়ে গেল। তখন তার মুখ থেকে এই বাক্য বেরিয়ে পড়ল تَعِسَ مِسْطَحٌ (মিস্তাহ্ নিপাত যাক)। আরবে এই বাক্যটি বদদোয়ার জন্য ব্যবহৃত হয়। জননীর মুখে পুত্রের জন্য বদদোয়ার বাক্য শুনে হযরত আয়েশা (রা.) বিস্মিতা হলেন। তিনি বললেন : এ তো খুবই খারাপ কথা! তুমি একজন সৎ লোককে মন্দ বলছ। সে বদর যুদ্ধে যোগদান করেছিল। তখন উম্মে মিস্তাহ্ আশ্চর্যান্বিতা হয়ে বলল : মা, তুমি কি জান না আমার পুত্র মিস্তাহ্ কি বলে বেড়ায়? আমি জিজ্ঞেস করলাম : সে কি বলে? তখন তার জননী আমাকে অপবাদকারীদের অপবাদ, অভিযানের আদ্যোপান্ত ঘটনা এবং মিস্তাহ্র তাদের সাথে জড়িত থাকার কথা বর্ণনা করল। হযরত আয়েশা (রা.) বলেন : একথা শুনে আমার অসুস্থতা দ্বিগুণ হয়ে গেল। আমার গৃহে ফেরার পর রাসূলুল্লাহ ﷺ যথারীতি গৃহে এলেন, সালাম করলেন এবং কুশলাদি জিজ্ঞেস করলেন। তখন আমি তাঁর কাছে পিতামাতার গৃহে যাওয়ার অনুমতি চাইলাম। তিনি অনুমতি দিলেন! পিতামাতার কাছে এ ব্যাপারে খোঁজখবর নেওয়াই ছিল আমার উদ্দেশ্য। আমি সেখানে পৌঁছে মাতাকে জিজ্ঞেস করলাম। তিনি সান্ত্বনা দিয়ে বললেন : মা, তোমার মতো মেয়েদের শত্রু থাকেই এবং তারাই এ ধরনের কথাবার্তা ছড়ায়। তুমি চিন্তা করো না। আপনা-আপনিই ব্যাপারটি পরিষ্কার হয়ে যাবে। আমি বললাম : সুবহানাল্লাহ! সাধারণের মধ্যে এ বিষয়ের চর্চা হয়ে গেছে। এমতাবস্থায় আমি কিরূপে সবর করব? আমি সারারাত কান্নাকাটি করে কাটিয়ে দিলাম। মুহূর্তের জন্যও আমার অশ্রু থামেনি এবং চক্ষু লাগেনি। অপরদিকে রাসূলুল্লাহ ﷺ এই সংবাদ প্রচারিত হওয়ার কারণে দারুণ মর্মাহত ছিলেন। এই কয়দিনে এ ব্যাপারে কোনো ওহীও তাঁর কাছে আগমন করেনি। তাই পরিবারেরই লোক হযরত আলী (রা.) ও উসামা ইবনে যায়েদের কাছে পরামর্শ চাইলেন যে, এমতাবস্থায় আমার কি করা উচিত? হযরত উসামা (রা.) পরিষ্কার আরজ করলেন : যতদূর আমি জানি, হযরত আয়েশা (রা.) সম্পর্কে কোনোরূপ কুধারণাই করা যায় না। তাঁর চরিত্রে এমন কিছু নেই, যদ্দ্বারা কুধারণার পথ সৃষ্টি হতে পারে। আপনি এসব গুজবের পরওয়া করবেন না। হযরত আলী (রা.) তাঁকে চিন্তা ও অস্থিরতার কবল থেকে উদ্ধার করার জন্য পরামর্শ দিলেন যে, আল্লাহ তা'আলা আপনার ব্যাপারে কোনো সংকীর্ণতা করেননি। গুজবের কারণে হযরত আয়েশা (রা.)-এর প্রতি মন কিছুটা মলিন হয়ে থাকলে আরো অনেক মহিলা আছে। হযরত আয়েশা (রা.)-এর বাঁদী বরীরার কাছ থেকে খোঁজখবর নিলেও আপনার মনের এই মলিনতা দূর হতে পারে! সেমতে রাসূলুল্লাহ ﷺ বরীরাকে জিজ্ঞাসাবাদ করলেন। বরীরা আরজ করল : অন্য কোনো দোষ তো তাঁর মধ্যে দেখিনি; তবে এতটুকু জানি যে, তিনি কচি বয়সের মেয়ে। মাঝে মাঝে আটা গুলিয়ে রেখে দেন এবং নিজে ঘুমিয়ে পড়েন। ছাগল এসে আটা খেয়ে যায়। (এরপর হাদীসে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর ভাষণ দান, মিম্বরে দাঁড়িয়ে অপবাদ ও গুজব রটনাকারীদের অভিযোগ বর্ণনা ইত্যাকার দীর্ঘ কাহিনী উল্লিখিত হয়েছে। পরবর্তী সংক্ষিপ্ত কাহিনী এই যে) হযরত আয়েশা (রা.) বলেন : আমার সারাদিন ও পরবর্তী সারারাতও অবিরাম কান্নার মধ্যে অতিবাহিত হলো। আমার পিতামাতাও আমার কাছে চলে এসেছিলেন। তারা আশঙ্কা করছিলেন যে, কাঁদতে কাঁদতে আমার কলিজা যদি ফেটে যায়! আমার পিতামাতা আমার কাছেই উপবিষ্ট ছিলেন। এমতাবস্থায় রাসূলুল্লাহ ﷺ ঘরে এসে আমার কাছে বসে গেলেন। যেদিন থেকে এই ঘটনা চালু হয়েছিল, তারপর থেকে এর পূর্বে তিনি কখনো আমার কাছে এসে বসেননি। এরপর তিনি সংক্ষেপে শাহাদাতের খুতবা পাঠ করে বললেন : হে আয়েশা, তোমার সম্পর্কে আমার কানে এই এই কথা পৌঁছেছে। যদি তুমি দোষমুক্ত হও, তবে আল্লাহ তা'আলা অবশ্যই তোমাকে মুক্ত ঘোষণা করবেন (অর্থাৎ ওহীর মাধ্যমে মুক্ত হওয়ার কথা প্রকাশ করবেন।) পক্ষান্তরে যদি তুমি ভুল করে থাক, তবে আল্লাহর কাছে তওবা ও ইস্তিগফার কর। বান্দা তার গোনাহ্ স্বীকার করে তওবা করলে আল্লাহ তা'আলা তার তওবা কবুল করেন। রাসূলুল্লাহ ﷺ তাঁর বক্তব্য শেষ করতেই আমার অশ্রু একেবারে শুকিয়ে গেল। আমার চোখে একবিন্দু অশ্রুও আর রইল না। আমি পিতা হযরত আবূ বকর সিদ্দীক (রা.)-কে বললাম : আপনি রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর কথার উত্তর দিন। পিতা বললেন : আমি এ কথার কি উত্তর দিতে পারি। অতঃপর আমি মাকে বললাম : আপনি উত্তর দিন। তিনিও ওজর পেশ করে বললেন : আমি কি জবাব দেব! তখন বাধ্য হয়ে আমাকেই মুখ

https://e-ilm.weebly.com/

খুলতে হলো। আমি ছিলাম অল্পবয়স্কা বালিকা। এখন পর্যন্ত কুরআনও বেশি পড়িনি। পঠকবর্গ চিন্তা করুন, এহেন দুশ্চিন্তা ও চরম বিষাদময় অবস্থায় শ্রেষ্ঠতম পণ্ডিত ব্যক্তিদের পক্ষেও যুক্তিপূর্ণ কথা বলা সহজ হয় না। কিন্তু হযরত আয়েশা (রা.) যা বললেন, তা নিঃসন্দেহে প্রগাঢ় জ্ঞানী ও বিজ্ঞজনসুলভ উক্তি। নিম্নে তাঁর বক্তব্য হুবহু তাঁরই ভাষায় উদ্ধৃত করা হলো :

وَاللّٰهِ لَقَدْ عَرَفْتُ لَقَدْ سَمِعْتُمْ هٰذَا الْحَدِيْثَ حَتّٰى اِسْتَقَرَّ فِىْ اَنْفُسِكُمْ وَصَدَّقْتُمْ بِهٖ وَلَئِنْ قُلْتُ لَكُمْ اِنِّىْ بَرِيْئَةٌ وَاللّٰهُ يَعْلَمُ اِنِّىْ بَرِيْئَةٌ لَا تُصَدِّقُوْنِىْ وَلَئِنْ اعْتَرَفْتُ لَكُمْ بِاَمْرٍ وَاللّٰهُ يَعْلَمُ اِنِّىْ مِنْهُ بَرِيْئَةٌ لَتُصَدِّقُوْنِىْ وَاللّٰهِ لَا اَجِدُ لِىْ وَلَكُمْ مَثَلًا اِلَّا كَمَا قَالَ اَبُوْ يُوْسُفَ فَصَبْرٌ جَمِيْلٌ وَاللّٰهُ الْمُسْتَعَانُ عَلٰى مَا تَصِفُوْنَ.

"আল্লাহ্‌র কসম, আমার জানা হয়ে গেছে যে, এই অপবাদ বাক্যটি উপর্যুপরি শোনার কারণে আপনার মনে বদ্ধমূল হয়ে গেছে এবং আপনি কার্যত তা সমর্থন করেছেন। এখন যদি আমি বলি যে, আমি এই দোষ থেকে মুক্ত; যেমন আল্লাহ তা'আলাও জানেন যে, আমি মুক্ত, তবে আপনি আমার কথা সত্য বলে বিশ্বাস করবেন না। পক্ষান্তরে আমি যদি এমন দোষ স্বীকার করে নেই, যে সম্পর্কে আল্লাহ তা'আলা জানেন যে, আমি তা থেকে মুক্ত, তবে আপনি আমার কথা মেনে নেবেন। আল্লাহর কসম, আমি নিজের ও আপনার ব্যাপারে এটা ব্যতীত দৃষ্টান্ত পাই না যা ইউসুফ (আ.)-এর পিতা হযরত ইয়াকুব (আ.) পুত্রদের ভ্রান্ত কথাবার্তা শুনে বলেছিলেন : আমি সবরে জামীল অবলম্বন করছি এবং তোমরা যা কিছু বর্ণনা করছ, সে ব্যাপারে আল্লাহর কাছে সাহায্য প্রার্থনা করছি।"

হযরত আয়েশা (রা.) বলেন : এতটুকু কথা বলে আমি পৃথক নিজের বিছানায় শুয়ে পড়লাম। আমার পূর্ণ বিশ্বাস ছিল, আমি বাস্তবে যেমন দোষমুক্ত আছি আল্লাহ তা'আলা আমার দোষমুক্ততার বিষয় অবশ্যই ওহীর মাধ্যমে প্রকাশ করে দেবেন। কিন্তু এরূপ কল্পনাও ছিল না যে, আমার ব্যাপারে চিরকাল পঠিত হবে, কুরআনের এমন আয়াত নাজিল হবে। কারণ, আমি আমার মর্তবা এর চাইতে অনেক কম অনুভব করতাম। এরূপ ধারণা ছিল যে, সম্ভবত স্বপ্নযোগে আমার দোষমুক্ততার বিষয় প্রকাশ করা হবে। হযরত আয়েশা (রা.) বলেন : রাসূলুল্লাহ ﷺ মজলিসেই বসা ছিলেন এবং গৃহের লোকদের মধ্যেও কেউ তখনও উঠেনি, এমতাবস্থায় তাঁর মধ্যে এমন ভাবান্তর উপস্থিত হলো, যা ওহী অবতরণের সময় উপস্থিত হতো। ফলে, কনকনে শীতের মধ্যেও তাঁর কপাল ঘর্মাক্ত হয়ে যেত। এই ভাবান্তর দূর হওয়ার পর রাসূলুল্লাহ ﷺ হাসিমুখে গাত্রোত্থান করলেন এবং সর্বপ্রথম যে কথা বললেন, তা ছিলো এই :

اَبْشِرِىْ يَا عَائِشَةُ اَمَّا اللّٰهُ فَقَدْ اَبْرَأَكِ –অর্থাৎ হে আয়েশা, সুসংবাদ শোন আল্লাহ তা'আলা তোমাকে দোষমুক্ত করেছেন। আমার মা বললেন : দাঁড়াও আয়েশা এবং রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর কাছে যাও। আমি বললাম : না মা, আমি এ ব্যাপারে আল্লাহ ব্যতীত কারো ঋণ স্বীকার করি না। আমি দাঁড়াব না। আমি আল্লাহর কাছে কৃতজ্ঞ যে, তিনি আমাকে মুক্ত করেছেন।

হযরত আয়েশা (রা.)-এর কতিপয় বৈশিষ্ট্য : ইমাম বগভী উপরিউক্ত আয়াতসমূহের তাফসীরে বলেছেন : হযরত আয়েশা (রা.)-এর এমন কতিপয় বৈশিষ্ট্য আছে, যেগুলো অন্য কোনো মহিলার ভাগ্যে জোটেনি। তিনি নিজেও আল্লাহর নিয়ামত প্রকাশার্থে এসব বিষয় গর্বভরে বর্ণনা করতেন।

প্রথম : রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর বিবাহে আসার পূর্বে ফেরেশতা হযরত জিবরাঈল (আ.) একটি রেশমী কাপড়ে আমার ছবি নিয়ে রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর কাছে আগমন করেন এবং বলেন : এ আপনার স্ত্রী। –(তিরমিযী) কোনো কোনো রেওয়ায়েতে আছে, হযরত জিবরাঈল (আ.) তাঁর হাতের তালুতে এই ছবি নিয়ে এসেছিলেন।

দ্বিতীয় : রাসূলুল্লাহ ﷺ তাঁকে ছাড়া কোনো কুমারী বালিকাকে বিবাহ করেননি।

তৃতীয় : তাঁর কোলে রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর ওফাত হয়।

চতুর্থ : হযরত আয়েশার গৃহেই তিনি সমাধিস্থ হন।

পঞ্চম : রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর প্রতি তখনও ওহী অবতীর্ণ হতো, যখন তিনি হযরত আয়েশার সাথে এক লেপের নীচে শায়িত থাকতেন। অন্য কোনো বিবির এরূপ বৈশিষ্ট্য ছিল না।

ষষ্ঠ : আসমান থেকে তাঁর দোষমুক্ততার বিষয় অবতীর্ণ হয়েছে।

সপ্তম : তিনি রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর খলীফার কন্যা এবং সিদ্দীকা ছিলেন। আল্লাহ্ তা'আলা দুনিয়াতেই যাঁদেরকে ক্ষমা ও সম্মানজনক জীবিকার ওয়াদা দিয়েছে, তিনি তাঁদেরও অন্যতমা।

https://e-ilm.weebly.com/

হযরত আয়েশা (রা.)-এর ফকীহ্ ও পণ্ডিতসুলভ জ্ঞানানুসন্ধান এবং বিজ্ঞজনোচিত বক্তব্য দেখে হযরত মূসা ইবনে তালহা (রা.) বলেন : আমি হযরত আয়েশা সিদ্দীকা (রা.)-এর চাইতে অধিক শুদ্ধভাষী ও প্রাঞ্জলভাষী কাউকে দেখিনি। -[তিরমিযী]

তাফসীরে-কুরতুবীতে বর্ণিত আছে, হযরত ইউসুফ (আ.)-এর প্রতি অপবাদ আরোপ করা হলে আল্লাহ তা'আলা একটি কচি শিশুকে বাকশক্তি দান করে তার সাক্ষ্য দ্বারা তাঁর দোষমুক্ততা প্রকাশ করেন। হযরত মারইয়ামের প্রতি অপবাদ আরোপ করা হলে আল্লাহ তা'আলা তাঁর শিশু পুত্র হযরত ঈসা (আ.)-এর সাক্ষ্য দ্বারা তাঁকে দোষমুক্ত করেন। হযরত আয়েশা সিদ্দীকা (রা.)-এর প্রতি অপবাদ আরোপ করা হলে আল্লাহ তা'আলা কুরআনের দশটি আয়াত নাজিল করে তাঁর দোষমুক্ততা ঘোষণা করেন, যা তাঁর গুণ ও জ্ঞান-গরিমাকে আরো বাড়িয়ে দিয়েছে।

إِنَّ الَّذِيْنَ جَاءُوْا بِالْإِفْكِ عُصْبَةٌ مِّنْكُمْ - إِفْك শব্দের আভিধানিক অর্থ পাল্টে দেওয়া, বদলে দেওয়া। যে জঘন্য মিথ্যা সত্যকে বাতিলরূপে, বাতিলকে সত্যরূপে বদলে দেয় এবং ন্যায়পরায়ণ আল্লাহ্‌ভীরুকে ফাসেক ও ফাসেককে আল্লাহভীরু পরহেজগার করে দেয়, সেই মিথ্যাকে إِفْك বলা হয়। عُصْبَةٌ শব্দের অর্থ দশ থেকে চল্লিশ পর্যন্ত লোকের দল। এর কম-বেশির জন্যও এই শব্দ ব্যবহৃত হয়। مِنْكُمْ বলে মুমিনদেরকে বোঝানো হয়েছে। এই অপবাদের প্রকৃত রচয়িতা আব্দুল্লাহ ইবনে উবাই মুমিন নয়-মুনাফিক ছিল, কিন্তু মুনাফিকরা মুসলমান দাবি করত বিধায় তাদের ক্ষেত্রেও মুমিনদের বাহ্যিক বিধানাবলি প্রযোজ্য হতো। তাই مِنْكُمْ শব্দে তাকেও শামিল করা হয়েছে। মুসলমানদের মধ্যে দু'জন পুরুষ ও একজন স্ত্রীলোক এতে জড়িত হয়। রাসূলুল্লাহ ﷺ আয়াত নাজিল হওয়ার পর তাদেরকে শাস্তি প্রদান করেন। অতঃপর মুমিনগণ সবাই তওবা করে এবং আল্লাহ্ তা'আলা তাঁদের তওবা কবুল করেন। হযরত হাসসান ও মিসতাহ্ ছিলেন তাঁদেরই অন্যতম। তাঁরা উভয়েই বদর-যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেছিলেন। বদর যোদ্ধাদের জন্যে আল্লাহ তা'আলা কুরআন পাকে মাগফেরাত ঘোষণা করেছেন। এ কারণেই হযরত আয়েশা (রা.)-এর সামনে কেউ হাসসানকে মন্দ বললে তিনি তা পছন্দ করতেন না; যদিও তিনি অপবাদের শাস্তি-প্রাপ্তদের অন্যতম ছিলেন। হযরত আয়েশা (রা.) বলতেন, হাসসান রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর পক্ষ থেকে কবিতা রচনার মাধ্যমে কাফেরদের চমৎকার মোকাবিলা করেছেন। কাজেই তাঁকে মন্দ বলা সঙ্গত নয়। হাসসান কোনো সময় হযরত আয়েশা (রা.)-এর কাছে আগমন করলে তিনি সসম্ভ্রমে তাঁকে আসন দিতেন। -[মাযহারী]

لَا تَحْسَبُوْهُ شَرًّا لَّكُمْ -এতে নবী করীম ﷺ হযরত আয়েশা, সাফওয়ান ও সকল মুমিন-মুসলমানকে সম্বোধন করা হয়েছে। তাঁরা সবাই এই গুজবের কারণে মর্মাহত ছিলেন। অর্থ এই যে, এই গুজবকে তোমরা খারাপ মনে করো না। কেননা আল্লাহ তা'আলা কুরআনে তাঁদের দোষমুক্ততা নাজিল করে তাঁদের সম্মান আরো বাড়িয়ে দিয়েছেন এবং যারা এই কুকাণ্ড করেছিল, তাদের সম্পর্কে কঠোর শাস্তিবাণী নাজিল করেছেন। যা কিয়ামত পর্যন্ত পঠিত হবে।

لِكُلِّ امْرِئٍ مِّنْهُمْ مَّا اكْتَسَبَ مِنَ الْإِثْمِ -অর্থাৎ যারা এই অপবাদে যতটুকু অংশ নিয়েছে, সেই পরিমাণে তার গোনাহ্ লিখিত হয়েছে এবং সে অনুপাতেই তার শাস্তি হবে। যে ব্যক্তি এই খবর রচনা করে চালু করেছে, সে সর্বাধিক আজাব ভোগ করবে, যে খবর শুনে সমর্থন করেছে, সে তদপেক্ষা কম এবং যে শুনে নিশ্চুপ রয়েছে, সে আরও কম আজাবের যোগ্য হবে।

وَالَّذِىْ تَوَلّٰى كِبْرَهٗ مِنْهُمْ لَهٗ عَذَابٌ عَظِيْمٌ - كِبْر শব্দের অর্থ- বড়। উদ্দেশ্য এই যে, যে ব্যক্তি অপবাদে বড় ভূমিকা নিয়েছে অর্থাৎ একে রচনা করে চালু করেছে, তার জন্য গুরুতর আজাব রয়েছে। বলাবাহুল্য, এ ব্যক্তি হচ্ছে মুনাফিক আব্দুল্লাহ ইবনে উবাই। -[বগভী]

لَوْلَآ اِذْ سَمِعْتُمُوْهُ ظَنَّ الْمُؤْمِنُوْنَ وَالْمُؤْمِنٰتُ بِاَنْفُسِهِمْ خَيْرًا وَّقَالُوْا هٰذَا اِفْكٌ مُّبِيْنٌ -অর্থাৎ তোমরা যখন এই অপবাদের সংবাদ শুনলে, তখন মুসলমান পুরুষ ও নারী নিজেদের সম্পর্কে অর্থাৎ মুসলমান ভাই-বোনদের সম্পর্কে সুধারণা করলে না কেন এবং একথা বললে না কেন যে, এটা প্রকাশ্য মিথ্যা? এ আয়াতে কয়েকটি বিষয় প্রণিধানযোগ্য। প্রথমত بِاَنْفُسِهِمْ শব্দ দ্বারা কুরআন পাক ইঙ্গিত করেছে যে, যে মুসলমান অন্য মুসলমানের দুর্নাম রটায় ও তাকে লাঞ্ছিত করে, সে প্রকৃতপক্ষে নিজেকেই লাঞ্ছিত করে। কারণ ইসলামের সম্পর্ক সবাইকে এক করে দিয়েছে। এ ধরনের সর্বক্ষেত্রে কুরআন এই ইঙ্গিত ব্যবহার করেছে। যেমন এক জায়গায় বলা হয়েছে وَلَا تَلْمِزُوْٓا اَنْفُسَكُمْ অর্থাৎ তোমাদের নিজেদের

https://e-ilm.weebly.com/

প্রতি দোষারোপ করো না। উদ্দেশ্য, কোনো মুসলমান পুরুষ ও নারীর প্রতি দোষারোপ করো না। অন্যত্র বলা হয়েছে لَا تَقْتُلُوٓا اَنْفُسَكُمْ অর্থাৎ নিজেদেরকে হত্যা করো না। এখানেও কোনো মুসলমান ভাইকে হত্যা করা বোঝানো হয়েছে। আরো এক জায়গায় আছে وَلَا تُخْرِجُوْا اَنْفُسَكُمْ مِّنْ دِيَارِكُمْ নিজেদেরকে অর্থাৎ কোনো মুসলমান ভাইকে গৃহ ত্যাগে বাধ্য করো না। আরো বলা হয়েছে وَسَلِّمُوْا عَلٰٓى اَنْفُسِكُمْ নিজেদেরকে অর্থাৎ মুসলমান ভাইকে সালাম কর। কুরআন পাকের এসব আয়াতের প্রাসঙ্গিক নির্দেশ এই যে, যে মুসলমান অন্য মুসলমানের প্রতি দোষারোপ করে কিংবা তার ক্ষতি সাধন করে, প্রকৃতপক্ষে সে নিজেকে দোষী ও ক্ষতিগ্রস্ত করে। কেননা, সমগ্র জাতির অপমান ও দুর্নামই হলো এর পরিণতি।

সাদী বলেন : چو از قومے یکی بے دانشی کرد ٭ نہ کہ را منزلت ماند نہ مہ را

কুরআনের এই শিক্ষার প্রভাবেই মুসলমানগণ যখন উন্নতি করেছে, তখন সমগ্র জাতি উন্নতি করেছে, প্রত্যেক ব্যক্তি করেছে। এই শিক্ষা পরিত্যাগের ফলেই আজ দেখা যাচ্ছে যে, সমগ্র জাতি অধঃপতিত হয়েছে এবং প্রত্যেক ব্যক্তি অধঃপতিত হয়েছে।

এই আয়াতে দ্বিতীয় প্রণিধানযোগ্য বিষয় এই যে, এখানে স্থানের দিকে লক্ষ্য করলে لَوْلَآ اِذْ سَمِعْتُمُوْهُ ظَنَنْتُمْ بِاَنْفُسِكُمْ خَيْرًا সম্বোধন পদে বলা উচিত ছিল; যেমন শুরুতে سَمِعْتُمُوْهُ সম্বোধন পদে বলা হয়েছে। কিন্তু কুরআন পাক এই সংক্ষিপ্ত বাক্য ছেড়ে দিয়ে পদ্ধতি পরিবর্তন করত সম্বোধনপদের পরিবর্তে ظَنَّ الْمُؤْمِنُوْنَ বলেছে। এতে হালকা ইঙ্গিত রয়েছে যে, যাদের দ্বারা এই কাজ সংঘটিত হয়েছে, তারা এই কাজের প্রেক্ষাপটে মুমিন কথিত হওয়ার যোগ্য নয়। কেননা এক মুসলমান অন্য মুসলমানের প্রতি সুধারণা পোষণ করবে এটাই ছিল ঈমানের দাবি।

এখানে তৃতীয় প্রণিধানযোগ্য বিষয় এই, আয়াতের শেষ বাক্য هٰذَآ اِفْكٌ مُّبِيْنٌ এ শিক্ষা দেওয়া হয়েছে যে, খবরটি শোনামাত্রই মুসলমানদের 'এটা প্রকাশ্য মিথ্যা' বলে দেওয়াই ছিল ঈমানের দাবি। এতে প্রমাণিত হয় যে, কোনো মুসলমান সম্পর্কে কোনো গোনাহ্ অথবা দোষ শরিয়তসম্মত প্রমাণ দ্বারা না জানা পর্যন্ত তার প্রতি সুধারণা রাখা এবং প্রমাণ ছাড়াই তাকে গোনাহ ও দোষে অভিযুক্ত করাকে মিথ্যা মনে করা সাক্ষাৎ ঈমানের পরিচয়।

মাসআলা : এতে প্রমাণিত হলো যে, প্রত্যেক মুসলমান পুরুষ ও নারীর প্রতি সুধারণা রাখা ওয়াজিব। তবে শরিয়তসম্মত প্রমাণ দ্বারা বিপরীত প্রমাণিত হলে ভিন্ন কথা। যদি কেউ শরিয়তসম্মত প্রমাণ ছাড়া মুসলমানকে অভিযুক্ত করে, তার কথা প্রত্যাখ্যান করা ও তাকে মিথ্যা সাব্যস্ত করা ওয়াজিব। কারণ, এটা নিছক গীবত (পরনিন্দা) এবং অহেতুক মুসলমানকে হেয় করা। –[মাযহারী]

لَوْلَا جَآءُوْ عَلَيْهِ بِاَرْبَعَةِ شُهَدَآءَ فَاِذْ لَمْ يَاْتُوْا بِالشُّهَدَآءِ فَاُولٰٓئِكَ عِنْدَ اللّٰهِ هُمُ الْكٰذِبُوْنَ –এ আয়াতের প্রথম বাক্যে শিক্ষা আছে যে, এরূপ খবর রটনাকারীদের কথা চালু করার পরিবর্তে মুসলমানদের উচিত ছিল তাদের কাছে প্রমাণ দাবি করা। ব্যভিচারের অপবাদ সম্পর্কে শরিয়তসম্মত প্রমাণ চারজন সাক্ষী ছাড়া প্রতিষ্ঠিত হয় না। তাই তাদের কাছে এরূপ দাবি করা উচিত যে, তোমরা তোমাদের বক্তব্যের স্বপক্ষে চারজন সাক্ষী উপস্থিত কর, নতুবা মুখবন্ধ কর। দ্বিতীয় বাক্যে বলা হয়েছে, যখন তারা সাক্ষী উপস্থিত করতে পারল না, তখন আল্লাহর কাছে তারাই মিথ্যাবাদী।

এখানে চিন্তাসাপেক্ষ বিষয় এই যে, এক ব্যক্তি স্বচক্ষে কোনো ঘটনা প্রত্যক্ষ করল এবং সে অন্য সাক্ষী পেল না, এটা অসম্ভব ও অবাস্তব নয়। এখন যদি এই ব্যক্তি নিজের চাক্ষুষ ঘটনা বর্ণনা করে, তবে তাকে মিথ্যাবাদী কিরূপে বলা যায়, বিশেষত আল্লাহর কাছে মিথ্যাবাদী বলা তো কোনোরূপেই বুঝে আসে না। কেননা আল্লাহ তা'আলা সব ঘটনার স্বরূপ জানেন এবং এই ঘটনাও তিনি জানেন। এমতাবস্থায় সে আল্লাহর কাছে মিথ্যাবাদী সাব্যস্ত হবে কিরূপে? এই প্রশ্নের দুই জবাব আছে। প্রথম এখানে 'আল্লাহর কাছে' বলার অর্থ আল্লাহর বিধান ও আইন। অর্থাৎ এ ব্যক্তি আল্লাহর আইনের দৃষ্টিতে মিথ্যাবাদী সাব্যস্ত হবে এবং তাকে অপবাদের শাস্তি দেওয়া হবে। কারণ, আল্লাহর বিধান ছিল এই যে, চারজন সাক্ষী না হলে ঘটনা প্রত্যক্ষ করা সত্ত্বেও তা বর্ণনা না করা। যে ব্যক্তি চারজন সাক্ষী ব্যতিরেকেই বর্ণনা করে, সে আইনত মিথ্যাবাদী সাব্যস্ত হয়ে শাস্তি ভোগ করবে।

দ্বিতীয় জবাব এই যে, অনর্থক কোনো কাজ না করা মুসলমানের কর্তব্য; বিশেষত এমন কাজ, যার ফলে অন্য মুসলমানের প্রতি অভিযোগ আরোপিত হয়। অতএব এক মুসলমান অন্য মুসলমানের বিরুদ্ধে কোনো দোষ অথবা গোনাহের সাক্ষ্য

https://e-ilm.weebly.com/

গোনাহের মূলোৎপাটনের উদ্দেশ্যেই দিতে পারে। কাউকে হেয় করা অথবা কষ্ট দেওয়ার উদ্দেশ্যে দিতে পারে না। যে ব্যক্তি চারজন সাক্ষী ছাড়া এ ধরনের দাবি করে: সে যেন দাবি করে যে, আমি মানব জাতির সংশোধন, সমাজকে কলুষমুক্ত করণ এবং অপরাধ দমনের উদ্দেশ্যে এ দাবি করছি। কিন্তু সে যখন শরিয়তের আইন জানে যে, চারজন সাক্ষী ছাড়া এরূপ দাবি করলে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি সাজা পাবে না এবং অপরাধও প্রমাণিত হবে না; বরং উল্টা মিথ্যা বলার শাস্তি ভোগ করতে হবে, তখন সে আল্লাহর কাছে উপরিউক্ত সদুদ্দেশ্যের দাবিতে মিথ্যাবাদী। কেননা শরিয়তের ধারা মোতাবেক দাবি না হওয়ার ক্ষেত্রে উপরিউক্ত কর্ম সদুদ্দেশ্য হতেই পারে না। –[মাযহারী]

একটি গুরুত্বপূর্ণ হুশিয়ারী : উপরিউক্ত উভয় আয়াতে প্রত্যেক মুসলমানকে অন্য মুসলমানের প্রতি সুধারণা পোষণ করতে নির্দেশ দান করা হয়েছে এবং এর বিপরীত প্রমাণহীন কথাবার্তা নাকচ করে দেওয়াকে ওয়াজিব সাব্যস্ত করা হয়েছে। এখানে প্রশ্ন হতে পারে যে, তাহলে রাসূলুল্লাহ ﷺ পূর্বেই সংবাদটিকে ভ্রান্ত বলে বিশ্বাস করলেন না কেন এবং এর খণ্ডন করলেন না কেন? তিনি এক মাস পর্যন্ত কিংকর্তব্যবিমূঢ় অবস্থায় কেন রইলেন? এমন কি, তিনি হযরত আয়েশাকে একথাও বলেছেন যে, দেখ, যদি তোমার দ্বারা কোনো ভুল হয়ে থাকে, তবে তওবা করে নাও।

কারণ এই যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর এই কিংকর্তব্যবিমূঢ় অবস্থা সুধারণার আদেশের পরিপন্থি নয়। কেননা, তিনি খবরটির সত্যায়নও করেন নি এবং তদনুযায়ী কোনো কর্মও করেন নি। তিনি এর চর্চা করাও পছন্দ করেন নি। সাহাবায়ে-কেরামের সমাবেশে তিনি এ কথাই বলেছেন যে, مَاعَلِمْتُ عَلٰى اَهْلِىْ اِلَّا خَيْرًا অর্থাৎ আমি আমার স্ত্রী সম্পর্কে ভালো ছাড়া কিছুই জানি না। -(তহাভী) রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর এই কর্ম-পন্থা উপরিউক্ত আয়াত অনুযায়ী আমল এবং সুধারণা পোষণ করার সাক্ষ্য বহন করে। তবে কিংকর্তব্যবিমূঢ়তাও দূর হয়ে যায়, এরূপ অকাট্য ও নিশ্চিত জ্ঞান আয়াত অবতরণের পরে অর্জিত হয়েছে।

মোকটকথা এই যে, অন্তরে কোনোরূপ সন্দেহ ও সংশয় সৃষ্টি হওয়া এবং সতর্কতা-মূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করা– যেমন রাসূলুল্লাহ ﷺ করেছেন– মুসলমানদের প্রতি সুধারণা পোষণ করার পরিপন্থি ছিল না। তিনি তো খবর অনুযায়ী কোনো কর্মও করেন নি। যেমন মুসলমানদের প্রতি অপবাদের শাস্তি প্রয়োগ করা হয়েছে এবং উভয় আয়াতে যাদেরকে ভর্ৎসনা করা হয়েছে তারা খবর অনুযায়ী কর্ম করেছিল। তারা এর চর্চা করেছিল এবং ছড়িয়েছিল। তাদের এ কাজ আয়াত অবতরনের পূর্বেও অবৈধ ও শাস্তিযোগ্য ছিল।

وَلَوْ لَا فَضْلُ اللّٰهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهٗ فِى الدُّنْيَا وَالْاٰخِرَةِ لَمَسَّكُمْ فِىْ مَآ اَفَضْتُمْ فِيْهِ عَذَابٌ عَظِيْمٌ– যেসব মুসলমান ভুলক্রমে এই অপবাদে কোনো না কোনোরূপে অংশ গ্রহণ করেছিল, এরপর তওবা করেছিল এবং কেউ কেউ শাস্তিও ভোগ করেছিল এই আয়াত তাদের সম্পর্কে অবতীর্ণ হয়েছে। এই আয়াত তাদের সবাইকে একথাও বলেছে যে. তোমাদের অপরাধ খুবই গুরুতর ছিল। এর কারণে দুনিয়াতেও আজাব আসতে পারত, যেমন পূর্ববর্তী জাতিসমূহের উপর এসেছে এবং পরকালেও কঠোর শাস্তি হতো। কিন্তু মুসলমানদের সাথে আল্লাহ্ তা'আলার আচরণ দয়া ও অনুগ্রহমূলক ইহকালেও এবং পরকালেও। তাই এই শাস্তি তোমাদের উপর থেকে অন্তর্হিত হয়েছে। দুনিয়াতে আল্লাহ্র অনুগ্রহ ও রহমত এভাবে প্রকাশ পেয়েছে যে, প্রথমে তিনি ইসলাম ও ঈমানের তাওফীক দিয়েছেন, এরপর রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর সংসর্গ দান করেছেন। এটা আজাব অবতরণের পথে প্রতিবন্ধক। এরপর কৃতগুনাহের জন্যে সত্যিকার তওবার তাওফীক দিয়েছেন এবং তওবা কবুল করেছেন। পরকালে আল্লাহর অনুগ্রহ ও দয়ার প্রভাবে তোমাদেরকে ক্ষমা, মার্জনা ও মাগফেরাতের ওয়াদা দিয়েছেন।

اِذْ تَلَقَّوْنَهٗ بِاَلْسِنَتِكُمْ – تَلَقِّىْ শব্দের মর্ম এই যে, একে অন্যের কাছে জিজ্ঞেস করে বর্ণনা করে। এখানে কোনো কথা শুনে তার সত্যতা যাচাই না করে সামনে চালু করে দেওয়া বোঝানো হয়েছে।

وَتَحْسَبُوْنَهٗ هَيِّنًا وَهُوَ عِنْدَ اللّٰهِ عَظِيْمٌ- অর্থাৎ তোমরা একে তুচ্ছ ব্যাপার মনে করেছিলে যে, যা শুনলে তাই অন্যের কাছে বলতে শুরু করেছিলে। তোমরা সত্যতা যাচাই না করে এমন কথা চালু করে দিয়েছিলে, যদ্দরুন অন্য মুসলমান দারুণ মর্মাহত হয়, লাঞ্ছিত হয়, এবং তার জীবন দুর্বিষহ হয়ে পড়ে।

https://e-ilm.weebly.com/

وَلَوْلَا إِذْ سَمِعْتُمُوهُ قُلْتُمْ مَا يَكُونُ لَنَا أَنْ نَتَكَلَّمَ بِهَٰذَا سُبْحَانَكَ هَٰذَا بُهْتَانٌ عَظِيمٌ -অর্থাৎ তোমরা যখন এই গুজব শুনেছিলে, তখন একথা কেন বলে দিলে না যে, এরূপ কথা মুখে উচ্চারণ করা আমাদের জন্যে বৈধ নয়। আল্লাহ্ পবিত্র। এ তো গুরুতর অপবাদ। এই আয়াতে পুনর্বার সেই আদেশই ব্যক্ত হয়েছে, যা পূর্বেকার এক আয়াতে ব্যক্ত হয়েছিল। এতে আরো প্রকাশ করা হয়েছে যে, এ ধরনের সংবাদ শুনে মুসলমানদের কি করা উচিত। অর্থাৎ তারা পরিষ্কার বলে দেবে যে, কোনো সাক্ষ্য-প্রমাণ ছাড়া এরূপ কথা মুখে উচ্চারণ করাও আমাদের জন্য বৈধ নয়। এটা গুরুতর অপরাধ।

একটি সন্দেহ ও তার জবাব : কেউ সন্দেহ পোষণ করতে পারে যে, কোনো ঘটনার সত্যতা যেমন প্রমাণ ছাড়া জানা যায় না, ফলে তার চর্চা করা ও মুখে উচ্চারণ করা অবৈধ হয়েছে, তেমনি কোনো কথার অসত্যতাও তো প্রমাণ ছাড়া বোঝা যায় না। কাজেই এরূপ কথাকে গুরুতর অপবাদ কিরূপে বলা যেতে পারে? উত্তর এই যে, প্রত্যেক মুসলমানকে গোনাহ্ থেকে পাক-পবিত্র মনে করা শরিয়তের মূলনীতি। এই মূলনীতির বিরুদ্ধে বিনা দলিলে যে কথা বলা হবে, তাকে মিথ্যা মনে করার জন্য অন্য কোনো দলিলের প্রয়োজন নেই। এতটুকুই যথেষ্ট যে, একজন মুমিন-মুসলমানের প্রতি শরিয়তসম্মত প্রমাণ ছাড়াই অপবাদ আরোপ করা হয়েছে। কাজেই এটা মিথ্যা অপবাদ।

শব্দ বিশ্লেষণ :

يَدْرَأُ : সীগাহ واحد مذكر غائب বহছ مضارع معروف বাব فَتَحَ মাসদার دَرْءٌ মূলবর্ণ (د ـ ر ـ ء) জিনস مهموز لام অর্থ– রহিত হতে পারে।

جَاءُوا : সীগাহ جمع مذكر غائب বহছ ماضى معروف বাব ضَرَبَ মাসদার مَجِيْئَةٌ মূলবর্ণ (ج ـ ى ـ أ) জিনস মুরাক্কাব اجوف يائى ও مهموز لام অর্থ– রচনা করেছে।

تَوَلَّى : সীগাহ واحد مذكر غائب বহছ ماضى معروف বাব تَفَعُّلٌ মাসদার تَوَلِّيْ মূলবর্ণ (و ـ ل ـ ى) জিনস لفيف مفروق অর্থ– সে দায়িত্ব গ্রহণ করেছে।

مَا أَفَضْتُمْ : সীগাহ جمع مذكر حاضر বহছ ماضى معروف বাব اِفْعَالٌ মাসদার اِفَاضَةٌ মূলবর্ণ (ف ـ ى ـ ض) জিনস اجوف يائى অর্থ– যে কাজে তোমরা লিপ্ত হয়েছিল।

تَلَقَّوْنَهُ : সীগাহ جمع مؤنث حاضر বহছ مضارع معروف বাব تَفَعُّلٌ মাসদার تَلَقِّيْ মূলবর্ণ (ل ـ ق ـ ى) জিনস ناقص يائى অর্থ– তোমরা সে অপবাদকে রটনা করছিলে।

أَنْ نَتَكَلَّمَ : সীগাহ جمع متكلم বহছ مضارع معروف বাব تَفَعُّلٌ মাসদার تَكَلُّمٌ মূলবর্ণ (ك ـ ل ـ م) জিনস صحيح অর্থ– আমরা মুখ দিয়ে বের করি।

أَنْ تَعُوْدُوا : সীগাহ جمع مذكر حاضر বহছ مضارع معروف বাব نَصَرَ মাসদার عَوْدَةٌ মূলবর্ণ (ع ـ و ـ د) জিনস اجوف واوى অর্থ– তোমরা পুনরায় করো না।

বাক্য বিশ্লেষণ :

وَتَحْسَبُوْنَهُ هَيِّنًا وَهُوَ عِنْدَ اللّٰهِ عَظِيْمٌ : এখানে تَحْسَبُوْنَهُ ফে'ল, ফায়েল ও মাফউলে বিহী আর هَيِّنًا হলো দ্বিতীয় মাফউলে বিহী واو টি হলো حالية আর هُوَ মুবতাদা আর عِنْدَ اللّٰهِ হলো حال আর عَظِيْمٌ হলো খবর। আর বাক্যটি হলো حالية। –[ই'রাবুল কুরআন : ৫/২৫৪]

https://e-ilm.weebly.com/

إِنَّ الَّذِينَ يُحِبُّونَ أَنْ تَشِيعَ الْفَاحِشَةُ فِي الَّذِينَ آمَنُوا لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ ۙ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ ۚ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ ﴿١٩﴾

১৯. যারা চায় যে, মুসলমানদের মধ্যে অশ্লীলতার কথা চর্চা হোক, তাদের জন্য যন্ত্রণাময় শাস্তি রয়েছে, দুনিয়া ও আখেরাতে; আর আল্লাহ তা'আলা পরিজ্ঞাত আছেন, কিন্তু তোমরা (পূর্ণ তথ্য) জান না।

وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ وَأَنَّ اللَّهَ رَءُوفٌ رَحِيمٌ ﴿٢٠﴾

২০. আর যদি তোমাদের প্রতি আল্লাহ তা'আলার দয়া ও অনুগ্রহ না হতো এবং এটাও না হতো যে, আল্লাহ বড় দয়ালু ও অনুগ্রহশীল, তবে তোমরাও রক্ষা পেতে না।

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ ۚ وَمَنْ يَتَّبِعْ خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ فَإِنَّهُ يَأْمُرُ بِالْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ ۚ وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ مَا زَكَىٰ مِنْكُمْ مِنْ أَحَدٍ أَبَدًا وَلَٰكِنَّ اللَّهَ يُزَكِّي مَنْ يَشَاءُ ۗ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ﴿٢١﴾

২১. হে ঈমানদারগণ! তোমরা শয়তানের পদাঙ্ক অনুসরণ করে চলো না; আর যে ব্যক্তি শয়তানের পদাঙ্ক অনুসরণ করে চলে, তবে সে (শয়তান) তো (সর্বদা) নির্লজ্জ এবং অসঙ্গত কাজ করার জন্যই আদেশ করবে; আর যদি তোমাদের প্রতি আল্লাহর অনুগ্রহ ও দয়া না হতো, তবে তোমাদের মধ্যে কেউ কস্মিনকালেও পবিত্র হতে পারত না, কিন্তু আল্লাহ তা'আলা যাকে ইচ্ছা পাক-পবিত্র করে দেন; আর আল্লাহ তা'আলা সবই শুনেন, সবই জানেন।

শাব্দিক অনুবাদ :

১৯. إِنَّ الَّذِينَ يُحِبُّونَ যারা চায় যে أَنْ تَشِيعَ الْفَاحِشَةُ অশ্লীলতার কথা চর্চা হোক فِي الَّذِينَ آمَنُوا মুসলমানদের মধ্যে لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ তাদের জন্য যন্ত্রণাময় শাস্তি রয়েছে فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ দুনিয়া ও আখেরাতে وَاللَّهُ يَعْلَمُ আর আল্লাহ তা'আলা পরিজ্ঞাত আছেন وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ কিন্তু তোমরা জান না।

২০. وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ আর যদি তোমাদের প্রতি আল্লাহ তা'আলার দয়া ও অনুগ্রহ না হতো وَأَنَّ اللَّهَ رَءُوفٌ رَحِيمٌ এবং এটাও না হতো যে, আল্লাহ বড় দয়ালু ও অনুগ্রহশীল, তবে তোমরাও রক্ষা পেতে না।

২১. يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا হে ঈমানদারগণ لَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ তোমরা শয়তানের পদাঙ্ক অনুসরণ করে চলো না وَمَنْ يَتَّبِعْ আর যে ব্যক্তি অনুসরণ করে চলে خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ শয়তানের পদাঙ্ক فَإِنَّهُ يَأْمُرُ بِالْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ তবে সে তো নির্লজ্জ এবং অসঙ্গত কাজ করার জন্যই আদেশ করবে وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ আর যদি তোমাদের প্রতি আল্লাহর অনুগ্রহ ও দয়া না হতো مَا زَكَىٰ مِنْكُمْ مِنْ أَحَدٍ أَبَدًا তবে তোমাদের মধ্যে কেউ কস্মিনকালেও পবিত্র হতে পারত না وَلَٰكِنَّ اللَّهَ يُزَكِّي مَنْ يَشَاءُ কিন্তু আল্লাহ তা'আলা যাকে ইচ্ছা পাক-পবিত্র করে দেন وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ আর আল্লাহ তা'আলা সবই শুনেন, সবই জানেন।

https://e-ilm.weebly.com/

https://e-ilm.weebly.com/

২৬. অপবিত্রা নারীগণ– অপবিত্র পুরুষদের জন্য এবং অপবিত্র পুরুষগণ-অপবিত্রা নারীদের জন্য উপযোগী, আর পবিত্রা নারীগণ-পবিত্র পুরুষদের জন্য এবং পবিত্র পুরুষগণ-পবিত্রা নারীদের জন্য উপযোগী, তাঁরা ঐ কথা হতে পবিত্র যা তারা বলে বেড়াচ্ছে, তাদের জন্য ক্ষমা এবং সম্মানজনক জীবিকা রয়েছে।	اَلْخَبِيْثٰتُ لِلْخَبِيْثِيْنَ وَالْخَبِيْثُوْنَ لِلْخَبِيْثٰتِ ۚ وَالطَّيِّبٰتُ لِلطَّيِّبِيْنَ وَالطَّيِّبُوْنَ لِلطَّيِّبٰتِ ۚ اُولٰٓئِكَ مُبَرَّءُوْنَ مِمَّا يَقُوْلُوْنَ ؕ لَهُمْ مَّغْفِرَةٌ وَّرِزْقٌ كَرِيْمٌ ﴿٢٦﴾

শাব্দিক অনুবাদ :

২৬. اَلْخَبِيْثٰتُ অপবিত্রা নারীগণ لِلْخَبِيْثِيْنَ অপবিত্র পুরুষদের জন্য وَالْخَبِيْثُوْنَ এবং অপবিত্র পুরুষগণ لِلْخَبِيْثٰتِ অপবিত্রা নারীদের জন্য উপযোগী وَالطَّيِّبٰتُ আর পবিত্রা নারীগণ لِلطَّيِّبِيْنَ পবিত্র পুরুষদের জন্য وَالطَّيِّبُوْنَ এবং পবিত্র পুরুষগণ لِلطَّيِّبٰتِ পবিত্রা নারীদের জন্য উপযোগী اُولٰٓئِكَ مُبَرَّءُوْنَ তারা ঐ কথা হতে পবিত্র مِمَّا يَقُوْلُوْنَ যা তারা বলে বেড়াচ্ছে لَهُمْ مَّغْفِرَةٌ وَّرِزْقٌ كَرِيْمٌ তাদের জন্য ক্ষমা ও সম্মানজনক জীবিকা রয়েছে।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

وَلَا يَأْتَلِ اُولُوا الْفَضْلِ مِنْكُمْ وَالسَّعَةِ اَنْ يُّؤْتُوْا اُولِى الْقُرْبٰى وَالْمَسٰكِيْنَ وَالْمُهٰجِرِيْنَ فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ وَلْيَعْفُوْا وَلْيَصْفَحُوْا اَلَا تُحِبُّوْنَ اَنْ يَّغْفِرَ اللّٰهُ لَكُمْ وَاللّٰهُ غَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ. [٢٢]

শানে নুযূল : হযরত মিসতাহ ইবনে আছাছাহ (রা.) ছিলেন একজন মুহাজির বদরী সাহাবী, তিনি হযরত আবূ বকর সিদ্দীক (রা.)-এর নিকটাত্মীয় ও দরিদ্র ছিলেন। তিনি তার খালাত ভাই মতান্তরে ভাগ্নে ছিলেন। হযরত আবূ বকর সিদ্দীক (রা.) তার জীবন নির্বাহে সাহায্য সহযোগিতা করতেন। হযরত আয়েশা সিদ্দীকা (রা.)-এর প্রতি অপবাদ রটনা করার সাথে হযরত মিসতাহ (রা.) জড়িত থাকার কারণে হযরত আবূ বকর (রা.) তাকে কোনো প্রকারের সাহায্য সহযোগিতা করবেন না বলে শপথ গ্রহণ করেন। হযরত আবূ বকর সিদ্দীক (রা.) তার প্রতি যে সহযোগিতা করে আসছিলেন, তা যেন বন্ধ না করেন, সে জন্যে আল্লাহ তা'আলা আলোচ্য আয়াত নাজিল করেন। অতঃপর হযরত আবূ বকর (রা.) সে সহযোগিতা পূর্বের ন্যায় যথারীতি চালু রাখবেন বলে অঙ্গীকার ব্যক্ত করেন। –[কুরতুবী ১৮৫/১২, তাবারী ২৮৯/৯, ফাতহুল কাদীর ১৮/৪, ইবনে কাছীর ২৮৪/৩, রূহুল মা'আনী ১২৫/৯, দুররে মানছূর ৩১/৫]

اِنَّ الَّذِيْنَ يَرْمُوْنَ الْمُحْصَنٰتِ الْغٰفِلٰتِ الْمُؤْمِنٰتِ لُعِنُوْا فِى الدُّنْيَا وَالْاٰخِرَةِ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيْمٌ [٢٣]

শানে নুযূল : আলোচ্য আয়াত নির্দিষ্টভাবে হযরত আয়েশা সিদ্দীকা (রা.)-এর বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে নাজিল করা হয়েছে।
–[ইবনে কাছীর ২৮৫/৩, দুররে মানছূর ৩৫/৫, ফাতহুল কাদীর ১৮/৪]

اَلْخَبِيْثٰتُ لِلْخَبِيْثِيْنَ وَالْخَبِيْثُوْنَ لِلْخَبِيْثٰتِ وَالطَّيِّبٰتُ لِلطَّيِّبِيْنَ وَالطَّيِّبُوْنَ لِلطَّيِّبٰتِ اُولٰٓئِكَ مُبَرَّءُوْنَ مِمَّا يَقُوْلُوْنَ لَهُمْ مَّغْفِرَةٌ وَّرِزْقٌ كَرِيْمٌ [٢٦]

শানে নুযূল : হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) বলেন যে, আলোচ্য আয়াত হযরত আয়েশা সিদ্দীকা (রা.)-এর পবিত্রতা বর্ণনা করা এবং হযরত আয়েশা (রা.) এর প্রতি যারা অপবাদ রটনা করেছিল, তাদের মন্দাচারী সম্পর্কে নাজিল করা হয়েছে।
–[ইবনে কাছীর ২৮৬/৩]

اِنَّ الَّذِيْنَ يُحِبُّوْنَ اَنْ تَشِيْعَ الْفَاحِشَةُ فِى الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَهُمْ عَذَابٌ اَلِيْمٌ فِى الدُّنْيَا وَالْاٰخِرَةِ –যারা এই অপবাদে কোনো-না-কোনোরূপে অংশগ্রহণ করেছিল, এই আয়াতে পুনরায় তাদের নিন্দা এবং ইহকাল ও পরকালের শাস্তির কথা উচ্চারণ করা হয়েছে। আয়াতে আরো বলা হয়েছে যে, যারা এরূপ খবর রটনা করে, তারা যেন মুসলমানদের মধ্যে ব্যভিচার ও নির্লজ্জতার প্রসারই কামনা করে।

https://e-ilm.weebly.com/

নির্লজ্জতা দমনের কুরআনী ব্যবস্থা ও একটি জরুরি উপায়, যার উপেক্ষার ফলে আজ নির্লজ্জতার প্রসার ঘটেছে : কুরআন পাক নির্লজ্জতা দমনের জন্য এই বিশেষ কর্মসূচি তৈরি করেছে যে, প্রথমত এ ধরনের সংবাদ কোথাও রটিত হতে পারবে না। রটিত হলেও শরিয়তসম্মত প্রমাণ সহকারে রটিত হতে হবে, যাতে রটনার সাথে সাথে সাধারণ সমাবেশে ব্যভিচারের হদ্দ প্রয়োগ করে রটনাকেই দমনের উপায় করে দেওয়া যায়। যে ক্ষেত্রে শরিয়তসম্মত প্রমাণ নেই, সেখানে এ ধরনের নির্লজ্জতার শাস্তিবিহীন সংবাদ চালু করা ও ব্যাপক প্রচার করা সাধারণভাবে মানুষের মন থেকে নির্লজ্জতার ও ব্যভিচারের প্রতি ঘৃণা হ্রাস করে দিতে এবং অপরাধপ্রবণতা সৃষ্টি করতে সহায়ক হবে। আজকাল পত্র-পত্রিকায় প্রত্যহ দেখা যাচ্ছে যে, এ ধরনের সংবাদ প্রত্যহ প্রত্যেক পত্রিকায় ঢালাওভাবে প্রচার করা হচ্ছে। যুবক-যুবতীরা সেগুলো পাঠ করে। এর অনিবার্য ও স্বাভাবিক পরিণতি হয় এই যে, আস্তে আস্তে এই দুষ্কর্ম তাদের কাছে হালকা দৃষ্টিগোচর হতে থাকে এবং উত্তেজনা সৃষ্টির কারণ হয়ে যায়। এ কারণেই কুরআন পাক এ ধরনের সংবাদ প্রদানের অনুমতি তখনই দেয়, যখন এর সাথে শরিয়তসম্মত প্রমাণ থাকে। ফলে এর সাথে সাথে এই নির্লজ্জতার ভয়াবহ শাস্তিও দর্শক ও শ্রোতাদের সামনে এসে যাবে। প্রমাণ ও শাস্তি ছাড়া এ ধরনের সংবাদ প্রচারকে কুরআন মুসলমানদের মধ্যে নির্লজ্জতা ছাড়ানোর উপায়রূপে আখ্যা দিয়েছে। আফসোস, মুসলমানগণ যদি এ ব্যাপারে চিন্তাভাবনা করত! এই আয়াতে প্রমাণ ব্যতিরেকে নির্লজ্জতার সংবাদ প্রচারকারীদের সম্পর্কে বলা হয়েছে যে, তারা ইহলোক ও পরলোক উভয় লোকে যন্ত্রনাদায়ক শাস্তি ভোগ করবে। পরলোকের শাস্তি তো কিয়ামতের পরেই হবে, যা এখানে প্রত্যক্ষ করা যাবে না; কিন্তু ইহলোকের শাস্তি তো প্রত্যক্ষভাবে আসা উচিত। যাদের প্রতি অপবাদের শাস্তি প্রয়োগ করা হয়েছে, তাদের ইহলোকের শাস্তি তো হয়েই গেছে। যদি কোনো ব্যক্তি শর্তাবলির অনুপস্থিতির কারণে অপবাদের শাস্তি থেকে অব্যাহতি পেয়ে যায়, তবে দুনিয়াতেও সে কিছু না কিছু শাস্তিপ্রাপ্ত হবে। আয়াতের সত্যতার জন্য এতটুকই যথেষ্ট।

وَلَا يَأْتَلِ أُولُو الْفَضْلِ مِنْكُمْ وَالسَّعَةِ أَنْ يُؤْتُوا أُولِي الْقُرْبَىٰ وَالْمَسَاكِينَ وَالْمُهَاجِرِينَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ۖ وَلْيَعْفُوا وَلْيَصْفَحُوا ۗ أَلَا تُحِبُّونَ أَنْ يَغْفِرَ اللَّهُ لَكُمْ ۗ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ (٢٢)

সাহাবায়ে কেরামকে উত্তম চরিত্রের শিক্ষা দেওয়া হয়েছে : وَلَا يَأْتَلِ - اِئْتِلَاءُ শব্দের অর্থ কসম খাওয়া। হযরত আয়েশা (রা.)-এর প্রতি অপবাদের ঘটনায় মুসলমানদের মধ্যে মিসতাহ্ ও হাসসান জড়িয়ে পড়েছিলেন। রাসূলুল্লাহ ﷺ আয়াত নাজিল হওয়ার পর তাদের প্রতি অপবাদের হদ্দ প্রয়োগ করেন। তাঁরা উভয়েই বিশিষ্ট সাহাবী এবং বদর-যুদ্ধে অংশগ্রহণকারীদের অন্যতম ছিলেন। কিন্তু তাঁদের দ্বারা একটি ভুল হয়ে যায় এবং তাঁরা খাঁটি তওবার তওফীক লাভ করেন। আল্লাহ তা'আলা যেমন হযরত আয়েশা (রা.)-এর দোষমুক্ততা নাজিল করেন, এমনিভাবে এই মুসলমানদের তওবা কবুল করা ও ক্ষমা করার কথাও ঘোষণা করে দেন।

মিসতাহ্ হযরত আবূ বকর সিদ্দীক (রা.)-এর আত্মীয় ও নিঃস্ব ছিলেন। হযরত আবূ বকর (রা.) তাঁকে আর্থিক সাহায্য করতেন। যখন অপবাদের ঘটনার সাথে তাঁর জড়িত থাকার কথা প্রমাণিত হলো, তখন কন্যা-বৎসল পিতা হযরত আবূ বকর সিদ্দীক (রা.) কন্যাকে এমন কষ্টদানের কারণে স্বাভাবিকভাবেই মিসতাহ্র প্রতি ভীষণ অসন্তুষ্ট হলেন। তিনি কসম খেয়ে বসলেন, ভবিষ্যতে তাকে কোনোরূপ আর্থিক সাহায্য করবেন না। বলাবাহুল্য, কোনো বিশেষ ফকিরকে আর্থিক সাহায্য প্রদান করা নির্দিষ্টভাবে কোনো বিশেষ মুসলমানের উপর ওয়াজিব নয়। কেউ কারো আর্থিক সাহায্য করার পর যদি বন্ধ করে দেয়, তবে গোনাহ্র কোনো কারণ নেই। কিন্তু সাহাবায়ে কেরামের দলকে আল্লাহ তা'আলা বিশ্বের জন্যে একটি আদর্শ দলরূপে গঠন করতে ইচ্ছুক ছিলেন। তাই একদিকে বিচ্যুতিকারীদেরকে খাঁটি তওবা এবং ভবিষ্যত সংশোধনের নিয়ামত দ্বারা ভূষিত করেছেন এবং অপরদিকে যারা স্বাভাবিক মনোকষ্টের কারণে গরিবদের সাহায্য ত্যাগ করার কসম খেয়েছিলেন, তাদেরকেও আদর্শ চরিত্রের শিক্ষা আলোচ্য আয়াতে দান করেছেন। তাদেরকে বলা হয়েছে, তারা যেন কসম ভঙ্গ করে কাফ্ফারা দিয়ে দেয়। গরিবদের আর্থিক সাহায্য থেকে হাত গুটিয়ে নেওয়া তাদের উচ্চমর্যাদার পক্ষে সমীচীন নয়। আল্লাহ তা'আলা যেমন তাঁদেরকে ক্ষমা করেছেন, তেমনি তাদেরও ক্ষমা ও মার্জনা প্রদর্শন করা উচিত।

হযরত মিসতাহ্কে আর্থিক সাহায্য করা হযরত আবূ বকর (রা.)-এর দায়িত্ব বা ওয়াজিব কর্তব্য ছিল না; তাই আল্লাহ তা'আলা কথাটি এভাবে বলেছেন : যেসব জ্ঞানী-গুণীকে আল্লাহ তা'আলা ধর্মীয় উৎকর্ষতা দান করেছেন এবং যারা আল্লাহর পথে ব্যয় করার আর্থিক সঙ্গতিও রাখে, তাদের এরূপ কসম খাওয়াই উচিত নয়। আয়াতে أُولُوا الْفَضْلِ ও وَالسَّعَةِ এ অর্থেই ব্যক্ত হয়েছে।

https://e-ilm.weebly.com/

আয়াতের শেষ বাক্যে বলা হয়েছে : أَلَا تُحِبُّوْنَ أَنْ يَّغْفِرَ اللّٰهُ لَكُمْ অর্থাৎ তোমরা কি পছন্দ কর না যে, আল্লাহ তা'আলা তোমাদের গোনাহ মাফ করবেন? আয়াত শুনে হযরত আবূ বকর সিদ্দীক ﷺ তৎক্ষণাৎ বলে উঠেন : وَاللّٰهِ إِنِّيْ أُحِبُّ أَنْ يَّغْفِرَ اللّٰهُ لِيْ অর্থাৎ আল্লাহর কসম আল্লাহ আমাকে মাফ করুন, আমি অবশ্যই তা পছন্দ করি। এরপর তিনি হযরত মিসতাহর আর্থিক সাহায্য পুনর্বহাল করে দেন এবং বলেন : এ সাহায্য কোনো দিন বন্ধ হবে না। –[বুখারী, মুসলিম]

এধরণের উচ্চাঙ্গের চরিত্রগুণ দ্বারাই সাহাবায়ে কেরাম লালিত হন। বুখারীতে আব্দুল্লাহ ইবনে ওমর (রা.)-এর রেওয়ায়েতে রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন: لَيْسَ الْوَاصِلُ بِالْمُكَافِيْ وَلٰكِنَّ الْوَاصِلَ الَّذِيْ إِذَا قُطِعَتْ رَحِمُهٗ وَصَلَهَا –অর্থাৎ যারা আত্মীয়দের অনুগ্রহের প্রতিদান দেয়, তারাই আত্মীয়তার হক আদায়কারী নয়; বরং প্রকৃত আত্মীয়তার হক আদায়কারী সেই ব্যক্তি, যে আত্মীয়গণ কর্তৃক সম্পর্ক ছিন্ন করা সত্ত্বেও তাদের সাথে সম্পর্ক বহাল রাখে।

إِنَّ الَّذِيْنَ يَرْمُوْنَ الْمُحْصَنٰتِ الْغٰفِلٰتِ الْمُؤْمِنٰتِ لُعِنُوْا فِي الدُّنْيَا وَالْاٰخِرَةِ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيْمٌ –এই আয়াতে বাহ্যত ইতঃপূর্বে অপবাদের আয়াতে বর্ণিত সেই বিষয়বস্তু পুনরায় বর্ণিত হয়েছে। অর্থাৎ

وَالَّذِيْنَ يَرْمُوْنَ الْمُحْصَنٰتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوْا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ فَاجْلِدُوْهُمْ ثَمٰنِيْنَ جَلْدَةً وَّلَا تَقْبَلُوْا لَهُمْ شَهَادَةً أَبَدًا وَأُولٰٓئِكَ هُمُ الْفٰسِقُوْنَ إِلَّا الَّذِيْنَ تَابُوْا مِنْ بَعْدِ ذٰلِكَ وَأَصْلَحُوْا فَإِنَّ اللّٰهَ غَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ.

কিন্তু প্রকৃতপক্ষে উভয়ের মধ্যে একটি বড় পার্থক্য বিদ্যমান। কেননা শেষোক্ত আয়াতের শেষে তওবাকারীদের ব্যতিক্রম এবং তাদের জন্য মাগফিরাতের ওয়াদা রয়েছে। আলোচ্য আয়াতে এরূপ নেই; বরং ব্যতিক্রম ছাড়াই ইহকালের ও পরকালের অভিশাপ এবং গুরুতর শাস্তি উল্লিখিত আছে। এতে বোঝা যায় যে, এই আয়াত তাদের সাথে সম্পর্কশীল, যারা হযরত আয়েশা (রা.)-এর চরিত্রে অপবাদ আরোপ করার পর তওবা করে নি। এমন কি কুরআনে তাঁর দোষমুক্ততা নাজিল হওয়ার পরও তারা এই দুরভিসন্ধিতে অটল ও অপবাদ চর্চায় মশগুল থাকে। বলাবাহুল্য, এ কাজ কোনো মুসলমান দ্বারা সম্ভবপর নয়। কোনো মুসলমানও কুরআনের এরূপ বিরুদ্ধাচরণ করলে সে মুসলমান থাকতে পারে না। তাই এই বিষয়বস্তু মুনাফিকদের সম্পর্কে, যারা দোষমুক্ততার আয়াত নাজিল হওয়ার পরও এই অপবাদবৃত্তি পরিত্যাগ করে নি। তারা যে কাফের মুনাফিক, এ ব্যাপারে কোনোরূপ সন্দেহ নেই। তওবাকারীদেরকে আল্লাহ তা'আলা فَضْلُ اللّٰهِ وَرَحْمَتُهٗ বলে উভয় জাহানে রহমতপ্রাপ্ত আখ্যায়িত করেছেন। যারা তওবা করে নি, তাদেরকে এই আয়াতে উভয় জাহানে অভিশপ্ত বলেছেন। তওবাকারীদেরকে আজাব থেকে মুক্তির সুসংবাদ দিয়েছেন এবং যারা তওবা করেনি, তাদের জন্য গুরুতর আজাবের হুঁশিয়ারী দিয়েছেন। তওবাকারীদেরকে إِنَّ اللّٰهَ غَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ বলে মাগফেরাতের সুসংবাদ দিয়েছেন এবং যারা তওবা করে নি তাদেরকে পরবর্তী يَوْمَ تَشْهَدُ عَلَيْهِمْ আয়াতে ক্ষমাপ্রাপ্ত না হওয়ার এবং শাস্তিপ্রাপ্ত হওয়ার কথা বলেছেন। –[বয়ানুল-কুরআন]

একটি জরুরি হুশিয়ারী : হযরত আয়েশা সিদ্দীকার (রা.)-এর প্রতি অপবাদের ব্যাপারে কতক মুসলমানও অংশগ্রহণ করেছিলেন; কিন্তু এটা তখনকার ব্যাপার ছিল, যখন কুরআনে দোষমুক্ততার আয়াত নাজিল হয় নি। আয়াত নাজিল হওয়ার পর যে ব্যক্তি হযরত আয়েশা (রা.)-এর প্রতি অপবাদ আরোপ করে, সে নিঃসন্দেহে কাফের, কুরআনে অবিশ্বাসী। যেমন শিয়াদের কোনো কোনো দল ও ব্যক্তিকে এতে লিপ্ত দেখা যায়। তাদের কাফের হওয়ার ব্যাপারে কোনোরূপ সন্দেহেরও অবকাশ নেই। তারা সর্বসম্মতিক্রমে কাফের।

يَوْمَ تَشْهَدُ عَلَيْهِمْ أَلْسِنَتُهُمْ وَأَيْدِيْهِمْ وَأَرْجُلُهُمْ بِمَا كَانُوْا يَعْمَلُوْنَ

অর্থাৎ যেদিন তাদের বিরুদ্ধে স্বয়ং তাদের জিহ্বা ও হস্তপদ কথা বলবে এবং তাদের অপরাধসমূহের সাক্ষ্য দেবে। হাদীসে আছে, কিয়ামতের দিন যে গোনাহ্গার তার গোনাহ্ স্বীকার করবে, আল্লাহ তা'আলা তাকে মাফ করে দেবেন এবং হাশরের মাঠে সবার দৃষ্টি থেকে তার গোনাহ্ গোপন রাখবেন। পক্ষান্তরে যে ব্যক্তি সেখানেও অস্বীকার করে বলবে যে, আমি এ কাজ করিনি; পরিদর্শক ফেরেশতারা ভুলে এটা আমার আমলনামায় লিখে দিয়েছে, তখন তার মুখ বন্ধ করে দেওয়া হবে এবং হস্তপদের সাক্ষ্য গ্রহণ করা হবে। তখন তারা বলবে এবং সাক্ষ্য দেবে। اَلْيَوْمَ نَخْتِمُ আয়াতে একথাই বর্ণিত

https://e-ilm.weebly.com/

হয়েছে। তবে এতে মুখে মোহর মেরে দেওয়ার কথা আছে। আলোচ্য আয়াতে বলা হয়েছে যে, স্বয়ং তাদের জিহ্বা সাক্ষ্য দেবে। উভয়ের মধ্যে কোনো বৈপরীত্য নেই। কারণ তারা তাদের জিহ্বাকে ইচ্ছামতো ব্যবহার করতে পারবে না যে, সত্য মিথ্যা যা ইচ্ছা বলে দেবে। যেমন দুনিয়াতে এরূপ করার ক্ষমতা আছে, বরং তাদের জিহ্বা তাদের ইচ্ছার বিপরীতে সত্য কথা স্বীকার করবে। এটাও সম্ভবপর যে, এক সময় মুখ ও জিহ্বাকে বন্ধ করে দেওয়া হবে। এরপর জিহ্বাকে সত্য কথা বলার আদেশ প্রদান করা হবে।

اَلْخَبِيْثٰتُ لِلْخَبِيْثِيْنَ وَالْخَبِيْثُوْنَ لِلْخَبِيْثٰتِ وَالطَّيِّبٰتُ لِلطَّيِّبِيْنَ وَالطَّيِّبُوْنَ لِلطَّيِّبٰتِ اُولٰٓئِكَ مُبَرَّءُوْنَ مِمَّا يَقُوْلُوْنَ لَهُمْ مَّغْفِرَةٌ وَّرِزْقٌ كَرِيْمٌ.

অর্থাৎ দুশ্চরিত্রা নারীকুল দুশ্চরিত্র পুরুষকুলের জন্যে এবং দুশ্চরিত্র পুরুষকুল দুশ্চরিত্রা নারীকুলের জন্যে উপযুক্ত। সচ্চরিত্রা নারীকুল সচ্চরিত্র পুরুষকুলের জন্যে এবং সচ্চরিত্র পুরুষকুল সচ্চরিত্র নারীকুলের জন্যে উপযুক্ত। এদের সম্পর্কে লোকে যা বলে, এরা তা থেকে পবিত্র। এদের জন্যে রয়েছে ক্ষমা এবং সম্মানজনক জীবিকা।

এই সর্বশেষ আয়াতে প্রথমত সাধারণ বিধি বর্ণিত হয়েছে যে, আল্লাহ তা'আলা মানবচরিত্রে স্বাভাবিকভাবে যোগসূত্র রেখেছেন। দুশ্চরিত্রা, ব্যভিচারিণী নারী ব্যভিচারী পুরুষদের প্রতি এবং দুশ্চরিত্র ও ব্যভিচারী পুরুষ দুশ্চরিত্রা নারীদের প্রতি আকৃষ্ট হয়। এমনিভাবে সচ্চরিত্রা নারীদের আগ্রহ সচ্চরিত্র পুরুষদের প্রতি এবং সচ্চরিত্র পুরুষদের আগ্রহ সচ্চরিত্রা নারীদের প্রতি হয়ে থাকে। প্রত্যেকেই নিজ নিজ আগ্রহ অনুযায়ী জীবনসঙ্গী খোঁজ করে নেয় এবং প্রকৃতির বিধান অনুযায়ী সে সেরূপই পায়।

এই সামগ্রিক অভ্যাস ও রীতি থেকে পরিষ্কার বোঝা যায় যে, যেহেতু পয়গম্বরগণ বাহ্যিক ও অভ্যন্তরীণ পবিত্রতার মূর্তপ্রতীক ছিলেন তাই আল্লাহ তা'আলা তাদেরকে তাদের মর্তবানুযায়ী উপযুক্তা পত্নী দান করেন। এ থেকে জানা গেল যে, পয়গম্বরকুল শিরোমণি হযরত রাসূলে কারীম ﷺ-কে আল্লাহ তা'আলা বাহ্যিক পবিত্রতা ও চারিত্রিক উৎকর্ষতায় তাঁরই মতো রমণীকুল দান করেছেন। হযরত আয়েশা সিদ্দীকা (রা.) এই বিবিগণের মধ্যে শ্রেষ্ঠ ও বিশিষ্টতমা ছিলেন। স্বয়ং রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর প্রতিই যার ঈমান নেই, কেবল সে-ই হযরত আয়েশা (রা.) সম্পর্কে সন্দেহ পোষণ করতে পারে। কুরআন পাকে বর্ণিত আছে যে, হযরত নূহ ও হযরত লূত (আ.)-এর বিবিগণ কাফের ছিল। কিন্তু তাদের সম্পর্কে এ কথাও প্রমাণিত আছে যে, কাফের হওয়া সত্ত্বেও তারা ব্যভিচার ও পাপাচারে লিপ্ত ছিল না। হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) বলেন : مَا بَغَتْ اِمْرَأَةُ نَبِيٍّ قَطُّ অর্থাৎ কোনো পয়গম্বরের বিবিই কোনোদিন ব্যভিচার করেনি। (দুররে-মানসূর) এ থেকে জানা গেল যে, পয়গম্বরের বিবি কাফের হবে- এটা তো সম্ভবপর, কিন্তু ব্যভিচারিণী হবে– এটা সম্ভবপর নয়। কেননা, ব্যভিচারী স্বাভাবিকভাবেই জনগণের ঘৃণার পাত্র। কিন্তু কুফর প্রকৃতিগতভাবে ঘৃণার কারণ হয় না। –[বয়ানুল–কুরআন]

শব্দ বিশ্লেষণ :

يُحِبُّوْنَ : সীগাহ جمع مذكر غائب বহছ مضارع معروف বাব اِفْعَالٌ মাসদার اِحْبَابٌ মূলবর্ণ (ح - ب - ب) জিনস مضاعف ثلاثى অর্থ– তারা চায়।

اَنْ تَشِيْعَ : সীগাহ واحد مؤنث غائب বহছ مضارع معروف বাব ضَرَبَ মাসদার شُيُوْعٌ মূলবর্ণ (ش - ى - ع) জিনস اجوف يائى অর্থ– চর্চা হোক।

لَا تَتَّبِعُوْا : সীগাহ جمع مذكر حاضر বহছ نهى حاضر معروف বাব اِفْتِعَالٌ মাসদার اِتِّبَاعٌ মূলবর্ণ (ت - ب - ع) জিনস صحيح অর্থ– তোমরা অনুসরণ করে চলো না।

يُزَكِّىْ : সীগাহ واحد مذكر غائب বহছ مضارع معروف বাব تَفْعِيْل মাসদার تَزْكِيَةٌ মূলবর্ণ (ز - ك - و) জিনস ناقص واوى অর্থ– তিনি পাক-পবিত্র করে দেন।

https://e-ilm.weebly.com/

لَا يَأْتَلِ : সীগাহ واحد مذكر غائب বহছ نفی فعل مضارع معروف বাব اِفْتِعَالٌ মাসদার اِئْتِلَاءٌ মূলবর্ণ (أ - ل - ی) জিনস মুরাক্কাব (ناقص يائى ও مهموز فاء) অর্থ– তারা যেন শপথ করে না বসে।

اَنْ يُّؤْتُوْا : সীগাহ جمع مذكر غائب বহছ مضارع معروف বাব اِفْعَالٌ মাসদার اِيْتَاءٌ মূলবর্ণ (أ - ت - ی) জিনস মুরাক্কাব (ناقص يائى ও مهموز فاء) অর্থ– তারা দান করবে না।

وَلْيَعْفُوْا : সীগাহ جمع مذكر غائب বহছ امر غائب معروف বাব نَصَرَ মাসদার عَفْوٌ মূলবর্ণ (ع - ف - و) জিনস ناقص واوى অর্থ– তারা যেন ক্ষমা করে।

وَلْيَصْفَحُوْا : সীগাহ جمع مذكر غائب বহছ امر غائب معروف বাব فَتَحَ মাসদার صَفْحٌ মূলবর্ণ (ص - ف - ح) জিনস صحيح অর্থ– তারা যেন মার্জনা করে।

يُوَفِّيْهِمْ : সীগাহ واحد مذكر غائب বহছ مضارع معروف বাব تَفْعِيْل মাসদার تَوْفِيَةٌ মূলবর্ণ (و - ف - ی) জিনস لفيف مفروق অর্থ– তিনি তাদেরকে পুরোপুরিভাবে প্রদান করবেন।

مُبَرَّءُوْنَ : সীগাহ جمع مذكر বহছ اسم مفعول বাব تَفْعِيْل মাসদার تَبْرِئَةٌ মূলবর্ণ (ب - ر - ء) জিনস مهموز لام অর্থ– তারা পবিত্র।

বাক্য বিশ্লেষণ :

وَلٰكِنَّ اللّٰهَ يُزَكِّىْ مَنْ يَّشَاءُ وَاللّٰهُ سَمِيْعٌ عَلِيْمٌ : এখানে واو আতেফা لٰكِنَّ হরফে মুশাব্বাহ বিল ফে'ল اَللّٰهَ তার ইসম আর يُزَكِّىْ বাক্যটি তার খবর مَنْ يَّشَاءُ হলো يُزَكِّىْ এর মাফউল আর وَاللّٰهُ মুবতাদা আর سَمِيْعٌ হলো প্রথম খবর আর عَلِيْمٌ হলো দ্বিতীয় খবর। –[ই'রাবুল কুরআন ৫/২৬১]

https://e-ilm.weebly.com/

https://e-ilm.weebly.com/

https://e-ilm.weebly.com/

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

يَاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَا تَدْخُلُوْا بُيُوْتًا غَيْرَ بُيُوْتِكُمْ حَتّٰى تَسْتَاْنِسُوْا وَتُسَلِّمُوْا عَلٰٓى اَهْلِهَا ذٰلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُوْنَ [٢٧]

শানে নুযূল : হযরত আদী ইবনে ছাবেত এর উদ্ধৃতি দিয়ে ইমাম তাবারী (র.) বলেন যে, আনসারী কোনো এক মহিলা হযরত রাসূলে আকরাম ﷺ -এর নিকট এসে বলল, হে আল্লাহর রাসূল ﷺ! আমি আমার ঘরে এমন অবস্থায় থাকি, যে অবস্থায় আমার পিতা পুত্র কেউ এসে আমাকে দেখতে পাক তা আমি আদৌ পছন্দ করিনা। এমতাবস্থায় আমার পিতা এসে আমার নিকট গমন করেন এবং আমার পরিবারে অন্যান্য লোকজনও এসে প্রবেশ করে। তৎকালে আমি সে অবস্থায়ই থেকে যাই। সুতরাং এহেন পরিস্থিতিতে আমি কি করতে পারি? আনসারী মহিলা কর্তৃক পেশকৃত সে সমস্যার সমাধান কল্পে আল্লাহ তা'আলা আলোচ্য আয়াত নাজিল করে পরিবারিকভাবে চলাফেরা করার জন্য একটি নীতিমালা বেধে দিয়েছেন। –[কুরতুবী ১৯১/১২, ইবনে কাছীর ২৮৯/৩, তাবারী ২৯৭/৯, রূহুল মা'আনী ১৩৩/৯/১৮, দুররে মানছূর ৩৮/৫, ফাতহুল কাদীর ২০/৪, বাহরে মুহীত্ব ৪১০/৬, সাভী ১৩৫/৩]

لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ اَنْ تَدْخُلُوْا بُيُوْتًا غَيْرَ مَسْكُوْنَةٍ فِيْهَا مَتَاعٌ لَّكُمْ وَاللّٰهُ يَعْلَمُ مَا تُبْدُوْنَ وَمَا تَكْتُمُوْنَ [٢٩]

শানে নুযূল : ইবনে আবী হাতেম মুকাতিল এর উদ্ধৃতি দিয়ে বর্ণনা করেন যে, পূর্ববর্তী يَاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَا تَدْخُلُوْا আয়াত যখন নাজিল হয়, তখন হযরত আবূ বকর সিদ্দীক (রা.) বলেন, হে আল্লাহর রাসূল ﷺ! কুরাইশের অনেক বণিকইতো মক্কা, মদিনা, সিরিয়া ও বায়তুল মুকাদ্দাসে ব্যবসা বাণিজ্যের উদ্দেশ্যে বিচরণ করে, রাস্তার ধারে অনেক গৃহই নির্মিত অবস্থায় পড়ে রয়েছে, সে ঘরগুলোতে মানুষেরা বসবাস করে না, সে গৃহগুলোতে প্রবেশ করার জন্যে কিভাবে অনুমতি গ্রহণ করবে? এ সকল ক্ষেত্রে পূর্ববর্তী বিধানে আংশিক শৈথিল্য করে যে সকল ঘরে বসবাস করা হয় না সে সকল ঘরে অনুমতি গ্রহণ করা ব্যতিরেকেই প্রবেশ করার বৈধতা করে দেন।

–[রূহুল মা'আনী ১৩৭/৯/১৮, কুরতুবী ১৯৯/১২, দুররে মুনছূর ৪০/৫, সাভী ১৩৬/৩]

قُلْ لِّلْمُؤْمِنِيْنَ يَغُضُّوْا مِنْ اَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوْا فُرُوْجَهُمْ ذٰلِكَ اَزْكٰى لَهُمْ اِنَّ اللّٰهَ خَبِيْرٌۢ بِمَا يَصْنَعُوْنَ [٣٠]

শানে নুযূল : ইবনে মারদূভিয়া হযরত আলী (রা.) -এর উদ্ধৃতি দিয়ে বর্ণনা করেন। তিনি বলেন যে, রাসূলে কারীম ﷺ-এর জীবদ্দশায় এক লোক মদিনায় কোনো এক গলি পথে যাচ্ছিল। তখন একটি রমণীর প্রতি তার দৃষ্টি পতিত হয়। মহিলারও তার প্রতি দৃষ্টি পতিত হয়। শয়তান সে দু'জনের মাঝে কু'মন্ত্রনা যুগিয়ে দেয়; ফলে তারা একে অপরের প্রতি আকৃষ্ট হয়েই তাকাতে থাকে। পুরুষ লোকটি একটি দেয়ালের দিকে চলতেছিল। দেয়ালের কাছে যখন গিয়ে পৌছল হঠাৎ করে দেয়ালে ধাক্কা খায়। এতে তার নাক ফেটে যায়। তখন সে বলল, আল্লাহর কসম! আমি তা ধৌত করবনা। সুতরাং সে লোকটি রক্তাক্ত অবস্থায়ই রাসূল ﷺ -এর দরবারে উপস্থিত হয়ে রাসূল ﷺ-এর নিকট পূর্ণ ঘটনা বর্ণনা করেন। তা শোনে রাসূল ﷺ বললেন, هٰذَا عُقُوْبَةُ ذَنْبِكَ এ হলো তোমার গুনাহের শাস্তি। সে ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে আল্লাহ তা'আলা আলোচ্য আয়াত নাজিল করেন। –[রূহুল মা'আনী ১৩৮/৯/১৮, ফাতহুল কাদীর ২৫/৫]

وَقُلْ لِّلْمُؤْمِنٰتِ يَغْضُضْنَ مِنْ اَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوْجَهُنَّ .... وَتُوْبُوْٓا اِلَى اللّٰهِ جَمِيْعًا اَيُّهَ الْمُؤْمِنُوْنَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُوْنَ [٣١]

শানে নুযূল : মুকাতিল ইবনে হাইয়ান (র.) বর্ণনা করেন, আমাদের নিকট এ সংবাদ পৌছেছে যে, হযরত জাবের ইবনে আব্দুল্লাহ আল আনসারী (রা.) বর্ণনা করেন যে, আসমা বিনতে মারছাদ তার বনী হারেছার একটি কক্ষে ছিল। মহিলারা সাজ সজ্জা পরে আসতে লাগল। তখন তাদের পায়ের নূপুর, বক্ষদেশ ও মাথার চুলের খুপরীগুলো দেখা যাচ্ছিল। তাদের অবস্থা দেখে হযরত আসমা (রা.) বললেন যে, এ তো অত্যন্ত কুৎসিত ও অশোভনীয় বিষয়। সে প্রেক্ষাপটের দৃষ্টিকোণে আল্লাহ তা'আলা আলোচ্য আয়াত নাজিল করেন। –[ইবনে কাছীর ২৭১/৩, দুররে মানছূর ৪১/৫]

https://e-ilm.weebly.com/

وَلَا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ [٣١]

শানে নুযূল : জাহিলিয়া যুগের মহিলারা রাস্তায় যখন বের হতো, তখন তারা পায়ে নূপুর ব্যবহার করত। নূপুরের ঝুমুর ঝুমুর আওয়াজ সৃষ্টির জন্যে পা দ্বারা জমিনে আঘাত করে চলত, যাতে পুরুষেরা সে আওয়াজ শুনতে পায়। এতে করে তাদের অন্তর মহিলাদের প্রতি আকৃষ্ট হবে। সুতরাং আল্লাহ তা'আলা মহিলাদেরকে এহেন চরিত্রহরণ মূলক চলা-ফেরা করা থেকে বিরত থাকার জন্যে আলোচ্য আয়াতাংশ নাজিল করেন। –[বাহরে মুহীত্ব ৪১৪/৬, ইবনে কাছীর ২৯৪/৩]

وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَىٰ جُيُوبِهِنَّ [٣١]

শানে নুযূল : আল্লামা কুরতুবী (র.) বলেন যে, তৎকালে একশ্রেণির মহিলারা এ প্রকৃতির ছিল যে, তারা যখন বাহিরে চলা ফেরা করত, তখন তারা উড়না দিয়ে তাদের মাথা আবরণ করত এবং উড়নার অপর একটি মাথা পিছন দিকে দিয়ে ঝুলিয়ে রাখত। এ ধরনের চলা-ফেরা করা মূলত শিষ্টাচার বিরোধী বিধায় এ ভাবে চলা-ফেরা করতে নিষেধ করে আল্লাহ তা'আলা আলোচ্য আয়াতাংশ নাজিল করেন। –[২০৯/১২]

পঞ্চম বিধান অনুমতি গ্রহণ এবং দেখা-সাক্ষাতের শিষ্টাচার এবং কারো গৃহে প্রবেশের পূর্বে অনুমতি গ্রহণ করা : সূরা নূরের শুরু থেকেই আশ্লীলতা ও নির্লজ্জতা দমন করার জন্য এতদসম্পর্কিত অপরাধসমূহের শাস্তির বর্ণনা এবং বিনা প্রমাণে কারো প্রতি অপবাদ আরোপের নিন্দা উল্লেখ করা হয়েছে। অতঃপর এসব অশ্লীলতা দমন এবং সতীত্ব সংরক্ষণের জন্য এমন বিধানাবলি দেওয়া হয়েছে, যাতে নির্লজ্জতা সুগম হবে এমন পরিস্থিতির সৃষ্টি না হয়। অনুমতি গ্রহণের বিধানাবলি এসবের অন্যতম। অর্থাৎ কারো গৃহে তার অনুমতি ছাড়া প্রবেশ করা এবং উঁকি দিয়ে দেখা নিষিদ্ধ করা হয়েছে। মাহ্‌রাম নয় এমন নারীদের উপর দৃষ্টি না পড়া এর অন্যতম রহস্য। আলোচ্য আয়াতসমূহে বিভিন্ন প্রকার গৃহের বিভিন্ন বিধান বর্ণিত হয়েছে।

গৃহ চার প্রকার : ১. নিজস্ব বাসগৃহ, যাতে অন্য কারো আসার সম্ভবনা নেই; ২. যে গৃহে অন্য লোকও থাকে, যদিও সে মাহ্‌রাম হয় অথবা যাতে অন্যের আসার সম্ভাবনা আছে; ৩. যে গৃহে কারো কার্যত থাকা অথবা না থাকা উভয়েরই সম্ভাবনা আছে; ৪. যে গৃহ কোনো বিশেষ ব্যক্তির বসবাসের জন্য নির্দিষ্ট নয়; যেমন মসজিদ, মাদরাসা, খানকাহ্ ইত্যাদি সাধারণের আসা-যাওয়ার স্থান। প্রথম প্রকার গৃহের বিধান তো সুপরিজ্ঞাত যে, এতে প্রবেশের জন্য কারো অনুমতি নেওয়ার প্রয়োজন নেই। তাই আয়াতে পরিষ্কারভাবে এই বিধান উল্লেখ করা হয়নি। অবশিষ্ট তিন প্রকার গৃহের প্রথম প্রকার হলো, এমন গৃহ যা নিজেদের বিশেষ বসবাসের জন্য নয় এবং যাতে অন্য লোক বসবাস করে চাই তারা মাহরাম হোক অথবা যাতে অন্যের আসার সম্ভবনা আছে। চাই সেসব গৃহ তাদের মালিকানাধীন হোক কিংবা বসবাসের জন্য ধার করা হোক কিংবা ভাড়া করা হোক -এ ধরণের গৃহে প্রবেশের পূর্বে প্রথম সালাম দিতে হবে অতঃপর অনুমতি নিতে হবে। অবশিষ্ট তিন প্রকার গৃহের দ্বিতীয় প্রকার হলো।

এমন গৃহ যাতে কারো কার্যত থাকা অথবা না থাকা উভয়েরই সম্ভাবনা রয়েছে। এ ধরণের গৃহেও প্রবেশের পূর্বে অনুমতির প্রয়োজন আছে। চাই গৃহে কোনো মানুষ না থাকারই ধারণা হোক না কেন। কারণ, হতেও তো পারে যে, সেখানে কোনো মানুষ আছে– যে সম্পর্কে আমার ধারণা নাই। তাছাড়া ভিতরে কেউ না থাকলেও কারো গৃহে বিনা অনুমতিতে প্রবেশ করা তার মালিকানায় অবৈধ হস্তক্ষেপের শামিল, যা জায়েজ নয়। যদি অনুমতি মিলে যায় তাহলে তো ভালো। আর যদি ভেতর হতে বলা হয় যে, পরে এসো, এখন ফিরে যাও তাহলে ফিরে আসা বিধেয়। একগুয়েমি করে দাঁড়িয়ে থাকা ঠিক নয় যে, সে তো এক পর্যায়ে বের হবেই। আর যদি ভেতর থেকে হ্যাঁ বা না-কোনো উত্তরই না আসে, তা এই মনে করে তিনবার অনুমতি চাবে যে, হয়তো সে শুনে নি। তিন বারের পরও যদি কোনো উত্তর পাওয়া না যায় তাহলে ফিরে আসা উচিৎ।

অবশিষ্ট তিন প্রকার গৃহের তৃতীয় প্রকার হলো এমন গৃহ যা বিশেষ কোনো ব্যক্তির বসবাসের জন্য নির্দিষ্ট নয়। অর্থাৎ যাতে কেউ বাগৃহ হিসেবে বসবাস করে না এবং এসব গৃহ ভোগ করারও ব্যবহার করার অনুমতি সবারই থাকে। যেমন মসজিদ, মাদরাসা, খানকাই ইত্যাদি। এমন গৃহে প্রবেশের জন্য বিশেষ অনুমতির প্রয়োজন নেই।

কুরআনী সামাজিকতার একটি গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায় : কারো সাথে সাক্ষাৎ করতে গেলে প্রথমে তার অনুমতি নাও, অনুমতি ছাড়া কারো গৃহে প্রবেশ করো না : পরিতাপের বিষয়, ইসলামি শরিয়ত এ ব্যাপারটিকে যতই গুরুত্ব দিয়েছে, কুরআনে এর বিস্তারিত বিধি-বিধান অবতীর্ণ হয়েছে এবং রাসূলুল্লাহ ﷺ নিজের কথা ও কাজের মাধ্যমে এর প্রতি জোর দিয়েছেন, সেই পরিমাণেই মুসলমানরা আজকাল এ ব্যাপারে উদাসীন। লেখা-পড়া জানা সৎ লোকেরাও একে গোনাহ্ মনে

https://e-ilm.weebly.com/

করে না এবং একে বাস্তবায়িত করার চেষ্টাও করে না। জগতের অন্যান্য সভ্যজাতি একে অবলম্বন করে তাদের সমাজ সুসংহত করে নিয়েছে, কিন্তু মুসলমানরাই সবার পেছনে পড়ে রয়েছে। ইসলামি বিধি-বিধানসমূহের মধ্যে সর্বপ্রথম এই বিধানের প্রতিই উপেক্ষা প্রদর্শন শুরু হয়েছে। মোটকথা, অনুমতি চাওয়া কুরআন পাকের একটি অপরিহার্য বিধান, যাতে সামান্য অলসতা ও পরিবর্তনকেও হযরত ইবনে-আব্বাস (রা.) কুরআনের আয়াত অস্বীকার করার মতো গুরুতর ভাষায় ব্যক্ত করেছেন। বাস্তবিকই বর্তমানে মুসলমানরা এসব বিধানের প্রতি এমন উপেক্ষা প্রদর্শন করে চলছে, যেন তাদের মতে এগুলো কুরআনের বিধানই নয়। ইন্নালিল্লাহ ....

অনুমতি চাওয়ার রহস্য ও উপকারিতা : আল্লাহ তা'আলা প্রত্যেক মানুষকে বসবাসের জায়গা দিয়েছেন। তা মালিকানাধীন হোক কিংবা ভাড়া করা হোক, সর্বাবস্থায় তারই গৃহ তার আবাসস্থল। আবাসস্থলের আসল উদ্দেশ্য শান্তি ও আরাম। কুরআন পাক অমূল্য নিয়ামতরাজির উল্লেখ প্রসঙ্গে এদিকে ইঙ্গিত করে বলেছে : جَعَلَ لَكُمْ مِنْ بُيُوتِكُمْ سَكَنًا অর্থাৎ আল্লাহ তা'আলা তোমাদের গৃহে তোমাদের জন্যে শান্তি ও আরামের ব্যবস্থা করেছেন। এই শান্তি ও আরাম তখনই অক্ষুণ্ন থাকতে পারে, যখন মানুষ অন্য কারো হস্তক্ষেপ ব্যতীত নিজ গৃহে নিজ প্রয়োজন অনুযায়ী স্বাধীনভাবে কাজ ও বিশ্রাম করতে পারে। তার স্বাধীনতায় বিঘ্ন সৃষ্টি করা গৃহের আসল উদ্দেশ্যকে পণ্ড করে দেওয়ার নামান্তর। এটা খুবই কষ্টের কথা। ইসলাম কাউকে অহেতুক কষ্ট দেওয়াকে হারাম করেছে। অনুমতি চাওয়া সম্পর্কিত বিধানাবলির একটি বড় উপকারিতা হচ্ছে মানুষের স্বাধীনতায় বিঘ্ন সৃষ্টি ও কষ্টদান থেকে বিরত থাকা, যা প্রত্যেক সম্ভ্রান্ত মানুষের যুক্তিসঙ্গত কর্তব্যও বটে। দ্বিতীয় উপকারিতা স্বয়ং সাক্ষাৎপ্রার্থীর। সে যখন অনুমতি নিয়ে ভদ্রজনোচিতভাবে সাক্ষাৎ করবে, তখন প্রতিপক্ষ তার বক্তব্য যত্নসহকারে শুনবে। তার কোনো অভাব থাকলে তা পূরণ করার প্রেরণা তার অন্তরে সৃষ্টি হবে। এর বিপরীত অভদ্রজনোচিত পন্থায় কোনো ব্যক্তির উপর বিনানুমতিতে চড়াও হয়ে গেলে সে তাকে আকস্মিক বিপদ মনে করে যত শীঘ্র সম্ভব বিদায় করে দিতে চেষ্টা করবে এবং হিতাকাঙ্ক্ষার প্রেরণা থাকলেও তা নিস্তেজ হয়ে যাবে। অপরদিকে আগন্তুক ব্যক্তি মুসলমানকে কষ্ট দেওয়ার পাপে পাপী হবে।

তৃতীয় উপকারিতা নির্লজ্জতা ও অশ্লীলতা দমন : কারণ বিনানুমতিতে কারো গৃহে প্রবেশ করলে মাহ্রাম নয়, এমন নারীর উপর দৃষ্টি পড়া এবং অন্তরে কোনো রোগ সৃষ্টি হওয়া আশ্চর্য নয়। এদিকে লক্ষ্য করেই অনুমতি গ্রহণের বিধানাবলিকে কুরআন পাক ব্যভিচার, অপবাদ ইত্যাদি শাস্তির বিধি-বিধান সংলগ্নে বর্ণনা করেছে।

চতুর্থ উপকারিতা এই যে, মানুষ মাঝে মাঝে নিজ গৃহের নির্জনতায় এমন কাজ করে, যে সম্পর্কে অপরকে অবহিত করা সমীচীন মনে করে না। যদি কেউ অনুমতি ব্যতিরেকে গৃহে ঢুকে পড়ে, তবে ভিন্ন লোক তার গোপন বিষয় সম্পর্কে জ্ঞাত হয়ে যায়। করো গোপন কথা জবরদস্তি জানার চেষ্টা করাও গোনাহ্ এবং অপরের জন্যে কষ্টের কারণ। অনুমতি গ্রহণের কিছু মাসআলা আলোচ্য আয়াতসমূহে ব্যক্ত হয়েছে। প্রথমে এগুলোর ব্যাখ্যা ও বিবরণ দেখা যেতে পারে। অবশিষ্ট বিবিধ মাসআলা পরে বর্ণিত হবে।

মাসআলা : আয়াতে يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا বলে সম্বোধন করা হয়েছে, যা পুরুষের জন্যে ব্যবহৃত হয়। কিন্তু নারীরাও এই বিধানের অন্তর্ভুক্ত; যেমন কুরআনের অন্যান্য বিধানের ক্ষেত্রে পুরুষদের সম্বোধন করা সত্ত্বেও মহিলারাও অন্তর্ভুক্ত রয়েছে। কতিপয় বিশেষ মাসআলা এর ব্যতিক্রম। তবে এগুলোর ক্ষেত্রে পুরুষদের সাথে বিশেষত্বের কথাও বর্ণনা করে দেওয়া হয়। সাহাবায়ে কেরামের স্ত্রীগণের অভ্যাসও তাই ছিল। তাঁরা কারো গৃহে গেলে প্রথমে অনুমতি নিতেন। হযরত উম্মে আয়াস (রা.) বলেন : আমরা চার জন মহিলা প্রায়ই হযরত আয়েশা (রা.)-এর গৃহে যেতাম এবং প্রথমে তাঁর কাছে অনুমতি চাইতাম। তিনি অনুমতি দিলে আমরা ভেতরে প্রবেশ করতাম। –[ইবনে কাছীর]

মাসআলা : এই আয়াতের ব্যাপকতা থেকে জানা গেল যে, অন্য কারো গৃহে প্রবেশের পূর্বে অনুমতি নেওয়ার বিধানে নারী, পুরুষ, মাহ্রাম ও গায়রে মাহ্রাম সবাই শামিল রয়েছে। নারী নারীর কাছে গেলে অথবা পুরুষ পুরুষের কাছে গেলে সবার জন্যেই অনুমতি চাওয়া ওয়াজিব! এমনিভাবে এক ব্যক্তি যদি তার মা, বোন অথবা কোনো মাহ্রাম নারীর কাছে যায়, তবুও অনুমতি চাঁওয়া আবশ্যক। ইমাম মালেক মুয়াত্তা গ্রন্থে হযরত আতা ইবনে ইয়াসার থেকে বর্ণনা করেন যে, জনৈক ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ ﷺ -কে জিজ্ঞেস করল : আমি আমার মাতার কাছে যাওয়ার সময়ও অনুমতি চাইব? তিনি বললেন : হ্যাঁ, অনুমতি চাও। সে বলল : ইয়া রাসূলাল্লাহ, আমি তো আমার মাতার গৃহেই বসবাস করি। তিনি বললেন, তবুও অনুমতি না নিয়ে গৃহে যেয়ো না। তুমি কি তোমার মাতাকে উলঙ্গ অবস্থায় দেখা পছন্দ কর? সে বলল : না। তিনি বললেন : তাই অনুমতি চাওয়া আবশ্যক। কেননা গৃহে কোনো প্রয়োজনে তার অপ্রকাশযোগ্য কোনো অঙ্গ খোলা থাকতে পারে। –[মাযহারী]

https://e-ilm.weebly.com/

এই হাদীস থেকে আরো প্রমাণিত হলো যে, আয়াতে তোমাদের নিজেদের গৃহ বলে এমন গৃহ বোঝানো হয়েছে, যাতে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি একা থাকে- পিতা-মাতা, ভাই-বোন প্রমুখ থাকে না।

মাসআলা : যে গৃহে শুধু নিজের স্ত্রী থাকে তাতে প্রবেশ করার জন্যে যদিও অনুমতি চাওয়া ওয়াজিব নয় : কিন্তু মোস্তাহাব ও সুন্নত এই যে, সেখানেও হঠাৎ বিনা খবরে যাওয়া উচিত নয়; বরং প্রবেশের পূর্বে পদধ্বনি দ্বারা অথবা গলা ঝেড়ে হুশিয়ার করা দরকার। হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা.)-এর স্ত্রী বলেন, আব্দুল্লাহ যখন বাইরে থেকে গৃহে আসতেন, তখনই প্রথমে দরজার কড়া নেড়ে আমাকে হুশিয়ার করে দিতেন, যাতে তিনি আমাকে অপছন্দনীয় অবস্থায় না দেখেন। (ইবনে কাছীর) এক্ষেত্রে অনুমতি চাওয়া যে ওয়াজিব নয়, তা এ থেকে জানা যায় যে, ইবনে জুরায়জ হযরত আতাকে জিজ্ঞেস করলেন : নিজের স্ত্রীর কাছে যাওয়ার সময়ও কি অনুমতি চাওয়া জরুরি? তিনি বললেন : না। ইবনে কাছীর এই রেওয়ায়েত বর্ণনা করে বলেন : এর অর্থ ওয়াজিব নয়। কিন্তু এক্ষেত্রেও মোস্তাহাব ও উত্তম।

অনুমতি গ্রহণের সুন্নত তরিকা : আয়াতে حَتّٰى تَسْتَاْنِسُوْا وَتُسَلِّمُوْا عَلٰٓى اَهْلِهَا বলা হয়েছে; অর্থাৎ দুটি কাজ না করা পর্যন্ত কারো গৃহে প্রবেশ করো না। প্রথম اِسْتِيْنَاسْ শাব্দিক অর্থ প্রীতি বিনিময় করা। বিশিষ্ট তাফসীরকারগণের মতে এর অর্থ অনুমতি হাসিল করা। এখানে اِسْتِيْنَاسْ শব্দ উল্লেখ করার মধ্যে ইঙ্গিত আছে যে, প্রবেশের পূর্বে অনুমতি লাভ করার দ্বারা প্রতিপক্ষ পরিচিত ও আপন হয়- সে আতঙ্কিত হয় না। দ্বিতীয় কাজ এই যে, গৃহের লোকদেরকে সালাম কর। কোনো কোনো তাফসীরকার এর অর্থ নিয়েছেন যে, প্রথমে অনুমতি লাভ করা এবং গৃহে প্রবেশের সময় সালাম করা। কুরতুবী এই অর্থই পছন্দ করেছেন। এই অর্থের দিক দিয়ে আয়াতে অগ্র-পশ্চাৎ নেই। তিনি আবূ আইয়ূব আনসারী (রা.)-এর হাদীসের সারমর্ম তাই সাব্যস্ত করেছেন। মাওয়ারদী বলেন, যদি অনুমতি নেওয়ার পূর্বে গৃহের কোনো ব্যক্তির উপর দৃষ্টি পড়ে, তবে প্রথমে সালাম করবে, এরপর অনুমতি চাইবে। নতুবা প্রথমে অনুমতি নেবে এবং গৃহে যাওয়ার সময় সালাম করবে। কিন্তু অধিকাংশ হাদীস থেকে সুন্নত তরিকা এটাই জানা যায় যে, প্রথমে বাইরে থেকে সালাম করবে, এরপর নিজের নাম নিয়ে বলবে যে, অমুক ব্যক্তি সাক্ষাৎ করতে চায়।

ইমাম বুখারী আদাবুল মুফরাদ গ্রন্থে হযরত আবূ হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণনা করেন যে, যে ব্যক্তি প্রথমে অনুমতি চায়, তাকে অনুমতি দিও না। কারণ সে সুন্নত তরিকা ত্যাগ করেছে। –(রূহুল-মা'আনী) আবূ দাউদের এক হাদীসে আছে, বনী আমেরের জনৈক ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর কাছে বাইরে থেকে বলল : ااَلِجُ আমি কি ঢুকে পড়ব? তিনি খাদেমকে বললেন : লোকটি অনুমতি চাওয়ার নিয়ম জানে না। বাইরে গিয়ে তাকে নিয়ম শিখিয়ে দাও। সে বলুক : اَلسَّلَامُ عَلَيْكُمْ ااَدْخُلُ অর্থাৎ সালাম করার পর বলবে যে, আমি প্রবেশ করতে পারি কি? খাদেম বাইরে যাওয়ার আগেই লোকটি রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর কথা শুনে اَلسَّلَامُ عَلَيْكُمْ ااَدْخُلُ বলল। অতঃপর তিনি তাকে ভেতরে প্রবেশের অনুমতি দিলেন –(ইবনে কাছীর) বায়হাকী হযরত জাবের (রা.)-এর রেওয়ায়েতে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর এই উক্তি বর্ণনা করেছেন لَا تَاْذَنُوْا لِمَنْ لَايَبْدَاْ بِالسَّلَامِ অর্থাৎ যে প্রথমে সালাম করে না, তাকে ভেতরে প্রবেশের অনুমতি দিও না। -(মাযহারী) এই ঘটনায় রাসূলুল্লাহ ﷺ দু'টি সংশোধন করেছেন : প্রথমে সালাম করা উচিত এবং ااَدْخُلُ-এর স্থলে ااَلِجُ শব্দের ব্যবহার অসমীচীন। কেননা اَلِجُ শব্দটি وُلُوْجٌ থেকে উদ্ভূত : এর অর্থ কোনো সংকীর্ণ জায়গায় ঢুকে পড়া। শব্দটি মার্জিত ভাষার পরিপন্থি। মোটকথা, এসব হাদীস থেকে জানা গেল যে, আয়াতে যে সালাম উল্লেখ করা হয়েছে, তা অনুমতি চাওয়ার সালাম। অনুমতি গ্রহণের জন্যে বাইরে থেকে এই সালাম করা হয়, যাতে ভেতরের লোক এদিকে মনোনিবেশ করে এবং অনুমতি চাওয়ার বাক্য শোনে। গৃহে প্রবেশ করার সময় যথারীতি পুনরায় সালাম করতে হবে।

মাসআলা : উপরের হাদীসগুলো থেকে প্রথমে সালাম ও পরে প্রবেশের অনুমতি গ্রহণের বিষয় প্রমাণিত হয়েছে। এতে নিজের নাম উল্লেখ করে অনুমতি চাওয়াই উত্তম। হযরত ওমর ফারূক (রা.) তাই করতেন। একবার তিনি রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর দ্বারে এসে বললেন اَلسَّلَامُ عَلٰى رَسُوْلِ اللّٰهِ اَلسَّلَامُ عَلَيْكُمْ اَيَدْخُلُ عُمَرُ অর্থাৎ সালামের পর বললেন, ওমর প্রবেশ করতে পারে কি? -(ইবনে কাছীর) সহীহ্ মুসলিমে আছে, হযরত আবূ মূসা হযরত ওমর (রা.)-এর কাছে গেলেন এবং অনুমতি চাওয়ার জন্যে বললেন اَلسَّلَامُ عَلَيْكُمْ هٰذَا اَبُوْ مُوْسٰى اَلسَّلَامُ عَلَيْكُمْ هٰذَا الْاَشْعَرِىُّ এতেও তিনি প্রথমে নিজের নাম আবূ মূসা বলেছেন, এরপর আরও নির্দিষ্টভাবে প্রকাশ করার জন্যে আশআরী বলেছেন। এর কারণ এই যে, অনুমতি প্রার্থীকে না চেনা পর্যন্ত নিরুদ্বেগে জবাব দেওয়া যায় না।

https://e-ilm.weebly.com/

মাসআলা : এ ব্যাপারে কোনো কোনো লোকের পন্থা মন্দ। তারা বাইরে থেকে ভেতরে প্রবেশের অনুমতি চায়; কিন্তু নিজের নাম প্রকাশ করে না। ভেতর থেকে গৃহকর্তা জিজ্ঞাসা করে, কে? উত্তরে বলা হয়, আমি। বলাবাহুল্য, এটা জিজ্ঞাসার জবাব নয়। যে প্রথম শব্দে চেনেনি, সে 'আমি' শব্দ দ্বারা কিভাবে চিনবে?

খতীব বাগদাদী বর্ণনা করেন, আলী ইবনে আসেম বসরায় হযরত মুগীরা ইবনে শো'বার সাক্ষাৎপ্রার্থী হন। দরজার কড়া নাড়লেন। হযরত মুগীরা (রা.) ভেতর থেকে প্রশ্ন করলেন, কে? উত্তর হলো, انا অর্থাৎ আমি। হযরত মুগীরা (রা.) বললেন, আমার বন্ধুদের মধ্যে তো কারো নাম 'আনা' নেই। এরপর তিনি বাইরে এসে তাকে হাদীস শুনালেন যে, একদিন জাবের ইবনে আব্দুল্লাহ (রা.) রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর কাছে উপস্থিত হয়ে অনুমতির জন্য দরজার কড়া নাড়লেন। রাসূলুল্লাহ ﷺ ভেতর থেকে প্রশ্ন করলেন, কে? উত্তরে জাবের (রা.) 'আনা' বলে দিলেন। এতে রাসূলুল্লাহ ﷺ তাকে শাসিয়ে বললেন : 'আনা' 'আনা' অর্থাৎ 'আনা' 'আনা' বললে কাউকে চেনা যায় নাকি?

মাসআলা : এর চাইতেও আরো মন্দ পন্থা আজকাল অনেক লেখাপড়া জানা লোকেরাও অবলম্বন করে থাকে। দরজায় কড়া নাড়ার পর যখন ভেতর থেকে জিজ্ঞেস করা হয়, কে? তখন তারা নিশ্চুপ দাঁড়িয়ে থাকে– কোনো জবাবই দেয় না। এটা প্রতিপক্ষকে উদ্বিগ্ন করার নিকৃষ্টতম পন্থা। এতে অনুমতি চাওয়ার উদ্দেশ্যই পণ্ড হয়ে যায়।

মাসআলা : উল্লিখিত হাদীসসমূহ থেকে আরো প্রমাণিত হয় যে, দরজার কড়া নেড়ে নিজের নাম প্রকাশ করে বলে দেওয়া যে, অমুক ব্যক্তি সাক্ষাৎ কামনা করে– অনুমতি চাওয়ার এ পন্থাও জায়েজ।

মাসআলা : কিন্তু এত জোরে কড়া নাড়া উচিত নয়, যাতে শ্রোতা চমকে ওঠে, বরং মাঝারি ধরনের আওয়াজ দেবে, যাতে যথাস্থানে আওয়াজ পৌঁছে যায় এবং কোনোরূপ কর্কশতা প্রকাশ না পায়। যারা রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর দরজায় কড়া নাড়তেন তারা নখ দিয়ে দরজার কড়া নাড়তেন, যাতে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর কষ্ট না হয়। –(কুরতুবী) অনুমতি চাওয়ার আসল উদ্দেশ্য হচ্ছে প্রতিপক্ষকে আপন করে অনুমতি লাভ করা। যারা এই উদ্দেশ্য বোঝে তারা আপনা-আপনি সব বিষয়ের প্রতি লক্ষ্য রাখাকে জরুরি মনে করবে। প্রতিপক্ষ কষ্ট পায়, এমন বিষয়াদি থেকে তারা বেঁচে থাকবে।

জরুরি হুঁশিয়ারি : আজকাল অধিকাংশ লোক অনুমতি চাওয়ার প্রতি ভ্রূক্ষেপই করে না, যা প্রকাশ্য ওয়াজিব তরক করার গোনাহ্। যারা সুন্নত তরীকায় অনুমতি নিতে চায়, তাদের জন্য বর্তমান যুগে কিছু অসুবিধাও দেখা দেয়। সাধারণত যার কাছ থেকে অনুমতি নিতে চায়, সে দরজা থেকে দূরে থাকে। সেখানে সালামের আওয়াজ ও অনুমতি চাওয়ার কথা পৌঁছা মুশকিল হয়। তাই বুঝে নেওয়া উচিত যে, অনুমতি ব্যতিরেকে গৃহে প্রবেশ না করাটাই আসল ওয়াজিব। অনুমতি লাভ করার পন্থা প্রতি যুগে ও প্রতি দেশে বিভিন্নরূপ হতে পারে। দরজায় কড়া নাড়ার এক পন্থা তো হাদীস থেকেই জানা গেল। এমনিভাবে যারা দরজায় ঘণ্টা লাগায়, তাদের এই ঘণ্টা বাজিয়ে দেওয়াও অনুমতি চাওয়ার জন্য যথেষ্ট। শর্ত এই যে, ঘণ্টা বাজানোর পর নিজের নামও এমন জোরে প্রকাশ করবে, যা প্রতিপক্ষের কানে পৌঁছে। এছাড়া অন্য কোনো পন্থা কোনো স্থানে প্রচলিত থাকলে তা অবলম্বন করাও জায়েজ। আজকাল ইউরোপে পরিচয়পত্রের প্রথা চালু হয়েছে। এই প্রথা যদিও ইউরোপীয়রা চালু করেছে; কিন্তু অনুমতি চাওয়ার লক্ষ্য এতে সুন্দরভাবে অর্জিত হয়। অনুমতিদাতা অনুমতিপ্রার্থীর সম্পূর্ণ নাম ও ঠিকানা জায়গায় বসে অনায়াসে জেনে নিতে পারে। তাই এই পন্থা অবলম্বন করাও দোষের কথা নয়।

মাসআলা : যদি কেউ কারো কাছে অনুমতি চায় এবং উত্তরে বলা হয়, এখন সাক্ষাৎ হতে পারবে না- ফিরে যান, তবে একে খারাপ মনে না করা উচিত। কেননা প্রত্যেক ব্যক্তির অবস্থা ও চাহিদা বিভিন্নরূপ হয়ে থাকে। মাঝে মাঝে সে বাইরে না আসতে বাধ্য হয় এবং আপনাকেও ভেতরে ডেকে নিতে পারে না। এমতাবস্থায় তার ওজর মেনে নেওয়া উচিত। উল্লিখিত আয়াতেরও নির্দেশ তাই। বলা হয়েছে :

وَاِنْ قِيْلَ لَكُمُ ارْجِعُوْا فَارْجِعُوْا هُوَ اَزْكٰى لَكُمْ –অর্থাৎ যদি আপনাকে আপাতত ফিরে যেতে বলা হয়, তখন আপনার হৃষ্টচিত্তে ফিরে আসা উচিত। একে খারাপ মনে করা অথবা সেখানেই অটল হয়ে বসে থাকা উভয়ই অসঙ্গত। পরবর্তী কালের অনেক বুযুর্গ বলেন : আমি সারা জীবন এই আশায় ছিলাম যে, কারো কাছে গিয়ে অনুমতি চাই এবং সে আমাকে জবাবে ফিরে যেতে বলে, তখন আমি ফিরে এসে কুরআনের এই আদেশ পালনের ছওয়াব হাসিল করি; কিন্তু হায়, এই নিয়ামত কখনো আমার ভাগ্যে জুটল না।

https://e-ilm.weebly.com/

মাসআলা : ইসলামি শরিয়ত সুন্দর সামাজিকতা শিক্ষা দিয়েছে এবং সবাইকে কষ্ট থেকে বাঁচানোর জন্য দ্বিমুখী সুষম ব্যবস্থা কায়েম করেছে। এই আয়াতে যেসব আগন্তুককে অনুমতি না দিলে এবং ফিরে যেতে বললে হৃষ্টচিত্তে ফিরে আসার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে, তেমনিভাবে এক হাদীসে এর অপর পিঠ এভাবে বর্ণিত হয়েছে যে إِنَّ لِزَوْرِكَ عَلَيْكَ حَقًّا অর্থাৎ সাক্ষাৎপ্রার্থী ব্যক্তিরও আপনার উপর হক আছে। তাকে কাছে ডাকুন, বাইরে তার সাথে মোলাকাত করুন, তার সম্মান করুন, কথা শুনুন এবং গুরুতর অসুবিধা ও ওজর ছাড়া সাক্ষাৎ করতে অস্বীকার করবেন না। এটাই তার হক।

মাসআলা : কারো দরজায় অনুমতি চাইলে যদি ভেতর থেকে জবাব না আসে, তবে দ্বিতীয়বার ও তৃতীয়বার অনুমতি চাওয়া সুন্নত। যদি তৃতীয়বারও জবাব না আসে, তবে ফিরে আসারই নির্দেশ আছে। কারণ তৃতীয়বার বলতে এটা প্রায় নিশ্চিত হয়ে যায় যে, আওয়াজ শুনেছে; কিন্তু নামাজরত থাকা অথবা গোসলরত থাকা অথবা পায়খানায় থাকার কারণে সে জবাব দিতে পারছে না। কিংবা এমুহূর্তে তার সাক্ষতের ইচ্ছা নেই। উভয় অবস্থায় সেখানে অটল হয়ে থাকা এবং অবিরাম কড়া নাড়াও কষ্টের কারণ, যা থেকে বেঁচে থাকা ওয়াজিব। অনুমতি চাওয়ার আসল লক্ষ্যই কষ্ট দান থেকে বেঁচে থাকা।

হযরত আবূ মূসা আশআরী (রা.) বর্ণনা করেন, একবার রাসূলে কারীম ﷺ বললেন : إِذَا اسْتَأْذَنَ أَحَدُكُمْ ثَلَاثًا فَلَمْ يُؤْذَنْ لَهُ فَلْيَرْجِعْ –অর্থাৎ তিনবার অনুমতি চাওয়ার পরও যদি জবাব না আসে, তবে ফিরে আসা উচিত। –(ইবনে কাছীর) মুসনাদে আহমদে হযরত আনাস (রা.) থেকে বর্ণিত আছে, একবার রাসূলুল্লাহ ﷺ হযরত সাদ ইবনে ওবাদার গৃহে গমন করলেন এবং বাইরে থেকে অনুমতি চাওয়ার জন্য সালাম করলেন। হযরত সাদ সালামের জবাব দিলেন; কিন্তু খুবই আস্তে, যাতে রাসূলুল্লাহ ﷺ না শোনেন। তিনি দ্বিতীয়বার ও তৃতীয়বার সালাম করলেন। হযরত সা'দ প্রত্যেকবার শুনতেন এবং আস্তে জবাব দিতেন। তিনবার এরূপ করার পর তিনি ফিরে আসলেন। সা'দ যখন দেখলেন যে, আওয়াজ আসছে না, তখন গৃহ থেকে বের হয়ে পিছনে দৌড় দিলেন এবং ওজর পেশ করে বললেন : ইয়া রাসূলাল্লাহ, আমি প্রত্যেকবার আপনার আওয়াজ শুনেছি এবং জবাবও দিয়েছি, কিন্তু আস্তে দিয়েছি, যাতে আপনার পবিত্র মুখ থেকে আমার সম্পর্কে আরো বেশি সালামের শব্দ উচ্চারিত হয়। এটা আমার জন্যে বরকতময়। অতঃপর তিনি তাকে সুন্নত বলে দিলেন যে, তিনবার জবাব পাওয়া না গেলে ফিরে যাওয়া উচিত। এরপর হযরত সা'দ রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে গৃহে নিয়ে যান এবং কিছু খাবার পেশ করেন। তিনি তা কবুল করেন।

হযরত সা'দের এই কার্য ছিল অধিক ইশ্‌ক ও মহব্বতের প্রতিক্রিয়া। তখন তিনি এদিকে চিন্তাও করেন নি যে, দু'জাহানের সরদার হুযুর পাক ﷺ দরজায় উপস্থিত আছেন। কালবিলম্ব না করে তাঁর পদচুম্বন করা উচিত। বরং তাঁর চিন্তাধারা এদিকে নিবদ্ধ ছিল যে, রাসূলে পাক ﷺ-এর পবিত্র মুখ থেকে আমার উদ্দেশে যত বেশি 'আসসালামু আলাইকুম' শব্দ উচ্চারিত হবে, আমার জন্য তা ততবেশি কল্যাণকর হবে। মোটকথা, এ থেকে প্রমাণিত হলো যে, তিনবার অনুমতি চাওয়ার পর জবাব না আসলে ফিরে যাওয়া সুন্নত। সেখানেই অটল হয়ে বসে যাওয়া সুন্নত বিরোধী এবং প্রতিপক্ষের জন্য কষ্টদায়ক।

মাসআলা : এই বিধান তখনকার জন্য, যখন সালাম, কড়া নাড়া ইত্যাদির মাধ্যমে অনুমতি লাভ করার জন্য তিনবার চেষ্টা করা হয়। তখন সেখানে অনড় হয়ে বসে যাওয়া কষ্টদায়ক। কিন্তু যদি কোনো আলেম অথবা বুযুর্গের দরজায় অনুমতি চাওয়া ব্যতীত ও খবর দেওয়া ব্যতীত এই অপেক্ষায় বসে থাকে যে, অবসর সময়ে বাইরে আগমন করলে সাক্ষাৎ করবে, তবে উপরিউক্ত বিধানের মধ্যে দাখিল নয়; এবং এটাই আদব ও শিষ্টাচার। স্বয়ং কুরআন নির্দেশ দেয় যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ যখন গৃহাভ্যন্তরে থাকেন, তখন তাঁকে আওয়াজ দিয়ে আহ্বান করা আদবের খেলাফ; বরং এমতাবস্থায় অপেক্ষা করা উচিত। যখন তিনি প্রয়োজন মোতাবেক বাইরে আগমন করেন, তখন সাক্ষাৎ করা উচিত। আয়াত এই : وَلَوْ أَنَّهُمْ صَبَرُوا حَتَّىٰ تَخْرُجَ إِلَيْهِمْ لَكَانَ خَيْرًا لَّهُمْ –হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) বলেন : মাঝে মাঝে আমি কোনো আনসারী সাহাবীর দরজায় পূর্ণ দ্বিপ্রহর পর্যন্ত অপেক্ষা করি, যাতে তিনি বাইরে আগমন করলে তাঁর কাছে কোনো হাদীস সম্পর্কে জিজ্ঞাসাবাদ করি। আমি যদি তাঁর কাছে সাক্ষাতের অনুমতি চাইতাম, তবে অবশ্যই তিনি আমাকে অনুমতি দিতেন। কিন্তু আমি একে আদবের খেলাফ মনে করি। তাই অপেক্ষার কষ্ট স্বীকার করে নেই। –[বুখারী]

لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَن تَدْخُلُوا بُيُوتًا غَيْرَ مَسْكُونَةٍ فِيهَا مَتَاعٌ لَّكُمْ

مَتَاعٌ শব্দের আভিধানিক অর্থ কোনো বস্তুকে ভোগ করা, ব্যবহার করা এবং তা দ্বারা উপকৃত হওয়া। যার দ্বারা উপকৃত হওয়া যায়, তাকেও مَتَاعٌ বলা হয়। এই আয়াতে আভিধানিক অর্থই বোঝানো হয়েছে। অনুবাদ করা হয়েছে 'ভোগ' অর্থাৎ ভোগ করার অধিকার। হযরত আবূ বকর সিদ্দীক (রা.) থেকে বর্ণিত আছে, যখন বিনানুমতিতে কারো গৃহে প্রবেশের

https://e-ilm.weebly.com/

নিষেধাজ্ঞা সম্বলিত উল্লিখিত আয়াত নাজিল হয়, তখন তিনি রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর কাছে আরজ করলেন : ইয়া রাসূলাল্লাহ, এই নিষেধাজ্ঞার পর কোরাইশদের ব্যবসাজীবী লোকেরা কি করবে? মক্কা ও মদিনা থেকে সুদূর শামদেশ পর্যন্ত তারা বাণিজ্যিক সফর করে। পথিমধ্যে স্থানে স্থানে সরাইখানা আছে। তারা এগুলোতে অবস্থান করে। এগুলোতে কোনো স্থায়ী বাসিন্দা থাকে না। এখানে অনুমতি চাওয়ার কি উপায়? কার কাছ থেকে অনুমতি লাভ করা হবে? এর পরিপ্রেক্ষিতে উপরিউক্ত আয়াত নাজিল হয় (মাযহারী) শানে নুযূলের এই ঘটনা থেকে জানা গেল যে, আয়াতে بُيُوْتًا غَيْرَ مَسْكُوْنَةٍ বলে এমন গৃহ বোঝানো হয়েছে, যা কোনো বিশেষ ব্যক্তি অথবা গোষ্ঠীর বাসগৃহ নয়; বরং সেটাকে ভোগ করার ও সেখানে অবস্থান করার অধিকার প্রত্যেকের আছে। যেমন, বিভিন্ন শহরে ও প্রান্তরে এই উদ্দেশ্যে নির্মিত মুসাফিরখানাসমূহ এবং একই কারণে মসজিদ, খানকাহ, ধর্মীয় পাঠাগার, হাসপাতাল, ডাকঘর, রেলওয়ে স্টেশন, বিমান বন্দর, জাতীয় চিত্তবিনোদন কেন্দ্র ইত্যাদি সব জনহিতকর প্রতিষ্ঠানও এই বিধানের অন্তর্ভুক্ত। এসব স্থানে প্রত্যেকেই বিনানুমতিতে প্রবেশ করতে পারে।

মাসআলা : জনহিতকর প্রতিষ্ঠানসমূহের যে স্থানে প্রবেশের জন্য মালিক অথবা মুতাওয়াল্লীদের পক্ষ থেকে কোনো প্রকার শর্ত ও নিষেধাজ্ঞা আরোপিত আছে, সেগুলো পালন করা শরিয়তের দৃষ্টিতে ওয়াজিব। উদাহরণত রেলওয়ে স্টেশনের প্লাটফর্মে টিকিট ব্যতীত যাওয়ার অনুমতি নেই। কাজেই প্লাটফর্ম-টিকিট নেওয়া জরুরি; এর বিরুদ্ধাচরণ অবৈধ। বিমান বন্দরের যে অংশে যাওয়া কর্তৃপক্ষের তরফ থেকে নিষিদ্ধ, সেখানে অনুমতি ব্যতীত যাওয়া শরিয়তে নাজায়েজ।

মাসআলা : এমনিভাবে মসজিদ, মাদরাসা, খানকাহ, হাসপাতাল ইত্যাদিতে যেসব কক্ষ ব্যবস্থাপক অথবা অন্য লোকদের বসবাসের জন্য নির্দিষ্ট; যেমন এসব প্রতিষ্ঠানের বিশেষ কক্ষ, অফিস গৃহ ও কর্মচারীদের বাসস্থান ইত্যাদিতে অনুমতি ব্যতীত যাওয়া নিষিদ্ধ ও গোনাহ্।

অনুমতি চাওয়া সম্পর্কিত আরো কতিপয় মাসআলা

পূর্বেই জানা গেছে যে, অনুমতি চাওয়া সম্পর্কিত বিধানাবলির আসল উদ্দেশ্য অপরকে কষ্ট দেওয়া থেকে আত্মরক্ষা করা এবং সুষম সামাজিকতা শিক্ষা দেওয়া। এই একই কারণের ভিত্তিতে নিম্নবর্ণিত মাসআলাসমূহও জানা যায়।

টেলিফোন সম্পর্কিত কতিপয় মাসআলা : কোনো ব্যক্তিকে স্বাভাবিক নিদ্রা, অন্য কোনো দরকারি কাজ অথবা নামাজে মশগুল থাকার সময় গুরুতর প্রয়োজন ব্যতীত টেলিফোনে সম্বোধন করা জায়েজ নয়। কেননা এতেও বিনানুমতিতে কারো গৃহে প্রবেশ করে তার স্বাধীনতায় বিঘ্ন সৃষ্টি করার অনুরূপ কষ্ট প্রদান করা হবে।

মাসআলা : যে ব্যক্তির সাথে প্রায়ই টেলিফোনে কথা বলতে হয়, তার সাথে আলোচনার মাধ্যমে সুবিধাজনক সময় নির্দিষ্ট করে নেওয়া এবং তা মেনে চলা উচিত।

টেলিফোনে দীর্ঘ কথাবার্তা বলতে হলে প্রথমে প্রতিপক্ষকে জিজ্ঞেস করতে হবে যে, আপনার ফুরসত থাকলে আমি আমার কথা আরজ করব। কারণ, প্রায়ই টেলিফোনের শব্দ শুনে মানুষ স্বভাবতই রিসিভার হাতে নিতে বাধ্য হয়। এ কারণে সে দরকারি কাজে মশগুল থাকলেও তা ছেড়ে টেলিফোনের কাছে আসে। কোনো নির্দয় ব্যক্তি তখন লম্বা কথা বলতে শুরু করলে ভীষণ কষ্ট অনুভূত হয়।

কেউ কেউ টেলিফোনের শব্দ শুনেও কোনোরূপ পরওয়া করে না এবং জিজ্ঞেস করে না যে, কে ও কি বলতে চায়? এটা ইসলামি শিক্ষার পরিপন্থি এবং যে কথা বলতে চায় তার হক নষ্ট করার শামিল। হাদীসে বলা হয়েছে : إِنَّ لِزَوْرِكَ عَلَيْكَ حَقًّا অর্থাৎ সাক্ষাতের উদ্দেশ্যে আগন্তুক ব্যক্তির তোমার উপর হক আছে। তার সাথে কথা বল এবং বিনা প্রয়োজনে দেখা করতে অস্বীকার করো না। এমনিভাবে যে ব্যক্তি টেলিফোনে কথা বলতে চায়, তার হক এই যে, আপনি তার জবাব দিন।

কারো গৃহে পৌছে সাক্ষাতের অনুমতি চেয়ে দাঁড়িয়ে থাকার সময় গৃহাভ্যন্তরে উঁকি মেরে দেখা নিষিদ্ধ। কেননা অনুমতি চাওয়ার উপকারিতা এই যে, প্রতিপক্ষ যে বিষয়ে আপনার কাছে প্রকাশ করতে চায় না, সে সম্পর্কে আপনি অবগত না হন। প্রথমে গৃহের ভেতরে উঁকি মেরে দেখা হলে এই উপকারিতা পণ্ড হয়ে যায়। হাদীসে এ সম্পর্কে কঠোর নিষেধাজ্ঞা বর্ণিত আছে। –(বুখারী, মুসলিম) রাসূলুল্লাহ ﷺ যখন অনুমতি লাভ করার জন্য অপেক্ষা করতেন, তখন দরজার বিপরীত দিকে না দাঁড়িয়ে ডানে কিংবা বামে দাঁড়িয়ে অপেক্ষা করতেন। দরজার বিপরীতে না দাঁড়ানোর কারণ ছিল এই যে, প্রথমত তখনকার যুগে দরজায় পর্দা খুব কম থাকত; থাকলেও তা খুলে যাওয়ার আশঙ্কা থাকত। –[মাযহারী]

https://e-ilm.weebly.com/

https://e-ilm.weebly.com/

https://e-ilm.weebly.com/

এখানে মুখমণ্ডল ও হাতের তালু বোঝানো হয়েছে। কেননা কোনো নারী প্রয়োজনবশত বাইরে যেতে বাধ্য হলে কিংবা চলাফেরা ও লেন-দেনের সময় মুখমণ্ডল ও হাতের তালু আবৃত রাখা খুবই দুরূহ হয়। অতএব হযরত ইবনে মাসউদ (রা.)-এর তাফসীর অনুযায়ী নারীর জন্যে বেগানা পুরুষের সামনে মুখমণ্ডল ও হাতের তালুও খোলা জায়েজ নয়। শুধু উপরের কাপড় বোরকা ইত্যাদি প্রয়োজনবশত খুলতে পারে। পক্ষান্তরে হযরত ইবনে আব্বাস (রা.)-এর তাফসীর অনুযায়ী মুখমণ্ডল এবং হাতের তালুও বেগানা পুরুষদের সামনে প্রকাশ করা জায়েজ। এ কারণে ফিকহ্‌বিদগণের মধ্যে এ ব্যাপারে মতবিরোধ দেখা দিয়েছে। কিন্তু এ প্রশ্নে সবাই একমত যে, মুখমণ্ডল ও হাতের তালুর প্রতি দৃষ্টিপাত করার কারণে যদি অনর্থ সৃষ্টি হওয়ার আশঙ্কা থাকে, তবে এগুলো দেখাও জায়েজ নয় এবং নারীর জন্যে এগুলো প্রকাশ করাও জায়েজ নয়। এমনিভাবে এ ব্যাপারে সবাই একমত যে, গোপন অঙ্গ আবৃত করা যা নামাজে সর্বসম্মতিক্রমে ফরজ এবং নামাজের বাইরে বিশুদ্ধতম উক্তি অনুযায়ী ফরজ, তা থেকে মুখমণ্ডল ও হাতের তালু ব্যতিক্রমভুক্ত। এগুলো খুলে নামাজ পড়লে নামাজ শুদ্ধ ও দুরস্ত হবে।

কাযী বায়যাভী ও 'খাযেন' এ আয়াতের তাফসীরে বলেন : নারীর আসল বিধান এই যে, সে তার সাজ-সজ্জার কোনোকিছুই প্রকাশ করবে না। আয়াতের উদ্দেশ্যও তাই মনে হয়। তবে চলাফেরা ও কাজকর্মে স্বভাবত যেগুলো খুলে যায়, সেগুলো প্রকাশ করতে পারবে। বোরকা, চাদর, মুখমণ্ডল ও হাতের তালু এগুলোর অন্তর্ভুক্ত। নারী কোনো প্রয়োজনে বাইরে বের হলে বোরকা, চাদর ইত্যাদি প্রকাশ হয়ে পড়া সুনির্দিষ্ট। লেন-দেনের প্রয়োজনে কোনো সময় মুখমণ্ডল ও হাতের তালুও প্রকাশ হয়ে পড়ে। এটাও ক্ষমার্হ গোনাহ্ নয়। কিন্তু এই আয়াত থেকে কোথাও প্রমাণিত হয় না যে, বিনা প্রয়োজনে নারীর মুখমণ্ডল ও হাতের তালু দেখাও পুরুষদের জন্যে জায়েজ; বরং পুরুষদের জন্যে দৃষ্টি নত রাখার বিধানই প্রযোজ্য। যদি নারী কোথাও মুখমণ্ডল ও হাত খুলতে বাধ্য হয়, তবে শরিয়তসম্মত ওজর ও প্রয়োজন ব্যতীত তার দিকে না দেখা পুরুষদের জন্যে অপরিহার্য। এই ব্যাখ্যায় উল্লিখিত উভয় তাফসীরই স্থান পেয়েছে। ইমাম মালেক (র.)-এর প্রসিদ্ধ মাযহাবও এই যে, বেগানা নারীর মুখমণ্ডল ও হাতের তালু দেখাও বিনা প্রয়োজনে জায়েজ নয়। 'যাওয়াজের' গ্রন্থে ইবনেহাজার মক্কী শাফেয়ী ইমাম শাফেয়ী (র.) -ও এই মাযহাব বর্ণনা করেছেন। নারীর মুখমণ্ডল ও হাতের তালু গোপন অঙ্গের অন্তর্ভুক্ত নয়। এগুলো খোলা অবস্থায়ও নামাজ হয়ে যায়, কিন্তু বেগানা পুরুষদের জন্যে এগুলো দেখা শরিয়তসম্মত প্রয়োজন ব্যতিরেকে জায়েজ নয়। পূর্বে বলা হয়েছে যে, যেসব ফিকহ্‌বিদের মতে মুখমণ্ডল ও হাতের তালু দেখা জায়েজ, তাঁরাও এ বিষয়ে একমত যে, অনর্থ দেখা দেওয়ার আশঙ্কা থাকলে মুখমণ্ডল ইত্যাদি দেখাও নাজায়েজ। বলাবাহুল্য, মানুষের মুখমণ্ডলই সৌন্দর্য ও শোভার আসল কেন্দ্র। এটা অনর্থ, ফাসাদ, কামাধিক্য ও গাফলতির যুগ। তাই বিশেষ প্রয়োজন যেমন চিকিৎসা অথবা তীব্র বিপদাশঙ্কা ছাড়া বেগানা পুরুষের সামনে ইচ্ছাকৃতভাবে মুখমণ্ডল খোলা নারীর জন্যে নিষিদ্ধ এবং তার দিকে ইচ্ছাকৃতভাবে দৃষ্টিপাত করাও বিনা প্রয়োজনে পুরুষদের জন্যে জায়েজ নয়।

আলোচ্য আয়াতে বাহ্যিক সাজ-সজ্জার ব্যতিক্রম বর্ণনা করার পর ইরশাদ হচ্ছে—

وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَىٰ جُيُوبِهِنَّ —অর্থাৎ তারা যেন বক্ষদেশে ওড়না ফেলে রাখে। خُمُرٌ শব্দটি خِمَارٌ -এর বহুবচন। অর্থ ঐ কাপড়, যা নারী মাথায় ব্যবহার করে এবং তা দ্বারা-গলা ও বক্ষ আবৃত হয়ে যায়। جُيُوبٌ শব্দটি جَيْبٌ -এর বহুবচন এর অর্থ জামার কলার। প্রাচীনকাল থেকে জামার কলার বক্ষদেশে থাকাই প্রচলিত। তাই জামার কলার আবৃত করার অর্থ বক্ষদেশ আবৃত করা। আয়াতের শুরুতে সাজ-সজ্জা প্রকাশ করতে নিষেধ করা হয়েছে। এই বাক্যে সাজ-সজ্জা গোপন রাখার তাগিদ এবং এর একটা প্রকার বর্ণনা করা হয়েছে। এর আসল কারণ জাহেলিয়াত যুগের একটি প্রথার বিলোপ সাধন করা। সে যুগে নারীরা ওড়না মাথার উপর ফেলে তার দুই প্রান্ত পৃষ্ঠদেশে ফেলে রাখত। ফলে গলা, বক্ষদেশ ও কান অনাবৃত থাকত। তাই মুসলমান নারীদেরকে আদেশ করা হয়েছে তারা যেন এরূপ না করে; বরং ওড়নার উভয় প্রান্ত পরস্পর উল্টিয়ে রাখে, এতে সকল অঙ্গ আবৃত হয়ে পড়ে। —(রূহুল মা'আনী) এরপর দ্বিতীয় ব্যতিক্রম এমন পুরুষদের বর্ণনা দেওয়া হয়েছে, যাদের কাছে শরিয়তে পর্দা নেই। এই পর্দা না থাকার কারণ দ্বিবিধ। (এক), যেসব পুরুষকে ব্যতিক্রমভুক্ত করা হয়েছে, তাদের তরফ থেকে কোনো অনর্থের আশঙ্কা নেই। তারা মাহ্‌রাম আল্লাহ তা'আলা তাদের স্বভাবকে দৃষ্টিগতভাবে এমন করেছেন, তারা এসব নারীর সতীত্ব সংরক্ষণ করে; স্বয়ং তাদের পক্ষ থেকে কোনো অনর্থের সম্ভাবনা নেই। (দুই), সদাসর্বদা এক জায়গায় বসবাস করার প্রয়োজনেও মানুষ পরস্পরের প্রতি সহজ ও সরল হয়ে থাকে। স্মর্তব্য যে, স্বামী ব্যতীত অন্যান্য মাহ্‌রামকে যে, ব্যতিক্রমভুক্ত করা হয়েছে এটা পর্দার বিধান থেকে ব্যতিক্রম গোপন অঙ্গ আবৃত রাখা থেকে ব্যতিক্রম নয়। নারী যে গোপন অঙ্গ নামাজে খোলা জায়েজ নয়, তা দেখা মাহ্‌রামদের জন্যেও জায়েজ নয়।

https://e-ilm.weebly.com/

আলোচ্য আয়াতে পর্দা থেকে আট প্রকার মাহ্‌রাম পুরুষের এবং চার প্রকারের অন্যান্য ব্যতিক্রম বর্ণিত হয়েছে। পূর্বে অবতীর্ণ সূরা আহ্‌যাবের আয়াতে মাত্র সাত প্রকার উল্লিখিত হয়েছে। সূরা নূরের আয়াতে পাঁচ প্রকার অতিরিক্ত বর্ণিত হয়েছে যা পরে অবতীর্ণ হয়েছে।

হুঁশিয়ারী : স্মরণ রাখা দরকার যে, এ স্থলে মাহ্‌রাম শব্দটি ব্যাপক অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। স্বামীও এর অন্তর্ভুক্ত। ফিক্‌হ্‌বিদদের পরিভাষায় যার সাথে বিবাহ শুদ্ধ নয়, তাকে মাহ্‌রাম বলা হয়। কিন্তু এই অর্থে এখানে উদ্দেশ্য নয়। আলোচ্য আয়াতে উল্লিখিত বারজন ব্যতিক্রমভুক্ত লোকের পূর্ণ বিবরণ এরূপ : প্রথমত স্বামী, যার কাছে স্ত্রীর কোনো অঙ্গের পর্দা নেই। তবে বিনা প্রয়োজনে বিশেষ অঙ্গ দেখা অনুত্তম। হযরত আয়েশা সিদ্দীকা (রা.) বলেন مَا رَاٰى مِنِّىْ وَلَا رَاَيْتُ مِنْهُ অর্থাৎ রাসূলুল্লাহ ﷺ আমার বিশেষ অঙ্গ দেখেননি এবং আমিও তাঁর বিশেষ অঙ্গ দেখিনি।

দ্বিতীয় : পিতা, দাদা, পরদাদা সবাই এর অন্তর্ভুক্ত। তৃতীয়, শ্বশুর, তাতে দাদা, পরদাদা অন্তর্ভুক্ত রয়েছে। চতুর্থ, নিজ গর্ভজাত সন্তান। পঞ্চম, স্বামীর অন্য স্ত্রীর গর্ভজাত পুত্র। ষষ্ঠ, ভ্রাতা, সহোদর, বৈমাত্রেয় ও বৈপিত্রেয় সবাই এর অন্তর্ভুক্ত। কিন্তু মামা, খালা ও ফুফার পুত্র, যাদেরকে সাধারণ পরিভাষায় ভাই বলা হয়, তারা এর অন্তর্ভুক্ত নয়। তারা গায়ের-মাহ্‌রাম। সপ্তম, ভ্রাতুষ্পুত্র। এখানেও সহোদর, বৈমাত্রেয় ও বৈপিত্রেয় ভ্রাতার পুত্র বোঝানো হয়েছে। অন্যরা এর অন্তর্ভুক্ত নয়। অষ্টম, ভগ্নিপুত্র। এখানেও সহোদরা, বৈমাত্রেয়া ও বৈপিত্রেয়া বোন বোঝানো হয়েছে। এই আট প্রকার হলো মাহ্‌রাম। নবম اَوْ نِسَآئِهِنَّ অর্থাৎ, নিজেদের স্ত্রীলোক; উদ্দেশ্য মুসলমান স্ত্রীলোক। তাদের সামনেও এমনসব অঙ্গ খোলা যায়, যেগুলো নিজ পিতা ও পুত্রের সামনে খোলা যায়। পূর্বে বলা হয়েছে যে, এই ব্যতিক্রম পর্দার বিধান থেকে গোপন অঙ্গ আবৃত করা থেকে নয়। তাই নারী যেসব অঙ্গ তার মাহ্‌রাম পুরুষদের সামনে খুলতে পারে না, সেগুলো কোনো মুসলমান স্ত্রীলোকের সামনেও খোলা জায়েজ নয়। তবে চিকিৎসা ইত্যাদির প্রয়োজনে খোলা ভিন্ন কথা।

نِسَآئِهِنَّ মুসলমান স্ত্রীলোক বলা থেকে জানা গেল যে, কাফের মুশরিক স্ত্রীলোকদের কাছেও পর্দা ওয়াজিব। তারা বেগানা পুরুষদের বিধানের অন্তর্ভুক্ত। এই আয়াতের তাফসীর প্রসঙ্গে ইবনে কাছীর হযরত মুজাহিদ (র.) থেকে বর্ণনা করেন, এ থেকে জানা গেল যে, কাফের নারীদের সামনে অঙ্গ প্রকাশ করা কোনো মুসলমান নারীর জন্যে জায়েজ নয়। কিন্তু সহীহ হাদীসসমূহে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর বিবিদের সামনে কাফের রমণীদের যাতায়াত প্রমাণিত আছে। তাই এ প্রশ্নে মুজতাহিদ ইমামগণের মধ্যে মতভেদ বিদ্যমান। কারো মতে কাফের নারী বেগানা পুরুষের মতো। কেউ কেউ এ ব্যাপারে মুসলমান ও কাফের উভয় প্রকার নারীর একই বিধান রেখেছেন; অর্থাৎ তাদের কাছে পর্দা করতে হবে না। ইমাম রাজি (র.) বলেন : প্রকৃত ব্যাপার এই যে, মুসলমান কাফের– সব নারীই نِسَآئِهِنَّ শব্দের অন্তর্ভুক্ত। পূর্ববর্তী বুযুর্গগণ কাফের নারীদের কাছে পর্দা করার যে আদেশ দিয়েছেন, তা মোস্তাহাব আদেশ। রূহুল মা'আনীতে মুফতী আল্লামা আলূসী (র.) এই উক্তি অবলম্বন করে বলেছেন : هٰذَا الْقَوْلُ اَوْفَقُ بِالنَّاسِ الْيَوْمَ فَاِنَّهٗ لَا يَكَادُ يُمْكِنُ اِحْتِجَابُ الْمُسْلِمَاتِ عَنِ الذِّمِّيَّاتِ অর্থাৎ এই উক্তিই আজকাল মানুষের অবস্থার সাথে বেশি খাপ খায়। কেননা, আজকাল মুসলমান নারীদের জন্য কাফের নারীদের সাথে পর্দা করা প্রায় অসম্ভব হয়ে পড়ছে।

দশম প্রকার اَوْ مَا مَلَكَتْ اَيْمَانُهُنَّ অর্থাৎ যারা নারীদের মালিকানাধীন। এতে দাস-দাসী উভয়েই অন্তর্ভুক্ত রয়েছে। কিন্তু অধিকাংশ ফিক্‌হ্‌বিদের মতে এখানে শুধু দাসী বোঝানো হয়েছে। পুরুষ দাস এ হুকুমের অন্তর্ভুক্ত নয়। তাদের সাথেও সাধারণ মাহ্‌রামের ন্যায় পর্দা করা ওয়াজিব। হযরত সাঈদ ইবনে মুসাইয়েব তাঁর সর্বশেষ উক্তিতে বলেন : لَا يَغُرَّنَّكُمْ اٰيَةُ النُّوْرِ فَاِنَّهٗ فِى الْاِمَاءِ دُوْنَ الذُّكُوْرِ অর্থাৎ তোমরা সূরা নূরের আয়াতদৃষ্টে বিভ্রান্ত হয়ো না যে, مَا مَلَكَتْ اَيْمَانُهُنَّ শব্দের মধ্যে দাসরাও শামিল রয়েছে। এই আয়াতে শুধু দাসীদেরকে বোঝানো হয়েছে। পুরুষ দাস এর অন্তর্ভুক্ত নয়। হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে মাসঊদ (রা.), হাসান বসরী ও ইবনে সিরীন (র.) বলেন : পুরুষ দাসের জন্যে তার প্রভু নারীর কেশ পর্যন্ত দেখা জায়েজ নয়। (রূহুল-মা'আনী) এখন প্রশ্ন হয় যে, আয়াতে যখন শুধু দাসীদেরকেই বোঝানো হয়েছে, তখন তারা তো পূর্ববর্তী اَوْ نِسَآئِهِنَّ শব্দের মধ্যেই অন্তর্ভুক্ত রয়েছে, তাদেরকে আলাদা বর্ণনা করার প্রয়োজন কি? জাসসাস এর জওয়াবে বলেন : نِسَآئِهِنَّ শব্দটি বাহ্যিক দিক দিয়ে শুধু মুসলমান নারীদের জন্যে প্রযোজ্য। দাসীদের মধ্যে যদি কেউ কাফেরও থাকে, তবে তাকে ব্যতিক্রমভুক্ত করার জন্যে এই শব্দটি আলাদা ভাবে আনা হয়েছে।

একাদশ প্রকার اَوِ التَّابِعِيْنَ غَيْرِ اُولِى الْاِرْبَةِ مِنَ الرِّجَالِ –হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) বলেন : এখানে এমন নির্বোধ ও ইন্দ্রিয়বিকল ধরনের লোক বোঝানো হয়েছে, যাদের নারী জাতির প্রতি কোনো আগ্রহ ও ঔৎসুক্যই নেই। (ইবনে কাছীর) ইবনে জারীর এই বিষয়বস্তুই আবূ আব্দুল্লাহ, ইবনে জুবায়ের, ইবনে আতিয়্যা প্রমুখ থেকে বর্ণনা করেছেন।

https://e-ilm.weebly.com/

কাজেই আয়াতে এমন সব পুরুষকে বোঝানো হয়েছে , যাদের মধ্যে নারীদের প্রতি কোনো আগ্রহ ও কামভাব নেই এবং তাদের রূপ-গুণের প্রতিও কোনো ঔৎসুক্য নেই যে, অপরের কাছে গিয়ে বর্ণনা করবে। তবে নপুংসক ধরনের লোক যারা নারীদের বিশেষ গুণাবলির সাথে সম্পর্ক রাখে, তাদের কাছেও পর্দা ওয়াজিব : হযরত আয়েশা (রা.)-এর হাদীসে আছে, জনৈক নপুংসক ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর বিবিদের কাছে আসা-যাওয়া করত। বিবিগণ তাকে আয়াতে বর্ণিত غَيْرِ أُولِي الْإِرْبَةِ مِنَ الرِّجَالِ -এর অন্তর্ভুক্ত মনে করে তার সামনে আগমন করতেন। রাসূলুল্লাহ ﷺ তখন তাকে গৃহে প্রবেশ করতে নিষেধ করে দিলেন।

এ কারণেই ইবনে হাজার মক্কী মিনহাজের টীকায় বলেন : পুরুষ যদিও পুরুষত্বহীন, লিঙ্গকর্তিত অথবা খুব বেশি বৃদ্ধ হয়, তবুও সে غَيْرِ أُولِي الْإِرْبَةِ শব্দের অন্তর্ভুক্ত নয়। তার কাছে পর্দা করা ওয়াজিব। এখানে غَيْرِ أُولِي الْإِرْبَةِ শব্দের সাথে أَوِ التَّابِعِينَ শব্দ উল্লেখ করা হয়েছে : উদ্দেশ্য এই যে, নির্বোধ ইন্দ্রিয়বিকল লোক, যারা অনাহূত মেহমান হয়ে খাওয়া-দাওয়ার জন্যে গৃহে ঢুকে পড়ে, তারা ব্যতিক্রমভুক্ত। একথা উল্লেখ করার একমাত্র কারণ এই যে, তখন এমনি ধরনের কিছু নির্বোধ লোক বিদ্যমান ছিল : তারা অনাহূত হয়ে খাওয়া-দাওয়ার জন্যে গৃহে মধ্যে প্রবেশ করত। বিধানের আসল ভিত্তি নির্বোধ ও ইন্দ্রিয়বিকল হওয়ার উপর-অনাহূত মেহমান হওয়ার উপর নয়।

দ্বাদশ প্রকার أَوِ الطِّفْلِ الَّذِينَ এখানে এমন অপ্রাপ্তবয়স্ক বালককে বোঝানো হয়েছে, যে এখনো সাবালকত্বের নিকটবর্তীও হয়নি এবং নারীদের বিশেষ আকর্ষণ, কমনীয়তা ও গতিবিধি সম্পর্কে সম্পূর্ণ বেখবর। যে বালক এসব অবস্থা সম্পর্কে সচেতন, সে মোরাহিক অর্থাৎ সাবালকত্বের নিকটবর্তী। তার কাছে পর্দা করা ওয়াজিব।– (ইবনে কাছীর) ইমাম জাসসাস (র.) বলেন : এখানে طِفْل বলে এমন বালককে বুঝানো হয়েছে, যে বিশেষ কাজ কারবারের দিক দিয়ে নারী ও পুরুষের মধ্যে কোনো পার্থক্য বোঝে না। এ পর্যন্ত পর্দা থেকে ব্যতিক্রমভুক্তদের বর্ণনা সমাপ্ত হলো।

وَلَا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِنْ زِينَتِهِنَّ –অর্থাৎ নারীরা যেন সজোরে পদক্ষেপ না করে, যদ্দরুন অলঙ্কারাদির আওয়াজ ভেসে উঠে এবং তাদের বিশেষ সাজ-সজ্জা পুরুষদের কাছে উদ্ভাসিত হয়ে উঠে।

অলঙ্কারাদির আওয়াজ বেগানা পুরুষকে শোনানো বৈধ নয় : আয়াতের শুরুতে বেগানা পুরুষদের কাছে সাজসজ্জা প্রকাশ করতে নারীদেরকে নিষেধ করা হয়েছিল। উপসংহারে এর প্রতি আরো জোর দেওয়া হয়েছে যে, সাজসজ্জার স্থান মস্তক, বক্ষদেশ ইত্যাদি আবৃত করা তো ওয়াজিব ছিলই –গোপন সাজসজ্জা যে কোনোভাবেই প্রকাশ করা হোক, তাও জায়েজ নয়। অলঙ্কারের ভেতরে এমন জিনিস রাখা, যদ্দরুন অলঙ্কার ঝঙ্কৃত হতে থাকে কিংবা অলঙ্কারাদির পারস্পরিক সংঘর্ষের কারণে বাজা কিংবা মাটিতে সজোরে পা রাখা, যার ফলে অলঙ্কারের শব্দ হয় ও বেগানা পুরুষের কানে পৌঁছে, এসব বিষয় আলোচ্য আয়াতদৃষ্টে নাজায়েজ। এ কারণেই অনেক ফিকহবিদ বলেন : যখন অলঙ্কারের আওয়াজ বেগানা পুরুষকে শোনানো এই আয়াত দ্বারা অবৈধ প্রমাণিত হলো, তখন স্বয়ং নারীর আওয়াজ শোনানো আরো কঠোর এবং প্রশ্নাতীতরূপে অবৈধ হবে। তাই তারা নারীর আওয়াজকেও গোপন অঙ্গের অন্তর্ভুক্ত করেছেন। 'নাওয়াজেল, গ্রন্থে বলা হয়েছে, যতদূর সম্ভব নারীগণকে কুরআনের শিক্ষাও নারীদের কাছে থেকেই গ্রহণ করা উচিত। তবে নিরুপায় অবস্থায় পুরুষদের কাছ থেকে শিক্ষা গ্রহণ করা জায়েজ।

সহীহ্ বুখারী ও মুসলিমের হাদীসে আছে, নামাজে যদি কেউ সম্মুখ দিয়ে পথ অতিক্রম করতে থাকে, তবে পুরুষের উচিত 'সুবহানাল্লাহ' বলে তাকে সতর্ক করা। কিন্তু নারী আওয়াজ করতে পারবেন না; বরং এক হাতের পিঠে অন্য হাত মেরে তাকে সতর্ক করে দেবে।

নারীর আওয়াজের বিধান : নারীর আওয়াজ গোপন অঙ্গের অন্তর্ভুক্ত কি না এবং বেগানা পুরুষকে আওয়াজ শোনানো জায়েজ কি না, এ সম্পর্কে ইমামদের মধ্যে মতভেদ বর্তমান। ইমাম শাফেয়ীর গ্রন্থসমূহে নারীর আওয়াজকে গোপন অঙ্গের অন্তর্ভুক্ত করা হয় নি। হানাফীদের উক্তিও বিভিন্ন রূপ। ইবনে হুমাম নাওয়াজেলের বর্ণনার ভিত্তিতে গোপন অঙ্গের অন্তর্ভুক্ত করেছেন। হানাফীদের মতে নারীর আজান মাকরূহ। কিন্তু হাদীস দ্বারা প্রমাণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর বিবিগণ পর্দার আয়াত অবতীর্ণ হওয়ার পরেও পর্দার অন্তরাল থেকে বেগানা পুরুষদের সাথে কথাবার্তা বলতেন। এই আলোচনার পরিপ্রেক্ষিতে বিশুদ্ধ ও অধিক সত্য কথা এই যে, যে স্থানে নারীর আওয়াজের কারণে অনর্থ সৃষ্টি হওয়ার আশঙ্কা থাকে, সেখানে নিষিদ্ধ এবং যেখানে আশঙ্কা নেই, সেখানে জায়েজ। –(জাসসাস) কিন্তু বিনা প্রয়োজনে পর্দার অন্তরাল থেকেও কথাবার্তা না বলার মধ্যেই সাবধানতা নিহিত।

https://e-ilm.weebly.com/

সুগন্ধি লাগিয়ে বাইরে যাওয়া : নারী যদি প্রয়োজনবশত বাইরে যায়, তবে সুগন্ধি লাগিয়ে না যাওয়াও উপরিউক্ত বিধানের অন্তর্ভুক্ত। কেননা, সুগন্ধিও গোপন সাজ-সজ্জা। বেগানা পুরুষের কাছে এই সুগন্ধি পৌঁছা নাজায়েজ। তিরমিযীতে হযরত আবূ মূসা আশআরীর হাদীসে সুগন্ধি লাগিয়ে বাইরে গমনকারিণী নারীর নিন্দা করা হয়েছে।

সুশোভিত বোরকা পরিধান করে বের হওয়াও নাজায়েজ : ইমাম জাসসাস বলেন : কুরআন পাক অলঙ্কারের আওয়াজকেও যখন নিষিদ্ধ করেছে, তখন সুশোভিত রঙ্গিন কারুকার্যখচিত বোরকা পরিধান করে বের হওয়া আরো উত্তমরূপে নিষিদ্ধ হবে। এ থেকে আরো জানা গেল যে, নারীর মুখমণ্ডল যদিও গোপন অঙ্গের অন্তর্ভুক্ত নয়; কিন্তু তা সৌন্দর্যের সর্ববৃহৎ কেন্দ্র হওয়ার কারণে একেও আবৃত রাখা ওয়াজিব। তবে প্রয়োজনের কথা স্বতন্ত্র। –[জাসসাস]

وَتُوْبُوْٓا اِلَى اللّٰهِ جَمِيْعًا اَيُّهَ الْمُؤْمِنُوْنَ –অর্থাৎ মুমিনগণ, তোমরা সবাই আল্লাহর কাছে তওবা কর। এই আয়াতে প্রথমে পুরুষদেরকে দৃষ্টি নত রাখার আদেশ অতঃপর নারীদেরকে এমনি আদেশ এবং শেষে নারীদেরকে বেগানা পুরুষদের কাছে পর্দা করার আলাদা আলাদা আদেশ দান করার পর আলোচ্য বাক্যে নারী-পুরুষ নির্বিশেষে সবাইকে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে যে, কামপ্রবৃত্তির ব্যাপারটি খুবই সূক্ষ্ম। অপরের তা জানা কঠিন, কিন্তু আল্লাহ্ তা'আলার কাছে প্রত্যেক প্রকাশ্য ও অপ্রকাশ্য বিষয় সমান দেদীপ্যমান। তাই উল্লিখিত বিধানসমূহে কোনো সময় যদি কারো দ্বারা কোনো ত্রুটি হয়ে যায়, তবে তার জন্যে তওবা করা নেহায়েত জরুরি। সে অতীত কর্মের জন্যে অনুতপ্ত হয়ে আল্লাহর কাছে ক্ষমা চাইবে এবং ভবিষ্যতে এরূপ কর্মের নিকটবর্তী না হওয়ার জন্যে দৃঢ় সংকল্প করবে।

শব্দ বিশ্লেষণ :

تَسْتَاْنِسُوْا : সীগাহ جمع مذكر حاضر **বহছ** مضارع معروف বাব اِسْتِفْعَالٌ মাসদার اِسْتِئْنَاسٌ মূলবর্ণ (أ - ن - س) জিনস مهموز فاء অর্থ– যে পর্যন্ত না তোমরা অনুমতি গ্রহণ কর।

تُسَلِّمُوْا : সীগাহ جمع مذكر حاضر **বহছ** مضارع معروف বাব تَفْعِيْل মাসদার تَسْلِيْمٌ মূলবর্ণ (س - ل - م) জিনস صحيح অর্থ– তোমরা সালাম কর।

لَمْ تَجِدُوْ : সীগাহ جمع مذكر حاضر **বহছ** نفى جحد بلم درفعل مستقبل معروف বাব ضرب মাসদার وجود মূলবর্ণ (و - ج - د) জিনস مثال واوى অর্থ– তোমরা জানতে না পার।

يُؤْذَنَ : সীগাহ واحد مذكر غائب **বহছ** مضارع مجهول বাব سَمِعَ মাসদার اِذْنٌ মূলবর্ণ (ا - ذ - ن) জিনস مهموز فاء অর্থ– অনুমতি দেওয়া হয়।

اِرْجِعُوْا : সীগাহ جمع مذكر حاضر **বহছ** امر حاضر معروف বাব ضَرَبَ মাসদার رُجُوْعٌ মূলবর্ণ (ر - ج - ع) জিনস صحيح অর্থ– ফিরে যাও।

اَزْكٰى : সীগাহ واحد مذكر **বহছ** اسم تفضيل বাব سَمِعَ মাসদার زَكٰىٌّ মূলবর্ণ (ز - ك - و) জিনস ناقص واوى অর্থ– উত্তম।

تُبْدُوْنَ : সীগাহ جمع مذكرحاضر **বহছ** مضارع معروف বাব اِفْعَالٌ মাসদার اِبْدَاءٌ মূলবর্ণ (ب - د - ء) জিনস مهموز لام অর্থ– তোমরা প্রকাশ্যে করে থাক।

يَغُضُّوْا : সীগাহ جمع مذكر غائب **বহছ** مضارع معروف বাব نَصَرَ মাসদার غَضٌّ মূলবর্ণ (غ - ض - ض) জিনস مضاعف ثلاثى অর্থ– যেন তারা অবনত রাখে।

لَا يُبْدِيْنَ : সীগাহ جمع مؤنث غائب **বহছ** نفى فعل مضارع معروف বাব اِفْعَالٌ মাসদার اِبْدَاءٌ মূলবর্ণ (ب - د - ء) জিনস مهموز لام অর্থ– যেন তারা প্রকাশ না করে।

مَا يُخْفِيْنَ : সীগাহ جمع مؤنث غائب **বহছ** مضارع معروف বাব اِفْعَالٌ মাসদার اِخْفَاءٌ মূলবর্ণ (خ - ف - ى) জিনস ناقص يائى অর্থ– আবৃত।

বাক্য বিশ্লেষণ :

اَللّٰهُ يَعْلَمُ مَا تُبْدُوْنَ وَمَا تَكْتُمُوْنَ : এখানে واو টি استئنافية আর اَللّٰهُ মুবতাদা يَعْلَمُ বাক্যটি হলো খবর। আর مَا হলো اسم موصول যা مفعول به হয়েছে। আর تُبْدُوْنَ বাক্যটি হলো সেলাহ। আর وَمَا تَكْتُمُوْنَ টা مَاتُبْدُوْنَ এর উপর আতফ হয়েছে। –[ই'রাবুল কুরআন : ৫/২৬৫]

https://e-ilm.weebly.com/

وَاَنْكِحُوا الْاَيَامٰى مِنْكُمْ وَالصّٰلِحِيْنَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَاِمَآئِكُمْ ؕ اِنْ يَّكُوْنُوْا فُقَرَآءَ يُغْنِهِمُ اللّٰهُ مِنْ فَضْلِهٖ ؕ وَاللّٰهُ وَاسِعٌ عَلِيْمٌ ﴿۳۲﴾

৩২. আর তোমাদের মধ্যকার অবিবাহিতদেরকে বিবাহ করিয়ে দাও এবং তোমাদের ক্রীতদাস এবং দাসীগণের মধ্যে যারা এর সমর্থ হয় তাদেরকেও; যদি তারা দরিদ্র হয়, তবে আল্লাহ নিজ অনুগ্রহে তাদেরকে ধনী করে দেবেন; এবং আল্লাহ প্রাচুর্যময়, মহাজ্ঞানী।

وَلْيَسْتَعْفِفِ الَّذِيْنَ لَا يَجِدُوْنَ نِكَاحًا حَتّٰى يُغْنِيَهُمُ اللّٰهُ مِنْ فَضْلِهٖ ؕ وَالَّذِيْنَ يَبْتَغُوْنَ الْكِتٰبَ مِمَّا مَلَكَتْ اَيْمَانُكُمْ فَكَاتِبُوْهُمْ اِنْ عَلِمْتُمْ فِيْهِمْ خَيْرًا ۖ وَّاٰتُوْهُمْ مِّنْ مَّالِ اللّٰهِ الَّذِيْٓ اٰتٰىكُمْ ؕ وَلَا تُكْرِهُوْا فَتَيٰتِكُمْ عَلَى الْبِغَآءِ اِنْ اَرَدْنَ تَحَصُّنًا لِّتَبْتَغُوْا عَرَضَ الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا ؕ وَمَنْ يُّكْرِهْهُّنَّ فَاِنَّ اللّٰهَ مِنْۢ بَعْدِ اِكْرَاهِهِنَّ غَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ ﴿۳۳﴾

৩৩. আর যারা বিবাহ করতে অসমর্থ তাদের উচিত, যেন তারা সংযমী হয়ে থাকে যে পর্যন্ত না আল্লাহ নিজ অনুগ্রহে তাদেরকে ধনী করে দেন; এবং তোমাদের ক্রীতদাসদের মধ্যে যারা মুকাতাব (অর্থাৎ অর্থ বিনিময়ের শর্তে মুক্তি-পত্র প্রাপ্ত) হতে চায়, তবে তাদেরকে মুকাতাব বানিয়ে দাও, যদি (তখন) তাদের মধ্যে সদ্ভাব দেখতে পাও এবং আল্লাহর সে সম্পদ হতে তাদেরকে দাও যা তিনি তোমাদেরকে দিয়ে রেখেছেন; আর তোমরা স্বীয় ক্রীতদাসীদেরকে ব্যভিচারে বাধ্য করো না- যখন তারা সতীত্ব বজায় রাখতে চায়- শুধু পার্থিব জীবনে তোমাদের কিছু স্বার্থ লাভ হওয়ার উদ্দেশ্যে; আর যে ব্যক্তি তাদের প্রতি (তাদের অনিচ্ছায়) বল প্রয়োগ করবে, তবে বল-প্রযুক্ত হওয়ার পর আল্লাহ (তাদের প্রতি) ক্ষমাকারী, পরম দয়াবান।

শাব্দিক অনুবাদ :

৩২. وَاَنْكِحُوا الْاَيَامٰى مِنْكُمْ আর তোমাদের মধ্যকার অবিবাহিতদেরকে বিবাহ করিয়ে দাও وَالصّٰلِحِيْنَ এবং যারা এর সমর্থ হয় তাদেরকেও مِنْ عِبَادِكُمْ وَاِمَآئِكُمْ তোমাদের ক্রীতদাস এবং দাসীগণের মধ্যে اِنْ يَّكُوْنُوْا فُقَرَآءَ যদি তারা দরিদ্র হয় يُغْنِهِمُ اللّٰهُ مِنْ فَضْلِهٖ তবে আল্লাহ নিজ অনুগ্রহে তাদেরকে ধনী করে দেবেন وَاللّٰهُ وَاسِعٌ এবং আল্লাহ প্রাচুর্যময়, عَلِيْمٌ মহাজ্ঞানী।

৩৩. وَلْيَسْتَعْفِفِ এবং তাদের উচিত যেন তারা সংযমী হয়ে থাকে الَّذِيْنَ لَا يَجِدُوْنَ نِكَاحًا যারা বিবাহ করতে অসমর্থ حَتّٰى يُغْنِيَهُمُ اللّٰهُ مِنْ فَضْلِهٖ যে পর্যন্ত না আল্লাহ নিজ অনুগ্রহে তাদেরকে ধনী করে দেন وَالَّذِيْنَ يَبْتَغُوْنَ الْكِتٰبَ এবং যারা মুকাতাব হতে চায় مِمَّا مَلَكَتْ اَيْمَانُكُمْ তোমাদের ক্রীতদাসদের মধ্যে فَكَاتِبُوْهُمْ তবে তাদেরকে মুকাতাব বানিয়ে দাও। اِنْ عَلِمْتُمْ فِيْهِمْ خَيْرًا যদি তাদের মধ্যে সদ্ভাব দেখতে পাও وَاٰتُوْهُمْ এবং তাদেরকে দাও مِنْ مَّالِ اللّٰهِ আল্লাহর সেই সম্পদ হতে الَّذِيْٓ اٰتٰىكُمْ যা তিনি তোমাদেরকে দিয়ে রেখেছেন। وَلَا تُكْرِهُوْا আর তোমরা বাধ্য করো না فَتَيٰتِكُمْ স্বীয় ক্রীতদাসীদেরকে عَلَى الْبِغَآءِ জেনায় اِنْ اَرَدْنَ تَحَصُّنًا যদি তারা সতীত্ব বজায় রাখতে চায়। لِّتَبْتَغُوْا عَرَضَ الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا শুধু পার্থিব জীবনে তোমাদের কিছু স্বার্থ লাভ হওয়ার উদ্দেশ্যে وَمَنْ يُّكْرِهْهُّنَّ, আর যে ব্যক্তি তাদের প্রতি বল প্রয়োগ করবে فَاِنَّ اللّٰهَ مِنْۢ بَعْدِ اِكْرَاهِهِنَّ তবে বল প্রযুক্ত হওয়ার পর আল্লাহ (তাদের প্রতি) غَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ ক্ষমাকারী পরম দয়াবান।

https://e-ilm.weebly.com/

وَلَقَدْ اَنْزَلْنَآ اِلَيْكُمْ اٰيٰتٍ مُّبَيِّنٰتٍ وَّمَثَلًا مِّنَ الَّذِيْنَ خَلَوْا مِنْ قَبْلِكُمْ وَمَوْعِظَةً لِّلْمُتَّقِيْنَ ﴿٣٤﴾ ع ٤

৩৪. আর আমি তোমাদের নিকট প্রেরণ করেছি সুস্পষ্ট হুকুমসমূহ এবং তোমাদের পূর্বে যারা অতীত হয়ে গিয়েছে তাদের কতক কাহিনী এবং মুত্তাকীদের জন্য নসিহতসমূহ (পাঠিয়েছি)।

اَللّٰهُ نُوْرُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ ؕ مَثَلُ نُوْرِهٖ كَمِشْكٰوةٍ فِيْهَا مِصْبَاحٌ ؕ اَلْمِصْبَاحُ فِيْ زُجَاجَةٍ ؕ اَلزُّجَاجَةُ كَاَنَّهَا كَوْكَبٌ دُرِّيٌّ يُّوْقَدُ مِنْ شَجَرَةٍ مُّبٰرَكَةٍ زَيْتُوْنَةٍ لَّا شَرْقِيَّةٍ وَّلَا غَرْبِيَّةٍ ۙ يَّكَادُ زَيْتُهَا يُضِيْٓءُ وَلَوْ لَمْ تَمْسَسْهُ نَارٌ ؕ نُوْرٌ عَلٰى نُوْرٍ ؕ يَهْدِى اللّٰهُ لِنُوْرِهٖ مَنْ يَّشَآءُ ؕ وَيَضْرِبُ اللّٰهُ الْاَمْثَالَ لِلنَّاسِ ؕ وَاللّٰهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيْمٌ ﴿٣٥﴾

৩৫. আল্লাহ আসমানসমূহ ও জমিনের (অধিবাসীদের হেদায়েতের) আলো প্রদানকারী; তাঁর আলোর বিস্ময়কর অবস্থা এরূপ– যেমন একটি দীপাধার– যাতে একটি প্রদীপ আছে: সে প্রদীপটি একটি (কাঁচের) ফানূসের মধ্যে রয়েছে; সে ফানূসটি এরূপ (স্বচ্ছ) যেমন একটি উজ্জ্বল নক্ষত্র– ঐ প্রদীপটি একটি বিশেষ হিতকর বৃক্ষের (তৈল) দ্বারা জ্বালানো হয়ে থাকে– এটা যায়তূন (বৃক্ষ)– যা পূর্বমুখীও নয় এবং পশ্চিমমুখীও নয়, সে তৈল (এরূপ যে,) যদিও এটাকে অগ্নি স্পর্শ না করে, তবুও যেন স্বয়ংই জ্বলে উঠবে; (অগ্নি স্পর্শ করলে) আলোর উপর আলো হয়ে যায়; আল্লাহ যাকে চান স্বীয় আলো পর্যন্ত পথ প্রদর্শন করেন; আল্লাহ মানুষের (হেদায়েতের) জন্য (এ) দৃষ্টান্তসমূহ বর্ণনা করেন; এবং আল্লাহ প্রত্যেক বিষয়ে খুব অবগত আছেন,

শাব্দিক অনুবাদ :

৩৪. لَقَدْ اَنْزَلْنَآ اِلَيْكُمْ, আর আমি তোমাদের নিকট প্রেরণ করেছি اٰيٰتٍ مُّبَيِّنٰتٍ সুস্পষ্ট হুকুমসমূহ وَّمَثَلًا এবং তাদের কতক কাহিনী مِّنَ الَّذِيْنَ خَلَوْا مِنْ قَبْلِكُمْ যারা তোমাদের পূর্বে অতীত হয়ে গিয়েছে وَمَوْعِظَةً لِّلْمُتَّقِيْنَ, এবং মুত্তাকীদের জন্য নসিহতসমূহ।

৩৫. اَللّٰهُ نُوْرُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ আল্লাহ আসমানসমূহ ও জমিনের আলো প্রদানকারী مَثَلُ نُوْرِهٖ তাঁর আলোর বিস্ময়কর অবস্থা এরূপ كَمِشْكٰوةٍ যেমন একটি দীপাধার فِيْهَا مِصْبَاحٌ যাতে একটি প্রদীপ আছে اَلْمِصْبَاحُ فِيْ زُجَاجَةٍ সে প্রদীপটি একটি ফানুসের মধ্যে রয়েছে اَلزُّجَاجَةُ সে ফানুসটি এরূপ (স্বচ্ছ) كَاَنَّهَا كَوْكَبٌ دُرِّيٌّ যেমন একটি উজ্জ্বল নক্ষত্র يُّوْقَدُ مِنْ شَجَرَةٍ مُّبٰرَكَةٍ ঐ প্রদীপটি একটি বিশেষ হিতকর বৃক্ষের (তৈল) দ্বারা জ্বালানো হয়ে থাকে زَيْتُوْنَةٍ তা যয়তুন (বৃক্ষ) لَّا شَرْقِيَّةٍ যা পূর্বমুখীও নয় وَّلَا غَرْبِيَّةٍ এবং পশ্চিমমুখীও নয় يَّكَادُ زَيْتُهَا يُضِيْٓءُ সে তৈল (এরূপ যে,) যেন স্বয়ংই জ্বলে উঠবে وَلَوْ لَمْ تَمْسَسْهُ نَارٌ, যদিও তাকে অগ্নি স্পর্শ না করে نُوْرٌ عَلٰى نُوْرٍ আলোর উপর আলো হয়ে যায় يَهْدِى اللّٰهُ لِنُوْرِهٖ مَنْ يَّشَآءُ আল্লাহ যাকে চান স্বীয় আলো পর্যন্ত পথ প্রদর্শন করেন وَيَضْرِبُ اللّٰهُ আল্লাহ বর্ণনা করেন الْاَمْثَالَ দৃষ্টান্তসমূহ لِلنَّاسِ মানুষের জন্য وَاللّٰهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيْمٌ, এবং আল্লাহ প্রত্যেক বিষয়ে খুব অবগত আছেন।

https://e-ilm.weebly.com/

৩৬. তারা এমন গৃহসমূহে আছে, যে গৃহ (মসজিদ) সম্বন্ধে আল্লাহ হুকুম দিয়েছেন যে, তাদের সম্মান করা হোক এবং তার মধ্যে আল্লাহ তা'আলার নাম নেওয়া হোক, তাতে সকাল ও সন্ধ্যায় এমন সব লোক আল্লাহর পবিত্রতা বর্ণনা করে থাকে।

فِيْ بُيُوْتٍ اَذِنَ اللّٰهُ اَنْ تُرْفَعَ وَيُذْكَرَ فِيْهَا اسْمُهٗ ۙ يُسَبِّحُ لَهٗ فِيْهَا بِالْغُدُوِّ وَالْاٰصَالِ ﴿۳۶﴾

শাব্দিক অনুবাদ :

৩৬. فِىْ بُيُوْتٍ তারা এমন গৃহসমূহে আছে اَذِنَ اللّٰهُ যে গৃহ সম্বন্ধে আল্লাহ হুকুম দিয়েছেন যে اَنْ تُرْفَعَ তাদের সম্মান করা হোক وَيُذْكَرَ فِيْهَا اسْمُهٗ এবং তার মধ্যে আল্লাহ তা'আলার নাম নেওয়া হোক يُسَبِّحُ لَهٗ فِيْهَا তাতে এমন সব লোক আল্লাহর পবিত্রতা বর্ণনা করে থাকে بِالْغُدُوِّ وَالْاٰصَالِ সকাল ও সন্ধ্যায়।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

وَلْيَسْتَعْفِفِ الَّذِيْنَ لَا يَجِدُوْنَ نِكَاحًا حَتّٰى يُغْنِيَهُمُ اللّٰهُ مِنْ فَضْلِهٖ [۳۳]

শানে নুযূল : হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে সাবীহ তদীয় পিতার উদ্ধৃতি দিয়ে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন যে, আমি একজন কৃতদাস ছিলাম। আমার মনিব ছিলেন হুয়াইতাব ইবনে আব্দুল উয্‌যা। সুতরাং আমি টাকার বিনিময়ে যেন মুক্তি অর্জন করে দাসত্বের জীবনের অবসান ঘটাতে পারি, সে জন্যে তার নিকট কিতাবত তথা লিখে দেওয়ার আবেদন করে ছিলাম, তিনি তাতে সম্মতি হননি। সে পরিপ্রেক্ষিতে আল্লাহ তা'আলা আলোচ্য আয়াত নাজিল করেন। –[দুররে মানছূর ৪৫/৫, কুরতুবী ২২২/১২, রূহুল মা'আনী ১৫২/৯/১৮]

وَلَا تُكْرِهُوْا فَتَيٰتِكُمْ عَلَى الْبِغَآءِ اِنْ اَرَدْنَ تَحَصُّنًا لِّتَبْتَغُوْا عَرَضَ الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا وَمَنْ يُّكْرِهْهُّنَّ فَاِنَّ اللّٰهَ مِنْۢ بَعْدِ اِكْرَاهِهِنَّ غَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ [۳۴]

শানে নুযূল–১ : মুসলিম ও আবূ দাউদ হযরত জাবের ইবনে আব্দুল্লাহ (রা.)-এর উদ্ধৃতি দিয়ে বর্ণনা করেন যে, আলোচ্য আয়াত আব্দুল্লাহ ইবনে উবাই ইবনে সালূল সম্পর্কে নাজিল হয়েছে। আব্দুল্লাহ বিন উবাই ইবনে সালূলের মুসাইকা ও আমীমাহ মতান্তরে মুআযা ও মুসাইকা নামে দু'টি বাদী কৃতদাসী ছিল। সে তাদেরকে পতিতা বৃত্তিতে বাধ্য করত। এর দ্বারা পতিতা বৃত্তির বিনিময়ে অর্থ উপার্জন করা আর সন্তান লাভ করার মতো হীন উদ্দেশ্য ছিল। তবে বাদী দু'জন তাতে আদৌ সম্মত ছিলনা। সুতরাং তারা রাসূল ﷺ-এর নিকট নিজেদের সমস্যার কথা জানালো। সে পরিপ্রেক্ষিতে আল্লাহ তা'আলা আলোচ্য আয়াতাংশ নাজিল করেন। –[রূহুল মা'আনী ১৫৬/৯/১৮, কুরতুবী ২৩১/১২, ইবনে কাছীর ২৯৭/৩, দুররে মানছূর ৫৬/৫, ফতহুল কাদীর ৩১/৪, তাবারী ৩১৮/৯]

অপর এক বর্ণনা মতে মু'আযা, মুসাইকাহ, আমীমাহ, আম্মারা, আরওয়া ও কাতীলাহ নাম্মী দুর্ভাগা ছয়জন বাদী ছিল, যাদেরকে পতিতার কাজে বাধ্য করা হতো। তাদের হতে দু'জন রাসূল ﷺ-এর নিকট অভিযোগ করে। সে অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে আলোচ্য আয়াত নাজিল করা হয়। –[রূহুল মা'আনী ১৫৮/৯/১৮]

শানে নুযূল–২ : ইবনে আবী হাতেম সুদ্দীর উদ্ধৃতি দিয়ে বর্ণনা করেন যে, আব্দুল্লাহ ইবনে উবাই ইবনে সালূলের মাআযাহ নাম্মী এক বাদী ছিল। তার নিকট যখন কোনো মেহমান আসত, তখন সে বাদীকে সেই মেহমানের জন্যে পাঠিয়ে দিত, মেহমান যেন তাকে ব্যবহার করতে পারে। এ কাজটি সে ছওয়াব এবং মেহমানের জন্যে সম্মান জনক বলে বিশ্বাস করত। সুতরাং সে বাদীটি হযরত আবূ বকর (রা.)-এর নিকট এসে অভিযোগ পেশ করল। পরক্ষণেই হযরত আবূ বকর সিদ্দীক (রা.) রাসূল ﷺ-এর নিকট এ সম্পর্কে আলোচনা করেন। সুতরাং রাসূল ﷺ তাকে বাজেয়াপ্ত করার নির্দেশ দিলেন। তখন আব্দুল্লাহ ইবনে উবাই চিৎকার করে বলল যে, মুহাম্মদ ﷺ-এর নিকট আমার ওজর পেশকারী কেউ আছে কি? আমি যাতে আমার মালিকানাধীন বস্তুর উপর কর্তৃত্ব অর্জন করতে সক্ষম হতে পারি। সে পরিপ্রেক্ষিতে আলোচ্য আয়াত নাজিল করা হয়। –[রূহুল মা'আনী ১৫৭/৯/১৮]

https://e-ilm.weebly.com/

শানে নুযূল–৩ : তাবারানী, বায্যার ও ইবনে মারদূভিয়া বিশুদ্ধতম সনদ দ্বারা হযরত ইবনে আব্বাস (রা.)-এর উদ্ধৃতি দিয়ে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেন, আব্দুল্লাহ ইবনে উবাইয়ের একটি বাদী ছিল। সে জাহিলিয়া যুগে জেনা করে অনেক সন্তান প্রসব করেছে। পরবর্তীতে আল্লাহ তা'আলা যখন জেনাকে হারাম করে দিয়েছেন, তখন সে বাদীকে বলল যে, কি হচ্ছে তোর তুই জেনা করছিস না কেন? বাঁদি জবাবে বলল, আল্লাহর শপথ! আমি আর কখনো জেনার মতো নোংরা কাজ আর করব না। সে জন্যে পাপিষ্ট ইবনে উবাই তাকে প্রহার করল। বাঁদিকে অপকর্মে বাধ্য না করার নির্দেশ দেওয়ার পরিপ্রেক্ষিতে আল্লাহ তা'আলা আলোচ্য আয়াত নাজিল করেন। –[রূহুল মা'আনী ১৫৮/৯/১৮]

وَاَنْكِحُوا الْاَيَامٰى مِنْكُمْ - اَيَامٰى শব্দটি اَيِّمٌ এর বহুবচন। অর্থ প্রত্যেকটি এমন নর ও নারী, যার বিবাহ বর্তমান নেই; আসলেই বিবাহ না করার কারণে হোক কিংবা বিবাহের পর স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে একজনের মৃত্যু অথবা তালাকের কারণে হোক। এমন নর ও নারীদের বিবাহ সম্পাদনের জন্যে তাদের অভিভাবকদেরকে আদেশ করা হয়েছে।

আলোচ্য আয়াতের বর্ণনাভঙ্গি থেকে একথা প্রমাণিত হয় এবং এ ব্যাপারে ইমামগণও একমত যে, নিজের বিবাহ নিজেই সম্পাদন করার জন্যে কোনো পুরুষ ও নারীর প্রত্যক্ষ পদক্ষেপ নেওয়ার পরিবর্তে অভিভাবকদের মাধ্যমে একাজ সম্পাদন করাই বিবাহের মাসনূন ও উত্তম পন্থা। এতে অনেক ধর্মীয় ও পার্থিব উপকারিতা রয়েছে। বিশেষত মেয়েদের বিবাহ তারা নিজেরাই সম্পন্ন করবে, এটা যেমন একটা নির্লজ্জ কাজ, তেমনি এতে অশ্লীলতার পথ খুলে যাওয়ারও সমূহ সম্ভাবনা থাকে। এ কারণেই কোনো কোনো হাদীসে নারীদেরকে অভিভাবকদের মাধ্যম ছাড়া নিজেদের বিবাহ নিজেরা সম্পাদন করা থেকে বাধাও দেওয়া হয়েছে। ইমাম আজম ও অন্য কয়েকজন ইমামের মতে, এই বিধানটি একটি বিশেষ সুন্নত ও শরিয়তগত নির্দেশের মর্যাদা রাখে। যদি কোনো প্রাপ্তবয়স্কা বালিকা নিজের বিবাহ অভিভাবকের অনুমতি ব্যতীত 'কুফূ' তথা সমতুল্য লোকের সাথে সম্পাদন করে, তবে বিবাহ শুদ্ধ হয়ে যাবে। যদিও সুন্নতের বিরোধিতার কারণে বালিকাটি তিরস্কারের যোগ্য হবে, যদি সে কোনোরূপে বাধ্যবাধকতার পরিপ্রেক্ষিতে এই পদক্ষেপ না নিয়ে থাকে।

ইমাম শাফেয়ী ও অন্য কয়েকজন ইমামের মতে অভিভাবকের মাধ্যমে না হলে প্রাপ্তবয়স্কা বালিকার বিবাহই বাতিল ও না হওয়ার শামিল বলে গণ্য হবে। এটা বিরোধপূর্ণ মাসআলাসমূহের আলোচনা ও উভয় পক্ষের প্রমাণাদির বর্ণনা করার স্থান নয়। কিন্তু এটা সুস্পষ্ট যে, আলোচ্য আয়াত থেকে অধিকতরভাবে একথাই প্রমাণিত হয় যে, বিবাহে অভিভাবকদের মধ্যস্থতা বাঞ্ছনীয়। এখন কেউ যদি অভিভাবকদের মধ্যস্থতা ছাড়াই বিবাহ করে, তবে তা শুদ্ধ হবে কিনা আয়াত এ ব্যাপারে নিশ্চুপ; বিশেষত এ কারণেও যে, اَيَامٰى (বিবাহহীন লোক) শব্দের মধ্যে প্রাপ্তবয়স্ক পুরুষ ও নারী উভয়ই অন্তর্ভুক্ত। প্রাপ্তবয়স্ক বালকদের বিবাহ অভিভাবকের মধ্যস্থতা ছাড়া সবার মতেই শুদ্ধ। কেউ একে বাতিল বলে না। এমনিভাবে বাহ্যত বোঝা যায় যে, প্রাপ্তবয়স্কা বালিকা নিজের বিবাহ নিজেই সম্পাদন করলে তাও শুদ্ধ হয়ে যাবে। তবে সুন্নতবিরোধী কাজ করার কারণে বালক-বালিকা উভয়কে তিরস্কার করা হবে।

বিবাহ ওয়াজিব, না সুন্নত, না বিভিন্ন অবস্থায় বিভিন্নরূপ : মুজতাহিদ ইমামগণ প্রায় সবাই একমত যে, যে ব্যক্তি সম্পর্কে প্রবল ধারণা এই যে, সে বিবাহ না করলে শরিয়তের সীমার ভেতরে থাকতে পারবে না, গোনাহে লিপ্ত হয়ে পড়বে এবং বিবাহ করার শক্তি-সামর্থ্যও রাখে, এরূপ ব্যক্তির জন্যে বিবাহ করা ফরজ অথবা ওয়াজিব। সে যতদিন বিবাহ না করবে, ততদিন গোনাহ্গার থাকবে। হাঁ, যদি বিবাহের উপায়াদি না থাকে: যেমন কোনো উপযুক্ত নারী পাওয়া না গেলে কিংবা মুআজ্জল মোহর ইত্যাদি প্রয়োজনীয় ব্যয়-নির্বাহের সীমা পর্যন্ত আর্থিক সঙ্গতি না থাকলে তার বিধান পরবর্তী আয়াতে বর্ণিত হয়েছে যে, সে যেন উপায়াদি সংগ্রহের চেষ্টা অব্যাহত রাখে এবং যতদিন উপায়াদি সংগত না হয়, ততদিন নিজেকে বশে রাখে ও ধৈর্য ধারণের চেষ্টা করে। এরূপ ব্যক্তির জন্যে রাসূলুল্লাহ ﷺ-ইরশাদ করেন যে, সে উপর্যুপরি রোজা রাখবে। রোজার ফলে কামোত্তেজনা স্তিমিত হয়ে যায়।

মুসনাদে আহমদে বর্ণিত আছে রাসূলুল্লাহ ﷺ হযরত ওকাফ (রা.)-কে জিজ্ঞেস করলেন : তোমার স্ত্রী আছে কি? তিনি বললেন : না! আবার জিজ্ঞেস করলেন : কোনো শরিয়তসম্মত বাঁদি আছে কি? উত্তর হলো : না। প্রশ্ন হলো : তুমি কি আর্থিক স্বাচ্ছন্দ্যশীল? উত্তর হলো : হাঁ। উদ্দেশ্য এই যে, তুমি কি বিবাহের প্রয়োজনীয় ব্যয় নির্বাহের সামর্থ্য রাখ? তিনি উত্তরে হাঁ বললে রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন : তাহলে তো তুমি শয়তানের ভাই। তিনি আরো বললেন : বিবাহ আমাদের সুন্নত। আমাদের মধ্যে সে ব্যক্তি নিকৃষ্টতম, যে বিবাহহীন এবং তোমাদের মৃতদের মধ্যে সে সর্বাধিক নীচ, যে বিবাহ না করে মারা গেছে। –[মাযহারী]

https://e-ilm.weebly.com/

যেক্ষেত্রে বিবাহ না করলে গোনাহ্র আশঙ্কা প্রবল, ফিকহ্‌বিদগণের মতে এই হাদীসটিও সেক্ষেত্রে প্রযোজ্য। ওকাফের অবস্থা সম্ভবত রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর জানা ছিল যে, সে সবর করতে পারে না। এমনিভাবে মুসনাদে আহ্মদে হযরত আনাস (রা.) থেকে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ বিবাহ করার আদেশ দিয়েছেন এবং বিবাহহীন থাকতে কঠোরভাবে নিষেধ করেছেন। –(মাযহারী) এমনি ধরনের আরো অনেক হাদীস আছে। সবগুলো হাদীসই সেই ক্ষেত্রে প্রযোজ্য, যেক্ষেত্রে বিবাহ না করলে গোনাহে লিপ্ত হওয়ার আশঙ্কা প্রবল থাকে। এর বিপরীতে এ ব্যাপারেও সব ফিকহ্‌বিদ একমত যে, কোনো ব্যক্তির যদি প্রবল ধারণা থাকে যে, সে বিবাহ করলে গোনাহে লিপ্ত হয়ে যাবে। উদাহরণত সে দাম্পত্য জীবনের হক আদায় করার শক্তি রাখে না, স্ত্রীর উপর জুলুম করবে কিংবা অন্য কোনো গোনাহ নিশ্চিত হয়ে যাবে, তবে এরূপ ব্যক্তির জন্যে বিবাহ করা হারাম অথবা মাকরূহ।

পক্ষান্তরে যে ব্যক্তি মধ্যবর্তী অর্থাৎ বিবাহ না করলেও যার গোনাহের সম্ভাবনা প্রবল নয় এবং বিবাহ করলেও কোনো গোনাহের আশঙ্কা জোরদার নয়– এরূপ ব্যক্তি সম্পর্কে ফিকহ্‌বিদগণের উক্তি বিভিন্নরূপ। কেউ বলেন, তার পক্ষে বিবাহ করা উত্তম এবং কেউ বলেন, বিবাহ না করাই উত্তম। ইমাম আযম আবূ হানীফা (র.)-এর মতে নফল ইবাদতে মশগুল হওয়ার চাইতে বিবাহ করা উত্তম। ইমাম শাফেয়ী (র.) বলেন , নফল ইবাদতে মশগুল হওয়া উত্তম। এই মতভেদের আসল কারণ এই যে, বিবাহ সত্তাগতভাবে পানাহার, নিদ্রা ইত্যাদি প্রয়োজনীয় বিষয়াদির ন্যায় একটি মোবাহ্ তথা শরিয়তসিদ্ধ কাজ। যদি কেউ এই নিয়তে বিবাহ করে যে, এর মাধ্যমে সে গোনাহ্ থেকে আত্মরক্ষা করবে এবং সুসন্তান জন্মদান করবে; তবে তা ইবাদতে পরিণত হয়ে যায় এবং সে এরও ছওয়াব পায়। মানুষ যদি এরূপ সদুদ্দেশে যে কোনো মোবাহ্ কাজ করে, তা পরোক্ষভাবে তার জন্যে ইবাদও হয়ে যায়। পানাহার, নিদ্রা ইত্যাদিও এরূপ নিয়তের ফলে ইবাদত হয়ে যায়। ইবাদতে মশগুল হওয়া আপন সত্তায় একটি ইবাদত। তাই ইমাম শাফেয়ীই ইবাদতের উদ্দেশ্যে একান্তবাসকে বিবাহের চাইতে উত্তম বলেন। ইমাম আবূ হানীফা (র.) -এর মতে বিবাহের মধ্যে ইবাদতের দিক অন্যান্য মোবাহ্ কর্মসমূহের তুলনায় প্রবল। সহীহ্ হাদীসসমূহে বিবাহকে পয়গম্বরগণের ও স্বয়ং রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সুন্নত আখ্যা দিয়ে এর উপর যথেষ্ট জোর দেওয়া হয়েছে। এসব হাদীসের সমষ্টি থেকে একথা সুস্পষ্টভাবে প্রমাণিত হয় যে, বিবাহ সাধারণ মোবাহ্ কর্মসমূহের ন্যায় একটি মোবাহ্ কর্ম নয়; বরং এটা পয়গম্বরগণের সুন্নত। এতে ইবাদতের মর্যাদা শুধু নিয়তের কারণে নয়; বরং পয়গম্বরগণের সুন্নত হওয়ার কারণেও বলবৎ থাকে। কেউ বলতে পারে যে, এভাবে তো পানাহার ও নিদ্রাও পয়গম্বরগণের সুন্নত। কারণ তাঁরা সবাই এসব কাজ করেছেন। এর উত্তর সুস্পষ্ট যে, এগুলো পয়গম্বরগণের কাজ হওয়া সত্ত্বেও কেউ একথা বলেননি এবং কোনো হাদীস বর্ণিত হয়নি যে, পানাহার ও নিদ্রা পয়গম্বরগণের সুন্নত বরং একে সাধারণ মানবীয় অভ্যাসের অধীন পয়গম্বরগণের কর্ম আখ্যা দেওয়া হয়েছে। বিবাহ এরূপ নয়। বিবাহকে সুস্পষ্টভাবে পয়গম্বরগণের সুন্নত এবং রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর নিজের সুন্নত বলা হয়েছে।

তাফসীরে মাযহারীতে এ প্রসঙ্গে একটি সুষম কথা বলা হয়েছে যে, যে ব্যক্তি মধ্যাবস্থায় আছে অর্থাৎ অতিরিক্ত কামভাবের হাতে পরাভূতও নয় এবং বিবাহ করলে কোনো গোনাহতে লিপ্ত হওয়ার আশঙ্কাও নেই, এরূপ ব্যক্তি যদি অনুভব করে যে, বিবাহ করা সত্ত্বেও পরিবার-পরিজনের দায়িত্ব তার জিকির ও ইবাদতের অন্তরায় হবে না, তবে তার জন্য বিবাহ করা উত্তম। সকল পয়গম্বর ও সাধু ব্যক্তির অবস্থা তদ্রূপই ছিল। পক্ষান্তরে যদি তার এরূপ প্রত্যয় থাকে যে, বিবাহ ও পরিবার পরিজনের দায়িত্ব পালন তাকে ধর্মীয় উন্নতি ও অধিক জিকির ইত্যাদি থেকে বিরত রাখবে, তবে তার জন্য ইবাদতের উদ্দেশ্যে একান্তবাস এবং বিবাহ বর্জন উত্তম। কুরআন পাকের অনেক আয়াত এর পক্ষে সাক্ষ্য দেয়। একটি আয়াত এই : يَاۤ اَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَا تُلْهِكُمْ اَمْوَالُكُمْ وَلَاۤ اَوْلَادُكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللّٰهِ এতে নির্দেশ আছে যে, অর্থকড়ি ও সন্তান-সন্ততি আল্লাহর জিকির থেকে বিমুখ করে দেওয়ার কারণ না হওয়া সমীচীন।

وَالصّٰلِحِيْنَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَاِمَآئِكُمْ –অর্থাৎ তোমাদের ক্রীতদাস ও বাদীদের মধ্যে যারা যোগ্য, তাদের বিবাহ সম্পাদন করে দাও। এখানে মালিক ও প্রভুদেরকে সম্বোধন করা হয়েছে। صَالِحِيْنَ শব্দটি এ স্থলে আভিধানিক অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। অর্থাৎ তাদের মধ্যে যারা বিবাহের যোগ্যতা ও সামর্থ্য রাখে, তাদের বিবাহ সম্পাদন করার আদেশ প্রভুদেরকে প্রদত্ত হয়েছে। সামর্থ্যের অর্থ স্ত্রীর বৈবাহিক অধিকার, ভরণ-পোষণ ও তাৎক্ষণিক পরিশোধযোগ্য মোহর আদায় করার যোগ্যতা যদি صَالِحِيْنَ শব্দের সুবিদিত অর্থ সৎকর্মপরায়ণ নেওয়া হয়, তবে বিশেষভাবে তাদের কথা বলার কারণ এই যে, বিবাহের আসল লক্ষ্য হারাম থেকে আত্মরক্ষা করা। এটা সৎকর্মপরায়ণদের মধ্যেই হতে পারে।

https://e-ilm.weebly.com/

মোটকথা, ক্রীতদাস ও বাঁদিদের মধ্যে যারা বিবাহের সামর্থ্য রাখে, তাদের বিবাহ সম্পাদন করার আদেশ মনিবদেরকে প্রদত্ত হয়েছে। উদ্দেশ্য এই যে, যদি তারা বিবাহের প্রয়োজন প্রকাশ করে এবং বিবাহের খাহেশ করে, তবে কোনো কোনো ফিকহবিদের মতে তাদের বিবাহ সম্পাদন করা মবিনদের উপর ওয়াজিব হবে। অধিকাংশ ফিকহবিদের মতে তাদের বিবাহে বাধা সৃষ্টি না করা বরং অনুমতি দেওয়া মনিবদের জন্য অপরিহার্য হবে। কারণ, ক্রীতদাস ও বাঁদিদের বিবাহ মনিবের অনুমতি ছাড়া হতে পারে না। এমতাবস্থায় এ আদেশটি কুরআন পাকের এ আয়াতের অনুরূপ হবে–
فَلَا تَعْضُلُوْهُنَّ اَنْ يَّنْكِحْنَ اَزْوَاجَهُنَّ –অর্থাৎ নারীদেরকে বিবাহে বাধা না দেওয়া অভিভাবকদের জন্যে অপরিহার্য। এক হাদীসে রাসূলুল্লাহ ﷺ ও বলেছেন, তোমাদের কাছে যদি কেউ বিবাহের পয়গাম নিয়ে আসে, তবে তার চরিত্র পছন্দনীয় হলে অবশ্যই বিবাহ সম্পাদন করে দাও। এরূপ না করলে দেশে বিপুল পরিমাণে অনর্থ দেখা দেবে। –[তিরমিযী]
সারকথা এই যে, মনিবরা যাতে বিবাহের অনুমতি দিতে ইতস্তত ও না করে, সেজন্য এই নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। স্বয়ং বিবাহ সম্পাদন করা তাদের জিম্মায় ওয়াজিব–এটা জরুরি নয়।
اِنْ يَّكُوْنُوْا فُقَرَاۤءَ يُغْنِهِمُ اللّٰهُ مِنْ فَضْلِهٖ –যেসব দরিদ্র মুসলমান ধর্ম কর্মের হেফাজতের জন্যে বিবাহ করতে ইচ্ছুক, কিন্তু আর্থিক সঙ্গতি নেই; আয়াতে তাদের জন্যে সুসংবাদ রয়েছে। তারা যখন ধর্মের হেফাজত ও সুন্নতে রাসূল ﷺ পালন করার সদুদ্দেশ্যে বিবাহ করবে, তখন আল্লাহ তা'আলা তাদেরকে আর্থিক স্বাচ্ছন্দ্যও দান করবেন। যাদের কাছে দরিদ্র লোকেরা বিবাহের পয়গাম নিয়ে যায় আয়াতে তাদের প্রতিও নির্দেশ আছে যে, তারা যেন শুধু বর্তমান দারিদ্র্যের কারণেই বিবাহে অস্বীকৃতি না জানায়। অর্থকড়ি ক্ষণস্থায়ী বস্তু। এই আছে এই নেই। কাজেই যোগ্যতা আসল জিনিস। এটা বিদ্যমান থাকলে বিবাহে অস্বীকৃতি জানানো উচিত নয়।
হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) বলেন, আয়াতে আল্লাহ তা'আলা মুক্ত ও ক্রীতদাস নির্বিশেষে সব মুসলমানকে বিবাহ করার উৎসাহ দিয়েছেন এবং বিবাহের কারণে তাদেরকে আর্থিক স্বাচ্ছন্দ্য দান করার ওয়াদা করেছেন। –(ইবনে কাছীর)। ইবনে আবী হাতেম বর্ণনা করেন, হযরত আবূ বকর সিদ্দীক (রা.) একবার মুসলমানদেরকে সম্বোধন করে বললেন : তোমরা বিবাহের ব্যাপারে আল্লাহর আদেশ পালন কর। তাহলে তিনি যে ধনাঢ্যতা দান করার ওয়াদা করেছেন, তা পূর্ণ করবেন। অতঃপর তিনি এই আয়াত পাঠ করলেন : اِنْ يَّكُوْنُوْا فُقَرَاۤءَ يُغْنِهِمُ اللّٰهُ –হযরত ইবনে-মাসউদ (রা.) বলেন : তোমরা যদি ধনী হতে চাও, তবে বিবাহ কর। কেননা আল্লাহ তা'আলা বলেছেন اِنْ يَّكُوْنُوْا فُقَرَاۤءَ يُغْنِهِمُ اللّٰهُ। –[ইবনে-কাছীর]
হুশিয়ারি : তাফসীরে মাযহারীতে বলা হয়েছে : স্মর্তব্য যে, বিবাহ করার কারণে আল্লাহ তা'আলার পক্ষ থেকে ধনাঢ্যতা দান করার ওয়াদা তখন, যখন পবিত্রতা সংরক্ষণ ও সুন্নত পালনের নিয়তে বিবাহ করা হয়, অতঃপর আল্লাহর উপর তাওয়াক্কুল ও ভরসা করা হয়। এর প্রমাণ পরবর্তী আয়াত : وَلْيَسْتَعْفِفِ الَّذِيْنَ لَا يَجِدُوْنَ نِكَاحًا حَتّٰى يُغْنِيَهُمُ اللّٰهُ مِنْ فَضْلِهٖ। অর্থাৎ যারা অর্থ-সম্পদের দিক দিয়ে বিবাহের সামর্থ্য রাখে না এবং বিবাহ করলে আশঙ্কা আছে যে, স্ত্রীর অধিকার আদায় না করার কারণে গোনাহগার হয়ে যাবে, তারা যেন পবিত্রতা ও ধৈর্যসহকারে অপেক্ষা করে, যে পর্যন্ত না আল্লাহ তা'আলা স্বীয় অনুগ্রহে তাদেরকে মালদার করে দেন। এই ধৈর্যের জন্যে হাদীসে একটি কৌশলও বলে দেওয়া হয়েছে যে, তারা বেশি পরিমাণে রোজা রাখবে। তারা এরূপ করলে আল্লাহ তা'আলা স্বীয় অনুগ্রহে তাদেরকে বিবাহের সামর্থ্য পরিমাণে অর্থ-সম্পদ দান করবেন।
পূর্ববর্তী আয়াতে অধিকারভুক্ত গোলাম ও বাঁদিদের বিবাহের প্রয়োজন দেখা দিলে মালিকদেরকে বিবাহের অনুমতি দেওয়ার আদেশ করা হয়েছিল এবং বলা হয়েছিল যে, তারা যেন নিজেদের স্বার্থের খাতিরে গোলাম ও বাঁদিদের স্বভাবজাত স্বার্থকে উপেক্ষা না করে। এটা তাদের জন্য উত্তম। এই আদেশের সার-সংক্ষেপ হচ্ছে অধিকারভুক্ত গোলাম ও বাঁদিদের সাথে সদ্ব্যবহার করা এবং তাদেরকে কষ্ট থেকে বাঁচানো। এর সাথে সম্পর্ক রেখে আলোচ্য আয়াতে মনিবদেরকে দ্বিতীয় নির্দেশ দেওয়া হয়েছে এই যে, গোলাম ও বাঁদিরা যদি মনিবদের সাথে মুক্তির উদ্দেশ্যে লিখিত চুক্তি করতে চায়, তবে তাদের এই বাসনা পূর্ণ করাও মনিবদের জন্য উত্তম ও সওয়াবের কাজ। হিদায়ার গ্রন্থকার এবং অধিকাংশ ফিকহবিদ এই নির্দেশকে মুস্তাহাবই স্থির করেছেন। অর্থাৎ অধিকারভুক্তদের সাথে লিখিত চুক্তিতে আবদ্ধ হওয়া মনিবদের জন্য ওয়াজিব নয়; কিন্তু মোস্তাহাব ও উত্তম। এই চুক্তির রূপরেখা এরূপ : কোনো গোলাম অথবা বাঁদি তার মনিবকে বলবে, আপনি আমার উপর টাকার একটি অঙ্ক নির্ধারণ করে দিন। আমি পরিশ্রম ও উপার্জনের মাধ্যমে এই টাকা আপনাকে পরিশোধ করে দিলে আমি মুক্ত হয়ে যাব। এরপর মনিব এই প্রস্তাব মেনে নিলে চুক্তি সম্পন্ন হয়ে গেল। অথবা মনিব স্বেচ্ছায় গোলামকে প্রস্তাব দেবে যে, এই পরিমাণ টাকা আমাকে দিতে পারলে তুমি মুক্ত হয়ে যাবে। গোলাম এই প্রস্তাব মেনে নিলে চুক্তি হয়ে যাবে।

https://e-ilm.weebly.com/

যদি মনিব ও গোলামের মধ্যে প্রস্তাব পেশ ও গ্রহণের মাধ্যমে এই চুক্তি সম্পন্ন হয়, তবে শরিয়তের আইনে তা অপরিহার্য হয়ে যায়। মনিবের তা ভঙ্গ করার অধিকার থাকবে না। যখনই গোলাম নির্ধারিত অঙ্ক পরিশোধ করে দেবে, তখনই আপনা-আপনি মুক্ত হয়ে যাবে।

টাকার এই অঙ্ককে 'বদলে-কিতাবত' বা চুক্তির বিনিময় বলা হয়। শরিয়ত এর কোনো সীমা নির্ধারণ করেনি। গোলামের মূল্যের সমপরিমাণ হোক কিংবা কম বেশি, উভয় পক্ষের মধ্যে যে পরিমাণই স্থিরীকৃত হবে, তাই চুক্তির বিনিময় সাব্যস্ত হবে। ইসলামি শরিয়ত সেদিকে লক্ষ্য রাখে, যে পন্থা অবলম্বন করলে শরিয়তসম্মত গোলাম ও বাঁদির মুক্তির পথ অধিক পরিমাণে সুগম হয়। এর দ্বারা একথা বুঝে আসে যে, গোলাম ও বাঁদির সাথে লিখিত চুক্তিতে আবদ্ধ হওয়ার নির্দেশ ও তাকে মোস্তাহব সাব্যস্ত করার বিধানও এ প্রকারের অন্তর্ভুক্ত। এরই ধারাবাহিকতায় যাবতীয় কাফফারার মধ্যে গোলাম অথবা বাঁদী মুক্ত করার বিধান রয়েছে। একারণেই গোলাম মুক্ত করার মধ্যে বিরাট ছওয়াবের ওয়াদা রয়েছে। লিখিত চুক্তির ব্যাপারটিও তারই একটি পথ। তাই এর প্রতি উৎসাহ দেওয়া হয়েছে। তবে এর সাথে শর্ত জুড়ে দেওয়া হয়েছে যে, إِنْ عَلِمْتُمْ فِيهِمْ خَيْرًا অর্থাৎ লিখিত চুক্তি করা তখনই দুরস্ত হবে, যখন তোমরা তাদের মধ্যে কল্যাণের চিহ্ন দেখতে পাও। হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে ওমর (রা.) এবং অধিকাংশ ইমাম এই কল্যাণের অর্থ বলেছেন উপার্জন ক্ষমতা। অর্থাৎ যার মধ্যে এরূপ ক্ষমতা দেখা যায় যে, তার সাথে চুক্তি করলে উপার্জনের মাধ্যমে নির্ধারিত টাকা সঞ্চয় করতে পারবে, তবে তার সাথে চুক্তি করা যায়। নতুবা অযোগ্য লোকের সাথে চুক্তি করলে তার পরিশ্রমও পণ্ড হবে এবং মালিকেরও ক্ষতি হবে। হিদায়ার গ্রন্থকার বলেন : এখানে কল্যানের অর্থ এই যে, সে মুক্ত হলে মুসলমানদের কোনোরূপ ক্ষতির আশঙ্কা নেই; উদাহরণত সে কাফের হলে এবং তার কাফের ভাইদের সাহায্য করলে বুঝতে হবে যে, এখানে উভয় বিষয়ই কল্যাণের অন্তর্ভুক্ত। গোলামের মধ্যে উপার্জনশক্তিও থাকতে হবে এবং তার মুক্তির কারণে মুসলমানদের কোনোরূপ ক্ষতির আশঙ্কাও না থাক চাই। –[মাযহারী]

وَآتُوهُمْ مِنْ مَالِ اللَّهِ الَّذِي آتَاكُمْ অর্থাৎ আল্লাহ তোমাদের যে ধন-সম্পদ দিয়েছেন, তা থেকে তাদেরকে দান কর। সাধারণভাবে মুসলমানদেরকে এবং বিশেষভাবে মালিকদেরকে এই সম্বোধন করা হয়েছে। গোলামের মুক্তি যখন নির্ধারিত পরিমাণ টাকা মালিককে অর্পণ করার উপর নির্ভরশীল থাকবে, তখন মুসলমানদের এ ব্যাপারে তার সাহায্য করা উচিত। জাকাতের অর্থও তাকে দিতে পারবে। মালিকদেরকে উৎসাহিত করা হয়েছে, যাতে নিজেরাও তার সাহায্য করে অথবা চুক্তির বিনিময় কিছু হ্রাস করে দেয়। সাহাবায়ে কেরাম তাই করতেন। তাঁরা চুক্তির বিনিময় সামর্থ্য অনুযায়ী তৃতীয়াংশ, চতুর্থাংশ অথবা আরো কম হ্রাস করে দিতেন। –[মাযহারী]

অর্থনীতি একটি গুরুত্বপূর্ণ মাসআলা এবং সে সম্পর্কে কুরআনের ফয়সালা : আজকাল দুনিয়াতে বস্তুবাদের রাজত্ব প্রতিষ্ঠিত। সমগ্র বিশ্ব পরকাল বিস্মৃত হয়ে কেবল অর্থোপার্জনের জালে আবদ্ধ হয়ে গেছে। তাদের জ্ঞানগত গবেষণা ও চিন্তাভাবনার পরিধি শুধু অর্থনীতি পর্যন্ত সীমাবদ্ধ হয়ে পড়েছে এবং এতে আলোচনা ও গবেষণার তোড়জোড় এত বেশি যে, এক একটি সাধারণ বিষয় বিরাট বিরাট শাস্ত্রের আকার ধারণ করে ফেলেছে। তন্মধ্যে অর্থশাস্ত্রই সর্ববৃহৎ।

এ ব্যাপারে আজকাল বিশ্বের মনীষীদের দু'টি মতবাদ অধিক প্রসিদ্ধ ও সুবিদিত এবং উভয় মতবাদই বিপরীতমুখী। মতবাদের এই সংঘর্ষ বিশ্বের জাতিসমূহের মধ্যে পারস্পরিক ধাক্কাধাক্কি ও যুদ্ধ-বিগ্রহের এমন দ্বার উম্মুক্ত করে দিয়েছে, যার ফলে বিশ্ববাসীর কাছে শান্তি একটি অচেনা বিষয়ে পরিণত হয়েছে।

একটি হচ্ছে পুঁজিবাদী ব্যবস্থা, যাকে পরিভাষায় ক্যাপিট্যালিজম বলা হয়। দ্বিতীয়টি হচ্ছে সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থা, যাকে কমিউনিজম অথবা সোশ্যালিজম বলা হয়। এ কথা চাক্ষুষ এবং সর্ববাদীসম্মত যে, এই বিশ্বচরাচরে মানুষ তার শ্রম ও চেষ্টা দ্বারা যা কিছু উপার্জন ও সৃষ্টি করে, সেসবের আসল ভিত্তি প্রাকৃতিক সম্পদ, মৃত্তিকার ফসল, পানি ও খনিতে উৎপন্ন প্রাকৃতিক বস্তুসমূহের উপর স্থাপিত। মানুষ চিন্তাভাবনা ও শ্রমের মাধ্যমে এসব সম্পদের মধ্যে জোড়াতালি ও সংমিশ্রণ দ্বারা প্রয়োজনীয় অনেক দ্রব্য তৈরি করে। বিবেকের দাবি ছিল এই যে, উপরিউক্ত উভয় ব্যবস্থার প্রবক্তরা প্রথমে চিন্তা করত যে, এসব প্রাকৃতিক সম্পদ আপনা-আপনি সৃষ্টি হয়ে যায় নি। এগুলোর কোনো একজন স্রষ্টা আছেন। একথাও বলাবাহুল্য যে, এগুলোর আসল মালিকও তিনিই হবেন, যিনি এগুলোর স্রষ্টা। আমরা এসব সম্পদ কুক্ষিগত করা, এগুলোর মালিক হওয়া অথবা ব্যবহার করার ব্যাপারে স্বাধীন নই। বরং প্রকৃত মালিক ও স্রষ্টা যদি কিছু নির্দেশ দিয়ে থাকেন, তবে সেগুলো মেনে চলা আমাদের কর্তব্য। কিন্তু বস্তুপূজার উন্মাদনা তাদের সবাইকে প্রকৃত মালিক ও স্রষ্টার ধারণা থেকেই গাফেল করে দিয়েছে। তাদের মতে এখন আলোচনার বিষয়বস্তু এতটুকুই যে, যে ব্যক্তি এসব সম্পদ অধিকারভুক্ত করে

https://e-ilm.weebly.com/

এগুলো দ্বারা জীবন ধারণের প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদি তৈরি করে, সে আপনা-আপনি এগুলোর স্বাধীন মালিক হয়ে যায়, না এগুলো সাধারণ ওয়াকফ ও যৌথ মালিকানাধীন যে, প্রত্যেকেই এগুলো দ্বারা উপকৃত হওয়ার অধিকার রাখে?

প্রথম মতবাদ পুঁজিবাদী ব্যবস্থা মানুষকে এসব বস্তুর উপর স্বাধীন মালিকানা অধিকার দান করে। মানুষ যেভাবে ইচ্ছা এগুলো অর্জন করতে পারে এবং যথা ইচ্ছা ব্যয় করতে পারে। এ ব্যাপারে কোনোরূপ বাধা-নিষেধ সহনীয় নয়। এই মতবাদই প্রাচীন কালে মুশরিক ও কাফেরদের ছিল। তারা হযরত শোয়াইব (আ.)-এর বিরুদ্ধে আপত্তি উত্থাপন করে বলেছিল : এসব ধন-সম্পত্তি আমাদের। আমরা এগুলোর মালিক। আমাদের উপর বাধা-নিষেধ আরোপ করার এবং জায়েজ-নাজায়েজের কথা বলার আধিকার আপনি কোথায় পেলেন? কুরআনের أَوْ أَنْ نَفْعَلَ فِيْ أَمْوَالِنَا مَا نَشَاءُ আয়াতে উদ্দেশ্য তাই। দ্বিতীয় মতবাদ সোশ্যালিজম মানুষকে কোনো বস্তুর উপর কোনোরূপ মালিকানার অধিকার দেয় না; বরং প্রত্যেক বস্তুকে সব মানুষের যৌথ মালিকানাধীন সাব্যস্ত করে এবং সবাইকে তা দ্বারা উপকৃত হওয়ার সমান অধিকার দান করে। এটাই সমাজতন্ত্রের আসল ভিত্তি। কিন্তু যখন দেখা গেল যে, এ ধারণার বাস্তবায়ন অসম্ভব এবং এর ভিত্তিতে কোনো ব্যবস্থা পরিচালনা করা যায় না, তখন কিছু বস্তুকে মালিকানার ক্ষেত্রে ব্যতিক্রমভূক্তও করে দেওয়া হলো।

কুরআন পাক এই উভয় বাজে মতবাদ খণ্ডন করে মূলনীতি এই দিয়েছে যে, বিশ্বের সকল বস্তুর প্রকৃত মালিক আল্লাহ, যিনি এগুলোর স্রষ্টা। এরপর তিনি স্বীয় অনুগ্রহ ও কৃপায় মানুষকে বিশেষ আইনের অধীনে মালিকানা দান করেছেন। এই আইনের দৃষ্টিতে যাকে যেমন জিনিসের মালিক করা হয়েছে, সেগুলোতে তাঁর অনুমতি ব্যতীত অপরের হস্তক্ষেপ করা হারাম করা হয়েছে। কিন্তু মালিক হওয়ার পরও তাকে স্বাধীন মালিকানা দেওয়া হয়নি যে, যেভাবে ইচ্ছা, উপার্জন করবে ও যেভাবে ইচ্ছা ব্যয় করবে; বরং উভয় দিকের একটি ন্যায়ানুগ ও প্রজ্ঞাভিত্তিক আইন রাখা হয়েছে যে, উপার্জনের অমুক পথ হালাল, অমুক পথ হারাম এবং অমুক জায়গায় ব্যয় করা হালাল ও অমুক জায়গায় হারাম। এছাড়া যে সব বস্তুর মালিকানা দান করা হয়েছে, সেগুলোতে অপরের অধিকারও জুড়ে দেওয়া হয়েছে, যা আদায় করা তার দায়িত্ব।

আলোচ্য আয়াতে যদিও ভিন্ন বিষয়বস্তু বর্ণিত হয়েছে; কিন্তু প্রসঙ্গক্রমে উপরিউক্ত গুরুত্বপূর্ণ অর্থনৈতিক বিষয়ের কতিপয় মূলনীতিও এতে ব্যক্ত হয়েছে।

আয়াতের ভাষার প্রতি লক্ষ্য করুন : وَآتُوهُمْ مِنْ مَالِ اللَّهِ الَّذِيْ آتَاكُمْ অর্থাৎ এই অভাবগ্রস্ত লোকদেরকে আল্লাহ তা'আলার সেই ধন-সম্পদ থেকে দান কর, যা আল্লাহ তোমাদেরকে দিয়েছেন। এতে তিনটি বিষয় প্রমাণিত হয়েছে। এক, ধন-সম্পদ তথা প্রত্যেক বস্তুর আসল মালিক আল্লাহ। দুই, তিনিই স্বীয় অনুগ্রহে তোমাদেরকে এর এক অংশের মালিক করেছেন। তিন, তিনি যে বস্তুর মালিক বানিয়েছেন, তার জন্য কিছু বিধি-নিষেধও আরোপ করেছেন। কোনো কোনো ক্ষেত্রে ব্যয় করা নিষিদ্ধ করেছেন এবং কোনো কোনো ক্ষেত্রে ব্যয় করা অপরিহার্য, ওয়াজিব, মোস্তাহাবও উত্তম করেছেন। وَاللَّهُ أَعْلَمُ

এবং মূর্খতাযুগের কুপ্রথা উৎপাটন, ব্যভিচার ও নির্লজ্জতা দমন করার উদ্দেশ্যে আলোচ্য আয়াতের দ্বিতীয় নির্দেশ এই যে, وَلَا تُكْرِهُوْا فَتَيَاتِكُمْ عَلَى الْبِغَاءِ অর্থাৎ তোমাদের বাঁদিদেরকে এ কাজে বাধ্য করো না যে, তারা ব্যভিচারের মাধ্যমে অর্থ কড়ি উপার্জন করে তোমাদেরকে দেবে। মূর্খতাযুগের অনেক মানুষ বাঁদিদেরকে এ কাজে ব্যবহার করত। ইসলাম যখন ব্যভিচারের কঠোর শাস্তি জারি করল এবং মুক্ত ও গোলাম নির্বিশেষে সবাইকে এর আওতাভুক্ত করে দিল, তখন এ কুপ্রথার বিরুদ্ধে বিশেষ বিধান প্রদান করাও জরুরি ছিল।

إِنْ أَرَدْنَ تَحَصُّنًا –অর্থাৎ যদি বাঁদিরা ব্যভিচার থেকে বেঁচে থাকার ও সতীত্ব রক্ষা করার ইচ্ছা করে, তবে তোমাদের পক্ষ থেকে তাদের উপর জোর-জবরদস্তি করা খুবই নির্লজ্জ কাজ। বাক্যটি যদিও শর্তের আকারে বর্ণিত হয়েছে, কিন্তু সর্বসম্মত মতানুসারে প্রকৃতপক্ষে এ শর্ত উদ্দেশ্য নয় যে, বাঁদিরা ব্যভিচার থেকে বাঁচতে চাইলে তাদের উপর জবরদস্তি করা জায়েজ নয় এবং বাঁচতে না চাইলে জায়েজ। বরং উদ্দেশ্য এই যে, সাধারণ চাল-চলন ও অভ্যাসের দিক দিয়ে বাঁদিদের মধ্যে লজ্জাশরম ও সতীত্ববোধ মূর্খতাযুগে বিদ্যমান ছিল না। ইসলামি বিধানাবলি আগমনের পর তারা যখন তওবা করল, তখনও তাদের মনিবরা অর্থাৎ ইবনে-উবাই প্রমুখ মুনাফিক জবরদস্তি করতে চাইল। এই পরিস্থিতিতে আলোচ্য বিধান অবতীর্ণ হয় এবং বলা হয় যে, তারা যখন ব্যভিচার থেকে বাঁচতে চায়, তখন তোমরা তাদেরকে বাধ্য করো না। এতে করে তাদের মনিবদেরকে শাসানো উদ্দেশ্য যে, বাঁদিরা তো সতীসাধ্বী থাকতে ইচ্ছুক, আর তোমরাই তাদেরকে ব্যভিচার করতে বাধ্য কর–এটা নিরতিশয় বেহায়াপনার কাজ।

https://e-ilm.weebly.com/

فَاِنَّ اللّٰهَ مِنْ بَعْدِ اِكْرَاهِهِنَّ غَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ –এই বাক্যের সারমর্ম এই যে, বাঁদিদেরকে ব্যভিচারে বাধ্য করা হারাম; কেউ এরূপ করলে এবং মনিবের জবরদস্তির কারণে বাধ্য হয়ে কোনো বাঁদি ব্যভিচার করলে আল্লাহ তা'আলা তার গোনাহ মাফ করে দেবেন এবং সমস্ত গোনাহ্ জবরদস্তকারীর উপর বর্তাবে। –[মাযহারী]

নূরের সংজ্ঞা : নূরের সংজ্ঞা প্রসঙ্গে ইমাম গাযযালী (র.) বলেন : اَلظَّاهِرُ بِنَفْسِهٖ وَالْمُظْهِرُ لِغَيْرِهٖ অর্থাৎ যে বস্তু নিজে নিজে প্রকাশমান ও উজ্জ্বল এবং অপরাপর বস্তুকেও প্রকাশমান ও উজ্জ্বল করে। তাফসীরে মাযহারীতে বলা হয়েছে, নূর প্রকৃতপক্ষে এমন একটি অবস্থার নাম, যাকে মানুষের দৃষ্টিশক্তি প্রথমে অনুভব করে, অতঃপর এর মাধ্যমে চোখে দেখা যায়– এমন সব বস্তুকে অনুভব করে। যেমন, সূর্য ও চন্দ্রের কিরণ তার বিপরীতে অবস্থিত ঘন পদার্থের উপর পতিত হয়ে প্রথমে তাকে আলোকিত করে; অতঃপর সেখান থেকে কিরণ প্রতিফলিত হয়ে অন্যান্য বস্তুকে আলোকিত করে। এ থেকে জানা গেল যে, নূর শব্দটি তার আভিধানিক ও প্রচলিত অর্থের দিক দিয়ে আল্লাহ তা'আলার সত্তার জন্যে প্রযোজ্য নয়। কেননা তিনি পদার্থও নন এবং পদার্থজাতও নন; বরং এগুলোর বহু ঊর্ধ্বে। কাজেই আয়াতে আল্লাহ তা'আলার সত্তার জন্যে ব্যবহৃত 'নূর' শব্দটির অর্থ সকল তাফসীরবিদের মতে 'মুনাওয়ের' অর্থাৎ, ঔজ্জ্বল্যদানকারী। অথবা অতিশয়ার্থবোধক পদের ন্যায় নূরওয়ালাকে 'নূর' বলে ব্যক্ত করা হয়েছে; যেমন দানশীলকে 'দান' বলে ব্যক্ত করা হয় এবং ন্যায়পরায়ণশীলকে ন্যায়পরায়ণতা বলে দেওয়া হয়। আয়াতের অর্থ এই যে, আল্লাহ তা'আলা নভোমণ্ডল, ভূমণ্ডল ও এতদুভয়ের মধ্যে বসবাসকারী সব সৃষ্টজীবের নূরদাতা। এই নূর বলে হেদায়েতের নূর বোঝানো হয়েছে। ইবনে কাছীর হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) থেকে এর তাফসীর এরূপ বর্ণনা করেছেন : اَللّٰهُ هَادِىْ اَهْلِ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ আল্লাহ নভোমণ্ডল ও ভূমণ্ডলের অধিবাসীদের হেদায়েতকারী।

মুমিনের নূর : مَثَلُ نُوْرِهٖ كَمِشْكٰوةٍ মুমিনের অন্তরে আল্লাহ তা'আলার যে নূরে-হেদায়েত আসে, এটা তার একটা বিচিত্র দৃষ্টান্ত। ইবনে জারীর হযরত উবাই ইবনে কা'ব (রা.) থেকে এর তাফসীর প্রসঙ্গে বর্ণনা করেন :

هُوَ الْمُؤْمِنُ الَّذِىْ جَعَلَ اللّٰهُ الْاِيْمَانَ وَالْقُرْاٰنَ فِىْ صَدْرِهٖ فَضَرَبَ اللّٰهُ مَثَلَهٗ فَقَالَ اَللّٰهُ نُوْرُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ فَبَدَاَ بِنُوْرِ نَفْسِهٖ ثُمَّ ذَكَرَ نُوْرَ الْمُؤْمِنِ فَقَالَ مَثَلُ نُوْرِ مَنْ اٰمَنَ بِهٖ فَكَانَ اُبَىُّ بْنُ كَعْبٍ يَقْرَاُهَا مَثَلُ نُوْرِ مَنْ اٰمَنَ بِهٖ.

অর্থাৎ– "এটা সেই মুমিনের দৃষ্টান্ত, যার অন্তরে আল্লাহ তা'আলা ঈমান ও কুরআনের নূরে-হেদায়েত রেখেছেন"। আয়াতে প্রথমে আল্লাহ্ তা'আলা নিজের নূর উল্লেখ করেছেন: اَللّٰهُ نُوْرُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ অতঃপর মুমিনের অন্তরের নূর উল্লেখ করেছেন مَثَلُ نُوْرِ مَنْ اٰمَنَ بِهٖ উবাই ইবনে কা'ব এই আয়াতের কেরাতও مَثَلُ نُوْرِهٖ -এর পরিবর্তে পড়তেন। হযরত সাঈদ ইবনে জুবায়ের এই কেরাত এবং আয়াতের এই অর্থ হযরত ইবনে-আব্বাস (রা.) থেকেও বর্ণনা করেছেন। ইবনে কাছীর এই রেওয়ায়েত বর্ণনা করার পর লিখেছেন : مَثَلُ نُوْرِهٖ -এর সর্বনাম দ্বারা কাকে বোঝানো হয়েছে, এ সম্পর্কে তাফসীরবিদগণের দু'রকম উক্তি আছে। (এক), এই সর্বনাম দ্বারা আল্লাহ তা'আলাকে বোঝানো হয়েছে। আয়াতের অর্থ এই যে, আল্লাহর নূরে হেদায়েত যা মুমিনের অন্তরে সৃষ্টিগতভাবে রাখা হয়েছে, তার দৃষ্টান্ত كَمِشْكٰوةٍ এটা হযরত ইবনে-আব্বাস (রা.)-এর উক্তি। (দুই), সর্বনাম দ্বারা মুমিনকেই বোঝানো হয়েছে। বাক্যের বর্ণনাধারা থেকে মুমিনই বোঝা যায়। তাই দৃষ্টান্তের সারমর্ম এই যে, মুমিনের বক্ষ একটি দীপাধারের মতো এবং এতে তার অন্তর একটি প্রদীপ সদৃশ। এতে যে স্বচ্ছ যয়তুন তৈলের কথা বলা হয়েছে, এটা নূরে-হেদায়েতের দৃষ্টান্ত যা মুমিনের স্বভাবে গচ্ছিত রাখা হয়েছে। এর বৈশিষ্ট্য আপনা-আপনি সত্যকে গ্রহণ করা। যয়তুন তৈল অগ্নি স্পর্শে প্রজ্বলিত হয়ে যেমন অপরকে আলোকিত করে; এমনিভাবে মুমিনের অন্তরে রাখা নূরে-হেদায়েত যখন খোদায়ী ওহী ও জ্ঞানের সাথে মিলিত হয়, তখন আলোকিত হয়ে বিশ্বকে আলোকিত করে দেয়। সাহাবায়ে-কেরাম ও তাবেয়ীগণ এই দৃষ্টান্তকে বিশেষভাবে মুমিনের অন্তরের সাথে সম্পর্কযুক্ত করেছেন। এর কারণও সম্ভবত এই যে, এই নূর দ্বারা শুধু মুমিনই উপকার লাভ করে। নতুবা এই সৃষ্টিগত নূরে-হেদায়েত যা সৃষ্টির সময় মানুষের অন্তরে রাখা হয়। তা বিশেষভাবে মুমিনের অন্তরেই রাখা হয় না; বরং প্রত্যেক মানুষের মজ্জায় ও স্বভাবে এই নূরে-হেদায়েত রাখা হয়। এরই প্রতিক্রিয়া জগতের প্রত্যেক জাতি, প্রত্যেক ভূখণ্ড এবং প্রত্যেক ধর্মাবলম্বীর মধ্যে পরিদৃষ্ট হয় যে, তারা আল্লাহর অস্তিত্ব ও তাঁর মহান কুদরতের প্রতি সৃষ্টিগতভাবে বিশ্বাস রাখে এবং তাঁর দিকে প্রত্যাবর্তন করে। তারা আল্লাহ সম্পর্কে ধারণা ও ব্যাখ্যায় যত ভুলই করুক, কিন্তু আল্লাহর অস্তিত্ব সম্পর্কে প্রত্যেক মানুষ সৃষ্টিগতভাবেই বিশ্বাসী। তবে কিছুসংখ্যক বস্তুবাদীর কথা ভিন্ন। তাদের স্বভাব ধর্মই বিকৃত হয়ে গেছে। ফলে তারা আল্লাহর অস্তিত্বই অস্বীকার করে।

https://e-ilm.weebly.com/

একটি সহীহ্ হাদীস থেকে এই ব্যাপক অর্থের সমর্থন পাওয়া যায়। এতে বলা হয়েছে: كُلُّ مَوْلُوْدٍ يُوْلَدُ عَلَى الْفِطْرَةِ অর্থাৎ, প্রত্যেকটি শিশু ফিতরতের উপর জন্মগ্রহণ করে। এরপর তার পিতা- মাতা তাকে ফিতরতের দাবি থেকে সরিয়ে ভ্রান্তপথে পরিচালিত করে। এই ফিতরতের অর্থ ঈমানের হেদায়েত। ঈমানের হেদায়েত ও তার নূর প্রত্যেক মানুষকে সৃষ্টি করার সময় তার মধ্যে রাখা হয়। যখন পয়গম্বর ও তাঁদের নায়েবদের মাধ্যমে তাদের কাছে ওহীর জ্ঞান পৌঁছে, তখন তারা সহজেই তা গ্রহণ করে নেয়। তবে স্বভাবধর্ম বিকৃত কতিপয় লোকের কথা ভিন্ন। তারা নিজেদের কুকর্মের দ্বারা সৃষ্টিগত নূরকে ধ্বংস করে দিয়েছে। সম্ভবত এ কারণেই আয়াতের শুরুতে নূর দান করার কথাটি ব্যাপকাকারে বর্ণনা করা হয়েছে, যাতে ভূমণ্ডল ও ভূমণ্ডলের অধিবাসীরা সবাই শামিল। এতে মুমিন ও কাফেরেরও প্রভেদ করা হয়নি। কিন্তু আয়াতের শেষে বলা হয়েছে يَهْدِى اللّٰهُ لِنُوْرِهٖ مَنْ يَّشَاۤءُ অর্থাৎ, আল্লাহ্ তা'আলা যাকে ইচ্ছা, তাঁর নূরের দিকে পথ প্রদর্শন করেন। এখানে আল্লাহর ইচ্ছার শর্তটি সেই সৃষ্টিগত নূরের সাথে সম্পৃক্ত নয়, যা প্রত্যেক মানুষের মধ্যে রাখা হয়; বরং এর সম্পর্ক কুরআনের নূরের সাথে, যা প্রত্যেকের অর্জিত হয় না। যারা আল্লাহর পক্ষ থেকে তাওফীক পায়, তারাই এই নূর লাভ করে। নতুবা আল্লাহর তাওফীক ছাড়া মানুষের চেষ্টাও অনর্থক, বরং মাঝে মাঝে ক্ষতিকরও হয়। কবি বলেন : اِذَا لَمْ يَكُنْ عَوْنٌ مِنَ اللّٰهِ لِلْفَتٰى • فَاَوَّلُ مَنْ يَّجْنِىْ عَلَيْهِ اِجْتِهَادُهٗ :

অর্থাৎ আল্লাহর পক্ষ থেকে বান্দাকে সাহায্য করা না হলে তার চেষ্টাই উল্টা তার জন্য ক্ষতিকর হয়।

নবী করীম ﷺ-এর নূর : ইমাম বগভী বর্ণিত এক রেওয়ায়েতে আছে, একবার হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) কা'ব আহবারকে জিজ্ঞেস করলেন : এই আয়াতের তাফসীরে আপনি কি বলেন? কা'ব আহবার তাওরাত ও ইঞ্জিলে সুপণ্ডিত মুসলমান ছিলেন। তিনি বললেন : এটা রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর পবিত্র অন্তরের দৃষ্টান্ত। মিশকাত তথা দীপাধার মানে তাঁর বক্ষদেশ, زُجَاجَةٌ তথা কাঁচপাত্র মানে তাঁর পূতঃপবিত্র অন্তর এবং مِصْبَاحٌ তথা প্রদীপ মানে নবুয়ত। এই নবুয়তরূপী নূরের বৈশিষ্ট্য এই যে, প্রকাশিত ও ঘোষিত হওয়ার পূর্বেই এতে মানবমণ্ডলীর জন্যে আলো ও ঔজ্জ্বল্য ছিল। এরপর ওহী ও ঘোষণা এর সাথে সংযুক্ত হলে এটা এমন নূরে পর্যবসিত হয়, যা সমগ্র বিশ্বকে আলোকোজ্জ্বল করে দেয়

রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর নবুয়ত প্রকাশ বরং তাঁর জন্মেরও পূর্বে তাঁর নবুয়তের সুসংবাদবাহী অনেক অত্যাশ্চর্য ঘটনা পৃথিবীতে সংঘটিত হয়েছে। হাদীসবিদগণের পরিভাষায় এসব ঘটনাকে 'এরহাসাত' বলা হয়। কেননা 'মু'জিযা' শব্দটি বিশেষভাবে এমন ঘটনাবলি বোঝাবার জন্যে প্রয়োগ করা হয়, যেগুলো নবুয়তের দাবির সত্যতা প্রকাশ করার জন্যে আল্লাহর পক্ষ থেকে কোনো পয়গম্বরের হাতে প্রকাশিত হয়। পক্ষান্তরে নবুয়ত দাবির পূর্বে এ ধরনের অত্যাশ্চর্য ঘটনা প্রকাশ পেলে তার নাম দেওয়া হয় 'এরহাসাত'। এ ধরনের অনেক অত্যাশ্চর্য ঘটনা সহীহ্ হাদীস দ্বারা প্রমাণিত আছে। শায়েখ জালালুদ্দীন সুয়ূতী (র.) 'খাসায়েসে কোবরা' গ্রন্থে, আবূ নু'আঈম 'দালায়েলে-নবুয়ত' গ্রন্থে এবং অন্যান্য আলেমগণও স্বতন্ত্র গ্রন্থাদিতে এসব ঘটনা সন্নিবেশিত করেছেন। এ স্থলে তাফসীরে-মাযহারীতেও অনেক তথ্য বর্ণিত হয়েছে।

যয়তুন তৈলের বৈশিষ্ট্য : شَجَرَةٍ مُّبٰرَكَةٍ زَيْتُوْنَةٍ এতে প্রমাণিত হয় যে, যয়তূন ও যয়তূন-বৃক্ষ কল্যাণময় ও উপকারী। আলেমগণ বলেন : আল্লাহ্ তা'আলা এতে অগণিত উপকারিতা নিহিত রেখেছেন। একে প্রদীপে ব্যবহার করা হয়। এর আলো অন্যান্য তৈলের আলোর চাইতে অধিক স্বচ্ছ হয়। একে রুটির সাথে ব্যঞ্জনের স্থলে ব্যবহার করা হয়। এর ফলও ভক্ষিত হয়। এর তৈল বের করার জন্যে কোনো যন্ত্র অথবা মাড়াইকল ইত্যাদির প্রয়োজন হয় না। আপনা-আপনি ফল থেকে তৈল বের হয়ে আসে। রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন : যয়তুন তৈল খাও এবং শরীরে মালিশও কর। কেননা এটা কল্যাণময় বৃক্ষ। -[মাযহারী]

فِىْ بُيُوْتٍ اَذِنَ اللّٰهُ اَنْ تُرْفَعَ وَيُذْكَرَ فِيْهَا اسْمُهٗ يُسَبِّحُ لَهٗ فِيْهَا بِالْغُدُوِّ وَالْاٰصَالِ –পূর্ববর্তী আয়াতে আল্লাহ তা'আলা অন্তরে নিজের নূরে-হেদায়েত রাখার একটি বিশেষ দৃষ্টান্ত বর্ণনা করেছেন এবং শেষে বলেছেন : এই নূর দ্বারা সেই উপকার লাভ করে, যাকে আল্লাহ্ চান ও তাওফীক দেন। আলোচ্য আয়াতে এমন মুমিনদের আবাসস্থল ও স্থান বর্ণনা করা হয়েছে যে, এরূপ মুমিনদের আসল আবাসস্থল, যেখানে তারা প্রায়ই বিশেষত পাঁচ ওয়াক্ত নামাজের সময়ে দৃষ্টিগোচর হয়- সেসব গৃহ, যেগুলোকে উচ্চ রাখার জন্যে এবং যেগুলোতে আল্লাহর নাম উচ্চারণ করার জন্যে আল্লাহ্ তা'আলা আদেশ করেছেন। এসব গৃহে সকাল-সন্ধ্যায় অর্থাৎ সর্বদা এমন লোকেরা আল্লাহ্ তা'আলার পবিত্রতা বর্ণনা করে, যাদের বিশেষ গুণাবলি পরবর্তী আয়াতে বর্ণিত হয়েছে।

https://e-ilm.weebly.com/

এই বক্তব্যের ভিত্তি এই যে, আরবি ব্যাকরণ অনুযায়ী فِىْ بُيُوْتٍ -এর সম্পর্কে يَهْدِى اللّٰهُ لِنُوْرِهٖ مَنْ يَّشَاءُ বাক্যের সাথে হবে। কেউ কেউ এর সম্পর্ক يُسَبِّحُ উহ্য শব্দের সাথে করেছেন, যার প্রমাণ পরবর্তী يسبح শব্দটি। কিন্তু প্রথমোক্ত সম্পর্ক বাক্যের বর্ণনাধারা দৃষ্টে উত্তম মনে হয়। আয়াতের অর্থ হবে এই যে, পূর্ববর্তী দৃষ্টান্তে উল্লেখিত আল্লাহ তা'আলার নূরে-হেদায়েত পাওয়ার স্থান সেসব গৃহ, যেখানে সকাল-সন্ধ্যায় আল্লাহর নাম উচ্চারণ করা হয়। অধিকাংশ তাফসীরবিদের মতে এসব গৃহ হচ্ছে মসজিদ।

মসজিদ : আল্লাহর ঘর, এর প্রতি সম্মান প্রদর্শন করা ওয়াজিব : কুরতুবী একেই অগ্রাধিকার দিয়েছেন এবং প্রমাণ হিসেবে হযরত আনাস (রা.) বর্ণিত এই হাদীসটি পেশ করেছেন, যাতে রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন :

مَنْ اَحَبَّ اللّٰهَ عَزَّ وَجَلَّ فَلْيُحِبَّنِىْ وَمَنْ اَحَبَّنِىْ فَلْيُحِبَّ اَصْحَابِىْ وَمَنْ اَحَبَّ اَصْحَابِىْ فَلْيُحِبَّ الْقُرْاٰنَ وَمَنْ اَحَبَّ الْقُرْاٰنَ فَيُحِبَّ الْمَسَاجِدَ فَاِنَّهَا اَفْنِيَةُ اللّٰهِ اَذِنَ اللّٰهُ فِىْ رَفْعِهَا وَبَارَكَ فِيْهَا مَيْمُوْنَةٌ مَيْمُوْنٌ اَهْلُهَا مَحْفُوْظَةٌ مَحْفُوْظٌ اَهْلُهَا هُمْ فِىْ صَلَاتِهِمْ وَاللّٰهُ عَزَّ وَجَلَّ فِىْ حَوَائِجِهِمْ هُمْ فِى الْمَسَاجِدِ وَاللّٰهُ مِنْ وَرَائِهِمْ.

"যে ব্যক্তি আল্লাহ তা'আলার সাথে মহব্বত রাখতে চায়, সে যেন আমাকে মহব্বত করে। যে আমার সাথে মহব্বত রাখতে চায়, সে যেন আমার সাহাবীগণকে মহব্বত করে। যে সাহাবীগণের সাথে মহব্বত রাখতে চায়, সে যেন কুরআনকে মহব্বত করে। সে কুরআনের সাথে মহব্বত রাখতে চায়, সে যেন মসজিদসমূহকে মহব্বত করে। কেননা মসজিদ আল্লাহর ঘর। আল্লাহ এর প্রতি সম্মান প্রদর্শনের আদেশ দিয়েছেন এবং এতে বরকত রেখেছেন। মসজিদ ও বরকতময় এবং মসজিদের সাথে সম্পর্কযুক্তরাও বরকতময়। মসজিদও আল্লাহর হেফাজতে এবং মসজিদের সাথে সম্পর্কিতরাও আল্লাহর হেফাজতে থাকে। যারা নামাজে মশগুল হয়, আল্লাহ তাদের কার্যোদ্ধার করেন এবং অভাব দূর করেন। তারা মসজিদে থাকা অবস্থায় আল্লাহ্ তা'আলা পশ্চাতে তাদের জিনিসপত্রের হেফাজত করেন। –[কুরতুবী]

اَذِنَ اللّٰهُ اَنْ تُرْفَعَ - اَذِنَ -এর অর্থ : اَذِنَ শব্দটি اِذْنٌ থেকে উদ্ভূত। অর্থ অনুমতি দেওয়া। تُرْفَعَ শব্দটি رَفْعٌ থেকে উদ্ভূত। অর্থ উচ্চ করা, সম্মান করা। আয়াতের অর্থ এই যে, আল্লাহ তা'আলা মসজিদসমূহকে উচ্চ করার অনুমতি দিয়েছেন। অনুমতি দেওয়ার মানে আদেশ করা এবং উচ্চ করার মানে সম্মান করা। হযরত ইবনে-আব্বাস (রা.) বলেন : উচ্চ করার অর্থে আল্লাহ্ তা'আলা মসজিদসমূহে অনর্থক কাজ ও কথাবার্তা বলতে নিষেধ করেছেন। –[ইবনে-কাছীর]

ইকরিমা ও মুজাহিদ বলেন : رَفْع বলে মসজিদ নির্মাণ বোঝানো হয়েছে; যেমন কা'বা নির্মাণ সম্পর্কে কুরআনে বলা হয়েছে, وَاِذْ يَرْفَعُ اِبْرٰهِيْمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ এখানে رَفْعِ قَوَاعِدْ বলে ভিত্তি নির্মাণ বোঝানো হয়েছে। হযরত হাসান বসরী (র.) বলেন : رَفْعِ مَسَاجِدْ বলে মসজিদসমূহের সম্মান, ইজ্জত ও সেগুলোকে নাপাকী ও নোংরা বস্তু থেকে পবিত্র রাখা বোঝানো হয়েছে। যেমন এক হাদীসে বলা হয়েছে, মসজিদে কোনো নাপাকী আনা হলে মসজিদ এমন কুঞ্চিত হয়, যেমন আগুনের স্পর্শে মানুষের চামড়া কুঞ্চিত হয়। হযরত আবূ সায়ীদ খুদরী (রা.) বলেন : রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর উক্তি এই যে, যে ব্যক্তি মসজিদ থেকে নাপাকী, নোংরামি ও পীড়াদায়ক বস্তু অপসারণ করে, আল্লাহ তা'আলা তার জন্যে জান্নাতে গৃহ নির্মাণ করে দেবেন। –[ইবনে মাজাহ]

হযরত আয়েশা সিদ্দীকা (রা.) বলেন : রাসূলুল্লাহ ﷺ আমাদেরকে বাসগৃহের মধ্যেও মসজিদ অর্থাৎ নামাজ পড়ার বিশেষ জায়গা তৈরি করার এবং তাকে পবিত্র রাখার জন্যে আদেশ করেছেন। –[কুরতুবী]

প্রকৃত কথা এই যে, تُرْفَعَ শব্দের অর্থে মসজিদ নির্মাণ করা, পাক-পবিত্র রাখা এবং মসজিদের প্রতি সম্মান প্রদর্শন করা ইত্যাদি সবই অন্তর্ভুক্ত রয়েছে। পাক-পবিত্র রাখার মধ্যে নাপাকী ও নোংরামি থেকে পবিত্র রাখা এবং দুর্গন্ধযুক্ত বস্তু থেকে পবিত্র রাখা উভয়ই দাখিল। এ কারণে রাসূলুল্লাহ ﷺ রসুন ও পিঁয়াজ খেয়ে মুখ না ধুয়ে মসজিদে গমন করতে নিষেধ করেছেন। সাধারণ হাদীস গ্রন্থসমূহে একথা বর্ণিত আছে। সিগারেট, হুক্কা, পান, তামাক খেয়ে মসজিদে যাওয়াও তেমন নিষিদ্ধ। মসজিদে দুর্গন্ধযুক্ত কেরোসিন তৈল জ্বালানোও তেমনি নিষিদ্ধ।

সহীহ্ মুসলিমের এক হাদীসে হযরত ফারূকে আযম (রা.) বলেন, আমি দেখেছি, রাসূলুল্লাহ ﷺ যে ব্যক্তির মুখে রসুন অথবা পেঁয়াজের দুর্গন্ধ অনুভব করতেন, তাকে মসজিদ থেকে বের করে 'বাকী' নামক স্থানে পাঠিয়ে দিতেন এবং বলতেন :

https://e-ilm.weebly.com/

যে ব্যক্তি রসুন-পেঁয়াজ খেতে চায়, সে যেন উত্তমরূপে পাকিয়ে খায় যাতে দুর্গন্ধ নষ্ট হয়ে যায়। এ হাদীসের আলোকে ফিকহ্‌বিদগণ বলেছেন, যে ব্যক্তি এমন রোগে আক্রান্ত যে, তার কাছে দাঁড়ালে কষ্ট হয়, তাকেও মসজিদ থেকে সরিয়ে দেওয়া যায়। তার নিজেরও উচিৎ যতদিন এই রোগ থাকে, ততদিন গৃহে নামাজ পড়া।

رَفْع مَسَاجِدْ -এর অর্থ অধিকাংশ সাহাবী ও তাবেয়ীগণের মতে মসজিদ নির্মাণ করা এবং তাকে প্রত্যেক মন্দ বস্তু থেকে পাক-পবিত্র রাখা। কেউ কেউ মসজিদের বাহ্যিক শান-শওকত ও সুউচ্চ নির্মাণ-কৌশলকেও এর অন্তর্ভুক্ত করেছেন। তাঁদের প্রমাণ এই যে, হযরত উসমান (রা.) শাল কাঠ দ্বারা মসজিদে নববীর নির্মাণগত শান-শওকত বৃদ্ধি করেছিলেন এবং হযরত ওমর ইবনে আব্দুল আযীয (র.) মসজিদে নববীতে সুদৃশ্য কারুকার্য ও নির্মাণগত সৌন্দর্য বর্ধনে যথেষ্ট যত্নবান হয়েছিলেন। তখন ছিল বিশিষ্ট সাহাবীগণের যুগ; কিন্তু কেউ তাঁর একাজ অপছন্দ করেননি। পরবর্তী বাদশাহ্‌রা তো মসজিদ নির্মাণে অঢেল অর্থকড়ি ব্যয় করেছেন। ওলীদ ইবনে আব্দুল মালেক তাঁর খেলাফতকালে দামেশকের জামে মসজিদ নির্মাণ ও সুসজ্জিত করণে সমগ্র সিরিয়ার বার্ষিক আমদানির তিন গুণেরও অধিক অর্থ ব্যয় করেছিলেন। তাঁর নির্মিত এই মসজিদ অদ্যাবধি বিদ্যমান আছে। ইমাম আযম আবূ হানীফা (র.)-এর মতে যদি নাম-যশ খ্যাতি অর্জনের উদ্দেশ্যে না হয়, আল্লাহর নাম ও আল্লাহর ঘরের প্রতি সম্মান প্রদর্শনের উদ্দেশ্যে কেউ সুরম্য, সুউচ্চ ও মজবুত সুদৃশ মসজিদ নির্মাণ করে, তবে নিষেধ নেই; বরং ছওয়াব আশা করা যায়।

মসজিদের কতিপয় ফজিলত : আবূ দাউদে হযরত আবূ উমামাহ্ থেকে বর্ণিত হাদীসে রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন : যে ব্যক্তি গৃহে অজু করে ফরজ নামাজের জন্যে মসজিদের দিকে যায়, তার ছওয়াব সেই ব্যক্তির সমান, যে এহ্‌রাম বেঁধে গৃহ থেকে হজের জন্যে যায়। যে ব্যক্তি এশরাকের নামাজ পড়ার জন্যে গৃহ থেকে অজু করে মসজিদের দিকে যায়, তার ছওয়াব ওমরাকারীর অনুরূপ। এক নামাজের পরে অন্য নামাজ عليين -এ লিখিত হয় যদি উভয়ের মাঝখানে কোনো কাজ কিংবা কথাবার্তা না বলে। হযরত বুরায়দার রেওয়ায়েতে রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন : যারা অন্ধকারে মসজিদে গমন করে, তাদেরকে কিয়ামতের দিন পরিপূর্ণ নূরের সুসংবাদ শুনিয়ে দাও। –[মুসলিম]

সহীহ্ মুসলিমে হযরত আবূ হুরায়রা (রা.)-এর বাচনিক হাদীসে রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন : পুরুষের নামাজ জামাআতে আদায় করা গৃহে অথবা দোকানে নামাজ পড়ার চাইতে বিশ গুণেরও অধিক শ্রেষ্ঠ। এর কারণ এই যে, যখন কেউ উত্তমরূপে সুন্নত অনুযায়ী অজু করে, এরপর মসজিদে শুধু নামাজের নিয়তে যায়, তখন প্রতি পদক্ষেপে তার মর্তবা একগুণ বৃদ্ধি পায় এবং একটি গোনাহ্ মাফ হয়ে যায়। মসজিদে পৌঁছা পর্যন্ত এই অবস্থা বহাল থাকে। এরপর যতক্ষণ জামাতের অপেক্ষায় বসে থাকবে, ততক্ষণ নামাজেরই ছওয়াব পেতে থাকবে এবং ফেরেশতারা তার জন্য দোয়া করতে থাকবে যে– ইয়া আল্লাহ! তার প্রতি রহমত নাজিল করুন এবং তাকে ক্ষমা করুন, যে পর্যন্ত সে কাউকে কষ্ট না দেয় এবং তার অজু না ভাঙে।" হযরত হাকাম ইবনে ওমায়রের বাচনিক রেওয়ায়েতে রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন : দুনিয়াতে মেহমানের ন্যায় বসবাস কর এবং মসজিদকে নিজের গৃহ বানাও। অন্তরে নম্রতার অভ্যাস সৃষ্টির কর অর্থাৎ নম্রচিত্ত হও। আল্লাহর নিয়ামত সম্পর্কে প্রচুর চিন্তা-ভাবনা কর এবং (আল্লাহর ভয়ে) অধিক পরিমাণে ক্রন্দন কর। দুনিয়ার কামনা-বাসনা যেন তোমাকে এমন করে না দেয় যে, তুমি দুনিয়ার ক্ষণস্থায়ী গৃহাদি নির্মাণে মত্ত হয়ে পড়, যেখানে বসবাসও করতে হয় না, প্রয়োজনাতিরিক্ত অর্থ সঞ্চয়ে মশগুল হয়ে পড় এবং ভবিষ্যতের জন্য এমন আজগুবি আশা পোষণ করতে থাক, যা পূর্ণ হওয়া সম্ভব নয়। হযরত আবূ দারদা (রা.) তাঁর পুত্রকে উপদেশচ্ছলে বলেন : তোমার গৃহ মসজিদ হওয়া উচিত। কেননা, আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর মুখে শুনেছি-মসজিদ মুত্তাকী লোকদের গৃহ। যে ব্যক্তি মসজিদকে (অধিক জিকির দ্বারা) নিজের গৃহ করে নেয়, আল্লাহ তা'আলা তার জন্য আরাম, শান্তি ও পুলসিরাত সহজে অতিক্রম করার যিম্মাদার হয়ে যান। হযরত আবূ সাদেক ইজদী শোআয়ব ইবনে হারহাবের নামে এক পত্রে লিখেছেন : মসজিদকে আঁকড়ে থাক। আমি এই রেওয়ায়েত পেয়েছি যে, মসজিদ পয়গম্বরগণের মজলিস ছিল।

অন্য এক হাদীসে রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন : শেষ জমানায় এমন লোক হবে, যারা মসজিদে এসে স্থানে স্থানে বৃত্তাকারে বসে যাবে এবং দুনিয়ার ও তার মহব্বতের কথাবার্তা বলবে। তোমরা এমন লোকদের সাথে উপবেশন করো না। কেননা, এ ধরনের মসজিদে আগমনকারীদের কোনো প্রয়োজন আল্লাহ তা'আলার নেই।

https://e-ilm.weebly.com/

হযরত সাঈদ ইবনে মুসাইয়্যেব বলেন : যে ব্যক্তি মসজিদে বসল, সে যেন তার পালনকর্তার মজলিসে বসল। কাজেই মুখ থেকে ভালো কথা ছাড়া অন্য কোনো কথা বের না করা তার দায়িত্ব। –[কুরতুবী]

মসজিদের পনেরোটি আদব : আলেমগণ মসজিদের পনেরোটি আদব উল্লেখ করেছেন। ১. মসজিদে পৌঁছে কিছু লোককে উপবিষ্ট দেখলে তাদেরকে সালাম করবে। যদি কেউ না থাকে, তবে اَلسَّلَامُ عَلَيْنَا وَعَلٰى عِبَادِ اللّٰهِ الصَّالِحِيْنَ বলবে। কিন্তু এটা তখন, যখন মসজিদের লোকগণ নফল নামাজ, তিলাওয়াতে-কুরআন, তাসবীহ ইত্যাদিতে মশগুল না থাকে। কেননা এমতাবস্থায় সালাম করা দুরস্ত নয়। ২. মসজিদে প্রবেশ করে বসার পূর্বে দুই রাকআত তাহিয়্যাতুল-মসজিদ নামাজ পড়বে। এটাও তখন, যখন সময়টি নামাজের জন্য মাকরূহ সময় না হয়; অর্থাৎ সূর্যোদয়, সূর্যাস্ত ও ঠিক দ্বিপ্রহরের সময় না হওয়া। ৩. মসজিদে ক্রয়-বিক্রয় না করা। ৪. মসজিদে তীর-তরবারি বের না করা। ৫. মসজিদে নিখোঁজ বস্তুর তল্লাশী ঘোষণা না করা। ৬. মসজিদে উচ্চৈঃস্বরে কথা না বলা। ৭. মসজিদে দুনিয়াদারির কথাবার্তা না বলা। ৮. মসজিদে বসার জায়গায় কারো সাথে ঝগড়া না করা। ৯. যেখানে কাতারে পুরাপুরি জায়গা নেই, সেখানে ঢুকে পড়ে অন্যকে অসুবিধায় না ফেলা। ১০. নামাজী ব্যক্তির সম্মুখ দিয়ে অতিক্রম না করা। ১১. মসজিদে থুথু ফেলা ও নাক সাফ করা থেকে বিরত থাকা। ১২. অঙ্গুলি না ফুটানো। ১৩. শরীরের কোনো অংশ নিয়ে খেলা না করা। ১৪. নাপাকী থেকে পবিত্র থাকা এবং শিশু ও উন্মাদ ব্যক্তিকে সঙ্গে না নেওয়া। ১৫. অধিক পরিমাণে আল্লাহর জিকিরে মশগুল থাকা। কুরতুবী এই পনেরোটি আদব লিখার পর বলেন : যে এগুলো পালন করে, সে মসজিদের প্রাপ্য পরিশোধ করে এবং মসজিদ তার জন্য হেফাজত ও শান্তির জায়গা হয়ে যায়। বর্তমান তাফসীরকার মসজিদের আদব-কায়দা ও এ প্রাসঙ্গিক আহকাম সম্বলিত 'আদাবুল মাসাজিদ' শিরোনামে একটি পুস্তক প্রণয়ন করেছেন, প্রয়োজনবোধ করলে আগ্রহী ব্যক্তিগণ তা দেখে নিতে পারেন

যেসব গৃহ আল্লাহর জিকির, কুরআন শিক্ষা বা ধর্ম শিক্ষার জন্য নির্দিষ্ট, সেগুলোও মসজিদের অনুরূপ : তাফসীরে বাহরে-মুহীতে আবূ হাইয়্যান বলেন : কুরআনের فِيْ بُيُوْتٍ শব্দটি ব্যাপক। এতে যেমন মসজিদ বোঝানো হয়েছে, তেমনি যেসব গৃহে কুরআন শিক্ষা, ধর্ম শিক্ষা, ওয়াজ-নসিহত অথবা জিকিরের জন্য বিশেষভাবে নির্মিত, সেগুলোও বোঝানো হয়েছে, যেমন মাদরাসা, খানকাহ ইত্যাদি। এগুলোর প্রতিও আদব ও সম্মান প্রদর্শন করা অপরিহার্য।

اَذِنَ اللّٰهُ বাক্যে اَذِنَ শব্দের বিশেষ রহস্য : তাফসীরবিদগণ সবাই একমত যে, এখানে اَذِنَ শব্দের অর্থ আদেশ করা। কিন্তু প্রশ্ন হয় যে, এখানে اَمَرَ ও حَكَمَ শব্দের পরিবর্তে اَذِنَ শব্দ ব্যবহার করার রহস্য কি? রুহুল-মাআনীতে এর একটি সূক্ষ্ম রহস্য বর্ণনা করা হয়েছে যে, এতে সৎকর্মপরায়ণ মু'মিনদেরকে শিক্ষা ও উৎসাহ দেওয়া হয়েছে যে, তারা যেন আল্লাহ তা'আলার সন্তুষ্টি অর্জনের জন্যে সর্বদা প্রস্তুত থাকে এবং আদেশের অপেক্ষা না করে শুধু অনুমতি লাভের আশায় থাকে।

يُذْكَرَ فِيْهَا اسْمُهٗ– এখানে তাসবীহ (পবিত্রতা বর্ণনা) তাহমীদ (প্রশংসা কীর্তন), নফল নামাজ, কুরআন তেলাওয়াত, ওয়াজ-নসিহত, ধর্মীয় শিক্ষা ইত্যাদি সর্বপ্রকার জিকির বোঝানো হয়েছে।

শব্দ বিশ্লেষণ :

اَنْكِحُوْا : সীগাহ جمع مذكر حاضر বহছ امر حاضر معروف বাব اِفْعَالٌ মাসদার اِنْكَاحٌ মূলবর্ণ (ن ـ ك ـ ح) জিনস صحيح অর্থ– তোমরা বিবাহ করিয়ে দাও।

اَيَامٰى : اَيِّمٌ-এর বহুবচন। অর্থ– অবিবাহিতগণ, স্ত্রী বিহীন পুরুষ। স্বামীহীনা নারী।

اِمَآئِكُمْ : এখানে اِمَاءٌ শব্দটি اَمَةٌ-এর বহুবচন মুযাফ; كُمْ যমীর মুযাফ ইলাইহি। অর্থ– তোমাদের দাসীগণ, তোমাদের বাঁদিরা।

وَلْيَسْتَعْفِفْ : সীগাহ واحد مذكر غائب বহছ امر غائب معروف বাব اِسْتِفْعَالٌ মাসদার اِسْتِعْفَافٌ মূলবর্ণ (ع ـ ف ـ ف) জিনস مضاعف ثلاثى অর্থ– তাদের উচিৎ যেন তারা সংযমী হয়ে থাকে।

يَبْتَغُوْنَ : সীগাহ جمع مذكر غائب বহছ مضارع معروف বাব اِفْتِعَالٌ মাসদার اِبْتِغَاءٌ মূলবর্ণ (ب ـ غ ـ ى) জিনস ناقص يائى অর্থ– যারা হতে চায়।

https://e-ilm.weebly.com/

كَاتِبُوْهُمْ : সীগাহ جمع مذكر حاضر বহছ امر حاضر معروف বাব مُفَاعَلَةٌ মাসদার مُكَاتَبَةٌ মূলবর্ণ (ك - ت - ب) জিনস صحيح অর্থ– তবে তাদেরকে মুকাতাব বানিয়ে দাও।

اٰتُوْهُمْ : সীগাহ جمع مذكر حاضر বহছ امر حاضر معروف বাব اِفْعَالٌ মাসদার اِيْتَاءٌ মূলবর্ণ (أ - ت - ى) জিনস মুরাক্কাব (مهموز فاء ও ناقص يائى) অর্থ– তোমরা তাদেরকে দাও।

اَرَدْنَ : সীগাহ جمع مؤنث غائب বহছ ماضى معروف বাব اِفْعَالٌ মাসদার اِرَادَةٌ মূলবর্ণ (ر - و - د) জিনস اجوف واوى অর্থ– তারা চায়।

خَلَوْا : সীগাহ جمع مذكر غائب বহছ ماضى معروف বাব نَصَرَ মাসদার خُلُوٌّ মূলবর্ণ (خ - ل - و) জিনস ناقص واوى অর্থ– তারা অতীত হয়ে গিয়েছে।

يُوْقَدُ : সীগাহ واحد مذكر غائب বহছ مضارع مجهول বাব اِفْعَالٌ মাসদার اِيْقَادٌ মূলবর্ণ (و - ق - د) জিনস مثال واوى অর্থ– তাকে জ্বালানো হয়ে থাকে।

يُضِيْئُ : সীগাহ واحد مذكر غائب বহছ مضارع معروف বাব اِفْعَالٌ মাসদার اِضَاءَةٌ মূলবর্ণ (ض - و - أ) জিনস মুরাক্কাব (اجوف واوى ও مهموز لام) অর্থ– স্বয়ংই জ্বলে উঠবে।

لَمْ تَمْسَسْهُ : সীগাহ واحد مؤنث غائب বহছ نفى جحد بلم درفعل مستقبل معروف বাব نَصَرَ মাসদার مَسٌّ মূলবর্ণ (م - س - س) জিনস مضاعف ثلاثى অর্থ– এটাকে স্পর্শ না করে।

يُسَبِّحُ : সীগাহ واحد مذكر غائب বহছ مضارع معروف বাব تَفْعِيْلٌ মাসদার تَسْبِيْحٌ মূলবর্ণ (س - ب - ح) জিনস صحيح অর্থ– পবিত্রতা বর্ণনা করে থাকে।

বাক্য বিশ্লেষণ :

وَمَنْ يُكْرِهْهُنَّ فَاِنَّ اللّٰهَ مِنْ بَعْدِ اِكْرَاهِهِنَّ غَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ : এখানে واو টি আতেফা, مَنْ মুবতাদা اسم شرط আর يُكْرِهْهُنَّ ফে'লে শর্ত। আর فاء হলো রাবেতা। আর পরবর্তী বাক্য হলো জওয়াব। اِنَّ হুরুফে মুশাব্বাহ বিল ফে'ল শব্দটি اللّٰهَ اسم ان আর مِنْ بَعْدِ اِكْرَاهِهِنَّ হলো حال আর غَفُوْرٌ হলো اِنَّ -এর প্রথম খবর, আর رَحِيْمٌ হলো اِنَّ -এর দ্বিতীয় খবর। –[ই'রাবুল কুরআন : ৫/২৭৫]

৩৭. যাদেরকে ব্যবসা-বাণিজ্য এবং ক্রয়-বিক্রয় গাফেল করে রাখতে পারে না আল্লাহর জিকির হতে এবং নামাজ আদায় করা ও জাকাত দেওয়া হতে। তারা সেই দিনের ভয় করতে থাকে যেদিন বহু অন্তর ও চক্ষু বিপর্যস্ত হবে।	رِجَالٌ ۙ لَّا تُلْهِيْهِمْ تِجَارَةٌ وَّلَا بَيْعٌ عَنْ ذِكْرِ اللّٰهِ وَاِقَامِ الصَّلٰوةِ وَاِيْتَآءِ الزَّكٰوةِ ۙ يَخَافُوْنَ يَوْمًا تَتَقَلَّبُ فِيْهِ الْقُلُوْبُ وَالْاَبْصَارُ ﴿٣٧﴾
৩৮. (তাদের পরিণাম এরূপ হবে যে,) আল্লাহ তাদেরকে তাদের কাজের জন্য অতি উত্তম বিনিময় প্রদান করবেন এবং নিজ অনুগ্রহে তাদেরকে আরো অধিক প্রদান করবেন; আর আল্লাহ যাকে ইচ্ছা অপরিমিত জীবিকা দান করে থাকেন।	لِيَجْزِيَهُمُ اللّٰهُ اَحْسَنَ مَا عَمِلُوْا وَيَزِيْدَهُمْ مِّنْ فَضْلِهٖ ؕ وَاللّٰهُ يَرْزُقُ مَنْ يَّشَآءُ بِغَيْرِ حِسَابٍ ﴿٣٨﴾
৩৯. আর যারা কাফের তাদের আমলসমূহ যেন একটি মরুভূমির মরীচিকা– পিপাসার্ত লোক যাকে পানি বলে মনে করে; অবশেষে যখন সে এর নিকটে আসে, তখন তাতে কিছুই পায় না এবং তথায় (পানির পরিবর্তে) আল্লাহর নির্ধারিত (মৃত্যু)-কে পায়, তখন আল্লাহ তার (আয়ুর) হিসাব পুরোপুরি চুকিয়ে দেন; এবং আল্লাহ হিসাব গ্রহণে তৎপর।	وَالَّذِيْنَ كَفَرُوْٓا اَعْمَالُهُمْ كَسَرَابٍۭ بِقِيْعَةٍ يَّحْسَبُهُ الظَّمْاٰنُ مَآءً ؕ حَتّٰٓى اِذَا جَآءَهٗ لَمْ يَجِدْهُ شَيْـًٔا وَّوَجَدَ اللّٰهَ عِنْدَهٗ فَوَفّٰىهُ حِسَابَهٗ ؕ وَاللّٰهُ سَرِيْعُ الْحِسَابِ ﴿٣٩﴾

শাব্দিক অনুবাদ :

৩৭. رِجَالٌ ۙ لَّا تُلْهِيْهِمْ যাদেরকে গাফেল করে রাখতে পারে না تِجَارَةٌ وَّلَا بَيْعٌ ব্যবসা-বাণিজ্য এবং ক্রয়-বিক্রয় عَنْ ذِكْرِ اللّٰهِ আল্লাহর জিকির হতে وَاِقَامِ الصَّلٰوةِ এবং নামাজ আদায় করা وَاِيْتَآءِ الزَّكٰوةِ ও জাকাত দেওয়া হতে يَخَافُوْنَ يَوْمًا তারা সেদিনের ভয় করতে থাকে تَتَقَلَّبُ فِيْهِ যেদিন বিপর্যস্ত হবে الْقُلُوْبُ وَالْاَبْصَارُ বহু অন্তর ও চক্ষু।

৩৮. لِيَجْزِيَهُمُ اللّٰهُ اَحْسَنَ مَا عَمِلُوْا আল্লাহ তাদেরকে তাদের কাজের জন্য অতি উত্তম বিনিময় প্রদান করবেন وَيَزِيْدَهُمْ مِّنْ فَضْلِهٖ এবং নিজ অনুগ্রহে তাদেরকে আরো অধিক প্রদান করবেন وَاللّٰهُ يَرْزُقُ مَنْ يَّشَآءُ بِغَيْرِ حِسَابٍ আর আল্লাহ যাকে ইচ্ছা অপরিমিত রিজিক দান করে থাকেন।

৩৯. وَالَّذِيْنَ كَفَرُوْٓا আর যারা কাফের اَعْمَالُهُمْ তাদের আমলসমূহ كَسَرَابٍۭ بِقِيْعَةٍ যেন একটি মরুভূমির মরিচিকা يَّحْسَبُهُ الظَّمْاٰنُ مَآءً পিপাসার্ত লোক যাকে পানি বলে মনে করে حَتّٰٓى اِذَا جَآءَهٗ অবশেষে যখন সে তার নিকটে আসে لَمْ يَجِدْهُ شَيْـًٔا তখন তাতে কিছুই পায় না وَّوَجَدَ اللّٰهَ عِنْدَهٗ এবং তথায় (পানির পরিবর্তে) আল্লাহর নির্ধারিত (মৃত্যু) কে পায় فَوَفّٰىهُ حِسَابَهٗ তখন আল্লাহ তার (আয়ুর) হিসাব পুরোপুরি চুকিয়ে দেন وَاللّٰهُ سَرِيْعُ الْحِسَابِ এবং আল্লাহ হিসাব গ্রহণে তৎপর।

https://e-ilm.weebly.com/

৪০. অথবা (তাদের) ঐ আমলসমূহ এরূপ, যেমন গভীর সমুদ্র-তলে অন্ধকারপুঞ্জ, এক প্রচণ্ড তরঙ্গ তাকে ঢেকে ফেলেছে, তার উপর আর এক তরঙ্গ, তার উপরে মেঘমালা (ফলে তথায় আলো পৌছতে পারে না); উপরে নীচে বহু অন্ধকাররাশি বিদ্যমান; যদি কেউ নিজের হাত বের করে, তবে দৃষ্টিগোচর হওয়ার সম্ভাবনাও নেই; আর আল্লাহ যাকে নূর দান না করেন তার জন্য নূর নেই।	أَوْ كَظُلُمَٰتٍ فِى بَحْرٍ لُّجِّىٍّ يَغْشَىٰهُ مَوْجٌ مِّن فَوْقِهِۦ مَوْجٌ مِّن فَوْقِهِۦ سَحَابٌ ۚ ظُلُمَٰتٌۢ بَعْضُهَا فَوْقَ بَعْضٍ إِذَآ أَخْرَجَ يَدَهُۥ لَمْ يَكَدْ يَرَىٰهَا ۗ وَمَن لَّمْ يَجْعَلِ ٱللَّهُ لَهُۥ نُورًا فَمَا لَهُۥ مِن نُّورٍ ﴿٤٠﴾
৪১. তুমি কি দেখনা যে, সকলেই আল্লাহর পবিত্রতা বর্ণনা করে, যা কিছু আসমানসমূহ ও জমিনে আছে, এবং পক্ষীরা (-ও) যারা পাখা বিস্তার করে উড়ে বেড়ায়; প্রত্যেকেরই নিজ নিজ দোয়া এবং নিজ নিজ তসবীহ জানা আছে; আর তাদের সমস্ত কার্যকলাপ সম্বন্ধে আল্লাহর পূর্ণ অবগতি আছে।	أَلَمْ تَرَ أَنَّ ٱللَّهَ يُسَبِّحُ لَهُۥ مَن فِى ٱلسَّمَٰوَٰتِ وَٱلْأَرْضِ وَٱلطَّيْرُ صَٰٓفَّٰتٍ ۖ كُلٌّ قَدْ عَلِمَ صَلَاتَهُۥ وَتَسْبِيحَهُۥ ۗ وَٱللَّهُ عَلِيمٌۢ بِمَا يَفْعَلُونَ ﴿٤١﴾
৪২. আর আল্লাহরই আধিপত্য রয়েছে আসমানসমূহ ও জমিনে, এবং আল্লাহরই সমীপে সকলকে ফিরে যেতে হবে।	وَلِلَّهِ مُلْكُ ٱلسَّمَٰوَٰتِ وَٱلْأَرْضِ ۖ وَإِلَى ٱللَّهِ ٱلْمَصِيرُ ﴿٤٢﴾

ع ١١

শাব্দিক অনুবাদ :

৪০. أَوْ كَظُلُمَٰتٍ فِى بَحْرٍ لُّجِّىٍّ অথবা (তাদের) ঐ আমলসমূহ এরূপ, যেমন গভীর সমুদ্র তলে অন্ধকারপুঞ্জ يَغْشَىٰهُ مَوْجٌ এক প্রচণ্ড তরঙ্গ তাকে ঢেকে ফেলেছে مِّن فَوْقِهِۦ مَوْجٌ তার উপর আর এক তরঙ্গ مِّن فَوْقِهِۦ سَحَابٌ তার উপরে মেঘমালা ظُلُمَٰتٌۢ بَعْضُهَا فَوْقَ بَعْضٍ উপরে নীচে বহু অন্ধকাররাশি বিদ্যমান إِذَآ أَخْرَجَ يَدَهُۥ لَمْ يَكَدْ يَرَىٰهَا যদি কেউ নিজের হাত বের করে তবে দৃষ্টিগোচর হওয়ার সম্ভাবনাও নেই وَمَن لَّمْ يَجْعَلِ ٱللَّهُ لَهُۥ نُورًا আর আল্লাহ যাকে নূর দান না করেন فَمَا لَهُۥ مِن نُّورٍ তার জন্য নূর নেই।

৪১. أَلَمْ تَرَ তুমি কি দেখ না যে أَنَّ ٱللَّهَ يُسَبِّحُ لَهُۥ সকলেই আল্লাহর পবিত্রতা বর্ণনা করে مَن فِى ٱلسَّمَٰوَٰتِ وَٱلْأَرْضِ যা কিছু আসমানসমূহ ও জমিনে আছে وَٱلطَّيْرُ صَٰٓفَّٰتٍ এবং পক্ষীরাও যারা পাখা বিস্তার করে উড়ে বেড়ায় كُلٌّ قَدْ عَلِمَ صَلَاتَهُۥ وَتَسْبِيحَهُۥ প্রত্যেকেরই নিজ নিজ দোয়া এবং নিজ নিজ তাসবীহ জানা আছে وَٱللَّهُ عَلِيمٌۢ بِمَا يَفْعَلُونَ আর তাদের সমস্ত কার্যকলাপ সম্বন্ধে আল্লাহর পূর্ণ অবগতি আছে।

৪২. وَلِلَّهِ مُلْكُ ٱلسَّمَٰوَٰتِ وَٱلْأَرْضِ আর আল্লাহরই আধিপত্য রয়েছে আসমানসমূহ ও জমিনে وَإِلَى ٱللَّهِ ٱلْمَصِيرُ এবং আল্লাহরই সমীপে সকলকে ফিরে যেতে হবে।

https://e-ilm.weebly.com/

৪৩. তুমি কি দেখ না যে, আল্লাহ তা'আলা মেঘমালাকে চালিত করেন, অতঃপর সেই মেঘকে পরস্পর সংযুক্ত করে দেন, তৎপর তাকে স্তরে স্তরে সাজিয়ে দেন, অনন্তর তুমি বৃষ্টিকে দেখতে পাও যে, সে মেঘের ভিতর হতে নির্গত হয়। আর তিনি সেই মেঘ অর্থাৎ তার বৃহৎ বৃহৎ খণ্ডগুলো হতে শিলা বর্ষণ করে থাকেন। অতঃপর তাকে যার উপর ইচ্ছা পতিত করেন, আর যার হতে ইচ্ছা তার থেকে তাকে দূরে সরিয়ে দেন; আর ঐ মেঘমালার বিদ্যুৎ-প্রভার অবস্থা এই যে, মনে হয় যেন তা এখনই দৃষ্টিশক্তি নিয়ে যাবে;

اَلَمْ تَرَ اَنَّ اللّٰهَ يُزْجِيْ سَحَابًا ثُمَّ يُؤَلِّفُ بَيْنَهٗ ثُمَّ يَجْعَلُهٗ رُكَامًا فَتَرَى الْوَدْقَ يَخْرُجُ مِنْ خِلٰلِهٖ ۚ وَيُنَزِّلُ مِنَ السَّمَآءِ مِنْ جِبَالٍ فِيْهَا مِنْۢ بَرَدٍ فَيُصِيْبُ بِهٖ مَنْ يَّشَآءُ وَيَصْرِفُهٗ عَنْ مَّنْ يَّشَآءُ ؕ يَكَادُ سَنَا بَرْقِهٖ يَذْهَبُ بِالْاَبْصَارِ ﴿٤٣﴾

শাব্দিক অনুবাদ :

৪৩. اَلَمْ تَرَ তুমি কি দেখনা যে اَنَّ اللّٰهَ يُزْجِيْ سَحَابًا আল্লাহ তা'আলা মেঘমালাকে চালিত করেন ثُمَّ يُؤَلِّفُ بَيْنَهٗ অতঃপর সেই মেঘকে পরস্পর সংযুক্ত করে দেন ثُمَّ يَجْعَلُهٗ رُكَامًا তৎপর তাকে স্তরে স্তরে সাজিয়ে দেন فَتَرَى الْوَدْقَ অনন্তর তুমি বৃষ্টিকে দেখতে পাও يَخْرُجُ مِنْ خِلٰلِهٖ সে মেঘের ভিতর হতে নির্গত হয় وَيُنَزِّلُ مِنَ السَّمَآءِ আর তিনি সেই মেঘ হতে বর্ষণ করে থাকেন مِنْ جِبَالٍ فِيْهَا مِنْۢ بَرَدٍ অর্থাৎ তার বৃহৎ বৃহৎ খণ্ডগুলো হতে শিলা فَيُصِيْبُ بِهٖ مَنْ يَّشَآءُ অতঃপর তাকে যার উপর ইচ্ছা পতিত করেন وَيَصْرِفُهٗ عَنْ مَّنْ يَّشَآءُ আর যার হতে ইচ্ছা তার থেকে তাকে দূরে সরিয়ে দেন يَكَادُ سَنَا بَرْقِهٖ আর ঐ মেঘমালার বিদ্যুৎ-প্রভার অবস্থা এই যে, মনে হয় يَذْهَبُ بِالْاَبْصَارِ তা এখনই দৃষ্টি শক্তি নিয়ে যাবে।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

رِجَالٌ لَّا تُلْهِيْهِمْ تِجَارَةٌ وَّلَا بَيْعٌ عَنْ ذِكْرِ اللّٰهِ وَاِقَامِ الصَّلٰوةِ وَاِيْتَآءِ الزَّكٰوةِ يَخَافُوْنَ يَوْمًا تَتَقَلَّبُ فِيْهِ الْقُلُوْبُ وَالْاَبْصَارُ [٣٧]

শানে নুযূল-১ : ইবনে জারীর ও ইবনে আবী হাতেম ইবনে ওমরের উদ্ধৃতি দিয়ে বর্ণনা করেন যে, তিনি একদা বাজারে ছিলেন। এ মুহূর্তেই নামাজ আদায় করার সময় হলো। তখন বাজারের দোকানদাররা তাদের দোকানগুলো তালা বন্ধ করে মসজিদে গমন করে নামাজ আদায়ে রত হয়ে গেল। হযরত ইবনে ওমর (রা.) বলেন : যে, এ সকল মানুষদের সম্পর্কে আলোচ্য আয়াত নাজিল হয়েছে। -[ইবনে কাছীর ৩০৪/৩, ফতহুল কাদীর ৩৭/৪, কুরতুবী ২৫৭/১২]

শানে নুযূল-২ : কারোও মতে নবী করীম ﷺ-এর যুগে দু'জন লোক ছিলেন একজন ছিলেন ব্যবসায়ী। তিনি যখন নামাজের আজান শুনতে পেতেন, তখনই হাতে যদি পাল্লা থাকত, তাহলে সে পাল্লাকে হাত হতে ছুঁড়ে ফেলে দিতেন। তাকে গুছিয়ে রাখতেন না। পাল্লা যদি জমিনে থাকত, তাহলে মাটি হতে তা আর উঠাতেন না। দ্বিতীয়জন ছিল একজন কর্মকার, সে ব্যক্তি ব্যবসার উদ্দেশ্যে তলোয়ার তৈরি করত। কাজ করার সময় হাতুড়ি যদি কর্মকারের নিহাই এর উপর থাকত তাহলে সেখানে রেখে দিতেন, আর তা যদি উঠানো থাকত, তাহলে পিছন দিক দিয়েই তা ফেলে দিতেন। আল্লাহ তা'আলা তাদের প্রশংসা করণার্থে আলোচ্য আয়াত নাজিল করেন। যারা তাদের অনুকরণ করে চলবে তারাও সে প্রশংসা পাবার অধিকারী হবে। -[কুরতুবী ২৫৭/১২]

https://e-ilm.weebly.com/

وَ الَّذِيْنَ كَفَرُوْٓا اَعْمَالُهُمْ كَسَرَابٍ بِقِيْعَةٍ يَّحْسَبُهُ الظَّمْاٰنُ مَآءً حَتّٰٓى اِذَا جَآءَهٗ لَمْ يَجِدْهُ شَيْئًا وَّوَجَدَ اللّٰهَ عِنْدَهٗ فَوَفّٰىهُ حِسَابَهٗ وَاللّٰهُ سَرِيْعُ الْحِسَابِ [٣٩]

শানে নুযূল : মুকাতিল বলেন, আলোচ্য আয়াত শাইবা ইবনে রবীআ ইবনে আব্দে শাম্‌স সম্পর্কে নাজিল হয়েছে। সে ধর্মীয় ব্যাপারে সংসার ত্যাগীতে পরিণত হয়ে যেত। তবে রাসূল ﷺ যখন প্রেরিত হলেন, তখন সে কুফরিতে পরিণত হয়ে গেল। এহেন বিচিত্রপূর্ণ আশু পরিবর্তনের পরিপ্রেক্ষিতে আল্লাহ তা'আলা আলোচ্য আয়াত নাজিল করেন।

–[কুরতুবী ২৫৭/১২/১৮]

وَمَنْ لَّمْ يَجْعَلِ اللّٰهُ لَهٗ نُوْرًا فَمَا لَهٗ مِنْ نُّوْرٍ [٤٠]

শানে নুযূল : ছা'লাবী বলেন যে, আলোচ্য আয়াত আব্দুল্লাহ ইবনে জাহাশ সম্পর্কে নাজিল হয়েছে। ঘটনা প্রবাহ হচ্ছে যে, আব্দুল্লাহ ইবনে জাহাশ ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করার পর আবেসিনিয়া বর্তমান ইথিওপিয়ায় হিজরত করেছিল। কিন্তু ইসলাম গ্রহণ করার পরও পুনরায় খ্রিস্টানে পরিণত হয়ে গিয়েছিল। তার এ পট পরিবর্তনের পরিপ্রেক্ষিতে আলোচ্য আয়াতাংশ নাজিল করা হয়েছে।

رِجَالٌ لَّا تُلْهِيْهِمْ تِجَارَةٌ وَّلَا بَيْعٌ عَنْ ذِكْرِ اللّٰهِ –যেসব মুমিন আল্লাহ তা'আলার নূরে হেদায়েতের বিশেষ স্থান-মসজিদকে আবাদ রাখে, এখানে তাদের বিশেষ গুণাবলি বর্ণিত হয়েছে। এখানে رِجَالٌ শব্দের মধ্যে ইঙ্গিত আছে যে, মসজিদে উপস্থিত হওয়ার বিধান মূলত পুরুষদের জন্যে আর নারীদের জন্যে গৃহে নামাজ পড়া উত্তম।

মুসনাদে আহমদ ও বায়হাকীতে হযরত উম্মে সালমা (রা.) বর্ণিত হাদীসে রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন : خَيْرُ مَسَاجِدِ النِّسَاءِ قَعْرُ بُيُوْتِهِنَّ অর্থাৎ নারীদের উত্তম মসজিদ তাদের গৃহের সংকীর্ণ ও অন্ধকার প্রকোষ্ঠ।

আয়াতে সৎ কর্মপরায়ণ মুমিনদের গুণ বর্ণনা করা হয়েছে যে, তাদেরকে ব্যবসা-বাণিজ্য ও বেচাকেনা আল্লাহর স্মরণ থেকে বিরত রাখে না। বিক্রয়ও 'তেজারত' শব্দের মধ্যে দাখিল। তাই কোনো কোনো তাফসীরবিদ মোকাবিলা প্রকাশ করার উদ্দেশ্যে এখানে তেজারতের অর্থ ক্রয় এবং بَيْع শব্দের অর্থ বিক্রয় নিয়েছেন। কেউ কেউ তেজারতকে ব্যাপক অর্থই রেখেছেন অর্থাৎ ব্যবসা-বাণিজ্য। এরপর بَيْع কে পৃথকভাবে বর্ণনা করার রহস্য এরূপ বর্ণনা করেছেন যে, ব্যবসা-বাণিজ্য একটি বিস্তৃত অর্থবোধক শব্দ। এর উপকারিতা ও মুনাফা মাঝে মাঝে দীর্ঘদিন পরে অর্জিত হয়। পক্ষান্তরে কোনো কোনো বস্তু বিক্রয় করার পর মুনাফাসহ মূল্য নগদ উসূল করার উপকারিতা তাৎক্ষণিক অর্জিত হয়। একে বিশেষভাবে উল্লেখ করার কারণ এই যে, আল্লাহর জিকির ও নামাজের মোকাবিলায় মুমিনগণ কোনো বৃহত্তম পার্থিব উপকারের প্রতিও লক্ষ্য করে না।

হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে ওমর (রা.) বলেন : এই আয়াত বাজারে অবস্থানকারীদের সম্পর্কে নাজিল হয়েছে। তাঁর পুত্র হযরত সালেম (র.) বলেন : একদিন আমার পিতা হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে ওমর নামাজের সময় বাজারের উপর দিয়ে যাচ্ছিলেন। তিনি দেখলেন যে, দোকানদাররা দোকান বন্ধ করে মসজিদের দিকে যাচ্ছে। তখন তিনি বললেন : এদের সম্পর্কেই কুরআনের এই আয়াত নাজিল হয়েছে : رِجَالٌ لَّا تُلْهِيْهِمْ تِجَارَةٌ وَّلَا بَيْعٌ عَنْ ذِكْرِ اللّٰهِ.

রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর আমলে দু'জন সাহাবী ছিলেন। একজন ব্যবসা-বাণিজ্য করতেন ও অপরজন কর্মকার ছিলেন এবং তরবারি নির্মাণ করে বিক্রয় করতেন। প্রথম সাহাবীর অবস্থা ছিল এই যে, সওদা ওজন করার সময় আজানের শব্দ শ্রুতিগোচর হলে তিনি দাড়িপাল্লা ফেলে দিয়ে নামাজের জন্য ছুটে যেতেন। দ্বিতীয়জন এমন ছিলেন যে, উত্তপ্ত লোহায় হাতুড়ি মারার সময় আজানের শব্দ কানে আসলে যদি হাতুড়ি কাঁধ বরাবর উত্তোলিত থাকত, তবে তা কাঁধের পেছনে ফেলে দিয়ে নামাজে রওয়ানা হয়ে যেতেন। উত্তোলিত হাতুড়ি মারার কাজ সেরে নেওয়াও তিনি পছন্দ করতেন না। তাঁদের প্রশংসায়ই এই আয়াত অবতীর্ন হয়েছে। –[কুরতুবী]

অধিকাংশ সাহাবায়ে কেরামই ব্যবসাজীবি ছিলেন : এ আয়াতে থেকে আরো জানা গেল যে, সাহাবায়ে কেরামের বেশির ভাগই ব্যবসায়ী অথবা শিল্পী ছিলেন। ফলে তাঁদেরকে বাজারেই অবস্থান করতে হতো। কেননা আল্লাহর স্মরণে ব্যবসাবাণিজ্য অন্তরায় না হওয়া ব্যবসাজীবীদেরই গুণ হতে পারে। নতুবা একথা বলা অনর্থক হবে। –[রূহুল-মা'আনী]

https://e-ilm.weebly.com/

يَخَافُوْنَ يَوْمًا تَتَقَلَّبُ فِيْهِ الْقُلُوْبُ وَالْاَبْصَارُ —এটা পূর্ববর্তী আয়াতে উল্লিখিত মুমিনদের সর্বশেষ গুণ। এতে বলা হয়েছে যে,তারা সর্বদা আল্লাহর জিকির, আনুগত্য ও ইবাদতে মশগুল থাকা সত্ত্বেও নিশ্চিন্ত ও ভয়শূন্য হয়ে যায় না; বরং কিয়ামতের হিসাবের ভয়ে ভীত থাকে। এটা আল্লাহ প্রদত্ত নূরে হেদায়েতেরই শুভ প্রতিক্রিয়া। পরিশেষে বলা হয়েছে যে, আল্লাহ তা'আলা তাদেরকে তাদের কর্মের উৎকৃষ্টতম প্রতিদান দেবেন। এরপর বলা হয়েছে, وَيَزِيْدَهُمْ مِّنْ فَضْلِهٖ অর্থাৎ, শুধু কর্মের প্রতিদানই শেষ নয়; বরং আল্লাহ নিজ কৃপায় তাদেরকে বাড়তি নিয়ামতও দান করবেন।

وَاللّٰهُ يَرْزُقُ مَنْ يَّشَاۤءُ بِغَيْرِ حِسَابٍ —অর্থাৎ আল্লাহ তা'আলা কোনো আইনের অধীন নন এবং তাঁর ভাণ্ডারে কোনো সময় অভাবও দেখা দেয় না। তিনি যাকে ইচ্ছা অপরিসীম রুজি দান করেন। এ পর্যন্ত যেসব সৎকর্মপরায়ণ মুমিনের বক্ষ নূরে-হেদায়েতের দীপাধার এবং যারা বিশেষভাবে নূরে-হেদায়েতকে গ্রহণ করে, সেসব মুমিনের আলোচনা ছিল। অতঃপর সেসব কাফেরের কথা বলা হচ্ছে, যাদের স্বভাবে আল্লাহ তা'আলা নূরে-হেদায়েতের উপকরণ রেখেছিলেন, কিন্তু যখন এই উপকরণকে ঔজ্জ্বল্য দানকারী ওহী তাদের কাছে পৌঁছল, তখন তারা তা অস্বীকার করে নূর থেকে বঞ্চিত হয়ে গেল এবং অতল অন্ধকারেই রয়ে গেল। তারা কাফের ও অস্বীকারকারী —এই দুই ভাগে বিভক্ত ছিল। তাদের দৃষ্টান্ত বর্ণনার পর বলা হয়েছে : وَمَنْ لَّمْ يَجْعَلِ اللّٰهُ لَهٗ نُوْرًا فَمَا لَهٗ مِنْ نُّوْرٍ এই বাক্যে উল্লেখ করা হয়েছে যে, কাফেররা নূরে-হেদায়েত থেকে বঞ্চিত। তারা খোদায়ী বিধি-বিধানের প্রতি পৃষ্ঠপ্রদর্শন করে স্বভাবজাত নূরকেও বিলীন করে দিয়েছে। সুতরাং তারা আল্লাহর নূর কোথায় পাবে?

আয়াত থেকে আরো জানা গেল যে, শুধু জ্ঞান ও গুণের উপকরণ সংগৃহীত হলেই কেউ জ্ঞানী ও গুণী হয়ে যায় না; বরং এটা একান্ত আল্লাহর দান। এ কারণেই অনেক মানুষ, যারা দুনিয়ার কাজকর্ম সম্পর্কে অজ্ঞ ও বেখবর, তারা পরকালের ব্যাপারে অত্যন্ত জ্ঞানী ও চক্ষুষ্মান হয়ে থাকে। এমনিভাবে এর বিপরীতে যারা দুনিয়ার কাজকর্ম সম্পর্কে অত্যন্ত পারদর্শী ও বিচক্ষণ বলে গণ্য হয়, তাদের অনেকেই পরকালের ব্যাপারে বেওকুফ ও মূর্খ হয়ে থাকে। —[মাযহারী]

كُلٌّ قَدْ عَلِمَ صَلَاتَهٗ وَتَسْبِيْحَهٗ আয়াতের শুরুতে বলা হয়েছে যে, নভোমণ্ডল, ভূমণ্ডল ও এতদুভয়ের অন্তর্বর্তী প্রত্যেক সৃষ্টবস্তু আল্লাহ তা'আলার পবিত্রতা ও মহিমা ঘোষণায় মশগুল। এই পবিত্রতা ঘোষণার অর্থ হযরত সুফিয়ানের বর্ণনা মতে এই যে, আল্লাহ তা'আলা পৃথিবীর প্রত্যেক বস্তু আসমান, জমিন, চন্দ্র-সূর্য, গ্রহ, উপগ্রহ, নক্ষত্র, উপাদান চতুষ্টয় অগ্নি, পানি, মাটি, বাতাস সবাইকে বিশেষ বিশেষ কাজের জন্যে সৃষ্টি করেছেন এবং যাকে যে কাজের জন্যে সৃষ্টি করেছেন, সে সর্বক্ষণ সে কাজে ব্যাপৃত আছে— এর চুল পরিমাণও বিরোধিতা করে না। এই আনুগত্যকেই তাদের পবিত্রতা ও মহিমা ঘোষণা বলা হয়েছে। সারকথা এই যে, তাদের পবিত্রতা বর্ণনা অবস্থাগত; উক্তিগত নয়। তাদের দেখেই মনে হয় যে, তারা আল্লাহ তা'আলাকে পবিত্র ও সর্বশ্রেষ্ঠ মনে করে তাঁর আনুগত্যে ব্যাপৃত আছে।

আল্লামা জমখশারী ও অন্যান্য তাফসীরবিদ বলেন : এটা অবান্তর নয় যে, আল্লাহ তা'আলা প্রত্যেক বস্তুর মধ্যে এতটুকু বোধশক্তি ও চেতনা নিহিত রেখেছেন, যা দ্বারা সে তার স্রষ্টা ও প্রভুর পরিচয় জানতে পারে এবং এটাও অবাস্তব নয় যে, তাদেরকে বিশেষ প্রকার বাকশক্তি দান করা হয়েছে ও বিশেষ প্রকার তাসবীহ ও ইবাদত শেখানো হয়েছে, যাতে তারা মশগুল থাকে। كُلٌّ قَدْ عَلِمَ صَلَاتَهٗ এই শেষ বাক্যে এ বিষয়বস্তুর প্রতি ইঙ্গিত পাওয়া যায় যে, আল্লাহ তা'আলার তাসবীহ ও নামাজে সমগ্র সৃষ্টজগতই ব্যাপৃত আছে কিন্তু প্রত্যেকের নামাজ ও তাসবীহের পদ্ধতি ও আকার ভিন্ন রূপ। ফেরেশতাদের পদ্ধতি ভিন্ন। মানুষের পদ্ধতি ভিন্ন। উদ্ভিদরা অন্য পদ্ধতিতে নামাজ ও তাসবীহ আদায় করে। জড়পদার্থের পদ্ধতিও ভিন্নরূপ। কুরআন পাকের অন্য এক আয়াত থেকেও এই বিষয়বস্তুর সমর্থন পাওয়া যায়। বলা হয়েছে : اَعْطٰى كُلَّ شَيْءٍ خَلْقَهٗ ثُمَّ هَدٰى অর্থাৎ আল্লাহ তা'আলা প্রত্যেক বস্তু সৃষ্টি করেছেন, অতঃপর তাকে পথ প্রদর্শন করেছেন। এই পথ প্রদর্শন এছাড়া আর কিছুই নয় যে, সে সর্বদা আল্লাহর আনুগত্যে ব্যাপৃত থেকে ন্যস্ত দায়িত্ব পালন করে যাচ্ছে। এছাড়া তার নিজের জীবনধারণের প্রয়োজনাদি সম্পর্কেও তাকে এমন পথ প্রদর্শন করা হয়েছে যে, বড় বড় চিন্তাশীলদের চিন্তা তার কাছে হার মানে। বসবাসের জন্যে সে কেমন আশ্চর্যজনক বাসা, গর্ত ইত্যাদি তৈরি করে এবং খাদ্য ইত্যাদি হাসিল করার জন্যে কেমন কৌশল অবলম্বন করে।

وَيُنَزِّلُ مِنَ السَّمَاۤءِ مِنْ جِبَالٍ —এখানে سَمَاۤءٌ মানে মেঘমালা এবং جِبَالٌ মানে বড় বড় মেঘখণ্ড। بَرْدٌ-এর অর্থ শিলা।

https://e-ilm.weebly.com/

শব্দ বিশ্লেষণ :

لَا تُلْهِيْهِمْ : সীগাহ واحد مؤنث غائب বহছ نفى فعل مضارع معروف বাব اِفْعَالٌ মাসদার اِلْهَاءٌ মূলবর্ণ (ل ـ ه ـ و) জিনস ناقص واوى অর্থ– যাদেরকে গাফেল করে রাখতে পারে না।

تَتَقَلَّبُ : সীগাহ واحد مؤنث غائب বহছ مضارع معروف বাব تَفَعُّلٌ মাসদার تَقَلُّبٌ মূলবর্ণ (ق ـ ل ـ ب) জিনস صحيح অর্থ– বিপর্যস্ত হবে।

لِيَجْزِيَهُمْ : সীগাহ واحد مذكر غائب বহছ مضارع معروف বাব ضَرَبَ মাসদার جَزَاءٌ মূলবর্ণ (ج ـ ز ـ ى) জিনস ناقص يائى অর্থ– তিনি তাদের কে বিনিময় প্রদান করবেন।

كَسَرَابٍ : এখানে ك হরফে জর। سَرَابٌ মাজরূর। অর্থ– মরীচিকা। গরমের সময়, দুপুরের সময় সূর্যের তাপের তীব্রতায় মরুভূমিতে বালু পানির ন্যায় চমকাতে দেখা যায়। মনে হয় যেন পানি প্রবাহিত হচ্ছে। একে سراب বলা হয়। অধিকাংশ সময় দূর থেকে মানুষ পানি মনে করে ধোঁকা খায়, এজন্য একে ধোঁকা এবং প্রবঞ্চনার জন্য দৃষ্টান্ত স্বরূপ বলা হয়।

بِقِيْعَةٍ : এখানে باء হরফে জার। قِيْعَةٌ মাজরূর। এটা قَاعٌ -এর বহুবচন। অর্থ– মরুভূমি। (কামুস) কেউ কেউ قيعة -কে একবচন লিখেছেন।

فَوَفّٰهُ : সীগাহ واحد مذكر غائب বহছ ماضى معروف বাব تَفْعِيْل মাসদার تَوْفِيَةٌ মূলবর্ণ (و ـ ف ـ ى) জিনস لفيف مفروق অর্থ– তখন আল্লাহ তাকে পুরোপুরি চুকিয়ে দেন।

يَغْشٰهُ : সীগাহ واحد مذكر غائب বহছ مضارع معروف বাব سَمِعَ মাসদার غَشْىٌ মূলবর্ণ (غ ـ ش ـ ى) জিনস ناقص يائى অর্থ– তাকে ঢেকে ফেলেছে।

مَوْجٌ : ইসমে মুফরাদ, নাকেরা। اَمْوَاجٌ বহুবচন আসে। ঢেউ, তরঙ্গ, পানির সেচ। مَوْجٌ বাব نَصَرَ -এর মাসদার। দোল খাওয়া, পানিতে ঢেউ উঠা, হক ও সত্য কথা থেকে ফিরে যাওয়া।

يُؤَلِّفُ : সীগাহ واحد مذكر غائب বহছ مضارع معروف বাব تَفْعِيْل মাসদার تَأْلِيْفٌ মূলবর্ণ (أ ـ ل ـ ف) জিনস مهموز فاء অর্থ– তিনি সংযুক্ত করে দেন।

فَيُصِيْبُ : সীগাহ واحد مذكر غائب বহছ مضارع معروف বাব اِفْعَالٌ মাসদার اِصَابَةٌ মূলবর্ণ (ص ـ و ـ ب) জিনস اجوف واوى অর্থ– অতঃপর তিনি পতিত করেন।

বাক্য বিশ্লেষণ :

اسم شرط ما আর হলো مَنْ হলো استئنافية টি واو এখানে : وَمَنْ لَّمْ يَجْعَلِ اللّٰهُ لَهٗ نُوْرًا فَمَا لَهٗ مِنْ نُّوْرٍ
نُوْرًا متعلق এবং মুবতাদা لَمْ يَجْعَلْ ফে'লে শর্ত اللّٰهُ শব্দটি ফায়েল لَهٗ হলো لَمْ يَجْعَلْ -এর সাথে আর جازم
হলো মাফউলে বিহী فَمَا এর فاء হলো جواب -এর জন্য رابطة আর مَا হলো نافية আর لَهٗ হলো خبر مقدم এবং
مِنْ হলো হরফে জার অতিরিক্ত আর نُوْرٍ হলো মাজরূর। আর পূর্ণ বাক্যটি হলো جواب شرط এখন ফে'লে শর্ত ও
جواب شرط মিলে مَنْ মুবতাদার খবর হয়েছে। –[ই'রাবুল কুরআন : ৫/২৮৮]

https://e-ilm.weebly.com/

৪৪. আল্লাহ রাত্র ও দিনকে পরিবর্তন করেন; এতে জ্ঞানবানদের জন্য (তাওহীদের) শিক্ষা রয়েছে।	يُقَلِّبُ اللّٰهُ الَّيْلَ وَالنَّهَارَ ؕ اِنَّ فِيْ ذٰلِكَ لَعِبْرَةً لِّاُولِى الْاَبْصَارِ ﴿٤٤﴾
৪৫. আর আল্লাহ প্রত্যেক জীব-জন্তুকে পানি হতে সৃষ্টি করেছেন। অনন্তর সেগুলোর কতিপয় প্রাণী এমনও আছে, যারা পেটের উপর (ভর দিয়ে) চলে এবং তাদের কতক এমনও আছে, যারা দুই পায়ে চলে। আবার তাদের কতক এমনও আছে যারা চার পায়ে চলে। আল্লাহ যা ইচ্ছা সৃষ্টি করেন; নিঃসন্দেহে আল্লাহ সমস্ত বস্তুর উপর পূর্ণ ক্ষমতাবান।	وَاللّٰهُ خَلَقَ كُلَّ دَآبَّةٍ مِّنْ مَّآءٍ ۚ فَمِنْهُمْ مَّنْ يَّمْشِىْ عَلٰى بَطْنِهٖ ۚ وَمِنْهُمْ مَّنْ يَّمْشِىْ عَلٰى رِجْلَيْنِ ۚ وَمِنْهُمْ مَّنْ يَّمْشِىْ عَلٰۤى اَرْبَعٍ ؕ يَخْلُقُ اللّٰهُ مَا يَشَآءُ ؕ اِنَّ اللّٰهَ عَلٰى كُلِّ شَىْءٍ قَدِيْرٌ ﴿٤٥﴾
৪৬. আমি সুস্পষ্ট বর্ণনাকারী আয়াতসমূহ নাজিল করেছি; আর আল্লাহ তা'আলা যাকে ইচ্ছা সরল সঠিক পথে পরিচালিত করেন।	لَقَدْ اَنْزَلْنَاۤ اٰيٰتٍ مُّبَيِّنٰتٍ ؕ وَاللّٰهُ يَهْدِىْ مَنْ يَّشَآءُ اِلٰى صِرَاطٍ مُّسْتَقِيْمٍ ﴿٤٦﴾
৪৭. আর এই মুনাফেকরা দাবি করে যে, আমরা আল্লাহর প্রতি ও রাসূলের প্রতি ঈমান এনেছি এবং (তাঁদের) অনুগত হয়েছি। আবার এর পরে তাদের মধ্যকার এক দল (আদেশ) অমান্য করে; মূলত এরা একেবারেই ঈমান রাখে না।	وَيَقُوْلُوْنَ اٰمَنَّا بِاللّٰهِ وَبِالرَّسُوْلِ وَاَطَعْنَا ثُمَّ يَتَوَلّٰى فَرِيْقٌ مِّنْهُمْ مِّنْۢ بَعْدِ ذٰلِكَ ؕ وَمَاۤ اُولٰٓئِكَ بِالْمُؤْمِنِيْنَ ﴿٤٧﴾

শাব্দিক অনুবাদ :

৪৪. يُقَلِّبُ اللّٰهُ আল্লাহ পরিবর্তন করেন الَّيْلَ وَالنَّهَارَ রাত্র ও দিনকে اِنَّ فِيْ ذٰلِكَ لَعِبْرَةً এতে শিক্ষা রয়েছে لِّاُولِى الْاَبْصَارِ জ্ঞানবানদের জন্য।

৪৫. وَاللّٰهُ خَلَقَ আর আল্লাহ সৃষ্টি করেছেন كُلَّ دَآبَّةٍ প্রত্যেক জীব-জন্তুকে مِّنْ مَّآءٍ পানি হতে فَمِنْهُمْ مَّنْ يَّمْشِىْ عَلٰى بَطْنِهٖ অনন্তর সেগুলোর কতিপয় প্রাণী এমনও আছে যারা পেটের উপর (ভর দিয়ে) চলে وَمِنْهُمْ مَّنْ يَّمْشِىْ عَلٰى رِجْلَيْنِ এবং তাদের কতক এমনও আছে যারা দুপায়ে চলে وَمِنْهُمْ مَّنْ يَّمْشِىْ عَلٰۤى اَرْبَعٍ আবার তাদের কতক এমনও আছে যারা চার পায়ে চলে يَخْلُقُ اللّٰهُ مَا يَشَآءُ আল্লাহ যা ইচ্ছা সৃষ্টি করেন اِنَّ اللّٰهَ عَلٰى كُلِّ شَىْءٍ قَدِيْرٌ নিঃসন্দেহে আল্লাহ সমস্ত বস্তুর উপর পূর্ণ ক্ষমতাবান।

৪৬. لَقَدْ اَنْزَلْنَاۤ আমি নাজিল করেছি اٰيٰتٍ مُّبَيِّنٰتٍ সুস্পষ্ট বর্ণনাকারী আয়াতসমূহ وَاللّٰهُ يَهْدِىْ আর আল্লাহ তা'আলা পরিচালিত করেন مَنْ يَّشَآءُ যাকে ইচ্ছা اِلٰى صِرَاطٍ مُّسْتَقِيْمٍ সরল সঠিক পথে।

৪৭. وَيَقُوْلُوْنَ আর এই মুনাফেকরা দাবি করে যে اٰمَنَّا بِاللّٰهِ وَبِالرَّسُوْلِ আমরা আল্লাহর প্রতি ও রাসূলের প্রতি ঈমান এনেছি وَاَطَعْنَا, এবং অনুগত হয়েছি ثُمَّ يَتَوَلّٰى فَرِيْقٌ مِّنْهُمْ আবার তাদের মধ্যকার একদল (আদেশ) অমান্য করে مِّنْۢ بَعْدِ ذٰلِكَ এর পরে وَمَاۤ اُولٰٓئِكَ بِالْمُؤْمِنِيْنَ, মূলত এরা একেবারেই ঈমান রাখে না।

https://e-ilm.weebly.com/

৪৮. আর যখন এদেরকে আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের দিকে এজন্য ডাকা হয় যে, রাসূল তাদের মধ্যে মীমাংসা করে দিবেন, তখন তাদের মধ্যকার এক দল বিমুখ হয়ে যায়।	وَاِذَا دُعُوْٓا اِلَى اللّٰهِ وَرَسُوْلِهٖ لِيَحْكُمَ بَيْنَهُمْ اِذَا فَرِيْقٌ مِّنْهُمْ مُّعْرِضُوْنَ ﴿٤٨﴾
৪৯. আর যদি সত্য (ফয়সালা) তাদের পক্ষে হয়, তবে তারা একান্ত অনুগত হয়ে তাঁর দরবারে চলে আসে;	وَاِنْ يَّكُنْ لَّهُمُ الْحَقُّ يَاْتُوْٓا اِلَيْهِ مُذْعِنِيْنَ ﴿٤٩﴾
৫০. তাদের অন্তরে কি কোনো ব্যাধি রয়েছে? না তারা (নবুয়ত সম্পর্কে) সন্দেহের মধ্যে রয়েছে? নাকি এ আশঙ্কা করে যে, আল্লাহ ও তাঁর রাসূল তাদের প্রতি অবিচার করবেন; বরং এরাই তো জালিম।	اَفِيْ قُلُوْبِهِمْ مَّرَضٌ اَمِ ارْتَابُوْٓا اَمْ يَخَافُوْنَ اَنْ يَّحِيْفَ اللّٰهُ عَلَيْهِمْ وَرَسُوْلُهٗ ؕ بَلْ اُولٰٓئِكَ هُمُ الظّٰلِمُوْنَ ﴿٥٠﴾
৫১. মুসলমানদের কথা তো এটাই, যখন তাদেরকে আল্লাহ এবং তাঁর রাসূলের দিকে আহ্বান করা হয় তাদের মীমাংসার জন্য, তখন তারা বলে দেয়– আমরা শুনলাম এবং (আদেশ) মেনে নিলাম; এবং এরূপ লোকেরাই সফলকাম হবে।	اِنَّمَا كَانَ قَوْلَ الْمُؤْمِنِيْنَ اِذَا دُعُوْٓا اِلَى اللّٰهِ وَرَسُوْلِهٖ لِيَحْكُمَ بَيْنَهُمْ اَنْ يَّقُوْلُوْا سَمِعْنَا وَاَطَعْنَا ؕ وَاُولٰٓئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُوْنَ ﴿٥١﴾

শাব্দিক অনুবাদ :

৪৮. وَاِذَا دُعُوْٓا আর যখন এদেরকে এজন্য ডাকা হয় যে اِلَى اللّٰهِ وَرَسُوْلِهٖ আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের দিকে لِيَحْكُمَ بَيْنَهُمْ রাসূল তাদের মধ্যে মীমাংসা করে দিবেন اِذَا فَرِيْقٌ مِّنْهُمْ مُّعْرِضُوْنَ তখন তাদের মধ্যকার একদল বিমুখ হয়ে যায়।

৪৯. وَاِنْ يَّكُنْ لَّهُمُ الْحَقُّ আর যদি সত্য তাদের পক্ষে হয় يَاْتُوْٓا اِلَيْهِ তবে তারা তাঁর দরবারে চলে আসে مُذْعِنِيْنَ একান্ত অনুগত হয়ে।

৫০. اَفِيْ قُلُوْبِهِمْ مَّرَضٌ তাদের অন্তরে কি কোনো ব্যাধি রয়েছে اَمِ ارْتَابُوْٓا না তারা সন্দেহের মধ্যে রয়েছে اَمْ يَخَافُوْنَ নাকি এ আশঙ্কা করে যে اَنْ يَّحِيْفَ اللّٰهُ عَلَيْهِمْ وَرَسُوْلُهٗ আল্লাহ ও তার রাসূল তার প্রতি অবিচার করবেন بَلْ اُولٰٓئِكَ هُمُ الظّٰلِمُوْنَ বরং এরাই তো জালেম।

৫১. اِنَّمَا كَانَ قَوْلَ الْمُؤْمِنِيْنَ মুসলমানদের কথা তো এটাই اِذَا دُعُوْٓا যখন তাদেরকে আহবান করা হয় اِلَى اللّٰهِ وَرَسُوْلِهٖ আল্লাহ এবং তাঁর রাসূলের দিকে لِيَحْكُمَ بَيْنَهُمْ তাদের মীমাংসার জন্য اَنْ يَّقُوْلُوْا তখন তারা বলে দেয় سَمِعْنَا আমরা শুনলাম وَاَطَعْنَا এবং মেনে নিলাম وَاُولٰٓئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُوْنَ এবং এরূপ লোকেরাই সফলকাম হবে।

https://e-ilm.weebly.com/

৫২. আর যে ব্যক্তি আল্লাহর ও তাঁর রাসূলের কথা মান্য করে এবং আল্লাহকে ভয় করে এবং তাঁর বিরুদ্ধাচরণ হতে বিরত থাকে, এরূপ লোকই সফলকাম হবে।	وَمَنْ يُّطِعِ اللّٰهَ وَرَسُوْلَهٗ وَيَخْشَ اللّٰهَ وَيَتَّقْهِ فَاُولٰٓئِكَ هُمُ الْفَآئِزُوْنَ ﴿٥٢﴾
৫৩. আর তারা (মুনাফেকরা) দৃঢ়ভাবে আল্লাহর নামে শপথ করে থাকে যে, যদি আপনি তাদেরকে আদেশ করেন, তবে তারা অবশ্যই বের হবে; আপনি বলে দিন শপথ করো না, তোমাদের আনুগত্য জানা আছে; আল্লাহ তোমাদের কার্যাবলির পূর্ণ খবর রাখেন।	وَاَقْسَمُوْا بِاللّٰهِ جَهْدَ اَيْمَانِهِمْ لَئِنْ اَمَرْتَهُمْ لَيَخْرُجُنَّ ؕ قُلْ لَّا تُقْسِمُوْا ۚ طَاعَةٌ مَّعْرُوْفَةٌ ؕ اِنَّ اللّٰهَ خَبِيْرٌۢ بِمَا تَعْمَلُوْنَ ﴿٥٣﴾

শাব্দিক অনুবাদ :

৫২. وَمَنْ يُّطِعِ اللّٰهَ وَرَسُوْلَهٗ আর যে ব্যক্তি আল্লাহর ও তাঁর রাসূলের কথা মান্য করে وَيَخْشَ اللّٰهَ এবং আল্লাহকে ভয় করে وَيَتَّقْهِ এবং তার বিরুদ্ধাচরণ হতে বিরত থাকে فَاُولٰٓئِكَ هُمُ الْفَآئِزُوْنَ এরূপ লোকই সফলকাম হবে।

৫৩. وَاَقْسَمُوْا بِاللّٰهِ جَهْدَ اَيْمَانِهِمْ আর তারা দৃঢ়ভাবে আল্লাহর নামে শপথ করে যে لَئِنْ اَمَرْتَهُمْ যদি আপনি তাদেরকে আদেশ করেন لَيَخْرُجُنَّ তবে তারা অবশ্যই বের হবে قُلْ আপনি বলে দিন لَّا تُقْسِمُوْا শপথ করো না طَاعَةٌ مَّعْرُوْفَةٌ তোমাদের আনুগত্য জানা আছে اِنَّ اللّٰهَ خَبِيْرٌۢ بِمَا تَعْمَلُوْنَ আল্লাহ তোমাদের কার্যাবলির পূর্ণ খবর রাখেন।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

وَيَقُوْلُوْنَ اٰمَنَّا بِاللّٰهِ وَبِالرَّسُوْلِ وَاَطَعْنَا ثُمَّ يَتَوَلّٰى فَرِيْقٌ مِّنْهُمْ مِّنْۢ بَعْدِ ذٰلِكَ وَمَآ اُولٰٓئِكَ بِالْمُؤْمِنِيْنَ [٤٧]

শানে নুযূল : ইবনে মুনযির বলেন যে, আলোচ্য আয়াত মুনাফিকদের সম্পর্কে নাজিল হয়েছে। কারো মতানুসারে আলোচ্য আয়াত বাশার নামক এক মুনাফিক সম্পর্কে নাজিল হয়েছে। ঘটনা প্রবাহ হচ্ছে যে, বাশার এবং এক ইহুদির মাঝে একটি বিরোধ ছিল। সুতরাং ইহুদি বাশারকে রাসূল ﷺ -এর নিকট এ বিরোধ নিরোসনের উদ্দেশ্যে নিয়ে যাওয়ার জন্যে বলল। কিন্তু সেই মুনাফিক ইহুদি দলপতি কা'আব ইবনে আশরাফ এর নিকট এ বিষয়টি নিয়ে যাওয়ার জন্যে ইহুদিকে বলল। পরিশেষে উভয়জন বিষয়টি নিষ্পত্তি করার জন্যে রাসূল ﷺ -এর নিকট উপস্থিত হলো। রাসূল ﷺ ইহুদির পক্ষে রায় দিলেন। মুনাফিক রাসূল ﷺ-এর ফয়সালাকে না মেনে সে বলল যে, চল আমরা এ বিষয়টি নিয়ে হযরত ওমর এর নিকট যাব। অতঃপর উভয়জন যখন হযরত ওমর (রা.)-এর নিকট বলল যে, আমরা আল্লাহর রাসূল ﷺ -এর নিকট বিষয়টি নিয়ে গিয়েছিলাম। তিনি আমার পক্ষে ফয়সালা দিয়েছেন। সে তা মানেনি। ওমর (রা.) মুনাফিককে জিজ্ঞেস করলেন যে ঘটনা কি তাই? সে বলল হ্যাঁ! তখন হযরত ওমর (রা.) বললেন, তোমরা এখানে থাক, একথা বলেই তিনি ঘরে গিয়ে তরবারি এনে মুনাফিকের মাথা উড়িয়ে দিলেন। অতঃপর বললেন যে, যে আল্লাহ ও তদীয় রাসূলের ফয়সালাকে মানবেনা, তার জন্যে এমন বিচারই হওয়া উচিৎ। এ ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে আলোচ্য আয়াত নাজিল হয়েছে। হযরত জিবরাইল (আ.) বললেন যে, ওমর সত্য ও অসত্যের মাঝে পার্থক্য করে দিলেন। সেই থেকেই হযরত ওমর (রা.)-কে ফারুক উপাধিতে ভূষিত করা হয়। -[রূহুল মা'আনী ১৯৪/৯/১৮]

وَاِذَا دُعُوْٓا اِلَى اللّٰهِ وَرَسُوْلِهٖ لِيَحْكُمَ بَيْنَهُمْ اِذَا فَرِيْقٌ مِّنْهُمْ مُّعْرِضُوْنَ [٤٨]

শানে নুযূল- ১ : তাবারী বলেন, বাশার নামক এক মুনাফিক ছিল। সেই মুনাফিক ও ইহুদি এক লোকের মধ্যে জমি সংক্রান্ত বিরোধ ছিল। সুতরাং ইহুদি লেকটি সঠিক ফয়সালা পাবার আশায় তা নিষ্পত্তি করার জন্যে হযরত রাসূলে

https://e-ilm.weebly.com/

আকরাম ﷺ-এর নিকট আসার জন্যে বলল। কিন্তু মুনাফিক লোকটি দাবিতে মিথ্যুক ছিল বিধায় সে তাতে অসম্মতি জানাল। সে আরোও মন্তব্য করল যে, মুহাম্মদ আমাদের প্রতি ক্ষুব্ধ রয়েছেন। সুতরাং ফয়সালাকারী হিসাবে আমি কা'আব ইবনে আশরাফকে ধার্য করব। সে প্রেক্ষিতে আলোচ্য আয়াত নাজিল হয়েছে।

শানে নুযূল : অপর এক বর্ণনানুসারে বনী উমাইয়ার মুগীরা ইবনে ওয়ায়েল ও হযরত আলী (রা.) -এর মাঝে পানি ও জমি সংক্রান্ত একটি বিরোধ ছিল। মুগীরা ইবনে ওয়ায়েল হযরত আলী (রা.)-কে রাসূল ﷺ-এর নিকট এ বিরোধ পেশ করতে নিষেধ করল একথা বলে যে, তিনি আমার প্রতি ক্রোধান্বিত হবেন। সে পরিপ্রেক্ষিতে আল্লাহ তা'আলা আলোচ্য আয়াত নাজিল করেন। –[কুরতুবী ২৬৮-৬৯/১২]

وَاَقْسَمُوْا بِاللّٰهِ جَهْدَ اَيْمَانِهِمْ لَئِنْ اَمَرْتَهُمْ لَيَخْرُجُنَّ قُلْ لَا تُقْسِمُوْا طَاعَةٌ مَّعْرُوْفَةٌ اِنَّ اللّٰهَ خَبِيْرٌ بِمَا تَعْمَلُوْنَ [٥٣]

শানে নুযূল : ইবনে মারদুভিয়া হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) -এর উদ্ধৃতি দিয়ে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেন, নবী করীম ﷺ-এর নিকট একদল লোক এসে বলল, হে আল্লাহর রাসূল ﷺ! আল্লাহর শপথ আপনি যদি আমাদেরকে মাল ধন-সম্পদ পরিবার পরিজন ছেড়ে বের হয়ে যেতে নির্দেশ করেন, তাহলে অবশ্য আমরা এসব কিছু ছেড়ে চলে যাব। আপনি যদি আমাদেরকে জিহাদ করার আদেশ করেন, তাহলে আমরা জিহাদে নেমে যাব। সে অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে আল্লাহ তা'আলা আলোচ্য আয়াত নাজিল করেন। –[কুরতুবী ২৭১/১২, ফতহুল কাদীর ৪৯/৪, দুররে মানছুর ৫৪/৫]

আলোচ্য আয়াত বিশেষ ঘটনা প্রসঙ্গে অবতীর্ণ হয়েছে। তাবারী প্রমুখ এ ঘটনা বর্ণনা প্রসঙ্গে বলেন : বিশর নামক জনৈক মুনাফিক ও এক ইহুদির মধ্যে জমি সংক্রান্ত কলহ-বিবাদ ছিল। ইহুদি তাকে বলল : চল, তোমাদেরই রাসূল দ্বারা এর মীমাংসা করিয়ে নেই। মুনাফিক বিশর ছিল অন্যায়ের উপর। সে জানত যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর এজলাসে মকদ্দমা গেলে তিনি ন্যায়বিচার করবেন এবং সে হেরে যাবে। কাজেই সে অস্বীকার করল এবং রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর পরিবর্তে কা'ব ইবনে আশরাফ ইহুদীর কাছে মকদ্দমা নিয়ে যেতে বলল। এর পরিপ্রেক্ষিতে আলোচ্য আয়াতসমূহ অবতীর্ণ হয়।

সাফল্য লাভের চারটি শর্ত : وَمَنْ يُّطِعِ اللّٰهَ وَرَسُوْلَهٗ وَيَخْشَ اللّٰهَ وَيَتَّقْهِ فَاُولٰٓئِكَ هُمُ الْفَآئِزُوْنَ– এই আয়াতে চারটি বিষয় বর্ণনা করার পর বলা হয়েছে, যে ব্যক্তি এই চারটি বিষয় যথাযথ পালন করে, সেই দুনিয়া ও আখিরাতে সফলকাম হবে।

একটি আশ্চর্য ঘটনা : তাফসীর-কুরতুবীতে এস্থলে হযরত ফারুকে আযমের একটি ঘটনা বর্ণনা করা হয়েছে। এতে এই চারটি বিষয়ের ব্যাখ্যা ও পারস্পরিক পার্থক্য ফুটে উঠে। হযরত ফারুকে আযম একদিন মসজিদে নববীতে দণ্ডায়মান ছিলেন। হঠাৎ জনৈক রুমী গ্রাম্য ব্যক্তি তাঁর কাছে এসে বলতে লাগল।

اَشْهَدُ اَنْ لَّآ اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَاَشْهَدُ اَنَّ مُحَمَّدًا رَّسُوْلُ اللّٰهِ হযরত ফারুকে আযম (রা.) জিজ্ঞেস করলেন : ব্যাপার কি? সে বলল : আমি আল্লাহর ওয়াস্তে মুসলমান হয়ে গেছি। হযরত ফারুকে আযম (রা.) জিজ্ঞেস করলেন : এর কোনো কারণ আছে কি? সে বলল : হ্যাঁ, আমি তাওরাত, ইঞ্জিল, যবুর ও পূর্ববর্তী পয়গম্বরগণের অনেক গ্রন্থ পাঠ করেছি। কিন্তু সম্প্রতি জনৈক মুসলমান কয়েদীর মুখে একটি আয়াত শুনে জানতে পারলাম যে, এই ছোট আয়াতটির মধ্যে সমস্ত প্রাচীন গ্রন্থের বিষয়বস্তু সন্নিবেশিত রয়েছে। এতে আমার মনে দৃঢ় বিশ্বাস জন্মেছে যে, এটা আল্লাহর পক্ষ থেকেই আগত। ফারুকে আযম (রা.) জিজ্ঞেস করলেন : আয়াতটি কি? রুমী ব্যক্তি উল্লিখিত আয়াতটিই তেলাওয়াত করল এবং সাথে সাথে তার অভিনব তাফসীরও বর্ণনা করল যে, وَمَنْ يُّطِعِ اللّٰهَ আল্লাহর ফরজ কার্যাদির সাথে, وَرَسُوْلَهٗ রাসূলে সুন্নতের সাথে, وَيَخْشَ اللّٰهَ অতীত জীবনের সাথে এবং وَيَتَّقْهِ ভবিষ্যত জীবনের সাথে সম্পর্ক রাখে। মানুষ যখন এই চারটি বিষয় পালন করবে, তখন তাকে فَاُولٰٓئِكَ هُمُ الْفَآئِزُوْنَ -এর সুসংবাদ দেওয়া হবে। فَائِزٌ তথা সফলকাম সে ব্যক্তি, যে জাহান্নাম থেকে মুক্তি লাভ করে ও জান্নাতে স্থান পায়। ফারুকে আযম একথা শুনে বললেন : রাসূলে কারীম ﷺ-এর কথায় এর সমর্থন পাওয়া যায়। তিনি বলেছেন : اُوْتِيْتُ جَوَامِعَ الْكَلِمِ অর্থাৎ, আল্লাহ তা'আলা আমাকে সুদূরপ্রসারী অর্থবোধক বাক্যবলি দান করেছেন। এগুলোর শব্দ সংক্ষিপ্ত এবং অর্থ সুদূর বিস্তৃত। –[কুরতুবী]

https://e-ilm.weebly.com/

শব্দ বিশ্লেষণ :

يُقَلِّبُ : সীগাহ واحد مذكر غائب বহছ مضارع معروف বাব تفعيل মাসদার تَقْلِيبٌ মূলবর্ণ (ق ـ ل ـ ب) জিনস صحيح অর্থ– তিনি পরিবর্তন করেন।

يَشَاءُ : সীগাহ واحد مذكر غائب বহছ مضارع معروف বাব فَتَحَ মাসদার مَشِيْئَةٌ মূলবর্ণ (ش ـ ى ـ أ) জিনস মুরাক্কাব (مهموز لام ও اجوف يائى) অর্থ– ইচ্ছা।

اَطَعْنَا : সীগাহ جمع متكلم বহছ ماضى معروف বাব اِفْعَالٌ মাসদার اِطَاعَةٌ মূলবর্ণ (ط ـ و ـ ع) জিনস اجوف واوى অর্থ– আমরা অনুগত হয়েছি।

دُعُوْا : সীগাহ جمع مذكر غائب বহছ ماضى مجهول বাব نَصَرَ মাসদার دُعَاءٌ মূলবর্ণ (د ـ ع ـ و) জিনস ناقص واوى অর্থ– এদেরকে ডাকা হয়।

يَأْتُوا : সীগাহ جمع مذكر غائب বহছ مضارع معروف বাব ضَرَبَ মাসদার اِتْيَانٌ মূলবর্ণ (أ ـ ت ـ ى) জিনস মুরাক্কাব (ناقص يائى ও مهموز فاء) অর্থ– তারা চলে আসে।

مُذْعِنِيْنَ : সীগাহ جمع مذكر বহছ اسم فاعل বাব اِفْعَالٌ মাসদার اِذْعَانٌ মূলবর্ণ (ذ ـ ع ـ ن) জিনস صحيح অর্থ– একান্ত অনুগত হয়ে।

اِرْتَابُوْا : সীগাহ جمع مذكر غائب বহছ ماضى معروف বাব اِفْتِعَالٌ মাসদার اِرْتِيَابٌ মূলবর্ণ (ر ـ ى ـ ب) জিনস اجوف يائى অর্থ– তারা (নবুয়ত সম্পর্কে) সন্দেহের মধ্যে রয়েছে।

يَخَافُوْنَ : সীগাহ جمع مذكر غائب বহছ مضارع معروف বাব سَمِعَ মাসদার خَوْفٌ মূলবর্ণ (خ ـ و ـ ف) জিনস اجوف واوى অর্থ– তারা আশঙ্কা করে।

يَتَّقِهِ : সীগাহ واحد مذكر غائب বহছ مضارع معروف বাব اِفْتِعَالٌ মাসদার اِتِّقَاءٌ মূলবর্ণ (و ـ ق ـ ى) জিনস لفيف مفروق অর্থ– তার বিরুদ্ধাচরণ হতে বিরত থাকে।

لَيَخْرُجُنَّ : সীগাহ جمع مذكر غائب বহছ مضارع لام تاكيد بانون تاكيد ثقيلة বাব نَصَرَ মাসদার خُرُوْجٌ মূলবর্ণ (خ ـ ر ـ ج) জিনস صحيح অর্থ– তবে তারা অবশ্যই বের হবে।

لَا تُقْسِمُوْا : সীগাহ جمع مذكر حاضر বহছ نهى حاضر معروف বাব اِفْعَالٌ মাসদার اِقْسَامٌ মূলবর্ণ (ق ـ س ـ م) জিনস صحيح অর্থ– তোমরা শপথ করো না।

বাক্য বিশ্লেষণ :

وَاللّٰهُ خَلَقَ كُلَّ دَآبَّةٍ مِنْ مَّآءٍ এখানে واو টি استئنافية আর اَللّٰهُ শব্দটি মুবতাদা আর خَلَقَ كُلَّ বাক্যটি খবর। دَآبَّةَ হলো مفعول به আর مِنْ مَّآءٍ জার ও মাজরুর মিলে خَلَقَ -এর সাথে متعلق হয়েছে।

–[ই'রাবুল কুরআন : ৫/২৯৭]

https://e-ilm.weebly.com/

https://e-ilm.weebly.com/

وَاَقِيْمُوا الصَّلٰوةَ وَاٰتُوا الزَّكٰوةَ وَاَطِيْعُوا الرَّسُوْلَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُوْنَ ﴿٥٦﴾

৫৬. আর নামাজের পাবন্দি কর এবং জাকাত প্রদান কর, আর রাসূলের আনুগত্য কর, যেন তোমাদের প্রতি (পূর্ণ) অনুগ্রহ করা যেতে পারে।

لَا تَحْسَبَنَّ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا مُعْجِزِيْنَ فِي الْاَرْضِ ۚ وَمَاْوٰىهُمُ النَّارُ ۖ وَلَبِئْسَ الْمَصِيْرُ ﴿٥٧﴾ ع ٧ ٧ ١٢

৫৭. কাফেরদের সম্বন্ধে এরূপ ধারণা করো না যে, তারা পৃথিবীর (কোনো অংশের) মধ্যে (পালিয়ে যাবে এবং আমাকে) হারিয়ে দিবে। আর তাদের আশ্রয়স্থল হবে দোজখ; এবং তা বড়ই নিকৃষ্ট বাসস্থান।

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لِيَسْتَاْذِنْكُمُ الَّذِيْنَ مَلَكَتْ اَيْمَانُكُمْ وَالَّذِيْنَ لَمْ يَبْلُغُوا الْحُلُمَ مِنْكُمْ ثَلٰثَ مَرّٰتٍ ؕ مِنْ قَبْلِ صَلٰوةِ الْفَجْرِ وَحِيْنَ تَضَعُوْنَ ثِيَابَكُمْ مِّنَ الظَّهِيْرَةِ وَمِنْۢ بَعْدِ صَلٰوةِ الْعِشَآءِ ۗ ثَلٰثُ عَوْرٰتٍ لَّكُمْ ؕ لَيْسَ عَلَيْكُمْ وَلَا عَلَيْهِمْ جُنَاحٌۢ بَعْدَهُنَّ ؕ طَوّٰفُوْنَ عَلَيْكُمْ بَعْضُكُمْ عَلٰى بَعْضٍ ؕ كَذٰلِكَ يُبَيِّنُ اللّٰهُ لَكُمُ الْاٰيٰتِ ؕ وَاللّٰهُ عَلِيْمٌ حَكِيْمٌ ﴿٥٨﴾

৫৮. হে মুমিনগণ! তোমাদের ক্রীতদাসদের জন্য এবং তোমাদের মধ্যে যারা পরিণত বয়সে উপনীত হয় নি তাদের জন্য উচিত যে, তিন সময়ে তোমাদের নিকট (আসবার জন্য) অনুমতি গ্রহণ করবে; ফজরের নামাজের পূর্বে এবং দ্বিপ্রহরে যখন তোমরা স্বীয় পোশাক খুলে রাখ এবং এশার নামাজের পর। (কেননা) এ তিনটি সময় তোমাদের পর্দার সময়; উক্ত সময়সমূহ ব্যতীত তোমাদের উপর কোনো দোষ নেই এবং তাদেরও কোনো দোষ নেই; (কেননা) তারা তোমাদের নিকট একে অন্যের সচরাচর যাওয়া-আসা করে থাকে; এভাবেই আল্লাহ তা'আলা আয়াতসমূহ তোমাদের নিকট পরিষ্কারভাবে বর্ণনা করে থাকেন; আর আল্লাহ তা'আলা সর্বজ্ঞ, প্রজ্ঞাময়।

শাব্দিক অনুবাদ :

৫৬. وَاَقِيْمُوا الصَّلٰوةَ আর নামাজের পাবন্দি কর وَاٰتُوا الزَّكٰوةَ এবং জাকাত প্রদান কর وَاَطِيْعُوا الرَّسُوْلَ আর রাসূলের আনুগত্য কর لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُوْنَ যেন তোমাদের প্রতি অনুগ্রহ করা যেতে পারে।

৫৭. لَا تَحْسَبَنَّ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا কাফেরদের সম্বন্ধে এরূপ ধারণা করো না যে مُعْجِزِيْنَ فِي الْاَرْضِ তারা পৃথিবীর মধ্যে হারিয়ে দিবে وَمَاْوٰىهُمُ النَّارُ আর তাদের আশ্রয় স্থল হবে দোজখ وَلَبِئْسَ الْمَصِيْرُ এবং তা বড়ই নিকৃষ্ট বাসস্থান।

৫৮. يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا হে মুমিনগণ لِيَسْتَاْذِنْكُمُ তাদের জন্য উচিত যে, তারা তোমাদের নিকট অনুমতি গ্রহণ করবে الَّذِيْنَ مَلَكَتْ اَيْمَانُكُمْ তোমাদের ক্রীতদাসদের জন্য وَالَّذِيْنَ لَمْ يَبْلُغُوا الْحُلُمَ مِنْكُمْ এবং তোমাদের মধ্যে যারা পরিণত বয়সে উপনীত হয়নি তাদের জন্য ثَلٰثَ مَرّٰتٍ তিন সময়ে مِنْ قَبْلِ صَلٰوةِ الْفَجْرِ ফজরের নামাজের পূর্বে وَحِيْنَ تَضَعُوْنَ ثِيَابَكُمْ مِنَ الظَّهِيْرَةِ এবং দ্বিপ্রহরে যখন তোমরা স্বীয় পোশাক খুলে রাখ وَمِنْ بَعْدِ صَلٰوةِ الْعِشَآءِ এবং এশার নামাজের পর ثَلٰثُ عَوْرٰتٍ لَّكُمْ এই তিনটি সময় তোমাদের পর্দার সময় لَيْسَ عَلَيْكُمْ তোমাদের উপর কোনো দোষ নেই وَلَا عَلَيْهِمْ এবং তাদের উপরও নেই جُنَاحٌ কোনো দোষ بَعْدَهُنَّ উক্ত সময়সমূহ ব্যতীত طَوّٰفُوْنَ عَلَيْكُمْ তারা তোমাদের নিকট সচরাচর যাওয়া আসা করে থাকে بَعْضُكُمْ عَلٰى بَعْضٍ একে অন্যের নিকট كَذٰلِكَ يُبَيِّنُ اللّٰهُ لَكُمُ الْاٰيٰتِ এভাবেই আল্লাহ তা'আলা আয়াত সমূহ তোমাদের নিকট পরিষ্কারভাবে বর্ণনা করে থাকেন وَاللّٰهُ عَلِيْمٌ حَكِيْمٌ আর আল্লাহ তা'আলা সর্বজ্ঞ, প্রজ্ঞাময়।

https://e-ilm.weebly.com/

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

وَعَدَ اللّٰهُ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا مِنْكُمْ وَعَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ .... وَمَنْ كَفَرَ بَعْدَ ذٰلِكَ فَاُولٰٓئِكَ هُمُ الْفٰسِقُوْنَ [٥٥]

শানে নুযূল : ১. মালেক বলেন, আলোচ্য আয়াত হযরত আবূ বকর (রা.) ও ওমর (রা.) সম্পর্কে নাজিল হয়েছে। আবুল আলিয়ার উদ্ধৃতি দিয়ে আব্দ ইবনে হুমাইদ ও ইবনে আবী হাতেম বলেন, নবী করীম ﷺ তদীয় সাহাবায়ে কেরামসহ মক্কায় দশ বৎসর পর্যন্ত অবস্থান করে এক আল্লাহর প্রতি এবং এক আল্লাহর ইবাদত করার প্রতি আল্লাহর বান্দাদেরকে আহ্বান করেছেন। তারা সর্বদাই শঙ্কিত ছিলেন। কাফেরদের মোকাবিলায় জিহাদ করার জন্যে তাদেরকে আদেশ করা হতো না। অবশেষে মদিনায় হিজরত করার আদেশ হলো। তখন তারা মদিনায় গমন করলেন। অতঃপর আল্লাহ তা'আলা সশস্ত্র জিহাদ করার হুকুম দান করেন। তারা সেখানে সকাল-সন্ধ্যা অস্ত্রসজ্জিত থেকে শঙ্কিত অবস্থায় জীবন যাপন করতেন। সে অবস্থায় থেকে রাসূল ﷺ-এর নিকট এসে বললেন যে, হে আল্লাহর রাসূল ﷺ! অস্ত্র রেখে নিরাপত্তার সাথে জীবন যাপন করার মতো এমন দিন কি আমাদের আসবে? রাসূল ﷺ বললেন যে, বেশি দিন তোমাদেরকে অস্ত্র বহন করতে হবে না। খুব শীঘ্রই মানুষেরা কাপড়ে সুসজ্জিত হয়ে মহা আনন্দে বসে থাকবে। তার সাথে একটি লোহাও থাকবে না। সে অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে আল্লাহ তা'আলা আলোচ্য আয়াত নাজিল করেন। –[কুরতুবী ২৭৩/১২, ফতহুল কাদীর ৪৯/৯, ইবনে কাছীর ৩১০/৩, দুররে মানছূর ৫৫/৫]

শানে নুযূল : ২. উবাই ইবনে কা'আবের উদ্ধৃতি দিয়ে ইবনে মারদূভিয়া ও ইমাম বায়হাকী বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেন, রাসূল ﷺ যখন হিজরত করে মদিনায় গমন করেন, তখন আনসারগণ তাদেরকে আশ্রয় দিলেন এবং সশস্ত্রভাবে আরবদের মোকাবিলাও করলেন। তারা সকাল বিকাল এবং রাতে নিদ্রা পর্যন্তও অস্ত্রে সজ্জিত হয়ে কাটাতেন। এহেন পরিস্থিতিতে আনসারগণ বললেন যে, আমরা একমাত্র আল্লাহ ব্যতিরেকে আর কাউকে ভয় না করে নিশ্চিন্তে জীবন যাপন করার মতো সুযোগ পাব কি? আনসারগণের হতাশা ব্যঞ্জক আবেদনের পরিপ্রেক্ষিতে আল্লাহ তা'আলা আলোচ্য আয়াত নাজিল করেন। –[ফাতহুল কাদীর ৪৯/৪, ইবনে কাছীর ৩১০/৩, দুররে মানছূর ৫৫/৫]

يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لِيَسْتَاْذِنْكُمُ الَّذِيْنَ مَلَكَتْ .... يُبَيِّنُ اللّٰهُ لَكُمُ الْاٰيٰتِ وَاللّٰهُ عَلِيْمٌ حَكِيْمٌ [٥٨]

শানে নুযূল –১ : সুদ্দী বলেন, সাহাবায়ে কেরামের মধ্যে কেউ কেউ স্ত্রীর সাথে এমন কোনো সময় মিলন করা ভালোবাসতেন যে, তারা যাতে পরক্ষণেই গোসল করে বের হয়ে নামাজের উদ্দেশ্যে চলে যেতে পারেন। তখন আল্লাহ তা'আলা তাদের বাসনানুপাতে আদেশ জারি করলেন যে, দাস-দাসীরা ও তরুণ-তরুণীরা যেন অনুমতি ব্যতিরেকে তাদের নিকট গমন না করেন।

শানে নুযূল– ২ : মুকাতিল ইবনে হাইয়ান ইবনে আবী হাতেমের উদ্ধৃতি দিয়ে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেন, আমরা বিশেষ সূত্রে জানতে পারলাম, আনসারী এক সাহাবী তার স্ত্রী আসমা বিনতে মুর্শিদা সহ রাসূল ﷺ-এর জন্যে খাবার প্রস্তুত করেন। মানুষেরা অনুমতি ছাড়াই ঘরে আসা যাওয়া করতে থাকে। সুতরাং হযরত আসমা বিনতে মুর্শিদাহ বলল, হে আল্লাহর রাসূল! এটাতো অত্যন্ত অশুভনীয় কাজ যে, দাস-দাসী, স্বামী-স্ত্রীর নিকট আসতে থাকবে, এমতাবস্থায় তারা দু'জন একই কাপড়ে জড়িয়ে থাকবে অথচ তারা কোনো প্রকারের অনুমতি গ্রহণ করবে না। সে পরিপ্রেক্ষিতে আল্লাহ তা'আলা আলোচ্য আয়াত নাজিল করেন। অপর এক রেওয়ায়েতে বর্ণিত রয়েছে যে, রাসূল ﷺ মুদলিজ নামক এক আনসারী ক্রীতদাসকে হযরত ওমর (রা.)-এর নিকট প্রেরণ করেন। তখন তিনি ঘুমিয়ে ছিলেন। সে গিয়ে দরজায় করাঘাত করে ঘরে প্রবেশ করে সে সময় হযরত ওমর (রা.) জাগ্রত হয়ে বসেন কিন্তু তার ছতর খোলা ছিল। অবস্থা এমন দেখে হযরত ওমর (রা.) বললেন যে, এমন মুহূর্তে আমাদের ছেলে মেয়েরা অনুমতি ব্যতীত ঘরে প্রবেশ করতে নিষেধ করলে আমি অত্যন্ত আনন্দিত হতাম। অতঃপর হযরত ওমর (রা.) রাসূল ﷺ-এর দরবারে গিয়ে দেখতে পেলেন যে, সে প্রেক্ষিতে উক্ত আয়াত নাজিল হয়েছে। তৎক্ষণাৎ তিনি শুকরিয়া স্বরূপ সেজদা আদায় করেন। –[ইবনে কাছীর ৩১৩/৩, রুহুল মা'আনী ২০৯/৯১৮, বাহরে মুহীত্ব ৪৩২/৬, ফাতহুল কাদীর ৫৪/৪, কুরতুবী ২৭৭/১২, দুররে মানছূর ৫৫/৫]

https://e-ilm.weebly.com/

আল্লাহ তা'আলা রাসূলুল্লাহ ﷺ -কে তিনটি বিষয়ের ওয়াদা দিয়েছেন। ১. আপনার উম্মতকে পৃথিবীর খলীফা ও শাসনকর্তা করা হবে, ২. আল্লাহর মনোনীত ধর্ম ইসলামকে প্রবল করা হবে এবং ৩. মুসলমানদেরকে এমন শক্তি ও শৌর্যবীর্য দান করা হবে যে, তাদের অন্তরে শত্রুর কোনো ভয়-ভীতি থাকবে না। আল্লাহ তা'আলা তাঁর এই ওয়াদা পূর্ণ করেছেন। স্বয়ং রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর পুণ্যময় আমলে মক্কা, খায়বর, বাহ্‌রাইন, সমগ্র আরব উপত্যকা ও সমগ্র ইয়ামন তাঁরই হাতে বিজিত হয় এবং তিনি হিজরের অগ্নিপূজারী ও শাম দেশের কতিপয় অঞ্চল থেকে জিজিয়া কর আদায় করেন। রোম সম্রাট হিরাক্লিয়াস' মিসর ও আলেকজান্দ্রিয়ার সম্রাট মুকাউকিস, আম্মান ও আবিসিনিয়ার সম্রাট নাজ্জাশী প্রমুখ রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর কাছে উপঢৌকন প্রেরণ করেন ও তাঁর প্রতি সম্মান প্রদর্শন করেন। তাঁর ওফাতের পর হযরত আবূ বকর সিদ্দীক (রা.) খলীফা হন। রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর ওফাতের পর যে দ্বন্দ্ব-সংঘাত মাথাচাড়া দিয়ে উঠে, তিনি তার খতম করেন এবং পারস্য, সিরিয়া ও মিসর অভিমুখে সৈন্যভিযান করেন। বসরা ও দামেস্ক তাঁরই আমলে বিজিত হয় এবং অন্যান্য দেশেরও কতক অংশ করতলগত হয়।

হযরত আবূ বকর সিদ্দীক (রা.)-এর ওফাতের সময় নিকটবর্তী হলে আল্লাহ তা'আলা তাঁর অন্তরে ওমর ইবনে খাত্তাব কে পরবর্তী খলীফা নিযুক্ত করার ইলহাম করেন। হযরত ওমর ইবনে খাত্তাব (রা.) খলীফা নিযুক্ত হয়ে শাসনব্যবস্থা এমনভাবে সুবিন্যস্ত করলেন যে, পয়গম্বরগণের পর পৃথিবী এমন সুন্দর ও সুশৃঙ্খল শাসন ব্যবস্থা আর প্রত্যক্ষ করেনি। তাঁর আমলে সিরিয়া পুরোপুরি বিজিত হয়। এমনিভাবে সমগ্র মিসর ও পারস্যের অধিকাংশ করতলগত হয়। তাঁর হাতে কায়সার ও কিসরা সমূলে নিশ্চিহ্ন হয়। এরপর উসমানী খেলাফতের আমলে ইসলামি বিজয়ের পরিধি পৃথিবীর পূর্ব ও পশ্চিম প্রান্ত পর্যন্ত বিস্তৃত হয়। পাশ্চাত্য দেশসমূহ, আন্দালুস ও সাইপ্রাস পর্যন্ত, দুরপ্রাচ্যে চীন ভূখণ্ড পর্যন্ত এবং ইরাক, খোরাসান ও আহওয়াজ ইত্যাদি সব তাঁর আমলেই মুসলমানদের অধিকারভুক্ত হয়। সহীহ্ হাদীসে রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন : আমাকে সমগ্র ভূখণ্ডের পূর্ব ও পশ্চিম প্রান্ত একত্রিত করে দেখানো হয়েছে। আমার উম্মতের রাজত্ব যেসব এলাকা পর্যন্ত পৌঁছবে সেগুলো আমাকে দেখানো হয়েছে। আল্লাহ তা'আলা এই প্রতিশ্রুতি উসমানী খেলাফতের আমলেই পূর্ণ করে দেন। (ইবনে কাছীর) অন্য এক হাদীসে বলা হয়েছে, খেলাফত আমার পরে ত্রিশ বছর থাকবে। এখানে খেলাফত অর্থ খেলাফতে রাশেদা, যা সম্পূর্ণরূপে রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর আদর্শের উপর ভিত্তিশীল ছিল। এই খেলাফত হযরত আলী (রা.) পর্যন্ত অব্যাহত ছিল। কেননা ত্রিশ বছরের মেয়াদ হযরত আলী (রা.) পর্যন্ত পূর্ণ হয়ে যায়।

ইবনে কাছীর এ স্থলে সহীহ মুসলিমের একটি হাদীস উদ্ধৃত করেছেন। হযরত জাবের ইবনে যমরা (রা.) বলেন : আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ -কে এ কথা বলতে শুনেছি যে, আমার উম্মতের কাজ অব্যাহত থাকবে যে পর্যন্ত বারজন খলিফা থাকবেন। ইবনে কাসীর বলেন : এই হাদীসটি উম্মতের মধ্যে বারজন খলীফা হওয়ার সংবাদ দিচ্ছে। এর বাস্তবায়ন জরুরি। কিন্তু এটা জারুরি নয় যে, তারা সবাই উপর্যুপরি ও সংলগ্নই হবেন; বরং কিছু বিরতির পরও হতে পারে। তাদের মধ্যে চারজন খলীফা তো একের পর এক হয়ে গেছেন অর্থাৎ খোলাফায়ে রাশেদীন। অতঃপর কিছুকাল বিরতির পর হযরত ওমর ইবনে আব্দুল আজীজ খলীফা হয়েছেন। তাঁর পরেও বিভিন্ন সময়ে এরূপ খলীফা হয়েছেন এবং কিয়ামত পর্যন্ত হবেন। সর্বশেষ খলীফা হবেন হযরত মাহদী। রাফেযী সম্প্রদায় যে বারজন খলীফা নির্দিষ্ট করেছে, তার কোনো প্রমাণ হাদীসে নেই; বরং তাদের মধ্যে কেউ কেউ এমন আছেন, খেলাফাতের সাথে যাঁদের কোনো সম্পর্ক ছিল না। এটাও জরুরি নয় যে, তাঁদের সবার মর্যাদা সমান হবে এবং সবার আমলে দুনিয়ার শান্তি ও শৃঙ্খলা সমান হবে; বরং শান্তির ওয়াদা ঈমান, সৎকর্ম, চারিত্রিক দৃঢ়তা ও পূর্ণ অনুসরণের উপর ভিত্তিশীল। এগুলোর বিভিন্ন রূপ হলো রাষ্ট্রের প্রকার ও শক্তির মধ্যেও পার্থক্য ও বিভিন্নতা অপরিহার্য। ইসলামের চৌদ্দশত বছরের ইতিহাস সাক্ষ্য দেয় যে, বিভিন্ন সময়ে, বিভিন্ন দেশে যখন ও যেখানে কোনো ন্যায়পরায়ণ ও সৎকর্মী বাদশাহ্ হয়েছেন, তিনি তাঁর কর্ম ও সততার পরিমাণে এই আল্লাহর প্রতিশ্রুতির অংশ লাভ করেছেন। কুরআন পাকের অন্যত্র বলা হয়েছে إِنَّ حِزْبَ اللّٰهِ هُمُ الْغَالِبُوْنَ অর্থাৎ আল্লাহর দলই প্রবল থাকবে।

আলোচ্য আয়াত দ্বারা খোলাফায়ে রাশেদীনের খেলাফতও আল্লাহর কাছে মকবুল হওয়ার প্রমাণ : এই আয়াত রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর নবুয়তের প্রমাণ। কেননা আয়াতে বর্ণিত ভবিষ্যদ্বাণী হুবহু পূর্ণ হয়েছে। এমনিভাবে আয়াতটি খোলাফায়ে রাশেদীনের খেলাফতের সত্যতা, বিশুদ্ধতা ও আল্লাহর কাছে মকবুল হওয়ারও প্রমাণ। কেননা আয়াতে আল্লাহ

https://e-ilm.weebly.com/

তা'আলা যে প্রতিশ্রুতি স্বীয় রাসূল ﷺ ও উম্মতকে দিয়েছিলেন, তার পুরোপুরি বিকাশ তাঁদের আমলে হয়েছে। যদি তাঁদের খেলাফতকে সত্য ও বিশুদ্ধ স্বীকার করা না হয়; যেমন রাফেযীদের ধারণা তদ্রূপই:, তবে বলতে হবে যে, কুরআনের এই প্রতিশ্রুতি হযরত মাহদীর আমলে পূর্ণ হবে। এটা একটা হাস্যকর ব্যাপার বৈ নয়। এর সারমর্ম এই দাঁড়ায় যে, শত শত বছর পর্যন্ত সমগ্র উম্মত অপমান ও লাঞ্ছনার মধ্যে দিনাতিপাত করবে এবং কিয়ামতের নিকটতম সময় ক্ষণকালের জন্যে তারা রাজত্বলাভ করবে। এই প্রতিশ্রুতিতেই সেই রাজত্ব বোঝানো হয়েছে। নাউজুবিল্লাহ! সত্য এই যে, ঈমান ও সৎকর্মের যেসব শর্তের ভিত্তিতে আল্লাহ তা'আলা এই প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন, সেসব শর্ত খোলাফায়ে রাশেদীনের মধ্যে সর্বাধিক পরিপূর্ণরূপে বিদ্যমান ছিল এবং আল্লাহর ওয়াদাও সম্পূর্ণরূপে তাদের আমলে পূর্ণ হয়েছে। তাঁদের পরে ঈমান ও সৎকর্মের সে মাপকাঠি আর বিদ্যমান নেই; এবং খেলাফত ও রাজত্বের সে গাম্ভীর্যও আর প্রতিষ্ঠিত হয়নি।

وَمَنْ كَفَرَ بَعْدَ ذٰلِكَ فَاُولٰٓئِكَ هُمُ الْفٰسِقُوْنَ - كُفْر শব্দের আভিধানিক অর্থ অকৃতজ্ঞতা এবং পারিভাষিক অর্থ ঈমানের বিপরীত। এখানে উভয় প্রকার অর্থই বোঝানো যেতে পারে। আয়াতের অর্থ এই যে, যখন আল্লাহ তা'আলা মুসলমানদেরকে প্রদত্ত এই প্রতিশ্রুতি পূর্ণ করে দেন, মুসলমানরা রাষ্ট্রীয় শক্তি, শান্তি ও স্থিরতা লাভ করে এবং তাদের ধর্ম সুসংহত হয়ে যায়, তখনও যদি কোনো ব্যক্তি কুফর করে অর্থাৎ ইসলাম থেকে মুখ ফিরিয়ে নেয় কিংবা ইসলামি রাষ্ট্রের আনুগত্য বর্জন করে অকৃতজ্ঞতা প্রদর্শন করে, তবে এরূপ লোকেরাই সীমালঙ্ঘনকারী। প্রথমাবস্থায় ঈমানের গণ্ডি অতিক্রম করে এবং দ্বিতীয় অবস্থায় আনুগত্যের সীমা পার হয়ে যায়। কুফর ও অকৃতজ্ঞতা সর্বদা, সর্বাবস্থায় মহাপাপ। কিন্তু ইসলাম ও মুসলমানদের শক্তি বৃদ্ধি এবং শৌর্যবীর্য ও রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পর এসব কাজ দ্বিগুণ অপরাধ হয়ে দাঁড়ায়। তাই بَعْدَ ذٰلِكَ বলে একে জোরদার করা হয়েছে। ইমাম বগভী বলেন : তাফসীরবিদ আলেমগণ বলেছেন যে, কুরআনের এই বাক্য সর্বপ্রথম সেসব লোকের উপর প্রতিফলিত হয়েছে, যারা খলীফা হযরত উসমান (রা.)-কে হত্যা করেছিল। তাদের দ্বারা এই মহাপাপ সংঘটিত হওয়ার পর পর আল্লাহ তা'আলার উল্লিখিত নিয়ামতসমূহও হ্রাস পেয়ে যায়। তারা পারস্পরিক হত্যাযজ্ঞের কারণে ভয় ও ত্রাসের শিকারে পরিণত হয়। যারা ছিল পরস্পর ভাই ভাই, তারাই একে অন্যকে হত্যা করতে থাকে। বগভী নিজস্ব সনদ দ্বারা হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে সালাম (র.)-এর নিম্নোক্ত ভাষণ উদ্ধৃত করেছেন। তিনি হযরত উসমানের বিরুদ্ধে দাঙ্গা-হাঙ্গামা সংঘটিত হওয়ার সময় এই ভাষণটি দেন। ভাষণটি এই :

"যেদিন রাসূলুল্লাহ ﷺ মদিনায় পদার্পণ করেন, সেদিন থেকে আল্লাহর ফেরেশতারা তোমাদের শহর পরিবেষ্টন করে তোমাদের হেফাজতে নিয়োজিত রয়েছে। যদি তোমরা উসমানকে হত্যা কর, তবে এই ফেরেশতারা ফিরে চলে যাবে এবং কখনও প্রত্যাবর্তন করবে না। আল্লাহর কসম! তোমাদের মধ্যে যে ব্যক্তি তাকে হত্যা করবে, সে আল্লাহর সামনে হস্তকর্তিত অবস্থায় হাজির হবে; তার হাত থাকবে না। সাবধান, আল্লাহর তরবারি এখনও পর্যন্ত কোষবদ্ধ আছে। আল্লাহর কসম! যদি এই তরবারি কোষ থেকে বের হয়ে পড়ে, তবে কখনো কোষে ফিরে যাবে না। কেননা যখন কোনো নবী নিহত হন, তখন তাঁর পরিবর্তে সত্তর হাজার মানুষ নিহত হয় এবং যখন কোনো খলীফাকে হত্যা করা হয়, তখন পঁয়ত্রিশ হাজার লোককে হত্যা করা হয়।" –[মাযহারী]

সে মতে হযরত উসমান (রা.)-এর হত্যার পর যে পারস্পরিক হত্যাকাণ্ড আরম্ভ হয়, তা মুসলমানদের মধ্যে অব্যাহতই রয়েছে। হযরত উসমান (রা.)-এর হত্যাকারীরা খেলাফত ও ধর্মীয় সংহতির ন্যায় নিয়ামতের বিরোধিতা এবং অকৃতজ্ঞতা করেছিল, তাদের পর রাফেযী ও খারেজী সম্প্রদায়ের লোকেরা খোলাফায়ে রাশেদীনের বিরোধিতায় দলবদ্ধ হয়েছিল। এই ঘটনা পরম্পরার মধ্যেই হযরত হোসাইন (রা.) -এর শাহাদাতের মর্মান্তিক দুর্ঘটনা সংঘটিত হয়।

আত্মীয়স্বজন ও মাহ্‌রামদের জন্যে বিশেষ সময়ে অনুমতি গ্রহণের আদেশ : সামাজিকতা ও পারস্পরিক দেখা-সাক্ষাতের উত্তম রীতিনীতি ইতঃপূর্বে এই সূরার ২৭,২৮ ও ২৯ নম্বর আয়াতে 'অনুমতি চাওয়ার বিধানাবলি' শিরোনামে বর্ণিত হয়েছে। বলা হয়েছে যে, কারো সাথে সাক্ষাৎ করতে গেলে অনুমতি ব্যতীত তার গৃহে প্রবেশ করো না। পুরুষের গৃহ হোক কিংবা নারীর। আগন্তুক পুরুষ হোক কিংবা নারী সবার জন্যে অন্যের গৃহে প্রবেশের পূর্বে অনুমতি গ্রহণ করাকে ওয়াজিব করা হয়েছে। কিন্তু এসব বিধান ছিল বাইরে থেকে আগমনকারী অপরিচিতদের জন্যে।

আলোচ্য আয়াতসমূহে অন্য এক প্রকার অনুমতি গ্রহণের বিধানাবলি বর্ণিত হয়েছে। এগুলোর সম্পর্ক এমন আত্মীয় ও মাহ্‌রাম ব্যক্তিদের সাথে, যারা সাধারণত : এক গৃহে বসবাস করে ও সর্বক্ষণ যাতায়াত করতে থাকে, আর তাদের কাছে

https://e-ilm.weebly.com/

নারীদের পর্দাও জরুরি নয়। এ ধরনের লোকদের জন্যে গৃহে প্রবেশের সময় খবর দিয়ে কিংবা কমপক্ষে সশব্দে পদচারণা করে অথবা গলা ঝেড়ে গৃহে প্রবেশের আদেশ দেওয়া হয়েছে। কিন্তু এই অনুমতি গ্রহণ এরূপ আত্মীয়দের জন্যে ওয়াজিব নয় বরং মোস্তাহাব এবং এটা তরক করা মাকরূহ তানযিহী। তাফসীরে মাযহারীতে বলা হয়েছে :

فَمَنْ اَرَادَ الدُّخُوْلَ فِىْ بَيْتِ نَفْسِهٖ وَفِيْهِ مُحَرَّمَاتُهٗ يَكْرَهُ لَهُ الدُّخُوْلُ فِيْهِ مِنْ غَيْرِ اِسْتِيْذَانٍ تَنْزِيْهًا لِاِ حْتِمَالِ رُؤْيَةٍ وَاحِدَةٍ مِّنْهُنَّ عُرْيَانَةً وَهُوَ اِحْتِمَالٌ ضَعِيْفٌ مُقْتَضَاهُ التَّنَزُّهُ.

এটা হচ্ছে গৃহে প্রবেশের পূর্বের বিধান। কিন্তু গৃহে প্রবেশের পর তারা সবাই এক জায়গায় একে অপরের সামনে থাকে এবং একে অপরের কাছে যাতায়াত করে। এমতাবস্থায় তাদের জন্যে তিনটি বিশেষ নির্জনতার সময়ে আরও এক প্রকার অনুমতি চাওয়ার বিধান আলোচ্য আয়াতসমূহে বর্ণনা করা হয়েছে। এই তিনটি সময় হচ্ছে ফজরের নামাজের পূর্বে, দুপুরে বিশ্রাম গ্রহণের সময় এবং এশার নামাজের পরবর্তী সময়। এই তিন সময়ে মাহরাম, আত্মীয়স্বজন এমনকি সমঝদার অপ্রাপ্তবয়স্ক বালক-বালিকা এবং দাস-দাসীদেরকেও আদেশ করা হয়েছে, তারা যেন কারো নির্জন কক্ষে অনুমতি ব্যতীত প্রবেশ না করে। কেননা এসব সময়ে মানুষ স্বাধীন ও খোলাখুলি থাকতে চায়, অতিরিক্ত বস্ত্রও খুলে ফেলে এবং মাঝে মাঝে স্ত্রীর সাথে খোলাখুলি মেলামেশায় মশগুল থাকে। এসব সময়ে কোনো বুদ্ধিমান বালক অথবা গৃহের কোনো নারী অথবা নিজ সন্তানদের মধ্যে কেউ অনুমতি ব্যতীত ভেতরে প্রবেশ করলে প্রায়ই লজ্জার সম্মুখীন হতে হয় ও অত্যন্ত কষ্ট বোধ হয়। কমপক্ষে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তির খোলাখুলিভাব ও বিশ্রামে বিঘ্ন সৃষ্টি হওয়া তো বলাই বাহুল্য। তাই আলোচ্য আয়াতসমূহে তাদের জন্যে বিশেষ অনুমতি চাওয়ার বিধানাবলি বর্ণিত হয়েছে। এসব বিধানের পর একথাও বলা হয়েছে যে لَيْسَ عَلَيْكُمْ وَ لَا عَلَيْهِمْ جُنَاحٌ بَعْدَهُنَّ অর্থাৎ এসব সময় ছাড়া একে অপরের কাছে অনুমতি ব্যতীত যাতায়াত করায় কোনো দোষ নেই কেননা, সেসব সময় সাধারণত প্রত্যেকের কাজকর্মের ও আবৃত অঙ্গ গোপন রাখার সময়। এ সময়ে স্বভাবতই মানুষ স্ত্রীর সাথে মেলামেশাও করে না।

এখানে প্রশ্ন হয় যে, আয়াতে প্রাপ্তবয়স্ক পুরুষ ও নারীকে অনুমতি গ্রহণের আদেশ দান করা তো বিধেয়; কিন্তু অপ্রাপ্তবয়স্ক বালক-বালিকা তো শরিয়তের কোনো আদেশ নিষেধের আওতাভুক্ত নয়, তাই তাদেরকে এই আদেশ দেওয়া নীতি বিরুদ্ধ।

জওয়াব এই যে, এখানে প্রকৃতপক্ষে প্রাপ্তবয়স্ক পুরুষ ও নারীকেই আদেশ দেওয়া হয়েছে যে, তারা যেন তাদেরকে বুঝিয়ে দেয় যে, এই সময়ে জিজ্ঞাসা না করে ভেতরে আসবেনা। যেমন হাদীসে বলা হয়েছে, ছেলেদের বয়স যখন সাত বছর হয়ে যায়, তখন নামাজ শিক্ষা দাও এবং পড়ার আদেশ কর। দশ বছর বয়স হয়ে গেলে কঠোরভাবে নামাজের আদেশ কর এবং দরকার হলে মারপিটের মাধ্যমে নামাজ পড়তে বাধ্য কর। এমনিভাবে এখানে প্রাপ্তবয়স্ক পুরুষ ও নারীকে অনুমতি গ্রহণের আসল আদেশ দেওয়া হয়েছে। উল্লিখিত বাক্যে বলা হয়েছে যে, তিন সময় ছাড়া অন্য সময় যদি তোমরা বিনানুমতিতে তাদেরকে আসতে দাও, তবে তোমাদের উপর এবং অনুমতি গ্রহণ ব্যতিরেকে তারা এলে তাদের উপর কোনো جُنَاحٌ নেই। جُنَاحٌ শব্দটি সাধারণত : গোনাহ্ অর্থে ব্যবহৃত হয়, কিন্তু মাঝে মাঝে নিছক 'অসুবিধা' ও 'দোষ' অর্থেও আসে। এখানে لَاجُنَاحَ -এর অর্থ তাই; অর্থাৎ, কোনো অসুবিধা নেই। এর ফলে অপ্রাপ্তবয়স্কদের গোনাহ্গার হওয়ার সন্দেহও দুরীভূত হয়ে গেল। –[বয়ানুল-কুরআন]

মাসআলা : আলোচ্য আয়াতে বলা হয়েছে لِيَسْتَأْذِنْكُمُ الَّذِيْنَ مَلَكَتْ اَيْمَانُكُمْ -এর অর্থে মালিকানাধীন দাস ও দাসী– উভয়ই শামিল রয়েছে। দাস যদি প্রাপ্ত বয়স্ক হয়, তবে সে মাহ্রাম নয়, অপরিচিত ব্যক্তির অনুরূপ হুকুম রাখে। তার নারী মনিবও তার কাছে পর্দা করতে হবে। তাই এখানে এর অর্থ হবে দাসী কিংবা অপ্রাপ্তবয়স্ক দাস যারা সর্বদাই গৃহে যাতায়াতে অভ্যস্ত।

মাসআলা : এই বিশেষ অনুমতি গ্রহণ আত্মীয়দের জন্যে ওয়াজিব, না মোস্তাহাব– এ ব্যাপারে আলেম ও ফিকহ্‌বিদদের মধ্যে মতবিরোধ আছে। এই বিধান এখনও কার্যকর আছে, না রহিত হয়ে গেছে– এতেও তাঁরা মতভেদ করেছেন। অধিকাংশ ফিকহবিদদের মতে আয়াতটি মুহ্কাম ও অরহিত এবং নারী পুরুষ সবার জন্যে এর বিধান ওয়াজিব।– (কুরতুবী) কিন্তু এর ওয়াজিব হওয়ার কারণ পূর্বেই বর্ণিত হয়েছে যে, সাধারণত : মানুষ এই তিন সময়ে নির্জনতা কামনা করে, এ

https://e-ilm.weebly.com/

সময়ে প্রায়ই স্ত্রীর সাথেও লিপ্ত থাকে এবং মাঝে মাঝে আবৃত অঙ্গও খুলে যায়। যদি কেউ সাবধানতা অবলম্বন করত এসব সময়েও আবৃত অঙ্গ গোপন রাখার অভ্যাস গড়ে তোলে এবং স্ত্রীর সাথে মেলামেশাও কেবল তখনই করে, যখন কারো আগমনের সম্ভাবনা থাকে না, তবে তার জন্যে আত্মীয় ও অপ্রাপ্তবয়স্কদেরকে অনুমতি গ্রহণে বাধ্য করাও ওয়াজিব নয় এবং আত্মীয়দের জন্যেও ওয়াজিব নয়। তবে এটা সর্বাবস্থায় মোস্তাহাব ও উত্তম। কিন্তু দীর্ঘকাল থেকে এর আমল যেন পরিত্যক্ত হয়ে গেছে। এ কারণেই হযরত ইবনে-আবাবাস (রা.) এক রেওয়ায়েতে এ ব্যাপারে কঠোর ভাষা ব্যবহার করেছেন এবং অন্য এক রেওয়ায়েতে যারা আমল করে না, তাদের কিছুটা ওজর বর্ণনা করেছেন।

প্রথম রেওয়ায়েতটি ইবনে কাছীর ইবনে আবী হাতেমের সনদে বর্ণনা করেছেন যে, হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) বলেন : তিনটি আয়াতের আমল লোকেরা ছেড়েই দিয়েছে। তন্মধ্যে একটি অনুমতি চাওয়ার আয়াত – يَاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لِيَسْتَاْذِنْكُمُ الَّذِيْنَ مَلَكَتْ اَيْمَانُكُمْ এতে আত্মীয়-স্বজন ও অপ্রাপ্তবয়স্কদেরকেও অনুমতি গ্রহণের শিক্ষা দেওয়া হয়েছে। দ্বিতীয় আয়াত হচ্ছে وَاِذَا حَضَرَ الْقِسْمَةَ اُولُو الْقُرْبٰى এতে উত্তরাধিকার বন্টনের সময় ওয়ারিশদেরকে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে যে, বিধি অনুযায়ী অংশীদার নয়, এমন কিছু আত্মীয় বন্টনের সময় উপস্থিত হলে তাদেরকেও কিছু দান কর, যাতে তারা মনঃক্ষুণ্ন না হয়। তৃতীয় আয়াত হচ্ছে اِنَّ اَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللّٰهِ اَتْقٰكُمْ এতে বলা হয়েছে যে, সে ব্যক্তি সর্বাধিক সম্মান ও সম্ভ্রমের পাত্র, যে সর্বাধিক মুত্তাকী। আজকাল যার কাছে পয়সা বেশি, যার বাংলো ও কুঠি সুরম্য ও সুদৃশ্য, তাকেই মানুষ সম্মানের পাত্র মনে করে। কোনো কোনো রেওয়ায়েতে হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) -এর ভাষা এরূপ : তিনটি আয়াতের ব্যাপারে শয়তান মানুষকে পরাভূত করে রেখেছে। আবশেষে তিনি বলেছেন : আমি আমার দাসীকেও এই তিন সময়ে অনুমতি ব্যতিত আমার কাছে না আসতে বাধ্য করে রেখেছি।

দ্বিতীয় রেওয়ায়েতে ইবনে-আবী হাতেমেরই সূত্র ধরে হযরত ইকরিমা থেকে বর্ণিত আছে যে, দুই ব্যক্তি হযরত ইবনে-আব্বাস (রা.) কে আত্মীয়দের অনুমতি গ্রহণ সম্পর্কে প্রশ্ন করে বলল যে, কেউ তো এই আদেশ পালন করে না। হযরত ইবনে-আব্বাস (রা.) বললেন, اِنَّ اللّٰهَ سَتِيْرٌ يُحِبُّ السَّتْرَ অর্থাৎ আল্লাহ্ পর্দাশীল। তিনি পর্দার হেফাজত পছন্দ করেন। আসল কথা এই যে, এসব আয়াত যখন নাজিল হয়, তখন সামাজিক চালচলন অত্যন্ত সাদাসিধে ছিল। মানুষের দরজায় পর্দা ছিল না এবং গৃহের ভেতরেও পর্দাবিশিষ্ট মশারি ছিল না। তখন মাঝে মাঝে চাকর অথবা পুত্র-কন্যা হঠাৎ এমন সময়ে গৃহে প্রবেশ করত যে, গৃহকর্তা তখন স্ত্রীর সাথে মেলামেশায় লিপ্ত থাকত। তাই আল্লাহ তা'আলা আলোচ্য আয়াতসমূহে তিন সময়ে অনুমতি গ্রহণের বাধ্যবাধকতা আরোপ করে দেন। বর্তমানে মানুষের দরজায় পর্দা আছে এবং গৃহমধ্যে মশারির ব্যবস্থা প্রচলিত হচ্ছে, তাই মানুষ মনে করে নিয়েছে যে, এই পর্দাই যথেষ্ট। অনুমতি গ্রহণের প্রয়োজন নেই। –(ইবনে কাছীর)। ইবনে আব্বাস (রা.) -এর এই দ্বিতীয় রেওয়ায়েত থেকে বোঝা যায় যে, স্ত্রীর সাথে লিপ্ত থাকা, আবৃত অঙ্গ খুলে যাওয়া, কারো আগমনের সম্ভাবনা ইত্যাদি ঘটনার আশঙ্কা না থাকলে অনুমতি গ্রহণের বিধান শিথিল হতে পারে। কিন্তু কারো স্বাধীনতায় বিঘ্ন সৃষ্টি না করা উচিত। সবারই সুখে শান্তিতে থাকা দরকার। যারা পরিবারের সদস্যদেরকে এ ধরনের অনুমতি গ্রহণে বাধ্য করে না, তারা স্বয়ং কষ্টে পতিত থাকে। তারা নিজেদের প্রয়োজন ও বাঞ্ছিত কাজ সম্পন্ন করতে অসুবিধা বোধ করে।

নারীদের পর্দার তাগিদ এবং এর মধ্যে আরো একটি ব্যতিক্রম : ইতঃপূর্বে দুইটি আয়াতে নারীদের পর্দার বিধান বিস্তারিত বর্ণিত হয়েছে এবং তাতে দুইটি ব্যতিক্রমও উল্লেখ করা হয়েছে। এক ব্যতিক্রম দর্শকের দিক দিয়ে এবং অপর ব্যতিক্রম যাকে দেখা হয়, তার দিক দিয়ে। দর্শকের দিক দিয়ে মাহ্রাম, দাসী ও অপ্রাপ্ত বয়স্কদেরকে ব্যতিক্রমভূক্ত করা হয়েছিল এবং যে বস্তু দৃষ্টি থেকে গোপন করা উদ্দেশ্য, তার দিক দিয়ে বাহ্যিক সৌন্দর্যকে ব্যতিক্রমভুক্ত করা হয়েছিল। এতে উপরের পোশাক বলে বোরকা অথবা বড় চাদর বোঝানো হয়েছিল এবং কারো কারো মতে নারীর মুখমণ্ডল এবং হাতের তালুও এই ব্যতিক্রমের অন্তর্ভুক্ত ছিল।

এখানে আসন্ন ৬০ নম্বর আয়াতে একটি তৃতীয় ব্যতিক্রমও নারীর ব্যক্তিগত অবস্থার দিক দিয়ে বর্ণনা করা হয়েছে। অর্থাৎ যে বৃদ্ধা নারীর প্রতি কেউ আকর্ষণ বোধ করে না এবং সে বিবাহেরও যোগ্য নয়, তার জন্য পর্দার বিধান এরূপ শিথিল করা হয়েছে যে, অনাত্মীয় ব্যক্তিও তার পক্ষে মাহ্রামের ন্যায় হয়ে যায়। মাহ্রামদের কাছে যে সব অঙ্গ আবৃত করা জরুরি নয়,

https://e-ilm.weebly.com/

এই বৃদ্ধা নারীর জন্য বেগানা পুরুষদের কাছেও সেগুলো আবৃত রাখা জরুরি নয়। তাই বলা হয়েছে وَالْقَوَاعِدُ مِنَ النِّسَاءِ.... الاية -এর তাফসীর উপরে বর্ণিত হয়েছে। কিন্তু এরূপ বৃদ্ধা নারীর জন্য বলা হয়েছে যে, যেসব অঙ্গ মাহ্‌রামের সামনে খোলা যায়- যে মাহ্‌রাম নয়, এরূপ ব্যক্তির সামনেও সেগুলো খুলতে পারবে। কিন্তু শর্ত এই যে, যেন সাজসজ্জা না করে। পরিশেষে আরও বলা হয়েছে وَاَنْ يَّسْتَعْفِفْنَ خَيْرٌ لَّهُنَّ –অর্থাৎ সে যদি মাহ্‌রাম নয় এরূপ ব্যক্তিদের সামনে আসতে পুরাপুরি বিরত থাকে, তবে তা তার জন্য উত্তম।

শব্দ বিশ্লেষণ :

مَا حُمِّلْتُمْ : সীগাহ جمع مذكر حاضر বহছ ماضى مجهول বাব تَفْعِيْل মাসদার تَحْمِيْل মূলবর্ণ (ح - م - ل) জিনস : صحيح অর্থ– যার ভার তোমাদেরকে দেওয়া হয়েছে।

اِنْ تُطِيْعُوْهُ : সীগাহ جمع مذكر حاضر বহছ مضارع معروف বাব اِفْعَالٌ মাসদার اِطَاعَةٌ মূলবর্ণ (ط - و - ع) জিনস اجوف واوى অর্থ– যদি তোমরা তাঁর অনুগত থাক।

تَهْتَدُوْا : সীগাহ جمع مذكر حاضر বহছ مضارع معروف বাব ضَرَبَ মাসদার هِدَايَةٌ মূলবর্ণ (ه - د - ى) জিনস ناقص يائى অর্থ– তাহলে সুপথ প্রাপ্ত হবে।

وَلَيُمَكِّنَنَّ : সীগাহ واحد مذكر غائب বহছ مضارع لام تاكيد بانون تاكيد ثقيلة বাব تَفْعِيْل মাসদার تَمْكِيْنٌ মূলবর্ণ (م - ك - ن) জিনস صحيح অর্থ– তিনি প্রতিষ্ঠিত করে দিবেন।

اِرْتَضٰى : সীগাহ واحد مذكر غائب বহছ ماضى معروف বাব اِفْتِعَالٌ মাসদার اِرْتِضَاءٌ মূলবর্ণ (ر - ض - ى) জিনস ناقص يائى অর্থ– তিনি পছন্দ করেছেন।

لَيُبَدِّلَنَّهُمْ : সীগাহ واحد مذكر غائب বহছ مضارع لام تاكيد بانون تاكيد ثقيلة বাব تَفْعِيْل মাসদার تَبْدِيْل মূলবর্ণ (ب - د - ل) জিনস صحيح অর্থ– তাকে পরিবর্তিত করে দিবেন।

اَقِيْمُوْا : সীগাহ جمع مذكر حاضر বহছ امر حاضر معروف বাব اِفْعَالٌ মাসদার اِقَامَةٌ মূলবর্ণ (ق - و - م) জিনস اجواف واوى অর্থ– পাবন্দি কর।

تُرْحَمُوْنَ : সীগাহ جمع مذكر حاضر বহছ مضارع مجهول বাব سَمِعَ মাসদার رَحْمَةٌ মূলবর্ণ (ر - ح - م) জিনস صحيح অর্থ– তোমাদের প্রতি অনুগ্রহ করা যেতে পারে।

لَاتَحْسَبَنَّ : সীগাহ واحد مذكر حاضر বহছ فعل نهى بانون ثقيلة বাব حَسِبَ ও سَمِعَ মাসদার حُسْبَانٌ মূলবর্ণ (ح - س - ب) জিনস صحيح অর্থ– তুমি এরূপ ধারণা করো না।

لِيَسْتَأْذِنْكُمْ : সীগাহ واحد مذكر غائب বহছ امر غائب معروف বাব اِسْتِفْعَالٌ মাসদার اِسْتِيْذَانٌ মূলবর্ণ (ا - ذ - ن) জিনস مهموز فاء অর্থ– তাদের উচিত যে, তারা তোমাদের নিকট অনুমতি গ্রহণ করবে।

تَضَعُوْنَ : সীগাহ جمع مذكر حاضر বহছ مضارع معروف বাব فَتَحَ মাসদার وَضْعٌ মূলবর্ণ (و - ض - ع) জিনস مثال واوى অর্থ– তোমরা খুলে রাখ।

বাক্য বিশ্লেষণ :

وَلَيُبَدِّلَنَّهُمْ مِنْ بَعْدِ خَوْفِهِمْ اَمْنًا : এখানে وَلَيُبَدِّلَنَّهُمْ টা পূর্বের উপর আতফ হয়েছে هُمْ হলো প্রথম মাফউলে বিহী এবং مِنْ بَعْدِ خَوْفِهِمْ হলো حال আর اَمْنًا হলো দ্বিতীয় মাফউলে বিহী। –[ই'রাবুল কুরআন : ৫/৩০৮]

https://e-ilm.weebly.com/

৫৯. আর যখন তোমাদের মধ্যকার বালকগণ বয়ঃপ্রাপ্ত সীমায় উপনীত হয়, তখন তাদেরও তদ্রূপ অনুমতি নেওয়া উচিত, যেরূপ তাদের পূর্ববর্তী (বয়োবৃদ্ধ) ব্যক্তিগণ অনুমতি নিয়ে থাকে; এরূপে আল্লাহ তোমাদের নিকট তাঁর বিধানসমূহ পরিষ্কারভাবে বর্ণনা করে থাকেন; এবং আল্লাহ মহাজ্ঞানী, প্রজ্ঞাময়।	وَاِذَا بَلَغَ الْاَطْفَالُ مِنْكُمُ الْحُلُمَ فَلْيَسْتَاْذِنُوْا كَمَا اسْتَاْذَنَ الَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِهِمْ ؕ كَذٰلِكَ يُبَيِّنُ اللّٰهُ لَكُمْ اٰيٰتِهٖ ؕ وَاللّٰهُ عَلِيْمٌ حَكِيْمٌ ﴿٥٩﴾
৬০. আর বয়স্কা বৃদ্ধা নারীগণ– যাদের বিবাহের কোনো আশা নেই– তাদের এতে কোনো অপরাধ নেই যে, তারা তাদের (অতিরিক্ত) কাপড় খুলে রাখবে, যদি নিজেদের সৌন্দর্য প্রকাশ না করে;(২) আর যদি এটা হতেও সতর্কতা অবলম্বন করে, তবে সেটা তাদের জন্য আরো অধিক উত্তম; এবং আল্লাহ সবকিছুই শুনেন, সবকিছুই জানেন।	وَالْقَوَاعِدُ مِنَ النِّسَآءِ الّٰتِيْ لَا يَرْجُوْنَ نِكَاحًا فَلَيْسَ عَلَيْهِنَّ جُنَاحٌ اَنْ يَّضَعْنَ ثِيَابَهُنَّ غَيْرَ مُتَبَرِّجٰتٍۭ بِزِيْنَةٍ ؕ وَاَنْ يَّسْتَعْفِفْنَ خَيْرٌ لَّهُنَّ ؕ وَاللّٰهُ سَمِيْعٌ عَلِيْمٌ ﴿٦٠﴾
৬১. অন্ধ ব্যক্তির পক্ষেও কোনো দোষ নেই এবং খঞ্জ ব্যক্তিরও কোনো দোষ নেই এবং রুগ্ণ ব্যক্তিরও কোনো দোষ নেই এবং স্বয়ং তোমাদের জন্যও কোনো দোষ নেই যে, তোমরা স্বয়ং (অথবা সেই মা'যুরগণসহ) নিজেদের গৃহসমূহে আহার কর,	لَيْسَ عَلَى الْاَعْمٰى حَرَجٌ وَّلَا عَلَى الْاَعْرَجِ حَرَجٌ وَّلَا عَلَى الْمَرِيْضِ حَرَجٌ وَّلَا عَلٰٓى اَنْفُسِكُمْ اَنْ تَاْكُلُوْا مِنْۢ بُيُوْتِكُمْ

শাব্দিক অনুবাদ :

৫৯. وَاِذَا بَلَغَ الْاَطْفَالُ مِنْكُمُ الْحُلُمَ আর যখন তোমাদের মধ্যকার বালকগণ বয়ঃপ্রাপ্ত সীমায় উপনীত হয় فَلْيَسْتَاْذِنُوْا তখন তাদেরও তদ্রূপ অনুমতি নেওয়া উচিত كَمَا اسْتَاْذَنَ الَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِهِمْ যেরূপ তাদের পূর্ববর্তী (বয়োবৃদ্ধ) ব্যক্তিগণ অনুমতি নিয়ে থাকে كَذٰلِكَ يُبَيِّنُ اللّٰهُ لَكُمْ اٰيٰتِهٖ এরূপে আল্লাহ তোমাদের নিকট তার বিধানসমূহ পরিষ্কারভাবে বর্ণনা করে থাকেন وَاللّٰهُ عَلِيْمٌ حَكِيْمٌ এবং আল্লাহ মহাজ্ঞানী প্রজ্ঞাময়।

৬০. وَالْقَوَاعِدُ مِنَ النِّسَآءِ আর বয়স্কা বৃদ্ধা নারীগণ الّٰتِيْ لَا يَرْجُوْنَ نِكَاحًا যাদের বিবাহের কোনো আশা নেই فَلَيْسَ عَلَيْهِنَّ جُنَاحٌ তাদের এতে কোনো অপরাধ নেই যে اَنْ يَّضَعْنَ ثِيَابَهُنَّ তারা তাদের (অতিরিক্ত) কাপড় খুলে রাখবে غَيْرَ مُتَبَرِّجٰتٍۭ بِزِيْنَةٍ যদি নিজেদের সৌন্দর্য প্রকাশ না করে وَاَنْ يَّسْتَعْفِفْنَ আর যদি এটা হতেও সতর্কতা অবলম্বন করে خَيْرٌ لَّهُنَّ তবে সেটা তাদের জন্য আরো অধিক উত্তম وَاللّٰهُ سَمِيْعٌ এবং আল্লাহ সবকিছুই শুনেন عَلِيْمٌ সবকিছুই জানেন।

৬১. لَيْسَ عَلَى الْاَعْمٰى حَرَجٌ অন্ধ ব্যক্তির পক্ষেও কোনো দোষ নেই وَّلَا عَلَى الْاَعْرَجِ حَرَجٌ এবং খঞ্জ ব্যক্তিরও কোনো দোষ নেই وَّلَا عَلَى الْمَرِيْضِ حَرَجٌ এবং রুগ্ন ব্যক্তিরও কোনো দোষ নেই وَّلَا عَلٰٓى اَنْفُسِكُمْ এবং স্বয়ং তোমাদের জন্যও কোনো দোষ নেই اَنْ تَاْكُلُوْا مِنْۢ بُيُوْتِكُمْ যে, তোমরা স্বয়ং নিজেদের গৃহসমূহে আহার কর

https://e-ilm.weebly.com/

** অথবা তোমাদের পিতৃগণের গৃহ হতে কিংবা তোমাদের মাতৃগণের গৃহ হতে কিংবা তোমাদের ভ্রাতৃগণের গৃহ হতে, কিংবা তোমাদের ভগ্নীদের গৃহ হতে, কিংবা তোমাদের চাচাদের গৃহ হতে, কিংবা তোমাদের ফুফুদের গৃহ হতে, কিংবা তোমাদের মামুদের গৃহ হতে, কিংবা তোমাদের খালাগণের গৃহ হতে, অথবা সেই সমস্ত গৃহ হতে যার চাবি তোমাদের হাতে রয়েছে, অথবা তোমাদের বন্ধুগণের গৃহ হতে। (আর এ ব্যাপারে) তোমাদের উপর কোনো অপরাধ নেই যে, তোমরা সকলে আহার কর একত্রে বসে অথবা পৃথক পৃথকভাবে; অনন্তর যখন তোমরা গৃহসমূহে প্রবেশ করতে উদ্যত হও, তখন আপন লোকদেরকে (মু'মিনদেরকে) সালাম করো দোয়াস্বরূপ- যা আল্লাহর নিকট হতে নির্ধারিত (এবং) বরকতময়, উত্তম বস্তু; এরূপে আল্লাহ তোমাদের নিকট হুকুমসমূহ বর্ণনা করেন, যেন তোমরা বুঝ।

اَوْ بُيُوْتِ اٰبَآئِكُمْ اَوْ بُيُوْتِ اُمَّهٰتِكُمْ اَوْ بُيُوْتِ
اِخْوَانِكُمْ اَوْ بُيُوْتِ اَخَوٰتِكُمْ اَوْ بُيُوْتِ
اَعْمَامِكُمْ اَوْ بُيُوْتِ عَمّٰتِكُمْ اَوْ بُيُوْتِ
اَخْوَالِكُمْ اَوْ بُيُوْتِ خٰلٰتِكُمْ اَوْ مَا مَلَكْتُمْ
مَّفَاتِحَهٗٓ اَوْ صَدِيْقِكُمْ ؕ لَيْسَ عَلَيْكُمْ
جُنَاحٌ اَنْ تَاْكُلُوْا جَمِيْعًا اَوْ اَشْتَاتًا ؕ فَاِذَا
دَخَلْتُمْ بُيُوْتًا فَسَلِّمُوْا عَلٰٓى اَنْفُسِكُمْ تَحِيَّةً
مِّنْ عِنْدِ اللّٰهِ مُبٰرَكَةً طَيِّبَةً ؕ كَذٰلِكَ يُبَيِّنُ
اللّٰهُ لَكُمُ الْاٰيٰتِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُوْنَ ۝٦١

শাব্দিক অনুবাদ :

** اَوْ بُيُوْتِ اٰبَآئِكُمْ অথবা তোমাদের পিতৃগণের গৃহ হতে اَوْ بُيُوْتِ اُمَّهٰتِكُمْ কিংবা তোমাদের মাতৃগণের গৃহ হতে اَوْ بُيُوْتِ اِخْوَانِكُمْ কিংবা তোমাদের ভ্রাতৃগণের গৃহ হতে اَوْ بُيُوْتِ اَخَوٰتِكُمْ কিংবা তোমাদের ভগ্নীদের গৃহ হতে اَوْ بُيُوْتِ اَعْمَامِكُمْ কিংবা তোমাদের চাচাদের গৃহ হতে اَوْ بُيُوْتِ عَمّٰتِكُمْ কিংবা তোমাদের ফুফুদের গৃহ হতে اَوْ بُيُوْتِ اَخْوَالِكُمْ কিংবা তোমাদের মামুদের গৃহ হতে اَوْ بُيُوْتِ خٰلٰتِكُمْ কিংবা তোমাদের খালাগণের গৃহ হতে اَوْ مَا مَلَكْتُمْ مَّفَاتِحَهٗ অথবা সেই সমস্ত গৃহ হতে যার চাবি তোমাদের হাতে রয়েছে اَوْ صَدِيْقِكُمْ অথবা তেমাদের বন্ধুগণের গৃহ হতে لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ তোমাদের উপর কোনো অপরাধ নেই اَنْ تَاْكُلُوْا যে, তোমরা সকলে আহার কর جَمِيْعًا একত্রে বসে اَوْ اَشْتَاتًا অথবা পৃথক পৃথকভাবে فَاِذَا دَخَلْتُمْ بُيُوْتًا অনন্তর যখন তোমরা গৃহসমূহে প্রবেশ করতে উদ্যত হও فَسَلِّمُوْا عَلٰٓى اَنْفُسِكُمْ তখন আপন লোকদেরকে সালাম করো تَحِيَّةً দোয়াস্বরূপ مِّنْ عِنْدِ اللّٰهِ যা আল্লাহর নিকট হতে নির্ধারিত مُبٰرَكَةً طَيِّبَةً বরকতময় উত্তম বস্তু كَذٰلِكَ يُبَيِّنُ اللّٰهُ لَكُمُ الْاٰيٰتِ এরূপে আল্লাহ তোমাদের নিকট হুকুমসমূহ বর্ণনা করেন لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُوْنَ যেন তোমরা বুঝ।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

لَيْسَ عَلَى الْاَعْمٰى حَرَجٌ وَّلَا عَلَى الْاَعْرَجِ حَرَجٌ .... كَذٰلِكَ يُبَيِّنُ اللّٰهُ لَكُمُ الْاٰيٰتِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُوْنَ [٦١]

শানে নুযূল – ১ : আলী ইবনে আবী তালহা হযরত ইবনে আব্বাস (রা.)-এর উদ্ধৃতি দিয়ে বলেন যে, يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَا تَاْكُلُوْٓا اَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ অর্থাৎ "হে ঈমানদারগণ! তোমরা পরস্পরে একে অন্যের সম্পদ অন্যায়ভাবে ভক্ষণ করোনা" -এ আয়াতটি যখন নাজিল হয়, তখন মুসলমানরা বলল যে, আল্লাহ তা'আলা অবশ্যই পরস্পরের ধন-সম্পদ ভক্ষণ করা থেকে আমাদেরকে নিষেধ করেছেন। খাদ্য হচ্ছে সর্বোৎকৃষ্ট সম্পদ। সুতরাং আমাদের

https://e-ilm.weebly.com/

মধ্যে কেউই একে অন্যের নিকট খাবার খাওয়া হালাল হবে না। সে জন্যে মানুষেরা একে অন্যের ঘরে আহার বিহার করা ছেড়ে দিল। সাহাবায়ে কেরামের এ কর্মপন্থা অবলম্বনের পরিপ্রেক্ষিতে আল্লাহ তা'আলা আলোচ্য আয়াতাংশ নাজিল করেন।–[ইবনে কাছীর ৩১৪/৩, কুরতুবী ২৮৬/১২, ফাতহুল কাদীর ৫৬/৪]

শানে নুযূল–২ : যুহরী হযরত উরওয়া হতে হযরত আয়েশা সিদ্দীকা (রা.)-এর উদ্ধৃতি দিয়ে বর্ণনা করে বলেন যে, মুসলমানরা যখন রাসূল ﷺ-এর সাথে জিহাদ করার উদ্দেশ্যে বের হতেন, তখন তারা তাদের জিম্মাদারদের নিকট তাদের চাবিগুলো দিয়ে যেতেন এবং বলতেন যে, তোমাদের যা কিছুর প্রয়োজন হয়, তা তোমরা এ সম্পদ থেকে আহার করবে। আমরা তোমাদের জন্যে তার অনুমতি দিয়ে গেলাম। তার পরও তারা বলত যে, তার থেকে কিছু আহার করা আমাদের জন্যে হালাল হবে না। তারা তো খুশিমনে অনুমতি প্রদান করেনি। আমরা আমানতদার বৈ অন্য কিছু নই। সে পরিপ্রেক্ষিতে আল্লাহ তা'আলা আলোচ্য আয়াতের أَوْ مَا مَلَكْتُمْ مَفَاتِحَهُ আয়াতাংশ নাজিল করেন।

কারো মতে আলোচ্য আয়াতাংশটি জিহাদ সংক্রান্ত বিষয়ে নাজিল হয়েছে। অর্থাৎ অন্ধ, পঙ্গু ও অসুস্থরা যদি জিহাদে অংশগ্রহণ না করে গৃহে উপবিষ্ট থাকে, তাহলে তাতে কোনো প্রকারের খারাবি নেই।

لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَأْكُلُوا جَمِيعًا أَوْ أَشْتَاتًا

শানে নুযূল : আলোচ্য আয়াত বনূ লাইছ ইবনে বকর সম্পর্কে নাজিল হয়েছে। তারা বনূ কিনানা গোত্রের একটি শাখা ছিল। তাদের লোকজন একাকী ঘরে খাবার খেতনা, প্রয়োজন বোধে এক দিন পর্যন্ত ক্ষুধার্ত থাকত, যতক্ষণ না তারা কোনো ব্যক্তিকে পেত। তাদের সম্পর্কে আল্লাহ তা'আলা আলোচ্য আয়াত নাজিল করে বলে দেন যে, মেহমান নিয়ে সাথে খাওয়াতে অথবা একা একা খাওয়াতে কোনো প্রকারের দোষ নেই। ইবনে আতিয়্যাহ বলেন তাদের এ আদর্শ, হযরত সায়্যিদিনা ইবরাহীম (আ.) হতে উত্তরাধিকার সূত্রে তাদের মধ্যে ছিল। কারণ ইবরাহীম (আ.) মেহমান ছাড়া কখনো খানা খেতেন না।

শানে নুযূল –২ : আহলে আরবদের মাঝে কোনো কোনো মানুষ এমনও ছিল যাদের নিকট কোনো মেহমান থাকত, তাহলে তিনি মেহমানকে রেখে খাবার খেতেন না। সুতরাং খাবার খাওয়ার বিধি আরোপ স্বরূপ আল্লাহ তা'আলা আলোচ্য আয়াতাংশটি নাজিল করেন। –[কুরতুবী ২৯০/১২, ইবনে কাছীর ৩১৫/৩]

শানে নুযূল – ৩ : ইবনে জারীর ও ইবনে আবী হাতেম মুফাস্সিরে কুরআন হযরত কাতাদাহ (রা.) -এর উদ্ধৃতি দিয়ে বর্ণনা করেন যে, তৎকালের মদিনায় বনূ কেনানা ইবনে খুযাইমা নামক একটি গোত্র ছিল। জাহিলিয়া যুগে তাদের সকলেরই একটি ধারণা অন্তরে বদ্ধমূল ছিল যে, কোনো ব্যক্তি অতিথি ছাড়া একা একা খেয়ে নেওয়া নির্লজ্জতা। যার দরুন তারা অধিক সম্পদের অধিকারী হলেও পানাহার করার মতো কাউকে যতক্ষণ পর্যন্ত না পেত, ততক্ষণ পর্যন্ত উপবাস থেকে অপেক্ষমান থাকত। তা শিথিল করণার্থে আল্লাহ তা'আলা আলোচ্য আয়াতাংশ নাজিল করেন। –[দুররে মানছূর ৫৮/৫, ফতহুল কাদীর ৫৬/৪, ইবনে কাছীর ৩১৫/৩]

এখানে ৬০ নম্বর আয়াতে একটি তৃতীয় ব্যতিক্রমও নারীর ব্যক্তিগত অবস্থার দিক দিয়ে বর্ণনা করা হয়েছে। অর্থাৎ, যে বৃদ্ধা নারীর প্রতি কেউ আকর্ষণ বোধ করে না এবং সে বিবাহেরও যোগ্য নয়, তার জন্যে পর্দার বিধান শিথিল করা হয়েছে যে, অনাত্মীয় ব্যক্তিও তার পক্ষে মাহ্রামের ন্যায় হয়ে যায়। মাহ্রামদের কাছে যেসব অঙ্গ আবৃত করা জরুরি নয়, এই বৃদ্ধা নারীর জন্যে বেগানা পুরুষদের কাছেও সেগুলো আবৃত রাখা জরুরি নয়। তাই বলা হয়েছে। وَالْقَوَاعِدُ مِنَ النِّسَاءِ الْآيَةَ -এর তাফসীর উপরে বর্ণিত হয়েছে। কিন্তু এরূপ বৃদ্ধা নারীর জন্য বলা হয়েছে, যেসব অঙ্গ মাহ্রামের সামনে খোলা যায় যে মাহ্রাম নয়, এরূপ ব্যক্তির সামনেও সেগুলো খুলতে পারবে, কিন্তু শর্ত হচ্ছে যদি সাজ-সজ্জা না করে। পরিশেষে আরো বলা হয়েছে وَأَنْ يَسْتَعْفِفْنَ خَيْرٌ لَهُنَّ অর্থাৎ সে যদি মাহ্রাম নয় এরূপ ব্যক্তিদের সামনে আসতে পুরোপুরি বিরত থাকে, তবে তা তার জন্যে উত্তম।

গৃহে প্রবেশের পরবর্তী কতিপয় বিধান ও সামাজিক রীতিনীতি : পূর্ববর্তী আয়াতসমূহে কারো গৃহে প্রবেশের পূর্বে অনুমতি গ্রহণের নির্দেশ বিবৃত হয়েছে। আলোচ্য আয়াতে সেসব বিধান ও রীতিনীতি বর্ণিত হয়েছে, যেগুলো অনুমতিক্রমে গৃহে প্রবেশের পর মোস্তাহাব অথবা ওয়াজিব। আয়াতের মর্ম ও বিধানাবলি হৃদয়ঙ্গম করার জন্যে প্রথমে সেই পরিস্থিতি জেনে নেওয়া উচিত, যার পরিপ্রেক্ষিতে এই আয়াত অবতীর্ণ হয়।

https://e-ilm.weebly.com/

কুরআন পাক ও রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর সাধারণ শিক্ষার মধ্যে হাক্কুল-ইবাদত তথা বান্দার হকের হেফাজতের প্রতি গুরুত্ব আরোপ করা হয়েছে, তা কোনো মুসলমানের অজানা নয়। অপরের অর্থ-সম্পদে তার অনুমতি ব্যতীত হস্তক্ষেপ করার কারণে ভীষণ শাস্তিবাণী উচ্চারিত হয়েছে। অপরদিকে আল্লাহ তা'আলা তাঁর সর্বশেষ রাসূলের সংসর্গে থাকার জন্যে এমন ভাগ্যবান লোকদের মনোনীত করেছিলেন, যারা আল্লাহ্ ও রাসূলের আদেশের প্রতি উৎসর্গ হয়ে থাকতেন এবং প্রত্যেকটি আদেশ পালনে সর্বশক্তি নিয়োজিত করতেন। কুরআনি শিক্ষার বাস্তবায়ন ও তার সাথে রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর পবিত্র সংসর্গের পরশ পাথর দ্বারা আল্লাহ তা'আলা এমন একটি দল সৃষ্টি করেছিলেন, যাঁদের জন্যে ফেরেশতারাও গর্ববোধ করে। অপরের অর্থ-সম্পদে তার ইচ্ছা ও অনুমতি ব্যতীত সামান্যতম হস্তক্ষেপ সহ্য না করা, কাউকে সামান্যতম কষ্টপ্রদান থেকে বিরত থাকা এবং এ ব্যাপারে খোদাভীতির উচ্চতম শিখরে প্রতিষ্ঠিত থাকা, এগুলো সকল সাহাবীরই গুণ ছিল। এ ধরনেরই কয়েকটি ঘটনা রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর আমলে সংঘটিত হয় এবং এসব ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে আলোচ্য আয়াতে বর্ণিত বিধানাবলি অবতীর্ণ হয়। তাফসীরবিদগণ এসব ঘটনা লিপিবদ্ধ করেছেন। কেউ এক ঘটনাকে এবং কেউ অন্য ঘটনাকে আয়াতের শানে নুযূল সাব্যস্ত করেছেন। কিন্তু প্রকৃত কথা এই যে, এতে কোনো বিরোধ নেই। ঘটনাবলির সমষ্টিই আয়াতের শানে নুযূল। ঘটনাবলি নিম্নরূপ।

১. ইমাম বগভী তাফসীরবিদ সাঈদ ইবনে জুবায়র ও যাহ্হাক থেকে বর্ণনা করেছেন যে, জগতের সাধারণ রীতি এবং অধিকাংশ লোকের স্বভাব এই যে, খঞ্জ, অন্ধ ও রুগ্ন ব্যক্তির সাথে বসে খেতে তারা ঘৃণা বোধ করে। সাহাবায়ে কেরামের মধ্যে যারা এ ধরনের বিকলাঙ্গ ছিলেন, তাঁরা মনে করলেন যে, আমরা কারো সাথে বসে একত্রে আহার করলে সম্ভবত তার কষ্ট হবে। তাই তাঁরা সুস্থ ব্যক্তিদের সাথে আহারে যোগদান থেকে বিরত থাকতে লাগলেন। অন্ধ ব্যক্তিও চিন্তা করল যে, কয়েকজন একত্রে আহারে বসলে ন্যায় ও মানবতা এই যে, একজন অপরজনের চাইতে বেশি খাবে না। আমি অন্ধ, তাই অনুমান করতে পারি না। সম্ভবত অন্যের চাইতে বেশি খেয়ে ফেলব। এতে অন্যের হক নষ্ট হবে। খঞ্জ ব্যক্তি ধারণা করল, আমি সুস্থ লোকের মতো বসতে পারি না, দু'জনের জায়গা নিয়ে ফেলি। আহারে অন্যের সাথে বসলে সম্ভবত : তার কষ্ট হবে। তাঁদের এই চরম সাবধানতার ফলে স্বয়ং তাঁরাই অসুবিধা ও কষ্টের সম্মুখীন হতেন। এর পরিপ্রেক্ষিত্রে আলোচ্য আয়াত অবতীর্ণ হয়। এতে তাঁদেরকে অন্যের সাথে একত্রে আহার করার অনুমতি এবং এমন চুলচেরা সাবধানতা পরিহার করার শিক্ষা দেওয়া হয়েছে, যাতে তাঁরা অসুবিধার সম্মুখীন হয়ে থাকেন।

২. বগভী ইবনে-জারীরের জবানী হযরত ইবনে-আব্বাস থেকে অপর একটি ঘটনা বর্ণনা করেছেন, যা উপরিউক্ত ঘটনার অপর পিঠ। তা এই যে, কুরআন পাকে لَا تَأْكُلُوْٓا اَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ অর্থাৎ তোমরা একে অন্যের অর্থ-সম্পদ অন্যায় ভাবে খেয়ো না। আয়াতটি নাজিল হলে সবাই অন্ধ, খঞ্জ ও রুগ্ন ব্যক্তিদের সাথে বসে খাওয়ার ব্যাপারে ইতস্তত করতে লাগল। তারা ভাবল, রুগ্ণ ব্যক্তি তো স্বভাবতই কম আহার করে, অন্ধ উৎকৃষ্ট খাদ্য কোন্‌টি তা জানতে পারে না এবং খঞ্জ সোজা হয়ে বসতে অক্ষম হওয়ার কারণে খোলাখুলিভাবে খেতে পারে না। অতএব সম্ভবত তারা কম আহার করবে এবং আমরা বেশি খেয়ে ফেলব। এতে তাদের হক নষ্ট হবে। যৌথ খাদ্যদ্রব্যে সবার অংশ সমান হওয়া উচিত। এর পরিপ্রেক্ষিতে আলোচ্য আয়াত অবতীর্ণ হয়। এতে এ ধরনের সূক্ষ্মদর্শিতা ও লৌকিকতা থেকে তাদেরকে মুক্ত করা হয়েছে এবং বলা হয়েছে যে, সবাই একত্রে আহার কর। মামুলী কম-বেশি হওয়ার চিন্তা করো না।

৩. হযরত সাঈদ ইবনে-মুসাইয়িব বলেন : মুসলমানগণ জেহাদের যাওয়ার সময় নিজ নিজ গৃহের চাবি বিকলাঙ্গদের হাতে সোপর্দ করে যেত এবং বলে যেত যে, গৃহে যা কিছু আছে, তা তোমরা পানাহার করতে পার। কিন্তু তারা সাবধানতাবশত তাদের গৃহ থেকে কিছুই খেত না। এর পরিপ্রেক্ষিতে এই আয়াত অবতীর্ণ হয়। মুসনাদে বাযযারে হযরত আয়েশা (রা.) থেকেও বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ কোনো যুদ্ধে গমন করলে সাধারণ সাহাবীগণও তাঁর সাথে জেহাদে যোগদানকরতে আকাঙ্ক্ষী হতেন। তাঁরা তাদের গৃহের চাবি দরিদ্র বিকলাঙ্গদের হাতে সোপর্দ করে অনুমতি দিতেন যে, আমাদের অনুপস্থিতিতে তোমরা আমাদের গৃহে যা আছে, তা পানাহার করতে পার। কিন্তু তারা চরম আল্লাহ ভীতিবশত আপন মনের ধারণায় 'অনুমতি হয়নি' আশঙ্কা করে পানাহার থেকে বিরত থাকত। বগভী হযরত ইবনে-আব্বাস (রা.) থেকে আরো বর্ণনা করেন যে, আলোচ্য আয়াতের اَوْ صَدِيْقِكُمْ (অর্থাৎ বন্ধুর গৃহে পানাহার করায় দোষ নেই) শব্দটি হারেস-ইবনে আমরের ঘটনায় অবতীর্ণ হয়েছে। তিনি কোনো এক জেহাদে রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর সাথে চলে যান এবং বন্ধু মালেক ইবনে জায়েদের হাতে গৃহ ও গৃহবাসীদের দেখাশোনার ভার সোপর্দ করেন। হারেস ফিরে এসে দেখলেন যে, মালেক ইবনে জায়েদ দুর্বল ও শুষ্ক হয়ে গেছেন। জিজ্ঞাসার পর তিনি বললেন, আপনার অনুপস্থিতিতে আপনার গৃহে খাওয়া-দাওয়া আমি পছন্দ করিনি। (মাযহারী) বলাবাহুল্য, এ ধরনের সব ঘটনাই আলোচ্য আয়াত অবতরণের কারণ হয়েছে।

https://e-ilm.weebly.com/

মাসআলা : পূর্বে বর্ণিত হয়েছে যে, যেসব গৃহে বিশেষ অনুমতি ব্যতীত পানাহার করার অনুমতি এই আয়াতে দেওয়া হয়েছে, তার ভিত্তি এই যে, আরবের সাধারণ লোকাচার অনুযায়ী এসব নিকট আত্মীয়দের মধ্যে লৌকিকতার বালাই ছিল না। একে অপরের গৃহে কিছু খেলে গৃহকর্তা মোটেই কষ্ট ও পীড়া অনুভব করত না। বরং এতে সে আনন্দিত হতো। এমনিভাবে আত্মীয় যদি নিজের সাথে কোনো বিকলাঙ্গ, রুগ্ন ও মিসকীনকেও খাইয়ে দিত, তাতেও সে কোনোরূপ অস্বস্তি বোধ করত না। এসব বিষয়ের স্পষ্টত অনুমতি না দিলেও অভ্যাসগতভাবে অনুমতি ছিল। বৈধতার এই কারণ দৃষ্টে প্রমাণিত হয় যে, যেকালে অথবা যেস্থানে এরূপ লোকাচার নেই এবং গৃহকর্তার অনুমতি সন্দেহযুক্ত হয়, সেখানে গৃহকর্তার স্পষ্ট অনুমতি ব্যতিরেকে পানাহার করা হারাম। যেমন আজকাল সাধারণত এই লোকাচার নেই এবং কেউ এটা পছন্দ করে না যে, কোনো আত্মীয় তার গৃহে যা ইচ্ছা পানাহার করবে অথবা অপরকে পানাহার করাবে। তাই আজকাল সাধারণভাবে এই আয়াতের অনুমতি অনুযায়ী পানাহার জায়েজ নয়। তবে যদি কোনো বন্ধু ও স্বজন সম্পর্কে কেউ নিশ্চিতরূপে জানে যে, সে পানাহার করলে অথবা অপরকে পানাহার করালে কষ্ট কিংবা অস্বস্তি বোধ করবে না, বরং আনন্দিত হবে, তবে বিশেষ করে তার গৃহে পানাহার করার ব্যাপারে এই আয়াত অনুযায়ী আমল করা জায়েজ।

মাসআলা : উল্লিখিত বর্ণনা থেকে আরো প্রমাণিত হয় যে, এই বিধান ইসলামের প্রাথমিক যুগে ছিল, এরপর রহিত হয়ে গেছে– এ কথা বলা ঠিক নয়। বরং বিধানটি শুরু থেকে আজ পর্যন্ত কার্যকর আছে। তবে গৃহকর্তার নিশ্চিত অনুমতি এর জন্য শর্ত। এরূপ অনুমতি না থাকলে তা আয়াতের আওতায় পড়ে না। ফলে পানাহার করা জায়েজ নয়। –[মাযহারী]

মাসআলা : এমনিভাবে এ থেকে আরও প্রমাণিত হয় যে, এই বিধান কেবল আয়াতে বর্ণিত বিশেষ আত্মীয়দের মধ্যেই সীমাবদ্ধ নয়; বরং অন্য কোনো ব্যক্তির পক্ষ থেকে যদি নিশ্চিতরূপে জানা যায় যে, তার তরফ থেকে পানাহার করা ও করানোর অনুমতি আছে, এতে সে আনন্দিত হবে এবং কষ্ট অনুভব করবে না, তবে তার ক্ষেত্রেও এই বিধান প্রযোজ্য। (মাযহারী) কারো গৃহে অনুমতিক্রমে প্রবেশের পর যেসব কাজ জায়েজ অথবা মোস্তাহাব, উল্লিখিত বিধান সেসব কাজের সাথে সম্পৃক্ত। এসব কাজের মধ্যে পানাহার ছিল প্রধান, তাই একে প্রথমে উল্লেখ করা হয়েছে।

দ্বিতীয় কাজ গৃহে প্রবেশের আদব-কায়দা। এ সম্পর্কে বলা হয়েছে যে, যখন অনুমতিক্রমে গৃহে প্রবেশ কর, তখন সেখানে যত মুসলমান আছে, তাদেরকে সালাম বল। আয়াতে وَلَا عَلٰٓى اَنْفُسِكُمْ বলে তাই বোঝানো হয়েছে। কেননা মুসলমান সকলেই এক অভিন্ন দল। অনেক সহীহ্ হাদীসে মুসলমানদের পরস্পরে একে অন্যকে সালাম করার উপর খুব জোর দেওয়া হয়েছে এবং এর অনেক ফজিলত বর্ণিত হয়েছে।

শব্দ বিশ্লেষণ :

اِسْتَأْذَنَ : সীগাহ واحد مذكر غائب বহছ ماضى معروف বাব اِسْتِفْعَالٌ মাসদার اِسْتِئْذَانٌ মূলবর্ণ (أ ـ ذ ـ ن) জিনস مهموز فاء অর্থ– অনুমতি নিয়ে থাকে।

لَا يَرْجُوْنَ : সীগাহ جمع مذكر غائب বহছ نفى فعل مضارع معروف বাব نَصَرَ মাসদার رَجَاءٌ মূলবর্ণ (ر ـ ج ـ و) জিনস ناقص واوى অর্থ– যাদের কোনো আশা নেই।

اَنْ يَّضَعْنَ : সীগাহ جمع مؤنث غائب বহছ مضارع معروف বাব فَتَحَ মাসদার وَضْعٌ মূলবর্ণ (و ـ ض ـ ع) জিনস مثال واوى অর্থ– তারা খুলে রাখবে।

مُتَبَرِّجَاتٌ : সীগাহ جمع مؤنث বহছ اسم فاعل বাব تَفَعُّلٌ মাসদার تَبَرُّجٌ মূলবর্ণ (ب ـ ر ـ ج) জিনস صحيح অর্থ– প্রকাশ করে।

اَشْتَاتًا : شَتٌّ এবং شَتَاتٌ -এর বহুবচন। অর্থ– পৃথক পৃথকভাবে।

فَسَلِّمُوْا : সীগাহ جمع مذكر حاضر বহছ امر حاضر معروف বাব تَفْعِيْلٌ মাসদার تَسْلِيْمٌ মূলবর্ণ (س ـ ل ـ م) জিনস صحيح অর্থ– অতঃপর সালাম করো।

বাক্য বিশ্লেষণ :

كَذٰلِكَ يُبَيِّنُ اللّٰهُ لَكُمْ اٰيٰتِهٖ وَاللّٰهُ عَلِيْمٌ حَكِيْمٌ : এখানে كَذٰلِكَ -এর كاف টি উহ্য মাসদারের نعت হয়েছে يُبَيِّنُ ফে'ল اَللّٰهُ শব্দটি ফায়েল لَكُمْ টি يُبَيِّنُ ফেলের সাথে متعلق আর اٰيٰتِهٖ হলো মাফউলে বিহী আর وَاللّٰهُ عَلِيْمٌ حَكِيْمٌ -এর اَللّٰهُ শব্দটি মুবতাদা। আর عليم হলো প্রথম খবর আর حَكِيْمٌ হলো দ্বিতীয় খবর। –[ই'রাবুল কুরআন : ৫/৩১৪]

https://e-ilm.weebly.com/

https://e-ilm.weebly.com/

৬২. মুসলমান তো কেবল তারাই– যারা আল্লাহ এবং তাঁর রাসূলের প্রতি ঈমান রাখে। আর যখন তারা রাসূলের নিকট এমন কোনো কাজে রত থাকে যার জন্য সমবেত করা হয়েছে, তখন তারা তাঁর নিকট হতে অনুমতি না পাওয়া পর্যন্ত গমন করে না; যারা আপনার নিকট অনুমতি চায়, কেবলমাত্র তারাই আল্লাহ এবং তাঁর রাসূলের প্রতি ঈমান রাখে। অতএব যখন এ সকল লোক নিজেদের কোনো কাজে আপনার নিকট অনুমতি চায়, তখন আপনি তাদের মধ্যে যাকে ইচ্ছা অনুমতি দিয়ে দিবেন এবং আপনি তাদের জন্য আল্লাহর দরবারে মাগফেরাতের দোয়া করুন; নিঃসন্দেহে আল্লাহ বড় ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু।

إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَإِذَا كَانُوا مَعَهُ عَلَىٰ أَمْرٍ جَامِعٍ لَّمْ يَذْهَبُوا حَتَّىٰ يَسْتَأْذِنُوهُ ۚ إِنَّ الَّذِينَ يَسْتَأْذِنُونَكَ أُولَٰئِكَ الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ ۚ فَإِذَا اسْتَأْذَنُوكَ لِبَعْضِ شَأْنِهِمْ فَأْذَن لِّمَن شِئْتَ مِنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمُ اللَّهَ ۚ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴿٦٢﴾

৬৩. তোমরা রাসূলের আহ্বানকে এমন মনে করো না, যেমন তোমরা পরস্পর একে অন্যকে আহ্বান করে থাক; আল্লাহ সে সমস্ত লোকদেরকেও জানেন– যারা তোমাদের মধ্য হতে সরে পড়ে গোপনে, সুতরাং যারা আল্লাহর হুকুমের বিরুদ্ধাচরণ করে, তাদের এ ভয় হওয়া উচিত যে, তাদের উপর কোনো বিপদ এসে পড়বে কিংবা তাদের উপর কোনো যন্ত্রণাময় আজাব নাজিল হবে।

لَّا تَجْعَلُوا دُعَاءَ الرَّسُولِ بَيْنَكُمْ كَدُعَاءِ بَعْضِكُم بَعْضًا ۚ قَدْ يَعْلَمُ اللَّهُ الَّذِينَ يَتَسَلَّلُونَ مِنكُمْ لِوَاذًا ۚ فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَن تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ ﴿٦٣﴾

শব্দ বিশ্লেষণ :

৬২. إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ মুসলমান তো কেবল তারাই الَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ যারা আল্লাহ এবং তাঁর রাসূলের প্রতি ঈমান রাখে وَإِذَا كَانُوا مَعَهُ عَلَىٰ أَمْرٍ جَامِعٍ আর তারা যখন রাসূলের নিকট এমন কোনো কাজে রত থাকে যার জন্য সমবেত করা হয়েছে لَّمْ يَذْهَبُوا حَتَّىٰ يَسْتَأْذِنُوهُ তখন তারা তাঁর নিকট হতে অনুমতি না পাওয়া পর্যন্ত গমন করে না إِنَّ الَّذِينَ يَسْتَأْذِنُونَكَ যারা আপনার নিকট অনুমতি চায় أُولَٰئِكَ الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ কেবলমাত্র তারাই আল্লাহ এবং তাঁর রাসূলের প্রতি ঈমান রাখে فَإِذَا اسْتَأْذَنُوكَ অতএব যখন এ সকল লোক আপনার নিকট অনুমতি চায় لِبَعْضِ شَأْنِهِمْ নিজেদের কোনো কাজে فَأْذَن তখন আপনি অনুমতি দিয়ে দিবেন لِّمَن شِئْتَ مِنْهُمْ তাদের মধ্যে যাকে ইচ্ছা وَاسْتَغْفِرْ لَهُمُ اللَّهَ এবং আপনি তাদের জন্য আল্লাহর দরবারে মাগফেরাতের দোয়া করুন إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ নিঃসন্দেহে আল্লাহ বড় ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু।

৬৩. لَّا تَجْعَلُوا دُعَاءَ الرَّسُولِ بَيْنَكُمْ তোমরা রাসূলের আহ্বানকে এমন মনে করো না كَدُعَاءِ بَعْضِكُم بَعْضًا যেমন তোমরা পরস্পর একে অন্যকে আহ্বান করে থাক قَدْ يَعْلَمُ اللَّهُ আল্লাহ সে সমস্ত লোকদেরকেও জানেন الَّذِينَ يَتَسَلَّلُونَ مِنكُمْ لِوَاذًا যারা তোমাদের মধ্যে হতে গোপনে সরে পড়ে فَلْيَحْذَرِ সুতরাং, তাদের এ ভয় হওয়া উচিত যে الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ যারা আল্লাহর হুকুমের বিরুদ্ধাচরণ করে أَن تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ তাদের উপর কোনো বিপদ এসে পড়বে أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ কিংবা তাদের উপর কোনো যন্ত্রণাময় আজাব নাজিল হবে।

৬৪. স্মরণ রেখ যে, সবই আল্লাহর জন্য, যা কিছু আসমানসমূহে এবং জমিনে রয়েছে; আল্লাহ তা'আলা সেই অবস্থা সম্বন্ধে পরিজ্ঞাত আছেন যাতে তোমরা আছ; এবং যেদিন সকলকে তাঁর সমীপে আনয়ন করা হবে, তখন তিনি তাদেরকে সবই জানিয়ে দিবেন– যা কিছু তারা করেছিল; আর আল্লাহ সর্ববিষয় পরিজ্ঞাত আছেন।

أَلَا إِنَّ لِلَّهِ مَا فِي السَّمٰوٰتِ وَالْأَرْضِ ۖ قَدْ يَعْلَمُ مَا أَنْتُمْ عَلَيْهِ وَيَوْمَ يُرْجَعُونَ إِلَيْهِ فَيُنَبِّئُهُمْ بِمَا عَمِلُوا ۗ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ﴿٦٤﴾

শাব্দিক অনুবাদ :

৬৪. أَلَا স্মরণ রেখ যে إِنَّ لِلَّهِ সবই আল্লাহর জন্য مَا فِي السَّمٰوٰتِ وَالْأَرْضِ যা কিছু আসমানসমূহে এবং জমিনে রয়েছে قَدْ يَعْلَمُ আল্লাহ তা'আলা সে অবস্থা সম্বন্ধে পরিজ্ঞাত আছেন مَا أَنْتُمْ عَلَيْهِ যাতে তোমরা আছ وَيَوْمَ يُرْجَعُونَ إِلَيْهِ এবং যেদিন সকলকে তাঁর সমীপে আনয়ন করা হবে فَيُنَبِّئُهُمْ بِمَا عَمِلُوا তখন তিনি তাদেরকে সবই জানিয়ে দিবেন যা কিছু তারা করেছিল وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ, আর আল্লাহ সর্ববিষয়ে পরিজ্ঞাত আছেন।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَإِذَا كَانُوا...... وَاسْتَغْفِرْ لَهُمُ اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ [٦٢]

শানে নুযূল – ১ : ইবনে ইসহাক ও ইবনে মুনযির উরওয়াহ ও মুহাম্মদ ইবনে কা'আব আল-কুরাযী (র.) দ্বয়ের উদ্ধৃতি দিয়ে বর্ণনা করেন যে, খন্দক অভিযানকালে কুরাইশ বাহিনী যখন রণ প্রস্তুতি নিয়ে মদিনার রুমা কূপের নিকট অবস্থান গ্রহণ করে। তাদের দলপতি ছিল আবূ সুফিয়ান। গাত্বফান বাসীরাও উহুদের এক প্রান্তদেশে নকমায় অবস্থান গ্রহণ করেছিল। এমতাবস্থায় রাসূল ﷺ -এর নিকট সে খবর পৌঁছে। তখন রাসূল ﷺ মদিনার আশ-পাশে পরিখা খনন করেন। মুসলমানেরা তাতে জানে প্রাণে পরিখা খনন কাজে ব্যস্ত হয়ে যায়। যারা মুনাফিক ছিল তারা পিঠটান দিয়ে থাকত। এমন কি তারা রাসূল ﷺ -এর অনুমতি ব্যতিরেকে এবং রাসূল ﷺ -এর অজান্তে নিজেদের বাড়িতে চলেও যেত। পক্ষান্তরে যারা মুসলমান ছিলেন, তারা কোনো প্রয়োজনের সম্মুখীন হলেই রাসূল ﷺ -এর শরণাপন্ন হতেন এবং বাড়ি যাওয়ার অনুমতি প্রাপ্তির আবেদন করে অনুমতি সাপেক্ষে বাড়ি যেতেন। অতঃপর প্রয়োজন সেরে ফিরে চলে আসতেন। সুতরাং আল্লাহ তা'আলা তাদের সম্পর্কে আলোচ্য আয়াত নাজিল করেন।

–[ফাতহুল কাদীর ৫৯/৪, কুরতুবী ২৯৩/১২, দুররে মানছুর ৬১/৫]

শানে নুযূল– ২ : মুকাতিল বলেন যে, আলোচ্য আয়াত হযরত ওমর ফারুক (রা.) সম্পর্কে নাজিল হয়েছে। তিনি তাবুক যুদ্ধে প্রত্যাবর্তন করার জন্যে অনুমতি চান। তখন রাসূল ﷺ তাকে প্রত্যাবর্তন করার জন্যে অনুমতি দান করেন। সে পরিপ্রেক্ষিতে আল্লাহ তা'আলা আলোচ্য আয়াত নাজিল করেন। –[কুরতুবী]

لَا تَجْعَلُوا دُعَاءَ الرَّسُولِ بَيْنَكُمْ كَدُعَاءِ بَعْضِكُمْ بَعْضًا [٦٣]

শানে নুযূল : ইবনে আবী হাতেম সাঈদ ইবনে জুবায়ের এবং যাহহাক হযরত ইবনে আব্বাস (রা.)-এর উদ্ধৃতি দিয়ে বর্ণনা করেন যে, প্রাথমিক দিক দিয়ে সাহাবায়ে কেরাম রাসূল ﷺ -কে সম্বোধন করে ডাকতে হলে তারা রাসূল ﷺ -এর নাম ধরে অর্থাৎ হে মুহাম্মদ! কিংবা হে আবুল কাসেম বলে ডাকতেন। তখন আল্লাহ তা'আলা রাসূল ﷺ -এর সম্মানার্থে তাদেরকে এরূপভাবে নাম ধরে ডাক দিতে নিষেধ করেন। হে আল্লাহর নবী ও হে আল্লাহর রাসূল বলে ডাক দেওয়ার আদেশ করেন। সে পরিপ্রেক্ষিতে আল্লাহ তা'আলা আলোচ্য আয়াতাংশ নাজিল করেন। –[ইবনে কাছীর ৩/৬৬৩, ফাতহুল কাদীর ৫/৯৪]

قَدْ يَعْلَمُ اللَّهُ الَّذِينَ يَتَسَلَّلُونَ مِنْكُمْ لِوَاذًا فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَنْ تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ [٦٣]

শানে নুযূল : আবূ দাঊদ স্বীয় মারাসীল গ্রন্থে হযরত মুকাতিল (রা.)-এর উদ্ধৃতি দিয়ে বর্ণনা করে তিনি বলেন যে, কারো যদি নাযাক অথবা অজু ভঙ্গ হবার কোনো কারণ দেখা দিত কিংবা তাদের কোনো প্রয়োজন দেখা দিত, তখন তারা রাসূল ﷺ -এর সাথে কথা না বলে বৃদ্ধাঙ্গুলির পার্শ্ববর্তী আঙ্গুল দ্বারা ইঙ্গিত দেখিয়ে অনুমতি সাপেক্ষে বের হতেন। পক্ষান্তরে

https://e-ilm.weebly.com/

মুনাফিকদের জন্য মসজিদে বসে থেকে খোতবা শ্রবণ করা অত্যন্ত কষ্ট সাধ্য বিষয় ছিল। তাই কোনো মুসলমান অনুমতির আবেদন করলেই কোনো না কোনো মুনাফিক তার আড়ালে পার্শ্বেই দাঁড়িয়ে যেত। এমন কি বেরও হয়ে যেত। সে পরিপ্রেক্ষিতে আল্লাহ তা'আলা আলোচ্য আয়াতাংশটি নাজিল করেন।

–[দুররে মানুছুর ৬১/৫, ফাতহুল কাদীর ৫৯/৪, ইবনে কাছীর ৩১৬/৩, রূহুল মা'আনী ২২৬/৯/১৮]

বিশেষভাবে রাসূলে কারীম ﷺ-এর মজলিসের এবং সাধারণ সামাজিকতার কতিপয় রীতিনীতি ও বিধান : আলোচ্য আয়াতে দু'টি আদেশ বর্ণিত হয়েছে। এক. যখন রাসূলুল্লাহ ﷺ মুসলমানদেরকে কোনো ধর্মীয় জেহাদ ইত্যাদির জন্যে একত্রিত করেন, তখন ঈমানের দাবি হলো সমবেত হওয়া এবং তাঁর অনুমতি ব্যতিরেকে সমাবেশ ত্যাগ না করা। কোনো প্রয়োজন দেখা দিলে তাঁর কাছ থেকে যথারীতি অনুমতি গ্রহণ করা। এতে রাসূলুল্লাহ ﷺ -কে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে যে, বিশেষ অসুবিধা ও প্রয়োজন না থাকলে অনুমতি প্রদান করুন। এই প্রসঙ্গে মুনাফিকদেরও নিন্দা করা হয়েছে, তারা ঈমানের দাবির বিরুদ্ধে দুর্নামের কবল থেকে আত্মরক্ষার্থে মসজিদে উপস্থিত হয়, কিন্তু এরপর কারো আড়ালে চুপিসারে সরে পড়ে।

আহযাব যুদ্ধের সময় এই আয়াত অবতীর্ণ হয়। তখন আরবের মুশরিক ও অন্যান্য সম্প্রদায়ের যুক্তফ্রন্ট সম্মিলিতভাবে মদিনা আক্রমণ করে। রাসূলুল্লাহ ﷺ সাহাবায়ে কেরামের পরামর্শক্রমে তাদের আক্রমণ প্রতিহত করার জন্যে পরিখা খনন করেন। এ কারণেই একে 'গযওয়ায়ে খন্দক' তথা পরিখার যুদ্ধ বলা হয়। এই যুদ্ধ পঞ্চম হিজরির শাওয়াল মাসে সংঘটিত হয়। –[কুরতুবী] বায়হাকী ও ইবনে ইসহাকের রেওয়ায়েতে বলা হয়েছে, তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ স্বয়ং এবং সকল সাহাবী পরিখা খননে ব্যস্ত ছিলেন। কিন্তু মুনাফিকরা প্রথমত আসতেই চাইত না। এসেও দেখানোর জন্যে সামান্য কাজ করে চুপিসারে সরে পড়ত। এর বিপরীতে মুসলমানগণ অক্লান্ত পরিশ্রম সহকারে কাজ করে যেত এবং প্রয়োজন দেখা দিলে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর কাছ থেকে অনুমতি নিয়ে প্রস্থান করত। এরই পরিপ্রেক্ষিতে এই আয়াত অবতীর্ণ হয়। –[মাযহারী]

একটি প্রশ্ন ও তার জবাব : আয়াত থেকে জানা যায় যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর মজলিস থেকে তাঁর অনুমতি ব্যতীত চলে যাওয়া হারাম। অথচ সাহাবায়ে কেরামের অসংখ্য ঘটনায় দেখা যায় যে, তাঁরা রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর মজলিসে উপস্থিত থাকার পর যখন ইচ্ছা প্রস্থান করতেন এবং অনুমতি নেওয়া জরুরি মনে করতেন না। জবাব এই যে, আয়াতে সাধারণ মজলিসের বিধান বর্ণনা করা হয় নি; বরং কোনো প্রয়োজনের ভিত্তিতে যে মজলিস ডাকা হয়, তার বিধান; যেমন খন্দক যুদ্ধের সময় হয়েছিল। এই বিশেষত্বের প্রতি আয়াতের শব্দ عَلٰى اَمْرٍ جَامِعٍ -এর মধ্যে ইঙ্গিত আছে।

اَمْرٍ جَامِعٍ বলে কি বোঝানো হয়েছে : এ সম্পর্কে বিভিন্ন উক্তি আছে; কিন্তু পরিষ্কার কথা এই যে, এতে এমন কাজ বোঝানো হয়েছে, যার জন্য রাসূলুল্লাহ ﷺ মুসলমানদেরকে একত্র করা জরুরি মনে করেন ; যেমন আহযাব যুদ্ধে পরিখা খনন করার কাজ টি জরুরি ছিল, তাই এ বিষয়ে সাহাবীদেরকে নিয়ে পরামর্শ সভাও গুরুত্ববহ ছিল।

এই আদেশ রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর মজলিসের ক্ষেত্রেই বিশেষভাবে প্রযোজ্য, না ব্যাপক? ফিকহবিদগণ সবাই একমত যে, এই আদেশ একটি ধর্মীয় ও ইসলামি প্রয়োজনের খাতিরে জারি করা হয়েছে। এরূপ প্রয়োজন প্রতি যুগেই হতে পারে। তাই এটা বিশেষভাবে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর মজলিসের ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য নয়; বরং মুসলমানদের প্রত্যেক ইমাম ও আমীর তথা রাষ্ট্রীয় কর্ণধার ও তার মজলিসেরও এই বিধান। তিনি সবাইকে একত্রিত হওয়ার আদেশ দিলে, তা পালন করা ওয়াজিব এবং বিনানুমতিতে ফিরে যাওয়া নাজায়েজ। –(কুরতুবী, মাযহারী, বয়ানুল কুরআন)। বলাবাহুল্য, স্বয়ং রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর মজলিসের জন্যে এই আদেশ অধিক জোরদার এবং এর বিরোধিতা প্রকাশ্য দুর্ভাগ্য; যেমন মুনাফিকরা তা করেছে। ইসলামি সামাজিকতার রীতিনীতির দিক দিয়ে এই আদেশ পারস্পরিক সমাবেশ ও সাধারণ সভা-সমিতির জন্যেও কমপক্ষে মোস্তাহাব ও উত্তম। মুসলমানগণ যখন কোনো মজলিসে কোনো সমষ্টিগত ব্যাপারে নিয়ে চিন্তা-ভাবনা অথবা কর্মপন্থা গ্রহণ করার জন্যে একত্রিত হয়, তখন চলে যেতে হলে সভাপতির অনুমতি নিয়ে যাওয়া উচিত।

দ্বিতীয় আদেশ সর্বশেষ আয়াতে এই দেওয়া হয়েছে যে لَا تَجْعَلُوْا دُعَاءَ الرَّسُوْلِ بَيْنَكُمْ -এর অর্থ রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর তরফ থেকে মুসলমানদেরকে ডাকা। (ব্যাকরণগত কায়দার দিক দিয়ে এটা اِضَافَةُ اِلَى الْفَاعِلِ) আয়াতের অর্থ এই যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ যখন ডাকেন, তখন একে সাধারণ মানুষের ডাকার মতো মনে করো না যে, সাড়া দেওয়া, না দেওয়া ইচ্ছাধীন; বরং তখন সাড়া দেওয়া ফরজ হয়ে যায় এবং অনুমতি ছাড়া চলে যাওয়া হারাম হয়ে যায়। আয়াতের বর্ণনাধারার সাথে এই তাফসীর অধিক খাপ খায়। তাই মাযহারী ও বয়ানুল-কুরআনে এই তাফসীর গ্রহণ করা হয়েছে। এরই অপর একটি তাফসীর হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) থেকে ইবনে কাছীর, কুরতুবী প্রমুখ বর্ণনা করেছেন। তা এই যে, دُعَاءُ الرَّسُوْلِ -এর অর্থ মানুষের তরফ থেকে রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে কোনো কাজের জন্যে ডাকা। –[ব্যাকরণগত কায়দার দিক দিয়ে এটা اِضَافَةُ اِلَى الْمَفْعُوْلِ]

এই তাফসীরের ভিত্তিতে আয়াতের অর্থ এই যে, যখন তোমরা রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে কোনো প্রয়োজনে আহ্বান কর অথবা সম্বোধন কর, তখন সাধারণ লোকের ন্যায়, তাঁর নাম নিয়ে 'ইয়া মুহাম্মদ' ﷺ বলবে না। এটা বেয়াদবি; বরং সম্মানসূচক উপাধি দ্বারা 'ইয়া রাসূলাল্লাহ' অথবা 'ইয়া নবী আল্লাহ' বলবে। এর সারমর্ম এই যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর প্রতি সম্মান ও সম্ভ্রম প্রদর্শন করা মুসলমানদের জন্যে ওয়াজিব এবং যা আদবের পরিপন্থি কিংবা যা দ্বারা তিনি ব্যথিত হন, তা থেকে বেঁচে থাকা জরুরি। এই আদেশের অনুরূপ সূরা হুজুরাতে আরো কতিপয় নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। উদাহরণত : وَلَا تَجْهَرُوْا لَهٗ بِالْقَوْلِ كَجَهْرِ بَعْضِكُمْ لِبَعْضٍ অর্থাৎ যখন রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর সাথে কথা বল, তখন আদবের প্রতি লক্ষ্য রাখ। প্রয়োজনাতিরিক্ত উচ্চৈঃস্বরে কথা বলো না; যেমন লোকেরা পরস্পর বলে। আরো একটি উদাহরণ, إِنَّ الَّذِيْنَ يُنَادُوْنَكَ مِنْ وَّرَاءِ الْحُجُرٰتِ অর্থাৎ তিনি যখন গৃহে অবস্থান করেন, তখন বাইরে থেকে আওয়াজ দিয়ে ডেকো না; বরং বের হওয়ার অপেক্ষায় বসে থাক।

হুশিয়ারি : এই দ্বিতীয় তাফসীরে বুযুর্গ এবং বড়দেরও একটি আদব জানা গেল। তা এই যে, মুরুব্বী ও বড়দেরকে নাম নিয়ে ডাকা বেয়াদবি। সম্মানসূচক উপাধি দ্বারা আহ্বান করা উচিত।

শব্দ বিশ্লেষণ :

اٰمَنُوْا : সীগাহ جمع مذكر غائب বহছ ماضى معروف বাব اِفْعَالٌ মাসদার اِيْمَانٌ মূলবর্ণ (ا ـ م ـ ن) জিনস مهموز فاء অর্থ– তারা ঈমান রাখে।

فَأْذَنْ : সীগাহ واحد مذكر حاضر বহছ امر حاضر معروف বাব سَمِعَ মাসদার اِذْنٌ মূলবর্ণ (ا ـ ذ ـ ن) জিনস مهموز فاء অর্থ– আপনি অনুমতি দিয়ে দিবেন।

شِئْتَ : সীগাহ واحد مذكر حاضر বহছ ماضى معروف বাব فَتَحَ মাসদার مَشِيْئَةٌ মূলবর্ণ (ش ـ ى ـ أ) জিনস মুরাক্কাব (مهموز لام ও اجوف يائى) অর্থ– আপনি ইচ্ছা করেন।

لَا تَجْعَلُوْا : সীগাহ جمع مذكر حاضر বহছ نهى حاضر معروف বাব فَتَحَ মাসদার جَعْلٌ মূলবর্ণ (ج ـ ع ـ ل) জিনস صحيح অর্থ– তোমরা এমন মনে করো না।

يَتَسَلَّلُوْنَ : সীগাহ جمع مذكر غائب বহছ مضارع معروف বাব تَفَعُّلٌ মাসদার تَسَلُّلٌ মূলবর্ণ (س ـ ل ـ ل) জিনস مضاعف ثلاثى অর্থ– তারা সরে পড়ে গোপনে।

فَلْيَحْذَرْ : সীগাহ واحد مذكر غائب বহছ امر غائب معروف বাব سَمِعَ মাসদার حَذَرٌ মূলবর্ণ (ح ـ ذ ـ ر) জিনস صحيح অর্থ– সুতরাং তাদের ভয় হওয়া উচিত।

اَنْ تُصِيْبَهُمْ : সীগাহ واحد مؤنث غائب বহছ مضارع معروف বাব اِفْعَالٌ মাসদার اِصَابَةٌ মূলবর্ণ (ص ـ و ـ ب) জিনস اجوف واوى অর্থ–তাদের উপর এসে পড়বে।

يُرْجَعُوْنَ : সীগাহ جمع مذكر غائب বহছ مضارع مجهول বাব ضَرَبَ মাসদার رُجُوْعٌ মূলবর্ণ (ر ـ ج ـ ع) জিনস صحيح অর্থ সকলকে আনয়ন করা হবে।

فَيُنَبِّئُهُمْ : সীগাহ واحد مذكر غائب বহছ مضارع معروف বাব تَفْعِيْلٌ মাসদার تَنْبِئَةٌ মূলবর্ণ (ن ـ ب ـ ء) জিনস مهموز لام অর্থ– তখন তিনি তাদেরকে জানিয়ে দিবেন।

বাক্য বিশ্লেষণ :

إِنَّ الَّذِيْنَ يَسْتَأْذِنُوْنَكَ اُولٰئِكَ الَّذِيْنَ يُؤْمِنُوْنَ بِاللّٰهِ وَرَسُوْلِهٖ : এখানে اِنَّ হলো হরফে মুশাব্বাহ বিল ফে'ল আর اَلَّذِيْنَ হলো তার ইসম يَسْتَأْذِنُوْنَكَ বাক্যটি তার সেলাহ, আর اُولٰئِكَ হলো মুবতাদা اَلَّذِيْنَ হলো তার খবর। আর يُؤْمِنُوْنَ بِاللّٰهِ وَرَسُوْلِهٖ হলো দ্বিতীয় اَلَّذِيْنَ মওসূলের সেলাহ আর جمله اسمية خبر ان হলো।

–[ই'রাবুল কুরআন : ৫/৩২২]

https://e-ilm.weebly.com/

سُوْرَةُ الْفُرْقَانِ مَكِّيَّةٌ
সূরা ফুরকান

মক্কায় অবতীর্ণ; আয়াত–৭৭, রুকূ'–৬

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ○

পরম করুণাময়: দয়ালু আল্লাহর নামে শুরু করছি।

১. মহামহিমান্বিত সত্তা তাঁর– যিনি এই মীমাংসার গ্রন্থটি স্বীয় বিশিষ্ট বান্দার উপর নাজিল করেছেন, যেন তিনি সমগ্র পৃথিবীবাসীদের জন্য ভয় প্রদর্শনকারী হন।	تَبٰرَكَ الَّذِىْ نَزَّلَ الْفُرْقَانَ عَلٰى عَبْدِهٖ لِيَكُوْنَ لِلْعٰلَمِيْنَ نَذِيْرَا ۙ﴿١﴾
২. (তিনি) এমন সত্তা যার জন্য আসমানসমূহ এবং পৃথিবীর বাদশাহী রয়েছে এবং তিনি কোনো সন্তান গ্রহণ করেননি, আর না তাঁর রাজত্বে কেউ অংশী আছে এবং তিনি প্রত্যেক বস্তুকে সৃষ্টি করেছেন, অতঃপর প্রত্যেক বস্তুর পরিমাণ পৃথক পৃথকভাবে নির্ধারিত করে রেখেছেন।	الَّذِىْ لَهٗ مُلْكُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ وَلَمْ يَتَّخِذْ وَلَدًا وَّلَمْ يَكُنْ لَّهٗ شَرِيْكٌ فِى الْمُلْكِ وَخَلَقَ كُلَّ شَىْءٍ فَقَدَّرَهٗ تَقْدِيْرًا ﴿٢﴾
৩. আর ঐ মুশরিকরা আল্লাহকে ছেড়ে এমন বহু উপাস্য স্থিরীকৃত করছে– যারা কোনো কিছুই সৃষ্টি করেনি, বরং তারা নিজেরাই সৃষ্ট এবং না তারা নিজেদের কোনো ক্ষতি করার ক্ষমতা রাখে আর না কোনো উপকারের। আর কারো মৃত্যুর উপরও তাদের অধিকার নেই এবং কারো জীবনদানের উপরও না এবং কাউকে পুনর্বার জীবিত করারও না।	وَاتَّخَذُوْا مِنْ دُوْنِهٖۤ اٰلِهَةً لَّا يَخْلُقُوْنَ شَيْئًا وَّهُمْ يُخْلَقُوْنَ وَلَا يَمْلِكُوْنَ لِاَنْفُسِهِمْ ضَرًّا وَّلَا نَفْعًا وَّلَا يَمْلِكُوْنَ مَوْتًا وَّلَا حَيٰوةً وَّلَا نُشُوْرًا ﴿٣﴾

শাব্দিক অনুবাদ :

১. تَبٰرَكَ মহামহিমান্বিত সত্তা তাঁর الَّذِىْ نَزَّلَ الْفُرْقَانَ যিনি এই মীমাংসার গ্রন্থটি নাজিল করেছেন عَلٰى عَبْدِهٖ স্বীয় বিশিষ্ট বান্দার উপর। لِيَكُوْنَ لِلْعٰلَمِيْنَ نَذِيْرًا যেন তিনি সমগ্র পৃথিবীবাসীদের জন্য ভয় প্রদর্শনকারী হন।

২. الَّذِىْ لَهٗ مُلْكُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ (তিনি) এমন সত্তা যার জন্য আসমানসমূহ এবং পৃথিবীর বাদশাহী রয়েছে وَلَمْ يَتَّخِذْ وَلَدًا এবং তিনি কোনো সন্তান গ্রহণ করেননি وَلَمْ يَكُنْ لَّهٗ شَرِيْكٌ فِى الْمُلْكِ আর না তার রাজত্বে কেউ অংশী আছে وَخَلَقَ كُلَّ شَىْءٍ এবং তিনি প্রত্যেক বস্তুকে সৃষ্টি করেছেন فَقَدَّرَهٗ تَقْدِيْرًا অতঃপর প্রত্যেক বস্তুর পরিমাণ পৃথক পৃথকভাবে নির্ধারিত করে রেখেছেন।

৩. وَاتَّخَذُوْا مِنْ دُوْنِهٖۤ اٰلِهَةً আর ঐ মুশরিকরা আল্লাহকে ছেড়ে এমন বহু উপাস্য স্থিরীকৃত করছে لَّا يَخْلُقُوْنَ شَيْئًا যারা কোনো কিছু সৃষ্টি করেনি وَهُمْ يُخْلَقُوْنَ বরং তারা নিজেরাই সৃষ্ট। وَلَا يَمْلِكُوْنَ لِاَنْفُسِهِمْ ضَرًّا এবং না তারা নিজেদের কোনো ক্ষতি করার ক্ষমতা রাখে وَّلَا نَفْعًا আর না কোনো উপকারের وَلَا يَمْلِكُوْنَ مَوْتًا আর কারো মৃত্যুর উপর ও তাদের অধিকার নেই وَّلَا حَيٰوةً এবং কারো জীবনদানের উপরও না। وَّلَا نُشُوْرًا এবং কাউকে পুনর্বার জীবিত করারও না

https://e-ilm.weebly.com/

৪. আর কাফেরেরা বলে থাকে, এটা তো কিছুই নয়, নিছক মিথ্যা– যা এ ব্যক্তি রচনা করে নিয়েছে এবং অন্যান্যরা এ ব্যাপারে তাকে সাহায্য করেছে। সুতরাং এরা বড়ই অনাচার ও মিথ্যায় জড়িত হয়েছে।	وَقَالَ الَّذِيْنَ كَفَرُوْٓا اِنْ هٰذَآ اِلَّآ اِفْكُ ۨافْتَرٰىهُ وَاَعَانَهٗ عَلَيْهِ قَوْمٌ اٰخَرُوْنَ ۛ فَقَدْ جَآءُوْ ظُلْمًا وَّزُوْرًا ﴿٤﴾
৫. আর এরা বলে থাকে যে, এটা ভিত্তিহীন কথাসমূহ– যা পূর্ববর্তী লোকগণ হতে কথিত হয়ে আসছে– যা এ ব্যক্তি লিখে নিয়েছে। অতঃপর এটাই তাঁর সমক্ষে সকাল ও সন্ধ্যায় পঠিত হয়ে থাকে।	وَقَالُوْٓا اَسَاطِيْرُ الْاَوَّلِيْنَ اكْتَتَبَهَا فَهِيَ تُمْلٰى عَلَيْهِ بُكْرَةً وَّاَصِيْلًا ﴿٥﴾
৬. আপনি বলে দিন যে, এটা তো তিনি নাজিল করেছেন, যিনি আসমানসমূহ ও জমিনের সকল রহস্য জানেন; নিশ্চয় তিনি হচ্ছেন ক্ষমাশীল, দয়ালু।	قُلْ اَنْزَلَهُ الَّذِيْ يَعْلَمُ السِّرَّ فِي السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ ؕ اِنَّهٗ كَانَ غَفُوْرًا رَّحِيْمًا ﴿٦﴾
৭. আর তারা বলে যে, এ রাসূলের কি হলো যে, সে খাদ্য খায় এবং বাজারে চলাফেরা করে; এই ব্যক্তির নিকট ফেরেশতা কেন পাঠানো হয়নি, ফলে সে তার সঙ্গে থেকে ভয় দেখাত?	وَقَالُوْا مَالِ هٰذَا الرَّسُوْلِ يَاْكُلُ الطَّعَامَ وَيَمْشِيْ فِي الْاَسْوَاقِ ؕ لَوْلَآ اُنْزِلَ اِلَيْهِ مَلَكٌ فَيَكُوْنَ مَعَهٗ نَذِيْرًا ﴿٧﴾

শাব্দিক অনুবাদ :

৪. وَقَالَ الَّذِيْنَ كَفَرُوْٓا আর কাফেররা বলে থাকে اِنْ هٰذَآ اِلَّآ اِفْكُ এটা তো কিছুই নয় নিছক মিথ্যা افْتَرٰىهُ যা এ ব্যক্তি রচনা
করে নিয়েছে وَاَعَانَهٗ عَلَيْهِ قَوْمٌ اٰخَرُوْنَ এবং অন্যান্যরা এ ব্যাপারে তাকে সাহায্য করেছে فَقَدْ جَآءُوْ ظُلْمًا وَّزُوْرًا সুতরাং
এরা বড়ই অনাচার ও মিথ্যায় জড়িত হয়েছে।
৫. وَقَالُوْٓا আর এরা বলে থাকে যে اَسَاطِيْرُ الْاَوَّلِيْنَ এটা ভিত্তিহীন কথাসমূহ যা পূর্ববর্তী লোকগণ হতে কথিত হয়ে
আসছে اكْتَتَبَهَا যা এ ব্যক্তি লিখিয়ে নিয়েছে فَهِيَ تُمْلٰى عَلَيْهِ অতঃপর এটাই তার সমক্ষে পঠিত হয়ে থাকে بُكْرَةً
وَّاَصِيْلًا সকাল ও সন্ধ্যায়।
৬. قُلْ আপনি বলে দিন যে اَنْزَلَهُ এটা তো তিনি নাজিল করেছেন الَّذِيْ يَعْلَمُ السِّرَّ فِي السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ যিনি
আসমানসমূহ ও জমিনের সকল রহস্য জানেন اِنَّهٗ كَانَ غَفُوْرًا رَّحِيْمًا নিশ্চয় তিনি হচ্ছেন ক্ষমাশীল দয়ালু।
৭. وَقَالُوْا আর তারা বলে যে مَالِ هٰذَا الرَّسُوْلِ এ রাসূলের কি হলো যে يَاْكُلُ الطَّعَامَ সে খাদ্য খায় وَيَمْشِيْ فِي الْاَسْوَاقِ
এবং বাজারে চলাফেরা করে لَوْلَآ اُنْزِلَ اِلَيْهِ مَلَكٌ এই ব্যক্তির নিকট ফেরেশতা কেন পাঠানো হয়নি فَيَكُوْنَ مَعَهٗ نَذِيْرًا
ফলে সে তার সঙ্গে থেকে ভয় দেখাত।

https://e-ilm.weebly.com/

৮. অথবা তার নিকট কোনো ধনভাণ্ডার এসে পড়ত কিংবা তার জন্য কোনো বাগান থাকত, যা হতে সে খেত; আর এ জালিমরা এরূপও বলে থাকে যে, তোমরা একজন জাদুগ্রস্ত ব্যক্তিরই অনুসরণ করছ।	اَوْ يُلْقٰۤى اِلَيْهِ كَنْزٌ اَوْ تَكُوْنُ لَهٗ جَنَّةٌ يَّاْكُلُ مِنْهَا ؕ وَقَالَ الظّٰلِمُوْنَ اِنْ تَتَّبِعُوْنَ اِلَّا رَجُلًا مَّسْحُوْرًا ﴿٨﴾
৯. দেখুন তো, এরা আপনার সম্বন্ধে কেমন কেমন বিস্ময়কর উক্তি করছে! ফলত তারা পথভ্রষ্ট হয়ে গেছে, সুতরাং তারা আর পথ পেতে পারে না।	اُنْظُرْ كَيْفَ ضَرَبُوْا لَكَ الْاَمْثَالَ فَضَلُّوْا فَلَا يَسْتَطِيْعُوْنَ سَبِيْلًا ﴿٩﴾
১০. সেই সত্তা অতি মহান, তিনি ইচ্ছা করলে আপনাকে তদপেক্ষা উৎকৃষ্ট বস্তু দিবেন, অর্থাৎ, উদ্যানসমূহ– যার নিম্নদেশে নহরসমূহ বইতে থাকবে, এবং আপনাকে প্রাসাদসমূহও দিবেন।	تَبٰرَكَ الَّذِيْۤ اِنْ شَآءَ جَعَلَ لَكَ خَيْرًا مِّنْ ذٰلِكَ جَنّٰتٍ تَجْرِيْ مِنْ تَحْتِهَا الْاَنْهٰرُ ۙ وَيَجْعَلْ لَّكَ قُصُوْرًا ﴿١٠﴾
১১. বরং এরা কিয়ামতকে মিথ্যা মনে করছে। আর আমি এরূপ লোকদের জন্য জ্বলন্ত অগ্নি নির্ধারিত করে রেখেছি যারা কিয়ামতকে মিথ্যা বলে মনে করে।	بَلْ كَذَّبُوْا بِالسَّاعَةِ ۟ وَاَعْتَدْنَا لِمَنْ كَذَّبَ بِالسَّاعَةِ سَعِيْرًا ﴿١١﴾

শাব্দিক অনুবাদ :

৮. اَوْ يُلْقٰۤى اِلَيْهِ كَنْزٌ অথবা তার নিকট কোনো ধন ভাণ্ডার এসে পড়ত اَوْ تَكُوْنُ لَهٗ جَنَّةٌ কিংবা তার জন্য কোনো বাগান থাকত يَّاْكُلُ مِنْهَا যা হতে সে খেত وَقَالَ الظّٰلِمُوْنَ আর এ জালিমরা এরূপও বলে থাকে যে اِنْ تَتَّبِعُوْنَ اِلَّا رَجُلًا مَّسْحُوْرًا তোমরা একজন জাদুগ্রস্থ ব্যক্তিরই অনুসরণ করছ।

৯. اُنْظُرْ দেখুন তো كَيْفَ ضَرَبُوْا لَكَ الْاَمْثَالَ এরা আপনার সম্বন্ধে কেমন কেমন বিস্ময়কর উক্তি করছে। فَضَلُّوْا ফলত তারা পথভ্রষ্ট হয়ে গেছে فَلَا يَسْتَطِيْعُوْنَ سَبِيْلًا সুতরাং তারা আর পথ পেতে পারে না।

১০. تَبٰرَكَ الَّذِيْ সেই সত্তা অতি মহান اِنْ شَآءَ তিনি ইচ্ছা করলে جَعَلَ لَكَ خَيْرًا مِّنْ ذٰلِكَ আপনাকে তদপেক্ষা উৎকৃষ্ট বস্তু দিবেন جَنّٰتٍ অর্থাৎ উদ্যানসমূহ تَجْرِيْ مِنْ تَحْتِهَا الْاَنْهٰرُ যার নিম্ন দেশে নহরসমূহ বইতে থাকবে وَيَجْعَلْ لَّكَ قُصُوْرًا এবং আপনাকে বহু প্রাসাদসমূহও দিবেন।

১১. بَلْ كَذَّبُوْا بِالسَّاعَةِ বরং এরা কিয়ামতকে মিথ্যা মনে করছে وَاَعْتَدْنَا আর আমি নির্ধারিত করে রেখেছি لِمَنْ كَذَّبَ بِالسَّاعَةِ এরূপ লোকদের জন্য যারা কিয়ামতকে মিথ্যা বলে মনে করে। سَعِيْرًا জ্বলন্ত অগ্নি।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

সূরা ফুরকানের তাৎপর্য ও পূর্ববর্তী সূরার সাথে সম্পর্ক : পূর্ববর্তী সূরার শেষে আল্লাহ পাক ঘোষণা করেছেন يَعْلَمُ مَا اَنْتُمْ عَلَيْهِ অর্থাৎ তিনি ভালোভাবেই জানেন যে অবস্থায় তোমরা আছ অর্থাৎ তোমাদের আকীদা বিশ্বাস, চিন্তা-চেতনা এবং কার্যকলাপ সম্পর্কে আল্লাহ পাক সম্পূর্ণ অবগত। এরপর এ কথাও ঘোষণা করা হয়েছে যে, যেদিন তোমরা আল্লাহ পাকের নিকট ফিরে আসবে, সেদিন তোমাদেরকে অবহিত করা হবে তোমাদের কার্যকলাপ সম্পর্কে। এতে সতর্কবাণী

https://e-ilm.weebly.com/

উচ্চারিত হয়েছে কাফেরদের উদ্দেশ্যে, তাই এ সূরার শুরুতে ইরশাদ হয়েছে– تَبَارَكَ الَّذِىْ نَزَّلَ الْفُرْقَانَ অর্থাৎ কত মহান, মহিমাময় তিনি, যিনি বিশ্ববাসীকে সতর্ক করার জন্যে তাঁর বান্দার প্রতি পবিত্র কুরআন নাজিল করেছেন, যা সত্য অসত্যের মধ্যে পার্থক্য করে দেয়।

এ সূরা মক্কা মোয়াজ্জমায় হিজরতের পূর্বে এমন সময় নাজিল হয়েছে যখন আরবের কাফেররা প্রিয়নবী ﷺ ও তাঁর সাহাবায়ে কেরামের প্রতি অকথ্য নির্যাতন করছিল। তারা ছিল গোমরাহীর অন্ধকারে আচ্ছন্ন, অন্যায়-অনাচার, জুলুম অত্যাচার এক কথায় যাবতীয় পাপাচারে লিপ্ত। তারা এ কথা বিশ্বাস করতে প্রস্তুত ছিল না যে, আল্লাহ পাক এমন এক ব্যক্তির উপর তাঁর মহান বাণী নাজিল করেছেন, যিনি তাঁর জীবনের চল্লিশটি বছর তাদেরই মাঝে অতিবাহিত করেছেন, এ কথাটি তাদের নিকট যেমন বিস্ময়কর ছিল, তেমনি ছিল অবিশ্বাস্য। অথচ এটিই ছিল দিবালোকের ন্যায় সুস্পষ্ট এবং চিরসত্য। পৌত্তলিকরা আল্লাহ পাকের একাত্ববাদে বিশ্বাস করতে প্রস্তুত ছিল না। তাদের হাতে বানানো মূর্তিই ছিল তাদের উপাস্য। মিথ্যা ছিল তাদের নিকট প্রিয়। আর সত্য ও সুন্দর ছিল তাদের নিকট অপ্রিয়। এমনি অবস্থায় আল্লাহ পাক প্রিয়নবী ﷺ-এর প্রতি সূরা ফুরকান নাজিল করেছেন। যেহেতু পবিত্র কুরআনই সত্য-অসত্য, হক ও বাতিলের মধ্যে পার্থক্য করে দেয় তাই আলোচ্য আয়াতে পবিত্র কুরআনকে ফুরকান বলা হয়েছে। আর যেহেতু এ সূরায় হক্ব ও বাতিল সম্পর্কে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত দেওয়া হয়েছে এবং সত্য-অসত্যের মধ্যে বিশেষভাবে পার্থক্য দেখিয়ে দেওয়া হয়েছে, তাই এ সূরার নামকরণ করা হয়েছে ফুরকান। এ সূরায় তাওহীদ, রিসালাত এবং কিয়ামত সম্পর্কীয় বিষয়ের বিস্তারিত আলোচনার পাশাপাশি যারা প্রিয়নবী ﷺ-এর নবুয়তকে অস্বীকার করত, তাদের যাবতীয় সন্দেহ খণ্ডন করা হয়েছে। ইতঃপূর্বে বিভিন্ন যুগে প্রেরিত আম্বিয়ায়ে কেরামকে যারা অস্বীকার করেছে এবং যারা তাঁদের প্রতি জুলুম অত্যাচার করেছে, তাদের ভয়াবহ পরিণামের উল্লেখও করা হয়েছে এ আয়াতে। যাতে করে পবিত্র কুরআনকে যারা অস্বীকার করে, প্রিয়নবী ﷺ-এর নবুয়তকে যারা অবিশ্বাস করে, তারা শিক্ষা গ্রহণ করতে পারে এবং শিরক বা পৌত্তলিকতা থেকে বিরত থাকে।

–[তাফসীরে হক্কানী পারা. ১৮, পৃ. ৪৯]

ইবনে মারদূভিয়া এবং বায়হাকী (র.) হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা.)-এর কথার উদ্ধৃতি দিয়েছেন যে, এ সূরা মক্কা মোয়াজ্জামায় নাজিল হয়েছে। –[তাফসীরে হক্কানী পারা. ১৮, পৃ. ৪৯]

এ সূরা প্রসঙ্গে ইমাম রাযী (র.) লিখেছেন, এ সূরায় বিশেষভাবে তাওহীদ, রিসালাত এবং কিয়ামতের সঠিক দিনের অবস্থা বর্ণিত হয়েছে, এর পাশাপাশি নেককার মুমিনদের কিছু বৈশিষ্ট্যও বর্ণিত হয়েছে। –[দুররুল মানসূর খ. ৫, পৃ. ৬৮]

আল্লামা আলূসী বাগদাদী (র.) এ সূরা সম্পর্কে লিখেছেন, অধিকাংশ তাফসীরকারগণ একমত যে, এ সূরা মক্কায় নাজিল হয়েছে। ইমাম কাতাদা (র.) বলেছেন, তিন আয়াত ব্যতীত সাতাত্তর আয়াত বিশিষ্ট এ সূরাখানি মক্কা মোয়াজ্জামায় অবতীর্ণ হয়েছে। ঐ তিনটি আয়াত মদিনা মোনাওয়ারায় অবতীর্ণ হয়েছে। আর যাহহাক (র.) বলেছেন, এ সূরার প্রথমাংশ মক্কা শরীফে নাজিল হয়েছে, আর অবশিষ্টাংশ মদিনা মোনাওয়ারায় অবতীর্ণ হয়েছে। –[তাফসীরে রূহুল মা'আনী খ. ১৮, পৃ. ২৩০]

এই সূরার সারমর্ম কুরআনের মাহাত্ম্য এবং রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর নবুয়ত ও রিসালাতের সত্যতা বর্ণনা করা এবং শত্রুর পক্ষ থেকে উত্থাপিত আপত্তিসমূহের জবাব প্রদান করা।

وَقَالُوْا مَا لِهٰذَا الرَّسُوْلِ يَأْكُلُ الطَّعَامَ وَيَمْشِىْ فِى الْاَسْوَاقِ.......... اِنْ تَتَّبِعُوْنَ اِلَّا رَجُلًا مَّسْحُوْرًا [৭ - ৮]

শানে নুযূল : আলোচ্য আয়াত একদল কুরাইশ নেতৃবর্গ সম্পর্কে নাজিল হয়েছে। ইবনে আবী ইসহাক, ইবনে জারীর ও ইবনে মুনজির হযরত ইবনে আব্বাস (রা.)-এর উদ্ধৃতি দিয়ে বর্ণনা করেন যে, তারা হলো উতবা, শাইবা, রবীআর দু'পুত্র, আবূ সুফিয়ান ইবনে হারব, নযর ইবনে হারিছ, আবুল বুহতারী, আসওয়াদ ইবনে মুত্তালিব, যুমআ ইবনে আসওয়াদ, ওয়ালীদ ইবনে মুগীরা, আবূ জাহেল ইবনে হিশাম, আব্দুল্লাহ ইবনে আবী উমাইয়্যা, উমাইয়া ইবনে খালফ, আস ইবনে ওয়ায়েল, নাবীহ ইবনে হাজ্জাজ ও মুনাব্বিহ ইবনে হাজ্জাজ প্রমুখ একত্রিত হয়ে পরস্পরে মতবিনিময় করল যে, মুহাম্মদ ﷺ-এর নিকট তোমরা প্রতিনিধি দল প্রেরণ কর। তারা হযরত মুহাম্মদ ﷺ-এর সাথে বিতর্কমূলক আলোচনা করে তাঁকে পরাজিত করে দেবে। সুতরাং তারা রাসূল ﷺ-এর নিকট একথা বলে পাঠাল যে, আপনার গোত্রের নেতৃস্থানীয় লোকজন একত্রিত হয়েছে, আপনার সাথে মতবিনিময় করার জন্যে। রাসূল ﷺ তাদের নিকট আসলেন তখন নেতৃবর্গ বলল, মুহাম্মদ! আমরা তো আপনার নিকট একত্রিত হয়েছি। উদ্দেশ্য হলো আপনার নিকট আমরা কিছু মতবিনিময় করব। বস্তুত : কথা হলো আপনি যদি মাল কামনা করেন তাহলে আমরা আপনাকে তা দেওয়ার জন্যে আমাদের থেকে অঢেল মাল জমায়েত করব। আপনি যদি নেতৃত্ব কামনা করেন, তাহলে আমরা আপনাকে নেতা বানিয়ে নেব।

https://e-ilm.weebly.com/

যদি রাজত্বের অভিলাষী হন, তাহলে আপনাকে আমরা আমাদের অধিনায়ক বানিয়ে নেব। রাসূল ﷺ -এর প্রত্যুত্তরে বললেন যে, তোমরা যা বলছ, তা নিয়ে আমি আবির্ভূত হইনি। আমি তোমাদের মাল, তোমাদের উপর মর্যাদা লাভ ও রাজ্য বিস্তার করার উদ্দেশ্য নিয়ে তোমাদের প্রতি প্রেরিত হইনি। তবে আল্লাহ তা'আলা আমাকে তোমাদের প্রতি রাসূল বানিয়ে পাঠিয়েছেন। আমার প্রতি কিতাব নাজিল করে আদেশ দিয়েছেন, আমি যেন তোমাদেরকে সতর্ক করি এবং ঈমানদারদেরকে যেন বেহেশতের সু-সংবাদও দান করি। সুতরাং আমি তোমাদের নিকট আমার পালনকর্তার রিসালাত পৌঁছিয়ে থাকি এবং উপদেশ করি। আমি যা কিছু নিয়ে তোমাদের নিকট প্রেরিত হয়েছি, তা যদি তোমরা মেনে নাও তাহলে তোমরা উভয় জাহানে সাফল্য মণ্ডিত হবে। আর তোমরা যদি তা গ্রহণ না করে আমার থেকে মুখ ফিরিয়ে রাখ, তাহলে আমি আল্লাহর ফরমান নিয়ে অটুট থাকব। যতদিন না পর্যন্ত আল্লাহ তোমাদের মধ্যে ও আমার মধ্যেকার ফয়সালা করবেন। অতঃপর তারা বলল, হে মুহাম্মদ! আমরা আপনার নিকট যে প্রস্তাব পেশ করলাম তা যদি গ্রহণযোগ্য না হয়, তাহলে আপনি আপনার রবকে বলুন, তিনি যেন আপনার সাথে আপনার কথা সমর্থন ও সত্যায়িত করার জন্যে একজন ফেরেশ্‌তা প্রেরণ করেন। এতে করে আমরা প্রত্যাবর্তন করতে সক্ষম হব।

বস্তুত আপনি তার নিকট উদ্যান ও স্বর্ণ রৌপ্যের অট্টালিকা প্রার্থনা করুন। আপনি হাটে-বাজারে যান জীবিকা অন্বেষণ করেন, তা থেকে যেন আপনি স্বয়ংসম্পূর্ণ হয়ে যান সে জন্যে আপনার রবের নিকট দোয়া করুন। তাহলে আপনার রবের নিকট আপনার মর্যাদা কি তা আমরা বুঝতে পারব। আপনার রাসূল হবার দাবি যদি সত্য হয়ে থাকে, তাহলে তা করে দেখান। রাসূল ﷺ তাদের লক্ষ্য করে বললেন। আমি এ সব প্রার্থনা করব না। আমি তোমাদের প্রতি এ ধরনের কোনো কাজ নিয়ে প্রেরিতও হইনি। আল্লাহ আমাকে সু-সংবাদ দানকারী ও ভীতি প্রদর্শনকারী রূপে প্রেরণ করেছেন। সে পরিপ্রেক্ষিতে আল্লাহ তা'আলা আলোচ্য আয়াত নাজিল করেন।

–[রূহুল মা'আনী ২৩৭/৯/১৮, ফাতহুল কাদীর ৬৩/৪, দুররে মানছূর ৬৩/৫]

تَبَارَكَ الَّذِيْٓ إِنْ شَآءَ جَعَلَ لَكَ خَيْرًا مِّنْ ذٰلِكَ جَنّٰتٍ تَجْرِىْ مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهٰرُ وَيَجْعَلْ لَّكَ قُصُوْرًا [١٠]

শানে নুযূল : ইবনে জারীর, ইবনে মুনযির ও ইবনে আবী হাতেম প্রমুখ খাইছামার উদ্ধৃতি দিয়ে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন, নবী করীম ﷺ -কে আল্লাহ তা'আলার পক্ষ থেকে বলা হলো যে, আপনি যদি এমন ধন-ভাণ্ডার কামনা করেন যা পূর্বে কোনো নবীকে দেওয়া হয়নি এবং আপনার পরবর্তী কাউকে দেওয়াও হবে না তাহলে আপনাকে দেওয়া হবে এবং এর বিনিময়ে আল্লাহর নিকট আপনার জন্যে যা রয়েছে তাতে কোনো প্রকারের হ্রাস কৃত হবে না। তার পরও পরজগত কামনা করলে সেখানে তাও দেওয়া হবে। ধন ভাণ্ডার যদি আপনি কামনা করেন তা সব কিছুই আপনাকে দেওয়া হবে। সে প্রেক্ষিতে আল্লাহ তা'আলা আলোচ্য আয়াত নাজিল করেন।

–[কুরতুবী ৯/১৩, দুররে মানছূর ৬৩/৫, ফাতহুল কাদীর ৬৫/৪, তাবারী ৩৬৯/৯, ইবনে কাছীর ৩২০/৩]

সূরার বৈশিষ্ট্য : অধিকাংশ তাফসীরবিদের মতে সমগ্র সূরাটি মক্কায় অবতীর্ণ। হযরত ইবনে আব্বাস ও কাতাদাহ (র.) তিনটি আয়াতকে মদিনায় অবতীর্ণ বলেছেন। কেউ কেউ একথাও বলেছেন যে, সূরাটি মদিনায় অবতীর্ণ এবং কিছু আয়াত মক্কায় অবতীর্ণ। (কুরতুবী) এ সূরার সারমর্ম কুরআনের মাহাত্ম্য এবং রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর নবুয়ত ও রেসালাতের সত্যতা বর্ণনা করা এবং শত্রুদের পক্ষ থেকে উত্থাপিত আপত্তিসমূহের জবাব প্রদান করা।

تَبٰرَكَ শব্দটি بَرَكَتٌ থেকে উদ্ভূত। বরকতের অর্থ প্রভূত কল্যাণ। হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) বলেন, আয়াতের অর্থ এই যে, প্রত্যেক কল্যাণ ও বরকত আল্লাহ তা'আলার পক্ষ থেকে। فُرْقَانٌ –কুরআন পাকের উপাধি। এর আভিধানিক অর্থ, পার্থক্য করা। কুরআন সুস্পষ্ট বাণী দ্বারা সত্য ও মিথ্যার পার্থক্য বর্ণনা করে এবং মু'জিযার মাধ্যমে সত্যপন্থি ও মিথ্যাপন্থিদের প্রভেদ ফুটিয়ে তোলে। তাই একে ফুরকান বলা হয়।

لِلْعٰلَمِيْنَ –এ শব্দ থেকে জানা গেল যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর রিসালাত ও নবুয়ত সমগ্র বিশ্বজগতের জন্যে। পূর্ববর্তী পয়গম্বরগণ এরূপ নন। তাঁদের নবুয়ত ও রিসালাত বিশেষ দল ও বিশেষ স্থানের জন্যে নির্দিষ্ট ছিল। সহীহ মুসলিমের হাদীসে রাসূলুল্লাহ ﷺ নিজের যে ছয়টি বিশেষ শ্রেষ্ঠত্ব বর্ণনা করেছেন তন্মধ্যে একটি এই যে, তাঁর নবুয়ত সমগ্র বিশ্বজগতের জন্য ব্যাপক।

فَقَدَّرَهٗ تَقْدِيْرًا – تَخْلِيْقٌ -এর পর تَقْدِيْر উল্লেখ করা হয়েছে। تَخْلِيْق এর অর্থ কোনোরূপ নমুনা ব্যতিরেকেই কোনো বস্তুকে অনস্তিত্ব থেকে অস্তিত্বে আনয়ন করা। তা যেমনই হোক।

https://e-ilm.weebly.com/

প্রত্যেক সৃষ্টবস্তুর বিশেষ বিশেষ রহস্য : تَقْدِيْر -এর ভাবার্থ এই যে, আল্লাহ তা'আলা যে বস্তুই সৃষ্টি করেছেন, তার গঠন-প্রকৃতি, আকার-আকৃতি, ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়া ও বৈশিষ্ট্যকে অত্যন্ত বিচক্ষণতার সাথে সে কাজের উপযোগী করেছেন, যে কাজের জন্যে বস্তুটি সৃজিত হয়েছে। আকাশের গঠন-প্রকৃতি ও আকার-আকৃতি সে কাজের সাথে সামঞ্জস্যশীল, যার জন্যে আল্লাহ তা'আলা আকাশ সৃষ্টি করেছেন। গ্রহ ও নক্ষত্র সৃজনে এমনসব উপাদান রাখা হয়েছে, যেগুলো তার উদ্দেশ্যের সাথে সামঞ্জস্য রাখে। ভূপৃষ্ঠেও তার গর্ভে সৃজিত প্রত্যেকটি বস্তুর গঠন-প্রকৃতি, আকার-আকৃতি, কোমলতা ও কঠোরতা সে কাজের উপযোগী যার জন্যে এগুলো সৃজিত হয়েছে। ভূপৃষ্ঠকে পানির ন্যায় তরল করা হয়নি যে, তার উপরে কিছু রাখলে ডুবে যায় এবং পাথর বা লোহর ন্যায় শক্তও করা হয়নি যে, খনন করা অসম্ভব হয়ে পড়ে। কেননা ভূপৃষ্ঠকে খনন করার প্রয়োজনও আছে, যাতে ভূগর্ভ থেকে পানি বের করা যায় এবং এতে ভিত্তি খনন করে সুউচ্চ দালান-কোঠা নির্মাণ করা যায়। পানিকে তরল করার মধ্যে অনেক রহস্য নিহিত আছে। বাতাসও তরল, কিন্তু পানি থেকে ভিন্নরূপ। পানি সর্বত্র আপনা-আপনি পৌঁছে না। এতে মানুষকে কিছু পরিশ্রম করতে হয়। বাতাসকে আল্লাহ তা'আলা বাধ্যতামূলক নিয়ামত করেছেন; কোনোরূপ কষ্ট ছাড়াই তা সর্বত্য পৌঁছে যায়; বরং কেউ বাতাস থেকে বেঁচে থাকতে চাইলে তার জন্যে তাকে যথেষ্ট শ্রম স্বীকার করতে হয়। সৃষ্ট বস্তুসমূহের রহস্য বিস্তারিত বর্ণনা করার স্থান এটা নয়। প্রত্যেকটি সৃষ্টবস্তুই কুদরত ও রহস্যের এক অপূর্ব নমুনা। ইমাম গাযালী (র.) এ বিষয়ে اَلْحِكْمَةُ فِىْ مَخْلُوْقَاتِ اللّٰهِ تَعَالٰى নামে একটি স্বতন্ত্র পুস্তক রচনা করেছেন।

আলোচ্য আয়াতসমূহে শুরু থেকেই কুরআনের মাহাত্ম্য এবং যাঁর প্রতি তা অবতীর্ণ হয়েছে, তাকে عبده খেতাব দিয়ে তাঁর সম্মান ও গৌরবের বিস্ময়কর বর্ণনা দেওয়া হয়েছে। কেননা কোনো সৃষ্ট মানবের জন্যে এর চাইতে বড় সম্মান কল্পনা করা যায় না যে, স্রষ্টা তাকে 'আমার' বলে পরিচয় দেন।

بندہ حسن بصد زبان گفت کہ بندہ تو ام * تو بزبان خود بگو بندہ نواز کیستی

وَقَالَ الَّذِيْنَ كَفَرُوْٓا اِنْ هٰذَآ اِلَّآ اِفْكُ الخ এখান থেকে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর বিরুদ্ধে কাফের ও মুশরিকদের উত্থাপিত আপত্তি ও তার জবাবের বর্ণনা শুরু হয়ে কিছুদূর পর্যন্ত চলেছে।

তাদের প্রথম আপত্তি ছিল এই যে, কুরআন আল্লাহর পক্ষ থেকে অবতীর্ণ কালাম নয়; বরং মুহাম্মদ ﷺ নিজেই তা মিছামিছি উদ্ভাবন করেছেন অথবা পুরাকালের উপকথা ইহুদি, খ্রিস্টানদের কাছে শুনে নিজের সঙ্গীদের দ্বারা লিখিয়ে নেন। যেহেতু তিনি নিজে নিরক্ষর লেখাও জানেন না, পড়াও জানেন না, তাই লিখিত উপকথাগুলো সকাল-সন্ধ্যায় শ্রবণ করেন, যাতে মুখস্থ হয়ে যায়, এরপর মানুষের কাছে গিয়ে বলেন যে, এটা আল্লাহ্র কালাম।

কুরআন এই আপত্তির জবাবে বলেছে, اَنْزَلَهُ الَّذِىْ يَعْلَمُ السِّرَّ فِى السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ -এর সারমর্ম এই যে, কালাম স্বয়ং সাক্ষ্য দেয় যে, এর নাজিলকারী আল্লাহ তা'আলা সেই পবিত্র সত্তা, যিনি নভোমণ্ডল ও ভূমণ্ডলের যাবতীয় গোপন রহস্য সম্পর্কে ওয়াকিফহাল। এ কারণেই তিনি কুরআনকে এক অলৌকিক কালাম করেছেন এবং বিশ্বকে চ্যালেঞ্জ করেছেন যে, যদি তোমরা একে আল্লাহর কালাম বলে স্বীকার না কর, কোনো মানুষের কালাম মনে কর, তবে তোমরাও তো মানুষ; এর অনুরূপ কালাম বেশি না হলেও একটি সূরা বরং একটি আয়াতই রচনা করে দেখাও। আরবের বিশুদ্ধ ও প্রাঞ্জলভাষী লোকদের জন্যে এই চ্যালেঞ্জের জবাব দেওয়া মোটেই কঠিন ছিল না, কিন্তু এতদসত্ত্বেও তারা পলায়নের পথ বেছে নিয়েছে এবং কুরআনের এক আয়াতের মোকাবিলায় অনুরূপ অন্য আয়াত রচনা করে আনার দুঃসাহস করাও হয়নি। অথচ তারা রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর বিরোধিতায় নিজেদের ধন-সম্পত্তি বরং সন্তান-সন্ততি ও প্রাণ পর্যন্ত ব্যয় করে দিতে কুণ্ঠিত ছিল না। কিন্তু কুরআনের অনুরূপ একটি সূরা লিখে আনার মতো ছোট্ট কাজটি করতে তারা সক্ষম হলো না। এটা এ বিষয়ের জাজ্বল্যমান প্রমাণ যে, কুরআন কোনো মানবরচিত কালাম নয়। নতুবা অন্য মানুষও এরূপ কালাম রচনা করতে পারত। এটা সর্বজ্ঞ আল্লাহ তা'আলারই কালাম। অলঙ্কারগুণ ছাড়া এর অর্থ-সম্ভার ও বিষয়বস্তুর মধ্যে এমন জ্ঞান-বিজ্ঞান নিহিত রয়েছে, যা একমাত্র প্রকাশ্য ও অপ্রকাশ্য বিষয়ে জ্ঞাতসত্তার পক্ষ থেকেই সম্ভবপর হতে পারে। এই বিষয়বস্তুর পূর্ণ বিবরণ সূরা বাকারায় বিশদ আলোচনার আকারে বর্ণিত হয়েছে।

দ্বিতীয় আপত্তি ছিল এই যে, যদি তিনি রাসূল হতেন, তবে সাধারণ মানুষের ন্যায় পানাহার করতেন না, বরং ফেরেশতাদের মতো পানাহারের ঝামেলা থেকে মুক্ত থাকতেন। এটাও না হলে কমপক্ষে তাঁর কাছে আল্লাহর পক্ষ থেকে এত ধন-ভাণ্ডার

https://e-ilm.weebly.com/

অথবা বাগ-বাগিচা থাকত যে, তাঁকে জীবিকার কোনো চিন্তা করতে হতো না, হাটে-বাজারে চলাফেরা করতে হতো না। এছাড়া তিনি যে আল্লাহ্র রাসূল একথা আমরা কিরূপে মানতে পারি? প্রথমত তিনি ফেরেশতা নন, দ্বিতীয়ত কোনো ফেরেশতা তাঁর সাথে থাকেও না যে, তাঁর সাথে তাঁর কালামের সত্যায়ন করত। তাই মনে হয়, তিনি জাদুগ্রস্ত। ফলে তাঁর মস্তিষ্ক বিকল হয়ে গেছে এবং আগাগোড়াই বল্গাহীন কথাবার্তা বলেন। আলোচ্য আয়াতে এর সংক্ষিপ্ত জওয়াব দেওয়া হয়েছে যে- أُنْظُرْ كَيْفَ ضَرَبُوْا لَكَ الْاَمْثَالَ فَضَلُّوْا فَلَا يَسْتَطِيْعُوْنَ سَبِيْلًا অর্থাৎ দেখুন, এরা আপনার সম্পর্কে কেমন অদ্ভুত কথাবার্তা বলে। এর অর্থ এই যে, এরা সবাই পথভ্রষ্ট হয়ে গেছে। এখন তাদের পথ পাওয়ার কোনা উপায় নেই।

শব্দ বিশ্লেষণ :

تَبَارَكَ : সীগাহ واحد مذكر غائب বহছ ماضى معروف বাব تَفَاعُلْ মাসদার تَبَارُكٌ মূলবর্ণ (ب - ر - ك) জিনস صحيح অর্থ- মহামহিমান্বিত।

لِيَكُوْنَ : সীগাহ واحد مذكر غائب বহছ امر غائب معروف বাব نَصَرَ মাসদার كَوْنٌ মূলবর্ণ (ك - و - ن) জিনস اجوف واوى অর্থ- যেন তিনি হন।

لَمْ يَتَّخِذْ : সীগাহ واحد مذكر غائب বহছ نفى جحد بلم درفعل مستقبل معروف বাব اِفْتِعَالٌ মাসদার اِتِّخَاذٌ মূলবর্ণ (أ - خ - ذ) জিনস مهموز فاء অর্থ- তিনি গ্রহণ করেন নি।

لَايَخْلُقُوْنَ : সীগাহ جمع مذكر غائب বহছ نفى فعل مضارع معروف বাব نَصَرَ মাসদার خَلْقٌ মূলবর্ণ (خ - ل - ق) জিনস صحيح অর্থ- যারা সৃষ্টি করেনি।

اِفْتَرَاهُ : সীগাহ واحد مذكر غائب বহছ ماضى معروف বাব اِفْتِعَالٌ মাসদার اِفْتِرَاءٌ মূলবর্ণ (ف - ر - ى) জিনস ناقص يائى অর্থ- যা এ ব্যক্তি রচনা করে নিয়েছে।

اَعَانَهٗ : সীগাহ واحد مذكر غائب বহছ ماضى معروف বাব اِفْعَالٌ মাসদার إِعَانَةٌ মূলবর্ণ (ع - و - ن) জিনস اجوف واوى অর্থ- তাকে সাহায্য করেছে।

جَاءُوْا : সীগাহ جمع مذكر غائب বহছ ماضى معروف বাব ضَرَبَ মাসদার مَجِيْئَةٌ মূলবর্ণ (ج - ى - أ) জিনস মুরাক্কাব (مهموز لام ও اجوف يائى) অর্থ- জড়িত হয়েছে।

يُلْقٰى : সীগাহ واحد مذكر غائب বহছ مضارع مجهول বাব اِفْعَالٌ মাসদার اِلْقَاءٌ মূলবর্ণ (ل - ق - ى) জিনস ناقص يائى অর্থ- এসে পড়ত।

مَسْحُوْرًا : সীগাহ واحد مذكر বহছ اسم مفعول বাব فَتَحَ মাসদার سِحْرٌ মূলবর্ণ (س - ح - ر) জিনস صحيح অর্থ- জাদুগ্রস্ত।

اَعْتَدْنَا : সীগাহ جمع متكلم বহছ ماضى معروف বাব اِفْعَالٌ মাসদার اِعْتَادٌ মূলবর্ণ (ع - ت - د) জিনস صحيح অর্থ- আমি নির্ধারিত করে রেখেছি।

বাক্য বিশ্লেষণ :

تَبَارَكَ الَّذِىْ نَزَّلَ الْفُرْقَانَ عَلٰى عَبْدِهٖ لِيَكُوْنَ لِلْعٰلَمِيْنَ نَذِيْرًا : এখানে تَبَارَكَ ফে'লটি জামেদ এটা রূপান্তর হয় না। اَلَّذِىْ হলো تَبَارَكَ-এর ফায়েল, আর نَزَّلَ الْفُرْقَانَ বাক্যটি হলো তার সেলাহ عَلٰى عَبْدِهٖ এটা نَزَّلَ-এর সাথে متعلق হয়েছে لِيَكُوْنَ-এর لام টি تعليل-এর জন্য। আর يَكُوْنُ ফে'লে নাকেস তার উহ্য যমীর هُوَ হলো তার ইসিম لِلْعٰلَمِيْنَ হলো متعلق আর نَذِيْرًا হলো তার খবর। -[ই'রাবুল কুরআন : ৫/৩২৭]

https://e-ilm.weebly.com/

১২. যখন তা (দোজখ) তাদেরকে দূর হতে দেখবে, তখন তারা তার তর্জন-গর্জন শুনতে পাবে।	اِذَا رَاَتْهُمْ مِّنْ مَّكَانٍۭ بَعِيْدٍ سَمِعُوْا لَهَا تَغَيُّظًا وَّزَفِيْرًا ﴿١٢﴾
১৩. আর যখন তাদেরকে হাত-পা বেঁধে তার কোনো সংকীর্ণ গহ্বরে নিক্ষেপ করা হবে, তখন তারা তথায় কেবল মৃত্যুকেই ডাকবে;	وَاِذَآ اُلْقُوْا مِنْهَا مَكَانًا ضَيِّقًا مُّقَرَّنِيْنَ دَعَوْا هُنَالِكَ ثُبُوْرًا ﴿١٣﴾
১৪. (তখন তাদেরকে বলা হবে) তোমরা একটি মৃত্যুকে ডেকো না, বরং বহু মৃত্যুকে ডাক।	لَا تَدْعُوا الْيَوْمَ ثُبُوْرًا وَّاحِدًا وَّادْعُوْا ثُبُوْرًا كَثِيْرًا ﴿١٤﴾
১৫. আপনি বলুন যে, এ অবস্থাই কি উত্তম না সেই চিরন্তন জান্নাত–মুত্তাকী লোকদেরকে যার প্রতিশ্রুতি দেওয়া হয়েছে? এটা তাদের জন্য প্রতিদান এবং তাদের প্রত্যাবর্তনস্থল।	قُلْ اَذٰلِكَ خَيْرٌ اَمْ جَنَّةُ الْخُلْدِ الَّتِيْ وُعِدَ الْمُتَّقُوْنَ ؕ كَانَتْ لَهُمْ جَزَآءً وَّمَصِيْرًا ﴿١٥﴾
১৬. আর তথায় তারা যা কিছু চাবে সবই পাবে, অনন্তকাল তারা সেখানে থাকবে; এ প্রতিশ্রুতি পূরণ আপনার প্রতিপালকেরই দায়িত্ব।	لَهُمْ فِيْهَا مَا يَشَآءُوْنَ خٰلِدِيْنَ ؕ كَانَ عَلٰى رَبِّكَ وَعْدًا مَّسْئُوْلًا ﴿١٦﴾
১৭. আর যেদিন আল্লাহ তা'আলা সে লোকদেরকে, আর আল্লাহ ভিন্ন তারা যাদের পূজা করত– তাদেরকে একত্রিত করবেন, তৎপর বলবেন, তোমরাই কি আমার এ বান্দাগণকে বিপথগামী করেছিলে, নাকি তারা নিজেরাই পথভ্রষ্ট হয়েছিল?	وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ وَمَا يَعْبُدُوْنَ مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ فَيَقُوْلُ ءَاَنْتُمْ اَضْلَلْتُمْ عِبَادِيْ هٰٓؤُلَآءِ اَمْ هُمْ ضَلُّوا السَّبِيْلَ ﴿١٧﴾

শাব্দিক অনুবাদ :

১২. اِذَا رَاَتْهُمْ যখন তা (দোজখ) তাদেরকে দেখবে مِّنْ مَّكَانٍۭ بَعِيْدٍ দূর হতে سَمِعُوْا তখন তারা শুনতে পাবে لَهَا تَغَيُّظًا وَّ زَفِيْرًا তার তর্জন ও গর্জন।

১৩. وَاِذَآ اُلْقُوْا আর যখন তাদেরকে নিক্ষেপ করা হবে مِنْهَا مَكَانًا ضَيِّقًا তার কোনো সংকীর্ণ গহ্বরে مُّقَرَّنِيْنَ হাত-পা বেঁধে دَعَوْا هُنَالِكَ ثُبُوْرًا তখন তারা তথায় কেবল মৃত্যুকেই ডাকবে।

১৪. لَا تَدْعُوا الْيَوْمَ ثُبُوْرًا وَّاحِدًا তোমরা একটি মৃত্যুকে ডেকো না। وَّادْعُوْا ثُبُوْرًا كَثِيْرًا বরং বহু মৃত্যুকে ডাক।

১৫. قُلْ আপনি বলুন যে اَذٰلِكَ خَيْرٌ এ অবস্থাই কি উত্তম اَمْ جَنَّةُ الْخُلْدِ না সেই চিরন্তন জান্নাত الَّتِيْ وُعِدَ الْمُتَّقُوْنَ মুত্তাকী লোকদেরকে যার প্রতিশ্রুতি দেওয়া হয়েছে। كَانَتْ لَهُمْ جَزَآءً وَّمَصِيْرًا তা তাদের জন্য প্রতিদান এবং তাদের প্রত্যাবর্তনস্থল।

১৬. لَهُمْ فِيْهَا مَا يَشَآءُوْنَ আর তথায় তারা যা কিছু চাবে সবই পাবে خٰلِدِيْنَ অনন্তকাল তারা সেখানে থাকবে كَانَ عَلٰى رَبِّكَ وَعْدًا مَّسْئُوْلًا এ প্রতিশ্রুতি পূরণ আপনার প্রতিপালকেরই দায়িত্ব।

১৭. وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ আর যেদিন আল্লাহ তা'আলা সেই লোকদেরকে একত্রিত করবেন وَمَا يَعْبُدُوْنَ مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ আর আল্লাহ ভিন্ন তারা যাদের পূজা করত তাদেরকে فَيَقُوْلُ তৎপর বলবেন ءَاَنْتُمْ اَضْلَلْتُمْ عِبَادِيْ هٰٓؤُلَآءِ তোমরাই কি আমার এই বান্দাদেরকে বিপথগামী করেছিলে اَمْ هُمْ ضَلُّوا السَّبِيْلَ নাকি তারা নিজেরাই পথভ্রষ্ট হয়েছিল।

https://e-ilm.weebly.com/

قَالُوْا سُبْحٰنَكَ مَا كَانَ يَنْۢبَغِيْ لَنَآ اَنْ نَّتَّخِذَ مِنْ دُوْنِكَ مِنْ اَوْلِيَآءَ وَلٰكِنْ مَّتَّعْتَهُمْ وَاٰبَآءَهُمْ حَتّٰى نَسُوا الذِّكْرَ ۚ وَكَانُوْا قَوْمًاۢ بُوْرًا ﴿۱۸﴾

১৮. তারা বলবে, পবিত্র ও মহান আপনি! আমাদের কি সাধ্য ছিল যে, আমরা আপনাকে ভিন্ন অন্য কোনো কার্য-নির্বাহক পরিগ্রহণ করি; বরং আপনি তাদেরকে এবং তাদের পিতৃপুরুষগণকে এত সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য দিয়েছিলেন যে, আপনার স্মরণ ভুলে গিয়েছিল, এবং তারা নিজেরাই এক ধ্বংসপ্রাপ্ত জাতিতে পরিণত হয়েছিল।

فَقَدْ كَذَّبُوْكُمْ بِمَا تَقُوْلُوْنَ ۙ فَمَا تَسْتَطِيْعُوْنَ صَرْفًا وَّلَا نَصْرًا ۚ وَمَنْ يَّظْلِمْ مِّنْكُمْ نُذِقْهُ عَذَابًا كَبِيْرًا ﴿۱۹﴾

১৯. (দেখ!) তোমরা যা বলছিলে সে সম্বন্ধে তোমাদের এই উপাস্যগণ তোমাদেরকে মিথ্যাবাদী প্রতিপন্ন করে দিল, অতএব, (এখন) তোমরা নিজেরাও (নিজেদের উপর হতে আজাবকে) প্রতিরোধ করতে পারবে না এবং (কারো পক্ষ হতে) সাহায্যও পেতে পার না, আর তোমাদের মধ্যে যারা অনাচারী আমি তাদেরকে গুরুতর শাস্তি আস্বাদন করাব।

وَمَآ اَرْسَلْنَا قَبْلَكَ مِنَ الْمُرْسَلِيْنَ اِلَّآ اِنَّهُمْ لَيَاْكُلُوْنَ الطَّعَامَ وَيَمْشُوْنَ فِي الْاَسْوَاقِ ۭ وَجَعَلْنَا بَعْضَكُمْ لِبَعْضٍ فِتْنَةً ۭ اَتَصْبِرُوْنَ ۚ وَكَانَ رَبُّكَ بَصِيْرًا ﴿۲۰﴾

২০. আর আমি আপনার পূর্বে যত পয়গম্বর প্রেরণ করেছি তাঁরা সকলেই খাদ্যও গ্রহণ করতেন এবং বাজারেও চলাফেরা করতেন। আর আমি তোমাদের একেকে অপরের জন্য পরীক্ষাস্বরূপ (সৃষ্টি) করেছি; তোমরা কি ধৈর্যধারণ করবে? আর আপনার প্রতিপালক খুব প্রত্যক্ষ করছেন।

শাব্দিক অনুবাদ :

১৮. قَالُوْا তারা বলবে سُبْحٰنَكَ পবিত্র ও মহান আপনি مَا كَانَ يَنْۢبَغِيْ لَنَآ আমাদের কি সাধ্য ছিল যে اَنْ نَّتَّخِذَ مِنْ دُوْنِكَ
مِنْ اَوْلِيَآءَ আমরা আপনাকে ভিন্ন অন্য কোনো কার্যনির্বাহক পরিগ্রহণ করি وَلٰكِنْ مَّتَّعْتَهُمْ وَاٰبَآءَهُمْ বরং আপনি
তাদেরকে এবং তাদের পিতৃপুরুষদেরকে এত সুখ-স্বাচ্ছন্দ দিয়েছিলেন যে حَتّٰى نَسُوا الذِّكْرَ আপনার স্মরণ ভুলে
গিয়েছিল। وَكَانُوْا قَوْمًاۢ بُوْرًا, এবং তারা নিজেরাই এক ধ্বংসপ্রাপ্ত জাতিতে পরিণত হয়েছিল।

১৯. فَقَدْ كَذَّبُوْكُمْ তোমাদের এই উপাস্যগণ তোমাদেরকে মিথ্যাবাদী প্রতিপন্ন করে দিল بِمَا تَقُوْلُوْنَ তোমরা যা বলছিলে
সে সম্বন্ধে। فَمَا تَسْتَطِيْعُوْنَ صَرْفًا وَّلَا نَصْرًا অতএব তোমরা নিজেরাও (নিজেদের উপর হতে আজাবকে) প্রতিরোধ করতে
পারবে না এবং সাহায্যও পেতে পার না وَمَنْ يَّظْلِمْ مِّنْكُمْ আর তোমাদের মধ্যে যারা অনাচারী। نُذِقْهُ عَذَابًا كَبِيْرًا
আমি তাদেরকে গুরুতর শাস্তি আস্বাদন করাব।

২০. وَمَآ اَرْسَلْنَا قَبْلَكَ مِنَ الْمُرْسَلِيْنَ আর আমি আপনার পূর্বে যত পয়গম্বর প্রেরণ করেছি اِلَّآ اِنَّهُمْ لَيَاْكُلُوْنَ الطَّعَامَ তাঁরা
সকলেই খাদ্যও গ্রহণ করতেন وَيَمْشُوْنَ فِي الْاَسْوَاقِ এবং বাজারেও চলাফেরা করতেন وَجَعَلْنَا بَعْضَكُمْ لِبَعْضٍ فِتْنَةً
আর আমি তোমাদের একেকে অপরের জন্য পরীক্ষাস্বরূপ (সৃষ্টি) করেছি اَتَصْبِرُوْنَ তোমরা কি ধৈর্য ধারণ করবে?
وَكَانَ رَبُّكَ بَصِيْرًا, আর আপনার প্রতিপালক খুব প্রত্যক্ষ করছেন।

https://e-ilm.weebly.com/

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

وَمَآ أَرْسَلْنَا قَبْلَكَ مِنَ الْمُرْسَلِيْنَ إِلَّآ إِنَّهُمْ لَيَأْكُلُوْنَ الطَّعَامَ وَيَمْشُوْنَ فِى الْأَسْوَاقِ وَجَعَلْنَا بَعْضَكُمْ لِبَعْضٍ فِتْنَةً أَتَصْبِرُوْنَ وَكَانَ رَبُّكَ بَصِيْرًا [٢٠]

শানে নুযূল : মক্কার মুশরিক কাফেররা রাসূল ﷺ সম্পর্কে মন্তব্য করেছিল যে, এ আবার কেমন রাসূল পানাহার করে। হাটে বাজারেও যায়। তাদের এহেন প্রহসনমূলক মন্তব্যের জবাবে আল্লাহ তা'আলা আলোচ্য আয়াত নাজিল করে রাসূল ﷺ-কে সান্ত্বনা দান করেন। হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা.) বলেন, মুশরিক সম্প্রদায় রাসূল ﷺ-কে দরিদ্রতার কারণে যখন উপহাস করে বলত যে, এ আবার কি ধরনের রাসূল, পানাহার করেন, এতে রাসূল ﷺ ব্যথিত হন। তখন রাসূল ﷺ -কে সান্ত্বনা দেওয়ার জন্যে আলোচ্য আয়াতের অবতারণা হয়। তৎকালে হযরত জিবরাঈল আমীন এসে বলল, اَلسَّلَامُ عَلَيْكُمْ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ (হে আল্লাহর রাসূল, আপনার প্রতি আল্লাহর শান্তি বর্ষিত হোক) আপনার রব আল্লাহও আপনার প্রতি সালাম বলেছেন এবং তিনি আপনার উদ্দেশ্যে বলছেন। –[কুরতুবী ১৫/১৩]

পূর্ববর্তী আয়াতসমূহে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর নবুয়তের বিরুদ্ধে কাফের ও মুশরিকদের উত্থাপিত আপত্তিসমূহের সংক্ষিপ্ত জবাব দেওয়া হয়েছিল। আলোচ্য আয়াতসমূহে এর কিছু বিশদ বিবরণ উল্লিখিত হয়েছে। এর সারমর্ম এই যে, তোমরা মূর্খতা ও প্রকৃত সত্য সম্পর্কে অজ্ঞতার কারণে একথা বলছ যে, তিনি আল্লাহর রাসূল হলে তাঁর কাছে অগাধ ধন-ভাণ্ডার থাকত, বিপুল সম্পত্তি ও বাগ-বাগিচা থাকত, যাতে তিনি জীবিকার চিন্তা থেকে মুক্ত থাকেন। এর উত্তর এই যে, এরূপ করা আমার জন্যে মোটেই কঠিন নয় যে, আমি আমার রাসূলকে বিরাট ধনভাণ্ডার দান করি এবং বৃহত্তম রাষ্ট্রের অধিপতি করি; যেমন ইতঃপূর্বে আমি হযরত দাউদ ও সোলায়মান (আ.)-কে অগাধ ধন-দৌলত ও বিশ্বব্যাপী নজিরবিহীন রাজত্ব দান করে এই শক্তি সামর্থ্য প্রকাশও করেছি। কিন্তু সর্বসাধারণের উপযোগিতা ও অনেক রহস্যের ভিত্তিতে পয়গম্বর সম্প্রদায়কে বস্তুনিষ্ঠ ও পার্থিব ধন-দৌলত থেকে পৃথকই রাখা হয়েছে। বিশেষ করে নবীকুল-শিরোমণি হযরত মুহাম্মদ মোস্তফা ﷺ-কে আল্লাহ তা'আলা সাধারণ দরিদ্র মুসলমানগণের কাতারে এবং তাদের অনুরূপ অবস্থার মধ্যে রাখাই পছন্দ করেছেন। স্বয়ং রাসূলুল্লাহ ﷺ ও নিজের জন্যে এই অবস্থাই পছন্দ করেছেন। মুসনাদে আহমদ ও তিরমিযীতে হযরত আবূ উমামার জবানী রেওয়ায়েতে রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন, আমার পালনকর্তা আমাকে বলেছেন, আমি আপনার জন্যে সমগ্র মক্কাভূমি ও তার পর্বতসমূহকে স্বর্ণে রূপান্তরিত করে দেই। আমি আরজ করলাম : না, হে আমার পালনকর্তা, আমি একদিন পেট ভরে খেয়ে আপনার শোকর আদায় করব ও একদিন উপবাস করে সবর করব -এ অবস্থাই আমি পছন্দ করি। হযরত আয়েশা (রা.) বলেন : রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, আমি ইচ্ছা প্রকাশ করলে স্বর্ণের পাহাড় আমার সাথে ঘোরাফেরা করত। –[মাযহারী]

সারকথা এই যে, আল্লাহ তা'আলার হাজারো রহস্য এবং সাধারণ মানুষের উপযোগিতার ভিত্তিতেই পয়গম্বরগণ সাধারণত : দরিদ্র ও উপবাসক্লিষ্ট থাকতেন। এটাও তাঁদের বাধ্যতামূলক অবস্থা নয়; বরং তারা চাইলে আল্লাহ তা'আলা তাঁদেরকে বিত্তশালী ও ঐশ্বর্যশালী করতে পারতেন। কিন্তু তাঁদেরকে আল্লাহ তা'আলা এমনভাবে সৃষ্টি করেছেন যে, ধন-দৌলতের প্রতি তাঁদের কোনো ঔৎসুক্যই হয় নি। তাঁরা দারিদ্র্য ও উপবাসকেই পছন্দ করতেন।

কাফেরদের দ্বিতীয় কথা ছিল এই যে, তিনি পয়গম্বর হলে সাধারণ মানুষের মতোই পানাহার করতেন না এবং জীবিকা উপার্জনের জন্যে হাটে-বাজারে চলাফেরা করতেন না। এই আপত্তির ভিত্তি, অনেক কাফেরের এই ধারণা ছিল যে, আল্লাহর রাসূল মানব হতে পারে না। ফেরেশতাই রাসূল হওয়ার যোগ্য। কুরআন পাকে বিভিন্ন স্থানে এর উত্তর দেওয়া হয়েছে। আলোচ্য আয়াতে এই উত্তর দেওয়া হয়েছে যে, যেসব পয়গম্বরকে তোমার ও নবী ও রাসূল বলে স্বীকার কর, তাঁরাও তো মানুষই ছিলেন; তাঁরা মানুষের মতো পানাহার করতেন এবং হাটে-বাজারে চলাফেরা করতেন। এ থেকে তোমাদের বুঝে নেওয়া উচিত ছিল যে, পানাহার করা ও হাট-বাজারে চলাফেরা করা নবুয়ত ও রেসালাতের পরিপন্থি নয় وَمَآ أَرْسَلْنَا قَبْلَكَ مِنَ الْمُرْسَلِيْنَ إِلَّآ إِنَّهُمْ لَيَأْكُلُوْنَ আয়াতে এই বিষয়টিই বর্ণিত আছে।

মানব সমাজে অর্থনৈতিক সাম্যের অনুপস্থিতি বিরাট রহস্যের উপর ভিত্তিশীল : وَجَعَلْنَا بَعْضَكُمْ لِبَعْضٍ فِتْنَةً এতে ইঙ্গিত আছে যে, আল্লাহ তা'আলার সবকিছু করার শক্তি ছিল। তিনি সকল মানবকে সমান বিত্তশালী করতে, সবাইকে সুস্থ সবল রাখতে এবং সবাইকে সম্মান ও প্রভাব-প্রতিপত্তির সর্বোচ্চ মর্যাদায় ভূষিত করতে পারতেন; কেউ

https://e-ilm.weebly.com/

হীনমন্য ও নীচ থাকতে পারত না; কিন্তু এর কারণে বিশ্বব্যবস্থায় ফাটল দেখা দেওয়া অবশ্যম্ভাবী ছিল। তাই আল্লাহ তা'আলা কাউকে ধনী ও কাউকে নির্ধন করেছেন, কাউকে সবল ও কাউকে দুর্বল করেছেন, কাউকে সুস্থ ও কাউকে অসুস্থ করেছেন এবং কাউকে সম্মানী ও প্রভাব-প্রতিপত্তিশালী ও কাউকে অখ্যাত করেছেন। শ্রেণি, জাতি ও অবস্থার এই বিভেদের মধ্যে প্রতি স্তরের লোকদের পরীক্ষা নিহিত আছে। ধনীর কৃতজ্ঞতার এবং দরিদ্রের সবরের পরীক্ষা আছে। রুগ্ণ ও সুস্থের অবস্থাও তদ্রূপ। এ কারণেই রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর শিক্ষা এই যে, যখন তোমার দৃষ্টি এমন ব্যক্তির উপর পতিত হয়, যে টাকা পয়সা ও ধন-দৌলতে তোমার অপেক্ষা বেশি, কিংবা স্বাস্থ্য, শক্তি, সম্মান ও প্রতিপত্তিতে তোমার চাইতে বড়, তখন তুমি কালবিলম্ব না করে এমন লোকদের প্রতি দৃষ্টিপাত কর, যারা এসব বিষয়ে তোমার চাইতে নিম্নস্তরের-যাতে তুমি হিংসার গোনাহ্ থেকে বেঁচে যাও এবং নিজের বর্তমান অবস্থার জন্য আল্লাহ তা'আলার শোকর করতে পার।

শব্দ বিশ্লেষণ :

اُلْقُوْا : সীগাহ جمع مذكر غائب বহছ ماضى مجهول বাব اِفْعَالٌ মাসদার اِلْقَاءٌ মূলবর্ণ (ل - ق - ى) জিনস ناقص يائى অর্থ– তাদেরকে নিক্ষেপ করা হবে।

مُقَرَّنِيْنَ : সীগাহ جمع مذكر বহছ اسم مفعول বাব تَفْعِيْل মাসদার تَقْرِيْنٌ মূলবর্ণ (ق - ر - ن) জিনস صحيح অর্থ– হাত পা বেঁধে।

دَعَوْا : সীগাহ جمع مذكر غائب বহছ ماضى معروف বাব نَصَرَ মাসদার دُعَاءٌ মূলবর্ণ (د - ع - و) জিনস ناقص واوى অর্থ– তারা ডাকবে।

لَا تَدْعُوْا : সীগাহ جمع مذكر حاضر বহছ نهى حاضر معروف বাব نَصَرَ মাসদার دُعَاءٌ মূলবর্ণ (د - ع - و) জিনস ناقص واوى অর্থ– তোমরা ডেকো না।

اَضْلَلْتُمْ : সীগাহ جمع مذكر حاضر বহছ ماضى معروف বাব اِفْعَالٌ মাসদার اِضْلَالٌ মূলবর্ণ (ض - ل - ل) জিনস مضاعف ثلاثى অর্থ– তোমরা বিপথগামী করেছিলে।

ضَلُّوْا : সীগাহ جمع مذكر غائب বহছ ماضى معروف বাব ضَرَبَ মাসদার ضَلَالٌ মূলবর্ণ (ض - ل - ل) জিনস مضاعف ثلاثى অর্থ– তারা পথভ্রষ্ট হয়েছিল।

نَسُوْا : সীগাহ جمع مذكر غائب বহছ ماضى معروف বাব سَمِعَ মাসদার نِسْيَانٌ মূলবর্ণ (ن - س - ى) জিনস ناقص يائى অর্থ– তারা ভুলে গিয়েছিল।

فَمَا تَسْتَطِيْعُوْنَ : সীগাহ جمع مذكر حاضر বহছ اجوف واوى বাব اِسْتِفْعَالٌ মাসদার اِسْتِطَاعَةٌ মূলবর্ণ (ط - و - ع) জিনস اجوف واوى অর্থ– সুতরাং তোমরা পারবে না।

نُذِقْهُ : সীগাহ جمع متكلم বহছ مضارع معروف বাব اِفْعَالٌ মাসদার اِذَاقَةٌ মূলবর্ণ (ذ - و - ق) জিনস اجوف واوى অর্থ– আমি তাদেরকে আস্বাদন করাব।

يَمْشُوْنَ : সীগাহ جمع مذكر غائب বহছ مضارع معروف বাব ضَرَبَ মাসদার مَشْىٌ মূলবর্ণ (م - ش - ى) জিনস ناقص يائى অর্থ– তারা চলাফেরা করতেন।

বাক্য বিশ্লেষণ :

لَهُمْ فِيْهَا مَا يَشَاءُوْنَ خَالِدِيْنَ كَانَ عَلٰى رَبِّكَ وَعْدًا مَسْئُوْلًا : এ বাক্যটি পূর্ববর্তী جَنَّةُ الْخُلْدِ হতে দ্বিতীয় حال হয়েছে। لَهُمْ হলো خبر مقدم আর فِيْهَا হলো حال আর مَا হলো متبدا موخر আর يَشَاءُوْنَ বাক্যটি সেলাহ হয়েছে। আর خَالِدِيْنَ টা لَهُمْ থেকে বা يَشَاءُوْنَ-এর যমীর থেকে حال হয়েছে, আর كَانَ ফে'লে নাকেস তার اسم উহ্য রয়েছে এবং الْوَعْدُ এর দিকে ফিরেছে যা وَعْدُ الْمُتَّقُوْنَ অথবা عَلٰى مَا يَشَاءُوْنَ থেকে বুঝা যায়। عَلٰى رَبِّكَ হলো حال কেননা এটা وَعْدًا-এর সিফাত হয়েছে। আর مَسْئُوْلًا হলো وَعْدًا-এর সিফত। –[ই'রাবুল কুরআন : ৫/৩৩৭-৩৩৮]

https://e-ilm.weebly.com/

https://e-ilm.weebly.com/

الْمُلْكُ يَوْمَئِذٍ الْحَقُّ لِلرَّحْمٰنِ ۚ وَكَانَ يَوْمًا عَلَى الْكٰفِرِيْنَ عَسِيْرًا ٢٦

২৬. সেদিন সত্যিকারের কর্তৃত্ব করুণাময় আল্লাহরই হবে এবং সেদিনটি কাফেরদের পক্ষে বড়ই কঠিন দিন হবে।

وَيَوْمَ يَعَضُّ الظَّالِمُ عَلٰى يَدَيْهِ يَقُوْلُ يٰلَيْتَنِي اتَّخَذْتُ مَعَ الرَّسُوْلِ سَبِيْلًا ٢٧

২৭. আর যেদিন অনাচারী ব্যক্তি [চরম দুঃখে] স্বীয় হস্তদ্বয় কামড়াতে থাকবে। [এবং] বলবে, কি উত্তম হতো, যদি আমি রাসূলের সাথে ধর্মের পথ অবলম্বন করতাম।

يٰوَيْلَتٰى لَيْتَنِيْ لَمْ أَتَّخِذْ فُلَانًا خَلِيْلًا ٢٨

২৮. হায় আমার দুর্ভাগ্য! কি উত্তম হতো যদি আমি অমুক ব্যক্তিকে বন্ধুরূপে গ্রহণ না করতাম।

لَقَدْ أَضَلَّنِيْ عَنِ الذِّكْرِ بَعْدَ إِذْ جَآءَنِيْ ۗ وَكَانَ الشَّيْطٰنُ لِلْإِنْسَانِ خَذُوْلًا ٢٩

২৯. আমার নিকট উপদেশ আসার পর সে আমাকে তা হতে প্রতারিত করেছে; আর শয়তান তো মানুষের জন্য মহাপ্রতারক।

وَقَالَ الرَّسُوْلُ يٰرَبِّ إِنَّ قَوْمِي اتَّخَذُوْا هٰذَا الْقُرْاٰنَ مَهْجُوْرًا ٣٠

৩০. আর [সেদিন] রাসূল বলবেন, হে আমার প্রতিপালক! আমার সম্প্রদায় এ কুরআনকে সম্পূর্ণরূপে পরিত্যক্ত করে রেখেছিল।

وَكَذٰلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ عَدُوًّا مِّنَ الْمُجْرِمِيْنَ ۗ وَكَفٰى بِرَبِّكَ هَادِيًا وَّنَصِيْرًا ٣١

৩১. আর এরূপে আমি সৃষ্টি করেছি প্রত্যেক নবীর জন্যই অপরাধপরায়ণ লোকদের মধ্য হতে শত্রু; এবং পথপ্রদর্শক ও সাহায্যকারীরূপে আপনার প্রতিপালকই যথেষ্ট।

শাব্দিক অনুবাদ :

২৬. الْمُلْكُ يَوْمَئِذٍ الْحَقُّ সেদিন সত্যিকারের কর্তৃত্ব لِلرَّحْمٰنِ করুণাময় আল্লাহরই হবে وَكَانَ يَوْمًا عَلَى الْكٰفِرِيْنَ عَسِيْرًا এবং সেদিনটি কাফেরদের পক্ষে বড়ই কঠিন দিন হবে।

২৭. وَيَوْمَ يَعَضُّ الظَّالِمُ عَلٰى يَدَيْهِ আর যেদিন অনাচারী ব্যক্তি স্বীয় হস্তদ্বয় কামড়াতে থাকবে يَقُوْلُ বলবে يٰلَيْتَنِيْ কি উত্তম হতো اتَّخَذْتُ مَعَ الرَّسُوْلِ سَبِيْلًا যদি রাসূলের সাথে ধর্মের পথ অবলম্বন করতাম।

২৮. يٰوَيْلَتٰى হায় আমার দুর্ভাগ্য لَيْتَنِيْ কি উত্তম হতো لَمْ أَتَّخِذْ فُلَانًا خَلِيْلًا যদি আমি অমুক ব্যক্তিকে বন্ধুরূপে গ্রহণ না করতাম।

২৯. لَقَدْ أَضَلَّنِيْ عَنِ الذِّكْرِ সে আমাকে উপদেশ হতে প্রতারিত করেছে بَعْدَ إِذْ جَآءَنِيْ আমার নিকট তা আসার পর وَكَانَ الشَّيْطٰنُ لِلْإِنْسَانِ خَذُوْلًا আর শয়তান তো মানুষের জন্য মহাপ্রতারক।

৩০. وَقَالَ الرَّسُوْلُ রাসূল বললেন, يٰرَبِّ হে আমার প্রতিপালক إِنَّ قَوْمِي আমার সম্প্রদায় اتَّخَذُوْا هٰذَا الْقُرْاٰنَ مَهْجُوْرًا এই কুরআনকে সম্পূর্ণরূপে পরিত্যক্ত করে রেখেছিল।

৩১. وَكَذٰلِكَ جَعَلْنَا আর এরূপে আমি সৃষ্টি করেছি لِكُلِّ نَبِيٍّ প্রত্যেক নবীর জন্য عَدُوًّا শত্রু مِّنَ الْمُجْرِمِيْنَ অপরাধ পরায়ণ লোকদের মধ্য হতে وَكَفٰى بِرَبِّكَ এবং আপনার প্রতিপালকই যথেষ্ট هَادِيًا وَّنَصِيْرًا পথপ্রদর্শক ও সাহায্যকারী রূপে।

https://e-ilm.weebly.com/

৩২. আর কাফেররা এরূপ বলে যে, কেন নাজিল করা হয়নি তার প্রতি এ কুরআন একবারে? [উত্তর এই] এরূপে এজন্য [নাজিল করেছি] যে, এর দ্বারা আপনার অন্তরকে শক্তিশালী রাখি এবং আমি তাকে ক্রমে ক্রমে [২৩ বৎসরে] অবতীর্ণ করেছি।

وَقَالَ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا لَوْلَا نُزِّلَ عَلَيْهِ الْقُرْاٰنُ جُمْلَةً وَّاحِدَةً ۚ كَذٰلِكَ ۚ لِنُثَبِّتَ بِهٖ فُؤَادَكَ وَرَتَّلْنٰهُ تَرْتِيْلًا ﴿٣٢﴾

শাব্দিক অনুবাদ :

৩২. وَقَالَ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا আর কাফেররা এরূপ বলে যে لَوْلَا نُزِّلَ عَلَيْهِ الْقُرْاٰنُ কেন নাজিল করা হয়নি তার প্রতি এ কুরআন جُمْلَةً وَّاحِدَةً একবারে? كَذٰلِكَ এরূপে এজন্য (নাজিল করেছি) لِنُثَبِّتَ بِهٖ فُؤَادَكَ এর দ্বারা আপনার অন্তরকে শক্তিশালী রাখি وَرَتَّلْنٰهُ تَرْتِيْلًا এবং আমি তাকে ক্রমে ক্রমে অবতীর্ণ করেছি।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

وَيَوْمَ يَعَضُّ الظَّالِمُ عَلٰى يَدَيْهِ يَقُوْلُ يٰلَيْتَنِي اتَّخَذْتُ مَعَ الرَّسُوْلِ سَبِيْلًا - ٢٧

শানে নুযূল : সুহাইল বলেন, উকবা বিন আবি মুআইত্, উমাইয়্যা বিন খালফ আল জুমাহী এর বন্ধু ছিল, মতান্তরে উবাই বিন খালফ উমাইয়্যার ভাই পরস্পর বন্ধু ছিল। উকবা অলিমার খানা প্রস্তুত করে কুরাইশ বংশের লোকজনদের দাওয়াত করল। সে রাসূল ﷺ-কে ও দাওয়াত করল। রাসূল ﷺ ইসলাম গ্রহণ না করলে দাওয়াতে যেতে অসম্মত জানালেন। কুরাইশদের একজন নেতৃস্থানীয় মানব তার খানা থেকে বিরত থাকবেন, তাও সে পছন্দ করেনি। সুতরাং সে কালিমায়ে শাহাদাত পাঠ করে ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করে। অতঃপর রাসূল ﷺ তার দাওয়াতে এসে তার খাবার খান। পরক্ষণেই তার বন্ধু উমাইয়্যাহ বিন খালফ মতান্তরে উবাই বিন খালফ তাকে মন্দাচারী করল। তখন সে অনুপস্থিত ছিল। জবাবে উকবা বলল যে, আমার প্রস্তুত করা খাবারের মধ্যে কুরাইশের সম্ভ্রান্ত একজন লোক অনুপস্থিত থাকবে তা আমার নিকট অত্যন্ত পীড়াদায়ক মনে হলো। তার বন্ধু তাকে বলল যে, যতক্ষণ না তুমি ফিরে আসবে এবং মুহাম্মদের চেহারায় থুথু দেবে আমি সন্তুষ্ট হবো না। তার বন্ধু তাকে যা বলল, পাপিষ্ঠ তাই করল। সে পরিপ্রেক্ষিতে আল্লাহ তা'আলা আলোচ্য আয়াত নাজিল করেন। −[কুরতুবী ২৭.১৩, দুররে মানছুর ৬৯/৫]

وَقَالَ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا لَوْلَا نُزِّلَ عَلَيْهِ الْقُرْاٰنُ جُمْلَةً وَّاحِدَةً كَذٰلِكَ لِنُثَبِّتَ بِهٖ فُؤَادَكَ وَرَتَّلْنٰهُ تَرْتِيْلًا

শানে নুযূল : ইবনে আবী হাতেম হাকেম ও ইবনে মারদুভিয়া হযরত ইবনে আব্বাস (রা.)-এর উদ্ধৃতি দিয়ে বলেন যে, তিনি বলেন, মুশরিকরা বলে যে, মুহাম্মদ নবী হওয়ার যেরূপভাবে ধারণা করছে, যদি নবীই হতো, তাহলে অল্প অল্প করে কুরআন নাজিল করে বার বার তাকে কষ্ট দিচ্ছে কেন? সমুদয় কুরআন মাজিদ তো এক সাথে অবতরণ করলেই পারত সুতরাং মুশরিকরা যা বলে ছিল আল্লাহর নবীকে তার জবাবে আল্লাহ তা'আলা আলোচ্য আয়াত নাজিল করেন। −[দুররে মানছুর-৭০/৫]

وَقَالَ الَّذِيْنَ لَا يَرْجُوْنَ لِقَاءَ : رَجَا শব্দের সাধারণ অর্থ কোনো প্রিয় ও কাম্য বস্তুর আশা করা এবং কোনো সময় আশঙ্কা করার অর্থেও ব্যবহৃত হয়। −(কিতাবুল-আযদাদ -ইবনুল-আম্বারী) এখানে এ অর্থই অধিক স্পষ্ট। অর্থাৎ, যারা আমার সামনে পেশ হওয়ার ভয় রাখে না। এতে ইঙ্গিত রয়েছে যে, অনর্থক মূর্খতাসুলভ প্রশ্ন ও ফরমায়েশ করার দুঃসাহস সেই করতে পারে, যে পরকালে মোটেই বিশ্বাসী নয়। পরকালে বিশ্বাসী ব্যক্তির উপর পরকালের ভয় এত প্রবল থাকে যে, এ ধরনের প্রশ্ন করার ফুরসতই তারা পায় না। নব্যশিক্ষার প্রভাবে অনেক লোক ইসলাম ও তার বিধানাবলি সম্পর্কে আপত্তি ও তর্কবিতর্কে প্রবৃত্ত হয়। এটাও অন্তরে পরকালের সত্যিকার বিশ্বাস না থাকার আলামত। সত্যিকার বিশ্বাস থাকলে এ ধরনের অনর্থক প্রশ্ন অন্তরে দেখাই দিত না।

https://e-ilm.weebly.com/

حِجْرًا مَّحْجُورًا : حِجْرٌ এর শাব্দিক অর্থ- সুরক্ষিত স্থান। مَّحْجُورًا -এর তাকীদ। আরবীয় বাচনভঙ্গিতে শব্দটি তখন বলা হয়, যখন সামনে বিপদ থাকে এবং তা থেকে বাঁচার জন্য মানুষকে বলা হয় : আশ্রয় চাই, আশ্রয় চাই। অর্থাৎ আমাকে এই বিপদ থেকে আশ্রয় দাও : কিয়ামতের দিনেও যখন কাফেররা ফেরেশতাদেরকে আজাবের সাজ সরঞ্জাম আনতে দেখবে, তখন দুনিয়ার অভ্যাস অনুযায়ী একথা বলবে। হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) থেকে এর অর্থ حَرَامًا مُّحَرَّمًا বর্ণিত আছে, অর্থাৎ কিয়ামতের দিন যখন তারা ফেরেশতাদেরকে আজাবসহ দেখবে এবং তাদের কাছে ক্ষমা করার ও জান্নাতে যাওয়ার আবেদন করবে কিংবা অভিপ্রায় প্রকাশ করবে, তখন ফেরেশতারা জবাবে حِجْرًا مَّحْجُورًا বলবে। অর্থাৎ কাফেরদের জন্যে জান্নাত হারাম ও নিষিদ্ধ। –[মাযহারী]

خَيْرٌ مُّسْتَقَرًّا وَّاَحْسَنُ مَقِيلًا : مُسْتَقَرٌّ শব্দের অর্থ স্বতন্ত্র আবাসস্থল। مَقِيلٌ শব্দটি قَيْلُوْلَةٌ থেকে উদ্ভূত। এর অর্থ দ্বিপ্রহরে বিশ্রাম করার স্থান। এখানে مَقِيلٌ -এর উল্লেখ সম্ভবতঃ এ কারণেও বিশেষভাবে করা হয়েছে যে, এক হাদীসে আছে, আল্লাহ তা'আলা কিয়ামতের দিন দুপুরের সময় সৃষ্ট জীবের হিসাব-নিকাশ সমাপ্ত করবেন এবং দুপুরে নিদ্রার সময় জান্নাতবাসীরা জান্নাতে এবং জাহান্নামবাসীরা জাহান্নামে পৌছে যাবে। –[কুরতুবী]

تَشَقَّقُ السَّمَاءُ بِالْغَمَامِ : এখানে بِالْغَمَامِ এর অর্থ عَنِ الْغَمَامِ অর্থাৎ আকাশ বিদীর্ণ হয়ে তা থেকে একটি হালকা মেঘমালা নিচে নামবে, যাতে ফেরেশতারা থাকবে। এই মেঘমালা চাঁদোয়ার আকারে আকাশ থেকে আসবে এবং এতে আল্লাহ তা'আলার দ্যুতি থাকবে, আশেপাশে থাকবে ফেরেশতাদের দল। এটা হবে হিসাব নিকাশ শুরু হওয়ার সময়। তখন কেবল খোলার নিমিত্তই আকাশ বিদীর্ণ হবে। এটা সেই বিদারণ নয়, যা শিঙ্গায় ফুৎকার দেওয়ার সময় আকাশ ও পৃথিবীকে ধ্বংস করার জন্য হবে। কেননা, আয়াতে যে মেঘমালা অবতরণের কথা বলা হয়েছে, তা দ্বিতীয়বার শিঙ্গায় ফুৎকার দেবার পর হবে। তখন আকাশও পৃথিবী পুনরায় বহাল হয়ে যাবে। –[বয়ানুল কুরআন]

يَقُولُ يَا لَيْتَنِي لَمْ اَتَّخِذْ فُلَانًا خَلِيلًا : এই আয়াত একটি বিশেষ ঘটনার ফলে অবতীর্ণ হয়েছে। কিন্তু এর বিধান ব্যাপক। ঘটনাটি এই : ওকবা ইবনে আবী মুয়ীত মক্কার অন্যতম মুশরিক সর্দার ছিল। সে কোনো সফর থেকে ফিরে আসলে শহরের গণ্যমান্য লোকদের দাওয়াত করত এবং প্রায়ই রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সাথেও সাক্ষাৎ করত। একবার নিয়ম অনুযায়ী সে শহরের গণ্যমান্য লোকদের দাওয়াত করল এবং রাসূলুল্লাহ ﷺ-কেও আমন্ত্রণ জানাল। সে তাঁর সামনে খানা উপস্থিত করলে তিনি বললেন, আমি তোমার খাদ্য গ্রহণ করতে পারি না, যে পর্যন্ত তুমি সাক্ষ্য না দাও যে, আল্লাহ এক, ইবাদতে তাঁর কোনো অংশীদার নেই এবং আমি তাঁর রাসূল। ওকবা এই কালেমা উচ্চারণ করল এবং রাসূলুল্লাহ ﷺ শর্ত অনুযায়ী খাদ্য গ্রহণ করলেন।

উবাই ইবনে খালফ ছিল ওকবার ঘনিষ্ঠ বন্ধু। সে যখন ওকবার ইসলাম গ্রহণের কথা জানতে পারল, তখন খুবই রাগান্বিত হলো। ওকবা ওজর পেশ করল যে, কুরাইশ বংশের সম্মানিত অতিথি মুহাম্মদ ﷺ আমার গৃহে আগমন করেছিলেন। তিনি খাদ্য গ্রহণ না করে ফিরে গেলে তা আমার জন্য অবমাননাকর ব্যাপার হতো। তাই আমি তাঁকে মনোরঞ্জনের জন্য এই কালেমা উচ্চারণ করেছি। উবাই বলল : আমি তোমার এই ওজর কবুল করব না, যে পর্যন্ত তুমি গিয়ে তার মুখে থুথু নিক্ষেপ না করবে। হতভাগ্য ওকবা বন্ধুর কথায় সায় দিয়ে এই ধৃষ্টতা প্রদর্শনে সম্মত হলো এবং তদ্রূপ করেও ফেলল। আল্লাহ তা'আলা দুনিয়াতে উভয়কে লাঞ্ছিত করেছেন। তারা উভয়েই বদর যুদ্ধে নিহত হয়। (বগভী) আয়াতে তাদের পরকালীন শাস্তির কথা উল্লেখ করে বলা হয়েছে যে, পরকালের শাস্তি সামনে দেখে তারা পরিতাপ সহকারে হস্তদ্বয় দংশন করবে এবং বলবে : হায় আমি যদি অমুককে অর্থাৎ উবাই ইবনে খালফকে বন্ধুরূপে গ্রহণ না করতাম! –[মাযহারী, কুরতুবী]

দুষ্কর্মপরায়ণ ও ধর্মদ্রোহী বন্ধুর বন্ধুত্ব কিয়ামতের দিন অনুতাপ ও দুঃখের কারণ হবে : তাফসীরে-মাযহারীতে আছে, আয়াতটি যদিও বিশেষভাবে ওকবার ঘটনায় অবতীর্ণ হয়েছিল, কিন্তু এর ভাষা যেমন ব্যাপক, তার বিধানও তেমনি ব্যাপক। এই ব্যাপকতার দিকে ইঙ্গিত করার জন্য সম্ভবত আয়াতে বন্ধুর নামের পরিবর্তে فُلَانًا (অমুক) শব্দ অবলম্বন করা হয়েছে। আয়াতে বিধৃত হয়েছে যে, যে দুই বন্ধু পাপ কাজে সম্মিলিত হয় এবং শরিয়ত বিরোধী কার্যাবলিতে একে অপরের সাহায্য করে, তাদের সবারই বিধান এই যে, কিয়ামতের দিন তারা এই বন্ধুত্বের কারণে কান্নাকাটি করবে। মুসনাদে-আহমদ, তিরমিযী ও আবূ দাউদে হযরত আবূ সায়ীদ খুদরী (রা.)-এর জবানী রেওয়ায়েতে রাসূলুল্লাহ ﷺ

https://e-ilm.weebly.com/

বলেন : لَا تُصَاحِبْ إِلَّا مُؤْمِنًا وَلَا يَأْكُلْ مَالَكَ إِلَّا تَقِيٌّ কোনো অমুসলিমকে সঙ্গী করো না এবং তোমার ধন-সম্পদ (বন্ধুত্বের দিক দিয়ে) যেন পরহেজগার ব্যক্তিই খায় অর্থাৎ পরহেজগার নয়, এমন ব্যক্তির সাথে বন্ধুত্ব করো না। হযরত আবূ হুরায়রা (রা.)-এর জবানী রেওয়ায়েতে রাসূল ﷺ বলেন : اَلْمَرْءُ عَلَى دِيْنِ خَلِيْلِهِ فَلْيَنْظُرْ اَحَدُكُمْ مَنْ يُخَالِلُ প্রত্যেক মানুষ (অভ্যাসগতভাবে) বন্ধুর ধর্ম ও চালচলন অবলম্বন করে। তাই কিরূপ লোককে বন্ধুরূপে গ্রহণ করা হচ্ছে, তা পূর্বেই ভেবে দেখা উচিত। –[বুখারী]

হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে জিজ্ঞেস করা হলো যে, আমাদের মজলিসী বন্ধুদের মধ্যে কার উত্তম? তিনি বললেন, مَنْ ذَكَّرَكُمْ بِاللّٰهِ رُؤْيَتُهُ وَزَادَ فِيْ عَمَلِكُمْ مَنْطِقُهُ وَذَكَّرَكُمْ بِالْاٰخِرَةِ عَمَلُهُ অর্থাৎ যাকে দেখে আল্লাহর কথা স্মরণ হয়, যার কথাবার্তায় তোমার জ্ঞান বাড়ে এবং যার কাজ দেখে পরকালের স্মৃতি তাজা হয়। –[কুরতুবী]

وَقَالَ الرَّسُوْلُ يٰرَبِّ اِنَّ قَوْمِي اتَّخَذُوْا هٰذَا الْقُرْاٰنَ مَهْجُوْرًا

অর্থাৎ রাসূল ﷺ বললেন, হে আমার পালনকর্তা! আমার সম্প্রদায় এই কুরআন পরিত্যাগ করেছে। আল্লাহর দরবারে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর এই অভিযোগ কিয়ামতের দিন হবে, না দুনিয়াতেই এই অভিযোগ করেছে, এ ব্যাপার তাফসীরবিদগণ ভিন্ন ভিন্ন মত পোষণ করেন। উভয় সম্ভাবনাই রয়েছে। পরবর্তী আয়াতে বাহ্যতঃ ইঙ্গিত আছে যে, তিনি দুনিয়াতেই এই অভিযোগ পেশ করেছেন এবং জওয়াবে তাঁকে সান্ত্বনা দেওয়ার জন্য পরবর্তী আয়াতে বলা হয়েছে وَكَذٰلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ عَدُوًّا مِّنَ الْمُجْرِمِيْنَ অর্থাৎ আপনার শত্রুরা কুরআন অমান্য করলে তজ্জন্যে আপনার সবর করা উচিত। কেননা এটাই আল্লাহর চিরন্তন রীতি যে, প্রত্যেক নবীর কিছুসংখ্যক অপরাধী শত্রু থাকে এবং পয়গম্বরগণ তজ্জন্যে সবর করেছেন।

কুরআনকে কার্যত পরিত্যক্ত করাও মহাপাপ : কুরআনকে পরিত্যক্ত ও পরিত্যাজ্য করার বাহ্যিক অর্থ কুরআনকে অস্বীকার করা, যা কাফেরদের-ই কাজ। কিন্তু কোনো রেওয়ায়েত থেকে এ কথাও জানা যায় যে, যে মুসলমান কুরআনে বিশ্বাস রাখে, কিন্তু রীতিমতো তেলাওয়াত করে না এবং আমলও করে না, সেও এই বিধানের অন্তর্ভুক্ত। হযরত আনাস (রা.)-এর রেওয়ায়েতে রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন,

مَنْ تَعَلَّمَ الْقُرْاٰنَ وَعَلَّقَ مُصْحَفَهُ لَمْ يَتَعَاهَدْهُ وَلَمْ يَنْظُرْ فِيْهِ جَاءَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مُتَعَلِّقًا بِهِ يَقُوْلُ يَارَبَّ الْعَالَمِيْنَ اِنَّ عَبْدَكَ هٰذَا اتَّخَذَنِيْ مَهْجُوْرًا فَاقْضِ بَيْنِيْ وَبَيْنَهُ

যে ব্যক্তি কুরআন শিক্ষা করে, কিন্তু এরপর তাকে বেঁধে ঝুলিয়ে রাখে, রীতিমতো তেলাওয়াতও করে না এবং তার বিধানাবলিও পালন করে না, কিয়ামতের দিন সে গলায় কুরআন ঝুলন্ত অবস্থায় উপস্থিত হবে। কুরআন আল্লাহর দরবারে অভিযোগ করে বলবে, আপনার এই বান্দা আমাকে ত্যাগ করেছিল। এখন আপনি আমার ও তার ব্যাপারে ফয়সালা দিন–[কুরতুবী]

وَقَالَ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا لَوْلَا نُزِّلَ عَلَيْهِ الْقُرْاٰنُ جُمْلَةً وَّاحِدَةً الخ

সূরার শুরু থেকে কাফের মুশরিকদের আপত্তিসমূহের জওয়াব দেওয়া হচ্ছিল, এটা সেই পরম্পরারই অংশ। আপত্তির জওয়াবে কুরআনকে ক্রমে ক্রমে অবতীর্ণ করার এক তাৎপর্য এই বর্ণিত হয়েছে যে, এর মাধ্যমে আপনার অন্তরকে মজবুত রাখা উদ্দেশ্য। পর্যায়ক্রমে অবতারণের মধ্যে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর অন্তর মজবুত হওয়ার বিবিধ কারণ আছে। প্রথম, এর ফলে মুখস্থ রাখা সহজ হয়ে গেছে। একটি বৃহদাকার গ্রন্থ এক দফায় নাজিল হয়ে গেলে এই সহজসাধ্যতা থাকত না। সহজে মুখস্থ হতে থাকার ফলে অন্তরে কোনোরূপ পেরেশানি থাকে না। দ্বিতীয়ত : কাফেররা যখন রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর বিরুদ্ধে কোনো আপত্তি অথবা তাঁর সাথে কোনো অশালীন ব্যবহার করত, তখনই তাঁর সান্ত্বনার জন্যে কুরআনে আয়াত অবতীর্ণ হয়ে যেত। সমগ্র কুরআন এক দফায় নাজিল হলে সেই বিশেষ ঘটনা সম্পর্কিত সান্ত্বনা বাণী কুরআন থেকে খুঁজে বের করার প্রয়োজন দেখা দিত এবং মস্তিষ্ক সেদিকে ধাবিত হওয়াও স্বভাবত : জরুরি ছিল না। তৃতীয়ত : আল্লাহ সঙ্গে আছেন, এই অনুভূতিই অন্তর মজবুত হওয়ার প্রধানতম কারণ। আল্লাহর পয়গাম আগমন করা সাক্ষ্য দেয় যে, আল্লাহ সঙ্গে আছেন। পর্যায়ক্রমে নাজিল হওয়ার রহস্য এ তিনের মধ্যেই সীমিত নয়, আরও অনেক রহস্য রয়েছে। তন্মধ্যে কতক সূরা বনী ইসরাঈলের وَقُرْاٰنًا فَرَقْنٰهُ لِتَقْرَاَهٗ عَلَى النَّاسِ عَلٰى مُكْثٍ আয়াতে পূর্বেই বর্ণিত হয়েছে। –[বয়ানুল কুরআন]

https://e-ilm.weebly.com/

শব্দ বিশ্লেষণ :

لَا يَرْجُوْنَ : সীগাহ جمع مذكر غائب বহছ مضارع منفى معروف বাব نَصَرَ মাসদার رَجَاءٌ মূলবর্ণ (ر ـ ج ـ و) জিনস ناقص واوى অর্থ– তারা কামনা করে না।

عَتَوْا : সীগাহ جمع مذكر غائب বহছ ماضى معروف বাব نَصَرَ মাসদার اَلْعَتُوُّ মূলবর্ণ (ع ـ ت ـ و) জিনস ناقص واوى অর্থ– তারা সীমা হতে চলে গেছে।

يَرَوْنَ : সীগাহ جمع مذكر غائب বহছ مضارع معروف বাব فَتَحَ মাসদার رُؤْيَةٌ মূলবর্ণ (ر ـ أ ـ ى) জিনস মুরাক্কাব (ناقص يائى ও مهموز عين) অর্থ– এরা দেখবে।

مَنْثُوْرًا : সীগাহ واحد مذكر বহছ اسم مفعول বাব نَصَرَ মাসদার نَثْرٌ মূলবর্ণ (ن ـ ث ـ ر) জিনস صحيح অর্থ– উৎক্ষিপ্ত।

مُسْتَقَرًّا : সীগাহ واحد مذكر বহছ اسم مفعول বাব اِسْتِفْعَالٌ মাসদার اِسْتِقْرَارٌ মূলবর্ণ (ق ـ ر ـ ر) জিনস مضاعف ثلاثى অর্থ– আবাসস্থল, অবস্থান করা।

تَشَقَّقُ : সীগাহ واحد مؤنث غائب বহছ فعل مضارع معروف বাব تَفَعُّلٌ মাসদার تَشَقُّقٌ মূলবর্ণ (ش ـ ق ـ ق) জিনস مضاعف ثلاثى অর্থ– বিদীর্ণ হয়ে বের হবে। ফেঁটে যাবে।

يَعَضُّ : সীগাহ واحد مذكر غائب বহছ مضارع معروف বাব سَمِعَ মাসদার عَضٌّ মূলবর্ণ (ع ـ ض ـ ض) জিনস مضاعف ثلاثى অর্থ– সে কামড়াতে থাকবে।

لَمْ اَتَّخِذْ : সীগাহ واحد متكلم বহছ نفى حجد بلم در فعل مستقبل معروف বাব اِفْتِعَالٌ মাসদার اِتِّخَاذٌ মূলবর্ণ (أ ـ خ ـ ذ) জিনস مهموز الفاء অর্থ– আমি গ্রহণ না করতাম।

مَهْجُوْرًا : সীগাহ واحد مذكر বহছ اسم مفعول বাব نَصَرَ মাসদার هَجْرٌ মূলবর্ণ (ه ـ ج ـ ر) জিনস صحيح অর্থ– সম্পূর্ণরূপে পরিত্যাক্ত।

لِنُثَبِّتَ : সীগাহ جمع متكلم বহছ مضارع معروف বাব تَفْعِيل মাসদার تَثْبِيْتٌ মূলবর্ণ (ث ـ ب ـ ت) জিনস صحيح অর্থ– এজন্য যে, আমি শক্তিশালী রাখি।

رَتَّلْنٰهُ : সীগাহ جمع متكلم বহছ ماضى معروف বাব تَفْعِيل মাসদার تَرْتِيْلٌ মূলবর্ণ (ر ـ ت ـ ل) জিনস صحيح অর্থ– আমি তাকে অবতীর্ণ করেছি।

বাক্য বিশ্লেষণ :

اَلْمُلْكُ يَوْمَئِذِنِ الْحَقُّ لِلرَّحْمٰنِ وَكَانَ يَوْمًا عَلَى الْكٰفِرِيْنَ عَسِيْرًا : এখানে اَلْمُلْكُ মুবতাদা يَوْمَئِذِ (ظرف) তার সাথে متعلق আর اَلْحَقُّ হলো اَلْمُلْكُ -এর সিফাত لِلرَّحْمٰنِ হলো মুবতাদার খবর। আর وَكَانَ -এর واو টি استنافية আর كَانَ হলে ফে'লে নাকেস তন্মধ্যস্থ উহ্য যমীর হলো তার ইসম। আর يَوْمًا হলো তার খবর। আর عَلَى الْكَافِرِيْنَ টা عَسِيْرًا -এর সাথে متعلق مقدم হয়েছে। আর عَسِيْرًا টা সিফাত হয়েছে يَوْمَ -এর।

–[ই'রাবুল কুরআন ৫ম খণ্ড, পৃ. ৩৪৭]

https://e-ilm.weebly.com/

وَلَا يَأْتُونَكَ بِمَثَلٍ إِلَّا جِئْنَٰكَ بِالْحَقِّ وَأَحْسَنَ تَفْسِيرًا ﴿٣٣﴾

৩৩. তারা যত বিস্ময়কর প্রশ্নই আপনার নিকট উপস্থাপিত করুক না কেন, আমি আপনাকে [তার] সঠিক এবং সুবোধ্য বর্ণনাভঙ্গিতে উৎকৃষ্ট উত্তর বলে দেই।

الَّذِينَ يُحْشَرُونَ عَلَىٰ وُجُوهِهِمْ إِلَىٰ جَهَنَّمَ أُولَٰئِكَ شَرٌّ مَّكَانًا وَأَضَلُّ سَبِيلًا ﴿٣٤﴾

৩৪. এরাই তারা যাদেরকে তাদের মুখের উপর ভর করে জাহান্নামের দিকে নিয়ে যাওয়া হবে। তারা আবাসস্থলেও নিকৃষ্টতর এবং মতবাদেও অতিশয় বিভ্রান্ত।

وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَجَعَلْنَا مَعَهُ أَخَاهُ هَارُونَ وَزِيرًا ﴿٣٥﴾

৩৫. নিশ্চয়ই আমি মূসাকে কিতাব প্রদান করেছিলাম এবং আমি তাঁর সাথে তাঁর ভাই হারূনকে সাহায্যকারী করেছিলাম।

فَقُلْنَا اذْهَبَا إِلَى الْقَوْمِ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا فَدَمَّرْنَاهُمْ تَدْمِيرًا ﴿٣٦﴾

৩৬. অতঃপর আমি [উভয়কে] নির্দেশ দিলাম, তোমরা সে সম্প্রদায়ের নিকট যাও, যারা আমার প্রমাণসমূহকে মিথ্যা বলেছে; ফলে আমি তাদেরকে একেবারেই ধ্বংস করে দিলাম।

وَقَوْمَ نُوحٍ لَّمَّا كَذَّبُوا الرُّسُلَ أَغْرَقْنَاهُمْ وَجَعَلْنَاهُمْ لِلنَّاسِ آيَةً وَأَعْتَدْنَا لِلظَّالِمِينَ عَذَابًا أَلِيمًا ﴿٣٧﴾

৩৭. আর নূহের সম্প্রদায়কেও [ধ্বংস করেছি], যখন তারা নবীদের প্রতি অসত্যারোপ করল, তখন আমি তাদেরকে নিমজ্জিত করলাম এবং আমি তাদেরকে মানবমণ্ডলীর জন্য একটি নিদর্শন করে দিলাম। আর আমি [সে] অনাচারীদের জন্য যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি প্রস্তুত করে রেখেছি।

শাব্দিক অনুবাদ :

৩৩. وَلَا يَأْتُونَكَ بِمَثَلٍ তারা যত বিস্ময়কর প্রশ্নই আপনার নিকট উপস্থাপিত করুক না কেন إِلَّا جِئْنَٰكَ আমি আপনাকে বলে দেই। بِالْحَقِّ وَأَحْسَنَ تَفْسِيرًا সঠিক এবং সুবোধ্য বর্ণনা ভঙ্গিতে উৎকৃষ্ট উত্তর।

৩৪. الَّذِينَ يُحْشَرُونَ এরাই তারা যাদেরকে নিয়ে যাওয়া হবে عَلَىٰ وُجُوهِهِمْ তাদের মুখের উপর ভর করিয়ে إِلَىٰ جَهَنَّمَ দোজখের দিকে أُولَٰئِكَ شَرٌّ مَّكَانًا তারা আবাসস্থলে নিকৃষ্টতর وَأَضَلُّ سَبِيلًا এবং মতবাদেও অতিশয় বিভ্রান্ত

৩৫. وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ নিশ্চয় আমি মূসাকে কিতাব প্রদান করেছিলাম وَجَعَلْنَا مَعَهُ এবং আমি তাঁর সাথে করেছিলাম أَخَاهُ هَارُونَ তাঁর ভাই হারূনকে। وَزِيرًا সাহায্যকারী।

৩৬. فَقُلْنَا অতঃপর আমি নির্দেশ দিলাম اذْهَبَا إِلَى الْقَوْمِ তোমরা সেই সম্প্রদায়ের নিকট যাও الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا যারা আমার প্রমাণসমূহকে মিথ্যা বলেছে। فَدَمَّرْنَاهُمْ تَدْمِيرًا ফলে আমি তাদেরকে একেবারেই ধ্বংস করে দিলাম।

৩৭. وَقَوْمَ نُوحٍ আর নূহের সম্প্রদায়কেও ধ্বংস করেছি لَّمَّا كَذَّبُوا الرُّسُلَ যখন তারা নবীদের প্রতি অসত্যারোপ করল أَغْرَقْنَاهُمْ তখন আমি তাদেরকে নিমজ্জিত করলাম وَجَعَلْنَاهُمْ لِلنَّاسِ آيَةً এবং আমি তাদেরকে মানবমণ্ডলীর জন্য একটি নিদর্শন করে দিলাম وَأَعْتَدْنَا আর আমি প্রস্তুত করে রেখেছি لِلظَّالِمِينَ অনাচারীদের জন্য عَذَابًا أَلِيمًا যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি।

https://e-ilm.weebly.com/

৩৮. আর আমি আ'দ ও সামূদ ও আসহাবে রাস্‌স এবং তাদের পার্শ্ববর্তী বহু সম্প্রদায়কে ধ্বংস করেছি।	وَّعَادًا وَّثَمُوْدَا۟ وَاَصْحٰبَ الرَّسِّ وَقُرُوْنًۢا بَيْنَ ذٰلِكَ كَثِيْرًا ﴿٣٨﴾
৩৯. এবং আমি প্রত্যেকের জন্য দৃষ্টান্তসমূহ বর্ণনা করেছি, এবং আমি সকলকে সম্পূর্ণভাবে বিধ্বস্ত করে দিয়েছি।	وَكُلًّا ضَرَبْنَا لَهُ الْاَمْثَالَ ۫ وَكُلًّا تَبَّرْنَا تَتْبِيْرًا ﴿٣٩﴾
৪০. আর তারা সে জনপদ অতিক্রম করেছে যার উপর শোচনীয়ভাবে অকল্যাণের বৃষ্টি বর্ষণ করা হয়েছিল; তবে কি তারা তা দেখতেছে না? বরং মৃত্যুর পর পুনরায় জীবিত হওয়াকেই সম্ভব বলে মনে করে না।	وَلَقَدْ اَتَوْا عَلَى الْقَرْيَةِ الَّتِيْٓ اُمْطِرَتْ مَطَرَ السَّوْءِ ؕ اَفَلَمْ يَكُوْنُوْا يَرَوْنَهَا ۚ بَلْ كَانُوْا لَا يَرْجُوْنَ نُشُوْرًا ﴿٤٠﴾
৪১. আর যখন তারা আপনাকে দেখতে পায়, তখন তারা কেবল আপনাকে নিয়ে বিদ্রূপ করতে শুরু করে। ইনিই কি তিনি– যাকে আল্লাহ তা'আলা রাসূল করে পাঠিয়েছেন?	وَاِذَا رَاَوْكَ اِنْ يَّتَّخِذُوْنَكَ اِلَّا هُزُوًا ؕ اَهٰذَا الَّذِيْ بَعَثَ اللّٰهُ رَسُوْلًا ﴿٤١﴾
৪২. এই ব্যক্তি তো আমাদেরকে আমাদের দেবতাদের হতে বিভ্রান্ত করেই ফেলেছিল, যদি না আমরা তাদের উপর প্রতিষ্ঠিত থাকতাম। আর সত্বরই তারা জানতে পারবে যখন আজাব স্বচক্ষে দর্শন করবে– কে পথভ্রষ্ট ছিল।	اِنْ كَادَ لَيُضِلُّنَا عَنْ اٰلِهَتِنَا لَوْلَآ اَنْ صَبَرْنَا عَلَيْهَا ؕ وَسَوْفَ يَعْلَمُوْنَ حِيْنَ يَرَوْنَ الْعَذَابَ مَنْ اَضَلُّ سَبِيْلًا ﴿٤٢﴾

শাব্দিক অনুবাদ :

৩৮. وَعَادًا وَّثَمُوْدَ আর আমি ধ্বংস করেছি আ'দ ও সামূদ وَاَصْحٰبَ الرَّسِّ ও আসহাবে রাস্‌স। وَقُرُوْنًا بَيْنَ ذٰلِكَ كَثِيْرًا এবং তাদের পার্শ্ববর্তী বহু সম্প্রদায়কে।

৩৯. وَكُلًّا ضَرَبْنَا لَهُ الْاَمْثَالَ এবং আমি প্রত্যেকের জন্য দৃষ্টান্তসমূহ বর্ণনা করেছি। وَكُلًّا تَبَّرْنَا تَتْبِيْرًا এবং আমি সকলকে সম্পূর্ণভাবে বিধ্বস্ত করে দিয়েছি।

৪০. وَلَقَدْ اَتَوْا عَلَى الْقَرْيَةِ আর তারা সেই জনপদ অতিক্রম করেছে الَّتِيْٓ اُمْطِرَتْ مَطَرَ السَّوْءِ যার উপর শোচনীয়ভাবে অকল্যাণের বৃষ্টি বর্ষণ করা হয়েছিল اَفَلَمْ يَكُوْنُوْا يَرَوْنَهَا তবে কি তারা তা দেখছেনা। بَلْ كَانُوْا لَا يَرْجُوْنَ نُشُوْرًا ; বরং মৃত্যুর পর পুনরায় জীবিত হওয়াকেই সম্ভব বলে মনে করে না।

৪১. وَاِذَا رَاَوْكَ আর যখন তারা আপনাকে দেখতে পায় اِنْ يَّتَّخِذُوْنَكَ اِلَّا هُزُوًا তখন তারা কেবল আপনাকে নিয়ে বিদ্রূপ করতে আরম্ভ করে اَهٰذَا الَّذِيْ بَعَثَ اللّٰهُ رَسُوْلًا ইনিই কি তিনি– যাকে আল্লাহ তা'আলা রাসূল করে পাঠিয়েছেন।

৪২. اِنْ كَادَ لَيُضِلُّنَا عَنْ اٰلِهَتِنَا এই ব্যক্তি তো আমাদেরকে আমাদের দেবতাদের থেকে বিভ্রান্ত করে ফেলেছিল لَوْلَآ اَنْ صَبَرْنَا عَلَيْهَا যদি না আমরা তাদের উপর প্রতিষ্ঠিত থাকতাম وَسَوْفَ يَعْلَمُوْنَ আর সত্বরই তারা জানতে পারবে حِيْنَ يَرَوْنَ الْعَذَابَ যখন আজাব স্বচক্ষে দর্শন করবে مَنْ اَضَلُّ سَبِيْلًا কে পথভ্রষ্ট ছিল।

https://e-ilm.weebly.com/

৪৩. হে পয়গম্বর! আপনি কি সে ব্যক্তির অবস্থাও দেখেছেন, যে ব্যক্তি নিজের প্রবৃত্তিকে স্বীয় উপাস্য করে রেখেছে; অতএব, আপনি কি তার তত্ত্বাবধান করতে পারেন?	أَرَءَيْتَ مَنِ اتَّخَذَ إِلَٰهَهُ هَوَاهُ أَفَأَنتَ تَكُونُ عَلَيْهِ وَكِيلًا ﴿٤٣﴾
৪৪. অথবা আপনি কি মনে করেন যে, তাদের অধিকাংশই শুনে কিংবা উপলব্ধি করে? তারা তো নিছক চতুষ্পদ জন্তুর তুল্য, [কোনো কথা শুনেও না, বুঝেও না,] বরং তারা তাদের চেয়েও অধিক বিপথগামী।	أَمْ تَحْسَبُ أَنَّ أَكْثَرَهُمْ يَسْمَعُونَ أَوْ يَعْقِلُونَ ۚ إِنْ هُمْ إِلَّا كَالْأَنْعَامِ ۖ بَلْ هُمْ أَضَلُّ سَبِيلًا ﴿٤٤﴾

শাব্দিক অনুবাদ :

৪৩. أَرَءَيْتَ হে পয়গম্বর! আপনি কি সে ব্যক্তির অবস্থাও দেখেছেন مَنِ اتَّخَذَ إِلَٰهَهُ هَوَاهُ যে ব্যক্তি নিজের প্রবৃত্তিকে স্বীয় উপাস্য করে রেখেছে أَفَأَنتَ تَكُونُ عَلَيْهِ وَكِيلًا অতএব আপনি কি তার তত্ত্বাবধান করতে পারেন।

৪৪. أَمْ تَحْسَبُ অথবা আপনি কি মনে করেন যে, أَنَّ أَكْثَرَهُمْ তাদের অধিকাংশই يَسْمَعُونَ শ্রবণ করে أَوْ يَعْقِلُونَ কিংবা উপলব্ধি করে إِنْ هُمْ إِلَّا كَالْأَنْعَامِ এরা তো নিছক চতুষ্পদ জন্তুর তুল্য بَلْ هُمْ أَضَلُّ سَبِيلًا ; বরং এরা তাদের চেয়েও অধিক বিপথগামী।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

أَرَءَيْتَ مَنِ اتَّخَذَ إِلَٰهَهُ هَوَاهُ أَفَأَنتَ تَكُونُ عَلَيْهِ وَكِيلًا - ٤٣

শানে নুযূল : ইবনে আবী হাতেম ও ইবনে মারদূবীয়া হযরত ইবনে আব্বাস (রা.)-এর উক্তি দিয়ে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেন, জাহেলিয়া যুগে এক লোক একটি সাদা পাথরের পূজা করে আসছিল দীর্ঘদিন যাবৎ, পরবর্তীতে তদপেক্ষাও সুন্দর মনোরম অপর একটি পাথর দেখতে পেল, তখন তা ফেলে দিয়ে দ্বিতীয় পাথরের পূজা করতে থাকে। সে পরিপ্রেক্ষিতে আল্লাহ তা'আলা আলোচ্য আয়াত নাজিল করেন। -[দুররে মানসূর- ৭২/৫]

الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا : এতে ফেরাউন সম্প্রদায় সম্পর্কে বলা হয়েছে যে, তারা আমার আয়াতসমূহকে মিথ্যা অভিহিত করেছে। অথচ তখন পর্যন্ত তাওরাত মূসা (আ.) -এর প্রতি অবতীর্ণ হয়নি, কাজেই এখানে তাওরাতের আয়াতকে মিথ্যারোপ করার অর্থ হতে পারে না; বরং এ আয়াতের অর্থ –হয় তাওহীদের প্রমাণাদি, যা প্রত্যেক মানুষ নিজ বুদ্ধি-জ্ঞান দ্বারা বুঝতে পারে, এগুলো সম্পর্কে চিন্তা ভাবনা না করাকেই মিথ্যারোপ করা বলা হয়েছে, না হয় পূর্ববর্তী পয়গম্বরগণের ঐতিহ্য, যা কিছু না কিছু প্রত্যেক সম্প্রদায়ের কাছে বর্ণিত হয়ে এসেছে, মিথ্যারোপ দ্বারা সেসব ঐতিহ্যের অস্বীকৃতি বোঝানো হয়েছে। যেমন কুরআন পাকের وَلَقَدْ جَاءَكُمْ يُوسُفُ مِن قَبْلُ بِالْبَيِّنَاتِ আয়াতে বলা হয়েছে যে, পূর্ববর্তী পয়গম্বরগণের শিক্ষা তাদের কাছে বর্ণিত হয়ে এসেছে। -[বয়ানুল কুরআন]

নূহের সম্প্রদায় সম্পর্কে বলা হয়েছে যে, তারা পয়গম্বরগণকে মিথ্যারোপ করেছে। অথচ তাদের যুগের পূর্বে কোনো রাসূল ছিলেন না এবং তারাও কোনো রাসূলকে মিথ্যারোপ করেনি। এর উদ্দেশ্য এই যে, তারা হযরত নূহ (আ.)-কে প্রতি মিথ্যারোপ করেছে। ধর্মের মূলনীতি সব পয়গম্বরেরই অভিন্ন, তাই একজনকে মিথ্যারোপ করা সবাইকে মিথ্যারোপ করার শামিল

https://e-ilm.weebly.com/

وَاَصْحٰبُ الرَّسِّ : অভিধানে رَسّ শব্দের অর্থ কাঁচা কূপ। কুরআন পাক ও কোনো সহীহ্ হাদীসে তাদের বিস্তারিত অবস্থা উল্লিখিত হয়নি। ইসরাঈলী রেওয়ায়েত বিভিন্নরূপ। অধিক গ্রহণযোগ্য উক্তি এই যে, তারা ছিল সামূদ গোত্রের অবশিষ্ট জনসমষ্টি এবং তারা কোনো একটি কূপের ধারে বাস করত। [কামূস, দুররে মনসূর] তাদের শাস্তি কি ছিল, তাও কুরআনে ও কোনো সহীহ্ হাদীসে বিবৃত হয়নি।–[বয়ানুল -কুরআন]

শরিয়তবিরোধী প্রবৃত্তির অনুসরণ এক প্রকার মূর্তিপূজা : اَرَئَيْتَ مَنِ اتَّخَذَ اِلٰهَهٗ هَوٰىهُ এই আয়াতে ইসলাম ও শরিয়তবিরোধী প্রবৃত্তির অনুসারীকে প্রবৃত্তির পূজারী বলা হয়েছে। হযরত ইবনে আব্বাস বলেন, শরিয়তবিরোধী প্রবৃত্তিও এক প্রকার মূর্তি যার পূজা করা হয়। তিনি এর প্রমাণ হিসেবে এই আয়াত তেলাওয়াত করেন। –[কুরতুবী]

শব্দ বিশ্লেষণ :

يُحْشَرُوْنَ : সীগাহ جمع مذكر غائب বহছ مضارع مجهول বাব نَصَرَ মাসদার حَشْرٌ মূলবর্ণ (ح ـ ش ـ ر) জিনস صحيح অর্থ– যাদেরকে নিয়ে যাওয়া হবে।

دَمَّرْنَاهُمْ : সীগাহ جمع متكلم বহছ فعل ماضى معروف বাব تَفْعِيْل মাসদার تَدْمِيْرٌ মূলবর্ণ (د ـ م ـ ر) জিনস صحيح অর্থ– আমি তাদেরকে ধ্বংস করে দিলাম।

اَعْتَدْنَا : সীগাহ جمع متكلم বহছ ماضى معروف বাব اِفْعَالٌ মাসদার اِعْتَادٌ মূলবর্ণ (ع ـ ت ـ د) জিনস صحيح অর্থ– আমি প্রস্তুত করে রেখেছি।

تَبَّرْنَا : সীগাহ جمع متكلم বহছ ماضى معروف বাব تَفْعِيْل মাসদার تَتْبِيْرٌ মূলবর্ণ (ت ـ ب ـ ر) জিনস صحيح অর্থ– আমি বিধ্বস্ত করে দিয়েছি।

اُمْطِرَتْ : সীগাহ واحد مؤنث غائب বহছ ماضى مجهول বাব اِفْعَالٌ মাসদার اِمْطَارٌ মূলবর্ণ (م ـ ط ـ ر) জিনস صحيح অর্থ– বৃষ্টি বর্ষণ করা হয়েছিল।

لَيُضِلُّنَا : সীগাহ واحد مذكر غائب বহছ مضارع معروف বাব اِفْعَالٌ মাসদার اِضْلَالٌ মূলবর্ণ (ض ـ ل ـ ل) জিনস مضاعف ثلاثى অর্থ– এই ব্যক্তি তো আমাদেরকে বিভ্রান্ত করে ফেলেছে।

تَحْسَبُ : সীগাহ واحد مذكر حاضر বহছ مضارع معروف বাব حَسِبَ ও سَمِعَ মাসদার حِسْبَانٌ মূলবর্ণ (ح ـ س ـ ب) জিনস صحيح অর্থ– আপনি মনে করেন।

বাক্য বিশ্লেষণ :

اِنْ هُمْ اِلَّا كَالْاَنْعَامِ بَلْ هُمْ اَضَلُّ سَبِيْلًا : এখানে اِنْ টি হলো نافية আর هُمْ হলো মুবতাদা আর اِلَّا হলো اَدَاة حصر আর كَالْاَنْعَام হলো هُمْ এর খবর। بَلْ হলো حرف عطف আর هُمْ মুবতাদা اَضَلُّ হলো তার খবর এবং سَبِيْلًا হলো تمييز।

৪৫. আপনি কি আপনার প্রতিপালকের [কুদরতের] প্রতি লক্ষ্য করেননি যে, তিনি ছায়াকে কিরূপে বিস্তৃত করেছেন, আর যদি তিনি ইচ্ছা করতেন তবে তাকে একই অবস্থায় স্থির রাখতে পারতেন। অনন্তর আমি সূর্যকে তার উপর নিদর্শন করেছি।	أَلَمْ تَرَ إِلَىٰ رَبِّكَ كَيْفَ مَدَّ الظِّلَّ ۚ وَلَوْ شَاءَ لَجَعَلَهُ سَاكِنًا ۚ ثُمَّ جَعَلْنَا الشَّمْسَ عَلَيْهِ دَلِيلًا ﴿٤٥﴾
৪৬. অতঃপর আমি তাকে ধীরে ধীরে নিজের দিকে সংকুচিত করেছি।	ثُمَّ قَبَضْنَاهُ إِلَيْنَا قَبْضًا يَسِيرًا ﴿٤٦﴾
৪৭. আর তিনি এমন, যিনি রাতকে তোমাদের জন্য আবরণস্বরূপ এবং নিদ্রাকে বিশ্রামের উপকরণ করেছেন এবং দিবসকে বানিয়েছেন জীবিত হওয়ার সময়।	وَهُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ اللَّيْلَ لِبَاسًا وَالنَّوْمَ سُبَاتًا وَجَعَلَ النَّهَارَ نُشُورًا ﴿٤٧﴾
৪৮. আর তিনি এমন যিনি বায়ুপুঞ্জকে স্বীয় রহমতের [বৃষ্টির] পূর্বে সুসংবাদবাহীরূপে প্রেরণ করেন, আর আমি আকাশ হতে বিশুদ্ধকারী পানি বর্ষণ করি।	وَهُوَ الَّذِي أَرْسَلَ الرِّيٰحَ بُشْرًا بَيْنَ يَدَيْ رَحْمَتِهِ ۚ وَأَنْزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً طَهُورًا ﴿٤٨﴾
৪৯. যেন তা দ্বারা মৃত [শুষ্ক] ভূমিকে সঞ্জীবিত করি, আর আমার সৃষ্ট জগতের বহু চতুষ্পদ জন্তুর ও অসংখ্য মানুষের পিপাসা নিবারণ করি।	لِنُحْيِيَ بِهِ بَلْدَةً مَيْتًا وَنُسْقِيَهُ مِمَّا خَلَقْنَا أَنْعَامًا وَأَنَاسِيَّ كَثِيرًا ﴿٤٩﴾
৫০. আর আমি সেই পানি তাদের মধ্যে বণ্টন করে দেই, যেন তারা ভেবে দেখে, পরন্তু অধিকাংশ মানুষই অকৃতজ্ঞ না হয়ে রইল না।	وَلَقَدْ صَرَّفْنَاهُ بَيْنَهُمْ لِيَذَّكَّرُوا فَأَبَىٰ أَكْثَرُ النَّاسِ إِلَّا كُفُورًا ﴿٥٠﴾

শাব্দিক অনুবাদ :

৪৫. أَلَمْ تَرَ إِلَىٰ رَبِّكَ আপনি কি আপনার প্রতিপালকের (কুদরতের) প্রতি লক্ষ্য করেননি যে, كَيْفَ مَدَّ الظِّلَّ তিনি ছায়াকে কিরূপে বিস্তৃত করেছেন وَلَوْ شَاءَ, যদি তিনি ইচ্ছা করতেন لَجَعَلَهُ سَاكِنًا তবে তাকে একই অবস্থায় স্থির রাখতে পারতেন ثُمَّ جَعَلْنَا الشَّمْسَ অনন্তর আমি সূর্যকে নির্ধারিত করেছি عَلَيْهِ دَلِيلًا তার উপর নিদর্শন।

৪৬. ثُمَّ قَبَضْنَاهُ অতঃপর আমি তাকে সংকুচিত করেছি إِلَيْنَا নিজের দিকে। قَبْضًا يَسِيرًا ধীরে ধীরে।

৪৭. وَهُوَ الَّذِي আর তিনি এমন جَعَلَ لَكُمُ যিনি তোমাদের জন্য করেছেন اللَّيْلَ لِبَاسًا রাত্রিকে আবরণ স্বরূপ وَالنَّوْمَ سُبَاتًا এবং নিদ্রাকে বিশ্রামের উপকরণ وَجَعَلَ النَّهَارَ, এবং দিবসকে বানিয়েছেন نُشُورًا। জীবিত হওয়ার সময়।

৪৮. وَهُوَ الَّذِي আর তিনি এমন أَرْسَلَ الرِّيٰحَ বায়ুপুঞ্জকে প্রেরণ করেন بُشْرًا সুসংবাদবাহীরূপে بَيْنَ يَدَيْ رَحْمَتِهِ স্বীয় রহমতের (বৃষ্টির) পূর্বে وَأَنْزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ, আর আমি আকাশ হতে বর্ষণ করি مَاءً طَهُورًا বিশুদ্ধকারী পানি।

৪৯. لِنُحْيِيَ بِهِ بَلْدَةً مَيْتًا যেন তা দ্বারা মৃত (শুষ্ক) ভূমিকে সঞ্জীবিত করি وَنُسْقِيَهُ আর পিপাসা নিবারণ করি مِمَّا خَلَقْنَا আমার সৃষ্টিজগতের أَنْعَامًا বহু চতুষ্পদ জন্তুর وَأَنَاسِيَّ كَثِيرًا ও অসংখ্য মানুষের।

৫০. وَلَقَدْ صَرَّفْنَاهُ بَيْنَهُمْ, আর আমি সেই পানি তাদের মধ্যে বন্টন করে দেই لِيَذَّكَّرُوا যেন তারা ভেবে দেখে فَأَبَىٰ أَكْثَرُ النَّاسِ إِلَّا كُفُورًا। পরন্তু অধিকাংশ মানুষই অকৃতজ্ঞ না হয়ে রইল না।

https://e-ilm.weebly.com/

৫১. আর যদি আমি ইচ্ছা করতাম, তবে প্রত্যেক জনপদেই এক একজন সতর্ককারী [পয়গাম্বর] প্রেরণ করতাম।	وَلَوْ شِئْنَا لَبَعَثْنَا فِیْ كُلِّ قَرْیَةٍ نَّذِیْرًا ﴿٥١﴾
৫২. সুতরাং আপনি কাফেরদের আনন্দাদায়ক কাজ করবেন না। এবং কুরআন দ্বারা জোরে শোরে তাদের মোকাবিলা করুন।	فَلَا تُطِعِ الْكٰفِرِیْنَ وَجَاهِدْهُمْ بِهٖ جِهَادًا كَبِیْرًا ﴿٥٢﴾
৫৩. আর তিনি এমন যিনি দুটি সাগরকে সম্মিলিত করেছেন, যাদের একটি তো মিষ্ট, শান্তিদায়ক আর অপরটি লবণাক্ত, তিক্ত এবং তাদের মধ্যস্থলে একটি পর্দা এবং শক্তিশালী অন্তরায় সৃষ্টি করেছেন।	وَهُوَ الَّذِیْ مَرَجَ الْبَحْرَیْنِ هٰذَا عَذْبٌ فُرَاتٌ وَّهٰذَا مِلْحٌ اُجَاجٌ ۚ وَجَعَلَ بَیْنَهُمَا بَرْزَخًا وَّحِجْرًا مَّحْجُوْرًا ﴿٥٣﴾
৫৪. আর তিনি এমন যিনি পানি [শুক্র] হতে মানুষকে সৃষ্টি করেছেন, অনন্তর তাকে বংশগত সম্পর্কীয় এবং বৈবাহিক সম্পর্কীয় করেছেন; আর আপনার প্রতিপালকই বড় ক্ষমতাবান।	وَهُوَ الَّذِیْ خَلَقَ مِنَ الْمَآءِ بَشَرًا فَجَعَلَهٗ نَسَبًا وَّصِهْرًا ؕ وَكَانَ رَبُّكَ قَدِیْرًا ﴿٥٤﴾
৫৫. আর তারা আল্লাহকে ছেড়ে ঐ পদার্থের উপাসনা করে যা তাদের কোনো উপকারও করতে পারে না এবং তাদের কোনো অপকারও করতে পারে না; আর কাফেররা তো হচ্ছে নিজ প্রতিপালকের বিরোধী।	وَیَعْبُدُوْنَ مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ مَا لَا یَنْفَعُهُمْ وَلَا یَضُرُّهُمْ ؕ وَكَانَ الْكَافِرُ عَلٰی رَبِّهٖ ظَهِیْرًا ﴿٥٥﴾

শাব্দিক অনুবাদ :

৫১. وَلَوْ شِئْنَا আর যদি আমি ইচ্ছা করতাম لَبَعَثْنَا তবে প্রেরণ করতাম فِیْ كُلِّ قَرْیَةٍ প্রত্যেক জনপদেই نَّذِیْرًا এক একজন সতর্ককারী [পয়গাম্বর]।

৫২. فَلَا تُطِعِ الْكٰفِرِیْنَ সুতরাং আপনি কাফেরদের আনন্দদায়ক কাজ করবেন না وَجَاهِدْهُمْ بِهٖ এবং কুরআনের দ্বারা তাদের মোকাবিলা করুন। جِهَادًا كَبِیْرًا জোরে শোরে।

৫৩. وَهُوَ الَّذِیْ আর তিনি এমন مَرَجَ الْبَحْرَیْنِ যিনি দু'টি সাগরকে সম্মিলিত করেছেন هٰذَا عَذْبٌ যাদের একটি তো মিষ্টি فُرَاتٌ শান্তিদায়ক وَّهٰذَا مِلْحٌ আর অপরটি লবণাক্ত اُجَاجٌ তিক্ত وَجَعَلَ بَیْنَهُمَا এবং তাদের মধ্যস্থলে সৃষ্টি করেছেন بَرْزَخًا একটি পর্দা। وَّحِجْرًا مَّحْجُوْرًا এবং শক্তিশালী অন্তরায়।

৫৪. وَهُوَ الَّذِیْ আর তিনি এমন। خَلَقَ مِنَ الْمَآءِ بَشَرًا যিনি পানি (শুক্র) হতে মানুষকে সৃষ্টি করেছেন فَجَعَلَهٗ অনন্তর তাকে করেছেন نَسَبًا বংশগত সম্পর্কীয় وَّصِهْرًا এবং বৈবাহিক সম্পর্কীয়। وَكَانَ رَبُّكَ قَدِیْرًا আর আপনার প্রতিপালকই বড় ক্ষমতাবান।

৫৫. وَیَعْبُدُوْنَ مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ আর এরা আল্লাহকে ছেড়ে ঐ সমস্ত পদার্থের উপাসনা করে مَا لَا یَنْفَعُهُمْ যা তাদের কোনো উপকারও করতে পারে না وَلَا یَضُرُّهُمْ এবং তাদের কোনো অপকারও করতে পারেনা। وَكَانَ الْكَافِرُ عَلٰی رَبِّهٖ ظَهِیْرًا আর কাফেররা তো হচ্ছে নিজ প্রতিপালকের বিরোধী।

https://e-ilm.weebly.com/

৫৬. আর আমি আপনাকে শুধু এজন্য পাঠিয়েছি যে, সুসংবাদ শুনান এবং ভয় প্রদর্শন করেন।	وَمَآ اَرۡسَلۡنٰكَ اِلَّا مُبَشِّرًا وَّنَذِيۡرًا ﴿٥٦﴾
৫৭. আপনি বলে দিন যে, আমি তার [এই তাবলীগের] জন্য তোমাদের নিকট কোনো বিনিময় চাই না, হ্যাঁ, [তবে আমি এটা চাই যে,] যে কেউ এরূপ ইচ্ছা করে যে, সে তার প্রতিপালক পর্যন্ত [পৌছবার] পথ অবলম্বন করে নেয়।	قُلۡ مَآ اَسۡـَٔلُكُمۡ عَلَيۡهِ مِنۡ اَجۡرٍ اِلَّا مَنۡ شَآءَ اَنۡ يَّتَّخِذَ اِلٰى رَبِّهٖ سَبِيۡلًا ﴿٥٧﴾

শাব্দিক অনুবাদ :

৫৬. وَمَآ اَرۡسَلۡنٰكَ اِلَّا আর আমি আপনাকে শুধু এজন্য পাঠিয়েছি যে, مُبَشِّرًا সুসংবাদ শুনান। وَّنَذِيۡرًا এবং ভয় প্রদর্শন করেন।

৫৭. قُلۡ আপনি বলে দিন যে, مَآ اَسۡـَٔلُكُمۡ عَلَيۡهِ مِنۡ اَجۡرٍ আমি তার জন্য তোমাদের নিকট কোনো বিনিময় চাইনা اِلَّا مَنۡ شَآءَ হ্যাঁ, (তবে আমি এটা চাই যে) যে কেউ এরূপ ইচ্ছা করে যে, اَنۡ يَّتَّخِذَ اِلٰى رَبِّهٖ سَبِيۡلًا সে তার প্রতিপালক পর্যন্ত পৌছবার পথ অবলম্বন করে নেয়।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

সৃষ্ট বস্তুর মধ্যে কারণ ও ঘটনাবলীর সম্পর্ক এবং সবগুলোই আল্লাহর কুদরতের অধীন : উল্লিখিত আয়াতসমূহে আল্লাহ তা'আলার সর্বময় ক্ষমতা এবং বান্দার প্রতি তাঁর নিয়ামত ও অনুগ্রহ বর্ণিত হয়েছে, যার ফলে আল্লাহ তা'আলার তাওহীদ ও প্রমাণিত হয়।

اَلَمۡ تَرَ اِلٰى رَبِّكَ كَيۡفَ مَدَّ الظِّلَّ : রৌদ্র ও ছায়া দু'টি এমন নিয়ামত, যা ছাড়া মানুষের জীবন ও কাজ-কারবার চলতে পারে না। সর্বদা ও সর্বত্র রৌদ্রই রৌদ্র থাকলে মানুষ ও জীব জন্তুর জন্যে যে কি ভীষণ বিপদ হতো, তা বলার অপেক্ষা রাখে না। ছায়ার অবস্থাও ভিন্নরূপ নয়। সর্বদা ও সর্বত্র কেবল ছায়া থাকলে রৌদ্র না আসলে মানুষের স্বাস্থ্য ঠিক থাকতে পারে না এবং অন্যান্য হাজারো কাজ এতে বিঘ্নিত হবে। আল্লাহ তা'আলার সর্বময় ক্ষমতা দ্বারা এই নিয়ামত দুটি সৃষ্টি করে এগুলোকে মানুষের জন্য আরাম ও শান্তির উপকরণ করেছেন। কিন্তু আল্লাহ তা'আলা স্বীয় জ্ঞানও প্রজ্ঞা দ্বারা দুনিয়ার সৃষ্টবস্তুসমূহকে বিশেষ বিশেষ কারণের সাথে সম্পৃক্ত করে দিয়েছেন। ফলে যখন কারণগুলো অস্তিত্ব লাভ করে, তখন এই বস্তুসমূহও অস্তিত্ব লাভ করে এবং কারণের অনুপস্থিতিতে বস্তুও অনুপস্থিত থাকে। কারণ শক্তিশালী কিংবা বেশি হলে ঘটনার অস্তিত্বও শক্তিশালী ও বেশি হয়ে যায়। কারণ দুর্বল কিংবা কম হলে ঘটনাও দুর্বল কিংবা কম হয়ে যায়। আল্লাহ তা'আলা শস্য ও তৃণলতা উৎপন্ন করার কারণ মাটি, পানি ও বায়ুকে, আলোর কারণ চন্দ্র সূর্যকে এবং বৃষ্টির কারণ মেঘমালা ও বায়ুকে করে রেখেছেন। তিনি এসব কারণ ও তার প্রভাবাদির মধ্যে এমন অটুটও শক্ত বন্ধন প্রতিষ্ঠিত করে দিয়েছেন যে, হাজারো বছর ধরে তাতে বিন্দুমাত্র তফাৎ দেখা দেয়নি। সূর্য ও তার গতি এবং তা থেকে সৃষ্ট দিবারাত্রি ও রৌদ্র-ছায়ার প্রতি দৃষ্টিপাত করলে এমন অটুট ব্যবস্থা দৃষ্টিগোচর হয় যে, শত শত বরং হাজার হাজার বছরের মধ্যে তাতে এক মিনিট বরং এক সেকেণ্ডেরও পার্থক্য হয় না। চন্দ্র সূর্য ইত্যাদির যন্ত্রপাতিতে কখনও দুর্বলতা আসে না এবং এগুলোর সংস্কার ও মেরামতেরও প্রয়োজন হয় না। যখন থেকে পৃথিবী অস্তিত্ব লাভ করেছে, তখন থেকে এক নিয়মে এবং একই গতিতে গতিশীল রয়েছে। অঙ্ক কষে হাজার বছর পরের ঘটনার সময় বলে দেওয়া হয়।

কারণ ও ঘটনার এই অটুট ব্যবস্থাপনা আল্লাহ তা'আলার সর্বময় ক্ষমতার অভাবনীয় দৃষ্টান্ত এবং তাঁর অপার রহস্যের অকাট্য প্রমাণ। ব্যবস্থাপনার এই দক্ষতাই মানুষকে আল্লাহ সম্পর্কে উদাসীনতায় ফেলে দিয়েছে। মানুষের দৃষ্টিতে এখন শুধু বাহ্যিক কারণাদিই রয়ে গেছে। তারা এসব কারণকেই সবকিছুর স্রষ্টা ও প্রভু মনে করতে শুরু করেছে। আসল শক্তি, যিনি কারণাদি সৃষ্টি করেছেন, তিনি কারণাদির আবরণেই আবৃত হয়ে গেছেন; তাই পয়গম্বরগণ ও আল্লাহর কিতাবসমূহ মানুষকে বার বার হুঁশিয়ার করে দিয়েছে যে, দৃষ্টি সামান্য উর্ধ্বে তোল এবং তীক্ষ্ণ কর। প্রকৃত কারণাদির যবনিকার

https://e-ilm.weebly.com/

অন্তরালে যিনি এই ব্যবস্থাপনার পরিচালক, তাঁকে দেখলেই স্বরূপ উদঘাটিত হবে। আলোচ্য আয়াতসমূহে এ সম্পর্কিত বাণীই বিধৃত হয়েছে। اَلَمْ تَرَ اِلٰى رَبِّكَ كَيْفَ مَدَّ الظِّلَّ আয়াতে গাফেল মানুষকে হুঁশিয়ার করা হয়েছে যে, তারা প্রত্যহ দেখে সকালে প্রত্যেক বস্তুর ছায়া পশ্চিম দিকে লম্বমান থাকে, এরপর আস্তে আস্তে হ্রাস পেয়ে দুপুরে নিঃশেষ অথবা নিঃশেষিতপ্রায় হয়ে যায়। এরপর সূর্য পশ্চিমাকাশে চলে গেলে এই ছায়াই আস্তে আস্তে পূর্বদিকে বিস্তার লাভ করতে থাকে। প্রত্যেক মানুষ রোজই এই রৌদ্র ও ছায়ার উপকারিতা লাভ করে এবং স্বচক্ষে দেখে যে, এ সবগুলো সূর্যের উদয়, ঊর্ধ্বে গমন এবং পশ্চিমাকাশে হেলে পড়ার অপরিহার্য পরিণতি ও ফল। কিন্তু সূর্য গোলকের সৃষ্টি এবং তাকে বিশেষ ব্যবস্থাধীনে রাখার কাজটি কে করেছে, এটা চর্মচক্ষে ধরা পড়ে না। এর জন্যে অন্তশ্চক্ষু ও দিব্যদৃষ্টি দরকার।

আলোচ্য আয়াতে মানুষকে এই অন্তশ্চক্ষু দান করাই উদ্দেশ্য যে, ছায়ার হ্রাস বৃদ্ধি যদিও তোমাদের দৃষ্টিতে সূর্যের সাথে সম্পর্কযুক্ত, কিন্তু একথাও চিন্তা কর যে, সূর্যকে এমন অত্যুজ্জ্বল করে কে সৃষ্টি করল এবং তার গতিকে একটি বিশেষ ব্যবস্থাপনার অধীনে কে কায়েম রাখল? যাঁর সর্বময় ক্ষমতা এগুলো করেছে, প্রকৃতপক্ষে তিনিই এই রৌদ্র -ছায়ার নিয়ামত দান করেছেন। তিনি ইচ্ছা করলে রৌদ্র- ছায়াকে এক অবস্থায় স্থির রাখতে পারতেন। যেখানে রৌদ্র, সেখানে সর্বদা রৌদ্র থাকত এবং যেখানে ছায়া, সেখানে সর্বদাই ছায়া থাকত। কিন্তু মানুষের প্রয়োজন ও উপকারিতার প্রতি লক্ষ্য করে তিনি এরূপ করেননি। وَلَوْ شَاءَ لَجَعَلَهُ سَاكِنًا এর অর্থ তাই।

মানুষকে এই স্বরূপ সম্পর্কে অবগত করার জন্যে ছায়ার প্রত্যাবর্তনও হ্রাস পাওয়াকে আলোচ্য আয়াতে এভাবে ব্যক্ত করা হয়েছে : قَبَضْنٰهُ اِلَيْنَا قَبْضًا يَّسِيْرًا অর্থাৎ, অতঃপর ছায়াকে আমি নিজের দিকে গুটিয়ে নেই। বলাবাহুল্য, আল্লাহ তা'আলা শরীর, শারীরিক বিষয় এবং দিকের ঊর্ধ্বে। তাঁর দিকে ছায়া সংকুচিত হওয়ার অর্থ এটাই যে, তাঁর সর্বময় ক্ষমতার দ্বারাই এসব কাজ হয়।

রাত্রিকে নিদ্রার এবং দিনকে কর্মব্যস্ততার জন্যে নির্ধারণের রহস্য :

وَهُوَ الَّذِيْ جَعَلَ لَكُمُ الَّيْلَ لِبَاسًا وَّالنَّوْمَ سُبَاتًا وَّجَعَلَ النَّهَارَ نُشُوْرًا

আয়াতে রাত্রিকে 'লেবাস' শব্দ দ্বারা ব্যক্ত করা হয়েছে। লেবাস যেন মানব-দেহকে আবৃত করে, রাত্রিও তেমনি একটি প্রাকৃতিক আবরণ, যা সমগ্র সৃষ্ট- জগতের উপর ফেলে দেয়া হয় سُبَاتًا শব্দটি سَبْتٌ থেকে উদ্ভূত। এর আসল অর্থ ছিন্ন করা سُبَاتًا এমন বস্তু, যা দ্বারা অন্য বস্তুকে ছিন্ন করা হয়।

নিদ্রাকে আল্লাহ তা'আলা এমন করেছেন যে, এর ফলে সারাদিনের ক্লান্তি ও শান্তি ছিন্ন তথা দূর হয়ে যায়। চিন্তা ও কল্পনা বিচ্ছিন্ন হয়ে গেলে মস্তিষ্ক শান্ত হয়। তাই سُبَاتٌ এর অর্থ করা হয় আরাম, শান্তি। আয়াতের অর্থ এই যে, আমি রাত্রিকে আবৃতকারী করেছি, অতঃপর তাতে মানুষ ও প্রাণীদের উপর নিদ্রা চাপিয়ে দিয়েছি, যা তাদের আরাম ও শান্তির উপকরণ।

এখানে কয়েকটি বিষয় অনুধাবনযোগ্য। প্রথম নিদ্রা যে, আরাম, বরং আরামের প্রাণ তা সবাই জানে, কিন্তু আলোর মধ্যে নিদ্রা আসা স্বভাবতঃই কঠিন হয়। নিদ্রা এলেও দ্রুত চক্ষু খুলে যায়। আল্লাহ তা'আলা নিদ্রার উপযোগী করে রাত্রিকে অন্ধকারাচ্ছন্নও করেছেন এবং শীতলও করেছেন। এমনিভাবে রাত্রি একটি নিয়ামত এবং নিদ্রা দ্বিতীয় নিয়ামত। তৃতীয় নিয়ামত এই যে, সারা বিশ্বের মানুষ জীবজন্তুর নিদ্রা একই সময় রাত্রে বাধ্যতামূলক করে দেওয়া হয়েছে। নতুবা একজনের নিদ্রার সময় অন্যজন থেকে ভিন্ন হলে যখন কিছু লোক নিদ্রামগ্ন থাকত, তখন অন্য লোকেরা কাজে লিপ্ত ও হট্টগোলের কারণ হয়ে থাকত। এমনিভবে যখন অন্যদের নিদ্রার সময় আসত তখন যারা কাজ করত চলা ফেরা করত তারা তাদের নিদ্রার ব্যাঘাত সৃষ্টি করত। এছাড়া প্রত্যেক মানুষের অনেক দরকার অন্য মানুষের সাথে জড়িত থাকে। এর ফলে পারস্পরিক সাহায্য-সহযোগিতাও গুরুতররূপে বিঘ্নিত হতো। কারণ, যে ব্যক্তির সাথে আপনার কাজ: তখন তার নিদ্রার সময় এবং যখন তার জাগরণের সময় হবে, তখন আপনার নিদ্রার সময় এসে যাবে।

এসব উদ্দেশ্য সাধনের জন্যে যদি কোনো আন্তর্জাতিক চুক্তি হতো যে, সবাইকে নিদ্রার জন্য একই সময় নির্দিষ্ট করতে হবে, তবে প্রথমতঃ এরূপ চুক্তি কোটি কোটি মানুষের মধ্যে সম্পাদিত হওয়া সহজ ছিল না। তদুপরি চুক্তি যথাযথ পালিত হচ্ছে কিনা, তা তদারকি করার জন্য হাজারো বিভাগ খুলতে হতো। এতদসত্ত্বেও সাধারণ আইনগত ও চুক্তিগত পদ্ধতিতে স্থিরকৃত বিষয়াদিতে ঘুষ, রেয়াত ইত্যাদি কারণে, যেসব ত্রুটি-বিচ্যুতি সর্বত্র পরিলক্ষিত হয়, এতে তাও বরাবর পরিলক্ষিত হতো। আল্লাহ তা'আলা স্বীয় সর্বময় ক্ষমতা দ্বারা নিদ্রার একটি বাধ্যতামূলক সময় নির্দিষ্ট করে দিয়েছেন। ফলে প্রত্যেক মানুষ ও জন্তুর এ সময়েই নিদ্রা আসে। কখনও কোনো প্রয়োজনে জাগ্রত থাকতে হলে এর জন্যে আয়াস সহকারেই ব্যবস্থা করতে পারে। فَتَبَارَكَ اللّٰهُ اَحْسَنُ الْخَالِقِيْنَ

https://e-ilm.weebly.com/

وَجَعَلَ النَّهَارَ نُشُوْرًا বাক্যে দিনকে نُشُوْرُ অর্থাৎ জীবন বলা হয়েছে। কেননা এর বিপরীত অর্থাৎ নিদ্রা এক প্রকার মৃত্যু এই জীবনের সময়কে ও সমগ্র মানব মণ্ডলীর মধ্যে বাধ্যতামূলকভাবে এক করে দেওয়া হয়েছে। নতুবা কিছু কারখানাও দোকান দিনে বন্ধ থাকত, রাত্রে খুলত এবং সেগুলো খুললে অন্যগুলো বন্ধ হয়ে যেত। ফলে উভয়েই ব্যবসায়িক অসুবিধার সম্মুখীন হতো।

রাত্রিকে নিদ্রার জন্যে নির্দিষ্ট করে আল্লাহ তা'আলা যেমন একটি বড় অনুগ্রহ করেছেন, তেমনিভাবে জীবন ধারণের অন্যান্য পারস্পরিক অভিন্ন প্রয়োজনের জন্যও এমনি এক ও অভিন্ন সময় নির্দিষ্ট করে দিয়েছেন। উদাহরণতঃ সকাল-সন্ধ্যায় ক্ষুধা ও আহারের প্রয়োজন একটি অভিন্ন বিষয়। এসব সময়ে সবাই এর চিন্তা করে। ফলে প্রত্যেকের জন্যে যাবতীয় প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদির সরবরাহ সহজ হয়ে যায়। হোটেল ও রেস্তোরাঁয় এসব সময়ে খাদ্যদ্রব্যে ভরপুর হয়ে উঠে। প্রত্যেক গৃহে খাওয়া-দাওয়ার ব্যবস্থার জন্যে এসব সময় নির্দিষ্টকরণের এই নিয়ামত আল্লাহ তা'আলা স্বাভাবিকভাবে মানুষের মধ্যে রেখে দিয়েছেন।

وَاَنْزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً طَهُوْرًا : طَهُوْرُ শব্দটি আরবি ভাষায় অতিশায়ার্থে ব্যবহৃত হয়। কাজেই এমন জিনিসকে طَهُوْرُ বলা হয়, যা নিজেও পবিত্র এবং অপরকেও তা দ্বারা পবিত্র করা যায়। আল্লাহ তা'আলা পানিকে এই বিশেষ গুণ দান করেছেন যে, সে নিজেও পবিত্র এবং তা দ্বারা সর্বপ্রকার অপবিত্রতাকে ও দূর করা যায়। সাধারণত আকাশ থেকে কোনো সময় বৃষ্টির আকারে এবং কোনো সময় বরফ ও শিলার আকারে পতিত পানিই মানুষ ব্যবহার করে। অতঃপর এই পানিই পাহাড়-পর্বতের শিরা-উপশিরার মাধ্যমে প্রাকৃতিক পাইপ লাইনের আকারে সমগ্র ভূ-পৃষ্ঠে বিস্তৃত হয়ে পড়ে। এই পানি কোথাও আপনা-আপনি ঝরণার আকারে নির্গত হয়ে ভূ-পৃষ্ঠে প্রবাহিত হতে থাকে এবং কোথাও মৃত্তিকা খনন করে কূপের আকারে বের করা হয়। সব পানিই নিজে পবিত্র ও অপরকে পবিত্রকারী। কুরআন, সুন্নাহ, ও মুসলিম সম্প্রদায়ের ইজমা এর প্রমাণ।

পর্যাপ্ত পানি– যেমন পুকুর হাউস ও নহরের পানিতে কোনো অপবিত্রতা পতিত হলেও তা অপবিত্র হয় না। এ ব্যাপারেও সবাই একমত, যদি তাতে অপবিত্রতার চিহ্ন প্রকাশ না পায় এবং রং, স্বাদ ও গন্ধ পরিবর্তিত না হয়। কিন্তু অল্প পানিতে অপবিত্রতা পতিত হলে তা অপবিত্র হবে কিনা, এ ব্যাপারে ইমামগণের মধ্যে মতভেদ আছে। এমনিভাবে পর্যাপ্ত ও অল্প পানির পরিমাণ নির্ধারণেও বিভিন্নরূপ উক্তি আছে। তাফসীর মাযহারী ও কুরতুবীতে এ স্থলে পানি সম্পর্কিত সমস্ত মাস'আলা বিস্তারিত লিপিবদ্ধ আছে। ফিকাহ্‌র সাধারণ কিতাবাদিতেও এসব মাস'আলা উল্লিখিত আছে। তাই এখানে বর্ণনা করার প্রয়োজন নেই।

وَنُسْقِيَهُ مِمَّا خَلَقْنَا اَنْعَامًا وَّاَنَاسِيَّ كَثِيْرًا : اَنَاسِيَّ শব্দটি اِنْسِيٌّ-এর বহুবচন এবং কেউ কেউ বলেন, اِنْسَانٌ -এর বহুবচন। আয়াতে বলা হয়েছে যে, আকাশ থেকে অবতীর্ণ পানি দ্বারা আল্লাহ তা'আলা মাটিকে সিক্ত করেন এবং জীবজন্তু ও অনেক মানুষেরও তৃষ্ণা নিবারণ করে। এখানে প্রণিধানযোগ্য বিষয় এই যে, জীবজন্তু যেমন বৃষ্টির পানি দ্বারা তৃষ্ণা নিবারণ করে, তেমনি মানুষও সবাই এই পানি দ্বারা উপকৃত হয় ও তৃষ্ণা নিবারণ করে। এতদসত্ত্বেও আয়াতে 'অনেক মানুষের তৃষ্ণা নিবারণ করি, বলার কারণ কি? এতে বোঝা যায় যে, অনেক মানুষ এই পানি থেকে বঞ্চিত আছে। উত্তর এই যে, এখানে 'অনেক মানুষ' বলে প্রান্তরের অধিবাসীদেরকে বোঝানো হয়েছে, যারা সাধারণতঃ বৃষ্টির পানির উপর ভরসা করেই জীবন অতিবাহিত করে। নগরের অধিবাসীরা তো নহরের কিনারায় কূপের ধারে-কাছেই বসবাস করে। ফলে বৃষ্টির অপেক্ষায় থাকে না।

وَلَقَدْ صَرَّفْنٰهُ بَيْنَهُمْ : আয়াতের বক্তব্য এই যে, আমি বৃষ্টিকে মানুষের মাঝে ঘুরিয়ে ফিরিয়ে আনি; কোনো সময় এক জনপদে এবং কোনো সময় অন্য জনপদে বর্ষণ করি। হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) বলেন, প্রায়ই মানুষের মধ্যে জনশ্রুতি ছড়িয়ে পড়ে যে, এ বছর বৃষ্টি বেশি, এ বছর কম। এটা প্রকৃত সত্যের দিক দিয়ে সঠিক নয়; বরং বৃষ্টির পানি প্রতিবছর আল্লাহ তা'আলার পক্ষ থেকে একই রূপে অবতীর্ণ হয়; তবে আল্লাহর নির্দেশে এর পরিমাণ কোনো জনপদে বেশি করে দেওয়া হয় এবং কোনো জনপদে কম করে দেওয়া হয়। মাঝে মাঝে বৃষ্টি হ্রাস করে কোনো জনপদের অধিবাসীদেরকে শাস্তি দেওয়া ও হুঁশিয়ার করা উদ্দেশ্য হয়ে থাকে এবং মাঝে মাঝে অনাবৃষ্টি ও আজাব হয়ে যায়। যে পানি আল্লাহর বিশেষ রহমত, তাকেই অকৃতজ্ঞ ও নাফরমানদের জন্যে আজাবও শাস্তি করে দেওয়া হয়।

https://e-ilm.weebly.com/

কুরআনের দাওয়াত প্রচার করা বড় জিহাদ : وَجَاهِدْهُمْ بِهٖ جِهَادًا كَبِيْرًا - এ আয়াত মক্কায় অবতীর্ণ। তখন পর্যন্ত কাফেরদের সাথে যুদ্ধ বিগ্রহের বিধি- অবতীর্ণ হয়নি। তাই এখানে জেহাদকে بِهٖ অর্থাৎ, কুরআনের সাথে সংযুক্ত রাখা হয়েছে। আয়াতের অর্থ এই যে, কুরআনের মাধ্যমে ইসলামের শত্রুদের সাথে বড় জিহাদ করুন। কুরআনের মাধ্যমে জিহাদ করার অর্থ তার বিধি–বিধান বিধান প্রচার করা এবং কুরআনের দিকে মানুষের দৃষ্টি আকর্ষণ করার জন্যে সর্বদা সর্বাত্মক চেষ্টা করা, মুখে হোক, কলমের সাহায্যে হোক কিংবা অন্য কোনো পন্থায় হোক- এখানে সবগুলোকেই বড় জিহাদ বলা হয়েছে।

مَرَجَ : وَهُوَ الَّذِىْ مَرَجَ الْبَحْرَيْنِ هٰذَا عَذْبٌ فُرَاتٌ وَّهٰذَا مِلْحٌ اُجَاجٌ وَجَعَلَ بَيْنَهُمَا بَرْزَخًا وَّحِجْرًا مَّحْجُوْرًا শব্দের অর্থ স্বাধীন ছেড়ে দেওয়া। এ কারণেই চারণভূমিকে مَرَجٌ বলা হয়। সেখানে জন্তু জানোয়ার স্বাধীনভাবে বিচরণ করে ঘাস খায়। عَذْبٌ মিঠা পানিকে বলা হয় فُرَاتٌ-এর অর্থ সুপেয় مِلْحٌ এর অর্থ লোনা এবং اُجَاجٌ এর অর্থ তিক্ত বিস্বাদ।

আল্লাহ তা'আলা স্বীয় কৃপা ও অপার রহস্য দ্বারা পৃথিবীতে দুই প্রকার দরিয়া সৃষ্টি করেছেন। (এক) সর্ববৃহৎ যাকে মহাসাগর বলা হয়। গোটা পৃথিবী এর দ্বারা পরিবেষ্টিত। এর প্রায় এক -চতুর্থাংশ এ জলধির বাইরে উন্মুক্ত, যাতে সারা বিশ্বের মানবসমাজ বসবাস করে। এই সর্ববৃহৎ দরিয়ার পানি রহস্যবশতঃ তীব্র লোনা ও বিস্বাদ। পৃথিবীর স্থলভাগে আকাশ থেকে বর্ষিত পানির ঝরণা, নদ-নদী নহর ও বড় বড় দরিয়া আছে। এগুলোর পানি সবই মিষ্ট ও সুপেয়। মানুষের নিজের তৃষ্ণা নিবারণে এবং দৈনন্দিন ব্যবহারে এরূপ পানিরই প্রয়োজন, যা আল্লাহ আ'আলা স্থলভাগে বিভিন্ন প্রকারে সরবরাহ করেছেন। সমুদ্রে স্থল ভাগের চাইতে অনেক বেশি সামুদ্রিক জন্তু জানোয়ার বসবাস করে। এগুলো সেখানেই মরে, সেখানেই পঁচে এবং সেখনেই মাটি হয়ে যায়। সমগ্র পৃথিবীর পানি ও আবর্জনা অবশেষে সমুদ্রে পতিত হয়। যদি সমুদ্রের পানি মিষ্ট হতো, তবে মিষ্ট পানি দ্রুত পচনশীল বিধায় দু'চার দিনেই পচেঁ যেত। এই পানি পচেঁ গেলে তার দুর্গন্ধে ভূপৃষ্ঠের অধিবাসীদের জীবন ধারণ করা দুরূহ হয়ে যেত। তাই আল্লাহ তা'আলা তাকে এক তীব্র লোনা, তিক্ত ও তেজস্ক্রিয় করে দিয়েছেন যে, সারা বিশ্বের আবর্জনা তাতে পতিত হয়ে বিলীন হয়ে যায় এবং সেখানে বসবাসকারী সে সকল সৃষ্টজীব সেখানে মরে তারাও পচঁতে পারে।

আলোচ্য আয়াতে প্রথমতঃ এই নিয়ামত ও অনুগ্রহ উল্লেখ করা হয়েছে যে, মানুষের প্রয়োজন কথা বিবেচনা করে আল্লাহ তা'আলা দুই প্রকার দরিয়া সৃষ্টি করেছেন। দ্বিতীয়ত : এ সর্বময় ক্ষমতা বিধৃত হয়েছে যে, যেখানে মিঠা পানির নদী অথবা নহর সমুদ্রে পতিত হয় এবং মিঠা ও লোনা উভয় পানি একাকার হয়ে যায়, সেখানে দেখা যায় যে, উভয় পানি কয়েক মাইল পর্যন্ত পাশাপাশি প্রবাহিত হয়, কিন্তু পরস্পর মিশ্রিত হয় না, অথচ উভয়ের মাঝখানে কোনো অনতিক্রম্য অন্তরায় থাকে না।

وَهُوَ الَّذِىْ خَلَقَ مِنَ الْمَآءِ بَشَرًا فَجَعَلَهٗ نَسَبًا وَّصِهْرًا : পিতা-মাতার দিক থেকে যে সম্পর্ক ও আত্মীয়তা হয়, তাকে نَسَبٌ বলা হয় এবং স্ত্রীর তরফ থেকে যে, আত্মীয়তা হয়, তাকে صِهْر বলা হয়। এসব সম্পর্ক ও আত্মীয়তা আল্লাহ প্রদত্ত নিয়ামত। মানুষের সুখী ও সমৃদ্ধ জীবন যাপনের জন্যে এগুলো অপরিহার্য। কারণ একা মানুষ কোনো কাজই করতে পারে না।

قُلْ مَآ اَسْئَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ اَجْرٍ اِلَّا مَنْ شَآءَ اَنْ يَّتَّخِذَ اِلٰى رَبِّهٖ سَبِيْلًا

অর্থাৎ আমি তোমাদেরকে ঈমানের দাওয়াত দেই, আল্লাহ তা'আলার বিধান তোমাদের কাছে পৌঁছাই এবং ইহকাল ও পরকালে তোমাদের সাফল্যের জন্যে চেষ্টা করি। এতে আমার কোন পার্থিব স্বার্থ নেই। আমি এই শ্রমের কোনো পুরস্কার বা প্রতিদান তোমাদের কাছে চাই না। এছাড়া আমার কোনো উপকারও নেই যে, যার মন চায়, সে আল্লাহর পথ অবলম্বন করবে। বলাবহুল্য, কোনো ব্যক্তি আল্লাহর পথে আসলে উপকার তারই হবে। একে নিজের উপকার বলা পয়গম্বরসুলভ স্নেহ-মমতার দিকে ইঙ্গিত যে, আমি তোমাদের উপকারকেই নিজের উপকার মনে করি। এর উদাহরণ যেমন, কোনো বৃদ্ধ দুর্বল পিতা তার সন্তানকে বলে, তুমি খাও, পান করো ও সুখে থাক- এটাই আমার খাওয়া, পান করা ও সুখে থাকা। একে নিজের উপকার বলার কারণ এরূপও হতে হয়েছে যে, এর ছওয়াব তিনিও পাবেন, যেমন সহীহ্ হাদীসসমূহে বর্ণিত হয়েছে যে, যে ব্যক্তি অন্যকে সৎকাজের নির্দেশ দেয় এবং সে তার নির্দেশ মোতাবেক সৎকাজ করে, এই সৎকাজের ছওয়াব কর্মী নিজেও পুরোপুরি পাবে এবং যে নির্দেশ দেয় সে-ও পাবে। –[মাযহারী]

https://e-ilm.weebly.com/

শব্দ বিশ্লেষণ :

لِنُحْيِيَ : সীগাহ جمع متكلم বহছ فعل مضارع معروف বাব اِفْعَالٌ মাসদার اِحْيَاءٌ মূলবর্ণ (ح ـ ى ـ ى) জিনস لفيف مقرون অর্থ– যেন আমি সঞ্জীবিত করি।

نُسْقِيَهٗ : সীগাহ جمع متكلم বহছ مضارع معروف বাব اِفْعَالٌ মাসদার اِسْقَاءٌ মূলবর্ণ (س ـ ق ـ ى) জিনস ناقص يائى অর্থ– আমি পিপাসা নিবারণ করি।

لِيَذَّكَّرُوْا : সীগাহ جمع مذكر غائب বহছ مضارع معروف বাব تَفَعُّلٌ মাসদার تَذَكُّرٌ মূলবর্ণ (ذ ـ ك ـ ر) জিনস صحيح অর্থ– যেন তারা ভেবে দেখে।

فَاَبٰى : সীগাহ واحد مذكر غائب বহছ ماضى معروف বাব فَتَحَ মাসদার اِبَاءٌ মূলবর্ণ (أ ـ ب ـ ى) জিনস মুরাক্কাব (ناقص يائى ও مهموز فاء) অর্থ– পরন্তু তারা অস্বীকার করল।

شِئْنَا : সীগাহ جمع متكلم বহছ ماضى معروف বাব فَتَحَ মাসদার مَشِيْئَةٌ মূলবর্ণ (ش ـ ى ـ أ) জিনস মুরাক্কাব (مهموز لام ও اجوف يائى) অর্থ– আমি ইচ্ছা করতাম।

لَبَعَثْنَا : সীগাহ جمع متكلم বহছ ماضى معروف বাব فَتَحَ মাসদার بَعْثٌ মূলবর্ণ (ب ـ ع ـ ث) জিনস صحيح অর্থ– তবে প্রেরণ করতাম।

لَا تُطِعِ : সীগাহ واحد مذكر حاضر বহছ نهى حاضر معروف বাব اِفْعَالٌ মাসদার اِطَاعَةٌ মূলবর্ণ (ط ـ و ـ ع) জিনস اجوف واوى অর্থ– আপনি আনন্দদায়ক কাজ করবেন না, আপনি অনুসরণ করবেন না।

جَاهِدْ : সীগাহ واحد مذكر حاضر বহছ امر حاضر معروف বাব مُفَاعَلَة মাসদার مُجَاهَدَةٌ মূলবর্ণ (ج ـ ه ـ د) জিনস صحيح অর্থ– আপনি মোকাবিলা করুন।

مَرَجَ : সীগাহ واحد مذكر غائب বহছ ماضى معروف বাব نَصَرَ মাসদার مَرْجٌ মূলবর্ণ (م ـ ر ـ ج) জিনস صحيح অর্থ– তিনি সম্মিলিত করেছেন।

لَا يَضُرُّهُمْ : সীগাহ واحد مذكر غائب বহছ نفى فعل مضارع معروف বাব نَصَرَ মাসদার ضَرٌّ মূলবর্ণ (ض ـ ر ـ ر) জিনস مضاعف ثلاثى অর্থ– তাদের কোনো অপকারও করতে পারে না।

مُبَشِّرًا : সীগাহ واحد مذكر বহছ اسم فاعل বাব تَفْعِيْل মাসদার تَبْشِيْرٌ মূলবর্ণ (ب ـ ش ـ ر) জিনস صحيح অর্থ– সুসংবাদ শুনান। সুসংবাদ দাতা।

বাক্য বিশ্লেষণ :

وَيَعْبُدُوْنَ مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ مَالَا يَنْفَعُهُمْ وَلَا يَضُرُّهُمْ: এখানে واو টি হলো استئنافيه আর يَعْبُدُوْنَ বাক্যটি استئنافيه আর مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ হলো حال আর مَا হলো মাফউলে বিহী আর لَا يَنْفَعُهُمْ বাক্যটি হলো مَا মওসূলের সেলাহ আর لَا يَضُرُّهُمْ টা لَا يَنْفَعُهُمْ -এর উপর আতফ হয়েছে। –[ই'রাবুল কুরআন]

وَتَوَكَّلْ عَلَى الْحَيِّ الَّذِيْ لَا يَمُوْتُ وَسَبِّحْ بِحَمْدِهٖ ۚ وَكَفٰى بِهٖ بِذُنُوْبِ عِبَادِهٖ خَبِيْرًا ۚ ﴿٥٨﴾

৫৮. এবং নির্ভর করুন সেই চিরঞ্জীব সত্তার প্রতি- যাঁর মৃত্যু নেই এবং তাঁর তাসবীহ পাঠ ও প্রশংসা বর্ণনায় রত থাকুন। এবং তিনি নিজ বান্দাদের পাপসমূহ সম্বন্ধে যথেষ্ট অবহিত আছেন।

الَّذِيْ خَلَقَ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا فِيْ سِتَّةِ اَيَّامٍ ثُمَّ اسْتَوٰى عَلَى الْعَرْشِ ۚ اَلرَّحْمٰنُ فَسْئَلْ بِهٖ خَبِيْرًا ﴿٥٩﴾

৫৯. তিনি এমন যিনি আসমানসমূহ ও জমিনকে এবং এতদুভয়ের মধ্যে যা কিছু আছে, তা ছয় দিনে সৃষ্টি করেছেন। অতঃপর আরশের উপর [তার মহিমা উপযোগীরূপে] কায়েম হলেন, তিনি অতিশয় দয়ালু। অতএব, তাঁর মহিমা সম্বন্ধে কোনো অভিজ্ঞ ব্যক্তির নিকট জিজ্ঞাসা করা উচিত।

وَاِذَا قِيْلَ لَهُمُ اسْجُدُوْا لِلرَّحْمٰنِ ۚ قَالُوْا وَمَا الرَّحْمٰنُ ۗ اَنَسْجُدُ لِمَا تَاْمُرُنَا وَزَادَهُمْ نُفُوْرًا ﴿٦٠﴾

৬০. আর যখন তাদেরকে বলা হয়, রহমানকে সেজদা কর, তখন তারা [মূর্খতা ও বিরোধিতাবশত] বলে, রহমান কি জিনিস? আমরা কি তাকেই সেজদা করব যাকে সেজদা করার জন্য তুমি আমাদেরকে বলবে? এবং এতে তাদের ঘৃণা আরো বর্ধিত হয়।

تَبٰرَكَ الَّذِيْ جَعَلَ فِي السَّمَآءِ بُرُوْجًا وَّجَعَلَ فِيْهَا سِرٰجًا وَّقَمَرًا مُّنِيْرًا ﴿٦١﴾

৬১. তিনি মহিমান্বিত যিনি আসমানে বৃহৎ বৃহৎ নক্ষত্রমালা সৃষ্টি করেছেন এবং তাতে একটি প্রদীপ [সূর্য] এবং আলোকময় চন্দ্র সৃষ্টি করেছেন।

وَهُوَ الَّذِيْ جَعَلَ الَّيْلَ وَالنَّهَارَ خِلْفَةً لِّمَنْ اَرَادَ اَنْ يَّذَّكَّرَ اَوْ اَرَادَ شُكُوْرًا ﴿٦٢﴾

৬২. আর তিনি এমন সত্তা যিনি রাত্রি এবং দিবসকে একে অন্যের পশ্চাতে গমনাগমনকারী করে বানিয়েছেন সে ব্যক্তির জন্য যে বুঝতে চায় অথবা কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করতে ইচ্ছা করে।

শাব্দিক অনুবাদ :

৫৮. وَتَوَكَّلْ এবং নির্ভর করুন عَلَى الْحَيِّ الَّذِيْ সেই চিরঞ্জীব সত্তার প্রতি لَا يَمُوْتُ যাঁর মৃত্যু নেই। وَسَبِّحْ بِحَمْدِهٖ এবং তাঁর তাসবীহ পাঠ ও প্রশংসা বর্ণনায় রত থাকুন। وَكَفٰى بِهٖ بِذُنُوْبِ عِبَادِهٖ خَبِيْرًا এবং তিনি নিজ বান্দাগণের পাপসমূহ সম্বন্ধে যথেষ্ট অবহিত আছেন।

৫৯. الَّذِيْ خَلَقَ তিনি এমন যিনি সৃষ্টি করেছেন السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضَ আসমানসমূহ ও জমিনকে وَمَا بَيْنَهُمَا এবং এতদুভয়ের মধ্যে যা কিছু আছে তা فِيْ سِتَّةِ اَيَّامٍ ছয়দিনে ثُمَّ اسْتَوٰى অতঃপর কায়েম হলে عَلَى الْعَرْشِ আরশের উপর اَلرَّحْمٰنُ তিনি অতিশয় দয়ালু। فَسْئَلْ بِهٖ خَبِيْرًا অতএব তাঁর মহিমা সম্বন্ধে কোনো অভিজ্ঞ ব্যক্তির নিকট জিজ্ঞাসা করা উচিত।

৬০. وَاِذَا قِيْلَ لَهُمُ আর যখন তাদেরকে বলা হয় اسْجُدُوْا لِلرَّحْمٰنِ রহমানকে সিজদা কর। قَالُوْا তখন তারা বলে وَمَا الرَّحْمٰنُ রহমান কি জিনিস? نَسْجُدُ আমরা কি তাকেই সেজদা করব لِمَا تَاْمُرُنَا যাকে সেজদা করার জন্য তুমি আমাদেরকে বলবে। وَزَادَهُمْ نُفُوْرًا এবং এতে তাদের ঘৃণা আরো বর্ধিত হয়।

৬১. تَبٰرَكَ তিনি মহিমান্বিত الَّذِيْ جَعَلَ فِي السَّمَآءِ যিনি আসমানে সৃষ্টি করেছেন بُرُوْجًا বৃহৎ বৃহৎ নক্ষত্রমালা وَجَعَلَ فِيْهَا এবং তাতে সৃষ্টি করেছেন سِرٰجًا একটি প্রদীপ (সূর্য)। وَقَمَرًا مُّنِيْرًا এবং আলোকময় চন্দ্র।

৬২. وَهُوَ الَّذِيْ আর তিনি এমন সত্তা جَعَلَ الَّيْلَ وَالنَّهَارَ যিনি রাত্রি এবং দিবসকে বানিয়েছেন خِلْفَةً একে অন্যের পশ্চাতে গমনাগমনকারী لِّمَنْ اَرَادَ اَنْ يَّذَّكَّرَ সেই ব্যক্তির জন্য যে বুঝতে চায়। اَوْ اَرَادَ شُكُوْرًا অথবা শোকর করতে ইচ্ছা করে।

https://e-ilm.weebly.com/

وَعِبَادُ الرَّحْمٰنِ الَّذِيْنَ يَمْشُوْنَ عَلَى الْاَرْضِ
هَوْنًا وَّاِذَا خَاطَبَهُمُ الْجٰهِلُوْنَ قَالُوْا سَلٰمًا ﴿٦٣﴾

৬৩. আর রহমানের বান্দা তারাই, যারা জমিনের উপর বিনীতভাবে চলাফেলা করে, আর যখন জাহেল লোকেরা তাদের সাথে কথা বলে, তখন তারা শান্তি বজায় রেখে কথা বলে।

وَالَّذِيْنَ يَبِيْتُوْنَ لِرَبِّهِمْ سُجَّدًا وَّقِيَامًا ﴿٦٤﴾

৬৪. আর যারা রাত্রিকালে নিজ প্রতিপালকের সম্মুখে সেজদা ও কেয়াম অবস্থায় [নামাজে] মশগুল থাকে।

وَالَّذِيْنَ يَقُوْلُوْنَ رَبَّنَا اصْرِفْ عَنَّا عَذَابَ
جَهَنَّمَ ۖ اِنَّ عَذَابَهَا كَانَ غَرَامًا ﴿٦٥﴾

৬৫. আর যারা প্রার্থনা করে, হে আমাদের রব! আমাদের হতে জাহান্নামের আজাব দূরে রাখুন, কেননা তার আজাব হচ্ছে একেবারে সর্বনাশকারী।

اِنَّهَا سَآءَتْ مُسْتَقَرًّا وَّمُقَامًا ﴿٦٦﴾

৬৬. নিশ্চয়ই তা [জাহান্নাম] নিকৃষ্ট বিশ্রামস্থল এবং নিকৃষ্ট বাসস্থান।

وَالَّذِيْنَ اِذَآ اَنْفَقُوْا لَمْ يُسْرِفُوْا وَلَمْ يَقْتُرُوْا
وَكَانَ بَيْنَ ذٰلِكَ قَوَامًا ﴿٦٧﴾

৬৭. আর যখন তারা ব্যয় করে তখন অপব্যয়ও করে না এবং কার্পণ্যও করে না এবং তাদের ব্যয় করা তার [অর্থাৎ কার্পণ্য ও অপব্যয়ের] মধ্যস্থ মাঝামাঝি পন্থা হয়ে থাকে।

وَالَّذِيْنَ لَا يَدْعُوْنَ مَعَ اللّٰهِ اِلٰهًا اٰخَرَ وَلَا
يَقْتُلُوْنَ النَّفْسَ الَّتِيْ حَرَّمَ اللّٰهُ اِلَّا بِالْحَقِّ وَلَا
يَزْنُوْنَ ۚ وَمَنْ يَّفْعَلْ ذٰلِكَ يَلْقَ اَثَامًا ﴿٦٨﴾

৬৮. আর যারা আল্লাহর সাথে অন্য কোনো মা'বুদের উপাসনা করে না এবং আল্লাহ যাকে [হত্যা করা] হারাম করেছেন তাকে হত্যা করে না শরিয়তসম্মত কারণ ব্যতীত এবং তারা ব্যভিচার করে না, আর যে ব্যক্তি এরূপ কাজ করবে, তবে তাকে শাস্তির সম্মুখীন হতে হবে।

শাব্দিক অনুবাদ :

৬৩. وَعِبَادُ الرَّحْمٰنِ আর রহমানের বান্দা তারাই الَّذِيْنَ يَمْشُوْنَ যারা চলাফেরা করে عَلَى الْاَرْضِ জমিনের উপর هَوْنًا বিনীতভাবে وَّاِذَا خَاطَبَهُمُ الْجٰهِلُوْنَ আর যখন জাহেল লোকেরা তাদের সাথে কথা বলে قَالُوْا سَلٰمًا তখন তারা শান্তি বজায় রেখে কথা বলে।

৬৪. وَالَّذِيْنَ يَبِيْتُوْنَ আর যারা রাত্রিকালে মশগুল থাকে لِرَبِّهِمْ নিজ প্রতিপালকের সম্মুখে سُجَّدًا وَّقِيَامًا সেজদা ও কেয়াম অবস্থায়।

৬৫. وَالَّذِيْنَ يَقُوْلُوْنَ আর যারা প্রার্থনা করে رَبَّنَا হে আমাদের রব اصْرِفْ عَنَّا আমাদের থেকে দূরে রাখুন عَذَابَ جَهَنَّمَ দোজখের আজাব اِنَّ عَذَابَهَا কেননা তার আজাব হচ্ছে كَانَ غَرَامًا একেবারে সর্বনাশকারী।

৬৬. اِنَّهَا নিশ্চয় ঐ দোজখ سَآءَتْ নিকৃষ্ট। مُسْتَقَرًّا বিশ্রামস্থল وَّمُقَامًا এবং বাসস্থান।

৬৭. وَالَّذِيْنَ اِذَآ اَنْفَقُوْا আর যখন তারা ব্যয় করে। لَمْ يُسْرِفُوْا তখন অপব্যয় করেনা। وَلَمْ يَقْتُرُوْا এবং কার্পণ্য করেনা وَكَانَ بَيْنَ ذٰلِكَ قَوَامًا এবং তাদের ব্যয় করা তার মধ্যস্থ মাঝামাঝি পন্থা হয়ে থাকে।

৬৮. وَالَّذِيْنَ لَا يَدْعُوْنَ আর যারা উপাসনা করেনা مَعَ اللّٰهِ আল্লাহর সাথে اِلٰهًا اٰخَرَ অন্য কোনো মা'বুদের وَلَا يَقْتُلُوْنَ এবং তাকে হত্যা করে না। النَّفْسَ الَّتِيْ حَرَّمَ اللّٰهُ আল্লাহ যাকে (হত্যা করা) হারাম করে দিয়েছেন اِلَّا بِالْحَقِّ শরিয়ত সম্মত কারণ ব্যতীত وَلَا يَزْنُوْنَ এবং তারা ব্যভিচার করেনা وَمَنْ يَّفْعَلْ ذٰلِكَ আর যে ব্যক্তি এরূপ কাজ করবে يَلْقَ اَثَامًا তবে তাকে শাস্তির সম্মুখীন হতে হবে।

https://e-ilm.weebly.com/

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

وَالَّذِيْنَ لَا يَدْعُوْنَ مَعَ اللّٰهِ اِلٰهًا اٰخَرَ وَلَا يَقْتُلُوْنَ النَّفْسَ الَّتِىْ حَرَّمَ اللّٰهُ اِلَّا بِالْحَقِّ وَلَا يَزْنُوْنَ وَمَنْ يَّفْعَلْ ذٰلِكَ يَلْقَ اَثَامًا- ٦٨

শানে নুযূল : ইবনে জারীর, ইবনে মুনযির ও ইবনে মারদূভিয়া প্রমুখ হযরত ইবনে মাসউদ (রা.) এর উদ্ধৃতি দিয়ে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেন, একদা নবী করীম ﷺ-কে জিজ্ঞেস করা হলো যে, কোন গুনাহ সর্বাপেক্ষা বড়? তিনি বললেন, আল্লাহর সাথে কাউকে শরিক করা অথচ তিনিই তোমাকে সৃষ্টি করেছেন। আমি বললাম অতঃপর কোন গুনাহটি ? রাসূল ﷺ বললেন যে, তোমার সন্তান তোমার সাথে খানা খাবে ভয়ে অর্থাৎ দারিদ্র্যতার ভয়ে তোমার সন্তানকে হত্যা কর। আমি আবারও বললাম অতঃপর কোন গুনাহটি? রাসূল ﷺ বললেন যে, তোমার পরশীর কারো স্ত্রীর সাথে জেনা করা। নবী করীম ﷺ-এর এ বাণীর সমর্থনে আল্লাহ তা'আলা এ আয়াত নাজিল করেন। –(দুররে মানছুর-[৭৭/৫, কুরতুবী ৭৪/১৩]

ইমাম মুসলিম, হযরত ইবনে আব্বাস (রা.)-এর উদ্ধৃতি দিয়ে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেন, মুশরিকদের মাঝে এক শ্রেণির লোক ছিল, তারা বেশি বেশি হত্যা ও খুন খারাবি করত, আবার অধিক হারে জেনা ও অশ্লীল, ঘৃণিত কর্মকাণ্ড করত। অতঃপর রাসূল ﷺ-এর নিকট তারা এসে বলল যে, আপনি যে দীনের প্রতি আহ্বান করেছেন তা তো ভালো! সুতরাং আমরা যদি ঈমান গ্রহণ করি, তাহলে কি আমাদের কৃতকর্মগুলো মুছে যাবে? তাদের এ জিজ্ঞাসার পরিপ্রেক্ষিতে আল্লাহ তা'আলা আলোচ্য আয়াত নাজিল করেন। –[কুরতুবী ৭৫/১৩]

فَسْئَلْ بِهٖ خَبِيْرًا : অর্থাৎ নভোমণ্ডল ও ভূমণ্ডল সৃষ্টি করা অতঃপর নিজ অবস্থা অনুযায়ী আরশের উপর সমাসীন হওয়া, এগুলো সব দয়াময় আল্লাহর কাজ। এ বিষয়ে সত্যায়ন ও অনুসন্ধান করতে হলে কোনো ওয়াকিফহাল ব্যক্তিকে জিজ্ঞেস কর। 'ওয়াকিফহাল' বলে আল্লাহ তা'আলা স্বয়ং অথবা হযরত জিবরাঈল (আ.)-কে বোঝানো হয়েছে। এর অর্থ পূর্ববর্তী ঐশী গ্রন্থসমূহের পণ্ডিতবর্গও হতে পারে, যারা নিজ নিজ পয়গম্বরের মাধ্যমে এ ব্যাপারে জ্ঞাত হয়েছিল। –[মাযহারী]

قَالُوْا وَمَا الرَّحْمٰنُ : رَحْمٰنْ আরবি শব্দ,এর অর্থ আরবরা সবাই জানত, কিন্তু আল্লাহর জন্যে শব্দটি তারা ব্যবহার করত না; তাই প্রশ্ন করল যে, রহমান কে এবং কি?

تَبٰرَكَ الَّذِىْ جَعَلَ فِى السَّمَآءِ بُرُوْجًا وَّجَعَلَ فِيْهَا سِرٰجًا وَّقَمَرًا مُّنِيْرًا - وَهُوَ الَّذِىْ جَعَلَ الَّيْلَ وَالنَّهَارَ خِلْفَةً لِّمَنْ اَرَادَ اَنْ يَّذَّكَّرَ اَوْ اَرَادَ شُكُوْرًا-

এসব আয়াতে মানুষকে একথা বলা উদ্দেশ্য যে, আমি আকাশে বড় বড় নক্ষত্র সূর্য, চন্দ্র, এদের মাধ্যমে দিবারাত্রির পরিবর্তন, অন্ধকার, আলো এবং নভোমণ্ডল ও ভূমণ্ডলের সমগ্র সৃষ্টজগত এ কারণে সৃষ্টি করেছি, যাতে চিন্তাশীলরা এগুলো থেকে আল্লাহর সর্বময় ক্ষমতা ও তাওহীদের প্রমাণাদি সংগ্রহ করতে পারে এবং কৃতজ্ঞ বান্দারা কৃতজ্ঞতা প্রকাশের সুযোগ লাভ করে। অতএব দুনিয়াতে যে ব্যক্তির সময় চিন্তা ভাবনা ও কৃতজ্ঞতা প্রকাশ ছাড়াই অতিবাহিত হয়ে যায়, তার সময় অযথা নষ্ট হয় তার এবং পুঁজি ও ধ্বংস হয়ে যায়।

اَللّٰهُمَّ اجْعَلْنَا مِنَ الذَّاكِرِيْنَ الشَّاكِرِيْنَ

ইবনে আরবী বলেন, আমি শহীদে আকবরের কাছে শুনেছি যে, সে ব্যক্তি অত্যন্ত ক্ষতিগ্রস্ত, যার বয়স ষাট বছর হয় এবং তার অর্ধেক ত্রিশ বছর নিদ্রায় অতিবাহিত হয়ে যায় ও ছয় ভাগের এক অর্থাৎ দশ বছর দিবাভাগে বিশ্রাম গ্রহণে অতিবাহিত হয়ে যায়; অবশিষ্ট মাত্র বিশ বছর কাজে লাগে। কুরআন পাক এস্থলে বড় বড় নক্ষত্র, গ্রহ ও সৌরজগতের কথা উল্লেখ করার পর এ কথাও বলেছে যে, কুরআন এসব বিষয়ের উল্লেখ বার বার এজন্যে করে, যাতে তোমরা এগুলোর সৃষ্টি, গতিও এ থেকে উদ্ভূত প্রতিক্রিয়া সম্পর্কে চিন্তা-ভাবনা করে এগুলোর স্রষ্টা ও পরিচালককে চিন এবং কৃতজ্ঞতা সহকারে তাঁকে স্মরণ কর, এখন নভোমণ্ডলও সৌরজগতের স্বরূপ ও আকার কি, এগুলো আকাশের অভ্যন্তরে অবস্থিত, না বাইরে শূন্য জগতে অবস্থিত –এ প্রশ্নের সাথে মানুষের ইহলৌকিক ও পারলৌকিক ও কোনো বিষয় জড়িত নয় এবং এগুলোর স্বরূপ জানা মানুষের জন্য সহজও নয়। যারা সারাজীবন এসব বিষয়ের গবেষণায় ব্যয় করেছেন, তাদের স্বীকারোক্তি দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, তারাও কোনো অকাট্য ও চূড়ান্ত ফয়সালায় পৌঁছতে পারেন নি। তারা যে যে সিদ্ধান্তে পৌঁছেন, তাও বিজ্ঞানীদের বিপরীত গবেষণার ফলে সংশয়ান্বিত ও ক্ষত-বিক্ষত হয়ে গেছে। তাই তাফসীরে এর চাইতে বেশি কোনো আলোচনায় যাওয়াও কুরআনের জরুরি খেদমত নয়। কিন্তু বর্তমান যুগে বিজ্ঞানীরা কৃত্রিম উপগ্রহ উৎক্ষেপণ, চন্দ্রে পৌঁছা

https://e-ilm.weebly.com/

এবং সেখানকার মাটি, শিলা, এবং গুহা- পাহাড়ের আলোকচিত্র সংগ্রহের ক্ষেত্রে নিঃসন্দেহে বিস্ময়কর কীর্তি স্থাপন করেছে। কিন্তু পরিতাপের বিষয়, কুরআন পাক এসব বিষয় সম্পর্কে মানুষকে যে সত্যানুসন্ধানের সবক দিতে চায়, তারা তাদের গবেষণা প্রচেষ্টায় অহংকারে বিভোর হয়ে তা থেকে আরও দূরে সরে পড়েছে এবং সাধারণ লোকদের চিন্তা-ধারাকেও বিক্ষিপ্ত করে দিয়েছে কেউ এসব বিষয়কে কুরআন বিরোধী মনে করে চাক্ষুষ অভিজ্ঞতাকে অস্বীকার করে বসে, আবার কেউ কুরআন পাকের সমর্থন বর্ণনা করতে শুরু করে। তাই প্রশ্নের প্রয়োজন মাফিক বিস্তারিত আলোচনা জরুরি মনে করি। সূরা হিজরের وَلَقَدْ جَعَلْنَا فِي السَّمَاءِ بُرُوجًا আয়াতের অধীনে প্রতিশ্রুতি দেওয়া হয়েছিল যে, সূরা আল-ফুরকানে এ সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা করা হবে। সেই আলোচনা নিম্নরূপ : وَاللّٰهُ الْمُوَفِّقُ

নক্ষত্র ও গ্রহ-উপগ্রহ আকাশমণ্ডলীর অভ্যন্তরে আছে, না বাইরে মহাশূন্যে? প্রাচীন ও আধুনিক সৌর বিজ্ঞানের মতবাদ ও কুরআন পাকের বাণী : এ বাক্য থেকে ব্যহ্যতঃ বুঝা যায় যে, بُرُوْج অর্থাৎ গ্রহ-উপগ্রহ আকাশমণ্ডলীল অভ্যন্তরে অবস্থিত। কেননা فِى অব্যয়টি পাত্রের অর্থ দেয়। এমনিভাবে সূরা নূহে আছে :

اَلَمْ تَرَوْا كَيْفَ خَلَقَ اللّٰهُ سَبْعَ سَمٰوٰتٍ طِبَاقًا وَّجَعَلَ الْقَمَرَ فِيْهِنَّ نُوْرًا وَّجَعَلَ الشَّمْسَ سِرَاجًا -এতে فِيْهِنَّ -এর সর্বনাম سَبْعَ سَمٰوٰتٍ -কে বোঝায়। এ থেকে বাহ্যতঃ এটাই বোঝা যায় যে, চন্দ্র আকাশমণ্ডলীর অভ্যন্তরে আছে। কিন্তু এখানে দু'টি বিষয় প্রণিধানযোগ্য। প্রথম, কুরআনে سَمَاء শব্দটি একটি বিরাটকায় এবং ধারণা ও কল্পনাতীত বিস্তৃতিশীল সৃষ্টবস্তুর অর্থে ব্যবহৃত হয়। কুরআনের বর্ণনা অনুযায়ী এই সৃষ্টবস্তুর মধ্যে দরজা আছে এবং দরজাগুলোর মধ্যে ফেরেশতাদের পাহারা নিয়োজিত আছে। এই সৃষ্টবস্তুর সংখ্যা সাত বলা হয়েছে। سَمَاء শব্দটির আরও একটি অর্থ আছে, অর্থাৎ আকাশের দিকে অবস্থিত প্রত্যেক সুউচ্চ বস্তুকেও سَمَاء বলা হয়। আকাশ ও পৃথিবীর মধ্যবর্তী শূন্য পরিমণ্ডল, যাকে আজকালের পরিভাষায় মহাশূন্য বলা হয়, এটাও سَمَاء শব্দের অর্থের আওতাভুক্ত। وَاَنْزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً طَهُوْرًا ও এমনি ধরনের অন্য সেসব আয়াতে আকাশ থেকে পানি বর্ষণের কথা ব্যক্ত হয়েছে, সেগুলোকে অধিকাংশ তাফসীরবিদ দ্বিতীয় অর্থেই ধরেছেন। কারণ চাক্ষুষ অভিজ্ঞতার আলোকেও একথা প্রমাণিত যে, বৃষ্টি মেঘমালা থেকে বর্ষিত হয়, সেসব মেঘমালার উচ্চতার কোনো তুলনাই আকাশের উচ্চতার সাথে হয় না। স্বয়ং কুরআন পাকও অন্যান্য আয়াতে মেঘমালা থেকে বৃষ্টি বর্ষিত হওয়ার কথা স্পষ্টঃ উল্লেখ হয়েছে। বলা হয়েছে ءَاَنْتُمْ اَنْزَلْتُمُوْهُ مِنَ الْمُزْنِ اَمْ نَحْنُ الْمُنْزِلُوْنَ -এতে مُزْن শব্দটি مُزْنَةٌ -এর বহুবচনে। এর অর্থ শুভ্র মেঘমালা। আয়াতের অর্থ এই যে, শুভ্র মেঘমালা থেকে তোমরা বৃষ্টি বর্ষণ করেছ, না আমি করেছি? অন্যত্র বলা হয়েছে, وَاَنْزَلْنَا مِنَ الْمُعْصِرَاتِ مَاءً ثَجَّاجًا এখানে مُعْصِرَاتٌ-এর অর্থ পানি ভর্তি মেঘ। আয়াতের অর্থ এই যে, আমিই পানিভর্তি মেঘমালা থেকে প্রচুর বৃষ্টি বর্ষণ করি।

কুরআন পাকের এসব বর্ণনা ও চাক্ষুষ অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে যেসব আয়াতে আকাশ থেকে বৃষ্টি বর্ষণের কথা ব্যক্ত হয়েছে, সেগুলোতে অধিকাংশ তাফসীরবিদ سَمَاء শব্দের দ্বিতীয় অর্থই নিয়েছেন অর্থাৎ শূন্য পরিমণ্ডল।

সারকথা এই যে, কুরআন পাক ও তাফসীরবিদগণের বর্ণনা অনুযায়ী سَمَاء শব্দটি শূন্য পরিমণ্ডল ও আকাশলোক উভয় অর্থেই ব্যবহৃত হয়। এমতাবস্থায় যেসব আয়াতে নক্ষত্র ও গ্রহ উপগ্রহের পাত্র হিসেবে فِى السَّمَاءِ শব্দ ব্যবহৃত হয়েছে, সেগুলোতে উভয় সম্ভাবনাই বিদ্যমান। অর্থাৎ নক্ষত্র ও গ্রহ উপগ্রহ আকাশলোকের অভ্যন্তরেও হতে পারে এবং আকাশের নীচে শূন্য পরিমণ্ডলেও হতে পারে। এই উভয় সম্ভাবনার বর্তমানে কোনো অকাট্য ফয়সালা কর যায় না যে, কুরআন নক্ষত্র ও গ্রহ- উপগ্রহকে আকাশের অভ্যন্তরে সাব্যস্ত করেছে অথবা আকাশের বাইরের শূন্য পরিমণ্ডলে; বরং কুরআনে ভাষাদৃষ্টে উভয়টিই সম্ভবপর সৃষ্টজগতের গবেষণা, পরীক্ষা-নিরীক্ষা ও চাক্ষুষ অভিজ্ঞতা দ্বারা যাই প্রমাণিত হবে, কুরআনের কোনো বর্ণনা তার পরিপন্থি হবে না।

সৃষ্টজগতের স্বরূপ ও কুরআন : এখানে নীতিগতভাবে একথা বুঝে নেওয়া জরুরি যে, কুরআন পাক কোনো বিজ্ঞান অথবা সৌরবিজ্ঞানের গ্রন্থ নয়, যার আলোচ্য বিষয় হবে সৃষ্টজগতের স্বরূপ অথবা আকাশ ও গ্রহ-উপগ্রহের আকার, গতি ইত্যাদির বর্ণনা। কিন্তু এতদসত্ত্বেও কুরআন আকাশ, পৃথিবী ও এতদুভয়ের অন্তবর্তী সৃষ্টজগতের কথা বার বার উল্লেখ করে এবং এগুলো সম্পর্কে চিন্তা-ভাবনার দাওয়াত দেয়। কুরআন পাকের এসব আয়াত নিয়ে চিন্তা করলে সুস্পষ্টরূপে প্রমাণিত হয় যে, কুরআন সৃষ্টজগতের স্বরূপ সম্পর্কে কেবল এমন কতিপয় বিষয় মানুষকে বলতে চায়, যেগুলো তার বিশ্বাস ও মতবাদ সংশোধনের সাথে জড়িত অথবা তার ধর্মীয় ও পার্থিব উপকারের সাথে সম্পর্কিত। উদাহরণতঃ কুরআন পাক আকাশ, পৃথিবী নক্ষত্র গ্রহ-উপগ্রহ ও তাদের গতি এবং গতি থেকে উদ্ভূত ক্রিয়া প্রতিক্রিয়ার কথা বার বার এ কারণে উল্লেখ করেছে, যাতে মানুষ এগুলোর বিস্ময়কর নির্মাণ-কৌশল ও অলৌকিক প্রতিক্রিয়া প্রত্যক্ষ করে এ বিশ্বাস করে যে,

https://e-ilm.weebly.com/

এগুলো আপনা আপনি অস্তিত্ব লাভ করেনি। এগুলোর সৃষ্টিকর্তা যিনি, তিনি সর্বশ্রেষ্ঠ প্রজ্ঞাময়, সর্বাধিক বিজ্ঞ এবং সর্বোপরি ক্ষমতাশালী ও শক্তিধর। এই বিশ্বাসের জন্য আকাশমণ্ডলীর শূন্য পরিমণ্ডলের সৃষ্টবস্তু এবং নক্ষত্র ও গ্রহ-উপগ্রহের উপাদানের স্বরূপ, এগুলোর আসল আকার ও আকৃতি এবং গোটা ব্যবস্থাপনার সম্পূর্ণ অবস্থা জানা কস্মিনকালেও জরুরি নয়; বরং এর জন্য এতটুকুই যথেষ্ট, যতটুকু প্রত্যেকেই নিজের চোখে দেখে ও বোঝে। সূর্য চন্দ্র ও অন্যান্য নক্ষত্রের উদয়-অস্ত, চন্দ্রের হ্রাস-বৃদ্ধি, দিবারাত্রি পরিবর্তন, বিভিন্ন ঋতুতে ও বিভিন্ন ভূখণ্ডেও দিবারাত্রির হ্রাস-বৃদ্ধির বিস্ময়কর ব্যবস্থাপনা, যাতে হাজারো বছর ধরে এক মিনিট, এক সেকেণ্ডের ও পার্থক্য হয়নি-এসব বিষয় দ্বারা নূন্যতম জ্ঞান-বুদ্ধির অধিকারী ব্যক্তি এই বিশ্বাস পোষণ করতে বাধ্য হয় যে, এসব বিজ্ঞজনোচিত ব্যবস্থাপনা আপনা-আপনি চলমান নয়; বরং এর একজন পরিচালক আছেন। এতটুকু বোঝার জন্য কোনোরূপ বৈজ্ঞানিক গবেষণা, মানমন্দিরের যন্ত্রপাতি ইত্যাদির প্রয়োজন হয় না। কুরআন পাকও এর প্রতি আহ্বান জানায়নি, কুরআন শুধু এসব বিষয়ে চিন্তাভাবনারই দাওয়াত দেয়, যা সাধারণ চাক্ষুষ অভিজ্ঞতা দ্বারা অর্জিত হতে পারে। এ কারণেই রাসূলে কারীম ﷺ ও সাহাবায়ে কেরাম মানমন্দিরের যন্ত্রপাতি তৈরি করা অথবা এগুলো সংগ্রহ করা এবং আকাশলোকের আকার-আকৃতি নির্ণয় করার প্রতি মোটেই কোনো গুরুত্ব দেন নি। সৃষ্টজগত সম্পর্কিত আয়াতসমূহ চিন্তা ভাবনা করার অর্থ যদি এর স্বরূপ, আকার-আকৃতি ও গতির দর্শন জানাই হতো, তবে এর প্রতি রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর গুরুত্ব না দেওয়া অসম্ভব ছিল; বিশেষতঃ যখন এসব জ্ঞান-বিজ্ঞানের চর্চা, শিক্ষা ও শেখানোর কাজ দুনিয়াতে তৎকালেও বিদ্যমান ছিল। মিসর, শাম, ভারতবর্ষ, চীন ইত্যাদি দেশে এসব বিষয়ে পণ্ডিত ও এগুলো নিয়ে গবেষণাকারী লোকের অভাব ছিল না। হযরত ঈসা (আ.)-এর পাঁচশত বছর পূর্বে ফিশাগোর্সের মতবাদ এবং এর অব্যবহিত পরে বেৎলীমুসের মতবাদ বিশ্বে প্রচলিত ও প্রসারিত ছিল। তখনকার পরিস্থিতির উপযোগী মানমন্দিরের যন্ত্রপাতিও আবিষ্কৃত হয়ে গিয়েছিল। কিন্তু যে পবিত্র সত্তার প্রতি এসব আয়াত অবতীর্ণ হয় এবং যেসব সাহাবায়ে কেরাম প্রত্যক্ষভাবে তাঁর কাছে এসব আয়াত পাঠ করেন, তারা কোনো সময় এদিকে ভ্রূক্ষেপও করেন নি। এ থেকে নিশ্চিতরূপে জানা যায় যে, সৃষ্টজগত সম্পর্কিত এসব আয়াত সম্পর্কে চিন্তা-ভাবনা করার উদ্দেশ্য কস্মিণকালেও তা ছিল না, যা আজকাল আধুনিকতাপ্রিয় আলেমগণ ইউরোপ ও তার গবেষণাকার্য দ্বারা প্রভাবান্বিত হয়ে অবলম্বন করেছেন। তাঁরা মনে করেন যে, মহাশূন্য ভ্রমণ চন্দ্র মঙ্গলগ্রহ ও শুক্রগ্রহ আবিষ্কারের প্রচেষ্টা কুরআন পাকের উদ্দেশ্য পূর্ণ করার শামিল।

নির্ভুল তথ্য এই যে, কুরআন পাক প্রাচীন অথবা আধুনিক বিজ্ঞানের দিকে মানুষকে দাওয়াত দেয় না, এ বিষয়ে আলোচনা করে না এবং বিরোধিতাও করেনা। সৃষ্ট-জগত সৃষ্টবস্তু সম্পর্কিত সকল প্রকার জ্ঞান-বিজ্ঞান সম্পর্কে কুরআন পাকের বিজ্ঞজনোচিত নীতি ও পন্থা এটাই যে, সে প্রত্যেক জ্ঞান-বিজ্ঞান থেকে ততটুকু গ্রহণ করে ও বর্ণনা করে, যতটুকু মানুষের ধর্মীয়ও পার্থিব প্রয়োজনের সাথে সম্পর্কশীল, যতটুকু যে অনায়াসে অর্জন করতে পারে এবং যতটুকু অর্জনে সে আনুমানিক নিশ্চয়তাও লাভ করতে পারে। যেসব দার্শনিকসুলভ ও অনাবশ্যক আলোচনা গবেষণা সাধারণর মানুষের সাধ্যাতীত, যা অর্জন করার পরও অকাট্যরূপে বলা যায় না যে, এটাই নির্ভুল; বরং সন্দেহ ও অস্থিরতা আরও বাড়ে, কুরআন এ ধরনের আলোচনায় মানুষকে জড়িত করে না। কেননা কুরআনের দৃষ্টিতে মানুষের মনজিলে-মকসুদ এসব পৃথিবীও আকাশস্থ সৃষ্টজগতের উর্ধ্বে স্রষ্টার ইচ্ছা অনুযায়ী জীবন যাপন করে জান্নাতের চিরস্থায়ী নিয়ামত ও শান্তি অর্জন করা। এর জন্যে সৃষ্টজগতের স্বরূপ সম্পর্কে আলোচনা জরুরি নয় এবং এ সম্পর্কে পুরোপুরি জ্ঞান লাভ করাও মানুষের আয়ত্তাধীন নয়। প্রতি যুগের বৈজ্ঞানিক ও সৌরবিজ্ঞান বিশারদদের মতবাদে গুরুতর মতানৈক্য এবং প্রাত্যহিক নব নব আবিষ্কার এর প্রকৃষ্ট প্রমাণকে কোনো মতবাদ ও গবেষণাকেই নিশ্চিত ও সর্বশেষ বলা যায় না। মানবীয় প্রয়োজনের সাথে সংশ্লিষ্ট সকল জ্ঞান-বিজ্ঞান, সৌরজগত শূন্য পরিমণ্ডলের সৃষ্টজগত, মেঘ ও বৃষ্টি, মহাশূন্য, ভূগর্ভস্থ স্তর পৃথিবীতে সৃষ্ট মাখলুক, জড়পদার্থ, উদ্ভিদ, জীবজন্তু মনুষ্যজগৎ মানবীয় জ্ঞান-বিজ্ঞান, ব্যবসা-বাণিজ্য, কৃষি, শিল্প ইত্যাদি বিষয়াদির মধ্য থেকে কুরআন পাক কেবল এগুলোর নির্যাস ও চাক্ষুষ অংশ এই পরিমাণে গ্রহণ করে যা দ্বারা মানুষের ধর্মীয় ও পার্থিব প্রয়োজন ও অভাব পূরণ হয়। সে মানুষকে অনাবশ্যক তথ্যানুসন্ধানের পঙ্কিলে নিমজ্জিত করে না। তবে কোথাও কোথাও কোনো বিশেষ মাসআলার প্রতি ইঙ্গিত অথবা স্পষ্টোক্তিও পাওয়া যায়।

কুরআনের তাফসীরে দার্শনিক মতবাদসমূহের আনুকূল্য ও প্রতিকূলতার বিশুদ্ধ মাপকাঠি : প্রাচীন ও আধুনিক সত্যাপন্থি আলেমগণ এ বিষয়ে একমত যে, কুরআন পাকে যেসব বিষয় নিশ্চিতরূপে প্রমাণিত আছে, যদি কোনো প্রাচীন অথবা আধুনিক মতবাদ সেগুলোর বিরুদ্ধে যায়, তবে তার কারণে কুরআনের আয়াতে টানা-হেঁচড়া ও সদর্থ বর্ণনা করা বৈধ

https://e-ilm.weebly.com/

নয়; বরং সেই মতবাদকেই ভ্রান্ত আখ্যা দেওয়া হবে। তবে সেসব বিষয়ে কুরআনে কোনো স্পষ্টোক্তি নেই : কুরআনের ভাষায় উভয় অর্থেরই অবকাশ আছে ; সেখানে যদি চাক্ষুষ অভিজ্ঞতা দ্বারা কোনো একটি মতবাদ শক্তিশালী হয়ে যায়, তবে কুরআনের আয়াতকেও সেই অর্থে ধরে নেওয়ার মধ্যে কোনো দোষ নেই। যেমন, আলোচ্য আয়াত جَعَلْنَا فِى السَّمَاءِ بُرُوْجًا সম্পর্কে বলা যায় যে, নক্ষত্রসমূহ আকাশে প্রোথিত আছে, না আকাশের বাইরে শূন্য পরিমণ্ডলে আছে, এ সম্পর্কে কুরআন পাক কোনো সুস্পষ্ট ফয়সালা দেয়নি। আজকাল মহাশূন্যের পরীক্ষা-নিরীক্ষায় প্রমাণিত হয়েছে যে, মানুষ গ্রহ-উপগ্রহে পৌঁছতে পারে। এতে ফিশাগোর্সীয় মতবাদই সমর্থন লাভ করেছে। দার্শনিক ফিশাগোর্স বলেন, নক্ষত্রসমূহ আকাশে প্রোথিত নয়। কুরআন পাক ও হাদীসের বর্ণনা অনুযায়ী আকাশ একটি প্রাচীর বেষ্টনী, যাতে দরজা আছে এবং দরজায় ফেরেশতাদের পাহারা আছে। তাতে যে, কোনো ব্যক্তি প্রবেশ করতে পারে না। এক্ষণে চাক্ষুষ অভিজ্ঞতা ও পরীক্ষা-নিরীক্ষায় ভিত্তিতে আলোচ্য আয়াতের অর্থ এই সাব্যস্ত করা হবে যে, নক্ষত্রসমূহকে শূন্য পরিমণ্ডলে সৃষ্টি করা হয়েছে। এটা কোনো পদার্থ নয়; বরং দুই অর্থের মধ্য থেকে একটিকে নির্দিষ্টকরণ। কিন্তু যদি কেউ মূলতই আকাশের অস্তিত্ব অস্বীকার করে; যেমন আজকাল কোনো কোনো আধুনিক সৌর বিজ্ঞানী একথা বলেন অথবা কেউ যদি দাবি করে যে, রকেট ও বিমানের সাহায্যে আকাশের অভ্যন্তরে প্রবেশ করা সম্ভব; তবে কুরআনের দৃষ্টিতে এরূপ দাবি ভ্রান্ত সাব্যস্ত হবে। কেননা কুরআন পাক একাধিক আয়াতে সুস্পষ্টভাবে বলেছে যে, আকাশের দরজা আছে এবং সেসব দরজা বিশেষ অবস্থায় খোলা হয়। এসব দরজায় ফেরেশতাদের পাহারা আছে। প্রত্যেকেই যখন ইচ্ছা, আকাশে প্রবেশ করতে পারে না। উপরিউক্ত দাবির কারণে আয়াতের কোনোরূপ সদর্থ বর্ণনা করা হবে না; বরং দাবিকেই ভ্রান্ত আখ্যা দেওয়া হবে।

এমনিভাবে কুরআন পাকের وَكُلٌّ فِىْ فَلَكٍ يَّسْبَحُوْنَ আয়াত দ্বারা জানা যায় যে, নক্ষত্রসমূহ নিজ নিজ কক্ষপথে বিচরণ করে। এ ব্যাপারে বেৎলীমূসীয় মতবাদকে ভ্রান্ত আখ্যা দেওয়া হবে। তার মতে নক্ষত্রসমূহ আকাশগাত্রে প্রোথিত আছে। তারা নিজেরা গতিশীল নয় ; বরং আকাশের বিচরণের কারণে তারা বিচরণ করে।

এ থেকে জানা গেল যে, প্রাচীন তাফসীরবিদগণের মধ্যে যারা সৌরজগৎ সম্পর্কে বেৎলীমূসীয় মতবাদের ভক্ত ছিলেন, তাঁরা কুরআনের সেই সব আয়াতের সদর্থ বর্ণনা করতেন, যেগুলো দ্বারা বেৎলীমূসীয় মতবাদের বিরুদ্ধে কোনো কিছু বুঝা যেত। এমনিভাবে আজকাল কিছু সংখ্যক লেখক যেসব আয়াতকে আধুনিক সৌরবিজ্ঞানের বিরোধী মনে করেন, তারা সেগুলোতে সদর্থ বর্ণনা করে সৌরবিজ্ঞানের অনুকূলে নেওয়ার চেষ্টা করেন। এই উভয় পন্থাই অবৈধ; পূর্ববর্তী মনীষীদের অনুসৃত নীতির বিরুদ্ধাচরণ এবং প্রত্যাখানযোগ্য। তবে বাস্তব ঘটনা এই যে, এ পর্যন্ত আধুনিক সৌরবিজ্ঞান যেসব নুতন গবেষণা উপস্থাপিত করেছে, তাতে আকাশের অস্বীকৃতি ছাড়া কুরআন ও সুন্নতের খেলাফ কোনো কিছু নেই। কিছু সংখ্যক লোক জ্ঞানের ত্রুটিবশতঃ এগুলোক কুরআন ও সুন্নতের খেলাফ মনে করতঃ সদর্থের পেছনে পড়ে যায়।

বর্তমান যুগের সর্বশ্রেষ্ঠ তাফসীরবিদ সাইয়েদ মাহমূদ আলূসী বাগদাদীর তাফসীরে রূহুল মা'আনী পূর্ববর্তী মনীষীগণের তাফসীরসমূহের চমৎকার সংক্ষিপ্তসার এবং আরব, অনারব, প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যে জনপ্রিয় ও প্রামাণ্য তাফসীর। এই তাফসীরকার যেমন কুরআন ও সুন্নায় গভীর জ্ঞানী, তেমনি প্রাচীন এবং আধুনিক দর্শন ও সৌর-বিজ্ঞানেরও অগাধ পাণ্ডিত্যের অধিকারী। তিনি তাঁর তাফসীরে বৈজ্ঞানিক গবেষণাদি সম্পর্কে উপরোল্লিখিত মূলনীতিই অবলম্বন করেছেন। তাঁর পৌত্র আল্লামা সাইয়্যেদ মাহমূদ শুকরী আলূসী এসব বিষয়ে একটি স্বতন্ত্র গ্রন্থ রচনা করেছেন। গ্রন্থের নাম مَا دَلَّ عَلَيْهِ الْقُرْاٰنُ مِمَّا يَعْضُدُ الْهَيْئَةَ الْجَدِيْدَةَ الْقَوِيْمَةَ الْبُرْهَانَ এই গ্রন্থে কুরআন পাকের আলোকে আধুনিক সৌরবিজ্ঞানের মতবাদসমূহের সমর্থন পেশ করা হয়েছে। কিন্তু অন্যান্য আধুনিকতাপ্রিয় আলেমগণের ন্যায় কুরআনের আয়াতে কোনো প্রকার সদর্থের আশ্রয় নেওয়া হয়নি। আধুনিক সৌরবিজ্ঞানের সমর্থনে লিখিত তাঁর কয়েকটি বাক্য এখানে উদ্ধৃত করে দেওয়াই যথেষ্ট। তিনি বলেন :

رَاَيْتُ كَثِيْرًا مِنْ قَوَاعِدِهَا لَايُعَارِضُ النُّصُوْصَ الْوَارِدَةَ فِى الْكِتٰبِ وَالسُّنَّةِ عَلٰى اَنَّهَا لَوْ خَالَفَتْ شَيْئًا مِنْ ذٰلِكَ لَمْ يَلْتَفِتْ اِلَيْهَا وَلَمْ نُؤَوِّلِ النُّصُوْصَ لِاَجْلِهَا وَالتَّاوِيْلُ فِيْهَا لَيْسَ مِنْ مَذَاهِبِ السَّلَفِ الْحَرِيَّةِ بِالْقَبُوْلِ بَلْ لَابُدَّ اَنْ نَقُوْلَ اِنَّ الْمُخَالِفَ لَهَا مُشْتَمِلٌ عَلٰى خَلَلٍ فِيْهِ فَاِنَّ الْعَقْلَ الصَّرِيْحَ لَايُخَالِفُ النَّقْلَ الصَّحِيْحَ بَلْ كُلٌّ مِنْهُمَا يُصَدِّقُ الْاٰخَرَ وَيُؤَيِّدُهٗ

"আমি আধুনিক সৌরজগতের অনেক রীতি-নীতিকে কুরআন ও সুন্নাহর বিপক্ষে দেখিনি। এতদসত্ত্বেও যদি তা কুরআন ও সুন্নাহবিরোধী হয়, তবে আমরা সেদিকে মুখ ফেরাব না। এবং এর কারণে কুরআনও সুন্নাহর সদর্থ করব না। কেননা এরূপ

https://e-ilm.weebly.com/

সদর্থ পূর্ববর্তী মনীষীগণের সর্বসম্মতিক্রমে অনুমোদিত মাযহাবে নেই। বরং আমরা তখন একথা বলব যে, যে মতবাদ কুরআনও সুন্নাহবিরোধী, তাতে কোনো না কোনো ত্রুটি আছে। কারণ সুস্থ বিবেক কুরআন ও সুন্নাহর বিশুদ্ধ বর্ণনার বিপক্ষে যেতে পারে না; বরং একটি অপরটির সত্যায়ন ও সমর্থন করে।"

সারকথা এই যে, সৌরজগতে, নক্ষত্র ও গ্রহ-উপগ্রহের গতি ও আকার -আকৃতি সম্পর্কে আলোচনা ও গবেষণা কোনো নতুন বিষয়বস্তু নয়। হাজার হাজার বছর পূর্ব থেকে এসব প্রশ্নের তথ্যানুসন্ধান অব্যাহত আছে। মিসর, শাম, ভারতবর্ষ, চীন ইত্যাদি দেশে এসব বিষয়ের চর্চা প্রাচীনকাল থেকেই চলে আসছে। খ্রিস্টের জন্মের পাঁচশত বছর পূর্বে এই শাস্ত্রের শ্রেষ্ঠ গুরু ফিশাগোর্স ইতালীর ক্রুতোনা শিক্ষালয়ে এ বিষয়ে নিয়মিত শিক্ষা দিতেন। তারপর খ্রিস্টের জন্মের প্রায় একশত চল্লিশ বছর পূর্বে এই শাস্ত্রের দ্বিতীয় গুরু বেৎলীমূস রুমীর আবির্ভাব ঘটে। সে সময়েই অপর একজন দার্শনিক হেয়ারখোস খ্যাতি লাভ করেন। তিনি জ্যামিতিক কোনো পরিমাপের যন্ত্রপাতি আবিষ্কার করেন।

সৌরজগতের আকার-আকৃতি সম্পর্কে ফিশাগোর্স ও বেৎলীমূসের মতবাদ সম্পূর্ণ পরস্পরবিরোধী ছিল। বেৎলীমূস সমসাময়িক রাষ্ট্র ও জনগণের সহযোগিতা লাভ করতে সক্ষম হন। ফলে তাঁর মতবাদ এত প্রসার লাভ করে যে, এর মোকাবিলায় ফিশাগোর্সের মতবাদ অখ্যাতই থেকে যায়। যখন আরবি ভাষায় গ্রীক দর্শনের অনুবাদ হয়, তখন বেৎলীমূসের মতবাদই আরবি গ্রন্থাদিতে স্থানান্তরিত হয় এবং জ্ঞানীগণের মধ্যে সাধারণভাবে এই মতবাদই পরিচিতি লাভ করে। অনেক তাফসীরকার কুরআনের আয়াতের তাফসীরেও এই মতবাদকে সামনে রেখে আলোচনায় প্রবৃত্ত হন। হিজরি একাদশ শতাব্দী ও খ্রিস্টীয় পঞ্চদশ শতাব্দীতে ইউরোপীয়দের মধ্যে নবজাগরণের সূচনা হয় এবং ইউরোপীয় চিন্তাবিদগণ এসব বিষয়ে কাজ শুরু করেন। তাদের মধ্যে সর্বপ্রথম কোপারনিকাস জার্মানীতে কিলার এবং ইতালীতে গ্যালিলিও প্রমুখের নাম উল্লেখযোগ্য। তারা নতুনভাবে এসব বিষয়ে পরীক্ষা-নিরীক্ষা চালান এবং সবাই একমত হন যে, সৌরজগতের আকার-আকৃতি সম্পর্কে বেৎলীমূসের মতবাদ ভ্রান্ত এবং ফিশাগোর্সের মতবাদ নির্ভুল। খ্রিস্টীয় অষ্টাদশ শতাব্দী এবং হিজরি ত্রয়োদশ শতাব্দীতে আইজ্যাক নিউটন বিজ্ঞানে খ্যাতি লাভ করেন। তাঁর গবেষণা ও আবিষ্কার ফিসাগোর্সের মতবাদকে আরো শক্তিশালী করে। তিনি গবেষণা করে প্রমাণ করেন যে, ভারি বস্তু শূন্যে ছেড়ে দিলে তা মাটিতে পতিত হওয়ার কারণ তা নয়, যা বেৎলীমূসীয় মতবাদ ব্যক্ত হয়েছে যে, পৃথিবীর মধ্যস্থলে কেন্দ্র আছে এবং সব ভারি বস্তু স্বভাবতই কেন্দ্রের দিকে ধাবিত হয়। নিউটন এই মতবাদে ব্যক্ত করেন যে, সমস্ত নক্ষত্র ও গ্রহ-উপগ্রহের মধ্যে মহাকর্ষণ শক্তি রয়েছে। পৃথিবীও এমন একটি শক্তি এতেও মহাকর্ষণ বর্তমান। যে সীমা পর্যন্ত এই মহাকর্ষণের প্রভাব-বলয় বিস্তৃত, সেখান থেকে প্রত্যেক ভারি বস্তু নীচে পতিত হবে। কিন্তু যদি কোনো বস্তু এই মহাকর্ষণের প্রভাব-বলয়ের বাইরে চলে যায়, তবে তা আর নিচে পতিত হবে না।

অধুনা সোভিয়েত ও মার্কিন বিজ্ঞানীরা প্রাচীন মুসলিম দার্শনিক আবূ রায়হান আল -বেরুনীর গবেষণার সাহায্যে রকেট ইত্যাদি আবিষ্কার করত: এ বিষয়ে চাক্ষুষ অভিজ্ঞতা অর্জন করেছেন যে, বিপুল শক্তি ও দ্রুতগতির কারণে রকেট যখন পৃথিবীর মধ্যাকর্ষণ ভেদ করে বাইরে চলে যায়, তখন তা আর নিচে পতিত হয় না; বরং একটি কৃত্রিম উপগ্রহের আকার ধারণ করতঃ তার কক্ষপথে বিচরণ করতে থাকে। এসব কৃত্রিম উপগ্রহের অভিজ্ঞতার আলোকে বিশেষজ্ঞরা গ্রহ পর্যন্ত পৌঁছার কৌশল উদ্ভাবন করতে শুরু করেন এবং অবশেষে চন্দ্রে পদার্পণ করতে সক্ষম হন। বর্তমান কালের বিজ্ঞানের সব শত্রু-মিত্র এর সত্যতা স্বীকার করেছেন। এখন পর্যন্ত বার বার চন্দ্রপৃষ্ঠে গমন, সেখানকার মাটি, শিলা ইত্যাদি আনয়ন এবং বিভিন্ন চিত্র সংগ্রহের কাজ অব্যাহত আছে। অন্যান্য গ্রহ পর্যন্ত পৌঁছার প্রচেষ্টাও হচ্ছে এবং মহাশূন্য পরিক্রমার ও পরিমাপের অনুশীলনী চালু রয়েছে।

তন্মধ্যে সাফল্যের সাথে মহাশূন্য ভ্রমণ শেষে প্রত্যাবর্তনকারী মার্কিন নভোচারী জন গ্লেন স্বীয় সাফল্যের প্রতি শত্রু-মিত্র সবারই আস্থা অর্জন করেছেন। তাঁর একটি বিবৃতি আমেরিকার খ্যাতনামা মাসিক 'রিডার্স ডাইজেস্ট' -এ এবং তার উর্দু অনুবাদ আমেরিকা থেকে প্রকাশিত উর্দু মাসিক 'সায়রবীন' -এ বিস্তারিত প্রকাশিত হয়েছে। এখানে তার কিছু গুরুত্বপূর্ণ অংশ উদ্ধৃত করা হলো। এ থেকে আমাদের আলোচ্য বিষয়ের প্রতি যথেষ্ট আলোকপাত হয়। জন গ্লেন তার দীর্ঘ প্রবন্ধে মহাশূন্যের অভিনব বিষয়াদি বর্ণনা প্রসঙ্গে বলেন :

এটাই একমাত্র বস্তু, যা মহাশূন্যে আল্লাহর অস্তিত্ব নির্দেশ করে এবং একথা বোঝায় যে, এমন কোন শক্তি আছে যে, এগুলোকে কেন্দ্রের সাথে জড়িত রাখে। অতঃপর লিখেন :

https://e-ilm.weebly.com/

এতদসত্ত্বেও মহাশূন্যে পূর্ব থেকেই যে ক্রিয়াকর্ম অব্যাহত রয়েছে, তদৃষ্টে আমাদের প্রচেষ্টা খুবই নগণ্য। বৈজ্ঞানিক পরিভাষা ও পরিমাপে মহাশূন্য পরিমাপ অসম্ভব ব্যাপার।

অতঃপর উড়োজাহাজের যান্ত্রিক শক্তি সম্পর্কে আলোচনা করে লিখেন :

কিন্তু একটি নিশ্চিত ও ইন্দ্রিয়বহির্ভূত শক্তি ছাড়া এর ব্যবহারও সীমিত ও অনর্থক হয়ে যায়। কেননা লক্ষ্য অর্জনের জন্য জাহাজকে গতিপথ নির্দিষ্ট করতে হয়। এ কাজটি কম্পাসের সাহায্যে সমাধা করা হয়। যে শক্তি কম্পাসকে গতিশীল রাখে, সে আমাদের পঞ্চ-ইন্দ্রিয়ের জন্য একটি প্রকাশ্য চ্যালেঞ্জ। একে আমরা দেখতে পারি না, শুনতে পারি না এবং তার ঘ্রাণ নিতে পারি না। অথচ ফলাফলের বিকাশ পরিষ্কার বোঝাতে থাকে যে, এখানে কোনো গোপন শক্তি অবশ্যই বিদ্যমান।

অতঃপর সব ভ্রমণ-পরিভ্রমণের ফলাফল হিসেবে লিখেন :

খ্রিস্টধর্মের মূলনীতি ও মতবাদের স্বরূপও ঠিক তাই। যদি আমরা এসব মূলনীতিকে পথপ্রদর্শকরূপে গ্রহণ করি, তবে আমাদের ইন্দ্রিয় যদিও এগুলোকে অনুভব করতে অক্ষম, কিন্তু পথপ্রদর্শক শক্তির ফলাফলও প্রভাব আমরা নিজেদেরও অন্য ভাইদের জীবনে খোলা চোখে দেখতে পারব। এ কারণেই আমরা আমাদের জানার ভিত্তিতে বলি যে, এই সৃষ্টজগতে একটি পথপ্রদর্শক শক্তি বিদ্যমান রয়েছে।

এ হচ্ছে নভোচারী ও গ্রহবিজয়ীদের লব্ধ অভিজ্ঞতা ও জ্ঞানের সারমর্ম। মার্কিন নভোচারীর উপরিউক্ত বিবৃতি থেকে এ কথাই প্রতীয়মান হয় যে, এসব প্রচেষ্টা ও পরীক্ষা-নিরীক্ষার ফলে সৃষ্টজগতে গোপন রহস্য ও তার স্বরূপ পর্যন্ত পৌঁছা তো দূরের কথা, সীমাহীন ও অগণিত গ্রহ-উপগ্রহ ও নক্ষত্রের আবর্তনের কথা জেনে মনের উৎকণ্ঠা আরও বেড়ে যায়। তাঁকে একথা স্বীকার করতে হয়েছে যে, বৈজ্ঞানিক যন্ত্রপাতি দ্বারা এগুলোর পরিমাপ করা অসম্ভব এবং আমাদের সব প্রচেষ্টা এর মোকাবিলায় যৎসামান্য ও নগণ্য। সারকথা এই যে, সৃষ্টজগৎ, নক্ষত্র ও গ্রহ-উপগ্রহের এই ব্যবস্থপনা আপনা আপনি নয়, বরং কোনো মহান ও ইন্দ্রিয় বহির্ভূত শক্তির আদেশাধীনে পরিচালিত হচ্ছে। একথাটিই পয়গম্বরগণ প্রথম পদক্ষেপেই সাধারণ মানুষকে বলে দিয়েছেন এবং কুরআন পাকের অসংখ্য আয়াতে এর প্রতি বিশ্বাস করার জন্য আকাশ পৃথিবী, নক্ষত্র ও গ্রহ-উপগ্রহের অবস্থা সম্পর্কে চিন্তা-ভাবনার দাওয়াত দেওয়া হয়েছে।

আপনি দেখলেন, পৃথিবীতে বসে মহাশূন্য নক্ষত্র, গ্রহও উপগ্রহের তথ্যানুসন্ধান এবং আকার-আকৃতি সম্পর্কে দার্শনিক আলোচনাকারীগণ যেমন এসব বস্তুর স্বরূপ পর্যন্ত পৌঁছাতে পারেনি এবং অবশেষে নিজেদের অপারগতা ও অক্ষমতা স্বীকার করে নিয়েছে, তেমনি পৃথিবী থেকে লাখো মাইল উচ্চে ভ্রমণকারী ও চন্দ্র গ্রহের পাথর, মাটি শিলা ও চিত্র সংগ্রহকারীগণ ও স্বরূপ উদঘাটনের ক্ষেত্রে এর চাইতে বেশি সাফল্য অর্জন করতে পারেনি।

এসব তথ্যানুসন্ধান মানব ও মানবতাকে কি দান করেছে : মানুষের চেষ্টা-সাধনা,চিন্তাগত ক্রমোন্নতি ও বিস্ময়কর আবিষ্কার নিঃসন্দেহে স্বস্থানে বৈধ ও সাধারণ দৃষ্টিতে প্রশংসার্হও; কিন্তু চিন্তা করলে দেখা যায় যে, যে ঐন্দ্রজালিকতা দ্বারা মানব ও মানবতার তেমন কোনো উল্লেখযোগ্য -উপকার হয় না, তা চিন্তাবিদ ও দার্শনিকদের কাজ হতে পারে না। দেখা দরকার যে, এই পঞ্চাশ বছরের অক্লান্ত সাধনা এবং কোটি অর্বুদ টাকা, যা অনেক মানুষের দুঃখ দুর্দশা : লাঘব করার জন্যে যথেষ্ট হতো, তার বহুৎসব করে এবং চন্দ্র পর্যন্ত পৌঁছে সেখানকার মাটি, শিলা কুড়িয়ে এনে মানব ও মানবতার কি উপকার সাধিত হয়েছে? বিপুল সংখ্যক মানব এখনও ক্ষুধায় মরছে, তাদের বস্ত্র ও বাসস্থানের সংস্থান নেই। এই সাধনা ও প্রচেষ্টা তাদের দারিদ্র্য ও বিপদাপদের কোনো সমাধান দিতে পেরেছে কি? অথবা তাদের রোগ-ব্যাধির কবল থেকে মুক্তির কোনো ব্যবস্থা করেছে কি? অথবা তাদের জন্যে অন্তরগত শান্তি ও আরামের কোনো উপকরণ সংগ্রহ করেছে কি? নিশ্চিতরূপে বলা যায় যে, এসব প্রশ্নের জওয়াবে 'না' ব্যতীত কেউ কিছু বলতে পারবে না।

একারণেই কুরআন ও সুন্নাহ মানুষকে এমন নিষ্ফল কাজে লিপ্ত করা থেকে বিরত থাকে এবং কেবল দু'টি দিকের প্রতি লক্ষ্য করে মানুষকে সৃষ্টজগৎ সম্পর্কে চিন্তা-ভাবনার দাওয়াত দেয়। প্রথম, মানুষ যাতে এসব অত্যাশ্চর্য প্রভাবাদি দেখে সত্যিকার প্রভাব সৃষ্টিকারী ও ইন্দ্রিয় বহির্ভূত শক্তিকে বিশ্বাস স্থাপন করে, যে শক্তি এই ব্যবস্থার পরিচালক তাঁরই নাম আল্লাহ। দ্বিতীয়, আল্লাহ তা'আলা মানুষের উপকারের জন্য পৃথিবীতে ও আকাশে যাবতীয় প্রয়োজনীয় বস্তু গচ্ছিত রেখেছেন। মানুষের কাজ এই যে, জ্ঞান-বুদ্ধি চেতনাও সাধনার সাহায্যে এসব বস্তুকে ভূপৃষ্ঠের গোপনভাণ্ডার থেকে বের করা এবং ব্যবহারের পদ্ধতি শিক্ষা করা। প্রথম দিকটি আসল লক্ষ্য এবং দ্বিতীয় দিকটি নিছক প্রয়োজন মেটানোর জন্য - কাজেই দ্বিতীয় পর্যায়ের। তাই এতে প্রয়োজনাতিরিক্ত মনোনিবেশ পছন্দনীয় নয়। সৃষ্টজগৎ সম্পর্কে চিন্তা-ভাবনার এ দু'টি দিকই মানুষের জন্যে যেমন সহজ, তেমনি ফলপ্রসূ। এগুলোর ফলাফল সম্পর্কে প্রাচীন ও আধুনিক দার্শনিকদের মধ্যে

https://e-ilm.weebly.com/

কোনো মতভেদও নেই। তাদের সব মতভেদ সৌরজগৎ এবং গ্রহ উপগ্রহের আকার-আকৃতি ও স্বরূপের সাথে সম্পৃক্ত। কুরআন এগুলোকে অনাবশ্যক ও অর্জনের অযোগ্য সাব্যস্ত করে বাদ দিয়েছে। মিসরের মুফতি আল্লামা নজীত তাঁর গ্রন্থ 'তাওফীকুর রহমান' এ সৌর বিজ্ঞানকে তিন ভাগে বিভক্ত করেছেন। একভাগ, গুণগত যা আকাশস্থ উপগ্রহের গতি ও হিসাব সম্পর্কিত দ্বিতীয়ভাগ কার্যগত ,যা এসব হিসাব জানার উপযোগী প্রাচীন ও আধুনিক যন্ত্রপাতি সম্পর্কিত। তৃতীয়ভাগ পদার্থগত, যা সৌরজগৎ ও গ্রহ উপগ্রহের আকার -আকৃতি এবং স্বরূপ সম্পর্কিত। তিনি আরও লিখেন, প্রথমোক্ত দুই প্রাচীন ও আধুনিক বিজ্ঞানীদের মধ্যে মতভেদ নেই বললেই চলে। যন্ত্রপাতির ব্যাপারে অনেক মতানৈক্য সত্ত্বেও অধিকাংশ ফলাফলে সবাই একমত। তাদের ঘোর মতভেদ কেবল তৃতীয় ভাগে সীমিত।

চিন্তা করলে দেখা যায়, প্রথমোক্ত দুই প্রকারই মানুষের প্রয়োজনের সাথে সম্পৃক্ত। তৃতীয় প্রকার যেমন অনাবশ্যক, তেমনি সুকঠিন। এ কারণেই কুরআন সুন্নাহ এবং সাধারণভাবে পয়গম্বরগণও এই তৃতীয় প্রকারের আলোচনায় মানুষকে জড়িত করেননি। এবং পূর্ববর্তী মনীষীগণের উপদেশ এই যে :

زباں تازہ کردن باقرار تو- نینگیختن علق ازکار تو * مہندس بسے جویرا زراز شاد-نوازکجود کردی اغازشاد

সূফী বুযুর্গগণ অন্তর্দৃষ্টি দ্বারা এসব বস্তু দেখেন। অবশেষে তাঁদের ফয়সালাও তাই, যা শায়খ সাদী ব্যক্ত করেছেন :

چہ شبہا نشستم دریں سیر گم * کہ حیرت گرفت آستینم کہ قم

হাফেজ শিরাজী নিজের সুরে বলেছেন : سخن از مطرب ومی گوئی ورازدہر کمتر جو * کہ کسی نکشود ونکشاید بحکمت ایں معمارا

এই বিশদ বর্ণনার সারমর্ম এই যে, স্রষ্টার অস্তিত্ব, তাওহীদ ও তাঁর অদ্বিতীয় জ্ঞানও ক্ষমতার প্রমাণ সংগ্রহের উদ্দেশ্যে সৌরজগৎ, শূন্য পরিমণ্ডল ও ভূজগৎ সম্পর্কে চিন্তা-ভাবনা করা হুবহু কুরআনের উদ্দেশ্য। কুরআন যত্রতত্র এর প্রতি দাওয়াত দেয়। এসব বস্তুর সাথে মানুষের অর্থনৈতিক প্রশ্ন জড়িত আছে, এদিক দিয়ে এসব বস্তু সম্পর্কে প্রয়োজনের সীমা পর্যন্ত চিন্তা-ভাবনা করাও কুরআনের উদ্দেশ্য। কুরআন এর প্রতিও দাওয়াত দেয়। তবে উভয় দাওয়াতের মধ্যে পার্থক্য আছে। তা এই যে, কেউ যেন অর্থনৈতিক প্রয়োজনাদিকেই আসল লক্ষ্য স্থির করে তাতে আকণ্ঠ নিমজ্জিত হয়ে না পড়ে ; বরং বর্তমান জীবনকে আসল জীবনের পানে একটি সফর সাব্যস্ত করে তদনুযায়ী তাতে লিপ্ত হয়। তৃতীয় দিকটি যেহেতু মানুষের প্রয়োজনের অতিরিক্ত এবং তা অর্জন সুকঠিনও, তাই কুরআন তাতে জীবনপাত করা থেকে বিরত থাকার প্রতি ইঙ্গিত করে। এ থেকে আরো বোঝা গেল যে, বর্তমান বিজ্ঞানের আধুনিক উন্নতি ও তথ্যানুসন্ধানকে হুবহু কুরআনের উদ্দেশ্য মনে করা ভুল। কিছুসংখ্যক আধুনিকপন্থি আলেম তাই মনে করেন। এমনিভাবে কুরআনকে এগুলোর বিরোধী বলা ও ভ্রান্ত। কিছুসংখ্যক রক্ষণশীল আলেম তাই বলেন। সত্য এই যে, কুরআন এসব বিষয় বর্ণনা করার জন্যে আগমন করেনি। কুরআনের আলোচ্য বিষয় তা নয়। মানুষের জন্য এগুলো অর্জন করা সহজ নয় এবং মানুষের প্রয়োজনের সাথে এর কোনো সম্পর্কও নেই। কুরআন এসব ব্যাপারে নিশ্চুপ। পরীক্ষা-নিরীক্ষা ও চাক্ষুষ অভিজ্ঞতা দ্বারা কোনো কিছু প্রমাণিত হয়ে গেলে তাকে কুরআনের পরিপন্থি বলা শুদ্ধ নয়। চন্দ্রপৃষ্ঠে পৌঁছা, বসবাস করা, সেখানকার খনিজ দ্রব্যাদি দ্বারা উপকৃত হওয়া ইত্যাদি কোনো বিষয় প্রমাণিত হয়ে গেলে তা অস্বীকার করার কোনো কারণ নেই এবং যে পর্যন্ত প্রমাণিত না হয়, অনর্থক তা নিয়ে ধ্যান-ধারণার জাল বুনা এবং তাতে জীবনপাত করে দেওয়াও কোনো বুদ্ধিমত্তা নয়।

وَعِبَادُ الرَّحْمٰنِ الَّذِيْنَ يَمْشُوْنَ عَلَى الْاَرْضِ هَوْنًا الخ

সূরা -আল ফুরকানের বেশির ভাগ বিষয়বস্তু ছিল রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর রেসালত ও নবুয়তের প্রমাণ এবং এতদসম্পর্কে কাফেরও মুশরিকদের উত্থাপিত আপত্তিসমূহের জওয়াব। এতে কাফের মুশরিক এবং নির্দেশাবলি অমান্যকারীদের শাস্তির প্রসঙ্গ উল্লিখিত হয়েছে। সূরার শেষ প্রান্তে আল্লাহ তা'আলা সেই বিশেষ ও প্রিয় বান্দাদের কথা উল্লেখ করেছেন, যারা রেসালতে পূর্ণরূপে বিশ্বাসী এবং যাদের বিশ্বাস, কর্ম চরিত্র, অভ্যাস সব আল্লাহ ও রাসূলের ইচ্ছার অনুসারী ও শরিয়তের নির্দেশাবলির সাথে সুসমঞ্জস।

কুরআন পাক এমন বিশেষ বান্দাদেরকে 'ইবাদুর রহমান'-(রহমানের বান্দা) উপাধি দান করেছে। এটা তাদের জন্যে সর্ববৃহৎ সম্মান। এমনিতে তো সমগ্র সৃষ্ট-জীবই সৃষ্টিগত ও বাধ্যতামূলকভাবে আল্লাহর দাস এবং তাঁর ইচ্ছার অনুসারী। তাঁর ইচ্ছা ব্যতিরেকে কেউ কিছু করতে পারে না; কিন্তু এখানে দাসত্ব বলে আইনগত ও ইচ্ছাগত দাসত্ব বোঝানো হয়েছে। অর্থাৎ স্বেচ্ছায় নিজের অস্তিত্ব, নিজের সমস্ত কামনা বাসনা ও কর্মকে আল্লাহর ইচ্ছার অনুগামী করে দেওয়া। এ

https://e-ilm.weebly.com/

ধরনের বিশেষ বান্দাদেরকে আল্লাহ তা'আলা নিজের বান্দা অভিহিত করে সম্মান দান করেছেন এবং সূরার শেষ পর্যন্ত তাদের গুণাবলি বর্ণনা করেছেন। মাঝখানে কুফর ও গোনাহ্ থেকে তওবা ও তার প্রতিক্রিয়া বর্ণিত হয়েছে।

এখানে বিশেষ বান্দাদেরকে 'নিজের বান্দা' বলে সম্মানসূচক উপাধি দান করা উদ্দেশ্য ছিল; কিন্তু নিজের দিকে সম্পর্কযুক্ত করার জন্য আল্লাহ তা'আলার সুন্দর নামাবলি ও গুণবাচক বিশ্লেষণাবলির মধ্যে থেকে এখানে শুধু 'রহমান' শব্দকে মনোনীত করার কারণ সম্ভবতঃ এদিকে ইঙ্গিত করা যে, প্রিয় বান্দাদের অভ্যাস ও গুণাবলি আল্লাহ তা'আলার রহমান (দয়াময়) গুণের ভাষ্যকার ও প্রতীক হওয়া উচিত।

আল্লাহ তা'আলার প্রিয় বান্দাদের বিশেষ গুণাবলি ও আলামত : আলোচ্য আয়াতসমূহে আল্লাহর বিশেষ ও প্রিয় বান্দাদের তেরটি গুণ ও আলামত বর্ণিত হয়েছে। এগুলোর মধ্যে বিশ্বাস সংশোধন, দৈহিক ও আর্থিক যাবতীয় ব্যক্তিগত কর্মে আল্লাহ ও রাসূলের বিধান ও ইচ্ছার অনুসরণ, অপর মানুষের সাথে সামাজিকতা ও সম্পর্ক স্থাপনের প্রকারভেদ, দিবারাত্রি ইবাদত পালনের সাথে আল্লাহভীতি যাবতীয় গুনাহ্ থেকে বেঁচে থাকার প্রয়াস, নিজের সাথে সন্তান-সন্ততি ও স্ত্রীদের সংশোধন চিন্তা ইত্যাদি বিষয়বস্তু শামিল আছে।

তাদের **সর্বপ্রথম গুণ** عِبَادٌ হওয়া। عِبَادٌ শব্দটি عَبْدٌ -এর বহুবচন। অর্থ বান্দা, দাস, যে তার প্রভুর মালিকানাধীন এবং তার সমস্ত ইচ্ছা ও ক্রিয়াকর্ম প্রভুর আদেশ ও মর্জির উপর নির্ভরশীল।

আল্লাহ তা'আলার বান্দা কথিত হওয়ার যোগ্য সেই ব্যক্তি হতে পারে যে তার বিশ্বাস, চিন্তাধারা, প্রত্যেক ইচ্ছা ও আকাঙ্ক্ষা এবং প্রত্যেকটি আচরণ ও স্থিরতাকে পালনকর্তার আদেশ ও ইচ্ছার অনুগামী রাখে এবং যখন যে আদেশ হয়, তা পালনের জন্য সদা উৎকর্ণ থাকে।

দ্বিতীয় গুণ : يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْنًا অর্থাৎ তারা পৃথিবীতে নম্রতা সহকারে চলাফেরা করে। هون শব্দের অর্থ এখানে স্থিরতা, গাম্ভীর্য ও বিনয় অর্থাৎ গর্বভরে না চলা, অহংকারীর ন্যায় পা না ফেলা। খুব ধীরে চলা উদ্দেশ্য নয়। কেননা বিনা প্রয়োজনে ধীরে চলা সুন্নতবিরোধী। শামায়েলের হাদীস থেকে জানা যায় যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ খুব ধীরে চলতেন না বরং কিছুটা দ্রুতগতিতে চলতেন। হাদীসের ভাষা এরূপ, كَأَنَّمَا الْأَرْضُ تَطْوِىٰ لَهُ অর্থাৎ চলার সময় পথ যেন তার জন্য কুঞ্চিত হত। –(ইবনে কাসীর)

এ কারণেই পূর্ববর্তী মনীষীগণ ইচ্ছাকৃতভাবে রোগীদের ন্যায় ধীরে চলাকে অহংকার ও কৃত্রিমতার আলামত হওয়ার কারণে মাকরূহ সাব্যস্ত করেছেন। হযরত ওমর ফারূক (রা.) জনৈক যুবককে খুব ধীরে চলতে দেখে জিজ্ঞেস করেন : তুমি কি অসুস্থ? সে বলল : না : তিনি তার প্রতি চাবুক উঠালেন এবং শক্তি সহকারে চলার আদেশ দিলেন। –[ইবনে কাসীর]

হযরত হাসান বসরী (রা.) يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْنًا -আয়াতের তাফসীরে বলেন, খাঁটি মুমিনদের সমস্ত অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ চক্ষু, কর্ণ হাত পা আল্লাহর সামনে হীন ও অক্ষম হয়ে থাকে। অজ্ঞ লোকেরা তাদেরকে দেখে অপারগ ও পঙ্গু মনে করে; অথচ তারা রুগ্ণ ও নয় এবং পঙ্গুও নয়; বরং সুস্থ ও সবল। তবে তাদের উপর আল্লাহভীতি প্রবল যা অন্যদের উপর নেই। তাদেরকে পার্থিব কাজকর্ম থেকে পরকালের চিন্তা নিবৃত্ত রাখে। পক্ষান্তরে যে ব্যক্তি আল্লাহর উপর ভরসা করে না এবং তার সমস্ত চিন্তা দুনিয়ার কাজেই ব্যাপৃত, সে সর্বদা দুঃখই দুঃখ ভোগ করে। কারণ সে তো দুনিয়া পুরোপুরি পায় না এবং পরকালের কাজে অংশগ্রহণ করে না। যে ব্যক্তি পানাহারের বস্তুর মধ্যেই আল্লাহর নিয়ামত সীমিত মনে করে এবং উত্তম চরিত্রের প্রতি লক্ষ্য করে না, তার জ্ঞান খুবই অল্প এবং তার জন্যে শাস্তি তৈরি রয়েছে। –[ইবনে কাসীর]

তৃতীয় গুণ : وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا অর্থাৎ যখন অজ্ঞতাসম্পন্ন লোক তাদের সাথে কথা বলে, তখন তারা বলে সালাম। এখানে جَاهِلُونَ শব্দের অনুবাদ 'অজ্ঞতাসম্পন্ন' করে ব্যক্ত করা হয়েছে যে, এর অর্থ বিদ্যাহীন ব্যক্তি নয়; বরং যারা মূর্খতার কাজ ও মূর্খতাপ্রসূত কথাবার্তা বলে, যদিও বাস্তবে বিদ্বানও বটে। 'সালাম' শব্দ বলে এখানে প্রচলিত সালাম বোঝানো হয়নি; বরং নিরাপত্তার কথাবার্তা বোঝানো হয়েছে। কুরতুবী নাহ্হাম থেকে বর্ণনা করেন যে, এখানে تَسْلِيمٌ শব্দটি تَسَلُّمٌ থেকে নয়; বরং سَلَامٌ থেকে উদ্ভূত; যার অর্থ নিরাপদ থাকা। উদ্দেশ্য এই যে, মূর্খদের জবাবে তাঁর নিরাপত্তার কথাবার্তা বলে যাতে অন্যরা কষ্ট না পায় এবং তারা নিজেরা গোনাহ্গার না হয়। হযরত মুজাহিদ, মোকাতিল (রা.) প্রমুখ থেকে এই তাফসীরই বর্ণিত আছে। –[মাযহারী]

চতুর্থ গুণ : الَّذِينَ يَبِيتُونَ لِرَبِّهِمْ سُجَّدًا وَقِيَامًا অর্থাৎ তারা রাত্রি যাপন করে তাদের পালনকর্তার সামনে সেজদা করা অবস্থায় ও দণ্ডায়মান অবস্থায়। ইবাদতে রাত্রি জাগরণের কথা বিশেষভাবে উল্লেখ করার কারণ এই যে, এ সময়টি

নিদ্রা ও আরামের। এতে নামাজ ও ইবাদতের জন্যে দণ্ডায়মান হওয়া যেমন বিশেষ কষ্টকর, তেমনি এতে লোক দেখানো ও নামযশের আশঙ্কাও নেই। উদ্দেশ্য এই যে, তারা দিবারাত্রি আল্লাহর ইবাদতে মশগুল থাকে। দিবাভাগে শিক্ষাদান, প্রচার, জিহাদ ইত্যাদি কাজে থাকে এবং রাত্রিকালে আল্লাহর সামনে ইবাদত করে। হাদীসে তাহাজ্জুদের নামাজের অনেক ফজিলত বর্ণিত হয়েছে। তিরমিযী হযরত আবূ উমামা (রা.) থেকে বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, নিয়মিত তাহাজ্জুদ পড়। কেননা এটা তোমাদের পূর্ববর্তী সব নেকবান্দার অভ্যস্ত কর্ম ছিল। এটা তোমাদেরকে আল্লাহ তা'আলার নৈকট্য দানকারী মন্দ কাজের কাফ্ফারা এবং গোনাহ্ থেকে নিবৃত্তকারী। –[মাযহারী]

হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) বলেন, যে ব্যক্তি এশার পর দুই অথবা ততোধিক রাকাত পড়ে নেয়, সেও তাহাজ্জুদের ফজিলতের অধিকারী بَاتَ لِلّٰهِ سَاجِدًا وَّقَائِمًا –(মাযহারী, বগভী)। হযরত ওসমান গনী (রা.)-এর জবানী রেওয়ায়েতে রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন, যে ব্যক্তি এশার নামাজ জামাতের সাথে আদায় করে, সে যেন অর্ধ রাত্রি ইবাদতে অতিবাহিত করল এবং যে ব্যক্তি ফজরের নামাজ জামাতের সাথে আদায় করে তাকে অবশিষ্ট অর্ধেক রাত্রি ও ইবাদতে অতিবাহিতকারী গণ্য করা হবে। –[আহমদ, মুসলিম, মাযহারী]

পঞ্চম গুণ : وَالَّذِيْنَ يَقُوْلُوْنَ رَبَّنَا اصْرِفْ عَنَّا عَذَابَ جَهَنَّمَ অর্থাৎ এই প্রিয় বান্দাগণ দিবারাত্রি ইবাদতে মশগুল থাকা সত্ত্বেও নিশ্চিন্ত হয়ে বসে থাকে না; বরং সর্বদা আল্লাহকে ভয় করে এবং আখেরাতের চিন্তায় থাকে, যদ্দরুন কার্যত চেষ্টাও অব্যাহত রাখে এবং আল্লাহর কাছে দোয়াও করতে থাকে।

ষষ্ঠ গুণ : وَالَّذِيْنَ اِذَا اَنْفَقُوْا –অর্থাৎ আল্লাহর প্রিয় বান্দারা ব্যয় করার সময় অপব্যয় করে না এবং কৃপণতা ও ত্রুটি করে না। বরং উভয়ের মধ্যবর্তী সমতা বজায় রাখে। আয়াতে اِسْرَافٌ এবং বিপরীতে اِقْتَارٌ শব্দ ব্যবহার করা হয়েছে।

اِسْرَافٌ –এর অর্থ সীমা অতিক্রম করা। শরিয়তের পরিভাষায় হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) মুজাহিদ, কাতাদাহ, ইবনে জুরায়জের মতে আল্লাহর অবাধ্যতার কাজে ব্যয় করা اِسْرَافٌ তথা অপব্যয়; যদিও তা এক পয়সাও হয়। কেউ কেউ বলেন, বৈধ ও অনুমোদিত কাজে প্রয়োজনাতিরিক্ত ব্যয় করাও অপব্যয়ের অন্তর্ভুক্ত। কেননা تَبْذِيْر তথা অনর্থক ব্যয় কুরআনের আয়াত দ্বারা হারাম গুনাহ। আল্লাহ বলেন اِنَّ الْمُبَذِّرِيْنَ كَانُوْا اِخْوَانَ الشَّيَاطِيْنِ –এদিক দিয়ে এই তাফসীরের সারমর্ম ও হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) প্রমুখের তাফসীরের অনুরূপ হয়ে যায়; অর্থাৎ গুনাহর কাজে যা-ই ব্যয় করা হয় তা অপব্যয়। –[মাযহারী]

اِقْتَارٌ শব্দের অর্থ ব্যয়ে ত্রুটি ও কৃপণতা করা। শরিয়তের পরিভাষায় এর অর্থ যেসব কাজে আল্লাহ ও রাসূল ব্যয় করার আদেশ দেন, তাতে কম ব্যয় করা। (সুতরাং মোটেই ব্যয় না করা উত্তমরূপে এর অন্তর্ভুক্ত হবে)। এই তাফসীর ও হযরত ইবনে আব্বাস (রা.), কাতাদাহ প্রমুখ থেকে বর্ণিত আছে। –(মাযহারী) আয়াতের অর্থ এই যে, আল্লাহর প্রিয় বান্দাদের গুণ এই যে, তারা ব্যয় করার ক্ষেত্রে অপব্যয় ও ত্রুটির মাঝখানে সততা ও মিতাচারের পথ অনুসরণ করে।

রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন, مِنْ فِقْهِ الرَّجُلِ قَصْدُهٗ مَعِيْشَتَهٗ অর্থাৎ ব্যয় করতে গিয়ে মধ্যবর্তিতা অবলম্বন করা মানুষের বুদ্ধিমত্তার পরিচায়ক। –[আহমদ, ইবনে কাসীর]

হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা.) বর্ণিত অপর এক হাদীসে রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন : مَا عَالَ مَنِ اقْتَصَدَ অর্থাৎ যে বক্তি ব্যয় কাজে মধ্যবর্তিতা ও সমতার উপর কায়েম থাকে, সে কখনও ফকির ও অভাবগ্রস্ত হয় না। –[আহমদ-ইবনে কাসীর]

সপ্তম গুণ : وَالَّذِيْنَ لَا يَدْعُوْنَ مَعَ اللّٰهِ اِلٰهًا اٰخَرَ –পূর্বোক্ত ছয়টি গুণের মধ্যে আনুগত্যের মূলনীতি এসে গেছে। এখন গুনাহ্ ও অবাধ্যতার প্রধান প্রধান মূলনীতি বর্ণিত হচ্ছে। তন্মধ্যে প্রথম মূলনীতি বিশ্বাসের সাথে সম্পর্কযুক্ত অর্থাৎ তারা ইবাদতে আল্লাহর সাথে কাউকে শরিক করে না। এতে জানা গেল যে, শিরক সর্ববৃহৎ গোনাহ্।

অষ্টম গুণ : وَلَا يَقْتُلُوْنَ النَّفْسَ এখান থেকে কার্যগত গুনাহসমূহের মধ্যে কতিপয় প্রধান ও কঠোর গোনাহ্ সম্বন্ধে বর্ণনা করা হচ্ছে যে, আল্লাহর প্রিয় বান্দারা এসব গোনাহের কাছে যায় না। তারা কাউকে অন্যায়ভাবে হত্যা করে না এবং ব্যভিচারের নিকটবর্তী হয় না। বিশ্বাস ও কর্মের এই তিনটি বড় গুনাহ বর্ণনা করার পর আয়াতে ইরশাদ হচ্ছে, وَمَنْ يَّفْعَلْ ذٰلِكَ يَلْقَ اَثَامًا –অর্থাৎ যে ব্যক্তি উল্লিখিত গুনাহসমূহ করবে, সে তার শাস্তি ভোগ করবে। এ স্থলে হযরত আবূ উবায়দা (রা.) اَثَامٌ শব্দের তাফসীর কারেছেন গুনাহের শাস্তি। কেউ কেউ বলেন, اَثَامٌ জাহান্নামের একটি উপত্যকার নাম, যা নির্মম শাস্তিতে পূর্ণ। কোনো কোনো হাদীসও এর পক্ষে সাক্ষ্য দেয়। –[মাযহারী]

https://e-ilm.weebly.com/

শব্দ বিশ্লেষণ :

اِسْتَوٰى : সীগাহ واحد مذكر غائب বহছ ماضى معروف বাব اِسْتِفْعَالٌ মাসদার اِسْتِوَاءٌ মূলবর্ণ (س - و - ى) জিনস : মুরাক্কাব لفيف مقرون অর্থ– তিনি কায়েম হলেন।

زَادَهُمْ : সীগাহ واحد مذكر غائب বহছ فعل ماضى معروف বাব ضَرَبَ মাসদার زِيَادَةٌ মূলবর্ণ (ز - ى - د) জিনস اجوف يائى অর্থ– তাদের আরো বর্ধিত হয়।

مُنِيْرًا : সীগাহ واحد مذكر বহছ اسم فاعل বাব اِفْعَالٌ মাসদার اِنَارَةٌ মূলবর্ণ (ن - و - ر) জিনস اجوف واوى অর্থ– আলোকময়।

يَمْشُوْنَ : সীগাহ جمع مذكر غائب বহছ مضارع معروف বাব ضَرَبَ মাসদার مَشْىٌ মূলবর্ণ (م - ش - ى) জিনস ناقص يائى অর্থ– তারা চলাফেরা করে।

يَبِيْتُوْنَ : সীগাহ جمع مذكر غائب বহছ مضارع معروف বাব ضَرَبَ মাসদার مَبِيْتٌ মূলবর্ণ (ب - ى - ت) জিনস اجوف يائى অর্থ– তারা রাত্রিকালে মশগুল থাকে।

اَنْفَقُوْا : সীগাহ جمع مذكر غائب বহছ فعل ماضى معروف বাব اِفْعَالٌ মাসদার اِنْفَاقٌ মূলবর্ণ (ن - ف - ق) জিনস صحيح অর্থ– তারা ব্যয় করে।

لَمْ يُسْرِفُوْا : সীগাহ جمع مذكر غائب বহছ نفى جحد بلم বাব اِفْعَالٌ মাসদার اِسْرَافٌ মূলবর্ণ (س - ر - ف) জিনস صحيح অর্থ– তারা অপব্যয়ও করে না।

لَمْ يَقْتُرُوْا : সীগাহ جمع مذكر غائب বহছ نفى جحد بلم বাব نَصَرَ মাসদার قَتْرٌ মূলবর্ণ (ق - ت - ر) জিনস صحيح অর্থ– তারা কার্পণ্যও করে না।

لَا يَدْعُوْنَ : সীগাহ جمع مذكر غائب বহছ نفى فعل مضارع معروف বাব نَصَرَ মাসদার دُعَاءٌ মূলবর্ণ (د - ع - و) জিনস ناقص واوى অর্থ–তারা উপাসনা করে না।

لَا يَزْنُوْنَ : সীগাহ جمع مذكر غائب বহছ نفى فعل مضارع معروف বাব ضَرَبَ মাসদার زِنَاءٌ মূলবর্ণ (ز - ن - ى) জিনস ناقص يائى অর্থ– তারা ব্যভিচার করে না।

يَلْقَ : সীগাহ واحد مذكر غائب বহছ مضارع معروف বাব سَمِعَ মাসদার لِقَاءٌ মূলবর্ণ (ل - ق - ى) জিনস ناقص يائى অর্থ– তাকে সম্মুখীন হতে হবে।

বাক্য বিশ্লেষণ :

وَالَّذِيْنَ يَقُوْلُوْنَ رَبَّنَا اصْرِفْ عَنَّا عَذَابَ جَهَنَّمَ : এখানে واو টি আতেফা اَلَّذِيْنَ ইসমে মাওসূল পূর্ণ يَقُوْلُوْنَ বাক্যটি হলো সেলাহ, আর رَبَّنَا হলো منادى مضاف তাঁর হরফে নেদা উহ্য রয়েছে। اصْرِفْ হলো ফে'ল আর عَذَابَ جَهَنَّمَ হলো اِصْرِفْ -এর মাফউল। আর বাক্যটি مقول -এর قول হয়েছে।

৬৯. কিয়ামত দিবসে তার শাস্তি বৃদ্ধি পেতে থাকবে এবং সে তাতে অনন্তকাল লাঞ্ছিত অবস্থায় থাকবে।	يُّضٰعَفْ لَهُ الْعَذَابُ يَوْمَ الْقِيٰمَةِ وَيَخْلُدْ فِيْهٖ مُهَانًا ﴿٦٩﴾
৭০. কিন্তু যারা তওবা করে নেয় এবং ঈমান আনয়ন করে এবং নেক কাজ করতে থাকে, তবে এরূপ লোকদেরকে আল্লাহ তাদের পাপসমূহের পরিবর্তে পুণ্যসমূহ দান করবেন। আর আল্লাহ বড়ই ক্ষমাশীল, করুণাময়।	اِلَّا مَنْ تَابَ وَاٰمَنَ وَعَمِلَ عَمَلًا صَالِحًا فَاُولٰٓئِكَ يُبَدِّلُ اللّٰهُ سَيِّاٰتِهِمْ حَسَنٰتٍ ۭ وَكَانَ اللّٰهُ غَفُوْرًا رَّحِيْمًا ﴿٧٠﴾
৭১. আর যে ব্যক্তি তওবা করে এবং নেক কাজ করে, তবে তো সে ব্যক্তি আল্লাহ তা'আলার প্রতি বিশেষভাবে প্রত্যাবর্তন করতেছে।	وَمَنْ تَابَ وَعَمِلَ صَالِحًا فَاِنَّهٗ يَتُوْبُ اِلَى اللّٰهِ مَتَابًا ﴿٧١﴾
৭২. এবং যারা মিথ্যা সাক্ষ্য দেয় না যদি বেহুদা কাজ-কথার সংস্রবে গিয়ে পড়ে, তবে ভদ্রভাবে এড়িয়ে যায়।	وَالَّذِيْنَ لَا يَشْهَدُوْنَ الزُّوْرَ ۙ وَاِذَا مَرُّوْا بِاللَّغْوِ مَرُّوْا كِرَامًا ﴿٧٢﴾
৭৩. আর তারা এমন, যখন তাদেরকে উপদেশ দেওয়া হয়– আল্লাহর নির্দেশাবলির দ্বারা, তখন তারা তার উপর পতিত হয় না বধির ও অন্ধভাবে।	وَالَّذِيْنَ اِذَا ذُكِّرُوْا بِاٰيٰتِ رَبِّهِمْ لَمْ يَخِرُّوْا عَلَيْهَا صُمًّا وَّعُمْيَانًا ﴿٧٣﴾

শাব্দিক অনুবাদ :

৬৯. يُضٰعَفْ لَهُ الْعَذَابُ তার শাস্তি বৃদ্ধি পেতে থাকবে يَوْمَ الْقِيٰمَةِ কিয়ামত দিবসে وَيَخْلُدْ فِيْهٖ مُهَانًا এবং সে তাতে অনন্তকাল লাঞ্ছিত অবস্থায় থাকবে।

৭০. اِلَّا مَنْ تَابَ কিন্তু যারা তওবা করে নেয় وَاٰمَنَ, এবং ঈমান আনয়ন করে وَعَمِلَ عَمَلًا صَالِحًا এবং নেক কাজ করতে থাকে فَاُولٰٓئِكَ يُبَدِّلُ اللّٰهُ তবে এরূপ লোকদেরকে আল্লাহ দান করবেন سَيِّاٰتِهِمْ حَسَنٰتٍ পাপসমূহের পরিবর্তে পুণ্যসমূহ وَكَانَ اللّٰهُ غَفُوْرًا رَّحِيْمًا, আর আল্লাহ বড়ই ক্ষমাশীল, করুণাময়।

৭১. وَمَنْ تَابَ, আর যে ব্যক্তি তওবা করে وَعَمِلَ صَالِحًا, এবং নেক কাজ করে فَاِنَّهٗ يَتُوْبُ اِلَى اللّٰهِ مَتَابًا তবে তো সেই ব্যক্তি আল্লাহ তা'আলার প্রতি বিশেষভাবে প্রত্যাবর্তন করেছে।

৭২. وَالَّذِيْنَ لَا يَشْهَدُوْنَ الزُّوْرَ, এবং যারা মিথ্যা সাক্ষ্য দেয়না। وَاِذَا مَرُّوْا بِاللَّغْوِ, আর যদি বেহুদা কাজ কথার সংস্রবে গিয়ে পড়ে مَرُّوْا كِرَامًا তবে ভদ্রভাবে এড়িয়ে যায়।

৭৩. وَالَّذِيْنَ, আর তারা এমন اِذَا ذُكِّرُوْا যখন তাদেরকে উপদেশ দেওয়া হয় بِاٰيٰتِ رَبِّهِمْ আল্লাহর নির্দেশাবলি দ্বারা لَمْ يَخِرُّوْا عَلَيْهَا তখন তারা এর উপর পতিত হয় না صُمًّا وَّعُمْيَانًا বধির ও অন্ধভাবে।

https://e-ilm.weebly.com/

وَالَّذِيْنَ يَقُوْلُوْنَ رَبَّنَا هَبْ لَنَا مِنْ اَزْوَاجِنَا وَذُرِّيّٰتِنَا قُرَّةَ اَعْيُنٍ وَّاجْعَلْنَا لِلْمُتَّقِيْنَ اِمَامًا ﴿٧٤﴾

৭৪. আর তারা এমন যে, তারা দোয়া করতে থাকে, হে আমাদের প্রতিপালক! আমাদেরকে আমাদের স্ত্রীগণ এবং আমাদের সন্তানবর্গ হতে চোখের শীতলতা [শান্তি] দান করুন, আর আমাদেরকে মুত্তাকী লোকদের ইমাম [নেতা] বানিয়ে দিন।

اُولٰٓئِكَ يُجْزَوْنَ الْغُرْفَةَ بِمَا صَبَرُوْا وَيُلَقَّوْنَ فِيْهَا تَحِيَّةً وَّسَلٰمًا ﴿٧٥﴾

৭৫. এই সমস্ত লোক প্রাপ্ত হবে জান্নাতের সুউচ্চ কক্ষ তাদের দৃঢ় থাকার কারণে এবং তারা তাতে স্থায়ী অবস্থানের দোয়া ও সালাম প্রাপ্ত হবে।

خٰلِدِيْنَ فِيْهَا ؕ حَسُنَتْ مُسْتَقَرًّا وَّمُقَامًا ﴿٧٦﴾

৭৬. [এবং] তাতে তারা অনন্তকাল বাস করতে থাকবে, তা কেমন উত্তম ঠিকানা ও বাসস্থান।

قُلْ مَا يَعْبَؤُا بِكُمْ رَبِّيْ لَوْلَا دُعَآؤُكُمْ ۚ فَقَدْ كَذَّبْتُمْ فَسَوْفَ يَكُوْنُ لِزَامًا ﴿٧٧﴾ ع

৭৭. আপনি [কাফেরদেরকে] বলে দিন, আমার প্রতিপালক তোমাদের একটুও পরোয়া করবেন না যদি তোমরা ইবাদত না কর, তোমরা তো [আল্লাহর আদেশসমূহকে] মিথ্যা মনে করতেছ, সুতরাং অচিরেই এটা মহা বিপদ হবে।

শাব্দিক অনুবাদ :

৭৪. وَالَّذِيْنَ يَقُوْلُوْنَ আর তারা এমন যে, তারা দোয়া করতে থাকে رَبَّنَا হে আমাদের প্রতিপালক! هَبْ لَنَا আমাদেরকে দান করুন مِنْ اَزْوَاجِنَا وَذُرِّيّٰتِنَا আমাদের স্ত্রীগণ এবং আমাদের সন্তানবর্গ হতে قُرَّةَ اَعْيُنٍ চোখের শীতলতা (শান্তি) وَّاجْعَلْنَا لِلْمُتَّقِيْنَ اِمَامًا আর আমাদেরকে মুত্তাকী লোকদের ইমাম বানিয়ে দিন।

৭৫. اُولٰٓئِكَ يُجْزَوْنَ এ সমস্ত লোক প্রাপ্ত হবে الْغُرْفَةَ প্রাসাদসমূহ بِمَا صَبَرُوْا তাদের দৃঢ় থাকার কারণে وَيُلَقَّوْنَ فِيْهَا তারা তথায় প্রাপ্ত হবে تَحِيَّةً وَّسَلٰمًا স্থায়ী অবস্থানের দোয়া ও সালাম।

৭৬. خٰلِدِيْنَ فِيْهَا তাতে তারা অনন্তকাল বাস করতে থাকবে حَسُنَتْ مُسْتَقَرًّا وَّمُقَامًا তা কেমন উত্তম ঠিকানা ও বাসস্থান

৭৭. قُلْ আপনি বলে দিন مَا يَعْبَؤُا بِكُمْ رَبِّيْ আমার প্রতিপালক তোমাদের একটুও পরোয়া করবেন না لَوْلَا دُعَآؤُكُمْ যদি তোমরা ইবাদত না করো فَقَدْ كَذَّبْتُمْ তোমরা তো (আল্লাহর আদেশ সমূহকে) মিথ্যা মনে করছ فَسَوْفَ يَكُوْنُ لِزَامًا সুতরাং অচিরেই এটা মহাবিপদ হবে।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

অতঃপর উল্লিখিত অপরাধসমূহ যারা করে, তাদের শাস্তি বর্ণিত হচ্ছে। আয়াতসমূহের পূর্বাপর বর্ণনাধারা থেকে একথা নির্দিষ্ট যে, এই শাস্তি বিশেষভাবে কাফেরদের হবে, যারা শিরক ও কুফরের সাথে সাথে হত্যা এবং ব্যভিচারেও লিপ্ত হয়। কেননা প্রথমে তো يُضٰعَفْ لَهُ الْعَذَابُ কথাটি মুসলমান গুনাহগারদের জন্য প্রযোজ্য হতে পারে না। কারণ তাদের এক গুনাহের জন্যে একই শাস্তি কুরআন ও হাদীসে উল্লিখিত আছে। শাস্তির অবস্থাগত অথবা পরিমাণগত বৃদ্ধি মু'মিনদের জন্যে হবে না। এটা কাফেরদের বৈশিষ্ট্য কুফরের যে শাস্তি, যদি কাফের ব্যক্তি কুফরের সাথে অন্য পাপও করে, তবে সেই

https://e-ilm.weebly.com/

শাস্তি দ্বিগুণ হয়ে যাবে। দ্বিতীয়তঃ এই শাস্তি সম্পর্কে আয়াতে وَيَخْلُدْ فِيهِ مُهَانًا কথাটিও বলা হয়েছে; অর্থাৎ, তারা চিরকাল এই আজাবে লাঞ্ছিত অবস্থায় থাকবে। কোনো মু'মিন চিরকাল আজাবে থাকবে না। মু'মিন যত বড় পাপই করুক, পাপের শাস্তি ভোগ করার পর তাকে জাহান্নাম থেকে মুক্তি দেওয়া হবে। মোটকথা এই যে, যারা শিরক ও কুফরের সাথে সাথে হত্যা ও ব্যভিচারেও লিপ্ত হয়, তাদের শাস্তি বর্ধিত হবে, অর্থাৎ কঠোরও হবে এবং চিরস্থায়ীও হবে। অতঃপর বর্ণনা করা হচ্ছে যে, যাদের শাস্তির কথা এখানে বলা হলো, এরূপ কঠোর অপরাধী যদি তওবা করে এবং বিশ্বাস স্থাপন করে সৎকর্ম করতে থাকে, তবে আল্লাহ তা'আলা তাদের মন্দ কর্মসমূহকে পুণ্য দ্বারা পরিবর্তিত করে দেবেন। উদ্দেশ্য এই যে, তওবার পর তাদের আমলনামায় পুণ্য থেকে যাবে। কেননা আল্লাহ তা'আলার ওয়াদা এই যে, শিরক ও কুফর অবস্থায় যত পাপই করা হোক না কেন, তওবা করতঃ ইসলাম গ্রহণ করার কারণে সেসব বিগত পাপ মাফ হয়ে যাবে। কাজেই অতীতে তাদের আমলনামা যদিও গুনাহ ও মন্দ কর্মে পরিপূর্ণ ছিল, কিন্তু এখন ঈমান গ্রহণ করার কারণে সেগুলো সব মাফ হয়ে গেছে এবং গুনাহ ও মন্দ কর্মের স্থান ঈমান ও সৎকর্ম দখল করে নিয়েছে। মন্দ কর্মসমূহকে পুণ্যে পরিবর্তিত করার এই তাফসীর হযরত ইবনে-আব্বাস, হাসান বসরী, সাঈদ ইবনে জুবায়র, মুজাহিদ প্রমুখ তাফসীরবিদ থেকে বর্ণিত আছে। –[মাযহারী]

নবম গুণ : إِلَّا مَنْ تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ - وَمَنْ تَابَ وَعَمِلَ صَالِحًا فَإِنَّهُ يَتُوبُ إِلَى اللَّهِ مَتَابًا : বাহ্যতঃ এটা পূর্বোক্ত صَالِحًا বাক্যে বিধৃত বিষয়বস্তুর পুনরুক্তি। কুরতুবী কাফফাল থেকে বর্ণনা করেন যে, এই তওবা পূর্বোক্ত তওবা থেকে ভিন্ন ও আলাদা। কারণ প্রথমটি ছিল কাফের ও মুশরিকদের তওবা যারা হত্যা ও ব্যভিচারেও লিপ্ত হয়েছিল, এরপর বিশ্বাস স্থাপন করেছিল। ফলে তাদের মন্দ কর্মসমূহ পুণ্য দ্বারা পরিবর্তিত করে দেওয়া হয়। এখন মুসলমান পাপীদের তওবার কথা উল্লেখ করা হয়েছে। এ কারণেই প্রথমোক্ত তওবার সাথে وَآمَنَ অর্থাৎ, বিশ্বাস স্থাপনের কথা বলা হয়েছে এবং দ্বিতীয় তওবায় তার উল্লেখ নেই। এতে বোঝা যায় যে, এটা তাদের তওবা, যারা পূর্ব থেকে মু'মিনই ছিল; কিন্তু অসাবধানতাবশত : হত্যা ও ব্যভিচারে লিপ্ত হয়ে পড়েছে। তাদের সম্পর্কে আলোচ্য আয়াত অবতীর্ণ হয়েছে যে, এরূপ লোক তওবা করার পর যদি মৌখিক তওবা করেই ক্ষান্ত না হয়, বরং ভবিষ্যতের জন্য তাদের কর্মও সংশোধন করে, তবে তাদের তওবাকে বিশুদ্ধ ও সঠিক মনে করা হবে। এ কারণেই শর্ত হিসেবে তওবার প্রাথমিক অবস্থা উল্লেখ করার পর তার জওয়াবে শুধু يَتُوبُ উল্লেখ করা শুদ্ধ হয়েছে। কেননা শর্তে শুধু মৌখিক তওবার উল্লেখ আছে এবং জওয়াবে যে তওবা উল্লিখিত হয়েছে, তা সৎকর্মের সাথে সংশ্লিষ্ট। উদ্দেশ্য এই যে, যে ব্যক্তি তওবা করে, অতঃপর সৎ কর্ম দ্বারাও তওবার প্রমাণ দেয়, তাকে বিশুদ্ধরূপে আল্লাহর দিকে প্রত্যাবর্তনকারী মনে করা হবে। এর বিপরীতে যে ব্যক্তি অতীত গোনাহ থেকে তওবা তো করে কিন্তু ভবিষ্যত ক্রিয়াকর্মে এর কোনো প্রমাণ দেয় না, তার তওবা যেন তওবাই নয়। আয়াতের বিষয় বস্তুর সংক্ষিপ্তসার এই যে, যে মুসলমান অসাবধানতাবশত পাপে লিপ্ত হয়, অতঃপর তওবা করে এবং তওবার পর কর্মও এমন করে, যা দ্বারা তওবার প্রমাণ পাওয়া যায়, তবে এ তওবাও আল্লাহর কাছে গ্রহণীয় হবে এবং বাহ্যতঃ এর উপকারিতাও তাই হবে,যা পূর্ববর্তী আয়াতে বলা হয়েছে যে, তার মন্দ-কাজকে পুণ্য দ্বারা পরিবর্তিত করে দেওয়া হবে।

আল্লাহর বিশেষ ও প্রিয় বান্দাদের বিশেষ গুণাবলির বর্ণনা চলছিল। মাঝখানে পাপের পর তওবা করার বিধানাবলি বর্ণিত হয়েছে। অতঃপর পুনরায় অবশিষ্ট গুণাবলি বর্ণিত হচ্ছে :

দশম গুণঃ وَالَّذِينَ لَا يَشْهَدُونَ الزُّورَ –অর্থাৎ, তারা মিথ্যা ও বাতিল মজলিসে যোগদান করে না। সর্ববৃহৎ মিথ্যা ও বাতিল তো শিরক ও কুফর। এরপর সাধারণ পাপ কর্ম মিথ্যা কাজ। আয়াতের উদ্দেশ্য এই যে, প্রিয় বান্দগণ এরূপ মজলিসে যোগদান করা থেকেও বিরত থাকে। হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) বলেন, এর অর্থ মুশরিকদের ঈদ, মেলা ইত্যাদি। হযরত মুজাহিদ ও মুহাম্মদ ইবনে হানাফিয়া (র.) বলেন, এখানে গান-বাজনার মাহফিল বুঝানো হয়েছে। আমর ইবনে কায়েস বলেন, নির্লজ্জতা ও নৃত্যগীতের মাহফিল বুঝানো হয়েছে। যুহরী ও ইমাম মালেক (র.) বলেন, মদ্যপান করা ও করানোর মজলিস বোঝানো হয়েছে। –[ইবনে -কাসীর]

সত্য এই যে, এসব উক্তির মধ্যে কোনো বিরোধ নেই। এগুলো সবই মিথ্যা ও বাতিল মজলিস। আল্লাহর নেক বান্দাদের এরূপ মজলিস পরিহার করে থাকা উচিত। কেননা ইচ্ছা করে বাজে ও বাতিল কর্ম দেখা ও তাতে যোগদান করার সমপর্যায়ভুক্ত। –[মাযহারী]

https://e-ilm.weebly.com/

কোনো কোনো তাফসীরবিদ আয়াতের يَشْهَدُوْنَ শব্দটিকে شَهَادَةٌ অর্থাৎ সাক্ষ্য দেওয়ার অর্থে নিয়েছেন। তাঁদের মতে আয়াতের অর্থ এই যে, তারা মিথ্যা সাক্ষ্য দেয় না। মিথ্যা সাক্ষ্য যে মহাবিপদ ও কবীরা গুনাহ তা কুরআন ও সুন্নাতে প্রসিদ্ধ ও সুবিদিত। বুখারী ও মুসলিমে হযরত আনাস (রা.)-এর রেওয়ায়েতে রাসূলুল্লাহ ﷺ মিথ্যা সাক্ষ্যকে সর্ববৃহৎ কবীরা গুনাহ আখ্যা দিয়েছেন।

হযরত ওমর ফারুক (রা.) বলেন, যে ব্যক্তি সম্পর্কে মিথ্যা সাক্ষ্যদানের অভিযোগ প্রমাণিত হয়ে যায়, তাকে চল্লিশটি বেত্রাঘাত করা দরকার। এছাড়া তার মুখে চুন-কালি মেখে বাজারে ঘুরিয়ে লাঞ্ছিত করা দরকার। এরপর দীর্ঘদিন কয়েদখানায় আবদ্ধ রাখা প্রয়োজন। –[মাযহারী]

একাদশ গুণ : وَإِذَا مَرُّوْا بِاللَّغْوِ مَرُّوْا كِرَامًا –অর্থাৎ যদি অনর্থক ও বাজে মজলিসের কাছ দিয়ে তারা ঘটনাক্রমে কোনোদিন গমন করে, তবে গাম্ভীর্যও ভদ্রতা সহকারে চলে যায়। উদ্দেশ্য এই যে, এধরনের মজলিসে তারা যেমন ইচ্ছাকৃত ভদ্রতা সহকারে চলে যায়। উদ্দেশ্যে এই যে, এ ধরনের মজলিসে তারা যেমন ইচ্ছাকৃতভাবে যোগদান করে না তেমনি যদি ঘটনাচক্রে তারা এমন মজলিসের কাছ দিয়েও গমন করে, তবে পাপাচারের এসব মজলিসের কাছ দিয়ে ভদ্রতা বজায় রেখে চলে যায়। অর্থাৎ মজলিসের কাজকে মন্দ ও ঘৃণার্হ জানা সত্ত্বেও পাপাচারে লিপ্ত ব্যক্তিদের প্রতি অবজ্ঞা প্রকাশ করে না এবং নিজেদেরকে তাদের চাইতে উত্তম ও শ্রেষ্ঠ জ্ঞান করে অহংকারে লিপ্ত হয় না। হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা.) একদিন ঘটনাক্রমে বাজে মজলিসের কাছ দিয়ে গমন করেন। তিনি সেখানে না দাঁড়িয়ে সোজা চলে যান। রাসূলুল্লাহ ﷺ একথা জানতে পেরে বললেন, ইবনে মাসউদ করীম অর্থাৎ ভদ্র হয়ে গেছে। অতঃপর তিনি এই আয়াত তেলাওয়াত করেন, যাতে অনর্থক মজলিসের কাছ দিয়ে ভদ্র ও সম্ভ্রান্ত লোকদের ন্যায় চলে যাওয়ার নির্দেশ আছে।

–[ইবনে-কাসীর]

দ্বাদশ গুণ : وَالَّذِيْنَ إِذَا ذُكِّرُوْا بِاٰيٰتِ رَبِّهِمْ لَمْ يَخِرُّوْا عَلَيْهَا صُمًّا وَّعُمْيَانًا –অর্থাৎ এই প্রিয় বান্দাগণকে যখন আল্লাহ তা'আলার আয়াত ও আখেরাতের কথা স্মরণ করানো হয়, তখন তারা এসব আয়াতের প্রতি অন্ধ ও বধিরদের ন্যায় মনোযোগ দেয় না; বরং শ্রবণশক্তি ও অন্তর্দৃষ্টিসম্পন্ন মানুষের ন্যায় এগুলো সম্পর্কে চিন্তা-ভাবনা করে ও তদনুযায়ী আমল করে। অনবধান বোকা লোকদের ন্যায় এরূপ আচরণ করে না যে, তারা যেন শোনেইনি কিংবা দেখেইনি। এই আয়াতে দু'টি বিষয় উল্লিখিত হয়েছে। (এক) আল্লাহর আয়াতসমূহের উপর পতিত হওয়া অর্থাৎ গুরুত্ব সহকারে মনোনিবেশ করা। এটা প্রশংসনীয় কাম্য ও বিরাট পুণ্য কাজ। (দুই) অন্ধ ও বধিরদের ন্যায় পতিত হওয়া: অর্থাৎ কুরআনের আয়াতসমূহের প্রতি মনোনিবেশ করা হয় বটে, কিন্তু আমলের ব্যাপারে এমন করা যেন শোনেইনি ও দেখেইনি অথবা আমলও করা হয়, কিন্তু বিশুদ্ধ মূলনীতি এবং সাহাবা ও তাবেয়ীগণের মতামতের খেলাফ নিজের মতে কিংবা জনশ্রুতি অনুসরণে ভ্রান্ত আমল করা। এটাও এক রকম অন্ধ-বধির হয়েই পতিত হওয়ার পর্যায়ভুক্ত।

শরিয়তের বিধানাবলি পাঠ করাই যথেষ্ট নয়; বরং পূর্ববর্তী মনীষীগণের তাফসীর অনুযায়ী বুঝে আমল করা জরুরি : আলোচ্য আয়াতসমূহে আল্লাহর আয়াতের প্রতি মনোনিবেশই না করা এবং অন্ধ ও বধিরের ন্যায় আচরণ করার যেমন নিন্দা করা হয়েছে; তেমনি না বুঝে না শুনে নিজের মতামতের উপর ভিত্তি করে যেভাবে ইচ্ছা, সেভাবে মনোনিবেশ করা এবং আমল করারও নিন্দা করা হয়েছে। ইবনে কাসীর ইবনে আওন থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি হযরত শা'বীকে জিজ্ঞেস করেন, যদি আমি এমন কোনো মজলিসে উপস্থিত হই, যেখানে সবাই সেজদারত আছে এবং আমি জানি না, এটা কোন প্রকার সেজদা, তবে আমিও কি তাদের সাথে সেজদায় শরিক হয়ে যাব? হযরত শা'বী বললেন, না। না বুঝে না শুনে কোনো কাজে লেগে যাওয়া মু'মিনের জন্যে বৈধ নয়; বরং বুঝে-শুনে আমল করা তার জন্যে জরুরি। তুমি যখন সেজদার সেই আয়াতটি শোননি, যার ভিত্তিতে তারা সেজদা করছে এবং তুমি তাদের সেজদার স্বরূপও জান না, তখন এভাবে তাদের সাথে সেজদায় শরিক হয়ে যাওয়া জায়েজ নয়।

এ যুগে যুব-সম্প্রদায় ও নব্যশিক্ষিতদের মধ্যে কুরআন পাঠ ও কুরআন বুঝার প্রতি আগ্রহ সৃষ্টি হয়েছে এবং এ কারণে তারা নিজেরা কুরআনের অনুবাদ অথবা কারও তাফসীর দেখে কুরআনকে নিজেরা বুঝার চেষ্টাও করে থাকে। এটা নিঃসন্দেহে ধন্যবাদার্হ; কিন্তু এই চেষ্টা সম্পূর্ণ নীতিবিবর্জিত। ফলে তারা কুরআনকে বিশুদ্ধরূপে বুঝার পরিবর্তে অনেক ক্ষেত্রেই বিভ্রান্তির শিকার হয়ে যায়। নীতির কথা এই যে, জগতের কোনো সাধারণতম বিদ্যাও নিছক গ্রন্থ অধ্যয়ন করে

https://e-ilm.weebly.com/

কেউ উল্লেখযোগ্য পরিমাণে অর্জন করতে পারে না, যে পর্যন্ত তা কোনো ওস্তাদের কাছে থেকে শিক্ষা না করে। জানিনা কুরআন ও কুরআনের বিদ্যাকেই কেন এমন মনে করে দেওয়া হয়েছে যে, যার মন চায় সে নিজেই তরজমা দেখে যা ইচ্ছা অর্থ নির্দিষ্ট করে নেয়। কোনো পারদর্শী ওস্তাদের পথপ্রদর্শন ব্যতীত এই নীতিবিবর্জিত কুরআন পাঠও আল্লাহর আয়াতে অন্ধ বধির হয়ে পতিত হওয়ার শামিল। আল্লাহ তা'আলা আমাদের সবাইকে সরল পথের তাওফীক দান করুন।

ত্রয়োদশ গুণ : وَالَّذِيْنَ يَقُوْلُوْنَ رَبَّنَا هَبْ لَنَا مِنْ اَزْوَاجِنَا وَذُرِّيّٰتِنَا قُرَّةَ اَعْيُنٍ وَّاجْعَلْنَا لِلْمُتَّقِيْنَ اِمَامًا এতে নিজ সন্তান-সন্ততি ও স্ত্রীদের জন্য আল্লাহ তা'আলার কাছে দোয়া করা হয়েছে যে, তাদেরকে আমার জন্য চোখের শীতলতা স্বরূপ করে দিন। চোখের শীতলতা করার উদ্দেশ্য হযরত হাসান বসরী (র.)-এর তাফসীর অনুযায়ী তাদেরকে আল্লাহর আনুগত্যে মশগুল দেখা। একজন মানুষের জন্য এটাই চোখের প্রকৃত শীতলতা। যদি সন্তান-সন্ততি ও স্ত্রীদের বাহ্যিক স্বাস্থ্য, নিরাপত্তা ও সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যকেও এর অন্তর্ভুক্ত করে নেওয়া হয়, তবে তা'ও দুরস্ত।

এখানে এই দোয়া দ্বারা ইঙ্গিত করা হয়েছে যে, আল্লাহর প্রিয়বান্দাগণ কেবল নিজেদের সংশোধন ও সৎকর্ম নিয়েই সন্তুষ্ট থাকেন না, বরং তাদের সন্তান-সন্ততি ও স্ত্রীদেরও আমল সংশোধন ও চরিত্র উন্নয়নের চেষ্টা করেন। এই চেষ্টারই অংশ হিসেবে তাদের সৎকর্ম পরায়ণতার জন্যে আল্লাহর কাছে দোয়া করেন। আয়াতের পরবর্তী বাক্যে দোয়ার এই অংশটিও প্রণিধানযোগ্য وَاجْعَلْنَا لِلْمُتَّقِيْنَ اِمَامًا আমাদেরকে মুত্তাকীগণের নেতা ও ইমাম করে দিন। এতে বাহ্যতঃ নিজের জন্যে জাঁকজমক, পদমর্যাদা ও শ্রেষ্ঠত্ব অর্জনের দোয়া আছে যে, যা কুরআনের অন্যান্য আয়াতদৃষ্টে নিষিদ্ধ, যেমন এক আয়াতে আছে : تِلْكَ الدَّارُ الْاٰخِرَةُ نَجْعَلُهَا لِلَّذِيْنَ لَا يُرِيْدُوْنَ عُلُوًّا فِى الْاَرْضِ وَلَا فَسَادًا –অর্থাৎ আমি পরকালের গৃহ তাদের জন্যে নির্দিষ্ট করে রেখেছি, যারা ভূপৃষ্ঠে শ্রেষ্ঠত্ব কামনা করে না এবং অনর্থ সৃষ্টি করতে চায় না। তাই কোনো কোনো আলেম আয়াতের তাফসীরে বলেন : প্রত্যেকেই নিজ নিজ পরিবার-পরিজনের ইমাম ও নেতা স্বাভাবিকভাবে হয়েই থাকেন। কাজেই এই দোয়ার সারমর্ম এই যে, আমাদের সন্তান-সন্ততি ও পরিবার-পরিজনকে মুত্তাকী করে দিন। তারা মুত্তাকী হয়ে গেলে স্বাভাবিকভাবেই এই ব্যক্তি মুত্তাকীগণের ইমাম ও নেতা কথিত হবেন। সুতরাং এখানে নিজের শ্রেষ্ঠত্বের দোয়া করা হয়নি; বরং সন্তান-সন্ততি ও স্ত্রীদেরকে মুত্তাকী করার দোয়া করা হয়েছে। হযরত ইবরাহীম নাখয়ী (র.) বলেন, এই দোয়ায় নিজের জন্যে কোনো সরদারী ও নেতৃত্ব প্রার্থনা করা উদ্দেশ্য নয়; বরং উদ্দেশ্য এই যে, আমাদেরকে এরূপ যোগ্য করে দিন, যাতে মানুষ ধর্ম ও আমলে আমাদের অনুসরণ করে এবং আমাদের জ্ঞান ও আমল দ্বারা তারা উপকৃত হয়। ফলে আমরা এর ছওয়াব পাব। হযরত মকহুল শামী (র.) বলেন, দোয়ার উদ্দেশ্য নিজের জন্য তাকওয়া ও আল্লাহ ভীতির এমন উচ্চস্তর অর্জন করা, যা দ্বারা মুত্তাকীগণ লাভবান হয়। কুরতুবী উভয় উক্তি বর্ণনা করার পর বলেন, উভয় উক্তির সারকথা একই অর্থাৎ যে সরদারী ও নেতৃত্ব ধর্ম ও পরকালের উপকারার্থে তলব করা হয়, তা নিন্দনীয় নয় জায়েজ। পক্ষান্তরে لَا يُرِيْدُوْنَ عُلُوًّا আয়াতে সেই সরদারী ও নেতৃত্বেরই নিন্দা করা হয়েছে, যা পার্থিব সম্মান ও প্রতিপত্তি অর্জনের নিমিত্ত হয়। وَاللّٰهُ اَعْلَمُ এ পর্যন্ত 'ইবাদুর রহমান অর্থাৎ কামেল মু'মিনদের প্রধান গুণাবলির বর্ণনা সমাপ্ত হলো। অতঃপর তাদের প্রতিদান ও পরকালীন মর্তবার বিষয় বর্ণিত হচ্ছে। اُولٰٓئِكَ يُجْزَوْنَ الْغُرْفَةَ - غُرْفَةٌ শব্দের আভিধানিক অর্থ বালাখানা তথা উপরতলার কক্ষ। বিশেষ নৈকট্যপ্রাপ্তগণ এমন বালাখানা পাবে, যা সাধারণ জান্নাতিগণের কাছে তেমনি দৃষ্টিগোচর হবে, যেমন পৃথিবীর লোকদের কাছে তারকা-নক্ষত্র দৃষ্টিগোচর হয়। (বুখারী, মুসলিম, মাযহারী) মুসনাদে আহমদ, বায়হাকী, তিরমিযী ও হাকিমে হযরত আবূ মালিক আশ'আরী থেকে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন, জান্নাতে এমন কক্ষ থাকবে, যার ভেতরের অংশ বাইরে থেকে এবং বাইরের অংশ ভেতর থেকে দৃষ্টিগোচর হবে। লোকেরা জিজ্ঞেস করল ইয়া রাসূলাল্লাহ ﷺ -এসব কক্ষ কাদের জন্য? তিনি বললেন, যে ব্যক্তি নম্র ও পবিত্র কথাবার্তা বলে, প্রত্যেক মুসলমানকে সালাম করে, ক্ষুধার্তকে আহার করায় এবং রাত্রে যখন সবাই নিদ্রিত থাকে, তখন সে তাহাজ্জুদের নামাজ পড়ে। –[মাযহারী]

وَيُلَقَّوْنَ فِيْهَا تَحِيَّةً وَّسَلٰمًا –অর্থাৎ জান্নাতের অন্যান্য নিয়ামতের সাথে তারা এই সম্মান ও লাভ করবে যে, ফেরেশতাগণ তাদেরকে মোবারকবাদ জানাবে এবং সালাম করবে। এ পর্যন্ত খাঁটি মু'মিনদের বিশেষ অভ্যাস, কর্ম ও এ সবের প্রতিদান ও ছওয়াবের আলোচনা ছিল। শেষ আয়াতে পুনর্বার কাফের ও মুশরিকদেরকে আজাবের ভয় প্রদর্শন করে সূরা সমাপ্ত করা হয়েছে।

https://e-ilm.weebly.com/

قُلْ مَا يَعْبَؤُا بِكُمْ رَبِّىْ لَوْلَا دُعَاءُكُمْ : এই আয়াতের তাফসীর প্রসঙ্গে অনেক উক্তি রয়েছে, তন্মধ্যে যা অধিক স্পষ্ট ও সহজ তা এই যে, আল্লাহর কাছে তোমাদের কোনো গুরুত্ব থাকত না, যদি তোমাদের পক্ষ থেকে তাঁকে ডাকা ও তাঁর ইবাদত করা না হতো। কেননা মানব সৃষ্টির উদ্দেশ্যই আল্লাহর ইবাদত করা। যেমন অন্য আয়াতে আছে وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْاِنْسَ اِلَّا لِيَعْبُدُوْنِ : অর্থাৎ আমি মানব ও জিনকে আমার ইবাদত ব্যতীত অন্য কোনো কাজের জন্যে সৃষ্টি করিনি। এ হচ্ছে একটি সাধারণ বিধির বর্ণনা যে, ইবাদত ব্যতীত মানুষের কোনো মূল্য গুরুত্ব ও সম্মান নেই। এরপর রিসালাত এবং ইবাদতে অবিশ্বাসী কাফের ও মুশরিকদেরকে বলা হয়েছে : فَقَدْ كَذَّبْتُمْ অর্থাৎ তোমরা সব কিছুকে মিথ্যাই বলে দিয়েছ। এখন আল্লাহর কাছে তোমাদের কোনো গুরুত্ব নেই।

فَسَوْفَ يَكُوْنُ لِزَامًا : অর্থাৎ এখন এই মিথ্যারোপ ও কুফর তোমাদের কণ্ঠহার হয়ে গেছে। তোমাদেরকে জাহান্নামের চিরস্থায়ী আজাবে লিপ্ত না করা পর্যন্ত এটা তোমাদের সাথে থাকবে।

শব্দ বিশ্লেষণ :

يُضٰعَفْ : সীগাহ واحد مذكر غائب বহছ مضارع مجهول বাব مُفَاعَلَةٌ মাসদার مُضَاعَفَةٌ মূলবর্ণ (ض ـ ع ـ ف) জিনস صحيح অর্থ– বৃদ্ধি পেতে থাকবে।

يَخْلُدْ : সীগাহ واحد مذكر غائب বহছ مضارع معروف বাব نَصَرَ মাসদার خُلُوْدٌ মূলবর্ণ (خ ـ ل ـ د) জিনস صحيح অর্থ– সে অনন্তকাল থাকবে।

مُهَانًا : সীগাহ واحد مذكر বহছ اسم مفعول বাব اِفْعَالٌ মাসদার اِهَانَةٌ মূলবর্ণ (ه ـ و ـ ن) জিনস اجوف واوى অর্থ– লাঞ্ছিত অবস্থায়।

مَرُّوْا : সীগাহ جمع مذكر غائب বহছ ماضى معروف বাব نَصَرَ মাসদার مُرُوْرٌ ও مَرٌّ মূলবর্ণ (م ـ ر ـ ر) জিনস مضاعف ثلاثى অর্থ– তারা গিয়ে পড়ে।

لَمْ يَخِرُّوْا : সীগাহ جمع مذكر غائب বহছ نفى جحد بلم বাব ضَرَبَ ও نَصَرَ মাসদার خَرٌّ ও خُرُوْرٌ মূলবর্ণ (خ ـ ر ـ ر) জিনস مضاعف ثلاثى অর্থ– তারা পতিত হয় না।

يُجْزَوْنَ : সীগাহ جمع مذكر غائب বহছ مضارع مجهول বাব ضَرَبَ মাসদার جَزَاءٌ মূলবর্ণ (ج ـ ز ـ ى) জিনস ناقص يائى অর্থ– তারা প্রাপ্ত হবে।

يُلَقَّوْنَ : সীগাহ جمع مذكر غائب বহছ مضارع مجهول বাব تَفْعِيْلٌ মাসদার تَلْقِيَةٌ মূলবর্ণ (ل ـ ق ـ ى) জিনস ناقص يائى অর্থ– তারা প্রাপ্ত হবে।

حَسُنَتْ : সীগাহ واحد مؤنث غائب বহছ ماضى معروف বাব كَرُمَ মাসদার حُسْنٌ মূলবর্ণ (ح ـ س ـ ن) জিনস صحيح অর্থ– উত্তম হয়েছে।

مَا يَعْبَؤُ : সীগাহ واحد مذكر غائب বহছ نفى فعل مضارع معروف বাব فَتَحَ মাসদার عَبْؤٌ মূলবর্ণ (ع ـ ب ـ ء) জিনস مهموز اللام অর্থ– তিনি একটুও পারোয়া করবেন না।

বাক্য বিশ্লেষণ :

خٰلِدِيْنَ فِيْهَا حَسُنَتْ مُسْتَقَرًّا وَّمُقَامًا : এখানে خَالِدِيْنَ টা حال হয়েছে আর فِيْهَا টা خَالِدِيْنَ এর সাথে متعلق হয়েছে। আর حَسُنَتْ হলো ফে'ল, আর তার মধ্যস্থ উহ্য যমীর (যা اَلْغُرْفَةَ -এর দিকে ফিরেছে) হলো ফায়েল, مُسْتَقَرًّا হলো تميز আর مُقَامًا টা مُسْتَقَرًّا -এর উপর আতফ হয়েছে আর حَسُنَتْ পূর্ণ বাক্য টি اَلْغُرْفَةَ -এর حال ثانيه হয়েছে।

https://e-ilm.weebly.com/

سُوْرَةُ الشُّعَرَآءِ مَكِّيَّةٌ
সূরা শু'আরা

মক্কায় অবতীর্ণ; আয়াত-২২৭, রুকূ'-১১

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ○

পরম করুণাময়, দয়ালু আল্লাহর নামে শুরু করছি।

১. ত্বোয়া-সীন-মীম।	طٰسٓمٓ ﴿١﴾
২. এটা বিশদ বর্ণনাকারী গ্রন্থের আয়াসমূহ।	تِلْكَ اٰيٰتُ الْكِتٰبِ الْمُبِيْنِ ﴿٢﴾
৩. মনে হয় আপনি এদের ঈমান না আনার কারণে [দুঃখে] নিজের জীবন দিয়ে দিবেন।	لَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَّفْسَكَ اَلَّا يَكُوْنُوْا مُؤْمِنِيْنَ ﴿٣﴾
৪. যদি আমি ইচ্ছা করি, তবে আসমান হতে তাদের প্রতি বড় একটি নিদর্শন নাজিল করে দিতে পারি, অনন্তর ঐ নিদর্শনের কারণে তাদের গ্রীবাসমূহ অবনমিত হয়ে যাবে। [কিন্তু এভাবে বাধ্য করলে, পরীক্ষার কোনো অর্থ থাকে না]।	اِنْ نَّشَاْ نُنَزِّلْ عَلَيْهِمْ مِّنَ السَّمَآءِ اٰيَةً فَظَلَّتْ اَعْنَاقُهُمْ لَهَا خٰضِعِيْنَ ﴿٤﴾
৫. আর তাদের নিকট দয়াময় আল্লাহ হতে এমন কোনো নতুন উপদেশ উপনীত হয় না– যা হতে তারা বিমুখ না হয়।	وَمَا يَاْتِيْهِمْ مِّنْ ذِكْرٍ مِّنَ الرَّحْمٰنِ مُحْدَثٍ اِلَّا كَانُوْا عَنْهُ مُعْرِضِيْنَ ﴿٥﴾

শাব্দিক অনুবাদ :

১. طٰسٓمٓ ত্বোয়া- সীন-মীম।

২. تِلْكَ এটা اٰيٰتُ আয়াতসমূহ الْكِتٰبِ الْمُبِيْنِ বিশদ বর্ণনাকারী গ্রন্থের।

৩. لَعَلَّكَ মনে হয় আপনি بَاخِعٌ نَّفْسَكَ নিজের জীবন দিয়ে দিবেন اَلَّا يَكُوْنُوْا مُؤْمِنِيْنَ এদের ঈমান না আনার কারণে।

৪. اِنْ نَّشَاْ যদি আমি ইচ্ছা করি نُنَزِّلْ عَلَيْهِمْ তবে তাদের প্রতি নাজিল করে দিতে পারি مِّنَ السَّمَآءِ আসমান হতে اٰيَةً এক বড় নিদর্শন فَظَلَّتْ اَعْنَاقُهُمْ অনন্তর তাদের গ্রীবাসমূহ হয়ে যাবে لَهَا ঐ নিদর্শনের কারণে خٰضِعِيْنَ অবনমিত।

৫. وَمَا يَاْتِيْهِمْ আর তাদের নিকট উপনীত হয় না مِّنْ ذِكْرٍ এমন কোনো উপদেশ مِّنَ الرَّحْمٰنِ দয়াময় আল্লাহ হতে اِلَّا كَانُوْا عَنْهُ مُعْرِضِيْنَ যা হতে তারা বিমুখ হয় না।

https://e-ilm.weebly.com/

৬. অনন্তর তারা [সত্য ধর্মকে] মিথ্যা প্রতিপন্ন করেছে, সুতরাং শীঘ্রই তারা ঐ বিষয়ের প্রকৃত তথ্য জানবে যে সম্বন্ধে তারা বিদ্রূপ করত।	فَقَدْ كَذَّبُوْا فَسَيَاْتِيْهِمْ اَنْۢبٰٓؤُا مَا كَانُوْا بِهٖ يَسْتَهْزِءُوْنَ ﴿٦﴾
৭. তারা কি জমিনকে দেখে না যে, আমি তাতে কিরূপ উত্তম উত্তম শাক-সবজি উৎপন্ন করেছি?	اَوَلَمْ يَرَوْا اِلَى الْاَرْضِ كَمْ اَنْۢبَتْنَا فِيْهَا مِنْ كُلِّ زَوْجٍ كَرِيْمٍ ﴿٧﴾
৮. তাতে এক বিরাট নিদর্শন রয়েছে, আর তাদের অধিকাংশ লোক ঈমান আনয়ন করে না।	اِنَّ فِيْ ذٰلِكَ لَاٰيَةً ؕ وَمَا كَانَ اَكْثَرُهُمْ مُّؤْمِنِيْنَ ﴿٨﴾
৯. আর নিঃসন্দেহে আপনার প্রতিপালক মহাপরাক্রান্ত, করুণাময়।	وَاِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيْزُ الرَّحِيْمُ ﴿٩﴾
১০. এবং [স্মরণ করুন] যখন আপনার প্রতিপালক মূসাকে ডাকলেন [এবং বললেন] তুমি গমন কর সেই অনাচারী লোকদের নিকট।	وَاِذْ نَادٰى رَبُّكَ مُوْسٰٓى اَنِ ائْتِ الْقَوْمَ الظّٰلِمِيْنَ ﴿١٠﴾
১১. অর্থাৎ ফেরাউনের সম্প্রদায়ের নিকট, তারা কি [আমার গজবকে] ভয় করে না?	قَوْمَ فِرْعَوْنَ ؕ اَلَا يَتَّقُوْنَ ﴿١١﴾
১২. তিনি বললেন, হে আমার প্রতিপালক! আমার এই আশঙ্কা হয় যে, তারা আমাকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করবে।	قَالَ رَبِّ اِنِّيْٓ اَخَافُ اَنْ يُّكَذِّبُوْنِ ﴿١٢﴾

শাব্দিক অনুবাদ :

৬. فَقَدْ كَذَّبُوْا অনন্তর তারা মিথ্যা প্রতিপন্ন করেছে فَسَيَاْتِيْهِمْ اَنْۢبٰٓؤُا সুতরাং শীঘ্রই তারা ঐ বিষয়ের প্রকৃত তথ্য জানবে مَا كَانُوْا بِهٖ يَسْتَهْزِءُوْنَ যে সম্বন্ধে তারা বিদ্রূপ করত।

৭. اَوَلَمْ يَرَوْا তারা কি দেখেনা اِلَى الْاَرْضِ জমিনকে كَمْ اَنْۢبَتْنَا فِيْهَا আমি তাতে কিরূপ উৎপন্ন করেছি مِنْ كُلِّ زَوْجٍ كَرِيْمٍ উত্তম শাক-সবজি।

৮. اِنَّ فِيْ ذٰلِكَ لَاٰيَةً এতে এক বিরাট নিদর্শন রয়েছে وَمَا كَانَ اَكْثَرُهُمْ مُّؤْمِنِيْنَ আর তাদের অধিকাংশ লোক ঈমান আনয়ন করে না।

৯. وَاِنَّ رَبَّكَ আর নিঃসন্দেহে আপনার প্রতিপালক لَهُوَ الْعَزِيْزُ الرَّحِيْمُ মহাপরাক্রান্ত, করুণাময়।

১০. وَاِذْ نَادٰى এবং (স্মরণ করুন) যখন ডাকলেন رَبُّكَ আপনার রব مُوْسٰٓى মূসাকে اَنِ ائْتِ তুমি গমন কর الْقَوْمَ الظّٰلِمِيْنَ সেই অনাচারী লোকদের নিকট।

১১. قَوْمَ فِرْعَوْنَ ফেরাউন সম্প্রদায়ের নিকট اَلَا يَتَّقُوْنَ তারা কি ভয় (আমার গজব) করে না?

১২. قَالَ তিনি বললেন رَبِّ হে আমার প্রতিপালক اِنِّيْٓ اَخَافُ আমার এই আশঙ্কা হয় যে, اَنْ يُّكَذِّبُوْنِ তারা আমাকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করবে।

https://e-ilm.weebly.com/

১৩. এবং আমার অন্তর সংকীর্ণ হয়ে যায় এবং আমার জবান [ভালোরূপে] সঞ্চালিত হয় না। অতএব, হারূনের প্রতি ওহী প্রেরণ করুন।	وَيَضِيقُ صَدْرِى وَلَا يَنطَلِقُ لِسَانِى فَأَرْسِلْ إِلَىٰ هَٰرُونَ ﴿١٣﴾
১৪. আর আমার উপর তাদের একটি অপরাধের অভিযোগও আছে, অতএব, আমার আশঙ্কা হয় যে, তারা আমাকে হত্যা করে ফেলবে।	وَلَهُمْ عَلَىَّ ذَنۢبٌ فَأَخَافُ أَن يَقْتُلُونِ ﴿١٤﴾
১৫. আল্লাহ তা'আলা বললেন, কি সাধ্য আছে? সুতরাং তোমরা আমার নিদর্শনাবলিসহ প্রস্থান কর, আমি তোমাদের সঙ্গে আছি, [সব] শুনতে থাকব।	قَالَ كَلَّا ۖ فَٱذْهَبَا بِـَٔايَٰتِنَآ ۖ إِنَّا مَعَكُم مُّسْتَمِعُونَ ﴿١٥﴾
১৬. সুতরাং তোমরা উভয়ে ফেরাউনের নিকট যাও এবং বল, আমরা সারা বিশ্বের প্রতিপালকের প্রেরিত।	فَأْتِيَا فِرْعَوْنَ فَقُولَآ إِنَّا رَسُولُ رَبِّ ٱلْعَٰلَمِينَ ﴿١٦﴾
১৭. যেন তুমি বনী ইসরাঈলদেরকে আমাদের সাথে যেতে দাও।	أَنْ أَرْسِلْ مَعَنَا بَنِىٓ إِسْرَٰٓءِيلَ ﴿١٧﴾
১৮. ফেরাউন বলল, আমরা কি তোমাকে শৈশবকালে প্রতিপালন করিনি? এবং তুমি তোমার জীবনের বহু বছর আমাদের মধ্যে অবস্থান করেছ।	قَالَ أَلَمْ نُرَبِّكَ فِينَا وَلِيدًا وَلَبِثْتَ فِينَا مِنْ عُمُرِكَ سِنِينَ ﴿١٨﴾
১৯. এবং তুমি সেই [কিবতী] হত্যাকাণ্ডও করেছিলে যা করেছিলে এবং তুমি বড়ই অকৃতজ্ঞ।	وَفَعَلْتَ فَعْلَتَكَ ٱلَّتِى فَعَلْتَ وَأَنتَ مِنَ ٱلْكَٰفِرِينَ ﴿١٩﴾

শাব্দিক অনুবাদ :

১৩. وَيَضِيقُ صَدْرِى এবং আমার অন্তর সংকীর্ণ হয়ে যায় وَلَا يَنطَلِقُ لِسَانِى এবং আমার জবান (ভালোরূপে) সঞ্চালিত হয় না فَأَرْسِلْ إِلَىٰ هَٰرُونَ অতএব হারূনের প্রতি ওহী প্রেরণ করুন।

১৪. وَلَهُمْ عَلَىَّ ذَنۢبٌ আর আমার উপর তাদের একটি অপরাধের অভিযোগও আছে فَأَخَافُ অতএব, আমার আশঙ্কা হয় যে, أَن يَقْتُلُونِ তারা আমাকে হত্যা করে ফেলবে।

১৫. قَالَ আল্লাহ তা'আলা বললেন, كَلَّا কি সাধ্য আছে فَٱذْهَبَا সুতরাং তোমরা প্রস্থান করো بِـَٔايَٰتِنَآ আমার নিদর্শনাবলিসহ إِنَّا مَعَكُم আমি তোমাদের সঙ্গে আছি مُّسْتَمِعُونَ শুনতে থাকব।

১৬. فَأْتِيَا فِرْعَوْنَ সুতরাং তোমরা উভয়ে ফেরাউনের নিকট যাও فَقُولَآ এবং বল إِنَّا رَسُولُ رَبِّ ٱلْعَٰلَمِينَ আমরা সারা বিশ্বের প্রতিপালকের প্রেরিত।

১৭. أَنْ أَرْسِلْ যেন তুমি যেতে দাও مَعَنَا আমাদের সাথে بَنِىٓ إِسْرَٰٓءِيلَ বনী ইসরাঈলদেরকে।

১৮. قَالَ ফেরাউন বলল أَلَمْ نُرَبِّكَ فِينَا وَلِيدًا আমরা কি তোমাকে শৈশবকালে প্রতিপালন করিনি وَلَبِثْتَ فِينَا مِنْ عُمُرِكَ سِنِينَ এবং তুমি তোমার জীবনের বহু বছর আমাদের মধ্যে অবস্থান করেছ।

১৯. وَفَعَلْتَ فَعْلَتَكَ ٱلَّتِى فَعَلْتَ এবং তুমি সেই (কিতাবী) হত্যাকাণ্ডও করেছিলে যা করেছিলে وَأَنتَ مِنَ ٱلْكَٰفِرِينَ এবং তুমি বড়ই অকৃতজ্ঞ।

https://e-ilm.weebly.com/

২০. মূসা বললেন, তখন আমি তা করে ফেলেছিলাম এবং আমার ভুলক্রমে হয়ে গিয়েছিল।	قَالَ فَعَلْتُهَآ اِذًا وَّاَنَا مِنَ الضَّآلِّيْنَ ۝٢٠
২১. অনন্তর যখন আমার ভয় হলো, তখন আমি তোমাদের এখান থেকে পলায়ন করলাম, অতঃপর আমার প্রতিপালক আমাকে জ্ঞান দান করলেন এবং আমাকে রাসূলদের অন্তর্ভুক্ত করলেন।	فَفَرَرْتُ مِنْكُمْ لَمَّا خِفْتُكُمْ فَوَهَبَ لِيْ رَبِّيْ حُكْمًا وَّجَعَلَنِيْ مِنَ الْمُرْسَلِيْنَ ۝٢١
২২. এবং ঐ নিয়ামত, যার অনুগ্রহ তুমি আমার প্রতি দেখাচ্ছ, তা তো এই যে, বনী ইসরাঈলদেরকে ভীষণ অপমানের মধ্যে ফেলে রেখেছিলে।	وَتِلْكَ نِعْمَةٌ تَمُنُّهَا عَلَيَّ اَنْ عَبَّدْتَّ بَنِيْٓ اِسْرَآءِيْلَ ۝٢٢
২৩. ফেরাউন বলল, [যাকে] রাব্বুল আলামীন [বল] তা কি?	قَالَ فِرْعَوْنُ وَمَا رَبُّ الْعٰلَمِيْنَ ۝٢٣

শাব্দিক অনুবাদ :

২০. قَالَ মূসা বললেন فَعَلْتُهَآ اِذًا তখন আমি তা করে ফেলেছিলাম وَّاَنَا مِنَ الضَّآلِّيْنَ এবং আমার ভুলক্রমে হয়ে গিয়েছিল।

২১. فَفَرَرْتُ مِنْكُمْ অনন্তর তখন আমি তোমাদের এখান থেকে পলায়ন করলাম لَمَّا خِفْتُكُمْ যখন আমার ভয় হলো فَوَهَبَ لِيْ رَبِّيْ حُكْمًا অতঃপর আমার প্রতিপালক আমাকে জ্ঞান দান করলেন وَّجَعَلَنِيْ مِنَ الْمُرْسَلِيْنَ এবং আমাকে রাসূলদের অন্তর্ভুক্ত করলেন।

২২. وَتِلْكَ نِعْمَةٌ এবং ঐ নিয়ামত تَمُنُّهَا عَلَيَّ যার অনুগ্রহ তুমি আমার প্রতি দেখাচ্ছ اَنْ عَبَّدْتَّ بَنِيْٓ اِسْرَآءِيْلَ তা তো এই যে, বনী ইসরাঈলদেরকে ভীষণ অপমানের মধ্যে ফেলে রেখেছিলে।

২৩. قَالَ فِرْعَوْنُ ফেরাউন বলল وَمَا رَبُّ الْعٰلَمِيْنَ রাব্বুল আলামীন তা কি?

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

সূরার নামকরণ : যেহেতু এ সূরায় কবিদের সম্পর্কে আলোচনা রয়েছে, তাই আলোচ্য সূরার এ নামকরণ করা হয়েছে। তত্ত্বজ্ঞানীগণ বলেছেন, কবিদের আলোচনা এজন্য করা হয়েছে যেন তাদের মধ্যে এবং আম্বিয়ায়ে কেরামের মধ্যে যে মৌলিক পার্থক্য রয়েছে তা প্রকাশ করা যায়। আম্বিয়া কেরাম মানবজাতির হেদায়েতের জন্য প্রেরিত হন, পক্ষান্তরে কবিগণ শুধু সাময়িকভাবে কোনো কোনো মানুষকে আনন্দ দিতে পারেন।

পূর্ববর্তী সূরার সাথে সম্পর্ক : পূর্ববর্তী সূরায় কাফের মুশরিকদের পক্ষ থেকে উত্থাপিত প্রশ্নসমূহের জবাব দেওয়া হয়েছে। যেহেতু কাফেররা প্রিয়নবী ﷺ -এর নবুয়তকে অস্বীকার করতো, তাই তিনি আন্তরিকভাবে ব্যথিত হতেন। তার এ আকাঙ্ক্ষা হতো, যদি তারা ঈমান আনতো তবে কত ভালো হতো! তাই এ সূরার প্রারম্ভে প্রিয়নবী ﷺ -কে একথা বলে সান্ত্বনা দেওয়া হয়েছে যে, হে রাসূল ﷺ ! যদি এ কাফের মুশরিকরা ঈমান না আনে, তবে কি আপনি তাদের চিন্তায় নিজেকে ধ্বংস করে দেবেন? এরপর কয়েকজন প্রখ্যাত নবী রাসূলের বর্ণনা রয়েছে এবং তাঁদের উম্মতরা তাদের সাথে কি ব্যবহার করেছে? তা উল্লেখ করে ইরশাদ হয়েছে যে, অবাধ্য কাফেরদের অন্যায় আচরণ নতুন কোনো বিষয় নয়. পূর্বকালের আম্বিয়ায়ে কেরামের সাথেও এমন অন্যায় আচরণ করা হয়েছে, যা কাফের-মুশরিকদের ধ্বংসের কারণ হয়েছে।

https://e-ilm.weebly.com/

এ সূরার প্রারম্ভে আল্লাহ তা'আলা প্রিয়নবী ﷺ-এর নবুয়ত ও রিসালাতের সত্যতার প্রমাণ স্বরূপ পবিত্র কুরআনের কথা উল্লেখ করেছেন। কেননা পবিত্র কুরআন প্রিয়নবী ﷺ-এর নবুয়তের সুস্পষ্ট দলিল ও জ্বলন্ত প্রমাণ। এরপর প্রিয়নবী ﷺ-এর সান্ত্বনার জন্যে এবং তাঁর নবুয়ত অস্বীকারকারীদেরকে সতর্ক করার লক্ষ্যে সাতজন পয়গম্বরের ঘটনা বর্ণিত হয়েছে। এরপর পবিত্র কুরআনের সত্যতার কথা ঘোষণা করা হয়েছে যে, এ মহান গ্রন্থ সর্বশক্তিমান আল্লাহ তা'আলার পক্ষ থেকে হযরত জিবরাঈল (আ.)-এর মাধ্যমে প্রিয়নবী ﷺ-এর মুবারক কলবে নাজিল করা হয়েছে। এরপর একথাও ইরশাদ হয়েছে যে, এ মহান গ্রন্থ সম্পর্কে আহলে কিতাবদের জ্ঞানী ব্যক্তিরা সম্পূর্ণ অবগত, তারা খুব ভালো করেই জানে যে এটি আল্লাহ তা'আলার ওহী; কাব্য বা জাদু নয়; বরং এটা স্বয়ং স্রষ্টা ও পালনকর্তা আল্লাহ তা'আলার মহান বাণী যা দ্বারা সত্য অসত্য সুস্পষ্টভাবে প্রকাশ পায় এবং যাতে রয়েছে মানবজাতির সার্বিক কল্যাণ। কাব্য ও জাদুর সঙ্গে এর কোনো সম্পর্কই নেই। –[তাফসীরে মাযহারী খ, ৮, পৃ. ৫০৫]

স্বপ্নের তাবীর : যদি কেউ স্বপ্নে দেখে যে সে এ সূরা তেলাওয়াত করেছে, তবে তার তাৎপর্য হবে এই -যদি তার আর্থিক সংকট থাকবে, কিন্তু তাকে সর্বদা মিথ্যা এবং অহেতুক কথা থেকে হেফাজত করা হবে।

শানে নুযূল : মক্কাবাসীরা যখন প্রিয়নবী ﷺ-কে মিথ্যাজ্ঞান করে এবং তাঁকে আল্লাহর রাসূল হিসেবে মেনে নিতে অস্বীকৃতি জানায়, তখন তাদের এ আচরণ তাঁর জন্যে অত্যন্ত পীড়াদায়ক হয়। কেননা প্রিয়নবী ﷺ-এর একান্ত আকাঙ্ক্ষা ছিল যেন মক্কাবাসীরা ঈমানদার হয়ে যায়। সম্ভবত প্রিয়নবী ﷺ মক্কাবাসীরা ঈমান না আনার কারণে দুশ্চিন্তাগ্রস্থ ছিলেন, এজন্যে যে, হয়তো আল্লাহ পাক এ সম্পর্কে তাঁকে জিজ্ঞাসাবাদ করবেন। তাই আলোচ্য আয়াতে আল্লাহ পাক প্রিয়নবী ﷺ-কে এ মর্মে সান্ত্বনা দিয়েছেন যে, তারা ঈমান আনে না দেখে আপনি দুঃখিত হবেন না, আপনি কি তাদের দুশ্চিন্তায় নিজেকে শেষ করে দেবেন?

قَوْلُهُ طٰسٓمٓ : আল্লামা বগভী (র.) ইকরিমা (র)-এর সূত্রে বর্ণনা করেছেন, হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা.) বলেছেন, ওলামায়ে কেরাম এ অক্ষরগুলোর ব্যাখ্যা করতে অপারগ।

আলী ইবনে তালহা (রা.)-এর সূত্রে বর্ণিত আছে, হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা.) বলেছেন, এটি হলো শপথ, আল্লাহ পাকের নাম দ্বারা তিনি শপথ করেছেন, কেননা এ শব্দটি আল্লাহ তা'আলার নামসমূহের অন্যতম। তাফসীরকার কাতাদা (র.) বলেছেন, এটি হলো পবিত্র কুরআনের অন্যতম নাম। মুহাম্মদ ইবনে কারজী (র.) বলেছেন– ط -এর অর্থ হলো কুদরত বা শক্তি আর س অর্থ নূর এবং م অর্থ مَجْدٌ বা শ্রেষ্ঠত্ব।

অতএব, এ অক্ষরগুলোর দ্বারা আল্লাহ পাকের অনন্ত অসীম ক্ষমতা, তাঁর নূর এবং তাঁর শ্রেষ্ঠত্বের প্রতি ইঙ্গিত করা হয়েছে। আর কোনো কোনো তত্ত্বজ্ঞানীগণ বলেছেন, এ অক্ষরগুলো অন্যান্য 'মুকাত্তাআতের' ন্যায় আল্লাহ পাক ও তাঁর রাসূল ﷺ-এর মধ্যে রহস্য একটি ব্যতীত আর কিছুই নয়। –[তাফসীরে তাবারী খ. ১৯, পৃ. ৩৭]

لَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَّفْسَكَ أَلَّا يَكُونُوا مُؤْمِنِينَ [٣]

শানে নুযূল : অনুপম শ্রুতি মধুর এবং ভাষা শৈলিতার নৈপুণ্যতায় পরিপূর্ণ আসমানি গ্রন্থ কুরআন মাজিদে রাসূল ﷺ-এর উপর অবতীর্ণ হওয়া সত্ত্বেও আরবের কাফের সম্প্রদায় তার প্রতি ঈমান গ্রহণ করেনি। রাসূল ﷺ সে জন্যে অত্যন্ত ভগ্ন হৃদয় চিন্তাযুক্ত হয়ে পড়েন। কারণ রাসূল ﷺ তাদের ঈমান গ্রহণ করার প্রতি আগ্রহে ব্যকুল হয়ে পড়ে ছিলেন। অপর দিকে তারা রাসূল ﷺ-এর উপর অবর্ণনীয় নির্যাতন চালনাও শুরু করেছে। আল্লাহ তা'আলা রাসূল ﷺ-কে সান্ত্বনা দেওয়ার জন্যে আলোচ্য সূরা নাজিল করেন এবং পূর্ববর্তী নবী রাসূলগণের কিছু ঘটনাবলি বর্ণনা করেছেন।

–[ফাতহুল কাদীর ৯৩/৪]

لَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَّفْسَكَ - بَاخِعٌ শব্দটি بَخْعٌ থেকে উদ্ভূত। এর অর্থ জবাই করতে করতে বিখা' (গর্দানের একটি শিরা) পর্যন্ত পৌছা। এখানে অর্থ হলো নিজেকে কষ্ট ও ক্লেশে পতিত করা। আল্লামা আসকারী (র.) বলেন, এ ধরনের স্থানে বাক্যের আকার খবরবোধক হলেও প্রকৃতপক্ষে উদ্দেশ্য, নিষেধ করা। অর্থাৎ হে পয়গম্বর, স্বজাতির কুফর ও ইসলামের প্রতি পৃষ্ঠপ্রদর্শন দেখে দুঃখ ও বেদনায় আত্মঘাতী হবেন না। এই আয়াত থেকে প্রথমতঃ জানা গেল যে, ভাগ্যে ঈমান নেই- কোনো কাফের সম্পর্কে এরূপ জানা গেলেও তার কাছে ধর্ম প্রচারে বিরত হওয়া উচিত নয়। দ্বিতীয়তঃ জানা গেল যে, ক্লেশ স্বীকারে সমতা দরকার। যে ব্যক্তি হেদায়েত থেকে বঞ্চিত থাকে তার জন্যে অধিক দুঃখ না করা উচিত।

https://e-ilm.weebly.com/

إِنْ نَّشَأْ نُنَزِّلْ عَلَيْهِمْ مِّنَ السَّمَاءِ اٰيَةً فَظَلَّتْ اَعْنَاقُهُمْ لَهَا خٰضِعِيْنَ

আল্লামা যামাখশরী (র.) বলেন, আসল বাক্য হচ্ছে فَظَلُّوْا لَهَا خٰضِعِيْنَ অর্থাৎ কাফেররা এই বড় নিদর্শন দেখে অনুগত ও নত হয়ে যাবে। কিন্তু এখানে বিনয়ের স্থান প্রকাশ করার উদ্দেশ্যে اَعْنَاقٌ (গর্দান) শব্দ ব্যবহৃত হয়েছে। কেননা নত হওয়া ও বিনয়ী হওয়ার ভাব সর্বপ্রথম গর্দানে প্রকাশ পায়। আয়াতের বিষয়বস্তু এই যে, আমি নিজ তাওহীদ ও কুদরতের এমন কোনো নিদর্শন প্রকাশ করতেও সক্ষম, যাতে শরিয়তের নির্দেশাবলিও আল্লাহ তা'আলার স্বরূপ জাজ্বল্যমান হয়ে সামনে এসে যায় এবং কারো পক্ষে অস্বীকার করার সুযোগ না থাকে। কিন্তু এসব নির্দেশ ও তত্ত্ব জাজ্বল্যমান না হওয়া বরং চিন্তাভাবনার উপর নির্ভরশীল থাকাই রহস্যের দাবি। চিন্তা-ভাবনাই মানুষের পরীক্ষা এবং এর ভিত্তিতেই ছওয়াব ও আজাব বর্তিত। জাজ্বল্যমান বিষয়সমূহকে স্বীকার করা তো একটি স্বাভাবিক ও অবশ্যম্ভাবী ব্যাপার। এতে ইবাদত ও আনুগত্যের শান নেই। –[কুরতুবী]

زَوْجٍ كَرِيْمٍ : زَوْجٌ শাব্দিক অর্থ যুগল। একারণেই পুরুষ ও স্ত্রী, নর ও নারীকে زَوْجٌ বলা হয়। অনেক বৃক্ষের মধ্যেও নর ও নারী থাকে; সেগুলোকে এ দিক দিয়ে زَوْجٌ বলা যায়। কোনো সময় এ শব্দটি বিশেষ প্রকার ও শ্রেণির অর্থেও ব্যবহৃত হয়। এ হিসাবে বৃক্ষের প্রত্যেক প্রকারকে زَوْجٌ বলা যায়। كَرِيْمٌ শব্দের অর্থ উৎকৃষ্ট ও পছন্দনীয় বস্তু।

আনুগত্যের জন্য সহায়ক উপকরণ প্রার্থনা করা বাহানা অন্বেষণ নয় :

قَالَ رَبِّ اِنِّيْٓ اَخَافُ اَنْ يُّكَذِّبُوْنِ وَيَضِيْقُ صَدْرِيْ وَلَا يَنْطَلِقُ لِسَانِيْ فَاَرْسِلْ اِلٰى هٰرُوْنَ وَلَهُمْ عَلَيَّ ذَنْبٌ فَاَخَافُ اَنْ يَّقْتُلُوْنِ

এসব আয়াত থেকে প্রমাণিত হয় যে, কোনো আদেশ পালনের ব্যাপারে কোনো সহায়ক বস্তু প্রার্থনা করা বাহানা অন্বেষণ নয়; বরং বৈধ। যেমন হযরত মূসা (আ.) আল্লাহর আদেশ পেয়ে তার বাস্তবায়ন সহজ ও ফলপ্রসূ করার জন্যে আল্লাহ তা'আলার কাছে প্রার্থনা জানিয়েছেন। কাজেই এখানে একথা বলা ভুল হবে যে, হযরত মূসা (আ.) আল্লাহর আদেশকে নির্দ্বিধায় শিরোধার্য করে নিলেন না কেন এবং দেরি করলেন কেন? কারণ হযরত মূসা (আ.) যা করেছেন, তা আদেশ পালনেরই পর্যায়ে করেছেন।

হযরত মূসা (আ.) এর জন্যে ضَلَالٌ শব্দের অর্থ : قَالَ فَعَلْتُهَآ اِذًا وَّاَنَا مِنَ الضَّآلِّيْنَ তুমি এক কিবতীকে হত্যা করেছিলে : ফেরাউনের অভিযোগের জওয়াবে হযরত মূসা (আ.) বললেন, হ্যাঁ, আমি হত্যা অবশ্যই করেছিলাম; কিন্তু এই হত্যাকাণ্ড ইচ্ছাকৃত ছিল না, বরং কিবতীকে তার ভুল বুঝিয়ে দেওয়ার জন্যে ঘুষি মেরেছিলাম যার ফলে সে মৃত্যুমুখে পতিত হয়েছিল। সারকথা এই যে, ইচ্ছাকৃত হত্যাকাণ্ড নবুয়তের পরিপন্থি। আর এ হত্যাকাণ্ড অনিচ্ছাকৃতভাবে হয়েছিল। কাজেই এখানে ضَلَالٌ শব্দের অর্থ অজ্ঞাতে তথা অনিচ্ছাকৃতভাবে কিবতীর হত্যাকাণ্ড সংঘটিত হওয়া। হযরত কাতাদাহ ও ইবনে যায়েদের রেওয়ায়েত থেকেও এই অর্থের সমর্থন পাওয়া যায়। আরবি ভাষায় ضَلَالٌ শব্দের অর্থ একাধিক এবং সর্বত্রই এর এর অর্থ পথভ্রষ্টতা হয় না। এখানেও এর অনুবাদ 'পথভ্রষ্ট' করা ঠিক নয়।

মহিমান্বিত আল্লাহর সত্তা ও স্বরূপের জ্ঞান লাভ করা মানুষের জন্যে সম্ভবপর নয়: قَالَ فِرْعَوْنُ وَمَا رَبُّ الْعٰلَمِيْنَ এ আয়াত থেকে প্রমাণিত হয় যে, মহিমান্বিত আল্লাহর স্বরূপ জানা সম্ভবপর নয়। কারণ ফেরাউনের প্রশ্ন ছিল আল্লাহর স্বরূপ সম্পর্কে। হযরত মূসা (আ.) স্বরূপ বর্ণনা করার পরিবর্তে আল্লাহ তা'আলার গুণাবলি বর্ণনা করেছেন। এতে ইঙ্গিত করেছেন যে আল্লাহ তা'আলার স্বরূপ অনুধাবন করা সম্ভবপর নয় এবং এরূপ প্রশ্ন করাই অযথা। –[রুহুল মা'আনী]

اَنْ اَرْسِلْ مَعَنَا بَنِيْٓ اِسْرَآءِيْلَ বনী ইসরাঈল ছিল শাম দেশের বাসিন্দা। ফেরাউন তাদেরকে স্বদেশে যেতে বাধা দিত। এভাবে চারশত বছর ধরে তারা ফেরাউনের বন্দিশালায় জীবন যাপন করছিল। তখন তাদের সংখ্যা দাঁড়িয়েছিল ছয় লাখ ত্রিশ হাজার। হযরত মূসা (আ.) ফেরাউনকে সত্যের পয়গাম পৌছানোর সাথে সাথে বনী ইসরাঈলের প্রতি নির্যাতন থেকে বিরত হওয়া এবং তাদেরকে স্বাধীন ছেড়ে দেওয়ার নির্দেশ দিলেন। –[কুরতুবী]

https://e-ilm.weebly.com/

https://e-ilm.weebly.com/

২৪. মূসা বললেন, তিনি আসমানসমূহ ও জমিনের এবং তাদের মধ্যস্থ সমস্ত বস্তুরই প্রতিপালক, যদি তোমরা বিশ্বাসী হতে চাও।	قَالَ رَبُّ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا ؕ اِنْ كُنْتُمْ مُّوْقِنِيْنَ ﴿۲۴﴾
২৫. ফেরাউন তার পরিষদবর্গকে বলল, তোমরা কি শুনতেছ না?	قَالَ لِمَنْ حَوْلَهٗۤ اَلَا تَسْتَمِعُوْنَ ﴿۲۵﴾
২৬. মূসা বললেন, তিনি তোমাদের ও তোমাদের পূর্ববর্তী পিতৃপুরুষগণের প্রতিপালক।	قَالَ رَبُّكُمْ وَرَبُّ اٰبَآئِكُمُ الْاَوَّلِيْنَ ﴿۲۶﴾
২৭. ফেরাউন [বুঝতে না পেরে আবার] বলতে লাগল, এই যে তোমাদের রাসূল– যিনি তোমাদের নিকট রাসূলরূপে এসেছেন, পাগল [বলে মনে হয়]।	قَالَ اِنَّ رَسُوْلَكُمُ الَّذِيْۤ اُرْسِلَ اِلَيْكُمْ لَمَجْنُوْنٌ ﴿۲۷﴾
২৮. মূসা বললেন, তিনি পূর্ব ও পশ্চিমের প্রতিপালক এবং তার মধ্যস্থিত সকল বস্তুরও; যদি তোমাদের জ্ঞান থাকে।	قَالَ رَبُّ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ وَمَا بَيْنَهُمَا ؕ اِنْ كُنْتُمْ تَعْقِلُوْنَ ﴿۲۸﴾
২৯. ফেরাউন বলল, যদি তুমি আমাকে ছাড়া অন্য কাউকে উপাস্য সাব্যস্ত কর, তবে তোমাকে কারাগারে প্রেরণ করব।	قَالَ لَئِنِ اتَّخَذْتَ اِلٰهًا غَيْرِيْ لَاَجْعَلَنَّكَ مِنَ الْمَسْجُوْنِيْنَ ﴿۲۹﴾
৩০. মূসা বললেন, আমি যদি কোনো স্পষ্ট প্রমাণ উপস্থাপন করি, তবুও [মানবে না]?	قَالَ اَوَلَوْ جِئْتُكَ بِشَیْءٍ مُّبِيْنٍ ﴿۳۰﴾

শাব্দিক অনুবাদ :

২৪. قَالَ মূসা বললেন رَبُّ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا তিনি আসমানসমূহ ও জমিনের এবং তাদের মধ্যস্থ সমস্ত বস্তুরই প্রতিপালক اِنْ كُنْتُمْ مُّوْقِنِيْنَ যদি তোমরা বিশ্বাসী হতে চাও।

২৫. قَالَ ফেরাউন বলল لِمَنْ حَوْلَهٗۤ তার পরিষদবর্গকে اَلَا تَسْتَمِعُوْنَ তোমরা কি শুনতেছনা?

২৬. قَالَ মূসা বললেন رَبُّكُمْ তিনি তোমাদের প্রতিপালক وَرَبُّ اٰبَآئِكُمُ الْاَوَّلِيْنَ ও তোমাদের পূর্ববর্তী পিতৃপুরুষগণের প্রতিপালক।

২৭. قَالَ ফেরাউন বলতে লাগল اِنَّ رَسُوْلَكُمُ তোমাদের রাসূল الَّذِيْۤ اُرْسِلَ اِلَيْكُمْ যিনি তোমাদের নিকট রাসূলরূপে এসেছেন لَمَجْنُوْنٌ পাগল (বলে মনে হয়)

২৮. قَالَ মূসা বললেন رَبُّ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ তিনি পূর্ব ও পশ্চিমের প্রতিপালক وَمَا بَيْنَهُمَا এবং তার মধ্যস্থিত সকল বস্তুরও اِنْ كُنْتُمْ تَعْقِلُوْنَ যদি তোমাদের জ্ঞান থাকে।

২৯. قَالَ ফেরাউন বলল لَئِنِ اتَّخَذْتَ اِلٰهًا غَيْرِيْ যদি তুমি আমাকে ছাড়া অন্য কাউকে উপাস্য সাব্যস্ত কর لَاَجْعَلَنَّكَ مِنَ الْمَسْجُوْنِيْنَ তবে তোমাকে কারাগারে প্রেরণ করব।

৩০. قَالَ মূসা বললেন اَوَلَوْ جِئْتُكَ আমি যদি উপস্থাপন করি بِشَیْءٍ مُّبِيْنٍ কোনো স্পষ্ট প্রমাণ তবুও (মানবে না)?

https://e-ilm.weebly.com/

৩১. ফেরাউন বলল, আচ্ছা তবে সে প্রমাণ উপস্থিত কর যদি তুমি সত্যবাদী হও।	قَالَ فَأْتِ بِهِۦٓ إِن كُنتَ مِنَ ٱلصَّٰدِقِينَ ﴿٣١﴾
৩২. অতঃপর মূসা স্বীয় লাঠি নিক্ষেপ করলেন, তখন অমনি তা একটি সুস্পষ্ট অজগরে পরিণত হয়ে গেল।	فَأَلْقَىٰ عَصَاهُ فَإِذَا هِىَ ثُعْبَانٌ مُّبِينٌ ﴿٣٢﴾
৩৩. এবং স্বীয় হাত বের করলেন, তখন অমনি তা দর্শকবৃন্দের সম্মুখে শুভ্রোজ্জ্বল হয়ে গেল।	وَنَزَعَ يَدَهُۥ فَإِذَا هِىَ بَيْضَآءُ لِلنَّٰظِرِينَ ﴿٣٣﴾
৩৪. ফেরাউন তার পার্শ্বস্থ সভাসদবৃন্দকে বলল, নিঃসন্দেহে এ ব্যক্তি বড় অভিজ্ঞ জাদুকর।	قَالَ لِلْمَلَإِ حَوْلَهُۥٓ إِنَّ هَٰذَا لَسَٰحِرٌ عَلِيمٌ ﴿٣٤﴾
৩৫. তার উদ্দেশ্য এই যে, সে নিজের জাদুবলে তোমাদেরকে তোমাদের দেশ হতে বহিষ্কার করবে, অতএব, তোমরা কি পরামর্শ দিচ্ছ?	يُرِيدُ أَن يُخْرِجَكُم مِّنْ أَرْضِكُم بِسِحْرِهِۦ فَمَاذَا تَأْمُرُونَ ﴿٣٥﴾
৩৬. তারা বলল, আপনি তাকে এবং তার ভ্রাতাকে অবকাশ দিন এবং শহরগুলোতে সংগ্রহকারীদেরকে প্রেরণ করুন	قَالُوٓا۟ أَرْجِهْ وَأَخَاهُ وَٱبْعَثْ فِى ٱلْمَدَآئِنِ حَٰشِرِينَ ﴿٣٦﴾
৩৭. যেন তারা প্রতিটি অভিজ্ঞ জাদুকরদেরকে আপনার নিকট উপস্থিত করে।	يَأْتُوكَ بِكُلِّ سَحَّارٍ عَلِيمٍ ﴿٣٧﴾
৩৮. মোটকথা, এক নির্ধারিত দিনের নির্দিষ্ট সময়ে জাদুকরদেরকে একত্র করা হলো।	فَجُمِعَ ٱلسَّحَرَةُ لِمِيقَٰتِ يَوْمٍ مَّعْلُومٍ ﴿٣٨﴾

শাব্দিক অনুবাদ :

৩১. قَالَ ফেরাউন বলল فَأْتِ بِهِۦٓ আচ্ছা, তবে সেই প্রমাণ উপস্থিত কর إِن كُنتَ مِنَ ٱلصَّٰدِقِينَ যদি তুমি সত্যবাদী হও।

৩২. فَأَلْقَىٰ عَصَاهُ অতঃপর মূসা স্বীয় লাঠি নিক্ষেপ করলেন فَإِذَا هِىَ ثُعْبَانٌ مُّبِينٌ তখন অমনি তা একটি সুস্পষ্ট অজগরে পরিণত হয়ে গেল।

৩৩. وَنَزَعَ يَدَهُۥ এবং স্বীয় হাত বের করলেন فَإِذَا هِىَ بَيْضَآءُ لِلنَّٰظِرِينَ তখন অমনি তা দর্শকবৃন্দের সম্মুখে শুভ্রোজ্জ্বল হয়ে গেল।

৩৪. قَالَ ফেরাউন বলল لِلْمَلَإِ حَوْلَهُۥٓ তার পার্শ্বস্থ সভাসদবৃন্দকে إِنَّ هَٰذَا لَسَٰحِرٌ عَلِيمٌ নিঃসন্দেহে এই ব্যক্তি বড় অভিজ্ঞ জাদুকর।

৩৫. يُرِيدُ তার উদ্দেশ্য এই যে, أَن يُخْرِجَكُم সে তোমাদেরকে বহিষ্কার করবে مِّنْ أَرْضِكُم তোমাদের দেশ হতে بِسِحْرِهِۦ নিজের জাদু বলে فَمَاذَا تَأْمُرُونَ অতএব তোমরা কি পরামর্শ দিচ্ছ?

৩৬. قَالُوٓا۟ তারা বলল أَرْجِهْ وَأَخَاهُ আপনি তাকে ও তার ভ্রাতাকে অবকাশ দিন وَٱبْعَثْ, এবং প্রেরণ করুন فِى ٱلْمَدَآئِنِ শহরগুলোতে حَٰشِرِينَ সংগ্রহকারীদেরকে।

৩৭. يَأْتُوكَ যে তারা আপনার নিকট নিয়ে আসে بِكُلِّ سَحَّارٍ عَلِيمٍ সমস্ত অভিজ্ঞ জাদুকরদেরকে।

৩৮. فَجُمِعَ ٱلسَّحَرَةُ মোটকথা জাদুকরদেরকে একত্র করা হলো لِمِيقَٰتِ يَوْمٍ مَّعْلُومٍ এক নির্ধারিত দিনের নির্দিষ্ট সময়ে।

https://e-ilm.weebly.com/

৩৯. এবং লোকদেরকে এই বিজ্ঞপ্তি প্রদান করা হলো যে, তোমরা কি সমবেত হবে?	وَقِيْلَ لِلنَّاسِ هَلْ اَنْتُمْ مُّجْتَمِعُوْنَ ﴿٣٩﴾
৪০. যেন আমরা জাদুকরদের পন্থায় থাকতে পারি, যদি তারা বিজয়ী হয়।	لَعَلَّنَا نَتَّبِعُ السَّحَرَةَ اِنْ كَانُوْا هُمُ الْغٰلِبِيْنَ ﴿٤٠﴾
৪১. অতঃপর যখন জাদুকররা উপস্থিত হলো, তখন ফেরাউনকে বলতে লাগল, যদি আমরা বিজয়ী হই, তবে কি আমরা কোনো বিরাট প্রতিদান পাব?	فَلَمَّا جَآءَ السَّحَرَةُ قَالُوْا لِفِرْعَوْنَ اَئِنَّ لَنَا لَاَجْرًا اِنْ كُنَّا نَحْنُ الْغٰلِبِيْنَ ﴿٤١﴾
৪২. ফেরাউন বলল, হ্যাঁ, এবং তোমরা তদবস্থায় নৈকট্য প্রাপ্তদের অন্তর্ভুক্ত হবে।	قَالَ نَعَمْ وَاِنَّكُمْ اِذًا لَّمِنَ الْمُقَرَّبِيْنَ ﴿٤٢﴾
৪৩. মূসা তাদেরকে বললেন, তোমরা যা কিছু নিক্ষেপ করতে হয়, নিক্ষেপ কর।	قَالَ لَهُمْ مُّوْسٰى اَلْقُوْا مَا اَنْتُمْ مُّلْقُوْنَ ﴿٤٣﴾

শাব্দিক অনুবাদ :

৩৯. وَقِيْلَ لِلنَّاسِ এবং লোকদেরকে এই বিজ্ঞাপন প্রদান করা হলো যে, هَلْ اَنْتُمْ مُّجْتَمِعُوْنَ তোমরা কি সমবেত হবে?

৪০. لَعَلَّنَا نَتَّبِعُ السَّحَرَةَ যেন আমরা জাদুকরদের পন্থায় থাকতে পারি اِنْ كَانُوْا هُمُ الْغٰلِبِيْنَ যদি তারা বিজয়ী হয়।

৪১. فَلَمَّا جَآءَ السَّحَرَةُ অতঃপর যখন জাদুকররা উপস্থিত হলো قَالُوْا لِفِرْعَوْنَ তারা ফেরাউনকে বলতে লাগল। اَئِنَّ لَنَا لَاَجْرًا তবে কি আমরা কোনো বিরাট প্রতিদান পাব? اِنْ كُنَّا نَحْنُ الْغٰلِبِيْنَ যদি আমরা বিজয়ী হই।

৪২. قَالَ نَعَمْ ফেরাউন বলল হ্যাঁ, وَاِنَّكُمْ اِذًا لَّمِنَ الْمُقَرَّبِيْنَ এবং তোমরা তদবস্থায় নৈকট্য প্রাপ্তদের অন্তর্ভুক্ত হবে।

৪৩. قَالَ لَهُمْ مُّوْسٰى মূসা তাদেরকে বললেন। اَلْقُوْا নিক্ষেপ কর مَا اَنْتُمْ مُّلْقُوْنَ তোমাদের যা কিছু নিক্ষেপ করতে হয়।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

পয়গম্বরসুলভ বিতর্কের একটি নমুনা ও বিতর্কের কার্যকরী রীতিনীতি : দুই ভিন্নমুখী চিন্তাধারার বাহক ব্যক্তি ও দলের মধ্যে আদর্শগত বাকবিতণ্ডা যাকে পরিভাষায় মুনাযারা বা বিতর্ক বলা হয়, প্রাচীনকাল থেকেই প্রচলিত আছে। কিন্তু সাধারণভাবে এই বিতর্ক একটি হারজিতের খেলায় পর্যবসিত হয়ে গেছে। মানুষের দৃষ্টিতে বিতর্কের সারমর্ম এতটুকুই যে, নিজের দাবি সর্বাবস্থায় উচ্চে থাকতে হবে যদিও এর ভ্রান্তি নিজেরও জানা হয়ে যায়। এই দাবিকে নির্ভুল ও জোরদার প্রমাণ করার জন্যে সাক্ষ্য-প্রমাণ ও মেধাশক্তি নিঃশেষে ব্যয় করতে হবে। এমনিভাবে প্রতিপক্ষের কোনো দাবি সত্য ও নির্ভুল হলেও তা খণ্ডনই করতে হবে। এবং খণ্ডনে পূর্ণশক্তি নিয়োজিত করতে হবে। ইসলামই এই বিতর্কে বিশেষ সমতা আনয়ন করেছে। এর মূলনীতি, ধারা, পদ্ধতি ও সীমা নির্ধারণ করে একে প্রচার ও সংশোধনকার্যের একটি উপকারী ও কার্যকরী হাতিয়ারে পরিণত করেছে।

আলোচ্য আয়াতে এর একটি সংক্ষিপ্ত নমুনা লক্ষ্য করা যায়। হযরত মূসা ও হারুন (আ.) যখন ফেরাউনের মতো স্বৈরাচারী ও খোদায়ীর দাবিদারকে তার দরবারে সত্যের পয়গাম পৌঁছালেন, তখন সে হযরত মূসা (আ.) -এর ব্যক্তিগত দুটি বিষয় দ্বারা বিরোধী আলোচনা ও তর্কবিতর্কের সূত্রপাত করল, যেমন সুচতুর প্রতিপক্ষ সাধারণতঃ যখন আসল বিষয়ের জওয়াব

https://e-ilm.weebly.com/

দিতে সক্ষম হয় না; তখন অপর পক্ষের ব্যক্তিগত দুর্বলতা খোঁজ করে এবং বর্ণনা করে, যাতে সে লজ্জিত হয়ে যায় এবং জনমনে তার ভাবমূর্তি ক্ষুণ্ন হয়। এখানেও ফেরাউন দু'টি বিষয় বর্ণনা করল। (এক) তুমি আমাদের লালিত-পালিত এবং আমাদের গৃহে থেকে যৌবনে পদার্পণ করেছ। তোমার প্রতি আমাদের অনেক অনুগ্রহ আছে। কাজেই তোমার সাধ্য কি যে, আমাদের সামনে কথা বল? (দুই) তুমি একজন কিবতীকে অহেতুক হত্যা করেছ। এটা যেমন জুলুম, তেমনি নিমকহারামি ও কৃতঘ্নতা। তুমি যে সম্প্রদায়ের স্নেহে লালিত-পালিত হয়েছ এবং যৌবনে পদার্পণ করেছ, তাদেরই একজনকে তুমি হত্যা করেছ। এর বিপরীতে হযরত মূসা (আ.)-এর পয়গম্বরসুলভ জওয়াব দেখুন। প্রথমত তিনি জওয়াবে প্রশ্নের ক্রম পরিবর্তন করে কিবতীর হত্যাকাণ্ডের জওয়াব প্রথমে দিলেন; যা ফেরাউন পরে উল্লেখ করেছিল এবং গৃহে লালিত-পালিত হওয়ার অনুগ্রহ, যা ফেরআউন প্রথমে উল্লেখ করেছিল, তার জওয়াব পরে দিলেন। এই ক্রমপরিবর্তনের রহস্য এরূপ মনে হয় যে, হত্যা ঘটনার ব্যাপারে তাঁর একটি দুর্বলতা অবশ্যই ছিল। আজ কালকার বিতর্কে এরূপ বিষয়কে পাশ কাটিয়েই যাওয়া হয় এবং অন্য বিষয়ের প্রতি মনোযোগ আকৃষ্ট করার চেষ্টা করা হয়। কিন্তু আল্লাহর রাসূল এর জওয়াবকেই অগ্রাধিকার দিলেন এবং জবাবও মোটামুটি দোষ স্বীকারের মাধ্যমেই দিলেন। প্রতিপক্ষ বলবে যে, তিনি দোষ স্বীকার করে পরাজয় মেনে নিয়েছেন, তিনি মোটেই এদিকে ভ্রূক্ষেপ করেননি।

হযরত মূসা (আ.) জবাবে এ কথা স্বীকার করে নিলেন যে, এ হত্যাকাণ্ডের ব্যাপারে তাঁর পক্ষ থেকে ভুল ও বিচ্যুতি হয়ে গেছে। কিন্তু সাথে সাথে এ সত্যও ফুটিয়ে তুললেন যে, এটা একটা সদুদ্দেশ্য প্রণোদিত পদক্ষেপ ছিল, যা ঘটনাক্রমে অবাঞ্ছিত পরিণতি লাভ করে ফেলে। লক্ষ্য ছিল, কিবতীকে ইসরাঈলীর প্রতি জুলুম করা থেকে বিরত করা। এই লক্ষ্যেই তাকে একটি ঘুষি মারা হয়েছিল। ঘটনাক্রমে সে এতে মারা গেল। তাই এ হত্যাকাণ্ড ছিল ভ্রান্তিপ্রসূত। কাজেই আমার নবুয়ত দাবির সত্যতায় এটা কোনোরূপ বিরূপ প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করে না। আমি এই ভুল জানতে পেরে আইনগত ধরপাকড়ের কবল থেকে আত্মরক্ষার জন্য শহর ছেড়ে পালিয়ে গেলাম। আল্লাহ তা'আলা অতঃপর আমার প্রতি অনুগ্রহ করলেন এবং আমাকে নবুয়ত ও রেসালত দ্বারা ভূষিত করেন।

চিন্তা করুন, শত্রুর বিপক্ষে তখন হযরত মূসা (আ.)-এর সোজা ও পরিষ্কার জওয়াব এটাই স্বাভাবিক ছিল যে, তিনি কিবতীর বিরুদ্ধে নানা অভিযোগ উত্থাপন করে তার হত্যার বৈধতার স্বপক্ষে উপযুক্ত প্রমাণ পেশ করতেন। তাঁকে মিথ্যারোপ করার মতোও কেউ সেখানে বিদ্যমান ছিল না। হযরত মূসা (আ.)-এর স্থলে অন্য কেউ হলে সে তাই করত। কিন্তু সেখানে তো আল্লাহ তা'আলার একজন নিষ্ঠাবান এবং সততার মূর্তমান প্রতীক পয়গম্বর ছিলেন, যিনি সত্য ও সততা প্রকাশ করাকেই বিজয় বলে গণ্য করতেন। তিনি শত্রুর জনাকীর্ণ দরবারে একদিকে নিজের বিচ্যুতি স্বীকার করে নিলেন এবং অপরদিকে এর কারণে নবুয়ত ও রেসালতে যে সন্দেহ ও সংশয় দেখা দিতে পারত, তারও জওয়াব প্রদান করলেন

এরপর প্রথমোক্ত বিষয় অর্থাৎ গৃহে লালিত-পালিত হওয়ার অনুগ্রহের জওয়াব প্রদানে প্রবৃত্ত হলেন। তিনি এ প্রসঙ্গে ফেরাউনের বাহ্যিক অনুগ্রহের প্রকৃত স্বরূপের প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করলেন যে, চিন্তা কর, আমি কোথায় এবং ফেরাউনের দরবার কোথায়। যে কারণের উপর ভিত্তি করে আমি তোমার গৃহে লালিত-পালিত হয়েছি সে সম্পর্কে চিন্তা করলেই এ সত্য পরিষ্কার হয়ে যাবে। তুমি বনী ইসরাঈলের প্রতি অমানুষিক নির্যাতন চালিয়ে যাচ্ছিলে এবং তাদের নিরপরাধ ও নিষ্পাপ ছেলে-সন্তানদেরকে হত্যা করছিলে। বাহ্যত তোমার এই জুলুম ও উৎপীড়ন থেকে বাঁচানোর জন্য আমার জননী আমাকে দরিয়ায় নিক্ষেপ করেন। ঘটনাক্রমে তুমি আমার সিন্দুক দরিয়া থেকে উদ্ধার করে আমাকে স্বগৃহে লালন-পালন কর। প্রকৃতপক্ষে এটা আল্লাহ তা'আলা বিজ্ঞজনোচিত ব্যবস্থা এবং তোমার নির্যাতনের অদৃশ্য শাস্তি ছিল। যে ছেলের বিপদাশঙ্কা থেকে আত্মরক্ষার জন্য তুমি হাজারো ছেলেকে হত্যা করেছিলে, আল্লাহ তা'আলা তাকে তোমারই গৃহে লালন-পালন করিয়েছেন। এখন চিন্তা কর, আমার লালন-পালনে তোমার কি অনুগ্রহ ছিল। এই পয়গম্বরসুলভ জওয়াব থেকে উপস্থিত শ্রোতৃমণ্ডলী এ কথা স্বাভাবিকভাবেই বুঝে নিল যে, ইনি প্রগলভ নন, সত্য ছাড়া মিথ্যা বলেন না। এরপর বিভিন্ন মু'জিযা দেখে এ কথার সত্যতা আরও পরিস্ফুট হয়ে গেল। তারা মুখে স্বীকার করেনি বটে; কিন্তু ভীত ও প্রভাবিত হয়ে যাওয়ার ব্যাপারে কোনো সন্দেহ ছিল না। ফলে একদিকে মাত্র দুইজন ব্যক্তি, যাদের অগ্র-পশ্চাতে তৃতীয় কোনো সাহায্যকারী ছিল না এবং অপরদিকে দরবার ফেরাউনের, শহর ও দেশ ফেরাউনের; কিন্তু ভয় ও আশঙ্কা এই যে, এরা দুইজন আমাদেরকে এই দেশ ও রাজ্য থেকে বহিষ্কার করে ছাড়বে।

https://e-ilm.weebly.com/

এ হচ্ছে আল্লাহ প্রদত্ত প্রভাব এবং সততা ও সত্যের ভয়ভীতি। পয়গম্বরগণের বাকবিতণ্ডা ও বিতর্ক এবং সততা ও প্রতিপক্ষের ধর্মীয় হিতাকাঙ্ক্ষায় পরিপূর্ণ হয়ে থাকে। এরূপ বিতর্কই অন্তরে স্থায়ী আসন নিয়ে নিতে সক্ষম হয় এবং বড় বড় পাষণ্ডকে বশীভূত করে ছাড়ে।

اَلْقُوا مَا اَنْتُمْ مُلْقُوْنَ : অর্থাৎ হযরত মূসা (আ.) জাদুকরদেরকে বললেন, তোমাদের যা জাদু প্রদর্শন করবার, প্রদর্শন কর। এতে ভাসাভাসা দৃষ্টিতে দেখলে সন্দেহ হয় যে, হযরত মূসা (আ.) তাদেরকে জাদু প্রদর্শনের নির্দেশ দিচ্ছেন কেমন করে? কিন্তু সামান্য চিন্তা করলে বোঝা যায় যে, এটা হযরত মূসা (আ.)-এর পক্ষ থেকে জাদু প্রদর্শনের নির্দেশ ছিল না; বরং তাদের যা কিছু করার ছিল, তা বাতিল করাই তাঁর উদ্দেশ্য ছিল। তবে যেহেতু প্রকাশ করা ব্যতীত বাতিল করা অসম্ভব ছিল, তাই তিনি জাদুকরদেরকে জাদু প্রকাশ করার নির্দেশ দিয়েছেন; যেমন, কোনো আল্লাহদ্রোহীকে বলা হয় যে, তুমি তোমার আল্লাহদ্রোহিতার প্রমাণাদি পেশ কর, যাতে আমি সেগুলোকে বাতিল প্রমাণ করতে পারি। বলাবাহুল্য, একে আল্লাদ্রোহিতায় সম্মতি বলা যায় না।

শব্দ বিশ্লেষণ :

لَمَجْنُوْنٌ : সীগাহ واحد مذكر বহছ اسم مفعول বাব نَصَرَ মাসদার جَنٌّ মূলবর্ণ (ج - ن - ن) জিনস مضاعف ثلاثى অর্থ– পাগল।

اَلْمَسْجُوْنِيْنَ : সীগাহ جمع مذكر বহছ اسم مفعول বাব نَصَرَ মাসদার سِجْنٌ মূলবর্ণ (س - ج - ن) জিনস صحيح অর্থ– কারাগারে, কারাবন্দীগণ।

يُرِيْدُ : সীগাহ واحد مذكر غائب বহছ مضارع معروف বাব اِفْعَالٌ মাসদার اِرَادَةٌ মূলবর্ণ (ر - و - د) জিনস اجوف واوى অর্থ– তার উদ্দেশ্য, সে চায়।

اَرْجِهْ : সীগাহ واحد مذكر حاضر বহছ امر حاضر معروف বাব اِفْعَالٌ মাসদার اِرْجَاءٌ মূলবর্ণ (ر - ج - أ) জিনস مهموز اللام অর্থ– আপনি অবকাশ দিন।

حَاشِرِيْنَ : সীগাহ جمع مذكر বহছ اسم فاعل বাব نَصَرَ মাসদার حَشْرٌ মূলবর্ণ (ح - ش - ر) জিনস صحيح অর্থ– সংগ্রহকারী।

فَجُمِعَ : সীগাহ واحد مذكر غائب বহছ ماضى مجهول বাব فَتَحَ মাসদার جَمْعٌ মূলবর্ণ (ج - م - ع) জিনস صحيح অর্থ– একত্র করা হলো।

اَلْمُقَرَّبِيْنَ : সীগাহ جمع مذكر বহছ اسم مفعول বাব تَفْعِيْل মাসদার تَقْرِيْبٌ মূলবর্ণ (ق - ر - ب) জিনস صحيح অর্থ– নৈকট্য প্রাপ্তগণ।

مُلْقُوْنَ : সীগাহ جمع مذكر বহছ اسم فاعل বাব اِفْعَالٌ মাসদার اِلْقَاءٌ মূলবর্ণ (ل - ق - ى) জিনস ناقص يائى অর্থ– নিক্ষেপ করতে হয়, নিক্ষেপ্য।

বাক্য বিশ্লেষণ :

فَاَلْقٰى عَصَاهُ فَاِذَا هِىَ ثُعْبَانٌ مُّبِيْنٌ : এখানে فَاَلْقٰى-এর فاء হলো আতেফা আর اَلْقٰى ফে'ল উহ্য যমীর هو হলো তার ফায়েল আর عَصَاهُ হলো তার مفعول به - فَاِذَا-এর فا টি আতেফা, আর اِذَا হলো افجائية : আর هِىَ হলো মুবতাদা ثُعْبَانٌ হলো তার খবর। আর مُبِيْنٌ হলো ثُعْبَانٌ-এর সিফত। –[ই'রাবুল কুরআন ৫ম খণ্ড, পৃ. ৪০১]

https://e-ilm.weebly.com/

৪৪. সুতরাং তারা নিক্ষেপ করল নিজেদের রশি ও লাঠিসমূহ এবং বলল, ফেরাউনের সৌভাগ্যের শপথ, নিশ্চয় আমরাই জয়লাভ করব।	فَاَلْقَوْا حِبَالَهُمْ وَعِصِيَّهُمْ وَقَالُوْا بِعِزَّةِ فِرْعَوْنَ اِنَّا لَنَحْنُ الْغٰلِبُوْنَ ﴿٤٤﴾
৪৫. অতঃপর মূসা স্বীয় লাঠি নিক্ষেপ করলেন, তখন অমনি তা [অজগর হয়ে] তাদের কৃত্রিম ধাঁধাঁগুলোকে গ্রাস করতে লাগল।	فَاَلْقٰى مُوْسٰى عَصَاهُ فَاِذَا هِىَ تَلْقَفُ مَا يَاْفِكُوْنَ ﴿٤٥﴾
৪৬. তখন জাদুকররা [তা দেখে] সকলে সেজদায় পতিত হলো,	فَاُلْقِىَ السَّحَرَةُ سٰجِدِيْنَ ﴿٤٦﴾
৪৭. বলল, আমরা বিশ্বপ্রতিপালকের প্রতি ঈমান আনলাম।	قَالُوْٓا اٰمَنَّا بِرَبِّ الْعٰلَمِيْنَ ﴿٤٧﴾
৪৮. যিনি মূসা ও হারূনের প্রতিপালক।	رَبِّ مُوْسٰى وَهٰرُوْنَ ﴿٤٨﴾
৪৯. ফেরাউন বলল, আচ্ছা আমার অনুমতি দেওয়া ব্যতিরেকেই তোমরা মূসার প্রতি ঈমান আনলে? নিশ্চয়ই [আমার মনে হয়] এ ব্যক্তি [জাদুবিদ্যায়] তোমাদের সকলের গুরু, যে তোমাদেরকে জাদু-বিদ্যা শিক্ষা দিয়েছেন। অতএব, এখনই তোমরা প্রকৃত তথ্য জানতে পারবে; [তা এই যে,] আমি তোমাদের এক পার্শ্বের হাত এবং অপর পার্শ্বের পা কর্তন করব এবং তোমাদের সকলকে শূলে চড়াব।	قَالَ اٰمَنْتُمْ لَهٗ قَبْلَ اَنْ اٰذَنَ لَكُمْ ۚ اِنَّهٗ لَكَبِيْرُكُمُ الَّذِىْ عَلَّمَكُمُ السِّحْرَ ۚ فَلَسَوْفَ تَعْلَمُوْنَ ۬ لَاُقَطِّعَنَّ اَيْدِيَكُمْ وَاَرْجُلَكُمْ مِّنْ خِلَافٍ وَّلَاُصَلِّبَنَّكُمْ اَجْمَعِيْنَ ﴿٤٩﴾

শাব্দিক অনুবাদ :

৪৪. فَاَلْقَوْا সুতরাং তারা নিক্ষেপ করল حِبَالَهُمْ وَعِصِيَّهُمْ নিজেদের রশি ও লাঠিসমূহ وَقَالُوْا এবং বলল بِعِزَّةِ فِرْعَوْنَ ফেরাউনের সৌভাগ্যের শপথ اِنَّا لَنَحْنُ الْغٰلِبُوْنَ নিশ্চয় আমরাই জয়লাভ করব।

৪৫. فَاَلْقٰى مُوْسٰى عَصَاهُ অতঃপর মূসা স্বীয় লাঠি নিক্ষেপ করলেন فَاِذَا هِىَ تَلْقَفُ তখন অমনি তা (অজগর হয়ে) গ্রাস করতে লাগল مَا يَاْفِكُوْنَ তাদের কৃত্রিম ধাঁধাঁগুলোকে।

৪৬. فَاُلْقِىَ তখন পতিত হলো السَّحَرَةُ জাদুকররা সকলে سٰجِدِيْنَ সেজদায়।

৪৭. قَالُوْٓا বলল اٰمَنَّا আমরা ঈমান আনলাম بِرَبِّ الْعٰلَمِيْنَ বিশ্বপ্রতিপালকের প্রতি।

৪৮. رَبِّ যিনি প্রতিপালক مُوْسٰى وَهٰرُوْنَ মূসা ও হারূনের।

৪৯. قَالَ ফেরাউন বলল اٰمَنْتُمْ لَهٗ আচ্ছা তোমরা মূসার প্রতি ঈমান আনলে قَبْلَ اَنْ اٰذَنَ لَكُمْ আমার অনুমতি দেওয়া ব্যতিরেকেই اِنَّهٗ নিশ্চয়ই এ ব্যক্তি لَكَبِيْرُكُمْ তোমাদের সকলের গুরু الَّذِىْ عَلَّمَكُمُ السِّحْرَ যে তোমাদেরকে জাদু-বিদ্যা শিক্ষা দিয়েছেন فَلَسَوْفَ تَعْلَمُوْنَ অতএব, এখনই তোমরা প্রকৃত তথ্য জানতে পারবে لَاُقَطِّعَنَّ আমি কর্তন করব اَيْدِيَكُمْ وَاَرْجُلَكُمْ مِّنْ خِلَافٍ তোমাদের এক পার্শ্বের হাত এবং অপর পার্শ্বের পা وَّلَاُصَلِّبَنَّكُمْ اَجْمَعِيْنَ এবং তোমাদের সকলকে শূলে চড়াব।

https://e-ilm.weebly.com/

৫০. তারা উত্তরে বলল, কোনো ক্ষতি নেই, আমরা আমাদের প্রতিপালকের সমীপে প্রত্যাবর্তন করব।	قَالُوْا لَا ضَيْرَ ۚ اِنَّآ اِلٰى رَبِّنَا مُنْقَلِبُوْنَ ﴿٥٠﴾
৫১. আমরা আশা রাখি যে, আমাদের প্রতিপালক আমাদের অপরাধসমূহ ক্ষমা করবেন, যেহেতু আমরা সর্বপ্রথম ঈমান এনেছি।	اِنَّا نَطْمَعُ اَنْ يَّغْفِرَ لَنَا رَبُّنَا خَطٰيٰنَآ اَنْ كُنَّآ اَوَّلَ الْمُؤْمِنِيْنَ ﴿٥١﴾
৫২. আর আমি মূসাকে নির্দেশ দিলাম আমার বান্দাদেরকে রাতারাতি [মিসর হতে] বের করে নিয়ে যাও, তোমাদের পশ্চাদ্ধাবন করা হবে।	وَاَوْحَيْنَآ اِلٰى مُوْسٰٓى اَنْ اَسْرِ بِعِبَادِيْٓ اِنَّكُمْ مُّتَّبَعُوْنَ ﴿٥٢﴾
৫৩. ফেরাউন নগরসমূহে [লোক] সংগ্রহকারীদেরকে প্রেরণ করল।	فَاَرْسَلَ فِرْعَوْنُ فِى الْمَدَآئِنِ حٰشِرِيْنَ ﴿٥٣﴾
৫৪. তারা [বনী ইসরাঈলরা আমাদের তুলনায়] একটি ক্ষুদ্র দল।	اِنَّ هٰٓؤُلَآءِ لَشِرْذِمَةٌ قَلِيْلُوْنَ ﴿٥٤﴾
৫৫. এবং তারা আমাদেরকে অত্যন্ত উত্যক্ত করেছে।	وَاِنَّهُمْ لَنَا لَغَآئِظُوْنَ ﴿٥٥﴾
৫৬. পক্ষান্তরে আমরা অস্ত্রশস্ত্রে সজ্জিত একটি সম্প্রদায়।	وَاِنَّا لَجَمِيْعٌ حٰذِرُوْنَ ﴿٥٦﴾
৫৭. অবশেষে আমি তাদেরকে [ফেরাউন কওমকে] বাগানসমূহ ও ঝরণাসমূহ হতে বের করে দিলাম।	فَاَخْرَجْنٰهُمْ مِّنْ جَنّٰتٍ وَّعُيُوْنٍ ﴿٥٧﴾

শাব্দিক অনুবাদ :

৫০. قَالُوْا তারা উত্তরে বলল لَاضَيْرَ কোনো ক্ষতি নেই اِنَّآ اِلٰى رَبِّنَا مُنْقَلِبُوْنَ আমরা আমাদের প্রতিপালকের সমীপে প্রত্যাবর্তন করব।

৫১. اِنَّا نَطْمَعُ আমরা আশা রাখি যে, اَنْ يَّغْفِرَ لَنَا رَبُّنَا আমাদের প্রতিপালক ক্ষমা করবেন خَطٰيٰنَآ আমাদের অপরাধসমূহ اَنْ كُنَّآ اَوَّلَ الْمُؤْمِنِيْنَ যেহেতু আমরা সর্বপ্রথম ঈমান এনেছি।

৫২. وَاَوْحَيْنَآ اِلٰى مُوْسٰٓى আর আমি মূসাকে নির্দেশ দিলাম اَنْ اَسْرِ بِعِبَادِيْٓ আমার বান্দাদেরকে রাতারাতি বের করে নিয়ে যাও اِنَّكُمْ مُّتَّبَعُوْنَ তোমাদের পশ্চাদ্ধাবন করা হবে।

৫৩. فَاَرْسَلَ فِرْعَوْنُ ফেরাউন প্রেরণ করল فِى الْمَدَآئِنِ নগরসমূহে حٰشِرِيْنَ সংগ্রহকারীদেরকে।

৫৪. اِنَّ هٰٓؤُلَآءِ তারা لَشِرْذِمَةٌ قَلِيْلُوْنَ একটি ক্ষুদ্র দল।

৫৫. وَاِنَّهُمْ لَنَا এবং তারা আমাদেরকে لَغَآئِظُوْنَ অত্যন্ত উত্যক্ত করেছে।

৫৬. وَاِنَّا لَجَمِيْعٌ পক্ষান্তরে আমরা একটি সম্প্রদায় حٰذِرُوْنَ অস্ত্রশস্ত্রে সজ্জিত।

৫৭. فَاَخْرَجْنٰهُمْ অবশেষে আমি তাদেরকে বের করে দিলাম مِّنْ جَنّٰتٍ وَّعُيُوْنٍ বাগানসমূহ ও ঝরণা সমূহ হতে।

https://e-ilm.weebly.com/

৫৮. এবং ধন-ভাণ্ডারসমূহ এবং উত্তম প্রাসাদ হতেও।	وَّكُنُوْزٍ وَّمَقَامٍ كَرِيْمٍ ﴿٥٨﴾
৫৯. [আমি] এরূপ করলাম, আর তাদের পরে বনী ইসরাঈলদেরকে তৎসমুদয়ের মালিক করে দিলাম।	كَذٰلِكَ ۚ وَاَوْرَثْنٰهَا بَنِيْٓ اِسْرَآءِيْلَ ﴿٥٩﴾
৬০. মোটকথা, তারা [একদিন] সূর্যোদয়কালে তাদের পশ্চাদ্ধাবন করল।	فَاَتْبَعُوْهُمْ مُّشْرِقِيْنَ ﴿٦٠﴾
৬১. অতঃপর যখন উভয় দল পরস্পরকে দেখতে পেল, তখন মূসার সঙ্গীগণ বলতে লাগল, আমরা তো তাদের হাতে ধৃত হলাম।	فَلَمَّا تَرَآءَ الْجَمْعٰنِ قَالَ اَصْحٰبُ مُوْسٰٓى اِنَّا لَمُدْرَكُوْنَ ﴿٦١﴾
৬২. মূসা বললেন, কখনই নয়, কেননা আমার পরওয়ারদেগার আমার সঙ্গে আছেন, তিনি এখনই আমাকে পথ দেখাবেন।	قَالَ كَلَّا ۚ اِنَّ مَعِيَ رَبِّيْ سَيَهْدِيْنِ ﴿٦٢﴾
৬৩. অতঃপর আমি মূসাকে নির্দেশ দিলাম, তোমার লাঠি দ্বারা সাগরে আঘাত কর। ফলে তা বিদীর্ণ হয়ে গেল, এবং প্রত্যেক অংশই বৃহৎ পর্বতসদৃশ ছিল।	فَاَوْحَيْنَآ اِلٰى مُوْسٰٓى اَنِ اضْرِبْ بِّعَصَاكَ الْبَحْرَ ۗ فَانْفَلَقَ فَكَانَ كُلُّ فِرْقٍ كَالطَّوْدِ الْعَظِيْمِ ﴿٦٣﴾
৬৪. আর অপর দলটিকেও ঐ স্থানের নিকট পৌঁছিয়ে দিলাম।	وَاَزْلَفْنَا ثَمَّ الْاٰخَرِيْنَ ﴿٦٤﴾

শাব্দিক অনুবাদ :

৫৮. وَكُنُوْزٍ এবং ধন ভাণ্ডারসমূহ وَمَقَامٍ كَرِيْمٍ এবং উত্তম প্রাসাদ হতেও।

৫৯. كَذٰلِكَ এরূপ করলাম وَاَوْرَثْنٰهَا আর তাদের পরে তৎসমূদয়ের মালিক করে দিলাম بَنِيْٓ اِسْرَآءِيْلَ বনী ইসরাঈলদেরকে।

৬০. فَاَتْبَعُوْهُمْ মোটকথা তারা তাদের পশ্চাদ্ধাবন করল مُشْرِقِيْنَ সূর্যোদয়কালে।

৬১. فَلَمَّا تَرَآءَ الْجَمْعٰنِ অতঃপর যখন উভয়দল পরস্পরকে দেখতে পেল قَالَ اَصْحٰبُ مُوْسٰٓى তখন মূসার সঙ্গীগণ বলতে লাগল اِنَّا لَمُدْرَكُوْنَ আমরা তো তাদের হাতে ধৃত হলাম।

৬২. قَالَ মূসা বললেন كَلَّا কখনই নয় اِنَّ مَعِيَ رَبِّيْ কেননা আমার পরওয়ারদেগার আমার সঙ্গে আছেন سَيَهْدِيْنِ তিনি এখনই আমাকে পথ দেখাবেন।

৬৩. فَاَوْحَيْنَآ اِلٰى مُوْسٰٓى অতঃপর আমি মূসাকে নির্দেশ করলাম اَنِ اضْرِبْ আঘাত কর بِعَصَاكَ তোমার লাঠি দ্বারা الْبَحْرَ সাগরে فَانْفَلَقَ ফলে তা বিদীর্ণ হয়ে গেল فَكَانَ كُلُّ فِرْقٍ كَالطَّوْدِ الْعَظِيْمِ এবং প্রত্যেক অংশই বৃহৎ পর্বতসদৃশ ছিল।

৬৪. وَاَزْلَفْنَا আর ঐ স্থানের নিকট পৌঁছিয়ে দিলাম ثَمَّ الْاٰخَرِيْنَ অপর দলটিকেও।

https://e-ilm.weebly.com/

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

بِعِزَّةِ فِرْعَوْنَ : এ বাক্যটি জাদুকরদের জন্য কসম পর্যায়ের। মূর্খতা যুগে এর প্রচলন ছিল। পরিতাপের বিষয়! আজকাল মুসলমানদের মধ্যেও এরূপ কসম প্রচলিত হয়ে গেছে, যা এর চাইতেও মন্দ। উদাহরণত : বাদশাহর কসম, তোমার বাপের কবরের কসম ইত্যাদি। এ ধরনের কসম শরিয়তের দৃষ্টিতে না-জায়েজ; বরং এগুলো সম্পর্কে একথা বলা ভুল হবে না যে, আল্লাহর নামে মিথ্যা কসম খাওয়া যেমন বিরাট পাপ, এসব নামের সত্য কসম খাওয়াও তার চাইতে কম পাপ নয়। –[রূহুল -মা'আনী]

قَالُوا لَا ضَيْرَ إِنَّا إِلَى رَبِّنَا مُنْقَلِبُونَ : অর্থাৎ যখন ফেরাউন জাদুকরদেরকে বিশ্বাস স্থাপন করার কারণে হত্যা, হস্তপদ কর্তন ও শূলে চড়ানোর হুমকি দিল, তখন জাদুকররা অত্যন্ত তাচ্ছিল্যভরে জওয়াব দিল, তুমি যা করতে পার কর। আমাদের কোনো ক্ষতি নেই। আমরা নিহত হলেও পালনকর্তার কাছে পৌঁছে যাব। সেখানে আরামই আরাম।

এখানে চিন্তা করার বিষয় এই যে, আজীবন জাদুর কুফরে লিপ্ত, ফেরাউনের উপাস্যতা স্বীকারকারী এবং ফেরাউন পূজা-অর্চনাকারী এই জাদুকররা হযরত মূসা (আ.)-এর মু'জিযা দেখে স্বজাতির পক্ষে ফেরাউনের মতো স্বৈরাচারী সম্রাটের বিরুদ্ধে ঈমানের কথা ঘোষণা করল কিরূপে? এটা নিতান্তই বিস্ময়কর ব্যাপার। আরও বিস্ময়কর ব্যাপার এই যে, এখানে শুধু ঈমানের ঘোষণাই নয়; বরং ঈমানের এমন গভীর রঙও প্রকাশ পেয়েছে যে, কিয়ামত ও পরকাল যেন তাদের চোখের সামনে উদ্ভাসিত হয়ে গেছে, তারা পরকালের নিয়ামতসমূহ প্রত্যক্ষ করতে শুরু করেছে। ফলে দুনিয়ার যে কোনো শাস্তি ও বিপদকে উপেক্ষা করে তারা فَاقْضِ مَا أَنْتَ قَاضٍ (তোমার যা করবার, করে ফেল) বলে দিয়েছে। এটাও প্রকৃতপক্ষে হযরত মূসা (আ.) -এর মু'জিযা, যা লাঠি ও শুভ্র হাতের মু'জিযার চাইতে কোনো অংশে কম নয়। এ ধরনের অনেক ঘটনা আমাদের প্রিয় রাসূল হযরত মুহাম্মদ ﷺ-এর হাতে প্রকাশ পেয়েছে। এক মিনিটের মধ্যে সত্তর বছরের কাফেরের মধ্যে এমন অভাবনীয় পরিবর্তন দেখা দিয়েছে যে, সে শুধু মু'মিনই নয়; বরং যোদ্ধা সেজে শহীদ হওয়ার বাসনা প্রকাশ করতে শুরু করেছে।

وَأَوْرَثْنَاهَا بَنِي إِسْرَائِيلَ : আয়াতে বাহ্যতঃ বলা হয়েছে যে, ফেরাউন সম্প্রদায়ের পরিত্যক্ত বিষয় সম্পত্তি, বাগ-বাগিচা ও ধন-ভাণ্ডারের মালিক তাদের নিমজ্জিত হওয়ার পর বনী ইসরাঈলকে করে দেওয়া হয়। কিন্তু এতে একটি ঐতিহাসিক জটিলতা এই যে, স্বয়ং কুরআনের একাধিক আয়াত সাক্ষ্য দেয়, ফেরাউন সম্প্রদায়ের ধ্বংসের পর বনী-ইসরাঈল মিসরে প্রত্যাবর্তন করেনি; বরং তাদের আসল আবাসস্থল পবিত্র ভূমি শামের দিকে রওয়ানা হয়ে যায়। সেখানেই তারা এক কাফের জাতির সাথে জেহাদ করে তাদের শহর অধিকার করার আদেশ প্রাপ্ত হয়। বনী ইসরাঈল এই আদেশ পালনে অস্বীকৃত হয়। ফলে আজাব হিসাবে তীহের উন্মুক্ত ময়দানে একটি প্রাকৃতিক জেলখানা সৃষ্টি করে দেওয়া হয়। তারা সেই ময়দান থেকে বের হতে পারত না। এমতাবস্থায়ই চল্লিশ বছর অতিবাহিত হয়ে যায়। এই তীহ প্রান্তরেই তাদের উভয় পয়গম্বর হযরত মূসা ও হারূন (আ.) ওফাত পান। এর পরেও ইতিহাসগ্রন্থ থেকে একথা প্রমাণিত হয় না যে, বনী ইসরাঈল কোনো সময় দলবদ্ধও জাতিগত পরিচিতি মর্যাদা নিয়ে মিসরে প্রবেশ করেছে। কাজেই ফেরাউন সম্প্রদায়ের বিষয় -সম্পত্তি ও ধন-ভাণ্ডারের উপর বনী ইসরাঈলের অধিকার কিরূপে প্রতিষ্ঠিত হতে পারে? তাফসীরে রূহুল মা'আনীতে এ আয়াতের অধীনেই এ প্রশ্নের দু'টি জওয়াব তাফসীরবিদ হযরত হাসান ও কাতাদাহ্ (র) থেকে বর্ণিত আছে। হযরত হাসান (র.) বলেন, আলোচ্য আয়াতে বনী ইসরাঈলকে ফেরাউনদের পরিত্যক্ত সহায়-সম্পত্তির উত্তরাধিকারী করার কথা ব্যক্ত হয়েছে, কিন্তু একথা কোথাও উল্লেখ করা হয়নি যে, এই ঘটনা ফেরাউনের ধ্বংসের তাৎক্ষণিক পর ঘটবে। তীহ প্রান্তরের ঘটনার চল্লিশ পঞ্চাশ বছর পরেও যদি তারা মিসরে প্রবেশ করে থাকে, তবে আয়াতের অর্থ কোনোরূপ তফাৎ দেখা দেয় না। ইতিহাস থেকে তাদের দলবদ্ধভাবে মিসরে প্রবেশ করার কথা প্রমাণিত না থাকার আপত্তিটি মোটেই ধর্তব্য নয়। কারণ তখনকার ইতিহাস ইহুদি ও খ্রিস্টানদের লিখিত মিথ্যা বিষয়বস্তুতে পরিপূর্ণ। কাজেই এহেন ইতিহাসের উপর আস্থা স্থাপন করা যায় না। এ কারণে কুরআনের আয়াতে কোনোরূপ সদর্থ করার প্রয়োজন নেই। হযরত কাতাদাহ (র.)

https://e-ilm.weebly.com/

বলেন, এই ঘটনাটি কুরআন পাকের একাধিক সূরায় ব্যক্ত হয়েছে, যেমন সূরা আ'রাফের আয়াত ১৩৬, ১৩৭, এ সূরা কাসাসের আয়াত ৫-এ, সূরা দুখানের আয়াত ২৫ থেকে ২৮-এ এবং সূরা শু'আরার আলোচ্য ৫৯ নম্বর আয়াতে এ ঘটনা উল্লিখিত হয়েছে। এসব আয়াত থেকে বাহ্যতঃ বোঝা যায় যে, বনী ইসরাঈলকে বিশেষভাবে ফেরাউন সম্প্রদায়ের পরিত্যক্ত বাগ-বাগিচা ও বিষয়-সম্পত্তির মালিক করা হয়েছিল। এর জন্য বনী-ইসরাঈলের মিসরে প্রত্যাবর্তন করা জরুরি। কিন্তু এসব আয়াতের ভাষায় এ বিষয়েরও সুস্পষ্ট অবকাশ বিদ্যমান আছে যে, বনী ইসরাঈলকে ফেরাউন সম্প্রদায়ের অনুরূপ বাগ-বাগিচা ধন-ভাণ্ডারের মালিক করা হয়েছিল। এর জন্য তাদের মিসরে প্রত্যাবর্তন করা জরুরি নয়; বরং অনুরূপ বাগ-বাগিচা শাম দেশেও অর্জিত হতে পারে। সূরা আ'রাফের আয়াত اَلَّتِیْ بٰرَكْنَا فِیْهَا শব্দ থেকে বাহ্যতঃ জানা যায় যে, শামদেশকেই বোঝানো হয়েছে। কেননা কুরআন পাকের একাধিক আয়তে بٰرَكْنَا ইত্যাদি শব্দ অধিকাংশ স্থলে শামদেশ সম্পর্কেই ব্যবহৃত হয়েছে। তাই হযরত কাতাদাহ্ (রা.) বলেন যে, বিনা প্রয়োজনে কুরআনের আয়াতের সাথে ইতিহাসের সংঘর্ষ দেখানো দুরস্ত নয়। সারকথা এই যে, যদি ঘটনাবলির দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, ফেরাউনের ধ্বংসের পর বনী ইসরাঈল কোনো সময়ই সমষ্টিগতভাবে মিসর অধিকার করেনি, তবে হযরত কাতাদাহ এর তাফসীর অনুযায়ী উল্লিখিত সব আয়াত শামদেশে তার বাগ-বাগিচা ও অর্থ ভাণ্ডারের মালিক হওয়া বোঝানো যেতে পারে।

قَالَ اَصْحٰبُ مُوْسٰٓى اِنَّا لَمُدْرَكُوْنَ قَالَ كَلَّا اِنَّ مَعِیَ رَبِّیْ سَیَهْدِیْنِ : পশ্চাদ্ধাবনকারী ফেরাউন সৈন্যবাহিনী যখন তাদের সামনে এসে গেল, তখন সমগ্র বনী ইসরাঈল চিৎকার করে উঠলো, হায়! আমরা তো ধরা পড়ে গেলাম। আর ধরা পড়ার মধ্যে সন্দেহ ও দেরিই বা কি ছিল, পশ্চাতে অমিতবিক্রম সেনাবাহিনী এবং সম্মুখে সমুদ্র অন্তরায়। এই পরিস্থিতি হযরত মূসা (আ.)-এরও অগোচরে ছিল না। কিন্তু তিনি দৃঢ়তার হিমালয় হয়ে আল্লাহ তা'আলার প্রতিশ্রুতিতে দৃঢ় বিশ্বাসী ছিলেন। তিনি তখনও সজোরে বললেন كَلَّا আমরা কিছুতেই ধরা পড়তে পারি না। কারণ এই বললেন যে, اِنَّ مَعِیَ رَبِّیْ سَیَهْدِیْنِ আমার সাথে আমার পালনকর্তা আছেন। তিনি আমাকে পথ বলে দেবেন। ঈমানের পরীক্ষা এরূপ স্থলেই হয়ে থাকে। হযরত মূসা (আ.) -এর চোখে মুখে ভয়ভীতির চিহ্নমাত্র ছিল না। তিনি যেন উদ্ধারের পথ চোখে দেখে যাচ্ছিলেন। হুবহু এমনি ধরনের ঘটনা হিজরতের সময় সওর গিরিগুহায় আত্মগোপনের সময় আমাদের রাসূলে মাকবূল ﷺ-এর সাথেও ঘটেছিল। পশ্চাদ্ধাবনকারী শত্রু এই গিরিগুহার মুখে এসে দাঁড়িয়েছিল। সামান্য নিচে দৃষ্টিপাত করলেই তিনি তাদের সামনে পড়ে যেতেন। তখন হযরত আবূ বকর সিদ্দীক (রা.) অস্থিরতা প্রকাশ করলে তিনি হুবহু এই উত্তরই দেন لَا تَحْزَنْ اِنَّ اللّٰهَ مَعَنَا চিন্তা করো না, আল্লাহ আমাদের সঙ্গে আছেন। এই ঘটনার মধ্যে আরও একটি বিষয় লক্ষণীয়। তা এই যে, হযরত মূসা (আ.) বনী ইসরাঈলকে সান্ত্বনা দেওয়ার জন্য বলেছিলেন اِنَّ مَعِیَ رَبِّیْ আমার সাথে আমার পালনকর্তা আছেন এবং রাসূলুল্লাহ ﷺ জওয়াবে مَعَنَا বলেছেন। অর্থাৎ আমাদের উভয়ের সাথে আল্লাহ আছেন। এটা উম্মতে মুহাম্মদীর বৈশিষ্ট্য যে, এ উম্মতের ব্যক্তিবর্গ ও তাদের রাসূলের সাথে আল্লাহর সঙ্গ দ্বারা ভূষিত।

শব্দ বিশ্লেষণ :

فَاَلْقَوْا : সীগাহ جمع مذكر غائب বহছ ماضى معروف বাব اِفْعَالٌ মাসদার اِلْقَاءٌ মূলবর্ণ (ل - ق - ى) জিনস ناقص يائى অর্থ– সুতরাং তারা নিক্ষেপ করল।

تَلْقَفُ : সীগাহ واحد مؤنث غائب বহছ مضارع معروف বাব سَمِعَ মাসদার لَقْفٌ মূলবর্ণ (ل - ق - ف) জিনস صحيح অর্থ– তা গ্রাস করতে লাগল।

يَأْفِكُوْنَ : সীগাহ جمع مذكر غائب বহছ مضارع معروف বাব ضَرَبَ মাসদার اِفْكٌ মূলবর্ণ (أ - ف - ك) জিনস مهموز الفاء অর্থ– তাদের কৃত্রিম ধাঁধাঁগুলো।

لَاُقَطِّعَنَّ : সীগাহ واحد متكلم বহছ مستقبل معروف درفعل ثقيلة لام تاكيد بانون تاكيد বাব تَفْعِيْل মাসদর تَقْطِيْعٌ মূলবর্ণ (ق - ط - ع) জিনস صَحِيْح অর্থ– আমি কর্তন করব।

https://e-ilm.weebly.com/

لَأُصَلِّبَنَّكُمْ : সীগাহ واحد متكلم بحث اثبات فعل مستقبل معروف باب تاكيد بانون تاكيد ثقيلة درفعل مستقبل معروف বহছ واحد متكلم সীগাহ লাম তাকীদ বাব تَفْعِيل মাসদার تَصْلِيْبٌ মূলবর্ণ (ص ـ ل ـ ب) জিনস صحيح অর্থ- আমি তোমাদেরকে শূলে চড়াব।

نَطْمَعُ : সীগাহ جمع متكلم বহছ مضارع معروف বাব سَمِعَ মাসদার طَمْعٌ মূলবর্ণ (ط ـ م ـ ع) জিনস صحيح অর্থ- আমরা আশা রাখি।

مُتَّبَعُوْنَ : সীগাহ جمع مذكر বহছ اسم مفعول বাব اِفْتِعَالٌ মাসদার اِتِّبَاعٌ মূলবর্ণ (ت ـ ب ـ ع) জিনস صحيح অর্থ- পশ্চাদ্ধাবন করা হবে।

لَغَائِظُوْنَ : সীগাহ جمع مذكر বহছ اسم فاعل বাব ضَرَبَ মাসদার غَيْظٌ মূলবর্ণ (غ ـ ى ـ ظ) জিনস اجوف يائى অর্থ- অত্যন্ত উত্যক্ত করেছে।

حٰذِرُوْنَ : সীগাহ جمع مذكر বহছ اسم فاعل বাব سَمِعَ মাসদার حَذَرٌ মূলবর্ণ (ح ـ ذ ـ ر) জিনস صحيح অর্থ- অস্ত্র-শস্ত্রে সজ্জিত।

اَوْرَثْنٰهَا : সীগাহ جمع متكلم বহছ ماضى معروف বাব اِفْعَالٌ মাসদার اِيْرَاثٌ মূলবর্ণ (و ـ ر ـ ث) জিনস مثال واوى অর্থ- আমি তৎসমুদয়ের মালিক করে দিলাম।

لَمُدْرَكُوْنَ : সীগাহ جمع مذكر বহছ اسم مفعول বাব اِفْعَالٌ মাসদার اِدْرَاكٌ মূলবর্ণ (د ـ ر ـ ك) জিনস صحيح অর্থ- তাদের হাতে ধৃত হলাম।

فَانْفَلَقَ : সীগাহ واحد مذكر غائب বহছ ماضى معروف বাব اِنْفِعَالٌ মাসদার اِنْفِلَاقٌ মূলবর্ণ (ف ـ ل ـ ق) জিনস صحيح অর্থ- ফলে তা বিদীর্ণ হয়ে গেল।

বাক্য বিশ্লেষণ :

قَالُوْٓا اٰمَنَّا بِرَبِّ الْعٰلَمِيْنَ : এখানে قَالُوْا ফে'ল ও ফায়েল মিলে قول হয়েছে। আর اٰمَنَّا ফে'ল আর যমীর نَا ফায়েল আর بِرَبِّ الْعٰلَمِيْنَ হলো اٰمَنَّا-এর সাথে متعلق এখন ফে'ল, ফায়েল ও متعلق মিলে مقول

-[ই'রাবুল কুরআন ৫ম খণ্ড, পৃ. ৪০৫]

https://e-ilm.weebly.com/

৬৫. এবং আমি মূসাকে ও তার সঙ্গীর সকলকে উদ্ধার করে নিলাম।	وَاَنۡجَيۡنَا مُوۡسٰى وَمَنۡ مَّعَهٗۤ اَجۡمَعِيۡنَ ﴿۶۵﴾
৬৬. তৎপর অপর দলটিকে নিমজ্জিত করলাম।	ثُمَّ اَغۡرَقۡنَا الۡاٰخَرِيۡنَ ﴿۶۶﴾
৬৭. এই ঘটনাটিতে বড় উপদেশ রয়েছে এবং তাদের অধিকাংশ লোকই ঈমান আনে না।	اِنَّ فِىۡ ذٰلِكَ لَاٰيَةً ؕ وَمَا كَانَ اَكۡثَرُهُمۡ مُّؤۡمِنِيۡنَ ﴿۶۷﴾
৬৮. আর আপনার প্রতিপালক মহাপরাক্রান্ত, পরম দয়াময়।	وَاِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الۡعَزِيۡزُ الرَّحِيۡمُ ﴿۶۸﴾
৬৯. আর আপনি তাদের সম্মুখে ইবরাহীমের ঘটনা বর্ণনা করুন।	وَاتۡلُ عَلَيۡهِمۡ نَبَاَ اِبۡرٰهِيۡمَ ﴿۶۹﴾
৭০. যখন তিনি স্বীয় পিতা এবং স্বীয় সম্প্রদায়কে বললেন, তোমরা কিসের উপাসনা কর?	اِذۡ قَالَ لِاَبِيۡهِ وَقَوۡمِهٖ مَا تَعۡبُدُوۡنَ ﴿۷۰﴾
৭১. তারা বলল, আমরা মূর্তিসমূহের উপাসনা করি এবং আমরা তাদেরই নিকট একনিষ্ঠ হয়ে বসে থাকি।	قَالُوۡا نَعۡبُدُ اَصۡنَامًا فَنَظَلُّ لَهَا عٰكِفِيۡنَ ﴿۷۱﴾
৭২. ইবরাহীম বললেন, তারা কি তোমাদের [ডাক] শুনে যখন তোমরা তাদেরকে ডাক?	قَالَ هَلۡ يَسۡمَعُوۡنَكُمۡ اِذۡ تَدۡعُوۡنَ ﴿۷۲﴾
৭৩. অথবা তারা কি তোমাদের কোনো উপকার বা কোনো অপকার করতে পারে?	اَوۡ يَنۡفَعُوۡنَكُمۡ اَوۡ يَضُرُّوۡنَ ﴿۷۳﴾

শাব্দিক অনুবাদ :

৬৫. وَاَنۡجَيۡنَا এবং আমি উদ্ধার করে নিলাম مُوۡسٰى وَمَنۡ مَّعَهٗۤ মূসাকেও তার সঙ্গীর اَجۡمَعِيۡنَ সকলকে।

৬৬. ثُمَّ তৎপর اَغۡرَقۡنَا নিমজ্জিত করলাম الۡاٰخَرِيۡنَ অপর দলটিকে।

৬৭. اِنَّ فِىۡ ذٰلِكَ لَاٰيَةً এ ঘটনাটিতে বড় উপদেশ রয়েছে وَمَا كَانَ اَكۡثَرُهُمۡ مُّؤۡمِنِيۡنَ এবং তাদের অধিকাংশ লোকই ঈমান আনে না।

৬৮. وَاِنَّ رَبَّكَ আর আপনার প্রতিপালক لَهُوَ الۡعَزِيۡزُ الرَّحِيۡمُ মহাপরাক্রান্ত, পরম দয়াময়।

৬৯. وَاتۡلُ عَلَيۡهِمۡ আর আপনি তাদের সম্মুখে বর্ণনা করুন نَبَاَ اِبۡرٰهِيۡمَ ইবরাহীমের ঘটনা।

৭০. اِذۡ قَالَ যখন তিনি বললেন لِاَبِيۡهِ وَقَوۡمِهٖ স্বীয় পিতা এবং স্বীয় সম্প্রদায়কে مَا تَعۡبُدُوۡنَ তোমরা কিসের উপাসনা কর?

৭১. قَالُوۡا তারা বলল نَعۡبُدُ اَصۡنَامًا আমরা মূর্তিসমূহের উপাসনা করি فَنَظَلُّ لَهَا عٰكِفِيۡنَ এবং আমরা তাদেরই নিকট একনিষ্ঠ হয়ে বসে থাকি।

৭২. قَالَ ইবরাহীম বললেন هَلۡ يَسۡمَعُوۡنَكُمۡ তারা কি তোমাদের (ডাক) শুনে اِذۡ تَدۡعُوۡنَ যখন তোমরা তাদেরকে ডাক।

৭৩. اَوۡ يَنۡفَعُوۡنَكُمۡ অথবা এরা কি তোমাদের কোনো উপকার করতে পারে اَوۡ يَضُرُّوۡنَ বা কোনো অপকার করতে পারে।

https://e-ilm.weebly.com/

৭৪. তারা বলল, না বরং আমরা আমাদের পিতৃপুরুষদের এভাবে করতে দেখেছি।	قَالُوا بَلْ وَجَدْنَا آبَاءَنَا كَذَٰلِكَ يَفْعَلُونَ ﴿٧٤﴾
৭৫. ইবরাহীম বললেন, আচ্ছা তোমরা কি তাদের প্রতি লক্ষ্য করেছ, যাদের উপাসনা করছ।	قَالَ أَفَرَأَيْتُمْ مَا كُنْتُمْ تَعْبُدُونَ ﴿٧٥﴾
৭৬. তোমরা ও তোমাদের পূর্ববর্তী পিতৃপুরুষগণও?	أَنْتُمْ وَآبَاؤُكُمُ الْأَقْدَمُونَ ﴿٧٦﴾
৭৭. বস্তুত এগুলো হচ্ছে আমার অনিষ্টের কারণ, তবে হ্যাঁ, বিশ্বপ্রতিপালক।	فَإِنَّهُمْ عَدُوٌّ لِي إِلَّا رَبَّ الْعَالَمِينَ ﴿٧٧﴾
৭৮. যিনি আমাকে সৃষ্টি করেছেন, অনন্তর তিনিই আমাকে পথ প্রদর্শন করেন।	الَّذِي خَلَقَنِي فَهُوَ يَهْدِينِ ﴿٧٨﴾
৭৯. এবং যিনি আমাকে আহার করান এবং পান করান।	وَالَّذِي هُوَ يُطْعِمُنِي وَيَسْقِينِ ﴿٧٩﴾
৮০. এবং যখন আমি পীড়িত হই তখন তিনিই আমাকে আরোগ্য দান করেন।	وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ ﴿٨٠﴾
৮১. এবং যিনি [নির্দিষ্ট সময়ে] আমাকে মৃত্যু দান করবেন, তৎপর আমাকে জীবিত করবেন।	وَالَّذِي يُمِيتُنِي ثُمَّ يُحْيِينِ ﴿٨١﴾
৮২. আর যার নিকট এই আশা আছে যে, তিনি কিয়ামত দিবসে আমার সকল ভুল-ত্রুটি মার্জনা করবেন।	وَالَّذِي أَطْمَعُ أَنْ يَغْفِرَ لِي خَطِيئَتِي يَوْمَ الدِّينِ ﴿٨٢﴾
৮৩. হে আমার প্রতিপালক! আমাকে হেকমত [বিচার-বুদ্ধি] দান করুন এবং আমাকে নেককার লোকদের অন্তর্ভুক্ত করুন।	رَبِّ هَبْ لِي حُكْمًا وَأَلْحِقْنِي بِالصَّالِحِينَ ﴿٨٣﴾

শাব্দিক অনুবাদ :

৭৪. قَالُوا তারা বলল بَلْ না, বরং وَجَدْنَا آبَاءَنَا, আমরা আমাদের পিতৃপুরুষদেরকে দেখেছি كَذَٰلِكَ يَفْعَلُونَ এভাবে করতে।

৭৫. قَالَ ইবরাহীম বললেন أَفَرَأَيْتُمْ আচ্ছা তোমরা কি তাদের প্রতি লক্ষ্য করেছ مَا كُنْتُمْ تَعْبُدُونَ যাদের উপাসনা করছ।

৭৬. أَنْتُمْ তোমরা وَآبَاؤُكُمُ ও তোমাদের পিতৃপুরুষগণও الْأَقْدَمُونَ পূর্ববর্তী।

৭৭. فَإِنَّهُمْ عَدُوٌّ لِي বস্তুত : এগুলো হচ্ছে আমার অনিষ্টের কারণ إِلَّا رَبَّ الْعَالَمِينَ তবে হ্যাঁ বিশ্বপ্রতিপালক।

৭৮. الَّذِي خَلَقَنِي যিনি আমাকে সৃষ্টি করেছেন فَهُوَ يَهْدِينِ অনন্তর তিনিই আমাকে পথ প্রদর্শন করেন।

৭৯. وَالَّذِي هُوَ يُطْعِمُنِي এবং যিনি আমাকে আহার করান وَيَسْقِينِ ও পান করান।

৮০. وَإِذَا مَرِضْتُ এবং যখন আমি পীড়িত হই فَهُوَ يَشْفِينِ তখন তিনিই আমাকে আরোগ্য দান করেন।

৮১. وَالَّذِي يُمِيتُنِي, এবং যিনি আমাকে মৃত্যু দান করবেন ثُمَّ يُحْيِينِ তৎপর আমাকে জীবিত করবেন।

৮২. وَالَّذِي أَطْمَعُ আর যার নিকট এ আশা আছে যে, أَنْ يَغْفِرَ لِي خَطِيئَتِي তিনি আমার সকল ভুল-ত্রুটি মার্জনা করবেন يَوْمَ الدِّينِ কিয়ামত দিবসে।

৮৩. رَبِّ হে আমার প্রতিপালক! هَبْ لِي حُكْمًا আমাকে হেকমত দান করুন وَأَلْحِقْنِي এবং আমাকে অন্তর্ভুক্ত করুন بِالصَّالِحِينَ নেককার লোকদের।

https://e-ilm.weebly.com/

৮৪. এবং ভবিষ্যতে-আগমনকারীদের মধ্যে আমার উল্লেখ অব্যাহত রাখুন।	وَاجْعَلْ لِّيْ لِسَانَ صِدْقٍ فِي الْاٰخِرِيْنَ ﴿٨٤﴾
৮৫. এবং আমাকে জান্নাতে নাঈম-এর উপযোগীদের অন্তর্ভুক্ত করুন।	وَاجْعَلْنِيْ مِنْ وَّرَثَةِ جَنَّةِ النَّعِيْمِ ﴿٨٥﴾
৮৬. এবং আমার পিতাকে ক্ষমা করুন, যেহেতু তিনি পথভ্রষ্টদের অন্তর্ভুক্ত রয়েছেন।	وَاغْفِرْ لِاَبِيْۤ اِنَّهٗ كَانَ مِنَ الضَّآلِّيْنَ ﴿٨٦﴾
৮৭. আর যেদিন সকলে জীবিত হয়ে উঠবে সেদিন আমাকে অপমানিত করবেন না।	وَلَا تُخْزِنِيْ يَوْمَ يُبْعَثُوْنَ ﴿٨٧﴾
৮৮. যেদিন ধন-সম্পদও কোনো কাজে আসবে না এবং সন্তানসন্ততিও না।	يَوْمَ لَا يَنْفَعُ مَالٌ وَّلَا بَنُوْنَ ﴿٨٨﴾
৮৯. তবে হ্যাঁ, যে ব্যক্তি পবিত্র আত্মা নিয়ে আল্লাহর সমীপে উপস্থিত হবে।	اِلَّا مَنْ اَتَى اللّٰهَ بِقَلْبٍ سَلِيْمٍ ﴿٨٩﴾
৯০. এবং মুত্তাকী লোকদের জন্য জান্নাতকে নিকটবর্তী করে দেওয়া হবে।	وَاُزْلِفَتِ الْجَنَّةُ لِلْمُتَّقِيْنَ ﴿٩٠﴾

শাব্দিক অনুবাদ :

৮৪. وَاجْعَلْ لِّيْ لِسَانَ صِدْقٍ এবং আমার উল্লেখ অব্যাহত রাখুন فِي الْاٰخِرِيْنَ ভবিষ্যতে আগমনকারীদের মধ্যে।

৮৫. وَاجْعَلْنِيْ এবং আমাকে অন্তর্ভুক্ত করুন مِنْ وَّرَثَةِ جَنَّةِ النَّعِيْمِ জান্নাতে নাঈম -এর উপযোগীদের ।

৮৬. وَاغْفِرْ لِاَبِيْ এবং আমার পিতাকে ক্ষমা করুন اِنَّهٗ كَانَ مِنَ الضَّآلِّيْنَ যেহেতু তিনি পথভ্রষ্টদের অন্তর্ভুক্ত রয়েছেন।

৮৭. وَلَا تُخْزِنِيْ আর সেদিন আমাকে অপমানিত করবেন না يَوْمَ يُبْعَثُوْنَ যেদিন সকলে জীবিত হয় উঠবে।

৮৮. يَوْمَ যেদিন لَا يَنْفَعُ কেনো কাজে আসবে না مَالٌ ধন-সম্পদ ও وَّلَا بَنُوْنَ এবং সন্তান-সন্ততিও ।

৮৯. اِلَّا مَنْ اَتَى اللّٰهَ তবে হ্যাঁ, যে ব্যক্তি আল্লাহর সমীপে উপস্থিত হবে بِقَلْبٍ سَلِيْمٍ পবিত্র আত্মা নিয়ে

৯০. وَاُزْلِفَتِ الْجَنَّةُ এবং জান্নাতকে নিকটবর্তী করে দেওয়া হবে لِلْمُتَّقِيْنَ মুত্তাকী লোকদের জন্য।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

কিয়ামত পর্যন্ত মানুষের মধ্যে সুখ্যাতি বজায় রাখার দোয়া : وَاجْعَلْ لِّيْ لِسَانَ صِدْقٍ فِي الْاٰخِرِيْنَ এই আয়াতে لِسَانَ বলে আলোচনা বোঝানো হয়েছে এবং এর লাম উপকারার্থে ব্যবহৃত হয়েছে। অর্থ এই যে, হে আল্লাহ আমাকে এমন সুন্দর তরিকা ও উত্তম নিদর্শন দান করুন, যা কিয়ামত পর্যন্ত মানবজাতি অনুসরণ করে এবং আমাকে উৎকৃষ্ট আলোচনা ও সদগুণাবলি দ্বারা স্মরণ করে। (ইবনে কাসীর, রূহুল মা'আনী) আল্লাহ তা'আলা হযরত ইবরাহীম (আ.)-এর প্রার্থনা মঞ্জুর করেছেন। ফলে ইহুদি, খ্রিস্টান এমন কি মক্কার মুশরিকরা পর্যন্ত ইবরাহীমী মিল্লাতকে ভালোবাসে এবং নিজেদেরকে এর অনুসারী বলে। যদিও তাদের ধর্মমত ইবরাহীমী মিল্লাতের বিপরীতে কুফর, শিরকে পরিপূর্ণ তথাপি তাদের দাবি এই যে; আমরা ইবরাহীমী মিল্লাতে আছি। মুসলিম সম্প্রদায় তো যথার্থরূপেই মিল্লাতে ইবরাহীমীর অনুসারী হওয়াকে নিজের জন্য গর্বের বিষয় বলে মনে করে।

https://e-ilm.weebly.com/

খ্যাতি ও যশপ্রীতি নিন্দনীয়, কিন্তু কতিপয় শর্তসাপেক্ষে বৈধ : যশপ্রীতি অর্থাৎ মানুষের কাছে নিজের সম্মান ও প্রশংসার আকাঙ্ক্ষা শরিয়তের দৃষ্টিতে নিন্দনীয়। কুরআন পাক পরকালের নিয়ামত লাভকে যশপ্রীতি বর্জনের উপর নির্ভরশীল ঘোষণা করেছে। বলা হয়েছে :

تِلْكَ الدَّارُ الْاٰخِرَةُ نَجْعَلُهَا لِلَّذِيْنَ لَا يُرِيْدُوْنَ عُلُوًّا فِى الْاَرْضِ وَلَا فَسَادًا

আলোচ্য আয়াতে হযরত ইবরাহীম (আ.) দোয়া করেছেন যে, ভবিষ্যৎ বংশধরদের মধ্যে আমার প্রশংসা গুণকীর্তন হোক। এটা বাহ্যতঃ যশপ্রীতির অন্তর্ভুক্ত মনে হয়। কিন্তু আয়াতের ভাষার প্রতি গভীরভাবে লক্ষ্য করলে বোঝা যাবে যে, এই দোয়ার আসল লক্ষ্য যশপ্রীতি নয়; বরং আল্লাহ তা'আলার কাছে এই দোয়া যে, আমাকে এমন সৎকর্মের তাওফীক দান করুন, যা আমার আখেরাতের সম্বল হয়, যা দেখে অন্যদের মনেও সৎকর্মের প্রেরণা জাগে এবং আমার পরেও যেন মানুষ সৎকর্মে আমার অনুসরণ করে। সারকথা এই যে, এই দোয়ার দ্বারা কোনো সুখ্যাতি ও যশলাভের উপকার লাভ উদ্দেশ্যই নয়। কুরআন ও হাদীসে যে যশপ্রীতি নিষিদ্ধ ও নিন্দনীয়, তার অর্থ পার্থিব প্রভাব প্রতিপত্তি ও তা দ্বারা পার্থিব মুনাফা অর্জন।

ইমাম তিরমিযী ও নাসায়ী হযরত কা'ব ইবনে মালেকের জবানী রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর উক্তি বর্ণনা করেন যে, দুইটি ক্ষুধার্ত বাঘ ছাগলের পালে ছেড়ে দিলে তারা ছাগপালের এতটুকু ক্ষতি করতে পারে না, যতটুকু দুইটি অভ্যাস মানুষের ধর্মের ক্ষতি করে। এক. অর্থসম্পদের ভালোবাসা এবং দুই. সম্মান ও যশ অন্বেষণ। দায়লামী হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) থেকে বর্ণনা করেন যে, যশ ও প্রশংসাপ্রীতি মানুষকে অন্ধ-বধির করে দেয়। এসব রেওয়ায়েতে সেই যশপ্রীতি ও প্রশংসা অন্বেষণ বুঝানো হয়েছে, যা পার্থিব লক্ষ্য অর্জনের উদ্দেশ্যে কাম্য হয়ে থাকে কিংবা যার খাতিরে ধর্মে শৈথিল্য অথবা কোনো গুনাহ্ করতে হয়। এগুলো না হলে যশপ্রীতি নিন্দনীয় নয়। হাদীসে স্বয়ং রাসূলুল্লাহ ﷺ থেকে এই দোয়া বর্ণিত আছে : اَللّٰهُمَّ اجْعَلْنِىْ فِىْ عَيْنِىْ صَغِيْرًا وَّفِىْ اَعْيُنِ النَّاسِ كَبِيْرًا হে আল্লাহ আমাকে আমার দৃষ্টিতে ক্ষুদ্র এবং অন্য লোকদের দৃষ্টিতে মহান করে দিন। এখানেও অন্য লোকদের দৃষ্টিতে বড় করার লক্ষ্য এই যে, মানুষ সৎকর্মে আমার ভক্ত হয়ে আমার অনুসরণ করুক। এ কারণেই ইমাম মালেক (র.) বলেন, যে ব্যক্তি বাস্তবে সৎকর্মপরায়ণ, মানুষের দৃষ্টিতে সৎ হওয়ার জন্য সে যেন রিয়াকারী না করে। সে যদি মানুষের প্রশংসা ও গুণকীর্তনকে ভালোবাসে, তবে তা নিন্দনীয় নয়।

ইবনে আরাবী (র.) বলেন, আলোচ্য আয়াত থেকে প্রমাণিত হয় যে, যে সৎকর্মের কারণে মানুষের মধ্যে প্রশংসা হয় সে সৎকর্ম অন্বেষণ করা জায়েজ। ইমাম গাযযালী (রা.) বলেন, দুনিয়াতে সম্মান ও যশপ্রীতি তিনটি শর্তসাপেক্ষে বৈধ। **এক.** যদি উদ্দেশ্য নিজেকে বড় এবং অন্যদেরকে ছোট ও হেয় প্রতিপন্ন করা না হয়; বরং এরূপ পরকালীন উপকারের লক্ষ্যে হয় যে, মানুষ তার ভক্ত হয়ে সৎকর্মে তার অনুসরণ করবে। **দুই.** মিথ্যা গুণকীর্তন লক্ষ্য না হওয়া চাই। অর্থাৎ যে গুণ নিজের মধ্যে নেই। তার ভিত্তিতে মানুষের কাছে থেকে প্রশংসা কামনা না করা। **তিন.** যদি তা অর্জন করার জন্য কোনো গুনাহ্ অথবা ধর্মের ব্যাপারে শৈথিল্য অবলম্বন করতে না হয়।

মুশরিকদের জন্য মাগফেরাতের দোয়া বৈধ নয় : مَا كَانَ لِلنَّبِىِّ وَالَّذِيْنَ اٰمَنُوْا اَنْ يَّسْتَغْفِرُوْا لِلْمُشْرِكِيْنَ وَلَوْ كَانُوْا اُولِىْ قُرْبٰى مِنْۢ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُمْ اَنَّهُمْ اَصْحٰبُ الْجَحِيْمِ অন্যত্র কুরআন পাকের এই ফরমান জারি হওয়ার পর এখন যার মৃত্যু কুফরের উপর নিশ্চিত ও অবধারিত, তার জন্য মাগফেরাতের দোয়া করা অবৈধ ও হারাম। কেননা আয়াতের অর্থ এই যে, নবী ও মুমিনদের জন্য মুশরিকদের মাগফেরাতের দোয়া করা দ্ব্যর্থহীনরূপে না-জায়েজ ; যদিও তারা নিকটাত্মীয় ও হয়, যদিও তাদের জাহান্নামী হওয়া সুস্পষ্ট হয়ে যায়।

একটি জিজ্ঞাসা ও জওয়াব : وَاغْفِرْ لِاَبِىْٓ اِنَّهٗ كَانَ مِنَ الضَّآلِّيْنَ -এ আয়াত থেকে প্রশ্ন দেখা দেয় যে, উপরিউক্ত নিষেধাজ্ঞার পর হযরত ইবরাহীম (আ.) তাঁর মুশরিক পিতার জন্য কেন মাগফেরাতের দোয়া করলেন? আল্লাহ রাব্বুল ইজ্জত নিজেই কুরআন মাজীদে এ প্রশ্নের জওয়াব দিয়েছেন। তিনি বলেন :

وَمَا كَانَ اسْتِغْفَارُ اِبْرٰهِيْمَ لِاَبِيْهِ اِلَّا عَنْ مَّوْعِدَةٍ وَّعَدَهَآ اِيَّاهُ فَلَمَّا تَبَيَّنَ لَهٗٓ اَنَّهٗ عَدُوٌّ لِّلّٰهِ تَبَرَّاَ مِنْهُ اِنَّ اِبْرٰهِيْمَ لَاَوَّاهٌ حَلِيْمٌ

জওয়াবের সারমর্ম এই যে, হযরত ইবরাহীম (আ.) পিতার জন্য তাঁর জীবদ্দশায় ঈমানের তাওফীক দানের নিয়তে আল্লাহ তা'আলার কাছে দোয়া করেছিলেন। ঈমানের পর মাগফেরাত নিশ্চিত ছিল। অথবা হযরত ইবরাহীম (আ.)-এর ধারণা

https://e-ilm.weebly.com/

ছিল যে, তাঁর পিতা গোপনে ঈমান কবুল করেছে, যদিও তা প্রকাশ করেনি। কিন্তু পরে যখন তিনি জানতে পারেন যে, তাঁর পিতা কুফরের উপর মৃত্যুবরণ করেছে, তখন তিনি নিজের পূর্ণ নির্লিপ্ততা প্রকাশ করে দেন।

পিতার কুফর ও শিরক পিতার জীবদ্দশাতেই হযরত ইবরহীম (আ.) জানতে পেরেছিলেন, না তার মৃত্যুর পর, না কিয়ামতের দিন জানবেন, এ বিষয়ের বিশদ বিবরণ সূরা তওবায় উল্লিখিত হয়েছে।

يَوْمَ لَا يَنْفَعُ مَالٌ وَّلَا بَنُوْنَ إِلَّا مَنْ أَتَى اللّٰهَ بِقَلْبٍ سَلِيْمٍ

অর্থাৎ কিয়ামতের দিন কোনো অর্থসম্পদ সন্তান-সন্ততি কারো কোনো উপকারে আসবে না। একমাত্র সে ব্যক্তি মুক্তি পাবে, যে সুস্থ অন্তঃকরণ নিয়ে আল্লাহর কাছে পৌছবে। এই আয়াতের اِسْتِثْنَاء কে اِسْتِثْنَاء مُنْقَطِعْ সাব্যস্ত করে কেউ কেউ তাফসীর করেছেন যে, সেদিন কারো অর্থসম্পদ ও সন্তান-সন্ততি কাজে আসবে না, একমাত্র কাজে আসবে নিজের সুস্থ অন্তঃকরণ, যাতে শিরক ও কুফর নেই। এই বাক্যের দৃষ্টান্ত হলো যদি কেউ যায়েদ সম্পর্কে কারো কাছে জিজ্ঞাসা করে যে, যায়েদের কাছে অর্থসম্পদ এবং সন্তান-সন্ততিও আছে কি? জিজ্ঞাসিত ব্যক্তি যদি এর উত্তরে বলে যে, সুস্থ অন্তঃকরণই তার অর্থসম্পদ ও সন্তান-সন্ততি। এর অর্থ এই যে, অর্থসম্পদ সন্তান-সন্ততি তো কিছুই নেই, তবে এগুলোর পরিবর্তে তার কাছে তার নিজের সুস্থ অন্তঃকরণ আছে। এই তাফসীর অনুযায়ী আয়াতের সার বিষয়বস্তু দাঁড়ায় এই যে, সেদিন অর্থসম্পদ ও সন্তান-সন্ততি তো কোনো কাজেই আসবে না, কাজে আসবে শুধু নিজের ঈমান ও সৎকর্ম। একেই 'সুস্থ অন্তঃকরণ' বলে ব্যক্ত করা হয়েছে। অধিকাংশ তাফসীরবিদের মতে প্রসিদ্ধ তাফসীর এই যে, আয়াতের اِسْتِثْنَاء টি مُتَّصِلْ এবং অর্থ- এই যে, কিয়ামতের দিন অর্থসম্পদ ও সন্তান-সন্ততি কোনো ব্যক্তির কাজে আসবে না সেই ব্যক্তি ছাড়া, যার অন্তঃকরণ সুস্থ অর্থাৎ সে ঈমানদার। সারকথা এই যে, কিয়ামতেও এসব বস্তু উপকারী হতে পারে, কিন্তু শুধু ঈমানদারের জন্যই উপকারী হবে- কাফেরের কোনো উপকারে আসবে না। এখানে লক্ষণীয় বিষয় এই যে, এ স্থলে وَلَا بَنُوْنَ বলা হয়েছে, যার অর্থ পুত্র সন্তান। সাধারণ সন্তান-সন্ততি উল্লেখ না করার কারণ সম্ভবত এই যে, দুনিয়াতেও বিপদের সময় পুত্র সন্তানের কাছ থেকে উপকারের আশা করা যায়। কন্যা-সন্তানদের কাছ থেকে বিপদের সময় সাহায্য পাওয়ার সম্ভাবনা দুনিয়াতেও বিরল। তাই কিয়ামতে বিশেষ করে পুত্র সন্তানদের উপকারী না হওয়ার কথা উল্লেখ করা হয়েছে। অথচ দুনিয়াতে এদের কাছ থেকে উপকারের আশা হতো।

দ্বিতীয় লক্ষণীয় বিষয় এই যে, قَلْبٍ سَلِيْمٍ এর শাব্দিক অর্থ সুস্থ অন্তঃকরণ। হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) বলেন, এতে সেই অন্তঃকরণ বোঝানো হয়েছে, যা কালেমায়ে তাওহীদের সাক্ষ্য দেয় এবং শিরক থেকে পবিত্র। এই বিষয়বস্তুই মুজাহিদ, হাসান বসরী ও সাঈদ ইবনে মুসাইয়্যিব থেকে ভিন্ন ভাষায় বর্ণিত আছে। সাঈদ ইবনে মুসাইয়্যিব বলেন, সুস্থ অন্তঃকরণ একমাত্র মু'মিনের হতে পারে। কাফেরের অন্তঃকরণ রুগ্ণ হয়ে থাকে, যেমন কুরআন বলে فِيْ قُلُوْبِهِمْ مَّرَضٌ

শব্দ বিশ্লেষণ :

فَنَظَلُّ : সীগাহ جمع متكلم বহছ مضارع معروف বাব فَتَحَ ও سَمِعَ মাসদার ظُلُوْلٌ ও ظَلٌّ মূলবর্ণ (ظ - ل - ل) জিনস مضاعف ثلاثى অর্থ- আমরা থাকি।

يَضُرُّوْنَ : সীগাহ جمع مذكر غائب বহছ مضارع معروف বাব نَصَرَ মাসদার ضَرٌّ মূলবর্ণ (ض - ر - ر) জিনস مضاعف ثلاثى অর্থ- কোনো অপকার করতে পারে।

يُطْعِمُنِىْ : সীগাহ واحد مذكر غائب বহছ مضارع معروف বাব اِفْعَالٌ মাসদার اِطْعَامٌ মূলবর্ণ (ط - ع - م) জিনস صحيح অর্থ- তিনি আমাকে আহার করান।

يَسْقِيْنِ : সীগাহ واحد مذكر غائب বহছ مضارع معروف বাব ضَرَبَ মাসদার سَقْىٌ মূলবর্ণ (س - ق - ى) জিনস ناقص يائى অর্থ- তিনি আমাকে পান করান।

مَرِضْتُ : সীগাহ واحد متكلم বহছ ماضى معروف বাব سَمِعَ মাসদার مَرَضٌ মূলবর্ণ (م - ر - ض) জিনস صحيح অর্থ- আমি পীড়িত হই।

https://e-ilm.weebly.com/

يُمِيْتُنِيْ : সীগাহ واحد مذكر غائب বহছ مضارع معروف বাব اِفْعَالْ মাসদার اِمَاتَةٌ মূলবর্ণ (م - و - ت) জিনস اجوف واوى অর্থ– তিনি আমাকে মৃত্যু দান করবেন।

يُحْيِيْنِ : সীগাহ واحد مذكر غائب বহছ مضارع معروف বাব اِفْعَالْ মাসদার اِحْيَاءٌ মূলবর্ণ (ح - ى - ى) জিনস لفيف مقرون অর্থ– তিনি আমাকে জীবিত করবেন।

اَطْمَعُ : সীগাহ واحد متكلم বহছ مضارع معروف বাব سَمِعَ মাসদার طَمَعٌ মূলবর্ণ (ط - م - ع) জিনস صحيح অর্থ– আমি আশা করি।

اَلْحِقْنِيْ : সীগাহ واحد مذكر حاضر বহছ امر حاضر معروف বাব اِفْعَالْ মাসদার اِلْحَاقٌ মূলবর্ণ (ل - ح - ق) জিনস صحيح অর্থ– আপনি আমাকে অন্তর্ভুক্ত করুন।

لاَ تُخْزِنِيْ : সীগাহ واحد مذكر حاضر বহছ نهى حاضر معروف বাব اِفْعَالْ মাসদার اِخْزَاءٌ মূলবর্ণ (خ - ز - ى) জিনস ناقص يائى অর্থ– আপনি আমাকে অপমানিত করবেন না।

يُبْعَثُوْنَ : সীগাহ جمع مذكر غائب বহছ مضارع مجهول বাব فَتَحَ মাসদার بَعْثٌ মূলবর্ণ (ب - ع - ث) জিনস صحيح অর্থ– সকলে জীবিত হয়ে উঠবে।

اُزْلِفَتْ : সীগাহ واحد مؤنث غائب বহছ ماضى مجهول বাব اِفْعَالْ মাসদার اِزْلاَفٌ মূলবর্ণ (ز - ل - ف) জিনস صحيح অর্থ– তাকে নিকটবর্তী করে দেওয়া হবে।

বাক্য বিশ্লেষণ :

قَالُوْا نَعْبُدُ اَصْنَامًا فَنَظَلُّ لَهَا عٰكِفِيْنَ : এখানে قَالُوْا হলো ফে'ল ও যমীর هُمْ ফায়েল মিলে قول আর نَعْبُدُ اَصْنَامًا হলো নসবের স্থলে قول -এর مقول হয়েছে। আর فَنَظَلُّ -এর فاء টি আতেফা আর نَظَلُّ ফে'লে নাকেস আর তন্মধ্যস্থ উহ্য যমীর نَحْنُ হলো তার اسم আর لَهَا মুতাআল্লিক হয়েছে عَاكِفِيْنَ -এর সাথে আর عَاكِفِيْنَ হলো ফে'লে নাকেসের খবর। –[ই'রাবুল কুরআন ৫ম খণ্ড, পৃ. ৪১৪]

https://e-ilm.weebly.com/

৯১. আর পথভ্রষ্টদের জন্য জাহান্নামকে সম্মুখে প্রকাশিত করা হবে।	وَبُرِّزَتِ الْجَحِيْمُ لِلْغٰوِيْنَ ﴿٩١﴾
৯২. এবং তাদেরকে বলা হবে, সেই উপাস্যরা কোথায় গেল, তোমরা যাদের পূজা করতে?	وَقِيْلَ لَهُمْ اَيْنَمَا كُنْتُمْ تَعْبُدُوْنَ ﴿٩٢﴾
৯৩. আল্লাহর পরিবর্তে তারা কি তোমাদের সাহায্য করতে পারে অথবা নিজেদেরই রক্ষা করতে পারে?	مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ ؕ هَلْ يَنْصُرُوْنَكُمْ اَوْ يَنْتَصِرُوْنَ ﴿٩٣﴾
৯৪. অতঃপর তাদেরকে এবং পথভ্রষ্ট লোকদেরকে নিচের দিকে মুখ করে জাহান্নামে নিক্ষেপ করা হবে,	فَكُبْكِبُوْا فِيْهَا هُمْ وَالْغَاوٗنَ ﴿٩٤﴾
৯৫. এবং ইবলীসের সমস্ত সৈন্যসামন্তকেও;	وَجُنُوْدُ اِبْلِيْسَ اَجْمَعُوْنَ ﴿٩٥﴾
৯৬. সেই কাফেররা সেখানে বাকবিতণ্ডা করতে করতে বলবে,	قَالُوْا وَهُمْ فِيْهَا يَخْتَصِمُوْنَ ﴿٩٦﴾
৯৭. আল্লাহর শপথ! নিঃসন্দেহে আমরা স্পষ্ট ভ্রষ্টতার মধ্যে ছিলাম।	تَاللّٰهِ اِنْ كُنَّا لَفِيْ ضَلٰلٍ مُّبِيْنٍ ﴿٩٧﴾
৯৮. যখন আমরা তোমাদেরকে বিশ্ব-প্রতিপালকের সমতুল্য [মনে] করতাম।	اِذْ نُسَوِّيْكُمْ بِرَبِّ الْعٰلَمِيْنَ ﴿٩٨﴾
৯৯. আর আমাদেরকে তো কেবলমাত্র এই অপরাধীরাই বিভ্রান্ত করেছে।	وَمَاۤ اَضَلَّنَاۤ اِلَّا الْمُجْرِمُوْنَ ﴿٩٩﴾
১০০. অতএব, আমাদের কোনো সুপারিশকারীও নেই।	فَمَا لَنَا مِنْ شَافِعِيْنَ ﴿١٠٠﴾

শাব্দিক অনুবাদ :

৯১. وَبُرِّزَتِ الْجَحِيْمُ আর জাহান্নামকে সম্মুখে প্রকাশিত করা হবে لِلْغٰوِيْنَ পথভ্রষ্টদের জন্য।

৯২. وَقِيْلَ لَهُمْ এবং তাদেরকে বলা হবে اَيْنَمَا كُنْتُمْ تَعْبُدُوْنَ সেই উপাস্যরা কোথায় গেল তোমরা যাদের পূজা করতে?

৯৩. مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ আল্লাহর পরিবর্তে هَلْ يَنْصُرُوْنَكُمْ তারা কি তোমাদের সাহায্য করতে পারে اَوْ يَنْتَصِرُوْنَ অথবা নিজেদেরই রক্ষা করতে পারে?

৯৪. فَكُبْكِبُوْا فِيْهَا অতঃপর নিচের দিকে মুখ করে দোজখে নিক্ষেপ করা হবে هُمْ وَالْغَاوٗنَ তাদেরকে এবং পথভ্রষ্ট লোকদেরকে।

৯৫. وَجُنُوْدُ اِبْلِيْسَ اَجْمَعُوْنَ এবং ইবলীসের সমস্ত সৈন্যসামন্তকেও।

৯৬. قَالُوْا সেই কাফেররা বলবে وَهُمْ فِيْهَا يَخْتَصِمُوْنَ সেখানে বাকবিতণ্ডা করতে করতে

৯৭. تَاللّٰهِ আল্লাহর শপথ اِنْ كُنَّا নিঃসন্দেহে আমরা ছিলাম لَفِيْ ضَلٰلٍ مُّبِيْنٍ স্পষ্ট ভ্রষ্টতার মধ্যে।

৯৮. اِذْ نُسَوِّيْكُمْ যখন আমরা তোমাদেরকে সমতুল্য (মনে) করতাম بِرَبِّ الْعٰلَمِيْنَ বিশ্বপ্রতিপালকের।

৯৯. وَمَاۤ اَضَلَّنَاۤ আর আমাদেরকে তো বিভ্রান্ত করেছে اِلَّا الْمُجْرِمُوْنَ কেবলমাত্র এই অপরাধীরাই।

১০০. فَمَا لَنَا অতএব, আমাদের নেই مِنْ شَافِعِيْنَ কোনো সুপারিশকারীও।

https://e-ilm.weebly.com/

১০১. এবং কোনো খাঁটি বন্ধুও নেই।	وَلَا صَدِيقٍ حَمِيمٍ ﴿١٠١﴾
১০২. সুতরাং কি উত্তম হতো যদি [পৃথিবীতে] পুনরায় ফিরে যাওয়া আমাদের সুযোগ ঘটত, তা হলে আমরা মুসলমান হয়ে যেতাম।	فَلَوْ أَنَّ لَنَا كَرَّةً فَنَكُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ ﴿١٠٢﴾
১০৩. নিশ্চয়ই এই ঘটনার মধ্যে একটি উপদেশ রয়েছে; অথচ তাদের অধিকাংশই ঈমান আনে না।	إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَآيَةً ۖ وَمَا كَانَ أَكْثَرُهُمْ مُؤْمِنِينَ ﴿١٠٣﴾
১০৪. নিঃসন্দেহে আপনার প্রতিপালক মহাপরাক্রমশালী, বড় দয়াময়।	وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ ﴿١٠٤﴾
১০৫. নূহ সম্প্রদায় সকল রাসূলকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করেছে।	كَذَّبَتْ قَوْمُ نُوحٍ الْمُرْسَلِينَ ﴿١٠٥﴾
১০৬. যখন তাদের [সামাজিক] ভ্রাতা নূহ তাদেরকে বলল যে, তোমরা কি [আল্লাহকে] ভয় করো না?	إِذْ قَالَ لَهُمْ أَخُوهُمْ نُوحٌ أَلَا تَتَّقُونَ ﴿١٠٦﴾
১০৭. আমি তোমাদের জন্য বিশ্বস্ত রাসূল।	إِنِّي لَكُمْ رَسُولٌ أَمِينٌ ﴿١٠٧﴾
১০৮. অতএব তোমরা আল্লাহকে ভয় করো এবং আমার অনুগত হও।	فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَطِيعُونِ ﴿١٠٨﴾
১০৯. আর আমি তোমাদের নিকট কোনো বিনিময় চাই না, আমার বিনিময় তো কেবল বিশ্বপালকের জিম্মায় রয়েছে।	وَمَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ ۖ إِنْ أَجْرِيَ إِلَّا عَلَىٰ رَبِّ الْعَالَمِينَ ﴿١٠٩﴾

শাব্দিক অনুবাদ :

১০১. وَلَا এবং নেই صَدِيقٍ حَمِيمٍ খাঁটি বন্ধুও।

১০২. فَلَوْ أَنَّ لَنَا كَرَّةً সুতরাং কি উত্তম হতো যদি (পৃথিবীতে) পুনরায় ফিরে যাওয়া আমাদের সুযোগ হতো فَنَكُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ তবে আমরা মুসলমান হয়ে যেতাম।

১০৩. إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَآيَةً নিশ্চয়ই এই ঘটনার মধ্যে একটি উপদেশ রয়েছে وَمَا كَانَ أَكْثَرُهُمْ مُؤْمِنِينَ অথচ তাদের অধিকাংশই ঈমান আনে না।

১০৪. وَإِنَّ رَبَّكَ নিঃসন্দেহে আপনার প্রতিপালক لَهُوَ الْعَزِيزُ মহাপরাক্রমশালী الرَّحِيمُ বড় দয়াময়।

১০৫. كَذَّبَتْ মিথ্যা প্রতিপন্ন করেছে قَوْمُ نُوحٍ নূহ-সম্প্রদায় الْمُرْسَلِينَ সকল রাসূলগণকে।

১০৬. إِذْ قَالَ لَهُمْ যখন তাদেরকে বলল أَخُوهُمْ نُوحٌ তাদের (সামাজিক) ভ্রাতা নূহ أَلَا تَتَّقُونَ তোমরা কি (আল্লাহকে) ভয় করো না?

১০৭. إِنِّي لَكُمْ আমি তোমাদের জন্য رَسُولٌ أَمِينٌ বিশ্বস্ত রাসূল।

১০৮. فَاتَّقُوا اللَّهَ অতএব, তোমরা আল্লাহকে ভয় করো وَأَطِيعُونِ এবং আমার অনুগত হও।

১০৯. وَمَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ আর আমি তোমাদের নিকট কোনো বিনিময় চাইনা إِنْ أَجْرِيَ إِلَّا عَلَىٰ رَبِّ الْعَالَمِينَ আমার বিনিময় তো কেবল বিশ্বপ্রতিপালকের জিম্মায় রয়েছে।

https://e-ilm.weebly.com/

১১০. অতএব, তোমরা আল্লাহকে ভয় করো এবং আমার কথা মান্য করো।	فَاتَّقُوا اللّٰهَ وَاَطِيْعُوْنِ ۝١١٠
১১১. তারা বলতে লাগল, আমরা কি তোমার প্রতি আনুগত্য করব? অথচ নীচ লোকগুলো তোমার সহচর হয়েছে?	قَالُوْٓا اَنُؤْمِنُ لَكَ وَاتَّبَعَكَ الْاَرْذَلُوْنَ ۝١١١
১১২. নূহ বললেন, তাদের কাজ সম্বন্ধে আমার জানার দরকার কি?	قَالَ وَمَا عِلْمِىْ بِمَا كَانُوْا يَعْمَلُوْنَ ۝١١٢
১১৩. তাদের নিকট হতে হিসাব গ্রহণ করা তো আল্লাহর কাজ, কি উত্তম হয় যদি তোমরা তা বুঝ।	اِنْ حِسَابُهُمْ اِلَّا عَلٰى رَبِّىْ لَوْ تَشْعُرُوْنَ ۝١١٣
১১৪. আর আমি ঈমানদারগণকে বিতাড়িত করতে পারি না।	وَمَآ اَنَا بِطَارِدِ الْمُؤْمِنِيْنَ ۝١١٤
১১৫. আমি তো কেবল একজন সুস্পষ্ট ভয় প্রদর্শনকারী।	اِنْ اَنَا اِلَّا نَذِيْرٌ مُّبِيْنٌ ۝١١٥
১১৬. তারা বলতে লাগল, হে নূহ! যদি তুমি বিরত না হও, তবে তোমাকে অবশ্যই প্রস্তরাঘাতে বধ করা হবে।	قَالُوْا لَئِنْ لَّمْ تَنْتَهِ يٰنُوْحُ لَتَكُوْنَنَّ مِنَ الْمَرْجُوْمِيْنَ ۝١١٦
১১৭. নূহ প্রার্থনা করলেন, হে আমার প্রতিপালক! আমার সম্প্রদায় আমাকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করছে।	قَالَ رَبِّ اِنَّ قَوْمِىْ كَذَّبُوْنِ ۝١١٧

শাব্দিক অনুবাদ :

১১০. فَاتَّقُوا اللّٰهَ অতএব, তোমরা আল্লাহকে ভয় করো وَاَطِيْعُوْنِ এবং আমার কথা মান্য করো,

১১১. قَالُوْٓا তারা বলতে লাগল اَنُؤْمِنُ لَكَ আমরা কি তোমার প্রতি আনুগত্য করব وَاتَّبَعَكَ الْاَرْذَلُوْنَ অথচ নীচ লোকগুলো তোমার সহচর হয়েছে।

১১২. قَالَ নূহ বললেন وَمَا عِلْمِىْ আমার জানার দরকার কি? بِمَا كَانُوْا يَعْمَلُوْنَ তাদের কাজ সম্বন্ধে।

১১৩. اِنْ حِسَابُهُمْ اِلَّا عَلٰى رَبِّىْ তাদের নিকট হতে হিসাব গ্রহণ করা তো আল্লাহর কাজ لَوْ تَشْعُرُوْنَ কি উত্তম হয় যদি তোমরা তা বুঝ।

১১৪. وَمَآ اَنَا بِطَارِدِ আর আমি বিতাড়িত করতে পারিনা الْمُؤْمِنِيْنَ ঈমানদারগণকে।

১১৫. اِنْ اَنَا اِلَّا আমি তো কেবল نَذِيْرٌ مُّبِيْنٌ একজন সুস্পষ্ট ভয় প্রদর্শনকারী।

১১৬. قَالُوْا তারা বলতে লাগল لَئِنْ لَّمْ تَنْتَهِ যদি তুমি বিরত না হও يٰنُوْحُ হে নূহ لَتَكُوْنَنَّ مِنَ الْمَرْجُوْمِيْنَ তবে তোমাকে অবশ্যই প্রস্তরাঘাতে বধ করা হবে।

১১৭. قَالَ নূহ প্রার্থনা করলেন رَبِّ হে আমার প্রতিপালক! اِنَّ قَوْمِىْ كَذَّبُوْنِ আমার সম্প্রদায় আমাকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করছে।

https://e-ilm.weebly.com/

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

অর্থসম্পদ, সন্তান-সন্ততি এবং পারিবারিক সম্পর্ক পরকালে ঈমানের শর্তে উপকারী হতে পারে : আলোচ্য আয়াতের বহুল প্রচলিত তাফসীর অনুযায়ী জানা যায় যে, মানুষের অর্থসম্পদ কিয়ামতের দিনেও কাজে আসতে পারে যদি সে মুসলমান হয়। এটা এভাবে যে, যে ব্যক্তি দুনিয়াতে স্বীয় অর্থসম্পদ আল্লাহর পথে ব্যয় করেছিল কিংবা কোনো সদকায়ে জারিয়া করেছিল, যদি সে ঈমানের উপর মৃত্যুবরণ করে মুমিনদের তালিকাভুক্ত হয় তবে এ ব্যয়কৃত অর্থ ও সদকায়ে জারিয়ার ছওয়াব হাশরের ময়দানে ও হিসাবের দাঁড়িপাল্লায়ও তার কাজে আসবে। পক্ষান্তরে সে যদি মুসলমান না হয় কিংবা আল্লাহ্ না করুন মৃত্যুর পূর্বে বেঈমান হয়ে যায়, তবে দুনিয়াতে সম্পাদিত কোনো সৎকর্ম তার কাজে আসবে না। সন্তান-সন্ততির ব্যাপারেও তাই। সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি মুসলমান হলে পরকালেও সে তার সন্তান-সন্ততির উপকার পেতে পারে। এটা এভাবে যে, তার মৃত্যুর পর তার সন্তান-সন্ততি তার জন্য মাগফেরাতের দোয়া করবে অথবা ছওয়াব পৌছাবে অথবা সে তার সন্তান-সন্ততিকে সৎকর্মপরায়ণরূপে গড়ে তোলার চেষ্টা করেছিল। এখন তাদের সৎকর্মের ছওয়াব আপনা-আপনি সেও পেতে থাকবে এবং তার আমলনামায় লিপিবদ্ধ হতে থাকবে। অথবা হাশরের ময়দানে সন্তান-সন্ততি তার জন্য সুপারিশ করবে যেমন কোনো কোনো হাদীসে সন্তান-সন্ততির সুপারিশ ও তা কবুল হওয়ার বিষয় প্রমাণিত আছে: বিশেষতঃ অপ্রাপ্ত বয়স্ক সন্তানদের সুপারিশ। এমনিভাবে সন্তান-সন্ততি যদি মুসলমান হয় তাদের সৎকর্ম পিতামাতার সৎকর্মের স্তরে না পৌছে, তবে পরকালে আল্লাহ তা'আলা বাপ-দাদার খাতিরে তাদেরকেও বাপদাদার উচ্চতম স্তরে পৌছিয়ে দেবেন। কুরআন পাকে বিষয়টি এভাবে উল্লেখ করা হয়েছে– اَلْحَقْنَا بِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ অর্থাৎ আমি আমার সৎবান্দাদের সাথে তাদের সন্তান-সন্ততিদেরকেও মিলিত করে দেব। আলোচ্য আয়াতের উল্লিখিত প্রসিদ্ধ তাফসীর থেকে জানা গেল যে, কুরআন ও হাদীসে যেখানেই কিয়ামতে পারিবারিক সম্পর্ক কাজে না আসার কথা বলা হয়েছে, সেখানেই উদ্দেশ্য এই যে, যারা মুমিন নয়, তাদের কাজে আসবে না। এমন কি, পয়গম্বরের সন্তান-সন্তুতি ও স্ত্রীও যদি মুমিন না হয়, তবে তাঁর পয়গম্বরী দ্বারা কিয়ামতের দিন তাদের কোনো উপকার হবেনা যেমন, হযরত নূহ (আ.)-এর পুত্র, হযরত লূত (আ.)-এর স্ত্রী এবং হযরত ইবরাহীম (আ.)-এর পিতার ব্যাপার তাই। কুরআন পাকের নিম্নলিখিত আয়াতসমূহের মর্মও তাই হতে পারে।

يَوْمَ يَفِرُّ الْمَرْءُ مِنْ اَخِيْهِ وَاُمِّهٖ وَاَبِيْهِ- فَاِذَا نُفِخَ فِى الصُّوْرِ فَلَا اَنْسَابَ بَيْنَهُمْ

এবং لَا يَجْزِىْ وَالِدٌ عَنْ وَّلَدِهٖ

সৎকাজে পারিশ্রমিক গ্রহণ করার বিধান : وَمَآ اَسْئَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ اَجْرٍ এ আয়াত থেকে জানা যায়, শিক্ষাদান ও প্রচারকার্যে পারিশ্রমিক গ্রহণ করা দুরস্ত নয়। তাই পূর্ববর্তী মণীষীগণ একে হারাম বলেছেন। কিন্তু পরবর্তীগণ অপারগ অবস্থায় একে জায়েজ সাব্যস্ত করেছেন। এর পূর্ণ বিবরণ وَلَا تَشْتَرُوْا بِاٰيٰتِىْ ثَمَنًا قَلِيْلًا আয়াতের অধীনে এসে গেছে।

জ্ঞাতব্য বিষয় : فَاتَّقُوا اللّٰهَ وَاَطِيْعُوْنِ আয়াতটি তাকীদের জন্য এবং একথা ব্যক্ত করার জন্য আনা হয়েছে যে, রাসূলের আনুগত্য ও আল্লাহকে ভয় করার জন্য কেবল রাসূলের বিশ্বস্ততা ও ন্যায়পরায়ণতা অথবা কেবল প্রচারকার্যে প্রতিদান না চাওয়াই যথেষ্ট ছিল। কিন্তু যে রাসূলের মধ্যে সবগুলো গুণই বিদ্যমান আছে, তার আনুগত্য করা ও আল্লাহকে ভয় করা তো আর ও অপরিহার্য হয়ে পড়ে।

ভদ্রতা ও নীচতার ভিত্তি কর্ম ও চরিত্র-পরিবার ও জাঁকজমক নয় :

قَالُوْٓا اَنُؤْمِنُ لَكَ وَاتَّبَعَكَ الْاَرْذَلُوْنَ قَالَ وَمَا عِلْمِىْ بِمَا كَانُوْا يَعْمَلُوْنَ

এই আয়াতে প্রথমত মুশরিকেদের এই উক্তি বর্ণিত হয়েছে যে, তোমার অনুসারী সকলেই সকলেই নীচ লোক আমরা সম্ভ্রান্ত ভদ্রজন হয়ে তাদের সাথে কিরূপে একাত্ম হতে পারি? হযরত নূহ (আ.)-এর প্রতি বিশ্বাস স্থাপনে অস্বীকৃত হওয়ার এটাই ছিল কারণ। হযরত নূহ (আ.) জওয়াবে বললেন, আমি তাদের কাজ-কর্মের অবস্থা জানি না। এতে তিনি ইঙ্গিত করেছেন যে, তোমরা পরিবারিক ভদ্রতা অথবা ধন-সম্পদ, সম্মান ও জাঁকজমককে ভদ্রতার ভিত্তি মনে কর! এটা ভুল; বরং সম্মান ও অপমান অথবা ভদ্রতা ও নীচতা প্রকৃতপক্ষে কর্ম ও চরিত্রের উপর নির্ভরশীল তোমাদের পক্ষ থেকে তাদেরকে ইতরজন বলে দেওয়াটা তোমাদের মূর্খতা বৈ কিছু নয়। আমরা প্রত্যেক কর্ম ও চরিত্রের স্বরূপ সম্পর্কে ওয়াকিফহাল নই। তাই প্রকৃতপক্ষে কে ইতরজন এবং কে ভদ্রজন, আমরা তার ফয়সালা করতে পারি না। –[কুরতুবী]

https://e-ilm.weebly.com/

শব্দ বিশ্লেষণ :

فَكُبْكِبُوْا : সীগাহ جمع مذكر غائب বহছ ماضى مجهول বাব فَعْلَلَةٌ মাসদার كَبْكَبَةٌ মূলবর্ণ (ك ـ ب ـ ك) জিনস مضاعف رباعى ب) অর্থ– তাদেরকে নিচের দিকে মুখ করে নিক্ষেপ করা হবে।

اَلْغَاوُنَ : সীগাহ جمع مذكر বহছ اسم فاعل বাব ضَرَبَ মাসদার غَوَايَةٌ মূলবর্ণ (غ ـ و ـ ى) জিনস لفيف مقرون অর্থ– পথভ্রষ্ট লোকগণ।

نُسَوِّيْكُمْ : সীগাহ جمع متكلم বহছ مضارع معروف বাব تَفْعِيْل মাসদার تَسْوِيَةٌ মূলবর্ণ (س ـ و ـ ى) জিনস لفيف مقرون অর্থ– আমরা তোমাদেরকে সমতুল্য মনে করতাম।

شَافِعِيْنَ : সীগাহ جمع مذكر বহছ اسم فاعل বাব فَتَحَ মাসদার شَفَاعَةٌ মূলবর্ণ (ش ـ ف ـ ع) জিনস صحيح অর্থ– সুপারিশকারী।

تَتَّقُوْنَ : সীগাহ جمع مذكر حاضر বহছ مضارع معروف বাব اِفْتِعَالٌ মাসদার اِتِّقَاءٌ মূলবর্ণ (و ـ ق ـ ى) জিনস ناقص يائى অর্থ– তোমরা ভয় কর।

اَطِيْعُوْنِ : সীগাহ جمع مذكر حاضر বহছ امر حاضر معروف বাব اِفْعَالٌ মাসদার اِطَاعَةٌ মূলবর্ণ (ط ـ و ـ ع) জিনস اجوف واوى অর্থ– তোমরা আমার কথা মান্য কর।

بِطَارِدٍ : সীগাহ واحد مذكر বহছ اسم فاعل বাব نَصَرَ মাসদার طَرْدٌ মূলবর্ণ (ط ـ ر ـ د) জিনস صحيح অর্থ– বিতাড়িত করতে পারি, বিতাড়িতকারী।

لَمْ تَنْتَهِ : সীগাহ واحد مذكر حاضر বহছ نفى حجد بلم বাব اِفْتِعَالٌ মাসদার اِنْتِهَاءٌ মূলবর্ণ (ن ـ ه ـ ى) জিনস ناقص يائى অর্থ– তুমি বিরত না হও।

لَتَكُوْنَنَّ : সীগাহ واحد مذكر حاضر বহছ لام تاكيد بانون تاكيد ثقيلة درفعل مستقبل معروف বাব نَصَرَ মাসদার كَوْنٌ মূলবর্ণ (ك ـ و ـ ن) জিনস اجوف واوى অর্থ– অবশ্যই তুমি হবে।

اَلْمَرْجُوْمِيْنَ : সীগাহ جمع مذكر বহছ اسم مفعول বাব نَصَرَ মাসদার رَجْمٌ মূলবর্ণ (ر ـ ج ـ م) জিনস صحيح অর্থ– প্রস্তরাঘাতে হত্যাকৃত।

বাক্য বিশ্লেষণ :

وَاِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيْزُ الرَّحِيْمُ : এখানে واو টি استئنافية আর اِنَّ হলো حرف مشبه بالفعل আর رَبَّكَ হলো তার اسم এবং لَهُوَ এর লাম টি হলো المزحلفة আর هُوَ হলো ضمير فصل কিংবা মুবতাদা। আর اَلْعَزِيْزُ হলো خبر ان অথবা هُوَ মুবতাদার খবর। আর الرَّحِيْمُ হলো দ্বিতীয় খবর।

https://e-ilm.weebly.com/

১১৮. অতএব, আপনি আমার ও তাদের মধ্যে একটা [কার্যকরী] মীমাংসা করে দিন এবং আমাকে ও আমার সাথি ঈমানদেরকে নাজাত দিন।	فَافْتَحْ بَيْنِي وَبَيْنَهُمْ فَتْحًا وَنَجِّنِي وَمَن مَّعِيَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ ﴿١١٨﴾
১১৯. তখন আমি তাকে এবং তাঁর সঙ্গে যারা বোঝাইপূর্ণ নৌকায় ছিল তাদেরকে নাজাত দিলাম।	فَأَنجَيْنَاهُ وَمَن مَّعَهُ فِي الْفُلْكِ الْمَشْحُونِ ﴿١١٩﴾
১২০. এরপর অবশিষ্টদেরকে নিমজ্জিত করে দিলাম।	ثُمَّ أَغْرَقْنَا بَعْدُ الْبَاقِينَ ﴿١٢٠﴾
১২১. এতে বিরাট উপদেশ রয়েছে; আর তাদের অধিকাংশ লোকই ঈমান আনে না।	إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَآيَةً ۖ وَمَا كَانَ أَكْثَرُهُم مُّؤْمِنِينَ ﴿١٢١﴾
১২২. নিঃসন্দেহে আপনার প্রতিপালক মহাপরাক্রমশালী, করুণাময়।	وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ ﴿١٢٢﴾
১২৩. 'আদ সম্প্রদায় রাসূলগণকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করেছে।	كَذَّبَتْ عَادٌ الْمُرْسَلِينَ ﴿١٢٣﴾
১২৪. যখন তাদের ভ্রাতা হূদ তাদেরকে বললেন, তোমরা কি ভয় করো না?	إِذْ قَالَ لَهُمْ أَخُوهُمْ هُودٌ أَلَا تَتَّقُونَ ﴿١٢٤﴾
১২৫. আমি তোমাদের প্রতি বিশ্বস্ত নবী [রূপে প্রেরিত]।	إِنِّي لَكُمْ رَسُولٌ أَمِينٌ ﴿١٢٥﴾
১২৬. সুতরাং তোমরা আল্লাহকে ভয় করো এবং আমার আনুগত্য করো।	فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَطِيعُونِ ﴿١٢٦﴾

শাব্দিক অনুবাদ :

১১৮. فَافْتَحْ بَيْنِي وَبَيْنَهُمْ فَتْحًا অতএব আপনি আমার ও তাদের মধ্যে একটা (কার্যকরী) মীমাংসা করে দিন وَنَجِّنِي
وَمَن مَّعِيَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ এবং আমাকে ও আমার সাথি ঈমানদারদেরকে নাজাত দিন।

১১৯. فَأَنجَيْنَاهُ তখন আমি তাকে নাজাত দিলাম وَمَن مَّعَهُ এবং তাঁর সঙ্গে যারা ছিল তাদেরকে فِي الْفُلْكِ الْمَشْحُونِ
বোঝাইপূর্ণ নৌকায়।

১২০. ثُمَّ أَغْرَقْنَا অনন্তর নিমজ্জিত করে দিলাম بَعْدُ الْبَاقِينَ এরপর অবশিষ্টদেরকে।

১২১. إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَآيَةً এতে বিরাট উপদেশ রয়েছে وَمَا كَانَ أَكْثَرُهُم مُّؤْمِنِينَ এবং তাদের অধিকাংশ লোকই ঈমান আনে না।

১২২. وَإِنَّ رَبَّكَ নিঃসন্দেহে আপনার প্রতিপালক لَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ মহাপরাক্রমশালী, করুণাময়।

১২৩. كَذَّبَتْ عَادٌ আদ সম্প্রদায় মিথ্যা প্রতিপন্ন করেছে الْمُرْسَلِينَ রাসূলগণকে।

১২৪. إِذْ قَالَ لَهُمْ যখন তাদেরকে বললেন أَخُوهُمْ তাদের ভ্রাতা هُودٌ হূদ أَلَا تَتَّقُونَ তোমরা কি ভয় করো না?

১২৫. إِنِّي لَكُمْ আমি তোমাদের প্রতি رَسُولٌ أَمِينٌ বিশ্বস্ত নবী (রূপে প্রেরিত)।

১২৬. فَاتَّقُوا اللَّهَ সুতরাং তোমরা আল্লাহকে ভয় করো وَأَطِيعُونِ এবং আমার আনুগত্য করো।

https://e-ilm.weebly.com/

https://e-ilm.weebly.com/

১৩৫. আমি তোমাদের উপর এক কঠিন দিনের আজাবের আশঙ্কা করি।	إِنِّىٓ أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيمٍ ﴿١٣٥﴾
১৩৬. তারা বলল, আমাদের নিকট তো উভয় কথাই সমান, চাই তুমি উপদেশ প্রদান কর অথবা উপদেষ্টা না হও।	قَالُوا۟ سَوَآءٌ عَلَيْنَآ أَوَعَظْتَ أَمْ لَمْ تَكُن مِّنَ ٱلْوَٰعِظِينَ ﴿١٣٦﴾
১৩৭. এটা তো কেবল প্রাচীন লোকদের নিকট [সাধারণ] প্রথা,	إِنْ هَٰذَآ إِلَّا خُلُقُ ٱلْأَوَّلِينَ ﴿١٣٧﴾
১৩৮. এবং আমাদের কখনো আজাব হবে না।	وَمَا نَحْنُ بِمُعَذَّبِينَ ﴿١٣٨﴾
১৩৯. মোটকথা তারা হূদকে মিথ্যা প্রতিপাদন করল, তখন আমি তাদেরকে ধ্বংস করে দিলাম, নিঃসন্দেহে তাতে বিরাট উপদেশ রয়েছে। আর তাদের [মক্কার কাফেরদের] অধিকাংশ লোকই ঈমান আনে না।	فَكَذَّبُوهُ فَأَهْلَكْنَٰهُمْ ۗ إِنَّ فِى ذَٰلِكَ لَءَايَةً ۖ وَمَا كَانَ أَكْثَرُهُم مُّؤْمِنِينَ ﴿١٣٩﴾
১৪০. এবং নিশ্চয় আপনার রব মহাপরাক্রমশালী, পরম দয়াময়।	وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ ٱلْعَزِيزُ ٱلرَّحِيمُ ﴿١٤٠﴾
১৪১. ছামূদ সম্প্রদায় [-ও] রাসূলগণকে অবিশ্বাস করেছিল।	كَذَّبَتْ ثَمُودُ ٱلْمُرْسَلِينَ ﴿١٤١﴾
১৪২. যখন তাদের ভ্রাতা সালেহ তাদেরকে বললেন, তোমরা কি [আল্লাহকে] ভয় করো না?	إِذْ قَالَ لَهُمْ أَخُوهُمْ صَٰلِحٌ أَلَا تَتَّقُونَ ﴿١٤٢﴾

শাব্দিক অনুবাদ :

১৩৫. إِنِّىٓ أَخَافُ عَلَيْكُمْ আমি তোমাদের উপর আশঙ্কা করছি عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيمٍ এক কঠিন দিবসের আজাবের।

১৩৬. قَالُوا۟ তারা বলল سَوَآءٌ عَلَيْنَآ আমাদের নিকট তো উভয় কথাই সমান أَوَعَظْتَ চাই তুমি উপদেশ প্রদান কর أَمْ لَمْ تَكُن مِّنَ ٱلْوَٰعِظِينَ অথবা উপদেষ্টা না হও।

১৩৭. إِنْ هَٰذَآ إِلَّا এটা তো কেবল خُلُقُ ٱلْأَوَّلِينَ প্রাচীন লোকদের একটি (সাধারণ) প্রথা।

১৩৮. وَمَا نَحْنُ, আমাদের কখনো بِمُعَذَّبِينَ আজাব হবে না।

১৩৯. فَكَذَّبُوهُ মোটকথা তারা হূদকে মিথ্যা প্রতিপাদন করল فَأَهْلَكْنَٰهُمْ তখন আমি তাদেরকে ধ্বংস করে দিলাম إِنَّ فِى ذَٰلِكَ لَءَايَةً নিঃসন্দেহে এতে বিরাট উপদেশ রয়েছে وَمَا كَانَ أَكْثَرُهُم مُّؤْمِنِينَ, এবং তাদের অধিকাংশ লোকই ঈমান আনে না।

১৪০. وَإِنَّ رَبَّكَ, নিশ্চয় আপনার রব لَهُوَ ٱلْعَزِيزُ ٱلرَّحِيمُ মহাপরাক্রমশালী, পরম দয়াময়।

১৪১. كَذَّبَتْ ثَمُودُ ছামূদ সম্প্রদায় অবিশ্বাস করেছিল ٱلْمُرْسَلِينَ রাসূলগণকে।

১৪২. إِذْ قَالَ لَهُمْ যখন তাদেরকে বললেন أَخُوهُمْ صَٰلِحٌ তাদের ভ্রাতা সালেহ أَلَا تَتَّقُونَ তোমরা কি (আল্লাহকে) ভয় করো না?

https://e-ilm.weebly.com/

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

কতিপয় দুরূহ শব্দের ব্যাখ্যা : اَتَبْنُوْنَ بِكُلِّ رِيْعٍ اٰيَةً تَعْبَثُوْنَ وَتَتَّخِذُوْنَ مَصَانِعَ لَعَلَّكُمْ تَخْلُدُوْنَ : ইবনে জারীর হযরত মুজাহিদ (রা.) হতে বর্ণনা করেন যে, رِيْع দুই পাহাড়ের মধ্যবর্তী পথকে বলা হয়। হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) ও অধিকাংশে তাফসীরবিদ থেকে বর্ণিত আছে যে, رِيْع উচ্চস্থানকে বলা হয় এবং এ থেকেই رِيْعُ النَّبَاتِ উদ্ভূত হয়েছে। অর্থাৎ, বর্ধনশীল উদ্ভিদ। اٰيَةً এর আসল অর্থ– নিদর্শন। এস্থলে সুউচ্চ স্মৃতিসৌধ বুঝানো হয়েছে। تَعْبَثُوْنَ শব্দটি عَبَثٌ থেকে উদ্ভূত। এর অর্থ– অযথা, যাতে কোনো প্রকার উপকার নেই। এখানে অর্থ এই যে, তারা অযথা সুউচ্চ অট্টালিকা নির্মাণ করত, যার কোনো প্রয়োজন ছিল না। এতে শুধু গর্ব করাই উদ্দেশ্য থাকত। مَصَانِعُ শব্দটি مَصْنَعٌ -এর বহুবচন । হযরত কাতাদা (র.) বলেন– مَصَانِعُ বলে পানির চৌবাচ্চা বুঝানো হয়েছে, কিন্তু হযরত মুজাহিদ (র.) বলেন যে, এখানে, সুদৃঢ় প্রাসাদ বোঝানো হয়েছে।

لَعَلَّكُمْ تَخْلُدُوْنَ : ইমাম বুখারী সহীহ্ বুখারীতে বর্ণনা করেন যে, এখানে لَعَلَّ শব্দটি تَشْبِيْه অর্থাৎ, রূপক অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) -এর অনুবাদে বলেন– كَاَنَّكُمْ تَخْلُدُوْنَ অর্থাৎ, যেন তোমরা চিরকাল থাকবে। –(রূহুল মা'আনী)

বিনা প্রয়োজনে অট্টালিকা নির্মাণ করা নিন্দনীয় : এ আয়াতে থেকে প্রমাণিত হয় যে, বিনা প্রয়োজনে গৃহ নির্মাণ ও অট্টালিকা নির্মাণ করা শরিয়ত মতে দূষণীয়। হযরত আনাস (রা.)-এর ভাষ্যে ইমাম তিরমিযী বর্ণিত এই হাদীসের অর্থও তাই- اَلنَّفَقَةُ كُلُّهَا فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ اِلَّا الْبِنَاءَ فَلَا خَيْرَ فِيْهِ অর্থাৎ, প্রয়োজনাতিরিক্ত দালান-কোঠার মধ্যে কোনো মঙ্গল নেই। হযরত আনাস (রা.)-এর অপর একটি রেওয়ায়েত থেকেও এর সমর্থন পাওয়া যায়- اِنَّ كُلَّ بِنَاءٍ وَبَالٌ عَلٰى صَاحِبِهٖ اِلَّا مَا لَا يَغْنِىْ اِلَّا مَا لَا بُدَّ مِنْهُ অর্থাৎ, প্রত্যেক দালান-কোঠা তার মালিকের জন্য বিপদ, কিন্তু যে দালান-কোঠা জরুরি তা বিপদ নয়। রূহুল মা'আনীতে বলা হয়েছে, বিশুদ্ধ উদ্দেশ্য ব্যতীত সুউচ্চ দালান নির্মাণ করা মুহাম্মদী শরিয়তেও নিন্দনীয় ও দূষণীয়।

শব্দ বিশ্লেষণ :

اَلْمَشْحُوْنَ : সীগাহ واحد مذكر বহছ اسم مفعول বাব فَتَحَ মাসদার شَحْنٌ মূলবর্ণ (ش ـ ح ـ ن) জিনস صحيح অর্থ– বোঝাইপূর্ণ।

اَتَبْنُوْنَ : সীগাহ جمع مذكر حاضر বহছ مضارع معروف বাব ضَرَبَ মাসদার بِنَاءٌ মূলবর্ণ (ب ـ ن ـ ى) জিনস ناقص يائى অর্থ– তোমরা কি নির্মাণ করছ?

رِيْعٌ : একবচন, বহুবচন رُيُوْعٌ ও اَرْيَاعٌ অর্থ– উচ্চস্থান।

تَعْبَثُوْنَ : সীগাহ جمع مذكر حاضر বহছ مضارع معروف বাব سَمِعَ মাসদার عَبَثٌ মূলবর্ণ (ع ـ ب ـ ث) জিনস صحيح অর্থ– যা কেবল অনর্থক করছ।

بَطَشْتُمْ : সীগাহ جمع مذكر حاضر বহছ ماضى معروف বাব نَصَرَ মাসদার بَطْشٌ মূলবর্ণ (ب ـ ط ـ ش) জিনস صحيح অর্থ– তোমরা আঘাত কর।

اَخَافُ : সীগাহ واحد متكلم বহছ مضارع معروف বাব سَمِعَ মাসদার خَوْفٌ মূলবর্ণ (خ ـ و ـ ف) জিনস اجوف واوى অর্থ– আমি আশঙ্কা করি।

اَلْوَاعِظِيْنَ : সীগাহ جمع مذكر বহছ اسم فاعل বাব ضَرَبَ মাসদার وَعْظٌ মূলবর্ণ (و ـ ع ـ ظ) জিনস مثال واوى অর্থ– উপদেষ্টাগণ।

বাক্য বিশ্লেষণ :

وَمَآ اَسْئَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ اَجْرٍ اِنْ اَجْرِىَ اِلَّا عَلٰى رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ : এখানে واو টি আতেফা আর مَا হলো نافية اَسْئَلُكُمْ ফে'ল, ফায়েল ও মাফউলে বিহী, আর عَلَيْهِ উহ্য শব্দের সাথে متعلق হয়ে حال হয়েছে। مِنْ হলো হরফে জার অতিরিক্ত আর اَجْرٍ হলো শাব্দিকভাবে মাজরূর তবে স্থানগতভাবে মানসূব। কেননা তা মাফউলে বিহী, আর اِنْ হলো نافية আর اَجْرِىَ মুবতাদা, আর اِلَّا হলো اداة حصر আর عَلٰى رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ হলো খবর।

https://e-ilm.weebly.com/

১৪৩. আমি তোমাদের জন্য বিশ্বস্ত নবী [রূপে প্রেরিত]।	إِنِّي لَكُمْ رَسُولٌ أَمِينٌ ﴿١٤٣﴾
১৪৪. অতএব, তোমরা আল্লাহকে ভয় করো এবং আমার অনুসরণ করো।	فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَطِيعُونِ ﴿١٤٤﴾
১৪৫. এবং আমি তোমাদের নিকট তার কোনো বিনিময় চাচ্ছি না, আমার বিনিময় তো জগতসমূহের প্রতিপালকের জিম্মায়।	وَمَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ ۖ إِنْ أَجْرِيَ إِلَّا عَلَىٰ رَبِّ الْعَالَمِينَ ﴿١٤٥﴾
১৪৬. তোমাদেরকে কি এই সমস্ত বস্তুতে নিরাপদে থাকতে দেওয়া হবে যা এখানে আছে?	أَتُتْرَكُونَ فِي مَا هَاهُنَا آمِنِينَ ﴿١٤٦﴾
১৪৭. অর্থাৎ বাগ-বাগিচা ও প্রস্রবণসমূহে।	فِي جَنَّاتٍ وَعُيُونٍ ﴿١٤٧﴾
১৪৮. এবং শস্যক্ষেত্রসমূহে আর সেই খেজুর বৃক্ষসমূহে যার গুচ্ছগুলো খুব ঘন।	وَزُرُوعٍ وَنَخْلٍ طَلْعُهَا هَضِيمٌ ﴿١٤٨﴾
১৪৯. আর তোমরা কি পর্বতসমূহকে কেটে কেটে সগর্বে গৃহ নির্মাণ করছ?	وَتَنْحِتُونَ مِنَ الْجِبَالِ بُيُوتًا فَرِهِينَ ﴿١٤٩﴾
১৫০. সুতরাং তোমরা আল্লাহকে ভয় করো এবং আমার আনুগত্য করো।	فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَطِيعُونِ ﴿١٥٠﴾
১৫১. আর সেসব সীমালঙ্ঘনকারীদের অনুসরণ করো না।	وَلَا تُطِيعُوا أَمْرَ الْمُسْرِفِينَ ﴿١٥١﴾

শাব্দিক অনুবাদ :

১৪৩. إِنِّي لَكُمْ আমি তোমাদের জন্য رَسُولٌ أَمِينٌ বিশ্বস্ত নবী (রূপে প্রেরিত)।

১৪৪. فَاتَّقُوا اللَّهَ অতএব, তোমরা আল্লাহকে ভয় করো وَأَطِيعُونِ এবং আমার অনুসরণ করো।

১৪৫. وَمَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ এবং আমি তোমাদের নিকট এর কোনো বিনিময় চাই না إِنْ أَجْرِيَ إِلَّا عَلَىٰ رَبِّ الْعَالَمِينَ আমার বিনিময় তো জগতসমূহের প্রতিপালকের জিম্মায়।

১৪৬. أَتُتْرَكُونَ তোমাদেরকে কি এ সমস্ত বস্তুতে থাকতে দেওয়া হবে فِي مَا هَاهُنَا যা এখানে আছে آمِنِينَ নিরাপদে

১৪৭. فِي جَنَّاتٍ অর্থাৎ, বাগ-বাগিচা وَعُيُونٍ ও প্রস্রবণসমূহে।

১৪৮. وَزُرُوعٍ এবং শস্য ক্ষেত্রসমূহে وَنَخْلٍ এবং খেজুর বৃক্ষসমূহে طَلْعُهَا هَضِيمٌ যার গুচ্ছগুলো খুব ঘন।

১৪৯. وَتَنْحِتُونَ مِنَ الْجِبَالِ তোমরা কি পর্বতসমূহকে কেটে কেটে নির্মাণ করছ بُيُوتًا গৃহ فَرِهِينَ সগর্বে।

১৫০. فَاتَّقُوا اللَّهَ সুতরাং তোমরা আল্লাহকে ভয় করো وَأَطِيعُونِ এবং আমার আনুগত্য করো।

১৫১. وَلَا تُطِيعُوا আর অনুসরণ করো না أَمْرَ الْمُسْرِفِينَ সেসব সীমালঙ্ঘনকারীদের।

https://e-ilm.weebly.com/

الَّذِيْنَ يُفْسِدُوْنَ فِى الْاَرْضِ وَلَا يُصْلِحُوْنَ ﴿١٥٢﴾

১৫২. যারা ভূপৃষ্ঠে ফ্যাসাদ করে থাকে এবং সংশোধন করে না।

قَالُوْٓا اِنَّمَآ اَنْتَ مِنَ الْمُسَحَّرِيْنَ ﴿١٥٣﴾

১৫৩. তারা বলল, তোমাকে তো কেউ ভীষণ জাদু করেছে।

مَآ اَنْتَ اِلَّا بَشَرٌ مِّثْلُنَا ۚ فَاْتِ بِاٰيَةٍ اِنْ كُنْتَ مِنَ الصّٰدِقِيْنَ ﴿١٥٤﴾

১৫৪. তুমি তো আমাদেরই মতো একজন মানুষ মাত্র, অতএব, কোনো নিদর্শন উপস্থিত কর যদি তুমি সত্যবাদী হও।

قَالَ هٰذِهٖ نَاقَةٌ لَّهَا شِرْبٌ وَّلَكُمْ شِرْبُ يَوْمٍ مَّعْلُوْمٍ ﴿١٥٥﴾

১৫৫. সালেহ বললেন, এই একটি উটনী পানি পান করার জন্য এক পালা তার আর এক পালা তোমাদের কোনো নির্দিষ্ট দিনে।

وَلَا تَمَسُّوْهَا بِسُوْٓءٍ فَيَاْخُذَكُمْ عَذَابُ يَوْمٍ عَظِيْمٍ ﴿١٥٦﴾

১৫৬. এবং তোমরা তাকে অসদভিপ্রায়ে স্পর্শও করো না, অন্যথায় তোমাদেরকে এক ভীষণ দিবসের আজাব এসে ধৃত করবে।

فَعَقَرُوْهَا فَاَصْبَحُوْا نٰدِمِيْنَ ﴿١٥٧﴾

১৫৭. পরন্তু তারা সে উটনীকে মেরে ফেলল, অতঃপর তারা অনুতপ্ত হলো।

فَاَخَذَهُمُ الْعَذَابُ ؕ اِنَّ فِىْ ذٰلِكَ لَاٰيَةً ؕ وَمَا كَانَ اَكْثَرُهُمْ مُّؤْمِنِيْنَ ﴿١٥٨﴾

১৫৮. অনন্তর আজাব এসে তাদেরকে ধৃত করল, নিঃসন্দেহে তাতে উপদেশ রয়েছে। এবং তাদের [অর্থাৎ মক্কার কাফেরদের] অধিকাংশ লোকই ঈমান আনয়ন করে না।

শাব্দিক অনুবাদ :

১৫২. اَلَّذِيْنَ يُفْسِدُوْنَ যারা ফ্যাসাদ সৃষ্টি করে থাকে فِى الْاَرْضِ ভূ-পৃষ্ঠে وَلَا يُصْلِحُوْنَ এবং সংশোধন করে না।

১৫৩. قَالُوْٓا তারা বলল اِنَّمَآ اَنْتَ مِنَ الْمُسَحَّرِيْنَ তোমাকে তো কেউ ভীষণ জাদু করেছে।

১৫৪. مَآ اَنْتَ اِلَّا بَشَرٌ مِّثْلُنَا তুমি তো আমাদেরই মতো একজন মানুষ মাত্র فَاْتِ بِاٰيَةٍ অতএব কোনো নিদর্শন উপস্থিত কর اِنْ كُنْتَ مِنَ الصّٰدِقِيْنَ যদি তুমি সত্যবাদী হও।

১৫৫. قَالَ সালেহ বললেন هٰذِهٖ نَاقَةٌ এই একটি উটনী لَّهَا شِرْبٌ পানি পান করার জন্য এক পালা তার وَّلَكُمْ شِرْبُ আর একপালা তোমাদের يَوْمٍ مَّعْلُوْمٍ কোনো নির্দিষ্ট দিনে।

১৫৬. وَلَا تَمَسُّوْهَا এবং তোমরা তাকে স্পর্শ করো না بِسُوْٓءٍ অসদভিপ্রায়ে فَيَاْخُذَكُمْ অন্যথায় তোমাদেরকে ধৃত করবে عَذَابُ يَوْمٍ عَظِيْمٍ এক ভীষণ দিবসের আজাব এসে।

১৫৭. فَعَقَرُوْهَا পরন্তু তারা সেই উটনীকে মেরে ফেলল فَاَصْبَحُوْا نٰدِمِيْنَ অতঃপর তারা অনুতপ্ত হলো।

১৫৮. فَاَخَذَهُمُ الْعَذَابُ অনন্তর আজাব এসে তাদেরকে ধৃত করল اِنَّ فِىْ ذٰلِكَ لَاٰيَةً নিঃসন্দেহে এতে উপদেশ রয়েছে وَمَا كَانَ اَكْثَرُهُمْ مُّؤْمِنِيْنَ এবং এদের অধিকাংশ লোকই ঈমান আনয়ন করে না।

https://e-ilm.weebly.com/

১৫৯. এবং নিঃসন্দেহে আপনার প্রতিপালক হচ্ছেন মহাপরাক্রমশালী, পরম করুণাময়।	وَاِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيْزُ الرَّحِيْمُ ﴿١٥٩﴾ ع
১৬০. লূতের সম্প্রদায়ও রাসূলগণকে অবিশ্বাস করেছিল।	كَذَّبَتْ قَوْمُ لُوْطِ ِۨالْمُرْسَلِيْنَ ﴿١٦٠﴾
১৬১. যখন তাদের ভ্রাতা লূত তাদেরকে বললেন, তোমরা কি আল্লাহকে ভয় করো না?	اِذْ قَالَ لَهُمْ اَخُوْهُمْ لُوْطٌ اَلَا تَتَّقُوْنَ ﴿١٦١﴾
১৬২. নিশ্চয় আমি তোমাদের জন্য বিশ্বস্ত রাসূল।	اِنِّيْ لَكُمْ رَسُوْلٌ اَمِيْنٌ ﴿١٦٢﴾
১৬৩. অতএব, তোমরা আল্লাহকে ভয় করো এবং আমার অনুসরণ করো।	فَاتَّقُوا اللّٰهَ وَاَطِيْعُوْنِ ﴿١٦٣﴾
১৬৪. আর আমি তোমাদের নিকট তার কোনো বিনিময় চাচ্ছি না, আমার বিনিময় তো জগতসমূহের প্রতিপালকের জিম্মায়।	وَمَاۤ اَسْـَٔلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ اَجْرٍ ۚ اِنْ اَجْرِيَ اِلَّا عَلٰى رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ ﴿١٦٤﴾
১৬৫. তোমরা কি সমস্ত বিশ্ববাসীদের মধ্য হতে পুরুষদের সাথে [অপ] কর্ম করছ?	اَتَاْتُوْنَ الذُّكْرَانَ مِنَ الْعٰلَمِيْنَ ﴿١٦٥﴾
১৬৬. এবং তোমাদের রব তোমাদের জন্য যে স্ত্রীগণকে সৃষ্টি করেছেন তাদেরকে বর্জন করছ? তোমরা তো সীমালঙ্ঘনকারী সম্প্রদায়।	وَتَذَرُوْنَ مَا خَلَقَ لَكُمْ رَبُّكُمْ مِّنْ اَزْوَاجِكُمْ ۚ بَلْ اَنْتُمْ قَوْمٌ عٰدُوْنَ ﴿١٦٦﴾

শাব্দিক অনুবাদ :

১৫৯. وَاِنَّ رَبَّكَ এবং নিঃসন্দেহে আপনার প্রতিপালক হচ্ছেন لَهُوَ الْعَزِيْزُ الرَّحِيْمُ মহাপরাক্রমশালী, পরম করুণাময়।

১৬০. كَذَّبَتْ অবিশ্বাস করেছিল قَوْمُ لُوْطِ লূতের সম্প্রদায় ِۨالْمُرْسَلِيْنَ রাসূলগণকে

১৬১. اِذْ قَالَ لَهُمْ যখন তাদেরকে বললেন اَخُوْهُمْ لُوْطٌ তাদের ভ্রাতা লূত اَلَا تَتَّقُوْنَ তোমরা কি আল্লাহকে ভয় করো না।

১৬২. اِنِّيْ لَكُمْ নিশ্চয় আমি তোমাদের জন্য رَسُوْلٌ اَمِيْنٌ বিশ্বস্ত রাসূল।

১৬৩. فَاتَّقُوا اللّٰهَ অতএব, তোমরা আল্লাহকে ভয় করো وَاَطِيْعُوْنِ এবং আমার অনুসরণ করো।

১৬৪. وَمَاۤ اَسْـَٔلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ اَجْرٍ আর আমি তোমাদের নিকট এর কোনো বিনিময় চাচ্ছি না اِنْ اَجْرِيَ اِلَّا عَلٰى رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ আমার বিনিময় তো জগতসমূহের প্রতিপালকের জিম্মায়।

১৬৫. اَتَاْتُوْنَ তোমরা কি (অপকর্ম) করছ الذُّكْرَانَ পুরুষদের সাথে مِنَ الْعٰلَمِيْنَ বিশ্ববাসীদের মধ্যে।

১৬৬. وَتَذَرُوْنَ এবং তাদেরকে বর্জন করছ مَا خَلَقَ لَكُمْ رَبُّكُمْ তোমাদের রব তোমাদের জন্য সৃষ্টি করেছেন مِّنْ اَزْوَاجِكُمْ যে স্ত্রীগণকে بَلْ اَنْتُمْ তোমরা তো قَوْمٌ عٰدُوْنَ সীমালঙ্ঘনকারী সম্প্রদায়।

https://e-ilm.weebly.com/

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

وَتَنْحِتُوْنَ مِنَ الْجِبَالِ بُيُوْتًا فٰرِهِيْنَ হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) থেকে فٰرِهِيْنَ -এর তাফসীর করা হয়েছে অহংকারী। আবূ সালেহ ও ইমাম রাগেব (র.)-এর মতে فٰرِهِيْنَ -এর তাফসীর حَاذِقِيْنَ অর্থাৎ নিপুণ। অর্থ এই যে, আল্লাহ তা'আলা তোমাদেরকে এমন কারিগরি শিক্ষা দিয়েছেন যে, তোমরা সহজেই পাহাড়কে গৃহে রূপান্তরিত করতে পার। সারকথা এই যে, তোমরা আল্লাহ তা'আলার অনুগ্রহ স্মরণ কর এবং পৃথিবীতে অনর্থ সৃষ্টি করো না।

উপকারী পেশা আল্লাহর নিয়ামত, যদি তাকে মন্দ কাজে ব্যবহার করা না হয় : এই আয়াত থেকে প্রমাণিত হয় যে, উৎকৃষ্ট পেশা আল্লাহ তা'আলার নিয়ামত এবং তা দ্বারা উপকার লাভ করা জায়েজ। কিন্তু তা দ্বারা যদি গুনাহ, হারাম কার্য অথবা বিনা প্রয়োজনে তাতে মগ্ন থাকা অপরিহার্য হয়ে পড়ে, তবে সেই পেশা অবলম্বন নাজায়েজ, যেমন পূর্বোক্ত আয়াতসমূহে বিনা প্রয়োজনে দালানের উচ্চতার নিন্দা করা হয়েছে।

অস্বাভাবিক কর্ম স্ত্রীর সাথেও হারাম : وَتَذَرُوْنَ مَا خَلَقَ لَكُمْ رَبُّكُمْ مِنْ اَزْوَاجِكُمْ আয়াতের مِنْ অব্যয়টি বর্ণনাবোধক হতে পারে। উদ্দেশ্য এই যে, তোমাদের যৌন অভিলাষ পূরণের জন্য আল্লাহ তা'আলা স্ত্রীগণকে সৃষ্টি করেছেন। তোমরা তাদেরকে ছেড়ে সমজাত পুরুষদেরকে যৌন অভিলাষ পূরণের লক্ষ্যবস্তুতে পরিণত করছ। এটা হীনমন্যতার পরিচায়ক। مِنْ অব্যয়টি এখানে تَبْعِيْض -এর জন্যও হতে পারে। এমতাবস্থায় ইঙ্গিত হবে যে, তোমাদের স্ত্রীদের যে স্থান তোমাদের জন্য সৃষ্টি করা হয়েছে এবং যা স্বাভাবিক, সেই স্থান ছেড়ে স্ত্রীদের সাথে এমন অস্বাভাবিক কাজ তোমরা কর, যা নিশ্চিতই হারাম। এই দ্বিতীয় অর্থের দিক দিয়ে এ বিষয়ও প্রমাণিত হয় যে, নিজ স্ত্রীর সাথে অস্বাভাবিক কর্ম করা হারাম। হাদীসে রাসূলুল্লাহ ﷺ এরূপ ব্যক্তির প্রতি অভিসম্পাত করেছেন। نَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنْهُ -(রূহুল মা'আনী)

শব্দ বিশ্লেষণ :

تَنْحِتُوْنَ : সীগাহ جمع مذكر حاضر বহছ مضارع معروف বাব ضَرَبَ মাসদার نَحْتٌ মূলবর্ণ (ن - ح - ت) জিনস صحيح অর্থ- তোমরা কাটছ।

فٰرِهِيْنَ : সীগাহ جمع مذكر বহছ اسم فاعل বাব كَرُمَ মাসদার فَرَهَةٌ মূলবর্ণ (ف - ر - ه) জিনস صحيح অর্থ- সগর্বে।

لَا تُطِيْعُوْا : সীগাহ جمع مذكر حاضر বহছ نهى حاضر معروف বাব اِفْعَالٌ মাসদার اِطَاعَةٌ মূলবর্ণ (ط - و - ع) জিনস اجوف واوى অর্থ- তোমরা অনুসরণ করো না।

اَلْمُسْرِفِيْنَ : সীগাহ جمع مذكر বহছ اسم فاعل বাব اِفْعَالٌ মাসদার اِسْرَافٌ মূলবর্ণ (س - ر - ف) জিনস صحيح অর্থ- সীমালঙ্ঘনকারী।

فَأْتِ : সীগাহ واحد مذكر حاضر বহছ امر حاضر معروف বাব ضَرَبَ মাসদার اِتْيَانٌ মূলবর্ণ (أ - ت - ى) জিনস মুরাক্কাব (ناقص يائى এবং مهموز فاء) অর্থ- উপস্থিত কর।

شِرْبٌ : একবচন, اَشْرَابٌ বহুবচন অর্থ- একপালা।

لَا تَمَسُّوْهَا : সীগাহ جمع مذكر حاضر বহছ نهى حاضر معروف বাব نَصَرَ মাসদার مَسٌّ মূলবর্ণ (م - س - س) জিনস مضاعف ثلاثى অর্থ- তোমরা তাকে স্পর্শও করো না।

فَعَقَرُوْهَا : সীগাহ جمع مذكر غائب বহছ ماضى معروف বাব نَصَرَ মাসদার عَقْرٌ মূলবর্ণ (ع - ق - ر) জিনস صحيح অর্থ- পরন্তু তারা সে উটনীকে মেরে ফেলল।

نٰدِمِيْنَ : সীগাহ جمع مذكر বহছ اسم فاعل বাব سَمِعَ মাসদার نَدَامَةٌ মূলবর্ণ (ن - د - م) জিনস صحيح অর্থ- তারা অনুতপ্ত হলো।

বাক্য বিশ্লেষণ :

فَاَخَذَهُمُ الْعَذَابُ اِنَّ فِىْ ذٰلِكَ لَاٰيَةً وَمَا كَانَ اَكْثَرُهُمْ مُّؤْمِنِيْنَ : এখানে فاء টি আতেফা, আর اَخَذَ এর- اَخَذَهُمْ ফে'ল হলো هُمْ আর اَلْعَذَابُ হলো তার ফায়েলে মুয়াখখার। আর اِنَّ فِىْ ذٰلِكَ لَاٰيَةً হলো مفعول به مقدم -এর তা'লীল। وَمَا كَانَ -এর- واو টি حاليه বা আতেফা, আর كَانَ হলো ফে'লে নাকেস اَكْثَرُهُمْ হলো তার ইসম এবং مُؤْمِنِيْنَ হলো তার খবর। -[ই'রাবুল কুরআন খ. ৫, পৃ. ৪৩৯]

https://e-ilm.weebly.com/

১৬৭. তারা বলল, হে লূত! তুমি যদি বিরত না থাক, তবে অবশ্যই তোমাকে বহিষ্কার করা হবে।	قَالُوْا لَئِنْ لَّمْ تَنْتَهِ يٰلُوْطُ لَتَكُوْنَنَّ مِنَ الْمُخْرَجِيْنَ ﴿١٦٧﴾
১৬৮. লূত বললেন, আমি তোমাদের এই কার্যের প্রতি অত্যন্ত ঘৃণা পোষণ করি।	قَالَ اِنِّیْ لِعَمَلِكُمْ مِّنَ الْقَالِيْنَ ﴿١٦٨﴾
১৬৯. [তারা মানল না, আজাবের লক্ষণ পেয়ে লূত দোয়া করলেন,] হে আমার প্রতিপালক! আমাকে এবং আমার সংশ্লিষ্টদেরকে এটা হতে রক্ষা করুন।	رَبِّ نَجِّنِیْ وَاَهْلِیْ مِمَّا يَعْمَلُوْنَ ﴿١٦٩﴾
১৭০. সুতরাং আমি তাকে ও তার সংশ্লিষ্টদের সকলকে রক্ষা করলাম।	فَنَجَّيْنٰهُ وَاَهْلَهٗۤ اَجْمَعِيْنَ ﴿١٧٠﴾
১৭১. এক বৃদ্ধা ব্যতীত, সে [আজাবে] নিপতিতদের মধ্যে রয়ে গেল।	اِلَّا عَجُوْزًا فِی الْغٰبِرِيْنَ ﴿١٧١﴾
১৭২. অনন্তর আমি অন্যান্য সকলকে ধ্বংস করে দিলাম।	ثُمَّ دَمَّرْنَا الْاٰخَرِيْنَ ﴿١٧٢﴾
১৭৩. আর আমি তাদের উপর এক বিশেষ প্রকারের [প্রস্তর] বৃষ্টি বর্ষণ করলাম, অতএব কি নিকৃষ্ট বৃষ্টি ছিল যা সে ভয় প্রদর্শিতদের উপর বর্ষিত হয়েছিল।	وَاَمْطَرْنَا عَلَيْهِمْ مَّطَرًا ۚ فَسَآءَ مَطَرُ الْمُنْذَرِيْنَ ﴿١٧٣﴾
১৭৪. নিশ্চয় এতে নসিহত রয়েছে, অথচ তাদের অধিকাংশ লোক ঈমান আনে না।	اِنَّ فِیْ ذٰلِكَ لَاٰيَةً ؕ وَمَا كَانَ اَكْثَرُهُمْ مُّؤْمِنِيْنَ ﴿١٧٤﴾

শাব্দিক অনুবাদ :

১৬৭. قَالُوْا তারা বলল لَئِنْ لَّمْ تَنْتَهِ তুমি যদি বিরত না থাক يٰلُوْطُ হে লূত! لَتَكُوْنَنَّ مِنَ الْمُخْرَجِيْنَ তবে অবশ্যই তোমাকে বহিষ্কার করা হবে।

১৬৮. قَالَ লূত বললেন اِنِّیْ لِعَمَلِكُمْ আমি তোমাদের এই কার্যের প্রতি مِّنَ الْقَالِيْنَ অত্যন্ত ঘৃণা পোষণ করি।

১৬৯. رَبِّ হে আমার রব! نَجِّنِیْ وَاَهْلِیْ আমাকে এবং আমার সংশ্লিষ্টদেরকে রক্ষা করুন مِمَّا يَعْمَلُوْنَ এটা হতে।

১৭০. فَنَجَّيْنٰهُ সুতরাং আমি তাকে রক্ষা করলাম وَاَهْلَهٗۤ اَجْمَعِيْنَ ও তার সংশ্লিষ্টদের সকলকে।

১৭১. اِلَّا عَجُوْزًا এক বৃদ্ধাকে ব্যতীত فِی الْغٰبِرِيْنَ সে আজাবে নিপতিতদের মধ্যে রয়ে গেল।

১৭২. ثُمَّ دَمَّرْنَا অনন্তর আমি ধ্বংস করে দিলাম الْاٰخَرِيْنَ অন্যান্য সকলকেই।

১৭৩. وَاَمْطَرْنَا عَلَيْهِمْ مَّطَرًا আর আমি তাদের উপর এক বিশেষ প্রকারের (প্রস্তর) বৃষ্টি বর্ষণ করলাম فَسَآءَ مَطَرُ الْمُنْذَرِيْنَ অতএব, কি নিকৃষ্ট বৃষ্টি ছিল যা সেই ভয় প্রদর্শিতদের উপর বর্ষিত হয়েছিল।

১৭৪. اِنَّ فِیْ ذٰلِكَ لَاٰيَةً নিশ্চয় এতে নসিহত রয়েছে وَمَا كَانَ اَكْثَرُهُمْ مُّؤْمِنِيْنَ অথচ তাদের অধিকাংশ লোক ঈমান আনে না।

https://e-ilm.weebly.com/

১৭৫. এবং নিশ্চয় আপনার রব মহাপরাক্রমশালী, পরম দয়াময় ।	وَاِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيْزُ الرَّحِيْمُ ﴿١٧٥﴾
১৭৬. আইকাবাসীরা রাসূলগণকে মিথ্যাবাদী বলল ।	كَذَّبَ اَصْحٰبُ لْئَيْكَةِ الْمُرْسَلِيْنَ ﴿١٧٦﴾
১৭৭. যখন শু'আইব তাদেরকে বললেন, তোমরা কি আল্লাহকে ভয় করো না?	اِذْ قَالَ لَهُمْ شُعَيْبٌ اَلَا تَتَّقُوْنَ ﴿١٧٧﴾
১৭৮. আমি তোমাদের বিশ্বস্ত পয়গাম্বর ।	اِنِّيْ لَكُمْ رَسُوْلٌ اَمِيْنٌ ﴿١٧٨﴾
১৭৯. সুতরাং তোমরা আল্লাহকে ভয় কর এবং আমার আনুগত্য কর ।	فَاتَّقُوا اللّٰهَ وَاَطِيْعُوْنِ ﴿١٧٩﴾
১৮০. এবং আমি তোমাদের নিকট তার কোনো বিনিময় চাই না, আমার বিনিময় তো জগতসমূহের প্রতিপালকের জিম্মায় রয়েছে ।	وَمَآ اَسْئَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ اَجْرٍ ۚ اِنْ اَجْرِيَ اِلَّا عَلٰى رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ ﴿١٨٠﴾
১৮১. তোমরা পূর্ণরূপে ওজন করিও এবং [কারও] ক্ষতি করো না ।	اَوْفُوا الْكَيْلَ وَلَا تَكُوْنُوْا مِنَ الْمُخْسِرِيْنَ ﴿١٨١﴾
১৮২. আর সঠিক পাল্লা দ্বারা ওজন করো ।	وَزِنُوْا بِالْقِسْطَاسِ الْمُسْتَقِيْمِ ﴿١٨٢﴾
১৮৩. এবং লোকদেরকে তাদের দ্রব্যাদি কম দিও না । আর ভূপৃষ্ঠে ফ্যাসাদ বিস্তার করো না ।	وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ اَشْيَآءَهُمْ وَلَا تَعْثَوْا فِى الْاَرْضِ مُفْسِدِيْنَ ﴿١٨٣﴾

শাব্দিক অনুবাদ :

১৭৫. وَاِنَّ رَبَّكَ এবং নিশ্চয় আপনার রব لَهُوَ الْعَزِيْزُ الرَّحِيْمُ মহাপরাক্রমশালী, পরম দয়াময় ।

১৭৬. كَذَّبَ মিথ্যাবাদী বলল اَصْحٰبُ لْئَيْكَةِ আইকাবাসীরা الْمُرْسَلِيْنَ রাসূলগণকে ।

১৭৭. اِذْ قَالَ لَهُمْ شُعَيْبٌ যখন শু'আইব তাদেরকে বললেন اَلَا تَتَّقُوْنَ তোমরা কি (আল্লাহহকে) ভয় করো না ।

১৭৮. اِنِّيْ لَكُمْ আমি তোমাদের رَسُوْلٌ اَمِيْنٌ বিশ্বস্ত পয়গম্বর ।

১৭৯. فَاتَّقُوا اللّٰهَ সুতরাং, তোমরা আল্লাহকে ভয় কর وَاَطِيْعُوْنِ এবং আমার আনুগত্য কর ।

১৮০. وَمَآ اَسْئَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ اَجْرٍ এবং আমি তোমাদের নিকট এর কোনো বিনিময় চাচ্ছি না اِنْ اَجْرِيَ اِلَّا عَلٰى رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ আমার বিনিময় তো সারা বিশ্বের প্রতিপালকের জিম্মায় রয়েছে ।

১৮১. اَوْفُوا الْكَيْلَ তোমরা পূর্ণরূপে ওজন করো وَلَا تَكُوْنُوْا مِنَ الْمُخْسِرِيْنَ এবং কারো ক্ষতি করো না ।

১৮২. وَزِنُوْا ওজন করো بِالْقِسْطَاسِ الْمُسْتَقِيْمِ সঠিক পাল্লা দ্বারা ।

১৮৩. وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ এবং লোকদেরকে কম দিও না اَشْيَآءَهُمْ তাদের দ্রব্যাদি وَلَا تَعْثَوْا আর বিস্তার করো না فِى الْاَرْضِ ভূপৃষ্ঠে مُفْسِدِيْنَ ফ্যাসাদ ।

https://e-ilm.weebly.com/

১৮৪. আর তাঁকেই [আল্লাহ তা'আলাকেই] ভয় করো, যিনি তোমাদেরকে এবং পূর্ববর্তী সমস্ত সৃষ্টিকে সৃষ্টি করেছেন।	وَاتَّقُوا الَّذِي خَلَقَكُمْ وَالْجِبِلَّةَ الْأَوَّلِينَ ﴿١٨٤﴾
১৮৫. তারা বলল, তোমার উপর তো কেউ বড় ভীষণ জাদু করেছে।	قَالُوا إِنَّمَا أَنْتَ مِنَ الْمُسَحَّرِينَ ﴿١٨٥﴾
১৮৬. এবং তুমি তো আমাদেরই মতো একজন মানুষ মাত্র, আর আমরা তো তোমাকে মিথ্যাবাদীদের অন্তর্ভুক্ত বলে মনে করি।	وَمَا أَنْتَ إِلَّا بَشَرٌ مِثْلُنَا وَإِنْ نَظُنُّكَ لَمِنَ الْكَاذِبِينَ ﴿١٨٦﴾
১৮৭. অতএব আসমানের এক টুকরা আমাদের উপর পতিত কর যদি তুমি সত্যবাদীদের মধ্যে হয়ে থাক।	فَأَسْقِطْ عَلَيْنَا كِسَفًا مِنَ السَّمَاءِ إِنْ كُنْتَ مِنَ الصَّادِقِينَ ﴿١٨٧﴾
১৮৮. শু'আইব (আ.) বললেন, আমার প্রতিপালক তোমাদের কার্যাবলি সম্বন্ধে অধিক অবগত আছেন।	قَالَ رَبِّي أَعْلَمُ بِمَا تَعْمَلُونَ ﴿١٨٨﴾
১৮৯. অতএব তারা তাকে অবিশ্বাস করতেই রইল, অতঃপর ছায়াচ্ছন্ন দিনের ঘটনা তাদেরকে এসে ধৃত করল। নিঃসন্দেহে তা অত্যন্ত কঠিন দিনের আজাব ছিল।	فَكَذَّبُوهُ فَأَخَذَهُمْ عَذَابُ يَوْمِ الظُّلَّةِ ۚ إِنَّهُ كَانَ عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيمٍ ﴿١٨٩﴾

শাব্দিক অনুবাদ :

১৮৪. وَاتَّقُوا আর তাঁকেই ভয় করো الَّذِي خَلَقَكُمْ যিনি তোমাদেরকে সৃষ্টি করেছেন وَالْجِبِلَّةَ الْأَوَّلِينَ এবং পূর্ববর্তী সমস্ত সৃষ্টিকে।

১৮৫. قَالُوا তারা বলল إِنَّمَا أَنْتَ مِنَ الْمُسَحَّرِينَ তোমার উপর তো কেউ বড় ভীষণ জাদু করেছে।

১৮৬. وَمَا أَنْتَ إِلَّا بَشَرٌ مِثْلُنَا এবং তুমি তো আমাদের মতোই একজন মানুষ মাত্র وَإِنْ نَظُنُّكَ لَمِنَ الْكَاذِبِينَ আর আমরা তো তোমাকে মিথ্যাবাদীদের অন্তর্ভুক্ত বলে মনে করি।

১৮৭. فَأَسْقِطْ عَلَيْنَا অতএব, আমাদের উপর পতিত কর كِسَفًا مِنَ السَّمَاءِ আসমানের একটি টুকরা إِنْ كُنْتَ مِنَ الصَّادِقِينَ যদি তুমি সত্যবাদীদের মধ্যে হয়ে থাক।

১৮৮. قَالَ শু'আইব বললেন رَبِّي আমার রব أَعْلَمُ খুব অবগত আছেন بِمَا تَعْمَلُونَ তোমাদের কার্যাবলি সম্বন্ধে।

১৮৯. فَكَذَّبُوهُ অতএব, তারা তাকে অবিশ্বাস করতেই রইল فَأَخَذَهُمْ অতঃপর তাদেরকে এসে ধৃত করল عَذَابُ يَوْمِ الظُّلَّةِ ছায়াচ্ছন্ন দিনের ঘটনা إِنَّهُ كَانَ عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيمٍ নিঃসন্দেহে তা অত্যন্ত কঠিন দিনের আজাব ছিল।

https://e-ilm.weebly.com/

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

اِلَّا عَجُوْزًا فِى الْغٰبِرِيْنَ : এখানে عَجُوْزً বলে হযরত লূত (আ.)-এর স্ত্রীকে বোঝানো হয়েছে। সে কওমে লূতের এই কুকর্মে সম্মত ছিল এবং কাফের ছিল। লূত (আ.)-এর এই কাফের স্ত্রী বাস্তবে বৃদ্ধা হলে তার জন্য عَجُوْز শব্দের ব্যবহার যথার্থই। পক্ষান্তরে বয়সের দিক দিয়ে সে যদি বৃদ্ধা না হয়ে থাকে, তবে তাকে عَجُوْز শব্দ দ্বারা ব্যক্ত করার কারণ সম্ভবত এই যে, পয়গাম্বরের স্ত্রী উম্মতের জন্য মাতার স্থলাভিষিক্ত। এ ছাড়া অধিক সন্তানের জননীকে বৃদ্ধা বলে অভিহিত করা অসঙ্গত নয়।

وَاَمْطَرْنَا عَلَيْهِمْ مَّطَرًا فَسَاۤءَ مَطَرُ الْمُنْذَرِيْنَ : এই আয়াত থেকে প্রমাণিত হয় যে, সমকামীকে প্রাচীর চাপা দিয়ে অথবা উচ্চ স্থান থেকে নিচে নিক্ষেপ করে শাস্তি দেওয়া জায়েজ। হানাফী আলেমদের মাযহাব তা-ই। কেননা, লূত সম্প্রদায়কে এমনিভাবে নিপাত করা হয়েছিল। তাদের জনপদকে উপরে তুলে উল্টা করে মাটিতে নিক্ষেপ করা হয়েছিল। –(শামী : কিতাবুল হুদূদ)

وَزِنُوْا بِالْقِسْطَاسِ الْمُسْتَقِيْمِ : কারো কারো মতে, قِسْط গ্রীক শব্দ, যার অর্থ– ন্যায় ও সুবিচার। কেউ কেউ একে আরবি শব্দ قِسْط থেকে উদ্ভূত বলেছেন।

এর অর্থও সুবিচার। উদ্দেশ্য এই যে, দাঁড়িপাল্লা এবং এমনি ধরনের মাপ ও ওজনের অন্যান্য যন্ত্রপাতিকে সোজা ও সরলভাবে ব্যবহার কর, যাতে কম হওয়ার আশঙ্কা না থাকে।

وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ اَشْيَاۤءَهُمْ : অর্থাৎ লোকদেরকে তাদের প্রাপ্য বস্তু কম দেবে না। উদ্দেশ্য এই যে, চুক্তি অনুযায়ী যার যতটুকু প্রাপ্য, তাকে তার চেয়ে কম দেওয়া হারাম; তা কোনো মাপ ও ওজনের বস্তু হোক অথবা অন্য কিছু। এ থেকে জানা গেল যে, কোনো শ্রমিক-কর্মচারী নির্ধারিত সময় চুরি করলে এবং কম সময় ব্যয় করলে তাও এই নিষেধাজ্ঞার অন্তর্ভুক্ত হবে। ইমাম মালেক (র.) মুয়াত্তা গ্রন্থে বর্ণনা করেন, হযরত ওমর ফারুক (রা.) জনৈক ব্যক্তিকে আসরের নামাজে শরিক না হতে দেখে কারণ জিজ্ঞেস করলেন। সে কিছু অজুহাত পেশ করলে। হযরত ওমর (রা.) বললেন, طَفَّفْتَ অর্থাৎ তুমি ওজনে কম করেছ। যেহেতু নামাজ ওজনের বস্তু নয়, তাই এই হাদীস উদ্ধৃত করার পর ইমাম মালেক (র.) বলেন, وَفَاءٌ وَتَطْفِيْف অর্থাৎ প্রাপ্য অনুযায়ী করা অথবা কম করা প্রত্যেক বিষয়ের মধ্যেই হতে পারে; শুধু মাপ ও ওজনের সাথেই এ বিধান সংশ্লিষ্ট নয়, বরং কারো হক কম দেওয়া, তা যেভাবেই হোক না কেন– হারাম। وَيْلٌ لِّلْمُطَفِّفِيْنَ আয়াতে এ কথাই বর্ণিত হয়েছে।

আল্লাহর কাছে অপরাধী ব্যক্তি নিজ পায়ে হেঁটে আসে; গ্রেফতারি পরোয়ানা দরকার হয় না :

فَاَخَذَهُمْ عَذَابُ يَوْمِ الظُّلَّةِ এই আয়াতের ঘটনা এই যে, আল্লাহ তা'আলা এই সম্প্রদায়ের উপর তীব্র গরম চাপিয়ে দেন। ফলে তারা গৃহের ভেতরে ও বাইরে কোথাও শান্তি পেত না। এরপর তিনি তাদের নিকটবর্তী এক মাঠের উপর গাঢ় কাল মেঘ প্রেরণ করেন। এই মেঘের নীচে সুশীতল বায়ু ছিল। গরমে অস্থির সম্প্রদায় দৌড়ে দৌড়ে এই মেঘের নীচে জমায়েত হয়ে গেল, তখন মেঘমালা তাদের উপর পানির পরিবর্তে অগ্নি বর্ষণ শুরু করল। ফলে সবাই ছাই-ভস্ম হয়ে গেল। –(রূহুল মা'আনী)

শব্দ বিশ্লেষণ :

نَجِّنِىْ : সীগাহ واحد مذكر حاضر বহছ امر حاضر معروف বাব تَفْعِيْل মাসদার تَنْجِيَةٌ মূলবর্ণ (ن ـ ج ـ و) জিনস ناقص واوى অর্থ– আপনি আমাকে রক্ষা করুন।

دَمَّرْنَا : সীগাহ جمع متكلم বহছ ماضى معروف বাব تَفْعِيْل মাসদার تَدْمِيْر মূলবর্ণ (د ـ م ـ ر) জিনস صحيح অর্থ– আমি ধ্বংস করে দিলাম।

https://e-ilm.weebly.com/

اَمْطَرْنَا : সীগাহ جمع متكلم বহছ ماضى معروف বাব اِفْعَالٌ মাসদার اِمْطَارٌ মূলবর্ণ (م ـ ط ـ ر) জিনস صحيح অর্থ– আমি বৃষ্টি বর্ষণ করলাম।

اَلْمُنْذَرِيْنَ : সীগাহ جمع مذكر বহছ اسم مفعول বাব اِفْعَالٌ মাসদার اِنْذَارٌ মূলবর্ণ (ن ـ ذ ـ ر) জিনস صحيح অর্থ– ভয় প্রদর্শিত ব্যক্তিগণ।

اَوْفُوْا : সীগাহ جمع مذكر حاضر বহছ امر حاضر معروف বাব اِفْعَالٌ মাসদার اِيْفَاءٌ মূলবর্ণ (و ـ ف ـ ى) জিনস মুরাক্কাব لفيف مفروق অর্থ– তোমরা পূর্ণরূপে করিও।

اَلْمُخْسِرِيْنَ : সীগাহ جمع مذكر বহছ اسم فاعل বাব اِفْعَالٌ মাসদার اِخْسَارٌ মূলবর্ণ (خ ـ س ـ ر) জিনস صحيح অর্থ– অনিষ্টকারীগণ, হ্রাসকারীগণ।

زِنُوْا : সীগাহ جمع مذكر حاضر বহছ امر حاضر معروف বাব ضَرَبَ মাসদার زِنَةٌ ও وَزْنٌ মূলবর্ণ (و ـ ز ـ ن) জিনস مثال واوى অর্থ– ওজন করো।

لَا تَبْخَسُوْا : সীগাহ جمع مذكر حاضر বহছ فعل نهى বাব فَتَحَ মাসদার بَخْسٌ মূলবর্ণ (ب ـ خ ـ س) জিনস صحيح অর্থ– তোমরা কম দিয়ো না।

لَا تَعْثَوْا : সীগাহ جمع مذكر حاضر বহছ نهى حاضر معروف বাব سَمِعَ মাসদার عَثْىٌ মূলবর্ণ (ع ـ ث ـ ى) জিনস ناقص يائى অর্থ– তোমরা ফাসাদ বিস্তার করো না।

اِتَّقُوْا : সীগাহ جمع مذكر غائب বহছ امر حاضر معروف বাব اِفْتِعَالٌ মাসদার اِتِّقَاءٌ মূলবর্ণ (و ـ ق ـ ى) জিনস ناقص يائى অর্থ– তোমরা ভয় করো।

فَاَسْقِطْ : সীগাহ واحد مذكر حاضر বহছ امر حاضر معروف বাব اِفْعَالٌ মাসদার اِسْقَاطٌ মূলবর্ণ (س ـ ق ـ ط) জিনস صحيح অর্থ– অতএব তুমি পতিত কর।

বাক্য বিশ্লেষণ :

اَوْفُوا الْكَيْلَ وَلَا تَكُوْنُوْا مِنَ الْمُخْسِرِيْنَ : এখানে اَوْفُوْا হলে ফে'লে আমর আর তার যমীর হলো ফায়েল الْكَيْلَ হলো مفعول به আর وَلَا تَكُوْنُوْا -এর واو হল হরফে আতফ আর لَا হলো نَاهِيَه এবং تَكُوْنُوْا ফে'লে নাকেস তার মধ্যস্থ যমীর হলো ইসমে নাকেস এবং مِنَ الْمُخْسِرِيْنَ হলো খবরে নাকেস। –[ই'রাবুল কুরআন খ. ৫, পৃ. ৪৫০]

https://e-ilm.weebly.com/

১৯০. এতে [-ও বড়] উপদেশ রয়েছে, অথচ তাদের অধিকাংশ লোকই ঈমান আনে না।	إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَآيَةً ۖ وَمَا كَانَ أَكْثَرُهُم مُّؤْمِنِينَ ﴿١٩٠﴾
১৯১. এবং নিশ্চয় আপনার প্রতিপালক মহাপরাক্রমশালী, বড় দয়াময়।	وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ ﴿١٩١﴾
১৯২. আর এই কুরআন জগতসমূহের প্রতিপালকের অবতারিত।	وَإِنَّهُ لَتَنزِيلُ رَبِّ الْعَالَمِينَ ﴿١٩٢﴾
১৯৩. বিশ্বস্ত ফেরেশতা [হযরত জিবরাঈল (আ.)] এটা নিয়ে এসেছেন।	نَزَلَ بِهِ الرُّوحُ الْأَمِينُ ﴿١٩٣﴾
১৯৪. আপনার অন্তরে– যেন আপনি ভয় প্রদর্শনকারীদের অন্তর্ভুক্ত হন।	عَلَىٰ قَلْبِكَ لِتَكُونَ مِنَ الْمُنذِرِينَ ﴿١٩٤﴾
১৯৫. পরিষ্কার আরবি ভাষায়।	بِلِسَانٍ عَرَبِيٍّ مُّبِينٍ ﴿١٩٥﴾
১৯৬. এবং এর [এই কুরআনের] উল্লেখ পূর্ববর্তী উম্মতদের কিতাবসমূহে রয়েছে।	وَإِنَّهُ لَفِي زُبُرِ الْأَوَّلِينَ ﴿١٩٦﴾
১৯৭. এ কথা কি তাদের জন্য প্রমাণ নয় যে, বনী ইসরাঈলের আলেমগণ এটা অবগত আছেন।	أَوَلَمْ يَكُن لَّهُمْ آيَةً أَن يَعْلَمَهُ عُلَمَاءُ بَنِي إِسْرَائِيلَ ﴿١٩٧﴾
১৯৮. আর যদি আমি তা কোনো অনারবীর উপর নাজিল করতাম।	وَلَوْ نَزَّلْنَاهُ عَلَىٰ بَعْضِ الْأَعْجَمِينَ ﴿١٩٨﴾
১৯৯. অতঃপর সে তা তাদের সম্মুখে পাঠ করত, তবুও এরা তা মানত না।	فَقَرَأَهُ عَلَيْهِم مَّا كَانُوا بِهِ مُؤْمِنِينَ ﴿١٩٩﴾

শাব্দিক অনুবাদ :

১৯০. إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَآيَةً এতে উপদেশ রয়েছে وَمَا كَانَ أَكْثَرُهُم مُّؤْمِنِينَ অথচ এদের অধিকাংশ লোকই ঈমান আনে না।

১৯১. وَإِنَّ رَبَّكَ এবং নিশ্চয় আপনার রব لَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ মহাপরাক্রমশালী, বড় দয়াময়।

১৯২. وَإِنَّهُ لَتَنزِيلُ আর এই কুরআন অবতারিত رَبِّ الْعَالَمِينَ জগতসমূহের প্রতিপালকের।

১৯৩. نَزَلَ بِهِ একে নিয়ে এসেছেন الرُّوحُ الْأَمِينُ বিশ্বস্ত ফেরেশতা জিবরাঈল।

১৯৪. عَلَىٰ قَلْبِكَ আপনার অন্তরে لِتَكُونَ مِنَ الْمُنذِرِينَ যেন আপনি ভয় প্রদর্শনকারীদের অন্তর্ভুক্ত হন।

১৯৫. بِلِسَانٍ ভাষায় عَرَبِيٍّ مُّبِينٍ পরিষ্কার আরবি।

১৯৬. وَإِنَّهُ এবং এর উল্লেখ রয়েছে لَفِي زُبُرِ الْأَوَّلِينَ পূর্ববর্তী উম্মতদের কিতাবসমূহে।

১৯৭. أَوَلَمْ يَكُن لَّهُمْ آيَةً এ কথা কি তাদের জন্য প্রমাণ নয় যে, أَن يَعْلَمَهُ এটা অবগত আছেন عُلَمَاءُ بَنِي إِسْرَائِيلَ বনী ইসরাঈলের আলেমগণ।

১৯৮. وَلَوْ نَزَّلْنَاهُ আর যদি আমি তা নাজিল করতাম عَلَىٰ بَعْضِ الْأَعْجَمِينَ কোনো অনারবীর উপর।

১৯৯. فَقَرَأَهُ عَلَيْهِم অতঃপর সে তাদের সম্মুখে তা পাঠ করত مَا كَانُوا بِهِ مُؤْمِنِينَ তবুও এরা তা মানত না।

https://e-ilm.weebly.com/

২০০. এভাবেই আমি নাফরমানদের অন্তরে ঈমান না আনার সংকল্পকে ঢুকিয়ে রেখেছি।	كَذٰلِكَ سَلَكْنٰهُ فِيْ قُلُوْبِ الْمُجْرِمِيْنَ ﴿٢٠٠﴾
২০১. তারা এতে ঈমান আনয়ন করবে না, যে পর্যন্ত না কঠোর শাস্তি প্রত্যক্ষ করবে।	لَا يُؤْمِنُوْنَ بِهٖ حَتّٰى يَرَوُا الْعَذَابَ الْاَلِيْمَ ﴿٢٠١﴾
২০২. যা হঠাৎ তাদের সম্মুখে এসে উপস্থিত হবে অথচ তাদের খবরও হবে না।	فَيَاْتِيَهُمْ بَغْتَةً وَّهُمْ لَا يَشْعُرُوْنَ ﴿٢٠٢﴾
২০৩. তখন তারা বলবে, আমরা কি অবকাশ পেতে পারি?	فَيَقُوْلُوْا هَلْ نَحْنُ مُنْظَرُوْنَ ﴿٢٠٣﴾
২০৪. তারা কি আমার আজাবের দ্রুত আগমন চাচ্ছে?	اَفَبِعَذَابِنَا يَسْتَعْجِلُوْنَ ﴿٢٠٤﴾
২০৫. হে শ্রোতা! বল তো যদি আমি তাদেরকে কয়েক বছরের জন্য সুখের জীবন ভোগ করতে দেই,	اَفَرَءَيْتَ اِنْ مَّتَّعْنٰهُمْ سِنِيْنَ ﴿٢٠٥﴾
২০৬. তৎপর তাদের প্রতি যে প্রতিশ্রুতি রয়েছে, তা তাদের মাথার উপরে এসে পড়ে,	ثُمَّ جَآءَهُمْ مَّا كَانُوْا يُوْعَدُوْنَ ﴿٢٠٦﴾
২০৭. তবে কী কাজে আসবে তাদের সেই উপভোগ [বরং তা কোনো কাজেই আসবে না]।	مَآ اَغْنٰى عَنْهُمْ مَّا كَانُوْا يُمَتَّعُوْنَ ﴿٢٠٧﴾
২০৮. এবং যে সমস্ত জনপদ আমি ধ্বংস করেছি, সবগুলোতেই ভীতিপ্রদর্শক নবী এসেছিলেন।	وَمَآ اَهْلَكْنَا مِنْ قَرْيَةٍ اِلَّا لَهَا مُنْذِرُوْنَ ﴿٢٠٨﴾
২০৯. এটা উপদেশ প্রদানের উদ্দেশ্যে, আর আমি অবিচারী নই।	ذِكْرٰى ۛ وَمَا كُنَّا ظٰلِمِيْنَ ﴿٢٠٩﴾

শাব্দিক অনুবাদ :

২০০. كَذٰلِكَ এভাবেই سَلَكْنٰهُ ঈমান না আনার সংকল্পকে ঢুকিয়ে রেখেছি فِيْ قُلُوْبِ الْمُجْرِمِيْنَ নাফরমানদের অন্তরে।

২০১. لَا يُؤْمِنُوْنَ بِهٖ তারা এতে ঈমান আনবে না। حَتّٰى يَرَوُا যে পর্যন্ত না প্রত্যক্ষ করে الْعَذَابَ الْاَلِيْمَ কঠোর শাস্তি।

২০২. فَيَاْتِيَهُمْ যা তাদের সম্মুখে এসে উপস্থিত হবে بَغْتَةً হঠাৎ وَّهُمْ لَا يَشْعُرُوْنَ অথচ তাদের খবরও হবে না।

২০৩. فَيَقُوْلُوْا তখন তারা বলবে هَلْ نَحْنُ مُنْظَرُوْنَ আমরা কি অবকাশ পেতে পারি?

২০৪. اَفَبِعَذَابِنَا তারা কি আমার আজাবের يَسْتَعْجِلُوْنَ দ্রুত আগমন চাচ্ছে?

২০৫. اَفَرَءَيْتَ হে শ্রোতা! বল তো اِنْ مَّتَّعْنٰهُمْ যদি আমি তাদেরকে সুখের জীবন ভোগ করতে দেই سِنِيْنَ কয়েক বছরের জন্য।

২০৬. ثُمَّ جَآءَهُمْ তৎপর তা তাদের মাথার উপর এসে পড়ে مَّا كَانُوْا يُوْعَدُوْنَ তাদের প্রতি যে প্রতিশ্রুতি রয়েছে।

২০৭. مَآ اَغْنٰى عَنْهُمْ তবে কি কাজে আসবে مَّا كَانُوْا يُمَتَّعُوْنَ তাদের সেই উপভোগ।

২০৮. وَمَآ اَهْلَكْنَا مِنْ قَرْيَةٍ এবং যে সমস্ত জনপদ আমি ধ্বংস করেছি اِلَّا لَهَا مُنْذِرُوْنَ সব গুলোতেই ভীতিপ্রদর্শক নবী এসেছিলেন

২০৯. ذِكْرٰى উপদেশ প্রদানের উদ্দেশ্য وَمَا كُنَّا ظٰلِمِيْنَ আর আমি অবিচারী নই।

https://e-ilm.weebly.com/

২১০. এবং এটা [কুরআন] শয়তান নিয়ে আসেনি।	وَمَا تَنَزَّلَتْ بِهِ الشَّيٰطِيْنُ ﴿٢١٠﴾
২১১. আর এটা তাদের অবস্থার উপযোগীও নয় এবং তারা তাতে [কুরআন আনয়ন করতে] সক্ষমও নয়।	وَمَا يَنْۢبَغِيْ لَهُمْ وَمَا يَسْتَطِيْعُوْنَ ﴿٢١١﴾
২১২. কেননা সে শয়তানদেরকে [আসমানি ওহী] শ্রবণ করা হতে দূরে রাখা হয়েছে।	اِنَّهُمْ عَنِ السَّمْعِ لَمَعْزُوْلُوْنَ ﴿٢١٢﴾
২১৩. অতএব আপনি আল্লাহ তা'আলার সাথে অন্য কোনো উপাস্যের ইবাদত করবেন না; করলে আপনার শাস্তি হবে।	فَلَا تَدْعُ مَعَ اللّٰهِ اِلٰهًا اٰخَرَ فَتَكُوْنَ مِنَ الْمُعَذَّبِيْنَ ﴿٢١٣﴾
২১৪. এবং আপনি [সর্বপ্রথম] আপনার নিকটাত্মীয়দের ভয় প্রদর্শন করুন।	وَاَنْذِرْ عَشِيْرَتَكَ الْاَقْرَبِيْنَ ﴿٢١٤﴾
২১৫. এবং সে সমস্ত লোকের সাথে আপনি নম্র ব্যবহার করুন, যারা মুসলমানদের দলভুক্ত হয়ে আপনার পথে চলে।	وَاخْفِضْ جَنَاحَكَ لِمَنِ اتَّبَعَكَ مِنَ الْمُؤْمِنِيْنَ ﴿٢١٥﴾
২১৬. আর তারা যদি আপনার কথা না মানে, তবে আপনি বলে দিন, আমি তোমাদের কার্যে অসন্তুষ্ট।	فَاِنْ عَصَوْكَ فَقُلْ اِنِّيْ بَرِيْٓءٌ مِّمَّا تَعْمَلُوْنَ ﴿٢١٦﴾
২১৭. এবং আপনি সর্বক্ষমতাবান, দয়াময় আল্লাহর উপর ভরসা রাখুন।	وَتَوَكَّلْ عَلَى الْعَزِيْزِ الرَّحِيْمِ ﴿٢١٧﴾
২১৮. যিনি আপনাকে লক্ষ্য করেন, যখন আপনি [নামাজে] দণ্ডায়মান হন।	الَّذِيْ يَرٰىكَ حِيْنَ تَقُوْمُ ﴿٢١٨﴾

শাব্দিক অনুবাদ :

২১০. وَمَا تَنَزَّلَتْ بِهِ আর এটা নিয়ে আসেনি الشَّيٰطِيْنُ শয়তান।

২১১. وَمَا يَنْۢبَغِيْ لَهُمْ আর এটা তাদের অবস্থার উপযোগীও নয় وَمَا يَسْتَطِيْعُوْنَ এবং তারা এটাতে সক্ষমও নয়।

২১২. اِنَّهُمْ عَنِ السَّمْعِ কেননা সেই শয়তানদেরকে (আসমানি ওহী) শ্রবণ করা হতে لَمَعْزُوْلُوْنَ দূরে রাখা হয়েছে।

২১৩. فَلَا تَدْعُ অতএব, আপনি ইবাদত করবেন না مَعَ اللّٰهِ আল্লাহ তা'আলার সাথে اِلٰهًا اٰخَرَ অন্য কোনো উপাস্যের فَتَكُوْنَ مِنَ الْمُعَذَّبِيْنَ করলে আপনার শাস্তি হবে।

২১৪. وَاَنْذِرْ এবং আপনি ভয় প্রদর্শন করুন عَشِيْرَتَكَ الْاَقْرَبِيْنَ আপনার নিকটাত্মীয়গণকে।

২১৫. وَاخْفِضْ جَنَاحَكَ এবং সেই সমস্ত লোকদের সাথে আপনি নম্র ব্যবহার করুন لِمَنِ اتَّبَعَكَ যারা আপনার পথে চলে مِنَ الْمُؤْمِنِيْنَ মুসলমান হয়ে।

২১৬. فَاِنْ عَصَوْكَ আর তারা যদি আপনার কথা না মানে فَقُلْ তবে আপনি বলে দিন اِنِّيْ بَرِيْٓءٌ مِّمَّا تَعْمَلُوْنَ আমি তোমাদের কার্যে অসন্তুষ্ট।

২১৭. وَتَوَكَّلْ এবং আপনি ভরসা রাখুন عَلَى الْعَزِيْزِ الرَّحِيْمِ সর্বক্ষমতাবান দয়াময় আল্লাহর উপর।

২১৮. الَّذِيْ يَرٰىكَ যিনি আপনাকে লক্ষ্য করেন حِيْنَ تَقُوْمُ যখন আপনি (নামাজে) দণ্ডায়মান হন।

https://e-ilm.weebly.com/

২১৯. এবং সেজদাকারীদের [নামাজিদের] সাথে আপনি উঠা-বসা করুন।	وَتَقَلُّبَكَ فِي السّٰجِدِيْنَ ﴿٢١٩﴾
২২০. তিনি অতিশয় শ্রবণকারী, সর্বজ্ঞ।	اِنَّهٗ هُوَ السَّمِيْعُ الْعَلِيْمُ ﴿٢٢٠﴾
২২১. আমি কি তোমাদেরকে বলে দিব যে, শয়তানের দল কার প্রতি অবতীর্ণ হয়?	هَلْ اُنَبِّئُكُمْ عَلٰى مَنْ تَنَزَّلُ الشَّيٰطِيْنُ ﴿٢٢١﴾
২২২. এমন সব লোকের নিকট অবতরণ করে থাকে যারা অতিশয় মিথ্যাবাদী পাপাচারী।	تَنَزَّلُ عَلٰى كُلِّ اَفَّاكٍ اَثِيْمٍ ﴿٢٢٢﴾
২২৩. যারা [শয়তানের প্রতি] কান পেতে রাখে এবং অত্যধিক মিথ্যা কথা বলে।	يُّلْقُوْنَ السَّمْعَ وَاَكْثَرُهُمْ كٰذِبُوْنَ ﴿٢٢٣﴾
২২৪. আর কবিদের পথে তো পথভ্রষ্ট লোকেরাই চলে থাকে।	وَالشُّعَرَآءُ يَتَّبِعُهُمُ الْغَاوٗنَ ﴿٢٢٤﴾
২২৫. হে শ্রোতা! তুমি কি অবগত নও যে, তারা প্রত্যেক ময়দানে হতবুদ্ধি হয়ে ঘুরতে থাকে।	اَلَمْ تَرَ اَنَّهُمْ فِيْ كُلِّ وَادٍ يَّهِيْمُوْنَ ﴿٢٢٥﴾
২২৬. এবং মুখে এমন বাক্যসমূহ উচ্চারণ করতে থাকে– যা তারা করে না।	وَاَنَّهُمْ يَقُوْلُوْنَ مَا لَا يَفْعَلُوْنَ ﴿٢٢٦﴾
২২৭. কিন্তু হ্যাঁ, যারা ঈমান এনেছে এবং ভালো কাজ করে এবং [স্বীয় কবিতায় দীনের প্রচার দ্বারা] অধিক পরিমাণে আল্লাহর জিকির করে, আর যারা অত্যাচারিত হবার পর [নিন্দাসূচক কবিতা দ্বারা] তার প্রতিশোধ গ্রহণ করে। [তারা ভ্রষ্টদের অন্তর্ভুক্ত নয়।] আর যারা অত্যাচার করেছে অচিরেই তারা জানতে পারবে, কেমন স্থানে তাদেরকে ফিরে যেতে হবে।	اِلَّا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَعَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ وَذَكَرُوا اللّٰهَ كَثِيْرًا وَّانْتَصَرُوْا مِنْۢ بَعْدِ مَا ظُلِمُوْا ۗ وَسَيَعْلَمُ الَّذِيْنَ ظَلَمُوْٓا اَيَّ مُنْقَلَبٍ يَّنْقَلِبُوْنَ ﴿٢٢٧﴾ ع

শাব্দিক অনুবাদ :

২১৯. وَتَقَلُّبَكَ এবং আপনি উঠাবসা করেন فِي السّٰجِدِيْنَ সেজদাকারীদের সাথে।

২২০. اِنَّهٗ তিনি هُوَ السَّمِيْعُ অতিশয় শ্রবণকারী, الْعَلِيْمُ সর্বজ্ঞ।

২২১. هَلْ اُنَبِّئُكُمْ আমি কি তোমাদেরকে বলে দেব যে, عَلٰى مَنْ تَنَزَّلُ الشَّيٰطِيْنُ শয়তানের দল কার প্রতি অবতীর্ণ হয়।

২২২. تَنَزَّلُ عَلٰى كُلِّ এমন সব লোকের নিকট অবতরণ করে থাকে اَفَّاكٍ যারা অতিশয় মিথ্যাবাদী اَثِيْمٍ পাপাচারী।

২২৩. يُّلْقُوْنَ السَّمْعَ যারা কান পেতে রাখে وَاَكْثَرُهُمْ كٰذِبُوْنَ, এবং অত্যধিক মিথ্যা কথা বলে।

২২৪. وَالشُّعَرَآءُ, আর কবিদের পথে তো يَتَّبِعُهُمُ الْغَاوٗنَ পথভ্রষ্ট লোকেরাই চলে থাকে।

২২৫. اَلَمْ تَرَ হে শ্রোতা! তুমি কি অবগত নও যে, اَنَّهُمْ فِيْ كُلِّ وَادٍ তারা প্রত্যেক ময়দানে يَّهِيْمُوْنَ হতবুদ্ধি হয়ে ঘুরতে থাকে।

২২৬. وَاَنَّهُمْ يَقُوْلُوْنَ, এবং মুখে এমন বাক্যসমূহ উচ্চারণ করতে থাকে مَا لَا يَفْعَلُوْنَ যা তারা করে না।

২২৭. اِلَّا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا কিন্তু হ্যাঁ যারা ঈমান এনেছে وَعَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ, এবং ভালো কাজ করে। وَذَكَرُوا اللّٰهَ كَثِيْرًا, এবং অধিক পরিমাণ আল্লাহর জিকির করে। وَّانْتَصَرُوْا مِنْۢ بَعْدِ مَا ظُلِمُوْا আর যারা অত্যাচারিত হওয়ার পর তার প্রতিশোধ গ্রহণ করে। وَسَيَعْلَمُ الَّذِيْنَ ظَلَمُوْٓا, আর যারা অত্যাচার করেছেন অচিরেই তারা জানতে পারবে اَيَّ مُنْقَلَبٍ يَّنْقَلِبُوْنَ কেমন স্থানে তাদেরকে ফিরে যেতে হবে।

https://e-ilm.weebly.com/

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

أَفَبِعَذَابِنَا يَسْتَعْجِلُونَ (٢٠٤)

শানে নুযূল : মুকাতিল বলেন যে, মক্কার মুশরিক সম্প্রদায় রাসূলে আকরাম ﷺ -কে লক্ষ্য করে বলেছিল যে, হে মুহাম্মদ! কোন সময়কার আজাবের প্রতিশ্রুতি আমাদেরকে দিচ্ছ? সে আজাব তো আর আনলে না। তাদের এ বিদ্রূপের পরিপ্রেক্ষিতে আলোচ্য আয়াত নাজিল করা হয়। –(কুরতুবী ১২৭/১৩)

وَمَا تَنَزَّلَتْ بِهِ الشَّيٰطِيْنُ (٢١٠)

শানে নুযূল : মক্কার মুশরিক সম্প্রদায় কুরআন ও রাসূল ﷺ সম্পর্কে মন্তব্য করত যে, মুহাম্মদ ﷺ -এর অনুগামী জিন রয়েছে। জিন জ্যোতিষীদের নিকট খবরা-খবর যেরূপভাবে পৌঁছিয়ে থাকে, অনুরূপভাবে অনুগামী সে জিনটি মুহাম্মদ ﷺ -এর নিকটও তা পৌঁছিয়ে থাকে। তাদের এহেন উদ্ভট মন্তব্যের জবাবে আল্লাহ তা'আলা আলোচ্য আয়াতাংশ নাজিল করেন। –[রূহুল মা'আনী ১২৩/১০/১৯]

فَلَا تَدْعُ مَعَ اللّٰهِ اِلٰهًا اٰخَرَ فَتَكُوْنَ مِنَ الْمُعَذَّبِيْنَ (٢١٣)

শানে নুযূল : মক্কার মুশরিক সম্প্রদায় রাসূল ﷺ -এর সাথে সমন্বয় সাধন করার লক্ষ্যে একটি সাম্যের পথ খুঁজে বের করে, রাসূল ﷺ -এর নিকট প্রস্তাব করল যে, হে মুহাম্মদ! আমাদের মা'বুদগুলোকে এক বছর ইবাদত করুন, আমরাও আপনার মাবুদকে এক বছর ইবাদত করব। তাহলেই তো আমাদের মাঝে আর কোনো দ্বিধা দ্বন্দ্ব থাকেনা। তাদের এ বিভ্রান্তিকর কৌশলী প্রস্তাবের জবাবে আল্লাহ তা'আলা আলোচ্য আয়াত নাজিল করেন। –[সাভী ১৮৩/৩]

وَاخْفِضْ جَنَاحَكَ لِمَنِ اتَّبَعَكَ مِنَ الْمُؤْمِنِيْنَ (٢١٠)

শানে নুযূল : ইবনে জারীর ও ইবনে মুনযির (র.) ইবনে জুরাইজ এর উদ্ধৃতি দিয়ে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন যে, وَاَنْذِرْ عَشِيْرَتَكَ الْاَقْرَبِيْنَ আয়াত যখন নাজিল হলো, রাসূল ﷺ তখন নিজ পরিবার ও আত্মীয় স্বজনের মধ্যেই কাজ আরম্ভ করেন, তবে অন্যান্য মুমিনদেরকে বাদ দিয়ে শুধুমাত্র রাসূল ﷺ -এর নিজ পরিবার ও নিকটাত্মীয়দের মাঝে সতর্কীকরণের কাজ সীমাবদ্ধতার কারণে অন্য সকল ঈমানদারদের অন্তরে অত্যন্ত পীড়াদায়ক হয়ে দাঁড়াল। সুতরাং সে অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে আল্লাহ তা'আলা আলোচ্য আয়াত নাজিল করেন। –[রূহুল মা'আনী ১৩৬/১০/১৯]

وَالشُّعَرَاءُ يَتَّبِعُهُمُ الْغَاوٗنَ ۔ اَلَمْ تَرَ اَنَّهُمْ فِيْ كُلِّ وَادٍ يَّهِيْمُوْنَ ۔ وَاَنَّهُمْ يَقُوْلُوْنَ مَا لَا يَفْعَلُوْنَ (٢٢٤-٢٢٦)

শানে নুযূল : ইবনে আব্বাস (রা.) হতে বর্ণিত তিনি বলেন, মক্কার কতিপয় মুশরিক কবি ছিল, যারা হযরত রাসূলে আকরাম ﷺ কে নিয়ে কবিতা রচনা করে এ মর্মে কুৎসা রটনা করত যে, "তোমরা এসো, মুহাম্মদ ﷺ -এর ন্যায় আমরাও পুরা কালের কথা বলতে পারি।" তারা হলো আব্দুল্লাহ বিন যাবারী, হুবাইরা বিন ওহাব আল মখযূমী, মুনফি' বিন আব্দে মানাফ, আব্দুল উয্যা আল-জামাহী ও উমাইয়্যাহ বিন আবী সালত প্রমুখ। তারা বলত যে, মুহাম্মদ ﷺ যে ধরনের কথা বলে, অনুরূপভাবে আমরাও বলতে পারি। তারা রাসূল ﷺ কে নিয়ে ব্যঙ্গ করত, আরব গোত্রগুলো সমবেত হয়ে তারা তাদের রচিত ব্যাঙ্গাত্মক কবিতাগুচ্ছ শোনত। কুরুচিপূর্ণ সেসব কবিদের সম্পর্কে আল্লাহ তা'আলা আলোচ্য আয়াত নাজিল করেন। ইবনে জারীর, ইবনে আবী হাতেম ও ইবনে মারদুভীয়া (র.) হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) এর উদ্ধৃতি দিয়ে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেন, রাসূল ﷺ -এর জীবদ্দশায় দুজন কবি ছিল। একজন আনসারী অপরজন অন্য কোনো গোত্রীয়। তারা একে অপরের ব্যঙ্গ বর্ণনা করত কবিতার মাধ্যমে। তাদের সাথে নিজেদের গোত্রীয় নির্বোধ ও বোকা শ্রেণির লোকেরা তাদের পক্ষাবলম্বনে দলবদ্ধ হয়ে যেত। তাদের সম্পর্কে আল্লাহ তা'আলা আলোচ্য আয়াত নাজিল করেন।

–[রূহুল মা'আনী ১৪৬/১০/১৯, ইবনে কাছীর ৩৬৫/৩, দুররে মানছুর ৯৯/৫]

اِلَّا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَعَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ وَذَكَرُوا اللّٰهَ كَثِيْرًا وَّانْتَصَرُوْا مِنْ بَعْدِ مَا ظُلِمُوْا وَسَيَعْلَمُ الَّذِيْنَ ظَلَمُوْٓا اَيَّ مُنْقَلَبٍ يَّنْقَلِبُوْنَ (٢٢٧)

শানে নুযূল ঃ-১ আব্দ বিন হুমাইদ ও ইবনে আবী হাতেম হযরত কাতাদা (র.) -এর উদ্ধৃতি দিয়ে বলেন যে, আলোচ্য আয়াত রাসূল ﷺ -এর পক্ষ থেকে মুশরিকদের জবাবে যারা ব্যঙ্গ করত সেসব মুসলিম কবিদের সম্পর্কে নাজিল হয়েছে। তারা হলেন, আনসারী কবি কা'ব বনি মালেক, আব্দুল্লাহ বিন রাওয়াহা, হাস্সান বিন ছাবেত, মতান্তরে হযরত আবূ বকর, ওমর ও আলী (রা.) প্রমুখও ছিলেন। পূর্ববর্তী আয়াতে যে কবিদের সম্পর্কে ভর্ৎসনা প্রকাশ করা হয়েছে, তারা ঈমানদীপ্ত কবিতা রচনাকারী নয়, ঈমানদার কবিগণ ছাড়া। তারা তাদের অন্তর্ভুক্ত নয়।

https://e-ilm.weebly.com/

শানে নুযূল ঃ-২ আবুল হাসান সালেম -এর উদ্ধৃতি দিয়ে কতিপয় বর্ণনা কারী বর্ণনা করেছেন যে, وَالشُّعَرَاءُ يَتَّبِعُهُمُ الْغَاوُنَ। আয়াত যখন নাজিল হয় তখন আব্দুল্লাহ বিন রাওয়াহা , হাস্‌সান বিন ছাবেত কা'ব বিন মালেক প্রমুখ কান্না করে দরবারে রেসালতে উপস্থিত হয়ে বলতে লাগলেন। হে আল্লাহর রাসূল! আল্লাহ তা'আলা وَالشُّعَرَاءُ আয়াত নাজিল করেছেন। তিনি তো জানেন, আমরাও তো কবিদের অন্তর্ভুক্ত রয়েছি। আমরাও তো ধ্বংস হয়ে গেলাম। সুতরাং সে পরিপ্রেক্ষিতে আল্লাহ আলোচ্য আয়াত নাজিল করেন। -[রূহুল মা'আনী ১৪৭/১০/১৯ ইবনে কাছীর ৩৬৬, দূররে মানছুর ৯৯/৫]

শব্দ ও অর্থসম্ভারের সমষ্টির নাম কুরআন : بِلِسَانٍ عَرَبِيٍّ مُّبِيْنٍ আয়াত থেকে জানা গেল যে, আরবি ভাষায় লিখিত কুরআনই কুরআন। অন্য যে কোনো ভাষায় কুরআনের কোনো বিষয়বস্তুর অনুবাদকে কুরআন বলা হবে না।

وَاِنَّهٗ لَفِىْ زُبُرِ الْاَوَّلِيْنَ থেকে বাহ্যত এর বিপরীতে একথা জানা যায় যে, কুরআনের অর্থসম্ভার অন্য কোনো ভাষায় থাকলে তাও কুরআন। কেননা, انه এর সর্বনামটি বাহ্যত: কুরআনকে বোঝায়। زبر শব্দটি زبور -এর বহুবচন। এর অর্থ কিতাব। আয়াতের অর্থ এই যে, কুরআন পাক পূর্ববর্তী কিতাবসমূহেও আছে। বলা বাহুল্য, তওরাত, ইঞ্জীল, যবুর ইত্যাদি পূর্ববর্তী কিতাব আরবি ভাষায় ছিল না। কেবল কুরআনের অর্থসম্ভার সেসব কিতাবে উল্লিখিত আছে বলেই আয়াতে বলা হয়েছে যে, কুরআন পূর্ববর্তী কিতাবসমূহেও আছে। অধিকাংশ উম্মতের বিশ্বাস এই যে, কোনো সময় শুধু কুরআনের বিষয়বস্তুকেও ব্যাপক অর্থে কুরআন বলে দেওয়া হয়। কারণ, কোন কিতাবের বিষয়বস্তুই আসল উদ্দেশ্য হয়ে থাকে। পূর্ববর্তী কিতাবসমূহে কুরআন উল্লিখিত হওয়ার অর্থও এই যে, কুরআনের কোনো কোনো বিষয়বস্তু সেগুলোতেও বিবৃত হয়েছে। অনেক হাদীস দ্বারা এর সমর্থন পাওয়া যায়।

মুস্তাদরাক হাকেম বর্ণিত হযরত মা'কাল ইবনে ইয়াসার (রা.)-এর রেওয়ায়েতে রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন , আমাকে সূরা বাক্বারা, 'প্রথম আলোচনা' থেকে দেওয়া হয়েছে, সূরা তোয়াহা ও যেসব সূরা طٰسٓ দ্বারা শুরু হয় এবং যেসব সূরা حٰمٓ দ্বারা শুরু হয়, সেগুলো হযরত মূসা (আ.)-এর ফলক থেকে দেওয়া হয়েছে। এছাড়া সূরা ফাতেহা আরশের নিচ থেকে প্রদত্ত হয়েছে। তাবারানী, হাকিম ও বায়হাকী (র.) প্রমুখ হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ থেকে বর্ণনা করেন যে, সূরা মূলক তাওরাতে বিদ্যমান আছে। আর সূরা সাব্বিহিসমা সম্পর্কে তো স্বয়ং কুরআন বলে যে,

اِنَّ هٰذَا لَفِى الصُّحُفِ الْاُوْلٰى صُحُفِ اِبْرٰهِيْمَ وَمُوْسٰى অর্থাৎ, এই সূরার বিষয়বস্তু হযরত ইবরাহীম ও মূসা (আ.) -এর সহীফাসমূহেও আছে। সব আয়াত ও রেওয়ায়েতের সারমর্ম এই যে, কুরআনের অনেক বিষয়বস্তু পূর্ববর্তী কিতাবসমূহেও বিদ্যমান ছিল। এতে এটা জরুরি নয় যে, এসব বিষয়বস্তুর কারণে পূর্ববর্তী কিতাবসমূহের যে অংশে এসব বিষয়বস্তু বর্ণিত হয়েছে, তাকে কুরআন বলতে হবে। মুসলিম সম্প্রদায়ের কেউ এর প্রবক্তা নয়; বরং অধিকাংশের বিশ্বাস এই যে, কুরআন যেমন শুধু শব্দের নাম নয়, তেমনি শুধু অর্থসম্ভারের নামও নয়। যদি কেউ কুরআনেরই বিভিন্ন শব্দ বিভিন্ন জায়গা থেকে চয়ন করে নিম্নরূপ বাক্য গঠন করে- اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ الْعَزِيْزِ الرَّحِيْمِ الَّذِىْ لَهٗ مُلْكُ السَّمٰوٰتِ وَهُوَ رَبُّ الْعٰلَمِيْنَ خَالِقُ كُلِّ شَىْءٍ وَّهُوَ الْمُسْتَعَانُ তবে একে কেউ কুরআন বলতে পারবে না। এমনিভাবে শুধু কুরআনের অর্থসম্ভার অন্য কোন ভাষায় বিধৃত হলে তাকেও কুরআন বলা যায় না।

নামাজে কুরআনের অনুবাদ পাঠ করা সর্বসম্মতিক্রমে অবৈধ: এ কারণেই মুসলিম সম্প্রদায় এ বিষয়ে একমত যে, নামাজে ফরজ তেলাওয়াতের স্থলে কুরআনের শব্দাবলির অনুবাদ ফারসী, উর্দু, ইংরেজি ও বাংলা ইত্যাদি কোনো ভাষায় পাঠ করা অপারগ অবস্থা ছাড়া যথেষ্ট নয়। কোনো কোনো ইমাম থেকে এ সম্পর্কে ভিন্ন উক্তিও বর্ণিত রয়েছে, কিন্তু সাথে সাথে সেই উক্তির প্রত্যাহারও প্রমাণিত রয়েছে।

কুরআনের বাংলা অনুবাদকে 'বাংলা কুরআন' বলা জায়েজ নয় : এমনিভবে আরবীর মূল বাক্যাবলি ছাড়া শুধু কুরআনের অনুবাদ কোনো ভাষায় লেখা হলে তাকে সেই ভাষার কুরআন বলা জায়েজ নয়। যেমন আজকাল অনেকেই শুধু বাংলা অনুবাদকে 'বাংলা কুরআন' ইংরেজী অনুবাদকে 'ইংরেজি কুরআন' বলে থাকে। এটা নাজায়েজ ও ধৃষ্টতা। মূল বাক্যাবলি ছাড়া কুরআনকে অন্য কোনো ভাষার 'কুরআন' নামে প্রকাশ করা এবং তা ক্রয়-বিক্রয় করা নাজায়েজ।

اَفَرَءَيْتَ اِنْ مَّتَّعْنٰهُمْ سِنِيْنَ : এ আয়াতে ইঙ্গিত আছে যে, দুনিয়াতে দীর্ঘ জীবন লাভ করাও আল্লাহ তা'আলার একটি নিয়ামত। কিন্তু যারা এই নিয়ামতের নাশুকরী করে, বিশ্বাস স্থাপন করে না, তাদের দীর্ঘ জীবনের নিরাপত্তা ও অবকাশ কোনো কাজে আসবে না। ইমাম যুহরী (র.) বর্ণনা করেন, হযরত ওমর ইবনে আবদুল আযীয (রা.) প্রতিদিন সকালে তার শ্মশ্রু ধরে নিজেকে সম্বোধন করে এই আয়াত তেলাওয়াত করতেন- اَفَرَءَيْتَ اِنْ مَّتَّعْنٰهُمْ ; এরপর অঝোরে কাঁদতে থাকতেন এবং নিম্নোক্ত কবিতা পাঠ করতেন-

نَهَارُكَ بِالْغُرُوْرِ سَهْوٌ وَغَفْلَةٌ ٭ وَلَيْلُكَ نَوْمٌ وَالرَّدَىُّ لَكَ لَازِمٌ

https://e-ilm.weebly.com/

فَلَا أَنْتَ فِى الْإِيقَاظِ يَقْظَانٌ حَازِمٌ ۝ وَلَا أَنْتَ فِى النَّوْمِ نَاجٍ وَسَالِمٌ
وَتَسْعٰى إِلٰى مَا سَوْفَ تَكْرَهُ غِبَّهٗ ۝ كَذٰلِكَ فِى الدُّنْيَا تَعِيشُ الْبَهَائِمُ

অর্থাৎ, তোমার সমগ্র দিন গাফিলতিতে এবং রাত্রি নিদ্রায় অতিবাহিত হয়। অথচ মৃত্যু তোমার জন্য অপরিহার্য। তুমি জাগ্রতদের মধ্যে হুশিয়ার ও জাগ্রত নও এবং নিদ্রামগ্নদের মধ্যে তোমার মুক্তি সম্পর্কে আশ্বস্ত নও তোমার চেষ্টাচরিত্র এমন কাজের জন্য, যার অশুভ পরিণাম শীঘ্রই সামনে আসবে। দুনিয়াতে চতুষ্পদ জন্তুরাই এমনিভাবে জীবন ধারণ করে।

وَاَنْذِرْ عَشِيْرَتَكَ الْاَقْرَبِيْنَ : عَشِيْرَةٌ শব্দের অর্থ– পরিবারবর্গ। -এর সঙ্গে اَقْرَبِيْنَ বিশেষণ যুক্ত করে তাদের মধ্যেও নিকটতমদেরকে বোঝানো হয়েছে। এখানে চিন্তাসাপেক্ষ বিষয় এই যে, সমগ্র উম্মতের কাছে রিসালাত প্রচার করা ও তাদেরকে সতর্ক করা রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর ফরজ ছিল। আয়াতে বিশেষভাবে পরিবারের লোকদেরকে সতর্ক করার আদেশদানের রহস্য কী? চিন্তা করলে দেখা যায়, এতে তাবলীগ ও দাওয়াতকে সহজ ও কার্যকর করার এমন একটি বিশেষ পদ্ধতি বর্ণনা করা হয়েছে, যার কার্যকারিতা সুদূরপ্রসারী। পদ্ধতিটি এই যে, পরিবারের সদস্যবর্গ অন্যদের তুলনায় নিকটবর্তী। কাজেই প্রত্যেক ভালো ও কল্যাণকর কাজে তারা অন্যদের চাইতে অগ্রণী থাকার অধিকার রাখে। পারস্পরিক সম্পর্ক ও ব্যক্তিগত পরিচয়ের কারণে তাদের মধ্যে কোনো মিথ্যা দাবিদার সুবিধা করতে পারে না। যার সত্যবাদিতা ও চারিত্রিক শ্রেষ্ঠত্ব পরিবারের লোকদের মধ্যে সুবিদিত, তার সত্য দাওয়াত কবুল করা তাদের জন্যে সহজও। নিকটতম আত্মীয়রা যখন কোনো আন্দোলনের সমর্থক হয়ে যায়। তখন তাদের সহমর্মিতা এবং সাহায্য ও সুদৃঢ় ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত হয়ে থাকে। লোকেরা দলগত দিক দিয়েও তার সমর্থন করতে বাধ্য হয়। যখন সত্য ও সততার ভিত্তিতে নিকটতম আত্মীয়-স্বজনদের একটি পরিবেশ তৈরি হয়ে যায়, তখন প্রাত্যহিক জীবনে প্রত্যেকের পক্ষে ধর্মের নির্দেশাবলি পালন করা সহজ হয়ে যায় এবং তাদেরকে নিয়ে একটি ক্ষুদ্র শক্তি তৈরি হয়ে অপরাপর লোকদের কাছে দাওয়াত পৌঁছানোর কাজে সাহায্য পাওয়া যায়। কুরআন পাকের অন্য এক আয়াতে বলা হয়েছে– قُوْٓا اَنْفُسَكُمْ وَاَهْلِيْكُمْ نَارًا অর্থাৎ, নিজেকে এবং নিজের পরিবারবর্গকে জাহান্নামের অগ্নি থেকে রক্ষা কর। এতে পরবারবর্গকে জাহান্নামের অগ্নি থেকে রক্ষা করার দায়িত্ব পরিবারের প্রত্যেকটি সদস্যের স্কন্ধে অর্পণ করা হয়েছে। এটা কর্ম ও চরিত্র সংশোধনের সহজ ও সরল উপায়। চিন্তা করলে দেখা যায়, যে পর্যন্ত পরিবেশ অনুকূল না হয়, সে পর্যন্ত কোনো মানুষের পক্ষে নিজে সৎকর্ম ও সচ্চরিত্রতার অনুসারী হওয়া এবং তাতে প্রতিষ্ঠিত থাকা স্বভাবগতভাবে সম্ভবপর হয় না। সমস্ত গৃহে যদি একজন লোক পূর্ণরূপে নামাজ পালন করতে চায়, তবে পাকা নামাজির পক্ষেও যথাযথ হক আদায় করা সুকঠিন হবে। আজকাল হারাম বিষয়াদি থেকে বেঁচে থাকা দুরূহ হয়ে পড়েছে। এর কারণ এই নয় যে, বাস্তবে তা পরিত্যাগ করা কঠিন কাজ; বরং কারণ এই যে, সমগ্র পরিবেশ ও সমগ্র জাতিগোষ্ঠী যে ক্ষেত্রে গুনাহে লিপ্ত, সেখানে একা এক ব্যক্তির পক্ষে আত্মরক্ষা করা কঠিন হয়ে পড়ে। এই আয়াত অবতীর্ণ হবার পর রাসূলুল্লাহ ﷺ পরিবারের সাবইকে একত্র করে সত্যের এই পয়গাম শুনিয়ে দেন। তখন তারা সত্যকে মেনে নিতে অস্বীকৃত হলেও আস্তে আস্তে পরিবারের লোকদের মধ্যে ইসলাম ও ঈমান প্রবেশ লাভ করতে শুরু করে। রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর পিতৃব্য হযরত হামজার ইসলাম গ্রহণের ফলে ইসলাম অনেকটা শক্তি সঞ্চার করে ফেলে।

কবিতার সংজ্ঞা : وَالشُّعَرَآءُ يَتَّبِعُهُمُ الْغَاوٗنَ : অভিধানে এমন বাক্যবলিকে কবিতা বলা হয়, যাতে শুধু কাল্পনিক ও অবাস্তব বিষয়বস্তু বর্ণিত হয়। এর জন্য ছন্দ, ওজন এবং সমিল শব্দ ইত্যাদিও শর্ত নয়। তর্কশাস্ত্রেও এ ধরনের বিষয়বস্তুকে 'কবিতাধর্মী প্রমাণ' এবং কবিতা-দাবিযুক্ত বাক্য বলা হয়। পারিভাষিক কবিতা ও গজলেও সাধারণত কাল্পনিক বিষয়াদিরই প্রাধান্য থাকে। তাই কবিদের ভাষায় ছন্দযুক্ত সমিল শব্দযুক্ত বাক্যবলিকে কবিতা বলা হয়ে থাকে। কোনো কোনো তাফসীরকারক কুরআনের شَاعِرٌ نَّتَرَبَّصُ بِهٖ - شَاعِرٌ مَّجْنُوْنٌ - بَلْ هُوَ شَاعِرٌ ইত্যাদি আয়াতে পারিভাষিক কবিতার অর্থ ধরে বলেছেন যে, মক্কার কাফেররা রাসূলুল্লাহ ﷺ -কে ওজনবিশিষ্ট ও সমিল শব্দবিশিষ্ট বাক্যাবলি নিয়ে আগমনকারী বলত। কিন্তু কেউ কেউ বলেছেন যে, কাফেরদের উদ্দেশ্য এটা ছিল না। কারণ তারা কবিতার রীতিনীতি সম্বন্ধে সম্যক জ্ঞাত ছিল। বলাবহুল্য, কুরআন কবিতাবলির সমষ্টি নয়।

একজন অনারব ব্যক্তিও এরূপ কথা বলতে পারে না। প্রাঞ্জল ও বিশুদ্ধভাষী আরবরা বলা তো দূরের কথা; বরং কাফেররা তাঁকে আসল ও আভিধানিক অর্থেই কবি অর্থাৎ, কাল্পনিক বিষয়াদি নিয়ে আগমনকারী বলত। তাদের উদ্দেশ্য ছিল তাঁকে

https://e-ilm.weebly.com/

(নাউযুবিল্লাহ) মিথ্যাবাদী বলা। কারণ شِعْر (কবিতা) মিথ্যার অর্থেও ব্যবহৃত হয় এবং كَاذِبٌ তথা মিথ্যাবাদীকে شَاعِرٌ বলা হয়। তাই প্রমাণাদিকে কবিতাধর্মী প্রমাণাদি বলা হয়ে থাকে। মোটকথা এই যে, ছন্দযুক্ত ও সমিল শব্দযুক্ত বাক্যাবলিকে যেমন কবিতা বলা হয়, তেমনি ধারণাপ্রসূত আনুমানিক বাক্যবলিকেও কবিতা বলা হয়। এটা তর্কশাস্ত্রের পরিভাষা। وَالشُّعَرَآءُ يَتَّبِعُهُمُ الْغَاوٗنَ – আলোচ্য আয়াতে কবিতার পারিভাষিক ও প্রসিদ্ধ অর্থই বোঝানো হয়েছে। অর্থাৎ যারা ওজন বিশিষ্ট ও সমিল শব্দযুক্ত বাক্যাবলি রচনা করে, আয়াতে তাদের সমালোচনা করা হয়েছে। ফতহুল বারীর এক রেওয়ায়েত থেকে এর সমর্থন পাওয়া যায়। রেওয়ায়েত এই যে, এই আয়াত নাজিল হবার পর হযরত আবদুল্লাহ ইবনে রাওয়াহা, হাসসান ইবনে সাবেত ও কা'ব ইবনে মালেক (রা.) প্রমুখ কবি সাহাবী ক্রন্দনরত অবস্থার রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর খেদমতের উপস্থিত হন এবং এবং আরজ করেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ আল্লাহ তা'আলা এই আয়াত নাজিল করেছেন। আমরাও তো কবিতা রচনা করি। এখন আমাদের কী উপায়? রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন, আয়াতের শেষাংশ পাঠ কর। উদ্দেশ্য ছিল এই যে, তোমাদের কবিতা যেন অনর্থক ও ভ্রান্ত উদ্দেশ্য প্রণোদিত না হয়। কাজেই তোমরা আয়াতের শেষাংশে উল্লিখিত ব্যতিক্রমীদের শামিল। এর পরিপ্রেক্ষিতে তাফসীরকারগণ বলেছেন, আয়াতের প্রথমাংশে মুশরিক কবিদেরকে বোঝানো হয়েছে। কেননা পথভ্রষ্ট লোক, অবাধ্য শয়তান ও উদ্ধত জিন তাদেরই কবিতার অনুসরণ করত এবং তা বর্ণনা করত। –(ফতহুল বারী)।

ইসলামি শরিয়তে কাব্যচর্চার মান : উল্লিখিত আয়াতের প্রথামাংশ থেকে কাব্যচর্চার কঠোর নিন্দা এবং তা আল্লাহর কাছে অপছন্দনীয় হওয়া বুঝা যায়। কিন্তু শেষাংশে যে ব্যতিক্রম উল্লেখ করা হয়েছে, তা থেকে প্রমাণিত হয় যে, কাব্যচর্চা সর্বাবস্থায় মন্দ নয়; বরং যে কবিতায় আল্লাহ তা'আলার অবাধ্যতা করা হয় কিংবা আল্লাহর স্মরণ থেকে বিরত রাখা হয় অথবা অন্যায়ভাবে কোনো ব্যক্তির নিন্দা ও অবমাননা করা হয় অথবা যে কবিতা অশ্লীল ও অশ্লীলতার প্রেরণাদাতা, সেই কবিতাই নিন্দনীয় ও অপছন্দনীয়। পক্ষান্তরে যেসব কবিতা গোনাহ্ ও অপছন্দনীয় বিষয়াদি থেকে পবিত্র সেগুলোকে আল্লাহ তা'আলা اِلَّا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَعَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ আয়াতের মাধ্যমে ব্যতিক্রমভুক্ত করে দিয়েছেন। কোনো কোনো কবিতা তো জ্ঞানগর্ভ বিষয়বস্তু এবং ওয়াজ ও উপদেশ সম্বলিত হওয়ার কারণে ইবাদত ও ছওয়াবের অন্তর্ভুক্ত। হযরত উবাই ইবনে কা'বের রেওয়ায়েতে আছে– اِنَّ مِنَ الشِّعْرِ حِكْمَةً অর্থাৎ, কতক কবিতা জ্ঞানগর্ভ হয়ে থাকে। –(বোখারী) হাফেয ইবনে হাজার (র.) বলেন, এই রেওয়ায়েতে 'হেকমত' বলে সত্য ভাষণ বুঝানো হয়েছে। ইবনে বাত্তাল (র.) বলেন, যে কবিতায় আল্লাহ তা'আলার একত্ব, তাঁর জিকির এবং ইসলামের প্রতি ভালোবাসা বর্ণিত হয়, সেই কবিতা কাম্য ও প্রশংসনীয়। উপরিউক্ত হাদীসে এরূপ কবিতাই বুঝানো হয়েছে। পক্ষান্তরে যে কবিতায় মিথ্যা ও অশ্লীল বর্ণনা থাকে, তা নিন্দনীয়। এর আরো সমর্থন নিম্নবর্ণিত রেওয়ায়েতসমূহ থেকে পাওয়া যায়। (১) ওমর ইবনে শারীদ (র.) তাঁর পিতার কাছ থেকে বর্ণনা করেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ আমার মুখ থেকে উমাইয়া ইবনে আবু সলতের একশ' লাইন পর্যন্ত কবিতা শ্রবণ করেন। ২. মুতারিক (র.) বলেন, আমি কূফা থেকে বসরা পর্যন্ত ইমরান ইবনে হুসাইন (রা.)-এর সাথে সফর করেছি। প্রতি মনজিলেই তিনি কবিতা পাঠ করে শুনাতেন। (৩) তাবারী (র.) প্রধান প্রধান সাহাবী ও তাবেয়ী সম্পর্কে বলেন যে, তাঁরা কবিতা রচনা করতেন, শুনতেন এবং শুনাতেন। ৪. ইমাম বুখারী (র.) বলেন, হযরত আয়েশা (রা.) কবিতা বলতেন। ৫. আবূ ইয়া'লা (র.) ইবনে ওমর (রা.) থেকে রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর উক্তি বর্ণনা করেন যে, কবিতার বিষয়বস্তু উত্তম ও উপকারী হলে কবিতা ভাল এবং বিষয়বস্তু মন্দ গুনাহের হলে কবিতা মন্দ। –(ফতহুল বারী)

তাফসীরে কুরতুবীতে আছে মদীনা মুনাওয়ারার দশ জন জ্ঞান-গরিমায় সেরা ফিকহ বিশারদদের মধ্যে ওবায়দুল্লাহ ইবনে ওতবা ইবনে মাসউদ প্রসিদ্ধ সৃজনশীল কবি ছিলেন। কাযী যুবাইর ইবনে বাক্কারের কবিতাসমূহ একটি স্বতন্ত্র গ্রন্থে সংরক্ষিত ছিল। কুরতুবী (র.) আবূ আমরের উক্তি বর্ণনা করেন যে, উৎকৃষ্ট বিষয়বস্তু সম্বলিত কবিতাকে জ্ঞানী ও বুদ্ধিজীবীদের মধ্যে কেউ মন্দ বলতে পারেন না। কেননা ধর্মীয় ব্যাপারে অনুসৃত প্রধান সাহাবীগণের মধ্যে কেউ এমন ছিলেন না, যিনি কবিতা রচনা করেননি অথবা অপরের কবিতা আবৃত্তি করেননি কিংবা শুনেননি ও পছন্দ করেননি।

যেসব রেওয়ায়েতে কাব্যচর্চার নিন্দা বর্ণিত হয়েছে, সেগুলোর উদ্দেশ্য এই যে, আল্লাহর স্মরণ, ইবাদত ও কুরআন থেকে গাফেল হয়ে কাব্যচর্চার নিমগ্ন হওয়া নিন্দনীয়। ইমাম বুখারী (র.) একে একটি স্বতন্ত্র অধ্যায়ে বর্ণনা করেছেন এবং তাতে হযরত আবূ হুরায়রা (রা.)-এর এই রেওয়ায়েত উল্লেখ করেছেন– لَاَنْ يَّمْتَلِىَ جَوْفُ رَجُلٍ قَيْحًا يَرِيْهِ خَيْرٌ مِّنْ اَنْ يَّمْتَلِىَ شِعْرًا অর্থাৎ পুঁজ দ্বারা পেট ভর্তি করা কবিতা দ্বারা ভর্তি করার চেয়ে উত্তম। ইমাম বুখারী (রা.) বলেন, আমার মতে এর অর্থ এই যে, কবিতা আল্লাহর স্মরণ, কুরআন ও জ্ঞান চর্চার উপর প্রবল হয়ে গেলে তা মন্দ এবং পরাভূত থাকলে

https://e-ilm.weebly.com/

মন্দ নয়। এমনিভাবে যেসব কবিতা অশ্লীল বিষয়বস্তু, অপরের প্রতি ভর্ৎসনা, বিদ্রূপ অথবা অন্য কোনো শরিয়ত-বিরোধী বিষয়বস্তু সম্বলিত হয়, সেগুলো সর্বসম্মতিক্রমে হারাম ও নাজায়েজ। এটা শুধু কবিতার বেলায়ই নয়, গদ্যে এমনি ধরনের বিষয়বস্তু বিবৃত হলে তাও হারাম। -(কুরতুবী)

খলীফা হযরত ওমর (রা.) প্রশাসক আদী ইবনে নযলাকে অশ্লীল কবিতা বলার অপরাধে পদচ্যুত করে দেন। হযরত ওমর ইবনে আবদুল আযীয (র.) আমর ইবনে রবীয়া ও আবুল আহওয়াসকে এই একই অপরাধে দেশান্তরিত করার আদেশ দেন। অতঃপর আমর ইবনে রবীয়া তওবা করলে তা গ্রহণ করা হয়। -(কুরতুবী)

যে জ্ঞান ও শাস্ত্র আল্লাহ ও পরকাল থেকে মানুষকে গাফেল করে দেয়, তা নিন্দনীয় : ইবনে আবী জমরা (র.) বলেন, যে জ্ঞান ও শাস্ত্র অন্তরকে কঠোর করে দেয়, আল্লাহ তা'আলার স্মরণ থেকে বিমুখ করে এবং বিশ্বাসে সন্দেহ, সংশয় ও আত্মিক রোগ সৃষ্টি করে, তার বিধানও নিন্দনীয় কবিতার অনুরূপ।

শব্দ বিশ্লেষণ :

سَلَكْنٰهُ : সীগাহ جمع متكلم বহছ ماضى معروف বাব نَصَرَ মাসদার سُلُوْكٌ মূলবর্ণ (س - ل - ك) জিনস صحيح অর্থ- আমি ঈমান না আনার সংকল্পকে ঢুকিয়ে রেখেছি।

يَسْتَعْجِلُوْنَ : সীগাহ جمع مذكر غائب বহছ مضارع معروف বাব اِسْتِفْعَالٌ মাসদার اِسْتِعْجَالٌ মাসদার (ع - ج - ل) জিনস صحيح অর্থ- তারা দ্রুত আগমন চাচ্ছে।

مَا كَانُوْا يُوْعَدُوْنَ : সীগাহ جمع مذكر غائب বহছ اثبات فعل ماضى استمرارى معروف বাব ضَرَبَ মাসদার وَعْدٌ মূলবর্ণ (و - ع - د) জিনস مثال واوى অর্থ- তাদের প্রতি যে প্রতিশ্রুতি রয়েছে।

كَانُوْا يُمَتَّعُوْنَ : সীগাহ جمع مذكر غائب বহছ اثبات فعل ماضى استمرارى مجهول বাব تَفْعِيْلٌ মাসদার تَمْتِيْعٌ মূলবর্ণ (م - ت - ع) জিনস صحيح অর্থ- তাদের উপভোগের উপকরণ।

مَا يَسْتَطِيْعُوْنَ : সীগাহ جمع مذكر غائب বহছ نفى فعل مضارع معروف বাব اِسْتِفْعَالٌ মাসদার اِسْتِطَاعَةٌ মূলবর্ণ (ط - و - ع) জিনস اجوف واوى অর্থ- তারা তাতে সক্ষমও নয়।

لَمَعْزُوْلُوْنَ : সীগাহ جمع مذكر বহছ اسم مفعول বাব ضَرَبَ মাসদার عَزْلٌ মূলবর্ণ (ع - ز - ل) জিনস صحيح অর্থ- তাদেরকে দূরে রাখা হয়েছে।

اِخْفِضْ : সীগাহ واحد مذكر حاضر বহছ امر حاضر معروف বাব ضَرَبَ মাসদার خَفْضٌ মূলবর্ণ (خ - ف - ض) জিনস صحيح অর্থ- আপনি নিচু করুন।

عَصَوْكَ : সীগাহ جمع مذكر غائب বহছ ماضى معروف বাব ضَرَبَ মাসদার عِصْيَانٌ মূলবর্ণ (ع - ص - ى) জিনস ناقص يائى অর্থ- তারা আপনার কথা না মানে।

يُلْقُوْنَ : সীগাহ جمع مذكر غائب বহছ مضارع معروف বাব اِفْعَالٌ মাসদার اِلْقَاءٌ মূলবর্ণ (ل - ق - ى) জিনস ناقص يائى অর্থ- যারা পেতে রাখে।

يَهِيْمُوْنَ : সীগাহ جمع مذكر غائب বহছ مضارع معروف বাব ضَرَبَ মাসদার هَيْمٌ মূলবর্ণ (ه - ى - م) জিনস اجوف يائى অর্থ- তারা হতবুদ্ধি হয়ে ঘুরতে থাকে।

مُنْقَلَبٍ : সীগাহ واحد مذكر বহছ اسم ظرف বাব اِنْفِعَالٌ মাসদার اِنْقِلَابٌ মূলবর্ণ (ق - ل - ب) জিনস صحيح অর্থ- স্থান।

বাক্য বিশ্লেষণ :

ثُمَّ جَآءَهُمْ مَا كَانُوْا يُوْعَدُوْنَ : এখানে ثُمَّ হলো হরফে আতফ আর جَآءَهُمْ -এর جَآءَ হলো ফে'ল আর هُمْ হলো مفعول به আর مَا হলো তার ফায়েল (যায়) (اسم موصول) আর كَانُوْا বাক্যটি مَا -এর সেলাহ। আর كَانُوْا ফেলে নাকেস আর তার যমীর হলো ইসমে নাকেস আর يُوْعَدُوْنَ হলো খবরে নাকেস। -[ই'রাবুল কুরআন খ. প পৃ. ৪৬১]

سُوْرَةُ النَّمْلِ مَكِّيَّةٌ

সূরা নামল

মক্কায় অবতীর্ণ; আয়াত–৯৩, রুকূ'–৭

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ○

পরম করুণাময়, দয়ালু আল্লাহর নামে শুরু করছি।

১. ত্বোয়া-সীন। এগুলো [যা আপনার প্রতি নাজিল হয়] কুরআনের এবং একটি বিশদ গ্রন্থের আয়াত।	طٰسٓ تِلْكَ اٰيٰتُ الْقُرْاٰنِ وَكِتَابٍ مُّبِيْنٍ ۝١
২. এটা মুমিনদের জন্য হেদায়েত [পথনির্দেশ] এবং শুভসংবাদ প্রদানকারী।	هُدًى وَّبُشْرٰى لِلْمُؤْمِنِيْنَ ۝٢
৩. যারা সালাত কায়েম করে এবং জাকাত প্রদান করে আর তারা পরকালের প্রতি দৃঢ় বিশ্বাস রাখে।	الَّذِيْنَ يُقِيْمُوْنَ الصَّلٰوةَ وَيُؤْتُوْنَ الزَّكٰوةَ وَهُمْ بِالْاٰخِرَةِ هُمْ يُوْقِنُوْنَ ۝٣
৪. যারা পরকালে বিশ্বাস করে না আমি তাদের কার্যসমূহকে তাদের দৃষ্টিতে সুশোভন করে রেখেছি, সুতরাং তারা বিভ্রান্তিতে ঘুরে বেড়ায়।	اِنَّ الَّذِيْنَ لَا يُؤْمِنُوْنَ بِالْاٰخِرَةِ زَيَّنَّا لَهُمْ اَعْمَالَهُمْ فَهُمْ يَعْمَهُوْنَ ۝٤
৫. তারা ঐ সমস্ত লোক যাদের জন্য [দুনিয়াতে মৃত্যুকালেও] কঠিন আজাব রয়েছে এবং তারা পরকালেও ভীষণ ক্ষতিগ্রস্ত হবে।	اُولٰٓئِكَ الَّذِيْنَ لَهُمْ سُوْٓءُ الْعَذَابِ وَهُمْ فِي الْاٰخِرَةِ هُمُ الْاَخْسَرُوْنَ ۝٥

শাব্দিক অনুবাদ :

১. طٰسٓ ত্বোয়া-সীন تِلْكَ এগুলো اٰيٰتُ الْقُرْاٰنِ কুরআনের আয়াত وَكِتَابٍ مُّبِيْنٍ এবং একটি বিশদ গ্রন্থের।

২. هُدًى এটা হেদায়েত وَّبُشْرٰى এবং শুভ সংবাদ প্রদানকারী لِلْمُؤْمِنِيْنَ ঈমানদারদের জন্য।

৩. الَّذِيْنَ يُقِيْمُوْنَ الصَّلٰوةَ যারা নামাজ কায়েম করে وَيُؤْتُوْنَ الزَّكٰوةَ এবং জাকাত প্রদান করে وَهُمْ بِالْاٰخِرَةِ هُمْ يُوْقِنُوْنَ আর তারা পরকালের প্রতি দৃঢ় বিশ্বাস রাখে।

৪. اِنَّ الَّذِيْنَ যারা لَا يُؤْمِنُوْنَ বিশ্বাস করেন بِالْاٰخِرَةِ পরকালে زَيَّنَّا لَهُمْ اَعْمَالَهُمْ আমি তাদের কার্যসমূহকে তাদের দৃষ্টিতে সুশোভন করে রেখেছি فَهُمْ يَعْمَهُوْنَ সুতরাং তারা বিভ্রান্ত অবস্থায় ঘুরে বেড়ায়।

৫. اُولٰٓئِكَ الَّذِيْنَ তারা ঐ সমস্ত লোক لَهُمْ سُوْٓءُ الْعَذَابِ যাদের জন্য কঠিন আজাব রয়েছে وَهُمْ فِي الْاٰخِرَةِ আর তারা পরকালেও هُمُ الْاَخْسَرُوْنَ ভীষণ ক্ষতিগ্রস্ত হবে।

https://e-ilm.weebly.com/

৬. আর নিশ্চয় আপনাকে প্রজ্ঞাময়, মহাজ্ঞাতার সন্নিধান হতে কুরআন প্রদান করা হয়েছে।	وَإِنَّكَ لَتُلَقَّى الْقُرْآنَ مِن لَّدُنْ حَكِيمٍ عَلِيمٍ ﴿٦﴾
৭. যখন মূসা স্বীয় পরিজনকে বললেন, আমি অগ্নি অবলোকন করেছি। এখনই আমি তথা হতে কোনো সন্ধান আনব অথবা তোমার নিকট জ্বলন্ত অঙ্গার আনব, যেন তুমি আগুন পোহাতে পার।	إِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِأَهْلِهِ إِنِّي آنَسْتُ نَارًا ۖ سَآتِيكُم مِّنْهَا بِخَبَرٍ أَوْ آتِيكُم بِشِهَابٍ قَبَسٍ لَّعَلَّكُمْ تَصْطَلُونَ ﴿٧﴾
৮. অতঃপর যখন তিনি তার নিকটবর্তী হলেন, তখন তাকে ডেকে বলা হলো, যারা এই অগ্নির মধ্যে রয়েছেন, তাদের প্রতিও বরকত হোক এবং যে তার পার্শ্বে রয়েছে তার প্রতিও। আর আল্লাহ পবিত্র, যিনি জগতসমূহের প্রতিপালক।	فَلَمَّا جَاءَهَا نُودِيَ أَن بُورِكَ مَن فِي النَّارِ وَمَنْ حَوْلَهَا ۖ وَسُبْحَانَ اللَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ ﴿٨﴾
৯. হে মূসা! ব্যাপার এই যে, আমি আল্লাহ মহাপরাক্রান্ত, প্রজ্ঞাময়।	يَا مُوسَىٰ إِنَّهُ أَنَا اللَّهُ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ ﴿٩﴾
১০. এবং তুমি তোমার লাঠিটি নিক্ষেপ কর; অনন্তর যখন তিনি তাকে সর্প সদৃশ নড়াচড়া করতে দেখলেন, তখন পৃষ্ঠ প্রদর্শন করে পলায়ন করলেন এবং পশ্চাৎ দিকে ফিরেও দেখলেন না। হে মূসা! ভয় করো না। আমার সমীপে রাসূলগণ ভয় পায় না।	وَأَلْقِ عَصَاكَ ۚ فَلَمَّا رَآهَا تَهْتَزُّ كَأَنَّهَا جَانٌّ وَلَّىٰ مُدْبِرًا وَلَمْ يُعَقِّبْ ۚ يَا مُوسَىٰ لَا تَخَفْ إِنِّي لَا يَخَافُ لَدَيَّ الْمُرْسَلُونَ ﴿١٠﴾

শাব্দিক অনুবাদ :

৬. وَإِنَّكَ আর নিশ্চয় আপনাকে لَتُلَقَّى الْقُرْآنَ কুরআন প্রদান করা হয়েছে مِن لَّدُنْ حَكِيمٍ عَلِيمٍ প্রজ্ঞাময়, মহাজ্ঞাতার সন্নিধান হতে।

৭. إِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِأَهْلِهِ যখন মূসা স্বীয় পরিজনকে বললেন। إِنِّي آنَسْتُ نَارًا আমি অগ্নি অবলোকন করেছি سَآتِيكُم مِّنْهَا بِخَبَرٍ এখনই আমি তথা হতে কোনো সন্ধান আনব أَوْ آتِيكُم بِشِهَابٍ قَبَسٍ অথবা তোমার নিকট জ্বলন্ত অঙ্গার আনব لَّعَلَّكُمْ تَصْطَلُونَ যেন তুমি আগুন পোহাতে পার।

৮. فَلَمَّا جَاءَهَا অনন্তর যখন তিনি তার নিকটবর্তী হলেন نُودِيَ তখন তাকে ডেকে বলা হলো أَن بُورِكَ مَن فِي النَّارِ যারা এই অগ্নির মধ্যে রয়েছেন তাদের প্রতিও বরকত হোক وَمَنْ حَوْلَهَا এবং যে তার পার্শ্বে রয়েছে তার প্রতিও وَسُبْحَانَ اللَّهِ আর আল্লাহ পবিত্র رَبِّ الْعَالَمِينَ যিনি জগতসমূহের প্রতিপালক।

৯. يَا مُوسَىٰ হে মূসা إِنَّهُ ব্যাপর এই যে, أَنَا اللَّهُ আমি আল্লাহ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ মহাপরাক্রান্ত, প্রজ্ঞাময়।

১০. وَأَلْقِ عَصَاكَ এবং তুমি তোমার লাঠি নিক্ষেপ কর فَلَمَّا رَآهَا অনন্তর যখন তিনি তাকে দেখলেন تَهْتَزُّ كَأَنَّهَا جَانٌّ সর্পসদৃশ নড়াচড়া করতে। وَلَّىٰ مُدْبِرًا তখন পৃষ্ঠ প্রদর্শন করে পলায়ন করলেন وَلَمْ يُعَقِّبْ এবং পশ্চাৎ দিকে ফিরেও দেখলেন না يَا مُوسَىٰ হে মূসা! لَا تَخَفْ ভয় করো না إِنِّي لَا يَخَافُ لَدَيَّ الْمُرْسَلُونَ আমার সমীপে রাসূলগণ ভয় পায় না।

https://e-ilm.weebly.com/

https://e-ilm.weebly.com/

১৬. আর সুলায়মান দাউদের উত্তরাধিকারী হলেন এবং তিনি বললেন, হে লোকগণ! আমাকে পাখির বুলি [ভাষা বুঝবার জ্ঞান] শিক্ষা দেওয়া হয়েছে, আর আমাকে সর্বপ্রকারের বস্তু প্রদান করা হয়েছে, নিশ্চয় এটা স্পষ্ট অনুগ্রহ।

وَوَرِثَ سُلَيْمٰنُ دَاوٗدَ وَقَالَ يٰٓاَيُّهَا النَّاسُ عُلِّمْنَا مَنْطِقَ الطَّيْرِ وَاُوْتِيْنَا مِنْ كُلِّ شَيْءٍ ۭ اِنَّ هٰذَا لَهُوَ الْفَضْلُ الْمُبِيْنُ ﴿١٦﴾

শাব্দিক অনুবাদ :

১৬. وَوَرِثَ سُلَيْمٰنُ دَاوٗدَ আর সুলায়মান দাউদের উত্তরাধিকারী হলেন وَقَالَ এবং তিনি বললেন يٰٓاَيُّهَا النَّاسُ হে লোকগণ عُلِّمْنَا مَنْطِقَ الطَّيْرِ আমাকে পাখির বুলি (ভাষা বুঝবার জ্ঞান) শিক্ষা দেওয়া হয়েছে وَاُوْتِيْنَا مِنْ كُلِّ شَيْءٍ আর আমাকে সর্বপ্রকার বস্তু প্রদানকর হয়েছে اِنَّ هٰذَا لَهُوَ الْفَضْلُ الْمُبِيْنُ নিশ্চয় এটা স্পষ্ট অনুগ্রহ।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

সূরা নামলের গুরুত্ব ও তাৎপর্য : এ সূরা মক্কায় অবতীর্ণ। এতে ৯৩ আয়াত, ৭ রুকু, ১১৪৯ বাক্য এবং ৪৭৬৭ অক্ষর রয়েছে। নামল শব্দটির অর্থ হলো পিপীলিকা। যেহেতু এ সূরায় নামল বা পিপীলিকার একটি ঘটনা বর্ণিত হয়েছে, তাই এ সূরার নামকরণ করা হয়েছে 'আন নামল'। পিপীলিকার এ ঘটনা হযরত সুলায়মান (আ.)-এর নবুয়তের প্রমাণ বহন করে, তাই এ ঘটনার গুরুত্ব সর্বাধিক। প্রিয়নবী হযরত রাসূলে কারীম ﷺ -এর হিজরতের রাতে যখন তিনি মক্কার অদূরে অবস্থিত সওর পাহাড়ের গুহায় আশ্রয় নিয়েছিলেন, তখন আল্লাহ পাকের হুকুমে ক্ষণিকের মধ্যে ঐ গুহার মুখে মাকড়সা তার জাল বিস্তার করেছিল, আর তা ছিল মহানবী ﷺ -এর মু'জিযা ও নবুয়তের দলিল। ঠিক তেমনিভাবে হুদহুদ নামক পাখির চিঠি নিয়ে যাওয়ার ঘটনা এবং বিলকিস রাণীর সিংহাসন তুলে আনা প্রভৃতি ছিল হযরত সুলায়মান (আ.)-এর নবুয়তের প্রকৃষ্ট প্রমাণ। এ সূরায় আল্লাহ পাক হযরত সুলায়মান (আ.)-এর তাবলীগের পন্থা উল্লেখ করেছেন। পিপীলিকার এ ঘটনা দ্বারা একথা প্রমাণিত হয় যে, প্রাণী মাত্রই এ সম্পর্কে অবগত যে আম্বিয়ায়ে কেরাম এবং তাঁদের সাথীগণ কোনো প্রাণীকে কষ্ট দেন না।

এ সূরায় তাওহীদ এবং নবুয়ত সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা রয়েছে। ইবনে মরদূভিয়া এবং বায়হাকী (র.) হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা.)-এর কথার উদ্ধৃতি দিয়েছেন যে, এ সূরা মক্কা মুয়াজ্জমায় নাজিল হয়েছে।

-[তাফসীরে হক্কানী পারা ১৯, পৃ.৩]

এই সূরার আমল : যদি কেউ এই সূরা হরিণের চামড়ার উপর লিপিবদ্ধ করে স্বগৃহে হেফাজত করে তবে সেই গৃহ সাপ বিচ্ছুসহ সর্বপ্রকার কষ্টদায়ক প্রাণী থেকে সংরক্ষিত থাকবে। -[দুরারুল নাজিম]

স্বপ্নের তাবীর : সুয়ূতী (র.) বলেন, যদি কেউ স্বপ্নে এ সূরা পাঠ করতে দেখে, তবে সে তার সমাজের নেতৃত্ব লাভ করবে।

পূর্ববর্তী সূরার সাথে সম্পর্ক : পূর্ববর্তী সূরার ন্যায় এ সূরাও শুরু করা হয়েছে পবিত্র কুরআন ও প্রিয়নবী ﷺ -এর রিসালাতের সত্যতা সম্পর্কীয় আলোচনা দ্বারা। এ প্রসঙ্গে পূর্বকালের নবীগণের ঘটনা বর্ণিত হয়েছে। রিসালাতের প্রমাণ বর্ণিত হবার পর তাওহীদ এবং তার দলিলের বিবরণ স্থান পেয়েছে। পরে রয়েছে আখিরাত সম্পর্কীয় আলোচনা।

طس : এ অক্ষরসমূহকে মুকাত্তায়াত বলা হয়, এর অর্থ আল্লাহ পাকই জানেন। এ সম্পর্কে ইতঃপূর্বে বিস্তারিত আলোচনা হয়েছে। আল্লামা সুয়ূতী (র.) লিখেছেন, ইবনে আবি হাতেম হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা.)-এর কথার উদ্ধৃতি দিয়েছেন, তিনি বলেছেন, "তোয়া-সীন" হলো আল্লাহ পাকের ইসমে আজম।

আব্দুর রাজ্জাক, আবদ ইবনে হুমাইদ এবং ইবনে আবি হাতেম (র.) তাফসীরকার কাতাদা (র.)-এর উদ্ধৃতি দিয়েছেন, তিনি বলেছেন, "তোয়া-সীন" হলো পবিত্র কুরআনের নামসমূহের অন্যতম। -[তাফসীরে দুররুল মানসুর খ. ৫, পৃ. ১১১]

https://e-ilm.weebly.com/

زَيَّنَّا لَهُمْ أَعْمَالَهُمْ : অর্থাৎ যারা আখেরাতে বিশ্বাস করে না, আমি তাদের দৃষ্টিতে তাদের কুকর্মকে শোভন করে দিয়েছি। ফলে তারা সেগুলোকেই উত্তম মনে করে পথভ্রষ্টতায় লিপ্ত থাকে। কোনো কোনো তাফসীরবিদ এই আয়াতের তাফসীরে বলেন যে, এখানে أَعْمَالَهُمْ বলে তাদের সৎকর্ম বোঝানো হয়েছে। উদ্দেশ্য এই যে, আমি তো সৎকর্মকে সুশোভিত করে তাদের সামনে রেখে দিয়েছিলাম। কিন্তু জালিমরা এদিকে ভ্রুক্ষেপও করেনি; বরং কুফর ও শিরকে লিপ্ত রয়েছে। ফলে তারা পথভ্রষ্টতার মধ্যে উদভ্রান্ত হয়ে ঘুরে বেড়ায়। কিন্তু প্রথমোক্ত তাফসীর অধিক স্পষ্ট। কারণ প্রথমত সুশোভিত করার কথাটি অধিকাংশ কুকর্মের জন্য ব্যবহৃত হয়েছে। যেমন–

١. زَيَّنَ لِكَثِيْرٍ مِّنَ الْمُشْرِكِيْنَ ٢. وَزُيِّنَ لِلَّذِيْنَ كَفَرُوا الْحَيٰوةُ الدُّنْيَا ٣. زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ.

সৎকর্মের জন্য এই শব্দের ব্যবহার খুবই কম। যেমন– حَبَّبَ إِلَيْكُمُ الْإِيْمَانَ وَزَيَّنَهُ فِىْ قُلُوْبِكُمْ দ্বিতীয়ত আয়াতে উল্লিখিত أَعْمَالَهُمْ [তাদের কর্ম] শব্দও এ কথা বোঝায় যে, এর অর্থ হলো– কুকর্ম; সৎকর্ম নয়।

إِذْ قَالَ مُوْسٰى لِأَهْلِهٖ إِنِّىْ اٰنَسْتُ نَارًا سَاٰتِيْكُمْ مِّنْهَا بِخَبَرٍ اَوْ اٰتِيْكُمْ بِشِهَابٍ قَبَسٍ لَّعَلَّكُمْ تَصْطَلُوْنَ.

মানুষের নিজের প্রয়োজন মেটানোর জন্য স্বাভাবিক উপায়াদি অবলম্বন করা তাওয়াক্কুলের পরিপন্থি নয় ঃ হযরত মূসা (আ.) এ স্থলে দুইটি প্রয়োজনের সম্মুখীন হন। এক. বিস্মৃত পথ জিজ্ঞাসা। দুই. অগ্নি থেকে উত্তাপ আহরণ করা। কেননা, রাত্রি ছিল কনকনে শীতের। তাই তিনি তূর পাহাড়ের দিকে যেতে সচেষ্ট হন। কিন্তু সাথে সাথে এই লক্ষ্যে সফলতার পূর্ণ বিশ্বাস ও দাবি করার পরিবর্তে তিনি এমন ভাষা ব্যবহার করলেন, যাতে বান্দাসুলভ বিনয় ও আল্লাহ তা'আলার কাছে আশা ব্যক্ত হয়। এতে বুঝা যায় যে, প্রয়োজনীয় জিনিসপত্র অর্জনের জন্য চেষ্টা করা তাওয়াক্কুলের পরিপন্থি নয়। তবে নিজের চেষ্টার উপর ভরসা করার পরিবর্তে আল্লাহর উপর ভরসা করা উচিত। তাঁকে আগুন দেখানোর মধ্যেও সম্ভবত এই রহস্য ছিল যে, এতে তাঁর উপর উভয় লক্ষ্য অর্জিত হতে পারত, পথ পাওয়া এবং উত্তাপ আহরণ করা। -(রূহুল মা'আনী)

এ স্থলে হযরত মূসা (আ.) تَصْطَلُوْنَ ক্রিয়াপদটি বহুবচনে বলেছেন। অথচ তাঁর সাথে তাঁর স্ত্রী অর্থাৎ শোয়াইব (আ.)-এর কন্যাও ছিলেন। তার জন্য সম্মানার্থে বহুবচন ব্যবহার করা হয়েছে; যেমন সম্ভ্রান্ত লোকদের মধ্যে একজনকেও সম্বোধন করলে বহুবচন ব্যবহার করা হয়। রাসূলুল্লাহ ﷺ ও তাঁর পত্নীদের জন্য বহুবচনের পদ ব্যবহার করেছেন বলে হাদীসে প্রমাণ রয়েছে।

সাধারণ মজলিসে নির্দিষ্ট করে স্ত্রীর আলোচনা না করে বরং ইশারা ইঙ্গিতে বলা উত্তম ঃ আয়াতে قَالَ مُوْسٰى لِأَهْلِهٖ বলা হয়েছে। أَهْل শব্দের মধ্যে স্ত্রী এবং গৃহের অন্যান্য ব্যক্তিও শামিল থাকে। এ স্থলে হযরত মূসা (আ.)-এর সাথে একমাত্র তাঁর স্ত্রীই ছিলেন, অন্য কেউ ছিল না; কিন্তু এই ব্যাপক শব্দ ব্যবহার করার মধ্যে ইঙ্গিত পাওয়া যায় যে, মজলিসে কেউ স্ত্রীর আলোচনা করলে ব্যাপক শব্দের মাধ্যমে করা উচিত। যেমন সাধারণভাবে এ কথা বলার প্রচলন আছে যে, "আমার পরিবারের লোক এ কথা বলে"।

فَلَمَّا جَاۤءَهَا نُوْدِىَ اَنْۢ بُوْرِكَ مَنْ فِى النَّارِ وَمَنْ حَوْلَهَا وَسُبْحَانَ اللّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ ـ يَا مُوْسٰۤى اِنَّهٗۤ اَنَا اللّٰهُ الْعَزِيْزُ الْحَكِيْمُ.

মূসা (আ.)-এর আগুন দেখা এবং আগুনের মধ্য থেকে আওয়াজ আসার স্বরূপ ঃ মূসা (আ.)-এর এই ঘটনা কুরআন পাকের অনেক সূরায় বিভিন্ন ভঙ্গিতে বর্ণিত হয়েছে। সূরা নামলের আলোচ্য আয়াতসমূহে এ সম্পর্কিত দুইটি বাক্য চিন্তাসাপেক্ষ- ১. بُوْرِكَ مَنْ فِى النَّارِ এবং ২. اِنَّهٗۤ اَنَا اللّٰهُ الْعَزِيْزُ الْحَكِيْمُ ; সূরা তোয়াহায় এই ঘটনা সম্পর্কে এরূপ বলা হয়েছে–

اِذْ رَاٰى نَارًا .... نُوْدِىَ يَا مُوْسٰى اِنِّىْۤ اَنَا رَبُّكَ فَاخْلَعْ نَعْلَيْكَ اِنَّكَ بِالْوَادِ الْمُقَدَّسِ طُوًى ـ وَاَنَا اخْتَرْتُكَ فَاسْتَمِعْ لِمَا يُوْحٰى اِنَّنِىْۤ اَنَا اللّٰهُ لَاۤ اِلٰهَ اِلَّاۤ اَنَا فَاعْبُدْنِىْ.

এ সব আয়াতেও দুইটি বাক্য বিশেষভাবে চিন্তাসাপেক্ষ ১. اِنِّىْۤ اَنَا رَبُّكَ এবং ২. اِنَّنِىْۤ اَنَا اللّٰهُ ; সূরা কাসাসে এই ঘটনা সম্পর্কে বলা হয়েছে–

نُوْدِىَ مِنْ شَاطِئِ الْوَادِ الْاَيْمَنِ فِى الْبُقْعَةِ الْمُبَارَكَةِ مِنَ الشَّجَرَةِ اَنْ يَّا مُوْسٰۤى اِنِّىْۤ اَنَا اللّٰهُ رَبُّ الْعَالَمِيْنَ.

https://e-ilm.weebly.com/

এই সূরাত্রয়ে বর্ণনাভঙ্গি বিভিন্ন রূপ হলেও বিষয়বস্তু প্রায় একই। তা এই যে, সেই রাত্রিতে একাধিক কারণে হযরত মূসা (আ.)-এর অগ্নি প্রয়োজন ছিল। আল্লাহ তা'আলা তূর পাহাড়ের এক বৃক্ষে তাঁকে অগ্নি দেখালেন। সেই অগ্নি বা বৃক্ষ থেকে এ আওয়াজ শুনা গেল إِنَّهُ أَنَا اللّٰهُ الْعَزِيْزُ الْحَكِيْمُ - إِنِّيْ أَنَا رَبُّكَ إِنِّيْ أَنَا اللّٰهُ رَبُّ الْعَالَمِيْنَ إِنَّنِيْ أَنَا اللّٰهُ لَا إِلٰهَ إِلَّا أَنَا। এটা সম্ভবপর যে, এই আওয়াজ বারবার হয়েছে একবার এক শব্দে এবং অন্যবার অন্য শব্দে। তাফসীরে বাহরে মুহীতে আবূ হাইয়ান এবং রূহুল-মা'আনীতে আল্লামা আলূসী (র.) এই আওয়াজ শ্রবণের যে অবস্থা বর্ণনা করেছেন, তা এই যে, এই আওয়াজ চতুর্দিক থেকে এই রূপ শোনা যাচ্ছিল, যার কোনো বিশেষ দিক নির্দিষ্ট করা সম্ভবপর ছিল না। শ্রবণও বিচিত্র ভঙ্গিতে হয়েছে-শুধু কর্ণ নয়; বরং হাত পা ও অন্যান্য সমস্ত অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ এই আওয়াজ শুনছিল। এটা ছিল একটা বিশেষ মু'জিযা।

এই গায়েবী আওয়াজ নির্দিষ্ট কোনো দিক ও অবস্থা ছাড়াই শ্রুত হচ্ছিলো। কিন্তু এর উৎপত্তিস্থল ছিল সেই অগ্নি অথবা বৃক্ষ, যা থেকে অগ্নির আকৃতি দেখানো হয়েছিল। এরূপ ক্ষেত্রেই সাধারণভাবে মানুষের জন্য বিভ্রান্তি ও তার প্রতিমা পূজার কারণ হয়ে যায়। তাই প্রত্যেক বর্ণনায় তাওহীদের বিষয়বস্তুর প্রতি অঙ্গুলি নির্দেশ সাথে সাথে করা হয়েছে। আলোচ্য আয়াতে سُبْحَانَ اللّٰهِ শব্দ এই হুশিয়ারির জন্যই সংযুক্ত করা হয়েছে। সূরা তোয়াহায় لَا إِلٰهَ إِلَّا أَنَا এবং সূরা কাসাসে أَنَا اللّٰهُ رَبُّ الْعَالَمِيْنَ এই বিষয়বস্তুকেই জোরদার করার জন্য আনা হয়েছে। এর সারমর্ম এই যে, হযরত মূসা (আ.) তখন আগুন ও আলোর প্রয়োজন দারুণভাবে অনুভব করছিলেন বলেই তাকে আগুনের আকৃতি দেখানো হয়েছিল। নতুবা আগুনের সাথে অথবা বৃক্ষের সাথে আল্লাহর কালাম ও আল্লাহর সত্তার কোনো সম্পর্ক ছিল না। সাধারণ সৃষ্ট বস্তুর ন্যায় আগুনও আল্লাহ তা'আলার একটি সৃষ্ট বস্তু ছিল। আলোচ্য আয়াতসমূহে বলা হয়েছে- أَنْ بُوْرِكَ مَنْ فِي النَّارِ وَمَنْ حَوْلَهَا অর্থাৎ ধন্য সে, যে অগ্নিতে আছে এবং যে আশেপাশে আছে। উপরিউক্ত কারণেই এর তাফসীরে তাফসীরকারদের উক্তি বিভিন্ন রূপ হয়ে গেছে। তাফসীরে রূহুল মা'আনীতে এর বিবরণ দেওয়া হয়েছে। হযরত ইবনে আব্বাস, মুজাহিদ ও ইকরিমা (র.) থেকে বর্ণিত আছে যে- مَنْ فِي النَّارِ বলে হযরত মূসা (আ.)-কে বুঝানো হয়েছে। কেননা অগ্নিটি তো সত্যিকার অগ্নি ছিল না। যে বরকতময় স্থানে মূসা (আ.) উপস্থিত হয়েছিলেন, দূর থেকে সেটা সম্পূর্ণ অগ্নি মনে হচ্ছিল। তাই মূসা (আ.) অগ্নির মধ্যে হলেন। وَمَنْ حَوْلَهَا বলে আশেপাশে উপস্থিত ফেরেশতাগণকে বুঝানো হয়েছে। কোনো কোনো তফসীরবিদ এর উত্তরে বলেছেন যে- مَنْ فِي النَّارِ বলে ফেরেশতা এবং وَمَنْ حَوْلَهَا বলে হযরত মূসা (আ.) -কে বুঝানো হয়েছে। সার-সংক্ষেপে এই উক্তিই বিধৃত হয়েছে। আলোচ্য আয়াতসমূহের সঠিক অর্থ বুঝার জন্য এতটুকুই যথেষ্ট।

হযরত ইবনে আব্বাস ও হাসান বসরী (রা.)-এর একটি রেওয়ায়েত ও তার পর্যালোচনা : ইবনে জারীর, ইবনে আবী হাতেম ও ইবনে মারদূভিয়াহ (র.) প্রমুখ হযরত ইবনে আব্বাস, হাসান বসরী ও সাঈদ ইবনে জুবাইর (রা.) থেকে مَنْ فِي النَّارِ -এর তাফসীর প্রসঙ্গে এই রেওয়ায়েত বর্ণনা করেছেন যে- مَنْ فِي النَّارِ বলে স্বয়ং আল্লাহ তা'আলার পবিত্র ও মহান সত্তা বুঝানো হয়েছে। বলা বাহুল্য, অগ্নি একটি সৃষ্ট বস্তু এবং কোনো সৃষ্ট বস্তুর মধ্যে স্রষ্টার অনুপ্রবেশ হতে পারে না যে, আল্লাহ তা'আলার সত্তা আগুনের মধ্যে অনুপ্রবিষ্ট হয়েছিল; যেমন অনেক প্রতিমাপূজারী মুশরিক প্রতিমার অস্তিত্বে আল্লাহ তা'আলার সত্তার অনুপ্রবেশে বিশ্বাস করে। এটা তাওহীদের ধারণার নিশ্চিত পরিপন্থি; বরং রেওয়ায়েতের অর্থ হচ্ছে আত্মপ্রকাশ করা। উদাহরণঃ আয়নায় যে বস্তু দৃষ্টিগোচর হয়, তা আয়নার মধ্যে অনুপ্রবিষ্ট থাকে না-তা থেকে আলাদা ও বাইরে থাকে। এই আত্মপ্রকাশকে 'তাজাল্লী' তথা জ্যোতিবিকীরণও বলা হয়। বলা বাহুল্য, এই তাজাল্লী স্বয়ং আল্লাহ তা'আলার সত্তার তাজাল্লী ছিল না। নতুবা আল্লাহ তা'আলার সত্তা মূসা (আ.) অবলোকন করে থাকলে পরবর্তী সময়ে তাঁর এই আবেদনের কোনো অর্থ থাকে না যে, رَبِّ أَرِنِيْ أَنْظُرْ إِلَيْكَ অর্থাৎ হে আমার পালনকর্তা, আমাকে আপন সত্তা প্রদর্শন করুন, যাতে আমি দেখতে পারি। এর জওয়াবে আল্লাহ তা'আলার পক্ষ থেকে لَنْ تَرَانِيْ বলারও কোনো অর্থ থাকে না। এ থেকে বুঝা গেল যে, হযরত ইবনে আব্বাসের উপরিউক্ত উক্তিতে আল্লাহ তা'আলার আত্মপ্রকাশ অর্থাৎ অগ্নির আকারে জ্যোতিবিকীরণ বুঝানো হয়েছে। এটা যেমন অনুপ্রবেশ ছিল না, তেমনি সত্তার তাজাল্লীও ছিল না; বরং لَنْ تَرَانِيْ উক্তি থেকে প্রমাণিত হয় যে, বস্তুজগতে আল্লাহ তা'আলার সত্তাগত তাজাল্লী প্রত্যক্ষ করার শক্তি কারো নেই। এমতাবস্থায় এই আত্মপ্রকাশ ও তাজাল্লীর অর্থ কী হবে? এর জওয়াব এই যে, এটা 'মিছালী' তথা দৃষ্টান্তগত তাজাল্লী ছিল,

যা সূফী -বুযুর্গদের মধ্যে সুবিদিত। মানুষের পক্ষে এর স্বরূপ বুঝা কঠিন। প্রয়োজনমাফিক কিঞ্চিৎ বোধগম্য করার জন্য আমি আমার আরবী ভাষায় লিখিত 'আহকামুল-কুরআন' গ্রন্থে সূরা কাসাসে এর কিছু বিবরণ লিখেছি। উৎসাহী পাঠকগণ সেখানে দেখে নিতে পারেন। إِلَّا مَنْ ظَلَمَ ثُمَّ بَدَّلَ حُسْنًا بَعْدَ سُوءٍ فَإِنِّي غَفُورٌ رَّحِيمٌ -এর পূর্বের আয়াতে মূসা (আ.)-এর লাঠির মু'জিযা উল্লেখ করা হয়েছে, যাতে এ কথাও বলা হয়েছে যে, লাঠিকে সর্প হয়ে যেতে দেখে মূসা (আ.) নিজেও ভয়ে পালাতে থাকেন। এরপরও মূসা (আ.)-এর দ্বিতীয় মু'জিযা সুশুভ্র হাতের বর্ণনা আছে। মাঝখানে এই ব্যতিক্রম কেন উল্লেখ করা হলো এবং এটা اِسْتِثْنَاءٌ مُنْقَطِعٌ না مُتَّصِلٌ এ সম্পর্কে তাফসীরকারকগণের উক্তি বিভিন্ন রূপ। কেউ কেউ একে مُنْقَطِعٌ সাব্যস্ত করেছেন। তখন আয়াতের বিষয়বস্তু হবে এই যে, পূর্বের আয়াতে পয়গম্বরগণের মধ্যে ভয় না থাকার কথা বলা হয়েছিল। এ প্রসঙ্গে তাঁদের কথাও আলোচনা করা হয়েছে, যাদের মধ্যে ভীতি সঞ্চারিত হওয়া উচিত। অর্থাৎ যাদের দ্বারা কোনো ত্রুটি-বিচ্যুতি হয়ে যায়, এরপর তওবা করে সৎকর্ম অবলম্বন করে : তাদের ত্রুটি-বিচ্যুতি যদিও আল্লাহ্ তা'আলা ক্ষমা করে দেন; কিন্তু ক্ষমার পরেও গুনাহের কোনো কোনো চিহ্ন অবশিষ্ট থাকার সম্ভাবনা আছে। ফলে তারা সর্বদা ভীত থাকে। পক্ষান্তরে اِسْتِثْنَاءٌ مُتَّصِلٌ সাব্যস্ত করা হলে আয়াতের অর্থ হবে এই যে, আল্লাহর রাসূল ভয় করেন না তাদের ব্যতীত, যাদের দ্বারা ত্রুটি-বিচ্যুতি অর্থাৎ সগিরা গুনাহ্ হয়ে যায়। এরপর তা থেকেও তওবা করে নেন। এই তওবার ফলে সগিরা গুনাহ্ মাফ হয়ে যায়। কারণ, পয়গাম্বরগণের যেসব পদস্খলন হয়, সেগুলো প্রকৃতপক্ষে সগিরা বা কবিরা কোনো প্রকার গুনাহ্ নয়। তবে আকার আকৃতি থাকে গুনাহের। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে সেগুলো ইজতিহাদী ভ্রান্তি। এই বিষয়বস্তুর মধ্যে ইঙ্গিত পাওয়া যায় যে, মূসা (আ.)-এর দ্বারা কিবতী হত্যার যে পদস্খলন ঘটেছিল, তা যদিও আল্লাহ্ তা'আলা ক্ষমা করে দিয়েছিলেন, কিন্তু তার প্রতিক্রিয়া তখনও বিদ্যমান ছিল এবং মূসা (আ.)-এর মধ্যে ভয়ভীতি সঞ্চারিত ছিল। এই পদস্খলন না ঘটলে সাময়িক ভয়ভীতিও হতো না। -(কুরতুবী)

وَلَقَدْ اٰتَيْنَا دَاوٗدَ وَسُلَيْمٰنَ عِلْمًا : বলা বাহুল্য, এখানে পয়গম্বরগণের নবুয়ত ও রিসালাত সম্পর্কিত জ্ঞান বুঝানো হয়েছে। এর ব্যাপক আওতায় অন্যান্য জ্ঞানও অন্তর্ভুক্ত হলে তা অবান্তর নয়; যেমন দাউদ (আ.)-কে লৌহবর্ম নির্মাণ শিল্প শেখানো হয়েছিল। পয়গাম্বরগণের মধ্যে হযরত দাউদ ও সুলায়মান (আ.) এই বৈশিষ্ট্যের অধিকারী ছিলেন যে, তাঁদেরকে নবুয়ত ও রেসালাতের সাথে রাজত্ব দান করা হয়েছিল। রাজত্বও এমন নজিরবিহীন যে, শুধু মানুষের উপর নয়; বরং জিন ও জন্তু-জানোয়ারদের উপরও তাঁরা শাসনদণ্ড পরিচালনা করতেন। এসব মহান নেয়ামতের পূর্বে আল্লাহ্ তা'আলার জ্ঞানরূপী নেয়ামত উল্লেখ করা দ্বারা এদিকে ইঙ্গিত হয়েছে যে, জ্ঞানরূপী নেয়ামত অন্যান্য সব নেয়ামতের ঊর্ধ্বে। -(কুরতুবী)

পয়গাম্বরগণের মধ্যে অর্থসম্পদের উত্তরাধিকার হয় না ঃ وَوَرِثَ سُلَيْمٰنُ دَاوٗدَ : وَرِثَ বলে এখানে জ্ঞান ও নবুয়তের উত্তরাধিকার বুঝানো হয়েছে; আর্থিক উত্তরাধিকার নয়। কেননা রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন– نَحْنُ مَعَاشِرَ الْاَنْبِيَاءِ لَا نَرِثُ وَلَا نُوْرَثُ অর্থাৎ পয়গাম্বরগণ উত্তরাধিকারী হন না এবং কেউ তাঁদের উত্তরাধিকারীও হয় না। তিরমিযী ও আবূ দাউদে হযরত আবূদ্দারদা (রা.) থেকে বর্ণিত আছে– اَلْعُلَمَاءُ وَرَثَةُ الْاَنْبِيَاءِ وَاِنَّ الْاَنْبِيَاءَ لَمْ يُوَرِّثُوْا دِيْنَارًا وَلَا دِرْهَمًا وَلٰكِنْ وَرَّثُوا الْعِلْمَ فَمَنْ اَخَذَهٗ اَخَذَ بِحَظٍّ وَافِرٍ অর্থাৎ আলেমগণ পয়গাম্বরগণের উত্তরাধিকারী; কিন্তু পয়গাম্বরগণের মধ্যে জ্ঞান ও নবুয়তের উত্তরাধিকার হয়ে থাকে; আর্থিক উত্তরাধিকার হয় না। সুতরাং যিনি কোনো নবীর উত্তরাধিকারী হন, তিনি একাই উক্ত নবীর উত্তরাধিকারের পূর্ণ অংশের অধিকারী হন। হযরত আবূ আব্দুল্লাহর রেওয়ায়েতে এই বিষয়টিকে আরো পরিষ্কার করে দেয়। তা এই যে, হযরত সুলায়মান (আ.) হযরত দাউদ (আ.)-এর উত্তরাধিকারী এবং রাসূলুল্লাহ ﷺ হযরত সুলায়মান (আ.)-এর উত্তরাধিকারী। -(রূহুল মা'আনী)

যুক্তির দিক দিয়েও এখানে আর্থিক উত্তরাধিকার বুঝানো যেতে পারে না। কারণ, হযরত দাউদ (আ.)-এর ওফাতের সময় তাঁর উনিশজন পুত্র সন্তানের উল্লেখ পাওয়া যায়। আর্থিক উত্তরাধিকার বুঝানো হলে এই পুত্রদের সবাই উত্তরাধিকারী সাব্যস্ত হবে। এমতাবস্থায় বিশেষভাবে হযরত সুলায়মান (আ.)-কে উত্তরাধিকারী বলার কোনো অর্থ নেই। এ থেকে প্রমাণিত হয় যে, যে উত্তরাধিকার এখানে বুঝানো হয়েছে, তাতে ভ্রাতারা অংশীদার ছিল না; বরং একমাত্র সুলায়মান (আ.)-ই উত্তরাধিকারী হন। এটা শুধু জ্ঞান ও নবুয়তের উত্তরাধিকারই হতে পারে। এর সাথে আল্লাহ্ তা'আলা হযরত দাউদ (আ.)-এর রাজত্বও হযরত সুলায়মান (আ.)-কে দান করেন এবং এতে অতিরিক্ত সংযোজন হিসেবে তাঁর রাজত্ব জিন,

জন্তু-জানোয়ার ও বিহংগকুলের উপরও সম্প্রসারিত করে দেন। বায়ুকে তাঁর নির্দেশাধীন করে দেন। এসব প্রমাণের পর তাবারীর সেই রেওয়ায়েত ভ্রান্ত হয়ে যায়, যাতে তিনি রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর পরিবারের কোনো কোনো ইমামের বরাত দিতে আর্থিক উত্তরাধিকার বুঝাতে চেয়েছেন। -(রূহুল মা'আনী)

হযরত সুলায়মান (আ.)-এর ওফাত ও শেষ নবী হযরত মুহাম্মদ ﷺ -এর জন্মের মাঝখানে এক হাজার সাতশ' বছরের ব্যবধান বিদ্যমান। ইহুদিরা এক হাজার চারশ' বছরের ব্যবধান বর্ণনা করে থাকে। হযরত সুলায়মান (আ.)-এর বয়স পঞ্চাশ বছরের কিছু বেশি ছিল। -(কুরতুবী)

অহংকারবশত না হলে নিজের জন্য বহুবচনের পদ ব্যবহার করা জায়েজ : عُلِّمْنَا مَنْطِقَ الطَّيْرِ وَاُوْتِيْنَا الخ: হযরত সুলায়মান (আ.) একা হওয়া সত্ত্বেও নিজের জন্য বহুবচনের পদ রাজকীয় বাকপদ্ধতি অনুযায়ী ব্যবহার করেছেন, যাতে প্রজাদের মধ্যে ভক্তিপ্রযুক্ত ভয় সৃষ্টি হয় এবং তারা আল্লাহর আনুগত্যে ও সুলায়মান (আ.)-এর আনুগত্যে শৈথিল্য প্রদর্শন না করে। এমনিভাবে গভর্নর, শাসনকর্তা ও উচ্চপদস্থ কর্মচারিগণ তাদের অধীনস্থদের উপস্থিতিতে নিজেদের জন্য বহুবচনের পদ ব্যবহার করলে তাতে দোষ নেই, যদি তা শাসনতান্ত্রিক বাকপদ্ধতি অনুযায়ী হয় এবং নিয়ামত প্রকাশের উদ্দেশ্যে হয়; অহংকার ও শ্রেষ্ঠত্ব প্রদর্শনের জন্য না হয়।

বিহংগকুল ও চতুষ্পদ জন্তুদের মধ্যেও বুদ্ধি ও চেতনা বিদ্যমান : এই ঘটনা থেকে প্রমাণিত হয় যে, পশুপক্ষী ও সমস্ত জন্তু-জানোয়ারের মধ্যেও কিছু পরিমাণে বুদ্ধি ও চেতনা বিদ্যমান। তবে তাদের চেতনা এ পরিমাণ নয়, যাতে শরিয়তের নির্দেশাবলি পালনে তারা আদিষ্ট হতে পারে। মানব ও জিনকে পূর্ণমাত্রায় বুদ্ধি ও চেতনা দান করা হয়েছে। ফলে তারা আল্লাহ তা'আলার নির্দেশাবলি পালনের যোগ্য সাব্যস্ত হয়েছে। ইমাম শাফেয়ী (র.) বলেন, পাখিদের মধ্যে কবুতর সর্বাধিক বুদ্ধিমান। ইবনে আতিয়্যা বলেন, পিপীলিকা মেধাবী ও বুদ্ধিমান প্রাণী। তার ঘ্রাণশক্তি অত্যন্ত প্রখর। যে কোনো বীজ তার হাতে এলে সে ওটাকে দ্বিখণ্ডিত করে ফেলে, তা যেন অঙ্কুরিত না হয়। সে শীতকালের জন্য তার খাদ্যের ভাণ্ডার সঞ্চিত করে রাখে। -(কুরতুবী)

জ্ঞাতব্য : আয়াতে হুদহুদের ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে বিশেষভাবে مَنْطِقَ الطَّيْرِ তথা বিহংগকুলের বুলির উল্লেখ করা হয়েছে। হুদহুদ পাখি জাতীয় প্রাণী। নতুবা হযরত সুলায়মান (আ.)-কে সমস্ত পশুপক্ষী ও কীট-পতঙ্গের বুলি শেখানো হয়েছিল। পরের আয়াতে পিপীলিকার বুলি বুঝার কথা উল্লেখ করা হয়েছে। ইমাম কুরতুবী তাঁর তাফসীরে এ স্থলে বিভিন্ন পক্ষীর বুলি ও সুলায়মান (আ.) কর্তৃক তার বিবরণ দান বিশদভাবে বর্ণনা করেছেন। এতে বুঝা যায় যে, প্রায় প্রত্যেক পক্ষীর বুলি কোনো-না কোনো উপদেশ বাক্য।

وَاُوْتِيْنَا مِنْ كُلِّ شَيْءٍ : আভিধানিক দিক দিয়ে كُلٌّ শব্দের মধ্যে কোনো বস্তুর সমস্ত ব্যক্তিসত্তা শামিল থাকে। কিন্তু প্রায়ই সামগ্রিক ব্যাপকতা বুঝানো হয় না; বরং কোনো বিশেষ লক্ষ্য পর্যন্ত ব্যাপকতা বুঝানো হয়; যেমন এখানে সেই সব বস্তুর ব্যাপকতা বুঝানো হয়েছে, যেগুলো রাজ্য পরিচালনা ও রাজ্য শাসনে প্রয়োজনীয়। নতুবা একথা সহজবোধ্য যে, উড়োজাহাজ, মোটর, রেলগাড়ী ইত্যাদি হযরত সুলায়মান (আ.)-এর কাছে ছিল না।

শব্দ বিশ্লেষণ :

يُؤْتُوْنَ : সীগাহ جمع مذكر غائب বহছ مضارع معروف বাব اِفْعَال মাসদার اِيْتَاءً মূলবর্ণ (أ - ت - ى) জিনস মুরাক্কাব مهموز فاء ও ناقص يائى অর্থ– তারা প্রদান করে।

يُوْقِنُوْنَ : সীগাহ جمع مذكر غائب বহছ مضارع معروف বাব اِفْعَالٌ মাসদার اِيْقَانً মূলবর্ণ (ى - ق - ن) জিনস مثال يائى অর্থ– তারা দৃঢ় বিশ্বাস রাখ।

يَعْمَهُوْنَ : সীগাহ جمع مذكر غائب বহছ مضارع معروف বাব فَتَحَ ও سَمِعَ মাসদার عَمْهٌ মূলবর্ণ (ع - م - ه) জিনস صحيح অর্থ– তারা বিভ্রান্তিতে ঘুরে বেড়ায়।

اَلْاَخْسَرُوْنَ : সীগাহ جمع مذكر বহছ اسم تفضيل বাব سَمِعَ মাসদার خَسَارَةً ও خُسْرَانً মূলবর্ণ (خ - س - ر) জিনস صحيح অর্থ– তারা ভীষণভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হবে।

https://e-ilm.weebly.com/

اَنَسْتُ : সীগাহ واحد متكلم বহছ ماضى معروف বাব اِفْعَالٌ মাসদার اِيْنَاسٌ মূলবর্ণ (أ - ن - س) জিনস مهموز فاء অর্থ– আমি অবলোকন করেছি।

تَصْطَلُوْنَ : সীগাহ جمع مذكر حاضر বহছ مضارع معروف বাব اِفْتِعَال মাসদার اِصْطِلَاءٌ মূলবর্ণ (ص - ل - ى) জিনস ناقص يائى অর্থ– তোমরা আগুন পোহাতে পার।

نُوْدِىَ : সীগাহ واحد مذكر غائب বহছ ماضى مجهول বাব مُفَاعَلَةٌ মাসদার نِدَاءٌ মূলবর্ণ (ن - د - و) জিনস ناقص واوى অর্থ– তাকে ডেকে বলা হলো।

تَهْتَزُّ : সীগাহ واحد مؤنث غائب বহছ مضارع বাব اِفْتِعَالٌ মাসদার اِهْتِزَازٌ মূলবর্ণ (ه - ز - ز) জিনস مضاعف ثلاثى অর্থ– তা নড়াচড়া করছে।

لَمْ يُعَقِّبْ : সীগাহ واحد مذكر غائب বহছ نفى جهد بلم বাব تَفْعِيْلٌ মাসদার تَعْقِيْبٌ মূলবর্ণ (ع - ق - ب) জিনস صحيح অর্থ– তিনি পশ্চাদ দিকে ফিরেও দেখলেন না।

مُبْصِرَةٌ : সীগাহ واحد مؤنث বহছ اسم فاعل বাব اِفْعَالٌ মাসদার اِبْصَارٌ মূলবর্ণ (ب - ص - ر) জিনস صحيح অর্থ– সুস্পষ্ট।

اِسْتَيْقَنَتْهَا : সীগাহ واحد مؤنث غائب বহছ ماضى معروف বাব اِسْتِفْعَالٌ মাসদার اِسْتِيْقَانٌ মূলবর্ণ (ى - ق - ن) জিনস مثال يائى অর্থ– তা (কাফেরদের অন্তর) সেগুলোকে বিশ্বাস করেছিল।

বাক্য বিশ্লেষণ :

اَلَّذِيْنَ يُقِيْمُوْنَ الصَّلٰوةَ وَيُؤْتُوْنَ الزَّكٰوةَ وَهُمْ بِالْاٰخِرَةِ هُمْ يُوْقِنُوْنَ : এখানে اَلَّذِيْنَ হলো পূর্বের لِلْمُؤْمِنِيْنَ -এর সিফাত (না'ত)। আবার এটাকে এভাবেও বলা যেতে পারে যে, এটা উহ্য মুবতাদা তথা هُمْ الَّذِيْنَ খবর আর يُقِيْمُوْنَ الصَّلٰوةَ বাক্যটি اَلَّذِيْنَ -এর সেলাহ আর يُؤْتُوْنَ الزَّكٰوةَ বাক্যটি يُقِيْمُوْنَ الصَّلٰوةَ -এর উপর আতফ হয়েছে। আর وَهُمْ -এর واو টি حاليه এবং هُمْ হলো মুবতাদা অথবা واو টি আতফের জন্য আর يُوْقِنُوْنَ বাক্যটি তার খবর। بِالْاٰخِرَةِ টা يُوْقِنُوْنَ -এর সাথে متعلق হয়েছে। আর هُمْ হলো মুবতাদা যাকে মুবতাদা ও খবরের মধ্যে পার্থক্য করার জন্য আনা হয়েছে। –[ই'রাবুল কুরআন খ. ৫, পৃ. ৪৭৭]

https://e-ilm.weebly.com/

১৭. আর সুলায়মানের সম্মুখে সমবেত করা হয়েছিল তার সৈন্যবাহিনী জিন, মানব ও পক্ষীকুল এবং [চলবার সময় বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ার ভয়ে] তাদেরকে বিন্যস্ত করা হলো বিভিন্ন ব্যূহে।	وَحُشِرَ لِسُلَيْمٰنَ جُنُوْدُهٗ مِنَ الْجِنِّ وَالْاِنْسِ وَالطَّيْرِ فَهُمْ يُوْزَعُوْنَ ﴿١٧﴾
১৮. এমনকি, যখন তারা পিপীলিকাদের এক ময়দানে পৌছলেন, তখন একটি পিপীলিকা বলে উঠল, হে পিপীলিকাগণ! তোমরা নিজ নিজ গর্তে প্রবেশ কর, যেন সুলায়মান ও তার সেনাদল অজ্ঞাতসারে তোমাদের নিষ্পেষিত করে না ফেলে।	حَتّٰۤى اِذَاۤ اَتَوْا عَلٰى وَادِ النَّمْلِ ۙ قَالَتْ نَمْلَةٌ يّٰۤاَيُّهَا النَّمْلُ ادْخُلُوْا مَسٰكِنَكُمْ ۚ لَا يَحْطِمَنَّكُمْ سُلَيْمٰنُ وَجُنُوْدُهٗ ۙ وَهُمْ لَا يَشْعُرُوْنَ ﴿١٨﴾
১৯. তখন সুলায়মান তার কথা শ্রবণ করে মৃদু হাসলেন এবং বলতে লাগলেন, হে আমার প্রতিপালক! আমাকে এতে স্থায়িত্ব প্রদান করুন। আমি যেন আপনার সেই নিয়ামতসমূহের কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করতে পারি যা আপনি আমাকে এবং আমার পিতামাতাকে দান করেছেন, আর যেন নেক কাজ করতে থাকি যাতে আপনি সন্তুষ্ট হন এবং আমাকে আপনার অনুগ্রহে নিজ নেক বান্দাগণের অন্তর্ভুক্ত রাখুন।	فَتَبَسَّمَ ضَاحِكًا مِّنْ قَوْلِهَا وَقَالَ رَبِّ اَوْزِعْنِیْۤ اَنْ اَشْكُرَ نِعْمَتَكَ الَّتِیْۤ اَنْعَمْتَ عَلَیَّ وَعَلٰى وَالِدَیَّ وَاَنْ اَعْمَلَ صَالِحًا تَرْضٰىهُ وَاَدْخِلْنِیْ بِرَحْمَتِكَ فِیْ عِبَادِكَ الصّٰلِحِیْنَ ﴿١٩﴾
২০. আর সুলায়মান পাখিদের হাজিরা গ্রহণ করলেন, অতঃপর বললেন, ব্যাপার কী? হুদহুদ [কাঠঠোকরা পাখী]-কে দেখছি না কেন? নাকি সে কোথাও গায়েব হলো?	وَتَفَقَّدَ الطَّيْرَ فَقَالَ مَا لِیَ لَاۤ اَرَى الْهُدْهُدَ ۖ اَمْ كَانَ مِنَ الْغَآئِبِیْنَ ﴿٢٠﴾

শাব্দিক অনুবাদ :

১৭. وَحُشِرَ لِسُلَيْمٰنَ এবং সুলায়মানের সম্মুখে সমবেত করা হয়েছিল جُنُوْدُهٗ তার সেন্যবাহিনী مِنَ الْجِنِّ وَالْاِنْسِ وَالطَّيْرِ জিন, মানব ও পক্ষীকুল فَهُمْ يُوْزَعُوْنَ এবং তাদেরকে বিন্যস্ত করা হলো বিভিন্ন ব্যূহে।

১৮. حَتّٰۤى اِذَاۤ اَتَوْا এমনকি যখন তারা পৌছলেন عَلٰى وَادِ النَّمْلِ পিপীলিকাদের এক ময়দানে قَالَتْ نَمْلَةٌ তখন একটি পিপীলিকা বলে উঠল يّٰۤاَيُّهَا النَّمْلُ হে পিপীলিকাগণ ادْخُلُوْا مَسٰكِنَكُمْ তোমরা নিজ নিজ গর্তে প্রবেশ কর لَا يَحْطِمَنَّكُمْ سُلَيْمٰنُ وَجُنُوْدُهٗ যেন সুলায়মান ও তার সেনাদল তোমাদেরকে নিষ্পেষিত করে না ফেলে وَهُمْ لَا يَشْعُرُوْنَ অজ্ঞাতসারে।

১৯. فَتَبَسَّمَ ضَاحِكًا তখন সুলায়মান মৃদু হাসলেন مِّنْ قَوْلِهَا তার কথা শ্রবণ করে, وَقَالَ এবং বলতে লাগলেন رَبِّ হে আমার রব اَوْزِعْنِیْۤ আমাকে এতে স্থায়িত্ব প্রদান করুন اَنْ اَشْكُرَ نِعْمَتَكَ আমি যেন আপনার সেই নিয়ামতসমূহের কৃতজ্ঞতা আদায় করতে পারি الَّتِیْۤ اَنْعَمْتَ عَلَیَّ যা আপনি আমাকে দান করেছেন وَعَلٰى وَالِدَیَّ এবং আমার পিতামাতাকে وَاَنْ اَعْمَلَ صَالِحًا যেন নেক কাজ করতে থাকি تَرْضٰىهُ যাতে আপনি সন্তুষ্ট হোন وَاَدْخِلْنِیْ بِرَحْمَتِكَ এবং আমাকে আপনার অনুগ্রহ অন্তর্ভুক্ত রাখুন فِیْ عِبَادِكَ الصّٰلِحِیْنَ নিজ নেক বান্দাগণের।

২০. وَتَفَقَّدَ الطَّيْرَ এবং সুলায়মান পাখিদের হাজিরা গ্রহণ করলেন فَقَالَ অতঃপর বললেন مَا لِیَ ব্যাপার কী لَاۤ اَرَى الْهُدْهُدَ হুদহুদকে দেখতে পাচ্ছি না কেন? اَمْ كَانَ مِنَ الْغَآئِبِیْنَ নাকি সে কোথাও গায়েব হলো?

https://e-ilm.weebly.com/

لَاُعَذِّبَنَّهٗ عَذَابًا شَدِيْدًا اَوْ لَاَاذْبَحَنَّهٗٓ اَوْ لَيَاْتِيَنِّيْ بِسُلْطٰنٍ مُّبِيْنٍ ﴿٢١﴾

২১. আমি তাকে কঠোর শাস্তি দিব নতুবা তাকে জবাই করে ফেলব, না হয় সে আমার সমীপে স্পষ্ট প্রমাণ উপস্থিত করবে।

فَمَكَثَ غَيْرَ بَعِيْدٍ فَقَالَ اَحَطْتُّ بِمَا لَمْ تُحِطْ بِهٖ وَجِئْتُكَ مِنْ سَبَاٍ بِنَبَاٍ يَّقِيْنٍ ﴿٢٢﴾

২২. অনন্তর একটু পরেই সে আসল এবং [সুলায়মানকে] বলল, আমি এমন বিষয় অবগত হয়ে এসেছি, যা আপনি অবগত হন নি এবং আমি আপনার নিকট 'সাবা' সম্প্রদায়ের এক সুনিশ্চিত সংবাদ আনয়ন করেছি।

اِنِّيْ وَجَدْتُّ امْرَاَةً تَمْلِكُهُمْ وَاُوْتِيَتْ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ وَّلَهَا عَرْشٌ عَظِيْمٌ ﴿٢٣﴾

২৩. আমি একজন স্ত্রীলোককে দেখেছি, সে তাদের উপর রাজত্ব করছে এবং প্রত্যেক প্রকারের সরঞ্জামই তার আয়ত্তাধীনে রয়েছে এবং তার নিকট একটি বিরাট সিংহাসন রয়েছে।

وَجَدْتُّهَا وَقَوْمَهَا يَسْجُدُوْنَ لِلشَّمْسِ مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ وَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطٰنُ اَعْمَالَهُمْ فَصَدَّهُمْ عَنِ السَّبِيْلِ فَهُمْ لَا يَهْتَدُوْنَ ﴿٢٤﴾

২৪. আমি তাকে ও তার কওমকে দেখলাম যে, তারা আল্লাহকে ছেড়ে সূর্যের সেজদা করে এবং শয়তান তাদের কার্যগুলোকে তাদের দৃষ্টিতে শোভনীয় করে রেখেছে এবং তাদেরকে [সৎ] পথ হতে বিরত রেখেছে, অতএব, তারা সত্য পথে চলে না।

اَلَّا يَسْجُدُوْا لِلّٰهِ الَّذِيْ يُخْرِجُ الْخَبْءَ فِي السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ وَيَعْلَمُ مَا تُخْفُوْنَ وَمَا تُعْلِنُوْنَ ﴿٢٥﴾

২৫. অর্থাৎ সে আল্লাহকে সেজদা করে না, যিনি আসমান ও জমিনের সমস্ত অদৃশ্য বস্তুকে বাইরে আনেন এবং তোমরা যা কিছু গোপন রাখ এবং যা কিছু প্রকাশ কর, তিনি সবই জানেন।

শাব্দিক অনুবাদ :

২১. لَاُعَذِّبَنَّهٗ عَذَابًا شَدِيْدًا আমি তাকে কঠোর শাস্তি দিব اَوْ لَاَاذْبَحَنَّهٗٓ নতুবা তাকে জবাই করে ফেলব اَوْ لَيَاْتِيَنِّيْ بِسُلْطٰنٍ مُّبِيْنٍ না হয় সে আমার সমীপে কোনো স্পষ্ট প্রমাণ উপস্থিত করবে।

২২. فَمَكَثَ غَيْرَ بَعِيْدٍ অনন্তর একটু পরেই সে আসল فَقَالَ এবং বলল اَحَطْتُّ بِمَا لَمْ تُحِطْ بِهٖ আমি এমন বিষয় অবগত হয়ে এসেছি যা আপনি অবগত হননি وَجِئْتُكَ এবং আমি আপনার নিকট আনয়ন করেছি مِنْ سَبَاٍ بِنَبَاٍ يَّقِيْنٍ সাবা সম্প্রদায়ের এক সুনিশ্চিত সংবাদ।

২৩. اِنِّيْ وَجَدْتُّ امْرَاَةً আমি একজন স্ত্রীলোককে দেখেছি تَمْلِكُهُمْ সে তাদের উপর রাজত্ব করছে وَاُوْتِيَتْ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ এবং প্রত্যেক প্রকার সরঞ্জামই তার আয়ত্তাধীনে রয়েছে وَلَهَا عَرْشٌ عَظِيْمٌ এবং তার নিকট একটি বিরাট সিংহাসন রয়েছে।

২৪. وَجَدْتُّهَا وَقَوْمَهَا আমি তাকে এবং তার কওমকে দেখলাম যে, يَسْجُدُوْنَ لِلشَّمْسِ তারা সূর্যকে সেজদা করে مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ আল্লাহকে ছেড়ে وَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطٰنُ এবং শয়তান তাদের দৃষ্টিতেও শোভনীয় করে রেখেছে اَعْمَالَهُمْ তাদের কার্যগুলোকে فَصَدَّهُمْ عَنِ السَّبِيْلِ এবং তাদেরকে (সৎ) পথ হতে বিরত রেখেছে فَهُمْ لَا يَهْتَدُوْنَ অতএব তারা (সত্য) পথে চলে না।

২৫. اَلَّا يَسْجُدُوْا لِلّٰهِ অর্থাৎ, সে আল্লাহকে সেজদা করে না الَّذِيْ يُخْرِجُ الْخَبْءَ যিনি সমস্ত অদৃশ্য বস্তুকে বের করে আনেন فِي السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ আসমান ও জমিনের وَيَعْلَمُ এবং তিনি সবই জানেন مَا تُخْفُوْنَ তোমরা যা কিছু গোপন রাখ وَمَا تُعْلِنُوْنَ এবং যা কিছু প্রকাশ কর।

https://e-ilm.weebly.com/

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

رَبِّ اَوْزِعْنِىْ : اَوْزَاع শব্দটি وَزْع থেকে উদ্ভূত। এর শাব্দিক অর্থ– বিরত রাখা। এখানে উদ্দেশ্য এই যে, আমাকে সামর্থ্য দিন, যাতে আমি নিয়ামতের কৃতজ্ঞতাকে সর্বদা সাথে রাখি। তা থেকে কোনো সময় পৃথক না হই। মোটকথা এই যে, সর্বক্ষণ কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করি। এর আগে আয়াতে فَهُمْ يُوْزَعُوْنَ এই অর্থেই ব্যবহৃত হয়েছে। অর্থাৎ, বাহিনীকে প্রাচুর্যের কারণে বিরত রাখা, যাতে বিচ্ছিন্ন না হয়ে যায়।

وَاَنْ اَعْمَلَ صَالِحًا تَرْضَاهُ : এখানে রেজার অর্থ– কবুল। অর্থাৎ হে আল্লাহ আমাকে এমন সৎকর্মের তাওফীক দিন, যা আপনার কাছে মকবুল হয়। রূহুল মা'আনীতে এর মাধ্যমে সপ্রমাণ করা হয়েছে যে, সৎকর্ম মকবুল হওয়াই জরুরি নয়; বরং এটা কিছু শর্তের উপর নির্ভরশীল। এ কারণেই পয়গাম্বরগণ তাঁদের সৎকর্মসমূহ মকবুল হওয়ার জন্য দোয়া করতেন; যেমন হযরত ইবরাহীম ও ইসমাঈল (আ.) কাবাগৃহ নির্মাণের সময় দোয়া করেছিলেন– رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا ; এতে বোঝা গেল যে, কোনো সৎকর্ম সম্পাদন করেই নিশ্চিন্ত হয়ে যাওয়া ঠিক নয়; বরং তা কবুল হওয়ার জন্য আল্লাহ তা'আলার কাছে দোয়া করাও বাঞ্ছনীয়।

সৎকর্ম মকবুল হওয়া সত্ত্বেও আল্লাহর অনুগ্রহ ব্যতীত জান্নাতে প্রবেশাধিকার পাওয়া যাবে না : وَاَدْخِلْنِىْ بِرَحْمَتِكَ فِىْ عِبَادِكَ الصّٰلِحِيْنَ : সৎকর্ম সম্পাদন এবং তা মকবুল হওয়া সত্ত্বেও আল্লাহ তা'আলার কৃপা দ্বারাই জান্নাতে প্রবেশাধিকার পাওয়া যাবে। রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন, কোনো ব্যক্তি তার কর্মের উপর ভরসা করে জান্নাতে যাবে না। সাহাবায়ে কেরাম বললেন, আপনিও কি? তিনি বললেন, হ্যাঁ, আমিও। কিন্তু আমাকে আমার আল্লাহর অনুগ্রহ বেষ্টন করে আছে। –[রূহুল মা'আনী]

হযরত সুলায়মান (আ.)–ও এসব বাক্যে জান্নাতে প্রবেশ করার জন্যে আল্লাহর কৃপা ও অনুগ্রহের দোয়া করেছেন অর্থাৎ, হে আল্লাহ! আমাকে সেই পাওনা দান কর, যা দ্বারা জান্নাতের উপযুক্ত হই।

وَتَفَقَّدَ الطَّيْرَ : تَفَقَّدَ –এর শাব্দিক অর্থ– কোনো জনসমাবেশে উপস্থিতি ও অনুপস্থিতির খবর নেওয়া। তাই এর অনুবাদে খোঁজ নেওয়া ও পর্যবেক্ষণ করা বলা হয়েছে। হযরত সুলায়মান (আ.)-কে আল্লাহ তা'আলা মানব, জিন, জন্তু ও পশু-পক্ষীদের উপর রাজত্ব দান করেছিলেন। রাজ্যশাসনের নীতি অনুযায়ী সর্বস্তরের প্রজাদের দেখাশোনা করাও খোঁজ-খবর নেওয়া শাসনকর্তার অন্যতম কর্তব্য। এই নীতির পরিপ্রেক্ষিতে আয়াতে বলা হয়েছে– وَتَفَقَّدَ الطَّيْرَ অর্থাৎ, হযরত সুলায়মান (আ.) তাঁর পক্ষী প্রজাদেরকে পরিদর্শন করলেন এবং দেখলেন যে তাদের মধ্যে কে উপস্থিত এবং কে অনুপস্থিত। রাসূলুল্লাহ ﷺ-এরও এই সুঅভ্যাস ছিল। তিনি সাহাবায়ে কেরামের অবস্থা সম্পর্কে খোঁজ-খবর নিতেন। যে ব্যক্তি অনুপস্থিত থাকতেন, তিনি অসুস্থ হলে দেখার জন্যে তাশরিফ নিয়ে যেতেন, সেবা-শুশ্রূষা করতেন এবং কেউ কোনো কষ্টে থাকলে তা দূরীকরণের ব্যবস্থা করতেন।

শাসকের জন্য জনসাধারণের এবং পীর-মুর্শিদের জন্য শিষ্য ও মুরিদদের খোঁজ-খবর নেওয়া জরুরি: আলোচ্য আয়াত থেকে প্রমাণিত হয় যে, হযরত সুলায়মান (আ.) সর্বস্তরের প্রজাদের প্রতি দৃষ্টি রাখতেন এবং তাদের অবস্থা সম্পর্কে জ্ঞাত থাকতেন। এমন কি, যে হুদহুদ পক্ষীকুলের মধ্যে ক্ষুদ্র ও দুর্বল এবং যার সংখ্যাও দুনিয়াতে অন্যান্য পাখির তুলনায় কম, সেই হুদহুদও তাঁর দৃষ্টির অগোচরে থাকেনি; বরং বিশেষভাবে হুদহুদ সম্পর্কে তার প্রশ্ন করার এক কারণ এটাও হতে পারে যে, হুদহুদ পক্ষীকুলের মধ্যে কম সংখ্যক ও দুর্বল। তাই প্রজাদের মধ্যে যারা দুর্বল, তাদের প্রতি দৃষ্টি রাখার ব্যাপারে তিনি অধিক যত্নবান হয়েছে। সাহাবায়ে কেরামের মধ্যে হযরত ওমর ফারুক (রা.) তার খেলাফতের আমলে পয়গাম্বরগণের এই সুন্নতকে পূর্ণরূপে বাস্তবায়িত করেন। রাতের অন্ধকারে তিনি মদীনার অলিতে -গলিতে ঘুরে বেড়াতেন, যাতে সবার অবস্থা সম্পর্কে ওয়াকিফহাল হতে পারেন। কাউকে কোনো বিপদ ও কষ্টে পতিত দেখলে তিনি তাকে সাহায্য করতেন। এ ধরনের অজস্র ঘটনা তার জীবনীতে উল্লিখিত আছে। তিনি বলতেন, যদি ফোরাত নদীর কিনারায় কোনো ব্যাঘ্র কোনো ছাগলছানাকে গিলে ফেলে, তবে এর জন্যও ওমরকে প্রশ্ন করা হবে। -(কুরতুবী)

এ হচ্ছে রাজ্যশাসনও প্রজাপালনের রীতি-নীতি, যা পয়গাম্বরগণ মানুষকে শিক্ষা দিয়েছেন, সাহাবায়ে কেরাম (রা.) যা বাস্তবায়িত করে দেখিয়েছেন এবং যার ফলে মুসলমান অমুসলমান নির্বিশেষে সকল শ্রেণির জনসাধারণ সুখে-শান্তিতে জীবন অতিবাহিত করত। তাঁদের তিরোধানের পর পৃথিবী এমন সুবিচার, ইনসাফ, সাধারণ বিশ্বের শান্তি, সুখ ও নিশ্চয়তার সে দৃশ্য আর দেখেনি।

https://e-ilm.weebly.com/

مَا لِىَ لَآ اَرَى الْهُدْهُدَ اَمْ كَانَ مِنَ الْغَآئِبِيْنَ –সুলায়মান (আ.) বললেন, আমার কী হলো যে, আমি হুদহুদকে সমাবেশে দেখতে পাচ্ছি না?।

আত্মসমালোচনা : এখানে স্থান ছিল এ কথা বলার–"হুদহুদের কী হলো যে, সে সমাবেশে উপস্থিত নেই' বলার ভঙ্গি পরিবর্তন করার কারণ সম্ভবত: এই যে, হুদহুদ ও অন্যান্য পক্ষীকুলের অধীনস্থ হওয়া আল্লাহ তা'আলার একটি বিশেষ অনুগ্রহ ছিল। হুদহুদের অনুপস্থিতি দেখে শুরুতে হযরত সুলায়মান (আ.)-এর মনে এই আশঙ্কা দেখা দিল যে, সম্ভবত: আমার কোনো ত্রুটির কারণে এই অনুগ্রহ হ্রাস পেয়েছে এবং এক শ্রেণির পাখি অর্থাৎ, হুদহুদ গায়েব হয়ে গেছে। তাই তিনি নিজেকে প্রশ্ন করলেন যে, এরূপ কেন হলো? সূফী-বুযুর্গদেরও অভ্যাস তাই। তাঁরা যখন কোনো নিয়ামত হ্রাস পেতে দেখেন অথবা কোনো কষ্ট ও উদ্বেগে পতিত হন, তখন তা নিরসনের জন্য বৈষয়িক উপায়াদির দিকে মনোযোগ দানের পূর্বে আত্ম-সমালোচনা করেন যে, আমার দ্বারা আল্লাহ তা'আলার কৃতজ্ঞতা প্রকাশে কি কোনো ত্রুটি হলো, যদ্দরুন এই নিয়ামত প্রত্যাহার করা হয়েছে? ইমাম কুরতুবী (র.) ইবনে আরাবীর বরাত দিয়ে এ স্থলে বুযুর্গদের এই অবস্থা বর্ণনা করেছেন যে– اِذَا فَقَدُوْا اٰمَالَهُمْ تَفَقَّدُوْا اَعْمَالَهُمْ অর্থাৎ, তাঁরা যখন উদ্দেশ্যে সফল হন না, তখন নিজেদের কার্যাবলির খবর নেন যে, তাদের দ্বারা কী ত্রুটি হয়ে গেছে?

এই প্রাথমিক আত্মসমালোচনা চিন্তা-ভাবনার পর হযরত সুলায়মান (আ.) বললেন– اَمْ كَانَ مِنَ الْغَآئِبِيْنَ ; এখানে اَمْ শব্দটি بَلْ -এর সমার্থবোধক। –[কুরতুবী] অর্থাৎ, হুদহুদকে দেখার ব্যাপারে আমার দৃষ্টি ভুল করেনি, বরং সে উপস্থিতই নয়।

পক্ষীকুলের মধ্যে হুদহুদকে বিশেষভাবে উল্লেখ করার কারণ এবং একটি গুরুত্বপূর্ণ শিক্ষা : হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা.)-কে জিজ্ঞাসা করা হয়, এতসব পক্ষীর মধ্যে শুধু হুদহুদকে খোঁজার কী কারণ ছিল? তিনি বললেন, হযরত সুলায়মান (আ.) তখন এমন জায়গায় অবস্থানরত ছিলেন, যেখানে পানি ছিল না। আল্লাহ তা'আলা হুদহুদ পক্ষীকে এই বৈশিষ্ট্য দান করেছেন যে, সে ভূগর্ভের বস্তুসমূহকে এবং ভূগর্ভের প্রবাহিত ঝরনাসমূহকে দেখতে পায়। হযরত সুলায়মান (আ.) হুদহুদের কাছে জানতে চেয়েছিলেন যে, এই প্রান্তরে কতটুকু গভীরতায় পানি পাওয়া যাবে এবং কোথায় মাটি খনন করলে প্রচুর পানি পাওয়া যাবে। হুদহুদ জায়গা চিহ্নিত করে দিলে তিনি জিনদেরকে মাটি খনন করে পানি বের করার আদেশ দিতেন। তারা ক্ষিপ্রগতিতে খনন করে পানি বের করতে পারত। হুদহুদ তার তীক্ষ্ণ দৃষ্টি সত্ত্বেও শিকারীর জালে আবদ্ধ হয়ে যায়। এ সম্পর্কে হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) বলেন– قِفْ يَا وَقَّافُ كَيْفَ يَرَى الْهُدْهُدُ بَاطِنَ الْاَرْضِ وَهُوَ لَا يَرَى الْفَخَّ حِيْنَ يَقَعُ فِيْهِ জ্ঞানীগণ! এই সত্য জেনে নাও যে, হুদহুদ পাখি মাটির গভীরে অবস্থিত বস্তুকে দেখে, কিন্তু মাটির উপর বিস্তৃত জাল তার নজরে পড়ে না, যাতে সে আবদ্ধ হয়ে যায়।

উদ্দেশ্য এই যে, আল্লাহ তা'আলা কারও জন্য যে কষ্ট অথবা সুখ অবধারিত করে দিয়েছেন, তার বাস্তবস্বরূপ লাভ করা অবশ্যম্ভাবী। কোনো ব্যক্তি জ্ঞান-বুদ্ধি দ্বারা অথবা গায়ের জোরে ও অর্থের জোরে তা থেকে বাঁচতে পারে না।

لَاُعَذِّبَنَّهٗ عَذَابًا شَدِيْدًا اَوْ لَاَاذْبَحَنَّهٗ : প্রাথমিক চিন্তা-ভাবনার পর এটা হচ্ছে শাসকসুলভ নীতির প্রকাশ যে, অনুপস্থিতকে শাস্তি দিতে হবে।

যে জন্তু কাজে অলসতা করে, তাকে সুষম শাস্তি দেওয়া জায়েজ : হযরত সুলায়মান (আ.)-এর জন্য আল্লাহ তা'আলা জন্তুদেরকে এরূপ শাস্তি দেওয়া হালাল করে দিয়েছিলেন, যেমন সাধারণ উম্মতের জন্য জন্তুদেরকে জবাই করে তাদের গোশ্‌ত, চামড়া ইত্যাদি দ্বারা উপকৃত হওয়া এখনও হালাল। এমনিভাবে পালিত জন্তু তথা গাভী, বলদ, গাধা, ঘোড়া, উট ইত্যাদি কাজে অলসতা করলে প্রয়োজন মাফিক প্রহারের সুষম শাস্তি দেওয়া এখনও জায়েজ। অন্যান্য জন্তুকে শাস্তি দেওয়া আমাদের শরিয়তে নিষিদ্ধ। –(কুরতুবী)

اَوْ لَيَاْتِيَنِّىْ بِسُلْطٰنٍ مُّبِيْنٍ : **অর্থাৎ,** হুদহুদ যদি তার অনুপস্থিতির কোনো উপযুক্ত অজুহাত পেশ করে, তবে সে এই শাস্তি থেকে রেহাই পাবে। এতে ইঙ্গিত আছে যে, অভিযুক্ত ব্যক্তিকে আত্মপক্ষ সমর্থনের সুযোগ দেওয়া বিচারকের কর্তব্য। উপযুক্ত ওজর পেশ করলে তাকে ক্ষমা করে দেওয়া উচিত।

اَحَطْتُّ بِمَا لَمْ تُحِطْ بِهٖ : **অর্থাৎ,** হুদহুদ তার ওজর বর্ণনা প্রসঙ্গে বলল, আমি যা অবগত, আপনি তা অবগত নন। **অর্থাৎ,** আমি এখন এক সংবাদ এনেছি, যা আপনার জানা ছিল না।

পয়গাম্বরগণ 'আলেমুল গায়েব' ছিলেন না : ইমাম কুরতুবী (র.) বলেন, এ থেকে পরিষ্কার বোঝা যায় যে, পয়গাম্বরগণ আলিমুল গায়েব নন যে, সবকিছুই তাঁদের জানা থাকবে।

https://e-ilm.weebly.com/

وَجِئْتُكَ مِنْ سَبَإٍ بِنَبَإٍ يَقِينٍ : 'সাবা' ইয়েমেনের একটি প্রসিদ্ধ শহর, যার অপর নাম মা'আরিবও। সাবা ও ইয়েমেনের রাজধানী সান্‌আর মধ্যে তিনদিনের দূরত্ব ছিল।

ছোট কি বড়কে বলতে পারে যে, আমার জ্ঞান আপনার চেয়ে বেশি? : হুদহুদের উপরিউক্ত কথাবার্তা দ্বারা কেউ কেউ প্রমাণ করেন যে, কোনো শাগরেদ তার ওস্তাদকে এবং আলেম নয় এমন কোনো ব্যক্তি আলেমকে বলতে পারে যে, এ বিষয়ের জ্ঞান আপনার চাইতে আমার বেশি, যদি বাস্তবিকই এ বিষয়ে তার জ্ঞান অন্যের চেয়ে বেশি হয়ে থাকে। কিন্তু রূহুল মা'আনীতে বলা হয়েছে, পীর, মুরুব্বিদের সামনে এ ধরনের কথাবার্তা শিষ্টাচার-বিরোধী। কাজেই বর্জনীয়। হুদহুদের উক্তিকে প্রমাণরূপে পেশ করা যায় না। কারণ সে শাস্তির কবল থেকে আত্মরক্ষার জন্য এবং ওজরকে জোরদার করার জন্য এ কথা বলেছে। এহেন প্রয়োজনে শিষ্টাচারের প্রতি লক্ষ্য রেখে এ ধরনের কোনো কথা বললে তাতে দোষ নেই।

إِنِّي وَجَدْتُ امْرَأَةً تَمْلِكُهُمْ : অর্থ আমি এক নারীকে পেয়েছি, সে সাবা সম্প্রদায়ের রাণী। অর্থাৎ, তাদের উপর রাজত্ব করে। সাবার এই সম্রাজ্ঞীর নাম ইতিহাসে বিলকীস বিনতে শারাহীল বলা হয়েছে। কোনো কোনো রেওয়ায়েতে আছে যে, তার জননী জিন সম্প্রদায়ভুক্ত ছিল। তার নাম ছিল মালআমা বিনতে শীসান। –[কুরতুবী] তার পিতামহ হুদাহুদ ছিল সমগ্র ইয়ামেনের একচ্ছত্র সম্রাট। তার চল্লিশটি পুত্রসন্তান ছিল। সবাই সম্রাট হয়েছিল। বিলকীসের পিতা শারাহীল জনৈকা জিন নারীকে বিবাহ করেছিল। তারই গর্ভে বিলকীসের জন্ম হয়। জিন নারীকে বিবহ করার বিভিন্ন কারণ বর্ণিত রয়েছে। তন্মধ্যে একটি এই যে, সে সাম্রাজ্য ও রাজত্বের অহংকারে অন্য লোকদেরকে বলত, তোমাদের কেউ কুলে-কৌলীন্যে আমার সমান নও। তাই আমি বিবাহই করব না। আমি অসম বিবাহ পছন্দ করি না। এর ফলশ্রুতিতে লোকেরা জনৈকা জিন নারীর সাথে তার বিবাহ ঘটিয়ে দেয়। –(কুরতুবী) প্রকৃতপক্ষে মানুষই ছিল তার সমগোত্র। কিন্তু সে মানুষকে হেয় ও নিকৃষ্ট মনে করে তার সমান স্বীকার করেনি। সম্ভবত: এই অহংকারের ফলেই আল্লাহ তার বিবাহ এমন নারীর সাথে অবধারিত করে দেন, যে তার সমানও ছিল না এবং স্বজাতিও ছিল না।

জিন নারীর সাথে মানুষের বিবাহ হতে পারে কি? এ ব্যাপারে কেউ কেউ এ কারণে সন্দেহ করেছেন যে, তাঁরা জিন জাতিকে মানুষের ন্যায় সন্তান উৎপাদনের যোগ্য মনে করে না। ইবনে আরাবী (র.) তাঁর তাফসীরগ্রন্থে বলেন, এ ধারণা ভ্রান্ত। কারণ, সহীহ হাদীসসমূহে প্রমাণিত আছে যে, মানবজাতির অনুরূপ জিনদের মধ্যে সন্তান উৎপাদন ও নারী-পুরুষের যাবতীয় বৈশিষ্ট্য বিদ্যমান রয়েছে।

দ্বিতীয় প্রশ্ন শরিয়তের দৃষ্টিকোণ থেকে এই যে, জিন নারীকে বিবাহ করা মানুষের জন্যে হালাল কিনা? এতে ফিকহবিদদের মধ্যে মতভেদ আছে। অনেকেই জায়েজ বলেছেন। কেউ কেউ জন্তু-জানোয়ারের ন্যায় ভিন্ন জাতি হওয়ার কারণে হারাম সাব্যস্ত করেন। এ বিষয়ের বিশদ বিবরণ "আ-কামুল মারজান ফী আহকামিল জান" কিতাবে উল্লিখিত আছে। তাতে মুসলমান পুরুষের সাথে মুসলমান জিন নারীর বিবাহের কয়েকটি ঘটনাও বর্ণিত হয়েছে এবং তাদের সন্তানাদি জন্মগ্রহণের কথাও উল্লেখ করা হয়েছে। বিবাহকারী বিলকীসের পিতা মুসলমানই ছিল না, তাই এ বিষয় নিয়ে এখানে অধিক আলোচনার প্রয়োজন নেই। তার কর্ম দ্বারা এই বিবাহের বৈধতা-অবৈধতা প্রমাণ করা যায় না। শরিয়তে সন্তান পিতার সাথে সম্বন্ধযুক্ত হয়। বিলকীসের পিতা মানব ছিল। তাই বিলকীস মানবনন্দিনীই সাব্যস্ত হবে। কাজেই কোনো কোনো রেওয়ায়েতে হযরত সুলায়মান (আ.) বিলকীসকে বিবাহ করেছিলেন বলে যে উল্লেখ আছে যে, তা দ্বারা জিন নারীকে বিবাহ করার বৈধতা প্রমাণ করা যায় না। কারণ বিলকীস নিজে জিন ছিল না। হযরত সুলায়মান (আ.)-এর বিবাহ সম্পর্কে আরও বর্ণনা পরে আসছে।

নারীর জন্যে বাদশাহ্ হওয়া অথবা কোনো সম্প্রদায়ের নেত্রী ও শাসক হওয়া জায়েজ কিনা? সহীহ বুখারীতে হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) থেকে বর্ণিত আছে, পারস্যবাসীরা তাদের সম্রাটের মৃত্যুর পর তার কন্যাকে রাজসিংহাসনে অধিষ্ঠিত করেছিল। রাসূলুল্লাহ ﷺ এই সংবাদ জানার পর মন্তব্য করেছিলেন– لَنْ يُفْلِحَ قَوْمٌ وَلَّوْا أَمْرَهُمُ امْرَأَةً অর্থাৎ, যে জাতি তাদের শাসনক্ষমতা একজন নারীর হাতে সমর্পণ করেছে, তারা কখনও সাফল্য লাভ করতে পারবে না। এ কারণেই আলেমগণ এ বিষয়ে একমত যে, কোনো নারীকে শাসনকর্তৃত্ব, খেলাফত অথবা রাজত্ব সমর্পণ করা যায় না; বরং নামাজের ইমামতির ন্যায় বৃহৎ ইমামতি অর্থাৎ, শাসন কর্তৃত্বও একমাত্র পুরুষের জন্যই উপযুক্ত। বিলকীসের সম্রাজ্ঞী হওয়া দ্বারা ইসলামি শরিয়তের কোনো বিধান প্রমাণিত হতে পারে না, যে পর্যন্ত একথা প্রমাণিত না হয় যে, হযরত সুলায়মান (আ.) বিলকীসকে বিবাহ করেছিলেন এবং বিবাহের পর তাকে রাজসিংহাসনে বহাল রেখেছিলেন। বলাবাহুল্য যে, একথা কোনো সহীহ রেওয়ায়েত দ্বারা প্রমাণিত নেই।

https://e-ilm.weebly.com/

وَاُوْتِيَتْ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ : অর্থাৎ কোনো সম্রাট ও শাসনকর্তার জন্য যেসব সাজসরঞ্জাম দরকার, তার সবই বিদ্যমান ছিল। সেই যুগে যেসব বস্তু অনাবিষ্কৃত ছিল, সেগুলো না থাকা এর পরিপন্থি নয়।

وَلَهَا عَرْشٌ عَظِيْمٌ : আরশের শাব্দিক অর্থ– রাজসিংহাসন। হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) থেকে বর্ণিত আছে যে, বিলকীসের সিংহাসন ৮০ হাত দীর্ঘ, ৪০ হাত প্রস্থ এবং ৩০ হাত উচ্চ ছিল এবং মোতি, ইয়াকুত ও মণিমাণিক্য দ্বারা কারুকার্য খচিত ছিল। তার পায়া ছিল মোতি ও জওহরের এবং পর্দা ছিল রেশমের। একের পর একটি সাতটি তালাবদ্ধ প্রাচীরের অভ্যন্তরে সিংহাসনটি সংরক্ষিত ছিল।

وَجَدْتُّهَا وَقَوْمَهَا يَسْجُدُوْنَ لِلشَّمْسِ : এতে জানা গেল যে, বিলকীসের সম্প্রদায় নক্ষত্রপূজারী ছিল। তারা সূর্যের ইবাদত করত। কেউ কেউ বলেন, অগ্নিপূজারী ছিল। –[কুরতুবী]

اَلَّا يَسْجُدُوْا : এর সম্পর্ক وَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطٰنُ অথবা فَصَدَّهُمْ عَنِ السَّبِيْلِ -এর সাথে। অর্থাৎ আল্লাহকে সেজদা না করার কথা শয়তান তাদের মনে প্রতিষ্ঠিত করে দিয়েছিল অথবা শয়তান তাদেরকে সত্য পথ থেকে এভাবে নিবৃত্ত করল যে, তারা আল্লাহকে সেজদা করবে না।

শব্দ বিশ্লেষণ :

حُشِرَ : সীগাহ واحد مذكر غائب বহছ ماضى مجهول বাব نَصَرَ মাসদার حَشْرٌ মূলবর্ণ (ح ـ ش ـ ر) জিনস صحيح অর্থ– তাকে সমবেত করা হয়েছিল।

يُوْزَعُوْنَ : সীগাহ جمع مذكر غائب বহছ مضارع مجهول বাব فَتَحَ মাসদার وَزْعٌ মূলবর্ণ (و ـ ز ـ ع) জিনস مثال واوى অর্থ– তাদেরকে বিন্যস্ত করা হলো বিভিন্ন ব্যূহে।

لَا يَحْطِمَنَّكُمْ : সীগাহ واحد مذكر غائب বহছ نهى معروف بانون ثقيلة বাব ضَرَبَ মাসদার حَطْمٌ মূলবর্ণ (ح ـ ط ـ م) জিনস صحيح ; كم যমীরে جمع مذكر حاضر মাফউল অর্থ– যেন সে তোমাদেরকে নিষ্পেষিত করে না ফেলে।

فَتَبَسَّمَ : সীগাহ واحد مذكر غائب বহছ ماضى معروف বাব تَفَعُّلٌ মাসদার تَبَسُّمٌ মূলবর্ণ (ب ـ س ـ م) জিনস صحيح অর্থ– (তখন সুলায়মান) হেসে ফেললেন।

اَوْزِعْنِىْ : সীগাহ واحد مذكر حاضر বহছ امر حاضر معروف বাব اِفْعَالٌ মাসদার اِيْزَاعٌ মূলবর্ণ (و ـ ز ـ ع) জিনস مثال واوى : نى -এর نون টি نون وقاية আর ياء متكلم টি মাফউলে বিহী অর্থ– আমাকে তাওফিক প্রদান করুন।

تَرْضٰهُ : সীগাহ واحد مذكر حاضر বহছ مضارع معروف বাব سَمِعَ মাসদার رِضَاءٌ মূলবর্ণ (ر ـ ض ـ ى) জিনস ناقص يائى : ه যমীরে واحد مذكر غائب মাফউল অর্থ– যাতে আপনি সন্তুষ্ট হন।

لَا اَرٰى : সীগাহ واحد متكلم বহছ نفى فعل مضارع معروف বাব فَتَحَ মাসদার رُؤْيَةٌ মূলবর্ণ (ر ـ أ ـ ى) জিনস মুরাক্কাব (ناقص يائى ও مهموز عين) অর্থ– আমি দেখছি না।

لَاَاَذْبَحَنَّهٗ : সীগাহ واحد متكلم বহছ لام تاكيد بانون تاكيد ثقيلة درفعل مستقبل বাব فَتَحَ মাসদার ذَبْحٌ মূলবর্ণ (ذ ـ ب ـ ح) জিনস صحيح অর্থ– আমি (তাকে) জবাই করে ফেলব।

اَحَطْتُّ : সীগাহ واحد متكلم বহছ ماضى معروف বাব اِفْعَالٌ মাসদার اِحَاطَةٌ মূলবর্ণ (ح ـ و ـ ط) জিনস اجوف واوى অর্থ– আমি অবগত হয়ে এসেছি।

اُوْتِيَتْ : সীগাহ واحد مؤنث غائب বহছ ماضى مجهول বাব اِفْعَالٌ মাসদার اِيْتَاءٌ মূলবর্ণ (أ ـ ت ـ ى) জিনস মুরাক্কাব (ناقص يائى ও مهموز فاء) অর্থ– তার আয়ত্তাধীন রয়েছে।

বাক্য বিশ্লেষণ :

لَاُعَذِّبَنَّهٗ عَذَابًا شَدِيْدًا اَوْ لَاَاَذْبَحَنَّهٗ اَوْ لَيَاْتِيَنِّىْ بِسُلْطٰنٍ مُّبِيْنٍ : এখানে لَاُعَذِّبَنَّ ফে'ল ফায়েল ও মাফউলে বিহী, عَذَابًا হলো মাফউলে মুতলাক আর شَدِيْدًا হলো সিফাত لَاَاَذْبَحَنَّهٗ আর لَيَاْتِيَنِّىْ হলো لَاُعَذِّبَنَّهٗ এর উপর আতফ, مُّبِيْنٍ বাক্যটিও لَاُعَذِّبَنَّهٗ -এর উপর আতফ হয়েছে আর بِسُلْطٰنٍ টা لَيَاْتِيَنِّىْ -এর সাথে মুতাআল্লিক হয়েছে, আর হলো بِسُلْطٰنٍ -এর সিফাত। –[ই'রাবুল কুরআন খ. ৫, পৃ. ৫০০]

https://e-ilm.weebly.com/

اَللّٰهُ لَاۤ اِلٰهَ اِلَّا هُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيْمِ ﴿٢٦﴾	২৬. আল্লাহই এমন যিনি ব্যতীত অন্য কেউ উপাস্য হওয়ার যোগ্য নেই, তিনি মহা আরশের মালিক।
قَالَ سَنَنْظُرُ اَصَدَقْتَ اَمْ كُنْتَ مِنَ الْكٰذِبِيْنَ ﴿٢٧﴾	২৭. সুলায়মান বললেন, আমি এখনই দেখছি, তুমি সত্য বলছ, নাকি মিথ্যাবাদীদের অন্তর্ভুক্ত?
اِذْهَبْ بِّكِتٰبِيْ هٰذَا فَاَلْقِهْ اِلَيْهِمْ ثُمَّ تَوَلَّ عَنْهُمْ فَانْظُرْ مَاذَا يَرْجِعُوْنَ ﴿٢٨﴾	২৮. আমার এই পত্র নিয়ে যাও এবং তা তাদের সম্মুখে নিক্ষেপ কর, অতঃপর সরে থাক এবং দেখ, তাদের পরস্পরে কী প্রতিক্রিয়া হয়?
قَالَتْ يٰۤاَيُّهَا الْمَلَؤُا اِنِّيْۤ اُلْقِيَ اِلَيَّ كِتٰبٌ كَرِيْمٌ ﴿٢٩﴾	২৯. [পত্র পেয়ে] বিলকীস বলল, হে সভাসদবৃন্দ! আমার নিকট একখানা সম্মানিত পত্র নিক্ষিপ্ত হয়েছে।
اِنَّهٗ مِنْ سُلَيْمٰنَ وَاِنَّهٗ بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ﴿٣٠﴾	৩০. তা সুলায়মানের পক্ষ থেকে এবং তাতে লিখিত আছে– বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহীম।
اَلَّا تَعْلُوْا عَلَيَّ وَاْتُوْنِيْ مُسْلِمِيْنَ ﴿٣١﴾	৩১. তোমরা আমার মোকাবিলায় অহংকার করো না এবং আমার নিকট অনুগত হয়ে চলে এসো।
قَالَتْ يٰۤاَيُّهَا الْمَلَؤُا اَفْتُوْنِيْ فِيْۤ اَمْرِيْ ۚ مَا كُنْتُ قَاطِعَةً اَمْرًا حَتّٰى تَشْهَدُوْنِ ﴿٣٢﴾	৩২. বিলকীস বলল, হে পরিষদবৃন্দ! তোমরা এই ব্যাপারে আমাকে পরামর্শ দাও, আমি কোনো বিষয়ে চরম সিদ্ধান্ত গ্রহণ করি না, যতক্ষণ পর্যন্ত তোমরা আমার সম্মুখে উপস্থিত না হও।

শাব্দিক অনুবাদ :

২৬. اَللّٰهُ لَاۤ اِلٰهَ اِلَّا هُوَ আল্লাহ এমন যিনি ব্যতীত অন্য কেউ উপাস্য হওয়ার যোগ্য নেই رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيْمِ তিনি মহা আরশের মালিক।

২৭. قَالَ সুলায়মান বললেন سَنَنْظُرُ আমি এখনই দেখছি اَصَدَقْتَ তুমি সত্য বলছ اَمْ كُنْتَ مِنَ الْكٰذِبِيْنَ নাকি মিথ্যাবাদীদের অন্তর্ভুক্ত?

২৮. اِذْهَبْ بِّكِتٰبِيْ هٰذَا আমার এই পত্র নিয়ে যাও فَاَلْقِهْ اِلَيْهِمْ এবং তা তাদের সম্মুখে নিক্ষেপ কর ثُمَّ تَوَلَّ عَنْهُمْ অতঃপর সরে থাক فَانْظُرْ এবং দেখ مَاذَا يَرْجِعُوْنَ তাদের পরস্পরে কী প্রতিক্রিয়া হয়?

২৯. قَالَتْ বিলকীস বলল يٰۤاَيُّهَا الْمَلَؤُا হে সভাসদবৃন্দ! اِنِّيْۤ اُلْقِيَ اِلَيَّ আমার নিকট নিক্ষিপ্ত হয়েছে كِتٰبٌ كَرِيْمٌ একখানা সম্মানিত পত্র।

৩০. اِنَّهٗ مِنْ سُلَيْمٰنَ তা সুলায়মানের পক্ষ থেকে وَاِنَّهٗ এবং তাতে লিখিত আছে بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহীম।

৩১. اَلَّا تَعْلُوْا عَلَيَّ তোমার আমার মোকাবিলায় অহংকার করো না وَاْتُوْنِيْ مُسْلِمِيْنَ এবং আমার নিকট অনুগত হয়ে চলে এসো।

৩২. قَالَتْ বিলকীস বলল يٰۤاَيُّهَا الْمَلَؤُا হে পরিষদবৃন্দ! اَفْتُوْنِيْ তোমরা আমাকে পরামর্শ দাও فِيْۤ اَمْرِيْ এই ব্যাপারে مَا كُنْتُ قَاطِعَةً اَمْرًا আমি কোনো বিষয়ে চরম সিদ্ধান্ত গ্রহণ করি না حَتّٰى تَشْهَدُوْنِ যতক্ষণ না তোমরা আমার সম্মুখে উপস্থিত হও।

https://e-ilm.weebly.com/

৩৩. তারা বলল, আমরা খুব শক্তিশালী এবং যুদ্ধে পারদর্শী [যদি যুদ্ধ করা সঙ্গত মনে করেন] আর সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষমতা আপনারই। অতএব, আপনিই স্থির করুন, যা কিছু আদেশ করতে হয়।	قَالُوْا نَحْنُ اُولُوْا قُوَّةٍ وَّاُولُوْا بَاْسٍ شَدِيْدٍ ۙ وَّالْاَمْرُ اِلَيْكِ فَانْظُرِيْ مَاذَا تَاْمُرِيْنَ ﴿٣٣﴾
৩৪. বিলকীস বলল, রাজ্যাধিপতিগণ যখন কোনো জনপদে প্রবেশ করে, তখন তাকে বিপর্যস্ত করে দেয় এবং তার সম্ভ্রান্ত অধিবাসীদেরকে অবনমিত করে দেয়, এবং তারাও এরূপই করবে।	قَالَتْ اِنَّ الْمُلُوْكَ اِذَا دَخَلُوْا قَرْيَةً اَفْسَدُوْهَا وَجَعَلُوْٓا اَعِزَّةَ اَهْلِهَآ اَذِلَّةً ۚ وَكَذٰلِكَ يَفْعَلُوْنَ ﴿٣٤﴾
৩৫. আর আমি তাদের সমীপে কিছু উপঢৌকন পাঠাচ্ছি, অতঃপর দেখব, প্রেরিত লোকেরা কী [উত্তর] নিয়ে আসে।	وَاِنِّيْ مُرْسِلَةٌ اِلَيْهِمْ بِهَدِيَّةٍ فَنٰظِرَةٌۢ بِمَ يَرْجِعُ الْمُرْسَلُوْنَ ﴿٣٥﴾
৩৬. অনন্তর যখন সুলায়মানের দরবারে দূত পৌঁছল, তখন সুলায়মান বললেন, তোমরা কি আমাকে অর্থ দ্বারা সাহায্য করতে চাচ্ছ? পরন্তু আল্লাহ তা'আলা আমাকে যা দান করেছেন, তা সেই বস্তু অপেক্ষা বহু উৎকৃষ্ট যা তোমাদেরকে দান করেছেন। হ্যাঁ, তোমরাই তোমাদের এই উপঢৌকনে উৎফুল্লবোধ করতে থাকবে।	فَلَمَّا جَآءَ سُلَيْمٰنَ قَالَ اَتُمِدُّوْنَنِ بِمَالٍ ۫ فَمَآ اٰتٰىنِۦَ اللّٰهُ خَيْرٌ مِّمَّآ اٰتٰىكُمْ ۚ بَلْ اَنْتُمْ بِهَدِيَّتِكُمْ تَفْرَحُوْنَ ﴿٣٦﴾

শাব্দিক অনুবাদ :

৩৩. قَالُوْا তারা বলল نَحْنُ اُولُوْا قُوَّةٍ আমরা খুব শক্তিশালী وَّاُولُوْا بَاْسٍ شَدِيْدٍ এবং যুদ্ধে পারদর্শী وَّالْاَمْرُ اِلَيْكِ আর সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষমতা আপনার فَانْظُرِيْ আপনিই স্থির করুন مَاذَا تَاْمُرِيْنَ যা কিছু আদেশ করতে হয়।

৩৪. قَالَتْ বিলকীস বলল اِنَّ الْمُلُوْكَ اِذَا دَخَلُوْا قَرْيَةً রাজ্যাধিপতিগণ যখন কোনো জনপদে প্রবেশ করেন اَفْسَدُوْهَا তখন তাকে বিপর্যস্ত করে দেয় وَجَعَلُوْٓا اَعِزَّةَ اَهْلِهَآ اَذِلَّةً এবং তার সম্ভ্রান্ত অধিবাসীদেরকে অবনমিত করে দেয় وَكَذٰلِكَ يَفْعَلُوْنَ এবং তারাও এরূপই করবে।

৩৫. وَاِنِّيْ مُرْسِلَةٌ اِلَيْهِمْ بِهَدِيَّةٍ আর আমি তাদের সমীপে কিছু উপঢৌকন পাঠাচ্ছি فَنٰظِرَةٌ অতঃপর দেখব بِمَ يَرْجِعُ الْمُرْسَلُوْنَ প্রেরিত লোকেরা কী নিয়ে আসে।

৩৬. فَلَمَّا جَآءَ سُلَيْمٰنَ অনন্তর যখন সুলায়মানের দরবারে দূত পৌঁছল قَالَ তখন সুলায়মান বললেন اَتُمِدُّوْنَنِ بِمَالٍ তোমরা কি আমাকে অর্থ দ্বারা সাহায্য করতে চাচ্ছ? فَمَآ اٰتٰىنِۦَ اللّٰهُ পরন্তু আল্লাহ আমাকে যা দান করেছেন خَيْرٌ তা সেই বস্তু অপেক্ষা বহু উৎকৃষ্ট مِّمَّآ اٰتٰىكُمْ যা তোমাদেরকে দান করেছেন بَلْ اَنْتُمْ بِهَدِيَّتِكُمْ تَفْرَحُوْنَ হ্যাঁ, তোমরাই তোমাদের এই উপঢৌকনে উৎফুল্লবোধ করতে থাকবে।

https://e-ilm.weebly.com/

৩৭. তুমি তাদের নিকট ফিরে যাও, অনন্তর আমি তাদের প্রতি এমন এক সৈন্যবাহিনী পাঠাচ্ছি, যাদের সাথে তারা একটুও মোকাবিলা করতে পারবে না এবং আমি তাদেরকে তথা হতে অপদস্থ করে বহিষ্কার করে দিব, আর তারা অধীনস্থ হয়ে যাবে।	ارْجِعْ إِلَيْهِمْ فَلَنَأْتِيَنَّهُمْ بِجُنُودٍ لَا قِبَلَ لَهُمْ بِهَا وَلَنُخْرِجَنَّهُمْ مِنْهَا أَذِلَّةً وَهُمْ صٰغِرُونَ ﴿٣٧﴾
৩৮. [বিলকীস অনুগত হয়ে সুলায়মানের নিকট যাত্রা করার পর] সুলায়মান বললেন, হে সভাসদবৃন্দ! তোমাদের মধ্যে এমন কে আছে যে, তার অনুগত হয়ে আসার পূর্বেই তার সিংহাসন আমার নিকট নিয়ে আসে?	قَالَ يٰٓأَيُّهَا الْمَلَؤُا أَيُّكُمْ يَأْتِينِي بِعَرْشِهَا قَبْلَ أَنْ يَأْتُونِي مُسْلِمِينَ ﴿٣٨﴾
৩৯. এক শক্তিশালী জিন বলল, আমি তা আপনার সম্মুখে পেশ করব আপনি আসন ত্যাগ করার পূর্বেই এবং আমি তাতে [তা আনতে] ক্ষমতাবান, বিশ্বস্ত।	قَالَ عِفْرِيتٌ مِنَ الْجِنِّ أَنَا آتِيكَ بِهِ قَبْلَ أَنْ تَقُومَ مِنْ مَقَامِكَ ۖ وَإِنِّي عَلَيْهِ لَقَوِيٌّ أَمِينٌ ﴿٣٩﴾

শাব্দিক অনুবাদ :

৩৭. اِرْجِعْ اِلَيْهِمْ তুমি তাদের নিকট ফিরে যাও فَلَنَاْتِيَنَّهُمْ بِجُنُوْدٍ অনন্তর আমি তাদের প্রতি এমন এক সৈন্যবাহিনী পাঠাচ্ছি لَا قِبَلَ لَهُمْ بِهَا যার সাথে তারা একটুও মোকাবিলা করতে পারবে না وَلَنُخْرِجَنَّهُمْ مِنْهَا اَذِلَّةً এবং আমি তাদেরকে তথা হতে অপদস্থ করে বহিষ্কার করে দিব وَهُمْ صٰغِرُوْنَ আর তারা অধীনস্থ হয়ে যাবে।

৩৮. قَالَ সুলায়মান বললেন يٰٓاَيُّهَا الْمَلَؤُا হে সভাসদবৃন্দ! اَيُّكُمْ তোমাদের মধ্যে এমন কে আছে যে, يَاْتِيْنِيْ بِعَرْشِهَا তার সিংহাসন আমার নিকট নিয়ে আসে قَبْلَ اَنْ يَّاْتُوْنِيْ مُسْلِمِيْنَ তারা অনুগত হয়ে আসার পূর্বেই।

৩৯. قَالَ عِفْرِيْتٌ مِّنَ الْجِنِّ এক মহা শক্তিশালী জিন বলল اَنَا اٰتِيْكَ بِهٖ আমি তা আপনার সম্মুখে পেশ করব قَبْلَ اَنْ تَقُوْمَ مِنْ مَّقَامِكَ আপনি আসন ত্যাগ করার পূর্বেই وَاِنِّيْ عَلَيْهِ لَقَوِيٌّ اَمِيْنٌ এবং আমি তাতে ক্ষমতাবান বিশ্বস্ত।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

লেখা এবং পত্রও সাধারণ কাজ-কারবারে শরিয়তসম্মত দলিল : اِذْهَبْ بِّكِتٰبِيْ هٰذَا : হযরত সুলায়মান (আ.) সাবার সম্রাজ্ঞীর কাছে পত্র প্রেরণকে তাঁর সাথে দলিল সম্পন্ন করার জন্য যথেষ্ট মনে করেছেন। এতে বোঝা গেল, সাধারণ কাজ কারবারে লেখা এবং পত্র ধর্তব্য প্রমাণ। যেক্ষেত্রে শরিয়তসম্মত সাক্ষ্যপ্রমাণ জরুরি, ফিকাহ্‌বিদগণ সেই ক্ষেত্রে পত্রকে যথেষ্ট মনে করেননি। কেননা পত্র, টেলিফোন ইত্যাদির মাধ্যমে সাক্ষ্য গ্রহণ করা যায় না। সাক্ষ্যদাতা আদালতের সামনে এসে বর্ণনা করবে, এর উপরই সাক্ষ্য নির্ভরশীল রাখা হয়েছে। এতে অনেক রহস্য নিহিত আছে। এ কারণেই আজকালও পৃথিবীর কোনো আদালতে পত্র ও টেলিফোনের মাধ্যমে সাক্ষ্য গ্রহণকে যথেষ্ট মনে করা হয় না।

মুশরিকদের কাছে পত্র লিখে পাঠানো জায়েজ : হযরত সুলায়মান (আ.)-এর পত্র দ্বারা দ্বিতীয় মাস'আলা এই প্রমাণিত হয় যে, ধর্ম প্রচার ও দাওয়াতের জন্য মুশরিক ও কাফেরদের কাছে পত্র লেখা জায়েজ। সহীহ্ হাদীসে রাসূলুল্লাহ ﷺ থেকে কাফেরদের কাছে পত্র লেখা প্রামাণিত আছে।

https://e-ilm.weebly.com/

কাফেরদের মজলিস হলেও সব মজলিসে মানবিক চরিত্র প্রদর্শন করা উচিত : فَأَلْقِهْ إِلَيْهِمْ ثُمَّ تَوَلَّ عَنْهُمْ : হযরত সুলায়মান (আ.) হুদহুদকে পত্রবাহকের দায়িত্ব দিয়ে মজলিসের এই শিষ্টাচারের শিক্ষা দিলেন যে, সম্রাজ্ঞীর হাতে পত্র অর্পণ করে মাথার উপর সওয়ার হয়ে থাকবে না ; বরং সেখান থেকে কিছুটা সরে যাবে। এটাই রাজকীয় মজলিসের নিয়ম এতে জানা গেল যে, সামাজিক শিষ্টাচার ও মানবিক চরিত্র সবার সাথেই কাম্য।

قَالَتْ يَٰٓأَيُّهَا الْمَلَؤُا إِنِّىٓ أُلْقِىَ إِلَىَّ كِتَٰبٌ كَرِيمٌ : كَرِيمٌ -এর শাব্দিক অর্থ– সম্মানিত, সম্ভ্রান্ত। সাধারণ বাকপদ্ধতিতে কোনো পত্রকে তখনই সম্ভ্রান্ত বলা হয়, যখন তা মোহরাঙ্কিত হয়। এ কারণেই এই আয়াতে كِتَٰبٌ كَرِيمٌ -এর তাফসীর হযরত ইবনে আব্বাস (রা.), কাতাদা, যুহায়র প্রমুখ كِتَابٌ مَخْتُومٌ অর্থাৎ, "মোহরাঙ্কিত পত্র" দ্বারা করেছেন। এতে জানা গেল যে, হযরত সুলায়মান (আ.) পত্রের উপর তাঁর মোহর অঙ্কিত করেছিলেন। আমাদের রাসূল ﷺ যখন অনারব বাদশাহদের অভ্যাস জানতে পারলেন যে, তারা মোহরবিহীন পত্র পাঠ করে না, তখন তিনিও বাদশাহদের পত্রের জন্যে মোহর নির্মাণ করান এবং কায়সার ও কিসরার পত্রে মোহর অঙ্কিত করে দেন। এতে বোঝা গেল যে, পত্রের উপর মোহর অঙ্কিত করা প্রাপক ও স্বীয় পত্র উভয়ের প্রতি সম্মান করার নামান্তর। আজকাল ইনভেলাপে পত্র বন্ধ করে প্রেরণ করার প্রচলন হয়ে গেছে। এটাও মোহরের বিকল্প। প্রাপকের সম্মান উদ্দেশ্য হলে খোলা চিঠি প্রেরণ করার পরিবর্তে ইনভেলাপে পুরে প্রেরণ করা সুন্নতের নিকটবর্তী।

সুলায়মান (আ.)-এর পত্র কোন ভাষায় ছিল : হযরত সুলায়মান (আ.) আরবি ছিলেন না; কিন্তু আরবি ভাষা জানা ও বুঝা তাঁর পক্ষে অসম্ভব ছিল না। যে ক্ষেত্রে তিনি পক্ষীকুলের বুলি পর্যন্ত জানতেন, সে ক্ষেত্রে আরবি ভাষা তো সর্বোত্তম ও সর্বশ্রেষ্ঠ ভাষা ছিল। এটা জানা মোটেও অসম্ভব নয়। কাজেই এটা সম্ভব যে, হযরত সুলায়মান (আ.) আরবি ভাষায় পত্র লিখেছিলেন। কারণ প্রাপক (বিলকীস) আরব বংশোদ্ভুত ছিল। সে পত্র পাঠ করেছিল এবং বুঝেছিল। এ সম্ভাবনাও উড়িয়ে দেওয়া যায় না যে, হযরত সুলায়মান (আ.) তার মাতৃভাষায় পত্র লিখেছিলেন এবং বিলকীস দুভাষীর মাধ্যমে পত্রের বিষয়বস্তু অবগত হয়েছিল। –(রূহুল মা'আনী)

পত্র লেখার কতিপয় আদব : إِنَّهُ مِنْ سُلَيْمَٰنَ وَإِنَّهُ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ - কুরআন পাক মানব জীবনের কোনো দিক সম্পর্কে দিকনির্দেশ না দিয়ে ছাড়েনি। চিঠিপত্র প্রেরণের মাধ্যমে পারস্পরিক আলাপ-আলোচনা ও মানুষের একটি গুরুত্বপূর্ণ জরুরি বিষয়। এ স্থলে সাবার সম্রাজ্ঞী বিলকীসের নামে হযরত সুলায়মান (আ.)-এর পত্র আদ্যোপান্ত উল্লেখ করা হয়েছে। এটা একজন পয়গাম্বরের চিঠি। কুরআন পাক একে উত্তম আদর্শ হিসেবে উদ্ধৃত করেছে। তাই এই পত্র লিখন সম্পর্কে যেসব দিক নির্দেশ পাওয়া যায়, সেগুলো মুসলমানদের জন্যও অনুসরণীয়।

প্রেরক প্রথমে নিজের নাম লিখবে, এরপর প্রাপকের : এই পত্রে সর্বপ্রথম দিক নির্দেশ এই যে, পত্রটি হযরত সুলায়মান (আ.) নিজের নাম দ্বারা শুরু করেছেন। প্রাপকের নাম কিভাবে লিখেছেন, কুরআনের ভাষায় তার উল্লেখ নেই। কিন্তু এ থেকে এটুকু জানা গেল যে, সর্বপ্রথম প্রেরকের নাম লেখা পয়গাম্বরগণের সুন্নত। এর উপকারিতা অনেক। উদাহরণত ঃ পত্র পাঠ করার পূর্বে প্রাপক জানতে পারবে যে, সে কার পত্র পাঠ করছে, যাতে সে সেই পরিবেশে পত্রের বিষয়বস্তু পাঠ করে এবং চিন্তা-ভাবনা করে এবং যাতে কার পত্র, কোথা থেকে আসল, প্রাপক কে এরূপ খোঁজাখুজি করার কষ্ট ভোগ করতে না হয়। রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর বর্ণিত ও প্রকাশিত সব পত্রেই তিনি এই পন্থাই অবলম্বন করেছেন। তিনি مِنْ مُحَمَّدٍ عَبْدِ اللّٰهِ وَرَسُوْلِهٖ এ কথার মাধ্যমে পত্র শুরু করেছেন।

এখানে প্রশ্ন হতে পারে যে, যখন কোনো বড়জন ছোটকে পত্র লিখে, তার নাম অগ্রে থাকলে তা আপত্তির বিষয় নয়। কিন্তু ছোটজন যদি তার পিতা, ওস্তাদ, পীর অথবা কোনো মুরুব্বীর কাছে পত্র লিখে তখন নাম অগ্রে থাকা আদবের খেলাফ হবে কিনা? তার এরূপ করা উচিত কিনা? এ ব্যাপারে সাহাবায়ে কেরামের কর্মধারা বিভিন্নরূপ। অধিংকাশ সাহাবী সুন্নতের অনুসরণকে আদবের উপর অগ্রাধিকার দিয়ে স্বয়ং রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর নামে যেসব চিঠি লিখেছেন, সেগুলোতে নিজেদের নাম অগ্রে রেখেছেন। রূহুল মা'আনীতে বাহরে মুহীতের বরাত দিয়ে হযরত আনাস رضي الله عنه-এর নিম্নোক্ত উক্তি উদ্ধৃত করা হয়েছে–

https://e-ilm.weebly.com/

مَا كَانَ اَحَدٌ اَعْظَمَ حُرْمَةً مِنْ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَكَانَ اَصْحَابُهُ اِذَا كَتَبُوْا اِلَيْهِ كِتَابًا بَدَأُوْا بِاَنْفُسِهِمْ قُلْتُ وَكِتَابُ عَلَاءِ الْحَضْرَمِيْ يَشْهَدُ لَهُ عَلٰى مَا رُوِىَ-

অর্থাৎ "রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর চেয়ে অধিক সম্মানযোগ্য কেউ ছিল না; কিন্তু সাহাবায়ে কেরাম যখন তাঁর কাছেও পত্র লিখতেন, তখন নিজেদের নামই প্রথম লিপিবদ্ধ করতেন। রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর নামে আলায়ে হাযরামীর পত্র এই বর্ণনার পক্ষে সাক্ষ্য দেয়।"

তবে রূহুল মা'আনীতে উপরিউক্ত রেওয়ায়েত উদ্ধৃত করার পর বলা হয়েছে যে, এই আলোচনা উত্তম অনুত্তম সম্পর্কে; বৈধতা সম্পর্কে নয়। যদি কেউ নিজের নাম শুরুতে না লিখে পত্রের শেষে লিখে দেয়, তবে তাও জায়েজ। ফকীহ আবুল লাইস 'বুস্তান' গ্রন্থে লিখেন, যদি কেউ প্রাপকের নাম দ্বারা পত্র শুরু করে, এর তবে বৈধতা সম্পর্কে দ্বিমত নেই। কেননা, মুসলিম সম্প্রদায়ের মধ্যে এই পন্থাও নির্দ্বিধায় প্রচলিত আছে।

পত্রের জবাব দেওয়াও পয়গাম্বরগণের সুন্নত : তাফসীরে কুরতুবীতে বলা হয়েছে, কারও পত্র হস্তগত হলে তার জবাব দেওয়া সমীচীন। কেননা অনুপস্থিত ব্যক্তির পত্র উপস্থিত ব্যক্তির সালামের স্থলাভিষিক্ত। এ কারণেই হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) থেকে বর্ণিত আছে যে, তিনি পত্রের জবাবকে সালামের জবাবের ন্যায় ওয়াজিব মনে করতেন। -[কুরতুবী]

চিঠিপত্রে বিসমিল্লাহ্ লেখা : হযরত সুলায়মান (আ.)-এর উল্লিখিত পত্র এবং রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর লিখিত সব পত্র দৃষ্টে প্রমাণিত হয় যে, পত্রের শুরুতে বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহীম' লেখা পয়গাম্বরগণের সুন্নত। এখন বিসমিল্লাহকে লেখক নিজের নামের পূর্বে লিখবে নাকি পরে? এ সম্পর্কে রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর পত্রাবলি সাক্ষ্য দেয় যে, বিসমিল্লাহ্ সর্বাগ্রে এবং নিজের নাম এর পরে লিপিবদ্ধ করতে হবে। এরপর প্রাপকের নাম লিখবে। কুরআন পাকে হযরত সুলায়মান (আ.)-এর নাম পূর্বে ও বিস্‌মিল্লাহর পরে লিখিত আছে। বাহ্যত এ থেকে বিস্‌মিল্লাহ্ পরে লেখারও বৈধতা জানা যায়। কিন্তু ইবনে আবী হাতেম (র.) ইয়াযীদ ইবনে রুমান থেকে বর্ণনা করেন যে, হযরত সুলায়মান (আ.) প্রকৃতপক্ষে তাঁর পত্র এভাবে লিখেছিলেন :

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ مِنْ سُلَيْمٰنَ بْنِ دَاوُدَ اِلٰى بِلْقِيْسَ اِبْنَةِ ذِىْ شَرْحٍ وَقَوْمِهَا -اَنْ لَّا تَعْلُوْا الخ-

বিলকীস তার সম্প্রদায়কে পত্রের মর্ম শোনানোর সময় হযরত সুলায়মান (আ.)-এর নাম আগে উল্লেখ করেছে। আর কুরআন পাকে বিলকীসের উক্তিই উদ্ধৃত হয়েছে। সুলায়মান (আ.)-এর আসল পত্রে বিসমিল্লাহ আগে ছিল, নাকি পরে, কুরআনে ঐ সম্পর্কে কোনো বর্ণনা নেই। এটাও সম্ভবপর যে, হযরত সুলায়মান (আ.)-এর নাম খামের উপরে লিখিত ছিল এবং ভিতরে বিসমিল্লাহ দ্বারা শুরু হয়েছিল। পত্র শোনোনোর সময় বিলকীস হযরত সুলায়মান (আ.)-এর নাম অগ্রে উল্লেখ করেছে।

মাস'আলা : প্রত্যেক পত্রের শুরুতে বিস্‌মিল্লাহ লেখাই পত্র-লিখনের আসল সুন্নত। কিন্তু কুরআন ও সুন্নাহর বর্ণনা ও ইঙ্গিত থেকে ফিকহ্‌বিদগণ এই সামগ্রিক নীতি লিপিবদ্ধ করেছেন যে, যে স্থানে বিসমিল্লাহ্ অথবা আল্লাহ্ তা'আলার কোন নাম লিখিত কাগজকে বেয়াদবি থেকে রক্ষা করার কোনো ব্যবস্থা নেই, বরং পাঠান্তে যত্রতত্র ফেলে রাখা হয়, সেখানকার পত্রে বিস্‌মিল্লাহ অথবা আল্লাহ তা'আলার কোনো নাম লেখা জায়েজ নয়। লিখলে লেখক বেআদবীর গুনাহে শরীক হয়ে যাবে। আজকাল মানুষ একে অপরকে যেসব চিঠিপত্র লিখে, সেগুলোকে সাধারণত আবর্জনায় ও নর্দমায় পড়ে থাকতে দেখা যায়। তাই সুন্নত আদায় করণার্থে মুখে বিস্‌মিল্লাহ্ বলে নেওয়া এবং কাগজে লিপিবদ্ধ না করা সমীচীন।

কুরআনের আয়াত সম্বলিত লেখা কোনো কাফের ও মুশরিকের হাতে দেওয়া জায়েজ কিনা?

উপরিউক্ত পত্র হযরত সুলায়মান (আ.) বিলকীসের কাছে তখন প্রেরণ করেন, যখন সে মুসলমান ছিল না। অথচ পত্রে "বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহীম" লিখিত ছিল। এতে বুঝা গেল, এরূপ করা জায়েজ। রাসূলুল্লাহ ﷺ যেসব অনারব বাদশাহ্‌র নামে চিঠিপত্র লিখেছেন, তারা মুশরিক ছিল। তাঁর পত্রে কুরআনের কোনো কোনো আয়াত লিখিত থাকত। এর কারণ এই যে, কুরআন পাক কোনো কাফেরের হাতে দেওয়া জায়েজ নয়; কিন্তু যে গ্রন্থে অথবা কাগজে অন্য বিষয়বস্তুর প্রসঙ্গে কোনো আয়াত লিখিত হয়, সাধারণ পরিভাষায় তাকে কুরআন বলা হয় না। কাজেই এর বিধানও কুরআনের অনুরূপ হবে না। এরূপ গ্রন্থ কাফেরের হাতেও দেওয়া যায় এবং অজু ছাড়াও স্পর্শ করা যায়। -(আলমগীরি)

https://e-ilm.weebly.com/

পত্র সংক্ষিপ্ত, ভাবপূর্ণ, অলংকারপূর্ণ এবং মর্মস্পর্শী হওয়া উচিত ঃ হযরত সুলায়মান (আ.)-এর এই পত্রের বৈশিষ্ট্য এই যে, কয়েক লাইনের মধ্যে সব গুরুত্বপূর্ণ ও জরুরি বিষয়বস্তু সন্নিবেশিত হয়েছে এবং অলংকারশাস্ত্রের সর্বোচ্চ মাপকাঠিও প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। কাফেরের মুকাবিলায় নিজের রাজকীয় শান-শওকতও প্রকাশ পেয়েছে এবং আল্লাহ তা'আলার পূর্ণত্ববোধক গুণাবলি ও ইসলামের প্রতি দাওয়াতও রয়েছে। সাথে সাথে অহমিকা ও আত্মম্ভরিতার নিন্দাও ফুটে উঠেছে। প্রকৃতপক্ষে এই পত্রও কুরআনী অলৌকিকতার একটি উজ্জ্বল নিদর্শন। হযরত কাতাদা (র.) বলেন, পত্র লিখনে সব পয়গাম্বরের সুন্নতও এই যে, লেখা দীর্ঘ না হওয়া চাই এবং কোনো প্রয়োজনীয় বিষয়বস্তু পরিত্যক্ত না হওয়া চাই। –(রূহুল মা'আনী)

গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপারাদিতে পরামর্শ করা সুন্নত। এতে অপরের অভিমত দ্বারা উপকৃত হওয়া যায় এবং অপরের মনোরঞ্জনও হয় ঃ

قَالَتْ يَاَيُّهَا الْمَلَؤُ اَفْتُوْنِيْ فِيْٓ اَمْرِيْ مَا كُنْتُ قَاطِعَةً اَمْرًا حَتّٰى تَشْهَدُوْنِ : اَفْتُوْنِيْ শব্দটি فتونى থেকে উদ্ভূত। এর অর্থ– কোনো বিশেষ প্রশ্নের জবাব দেওয়া। এখানে পরামর্শ দেওয়া এবং নিজের মত প্রকাশ করা বুঝানো হয়েছে। সম্রাজ্ঞী বিলকীসের কাছে যখন সুলায়মান (আ.)-এর পত্র পৌঁছল, তখন সে তার সভাসদদেরকে একত্র করে ঘটনা বর্ণনা করল এবং তাদের পরামর্শ তলব করল যে, এ ব্যাপারে কী করা উচিত? সে তাদের অভিমত জিজ্ঞেস করার পূর্বে তাদের মনোরঞ্জনের জন্য এ কথাও বলল, "আমি তোমাদের উপস্থিতি ব্যতীত কোনো ব্যাপারে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত গ্রহণ করি না।" এর ফলেই সেনাধ্যক্ষগণ ও মন্ত্রীবর্গ এর জবাবে পূর্ণ তৎপরতা সহকারে আদেশ পালনের জন্যে সর্বপ্রকার ত্যাগ স্বীকারে সম্মতি জ্ঞাপন করল। তারা বলল نَحْنُ اُولُوْا قُوَّةٍ وَّاُولُوْا بَأْسٍ شَدِيْدٍ وَّالْاَمْرُ اِلَيْكِ ; হযরত কাতাদা (র.) বলেন, আমার কাছে বর্ণনা করা হয়েছে যে, বিলকীসের পরামর্শ-সভার সদস্য তিনশ' তের জন ছিল এবং তাদের প্রত্যেকেই দশ হাজার লোকের নেতা ও প্রতিনিধি ছিল।

এ থেকে জানা গেল যে, গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত গ্রহণের পদ্ধতি সুপ্রাচীন। ইসলাম পরামর্শকে বিশেষ গুরুত্ব দান করেছে এবং রাষ্ট্রের কর্মচারীদেরকে পরামর্শ গ্রহণে বাধ্য করেছে। রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর কাছে ওহী আগমন করত এবং তিনি আল্লাহর নির্দেশ লাভ করতেন। এ কারণে কোনো পরামর্শ গ্রহণের প্রয়োজন প্রকৃতপক্ষে তাঁর ছিল না; কিন্তু উম্মতের জন্যে সুন্নত প্রতিষ্ঠা করার উদ্দেশ্যে তাঁকেও আদেশ করা হয়েছে– وَشَاوِرْهُمْ فِى الْاَمْرِ ; অর্থাৎ আপনি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়াদিতে সাহাবায়ে কেরামের সাথে পরামর্শ করুন এতে একদিকে যেমন সাহাবায়ে কেরামের সন্তুষ্টি বিধান করা হয়। অপরদিকে ভবিষ্যৎ রাজকর্মচারীদেরকে পরামর্শের মাধ্যমে কাজ করার তাগিদও হয়ে যায়।

হযরত সুলায়মান (আ.)-এর পত্রের জবাবে বিলকীসের প্রতিক্রিয়া : রাষ্ট্রের অমাত্যবর্গকে পরামর্শে শরীক করে তাদের সহযোগিতা অর্জন করার পর সম্রাজ্ঞী বিলকীস নিজেই একটি মত স্থির করল, যার সারমর্ম এই ছিল : হযরত সুলামায়নের পরীক্ষা নিতে হবে এবং দেখতে হবে যে, তিনি বাস্তবিকই আল্লাহর পয়গাম্বর কিনা? তিনি কি সত্যিই আল্লাহর আদেশ পালন করে এই নির্দেশ দিচ্ছেন, নাকি তিনি একজন আধিপত্যবাদী সম্রাট? এই পরীক্ষা দ্বারা বিলকীসের লক্ষ্য ছিল এই যে, বাস্তবিকই তিনি পয়গাম্বর হলে তাঁর আদেশ পালন করা হবে এবং বিরোধিতামূলক কার্যক্রম গ্রহণ করা হবে না। পক্ষান্তরে যদি তিনি আধিপত্যবাদের নেশায় আমাদেরকে দাসে পরিণত করতে চান, তবে তার মোকাবেলা কিভাবে করা হবে? সে সম্পর্কে চিন্তা করা হবে। এই পরীক্ষার পদ্ধতি সে এরূপ স্থির করল যে, হযরত সুলায়মান (আ.)-এর কাছে কিছু উপঢৌকন প্রেরণ করা হবে। যদি তিনি উপঢৌকন পেয়ে সন্তুষ্ট হয়ে যান, তবে বোঝা যাবে যে, তিনি একজন সম্রাটই। পক্ষান্তরে তিনি পয়গাম্বর হলে ইসলাম ও ঈমান ব্যতীত কোনো কিছুতে সন্তুষ্ট হবেন না। এই বিষয়বস্তু ইবনে জারীর (র.) একাধিক সনদে হযরত ইবনে-আব্বাস (রা.), মুজাহিদ, ইবনে জুরায়জ ও ইবনে ওয়াহাব (র.) থেকে বর্ণনা করেছেন। একথাই এই আয়াতে বর্ণিত হয়েছে– اِنِّىْ مُرْسِلَةٌ اِلَيْهِمْ بِهَدِيَّةٍ فَنٰظِرَةٌۢ بِمَ يَرْجِعُ الْمُرْسَلُوْنَ ; অর্থাৎ আমি সুলায়মান ও তাঁর সভাসদদের কাছে কিছু উপঢৌকন পাঠাচ্ছি। এরপর দেখব, যেসব দূত উপঢৌকন নিয়ে যাবে, তারা ফিরে এসে কী পরিস্থিতি বর্ণনা করে?

https://e-ilm.weebly.com/

হযরত সুলায়মান (আ.)-এর দরবারে বিলকীসের দূতদের উপস্থিতি ঃ ঐতিহাসিক ইসরাইলী রেওয়ায়েতসমূহে বিলকীসের দূত ও উপঢৌকনের বিশদ বিবরণ উল্লিখিত হয়েছে। যে বিষয়টুকু সব রেওয়ায়েতেই পাওয়া যায়, তা এই যে, উপঢৌকনে কিছু স্বর্ণের ইট, কিছু মণিমানিক্য, একশ' ক্রীতদাস এবং একশ বাঁদি ছিল। কিন্তু বাঁদিদেরকে পুরুষের পোশাক এবং ক্রীতদাসদেরকে মেয়েলী পোশাকে প্রেরণ করা হয়েছিল। সাথে বিলকীসের একটি পত্রও ছিল, যাতে হযরত সুলায়মান (আ.)-এর পরীক্ষার জন্য কিছু প্রশ্ন লিখিত ছিল। উপঢৌকন নির্বাচনেও তাঁর পরীক্ষা কাম্য ছিল। হযরত সুলায়মান (আ.)-কে আল্লাহ তা'আলা দূতদের পৌঁছার পূর্বেই উপঢৌকনসমূহের পূর্ণ বিবরণ বলে দিয়েছিলেন। হযরত সুলায়মান (আ.) জিনদেরকে আদেশ করলেন, দরবার থেকে নয় ফরসখ অর্থাৎ প্রায় ত্রিশ মাইল দূরত্ব পর্যন্ত সোনা-রূপার ইট দ্বারা বিছানা করে দাও। পথিমধ্যে দুই পার্শ্বে অদ্ভুত আকৃতিবিশিষ্ট জন্তুদেরকে দাঁড় করিয়ে দাও। তাদের প্রস্রাব পায়খানাও যেন সোনা-রূপার বিছানার উপর হয়। এমনিভাবে তিনি নিজ দরবারকেও বিশেষ যত্ন সহকারে সুসজ্জিত করলেন। ডানে বামে চার হাজার করে স্বর্ণের চেয়ার স্থাপন করা হলো। একদিকে পণ্ডিতদের জন্য এবং অপরদিকে মন্ত্রীবর্গ ও রাজকর্মচারীদের জন্য আসন নির্দিষ্ট করা হলো। মণিমানিক্য দ্বারা সম্পূর্ণ হল সুশোভিত করা হলো। বিলকীসের দূতরা যখন স্বর্ণের ইটের উপর জন্তুদেরকে দণ্ডায়মান দেখল, তখন তারা নিজেদের উপঢৌকনের কথা চিন্তা করে লজ্জায় ম্রিয়মাণ হয়ে গেল। কোনো কোনো রেওয়ায়েতে আছে, তারা তাদের স্বর্ণের ইট সেখানেই ফেলে দিল। অতঃপর তারা যতই সামনে অগ্রসর হতে লাগল দুই দিকে জীবজন্তু ও বিহংগকুলের কাতার দেখতে পল। এরপর জিনদের কাতার দেখে তারা ভীত-বিহ্বল হয়ে পড়ল। কিন্তু যখন তারা দরবারে হযরত সুলায়মান (আ.)-এর সামনে হাজির হলো, তখন তিনি হাসিমুখে তাদেরকে অভ্যর্থনা জানালেন। তাদের আদর-আপ্যায়ন করলেন। কিন্তু তাদের উপঢৌকন ফেরত দিলেন এবং বিলকীসের সব প্রশ্নের উত্তর দিলেন। -(কুরতুবী থেকে সংক্ষেপিত)

হযরত সুলায়মান (আ.) বিলকীসের উপঢৌকণ গ্রহণ করলেন না : قَالَ اَتُمِدُّوْنَنِ بِمَالٍ فَمَآ اٰتٰنِىَ اللّٰهُ خَيْرٌ مِّمَّآ اٰتَاكُمْ بَلْ اَنْتُمْ بِهَدِيَّتِكُمْ تَفْرَحُوْنَ অর্থাৎ, যখন বিলকীসের দূত উপঢৌকন নিয়ে হযরত সুলায়মান (আ.)-এর কাছে পৌঁছল, তখন তিনি দূতদেরকে বললেন, তোমরা কি অর্থ-সম্পদ দ্বারা আমাকে সাহায্য করতে চাও?
আমাকে আল্লাহ যে অর্থ-সম্পদ দিয়েছেন, তা তোমাদের অর্থ -সম্পদের চেয়ে বহুগুণে শ্রেষ্ঠ। তাই আমি উপঢৌকন গ্রহণ করব না। এগুলো ফেরত নিয়ে যাও; তোমাদের উপঢৌকন নিয়ে তোমরা সুখি থাক।

কোনো কাফেররের উপঢৌকন গ্রহণ জায়েজ কিনা? হযরত সুলায়মান (আ.) সম্রাজ্ঞী বিলকীসের উপঢৌকন কবুল করেননি। এ থেকে জানা যায় যে, কাফেরের উপঢৌকন কবুল করা জায়েজ নয় অথবা ভালো নয়। মাস'আলা এই যে, কাফেরের উপঢৌকন গ্রহণ করার মধ্যে যদি নিজের কিংবা মুসলমানদের কোনো স্বার্থ বিঘ্নিত হয় কিংবা তাদের পক্ষে মতামত দুর্বল পয়ে পড়ে তবে কাফেরের উপঢৌকন গ্রহণ করা জায়েজ নয়। -(রূহুল মা'আনী) হ্যাঁ, যদি উপঢৌকন গ্রহণ করলে কোনো ধর্মীয় উপকার সাধিত হয়; যেমন এর মাধ্যমে কোনো কাফের ব্যক্তির মুসলমানদের সাথে সৌহার্দ্যপূর্ণ সম্পর্ক গড়ে উঠে, ইসলামের নিকটবর্তী হওয়ার অতঃপর মুসলমান হওয়ার আশা থাকে কিংবা তার কোনো অনিষ্ট এর মাধ্যমে দূর করা যায়, তবে কবুল করার অবকাশ আছে। রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সুন্নত এ ব্যাপারে এই যে, তিনি কোনো কোনো কাফেরের উপঢৌকন কবুল করেছেন এবং কারও কারও উপঢৌকন প্রত্যাখ্যান করেছেন। বুখারীর টীকা 'উমদাতুল কারী'তে এবং সিয়ারে কাবীরের টীকায় হযরত কা'ব ইনে মালেক থেকে বর্ণিত আছে যে, বারার ভাই আমের ইবনে মালেক কাফের মুশরিক অবস্থায় কোনো প্রয়োজনে মদীনায় আগমন করে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর খেদমেত দু'টি অশ্ব এবং দু'টি বস্ত্রজোড়া উপঢৌকন হিসেবে পেশ করল। তিনি একথা বলে তার উপঢৌকন ফিরিয়ে দিলেন যে, আমি মুশরিকের উপঢৌকন গ্রহণ করি না। আয়ায ইবনে হেমার মাজাশেয়ী তাঁর খেদমতে একটি উপঢৌকন পেশ করলে তিনি তাকে জিজ্ঞাসা করলেন, তুমি কি মুসলমান? সে বলল, না। তিনি তার উপঢৌকন একথা বলে প্রত্যাখান করলেন যে, আল্লাহ তা'আল আমাকে মুশরিকের দান গ্রহণ করতে নিষেধ করেছেন। এর বিপরীতে এরূপ রেওয়ায়েতও বিদ্যামান আছে যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ কোনো কোনো মুশরিকের উপঢৌকন কবুল করেছেন। বর্ণিত আছে যে, আবূ সুফিয়ান মুশরিক অবস্থায় তাঁকে একটি চামড়া উপহার দিলে তিনি তা গ্রহণ করেন এবং জনৈক খ্রিস্টান একটি অত্যুজ্জ্বল রেশমী বস্ত্র উপঢৌকন হিসেবে পেশ করলে তিনি তা কবুল করেন।

https://e-ilm.weebly.com/

এই রেওয়ায়েত উদ্ধৃত করে শামসুল আয়েম্মা বলেন, আমার মতে কারণ ছিল এই যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ কারো কারো উপঢৌকন প্রত্যাখ্যান করার মধ্যে তার ইসলাম গ্রহণের আশা করেছিলেন। পক্ষান্তরে কারও কারও উপঢৌকন গ্রহণ করার মধ্যে তার মুসলমান হওয়ার সম্ভাবনা দেখেছিলেন। তাই তার উপঢৌকন কবুল করেছেন। –[উমদাতুল কারী]

বিলকীস হযরত সুলায়মান (আ.) কর্তৃক উপঢৌকন প্রত্যাখ্যান করাকে তাঁর নবী হওয়ার আলামত সাব্যস্ত করেছিল। এটা এ কারণে নয় যে, নবীর জন্য মুশরিকের উপঢৌকন কবুল করা জায়েজ নয়; বরং সে প্রকৃতপক্ষে ঘুষ হিসেবে উপঢৌকন প্রেরণ করেছিল, যাতে এর মাধ্যমে সে হযরত সুলায়মান (আ.)-এর আক্রমণ থকে নিরাপদ থাকে।

হযরত সুলায়মান (আ.)-এর দরবারে বিলকীসের উপস্থিতি : কুরতুবী ঐতিহাসিক রেওয়ায়েতের বরাত দিয়ে লিখেন, বিলকীসের দূতগণ নিজেরাও ভীত ও হতভম্ব হয়ে প্রত্যাবর্তন করল। হযরত সুলায়মান (আ.)-এর যুদ্ধ ঘোষণার কথা শুনিয়ে দিলে বিলকীস তার সম্প্রদায়কে বলল, পূর্বেও আমার এই ধারণাই ছিল যে, সুলায়মান দুনিয়ার সম্রাটদের ন্যায় কোনো সম্রাট নন; বরং তিনি আল্লাহর কাছ থেকে বিশেষ পদমর্যাদাও লাভ করেছেন। আল্লাহর পয়গাম্বরের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করা আল্লাহর বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার নামান্তর। এরূপ শক্তি আমাদের নেই। একথা বলে সে হযরত সুলায়মান (আ)-এর দরবারে হাজির হওয়ার প্রস্তুতি শুরু করে দিল। বার হাজার সেনাধ্যক্ষকে সাথে নিল, যাদের প্রত্যেকের অধীন এক লক্ষ করে সৈন্য ছিল। হযরত সুলায়মান (আ.)-কে আল্লাহ তা'আলা এমন প্রতাপ দান করেছিলেন যে, তাঁর দরবারে কেউ প্রথমে কথা বলার সাহস করত না। একদিন তিনি দূরে ধূলিকণা উড়তে দেখে উপস্থিত সভাসদদেরকে জিজ্ঞাসা করলেন, এটা কি ? তারা বলল হে আল্লাহর নবী, সম্রাজ্ঞী বিলকীস সদল-বলে আগমন করছেন। কোনো কোনো রেওয়ায়েতে আছে যখন সে হযরত সুলায়মান (আ.)-এর দরবার থেকে এক ফরসখ অর্থাৎ, প্রায় তিন মাইল দূরে ছিল, তখন হযরত সুলায়মান (আ.) তাঁর সেনাবহিনীকে সম্বোধন করে বললেন : قَالَ يَاَيُّهَا الْمَلَؤُا اَيُّكُمْ يَأْتِيْنِىْ بِعَرْشِهَا قَبْلَ اَنْ يَّاْتُوْنِىْ مُسْلِمِيْنَ

হযরত সুলায়মান (আ.) পূর্বেই অবগত হয়েছিলেন যে, বিলকীস তাঁর দাওয়াতে মুগ্ধ হয়ে আত্মসমর্পণ করতে আগমন করছে। এমতাবস্থায় তিনি ইচ্ছা করলেন যে, সে রাজকীয় শক্তি ও শান-শওকতের সাথে একটি পয়গাম্বরসুলভ মু'জিযাও প্রত্যক্ষ করুক। এটা তার বিশ্বাস স্থাপনে অধিক সহায়ক হবে। হযরত সুলায়মান (আ.)-কে আল্লাহ তা'আলা জিন বশীভূত রাখার সাধারণ মু'জিযা দান করেছিলেন। সম্ভবত আল্লাহ তা'আলার ইঙ্গিত পেয়ে তিনি ইচ্ছা করলেন যে, বিলকীসের এখানে পৌঁছার পূর্বেই তার সিংহাসন কোনোরূপে এখানে পৌঁছা দরকার। তাই পারিষদবর্গকে (তাদের মধ্যে জিনও ছিল) সম্বোধন করে এ সিংহাসন নিয়ে আসার জন্য বলে দিলেন। বিলকীসের সমস্ত ধন-সম্পদের মধ্য থেকে রাজকীয় সিংহাসনকে বেছে নেয়াও সম্ভবত এ কারণে ছিল যে, এটাই তার সর্বাধিক সংরক্ষিত বস্তু ছিল। সিংহাসনটি সাতটি রাজপ্রাসাদের অভ্যন্তরে একটি সুরক্ষিত মহলে তালাবদ্ধ অবস্থায় ছিল। বিলকীসের আপন লোকেরাও সেখানে গমন করত না। দরজা ও তালা না ভেঙ্গে সেটা বেহাত হয়ে যাওয়া এবং এত দূরবর্তী স্থানে পৌঁছে যাওয়া আল্লাহ তা'আলার অগাধ শক্তি বলেই সম্ভবপর ছিল। এটা বিলকীসের জন্য আল্লাহ তা'আলার অপরিসীম শক্তিতে বিশ্বাস স্থাপনের বিরাট উপায় হতে পারত। এর সাথে এ বিশ্বাসও অবশ্যম্ভাবী ছিল যে, সুলায়মান (আ.) আল্লাহর পক্ষ থেকেই কোন বিশেষ মর্যাদা লাভ করেছেন। ফলে তাঁর হাতে এমন অলৌকিক বিষয়াদি প্রকাশ লাভ করেছে।

قَبْلَ اَنْ يَّاْتُوْنِىْ مُسْلِمِيْنَ : مُسْلِمِيْنَ শব্দটি مُسْلِمٌ -এর বহুবচন। এর আভিধানিক অর্থ– অনুগত, আত্মসমর্পণকারী। পরিভাষায় ঈমানদারকে মুসলিম বলা হয়। এখানে হযরত ইবনে আব্বাস (রা.)-এর মতে আভিধানিক অর্থ বোঝানো হয়েছে। অর্থাৎ, আত্মসমর্পণকারী, অনুগত। কারণ, তখন সম্রাজ্ঞী বিলকীসের ইসলাম গ্রহণের প্রমাণ পাওয়া যায় না; বরং সে হযরত সুলায়মান (আ.)-এর কাছে উপস্থিত হয়ে আলাপ-আলোচনা করার পর মুসলমান হয়েছিল। কুরআনের পরবর্তী আয়াতের ভাষ্য থেকেই তা-ই বোঝা যায়।

https://e-ilm.weebly.com/

শব্দ বিশ্লেষণ :

فَأَلْقِهْ : সীগাহ واحد مذكر حاضر امر حاضر معروف বহছ মাসদার اِلْقَاءٌ বাব اِفْعَالٌ মূলবর্ণ (ل - ق - ى) জিনস ناقص يائى ; واحد مذكر غائب যমীরে ه মাফউলে বিহী অর্থ- এবং তুমি তা নিক্ষেপ কর।

تَوَلَّ : সীগাহ واحد مذكر حاضر امر حاضر معروف বহছ মাসদার تَوَلِّىْ বাব تَفَعُّلٌ মূলবর্ণ (و - ل - ى) জিনস لفيف مفروق) অর্থ- তুমি সরে থাক।

أُلْقِىَ : সীগাহ واحد مذكر غائب ماضى مجهول বহছ মাসদার اِلْقَاءٌ বাব اِفْعَالٌ মূলবর্ণ (ل - ق - ى) জিনস ناقص يائى অর্থ- নিক্ষিপ্ত হয়েছে।

أَفْتُوْنِىْ : সীগাহ جمع مذكر حاضر امر حاضر معروف বহছ মাসদার اِفْتَاءٌ বাব اِفْعَالٌ মূলবর্ণ (ف - ت - و) জিনস ناقص واوى ; نى -এর نون وقاية এবং ياء متكلم হচ্ছে মাফউলে বিহী অর্থ- তোমরা আমাকে পরামর্শ দাও।

فَانْظُرِىْ : সীগাহ واحد مؤنث حاضر امر حاضر معروف বহছ মাসদার نَظَرٌ বাব نَصَرَ মূলবর্ণ (ن - ظ - ر) জিনস صحيح অর্থ- অতএব আপনিই স্থির করুন।

تَأْمُرِيْنَ : সীগাহ واحد مؤنث حاضر مضارع معروف বহছ মাসদার أَمْرٌ বাব نَصَرَ মূলবর্ণ (أ - م - ر) জিনস مهموز فاء অর্থ- আপনার আদেশ করতে হয়।

أَتُمِدُّوْنَنِىْ : সীগাহ جمع مذكر غائب مضارع معروف বহছ মাসদার اِمْدَادٌ বাব اِفْعَالٌ মূলবর্ণ (م - د - د) জিনস مضاعف ثلاثى ; نى -এর نون وقاية এবং ياء متكلم হচ্ছে মাফউলে বিহী অর্থ- তোমরা কি আমাকে সাহায্য করতে চাচ্ছ?

اِرْجِعْ : সীগাহ واحد مذكر حاضر امر حاضر معروف বহছ মাসদার رُجُوْعٌ বাব ضَرَبَ মূলবর্ণ (ر - ج - ع) জিনস صحيح অর্থ- তুমি ফিরে যাও।

فَلَنَأْتِيَنَّهُمْ : সীগাহ جمع متكلم مضارع لام تاكيد بانون تاكيد ثقيلة درفعل مستقبل معروف বহছ مضارع মাসদার اِتْيَانٌ বাব ضَرَبَ মূলবর্ণ (أ - ت - ى) জিনস মুরাক্কাব (ناقص يائى এবং مهموز فاء) هم যমীরে جمع مذكر غائب মাফউলে বিহী অর্থ- অনন্তর আমি তাদের প্রতি পাঠাচ্ছি।

صَاغِرُوْنَ : সীগাহ جمع مذكر اسم فاعل বহছ মাসদার صِغَارٌ বাব كَرُمَ মূলবর্ণ (ص - غ - ر) জিনস صحيح অর্থ- অধীনস্থ হয়ে যাবে।

يَأْتُوْنِىْ : সীগাহ جمع مذكر غائب مضارع معروف বহছ মাসদার اِتْيَانٌ বাব ضَرَبَ মূলবর্ণ (ا - ت - ى) জিনস মুরাক্কাব (ناقص يائى এবং مهموز فاء) نى -এর نون وقاية এবং ياء متكلم হচ্ছে মাফউলে বিহী অর্থ- তার আমার নিকট আসার পূর্বেই।

বাক্য বিশ্লেষণ :

وَلَنُخْرِجَنَّهُمْ مِنْهَا اَذِلَّةً وَّهُمْ صٰغِرُوْنَ : এখানে وَلَنُخْرِجَنَّهُمْ টা পূর্বের فَلَنَأْتِيَنَّهُمْ -এর উপর আতফ হয়েছে। مِنْهَا টা نُخْرِجَنَّهُمْ -এর সাথে متعلق হয়েছে। আর ضمير সাবার দিকে ফিরেছে অর্থাৎ بلادهم আর اَذِلَّةً হলো هُمْ এর- لَنُخْرِجَنَّهُمْ -এর এবং وَهُمْ এর واو টি حاليه হয়েছে আর هُمْ মুবতাদা صٰغِرُوْنَ হলো খবর। বাক্যটি حال থেকে حال ثانيه হয়েছে। –[ই'রাবুল কুরআন খ. ৫ : পৃ. ৫১৫]

قَالَ الَّذِيْ عِنْدَهٗ عِلْمٌ مِّنَ الْكِتٰبِ اَنَا اٰتِيْكَ بِهٖ قَبْلَ اَنْ يَّرْتَدَّ اِلَيْكَ طَرْفُكَ ؕ فَلَمَّا رَاٰهُ مُسْتَقِرًّا عِنْدَهٗ قَالَ هٰذَا مِنْ فَضْلِ رَبِّيْ ۖ۫ لِيَبْلُوَنِيْۤ ءَاَشْكُرُ اَمْ اَكْفُرُ ؕ وَمَنْ شَكَرَ فَاِنَّمَا يَشْكُرُ لِنَفْسِهٖ ۚ وَمَنْ كَفَرَ فَاِنَّ رَبِّيْ غَنِيٌّ كَرِيْمٌ ﴿٤٠﴾

৪০. যার নিকট আসমানি কিতাবের জ্ঞান ছিল, সে বলল, আমি তাকে আপনার চক্ষুর পলক পড়ার পূর্বেই আপনার সম্মুখে এনে উপস্থিত করতে পারি; অতঃপর সুলায়মান যখন তাকে নিজের সম্মুখে উপস্থিত দেখতে পেলেন তখন বললেন, এটাও আমার প্রতিপালকের একটি অনুগ্রহ, যেন তিনি আমাকে পরীক্ষা করেন যে, আমি শুকর করি নাকি না শুকরি করি; এবং যে ব্যক্তি শুকর করে সে নিজেরই হিতের জন্য শুকর করে থাকে, আর যদি কেউ না শুকরী করে, তবে নিশ্চয় আমার রব অমুখাপেক্ষী, মহিমাময়।

قَالَ نَكِّرُوْا لَهَا عَرْشَهَا نَنْظُرْ اَتَهْتَدِيْۤ اَمْ تَكُوْنُ مِنَ الَّذِيْنَ لَا يَهْتَدُوْنَ ﴿٤١﴾

৪১. সুলায়মান নির্দেশ দিলেন, তার জন্য তার সিংহাসনটির রূপ বদলিয়ে দাও। দেখি সে সঠিক চিনতে পারে নাকি সেই দলভুক্ত হয় যারা চিনতে পারে না।

فَلَمَّا جَآءَتْ قِيْلَ اَهٰكَذَا عَرْشُكِ ؕ قَالَتْ كَاَنَّهٗ هُوَ ۚ وَاُوْتِيْنَا الْعِلْمَ مِنْ قَبْلِهَا وَكُنَّا مُسْلِمِيْنَ ﴿٤٢﴾

৪২. যখন বিলকীস আসল, তখন তাকে বলা হলো, তোমার সিংহাসন কি এরূপই? সে বলল, হ্যাঁ, তা এরূপই তো, এবং [বলল] এই ঘটনার পূর্বেই তো আমরা প্রকৃত তথ্য অবগত হয়েছি। আর আমরা [তখন হতেই] অনুগত হয়েছি।

শাব্দিক অনুবাদ :

৪০. قَالَ الَّذِيْ عِنْدَهٗ عِلْمٌ مِّنَ الْكِتٰبِ যার নিকট আসমানি কিতাবের জ্ঞান ছিল সে বলল اَنَا اٰتِيْكَ بِهٖ আমি তাকে আপনার সম্মুখে এনে উপস্থিত করতে পারি قَبْلَ পূর্বেই اَنْ يَّرْتَدَّ اِلَيْكَ طَرْفُكَ আপনার চক্ষুর পলক পড়বার فَلَمَّا رَاٰهُ مُسْتَقِرًّا عِنْدَهٗ অতঃপর সুলায়মান যখন তাকে নিজের সম্মুখে উপস্থিত দেখতে পেলেন قَالَ তখন বললেন هٰذَا مِنْ فَضْلِ رَبِّيْ এটাও আমার প্রতিপালকের একটি অনুগ্রহ لِيَبْلُوَنِيْ যেন তিনি আমাকে পরীক্ষা করেন যে, ءَاَشْكُرُ اَمْ اَكْفُرُ শুকর করি নাকি না শুকরি করি وَمَنْ شَكَرَ এবং যে ব্যক্তি শুকর করে فَاِنَّمَا يَشْكُرُ لِنَفْسِهٖ সে নিজেরই হিতের জন্যে শুকর করে থাকে, وَمَنْ كَفَرَ আর যে ব্যক্তি না-শুকরি করে فَاِنَّ رَبِّيْ غَنِيٌّ كَرِيْمٌ তবে নিশ্চয় আমার রব অমুখাপেক্ষী, মহিমাময়।

৪১. قَالَ সুলায়মান নির্দেশ দিলেন نَكِّرُوْا لَهَا عَرْشَهَا তার জন্য তার সিংহাসনটির রূপ বদলে দাও نَنْظُرْ اَتَهْتَدِيْ দেখি সে সঠিক চিনতে পারে কিনা اَمْ تَكُوْنُ مِنَ الَّذِيْنَ لَا يَهْتَدُوْنَ নাকি সেই দলভুক্ত হয় যারা চিনতে পারে না।

৪২. فَلَمَّا جَآءَتْ যখন বিলকীস আসল قِيْلَ তখন তাকে বলা হলো اَهٰكَذَا عَرْشُكِ তোমার সিংহাসন কি এরূপই? قَالَتْ كَاَنَّهٗ هُوَ সে বলল, হ্যাঁ তা এরূপই তো وَاُوْتِيْنَا الْعِلْمَ مِنْ قَبْلِهَا এবং ঘটনার পূর্বেই তো আমরা প্রকৃত তথ্য অবগত হয়েছি وَكُنَّا مُسْلِمِيْنَ, এবং আমরা অনুগত হয়েছি।

https://e-ilm.weebly.com/

৪৩. আর আল্লাহ ভিন্ন অপর বস্তুর উপাসনা তাকে [ঈমান আনয়ন করা হতে] বিরত রেখেছিল; [কারণ] সে কাফের সম্প্রদায়ের অন্তর্ভুক্ত ছিল।	وَصَدَّهَا مَا كَانَتْ تَّعْبُدُ مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ ؕ اِنَّهَا كَانَتْ مِنْ قَوْمٍ كٰفِرِيْنَ ﴿٤٣﴾
৪৪. বিলকীসকে বলা হলো- এই প্রাসাদে প্রবেশ কর অনন্তর যখন সে তার আঙ্গিনা দেখল, [তখন] তাকে গভীর জলাশয় মনে করল এবং তার উভয় পায়ের গোছা উন্মুক্ত করল। হযরত সুলায়মান (আ.) বললেন, এটা তো একটি প্রাসাদ যা কাচের তৈরি। বিলকীস বলল, হে আমার প্রতিপালক! আমি আমার নিজের উপর জুলুম করেছি এবং আমি সুলায়মানের সাথে বিশ্বপ্রতিপালকের প্রতি ঈমান আনলাম।	قِيْلَ لَهَا ادْخُلِي الصَّرْحَ ۚ فَلَمَّا رَاَتْهُ حَسِبَتْهُ لُجَّةً وَّكَشَفَتْ عَنْ سَاقَيْهَا ؕ قَالَ اِنَّهٗ صَرْحٌ مُّمَرَّدٌ مِّنْ قَوَارِيْرَ ۬ؕ قَالَتْ رَبِّ اِنِّيْ ظَلَمْتُ نَفْسِيْ وَاَسْلَمْتُ مَعَ سُلَيْمٰنَ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ ﴿٤٤﴾ ع
৪৫. আর আমি ছামূদ সম্প্রদায়ের নিকট তাদের ভ্রাতা সালেহকে পাঠালাম যে, তোমরা আল্লাহ তা'আলার ইবাদত কর, অতঃপর হঠাৎ তারা দুই দলে বিভক্ত হয়ে পরস্পর বিবাদ করতে লাগল।	وَلَقَدْ اَرْسَلْنَاۤ اِلٰى ثَمُوْدَ اَخَاهُمْ صٰلِحًا اَنِ اعْبُدُوا اللّٰهَ فَاِذَا هُمْ فَرِيْقٰنِ يَخْتَصِمُوْنَ ﴿٤٥﴾
৪৬. সালেহ বললেন, ভ্রাতৃগণ! তোমরা নেক কাজের পূর্বে তাড়াতাড়ি আজাব চাচ্ছ কেন? তোমরা আল্লাহর নিকট ক্ষমা কেন চাচ্ছ না? যাতে তোমাদের প্রতি অনুগ্রহের আশা করা যেতে পারে।	قَالَ يٰقَوْمِ لِمَ تَسْتَعْجِلُوْنَ بِالسَّيِّئَةِ قَبْلَ الْحَسَنَةِ ۚ لَوْلَا تَسْتَغْفِرُوْنَ اللّٰهَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُوْنَ ﴿٤٦﴾

শাব্দিক অনুবাদ :

৪৩. وَصَدَّهَا আর তাকে বিরত রেখেছিল مَا كَانَتْ تَّعْبُدُ مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ আল্লাহ ভিন্ন অপর বস্তুর উপাসনা اِنَّهَا كَانَتْ مِنْ قَوْمٍ كٰفِرِيْنَ (কারণ) সে কাফের সম্প্রদায়ের অন্তর্ভুক্ত ছিল।

৪৪. قِيْلَ لَهَا বিলকিস কে বলা হলো ادْخُلِي الصَّرْحَ এই প্রাসাদে প্রবেশ কর فَلَمَّا رَاَتْهُ অনন্তর যখন সে তার আঙ্গিনা দেখল حَسِبَتْهُ لُجَّةً (তখন) তাকে পানি (জলাশয়) মনে করল وَّكَشَفَتْ عَنْ سَاقَيْهَا এবং তার উভয় পায়ের গোছা উন্মুক্ত করল قَالَ সুলায়মান বললেন اِنَّهٗ صَرْحٌ এটা তো একটি প্রাসাদ مُّمَرَّدٌ مِّنْ قَوَارِيْرَ যা কাঁচের তৈরি قَالَتْ বিলকীস বলল رَبِّ হে আমার রব اِنِّيْ ظَلَمْتُ نَفْسِيْ আমি আমার নিজের উপর জুলুম করেছি وَاَسْلَمْتُ এবং আমি ঈমান আনলাম مَعَ سُلَيْمٰنَ সুলায়মানের সাথে لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ বিশ্বপ্রতিপালকের প্রতি।

৪৫. وَلَقَدْ اَرْسَلْنَا আর আমি পাঠালাম اِلٰى ثَمُوْدَ ছামুদ সম্প্রদায়ের প্রতি اَخَاهُمْ صٰلِحًا তাদের ভ্রাতা সালেহকে اَنِ اعْبُدُوا اللّٰهَ তোমরা আল্লাহ তা'আলার ইবাদত কর فَاِذَا هُمْ فَرِيْقٰنِ يَخْتَصِمُوْنَ অতঃপর হঠাৎ তারা দু'দলে বিভক্ত হয়ে পরস্পর বিবাদ করতে লাগল।

৪৬. قَالَ সালেহ বললেন يٰقَوْمِ ভ্রাতৃগণ! لِمَ تَسْتَعْجِلُوْنَ بِالسَّيِّئَةِ তোমরা তাড়াতাড়ি আজাব চাচ্ছ কেন? قَبْلَ الْحَسَنَةِ নেক কাজের পূর্বে لَوْلَا تَسْتَغْفِرُوْنَ اللّٰهَ তোমরা আল্লাহর নিকট ক্ষমা কেন চাচ্ছ না لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُوْنَ যাতে তোমাদের প্রতি অনুগ্রহের আশা করা যেতে পারে।

https://e-ilm.weebly.com/

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

قَالَ الَّذِىْ عِنْدَهٗ عِلْمٌ مِّنَ الْكِتٰبِ : অর্থাৎ, যার কাছে কিতাবের জ্ঞান ছিল, সে বলল। এই ব্যক্তি কে? এ সম্পর্কে এক সম্ভাবনা তাফসীরের সারসংক্ষেপ এই যে, স্বয়ং হযরত সুলায়মান (আ.)-কে বুঝানো হয়েছে। কেননা, আল্লাহর কিতাবের সর্বাধিক জ্ঞান তাঁরই ছিল। এমতাবস্থায় গোটা ব্যাপারটাই একটা মু'জিযা এবং বিলকীসকে পয়গাম্বরসুলভ মু'জিযা দেখানোই উদ্দেশ্য ছিল। কাজেই এব্যাপারে আপত্তির কোনো কিছু নেই। কিন্তু কাতাদা প্রমুখ অধিকাংশ তাফসীরবিদ থেকে ইবনে জারীর (র.) বর্ণনা করেন এবং কুরতুবী একেই অধিকাংশের উক্তি সাব্যস্ত করেছেন যে, এই ব্যক্তি হযরত সুলায়মান (আ.)-এর একজন সহচর ছিল। ইবনে ইসহাক তার নাম আসিফ ইবনে বারখিয়া বর্ণনা করেছেন। তিনি হযরত সুলায়মান (আ.)-এর বন্ধু ছিলেন এবং কোনো কোনো রেওয়ায়েত মতে তার খালাত ভাই ছিলেন। তিনি ইসমে আজম জানতেন। ইসমে আজমের বৈশিষ্ট্য এই যে, এটা উচ্চারণ করে যে দোয়াই করা হয়, তা কবুল হয় এবং যাই চাওয়া হয়, তা-ই পাওয়া যায়। এ থেকে জরুরি নয় যে, হযরত সুলায়মান (আ.) ইসমে আজম জানতেন না। কেননা এটা অবাস্তব নয় যে, হযরত সুলায়মান (আ.) তাঁর এই মহান কীর্তি তাঁর উম্মতের কোনো ব্যক্তির হাতে প্রকাশিত হওয়াকে অধিক উপযোগী মনে করেছেন। ফলে বিলকীসকে তা আরও প্রভাবিত করবে। তাই নিজে এ কাজ করার পরিবর্তে সহচরদেরকে সম্বোধন করে বলেছেন اَيُّكُمْ يَاْتِيْنِىْ -[ফুসূসুল হিকাম] এমতাবস্থায় এই ঘটনা আসিফ ইবনে বারখিয়ার কারামত হবে।

মু'জিযা ও কারামতের মধ্যে পার্থক্য : প্রকৃত সত্য এই যে, মু'জিযার মধ্যে স্বভাবগত কারণাদির কোনো দখল থাকে না; বরং এটা সরাসরি আল্লাহ তা'আলার কাজ। কুরআন পাকে বলা হয়েছে।

وَمَا رَمَيْتَ اِذْ رَمَيْتَ وَلٰكِنَّ اللّٰهَ رَمٰى : কারামতের অবস্থাও হুবহু তদ্রূপ। এতেও স্বাভাবগত কারণাদির কোনো দখল থাকে না; বরং সরাসরি আল্লাহ তা'আলার পক্ষ থেকে কোনো কাজ হয়ে যায়। মু'জিযা ও কারামত এ উভয়টির প্রকাশ ইচ্ছাধীন ব্যাপার নয়। এতদুভয়ের মধ্যে পার্থক্য শুধু এতটুকু যে, যদি কোনো অলৌকিক কাজ ওহীর অধিকারী পয়গাম্বরগণের হাতে প্রকাশ পায়, তবে তাকে মু'জিযা বলা হয়। পক্ষান্তরে এরূপ কাজই নবী ব্যতীত অন্য কারও হাতে প্রকাশ পেলে তাকে কারামত বলা হয়। আলোচ্য ঘটনায় যদি এই রেওয়ায়েত সহীহ হয় যে, বিলকীসের সিংহাসন আনার কাজটি হযরত সুলায়মান (আ.)-এর সহচর আসিফ ইবনে বারখিয়ার হাতে সম্পূর্ণ হয়েছে, তবে একে কারামত বলা হবে। প্রত্যেক ওলীর গুণাবলি তার পয়গাম্বরগরের গুণাবলির প্রতিবিম্ব এবং তার কাছ থেকেই অর্জিত হয়ে থাকে। তাই উম্মতের ওলীদের হাতে সেসব কারামত প্রকাশ পায়, সেগুলো পয়গাম্বরের মু'জিযারূপে গণ্য হয়ে থাকে।

বিলকীসের সিংহাসন আনয়নের ঘটনা কারামত নাকি তাসাররুফ : শায়খে আকবর মুহিউদ্দীন ইবনে আরাবী (র.) একে আসিফ ইবনে বারখিয়ার তাসাররুফ সাব্যস্ত করেছেন। পরিভাষায় তাসাররুফের অর্থ– কল্পনা ও দৃষ্টিশক্তি প্রয়োগ করে বিস্ময়কর কাজ প্রকাশ করা। এর জন্যে নবী, ওলী এমনকি মুসলমান হওয়াও শর্ত নয়। এটা মেসমেরিজমের অনুরূপ একটি প্রক্রিয়া। সূফী বুযুর্গগণ মুরীদদের সংশোধনের নিমিত্তে মাঝে মাঝে এই প্রক্রিয়াকে কাজে লাগান। ইবনে আরাবী (র.) বলেন, পয়গাম্বরগণ তাসাররুফের প্রক্রিয়া ব্যবহার করা থেকে বিরত থাকেন। তাই হযরত সুলায়মান (আ.) এ কাজে আসিফ ইবনে বারখিয়াকে নিযুক্ত করেন। কিন্তু কুরআন পাক এই তাসাররুফকে عِلْمٌ مِّنَ الْكِتٰبِ (কিতাবের জ্ঞান) -এর ফলশ্রুতি বলেছে। এতে এই অর্থই অগ্রগণ্য হয় যে, এটা কোনো দোয়া অথবা ইসমে আজমের ফল ছিল, যার তাসাররুফের সাথে কোনো সম্পর্কে নেই; বরং এটা কারামতেরই সমার্থবোধক।

اَنَا اٰتِيْكَ بِهٖ قَبْلَ اَنْ يَّرْتَدَّ اِلَيْكَ طَرْفُكَ : "আমি এই সিংহাসন চোখের পলক মারার আগেই এনে দেব" আসিফের এই উক্তি থেকে বোঝা যায় যে, কাজটি তাঁর নিজ ইচ্ছা ও ক্ষমতা দ্বারা হয়েছে। এটা তাসাররুফের আলামত। কেননা কারামত ওলীর ইচ্ছাধীন ব্যাপার নয়। এই সন্দেহের জবাব এই যে, সম্ভবতঃ আল্লাহ তাঁকে অবহিত করেছিলেন যে, তুমি ইচ্ছা করলে আমি এ কাজ এত দ্রুত করে দেব।

হযরত সুলায়মান (আ.)-এর সাথে বিলকীসের বিবাহ হয়েছিল কিনা? এতটুকু বর্ণনা করেই উল্লিখিত আয়াতসমূহে বিলকীসের কাহিনী সমাপ্ত করা হয়েছিল যে, হযরত সুলায়মান (আ.)-এর কাছে উপস্থিত হয়ে সে ইসলামে দীক্ষিতা হয়ে গেল। এর পরবর্তী অবস্থা সম্পর্কে কুরআন পাক নীরব। এ কারণেই জনৈক ব্যক্তি হযরত আবদুল্লাহ ইবনে উয়ায়নাকে

https://e-ilm.weebly.com/

জিজ্ঞেস করল, হযরত সুলায়মান (আ.)-এর সাথে বিলকীসের বিবাহ হয়েছিল কি? তিনি বললেন, তার ব্যাপার وَأَسْلَمْتُ مَعَ سُلَيْمَٰنَ لِلَّهِ رَبِّ الْعَٰلَمِينَ পর্যন্ত শেষ হয়ে গেছে। অর্থাৎ, কুরআন এ পর্যন্ত তার অবস্থা বর্ণনা করেছে এবং পরবর্তী অবস্থা বর্ণনা পরিত্যাগ করে দিয়েছে। অতএব, আমাদের এ বিষয়ে খোঁজ নেওয়ার কোনো প্রয়োজন নেই। কিন্তু ইবনে আসাকির (র.) হযরত ইকরিমা (রা.) থেকে বর্ণনা করেন যে, এরপর হযরত সুলায়মান (আ.)-এর সাথে বিলকীস পরিণয়সূত্রে আবদ্ধ হয়ে যান এবং তাকে তার রাজত্বে বহাল রেখে ইয়েমেনে তিনটি নজিরবিহীন ও অনুপম প্রাসাদ নির্মাণ করিয়ে দেন বলেও বর্ণনায় উল্লিখিত হয়েছে।

শব্দ বিশ্লেষণ :

أَنْ يَّرْتَدَّ : সীগাহ واحد مذكر غائب বহছ مضارع معروف বাব اِفْتِعَالٌ মাসদার اِرْتِدَادٌ মূলবর্ণ (ر ـ د ـ د) জিনস مضاعف ثلاثى অর্থ- পড়ে যাওয়ার।

مُسْتَقِرًّا : সীগাহ واحد مذكر اسم فاعل বহছ اِسْتِفْعَالٌ বাব اِسْتِقْرَارٌ মাসদার মূলবর্ণ (ق ـ ر ـ ر) জিনস مضاعف ثلاثى অর্থ- উপস্থিত।

لِيَبْلُوَنِىْ : সীগাহ واحد مذكر غائب বহছ مضارع معروف বাব نَصَرَ মাসদার بَلَاءٌ মূলবর্ণ (ب ـ ل ـ ى) জিনস ناقص يائى ; نى - এর نون وقاية এবং ياء متكلم হচ্ছে মাফউলে বিহী অর্থ- যেন তিনি আমাকে পরীক্ষা করেন।

نَكِّرُوْا : সীগাহ جمع مذكر حاضر বহছ امر حاضر معروف বাব تَفْعِيْلٌ মাসদার تَنْكِيْرٌ মূলবর্ণ (ن ـ ك ـ ر) জিনস صحيح অর্থ- তোমরা রূপ বদলিয়ে দাও।

أُوْتِيْنَا : সীগাহ جمع متكلم বহছ ماضى مجهول বাব اِفْعَالٌ মাসদার اِيْتَاءٌ মূলবর্ণ (أ ـ ت ـ ى) জিনস মুরাক্কাব (ناقص يائى এবং مهموز فاء) অর্থ- আমরা অবগত হয়েছি।

الصَّرْحَ : একবচন, বহুবচন صُرُوْحٌ অর্থ- প্রাসাদে, টাওয়ার, ভবন।

حَسِبَتْهُ : সীগাহ واحد مؤنث غائب বহছ ماضى معروف বাব سَمِعَ ও حَسِبَ মাসদার حِسْبَانٌ মূলবর্ণ (ح ـ س ـ ب) জিনস صحيح ; ه যমীরে واحد مذكر غائب মাফউলে বিহী অর্থ- সে তাকে মনে করল।

كَشَفَتْ : সীগাহ واحد مؤنث غائب বহছ ماضى معروف বাব ضَرَبَ মাসদার كَشْفٌ মূলবর্ণ (ك ـ ش ـ ف) জিনস صحيح অর্থ- সে উন্মুক্ত করল।

مُمَرَّدٌ : সীগাহ واحد مذكر বহছ اسم مفعول বাব تَفْعِيْلٌ মাসদার تَمْرِيْدٌ মূলবর্ণ (م ـ ر ـ د) জিনস صحيح অর্থ- তৈরি।

يَخْتَصِمُوْنَ : সীগাহ جمع منكر غائب বহছ مضارع معروف বাব اِفْتِعَالٌ মাসদার اِخْتِصَامٌ মূলবর্ণ (خ ـ ص ـ م) জিনস صحيح অর্থ- তারা পরস্পর বিবাদ করতে লাগল।

تُرْحَمُوْنَ : সীগাহ جمع مذكر حاضر বহছ مضارع مجهول বাব سَمِعَ মাসদার رُحْمٌ মূলবর্ণ (ر ـ ح ـ م) জিনস صحيح অর্থ- তোমাদের প্রতি আশা করা যেতে পারে।

বাক্য বিশ্লেষণ :

قَالَ عِفْرِيْتٌ مِّنَ الْجِنِّ اَنَا اٰتِيْكَ بِهٖ قَبْلَ اَنْ تَقُوْمَ مِنْ مَقَامِكَ : এখানে قال হলো ফে'ল আর عِفْرِيْتٌ হলো ফায়েল আর مِنَ الْجِنِّ হলো সিফাত, আর انا মুবতাদা اٰتِيْكَ بِه হলো খবর قَبْلَ টা ظرف متعلق হয়েছে اٰتِيْكَ -এর সাথে। আর مِنْ مَقَامِكَ টা اَنْ تَقُوْمَ -এর সাথে متعلق হয়েছে। অর্থাৎ قَبْلَ اَنْ تَبَارِحَ مَجْلِسَكَ الَّذِىْ تَجْلِسُ فِيْهِ لِلْقَضَاءِ مِنَ الْغَدَاةِ اِلَى مُنْتَصَفِ النَّهَارِ [ই'রাবুল কুরআন খ. ৫, পৃ. ৫১৮]

https://e-ilm.weebly.com/

৪৭. তারা বলতে লাগল, আমরা তো তোমাকে এবং তোমার সঙ্গিদেরকে অশুভ লক্ষণ বলে মনে করি। সালেহ বললেন, তোমাদের অমঙ্গল আল্লাহই জানেন; বরং তোমরা সেই সম্প্রদায় যারা আজাবে পতিত হবে।	قَالُوا اطَّيَّرْنَا بِكَ وَبِمَن مَّعَكَ ۚ قَالَ طَائِرُكُمْ عِندَ اللَّهِ ۖ بَلْ أَنتُمْ قَوْمٌ تُفْتَنُونَ ﴿٤٧﴾
৪৮. আর উক্ত জনপদে [দলপতি] ছিল নয়জন, যারা দেশের মধ্যে ফ্যাসাদ করত এবং শান্তি স্থাপন করত না।	وَكَانَ فِي الْمَدِينَةِ تِسْعَةُ رَهْطٍ يُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ وَلَا يُصْلِحُونَ ﴿٤٨﴾
৪৯. তারা বলল যে, তোমরা সকলে পরস্পর শপথ কর যে, আমরা রাত্রিকালে যেয়ে সালেহকে ও তার পরিবার-পরিজনকে মেরে ফেলব, অতঃপর আমরা তার অভিভাবককে বলব, আমরা তার পরিবার-পরিজনকে হত্যায় উপস্থিত ছিলাম না এবং আমরা সম্পূর্ণ সত্যবাদী।	قَالُوا تَقَاسَمُوا بِاللَّهِ لَنُبَيِّتَنَّهُ وَأَهْلَهُ ثُمَّ لَنَقُولَنَّ لِوَلِيِّهِ مَا شَهِدْنَا مَهْلِكَ أَهْلِهِ وَإِنَّا لَصَادِقُونَ ﴿٤٩﴾
৫০. এবং তারা এক চক্রান্ত করল, আর আমিও এক কৌশল অবলম্বন করলাম এবং তারা টেরও পেল না।	وَمَكَرُوا مَكْرًا وَمَكَرْنَا مَكْرًا وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ ﴿٥٠﴾
৫১. অতএব দেখুন, তাদের দুষ্কৃতির পরিণাম কীরূপ হলো, আমি তাদেরকে এবং তাদের সম্প্রদায়ের সকলকেই ধ্বংস করে দিলাম।	فَانظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ مَكْرِهِمْ أَنَّا دَمَّرْنَاهُمْ وَقَوْمَهُمْ أَجْمَعِينَ ﴿٥١﴾

শাব্দিক অনুবাদ :

৪৭. قَالُوا তারা বলতে লাগল اطَّيَّرْنَا بِكَ وَبِمَن مَّعَكَ আমরা তো তোমাকে এবং তোমার সঙ্গিদেরকে অশুভ লক্ষণ বলে মনে করি قَالَ সালেহ বললেন طَائِرُكُمْ عِندَ اللَّهِ তোমাদের অমঙ্গল আল্লাহই জানেন بَلْ أَنتُمْ قَوْمٌ تُفْتَنُونَ : বরং তোমরা সেই সম্প্রদায় যারা আজাবে পতিত হবে।

৪৮. وَكَانَ فِي الْمَدِينَةِ, আর উক্ত জনপদে (দলপতি) ছিল تِسْعَةُ رَهْطٍ নয়জন يُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ যারা দেশের মধ্যে ফ্যাসাদ করত وَلَا يُصْلِحُونَ, এবং শান্তি স্থাপন করত না।

৪৯. قَالُوا তারা বলল যে, تَقَاسَمُوا بِاللَّهِ তোমরা সকলে পরস্পর শপথ করো যে, لَنُبَيِّتَنَّهُ وَأَهْلَهُ আমরা রাত্রিকালে যেয়ে সালেহকে এবং তার পরিবার-পরিজন মেরে ফেলব ثُمَّ لَنَقُولَنَّ لِوَلِيِّهِ অতঃপর আমরা তার উত্তরাধিকারীকে বলব مَا شَهِدْنَا مَهْلِكَ أَهْلِهِ আমরা তার সংশ্লিষ্টদের হত্যায় উপস্থিত ছিলাম না وَإِنَّا لَصَادِقُونَ, এবং আমরা সম্পূর্ণ সত্যবাদী।

৫০. وَمَكَرُوا مَكْرًا, এবং তারা এক গোপন চক্রান্ত করল وَمَكَرْنَا مَكْرًا আর আমিও কৌশল অবলম্বন করলাম وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ এবং তারা টেরও পেল না।

৫১. فَانظُرْ অতএব দেখুন كَيْفَ كَانَ কীরূপ হলো عَاقِبَةُ مَكْرِهِمْ তাদের দুষ্কৃতির পরিণাম أَنَّا دَمَّرْنَاهُمْ وَقَوْمَهُمْ أَجْمَعِينَ আমি তাদেরকে এবং তাদের সম্প্রদায়ের সকলকেই ধ্বংস করে দিলাম।

https://e-ilm.weebly.com/

৫২. বস্তুত এগুলোই তাদের বাড়িঘর, যা বিধ্বস্ত জনশূন্য অবস্থায় পড়ে আছে তাদের সীমালঙ্ঘন তথা কুফরির কারণে, নিঃসন্দেহে তাতে জ্ঞানবানদের জন্য বড় নিদর্শন রয়েছে।	فَتِلْكَ بُيُوتُهُمْ خَاوِيَةً بِمَا ظَلَمُوا ۗ إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَآيَةً لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ ﴿٥٢﴾
৫৩. এবং আমি ঈমানদার ও পরহেজগার লোকদেরকে নাজাত দিলাম।	وَأَنْجَيْنَا الَّذِينَ آمَنُوا وَكَانُوا يَتَّقُونَ ﴿٥٣﴾
৫৪. এবং আমি লূতকে পাঠিয়েছিলাম, যখন তিনি তাঁর সম্প্রদায়কে বললেন, তোমরা কি এই নির্লজ্জতার কাজ করছ? অথচ তোমরা জ্ঞানবান লোক।	وَلُوطًا إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ أَتَأْتُونَ الْفَاحِشَةَ وَأَنْتُمْ تُبْصِرُونَ ﴿٥٤﴾
৫৫. তোমরা কি স্ত্রী-জাতিকে ছেড়ে পুরুষদের সাথে কাম প্রবৃত্তি চরিতার্থ করছ? বরং তোমরা মূর্খতার কাজ করছ।	أَئِنَّكُمْ لَتَأْتُونَ الرِّجَالَ شَهْوَةً مِنْ دُونِ النِّسَاءِ ۚ بَلْ أَنْتُمْ قَوْمٌ تَجْهَلُونَ ﴿٥٥﴾
৫৬. তখন তার সম্প্রদায়ের পক্ষে এটা ব্যতীত কোনোই উত্তর দেওয়া সম্ভব হলো না যে, তারা পরস্পর বলতে লাগল, লূতদেরকে তোমাদের জনপদ হতে বের করে দাও, তারা বড় শুচিবাগীশ।	فَمَا كَانَ جَوَابَ قَوْمِهِ إِلَّا أَنْ قَالُوا أَخْرِجُوا آلَ لُوطٍ مِنْ قَرْيَتِكُمْ ۖ إِنَّهُمْ أُنَاسٌ يَتَطَهَّرُونَ ﴿٥٦﴾

শাব্দিক অনুবাদ :

৫২. فَتِلْكَ بُيُوتُهُمْ বস্তুত : এগুলো তাদের বাড়ি-ঘর خَاوِيَةً যা বিধ্বস্ত জনশূন্য অবস্থায় পড়ে আছে بِمَا ظَلَمُوا তাদের কুফরির কারণে إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَآيَةً নিঃসন্দেহে এত বড় উপদেশ রয়েছে لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ জ্ঞানবানদের জন্য।

৫৩. وَأَنْجَيْنَا এবং আমি নাজাত দিলাম। الَّذِينَ آمَنُوا ঈমানদার وَكَانُوا يَتَّقُونَ ও পরহেজগার লোকদেরকে।

৫৪. وَلُوطًا এবং আমি লূতকে পাঠিয়েছিলাম إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ যখন তিনি তার সম্প্রদায়কে বললেন أَتَأْتُونَ الْفَاحِشَةَ তোমরা কি এই নির্লজ্জতার কাজ করছ وَأَنْتُمْ تُبْصِرُونَ অথচ তোমরা জ্ঞানবান লোক।

৫৫. أَئِنَّكُمْ لَتَأْتُونَ الرِّجَالَ شَهْوَةً তোমরা কি পুরুষদের সাথে কাম-প্রবৃত্তি চরিতার্থ করছ مِنْ دُونِ النِّسَاءِ স্ত্রী জাতিকে ছেড়ে بَلْ أَنْتُمْ قَوْمٌ تَجْهَلُونَ ; বরং তোমরা মূর্খতার কাজ করছ।

৫৬. فَمَا كَانَ তখন সম্ভব হলো না جَوَابَ قَوْمِهِ তার সম্প্রদায়ের পক্ষে কোনোই উত্তর إِلَّا أَنْ قَالُوا এটা ব্যতীত যে, তারা বলতে লাগল أَخْرِجُوا آلَ لُوطٍ লূতদেরকে বের করে দাও مِنْ قَرْيَتِكُمْ তোমাদের জনপদ হতে إِنَّهُمْ أُنَاسٌ يَتَطَهَّرُونَ এরা বড় শুচিবাগীশ।

https://e-ilm.weebly.com/

৫৭. সুতরাং আমি লূত ও তার সঙ্গিদেরকে রক্ষা করলাম তার স্ত্রীকে ব্যতীত, যেহেতু তাকে আমি ধ্বংসপ্রাপ্ত লোকদের অন্তর্ভুক্ত করেছিলাম।	فَاَنْجَيْنٰهُ وَاَهْلَهٗۤ اِلَّا امْرَاَتَهٗ ۫ قَدَّرْنٰهَا مِنَ الْغٰبِرِيْنَ ﴿٥٧﴾
৫৮. আর আমি তাদের প্রতি এক ভয়ঙ্কর বৃষ্টি বর্ষণ করেছিলাম, সুতরাং তা ভীতি প্রদর্শিতদের প্রতি কতই না মন্দ বৃষ্টি ছিল।	وَاَمْطَرْنَا عَلَيْهِمْ مَّطَرًا ۚ فَسَآءَ مَطَرُ الْمُنْذَرِيْنَ ﴿٥٨﴾
৫৯. আপনি বলুন, সমস্ত প্রশংসা আল্লাহরই জন্য এবং শান্তি বর্ষিত হোক তার সেই বান্দাগণের উপর যাদেরকে তিনি মনোনীত করেছেন। আল্লাহ উত্তম, নাকি ঐ সমস্ত পদার্থ, যাদেরকে তারা অংশী সাব্যস্ত করছে?	قُلِ الْحَمْدُ لِلّٰهِ وَسَلٰمٌ عَلٰى عِبَادِهِ الَّذِيْنَ اصْطَفٰى ؕ آٰللّٰهُ خَيْرٌ اَمَّا يُشْرِكُوْنَ ﴿٥٩﴾

শাব্দিক অনুবাদ

৫৭. فَاَنْجَيْنٰهُ وَاَهْلَهٗ সুতরাং আমি লূত ও তাঁর তাঁর সঙ্গীদেরকে রক্ষা করলাম اِلَّا امْرَاَتَهٗ তাঁর স্ত্রীকে ব্যতীত قَدَّرْنٰهَا مِنَ الْغٰبِرِيْنَ যেহেতু তাকে আমি ধ্বংসপ্রাপ্ত লোকদের মধ্যে অন্তর্ভুক্ত করে রেখেছিলাম।

৫৮. وَاَمْطَرْنَا عَلَيْهِمْ مَّطَرًا আর আমি তাদের প্রতি এক ভয়ঙ্কর বৃষ্টি বর্ষণ করেছিলাম فَسَآءَ مَطَرُ الْمُنْذَرِيْنَ সুতরাং যারা ভীতি প্রদর্শিত তাদের প্রতি কতই না মন্দ বৃষ্টি ছিল।

৫৯. قُلِ আপনি বলুন الْحَمْدُ لِلّٰهِ সমস্ত প্রশংসা আল্লাহরই জন্য وَسَلٰمٌ عَلٰى عِبَادِهِ الَّذِيْنَ اصْطَفٰى এবং শান্তি বর্ষিত হোক তাঁর সেই বান্দাগণের উপর যাদেরকে তিনি মনোনীত করেছেন آٰللّٰهُ خَيْرٌ اَمَّا يُشْرِكُوْنَ আল্লাহ উত্তম নাকি ঐ সমস্ত পদার্থ যাদেরকে তারা অংশী সাব্যস্ত করেছে?

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

قُلِ الْحَمْدُ لِلّٰهِ وَسَلٰمٌ عَلٰى عِبَادِهِ الَّذِيْنَ اصْطَفٰى آٰللّٰهُ خَيْرٌ اَمَّا يُشْرِكُوْنَ (٥٩)

শানে নুযূল : আব্দ বিন হুমাইদ ও ইবনে জারীর (র.) সুফিয়ান ছাওরী (র.)-এর উদ্ধৃতি দিয়ে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন, আলোচ্য আয়াত বিশেষ করে হযরত রাসূল ﷺ -এর আত্মত্যাগী সাহাবীগণ সম্পর্কে নাজিল করা হয়েছে। আলোচ্য আয়াতে عِبَادَهُ الَّذِيْنَ اصْطَفٰى তথা 'নির্বাচিত বান্দাগণ' দ্বারা সাহাবায়ে কেরামকে বুঝানো হয়েছে।

-[রূহুল মা'আনী ৩/১০/২০, দুররে মানছুর ১১৩/৫]

تِسْعَةُ رَهْطٍ : رَهْطٌ শব্দের অর্থ- দল। এখানে নয় ব্যক্তির মধ্যে থেকে প্রত্যেককেই رَهْط বলার কারণ সম্ভবত এই যে, তারা তাদের অর্থ-সম্পদ, জাঁকজমক, প্রভাব-প্রতিপত্তির কারণে সম্প্রদায়ের প্রধানস্বরূপে গণ্য হতো এবং প্রত্যেকের সাথে ভিন্ন ভিন্ন দল ছিল। কাজেই এই নয় ব্যক্তিকে নয়টি দল বলা হয়েছে। তারা ছিল হিজর জনপদের প্রধান। হিজর শামদেশের একটি স্থানের নাম।

https://e-ilm.weebly.com/

لَنُبَيِّتَنَّهُ وَاَهْلَهُ ثُمَّ لَنَقُوْلَنَّ لِوَلِيِّهِ مَا شَهِدْنَا مَهْلِكَ اَهْلِهِ وَاِنَّا لَصَادِقُوْنَ : উদ্দেশ্য এই যে, আমরা সবাই মিলে রাতের অন্ধকারে তার উপর ও তার জাতি-গোষ্ঠীর উপর হানা দেব এবং সবাইকে হত্যা করব। এরপর তার হত্যার দাবিদার তদন্ত করলে আমরা বলে দিব, আমরা তো তাকে হত্যা করিনি এবং কাউকে হত্যা করতেও দেখিনি। এক কথায় আমরা সত্যবাদী গণ্য হব। কারণ রাতের অন্ধাকারে কে কাকে মেরেছে, তা আমরা নির্দিষ্ট করে জানবো না।

এখানে লক্ষণীয় বিষয় এই যে, কাফেরদের এই স্বনামখ্যাত বাছাই করা বদমায়েশেরা কুফর, শিরক, হত্যা ও লুণ্ঠনের অপরাধ নির্বিবাদে করে যাচ্ছে কোনো চিন্তা ছাড়াই; কিন্তু এখানে এ চিন্তা তারাও করছে যে, তারা যেন মিথ্যা না বলে এবং যেন মিথ্যাবাদী সাব্যস্ত না হয়। এ থেকে অনুমান করুন যে, মিথ্যা কত বড় গোনাহ। বড় বড় অপরাধীরাও আত্মসম্মান রক্ষার্থে মিথ্যা বলত না। আয়াতে দ্বিতীয় প্রণিধানযোগ্য বিষয় এই যে, যে ব্যক্তিকে তারা হযরত সালেহ (আ.)-এর ওলী তথা দাবিদার বলেছে, সে তো হযরত সালেহ (আ.)-এরই পরিবারভুক্ত ছিল। তাকে তারা হত্যার তালিকার বাইরে কেন রাখল? জবাব এই যে, সম্ভবত: সে পারিবারিক দিক দিয়ে ওলী ছিল। কিন্তু কাফের ছিল এবং কাফেরদের সাথে সংঘবদ্ধ ছিল। হযরত সালেহ (আ.) ও তার স্বজনদের হত্যার পর সে বংশগত সম্পর্কের কারণে খুনের বদলা দাবি করবে। এটাও সম্ভবপর যে, সে মুসলমান ছিল, কিন্তু প্রভাবশালী হওয়ার কারণে তাকে হত্যা করলে সম্প্রদায়ের মধ্যে অনৈক্য ও বিচ্ছিন্নতা দেখা দিত। তাই তাকে বাদ দেওয়া হয়েছে।

قُلِ الْحَمْدُ لِلّٰهِ পূর্ববর্তী পয়গাম্বরর ও তাঁদের উম্মতের কিছু অবস্থা বর্ণনা করার পর এই বাক্যে রাসূলে কারীম ﷺ-কে উদ্দেশ্য করে বলা হয়েছে যে, আপনি আল্লাহ তা'আলার কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করুন। কারণ আপনার উম্মতকে দুনিয়ার ব্যাপক আজাব থেকে নিরাপদ করে দেওয়া হয়েছে। পূর্ববর্তী পয়গাম্বর ও আল্লাহর মনোনীত বান্দাদের প্রতি সালাম প্রেরণ করুন। অধিকাংশ তাফসীরবিদ এই ব্যাখ্যাই গ্রহণ করেছেন। কারও কারও মতে এই বাক্যটিও হযরত লূত (আ.) -কে উদ্দেশ্য করে বলা হয়েছে। আয়াতে اَلَّذِيْنَ اصْطَفٰى বাক্যে বাহ্যত: পয়গাম্বরগণকেই বুঝানো হয়েছে ; যেমন অন্য আয়াতে وَسَلٰمٌ عَلَى الْمُرْسَلِيْنَ বলা হয়েছে। হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) থেকে বর্ণিত এক রেওয়ায়েত আছে যে, এখানে সাহাবায়ে কেরাম (রা.)-কে বুঝানো হযেছে। সুফিয়ান সাওরী এ মতই গ্রহণ করেছেন।

আয়াতে اَلَّذِيْنَ اصْطَفٰى বলে সাহাবায়ে কেরামকে বুঝানো হলে এই আয়াত দ্বারা পয়গাম্বরগণ ছাড়া অন্যদেরকে সালাম বলার জন্য 'আলাইহিস সালাম' বলার বৈধতা প্রমাণিত হয়। সূরা আহযাবের صَلُّوْا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوْا আয়াতের তাফসীরে ইনাশাআল্লাহ এ সম্পর্কে বিস্তারিত তথ্য পেশ করা হবে।

মাসআলা : এই আয়াতে থেকে খুতবার রীতিনীতিও প্রমাণিত হয়েছে যে, আল্লাহ তা'আলার প্রশংসা ও পয়গাম্বরগণের প্রতি দরুদ ও সালাম দ্বারা খুতবা শুরু হওয়া উচিত। রাসূলে কারীম ﷺ ও সাহাবায়ে কেরামের সকল খুতবা এভাবেই শুরু হয়েছে ; বরং প্রত্যেক গুরুত্বপূর্ণ কাজের শুরুতে আল্লাহর হাম্দ ও রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর প্রতি দরুদ ও সালাম সুন্নত ও মোস্তাহাব। –[রূহুল মা'আনী]

শব্দ বিশ্লেষণ :

تُفْتَنُوْنَ : সীগাহ جمع مذكر حاضر বহছ مضارع مجهول বাব ضَرَبَ মাসদার فِتْنَةٌ মূলবর্ণ (ف - ت - ن) জিনস صحيح অর্থ– যারা আজাবে পতিত হবে।

تَقَاسَمُوْا : সীগাহ جمع مذكر حاضر বহছ امر حاضر معروف বাব تَفَاعُلٌ মাসদার تَقَاسُمٌ মূলবর্ণ (ق - س - م) জিনস صحيح অর্থ– তোমরা সকলে পরস্পর শপথ করো।

لَنَقُوْلَنَّ : সীগাহ جمع متكلم বহছ مضارع لام تاكيد بانون تاكيد ثقيلة বাব نَصَرَ মাসদার قَوْلٌ মূলবর্ণ (ق - و - ل) জিনস اجوف واوى অর্থ– আমরা বলব।

https://e-ilm.weebly.com/

مَكَرْنَا : সীগাহ جمع متكلم বহছ ماضى معروف বাব نَصَرَ মাসদার مَكْرٌ মূলবর্ণ (م ـ ك ـ ر) জিনস صحيح অর্থ– আমিও কৌশল অবলম্বন করলাম।

خَاوِيَةً : সীগাহ واحد مؤنث বহছ اسم فاعل বাব ضَرَبَ মাসদার خَوَاءٌ মূলবর্ণ (خ ـ و ـ ى) জিনস لفيف مقرون অর্থ– যা বিধ্বস্ত জনশূন্য অবস্থায় পড়ে আছে।

كَانُوْا يَتَّقُوْنَ : সীগাহ جمع مذكر غائب বহছ ماضى استمرارى معروف বাব اِفْتِعَالٌ মাসদার اِتِّقَاءٌ মূলবর্ণ (و ـ ق ـ ى) জিনস ناقص يائى অর্থ– তারা পরহেজগারী অবলম্বন করেছিল।

تُبْصِرُوْنَ : সীগাহ جمع مذكر حاضر বহছ فعل مضارع معروف বাব اِفْعَالٌ মাসদার اِبْصَارٌ মূলবর্ণ (ب ـ ص ـ ر) জিনস صحيح অর্থ– তোমরা জ্ঞানবান লোক।

تَجْهَلُوْنَ : সীগাহ جمع مذكر حاضر বহছ مضارع معروف বাব سَمِعَ মাসদার جَهْلٌ মূলবর্ণ (ج ـ ه ـ ل) জিনস صحيح অর্থ– তোমরা মূর্খতার কাজ করছ।

يَتَطَهَّرُوْنَ : সীগাহ جمع مذكر غائب বহছ مضارع معروف বাব تَفَعُّلٌ মাসদার تَطَهُّرٌ মূলবর্ণ (ط ـ ه ـ ر) জিনস صحيح অর্থ– তারা বড় শুচিবাগীশী অবলম্বন করত।

اَمْطَرْنَا : সীগাহ جمع متكلم বহছ ماضى معروف বাব اِفْعَالٌ মাসদার اِمْطَارٌ মূলবর্ণ (م ـ ط ـ ر) জিনস صحيح অর্থ– আমি বৃষ্টি বর্ষণ করেছিলাম।

اِصْطَفٰى : সীগাহ واحد مذكر غائب বহছ ماضى معروف বাব اِفْتِعَالٌ মাসদার اِصْطِفَاءٌ মূলবর্ণ (ص ـ ف ـ و) জিনস ناقص واوى অর্থ– তিনি মনোনীত করেছেন।

বাক্য বিশ্লেষণ :

فَاِذَا هُمْ فَرِيْقَانِ يَخْتَصِمُوْنَ : এখানে فَاِذَا- এর فاء আতেফা। اِذَا হলো فجائية আর هُمْ হলো মুবতাদা। فَرِيْقَانِ হলো খবর, يَخْتَصِمُوْنَ বাক্যটি فَرِيْقَانِ- এর نعت হয়েছে।

https://e-ilm.weebly.com/

পারা : ২০

أَمَّنْ خَلَقَ السَّمٰوٰتِ وَالْأَرْضَ وَأَنْزَلَ لَكُمْ مِّنَ السَّمَآءِ مَآءً ۚ فَأَنْۢبَتْنَا بِهٖ حَدَآئِقَ ذَاتَ بَهْجَةٍ ۚ مَا كَانَ لَكُمْ أَنْ تُنْۢبِتُوْا شَجَرَهَا ۗ ءَإِلٰهٌ مَّعَ اللّٰهِ ۗ بَلْ هُمْ قَوْمٌ يَّعْدِلُوْنَ ﴿٦٠﴾

৬০. (এই সমস্ত মূর্তিই উত্তম?) না সেই সত্তা যিনি আসমান ও জমিন সৃষ্টি করেছেন এবং আসমান হতে তোমাদের জন্য পানি বর্ষণ করেছেন? অনন্তর আমি তা দ্বারা মনোরম উদ্যানসমূহ উৎপন্ন করেছি, তোমাদের পক্ষে তো সম্ভব ছিল না যে, তার বৃক্ষগুলো উৎপন্ন করা; আল্লাহ তা'আলার সঙ্গে অন্য কোনো মা'বূদ আছে কি? বরং তারা এমন লোক যারা সত্য বিচ্যুত হয়।

أَمَّنْ جَعَلَ الْأَرْضَ قَرَارًا وَّجَعَلَ خِلٰلَهَآ أَنْهٰرًا وَّجَعَلَ لَهَا رَوَاسِيَ وَجَعَلَ بَيْنَ الْبَحْرَيْنِ حَاجِزًا ۗ ءَإِلٰهٌ مَّعَ اللّٰهِ ۗ بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُوْنَ ﴿٦١﴾

৬১. না সেই সত্তা যিনি জমিনকে বাসস্থান বানিয়েছেন এবং তার মাঝে মাঝে নহরসমূহ সৃষ্টি করেছেন এবং তাতে পর্বতসমূহ সৃষ্টি করেছেন এবং দুই নদীর মধ্যস্থলে একটি সীমারেখা সৃষ্টি করেছেন; আল্লাহ তা'আলার সঙ্গে অন্য কোনো মা'বূদ আছে কি? বরং তাদের অধিকাংশ তো জানে না;

أَمَّنْ يُّجِيْبُ الْمُضْطَرَّ إِذَا دَعَاهُ وَيَكْشِفُ السُّوْٓءَ وَيَجْعَلُكُمْ خُلَفَآءَ الْأَرْضِ ۗ ءَإِلٰهٌ مَّعَ اللّٰهِ ۗ قَلِيْلًا مَّا تَذَكَّرُوْنَ ﴿٦٢﴾

৬২. না সেই সত্তা যিনি বিপন্নের ডাকে সাড়া দেন যখন সে তাঁকে ডাকে এবং বিপদ মোচন করে দেন এবং তোমাদেরকে জমিনের ব্যবহারের অধিকারী করে থাকেন; আল্লাহর সাথে আর কোনো মা'বূদ আছে কি? তোমরা খুব অল্পই উপদেশ গ্রহণ করে থাক;

শাব্দিক অনুবাদ :

৬০. أَمَّنْ خَلَقَ না সেই সত্তা যিনি সৃষ্টি করেছেন السَّمٰوٰتِ وَالْأَرْضَ আসমান ও জমিন وَأَنْزَلَ لَكُمْ এবং তোমাদের জন্য বর্ষণ করেছেন مِّنَ السَّمَآءِ আসমান হতে مَآءً পানি فَأَنْۢبَتْنَا بِهٖ অনন্তর আমি তা দ্বারা উৎপন্ন করেছি حَدَآئِقَ ذَاتَ بَهْجَةٍ মনোরম উদ্যানসমূহ مَا كَانَ لَكُمْ তোমাদের পক্ষে তো সম্ভব ছিলনা যে, أَنْ تُنْۢبِتُوْا شَجَرَهَا তার বৃক্ষগুলো উৎপন্ন করা ءَإِلٰهٌ مَّعَ اللّٰهِ আল্লাহ তা'আলার সঙ্গে অন্য কোনো মাবুদ আছে কি? بَلْ هُمْ قَوْمٌ يَّعْدِلُوْنَ বরং তারা এমন লোক যারা সত্য বিচ্যুত হয়।

৬১. أَمَّنْ جَعَلَ الْأَرْضَ قَرَارًا না সেই সত্তা যিনি জমিনকে বাসস্থান বানিয়েছেন وَّجَعَلَ خِلٰلَهَآ أَنْهٰرًا এবং তার মাঝে মাঝে নহরসমূহ সৃষ্টি করেছেন وَّجَعَلَ لَهَا رَوَاسِيَ এবং তাতে পর্বতসমূহ সৃষ্টি করেছেন وَجَعَلَ بَيْنَ الْبَحْرَيْنِ حَاجِزًا এবং দুই নদীর মধ্যস্থানে একটি সীমারেখা সৃষ্টি করেছেন ءَإِلٰهٌ مَّعَ اللّٰهِ আল্লাহ তা'আলার সঙ্গে অন্য কোনো মা'বূদ আছে কি بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُوْنَ বরং তাদের আধিকাংশ তো জানে না।

৬২. أَمَّنْ يُّجِيْبُ الْمُضْطَرَّ না সেই সত্তা যিনি বিপন্নের ডাকে সাড়া দেন إِذَا دَعَاهُ যখন সে তাঁকে ডাকে وَيَكْشِفُ السُّوْٓءَ এবং বিপদ মোচন করে দেন وَيَجْعَلُكُمْ خُلَفَآءَ الْأَرْضِ এবং তোমাদেরকে জমিনের ব্যবহারের অধিকারী করে দেন ءَإِلٰهٌ مَّعَ اللّٰهِ আল্লাহর সাথে আর কোনো মাবুদ আছে কি قَلِيْلًا مَّا تَذَكَّرُوْنَ তোমরা খুব অল্পই উপদেশ গ্রহণ করে থাক।

https://e-ilm.weebly.com/

৬৩. না সেই সত্তা যিনি স্থল ও জলভাগের অন্ধকারপুঞ্জের মধ্যে তোমাদেরকে পথের সন্ধান দিয়ে থাকেন এবং যিনি বৃষ্টির পূর্বে বায়ুরাশিকে প্রেরণ করে থাকেন, যা (বৃষ্টির আশ্বাস দিয়ে অন্তরকে) আনন্দিত করে থাকে; আল্লাহর সাথে আর কোনো মা'বূদ আছে কি? (বরং) আল্লাহ্ হচ্ছেন তাদের শিরক হতে বহু উর্ধ্বে।	اَمَّنْ يَّهْدِيْكُمْ فِيْ ظُلُمٰتِ الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَمَنْ يُّرْسِلُ الرِّيٰحَ بُشْرًاۢ بَيْنَ يَدَيْ رَحْمَتِهٖ ؕ ءَاِلٰهٌ مَّعَ اللّٰهِ ؕ تَعٰلَى اللّٰهُ عَمَّا يُشْرِكُوْنَ ﴿٦٣﴾
৬৪. না সেই সত্তা যিনি সৃষ্ট বস্তুগুলোকে প্রথমবার সৃষ্টি করে থাকেন, আবার তাদেরকে পুনঃ সৃষ্টি করবেন, আর যিনি তোমাদেরকে আসমান ও জমিন হতে রিজিক প্রদান করে থাকেন; আল্লাহর সাথে আর কোনো উপাস্য আছে কি? আপনি বলুন, তোমরা তোমাদের প্রমাণ উপস্থিত কর, যদি তোমরা সত্যবাদী হও।	اَمَّنْ يَّبْدَؤُا الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيْدُهٗ وَمَنْ يَّرْزُقُكُمْ مِّنَ السَّمَآءِ وَالْاَرْضِ ؕ ءَاِلٰهٌ مَّعَ اللّٰهِ ؕ قُلْ هَاتُوْا بُرْهَانَكُمْ اِنْ كُنْتُمْ صٰدِقِيْنَ ﴿٦٤﴾
৬৫. আপনি বলে দিন, আসমানসমূহে ও জমিনে যত সৃষ্টজীব রয়েছে, কেউ কোনো গায়েবের বিষয় সম্বন্ধে অবগত নয় একমাত্র আল্লাহ তা'আলা ব্যতীত; আর তারা এটাও অবগত নয় যে, তাদেরকে কখন পুনরায় জীবিত করা হবে।	قُلْ لَّا يَعْلَمُ مَنْ فِي السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ الْغَيْبَ اِلَّا اللّٰهُ ؕ وَمَا يَشْعُرُوْنَ اَيَّانَ يُبْعَثُوْنَ ﴿٦٥﴾
৬৬. বরং আখেরাত সম্বন্ধে তাদের জ্ঞান লোপ পেয়েছে। বরং তারা সে সম্বন্ধে সন্দেহের মধ্যে রয়েছে। বরং তারা সে সম্বন্ধে অন্ধ সেজে রয়েছে।	بَلِ ادّٰرَكَ عِلْمُهُمْ فِي الْاٰخِرَةِ ۫ بَلْ هُمْ فِيْ شَكٍّ مِّنْهَا ۫ بَلْ هُمْ مِّنْهَا عَمُوْنَ ﴿٦٦﴾ ع ٨

শাব্দিক অনুবাদ :

৬৩. اَمَّنْ يَّهْدِيْكُمْ না সেই সত্তা যিনি তোমাদেরকে পথের সন্ধান দিয়ে থাকেন فِيْ ظُلُمٰتِ الْبَرِّ وَالْبَحْرِ স্থল ও জলভাগের অন্ধকার পুঞ্জের মধ্যে وَمَنْ يُّرْسِلُ الرِّيٰحَ এবং যিনি বৃষ্টির পূর্বে বায়ুরাশিকে প্রেরণ করে থাকেন بُشْرًاۢ بَيْنَ يَدَيْ رَحْمَتِهٖ যা (বৃষ্টির আশ্বাস দিয়ে অন্তরকে) আনন্দিত করে থাকে ءَاِلٰهٌ مَّعَ اللّٰهِ আল্লাহর সাথে আর কোনো মাবুদ আছে কি تَعٰلَى اللّٰهُ عَمَّا يُشْرِكُوْنَ আল্লাহ্ হচ্ছেন তাদের শিরক হতে বহু উর্ধ্বে।

৬৪. اَمَّنْ يَّبْدَؤُا الْخَلْقَ না সেই সত্তা যিনি সৃষ্ট বস্তুগুলোকে প্রথমবার সৃষ্টি করে থাকেন ثُمَّ يُعِيْدُهٗ আবার তাদেরকে পুনঃ সৃষ্টি করবেন وَمَنْ يَّرْزُقُكُمْ আর যিনি তোমাদেরকে রিজিক প্রদান করে থাকেন مِّنَ السَّمَآءِ وَالْاَرْضِ আসমান ও জমিন হতে ءَاِلٰهٌ مَّعَ اللّٰهِ আল্লাহর সাথে আর কোনো উপাস্য আছে কি? قُلْ আপনি বলুন هَاتُوْا بُرْهَانَكُمْ তোমরা তোমাদের প্রমাণ উপস্থিত কর اِنْ كُنْتُمْ صٰدِقِيْنَ যদি তোমরা সত্যবাদী হও।

৬৫. قُلْ আপনি বলে দিন لَا يَعْلَمُ কেউই অবগত নয় مَنْ فِي السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ আসমান সমূহে ও জমিনে যত সৃষ্টজীব রয়েছে الْغَيْبَ গায়েবের বিষয় সম্বন্ধে اِلَّا اللّٰهُ একমাত্র আল্লাহ তা'আলা ব্যতীত وَمَا يَشْعُرُوْنَ আর তারা এটাও অবগত নয় যে, اَيَّانَ يُبْعَثُوْنَ তাদেরকে কখন পুনরায় জীবিত করা হবে।

৬৬. بَلِ ادّٰرَكَ বরং লোপ পেয়েছে عِلْمُهُمْ فِي الْاٰخِرَةِ আখেরাত সম্বন্ধে তাদের জ্ঞান بَلْ هُمْ فِيْ شَكٍّ مِّنْهَا বরং তারা সে সম্বন্ধে সন্দেহের মধ্যে রয়েছে بَلْ هُمْ مِّنْهَا عَمُوْنَ বরং তারা সে সম্বন্ধে অন্ধ সেজে রয়েছে।

https://e-ilm.weebly.com/

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

قُلْ لَّا يَعْلَمُ مَنْ فِى السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ الْغَيْبَ اِلَّا اللّٰهُ وَمَا يَشْعُرُوْنَ اَيَّانَ يُبْعَثُوْنَ [٦٥]

শানে নুযূল : মক্কার মুশরিকরা রাসূল ﷺ -এর নিকট প্রতিশ্রুত কিয়ামত কখন প্রতিষ্ঠিত হবে, সে সম্পর্কে জানতে চেয়ে জিজ্ঞাস' করে ছিল। তাদের পক্ষ থেকে এহেন নির্বাক ও নির্বুদ্ধিকর জিজ্ঞাসার জবাবে আল্লাহ তা'আলা আলোচ্য আয়াত নাজিল করেছেন। –[কুরতুবী ২০২/১৩]

اَمَّنْ يُّجِيْبُ الْمُضْطَرَّ اِذَا دَعَاهُ وَيَكْشِفُ السُّوْٓءَ : مُضْطَرَّ শব্দটি اِضْطِرَارٌ থেকে উদ্ভূত। এর অর্থ কোনো অভাব হেতু অপারগ ও অস্থির হওয়া। এটা তখনই হয়, যখন কোনো হিতকামী, সাহায্যকারী ও সহায় না থাকে। কাজেই এমন ব্যক্তিকে مُضْطَرّ বলা হয়, যে দুনিয়ার সব সহায় থেকে নিরাশ হয়ে একান্তভাবে আল্লাহ তা'আলাকেই সাহায্যকারী মনে করে এবং তাঁর প্রতি মনোযোগী হয়। এই তাফসীর সুদ্দী, যুননূন মিসরী, সহ্ল ইবনে আব্দুল্লাহ প্রমুখ থেকে বর্ণিত আছে। –(কুরতুবী) রাসূলুল্লাহ ﷺ এরূপ অসহায় ব্যক্তিকে নিম্নরূপ ভাষায় দোয়া করতে বলেছেন : اَللّٰهُمَّ رَحْمَتَكَ اَرْجُوْ فَلَا تَكِلْنِىْ اِلٰى نَفْسِىْ طَرْفَةَ عَيْنٍ وَاَصْلِحْ لِىْ شَانِىْ كُلَّهٗ لَآ اِلٰهَ اِلَّا اَنْتَ অর্থ- ইয়া আল্লাহ, আমি তোমার রহ্মত আশা করি। অতএব, আমাকে মুহূর্তের জন্যেও আমার নিজের নফসের কাছে সমর্পণ করো না। তুমিই আমার সবকিছু ঠিকঠাক করে দাও। তুমি ছাড়া কোনো উপাস্য নেই। –[কুরতুবী]

নিঃসহায়ের দোয়া একান্ত আন্তরিকতার কারণে অবশ্যই কবুল হয় : ইমাম কুরতুবী (র.) বলেন, আল্লাহ তা'আলা নিঃসহায়ের দোয়া কবুল করার দায়িত্ব নিয়েছেন এবং আলোচ্য আয়াতে একথা ঘোষণাও করেছেন। এর আসল কারণ এই যে, দুনিয়ার সব সহায় থেকে নিরাশ এবং সম্পর্কাদি থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে একমাত্র আল্লাহ তা'আলাকেই কার্যোদ্ধারকারী মনে করে দোয়া করা এখলাস। আল্লাহ তা'আলার কাছে এখলাসের বিরাট মর্তবা। মুমিন, কাফের, পরহেজগার ও পাপিষ্ঠ নির্বিশেষে যার কাছে থেকেই এখলাস পাওয়া যায়, তার প্রতিই আল্লাহ্র রহমত নিবিষ্ট হয়। এক আয়াতে আল্লাহ তা'আলা কাফেরদের অবস্থা বর্ণনা প্রসঙ্গে বলেন যে, তারা যখন নৌকায় সওয়ার হয়ে সমুদ্রগর্ভে অবস্থান করে এবং চতুর্দিক থেকে প্রবল ঢেউয়ের চাপে নৌকা ডুবে যাওয়ার উপক্রম হয়, তখন তারা যেন মৃত্যুকে চোখের সামনে দণ্ডায়মান দেখতে পায়। সেই সময় তারা পূর্ণ এখলাস সহকারে আল্লাহকে ডেকে বলে, আমাদেরকে এই বিপদ থেকে উদ্ধার করলে আমরা কৃতজ্ঞ হয়ে যাব। কিন্তু আল্লাহ তা'আলা তাদের দোয়া কবুল করে যখন তাদেরকে স্থলভাগে নিয়ে আসেন, তখন তারা পুনরায় শিরকে লিপ্ত হয়ে পড়ে। এক সহীহ্ হাদীসে রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন, তিনটি দোয়া অবশ্যই কবুল হয় এতে কোনো সন্দেহ নেই। (এক) উৎপীড়িতের দোয়া, (দুই) মুসাফিরের দোয়া এবং (তিন) সন্তানের জন্য বদ-দোয়া। ইমাম কুরতুবী (র.) এই হাদীস উদ্ধৃত করে বলেন, এই দোয়াত্রয়ের মধ্যেও কবুল হওয়ার পূর্বোক্ত কারণ অসহায়ত্ব বিদ্যমান আছে। কোনো উৎপীড়িত ব্যক্তি যখন দুনিয়ার সব সহায় ও সাহায্যকারী থেকে নিরাশ হয়ে উৎপীড়ন দূর করার জন্যে আল্লাহকে ডাকে, তখন সে-ও নিঃসহায়ই হয়ে থাকে। এমনিভাবে মুসাফির সফর অবস্থায় তার আত্মীয়-স্বজন, প্রিয়জন ও দরদি স্বজনদের কাছ থেকে পৃথক থাকার কারণে নিঃসহায় হয়ে থাকে। পিতা সন্তানদের জন্যে পিতৃসুলভ স্নেহ-মমতা ও বাৎসল্যের কারণে কখনও বদ-দোয়া করতে পারে না, যে পর্যন্ত তার মন সম্পূর্ণ ভেঙে না যায় এবং নিজেকে সত্যিকার বিপদ থেকে উদ্ধার করার জন্যে আল্লাহকে ডাকে। হাদীসবিদ আজেরী হযরত আবূ যার (রা.)-এর জবানী রেওয়ায়েত করেন যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : আল্লাহ্র উক্তি এই যে, আমি উৎপীড়িতের দোয়া কখনও রদ করব না, যদিও সে কাফের হয়। - (কুরতুবী) যদি কোনো নিঃসহায়, মজলুম; মুসাফির অনুভব করে যে, তার দোয়া কবুল হয়নি, তবে কুধারণার বশবর্তী ও নিরাশ না হওয়া উচিত। কারণ মাঝে মাঝে দোয়া কবুল হলেও রহস্য ও উপকারিতাবশত দেরিতে প্রকাশ পায়। অথবা তার উচিত নিজের অবস্থা যাচাই করা যে, তার এখলাস ও আল্লাহ্র প্রতি মনোযোগে কোনো ত্রুটি আছে কিনা।

https://e-ilm.weebly.com/

قُلْ لَا يَعْلَمُ مَنْ فِى السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ الْغَيْبَ اِلَّا اللّٰهُ : রাসূলুল্লাহ ﷺ -কে আদেশ করা হয়েছে যে, আপনি লোকদেরকে বলে দিন, যত মখলুক আকাশে আছে; যেমন ফেরেশতা, যত মখলুক পৃথিবীতে আছে; যেমন মানবজাতি, জিন জাতি ইত্যাদি-তাদের কেউ গায়বের খবর জানে না, আল্লাহ ব্যতীত। আলোচ্য আয়াত পূর্ণ ব্যাখ্যা সহকারে এবং পরিষ্কারভাবে এ কথা ব্যক্ত করেছে যে, গায়েব তথা অদৃশ্য বিষয়ের জ্ঞান আল্লাহ তা'আলার বিশেষ গুণ–এতে কোনো ফেরেশতা অথবা নবী-রাসূলও শরিক হতে পারে না। এ বিষয়ের জরুরি ব্যাখ্যা সূরা আনআমের ৫৯ আয়াতে বর্ণিত হয়েছে।

بَلِ ادّٰرَكَ عِلْمُهُمْ فِى الْاٰخِرَةِ بَلْ هُمْ فِىْ شَكٍّ مِّنْهَا بَلْ هُمْ مِّنْهَا عَمُوْنَ : এখানে اِدّٰرَكَ শব্দে বিভিন্ন রূপের কেরাত আছে এবং অর্থ সম্পর্কেও নানা জনের নানা উক্তি রয়েছে। বিজ্ঞ পাঠকবর্গ তাফসীরের কিতাবাদিতে এর বিবরণ দেখে নিতে পারেন। এখানে এতটুকু বুঝে নেওয়া যথেষ্ট যে, কোনো কোনো তাফসীরকার اِدّٰرَكَ শব্দের অর্থ নিয়েছেন تَكَامُلْ অর্থাৎ পরিপূর্ণ হওয়া এবং فِى الْاٰخِرَةِ -কে- اِدّٰرَكَ -এর সাথে সম্পর্কযুক্ত করে আয়াতের অর্থ এই সাব্যস্ত করেছেন যে, পরকালে এ সম্পর্কে তাদের জ্ঞান পরিপূর্ণ হয়ে যাবে। কেননা তখন প্রত্যেক বস্তুর স্বরূপ পরিস্ফুট হয়ে সামনে এসে যাবে। তবে তখনকার জ্ঞান তাদের কোনো কাজে লাগবে না। কারণ দুনিয়াতে তারা পরকালকে মিথ্যা বলে বিশ্বাস করত। পক্ষান্তরে কোনো কোনো তাফসীরকারের মতে اِدّٰرَكَ শব্দের অর্থ ضَلَّ ও غَابَ এবং فِى الْاٰخِرَةِ শব্দটি عِلْمُهُمْ -এর সাথে সম্পর্কযুক্ত। অর্থাৎ পরকালের ব্যাপারে তাদের জ্ঞান উধাও হয়ে গেছে, তারা একে বুঝতে পারেনি।

শব্দ বিশ্লেষণ :

اَنْ تُنْبِتُوْا : সীগাহ جمع مذكر حاضر বহছ مضارع معروف বাব اِفْعَالٌ মাসদার اِنْبَاتٌ মূলবর্ণ (ن - ب - ت) জিনস صحيح অর্থ– উৎপন্ন করা, তোমরা উৎপন্ন করবে।

حَاجِزًا : সীগাহ واحد مذكر বহছ اسم فاعل বাব ضَرَبَ ও نَصَرَ মাসদার حَجْزٌ মূলবর্ণ (ح - ج - ز) জিনস صحيح অর্থ– একটি সীমারেখা।

اَلْمُضْطَرَّ : সীগাহ واحد مذكر বহছ اسم مفعول বাব اِفْتِعَالٌ মাসদার اِضْطِرَارٌ মূলবর্ণ (ض - ر - ر) জিনস مضاعف ثلاثى অর্থ– বিপন্ন ব্যক্তি।

يَبْدَؤُا : সীগাহ واحد مذكر غائب বহছ مضارع معروف বাব فَتَحَ মাসদার بَدْءٌ মূলবর্ণ (ب - د - ء) জিনস مهموز لام অর্থ– যিনি প্রথমবার সৃষ্টি করে থাকেন।

يُعِيْدُهٗ : সীগাহ واحد مذكر غائب বহছ مضارع معروف বাব اِفْعَالٌ মাসদার اِعَادَةٌ মূলবর্ণ (ع - و - د) জিনস اجوف واوى অর্থ– তিনি তাদেরকে পুনঃসৃষ্টি করবেন।

هَاتُوْا : সীগাহ جمع مذكر غائب বহছ اسم فعل بمعنى امر অর্থ– তোমরা উপস্থিত কর।

يُبْعَثُوْنَ : সীগাহ جمع مذكر غائب বহছ مضارع مجهول বাব فَتَحَ মাসদার بَعْثٌ মূলবর্ণ (ب - ع - ث) জিনস صحيح অর্থ– তাদেরকে পুনরায় জীবিত করা হবে।

বাক্য বিশ্লেষণ :

مَاكَانَ لَكُمْ اَنْ تُنْبِتُوْا شَجَرَهَا : এই বাক্যটি পূর্ববর্তী حَدَائِقَ -এর দ্বিতীয় সিফাত হয়েছে অথবা তা থেকে حال হয়েছে। আর হলো مَا نافيه আর كَانَ হলো ফে'লে নাফেস আর لَكُمْ হলো كَانَ -এর خبر مقدم আর اَنْ تُنْبِتُوْا বাক্যটি হলো كَانَ -এর اسم مؤخر আর تُنْبِتُوْا হলো ফে'ল তার যমীর হলো ফায়েল এবং شَجَرَهَا হলো মাফউল।

[ই'রাবুল কুরআন ৫ম খণ্ড; পৃ. ৫৩৯

https://e-ilm.weebly.com/

وَقَالَ الَّذِيْنَ كَفَرُوْٓا ءَاِذَا كُنَّا تُرٰبًا وَّاٰبَآؤُنَآ اَئِنَّا لَمُخْرَجُوْنَ ﴿٦٧﴾

৬৭. আর এই কাফেররা বলে, আমরা যখন মৃত্তিকায় পরিণত হবো এবং (তদ্রূপ) আমাদের পূর্বপুরুষেরাও, তখন কি আমাদেরকে (পুনরায় জীবিত করে কবর হতে) বের করা হবে?

لَقَدْ وُعِدْنَا هٰذَا نَحْنُ وَاٰبَآؤُنَا مِنْ قَبْلُ اِنْ هٰذَآ اِلَّآ اَسَاطِيْرُ الْاَوَّلِيْنَ ﴿٦٨﴾

৬৮. এ বিষয়ে তো তোমাদেরকে এবং আমাদের পূর্বপুরুষগণকে পূর্ব হতে প্রতিশ্রুতি দিয়ে আসা হচ্ছে, এই সমস্ত কেবল ভিত্তিহীন কথা, যা পূর্বপুরুষগণ হতে বর্ণিত হয়ে আসছে।

قُلْ سِيْرُوْا فِي الْاَرْضِ فَانْظُرُوْا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُجْرِمِيْنَ ﴿٦٩﴾

৬৯. আপনি বলে দিন, তোমারা পৃথিবীতে বিচরণ করে দেখ, অপরাধীদের কি পরিণতি হয়েছিল।

وَلَا تَحْزَنْ عَلَيْهِمْ وَلَا تَكُنْ فِيْ ضَيْقٍ مِّمَّا يَمْكُرُوْنَ ﴿٧٠﴾

৭০. এবং আপনি তাদের জন্য দুঃখ করবেন না এবং তারা যেসব ষড়যন্ত্র করছে তাতে মনঃক্ষুণ্ন হবেন না।

وَيَقُوْلُوْنَ مَتٰى هٰذَا الْوَعْدُ اِنْ كُنْتُمْ صٰدِقِيْنَ ﴿٧١﴾

৭১. আর তারা এরূপ বলে থাকে, এ প্রতিশ্রুতি কখন কার্যকরী হবে, যদি আপনি সত্যবাদী হন।

قُلْ عَسٰٓى اَنْ يَّكُوْنَ رَدِفَ لَكُمْ بَعْضُ الَّذِيْ تَسْتَعْجِلُوْنَ ﴿٧٢﴾

৭২. আপনি বলে দিন, যেই আজাবের জন্য তোমরা তাড়াহুড়া করছ, আশ্চর্য নয় যে, তার কতক অংশ তোমাদের নিকটেই এসে পৌছেছে।

শাব্দিক অনুবাদ :

৬৭. وَقَالَ الَّذِيْنَ كَفَرُوْٓا আর এই কাফেররা বলে ءَاِذَا كُنَّا تُرٰبًا আমরা যখন মৃত্তিকায় পরিণত হবো وَّاٰبَآؤُنَآ এবং আমাদের পূর্বে পুরুষেরাও ءَاَئِنَّا لَمُخْرَجُوْنَ তখন কি আমাদেরকে বের করা হবে?

৬৮. لَقَدْ وُعِدْنَا هٰذَا نَحْنُ এ বিষয়ে তো আমাদের প্রতিশ্রুতি দিয়ে আসা আছে وَاٰبَآؤُنَا এবং আমাদরে পূর্বপুরুষগণকে مِنْ قَبْلُ পূর্ব হতে اِنْ هٰذَآ اِلَّآ اَسَاطِيْرُ الْاَوَّلِيْنَ এ সমস্ত কেবল ভিত্তিহীন কথা যা পূর্বপুরুষগণ হতে বর্ণিত হয়ে আসছে।

৬৯. قُلْ আপনি বলে দিন سِيْرُوْا فِي الْاَرْضِ فَانْظُرُوْا তোমরা পৃথিবীতে বিচরণ করে দেখ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُجْرِمِيْنَ অপরাধীদের কি পরিণতি হয়েছিল।

৭০. وَلَا تَحْزَنْ عَلَيْهِمْ এবং আপনি তাদের জন্য দুঃখ করবেন না وَلَا تَكُنْ فِيْ ضَيْقٍ তাতে মনঃক্ষুণ্ন হবেন না مِّمَّا يَمْكُرُوْنَ তারা যেসব ষড়যন্ত্র করছে।

৭১. وَيَقُوْلُوْنَ আর তারা এরূপ বলে থাকে مَتٰى هٰذَا الْوَعْدُ এই প্রতিশ্রুতি কখন কার্যকরী হবে اِنْ كُنْتُمْ صٰدِقِيْنَ যদি আপনি সত্যবাদী হন।

৭২. قُلْ আপনি বলে দিন عَسٰٓى اَنْ يَّكُوْنَ رَدِفَ لَكُمْ আশ্চর্য নয় যে, তোমাদের নিকট এসে পৌছেছে بَعْضُ الَّذِيْ তার কতক تَسْتَعْجِلُوْنَ যে আজাবের জন্য তোমরা তাড়াহুড়া করছ।

https://e-ilm.weebly.com/

৫০. তারা উত্তরে বলল, কোনো ক্ষতি নেই, আমরা আমাদের প্রতিপালকের সমীপে প্রত্যাবর্তন করব।	قَالُوْا لَا ضَيْرَ ۡ اِنَّاۤ اِلٰى رَبِّنَا مُنْقَلِبُوْنَ ۝٥٠
৫১. আমরা আশা রাখি যে, আমাদের প্রতিপালক আমাদের অপরাধসমূহ ক্ষমা করবেন, যেহেতু আমরা সর্বপ্রথম ঈমান এনেছি।	اِنَّا نَطْمَعُ اَنْ يَّغْفِرَ لَنَا رَبُّنَا خَطٰيٰنَاۤ اَنْ كُنَّاۤ اَوَّلَ الْمُؤْمِنِيْنَ ۝٥١
৫২. আর আমি মূসাকে নির্দেশ দিলাম আমার বান্দাদেরকে রাতারাতি [মিসর হতে] বের করে নিয়ে যাও, তোমাদের পশ্চাদ্ধাবন করা হবে।	وَاَوْحَيْنَاۤ اِلٰى مُوْسٰۤى اَنْ اَسْرِ بِعِبَادِیۡۤ اِنَّكُمْ مُّتَّبَعُوْنَ ۝٥٢
৫৩. ফেরাউন নগরসমূহে [লোক] সংগ্রহকারীদেরকে প্রেরণ করল।	فَاَرْسَلَ فِرْعَوْنُ فِى الْمَدَاۤئِنِ حٰشِرِيْنَ ۝٥٣
৫৪. তারা [বনী ইসরাঈলরা আমাদের তুলনায়] একটি ক্ষুদ্র দল।	اِنَّ هٰۤؤُلَاۤءِ لَشِرْذِمَةٌ قَلِيْلُوْنَ ۝٥٤
৫৫. এবং তারা আমাদেরকে অত্যন্ত উত্ত্যক্ত করেছে।	وَاِنَّهُمْ لَنَا لَغَاۤئِظُوْنَ ۝٥٥
৫৬. পক্ষান্তরে আমরা অস্ত্রশস্ত্রে সজ্জিত একটি সম্প্রদায়।	وَاِنَّا لَجَمِيْعٌ حٰذِرُوْنَ ۝٥٦
৫৭. অবশেষে আমি তাদেরকে [ফেরাউন কওমকে] বাগানসমূহ ও ঝরণাসমূহ হতে বের করে দিলাম।	فَاَخْرَجْنٰهُمْ مِّنْ جَنّٰتٍ وَّعُيُوْنٍ ۝٥٧

শাব্দিক অনুবাদ :

৫০. قَالُوْا তারা উত্তরে বলল لَا ضَيْرَ কোনো ক্ষতি নেই اِنَّاۤ اِلٰى رَبِّنَا مُنْقَلِبُوْنَ আমরা আমাদের প্রতিপালকের সমীপে প্রত্যাবর্তন করব।

৫১. اِنَّا نَطْمَعُ আমরা আশা রাখি যে, اَنْ يَّغْفِرَ لَنَا رَبُّنَا আমাদের প্রতিপালক ক্ষমা করবেন خَطٰيٰنَاۤ আমাদের অপরাধসমূহ اَنْ كُنَّاۤ اَوَّلَ الْمُؤْمِنِيْنَ যেহেতু আমরা সর্বপ্রথম ঈমান এনেছি।

৫২. وَاَوْحَيْنَاۤ اِلٰى مُوْسٰۤى আর আমি মূসাকে নির্দেশ দিলাম اَنْ اَسْرِ بِعِبَادِیۡۤ আমার বান্দাদেরকে রাতারাতি বের করে নিয়ে যাও اِنَّكُمْ مُّتَّبَعُوْنَ তোমাদের পশ্চাদ্ধাবন করা হবে।

৫৩. فَاَرْسَلَ فِرْعَوْنُ ফেরাউন প্রেরণ করল فِى الْمَدَاۤئِنِ নগরসমূহে حٰشِرِيْنَ সংগ্রহকারীদেরকে।

৫৪. اِنَّ هٰۤؤُلَاۤءِ তারা لَشِرْذِمَةٌ قَلِيْلُوْنَ একটি ক্ষুদ্র দল।

৫৫. وَاِنَّهُمْ لَنَا এবং তারা আমাদেরকে لَغَاۤئِظُوْنَ অত্যন্ত উত্ত্যক্ত করেছে।

৫৬. وَاِنَّا لَجَمِيْعٌ পক্ষান্তরে আমরা একটি সম্প্রদায় حٰذِرُوْنَ অস্ত্রশস্ত্রে সজ্জিত।

৫৭. فَاَخْرَجْنٰهُمْ অবশেষে আমি তাদেরকে বের করে দিলাম مِّنْ جَنّٰتٍ وَّعُيُوْنٍ বাগানসমূহ ও ঝরণা সমূহ হতে।

https://e-ilm.weebly.com/

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

وَلَا تَحْزَنْ عَلَيْهِمْ وَلَا تَكُنْ فِىْ ضَيْقٍ مِّمَّا يَمْكُرُوْنَ [٧٠]

শানে নুযূল : মক্কার মুশরিক যারা কাফের ছিল, তারা রাসূল ﷺ-কে নিয়ে বিদ্রূপ ও ব্যঙ্গ করত। সে সকল ব্যঙ্গ ও বিদ্রূপ কারীদের চরিত্র ও মানসিকভাবে জাগতিক শাস্তির বিবরণসহ আলোচ্য আয়াত অবতীর্ণ হয়েছে। -[কুরতুবী ২০৫/১৩]

إِنَّ هٰذَا الْقُرْاٰنَ يَقُصُّ عَلٰى بَنِىْٓ إِسْرَآئِيْلَ أَكْثَرَ الَّذِىْ هُمْ فِيْهِ يَخْتَلِفُوْنَ [٧٦]

শানে নুযূল : বনূ ইসরাইলদের মাঝে ইহুদি ও নাসারা তথা খ্রিস্টান দু'টি বৃহৎ ও মৌলিক দল। তারা পরস্পরের মাঝে বিভিন্ন বিষয়াদি নিয়ে দ্বিধা-দ্বন্দ্বে লিপ্ত হয়েছিল। তাদের দ্বিধা-দ্বন্দ্ব এত প্রকট ছিল যার দরুন একে অপরের প্রতি অভিসম্পাত পর্যন্ত করেছে। তাদের পারস্পরিক বহুধা-বিভক্ত হবার পরিপ্রেক্ষিতে আল্লাহ তা'আলা আলোচ্য আয়াত নাজিল করেন। -[কুরতুবী ২০৭/১৩]

وَقَالَ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا ءَاِذَا كُنَّا تُرَابًا الخ **: পূর্ববর্তী আয়াতের সাথে সম্পর্কে :** পূর্ববর্তী আয়াতসমূহে পরকালীন জিন্দেগীর মাহাত্ম্য সম্পর্কে আলোচনার পর ঘোষণা করা হয়েছে যে, কাফেররা এ সম্পর্কে সন্দেহ পোষণ করে এবং তারা এ ব্যাপারে গোমরাহীর অন্ধকারে আচ্ছন্ন হয়ে আছে। তারা এ সত্য উপলব্ধি করতে পারে না যে, মানুষকে পুনর্জীবন দান করা হবে এবং বিশ্ব প্রতিপালক আল্লাহ পাকের মহান দরবারে হাজির করা হবে, তাই তাদের অজ্ঞানতার কারণে তারা এমন পরম সত্যটিকে অস্বীকার করত। ইরশাদ হয়েছে- وَقَالَ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا الخ অর্থাৎ আর কাফেররা বলে, আমরা এবং আমাদের পূর্বপুরুষরা যখন মাটি হয়ে যাব, তখন কি আমাদেরকে পুনরুত্থান করা হবে? তাদের এসব কথা তাদের মনের অন্ধত্বেরই প্রমাণ বহন করে।

তাদের কর্তব্য ছিল পরকালীন চিরস্থায়ী জিন্দেগী সম্পর্কে চিন্তা ভাবনা করা, পরিণামদর্শী হওয়া, বাস্তববাদী হওয়া এবং নিজেদের কল্যাণ কামনা করা। কিন্তু তার পরিবর্তে তারা আখেরাতের জিন্দেগীকে অস্বীকার করে বসে এবং বলে, এসব হলো নিতান্ত পুরাতন কথা, আমাদের পূর্বপুরুষদেরকেও এসব কথা বলা হয়েছে। অথচ যুগের পর যুগ অতিবাহিত হলো, শতাব্দীর পর শতাব্দী কেটে গেলে; কিন্তু কোনো মৃত ব্যক্তিকে পুনর্জীবিত করতে দেখা যায়নি। এতএব, আখেরাতের কথা নতুন কিছু নয়, বরং পুরাতন কথা। কাফেরদের এসব অন্যায় কথার জবাবেই তাদের উদ্দেশ্যে উচ্চারিত হয়েছে পরবর্তী আয়াতের বিশেষ সতর্কবাণী।

قُلْ سِيْرُوْا فِى الْاَرْضِ **: কাফেরদের উদ্দেশ্যে সতর্কবাণী :** [হে রাসূল!] আপনি ঘোষণা করুন, তোমরা পৃথিবীতে ভ্রমণ কর এবং অপরাধীদের পরিণতি কত ভয়াবহ হয়েছে, তা লক্ষ্য করে দেখ। অর্থাৎ পৃথিবীতে যুগে যুগে বহু জাতি উন্নতি অগ্রগতির উচ্চ শিখরে আরোহণ করেছে, কিন্তু তারা ছিল আল্লাহ পাকের অবাধ্য, অকৃতজ্ঞ। তারা আল্লাহ পাকের একত্ববাদে বিশ্বাস করেনি। আখেরাতকে অস্বীকার করেছে, তাই তাদের কৃতকর্মের ভয়াবহ পরিণতি তারা ভোগ করেছে, তাদের নির্মিত আকাশচুম্বি ইমারতগুলোর ধ্বংসাবশেষ আজো রয়েছে পৃথিবীতে বিদ্যমান এবং এসব ধ্বংসাবশেষ পরিণামদর্শী মানুষের শিক্ষা গ্রহণের জন্য যথেষ্ট। তাই আলোচ্য আয়াতে আখেরাতকে অস্বীকারকারী কাফেরদেরকে পূর্বকালের অবাধ্য লোকদের পরিণতি দেখে শিক্ষা গ্রহণের উপদেশ দেওয়া হয়েছে- سِيْرُوْا فِى الْاَرْضِ "তোমরা পৃথিবীতে ভ্রমণ কর।"

তত্ত্বজ্ঞানীগণ বলেছেন, যদি শিক্ষা ও উপদেশ গ্রহণের উদ্দেশ্যে ভ্রমণ করা হয়, তবে এমন ভ্রমণ ইবাদতে পরিণত হয়। কিন্তু যদি শুধু আনন্দ লাভের জন্যে অথবা অন্য কোনো উদ্দেশ্যে ভ্রমণ করা হয়, তবে তা মোটেই ইবাদত নয়।

এখানে উল্লেখ্য, পবিত্র কুরআন যখন নাজিল হয়েছে, তখন যেভাবে কাফেররা আখেরাতকে অবিশ্বাস করত, ঠিক তেমনি এ আধুনিক কালে অনেক লোকই দুনিয়ার এ ক্ষণস্থায়ী জীবনকেই সবকিছু মনে করে, আর আখেরাতকে শুধু ভুলে যায় না; বরং অবিশ্বাসও করে। তাদের উদ্দেশ্যেও পবিত্র কুরআনের একই নির্দেশ- পৃথিবীতে ভ্রমণ কর এবং অপরাধীদের

https://e-ilm.weebly.com/

শোচনীয় পরিণতি লক্ষ্য করে দেখ। ফেরাউন, নমরুদ, শাদ্দাদের দৃষ্টান্ত যদি চোখে না-ও পড়ে, তবে হিটলার মুসোলিনী এবং [সাবেক] সমাজতান্ত্রিক সোভিয়েত ইউনিয়নের দিকেই দৃষ্টিপাত কর এবং আলোচ্য আয়াতে পবিত্র কুরআন যে মহাসত্যের ঘোষণা দিয়েছে, তার বাস্তবায়ন লক্ষ্য কর।

আল্লামা সানাউল্লাহ পানিপথী (র.) লিখেছেন, আলোচ্য আয়াতে প্রিয়নবী ﷺ -এর যুগের কাফেরদের উদ্দেশ্যে এ মর্মে বিশেষ সতর্কবাণী উচ্চারিত হয়েছে যে, নবী-রাসূলগণকে অস্বীকার করার পরিণতি হয় অত্যন্ত ভয়াবহ। ইতঃপূর্বে যেসব জাতি কোনো নবী-রাসূলকে অস্বীকার করেছে, তারা আল্লাহ পাকের আজাবে ধ্বংস হয়েছে। এতএব, তোমরা এমন অন্যায় থেকে বিরত হও।

وَلَا تَحْزَنْ عَلَيْهِمْ وَلَا تَكُنْ فِىْ ضَيْقٍ مِّمَّا يَمْكُرُوْنَ : প্রিয়নবী ﷺ-কে সান্ত্বনা : বর্ণিত আছে, মক্কার কোনো কোনো কাফের প্রিয়নবী ﷺ -কে শুধু যে অস্বীকার করত তাই নয়; বরং তাঁর প্রতি বিদ্রূপও করত এবং তাঁর বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্রে লিপ্ত থাকত। তাই এ আয়াতে আল্লাহ পাক প্রিয়নবী ﷺ -কে সান্ত্বনা দিয়েছেন যে, হে রাসূল! কাফেদের এ অন্যায় আচারণে আপনি দুঃখিত হবেন না। যেহেতু কাফেরদের হেদায়েতের জন্যে প্রিয়নবী ﷺ অত্যন্ত উদগ্রীব থাকতেন, তাই আল্লাহ পাক প্রিয়নবী ﷺ-কে সান্ত্বনা দিয়ে ইরশাদ করেছেন যে, তাদের পথভ্রষ্টতার জন্যে আপনি দুঃখিত হবেন না, হেদায়েত যদি তাদের নছীবে না থাকে, তবে তাদের জন্য করার কিছুই নেই।

দ্বিতীয়ত তারা আপনার প্রতি যে বিদ্রূপ করে বা ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হয়, এ ব্যাপারেও আপনি মনঃক্ষুণ্ন হবেন না। কেননা তাদের শাস্তি অবধারিত, এ অন্যায়ের শাস্তি তারা অবশ্যই ভোগ করবে।

দুরাত্মা কাফেরদের ঔদ্ধত্য : কাফেরদের উদ্দেশ্যে সতর্কবাণী উচ্চারণ করা হলে তাদের কর্তব্য ছিল সাবধান হওয়া কিন্তু সেই স্থলে তাদের ঔদ্ধত্য আরো বেড়ে যায়। ইরশাদ হচ্ছে– وَيَقُوْلُوْنَ مَتٰى هٰذَا الْوَعْدُ اِنْ كُنْتُمْ صٰدِقِيْنَ অর্থাৎ "তারা বলে, যদি তোমরা সত্যবাদী হও তবে বল সেই প্রতিশ্রুত কিয়ামত কবে আসবে?"

এটা নিঃসন্দেহে দুরাত্মা কাফেরদের চরম ধৃষ্টতা ব্যতীত আর কিছুই নয়। এ পৃথিবীতে সত্যকে উপলব্ধি করার জন্যে, ভালো-মন্দের পার্থক্য বুঝাবার জন্যে তথা জ্ঞান-চক্ষু উন্মীলিত করার জন্য বহু নিদর্শন বর্তমান রয়েছে। পৃথিবীর বুকে কত জাতি এসেছে এবং বিশ্ব প্রতিপালক আল্লাহ পাকের অবাধ্য হওয়ার কারণে তারা নিশ্চিহ্ন হয়ে গেছে। তাদের উন্নতি এবং অধঃপতনের ঘটনাবলি ইতিহাসের সংরক্ষিত রয়েছে। যারা ভাগ্যবান তারা এসব ঘটনা থেকে শিক্ষা গ্রহণ করে। কিন্তু যারা ভাগ্যাহত, তারা দেখেও দেখে না, বুঝেও বোঝে না। তাই কাফেরদের আস্ফালনের জবাবে ইরশাদ হয়েছে– قُلْ عَسٰٓى اَنْ يَّكُوْنَ رَدِفَ لَكُمْ بَعْضُ الَّذِىْ تَسْتَعْجِلُوْنَ "[হে রাসূল, আপনি] ঘোষণা করুন, তোমরা যে বিষয়ে তাড়াহুড়া করছো বিচিত্র নয় যে, তা তোমাদের শিয়রেই দাঁড়িয়ে রয়েছে।"

অর্থাৎ তোমরা যে আজাবকে ত্বরান্বিত করতে চাও তা অতি সত্ত্বরই তোমাদের নিকট পৌঁছে যেতে পারে। তাফসীরকারগণ বলেছেন, কাফেরদের বেশিদিন অপেক্ষা করতে হয়নি। দ্বিতীয় হিজরিতে অনুষ্ঠিত বদরের যুদ্ধেই তারা সেই আজাব সম্পর্কে টের পেয়েছে, যেখানে তাদের সত্তর জন নিহত হয়েছে এবং সত্তর জন বন্দী হয়েছে। আখেরাতের কঠিন শাস্তি তো অপেক্ষা করছেই।

এখানে উল্লেখযোগ্য যে, কখনো কখনো অবাধ্য কাফেরদের শাস্তি বিধানে বিলম্ব করা হয়, তা আদৌ শাস্তির ঘোষণার অসত্যতার প্রমাণ নয়; বরং আল্লাহ পাকের একান্ত করুণার কারণেই তিনি অপরাধীকে আত্ম সংশোধনের সুযোগ দিয়ে থাকেন। এজন্যে আল্লাহ পাকের দরবারে মানুষ মাত্রই কৃতজ্ঞ থাকা উচিত। কিন্তু হতভাগা কাফেররা তার পরিবর্তে আজাবকে ত্বরান্বিত করতে প্রয়াসী হয়।

আলোচ্য আয়াতের ব্যাখ্যায় ইমাম রাযী (রা.) লিখেছেন যে, আলোচ্য আয়াতে যে আজাবের প্রতি ইঙ্গিত করা হয়েছে তা হলো বদরের যুদ্ধের শাস্তি, যে যুদ্ধে সর্বপ্রথম আল্লাহ পাক মুসলিম জাতিকে বিজয় দান করেছেন এবং কাফেরদেরকে কঠিন শাস্তি ভোগ করতে হয়েছে।

https://e-ilm.weebly.com/

إِنَّ هٰذَا الْقُرْاٰنَ يَقُصُّ الخ : পূর্ববর্তী আয়াতসমূহে আল্লাহ তা'আলার পরিপূর্ণ ক্ষমতা বিভিন্ন উদাহরণের মাধ্যমে প্রমাণিত করে প্রমাণ করা হয়েছে যে, কিয়ামতের বাস্তবতা এবং তাতে মৃতদের পুনরুজ্জীবন যুক্তির নিরিখে সম্ভবপর। এতে কোনো যুক্তিগত জটিলতা নেই। যৌক্তিক সম্ভাব্যতার সাথে এর অবশ্যম্ভাবী বাস্তবতা পয়গম্বরগণের ও ঐশী কিতাবাদির বর্ণনা দ্বারা প্রমাণিত। বর্ণনাকারীর উপর সংবাদের বিশুদ্ধ ও প্রামাণ্য হওয়া নির্ভরশীল। তাই আয়াতে বলা হয়েছে যে, এর সংবাদদাতা স্বয়ং কুরআন এবং কুরআনের সত্যবাদিতা অনস্বীকার্য। এমন কি, বনী ইসরাঈলের আলেমদের মধ্যে যেসব বিষয়ে কঠোর মতবিরোধ ছিল এবং যার মীমাংসা ছিল সুদূরপরাহত, কুরআনপাক সেসব বিষয়ে বিচার-বিশ্লেষণ করে বিশুদ্ধ ফয়সালার পথ নির্দেশ করেছে। বলা বাহুল্য, যে আলেমদের মতবিরোধে বিচার-বিশ্লেষণ ও ফয়সালা করে তার সর্বাধিক জ্ঞানী ও শ্রেষ্ঠ হওয়া নেহায়েত জরুরি। এতে বুঝা গেল যে, কুরআন সর্বাধিক জ্ঞানসম্পন্ন এবং সত্যবাদী সংবাদদাতা। এরপর রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর সান্ত্বনার জন্য বলা হয়েছে যে, আপনি তাদের বিরোধিতায় মনঃক্ষুণ্ন হবেন না। আল্লাহ তা'আলা স্বয়ং আপনার ফয়সালা করবেন। আপনি আল্লাহর উপর ভরসা রাখুন। কেননা আল্লাহ সত্যকে সাহায্য করেন এবং আপনি যে সত্যের উপর প্রতিষ্ঠিত আছেন, তাতো নিশ্চিত।

শব্দ বিশ্লেষণ :

سِيْرُوْا : সীগাহ جمع مذكر حاضر বহছ امر حاضر معروف বাব ضَرَبَ মাসদার سَيْرٌ মূলবর্ণ (س - ى - ر) জিনস اجوف يائى অর্থ– তোমরা বিচরণ কর।

لَاتَحْزَنْ : সীগাহ واحد مذكر حاضر বহছ نهى حاضر معروف বাব سَمِعَ মাসদার حُزْنٌ মূলবর্ণ (ح - ز - ن) জিনস صحيح অর্থ– আপনি দুঃখ করবেন না।

تَسْتَعْجِلُوْنَ : সীগাহ جمع مذكر غائب বহছ مضارع معروف বাব اِسْتِفْعَالٌ মাসদার اِسْتِعْجَالٌ মূলবর্ণ (ع - ج - ل) জিনস صحيح অর্থ– তোমরা তাড়াহুড়া করছ।

تُكِنُّ : সীগাহ واحد مؤنث غائب বহছ مضارع معروف বাব اِفْعَالٌ মাসদার اِكْنَانٌ মূলবর্ণ (ك - ن - ن) জিনস مضاعف ثلاثى অর্থ– তা লুক্কায়িত রাখে।

يُعْلِنُوْنَ : সীগাহ جمع مذكر غائب বহছ مضارع معروف বাব اِفْعَالٌ মাসদার اِعْلَانٌ মূলবর্ণ (ع - ل - ن) জিনস صحيح অর্থ– তা প্রকাশ্যে করে থাকে।

يَقْضِىْ : সীগাহ واحد مذكر غائب বহছ مضارع معروف বাব ضَرَبَ মাসদার قَضَاءٌ মূলবর্ণ (ق - ض - ى) জিনস ناقص يائى অর্থ– তিনি মীমাংসা করবেন।

বাক্য বিশ্লেষণ :

وَيَقُوْلُوْنَ مَتٰى هٰذَا الْوَعْدُ اِنْ كُنْتُمْ صٰدِقِيْنَ : এখানে وَاوْ টি হলে اِسْتِئْنَافِيَه আর يَقُوْلُوْنَ হলো ফে'ল ও ফায়েল, আর مَتٰى হলো اسم استفهام যা ظرفيه زمانيه -এর ভিত্তিতে নসবের স্থানে হয়েছে। এটা উহ্য ফেলের সাথে متعلق হয়ে خبر مقدم আর هٰذَا হলো مبتدا موخر আর اَلْوَعْدُ হলো بدل আর اِنْ হলো شرطية আর كُنْتُمْ হলো ফে'লে শর্ত যা ফেলে নাকেস ও তার যমীর تم হলো اسم ناقص আর صَادِقِيْنَ হলো خبر ناقص আর جواب شرط উহ্য রয়েছে। –[ই'রাবুল কুরআন ৫ম খণ্ড : পৃ. ৫৪৭]

https://e-ilm.weebly.com/

৭৯. অতএব, আল্লাহর উপর নির্ভর করুন; নিঃসন্দেহে আপনি প্রকাশ্য সত্যের উপর রয়েছেন।	فَتَوَكَّلْ عَلَى اللّٰهِ ؕ اِنَّكَ عَلَى الْحَقِّ الْمُبِيْنِ ﴿۷۹﴾
৮০. আপনি মৃতদেরকে শুনাতে পারবেন না এবং বধিরদেরকেও আপনার আহ্বান শুনাতে সক্ষম হবেন না যখন তারা পৃষ্ঠ প্রদর্শন করে চলে যায়।	اِنَّكَ لَا تُسْمِعُ الْمَوْتٰى وَلَا تُسْمِعُ الصُّمَّ الدُّعَآءَ اِذَا وَلَّوْا مُدْبِرِيْنَ ﴿۸۰﴾
৮১. আর আপনি অন্ধদেরকে তাদের গোমরাহি হতে পথ প্রদর্শনকারী নন; আপনি কেবল তাদেরকে শুনাতে পারেন যারা আমার নিদর্শনাবলিতে বিশ্বাস স্থাপন করে, অনন্তর তারাই আত্মসমর্পণকারী।	وَمَاۤ اَنْتَ بِهٰدِی الْعُمْیِ عَنْ ضَلٰلَتِهِمْ ؕ اِنْ تُسْمِعُ اِلَّا مَنْ یُّؤْمِنُ بِاٰیٰتِنَا فَهُمْ مُّسْلِمُوْنَ ﴿۸۱﴾
৮২. আর যখন তাদের প্রতি ওয়াদা পূর্ণ হওয়ার উপক্রম হবে, তখন আমি তাদের জন্য জমিন হতে এক জন্তু বের করব, সে তাদের সাথে কথা বলবে এজন্য যে, (কাফের) লোকেরা আমার (অর্থাৎ, আল্লাহর) নিদর্শনসমূহকে বিশ্বাস করত না।	وَاِذَا وَقَعَ الْقَوْلُ عَلَیْهِمْ اَخْرَجْنَا لَهُمْ دَآبَّةً مِّنَ الْاَرْضِ تُكَلِّمُهُمْ ۙ اَنَّ النَّاسَ كَانُوْا بِاٰیٰتِنَا لَا یُوْقِنُوْنَ ﴿۸۲﴾
৮৩. আর যেদিন আমি প্রত্যেক সম্প্রদায় হতে তাদের এক একটি দলকে একত্রিত করব, যারা আমার নিদর্শনসমূহকে অবিশ্বাস করত, অতঃপর তাদেরকে সারিবদ্ধ করে দেওয়া হবে।	وَیَوْمَ نَحْشُرُ مِنْ كُلِّ اُمَّةٍ فَوْجًا مِّمَّنْ یُّكَذِّبُ بِاٰیٰتِنَا فَهُمْ یُوْزَعُوْنَ ﴿۸۳﴾

শাব্দিক অনুবাদ :

৭৯. فَتَوَكَّلْ عَلَى اللّٰهِ অতএব, আপনি আল্লাহর উপর ভরসা রাখুন اِنَّكَ عَلَى الْحَقِّ الْمُبِيْنِ নিঃসন্দেহে আপনি প্রকাশ্য সত্যের উপর রয়েছেন।

৮০. اِنَّكَ لَا تُسْمِعُ الْمَوْتٰى আপনি মৃতদেরকে শুনাতে পারবেন না وَلَا تُسْمِعُ الصُّمَّ এবং বাধিদেরকেও শুনাতে সক্ষম হবেন না الدُّعَآءَ আপনার আহ্বান اِذَا وَلَّوْا مُدْبِرِيْنَ যখন তারা পৃষ্ঠ প্রদর্শন করে চলে যায়।

৮১. وَمَاۤ اَنْتَ بِهٰدِی الْعُمْیِ আর আপনি অন্ধদেরকে পথপ্রদর্শনকারী নন عَنْ ضَلٰلَتِهِمْ তাদের গোমরাহী হতে اِنْ تُسْمِعُ اِلَّا আপনি কেবল তাদেরকেই শুনাতে পারেন مَنْ یُّؤْمِنُ بِاٰیٰتِنَا যারা আমার আয়াতসমূহের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করে فَهُمْ مُّسْلِمُوْنَ অনন্তর তারাই আত্মসমর্পণকারী।

৮২. وَاِذَا وَقَعَ الْقَوْلُ عَلَیْهِمْ আর যখন তাদের প্রতি ওয়াদা পূর্ণ হওয়ার উপক্রম হবে اَخْرَجْنَا لَهُمْ তখন আমি তাদের জন্য বের করব دَآبَّةً مِّنَ الْاَرْضِ জমিন হতে এক জন্তু تُكَلِّمُهُمْ সে তাদের সাথে কথা বলবে যে, اَنَّ النَّاسَ كَانُوْا بِاٰیٰتِنَا لَا یُوْقِنُوْنَ লোকেরা আমার নিদর্শনসমূহকে বিশ্বাস করত না।

৮৩. وَیَوْمَ نَحْشُرُ আর যেদিন আমি একত্রিত করব مِنْ كُلِّ اُمَّةٍ فَوْجًا প্রত্যেক সম্প্রদায় হতে তাদের এক একটি দলকে مِّمَّنْ یُّكَذِّبُ بِاٰیٰتِنَا যারা আমার নিদর্শনসমূহকে অবিশ্বাস করত فَهُمْ یُوْزَعُوْنَ অতঃপর তাদেরকে সারিবদ্ধ করে দেওয়া হবে।

https://e-ilm.weebly.com/

https://e-ilm.weebly.com/

৮৮. এবং তুমি পর্বতসমূহকে এমন অবস্থায় দেখছ যাতে তোমার মনে হচ্ছে যে, তা টলবে না, অথচ (সেদিন) তা মেঘরাশির ন্যায় উড়ে বেড়াবে; এটা হবে আল্লাহর কাজ, যিনি প্রত্যেক বস্তুকে মজবুত করে বানিয়েছেন; নিঃসন্দেহে আল্লাহ তোমাদের কাজ সম্বন্ধে পূর্ণরূপে অবহিত রয়েছেন।	وَتَرَى الْجِبَالَ تَحْسَبُهَا جَامِدَةً وَّهِيَ تَمُرُّ مَرَّ السَّحَابِ ۚ صُنْعَ اللّٰهِ الَّذِيْٓ اَتْقَنَ كُلَّ شَيْءٍ ۚ اِنَّهٗ خَبِيْرٌۢ بِمَا تَفْعَلُوْنَ ﴿٨٨﴾
৮৯. যে ব্যক্তি নেকী নিয়ে আসবে, বস্তুত সে তদপেক্ষা উত্তম (বিনিময়) প্রাপ্ত হবে এবং তারা সেদিন ভীষণ আতঙ্ক হতে নিরাপদে থাকবে।	مَنْ جَآءَ بِالْحَسَنَةِ فَلَهٗ خَيْرٌ مِّنْهَا ۚ وَهُمْ مِّنْ فَزَعٍ يَّوْمَئِذٍ اٰمِنُوْنَ ﴿٨٩﴾
৯০. আর যারা পাপ (কুফর) নিয়ে আসবে, তাদেরকে অধোমুখে অগ্নিতে নিক্ষেপ করা হবে (বলা হবে); তোমাদেরকে তো ঐ সমস্ত কাজেরই শাস্তি দেওয়া হচ্ছে যা তোমরা করতে।	وَمَنْ جَآءَ بِالسَّيِّئَةِ فَكُبَّتْ وُجُوْهُهُمْ فِي النَّارِ ۚ هَلْ تُجْزَوْنَ اِلَّا مَا كُنْتُمْ تَعْمَلُوْنَ ﴿٩٠﴾
৯১. (আপনি বলে দিন,) আমি তো কেবল এই আদেশ প্রাপ্ত হয়েছি যে, আমি এই (মক্কা) শহরের (প্রকৃত) মালিকের ইবাদত করতে থাকি, যিনি একে সম্মানিত করেছেন, আর (কেনই বা তাঁর ইবাদত করব না,) সমস্ত বস্তু তাঁরই জন্য, আর আমাকে এ হুকুম (-ও) দেওয়া হয়েছে যে, আমি যেন আত্মসমর্পণকারীদের অন্তর্ভুক্ত হই।	اِنَّمَآ اُمِرْتُ اَنْ اَعْبُدَ رَبَّ هٰذِهِ الْبَلْدَةِ الَّذِيْ حَرَّمَهَا وَلَهٗ كُلُّ شَيْءٍ ۡ وَّاُمِرْتُ اَنْ اَكُوْنَ مِنَ الْمُسْلِمِيْنَ ﴿٩١﴾

শাব্দিক অনুবাদ :

৮৮. وَتَرَى الْجِبَالَ এবং তুমি পর্বত সমূহকে এমন অবস্থায় দেখছ تَحْسَبُهَا جَامِدَةً যাতে তোমার মনে হচ্ছে যে, তা টলবে না وَّهِيَ تَمُرُّ مَرَّ السَّحَابِ অথচ তা মেঘরাশির ন্যায় উড়ে বেড়াবে صُنْعَ اللّٰهِ এটা হবে আল্লাহর কাজ الَّذِيْٓ اَتْقَنَ كُلَّ شَيْءٍ যিনি প্রত্যেক বস্তুকে মজবুত করে বানিয়েছেন اِنَّهٗ خَبِيْرٌۢ بِمَا تَفْعَلُوْنَ নিঃসন্দেহে আল্লাহ তোমাদের কাজ সম্বন্ধে পূর্ণরূপে অবহিত রয়েছেন।

৮৯. مَنْ جَآءَ بِالْحَسَنَةِ যে ব্যক্তি নেকী নিয়ে আসবে فَلَهٗ خَيْرٌ مِّنْهَا বস্তুত : সে তদপেক্ষা উত্তম (বিনিময়) প্রাপ্ত হবে وَهُمْ مِّنْ فَزَعٍ يَّوْمَئِذٍ اٰمِنُوْنَ এবং তারা সেদিন ভীষণ আতঙ্ক হতে নিরাপদে থাকবে।

৯০. وَمَنْ جَآءَ بِالسَّيِّئَةِ আর যারা পাপ (কুফর) নিয়ে আসবে فَكُبَّتْ وُجُوْهُهُمْ فِي النَّارِ তাদেরকে আধোমুখে অগ্নিতে নিক্ষেপ করা হবে هَلْ تُجْزَوْنَ اِلَّا مَا كُنْتُمْ تَعْمَلُوْنَ তোমাদেরকে ঐ সমস্ত কাজেরই শাস্তি দেওয়া হচ্ছে যা তোমরা করতে।

৯১. اِنَّمَآ اُمِرْتُ আমি তো কেবল এই আদেশ প্রাপ্ত হয়েছি যে, اَنْ اَعْبُدَ رَبَّ هٰذِهِ الْبَلْدَةِ আমি এই শহরের (প্রকৃত) মালিকের ইবাদত করতে থাকি الَّذِيْ حَرَّمَهَا যিনি একে সম্মানিত করেছেন وَلَهٗ كُلُّ شَيْءٍ আর সমস্ত বস্তু তাঁরই জন্য وَّاُمِرْتُ আর আমাকে এ হুকুম দেওয়া হয়েছে যে, اَنْ اَكُوْنَ مِنَ الْمُسْلِمِيْنَ আমি যেন আত্মসমর্পণকারীদের অন্তর্ভুক্ত হই।

https://e-ilm.weebly.com/

৯২. আর আদিষ্ট হয়েছি যে, আমি যেন কুরআন পড়ে পড়ে শুনাই, অতঃপর যে ব্যক্তি সৎপথ অবলম্বন করবে, সে নিজেরই জন্য সৎপথে আসবে, আর যে ব্যক্তি পথভ্রষ্ট থাকবে, আপনি তাকে বলে দিন, আমি তো শুধু ভয় প্রদর্শনকারীদের অন্তর্ভুক্ত।	وَاَنْ اَتْلُوَا الْقُرْاٰنَ ۚ فَمَنِ اهْتَدٰى فَاِنَّمَا يَهْتَدِىْ لِنَفْسِهٖ ۚ وَمَنْ ضَلَّ فَقُلْ اِنَّمَآ اَنَا مِنَ الْمُنْذِرِيْنَ ﴿٩٢﴾
৯৩. আর আপনি তাকে (এটাও) বলে দিন যে, সমস্ত প্রশংসা একমাত্র আল্লাহরই জন্য, তিনি শীঘ্রই তোমাদেরকে স্বীয় নিদর্শনসমূহ দেখাবেন, তখন তোমরা তা চিনতে পারবে এবং আপনার প্রতিপালক ঐ সমস্ত কার্য সম্বন্ধে গাফিল নন যা তোমরা করছ।	وَقُلِ الْحَمْدُ لِلّٰهِ سَيُرِيْكُمْ اٰيٰتِهٖ فَتَعْرِفُوْنَهَا ۗ وَمَا رَبُّكَ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُوْنَ ﴿٩٣﴾ ع٧

শাব্দিক অনুবাদ :

৯২. وَاَنْ اَتْلُوَا الْقُرْاٰنَ আর (এটাও) আদিষ্ট যে, আমি যেন কুরআন পড়ে পড়ে শুনাই فَمَنِ اهْتَدٰى অতঃপর যে ব্যক্তি সৎপথ অবলম্বন করবে فَاِنَّمَا يَهْتَدِىْ لِنَفْسِهٖ সে নিজেরই জন্য সৎপথে আসবে وَمَنْ ضَلَّ আর যে ব্যক্তি পথভ্রষ্ট থাকবে فَقُلْ আপনি তাকে বলে দিন اِنَّمَآ اَنَا مِنَ الْمُنْذِرِيْنَ আমি তো শুধু ভয় প্রদর্শনকারীদের অন্তর্ভুক্ত।

৯৩. وَقُلِ আর বলে দিন اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ সমস্ত প্রশংসা একমাত্র আল্লাহরই জন্য سَيُرِيْكُمْ اٰيٰتِهٖ তিনি শীঘ্রই তোমাদেরকে স্বীয় নিদর্শন সমূহ দেখাবেন فَتَعْرِفُوْنَهَا তখন তোমরা তা চিনতে পারবে وَمَا رَبُّكَ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُوْنَ আপনার রব ঐ সমস্ত কাজ সম্বন্ধে গাফিল নন যা তোমরা করছ।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

সমগ্র মানব জাতির প্রতি রাসূলে কারীম ﷺ-এর স্নেহ, মমতা ও সহানুভূতির অন্ত ছিল না। এর পরিপ্রেক্ষিতে তাঁর আন্তরিক বাসনা ছিল যে, তিনি সবাইকে আল্লাহর পয়গাম শুনিয়ে জাহান্নাম থেকে উদ্ধার করে নেবেন। কেউ তাঁর এই পয়গাম কবুল না করলে তিনি নিদারুণ মর্মবেদনা অনুভব করতেন এবং এমন দুঃখিত হতেন, যেমন কারও সন্তান তার কথা অমান্য করে অগ্নিতে ঝাঁপ দিতে যাচ্ছে। তাই কুরআন পাক বিভিন্ন স্থানে বিভিন্ন ভঙ্গিতে রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে সান্ত্বনা প্রদান করেছে। পূর্ববর্তী আয়াতসমূহে وَلَا تَحْزَنْ এবং وَلَا تَكُنْ فِىْ ضَيْقٍ বাক্যসমূহ এই সান্ত্বনা প্রদান সম্পর্কিত শিরোনামই ছিল। আলোচ্য আয়াতেও সান্ত্বনার বিষয়বস্তু বিভিন্ন ভঙ্গিতে বর্ণনা করা হয়েছে যে, আপনি সত্যের পয়গাম পৌঁছিয়ে দেওয়ার দায়িত্ব সম্পন্ন করেছেন। যারা এই পয়গাম কবুল করেনি, তাতে আপনার কোনো দোষ ও ত্রুটি নেই, যদ্দরুন আপনি দুঃখিত হবেন; বরং তারা কবুল করার যোগ্যতাই হারিয়ে ফেলেছে। আলোচ্য আয়াতে তাদের যোগ্যতাহীনতাকে তিনটি উদাহরণ দ্বারা সপ্রমাণ করা হয়েছে। (এক) তারা সত্য কবুল করার ব্যাপারে পুরোপুরি মৃতদেহের অনুরূপ। মৃতদেহ কারও কথা শুনে লাভবান হতে পরে না। (দুই) তাদের উদাহরণ বধিরের মতো, যে বধির হওয়ার সাথে সাথে শুনতেও অনিচ্ছুক। কেউ তাকে কিছু শোনাতে চাইলে সে পৃষ্ঠ প্রদর্শন করে পলায়ন করে। (তিনি) তারা অন্ধের মতো। অন্ধকে কেউ পথ দেখাতে চাইলেও সে দেখতে পারে না। এই তিনটি উদাহরণ বর্ণনা করার পর পরিশেষে বলা হয়েছে।

https://e-ilm.weebly.com/

إِنْ تُسْمِعُ إِلَّا مَنْ يُؤْمِنُ بِآيَاتِنَا فَهُمْ مُسْلِمُونَ অর্থাৎ আপনি তো কেবল তাদেরকে শোনাতে পারেন, যারা আল্লাহর আয়াতসমূহে বিশ্বাস করে এবং আনুগত্য গ্রহণ করে। এই পূর্ণ বিষয়বস্তুর মধ্যে এটা সুস্পষ্ট যে, এখানে শোনা ও শোনানোর অর্থ নিছক কানে আওয়াজ পৌঁছা নয়; বরং এর অর্থ এমন শোনা, যা ফলপ্রদ হয়। যে শ্রবণ ফলপ্রদ নয়, কুরআন উদ্দেশ্যের দিক দিয়ে তাকে বধিরতারূপে ব্যক্ত করেছেন। আপনি শুধু তাদেরকেই শোনাতে পারেন, যারা আমার আয়াতসমূহে বিশ্বাস করে আয়াতের এই বাক্যে যদি শোনানোর অর্থ কেবল কানে আওয়াজ পৌঁছানোই হতো, তবে কুরআনের এই উক্তি চাক্ষুষ অভিজ্ঞতা ও বাস্তবতা বিরোধী হয়ে যেত। কেননা কাফেরদের কানে আওয়াজ পৌঁছানো এবং তাদের শ্রবণ ও জওয়াব দেওয়ার প্রমাণ অসংখ্য। কেউ এটা অস্বীকার করতে পারে না। এ থেকে বোঝা গেল যে, এখানে ফলদায়ক শ্রবণ বোঝানো হয়েছে। তাদেরকে মৃতদেহের সাথে তুলনা করে বলা হয়েছে যে, আপনি মৃতদেরকে শোনাতে পারবেন না। এর অর্থও এই যে, মৃতরা যদি কোনো সত্য কথা শুনেও ফেলে এবং তখন তা কবুলও করতে চায়, তবে এটা তাদের জন্য উপকারী নয়। কেননা তারা দুনিয়ার কর্মক্ষেত্র অতিক্রম করে চলে গেছে। এখানে ঈমান ও কর্ম উপকারী হতে পারত। মৃত্যুর পর বরযখ ও হাশরের ময়দানে তো সব কাফেরই ঈমান ও সৎকর্মের বাসনা প্রকাশ করবে, কিন্তু সেটা ঈমান ও কর্ম গৃহীত হওয়ার সময় নয়। কাজেই আলোচ্য আয়াত দ্বারা প্রমাণিত হয় না যে, মৃতরা কারও কোনো কথা শুনতেই পারে না। প্রকৃতপক্ষে মৃতদের শ্রবণ সম্পর্কে এই আয়াত নিশ্চুপ। মৃতরা কারও কথা শুনতে পারে কিনা, এটা স্বস্থানে লক্ষণীয় বিষয় বটে।

মৃতদের শ্রবণ সম্পর্কে আলোচনা : সাহাবায়ে কেরাম (রা.) যেসব বিষয়ে পরস্পরে মতভেদ করেছেন, মৃতদের শ্রবণ করার বিষয়টি সেগুলোর অন্যতম। হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে ওমর (রা.) মৃতদের শ্রবণ প্রামাণ্য সাব্যস্ত করেন। উম্মুল মুমিনীন হযরত আয়েশা (রা.)-এর বিপরীত বলেন যে, মৃতরা শ্রবণ করতে পারে না। এ কারণেই অন্যান্য সাহাবী ও তাবেয়ীও দুই দলে বিভক্ত হয়ে পড়েছেন। কুরআন পাকে প্রথমত : এই সূরা নামলে এবং দ্বিতীয়ত সূরা রূমে প্রায় একই ভাষায় এই বিষয়বস্তু বর্ণিত হয়েছে। সূরা ফাতিরে বিষয়টি এভাবে বিধৃত হয়েছে : وَمَا أَنْتَ بِمُسْمِعٍ مَنْ فِي الْقُبُورِ অর্থাৎ যারা কবরস্থ হয়ে গেছে, তাদেরকে আপনি শোনাতে পারবেন না।

উক্ত আয়াতত্রয়ে লক্ষণীয় বিষয় এই যে, কোনো আয়াতেই এরূপ বলা হয়নি যে, মৃতরা শুনতে পারবে না; তিনটি আয়াতেই বলা হয়েছে যে, মৃতদেরকে শোনাতে পারবেন না। তিনটি আয়াতেই এভাবে ব্যক্ত করার মধ্যে ইঙ্গিত রয়েছে যে, মৃতদের মধ্যে শ্রবণের যোগ্যতা থাকতে পারলেও আমরা নিজেদের ক্ষমতা বলে তাদেরকে শোনাতে পরি না।

এই আয়াতত্রয়ের বিপরীতে শহীদদের সম্পর্কে একটি চতুর্থ আয়াত একথা প্রমাণ করে যে, শহীদগণ তাদের কবরে বিশেষ এক প্রকার জীবন লাভ করেন এবং সে জীবন উপযোগী জীবনোপকরণও তাঁরা প্রাপ্ত হন। তাঁদের জীবিত আত্মীয়-স্বজনদের সম্পর্কে আল্লাহর পক্ষ থেকে তাঁদেরকে সুসংবাদ শোনানো হয়। আয়াত এই : وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْيَاءٌ عِنْدَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ فَرِحِينَ بِمَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَيَسْتَبْشِرُونَ بِالَّذِينَ لَمْ يَلْحَقُوا بِهِمْ مِنْ خَلْفِهِمْ أَلَّا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ এই আয়াত এ বিষয়ের প্রমাণ যে, মৃত্যুর পরেও মানবাত্মার মধ্যে চেতনা ও অনুভূতি অবশিষ্ট থাকতে পারে। শহীদদের ক্ষেত্রে এর বাস্তবতার সাক্ষ্যও এই আয়াত দিচ্ছে। যদি প্রশ্ন করা হয় যে, এটা তো বিশেষভাবে শহীদদের জন্যে প্রযোজ্য সাধারণ মৃতদের জন্যে নয়, তবে এর জওয়াব এই যে, এই আয়াত দ্বারা কমপক্ষে এতটুকু তো সপ্রমাণ হয়েছে যে, মৃত্যুর পরেও মানবাত্মার মধ্যে চেতনা, অনুভূতিও এ জগতের সাথে সম্পর্ক বাকি থাকতে পারে। আল্লাহ তা'আলা শহীদদেরকে যেমন এই মর্যাদা দান করেছেন যে, তাঁদের আত্মার সম্পর্কে দেহ ও কবরের সাথে প্রতিষ্ঠিত থাকে, তেমনি আল্লাহ তা'আলা যখন ইচ্ছা করবেন, অন্যান্য মৃতকেও এই সুযোগ দিতে পারবেন। মৃত ব্যক্তিরও শ্রবণ করার ক্ষমতা থাকতে পারে. এই মতের প্রবক্তা হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে ওমর (রা.)-এর উক্তিও একটি সহীহ হাদীসের উপর ভিত্তিশীল। হাদীস এই : مَا مِنْ أَحَدٍ يَمُرُّ بِقَبْرِ أَخِيهِ الْمُسْلِمِ كَانَ يَعْرِفُهُ فِي الدُّنْيَا فَيُسَلِّمُ عَلَيْهِ إِلَّا رَدَّ اللَّهُ عَلَيْهِ رُوحَهُ حَتَّى يَرُدَّ عَلَيْهِ السَّلَامَ অর্থাৎ যে ব্যক্তি দুনিয়াতে পরিচিত কোনো মুসলমান ভাইয়ের কবরের কাছ দিয়ে গমন করে, অতঃপর তাকে সালাম করে, আল্লাহ তা'আলা সেই মৃত মুসলমানের আত্মা তার মধ্যে পুনঃপ্রবেশ করিয়ে দেন, যাতে সে সালামের জওয়াব দেয়।

https://e-ilm.weebly.com/

এই হাদীস দ্বারাও প্রমাণিত হয় যে, কোনো ব্যক্তি তার মৃত মুসলমান ভাইয়ের কবরে গিয়ে সালাম করলে সে তার সালাম শোনে এবং জওয়াব দেয়। এটা এভাবে হয় যে, আল্লাহ তা'আলা তখন তার আত্মা দুনিয়াতে ফেরত পাঠিয়ে দেন। এতে দু'টি বিষয় প্রমাণিত হলো। (এক) মৃতরা শুনতে পারে এবং (দুই) তাদের শোনা এবং আমাদের শোনানো আমাদের ক্ষমতাধীন নয়; বরং আল্লাহ তা'আলা যখন ইচ্ছা করেন, শুনিয়ে দেন। এই হাদীসে বলা হয়েছে যে, মুসলমানের সালাম করার সময় আল্লাহ তা'আলা মৃতের আত্মা ফেরত এনে সালাম শুনিয়ে দেন এবং তাকে সালামের জওয়াব দেওয়ার শক্তি দান করেন। এছাড়া অন্যান্য অবস্থা ও কথাবার্তা সম্পর্কে অকাট্য ফয়সালা করা যায় না যে, মৃতরা সেগুলো শুনবে কিনা। তাই ইমাম গাযযালী ও আল্লামা সুবকী (র.) প্রমুখের সুচিন্তিত অভিমত এই যে, সহীহ্ হাদীস ও উপরিউক্ত আয়াত দ্বারা এতটুকু বিষয় তো প্রমাণিত যে, মাঝে মাঝে মৃতরা জীবিতদের কথা-বার্তা শুনে, কিন্তু এর কোনো প্রমাণ নেই যে, প্রত্যেক মৃত সর্বাবস্থায় প্রত্যেকের কথা অবশ্যই শোনে। এভাবে আয়াত ও রেওয়ায়েতসমূহের মধ্যে কোনো বিরোধ অবশিষ্ট থাকে না। এটা সম্ভবপর যে, মৃতরা এক সময়ে জীবিতদের কথাবার্তা শোনে এবং অন্য সময় শোনতে পারে না। এটাও সম্ভব যে, কতক লোকের কথা শোনে এবং কতক লোকেরা কথা শোনে না, অথবা কতক মৃত শোনে এবং কতক মৃত শোনে না। কেননা সূরা নমল, সূরা রূম ও সূরা ফাতিরের আয়াত দ্বারাও একথা প্রমাণিত যে, মৃতদেরকে শোনানো আমাদের ক্ষমতাধীন নয়; বরং আল্লাহ যাকে ইচ্ছা শুনিয়ে দেন। তাই যে যে ক্ষেত্রে সহীহ্ হাদীস দ্বারা শ্রবণ প্রমাণিত আছে, সেখানে শ্রবণের বিশ্বাস রাখা দরকার এবং যেখানে প্রমাণিত নেই, সেখানে উভয় সম্ভাবনা বিদ্যমান আছে, অকাট্যরূপে শোনে বলারও অবকাশ নেই এবং শোনে না বলারও সুযোগ নেই।

ভূগর্ভের জীব কি, কোথায় এবং কবে নির্গত হবে : মুসনাদে আহমদে হযরত হুযায়ফা (রা.)-এর বর্ণিত রেওয়ায়েতে রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন, যে পর্যন্ত দশটি নিদর্শন প্রকাশ না পায়, সে পর্যন্ত কেয়ামত সংঘটিত হবে না। ১. পশ্চিম দিক থেকে সূর্যোদয় হওয়া, ২. ধুম্র নির্গত হওয়া, ৩. অদ্ভুত একটি জীবের আবির্ভাব হওয়া, ৪. ইয়াজূজ-মাজূজের আবির্ভাব হওয়া, ৫. হযরত ঈসা (আ.)-এর অবতরণ, ৬. দাজ্জাল, ৭. তিনটি চন্দ্র গ্রহণ (এক) পশ্চিম, (দুই) পূর্বে এবং (তিন) আরব উপদ্বীপে; ৮. এক অগ্নি, যা আদন থেকে নির্গত হবে এবং সব মানুষকে হাঁকিয়ে হাশরের মাঠে নিয়ে যাবে। মানুষ যে স্থানে রাত অতিবাহিত করার জন্যে অবস্থান করবে, অগ্নিও সেখানে থেমে যাবে। এরপর আবার তাদেরকে নিয়ে চলবে।

এই হাদীস দ্বারাও প্রমাণিত হয় যে, কিয়ামতের নিকটবর্তী সময়ে ভূগর্ভে থেকে একটি জীব নির্গত হবে। সে মানুষের সাথে কথা বলবে। دَابَّةً শব্দের تَنْوِيْن এ ইঙ্গিত পাওয়া যায় যে, জন্তুটি অদ্ভুত আকৃতি বিশিষ্ট হবে। আরও জানা যায় যে, এই জীবটি সাধারণ জন্তুদের প্রজনন প্রক্রিয়া মোতাবেক জন্মগ্রহণ করবে না; বরং অকস্মাৎ ভূগর্ভ থেকে নির্গত হবে। এই হাদীস থেকে একথাও বোঝা যায় যে, এই আবির্ভাব কিয়ামতের সর্বশেষ আলামতসমূহের অন্যতম। এরপর অনতিবিলম্বেই কিয়ামত সংঘটিত হয়ে যাবে। ইবনে কাসীর আবূ দাউদ তায়ালিসির বরাত দিয়ে হযরত তালহা ইবনে-ওমরের এক দীর্ঘ হাদীসে বর্ণনা করেন যে, ভূগর্ভের এই জীব মক্কার সাফা পর্বত থেকে নির্গত হবে। সে মস্তকের মাটি ঝড়তে ঝড়তে মসজিদে-হারামে কৃষ্ণ প্রস্তর ও মাকামে ইবরাহীমের মাঝখানে পৌঁছে যাবে। মানুষ একে দেখে পালাতে থাকবে। একদল লোক সেখানেই থেকে যাবে। এই জন্তু তাদের মুখমণ্ডল তারকার ন্যায় উজ্জ্বল করে দেবে। এরপর সে ভূপৃষ্ঠে বিচরণ করবে এবং প্রত্যেক কাফেরের মুখমণ্ডলে কুফরের চিহ্ন একে দেবে। কেউ তারা নাগালের বাইরে থাকতে পারবে না। সে প্রত্যেক মুমিন ও কাফেরকে চিনবে। (ইবনে-কাসীর) মুসলিম ইবনে হাজ্জাজ হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে ওমর (রা.) থেকে বর্ণনা করেন, আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর মুখে একটি অবিস্মরণীয় হাদীস শ্রবণ করেছি। রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন, কিয়ামতের সর্বশেষ আলামতসমূহের মধ্যে সর্বপ্রথম সূর্য পশ্চিম দিক থেকে উদিত হবে। সূর্য উপরে উঠার পর ভূগর্ভের জীব নির্গত হবে। এই আলামতদ্বয়ের মধ্যে যে কোনো একটি প্রকাশ হওয়ার অব্যবহিত পরেই কিয়ামত সংঘটিত হয়ে যাবে।

–[ইবনে-কাসীর]

শায়খ জামালুদ্দীন মহল্লী (র.) বলেন, জীব নির্গত হওয়ার সময় 'সৎ কাজে আদেশ ও অসৎ কাজে নিষেধ' -এর বিধান বিলুপ্ত হয়ে যাবে এবং এরপর কোনো কাফের ইসলাম গ্রহণ করবে না। অনেক হাদীস ও বর্ণনায় এই বিষয়বস্তু পাওয়া যায়। –(মাযহারী) এ স্থলে ইবনে-কাসীর প্রমুখ ভূগর্ভের জীবের আকার-আকৃতি ও অবস্থা সম্পর্কে বিভিন্ন রেওয়ায়েত

https://e-ilm.weebly.com/

উদ্ধৃত করেছেন। কিন্তু এগুলোর অধিকাংশই নির্ভরযোগ্য নয়। কুরআনের আয়াত ও সহীহ্ হাদীস থেকে এতটুকু প্রমাণিত আছে যে, এটা একটা কিম্ভুতকিমাকার জীব হবে এবং সাধারণ প্রজনন প্রক্রিয়ার বাইরে ভূগর্ভ থেকে নির্গত হবে। মক্কা মোকাররমায় এর আবির্ভাব হবে, অতঃপর সমগ্র বিশ্ব পরিভ্রমণ করবে। সে কাফের ও মুমিনকে চিনবে এবং তাদের সাথে কথা বলবে। কুরআন ও হাদীস দ্বারা প্রমাণিত এতটুকু বিষয়ের উপরই বিশ্বাস রাখা দরকার। এর অধিক জানার চেষ্টা করা জরুরি নয় এবং তাতে কোনো উপকারও নেই।

ভূগর্ভের জীব মানুষের সাথে কথা বলবে, এর অর্থ কি? এই প্রশ্নের জওয়াবে কেউ কেউ বলেন যে, কুরআনে উল্লিখিত বাক্যটিই হবে তার কথা। অর্থাৎ إِنَّ النَّاسَ كَانُوا بِآيَاتِنَا لَا يُوقِنُونَ এই বাক্যটি সে আল্লাহ্ তা'আলার পক্ষ থেকে শোনাবে। বাক্যের অর্থ এই : অনেক মানুষ আজকের পূর্বে আমার আয়াতসমূহে বিশ্বাস করত না। উদ্দেশ্য এই যে, এখন সে সময় এসে গেছে। এখন সবাই বিশ্বাস করবে। কিন্তু তখনকার বিশ্বাস আইনত : ধর্তব্য হবে না। হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) হাসান বসরী ও কাতাদাহ্ থেকে বর্ণিত আছে এবং অপর এক রেওয়ায়েতে হযরত আলী (রা.) থেকেও বর্ণিত আছে যে, এই জীব সাধারণ কথাবার্তার অনুরূপ মানুষের সাথে কথা বলবে। –[ইবনে-কাসীর]

فَهُمْ يُوزَعُونَ এ শব্দটি وَزْعٌ থেকে উদ্ভূত। এর অর্থ বাধা দেওয়া। অর্থাৎ অগ্রবর্তী অংশকে বাধা দান করা হবে, যাতে পেছনে পড়া লোক তাদের সাথে মিলে যায়। কেউ কেউ وَزْعٌ শব্দের অর্থ নিয়েছেন ঠেলে দেওয়া। অর্থাৎ তাদেরকে ধাক্কা দিয়ে হাশরের মাঠে নিয়ে যাওয়া হবে। وَلَمْ تُحِيطُوا بِهَا عِلْمًا এতে ইঙ্গিত আছে যে, আল্লাহ তা'আলার আয়াতসমূহে মিথ্যা বলা স্বয়ং একটি গুরুতর অপরাধ ও গোনাহ্; বিশেষত : যখন কেউ চিন্তা-ভাবনা ও বোঝা-শোনার চেষ্টা না করেই মিথ্যা বলতে থাকে। এমতাবস্থায় এটা দ্বিগুণ অপরাধ হয়ে যায়। এ থেকে জানা যায় যে, যারা চিন্তা-ভাবনা করা সত্ত্বেও সত্যের সন্ধান পায় না এবং চিন্তা-ভাবনাই তাদেরকে পথভ্রষ্টতার দিকে নিয়ে যায়, তাদের অপরাধ কিছুটা লঘু। তবে তা সত্ত্বেও আল্লাহ্র অস্তিত্ব ও তাওহীদে মিথ্যারোপ করা তাদেরকে কুফর, পথভ্রষ্টতা ও চিরস্থায়ী আজাব থেকে রক্ষা করতে পারবে না। কারণ এগুলো এমন জাজ্জ্বল্যমান বিষয় যে, এ সম্পর্কে চিন্তা-ভাবনার ভ্রান্তি ক্ষমা করা হবে না।

فَفَزِعَ : وَيَوْمَ يُنْفَخُ فِي الصُّورِ فَفَزِعَ مَنْ فِي السَّمٰوٰتِ ..... শব্দের অর্থ অস্থির ও উদ্বিগ্ন হওয়া। অন্য এক আয়াতে এ স্থলে فَزِعَ শব্দের পরিবর্তে صَعِقَ শব্দ ব্যবহৃত হয়েছে। এর অর্থ অজ্ঞান হওয়া। যদি উভয় আয়াতকে সিঙ্গার প্রথম ফুৎকারের সাথে সম্পর্কযুক্ত করা হয়, তবে উভয় শব্দের সারমর্ম হবে এই যে, সিঙ্গায় ফুক দেওয়ার সময় প্রথমে সবাই অস্থির উদ্বিগ্ন হবে, এরপর অজ্ঞান হয়ে যাবে এবং অবশেষে মরে যাবে। কাতাদাহ্ প্রমুখ তাফসীরকার এই আয়াতকে দ্বিতীয় ফুৎকারের সাথে সম্পর্কযুক্ত করেছেন, যারপর সকল মৃত পুনরুজ্জীবন লাভ করবে। আয়াতের উদ্দেশ্য এই যে, সবাই জীবিত হওয়ার সময় ভীতবিহ্বল অবস্থায় উত্থিত হবে। কেউ কেউ বলেন যে, তিন বার সিঙ্গায় ফুৎকার দেওয়া হবে। প্রথম ফুৎকারে সবাই অস্থির হয়ে যাবে, দ্বিতীয় ফুৎকারে অজ্ঞান হয়ে মরে যাবে এবং তৃতীয় ফুৎকারে হাশর-নাশর কায়েম হবে এবং সকল মৃত জীবিত হয়ে যাবে। কিন্তু কুরআনের আয়াত ও সহীহ্ হাদীস থেকে দুই ফুৎকারেরই প্রমাণ পাওয়া যায়। (কুরতুবী, ইবনে-কাসীর) ইবনে মোবারক হাসান বসরী (র.) থেকে রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর এই উক্তি বর্ণনা করেন যে, উভয় ফুৎকারের মাঝখানে চল্লিশ বছরের ব্যবধান হবে। –[কুরতুবী]

إِلَّا مَنْ شَاءَ اللّٰهُ : উদ্দেশ্য এই যে, হাশরের সময় কিছুসংখ্যক লোক ভীতবিহ্বল হবে না। হযরত আবূ হুরায়রা (রা.)-এর এক হাদীসে আছে যে, তাঁরা হবেন শহীদ। হাশরে পুনরুজ্জীবন লাভের সময় তাঁরা মোটেই অস্থির হবেন না। –(কুরতুবী) সাঈদ ইবনে জুবায়র ও বলেছেন যে, তাঁরা হবেন শহীদ। তাঁরা হাশরের সময় তরবারি বাঁধা অবস্থায় আরশের চার পার্শ্বে সমবেত হবেন। কুশায়রী বলেন, পয়গম্বরগণ আরও উত্তমরূপে এই শ্রেণিভুক্ত। কারণ তাঁদের জন্যে রয়েছে শহীদের মর্যাদা এবং এর উপর নবুয়তের মর্যাদাও। –[কুরতুবী]

সূরা যুমারে আছে وَنُفِخَ فِي الصُّورِ فَصَعِقَ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ إِلَّا مَنْ شَاءَ اللّٰهُ এখানে فَزِعَ শব্দের পরিবর্তে صَعِقَ শব্দ ব্যবহৃত হয়েছে। এর অর্থ সংজ্ঞা হারানো। এখানে সংজ্ঞা হারিয়ে মরে যাওয়া বুঝানো হয়েছে। এখানেও إِلَّا مَنْ شَاءَ اللّٰهُ ব্যতিক্রম উল্লেখ করা হয়েছে। এতে সহীহ্ হাদীস অনুযায়ী ছয়জন ফেরেশতা বুঝানো

https://e-ilm.weebly.com/

হয়েছে ; তাঁরা শিঙ্গায় ফুৎকার দেওয়ার কারণে মৃত্যুমুখে পতিত হবেন না। পরবর্তী সময়ে তাঁরা সবাই মৃত্যুমুখে পতিত হবেন। যে সকল তাফসীরবিদ فَزِعَ ও صَعِقَ কে একই অর্থ ধরেছেন, তাঁরা সূরা যুমারের অনুরূপ এখানে ব্যতিক্রম দ্বারা নির্দিষ্ট ফেরেশতাগণকে বুঝিয়েছেন। যাঁরা পৃথক পৃথক অর্থে ধরেছেন তাঁদের মতে শহীদগণ فَزِعَ তথা অস্থিরতা থেকে ব্যতিক্রমভুক্ত হবেন যেমন উপরে বর্ণিত হয়েছে।

وَتَرَى الْجِبَالَ تَحْسَبُهَا جَامِدَةً وَهِيَ تَمُرُّ مَرَّ السَّحَابِ : উদ্দেশ্য এই যে, পাহাড়সমূহ স্থানচ্যুত হয়ে মেঘমালার ন্যায় চলমান হবে। দর্শক মেঘ-মালাকে স্বস্থানে স্থির দেখতে পায়, অথচ আসলে তা দ্রুত চলমান থাকে। যে বিশাল বস্তুর শুরু ও শেষ প্রান্ত মানুষের দৃষ্টিগোচর হয় না, সে বস্তু যখন কোনো একদিকে চলমান হয় তখন তা যতই দ্রুতগতি সম্পন্ন হোক না কেন, মানুষের দৃষ্টিতে তা অচল ও স্থিতিশীল মনে হয়। সুদূর পর্যন্ত বিস্তৃত ঘন কাল মেঘে সবাই তা প্রত্যক্ষ করতে পারে। এরূপ কাল মেঘ এক জায়গায় অচল ও স্থির মনে হয়, অথচ তা প্রকৃতপক্ষে চলমান থাকে। এই মেঘের গতিশীলতা দর্শক যখন বুঝতে পারে, তখন তা আকাশের দিগন্ত উন্মুক্ত করে দূরে চলে যায়।

মোটকথা এই যে, পাহাড়সমূহের অচল হওয়া দর্শকের দৃষ্টিতে এবং চলমান হওয়া বাস্তব সত্যের দিক দিয়ে। অধিকাংশ তাফসীরবিদ আয়াতের উদ্দেশ্য তাই সাব্যস্ত করেছেন। কিন্তু তাফসীরের সার-সংক্ষেপে বলা হয়েছে যে, এই দুইটি অবস্থা দুই সময়কার। পাহাড়কে দেখে প্রত্যেক দর্শক যখন মনে করে যে, এই পাহাড় স্বস্থান থেকে কখনো টলবে না, অচল হওয়া সেই সময়কার। এবং تَمُرُّ مَرَّ السَّحَابِ কথাটি কিয়ামত দিবসের দিক দিয়ে বলা হয়েছে। কোনো কোনো আলেম বলেছেন যে, কিয়ামতের দিন পাহাড়সমূহের অবস্থা কুরআন পাকে বিভিন্ন রূপ বর্ণিত হয়েছেঃ (১) চূর্ণ-বিচূর্ণ ও প্রকম্পিত হওয়া হবে পাহাড়সহ সম্পূর্ণ পৃথিবীর অবস্থা।

إِذَا زُلْزِلَتِ الْأَرْضُ زِلْزَالَهَا এবং إِذَا دُكَّتِ الْأَرْضُ دَكًّا

(২) পাহাড়ের বিশাল শিলাখণ্ডের ধুনো করা তুলার ন্যায় হয়ে যাওয়া وَتَكُونُ الْجِبَالُ كَالْعِهْنِ الْمَنْفُوشِ এটা তখন হবে, যখন উপর থেকে আকাশও গলিত তামার ন্যায় হয়ে যাবে। পৃথিবী থেকে পাহাড় তুলার ন্যায় উপরে উঠে যাবে, উপর থেকে আকাশ নিচে পতিত হবে এবং উভয়ে মিলিত হয়ে যাবে। يَوْمَ تَكُونُ السَّمَاءُ كَالْمُهْلِ وَتَكُونُ الْجِبَالُ كَالْعِهْنِ (৩) পাহাড়সমূহ ধুনো করা তুলার মতো একত্রিত হওয়ার পরিবর্তে চূর্ণ-বিচূর্ণ ও খণ্ডবিখণ্ড হয়ে যাবে وَبُسَّتِ الْجِبَالُ بَسًّا فَكَانَتْ هَبَاءً مُنْبَثًّا (৪) চূর্ণ-বিচূর্ণ হয়ে ছড়িয়ে যাওয়া قُلْ يَنْسِفُهَا رَبِّي نَسْفًا (৫) চূর্ণ-বিচূর্ণ ও ধূলিকণার ন্যায় সারা বিশ্বে বিস্তৃত পাহাড়সমূহকে বাতাস উপরে নিয়ে যাবে। তখন যদিও তা মেঘমালার ন্যায় দ্রুতগতিসম্পন্ন হবে; কিন্তু দর্শক তাকে স্বস্থানে স্থির দেখতে পাবে وَتَرَى الْجِبَالَ تَحْسَبُهَا جَامِدَةً وَهِيَ تَمُرُّ مَرَّ السَّحَابِ তন্মধ্যে কতক অবস্থা শিঙ্গায় প্রথম ফুৎকারের সময় হবে এবং কতক দ্বিতীয় ফুকারের পরে হবে। তখন ভূপৃষ্ঠকে সমতল স্তরের মতো করে দেওয়া হবে। তাতে কোনো গুহা, পাহাড়, দালান কোঠা ও বৃক্ষ থাকবে না। قُلْ يَنْسِفُهَا رَبِّي نَسْفًا فَيَذَرُهَا قَاعًا صَفْصَفًا لَا تَرَى فِيهَا عِوَجًا وَلَا أَمْتًا (কুরতুবী রূহুল মা'আনী)।

وَاللّٰهُ أَعْلَمُ بِحَقِيقَةِ الْحَالِ

صُنْعَ اللّٰهِ الَّذِي أَتْقَنَ كُلَّ شَيْءٍ - صُنْعَ শব্দের অর্থ কারিগরি বিদ্যা, শিল্প। أَتْقَنَ শব্দটি إِتْقَانٌ থেকে উদ্ভূত। এর অর্থ কোনো কিছুকে মজবুত ও সংহত করা। বাহ্যত : এই বাক্যটি পূর্ববর্তী সব বিষয়বস্তুর সাথে সম্পর্কযুক্ত। অর্থাৎ দিবারাত্রির পরিবর্তন এবং সিঙ্গার ফুৎকার থেকে নিয়ে হাশর-নাশর পর্যন্ত সব অবস্থা। উদ্দেশ্য এই যে, এগুলো মোটেই বিস্ময় ও আশ্চর্যের বিষয় নয়। কেননা এগুলোর স্রষ্টা কোনো সীমিত জ্ঞান ও শক্তিসম্পন্ন মানব অথবা ফেরেশতা নয় : বরং বিশ্বজাহানের পালনকর্তা। যদি এই বাক্যটির সম্পর্ক নিকটতম وَتَرَى الْجِبَالَ تَحْسَبُهَا جَامِدَةً আয়াতের সাথে করা যায়, তবে উদ্দেশ্য হবে এই যে, পাহাড়সমূহের এই অবস্থা দর্শকের দৃষ্টিতে অচল, কিন্তু বাস্তবে চলমান ও গতিশীল হওয়াও মোটেই আশ্চর্যজনক নয়। কেননা এটা বিশ্বজাহানের পালনকর্তার কারিগরি, তিনি সবকিছু করতে সক্ষম।

https://e-ilm.weebly.com/

مَنْ جَآءَ بِالْحَسَنَةِ فَلَهٗ خَيْرٌ مِّنْهَا এটা হাশর-নাশর ও হিসাব নিকাশের পরবর্তী পরিণতির বর্ণনা, حَسَنَة বলে এখানে কালেমায়ে লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহু বোঝানো হয়েছে (কাতাদার উক্তি)। কেউ কেউ সাধারণ ইবাদত ও আনুগত্য অর্থ নিয়েছেন। অর্থাৎ যে ব্যক্তি সৎকর্ম করবে, সে তার কর্মের চাইতে উৎকৃষ্টতর প্রতিদান পাবে। বলাবাহুল্য, সৎকর্ম তখনই সৎকর্ম হয়, যখন তার মধ্যে প্রথম শর্ত ঈমান বিদ্যমান থাকে। 'উৎকৃষ্টতর প্রতিদান' বলে জান্নাতের অক্ষয় নিয়ামত এবং আজাব ও যাবতীয় কষ্ট থেকে চিরমুক্তি বোঝানো হয়েছে। কেউ কেউ বলেন, এর অর্থ এই যে, এক নেকির প্রতিদান দশ গুণ থেকে নিয়ে সাতশ গুণ পর্যন্ত পাওয়া যাবে। –[মাযহারী]

وَهُمْ مِّنْ فَزَعٍ يَّوْمَئِذٍ اٰمِنُوْنَ - فَزَع বলে প্রত্যেক বড় বিপদ ও পেরেশানি বোঝানো হয়েছে। উদ্দেশ্য এই যে, দুনিয়াতে প্রত্যেক আল্লাহভীরু পরহেজগারও পরিণামের ভয় থেকে মুক্ত থাকতে পারে না এবং থাকা উচিতও নয়; যেমন কুরআন পাক বলে اِنَّ عَذَابَ رَبِّهِمْ غَيْرُ مَاْمُوْنٍ অর্থাৎ পালনকর্তার আজাব থেকে কেউ নিশ্চিন্ত ও ভাবনামুক্ত হয়ে বসে থাকতে পারে না। এ কারণেই পয়গম্বরগণ, সাহাবায়ে কেরাম ও ওলীগণ সদাসর্বদা ভীত ও কম্পিত থাকতেন। কিন্তু সেদিন হিসাব-নিকাশ সমাপ্ত হলে যারা সৎকর্ম নিয়ে আগমনকারী হবে, তারা সর্বপ্রকার ভয় ও দুশ্চিন্তা থেকে মুক্ত ও প্রশান্ত হবে।

رَبَّ هٰذِهِ الْبَلْدَةِ অধিকাংশ তাফসীরবিদের মতে بَلْدَة বলে মক্কা মুকাররমাকে বোঝানো হয়েছে। আল্লাহ তা'আলা তো বিশ্ব-জাহানের পালনকর্তা এবং নভোমণ্ডল ও ভূমণ্ডলের পালনকর্তা। এখানে বিশেষ করে মক্কার পালনকর্তা বলার কারণ মক্কার মাহাত্ম্য ও সম্মানিত হওয়ার বিষয়বস্তু প্রকাশ করা। حَرَّمَ শব্দটি تَحْرِيْم থেকে উদ্ভূত। এর অর্থ সাধারণ সম্মানও হয়ে থাকে। এই সম্মানের কারণে মক্কা ও পবিত্র ভূমির যেসব বিধান প্রবর্তিত হয়েছে, সেগুলোও এর অন্তর্ভুক্ত রয়েছে। যেমন কেউ হেরেমে আশ্রয় নিলে সে নিরাপদ হয়ে যায়। হেরেমে প্রতিশোধ গ্রহণ করা ও হত্যাকাণ্ড সম্পাদন বৈধ নয়। হেরেমের ভূমিতে শিকার বধ করাও জায়েজ নয়। বৃক্ষ কর্তন করা জায়েজ নয়। এসব বিধানের কতকাংশ وَمَنْ دَخَلَهٗ كَانَ اٰمِنًا আয়াতে, কতকাংশ সূরা মায়েদার শুরুতে এবং কতকাংশ لَا تَقْتُلُوا الصَّيْدَ وَاَنْتُمْ حُرُمٌ আয়াতে বর্ণিত হয়ে গেছে।

শব্দ বিশ্লেষণ :

فَتَوَكَّلْ : সীগাহ امر حاضر معروف واحد مذكر حاضر বহছ امر حاضر معروف বাব تَفَعُّلٌ মাসদার تَوَكُّلٌ মূলবর্ণ (و - ك - ل) জিনস مثال واوى অর্থ– অতঃএব আপনি নির্ভর করুন।

لَايُوْقِنُوْنَ : সীগাহ جمع مذكر غائب বহছ نفى فعل مضارع معروف বাব اِفْعَالٌ মাসদার اِيْقَانٌ মূলবর্ণ (ى - ق - ن) জিনস مثال يائى অর্থ– তারা বিশ্বাস করত না।

يُوْزَعُوْنَ : সীগাহ جمع مذكر غائب বহছ مضارع مجهول বাব فَتَحَ মাসদার وَزْعٌ মূলবর্ণ (و - ز - ع) জিনস مثال واوى অর্থ– তাদেরকে সারিবদ্ধ করে দেওয়া হবে।

لَمْ تُحِيْطُوْا : সীগাহ جمع مذكر حاضر বহছ نفى جحد بلم বাব اِفْعَالٌ মাসদার اِحَاطَةٌ মূলবর্ণ (ح - و - ط) জিনস اجوف واوى অর্থ– তোমরা স্থান দাওনি।

لَايَنْطِقُوْنَ : সীগাহ جمع مذكر غائب বহছ نفى فعل مضارع معروف বাব ضَرَبَ মাসদার نُطْقٌ মূলবর্ণ (ن - ط - ق) জিনস صحيح অর্থ– তারা কথাও বলতে পারবে না।

لَمْ يَرَوْا : সীগাহ جمع مذكر غائب বহছ نفى جحد بلم বাব فَتَحَ মাসদার رُؤْيَةٌ মূলবর্ণ (ر - أ - ى) জিনস মুরাক্কাব (ناقص يائى এবং مهموز لام) অর্থ– তারা লক্ষ্য করেনি।

لِيَسْكُنُوْا : সীগাহ جمع مذكر غائب বহছ امر غائب معروف বাব نَصَرَ মাসদার سُكُوْنٌ মূলবর্ণ (س - ك - ن) জিনস صحيح অর্থ– যেন মানুষ বিশ্রাম করে।

https://e-ilm.weebly.com/

دَاخِرِيْنَ : সীগাহ جمع مذكر اسم فاعل বহছ فَتَحَ বাব دَخْرٌ মাসদার (د - خ - ر) মূলবর্ণ صحيح জিনস অর্থ– অবনমিত হয়ে।

جَامِدَةً : সীগাহ واحد مؤنث اسم فاعل বহছ نَصَرَ বাব جُمُوْدٌ মাসদার (ج - م - د) মূলবর্ণ صحيح জিনস অর্থ– তা টলবে না, জমাটবদ্ধ, অনড়।

تَمُرُّ : সীগাহ واحد مؤنث غائب বহছ مضارع معروف বাব نَصَرَ মাসদার مُرُوْرٌ (م - ر - ر) মূলবর্ণ জিনস مضاعف ثلاثى অর্থ– উড়ে বেড়াবে।

فَكُبَّتْ : সীগাহ واحد مؤنث غائب বহছ ماضى مجهول বাব نَصَرَ মাসদার كَبٌّ (ك - ب - ب) মূলবর্ণ জিনস مضاعف ثلاثى অর্থ– তাদেরকে নিক্ষেপ করা হবে।

فتَعْرِفُوْنَهَا : সীগাহ جمع مذكر حاضر বহছ مضارع معروف বাব ضَرَبَ মাসদার مَعْرِفَةٌ (ع - ر - ف) মূলবর্ণ জিনস صحيح অর্থ– তখন তোমরা তা চিনতে পারবে।

বাক্য বিশ্লেষণ :

صُنْعَ اللّٰهِ الَّذِىْ اَتْقَنَ كُلَّ شَىْءٍ اِنَّهٗ خَبِيْرٌ بِمَا تَفْعَلُوْنَ : এখানে صُنْعَ টি মাফউলে মুতলাক তার পূর্ববর্তী مضمون جمله -এর তাকীদ। আর মাসদার কে ফায়েলের দিকে ইজাফত করা হয়েছে আর الَّذِىْ হলো اللّٰهِ শব্দের সিফত। আর اَتْقَنَ বাক্যটি সেলাহ হয়েছে। كُلَّ شَىْءٍ হলো اَتْقَنَ -এর মাফউল। اِنَّهٗ -এর اِنَّ হরফে মুশাব্বাহ বিল ফে'ল আর ه হলো اسم ان এবং خَبِيْرٌ হলো اِنَّ خبر আর بِمَا টা خَبِيْرٌ -এর সাথে متعلق হয়েছে। আর تَفْعَلُوْنَ বাক্যটি مَا মওসূলের সেলা হয়েছে। –[ই'রাবুল কুরআন ৫ম খণ্ড : পৃ. ৫৫৯]

https://e-ilm.weebly.com/

سُوْرَةُ الْقَصَصِ مَكِّيَّةٌ

সূরা কাসাস

মক্কায় অবতীর্ণ; আয়াত–৮৮, রুকূ'– ৯

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

পরম করুণাময়, দয়ালু আল্লাহর নামে শুরু করছি।

১. ত্বোয়া-সীন-মীম।	طٰسٓمّٓ ﴿١﴾
২. এ আয়াতগুলো সুস্পষ্ট কিতাবের।	تِلْكَ اٰيٰتُ الْكِتٰبِ الْمُبِيْنِ ﴿٢﴾
৩. আমি আপনাকে মূসা ও ফেরাউনের কিছু ঘটনা যথাযথভাবে বর্ণনা করে শুনাচ্ছি তাদের জন্য যারা ঈমান আনে।	نَتْلُوْا عَلَيْكَ مِنْ نَّبَاِ مُوْسٰى وَفِرْعَوْنَ بِالْحَقِّ لِقَوْمٍ يُّؤْمِنُوْنَ ﴿٣﴾
৪. ফেরাউন দেশের মধ্যে অতিমাত্রায় বেড়ে গিয়েছিল এবং তথাকার অধিবাসীদেরকে বিভিন্ন শ্রেণিতে বিভক্ত করে রেখেছিল, সে তাদের মধ্যকার একটি দলের শক্তি খর্ব করে রেখেছিল, তাদের পুত্র-সন্তাদেরকে হত্যা করত এবং তাদের স্ত্রীলোকদেরকে জীবিত থাকতে দিত; বস্তুত সে বড়ই অনিষ্টকারী ছিল।	اِنَّ فِرْعَوْنَ عَلَا فِى الْاَرْضِ وَجَعَلَ اَهْلَهَا شِيَعًا يَّسْتَضْعِفُ طَآئِفَةً مِّنْهُمْ يُذَبِّحُ اَبْنَآءَهُمْ وَيَسْتَحْيٖ نِسَآءَهُمْ ؕ اِنَّهٗ كَانَ مِنَ الْمُفْسِدِيْنَ ﴿٤﴾

শাব্দিক অনুবাদ :

১. طٰسٓمّٓ ত্বোয়া, সীন-মীম।

২. تِلْكَ এ اٰيٰتُ আয়াত গুলো الْكِتٰبِ الْمُبِيْنِ সুস্পষ্ট কিতাবের।

৩. نَتْلُوْا عَلَيْكَ আমি আপনাকে বর্ণনা করে শুনাচ্ছি مِنْ نَّبَاِ مُوْسٰى وَفِرْعَوْنَ মূসা ও ফেরাউনের কিছু ঘটনা بِالْحَقِّ যাথাযথভাবে لِقَوْمٍ يُّؤْمِنُوْنَ তাদের জন্য যারা ঈমান আনে।

৪. اِنَّ فِرْعَوْنَ عَلَا فِى الْاَرْضِ ফেরাউন দেশের মধ্যে অতিমাত্রায় বেড়ে গিয়েছিল وَجَعَلَ اَهْلَهَا شِيَعًا এবং তথাকার অধিবাসীদেরকে বিভিন্ন শ্রেণিতে বিভক্ত করে রেখেছিল يَّسْتَضْعِفُ طَآئِفَةً مِّنْهُمْ সে তাদের মধ্যকার একটি দলের শক্তি খর্ব করে রেখেছিল يُذَبِّحُ اَبْنَآءَهُمْ তাদের পুত্র-সন্তানদেরকে হত্যা করত وَيَسْتَحْيٖ نِسَآءَهُمْ এবং তাদের স্ত্রীলোকদেরকে জীবিভ থাকতে দিত اِنَّهٗ كَانَ مِنَ الْمُفْسِدِيْنَ বস্তুত ঃ সে বড়ই অনিষ্টকারী ছিল।

https://e-ilm.weebly.com/

৫. আর আমার এ ইচ্ছা ছিল যে, দেশে যাদের শক্তি খর্ব করা হচ্ছিল আমি তাদের প্রতি অনুগ্রহ করি এবং তাদেরকে (ধর্মীয়) নেতা করে দেই এবং তাদেরকে উত্তরাধিকারী করে দেই;	وَنُرِيْدُ اَنْ نَّمُنَّ عَلَى الَّذِيْنَ اسْتُضْعِفُوْا فِى الْاَرْضِ وَنَجْعَلَهُمْ اَئِمَّةً وَّنَجْعَلَهُمُ الْوٰرِثِيْنَ ﴿٥﴾
৬. এবং তাদেরকে দেশের শাসনক্ষমতা দান করি, আর ফেরাউন ও হামান এবং তাদের অনুবর্তীগণকে তাদের (বনী ইসরাঈলদের) পক্ষ হতে সেই ঘটনা (ঘটিয়ে) দেখাই, যা হতে তারা আত্মরক্ষা করত।	وَنُمَكِّنَ لَهُمْ فِى الْاَرْضِ وَنُرِىَ فِرْعَوْنَ وَهَامٰنَ وَجُنُوْدَهُمَا مِنْهُمْ مَّا كَانُوْا يَحْذَرُوْنَ ﴿٦﴾
৭. আর আমি মূসার মাতাকে গায়বি নির্দেশ প্রদান করলাম, তুমি তাকে দুধ পান করাতে থাক, অতঃপর যখন তার সম্বন্ধে তোমার আশঙ্কা হবে, তখন তাকে (সিন্দুকে ভরে) নদীতে ফেলে দিও, অতঃপর (নিমজ্জিত হওয়ার) আশঙ্কাও করো না এবং বিষণ্ণও হয়ো না, অবশ্যই আমি তাকে আবার তোমারই নিকটে ফিরিয়ে আনব এবং (পরে) আমি তাকে রাসূল বানিয়ে দেব।	وَاَوْحَيْنَآ اِلٰٓى اُمِّ مُوْسٰٓى اَنْ اَرْضِعِيْهِ ۚ فَاِذَا خِفْتِ عَلَيْهِ فَاَلْقِيْهِ فِى الْيَمِّ وَلَا تَخَافِىْ وَلَا تَحْزَنِىْ ۚ اِنَّا رَآدُّوْهُ اِلَيْكِ وَجَاعِلُوْهُ مِنَ الْمُرْسَلِيْنَ ﴿٧﴾
৮. অতঃপর (নদীতে ফেলে দেওয়ার পর) ফেরাউনের লোকেরা তাঁকে উঠিয়ে নিল– যেন তিনি তাদের জন্য শত্রু এবং চিন্তার কারণ হন; নিঃসন্দেহে ফেরাউন ও হামান এবং তাদের অনুবর্তীরা বড় ভুলকারী ছিল (কেননা শত্রু পালন করেছে)।	فَالْتَقَطَهٗٓ اٰلُ فِرْعَوْنَ لِيَكُوْنَ لَهُمْ عَدُوًّا وَّحَزَنًا ؕ اِنَّ فِرْعَوْنَ وَهَامٰنَ وَجُنُوْدَهُمَا كَانُوْا خٰطِـِٔيْنَ ﴿٨﴾

শাব্দিক অনুবাদ :

৫. وَنُرِيْدُ আর আমার এই ইচ্ছা ছিল যে, اَنْ نَّمُنَّ عَلَى الَّذِيْنَ আমি তাদের প্রতি অনুগ্রহ করি اسْتُضْعِفُوْا فِى الْاَرْضِ দেশে যাদের শক্তি খর্ব করা হচ্ছিল وَنَجْعَلَهُمْ اَئِمَّةً এবং তাদেরকে (ধর্মীয়) নেতা করে দেই الْوٰرِثِيْنَ এবং তাদেরকে উত্তরাধিকারী করে দেই।

৬. وَنُمَكِّنَ لَهُمْ فِى الْاَرْضِ এবং তাদেরকে দেশের শাসন ক্ষমতা দান করি وَنُرِىَ আর সে ঘটনা দেখাই فِرْعَوْنَ ফেরাউন وَهَامٰنَ ও হামান وَجُنُوْدَهُمَا এবং তাদের অনুবর্তীগণকে مِنْهُمْ তাদের পক্ষ থেকে مَا كَانُوْا يَحْذَرُوْنَ যা হতে তারা আত্মরক্ষা করত।

৭. وَاَوْحَيْنَآ اِلٰٓى اُمِّ مُوْسٰٓى আর আমি মূসার মাতাকে গায়বি নির্দেশ প্রদান করলাম اَنْ اَرْضِعِيْهِ তুমি তাকে দুধ পান করাতে থাক فَاِذَا خِفْتِ عَلَيْهِ অতঃপর যখন তার সম্বন্ধে তোমার আশঙ্কা হবে فَاَلْقِيْهِ فِى الْيَمِّ তখন তাকে (সিন্দুকে ভরে) নদীতে ফেলে দিও وَلَا تَخَافِىْ অতঃপর (নিমজ্জিত হওয়ার) আশঙ্কা করো না وَلَا تَحْزَنِىْ এবং বিষণ্ন হয়ো না اِنَّا رَآدُّوْهُ اِلَيْكِ অবশ্যই আমি তাকে আবার তোমারই নিকটে ফিরিয়ে আনব وَجَاعِلُوْهُ مِنَ الْمُرْسَلِيْنَ এবং (পরে) আমি তাকে রাসূল বানিয়ে দেব।

৮. فَالْتَقَطَهٗٓ অতঃপর তাঁকে উঠিয়ে নিল اٰلُ فِرْعَوْنَ ফেরাউনের লোকেরা لِيَكُوْنَ لَهُمْ যেন তিনি তাদের জন্য হন عَدُوًّا শত্রু وَّحَزَنًا ও চিন্তার কারণ اِنَّ فِرْعَوْنَ وَهَامٰنَ নিঃসন্দেহে ফেরাউন ও হামান وَجُنُوْدَهُمَا এবং তাদের অনুবর্তীরা كَانُوْا خٰطِـِٔيْنَ বড় ভুলকারী ছিল।

https://e-ilm.weebly.com/

وَقَالَتِ امْرَاَتُ فِرْعَوْنَ قُرَّتُ عَيْنٍ لِّيْ وَلَكَ ؕ لَا تَقْتُلُوْهُ ۖ عَسٰۤى اَنْ يَّنْفَعَنَاۤ اَوْ نَتَّخِذَهٗ وَلَدًا وَّهُمْ لَا يَشْعُرُوْنَ ﴿۹﴾

৯. এবং ফেরাউনের স্ত্রী বললেন, এই (শিশু)-টি আমার ও তোমার চক্ষু শীতলকারী; একে হত্যা করো না, আশ্চর্য নয় যে, (বড় হয়ে) সে আমাদের কোনো উপকার করবে, কিংবা আমরা একে পুত্রই করে নেব, অথচ তারা (পরিণাম) বুঝতে পারেনি।

وَاَصْبَحَ فُؤَادُ اُمِّ مُوْسٰى فٰرِغًا ؕ اِنْ كَادَتْ لَتُبْدِيْ بِهٖ لَوْلَاۤ اَنْ رَّبَطْنَا عَلٰى قَلْبِهَا لِتَكُوْنَ مِنَ الْمُؤْمِنِيْنَ ﴿۱۰﴾

১০. আর মূসার মাতার অন্তর বিচলিত হয়ে পড়ল; সে মূসার অবস্থা প্রকাশ করে দিবারই উপক্রম করেছিল, যদি না আমি তাঁর অন্তরকে অটল রাখতাম (আমার প্রতিশ্রুতির উপর) বিশ্বাস করে থাকার প্রতি।

وَقَالَتْ لِاُخْتِهٖ قُصِّيْهِ ۫ فَبَصُرَتْ بِهٖ عَنْ جُنُبٍ وَّهُمْ لَا يَشْعُرُوْنَ ﴿۱۱﴾

১১. আর তিনি মূসার ভগ্নীকে বললেন, মূসার একটু সন্ধান তো নাও, অনন্তর সে (রাজমহলে গিয়ে) তাদের অজ্ঞাতসারে মূসাকে দূর হতে দেখতে পেল,

وَحَرَّمْنَا عَلَيْهِ الْمَرَاضِعَ مِنْ قَبْلُ فَقَالَتْ هَلْ اَدُلُّكُمْ عَلٰۤى اَهْلِ بَيْتٍ يَّكْفُلُوْنَهٗ لَكُمْ وَهُمْ لَهٗ نٰصِحُوْنَ ﴿۱۲﴾

১২. আর আমি পূর্ব হতেই মূসার পক্ষে ধাত্রীর দুগ্ধ প্রতিরুদ্ধ করে রেখেছিলাম, সুতরাং সে (মেয়েটি) বলল, আমি কি তোমাদেরকে এমন পরিবারের সন্ধান বলে দেব, যারা তোমাদের জন্য এই শিশুটির প্রতিপালন করবে আর তারা এই শিশুর মঙ্গল কামনা করবে।

শাব্দিক অনুবাদ :

৯. وَقَالَتِ امْرَاَتُ فِرْعَوْنَ, এবং ফেরাউনের স্ত্রী বললেন قُرَّتُ عَيْنٍ لِّيْ وَلَكَ এই (শিশু) টি আমার ও তোমার চক্ষু শীতলকারী
لَا تَقْتُلُوْهُ একে হত্যা করো না عَسٰۤى اَنْ يَّنْفَعَنَاۤ আশ্চর্য নয় যে, (বড় হয়ে) সে আমাদের কোনো উপকার করবে اَوْ
نَتَّخِذَهٗ وَلَدًا কিংবা আমরা একে পুত্রই করে নিব وَّهُمْ لَا يَشْعُرُوْنَ, অথচ তারা (পরিণাম) বুঝতে পারেনি।

১০. وَاَصْبَحَ فُؤَادُ اُمِّ مُوْسٰى فٰرِغًا, আর মূসার মাতার অন্তর বিচলিত হয়ে পড়ল اِنْ كَادَتْ لَتُبْدِيْ بِهٖ সে মূসার অবস্থা প্রকাশ করে
দিবারই উপক্রম করেছিল لَوْلَاۤ اَنْ رَّبَطْنَا عَلٰى قَلْبِهَا যদি না আমি তাঁর অন্তর কে অটল রাখতাম لِتَكُوْنَ مِنَ الْمُؤْمِنِيْنَ
(আমার প্রতিশ্রুতির উপর) বিশ্বাস করে থাকার প্রতি।

১১. وَقَالَتْ لِاُخْتِهٖ, আর তিনি মূসার ভগ্নীকে বললেন قُصِّيْهِ মূসার একটু অনুসন্ধান তো নাও فَبَصُرَتْ بِهٖ عَنْ جُنُبٍ অনন্তর
সে (রাজমহলে গিয়ে) মূসাকে দূর হতে দেখতে পেল, وَّهُمْ لَا يَشْعُرُوْنَ তাদের অজ্ঞাতসারে।

১২. وَحَرَّمْنَا عَلَيْهِ الْمَرَاضِعَ, আর আমি মূসার পক্ষে ধাত্রীর দুগ্ধ প্রতিরুদ্ধ করে রেখেছিলাম مِنْ قَبْلُ পূর্ব হতেই فَقَالَتْ
সুতরাং সে (মেয়েটি) বলল هَلْ اَدُلُّكُمْ عَلٰۤى اَهْلِ بَيْتٍ আমি কি তোমাদেরকে এমন এক পরিবারের সন্ধান বলে দিব
يَّكْفُلُوْنَهٗ لَكُمْ যারা তোমাদের জন্য এই শিশুটির প্রতিপালন করবে وَهُمْ لَهٗ نٰصِحُوْنَ আর তারা এই শিশুর মঙ্গল
কামনা করবে।

https://e-ilm.weebly.com/

https://e-ilm.weebly.com/

দ্বিতীয়ত : এ সূরার শুরুতেও পূর্বের সূরার ন্যায় হযরত মূসা (আ.)-এর ঘটনা বর্ণিত হয়েছে। প্রথমে সংক্ষিপ্তভাবে এবং পরে বিস্তারিত পরিসরে এ ঘটনার উল্লেখ রয়েছে। এর দ্বারা উদ্দেশ্য হলো সর্বশেষ ও সর্বশ্রেষ্ঠ নবী হযরত রাসূলে কারীম ﷺ-এর নবুয়তের প্রমাণ উপস্থাপন করা এবং তাঁর বিরোধীদের উদ্দেশ্যে সতর্কবাণী উচ্চারণ করা।

তৃতীয়ত : পূর্ববর্তী সূরা নামলে যেভাবে নবী রাসূলগণের ঘটনার বিবরণের পর তাওহীদের বর্ণনা রয়েছে, এরপর আখেরাতের উল্লেখ করে সূরা সমাপ্ত করা হয়েছে। ঠিক তেমনিভাবে হযরত মূসা (আ.)-এর ঘটনা বিস্তারিতভাবে বর্ণনার পর তাওহীদের দলিল প্রমাণের উল্লেখ রয়েছে। এরপর আখেরাতের কথা স্মরণ করিয়ে দিয়ে তাওহীদের আলোচনা দ্বারা সূরা সমাপ্ত করা হয়েছে।

এতদ্ব্যতীত, পূর্ববর্তী সূরায় যেভাবে রাণী বিলকিসের ঘটনা বর্ণিত হয়েছে, ঠিক তেমনিভাবে এ সূরায় বিস্তারিতভাবে ফেরাউনের ঘটনা বর্ণিত হয়েছে এবং এ বিষয়ের প্রতি ইঙ্গিত করা হয়েছে যে, রাণী বিলকিসের দেশ ফেরাউনের দেশ থেকে অনেক বড় ছিল; কিন্তু সে হযরত সুলায়মান (আ.)-এর মু'জিযা দেখে এক আল্লাহ পাকের প্রতি ঈমান এনেছে; পক্ষান্তরে ফেরাউনের রাজত্ব রাণী বিলকিসের রাজত্ব থেকে ক্ষুদ্র ছিল, সে হযরত মূসা (আ.)-এর বিস্ময়কর মু'জিযা সমূহ দেখেও ঈমান আনেনি। এতে একথা প্রমাণিত হয় যে, হেদায়েত এবং পথভ্রষ্টতার সিদ্ধান্ত আল্লাহ পাকের পক্ষ থেকেই হয়, যাকে আল্লাহ পাক হেদায়েত করেন, সে-ই হেদায়েত লাভে ধন্য হয়। আর এজন্যেই পবিত্র কুরআনের সূরা ফাতেহায় দোয়া শিক্ষা দেওয়া হয়েছে– اِهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيْمَ "আমাদেরকে সরল-সঠিক পথ গ্রহণের তাওফীক দান কর"।

এখানে আরো একটি বিষয় উল্লেখযোগ্য, ফেরাউন ছিল ক্ষমতার মোহে মুগ্ধ আর কারূন ছিল ধন-সম্পদের মোহে আত্মহারা। এ দু'টি মোহ মানব চরিত্রকে কিভাবে কলুষিত করে এবং মানুষেকে কিভাবে ধ্বংসের দিকে নিয়ে যায়, তার প্রকৃত চিত্র লক্ষ্য করা যায় এ দু'টি ঘটনায়।

পবিত্র কুরআন বিশ্ব মানবের সম্মুখে এ দু'টি চিত্র তুলে ধরেছে, যাতে করে মানুষ এ থেকে শিক্ষা গ্রহণ করে। কেননা এ অত্যাধুনিক যুগেও এ দু'টি রোগই মানব চরিত্রকে কলুষিত করে রেখেছেন। এ দু'টি চারিত্রিক দুর্বলতা দূরীভূত করার মাধ্যমেই মানবতার বিকাশ ও উন্মেষ ঘটে, মানবতার উৎকর্ষ সাধন সম্ভবপর হয়। এ শিক্ষাই রয়েছে পবিত্র কুরআনে, আর এ কারণেই বিশ্ব সভ্যতার ক্রমবিকাশে পবিত্র কুরআনের অবদান অসামান্য।

হযরত মূসা (আ.)-এর কাহিনী সমগ্র কুরআনে কোথাও সংক্ষেপে এবং কোথাও বিস্তারিত আকারে বারবার উল্লেখ করা হয়েছে। সূরা কাহাফে তাঁর কাহিনী হযরত খিজির (আ.)-এর সাথে বিস্তারিত উল্লিখিত হয়েছে। এরপর সূরা ত্বা-হায় বিস্তারিত ঘটনা আছে এবং এর কিছু বিবরণ সূরা আন-নামলে, অতঃপর সূরা আল-কাসাসে এর পুনরালোচনা রয়েছে। সূরা ত্বা-হায় হযরত মূসা (আ.)-এর জন্য বলা হয়েছে– وَلَقَدْ فَتَنّٰكَ فُتُوْنًا ; ইমাম নাসায়ী (রা.) প্রমুখ হাদীসবিদ এই কাহিনীর পূর্ণ বিবরণ লিপিবদ্ধ করেছেন। মুফতি শফী (র.) স্বীয় তাফসীরগ্রন্থে ইবনে কাসীরের বরাত দিয়ে এই বিবরণ সূরা ত্বা-হায় উল্লেখ করেছেন। এর সাথে সংশ্লিষ্ট অংশসমূহের পূর্ণ আলোচনা, জরুরি মাসআলা ও জ্ঞাতব্য বিষয়াদি কিছু সূরা ত্বা-হায় এবং কিছু সূরা কাহাফে উল্লেখ করা হয়েছে। এখানে উল্লিখিত আয়াতসমূহের শুধু শব্দ সম্পর্কিত সংক্ষিপ্ত তাফসীর লিপিবদ্ধ করা হবে।

قَوْلُهٗ وَنُرِيْدُ اَنْ نَّمُنَّ عَلَى الَّذِيْنَ اسْتُضْعِفُوْا فِى الْاَرْضِ وَنَجْعَلَهُمْ اَئِمَّةً : এই আয়াতে বিধিলিপির মোকাবিলায় ফেরাউনী কৌশলের শুধু ব্যর্থ ও বিপর্যস্ত হওয়ার কথাই নয়; বরং ফেরাউন ও তার পরিষদবর্গকে চরম বোকা বরং অন্ধ বানানোর কথা উল্লেখ করা হয়েছে। যে বালক সম্পর্কে স্বপ্ন ও স্বপ্নের ব্যাখ্যার ভিত্তিতে ফেরাউন শঙ্কিত হয়েছিল এবং যার কারণে বনী ইসরাঈলের অসংখ্য নবজাতক ছেলে সন্তানকে হত্যা করার আইন জারি করেছিল, তাকে আল্লাহ তা'আলা এই ফেরাউনেরই গৃহে তারই হাতে লালিত-পালিত করালেন এবং জননীর মনতুষ্টির জন্য তারই কোলে বিস্ময়কর পন্থায় পৌঁছিয়ে দিলেন। তদুপরি ফেরাউনের কাছ থেকে স্তন্যদানের খরচ, যা কোনো রেওয়ায়েতে দৈনিক এক দীনার বর্ণিত হয়েছে– আদায় করা হয়েছে। স্তন্যদানের এই বিনিময় একজন কাফের হরবীর কাছ থেকে তার সম্মতিক্রমে গ্রহণ করা হয়েছে। কাজেই এর বৈধতায়ও কোনোরূপ ত্রুটি নেই। যে বিপদাশঙ্কা দূর করার উদ্দেশ্যে সমগ্র সম্প্রদায়ের উপর

https://e-ilm.weebly.com/

https://e-ilm.weebly.com/

অত্যাচারে স্টীম রোলার চালানো হয়েছিল। অবশেষে তা তারই গৃহ থেকে আগ্নেয়গিরির এক ভয়ঙ্কর আভা হয়ে বিস্ফোরিত হলো এবং স্বপ্নের ব্যাখ্যা আল্লাহ তা'আলা তাকে চর্মচক্ষে দেখিয়ে দিলেন। وَنُرِىَ فِرْعَوْنَ وَهَامَانَ থেকে مَا كَانُوْا يَحْذَرُوْنَ পর্যন্ত আয়াতের সারমর্ম তা-ই।

وَنُمَكِّنَ لَهُمْ فِى الْاَرْضِ وَنُرِىَ فِرْعَوْنَ الخ : **পূর্ববর্তী আয়াতের সাথে সম্পর্ক :** পূর্ববর্তী আয়াতের ঘোষণা করা হয়েছে যে, আল্লাহ পাকের ইচ্ছা হলো নির্যাতিত বনী ইসরাঈলকে তাদের দেশের নেতৃত্ব দান করবেন এবং ফেরাউনের পরিবর্তে তাদের ক্ষমতা প্রতিষ্ঠিত করবেন। এ আয়াতের প্রথম বাক্যটিতে একথাও ঘোষণা করা হয়েছে যে, আল্লাহ পাকের মর্জি হলো বনী ইসরাঈলকে তাদের দেশ তথা সিরিয়া ও মিশরের ক্ষমতা দান করবেন। আর ফেরাউন, হামান ও তাদের দলবল যে আশঙ্কা করছিল যে, বনী ইসলাঈলের কোনো ব্যক্তি ফেরাউন ও তার দলের ক্ষমতাকে ধ্বংস করে দেবে, আল্লাহ পাক তাদের সে আশঙ্কাকে বাস্তবে পরিণত করার ইচ্ছা করলেন। আল্লাহ পাক তাদেরকে দেখিয়ে দিলেন, তাঁর ইচ্ছায় বাধা দেওয়ার সাধ্য কারো নেই, তাঁর সিদ্ধান্ত সর্বদা অটুট থাকে।

এখানে উল্লেখ্য, পবিত্র কুরআনে এই প্রথম হামান নামটির উল্লেখ করা হলো। কথিত আছে যে, হামান ছিল ফেরাউনের প্রধানমন্ত্রী। ফেরাউনের যাবতীয় অন্যায় অনাচারে সে ছিল তার দক্ষিণ হস্ত, নিষ্ঠুর আচরণে হামান ছিল সিদ্ধহস্ত।

وَاَوْحَيْنَاۤ اِلٰۤى اُمِّ مُوْسٰۤى اَنْ اَرْضِعِيْهِ : আল্লামা বগভী (র.) লিখেছেন, হযরত মূসা (আ.)-এর মতার নাম ছিল ইউখাবিজ বিনতে লাদী। আর লাদী ছিলেন হযরত ইয়াকূব (আ.)-এর পুত্র। আলোচ্য আয়াতের اَوْحَيْنَا শব্দটি وَحْى থেকেই নিষ্পন্ন, তবে এই ওহী নবুয়তের ওহী নয়, কেননা কোনো স্ত্রীলোক নবী হয়নি।

তাফসীরকার কাতাদা (রা.) এ জন্যে এ শব্দটির অর্থ করেছেন, 'আমি তার মনে একথাটি এনে দিলাম"। সুফীবাদের ভাষায় এটিকে ইলহাম বলা হয়। আর ইলহামের আরেকটি পন্থা হলো সত্য স্বপ্ন, যা মানুষের অন্তরে একীন এবং প্রশান্তি এনে দেয়। এ আয়াত দ্বারা একথা প্রমাণিত হয় যে ইলহামও জ্ঞান অর্জনের একটি পন্থা। যারা পুণ্যাত্মা, যাদের অন্তর পরিচ্ছন্ন, তাদের অন্তরে আল্লাহ পাক ইলহাম করেন এবং তারা তা দ্বারা প্রশান্তি লাভ করেন। আল্লাহ পাক হযরত মূসা (আ.)-এর মাতাকে ইলহাম কিংবা স্বপ্ন বা অন্য কোনো পন্থায় এ নির্দেশ প্রদান করলেন- "শিশুটিকে তুমি স্তন্য পান করাতে থাক"।

শিশু হযরত মূসা (আ.) কখনো কাঁদতেন না : হযরত মূসা (আ.) তাঁর মাননীয়া মাতার স্তন্য কত দিন পান করেছিলেন? এ সম্পর্কে একাধিক মত রয়েছে। কোনো কোনো তত্ত্বজ্ঞানী বলেছেন, তিনি আট মাস মায়ের দুধ পান করেছেন। কারো কারো মতে, এ সময় ছিল চার মাস, আর অন্য একটি মতে, এ সময় ছিল মাত্র তিন মাস। মা তাঁর এ শিশুকে কোলে নিয়ে দুধ পান করাতেন, কখনো তিনি কাঁদতেন না, এমনকি নড়াচড়াও করতেন না। এ বিবরণটি দিয়েছেন আল্লামা বগভী (র.)।

فَاِذَا خِفْتِ عَلَيْهِ فَاَلْقِيْهِ فِى الْيَمِّ : আল্লাহ পাক হযরত মূসা (আ.)-এর মাতাকে একথাও বললেন যে, যখন তুমি এ শিশুটির প্রাণের আশঙ্কা কর, তখন তাকে একটি বাক্সে পুরে নীল দরিয়ায় ভাসিয়ে দাও। আর তার নিরাপত্তা সম্বন্ধে তুমি নিশ্চিন্ত থাক, তার সম্পর্কে তোমার আশঙ্কা করার কিছুই নেই, তুমি দুঃখিতও হয়ো না। কেননা আমি তাকে পুনরায় তোমার কোলে পৌছিয়ে দেব। আমি তাকে শুধু রক্ষা করেই ক্ষান্ত হবো না; বরং ভবিষ্যতে তাকে আমার রাসূল হিসেবেও মনোনীত করব।

আলোচ্য আয়াতে اَلْيَمِّ শব্দটি দ্বারা মিশরের নীলনদকেই বোঝানো হয়েছে। অর্থাৎ আপাতত তুমি তাকে নীলনদে ভাসিয়ে দাও, এরপর আমি তাকে যথাসময়ে তোমার নিকট পৌছে দেব।

একটি বিস্ময়কর ঘটনা : তাফসীরকার আতা (র.) এবং যাহহাক (র.) বর্ণনা করেন, হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা.) বলেছেন, মিশরে যখন বনী ইসরাঈলের সংখ্যা বেড়ে যায়, তখন তারা মানুষের প্রতি জুলুম অত্যাচার শুরু করে এবং আল্লাহ পাকের নাফরমানিতে লিপ্ত হয়, তারা ভালো কাজের নির্দেশ দিত না এবং মন্দ কাজ থেকে মানুষকে বিরত রাখত না। অবশেষে আল্লাহ পাক তাদের উপর কিবতীদেরকে বসিয়ে দিলেন, কিবতীরা তাদের উপর জুলুম অত্যাচার করলো এবং তাদেরকে বিনা পারিশ্রমিকে খাটাতে লাগলো। এ অবস্থায় বহুদিন অব্যাহত রইলো। অবশেষে আল্লাহ পাক বনী ইসরাঈলের মধ্যে হযরত মূসা (আ.)-কে নবী বানিয়ে প্রেরণ করলেন। হযরত মূসা (আ.)-এর মাধ্যমে আল্লাহ পাক বনী ইসরাঈল জাতিকে কিবতীদের জুলুম থেকে রক্ষা করলেন।

হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা.)-এর বর্ণনা হলো এই, যখন হযরত মূসা (আ.)-এর জন্মগ্রহণের সময় হলো তখন তাঁর মাতা একজন ধাত্রীকে ডাকলেন। এই ধাত্রী সেই ধাত্রীদের অন্যতম, যাদেরকে ফেরাউনের লোকেরা নিযুক্ত করে রেখেছিল, যে বাড়িতে কোনো শিশুর জন্ম হতো, তাদের কাজ ছিল ফেরাউনের লোকদেরকে নবজাত শিশুর জন্মের সংবাদ দেওয়া। এ খবরের ভিত্তিতেই ফেরাউনের ঘাতক বাহিনী এসে নবজাত শিশুকে হত্যা করতো। কিন্তু এ ধাত্রীটির সঙ্গে মূসা জননীর অন্তরঙ্গতা ছিল। যথাসময়ে প্রসব বেদনা আরম্ভ হলে তাকে ডাকা হয়, সে আসে। হযরত মূসা (আ.)-এর মাতা তাকে বলেন, আমার যে এ অবস্থা, তা তুমি জান, তবে তোমার বন্ধুত্বের দ্বারা আমি উপকৃত হতে চাই, ধাত্রী তার দায়িত্ব পালন করলো। হযরত মূসা (আ.) জন্ম গ্রহণ করলেন। ধাত্রী তাকে কোলে নিল। তখন মূসা (আ.)-এর চক্ষুদ্বয়ের মাঝখান দিয়ে একটি নূর বের হয়। এ দৃশ্য দেখে ধাত্রী অত্যন্ত বিস্মিত হলো, তার দেহের প্রতিটি অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ কম্পমান হলো, আর হযরত মূসা (আ.)-এর মায়া মহব্বত দ্বারা তার অন্তর পরিপূর্ণ হলো। তখন ধাত্রী হযরত মূসা (আ.)-এর মাকে বলল, আমাকে যখন ডাকা হয় এবং আমি তোমার নিকট আসি, তখন আমার পেছনে তোমার সন্তানের ঘাতকরা ছিল। অর্থাৎ আমার ইচ্ছা ছিল জন্ম হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে শিশুটিকে ঘাতকদের হাতে অর্পণ করবো; কিন্তু এখন আমার অন্তরে তোমার সন্তানের জন্য এমন মায়া সৃষ্টি হয়েছে যে, জীবনে এমন মায়া আমি কারো জন্যে উপলব্ধি করিনি। এজন্যে আমি বলছি, তোমার পুত্রের হেফাজত করো! এরপর যখন ধাত্রী হযরত মূসা (আ.)-এর গৃহ থেকে বের হচ্ছিল তখন ফেরাউনের একজন গোয়েন্দা তাকে দেখে ফেলেছিল। তারা সঙ্গে সঙ্গে সেই গৃহদ্বারে উপস্থিত হলো এবং ঘরে প্রবেশ করতে চাইলো। তখন হযরত মূসা (আ.)-এর ভগ্নি দ্রুত এসে তার মাতাকে খবর দিল যে, সৈন্যবাহিনী এসে পড়েছে এবং তারা ভেতরে প্রবেশ করতে চায়। তখন হযরত মূসা (আ.)-এর বোন তাকে একটি কাপড়ে জড়িয়ে চুলোয় নিক্ষেপ করল, সে বুঝতেই পারেনি যে সে কি করছে। এরই মধ্যে সৈন্যরা ভিতরে প্রবেশ করল, চুলোয় আগুন জ্বলছিল হযরত মূসা (আ.)-এর মাতার চোহারায় কোনো ভাবান্তর হলো না। সৈন্যরা জিজ্ঞাসা করল, ধাত্রী এখানে কেন এসেছিল? তিনি বললেন, সে আমার বান্ধবী, আমার সাথে দেখা করতে এসেছিল। এরপর তারা ফিরে গেল। তখন চুলোর কাছে গিয়ে মা দেখলেন, এরই মধ্যে চুলোর আগুন নিভে গেছে এবং শিশু মূসা নিরাপদ রয়েছেন, তিনি তাকে কোলে তুলে নিলেন।

কিছুদিন পর ফেরাউনের সৈন্যরা ঘরে ঘরে শিশু সন্তানের অনুসন্ধান করতে লাগল, তখন তিনি তার পুত্রের ব্যাপারে ভীত হয়ে পড়লেন। ঐ সময় আল্লাহ পাক তার অন্তরে ইলহাম করলেন যে, শিশুটিকে একটি কাষ্ঠ নির্মিত বাক্সে রেখে নীলনদে ভাসিয়ে দাও। আলোচ্য আয়তে একথাটিই বলা হয়েছে– وَاَوْحَيْنَآ اِلٰٓى اُمِّ مُوْسٰى অর্থাৎ আমি মূসা-জননীর নিকট এ প্রত্যাদেশ করলাম যে, তাকে সাগরে নিক্ষেপ কর, তথা নীলনদে ভাসিয়ে দাও। হযরত মূসা (আ.)-এর মাতার অন্তরে এ ধারণা আসার সঙ্গে সঙ্গে তিনি এক কাঠ মিস্ত্রীকে বাক্স তৈরি করার নির্দেশ দিলেন। লোকটি বলল, এমন বাক্সের তোমার কি প্রয়োজন? তখন মূসা জননী মিথ্যা বলেননি। তিনি জবাব দিলেন, আমার একটি শিশু সন্তান রয়েছে, তাকে এর মধ্যে লুকিয়ে রাখব। কাঠ মিস্ত্রি জিজ্ঞাসা করল, লুকিয়ে রাখবে কেন? তিনি বললেন, ফেরাউনের সৈন্যদের ভয়ে। যাহোক, তিনি বাক্সটি নিয়ে রওয়ানা হলেন। এদিকে মিস্ত্রি সৈন্যদের নিকট এ খবর দেওয়ার জন্যে হাজির হলো। সে কিছু বলতে চাইল; কিন্তু আল্লাহ পাক তার বাকশক্তি ছিনিয়ে নিলেন। এরপর সে হাতের ইশারায় কিছু বুঝাতে চাইল: কিন্তু যখন সে তাতেও ব্যর্থ হলো তখন সৈন্যদের সর্দার তাকে পিটিয়ে বের করে দিতে নির্দেশ দিল। যখন সে তার স্থানে প্রত্যাবর্তন করল, তখন আল্লাহ পাক তার বাকশক্তি তাকে ফেরত দিলেন। আর সে তখন পুনরায় গোয়েন্দাগিরি করার জন্য সৈন্যদের নিকট হাজির হলো। কিন্তু এবারও তার বাকশক্তি চলে গেল, তার দৃষ্টিশক্তিও চলে গেল। অবশেষে লোকেরা তাকে মেরে বহিষ্কার করে দিল। এখন সে চরম দুরবস্থার সম্মুখীন। হাঁটতে হাঁটতে সে একটি ময়দানে উপস্থিত হলো এবং মনে মনে এ নিয়ত করলো যে যদি আল্লাহ পাক তার দর্শন ও বাকশক্তি ফিরিয়ে দেন তবে সে আর কখনো সেই শিশুটির ব্যাপারে গোয়েন্দাগিরি করবে না। আল্লাহ পাক তার এ নিয়তের কারণে তার দর্শন ও বাকশক্তি ফেরত দিলেন। সে সঙ্গে সঙ্গে সিজদায় পড়ে গেল এবং দোয়া করলো, হে আমার প্রতিপালক! আমাকে তোমার এই নেক বান্দার ঠিকানা জানিয়ে দাও। আল্লাহ পাক তাকে হযরত মূসা (আ.)-এর ঠিকানা জানিয়ে দিলেন। সে তাঁর নিকট পৌঁছলো এবং ঈমান আনলো। সে এ সত্য উপলব্ধি করলো যে, সবকিছু আল্লাহ পাকের পক্ষ থেকেই হয়েছে।

https://e-ilm.weebly.com/

ওহাব ইবনে মুনাব্বিহ (রা) বর্ণনা করেছেন, হযরত মূসা (আ.)-এর মাতা যখন অন্তঃসত্ত্বা হলেন তখন তিনি তার অবস্থা গোপন রাখলেন। কেউ এ সম্পর্কে অবগত হলো না। যেহেতু আল্লাহ তা'আলা বনী ইসরাঈলের প্রতি ইহসান করতে ইচ্ছা করলেন, তাই তিনি পৃথিবীতে হযরত মূসা (আ.) -এর আগমনের অবস্থাকে গোপন করে রাখলেন। এখানে উল্লেখ্য, যখন বনী ইসরাইলের অনেক পুত্র সন্তানকে হত্যা করা হলো, তখন ফেরাউনের জাতির পক্ষ থেকে এর প্রতিবাদ করা হয় এ মর্মে যে, যদি তাদেরকে এভাবে হত্যা করা হয়, তবে অবশেষে আমরা গোলাম কোথায় পাবো এবং পরিণামে আমাদেরকেই যাবতীয় কাজ করতে হবে। ফেরাউনের জাতি কিবতীদের পক্ষ থেকে উত্থাপিত এ দাবির প্রেক্ষিতে ফেরাউন এ সিদ্ধান্ত গ্রহণ করলো, এক বছর বনী ইসরাঈলের পুত্র সন্তানদেরকে হত্যা করা হবে না, আর এক বছর করা হবে। যে বছর হত্যা না করার সিদ্ধান্ত ছিল সে বছর হযরত হারূন (আ.) জন্ম গ্রহণ করেছিলেন। আর যে বছর হত্যা করার সিদ্ধান্ত ছিল, সে বছরই হযরত মূসা (আ) -এর জন্ম হলো। যেহেতু ফেরাউনের লোকেরা বনী ইসরাঈলের পুত্র সন্তানদের ব্যাপারে ধাত্রীদেরকে গোয়েন্দাগিরির কাজে ব্যবহার করে, তাই প্রতি মুহূর্তে ঘরে ঘরে অনুসন্ধান কার্য চলত। আল্লাহ পাক তাঁর বিশেষ রহমতে এ ব্যবস্থা করেছেন যে, হযরত মূসা (আ.)-এর মাতার দেহে কোনো পরিবর্তন লক্ষ্য করা যায়নি। যখন হযরত মূসা (আ.) জন্ম গ্রহণ করলেন, তখন তাঁর ভগ্নি মারইয়াম ব্যতীত আর কেউ তা জানতেই পারল না। আল্লাহ পাক হযরত মূসা (আ.)-এর মাতার অন্তরে এ কথার ইলহাম করলেন যে, তুমি শিশু সন্তানটিকে দুধ পান করাতে থাক, যখন ফেরাউনের লোকদের তরফ থেকে কোনো প্রকার আশঙ্কা হয়, তখন তাকে নীলনদে ভাসিয়ে দিও। হযরত মূসা (আ.)-এর মাতা শিশু সন্তানটিকে তাঁর কোলে লুকিয়ে দুধ পান করাতে থাকেন। শিশু মূসা কাঁদতেন না এমনকি, নড়াচড়াও করতেন না, কিন্তু এতদসত্ত্বেও মূসা জননীর আশঙ্কা হলো যে, ফেরাউনের লোকেরা যে কোনো মুহূর্তে আক্রমণ করতে পারে। তাই তিনি একটি সিন্দুক তৈরি করালেন এবং সিন্দুকের মধ্যে শিশু সন্তানকে রেখে তাকে নীলনদে ভাসিয়ে দিলেন। হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা.) বর্ণনা করেন, ফেরাউনের শুধু একটি কন্যাসন্তান ছিল, পুত্রসন্তান ছিল না। ঐ কন্যাসন্তানটিও শ্বেতরোগে আক্রান্ত ছিল, তার চিকিৎসার যাবতীয় ব্যবস্থা হওয়া সত্ত্বেও সে সুস্থ হয়নি। জাদুকররা বলেছিল, তার আরোগ্য লাভ করা সম্ভব হবে নীলনদের দিক থেকে। মানবাকৃতির কোনো প্রাণী এ নীলনদে পাওয়া যাবে, তার মুখের লালা যদি ব্যবহার করা যায়, তবে শ্বেতরোগগ্রস্ত এ কন্যাটি সুস্থ হবে। আর তা পাওয়া যাবে অমুক দিন সূর্য উদিত হওয়ার সময়। ঐদিন ছিল সোমবার। ফেরাউন নীলনদের তীরে তার বসবার স্থান তৈরি করালো, তার সাথে ছিলো স্ত্রী আছিয়া বিনতে মোজাহেম। ফেরাউনের এ অসুস্থ কন্যাটিও ছিল। হঠাৎ একটি সিন্দুক ভাসমান অবস্থায় দেখা গেল, ফেরাউন আদেশ দিল ভাসমান বস্তুটি নিয়ে আসতে, ক্ষণিকের মধ্যে তার পরিচালকরা সিন্দুকটি ফেরাউনের সামনে এনে রেখে দিল। তারা সিন্দুকটি খোলার চেষ্টা করল; কিন্তু ব্যর্থ হলো। পরে ফেরাউনের স্ত্রী আছিয়া কাছে আসলেন এবং তিনি সিন্দুকের ভেতর একটি নূর দেখতে পেলেন, যা অন্য কেউ দেখতে পায়নি।

যাহোক, তিনি সিন্দুকটি খুলে ফেললেন, যার ভিতর একটি সুন্দর ফুটফুটে শিশু শায়িত অবস্থায় পাওয়া গেল। যার চক্ষুদ্বয়ের মাঝখানে একটি নূর চমকাচ্ছিল। আল্লাহ পাক তাঁর রিজিক তাঁর আঙ্গুলসমূহের মধ্যে দিয়ে দিয়েছিলেন, সে এ আঙ্গুল চুষে দুধ পান করত, এ নিষ্পাপ শিশুটির প্রতি অসাধারণ স্নেহমায়া আছিয়ার অন্তরে সৃষ্টি হলো, এমনকি ফেরাউনও তাকে ভালোবাসতে লাগল। সিন্দুক থেকে শিশুটিকে বের করা হলো, তার অসুস্থ কন্যা এসে পড়ল। সে এ নবজাত শিশুর মুখের লালা নিয়ে তার শ্বেতরোগগ্রস্ত দেহে মালিশ করলো। সঙ্গে সঙ্গে সে সুস্থ হলো। ঐ কন্যা শিশুটিকে চুম্বন করলো এবং টান দিয়ে বুকে টেনে এনে আদর করল। পবিত্র কুরআনে এ ঘটনাটিকে এভাবে বর্ণনা করা হয়েছে– فَالْتَقَطَهٗ اٰلُ فِرْعَوْنَ لِيَكُوْنَ عَدُوًّا وَّحَزَنًا "এরপর ফেরাউনের পরিবারের লোকজন তাকে উঠিয়ে নেয়, যাতে সে তাদের শত্রু এবং দুঃখের কারণ হয়"।

অর্থাৎ ভবিষ্যতে হযরত মূসা (আ.) তাদের দুশমন হবেন এবং তাদের দুশ্চিন্তার কারণ হবেন। এরপর ইরশাদ হচ্ছে– اِنَّ فِرْعَوْنَ وَهَامَانَ وَجُنُوْدَهُمَا كَانُوْا خٰطِـِٕيْنَ অর্থাৎ "নিশ্চয় ফেরাউন, হামান এবং তাদের সৈন্যবাহিনী ভুল করেছিল।" আর তাদের ভুল প্রত্যেক ব্যাপারেই ছিল; যেমন হযরত মূসা (আ.) জন্ম গ্রহণ করবেন, এই ভয়ে হাজার হাজার নিষ্পাপ শিশুকে তারা হত্যা করেছে। এটি ছিলো তাদের মারাত্মক ভুল।

https://e-ilm.weebly.com/

দ্বিতীয়ত শিশু মূসাকে তারা নীলনদ থেকে তুলে নিয়েছে এবং নিজের বাড়িতেই লালন-পালন করেছে, পরবর্তীকালে যা হবার তা হয়েছে।

কোনো কোনো ব্যাখ্যাকার এ আয়াতের ব্যাখ্যা করেছেন এভাবে, নিশ্চয় ফেরাউন এবং হামান ও তাদের সৈন্যবাহিনী ছিল অপরাধী। হাজা হাজার নিষ্পাপ শিশুকে হত্যা করার মতো বড় অপরাধ আর কি হতে পারে! আর এজন্যেই আল্লাহ পাক ফেরাউন ও তার সহযোগীদেরকে হযরত মূসা (আ.)-এর দ্বারা শাস্তি দিয়েছেন এবং যে শিশু থেকে আত্মরক্ষার জন্যে হাজার হাজার শিশুকে ফেরাউন হত্যা করেছে, সেই শিশুটিকে আল্লাহ পাক তার বাড়িতে, তারই নাকের ডগায়, তারই দ্বারা লালন পালন করিয়েছেন। এটি নিঃসন্দেহে সর্বশক্তিমান আল্লাহ পাকের অনন্ত অসীম কুদরতের এক বিস্ময়কর নিদর্শন। –[তাফসীরে তাবারী খ. ২০, পৃ. ২০-২১]

যে শিশুটির ভয়ে ফেরাউন বহুদিন ধরে আতঙ্কিত ছিল, যাকে প্রতিরোধ করতে সে তার সর্বশক্তি নিয়োগ করেছে, ঐ শিশুটিই আজ আল্লাহ পাকের হুকুমে তার আদরের কোলে স্থান নিয়েছেন এবং তার বুকের উপর বসে গেছেন। আর নিরাপদে নিঃশঙ্ক অবস্থায় কাল অতিক্রম করছেন। ফেরাউন ও তার দলবল তার ভয়ে যে নিষ্ঠুর হত্যাকাণ্ড চালিয়েছিল, তা যে কত বড় ভুল ছিল তা বলার অপেক্ষা রাখে না। চক্রান্ত বা কৌশল দ্বারা অদৃষ্টের লিখনকে কেউ খণ্ডন করতে পারে না এ ঘটনা এ কথারই প্রকৃত প্রমাণ।

বাতিল ফেরকা "কাদরিয়া" তকদিরে বিশ্বাস করতো না। হযরত ওমর ইবনে আব্দুল আজীজ (র.) তাদের হেদায়েতের উদ্দেশ্য যে চিঠি লিখেছিলেন, তাতে হযরত মূসা (আ.)-এর এ ঘটনার উল্লেখ করে বলেছিলেন, আল্লাহ পাকের নির্ধারিত তাকদীরকে খণ্ডন করার ক্ষমতা কারোরই নেই, তা এ ঘটনা দেখলে বুঝতে বিলম্ব হয় না।

–[তাফসীরে ইবনে কাসীর [উর্দূ] খ. ২০, পৃ. ২০]

বর্ণিত আছে, যখন সিন্দুকটি ফেরাউনের সামনে উন্মুক্ত করা হলো এবং তাতে সংরক্ষিত সুন্দর শিশুটি তারা দেখলো তখন ফেরাউনের দরবারের গণকরা বলল, এটিই সেই শিশু যার সম্পর্কে তুমি আতঙ্কগ্রস্ত। এটি নিঃসন্দেহে বনী ইসরাঈলের সন্তান, তোমার ভয়ে তাকে নীলনদে ফেলে দেওয়া হয়েছে। তখন ফেরাউন তাকে হত্যা করার ইচ্ছা করে; কিন্তু তার স্ত্রী তাতে বাধা দেয়। পবিত্র কুরআনের ভাষায়– وَقَالَتِ امْرَاَتُ فِرْعَوْنَ قُرَّتُ عَيْنٍ لِّيْ وَلَكَ لَا تَقْتُلُوْهُ "আর ফেরাউনের স্ত্রী বলল, এ যে আমার এবং তোমার চক্ষু শীতলকারী [নয়নের মণি] তাকে হত্যা কারো না।"

ওহাব ইবনে মোনাব্বিহ (র.) বর্ণনা করেছেন, ফেরাউন শিশু মুসাকে দেখেই রাগান্বিত হয়ে বলল, এ শিশুটি এখনো কিভাবে বেঁচে গেছে? তার স্ত্রী আছিয়া ছিলেন অত্যন্ত নেককার, নবী রাসূলগণের বংশধর, এতিম মিসকিনদের মা, অত্যন্ত বড় দানশীল। ফেরাউন যখন শিশু মুসাকে হত্যা করতে ইচ্ছা করল তখন তিনি বললেন– قُرَّتُ عَيْنٍ لِّيْ وَلَكَ لَا تَقْتُلُوْهُ অর্থাৎ "সে আমার এবং তোমার চক্ষু শীতলকারী [নয়নের মণি], তাকে হত্যা করো না।" ফেরাউন বলল, তোমার নয়নের মণি হতে পারে, আমার নয়। এ পর্যায়ে হযরত রাসূলে কারীম ﷺ ইরশাদ করেছেন, "যদি ফেরাউন এ কথা বলতো যে, যেমন তোমার নয়নের মণি, আমার জন্যও শান্তি ও তৃপ্তির উপকরণ, তাহলে আল্লাহ পাক আছিয়ার ন্যায় ফেরাউনকেও হেদায়েত দান করতেন।"

আছিয়া ফেরাউনকে বললেন, শিশুটি আমাকে দিয়ে দাও। এ শিশুটি বড়ই সম্ভ্রান্ত এবং অভিজাত মনে হয়। আছিয়া আরো বললেন– عَسٰى اَنْ يَّنْفَعَنَا اَوْ نَتَّخِذَهُ وَلَدًا

অর্থাৎ "সে আমাদের উপকারে আসতে পারে, আমারা তাকে সন্তান হিসেবেও গ্রহণ করতে পরি।"

তাফসীরকারগণ লিখেছেন, আছিয়া শিশু হযরত মূসা (আ.)-এর চক্ষুদ্বয়ের মাঝে একটি নূর দেখেছিলেন যার কারণে প্রিয়দর্শন শিশু হযরত মূসা (আ.)-এর জন্যে তাঁর অন্তরে আল্লাহ পাক স্নেহের ঢেউ তুলে দিয়েছিলেন, এজন্যে তিনি বলেছিলেন এ শিশুটিকে দেখে আমার নয়ন জুড়াবো। আছিয়া আরো বলেছেন, অগণিত শিশু হত্যা করেছে, একটি শিশু বেঁচে গেলে সে আর কি করতে পারবে! বিশেষত আমাদের নিকট লালিত পালিত হলে, তার দ্বারা আমাদের অনেক উপকার হবে।

https://e-ilm.weebly.com/

শব্দ বিশ্লেষণ :

نَتْلُوْا : সীগাহ جمع متكلم বহছ مضارع معروف বাব نَصَرَ মাসদার تِلَاوَةٌ মূলবর্ণ (ت ـ ل ـ و) জিনস ناقص واوى অর্থ– আমি বর্ণনা করে শুনাচ্ছি।

عَلَا : সীগাহ واحد مذكر غائب বহছ ماضى معروف বাব نَصَرَ মাসদার عُلُوٌّ মূলবর্ণ (ع ـ ل ـ و) জিনস ناقص واوى অর্থ– সে অতিমাত্রায় বেড়ে গিয়েছিল।

يَسْتَضْعِفُ : সীগাহ واحد مذكر غائب বহছ مضارع معروف বাব اِسْتِفْعَالٌ মাসদার اِسْتِضْعَافٌ মূলবর্ণ (ض ـ ع ـ ف) জিনস صحيح অর্থ– সে শক্তি খর্ব করে রেখেছিল।

يُذَبِّحُ : সীগাহ واحد مذكر غائب বহছ مضارع معروف বাব تَفْعِيْل মাসদার تَذْبِيْحٌ মূলবর্ণ (ذ ـ ب ـ ح) জিনস صحيح অর্থ– সে হত্যা করত।

يَسْتَحْيِ : সীগাহ واحد مذكر غائب বহছ مضارع معروف বাব اِسْتِفْعَالٌ মাসদার اِسْتِحْيَاءٌ মূলবর্ণ (ح ـ ى ـ ى) জিনস لفيف مقرون অর্থ– সে জীবিত থাকতে দিত।

نُمَكِّنُ : সীগাহ جمع متكلم বহছ مضارع معروف বাব تَفْعِيْل মাসদার تَمْكِيْنٌ মূলবর্ণ (م ـ ك ـ ن) জিনস صحيح অর্থ– আমি শাসনক্ষমতা দান করি।

اِلْتَقَطَهٗ : সীগাহ واحد مذكر غائب বহছ ماضى معروف বাব اِفْتِعَالٌ মাসদার اِلْتِقَاطٌ মূলবর্ণ (ل ـ ق ـ ط) জিনস صحيح অর্থ– সে তাকে উঠিয়ে নিল।

لَتُبْدِيْ : সীগাহ واحد مؤنث غائب বহছ مضارع معروف বাব اِفْعَالٌ মাসদার اِبْدَاءٌ মূলবর্ণ (ب ـ د ـ ء) জিনস مهموز لام অর্থ– সে প্রকাশ করে দিবে।

رَبَطْنَا : সীগাহ جمع متكلم বহছ ماضى معروف বাব ضَرَبَ মাসদার رَبْطٌ মূলবর্ণ (ر ـ ب ـ ط) জিনস صحيح অর্থ– আমি অটল রাখতাম।

قُصِّيْهِ : সীগাহ واحد مؤنث حاضر বহছ امر حاضر معروف বাব نَصَرَ মাসদার قَصَصٌ মূলবর্ণ (ق ـ ص ـ ص) জিনস مضاعف ثلاثى অর্থ– (মূসার) একটু সন্ধান তো নাও।

فَرَدَدْنٰهُ : সীগাহ جمع متكلم বহছ ماضى معروف বাব نَصَرَ মাসদার رَدٌّ মূলবর্ণ (ر ـ د ـ د) জিনস مضاعف ثلاثى অর্থ– (এই উপায়ে) আমি মূসাকে প্রত্যর্পণ করলাম।

كَيْ تَقَرَّ : সীগাহ واحد مؤنث غائب বহছ مضارع معروف বাব سَمِعَ মাসদার قُرَّةٌ মূলবর্ণ (ق ـ ر ـ ر) জিনস مضاعف ثلاثى অর্থ– যাতে শীতল হয়।

বাক্য বিশ্লেষণ :

اِنَّ فِرْعَوْنَ عَلَا فِى الْاَرْضِ وَجَعَلَ اَهْلَهَا شِيَعًا : এখানে اِنَّ হরফে মুশাবাহ বিল ফে'ল আর فِرْعَوْنَ হলো اسم ان আর বাক্যটি হলো خبرانّ আর عَلَا ফেল আল তার উহ্য যমীর هُوَ হলো ফায়েল। আর عَلَا فِى الْاَرْضِ টা عَلَا এর সাথে متعلق হয়েছে। আর وَجَعَلَ ফে'ল তার উহ্য যমীর হলো ফায়েল। আর اَهْلَهَا হলো প্রথম মাফউল। আর شِيَعًا হলো দ্বিতীয় মাফউল।

https://e-ilm.weebly.com/

وَلَمَّا بَلَغَ اَشُدَّهٗ وَاسْتَوٰٓى اٰتَيْنٰهُ حُكْمًا وَّعِلْمًا ؕ وَكَذٰلِكَ نَجْزِى الْمُحْسِنِيْنَ ﴿١٤﴾

১৪. আর যখন তিনি স্বীয় পূর্ণ যৌবনে উপনীত হলেন এবং (জ্ঞানে ও দৈহিক শক্তিতে) পূর্ণতা প্রাপ্ত হলেন, (তখন) আমি তাঁকে হেকমত ও ইলম দান করলাম এবং আমি এরূপেই পুণ্যবান লোকদেরকে পুরস্কৃত করে থাকি।

وَدَخَلَ الْمَدِيْنَةَ عَلٰى حِيْنِ غَفْلَةٍ مِّنْ اَهْلِهَا فَوَجَدَ فِيْهَا رَجُلَيْنِ يَقْتَتِلٰنِ ۫ هٰذَا مِنْ شِيْعَتِهٖ وَهٰذَا مِنْ عَدُوِّهٖ ۚ فَاسْتَغَاثَهُ الَّذِىْ مِنْ شِيْعَتِهٖ عَلَى الَّذِىْ مِنْ عَدُوِّهٖ ۙ فَوَكَزَهٗ مُوْسٰى فَقَضٰى عَلَيْهِ ۫ قَالَ هٰذَا مِنْ عَمَلِ الشَّيْطٰنِ ؕ اِنَّهٗ عَدُوٌّ مُّضِلٌّ مُّبِيْنٌ ﴿١٥﴾

১৫. আর মূসা (একদিন) শহরে এমন সময়ে পৌঁছলেন যখন তথাকার (অধিকাংশ) অধিবাসীরা অসতর্ক ছিল, তখন তিনি দুজন লোককে ঝগড়া করতে দেখতে পেলেন, একজন ছিল তাঁর সম্প্রদায় (বনী ইসরাঈল) -এর, আর অপরজন ছিল তাঁর শত্রু পক্ষীয়, অতএব তাঁর সম্প্রদায়ের লোকটি শত্রু পক্ষীয় লোকটির বিরুদ্ধে তাঁর সাহায্য চাইল, তখন মূসা তাকে ঘুষি মারলেন, তাতেই তার কর্ম শেষ করে দিলেন, মূসা (মনে মনে) বললেন, এটা তো শয়তানি কাণ্ড হয়ে গেল; নিঃসন্দেহে শয়তান প্রকাশ্য শত্রু, (কেমন) বিভ্রান্তকারী।

قَالَ رَبِّ اِنِّىْ ظَلَمْتُ نَفْسِىْ فَاغْفِرْ لِىْ فَغَفَرَ لَهٗ ؕ اِنَّهٗ هُوَ الْغَفُوْرُ الرَّحِيْمُ ﴿١٦﴾

১৬. (এবং তিনি অনুতপ্ত হয়ে) আবেদন করলেন, হে আমার প্রতিপালক! আমার ভুল হয়ে গেছে, আমাকে ক্ষমা করে দিন, সুতরাং আল্লাহ তাঁকে ক্ষমা করলেন; নিশ্চয় তিনি বড় ক্ষমাশীল, অতিশয় দয়ালু।

শাব্দিক অনুবাদ :

১৪. وَلَمَّا بَلَغَ اَشُدَّهٗ আর যখন তিনি স্বীয় পূর্ণ যৌবনে উপনীত হলেন وَاسْتَوٰٓى এবং পূর্ণতা প্রাপ্ত হলেন اٰتَيْنٰهُ আমি তাঁকে দান করলাম حُكْمًا وَّعِلْمًا হেকমত ও ইলম وَكَذٰلِكَ نَجْزِى الْمُحْسِنِيْنَ এবং আমি এরূপেই পুণ্যবান লোকদেরকে পুরস্কৃত করে থাকি।

১৫. وَدَخَلَ الْمَدِيْنَةَ আর মূসা (একদিন) শহরে এমন সময়ে পৌঁছলেন عَلٰى حِيْنِ غَفْلَةٍ مِّنْ اَهْلِهَا যখন তথাকার অধিবাসীরা অসতর্ক ছিল فَوَجَدَ فِيْهَا رَجُلَيْنِ তখন তিনি দু'জন লোককে দেখতে পেলেন يَقْتَتِلٰنِ ঝগড়া করতে هٰذَا مِنْ شِيْعَتِهٖ একজন ছিল তার সম্প্রদায়ের وَهٰذَا مِنْ عَدُوِّهٖ আর অপর জন ছিল তার শত্রু পক্ষীয় فَاسْتَغَاثَهُ الَّذِىْ مِنْ شِيْعَتِهٖ অতএব তাঁর সম্প্রদায়ের লোকটি তাঁর সাহায্য চাইল عَلَى الَّذِىْ مِنْ عَدُوِّهٖ শত্রু পক্ষীয় লোকটির বিরুদ্ধে فَوَكَزَهٗ مُوْسٰى তখন মূসা তাকে ঘুষি মারলেন فَقَضٰى عَلَيْهِ তাতেই তার কর্ম শেষ করে দিলেন قَالَ মূসা বললেন هٰذَا مِنْ عَمَلِ الشَّيْطٰنِ এটা তো শয়তানি কাণ্ড হয়ে গেল اِنَّهٗ عَدُوٌّ مُّضِلٌّ مُّبِيْنٌ নিঃসন্দেহে শয়তান প্রকাশ্য শত্রু (কেমন) বিভ্রান্তকারী।

১৬. قَالَ আবেদন করলেন رَبِّ হে আমার পরওয়ারদেগার! اِنِّىْ ظَلَمْتُ نَفْسِىْ আমার ত্রুটি হয়ে গেছে فَاغْفِرْ لِىْ আমাকে ক্ষমা করে দিন فَغَفَرَ لَهٗ সুতরাং আল্লাহ তাকে ক্ষমা করলেন اِنَّهٗ هُوَ الْغَفُوْرُ নিশ্চয় তিনি বড় ক্ষমাশীল الرَّحِيْمُ অতিশয় দয়ালু।

https://e-ilm.weebly.com/

قَالَ رَبِّ بِمَآ اَنْعَمْتَ عَلَيَّ فَلَنْ اَكُوْنَ ظَهِيْرًا لِّلْمُجْرِمِيْنَ ﴿١٧﴾

১৭. মূসা আরজ করলেন, হে আমার প্রতিপালক! যেহেতু আপনি আমার প্রতি অনেক অনুগ্রহ করেছেন, অতএব, আমি কখনো অপরাধীদের (অর্থাৎ পাপ প্ররোচকদের) সহায়তা করব না।

فَاَصْبَحَ فِي الْمَدِيْنَةِ خَآئِفًا يَّتَرَقَّبُ فَاِذَا الَّذِي اسْتَنْصَرَهٗ بِالْاَمْسِ يَسْتَصْرِخُهٗ ؕ قَالَ لَهٗ مُوْسٰٓى اِنَّكَ لَغَوِيٌّ مُّبِيْنٌ ﴿١٨﴾

১৮. অতঃপর শহরের মধ্যে ভীত ও আতঙ্কিত অবস্থায় মূসার ভোর হলো, হঠাৎ (দেখতে পেলেন) সেই লোকটি, যে পূর্বদিন তাঁর নিকট সাহায্য চেয়েছিল, আবার তাঁকে ডাকতেছে; মূসা তাকে বললেন, নিশ্চয় তুমি বড় বিভ্রান্ত ব্যক্তি (কেননা প্রত্যহ মানুষের সঙ্গে ঝগড়া কর)।

فَلَمَّآ اَنْ اَرَادَ اَنْ يَّبْطِشَ بِالَّذِيْ هُوَ عَدُوٌّ لَّهُمَا ۙ قَالَ يٰمُوْسٰٓى اَتُرِيْدُ اَنْ تَقْتُلَنِيْ كَمَا قَتَلْتَ نَفْسًۢا بِالْاَمْسِ ۗ اِنْ تُرِيْدُ اِلَّآ اَنْ تَكُوْنَ جَبَّارًا فِي الْاَرْضِ وَمَا تُرِيْدُ اَنْ تَكُوْنَ مِنَ الْمُصْلِحِيْنَ ﴿١٩﴾

১৯. অতঃপর যখন মূসা (সেই ফেরাউনী লোকটির হতে বাড়াবাড়ি দেখে প্রতিরোধার্থে) তার দিকে হাত বাড়ালেন– যে উভয়ের শত্রু ছিল, (সেই লোকটি এই ভেবে যে, আজ হয়তো মূসা আমাকে আক্রমণ করবেন, তখন) সে বলতে লাগল, হে মূসা! তুমি কি (আজ) আমাকে হত্যা করতে চাচ্ছ, যেমন গতকাল এক ব্যক্তিকে হত্যা করেছ? (মনে হয়) তুমি কেবল পৃথিবীতে আপন ক্ষমতা বিস্তার করতে চাচ্ছ এবং আপস ও মীমাংসা করার ইচ্ছা তোমার নেই (ফেরাউনী লোকটি এটা শুনল, আর পূর্ব দিনের হত্যাকারীর অনুসন্ধানের জন্য এটাই যথেষ্ট ছিল)।

শাব্দিক অনুবাদ :

১৭. قَالَ মূসা আরজ করলেন رَبِّ হে আমার পরওয়ারদেগার! بِمَآ اَنْعَمْتَ عَلَيَّ যেহেতু আপনি আমার প্রতি অনেক অনুগ্রহ করেছেন فَلَنْ اَكُوْنَ ظَهِيْرًا لِّلْمُجْرِمِيْنَ অতএব, আমি কখনো অপরাধীদের সহায়তা করব না।

১৮. فَاَصْبَحَ فِي الْمَدِيْنَةِ অতঃপর শহরের মধ্যে মূসার ভোর হলো خَآئِفًا يَّتَرَقَّبُ ভীত ও আতঙ্কিত অবস্থায় فَاِذَا الَّذِي اسْتَنْصَرَهٗ হঠাৎ (দেখতে পেলেন) সেই লোকটি যে তাঁর নিকট সাহায্য চেয়েছিল بِالْاَمْسِ পূর্বদিন يَسْتَصْرِخُهٗ আবার তাঁকে ডাকছে قَالَ لَهٗ مُوْسٰٓى মূসা তাকে বললেন اِنَّكَ لَغَوِيٌّ مُّبِيْنٌ নিশ্চয় তুমি বড় বিভ্রান্ত ব্যক্তি।

১৯. فَلَمَّآ اَنْ اَرَادَ اَنْ يَّبْطِشَ অতঃপর যখন মূসা তার দিকে হাত বাড়ালেন بِالَّذِيْ هُوَ عَدُوٌّ لَّهُمَا যে উভয়ের শত্রু ছিল قَالَ সে বলতে লাগল يٰمُوْسٰٓى হে মূসা! اَتُرِيْدُ اَنْ تَقْتُلَنِيْ তুমি কি আমাকে হত্যা করতে চাচ্ছ كَمَا قَتَلْتَ نَفْسًا যেমন এক ব্যক্তিকে হত্যা করেছ بِالْاَمْسِ গতকাল اِنْ تُرِيْدُ اِلَّآ তুমি কেবল চাচ্ছ اَنْ تَكُوْنَ جَبَّارًا فِي الْاَرْضِ পৃথিবীতে আপন ক্ষমতা বিস্তার করতে وَمَا تُرِيْدُ এবং তোমার ইচ্ছা নেই اَنْ تَكُوْنَ مِنَ الْمُصْلِحِيْنَ মীমংসা করার।

https://e-ilm.weebly.com/

২০. আর (ইতোমধ্যে) এক ব্যক্তি শহরের (অপর) প্রান্ত হতে দৌড়ে এসে বলতে লাগল, হে মূসা! সভাসদবৃন্দ আপনার সম্বন্ধে পরামর্শ করছে যে, আপনাকে হত্যা করবে, অতএব আপনি সরে পড়ুন, আমি আপনার হিত কামনা করছি।

وَجَآءَ رَجُلٌ مِّنْ اَقْصَى الْمَدِيْنَةِ يَسْعٰى ۡ قَالَ يٰمُوْسٰٓى اِنَّ الْمَلَاَ يَاْتَمِرُوْنَ بِكَ لِيَقْتُلُوْكَ فَاخْرُجْ اِنِّيْ لَكَ مِنَ النّٰصِحِيْنَ ﴿٢٠﴾

শাব্দিক অনুবাদ :

২০. وَجَآءَ رَجُلٌ আর এক ব্যক্তি এসে مِّنْ اَقْصَا الْمَدِيْنَةِ শহরের (অপর) প্রান্ত হতে يَسْعٰى দৌড়ে قَالَ বলতে লাগল يٰمُوْسٰى হে মূসা! اِنَّ الْمَلَاَ সভাসদবৃন্দ يَاْتَمِرُوْنَ بِكَ আপনার সম্বন্ধে পরামর্শ করছে যে, لِيَقْتُلُوْكَ আপনাকে হত্যা করবে فَاخْرُجْ অতএব, আপনি সরে পড়ুন اِنِّيْ لَكَ مِنَ النّٰصِحِيْنَ আমি আপনার হিত কামনা করছি।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

وَلَمَّا بَلَغَ اَشُدَّهٗ وَاسْتَوٰى : اَشُدَّ -এর শাব্দিক অর্থ শক্তি ও জোরের চরম সীমায় পৌছা। মানুষ শৈশবের দুর্বলতা থেকে আস্তে আস্তে শক্তি-সামর্থ্যের দিকে অগ্রসর হয়। অতঃপর এমন এক সময় আসে, যখন তার আস্তিত্বে যতটুকু শক্তি আসা সম্ভবপর, সবটুকুই পূর্ণ হয়ে যায়। এই সময়কেই اَشُدَّ বলা হয়। এটা বিভিন্ন ভূখণ্ড ও বিভিন্ন জাতির মেজাজ অনুসারে বিভিন্ন রূপ হয়ে থাকে। কারও এই সময় তাড়াতাড়ি আসে এবং কারও দেরীতে। কিন্তু আবদ ইবনে হুমায়দের রেওয়ায়েতে হযরত ইবনে আব্বাস ও মুজাহিদ (র.) থেকে বর্ণিত আছে যে, তেত্রিশ বছর বয়সে اَشُدَّ -এর জমানা আসে। একেই পরিণত বয়স বলা হয়। এতে দেহের বৃদ্ধি একটি বিশেষ সীমা পর্যন্ত পৌছে থেমে যায়। এরপর চল্লিশ বছর বয়স পর্যন্ত বিরতিকাল। একে اِسْتَوٰى শব্দ দ্বারা ব্যক্ত করা হয়েছে। চল্লিশ বছরের পর অবনতি ও দুর্বলতা দেখা দিতে থাকে। এ থেকে জানা গেল যে, اَشُدَّ তথা পরিণত বয়স তেত্রিশ বছর থেকে শুরু হয়ে চল্লিশ বছর পর্যন্ত বলবৎ থাকে। –[রূহুল-মা'আনী, কুরতুবী]

اٰتَيْنٰهُ حُكْمًا وَّعِلْمًا : حُكْم বলে নবুয়ত ও রেসালত এবং عِلْم বলে বিধি-বিধানের জ্ঞান বোঝানো হয়েছে। وَدَخَلَ الْمَدِيْنَةَ عَلٰى حِيْنِ غَفْلَةٍ مِّنْ اَهْلِهَا অধিকাংশ তাফসীরবিদের মতে مَدِيْنَة বলে মিসর নগরী বোঝানো হয়েছে। এতে প্রবেশ করার প্রসঙ্গ থেকে বোঝা গেল যে, হযরত মূসা (আ.) মিশরের বাইরে কোথাও চলে গিয়েছিলেন। অতঃপর একদিন এমন সময়ে নগরীতে প্রবেশ করলেন, যা সাধারণ লোকদের অসাবধানতার সময় ছিল। অতঃপর কিবতী-হত্যার ঘটনায় একথাও উল্লেখ করা হয়েছে যে, এ সময়ে হযরত মূসা (আ.) তাঁর সত্য ধর্ম প্রকাশ করতে শুরু করেছিলেন। এরই ফলে কিছু লোক তাঁর অনুগত হয়েছিল। তাঁদেরকে তাঁর অনুসারীদল বলা হতো। مِنْ شِيْعَتِهٖ শব্দটি এর সাক্ষ্য দেয়। এসব ইঙ্গিত থেকে ইবনে-ইসহাক ও ইবনে যায়দ থেকে বর্ণিত একটি রেওয়ায়েতের সমর্থন পাওয়া যায়। রেওয়ায়েত এই যে, হযরত মূসা (আ.) যখন জ্ঞান-বুদ্ধি লাভ করলেন এবং সত্য ধর্মের কিছু কিছু কথা মানুষকে বলতে শুরু করলেন, তখন ফেরাউন তাঁর শত্রু হয়ে যায় এবং তাঁকে হত্যা করার ইচ্ছা করে। কিন্তু স্ত্রী আছিয়ার অনুরোধে সে তাঁকে হত্যা করা থেকে বিরত থাকে। তাবে তাঁকে শহর থেকে বহিষ্কারের আদেশ জারি করে। এরপর হযরত মূসা (আ.) অন্যত্র বসবাস করতে থাকেন এবং মাঝে মাঝে গোপনে মিসর নগরীতে আগমন করতেন। عَلٰى حِيْنِ غَفْلَةٍ مِّنْ اَهْلِهَا বলে অধিকাংশ তাফসীরবিদের মতে দুপুর বোঝানো হয়েছে। এ সময় মানুষ দিবানিদ্রায় মশগুল থাকত। –[কুরতুবী]

فَوَكَزَهٗ مُوْسٰى : وَكَزَ শব্দের অর্থ ঘুষি মারা। فَقَضٰى عَلَيْهِ বাক পদ্ধতিতে قَضَاهُ ও فَقَضٰى عَلَيْهِ তখন বলা হয়, যখন কারও জীবনলীলা সম্পূর্ণ সাঙ্গ করে দেওয়া হয়। তাই এখানে এর অর্থ হত্যা করা। –[মাযহারী]

قَالَ رَبِّ اِنِّيْ ظَلَمْتُ نَفْسِيْ فَاغْفِرْ لِيْ فَغَفَرَ لَهٗ : এই আয়াতের সারমর্ম এই যে, হযরত মূসা (আ.) থেকে অনিচ্ছায় প্রকাশিত কিবতী-হত্যার ঘটনাকেও তিনি তাঁর নবুয়ত ও রেসালতের পদমর্যাদার পরিপন্থি এবং তাঁর পয়গম্বরসুলভ মাহাত্ম্যের দিক দিয়ে তাঁর গোনাহ্ সাব্যস্ত করে আল্লাহ তা'আলার কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করেছেন। আল্লাহ্ তা'আলাও ক্ষমা করেছেন। এখানে প্রথম প্রশ্ন এই যে, এই কিবতী কাফের শরিয়তের পরিভাষায় হরবী কাফের ছিল, যাকে ইচ্ছাকৃতভাবে

https://e-ilm.weebly.com/

হত্যা করাও বৈধ ছিল। কেননা সে কোনো ইসলামি রাষ্ট্রের জিম্মি তথা আশ্রিত ছিল না এবং হযরত মূসা (আ.)-এর সাথেও তার কোনো চুক্তি ছিল না এমতাবস্থায় হযরত মূসা (আ.) একে 'শয়তানের কাজ' ও গোনাহ্ কেন সাব্যস্ত করেছেন? এর হত্যা তো বাহ্যত : ছওয়াবের কাজ হওয়া উচিত ছিল। কারণ সে একজন মুসলমানের উপর জুলুম করেছিল। তাকে বাঁচানোর জন্য এই হত্যা সংঘটিত হয়েছিল।

উত্তর এই যে, চুক্তি কোনো সময় লিখিত হয় এবং কোনো সময় কার্যগতও হয়। লিখিত চুক্তি যেমন সাধারণত : মুসলিম রাষ্ট্রসমূহের মধ্যে জিম্মিদের সাথে চুক্তি অথবা অমুসলিম রাষ্ট্রের সাথে শান্তি চুক্তি সম্পাদিত হয়। এই ধরনের চুক্তি সর্বসম্মতিক্রমে অবশ্য পালনীয় এবং বিরুদ্ধাচরণ বিশ্বাসঘাতকতার কারণে হারাম হয়ে থাকে। এমনিভাবে কার্যগত চুক্তিও অবশ্য পালনীয় এবং বিরুদ্ধাচরণ বিশ্বাসঘাতকতার শামিল।

কার্যগত চুক্তি এরূপ : যে স্থানে মুসলমান এবং কিছুসংখ্যক অমুসলিম অন্য কোনো রাষ্ট্রে পরস্পর শান্তিতে বসবাস করে, একে অপরের উপর হামলা করা অথবা লুটতরাজ করাকে উভয়পক্ষে বিশ্বাসঘাতকতা মনে করে; সেই স্থানে এ ধরনের জীবন যাপন ও আদান-প্রদানও এক প্রকার কার্যগত চুক্তি গণ্য হয়ে থাকে। এর বিরুদ্ধাচরণ বৈধ নয়।

হযরত মুগীরা ইবনে শো'বার একটি দীর্ঘ হাদীস এর প্রমাণ। হাদীসটি ইমাম বুখারী شُرُوْط অধ্যায়ে বিস্তারিত বর্ণনা করেছেন। হাদীসের ঘটনা এই যে, ইসলাম গ্রহণের পূর্বে হযরত মুগীরা ইবনে শো'বা একদল কাফেরের সাথে ঐক্যবদ্ধ হয়ে জীবন যাপন করতেন; কিছুদিন পর তিনি তাদেরকে হত্যা করে তাদের ধন সম্পত্তি অধিকার করে নেন এবং রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর কাছে উপস্থিত হয়ে মুসলমান হয়ে যান। তিনি কাফেরদের কাছ থেকে যে ধন-সম্পত্তি হস্তগত করেছিলেন, তা রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর খেদমতে পেশ করে দেন। তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন ঃ أَمَّا الْإِسْلَامَ فَأَقْبَلُ وَأَمَّا الْمَالَ فَلَسْتُ مِنْهُ فِيْ شَيْءٍ আবূ দাউদের রেওয়ায়েতে এর ভাষা এরূপ ঃ أَمَّا الْمَالُ فَمَالُ غَدْرٍ لَاحَاجَةَ لَنَا فِيْهِ অর্থাৎ তোমার ইসলাম তো আমি গ্রহণ করলাম, এখন তুমি একজন মুসলমান; কিন্তু এই ধন-সম্পদ বিশ্বাসঘাতকতা ও অঙ্গীকার ভঙ্গের পথে অর্জিত হয়েছে। কাজেই তা গ্রহণযোগ্য নয়। বুখারীর টীকাকার হাফেজ ইবনে হাজার বলেন, এই হাদীস দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, কাফেরদের ধন-সম্পদ শান্তির অবস্থায় লুটে নেওয়া জায়েজ নয়। কেননা, এক জনপদের অধিবাসী অথবা যারা এক সাথে কাজ করে, তারা একে অপরের কাছ থেকে নিজেকে নিরাপদ মনে করে। তাদের এই কার্যগত চুক্তি একটি আমানত। এই আমানত আমানতকারীকে অর্পণ করা ফরজ, সে কাফের হোক কিংবা মুসলিম। একমাত্র লড়াই ও জয়লাভের আকারেই কাফেরদের ধন-সম্পদ মুসলমানদের জন্য হালাল হয়। শান্তিকালে যখন একে অপরের কাছ থেকে নিজেকে নিরাপদ মনে করে, তখন কাফেরদের ধন-সম্পদ লুটে নেওয়া জায়েজ নয়। বুখারীর টীকাকার কুস্তলানী বলেনঃ

إِنَّ أَمْوَالَ الْمُشْرِكِيْنَ إِنْ كَانَتْ مَغْنُوْمَةً عِنْدَ الْقَهْرِ فَلَا يَحِلُّ أَخْذُهَا عِنْدَ الْأَمْنِ فَاذَا كَانَ الْاِنْسَانُ مُصَاحِبًا لَهُمْ فَقَدْ أَمِنَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمْ صَاحِبَهُ فَسَفْكُ الدِّمَاءِ وَأَخْذُ الْمَالِ مَعَ ذَلِكَ غَدْرٌ حَرَامٌ إِلَّا أَنْ يُنْبَذَ إِلَيْهِمْ عَهْدُهُمْ عَلَى سَوَاءٍ.

অর্থাৎ নিশ্চয় মুশরিকদের ধন-সম্পদ যুদ্ধাবস্থায় হালাল; কিন্তু শান্তির অবস্থায় হালাল নয়। কাজেই যে মুসলমান কাফেরদের সাথে বসবাস করে এবং কার্যগতভাবে একে অপরের কাছ থেকে নিরাপদ থাকে, তদবস্থায় কোনো কাফেরকে হত্যা করা কিংবা জোর প্রয়োগে অর্থ-সম্পদ নেওয়া বিশ্বাসঘাতকতা ও হারাম, যে পর্যন্ত তাদের এই কার্যগত চুক্তি প্রত্যাহার করার ঘোষণা না করা হয়।

সারকথা এই যে, এই কার্যগত চুক্তির কারণে কিবতীকে ইচ্ছাকৃতভাবে হত্যা করা হলে তা জায়েজ হতো না, কিন্তু হযরত মূসা (আ.) তাকে প্রাণে মারার ইচ্ছা করেন নি; বরং ইসরাঈলী লোকটিকে তার জুলুম থেকে বাঁচানোর উদ্দেশ্যে হাতে প্রহার করেছিলেন। এটা স্বভাবতঃ হত্যার কারণ হয় না। কিন্তু কিবতী এতেই মারা গেল। হযরত মূসা (আ.) অনুভব করলেন যে, তাকে প্রতিরোধ করার জন্য আরও কম মাত্রার প্রহারও যথেষ্ট ছিল কাজেই এই বাড়াবাড়ি আমার জন্য জায়েজ ছিল না। এ কারণেই তিনি একে শয়তানের কাজ আখ্যা দিয়ে ক্ষমা প্রার্থনা করেছেন।

জ্ঞাতব্য : এটা হাকীমুল উম্মত, মুজাদ্দিদে মিল্লাত হযরত মাওলানা আশরাফ আলী থানভী (র.)-এর সুচিন্তিত অভিমত, যা তিনি আরবি ভাষায় 'আহকামুল কুরআন' সূরা কাসাস লেখার সময় ব্যক্ত করেছিলেন। এটা তাঁর সর্বশেষ গবেষণার ফল। কেননা ১৩৬২ হিজরির ২রা রজব তারিখে তিনি ইহলোক ত্যাগ করেন। ইন্না লিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজিঊন।

কোনো কোনো তাফসীরকারক বলেন, কিবতীকে হত্যা করা যদিও বৈধ ছিল, কিন্তু পয়গম্বরগণ বৈধ কাজও ততক্ষণ করেন না, যতক্ষণ বিশেষভাবে আল্লাহ তা'আলার পক্ষ থেকে অনুমতি ও ইশারা না পান। এক্ষেত্রে হযরত মূসা (আ.) বিশেষ

https://e-ilm.weebly.com/

অনুমতির অপেক্ষা না করেই পদক্ষেপ গ্রহণ করেছিলেন, তাই নিজ শান অনুযায়ী একে গোনাহ্ সাব্যস্ত করে ক্ষমা প্রার্থানা করেছেন। –[রূহুল মা'আনী]

قَالَ رَبِّ بِمَآ اَنْعَمْتَ عَلَىَّ فَلَنْ اَكُوْنَ ظَهِيْرًا لِّلْمُجْرِمِيْنَ হযরত মূসা (আ.)-এর এই বিচ্যুতি আল্লাহ তা'আলা ক্ষমা করলেন। তিনি এর শোকর আদায় করণার্থে আরজ করলেন, আমি ভবিষ্যতে কোনো অপরাধীকে সাহায্য করব না। এ থেকে বোঝা গেল যে, হযরত মূসা (আ.) যে ইসরাঈলীর সাহায্যার্থে একাজ করেছিলেন, দ্বিতীয় ঘটনার পর প্রমাণিত হয়ে যায় যে, সে নিজেই কলহপ্রিয় ছিল। কলহ-বিবাদ করা তার অভ্যাস ছিল। তাই তিনি তাকে অপরাধী সাব্যস্ত করে ভবিষ্যতে কোনো অপরাধীকে সাহায্য না করার শপথ গ্রহণ করেছেন। হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) থেকে এ স্থলে مُجْرِمِيْنَ (অপরাধী)-এর তাফসীর كَافِرِيْنَ (কাফের) বর্ণিত আছে। কাতাদাহ এর বক্তব্যও এর কাছাকাছি। এই তাফসীরের ভিত্তিতে মনে হয়, হযরত মূসা (আ.) যে ইসরাঈলীকে সাহায্য করেছিলেন, সে-ও মুসলমান ছিল না, তবে মজলুম মনে করে তাকে সাহায্য করেছিলেন। হযরত মূসা (আ.)-এর এই উক্তি থেকে দু'টি মাসআলা প্রমাণিত হয়। ১. মজলুম কাফের ফাসেক হলেও তাকে সাহায্য করা উচিত। ২. কোনো জালেম অপরাধীকে সাহায্য করা জায়েজ নয়। আলেমগণ এই আয়াতদৃষ্টে অত্যাচারী শাসনকর্তার চাকুরীকেও অবৈধ সাব্যস্ত করেছেন। কারণ এতে জুলুমে অংশগ্রহণ বোঝা যায়। পূর্ববর্তী মনীষীগণের কাছ থেকে এ সম্পর্কে একাধিক রেওয়ায়েত বর্ণিত আছে। –(রূহুল মা'আনী) কাফের অথবা জালেমদের সাহায্য-সহযোগিতার নানাবিধ পন্থা বর্তমান। এর বিধিবিধান ফিকহর গ্রন্থাবলিতে বিশদভাবে উল্লিখিত রয়েছে। বর্তমান লেখক আরবিতে লিখিত 'আহ্কামুল কোরআন' গ্রন্থে এ আয়াতের প্রসঙ্গে বিশদ ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ ও তাহকীক করেছে। জ্ঞানম্বেষী বিদ্বজন তা দেখে নিতে পারেন।

শব্দ বিশ্লেষণ :

اِسْتَوٰى : সীগাহ ماضى معروف বহছ واحد مذكر غائب বাব اِفْتِعَالٌ মাসদার اِسْتِوَاءٌ মূলবর্ণ (س - و - ى) জিনস لفيف مقرون অর্থ– পূর্ণতা প্রাপ্ত হলেন।

يَقْتَتِلَانِ : সীগাহ مضارع معروف বহছ تثنية مذكر غائب বাব اِفْتِعَالٌ মাসদার اِقْتِتَالٌ মূলবর্ণ (ق - ت - ل) জিনস صحيح অর্থ– তারা উভয়ে ঝগড়া করছে।

اِسْتَغَاثَهٗ : সীগাহ ماضى معروف বহছ واحد مذكر غائب বাব اِسْتِفْعَالٌ মাসদার اِسْتِغَاثَةٌ মূলবর্ণ (غ - و - ث) জিনস اجوف واوى অর্থ– সে তার সাহায্য চাইল।

فَوَكَزَهٗ : সীগাহ ماضى معروف বহছ واحد مذكر غائب বাব ضَرَبَ মাসদার وَكْزٌ মূলবর্ণ (و - ك - ز) জিনস مثال واوى অর্থ– (তখন) তিনি তাকে ঘুষি মারলেন।

يَتَرَقَّبُ : সীগাহ مضارع معروف বহছ واحد مذكر غائب বাব تَفَعُّلٌ মাসদার تَرَقُّبٌ মূলবর্ণ (ر - ق - ب) জিনস صحيح অর্থ– আতঙ্কিত অবস্থায়।

يَسْتَصْرِخُهٗ : সীগাহ مضارع معروف বহছ واحد مذكر غائب বাব اِسْتِفْعَالٌ মাসদার اِسْتِصْرَاخٌ মূলবর্ণ (ص - ر - خ) জিনস صحيح অর্থ– সে আবার তাকে ডাকতেছে।

اَنْ يَّبْطِشَ : সীগাহ مضارع معروف বহছ واحد مذكر غائب বাব ضَرَبَ মাসদার بَطْشٌ মূলবর্ণ (ب - ط - ش) জিনস صحيح অর্থ– তিনি হাত বাড়ালেন, তিনি পাকড়াও করবেন।

বাক্য বিশ্লেষণ :

فَوَجَدَ فِيْهَا رَجُلَيْنِ يَقْتَتِلٰنِ هٰذَا مِنْ شِيْعَتِهٖ وَهٰذَا مِنْ عَدُوِّهٖ এখানে : فَوَجَدَ পূর্ববর্তী دَخَلَ-এর উপর আতফ হয়েছে। আর فِيْهَا মুতা'আল্লিক হয়ে وَجَدَ-এর সাথে, আর رَجُلَيْنِ হলে مفعول به আর يَقْتَتِلَانِ বাক্যটি رَجُلَيْنِ এর সিফত হয়েছে। هذا মুবতাদা এবং مِنْ شِيْعَتِهٖ হলো খবর। আর বাক্যটি رَجُلَيْنِ-এর দ্বিতীয় সিফত হয়েছে। আবার কেউ কেউ বলেন حال হয়েছে। আর وَهٰذَا مِنْ عَدُوِّهٖ পূর্বের বাক্যের (هٰذَا مِنْ شِيْعَتِهٖ) -এর উপর আতফ হয়েছে। –[ই'রাবুল কুরআন ৫ম খণ্ড : পৃ.৫৮২]

https://e-ilm.weebly.com/

فَخَرَجَ مِنْهَا خَآئِفًا يَّتَرَقَّبُ ۡ قَالَ رَبِّ نَجِّنِيْ مِنَ الْقَوْمِ الظّٰلِمِيْنَ ﴿٢١﴾

২১. কাজেই মূসা তথা হতে বের হয়ে পড়লেন ভীত ও সন্ত্রস্ত অবস্থায়, (এবং) বললেন, হে আমার প্রতিপালক! আমাকে এই অত্যাচারীদের হতে রক্ষা করুন।

وَلَمَّا تَوَجَّهَ تِلْقَآءَ مَدْيَنَ قَالَ عَسٰى رَبِّيْٓ اَنْ يَّهْدِيَنِيْ سَوَآءَ السَّبِيْلِ ﴿٢٢﴾

২২. আর যখন মূসা মাদইয়ানের পথ ধরলেন তখন বলতে লাগলনে, আশা করি যে, আমার প্রতিপালক আমাকে সরল পথে চালিত করবেন।

وَلَمَّا وَرَدَ مَآءَ مَدْيَنَ وَجَدَ عَلَيْهِ اُمَّةً مِّنَ النَّاسِ يَسْقُوْنَ ۬ وَوَجَدَ مِنْ دُوْنِهِمُ امْرَاَتَيْنِ تَذُوْدٰنِ ۚ قَالَ مَا خَطْبُكُمَا ؕ قَالَتَا لَا نَسْقِيْ حَتّٰى يُصْدِرَ الرِّعَآءُ ٚ وَاَبُوْنَا شَيْخٌ كَبِيْرٌ ﴿٢٣﴾

২৩. আর যখন তিনি মাদইয়ানের পানির (কূপের) নিকট পৌছলেন, তখন সেখানে একদল লোককে দেখতে পেলেন, যারা (নিজেদের পশুগুলোকে) পানি পান করাচ্ছিল, আর তাদের সকলের এক পার্শ্বে দুজন স্ত্রীলোককে দেখলেন যে, তারা দাঁড়িয়ে রয়েছে, মূসা জিজ্ঞাসা করলেন, তোমাদের কি উদ্দেশ্য? তারা উভয়ে উত্তর করল, যে পর্যন্ত না এই রাখাল দল (তাদের পশুগুলোকে) পানি পান করিয়ে দূরে সরে যায় সে পর্যন্ত আমরা পানি পান করাই না। আর আমাদের পিতা অত্যন্ত বৃদ্ধ।

فَسَقٰى لَهُمَا ثُمَّ تَوَلّٰىٓ اِلَى الظِّلِّ فَقَالَ رَبِّ اِنِّيْ لِمَآ اَنْزَلْتَ اِلَيَّ مِنْ خَيْرٍ فَقِيْرٌ ﴿٢٤﴾

২৪. অনন্তর মূসা তাদের (পশুগুলোকে) পানি পান করালেন, অতঃপর (সেখান থেকে) সরে ছায়ায় গিয়ে বসলেন, অতঃপর দোয়া করলেন, হে আমার রব! যে কোনো নিয়ামতই আপনি আমার নিকট পাঠান, আমি তার মুখাপেক্ষী।

শাব্দিক অনুবাদ :

২১. فَخَرَجَ مِنْهَا কাজেই মূসা তথা হতে বের হয়ে পড়লেন خَآئِفًا يَّتَرَقَّبُ ভীত ও সন্ত্রস্ত অবস্থায় قَالَ বললেন رَبِّ হে আমার প্রতিপালক! نَجِّنِيْ আমাকে রক্ষা করুন مِنَ الْقَوْمِ الظّٰلِمِيْنَ এই অত্যাচারীদের হতে।

২২. وَلَمَّا تَوَجَّهَ تِلْقَآءَ مَدْيَنَ আর যখন মূসা মাদইয়ানের পথ ধরলেন قَالَ তখন বলতে লাগলেন عَسٰى رَبِّيْٓ আশা করি আমার প্রতিপালক اَنْ يَّهْدِيَنِيْ আমাকে চালিত করবেন سَوَآءَ السَّبِيْلِ সরল পথে।

২৩. وَلَمَّا وَرَدَ مَآءَ مَدْيَنَ আর যখন তিনি মাদইয়ানের পানির (কূপের) নিকট পৌছলেন وَجَدَ عَلَيْهِ اُمَّةً مِّنَ النَّاسِ তখন তথায় এক দল লোককে দেখতে পেলেন يَسْقُوْنَ যারা পানি পান করাচ্ছিল وَوَجَدَ مِنْ دُوْنِهِمُ আর তাদের সকলের এক পার্শ্বে দেখলেন امْرَاَتَيْنِ দুজন স্ত্রী লোককে تَذُوْدٰنِ তারা দাঁড়িয়ে রয়েছে قَالَ মূসা জিজ্ঞাসা করলেন مَا خَطْبُكُمَا তোমাদের কি উদ্দেশ্য? قَالَتَا তারা উভয়ে উত্তর করল لَا نَسْقِيْ সে পর্যন্ত আমরা পানি পান করাইনা حَتّٰى يُصْدِرَ الرِّعَآءُ যে পর্যন্ত না এই রাখাল দল পানি পান করিয়ে দূরে সরে যায় وَاَبُوْنَا شَيْخٌ كَبِيْرٌ আর আমাদের পিতা অত্যন্ত বৃদ্ধ।

২৪. فَسَقٰى لَهُمَا অনন্তর মূসা তাদের (পশুগুলোকে) পানি পান করালেন ثُمَّ تَوَلّٰىٓ اِلَى الظِّلِّ অতঃপর সরে ছায়ায় গিয়ে বসলেন فَقَالَ অতঃপর দোয়া করলেন رَبِّ হে আমার রব! اِنِّيْ لِمَآ اَنْزَلْتَ اِلَيَّ مِنْ خَيْرٍ যে কোনো নিয়ামত আপনি আমার প্রতি পাঠান فَقِيْرٌ আমি তার মুখাপেক্ষী।

https://e-ilm.weebly.com/

فَجَآءَتْهُ اِحْدٰىهُمَا تَمْشِىْ عَلَى اسْتِحْيَآءٍ ۫ قَالَتْ اِنَّ اَبِىْ يَدْعُوْكَ لِيَجْزِيَكَ اَجْرَ مَا سَقَيْتَ لَنَا ؕ فَلَمَّا جَآءَهٗ وَقَصَّ عَلَيْهِ الْقَصَصَ ۙ قَالَ لَا تَخَفْ ٚ نَجَوْتَ مِنَ الْقَوْمِ الظّٰلِمِيْنَ ﴿۲۵﴾

২৫. অতঃপর কন্যাদ্বয়ের একজন লজ্জাবনত অবস্থায় চলতে চলতে মূসার নিকট আসল (এবং) বলল, আপনি যে পানি পান করিয়ে দিয়েছেন, তার বিনিময় প্রদানের জন্য আমার পিতা আপনাকে ডাকছেন; অতঃপর যখন মূসা তাঁর নিকট পৌছলেন এবং সমস্ত অবস্থা তাঁর নিকট বর্ণনা করলেন, তখন তিনি বললেন, ভয় করো না। তুমি অত্যাচারী লোকগণ হতে রক্ষা পেয়েছ (কেননা এ এলাকা ফেরাউনের অধীনে নয়)।

قَالَتْ اِحْدٰىهُمَا يٰۤاَبَتِ اسْتَاْجِرْهُ ۫ اِنَّ خَيْرَ مَنِ اسْتَاْجَرْتَ الْقَوِىُّ الْاَمِيْنُ ﴿۲۶﴾

২৬. কন্যাদ্বয়ের একজন বলল, আব্বাজান! আপনি তাঁকে পরিচালক নিযুক্ত করুন, কেননা সে-ই উত্তম কর্মচারী যেই ব্যক্তি অতি শক্তিশালী, বিশ্বস্ত।

قَالَ اِنِّىْۤ اُرِيْدُ اَنْ اُنْكِحَكَ اِحْدَى ابْنَتَىَّ هٰتَيْنِ عَلٰۤى اَنْ تَاْجُرَنِىْ ثَمٰنِىَ حِجَجٍ ۚ فَاِنْ اَتْمَمْتَ عَشْرًا فَمِنْ عِنْدِكَ ۚ وَمَاۤ اُرِيْدُ اَنْ اَشُقَّ عَلَيْكَ ؕ سَتَجِدُنِىْۤ اِنْ شَآءَ اللّٰهُ مِنَ الصّٰلِحِيْنَ ﴿۲۷﴾

২৭. তিনি (শো'আয়ব (আ.) মূসা (আ.)-কে) বললেন, আমি আমার এ দুটি কন্যার একটিকে তোমার সাথে বিবাহ দিতে ইচ্ছা করি– এই শর্তে যে, তুমি আট বৎসরকাল আমার চাকরি করবে (এটাই বিবাহের মহর), অতঃপর যদি তুমি দশ বৎসরকাল পূর্ণ করে দাও, তবে এটা তোমার পক্ষ হতে (অনুগ্রহ) হবে, আর আমি তোমার উপর কোনো চাপ দিতে চাই না; ইনশা-আল্লাহ তুমি আমাকে সদাচারী পাবে।

শাব্দিক অনুবাদ :

২৫. فَجَآءَتْهُ اِحْدٰىهُمَا অতঃপর কন্যাদ্বয়ের একজন মূসার নিকট আসল تَمْشِىْ عَلَى اسْتِحْيَآءٍ লজ্জাবনত অবস্থায় চলতে চলতে قَالَتْ (এবং) বলল اِنَّ اَبِىْ يَدْعُوْكَ আমার পিতা আপনাকে ডাকছেন لِيَجْزِيَكَ প্রদানের জন্য اَجْرَ مَا سَقَيْتَ لَنَا আপনি যে পানি পান করিয়ে দিয়েছেন তার বিনিময়ে فَلَمَّا جَآءَهٗ অতঃপর যখন মূসা তাঁর নিকট পৌছলেন وَقَصَّ عَلَيْهِ الْقَصَصَ এবং সমস্ত অবস্থা তাঁর নিকট বর্ণনা করলেন قَالَ তখন তিনি বললেন لَا تَخَفْ ভয় করো না نَجَوْتَ مِنَ الْقَوْمِ الظّٰلِمِيْنَ তুমি অত্যাচারী লোকগণ হতে রক্ষা পেয়েছ।

২৬. قَالَتْ اِحْدٰىهُمَا কন্যাদ্বয়ের একজন বলল يٰۤاَبَتِ আব্বাজান! اسْتَاْجِرْهُ আপনি তাঁকে পরিচালক নিযুক্ত করুন اِنَّ خَيْرَ مَنِ اسْتَاْجَرْتَ الْقَوِىُّ কেননা সেই উত্তম কর্মচারী যেই ব্যক্তি অতি শক্তিশালী الْاَمِيْنُ বিশ্বস্ত।

২৭. قَالَ তিনি বললেন اِنِّىْۤ اُرِيْدُ আমি ইচ্ছা করি اَنْ اُنْكِحَكَ তোমার সাথে বিবাহ দিতে اِحْدَى ابْنَتَىَّ هٰتَيْنِ আমার এ দুটি কন্যার একটিকে عَلٰۤى এ শর্তে যে, اَنْ تَاْجُرَنِىْ তুমি আমার চাকরি করবে ثَمٰنِىَ حِجَجٍ আট বৎসরকাল فَاِنْ اَتْمَمْتَ যদি তুমি পূর্ণ করে দাও। عَشْرًا দশ বৎসরকাল فَمِنْ عِنْدِكَ তবে এটা তোমার পক্ষ থেকে (অনুগ্রহ) হবে وَمَاۤ اُرِيْدُ আর আমি চাইনা اَنْ اَشُقَّ عَلَيْكَ তোমার উপর কোনো চাপ দিতে سَتَجِدُنِىْۤ তুমি আমাকে পাবে اِنْ شَآءَ اللّٰهُ ইনশাআল্লাহ مِنَ الصّٰلِحِيْنَ সদাচারী।

https://e-ilm.weebly.com/

২৮. মূসা (রাজি হলেন এবং) বললেন, আমার ও আপনার মধ্যে এ কথাই সাব্যস্ত হলো; আমি এ দুটি নির্দিষ্ট মেয়াদের যেটিকে পূর্ণ করি আমার প্রতি কোনো বাধ্যবাধকতা থাকবে না; আর আমরা যে (চুক্তির) কথাবার্তা বলছি, আল্লাহ তা'আলাই এর (যথেষ্ট) সাক্ষী।

قَالَ ذٰلِكَ بَيْنِيْ وَبَيْنَكَ ۖ اَيَّمَا الْاَجَلَيْنِ قَضَيْتُ فَلَا عُدْوَانَ عَلَيَّ ۖ وَاللّٰهُ عَلٰى مَا نَقُوْلُ وَكِيْلٌ ﴿٢٨﴾

শাব্দিক অনুবাদ :

২৮. قَالَ মূসা বললেন ذٰلِكَ بَيْنِيْ وَبَيْنَكَ আমার ও আপনার মধ্যে এ কথাই সাব্যস্ত হলো اَيَّمَا الْاَجَلَيْنِ قَضَيْتُ আমি এ দু'টি নির্দিষ্ট মেয়াদের যেটিকেই পূর্ণ করি فَلَا عُدْوَانَ عَلَيَّ আমার প্রতি কোনো বাধ্যবাধকতা থাকবে না وَاللّٰهُ عَلٰى مَا نَقُوْلُ وَكِيْلٌ আর আমরা যে কথাবার্তা বলছি আল্লাহ তা'আলাই এর (যথেষ্ট) সাক্ষী।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

وَلَمَّا تَوَجَّهَ تِلْقَاۤءَ مَدْيَنَ : শামদেশের একটি শহরের নাম মাদইয়ান। মাদইয়ান ইবনে ইবরাহীম (আ.)-এর নামে এর নামকরণ করা হয়েছে। এই অঞ্চল ফেরাউনী রাষ্ট্রের বাইরে ছিল। মিসর থেকে এর দূরত্ব ছিল আট মনজিল। হযরত মূসা (আ.) ফেরাউনী সিপাহীদের পশ্চাদ্ধাবনের স্বাভাবিক আশঙ্কাবোধ করে মিসর থেকে হিজরত করার ইচ্ছা করলেন। বলাবাহুল্য, এই আশঙ্কাবোধ নবুয়ত ও তাওয়াক্কুল কোনোটিরই পরিপন্থি নয়। মাদইয়ানের দিক নির্দিষ্ট করার কারণ সম্ভবত এই ছিল যে, মাদইয়ানেও হযরত ইবরাহীম (আ.)-এর বংশধরদের বসতি ছিল। হযরত মূসা (আ.) ও এই বংশেরই অন্তর্ভুক্ত ছিলেন।

হযরত মূসা (আ.) সম্পূর্ণ নিঃসম্বল অবস্থায় মিসর থেকে বের হন। তাঁর সাথে পাথেয় বলতে কিছুই ছিল না এবং রাস্তাও জানা ছিল না। এই সংকটময় অবস্থায় তিনি আল্লাহর দিকে মনোনিবেশ করে বললেন, عَسٰى رَبِّيْۤ اَنْ يَّهْدِيَنِيْ سَوَاۤءَ السَّبِيْلِ অর্থাৎ আশা করি আমার পালনকর্তা আমাকে সোজা পথ প্রদর্শন করবেন। আল্লাহ তা'আলা এই দোয়া কবুল করলেন। তাফসীরকারগণ বর্ণনা করেন, এই সফরে হযরত মূসা (আ.)-এর খাদ্য ছিল বৃক্ষপত্র। হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) বলেন, এটা ছিল হযরত মূসা (আ.) সর্বপ্রথম পরীক্ষা। তাঁর পরীক্ষাসমূহের বিশদ বিবরণ সূরা তোয়াহায় একটি দীর্ঘ হাদীসের বরাত দিয়ে বর্ণিত হয়েছে।

وَلَمَّا وَرَدَ مَاۤءَ مَدْيَنَ وَجَدَ عَلَيْهِ اُمَّةً مِّنَ النَّاسِ يَسْقُوْنَ : مَاۤءَ مَدْيَنَ বলে একটি কূপকে বোঝানো হয়েছে, যা থেকে এই জনপদের অধিবাসীরা তাদের জন্তুদেরকে পানি পান করাত। وَوَجَدَ مِنْ دُوْنِهِمُ امْرَاَتَيْنِ تَذُوْدٰنِ অর্থাৎ দু'জন রমণীকে দেখলেন, তারা তাদের ছাগপালকে পানির দিকে যেতে বাধা দিচ্ছিল, যাতে তাদের ছাগলগুলো অন্যদের ছাগলের সাথে মিশে না যায়।

قَالَ مَا خَطْبُكُمَا قَالَتَا لَا نَسْقِيْ حَتّٰى يُصْدِرَ الرِّعَاۤءُ وَاَبُوْنَا شَيْخٌ كَبِيْرٌ :

خَطْبٌ শব্দের অর্থ শান, অবস্থা, উদ্দেশ্য এই যে, হযরত মূসা (আ.) রমণীদ্বয়কে জিজ্ঞেস করলেন, তোমাদের কি ব্যাপার? তোমরা তোমাদের ছাগলগুলোকে আগলিয়ে দাঁড়িয়ে আছ কেন? অন্যদেব ন্যায় কূপের কাছে এনে পানি পান করাও না কেন? তারা জওয়াব দিল, আমাদের অভ্যাস এই যে, আমরা পুরুষের সাথে মেলামেশা থেকে আত্মরক্ষার জন্য ছাগলগুলোকে পানি পান করাই না, যে পর্যন্ত তারা কূপের কাছে থাকে। তারা চলে গেলে আমরা ছাগলগুলোকে পানি পান করাই। এতে প্রশ্ন দেখা দিতে পারত যে, তোমাদের কি কোনো পুরুষ নেই যে, নারীদেরকে একাজে আসতে হয়েছে? রমণীদ্বয় এই সম্ভাব্য প্রশ্নের জওয়াবও সাথে সাথে দিয়ে দিল যে, আমাদের পিতা অতিশয় বৃদ্ধ। তিনি একাজ করতে পারেন না। তাই আমরা করতে বাধ্য হয়েছি।

https://e-ilm.weebly.com/

এই ঘটনা থেকে কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় জানা গেল : ১. দুর্বলদেরকে সাহায্য করা পয়গম্বরগণের সুন্নত। হযরত মূসা (আ.) দু'জন রমণীকে দেখলেন যে, তারা ছাগলকে পানি পান করাতে এসে ভিড়ের কারণে সুযোগ পাচ্ছে না। তখন তিনি তাদের অবস্থা জিজ্ঞেস করলেন। ২. বেগানা নারীর সাথে প্রয়োজনবশত : কথা বলায় দোষ নেই, যে পর্যন্ত কোনো অনর্থের আশঙ্কা না হয়। ৩. আলোচ্য ঘটনাটি তখনকার, যখন মহিলাদের পর্দা অত্যাবশ্যকীয় ছিল না। ইসলামের প্রাথমিক যুগ পর্যন্তও এই ধারা অব্যাহত ছিল। মদীনায় হিজরত করার পর মহিলাদের জন্যে পর্দার আদেশ অবতীর্ণ হয়। কিন্তু পর্দার আসল লক্ষ্য তখনও স্বভাবগত ভদ্রতা ও লজ্জা-শরমের কারণে নারীদের মধ্যে বিদ্যমান ছিল। এ কারণেই রমণীদ্বয় প্রয়োজন থাকা সত্ত্বেও পুরুষদের সাথে মেলামেশা পছন্দ করেনি এবং নিজেরাই কষ্ট স্বীকার করেছে। ৪. এধরনের কাজের জন্যে নারীদের বাইরে যাওয়া তখনও পছন্দনীয় ছিল না। একারণেই রমণীদ্বয় তাদের পিতার বার্ধক্যের ওজর বর্ণনা করেছে।

فَسَقٰى لَهُمَا : অর্থাৎ হযরত মূসা (আ.) রমণীদ্বয়ের প্রতি দয়াপরবশ হয়ে কূপ থেকে পানি তুলে তাদের ছাগলকে পান করিয়েছেন। কোনো কোনো রেওয়ায়েতে আছে, রাখালদের অভ্যাস ছিল যে, তারা জন্তুদেরকে পানি পান করানোর পর একটি ভারি পাথর দ্বারা কূপের মুখ বন্ধ করে দিত। ফলে রমণীদ্বয় তাদের উচ্ছিষ্ট পানি পান করাত। এই ভারি পাথরটি দশ জনে মিলে স্থানান্তরিত করত। কিন্তু হযরত মূসা (আ.) একাকী পাথরটি সরিয়ে দেন এবং কূপ থেকে পানি উত্তোলন করেন। সম্ভবত : এ কারণেই রমণীদ্বয়ের একজন মূসা (আ.) সম্পর্কে পিতার কাছে বলেছিল, সে শক্তিশালী। –[কুরতুবী]

ثُمَّ تَوَلّٰى اِلَى الظِّلِّ فَقَالَ رَبِّ اِنِّىْ لِمَا اَنْزَلْتَ اِلَىَّ مِنْ خَيْرٍ فَقِيْرٌ : হযরত মূসা (আ.) সাতদিন থেকে কোনো কিছু আহার করেননি। তখন এক বৃক্ষের ছায়ায় এসে আল্লাহ তা'আলার সামনে নিজের অবস্থা ও অভাব পেশ করলেন। এটা দোয়া করার একটা সূক্ষ্ম পদ্ধতি। خَيْرَ শব্দটি কোনো কোনো সময় ধন-সম্পদের অর্থে ব্যবহৃত হয়; যেমন اِنْ تَرَكَ خَيْرًا الْوَصِيَّةُ আয়াতে। কোনো কোনো সময় শক্তির অর্থেও আসে; যেমন اَهُمْ خَيْرٌ اَمْ قَوْمُ تُبَّعٍ আয়াতে। আবার কোনো সময় এর অর্থ হয় আহার্য। আলোচ্য আয়াতে তাই উদ্দেশ্য। –[কুরতুবী]

فَجَاءَتْهُ اِحْدٰهُمَا تَمْشِىْ عَلَى اسْتِحْيَاءٍ : কুরআনি রীতি অনুযায়ী এখানে ঘটনা সংক্ষিপ্ত করা হয়েছে। পূর্ণ ঘটনা এরূপ রমণীদ্বয় নির্দিষ্ট সময়ের পূর্বেই বাড়ি পৌঁছে গেলে বৃদ্ধ পিতা এর কারণ জিজ্ঞেস করলেন। কন্যাদ্বয় ঘটনা খুলে বলল। পিতা দেখলেন, লোকটি অনুগ্রহ করেছে; তাকে এর প্রতিদান দেওয়া উচিত। তাই তিনি কন্যাদ্বয়ের একজনকে তাকে ডেকে আনার জন্যে প্রেরণ করলেন। বালিকাটি লজ্জাজড়িত পদক্ষেপে সেখানে পৌঁছল। এতেও ইঙ্গিত আছে যে, পর্দার নিয়মিত বিধানাবলি অবতীর্ণ না হওয়া সত্ত্বেও সতী রমণীগণ পুরুষদের সাথে বিনাদ্বিধায় কথাবার্তা বলত না। প্রয়োজনবশতঃ সেখানে পৌঁছে বালিকাটি লজ্জা সহকারে কথা বলেছে। কোনো কোনো তাফসীরে বলা হয়েছে যে, সে আস্তিন দ্বারা মুখমণ্ডল আবৃত করে কথা বলেছে। তাফসীরে আরও বলা হয়েছে যে, হযরত মূসা (আ.) তার সাথে পথ চলার সময় বললেন, তুমি আমার পশ্চাতে চল এবং রাস্তা বলে দাও। বলাবাহুল্য, বালিকার প্রতি দৃষ্টিপাত থেকে বেঁচে থাকাই ছিল এর লক্ষ্য। সম্ভবতঃ এ কারণেই বালিকাটি তাঁর সম্পর্কে পিতার কাছে বিশ্বস্ততার সাক্ষ্য দিয়েছিল। এই বালিকাদ্বয়ের পিতা কে ছিলেন, এ সম্পর্কে তাফসীরকারকগণ মতভেদ করেছেন। কিন্তু কুরআনের আয়াতসমূহ থেকে বাহ্যত : এ কথাই বোঝা যায় যে, তিনি ছিলেন হযরত শোআয়ব (আ.)। যেমন এক আয়াতে আছে وَاِلٰى مَدْيَنَ اَخَاهُمْ شُعَيْبًا –[কুরতুবী]

اِنَّ اَبِىْ يَدْعُوْكَ : বালিকাটি নিজেই নিজের পক্ষ থেকে তাঁকে আমন্ত্রণ জানাতে পারত। কিন্তু সে তা করেনি; বরং তার পিতার পয়গাম জানিয়ে দিয়েছে। কারণ কোনো বেগানা পুরুষকে স্বয়ং তার আমন্ত্রণ জানানো লজ্জা-শরমের পরিপন্থি ছিল।

اِنَّ خَيْرَ مَنِ اسْتَاْجَرْتَ الْقَوِىُّ الْاَمِيْنُ : অর্থাৎ হযরত শোআয়ব (আ.)-এর এক কন্যা তার পিতার নিকট আরজ করল, গৃহের কাজের জন্য আপনার একজন চাকরের প্রয়োজন আছে। আপনি তাকে নিযুক্ত করুন। কারণ চাকরের মধ্যে দু'টি গুণ থাকা আবশ্যক। (এক) কাজের শক্তি-সামর্থ্য ও যোগ্যতা এবং (দুই) বিশ্বস্ততা। আমরা পাথর তুলে পানি পান করানো দ্বারা তার শক্তি-সামর্থ্য এবং পথিমধ্যে আমাকে পশ্চাতে রেখে পথচলা দ্বারা তার বিশ্বস্ততার অভিজ্ঞতা লাভ করেছি।

কোন চাকরি অথবা পদ ন্যাস্ত করার জন্য জরুরি শর্ত দুইটি ঃ হযরত শোআয়ব (আ.)-এর কন্যার মুখে আল্লাহ তা'আলা অত্যন্ত বিজ্ঞসুলভ কথা উচ্চারিত করিয়েছেন। আজকাল সরকারি পদ ও চাকরির ক্ষেত্রে কাজের যোগ্যতা ও

https://e-ilm.weebly.com/

ডিগ্রীর প্রতি লক্ষ্য রাখা হলেও বিশ্বস্ততার প্রতি ভ্রুক্ষেপ করা হয় না। এরই অনিবার্য ফলস্বরূপ সাধারণ অফিস ও পদসমূহের কর্মতৎপরতায় পূর্ণ সাফল্যের পরিবর্তে ঘুষ, স্বজনপ্রীতি ইত্যাদির কারণে আইম-কানুন অচলাবস্থার সম্মুখীন হয়ে পড়েছে। আফসোস! এই কুরআনি পথ নির্দেশের প্রতি যথাযথ সম্মান প্রদর্শন করলে সবকিছু ঠিক হয়ে যেত।

قَالَ اِنِّیْۤ اُرِیْدُ اَنْ اُنْكِحَكَ اِحْدَى ابْنَتَیَّ هٰتَیْنِ : অর্থাৎ বালিকাদ্বয়ের পিতা হযরত শোআয়ব (আ.) নিজেই নিজের পক্ষ থেকে কন্যাকে হযরত মূসা (আ.)-এর কাছে বিবাহ দান করার ইচ্ছা ব্যক্ত করলেন। এ থেকে জানা গেল যে, উপযুক্ত পাত্র পাওয়া গেলে পাত্রীর অভিভাবকের উচিত পাত্রপক্ষ থেকে প্রস্তাব আসার অপেক্ষা না করা। বরং নিজের পক্ষ থেকেও প্রস্তাব উত্থাপন করা পয়গম্বরগণের সুন্নত। উদাহরণত : হযরত ওমর (রা.) তাঁর কন্যা হাফসা বিধবা হওয়ার পর নিজেই হযরত আবূ বকর (রা.) ও হযরত উসমান গণী (রা.)-এর কাছে বিবাহের প্রস্তাব রাখেন। -[কুরতুবী]

হযরত শোআয়ব (আ.) উভয় কন্যার মধ্য থেকে কোনো একজনকে নির্দিষ্ট করে কথা বলেন নি; বরং ব্যাপারটি অস্পষ্ট রেখে কোনো একজনকে বিবাহ দান করার ইচ্ছা প্রকাশ করেছেন। এই আলোচনা বিবাহের নিয়মিত আলোচনা ছিল না, যাতে ইজাব কবুল ও সাক্ষীদের উপস্থিতি জরুরি হয়; বরং এটা ছিল আদান-প্রদানের আলোচনা যে, এই বিবাহের বিনিময়ে তুমি আট বছর আমার চাকরি করতে স্বীকৃত হলে আমি বিবাহ পড়িয়ে দিব। হযরত মূসা (আ.) এই প্রস্তাব মেনে নিয়ে চুক্তিসূত্রে আবদ্ধ হয়ে পড়েন। এরপর নিয়মিত বিবাহ সম্পন্ন হওয়ার কথা আপনা-আপনিই বুঝা যায়। কুরআন পাক সাধারণত ঘটনার সেই অংশ উল্লেখ করে না, যা পূর্বাপর বর্ণনা থেকে আপনা-আপনি বুঝা যায়। এই আলোচনার পরিপ্রেক্ষিতে এখানে এরূপ সন্দেহ অমূলক যে, বিবাহিত স্ত্রীকে নির্দিষ্ট না করেই বিবাহ কিরূপে হয়ে গেল অথবা সাক্ষীদের উপস্থিতি ব্যতিরেকেই বিবাহ কিরূপে সংঘটিত হলো? -(রূহুল মা'আনী, বয়ানুল কুরআন)

عَلٰۤى اَنْ تَاْجُرَنِیْ ثَمٰنِیَ حِجَجٍ : এই আট বছরের চাকরিকে মোহরানা সাব্যস্ত করা হয়। স্ত্রীর চাকরিকে স্বামী তার মোহরানা সাব্যস্ত করতে পারে কি না, এ ব্যাপারে ফিকহবিদগণের মধ্যে মতভেদ রয়েছে। এ সম্পর্কে আহকামুল কুরআনের সূরা কাসাসে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে। এখানে এতটুকু বুঝে নেওয়া যথেষ্ট যে, মোহরানার এই ব্যাপারটি মোহাম্মদী শরিয়তে জায়েজ না হলেও হযরত শোআয়ব (আ.)-এর শরিয়তে জায়েজ ছিল। বিভিন্ন শরিয়তে এ ধরনের শাখাগত পার্থক্য হওয়া কুরআন হাদীসে প্রমাণিত আছে।

ইমাম আজম আবূ হানীফা (র.) থেকে এক রেওয়ায়েতে আছে যে, স্ত্রীর চাকরিকে মোহরানা সাব্যস্ত করা তো স্বামীর মান-সম্মানের খেলাফ; কিন্তু স্ত্রীর যে কাজ বাড়ির বাইরে করা হয়; যেমন পশুচারণ, ব্যবসা-বাণিজ্য ইত্যাদি-এ ধরনের কাজে ইজারার শর্তানুযায়ী মেয়াদ নির্দিষ্ট করা হলে এই চাকরিকে মোহরানা করা জায়েজ; যেমন আলোচ্য ঘটনায় আট বছরের মেয়াদ নির্দিষ্ট করা হয়েছিল। এই নির্দিষ্ট মেয়াদের বেতন আদায় করা স্ত্রীর জিম্মায় জরুরি। কাজেই একে মোহরানা গণ্য করা জায়েজ। -(বাদায়ে)

এখানে প্রশ্ন হয় যে, মোহরানা স্ত্রীর প্রাপ্য। স্ত্রীর পিতা অথবা অন্য কোনো স্বজনকে স্ত্রীর অনুমতি ব্যতিরেকে মোহরানা অর্থ হাতে হাতে দিয়ে দিলে মোহর আদায় হয় না আলোচ্য ঘটনায় اَنْ تَاْجُرَنِیْ শব্দ সাক্ষ্য দেয় যে, পিতা তাকে নিজের কাজের জন্য চাকর নিযুক্ত করেন। অতএব চাকরির ফল পিতা লাভ করেছেন। এটা স্ত্রীর মোহরানা কিরূপে হতে পারে? উত্তর এই যে, প্রথমত এটাও সম্ভবপর যে, এই ছাগলগুলো বালিকাদের মালিকানাধীন ছিল। অতএব চাকরির এই ফল বালিকারাই লাভ করেছে। দ্বিতীয়ত যদি হযরত মূসা (আ.) পিতারই কাজ করেন এবং পিতার জিম্মায়ই তার বেতন আদায় করা জরুরি হয় তবে মোহরানার এই টাকা কন্যার হয়ে যাবে এবং কন্যার অনুমতিক্রমে পিতাও একে ব্যবহার করতে পারেন। বলা বাহুল্য, আলোচ্য ব্যাপারটি কন্যার অনুমতিক্রমেই সম্পন্ন হয়েছিল।

মাসআলা : اُنْكِحَكَ শব্দ দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, বিবাহের ব্যাপার পিতা সম্পন্ন করেছেন। ফিকহবিদগণ এ ব্যাপারে একমত যে, এরূপ হওয়াই বাঞ্ছনীয়। কন্যার অভিভাবক তার বিবাহকার্য সম্পন্ন করবে; কন্যা নিজে করবে না। তবে কোনো কন্যা প্রয়োজন ও বাধ্য-বাধকতার চাপে নিজের বিবাহ নিজেই সম্পন্ন করলে তা দুরস্ত হবে কিনা, এ ব্যাপারে ইমামগণের মধ্যে মতভেদ আছে। ইমাম আজম (র.)-এর মতে বিবাহ সম্পন্ন হয়ে যাবে। আলোচ্য আয়াত এ সম্পর্কে কোনো ফয়সালা দেয়নি।

https://e-ilm.weebly.com/

শব্দ বিশ্লেষণ :

خَائِفًا : সীগাহ واحد مذكر اسم فاعل বহছ سَمِعَ বাব خَوْفٌ মাসদার (خ - و - ف) মূলবর্ণ جنس اجوف واوى অর্থ— ভীত অবস্থায়।

تَوَجَّهَ : সীগাহ واحد مذكر غائب ماضى معروف বহছ تَفَعُّلٌ বাব تَوَجُّهٌ মাসদার (و - ج - ه) মূলবর্ণ জিনস مثال واوى অর্থ— তিনি ধরলেন।

تَذُوْدَانِ : সীগাহ تثنية مؤنث غائب مضارع معروف বহছ نَصَرَ বাব ذَوْدٌ মাসদার (ذ - و - د) মূলবর্ণ জিনস اجوف واوى অর্থ— তারা দাঁড়িয়ে রয়েছে।

حَتّٰى يُصْدِرَ : সীগাহ واحد مذكر غائب مضارع معروف বহছ اِفْعَالٌ বাব اِصْدَارٌ মাসদার (ص - د - ر) মূলবর্ণ জিনস صحيح অর্থ— যতক্ষণ পর্যন্ত না তারা দূরে সরে যায়।

سَقَيْتَ : সীগাহ واحد مذكر حاضر ماضى معروف বহছ ضَرَبَ বাব سَقْىٌ মাসদার (س - ق - ى) মূলবর্ণ জিনস ناقص يائى অর্থ— আপনি পানি পান করিয়ে দিয়েছেন।

نَجَوْتَ : সীগাহ واحد مذكر حاضر ماضى معروف বহছ نَصَرَ বাব نَجَاةٌ মাসদার (ن - ج - و) মূলবর্ণ জিনস ناقص واوى অর্থ— তুমি রক্ষা পেয়েছ।

اِسْتَأْجِرْهُ : সীগাহ واحد مذكر حاضر امر حاضر معروف বহছ اِسْتِفْعَالٌ বাব اِسْتِجَارَةٌ মাসদার মূলবর্ণ (أ - ج - ر) জিনস مهموز فاء অর্থ— আপনি তাকে পরিচালক নিযুক্ত করুন।

اَنْ اُنْكِحَكَ : সীগাহ واحد متكلم مضارع معروف বহছ اِفْعَالٌ বাব اِنْكَاحٌ মাসদার (ن - ك - ح) মূলবর্ণ জিনস صحيح অর্থ— আমি তোমার সাথে বিবাহ দিব।

বাক্য বিশ্লেষণ :

وَجَدَ عَلَيْهِ اُمَّةً مِنَ النَّاسِ يَسْقُوْنَ : এখানে وَجَدَ ফে'ল তার মধ্যস্থ উহ্য যমীর হলো ফায়েল, আর عَلَيْهِ মুতা'আল্লিক হলো وَجَدَ-এর সাথে। اُمَّةً হলো مفعول به আর مِنَ النَّاسِ হলো اُمَّةً-এর সিফাত। আর يَسْقُوْنَ বাক্যটি اُمَّةً-এর দ্বিতীয় সিফাত অথবা حال আর يَسْقُوْنَ-এর মাফউল উহ্য রয়েছে বিষয়টি জ্ঞাত থাকার কারণে। অর্থাৎ مَوَاشِيَهُمْ –[ই'রাবুল কুরআন ৫ম খণ্ড : পৃ. ৫৯১]

https://e-ilm.weebly.com/

فَلَمَّا قَضٰى مُوْسَى الْاَجَلَ وَسَارَ بِاَهْلِهٖۤ اٰنَسَ مِنْ جَانِبِ الطُّوْرِ نَارًا ۚ قَالَ لِاَهْلِهِ امْكُثُوْۤا اِنِّیْۤ اٰنَسْتُ نَارًا لَّعَلِّیْۤ اٰتِیْكُمْ مِّنْهَا بِخَبَرٍ اَوْ جَذْوَةٍ مِّنَ النَّارِ لَعَلَّكُمْ تَصْطَلُوْنَ ﴿٢٩﴾

২৯. মোটকথা, মূসা যখন নির্দিষ্ট মেয়াদ পূর্ণ করলেন এবং স্বীয় স্ত্রীকে নিয়ে যাত্রা করলেন তখন তিনি তূর পর্বতের দিক হতে একপ্রকার অগ্নি (-রূপ আলো) দেখতে পেলেন, তিনি স্বীয় পরিজনবর্গকে বললেন, তোমরা (এখানে) অপেক্ষা কর, আমি একপ্রকার অগ্নি দেখতে পাচ্ছি, সম্ভবত আমি তথা হতে তোমাদের জন্য (পথের) সন্ধান অথবা আগুনের (জ্বলন্ত) কয়লা আনয়ন করতে পারব, যাতে তোমরা আগুন পোহাতে পার।

فَلَمَّاۤ اَتٰىهَا نُوْدِیَ مِنْ شَاطِئِ الْوَادِ الْاَیْمَنِ فِی الْبُقْعَةِ الْمُبٰرَكَةِ مِنَ الشَّجَرَةِ اَنْ یّٰمُوْسٰۤی اِنِّیْۤ اَنَا اللّٰهُ رَبُّ الْعٰلَمِیْنَ ﴿٣٠﴾

৩০. যখন তিনি উক্ত আগুনের নিকটে পৌছলেন, তখন সেই উপত্যকার ডান দিক হতে সেই বরকতময় স্থানে– একটি বৃক্ষ হতে আওয়াজ আসল, হে মূসা! আমি আল্লাহ, সকল জগতের প্রতিপালক,

وَاَنْ اَلْقِ عَصَاكَ ؕ فَلَمَّا رَاٰهَا تَهْتَزُّ كَاَنَّهَا جَآنٌّ وَّلّٰی مُدْبِرًا وَّلَمْ یُعَقِّبْ ؕ یٰمُوْسٰۤی اَقْبِلْ وَلَا تَخَفْ ۟ اِنَّكَ مِنَ الْاٰمِنِیْنَ ﴿٣١﴾

৩১. আর এ (কথাও) যে, তুমি তোমার লাঠিটি নিক্ষেপ কর; (তিনি তা ফেলা মাত্র তা এক অজগরে পরিণত হলো) অতঃপর যখন তিনি তাকে (দ্রুতগামী) সরু সর্পের ন্যায় নড়াচড়া করতে দেখলেন, তখন পৃষ্ঠ প্রদর্শন করে পলায়ন করলেন এবং পশ্চাতে ফিরেও তাকালেন না; (আদেশ হলো), হে মূসা সম্মুখে আস, ভয় করো না, নিশ্চয় তুমি নিরাপদে রয়েছ।

শাব্দিক অনুবাদ :

২৯. فَلَمَّا قَضٰى مُوْسَى الْاَجَلَ মোটকথা মূসা যখন নির্দিষ্ট মেয়াদ পূর্ণ করলেন وَسَارَ بِاَهْلِهٖ এবং স্বীয় স্ত্রীকে নিয়ে যাত্রা করলেন اٰنَسَ তখন তিনি দেখতে পেলেন مِنْ جَانِبِ الطُّوْرِ তূর পর্বতের দিক হতে نَارًا এক প্রকার অগ্নি قَالَ لِاَهْلِهِ তিনি স্বীয় পরিজনবর্গকে বললেন امْكُثُوْا তোমরা (এখানে) অপেক্ষা কর اِنِّیْ اٰنَسْتُ نَارًا আমি এক প্রকার অগ্নি দেখতে পাচ্ছি لَعَلِّیْ اٰتِیْكُمْ مِّنْهَا সম্ভবত : আমি তথা হতে তোমাদের জন্য আনয়ন করতে পারব بِخَبَرٍ (পথের) সন্ধান اَوْ جَذْوَةٍ مِّنَ النَّارِ অথবা আগুনের কয়লা لَعَلَّكُمْ تَصْطَلُوْنَ যাতে তোমরা আগুন পোহাতে পার।

৩০. فَلَمَّاۤ اَتٰىهَا যখন তিনি উক্ত আগুনের নিকটে পৌছলেন نُوْدِیَ তখন আওয়াজ আসল مِنْ شَاطِئِ الْوَادِ الْاَیْمَنِ সেই উপত্যকার ডান দিক হতে فِی الْبُقْعَةِ الْمُبٰرَكَةِ সেই বরকতময় স্থানে مِنَ الشَّجَرَةِ একটি বৃক্ষ হতে اَنْ یّٰمُوْسٰی হে মূসা! اِنِّیْۤ اَنَا اللّٰهُ আমি আল্লাহ رَبُّ الْعٰلَمِیْنَ সকল জগতের প্রতিপালক।

৩১. وَاَنْ اَلْقِ عَصَاكَ আর এই যে, তুমি তোমার লাঠিটি নিক্ষেপ কর فَلَمَّا رَاٰهَا تَهْتَزُّ অতঃপর যখন তিনি তাকে নড়াচড়া করতে দেখলেন كَاَنَّهَا جَآنٌّ সরু সর্পের ন্যায়। وَلّٰی مُدْبِرًا তখন পৃষ্ঠ প্রদর্শন করে পলায়ন করলেন وَلَمْ یُعَقِّبْ এবং পশ্চাতে ফিরেও তাকালেন না یٰمُوْسٰی হে মূসা! اَقْبِلْ সম্মুখে আস, وَلَا تَخَفْ ভয় করো না, اِنَّكَ مِنَ الْاٰمِنِیْنَ নিশ্চয় তুমি নিরাপদে রয়েছ।

https://e-ilm.weebly.com/

اُسْلُكْ يَدَكَ فِيْ جَيْبِكَ تَخْرُجْ بَيْضَآءَ مِنْ غَيْرِ سُوْٓءٍ ۫ وَّاضْمُمْ اِلَيْكَ جَنَاحَكَ مِنَ الرَّهْبِ فَذٰنِكَ بُرْهَانٰنِ مِنْ رَّبِّكَ اِلٰى فِرْعَوْنَ وَمَلَا۟ئِهٖ ؕ اِنَّهُمْ كَانُوْا قَوْمًا فٰسِقِيْنَ ﴿٣٢﴾

৩২. তুমি তোমার হাত জামার বুকের অংশের ভিতরে স্থাপন কর, তা কোনো প্রকার ব্যাধি ব্যতীত অতিশয় দীপ্তিমান হয়ে প্রকাশ পাবে এবং ভয় (দূরীকরণ) হেতু তোমার হাতটি পুনরায় তোমার (জামার ও) বগলের সাথে সংযুক্ত কর, (তাতে পূর্বরূপ প্রাপ্ত হবে,) সুতরাং এ দুটি হচ্ছে তোমার প্রভুর পক্ষ হতে সনদ, ফেরাউন এবং তার নেতৃবৃন্দের নিকট যাওয়ার জন্য; (কেননা,) তারা তো সত্যত্যাগী সম্প্রদায়।

قَالَ رَبِّ اِنِّيْ قَتَلْتُ مِنْهُمْ نَفْسًا فَاَخَافُ اَنْ يَّقْتُلُوْنِ ﴿٣٣﴾

৩৩. তিনি নিবেদন করলেন, হে আমার প্রতিপালক! আমি তাদের এক ব্যক্তিকে হত্যা ,করেছিলাম, অতএব, আশঙ্কা হয় যে, তারা আমাকে হত্যা করবে।

وَاَخِيْ هٰرُوْنُ هُوَ اَفْصَحُ مِنِّيْ لِسَانًا فَاَرْسِلْهُ مَعِيَ رِدْاً يُّصَدِّقُنِيْٓ ۫ اِنِّيْٓ اَخَافُ اَنْ يُّكَذِّبُوْنِ ﴿٣٤﴾

৩৪. আর আমার ভ্রাতা হারূন আমার অপেক্ষা বাকপটু, সুতরাং তাঁকে আমার সাহায্যকারীরূপে আমার সাথে নবুয়ত প্রদান করুন, তিনি আমার সত্যতা প্রতিপাদন করবেন, আমার আশঙ্কা হয়, তারা আমাকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করবে।

قَالَ سَنَشُدُّ عَضُدَكَ بِاَخِيْكَ وَنَجْعَلُ لَكُمَا سُلْطٰنًا فَلَا يَصِلُوْنَ اِلَيْكُمَا ۛ بِاٰيٰتِنَا ۛ اَنْتُمَا وَمَنِ اتَّبَعَكُمَا الْغٰلِبُوْنَ ﴿٣٥﴾

৩৫. আল্লাহ বললেন, আমি এখনই তোমার ভাইকে সঙ্গে দিয়ে তোমার বাহু সুদৃঢ় করে দিচ্ছি এবং আমি তোমাদের উভয়কে এক বিশেষ প্রভাব প্রদান করছি যে, তারা তোমাদের কাছেও পৌছতে পারবে না, তোমরা আমার মু'জিযাগুলোসহ যাও, তোমরা এবং যারা তোমাদের উভয়ের অনুসরণ করবে জয়ী থাকবে।

শাব্দিক অনুবাদ :

৩২. اُسْلُكْ يَدَكَ তুমি তোমার হাত স্থাপন কর فِيْ جَيْبِكَ জামার বুকের অংশের ভিতরে تَخْرُجْ بَيْضَآءَ তা অতিশয় দীপ্তিময় হয়ে প্রকাশ পাবে مِنْ غَيْرِ سُوْٓءٍ কোনো প্রকার ব্যাধি ব্যতীত وَّاضْمُمْ اِلَيْكَ جَنَاحَكَ এবং তোমার হাতটি পুনরায় তোমার বগলের সাথে সংযুক্ত কর مِنَ الرَّهْبِ ভয় (দূরীকরণ) হেতু فَذٰنِكَ بُرْهَانٰنِ সুতরাং এদুটি হচ্ছে সনদ مِنْ رَّبِّكَ তোমার প্রভুর পক্ষ হতে اِلٰى فِرْعَوْنَ وَمَلَا۟ئِهٖ ফেরাউন এবং তার নেতৃবৃন্দের নিকট যাওয়ার জন্য اِنَّهُمْ كَانُوْا قَوْمًا فٰسِقِيْنَ তারা অত্যন্ত সত্যত্যাগী সম্প্রদায়।

৩৩. قَالَ তিনি নিবেদন করলেন رَبِّ হে আমার প্রতিপালক! اِنِّيْ قَتَلْتُ مِنْهُمْ نَفْسًا আমি তাদের এক ব্যক্তিকে হত্যা করেছিলাম فَاَخَافُ অতএব, আশঙ্কা হয় যে, اَنْ يَّقْتُلُوْنِ তারা আমাকে হত্যা করবে।

৩৪. وَاَخِيْ هٰرُوْنُ আর আমার ভ্রাতা হারূন هُوَ اَفْصَحُ مِنِّيْ لِسَانًا আমার অপেক্ষা বাকপটু فَاَرْسِلْهُ مَعِيَ সুতরাং তাকে আমার সাথে নবুয়ত প্রদান করুন رِدْاً আমার সাহায্যকারী রূপে يُّصَدِّقُنِيْٓ তিনি আমার সত্যতা প্রতিপাদন করবেন اِنِّيْٓ اَخَافُ আমার আশঙ্কা হয় اَنْ يُّكَذِّبُوْنِ তারা আমাকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করবে।

৩৫. قَالَ আল্লাহ বললেন سَنَشُدُّ عَضُدَكَ আমি এখনই তোমার বাহু সুদৃঢ় করে দিচ্ছি بِاَخِيْكَ তোমার ভ্রাতাকে সঙ্গে দিয়ে وَنَجْعَلُ لَكُمَا, এবং আমি তোমাদের উভয়কে এক বিশেষ প্রভাব প্রদান করছি যে, فَلَا يَصِلُوْنَ اِلَيْكُمَا তারা তোমাদের কাছেও পৌছতে পারবে না بِاٰيٰتِنَا তোমরা আমার মু'জিযাগুলোসহ যাও اَنْتُمَا وَمَنِ اتَّبَعَكُمَا তোমরা এবং যারা তোমাদের উভয়ের অনুসরণ করবে الْغٰلِبُوْنَ জয়ী থাকবে।

https://e-ilm.weebly.com/

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

فَلَمَّا قَضٰى مُوْسَى الْاَجَلَ : অর্থাৎ হযরত মূসা (আ.) চাকুরীর নির্দিষ্ট আট বছর বাধ্যতামূলক এবং দুই বছর ঐচ্ছিক মেয়াদ পূর্ণ করলেন। এখানে প্রশ্ন হয় যে, হযরত মূসা (আ.) আট বছরের মেয়াদ পূর্ণ করেছিলেন, না দশ বছরের? সহীহ্ বুখারীতে আছে, হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) কে এই প্রশ্ন করা হলে তিনি বললেন, অধিক মেয়াদ অর্থাৎ দশ বছর পূর্ণ করেছিলেন। পয়গম্বরগণ যা বলেন তা পূর্ণ করেন। রাসূলুল্লাহ ﷺ ও প্রাপককে তার প্রাপ্যের চাইতে বেশি দিতেন এবং তিনি উম্মতকেও নির্দেশ দিয়েছেন যে, চাকরি, পারিশ্রমিক ও কেনাবেচার ক্ষেত্রে ত্যাগ স্বীকার করবে।

نُوْدِيَ مِنْ شَاطِئِ الْوَادِ الْاَيْمَنِ .... اِنِّيْ اَنَا اللّٰهُ رَبُّ الْعٰلَمِيْنَ : এই বিষয়বস্তু সূরা তোয়াহা ও সূরা নামলে বর্ণিত হয়েছে। সূরা তোয়াহায় اِنِّيْ اَنَا اللّٰهُ رَبُّ সূরা নমলে نُوْدِيَ اَنْ بُوْرِكَ مَنْ فِي النَّارِ এবং আলোচ্য সূরায় اِنِّيْ اَنَا رَبُّكَ الْعٰلَمِيْنَ বলা হয়েছে। বিভিন্ন সূরায় উল্লিখিত এসব আয়াতের ভাষা বিভিন্নরূপ হলেও অর্থ প্রায় একই। প্রত্যেক জায়গায় উপযুক্ত ভাষায় ঘটনা বিধৃত হয়েছে। অগ্নির আকারে এই তাজাল্লী ছিল রূপক তাজাল্লী। কারণ সত্তাগত তাজাল্লী এই দুনিয়াতে কেউ প্রত্যক্ষ করতে পারে না। সত্তাগত তাজাল্লীর দিক দিয়ে স্বয়ং হযরত মূসা (আ.)-কে لَنْ تَرَانِيْ বলা হয়েছে। অর্থাৎ তুমি আমাকে প্রত্যক্ষ করতে পারবে না। মানে, আমার সত্তাকে দেখতে পারবে না।

সৎকর্ম দ্বারা স্থানও বরকতময় হয়ে যায় : فِي الْبُقْعَةِ الْمُبَارَكَةِ তূর পর্বতের এই স্থানকে কুরআন পাক 'বরকতময় ভূমি' বলেছে। বলা বাহুল্য, এর বরকতময় হওয়ার কারণ আল্লাহ্‌র তাজাল্লী, যা আগুনের আকারে এ স্থানে প্রদর্শিত হয়েছে। এ থেকে জানা গেল যে, যে স্থানে কোনো গুরুত্বপূর্ণ সৎকর্ম অনুষ্ঠিত হয়, সে স্থানও বরকতময় হয়ে যায়।

ওয়াজে বিশুদ্ধতা ও প্রাঞ্জলতা কাম্য : هُوَ اَفْصَحُ مِنِّيْ لِسَانًا এ থেকে জানা গেল যে, ওয়াজ ও প্রচারকার্যে ভাষার প্রাঞ্জলতা ও প্রশংসনীয় বর্ণনাভঙ্গি কাম্য। এই গুণ অর্জনে প্রচেষ্টা চালানো নিন্দনীয় নয়।

হযরত মূসা (আ.)-এর নবুয়ত লাভ : আলোচ্য আয়াতে اَلْبُقْعَةُ الْمُبَارَكَةُ বলে পবিত্র ও বরকতময় স্থান উদ্দেশ্য করা হয়েছে। কেননা এ স্থানেই আল্লাহ পাক হযরত মূসা ﷺ-এর সঙ্গে কথা বলেছেন এবং তাঁকে নবুয়ত ও রেসালত দানে ধন্য করেছেন।

তাফসীরকার আতা (র.) বলেছেন, আলোচ্য আয়াতের মোবারাকাহ শব্দটির অর্থ হলো মোকাদ্দাস বা পবিত্র, কেননা অন্যত্র এর স্থলে 'আল মোকাদ্দাস' শব্দটি ব্যবহৃত হয়েছে।

اَلشَّجَرَةُ **অর্থ-বৃক্ষ**। এ বৃক্ষটি ঐ পবিত্র স্থানের এক পার্শ্বে ছিল। হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা.) বলেছেন, এ বৃক্ষটি ছিল সবুজে পরিপূর্ণ এবং অত্যন্ত চমকদার।

তাফসীরকার কাতাদা, কালবী এবং মোকাতেল (র.) বলেছেন, এ বৃক্ষটির নাম ছিল আওজাহ। আর ওহাব ইবনে মুনাব্বিহ (র.) বলেছেন, এর নাম ছিল আলীক। আর হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা.) বলেছেন, এটি ছিল আজব বৃক্ষ।

আলোচ্য আয়াতে আরো একটি বিষয় প্রণিধানযোগ্য যে, এ আয়াতে ইরশাদ হয়েছে–اَنَا اللّٰهُ رَبُّ الْعٰلَمِيْنَ আর সূরা নামলে ইরশাদ হয়েছে– اَنَا اللّٰهُ الْعَزِيْزُ الْحَكِيْمُ এবং সূরা ত্বা-হায় ইরশাদ হয়েছে– اَنَا رَبُّكَ তাফসীরকারগণ বলেছেন, তিনটি সূরায় যদিও ভাষার পার্থক্য রয়েছে, কিন্তু উদ্দেশ্য একই। যদিও বিভিন্ন সূরায় বিভিন্ন শব্দ ব্যবহৃত হয়েছে, তথাপি একই অর্থ এবং উদ্দেশ্য নির্দিষ্ট রয়েছে। অথবা কথা বলার সময় আল্লাহ পাক উল্লিখিত সমস্ত গুণাবলির উল্লেখ করেছেন। কিন্তু কুরআনে কারীমে যখন এর বিবরণ প্রদান করেছেন, তখন অল্প অল্প করে বিভিন্ন বৈশিষ্ট্যের উল্লেখ করেছেন। যেমন সূরা ত্বা-হায় ইরশাদ হয়েছে–فَاخْلَعْ نَعْلَيْكَ اِنَّكَ بِالْوَادِ الْمُقَدَّسِ طُوًى অর্থাৎ [হে মূসা!] তোমার জুতা খুলে নাও, কেননা তুমি পবিত্র ভূমিতে রয়েছে।

আর সূরা নামলে ইরশাদ হয়েছে– بُوْرِكَ مَنْ فِي النَّارِ وَمَنْ حَوْلَهَا অর্থাৎ "যিনি আগুনের অনুসন্ধানে রয়েছেন, তিনি মোবারক।" এমন অবস্থায় এর দ্বারা হযরত মূসা (আ.)-কে উদ্দেশ্য করা হয়েছে। অর্থাৎ وَمَنْ حَوْلَهَا অর্থাৎ "যারা তার চারপার্শ্বে" এর দ্বারা ফেরেশতাগণকে উদ্দেশ্য করা হয়েছে।

https://e-ilm.weebly.com/

https://e-ilm.weebly.com/

আল্লামা বগভী (র.) এ বাক্যাংশের ব্যাখ্যায় বলেছেন, তুমি তোমার ভয়কে দূর কর। কেননা ভীত ব্যক্তির মন চরম অস্থির হয় এবং তার দেহ কম্পমান হয়। আর বক্ষের উপর হাত রাখলে এ অবস্থা দূরীভূত হয়।

ফাররা (র.) বলেছেন, আলোচ্য বাক্যাংশে جَنَاحَ শব্দটি দ্বারা লাঠি উদ্দেশ্য করা হয়েছে, অর্থাৎ লাঠিকে তোমার কাছে টেনে নাও। যেহেতু লাঠিটি অজগর সাপে পরিণত হয়েছে এবং লাঠিকে ছেড়ে দিয়ে হাতকে ছড়িয়ে রেখেছেন, তাই ইরশাদ হয়েছে যে, তুমি লাঠিকে নিজের দিকে টেনে নাও, আর তা করার সঙ্গে সঙ্গে অজগর রূপী লাঠিটি পুনরায় লাঠিতে পরিণত হয়।

فَذٰنِكَ بُرْهَانٰنِ مِنْ رَّبِّكَ اِلٰى فِرْعَوْنَ وَمَلَائِهٖ اِنَّهُمْ كَانُوْا قَوْمًا فٰسِقِيْنَ : অর্থাৎ এই লাঠি এবং আলোকময় হাত– এ দু'টি মু'জিযা তোমার প্রতিপালকের তরফ থেকে তোমার নবুয়তের দলিল প্রমাণ হিসেবে প্রদান করা হলো। ফেরাউন ও তার দলবলের নিকট যাওয়ার জন্য এ দু'টি হলো তোমার নিকট দলিল, এতে কোনো সন্দেহ নেই যে, তারা অত্যন্ত নাফরমান, পাপিষ্ঠ সম্প্রদায়। তোমার নবুয়ত ও রেসালতের এ দুটি জীবন্ত নিদর্শন নিয়ে তুমি তাদের নিকট যাও!।

–[তাফসীরে মাযহারী খ. পৃ. ১১৭-১১৮]

শব্দ বিশ্লেষণ :

سَارَ : সীগাহ واحد مذكر غائب বহছ ماضى معروف বাব ضَرَبَ মাসদার سَيْرٌ মূলবর্ণ (س - ى - ر) জিনস اجوف يائى অর্থ– তিনি যাত্রা করলেন।

اٰنَسَ : সীগাহ واحد مذكر غائب বহছ ماضى معروف বাব اِفْعَالٌ মাসদার اِيْنَاسٌ মূলবর্ণ (أ - ن - س) জিনস مهموز فاء অর্থ– তিনি দেখতে পেলেন।

اُمْكُثُوْا : সীগাহ جمع مذكر حاضر বহছ امر حاضر معروف বাব نَصَرَ মাসদার مَكْثٌ মূলবর্ণ (م - ك - ث) জিনস صحيح অর্থ– তোমরা অপেক্ষা কর।

اٰنَسْتُ : সীগাহ واحد متكلم বহছ ماضى معروف বাব اِفْعَالٌ মাসদার اِيْنَاسٌ মূলবর্ণ (أ - ن - س) জিনস مهموز فاء অর্থ– আমি দেখতে পাচ্ছি।

تَصْطَلُوْنَ : সীগাহ جمع مذكر حاضر বহছ مضارع معروف বাব اِفْتِعَالٌ মাসদার اِصْطِلَاءٌ মূলবর্ণ (ص - ل - ى) জিনস ناقص يائى অর্থ– তোমরা আগুন পোহাতে পার।

نُوْدِىَ : সীগাহ واحد مذكر غائب বহছ ماضى مجهول বাব مُفَاعَلَة মাসদার نِدَاءٌ মূলবর্ণ (ن - د - ى) জিনস ناقص يائى অর্থ– আওয়াজ আসল, তাকে ডাকা হলো।

اُضْمُمْ : সীগাহ واحد مذكر حاضر বহছ امر حاضر معروف বাব نَصَرَ মাসদার ضَمٌّ মূলবর্ণ (ض - م - م) জিনস مضاعف ثلاثى অর্থ– তুমি পুনরায় সংযুক্ত কর।

اَفْصَحُ : সীগাহ واحد مذكر বহছ اسم تفضيل বাব فَتَحَ মাসদার فَصَحٌ মূলবর্ণ (ف - ص - ح) জিনস صحيح অর্থ– অধিক বাকপটু।

বাক্য বিশ্লেষণ :

اُسْلُكْ يَدَكَ فِىْ جَيْبِكَ تَخْرُجْ بَيْضَاءَ مِنْ غَيْرِ سُوْءٍ : এখানে اُسْلُكْ ফে'ল তার উহ্য যমীর ফায়েল يَدَكَ মাফউলে বিহী, আর فِىْ جَيْبِكَ হলো اُسْلُكْ-এর সাথে মুতা'আল্লিক। تَخْرُجْ ফেল তার উহ্য যমীর هِىَ হলো ফায়েল আর بَيْضَاءَ হলো حال আর مِنْ غَيْرِ سُوْءٍ হলো بَيْضَاءَ-এর সাথে মুতা'আল্লিক।

https://e-ilm.weebly.com/

৩৬. অতঃপর যখন মূসা তাদের নিকট আমার সুস্পষ্ট নিদর্শনাবলিসহ উপস্থিত হলেন, তখন তারা বলল, এটা তো কেবল একটা জাদু, (মু'জিযা আখ্যা দিয়ে) মিথ্যা অপবাদ দেওয়া হচ্ছে, আর আমরা এমন ব্যাপার কখনও শুনিনি যে, আমাদের পূর্বপুরুষদের যুগেও হয়েছিল।	فَلَمَّا جَآءَهُمْ مُّوسٰى بِاٰيٰتِنَا بَيِّنٰتٍ قَالُوْا مَا هٰذَآ اِلَّا سِحْرٌ مُّفْتَرًى وَّمَا سَمِعْنَا بِهٰذَا فِيْٓ اٰبَآئِنَا الْاَوَّلِيْنَ ﴿٣٦﴾
৩৭. এবং মূসা বললেন, আমার প্রতিপালক সেই ব্যক্তিকে খুব ভালো করে জানেন, যেই ব্যক্তি তাঁর নিকট হতে সত্য ধর্ম নিয়ে এসেছে এবং যার পরিণাম ইহজগত অপেক্ষা উত্তম হবে; নিঃসন্দেহে অনাচারীরা কখনও সুফল প্রাপ্ত হবে না।	وَقَالَ مُوسٰى رَبِّيْٓ اَعْلَمُ بِمَنْ جَآءَ بِالْهُدٰى مِنْ عِنْدِهٖ وَمَنْ تَكُوْنُ لَهٗ عَاقِبَةُ الدَّارِ ۭ اِنَّهٗ لَا يُفْلِحُ الظّٰلِمُوْنَ ﴿٣٧﴾
৩৮. এবং ফেরাউন (নিজের লোকদেরকে) বলল, হে সভাসদবৃন্দ! আমি ভিন্ন তোমাদের অন্য উপাস্য আছে বলে তো আমার মনে হয় না, হে হামান! তুমি আমার জন্য মৃত্তিকাকে আগুনে পোড়াও, (অর্থাৎ ইট প্রস্তুত কর,) অতঃপর আমার জন্য একটি সুউচ্চ প্রাসাদ নির্মাণ কর যেন আমি মূসার মা'বূদের সন্ধান নিতে পারি, আর আমি তো মূসাকে মিথ্যাবাদী বলে মনে করি।	وَقَالَ فِرْعَوْنُ يٰٓاَيُّهَا الْمَلَاُ مَا عَلِمْتُ لَكُمْ مِّنْ اِلٰهٍ غَيْرِيْ ۚ فَاَوْقِدْ لِيْ يٰهَامٰنُ عَلَى الطِّيْنِ فَاجْعَلْ لِّيْ صَرْحًا لَّعَلِّيْٓ اَطَّلِعُ اِلٰٓى اِلٰهِ مُوسٰى ۙ وَاِنِّيْ لَاَظُنُّهٗ مِنَ الْكٰذِبِيْنَ ﴿٣٨﴾

শাব্দিক অনুবাদ :

৩৬. فَلَمَّا جَآءَهُمْ مُّوسٰى অতঃপর যখন মূসা তাদের নিকট উপস্থিত হলেন بِاٰيٰتِنَا بَيِّنٰتٍ আমার সুস্পষ্ট নিদর্শনাবলিসহ قَالُوْا তখন তারা বলল مَا هٰذَآ اِلَّا سِحْرٌ مُّفْتَرًى এটাতো কেবল একটা জাদু وَّمَا سَمِعْنَا بِهٰذَا আর আমরা এমন ব্যাপার কখনো শুনিনি যে, فِيْٓ اٰبَآئِنَا الْاَوَّلِيْنَ আমাদের পূর্বপুরুষদের যুগেও হয়েছিল।

৩৭. وَقَالَ مُوسٰى এবং মূসা বললেন رَبِّيْٓ اَعْلَمُ আমার রব সেই ব্যক্তিকে খুব ভালো করে জানেন بِمَنْ جَآءَ بِالْهُدٰى যে ব্যক্তি সত্য ধর্ম নিয়ে এসেছে مِنْ عِنْدِهٖ তাঁর নিকট হতে, وَمَنْ تَكُوْنُ لَهٗ عَاقِبَةُ الدَّارِ এবং যার পরিণাম ইহজগত অপেক্ষা উত্তম হবে اِنَّهٗ لَا يُفْلِحُ الظّٰلِمُوْنَ নিঃসন্দেহে অনাচারীরা কখনও সুফল প্রাপ্ত হবে না।

৩৮. وَقَالَ فِرْعَوْنُ এবং ফেরাউন বলল يٰٓاَيُّهَا الْمَلَاُ হে সভাসদবৃন্দ! مَا عَلِمْتُ আমার মনে হয় না لَكُمْ مِّنْ اِلٰهٍ غَيْرِيْ আমি ভিন্ন তেমাদের অন্য উপাস্য আছে বলে فَاَوْقِدْ لِيْ يٰهَامٰنُ عَلَى الطِّيْنِ হে হামান! তুমি আমার জন্য মৃত্তিকাকে আগুনে পোড়াও فَاجْعَلْ لِّيْ صَرْحًا অতঃপর আমার জন্য একটি সুউচ্চ প্রাসাদ নির্মাণ কর لَّعَلِّيْٓ اَطَّلِعُ اِلٰٓى اِلٰهِ مُوسٰى যেন আমি মূসার মাবূদের সন্ধান নিতে পারি وَاِنِّيْ لَاَظُنُّهٗ مِنَ الْكٰذِبِيْنَ, আর আমি তো মূসাকে মিথ্যাবাদী বলেই মনে করি।

https://e-ilm.weebly.com/

৩৯. আর ফেরাউন ও তার বাহিনী পৃথিবীতে অন্যায়ভাবে অহংকার করেছিল, আর এরূপ মনে করত যে, তাদেরকে আমার সমীপে ফিরে আসতে হবে না।	وَاسْتَكْبَرَ هُوَ وَجُنُوْدُهٗ فِى الْاَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ وَظَنُّوْٓا اَنَّهُمْ اِلَيْنَا لَا يُرْجَعُوْنَ ۝٣٩
৪০. সুতরাং আমি তাকে এবং তার অনুবর্তীদেরকে পাকড়াও করে নদীতে নিক্ষেপ করলাম (ডুবিয়ে মারলাম), অতএব, দেখুন, অনাচারীদের পরিণাম কেমন হলো।	فَاَخَذْنٰهُ وَجُنُوْدَهٗ فَنَبَذْنٰهُمْ فِى الْيَمِّ ۚ فَانْظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الظّٰلِمِيْنَ ۝٤٠
৪১. আর আমি তাদেরকে এমন নেতা বানিয়েছিলাম, যারা (লোকদেরকে) দোজখের প্রতি আহ্বান করছিল এবং কিয়ামত দিবসে তাদেরকে সাহায্য করা হবে না।	وَجَعَلْنٰهُمْ اَئِمَّةً يَّدْعُوْنَ اِلَى النَّارِ ۚ وَيَوْمَ الْقِيٰمَةِ لَا يُنْصَرُوْنَ ۝٤١
৪২. আর পৃথিবীতেও আমি তাদের পশ্চাতে অভিসম্পাত লাগিয়ে দিয়েছি, এবং কিয়ামত দিবসেও তারা দুর্দশাগ্রস্ত লোকদের অন্তর্ভুক্ত থাকবে।	وَاَتْبَعْنٰهُمْ فِىْ هٰذِهِ الدُّنْيَا لَعْنَةً ۚ وَيَوْمَ الْقِيٰمَةِ هُمْ مِّنَ الْمَقْبُوْحِيْنَ ۝٤٢ ع
৪৩. আর আমি মূসাকে পূর্ববর্তী উম্মতদের (নূহ-সম্প্রদায় এবং আ'দ ও সামূদ সম্প্রদায়ের) ধ্বংস করার পর কিতাব দান করেছিলাম, তা মানুষের জন্য জ্ঞান লাভের উপকরণ এবং হেদায়েত ও রহমত ছিল যেন তারা উপদেশ গ্রহণ করতে পারে।	وَلَقَدْ اٰتَيْنَا مُوْسَى الْكِتٰبَ مِنْۢ بَعْدِ مَآ اَهْلَكْنَا الْقُرُوْنَ الْاُوْلٰى بَصَآئِرَ لِلنَّاسِ وَهُدًى وَّرَحْمَةً لَّعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُوْنَ ۝٤٣

শাব্দিক অনুবাদ :

৩৯. وَاسْتَكْبَرَ هُوَ وَجُنُوْدُهٗ আর ফেরাউন ও তার বাহিনী অহংকার করেছিল فِى الْاَرْضِ পৃথিবীতে بِغَيْرِ الْحَقِّ অন্যায়ভাবে وَظَنُّوْٓا আর এরূপ মনে করত যে اَنَّهُمْ اِلَيْنَا لَا يُرْجَعُوْنَ তাদেরকে আমার সমীপে ফিরে আসতে হবে না।

৪০. فَاَخَذْنٰهُ وَجُنُوْدَهٗ সুতরাং আমি তাকে ও তার অনুবর্তীদেরকে পাকড়াও করে فَنَبَذْنٰهُمْ فِى الْيَمِّ নদীতে নিক্ষেপ করলাম فَانْظُرْ অতএব দেখুন كَيْفَ كَانَ কেমন হলো عَاقِبَةُ الظّٰلِمِيْنَ অনাচারীদের পরিণাম।

৪১. وَجَعَلْنٰهُمْ اَئِمَّةً আর আমি তাদেরকে এমন নেতা বানিয়েছিলাম يَّدْعُوْنَ اِلَى النَّارِ যারা (লোকদেরকে) দোজখের প্রতি আহ্বান করছিল وَيَوْمَ الْقِيٰمَةِ لَا يُنْصَرُوْنَ এবং কিয়ামত দিবসে তাদেরকে সাহায্য করা হবে না।

৪২. وَاَتْبَعْنٰهُمْ فِىْ هٰذِهِ الدُّنْيَا لَعْنَةً আর পৃথিবীতেও আমি তাদের পশ্চাতে অভিসম্পাত লাগিয়ে দিয়েছি وَيَوْمَ الْقِيٰمَةِ هُمْ এবং কিয়ামত দিবসেও তারা مِّنَ الْمَقْبُوْحِيْنَ দুর্দশাগ্রস্ত লোকদের অন্তর্ভুক্ত থাকবে।

৪৩. وَلَقَدْ اٰتَيْنَا আর আমি দান করেছিলাম مُوْسَى মূসাকে الْكِتٰبَ কিতাব مِنْۢ بَعْدِ পর مَآ اَهْلَكْنَا الْقُرُوْنَ الْاُوْلٰى পূর্ববর্তী উম্মতদের ধ্বংস করার بَصَآئِرَ لِلنَّاسِ তা মানুষের জন্য জ্ঞান লাভের উপকরণ وَهُدًى এবং হেদায়েত وَّرَحْمَةً এবং রহমত ছিল لَّعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُوْنَ যেন তারা উপদেশ গ্রহণ করতে পারে।

https://e-ilm.weebly.com/

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

فَاَوْقِدْ لِىْ يٰهَامَانُ عَلَى الطِّيْنِ : ফেরাউন সুউচ্চ প্রাসাদ নির্মাণ করার ইচ্ছা করেছিল। তাই সে উজির হামানকে মাটির ইট পুড়ে পাকা করার আদেশ করল। কারণ কাঁচা ইট দ্বারা বিশাল ও সুউচ্চ প্রাসাদ নির্মিত হতে পারে না। কেউ কেউ বলেন, ফেরাউনের এই ঘটনার পূর্বে পাকা ইটের প্রচলন ছিল না। সর্বপ্রথম ফেরাউন এটা আবিষ্কার করেছে। ঐতিহাসিক রেওয়ায়েতে আছে, হামান এই প্রাসাদ নির্মাণের জন্যে পঞ্চাশ হাজার রাজমিস্ত্রী যোগাড় করল। মজুর এবং কাঠ ও লোহার কাজ যারা করত, তাদের সংখ্যা ছিল এর অতিরিক্ত। প্রাসাদটি এত উচ্চ নির্মিত হয়েছিল যে, তখনকার যুগে এত উচ্চ প্রাসাদ কোথাও ছিল না। প্রাসাদের নির্মাণ কাজ সমাপ্ত হলে পরে আল্লাহ তা'আলা হযরত জিবরাঈল (আ.) কে আদেশ করলেন। তিনি এক আঘাতে একে ত্রিখণ্ডিত করে ভূমিসাৎ করে দিলেন। ফলে ফেরাউনের হাজারো সিপাহী এর নীচে চাপা পড়ে প্রাণ ত্যাগ করে –[কুরতুবী]

وَجَعَلْنٰهُمْ اَئِمَّةً يَّدْعُوْنَ اِلَى النَّارِ : অর্থাৎ আল্লাহ তা'আলা ফেরাউনের পারিষদবর্গকে দেশ ও জাতির নেতা করে দিয়েছিলেন। কিন্তু এই ভ্রান্ত নেতারা জাতিকে জাহান্নামের দিকে আহ্বান করত। এখানে অধিকাংশ তাফসীরকার জাহান্নামের দিকে আহ্বান করাকে রূপক অর্থে ধরেছেন। অর্থাৎ জাহান্নাম বলে কুফরি কাজকর্ম বোঝানো হয়েছে, যার ফল ছিল জাহান্নাম ভোগ করা। কিন্তু মাওলানা সাইয়্যেদ আনওয়ার শাহ্ কাশ্মীরী (র.)-এর সুচিন্তিত অভিমত (ইবনে আরাবীর অনুকরণে) এই ছিল যে, হুবহু কাজকর্ম পরকালের প্রতিদান হবে। মানুষ দুনিয়াতে যেসব কাজকর্ম করে, বরযখে ও হাশরে সেগুলোই আকার পরিবর্তন করে পদার্থের রূপ ধারণ করবে। সৎকর্মসমূহ পুষ্প ও পুষ্পোদ্যান হয়ে জান্নাতের নিয়ামতে পর্যবসিত হবে এবং কুফর ও জুলুমের কার্যসমূহ সর্প, বিচ্ছু এবং নানারকম আজাবের আকৃতি ধারণ করবে। কাজেই দুনিয়াতে যে ব্যক্তি মানুষকে কুফর ও জুলুমের দিকে আহ্বান করে, সে প্রকৃতপক্ষে জাহান্নামের দিকেই আহ্বান করে; যদিও এ দুনিয়াতে কুফর ও জুলুম জাহান্নাম তথা আগুনের আকারে নয়। এদিক দিয়ে আয়াতে কোনো রূপকতা নেই। এই অভিমত গ্রহণ করা হলে কুরআন পাকের অসংখ্য আয়াতে রূপকতার আশ্রয় নেওয়া থেকে রক্ষা পাওয়া যাবে; উদাহরণত : فَمَنْ يَّعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَّرَهٗ আয়াতে এবং وَوَجَدُوْا مَا عَمِلُوْا حَاضِرًا আয়াতে।

وَيَوْمَ الْقِيٰمَةِ هُمْ مِّنَ الْمَقْبُوْحِيْنَ : مَقْبُوْحٌ শব্দের বহুবচন। مَقْبُوْحِيْنَ অর্থাৎ বিকৃত। উদ্দেশ্য এই যে, কিয়ামতের দিন তাদের মুখমণ্ডল বিকৃত হয়ে কালোবর্ণ এবং চক্ষু নীলবর্ণ ধারণ করবে।

وَلَقَدْ اٰتَيْنَا مُوْسَى الْكِتٰبَ مِنْۢ بَعْدِ مَاۤ اَهْلَكْنَا الْقُرُوْنَ الْاُوْلٰى بَصَاۤئِرَ لِلنَّاسِ : 'পূর্ববর্তী সম্প্রদায়' বলে হযরত নূহ, হূদ, সালেহ ও লূত (আ.)-এর সম্প্রদায় সমূহকে বোঝানো হয়েছে। তারা হযরত মূসা (আ.)-এর পূর্বে অবাধ্যতার কারণে ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়েছিল। بَصَائِرَ শব্দটি بَصِيْرَةٌ-এর বহুবচন। এর শাব্দিক অর্থ জ্ঞান ও অন্তর্দৃষ্টি। এখানে সেই নূর বোঝানো হয়েছে। যা আল্লাহ তা'আলা মানুষের অন্তরে সৃষ্টি করেন। এই নূর দ্বারা মানুষ বস্তুর স্বরূপ দেখতে পারে এবং সত্য ও মিথ্যার পার্থক্য বুঝতে পারে। بَصَاۤئِرَ لِلنَّاسِ এখানে نَاسٌ শব্দ দ্বারা হযরত মূসা (আ.)-এর উম্মত বোঝানো হলে তাতে কোনো খটকা নেই। কারণ সেই উম্মতের জন্য তওরাতই ছিল জ্ঞানের আলোকবর্তিকা। পক্ষান্তরে যদি نَاسٌ শব্দ দ্বারা উম্মতে মুহাম্মদীসহ সমগ্র মানবজাতিকে বোঝানো হয়, তবে প্রশ্ন দেখা দেয় যে, উম্মতে মুহাম্মদীর আমলে যে তাওরাত বিদ্যমান আছে, তা পরিবর্তনের মাধ্যমে বিকৃত হয়ে গেছে। এমতাবস্থায় একে উম্মতে মুহাম্মদীর জন্য জ্ঞানের আলোকবর্তিকা বলা কিরূপে ঠিক হবে? এ ছাড়া এ থেকে জরুরি হয় যে, মুসলমানদেরও তওরাত দ্বারা উপকৃত হওয়া উচিত। অথচ হাদীসের এই ঘটনা সুবিদিত যে, হযরত ওমর ফারূক (রা.) একবার রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর কাছে জ্ঞান বৃদ্ধির উদ্দেশ্যে তাওরাতের উপদেশাবলি পাঠ করার অনুমতি চাইলে রাসূলুল্লাহ ﷺ রাগান্বিত হয়ে বললেন, বর্তমান যুগে মূসা জীবিত থাকলে আমার অনুসরণ ছাড়া তাঁর কোনো গত্যন্তর ছিল না। এর সারমর্ম এই যে, তোমার উচিত আমার শিক্ষা অনুসরণ করা। তাওরাত ও ইনজীলের শিক্ষা দেখা তোমার জন্যে ঠিক নয়। কিন্তু এর জওয়াবে একথা বলা যায় যে, সেই যুগের আহলে-কিতাবের হাতে তওরাতের যে কপি ছিল, তা ছিল পরিবর্তিত এবং যুগ ছিল ইসলামের প্রাথমিক যুগ; যাতে কুরআন-অবতরণ অব্যাহত ছিল। তখন কুরআনের পূর্ণ হেফাজতের উদ্দেশ্যে রাসূলুল্লাহ ﷺ কোনো কোনো সাহাবীকে

https://e-ilm.weebly.com/

হাদীস লিপিবদ্ধ করতে নিষেধ করেছিলেন, যাতে মানুষ কুরআনের সাথে হাদীসকেও জুড়ে না দেয়। এহেন পরিস্থিতিতে অন্য কোনো রহিত খোদায়ী গ্রন্থ পড়া ও পড়ানো সাবধানতার পরিপন্থি ছিল। এ থেকে জরুরি নয় যে, সর্বাবস্থায় তাওরাত ও ইনজীল পাঠ করা নিষিদ্ধ করা হয়েছে। এই কিতাবসমূহের যে যে অংশে রাসূলুল্লাহ ﷺ সম্পর্কে ভবিষ্যদ্বাণী লিপিবদ্ধ আছে, সে সব অংশ পাঠ করা ও উদ্ধৃত করা সাহাবায়ে কেরাম থেকে প্রমাণিত ও প্রচলিত আছে। হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে সালাম ও কা'ব আহবার এ ব্যাপারে সমধিক প্রসিদ্ধ। অন্য সাহাবীগণও তাদের একাজ অপছন্দ করেননি। কাজেই আয়াতের সারমর্ম হবে এই যে, তওরাত ও ইনজীলে যেসব অপরিবর্তিত বিষয়বস্তু অদ্যাবধি বিদ্যমান আছে, এবং জ্ঞানের আলোকবর্তিকারূপে আছে, সেগুলো দ্বারা উপকৃত হওয়া বৈধ। কিন্তু বলাবাহুল্য, এগুলো দ্বারা একমাত্র তাঁরাই উপকৃত হতে পারেন, যারা পরিবর্তিত ও অপরিবর্তিতের মধ্যে পার্থক্য নির্ণয়ে সক্ষম এবং শুদ্ধ ও অশুদ্ধ বুঝতে পারেন। তাঁরা হলেন বিশেষজ্ঞ আলেম শ্রেণি। জনসাধারণের উচিত এ থেকে বেঁচে থাকা। নতুবা তারা বিভ্রান্ত হয়ে যেতে পারে। সত্য ও মিথ্যা বিমিশ্রিত অন্যান্য কিতাবের বিধান তা-ই। জনসাধারণের এগুলো পাঠ করা থেকে বিরত থাকা উচিত। বিশেষজ্ঞগণ পাঠ করলে কোনো ক্ষতি নেই।

শব্দ বিশ্লেষণ :

مُفْتَرًى : সীগাহ واحد مذكر বহছ اسم مفعول বাব اِفْتِعَالٌ মাসদার اِفْتِرَاءً মূলবর্ণ (ف ـ ر ـ ى) জিনস ناقص يائى অর্থ– মিথ্যা অপবাদ দেওয়া হয়েছে।

فَاَوْقِدْ : সীগাহ واحد مذكر حاضر বহছ امر حاضر معروف বাব اِفْعَالٌ মাসদার اِيْقَادٌ মূলবর্ণ (و ـ ق ـ د) জিনস مثال واوى অর্থ– তুমি আগুনে পোড়াও।

اَطَّلِعُ : সীগাহ واحد متكلم বহছ مضارع معروف বাব اِفْتِعَالٌ মাসদার اِطِّلَاعٌ মূলবর্ণ (ط ـ ل ـ ع) জিনস صحيح অর্থ– আমি সন্ধান নিতে পারি।

لَاَظُنُّهٗ : সীগাহ واحد متكلم বহছ فعل مضارع معروف বাব ضَرَبَ মাসদার ظَنٌّ মূলবর্ণ (ظ ـ ن ـ ن) জিনস مضاعف ثلاثى অর্থ– আমি তো (মূসাকে) মনে করি।

اِسْتَكْبَرَ : সীগাহ واحد مذكر غائب বহছ فعل ماضى معروف বাব اِسْتِفْعَالٌ মাসদার اِسْتِكْبَارٌ মূলবর্ণ (ك ـ ب ـ د) জিনস صحيح অর্থ– সে অহংকার করেছিল।

اَتْبَعْنٰهُمْ : সীগাহ جمع متكلم বহছ ماضى معروف বাব اِفْعَالٌ মাসদার اِتْبَاعٌ মূলবর্ণ (ت ـ ب ـ ع) জিনস صحيح অর্থ– আমি তাদের পশ্চাদে লাগিয়ে দিয়েছি।

اَلْمَقْبُوْحِيْنَ : সীগাহ جمع مذكر বহছ اسم مفعول বাব كَرُمَ মাসদার قَبَاحَةٌ মূলবর্ণ (ق ـ ب ـ ح) জিনস صحيح অর্থ– দুর্দশাগ্রস্ত লোকজন।

বাক্য বিশ্লেষণ :

لَعَلِّىْٓ اَطَّلِعُ اِلٰٓى اِلٰهِ مُوْسٰى اِنِّىْ لَاَظُنُّهٗ مِنَ الْكٰذِبِيْنَ : এখানে لَعَلِّىْ -এর لَعَلَّ হলো حرف مشبه بالفعل আর ياء হলো اسم لَعَلَّ আর اَطَّلِعُ বাক্যটি خبر لَعَلَّ আর اِلٰى اِلٰهِ مُوْسٰى টা اَطَّلِعُ-এর সাথে متعلق হয়েছে। আর وَاِنِّىْ -এর واو টি হলো আতেফা اِنِّىْ হলো হরফে মুশাববাহ বিল ফে'ল ও اسم اِنَّ আর لَاَظُنُّهٗ ফে'ল, ফায়েল ও প্রথম মাফউলে বিহী মিলে خبر اِنَّ হয়েছে। আর مِنَ الْكٰذِبِيْنَ হলো দ্বিতীয় মাফউলের স্থানে।

[ই'রাবুল কুরআন ম খণ্ড : পৃ. ৬১৪]

https://e-ilm.weebly.com/

৪৪. আর হে মুহাম্মদ (সা.)! আপনি তো (তূর পর্বতের) পশ্চিম পার্শ্বে ছিলেন না যখন আমি মূসাকে আদেশসমূহ (তাওরাত) দান করেছিলাম এবং আপনি তো সেই সমস্ত লোকদের মধ্যেই ছিলেন না, যারা (তখন) বিদ্যমান ছিল,	وَمَا كُنْتَ بِجَانِبِ الْغَرْبِيِّ اِذْ قَضَيْنَآ اِلٰى مُوْسَى الْاَمْرَ وَمَا كُنْتَ مِنَ الشّٰهِدِيْنَ ﴿٤٤﴾
৪৫. কিন্তু (অবস্থা এই যে,) আমি (মূসার পরে) বহু সম্প্রদায়কে সৃষ্টি করেছি, অতঃপর তাদের উপর বহুকাল অতিবাহিত হয়ে গিয়েছে, আর আপনি মাদইয়ানবাসীদের মধ্যেও অবস্থানকারী ছিলেন না যে, আপনি আমার আয়াতগুলো এ সমস্ত লোককে পাঠ করে শুনাচ্ছেন, কিন্তু আমিই তো রাসূল প্রেরণকারী।	وَلٰكِنَّآ اَنْشَاْنَا قُرُوْنًا فَتَطَاوَلَ عَلَيْهِمُ الْعُمُرُ ۚ وَمَا كُنْتَ ثَاوِيًا فِيْٓ اَهْلِ مَدْيَنَ تَتْلُوْا عَلَيْهِمْ اٰيٰتِنَا ۙ وَلٰكِنَّا كُنَّا مُرْسِلِيْنَ ﴿٤٥﴾
৪৬. আর আপনি তূর পর্বতের (পশ্চিম) পার্শ্বে তখনও ছিলেন না যখন আমি মূসাকে ডেকেছিলাম, কিন্তু এটা আপনার প্রতিপালকের পক্ষ থেকে দয়া স্বরূপ, যেন আপনি এমন লোকদের ভয় প্রদর্শন করেন, যাদের প্রতি আপনার পূর্বে কোনো ভয় প্রদর্শনকারী নবী আসেননি, যেন তারা নসিহত গ্রহণ করে।	وَمَا كُنْتَ بِجَانِبِ الطُّوْرِ اِذْ نَادَيْنَا وَلٰكِنْ رَّحْمَةً مِّنْ رَّبِّكَ لِتُنْذِرَ قَوْمًا مَّآ اَتٰىهُمْ مِّنْ نَّذِيْرٍ مِّنْ قَبْلِكَ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُوْنَ ﴿٤٦﴾

শাব্দিক অনুবাদ :

৪৪. وَمَا كُنْتَ আর হে মুহাম্মদ! আপনি তো ছিলেন না بِجَانِبِ الْغَرْبِيِّ (তূর পর্বতের) পশ্চিম পার্শ্বে اِذْ قَضَيْنَآ যখন আমি দান করেছিলাম اِلٰى مُوْسَى মূসাকে الْاَمْرَ আদেশ সমূহ (তাওরাত) وَمَا كُنْتَ مِنَ الشّٰهِدِيْنَ এবং আপনি তো সে সমস্ত লোকদের মধ্যেই ছিলেন না, যারা (তখন) বিদ্যমান ছিল।

৪৫. وَلٰكِنَّآ اَنْشَاْنَا قُرُوْنًا কিন্তু আমি বহু সম্প্রদায়কে সৃষ্টি করেছি فَتَطَاوَلَ عَلَيْهِمُ الْعُمُرُ অতঃপর তাদের উপর বহুকাল অতিবাহিত হয়ে গিয়েছে وَمَا كُنْتَ ثَاوِيًا فِيْٓ اَهْلِ مَدْيَنَ আর আপনি মাদইয়ানবাসীদের মধ্যেও অবস্থানকারী ছিলেন না تَتْلُوْا عَلَيْهِمْ اٰيٰتِنَا আপনি আমার আয়াতগুলো এ সমস্ত লোককে পাঠ করে শুনাচ্ছেন وَلٰكِنَّا كُنَّا مُرْسِلِيْنَ কিন্তু আমিই তো রাসূল প্রেরণকারী।

৪৬. وَمَا كُنْتَ بِجَانِبِ الطُّوْرِ আর আপনি তূর পর্বতের পার্শ্বে তখনও ছিলেন না اِذْ نَادَيْنَا যখন আমি মূসাকে ডেকেছিলাম وَلٰكِنْ رَّحْمَةً مِّنْ رَّبِّكَ কিন্তু এটা আপনার প্রতিপালকের পক্ষ থেকে দয়া স্বরূপ لِتُنْذِرَ قَوْمًا যেন আপনি এমন লোকদেরকে ভয় প্রদর্শন করেন مَّآ اَتٰىهُمْ مِّنْ نَّذِيْرٍ যাদের প্রতি কোনো ভয় প্রদর্শনকারী নবী আসেননি مِّنْ قَبْلِكَ আপনার পূর্বে لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُوْنَ যেন তারা নসিহত গ্রহণ করে।

https://e-ilm.weebly.com/

وَلَوْلَآ اَنْ تُصِيْبَهُمْ مُّصِيْبَةٌۢ بِمَا قَدَّمَتْ
اَيْدِيْهِمْ فَيَقُوْلُوْا رَبَّنَا لَوْلَآ اَرْسَلْتَ اِلَيْنَا رَسُوْلًا
فَنَتَّبِعَ اٰيٰتِكَ وَنَكُوْنَ مِنَ الْمُؤْمِنِيْنَ ﴿٤٧﴾

৪৭. আর আমি রাসূল না পাঠালে তাদের পূর্বকৃত কর্মের দরুন তাদের উপর কোনো মসিবত নাজিল হলে তখন তারা বলত, হে আমাদের প্রতিপালক! আপনি আমাদের নিকট কোনো রাসূল কেন পাঠালেন না, তাহলে তো আমরা আপনার আদেশাবলির অনুসরণ করতাম এবং ঈমান আনয়নকারীদের অন্তর্ভুক্ত হতাম।

فَلَمَّا جَآءَهُمُ الْحَقُّ مِنْ عِنْدِنَا قَالُوْا لَوْلَآ
اُوْتِيَ مِثْلَ مَآ اُوْتِيَ مُوْسٰى ؕ اَوَلَمْ يَكْفُرُوْا بِمَآ
اُوْتِيَ مُوْسٰى مِنْ قَبْلُ ۚ قَالُوْا سِحْرٰنِ
تَظٰهَرَا ۗ وَقَالُوْٓا اِنَّا بِكُلٍّ كٰفِرُوْنَ ﴿٤٨﴾

৪৮. অতঃপর যখন আমার পক্ষ হতে তাদের নিকট সত্য (নবী) পৌছল, তখন তারা বলতে লাগল, তিনি সেরূপ কিতাব কেন প্রাপ্ত হননি? যেরূপ মূসা প্রাপ্ত হয়েছিলেন; যে কিতাব মূসা প্রাপ্ত হয়েছিলেন এর পূর্বে, এরা কি তাকে অবিশ্বাস করেনি? তারা তো (কুরআন ও তাওরাত সম্বন্ধে) এরূপ বলে যে, উভয় গ্রন্থই জাদু, একটি অপরটির অনুরূপ এবং এইরূপও বলে থাকে যে, আমরা তো এ দুটির কোনোটিই মানি না।

قُلْ فَاْتُوْا بِكِتٰبٍ مِّنْ عِنْدِ اللّٰهِ هُوَ اَهْدٰى
مِنْهُمَآ اَتَّبِعْهُ اِنْ كُنْتُمْ صٰدِقِيْنَ ﴿٤٩﴾

৪৯. আপনি বলে দিন, আচ্ছা, তবে তোমরাই আল্লাহর নিকট হতে অন্য কোনো কিতাব নিয়ে আস, যা সৎপথ প্রদর্শনে এতদুভয় অপেক্ষা উৎকৃষ্ট হয়, আমিও তারই অনুসরণ করতে আরম্ভ করব, যদি তোমরা সত্যবাদী হও।

শাব্দিক অনুবাদ :

৪৭. وَلَوْلَآ আর আমি রাসূল না পাঠালে اَنْ تُصِيْبَهُمْ مُّصِيْبَةٌ তাদের উপর কোনো মসিবত নাজিল হলে بِمَا قَدَّمَتْ اَيْدِيْهِمْ পূর্বকৃতকর্মের দরুন فَيَقُوْلُوْنَ তখন তারা বলত رَبَّنَا হে আমাদের প্রতিপালক! لَوْلَآ اَرْسَلْتَ اِلَيْنَا رَسُوْلًا আপনি আমাদের নিকট কেন রাসূল প্রেরণ করলেন না فَنَتَّبِعَ اٰيٰتِكَ তাহলে তো আমরা আপনার আদেশাবলির অনুসরণ করতাম وَنَكُوْنَ مِنَ الْمُؤْمِنِيْنَ এবং ঈমান আনায়নকারীদের অন্তর্ভুক্ত হতাম।

৪৮. فَلَمَّا جَآءَهُمُ الْحَقُّ অতঃপর যখন তাদের নিকট সত্য (নবী) পৌছল مِنْ عِنْدِنَا আমার পক্ষ হতে قَالُوْا তখন তারা বলতে লাগল لَوْلَآ اُوْتِيَ সেরূপ কিতাব কেন প্রাপ্ত হননি مِثْلَ مَآ اُوْتِيَ مُوْسٰى যেরূপ মূসা প্রাপ্ত হয়েছিলেন। اَوَلَمْ يَكْفُرُوْا এরা কি তাকে অবিশ্বাস করেনি بِمَآ اُوْتِيَ مُوْسٰى যে কিতাব মূসা প্রাপ্ত হয়েছিলেন مِنْ قَبْلُ এর পূর্বে। قَالُوْا তারা তো এরূপ বলে যে, سِحْرٰنِ উভয় গ্রন্থই জাদু। تَظٰهَرَا একটি অপরটি অনুরূপ, وَقَالُوْٓا এবং এরূপও বলে থাকে যে, اِنَّا بِكُلٍّ كٰفِرُوْنَ আমরা তো এই দু'টির কোনোটিই মানিনা।

৪৯. قُلْ আপনি বলে দিন فَاْتُوْا আচ্ছা, তবে তোমরাই নিয়ে আস بِكِتٰبٍ কোনো কিতাব مِّنْ عِنْدِ اللّٰهِ আল্লাহর নিকট হতে هُوَ اَهْدٰى مِنْهُمَآ যা সৎপথ প্রদর্শনে এতদুভয় অপেক্ষা উৎকৃষ্ট হয়। اَتَّبِعْهُ আমিও তারই অনুসরণ করতে আরম্ভ করব اِنْ كُنْتُمْ صٰدِقِيْنَ যদি তোমরা সত্যবাদী হও।

https://e-ilm.weebly.com/

৫০. অতঃপর যদি তারা আপনার কথায় সাড়া না দেয়, তবে মনে করবেন যে, তারা শুধু স্বীয় প্রবৃত্তির অনুসরণ করছে; আর সেই ব্যক্তি অপেক্ষা অধিকতর পথভ্রষ্ট কে হবে- যে আল্লাহ তা'আলার পক্ষ হতে কোনো দলিল ব্যতীত স্বীয় প্রবৃত্তির অনুসরণ করে চলে; আল্লাহ এরূপ জালিম সম্প্রদায়কে হেদায়েত করেন না।

فَإِنْ لَّمْ يَسْتَجِيبُوا لَكَ فَاعْلَمْ أَنَّمَا يَتَّبِعُونَ أَهْوَآءَهُمْ ۚ وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّنِ اتَّبَعَ هَوٰىهُ بِغَيْرِ هُدًى مِّنَ اللّٰهِ ۚ إِنَّ اللّٰهَ لَا يَهْدِى الْقَوْمَ الظّٰلِمِينَ ۝

শাব্দিক অনুবাদ :

৫০. فَإِنْ لَّمْ يَسْتَجِيبُوا لَكَ অতঃপর যদি তারা আপনার কথায় সায় না দেয় فَاعْلَمْ তবে মনে করবেন أَنَّمَا يَتَّبِعُونَ أَهْوَآءَهُمْ তারা শুধু স্বীয় প্রবৃত্তির অনুসরণ করছে وَمَنْ أَضَلُّ আর সে ব্যক্তি অপেক্ষা অধিকতর প্রথভ্রষ্ট কে হবে مِمَّنِ اتَّبَعَ هَوٰىهُ যে স্বীয় প্রবৃত্তির অনুসরণ করে চলে بِغَيْرِ هُدًى مِّنَ اللّٰهِ আল্লাহ তা'আলার পক্ষ হতে কোনো দলিল ব্যতীত إِنَّ اللّٰهَ لَا يَهْدِى الْقَوْمَ الظّٰلِمِينَ আল্লাহ এরূপ জালিম সম্প্রদায়কে হেদায়েত করেন না।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

فَلَمَّا جَاءَهُمُ الْحَقُّ مِنْ عِنْدِنَا قَالُوا لَوْلَا أُوتِيَ مِثْلَ مَا أُوتِيَ مُوسٰى أَوَلَمْ يَكْفُرُوا بِمَا أُوتِيَ مُوسٰى مِنْ قَبْلُ قَالُوا سِحْرَانِ تَظَاهَرَا وَقَالُوا إِنَّا بِكُلٍّ كَافِرُونَ [৪৮]

শানে নুযুল-১ : মাদায়েনী কিতাবুল আদদ গ্রন্থে ইয়াহয়া বিন সালামের বরাত দিয়ে বলেন যে, হযরত রাসূলে আকদাস ﷺ মক্কা থেকে মদীনায় হিজরত করে যাবার সময় ছাওর গুহা হতে রাত্রিকালে নিজের গোপনীয়তা রক্ষা করার লক্ষ্যে পাহাড়ী ও অপরিচিত পথ অতিক্রম করে যখন পথে উঠে জুহফা নামক স্থানের বাকো গুহায় অবস্থান করেন, তখন তিনি মক্কার পথ চিনেন। ফলে মক্কার প্রতি আকৃষ্ট হয়ে পড়েন, সে সময় হযরত জিবরাঈল (আ.) রাসূল ﷺ -কে সান্ত্বনা দেওয়ার জন্য আলোচ্য সূরা অবতরণ করেন। -[রূহুল মা'আনী ৪১/১০/২০]

শানে নুযুল -২ : হযরত সারওয়ারে কায়েনাত ﷺ যখন নবুয়তের দাওয়াত নিয়ে মক্কায় আবির্ভূত হন, তখন মক্কার কাফের মুশরিকেরা বলল যে, তিনি নবীই যদি হয়ে থাকেন, তাহলে মূসা নবী যেরূপভাবে বহু মু'জিযা যথা, লাঠি, শুভ্রহাত, রক্ত বন্যা, উকুন, ব্যাঙ ইত্যাদি সহ আগমন করেছিলেন, তিনি আমাদের সামনে সে ধরনের কোনো অলৌকিক শক্তি প্রদর্শন করাচ্ছেন না কেন? তাছাড়াও তারা রাসূল ﷺ -এর রেসালত বিষয়টি এবং কুরআন সম্পর্কীয় বিষয়াদি জানার জন্য মক্কা থেকে তাদের একটি প্রতিনিধি দল মদীনায় ইহুদি পণ্ডিত ও ধর্ম জাযকদের নিকট প্রেরণ করা হলো। তারা মদীনায় পৌছে রাসূল ﷺ-এর অবস্থা সম্পর্কে জিজ্ঞেস করল. তারা বলল যে, মুহাম্মদ ﷺ-এর গুণাবলি ও পরিচিতি তাওরাতে পেয়েছি। সুতরাং তারা ফিরে এসে ইহুদিরা যা বলেছে, সে সম্পর্কে তাদেরকে অবিহিত করল। মক্কায় নেতৃবর্গ তা শুনে অজ্ঞতা ও বিদ্বেষবশত : মন্তব্য করল যে, هٰذَانِ سِحْرَانِ এ দু'জন জাদুকর তারা একে অন্যের সাহায্য করছে তাদের এহেন বেআদবী মূলক উক্তির জবাবে আল্লাহ তা'আলা আলোচ্য আয়াত নাজিল করেন।

-[রূহুল মা'আনী ৯১/১০/২০, কুরতুবী ২৬১/১৩]

لِتُنْذِرَ قَوْمًا مَّا أَتٰهُمْ مِّنْ نَّذِيرٍ : এখানে কওম বলে হযরত ইসমাঈল (আ.)-এর বংশধর আরবদেরকে বোঝানো হয়েছে। হযরত ইসমাঈল (আ.)-এর পর থেকে শেষ নবী ﷺ পর্যন্ত তাদের মধ্যে কোনো পয়গম্বর প্রেরিত হননি। সূরা ইয়াসীনেও এই বিষয়বস্তু আলোচিত হবে। কুরআনের অন্যত্র বলা হয়েছে- وَإِنْ مِّنْ أُمَّةٍ إِلَّا خَلَا فِيهَا نَذِيرٌ অর্থাৎ এমন কোনো উম্মত নেই, যার মধ্যে আল্লাহর কোনো পয়গম্বর আসেননি। এই ইরশাদ, আলোচ্য আয়াতের পরিপন্থি নয়। কেননা আলোচ্য আয়াতের উদ্দেশ্য এই যে, সুদীর্ঘকাল ধরে হযরত ইসমাঈলের পর তাদের মধ্যে কোনো নবী আসেননি; কিন্তু নবী-রাসূলের আগমন থেকে সম্পূর্ণ মুক্ত এই উম্মতও নয়।

https://e-ilm.weebly.com/

وَلَقَدْ وَصَّلْنَا لَهُمُ الْقَوْلَ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُوْنَ : وَصَّلْنَا **শব্দটি** تَوْصِيْل **থেকে উদ্ভূত। এর আসল আভিধানিক অর্থ** রশির সুতায় আরো সুতা মিলিয়ে রশিকে মজবুত করা। উদ্দেশ্য এই যে, আল্লাহ তা'আলা কুরআন-পাকে একের পর এক হেদায়েত অব্যাহত রেখেছেন এবং অনেক উপদেশমূলক বিষয়বস্তুর বার বার পুনরাবৃত্তিও করা হয়েছে, যাতে শ্রোতারা প্রভাবান্বিত হয়।

তাবলীগ ও দাওয়াতের কতিপয় রীতি : এ থেকে জানা গেল যে, সত্য কথা উপর্যুপরি বলা ও পৌঁছাতে থাকা পয়গম্বরগণের তাবলীগের একটি গুরুত্বপূর্ণ দিক ছিল। মানুষের অস্বীকার ও মিথ্যারোপ তাঁদের কাজে ও কর্মাসক্তিতে কোনোরূপ বাধা সৃষ্টি করতে পারত না। সত্যকথা একবার না মানা হলে দ্বিতীয়বার, তৃতীয়বার ও চতুর্থবার তাঁরা পেশ করতে থাকতেন। কারও মধ্যে প্রকৃত অন্তর সৃষ্টি করে দেওয়ার সাধ্য তো কোনো সহৃদয় উপদেশদাতার নেই। কিন্তু নিজের অক্লান্ত প্রচেষ্টা অব্যাহত রাখার ব্যাপারে তাঁরা ছিলেন আপোষহীন। আজকালও যারা তাবলীগ ও দাওয়াতের কাজ করেন, তাদের এ থেকে শিক্ষা গ্রহণ করা উচিত।

প্রিয়নবী ﷺ-এর নবুয়তের সত্যতার প্রমাণ : এ আয়াতসমূহে প্রিয়নবী ﷺ-এর নবুয়তের সত্যতার প্রমাণ উপস্থাপন করা হয়েছে। এমন এক মহান ব্যক্তি যিনি কোনো মানুষের কাছে কিছুই শেখেননি এবং পূর্বকালে অবতীর্ণ কোনো কিতাব সম্পর্কেও তিনি অবগত হননি এবং অতীতকালের ইতিহাস সম্পর্কেও তিনি ওয়াকেফহাল হননি, কিন্তু তা সত্ত্বেও তিনি জ্ঞানের মহাসাগর, তিনি বিস্তারিত ব্যাখ্যাসহ স্পষ্ট অলংকারপূর্ণ ভাষায় অতীতের সঠিক তথ্য এবং ঘটনাসমূহ এমন নিখুঁতভাবে বর্ণনা করেন যেন ঐগুলো তিনি স্বচক্ষে দেখেছেন। এর দ্বারা একথা নিঃসন্দেহে প্রমাণিত হয় যে, এসব কিছু আল্লাহ পাকের পক্ষ থেকে শিক্ষা দেওয়া হয়েছে এবং তিনি ওহীর মাধ্যমে তাঁকে এসব কথা বলেছেন। তাই ইরশাদ হয়েছে– وَمَا كُنْتَ بِجَانِبِ الْغَرْبِيِّ اِذْ قَضَيْنَآ اِلٰى مُوْسَى الْاَمْرَ

অর্থাৎ "আর [হে রাসূল!] আপনি তখন পশ্চিম প্রান্তে ছিলেন না, যখন আমি মূসার প্রতি নির্দেশ প্রদান করি, আর আপনি দর্শকও ছিলেন না।"

তাফসীরকার কাতাদা (র.) এবং সুদ্দী (র.) বলেছেন, পশ্চিম প্রান্ত বলে পশ্চিম প্রান্তের পাহাড়কে উদ্দেশ্য করা হয়েছে। আর হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা.) বলেছেন, এর দ্বারা সে স্থানকে উদ্দেশ্য করা হয়েছে যেখানে হযরত মূসা (আ.) আল্লাহ পাকের সঙ্গে কথা বলেছিলেন। আর আলোচ্য আয়াতের وَمَا كُنْتَ শব্দ দ্বারা হযরত রাসূলে কারীম ﷺ-কে সম্বোধন করা হয়েছে। অর্থাৎ হে মুহাম্মদ ﷺ! আল্লাহ পাক যখন হযরত মূসা (আ.)-এর নিকট প্রত্যাদেশ প্রেরণ করেন, তখন আপনি সেখানে উপস্থিত ছিলেন না। আর الشّٰهِدِيْنَ শব্দ দ্বারা সেই ৭০ জন লোককে উদ্দেশ্য করা হয়েছে, যারা হযরত মূসা (আ.)-এর সঙ্গে তুর পর্বতে গিয়েছিলেন, সেখানেও আপনি তাদের সঙ্গে ছিলেন না; অথচ সেসব ঘটনা আপনি বর্ণনা করেছেন। এর দ্বারা একথা প্রমাণিত হয় যে, আল্লাহ পাকই আপনাকে এসব গায়বি ইলম দান করেছেন। কেননা আপনি তাঁর প্রেরিত নবী, আর এসব সত্য ঘটনার সঠিক ইলম আল্লাহ পাক আপনাকে [মু'জিযা স্বরূপ] দান করেছেন। এজন্যেই প্রিয়নবী ﷺ ইরশাদ করেছেন– اُوْتِيْتُ عِلْمَ الْاَوَّلِيْنَ وَالْاٰخِرِيْنَ

অর্থাৎ আমাকে পূর্বকালের এবং পরবর্তী কালের সমস্ত ইলম দান করা হয়েছে। আর এজন্যেই পৃথিবীতে যত জ্ঞান-সাধনা করা হয়েছে এবং হচ্ছে তার মূল উৎস হলো প্রিয়নবী হযরত রাসূলে কারীম ﷺ-এর মহান বাণী।

وَلَوْلَآ اَنْ تُصِيْبَهُمْ مُّصِيْبَةٌ...... وَنَكُوْنَ مِنَ الْمُؤْمِنِيْنَ : পূর্ববর্তী আয়াতসমূহে নবী রাসূলগণের আবির্ভাব এবং তাদের প্রতি অবতীর্ণ কিতাবের উল্লেখ ছিল। আর এ আয়াতে বিষয়টিকে আরো দলিল প্রমাণ দ্বারা প্রমাণিত করে পেশ করা হয়েছে যে, নবী রাসূল প্রেরণ একটি চূড়ান্ত দলিল। অর্থাৎ এটা সর্বশেষ দলিল যার মধ্যে দিয়ে বান্দার জন্য সকল প্রমাণ পরিপূর্ণতা লাভ করে। এ প্রসঙ্গে কাফেরদের কয়েকটি ওজর-আপত্তির উল্লেখ করে তার জবাব দেওয়া হয়েছে যে, রাসূল প্রেরণ করার পর কাফেররা কিয়ামতের দিন আর এ ওজর পেশ করতে পারবে না যে, আমাদেরকে কেন অকারণে আজাব দেওয়া হচ্ছে। এ আয়াতসমূহে আল্লাহ পাক জানিয়ে দিয়েছেন যে, দলিল পরিপূর্ণ হওয়ার পরই আজাব এসে থাকে এবং রাসূল প্রেরণই হচ্ছে এ পর্যায়ের সর্বশেষ এবং চূড়ান্ত দলিল। এরপর অপরাধীর জন্য আর কোনো ওজর আপত্তির সুযোগ থাকে না। তাই ইরশাদ হয়েছে .... وَلَوْلَآ اَنْ

অর্থাৎ "আর যদি রাসূল প্রেরণ না করা হতো এবং তাদের কীর্তিকলাপের পরিণতিতে কোনো বিপদ আপতিত হতো তবে তারা বলতো, হে আমাদের প্রতিপালক! তুমি আমাদের নিকট কোনো রাসূল কেন প্রেরণ করলে না? যদি আমাদের নিকট রাসূল প্রেরিত হতেন এবং তোমার বিধি-নিষেধ সম্পর্কে আমাদেরকে সতর্ক করতেন তবে আমরা সে অনুসারে সৎকাজ করতাম।"

https://e-ilm.weebly.com/

এ দাবি অনুযায়ী তাদের উচিত রাসূলের আগমনকে একটি বড় নিয়ামত এবং সৌভাগ্য মনে করা এবং আল্লাহ পাকের অবতীর্ণ দীনকে তৎক্ষণাৎ কবুল করে নেওয়া। কিন্তু তাদের অবস্থা হলো এর সম্পূর্ণ বিপরীত।

فَلَمَّا جَآءَهُمُ الْحَقُّ مِنْ عِنْدِنَا الخ : পূর্ববর্তী আয়াতে ইরশাদ হয়েছে, যদি কোনো নবী প্রেরণের পূর্বে কাফেরদের পাপাচারের পরিণতি স্বরূপ তাদের উপর কোনো বিপদ আপতিত হয়, তবে তারা বলবে আমাদের নিকট কোনো রাসূল প্রেরিত হলে আমরা তাঁর অনুসরণ করতাম।

আর এ আয়াতে ইরশাদ হয়েছে, যখন তাদের নিকট রাসূলের আগমন হলো তখন তারা তাঁকে অবিশ্বাস করল এবং অহংকার প্রদর্শন করল। যখন তাদের কাছে 'সত্য' নিজেই এসে গেল, তখন তারা তাঁর প্রতি নানা রকম সন্দেহ পোষণ করে বলতে লাগল, আপনাকে সেই সকল মু'জিযা কেন দেওয়া হয়নি যা আপনার পূর্বে হযরত মূসা (আ.)-কে দেওয়া হয়েছিল? যেমন– হযরত মূসা (আ.)-এর লাঠি এবং আলোকময় হাত প্রভৃতি। যদি আপনার নিকটও এমন মু'জিযা থাকতো, তবে আমরা আপনার প্রতি ঈমান আনতাম। শুধু তাই নয়, বরং কাফেররা প্রিয়নবী ﷺ-কে একথাও বলতো, কুরআন যদি তাওরাতের ন্যায় একই সঙ্গে নাজিল হতো তবে আমরা আপনার প্রতি এবং কুরআনের প্রতি ঈমান আনতাম।

তত্ত্বজ্ঞানীগণ কাফেরদের এসব মূর্খতাপ্রসূত প্রশ্নের জবাবে বলেছেন, এসব প্রশ্ন নিতান্ত অমূলক। কেননা সকল নবী রাসূলের মু'জিযা একই প্রকার হওয়া জরুরি নয়, আর সমস্ত আসমানি গ্রন্থ একইভাবে নাজিল হওয়াও জরুরি নয়। অথচ পবিত্র কুরআন হলো সমস্ত আসমানি গ্রন্থসমূহের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ, এটি হলো বিশ্বগ্রন্থ, সর্বকালের মানুষের যাবতীয় সমস্যার সমাধান রয়েছে এ মহান গ্রন্থে।

আবদ ইবনে হুমাইদ, ইবনুল মুনজির এবং ইবনে আবি হাতেম মুজাহিদ (র.)-এর কথার উদ্ধৃতি দিয়েছেন, ইহুদিরা মক্কার কুরাইশদেরকে বলতো যে হযরত মুহাম্মদ ﷺ সম্পর্কে তোমরা বল, ইনি কেমন রাসূল? যদি তিনি সত্য রাসূল হন, তবে তাঁকে মূসার ন্যায় মু'জিযা কেন দেওয়া হলো না, আর এই কিতাবই বা কেমন কিতাব, যদি এটি সত্যিই আল্লাহর কিতাব হয় তবে তা তাওরাতের ন্যায় এক সঙ্গে কেন নাজিল হয়নি? একটু একটু করে কেন নাজিল হয়?

আল্লাহ পাক তাদের এসব মূর্খতাপ্রসূত কথাবার্তার জবাবে ইরশাদ করেছেন– اَوَلَمْ يَكْفُرُوْا بِمَآ اُوْتِيَ مُوْسٰى مِنْ قَبْلُ কাফেররা প্রিয়নবী ﷺ-এর নবুয়তকে অস্বীকার করে বলছে মূসা যেমন মু'জিযা পেয়েছিল এ রাসূল কেন তা পাননি, তাই তাদের প্রতি জিজ্ঞাস্য হলো যে তারা কি ইতঃপূর্বে হযরত মূসা (আ.) কে অস্বীকার করেনি? প্রকৃত অবস্থা হলো, সত্য ও ন্যায়ের বিরোধিতা তাদের সম্পূর্ণ মজ্জাগত, তাই রাসূল প্রেরণ না করলে তারা বলতো, আমাদের নিকট কোনো রাসূল কেন প্রেরণ করা হলো না? যদি রাসূল প্রেরণ করা হতো তবে আমরা তাঁর অনুসরণ করতাম, আর যখন রাসূল প্রেরণ করা হলো তখন তারা এসব ভিত্তিহীন কথাবার্তা বলছে।

قَالُوْا سِحْرَانِ تَظٰهَرَا وَقَالُوْآ اِنَّا بِكُلٍّ كٰفِرُوْنَ : অর্থাৎ "তারা বলেছিল, দু'টিই জাদু; একে অপরকে সমর্থন করে এবং তারা বলেছিল, নিশ্চয় আমরা প্রত্যেককে প্রত্যাখ্যান করছি।

তাফসীরকারগণ 'দু'টিই জাদু" -এ কথার তাৎপর্য সম্পর্কে একাধিক মত পোষণ করেছেন। এ সম্পর্কে কোনো কোনো তাফসীরকার বলেছেন, এর দ্বারা হযরত মূসা (আ.) এবং হযরত হারুন (আ.)-কে উদ্দেশ্য করা হয়েছে। কেননা তাঁরা উভয়েই ফেরাউনের নিকট তাওহীদের বাণী নিয়ে গিয়েছিলেন। আর কোনো কোনো তাফসীরকার বলেছেন, আলোচ্য বাক্য দ্বারা হযরত মূসা (আ.) এবং প্রিয়নবী হযরত রাসূলে কারীম ﷺ-কে উদ্দেশ্য করা হয়েছে। আর কোনো কোনো তাফসীরকার বলেছেন, এর অর্থ হলো তাওরাত এবং কুরআনে কারীম; আর তাওরাত ও কুরআন একে অন্যের সত্যায়নকারী। –[তাফসীরে ইবনে কাসীর উর্দূ পারা- ২০, পৃ. ৩৪]

আর তারা বলতো আমরা উভয়কেই মানি না। মক্কার কুরাইশরা যখন হযরত মূসা (আ.)-এর মু'জিযার কথা শ্রবণ করতো তখন তারা বলতো, হযরত মুহাম্মদ ﷺ-এর যদি অনুরূপ মু'জিযা থাকতো তবে আমরা ঈমান আনতাম। আর কাফেররা ইহুদিদেরকে জিজ্ঞাসা করে জানতে পারতো যে, হুজুরে আকরাম ﷺ সত্য নবী, তাঁর প্রতিটি কথা সত্য, পবিত্র কুরআন আল্লাহ পাকের মহান বাণী, ধ্রুব সত্য। তখন তারা বলতো, আমরা কিছুই মানি না, পবিত্র কুরআন ও তাওরাত আমরা উভয়টিকেই অস্বীকার করি, আর উভয়টিকেই জাদু মনে করি, [হযরত] মূসা এবং [হযরত] মুহাম্মদ ﷺ উভয়েই জাদুকর। –[নাউজুবিল্লাহি মিন জালিক]

قُلْ فَاْتُوْا بِكِتٰبٍ مِّنْ عِنْدِ اللّٰهِ هُوَ اَهْدٰى مِنْهُمَا : অর্থাৎ "[হে রাসূল!] আপনি বলুন, যদি তোমরা সত্যবাদী হও তবে আল্লাহ পাকের পক্ষ থেকে এমন কিতাব আনয়ন করা যা উভয় গ্রন্থ থেকে উত্তম তবে তা আমি মেনে চলবো।"

https://e-ilm.weebly.com/

অর্থাৎ হে রাসূল! আপনি তাদেরকে বলুন, যদি তোমাদের কথা সত্য হয়, তবে পবিত্র কুরআন ও তাওরাত থেকে উত্তম ও শ্রেষ্ঠ কোনো কিতাব নিয়ে এসো, যা কোনো কিতাবেরই সমকক্ষ হবে না, তবে আমি তা মেনে নিতে দ্বিধাবোধ করবো না।
فَإِنْ لَّمْ يَسْتَجِيبُوا لَكَ فَاعْلَمْ أَنَّمَا يَتَّبِعُونَ أَهْوَاءَهُمْ : "এরপর [হে রাসূল] তারা যদি আপনার আহ্বান সাড়া না দেয় তবে জেনে রাখবেন যে তারা শুধু নিজেদের খেয়াল খুশিরই অনুসরণ করে"।
অর্থাৎ যদি তারা তা আনতে না পারে আর একথা সত্য যে কখনও তা পারবে না, তবে আপনি তাদেরকে জানিয়ে দিন যে, তোমরা আসলে তোমাদের খেয়াল খুশিরই অনুসরণ কর, তোমাদের মন যা চায় তাই কর, তোমরা হেদায়েত কবুল করতে চাও না। এটি তোমাদের দুর্ভাগ্য যে, তোমরা আল্লাহ পাকের প্রেরিত রহমত এবং হেদায়েত থেকে বঞ্চিত থাকতে চাও আর যে আল্লাহ পাকের পক্ষ থেকে প্রেরিত হেদায়েত থেকে বঞ্চিত হয় তার চেয়ে বড় পথভ্রষ্ট আর কে হতে পারে?

শব্দ বিশ্লেষণ :

قَضَيْنَا : সীগাহ جمع متكلم বহছ ماضى معروف বাব ضَرَبَ মাসদার قَضْىٌ মূলবর্ণ (ق - ض - ى) জিনস ناقص يائى অর্থ– আমি দান করেছিলাম।

فَتَطَاوَلَ : সীগাহ واحد مذكر غائب বহছ ماضى معروف বাব تَفَاعُلٌ মাসদার تَطَاوُلٌ মূলবর্ণ (ط - و - ل) জিনস اجوف واوى অর্থ– অতঃপর (বহুকাল) অতিবাহিত হয়ে গিয়েছে।

ثَاوِيًا : সীগাহ واحد مذكر বহছ اسم فاعل বাব ضَرَبَ মাসদার ثَوَاءٌ ও مَثْوًى মূলবর্ণ (ث - و - ى) জিনস لفيف مقرون অর্থ– অবস্থানকারী।

نَادَيْنَا : সীগাহ جمع متكلم বহছ ماضى معروف বাব مُفَاعَلَةٌ মাসদার نِدَاءٌ মূলবর্ণ (ن - د - ى) জিনস ناقص يائى অর্থ– আমি ডেকেছিলাম।

لِتُنْذِرَ : সীগাহ واحد مذكر حاضر বহছ مضارع معروف বাব اِفْعَالٌ মাসদার اِنْذَارٌ মূলবর্ণ (ن - ذ - ر) জিনস صحيح অর্থ– যেন আপনি ভয় প্রদর্শন করেন।

أُوتِىَ : সীগাহ واحد مذكر غائب বহছ ماضى مجهول বাব اِفْعَالٌ মাসদার اِيْتَاءٌ মূলবর্ণ (أ - ت - ى) জিনস মুরাক্কাব (ناقص يائى এবং مهموز فاء) অর্থ– প্রাপ্ত।

فَأْتُوا : সীগাহ جمع مذكر حاضر বহছ امر حاضر معروف বাব ضَرَبَ মাসদার اِتْيَانٌ মূলবর্ণ (أ - ت - ى) জিনস মুরাক্কাব (ناقص يائى ও مهموز فاء) অর্থ– আচ্ছা তবে তোমরাই নিয়ে আস।

لَمْ يَسْتَجِيبُوا : সীগাহ جمع مذكر غائب বহছ نفى جحد بلم درفعل مستقبل معروف বাব اِسْتِفْعَالٌ মাসদার اِسْتِجَابَةٌ মূলবর্ণ (ج - و - ب) জিনস اجوف واوى অর্থ– তারা সাড়া না দেয়।

أَضَلُّ : সীগাহ واحد مذكر বহছ اسم تفضيل বাব ضَرَبَ মাসদার ضَلَالٌ মূলবর্ণ (ض - ل - ل) জিনস مضاعف ثلاثى অর্থ– অধিকতর পথভ্রষ্ট।

বাক্য বিশ্লেষণ :

فَلَمَّا جَاءَهُمُ الْحَقُّ مِنْ عِنْدِنَا قَالُوا لَوْلَا أُوتِىَ مِثْلَ مَا أُوتِىَ مُوسٰى : এখানে فاء টি আতেফা, আর لَا টা رابطة বা حينية আর جَاءَ হলো ফে'ল, আর هُمْ হলো مفعول به مقدم আর الْحَقُّ হলো جَاءَهُمُ الْحَقُّ এর মধ্যে فاعل موخر আর مِنْ عِنْدِنَا টা جَاءَهُمْ এর সাথে متعلق হয়েছে। আর قَالُوا বাক্যেটি لَمَّا -এর জওয়াব হয়েছে। আর لَوْلَا হলো حرف تحضيض অর্থাৎ هَلَّا আর أُوتِىَ হলো ফে'ল, তার মধ্যস্থ উহ্য যমীর هُوَ হলো নায়েবে ফায়েল অর্থাৎ হযরত মুহাম্মদ ﷺ আর مِثْلَ হলো দ্বিতীয় মাফউলে বিহী। আর مَا হলো ইসমে মাওসূল যা مِثْلَ -এর মুজাফ ইলাইহি হয়েছে। আর أُوتِىَ বাক্যটি হলো مَا মাওসূলের সেলাহ। আর مُوسٰى হলো أُوتِىَ -এর নায়েবে ফায়েল।
[ই'রাবুল কুরআন ৫ম খণ্ড, পৃ. ৬২৮]

https://e-ilm.weebly.com/

৫১. আর আমি এ কালামকে (অর্থাৎ কুরআনকে) তাদের জন্য বিভিন্ন সময়ে ক্রমান্বয়ে নাজিল করেছি, যেন তারা উপদেশ গ্রহণ করে;	وَلَقَدْ وَصَّلْنَا لَهُمُ الْقَوْلَ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُوْنَ ﴿٥١﴾
৫২. কুরআনের পূর্বে আমি যাদেরকে কিতাব দান করেছি (তন্মধ্যে যারা ন্যায়পরায়ণ) তারা এর প্রতি ঈমান আনয়ন করছে।	اَلَّذِيْنَ اٰتَيْنٰهُمُ الْكِتٰبَ مِنْ قَبْلِهٖ هُمْ بِهٖ يُؤْمِنُوْنَ ﴿٥٢﴾
৫৩. যখন তাদের সম্মুখে কুরআন পাঠ করা হয়, তখন বলে আমরা এটার প্রতি ঈমান আনলাম, নিঃসন্দেহে তা সত্য, (যা) আমাদের প্রতিপালকের পক্ষ হতে (নাজিল হয়েছে), এর (আগমনের) পূর্বেও আমরা (একে) মান্য করতাম।	وَاِذَا يُتْلٰى عَلَيْهِمْ قَالُوْٓا اٰمَنَّا بِهٖٓ اِنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَّبِّنَآ اِنَّا كُنَّا مِنْ قَبْلِهٖ مُسْلِمِيْنَ ﴿٥٣﴾
৫৪. তাদের দৃঢ়তার কারণে তারা দ্বিগুণ ছওয়াব প্রাপ্ত হবে, আর তারা সৎ (ব্যবহার ও ধৈর্যাবলম্বন) দ্বারা অসৎ (ব্যবহার ও ক্লেশ) -কে প্রতিরোধ করে এবং আমি তাদেরকে যা কিছু দান করেছি তা হতে (আল্লাহর পথে) ব্যয় করে।	اُولٰٓئِكَ يُؤْتَوْنَ اَجْرَهُمْ مَّرَّتَيْنِ بِمَا صَبَرُوْا وَيَدْرَءُوْنَ بِالْحَسَنَةِ السَّيِّئَةَ وَمِمَّا رَزَقْنٰهُمْ يُنْفِقُوْنَ ﴿٥٤﴾
৫৫. যখন তারা কোনো প্রকার বেহুদা কথা শ্রবণ করে, তখন তা এড়িয়ে চলে এবং (শান্তভাবে) বলে দেয়, আমাদের কৃতকর্ম আমাদের সম্মুখে আসবে এবং তোমাদের কৃতকর্ম তোমাদের সম্মুখে আসবে, আমরা তোমাদেরকে সালাম করি, (ঝগড়া করো না,) আমরা নির্বোধ লোকদের সাথে লাগতে ইচ্ছা করি না।	وَاِذَا سَمِعُوا اللَّغْوَ اَعْرَضُوْا عَنْهُ وَقَالُوْا لَنَآ اَعْمَالُنَا وَلَكُمْ اَعْمَالُكُمْ ۫ سَلٰمٌ عَلَيْكُمْ ۫ لَا نَبْتَغِى الْجٰهِلِيْنَ ﴿٥٥﴾

শাব্দিক অনুবাদ :

৫১. وَلَقَدْ وَصَّلْنَا لَهُمُ الْقَوْلَ আর আমি এই কালামকে তাদের জন্য বিভিন্ন সময়ে ক্রমান্বয়ে নাজিল করেছি لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُوْنَ যেন তারা উপদেশ গ্রহণ করে।

৫২. اَلَّذِيْنَ اٰتَيْنٰهُمُ الْكِتٰبَ আমি যাদেরকে কিতাব দান করেছি مِنْ قَبْلِهٖ কুরআনের পূর্বে هُمْ بِهٖ يُؤْمِنُوْنَ তারা এর প্রতি ঈমান আনয়ন করছে।

৫৩. وَاِذَا يُتْلٰى عَلَيْهِمْ আর যখন তাদের সম্মুখে কুরআন পাঠ করা হয় তখন বলে اٰمَنَّا بِهٖ আমরা এর প্রতি ঈমান আনলাম اِنَّهُ الْحَقُّ নিঃসন্দেহে এটা সত্য مِنْ رَّبِّنَا আমাদের রবের পক্ষ থেকে (নাজিল হয়েছে) اِنَّا كُنَّا مِنْ قَبْلِهٖ مُسْلِمِيْنَ এর (আগমনের) পূর্বেও আমরা (একে) মান্য করতাম।

৫৪. اُولٰٓئِكَ يُؤْتَوْنَ اَجْرَهُمْ مَّرَّتَيْنِ তারা দ্বিগুণ ছওয়াব প্রাপ্ত হবে بِمَا صَبَرُوْا তাদের দৃঢ়তার কারণে وَيَدْرَءُوْنَ আর তারা প্রতিরোধ করে بِالْحَسَنَةِ السَّيِّئَةَ সৎ দ্বারা অসৎ কে وَمِمَّا رَزَقْنٰهُمْ এবং আমি তাদেরকে যা কিছু দান করেছি তা হতে يُنْفِقُوْنَ তারা ব্যয় করে।

৫৫. وَاِذَا سَمِعُوا اللَّغْوَ আর যখন তারা কোনো প্রকার বেহুদা কথা শ্রবণ করে اَعْرَضُوْا عَنْهُ তখন তা এড়িয়ে চলে وَقَالُوْا এবং (শান্ত ভাবে) বলে দেয় لَنَا اَعْمَالُنَا আমাদের কৃতকর্ম আমাদের সম্মুখে আসবে وَلَكُمْ اَعْمَالُكُمْ এবং তোমাদের কৃতকর্ম তোমাদের সম্মুখে আসবে سَلٰمٌ عَلَيْكُمْ আমরা তোমাদের সালাম করি لَا نَبْتَغِى الْجٰهِلِيْنَ আমরা নির্বোধ লোকদের সাথে লাগতে ইচ্ছা করি না।

https://e-ilm.weebly.com/

إِنَّكَ لَا تَهْدِي مَنْ أَحْبَبْتَ وَلَٰكِنَّ اللَّهَ يَهْدِي
مَنْ يَشَاءُ ۚ وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ ﴿٥٦﴾

৫৬. আপনি যাকে চান হেদায়েত করতে পারবেন না, বরং আল্লাহ তা'আলা যাকে চান হেদায়েত করেন এবং হেদায়েতপ্রাপ্তদের সম্বন্ধে অবগতিও তাঁরই রয়েছে।

وَقَالُوا إِنْ نَتَّبِعِ الْهُدَىٰ مَعَكَ نُتَخَطَّفْ
مِنْ أَرْضِنَا ۚ أَوَلَمْ نُمَكِّنْ لَهُمْ حَرَمًا آمِنًا
يُجْبَىٰ إِلَيْهِ ثَمَرَاتُ كُلِّ شَيْءٍ رِزْقًا مِنْ لَدُنَّا
وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ ﴿٥٧﴾

৫৭. এরা বলে, যদি আমরা আপনার সঙ্গ অবলম্বন করে হেদায়েত অনুযায়ী চলতে থাকি, তবে তো আমাদেরকে আমাদের বাসভূমি হতে মেরে তাড়িয়ে দেওয়া হবে; আমি কি তাদেরকে শান্তি ও নিরাপদময় হেরেম শরীফে স্থান দেইনি? যেখানে সকল প্রকারের ফলাদি আমদানি হয়, যা আমার পক্ষ হতে রিজিকস্বরূপ পেয়ে থাকে, কিন্তু তাদের অধিকাংশ লোক জানে না।

وَكَمْ أَهْلَكْنَا مِنْ قَرْيَةٍ بَطِرَتْ مَعِيشَتَهَا ۖ
فَتِلْكَ مَسَاكِنُهُمْ لَمْ تُسْكَنْ مِنْ بَعْدِهِمْ
إِلَّا قَلِيلًا ۖ وَكُنَّا نَحْنُ الْوَارِثِينَ ﴿٥٨﴾

৫৮. আমি এমন বহু জনপদকে ধ্বংস করে দিয়েছি যারা স্বীয় ভোগ-বিলাসের সরঞ্জামের প্রতি গর্বিত ছিল, বস্তুত এগুলোই তো তাদের বাসস্থান, তাদের পরে সেখানে কোনো (স্থায়ী) বসতি হয়নি, কিন্তু অল্পক্ষণের জন্য এবং আমিইতো চূড়ান্ত মালিকানার অধিকারী।

শাব্দিক অনুবাদ :

৫৬. إِنَّكَ لَا تَهْدِي আপনি হেদায়েত করতে পারবেন না مَنْ أَحْبَبْتَ যাকে চান وَلَٰكِنَّ اللَّهَ يَهْدِي ; বরং আল্লাহ তা'আলা হেদায়েত করেন مَنْ يَشَاءُ যাকে চান وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ এবং হেদায়েত প্রাপ্তদের সম্বন্ধে অবগতিও তাঁরই রয়েছে।

৫৭. وَقَالُوا আর এরা বলে إِنْ نَتَّبِعِ الْهُدَىٰ যদি আমরা হেদায়েত অনুযায়ী চলতে থাকি مَعَكَ আপনার সঙ্গ অবলম্বন করে نُتَخَطَّفْ مِنْ أَرْضِنَا তবে তো আমাদেরকে আমাদের আবাসভূমি হতে মেরে তাড়িয়ে দেওয়া হবে أَوَلَمْ نُمَكِّنْ لَهُمْ حَرَمًا آمِنًا আমি কি তাদেরকে শান্তি ও নিরাপদময় হেরেম শরীফে স্থান দেইনি يُجْبَىٰ إِلَيْهِ ثَمَرَاتُ كُلِّ شَيْءٍ যেখানে সকল প্রকারের ফলাদি আমদানি হয় رِزْقًا مِنْ لَدُنَّا আমার পক্ষ হতে রিজিক স্বরূপ পেয়ে থাকে وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ কিন্তু অধিকাংশ লোক জানেনা।

৫৮. وَكَمْ أَهْلَكْنَا مِنْ قَرْيَةٍ আর আমি এমন বহু জনপদকে ধ্বংস করে দিয়েছি بَطِرَتْ مَعِيشَتَهَا যারা স্বীয় ভোগ বিলাসের সরঞ্জামের প্রতি গর্বিত ছিল فَتِلْكَ مَسَاكِنُهُمْ বস্তুত : এগুলোই তো তাদের বাসস্থান لَمْ تُسْكَنْ مِنْ بَعْدِهِمْ তাদের পরে সেখানে কোনো (স্থায়ী) বসতি হয়নি إِلَّا قَلِيلًا কিন্তু অল্পক্ষণের জন্য وَكُنَّا نَحْنُ الْوَارِثِينَ এবং আমিইতো চূড়ান্ত মালিকানার অধিকারী।

https://e-ilm.weebly.com/

৫৯. আর আপনার রব জনপদগুলোকে (প্রথমেই) ধ্বংস করেন না, যে পর্যন্ত তার কেন্দ্রস্থলগুলোতে কোনো পয়গম্বর প্রেরণ না করেন যিনি তাদের নিকট আমার আয়াতগুলোকে পড়ে শুনান, আমি ঐ জনপদগুলোকে ধ্বংস করি না, কিন্তু ঐ অবস্থায় যখন সেখানের অধিবাসীরা জুলুম করতে থাকে।

وَمَا كَانَ رَبُّكَ مُهْلِكَ الْقُرٰى حَتّٰى يَبْعَثَ فِيْٓ اُمِّهَا رَسُوْلًا يَّتْلُوْا عَلَيْهِمْ اٰيٰتِنَا ۚ وَمَا كُنَّا مُهْلِكِي الْقُرٰٓى اِلَّا وَاَهْلُهَا ظٰلِمُوْنَ ﴿٥٩﴾

শাব্দিক অনুবাদ :

৫৯. وَمَا كَانَ رَبُّكَ مُهْلِكَ الْقُرٰى আর আপনার রব জনপদগুলোকে (প্রথমেই) ধ্বংস করেন না حَتّٰى يَبْعَثَ فِيْٓ اُمِّهَا رَسُوْلًا যে পর্যন্ত তার কেন্দ্রস্থলগুলোতে কোনো পয়গম্বর প্রেরণ না করেন يَّتْلُوْا عَلَيْهِمْ اٰيٰتِنَا যিনি আমার আয়াতগুলো পড়ে শুনান وَمَا كُنَّا مُهْلِكِي الْقُرٰٓى আমি ঐ জনপদগুলোকে ধ্বংস করি না اِلَّا কিন্তু ঐ অবস্থায় وَاَهْلُهَا ظٰلِمُوْنَ যখন সেখানের অধিবাসীরা জুলুম করতে থাকে।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

وَلَقَدْ وَصَّلْنَا لَهُمُ الْقَوْلَ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُوْنَ (৫১)

শানে নুযূল : জা'দাহ্ হযরত আতিয়্যা এবং কুরাযী মতান্তর রেফাআহ আল কুরাযী এর উদ্ধৃতি দিয়ে বর্ণনা করেন যে, আলোচ্য আয়াত দশজন মানব সম্পর্কে নাজিল হয়েছে। যে দশজন ব্যক্তি সম্পর্কে আলোচ্য আয়াত নাজিল হয় তাদের মধ্যে আমিও একজন ছিলাম।–[তাবারী ৮৪/১০, ইবনে কাছীর ৪০৭/৩ বাহরে মুহীত্ব ১১৯/৭]

اَلَّذِيْنَ اٰتَيْنٰهُمُ الْكِتٰبَ مِنْ قَبْلِهٖ هُمْ بِهٖ يُؤْمِنُوْنَ (৫২)

শানে নুযূল -১ : বর্ণিত রয়েছে, বনী ইসরাইল হতে কতিপয় মানুষ কুরআনের পূর্ববর্তী কিতাবের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করেছিল। পরবর্তীতে তারা কুরআনের প্রতিও ঈমান এনেছেন। যথা ঃ হযরত আব্দুল্লাহ বিন সালাম, সালমান, এবং খ্রিস্টান পাদ্রী যারা ইসলাম গ্রহণ করে ছিলেন। তারা ছিলেন ৪০ জন। তারা জা'ফর, বিন আবী তালেবের সাথে মদীনায় গমন করলেন। আবিসিনিয়া হতে ৩২ জন এবং সিরিয়া হতে আটজন খ্রিস্টান পণ্ডিত আসে, তাদের মধ্যে ছিলেন বুহাইরা রাহেব, আবরাহা, আশ্রাফ, আমের, আইমন, ইদ্রীস ও নাফে' তাদের সম্পর্কে আল্লাহ তা'আলা আলোচ্য আয়াত নাজিল করেন।

শানে নুযূল -২ : হযরত কাতাদাহ বলেন যে, হযরত আব্দুল্লাহ বিন সালাম, তামীমে দারী, জারুদ আবদী ও সালমান ফার্সী (রা.) প্রমুখ ইসলাম গ্রহণ করার পর তাঁদের সম্পর্কে আলোচ্য আয়াত নাজিল হয়েছে।

শানে নুযূল -৩ : হযরত রেফাআহ আল কুরাযী বলেন যে, দশজন লোক সম্পর্কে আলোচ্য আয়াত নাজিল হয়েছে। তন্মধ্যে আমিও একজন। উরওয়াহ বিন যুবাইর (রা.) বলেন যে, আবিসিনিয়ার বাদশাহ নাজ্জাশী ও তাঁর সঙ্গী সাথিদের সম্পর্কে আলোচ্য আয়াত নাজিল হয়েছে। ঘটনা প্রবাহ হচ্ছে এই যে, হযরত রাসূলে আকরাম ﷺ -এর সাথে বারজন মানুষ বসল। সে সময় আবূ জাহেল ও তদ্বীয় সহচরেরা তাদের নিকটতম স্থানেই ছিল। এমন মহূর্তেই তারা রাসূল ﷺ-এর প্রতি ঈমান গ্রহণ করে। অতঃপর তারা যখন রাসূল এর নিকট হতে চলে গেলেন, তখন আবূ জাহলও তার সহচরেরাও তাদের পিছু পিছু গিয়ে বলল, আল্লাহ তোমরা আরোহীদেরকে ক্ষতিগ্রস্ত করুক, তোমরা প্রতিনিধি দলকে আল্লাহ কুৎসিত করুক, তোমরা তাকে সমর্থন ও বিশ্বাস করতে বিলম্ব করলে না তো মোটেই। তোমাদের অপেক্ষা অতি নির্বোধ ও বর্বর আর কাউকে দেখতে পাচ্ছিনা। জবাবে তারা বললেন سَلَامٌ عَلَيْكُمْ আমরা কেন হেদায়েত পথ গ্রহণ করবনা? لَنَا اَعْمَالُنَا وَلَكُمْ اَعْمَالُكُمْ আমাদের জন্য আমাদের আমল আর তোমাদের জন্য তোমাদের আমল। তখন তাদের সম্পর্কে আল্লাহ তা'আলা আলোচ্য আয়াত নাজিল করেন।

–[কুরতুবী ২৬৩/১৩, ইবনে কাছীর ৪০৮, রুহুল মা'আনী ৯৪/১০/২০, তাবারী ১০, দুররে মানছুর ১৩১/১৫]

https://e-ilm.weebly.com/

أُولَٰئِكَ يُؤْتَوْنَ أَجْرَهُم مَّرَّتَيْنِ بِمَا صَبَرُوا وَيَدْرَءُونَ بِالْحَسَنَةِ السَّيِّئَةَ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنفِقُونَ (٥٤)

শানে নুযূল -১ : মানসূর মুজাহিদের উদ্ধৃতি দিয়ে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেন, মুশরিকদেরকে একটি সম্প্রদায় ইসলাম গ্রহণ করার কারণে তাদের স্বজাতীয় ও স্বগোত্রীয় অন্যান্য লোকেরা তাদেরকে কষ্ট দিতে লাগল। তখন তাদের মর্যাদা বর্ণনা করা সম্পর্কে আলেচ্য আয়াত নাজিল করা হয়েছে। –[তাবারী ৮৬]

শানে নুযূল –২ : ইমাম বুখারী তদ্বীয় তারিখ গ্রন্থে ও ইবনে মুনজির আলী বিন রেফাআহ (রা.) হতে বর্ণনা করেন যে, আহলে কিতাবদের হতে দশজন মানুষ ঈমান গ্রহণ করেছিলেন, তন্মধ্যে আমার পিতা রেফাআহও একজন ছিলেন। তারা যখন আসল তখন লোকেরা তাদেরকে নিয়ে বিদ্রূপ ও রং তামাশা করতে লাগল। তাদের বিদ্রূপ ও রং তামাশা নীরবে সহ্য করে নেওয়ার মর্যাদা বর্ণনা করার পরিপ্রেক্ষিতে আল্লাহ তা'আলা আলোচ্য আয়াত নাজিল করেন। –[দুররে মানসূর ১৩১/৫]

وَإِذَا سَمِعُوا اللَّغْوَ أَعْرَضُوا عَنْهُ وَقَالُوا لَنَا أَعْمَالُنَا وَلَكُمْ أَعْمَالُكُمْ سَلَامٌ عَلَيْكُمْ لَا نَبْتَغِي الْجَاهِلِينَ(٥٥)

শানে নুযূল : ইবনে ওহাব, ইবনে যায়েদ এর উদ্ধৃতি দিয়ে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেন, আলোচ্য আয়াত আহলে কিতাবদের সম্পর্কে নাজিল হয়েছে। এক শ্রেণির আহলে কিতাব রয়েছে তারা হযরত মুহাম্মদ ﷺ -এর প্রতি ঈমান গ্রহণ করার পূর্বে তাদের নিজেদের কিতাবে যখন কোনো মিথ্যাচারিতা শুনতে পেত যে মিথ্যাচার তাদের গোত্রীয় লোকজনের হাতেই আমূল পরিবর্তন করে ঘোষণা করে দিত যে, এ-ই হলো আল্লাহ তা'আলার বাণী। এ মিথ্যাচার ও তেলাওয়াত যখন তারা শুনতে পেত, তারা তা থেকে এড়িয়ে যেত এবং বলত إِنَّا مِن قَبْلِهِ مُسْلِمِينَ আমরা তো এর পূর্ব হতে মুসলমান। কারণ তারা দ্বীনে ঈসাইর ভিত্তিতে মুসলমান ছিল। তাদের সম্পর্কে আল্লাহ তা'আলা আলোচ্য আয়াত নাজিল করেছেন। মুজাহিদ কর্তৃক একটি রেওয়ায়েত রয়েছে যে, মুশরিকদের একটি সম্প্রদায় ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করেছিল। ফলে তাদের গোত্রীয় মুশরিক কাফের লোকেরা তাদেরকে কথায় কাজে আচার-ব্যবহারে বিভিন্নভাবে কষ্ট দিচ্ছিল। তাদের সম্পর্কে আল্লাহ তা'আলা আলোচ্য আয়াত নাজিল করেছেন। –[তাবারী ৮৬/১০]

إِنَّكَ لَا تَهْدِي مَنْ أَحْبَبْتَ وَلَٰكِنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَن يَشَاءُ وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ (٥٦)

শানে নুযূল : হযরত সাঈদ বিন মুসাইয়্যিব তদ্বীয় পিতার উদ্ধৃতি দিয়ে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেন হযরত রাসূল আকরাম ﷺ-এর প্রাণপ্রিয় চাচা আবূ তালিবের যখন মৃত্যু সময় ঘনিয়ে এসেছিল, তখন রাসূল ﷺ তার নিকট গমন করে দেখতে পান সেখানে আবূ জাহল ও আব্দুল্লাহ্ বিন আবী উমাইয়্যাহ বিন মুগীরা উপস্থিত রয়েছে। রাসূল ﷺ তখন বললেন যে, হে আমার চাচা! আপনি বলুন তো لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ কালিমাটি। এ কালিমা দ্বারা আমি আপনার সম্পর্কে আল্লাহ তা'আলার নিকট দলিল সহ সুপারিশ করতে সক্ষম হবো। আবূ জাহেল ও আব্দুল্লাহ বিন আবী উমাইয়্যাহ বিন মুগীরা বলল, হে আবূ তালেব! তুমি মুত্তালিবী ধর্ম ছেড়ে যাবে নাকি? রাসূল ﷺ তার নিকট কালিমার দাওয়াত দিতে লাগলেন। অপরদিকে আবূ জাহলও নিজ কৌশলগত কথা বলতে থাকে। সুতরাং আবূ তালিব বলল, হে ভ্রাতুষ্পুত্র! আমি জানি তুমি সত্যবাদী। তবে মৃত্যকালে ভয় পেয়ে গেল, মানুষেরা এমন কথা বলবে তা আমি পছন্দ করিনা। কোনো দুর্নামের ভয় না থাকলে অবশ্যই আমি তোমার সামনে সে কালিমা পাঠ করে তা স্বীকার করে নিতাম। কারণ তোমার মাঝে অত্যন্ত ব্যাকুলতা ও হিতাকাঙ্ক্ষিতা প্রত্যক্ষ করতে পাচ্ছি। অতঃপর কবিতা আবৃত্তি করে বলতে লাগল।

وَلَقَدْ عَلِمْتُ بِأَنَّ دِينَ مُحَمَّدٍ * مِنْ خَيْرِ الْأَدْيَانِ الْبَرِيَّةِ دِينًا

وَلَوْلَا الْمَلَامَةُ أَوْ حِذَارُ مَسَبَّةٍ * لَوَجَدْتَنِي سَمْحًا بِذَاكَ مُبِينًا

"আর আমি জানি যে, দ্বীনে মুহাম্মদী সকল মাখলুকের ধর্ম অপেক্ষা অতি উত্তম, সমালোচনা ও মন্দাচারীর ভয় যদি না হতো, তাহলে আমাকে সুবক্তা পেতে"।

তবে আমি মুত্তালিবী ধর্মেই থেকে যাব। অতঃপর ইন্তেকাল করে। এতে করে রাসূল ﷺ অত্যন্ত ব্যথিত হন। রাসূল ﷺ কে সান্ত্বনা দেওয়ার জন্য আল্লাহ আলোচ্য আয়াত নাজিল করেন।

–[তাবারী ৮৮/১০,সাভী ২২১/৩, রূহুল মা'আনী ৯৬/১০/২০, কুরতুবী ২৬৬/১৩, ইবনে কাছীর ৪০৮/৩]

https://e-ilm.weebly.com/

وَقَالُوٓا۟ إِن نَّتَّبِعِ ٱلْهُدَىٰ مَعَكَ نُتَخَطَّفْ مِنْ أَرْضِنَآ ۚ أَوَلَمْ نُمَكِّن لَّهُمْ حَرَمًا ءَامِنًا يُجْبَىٰٓ إِلَيْهِ ثَمَرَٰتُ كُلِّ شَىْءٍ رِّزْقًا مِّن لَّدُنَّا وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ (৫৭)

শানে নুযূল -১ : ইবনে জারীর ও ইবনে আবী হাতেম হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) -এর উদ্ধৃতি দিয়ে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেন, কুরাইশের এক শ্রেণির মানুষেরা নবী করীম ﷺ কে বলেছিল যে, আমরা যদি আপনার অনুসরণ করি তাহলে মানুষেরা আমাদের উঠিয়ে নিয়ে যাবেন। তখন সে প্রেক্ষিতে আলোচ্য আয়াত নাজিল করা হয়েছে।

–[ফতহুল কাদীর ১৮০/৩]

শানে নুযূল -২ : আলোচ্য আয়াত হারিছ বিন উছমান বিন নাওফল বিন মানাফ সম্পর্কে অবতীর্ণ হয়েছে। ঘটনা প্রবাহ হচ্ছে যে, একদা সে মহানবী হযরত মুহাম্মদ মুস্তফা ﷺ-এর নিকট উপস্থিত হয়ে বলল, আমরা তো মনে প্রাণে জানি যে, আমরা যদি আপনার আনুগত্য গ্রহণ করে নেই এবং আরবদের বিরোধিতা করি অপর দিকে আমরা হচ্ছি দরিদ্রতার শিকার তারা আমাদেরকে বহিষ্কার করে দেবে এমন আশঙ্কা রয়েছে বিধায় আমরা আপনার প্রতি ঈমান আনতে পারছিনা। তাদের জবাবে আল্লাহ তা'আলা আলোচ্য আয়াত নাজিল করেন। [জালালাইন– ৩৩২, টীকা-৬]

اَلَّذِيْنَ اٰتَيْنٰهُمُ الْكِتٰبَ مِنْ قَبْلِهٖ هُمْ بِهٖ يُؤْمِنُوْنَ : এই আয়াতে সেই সব আহলে কিতাবের কথা বলা হয়েছে, যারা রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর নবুয়ত ও কুরআন অবতণের পূর্বেও তাওরাত ও ইঞ্জীল প্রদত্ত সুসংবাদের ভিত্তিতে কুরআন ও রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর নবুয়তে বিশ্বাসী ছিল। এরপর যখন তিনি প্রেরিত হন, তখন সাবেক বিশ্বাসের ভিত্তিতে কালবিলম্ব না করে মুসলমান হয়ে যায়। হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) থেকে বর্ণিত আছে যে, আবিসিনিয়ার সম্রাট নাজ্জাশীর পরিষদবর্গের মধ্যে থেকে চল্লিশ জনের একটি প্রতিনিধি দল যখন মদীনায় উপস্থিত হয় তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ খায়বর যুদ্ধে ব্যাপৃত ছিলেন। তারাও জেহাদে অংশ গ্রহণ করল। কেউ কেউ আহতও হলো, কিন্তু তাদের মধ্যে কেউ নিহত হলো না। তারা যখন সাহাবায়ে কেরামের আর্থিক দুর্দশা দেখল, তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ কে অনুরোধ জানাল যে, আমরা আল্লাহর রহমতে ধনাঢ্য ও সম্পদশালী জাতি। আপনি অনুমতি দিলে আমরা দেশে প্রত্যাবর্তন করে সাহাবায়ে কেরামের জন্য অর্থসম্পদ সরবরাহ করব। এর পরিপ্রেক্ষিতে আলোচ্য আয়াত اَلَّذِيْنَ اٰتَيْنٰهُمُ الْكِتٰبَ থেকে وَمِمَّا رَزَقْنٰهُمْ يُنْفِقُوْنَ পর্যন্ত অবতীর্ণ হয়। –[মাযহারী]

হযরত সাঈদ ইবনে জুবায়র (রা.) বর্ণনা করেন যে, হযরত জাফর (রা.) মদিনায় হিজরতের পূর্বে যখন আবিসিনিয়ায় গমন করেন এবং নাজ্জাশীর দরবারে ইসলামি শিক্ষা পেশ করেন, তখনই আল্লাহ্ তা'আলা তাদের অন্তরে ঈমান সৃষ্টি করে দেন। তারা ছিল খ্রিস্টান এবং তাওরাত ও ইঞ্জীল রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর আগমনের সুসংবাদ সম্পর্কে জ্ঞাত। –[মাযহারী]

'মুসলিম' শব্দটি উম্মতে মুহাম্মদীর বিশেষ উপাধি, না সব উম্মতের জন্য ব্যাপক? اِنَّا كُنَّا مِنْ قَبْلِهٖ مُسْلِمِيْنَ –অর্থাৎ আহলে কিতাবের এই আলেমগণ বলল, আমরা তো কুরআন অবতীর্ণ হওয়ার পূর্বেই মুসলমান ছিলাম। এখানে 'মুসলিম' শব্দের আভিধানিক অর্থ [অনুগত,আজ্ঞাবহ] নিলে বিষয়টি পরিষ্কার যে, তাদের কিতাবের কারণে কুরআন ও শেষ নবী সম্পর্কে তাদের যে বিশ্বাস অর্জিত হয়েছিল, সেই বিশ্বাসকেই ইসলাম' ও মুসলিমীন' শব্দ দ্বারা ব্যক্ত করা হয়েছে। অর্থাৎ আমরা তো পূর্বেই এতে বিশ্বাসী ছিলাম। পক্ষান্তরে যে অর্থের দিক দিয়ে উম্মতে মুহাম্মদীকে 'মুসলিম' বলা হয়, সেই অর্থ নিলে এতে প্রমাণিত হয় যে, 'ইসলাম ও মুসলিম শব্দ কেবলমাত্র উম্মতে মুহাম্মদির বিশেষ উপাধি নয় ; বরং সব পয়গম্বরের ধর্ম ছিল ইসলাম এবং তারা সবাই ছিলেন মুসলিম। কিন্তু কুরআন পাকের কোনো কোনো আয়াত থেকে জানা যায় যে, ইসলাম ও মুসলিম শব্দ এই উম্মতের জন্যই বিশেষভাবে নির্দিষ্ট, যেমন হযরত ইবরাহীম (আ.) -এর উক্তি স্বয়ং কুরআনেই আছে যে, هُوَ سَمّٰكُمُ الْمُسْلِمِيْنَ – আল্লামা সুয়ূতী (র.) এই বৈশিষ্ট্যেরই প্রবক্তা। এই বিষয়বস্তু সম্পর্কে তাঁর একটি স্বতন্ত্র পুস্তিকা আছে। তাঁর মতে এই আয়াতের উদ্দেশ্য এই যে, আমরা তো পূর্ব থেকেই ইসলাম গ্রহণের জন্যে প্রস্তুত ছিলাম। চিন্তা করলে দেখা যায় যে, ইসলাম সব পয়গম্বরের অভিন্ন ধর্ম এবং এই উম্মতের জন্য বিশেষ উপাধি এতদুভয়ের মধ্যে কোনো বিরোধ নেই। কেননা এটা সম্ভবপর যে, গুণগত অর্থের দিক দিয়ে ইসলাম সকলের অভিন্ন ধর্ম হবে এবং 'মুসলিম' উপাধি শুধু এই উম্মতের বিশেষ উপাধি হবে। উদাহরণতঃ সিদ্দীক, ফারুক ইত্যাদি উপাধির কথা বলা যায়। এগুলো বিশেষভাবে হযরত আবূ বকর ও ওমর (রা.) -এর উপাধি, কিন্তু গুণগত অর্থের দিক দিয়ে অন্যরাও সিদ্দীক ও ফারুক হতে পারেন।

https://e-ilm.weebly.com/

أُولَٰئِكَ يُؤْتَوْنَ أَجْرَهُم مَّرَّتَيْنِ : অর্থাৎ আহলে কিতাবের মুমিনদেরকে দুবার পুরস্কৃত করা হবে। কুরআন পাকে এমনি ধরনের প্রতিশ্রুতি রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর পবিত্রা বিবিগণের সম্পর্কে বর্ণিত হয়েছে। বলা হয়েছে- وَمَن يَقْنُتْ مِنكُنَّ لِلَّهِ وَرَسُولِهِ وَتَعْمَلْ صَالِحًا نُّؤْتِهَا أَجْرَهَا مَرَّتَيْنِ – সহীহ বুখারীর এক হাদীসে তিন ব্যক্তির জন্যে দুবার পুরস্কার দানের কথা উল্লেখ করা হয়েছে। ১. যে কিতাবধারী পূর্বে তার পয়গম্বরের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করেছে। ২. যে অপরের মালিকানাধীন গোলাম এবং আপন প্রভুরও আনুগত্য করে এবং আল্লাহ্ ও রাসূলেরও ফরমাবরদারি করে। ৩. যার মালিকানায় কোনো বাঁদী ছিল। এই বাঁদীর সাথে বিবাহ ছাড়াই সহবাস করা তার জন্য জায়েজ ছিল। কিন্তু সে তাকে গোলামী থেকে মুক্ত করে বিবাহিতা স্ত্রী করে নিল।

এখানে চিন্তাসাপেক্ষ বিষয় এই যে, এই কয়েক প্রকার লোককে দুইবার পুরস্কৃত করার কারণ কি? এর জওয়াবে বলা যায় যে, তাদের প্রত্যেকের আমল যেহেতু দুটি, তাই তাদেরকে দুইবার পুরস্কার প্রদান করা হবে। কিতাবধারী মুমিনের দুই আমল এই যে, সে পূর্বে এক পয়গম্বররের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করেছিল, এরপর রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর প্রতি ঈমান এনেছে। পবিত্র বিবিগণের দুই আমল এই যে, তাঁরা রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর আনুগত্য ও মহব্বত রাসূল হিসেবেও করেন এবং স্বামী হিসেবেও করেন। গোলামের দুই আমল তার দ্বিমুখী আনুগত্য, আল্লাহ্ ও রাসূলের আনুগত্য এবং প্রভুর আনুগত্য। বাঁদীকে মুক্ত করে যে বিবাহ করে তার এক আমল মুক্ত করা এবং দ্বিতীয় আমল বিবাহ করা। কিন্তু এই জওয়াবে প্রশ্ন দেখা দেয় যে, দুই আমলের দুই পুরস্কার ইনসাফ ভিত্তিক হওয়ার কারণে সবার জন্যে ব্যাপক। এতে কিতাবধারী মুমিন অথবা পবিত্রাগণের কোনো বৈশিষ্ট্য নেই ; বরং যে কেউ দুই আমল করবে, সে দুই পুরস্কার পাবে। এই প্রশ্নের জওয়াব সম্পর্কে আমি আহকামুল কুরআন সূরা কাসাসে পূর্ণাঙ্গ আলোচনা করছি। কুরআনের ভাষা থেকে যা প্রমাণিত হয়, তা এই যে, এখানে উদ্দেশ্য শুধু দুই পুরস্কার নয়। কেননা এটা প্রত্যেক আমলকারীর জন্য সাধারণ কুরআনির বিধি لَا يُضِيعُ عَمَلَ عَامِلٍ مِّنكُمْ : অর্থাৎ আল্লাহ তা'আলা কোনো আমলকারীর আমল বিনষ্ট করেন না। বরং সে যতই সৎকর্ম করবে, তারই হিসেবে পুরস্কার পাবে। তবে উল্লিখিত প্রকারসমূহে দুই পুরস্কার অর্থ এই যে, তাদেরকে তাদের প্রত্যেক আমলের দ্বিগুণ ছওয়াব দেওয়া হবে। প্রত্যেক নামাজের দ্বিগুণ, রোজা, সদকা, হজ, ওমরা ইত্যাদি প্রত্যেকটির দ্বিগুণ ছওয়াব তারা লাভ করবে। কুরআনের ভাষার প্রতি লক্ষ্য করলে দেখা যাবে যে, দুই পুরস্কারের জন্য সংক্ষিপ্ত শব্দ ছিল أَجْرَيْنِ কিন্তু কুরআন এর পরিবর্তে বলেছে, أَجْرَهُم مَّرَّتَيْنِ -এতে ইঙ্গিত পাওয়া যায় যে, এর উদ্দেশ্য তাদের প্রত্যেক আমল দুবার লিখা হবে এবং প্রত্যেক আমলের জন্য দুই ছওয়াব দেওয়া হবে।

এখন প্রশ্ন এই যে, তাদের এই শ্রেষ্ঠত্ব ও বৈশিষ্ট্যের কারণ কি ? এর সুস্পষ্ট জওয়াব এই যে, আল্লাহ তা'আলা ক্ষমতা আছে যে, তিনি বিশেষ কোনো আমলকে অন্যান্য আমলের চাইতে শ্রেষ্ঠ সাব্যস্ত করতে পারেন এবং এর পুরস্কার বাড়িয়ে দিতে পারেন। কারও এরূপ প্রশ্ন করার অধিকার নেই যে, আল্লাহ তা'আলা রোজার ছওয়াব এত বাড়িয়ে দিলেন কেন? জাকাত ও সদকার ছওয়াব এত বাড়ালেন না কেন? এটা সম্ভপর যে, আলোচ্য আয়াতে ও বুখারীর হাদীসে যেসব আমলের কথা বলা হয়েছে, এগুলোর মর্তবা অন্যান্য আমলের চাইতে কোনো না কোনো দিক দিয়ে বেশি। তাই এই পুরস্কার ঘোষিত হয়েছে। কোনো কোনো আলেম যে দ্বিগুণ শ্রমকে এর কারণ সাব্যস্ত করেছেন, তারও সম্ভাবনা উড়িয়ে দেওয়া যায় না। আয়াতের শেষ বাক্য بِمَا صَبَرُوا এর প্রমাণ হতে পারে। অর্থাৎ শ্রমে সবর করা দ্বিগুণ ছওয়াবের কারণ।

وَيَدْرَءُونَ بِالْحَسَنَةِ السَّيِّئَةَ অর্থাৎ তারা মন্দকে ভালো দ্বারা দূর করে। এই মন্দ ও ভালো বলে কি বোঝানো হয়েছে, সে সম্পর্কে তাফসীরকারকদের অনেক উক্তি বর্ণিত হয়েছে। কেউ বলেন, ভালো বলে ইবাদত এবং মন্দ বলে গোনাহ বোঝানো হয়েছে। কেননা পুণ্য কাজ অসৎ কাজকে মিটিয়ে দেয়। এক হাদীসে রাসূলুল্লাহ ﷺ হযরত মুয়াজ ইবনে জাবাল (রা.) কে বলেন أَتْبِعِ السَّيِّئَةَ الْحَسَنَةَ تَمْحُهَا : অর্থাৎ গোনাহের পর নেক কাজ করো। নেককাজ গোনাহকে মিটিয়ে দেবে। কেউ কেউ বলেন, ভালো বলে জ্ঞান ও সহনশীলতা এবং মন্দ বলে অজ্ঞতা ও অনবধানতা বোঝানো হয়েছে। অর্থাৎ তারা অপরের অজ্ঞতার জওয়াব জ্ঞান ও সহনশীলতা দ্বারা দেয়। প্রকৃতপক্ষে এসব উক্তির মধ্যে কোনো বিরোধ নেই। কেননা এগুলো সবই ভালো ও মন্দের অন্তর্ভুক্ত।

আলোচ্য আয়াতে দু'টি গুরুত্বপূর্ণ পথনির্দেশ : প্রথম, কারও দ্বারা কোনো গোনাহ্ হয়ে গেলে তার প্রতিকার এই যে, এরপর সৎকাজে সচেষ্ট হতে হবে। সৎকাজ গোনাহের কাফফারা হয়ে যাবে ; যেমন উপরে হযরত মুয়ায (রা.)-এর হাদীস বর্ণিত হয়েছে। দ্বিতীয় কেউ কারও প্রতি উৎপীড়ন ও মন্দ আচরণ করলে শরিয়তের আইনে যদিও সমান সমান হওয়ার শর্তে প্রতিশোধ নেওয়া জায়েজ আছে, কিন্তু প্রতিশোধ নেওয়ার পরিবর্তে মন্দের প্রত্যুত্তরে ভালো এবং উৎপীড়নের

https://e-ilm.weebly.com/

প্রত্যুত্তরে অনুগ্রহ করাই উত্তম। এটা উৎকৃষ্ট চরিত্রের সর্বোচ্চ স্তর। ইহকাল ও পরকালে এর উপকারিতা অনেক। কুরআন পাকের অন্য এক আয়াতে এই পথনির্দেশটি আরও সুস্পষ্ট ভাষায় বিধৃত হয়েছে। বলা হয়েছে –

اِدْفَعْ بِالَّتِىْ هِىَ اَحْسَنُ فَاِذَا الَّذِىْ بَيْنَكَ وَبَيْنَهٗ عَدَاوَةٌ كَاَنَّهٗ وَلِىٌّ حَمِيْمٌ

অর্থাৎ মন্দ ও জুলুমকে উৎকৃষ্ট পন্থায় প্রতিহত কর। [জুলুমের পরিবর্তে অনুগ্রহ কর]। এরূপ করলে যে ব্যক্তি ও তোমার মধ্যে শত্রুতা আছে যে, সে তোমার অন্তরঙ্গ বন্ধু হয়ে যাবে।

سَلٰمٌ عَلَيْكُمْ لَا نَبْتَغِى الْجٰهِلِيْنَ : অর্থাৎ তাদের একটি উৎকৃষ্ট চরিত্র এই যে, তারা কোনো অজ্ঞ শত্রুর কাছ থেকে নিজেদের সম্পর্কে যখন অর্থহীন ও বাজে কথাবার্তা শোনে, তখন তার জওয়াব দেওয়ার পরিবর্তে একথা বলে দেয়, আমার সালাম গ্রহণ করো। আমি অজ্ঞদের সাথে জড়িত হতে চাই না। ইমাম জাস্‌সাস (র.) বলেন, সালাম দুই প্রকার। (এক) মুসলমানদের মধ্যে প্রচলিত অভিবাদনমূলক সালাম। (দুই) সন্ধি ও বর্জনমূলক সালাম। অর্থাৎ প্রতিপক্ষকে বলে দেওয়া যে, আমি তোমার অসার আচরণের প্রতিশোধ নেব না। এখানে এই অর্থই বোঝানো হয়েছে।

اِنَّكَ لَا تَهْدِىْ مَنْ اَحْبَبْتَ وَلٰكِنَّ اللّٰهَ الخ : 'হেদায়েত' শব্দটি কয়েক অর্থে ব্যবহৃত হয়। (এক) শুধু পথ দেখানো। এর জন্য জরুরি নয় যে, যাকে পথ দেখানো হয়, সে গন্তব্যস্থলে পৌছেই যাবে। (দুই) পথ দেখিয়ে গন্তব্যস্থলে পৌছে দেওয়া। প্রথম অর্থের দিক দিয়ে রাসূলুল্লাহ ﷺ; বরং সব পয়গম্বর যে হাদী অর্থাৎ পথপ্রদর্শক ছিলেন এবং হেদায়েত যে তাঁদের ক্ষমতাধীন ছিল, তা বলাই বাহুল্য। কেননা এ হেদায়েতেই ছিল, তাঁদের পরম দায়িত্ব ও কর্তব্য। এটা তাঁদের ক্ষমতাধীন না হলে তাঁরা নবুয়ত ও রেসালতের কর্তব্য পালন করবেন কিরূপে? আলোচ্য আয়াতে বলা হয়েছে যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ হেদায়েতের উপরে ক্ষমতাশালী নন। এতে দ্বিতীয় অর্থের হেদায়েত বোঝানো হয়েছে, অর্থাৎ গন্তব্যস্থলে পৌছে দেওয়া। উদ্দেশ্য এই যে, প্রচার ও শিক্ষার মাধ্যমে আপনি কারও অন্তরে সৃষ্টি করে দেবেন এবং তাকে মুমিন বানিয়ে দিবেন, এটা আপনার কাজ নয়। এটা সরাসরি আল্লাহ তা'আলার ক্ষমতাহীন। হেদায়েতের অর্থ ও তার প্রকারসমূহের পূর্ণাঙ্গ আলোচনা সূরা বাকারার শুরুতে উল্লিখিত হয়েছে।

সহীহ্ মুসলিমে আছে এই আয়াত রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর পিতৃব্য আবূ তালেব সম্পর্কে অবতীর্ণ হয়েছে। রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর আন্তরিক বাসনা ছিল যে, সে কোনোরূপে ইসলাম গ্রহণ করুন। এর প্রেক্ষাপটে রাসূলুল্লাহ ﷺ -কে বলা হয়েছে যে, কাউকে মুমিন -মুসলমান করে দেওয়া আপনার ক্ষমতাধীন নয়। তাফসীরে রূহুল মা'আনীতে আছে, আবূ তালেবের ঈমান ও কুফরের ব্যাপারে বিনা প্রয়োজনে আলোচনা, বিতর্ক ও তাকে মন্দ বলা থেকে বিরত থাকা উচিত। কারণ এতে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর মনোকষ্টের সম্ভাবনা রয়েছে।

وَقَالُوْۤا اِنْ نَّتَّبِعِ الْهُدٰى مَعَكَ نُتَخَطَّفْ مِنْ اَرْضِنَا : অর্থাৎ হারিস ইবনে ওসমান প্রমুখ মক্কার কাফের তাদের ঈমান কবুল না করার এক কারণ এই বর্ণনা করল যে, আমরা আপনার শিক্ষাকে সত্য মনে করি, কিন্তু আমাদের আশঙ্কা এই যে, আপনার পথনির্দেশ মেনে আমরা আপনার সাথে একাত্ম হয়ে গেলে সমগ্র আরব আমাদের শত্রু হয়ে যাবে এবং আমাদেরকে আমাদের দেশ থেকে উৎখাত করে দেওয়া হবে। –[নাসায়ী] কুরআান পাক তাদের এই খোঁড়া অজুহাতের তিনটি জওয়াব দিয়েছে :

১. اَوَلَمْ نُمَكِّنْ لَّهُمْ حَرَمًا اٰمِنًا يُّجْبٰۤى اِلَيْهِ ثَمَرٰتُ كُلِّ شَىْءٍ : অর্থাৎ তাদের এই অজুহাত বাতিল। কারণ আল্লাহ বিশেষভাবে মক্কাবাসীদের হেফাজতের জন্য একটি স্বাভাবিক ব্যবস্থা পূর্ব থেকেই করে রেখেছেন। তা এই যে, তিনি মক্কার ভূখণ্ডকে নিরাপদ হারাম করে দিয়েছেন। সমগ্র আরবের গোত্রসমূহ কুফর, শিরক পারস্পরিক শত্রুতা সত্ত্বেও এব্যাপারে একমত ছিল যে, মক্কার হেরেমের অভ্যন্তরে হত্যা ও যুদ্ধবিগ্রহ ঘোরতর হারাম। হেরেমের অভ্যন্তরে পিতার হত্যাকারীকে পেলে পুত্র চরম প্রতিশোধস্পৃহা সত্ত্বেও তাকে হত্যা করতে বা প্রতিশোধ নিতে পারত না। এতএব, যে প্রভু নিজ কৃপায় কুফরও শিরক সত্ত্বেও তাদেরকে এই ভূখণ্ডে নিরাপত্তা দিয়ে রেখেছেন, ঈমান কবুল করলে তিনি তাদেরকে ধ্বংস হতে দেবেন, এ আশঙ্কা চরম মূর্খতা বৈ কিছু নয়। ইয়াহইয়া ইবনে -সালাম বলেন, আয়াতের অর্থ এই যে, তোমরা হেরেমের কারণে নিরাপদ ছিলে, আমার দেওয়া রিজিক স্বচ্ছন্দে খেয়ে যাচ্ছিলে এবং আমাকে পরিত্যাগ করে অন্যের ইবাদত করছিলে। এই অবস্থার কারণে তো তোমাদের ভয় হলো না উল্টা ভয় হলো আল্লাহর প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করার কারণে। -[কুরতুবী] আলোচ্য আয়াতে হেরেমের দুটি গুণ বর্ণিত হয়েছে: ১. এটা শান্তির আবাসস্থল ২. এখানে বিশ্বের প্রতি কোণ থেকে সর্ব প্রকার ফল মূল আমদানি হয়, যাতে মক্কার বাসিন্দারা তাদের প্রয়োজন সহজে মেটাতে পারে।

https://e-ilm.weebly.com/

মক্কার হেরেমে প্রত্যেক প্রকার ফল-মূল আমদানি হওয়া বিশেষ বিশেষ কুদরতের নিদর্শন : মক্কা মুকাররমা, যাকে আল্লাহ তা'আলা নিজ গৃহের জন্য সারা বিশ্বের মধ্যে থেকে মনোনীত করেছেন, এটা এমন একটি স্থান যে, এখানে পার্থিব জীবনোপকরণের কোনো বস্তু সহজে পাওয়া যাওয়ার কথা নয়। কেননা গম, ছোলা, চাউল ইত্যাদি মানুষের সাধারণ খাদ্যের উৎপাদনও এখানে না হওয়ার পর্যায়ে ছিল। ফল-মূল তরকারি ইত্যাদির তো কোনো কথাই নেই। কিন্তু মক্কার এসব বস্তুর প্রাচুর্য দেখে বিবেক -বুদ্ধি বিমূঢ় হয়ে পড়ে। প্রতি বছর হজের মওসুমে মক্কার তিন লাখ জনসংখ্যার উপর আরও বারো থেকে পনের লাখ মুসলমানের সংখ্যা বেড়ে যায়, যারা গড়ে, দুই- আড়াই মাস সেখানে বাস করে। কিন্তু কখনও শোনা যায়নি যে, তাদের মধ্যে কেউ কোনো দিন খাদ্যের অভাব ভোগ করেছে ; বরং সবাই প্রত্যক্ষ করে যে, এখানে দিবা-রাত্রির সকল সময়ে প্রচুর পরিমাণ তৈরি খাদ্য পাওয়া যায়। কুরআন পাকের ثَمَرٰتُ كُلِّ شَيْءٍ শব্দে চিন্তা করলে প্রশ্ন দেখা দেয় যে, সাধারণ পরিভাষায় ثَمَرَاتُ শব্দটি বৃক্ষের সাথে সম্পর্ক রাখে। কাজেই স্থান ছিল এরূপ বলার : ثَمَرَاتُ كُلِّ شَجَرٍ -এর পরিবর্তে ثَمَرٰتُ كُلِّ شَيْءٍ বলার মধ্যে সম্ভবত : ইঙ্গিত আছে যে, ثَمَرٰتُ শব্দের অর্থ এখানে শুধু ফল-মূল নয়; বরং এর অর্থ যে কোনো উৎপাদন। মিল কারখানায় নির্মিত সামগ্রী ও মিল-কারখানার ثَمَرَاتُ তথা উৎপাদন এভাবে আয়াতের সারমর্ম হবে এই যে মক্কার হেরেমে শুধু আহার্য ও পানীয় দ্রব্যাদিই আমদানি হবে না; বরং জীবনধারণের প্রয়োজনীয় সবকিছুই এখানে সরবরাহ করা হবে। তাই আজ খোলা চোখে প্রত্যক্ষ করা হচ্ছে যে, মক্কায় যেমন প্রত্যেক দেশ ও প্রত্যেক ভূখণ্ডের খাদ্য ও উৎপাদিত শিল্পদ্রব্য প্রচুর পরিমাণে পাওয়া যায়, জগতের অন্য কোনো দেশেই বোধ হয় তদ্রূপ পাওয়া যায় না : এ হচ্ছে মক্কার কাফেরদের অজুহাতের জওয়াব যে, যিনি তোমাদের কুফর শিরক সত্ত্বেও তোমাদের প্রতি এতসব অনুগ্রহ করেছেন, তোমাদের দেশকে যাবতীয় বিপদাশঙ্কা থেকে মুক্ত করে দিয়েছেন এবং এ দেশে কোনো কিছুই উৎপন্ন না হওয়া সত্ত্বেও সারা বিশ্বের উৎপাদিত দ্রব্যসামগ্রী এখানে এনে সমাবেশ করেছেন, সেই বিশ্বস্রষ্টার প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করলে এসব নিয়ামত হাতছাড়া হয়ে যাবে– এরূপ আশঙ্কা করা চূড়ান্ত নির্বুদ্ধিতা বৈ নয়।

২. এরপর তাদের অজুহাতের দ্বিতীয় জওয়াব এই : وَكَمْ اَهْلَكْنَا مِنْ قَرْيَةٍ بَطِرَتْ مَعِيْشَتَهَا এতে বলা হয়েছে যে, জগতের অন্যান্য কাফের সম্প্রদায়ের অবস্থার প্রতি দৃষ্টিপাত কর। কুফর ও শিরকের কারণে তারা কিভাবে নিপাত হয়েছে : তাদের বসত-বাড়ি, সুদৃঢ় দুর্গ ও প্রতিরক্ষামূলক সাজ-সরঞ্জাম মাটিতে মিশে গেছে। অতএব কুফর ও শিরকই হচ্ছে প্রকৃত আশঙ্কার বিষয়। এটা ধ্বংসের কারণ হয়ে থাকে। তোমরা এমনই বোকা ও নির্বোধ যে, কুফর ও শিরকের কারণে বিপদাশঙ্কা বোধ কর না, ঈমানের কারণে বিপদাশঙ্কা বোধ করো!

৩. তৃতীয় জওয়াব এই : وَمَآ اُوْتِيْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَمَتَاعُ الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا এতে বলা হয়েছে , যদি ধরে নেওয়ার পর্যায়ে ঈমান কবুল করার ফলে তোমাদের কোনো ক্ষতি হয়েই যায়, তবে তা ক্ষণস্থায়ী। এ জগতের ভোগ-বিলাস, আরাম-আয়েশ ও ধন-দৌলত যেমন ক্ষণস্থায়ী, কারো কাছে চিরকাল থাকে না, তেমনি এখানকার কষ্টও ক্ষণস্থায়ী -দ্রুত নিঃশেষ হয়ে যাবে। তাই বুদ্ধিমানের উচিত, সেই কষ্ট ও সুখের চিন্তা করা যা চিরস্থায়ী, অক্ষয়। চিরস্থায়ী ধনও নিয়ামতের খাতিরে ক্ষণস্থায়ী কষ্ট সহ্য করাই বুদ্ধিমত্তার পরিচায়ক।

لَمْ تُسْكَنْ مِّنْ بَعْدِهِمْ اِلَّا قَلِيْلًا : অর্থাৎ অতীত সম্প্রদায়সমূহের যেসব জনপদকে আল্লাহর আজাব দ্বারা -বিধ্বস্ত করা হয়েছিল, এখন পর্যন্ত সেগুলোতে মানুষ সামান্যই মাত্র বসবাস করছে। বাজ্জাজের উক্তি অনুযায়ী এই 'সামান্য এর অর্থ যদি যৎসামান্য বাসস্থান কিংবা আবাস নেওয়া হয়, তবে উদ্দেশ্য হবে এই যে, সামান্য সংখ্যক বাসগৃহ ব্যতীত এসব ধ্বংসপ্রাপ্ত জনপদসমূহের কোনো বাসগৃহ পুনরায় আবাদ হয়নি। কিন্তু হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) থেকে বর্ণিত আছে যে, 'সামান্য' -এর অর্থ সামান্য ক্ষণ বা সামান্য সময় অর্থাৎ এসব জনপদে কেউ থাকলেও সামান্য ক্ষণ থাকে, যেমন কোনো পথিক অল্পক্ষণের জন্য কোথাও বসে বিশ্রাম নেয়। একে জনপদের আবাদী বলা যায় না।

حَتّٰى يَبْعَثَ فِيْٓ اُمِّهَا رَسُوْلًا : اُمّ শব্দটির মূল ও ভিত্তির অর্থেও বহুল পরিমাণে ব্যবহৃত হয়। اُمِّهَا -এর সর্বনাম দ্বারা قُرٰى বোঝানো হয়েছে। অর্থাৎ জনপদসমূহের মূল কেন্দ্রস্থল। উদ্দেশ্য এই যে, আল্লাহ তা'আলা কোনো সম্প্রদায়কে তখন পর্যন্ত ধ্বংস করেন না, যে পর্যন্ত তাদের প্রধান প্রধান-নগরীতে কোনো রাসূলের মাধ্যমে সত্যের পয়গাম না পৌঁছিয়ে দেন। সত্যের দাওয়াত পৌঁছার পর যখন লোকেরা তা কবুল করে না, তখন জনপদসমূহের উপর আজাব নেমে আসে।

এই আয়াত থেকে জানা গেল যে, আল্লাহ তা'আলার পয়গম্বরগণ সাধারণত বড় বড় শহরে প্রেরিত হতেন। তাঁরা ছোট শহর ও গ্রামে আসতেন না। কেননা এরূপ শহর ও গ্রাম সাধারণত শহরের অধীন হয়ে থাকে, অর্থনৈতিক প্রয়োজনেও এবং শিক্ষাগত প্রয়োজনেও। প্রধান শহরে কোনো বিষয় ছড়িয়ে পড়লে তার আলোচনা আশপাশের ছোট শহর ও গ্রামে আপনা-

https://e-ilm.weebly.com/

আপনি ছড়িয়ে পড়ে, এ কারণেই কোনো বড় শহরে রাসূল প্রেরিত হয়ে দাওয়াত পেশ করলে এই দাওয়াত ছোট শহর ও গ্রামে স্বভাবতই পৌঁছে যেতো। ফলে সংশ্লিষ্ট সবার উপর আল্লাহর পয়গাম কবুল করা ফরজ হয়ে যেতো এবং অস্বীকার ও মিথ্যারোপের কারণে সবার উপর আজাব নেমে আসাই ছিল স্বাভাবিক।

নির্দেশ ও আইন-কানুনে ছোট শহর ও গ্রাম বড় শহরের অধীন : এ থেকে জানা গেল যে, অর্থনৈতিক প্রয়োজনাদির ক্ষেত্রে যেমন ছোট ছোট জনপদ বড় শহরের অধীন হয়ে থাকে, সেখান থেকেই তাদের প্রয়োজনাদি মিটে থাকে, তেমনি কোনো নির্দেশ পালন করা সংশ্লিষ্ট জনপদসমূহের উপরও অপরিহার্য হয়ে যায়। না জানা অথবা না শুনার ওজর গ্রহণযোগ্য হয় না।

এ জন্যে রমজান ও ঈদের চাঁদের প্রশ্নেও ফিকহ্‌বিদগণ বলেন যে, এক শহরে শরিয়তসম্মত সাক্ষ্য প্রামণ দ্বারা বিচারপতির নির্দেশে চাঁদ দেখা প্রমাণিত হয়ে গেলে সংশ্লিষ্ট জনপদসমূহের তা মেনে নেওয়া জরুরি। কিন্তু অন্য শহরবাসীদের জন্যে এটা তখন যদি শহরের বিচারপতি কর্তৃক এই সাক্ষ্য প্রমাণ স্বীকার করে নিয়ে আদেশ জারি না করা পর্যন্ত জরুরি হবে না।–[ফতোয়া গিয়াসিয়া]

শব্দ বিশ্লেষণ :

وَصَّلْنَا : সীগাহ جمع متكلم বহছ ماضى معروف বাব تَفْعِيْل মাসদার تَوْصِيْلٌ মূলবর্ণ (و - ص - ل) জিনস مثال واوى অর্থ– আমি বিভিন্ন সময়ে ক্রমান্বয়ে নাজিল করেছি।

يُؤْتَوْنَ : সীগাহ جمع مذكر غائب বহছ مضارع مجهول বাব اِفْعَالٌ মাসদার اِيْتَاءٌ মূলবর্ণ (أ - ت - ى) জিনস মুরাক্কাব (ناقص يائى এবং مهموز فاء) অর্থ– তারা প্রাপ্ত হবে।

يَدْرَئُوْنَ : সীগাহ جمع مذكر غائب বহছ مضارع معروف বাব فَتَحَ মাসদার دَرْءٌ মূলবর্ণ (د - ر - ء) জিনস مهموز لام অর্থ– তারা প্রতিরোধ করে।

اَعْرَضُوا : সীগাহ جمع مذكر غائب বহছ ماضى معروف বাব اِفْعَالٌ মাসদার اَعْرَاضٌ মূলবর্ণ (ع - ر - ض) জিনস صحيح অর্থ– তারা এড়িয়ে চলে।

اَحْبَبْتَ : সীগাহ واحد مذكر حاضر বহছ ماضى معروف বাব اِفْعَالٌ মাসদার اِحْبَابٌ মূলবর্ণ (ح - ب - ب) জিনস مضاعف ثلاثى অর্থ– আপনি চান।

نُتَخَطَّفُ : সীগাহ جمع متكلم বহছ مضارع مجهول বাব تَفَعُّلٌ মাসদার تَخَطُّفٌ মূলবর্ণ (خ - ط - ف) জিনস صحيح অর্থ– আমাদেরকে মেরে তাড়িয়ে দেওয়া হবে।

يُجْبٰى : সীগাহ واحد مذكر غائب বহছ مضارع مجهول বাব ضَرَبَ মাসদার جِبَايَةٌ মূলবর্ণ (ج - ب - ى) জিনস ناقص يائى অর্থ– আমদানি হয়।

بَطِرَتْ : সীগাহ واحد مؤنث غائب বহছ ماضى معروف বাব سَمِعَ মাসদার بَطَرٌ মূলবর্ণ (ب - ط - ر) জিনস صحيح অর্থ– যারা গর্বিত ছিল।

বাক্য বিশ্লেষণ :

وَلَوْلَآ اَنْ تُصِيْبَهُمْ مُّصِيْبَةٌ بِمَا قَدَّمَتْ اَيْدِيْهِمْ : এখানে واو টি আতেফা, আর لَوْلَا হলো حرف امتناع لوجود আর اَنْ এবং তার অধীনস্থ শব্দগুলো হলো মুবতাদা আর তার খবর উহ্য। অর্থাৎ وَلَوْلَآ اَصَابَتْهُمُ الْمُصِيْبَةُ لَهُمْ আর তার জওয়াব উহ্য রয়েছে। উহ্য ইবারত হলো لَمَّآ اَرْسَلْنَا رَسُوْلًا আর مُصِيْبَةٌ হলো ফায়েল আর بِمَا টা تُصِيْبَهُمْ-এর সাথে متعلق হয়েছে। আর قَدَّمَتْ বাক্যটি সেলাহ হয়েছে। –[ই'রাবুল কুরআন ৫ম খণ্ড; পৃ. ৬২৬]

https://e-ilm.weebly.com/

وَمَآ أُوتِيتُم مِّن شَيْءٍ فَمَتَاعُ الْحَيَوٰةِ الدُّنْيَا وَزِينَتُهَا ۚ وَمَا عِندَ اللَّهِ خَيْرٌ وَأَبْقَىٰ ۚ أَفَلَا تَعْقِلُونَ ﴿٦٠﴾

৬০. আর তোমাদেরকে যা কিছু দেওয়া হয়েছে, তা শুধু পার্থিব জীবনযাপনের সরঞ্জাম আর তার সৌন্দর্য, পক্ষান্তরে যা কিছু আল্লাহর নিকট রয়েছে তা এটা অপেক্ষা বহুগুণে উত্তম এবং অধিক স্থায়ী; তবুও কি তোমরা বুঝ না?

أَفَمَن وَعَدْنَٰهُ وَعْدًا حَسَنًا فَهُوَ لَٰقِيهِ كَمَن مَّتَّعْنَٰهُ مَتَٰعَ الْحَيَوٰةِ الدُّنْيَا ثُمَّ هُوَ يَوْمَ الْقِيَٰمَةِ مِنَ الْمُحْضَرِينَ ﴿٦١﴾

৬১. আচ্ছা, যাকে আমি উত্তম প্রতিশ্রুতি দিয়েছি, অতঃপর সে তা প্রাপ্ত হবে, সে কি ঐ ব্যক্তির ন্যায় হতে পারে? যাকে আমি ইহজীবনের কয়েক দিনের সম্ভোগ দিয়ে রেখেছি, তৎপর সে কিয়ামত দিবসে ঐ সমস্ত লোকদের অন্তর্ভুক্ত হবে যাদেরকে বন্দিরূপে উপস্থিত করা হবে।

وَيَوْمَ يُنَادِيهِمْ فَيَقُولُ أَيْنَ شُرَكَآءِيَ الَّذِينَ كُنتُمْ تَزْعُمُونَ ﴿٦٢﴾

৬২. আর যেদিন আল্লাহ সেই কাফেরদেরকে ডেকে বলবেন, আমার সেই শরিকরা কোথায় যাদেরকে তোমরা (উপাস্য) মনে করতে?

قَالَ الَّذِينَ حَقَّ عَلَيْهِمُ الْقَوْلُ رَبَّنَا هَٰٓؤُلَآءِ الَّذِينَ أَغْوَيْنَا ۚ أَغْوَيْنَٰهُمْ كَمَا غَوَيْنَا ۚ تَبَرَّأْنَآ إِلَيْكَ ۖ مَا كَانُوٓا إِيَّانَا يَعْبُدُونَ ﴿٦٣﴾

৬৩. যাদের প্রতি আল্লাহর বাণী সাব্যস্ত হয়ে গিয়েছে তারা বলে উঠবে, হে আমাদের প্রতিপালক! নিঃসন্দেহে এরা ঐ সকল লোক যাদেরকে আমরা প্ররোচিত করেছিলাম, আমরা এদেরকে তদ্রূপ পথভ্রষ্ট করেছিলাম যদ্রূপ আমরা স্বয়ং পথভ্রষ্ট হয়েছি, আমরা আপনার সমীপে তাদের (সম্বন্ধ) হতে সংস্রবহীন হচ্ছি, তারা (কেবল) আমাদেরই পূজা করত না।

শাব্দিক অনুবাদ :

৬০. وَمَا أُوتِيتُم مِّن شَيْءٍ আর তোমাদেরকে যা কিছু দেওয়া হয়েছে فَمَتَاعُ الْحَيَوٰةِ الدُّنْيَا তা শুধু পার্থিব জীবন যাপনের সরঞ্জাম وَزِينَتُهَا আর তার সৌন্দর্য وَمَا عِندَ اللَّهِ পক্ষান্তরে যা কিছু আল্লাহর নিকট রয়েছে خَيْرٌ وَأَبْقَىٰ তা এটা অপেক্ষা বহুগুণে উত্তম এবং অধিক স্থায়ী।

৬১. أَفَمَن وَعَدْنَٰهُ وَعْدًا حَسَنًا আচ্ছা যাকে আমি উত্তম প্রতিশ্রুতি দিয়েছি فَهُوَ لَٰقِيهِ অতঃপর সে তা প্রাপ্ত হবে كَمَن সে কি ঐ ব্যক্তির ন্যায় হতে পারে مَّتَّعْنَٰهُ مَتَٰعَ الْحَيَوٰةِ الدُّنْيَا যাকে আমি ইহজীবনের কয়েকদিনের সম্ভোগ দিয়ে রেখেছি ثُمَّ هُوَ يَوْمَ الْقِيَٰمَةِ তৎপর সে কিয়ামত দিবসে ঐ সমস্ত লোকদের অন্তর্ভুক্ত হবে مِنَ الْمُحْضَرِينَ যাদেরকে বন্দিরূপে উপস্থিত করা হবে।

৬২. وَيَوْمَ يُنَادِيهِمْ فَيَقُولُ আর যেদিন আল্লাহ সে কাফেরদেকে ডেকে বলবেন أَيْنَ شُرَكَآءِيَ আমার সেই শরিকরা কোথায় الَّذِينَ كُنتُمْ تَزْعُمُونَ যাদেরকে তোমরা উপাস্য মনে করতে।

৬৩. قَالَ الَّذِينَ حَقَّ عَلَيْهِمُ الْقَوْلُ যাদের প্রতি আল্লাহর বাণী সাব্যস্ত হয়ে গেছে তারা বলে উঠবে رَبَّنَا হে আমাদের প্রতিপালক! هَٰٓؤُلَآءِ الَّذِينَ أَغْوَيْنَا নিঃসন্দেহে এরা ঐ সকল লোক যাদেরকে আমরা প্ররোচিত করেছিলাম أَغْوَيْنَٰهُمْ كَمَا غَوَيْنَا আমরা এদেরকে তদ্রূপ পথভ্রষ্ট করেছিলাম যদ্রূপ আমরা স্বয়ং পথভ্রষ্ট হয়েছি تَبَرَّأْنَآ إِلَيْكَ আমরা আপনার সমীপে তাদের (সম্বন্ধ) হতে সংস্রবহীন হচ্ছি مَا كَانُوٓا إِيَّانَا يَعْبُدُونَ তারা (কেবল) আমাদেরই পূজা করত না।

https://e-ilm.weebly.com/

https://e-ilm.weebly.com/

৬৯. আর আপনার রব সমস্তই অবগত আছেন, যা কিছু তাদের অন্তরে গোপন থাকে এবং যা কিছু তারা প্রকাশ করে।	وَرَبُّكَ يَعْلَمُ مَا تُكِنُّ صُدُوْرُهُمْ وَمَا يُعْلِنُوْنَ ﴿٦٩﴾
৭০. এবং তিনিই আল্লাহ, তিনি ভিন্ন কেউই মা'বূদ (হওয়ার যোগ্য) নেই, ইহলোকে ও পরলোকে সমস্ত প্রশংসার যোগ্য একমাত্র তিনিই, এবং আদেশের অধিকার একমাত্র তাঁরই এবং তোমরা সকলে তাঁরই সমীপে প্রত্যাবর্তন করবে।	وَهُوَ اللّٰهُ لَآ اِلٰهَ اِلَّا هُوَ ۭ لَهُ الْحَمْدُ فِي الْاُوْلٰى وَالْاٰخِرَةِ ۡ وَلَهُ الْحُكْمُ وَاِلَيْهِ تُرْجَعُوْنَ ﴿٧٠﴾

শাব্দিক অনুবাদ :

৬৯. وَرَبُّكَ يَعْلَمُ আর আপনার রব সমস্তই অবগত আছেন مَا تُكِنُّ صُدُوْرُهُمْ যা কিছু তাদের অন্তরে গোপন থাকে وَمَا يُعْلِنُوْنَ এবং যা কিছু তারা প্রকাশ করে।

৭০. وَهُوَ اللّٰهُ لَآ اِلٰهَ اِلَّا هُوَ এবং তিনিই আল্লাহ! তিনি ভিন্ন কেউই মাবুদ নেই لَهُ الْحَمْدُ সমস্ত প্রশংসার যোগ্য একমাত্র তিনিই فِي الْاُوْلٰى وَالْاٰخِرَةِ ইহলোকে ও পরলোকে وَلَهُ الْحُكْمُ এবং আদেশের অধিকার একমাত্র তাঁরই وَاِلَيْهِ تُرْجَعُوْنَ এবং তোমরা সকলে তাঁরই সমীপে প্রত্যাবর্তন করবে।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

اَفَمَنْ وَّعَدْنٰهُ وَعْدًا حَسَنًا فَهُوَ لَاقِيْهِ كَمَنْ مَّتَّعْنٰهُ مَتَاعَ الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا ثُمَّ هُوَ يَوْمَ الْقِيٰمَةِ (٦١)

শানে নুযূল -১ : হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) বলেন, আলোচ্য আয়াত হামযা বিন আব্দুল মুত্তালিব এবং আবূ জাহল বিন হিশাম সম্পর্কে নাজিল হয়েছে। মুজাহিদ বলেন, আলোচ্য আয়াত হযরত নবী কারীম ﷺ ও আবূ জাহল সম্পর্কে অবতীর্ণ হয়েছে। মুহাম্মদ বিন কা'ব বলেন হযরত হামযা (রা.) ও হযরত আলী (রা.) এবং নরাধম আবূ জাহল ও আম্মার বিন ওয়ালীদ সম্পর্কে নাজিল হয়েছে। কারো মতে হযরত আম্মার (রা.) ও ওয়ালীদ বিন মুগীরা সম্পর্কে আলোচ্য আয়াত নাজিল হয়েছে।

শানে নুযূল -২ : আল্লামা কুশাইরী বলেন, এবং নির্ভরযোগ্য মতামত হলো আলোচ্য আয়াত মু'মিন ও কাফের সম্পর্কে নাজিল হয়েছে। মোদ্দাকথা আলোচ্য আয়াত সকল কাফের সম্পর্কে নাজিল হয়েছে, যারা জাগতিক জীবনে ভোগ-বিলাসিতা এবং সুখ সাচ্ছন্দে থাকবে এবং পর জগতে তাদের জন্যে অবধারিত রয়েছে জাহান্নামের শাস্তি। এবং সকল মু'মিন সম্পর্কে যারা জাগতিক জীবনে বালা-মসিবতের উপর ধৈর্য ধারণ করে এবং আল্লাহর দেওয়া প্রতি শ্রুতির উপর পূর্ণ আস্থা রাখে। পর জগতে রয়েছে বেহেশতের অনাবিল সুখ-শান্তি। তাদের সম্পর্কে আল্লাহ তা'আলা আলোচ্য আয়াত নাজিল করেছেন।

–[কুরতুবী ২৮৬/ ১৩, রূহুল মা'আনী ৯৯/১০/২০, তাবারী ৯২/১০, বহরে মুহীত ১২২, ইবনে কাছীর ৪১০/৩, দুররে মানছুর ১৩৪/৫]

وَرَبُّكَ يَخْلُقُ مَا يَشَآءُ وَيَخْتَارُ مَا كَانَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ سُبْحٰنَ اللّٰهِ وَتَعٰلٰى عَمَّا يُشْرِكُوْنَ (٦٨)

শানে নুযূল– ১ : ওয়ালীদ বিন মুগীরা মন্তব্য করছিল যে, মক্কার এ দু'টি বড় নগরী হতে কোনো ব্যক্তির প্রতি কুরআন নাজিল হলো না কেন? নরাধম ওয়ালিদের সে মন্তব্যের পরিপ্রেক্ষিতে আল্লাহ তা'আলা আলোচ্য আয়াত নাজিল করেন।

শানে নুযূল– ২ : মতান্তরে ইহুদিরা যখন মন্তব্য করছিল যে, মুহাম্মদ ﷺ -এর প্রতি হযরত জিবরাঈল (আ.) ছাড়া অন্য কোনো ফেরেশতা যদি প্রেরিত হতো, তাহলে আমরা তার প্রতি ঈমান গ্রহণ করতাম। ইহুদিদের এহেন মন্তব্য করার পরিপ্রেক্ষিতে আল্লাহ তা'আলা আলোচ্য আয়াত নাজিল করেন। –[রূহুল মা'আনী ১০৩/ ১০/২০]

وَمَا عِنْدَ اللّٰهِ خَيْرٌ وَّاَبْقٰى : অর্থাৎ দুনিয়ার ধন-সম্পদ ও বিলাস- বাসন সবাই ধ্বংসশীল। দুনিয়ার কাজকর্মের যে প্রতিদান পরকালে পাওয়া যাবে, তা এখনকার ধন-সম্পদ ও বিলাস বাসন থেকে গুণগত দিক দিয়েও অনেক উত্তম এবং চিরস্থায়ী। দুনিয়ার ধন সম্পদ- যতই উৎকৃষ্ট হোক, পরিশেষে ধ্বংস ও নিঃশেষ হয়ে যাবে। বলাবাহুল্য, কোনো বুদ্ধিমান ব্যক্তি নিম্নস্তরের ও ক্ষণস্থায়ী জীবনকে অধিকতর সুখদায়কও চিরস্থায়ী জীবনের উপর অগ্রাধিকার দিতে পারে না।

https://e-ilm.weebly.com/

বুদ্ধিমান তাকেই বলে, যে দুনিয়ার ঝামেলায় কম মগ্ন থাকে এবং পরকালের চিন্তা বেশি করে : ইমাম শাফেয়ী (র.) বলেন, যদি কেউ মৃত্যুর সময় অসিয়ত করে যে, তার ধন-সম্পদ ও সহায় -সম্পত্তি যেন সর্বাধিক বুদ্ধিমান ব্যক্তিকে দান করা হয়, তবে এই ধন-সম্পদের শরিয়তসম্মত প্রাপক হবে- যারা আল্লাহ তা'আলার ইবাদতও আনুগত্যে মশগুল রয়েছেন। কেননা বুদ্ধির দাবি এটাই এবং দুনিয়ারর মধ্যে সর্বাধিক বুদ্ধিমান তারাই। এই মাসআলা হানাফী মাজহাবের প্রসিদ্ধ কিতাব দুররে মুখতারেও উল্লিখিত আছে।

أَفَمَنْ وَعَدْنَاهُ وَعْدًا حَسَنًا فَهُوَ لَاقِيهِ كَمَنْ مَتَّعْنَاهُ الخ : হাশরের ময়দানে কাফের ও মুশরিকদেরকে প্রথম প্রশ্ন শিরক সম্পর্কে করা হবে। অর্থাৎ যেসব শয়তান ইত্যাদিকে তোমরা আমার শরিক বলতে এবং তাদের কথা মতো চলতে, তারা আজ কোথায়? তারা তোমাদেরকে কোনো সাহায্য করতে পারে কি? জওয়াবে মুশরিকদের একথা বলাই স্পষ্ট ছিল যে, আমাদের কোনো দোষ নেই। আমরা স্বতঃপ্রবৃত্ত হয়ে শিরক করিনি ; বরং এই শয়তানরা আমাদের বিভ্রান্ত করেছিল। তাই আল্লাহ তা'আলা স্বয়ং শয়তানদের মুখ থেকে একথা বের করাবেন যে, আমরা বিভ্রান্ত করেছি ঠিকই, কিন্তু আমরা তাদেরকে বাধ্য করিনি। এজন্যে আমরাও অপরাধী, কিন্তু অপরাধ থেকে মুক্ত তারাও নয়। কারণ আমরা যেমন তাদেরকে বিভ্রান্ত করেছিলাম, এর বিপরীতে পয়গম্বরগণও তাঁদের নায়েবগণ তাদেরকে হেদায়েতও করেছিলেন এবং প্রমাণাদি দ্বারা তাদের কাছে সত্যও ফুটিয়ে তুলেছিলেন।

তারা স্বেচ্ছায় পয়গম্বরগণের কথা অগ্রাহ্য করেছে এবং আমাদের কথা মেনে নিয়েছে। এমতাবস্থায় তারা কিরূপে দোষমুক্ত হতে পারে? এ থেকে জানা গেল যে, সত্যের সুস্পষ্ট প্রমাণাদি সামনে বিদ্যমান থাকা অবস্থায় সত্যের দাওয়াত কবুল না করে পথভ্রষ্ট হয়ে যাওয়া কোনো ধর্তব্য ওজর নয়।

وَرَبُّكَ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ وَيَخْتَارُ : এই আয়াতের এক অর্থ তাফসীরের সার-সংক্ষেপে বর্ণিত হয়েছে যে, وَيَخْتَارُ -এর বিধান জারির ক্ষমতা। আল্লাহ তা'আলা একাই যখন সৃষ্টিকর্তা, তাঁর কোনো শরিক নেই, তখন বিধান জারিতেও তিনি একক। তিনি যা ইচ্ছা, সৃষ্টজীবের মধ্যে বিধান জারি করেন। সারকথা এই যে, সৃষ্টিগত ক্ষমতায় যেমন আল্লাহর কোনো শরিক নেই, তেমনি বিধান জারি করার ক্ষমতায়ও তাঁর কোনো অংশীদার নেই। এর অপর এক অর্থ ইমাম বগভী (র.) তাঁর তাফসীরের গ্রন্থে এবং ইবনে কাইয়্যেম যাদুল মা'আদের ভূমিকায় বর্ণনা করেছেন। তা এই যে, يَخْتَارُ এর অর্থ হচ্ছে আল্লাহ তা'আলা মানবজাতির মধ্যে থেকে যাকে ইচ্ছা সম্মান দানের জন্য মনোনীত করেন। বগভীর উক্তি অনুযায়ী এটা মুশরিকদের এই কথার জওয়াব لَوْلَا نُزِّلَ هَٰذَا الْقُرْآنُ عَلَىٰ رَجُلٍ مِّنَ الْقَرْيَتَيْنِ عَظِيمٍ -অর্থাৎ এই কুরআন আরবের দু'টি বড় শহর মক্কা ও তায়েফের মধ্যে থেকে কোনো প্রধান ব্যক্তির প্রতি অবতীর্ণ করা হলো না কেন? এরূপ করলে এর প্রতি যথাযোগ্য সম্মান প্রদর্শন করা হতো। একজন পিতৃহীন দরিদ্র লোকের প্রতি নাজিল করার রহস্য কি? এর জওয়াবে বলা হয়েছে যে, যে মালিক সমগ্র সৃষ্ট জগতকে কোনো অংশীদারের সাহায্য ব্যাতিরকে সৃষ্টি করেছেন, কোনো বান্দাকে বিশেষ সম্মান দানের জন্য মনোনীত করার ক্ষমতাও তাঁরই। এ ব্যাপারে তিনি তোমাদের এই প্রস্তাবের অনুসারী হবেন কেন যে, অমুক যোগ্য, অমুক যোগ্য নয়?

এক বস্তুকে অপর বস্তুর উপর এবং এক ব্যক্তিকে অপর ব্যক্তির উপর শ্রেষ্ঠত্ব দানের বিশুদ্ধ মাপকাঠি হচ্ছে আল্লাহর ইচ্ছা : হাফেজ ইবনে কাইয়্যেম এই আয়াত থেকে একটি গুরুত্বপূর্ণ বিধান উদ্ভাবন করেছেন। তা এই যে, দুনিয়াতে এক স্থান কে অন্য স্থানের উপর অথবা এক বস্তুকে অন্য বস্তুর উপর শ্রেষ্ঠত্ব দান করা হয়েছে। এই শ্রেষ্ঠত্ব দান সংশ্লিষ্ট বস্তুর উপার্জন ও কর্মের ফল নয় ; বরং এটা প্রত্যক্ষভাবে স্রষ্টার মনোনয়ন ও ইচ্ছার ফলশ্রুতি। তিনি সপ্ত আকাশ সৃষ্টি করেছে। তন্মধ্যে উর্ধ্ব আকাশকে অন্যগুলোর উপর শ্রেষ্টত্ব দান করেছেন। অথচ সবগুলো আকাশের উপাদান একই ছিল। তিনি জান্নাতুল ফেরদাউসকে অন্যসব জান্নাতের উপর, জিবরাঈল, মীকাঈল, ইসরাফীল প্রমুখ বিশেষ ফেরেশতাগণকে অন্য ফেরেশতাদের উপর, পয়গম্বরগণকে সমগ্র আদম সন্তানের উপর, তাঁদের দৃঢ়চেতা পয়গম্বরগণকে অন্য পয়গম্বরগণের উপর, ইবরাহীম খলীল ও হাবীব মুহাম্মদ মোস্তফা ﷺ -কে অন্য দৃঢ়চেতা পয়গম্বরগণের উপর, হযরত ইসমাঈল (আ.) -এর বংশধরকে সমগ্র মানবজাতির উপর, কোরাইশকে তাদের সবার উপর, হযরত মুহাম্মদ ﷺ -কে সব বনী হাশেমের উপর এবং এমনিভাবে সাহাবায়ে কেরাম ও অন্যান্য মনীষীকে অন্য মুসলমানদের উপর শ্রেষ্টত্ব দান করেছেন। এগুলো সব আল্লাহ তা'আলার মনোনয়ন ও ইচ্ছার ফলশ্রুতি।

এমনিভাবে পৃথিবীর অনেক স্থানকে অন্য স্থানের উপর অনেক দিন ও রাতকে অন্য দিন ও রাতের উপর শ্রেষ্ঠত্ব দান করাও আল্লাহ তা'আলার মনোনয়ন ও ইচছার প্রভাব। মোটকথা, শ্রেষ্ঠত্ব ও অশ্রেষ্ঠত্বের আসল মাপকাঠি এই মনোনয়ন ও

https://e-ilm.weebly.com/

https://e-ilm.weebly.com/

قُلْ اَرَءَيْتُمْ اِنْ جَعَلَ اللّٰهُ عَلَيْكُمُ الَّيْلَ سَرْمَدًا اِلٰى يَوْمِ الْقِيٰمَةِ مَنْ اِلٰهٌ غَيْرُ اللّٰهِ يَاْتِيْكُمْ بِضِيَآءٍ ؕ اَفَلَا تَسْمَعُوْنَ ﴿٧١﴾

৭১. আপনি বলুন, আচ্ছা! এটা বল তো, যদি আল্লাহ তা'আলা কিয়ামত পর্যন্ত একাধারে তোমাদের উপর রাত্রিকে স্থায়ী রাখেন, তবে আল্লাহ ব্যতীত কে এমন উপাস্য আছে, যে তোমাদের জন্য আলো এনে দেবে? তবে কি (এমন স্পষ্ট প্রমাণসমূহ) তোমরা কর্ণপাত করবে না?

قُلْ اَرَءَيْتُمْ اِنْ جَعَلَ اللّٰهُ عَلَيْكُمُ النَّهَارَ سَرْمَدًا اِلٰى يَوْمِ الْقِيٰمَةِ مَنْ اِلٰهٌ غَيْرُ اللّٰهِ يَاْتِيْكُمْ بِلَيْلٍ تَسْكُنُوْنَ فِيْهِ ؕ اَفَلَا تُبْصِرُوْنَ ﴿٧٢﴾

৭২. আপনি বলুন, আচ্ছা বল তো যদি কিয়ামত পর্যন্ত আল্লাহ তোমাদের উপর দিনকে স্থায়ী রাখেন, তবে আল্লাহ ভিন্ন কে এমন উপাস্য আছে, যে তোমাদের জন্য রাত্রি এনে দেবে? যাতে তোমরা আরাম পাও; তবুও কি তোমরা ভেবে দেখ না?

وَمِنْ رَّحْمَتِهٖ جَعَلَ لَكُمُ الَّيْلَ وَالنَّهَارَ لِتَسْكُنُوْا فِيْهِ وَلِتَبْتَغُوْا مِنْ فَضْلِهٖ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُوْنَ ﴿٧٣﴾

৭৩. আর তিনি স্বীয় অনুগ্রহে তোমাদের জন্য রাত্রি ও দিনকে সৃষ্টি করেছেন, যেন তোমরা রাত্রিকালে আরাম কর এবং (দিবাভাগে) যেন তাঁরই (প্রদত্ত) জীবিকা অন্বেষণ কর এবং যেন (উভয়বিধ নিয়ামতের জন্য) তোমরা কৃতজ্ঞতা প্রকাশ কর।

وَيَوْمَ يُنَادِيْهِمْ فَيَقُوْلُ اَيْنَ شُرَكَآءِيَ الَّذِيْنَ كُنْتُمْ تَزْعُمُوْنَ ﴿٧٤﴾

৭৪. আর যেদিন আল্লাহ তা'আলা তাদেরকে ডেকে বলবেন, তোমরা যাদেরকে আমার শরিক মনে করতে তারা কোথায় গেল?

শাব্দিক অনুবাদ :

৭১. قُلْ আপনি বলুন اَرَءَيْتُمْ আচ্ছা! এটা বল তো اِنْ جَعَلَ اللّٰهُ عَلَيْكُمُ যদি আল্লাহ তা'আলা রাখেন الَّيْلَ রাত্রিকে سَرْمَدًا একাধারে স্থায়ী اِلٰى يَوْمِ الْقِيٰمَةِ কিয়ামত পর্যন্ত مَنْ اِلٰهٌ غَيْرُ اللّٰهِ তবে আল্লাহ ব্যতীত কে এমন উপাস্য আছে يَاْتِيْكُمْ بِضِيَآءٍ যে তোমাদের জন্য আলো এনে দেবে? اَفَلَا تَسْمَعُوْنَ তবে কি তোমরা কর্ণপাত করবে না?

৭২. قُلْ اَرَءَيْتُمْ আপনি বলুন, আচ্ছা! বলো তো اِنْ جَعَلَ اللّٰهُ عَلَيْكُمُ যদি আল্লাহ তোমাদের উপর রাখেন النَّهَارَ سَرْمَدًا দিনকে স্থায়ী اِلٰى يَوْمِ الْقِيٰمَةِ কিয়ামত পর্যন্ত مَنْ اِلٰهٌ غَيْرُ اللّٰهِ তবে আল্লাহ ভিন্ন এমন কোন উপাস্য আছে يَاْتِيْكُمْ بِلَيْلٍ যে তোমাদের জন্য রাত্রি এনে দিবে? تَسْكُنُوْنَ فِيْهِ যাতে তোমরা আরাম পাও اَفَلَا تُبْصِرُوْنَ তবুও কি তোমরা ভেবে দেখ না।

৭৩. وَمِنْ رَّحْمَتِهٖ আর তিনি স্বীয় অনুগ্রহে جَعَلَ لَكُمُ তোমাদের জন্যে সৃষ্টি করেছেন الَّيْلَ وَالنَّهَارَ রাত্রি ও দিনকে لِتَسْكُنُوْا فِيْهِ যেন তোমরা রাত্রিকালে আরাম করো وَلِتَبْتَغُوْا مِنْ فَضْلِهٖ এবং (দিবা ভাগে) যেন তারই (প্রদত্ত) জীবিকা অন্বেষণ করো وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُوْنَ এবং যেন তোমরা কৃতজ্ঞতা প্রকাশ কর।

৭৪. وَيَوْمَ يُنَادِيْهِمْ فَيَقُوْلُ আর যেদিন আল্লাহ তা'আলা তাদেরকে ডেকে বলবেন اَيْنَ شُرَكَآءِيَ الَّذِيْنَ كُنْتُمْ تَزْعُمُوْنَ তোমরা যাদেরকে আমার শরিক মনে করতে তারা কোথায় গেল।

https://e-ilm.weebly.com/

وَنَزَعْنَا مِنْ كُلِّ اُمَّةٍ شَهِيْدًا فَقُلْنَا هَاتُوْا
بُرْهَانَكُمْ فَعَلِمُوْٓا اَنَّ الْحَقَّ لِلّٰهِ وَضَلَّ عَنْهُمْ
مَّا كَانُوْا يَفْتَرُوْنَ ﴿٧٥﴾

৭৫. আর আমি প্রত্যেক সম্প্রদায় হতে এক একজন সাক্ষী বের করে আনব, অতঃপর বলব, এখন তোমরা তোমাদের প্রমাণ উপস্থান কর, সুতরাং তারা জানতে পারবে যে, সত্য কথা আল্লাহরই ছিল, আর (পৃথিবীতে) যে সমস্ত মনগড়া উক্তি তারা করত তা তাদের নিকট হতে অন্তর্হিত হবে।

اِنَّ قَارُوْنَ كَانَ مِنْ قَوْمِ مُوْسٰى فَبَغٰى
عَلَيْهِمْ ۖ وَاٰتَيْنٰهُ مِنَ الْكُنُوْزِ مَآ اِنَّ مَفَاتِحَهٗ
لَتَنُوْٓاُ بِالْعُصْبَةِ اُولِى الْقُوَّةِ ۗ اِذْ قَالَ لَهٗ قَوْمُهٗ
لَا تَفْرَحْ اِنَّ اللّٰهَ لَا يُحِبُّ الْفَرِحِيْنَ ﴿٧٦﴾

৭৬. কারুন মূসার সম্প্রদায়ভুক্ত (তাঁর চাচাতো ভাই) ছিল, অনন্তর সে তাঁদের সম্মুখে ঔদ্ধত্য প্রকাশ করতে লাগল এবং আমি তাকে এত অধিক পরিমাণ ধনভাণ্ডার দান করেছিলাম যে, তার চাবিসমূহ কয়েকজন শক্তিশালী লোকের গুরুভার বোঝা হতো, যখন তার সম্প্রদায়ের লোকেরা তাকে বলেছিল, তুমি গর্ব করো না, নিশ্চয় আল্লাহ তা'আলা গর্বকারীদেরকে পছন্দ করেন না।

وَابْتَغِ فِيْمَآ اٰتٰىكَ اللّٰهُ الدَّارَ الْاٰخِرَةَ وَلَا
تَنْسَ نَصِيْبَكَ مِنَ الدُّنْيَا وَاَحْسِنْ كَمَآ
اَحْسَنَ اللّٰهُ اِلَيْكَ وَلَا تَبْغِ الْفَسَادَ فِى
الْاَرْضِ ۖ اِنَّ اللّٰهَ لَا يُحِبُّ الْمُفْسِدِيْنَ ﴿٧٧﴾

৭৭. আর তোমাকে আল্লাহ যে পরিমাণ দান করেছেন, তাতে পরকালেরও আবাস অন্বেষণ কর এবং ইহলোক হতে নিজ অংশ (নিয়ে যেতে) ভুল করো না, আর যেরূপ আল্লাহ তোমার প্রতি অনুগ্রহ করেছেন তদ্রূপ তুমিও (তাঁর বান্দাদের প্রতি) অনুগ্রহ কর, এবং ভূপৃষ্ঠে ফ্যাসাদ করো না; নিশ্চয় আল্লাহ তা'আলা ফ্যাসাদী লোকদেরকে পছন্দ করেন না।

শাব্দিক অনুবাদ :

৭৫. وَنَزَعْنَا, আর আমি বের করে আনব مِنْ كُلِّ اُمَّةٍ প্রত্যেক সম্প্রদায় হতে شَهِيْدًا একজন সাক্ষী فَقُلْنَا অতঃপর বলব
اَنَّ الْحَقَّ لِلّٰهِ هَاتُوْا بُرْهَانَكُمْ এখন তোমরা তোমাদের প্রমাণ উপস্থাপন করো فَعَلِمُوْٓا সুতরাং তারা জানতে পারব যে,
সত্য কথা আল্লাহরই ছিল وَضَلَّ عَنْهُمْ مَّا كَانُوْا يَفْتَرُوْنَ, আর (পৃথিবীতে) যে সমস্ত মনগড়া উক্তি তারা করত তা
তাদের নিকট হতে অন্তর্হিত হবে।

৭৬. اِنَّ قَارُوْنَ كَانَ مِنْ قَوْمِ مُوْسٰى কারুন মূসার সম্প্রদায়ভুক্ত ছিল فَبَغٰى عَلَيْهِمْ অনন্তর সে তাদের সম্মুখে ঔদ্ধত্য প্রকাশ
করতে লাগল وَاٰتَيْنٰهُ,এবং আমি তাকে দান করেছিলাম مِنَ الْكُنُوْزِ এত অধিক ধনভাণ্ডার مَآ اِنَّ مَفَاتِحَهٗ তার
চাবিসমূহ لَتَنُوْٓاُ بِالْعُصْبَةِ গুরুভার বোঝা হতো اُولِى الْقُوَّةِ কয়েকজন শক্তিশালী লোকের اِذْ قَالَ لَهٗ قَوْمُهٗ যখন তার
সম্প্রদায়ের লোকেরা তাকে বলেছিলে لَا تَفْرَحْ তুমি গর্ব করো না اِنَّ اللّٰهَ لَا يُحِبُّ الْفَرِحِيْنَ নিশ্চয় আল্লাহ তা'আলা
গর্বকারীদেরকে পছন্দ করেন না।

৭৭. وَابْتَغِ, আর তাকে অন্বেষণ করো فِيْمَآ اٰتٰىكَ اللّٰهُ তোমাকে আল্লাহ যে পরিমাণ দান করেছেন الدَّارَ الْاٰخِرَةَ পরকালেরও
আবাস وَلَا تَنْسَ, এবং ভুল করো না نَصِيْبَكَ নিজ অংশ (নিয়ে যেতে) مِنَ الدُّنْيَا ইহলোক হতে وَاَحْسِنْ আর অদ্রূপ
তুমিও অনুগ্রহ করো كَمَآ اَحْسَنَ اللّٰهُ اِلَيْكَ যেরূপ আল্লাহ তোমার প্রতি অনুগ্রহ করেছেন وَلَا تَبْغِ الْفَسَادَ فِى الْاَرْضِ, এবং ভূ-
পৃষ্ঠে ফ্যাসাদ কামনা করো না اِنَّ اللّٰهَ لَا يُحِبُّ الْمُفْسِدِيْنَ নিশ্চয় আল্লাহ তা'আলা ফ্যাসাদী লোকদেরকে পছন্দ করেন না।

https://e-ilm.weebly.com/

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

قُلْ اَرَاَيْتُمْ اِنْ جَعَلَ اللّٰهُ عَلَيْكُمُ الَّيْلَ سَرْمَدًا اِلٰى يَوْمِ الْقِيَامَةِ مَنْ اِلٰهٌ غَيْرُ اللّٰهِ يَاْتِيْكُمْ بِضِيَاۤءٍ ....
مَنْ اِلٰهٌ غَيْرُ اللّٰهِ يَاْتِيْكُمْ بِلَيْلٍ تَسْكُنُوْنَ فِيْهِ اَفَلَا تُبْصِرُوْنَ

এই আয়াতে আল্লাহ তা'আলা রাত্রির সাথে তার একটি উপকারিতা উল্লেখ করেছেন بِلَيْلٍ تَسْكُنُوْنَ فِيْهِ অর্থাৎ রাতে মানুষ বিশ্রাম গ্রহণ করে। এর বিপরীতে দিনের সাথে بِضِيَاۤءٍ বলে তার কোনো উপকারিতা উল্লেখ করেননি। কারণ এই যে, দিবালোক নিজ সত্তাগতভাবে উত্তম। অন্ধকার থেকে আলোকে যে উত্তম তা সুবিদিত। আলোকের অসংখ্য উপকারিতা এত সুবিদতি যে, তা বর্ণনা করার মোটেই প্রয়োজন নেই। রাত্রি হচ্ছে অন্ধকার, যা সত্তাগতভাবে শ্রেষ্ঠত্বের অধিকারী নয়। বরং মানুষের আরাম ও বিশ্রামের কারণে এর শ্রেষ্ঠত্ব। তাই একে বর্ণনা করে দেওয়া হয়েছে। এ কারণেই দিনের ব্যাপারে শেষে اَفَلَا تَسْمَعُوْنَ এবং রাতের ব্যাপারের শেষে اَفَلَا تُبْصِرُوْنَ বলা হয়েছে। এতে ইঙ্গিত হতে পারে যে, দিনের শ্রেষ্ঠত্ব বরকতও উপকারিতা এত বেশি যে, তা দৃষ্টিসীমায় আসতে পারে না, তবে শোনা যায়। তাই اَفَلَا تَسْمَعُوْنَ বলা হয়েছে। কেননা মানুষের জ্ঞান ও অনুভূতির সিংহভাগ কর্মের মাধ্যমেই অর্জিত হয়। চোখে দেখা বিষয় সব সময় কানে শোনা বিষয়ের তুলনায় কম। রাতের উপকারিতা দিনের তুলনায় কম। তা দেখাও যেতে পারে। তাই اَفَلَا تُبْصِرُوْنَ বলা হয়েছে। –[মাযহারী]

اِنَّ قَارُوْنَ كَانَ مِنْ قَوْمِ مُوْسٰى فَبَغٰى عَلَيْهِمْ : সূরা কাসাসের শুরু থেকে এ পর্যন্ত ফেরাউন ও ফেরাউন–বংশীয়দের সাথে হযরত মূসা (আ.)–এর একক ঘটনা বর্ণিত হয়েছে। এখানে তাঁরই সম্প্রদায়ভুক্ত কারূনের সাথে তাঁর দ্বিতীয় ঘটনা বর্ণনা করা হচ্ছে। পূর্ববর্তী আয়াতসমূহের সাথে এর সম্পর্ক এই যে, পূর্ববর্তী আয়াতে বলা হয়েছিল, দুনিয়ার ধন-সম্পদ ক্ষণস্থায়ী। সুতরাং এর মহব্বতে ডুবে যাওয়া বুদ্ধিমানের কাজ নয় : وَمَاۤ اُوْتِيْتُمْ مِّنْ شَيْءٍ فَمَتَاعُ الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا কারূনের কাহিনীতে ব্যক্ত করা হয়েছে যে, ধন-সম্পদ অর্জিত হওয়ার পর সে এই উপদেশ বেমালুম ভুলে যায়। এর নেশায় বিভোর হয়ে আল্লাহ তা'আলার সাথে কৃতঘ্নতা করে এবং ধন-সম্পদে ফকির-মিসকিনের প্রাপ্য অধিকার আদায় করতেও অস্বীকৃত হয়। এর ফলে তাকে ধন-ভাণ্ডার সহ ভূগর্ভে বিলীন করে দেওয়া হয়।

قَارُوْنَ : সম্ভবত: হিব্রু ভাষার একটি শব্দ। তার সম্পর্কে কুরআন থেকে এতটুকু প্রমাণিত আছে যে, সে হযরত মূসা (আ.)-এর সম্প্রদায় বনী ইসরাইলেরই অন্তর্ভুক্ত ছিল। হযরত মূসা (আ.)-এর সাথে তার সম্পর্ক কি ছিল, এ সম্পর্কে বিভিন্ন উক্তি বর্ণিত আছে। হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) এক রেওয়ায়েতে তাকে হযরত মূসা (আ.)-এর চাচাত ভাই বলা হয়েছে। এছাড়া আরও উক্তি আছে। –[কুরতুবী, রূহুল-মা'আনী]

রূহুল মা'আনীতে মুহাম্মদ ইবনে ইসহাকের রেওয়ায়েত থেকে বলা হয়েছে যে, কারূন তওরাতের হাফেজ ছিল এবং তাওরাত তার অন্য সবার চাইতে বেশি মুখস্থ ছিল। কিন্তু শেষ পর্যন্ত সে সামেরীর অনুরূপ কপট বিশ্বাসী প্রমাণিত হলো। তার কপট বিশ্বাসের কারণ ছিল পার্থিব সম্মান ও জাঁকজমকের প্রতি অগাধ ও অন্যায় মোহ। হযরত মূসা (আ.) ছিলেন সমগ্র বনী ইসরাঈলের নেতা এবং তাঁর ভ্রাতা হারূন (আ.) ছিলেন তার উজির ও নবুয়তের অংশীদার। এতে কারূনের মনে হিংসা জাগে যে, আমিও তাঁর জ্ঞাতি ভাই এবং নিকট স্বজন। এই নেতৃত্বে আমার অংশ নেই কেন? সেমতে সে হযরত মূসা (আ.) -এর কাছে মনের অভিপ্রায় ব্যক্ত করলে তিনি বললেন, এটা আল্লাহ প্রদত্ত বিষয়। এতে আমার কোনো হাত নেই। কিন্তু কারূন এতে সন্তুষ্ট হলো না এবং হযরত মূসা (আ.)-এর প্রতি হিংসাপরায়ণ হয়ে উঠে।

فَبَغٰى عَلَيْهِمْ : بَغْى কয়েক অর্থে ব্যবহৃত হয়। প্রসিদ্ধ অর্থ জুলুম করা। আয়াতের অর্থ এই যে, সে ধনসম্পদের নেশায় অপরের প্রতি জুলুম করতে লাগল। ইয়াহইয়া ইবনে সালাম ও সাঈদ ইবনে মুসাইয়্যিব বলেন, কারূন ছিল বিত্তশালী। ফেরাউন তাকে বনী ইসরাঈলের দেখাশোনার কাজে নিযুক্ত করেছিল। এই পদে থাকা অবস্থায় সে বনী-ইসরাঈলের উপর নির্যাতন চালায়। –[কুরতুবী]

এর অপর অর্থ অহংকার করা। অনেক তাফসীরবিদ এই অর্থ ধরেই বলেছেন যে, কারূন ধন দৌলতের নেশায় বিভোর হয়ে বনী-ইসরাঈলের মোকাবিলায় অহংকার করতে থাকে এবং তাদেরকে লাঞ্ছিত ও হেয় প্রতিপন্ন করে।

وَاٰتَيْنٰهُ مِنَ الْكُنُوْزِ : كُنُوْزٌ শব্দটি كَنْزٌ -এর বহুবচন। এর অর্থ ভূগর্ভস্থ ধন-ভাণ্ডার। শরিয়তের পরিভাষায় كَنْزٌ এমন ধন-ভাণ্ডারকে বলা হয়, যার জাকাত দেওয়া হয়নি। হযরত আতা থেকে বর্ণিত আছে যে, কারূন হযরত ইউসুফ (আ.)-এর একটি বিরাট ভূগর্ভস্থ ধন-ভাণ্ডারপ্রাপ্ত হয়েছিল –[রূহুল মা'আনী]

لَتَنُوْۤاُ بِالْعُصْبَةِ : نَاءَ শব্দের অর্থ বোঝার ভারে ঝুকিয়ে দেওয়া। আর اَلْعُصْبَةُ শব্দের অর্থ দল। উদ্দেশ্য এই যে, তার ধন-ভাণ্ডার ছিল বিরাট। এগুলোর দাবি এত অধিকসংখ্যক ছিল যে, তা বহন করা একদল শক্তিশালী লোকের পক্ষেও কষ্টসাধ্য

ছিল ফলবকুল্য, চর্বি সাধারণতঃ হালকা ওজনের হয়ে থাকে, যাতে বহন করা ও সঙ্গে রাখা কষ্টসাধ্য না হয়। কিন্তু প্রচুর সংখ্যক হওয়ার কারণে কারূনের চর্বির ওজন এত বেশি ছিল, যা একদল লোকও সহজে বহন করতে পারত না। –[রূহুল মা'আনী]

لَا تَفْرَحْ : فَرِحْ-এর শাব্দিক অর্থ আনন্দ, উল্লাস। কুরআন পাক অনেক আয়াতে এই فَرِحْ কে নিন্দনীয়রূপে ব্যক্ত করেছে, যেমন এই আয়াতে বলা হয়েছে اِنَّ اللّٰهَ لَا يُحِبُّ الْفَرِحِيْنَ অন্য এক আয়াতে আছে لَا تَفْرَحُوْا بِمَا اٰتٰكُمْ আরও এক আয়াতে আছে وَفَرِحُوْا بِالْحَيٰوةِ الدُّنْيَا কিন্তু কোনো কোনো আয়াতে এর অনুমতি বরং এক ধরনের আদেশও বর্ণিত আছে, যেমন وَيَوْمَئِذٍ يَفْرَحُ الْمُؤْمِنُوْنَ আয়াতে এবং فَبِذٰلِكَ فَلْيَفْرَحُوْا আয়াতে। এসব আয়াতের সমষ্টি থেকে প্রমাণিত হয় যে, সেই আনন্দ ও উল্লাস নিন্দনীয় এবং নিষিদ্ধ যা দম্ভ ও অহংকারের সীমা পর্যন্ত পৌঁছে যায়। এটা তখনই হতে পারে, যখন এই আনন্দকে নিজস্ব ব্যক্তিগত গুণ ও ব্যক্তিগত অধিকার মনে করা হয়– আল্লাহ তা'আলার অনুগ্রহ ও দয়া মনে না করা হয়। যে আনন্দ এই সীমা পর্যন্ত পৌঁছে না, তা নিষিদ্ধ নয়, বরং একদিক দিয়ে কাম্য। কারণ এতে আল্লাহ তা'আলার নিয়ামতের কৃতজ্ঞতা প্রকাশ পায়।

وَابْتَغِ فِيْمَا اٰتٰكَ اللّٰهُ الدَّارَ الْاٰخِرَةَ وَلَا تَنْسَ نَصِيْبَكَ مِنَ الدُّنْيَا

অর্থাৎ ঈমানদারগণ কারূনকে এই উপদেশ দিল, আল্লাহ তোমাকে যে অর্থ -সম্পদ দান করেছেন, তা দ্বারা পরকালীন শান্তির ব্যবস্থা কর এবং দুনিয়াতে তোমার যে অংশ আছে তা ভুলে যেয়ো না। দুনিয়ার অংশ কি? এ সম্পর্কে কোনো কোনো তাফসীরকার বলেন, এর অর্থ– দুনিয়ার বয়স এবং এই বয়সের মধ্যে করা হয় এমন কাজকর্ম, যা পরকালে কাজে আসতে পারে। সদকা -খয়রাতসহ অন্যান্য সব সৎকর্ম এর অন্তর্ভুক্ত। হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) সহ অধিকাংশ তাফসীরবিদ থেকে এ অর্থই বর্ণিত আছে। –(কুরতুবী) এমতাবস্থায় দ্বিতীয় বাক্য প্রথম বাক্যের তাগিদ ও সমর্থন হবে। প্রথম বাক্যে বলা হয়েছে, তোমাকে আল্লাহ যা কিছু দিয়েছেন অর্থাৎ টাকা-পয়সা, বয়স শক্তি, স্বাস্থ্য ইত্যাদি এগুলোকে পরকালের কাজে লাগাও। প্রকৃতপক্ষে দুনিয়াতে তোমার অংশ ততটুকুই যতটুকু পরকালের কাজে লাগবে। অবশিষ্টাংশ তো ওয়ারিশদের প্রাপ্য। কোনো কোনো তাফসীরকার বলেন, দ্বিতীয় বাক্যের উদ্দেশ্য এই যে, তোমাকে আল্লাহ যা কিছু দিয়েছেন, তা দ্বারা পরকালের ব্যবস্থা করো, কিন্তু নিজের সাংসারিক প্রয়োজনও ভুলে যেয়ো না যে, সবকিছু দান করে নিজে কাঙ্গাল হয়ে যাবে। বরং যতটুকু প্রয়োজন, নিজের জন্য রাখ। এই তাফসীর অনুযায়ী দুনিয়ার অংশ বলে জীবন ধারণের উপকরণ বোঝানো হয়েছে।

শব্দ বিশ্লেষণ :

لِتَبْتَغُوْا : সীগাহ جمع مذكر حاضر বহছ مضارع معروف বাব اِفْتِعَالٌ মাসদার اِبْتِغَاءٌ মূলবর্ণ (ب - غ - ى) জিনস ناقص يائى অর্থ– যেন তোমরা অন্বেষণ কর।

نَزَعْنَا : সীগাহ جمع متكلم বহছ ماضى معروف বাব ضَرَبَ মাসদার نَزْعٌ মূলবর্ণ (ن - ز - ع) জিনস صحيح অর্থ– আমি বের করে আনব।

كَانُوْا يَفْتَرُوْنَ : সীগাহ جمع مذكر غائب বহছ ماضى استمرارى معروف বাব اِفْتِعَالٌ মাসদার اِفْتِرَاءٌ মূলবর্ণ (ف - ر - ى) জিনস ناقص يائى অর্থ– তারা মনগড়া উক্তি করত।

فَبَغٰى : সীগাহ واحد مذكر غائب বহছ ماضى معروف বাব ضَرَبَ মাসদার بَغْىٌ মূলবর্ণ (ب - غ - ى) জিনস ناقص يائى অর্থ– অনন্তর সে ঔদ্ধত্য প্রকাশ করতে লাগল।

لَتَنُوْءُ : সীগাহ واحد مؤنث غائب বহছ فعل مضارع لام تاكيد বাব نَصَرَ মাসদার نَوْءٌ মূলবর্ণ (ن - و - ء) জিনস মুরাক্কাব (مهموز لام এবং اجوف واوى) অর্থ– তা গুরুভার বুঝা হতো।

لَاتَنْسَ : সীগাহ واحد مذكر حاضر বহছ نهى حاضر معروف বাব سَمِعَ মাসদার نِسْيَانٌ মূলবর্ণ (ن - س - ى) জিনস ناقص يائى অর্থ– তুমি ভুল করো না।

বাক্য বিশ্লেষণ :

وَنَزَعْنَا مِنْ كُلِّ اُمَّةٍ شَهِيْدًا فَقُلْنَا هَاتُوْا بُرْهَانَكُمْ : এখানে واو টি আতেফা, نَزَعْنَا ফে'ল ও ফায়েল এবং مِنْ كُلِّ اُمَّةٍ টা نَزَعْنَا -এর সাথে متعلق হয়েছে। আর شَهِيْدًا হলো মাফউলে বিহী। আর فَقُلْنَا টা نَزَعْنَا -এর উপর আতফ হয়েছে। আর هَاتُوْا বাক্যটি قول -এর مقول হয়েছে। আর هَاتُوْا হলো ফে'লে আমর এবং তার যমীর হলো ফায়েল এবং بُرْهَانَكُمْ হলো মাফউলে বিহী। –[ই'রাবুল কুরআন ৫ম খণ্ড; পৃ. ৬৪৪]

https://e-ilm.weebly.com/

৭৮. কারূন বলতে লাগল, এ সমস্ত (ধনসম্পদ) তো আমি নিজের বুদ্ধিমত্তাবলেই প্রাপ্ত হয়েছি; (এর খণ্ডনে আল্লাহ তা'আলা বলেন,) সে কি এটা অবগত নয় যে, আল্লাহ তা'আলা তার পূর্বে পূর্ববর্তী জাতিগুলোর মধ্যকার এমন এমন লোকদেরকে ধ্বংস করেছেন, যারা শক্তিতে (-ও) তা অপেক্ষা বহুগুণে দৃঢ়তর ছিল এবং তাদের জনবল (-ও) অধিকতর ছিল; আর (অপরাধ প্রতিপাদন করার জন্য) পাপীদেরকে তাদের পাপ কার্য সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা করতে হবে না।	قَالَ اِنَّمَآ اُوْتِيْتُهٗ عَلٰى عِلْمٍ عِنْدِيْ ؕ اَوَلَمْ يَعْلَمْ اَنَّ اللّٰهَ قَدْ اَهْلَكَ مِنْ قَبْلِهٖ مِنَ الْقُرُوْنِ مَنْ هُوَ اَشَدُّ مِنْهُ قُوَّةً وَّاَكْثَرُ جَمْعًا ؕ وَلَا يُسْئَلُ عَنْ ذُنُوْبِهِمُ الْمُجْرِمُوْنَ ﴿٧٨﴾
৭৯. অনন্তর সে স্বীয় জাঁকজমকের সাথে সম্প্রদায়ের লোকদের সম্মুখে বের হলো; যারা পার্থিব সম্পদের অভিলাষী ছিল তারা বলতে লাগল, আহ! কি উত্তম হতো যদি আমরাও সেইরূপ সাজসরঞ্জাম প্রাপ্ত হতাম যা কারূন প্রাপ্ত হয়েছে, বাস্তবিকই সে বড়ই ভাগ্যবান।	فَخَرَجَ عَلٰى قَوْمِهٖ فِيْ زِيْنَتِهٖ ؕ قَالَ الَّذِيْنَ يُرِيْدُوْنَ الْحَيٰوةَ الدُّنْيَا يٰلَيْتَ لَنَا مِثْلَ مَآ اُوْتِيَ قَارُوْنُ ۙ اِنَّهٗ لَذُوْ حَظٍّ عَظِيْمٍ ﴿٧٩﴾
৮০. আর যারা জ্ঞান প্রদত্ত হয়েছে তারা বলতে লাগল, হায় সর্বনাশ! তোমরা কি বল? আল্লাহ তা'আলার দরবারের ছওয়াব বহু উত্তম, তা এমন লোকেরা পাবে যারা ঈমান আনে এবং নেক কাজ করে, আর তা কেবলমাত্র ধৈর্যশীল লোকদেরকেই দেওয়া হয়।	وَقَالَ الَّذِيْنَ اُوْتُوا الْعِلْمَ وَيْلَكُمْ ثَوَابُ اللّٰهِ خَيْرٌ لِّمَنْ اٰمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا ۚ وَلَا يُلَقّٰهَآ اِلَّا الصّٰبِرُوْنَ ﴿٨٠﴾

শাব্দিক অনুবাদ :

৭৮. قَالَ কারূন বলতে লাগল اِنَّمَآ اُوْتِيْتُهٗ عَلٰى عِلْمٍ عِنْدِيْ এ সমস্ত (ধন-সম্পদ) তো আমার নিজের বুদ্ধিমত্তাবলেই প্রাপ্ত হয়েছি اَوَلَمْ يَعْلَمْ সে কি এটা অবগত নয় যে, اَنَّ اللّٰهَ قَدْ اَهْلَكَ আল্লাহ তা'আলা ধ্বংস করেছেন مِنْ قَبْلِهٖ তার পূর্বে مِنَ الْقُرُوْنِ পূর্ববর্তী জাতিগুলোর মধ্যকার এমন এমন লোকদেরকে مَنْ هُوَ اَشَدُّ مِنْهُ قُوَّةً যারা শক্তিতে তা অপেক্ষা বহুগুণে দৃঢ়তর ছিল وَاَكْثَرُ جَمْعًا এবং তাদের জনবল (ও) অধিকতর ছিল وَلَا يُسْئَلُ আর জিজ্ঞাসা করতে হবে না عَنْ ذُنُوْبِهِمُ الْمُجْرِمُوْنَ পাপীদেরকে তাদের পাপকার্য সম্বন্ধে।

৭৯. فَخَرَجَ عَلٰى قَوْمِهٖ অনন্তর সে সম্প্রদায়ের লোকদের সম্মুখে বের হলো فِيْ زِيْنَتِهٖ স্বীয় জাকজমকের সাথে قَالَ الَّذِيْنَ يُرِيْدُوْنَ যারা অভিলাষী ছিল তারা বলতে লাগল الْحَيٰوةَ الدُّنْيَا পার্থিব সম্পদের يٰلَيْتَ لَنَا مِثْلَ আহা! কি উত্তম হতো যদি আমরাও সেরূপ সাজ-সরঞ্জাম প্রাপ্ত হতাম مَآ اُوْتِيَ قَارُوْنُ যা কারূন প্রাপ্ত হয়েছে اِنَّهٗ لَذُوْ حَظٍّ عَظِيْمٍ বাস্তবিকই সে বড়ই ভাগ্যবান।

৮০. وَقَالَ الَّذِيْنَ اُوْتُوا الْعِلْمَ, আর যারা জ্ঞান প্রদত্ত হয়েছে তারা বলতে লাগল وَيْلَكُمْ হায় সর্বনাশ! তোমরা কি বল? ثَوَابُ اللّٰهِ خَيْرٌ আল্লাহ তা'আলার দরবারের ছওয়াব বহু উত্তম لِّمَنْ اٰمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا তা এমন লোকেরা পাবে যারা ঈমান আনে এবং নেক কাজ করে وَلَا يُلَقّٰهَآ اِلَّا الصّٰبِرُوْنَ, আর তা কেবলমাত্র ধৈর্যশীল লোকদেরকেই দেওয়া হয়।

https://e-ilm.weebly.com/

৮১. অতঃপর আমি কারূনকে তার অট্টালিকাসহ জমিনে ধসিয়ে দিলাম। তার স্বপক্ষে এমন কোনো দল ছিল না, যারা তাকে আল্লাহর আজাব হতে রক্ষা করত, আর সে নিজেও নিজকে রক্ষা করতে পারেনি।	فَخَسَفْنَا بِهٖ وَبِدَارِهِ الْاَرْضَ ۗ فَمَا كَانَ لَهٗ مِنْ فِئَةٍ يَّنْصُرُوْنَهٗ مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ ۚ وَمَا كَانَ مِنَ الْمُنْتَصِرِيْنَ ﴿٨١﴾
৮২. এবং গতকাল যারা তার ন্যায় হওয়ার আকাঙ্ক্ষা পোষণ করছিল তারা বলতে লাগল, মনে হয়, আল্লাহ তা'আলা নিজ বান্দাগণের মধ্য হতে যাকে ইচ্ছা প্রচুর জীবিকা দান করেন এবং (যাকে ইচ্ছা) সংকীর্ণ করে দেন, যদি আমাদের প্রতি আল্লাহ তা'আলার মেহেরবানি না হতো, তবে আমাদেরকেও ধসিয়ে ফেলা হতো; ব্যস, জানা গেল, কাফেরদের সফলতা লাভ হয় না।	وَاَصْبَحَ الَّذِيْنَ تَمَنَّوْا مَكَانَهٗ بِالْاَمْسِ يَقُوْلُوْنَ وَيْكَاَنَّ اللّٰهَ يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَنْ يَّشَآءُ مِنْ عِبَادِهٖ وَيَقْدِرُ ۚ لَوْلَآ اَنْ مَّنَّ اللّٰهُ عَلَيْنَا لَخَسَفَ بِنَا ۗ وَيْكَاَنَّهٗ لَا يُفْلِحُ الْكٰفِرُوْنَ ﴿٨٢﴾
৮৩. এটা আখেরাতের সেই আবাস আমি ঐ সমস্ত লোকের জন্য নির্দিষ্ট করছি— যারা ভূপৃষ্ঠে বড় (অহংকারী) হতেও চায় না, অনর্থ ঘটাতেও চায় না এবং উত্তম পরিণাম পরহেজগার লোকেরাই প্রাপ্ত হয়।	تِلْكَ الدَّارُ الْاٰخِرَةُ نَجْعَلُهَا لِلَّذِيْنَ لَا يُرِيْدُوْنَ عُلُوًّا فِي الْاَرْضِ وَلَا فَسَادًا ۗ وَالْعَاقِبَةُ لِلْمُتَّقِيْنَ ﴿٨٣﴾

শাব্দিক অনুবাদ :

৮১. فَخَسَفْنَا بِهٖ وَبِدَارِهِ الْاَرْضَ অতঃপর আমি কারূন কে তার অট্টালিকা সহ জমিনে ধসিয়ে দিলাম فَمَا كَانَ لَهٗ مِنْ فِئَةٍ তার স্বপক্ষে এমন কোনো দল ছিল না يَّنْصُرُوْنَهٗ যারা তাকে রক্ষা করত مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ আল্লাহর আজাব হতে وَمَا كَانَ مِنَ الْمُنْتَصِرِيْنَ সে নিজেও নিজেকে রক্ষা করতে পারেনি।

৮২. وَاَصْبَحَ الَّذِيْنَ تَمَنَّوْا مَكَانَهٗ بِالْاَمْسِ এবং গতকাল যারা তার ন্যায় হওয়ার আকাঙ্ক্ষা পোষণ করছিল يَقُوْلُوْنَ তারা বলতে লাগল وَيْكَاَنَّ اللّٰهَ يَبْسُطُ الرِّزْقَ আল্লাহ তা'আলা প্রচুর জীবিকা দান করেন لِمَنْ يَّشَآءُ যাকে ইচ্ছা مِنْ عِبَادِهٖ নিজ বান্দাগণের মধ্যে হতে وَيَقْدِرُ এবং সংকীর্ণ করে দেন لَوْلَآ اَنْ مَّنَّ اللّٰهُ عَلَيْنَا যদি আমাদের প্রতি আল্লাহ তা'আলার মেহেরবানি না হতো لَخَسَفَ بِنَا তবে আমাদেরকেও ধসিয়ে ফেলা হতো وَيْكَاَنَّهٗ لَا يُفْلِحُ الْكٰفِرُوْنَ ব্যস, জানা গেল কাফেরদের সফলতা লাভ হয় না।

৮৩. تِلْكَ الدَّارُ الْاٰخِرَةُ এটা আখেরাতের সেই আবাস نَجْعَلُهَا আমি ঐ সমস্ত লোকের জন্য নির্দিষ্ট করছি لِلَّذِيْنَ لَا يُرِيْدُوْنَ عُلُوًّا فِي الْاَرْضِ যারা ভূপৃষ্ঠে বড় (অহংকারী) হতেও চায় না وَلَا فَسَادًا এবং অনর্থ ঘটাতেও চায় না وَالْعَاقِبَةُ لِلْمُتَّقِيْنَ এবং উত্তম পরিণাম পরহেজগার লোকেরাই প্রাপ্ত হয়।

https://e-ilm.weebly.com/

مَنْ جَآءَ بِالْحَسَنَةِ فَلَهٗ خَيْرٌ مِّنْهَا ۚ وَمَنْ جَآءَ بِالسَّيِّئَةِ فَلَا يُجْزَى الَّذِيْنَ عَمِلُوا السَّيِّاٰتِ اِلَّا مَا كَانُوْا يَعْمَلُوْنَ ﴿٨٤﴾

৮৪. যে ব্যক্তি (কিয়ামতের দিন) নেকি নিয়ে আসবে, সে তা অপেক্ষা উত্তম (বিনিময়) পাবে, আর যে ব্যক্তি পাপ নিয়ে আসবে, তবে– এরূপ লোকদেরকে যারা পাপ কাজ করে, সে পরিমাণ প্রতিফলই প্রদত্ত হবে যে পরিমাণ তারা করত।

اِنَّ الَّذِيْ فَرَضَ عَلَيْكَ الْقُرْاٰنَ لَرَآدُّكَ اِلٰى مَعَادٍ ؕ قُلْ رَّبِّيْٓ اَعْلَمُ مَنْ جَآءَ بِالْهُدٰى وَمَنْ هُوَ فِيْ ضَلٰلٍ مُّبِيْنٍ ﴿٨٥﴾

৮৫. যে আল্লাহ আপনার প্রতি কুরআন ফরজ করেছেন, তিনি আপনাকে পুনরায় স্বদেশে পৌছে দিবেন; আপনি বলে দিন, আমার প্রতিপালক খুব জানেন, কে সত্য ধর্ম নিয়ে এসেছে এবং কে প্রকাশ্য পথভ্রষ্টতায় রয়েছে।

وَمَا كُنْتَ تَرْجُوْٓا اَنْ يُّلْقٰٓى اِلَيْكَ الْكِتٰبُ اِلَّا رَحْمَةً مِّنْ رَّبِّكَ فَلَا تَكُوْنَنَّ ظَهِيْرًا لِّلْكٰفِرِيْنَ ﴿٨٦﴾

৮৬. আর আপনার আশা ছিল না যে, আপনার প্রতি এ কিতাব নাজিল করা হবে, কিন্তু আপনার প্রতিপালকের অনুগ্রহেই এটা অবতীর্ণ হয়েছে, অতএব, আপনি এ কাফেরদের প্রতি একটুও সমর্থন করবেন না।

وَلَا يَصُدُّنَّكَ عَنْ اٰيٰتِ اللّٰهِ بَعْدَ اِذْ اُنْزِلَتْ اِلَيْكَ وَادْعُ اِلٰى رَبِّكَ وَلَا تَكُوْنَنَّ مِنَ الْمُشْرِكِيْنَ ﴿٨٧﴾

৮৭. আর যখন আপনার প্রতি আল্লাহ তা'আলার নির্দেশাবলি অবতীর্ণ হয়েছে, তখন যেন তারা আপনাকে সে নির্দেশাবলি হতে নিবৃত্ত না রাখে এবং আপনি লোকদেরকে আপনার প্রতিপালকের দিকে ডাকতে থাকুন এবং কিছুতেই মুশরিকদের অন্তর্ভুক্ত হবেন না।

শাব্দিক অনুবাদ :

৮৪. مَنْ جَاءَ بِالْحَسَنَةِ যে ব্যক্তি নেকি নিয়ে আসবে فَلَهُ خَيْرٌ مِّنْهَا সে তা অপেক্ষা উত্তম (বিনিময়) পাবে وَمَنْ جَاءَ بِالسَّيِّئَةِ আর যে ব্যক্তি পাপ নিয়ে আসবে فَلَا يُجْزَى الَّذِيْنَ عَمِلُوا السَّيِّاٰتِ اِلَّا مَا كَانُوْا يَعْمَلُوْنَ আর এরূপ লোকদেরকে যারা পাপ কাজ করে, সে পরিমাণ প্রতিফল প্রদত্ত হবে যে পরিমাণ তারা করত।

৮৫. اِنَّ الَّذِيْ فَرَضَ عَلَيْكَ الْقُرْاٰنَ যে আল্লাহ আপনার প্রতি কুরআন ফরজ করেছেন لَرَآدُّكَ اِلٰى مَعَادٍ তিনি আপনাকে পুনরায় স্বদেশে পৌছে দিবেন قُلْ আপনি বলে দিন رَبِّيْٓ اَعْلَمُ আমার রব খুব জানেন مَنْ جَاءَ بِالْهُدٰى কে সত্য ধর্ম নিয়ে এসেছে وَمَنْ هُوَ فِيْ ضَلٰلٍ مُّبِيْنٍ, এবং কে প্রকাশ্য পথভ্রষ্টতায় রয়েছে।

৮৬. وَمَا كُنْتَ تَرْجُوْٓا, আর আপনার আশা ছিল না যে اَنْ يُّلْقٰٓى اِلَيْكَ الْكِتٰبُ আপনার প্রতি এই কিতাব নাজিল করা হবে اِلَّا رَحْمَةً مِّنْ رَّبِّكَ কিন্তু আপনার রবের অনুগ্রহেই এটা অবতীর্ণ হয়েছে فَلَا تَكُوْنَنَّ ظَهِيْرًا لِّلْكٰفِرِيْنَ অতএব, আপনি এই কাফেরদের একটুও সমর্থন করবেন না।

৮৭. وَلَا يَصُدُّنَّكَ عَنْ اٰيٰتِ اللّٰهِ, আর তখন যেন তারা আপনাকে সেই নির্দেশাবলি হতে নিবৃত্ত না রাখে بَعْدَ اِذْ اُنْزِلَتْ اِلَيْكَ যখন আপনার প্রতি আল্লাহ তা'আলার নির্দেশাবলি অবতীর্ণ হয়েছে وَادْعُ اِلٰى رَبِّكَ, এবং আপনি লোকদেরকে আপনার রবের দিকে ডাকতে থাকুন وَلَا تَكُوْنَنَّ مِنَ الْمُشْرِكِيْنَ, আর মুশরিকদের অন্তর্ভুক্ত হবেন না।

https://e-ilm.weebly.com/

৮৮. আপনি আল্লাহর সাথে অন্য কোনো উপাস্যকে ডাকবেন না। তিনি ভিন্ন অন্য কোনো উপাস্য নেই। তাঁর সত্তা ছাড়া সকল বস্তুই ধ্বংসশীল; রাজত্ব তাঁরই এবং সকলকে তাঁরই সমীপে ফিরে যেতে হবে।	وَلَا تَدْعُ مَعَ اللّٰهِ اِلٰهًا اٰخَرَ ۘ لَاۤ اِلٰهَ اِلَّا هُوَ ۟ كُلُّ شَیْءٍ هَالِكٌ اِلَّا وَجْهَهٗ ؕ لَهُ الْحُكْمُ وَاِلَیْهِ تُرْجَعُوْنَ ﴿۸۸﴾

শাব্দিক অনুবাদ :

৮৮. وَلَا تَدْعُ مَعَ اللّٰهِ اِلٰهًا اٰخَرَ এবং আল্লাহর সাথে অন্য কোনো উপাস্যকে ডাকবেন না لَاۤ اِلٰهَ اِلَّا هُوَ তিনি ভিন্ন অন্য কোনো উপাস্য নেই كُلُّ شَیْءٍ هَالِكٌ اِلَّا وَجْهَهٗ তাঁর সত্তা ছাড়া সকল বস্তুই ধ্বংসশীল لَهُ الْحُكْمُ রাজত্ব তাঁরই وَاِلَیْهِ تُرْجَعُوْنَ এবং সকলকে তাঁরই সমীপে ফিরে যেতে হবে।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

تِلْكَ الدَّارُ الْاٰخِرَةُ نَجْعَلُهَا لِلَّذِیْنَ لَا یُرِیْدُوْنَ عُلُوًّا فِی الْاَرْضِ وَلَا فَسَادًا وَالْعَاقِبَةُ لِلْمُتَّقِیْنَ (৮৩)

শানে নুযূল : ইবনে মারদূভিয়া ও ইবনে আসাকির হযরত আলী (র.) এর উদ্ধৃতি দিয়ে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেন, ন্যায় ভিত্তিক ও বিনয়ী শাসক এবং সামর্থ্যবান মানুষদের সম্পর্কে আলোচ্য আয়াত নাজিল হয়েছে।

–[রূহুল মা'আনী ১২৫/ ১০/ ২০ , ফাতহুল কাদীর ১৯০/৪]

قُلْ رَّبِّیْۤ اَعْلَمُ مَنْ جَآءَ بِالْهُدٰی وَمَنْ هُوَ فِیْ ضَلٰلٍ مُّبِیْنٍ (৮৫)

শানে নুযূল : হযরত রাসূলে আকরাম ﷺ যখন দীনি দাওয়াতে আত্মনিয়োগ করেন, মানুষের মাঝেও এক নতুন জীবন সঞ্চারিত হতে লাগল, পথ হারা মানুষেরা পেতে লাগল মুক্তির এক সমুজ্জ্বল পথ। অশান্ত আরব বর্বর সমাজ সন্ধান পেল নব দিগন্তের দিশা। তখনই কাফের মুশরিকেরা রাসূলে আকদাস ﷺ -এর অগ্রগতি রোধ করার জন্যে এক চক্রান্তের জাল বিস্তার করল। তারা রাসূলে আকরাম ﷺ কে লক্ষ্য করে বলতে লাগল, হে মুহাম্মদ! তুমিতো সরাসরি ভ্রষ্টতায় নিপতিত হয়েছ। সেই পরিস্থিতিতে তাদের এ দাবির ভ্রান্ততা ঘোষণা করে তাদের জবাবে আল্লাহ আলোচ্য আয়াতাংশ নাজিল করেন। –[জালালাইন ৩৩৪]

اِنَّ الَّذِیْ فَرَضَ عَلَیْكَ الْقُرْاٰنَ لَرَآدُّكَ اِلٰی مَعَادٍ قُلْ رَّبِّیْۤ اَعْلَمُ مَنْ جَآءَ بِالْهُدٰی وَمَنْ هُوَ فِیْ ضَلٰلٍ مُّبِیْنٍ (৮৫)

শানে নুযূল : ইবনে আবী হাতেম জাহ্হাকের উদ্ধৃতি দিয়ে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেন, রাসূল ﷺ যখন মক্কা হতে মদীনার পথে হিজরত করে যান, তখন তিনি অনুসন্ধান কারীর ভয়ে অপরিচিত পথে চলতেন; পরবর্তীতে তিনি যখন রাস্তায় উঠে জুহফায় আসেন তখন মক্কার পথকে চিনতে পান। ফলে তিনি প্রিয় মক্কার প্রতি অধির হয়ে পড়েন। হযরত জিবরাঈল (আ.) উপস্থিত হয়ে বললেন, আপনি কি আপনার জন্মভূমির প্রতি উৎসুক ও ব্যাকুল হয়ে পড়েছেন? রাসূল বললেন, হ্যাঁ! সে মুহূর্তে রাসূল ﷺ কে সান্ত্বনা দান করার জন্যে আলোচ্য আয়াত নাজিল করা হয়েছে। যা হযরত জিবরাঈল (আ.) পাঠ করে শোনালেন। এতে মক্কায় প্রত্যাবর্তন করার সু-সংবাদও দান করা হয়েছে।

–(সাভী ২২৮/৩, দুররুল মানসূর ১৩৯/৫, ইবনে কাছীর ৪১৭/৩)

وَلَا تَدْعُ مَعَ اللّٰهِ اِلٰهًا اٰخَرَ لَاۤ اِلٰهَ اِلَّا هُوَ كُلُّ شَیْءٍ هَالِكٌ اِلَّا وَجْهَهٗ لَهُ الْحُكْمُ وَاِلَیْهِ تُرْجَعُوْنَ (৮৮)

শানে নুযূল : ইবনে মারদূভিয়া হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) -এর উদ্ধৃতি দিয়ে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেন كُلُّ نَفْسٍ ذَآئِقَةُ الْمَوْتِ আয়াত যখন নাজিল হলো, তখন রাসূল ﷺ -এর নিকট জানতে চাওয়া হলো যে, হে আল্লাহর রাসূল! ফেরেশতাদের পরিণতি কি হবে? সে প্রশ্নের জবাবে আলোচ্য আয়াত নাজিল করা হয়েছে। –[রূহুল মা'আনী ১৩১/১০/২০]

https://e-ilm.weebly.com/

إِنَّمَآ أُوْتِيْتُهُ عَلٰى عِلْمٍ عِنْدِىْ : কারো কারো মতে এখানে 'ইলম' বলে তাওরাতের জ্ঞান বুঝানো হয়েছে। যেমন রেওয়ায়েতে আছে যে, কারূন তাওরাতের হাফেজ ও আলেম ছিল। হযরত মূসা (আ.) যে সত্তরজনকে তূর পর্বতে নিয়ে যাওয়ার জন্য মনোনীত করেছিলেন, কারূন তাদেরও অন্তর্ভুক্ত ছিল। কিন্তু এই জ্ঞান-গরিমার ফলে তার মধ্যে গর্ব ও অহংকার দেখা দেয় এবং সে একে ব্যক্তিগত পরাকাষ্ঠা মনে করে বসে। তার উপরিউক্ত উক্তির অর্থ তাই যে, আমি যা কিছু পেয়েছি, তা আমার নিজস্ব জ্ঞানগত গুণের কারণে পেয়েছি। তাই আমি নিজেই এর প্রাপক। এতে আমার প্রতি কারো অনুগ্রহ নেই। কিন্তু বাহ্যত বুঝা যায় যে, এখানে ইলম বলে 'অর্থনৈতিক কলাকৌশল' বুঝানো হয়েছে। উদাহরণতঃ ব্যবসা-বাণিজ্য, শিল্প ইত্যাদি। উদ্দেশ্য এই যে আমি যা কিছু পেয়েছি, তাতে আল্লাহ তা'আলার অনুগ্রহের কোনো দখল নেই। এটা আমি আমার বিচক্ষণতা ও কর্মতৎপরতা দ্বারা অর্জন করেছি। মূর্খ কারূন একথা বুঝল না যে, বিচক্ষণতা, কর্মতৎপরতা শিল্প অথবা ব্যবসা বাণিজ্য–এগুলোও তো আল্লাহ তা'আলারই দান ছিল; –তার নিজস্ব গুণ-গরিমা ছিল না।

أَوَلَمْ يَعْلَمْ أَنَّ اللّٰهَ قَدْ أَهْلَكَ مِنْ قَبْلِهٖ : কারূনের উপরিউক্ত উক্তির আসল জওয়াব তো তা-ই ছিল, যা উপরে লিখিত হয়েছে; অর্থাৎ যদি স্বীকার করে নেওয়া যায় যে, তোমার ধনসম্পদ তোমার বিশেষ কর্ম তৎপরতা ও কারিগরি জ্ঞান দ্বারাই অর্জিত হয়েছে তবুও তো তুমি আল্লাহর অনুগ্রহ থেকে মুক্ত হতে পার না। কেননা এই কারিগরি জ্ঞান ও উপার্জন শক্তিও তো আল্লাহ্ তা'আলার দান। এই জওয়াব যেহেতু অত্যন্ত সুস্পষ্ট, তাই কুরআন পাক একে উপেক্ষা করে এই জওয়াব দিয়েছে যে, ধরে নাও, তোমার অর্থ সম্পদ তোমার নিজস্ব জ্ঞান-গরিমা দ্বারাই অর্জিত হয়েছে। কিন্তু স্বয়ং এই ধন-সম্পদের কোনো বাস্তব ভিত্তি নেই। অর্থের প্রাচুর্য কোনো মানুষের শ্রেষ্ঠত্বের মাপকাঠি নয় এবং অর্থ সর্বাবস্থায় তার কাজে লাগে না। প্রমাণ হিসাবে কুরআন পাক অতীত যুগের বড় বড় ধনকুবদের দৃষ্টান্ত পেশ করেছে। তারা যখন অবাধ্যতার পথে চলতে থাকে, তখন আল্লাহর আজাব তাদেরকে হঠাৎ পাকড়াও করে। তখন অগাধ ধন-সম্পদ তাদের কোনো কাজে আসেনি।

وَقَالَ الَّذِيْنَ أُوْتُوا الْعِلْمَ وَيْلَكُمْ الاية : এই আয়াতে اَلَّذِيْنَ أُوْتُوا الْعِلْمَ অর্থাৎ আলেমদের মোকাবিলায় اَلَّذِيْنَ يُرِيْدُوْنَ الْحَيٰوةَ الدُّنْيَا বলা হয়েছে। এতে পরিষ্কার ইঙ্গিত আছে যে, দুনিয়ার ভোগসম্ভার কামনা করা এবং একে লক্ষ্য স্থির করা আলেমদের কাজ নয়। আলেমদের দৃষ্টি সর্বদা পরকালের চিরস্থায়ী সুখের প্রতি নিবদ্ধ থাকে। তাঁরা যতটুকু প্রয়োজন ততটুকুই দুনিয়ার ভোগসম্ভার উপার্জন করেন এবং তা নিয়েই সন্তুষ্ট থাকেন।

لِلَّذِيْنَ لَا يُرِيْدُوْنَ عُلُوًّا فِى الْاَرْضِ وَلَا فَسَادًا : এই আয়াতে পরকালের মুক্তি ও সাফল্য শুধু তাদের জন্য নির্ধারিত বলা হয়েছে, যারা পৃথিবীতে ঔদ্ধত্য ও অনর্থের ইচ্ছা করে না। عُلُوًّ শব্দের অর্থ অহংকার তথা নিজেকে অন্যের চাইতে বড় মনে করা ও অন্যকে ঘৃণিত ও হেয় মনে করা। فَسَادٌ বলে অপরের উপর জুলুম বুঝানো হয়েছে। –[সুফিয়ান সাওরী]

কোনো কোনো তাফসীরকারক বলেন, গুনাহ্ মাত্রই পৃথিবীতে ফাসাদের শামিল। কারণ গুনাহের কুফলস্বরূপ বিশ্বময় বরকত হ্রাস পায়। এই আয়াত থেকে জানা গেল যে, যারা অহংকার, জুলুম অথবা গুনাহের ইচ্ছা করে, পরকালে তাদের অংশ নেই।

জ্ঞাতব্য ঃ যে অহংকারে নিজেকে অপরের চাইতে বড় ও অপরকে হেয় করা উদ্দেশ্য থাকে, আলোচ্য আয়াতে সেই অহংকারের অবৈধতা ও কুফল বর্ণিত হয়েছে। নতুবা অপরের সাথে গর্ব উদ্দেশ্য না হলে নিজে ভালো পোশাক পরা, উৎকৃষ্ট খাদ্য আহার করা এবং সুন্দর বাসগৃহের ব্যবস্থা নিন্দনীয় নয়; যেমন সহীহ্ মুসলিমের এক হাদীসে তা বর্ণিত হয়েছে।

গুনাহের দৃঢ় সংকল্পও গুনাহ্ ঃ আয়াতে ঔদ্ধত্য ও ফাসাদের ইচ্ছার কারণে পরকাল থেকে বঞ্চিত হওয়ার বিষয় থেকে জানা গেল যে, কোনো গুনাহের বদ্ধপরিকরতার পর্যায়ে দৃঢ় সংকল্পও গুনাহ্। (রূহুল মা'আনী) তবে পরে যদি আল্লাহর ভয়ে সংকল্প পরিত্যাগ করে, তবে গুনাহের পরিবর্তে তার আমলনামায় ছওয়াব লেখা হয়। পক্ষান্তরে যদি কোনো ইচ্ছা-বহির্ভূত কারণে সে গুনাহ্ করতে সক্ষম না হয়; কিন্তু চেষ্টা ষোলআনাই করে, তবে গুনাহ্ না করলেও তার আমলনামায় গুনাহ্ লেখা হবে। -(গাযালী)

https://e-ilm.weebly.com/

আয়াতের শেষে বলা হয়েছে, وَالْعَاقِبَةُ لِلْمُتَّقِيْنَ -এর সারমর্ম এই যে, পরকালীন মুক্তি ও সাফল্যের জন্য দুইটি বিষয় জরুরি। এক. ঔদ্ধত্য ও অনর্থ সৃষ্টি থেকে বেঁচে থাকার এবং দুই. তাকওয়া তথা সৎকর্ম সম্পাদন করা। এই দুটি বিষয় থেকে বিরত থাকা যথেষ্ট নয়; বরং যে সব ফরজ ও ওয়াজিব কর্ম রয়েছে সেগুলো সম্পাদন করাও পরকালীন মুক্তির জন্য শর্ত।

إِنَّ الَّذِىْ فَرَضَ عَلَيْكَ الْقُرْاٰنَ لَرَادُّكَ اِلٰى مَعَادٍ : সূরার উপসংহারে এসব আয়াতে রাসূলুল্লাহ ﷺ -কে সান্ত্বনা দান করা হয়েছে এবং রেসালতের কর্তব্য পালনে অবিচল থাকার প্রতি তাকিদ দেওয়া হয়েছে। পূর্ববর্তী আয়াতসমূহের সাথে সম্পর্ক এই যে, এই সূরায় আল্লাহ তা'আলা মূসা (আ.)-এর বিস্তারিত ঘটনা তথা ফেরাউন ও তার সম্প্রদায়ের শত্রুতা, তাঁর ভয় এবং পরিশেষে স্বীয় কৃপায় তাঁকে ফেরাউন ও তার বাহিনীর বিরুদ্ধে বিজয়ী করার কথা আলোচনা করেছেন। অতএব সূরার শেষভাবে শেষ নবী রাসূল ﷺ -এর এমনি ধরনের অবস্থার সারসংক্ষেপ বর্ণনা করেছেন যে, মক্কার কাফেররা তাঁকে বিব্রত করেছে তাঁকে হত্যা করার পরিকল্পনা করেছে এবং মক্কায় মুসলমানদের জীবন দুঃসহ করেছে; কিন্তু আল্লাহ তা'আলা তাঁর চিরন্তন রীতি অনুযায়ী রাসূলুল্লাহ ﷺ -কে সবার উপর প্রকাশ্য বিজয় ও প্রাধান্য দান করেছেন এবং যে মক্কা থেকে কাফেররা তাঁকে বহিষ্কার করেছিল, সেই মক্কায় পুনরায় তাঁর পুরোপুরি কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। اَلَّذِىْ فَرَضَ عَلَيْكَ الْقُرْاٰنَ অর্থাৎ যে পবিত্র সত্তা আপনার প্রতি কুরআন ফরজ করেছেন তথা তেলাওয়াত, প্রচার ও মেনে চলা ফরজ করেছেন, তিনিই পুনরায় আপনাকে "মা'আদে" ফিরিয়ে নিবেন। সহীহ্ বুখারী ও অন্যান্য গ্রন্থে হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) থেকে বর্ণিত আছে যে, আয়াতে 'মাআদ' বলে মক্কা মোকাররমাকে বুঝানো হয়েছে। উদ্দেশ্য এই যে, যদিও কিছুদিনের জন্য আপনাকে প্রিয় জন্মভূমি বিশেষত হারাম ও বায়তুল্লাহকে পরিত্যাগ করতে হয়েছে; কিন্তু যিনি কুরআন নাজিল করেছেন এবং তা মেনে চলা ফরজ করেছেন, তিনি অবশেষে আপনাকে আবার মক্কায় ফিরিয়ে আনবেন। তাফসীরবিদ মুকাতিল বর্ণনা করেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ হিজরতের সময় রাত্রিবেলায় সওর গিরিগুহা থেকে বের হন এবং মক্কা থেকে মদীনাগামী প্রচলিত পথ ছেড়ে ভিন্ন পথে সফর করেন। কারণ শত্রুপক্ষ তাঁর পশ্চাদ্ধাবন করছিল। যখন তিনি মদীনার পথের প্রসিদ্ধ মনজিল রাবেগের নিকটবর্তী জোহ্ফা নামক স্থানে পৌঁছলেন, তখন মক্কার পথ দৃষ্টিগোচর হলো এবং বায়তুল্লাহ্ ও স্বদেশের স্মৃতি মনে আলোড়ন সৃষ্টি করল। তখনই হযরত জিবরাঈল (আ.) এই আয়াত নিয়ে আগমন করলেন। এই আয়াতে রাসূলুল্লাহ ﷺ -কে সুসংবাদ দেওয়া হয়েছে যে, জন্মভূমি মক্কা থেকে আপনার এই বিচ্ছেদ ক্ষণস্থায়ী। পরিশেষে আপনাকে পুনরায় মক্কায় পৌঁছিয়ে দেওয়া হবে। এটা ছিল মক্কা বিজয়ের সুসংবাদ। এ কারণেই ইবনে হযরত আব্বাস (রা.)-এর এক রেওয়ায়েতে বলা হয়েছে যে, এই আয়াত জোহ্ফায় অবতীর্ণ হয়েছে বিধায় মক্কীও নয়, মাদানীও নয়। –(কুরতুবী)

কুরআন শত্রুর বিরুদ্ধে বিজয় ও উদ্দেশ্য হাসিলের উপায় ঃ আলোচ্য আয়াতে রাসূলুল্লাহ ﷺ -কে বিজয়ী বেশে পুনরায় মক্কা প্রত্যাবর্তনের সুসংবাদ এক হৃদয়গ্রাহী ভঙ্গিতে দেওয়া হয়েছে। বলা হয়েছে, যে পবিত্র সত্তা আপনার প্রতি কুরআন ফরজ করেছেন, তিনি আপনাকে শত্রুর বিরুদ্ধে বিজয় দান করে পুনরায় মক্কায় ফিরিয়ে আনবেন। এতে এদিকেও ইঙ্গিত রয়েছে যে, কুরআন তেলাওয়াত ও কুরআনের নির্দেশ পালন করাই এই সাহায্য ও প্রকাশ্য বিজয়ের কারণ হবে।

كُلُّ شَيْءٍ هَالِكٌ اِلَّا وَجْهَهٗ : এখানে وَجْهَهٗ বলে আল্লাহ তা'আলার সত্তাকে বুঝানো হয়েছে। অর্থ এই যে, আল্লাহ্ তা'আলার সত্তা ব্যতীত সবকিছু ধ্বংসশীল। কোনো কোনো তাফসীরকার বলেন, وَجْهَهٗ বলে এমন আমল বুঝানো হয়েছে, যা একান্তভাবে আল্লাহর জন্য করা হয়। আয়াতের উদ্দেশ্য এই যে, যে আমল আল্লাহর জন্য খাঁটিভাবে করা হয়, তাই অবশিষ্ট থাকবে–এছাড়া সব ধ্বংসশীল।

https://e-ilm.weebly.com/

শব্দ বিশ্লেষণ :

أُوْتِيْتُهُ : সীগাহ واحد متكلم বহছ ماضى مجهول বহছ افْعَالٌ বাব اِفْعَالٌ মাসদার اِيْتَاءً মূলবর্ণ (أ - ت - ى) জিনস মুরাক্কাব (ناقص يائى এবং مهموز فاء) অর্থ– আমি প্রাপ্ত হয়েছি।

لَايُلَقّٰهَا : সীগাহ واحد مذكر غائب বহছ نفى فعل مضارع مجهول বহছ تَفْعِيْل বাব التَّلْقِيَةُ মাসদার মূলবর্ণ (ل - ق - ى) জিনস ناقص يائى অর্থ– তা দেওয়া হয় না।

تَمَنَّوْا : সীগাহ جمع مذكر غائب বহছ ماضى معروف বাব تَفَعُّلٌ মাসদার تَمَنِّىْ মূলবর্ণ (م - ن - ى) জিনস ناقص يائى অর্থ– তারা আকাঙ্ক্ষা প্রকাশ করছিল।

مَنَّ : সীগাহ واحد مذكر غائب বহছ ماضى معروف বাব نَصَرَ মাসদার مَنٌّ মূলবর্ণ (م - ن - ن) জিনস مضاعف ثلاثى অর্থ– মেহেরবানি।

فَلَا يُجْزٰى : সীগাহ واحد مذكر غائب বহছ نفى فعل مضارع مجهول বাব ضَرَبَ মাসদার جَزَاءً মূলবর্ণ (ج - ز - ى) জিনস ناقص يائى অর্থ– তাকে প্রতিফল দেওয়া হবে না।

لَرَادُّكَ : সীগাহ واحد مذكر বহছ اسم فاعل বাব نَصَرَ মাসদার رَدٌّ মূলবর্ণ (ر - د - د) জিনস مضاعف ثلاثى অর্থ– তিনি আপনাকে পুনরায় পৌঁছে দিবেন।

مَا كُنْتَ تَرْجُوْا : সীগাহ واحد مذكر حاضر বহছ نفى فعل ماضى استمرارى معروف বাব نَصَرَ মাসদার رَجَاءً মূলবর্ণ (ر - ج - و) জিনস ناقص واوى অর্থ– আপনার আশা ছিল না।

لَايَصُدَّنَّكَ : সীগাহ جمع مذكر غائب বহছ فعل نهى بانون ثقيلة বাব نَصَرَ মাসদার صَدٌّ মূলবর্ণ (ص - د - د) জিনস مضاعف ثلاثى অর্থ– তারা যেন আপনাকে নিবৃত্ত না রাখে।

لَاتَكُوْنَنَّ : সীগাহ واحد مذكر حاضر বহছ نهى بانون ثقيلة বাব نَصَرَ মাসদার كَوْنٌ মূলবর্ণ (ك - و - ن) জিনস اجوف واوى অর্থ– আপনি কিছুতেই হবেন না।

বাক্য বিশ্লেষণ :

وَمَنْ جَاءَ بِالسَّيِّئَةِ فَلَا يُجْزَى الَّذِيْنَ عَمِلُوا السَّيِّئَاتِ اِلَّا مَا كَانُوْا يَعْمَلُوْنَ : এ বাক্যটি পূর্ববর্তী বাক্যের উপর আতফ হয়েছে। আর مَنْ ইসমে শর্ত মুবতাদা جَاءَ ফে'ল আর بِالْحَسَنَةِ টা جَاءَ এর সাথে متعلق হয়েছে। আর ف হলো জওয়াবে শর্তের জন্য رابطة আর لَا يُجْزَى ফেল الَّذِيْنَ হলো নায়েবে ফায়েল عَمِلُوا السَّيِّئَاتِ হলো সেলাহ اِلَّا হলো اداة حصر আর مَا হলো দ্বিতীয় মাফউল। كَانُوْا বাক্যটি সেলাহ। আর كَانُوْا হলো ফে'লে নাকেস তার যামীর اسم كان আর يَعْمَلُوْنَ হলো خبر كان –[ই'রাবুল কুরআন ৫ম খণ্ড: পৃ. ৬৬৩]

https://e-ilm.weebly.com/

سُوْرَةُ الْعَنْكَبُوْتِ مَكِّيَّةٌ

সূরা আনকাবূত

মক্কায় অবতীর্ণ; আয়াত–৬৯, রুকূ'- ৭

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

পরম করুণাময়, দয়ালু আল্লাহর নামে শুরু করছি।

১. আলিফ লাম-মীম,	الٓمّٓ ۝١
২. মানুষ কি এটা ধারণা করেছে যে, এ কথা বলেই অব্যাহতি পাবে যে, আমরা ঈমান এনেছি, আর তাদেরকে পরীক্ষা করা হবে না?	اَحَسِبَ النَّاسُ اَنْ يُّتْرَكُوْٓا اَنْ يَّقُوْلُوْٓا اٰمَنَّا وَهُمْ لَا يُفْتَنُوْنَ ۝٢
৩. আর আমি তাদেরকেও পরীক্ষা করেছিলাম যারা তাদের পূর্বে অতীত হয়ে গিয়েছে, সুতরাং আল্লাহ সেই লোকদেরকে জেনে নিবেন যারা সত্যবাদী ছিল এবং মিথ্যাবাদীদেরকেও জেনে নিবেন।	وَلَقَدْ فَتَنَّا الَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِهِمْ فَلَيَعْلَمَنَّ اللّٰهُ الَّذِيْنَ صَدَقُوْا وَلَيَعْلَمَنَّ الْكٰذِبِيْنَ ۝٣
৪. হাঁ, যারা দুষ্কর্মসমূহ করছে তারা কি ধারণা করে যে, আমা হতে কোথাও পলায়ন করে যাবে? তাদের এরূপ সিদ্ধান্ত কত মন্দ।	اَمْ حَسِبَ الَّذِيْنَ يَعْمَلُوْنَ السَّيِّاٰتِ اَنْ يَّسْبِقُوْنَا ؕ سَآءَ مَا يَحْكُمُوْنَ ۝٤

শাব্দিক অনুবাদ :

১. الٓمّٓ আলিফ-লাম মীম

২. اَحَسِبَ النَّاسُ মানুষ কি এটা ধারণা করেছে اَنْ يُّتْرَكُوْٓا অব্যাহতি পাবে اَنْ يَّقُوْلُوْٓا একথা বলেই যে, اٰمَنَّا আমরা ঈমান এনেছি وَهُمْ لَا يُفْتَنُوْنَ আর তাদেরকে পরীক্ষা করা হবে না।

৩. وَلَقَدْ فَتَنَّا আর আমি তাদেরকেও পরীক্ষা করেছিলাম الَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِهِمْ যারা তাদের পূর্বে অতীত হয়ে গেছে فَلَيَعْلَمَنَّ اللّٰهُ সুতরাং আল্লাহ সেই লোকদেরকে জেনে নিবেন الَّذِيْنَ صَدَقُوْا যারা সত্যবাদী ছিল وَلَيَعْلَمَنَّ الْكٰذِبِيْنَ এবং মিথ্যাবাদীদেরকেও জেনে নিবেন।

৪. اَمْ حَسِبَ তবে কি ধারণা করে যে, الَّذِيْنَ يَعْمَلُوْنَ السَّيِّاٰتِ যারা দুষ্কর্মসমূহ করছে اَنْ يَّسْبِقُوْنَا আমা হতে কোথাও পলায়ন করে যাবে سَآءَ مَا يَحْكُمُوْنَ তাদের এরূপ সিদ্ধান্ত কত মন্দ

https://e-ilm.weebly.com/

৫. যে ব্যক্তি আল্লাহ তা'আলার সাথে সাক্ষাতের আশা রাখে, বস্তুত (সে যেন বিপদাপদে পেরেশান না হয়। কেননা) আল্লাহ তা'আলার সেই নির্দিষ্ট সময় অবশ্যই সমাগত হবে এবং তিনি সব শুনেন, সব জানেন।	مَنْ كَانَ يَرْجُوا لِقَآءَ اللّٰهِ فَاِنَّ اَجَلَ اللّٰهِ لَاٰتٍ ؕ وَهُوَ السَّمِيْعُ الْعَلِيْمُ ﴿٥﴾
৬. আর যে ব্যক্তি পরিশ্রম করে সে নিজেরই (নিজের) জন্য পরিশ্রম করে থাকে; সমস্ত বিশ্ববাসীদের মধ্যে আল্লাহ কারও মুখাপেক্ষী নন।	وَمَنْ جَاهَدَ فَاِنَّمَا يُجَاهِدُ لِنَفْسِهٖ ؕ اِنَّ اللّٰهَ لَغَنِيٌّ عَنِ الْعٰلَمِيْنَ ﴿٦﴾
৭. আর যারা ঈমান আনে এবং নেক কাজ করে, আমি তাদের হতে তাদের পাপসমূহ মিটিয়ে দিব এবং আমি তাদেরকে তাদের কৃতকর্মসমূহের উৎকৃষ্টতর বিনিময় প্রদান করব।	وَالَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَعَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ لَنُكَفِّرَنَّ عَنْهُمْ سَيِّاٰتِهِمْ وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ اَحْسَنَ الَّذِىْ كَانُوْا يَعْمَلُوْنَ ﴿٧﴾
৮. এবং আমি মানুষকে তার পিতামাতার সাথে সদ্ব্যবহার করতে নির্দেশ দিয়েছি; আর যদি তারা উভয় এ বিষয়ে তোমার উপর চাপ দেয় যে, তুমি এমন কোনো বস্তুকে আমার শরিক সাব্যস্ত কর, যার (উপাস্য হওয়া) সম্বন্ধে তোমার নিকট কোনো প্রমাণ নেই তবে তুমি তাদের কথা মানিও না; তোমাদের সকলকেই আমার নিকট ফিরে আসতে হবে, তখন আমি তোমাদেরকে তোমাদের কৃতকর্মগুলো জানিয়ে দেব।	وَوَصَّيْنَا الْاِنْسَانَ بِوَالِدَيْهِ حُسْنًا ؕ وَاِنْ جَاهَدٰكَ لِتُشْرِكَ بِىْ مَا لَيْسَ لَكَ بِهٖ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا ؕ اِلَىَّ مَرْجِعُكُمْ فَاُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُوْنَ ﴿٨﴾

https://e-ilm.weebly.com/

শাব্দিক অনুবাদ :

৫. مَنْ كَانَ يَرْجُوْا যে ব্যক্তি আশা করে لِقَآءَ اللّٰهِ আল্লাহ তা'আলার সাথে সাক্ষাতের فَاِنَّ اَجَلَ اللّٰهِ لَاٰتٍ বস্তুত: আল্লাহ তা'আলার সেই নির্দিষ্ট সময় অবশ্যই সমাগত হবে وَهُوَ السَّمِيْعُ الْعَلِيْمُ তিনি সব শুনেন সব জানেন।

৬. وَمَنْ جَاهَدَ আর যে ব্যক্তি পরিশ্রম করে فَاِنَّمَا يُجَاهِدُ لِنَفْسِهٖ নিজেরই জন্য পরিশ্রম করে থাকে اِنَّ اللّٰهَ لَغَنِيٌّ عَنِ الْعٰلَمِيْنَ সমস্ত বিশ্ববাসীদের মধ্যে আল্লাহ কারও মুখাপেক্ষী নন।

৭. وَالَّذِيْنَ اٰمَنُوْا তার যারা ঈমান আনে وَعَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ এবং নেক কাজ করে لَنُكَفِّرَنَّ عَنْهُمْ سَيِّاٰتِهِمْ আমি তাদের থেকে তাদের পাপসমূহ মিটিয়ে দিব وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ এবং আমি তাদেরকে প্রদান করব اَحْسَنَ الَّذِيْنَ كَانُوْا يَعْمَلُوْنَ তাদের কৃতকর্ম সমূহের উৎকৃষ্টতর বিনিময়।

৮. وَوَصَّيْنَا الْاِنْسَانَ এবং আমি মানুষকে নির্দেশ দিয়েছি بِوَالِدَيْهِ حُسْنًا তার পিতামাতার সাথে সদ্ব্যবহার করতে وَاِنْ جَاهَدٰكَ আর যদি তারা উভয়ে এ বিষয়ে তোমার উপর চাপ দেয় যে, لِتُشْرِكَ بِىْ তুমি এমন কোনো বস্তুকে আমার শরিক সাব্যস্ত করো مَا لَيْسَ لَكَ بِهٖ عِلْمٌ যার (উপাস্য হওয়া) সম্বন্ধে তোমার নিকট কোনো প্রমাণ নেই فَلَا تُطِعْهُمَا তবে তুমি তাদের কথা মানিওনা اِلَىَّ مَرْجِعُكُمْ তোমাদের সকলকেই আমার নিকট ফিরে আসতে হবে فَاُنَبِّئُكُمْ তখন আমি তোমাদেরকে জানিয়ে দিব بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُوْنَ তোমাদের কৃতকর্মগুলো।

৯. আর যারা ঈমান আনবে এবং নেক কাজ করবে, আমি তাদেরকে নেক বান্দাগণের অন্তর্ভুক্ত করব।	وَالَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَعَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ لَنُدْخِلَنَّهُمْ فِي الصّٰلِحِيْنَ ﴿٩﴾
১০. আর কতক লোক এমনও আছে যারা বলে ফেলে, আমরা আল্লাহ তা'আলার উপর ঈমান এনেছি, অতঃপর যখন তাদেরকে আল্লাহর পথে কোনো কষ্ট পৌঁছানো হয়, তখন তারা মানুষের প্রদত্ত কষ্টকে এমন (ভীষণ) মনে করে, যেমন আল্লাহ তা'আলার আজাব; আর যদি কোনো সাহায্য আপনার রবের পক্ষ হতে এসে যায় তবে তারা বলে, আমরা তো তোমাদের সঙ্গে (মুসলমানই) ছিলাম। আল্লাহর কি সমস্ত বিশ্ববাসীর অন্তরের কথাসমূহ জানা নেই?	وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَّقُوْلُ اٰمَنَّا بِاللّٰهِ فَاِذَاۤ اُوْذِيَ فِي اللّٰهِ جَعَلَ فِتْنَةَ النَّاسِ كَعَذَابِ اللّٰهِ ؕ وَلَئِنْ جَآءَ نَصْرٌ مِّنْ رَّبِّكَ لَيَقُوْلُنَّ اِنَّا كُنَّا مَعَكُمْ ؕ اَوَلَيْسَ اللّٰهُ بِاَعْلَمَ بِمَا فِيْ صُدُوْرِ الْعٰلَمِيْنَ ﴿١٠﴾
১১. আর আল্লাহ তা'আলা ঈমানদারদেরকে জানিয়ে দিবেন এবং মুনাফেকদেরকেও জানিয়ে দিবেন।	وَلَيَعْلَمَنَّ اللّٰهُ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَلَيَعْلَمَنَّ الْمُنٰفِقِيْنَ ﴿١١﴾
১২. আর কাফেররা মুসলমানদেরকে বলে, তোমরা আমাদের পথে চল এবং তোমাদের পাপসমূহ আমাদের জিম্মায় রইল; অথচ এরা তাদের পাপগুলো হতে একটুও বহন করতে পারবে না; নিঃসন্দেহে এরা অবশ্যই মিথ্যাবাদী।	وَقَالَ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا لِلَّذِيْنَ اٰمَنُوا اتَّبِعُوْا سَبِيْلَنَا وَلْنَحْمِلْ خَطٰيٰكُمْ ؕ وَمَا هُمْ بِحٰمِلِيْنَ مِنْ خَطٰيٰهُمْ مِّنْ شَيْءٍ ؕ اِنَّهُمْ لَكٰذِبُوْنَ ﴿١٢﴾

শাব্দিক অনুবাদ :

৯. وَالَّذِيْنَ اٰمَنُوْا আর যারা ঈমান আনবে وَعَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ এবং নেক কাজ করবে لَنُدْخِلَنَّهُمْ فِي الصّٰلِحِيْنَ আমি তাদেরকে নেক বান্দাগণের অন্তর্ভুক্ত করব।

১০. وَمِنَ النَّاسِ আর কতক লোক এমনও আছে مَنْ يَّقُوْلُ যারা বলে اٰمَنَّا بِاللّٰهِ আমরা আল্লাহ তা'আলার উপর ঈমান এনেছি فَاِذَاۤ اُوْذِيَ অতঃপর যখন তাদেরকে কোনো কষ্ট পৌঁছানো হয় فِي اللّٰهِ আল্লাহর পথে جَعَلَ فِتْنَةَ النَّاسِ তখন তারা মানুষের প্রদত্ত কষ্টকে এমন মনে করে كَعَذَابِ اللّٰهِ যেমন আল্লাহ তা'আলার আজাব وَلَئِنْ جَآءَ আর যদি এসে পৌঁছে نَصْرٌ কোনো সাহায্য مِّنْ رَّبِّكَ আপনার রবের পক্ষ হতে لَيَقُوْلُنَّ তবে তারা বলে اِنَّا كُنَّا مَعَكُمْ আমরা তো তোমাদের সঙ্গে (মুসলমানমই) ছিলাম اَوَلَيْسَ اللّٰهُ بِاَعْلَمَ আল্লাহর কি জানা নেই بِمَا فِيْ صُدُوْرِ الْعٰلَمِيْنَ সমস্ত বিশ্ববাসীর অন্তরের কথাসমূহ।

১১. وَلَيَعْلَمَنَّ اللّٰهُ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا আর আল্লাহ তা'আলা ঈমানদারগণকে জানিয়ে দিবেন وَلَيَعْلَمَنَّ الْمُنٰفِقِيْنَ এবং মুনাফিকদেরকও জানিয়ে দিবেন।

১২. وَقَالَ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا لِلَّذِيْنَ اٰمَنُوْا আর কাফেররা মুসলমানদেরকে বলে اتَّبِعُوْا سَبِيْلَنَا। তোমরা আমাদের পথে চল وَلْنَحْمِلْ خَطٰيٰكُمْ, তোমাদের পাপসমূহ আমাদের জিম্মায় রইল وَمَا هُمْ بِحٰمِلِيْنَ অথচ এরা বহন করতে পারবেনা مِنْ خَطٰيٰهُمْ مِّنْ شَيْءٍ তাদের পাপগুলো হতে একটুও اِنَّهُمْ لَكٰذِبُوْنَ নিঃসন্দেহে এরা অবশ্যই মিথ্যাবাদী।

https://e-ilm.weebly.com/

১৩. আর তারা নিজেদের পাপ নিজেরা বহন করবে এবং নিজেদের পাপের সাথে আরো কিছু পাপ (বহন করবে), এবং এরা যেরূপ মিথ্যা কথা বানাত, কিয়ামত দিবসে সে সম্বন্ধে তাদেরকে অবশ্যই জিজ্ঞাসাবাদ করা হবে (এবং শাস্তিও দেওয়া হবে)।

وَلَيَحْمِلُنَّ أَثْقَالَهُمْ وَأَثْقَالًا مَّعَ أَثْقَالِهِمْ ۖ وَلَيُسْأَلُنَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَمَّا كَانُوا يَفْتَرُونَ ﴿١٣﴾

শাব্দিক অনুবাদ :

১৩. وَلَيَحْمِلُنَّ أَثْقَالَهُمْ আর তারা নিজেদের পাপ নিজেরা বহন করবে وَأَثْقَالًا مَّعَ أَثْقَالِهِمْ এবং নিজদের পাপের সাথে আরো কিছু পাপ وَلَيُسْأَلُنَّ এবং তাদেরকে অবশ্যই জিজ্ঞাসাবাদ করা হবে يَوْمَ الْقِيَامَةِ কিয়ামত দিবসে عَمَّا كَانُوا يَفْتَرُونَ এরা যেরূপ মিথ্যা বানাত সে সম্বন্ধে।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

সূরার নামকরণ : এ সূরায় শিরকের বাতুলতা প্রকাশের জন্যে আল্লাহ পাক আনকাবূত তথা মাকড়সার দৃষ্টান্ত দিয়েছেন, তাই উক্ত সূরাটিকে এ নামে নামকরণ করা হয়েছে।

পূর্ববর্তী সূরার সাথে সম্পর্ক : পূর্ববর্তী সূরার শেষ পর্যায়ে إِنَّ الَّذِي فَرَضَ عَلَيْكَ الْقُرْآنَ لَرَادُّكَ إِلَىٰ مَعَادٍ আয়াতে মক্কা বিজয়ের তথা মুসলমানদের বিরাট সাফল্যের সুসাংবাদ রয়েছে। আর এ আয়াতে ইরশাদ হয়েছে, সাফল্য সহজলভ্য বস্তু নয়; তার জন্যে চাই কঠোর পরিশ্রম, অক্লান্ত সাধনা এবং ত্যাগ তিতিক্ষা, যা আল্লাহ পাকের পক্ষ থেকে পরীক্ষা স্বরূপ শুরু হয়, তাই এমন পরীক্ষার সম্মুখীন হলে ভীত সন্ত্রস্ত হওয়া উচিত নয়; বরং ধৈর্য সহনশীলতার পরিচয় দেওয়াই একান্ত কর্তব্য। কঠোর সাধনা এবং আত্মত্যাগের মাধ্যমেই ঈমান সুদৃঢ় হয়, শুধু মৌখিক লৌকিক ঈমানের দাবিদার হওয়াই যথেষ্ট নয়, যে পর্যন্ত ত্যাগ তিতিক্ষার মাধ্যমে এ দাবির সত্যতা প্রমাণিত না হয়। বিভিন্ন সময় ঈমানদারগণ কঠিন পরীক্ষার সম্মুখীন হন, নির্যাতিত উৎপীড়িত হন, এসবকিছু ঈমানের পরীক্ষা স্বরূপ হয়। আর ঈমানের দাবিতে কে সত্যবাদী আর কে মিথ্যাবাদীতা এ পরীক্ষার মাধ্যমেই প্রকাশ পায়।

এতদ্ব্যতীত এ সূরায় মুমিনদের জন্যে এ মর্মে সান্ত্বনা রয়েছে যে কাফেরদের জুলুম অত্যাচারে যেন মুমিনগণ ভীত সন্ত্রস্ত না হয়। কেননা ফেরাউন বনী ইসরাঈলের উপরে যে জুলুম করেছে, তা ছিল বর্ণনাতীত; কিন্তু অবশেষে সেই জুলুমের অবসান হয়েছে এবং মজলুম বনী ইসরাঈল জাতি জালেম ফেরাউনের হাত থেকে নাজাত লাভ করেছে, ঠিক এমনিভাবে যদিও বর্তমানে মক্কার কাফেররা জুলুম করছে, কিন্তু অবশেষে মুসলমানগণ বিজয়ী হবে এবং কাফেররা পরাজিত ও ব্যর্থ হবে।

অথবা বিষয়টিকে এভাবে বর্ণনা করা যায় যে, পূর্ববর্তী সূরায় ফেরাউনের ফেতনা- ফ্যাসাদের উল্লেখ ছিল, আর এসূরায় মক্কার কাফেরদের ফেতনা -ফ্যাসাদের কথা বর্ণিত হয়েছে। এর দ্বারা মুমিনদেরকে সান্ত্বনা দেওয়াই উদ্দেশ্য যে, এসব সাময়িক কষ্টে কেউ যেন ভীত সন্ত্রস্ত না হয়।

যাহোক এ সূরার মূল বক্তব্য হলো মুসলমানগণ কঠিন পরীক্ষার সম্মুখীন হবে যা অবশেষে মক্কা বিজয়ের কারণ হবে। এরপর পারস্য সাম্রাজ্যের এবং রোমক সাম্রাজ্যের ধনভাণ্ডার গনিমত বা যুদ্ধলব্ধ সম্পদ হিসেবে তোমারা লাভ করবে, সে সময় বেশি দূরে নয়, যখন পারস্য ও রোমক সাম্রাজ্য তোমাদের করতলগত হবে।

এতএব, কখনো দুনিয়ার নিয়ামতে মুগ্ধ হয়ে আখেরাতের কথা ভুলে যাবে না, অহংকার করো না ; বরং নিয়ামতের জন্যে আল্লাহ পাকের শোকর আদায় কর, আর একথা মনে রাখবে যে, দুনিয়ার যাবতীয় ধন-সম্পদ আখেরাতের অনন্ত অসীম নিয়ামতের তুলনায় মাকড়সার জালের চেয়ে বেশি কিছু নয়।

–[তাফসীরে মা'আরিফুল কুরআন : আল্লামা ইদ্রীস কান্ধলভী (র.) খ. ৫ পৃ. ৩৫০]

https://e-ilm.weebly.com/

الٓمّٓ ۚ أَحَسِبَ النَّاسُ أَن يُتْرَكُوٓا أَن يَقُولُوٓا آمَنَّا وَهُمْ لَا يُفْتَنُونَ ١-٢

শানে নুযূল -১ : ইবনে আবি হাতেম শা'বীর বর্ণনার উদ্ধৃতি দিয়েছেন যে মক্কা মোয়াজ্জমায় কিছু সংখ্যক মুসলমান রয়ে গিয়েছিলেন। মদীনা মুনাওয়ারায় অবস্থানরত সাহাবায়ে কেরাম মক্কাবাসী মুসলমানদের নিকট চিঠি লিখলেন, যে পর্যন্ত আপনারা হিজরত করে না আসবেন, সে পর্যন্ত আপনাদের ইসলাম পূর্ণ হবে না। এ চিঠি পাওয়া মাত্র মক্কা শরীফের মুসলমানগণ মদীনা শরীফের উদ্দেশ্য রওয়ানা হন। তখন কাফেররা তাদেরকে বাধা দেয় এবং তাদেরকে মক্কা শরীফ ফিরে যেতে বাধ্য করে। তখন এ আয়াত নাজিল হয়–أَحَسِبَ النَّاسُ أَن يُتْرَكُوٓا أَن يَقُولُوٓا آمَنَّا وَهُمْ لَا يُفْتَنُونَ
অর্থাৎ "মানুষ কি মনে করে যে শুধুমাত্র 'ঈমান এনেছি' বললেই রেহাই পেয়ে যাবে, আর তাদেরকে পরীক্ষা করা হবে না?"
মদীনাবাসী সাহাবায়ে কেরাম মক্কায় অবস্থানকারী মুসলমানদের এ আয়াত লিখে পাঠান। তখন মক্কার মুসলমানগণ বলেন, এখন তো আমাদেরকে এখান থেকে চলেই যেতে হবে। যদি কেউ আমাদের পশ্চাদ্ধাবন করে, তবে আমরা তাদের সঙ্গে যুদ্ধ করবো। তাই তারা মক্কা শরীফে থেকে মদীনা শরীফে উদ্দেশ্য বের হয়ে পড়েন। কাফেররা তাদের পশ্চাদ্ধাবন করে, পথে যুদ্ধ হয়, কয়েকজন মুসলমান শাহাদত বরণ করেন, আর কিছু মুসলমান আত্মরক্ষা করতে সমর্থ হন এবং মদীনা শরীফ চলে যান। তাঁদের সম্পর্কেই এ আয়াত নাজিল হয়েছে।

শানে নুযূল -২ : হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) বলেন, মক্কায় অবস্থানরত কতিপয় দরিদ্র ঈমানদার ছিলেন। কুরাইশ কাফের যারা ছিল, তারা তাঁদেরকে কষ্ট দিত এবং ইসলাম গ্রহণ করার অপরাধে তাঁদের উপর অমানবিক নির্যাতন চালাত। নির্যাতনের শিকার যাঁরা ছিলেন তারা হলেন হযরত সালমা বিন হিশাম, আইয়াশ বিন আবী রবীআ, ওয়ালীদ বিন ওয়ালীদ, আম্মার বিন ইয়াসির, তাঁর পিতা ইয়াসির, তাঁর মাতা সুমাইয়্যা ও আব্দাহ মাখযূমী প্রমুখ সাহাবায়ে কেরাম। কাফেরদের নির্যাতন দুর্বিষহ ও শঙ্কাগ্রস্ত জীবন-যাপন করতে ছিলেন এবং কাফেরদের উপর ঈমানদারদের ক্ষমতা ও শক্তি-সামর্থ্য অর্জিত হওয়ার প্রত্যয় করতে ছিলেন। সে পরিস্থিতিতে আল্লাহ তা'আলা তাদেরকে সান্ত্বনা প্রদান করার জন্যে আলোচ্য আয়াত নাজিল করেন।

শানে নুযূল -৩ : মুকাতিল বলেন, হযরত ওমর বিন খাত্তাব (রা.) এর গোলাম মিহজানা সম্পর্কে আলোচ্য আয়াত নাজিল হয়। তিনি বদর অভিযানে মুসলমানদের মাঝে সর্ব প্রথমে শহীদ হয়েছিলেন। আমের বিন হাজরামী তীর মেরে তাকে শহীদ করে। সে সময় রাসূল ﷺ বলেছিলেন, শহীদ সরদার হচ্ছে মিহজানা। এ উম্মতের মাঝে তাঁকেই সর্বপ্রথম বেহেশতের দরজায় ডাকা হবে। তখন তার স্ত্রী ও পিতা- মাতাদের অস্থিরতা বিরাজ করেছিল। সে পরিস্থিতিতে আলোচ্য আয়াত আয়াত নাজিল করা হয়েছে। –[কুরতুবী ২৮৬ -৮৭/১৩]

শানে নুযূল -৪ : ইবনে জারীর ও ইবনে মুনযির দু'জন শা'বীর উদ্ধৃতি দিয়ে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেন, মক্কায় অবস্থানরত কতকজন লোক ইসলামে দীক্ষিত হয়। অতঃপর যখন জিহাদের আয়াতসমূহ নাজিল হয়, তখন সাহাবায়ে কেরাম তাদের নামে এ মর্মে পত্র লিখেন যে, হিজরত না করা পর্যন্ত তোমাদের ঈমান গ্রহণযোগ্য হবে না। সুতরাং তারা হিজরত করার উদ্দেশ্য বের হন। তখন কাফেররা তাদের পিছু তাড়া করে তাদেরকে কষ্ট দিতে থাকে। হিজরতকারী সাহাবায়ে কেরামের প্রতি কাফের সম্প্রদায়ের নির্যাতনের প্রেক্ষাপট সম্পর্কে আল্লাহ তা'আলা আলোচ্য আয়াত নাজিল করেন। অতঃপর তাদের মাঝে আবারও পত্র লিখে জানানো হলো যে, তোমাদের সম্পর্কে এধরনের আয়াত অবতীর্ণ হয়েছে। তখন তারা অঙ্গীকার ব্যক্ত করে বলল যে, আমরা তো বের হয়েই যাব। তবে কেউ আমাদের পিছু ধাওয়া করলে আমরা তাদের সাথে যুদ্ধ করব। পরবর্তীতে তারা বের হলে মুশরিকরা তাঁদের পিছু ধাওয়া করার কারণে তাদের সাথে মোকাবিলা হয়, ফলে তাদের হতে কেউ শহীদ হলেন আবার কেউ বেঁচে গাজী হলেন। তখন তাদের সম্পর্কে আয়াত নাজিল হয় ثُمَّ إِنَّ رَبَّكَ لِلَّذِينَ هَاجَرُوا مِنْ بَعْدِ مَا فُتِنُوا –(কুরতুবী ২৮৭/১৩ দুররে মানছুর ১৪১/৫)

وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ حُسْنًا .... فَأُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ (٨)

শানে নুযূল –১ : আলোচ্য আয়াত হযরত সাআদ বিন ওয়াক্কাস (রা.) সম্পর্কে নাজিল হয়েছে। তিনি বলেন, আমার সম্পর্কে চারটি আয়াত নাজিল হয়েছে। অতঃপর দীর্ঘতম ঘটনা বর্ণনা করেন। হযরত সা'আদের মাতা তাকে বলে যে, আল্লাহ মায়ের সাথে সদারচণ করার কথা কি বলেন নি? আল্লাহর কসম! আমি কোনো প্রকারের খাবার খাবনা, কোনো পানীয় পান করব না এমন করে আমি মৃত্যুবরণ করব। না হয় তুমি মুহাম্মদের সাথে কুফরি করবে। তিনি বললেন,

https://e-ilm.weebly.com/

মানুষেরা যখন তার মাকে খাওয়াবার চেষ্টা করত, তখন তাঁর মুখে তারা কাষ্ঠ খণ্ড দিয়ে মুখ খুলে আহার করাত। তখন আলোচ্য আয়াতাংশ নাজিল হয়েছে।

শানে নুযূল -২ : হযরত সা'আদ (রা.) কর্তৃক বর্ণিত রয়েছে তিনি বলেন, আমি আমার মাতার সহিত সদাচারণকারী পুত্র ছিলাম। পরবর্তীতে আমি যখন ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করি, তখন তিনি আমাকে বললেন, তুমি অবশ্যই দীন পরিত্যাগ করবে, না হয় আমি খাদ্য ও পানীয় বর্জন করে মৃত্যুবরণ করব। ফলে তোমাকে একথা বলে হেয় করা হবে যে, হে মাতৃ হত্যাকারী এমনিভাবে ২/৩ দিন থেকে গেল। অবস্থা দৃষ্টে আমি আমার মাকে লক্ষ্য করে বললাম, হে আমার আম্মা! আপনার একশতটি আত্মাও যদি হতো, আর একটি একটি করে সব ক'টি আত্মা এ পথে বের হয়ে যেত, তার পরও আমি এ ধর্ম ত্যাগ করতাম না। অনন্তর আপনি খাদ্য গ্রহণ করুন আর না-ই করুন তা আপনার ইচ্ছা। অবস্থা এমন দেখে পরক্ষণে খাদ্য গ্রহণ করে অনশন ভঙ্গ করল। হযরত সা'আদ (রা.)-এর ঈমানের উপর এহেন দৃঢ়তার পরিপ্রেক্ষিতে আলোচ্য আয়াত নাজিল করা হয়েছে।

শানে নুযূল -৩ : হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) বলেন, আবূ জাহলের বৈমাত্রিক ভাই আইয়্যাশ বিন আবী রবীআ সম্পর্কে আলোচ্য আয়াত নাজিল করা হয়েছে। তার মাতাও এমন ঘটনা করেছিল। –[কুরতুবী ২৯১/১৩, বাহরে মুহীত্ব ১৩৭/৭, দুররে মানছুর ১৪১/৫, ইবনে কাছীর ৪১৯/৩, তাবারী ১২৪/১০, রূহুল মা'আনী ১৩৮/১০/২০]

وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَّقُوْلُ اٰمَنَّا بِاللّٰهِ فَاِذَاۤ اُوْذِىَ فِى اللّٰهِ جَعَلَ فِتْنَةَ النَّاسِ كَعَذَابِ اللّٰهِ وَلَئِنْ جَآءَ نَصْرٌ مِّنْ رَّبِّكَ لَيَقُوْلُنَّ اِنَّا كُنَّا مَعَكُمْ اَوَلَيْسَ اللّٰهُ بِاَعْلَمَ بِمَا فِىْ صُدُوْرِ الْعٰلَمِيْنَ (١٠)

শানে নুযূল : -১ : মুজাহিদ বলেন যে, সে সকল মানুষেরা বাহ্যিকভাবে ইসলাম ধর্ম প্রকাশ করত, অতঃপর তাদের উপর যখন নির্যাতন ও বিপদাপদ আসত, তখন ইসলাম থেকে তারা সরে দাঁড়াত। তাদের এহেন নড়বড়ে অবস্থা সম্পর্কে আলোচ্য আয়াত নাজিল করা হয়েছে।

শানে নুযূল -২ : হযরত যাহ্হাক বলেন যে, মক্কায় এক শ্রেণির মুনাফিক ছিল। তারা ঈমান গ্রহণ করত। অতঃপর তাদের উপর যখন নির্যাতন চালানো হতো, তখন তারা তাদের নির্যাতনের ভয়ে কুফরির দিকে ফিরে যেত। তারা মানুষের নির্যাতনকে দুনিয়ার মধ্যে আল্লাহ তা'আলার আজাব তুল্য মনে করত, তাদের ভীরুতা সম্পর্কে আলোচ্য আয়াত নাজিল করা হয়েছে। –[কুরতুবী ২৯২/১৩, তাবারী ১২৪/১০]

وَهُمْ لَا يُفْتَنُوْنَ : يُفْتَنُوْنَ শব্দটি فِتْنَةٌ থেকে উদ্ভূত। এর অর্থ পরীক্ষা। ঈমানদার বিশেষত: পয়গম্বরগণকে এ জগতে বিভিন্ন প্রকার পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হতে হয়েছে। পরিশেষে বিজয় ও সাফল্য তাঁদেরই হাতে এসেছে। এসব পরীক্ষা কোনো সময় কাফের ও পাপাচারীদের শত্রুতা এবং তাদের নির্যাতনের মাধ্যমে হয়েছে, যেমন অধিকাংশ পয়গম্বর, শেষ নবী হযরত মুহাম্মদ ﷺ ও তাঁর সাহাবীগণ প্রায়ই এ ধরনের পরীক্ষার সম্মুখীন হয়েছেন। সীরাত ও ইতিহাসের গ্রন্থাবলি এ ধরনের ঘটনাবলি দ্বারা পরিপূর্ণ। কোনো সময় এই পরীক্ষা রোগ-ব্যাধি ও অন্যান্য কষ্টের মাধ্যমে হয়েছে। যেমন হযরত আইয়ূব (আ.)-এর হয়েছিল। কারও কারও বেলায় সর্বপ্রকার পরীক্ষার সমাবেশও করে দেওয়া হয়েছে।

রেওয়ায়েতদৃষ্টে আলোচ্য আয়াতের শানে-নুযূল সেই সব সাহাবী, যাঁরা মদীনায় হিজরতের প্রাক্কালে কাফেরদের হাতে নির্যাতিত হয়েছিলেন। কিন্তু উদ্দেশ্য ব্যাপক। সর্বকালের আলেম, সৎকর্মপরায়ণ ও ওলীগণ বিভিন্ন প্রকার পরীক্ষার সম্মুখীন হয়েছেন এবং হতে থাকবেন। –[কুরতুবী]

فَلَيَعْلَمَنَّ اللّٰهُ الَّذِيْنَ صَدَقُوْا : অর্থাৎ এসব পরীক্ষা বিপদাপদের মাধ্যমে আল্লাহ তা'আলা খাঁটি-অখাঁটি এবং সৎ ও অসাধুর মধ্যে অবশ্যই পার্থক্য ফুটিয়ে তুলবেন। কেননা খাঁটিদের সাথে কপাট বিশ্বাসের মিশ্রণের ফলে মাঝে মাঝে বিরাট ক্ষতিসাধিত হয়ে যায়। আলোচ্য আয়াতের উদ্দেশ্য সৎ, অসৎ, এবং খাঁটি-অখাঁটি পার্থক্য ফুটিয়ে তোলা। একে এভাবে ব্যক্ত করা হয়েছে যে, আল্লাহ তা'আলা জেনে নেবেন কারা সত্যবাদী ও কারা মিথ্যাবাদী। আল্লাহ্ তা'আলার তো প্রত্যেক মানুষের সত্যবাদিতা ও মিথ্যাবাদিতা তার জন্মের পূর্বেই জানা রয়েছে। তবুও পরীক্ষার মাধ্যমে জানার অর্থ এই যে, এই পার্থক্যকে অপরাপর লোকদের কাছেও প্রকাশ করে দেবেন।

https://e-ilm.weebly.com/

হযরত মাওলানা আশরাফ আলী থানভী (র.) মাওলানা মুহাম্মদ ইয়াকূব সাহেব (র.) থেকে এর আরও একটি ব্যাখ্যা বর্ণনা করেছেন। তা এই যে, সাধারণ মানুষ খাঁটি ও অখাঁটির পার্থক্য সম্পর্কে যে পদ্ধতিতে জ্ঞান লাভ করে কুরআনে মাঝে মাঝে সেই পদ্ধতিতেও আলোচনা করা হয়। সাধারণ মানুষ পরীক্ষার মাধ্যমেই এতদুভয়ের পার্থক্য জানে। তাই তাদের রুচি অনুযায়ী আল্লাহ তা'আলা বলেছেন যে, বিভিন্ন প্রকার পরীক্ষার মাধ্যমে আমি জেনে ছাড়ব কে খাঁটি এবং কে খাঁটি নয়. অথচ অনাদিকাল থেকেই এসব বিষয় আল্লাহ তা'আলার জানা আছে।

وَوَصَّيْنَا الْاِنْسَانَ -'হিতাকাঙ্ক্ষী' ও সদুদ্দেশ্য প্রণোদিত হয়ে অপরকে কোনো কাজে করতে বলাকে وَصِيَّتْ বলা হয়।–[মাযহারী]

حُسْنًا : بِوَالِدَيْهِ حُسْنًا শব্দটি ধাতু। এর অর্থ সৌন্দর্য। এখানে সৌন্দর্যমণ্ডিত ব্যবহারকে অতিশয়ার্থে حُسْن বলে ব্যক্ত করা হয়েছে। উদ্দেশ্য এই যে, আল্লাহ তা'আলা মানুষকে তার পিতা-মাতার সাথে সদ্ব্যবহার করার নির্দেশ দিয়েছেন।

وَاِنْ جَاهَدَاكَ لِتُشْرِكَ بِىْ : অর্থাৎ পিতা-মাতার সাথে সদ্ব্যবহার করার সাথে সাথে এটাও জরুরি যে, আল্লাহর নির্দেশাবলির অবাধ্যতা না হয়, সেই সীমা পর্যন্ত পিতা-মাতার আনুগত্য করতে হবে। তারা যদি সন্তানকে কুফর ও শিরক করতে বাধ্য করে, তবে এ ব্যাপারে কিছুতেই তাদের আনুগত্য করা যাবে না; যেমন হাদীসে আছে, لَا طَاعَةَ لِمَخْلُوْقٍ فِىْ مَعْصِيَةِ الْخَالِقِ অর্থাৎ আল্লাহর অবাধ্যতা করে কোনো মানুষের আনুগত্য করা বৈধ নয়।

আলোচ্য আয়াত হযরত সা'দ ইবনে আবূ ওয়াক্কাস (রা.) সম্পর্কে অবতীর্ণ হয়েছে। তিনি দশজন জান্নাতের সুসংবাদপ্রাপ্ত সাহাবীগণের অন্যতম ছিলেন এবং অত্যধিক পরিমাণে মাতৃভক্ত ছিলেন। তাঁর মাতা হেমনা বিনতে আবূ সুফিয়ান পুত্রের ইসলাম গ্রহণের সংবাদ অবগত হয়ে খুবই মর্মাহত হয়। সে পুত্রকে শাসিয়ে শপথ করল, আমি তখন পর্যন্ত আহার্য ও পানীয় গ্রহণ করব না, যে পর্যন্ত তুমি পৈতৃক ধর্মে ফিরে না আস। আমি এমনিভাবে ক্ষুধা ও পিপাসায় মৃত্যুবরণ করব, যাতে তুমি মাতৃহন্তারূপে বিশ্ববাসীর দৃষ্টিতে হেয় প্রতিপন্ন হও। -(মুসলিম ও তিরমিযী) এই আয়াত হযরত সা'দকে মাতার আবদার রক্ষা করতে নিষেধ করল।

বগভীর রেওয়ায়েতে আছে হযরত সা'দের জননী একদিন একরাত মতান্তরে তিন দিন তিন রাত শপথ অনুযায়ী অনশন-ধর্মঘট অব্যাহত রাখলে হযরত সা'দ (রা.) উপস্থিত হলেন। মাতৃভক্তি পূর্ববৎ ছিল, কিন্তু আল্লাহর ফরমানের মোকাবিলায় তা ছিল তুচ্ছ। জননীকে সম্বোধন করে তিনি তিনি বললেন, আম্মাজান, যদি আপনার দেহে একশ' আত্মা থাকত এবং একটি একটি করে বের হতে থাকত, তা দেখেও আমি আমার ধর্ম ত্যাগ করতাম না। এখন আপনি ইচ্ছা করলে পানাহার করুন অথবা মৃত্যুবরণ করুন। আমি আমার ধর্ম ত্যাগ করতে পারি না। এ কথায় নিরাশ হয়ে তাঁর মাতা অনশন ভঙ্গ করল।

وَقَالَ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا : কাফেরদের পক্ষ থেকে ইসলামের পথ রুদ্ধ করার এবং মুসলমানগণকে বিভ্রান্ত করার বিভিন্ন অপকৌশল বাস্তবায়ন করা হয়েছে। কখনও শক্তি ও অর্থ প্রদর্শন করে এবং কখনও সন্দেহ ও সংশয় সৃষ্টি করে মুসলমানগণকে বিপথগামী করার চেষ্টা করা হয়েছে। আলোচ্য আয়াতেও তাদের এমন একটি অপকৌশল উল্লেখ করা হয়েছে। তা এই যে, কাফেররা মুসলমানগণকে বলত, তেমরা অহেতুক পরকালের শাস্তির ভয়ে আমাদের পথে চলছ না। আমরা কথা দিচ্ছি, যদি তোমাদের কথাই সত্য হয় যে, আমাদের পথে চললে পরকালের শাস্তি পেতে হবে, তবে তোমাদের পাপভার আমরাই বহন করব। যা কিছু শাস্তি হবে, আমাদেরই হবে। তোমাদের গায়ে আঁচড়ও লাগবে না।

এমনি ধরনের এক ব্যক্তির ঘটনা সূরা নজমের শেষ রুকুতে উল্লেখ করা হয়েছে। বলা হয়েছে اَفَرَاَيْتَ الَّذِيْنَ تَوَلّٰى وَاَعْطٰى قَلِيْلًا وَّاَكْدٰى এতে উল্লিখিত আছে যে, জনৈক ব্যক্তিকে তার কাফের সঙ্গীরা এ বলে প্রতারিত করল যে, তুমি আমাদেরকে কিছু অর্থকড়ি দিলে আমরা কেয়ামতের দিন তোমার আজাব নিজেরা ভোগ করে তোমাকে বাঁচিয়ে দেব। সে কিছু অর্থ-কড়ি দেওয়া শুরু করেও তা বন্ধ করে দিল। তার নির্বুদ্ধিতা ও বাজে কাজ সূরা নজমে বিস্তারিত উল্লেখ করা হয়েছে।

সাধারণ মুসলমানগণের সাথে কাফেরদের এমনি ধরনের একটি উক্তি আলোচ্য আয়াতে বর্ণিত হয়েছে। আল্লাহ তা'আলা এর জওয়াবে বলেছেন, যারা এরূপ বলে তারা সম্পূর্ণ মিথ্যাবাদী وَمَاهُمْ بِحَامِلِيْنَ مِنْ خَطَايَاهُمْ مِنْ شَيْءٍ اِنَّهُمْ لَكٰذِبُوْنَ অর্থাৎ কিয়ামতের ভয়াবহ আজাব দেখে তারা তাদের পাপভার বহন করতে সাহসী হবে না। কাজেই তাদের এই ওয়াদা মিথ্যা। সূরা নজমে আরও বলা হয়েছে যে, তারা যদি কিছু পাপভার বহন করতে প্রস্তুতও হয়, তবুও আল্লাহর পক্ষ থেকে তাদেরকে এই ক্ষমতা দেওয়া হবে না। কেননা একজনের পাপে অন্যজনকে পাকড়াও করা ন্যায়-নীতির পরিপন্থি।

https://e-ilm.weebly.com/

দ্বিতীয়তঃ বলা হয়েছে যে, তোমাদের পাপভার বহন করে তারা তোমাদেরকে মুক্ত করে দেবে একথা তো ভ্রান্ত ও মিথ্যা, তবে তোমাদেরকে বিভ্রান্ত করা ও সত্য পথ থেকে বিচ্যুত করার চেষ্টা স্বয়ং একটি বড় পাপ। এই পাপভারও তাদের কাঁধে চাপিয়ে দেওয়া হবে। ফলে তারা নিজেদের পাপভারও বহন করবে এবং যাদেরকে বিভ্রান্ত করেছিল তাদের পাপভারও একসাথে বহন করবে।

যে পাপের প্রতি দাওয়াত দেয়, সে-ও পাপী, আসল পাপীর সে শাস্তি হবে, তার প্রাপ্যও তাই : এ আয়াত থেকে জানা গেল যে, যে ব্যক্তি অপরকে পাপ কাজে লিপ্ত করতে অনুপ্রাণিত করে অথবা পাপকাজে তাকে সাহায্য করে সে-ও আসল পাপীর অনুরূপ অপরাধী। হযরত আবূ হুরায়রা ও আনাস ইবনে মালেক (রা.) বর্ণিত এক হাদীসে রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন, যে ব্যক্তি সৎকর্মের প্রতি মানুষকে দাওয়াত দেয়, যত লোক তার দাওয়াতের কারণে সৎকর্ম করবে, তাদের সবার কর্মের ছওয়াব দাওয়াতদাতার আমলনামায়ও লেখা হবে এবং সৎকর্মীদের ছওয়াব মোটেই হ্রাস করা হবে না। পক্ষান্তরে যে ব্যক্তি পথভ্রষ্টতা ও পাপ কাজের প্রতি দাওয়াত দেয়, যত লোক তার দাওয়াতের ফলে এই পাপ কাজে লিপ্ত হবে, তাদের সবার পাপভার এই দাওয়াতদাতার ঘাড়েও চাপবে এবং আসল পাপীদের পাপ মোটেই হ্রাস করা হবে না। –[কুরতুবী]

শব্দ বিশ্লেষণ :

اَنْ يُتْرَكُوْا : সীগাহ جمع مذكر غائب বহছ مضارع مجهول বাব نَصَرَ মাসদার تَرْكٌ মূলবর্ণ (ت ـ ر ـ ك) জিনস صحيح অর্থ– তারা অব্যাহতি পাবে।

لَايُفْتَنُوْنَ : সীগাহ جمع مذكر غائب বহছ نفى فعل مضارع مجهول বাব ضَرَبَ মাসদার فِتْنَةٌ মূলবর্ণ (ف ـ ت ـ ن) জিনস صحيح অর্থ– তাদেরকে পরীক্ষা করা হবে না।

اَجَلٌ : একবচন, বহুবচন اٰجَالٌ অর্থ– নির্দিষ্ট সময়।

لَاٰتٍ : সীগাহ واحد مذكر বহছ اسم فاعل বাব ضَرَب মাসদার اِتْيَانٌ মূলবর্ণ (أ ـ ت ـ ى) জিনস মুরাক্কাব (ناقص يائى এবং مهموز فاء) অর্থ– অবশ্যই সমাগত হবে।

لَنَجْزِيَنَّهُمْ : সীগাহ جمع متكلم বহছ لام تاكيد بانون تاكيد ثقيلة در فعل مستقبل معروف বাব ضَرَبَ মাসদার جَزَاءٌ মূলবর্ণ (ج ـ ز ـ ى) জিনস ناقص يائى অর্থ– আমি তাদেরকে বিনিময় প্রদান করব।

فَلَا تُطِعْهُمَا : সীগাহ واحد مذكر حاضر বহছ نهى حاضر معروف বাব اِفْعَالٌ মাসদার اِطَاعَةٌ মূলবর্ণ (ط ـ و ـ ع) জিনস اجوف واوى অর্থ– তবে তুমি তাদের কথা মানিও না।

اُوْذِىَ : সীগাহ واحد مذكر غائب বহছ ماضى مجهول বাব اِفْعَالٌ মাসদার اِيْذَاءٌ মূলবর্ণ (أ ـ ذ ـ ى) জিনস মুরাক্কাব (ناقص يائى এবং مهموز فاء) অর্থ– তাদেরকে কোনো কষ্ট পৌঁছানো হয়।

اِتَّبِعُوْا : সীগাহ جمع مذكر حاضر বহছ امر حاضر معروف বাব اِفْتِعَالٌ মাসদার اِتِّبَاعٌ মূলবর্ণ (ت ـ ب ـ ع) জিনস صحيح অর্থ– তোমরা চল, তোমরা অনুসরণ করো।

لَيَحْمِلُنَّ : সীগাহ جمع مذكر غائب বহছ لام تاكيد بانون تاكيد ثقيلة درفعل مستقبل معروف বাব ضَرَبَ মাসদার حَمْلٌ মূলবর্ণ (ح ـ م ـ ل) জিনস صحيح অর্থ– তারা নিজেরা বহন করবে।

বাক্য বিশ্লেষণ :

وَالَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَعَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ لَنُكَفِّرَنَّ عَنْهُمْ سَيِّاٰتِهِمْ : এখানে واو টি আতেফা আর اَلَّذِيْنَ মুবতাদা আর اٰمَنُوْا বাক্যটি সেলাহ। আর وَعَمِلُوْا বাক্যটি اٰمَنُوْا-এর উপর আতফ হয়েছে। لَنُكَفِّرَنَّ-এর لام টি কসমের জন্য نُكَفِّرَنَّ ফে'ল, এবং তার উহ্য যমীর نَحْنُ হলো ফায়েল আর পূর্ণ বাক্যটি اَلَّذِيْن মুবতাদার খবর হয়েছে। আর عَنْهُمْ টা نُكَفِّرُ-এর সাথে متعلق হয়েছে আর سَيِّاٰتِهِمْ হলো মাফউলে বিহী –[ই'রাবুল কুরআন ৫ম খণ্ড: পৃ. ৬৭১]

https://e-ilm.weebly.com/

১৪. আর আমি নূহকে (রাসূলরূপে) তাঁর সম্প্রদায়ের প্রতি প্রেরণ করলাম, অনন্তর তিনি তাদের মধ্যে পঞ্চাশ বৎসর কম সহস্র বৎসর অবস্থান করলেন, অতঃপর প্লাবন এসে তাদেরকে পাকড়াও করল, আর তারা বড়ই সীমালঙ্ঘনকারী ছিল ।	وَلَقَدْ اَرْسَلْنَا نُوْحًا اِلٰى قَوْمِهٖ فَلَبِثَ فِيْهِمْ اَلْفَ سَنَةٍ اِلَّا خَمْسِيْنَ عَامًا ۭ فَاَخَذَهُمُ الطُّوْفَانُ وَهُمْ ظٰلِمُوْنَ ﴿١٤﴾
১৫. অতঃপর আমি তাঁকে ও নৌকার আরোহীদেরকে রক্ষা করলাম এবং আমি এ ঘটনাটিকে সারা বিশ্ববাসীর জন্য উপদেশ গ্রহণের উপকরণ করে দিলাম ।	فَاَنْجَيْنٰهُ وَاَصْحٰبَ السَّفِيْنَةِ وَجَعَلْنٰهَآ اٰيَةً لِّلْعٰلَمِيْنَ ﴿١٥﴾
১৬. আর আমি ইবরাহীমকে পাঠালাম, যখন তিনি স্বীয় সম্প্রদায়কে বললেন, তোমরা আল্লাহ তা'আলার ইবাদত কর এবং তাঁকে ভয় কর; এটাই তোমাদের জন্য উত্তম যদি তোমরা বুঝ ।	وَاِبْرٰهِيْمَ اِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ اعْبُدُوا اللّٰهَ وَاتَّقُوْهُ ۭ ذٰلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ اِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُوْنَ ﴿١٦﴾
১৭. তোমরা কেবল মূর্তিসমূহের পূঁজা করছ আল্লাহকে ছেড়ে এবং মিথ্যা কথা রচনা করছ (যে, তারা তোমাদের জীবিকা প্রদান করে থাকে) ; তোমরা আল্লাহকে ছেড়ে যাদেরকে পূঁজা করছ তারা তোমাদেরকে রিজিক দেওয়ার কোনো ক্ষমতা রাখে না, অতএব, তোমরা আল্লাহর নিকট হতে রিজিক অন্বেষণ কর (তিনিই রিজিকের মালিক) এবং তাঁরই ইবাদত কর, আর তাঁরই কৃতজ্ঞতা প্রকাশ কর; (এবং) তোমাদের সকলকে তাঁরই সমীপে ফিরে যেতে হবে ।	اِنَّمَا تَعْبُدُوْنَ مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ اَوْثَانًا وَّتَخْلُقُوْنَ اِفْكًا ۭ اِنَّ الَّذِيْنَ تَعْبُدُوْنَ مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ لَا يَمْلِكُوْنَ لَكُمْ رِزْقًا فَابْتَغُوْا عِنْدَ اللّٰهِ الرِّزْقَ وَاعْبُدُوْهُ وَاشْكُرُوْا لَهٗ ۭ اِلَيْهِ تُرْجَعُوْنَ ﴿١٧﴾

শাব্দিক অনুবাদ :

১৪. وَلَقَدْ اَرْسَلْنَا نُوْحًا اِلٰى قَوْمِهٖ আর আমি নূহকে তাঁর সম্প্রদায়ের প্রতি প্রেরণ করলাম فَلَبِثَ فِيْهِمْ অনন্তর তিনি তাদের মধ্যে অবস্থান করলেন اَلْفَ سَنَةٍ اِلَّا خَمْسِيْنَ عَامًا পঞ্চাশ বৎসর কম সহস্র বৎসর فَاَخَذَهُمُ الطُّوْفَانُ অতঃপর প্লাবন এসে তাদেরকে পাকড়াও করল وَهُمْ ظٰلِمُوْنَ আর তারা বড়ই সীমালঙ্ঘনকারী ছিল ।

১৫. فَاَنْجَيْنٰهُ অতঃপর আমি রক্ষা করলাম তাঁকে وَاَصْحٰبَ السَّفِيْنَةِ এ নৌকার আরোহীদেরকে وَجَعَلْنٰهَآ এবং আমি এই ঘটনাটিকে করে দিলাম اٰيَةً উপদেশ গ্রহণের উপকরণ لِّلْعٰلَمِيْنَ সারা বিশ্ববাসীর জন্য ।

১৬. وَاِبْرٰهِيْمَ আর আমি ইবরাহীমকে পাঠালাম اِذْ قَالَ لِقَوْمِهٖ যখন তিনি স্বীয় সম্প্রদায়কে বললেন اعْبُدُوا اللّٰهَ তোমরা আল্লাহ তা'আলার ইবাদত কর وَاتَّقُوْهُ এবং তাঁকে ভয় কর ذٰلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ এটাই তোমাদের জন্য উত্তম اِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُوْنَ যদি তোমরা বুঝ ।

১৭. اِنَّمَا تَعْبُدُوْنَ তোমরা কেবল পূঁজা করছ مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ আল্লাহকে ছেড়ে اَوْثَانًا মূর্তিসমূহের وَتَخْلُقُوْنَ اِفْكًا এবং মিথ্যা কথা রচনা করছ اِنَّ الَّذِيْنَ تَعْبُدُوْنَ مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ তোমরা আল্লাহকে ছেড়ে যাদেরকে পূঁজা করছ لَا يَمْلِكُوْنَ لَكُمْ رِزْقًا তারা তোমাদের রিজিক দেওয়ার কোনো ক্ষমতা রাখে না فَابْتَغُوْا عِنْدَ اللّٰهِ الرِّزْقَ অতএব, তোমরা আল্লাহ তা'আলার নিকট হতে রিজিক অন্বেষণ করো وَاعْبُدُوْهُ এবং তাঁরই ইবাদত করো وَاشْكُرُوْا لَهٗ এবং তাঁরই শোকর করো اِلَيْهِ تُرْجَعُوْنَ তোমাদের সকলকে তাঁরই সমীপে ফিরে যেতে হবে ।

https://e-ilm.weebly.com/

১৮. আর যদি তোমরা আমাকে মিথ্যাবাদী মনে কর, তবে (আমার কোনো ক্ষতি নেই,) তোমাদের পূর্বেও বহু সম্প্রদায় (তাদের নবীগণকে) অবিশ্বাস করেছিল; আর নবীর দায়িত্ব শুধু স্পষ্টভাবে পৌছে দেওয়া।	وَاِنْ تُكَذِّبُوْا فَقَدْ كَذَّبَ اُمَمٌ مِّنْ قَبْلِكُمْ ؕ وَمَا عَلَى الرَّسُوْلِ اِلَّا الْبَلٰغُ الْمُبِيْنُ ﴿١٨﴾
১৯. তাদের কি এটা জানা নেই যে, আল্লাহ তা'আলা কি প্রকারে সৃষ্টিকে প্রথমবারে সৃষ্টি করেন, আবার তিনিই তাকে পুনরায় সৃষ্টি করবেন; এটা আল্লাহ তা'আলার পক্ষে খুবই সহজ।	اَوَلَمْ يَرَوْا كَيْفَ يُبْدِئُ اللّٰهُ الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيْدُهٗ ؕ اِنَّ ذٰلِكَ عَلَى اللّٰهِ يَسِيْرٌ ﴿١٩﴾
২০. আপনি বলুন, তোমরা ভূপৃষ্ঠে ভ্রমণ কর এবং দেখ, আল্লাহ তা'আলা সৃষ্টজগতকে কি প্রকারে প্রথমবার সৃষ্টি করেছেন, আবার আল্লাহ তা'আলা শেষবারেও পয়দা করবেন; নিঃসন্দেহে আল্লাহ তা'আলা সকল বিষয়ে ক্ষমতাবান।	قُلْ سِيْرُوْا فِى الْاَرْضِ فَانْظُرُوْا كَيْفَ بَدَاَ الْخَلْقَ ثُمَّ اللّٰهُ يُنْشِئُ النَّشْاَةَ الْاٰخِرَةَ ؕ اِنَّ اللّٰهَ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ ﴿٢٠﴾
২১. তিনি যাকে ইচ্ছা আজাব দেবেন এবং যার প্রতি ইচ্ছা অনুগ্রহ করবেন, আর তোমরা সকলে তাঁরই সমীপে প্রত্যাবর্তিত হবে।	يُعَذِّبُ مَنْ يَّشَآءُ وَيَرْحَمُ مَنْ يَّشَآءُ ۚ وَاِلَيْهِ تُقْلَبُوْنَ ﴿٢١﴾

শাব্দিক অনুবাদ :

১৮. وَاِنْ تُكَذِّبُوْا আর যদি তোমরা আমাকে মিথ্যাবাদী মনে কর فَقَدْ كَذَّبَ اُمَمٌ مِّنْ قَبْلِكُمْ তবে তোমাদের পূর্বেও বহুসম্প্রদায় অবিশ্বাস করেছিল وَمَا عَلَى الرَّسُوْلِ اِلَّا الْبَلٰغُ الْمُبِيْنُ আর নবীর দায়িত্ব শুধু সুস্পষ্টভাবে পৌছে দেওয়া।

১৯. اَوَلَمْ يَرَوْا তাদের কি এটা জানা নেই যে, كَيْفَ يُبْدِئُ اللّٰهُ الْخَلْقَ আল্লাহ তা'আলা কি প্রকারে সৃষ্টিকে প্রথমবারে সৃষ্টি করেন ثُمَّ يُعِيْدُهٗ আবার তিনিই তাঁকে পুনরায় সৃষ্টি করবেন اِنَّ ذٰلِكَ عَلَى اللّٰهِ يَسِيْرٌ এটা আল্লাহ তা'আলার পক্ষে খুবই সহজ।

২০. قُلْ আপনি বলুন سِيْرُوْا فِى الْاَرْضِ তোমরা ভূ-পৃষ্ঠে ভ্রমণ কর فَانْظُرُوْا এবং দেখ كَيْفَ بَدَاَ الْخَلْقَ আল্লাহ তা'আলা সৃষ্টজগতকে কি প্রকারে প্রথমবার সৃষ্টি করেছেন ثُمَّ اللّٰهُ يُنْشِئُ النَّشْاَةَ الْاٰخِرَةَ আবার আল্লাহ তা'আলা শেষবারেও পয়দা করবেন اِنَّ اللّٰهَ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ নিঃসন্দেহে আল্লাহ তা'আলা সকল বিষয়ে ক্ষমতাবান।

২১. يُعَذِّبُ مَنْ يَّشَآءُ তিনি যাকে ইচ্ছা আজাব দিবেন وَيَرْحَمُ مَنْ يَّشَآءُ এবং যার প্রতি ইচ্ছা অনুগ্রহ করবেন وَاِلَيْهِ تُقْلَبُوْنَ আর তোমরা সকলে তাঁরই সমীপে প্রত্যাবর্তিত হবে।

https://e-ilm.weebly.com/

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

পূর্ববর্তী আয়াতের সাথে সম্পর্ক : পূর্ববর্তী আয়াতসমূহে কাফেরদের বিরোধিতা ও মুসলমানদের উপর নির্যাতনমূলক অবস্থা বর্ণিত হয়েছিল, আলোচ্য আয়াতসমূহে নির্যাতনমূলক ঘটনাবলির পরিপ্রেক্ষিতে রাসূলুল্লাহ ﷺ কে সান্ত্বনা দেওয়ার জন্য পূর্ববর্তী ও তাঁদের কিছু উম্মতের কিছু অবস্থা বর্ণনা করা হয়েছে। উদ্দেশ্য এই যে, প্রাচীনকাল থেকেই সত্যপন্থিদের উপর কাফেরদের পক্ষ থেকে নির্যাতনের ধারা অব্যাহত রয়েছে। কিন্তু এসব উৎপীড়নের কারণে তাঁরা কোনো সময় সাহস হারাননি। তাই আপনিও কাফেরদের উৎপীড়নের পরওয়া করবেন না এবং রেসালতের কর্তব্য পালনে বলিষ্ঠ ভূমিকা পালন করতে থাকুন।

পূর্ববর্তী পয়গম্বরগণের মধ্যে সর্বপ্রথম হযরত নূহ (আ.)-এর কাহিনী উল্লেখ করা হয়েছে। প্রথমত এর কারণ এই যে, তিনিই প্রথম পয়গম্বর, যিনি কুফর ও শিরকের মোকাবিলা করেছেন। দ্বিতীয়ত তাঁর সম্প্রদায়ের পক্ষ থেকে তিনি যতটুকু নির্যাতিত হয়েছিলেন, অন্য কোনো পয়গম্বর ততটুকু হননি। কেননা আল্লাহ তা'আলা তাঁকে বিশেষভাবে সুদীর্ঘ জীবন দান করেছিলেন, এবং তাঁর সমস্ত জীবন কাফেরদের নিপীড়নের মধ্যে অতিবাহিত হয়। কুরআনে বর্ণিত তাঁর বয়স সাড়ে নয় শ' বছর তো অকাট্য ও নিশ্চিতই। কোনো কোনো রেওয়ায়েতে আছে যে, এটা তাঁর প্রচার ও দাওয়াতের বয়স; এর আগে এবং প্লাবনের পরেও তাঁর আরো বয়স রয়েছে।

মোটকথা এই অসাধারণ সুদীর্ঘ বয়স অবিরাম দাওয়াত ও তাবলীগে ব্যয় করা এবং প্রতি ক্ষেত্রেই কাফেরদের পক্ষ থেকে নানারকম উৎপীড়ন ও মারপিট সহ্য করা সত্ত্বেও কোনো সময় সাহস না হারানো- এগুলো সব হযরত নূহ (আ.)-এর বৈশিষ্ট্য। দ্বিতীয় কাহিনীটিতে হযরত ইবরাহীম (আ.) -এর ঘটনা বর্ণনা করা হয়েছে, যিনি অনেক কঠিন অগ্নিপরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। নমরুদের অগ্নি অতঃপর শাম থেকে হিজরত করে এক তরুলতাহীন জনশূন্য প্রান্তরে অবস্থান, স্বীয় আদরের দুলালকে জবাই করার ঘটনা ইত্যাদি। হযরত ইবরাহীম (আ.)-এর ঘটনা প্রসঙ্গে হযরত লূত (আ.)ও তাঁর উম্মতের ঘটনাবলি এবং সূরার শেষ পর্যন্ত অন্য কয়েকজন পয়গম্বর ও তাঁদের উম্মতের অবস্থা আলোচিত হয়েছে। এগুলো সব রাসূলুল্লাহ ﷺ ও উম্মতে মুহাম্মদীর সান্ত্বনার জন্য এবং তাদেরকে ধর্মের কাজে দৃঢ়পদ রাখার জন্য বর্ণিত হয়েছে।

হযরত ইবরাহীম (আ.) তাঁর জাতিকে যুক্তির ভাষায় তাওহীদের কথা বলেছিলেন। এ পর্যায়ে পূর্ববর্তী আয়াতে ইরশাদ হয়েছে "আল্লাহ পাক যাকে ইচ্ছা তাকে শাস্তি দেন, আর যাকে ইচ্ছা তার প্রতি দয়া করেন। আর তোমাদের সকলকে অবশেষে আল্লাহ পাকের দরবারে ফিরে যেতে হবে।"

এ পর্যায়ে কোনো দুরাত্মা কাফের, মুরতাদ যদি এ ভ্রান্ত ধারণা করে যে, আমি আল্লাহ পাকের দরবারে হাজির হবো না, আমার অন্যান্য ইচ্ছা যেমন কার্যকর হয়, তেমনি এ ইচ্ছা কার্যকর হবে। এ ভ্রান্ত ধারণা নিরসনকল্পেই আলোচ্য আয়াতে সুস্পষ্ট ভাষায় ঘোষণা করা হয়েছে- وَمَآ أَنتُم بِمُعْجِزِينَ فِى ٱلْأَرْضِ অর্থাৎ আর তোমরা জমিনে ও আসমানে কোথাও আল্লাহ পাকের শাস্তিকে ঠেকিয়ে রাখতে পারবে না।

এ কথার তাৎপর্য হলো এই যে, যদি কেউ আল্লাহ পাকের আজাব থেকে আত্মরক্ষা করতে চায়, তবে তার দু'টি পন্থা হতে পারে। যথা-১. পালায়ন করার মাধ্যমে ২. হাজির থেকে আজাব মোকাবিলা করার মাধ্যমে। একথা সর্বজনবিদিত ও স্বীকৃত যে, পৃথিবীতে এমন কোনো সৃষ্টি নেই যে, আল্লাহ পাকের আজাবের মোকাবিলায় দাঁড়াতে পারে, অতএব এ পন্থা কল্পনাও করা যায় না। আর পলায়ন পৃথিবীতে কোথায় করবে? পৃথিবীর এমন কোনো স্থান নেই, যেখানে আল্লাহ পাকের আজাব থেকে পলায়ন করে থাকা যায়। তাই ইরশাদ হয়েছে- فِى ٱلْأَرْضِ অর্থাৎ জমিনের উপর কোনো স্থান নেই, যেখানে আল্লাহ পাকের আজাব থেকে বেঁচে থাকা সম্ভব হয়, এমনকি সমুদ্রের অতল তলেও যদি কেউ আত্মগোপন করে সেখানেও আল্লাহ পাকের আজাব থেকে রক্ষা পাওয়া সম্ভব নয়।

এরপর ইরশাদ হচ্ছে- وَلَا فِى ٱلسَّمَآءِ অর্থাৎ জমিনে আত্মগোপনের স্থান না থাকার কারণে কেউ [রকেটে আরোহণ করে] আসমানে তথা মহাশূন্যে পলায়নের চেষ্টা করে তবে তা-ও সম্ভব হবে না। কেননা আসমান জমিনের কোনো স্থানই আল্লাহ পাকের গোপন নেই। অতএব কোনো অপরাধীই আল্লাহ পাকের আজাব থেকে বাঁচতে পারবে না।

https://e-ilm.weebly.com/

শব্দ বিশ্লেষণ :

فَلَبِثَ : সীগাহ واحد مذكر غائب বহছ فعل ماضى معروف বাব سَمِعَ মাসদার لَبْثٌ মূলবর্ণ (ل - ب - ث) জিনস صحيح অর্থ– অনন্তর তিনি অবস্থান করলেন।

سِيْرُوْا : সীগাহ جمع مذكر حاضر বহছ امر حاضر معروف বাব ضَرَبَ মাসদার سَيْرٌ মূলবর্ণ (س - ي - ر) জিনস اجوف يائى অর্থ– তোমরা ভ্রমণ করো।

بَدَأَ : সীগাহ واحد مذكر غائب বহছ فعل ماضى معروف বাব فَتَحَ মাসদার بَدْءٌ মূলবর্ণ (ب - د - ء) জিনস مهموز لام অর্থ– তিনি প্রথমবারে সৃষ্টি করেন।

يُنْشِئُ : সীগাহ واحد مذكر غائب বহছ فعل مضارع معروف বাব افعال মাসদার اِنْشَاءٌ মূলবর্ণ (ن - ش - ء) জিনস مهموز لام অর্থ– তিনি পয়দা করবেন।

يُعَذِّبُ : সীগাহ واحد مذكر غائب বহছ فعل مضارع معروف বাব تَفْعِيْل মাসদার تَعْذِيْبٌ মূলবর্ণ (ع - ذ - ب) জিনস صحيح অর্থ– তিনি আজাব দিবেন।

تُقْلَبُوْنَ : সীগাহ جمع مذكر حاضر বহছ فعل مضارع مجهول বাব ضَرَبَ মাসদার قَلْبٌ মূলবর্ণ (ق - ل - ب) জিনস صحيح অর্থ– তোমরা সকলে প্রত্যাবর্তিত হবে।

বাক্য বিশ্লেষণ :

قُلْ سِيْرُوْا فِى الْاَرْضِ فَانْظُرُوْا كَيْفَ بَدَأَ الْخَلْقَ : এখানে سِيْرُوْا হলো ফে'লে আমর তার যমীর হলো ফায়েল, আর فِى الْاَرْضِ হলো سِيْرُوْا -এর সাথে متعلق আর فَانْظُرُوْا টা سِيْرُوْا -এর উপর আতফ হয়েছে। আর كَيْفَ হলো حال আর بَدَأَ ফে'ল তার উহ্য যমীর هو হলো ফায়েল আর الْخَلْقَ হলো مفعول به এবং বাক্যটি নসবের স্থলে হয়ে মাফউল হয়েছে اُنْظُرُوْا ফে'লের। –[ই'রাবুল কুরআন ৫ম খণ্ড; পৃ. ৬৮৩]

https://e-ilm.weebly.com/

وَمَآ اَنۡتُمۡ بِمُعۡجِزِيۡنَ فِى الۡاَرۡضِ وَلَا فِى السَّمَآءِ ۡ وَمَا لَكُمۡ مِّنۡ دُوۡنِ اللّٰهِ مِنۡ وَّلِىٍّ وَّلَا نَصِيۡرٍ ﴿٢٢﴾

২২. এবং তোমরা আল্লাহকে আসমান ও জমিনে (কোনো স্থানেই) পরাভূত করতে পারবে না। আর আল্লাহ ব্যতীত তোমাদের কোনো অভিভাবক নেই এবং কোনো সাহায্যকারীও নেই।

وَالَّذِيۡنَ كَفَرُوۡا بِاٰيٰتِ اللّٰهِ وَلِقَآئِهٖۤ اُولٰٓئِكَ يَئِسُوۡا مِنۡ رَّحۡمَتِىۡ وَاُولٰٓئِكَ لَهُمۡ عَذَابٌ اَلِيۡمٌ ﴿٢٣﴾

২৩. আর যারা আল্লাহ তা'আলার নিদর্শনসমূহে এবং (বিশেষ করে) তাঁর সম্মুখে উপস্থিত হওয়াতে অবিশ্বাসী, তারা (কিয়ামত দিবসে) আমার অনুগ্রহ হতে নিরাশ হবে এবং এরাই তারা– যাদের জন্য যন্ত্রণাময় আজাব রয়েছে।

فَمَا كَانَ جَوَابَ قَوۡمِهٖۤ اِلَّاۤ اَنۡ قَالُوا اقۡتُلُوۡهُ اَوۡ حَرِّقُوۡهُ فَاَنۡجٰىهُ اللّٰهُ مِنَ النَّارِ ؕ اِنَّ فِىۡ ذٰلِكَ لَاٰيٰتٍ لِّقَوۡمٍ يُّؤۡمِنُوۡنَ ﴿٢٤﴾

২৪. অতঃপর তাঁর সম্প্রদায়ের উত্তর কেবলমাত্র এই ছিল যে, তারা বলতে লাগল, হয় তাকে হত্যা করে ফেল অথবা তাকে পুড়িয়ে ফেল, (সেমতে তাঁকে অগ্নিতে নিক্ষেপ করল) তখন আল্লাহ তা'আলা তাঁকে সেই অগ্নি হতে রক্ষা করলেন; নিঃসন্দেহে এ ঘটনার মধ্যে মুমিনদের জন্য কয়েকটি নিদর্শন রয়েছে।

وَقَالَ اِنَّمَا اتَّخَذۡتُمۡ مِّنۡ دُوۡنِ اللّٰهِ اَوۡثَانًا ۙ مَّوَدَّةَ بَيۡنِكُمۡ فِى الۡحَيٰوةِ الدُّنۡيَا ۚ ثُمَّ يَوۡمَ الۡقِيٰمَةِ يَكۡفُرُ بَعۡضُكُمۡ بِبَعۡضٍ وَّيَلۡعَنُ بَعۡضُكُمۡ بَعۡضًا ۫

২৫. আর ইবরাহীম বললেন, তোমরা যে আল্লাহ তা'আলাকে ছেড়ে মূর্তিসমূহকে (উপাস্য) সাব্যস্ত করেছ, এটা কেবল পার্থিব জীবনে তোমাদের পারস্পরিক সম্পর্কের কারণে, অতঃপর কিয়ামত দিবসে তোমরা একে অপরকে অস্বীকার করবে এবং একে অন্যের প্রতি অভিসম্পাত করবে

শাব্দিক অনুবাদ :

২২. وَمَا اَنۡتُمۡ بِمُعۡجِزِيۡنَ এবং না তোমরা পরাভূত করতে পারবে فِى الۡاَرۡضِ জমিনেও وَلَا فِى السَّمَآءِ আর না আসমানে وَمَا لَكُمۡ এবং তোমাদের না আছে مِّنۡ دُوۡنِ اللّٰهِ আল্লাহ ব্যতীত مِنۡ وَّلِىٍّ কোনো অভিভাবক وَّلَا نَصِيۡرٍ কোনো সাহায্যকারী।

২৩. وَالَّذِيۡنَ كَفَرُوۡا আর যারা অবিশ্বাসী بِاٰيٰتِ اللّٰهِ আল্লাহ তা'আলার নিদর্শনসমূহে وَلِقَآئِهٖ এবং তাঁর সম্মুখে উপস্থিত হওয়াতে اُولٰٓئِكَ يَئِسُوۡا مِنۡ رَّحۡمَتِىۡ তারা আমার অনুগ্রহ হতে নিরাশ হবে وَاُولٰٓئِكَ لَهُمۡ عَذَابٌ اَلِيۡمٌ এবং এরাই তারা যাদের জন্য যন্ত্রণাময় আজাব রয়েছে।

২৪. فَمَا كَانَ جَوَابَ قَوۡمِهٖۤ اِلَّاۤ অতঃপর তাঁর সম্প্রদায়ের উত্তর কেবলমাত্র এই ছিল যে, اَنۡ قَالُوا তারা বলতে লাগল اقۡتُلُوۡهُ হয় তাকে হত্যা করে ফেল اَوۡ حَرِّقُوۡهُ অথবা তাকে পুড়িয়ে ফেল فَاَنۡجٰىهُ اللّٰهُ مِنَ النَّارِ তখন আল্লাহ তা'আলা তাকে সেই অগ্নি হতে রক্ষা করলেন اِنَّ فِىۡ ذٰلِكَ لَاٰيٰتٍ নিঃসন্দেহে এই ঘটনার মধ্যে কয়েকটি নিদর্শন রয়েছে لِّقَوۡمٍ يُّؤۡمِنُوۡنَ তাদের জন্য যারা ঈমান রাখে।

২৫. وَقَالَ ইবরাহীম বললেন اِنَّمَا اتَّخَذۡتُمۡ তোমরা যে সাব্যস্ত করেছ مِّنۡ دُوۡنِ اللّٰهِ আল্লাহ তা'আলা ছেড়ে اَوۡثَانًا মূর্তিসমূহকে مَّوَدَّةَ بَيۡنِكُمۡ এটা কেবল তোমাদের পারস্পরিক সম্পর্কে কারণে فِى الۡحَيٰوةِ الدُّنۡيَا পার্থিব জীবনে ثُمَّ يَوۡمَ الۡقِيٰمَةِ অতঃপর কিয়ামত দিবসে يَكۡفُرُ بَعۡضُكُمۡ بِبَعۡضٍ তোমরা একে অপরকে অস্বীকার করবে وَّيَلۡعَنُ بَعۡضُكُمۡ بَعۡضًا এবং একে অন্যের প্রতি অভিসম্পাত করবে।

https://e-ilm.weebly.com/

https://e-ilm.weebly.com/

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

কাফেরদের উদ্দেশ্যে সতর্কবাণী : পূর্ববর্তী আয়াতসমূহে দুটি বিষয় বিশেষভাবে বর্ণিত হয়েছে। যথা ১. তাওহীদ ২.আখেরাতের চিরস্থায়ী জিন্দেগী। এরপর কাফেরদের উদ্দেশ্যে সতর্কবাণী উচ্চারণ করে ইরশাদ হয়েছে। "এ পৃথিবীতে কেউ আল্লাহ পাকের হাত থেকে রেহাই পাবে না এবং কাফেরদের জন্যে কঠিন আজাব।" ইরশাদ হয়েছে-

وَالَّذِيْنَ كَفَرُوْا بِاٰيٰتِ اللّٰهِ وَلِقَآئِهٖۤ اُولٰٓئِكَ يَئِسُوْا مِنْ رَّحْمَتِيْ وَاُولٰٓئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ اَلِيْمٌ

অর্থাৎ আর যারা আল্লাহ পাকের নিদর্শনসমূহকে অস্বীকার করে, অর্থাৎ তাওহীদকে অমান্য করে এবং তাঁর মোলাকাতের কথাও অবিশ্বাস করে অর্থাৎ কিয়ামতের দিনও বিশ্বাস করে না, তারাই সেসব লোক যারা আমার রহমত থেকে নিরাশ হয়েছে। তাফসীরকারকগণ বলেছেন, প্রতিটি সৃষ্টির মধ্যেই রয়েছে তাঁর স্রষ্টার প্রমাণ, তথা সৃষ্টি মাত্রই তার স্রষ্টার নিদর্শন। অতএব, যে তাঁর সাথে শিরক করে সে আল্লাহ পাকের নিদর্শনসমূহকে অস্বীকার করে। আরসে হাশরের দিনকে অস্বীকার করে, সে আল্লাহ পাকের রহমত থেকে নিরাশ হয়ে যায়, এমন লোকদের জন্যে রয়েছে অত্যন্ত যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি।

আয়াতের মর্মকথা : যারা আল্লাহ পাকের কথা মানে না, তাঁর, একত্ববাদে বিশ্বাস করে না, এ জীবন নিয়েই ব্যস্ত মুগ্ধ থাকে আখেরাতের ব্যাপারে চিন্তা করে না একদিন আল্লাহ পাকের দরবারে অবশ্যই হাজির হতে হবে- একথাও বিশ্বাস করে না, তারা আল্লাহ পাকের রহমতের আশাও করে না। তারা নিশ্চয় পরকালীন চিরস্থায়ী জিন্দেগীতে আল্লাহ পাকের রহমত থেকে বঞ্চিত হবে, এটি স্বাভাবিক, আর এ কথারই ঘোষণা রয়েছে আলোচ্য আয়াতে।

কোনো কোনো তাফসীকার বলেছেন, আলোচ্য আয়াতে 'রহমত' অর্থ- জান্নাত। অর্থাৎ তারা জান্নাত থেকে বঞ্চিত হবে। কেননা কাফের, মুশরিক ও মুরতাদরা জান্নাতে বিশ্বাস করে না, কিয়ামতের দিনকে অবিশ্বাস করে, তাই তারা আখেরাতে আল্লাহ পাকের রহমত তথা জান্নাত থেকে বঞ্চিত হবে। যাদের এ অবস্থা তাদের জন্য রয়েছে অত্যন্ত কঠোর ও কঠিন শাস্তি।

পক্ষান্তরে, মুমিনগণ যেহেতু আল্লাহ পাকের প্রতি পূর্ণ বিশ্বাস স্থাপন করে এবং জীবনের প্রতিটি কর্মে আল্লাহ পাকের প্রতি আনুগত্য প্রকাশ করে, আখেরাতের প্রতি তথা আল্লাহ তা'আলার সাথে মোলাকাতের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করে এবং আখেরাতের চিরস্থায়ী জিন্দেগীর জন্যেও নেক আমলও করে, তাই তারা আল্লাহ পাকের রহমতের আশাও করে।

আল্লাহর রহমত অনন্ত অসীম : তত্ত্বজ্ঞানীগণ বলেছেন, আলোচ্য আয়াতে আল্লাহ পাকের রহমত এবং গজব উভয়টিরই ঘোষণা রয়েছে। তবে রহমতকে আল্লাহ পাক তাঁর সাথে সম্পর্কিত করে ঘোষণা করেছেন- رَّحْمَتِيْ অর্থাৎ আমার রহমত। পক্ষান্তরে আজাবের ঘোষণায় বলেছেন– لَهُمْ عَذَابٌ অর্থাৎ তাদের জন্য রয়েছে আজাব। এতে এ বিষয়ের প্রতি ইঙ্গিত রয়েছে যে আল্লাহ পাকের রহমত তাঁর আজাবের উপর প্রাধান্য বিস্তার করে। কেননা তাঁর রহমত অনন্ত অসীম।

-[তাফসীরে রূহুল মা'আনী খ.২০ , পৃ. ১৪৯]

উপরোল্লিখিত আয়াতসমূহে হযরত ইবরাহীম (আ.)-এর দরদভরা উপদেশ ছিল, যা তিনি তাঁর জাতির উদ্দেশ্যে পেশ করছিলেন। কিন্তু হযরত ইবরাহীম (আ)-এর জাতি তাঁর কথায় আদৌ কর্ণপাত করে নি; বরং তাঁর যুক্তিপূর্ণ এবং সারগর্ভ বক্তব্য শ্রবণ করে তারা অধিকতর উগ্র হয়ে উঠে, তারা তাঁর প্রাণের শত্রু হয়ে পড়ে। তারা বলে, আমাদের একই দাবি- হয়তো ইবরাহীমকে হত্যা কর, না হয় পুড়িয়ে ফেল।

বস্তুত যারা যুক্তিতর্কে পরাজিত হয়, সত্যের মুখোমুখি হতে যারা অপারগ হয়, সর্বদা এমন জঘন্য পন্থা অবলম্বন করে, যা হযরত ইবরাহীম (আ.)-এর জাতি করেছিল।

قَوْلُهٗ فَاَنْجٰىهُ اللّٰهُ مِنَ النَّارِ : অর্থাৎ হযরত ইবরাহীম (আ.)-এর জাতি সিদ্ধান্ত করল যে, হযরত ইবরাহীম (আ.)-কে পুড়িয়ে ফেলবে, এক জাতীয় অগ্নিকুণ্ড তৈরি করে তাঁকে নিক্ষেপ করল। কিন্তু আল্লাহ পাক তাঁকে রক্ষা করলেন, তিনি অগ্নিকে নির্দেশ প্রদান করলেন يٰنَارُ كُوْنِيْ بَرْدًا وَّسَلٰمًا عَلٰۤى اِبْرٰهِيْمَ অর্থাৎ হে অগ্নি শীতল হও এবং ইবরাহীমের প্রতি শান্তিদায়ক হও।

قَوْلُهٗ اِنَّ فِيْ ذٰلِكَ لَاٰيٰتٍ لِّقَوْمٍ يُّؤْمِنُوْنَ : অর্থাৎ নিশ্চয় এতে বহু নিদর্শন সেই সম্প্রদায়ের জন্যে, যারা বিশ্বাস স্থাপন করে। বস্তুত আল্লাহ পাক তাঁর প্রিয় বান্দাগণের হেফাজত করেন, তার একটি দৃষ্টান্ত রয়েছে হযরত ইবরাহীম (আ.)-এর এ ঐতিহাসিক ঘটনায়।

https://e-ilm.weebly.com/

দ্বিতীয়ত বস্তু মাত্রেরই প্রতিক্রিয়া রয়েছে যেমন অগ্নি পুড়িয়ে ফেলে, পানি ডুবিয়ে দেয়। কিন্তু পৃথিবীর বস্তুর সকল প্রতিক্রিয়া আল্লাহ পাকের কর্তৃত্বাধীন তাঁর নিয়ন্ত্রণাধীন, আর এজন্যেই হযরত ইবরাহীম (আ.)-কে নমরুদের তৈরি করা অগ্নিকুণ্ড পুড়তে পারেনি। কেননা অগ্নি আল্লাহ পাকের সৃষ্টি, তাঁর অনুগত। এতে একথা প্রমাণিত হয়, যাকে আল্লাহ পাক রক্ষা করেন, কেউ তাকে ধ্বংস করতে পারে না, আর যাকে আল্লাহ পাক ধ্বংস করেন, কেউ তাকে রক্ষা করতে পারে না। হযরত ইবরাহীম (আ.) যখন নিরাপদে অগ্নিকুণ্ড থেকে বের হয়ে আসলেন, তখন তিনি তাঁর সম্প্রদায়কে পুনরায় উপদেশ দিলেন, হযরত ইবরাহীম (আ.) -এর উপদেশেরই বিবরণই আলোচ্য আয়াতে স্থান পেয়েছে। ইরশাদ হয়েছে-

وَقَالَ اِنَّمَا اتَّخَذْتُمْ مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ اَوْثَانًا مَّوَدَّةَ بَيْنِكُمْ فِى الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا ثُمَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ يَكْفُرُ بَعْضُكُمْ بِبَعْضٍ وَّيَلْعَنُ بَعْضُكُمْ بَعْضًا-

অর্থাৎ হযরত ইবরাহীম (আ.) তাঁর সম্প্রদায়কে বললেন, তোমরা যে তোমাদের হাতে বানানো মূর্তিগুলো পূজা করছো এবং তাদের সম্মুখে মাথানত করছো, কোনো সুস্থ বুদ্ধির অধিকারী এমন অন্যায় কাজ সমর্থন করতে পারে না। কেননা এটি যে নিতান্তই অযৌক্তিক ও অসুন্দর কাজ, তাতে কোনো সন্দেহ নেই। তোমরা শুধু সামাজিক বন্ধন অটুট রাখার লক্ষ্যেই মূর্তিপূজার মতো কাজকে ধর্ম বলে গ্রহণ করছো। এর পেছনে কোনো যুক্তি যে নেই, একথা তোমরাও স্বীকার কর, শুধু প্রথা এবং পরস্পরের সম্পর্ক বজায় রাখার প্রয়োজনেই তোমরা মূর্তিপূজা করছো। অথচ কিয়ামতের দিন তোমরাই একে অন্যকে অস্বীকার করবে, শুধু তাই নয় ; বরং কিয়ামতের দিন তোমরা একে অন্যকে লা'নত দিবে।

কোনো কোনো ব্যাখ্যাকার বলেছেন যে, ভক্তি, অনুরক্তি, শ্রদ্ধা ও ভালোসাবার অপব্যবহারই মূর্তিপূজা তথা পৌত্তলিকতার মূলভিত্তি। সাধারণত দেখা যায় কোনো শ্রদ্ধেয় ব্যক্তির মৃত্যু হলে ভক্তরা তার স্মৃতি রক্ষার উদ্দেশ্যে তার ছবি সংরক্ষণ করে এবং কিছুদিন তার প্রতি অন্তরের ভক্তি শ্রদ্ধা নিবেদনকল্পে ঐ ছবিটির পূজা শুরু করে দেয়। বলাবাহুল্য, এভাবেই মূর্তি পূজার এ প্রথা শুরু হয়। এর পিছনে কোনো যুক্তি নেই ; বরং এর দ্বারা একটি প্রচলিত প্রথা অব্যাহত রাখা হয়। শুধুমাত্র পরস্পরের সম্পর্ক অটুট রাখার জন্যে, সামাজিকতা বজায় রাখার প্রয়োজনে তোমরা মূর্তি পূজা করছো।

এরপর তাদের পরিণতি সম্পর্কে হযরত ইবরাহীম (আ.) বলেন- وَمَاْوٰكُمُ النَّارُ وَمَا لَكُمْ مِنْ نّٰصِرِيْنَ " আর তোমাদের সকলের ঠিকানা হবে দোজখ" অর্থাৎ মূর্তি এবং তার পূজারী সকলেরই ঠিকানা দোজখ। "আর তোমাদের কোনো সাহায্যকারী থাকবে না" যারা তোমাদেরকে দোজখের কঠিন শাস্তি থেকে রেহাই দিতে পারে। অর্থাৎ পরস্পরের সম্পর্ক ঘনিষ্টতর রাখার উদ্দেশ্যে, পরস্পরের ভালোবাসা অটুট রাখার প্রয়োজনে তোমরা যে মূর্তিপূজা করো মনে রেখো যে, তোমাদের এ বন্ধুত্বের সম্পর্ক অবশেষে টিকে থাকবে না, এটা শুধু দুনিয়ার এ ক্ষণস্থায়ী জীবন পর্যন্তই। এরপর এ সম্পর্কের কোনো অস্তিত্ব খুঁজে পাওয়া যাবে না। বিশেষত কিয়ামতের কঠিন দিনে পরস্পরের এ প্রীতির সম্পর্ক শত্রুতায় পর্যবসিত হবে, তখন তোমরা একে অন্যকে লা'নত দিতে থাকবে। এজন্যে ইরশাদ হয়েছে-

يَكْفُرُ بَعْضُكُمْ بِبَعْضٍ وَّيَلْعَنُ بَعْضُكُمْ بَعْضًا

অর্থাৎ কিয়ামতের দিনে তারা একে অন্যের বিরোধিতা করবে একে অন্যকে লা'নত দিবে।

فَاٰمَنَ لَهٗ لُوْطٌ وَقَالَ اِنِّىْ مُهَاجِرٌ اِلٰى رَبِّىْ হযরত লূত (আ.) ছিলেন হযরত ইবরাহীম (আ.)-এর ভাগ্নেয়। নমরূদের অগ্নিকুণ্ডে ইবরাহীম (আ.)-এর মু'জিযা দেখে সর্বপ্রথম তিনি মুসলমান হন। তিনি এবং পত্নী সারা, যিনি তাঁর চাচাত বোনও ছিলেন এবং মুসলমান ছিলেন, দেশত্যাগের সময় হযরত ইবরাহীম (আ.)-এর সঙ্গী হন। কূফার একটি জনপদ কাওসা ছিল তাঁদের স্বদেশ। হযরত ইবরাহীম (আ.) বললেন, اِنِّىْ مُهَاجِرٌ اِلٰى رَبِّىْ অর্থাৎ আমি আমার পালনকর্তার উদ্দেশ্যে দেশত্যাগ করছি। উদ্দেশ্য এই যে, এমন কোনো জায়গায় যাব, যেখানে পালনকর্তার ইবাদতে কোনো বাধা নেই।

হযরত নাখয়ী ও কাতাদাহ (র.) বলেন, اِنِّىْ مُهَاجِرٌ বাক্যটি হযরত ইবরাহীমের উক্তি। কেননা এর পরবর্তী বাক্য وَوَهَبْنَا لَهٗ اِسْحٰقَ وَيَعْقُوْبَ তো নিশ্চিতরূপে তাঁরই অবস্থা। কোনো কোনো তাফসীরকার اِنِّىْ مُهَاجِرٌ কে হযরত লূত (আ.)-এর উক্তি প্রতিপন্ন করেছেন ; কিন্তু পূর্বাপর বর্ণনাদৃষ্টে প্রথম তাফসীরই উপযুক্ত। হযরত লূত (আ.)-ও এই হিজরতে শরিক ছিলেন; কিন্তু হযরত ইবরাহীম (আ.)-এর অধীন হওয়ার কারণে যেমন হযরত সারার কথা উল্লেখ করা হয়নি, তেমনি হযরত লূত (আ.)-এর হিজরতের কথাও স্বতন্ত্রভাবে উল্লেখ করা হয়নি।

https://e-ilm.weebly.com/

দুনিয়ার সর্বপ্রথম হিজরত : হযরত ইবরাহীম (আ.) প্রথম পয়গম্বর, যাঁকে দীনের খাতিরে হিজরত করতে হয়েছিল। পঁচাত্তর বছর বয়সে তিনি এই হিজরত করেন। –(কুরতুবী)

কোনো কোনো কর্মের প্রতিদান দুনিয়াতেও পাওয়া যায় : وَاٰتَيْنَاهُ اَجْرَهٗ فِى الدُّنْيَا অর্থাৎ আমি ইবরাহীম (আ.)-এর আত্মত্যাগ ও অন্যান্য সৎকর্মের প্রতিদান দুনিয়াতেও দান করেছি। তাঁকে মানবজাতির প্রিয় ও নেতা করেছি। ইহুদি, খ্রিস্টান, প্রতিমাপূজারী সবাই তাঁর প্রতি সম্মান প্রদর্শন করে ও নিজদিগকে তাঁর অনুসৃত বলে স্বীকার করে। পরকালে তিনি সৎকর্মীদের অন্তর্ভুক্ত হবেন। এ থেকে জানা গেল যে কর্মের আসল প্রতিদান তো পরকালে পাওয়া যাবে; কিন্তু তার কিছু অংশ দুনিয়াতেও নগদ দেওয়া হয়। অনেক নির্ভরযোগ্য হাদীসে অনেক সৎকর্মের পার্থিব উপকারিতা ও অসৎ কর্মের পার্থিব অনিষ্ট বর্ণিত হয়েছে। –(মা'আরিফুল কুরআন, খ. ৬, পৃ. ৭৫৯-৬০)

وَلُوْطًا اِذْقَالَ لِقَوْمِهٖ اِنَّكُمْ لَتَاْتُوْنَ الْفَاحِشَةَ : এখানে লূত (আ.) তাঁর সম্প্রদায়ের তিনটি গুরুতর পাপের কথা উল্লেখ করেছেন। প্রথম, পুংমৈথুন, দ্বিতীয়, রাহাজানি এবং তৃতীয়, মজলিসে সবার সামনে প্রকাশ্যে অপকর্ম করা। কুরআন পাক তৃতীয় পাপকাজটি নির্দিষ্ট করেনি। এ থেকে জানা যায় যে, যে কোনো গুনাহ্ প্রকাশ্যে করাও একটি স্বতন্ত্র গুনাহ্। কোনো কোনো তাফসীরকারক এ স্থলে সেসব গুনাহ্ একটি একটি করে উল্লেখ করেছেন, যেগুলো এই নির্লজ্জেরা তাদের প্রকাশ্য মজলিসে করত। উদাহরণত পথিকদের গায়ে পাথর ছুঁড়ে মারা এবং তাদের প্রতি বিদ্রূপাত্মক ধ্বনি দেওয়া। হযরত উম্মে হানী (রা.)-এর এক হাদীসে এসব অপকর্মের উল্লেখ আছে। কেউ কেউ বলেন, তাদের প্রসিদ্ধ অশ্লীল কাজটি তারা গোপনে নয়, প্রকাশ্য মজলিসে সবার সামনে করত। (নাউজুবিল্লাহ)

আয়াতে উল্লিখিত প্রথম গুনাহ্টিই সর্বাধিক মারাত্মক। তাদের পূর্বে পৃথিবীতে কেউ এই অপকর্ম করত না। বনের পশুরাও এ থেকে বেঁচে থাকে। এটা যে ব্যভিচারের চাইতেও গুরুতর অপরাধ, এ ব্যাপারে কারো দ্বিমত নেই।

শব্দ বিশ্লেষণ :

بِمُعْجِزِيْنَ : সীগাহ جمع مذكر বহছ اسم فاعل বাব اِفْعَالٌ মাসদার اِعْجَازٌ মূলবর্ণ (ع - ج - ز) জিনস صحيح অর্থ– তোমরা পরাভূত করতে পারবে।

يَئِسُوْا : সীগাহ جمع مذكر غائب বহছ فعل ماضى معروف বাব سَمِعَ মাসদার يَئِسٌ মূলবর্ণ (ى - ء - س) জিনস মুরাক্কাব (مهموز عين এবং مثال يائى) অর্থ– তারা নিরাশ হবে।

حَرِّقُوْهُ : সীগাহ جمع مذكر حاضر বহছ امر حاضر معروف বাব تَفْعِيْلٌ মাসদার تَحْرِيْقٌ মূলবর্ণ (ح - ر - ق) জিনস صحيح অর্থ– তোমরা তাকে পুড়িয়ে ফেল।

فَاَنْجٰهُ : সীগাহ واحد مذكر غائب বহছ فعل ماضى معروف বাব اِفْعَالٌ মাসদার اِنْجَاءٌ মূলবর্ণ (ن - ج - و) জিনস ناقص واوى অর্থ– তখন তিনি তাকে রক্ষা করলেন।

يَلْعَنُ : সীগাহ واحد مذكر غائب বহছ مضارع معروف বাব فَتَحَ মাসদার لَعْنٌ মূলবর্ণ (ل - ع - ن) জিনস صحيح অর্থ– অভিসম্পাত করবে।

مُهَاجِرٌ : সীগাহ واحد مذكر বহছ اسم فاعل বাব مُفَاعَلَةٌ মাসদার مُهَاجِرَةٌ মূলবর্ণ (ه - ج - ر) জিনস صحيح অর্থ– আমি স্বদেশ ত্যাগ করে চলে যাব।

বাক্য বিশ্লেষণ :

ثُمَّ يَوْمَ الْقِيٰمَةِ يَكْفُرُ بَعْضُكُمْ بِبَعْضٍ وَّيَلْعَنُ بَعْضُكُمْ بَعْضًا : এখানে ثُمَّ হরফে আতফ يَوْمَ الْقِيٰمَةِ টা يَكْفُرُ-এর সাথে ظرف متعلق হয়েছে। يَكْفُرُ ফে'ল আর بَعْضُكُمْ হলো ফায়েল। আর بِبَعْضٍ হলো يَكْفُرُ-এর সাথে মুতা'আল্লিক। আর يَلْعَنُ ফে'ল بَعْضُكُمْ ফায়েল এবং بَعْضًا হলো মাফউলে বিহী।

[ই'রাবুল কুরআন ৫ম খণ্ড; পৃ. ৫৮৭]

https://e-ilm.weebly.com/

أَئِنَّكُمْ لَتَأْتُونَ الرِّجَالَ وَتَقْطَعُونَ السَّبِيلَ ۙ وَتَأْتُونَ فِي نَادِيكُمُ الْمُنْكَرَ ۖ فَمَا كَانَ جَوَابَ قَوْمِهِ إِلَّا أَنْ قَالُوا ائْتِنَا بِعَذَابِ اللَّهِ إِنْ كُنْتَ مِنَ الصَّادِقِينَ ﴿٢٩﴾

২৯. তোমরা কি পুরুষদের সাথে (অপ–) কর্ম কর এবং (তদ্ব্যতীত) তোমরা ডাকাতিও কর? আর তোমরা তোমাদের ভরপুর মজলিসে অশ্লীল কাজ কর; তখন তাঁর সম্প্রদায়ের (শেষ) উত্তর এই ছিল যে, আমাদের প্রতি আল্লাহ্ তা'আলার আজাব আনয়ন কর, যদি তুমি (এ কথায়) সত্যবাদী হও (যে, আমাদের এ কাজ আজাবের কারণ)।

قَالَ رَبِّ انْصُرْنِي عَلَى الْقَوْمِ الْمُفْسِدِينَ ﴿٣٠﴾

৩০. লূত প্রার্থনা করলেন, হে আমার প্রতিপালক! আমাকে বিপর্যয় সৃষ্টিকারী সম্প্রদায়ের বিরুদ্ধে সাহায্য করুন।

وَلَمَّا جَاءَتْ رُسُلُنَا إِبْرَاهِيمَ بِالْبُشْرَىٰ قَالُوا إِنَّا مُهْلِكُو أَهْلِ هَٰذِهِ الْقَرْيَةِ ۖ إِنَّ أَهْلَهَا كَانُوا ظَالِمِينَ ﴿٣١﴾

৩১. আর আমার প্রেরিত ফেরেশতাগণ যখন ইবরাহীমের নিকট সুসংবাদ নিয়ে পৌছল, তখন ঐ ফেরেশতাগণ বলল, আমরা এই (লূত-সম্প্রদায়ের) জনপদের লোকদেরকে ধ্বংস করব, তথাকার অধিবাসীরা বড় জালেম।

قَالَ إِنَّ فِيهَا لُوطًا ۚ قَالُوا نَحْنُ أَعْلَمُ بِمَنْ فِيهَا ۖ لَنُنَجِّيَنَّهُ وَأَهْلَهُ إِلَّا امْرَأَتَهُ كَانَتْ مِنَ الْغَابِرِينَ ﴿٣٢﴾

৩২. ইবরাহীম বললেন, তথায় (সেই জনপদে) তো লূত (-ও) রয়েছেন; ফেরেশতাগণ বললেন, সে যে সেখানে আছে আমাদের সব জানা আছে। আমরা তাঁকে এবং তাঁর পরিজনবর্গকে রক্ষা করবই তাঁর স্ত্রীকে ব্যতীত, কেননা সে পশ্চাতে অবস্থানকারী লোকদের অন্তর্ভুক্ত হবে।

শাব্দিক অনুবাদ :

২৯. أَئِنَّكُمْ لَتَأْتُونَ الرِّجَالَ তোমরা কি পুরুষদের সাথে (অপ–) কর্ম কর وَتَقْطَعُونَ السَّبِيلَ এবং তোমরা ডাকাতিও কর وَتَأْتُونَ فِي نَادِيكُمُ الْمُنْكَرَ আর তোমরা তোমাদের ভরপুর মজলিসে অশ্লীল কাজ কর فَمَا كَانَ جَوَابَ قَوْمِهِ إِلَّا أَنْ قَالُوا তখন তাঁর সম্প্রদায়ের (শেষ) উত্তর এই ছিল যে, ائْتِنَا بِعَذَابِ اللَّهِ আমাদের প্রতি আল্লাহ্ তা'আলার আজাব আনয়ন কর إِنْ كُنْتَ مِنَ الصَّادِقِينَ যদি তুমি সত্যবাদী হও।

৩০. قَالَ লূত প্রার্থনা করলেন رَبِّ হে আমার প্রতিপালক! انْصُرْنِي আমাকে সাহায্য করুন عَلَى الْقَوْمِ الْمُفْسِدِينَ বিপর্যয় সৃষ্টিকারী সম্প্রদায়ের বিরুদ্ধে।

৩১. وَلَمَّا جَاءَتْ رُسُلُنَا আর আমার প্রেরিত ফেরেশতাগণ যখন পৌছল إِبْرَاهِيمَ ইবরাহীমের নিকট بِالْبُشْرَىٰ সুসংবাদ নিয়ে قَالُوا তখন ঐ ফেরেশতাগণ বলল إِنَّا مُهْلِكُو أَهْلِ هَٰذِهِ الْقَرْيَةِ আমরা এই জনপদের লোকদেরকে ধ্বংস করব إِنَّ أَهْلَهَا كَانُوا ظَالِمِينَ তথাকার অধিবাসীরা বড় জালেম।

৩২. قَالَ ইবরাহীম বললেন إِنَّ فِيهَا لُوطًا তথায় তো লূত রয়েছেন। قَالُوا ফেরেশতাগণ বললেন نَحْنُ أَعْلَمُ بِمَنْ فِيهَا সে যে সেখানে আছে আমাদের সব জানা আছে لَنُنَجِّيَنَّهُ وَأَهْلَهُ আমরা তাঁকে এবং তাঁর পরিজনবর্গকে রক্ষা করব إِلَّا امْرَأَتَهُ তাঁর স্ত্রীকে ব্যতীত كَانَتْ مِنَ الْغَابِرِينَ কেননা সে পশ্চাতে অবস্থানকারী লোকদের অন্তর্ভুক্ত হবে।

https://e-ilm.weebly.com/

৩৩. এবং যখন আমার সে প্রেরিতগণ লূতের নিকট পৌঁছল, তখন লূত তাদের কারণে চিন্তিত হলেন এবং তাদের নিমিত্ত তাঁর মন সঙ্কুচিত হলো এবং ফেরেশতাগণ বলল, আপনি ভয় করবেন না এবং চিন্তিতও হবেন না ; আমরা আপনাকে এবং আপনার পরিজনবর্গকে রক্ষা করব আপনার স্ত্রীকে ব্যতীত, কেননা সে আজাবে নিপতিতদের অন্তর্ভুক্ত থাকবে।	وَلَمَّآ اَنْ جَآءَتْ رُسُلُنَا لُوْطًا سِيْٓءَ بِهِمْ وَضَاقَ بِهِمْ ذَرْعًا وَّقَالُوْا لَا تَخَفْ وَلَا تَحْزَنْ ۫ اِنَّا مُنَجُّوْكَ وَاَهْلَكَ اِلَّا امْرَاَتَكَ كَانَتْ مِنَ الْغٰبِرِيْنَ ﴿٣٣﴾
৩৪. আমরা এ জনপদের অধিবাসীদের উপর তাদের অপকর্মের শাস্তিস্বরূপ এক আসমানি আজাব অবতীর্ণ করব।	اِنَّا مُنْزِلُوْنَ عَلٰٓى اَهْلِ هٰذِهِ الْقَرْيَةِ رِجْزًا مِّنَ السَّمَآءِ بِمَا كَانُوْا يَفْسُقُوْنَ ﴿٣٤﴾
৩৫. এবং আমি উক্ত জনপদের কিছু বাহ্যিক নিদর্শন রেখে দিয়েছি ঐ সমস্ত লোকের জন্য যারা জ্ঞান রাখে।	وَلَقَدْ تَّرَكْنَا مِنْهَآ اٰيَةًۢ بَيِّنَةً لِّقَوْمٍ يَّعْقِلُوْنَ ﴿٣٥﴾
৩৬. আর মাদইয়ানের অধিবাসীদের নিকট আমি তাদের ভ্রাতা শোআয়বকে রাসূলরূপে প্রেরণ করলাম, তখন তিনি বললেন, হে আমার সম্প্রদায়! আল্লাহর ইবাদত কর এবং কিয়ামত দিবসকে ভয় কর এবং পৃথিবীতে বিপর্যয় সৃষ্টি করো না।	وَاِلٰى مَدْيَنَ اَخَاهُمْ شُعَيْبًا ۙ فَقَالَ يٰقَوْمِ اعْبُدُوا اللّٰهَ وَارْجُوا الْيَوْمَ الْاٰخِرَ وَلَا تَعْثَوْا فِى الْاَرْضِ مُفْسِدِيْنَ ﴿٣٦﴾

শাব্দিক অনুবাদ :

৩৩. وَلَمَّآ اَنْ جَآءَتْ رُسُلُنَا لُوْطًا এবং যখন আমার সেই প্রেরিতগণ লূতের নিকট পৌঁছল سِيْٓءَ بِهِمْ তখন লূত তাদের কারণে চিন্তিত হলেন وَضَاقَ بِهِمْ ذَرْعًا, এবং তাদের নিমিত্ত তাঁর মন সঙ্কুচিত হলো وَّقَالُوْا এবং ফেরেশতাগণ বলল لَا تَخَفْ আপনি ভয় করবেন না وَلَا تَحْزَنْ, এবং চিন্তিতও হবেন না اِنَّا مُنَجُّوْكَ وَاَهْلَكَ আমরা আপনাকে এবং আপনার পরিজনবর্গকে রক্ষা করব اِلَّا امْرَاَتَكَ আপনার স্ত্রীকে ব্যতীত كَانَتْ مِنَ الْغٰبِرِيْنَ কেননা সে আজাবে নিপতিতদের অন্তর্ভুক্ত থাকবে।

৩৪. اِنَّا مُنْزِلُوْنَ আমরা অবতীর্ণ করব عَلٰٓى اَهْلِ هٰذِهِ الْقَرْيَةِ এ জনপদের অধিবাসীদের উপর رِجْزًا مِّنَ السَّمَآءِ এক আসমানি আজাব بِمَا كَانُوْا يَفْسُقُوْنَ তাদের অপকর্মের শাস্তিস্বরূপ।

৩৫. وَلَقَدْ تَّرَكْنَا আর আমি রেখে দিয়েছি مِنْهَآ اٰيَةً بَيِّنَةً উক্ত জনপদের কিছু বাহ্যিক নিদর্শন لِّقَوْمٍ يَّعْقِلُوْنَ ঐ সমস্ত লোকদের জন্য যারা জ্ঞান রাখে।

৩৬. وَاِلٰى مَدْيَنَ اَخَاهُمْ شُعَيْبًا আর মাদইয়ানের অধিবাসীদের নিকট আমি তাদের ভ্রাতা শো'আয়বকে রাসূলরূপে প্রেরণ করেছিলাম فَقَالَ তখন তিনি বললেন يٰقَوْمِ হে আমার সম্প্রদায়। اعْبُدُوا اللّٰهَ আল্লাহর ইবাদত কর وَارْجُوا الْيَوْمَ الْاٰخِرَ এবং কিয়ামত দিবসকে ভয় কর وَلَا تَعْثَوْا فِى الْاَرْضِ مُفْسِدِيْنَ, এবং পৃথীবিতে বিপর্যয় সৃষ্টি করো না।

https://e-ilm.weebly.com/

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

قَالَ رَبِّ انْصُرْنِىْ عَلَى الْقَوْمِ الْمُفْسِدِيْنَ : আলোচ্য আয়াতে اَلْمُفْسِدِيْنَ শব্দটির অর্থ হলো অশান্তি সৃষ্টিকারী। এশব্দটি দ্বারা এ বিষয়ের দিকে ইঙ্গিত করা হয়েছে যে, হযরত লূত (আ.)-এর সম্প্রদায়ের দুর্বৃত্তরা আল্লাহ পাকের আজাবের যোগ্য বলে বিবেচিত হয়েছে এবং তাদের উপর অতি শীঘ্র আজাব হওয়া একান্ত জরুরি হয়ে পড়েছে। কেননা সামূদ' নামক শহরের অধিবাসীরা অবৈধ পন্থায় পুরুষের যৌন সম্ভোগের যে জঘন্য পন্থা অবলম্বন করেছে, তা ইতঃপূর্বে আর কেউ করেননি। দ্বিতীয়ত হযরত লূত (আ) যখন তাদেরকে আল্লাহ পাকের আজাবের কথা বলেছেন, তখন তারা বিদ্রূপ করে বলেছে, "আজাব এখনই নিয়ে এসো। তাই তাদের প্রতি আজাব ত্বরান্বিত করা যুক্তিযুক্ত হয়েছে বলে বিবেচিত হয়েছে।[তাফসীরে রূহুল মা'আনী খ. ২০ পৃ. ১৫৪, তাফসীরে মাযহারী খ. ৯, পৃ. ১৭১]

وَلَمَّا اَنْ جَاءَتْ رُسُلُنَا لُوْطًا سِىْٓءَ بِهِمْ : আল্লাহ পাকের প্রেরিত ফেরেশতাগণ হযরত ইবরাহীম (আ.) -এর সাথে কথা বলার পর প্রিয়দর্শন আকর্ষণীয় চেহারা বিশিষ্ট নওজোয়ানের আকৃতি ধারণ করে হযরত লূত (আ.)-এর নিকট হাজির হয়। হযরত লূত (আ.) প্রথমে তাদেরকে চিনতে পারেননি, তাই তাদেরকে দেখে তিনি অত্যন্ত চিন্তিত ও উদ্বিগ্ন হলেন। কেননা যদি সমাগত মেহমানদেরকে তাঁর নিকট অবস্থান করতে দেন, তবে কাফেররা খবর পেয়ে হাজির হয়ে যাবে এবং তাদেরকে কষ্ট দিবে, আর যদি তাদেরকে তাঁর নিকট অবস্থান করতে না দেন তবুও কাফেররা তাদের পেছনে পড়বে এবং তাদের চরম কষ্টের কারণ হবে। কেননা তাঁর জাতির ঘৃণ্য আচরণ সম্পর্কে তিনি অবগত ছিলেন। হযরত লূত (আ.)-এর এ ব্যাকুলতা দেখে ফেরেশতাগণ তাঁকে নিশ্চিন্ত করে বললেন- لَا تَخَفْ وَلَا تَحْزَنْ اِنَّا مُنَجُّوْكَ وَاَهْلَكَ অর্থাৎ "আপনি চিন্তা করবেন না, চিন্তিতও হবেন না, নিশ্চয় আমরা আপনাকে এবং আপনার পরিবারবর্গকে রক্ষা করবো, তবে আপনার স্ত্রী রক্ষা পাবে না, কেননা সে পশ্চাতে অবস্থানকারীদের অন্তর্ভুক্ত।" তাফসীরকারগণ এ সম্পর্কে লিখেছেন, হযরত লূত (আ.)-এর স্ত্রী যদিও মন্দ কাজে অংশীদার ছিল না, কিন্তু অন্যায়কারীদের সাথে তার ভালো সম্পর্ক ছিল, আর সে তাদের প্রতি রাজি ছিল, তাই সে কোপগ্রস্ত লোকদের সাথেই থাকবে।

যাহোক, ফেরেশতাগণ হযরত লূত (আ.) -কে সান্ত্বনা দিয়ে বললেন, আমাদের ব্যাপারে চিন্তার কোনো কারণ নেই। কেননা আমরা মানুষ নই, ফেরেশতা।

اِنَّا مُنْزِلُوْنَ عَلٰٓى اَهْلِ هٰذِهِ الْقَرْيَةِ : অর্থাৎ আমরা এ জনপদবাসীর প্রতি আসমান থেকে বিশেষ আজাব অবতরণের দায়িত্ব নিয়ে এসেছি। অতএব, আমাদের সম্পর্কে এ আশঙ্কা করার কোনো কারণ নেই যে, কাফেররা আমাদের কোনো ক্ষতি করতে পারবে। কেননা তাদের অন্যায় অনাচারেরে শাস্তি দেওয়ার জন্যে তথা তাদেরকে ধ্বংস করার জন্যেই আমরা হাজির হয়েছি।

তাফসীরকার মোকাতেল (র) বলেছেন رِجْزً -এর অর্থ হলো জমিনে ধসিয়ে দেওয়া, জমিনকে উল্টিয়ে দেওয়া, আকাশ থেকে পাথর বর্ষণ করা প্রভৃতি। এরপর হযরত জিবরাঈল (আ.) 'সামূদ' নামক জনপদটিকে পৃথিবী থেকে উপরে তুলে আসমান পর্যন্ত নিয়ে গেলেন এবং সেখানে থেকে উল্টিয়ে ফেলে দিলেন। আল্লাহ পাক এভাবে দুরাত্মা সম্প্রদায়কে ধ্বংস করে দিলেন। তারা চিরদিনের জন্য নিশ্চিহ্ন হলো আর তাদের প্রতি পাথরও বর্ষণ করা হয়েছিল। যে আজাবকে তারা অনেক দূরে মনে করতো তা তাদের প্রতি আপতিত হলো।

وَلَقَدْ تَّرَكْنَا مِنْهَآ اٰيَةًۢ بَيِّنَةً لِّقَوْمٍ يَّعْقِلُوْنَ : বস্তুত যারা পৃথিবীতে আল্লাহ পাকের অবাধ্য ও অকৃতজ্ঞ হয়, আল্লাহ পাকের নাফরমানিতে সীমালঙ্ঘন করে, আল্লাহ প্রদত্ত জীবন বিধানকে উপেক্ষা করে, তাদের পরিণাম এভাবেই শোচনীয় হয়। এ পৃথিবীতে যারা বুদ্ধিমান, পরিণামদর্শী, বাস্তববাদী এবং কল্যাণকামী তারা এমনি ঘটনা থেকে শিক্ষা গ্রহণ করে অনাগত ভবিষ্যতের বুদ্ধিমান লোকদের জন্যে এ ঘটনাটি হয়েছে, অত্যন্ত বড় শিক্ষণীয় বিষয়।

হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা.) বলেছেন, এর অর্থ হলো লূত সম্প্রদায়ের সেই বিরাট জনপদটি বিশ্ববাসীর জন্যে হয়েছে শিক্ষণীয়, আর আলোচ্য আয়াতে এগুলোকেই اٰيَةً بَيِّنَةً তথা ' সুস্পষ্ট নিদর্শন' বলা হয়েছে।

তাফসীরকার হযরত কাতাদা (র) বলেছেন, সুস্পষ্ট নিদর্শন বলতে সেই পাথরগুলোকে উদ্দেশ্য করা হয়েছে, যা আকাশ থেকে তাদের প্রতি বর্ষণ করা হয়েছিল। আল্লাহ পাক এ পাথরগুলোকে অনেকদিন রেখে দিয়েছিলেন, উম্মতে মুহাম্মদীর প্রথম যুগে অনেক লোকই সেগুলোকে দেখেছিলেন।

https://e-ilm.weebly.com/

তাফসীরকার মুজাহিদ (র.) বলেছেন, সুস্পষ্ট নিদর্শন বলে জমিনের অভ্যন্তরে থেকে যে কালো রং এর পানি বের হয়েছিল, তাকে উদ্দেশ্য করা হয়েছে।

আর কোনো কোনো তাফসীরকার বলেছেন, দুরাত্মা কাফেরদের ধ্বংসের এ ঘটনা সারা পৃথিবীতে প্রসিদ্ধি লাভ করে, তাই এটি হলো সুস্পষ্ট নিদর্শন।

قوله وَاِلٰى مَدْيَنَ اَخَاهُمْ شُعَيْبًا فَقَالَ يٰقَوْمِ اعْبُدُوا اللّٰهَ : হযরত লূত (আ.) এর ঘটনার পর এ আয়াত থেকে হযরত শোআয়ব (আ.) -এর ঘটনা বর্ণিত হচ্ছে। হযরত শু'আয়ব (আ.) হযরত ইবরাহীম (আ.) এর বংশধর ছিলেন। হযরত ইবরাহীম (আ.) এর এক পুত্রের নাম ছিল মাদইয়ান, তাঁর নামেই এ শহরটির নামকরণ করা হয়েছিল। হযরত ইবরাহীম (আ.) এর কাতুরা নাম্নী স্ত্রীর ঘরে মাদইয়ানের জন্ম। হযরত শোআয়ব (আ.) তাঁরই সন্তানদের অন্যতম। আল্লাহ পাক হযরত শোআয়ব (আ.)-কে মাদইয়ান এলাকায় নবী মনোনীত করে প্রেরণ করেন। এই শহরের অধিবাসীরা মূর্তি পূজা করতো কিয়ামতের কথা বিশ্বাস করতো না, হযরত শোআয়ব (আ.) তাদেরকে অনেক উপদেশ দিয়েছেন যে, পৃথিবীতে উপদ্রব বা অশান্তি সৃষ্টি করা কোনো অবস্থাতেই উচিত নয়। হযরত শোআয়ব (আ.) তাদেরকে বলেছেন, তোমরা এক আল্লাহ পাকের বন্দেগী করো, তাঁর প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করে তাঁর অনুগত হও, কিয়ামতের দিন আল্লাহ পাক সকলকে একত্র করবেন, তখন তোমাদের যাবতীয় কার্যকলাপের জন্যে আল্লাহ পাকের দরবারে জবাবদিহী করতে হবে এবং তোমাদের মন্দ কাজের জন্যে অবশ্যই শাস্তি ভোগ করতে হবে, আর আখেরাতের আজাব হবে অত্যন্ত কঠিন, কঠোর, যন্ত্রণাদায়ক ও অসহনীয়। কিন্তু হযরত শুআয়ব (আ.) -এর সম্প্রদায় মাদায়েনবাসী তাদের দৌরাত্ম্য এবং ঔদ্ধত্য অব্যাহত রাখলো।–[তাফসীরে মা'আরিফুল কুরআন : আল্লামা ইদ্রীস কান্ধলভী (র) খ.৫. পৃ. ৩৬৮]

শব্দ বিশ্লেষণ :

لَنُنَجِّيَنَّهٗ : সীগাহ جمع متكلم বহছ فعل مستقبل معروف بانون تاكيد ثقيلة لام تاكيد বাব تَفْعِيْل মাসদার تَنْجِيَةً মূলবর্ণ (ن - ج - و) জিনস ناقص واوى অর্থ– আমরা তাকে রক্ষা করবই।

الْغَابِرِيْنَ : সীগাহ جمع مذكر বহছ اسم فاعل বাব نَصَرَ মাসদার غُبُوْرٌ মূলবর্ণ (غ - ب - ر) জিনস صحيح অর্থ– পশ্চাদে অবস্থানকারীগণ।

سِيْٓئَ : সীগাহ واحد مذكر غائب বহছ فعل ماضى مجهول বাব نَصَرَ মাসদার سَوْءً মূলবর্ণ (س - و - أ) জিনস মুরাক্কাব (مهموز لام এবং اجوف واوى) অর্থ– তিনি চিন্তিত হলেন।

ضَاقَ : সীগাহ واحد مذكر غائب বহছ فعل ماضى معروف বাব ضَرَبَ মাসদার ضَيْقٌ মূলবর্ণ (ض - ى - ق) জিনস اجوف يائى অর্থ– সঙ্কুচিত হলো।

لَاتَخَفْ : সীগাহ واحد مذكر حاضر বহছ نهى حاضر معروف বাব سَمِعَ মাসদার خَوْفٌ মূলবর্ণ (خ - و - ف) জিনস اجوف واوى অর্থ– আপনি ভয় করবেন না।

مُنَجُّوْكَ : সীগাহ جمع مذكر বহছ اسم فاعل বাব تَفْعِيْل মাসদার تَنْجِيَةٌ মূলবর্ণ (ن - ج - و) জিনস ناقص واوى অর্থ– আপনাকে রক্ষা করব।

لَاتَعْثَوْا : সীগাহ جمع مذكر حاضر বহছ نهى حاضر معروف বাব سَمِعَ মাসদার عَثْىٌ মূলবর্ণ (ع - ث - ى) জিনস ناقص يائى অর্থ– বিপর্যয় সৃষ্টি করো না।

বাক্য বিশ্লেষণ :

قَالَ اِنَّ فِيْهَا لُوْطًا قَالُوْا نَحْنُ اَعْلَمُ بِمَنْ فِيْهَا : এখানে قَالَ হলো ফে'ল ও ফায়েল اِنَّ হরফে মুশাববাহ বিল ফেল, আর فِيْهَا হলো خبر مقدم আর لُوْطًا হলো اسم موخر আর قَالُوْا হলো ফে'ল তার যমীর হলো ফায়েল। আর نَحْنُ মুবতাদা। আর اَعْلَمُ হলো খবর। আর بِمَنْ হলো اَعْلَمُ-এর সাথে متعلق আর فِيْهَا হলো مَنْ মওসূলের সেলাহ।

https://e-ilm.weebly.com/

فَكَذَّبُوهُ فَأَخَذَتْهُمُ الرَّجْفَةُ فَأَصْبَحُوا فِي دَارِهِمْ جٰثِمِينَ ﴿٣٧﴾

৩৭. অতঃপর তারা শুআয়বকে মিথ্যাবাদী বলল, সুতরাং ভূমিকম্প তাদেরকে ধৃত করল, তৎপর তারা স্ব স্ব গৃহে অধোমুখে পড়ে রইল।

وَعَادًا وَثَمُودَا۟ وَقَدْ تَبَيَّنَ لَكُمْ مِنْ مَسٰكِنِهِمْ وَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطٰنُ أَعْمٰلَهُمْ فَصَدَّهُمْ عَنِ السَّبِيلِ وَكَانُوا مُسْتَبْصِرِينَ ﴿٣٨﴾

৩৮. আর আমি আ'দ এবং ছামূদকেও ধ্বংস করেছি, আর এ ধ্বংসকাণ্ড তোমরা তাদের আবাসস্থলসমূহে দেখছ এবং শয়তান তাদের কৃতকার্যগুলোকে তাদের দৃষ্টিতে শোভন করে রেখেছিল এবং তাদেরকে (সত্য) পথ হতে রুখে রেখেছিল, অথচ তারা বিচক্ষণ লোক ছিল।

وَقٰرُونَ وَفِرْعَوْنَ وَهٰمٰنَ وَلَقَدْ جَآءَهُمْ مُوسٰى بِالْبَيِّنٰتِ فَاسْتَكْبَرُوا فِي الْأَرْضِ وَمَا كَانُوا سٰبِقِينَ ﴿٣٩﴾

৩৯. আর আমি কারূন ও ফেরাউন এবং হামানকেও ধ্বংস করেছি। অথচ মূসা তাদের নিকট প্রকাশ্য প্রমাণসমূহ নিয়ে এসেছিলেন, তবুও তারা ভূপৃষ্ঠে অবাধ্যতাচরণ করেছিল এবং তারা (আমার আজাব হতে) পলায়ন করতে সক্ষম হয়নি।

فَكُلًّا أَخَذْنَا بِذَنْبِهِ فَمِنْهُمْ مَنْ أَرْسَلْنَا عَلَيْهِ حَاصِبًا وَمِنْهُمْ مَنْ أَخَذَتْهُ الصَّيْحَةُ

৪০. তৎপর আমি তাদের প্রত্যেককে তার পাপের শাস্তি স্বরূপ ধৃত করলাম, সুতরাং আমি তাদের মধ্যে কতক লোকের ('আদ সম্প্রদায়ের) উপর প্রচণ্ড বায়ু প্রেরণ করলাম এবং তাদের কতককে (ছামূদ সম্প্রদায়কে) বিকট ধ্বনি এসে ধরল,

শাব্দিক অনুবাদ :

৩৭. فَكَذَّبُوهُ অতঃপর তারা শুআয়বকে মিথ্যাবাদী বলল فَأَخَذَتْهُمُ الرَّجْفَةُ সুতরাং ভূমিকম্প তাদেরকে ধৃত করল فَأَصْبَحُوا فِي دَارِهِمْ جٰثِمِينَ তৎপর তারা স্ব স্ব গৃহে অধোমুখে পড়ে রইল।

৩৮. وَعَادًا وَثَمُودَا۟ আর আমি আ'দ এবং ছামূদকেও ধ্বংস করেছি وَقَدْ تَبَيَّنَ لَكُمْ مِنْ مَسٰكِنِهِمْ আর এই ধ্বংসকাণ্ড তোমরা তাদের আবাসস্থলসমূহে দেখছ وَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطٰنُ এবং শয়তান তাদের দৃষ্টিতে সুন্দর করে রেখেছিল أَعْمٰلَهُمْ তাদের কৃতকার্যগুলোকে فَصَدَّهُمْ عَنِ السَّبِيلِ তাদেরকে সত্য পথ হতে রুখে রেখেছিল وَكَانُوا مُسْتَبْصِرِينَ অথচ তারা বিচক্ষণ লোক ছিল।

৩৯. وَقٰرُونَ وَفِرْعَوْنَ আর আমি কারূন ও ফেরাউন এবং হামানকেও ধ্বংস করেছি وَلَقَدْ جَآءَهُمْ مُوسٰى অথচ মূসা তাদের নিকট এসেছিলেন بِالْبَيِّنٰتِ প্রকাশ্য প্রমাণসমূহ নিয়ে فَاسْتَكْبَرُوا فِي الْأَرْضِ তবুও তারা ভূপৃষ্ঠে অবাধ্যতাচরণ করেছিল وَمَا كَانُوا سٰبِقِينَ এবং তারা পলায়ন করতে সক্ষম হয়নি।

৪০. فَكُلًّا أَخَذْنَا بِذَنْبِهِ তৎপর আমি তাদের প্রত্যেককে তার পাপের শাস্তি স্বরূপ ধৃত করলাম فَمِنْهُمْ مَنْ أَرْسَلْنَا عَلَيْهِ حَاصِبًا সুতরাং আমি তাদের মধ্যে কতক লোকের উপর প্রচণ্ড বায়ু প্রেরণ করলাম وَمِنْهُمْ مَنْ أَخَذَتْهُ الصَّيْحَةُ এবং তাদের কতককে বিকট ধ্বনি এসে ধরল

https://e-ilm.weebly.com/

** আর তাদের কাউকে (কারূনকে) আমি জমিনের মধ্যে ধসিয়ে দিলাম এবং তাদের কতককে (ফেরাউন ও হামানকে) নিমজ্জিত করে দিলাম, আর আল্লাহ তা'আলা তাদের প্রতি কোনো অত্যাচার করেননি; কিন্তু এরাই নিজেদের উপর অত্যাচার করেছিল।	وَمِنْهُمْ مَّنْ خَسَفْنَا بِهِ الْاَرْضَ ۚ وَمِنْهُمْ مَّنْ اَغْرَقْنَا ۚ وَمَا كَانَ اللّٰهُ لِيَظْلِمَهُمْ وَلٰكِنْ كَانُوْٓا اَنْفُسَهُمْ يَظْلِمُوْنَ ﴿٤٠﴾
৪১. যারা আল্লাহ তা'আলা ভিন্ন অন্যকে অভিভাবক গ্রহণ করেছে, তাদের দৃষ্টান্ত সেই মাকড়সার ন্যায় যে একটি ঘর প্রস্তুত করেছে এবং নিঃসন্দেহে মাকড়সার ঘরই ঘরসমূহের মধ্যে অধিকতর দুর্বল। যদি তারা (প্রকৃত অবস্থা) জানত, (তবে এরূপ করত না)।	مَثَلُ الَّذِيْنَ اتَّخَذُوْا مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ اَوْلِيَآءَ كَمَثَلِ الْعَنْكَبُوْتِ ۚ اِتَّخَذَتْ بَيْتًا ۗ وَاِنَّ اَوْهَنَ الْبُيُوْتِ لَبَيْتُ الْعَنْكَبُوْتِ ۘ لَوْ كَانُوْا يَعْلَمُوْنَ ﴿٤١﴾
৪২. আল্লাহ তা'আলা সেই সমস্ত বস্তু সম্বন্ধে অবগত আছেন, আল্লাহ ভিন্ন যেই সমস্ত বস্তুর তারা পূজা করছে এবং তিনি মহাপরাক্রান্ত, প্রজ্ঞাময়।	اِنَّ اللّٰهَ يَعْلَمُ مَا يَدْعُوْنَ مِنْ دُوْنِهٖ مِنْ شَيْءٍ ۗ وَهُوَ الْعَزِيْزُ الْحَكِيْمُ ﴿٤٢﴾
৪৩. আর আমি এ দৃষ্টান্তগুলো মানুষের (উপদেশ গ্রহণের) উদ্দেশ্যে বর্ণনা করে থাকি, বস্তুত ঐ সমস্ত দৃষ্টান্ত কেবল, জ্ঞানী লোকেরাই বুঝে।	وَتِلْكَ الْاَمْثَالُ نَضْرِبُهَا لِلنَّاسِ ۚ وَمَا يَعْقِلُهَآ اِلَّا الْعٰلِمُوْنَ ﴿٤٣﴾
৪৪. আল্লাহ আসমানসমূহ ও জমিনকে যথাযথভাবে সৃষ্টি করেছেন; ঈমানদারদের জন্য এতে বড় প্রমাণ রয়েছে।	خَلَقَ اللّٰهُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضَ بِالْحَقِّ ۗ اِنَّ فِيْ ذٰلِكَ لَاٰيَةً لِّلْمُؤْمِنِيْنَ ﴿٤٤﴾

শাব্দিক অনুবাদ :

** وَمِنْهُمْ مَّنْ خَسَفْنَا بِهِ الْاَرْضَ এবং তাদের কাউকে আমি জমিনের মধ্যে ধসিয়ে দিলাম مَّنْ اَغْرَقْنَا এবং তাদের কতককে নিমজ্জিত করে দিলাম وَمَا كَانَ اللّٰهُ, আর আল্লাহ তা'আলা এমন ছিলেন না যে, لِيَظْلِمَهُمْ তাদের প্রতি অত্যাচার করছেন وَلٰكِنْ كَانُوْٓا اَنْفُسَهُمْ يَظْلِمُوْنَ, কিন্তু এরাই নিজেদের উপর অত্যাচার করেছিল।

৪১. مَثَلُ الَّذِيْنَ তাদের দৃষ্টান্ত اتَّخَذُوْا যারা গ্রহণ করেছে مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ আল্লাহ তা'আলা ভিন্ন অন্যকে اَوْلِيَآءَ অভিভাবক كَمَثَلِ الْعَنْكَبُوْتِ সেই মাকড়সার ন্যায় اِتَّخَذَتْ بَيْتًا যে একটি ঘর প্রস্তুত করেছে وَاِنَّ اَوْهَنَ الْبُيُوْتِ لَبَيْتُ الْعَنْكَبُوْتِ - নিঃসন্দেহে মাকড়সার ঘরই ঘর সমূহের মধ্যে অধিকতর দুর্বল। لَوْ كَانُوْا يَعْلَمُوْنَ যদি তারা জানত (তবে এরূপ করত না)।

৪২. اِنَّ اللّٰهَ يَعْلَمُ আল্লাহ তা'আলা সেই সমস্ত বস্তু সম্বন্ধে অবগত আছেন مَا يَدْعُوْنَ مِنْ دُوْنِهٖ مِنْ شَيْءٍ আল্লাহ ভিন্ন যে সমস্ত বস্তুর তারা পূজা করছে وَهُوَ الْعَزِيْزُ الْحَكِيْمُ এবং তিনি মহাপরাক্রান্ত, প্রজ্ঞাময়।

৪৩. وَتِلْكَ الْاَمْثَالُ আর এ দৃষ্টান্তগুলো نَضْرِبُهَا لِلنَّاسِ মানুষের (উপদেশ গ্রহণের) উদ্দেশ্যে বর্ণনা করে থাকি وَمَا يَعْقِلُهَآ اِلَّا الْعٰلِمُوْنَ বস্তুতঃ ঐ সমস্ত দৃষ্টান্ত কেবল জ্ঞানী লোকেরাই বুঝে।

৪৪. خَلَقَ اللّٰهُ আল্লাহ সৃষ্টি করেছেন السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضَ আসমানসমূহ ও জমিনকে بِالْحَقِّ যথাযথভাবে اِنَّ فِيْ ذٰلِكَ لَاٰيَةً এতে বড় প্রমাণ রয়েছে لِّلْمُؤْمِنِيْنَ ঈমানদারদের জন্য।

https://e-ilm.weebly.com/

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

وَكَانُوْا مُسْتَبْصِرِيْنَ - اِسْتِبْصَارٌ থেকে উদ্ভূত। এর অর্থ চক্ষুষ্মানতা مُسْتَبْصِرٌ এর অর্থ চক্ষুষ্মানতা। উদ্দেশ্য এই যে, যারা কুফর ও শিরক করে আজাব ও ধ্বংসে পতিত হয়েছে, তারা মোটেই বেওকুফ অথবা উন্মাদ ছিল না। বৈষয়িক কাজে অত্যন্ত চালাক ও হুঁশিয়ার ছিল। কিন্তু তাদের বুদ্ধি ও চালাকি বস্তুজগতের মধ্যেই সীমাবদ্ধ থেকে যায়। তারা একথা বুঝেনি যে, সৎ ও অসতের পুরস্কার এবং শাস্তির কোনো দিন আসা উচিত, যাতে পুরোপুরি সুবিচার হবে। কারণ দুনিয়াতে অধিকাংশ জালেম ও অপরাধী বুক ফুলিয়ে ঘুরাফেরা করে এবং মজলুম ও বিপদগ্রস্ত ব্যক্তি কোনঠাসা হয়ে থাকে। এই সুবিচারের দিনকে কিয়ামত ও পরকাল বলা হয়। এ ব্যাপারে তাদের বুদ্ধি সম্পূর্ণ অকেজো।

সূরা রূমেও এই বিষয়বস্তু বর্ণিত হবে। আয়াত: يَعْلَمُوْنَ ظَاهِرًا مِّنَ الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا وَهُمْ عَنِ الْاٰخِرَةِ هُمْ غٰفِلُوْنَ - অর্থাৎ তারা জাগতিক কাজ কর্ম খুব বোঝে, কিন্তু পরকালের ব্যাপারে উদাসীন।

কোনে কোনো তাফসীরবিদ وَكَانُوْا مُسْتَبْصِرِيْنَ বাক্যের অর্থ এই বর্ণনা করেছেন যে, তারা পরকালেও বিশ্বাসী ছিল এবং তাঁকে সত্য মনে করত; কিন্তু পার্থিব স্বার্থ তাদেরকে অস্বীকারে বাধ্য করে রেখেছিল।

وَاِنَّ اَوْهَنَ الْبُيُوْتِ لَبَيْتُ الْعَنْكَبُوْتِ : মাকড়সাকে عَنْكَبُوْتٌ বলা হয়। মাকড়সা বিভিন্ন প্রকার আছে। কোনো কোনো মাকড়সা মাটিতে বাসস্থান তৈরি করে। বাহ্যত: এখানে তা বুঝানো হয়নি এখানে সে মাকড়সা বুঝানো হয়েছে, যে জাল তৈরি করে এবং তাতে ঝুলতে থাকে। এই জালের সাহায্যে সে মশা-মাছি শিকার করে। বলাবাহুল্য, জন্তু জানোয়ারের যত প্রকার বাসা ও ঘর বিদিত আছে, তন্মধ্যে মাকড়সার জাল তার দুর্বলতার অবস্থা এই যে সামান্য বাতাসেও ছিন্ন হয়ে যেতে পারে। আলোচ্য আয়াতে বলা হয়েছে যে, যারা আল্লাহ ব্যতীত অন্যের ইবাদত করে এবং অন্যের উপর ভরসা করে, তাদের দৃষ্টান্ত মাকড়সার জাল সদৃশ, যা অত্যন্ত দুর্বল এমনিভাবে যারা কোনো প্রতিমা অথবা কোনো মানুষের উপর ভরসা করে, তাদের ভরসা এমন যেমন মাকড়সা তার জালের উপর ভরসা করে।

মাসআলা : মাকড়সাকে হত্যা করা তার জাল পরিস্কার করা সম্পর্কে আলেমদের বিভিন্ন উক্তি আছে। কেউ কেউ এটা পছন্দ করেন না। কেননা এই ক্ষুদ্র জন্তুটি হিজরতের সময় সওর গিরিগুহার মুখে জাল টেনে দেওয়ার কারণে সম্মানের পাত্র হয়ে গেছে। খতীব বাগদাদী (র.) হযরত আলী (রা.) থেকে একে হত্যা করার নিষেধাজ্ঞা বর্ণনা করেছেন। কিন্তু সা'লাবী ও ইবনে আতিয়্যা হযরত আলী (রা.) থেকেই বর্ণনা করেন যে, طَهِّرُوْا بُيُوْتَكُمْ مِنْ نَسْجِ الْعَنْكَبُوْتِ فَاِنَّ تَرْكَهٗ يُوْرِثُ الْفَقْرَ অর্থাৎ মাকড়সার জাল থেকে তোমাদের গৃহ পরিষ্কার রাখ। গৃহে জাল রেখে দিলে এতে সংসারে দারিদ্র্য দেখা দেয়। উভয় রেওয়ায়েতের সনদ নির্ভরযোগ্য নয়। তবে অন্যান্য হাদীস দ্বারা দ্বিতীয় রেওয়ায়েতের সমর্থন হয়, যাতে বলা হয়েছে যে, গৃহ ও গৃহের আঙ্গিনা পরিষ্কার রাখ। –[রূহুল মা'আনী]

وَتِلْكَ الْاَمْثَالُ نَضْرِبُهَا لِلنَّاسِ وَمَا يَعْقِلُهَآ اِلَّا الْعٰلِمُوْنَ

মাকড়সার জাল দ্বারা মুশরিকদের উপাস্যদের দৃষ্টান্ত দেওয়ার পর এখন বলা হয়েছে যে, আমি সুস্পষ্ট দৃষ্টান্ত দ্বারা তাওহীদের স্বরূপ বর্ণনা করি; কিন্তু এসব দৃষ্টান্ত থেকেও কেবল আলেমগণই জ্ঞান আহরণ করে। অন্যরা চিন্তা-ভাবনাই করে না। ফলে সত্য তাদের সামনে উদ্ভাসিত হয় না।

আল্লাহর কাছে আলেম কে ? ইমাম বগভী হযরত জাবের (রা.) থেকে বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ এই আয়াত তেলাওয়াত করে বললেন, সেই আলেম যে, আল্লাহর কালাম নিয়ে চিন্তা ভাবনা করে, তাঁর ইবাদত পালন করে এবং তাঁর অসন্তুষ্টির কাজ থেকে বিরত থাকে।

এ থেকে জানা গেল যে, কুরআন ও হাদীসের কিছু শব্দ বুঝে নিলে কেউ আল্লাহর কাছে আলেম হয়না, যে পর্যন্ত কুরআন নিয়ে চিন্তা-ভাবনার অভ্যাস গড়ে না তোলে এবং যে পর্যন্ত সে কুরআন অনুযায়ী আমল না করে। মুসনাদে আহমাদের এক রেওয়ায়েতে হযরত আমর ইবনে আস (রা.) বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর কাছ থেকে একহাজার দৃষ্টান্ত শিক্ষা

https://e-ilm.weebly.com/

করেছি। ইবনে কাসীর এই রেওয়ায়েতের উদ্ধৃতি দিয়ে লেখেন, এটা হযরত আমর ইবনে আস (রা.)-এর একটি বিরাট শ্রেষ্ঠত্ব। কেননা আল্লাহ তা'আলা এই আয়াতে তাদেরকেই আলেম বলেছেন, যারা আল্লাহ ও রাসূল বর্ণিত দৃষ্টান্তসমূহ বুঝে। হযরত আমর ইবনে মুররা বলেন, আমি যখন এমন কোনো আয়াতে পৌঁছি, যা আমার বোধগম্য নয়, তখন মনে খুব দুঃখ পাই। কেননা আল্লাহ বলেছেন : وَتِلْكَ الْاَمْثَالُ نَضْرِبُهَا لِلنَّاسِ وَمَا يَعْقِلُهَا اِلَّا الْعَالِمُوْنَ –[ইবনে-কাসীর]

শব্দ বিশ্লেষণ :

تَبَيَّنَ : সীগাহ واحد مذكر غائب বহছ فعل ماضى معروف বাব تَفَعُّلٌ মাসদার تَبَيُّنٌ মূলবর্ণ (ب - ى - ن) জিনস اجوف يائى অর্থ– স্পষ্ট হয়েছে।

زَيَّنَ : সীগাহ واحد مذكر غائب বহছ فعل ماضى معروف বাব تَفْعِيْل মাসদার تَزْيِيْنٌ মূলবর্ণ (ز - ى - ن) জিনস اجوف يائى অর্থ– সে শোভন করে রেখেছিল।

مُسْتَبْصِرِيْنَ : সীগাহ جمع مذكر বহছ اسم فاعل বাব استفعال মাসদার اِسْتِبْصَارٌ মূলবর্ণ (ب - ص - ر) জিনস صحيح অর্থ– তারা বিচক্ষণ লোক।

خَسَفْنَا : সীগাহ جمع متكلم বহছ فعل ماضى معروف বাব ضَرَبَ মাসদার خَسْفٌ মূলবর্ণ (خ - س - ف) জিনস صحيح অর্থ– আমি ধসিয়ে দিলাম।

اَوْهَنُ : সীগাহ واحد مذكر বহছ اسم تفضيل বাব ضَرَبَ মাসদার وَهْنٌ মূলবর্ণ (و - ه - ن) জিনস مثال واوى অর্থ– অধিকতর দুর্বল।

اَلْعَنْكَبُوْتُ : একবচন, বহুবচন عناكب অর্থ– মাকড়সা।

مَا يَعْقِلُهَا : সীগাহ واحد مذكر غائب বহছ نفى فعل مضارع معروف বাব ضَرَبَ মাসদার عَقْلٌ মূলবর্ণ (ع - ق - ل) জিনস صحيح অর্থ– তারা ঐ সমস্ত দৃষ্টান্তকে বুঝে না।

বাক্য বিশ্লেষণ :

فَكَذَّبُوْهُ فَاَخَذَتْهُمُ الرَّجْفَةُ فَاَصْبَحُوْا فِىْ دَارِهِمْ جٰثِمِيْنَ : এখানে فاء টি আতেফা كَذَّبُوْهُ ফে'ল উহ্য যমীর هُمْ ফায়েল ة হলো مفعول به مقدم আর هم হলো فاخذتهم -এর فاء হলো আতেফা اَخَذَتْهُمْ ফে'ল ও مفعول به আর فاعل موخر আর اَلرَّجْفَةُ হলো فَاَخَذَتْهُمْ -এর উপর আতফ হয়েছে। فَاَصْبَحُوْا টা اَصْبَحُوْا হলো ফে'লে নাকেস আর যমীর واو হলো اَصْبَحَ -এর اسم আর فِىْ دَارِهِمْ টা جٰثِمِيْنَ -এর সাথে متعلق হয়েছে। আর جٰثِمِيْنَ হলো اَصْبَحَ –এর خبر –[ই'রাবুল কুরআন ৫ম খণ্ড; পৃ. ৬৯৮]

https://e-ilm.weebly.com/

পারা : ২১

৪৫. [হে মোহাম্মদ!] যে গ্রন্থ আপনার প্রতি ওহী করা হয়েছে, আপনি তা পাঠ করতে থাকুন এবং নামাজের পাবন্দি করুন; নিশ্চয় নামাজ নির্লজ্জ ও অশোভনীয় কাজ হতে বিরত রাখে; আর আল্লাহর স্মরণই উত্তম বস্তু এবং আল্লাহ তোমাদের সকল কাজই অবগত আছেন।	اُتْلُ مَآ اُوْحِیَ اِلَیْكَ مِنَ الْكِتٰبِ وَاَقِمِ الصَّلٰوةَ ؕ اِنَّ الصَّلٰوةَ تَنْهٰی عَنِ الْفَحْشَآءِ وَالْمُنْكَرِ ؕ وَلَذِكْرُ اللّٰهِ اَكْبَرُ ؕ وَاللّٰهُ یَعْلَمُ مَا تَصْنَعُوْنَ ﴿۴۵﴾
৪৬. আর তোমরা কিতাবীদের সাথে বিতর্ক করো না শোভনীয় পদ্ধতি ব্যতীত, কিন্তু তাদের মধ্যে যদি কেউ বাড়াবাড়ি করে [তবে যথোচিত উত্তর দিতে পার], আর তোমরা এরূপ বল, আমরা এ কিতাবের প্রতিও ঈমান রাখি যা আমাদের উপর নাজিল হয়েছে এবং ঐ কিতাবের প্রতিও যা তোমাদের প্রতি নাজিল হয়েছে, আর [তোমরাও স্বীকার কর যে,] আমাদের ও তোমাদের মা'বূদ এক, আর আমরা তো তাঁর আনুগত্য করছি।	وَلَا تُجَادِلُوْٓا اَهْلَ الْكِتٰبِ اِلَّا بِالَّتِیْ هِیَ اَحْسَنُ ۖ اِلَّا الَّذِیْنَ ظَلَمُوْا مِنْهُمْ وَقُوْلُوْٓا اٰمَنَّا بِالَّذِیْٓ اُنْزِلَ اِلَیْنَا وَاُنْزِلَ اِلَیْكُمْ وَاِلٰهُنَا وَاِلٰهُكُمْ وَاحِدٌ وَّنَحْنُ لَهٗ مُسْلِمُوْنَ ﴿۴۶﴾
৪৭. এবং এরূপেই আমি আপনার প্রতি কিতাব নাজিল করেছি; সুতরাং যাদেরকে আমি কিতাব প্রদান করেছি, তারা এর উপর ঈমান আনে, আর এ [মুশরিক] লোকদের কতিপয় এমন আছে, যারা এ কিতাবের প্রতি ঈমান আনে; বস্তুত আমার আয়াতসমূহকে কাফেররা ব্যতীত আর কেউ অস্বীকার করে না।	وَكَذٰلِكَ اَنْزَلْنَآ اِلَیْكَ الْكِتٰبَ ؕ فَالَّذِیْنَ اٰتَیْنٰهُمُ الْكِتٰبَ یُؤْمِنُوْنَ بِهٖ ۚ وَمِنْ هٰٓؤُلَآءِ مَنْ یُّؤْمِنُ بِهٖ ؕ وَمَا یَجْحَدُ بِاٰیٰتِنَآ اِلَّا الْكٰفِرُوْنَ ﴿۴۷﴾

শাব্দিক অনুবাদ :

৪৫. اُتْلُ (হে মুহাম্মদ!) আপনি তা পাঠ করতে থাকুন مَآ اُوْحِیَ اِلَیْكَ مِنَ الْكِتٰبِ যে গ্রন্থ আপনার প্রতি ওহী করা হয়েছে وَاَقِمِ الصَّلٰوةَ এবং নামাজের পাবন্দি করুন اِنَّ الصَّلٰوةَ নিশ্চয় নামাজ تَنْهٰی বিরত রাখে عَنِ الْفَحْشَآءِ وَالْمُنْكَرِ নির্লজ্জ ও অশোভনীয় কাজ হতে وَلَذِكْرُ اللّٰهِ اَكْبَرُ আর আল্লাহর স্মরণই উত্তম বস্তু وَاللّٰهُ یَعْلَمُ مَا تَصْنَعُوْنَ এবং আল্লাহ তোমাদের সকল কাজই অবগত আছেন।

৪৬. وَلَا تُجَادِلُوْٓا اَهْلَ الْكِتٰبِ আর তোমরা কিতাবীদের সাথে বিতর্ক করো না اِلَّا بِالَّتِیْ هِیَ اَحْسَنُ শোভনীয় পদ্ধতি ব্যতীত اِلَّا الَّذِیْنَ ظَلَمُوْا مِنْهُمْ কিন্তু তাদের মধ্যে যদি কেউ বাড়াবাড়ি করে وَقُوْلُوْٓا আর তোমরা এরূপ বল اٰمَنَّا আমরা ঈমান রাখি بِالَّذِیْٓ اُنْزِلَ اِلَیْنَا এই কিতাবের প্রতিও যা আমাদের উপর নাজিল হয়েছে, وَاُنْزِلَ اِلَیْكُمْ এবং ঐ কিতাবের প্রতিও যা তোমাদের প্রতি নাজিল হয়েছে وَاِلٰهُنَا وَاِلٰهُكُمْ وَاحِدٌ আমাদের ও তোমাদের মা'বূদ এক وَنَحْنُ لَهٗ مُسْلِمُوْنَ আর আমরা তাঁর আনুগত্য করছি।

৪৭. وَكَذٰلِكَ এবং এরূপেই اَنْزَلْنَآ اِلَیْكَ الْكِتٰبَ আমি আপনার প্রতি কিতাব নাজিল করেছি فَالَّذِیْنَ اٰتَیْنٰهُمُ الْكِتٰبَ সুতরাং যাদেরকে আমি কিতাব প্রদান করেছি یُؤْمِنُوْنَ بِهٖ তারা এর উপর ঈমান আনে وَمِنْ هٰٓؤُلَآءِ আর এই (মুশরিক) লোকদের কতিপয় এমন আছে مَنْ یُّؤْمِنُ بِهٖ যারা এই কিতাবের প্রতি ঈমান আনে وَمَا یَجْحَدُ بِاٰیٰتِنَآ বস্তুত আমার আয়াত সমূহকে আর কেউ অস্বীকার করে না اِلَّا الْكٰفِرُوْنَ কাফেররা ব্যতীত।

https://e-ilm.weebly.com/

** (এতে প্রমাণিত হলো যে, কোনো যৌক্তিক প্রমাণই নেই। আর যদি কোনো কিতাবী প্রমাণ থাকে, তবে) আমার সম্মুখে উপস্থিত কর এই কুরআনের পূর্ববর্তী কোনো গ্রন্থ অথবা অপর কোনো নির্ভরযোগ্য মৌখিক বর্ণিত বাণী (যা গ্রন্থাকারে সঙ্কলিত হয়নি) যদি তোমরা সত্যবাদী হও।	اِيْتُوْنِىْ بِكِتٰبٍ مِّنْ قَبْلِ هٰذَآ اَوْ اَثٰرَةٍ مِّنْ عِلْمٍ اِنْ كُنْتُمْ صٰدِقِيْنَ ﴿٤﴾
৫. আর (এটা স্পষ্ট যে, এরূপ প্রমাণ কেউ দিতে পারেনি। অতএব,) সেই ব্যক্তি অপেক্ষা কে অধিক পথভ্রষ্ট, যে আল্লাহকে ছেড়ে এমন মা'বূদকে ডাকে- যে কিয়ামত পর্যন্তও তার ডাকে সাড়া দেবে না? অধিকন্তু তারা তাদের ডাকের খবরও রাখে না।	وَمَنْ اَضَلُّ مِمَّنْ يَّدْعُوْا مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ مَنْ لَّا يَسْتَجِيْبُ لَهٗٓ اِلٰى يَوْمِ الْقِيٰمَةِ وَهُمْ عَنْ دُعَآئِهِمْ غٰفِلُوْنَ ﴿٥﴾
৬. আর যখন সমস্ত মানুষকে সমবেত করা হবে, তখন তারা (ঐ উপাস্যগণ) তাদের (উপাসকদের) শত্রু হয়ে দাঁড়াবে এবং তাদের উপাসনা করার বিষয়টি অস্বীকার করে বসবে।	وَاِذَا حُشِرَ النَّاسُ كَانُوْا لَهُمْ اَعْدَآءً وَّكَانُوْا بِعِبَادَتِهِمْ كٰفِرِيْنَ ﴿٦﴾
৭. আর যখন আমার সুস্পষ্ট আয়াতগুলো তাদের সম্মুখে পঠিত হয়, তখন এ অবিশ্বাসীরা এ সত্য বাণী সম্বন্ধে যখন তা তাদের নিকট পৌঁছে এরূপ বলে যে, এটা তো সুস্পষ্ট জাদু।	وَاِذَا تُتْلٰى عَلَيْهِمْ اٰيٰتُنَا بَيِّنٰتٍ قَالَ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا لِلْحَقِّ لَمَّا جَآءَهُمْ ۙ هٰذَا سِحْرٌ مُّبِيْنٌ ﴿٧﴾

শাব্দিক অনুবাদ :

** اِيْتُوْنِىْ আমার সম্মুখে উপস্থিত কর بِكِتٰبٍ مِّنْ قَبْلِ هٰذَآ এই কুরআনের পূর্ববর্তী কোনো গ্রন্থ اَوْ اَثٰرَةٍ مِّنْ عِلْمٍ অথবা অপর কোনো নির্ভরযোগ্য মৌখিক বর্ণিত বাণী اِنْ كُنْتُمْ صٰدِقِيْنَ যদি তোমরা সত্যবাদী হও।

৫. وَمَنْ اَضَلُّ আর কে অধিক পথভ্রষ্ট مِمَّنْ يَّدْعُوْا مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ সেই ব্যক্তি অপেক্ষা যে আল্লাহকে ছেড়ে এমন মা'বূদকে ডাকে مَنْ لَّا يَسْتَجِيْبُ لَهٗٓ اِلٰى يَوْمِ الْقِيٰمَةِ যে কিয়ামত পর্যন্তও তার ডাকে সাড়া দেবে না وَهُمْ عَنْ دُعَآئِهِمْ غٰفِلُوْنَ অধিকন্তু তারা তাদের ডাকের খবরও রাখে না।

৬. وَاِذَا حُشِرَ النَّاسُ আর যখন সমস্ত মানুষকে সমবেত করা হবে كَانُوْا لَهُمْ اَعْدَآءً তখন তারা তাদের শত্রু হয়ে দাঁড়াবে وَّكَانُوْا بِعِبَادَتِهِمْ كٰفِرِيْنَ এবং তাদের উপাসনা করার বিষয়টি অস্বীকার করবে।

৭. وَاِذَا تُتْلٰى عَلَيْهِمْ আর যখন তাদের সম্মুখে পঠিত হয় اٰيٰتُنَا بَيِّنٰتٍ আমার সুস্পষ্ট আয়াতগুলো قَالَ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا তখন এ অবিশ্বাসীরা এরূপ বলে যে لِلْحَقِّ এই সত্য বাণী সম্বন্ধে لَمَّا جَآءَهُمْ যখন তা তাদের নিকট পৌঁছে هٰذَا سِحْرٌ مُّبِيْنٌ এটা তো সুস্পষ্ট জাদু।

https://e-ilm.weebly.com/

৫২. আপনি বলে দিন, আমার ও তোমাদের মধ্যে সাক্ষীরূপে আল্লাহ তা'আলাই যথেষ্ট, তিনি সমস্তই পরিজ্ঞাত আছেন। যা কিছু আসমান ও জমিনে আছে; আর যারা মিথ্যা কথার উপর বিশ্বাস রাখে এবং আল্লাহ তা'আলার [বাণীসমূহের] প্রতি অবিশ্বাসী, তারা বড়ই ক্ষতিগ্রস্ত।	قُلْ كَفٰى بِاللّٰهِ بَيْنِيْ وَبَيْنَكُمْ شَهِيْدًا ۚ يَعْلَمُ مَا فِي السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ ۗ وَالَّذِيْنَ اٰمَنُوْا بِالْبَاطِلِ وَكَفَرُوْا بِاللّٰهِ ۙ اُولٰٓئِكَ هُمُ الْخٰسِرُوْنَ ﴿٥٢﴾

শাব্দিক অনুবাদ :

৫২. قُلْ আপনি বলে দিন كَفٰى بِاللّٰهِ আল্লাহ তা'আলাই যথেষ্ট بَيْنِيْ وَبَيْنَكُمْ আমার ও তোমাদের মধ্যে شَهِيْدًا সাক্ষীরূপে يَعْلَمُ তিনি সমস্তই পরিজ্ঞাত আছেন مَا فِي السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ যা কিছু আসমান ও জমিনে আছে وَالَّذِيْنَ اٰمَنُوْا আর যারা বিশ্বাস রাখে بِالْبَاطِلِ মিথ্যা কথার উপর وَكَفَرُوْا بِاللّٰهِ, এবং আল্লাহ তা'আলার (বাণী সমূহের) প্রতি অবিশ্বাসী اُولٰٓئِكَ هُمُ الْخٰسِرُوْنَ তারা বড়ই ক্ষতিগ্রস্ত।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

اُتْلُ مَاۤ اُوْحِيَ اِلَيْكَ مِنَ الْكِتٰبِ وَاَقِمِ الصَّلٰوةَ .... وَاللّٰهُ يَعْلَمُ مَا تَصْنَعُوْنَ [٤٥]

শানে নুযূল : জনৈক আনসারী গোলাম নবী করীম ﷺ -এর সাথে পাঁচ ওয়াক্ত নামাজ আদায় করত। কিন্তু এমন কোনো অপরাধ নেই যা সে করত না। লোকেরা তার ব্যাপারে নবী করীম ﷺ -কে জানালে তিনি উত্তর দিলেন যে শীঘ্রই তার নামাজ তাকে সকল অন্যায় কাজ থেকে বিরত রাখবে। ঠিকই অল্প কিছু দিন পরই সে সকল পাপ থেকে তওবা করে পরিপূর্ণ মুসলমান হয়ে যায়। তখন নবী ﷺ -এর কথার সত্যায়নে উক্ত আয়াত নাজিল হয়।

اَوَلَمْ يَكْفِهِمْ اَنَّاۤ اَنْزَلْنَا عَلَيْكَ............ وَذِكْرٰى لِقَوْمٍ يُّؤْمِنُوْنَ. (٥١)

শানে নুযূল : মুসলমানদের কিছু লোক একবার কিছু কিতাব নিয়ে এলো। যাতে ইহুদিদের থেকে শুনা কিছু কথা লেখা ছিল। তাতে নবী করীম ﷺ বললেন, সে জাতি কতইনা পথভ্রষ্ট, যারা নিজেদের নবীর আনীত কথা ছেড়ে বিকৃত কথা নিয়ে আসে। যেসব কথা অন্য কোনো নবী নিয়ে এসেছিল ও তা মানুষ কর্তৃক বিকৃত করা হয়েছে এ ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে উক্ত আয়াত নাজিল হয়।

وَمَا كُنْتَ تَتْلُوْا مِنْ قَبْلِهٖ مِنْ كِتٰبٍ وَّلَا تَخُطُّهٗ بِيَمِيْنِكَ اِذًا لَّارْتَابَ الْمُبْطِلُوْنَ. [٤٨]

শানে নুযূল : হযরত মুজাহিদ (র.) বলেন যে, আহলে কিতাব তথা ইহুদি ও খ্রিস্টান সম্প্রদায় হযরত নবী করীম ﷺ -এর নবুয়ত অস্বীকার করত এবং প্রতারণা মূলক ভাবে একথা বলত যে, আমরা আমাদের কিতাবে পেয়েছি সর্বশেষ নবী মুহাম্মদ ﷺ -এর উম্মী হবেন। তিনি লিখতে এবং পড়তে পারবেন না। তিনি তো পড়তে পারেন। সুতরাং তিনি নবী হতে পারেন না। তাদের সন্দেহ ও সংশয় বিস্তার মূলক এ দাবি নিছক ভ্রান্ত। এর নিরসন কল্পে আলোচ্য আয়াত নাজিল করা হয়েছে। –[কুরতুবী ৩১২/১৩]

قُلْ كَفٰى بِاللّٰهِ بَيْنِيْ وَبَيْنَكُمْ شَهِيْدًا............. اُولٰٓئِكَ هُمُ الْخٰسِرُوْنَ - (٥٢)

শানে নুযূল : ৫২. কা'আব বিন আশরাফ ও তার সঙ্গী সাথিরা বলে ছিল যে, হে মুহাম্মদ! আপনি যে আল্লাহ তা'আলার প্রেরিত রাসূল, সে জন্যে সাক্ষী কে? তখন তাদের সে প্রশ্নের জবাবে আল্লাহ তা'আলা আলোচ্য আয়াত নাজিল করেন।

اُتْلُ مَاۤ اُوْحِيَ اِلَيْكَ -পূর্ববর্তী আয়াতসমূহে কয়েকজন পয়গম্বর ও তাঁদের উম্মতদের আলোচনা ছিল। তাদের মধ্যে কয়েকজন প্রধান ঔদ্ধত্য কাফেরের এবং তাদের উপর বিভিন্ন রকম আজাবের বর্ণনা ছিল। এতে রাসূলুল্লাহ ﷺ ও মুমিনদের জন্যে সান্ত্বনাও রয়েছে যে, পূর্ববর্তী পয়গম্বরগণ বিরোধীদলের কেমন নির্যাতন সহ্য করেছেন এবং এ বিষয়ের শিক্ষাও রয়েছে যে, তাবলীগ ও দাওয়াতের কাজে কোনো অবস্থাতেই সাহস হারানো উচিত না।

মানব সংশোধনের সংক্ষিপ্ত ও পূর্ণ ব্যবস্থাপত্র : আলোচ্য আয়াতে রাসূলুল্লাহ ﷺ -কে দাওয়াতের একটি সংক্ষিপ্ত কিন্তু পূর্ণাঙ্গ ব্যবস্থাপত্র বলে দেওয়া হয়েছে। এই ব্যবস্থাপত্র পালন করলে পূর্ণ ধর্ম পালন করার পথ সুগম হয়ে যায় এবং

https://e-ilm.weebly.com/

এই পথে অভ্যাসগতভাবে যত বাধা-বিপত্তি দেখা দেয়, সব দূর হয়ে যায়। এই অমোঘ ব্যবস্থাপত্রের দু'টি অংশ আছে, কুরআন তেলাওয়াত করা ও নামাজ আদায় করা। উম্মতকে উভয় বিষয়ের অনুবর্তী করাই এখানে আসল উদ্দেশ্য। কিন্তু উৎসাহ ও জোর দানের জন্যে উভয় বিষয়ের নির্দেশ প্রথমতঃ রাসূলুল্লাহ ﷺ -কে দেওয়া হয়েছে, যাতে উম্মতের আগ্রহ বাড়ে এবং রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর কার্যগত শিক্ষার ফলে তাদের পক্ষে আমল করা সহজ হয়ে যায়।

তন্মধ্যে কুরআন তেলাওয়াত তো সব কাজের প্রাণ ও আসল ভিত্তি। এরপর নামাজকে অন্যান্য ফরজ কর্ম থেকে পৃথক করে বর্ণনা করার এই রহস্যও বর্ণিত হয়েছে যে, নামাজ স্বকীয়ভাবেও একটি গুরুত্বপূর্ণ ইবাদত এবং ধর্মের স্তম্ভ। এর উপকারিতা এই যে, যে ব্যক্তি নামাজ কায়েম করে, নামাজ তাকে অশ্লীল ও গর্হিত কাজ থেকে বিরত রাখে। আয়াতে ব্যবহৃত فَحْشَاءٌ শব্দের অর্থ এমন সুস্পষ্ট মন্দ কাজ, যাকে মু'মিন কাফের নির্বিশেষে প্রত্যেক বুদ্ধিমান ব্যক্তিই মন্দ মনে করে; যেমন ব্যভিচার, অন্যায় হত্যা, চুরি, ডাকাতি ইত্যাদি। পক্ষান্তরে مُنْكَرٌ এমন কথা ও কাজকে বলা হয়, যার হারাম ও অবৈধ হওয়ার ব্যাপারে শরিয়ত বিশারদগণ একমত। কাজেই ফিকহবিদগণের ইজতিহাদী মতবিরোধের ব্যাপারে কোনো এক দিককে مُنْكَرٌ বলা যায় না। مُنْكَرٌ ও فَحْشَاءٌ শব্দদ্বয়ের মধ্যে যাবতীয় অপরাধ এবং প্রকাশ্য ও অপ্রকাশ্য গোনাহ দাখিল হয়ে গেছে। যেগুলো স্বয়ং নিঃসন্দেহরূপে মন্দ এবং সৎকর্মের পথে সর্ববৃহৎ বাধা।

নামাজ যাবতীয় পাপকর্ম থেকে বিরত রাখে, এর অর্থ : একাধিক নির্ভরযোগ্য হাদীসদৃষ্টে অর্থ এই যে, নামাজের মধ্যে বিশেষ একটি প্রতিক্রিয়া নিহিত আছে। যে ব্যক্তি নামাজ কায়েম করে, সে গোনাহ্ থেকে মুক্ত থাকে, তবে শর্ত এই যে, শুধু নামাজ পড়লে চলবে না; বরং কুরআনের ভাষা অনুযায়ী اِقَامَتْ صَلٰوةٌ হতে হবে। اِقَامَتْ এর শাব্দিক অর্থ সোজা খাড়া করা। যাতে কোনো একদিকে ঝুঁকে না থাকে। তাই اِقَامَتْ صَلٰوةٌ এর অর্থ এই দাঁড়ায় যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ যেভাবে প্রকাশ্য ও অপ্রকাশ্য রীতিনীতি পালন সহকারে নামাজ আদায় করেছেন এবং সারা জীবন মৌখিক শিক্ষাও দান করেছেন, ঠিক সেভাবে নামাজ আদায় করা। অর্থাৎ শরীর, পরিধানবস্ত্র নামাজের স্থান পবিত্র হওয়া, নিয়মিত জামাতে নামাজ পড়া এবং নামাজের যাবতীয় ক্রিয়াকর্ম সুন্নত অনুযায়ী সম্পাদন করা। এগুলো প্রকাশ্য রীতিনীতি। অপ্রকাশ্য রীতিনীতি এই যে, আল্লাহর সামনে এমনভাবে বিনয়াবনত ও একাগ্রতা সহকারে দাঁড়ানো যেন তাঁর কাছে আবেদন-নিবেদন করা হচ্ছে। যে ব্যক্তি এভাবে নামাজ কায়েম করে, সে আল্লাহর পক্ষ থেকে আপনা-আপনি সৎকর্মের তাওফীক প্রাপ্ত হয় এবং যাবতীয় গোনাহ্ থেকে বেঁচে থাকার তাওফীকও। পক্ষান্তরে যে ব্যক্তি নামাজ পড়া সত্ত্বেও গোনাহ্ থেকে বেঁচে থাকে না, বুঝতে হবে যে, তার নামাজের মধ্যেই ত্রুটি বিদ্যমান। হযরত ইমরান ইবনে হুসাইন (রা.) থেকে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে জিজ্ঞাসা করা হলো, اِنَّ الصَّلٰوةَ تَنْهٰى عَنِ الْفَحْشَاۤءِ وَالْمُنْكَرِ এই আয়াতের অর্থ কি? তিনি বললেন, مَنْ لَّمْ تَنْهَهُ صَلٰوتُهٗ عَنِ الْفَحْشَاۤءِ وَالْمُنْكَرِ فَلَا صَلٰوةَ لَهٗ অর্থাৎ, যে ব্যক্তিকে তার নামাজ অশ্লীল ও গর্হিত কর্ম থেকে বিরত রাখে না, তার নামাজ কিছুই নয়।

হযরত আবদুল্লাহ্ ইবনে-মাসউদ (রা.)-এর রেওয়ায়েতে রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন, যে ব্যক্তি তার নামাজের আনুগত্য করে না, তার নামাজ কিছুই নয়। বলাবাহুল্য, অশ্লীল ও মন্দকাজ থেকে বিরত থাকাই নামাজের আনুগত্য।

হযরত ইবনে-আব্বাস (রা.) এই আয়াতের তাফসীরে বলেন, যার নামাজ তাকে সৎকর্ম সম্পাদন করতে এবং অসৎকর্ম থেকে বেঁচে থাকতে উদ্বুদ্ধ না করে, তার নামাজ তাকে আল্লাহ থেকে আরও দূরে সরিয়ে দেয়।

ইবনে কাসীর উপরিউক্ত তিনটি রেওয়ায়েত উদ্ধৃত করার পর বলেন, এগুলো রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর উক্তি নয়; বরং হযরত ইমরান ইবনে হুসাইন, আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ ও ইবনে আব্বাস (রা.)-এর উক্তি। আলোচ্য আয়াতের তাফসীরে তাঁরা এসব উক্তি করেছেন।

হযরত আবূ হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত আছে যে, জনৈক ব্যক্তি রাসূলে কারীম ﷺ -এর কাছে উপস্থিত হয়ে আরজ করল, অমুক ব্যক্তি রাতে তাহাজ্জুদ পড়ে এবং সকাল হলে চুরি করে। তিনি বললেন, সত্বরই নামাজ তাকে চুরি থেকে বিরত রাখবে। -(ইবনে কাসীর) কোনো কোনো রেওয়ায়েতে আরও আছে, রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর এই কথার পর সেই ব্যক্তি চুরির অভ্যাস পরিত্যাগ করে এবং তওবা করে নেয়।

একটি সন্দেহের জওয়াব : এখানে কেউ কেউ সন্দেহ করে যে, অনেক মানুষকে নামাজের অনুবর্তী হওয়া সত্ত্বেও বড় বড় গোনাহে লিপ্ত থাকতে দেখা যায়। এটা আলোচ্য আয়াতের পরিপন্থি নয় কি?

এর জওয়াবে কেউ কেউ বলেছেন, আলোচ্য আয়াত থেকে এতটুকু জানা যায় যে, নামাজ নামাজিকে গোনাহ করতে বাধা প্রদান করে; কিন্তু কাউকে কোনো কাজ করতে বাধা প্রদান করলে সে তা থেকে বিরতও হবে, এটা জরুরি নয়। কুরআন হাদীসও তো সব মানুষকে গোনাহ করতে নিষেধ করে। কিন্তু অনেক মানুষ এই নিষেধের প্রতি ভ্রূক্ষেপ না করেই গোনাহ্ করতে থাকে। কিন্তু অধিকাংশ তাফসীরবিদ বলেন, নামাজের নিষেধ করার অর্থ শুধু আদেশ প্রদান করা নয়; বরং নামাজের মধ্যে এই বিশেষ প্রতিক্রিয়া নিহিত আছে যে, যে ব্যক্তি নামাজ পড়ে, সে গোনাহ থেকে বেঁচে থাকার তাওফীক প্রাপ্ত হয়। যার এরূপ

https://e-ilm.weebly.com/

তাওফীক হয় না, চিন্তা করলে প্রমাণিত হবে যে, তার নামাজে কোনো ত্রুটি রয়েছে এবং সে নামাজ কায়েম করার যথার্থ হক আদায় করতে ব্যর্থ হয়েছে। পূর্বোক্ত হাদীস থেকে এই বিষয়বস্তুর সমর্থন পাওয়া যায়।

وَلَذِكْرُ اللّٰهِ اَكْبَرُ وَاللّٰهُ يَعْلَمُ مَا تَصْنَعُوْنَ -অর্থাৎ, আল্লাহর স্মরণ সর্বশ্রেষ্ঠ। তিনি তোমাদের সব ক্রিয়াকর্ম জানেন। এখানে 'আল্লাহর স্মরণ'-এর এক অর্থ এই যে, বান্দা নামাজে অথবা নামাজের বাইরে আল্লাহকে যে স্মরণ করে, তা সর্বশ্রেষ্ঠ। দ্বিতীয় অর্থ এরূপও হতে পারে যে, বান্দা যখন আল্লাহকে স্মরণ করে, তখন আল্লাহ ওয়াদা অনুযায়ী স্মরণকারী বান্দাকে ফেরেশতাদের সমাবেশও স্মরণ করেন।

(فَاذْكُرُوْنِىْٓ اَذْكُرْكُمْ) আল্লাহর এই স্মরণ ইবাদতকারী বান্দার সর্বশ্রেষ্ঠ নিয়ামত। এ স্থলে অনেক সাহাবী ও তাবেয়ী থেকে এই দ্বিতীয় অর্থই বর্ণিত আছে। ইবনে-জারীর ও ইবনে-কাসীর একেই অগ্রাধিকার দিয়েছেন। এই অর্থের দিক দিয়ে এতে এদিকেও ইঙ্গিত আছে যে, নামাজ পড়ার মধ্যে গোনাহ থেকে মুক্তির আসল কারণ হলো আল্লাহ্ স্বয়ং নামাজির দিকে অভিনিবেশ করেন এবং ফেরেশতাদের সমাবেশে তাকে স্মরণ করেন। এর কল্যাণেই সে গোনাহ থেকে মুক্তি পায়।

وَلَا تُجَادِلُوْٓا اَهْلَ الْكِتٰبِ اِلَّا بِالَّتِىْ هِىَ اَحْسَنُ اِلَّا الَّذِيْنَ ظَلَمُوْا

-অর্থাৎ কিতাবধারীদের সাথে উত্তম পন্থায় তর্ক-বিতর্ক কর। উদাহরণত: কঠোর কথাবার্তার জওয়াব নম্র ভাষায়, ক্রোধের জওয়াব সহনশীলতার সাথে এবং মূর্খতাসুলভ হট্টগোলের জওয়াব গাম্ভীর্যপূর্ণ কথাবার্তার মাধ্যমে দাও।

اِلَّا الَّذِيْنَ ظَلَمُوْا - কিন্তু যারা তোমাদের প্রতি জুলুম করে তোমাদের গাম্ভীর্যপূর্ণ নম্র কথাবার্তা এবং সুস্পষ্ট প্রমাণাদির মোকাবিলায় ক্রোধ ও হঠকারিতা করে, তারা এই অনুগ্রহের যোগ্য পাত্র নয়। তাদেরকে কঠোর ভাষায় জওয়াব দেওয়া জায়েজ, যদিও তখন তাদের অসদাচরণের জওয়াবে অসদাচরণ না করা এবং জুলুমের জওয়াবে জুলুম না করাই শ্রেয়; যেমন কুরআনের অন্যান্য আয়াতে বলা হয়েছে : وَاِنْ عَاقَبْتُمْ فَعَاقِبُوْا بِمِثْلِ مَا عُوْقِبْتُمْ بِهٖ وَلَئِنْ صَبَرْتُمْ لَهُوَ خَيْرٌ لِّلصّٰبِرِيْنَ - অর্থাৎ তোমরা যদি তাদের কাছ থেকে অন্যায় ও অবিচারের সমান সমান প্রতিশোধ গ্রহণ কর, তবে এরূপ করার অধিকার তোমাদের আছে, কিন্তু যদি সবর কর তবে এটা অধিক শ্রেয়।

আলোচ্য আয়াতে কিতাবধারীদের সাথে উত্তম পন্থায় তর্ক-বিতর্ক করার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। সূরা নাহলে মুশরিকদের সাথেও তর্কের ব্যাপারে অনুরূপ নির্দেশ আছে। এখানে বিশেষভাবে কিতাবধারীদের কথা বলার কারণ পরবর্তী একটি বাক্য, যাতে বলা হয়েছে- আমাদের ও তোমাদের ধর্মে অনেক বিষয় অভিন্ন। তোমরা চিন্তা করলে ইসলাম গ্রহণ করার পথে কোনো অন্তরায় থাকা উচিত নয়। ইরশাদ হয়েছে قُوْلُوْٓا اٰمَنَّا بِالَّذِىْٓ اُنْزِلَ اِلَيْنَا وَاُنْزِلَ اِلَيْكُمْ অর্থাৎ কিতাবধারীদের সাথে তর্ক বিতর্ক করার সময় তাদেরকে নিকটে আনার জন্যে তোমরা একথা বল যে, আমরা মুসলমানগণ সেই ওহীতেই বিশ্বাস করি, যা আমাদের পয়গম্বরের মাধ্যমে পাঠানো হয়েছে এবং সেই ওহীতেও বিশ্বাস করি, যা তোমাদের পয়গম্বরের মধ্যস্থতায় প্রেরিত হয়েছে। কাজেই আমাদের সহিত বিরোধিতার কোনো কারণ নেই।

আয়াতে বর্তমান তওরাত ও ইঞ্জীলের বিষয়বস্তু সত্যায়নের নির্দেশ আছে কি? এই আয়াতে কিতাবধারীদের প্রতি অবতীর্ণ তওরাত ও ইঞ্জীলের প্রতি মুসলমানদের বিশ্বাস স্থাপনের কথা এভাবে বলা হয়েছে, আমরা এসব কিতাবের প্রতি এই অর্থে সংক্ষিপ্ত ঈমান রাখি যে, আল্লাহ তা'আলা এসব কিতাবে যা কিছু নাজিল করেছেন, তাতে আমরা বিশ্বাস করি। এতে একথা জরুরি হয় না যে, বর্তমান তাওরাত ও ইঞ্জীলের সব বিষয়বস্তুর প্রতি আমাদের ঈমান আছে। রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর আমলেও এসব কিতাবে অসংখ্য পরিবর্তন হয়ে গিয়েছিল এবং আজ পর্যন্ত পরিবর্তনের ধারা অব্যাহত রয়েছে, মুসলমানদের ঈমান শুধু সেসব বিষয়বস্তুর প্রতি যেগুলো আল্লাহর পক্ষ থেকে হযরত মূসা ও ঈসা (আ.)-এর প্রতি অবতীর্ণ হয়েছিল পরবর্তী বিষয়বস্তু এর অন্তর্ভুক্ত নয়।

বর্তমান তাওরাত ও ইঞ্জীলকে সত্যও বলতে নেই এবং মিথ্যাও বলতে নেই : সহীহ বুখারীতে হযরত আবূ হুরায়রা (রা.) বর্ণনা করেন, কিতাবধারীরা তাদের তাওরাত ও ইঞ্জীল আসল হিব্রু ভাষায় পাঠ করত এবং মুসলমানদেরকে আরবি অনুবাদ শোনাত। রাসূলুল্লাহ ﷺ -এ সম্পর্কে মুসলমানদেরকে নির্দেশ দিলেন যে, তোমরা কিতাবধারীদেরকে সত্যবাদী বলো না এবং মিথ্যাবাদীও বলো না; বরং একথা বল اٰمَنَّا بِالَّذِىْٓ اُنْزِلَ اِلَيْنَا وَاُنْزِلَ اِلَيْكُمْ অর্থাৎ আমরা সংক্ষেপে সেই ওহীতে বিশ্বাস করি, যা তোমাদের পয়গম্বরগণের প্রতি অবতীর্ণ হয়েছে। তোমরা যেসব বিবরণ দাও, সেগুলো আমাদের কাছে নির্ভরযোগ্য নয়। তাই আমরা এর সত্যায়ন কিংবা মিথ্যাপ্রতিপন্ন করা থেকে বিরত থাকি।

তাফসীর গ্রন্থসমূহে তাফসীরকারগণ কিতাবীদের যেসব রেওয়ায়েত উদ্ধৃত করেছেন, সেগুলোরও অবস্থা তদ্রূপ। সেগুলো উদ্ধৃত করার একমাত্র উদ্দেশ্য হচ্ছে সংশ্লিষ্ট বিষয়ের ঐতিহাসিক মর্যাদা ফুটিয়ে তোলা। কোনো কিছুর বৈধতা ও অবৈধতা এসব রেওয়ায়েত দ্বারা প্রমাণ করা যায় না।

https://e-ilm.weebly.com/

وَمَا كُنْتَ تَتْلُوْا مِنْ قَبْلِهٖ مِنْ كِتٰبٍ وَّلَا تَخُطُّهٗ بِيَمِيْنِكَ اِذًا لَّارْتَابَ الْمُبْطِلُوْنَ অর্থাৎ, আপনি কুরআন নাজিল হওয়ার পূর্বে কোনো কিতাব পাঠ করতেন না এবং কোনো কিতাব লিখতেও পারতেন না; বরং আপনি ছিলেন নিরক্ষর। যদি আপনি লেখাপড়া জানতেন, তবে মিথ্যাবাদীদের জন্যে অবশ্যই সন্দেহের অবকাশ থাকত যে, আপনি পূর্ববর্তী তওরাত ও ইঞ্জীল পাঠ করেছেন কিংবা উদ্ধৃত করেছেন এবং কুরআন যা কিছু বলে, তা পূর্ববর্তী কিতাবসমূহেরই উদ্ধৃতি মাত্র, কোনো নতুন বিষয়বস্তু নয়।

নিরক্ষর হওয়া রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর একটি বড় মু'জিযা : আল্লাহ তা'আলা রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর নবুয়ত সপ্রমাণ করার জন্যে যেসব সুস্পষ্ট মু'জিযা প্রকাশ করেছেন, তন্মধ্যে তাঁকে পূর্ব থেকে নিরক্ষর রাখাও অন্যতম। তিনি লিখিত কোনো কিছু পাঠ করতে পারতেন না এবং নিজে কিছু লিখতেও সক্ষম ছিলেন না। এই অবস্থায়ই জীবনের চল্লিশটি বছর তিনি মক্কাবাসীদের সামনে অতিবাহিত করেন। তিনি কোনো কিতাবধারীদের সাথে মেলামেশা করেননি যে, তাদের কাছ থেকে কিছু শুনে নেবেন। কারণ মক্কায় কোনো কিতাবধারী বাস করত না। চল্লিশ বছর পূর্তির পর হঠাৎ তাঁর পবিত্র মুখ থেকে এমন কালাম উচ্চারিত হতে থাকে যা বিষয়বস্তু ও অর্থের দিক দিয়ে ছিল মু'জিযা, তেমনি শাব্দিক বিশুদ্ধতা ও ভাষালঙ্কারের দিক দিয়েও ছিল অতুলনীয়।

কোনো কোনো আলেম প্রমাণ করতে চেয়েছেন যে, তিনি প্রথমদিকে নিরক্ষর ছিলেন। এরপর আল্লাহ্ তাআলা তাঁকে লেখাপড়া শিখিয়ে দেন। প্রমাণ হিসেবে তারা হুদায়বিয়া ঘটনার একটি হাদীস উদ্ধৃত করেন যাতে বলা হয়েছে, সন্ধিপত্র লেখা হলে তাতে প্রথম مِنْ مُحَمَّدٍ عَبْدِ اللّٰهِ وَ رَسُوْلِهٖ লিখিত ছিল। এতে মুশরিকরা আপত্তি তুলল যে, আমরা আপনাকে রাসূল মেনে নিলে এই ঝগড়া কিসের? তাই আপনার নামের সাথে 'রাসূলুল্লাহ' শব্দটি আমাদের কাছে গ্রহণীয় নয়। লেখক ছিলেন হযরত আলী মুর্তাযা (রা.)। রাসূলুল্লাহ ﷺ তাঁকে শব্দটি মিটিয়ে দিতে বললেন। তিনি আদবের খাতিরে এরূপ করতে অস্বীকৃত হলেন রাসূলুল্লাহ ﷺ নিজে কাগজটি হাতে নিয়ে শব্দটি মিটিয়ে দিলেন এবং তদস্থলে مِنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ লিখে দিলেন।

এই রেওয়ায়েতে রাসূলুল্লাহ ﷺ নিজে লিখে দিয়েছেন বলা হয়েছে। এ থেকে তাঁরা বোঝে নিয়েছেন যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ লেখা জানতেন। কিন্তু সত্য এই যে, সাধারণ পরিভাষায় অপরের দ্বারা লেখানোকেও 'সে লিখেছে' বলা হয়ে থাকে। এ ছাড়া এটাও সম্ভবপর যে, এই ঘটনায় আল্লাহর পক্ষ থেকে মু'জিযা হিসেবে তিনি নিজের নামও লিখে ফেলেছেন। এতদ্ব্যতীত নামের কয়েকটি অক্ষর লিখে দিলেই কেউ নিরক্ষতার সীমা পেরিয়ে যায় না। লেখার অভ্যাস গড়ে না উঠা পর্যন্ত তাকে অক্ষরজ্ঞানহীন ও নিরক্ষরই বলা হবে। রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর লেখা জানতেন–বিনা প্রমাণে এরূপ বললে তাঁর কোনো শ্রেষ্ঠত্ব প্রমাণিত হয় না; বরং চিন্তা করলে দেখা যায় যে, নিরক্ষর হওয়ার মধ্যেই তাঁর বড় শ্রেষ্ঠত্ব নিহিত রয়েছে।

শব্দ বিশ্লেষণ :

اُتْلُ : সীগাহ امر حاضر معروف বহছ واحدمذكر حاضر বাব نَصَرَ মাসদার تِلَاوَةً মূলবর্ণ (ت - ل - و) জিনস ناقص واوى অর্থ- তুমি পাঠ কর। তুমি পাঠ করে শোনাও।

اُوْحِىَ : সীগাহ واحد مذكر غائب বহছ ماضى مجهول বাব اِفْعَالٌ মাসদার اِيْحَاءً মূলবর্ণ (و - ح - ى) জিনস لفيف مفروق অর্থ- সে প্রত্যাদিষ্ট। তাকে আদেশ করা হয়েছে।

اَقِمْ : সীগাহ امر حاضر معروف বহছ واحد مذكر حاضر বাব اِفْعَالٌ মাসদার اِقَامَةً মূলবর্ণ (ق - و - م) জিনস اجوف واوى অর্থ- তুমি প্রতিষ্ঠিত কর। তুমি কায়েম রাখ।

تَنْهٰى : সীগাহ- واحد مؤنث غائب বহছ فعل مضارع معروف বাব فَتَحَ মাসদার نَهْىٌ মূলবর্ণ (ن - ه - ى) জিনস ناقص يائى অর্থ- সে বিরত রাখে।

تَتْلُوْا : সীগাহ جمع مذكر حاضر বহছ فعل مضارع معروف বাব نَصَرَ মাসদার تِلَاوَةً মূলবর্ণ (ت - ل - و) জিনস ناقص واوى অর্থ- তোমরা পাঠ কর। তোমরা পড়।

لَارْتَابَ : সীগাহ واحد مذكر غائب বহছ ماضى معروف বাব اِفْتِعَالٌ মাসদার اِرْتِيَابٌ মূলবর্ণ (ر - ى - ب) জিনস اجوف يائى অর্থ- অবশ্যই সে সন্দেহ পোষণ করল।

বাক্য বিশ্লেষণ : فَالَّذِيْنَ اٰتَيْنٰهُمُ الْكِتٰبَ يُؤْمِنُوْنَ بِهٖ : এখানে فَاء টি تَعْرِيْفِيَّةٌ আর اَلَّذِيْنَ মুবতাদা আর اٰتَيْنَاهُمْ হলো সেলাহ। আর اٰتَيْنَا ফে'ল, যমীর نَا ফায়েল এবং هُمْ হলো মাফউলে বিহী আর اَلْكِتٰبَ হলো দ্বিতীয় মাফউলে বিহী, আর يُؤْمِنُوْنَ بِهٖ হলো اَلَّذِيْنَ -এর খবর। –[ইরাবুল কুরআন ৬ষ্ঠ খণ্ড : পৃ. ৬]

https://e-ilm.weebly.com/

https://e-ilm.weebly.com/

৫৮. আর যারা ঈমান এনেছে ও নেক কাজ করেছে, আমি তাদেরকে জান্নাতের উচ্চ প্রাসাদসমূহে স্থান দান করব ; যার নিম্নদেশে নদীসমূহ প্রবাহিত হতে থাকবে, তারা সেখানে অনন্তকাল থাকবে; [বস্তুত নেক] আমলকারীদের জন্য কতই না উত্তম পুরস্কার রয়েছে।	وَالَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَعَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ لَنُبَوِّئَنَّهُمْ مِّنَ الْجَنَّةِ غُرَفًا تَجْرِيْ مِنْ تَحْتِهَا الْاَنْهٰرُ خٰلِدِيْنَ فِيْهَا ۭ نِعْمَ اَجْرُ الْعٰمِلِيْنَ ۝٥٨
৫৯. যারা ধৈর্যধারণ করেছে এবং নিজ প্রতিপালকের উপর ভরসা করত।	الَّذِيْنَ صَبَرُوْا وَعَلٰى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُوْنَ ۝٥٩
৬০. আর অনেক প্রাণী এমন রয়েছে, যারা আপন খাদ্যদ্রব্য সংগ্রহ করে রাখে না, আল্লাহই তাদের জীবিকা পৌছিয়ে থাকেন এবং তোমাদেরকেও এবং তিনি সবকিছু শুনেন, সবকিছু জানেন।	وَكَاَيِّنْ مِّنْ دَاۗبَّةٍ لَّا تَحْمِلُ رِزْقَهَا ڰ اللّٰهُ يَرْزُقُهَا وَاِيَّاكُمْ ڮ وَهُوَ السَّمِيْعُ الْعَلِيْمُ ۝٦٠
৬১. আর আপনি যদি তাদেরকে জিজ্ঞেস করেন, তিনি কে –যিনি আসামন ও জমিনকে সৃষ্টি করেছেন এবং যিনি সূর্য ও চন্দ্রকে নিয়ন্ত্রিত করেছেন? তখন তারা এটাই বলবে যে, তিনি আল্লাহ, সুতরাং তারা আবার বিপরীত কোনদিকে চলে যাচ্ছে?	وَلَىِٕنْ سَاَلْتَهُمْ مَّنْ خَلَقَ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضَ وَسَخَّرَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ لَيَقُوْلُنَّ اللّٰهُ ۚ فَاَنّٰى يُؤْفَكُوْنَ ۝٦١
৬২. আল্লাহ নিজ বান্দাগণের মধ্যে যাকে ইচ্ছা রিজিক সচ্ছল করে থাকেন এবং যাকে ইচ্ছা সংকীর্ণ করে দেন; নিঃসন্দেহে আল্লাহ সর্ববিষয়ে সর্বজ্ঞ।	اَللّٰهُ يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَنْ يَّشَاۗءُ مِنْ عِبَادِهٖ وَيَقْدِرُ لَهٗ ۭ اِنَّ اللّٰهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيْمٌ ۝٦٢

শাব্দিক অনুবাদ :

৫৮. وَالَّذِيْنَ اٰمَنُوْا আর যারা ঈমান এনেছে وَعَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ ও নেক কাজ করেছে لَنُبَوِّئَنَّهُمْ আমি তাদেরকে স্থান দান করব مِنَ الْجَنَّةِ غُرَفًا জান্নাতের উচ্চ প্রাসাদ সমূহে تَجْرِيْ مِنْ تَحْتِهَا الْاَنْهٰرُ যার নিম্নদেশে নদীসমূহ প্রবাহিত হতে থাকবে خٰلِدِيْنَ فِيْهَا তারা সেখানে অনন্তকাল থাকবে نِعْمَ اَجْرُ الْعٰمِلِيْنَ আমলকারীদের জন্য কতইনা উত্তম পুরস্কার রয়েছে।

৫৮. الَّذِيْنَ صَبَرُوْا যারা ধৈর্যধারণ করেছে وَعَلٰى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُوْنَ এবং নিজ প্রতিপালকের উপর ভরসা করত।

৬০. وَكَاَيِّنْ مِّنْ دَاۗبَّةٍ আর অনেক প্রাণী এমন রয়েছে لَا تَحْمِلُ رِزْقَهَا যারা আপন খাদ্য সংগ্রহ করে রাখেনা اللّٰهُ يَرْزُقُهَا আল্লাহই তাদের জীবিকা পৌছিয়ে থাকেন وَاِيَّاكُمْ এবং তোমাদেরকেও وَهُوَ السَّمِيْعُ الْعَلِيْمُ তিনি সব কিছু শুনেন সবকিছু জানেন।

৬১. وَلَىِٕنْ سَاَلْتَهُمْ আর যদি আপনি তাদেরকে জিজ্ঞাসা করেন مَنْ خَلَقَ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضَ তিনি কে যিনি আসমান ও জমিনকে সৃষ্টি করেছেন وَسَخَّرَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ এবং যিনি সূর্য ও চন্দ্রকে নিয়ন্ত্রিত রেখেছেন لَيَقُوْلُنَّ اللّٰهُ তখন তারা এটাই বলবে যে, তিনি আল্লাহ فَاَنّٰى يُؤْفَكُوْنَ সুতরাং তারা আবার বিপরীত কোন দিকে চলে যাচ্ছে।

৬২. اَللّٰهُ يَبْسُطُ الرِّزْقَ আল্লাহ রিজিক সচ্ছল করে থাকেন لِمَنْ يَّشَاۗءُ যাকে ইচ্ছা مِنْ عِبَادِهٖ নিজ বান্দাগণের মধ্যে وَيَقْدِرُ لَهٗ এবং যাকে ইচ্ছা সংকীর্ণ করে দেন اِنَّ اللّٰهَ بِكُلِّ شَيْءٍ নিঃসন্দেহে আল্লাহ সর্ব বিষয়ে عَلِيْمٌ সর্বজ্ঞ।

https://e-ilm.weebly.com/

https://e-ilm.weebly.com/

হে ইবনে ওমর! যারা খাদ্যশস্য জমিয়ে রেখেও নিজেদের ভবিষ্যৎ সম্পর্কে চিন্তামগ্ন থাকে তাদের ব্যাপারে তোমার ধারণা কি? হযরত ইবনে ওমর (রা.) বলেন, আল্লাহ পাকের কসম! আমি ঐ বাগানে থাকতেই রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর উপর অত্র আয়াত নাজিল হয়। ওহী নাজিল হওয়ার পর তিনি ইরশাদ করেন যে, আমাকে ধন ভাণ্ডার জমা করার অনুমতি দেওয়া হয়নি। আমি আমার প্রবৃত্তির চাহিদা পূরণ করব না। আমি টাকা পয়সাও জমা করব না। আজকের দিন চলে আগামীকাল ও চলবে সে পরিমাণ খাদ্যও আমি সঞ্চয় করব না।

সূরার প্রথম থেকে এ পর্যন্ত মুসলমানগণের প্রতি কাফেরদের শত্রুতা, তাওহীদ ও রেসালত অস্বীকার এবং সত্য ও সত্যপন্থিদের পথে নানারকম বাধা-বিঘ্ন বর্ণিত হয়েছে। আলোচ্য আয়াতে মুসলমানগণের জন্যে কাফেরদের অনিষ্ট থেকে আত্মরক্ষা করা, সত্য প্রচার করা এবং দুনিয়াতে ন্যায় ও সুবিচার প্রতিষ্ঠা করার একটি কৌশল বর্ণনা করা হয়েছে। এই কৌশলের নাম 'হিজরত' তথা দেশত্যাগ। অর্থাৎ যে দেশে সত্যের বিরুদ্ধে কথা বলতে ও কাজ করতে বাধ্য করা হয়, সেই দেশ পরিত্যাগ করা।

হিজরতের বিধি-বিধান ও এ সম্পর্কিত সন্দেহের নিরসন : إِنَّ أَرْضِي وَاسِعَةٌ فَإِيَّايَ فَاعْبُدُونِ আল্লাহ্ বলেছেন, আমার পৃথিবী প্রশস্ত। কাজেই কারও এই ওজর গ্রহণ করা হবে না যে, অমুক শহরে অথবা অমুক দেশে কাফেররা প্রবল ছিল বিধায় আমরা তাওহীদ ও ইবাদত পালনে অপারগ ছিলাম। তাদের উচিত, যে দেশে কুফর ও অবাধ্যতা করতে বাধ্য করা হয়, আল্লাহর জন্যে সেই দেশত্যাগ করা এবং এমন কোনো স্থান তালাশ করা, যেখানে স্বাধীন ও মুক্ত পরিবেশে আল্লাহর নির্দেশাবলি নিজেরাও পালন করতে পারে এবং অপরকেও উদ্বুদ্ধ করতে পারে, একেই হিজরত বলা হয়।

স্বদেশ পরিত্যাগ করে অন্যত্র যাবার মধ্যে মানুষ স্বভাবত: দুই প্রকার আশঙ্কা ও বাধার সম্মুখীন হয়। (এক) নিজের প্রাণের আশঙ্কা যে, স্বদেশ ত্যাগ করে অন্যত্র রওয়ানা হলে পথিমধ্যে স্থানীয় কাফেররা বাধা দেবে এবং যুদ্ধ করতে উদ্যত হবে। এ ছাড়া অন্য কাফেরদের সাথেও প্রাণঘাতী সংঘর্ষের আশঙ্কা বিদ্যমান থাকে। পরবর্তী আয়াতে এই আশঙ্কার জওয়াব দেওয়া হয়েছে যে, كُلُّ نَفْسٍ ذَائِقَةُ الْمَوْتِ অর্থাৎ জীবমাত্রই মৃত্যুর স্বাদ গ্রহণ করবে। কেউ কোথাও কোনো অবস্থাতেই মৃত্যুর কবল থেকে রক্ষা পাবে না। কাজেই মৃত্যুর ভয়ে অস্থির হওয়া মু'মিনের কাজ হতে পারে না। হেফাজতের যত ব্যবস্থাই সম্পন্ন করা হোক না কেন, মৃত্যু সর্বাবস্থায় আগমন করবে। মু'মিনের বিশ্বাস এই যে, আল্লাহর নির্ধারিত সময়ের পূর্বে মৃত্যু আসতে পারে না। তাই স্বস্থানে থাকা অথবা হিজরত করে অন্যত্র চলে যাওয়ার মধ্যে মৃত্যুর ভয় অন্তরায় না হওয়া উচিত। বিশেষতঃ আল্লাহর নির্দেশাবলি পালন করা অবস্থায় মৃত্যু আসা চিরস্থায়ী সুখ ও নিয়ামতের কারণ। পরকালে এই সুখ ও নিয়ামত পাওয়া যাবে। পরবর্তী দুই আয়াতে এর উল্লেখ আছে–

وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَنُبَوِّئَنَّهُمْ مِنَ الْجَنَّةِ غُرَفًا .....-

হিজরতের পথে দ্বিতীয় আশঙ্কা এই যে, অন্য দেশে যাওয়ার পর রুজি রোজগারের কি ব্যবস্থা হবে? জন্মস্থানে তো মানুষ কিছু পৈতৃক সম্পত্তি, কিছু নিজের উপার্জন দ্বারা বিষয়-সম্পত্তির ব্যবস্থা করে থাকে। হিজরতের সময় এগুলো সব এখানে থেকে যাবে। কাজেই পরবর্তী পর্যায়ে জীবননির্বাহ কিরূপে হবে? পরের আয়াতত্রয়ে এর জওয়াব দেওয়া হয়েছে যে, অর্জিত আসবাবপত্রকে রিজিকের যথেষ্ট কারণ মনে করা ভুল। প্রকৃতপক্ষে আল্লাহ্ তাআলাই রিজিক দান করেন। তিনি ইচ্ছা করলে বাহ্যিক আয়োজন ছাড়াও রিজিকের যথেষ্ট কারণ মনে করা ভুল। প্রকৃতপক্ষে আল্লাহ্ তা'আলাই রিজিক দান করেন। তিনি ইচ্ছা করলে বাহ্যিক আয়োজন ছাড়াও রিজিক দান করেন এবং ইচ্ছা না করলে সব আয়োজন সত্ত্বেও মানুষ সুযোগ থেকে বঞ্চিত থাকতে পারে। প্রমাণস্বরূপ প্রথম বলা হয়েছে, وَكَأَيِّنْ مِنْ دَابَّةٍ لَا تَحْمِلُ رِزْقَهَا اللَّهُ يَرْزُقُهَا وَإِيَّاكُمْ অর্থাৎ, চিন্তা কর, পৃথিবীতে বিচরণকারী এমন হাজারো জীব-জন্তু আছে যারা খাদ্য সঞ্চয় করার কোনো ব্যবস্থা করে না। কিন্তু আল্লাহ, তা'আলা নিজ কৃপায় প্রত্যহ তাদেরকে খাদ্য সরবরাহ করেন। পণ্ডিতগণ বলেন, সাধারণ জীব-জন্তু এরূপই। কেবল পিপীলিকা ও ইঁদুর তাদের খাদ্য গর্তে সঞ্চিত রাখার ব্যবস্থা করে। পিপীলিকা শীতকালে বাইরে আসে না। তাই গ্রীষ্মকালে গর্তে খাদ্য সঞ্চয়ের জন্যে চেষ্টা করে। জনশ্রুতি এই যে, পক্ষীকুলের মধ্যে কাকও তার খাদ্য বাসায় সঞ্চিত রাখে, কিন্তু রাখার পর বেমালুম ভুলে যায়। মোটকথা, পৃথিবীর অসংখ্য ও অগণিত প্রকার জীব-জন্তুর মধ্যে অধিকাংশের অবস্থা এই যে, তারা খাদ্য সংগ্রহ করার পর আগামীকালের জন্যে তা সঞ্চিত রাখে না এবং এর প্রয়োজনীয়

https://e-ilm.weebly.com/

সাজ-সরঞ্জামও তাদের নেই। হাদীসে আছে– পক্ষীকুল সকালে ক্ষুধার্ত অবস্থায় বাসা থেকে বের হয় এবং সন্ধ্যায় উদরপূর্তি করে ফিরে আসে। তাদের না আছে ক্ষেত-খোলা, না আছে জমি ও বিষয় সম্পত্তি। তারা কোনো কারখানা অথবা অফিসের কর্মচারীও নয়। তারা আল্লাহ তা'লার উন্মুক্ত পৃথিবীতে বিচরণ করে এবং পেটচুক্তি খাদ্যলাভ করে। এটা একদিনের ব্যাপার নয়- বরং তাদের আজীবন কর্মধারা।

রিজিকের আসল উপায় আল্লাহর দান, পরবর্তী আয়াতে তাই ব্যক্ত হয়েছে। আল্লাহ বলেন, স্বয়ং কাফেরদের জিজ্ঞেস করুন, কে নভোমণ্ডল ও ভূ-মণ্ডল সৃষ্টি করেছে? চন্দ্র-সূর্য কার আজ্ঞাধীনে পরিচালিত হচ্ছে। বৃষ্টি কে বর্ষণ করে? বৃষ্টি দ্বারা মাটি থেকে উদ্ভিদ কে উৎপন্ন করে? এসব প্রশ্নের জওয়াবে মুশরিকরাও স্বীকার করবে যে, এসব আল্লাহরই কাজ। আপনি বলুন, তা হলে তোমরা আল্লাহর পরিবর্তে অপরের পূজাপাট ও অপরকে অভিভাবক কিরূপে মনে কর?

মোটকথা, হিজরতের পথে দ্বিতীয় বাধা ছিল জীবিকার চিন্তা। এটাও মানুষের ভুল। জীবিকা সরবরাহ করা মানুষের অথবা তার উপার্জিত সাজ-সরঞ্জামের আওতাধীন নয়; বরং এটা সরাসরি আল্লাহর দান। তিনিই এ দেশে এর সাজ-সরঞ্জাম দিয়েছিলেন, অন্য দেশেও তিনি তা দিতে পারেন। সাজ-সরঞ্জাম ছাড়াও তিনি জীবনোপকরণ দান করতে সক্ষম। কাজেই এটা হিজরতের পথে অন্তরায় হওয়া ঠিক নয়।

হিজরত কখন ফরজ অথবা ওয়াজিব হয়? : হিজরতের সংজ্ঞা, শ্রেষ্ঠত্ব ও কল্যাণ সূরা নিসা-এর ৯৭ থেকে ১০০ আয়াতে এবং বিধি-বিধান এই সূরারই ৮৯ আয়াতের অধীনে বর্ণিত হয়েছে। একটি বিষয়বস্তু সেখানে বর্ণিত হয়নি, তাই এখানে বর্ণনা করা হচ্ছে।

রাসূলুল্লাহ ﷺ যখন খোদায়ী নির্দেশে মক্কা থেকে হিজরত করেন এবং সব মুসলমানকে সামর্থ্য থাকলে হিজরত করার আদেশ দেন, তখন মক্কা থেকে হিজরত করা নারী পুরুষ নির্বিশেষে সবার উপর 'ফরজে আইন' ছিল। অবশ্য যাদের হিজরত করার সামর্থ্যই ছিল না, তাদের কথা ভিন্ন।

সে যুগে হিজরত শুধু ফরজই নয়; মুসলমান হাওয়ার আলামত ও শর্তরূপেও গণ্য হতো। সামর্থ্য থাকা সত্ত্বেও যে হিজরত করত না, তাকে মুসলমান গণ্য করা হতো না এবং তার সাথে কাফেরের অনুরূপ ব্যবহার করা হতো। حَتّٰى يُهَاجِرُوْا فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ আয়াতে একথা বলা হয়েছে। তখন ইসলামে হিজরতের মর্যাদা ছিল কলেমায়ে শাহাদতের অনুরূপ। এই কলেমা যেমনি ফরজ, তেমনি মুসলমান হওয়ার শর্তও। শক্তি থাকা সত্ত্বেও এই কলেমা মুখে উচ্চারণ না করলে অন্তরে বিশ্বাস থাকলেও সে মুসলমান গণ্য হবে না। তবে যে ব্যক্তি এই কালেমা মুখে উচ্চারণ করতে অক্ষম, তার কথা ভিন্ন। এমনিভাবে যারা হিজরত করতে সক্ষম ছিল না, তাদেরকে উপরিউক্ত আইনের আওতাবহির্ভূত রাখা হয়। সূরা নিসার (৯৮) اِلَّا الْمُسْتَضْعَفِيْنَ আয়াতে তাই বলা হয়েছে। পক্ষান্তরে যারা সক্ষম হওয়া সত্ত্বেও মক্কায় অবস্থান করছিল, اِنَّ الَّذِيْنَ تَوَفّٰهُمُ الْمَلٰٓئِكَةُ থেকে পর্যন্ত আয়াতে তাদের জন্যে জাহান্নামের শাস্তিবাণী উচ্চারিত হয়েছে।

মক্কা বিজিত হয়ে গেলে হিজরতের উপরিউক্ত আদেশে রহিত হয়ে যায়। কারণ তখন মক্কা স্বয়ং দারুল-ইসলামে রূপান্তরিত হয়েছিল। রাসূলুল্লাহ ﷺ তখন এই মর্মে আদেশ জারি করেন, لَا هِجْرَةَ بَعْدَ الْفَتْحِ অর্থাৎ, মক্কা বিজিত হওয়ার পর মক্কা থেকে হিজরত অনাবশ্যক। কুরআন ও হাদীস দ্বারাই মক্কা থেকে হিজরত ফরজ হওয়া, অতঃপর তা রহিত হওয়া প্রমাণিত। ফিকহবিদগণ এই বিশেষ ঘটনা থেকে নিম্নোক্ত মাসআলা চয়ন করেছেন :

মাসআলা : যে শহর অথবা দেশে ধর্মের উপর কায়েম থাকার স্বাধীনতা নেই, যেখানে কুফর, শিরক অথবা শরিয়তের বিরুদ্ধাচারণ করতে বাধ্য করা হয়, সেখান থেকে হিজরত করে ধর্মপালনে স্বাধীনতা সম্পন্ন দেশে চলে যাওয়া ওয়াজিব, তবে যার সফর করার শক্তি নেই কিংবা তদ্রূপ স্বাধীন ও মুক্ত দেশই যদি পাওয়া না যায় তাহলে এমতাবস্থায় তার ওজর আইনতঃ গ্রহণীয় হবে।

মাসআলা : কোনো দারুল-কুফরে ধর্মীয় বিধানাবলি পালন করার স্বাধীনতা থাকলে সেখান থেকে হিজরত করা ফরজ ও ওয়াজিব নয়, কিন্তু মোস্তাহাব। অবশ্য এজন্যে দারুল-কুফর হওয়া জরুরি নয়; বরং 'দারুল ফিসক' (পাপাচারের দেশ) যেখানে প্রকাশ্যে শরিয়তের নির্দেশাবলি অমান্য করা হয়, সেখান থেকেও হিজরত করার হুকুম এরূপ। যদিও শাসক মুসলমান হওয়ার কারণে একে দারুল-ইসলাম বলা হয়ে থাকে।

https://e-ilm.weebly.com/

হাফেজ ইবনে হাজার (র.) ফতহুল-বারীতে এই বিবরণ লিপিবদ্ধ করেছেন। হানাফী মাযহাবের কোনো ধারাই এর পরিপন্থি নয়। মুসনাদে আহমদে আবূ ইয়াহইয়া থেকে বর্ণিত রেওয়ায়াতেও এর পক্ষে সাক্ষ্য দেয় যাতে রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন, اَلْبِلَادُ بِلَادُ اللّٰهِ وَالْعِبَادُ عِبَادُ اللّٰهِ حَيْثُمَا اَصَبْتَ خَيْرًا فَاَقِمْ অর্থাৎ, সব নগরীই আল্লাহর নগরী এবং সব বান্দা আল্লাহর বান্দা। কাজেই যেখানে তুমি কল্যাণের সামগ্রী দেখতে পাও, সেখানেই অবস্থান কর।-(ইবনে-কাসীর) হযরত সাঈদ ইবনে জুবায়র বলেন, যে শহরে ব্যাপকহারে গোনাহ্ ও অশ্লীল কাজ হয়, সেই শহর ছেড়ে দাও। হযরত আতা বলেন, কোনো শহরে তোমাকে গোনাহ করতে বাধ্য করা হলে সেখান থেকে পালিয়ে যাও।-(ইবনে কাসীর)

শব্দ বিশ্লেষণ :

بَغْتَةً : অর্থ– একাকী, একবার, অকস্মাৎ।

يَغْشٰهُمْ : সীগাহ واحد مذكر غائب বহছ فعل مضارع معروف বাব سَمِعَ মাসদার اَلْغَشْىُ - اَلْغِشْيَانُ মূলবর্ণ (غ - ش - ى) জিনস ناقص يائى অর্থ– সে তাদের ঘেরাও করবে।

لَنُبَوِّئَنَّهُمْ : সীগাহ جمع متكلم বহছ فعل مستقبل معروف درفعل لام تاكيد بانون تاكيد ثقيله বাবে تَفْعِيْل মাসদার تَبْوِيَةً মূলবর্ণ (ب - و - ء) জিনস مركب (اجوف واوى এবং مهموز لام) অর্থ- আমরা অবশ্যই তাদের জায়গা দেব।

غُرَفًا : ইসম- বহুবচন, একবচন غُرْفَةً অর্থ- উঁচু স্থান, বালাখানা, জান্নাতের ভিতরের আলিশান প্রাসাদ।

يُؤْفَكُوْنَ : সীগাহ جمع مذكر غائب বহছ مضارع مجهول বাব ضَرَبَ মাসদার اِفْكٌ মূলবর্ণ (ا - ف - ك) জিনস مهموز فاء অর্থ- বিপরীত দিকে চলে যাবে।

فَاَحْيَا : فاء তাকীবিয়্যাহ, اَحْيَا সীগাহ واحد مذكر غائب বহছ فعل ماضى معروف বাবে اِفْعَالٌ মাসদার اِحْيَاءٌ মূলবর্ণ (ح - ى - ى) জিনস لفيف مقرون অর্থ- এর পর তিনি জীবন্ত করেন।

বাক্য বিশ্লেষণ :

كُلُّ نَفْسٍ ذَائِقَةُ الْمَوْتِ ثُمَّ اِلَيْنَا تُرْجَعُوْنَ : এখানে كُلُّ نَفْسٍ হলো মুবতাদা। আর ذَائِقَةُ الْمَوْتِ হলো তার খবর। আর ثُمَّ হলো হরফে আতফ। আর اِلَيْنَا হলো تُرْجَعُوْنَ-এর সাথে متعلق ; আর تُرْجَعُوْنَ হলো ফে'ল আর তার যমীর হলো নায়েবে ফায়েল।

https://e-ilm.weebly.com/

https://e-ilm.weebly.com/

৬৮. আর তার চেয়ে অধিক অবিচারী কে হবে? যে আল্লাহর উপর মিথ্যা রচনা করে এবং সত্য বিষয় তার নিকট পৌঁছলে সে তা অবিশ্বাস করে; এরূপ কাফেরদের ঠিকানা কি জাহান্নামে হবে না?	وَمَنْ اَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرٰى عَلَى اللّٰهِ كَذِبًا اَوْ كَذَّبَ بِالْحَقِّ لَمَّا جَآءَهٗ ؕ اَلَيْسَ فِىْ جَهَنَّمَ مَثْوًى لِّلْكٰفِرِيْنَ ﴿٦٨﴾
৬৯. আর যারা আমার রাস্তায় কষ্ট সহ্য করে, আমি তাদেরকে অবশ্যই আমার পথসমূহ দেখাব; [যে পথে তারা বেহেশতে পৌঁছবে।] এবং নিঃসন্দেহে আল্লাহ তা'আলা এরূপ খাঁটি লোকদের সঙ্গে রয়েছেন।	وَالَّذِيْنَ جَاهَدُوْا فِيْنَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا ؕ وَاِنَّ اللّٰهَ لَمَعَ الْمُحْسِنِيْنَ ﴿٦٩﴾ ع

শাব্দিক অনুবাদ :

৬৮. وَمَنْ اَظْلَمُ আর তার চেয়ে কে অধিক অবিচারী হবে مِمَّنِ افْتَرٰى عَلَى اللّٰهِ كَذِبًا যে আল্লাহর উপর মিথ্যা রচনা করে اَوْ كَذَّبَ بِالْحَقِّ لَمَّا جَآءَهٗ এবং সত্য বিষয় তার নিকট পৌঁছলে সে তা অবিশ্বাস করে اَلَيْسَ فِىْ جَهَنَّمَ কি জাহান্নামে হবে না? مَثْوًى لِّلْكٰفِرِيْنَ এরূপ কাফেরদের ঠিকানা।

৬৯. وَالَّذِيْنَ جَاهَدُوْا فِيْنَا আর যারা আমার রাস্তায় কষ্ট সহ্য করে لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا আমি তাদেরকে অবশ্যই আমার পথসমূহ দেখাব وَاِنَّ اللّٰهَ لَمَعَ الْمُحْسِنِيْنَ এবং নিঃসন্দেহে আল্লাহ তা'আলা এরূপ খাঁটি লোকদের সঙ্গে রয়েছেন।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

اَوَلَمْ يَرَوْا اَنَّا جَعَلْنَا حَرَمًا...................... وَبِنِعْمَةِ اللّٰهِ يَكْفُرُوْنَ (٦٧)

শানে নুযূল : মুশরিকরা ঈমান না আনার এক অজুহাত এই পেশ করল যে, তারা রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর আনীত ধর্মকে সত্য ও সঠিক বলে বিশ্বাস করে; কিন্তু ইসলাম গ্রহণ করার মধ্যে তারা তাদের প্রাণনাশের আশঙ্কা অনুভব করে। কারণ সমগ্র আরব ইসলামের বিরোধী, তারা মুসলমান হয়ে গেলে অবশিষ্ট আরব তাদেরকে দেশ থেকে উচ্ছেদ করবে এবং প্রাণে বধ করবে। -(রূহুল মা'আনী)

এর জবাবে আল্লাহ তা'আলা বলেন, তাদের এই অজুহাতও অন্তঃসার শূন্য। আল্লাহ তা'আলা বায়তুল্লাহর কারণে মক্কাবাসীদেরকে এমন মাহাত্ম্য দান করেছেন, যা পৃথিবীর কোনো স্থানের অধিবাসীর ভাগ্যে জুটেনি। আল্লাহ বলেন, আমি সমগ্র মক্কাভূমিকে হরম তথা আশ্রয়স্থল করে দিয়েছি। মু'মিন, কাফের নির্বিশেষে আরবের বাসিন্দারা সবাই হেরেমের প্রতি সম্মান প্রদর্শন করে এতে খুন খারাবি হারাম মনে করে। মানুষ তো মানুষ, এখানে শিকার বধ করা এবং বৃক্ষ কর্তন করাও সবার মতে অবৈধ। বহিরাগত কোনো ব্যক্তি হেরেমে প্রবেশ করলে সেও হত্যার কারণ থেকে নিরাপদ হয়ে যায়। অতএব, মক্কার বাসিন্দারা যদি ইসলাম গ্রহণ করার ক্ষেত্রে প্রাণনাশের আশঙ্কা আছে বলে অজুহাত পেশ করে, তবে সেটা খোঁড়া অজুহাত নয় কি। (মাআরেফুল কুরআন)

وَالَّذِيْنَ جَاهَدُوْا فِيْنَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا وَاِنَّ اللّٰهَ لَمَعَ الْمُحْسِنِيْنَ (٦٩)

শানে নুযূল : অত্র সূরার প্রথম আয়াতখানি যখন অবতীর্ণ হয় তখন মক্কার অবশিষ্ট মুসলমানগণ ও হিজরত করার ইচ্ছা করে। কিন্তু কিছু সংখ্যক মুশরিক তাদেরকে হিজরত করতে বাধা দেয়। অতঃপর তারা জোরপূর্বক হিজরত করতে যেয়ে মুশরিকদের সাথে যুদ্ধ সংঘটিত হয়। তাতে কিছু সংখ্যক কাফের মারা যায় ও কিছু সংখ্যক মুসলমান শহীদ হন। যারা বেঁচে ছিলেন তারা মদিনায় উপস্থিত হন। এ পরিপ্রেক্ষিতে উক্ত আয়াত নাজিল হয়।

https://e-ilm.weebly.com/

পূর্ববর্তী আয়াতসমূহে কাফের ও মুশরিকদের এই অবস্থা বর্ণিত হয়েছে যে, নভোমণ্ডল ও ভূমণ্ডলের সৃষ্টি, সূর্য ও চন্দ্রের ব্যবস্থাপনা, বারিবর্ষণ ও তা দ্বারা উদ্ভিদ উৎপন্ন করার সমস্ত কাজ-কারবার যে আল্লাহ তা'আলার নিয়ন্ত্রণাধীন, একথা তারাও স্বীকার করে। এ ব্যাপারে কোনো প্রতিমা ইত্যাদিকে তারা শরিক মনে করে না। কিন্তু এরপরও তারা খোদায়ীতে প্রতিমাদেরকে শরিক সাব্যস্ত করে। এর কারণ বলা হয়েছে যে, اَكْثَرُ هُمْ لَا يَعْقِلُوْنَ অর্থাৎ, তাদের অধিকাংশই বোঝে না।

এখানে প্রশ্ন হয় যে, তারা উন্মাদ পাগল তো নয়; বরং চালাক ও সমঝদার। দুনিয়ার বড় বড় কাজ-কারবার সুচারুরূপে সম্পন্ন করে। এতে তাদের অবুঝ হয়ে যাওয়ার কারণ কি? এর জওয়াব আলোচ্য আয়াতসমূহের প্রথম আয়াতে এই দেওয়া হয়েছে যে, দুনিয়া এবং দুনিয়ার বৈষয়িক ও ধ্বংসশীল কামনা-বাসনার আসক্তি তাদেরকে পরকাল ও পরিণামের চিন্তা-ভাবনা থেকে অন্ধ ও অবুঝ করে দিয়েছে। অথচ এই পার্থিবজীবন ক্রীড়া-কৌতুক অর্থাৎ সময় ক্ষেপণের বৃত্তি বৈ কিছুই নয় পারলৌকিক জীবনই-প্রকৃত ও অক্ষয় জীবন।

وَمَا هٰذِهِ الْحَيٰوةُ الدُّنْيَا اِلَّا لَهْوٌ وَّلَعِبٌ وَّاِنَّ الدَّارَ الْاٰخِرَةَ لَهِىَ الْحَيَوَانُ - এখানে حَيَوَانٌ শব্দটির ধাতুগত অর্থ হচ্ছে হায়াত তথা জীবন।- (কুরতুবী)

এতে পার্থিবজীবনকে ক্রীড়াকৌতুক বলা হয়েছে। উদ্দেশ্য এই যে, ক্রীড়াকৌতুকের যেমন কোনো স্থিতি নেই এবং এর দ্বারা কোনো বড় সমস্যার সমাধান হয় না, অল্পক্ষণ পরেই সব তামাশা খতম হয়ে যায়, পার্থিবজীবনের অবস্থাও তদ্রূপ।

পরবর্তী আয়াতে মুশরিকদের আরও একটি মন্দ অবস্থা এই বর্ণিত হয়েছে যে, তারা জগৎ সৃষ্টির কাজে আল্লাহকে একক স্বীকার করা সত্ত্বেও খোদায়ীতে প্রতিমাদেরকে অংশীদার মনে করে। তাদের এই অবস্থার চাইতেও আশ্চর্যজনক অবস্থা এই যে, তাদের উপর যখন কোনো বড় বিপদ পতিত হয়, তখনও তারা বিশ্বাস ও স্বীকার করে যে, এ ব্যাপারে কোনো প্রতিমা আমাদের সাহায্যকারী হতে পারে না। বিপদ থেকে একমাত্র আল্লাহ তাআলাই উদ্ধার করতে পারেন। উদাহরণস্বরূপ বলা হয়েছে যে, তারা যখন সমুদ্রে ভ্রমণরত থাকে এবং জাহাজ নিমজ্জিত হওয়ার আশঙ্কা দেখা দেয়, তখন এই আশঙ্কা দূর করার জন্যে কোনো প্রতিমাকে ডাকার পরিবর্তে তারা একমাত্র আল্লাহ্ তা'আলাকেই ডাকে। আল্লাহ তা'আলা তাদের অসহায়ত্ব এবং সাময়িকভাবে জগতের সব অবলম্বন থেকে বিচ্ছিন্নতার ভিত্তিতে তাদের দোয়া কবুল করেন এবং উপস্থিত ধ্বংসের কবল থেকে উদ্ধার করেন। কিন্তু জালেমরা যখন তীরে পৌঁছে স্বস্তির নিশ্বাস ফেলে, তখন পুনরায় প্রতিমাদেরকে শরিক বলতে শুরু করে। فَاِذَا رَكِبُوْا فِى الْفُلْكِ – আয়াতের উদ্দেশ্য তাই।

এই আয়াত থেকে জানা গেল যে, কাফেরও যখন নিজেকে অসহায় মনে করে তখন আল্লাহকেই ডাকে এবং বিশ্বাস করে যে, আল্লাহ ব্যতীত এই বিপদ থেকে তাকে কেউ উদ্ধার করতে পারবে না, তখন আল্লাহ তা'আলা কাফেরেরও দোয়া কবুল করে নেন। কেননা সে مُضْطَرٌّ তথা অসহায়। আল্লাহ তাআলা অসহায়ের দোয়া কবুল করার ওয়াদা করেছেন।-(কুরতুবী) অন্য এক আয়াতে আছে وَمَا دُعَاءُ الْكٰفِرِيْنَ اِلَّا فِىْ ضَلٰلٍ অর্থাৎ কাফেরদের দোয়া গ্রহণযোগ্য নয়। বলাবাহুল্য, এটা পরকালের অবস্থা। সেখানে কাফেররা আজাব নিষ্কৃতি লাভের জন্য দোয়া করবে; কিন্তু কবুল করা হবে না।

اَوَلَمْ يَرَوْا اَنَّا جَعَلْنَا حَرَمًا اٰمِنًا উপরের আয়াতসমূহে মক্কার মুশরিকদের মুর্খতাসুলভ কর্মকাণ্ড আলোচিত হয়েছিল যে, সবকিছুর স্রষ্টা ও মালিক আল্লাহ তাআলাকে স্বীকার করা সত্ত্বেও তারা পাথরের স্বনির্মিত প্রতিমাকে তার খোদায়ীর অংশীদার সাব্যস্ত করে। তারা আল্লাহ তা'আলাকে শুধু জগৎ সৃষ্টির মালিক মনে করে না; বরং বিপদ থেকে মুক্তি দেওয়াও তাঁরই ক্ষমতাধীন বলে বিশ্বাস করে। কিন্তু মুক্তির পর আবার শিরকে লিপ্ত হয়। কোনো কোনো মুশরিকের এক অজুহাত এরূপও পেশ করা হতো যে, তারা রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর আনীত ধর্মকে সত্য ও সঠিক বলে বিশ্বাস করে; কিন্তু ইসলাম গ্রহণ করার মধ্যে তারা তাদের প্রাণনাশের আশঙ্কা অনুভব করে। কারণ সমগ্র আরব ইসলামের বিরোধী। তারা মুসলমান হয়ে গেলে অবশিষ্ট আরব তাদেরকে দেশ থেকে উচ্ছেদ করবে এবং প্রাণে বধ করবে।-(রূহুল-মা'আনী)

এর জওয়াবে আল্লাহ তা'আলা বলেন যে, তাদের এই অজুহাতও অন্তঃসার শূন্য। আল্লাহ তা'আলা বায়তুল্লাহর কারণে মক্কাবাসীদেরকে এমন মাহাত্ম্য দান করেছেন, যা পৃথিবীর কোনো স্থানের অধিবাসীদের ভাগ্যে জুটেনি। আল্লাহ বলেন, আমি সমগ্র মক্কাভূমিকে হরম তথা আশ্রয়স্থল করে দিয়েছি। মুমিন, কাফের নির্বিশেষে আরবের বাসিন্দারা সবাই হরমের প্রতি সম্মান প্রদর্শন করে এতে খুন খারাবি হারাম মনে করে। মানুষ তো মানুষ, এখানে শিকার বধ করা এবং বৃক্ষ কর্তন

https://e-ilm.weebly.com/

করাও সবার মতে অবৈধ। বহিরাগত কোনো ব্যক্তি হরমে প্রবেশ করলে সে-ও হত্যার কবল থেকে নিরাপদ হয়ে যায়। অতএব মক্কার বাসিন্দারা যদি ইসলাম গ্রহণ করার ক্ষেত্রে প্রাণনাশের আশঙ্কা আছে বলে অজুহাত পেশ করে, তবে সেটা খোঁড়া অজুহাত বৈ নয়।

وَالَّذِيْنَ جٰهَدُوْا فِيْنَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا - এর আসল অর্থ ধর্মের পথে বাধা বিপত্তি দূর করার জন্যে পূর্ণ শক্তি ব্যয় করা। কাফের ও পাপিষ্ঠদের পক্ষ থেকে আগত বাধা-বিপত্তি এবং প্রবৃত্তি ও শয়তানের পক্ষ থেকে আগত বাধা-বিপত্তি সবই এর অন্তর্ভুক্ত। তবে জেহাদের সর্বশ্রেষ্ঠ প্রকার হচ্ছে কাফেরদের বিরুদ্ধে যুদ্ধে অবতীর্ণ হওয়া।

উভয় প্রকার জেহাদের পরিপ্রেক্ষিতে আলোচ্য আয়াতে ওয়াদা করা হয়েছে যে, যারা জেহাদ করে, আমি অবশ্যই তাদেরকে আমার পথে পরিচালিত করি। অর্থাৎ যেসব ক্ষেত্রে ভালো-মন্দ, সত্য-মিথ্যা অথবা উপকার ও অপকার সন্দেহ জড়িত থাকে, কোন পথ ধরতে হবে তা চিন্তা করে কুল-কিনারা পাওয়া যায় না, সেসব ক্ষেত্রে আল্লাহ্ তা'আলা জেহাদকারীদেরকে সোজা, সরল ও সুগম পথ বলে দেন। অর্থাৎ যে পথে তাদের কল্যাণ নিহিত, সে পথের দিকে মনকে আকৃষ্ট করে দেন।

ইলম অনুযায়ী আমল করলে ইলম বাড়ে : এই আয়াতের তাফসীরে হযরত আবুদ্দারদা (রা.) বলেন, আল্লাহ প্রদত্ত ইলম অনুযায়ী আমল করার জন্যে যারা জেহাদ করে, আমি তাদের সামনে নতুন ইলমের দ্বারা খুলে দেই। ফুযায়ল ইবনে আয়ায বলেন, যারা বিদ্যার্জনে ব্রতী হয়, আমি তাদের জন্যে আমলও সহজ করে দেই। -(মাযহারী)

https://e-ilm.weebly.com/

শব্দ বিশ্লেষণ :

دَعَوْا : সীগাহ جمع مذكر غائب বহছ فعل ماضى معروف বাব نَصَرَ মাসদার دُعَاءً মূলবর্ণ (د – ع – و) জিনস ناقص واوى অর্থ- তারা ডাকে।

لِيَتَمَتَّعُوْا : সীগাহ جمع مذكر غائب বহছ مضارع معروف বাবে تَفَعُّلْ মাসদার تَمَتُّعٌ মূলবর্ণ (م – ت – ع) জিনস صحيح অর্থ- উপকার লাভ করা, সন্তুষ্টি হাসিল করা।

يُتَخَطَّفُ : সীগাহ واحد مذكر غائب বহছ مضارع مجهول বাব تَفَعُّلْ মাসদার تَخَطُّفٌ মূলবর্ণ (خ – ط – ف) জিনস صحيح অর্থ- ছিনিয়ে নেওয়া। কেড়ে নেওয়া।

اِفْتَرٰى : সীগাহ واحد مذكر غائب বহছ ماضى معروف বাব اِفْتِعَالْ মাসদার اِفْتِرَاءً মূলবর্ণ (ف – ر – ى) জিনস ناقص يائى অর্থ- সে মিথ্যা কথা বানায়। সে মিথ্যা অপবাদ দেয়। মিথ্যা অপবাদ দেওয়া।

مَثْوًى : মুফরাদ ইসমে যরফে মাকান। বহুবচনে مَثَاوِىْ অর্থ- অবতরণস্থল। দীর্ঘ সময় অবস্থান করার স্থান। ثَوًى . ثَوَاءً (স্বয়ং মুতা'আদ্দি) কোনো স্থানে অবস্থান করা। দাঁড়ানো, বাব ضَرَبَ ।

لَنَهْدِيَنَّهُمْ : সীগাহ جمع متكلم বহছ لام تاكيد بانون تاكيد ثقيله درفعل مستقبل معروف যমীরে هُمْ - মাফউল। বাব ضَرَبَ মাসদার هِدَايَةً মূলবর্ণ (ه – د – ى) জিনস ناقص يائى অর্থ- আমরা তাদেরকে অবশ্যই বলে দিব। অবশ্যই তাদেরকে আমরা পরিচালিত করব।

বাক্য বিশ্লেষণ :

وَمَنْ اَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرٰى عَلَى اللّٰهِ كَذِبًا اَوْ كَذَّبَ بِالْحَقِّ لَمَّا جَآءَهٗ : এখানে واو হরফটি استئنافية এবং مَنْ হলো নফীর অর্থবোধক اسم استفهام যা رفع -এর স্থানে এসে مبتدأ হয়েছে এবং اَظْلَمُ হলো خبر অতঃপর مِمَّنِ হলো اَظْلَمُ ফে'লের সাথে متعلق এবং افْتَرٰى عَلَى اللّٰهِ বাক্যটি হলো صلة আর كَذِبًا হলো مفعول به এবং اَوْ হরফটি হরফে আতফ এবং كَذَّبَ ফে'লটি اِفْتَرٰى -এর উপর عطف হয়েছে অতঃপর بِالْحَقِّ হলো كَذَّبَ -এর সাথে متعلق এবং لَمَّا হলো ظرفية حينية অথবা رابطة এবং جَآءَهٗ হলো فعل ফায়েল ও মাফউলে বিহী।

–[ই'রাবুল কুরআন : ৬/২২]

https://e-ilm.weebly.com/

سُوْرَةُ الرُّوْمِ مَكِّيَّةٌ

সূরা রূম

মক্কায় অবতীর্ণ; আয়াত-৬০, রুকূ'- ৬

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ○

পরম করুণাময়, দয়ালু আল্লাহর নামে শুরু করছি।

১. আলিফ-লাম-মীম।	الٓمّٓ ۚ (١)
২. রোমানগণ পরাজিত হলো,	غُلِبَتِ الرُّوْمُ ۙ (٢)
৩. এক নিকটবর্তী স্থানে এবং তারা তাদের এ পরাজয়ের পর শীঘ্রই জয়লাভ করবে।	فِيْٓ اَدْنَى الْاَرْضِ وَهُمْ مِّنْۢ بَعْدِ غَلَبِهِمْ سَيَغْلِبُوْنَ ۙ (٣)
৪. তিন হতে নয় বৎসরের মধ্যে; পূর্বেও ফয়সালা আল্লাহ তা'আলারই ছিল এবং পরেও; আর ঐদিন মু'মিনগণ আনন্দিত হবে।	فِيْ بِضْعِ سِنِيْنَ ۗ لِلّٰهِ الْاَمْرُ مِنْ قَبْلُ وَمِنْۢ بَعْدُ ؕ وَيَوْمَئِذٍ يَّفْرَحُ الْمُؤْمِنُوْنَ ۙ (٤)
৫. আল্লাহ তা'আলার এ সাহায্যের দরুন; তিনি যাকে ইচ্ছা বিজয়ী করে দেন; এবং তিনি প্রবল পরাক্রান্ত, পরম দয়াময়।	بِنَصْرِ اللّٰهِ ؕ يَنْصُرُ مَنْ يَّشَآءُ ؕ وَهُوَ الْعَزِيْزُ الرَّحِيْمُ ۙ (٥)

শাব্দিক অনুবাদ :

১. الٓمّٓ আলিফ - লাম - মীম।

২. غُلِبَتِ পরাজিত হলো الرُّوْمُ রোমানগণ।

৩. فِيْٓ اَدْنَى الْاَرْضِ এক নিকটবর্তী স্থানে وَهُمْ مِّنْۢ بَعْدِ غَلَبِهِمْ এবং তারা তাদের এই পরাজয়ের পর سَيَغْلِبُوْنَ শীঘ্রই জয়লাভ করবে।

৪. فِيْ بِضْعِ سِنِيْنَ তিন হতে নয় বৎসরের মধ্যে لِلّٰهِ الْاَمْرُ এখতিয়ার আল্লাহ তা'আলারই ছিল مِنْ قَبْلُ পূর্বেও وَمِنْۢ بَعْدُ এবং পরেও وَيَوْمَئِذٍ আর ঐ দিন يَّفْرَحُ الْمُؤْمِنُوْنَ মু'মিনগণ আনন্দিত হবে।

৫. بِنَصْرِ اللّٰهِ আল্লাহ তা'আলার এই সাহায্যের দরুন يَنْصُرُ مَنْ يَّشَآءُ তিনি যাকে ইচ্ছা বিজয়ী করে দেন وَهُوَ الْعَزِيْزُ الرَّحِيْمُ এবং তিনি প্রবল পরাক্রান্ত, পরম দয়াময়।

৬. এটা আল্লাহর অঙ্গীকার; আল্লাহ স্বীয় অঙ্গীকার ভঙ্গ করেন না, কিন্তু অধিকাংশ লোকই অবগত নয়।	وَعْدَ اللّٰهِ ۖ لَا يُخْلِفُ اللّٰهُ وَعْدَهٗ وَلٰكِنَّ اَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُوْنَ ﴿٦﴾
৭. তারা কেবল পার্থিব জীবনের বাহ্যিকটুকুই অবগত আছে এবং তারা পরকাল সম্বন্ধে সম্পূর্ণ অমনোযোগী।	يَعْلَمُوْنَ ظَاهِرًا مِّنَ الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا ۖ وَهُمْ عَنِ الْاٰخِرَةِ هُمْ غٰفِلُوْنَ ﴿٧﴾
৮. তারা কি নিজেদের মনে এ চিন্তা করে না যে, আল্লাহ তা'আলা আসমান ও জমিনকে এবং এতদুভয়ের মধ্যস্থ সমস্ত বস্তুকে সৃষ্টি করেছেন– কোনো বিশেষ রহস্যহেতু এবং এক নির্দিষ্ট সময়ের জন্য; এবং অধিকাংশ মানুষ নিজ প্রভুর সম্মুখীন হওয়া সম্বন্ধে অবিশ্বাসী।	اَوَلَمْ يَتَفَكَّرُوْا فِيْٓ اَنْفُسِهِمْ ۗ مَا خَلَقَ اللّٰهُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَآ اِلَّا بِالْحَقِّ وَاَجَلٍ مُّسَمًّى ۗ وَاِنَّ كَثِيْرًا مِّنَ النَّاسِ بِلِقَآئِ رَبِّهِمْ لَكٰفِرُوْنَ ﴿٨﴾
৯. তারা কি ভূপৃষ্ঠে ভ্রমণ করেনি? যাতে দেখতে পেত যে, ঐ সমস্ত লোকদের পরিণাম কি হয়েছিল, যারা এদের পূর্বে গত হয়েছে; তারা শক্তিতেও এদের অপেক্ষা অধিকতর ছিল এবং তারা জমি চাষ করত, তারা তা আবাদও করত, আর এরা জমিনকে যে পরিমাণ আবাদ করে রেখেছে তদপেক্ষা তারা তাকে অধিক আবাদ করেছিল এবং তাদের নিকট (-ও) তাদের রাসূলগণ মু'জিযাসহ পৌঁছে ছিলেন;	اَوَلَمْ يَسِيْرُوْا فِي الْاَرْضِ فَيَنْظُرُوْا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِهِمْ ۗ كَانُوْٓا اَشَدَّ مِنْهُمْ قُوَّةً وَّاَثَارُوا الْاَرْضَ وَعَمَرُوْهَآ اَكْثَرَ مِمَّا عَمَرُوْهَا وَجَآءَتْهُمْ رُسُلُهُمْ بِالْبَيِّنٰتِ ۗ

শাব্দিক অনুবাদ :

৬. وَعْدَ اللّٰهِ এটা আল্লাহর অঙ্গীকার لَا يُخْلِفُ اللّٰهُ وَعْدَهٗ আল্লাহ স্বীয় অঙ্গীকার ভঙ্গ করেন না وَلٰكِنَّ اَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُوْنَ কিন্তু অধিকাংশ লোকই অবগত নয়।

৭. يَعْلَمُوْنَ তারা কেবল অবগত আছে। ظَاهِرًا বাহ্যিকটুকুই مِّنَ الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا পার্থিব জীবনের وَهُمْ عَنِ الْاٰخِرَةِ এবং তারা পরকাল সম্বন্ধে هُمْ غٰفِلُوْنَ সম্পূর্ণ অমনোযোগী।

৮. اَوَلَمْ يَتَفَكَّرُوْا তারা কি এই চিন্তা করে না যে, فِيْٓ اَنْفُسِهِمْ নিজেদের মনে مَا خَلَقَ اللّٰهُ আল্লাহ তা'আলা সৃষ্টি করেছেন السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضَ আসমান সমূহ ও জমিনকে وَمَا بَيْنَهُمَآ এবং এতদুভয়ের মধ্যস্থ বস্তুকে اِلَّا بِالْحَقِّ কোনো এক বিশেষ রহস্য হেতু وَاَجَلٍ مُّسَمًّى এবং এক নির্দিষ্ট সময়ের জন্য وَاِنَّ كَثِيْرًا مِّنَ النَّاسِ এবং অধিকাংশ মানুষ بِلِقَآئِ رَبِّهِمْ নিজ প্রভুর সম্মুখীন হওয়া সম্বন্ধে لَكٰفِرُوْنَ অবিশ্বাসী।

৯. اَوَلَمْ يَسِيْرُوْا এরা কি ভ্রমণ করেনি فِي الْاَرْضِ ভূপৃষ্ঠে فَيَنْظُرُوْا যাতে দেখতে পেত كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ ঐ সমস্ত লোকদের কি পরিণাম হয়েছিল الَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِهِمْ যারা এদের পূর্বে গত হয়েছে كَانُوْٓا اَشَدَّ তারা অধিকতর ছিল مِنْهُمْ এদের অপেক্ষা قُوَّةً শক্তিতেও وَاَثَارُوا الْاَرْضَ এবং তারা জমি চাষ করত وَعَمَرُوْهَا তারা তা আবাদও করত اَكْثَرَ مِمَّا عَمَرُوْهَا আর এরা জমিনকে যে পরিমাণ আবাদ করে রেখেছে তদপেক্ষা তারা তাকে অধিক আবাদ করেছিল وَجَآءَتْهُمْ رُسُلُهُمْ এবং তাদের নিকট তাদের রাসূলগণ পৌঁছেছিলেন بِالْبَيِّنٰتِ মু'জিযাসহ

https://e-ilm.weebly.com/

فَمَا كَانَ اللّٰهُ لِيَظْلِمَهُمْ وَلٰكِنْ كَانُوْٓا اَنْفُسَهُمْ يَظْلِمُوْنَ ۝٩

** বস্তুতঃ আল্লাহ এমন নন যে, তাদের প্রতি জুলুম করবেন; কিন্তু তারা নিজেরাই নিজেদের উপর জুলুম করছিল।

ثُمَّ كَانَ عَاقِبَةَ الَّذِيْنَ اَسَآءُوا السُّوْٓاٰى اَنْ كَذَّبُوْا بِاٰيٰتِ اللّٰهِ وَكَانُوْا بِهَا يَسْتَهْزِءُوْنَ ۝١٠ ع

১০. অতঃপর এরূপ লোকদের পরিণাম– যারা মন্দ কাজ করেছিল– মন্দই হয়েছে, এ কারণে যে, তারা আল্লাহর আয়াতসমূহকে অবিশ্বাস করত এবং তা নিয়ে বিদ্রূপ করত।

اَللّٰهُ يَبْدَؤُا الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيْدُهٗ ثُمَّ اِلَيْهِ تُرْجَعُوْنَ ۝١١

১১. আল্লাহ তা'আলাই সৃষ্টিকে প্রথমবারও সৃষ্টি করেন, অতঃপর তিনিই তাদেরকে পুনর্বারও সৃষ্টি করবেন, আবার তোমরা তাঁরই সমীপে উপনীত হবে।

وَيَوْمَ تَقُوْمُ السَّاعَةُ يُبْلِسُ الْمُجْرِمُوْنَ ۝١٢

১২. এবং যেদিন কিয়ামত কায়েম হবে, সেদিন অপরাধীরা হতাশ হয়ে যাবে।

وَلَمْ يَكُنْ لَّهُمْ مِّنْ شُرَكَآئِهِمْ شُفَعٰٓؤُا وَكَانُوْا بِشُرَكَآئِهِمْ كٰفِرِيْنَ ۝١٣

১৩. এবং তাদের শরিকদের হতে কেউই তাদের সুপারিশকারী হবে না এবং এরা নিজেদের শরিকদের প্রতি অস্বীকারকারী হয়ে যাবে।

وَيَوْمَ تَقُوْمُ السَّاعَةُ يَوْمَئِذٍ يَّتَفَرَّقُوْنَ ۝١٤

১৪. আর যেদিন কিয়ামত কায়েম হবে, সেদিন সকল মানুষ পৃথক পৃথক হয়ে যাবে।

فَاَمَّا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَعَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ فَهُمْ فِيْ رَوْضَةٍ يُّحْبَرُوْنَ ۝١٥

১৫. অর্থাৎ, যারা ঈমান এনেছিল এবং সৎকাজ করেছিল, তারা তো উদ্যানের মধ্যে উল্লসিত থাকবে।

শাব্দিক অনুবাদ :

** فَمَا كَانَ اللّٰهُ لِيَظْلِمَهُمْ বস্তুত: আল্লাহ এমন নন যে তাদের প্রতি জুলুম করবেন وَلٰكِنْ كَانُوْٓا اَنْفُسَهُمْ يَظْلِمُوْنَ কিন্তু তারা নিজেরাই নিজেদের উপর জুলুম করছিল।

১০. ثُمَّ كَانَ عَاقِبَةَ অতঃপর এরূপ লোকদের পরিণাম– الَّذِيْنَ اَسَآءُوا যারা মন্দ কাজ করেছিল السُّوْٓاٰى মন্দই হয়েছে اَنْ كَذَّبُوْا এ কারণে যে, তারা অবিশ্বাস করত بِاٰيٰتِ اللّٰهِ আল্লাহর আয়াত সমূহকে وَكَانُوْا بِهَا يَسْتَهْزِءُوْنَ এবং তা নিয়ে বিদ্রূপ করত।

১১. اَللّٰهُ يَبْدَؤُا الْخَلْقَ আল্লাহ তা'আলাই সৃষ্টিকে প্রথমবারও সৃষ্টি করেন ثُمَّ يُعِيْدُهٗ অতঃপর তিনিই তাদেরকে পুনর্বারও সৃষ্টি করবেন ثُمَّ اِلَيْهِ تُرْجَعُوْنَ আবার তোমরা তাঁরই সমীপে উপনীত হবে।

১২. وَيَوْمَ تَقُوْمُ السَّاعَةُ এবং যেদিন কিয়ামত কায়েম হবে يُبْلِسُ الْمُجْرِمُوْنَ সেদিন অপরাধীরা হতাশ হয়ে যাবে।

১৩. وَلَمْ يَكُنْ لَّهُمْ مِّنْ شُرَكَآئِهِمْ এবং তাদের শরিকদের থেকে কেউই হবে না তাদের شُفَعٰٓؤُا সুপারিশকারী وَكَانُوْا এবং এরা হয়ে যাবে بِشُرَكَآئِهِمْ নিজেদের শরিকদের প্রতি كٰفِرِيْنَ অস্বীকারকারী।

১৪. وَيَوْمَ تَقُوْمُ السَّاعَةُ আর যেদিন কিয়ামত কায়েম হবে يَوْمَئِذٍ সেদিন يَّتَفَرَّقُوْنَ সকল মানুষ পৃথক পৃথক হয়ে যাবে।

১৫. فَاَمَّا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا আর যারা ঈমান এনেছিল وَعَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ এবং সৎ কাজ করেছিল فَهُمْ فِيْ رَوْضَةٍ يُّحْبَرُوْنَ তারা উদ্যানের মধ্যে উল্লসিত থাকবে।

https://e-ilm.weebly.com/

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

পূর্ববর্তী সূরার সাথে সম্পর্ক

পূর্ববর্তী সূরার শেষে প্রিয়নবী হযরত মুহাম্মদ ﷺ -এর নবুয়তের দলিল উল্লেখিত হয়েছে। আর এ সূরার শুরুতেও হযরত মুহাম্মদ ﷺ -এর দলিল প্রমাণ উপস্থাপিত হয়েছে। কেননা প্রিয়নবী ﷺ রোমানদের বিজয়ের ভবিষ্যদ্বাণী করেছিলেন এবং এ সম্পর্কে পবিত্র কুরআনের আয়াতও নাজিল হয়েছিল। অবশেষে এ ভবিষ্যদ্বাণী অক্ষরে অক্ষরে সত্য প্রমাণিত হয়েছে।

দ্বিতীয়ত: বিগত সূরার শেষে একথাও বর্ণিত হয়েছে যে, দুনিয়ার এ ক্ষণস্থায়ী জীবন খেল-তামাশা ব্যতীত আর কিছুই নয়। আর এ সূরায়ও ঘোষণা করা হয়েছে যে দুনিয়ার এ জীবন নিতান্ত ক্ষণস্থায়ী, আল্লাহ পাক যাকে ইচ্ছা তাকে বিজয় দান করেন, এরপর সেই বিজয়ীকে আবার পরাজিতও করেন। এর দ্বারা একথা প্রমাণিত হয় যে, কারো বিজয় তার সত্যতার দলিল নয়। এতদ্ব্যতীত, দুনিয়ার এ জীবনে সম্মান মর্যাদা বা অপমান সবই আল্লাহ পাকের কর্তৃত্বাধীন, এ সত্য উপলব্ধি করা সত্ত্বেও মক্কার কাফেররা কেন আজাবকে তরান্বিত করতে চায় এবং মুসলমানদের সাময়িক দরিদ্রতা দেখে কেন তাদেরকে হেয় মনে করে, কেননা মুসলমানগণ এখন একটি ক্রান্তি-লগ্ন অতিক্রম করছে, অথচ অদূর ভবিষ্যতে ইসলামের এ দরিদ্র-প্রপীড়িত সৈনিকগণ রোমক সম্রাট এবং পারস্য সম্রাটের ধন-সম্পদ মসজিদে নববীর আঙ্গিনায় বসে বিতরণ করবে,

তৃতীয়ত: বিগত সূরার শেষে সত্য ও ন্যায়ের জন্যে তথা ইসলামের জন্যে হিজরত করার আহ্বান জানানো হয়েছে। হিজরতের কারণে যে কষ্ট হবে, তার উপর সবর অবলম্বনের শিক্ষা দেওয়া হয়েছে, আর বর্তমান সূরায় একথা ঘোষণা করা হয়েছে যে, পৃথিবীতে যত পরিবর্তন হচ্ছে এবং পৃথিবীতে যত ক্ষমতার হাতবদল হচ্ছে, এসব কিছুই আল্লাহ পাকের ইচ্ছা ও মর্জির ব্যাপার।

সূরা অবতরণ এবং রোমক ও পারসিকদের যুদ্ধের কাহিনী : সূরা আনকাবূতের সর্বশেষ আয়াতে বলা হয়েছে যে, যারা আল্লাহর পথে জেহাদ ও মুজাহাদা করে, আল্লাহ তাদের জন্যে তাঁর পথ খুলে দেন। আয়াতে তাদের জন্যে উদ্দেশ্য সফলতার সুসংবাদও প্রদত্ত হয়েছিল। আলোচ্য সূরা রূম যে ঘটনা দ্বারা শুরু করা হয়েছে, তা সেই খোদায়ী সাহায্যেরই একটি প্রতীক। এই সূরায় রোমক ও পারসিকদের যুদ্ধের কাহিনী আলোচিত হয়েছে। এই যুদ্ধে উভয়পক্ষই ছিল কাফের। তাদের মধ্যে কারও বিজয় এবং কারও পরাজয় বাহ্যতঃ ইসলাম ও মুসলমানদের জন্যে কোনো কৌতুহলের বিষয় ছিল না। কিন্তু উভয় কাফের দলের মধ্যে পারসিকরা ছিল অগ্নিপূজারী মুশরিক এবং রোমকরা ছিল খ্রিস্টান আহলে কিতাব। ফলে এরা ছিল মুসলমানদের অপেক্ষাকৃত নিকটবর্তী। কেননা ধর্মের অনেক মূলনীতি–যথা পরকালে বিশ্বাস, রেসালত ও ওহীতে বিশ্বাস ইত্যাদিতে তারা মুসলমানদের সাথে অভিন্ন মত পোষণ করত। রাসূলুল্লাহ ﷺ ইসলামের দাওয়াত দেওয়ার জন্যে রোম সম্রাটের নামে প্রেরিত পত্রে এই অভিন্ন মতের কথা উল্লেখ করেছিলেন। তিনি পত্রে কুরআনের এই আয়াতের উদ্ধৃতি দিয়েছিলেনঃ تَعَالَوْا اِلٰى كَلِمَةٍ سَوَآءٍ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ আহলে কিতাবদের সাথে মুসলমানদের এসব নৈকট্যই নিম্নোক্ত ঘটনার কারণ হয়েছিল।

রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর মক্কায় অবস্থানকালে পারসিকরা রোমকদের উপর আক্রমণ পরিচালনা করে। হাফেজ ইবনে-হাজার প্রমুখের উক্তি অনুযায়ী তাদের এই যুদ্ধ শাম দেশের আযরুআত ও বুসরার মধ্যস্থলে সংঘটিত হয়। এই যুদ্ধ চলাকালে মক্কার মুশরিকরা পারসিকদের বিজয় কামনা করত। কেননা শিরক ও প্রতিমা পূজায় তারা ছিল পারসিকদের সহযোগী। অপরপক্ষে মুসলমানদের আন্তরিক বাসনা ছিল রোমকরা বিজয়ী হোক। কেননা ধর্ম ও মাযহাবের দিক দিয়ে তারা ইসলামের নিকটবর্তী ছিল। কিন্তু হলো এই যে, তখনকার মতো পারসিকরা যুদ্ধে জয়লাভ করল। এমন কি তারা কনস্টান্টিনোপলও অধিকার করে নিল এবং সেখানে উপাসনার জন্য একটি অগ্নিকুণ্ড নির্মাণ করল। এটা ছিল পারস্য সম্রাট পারভেজের সর্বশেষ বিজয়। এরপর তার পতন শুরু হয় এবং অবশেষে মুসলমানদের হাতে সম্পূর্ণ নিশ্চিহ্ন হয়ে যায়।–(কুরতুবী)

এই ঘটনায় মক্কার মুশরিকরা আনন্দে আত্মহারা হয়ে গেল এবং মুসলমানদেরকে লজ্জা দিতে লাগল যে, তোমরা যাদের সমর্থন করতে, তারা হেরে গেছে। ব্যাপার এখানেই শেষ নয়; বরং আহলে-কিতাব রোমকরা যেমন পারসকিদের

https://e-ilm.weebly.com/

মোকাবিলায় পরাজয় বরণ করেছে, তেমনি আমাদের মোকাবিলায় তোমরাও একদিন পরাজিত হবে। এতে মুসলমানরা আন্তরিকভাবে দুঃখিত হয়।-(ইবনে জরীর, ইবনে আবী হাতেম)

সূরা রূমের প্রাথমিক আয়াতগুলো এই ঘটনা সম্পর্কেই অবতীর্ণ হয়েছে। এসব আয়াতে ভবিষ্যদ্বাণী করা হয়েছে যে, কয়েক বছর পরেই রোমকরা পারসিকদের বিরুদ্ধে বিজয়ী হবে।

হযরত আবূ বকর সিদ্দীক (রা.) যখন এসব আয়াত শুনলেন, তখন মক্কার চুতষ্পার্শ্বে এবং মুশরিকদের সমাবেশ ও বাজারে উপস্থিত হয়ে ঘোষণা করলেন, তোমাদের হর্ষোৎফুল্ল হওয়ার কোনো কারণ নেই। কয়েক বছরের মধ্যে রোমকরা পারসকিদের বিরুদ্ধে জয়লাভ করবে। মুশরিকদের মধ্যে উবাই ইবনে খালফ কথা ধরল এবং বলল, তুমি মিথ্যা বলছ। এরূপ হতে পারে না। হযরত আবূ বকর (রা.) বললেন, আল্লাহর দুশমন, তুই-ই মিথ্যাবাদী। আমি এই ঘটনার জন্যে বাজি রাখতে প্রস্তুত আছি। যদি তিন বছরের মধ্যে রোমকরা বিজয়ী না হয়, তবে আমি তোকে দশটি উষ্ট্রী দেব। উবাই এতে সম্মত হলো। (বলাবাহুল্য, এটা ছিল জুয়া, কিন্তু তখন জুয়া হারাম ছিল না।) একথা বলে হযরত আবূ বকর রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর কাছে উপস্থিত হয়ে ঘটনা বিবৃত করলেন। রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন, আমি তো তিন বছরের সময় নির্দিষ্ট করিনি। কুরআনে এর জন্যে بِضْعِ سِنِيْنَ শব্দ ব্যবহৃত হয়েছে। কাজেই তিন থেকে নয় বছরের মধ্যে এই ঘটনা ঘটতে পারে। তুমি যাও এবং উবাইকে বল যে, আমি দশটি উষ্ট্রীর স্থলে একশ' উষ্ট্রী বাজি রাখছি, কিন্তু সময়কাল তিন বছরের পরিবর্তে নয় বছর এবং কোনো কোনো রেওয়ায়েত মতে সাত বছর নির্দিষ্ট করছি। হযরত আবূ বকর (রা.) আদেশ পালন করলেন এবং উবাইও নতুন চুক্তিতে সম্মত হলো। –(ইবনে জারীর, তিরমিযী)

বিভিন্ন হাদীস থেকে জানা যায় যে, হিরতের পাঁচ বছর পূর্বে এই ঘটনা সংঘটিত হয় এবং সাত বছর পূর্ণ হওয়ার পর বদর যুদ্ধের সময় রোমকরা পারসিকদের বিরুদ্ধে বিজয় লাভ করে। তখন উবাই ইবনে খালফ বেঁচে ছিল না। হযরত আবূ বকর তাঁর উত্তরাধিকারীদের কাছ থেকে একশ' উষ্ট্রী দাবি করে আদায় করে নিলেন।

কোনো কোনো রেওয়ায়েতে আছে, উবাই যখন আশঙ্কা করল যে, হযরত আবূ বকর (রা.) ও হিজরত করে যাবেন, তখন সে বলল, আপনাকে ছাড়ব না, যতক্ষণ না আপনি একজন জামিন পেশ করেন। নির্ধারিত সময়ে রোমকরা বিজয়ী না হলে সে আমাকে একশ' উষ্ট্রী পরিশোধ করবে। হযরত আবূ বকর তদীয় পুত্র আবদুর রহমানকে জামিন নিযুক্ত করলেন।

যখন হযরত আবূ বকর (রা.) বাজিতে জিতে গেলেন এবং একশ' উষ্ট্রী লাভ করলেন, তখন সেগুলো নিয়ে রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর কাছে উপস্থিত হলেন। তিনি বললেন, উষ্ট্রীগুলো সদকা করে দাও। আবূ ইয়ালা ও ইবনে আসাকিরে বারা ইবনে আজেব (রা.) থেকে এ স্থলে এরূপ ভাষা বর্ণিত আছে: هٰذَا السُّحْتُ تَصَدَّقْ بِهٖ -এটা হারাম। একে সদকা করে দাও। –(রূহুল-মা'আনী)

জুয়া : কুরআনের আয়াত অনুযায়ী জুয়া অকাট্য হারাম। হিজরতের পর যখন মদ্যপান হারাম করা হয়, তখন জুয়াও হারাম করা হয় এবং একে 'শয়তানি অপকর্ম' আখ্যা দেওয়া হয়।

إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْاَنْصَابُ وَالْاَزْلَامُ رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطٰنِ : এখানে مَيْسِرٌ ও اَزْلَامٌ বলে জুয়ার বিভিন্ন প্রকারকেই হারাম করা হয়েছে।

হযরত আবূ বকর (রা.) উবাই ইবনে খালফের সাথে যে দু'তরফা লেনদেন ও হারজিতের বাজি রেখেছিলেন, এটাও এক প্রকার জুয়াই ছিল। কিন্তু ঘটনাটি হিজরতের পূর্বেকার। তখন জুয়া হারাম ছিল না। কাজেই এ ঘটনায় রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর কাছে জুয়ার যে মাল আনা হয়েছিল, তা হারাম মাল ছিল না।

তাই এখানে প্রশ্ন দেখা দেয় যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ এই মাল সদকা করে দেওয়ার আদেশ কেন দিলেন? বিশেষ করে অন্য এক রেওয়ায়েতে এ সম্পর্কে سُحْتٌ শব্দ ব্যবহৃত হয়েছে, যার প্রসিদ্ধ অর্থ হারাম। এটা কিরূপে সঙ্গত হবে? ফিকহবিদগণ এর জওয়াবে বলেন, এই মাল যদিও তখন হালাল ছিল, জুয়ার মাধ্যমে অর্থোপার্জন তখনও রাসূলুল্লাহ ﷺ পছন্দ করতেন না। তাই হযরত আবূ বকর (রা.)-এর মর্যাদার পরিপন্থি মনে করে এই মাল সদকা করে দেওয়ার আদেশ দেন। এটা এমন-যেমন মদ্যপান হালাল থাকার সময়ও রাসূলুল্লাহ ﷺ ও হযরত আবূ বকর (রা.) কখনও মদ্যপান করেননি।

https://e-ilm.weebly.com/

যে রেওয়ায়েতে سُحْت শব্দ উল্লিখিত হয়েছে, প্রথমতঃ হাদীসবিদগণ সেই রেওয়ায়েতকে সহীহ বলে স্বীকার করেননি। যদি অগত্যা সহীহ মেনে নেওয়া হয়, তবে سُحْت শব্দটিও বিভিন্ন অর্থে ব্যবহৃত হয়ে থাকে। প্রথম প্রসিদ্ধ অর্থ হারাম। দ্বিতীয় অর্থ মকরূহ ও অপছন্দনীয়। এক হাদীসে রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন, كَسْبُ الْحَجَّامِ سُحْتٌ এখানে অধিকাংশ ফিকাহবিদের মতে سُحْت -এর অর্থ মাকরূহ ও অপছন্দনীয়। ইমাম রাগেব ইস্পাহানী মুফরাদাতুল-কুরআনে এবং ইবনে-আসীর 'নেহায়া' গ্রন্থে سُحْت শব্দের বিভিন্ন অর্থ আরবদের বাক-পদ্ধতি ও হাদীসের মাধ্যমে সপ্রমাণ করেছেন।

ফিকহবিদদের এই জওয়াব এ কারণেও গ্রহণ করা জরুরি যে, বাস্তবে এই মাল হারাম থাকলে নীতি অনুযায়ী যার কাছ থেকে নেওয়া হয়েছিল, তাকেই ফেরত দেওয়া অপরিহার্য ছিল। হারাম মাল সদকা করার আদেশ সর্বক্ষেত্রে প্রযোজ্য নয়; বরং যখন মালিক জানা না থাকে কিংবা তার কাছে পৌঁছানো দুরূহ হয় কিংবা তাকে ফেরত দেওয়ার মধ্যে অন্য কোনো শরিয়তসিদ্ধ অপকারিতা নিহিত থাকে, তখনই হারাম মাল সদকা করা যায়। এক্ষেত্রে ফেরত না দেওয়ার এরূপ কোনো কারণ বিদ্যমান নেই।

وَيَوْمَئِذٍ يَفْرَحُ الْمُؤْمِنُونَ بِنَصْرِ اللّٰهِ - অর্থাৎ, যেদিন রোমকরা পারসিকদের বিরুদ্ধে বিজয়ী হবে, সেদিন আল্লাহর সাহায্যের কারণে মুসলমানরা উৎফুল্ল হবে। বাক্যবিন্যাস পদ্ধতির দিক দিয়ে বাহ্যত: এখানে রোমকদের সাহায্য বোঝানো হয়েছে। তারা যদিও কাফের ছিল, কিন্তু অন্য কাফেরদের তুলনায় তাদের কুফর কিছুটা হালকা ছিল। কাজেই আল্লাহর পক্ষ থেকে তাদেরকে সাহায্য করা অবান্তর নয়। বিশেষত: যখন তাদেরকে সাহায্য করলে মুসলমানরাও আনন্দিত হয় এবং কাফেরদের মোকাবিলায় তাদের জিত হয়।

এখানে মুসলমানদের সাহায্যও বোঝানো যেতে পারে। দুই কারণে এটা সম্ভবপর। (এক) মুসলমানরা রোমকদের বিজয়কে কুরআন ও ইসলামের সত্যতার প্রমাণরূপে পেশ করেছিল। তাই রোমকদের বিজয় প্রকৃতপক্ষে মুসলমানদের সাহায্য ছিল। (দুই) তখনকার দিনে পারস্য ও রোম সাম্রাজ্যই ছিল কাফেরদের দুই পরাশক্তি। আল্লাহ তা'আলা তাদের একে অপরের বিরুদ্ধে লেলিয়ে দিয়ে উভয়কে দুর্বল করে দেন, যা ভবিষ্যতে মুসলমানদের বিজয়ের পথ প্রশস্ত করেছিল।-(রূহুল-মা'আনী)

يَعْلَمُوْنَ ظَاهِرًا مِنَ الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا وَهُمْ عَنِ الْاٰخِرَةِ هُمْ غٰفِلُوْنَ-

অর্থাৎ পার্থিব জীবনের এক পিঠ তাদের নখদর্পণে। ব্যবসা কিরূপে করবে, কিসের ব্যবসা করবে, কোথা থেকে কিনবে, কোথায় বেচবে, কৃষিকাজ কিভাবে করবে, কবে বীজ বপন করবে, কবে শস্য কাটবে, আহরণ করবে-এসব বিষয় তারা সম্যক অবগত। কিন্তু এই পার্থিব জীবনেরই অপর পিঠ সম্পর্কে তথাকথিত বড় বড় পণ্ডিত সম্পূর্ণ অজ্ঞাত। অথচ এই পিঠের উদ্দেশ্য হচ্ছে পার্থিব জীবনের স্বরূপ ও তার আসল লক্ষ্যকে ফুটিয়ে তোলা। অর্থাৎ একথা প্রকাশ করা যে, দুনিয়া একটা মুসাফিরখানা। এখান থেকে আজ না হয় কাল যেতেই হবে। মানুষ এখানকার নয়; বরং পরকালের বাসিন্দা। এখানে কিছুদিনের জন্যে আল্লাহর ইচ্ছায় আগমন করেছে মাত্র। এখানে তার কাজ এই যে, স্বদেশে সুখে কালাতিপাত করার জন্যে এখান থেকে সুখের সামগ্রী সংগ্রহ করে সেখানে প্রেরণ করবে। বলাবাহুল্য, এই সুখের সামগ্রী হচ্ছে, ঈমান ও সৎকর্ম।

এবার কুরআন পাকের ভাষা সম্পর্কে চিন্তা করুন। يَعْلَمُوْنَ-এর সাথে ظَاهِرًا مِنَ الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا বলা হয়েছে। এতে ظَاهِرًا কে نَكِرَةٌ এনে ব্যাকরণের নিয়ম অনুযায়ী ইঙ্গিত করা হয়েছে যে, প্রকৃতপক্ষে তারা বাহ্যিক জীবনকেও পুরোপুরি জানে না-এর শুধু এক পিঠ জানে এবং অপর পিঠ জানে না। আর পরকাল সম্পর্কে তো সম্পূর্ণই বেখবর।

পরকাল থেকে গাফেল হয়ে দুনিয়ার জ্ঞান-বিজ্ঞান শিক্ষা বুদ্ধিমত্তা নয় : কুরআন পাক বিশ্বের খ্যাতনামা ধনৈশ্বর্যশীল ও ভোগ-বিলাসী জাতিসমূহের কাহিনীতে পরিপূর্ণ। তাদের অশুভ পরিণতিও দুনিয়াতে সবার সামনে এসেছে। আর পরকালের চিরস্থায়ী আজাব তো তাদের ভাগ্যলিপি হয়েছেই। তাই এসব জাতিকে কেউ বুদ্ধিমান ও দার্শনিক বলতে পারে না। পরিতাপের বিষয়, আজকাল যে ব্যক্তি অধিকতর অর্থ সঞ্চয় করতে পারে এবং বিলাস-ব্যসনের উৎকৃষ্টতর সামগ্রী যোগাড় করতে সমর্থ হয়, তাকেই সর্বাধিক বুদ্ধিমান বলা হয়, যদিও সে মানবতাবোধ থেকেও বঞ্চিত হয়। যদিও শরিয়তের দৃষ্টিতে এরূপ লোককে বুদ্ধিমান বলা বুদ্ধির অবমাননা বৈ কিছুই নয়। কুরআন পাকের ভাষায় একমাত্র তারাই বুদ্ধিমান, যারা

https://e-ilm.weebly.com/

আল্লাহ্ ও পরকাল চিনে, তার জন্যে আমল করে এবং সাংসারিক প্রয়োজনাদিকে প্রয়োজন পর্যন্তই সীমিত রাখে-জীবনের লক্ষ্য বানায় না। إِنَّ فِيْ خَلْقِ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ وَاخْتِلَافِ الَّيْلِ وَالنَّهَارِ لَاٰيٰتٍ لِّاُولِى الْاَلْبَابِ الَّذِيْنَ يَذْكُرُوْنَ اللّٰهَ قِيٰمًا وَّقُعُوْدًا ...... আয়াতের অর্থ তাই।

اَوَلَمْ يَتَفَكَّرُوْا فِيْٓ اَنْفُسِهِمْ مَا خَلَقَ اللّٰهُ السَّمٰوٰتِ الخ

উল্লিখিত আয়াতত্রয় পূর্ববর্তী বিষয়বস্তুর পরিশিষ্ট ও তার সাক্ষ্য স্বরূপ। অর্থাৎ তারা দুনিয়ার ক্ষণস্থায়ী চাকচিক্য ও ধ্বংসশীল বিলাস-ব্যসনে মত্ত হয়ে জগৎরূপী কারখানার স্বরূপ ও পরিণাম সম্পর্কে বেখবর হয়ে গেছে। যদি তারা নিজেরাও মনে মনে চিন্তা করত এবং ভাবত, তবে এ সৃষ্টি রহস্য তাদের সামনে উদঘাটিত হয়ে যেত যে, আল্লাহ তা'আলা নভোমণ্ডল, ভুমণ্ডল ও এতদুভয়ের মধ্যবর্তী সবকিছুকে অনর্থক ও বেকার সৃষ্টি করেননি। এগুলো সৃষ্টি করার কোনো মহান লক্ষ্য ও বিরাট রহস্য রয়েছে। তা এই যে, মানুষ এ অগণিত নিয়ামতরাজির মাধ্যমে সৃষ্টিকর্তাকে চিনবে এবং এই খোঁজে ব্যাপৃত হবে যে, তিনি কি কি কাজে সন্তুষ্ট হন এবং কি কি কাজে অসন্তুষ্ট হন। অতঃপর তাঁর সন্তুষ্টির কাজ সম্পাদনে সচেষ্ট হবে এবং অসন্তুষ্টির কাজ থেকে বেঁচে থাকবে। একথাও বলাবাহুল্য যে, এই উভয় প্রকার কাজের কিছু প্রতিদান ও শাস্তি হওয়াও জরুরি। নতুবা সৎ ও অসৎকে একই দাঁড়িপাল্লায় রাখা ন্যায় ও সুবিচারের পরিপন্থি। একথাও জানা যে, এই দুনিয়া মানুষের ভালো অথবা মন্দ কাজের প্রতিদান পুরোপুরি পাওয়ার স্থান নয়; বরং এখানে প্রায়ই এরূপ হয় যে, পেশাদার অপরাধীরা হাসি-খুশি জীবন-যাপন করে এবং সৎ ও সাধু ব্যক্তিরা বিপদাপদে জড়িত থাকে।

কাজেই এমন এক সময় আসা জরুরি, যখন এসব কাজ-কারবার খতম হয়ে যাবে, ভালো ও মন্দ কর্মের হিসাব-নিকাশ হবে এবং ভালো কাজের পুরস্কার ও মন্দ কাজের শাস্তি দেওয়া হবে। এই সময়েরই নাম কিয়ামত ও পরকাল।

সারকথা এই যে, তারা যদি চিন্তা-ভাবনা করত, তবে নভোমণ্ডল, ভুমণ্ডল ও এতদুভয়ের মধ্যে যা কিছু আছে সে সবকিছুই সাক্ষ্য দিত যে, এগুলো চিরস্থায়ী নয়-ক্ষণস্থায়ী। এরপর অন্য জগত আসবে, যা চিরস্থায়ী হবে। প্রথম আয়াতের সারমর্ম তাই اَوَلَمْ يَتَفَكَّرُوْا فِيْٓ اَنْفُسِهِمْ-এই বিষয়বস্তুটি একটি যুক্তিগত প্রমাণ। পরবর্তী আয়াতে পৃথিবীর ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য, চাক্ষুষ ও অভিজ্ঞতালব্ধ বিষয়সমূহকে এর প্রমাণস্বরূপ পেশ করা হয়েছে এবং মক্কাবাসীদেরকে বলা হয়েছে যে,

اَوَلَمْ يَسِيْرُوْا فِى الْاَرْضِ - অর্থাৎ, মক্কাবাসীরা এমন এক ভূখণ্ডের অধিবাসী, যেখানে না আছে কৃষি, শিল্প ও ব্যবসা-বাণিজ্যের সুযোগ এবং না আছে সুউচ্চ ও সুরম্য দালান-কোঠা। কিন্তু তারা বাণিজ্যিক উদ্দেশে শাম ও ইয়ামান সফর করে। এসব সফরে তারা কি পূর্ববর্তী জাতিসমূহের পরিণাম প্রত্যক্ষ করে না? তাদেরকে আল্লাহ তা'আলা পৃথিবীতে বড় বড় কীর্তি স্থাপনের যোগ্যতা দান করেছিলেন। তারা মৃত্তিকা খনন করে সেখান থেকে পানি বের করত এবং তা দ্বারা বাগ-বাগিচা ও কৃষিক্ষেত্র সিক্ত করত। ভুগর্ভস্থ গোপন ভাণ্ডার থেকে স্বর্ণ, রৌপ্য ও বিভিন্ন প্রকার খনিজ ধাতু উত্তোলন করত এবং তা দ্বারা মানুষের উপকারার্থে বিভিন্ন প্রকার শিল্পদ্রব্য তৈরি করত। তারা ছিল তৎকালীন সুসভ্য জাতি। কিন্তু তারা বৈষয়িক ও ক্ষণস্থায়ী বিলাসিতায় মত্ত হয়ে আল্লাহ ও পরকাল বিস্মৃত হয়। স্মরণ করিয়ে দেওয়ার জন্যে আল্লাহ তা'আলা তাদের কাছে পয়গম্বর ও কিতাব প্রেরণ করেন। কিন্তু তারা কোনো দিকেই ভ্রুক্ষেপ করেনি এবং পরিণামে দুনিয়াতেও আজাবে পতিত হয়। তাদের জনপদসমূহের জনশূন্য ধ্বংসাবশেষ অদ্যাবধি এ বিষয়ের সাক্ষ্য দিচ্ছে। আয়াতের শেষে বলা হয়েছে, চিন্তা কর, এই আজাবে তাদের প্রতি আল্লাহর পক্ষ থেকে কোনো জুলুম হয়েছে, না তারা নিজেরাই নিজেদের প্রতি জুলুম করেছে? অর্থাৎ তারা নিজেরাই আজাবের কারণাদি সঞ্চয় করেছে।

فَهُمْ فِيْ رَوْضَةٍ يُّحْبَرُوْنَ : এখানে يُحْبَرُوْنَ শব্দটি حُبُوْر থেকে উদ্ভূত। এর অর্থ আনন্দ, উল্লাস। জান্নাতীগণ যত প্রকার আনন্দ লাভ করবে, সবই এই শব্দের ব্যাপকতার অন্তর্ভুক্ত। কুরআন পাকের অন্য এক আয়াতেও একে ব্যাপক রাখা হয়েছে। বলা হয়েছে, فَلَا تَعْلَمُ نَفْسٌ مَّآ اُخْفِىَ لَهُمْ مِّنْ قُرَّةِ اَعْيُنٍ অর্থাৎ দুনিয়াতে কেউ জানে না যে, তার জন্যে জান্নাতে চক্ষু শীতল করার কি কি সামগ্রী যোগাড় রাখা হয়েছে। কোনো কোনো তফসীরকার এই আয়াতের অধীনে যে বিশেষ বিশেষ আনন্দদায়ক বস্তুসমূহ উল্লেখ করেছেন এগুলোর সবই এই সংক্ষিপ্ত বর্ণনার মধ্যে অন্তর্ভুক্ত রয়েছে।

https://e-ilm.weebly.com/

শব্দ বিশ্লেষণ :

غُلِبَتْ : সীগাহ واحد مؤنث غائب বহছ ماضى مجهول বাব ضَرَبَ মাসদার غَلْبٌ ও غَلَبَةٌ মূলবর্ণ (غ - ل - ب) জিনস صحيح অর্থ- পরাজিত হলো।

اَدْنٰى : এটি اسم تفضيل এর সীগাহ دَانٍ এবং دَانِى থেকে অর্থ: অধিক নিকটবর্তী, অধিক কম।

يَشَاءُ : সীগাহ واحد مذكر غائب বহছ مضارع معروف বাব فَتَحَ মাসদার مَشِيْئَةٌ মূলবর্ণ (ش - ى - ء) জিনস مركب (اجوف يائى এবং مهموز لام) অর্থ- সে চায়।

اَشَدُّ : সীগাহ واحد مذكر বহছ اسم تفضيل বাব نَصَرَ মাসদার شِدَّةٌ অর্থ- অত্যন্ত কঠিন শক্ত।

اَثَارُوْا : সীগাহ جمع مذكر غائب বহছ ماضى معروف বাব اِفْعَالٌ মাসদার اِثَارَةٌ মূলবর্ণ (ث - و - ر) জিনস اجوف واوى অর্থ- তারা চাষ করল।

اَسَاءُوْا : সীগাহ جمع مذكر غائب বহছ ماضى معروف বাব اِفْعَالٌ মাসদার اِسَاءَةٌ মূলবর্ণ (س - و - ء) জিনস মুরাক্কাব اجوف واوى এবং مهموز لام অর্থ- তারা মন্দ করল।

سُوْاٰى : অর্থ– মন্দ কাজ। অথবা فُعْلٰى এর ওযনে اسم تفضيل থেকে مؤنث এর সীগাহ। অর্থাৎ যেভাবে ভাল কাজের নাম হওয়ার কারণে اسم تفضيل এর উপর প্রযোজ্য। অথবা فعل এর ওযনে মাসদার। যেমন, رُجْعٰى। এ স্থানে سُوْاٰى দ্বারা উদ্দেশ্য– জাহান্নাম।

يَسْتَهْزِءُوْنَ : সীগাহ جمع مذكر غائب বহছ مضارع معروف বাব اِسْتِفْعَالٌ মাসদার اِسْتِهْزَاءٌ মূলবর্ণ (ه ـ ز ـ ء) জিনস مهموز لام অর্থ–তারা ঠাট্টা-বিদ্রূপ করছিল, তারা তুচ্ছ জ্ঞান করে হেসে উড়িয়ে দিচ্ছিল। ঠাট্টা করা, তুচ্ছ জ্ঞান করা।

يَكُنْ : সীগাহ واحد مذكر غائب বহছ (فعل ناقص) مضارع مجزوم ; বাব نَصَرَ মাসদার كَوْنٌ মূলবর্ণ (ك - و - ن) জিনস اجوف واوى অর্থ- সে হবে।

رَوْضَةٌ : একবচন ; বহুবচন رِيَاضٌ এবং رَوْضَاتٌ অর্থ– বাগান, সবুজ, শ্যামল।

يُحْبَرُوْنَ : সীগাহ جمع مذكر غائب বহছ مضارع مجهول বাব نَصَرَ মাসদার حِبْرَةٌ - حَبْرٌ - حُبُوْرٌ حِبْرٌ মূলবর্ণ (ح - ب - ر) জিনস صحيح অর্থ- খুশি করা, আনন্দিত করা। ভালো হওয়ার পর জখমের চিহ্ন থেকে যাওয়া। দাঁত হলুদ হয়ে যাওয়া।

বাক্য বিশ্লেষণ :

فَاَمَّا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَعَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ فَهُمْ فِىْ رَوْضَةٍ يُّحْبَرُوْنَ এখানে : فاء টি تعريفية আর اَمَّا হলো হরফে শর্ত। الَّذِيْنَ মুবতাদা। আর اٰمَنُوْا বাক্যটি সেলাহ। আর عَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ বাক্যটি اٰمَنُوْا সেলাহ -এর উপর আতফ হয়েছে। আর فَهُمْ -এর فاء টি رابطة আর هُمْ মুবতাদা। আর فِىْ رَوْضَةٍ টা متعلق হয়েছে يُحْبَرُوْنَ -এর সাথে। আর يُحْبَرُوْنَ বাক্য টি هُمْ -এর খবর। আর পূর্ণ বাক্য টি اَلَّذِيْنَ মুবতাদার খবর হয়েছে।

–[ই'রাবুল কুরআন ৬ষ্ঠ খণ্ড; পৃ. ৩৭]

https://e-ilm.weebly.com/

وَاَمَّا الَّذِيْنَ كَفَرُوْا وَكَذَّبُوْا بِاٰيٰتِنَا وَلِقَآئِ الْاٰخِرَةِ فَاُولٰٓئِكَ فِى الْعَذَابِ مُحْضَرُوْنَ ﴿١٦﴾

১৬. আর যারা কুফরি করেছিল এবং আমার আয়াতসমূহ ও আখেরাতের সাক্ষাতকে অবিশ্বাস করেছিল, তারা আজাবে গ্রেফতার হবে [এটাই পৃথক পৃথক দলে বিভক্ত হওয়ার অর্থ]।

فَسُبْحٰنَ اللّٰهِ حِيْنَ تُمْسُوْنَ وَحِيْنَ تُصْبِحُوْنَ ﴿١٧﴾

১৭. সুতরাং তোমরা আল্লাহ তা'আলার পবিত্রতা বর্ণনা কর সন্ধ্যায় ও সকালে।

وَلَهُ الْحَمْدُ فِى السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ وَعَشِيًّا وَّحِيْنَ تُظْهِرُوْنَ ﴿١٨﴾

১৮. [কেননা] তাঁরই প্রশংসা হচ্ছে সমস্ত আসমান ও জমিনে, আর [পবিত্রতা বর্ণনা কর] সূর্য ঢলে পড়ার পর [অপরাহ্নে] এবং জোহরের সময়ে।

يُخْرِجُ الْحَىَّ مِنَ الْمَيِّتِ وَيُخْرِجُ الْمَيِّتَ مِنَ الْحَىِّ وَيُحْىِ الْاَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا ۗ وَكَذٰلِكَ تُخْرَجُوْنَ ﴿١٩﴾ ع ٢

১৯. তিনি সজীবকে নির্জীব হতে বের করে থাকেন এবং নির্জীবকে সজীব হতে বের করে থাকেন, আর জমিনকে তার মৃত [শুষ্ক] হওয়ার পর সজীব করে তোলেন এবং এরূপেই তোমাদেরকে বের করা হবে [কবর হতে]।

وَمِنْ اٰيٰتِهٖٓ اَنْ خَلَقَكُمْ مِّنْ تُرَابٍ ثُمَّ اِذَآ اَنْتُمْ بَشَرٌ تَنْتَشِرُوْنَ ﴿٢٠﴾

২০. এবং তাঁরই [কুদরতের] নিদর্শনসমূহের মধ্যকার একটি এই যে, তিনি তোমাদেরকে মাটি হতে সৃষ্টি করেছেন, অনন্তর কিছুকাল পরেই তোমরা মানবরূপে [ভূপৃষ্ঠে] ছড়িয়ে বিচরণ করতে লাগলে।

শাব্দিক অনুবাদ :

১৬. وَاَمَّا الَّذِيْنَ كَفَرُوْا আর যারা কুফরি করেছিল وَكَذَّبُوْا এবং অবিশ্বাস করেছিল بِاٰيٰتِنَا আমার আয়াতসমূহ وَلِقَآءِ الْاٰخِرَةِ এবং আখেরাতের সাক্ষাতকে فَاُولٰٓئِكَ فِى الْعَذَابِ مُحْضَرُوْنَ তারা আজাবে গ্রেফতার হবে।

১৭. فَسُبْحٰنَ اللّٰهِ সুতরাং তোমরা আল্লাহ তা'আলার পবিত্রতা বর্ণনা কর حِيْنَ تُمْسُوْنَ সন্ধ্যায় وَحِيْنَ تُصْبِحُوْنَ ও সকালে।

১৮. وَلَهُ الْحَمْدُ তাঁরই প্রশংসা হচ্ছে فِى السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ সমস্ত আসমান ও জমিনে وَعَشِيًّا আরও (পবিত্রতা বর্ণনা কর) সূর্য ঢলে পড়ার পর وَحِيْنَ تُظْهِرُوْنَ এবং যোহরের সময়।

১৯. يُخْرِجُ الْحَىَّ مِنَ الْمَيِّتِ তিনি সজীবকে নির্জীব হতে বের করে থাকেন وَيُخْرِجُ الْمَيِّتَ مِنَ الْحَىِّ এবং নির্জীবকে সজীব হতে বের করে থাকেন وَيُحْىِ الْاَرْضَ আর জমিনকে সজীব করে তোলেন بَعْدَ مَوْتِهَا তার মৃত (শুষ্ক) হওয়ার পর وَكَذٰلِكَ تُخْرَجُوْنَ এবং এরূপেই তোমাদেরকে বের করা হবে (কবর হতে)।

২০. وَمِنْ اٰيٰتِهٖ এবং তাঁরই নিদর্শন সমূহের মধ্যে একটি এই যে, اَنْ خَلَقَكُمْ তিনি তোমাদেরকে সৃষ্টি করেছেন مِنْ تُرَابٍ মাটি হতে ثُمَّ اِذَآ اَنْتُمْ بَشَرٌ অনন্তর কিছুকাল পরেই তোমরা মানবরূপে [ভূপৃষ্ঠে] تَنْتَشِرُوْنَ ছড়িয়ে বিচরণ করতে লাগলে।

https://e-ilm.weebly.com/

وَمِنْ اٰيٰتِهٖٓ اَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِّنْ اَنْفُسِكُمْ اَزْوَاجًا لِّتَسْكُنُوْٓا اِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَّوَدَّةً وَّرَحْمَةً ؕ اِنَّ فِيْ ذٰلِكَ لَاٰيٰتٍ لِّقَوْمٍ يَّتَفَكَّرُوْنَ ﴿٢١﴾

২১. আর তাঁর নিদর্শনসমূহের মধ্যে একটি এই যে, তিনি তোমাদের জন্য তোমাদের নিজেদের মধ্য হতে স্ত্রীগণকে সৃষ্টি করেছেন, যেন তোমরা তাদের হতে শান্তি লাভ কর, আর তোমাদের উভয়ের মধ্যে ভালোবাসা ও সহানুভূতি সৃষ্টি করেছেন; এতে চিন্তাশীল সম্প্রদায়ের জন্য বহু নিদর্শন রয়েছে।

وَمِنْ اٰيٰتِهٖ خَلْقُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ وَاخْتِلَافُ اَلْسِنَتِكُمْ وَاَلْوَانِكُمْ ؕ اِنَّ فِيْ ذٰلِكَ لَاٰيٰتٍ لِّلْعٰلِمِيْنَ ﴿٢٢﴾

২২. আর তাঁরই নিদর্শনসমূহের একটি এই- আসমান ও জমিন সৃষ্টি করা এবং তোমাদের জবান [অর্থাৎ ভাষা অথবা আওয়াজ ও কথন-ভঙ্গি] এবং বর্ণ পৃথক পৃথক হওয়া; এতে জ্ঞানবানদের জন্য বহু নিদর্শন রয়েছে।

وَمِنْ اٰيٰتِهٖ مَنَامُكُمْ بِالَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَابْتِغَآؤُكُمْ مِّنْ فَضْلِهٖ ؕ اِنَّ فِيْ ذٰلِكَ لَاٰيٰتٍ لِّقَوْمٍ يَّسْمَعُوْنَ ﴿٢٣﴾

২৩. আর তাঁরই নিদর্শনসমূহের একটি এই- রাত্রিকালে ও দিবাভাগে তোমাদের নিদ্রা এবং তাঁর [প্রদত্ত] রিজিক তোমাদের অন্বেষণ করা; এতে সেই লোকদের জন্য নিদর্শন রয়েছে যারা শ্রবণ করে।

وَمِنْ اٰيٰتِهٖ يُرِيْكُمُ الْبَرْقَ خَوْفًا وَّطَمَعًا وَّيُنَزِّلُ مِنَ السَّمَآءِ مَآءً فَيُحْيٖ بِهِ الْاَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا ؕ اِنَّ فِيْ ذٰلِكَ لَاٰيٰتٍ لِّقَوْمٍ يَّعْقِلُوْنَ ﴿٢٤﴾

২৪. আর তাঁরই নিদর্শনসমূহের একটি এই যে, তিনি তোমাদেরকে বিদ্যুৎ দেখিয়ে থাকেন, যাতে [বজ্রপাতের] ভয়ও হয়, আবার [বৃষ্টিপাতের] আশাও হয় এবং তিনিই আসমান হতে পানি বর্ষণ করে থাকেন, অতঃপর তা দ্বারা জমিনকে তার মৃত হওয়ার পর সজীব করেন; এতে বোধশক্তি সম্পন্ন সম্প্রদায়ের জন্য নিদর্শনসমূহ রয়েছে।

শাব্দিক অনুবাদ :

২১. وَمِنْ اٰيٰتِهٖ আর তাঁর নিদর্শনসমূহের মধ্যে একটি এই যে, اَنْ خَلَقَ لَكُمْ তিনি তোমাদের জন্য সৃষ্টি করেছেন مِنْ اَنْفُسِكُمْ তোমাদের নিজেদের اَزْوَاجًا স্ত্রীগণকে لِتَسْكُنُوْا اِلَيْهَا যেন তোমরা তাদের থেকে শান্তি লাভ কর وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَّرَحْمَةً আর তোমাদের উভয়ের মধ্যে ভালোবাসা ও সহানুভূতি সৃষ্টি করেছেন اِنَّ فِيْ ذٰلِكَ لَاٰيٰتٍ এতে বহু নিদর্শন রয়েছে لِقَوْمٍ يَّتَفَكَّرُوْنَ চিন্তাশীল সম্প্রদায়ের জন্য।

২২. وَمِنْ اٰيٰتِهٖ আর তাঁরই নিদর্শনসমূহের একটি এই خَلْقُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ আসমান ও জমিন সৃষ্টি করা وَاخْتِلَافُ اَلْسِنَتِكُمْ وَاَلْوَانِكُمْ এবং তোমাদের জবান এবং বর্ণ পৃথক পৃথক হওয়া اِنَّ فِيْ ذٰلِكَ لَاٰيٰتٍ لِّلْعٰلِمِيْنَ এতে জ্ঞানবানদের জন্য বহু নিদর্শন রয়েছে।

২৩. وَمِنْ اٰيٰتِهٖ আর তাঁরই নিদর্শনসমূহের একটি এই مَنَامُكُمْ بِالَّيْلِ وَالنَّهَارِ রাত্রিকালে ও দিবাভাগে তোমাদের নিদ্রা وَابْتِغَاؤُكُمْ مِنْ فَضْلِهٖ এবং তাঁর রিজিক তোমাদের অন্বেষণ করা اِنَّ فِيْ ذٰلِكَ لَاٰيٰتٍ এতে সেই লোকদের জন্য নিদর্শন রয়েছে لِقَوْمٍ يَّسْمَعُوْنَ যারা শ্রবণ করে।

২৪. وَمِنْ اٰيٰتِهٖ আর তাঁরই নিদর্শনসমূহের একটি এই যে, يُرِيْكُمُ الْبَرْقَ তিনি তোমাদেরকে বিদ্যুৎ দেখিয়ে থাকেন خَوْفًا وَّطَمَعًا যাতে ভয়ও হয় আবার আশাও হয় وَيُنَزِّلُ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً এবং তিনিই আসমান হতে বৃষ্টি বর্ষণ করে থাকেন فَيُحْيٖ بِهِ الْاَرْضَ অতঃপর তা দ্বারা জমিনকে সজীব করেন بَعْدَ مَوْتِهَا তার মৃত হওয়ার পর اِنَّ فِيْ ذٰلِكَ لَاٰيٰتٍ এতে নিদর্শন সমূহ রয়েছে لِقَوْمٍ يَّعْقِلُوْنَ বোধশক্তি সম্পন্ন সম্প্রদায়ের জন্য।

https://e-ilm.weebly.com/

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

فَسُبْحٰنَ اللّٰهِ حِيْنَ تُمْسُوْنَ وَحِيْنَ تُصْبِحُوْنَ وَلَهُ الْحَمْدُ فِى السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ وَعَشِيًّا وَّحِيْنَ تُظْهِرُوْنَ.

سُبْحَانَ শব্দটি ধাতু। এর ক্রিয়া উহ্য আছে, অর্থাৎ سَبِّحُوا اللّٰهَ سُبْحَانًا حِيْنَ تُمْسُوْنَ অর্থাৎ, সন্ধ্যায় حِيْنَ تُصْبِحُوْنَ অর্থাৎ সকালে وَلَهُ الْحَمْدُ فِى السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ - এই বাক্যটি প্রমাণ হিসাবে মাঝখানে আনা হয়েছে। অর্থাৎ সকাল-সন্ধ্যায় তাঁর পবিত্রতা বর্ণনা করা জরুরি। কারণ নভোমণ্ডল ও ভূমণ্ডলে তিনিই একমাত্র প্রশংসার যোগ্য এবং এতদুভয়ের বাসিন্দারা তাঁর প্রশংসায় মশগুল। আয়াতের শেষভাগে وَعَشِيًّا وَّحِيْنَ تُظْهِرُوْنَ বলে আরও দুই সময়ে পবিত্রতা বর্ণনা করার আদেশ দেওয়া হয়েছে। অপরাহ্ন তথা আসরের সময় এবং মধ্যাহ্ন তথা সূর্য পশ্চিমাকাশে ঢলে পড়ার পরবর্তী সময়। বর্ণনায় সন্ধ্যাকে সকালের অগ্রে এবং অপরাহ্নকে মধ্যাহ্নের অগ্রে রাখা হয়েছে। সন্ধ্যাকে অগ্রে রাখার এক কারণ এই যে, ইসলামি তারিখ সন্ধ্যা তথা সূর্যাস্তের পর থেকে শুরু হয়। আসরের সময়কে যোহরের অগ্রে রাখার এক কারণ সম্ভবত: এই যে, আসরের সময় সাধারণত: কাজ-কারবারে ব্যাপৃত থাকার সময়। এতে দোয়া, তাসবীহ, অথবা নামাজ সম্পন্ন করা স্বভাবত: কঠিন। এ কারণেই কুরআনে صَلٰوةِ وُسْطٰى তথা আসরের নামাজের বিশেষ তাকীদ বর্ণিত হয়েছে-

حَافِظُوْا عَلَى الصَّلَوٰتِ وَالصَّلٰوةِ الْوُسْطٰى.

আলোচ্য আয়াতের ভাষায় নামাজের উল্লেখ নেই। কাজেই সর্বপ্রকার উক্তিগত ও কর্মগত জিকির এর অন্তর্ভুক্ত। জিকিরের যত প্রকার আছে, তন্মধ্যে নামাজ সর্বশ্রেষ্ঠ। তাই নামাজ আরও উত্তমরূপেই আয়াতের মধ্যে দাখিল আছে বলা যায়। এ কারণেই কোনো কোনো আলেম বলেন, এই আয়াতে পাঞ্জেগানা নামাজ ও সেসবের সময়ের বর্ণনা আছে। হযরত ইবনে-আব্বাস (রা.)-কে কেউ জিজ্ঞেস করল, কুরআনে পাঞ্জেগানা নামাজের স্পষ্ট উল্লেখ আছে কি? তিনি বললেন, হ্যাঁ। অতঃপর তিনি প্রমাণ হিসাবে এই আয়াত পেশ করলেন। অর্থাৎ حِيْنَ تُمْسُوْنَ শব্দের মাগরিবের নামাজ, حِيْنَ تُصْبِحُوْنَ শব্দে ফজরের নামাজ, عَشِيًّا শব্দে আসরের নামাজ এবং حِيْنَ تُظْهِرُوْنَ শব্দে যোহরের নামাজ উল্লিখিত হয়েছে। অন্য এক আয়াতে এশার নামাজের প্রমাণ আছে: অর্থাৎ وَمِنْ بَعْدِ صَلٰوةِ الْعِشَاءِ হযরত হাসান বসরী (র.) বলেন, حِيْنَ تُمْسُوْنَ শব্দে মাগরিব ও এশা উভয় নামাজ ব্যক্ত হয়েছে।

জ্ঞাতব্য : আলোচ্য আয়াত হযরত ইবরাহীম (আ.)-এর দোয়া এবং এ দোয়ার কারণে কুরআন পাক তাঁর অঙ্গীকার পূর্ণ করার বিষয় প্রশংসনীয়ভাবে উল্লেখ করেছে। বলা হয়েছে, وَاِبْرٰهِيْمَ الَّذِىْ وَفّٰى -হযরত ইবরাহীম (আ.) সকাল-সন্ধ্যায় এই দোয়া পাঠ করতেন।

হযরত মুআয ইবনে আনাস (রা.) থেকে বর্ণিত আছে যে, কুরআন পাকে হযরত ইবরাহীম (আ.)-এর অঙ্গীকার পূর্ণ করার যে প্রশংসা বর্ণিত হয়েছে, তার কারণ ছিল এই দোয়া।

আবূ দাউদ, তাবারানী, ইবনে সুন্নী প্রমুখ হযরত ইবনে-আব্বাস (রা.) থেকে বর্ণনা করেন যে, فَسُبْحٰنَ اللّٰهِ থেকে وَكَذٰلِكَ تُخْرَجُوْنَ পর্যন্ত এই তিন আয়াত সম্পর্কে রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন, যে ব্যক্তি সকালে এই দোয়া পাঠ করে, তার সারাদিনের আমলের ত্রুটিসমূহ এর বরকতে দূর করে দেওয়া হয় এবং যে সন্ধ্যায় এই দোয়া পড়ে, তার রাত্রিকালীন আমলের ত্রুটি দূর করে দেওয়া হয়।-(রূহুল-মা'আনী)

وَمِنْ اٰيٰتِهٖۤ اَنْ خَلَقَكُمْ مِّنْ تُرَابٍ ثُمَّ اِذَاۤ اَنْتُمْ بَشَرٌ الخ : সূরা রূমের শুরুতে রোমক ও পারসিকদের যুদ্ধের ঘটনা শোনানোর পর অবিশ্বাসী কাফেরদের পথভ্রষ্টতা ও সত্যের প্রতি উদাসীনতার কারণ সাব্যস্ত করা হয় যে, তারা ধ্বংসশীল পার্থিব জীবনকে লক্ষ্য স্থির করে পরকাল থেকে বিমুখ হয়ে পড়েছে। এরপর কিয়ামতে পুনরুজ্জীবন, হিসাব-নিকাশ এবং শাস্তি ও প্রতিদানকে যেসব বাহ্যদর্শী অবান্তর মনে করতে পারত, তাদেরকে বিভিন্ন ভঙ্গিতে জওয়াব দেওয়া হয়েছে। প্রথমে নিজের সম্পর্কে চিন্তা-ভাবনা করার অতঃপর চতুষ্পার্শ্বস্থ জাতিসমূহের অবস্থা ও পরিণাম পর্যবেক্ষণ করার দাওয়াত দেওয়া হয়েছে। এরপর বলা হয়েছে যে, আল্লাহ তা'আলা সর্বশক্তিমান। তাঁর কোনো শরিক ও অংশীদার নেই। এসব সাক্ষ্য-প্রমাণের অনিবার্য ফল দাঁড়ায় এই যে, ইবাদতের যোগ্য একমাত্র তাঁর একক সত্তাকেই সাব্যস্ত করতে হবে। তিনি পয়গম্বরগণের মাধ্যমে কিয়ামত কায়েম হওয়ার বরং পূর্ববর্তী ও পরবর্তী সব মানুষের পুনরুজ্জীবিত হয়ে হিসাব-নিকাশের

https://e-ilm.weebly.com/

পর জান্নাতে অথবা জাহান্নামে যাওয়ার যে সংবাদ দিয়েছেন, তাতে বিশ্বাস করতে হবে। আলোচ্য আয়াতসমূহে এই পূর্ণ শক্তি ও পূর্ণ প্রজ্ঞার ছয়টি প্রতীক 'শক্তির নিদর্শনাবলি শিরোনামে বর্ণিত হয়েছে। এগুলো আল্লাহ তা'আলার অনুপম শক্তি ও প্রজ্ঞার নিদর্শন।

আল্লাহর কুদরতের প্রথম নিদর্শন : মানুষের ন্যায় সৃষ্টির সেরা ও জগতের শাসককে মৃত্তিকা থেকে সৃষ্টি করা। জগতে যত প্রকার উপাদান আছে, তন্মধ্যে মৃত্তিকা সর্বনিকৃষ্ট উপাদান। এতে অনুভূতি, চেতনা ও উপলব্ধির নাম-গন্ধও দৃষ্টিগোচর হয় না। অগ্নি, পানি, বায়ু ও মৃত্তিকা এই উপাদান-চতুষ্টয়ের মধ্যে মৃত্তিকা ছাড়া সবগুলোর মধ্যে কিছু না কিছু গতি ও চেতনার আভাস পাওয়া যায়। মৃত্তিকা তা থেকেও বঞ্চিত। মানব সৃষ্টির জন্যে আল্লাহ তা'আলা একেই মনোনীত করেছেন। ইবলীসের পথভ্রষ্টতার কারণও তাই হয়েছে যে, সে অগ্নি-উপাদানকে মৃত্তিকা থেকে সেরা ও শ্রেষ্ঠ মনে করে অহংকারের পথ বেছে নিয়েছে। সে বুঝল না যে, ভদ্রতা ও আভিজাত্যের চাবিকাঠি স্রষ্টা ও মালিক আল্লাহর হাতে। তিনি যাকে ইচ্ছা মহান করতে পারেন।

মানব সৃষ্টির উপাদান যে মৃত্তিকা, একথা হযরত আদম (আ.) -এর দিক দিয়ে বুঝতে কষ্ট হয় না। তিনি সমগ্র মানব জাতির অস্তিত্বের মূলভিত্তি, তাই অন্যান্য মানুষের সৃষ্টিও পরোক্ষভাবে তাঁরই সাথে সম্বন্ধযুক্ত হওয়া অবান্তর নয়। এটাও সম্ভবপর যে, সাধারণ মানুষের প্রজনন বীর্যের মাধ্যমে হলেও বীর্য যেসব উপাদান দ্বারা গঠিত, তন্মধ্যে মৃত্তিকা প্রধান।

আল্লাহর কুদরতের দ্বিতীয় নিদর্শন : দ্বিতীয় নিদর্শন এই যে, মানুষের মধ্যে থেকে আল্লাহ তা'আলা নারী জাতিকে সৃষ্টি করেছেন। তারা পুরুষের সঙ্গিনী হয়েছে। একই উপাদান থেকে একই স্থানে এবং একই খাদ্য থেকে উৎপন্ন সন্তানদের মধ্যে এই দু'টি প্রকারভেদ তিনি সৃষ্টি করেছেন। তাদের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ, মুখশ্রী, অভ্যাস ও চরিত্রের সুস্পষ্ট পার্থক্য পরিলক্ষিত হয়। আল্লাহর পূর্ণ শক্তি ও প্রজ্ঞার জন্যে এই সৃষ্টিই যথেষ্ট নিদর্শন। এরপর নারী জাতি সৃষ্টি করার রহস্য ও উপকারিতার বর্ণনা প্রসঙ্গে বলা হয়েছে : لِتَسْكُنُوٓا اِلَيْهَا – অর্থাৎ তোমরা তাদের কাছে পৌছে শান্তি লাভ কর, এ কারণেই তাদেরকে সৃষ্টি করা হয়েছে। পুরুষদের যত প্রয়োজন নারীর সাথে সম্পৃক্ত সবগুলো সম্পর্কে চিন্তা করলে দেখা যাবে যে, সবগুলোর সারমর্ম হচ্ছে মানসিক শান্তি ও সুখ। কুরআন পাক একটিমাত্র শব্দে সবগুলোকে সন্নিবেশিত করে দিয়েছে।

এ থেকে জানা গেল যে, বৈবাহিক জীবনের যাবতীয় কাজ-কারবারের সারমর্ম হচ্ছে মনের শান্তি ও সুখ। যে পরিবারে এটা বর্তমান আছে, সেই পরিবার সৃষ্টির উদ্দেশ্য সফল। যেখানে মানসিক শান্তি অনুপস্থিত, সেখানে আর যাই থাকুক বৈবাহিক জীবনের সাফল্য নেই। একথাও বলাবাহুল্য যে, পারস্পরিক শান্তি তখনই সম্ভবপর যখন নারী ও পুরুষের সম্পর্কের ভিত্তি শরিয়তসম্মত বিবাহের উপর প্রতিষ্ঠিত থাকে। যেসব দেশ ও জাতি এর বিপরীত হারাম রীতি-নীতি প্রচলিত করেছে, অনুসন্ধান করলে দেখা যাবে যে, তাদের জীবনে কোথাও শান্তি নেই। জন্তু- জানোয়ারের ন্যায় সাময়িক যৌন-বাসনা চরিতার্থ করার নাম শান্তি হতে পারে না।

বৈবাহিক জীবনের লক্ষ্য : আলোচ্য আয়াত পুরুষ ও নারীর দাম্পত্য, জীবনের লক্ষ্য মনের শান্তিকে স্থির করেছে। এটা তখনই সম্ভবপর, যখন উভয়পক্ষ একে অপরের অধিকার সম্পর্কে সজাগ হয় এবং তা আদায় করে নেয়। নতুবা অধিকার আদায়ের সংগ্রাম পারিবারিক শান্তি বরবাদ করে দেবে। এই অধিকার আদায়ের এক উপায় ছিল আইন প্রণয়ন করে তা প্রয়োগ করা ; যেমন অন্যদের অধিকারের বেলায় তাই করা হয়েছে। অর্থাৎ, একে অপরের অধিকার হরণকে হারাম করে তজ্জন্য কঠোর শাস্তিবাণী শোনানো হয়েছে। শাস্তি নির্ধারণ করা হয়েছে এবং ত্যাগ ও সহমর্মিতার উপদেশ দেওয়া হয়েছে। কিন্তু অভিজ্ঞতা সাক্ষ্য দেয় যে, শুধু আইনের মাধ্যমে কোনো জাতিকে সঠিক পথে আনা যায় না, যে পর্যন্ত তার সাথে আল্লাহভীতি যুক্ত করে দেওয়া না হয়। এ কারণেই সামাজিক ব্যাপারাদিতে বিধি-বিধানের সাথে সমগ্র কুরআনে সর্বত্র اِتَّقُوْا رَبَّكُمْ وَاخْشَوْا ইত্যাদি বাক্য পরিশিষ্ট হিসেবে জুড়ে দেওয়া হয়েছে।

পুরুষ ও নারীর পারস্পরিক কাজ-কারবার কিছুটা এমনি ধরনের যে, কোনো আইন তাদের অধিকার পুরোপুরি আদায় করার বিষয়টিকে আয়ত্তে আনতে পারে না এবং কোনো আদালতও এ ব্যাপারে পুরোপুরি ইনসাফ করতে পারে না। এ কারণেই বিবাহের খোতবায় রাসূলুল্লাহ ﷺ কুরআন পাকের সেই সব আয়াত মনোনীত করেছেন, যেগুলোতে আল্লাহভীতি, তাকওয়া ও পরকালের শিক্ষা আছে। কারণ আল্লাহভীতিই প্রকৃতপক্ষে স্বামী-স্ত্রীর পারস্পরিক অধিকারের জামিন হতে পারে।

https://e-ilm.weebly.com/

তদুপরি আল্লাহ তা'আলার আরও একটি অনুগ্রহ এই যে, তিনি বৈবাহিক অধিকারকে কেবল আইনগত রাখেননি; বরং মানুষের স্বভাবগত ও প্রবৃত্তিগত ব্যাপার করে দিয়েছেন। পিতামাতা ও সন্তানের পারস্পরিক অধিকারের বেলায়ও তদ্রূপ করা হয়েছে। তাদের অন্তরে স্বভাবগত পর্যায়ে এমন এক ভালোবাসা সৃষ্টি করে দিয়েছেন যে, পিতামাতা নিজেদের প্রাণের চেয়েও অধিক সন্তানের দেখাশোনা করতে বাধ্য। এমনিভাবে সন্তানের অন্তরেও পিতামাতার প্রতি একটি স্বভাবগত ভালোবাসা রেখে দেওয়া হয়েছে। স্বামী-স্ত্রীর ক্ষেত্রেও তাই করা হয়েছে। এজন্য ইরশাদ হয়েছে : وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَّوَدَّةً وَّرَحْمَةً –অর্থাৎ আল্লাহ তা'আলা স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে কেবল আইনগত সম্পর্ক রাখেননি; বরং তাদের অন্তরে সমপ্রীতি ও দয়া গ্রথিত করে দিয়েছেন। مَوَدَّتْ ও وَدٌّ-এর শাব্দিক অর্থ চাওয়া, যার ফল ভালোবাসা ও প্রীতি। এখানে আল্লাহ তা'আলা দুইটি শব্দ ব্যবহার করেছেন–এক. مَوَدَّتْ ও দ্বিতীয় رَحْمَتْ। সম্ভবত এতে ইঙ্গিত আছে যে, مَوَدَّتْ তথা ভালোবাসার সম্পর্ক যৌবনকালের সাথে। এ সময় উভয় পক্ষের কামনা-বাসনা একে অপরকে ভালোবাসতে বাধ্য করে। বার্ধক্যে যখন এই ভাবালুতা বিদায় নেয়, তখন পরস্পরের মধ্যে দয়া ও কৃপা স্বভাবগত হয়ে যায়। –[কুরতুবী]

এরপর বলা হয়েছে اِنَّ فِىْ ذٰلِكَ لَاٰيٰتٍ لِّقَوْمٍ يَّتَفَكَّرُوْنَ – অর্থাৎ এতে চিন্তাশীল লোকদের জন্যে অনেক নিদর্শন আছে। এখানে উল্লেখ করা হয়েছে একটি নিদর্শন এবং শেষভাগে একে 'অনেক নিদর্শন' বলা হয়েছে। কারণ এই যে, আয়াতে উল্লেখিত বৈবাহিক সম্পর্কের বিভিন্ন দিক ও তা থেকে অর্জিত পার্থিব ও ধর্মীয় উপকারিতার প্রতি লক্ষ্য করলে এটা এক নয়-বহুনিদর্শন।

আল্লাহর কুদরতের তৃতীয় নিদর্শন : তৃতীয় নিদর্শন হচ্ছে আকাশ ও পৃথিবী সৃজন, বিভিন্ন স্তরের মানুষের বিভিন্ন ভাষা ও বর্ণনাভঙ্গি এবং বিভিন্ন স্তরের বর্ণবৈষম্য; যেমন কোনো স্তর শ্বেতকায়, কেউ কৃষ্ণকায়, কেউ লালচে এবং কেউ হলদেটে। এখানে আকাশ ও পৃথিবী সৃজন তো শক্তির মহানিদর্শন বটেই, মানুষের ভাষার বিভিন্নতাও কুদরতের এক বিস্ময়কর লীলা। ভাষার বিভিন্নতার মধ্যে অভিধানের বিভিন্নতাও অন্তর্ভুক্ত রয়েছে। আরবি, ফারসি, হিন্দী, তুর্কী, ইংরেজি ইত্যাদি কত বিভিন্ন ভাষা আছে। এগুলো বিভিন্ন ভূখণ্ডে প্রচলিত। তন্মধ্যে কোনো কোনো ভাষা পরস্পর এত ভিন্নরূপ যে, এদের মধ্যে পারস্পরিক কোনো সম্পর্ক আছে বলেই মনে হয় না। স্বর ও উচ্চারণভঙ্গির বিভিন্নতাও ভাষার বিভিন্নতার মধ্যে শামিল। আল্লাহ তা'আলা প্রত্যেক পুরুষ, নারী, বালক ও বৃদ্ধের কণ্ঠস্বরে এমন স্বাতন্ত্র সৃষ্টি করেছেন যে, একজনের কণ্ঠস্বর অন্যজনের কণ্ঠস্বরের সাথে পুরোপুরি মিল রাখে না। কিছু না কিছু পার্থক্য অবশ্যই থাকে। অথচ এই কণ্ঠস্বরের যন্ত্রপাতি তথা জিহ্বা, ঠোঁট, তালু ও কণ্ঠনালী সবার মধ্যেই অভিন্ন ও একরূপ। فَتَبٰرَكَ اللّٰهُ اَحْسَنُ الْخٰلِقِيْنَ

এমনিভাবে বর্ণ-বৈষম্যের কথা বলা যায়। একই পিতা-মাতা থেকে একই প্রকার অবস্থায় দুই সন্তান বিভিন্ন বর্ণের জন্মগ্রহণ করে। এ হচ্ছে সৃষ্টি ও কারিগরির নৈপুণ্য। এরপর ভাষা ও স্বর বিভিন্ন হয়। মানব জাতির বর্ণের বিভিন্নতার মধ্যে কি কি রহস্য নিহিত আছে, তা এক অতিদীর্ঘ আলোচনা। সামান্য চিন্তা-ভাবনা দ্বারা অনেকে রহস্য বুঝে নেওয়া কঠিনও নয়।

কুদরতের এই আয়াতে আকাশ, পৃথিবী; ভাষার বিভিন্নতা, বর্ণের বিভিন্নতা এবং বহুবিধ প্রসঙ্গে অনেক শক্তি ও প্রজ্ঞার নিদর্শন বিদ্যমান আছে। এগুলো এত সুস্পষ্ট যে, অতিরিক্ত চিন্তা-ভাবনার প্রয়োজন হয় না। প্রত্যেক চক্ষুষ্মান ব্যক্তিই তা দেখতে পারে। তাই আয়াতের শেষে বলা হয়েছে اِنَّ فِىْ ذٰلِكَ لَاٰيٰتٍ لِّلْعٰلِمِيْنَ –অর্থাৎ, এতে জ্ঞানীদের জন্যে অনেক নিদর্শন রয়েছে।

আল্লাহর কুদরতের চতুর্থ নিদর্শন : মানুষের রাত্রে ও দিবাভাগে নিদ্রা যাওয়া এমনিভাবে রাত্রে ও দিবাভাগে জীবিকা অন্বেষণ করা। এই আয়াতে দিন-রাত্রে নিদ্রাও বর্ণনা করা হয়েছে এবং জীবিকা অন্বেষণও। অন্য কতক আয়াতে নিদ্রা শুধু রাত্রে এবং জীবিকা অন্বেষণ শুধু দিনে ব্যক্ত করা হয়েছে। কারণ এই যে, রাত্রের আসল কাজ নিদ্রা যাওয়া এবং জীবিকা অন্বেষণের কাজও কিছু চলে। দিনে এর বিপরীতে আসল কাজ জীবিকা অন্বেষণ করা এবং কিছু নিদ্রা ও বিশ্রাম গ্রহণেরও সময় পাওয়া যায়। তাই উভয় বক্তব্যই স্ব স্ব স্থানে নির্ভুল। কোনো কোনো তাফসীরকার সদর্থের আশ্রয় নিয়ে এই আয়াতেও নিদ্রাকে রাত্রির সাথে এবং জীবিকা অন্বেষণকে দিনের সাথে বিশেষভাবে সম্পৃক্ত দেখিয়েছেন। কিন্তু এর প্রয়োজন নেই।

নিদ্রা ও জীবিকা অন্বেষণ তাওয়াক্কুলের পরিপন্থি নয় : এই আয়াত থেকে প্রমাণিত হয়েছে যে, নিদ্রার সময় নিদ্রা যাওয়া এবং জাগরণের সময় জীবিকা অন্বেষণ করাকে মানুষের জন্মগত স্বভাবে পরিণত করা হয়েছে। এই উভয় বিষয়ের অর্জন

https://e-ilm.weebly.com/

মানুষের চেষ্টা-চরিত্রের অধীন নয়; বরং এগুলো প্রকৃতপক্ষে আল্লাহর দান। আমরা দিন-রাত প্রত্যক্ষ করি যে, নিদ্রা ও বিশ্রামের উৎকৃষ্টতর আয়োজন সত্ত্বেও কোনো কোনো সময় নিদ্রা আসে না। মাঝে মাঝে ডাক্তারী বটিকাও নিদ্রা আনয়নে ব্যর্থ হয়ে যায়। আল্লাহ যাকে চান উন্মুক্ত মাঠে রোদ ও উত্তাপের মধ্যেও নিদ্রা দান করেন।

জীবিকা উপার্জনের ক্ষেত্রেও একই অবস্থা দিনরাত প্রত্যক্ষ করা হয় দুই ব্যক্তি সমান সমান জ্ঞান-বুদ্ধিসম্পন্ন, সমান অর্থসম্পন্ন, সমান পরিশ্রম সহকারে জীবিকা উপার্জনের একই ধরনের কাজ নিয়ে বসে, কিন্তু একজন উন্নতি লাভ করে এবং অপরজন ব্যর্থ হয়। আল্লাহ তা'আলা দুনিয়াকে উপায়াদির উপর নির্ভরশীল করে দিয়েছেন। এর পেছনে অনেক রহস্য ও উপকারিতা আছে। তাই জীবিকা উপার্জন উপায়াদির মাধ্যমেই করা অপরিহার্য। কিন্তু বুদ্ধিমানের কাজ আসল সত্য বিস্মৃত না হওয়া। উপায়াদিকে উপায়াদিই মনে করতে হবে এবং আসল রিজিকদাতা হিসাবে উপায়াদির স্রষ্টাকেই মনে করতে হবে।

এই আয়াতের শেষে বলা হয়েছে اِنَّ فِىْ ذٰلِكَ لَاٰيٰتٍ لِّقَوْمٍ يَّسْمَعُوْنَ – অর্থাৎ, যারা মনোযোগ সহকারে শ্রবণ করে, তাদের জন্যে এতে অনেক নিদর্শন রয়েছে। এতে শ্রবণের প্রসঙ্গ বলার কারণও সম্ভবত: এই যে, দৃশ্যত: নিদ্রা আপনা-আপনিই আসে, যদি আরামের জায়গা বেছে নিয়ে শয়ন করা হয়। এভাবে পরিশ্রম, মজুরি, ব্যবসা-বাণিজ্য ইত্যাদি দ্বারাও জীবিকা অর্জিত হয়ে থাকে। এসব ক্ষেত্রে আল্লাহর অদৃশ্য হাতের কারসাজি চর্মচক্ষুর অন্তরালে থাকে। পয়গাম্বরগণ তা বর্ণনা করেন। তাই বলা হয়েছে, এসব নিদর্শন তাদের জন্যেই উপকারী, যারা পয়গাম্বরগণের কথা মনোযোগ দিয়ে শোনে এবং যখন বোধগম্য হয়, তখন মেনে নেয়– কোনো হঠকারিতা করে না।

আল্লাহর কুদরতের পঞ্চম নিদর্শন : পঞ্চম নিদর্শন এই যে, আল্লাহ তা'আলা মানুষকে বিদ্যুতের চমক দেখান। এতে পতিত হওয়ার এবং ক্ষতিকারিতারও আশঙ্কা থাকে এবং এর পশ্চাতে বৃষ্টির আশাবাদও সঞ্চার হয়। তিনি এই বৃষ্টির দ্বারা শুষ্ক এবং মৃত মৃত্তিকাকে জীবিত ও সতেজ করে তাতে রকমারি প্রকারের বৃক্ষ ও ফল-ফুল উৎপন্ন করেন। এই আয়াতের শেষে বলা হয়েছে : اِنَّ فِىْ ذٰلِكَ لَاٰيٰتٍ لِّقَوْمٍ يَّعْقِلُوْنَ –অর্থাৎ এতে বুদ্ধিমানদের জন্যে অনেক নিদর্শন রয়েছে। কেননা বিদ্যুৎ ও বৃষ্টি এবং তা দ্বারা উদ্ভিদ ও ফল-ফুলের সৃজন যে আল্লাহর পক্ষ থেকে হয়, একথা বুদ্ধি ও প্রজ্ঞা দ্বারাই বোঝা যেতে পারে।

শব্দ বিশ্লেষণ :

تُمْسُوْنَ : সীগাহ جمع مذكر حاضر বহছ مضارع معروف বাবে إِفْعَالٌ মাসদার إِمْسَاءٌ মূলবর্ণ (م - س - ى) জিনস ناقص يائى অর্থ- তোমরা সন্ধ্যা করেছ। إِمْسَاءٌ এর ব্যবহার فعل ناقص হিসাবে হলে এটি كَانَ এর অর্থে আসে।

اَلْحَىُّ : সিফাতে মুশাব্বাহর সীগাহ। অর্থ– জিন্দা, জীবিত, حَيَاةٌ থেকে চয়িত।

مَوَدَّةً : বাবে سَمِعَ। اسم مصدر. منصوب. نكره অর্থ- বন্ধুত্ব, প্রেম, ভালোবাসা, মনের আকর্ষণ।

اَلْوَانٌ : لَوْنٌ এর বহুবচন। অর্থ– রঙ।

مَنَامٌ : অর্থ– স্বপ্ন, খাব, নিদ্রা। مَنَامٌ শব্দটি اسم ظرف – নিদ্রালয়।

يُرِىْ : সীগাহ واحد مذكر غائب বহছ مضارع معروف বাবে اِفْعَالٌ। মাসদার– اِرَائَةٌ। মূলবর্ণ (ر - ء - ى) জিনস মুরাক্কাব (ناقص يائى এবং مهموز عين) অর্থ– সে দেখায়, তিনি দেখান।

বাক্য বিশ্লেষণ :

وَلَهُ الْحَمْدُ فِى السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ وَعَشِيًّا وَّحِيْنَ تُظْهِرُوْنَ : এখানে واو টি মাতূফ ও মাতূফ আলাইহি -এর মাঝে اعتراضية হয়েছে। আর لَهُ হলো خبر مقدم এবং اَلْحَمْدُ হলো مبتدا مؤخر আর فِى السَّمٰوٰتِ হলো حال আর وَالْاَرْضِ আর এটা اَلسَّمٰوٰتِ -এর উপর আতফ হয়েছে। আর বাক্যটি معترضة হয়েছে। আর عَشِيًّا টা حِيْنَ تُمْسُوْنَ -এর উপর আতফ হয়েছে। অনুরূপভাবে وَحِيْنَ تُظْهِرُوْنَ টা حِيْنَ تُمْسُوْنَ -এর উপর আতফ হয়েছে।

–[ইরাবুল কুরআন ৬ষ্ঠ খণ্ড : পৃ. ৪৩]

https://e-ilm.weebly.com/

২৫. আর তাঁরই নিদর্শনসমূহের একটি এই যে, আসমান এবং জমিন তাঁরই নির্দেশে স্থির রয়েছে; তৎপর যখন তোমাদেরকে ডেকে ভূগর্ভ হতে [বের হওয়ার] আহ্বান করবেন, তৎক্ষণাৎ তোমরা বের হয়ে পড়বে।	وَمِنْ اٰيٰتِهٖٓ اَنْ تَقُوْمَ السَّمَآءُ وَالْاَرْضُ بِاَمْرِهٖ ۗ ثُمَّ اِذَا دَعَاكُمْ دَعْوَةً ۖ مِّنَ الْاَرْضِ ۖ اِذَآ اَنْتُمْ تَخْرُجُوْنَ ﴿٢٥﴾
২৬. এবং যা কিছু আসমান ও জমিনে রয়েছে, সব তাঁরই জন্য; সমস্তই তাঁর অনুগত।	وَلَهٗ مَنْ فِي السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ ۗ كُلٌّ لَّهٗ قٰنِتُوْنَ ﴿٢٦﴾
২৭. এবং তিনিই সেই সত্তা, যিনি প্রথমবার সৃষ্টি করেছেন, আবার তিনিই দ্বিতীয়বার সৃষ্টি করবেন, এবং এটা তাঁর পক্ষে খুবই সহজ এবং আসমান ও জমিনের মধ্যে তাঁরই মর্যাদা সর্বোচ্চ, এবং তিনি মহাপরাক্রান্ত, প্রজ্ঞাময়।	وَهُوَ الَّذِيْ يَبْدَؤُا الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيْدُهٗ وَهُوَ اَهْوَنُ عَلَيْهِ ۗ وَلَهُ الْمَثَلُ الْاَعْلٰى فِي السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ ۚ وَهُوَ الْعَزِيْزُ الْحَكِيْمُ ﴿٢٧﴾
২৮. আল্লাহ তা'আলা তোমাদের জন্য একটি বিস্ময়কর দৃষ্টান্ত তোমাদেরই অবস্থাসমূহ হতে বর্ণনা করছেন; তোমাদের ঐ সমস্ত সম্পত্তিতে– যা আমি তোমাদেরকে দিয়েছি তোমাদের ক্রীতদাসদের মধ্য হতে– কেউ কি শরিক আছে যে, তোমরা ও তারা তাতে সমান [অধিকারী] হও, যাদের সম্বন্ধে এরূপ আশঙ্কা কর– যেরূপ তোমরা পরস্পর নিজেদের মধ্যে আশঙ্কা করে থাক? এরূপে আমি জ্ঞানবানদের জন্য প্রমাণসমূহ বিশদভাবে বর্ণনা করে থাকি।	ضَرَبَ لَكُمْ مَّثَلًا مِّنْ اَنْفُسِكُمْ ۗ هَلْ لَّكُمْ مِّنْ مَّا مَلَكَتْ اَيْمَانُكُمْ مِّنْ شُرَكَآءَ فِيْ مَا رَزَقْنٰكُمْ فَاَنْتُمْ فِيْهِ سَوَآءٌ تَخَافُوْنَهُمْ كَخِيْفَتِكُمْ اَنْفُسَكُمْ ۗ كَذٰلِكَ نُفَصِّلُ الْاٰيٰتِ لِقَوْمٍ يَّعْقِلُوْنَ ﴿٢٨﴾

শাব্দিক অনুবাদ :

২৫. وَمِنْ اٰيٰتِهٖ আর তারই নির্দেশসমূহের একটি এই যে, اَنْ تَقُوْمَ السَّمَآءُ وَالْاَرْضُ আসমান এবং জমিন স্থির রয়েছে بِاَمْرِهٖ তাঁরই নির্দেশে ثُمَّ اِذَا دَعَاكُمْ دَعْوَةً তৎপর যখন তোমাদেরকে ডেকে আহবান করবেন مِّنَ الْاَرْضِ ভূগর্ভ হতে (বের হওয়ার) اِذَآ اَنْتُمْ تَخْرُجُوْنَ তৎক্ষণাৎ তোমরা বের হয়ে পড়বে।

২৬. وَلَهٗ এবং সব তাঁরই জন্য مَنْ فِي السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ যা কিছু আসমান ও জমিনে রয়েছে– كُلٌّ لَّهٗ قٰنِتُوْنَ সমস্তই তাঁর অনুগত।

২৭. وَهُوَ الَّذِيْ এবং তিনিই সেই সত্তা যিনি يَبْدَؤُا الْخَلْقَ প্রথমবার সৃষ্টি করেছেন ثُمَّ يُعِيْدُهٗ আবার তিনিই দ্বিতীয়বার সৃষ্টি করবেন وَهُوَ اَهْوَنُ عَلَيْهِ এবং এটা তাঁর পক্ষে খুবই সহজ وَلَهُ الْمَثَلُ الْاَعْلٰى এবং তাঁরই মর্যাদা সর্বোচ্চ فِي السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ আসমান ও জমিনে وَهُوَ الْعَزِيْزُ الْحَكِيْمُ এবং তিনি মহা পরাক্রান্ত প্রজ্ঞাময়।

২৮. ضَرَبَ لَكُمْ مَّثَلًا আল্লাহ তা'আলা তোমাদের জন্য একটি বিস্ময়কর দৃষ্টান্ত বর্ণনা করতেছেন مِّنْ اَنْفُسِكُمْ তোমাদের অবস্থাসমূহ হতে هَلْ لَّكُمْ مِّنْ مَّا مَلَكَتْ اَيْمَانُكُمْ তোমাদের ঐ সমস্ত সম্পত্তিতে তোমাদের ক্রীতদাসদের মধ্য হতে কেউ কি আছে مِّنْ شُرَكَآءَ শরিক فِيْ مَا رَزَقْنٰكُمْ যা আমি তোমাদেরকে দিয়েছি– فِيْهِ سَوَآءٌ যে, তোমরা ও তারা তাতে সমান হও تَخَافُوْنَهُمْ যাদের সম্বন্ধে তোমরা পরস্পর নিজেদের মধ্যে আশঙ্কা করে থাক كَذٰلِكَ এরূপে نُفَصِّلُ الْاٰيٰتِ আমি প্রমাণসমূহ বিশদভাবে বর্ণনা করে থাকি لِقَوْمٍ يَّعْقِلُوْنَ জ্ঞানবানদের জন্য।

https://e-ilm.weebly.com/

https://e-ilm.weebly.com/

بَلِ اتَّبَعَ الَّذِيْنَ ظَلَمُوْٓا اَهْوَآءَهُمْ بِغَيْرِ عِلْمٍ ۚ فَمَنْ يَّهْدِيْ مَنْ اَضَلَّ اللّٰهُ ۗ وَمَا لَهُمْ مِّنْ نّٰصِرِيْنَ ﴿٢٩﴾

২৯. বরং এই জালেমরা প্রমাণ ব্যতীত নিজেদের প্রবৃত্তিরই অনুসরণ করে চলেছে, সুতরাং আল্লাহ যাকে পথভ্রষ্ট করেন, তাকে কে সুপথে আনবে? আর তাদের কোনো সহায়কও হবে না ।

فَاَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّيْنِ حَنِيْفًا ۗ فِطْرَتَ اللّٰهِ الَّتِيْ فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْهَا ۗ لَا تَبْدِيْلَ لِخَلْقِ اللّٰهِ ۗ ذٰلِكَ الدِّيْنُ الْقَيِّمُ ۙ وَلٰكِنَّ اَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُوْنَ ﴿٣٠﴾

৩০. অতএব, তোমরা একনিষ্ঠভাবে স্ব স্ব লক্ষ্য এ ধর্মের প্রতি রাখ; আল্লাহ প্রদত্ত [সত্যোপলব্ধির] সেই যোগ্যতার অনুসরণ করে চল, যার উপর আল্লাহ তা'আলা মানবকে সৃষ্টি করেছেন; আল্লাহর সৃষ্ট সেই বস্তুকে পরিবর্তন করা উচিত নয়, যার উপর তিনি সমস্ত মানুষকে সৃষ্টি করেছেন; এটাই হচ্ছে সরল ধর্ম, কিন্তু অধিকাংশ লোকই জানে না ।

مُنِيْبِيْنَ اِلَيْهِ وَاتَّقُوْهُ وَاَقِيْمُوا الصَّلٰوةَ وَلَا تَكُوْنُوْا مِنَ الْمُشْرِكِيْنَ ﴿٣١﴾

৩১. তোমরা আল্লাহ তা'আলার দিকে প্রত্যাবর্তিত হয়ে তাঁরই প্রদত্ত যোগ্যতার অনুসরণ কর এবং তাঁকে ভয় কর এবং নামাজের পাবন্দি কর এবং মুশরিকদের অন্তর্ভুক্ত থেকো না ।

مِنَ الَّذِيْنَ فَرَّقُوْا دِيْنَهُمْ وَكَانُوْا شِيَعًا ۗ كُلُّ حِزْبٍ بِمَا لَدَيْهِمْ فَرِحُوْنَ ﴿٣٢﴾

৩২. যারা নিজেদের দীনে মতভেদ সৃষ্টি করেছে এবং বহু দলে বিভক্ত হয়ে গেছে; প্রত্যেক দল নিজেদের ঐ পন্থায় গর্বিত যা তাদের কাছে রয়েছে ।

শাব্দিক অনুবাদ :

২৯. بَلِ اتَّبَعَ الَّذِيْنَ ظَلَمُوْٓا বরং এই জালেমরা অনুসরণ করে চলেছে اَهْوَآءَهُمْ নিজেদের প্রবৃত্তিরই بِغَيْرِ عِلْمٍ প্রমাণ
ব্যতীত فَمَنْ يَّهْدِيْ সুতরাং তাকে কে সুপথে আনবে مَنْ اَضَلَّ اللّٰهُ আল্লাহ যাকে পথভ্রষ্ট করেন وَمَا لَهُمْ مِّنْ نّٰصِرِيْنَ
আর তাদের কোনো সহায়কও হবে না ।

৩০. فَاَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّيْنِ حَنِيْفًا অতএব তোমরা একনিষ্ঠভাবে স্ব-স্ব লক্ষ্য এ ধর্মের প্রতি রাখ فِطْرَتَ اللّٰهِ আল্লাহ প্রদত্ত
সেই যোগ্যতার অনুসরণ করে চল الَّتِيْ فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْهَا যার উপর আল্লাহ তা'আলা মানবকে সৃষ্টি করেছেন لَا
تَبْدِيْلَ لِخَلْقِ اللّٰهِ আল্লাহর সেই বস্তুকে পরিবর্তন করা উচিত নয় যার উপর তিনি সমস্ত মানুষকে সৃষ্টি করেছেন ذٰلِكَ
الدِّيْنُ الْقَيِّمُ এটাই হচ্ছে সরল ধর্ম وَلٰكِنَّ اَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُوْنَ কিন্তু অধিকাংশ লোকই জানে না ।

৩১. مُنِيْبِيْنَ اِلَيْهِ তোমরা আল্লাহ তা'আলার দিকে প্রত্যাবর্তিত হয়ে তাঁরই প্রদত্ত যোগ্যতার অনুসরণ কর وَاتَّقُوْهُ এবং
তাকে ভয় কর وَاَقِيْمُوا الصَّلٰوةَ এবং নামাজের পাবন্দি কর وَلَا تَكُوْنُوْا مِنَ الْمُشْرِكِيْنَ এবং মুশরিকদের অন্তর্ভুক্ত
থেকো না ।

৩২. مِنَ الَّذِيْنَ فَرَّقُوْا دِيْنَهُمْ যারা নিজেদের দীনে মতভেদ সৃষ্টি করেছে وَكَانُوْا شِيَعًا এবং বহু দলে বিভক্ত হয়ে গেছে
كُلُّ حِزْبٍ প্রত্যেক দল بِمَا لَدَيْهِمْ فَرِحُوْنَ নিজেদের ঐ পন্থায় গর্বিত যা তাদের কাছে রয়েছে ।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

وَهُوَ الَّذِىْ يَبْدَءُ الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيْدُهُ .... وَهُوَ الْعَزِيْزُ الْحَكِيْمُ . [٢٧]

শানে নুযূল : হযরত ইকরামা (রা.) থেকে বর্ণিত আছে যে, কাফেররা আশ্চর্যান্বিত হয়ে বলত যে, মৃত মানুষকে কিভাবে পুনরায় জীবিত করা হবে? সে কথার প্রেক্ষিতেই উপরিউক্ত আয়াতে কারীমা অবতীর্ণ হয়।

ضَرَبَ لَكُمْ مَثَلًا مِنْ اَنْفُسِكُمْ .... كَذٰلِكَ نُفَصِّلُ الْاٰيٰتِ لِقَوْمٍ يَعْقِلُوْنَ. (٢٨)

শানে নুযূল : হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) থেকে বর্ণিত আছে যে, কুরাইশরা হজ আদায়কালে নিম্নোক্ত তালবিয়া পাঠ করত لَبَّيْكَ اَللّٰهُمَّ لَبَّيْكَ لَا شَرِيْكَ لَكَ اِلَّا شَرِيْكَ هُوَ تَمْلِكُهُ وَمَا مَلَكَ সে প্রেক্ষিতেই উক্ত আয়াত অবতীর্ণ হয়।
–[কুরতুবী, খ: ১৪ পৃ: ২৩]

আল্লাহর কুদরতের ষষ্ঠ নিদর্শন : ষষ্ঠ নিদর্শন এই যে, আকাশ ও পৃথিবী আল্লাহ তা'আলারই আদেশে কায়েম আছে। হাজার হাজার বছর সক্রিয় থাকার পরও এগুলোতে কোথাও কোনো ত্রুটি দেখা দেয় না। আল্লাহ তা'আলা যখন এই ব্যবস্থাপনাকে ভেঙ্গে দেওয়ার আদেশ দেবেন, তখন এই মজবুত ও অটুট বস্তুগুলো নিমেষের মধ্যে ভেঙ্গে-চুরে নিশ্চিহ্ন হয়ে যাবে। অতঃপর তাঁরই আদেশে সব মৃত পুনরুজ্জীবিত হয়ে হাশরের মাঠে সমবেত হবে।

এই ষষ্ঠ নিদর্শনটি প্রকৃতপক্ষে পূর্বোক্ত সব নিদর্শনের সারমর্ম ও লক্ষ্য। একেই বোঝানোর জন্যে এর আগে পাঁচটি নিদর্শন বর্ণনা করা হয়েছে। এরপরে কয়েক আয়াত পর্যন্ত এই বিষয়বস্তুই আলোচিত হয়েছে।

وَلَهُ الْمَثَلُ الْاَعْلٰى – যে বস্তু অন্য বস্তুর সাথে কিছু সাদৃশ্য ও সম্পর্ক রাখে, তাকে তার مَثَلٌ বলা হয়। সম্পূর্ণরূপে অন্য বস্তুর মতো হওয়া এর অর্থ নয়। এ কারণেই আল্লাহ তা'আলার যে مَثَلٌ আছে, একথা কুরআনের কয়েক জায়গায় উল্লিখিত হয়েছে। একটি তো এখানে। অন্য এক আয়াতে বলা হয়েছে, مَثَلُ نُوْرِهٖ كَمِشْكٰوةٍ কিন্তু مِثَال ও مِثْل থেকে আল্লাহ তা'আলার সত্তা পবিত্র এবং বহু উর্ধ্বে।

ضَرَبَ لَكُمْ مَثَلًا مِنْ اَنْفُسِكُمْ هَلْ لَكُمْ مِنْ مَا مَلَكَتْ اَيْمَانُكُمْ الخ.

আলোচ্য আয়াতসমূহে তাওহীদের বিষয়বস্তু বিভিন্ন সাক্ষ্য-প্রমাণ ও বিভিন্ন হৃদয়গ্রাহী শিরোনামে ব্যক্ত করা হয়েছে। প্রথমে একটি উদাহরণ দ্বারা বোঝানো হয়েছে যে, তোমাদের গোলাম-চাকর তোমাদের মতোই মানুষ; আকার-আকৃতি, হাত-পা, মনের চাহিদা ইত্যাদি সব বিষয়ে তোমাদের শরিক। কিন্তু তোমরা তাদের ক্ষমতায় নিজেদের সমান কর না যে, তারাও তোমাদের ন্যায় যা ইচ্ছা করবে এবং যা ইচ্ছা ব্যয় করবে। নিজেদের পুরোপুরি সমকক্ষ তো দূরের কথা, তাদেরকে তোমাদের ধন-সম্পদ ও ক্ষমতায় সামান্যতম তোমরা অংশীদারিত্বেরও অধিকার দাও না। কোনো ক্ষুদ্র ও মামুলী শরিককেও তোমরা ভয় কর যে, তার ইচ্ছার বিরুদ্ধে কোনো কাজ করলে সে আপত্তি করবে। গোলাম-চাকরদেরকে তোমরা এই মর্যাদাও দাও না। অতএব, চিন্তা কর, ফেরেশতা, মানব ও জিনসহ সমগ্র সৃষ্টজগত আল্লাহ সৃজিত ও তাঁরই দাস, গোলাম। তাদেরকে তোমরা আল্লাহর সমকক্ষ অথবা তাঁর শরিক কিরূপে বিশ্বাস কর?

২৯ নং আয়াতে বলা হয়েছে যে, কথাটি সরল ও পরিষ্কার, কিন্তু প্রতিপক্ষ কুপ্রবৃত্তির অনুসারী হয়ে কেনো জ্ঞান ও বুদ্ধির কথা মানে না।

৩০ নং আয়াতে রাসূলুল্লাহ ﷺ -কে অথবা সাধারণ লোককে আদেশ করা হয়েছে যে, যখন জানা গেল যে, শিরক অযৌক্তিক ও মহা অন্যায়, তখন আপনি যাবতীয় মুশরিকসুলভ চিন্তাধারা পরিত্যাগ করে শুধু ইসলামের দিকে মুখ করুন– فَاَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّيْنِ حَنِيْفًا

এরপর ইসলাম ধর্ম যে ফিতরত তথা স্বভাব ধর্মের অনুরূপ, একথা এভাবে বর্ণনা করা হয়েছে :

فِطْرَتَ اللّٰهِ الَّتِىْ فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْهَا لَا تَبْدِيْلَ لِخَلْقِ اللّٰهِ

বাক্যটি পূর্ববর্তী فَاَقِمْ বাক্যের ব্যাখ্যা এবং دِيْنِ حَنِيْف – এর একটি বিশেষ গুণের বর্ণনা, যার অনুসরণের আদেশ আগের বাক্যে দেওয়া হয়েছিল। অর্থাৎ, دِيْن حَنِيْف হচ্ছে دِيْن فِطْرَت ; পরবর্তী বাক্যে এর অর্থ এরূপ বলা হয়েছে যে, আল্লাহর ফিতরত বলে সেই ফিতরত বোঝানো হয়েছে, যার উপর আল্লাহ মানুষকে সৃষ্টি করেছেন।

ফিতরত বলে কি বোঝানো হয়েছে : এ সম্পর্কে তাফসীরকারদের অনেক উক্তির মধ্যে দুটি উক্তি প্রসিদ্ধ।

(এক) ফিতরত বলে ইসলাম বোঝানো হয়েছে। উদ্দেশ্য এই যে, আল্লাহ তা'আলা প্রত্যেক মানুষকে প্রকৃতিগতভাবে মুসলমান সৃষ্টি করেছেন। যদি পরিবেশ কোনো কিছু খারাপ না করে, তবে প্রতিটি জন্মগ্রহণকারী শিশু ভবিষ্যতে মুসলমানই হবে! কিন্তু অভ্যাসগতভাবেই পিতা-মাতা তাকে ইসলামবিরোধী বিষয়াদি শিক্ষা দেয়। ফলে সে ইসলামের উপর কায়েম থাকে না। বোখারী ও মুসলিমে বর্ণিত এক হাদীসে তা-ই ব্যক্ত হয়েছে। ইমাম কুরতুবী (র.) বলেন : এটাই অধিকাংশ পূর্ববর্তী মনীষীর উক্তি।

https://e-ilm.weebly.com/

(দুই) ফিতরত বলে যোগ্যতা বোঝানো হয়েছে। অর্থাৎ আল্লাহ তা'আলা সৃষ্টিগতভাবে প্রত্যেক মানুষের মধ্যে স্রষ্টাকে চেনার ও তাঁকে মেনে চলার যোগ্যতা নিহিত রেখেছেন। এর ফলে মানুষ ইসলাম গ্রহণ করে যদি সে যোগ্যতাকে কাজে লাগায়।

কিন্তু প্রথম উক্তির বিরুদ্ধে কয়েকটি আপত্তি রয়েছে। (এক) এই আয়াতেই পরে বলা হয়েছে, لَا تَبْدِيلَ لِخَلْقِ اللّٰهِ এখানে خَلْقِ اللّٰهِ বলে পূর্বোল্লেখিত فِطْرَتَ اللّٰهِ -কেই বোঝানো হয়েছে। কাজেই বাক্যের অর্থ এই যে, আল্লাহর এই ফিতরতকে কেউ পরিবর্তন করতে পারে না। অথচ বোখারী ও মুসলিমের হাদীসে বর্ণিত হয়েছে যে, এরপর পিতা-মাতা মাঝে-মাঝে সন্তানকে ইহুদি অথবা খ্রিস্টান করে দেয়। যদি ফিতরতের অর্থ ইসলাম নেওয়া হয়, যাতে পরিবর্তন না হওয়ার কথা স্বয়ং এই আয়াতেই ব্যক্ত হয়েছে, তা কিরূপে সহীহ হবে? এই পরিবর্তন তো সাধারণভাবে প্রত্যক্ষ করা হয়। সর্বত্রই মুসলমানদের চাইতে কাফের বেশি পাওয়া যায়। ইসলাম অপরিবর্তনীয় ফিতরত হলে এই পরিবর্তন কিরূপে ও কেন?

দ্বিতীয় আপত্তি এই যে, হযরত খিজির (আ.) যে বালককে হত্যা করেছিলেন, তার সম্পর্কে সহীহ হাদীসে বলা হয়েছে, এই বালকের ফিতরাতে কুফর ছিল। তাই হযরত খিজির (আ.) তাকে হত্যা করেন। ফিতরতের অর্থ ইসলাম নিলে প্রত্যেকেরই মুসলমান হয়ে জন্মগ্রহণ করা জরুরি। কাজেই এই হাদীস তার পরিপন্থি।

তৃতীয় আপত্তি এই যে, ইসলাম যদি মানুষের ফিতরতে রক্ষিত এমন কোনো বিষয় হয়ে থাকে, যার পরিবর্তন করতেও সে সক্ষম নয়, তবে এটা কোনো ইচ্ছাধীন বিষয় হলো না। এমতাবস্থায় ইসলাম দ্বারা পরকালের ছওয়াব কিরূপে অর্জিত হবে। কারণ ইচ্ছাধীন কাজ দ্বারাই ছওয়াব পাওয়া যায়।

চতুর্থ আপত্তি এই যে, সহীহ হাদীসের অনুরূপ ফিকহবিদগণের মতে সন্তানকে প্রাপ্তবয়স্ক হওয়ার পূর্বে পিতা-মাতার অনুসারী মনে করা হয়। পিতা-মাতা কাফের হলে সন্তানকে কাফের ধরা হয় এবং তার কাফন-দাফন ইসলামি নিয়মে করা হয় না। এসব আপত্তি ইমাম তুরপশতী (র.) 'মাসাবীহ' গ্রন্থের টীকায় বর্ণনা করেছেন। এর ভিত্তিতেই তিনি ফিতরতের অর্থ প্রসঙ্গে দ্বিতীয় উক্তিকে অগ্রাধিকার দিয়েছেন। কেননা এই সৃষ্টিগত যোগ্যতা সম্পর্কে একথাও ঠিক যে, এতে কোনো পরিবর্তন হতে পারে না। যে ব্যক্তি পিতা-মাতা অথবা অন্য কারও প্ররোচনায় কাফের হয়ে যায়, তার মধ্যে ইসলামের সত্যতা চিনে নেবার যোগ্যতা নিঃশেষ হয়ে যায় না। হযরত খিজির (আ.)-এর হাতে নিহত বালক কাফের হয়ে জন্মগ্রহণ করলেও এতে জরুরি হয় না যে, তার মধ্যে সত্যকে বোঝার যোগ্যতাই ছিল না। এই আল্লাহ প্রদত্ত যোগ্যতাকে মানুষ নিজ ইচ্ছায় ব্যবহার করে। তাই এর কারণে বিরাট ছওয়াবের অধিকারী হওয়ার ব্যাপারটি অত্যন্ত স্পষ্ট। পিতা-মাতা সন্তানকে ইহুদি অথবা খ্রিস্টান করে দেওয়ার যে কথা বুখারী ও মুসলিমে আছে, তার অর্থও ফিতরতের দ্বিতীয় অর্থ অনুযায়ী সুস্পষ্ট। অর্থাৎ তার যোগ্যতা যদিও জন্মগত ও আল্লাহ প্রদত্ত ছিল এবং তাকে ইসলামের দিকেই নিয়ে যেত, কিন্তু বাধা-বিপত্তি অন্তরায় হয়ে গেছে এবং তাকে সেদিকে যেতে দেয়নি। পূর্ববর্তী মনীষিগণ থেকে বর্ণিত প্রথম উক্তির অর্থও বাহ্যত: মূল ইসলাম নয়; বরং ইসলামের এই যোগ্যতাই বোঝানো হয়েছে। পূর্ববর্তী মনীষিগণের উক্তির এই অর্থ মুহাদ্দিস-ই-দেহলভী (র.) মেশকাতের টীকা 'লামআতে' বর্ণনা করেছেন।

'হুজ্জাতুল্লাহিল বালেগাহ' গ্রন্থে লিখিত শাহ ওয়ালীউল্লাহ দেহলভী (র.)-এর আলোচনা দ্বারা এরই সমর্থন পাওয়া যায়। এর সারমর্ম এই যে, আল্লাহ তা'আলা বিভিন্ন মন ও মেজাজের অধিকারী অসংখ্য প্রকার জীব সৃষ্টি করেছেন। তিনি প্রত্যেক জীবের প্রকৃতির মধ্যে বিশেষ এক প্রকার যোগ্যতা রেখে দিয়েছেন, যা দ্বারা সে তার সৃষ্টির উদ্দেশ্য পূর্ণ করতে পারে। أَعْطٰى كُلَّ شَيْءٍ خَلْقَهُ ثُمَّ هَدٰى –আয়াতের মর্মও তাই। অর্থাৎ যে জীবনকে স্রষ্টা কোনো বিশেষ উদ্দেশ্যে সৃষ্টি করেছেন, তাকে সেই উদ্দেশ্যের প্রতি পথপ্রদর্শনও করেছেন। আলোচ্য যোগ্যতাই হচ্ছে সেই পথপ্রদর্শন। আল্লাহ তা'আলা মৌমাছির মধ্যে বৃক্ষ ও ফুল চেনা, বেছে নেওয়া এবং রস পেটে আহরণ করে চাকে এনে সঞ্চিত করার যোগ্যতা নিহিত রেখেছেন। এমনিভাবে মানুষের প্রকৃতিতে এমন যোগ্যতা রেখেছেন, যা দ্বারা সে আপন স্রষ্টাকে চিনতে পারে, তার কৃতজ্ঞতা ও আনুগত্য করতে পারে। এরই নাম ইসলাম।

لَا تَبْدِيلَ لِخَلْقِ اللّٰهِ – উল্লিখিত বক্তব্য থেকে এই বাক্যের উদ্দেশ্যও ফুটে উঠেছে যে, আল্লাহ ফিতরত তথা সত্যকে চেনার যোগ্যতা কেউ পরিবর্তন করতে পারে না। ভ্রান্ত পরিবেশ কাফের করতে পারে, কিন্তু ব্যক্তির সত্য গ্রহণের যোগ্যতাকে সম্পূর্ণরূপে নিঃশেষ করতে পারে না।

এ থেকেই وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ – আয়াতের মর্মও পরিষ্কার হয়ে যায়। অর্থাৎ, আমি জিন ও মানবকে আমার ইবাদত ব্যতীত অন্য কোনো কাজের জন্যে সৃষ্টি করিনি। উদ্দেশ্য এই যে, তাদের প্রকৃতিতে আমি ইবাদতের আগ্রহ ও যোগ্যতা রেখে দিয়েছি। তারা একে কাজে লাগালে তাদের দ্বারা ইবাদত ব্যতীত অন্য কোনো কাজ সংঘটিত হবে না।

https://e-ilm.weebly.com/

বাতিলপন্থিদের সংসর্গ এবং ভ্রান্ত পরিবেশ থেকে দূরে থাকা ফরজ : لَا تَبْدِيْلَ لِخَلْقِ اللّٰهِ বাক্যটি খবর আকারের। অর্থাৎ খবর দেওয়া হয়েছে যে, আল্লাহর ফিতরতকে কেউ পরিবর্তন করতে পারে না। কিন্তু এতে এক অর্থ আদেশেরও আছে। অর্থাৎ পরিবর্তন করা উচিত নয়। তাই এই বাক্য থেকে এ কথাও বোঝা গেল যে, মানুষকে এমন সব বিষয় থেকে পুরোপুরি বেঁচে থাকা উচিত, যা তার সত্য গ্রহণের যোগ্যতাকে নিষ্ক্রিয় অথবা দুর্বল করে দেয়। এসব বিষয়ের বেশির ভাগ হচ্ছে ভ্রান্ত পরিবেশ ও কুসংসর্গ অথবা নিজ ধর্ম ইসলাম সম্পর্কে পূর্ণ জ্ঞানী ও পর্যবেক্ষক না হয়ে বাতিলপন্থিদের পুস্তকাদি পাঠ করা।

وَاَقِيْمُوا الصَّلٰوةَ وَلَا تَكُوْنُوْا مِنَ الْمُشْرِكِيْنَ – পূর্বের আয়াতে মানব প্রকৃতিকে সত্য গ্রহণের যোগ্য করার আলোচনা ছিল। আলোচ্য আয়াতে প্রথমে সত্য গ্রহণের উপায় বলা হয়েছে যে, নামাজ কায়েম করতে হবে। কেননা নামাজ কার্যক্ষেত্রে ঈমান, ইসলাম ও আল্লাহর আনুগত্য প্রকাশ করে। এরপর বলা হয়েছে وَلَا تَكُوْنُوْا مِنَ الْمُشْرِكِيْنَ – অর্থাৎ যারা শিরক করে তাদের অন্তর্ভুক্ত হয়ো না। মুশরিকরা তাদের ফিতরত তথা সত্য গ্রহণের যোগ্যতাকে কাজে লাগায়নি। এরপর তাদের পথভ্রষ্টতা বর্ণিত হচ্ছে : مِنَ الَّذِيْنَ فَرَّقُوْا دِيْنَهُمْ وَكَانُوْا شِيَعًا – অর্থাৎ এই মুশরিক তারা, যারা স্বভাব ধর্মে ও সত্য ধর্মে বিভেদ সৃষ্টি করেছে অথবা স্বভাব ধর্ম থেকে পৃথক হয়ে গেছে। ফলে তারা বিভিন্ন দলে বিভক্ত হয়ে পড়েছে। شِيَعًا শব্দটি شِيْعَةٌ -এর বহুবচন। কোনো একজন অনুসৃতের অনুসারী দলকে شِيْعَةٌ বলা হয়। উদ্দেশ্য এই যে, স্বভাব ধর্ম ছিল তাওহীদ। এর প্রতিক্রিয়া স্বরূপ সব মানুষেরই একে অবলম্বন করে এক জাতিতে একদল হওয়া উচিত ছিল। কিন্তু তারা তাওহীদকে ত্যাগ করে বিভিন্ন লোকের চিন্তাধারার অনুগামী হয়েছে। মানুষের চিন্তাধারা ও অভিমতে বিরোধ থাকা স্বাভাবিক। তাই প্রত্যেকেই আলাদা মাজহাব বানিয়ে নিয়েছে। তাদের কারণে জনগণ বিভিন্ন দলে বিভক্ত হয়ে পড়েছে। শয়তান তাদের নিজ নিজ মাজহাবকে সত্য প্রতিপন্ন করার কাজে এমন ব্যাপৃত করে দিয়েছে যে, كُلُّ حِزْبٍ بِمَا لَدَيْهِمْ فَرِحُوْنَ – অর্থাৎ প্রত্যেক দল নিজ নিজ মতবাদ দিয়ে হর্ষোৎফুল্ল। তারা অপরের মতবাদকে ভ্রান্ত আখ্যা দেয়। অথচ তারা সবাই ভ্রান্ত পথে পতিত রয়েছে।

শব্দ বিশ্লেষণ :

دَعَاكُمْ : সীগাহ واحد مذكر غائب বহছ ماضى معروف বাব نَصَرَ। মাসদার الدَّعْوَةُ، دُعَاءً মূলবর্ণ (د – ع – و) জিনস ناقص واوى অর্থ- আহ্বান করেছে।

يُعِيْدُ : সীগাহ واحد مذكر غائب বহছ مضارع معروف বাব اِفْعَالٌ মাসদার اِعَادَةً মূলবর্ণ (ع – و – د) জিনস اجوف واوى অর্থ- তিনি দ্বিতীয়বার সৃষ্টি করবেন।

اَهْوَنُ : সীগাহ واحد مذكر বহছ اسم تفضيل বাব نَصَرَ মাসদার هَوْنٌ মূলবর্ণ (ه – و – ن) জিনস اجوف واوى অর্থ– অত্যন্ত সহজ, খুবই সহজ, সহজ এবং আসান হওয়া।

عَزِيْزٌ : সীগাহ مبالغه অর্থ– বিজয়ী, শক্তিশালী, পরাক্রমশালী।

حَكِيْمٌ : صفت مشبه অর্থ– প্রজ্ঞাময়। আল্লাহ তা'আলার اَسْمَاء حُسْنٰى এর একটি। কেননা প্রকৃত হেকমত ও প্রজ্ঞা তাঁরই।

اَهْوَاءُ : هَوًى এর বহুবচন, অর্থ- খায়েশ, চাহিদা, কুপ্রবৃত্তি। নাজায়েজ আগ্রহ বা চাহিদা।

اِتَّقُوْهُ : সীগাহ جمع مذكر حاضر বহছ امر حاضر معروف ; ه যমীর মাফউল। বাবে اِفْتِعَالٌ মাসদার– اِتِّقَاءٌ মূলবর্ণ (و – ق – ى) জিনস لفيف مفروق অর্থ– তাকে ভয় কর।

شِيَعًا : شِيْعَةٌ এর বহুবচন। অর্থ–দল, পার্টি, অনুসারী, সমর্থক।

حِزْبٌ : একবচন, বহুবচন اَحْزَابٌ অর্থ- দল। জামাত। অনুসারী। সমর্থক।

فَرِحُوْنَ : বহুবচন। সীগাহ صفت مشبه হালাতে রফা। বাব سَمِعَ মাসদার فَرْحٌ মূলবর্ণ (ف – ر – ح) জিনস صحيح অর্থ– আনন্দিত, উল্লসিত।

বাক্য বিশ্লেষণ :

فَاَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّيْنِ حَنِيْفًا : এখানে فاء টি হলো فصيحية আর اَقِمْ ফে'ল। তার মধ্যস্থ উহ্য যমীর اَنْتَ হলো ফায়েল, আর وَجْهَكَ হলো মাফউলে বিহী। আর لِلدِّيْنِ টা اَقِمْ ফে'লের সাথে متعلق হয়েছে। আর حَنِيْفًا হলো اَقِمْ -এর ফায়েল থেকে حال অথবা তার মাফউল থেকে حال অথবা اَلدِّيْنُ থেকে حال হয়েছে। –[ই'রাবুল কুরআন ৬ষ্ঠ খণ্ড : পৃ. ৫৫]

https://e-ilm.weebly.com/

৩৩. আর যখন মানুষের উপর কোনো বিপদ আসে, তখন তারা স্বীয় প্রভুকে ডাকতে থাকে তাঁর দিকে প্রত্যাবর্তিত হয়ে, অতঃপর যখন আল্লাহ স্বীয় সন্নিধান হতে তাদেরকে কিছু অনুগ্রহ উপভোগ করান, অমনি তাদের কেউ কেউ স্বীয় প্রভুর সাথে অংশী স্থাপন করতে আরম্ভ করে।	وَاِذَا مَسَّ النَّاسَ ضُرٌّ دَعَوْا رَبَّهُمْ مُّنِيْبِيْنَ اِلَيْهِ ثُمَّ اِذَاۤ اَذَاقَهُمْ مِّنْهُ رَحْمَةً اِذَا فَرِيْقٌ مِّنْهُمْ بِرَبِّهِمْ يُشْرِكُوْنَ ﴿٣٣﴾
৩৪. সারকথা এই যে, আমি যা কিছু তাদেরকে দান করেছি, তারা তা অস্বীকার করে; অতএব, আরও কিছুদিন সুখভোগ করে নাও। অতঃপর সত্বরই তোমরা জানতে পারবে।	لِيَكْفُرُوْا بِمَاۤ اٰتَيْنٰهُمْ ؕ فَتَمَتَّعُوْا ٙ فَسَوْفَ تَعْلَمُوْنَ ﴿٣٤﴾
৩৫. আমি কি তাদের নিকট কোনো দলিল অবতীর্ণ করেছি যা তাদেরকে আল্লাহর সাথে অংশী স্থাপন করতে নির্দেশ দিচ্ছে?	اَمْ اَنْزَلْنَا عَلَيْهِمْ سُلْطٰنًا فَهُوَ يَتَكَلَّمُ بِمَا كَانُوْا بِهٖ يُشْرِكُوْنَ ﴿٣٥﴾
৩৬. আর যখন মানুষকে আমি কিছু অনুগ্রহ উপভোগ করাই, তখন তারা তাতে আনন্দিত হয়; আর যদি তাদের উপর কোনো বিপদ আসে তাদের স্বহস্তকৃত পূর্ব কর্মসমূহের বিনিময়ে, তখন তারা নিরাশ হয়ে যায়।	وَاِذَاۤ اَذَقْنَا النَّاسَ رَحْمَةً فَرِحُوْا بِهَا ؕ وَاِنْ تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌۢ بِمَا قَدَّمَتْ اَيْدِيْهِمْ اِذَا هُمْ يَقْنَطُوْنَ ﴿٣٦﴾
৩৭. তাদের কি এটা জানা নেই যে, আল্লাহ তা'আলা যাকে ইচ্ছা প্রচুর জীবিকা দান করেন এবং যাকে ইচ্ছা সংকীর্ণ করে দেন; এতে নিদর্শনসমূহ রয়েছে ঈমানদার লোকদের জন্য।	اَوَلَمْ يَرَوْا اَنَّ اللّٰهَ يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَنْ يَّشَآءُ وَيَقْدِرُ ؕ اِنَّ فِيْ ذٰلِكَ لَاٰيٰتٍ لِّقَوْمٍ يُّؤْمِنُوْنَ ﴿٣٧﴾

শাব্দিক অনুবাদ :

৩৩. وَاِذَا مَسَّ النَّاسَ ضُرٌّ আর যখন মানুষের উপর কোনো বিপদ আসে دَعَوْا رَبَّهُمْ স্বীয় প্রভুকে ডাকতে থাকে مُنِيْبِيْنَ اِلَيْهِ তাঁর দিকে প্রত্যাবর্তিত হয়ে ثُمَّ اِذَا اَذَاقَهُمْ অতঃপর যখন আল্লাহ স্বীয় সন্নিধান হতে তাদেরকে কিছু অনুগ্রহ উপভোগ করান اِذَا فَرِيْقٌ مِّنْهُمْ بِرَبِّهِمْ يُشْرِكُوْنَ অমনি তাদের কেউ কেউ স্বীয় প্রভুর সাথে অংশী স্থাপন করতে আরম্ভ করে।

৩৪. لِيَكْفُرُوْا بِمَاۤ اٰتَيْنٰهُمْ সারকথা এই যে, আমি যা কিছু তাদেরকে দান করেছি তারা তার অস্বীকার করে فَتَمَتَّعُوْا অতএব, আরো কিছু দিন সুখভোগ করে নাও فَسَوْفَ تَعْلَمُوْنَ অতঃপর সত্বরই তোমরা জানতে পারবে।

৩৫. اَمْ اَنْزَلْنَا عَلَيْهِمْ سُلْطٰنًا আমি কি তাদের নিকট কোনো দলিল অবতীর্ণ করেছি فَهُوَ يَتَكَلَّمُ যা তাদেরকে নির্দেশ দিচ্ছে بِمَا كَانُوْا بِهٖ يُشْرِكُوْنَ আল্লাহর সাথে অংশী স্থাপন করতে।

৩৬. وَاِذَاۤ اَذَقْنَا النَّاسَ رَحْمَةً আর যখন মানুষকে আমি কিছু অনুগ্রহ উপভোগ করাই فَرِحُوْا بِهَا তখন তারা তাতে আনন্দিত হয় وَاِنْ تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ আর যদি তাদের উপর কোনো বিপদ আসে بِمَا قَدَّمَتْ اَيْدِيْهِمْ তাদের স্বহস্তকৃত পূর্ব কর্মসমূহের বিনিময়ে اِذَا هُمْ يَقْنَطُوْنَ তখন তারা নিরাশ হয়ে যায়।

৩৭. اَوَلَمْ يَرَوْا তাদের কি জানা নেই যে, اَنَّ اللّٰهَ يَبْسُطُ الرِّزْقَ আল্লাহ তা'আলা প্রচুর জীবিকা দান করেন لِمَنْ يَّشَآءُ যাকে ইচ্ছা وَيَقْدِرُ এবং যাকে ইচ্ছা সংকীর্ণ করে দেন اِنَّ فِيْ ذٰلِكَ لَاٰيٰتٍ এতে নিদর্শন রয়েছে لِّقَوْمٍ يُّؤْمِنُوْنَ ঈমানদার লোকদের জন্য।

https://e-ilm.weebly.com/

https://e-ilm.weebly.com/

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

وَمَآ اٰتَيْتُمْ مِّنْ رِّبًا لِّيَرْبُوَا۠ فِىْٓ اَمْوَالِ النَّاسِ فَلَا يَرْبُوْا عِنْدَ اللّٰهِ وَمَآ اٰتَيْتُمْ مِّنْ زَكٰوةٍ تُرِيْدُوْنَ وَجْهَ اللّٰهِ فَاُولٰٓئِكَ هُمُ الْمُضْعِفُوْنَ -(৩৯)

শানে নুযূল : আল্লামা সুদ্দী (র.) এর বর্ণনা মতে বনু ছাকীফ গোত্রের লোকেরা সুদী কেনা-বেচা করত। কুরাইশরাও তাদের ন্যায় সুদী ব্যবসায় জড়িত ছিল। তাদের এহেন অসঙ্গতিপূর্ণ ব্যবসা সম্পর্কে আল্লাহ তা'আলা আলোচ্য আয়াত নাজিল করেন।

হযরত ইবরাহীম নাখঈ (র.) কর্তৃক বর্ণিত রয়েছে, তিনি বর্ণনা করেন যে, কোনো এক গোত্রের লোকেরা নিজেদের মুনাফা, মাল বৃদ্ধি করার জন্যে এবং তাদের উপর নিজেদের ব্যক্তিত্বের প্রভাব বিস্তার করার লক্ষ্যে নিকটাত্মীয় ও ভাইদেরকে অর্থকড়ি সহযোগিতা প্রদান করত। তাদের এধরনের সহযোগিতা মূলত নিষ্ফল ছিল। তাদের এ জাতীয় সহযোগিতা সম্পর্কে আল্লাহ তা'আলা আলোচ্য আয়াত নাজিল করেন।

বলা বাহুল্য আমাদের বর্তমান সমাজে সামাজিকভাবে কিছু কু-প্রথা রয়েছে, যথা বিবাহ শাদী এবং বিভিন্ন উৎসব অনুষ্ঠান উপলক্ষে উপহার উপঢৌকন দিয়ে তদাপেক্ষা অধিক পরিমাণ লাভ করতে পারে সে জাতীয় উপহার উপঢৌকনগুলোও এ শানে নুযূলের আওতাধীন থাকবে।

فَاٰتِ ذَا الْقُرْبٰى حَقَّهٗ وَالْمِسْكِيْنَ وَابْنَ السَّبِيْلِ – পূর্বের আয়াতে বলা হয়েছিল যে, রিজিকের ব্যাপারটি সম্পূর্ণ আল্লাহর হাতে। তিনি যার জন্য ইচ্ছা রিজিক বাড়িয়ে দেন এবং যার জন্যে ইচ্ছা হ্রাস করে দেন। এ থেকে জানা গেল যে, কেউ যদি আল্লাহ প্রদত্ত রিজিককে তার যথার্থ খাতে ব্যয় করে, তবে এর কারণে রিজিক হ্রাস পায় না। পক্ষান্তরে কেউ যদি কৃপণতা করে এবং নিজের ধন-সম্পদ সংরক্ষিত রাখার চেষ্টা করে, তবে এর ফলে ধন-সম্পদ বৃদ্ধি পায় না।

এই বিষয়বস্তুর সাথে মিল রেখে আলোচ্য আয়াতে রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে এবং হযরত হাসান বসরী (র.)-এর মতে প্রত্যেক সামর্থ্যবান মানুষকে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে যে, আল্লাহ যে ধন-সম্পদ দান করেছেন, তাতে কৃপণতা করো না; বরং তা হৃষ্টচিত্তে যথার্থ খাতে ব্যয় কর। এতে তোমার ধন-সম্পদ হ্রাস পাবে না। এর সাথে সাথে আয়াতে ধন-সম্পদের কয়েকটি খাতও বর্ণনা করা হয়েছে। [এক] আত্মীয়-স্বজন, [দুই] মিসকিন, [তিন] মুসাফির। অর্থাৎ আল্লাহ প্রদত্ত ধন-সম্পদ তাদেরকে দান কর এবং তাদের জন্য ব্যয় কর। সাথে সাথে আরও বলা হয়েছে যে, এটা তাদের প্রাপ্য, যা আল্লাহ তোমাদের ধন-সম্পদে শামিল করে দিয়েছেন। কাজেই দান করার সময় তাদের প্রতি কোনো অনুগ্রহ করছ বলে বড়াই করো না। কেননা প্রাপকের প্রাপ্য পরিশোধ করা ইনসাফের দাবি; কোনো অনুগ্রহ নয়।

ذَوِى الْقُرْبٰى **বলে বাহ্যত:** সাধারণ আত্মীয় বোঝানো হয়েছে, মাহরাম হোক বা না হোক। حَقٌّ বলেও ওয়াজিব-যেমন পিতা-মাতা, সন্তান-সন্ততি ও অন্যান্য আত্মীয়ের হক কিংবা শুধু অনুগ্রহমূলক হক–সবই বোঝানো হয়েছে। অনুগ্রহমূলক দান অন্যদের করলে যে ছওয়াব পাওয়া যায়, আত্মীয়-স্বজনকে করলে তার চাইতে বেশি ছওয়াব পাওয়া যায়। এমন কি, তাফসীরবিদ মুজাহিদ বলেন: যে ব্যক্তির আত্মীয়-স্বজন গরিব, সে তাদের বাদ দিয়ে অন্যদের দান করলে তা আল্লাহর কাছে গ্রহণীয় নয়। কেবল আর্থিক সাহায্যই আত্মীয়-স্বজনের প্রাপ্য নয়; বরং তাদের দেখাশোনা, দৈহিক সেবা এবং তা সম্ভব না হলে ন্যূনপক্ষে মৌখিক সহানুভূতি ও সান্ত্বনা দানও তাদের প্রাপ্য। হযরত হাসান (র.) বলেন, যার আর্থিক সচ্ছলতা আছে, তার জন্যে আত্মীয়-স্বজনের প্রাপ্য হলো আর্থিক সাহায্য করা। পক্ষান্তরে যার সচ্ছলতা নেই, তার কাছে দৈহিক সেবা ও মৌখিক সহানুভূতি প্রাপ্য। –[কুরতুবী]

আত্মীয়-স্বজনের পরে মিসকিন ও মুসাফিরের প্রাপ্য বর্ণনা করা হয়েছে। এটাও ব্যাপক তথা সচ্ছলতা থাকতে আর্থিক সহায্য, নতুবা সদ্ব্যবহার।

وَمَآ اٰتَيْتُمْ مِّنْ رِّبًا لِّيَرْبُوَا۠ فِىْٓ اَمْوَالِ النَّاسِ –এই আয়াতে একটি কুপ্রথার সংস্কার করা হয়েছে, যা সাধারণ পরিবার ও আত্মীয়-স্বজনের মধ্যে প্রচলিত আছে। তা এই যে, আত্মীয়-স্বজনরা সাধারণত: একে অপরকে যা দেয় তাতে এদিকে দৃষ্টি রাখা হয় যে, সে-ও আমাদের সময়ে কিছু দেবে; বরং প্রথাগতভাবে কিছু বেশি দেবে। বিয়ে-শাদী ইত্যাদি অনুষ্ঠানাদিতে এদিকে লক্ষ্য করেই উপহার-উপঢৌকন দেওয়া হয়। আয়াতে নির্দেশ করা হয়েছে যে, আত্মীয়দের প্রাপ্য আদায় করার বেলায় তাদের প্রতি অনুগ্রহ প্রকাশ করবে না এবং কোনো প্রতিদানের দিকে দৃষ্টি রাখবে না। যে ব্যক্তি এই নিয়তে দেয় যে, তার ধন-সম্পদ আত্মীয়দের ধন-সম্পদে শামিল হয়ে কিছু বেশি নিয়ে ফিরে আসবে, আল্লাহর কাছে তার দানের কোনো মর্যাদা ও ছওয়াব নেই। কুরআন পাক এই 'বেশি-কে لِيَرْبُوَا [সুদ] শব্দ দ্বারা ব্যক্ত করে ইঙ্গিত করেছে যে, এটা সুদের মতোই ব্যাপার।

https://e-ilm.weebly.com/

মাসআলা : প্রতিদান পাওয়ার আশায় উপঢৌকন দেওয়া ও দান করা খুবই নিন্দনীয় কাজ। আয়াতে তা নিষিদ্ধ করা হয়েছে। তবে যে ব্যক্তি কোনো আত্মীয়ের কাছ থেকে দান অথবা উপহার পায়, তার জন্যে নৈতিক শিক্ষা এই যে, সে-ও সুযোগ মতো এর প্রতিদান দেবে। রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে কেউ কেউ উপঢৌকন দিলে সুযোগ মতো তিনিও তাকে উপঢৌকন দিতেন। এটা ছিল তাঁর অভ্যাস। –[কুরতুবী] তবে এই প্রতিদান এভাবে দেওয়া উচিত নয় যে, প্রতিপক্ষ একে তার দানের প্রতিদান মনে করতে থাকে।

ظَهَرَ الْفَسَادُ فِى الْبَرِّ وَالْبَحْرِ بِمَا كَسَبَتْ اَيْدِى النَّاسِ –অর্থাৎ স্থলে, জলে তথা সারা বিশ্বে মানুষের কুকর্মের কারণে বিপর্যয় ছড়িয়ে পড়েছে। তাফসীরে রূহুল-মা'আনীতে বলা হয়েছে, 'বিপর্যয়' বলে দুর্ভিক্ষ, মহামারী, অগ্নিকাণ্ড, পানিতে নিমজ্জিত হওয়ার ঘটনাবলির প্রাচুর্য, সব কিছু থেকে বরকত উঠে যাওয়া, উপকারী বস্তুর উপকার কম এবং ক্ষতি বেশি হয়ে যাওয়া ইত্যাদি আপদ-বিপদ বোঝানো হয়েছে। আয়াত থেকে জানা গেল যে, এসব পার্থিব বিপদাপদের কারণ মানুষের গোনাহ ও কুকর্ম, তন্মধ্যে শিরক ও কুফর সবচাইতে মারাত্মক। এরপর অন্যান্য গোনাহ আসে।

অন্য এক আয়াতে এই বিষয়বস্তু এভাবে বর্ণিত হয়েছে, وَمَا اَصَابَكُمْ مِنْ مُّصِيْبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ اَيْدِيْكُمْ وَيَعْفُوْا عَنْ كَثِيْرٍ অর্থাৎ তোমাদেরকে যেসব বিপদাপদ স্পর্শ করে, সেগুলো তোমাদেরই কৃতকর্মের কারণে। অনেক গোনাহ তো আল্লাহ ক্ষমাই করে দেন। উদ্দেশ্য এই যে, এই দুনিয়ায় বিপদাপদের সত্যিকার কারণ তোমাদের গোনাহ; যদিও দুনিয়াতে এসব গোনাহের পুরোপুরি প্রতিফল দেওয়া হয় না এবং প্রত্যেক গোনাহর কারণেই বিপদ আসে না। বরং অনেক গোনাহ তো ক্ষমা করে দেওয়া হয়। কোনো কোনো গোনাহর কারণেই বিপদ আসে। দুনিয়াতে প্রত্যেক গোনাহর কারণে বিপদ আসলে একটি মানুষও পৃথিবীতে বেঁচে থাকত না। বরং অনেক গোনাহ তো আল্লাহ মাফই করে দেন। যেগুলো মাফ করেন না, সেগুলোরও পুরোপুরি শাস্তি দুনিয়াতে দেন না; বরং সামান্য স্বাদ আস্বাদন করানো হয় মাত্র; যেমন এই আয়াতের শেষে আছে, لِيُذِيْقَهُمْ بَعْضَ الَّذِىْ عَمِلُوْا – যাতে আল্লাহ তাদের কোনো কোনো কর্মের শাস্তি আস্বাদন করান। এরপর বলা হয়েছে, কুকর্মের কারণে দুনিয়াতে বিপদাপদ প্রেরণ করাও আল্লাহ তা'আলার কৃপা ও অনুগ্রহই। কেননা পার্থিব বিপদের উদ্দেশ্য হচ্ছে গাফেল মানুষকে সাবধান করা, যাতে সে গোনাহ থেকে বিরত হয়। এটা পরিণামে তার জন্যে উপকারপ্রদ ও একটি বড় নিয়ামত। তাই আয়াতের শেষে বলা হয়েছে لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُوْنَ

দুনিয়াতে বড় বড় বিপদ মানুষের গোনাহের কারণে আসে : তাই কোনো কোনো আলেম বলেন, যে ব্যক্তি কোনো গোনাহ করে, সে সারা বিশ্বের মানুষ, চতুষ্পদ জন্তু ও পশু-পক্ষীদের প্রতি অবিচার করে। কারণ তার গোনাহর কারণে অনাবৃষ্টি ও অন্য যেসব বিপদাপদ দুনিয়াতে আসে, তাতে সব প্রাণীই ক্ষতিগ্রস্ত হয়। তাই কিয়ামতের দিন এরা সবাই গোনাহগার ব্যক্তির বিরুদ্ধে অভিযোগ করবে।

শাকীক যাহেদ (র.) বলেন, যে ব্যক্তি হারাম মাল খায়, সে কেবল যার কাছ থেকে এই মাল নেওয়া হয়েছে, তার প্রতিই জুলুম করে না; বরং সমগ্র মানব জাতির প্রতিই অবিচার করে থাকে। –[রূহুল-মা'আনী] কারণ

প্রথমত: একজনের জুলুম দেখে অন্যদের মধ্যেও জুলুম করার অভ্যাস গড়ে উঠে এবং এটা সমগ্র মানবতাকে গ্রাস করে নেয়। **দ্বিতীয়ত:** তার জুলুমের কারণে দুনিয়াতে বিপদাপদ আসে, যাদ্বারা সব মানুষই কম-বেশি প্রভাবান্বিত হয়।

একটি আপত্তির জওয়াব : সহীহ হাদীসসমূহে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর এই বাণী বিদ্যমান রয়েছে যে, দুনিয়া মু'মিনের জেলখানা এবং কাফেরের জান্নাত। কাফেরকে তার সৎ কাজের প্রতিদান দুনিয়াতেই ধন-সম্পদ ও স্বাস্থ্যের আকারে দান করা হয়। মু'মিনের কর্মসমূহের প্রতিদান পরকালের জন্যে সংরক্ষিত রাখা হয়। আরও বলা হয়েছে, দুনিয়াতে মু'মিনের দৃষ্টান্ত একটি নাজুক শাখাবিশেষ, যাকে বাতাস কখনও এদিকে, কখনও ওদিকে নিয়ে যায়। আবার কোনো সময় সোজা করে দেয়। এমতাবস্থায়ই সে দুনিয়া থেকে বিদায় হয়ে যায়। অন্য এক হাদীসে আছে اَشَدُّ النَّاسِ بَلَاءً الْاَنْبِيَاءُ ثُمَّ الْاَمْثَلُ فَالْاَمْثَلُ –অর্থাৎ দুনিয়াতে পয়গম্বরগণের উপর সর্বাধিক বিপদাপদ আসে। এরপর তাঁদের নিকটবর্তী, অতঃপর তাঁদের নিটকবর্তীদের উপর আসে।

এসব সহীহ হাদীস বাহ্যত: আয়াতের বিপরীত। দুনিয়াতে সাধারণভাবে প্রত্যক্ষও করা হয় যে, মুমিন-মুসলমানগণ ব্যাপকভাবে দুঃখ-কষ্ট ভোগ করে এবং কাফেররা বিলাসিতায় মগ্ন থাকে। আয়াত অনুযায়ী যদি দুনিয়ার বিপদাপদ ও কষ্ট গোনাহর কারণে হতো, তবে ব্যাপার উল্টো হতো।

জওয়াব এই যে, আয়াতে গোনাহকে বিপদাপদের কারণ বলা হয়েছে ঠিকই; কিন্তু পূর্ণাঙ্গ কারণ বলা হয়নি যে, কারও উপর কোনো বিপদ আসলে তা একমাত্র গোনাহর কারণেই আসবে এবং যে ব্যক্তি বিপদগ্রস্ত হবে, সে অবশ্যই গোনাহগার হবে। বরং নিয়ম এই যে, কারণ সংঘটিত হলে ঘটনা অধিকাংশ সময় সংঘটিত হয়ে যায় এবং কখনও অন্য কারণ অন্তরায় হয়ে যাওয়ার ফলে প্রথম কারণের প্রভাব জাহির হয় না; যেমন কেউ দাস্ত আনয়নকারী ওষুধ সম্পর্কে বলে যে, এটা সেবন করলে দাস্ত হবে। একথা এস্থলে ঠিক, কিন্তু মাঝে মাঝে অন্যান্য ওষুধ ও যথাযথ খাদ্য অথবা জলবায়ুর প্রভাবেও দাস্ত হয়

https://e-ilm.weebly.com/

না। মাঝে মাঝে বিভিন্ন উপসর্গের কারণে জ্বর নিরাময়কারী ওষুধের প্রতিক্রিয়া প্রকাশ পায় না; ঘুমের বটিকা সেবন করেও অনেক সময় ঘুম আসে না।

কাজেই আয়াতের সারমর্ম এই যে, গোনাহর কারণে বিপদাপদ আসা, এটাই গোনাহর আসল বৈশিষ্ট্য। কিন্তু মাঝে মাঝে অন্যান্য কারণও এর প্রতিবন্ধক হয়ে থাকে। ফলে বিপদাপদ প্রকাশ পায় না। কোনো কোনো ক্ষেত্রে কোনো গোনাহ ছাড়াই বিপদাপদ আসাও এর পরিপন্থি নয়। কারণ আয়াতে বলা হয়নি যে, গোনাহ না করলে কেউ কোনো বিপদে পতিত হয় না। অন্য কোনো কারণেও বিপদাপদ আসা সম্ভবপর; যেমন পয়গাম্বর ও ওলীগণের বিপদাপদের কারণ গোনাহ নয়; বরং তাঁদেরকে পরীক্ষা করা পরীক্ষার মাধ্যমে তাঁদের মর্যাদা বৃদ্ধি করা, এসব বিপদাপদের কারণ হয়ে থাকে।

এছাড়া কুরআন পাকে সব বিপদাপদকে গোনাহর ফল সাব্যস্ত করেনি; এবং যেসব বিপদ সমগ্র বিশ্ব অথবা সমগ্র শহর কিংবা জনপদকেই ঘিরে ফেলে এবং তার প্রভাব থেকে সাধারণ মানুষ ও জন্তুর মুক্ত থাকা সম্ভব হয় না, সেসব বিপদাপদকে সাধারণত: গোনাহর এবং বিশেষত প্রকাশ্য গোনাহর ফল সাব্যস্ত করেছে। ব্যক্তিগত কষ্ট ও বিপদের ক্ষেত্রে এই নিয়ম প্রযোজ্য নয়। বরং এ ধরনের বিপদ কখনও পরীক্ষার জন্যে প্রেরণ করা হয়। সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি এই পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হলে তার পরকালীন মর্যাদা বৃদ্ধি পায়। ফলে এই মসিবত প্রকৃতপক্ষে তার জন্যে রহমত হয়ে দেখা দেয়। তাই ব্যক্তিগত পর্যায়ে কাউকে বিপদে পতিত দেখে একথা বলা যায় না যে, সে অত্যন্ত গোনাহগার। এমনিভাবে কাউকে সুখী ও স্বাচ্ছন্দ্যশীল দেখে এরূপ বলা যায় না যে, সে খুব সৎকর্মপরায়ণ বুযুর্গ। হ্যাঁ, ব্যাপকাকারের বিপদাপদ–যেমন দুর্ভিক্ষ, বন্যা, মহামারী, ও দ্রব্যমূল্যের উর্ধ্বগতি, বরকত নষ্ট হয়ে যাওয়া ইত্যাদির প্রধান কারণ মানুষের প্রকাশ্য গোনাহ ও পাপাচার হয়ে থাকে।

শব্দ বিশ্লেষণ :

دَعَوْا : সীগাহ جمع مذكر غائب বহছ ماضى معروف বাব نَصَرَ মাসদার الدَّعْوَةُ.الدُّعَاءُ মূলবর্ণ (د – ع – و) জিনস ناقص واوى অর্থ- তারা আহ্বান করেছে।

اَذَقْنَاهُ : সীগাহ جمع متكلم বহছ ماضى معروف বাব اِفْعَالٌ মাসদার– اِذَاقَةٌ মূলবর্ণ (ذ - و - ق) জিনস اجوف واوى। অর্থ–আমরা আস্বাদন করিয়েছি।

سَيِّئَةٌ : ইসম। একবচন, বহুবচনে سيئات অর্থ– মন্দ, খারাপ, গোনাহ, খারাপ কাজ। حَسَنَةٌ -এর বিপরীত শব্দ।

اٰتِ : সীগাহ واحد مذكر حاضر বহছ امر حاضر معروف বাব اِفْعَالٌ মাসদার اِيْتَاءٌ মূলবর্ণ (ا - ت - ى) জিনস মুরাক্কাব مهموز فاء এবং ناقص يائى অর্থ– তুমি দাও।

الْقُرْبٰى : اسم مصدر বাব– كَرُمَ মাসদার قَرَابَةٌ মূলবর্ণ (ق - ر - ب) জিনস صحيح অর্থ– আত্মীয়তা।

الْمُضْعِفُوْنَ : সীগাহ جمع مذكر বহছ اسم فاعل বাব اِفْعَالٌ মাসদার اِضْعَافٌ মূলবর্ণ (ض - ع - ف) জিনস صحيح অর্থ- কয়েকগুণ বৃদ্ধিকারী।

تَعَالٰى : সীগাহ واحد مذكر غائب বহছ ماضى معروف বাবে تَفَاعُلٌ মাসদার تعالى মূলবর্ণ (ع - ل - و) জিনস ناقص واوى অর্থ- তিনি মহান, তিনি উঁচু। এখানে বাবে تَفَاعُلٌ এর ব্যবহার নির্দেশ প্রদানের জন্য নয় مبالغه -এর জন্য।

سِيْرُوْا : সীগাহ جمع مذكر حاضر বহছ امر حاضر معروف বাব ضَرَبَ মাসদার سَيْرٌ মূলবর্ণ (س - ى - ر) জিনস اجوف يائى। অর্থা–তোমরা চল, তোমরা ভ্রমণ কর।

বাক্য বিশ্লেষণ :

ذٰلِكَ خَيْرٌ لِّلَّذِيْنَ يُرِيْدُوْنَ وَجْهَ اللّٰهِ اُولٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُوْنَ এখানে ذلك মুবতাদা এবং خَيْرٌ হলো খবর। আর لِلَّذِيْنَ টা خَيْرٌ -এর সাথে متعلق হয়েছে। আর বাক্যটি সেলাহ يُرِيْدُوْنَ -এর যমীর হলো ফায়েল وَجْهَ اللّٰهِ হলো মাফউলে বিহী অর্থাৎ ثَوَابَهُ ; আর اُولٰئِكَ মুবাতাদা। আর هُمْ হলো দ্বিতীয় মুবতাদা। আর مُفْلِحُوْنَ হলো هُمْ মুবতাদার খবর। আর বাক্যটি اُولٰئِكَ মুবতাদার খবর হয়েছে। –[ই'রাবুল কুরআন ৫ম খণ্ড; পৃ. ৫৯]

https://e-ilm.weebly.com/

৪২. আপনি বলে দিন, তোমরা ভূ-পৃষ্ঠে ভ্রমণ কর এবং দেখ, যে সমস্ত লোক অতীতে গত হয়ে গেছে তাদের পরিণাম কিরূপ হয়েছিল; তাদের অধিকাংশই মুশরিক ছিল।	قُلْ سِيْرُوْا فِي الْاَرْضِ فَانْظُرُوْا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الَّذِيْنَ مِنْ قَبْلُ ۚ كَانَ اَكْثَرُهُمْ مُّشْرِكِيْنَ ﴿٤٢﴾
৪৩. অতএব, তুমি তোমার লক্ষ্যকে সেই সত্য ধর্মের দিকে রাখ এমন দিবস আসার পূর্বে, যে দিবস আল্লাহর পক্ষ হতে আর অপসারিত হবে না, সেদিন সমস্ত লোক পৃথক পৃথক হয়ে যাবে।	فَاَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّيْنِ الْقَيِّمِ مِنْ قَبْلِ اَنْ يَّاْتِيَ يَوْمٌ لَّا مَرَدَّ لَهٗ مِنَ اللّٰهِ يَوْمَئِذٍ يَّصَّدَّعُوْنَ ﴿٤٣﴾
৪৪. যে ব্যক্তি কুফরি করছে, তার উপর তো তার কুফর [অর্থাৎ তার প্রতিফল] পতিত হবে, আর যে ব্যক্তি নেক কাজ করছে, সে তার নিজেরই জন্য সুখশয্যা রচনা করছে।	مَنْ كَفَرَ فَعَلَيْهِ كُفْرُهٗ ۚ وَمَنْ عَمِلَ صَالِحًا فَلِاَنْفُسِهِمْ يَمْهَدُوْنَ ﴿٤٤﴾
৪৫. যার শেষফল এই হবে যে, আল্লাহ স্বীয় অনুগ্রহে বিনিময় প্রদান করবেন তাদেরকে– যারা ঈমান এনেছে এবং নেক কাজ করেছে; নিশ্চয় আল্লাহ কাফেরদেরকে পছন্দ করেন না।	لِيَجْزِيَ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَعَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ مِنْ فَضْلِهٖ ۭ اِنَّهٗ لَا يُحِبُّ الْكٰفِرِيْنَ ﴿٤٥﴾

শাব্দিক অনুবাদ :

৪২. قُلْ আপনি বলে দিন سِيْرُوْا فِي الْاَرْضِ তোমরা ভূ-পৃষ্ঠে ভ্রমণ কর فَانْظُرُوْا এবং দেখ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ তাদের পরিণাম কিরূপ হয়েছিল الَّذِيْنَ مِنْ قَبْلُ যে সমস্ত লোক অতীতে গত হয়ে গেছে كَانَ اَكْثَرُهُمْ مُّشْرِكِيْنَ তাদের অধিকাংশই মুশরিক ছিল।

৪৩. فَاَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّيْنِ الْقَيِّمِ অতএব, তুমি তোমার লক্ষ্যকে সেই সত্য ধর্মের দিকে রাখ مِنْ قَبْلِ اَنْ يَّاْتِيَ يَوْمٌ এমন দিবস আসার পূর্বে لَّا مَرَدَّ لَهٗ مِنَ اللّٰهِ যে দিবস আল্লাহর পক্ষ হতে আর অপসারিত হবে না يَوْمَئِذٍ يَّصَّدَّعُوْنَ সেদিন সমস্ত লোক পৃথক পৃথক হয়ে যাবে।

৪৪. مَنْ كَفَرَ যে ব্যক্তি কুফরি করছে فَعَلَيْهِ كُفْرُهٗ তার উপর তো তার কুফর পতিত হবে وَمَنْ عَمِلَ صَالِحًا আর যে ব্যক্তি নেক কাজ করছে فَلِاَنْفُسِهِمْ يَمْهَدُوْنَ সে তার নিজেরই জন্য সুখশয্যা রচনা করছে।

৪৫. لِيَجْزِيَ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا যার শেষ ফল এই হবে যে, আল্লাহ বিনিময় প্রদান করবেন তাদেরকে যারা ঈমান এনেছে وَعَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ এবং নেক কাজ করেছে مِنْ فَضْلِهٖ স্বীয় অনুগ্রহে اِنَّهٗ لَا يُحِبُّ الْكٰفِرِيْنَ নিশ্চয় আল্লাহ কাফেরদেরকে পছন্দ করেন না।

https://e-ilm.weebly.com/

وَمِنْ اٰيٰتِهٖٓ اَنْ يُّرْسِلَ الرِّيَاحَ مُبَشِّرٰتٍ
وَّلِيُذِيْقَكُمْ مِّنْ رَّحْمَتِهٖ وَلِتَجْرِيَ الْفُلْكُ
بِاَمْرِهٖ وَلِتَبْتَغُوْا مِنْ فَضْلِهٖ وَلَعَلَّكُمْ
تَشْكُرُوْنَ ﴿٤٦﴾

৪৬. আর আল্লাহর নিদর্শনগুলোর মধ্যে একটি এটা [-ও] যে, তিনি বায়ুরাশিকে পাঠিয়ে থাকেন, ফলে তা [বৃষ্টির] সুসংবাদ দেয়, আর যেন তোমাদেরকে তাঁর রহমত আস্বাদন করান, এবং যেন নৌযানসমূহ তাঁর নির্দেশে চলে এবং যেন তোমরা তাঁর প্রদত্ত রিজিক অন্বেষণ কর, এবং যেন তোমরা কৃতজ্ঞতা প্রকাশ কর।

وَلَقَدْ اَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ رُسُلًا اِلٰى قَوْمِهِمْ
فَجَآءُوْهُمْ بِالْبَيِّنٰتِ فَانْتَقَمْنَا مِنَ الَّذِيْنَ
اَجْرَمُوْا ۗ وَكَانَ حَقًّا عَلَيْنَا نَصْرُ الْمُؤْمِنِيْنَ ﴿٤٧﴾

৪৭. আর আমি আপনার পূর্বে বহু পয়গম্বরকে তাঁদের সম্প্রদায়ের নিকট প্রেরণ করেছি এবং তাঁরা তাদের নিকট প্রমাণাবলি নিয়ে এসেছিলেন, অতঃপর আমি ঐ সমস্ত লোক হতে প্রতিশোধ নিয়েছি, যারা অপরাধমূলক কাজ করেছে; আর ঈমানদারদেরকে সাহায্য করা আমার দায়িত্ব ছিল।

اَللّٰهُ الَّذِيْ يُرْسِلُ الرِّيٰحَ فَتُثِيْرُ سَحَابًا
فَيَبْسُطُهٗ فِي السَّمَآءِ كَيْفَ يَشَآءُ وَيَجْعَلُهٗ
كِسَفًا فَتَرَى الْوَدْقَ يَخْرُجُ مِنْ خِلٰلِهٖ ۚ
فَاِذَآ اَصَابَ بِهٖ مَنْ يَّشَآءُ مِنْ عِبَادِهٖٓ اِذَا هُمْ
يَسْتَبْشِرُوْنَ ﴿٤٨﴾

৪৮. আল্লাহ এমন যে, তিনি বায়ু প্রেরণ করেন, অতঃপর তা মেঘরাশিকে উত্তোলিত করে, তারপর তিনি যেভাবে ইচ্ছা করেন তাকে আসমানে ছড়িয়ে দেন এবং তাকে খণ্ড খণ্ড করে দেন, অতঃপর তোমরা বৃষ্টিকে দেখতে পাও যে, তার অভ্যন্তর হতে নির্গত হচ্ছে, অতঃপর যখন তিনি নিজ বান্দাগণের মধ্যে যার প্রতি ইচ্ছা তা পৌঁছিয়ে দেন, তখন তারা আনন্দ করতে থাকে।

শাব্দিক অনুবাদ :

৪৬. وَمِنْ اٰيٰتِهٖ আর আল্লাহর নিদর্শনগুলোর মধ্যে একটি এটাও যে, اَنْ يُّرْسِلَ الرِّيَاحَ তিনি বায়ুরাশিকে পাঠিয়ে থাকেন مُبَشِّرٰتٍ ফলে তা সুসংবাদ দেয় وَلِيُذِيْقَكُمْ مِّنْ رَّحْمَتِهٖ, আর যেন তোমাদেরকে তার রহমত আস্বাদন করান وَلِتَجْرِيَ الْفُلْكُ بِاَمْرِهٖ এবং যেন জাহাজ সমূহ তাঁর নির্দেশে চলে وَلِتَبْتَغُوْا مِنْ فَضْلِهٖ, এবং যেন তোমরা তাঁর প্রদত্ত রিজিক অন্বেষণ কর وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُوْنَ, এবং যেন তোমরা কৃতজ্ঞতা প্রকাশ কর।

৪৭. وَلَقَدْ اَرْسَلْنَا, আর আমি প্রেরণ করেছি مِنْ قَبْلِكَ আপনার পূর্বে رُسُلًا اِلٰى قَوْمِهِمْ বহু পয়গম্বরকে তাদের সম্প্রদায়ের নিকট فَجَآءُوْهُمْ بِالْبَيِّنٰتِ এবং তারা তাদের নিকট প্রমাণাবলি নিয়ে এসেছিলেন فَانْتَقَمْنَا অতঃপর আমি ঐ সমস্ত লোক হতে প্রতিশোধ নিয়েছি مِنَ الَّذِيْنَ اَجْرَمُوْا যারা অপরাধমূলক কাজ করেছে وَكَانَ حَقًّا عَلَيْنَا, আর আমার দায়িত্ব ছিল نَصْرُ الْمُؤْمِنِيْنَ ঈমানদারকে সাহায্য করা।

৪৮. اَللّٰهُ الَّذِيْ আল্লাহ এমন যে, يُرْسِلُ الرِّيٰحَ তিনি বায়ু প্রেরণ করেন فَتُثِيْرُ سَحَابًا অতঃপর তা মেঘরাশিকে উত্তোলিত করে فَيَبْسُطُهٗ فِي السَّمَآءِ তারপর তাকে আসমানে ছড়িয়ে দেন كَيْفَ يَشَآءُ যেভাবে ইচ্ছা وَيَجْعَلُهٗ এবং তাকে করেছেন كِسَفًا খণ্ড খণ্ড فَتَرَى الْوَدْقَ অতঃপর তোমরা বৃষ্টিকে দেখতে পাও যে, يَخْرُجُ مِنْ خِلٰلِهٖ তার অভ্যন্তর হতে নির্গত হচ্ছে فَاِذَآ اَصَابَ بِهٖ অতঃপর যখন তিনি তা পৌঁছিয়ে দেন مَنْ يَّشَآءُ যার প্রতি ইচ্ছা مِنْ عِبَادِهٖ নিজ বান্দাগণের মধ্যে اِذَا هُمْ يَسْتَبْشِرُوْنَ তখন তারা আনন্দ করতে থাকে।

https://e-ilm.weebly.com/

৪৯. অথচ আনন্দিত হওয়ার পূর্বক্ষণে যে তাদের উপর বৃষ্টি বর্ষিত হলো, তার পূর্বে তারা নিরাশ ছিল।

وَاِنْ كَانُوْا مِنْ قَبْلِ اَنْ يُّنَزَّلَ عَلَيْهِمْ مِّنْ قَبْلِهٖ لَمُبْلِسِيْنَ ﴿٤٩﴾

শাব্দিক অনুবাদ :

৪৯. وَاِنْ كَانُوْا مِنْ قَبْلِ অথচ আনন্দিত হওয়ার পূর্বক্ষণে যে اَنْ يُّنَزَّلَ عَلَيْهِمْ তাদের উপর বর্ষিত হলো مِنْ قَبْلِهٖ لَمُبْلِسِيْنَ তার পূর্বে তারা নিরাশ ছিল।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

জ্ঞাতব্য : হযরত শাহ ওয়ালীউল্লাহ (র.) 'হুজ্জাতুল্লাহিল বালেগা' গ্রন্থে বলেন, এ জগতে ভালো-মন্দ, বিপদ-সুখ, কষ্ট ও আরামের কারণ দু'প্রকার; [এক] বাহ্যিক ও [দুই] আভ্যন্তরীণ। বাহ্যিক কারণ বলতে বৈষয়িক কারণই বোঝায়, যা সবার দৃষ্টিগ্রাহ্য বোধগম্য কারণ। আভ্যন্তরীণ কারণ হচ্ছে মানুষের কর্মকাণ্ড এবং তার ভিত্তিতে ফেরেশতাদের সাহায্য-সমর্থন অথবা অভিশাপ ও ঘৃণা। বিজ্ঞানীর দৃষ্টিতে পৃথিবীতে বৃষ্টিপাতের কারণ সমুদ্র থেকে উত্থিত বাষ্প, মৌসুমী বায়ু যা উপরের বায়ুতে পৌছে বরফে পরিণত হয় অতঃপর সূর্যকিরণে গলিত হয়ে বর্ষিত হয়। কিন্তু হাদীসে এসব বিষয়কে ফেরেশতাদের কর্ম বলা হয়েছে। বাস্তবে এতদুভয়ের মধ্যে কোনো বৈপরীত্য নেই। একই বিষয়ের বিভিন্ন কারণ থাকতে পারে। তাই বাহ্যিক হেতু বিজ্ঞানীদের উল্লিখিত কারণ হতে পারে এবং আভ্যন্তরীণ কারণ ফেরেশতাদের কর্ম-উভয় প্রকার কারণ একত্রিত হয়ে গেলেই বৃষ্টিপাত আশানুরূপ ও প্রয়োজন অনুযায়ী সম্পন্ন হয় এবং তার একত্রীকরণ না হলে বৃষ্টিপাতে ত্রুটি দেখা দেয়।

হযরত শাহ্ সাহেব (র.) বলেন, এমনিভাবে দুনিয়ার আপদ-বিপদের কিছু কারণও প্রাকৃতিক-বৈষয়িক, যা সৎ-অসৎ চেনে না। অগ্নির কাজ জ্বালানো। সে মুত্তাকী ও পাপাচারী নির্বিশেষে সবাইকে জ্বালাবে। তবে যদি বিশেষ ফরমান দ্বারা তাকে এ কাজ থেকে বিরত রাখা হয়, তবে তা ভিন্ন কথা। যেমন নমরূদের অগ্নিকে হযরত ইবরাহীম (আ.)-এর জন্যে শীতল ও শান্তিদায়ক করে দেওয়া হয়েছিল। পানি ওজনবিশিষ্ট বস্তুকে নিমজ্জিত করার জন্যে। সে এ কাজ করবেই। এমনিভাবে অন্যান্য উপাদানসমূহও আপন-আপন কাজে নিয়োজিত আছে। এই প্রাকৃতিক কারণ কারও জন্যে সুখকর হয় এবং কারও জন্যে বিপদাপদেরও কারণ হয়ে পড়ে।

এসব বাহ্যিক কারণের ন্যায় মানুষের নিজের ভালো-মন্দ কর্মকাণ্ড এবং বিপদাপদও সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যের কারণ হয়ে থাকে। যখন কোনো ব্যক্তি অথবা দলের সুখ-স্বচ্ছন্দ্যে বাহ্যিক ও আভ্যন্তরীণ উভয় প্রকার কারণ একত্রিত হয়ে যায়, তখন সেই ব্যক্তি অথবা দল জগতে পূর্ণমাত্রায় সুখ ও শান্তি লাভ করে। সবাই এটা প্রত্যক্ষ করে। এর বিপরীতে যে ব্যক্তি অথবা দলের জন্যে প্রাকৃতিক ও বৈষয়িক কারণও বিপদাপদ আনয়ন করে এবং তার নিজের কর্মকাণ্ডও বিপদ ও কষ্ট ডেকে আনে, সেই ব্যক্তি অথবা দলের বিপদও পূর্ণমাত্রায় হয়ে থাকে, যা সাধারণভাবে প্রত্যক্ষ করা হয়।

মাঝে মাঝে এমনও হয় যে, প্রাকৃতিক ও বৈষয়িক কারণ তো বিপদাপদের উপরই একত্রিত আছে, কিন্তু তার সৎকর্ম শান্তি ও সুখ দাবি করে। এমতাবস্থায় তার এসব আভ্যন্তরীণ কারণ তার বাহ্যিক বিপদ দূরীকরণ অথবা হ্রাস করার কাজেই ব্যয়িত হয়ে যায়। ফলে তার সুখ ও আরাম পূর্ণমাত্রায় সামনে আসে না। এর বিপরীতে মাঝে মাঝে প্রাকৃতিক কারণসমূহ সুখ ও আরাম চায়, কিন্তু আভ্যন্তরীণ কারণ অর্থাৎ তার কাজকর্ম মন্দ হওয়ার কারণে বিপদাপদ চায়। এ ক্ষেত্রে পরস্পর বিরোধী চাহিদার কারণে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তির জীবনে না সুখ-শান্তি পূর্ণমাত্রায় থাকে এবং না প্রভূত বিপদাপদ তাকে ঘিরে রাখে। এমনিভাবে কোনো কোনো সময় প্রাকৃতিক কারণসমূহকে কোনো উচ্চস্তরের নবী-রাসূল ও ওলীয়ে কামেলের জন্যে প্রতিকূল করে তাঁর পরীক্ষার জন্যেও ব্যবহার করা হয়। এই বিষয়টি বুঝে নিলে আয়াত ও হাদীসসমূহের পারস্পরিক যোগসূত্র ও ঐক্য পরিস্ফুট হয়ে উঠে। পরস্পর বিরোধিতা অবশিষ্ট থাকে না।

বিপদের সময় পরীক্ষা ও বিপদে ফেলা অথবা শাস্তি ও আজাবের মধ্যে পার্থক্য : বিপদাপদ দ্বারা কিছু লোককে তাদের গোনাহর শাস্তি দেওয়া হয় এবং কিছু লোককে মর্যাদা বৃদ্ধি অথবা কাফফারার জন্যে পরীক্ষাস্বরূপ বিপদে নিক্ষেপ করা হয়।

https://e-ilm.weebly.com/

উভয় ক্ষেত্রে বিপদাপদের আকার একই রূপ হয়ে থাকে। এমতাবস্থায় উভয়ের পার্থক্য কিরূপে বোঝা যাবে? এর পরিচয়ে শাহ ওয়ালীউল্লাহ (র.) লিখেছেন যে, যে সাধু ব্যক্তি পরীক্ষার্থে বিপদাপদে পতিত হয়, আল্লাহ তাঁর অন্তর প্রশান্ত করে দেন। সে এসব বিপদাপদে রোগীর তিক্ত ওষুধ খেতে অথবা অপারেশন করাতে কষ্ট সত্ত্বেও সম্মত থাকার মতো সন্তুষ্ট থাকে, বরং এর জন্যে সে টাকা-পয়সা ব্যয় করে, সুপারিশ যোগাড় করে। যেসব পাপীকে শাস্তি হিসাবে বিপদে ফেলা হয়, তাদের অবস্থা এর বিপরীত। তাদের হা-হুতাশ ও হৈ-চৈ এর অন্ত থাকে না। মাঝে মাঝে অকৃতজ্ঞতা এমন কি, কুফরি বাক্যে পর্যন্ত পৌঁছে যায়।

হযরত মওলানা আশরাফ আলী থানভী (র.) এক পরিচয় এই বর্ণনা করেছেন যে, যে বিপদের কারণে মানুষ আল্লাহর প্রতি অধিক মনোযোগী, অধিক সতর্ক এবং তওবা ও এস্তেগফারের প্রতি অধিক আগ্রহী হয়, সে বিপদ শাস্তির বিপদ নয়; বরং মেহেরবানি ও কৃপা। পক্ষান্তরে যার অবস্থা এরূপ হয় না, বরং হা-হুতাশ করতে থাকে এবং পাপকার্যে অধিক উৎসাহী হয়, তার বিপদ খোদায়ী গজব ও আজাবের আলামত।

فَانْتَقَمْنَا مِنَ الَّذِيْنَ اَجْرَمُوْا وَكَانَ حَقًّا عَلَيْنَا نَصْرُ الْمُؤْمِنِيْنَ

– অর্থাৎ আমি অপরাধী কাফেরদের কাছ থেকে প্রতিশোধ নিলাম এবং মুমিনদের সাহায্য করা আমার দায়িত্ব ছিল। এই আয়াত থেকে জানা গেল যে, আল্লাহ তা'আলা কৃপাবশত মুমিনের সাহায্য করাকে নিজ দায়িত্বে গ্রহণ করেছেন। বাহ্যত: এর ফলে কাফেরদের মোকাবিলায় মুসলমানদের কোনো সময় পরাজিত না হওয়া উচিত ছিল। অথচ অনেক ঘটনা এর খেলাফও হয়েছে এবং হয়ে থাকে। এর জওয়াব আয়াতের মধ্যেই নিহিত আছে যে, মুমিন বলে কাফেরদের বিরুদ্ধে যারা আল্লাহর ওয়াস্তে জেহাদ করে, তাদের বোঝানো হয়েছে। এমন খাঁটি লোকদের প্রতিশোধই আল্লাহ তা'আলা কাফেরদের কাছ থেকে গ্রহণ করেন এবং তাদের বিজয়ী করেন। যেখানে এর বিপরীত কোনো কিছু ঘটে, সেখানে জেহাদকারীদের পদস্খলন তাদের পরাজয়ের কারণ হয়ে থাকে, যেমন ওহুদ যুদ্ধ সম্পর্কে স্বয়ং কুরআনে আছে– اِنَّمَا اسْتَزَلَّهُمُ الشَّيْطٰنُ بِبَعْضِ مَاكَسَبُوْا অর্থাৎ তাদের কতক ভ্রান্ত কর্মের কারণে শয়তান তাদের পদস্খলন ঘটিয়ে দেয়। এরূপ পরিস্থিতিতেও আল্লাহ তা'আলা পরিণামে মুমিনদেরই বিজয় দান করেন– যদি তারা তাদের ভুল বুঝতে পারে। ওহুদ যুদ্ধে তাই হয়েছে। পক্ষান্তরে যারা শুধু নামে মুমিন, আল্লাহর বিধানাবলির অবাধ্য এবং কাফেরদের বিজয়ের সময়ও গোনাহ থেকে তওবা করে না, তারা এই ওয়াদার অন্তর্ভুক্ত নয়। তারা আল্লাহর সাহায্যের যোগ্য পাত্র নয়। এমনি ওয়াদার অন্তর্ভুক্ত নয়। তারা আল্লাহর সাহায্যের যোগ্য পাত্র নয়। এমনি যোগ্যতা ব্যতিরেকেও আল্লাহ তা'আলা দয়াবশত সাহায্য ও বিজয় প্রদান করে থাকেন। অতএব, এর আশা করা এবং দোয়া করতে থাকা সর্বাবস্থায় উপকারী।

শব্দ বিশ্লেষণ :

سِيْرُوْا : সীগাহ جمع مذكر حاضر বহছ امر حاضر معروف বাব ضَرَبَ মাসদার سَيْرٌ মূলবর্ণ (س - ى - ر) জিনস اجوف يائى অর্থ-তোমরা চল, তোমরা ভ্রমণ কর, তোমরা ঘুর।

اَقِمْ : সীগাহ واحد مذكر حاضر বহছ امر حاضر معروف বাবে اِفْعَالٌ মাসদার اِقَامَةٌ মূলবর্ণ (ق - و - م) জিনস اجوف واوى অর্থ– তুমি ঠিক কর, সোজা কর, কায়েম রাখ।

يَمْهَدُوْنَ : সীগাহ جمع مذكر غائب বহছ- مضارع معروف বাব فَتَحَ মাসদার مَهْدٌ। মূলবর্ণ (م - ه - د) জিনস صحيح অর্থ– তারা শুধরে নিচ্ছে, ঠিক করছে, সমতল করছে।

رِيَاحٌ : এটি رِيْحٌ এর বহুবচন অর্থ- বাতাস, হাওয়া।

يَسْتَبْشِرُوْنَ : সীগাহ جمع مذكر غائب বহছ- مضارع معروف বাব اِسْتِفْعَالٌ মাসদার اِسْتِبْشَارٌ মূলবর্ণ (ب - ش - ر) জিনস صحيح অর্থ– তারা খুশি হচ্ছে, আনন্দিত হচ্ছে।

مُبْلِسِيْنَ : সীগাহ جمع مذكر বহছ اسم فاعل বাব اِفْعَالٌ মাসদার اَلْاِبْلَاسُ মূলবর্ণ (ب - ل - س) জিনস صحيح অর্থ– নিরাশ, হতাশ, বিষণ্ন, পেরেশান, নিশ্চুপ।

https://e-ilm.weebly.com/

فَانْظُرْ اِلٰٓى اٰثٰرِ رَحْمَتِ اللّٰهِ كَيْفَ يُحْيِ الْاَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا ؕ اِنَّ ذٰلِكَ لَمُحْيِ الْمَوْتٰى ۚ وَهُوَ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ ﴿٥٠﴾

৫০. অতএব, আল্লাহর রহমতের [বৃষ্টির] ক্রিয়াসমূহ লক্ষ্য করে দেখ, তিনি তা দ্বারা জমিনকে মৃত হওয়ার পর কিরূপে সজীব করে তোলেন; নিঃসন্দেহে তিনিই মৃতদেরকে জীবিত করবেন, আর তিনি সকল বস্তুর উপর ক্ষমতাবান।

وَلَئِنْ اَرْسَلْنَا رِيْحًا فَرَاَوْهُ مُصْفَرًّا لَّظَلُّوْا مِنْۢ بَعْدِهٖ يَكْفُرُوْنَ ﴿٥١﴾

৫১. আর যদি আমি তাদের প্রতি এরূপ বায়ু প্রেরণ করি– যদ্দরুন তারা শস্যক্ষেত্রগুলো হরিৎ বর্ণ দেখতে পায়, তখন তারা এরপরই অকৃতজ্ঞতা করতে থাকে।

فَاِنَّكَ لَا تُسْمِعُ الْمَوْتٰى وَلَا تُسْمِعُ الصُّمَّ الدُّعَآءَ اِذَا وَلَّوْا مُدْبِرِيْنَ ﴿٥٢﴾

৫২. সুতরাং আপনি মৃতদেরকে শুনাতে পারবেন না আর বধিরদেরকেও আহ্বান শুনাতে পারবেন না, যখন তারা পৃষ্ঠ প্রদর্শন করে চলে যায়।

وَمَآ اَنْتَ بِهٰدِ الْعُمْيِ عَنْ ضَلٰلَتِهِمْ ؕ اِنْ تُسْمِعُ اِلَّا مَنْ يُّؤْمِنُ بِاٰيٰتِنَا فَهُمْ مُّسْلِمُوْنَ ﴿٥٣﴾

৫৩. এবং আপনি অন্ধদেরকেও তাদের বিপথ হতে সৎপথে আনতে পারবেন না; আপনি কেবল তাদেরকেই শুনাতে পারেন যারা আমার আয়াতসমূহের প্রতি বিশ্বাস রাখে, অতঃপর তারা [তা] মেনে চলে।

اَللّٰهُ الَّذِيْ خَلَقَكُمْ مِّنْ ضُعْفٍ ثُمَّ جَعَلَ مِنْۢ بَعْدِ ضُعْفٍ قُوَّةً ثُمَّ جَعَلَ مِنْۢ بَعْدِ قُوَّةٍ ضُعْفًا وَّشَيْبَةً ؕ يَخْلُقُ مَا يَشَآءُ ۚ وَهُوَ الْعَلِيْمُ الْقَدِيْرُ ﴿٥٤﴾

৫৪. আল্লাহ তা'আলা এরূপ, যিনি তোমাদেরকে দুর্বল অবস্থায় সৃষ্টি করেছেন, অনন্তর দুর্বলতার পর শক্তি দান করেছেন, পুনরায় শক্তিশালী করার পর দুর্বল ও বৃদ্ধ করেছেন; তিনি যা ইচ্ছা সৃষ্টি করেন, আর তিনি মহাজ্ঞানী, শক্তিমান।

শাব্দিক অনুবাদ :

৫০. فَانْظُرْ اِلٰٓى اٰثٰرِ رَحْمَتِ اللّٰهِ অতএব আল্লাহর রহমতের ক্রিয়াসমূহ লক্ষ্য করে দেখ كَيْفَ يُحْيِي الْاَرْضَ তিনি তা দ্বারা জমিনকে কিরূপে সজীব করে তোলেন بَعْدَ مَوْتِهَا তা মৃত হওয়ার পর اِنَّ ذٰلِكَ لَمُحْيِ الْمَوْتٰى নিঃসন্দেহে তিনিই মৃতদেরকে জীবিত করবেন وَهُوَ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ আর তিনি সকল বস্তুর উপর ক্ষমতাবান।

৫১. وَلَئِنْ اَرْسَلْنَا رِيْحًا আর যদি আমি তাদের প্রতি এরূপ বায়ু প্রেরণ করি। فَرَاَوْهُ مُصْفَرًّا যদ্দরুন তারা শস্যক্ষেত্র গুলো হরিৎ বর্ণ দেখতে পায় لَظَلُّوْا مِنْۢ بَعْدِهٖ يَكْفُرُوْنَ তখন তারা এরপরই অকৃতজ্ঞতা করতে থাকে।

৫২. فَاِنَّكَ لَا تُسْمِعُ الْمَوْتٰى সুতরাং আপনি মৃতদেরকে শুনাতে পারবেন না وَلَا تُسْمِعُ الصُّمَّ الدُّعَآءَ আর বধিরদেরকেও আহ্বান শুনাতে পারবেন না اِذَا وَلَّوْا مُدْبِرِيْنَ যখন তারা পৃষ্ঠ প্রদর্শন করে চলে যায়।

৫৩. وَمَآ اَنْتَ بِهٰدِ الْعُمْيِ এবং আপনি অন্ধদেরকেও সৎপথে আনতে পারবেন না عَنْ ضَلٰلَتِهِمْ তাদের বিপথ হতে اِنْ تُسْمِعُ اِلَّا আপনি কেবল তাদেরকেই শুনাতে পারবেন مَنْ يُّؤْمِنُ بِاٰيٰتِنَا যারা আমার আয়াতসমূহের প্রতি বিশ্বাস রাখে فَهُمْ مُّسْلِمُوْنَ অতঃপর তারা মেনে চলে।

৫৪. اَللّٰهُ الَّذِيْ আল্লাহ তা'আলা এরূপ যিনি خَلَقَكُمْ مِّنْ ضُعْفٍ তোমাদেরকে দুর্বল অবস্থায় সৃষ্টি করেছেন ثُمَّ جَعَلَ অনন্তর দান করেছেন مِنْۢ بَعْدِ ضُعْفٍ দুর্বলতার পর قُوَّةً শক্তি ثُمَّ جَعَلَ مِنْۢ بَعْدِ قُوَّةٍ পুনরায় শক্তিশালী করার পর করেছেন ضُعْفًا وَّشَيْبَةً দুর্বল ও বৃদ্ধ يَخْلُقُ مَا يَشَآءُ তিনি যা ইচ্ছা সৃষ্টি করেন وَهُوَ الْعَلِيْمُ আর তিনি মহাজ্ঞানী الْقَدِيْرُ শক্তি মান।

https://e-ilm.weebly.com/

https://e-ilm.weebly.com/

৫৫. এবং যেদিন কিয়ামত সংঘটিত হবে, [সেদিন] অপরাধীরা শপথ করে বলবে যে, তারা [আলমে বরযখে] মুহূর্তকালের অধিক অবস্থান করেনি; এরূপে তারা [পৃথিবীতেও] উল্টা চলত।	وَيَوْمَ تَقُوْمُ السَّاعَةُ يُقْسِمُ الْمُجْرِمُوْنَ ۙ مَا لَبِثُوْا غَيْرَ سَاعَةٍ ؕ كَذٰلِكَ كَانُوْا يُؤْفَكُوْنَ ﴿٥٥﴾
৫৬. আর যাদেরকে ইলম ও ঈমান দান করা হয়েছে, তারা [সেই পাপীদের কথার উত্তরে] বলবে, তোমরা তো আল্লাহ তা'আলার লিখন অনুযায়ী কিয়ামত দিবস পর্যন্তই অবস্থান করেছ, অতএব, কিয়ামতের দিন এটাই, কিন্তু তোমরা এটা বিশ্বাস করতে না।	وَقَالَ الَّذِيْنَ اُوْتُوا الْعِلْمَ وَالْاِيْمَانَ لَقَدْ لَبِثْتُمْ فِيْ كِتٰبِ اللّٰهِ اِلٰى يَوْمِ الْبَعْثِ ۫ فَهٰذَا يَوْمُ الْبَعْثِ وَلٰكِنَّكُمْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُوْنَ ﴿٥٦﴾
৫৭. মোটকথা সেদিন জালিমদেরকে তাদের [কোনো] আপত্তি উপকারে আসবে না, আর না তাদের হতে আল্লাহ তা'আলার অসন্তোষের প্রতিবিধান চাওয়া হবে।	فَيَوْمَئِذٍ لَّا يَنْفَعُ الَّذِيْنَ ظَلَمُوْا مَعْذِرَتُهُمْ وَلَا هُمْ يُسْتَعْتَبُوْنَ ﴿٥٧﴾
৫৮. এবং আমি মানুষের [হেদায়েতের] জন্য এ কুরআনের মধ্যে প্রত্যেক প্রকারের উত্তম বিষয়সমূহ বর্ণনা করেছি; আর যদি আপনি তাদের নিকট [অন্য] কোনো নিদর্শন [-ও] আনয়ন করেন, তবুও এ কাফেররা এটাই বলবে যে, তোমরা তো বাতিলপন্থি লোক ব্যতীত আর কিছুই নও।	وَلَقَدْ ضَرَبْنَا لِلنَّاسِ فِيْ هٰذَا الْقُرْاٰنِ مِنْ كُلِّ مَثَلٍ ؕ وَلَئِنْ جِئْتَهُمْ بِاٰيَةٍ لَّيَقُوْلَنَّ الَّذِيْنَ كَفَرُوْٓا اِنْ اَنْتُمْ اِلَّا مُبْطِلُوْنَ ﴿٥٨﴾

শাব্দিক অনুবাদ :

৫৫. وَيَوْمَ تَقُوْمُ السَّاعَةُ এবং যেদিন কিয়ামত সংঘটিত হবে يُقْسِمُ الْمُجْرِمُوْنَ অপরাধীরা শপথ করে বলবে যে, مَا لَبِثُوْا غَيْرَ سَاعَةٍ তারা মুহূর্তকালের অধিক অবস্থান করেনি كَذٰلِكَ كَانُوْا يُؤْفَكُوْنَ এরূপে তারা [পৃথিবীতেও উল্টা চলত।

৫৬. وَقَالَ الَّذِيْنَ اُوْتُوا الْعِلْمَ আর যাদেরকে ইলম দান করা হয়েছে তারা বলবে وَالْاِيْمَانَ এবং ঈমান لَقَدْ لَبِثْتُمْ তোমরা তো অবস্থান করেছ فِيْ كِتٰبِ اللّٰهِ আল্লাহ তা'আলার লিখন অনুযায়ী اِلٰى يَوْمِ الْبَعْثِ কিয়ামত দিবস পর্যন্তই فَهٰذَا يَوْمُ الْبَعْثِ অতএব, কিয়ামতের দিন এটাই وَلٰكِنَّكُمْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُوْنَ কিন্তু তোমরা এটা বিশ্বাস করতে না।

৫৭. فَيَوْمَئِذٍ মোটকথা সেদিন لَا يَنْفَعُ উপকারে আসবে না الَّذِيْنَ ظَلَمُوْا জালিমদেরকে مَعْذِرَتُهُمْ তাদের আপত্তি وَلَا هُمْ يُسْتَعْتَبُوْنَ আর না তাদের থেকে আল্লাহ তা'আলার অসন্তোষের প্রতিবিধান চাওয়া হবে।

৫৮. وَلَقَدْ ضَرَبْنَا এবং আমি বর্ণনা করেছি لِلنَّاسِ মানুষের জন্য فِيْ هٰذَا الْقُرْاٰنِ এই কুরআনে مِنْ كُلِّ مَثَلٍ প্রত্যেক প্রকারের উত্তম বিষয়সমূহ وَلَئِنْ جِئْتَهُمْ بِاٰيَةٍ আর যদি আপনি তাদের নিকট কোনো নিদর্শন আনয়ন করেন لَيَقُوْلَنَّ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا তবুও এই কাফেররা এটাই বলবে যে, اِنْ اَنْتُمْ اِلَّا مُبْطِلُوْنَ তোমরা তো বাতিলপন্থি লোক ব্যতীত আর কিছুই নও।

৫৯. যারা অবিশ্বাসী আল্লাহ তাদের অন্তরে এরূপভাবেই মোহর মেরে থাকেন।	كَذٰلِكَ يَطْبَعُ اللّٰهُ عَلٰى قُلُوْبِ الَّذِيْنَ لَا يَعْلَمُوْنَ ﴿٥٩﴾
৬০. অতএব, আপনি ধৈর্যধারণ ধরুন, নিঃসন্দেহে আল্লাহর ওয়াদা সত্য, আর এ অবিশ্বাসীরা যেন আপনাকে অধৈর্য করতে না পারে।	فَاصْبِرْ اِنَّ وَعْدَ اللّٰهِ حَقٌّ وَّلَا يَسْتَخِفَّنَّكَ الَّذِيْنَ لَا يُوْقِنُوْنَ ﴿٦٠﴾

শাব্দিক অনুবাদ :

৫৯. كَذٰلِكَ এরূপ ভাবেই يَطْبَعُ اللّٰهُ আল্লাহ মোহর মেরে থাকেন عَلٰى قُلُوْبِ তাদের অন্তরে الَّذِيْنَ لَا يَعْلَمُوْنَ যারা অবিশ্বাসী।

৬০. فَاصْبِرْ আপনি ধৈর্য ধারণ করুন اِنَّ وَعْدَ اللّٰهِ حَقٌّ নিঃসন্দেহে আল্লাহর ওয়াদা সত্য وَلَا يَسْتَخِفَّنَّكَ আর আপনাকে যেন অধৈর্য করতে না পারে الَّذِيْنَ لَا يُوْقِنُوْنَ এ অবিশ্বাসীরা।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

فَاِنَّكَ لَا تُسْمِعُ الْمَوْتٰى وَلَا تُسْمِعُ الصُّمَّ الدُّعَاۤءَ اِذَا وَلَّوْا مُدْبِرِيْنَ - ٥٢

শানে নুযূল : ইবনে মারদূভিয়া কালবীর সনদ দ্বারা হযরত ইবনে আব্বাস (রা.)-এর উদ্ধৃতি দিয়ে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেন, মহানবী ﷺ যখন বদর অভিযানের তিনদিন পর নিহত কুরাইশ নেতৃবর্গের নাম নিয়ে নিয়ে ডেকে বলছিলেন যে, তোমাদের রব যে, প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন তা তোমরা যথাযথভাবে পেয়েছ কি? আমরা তো আমাদের রবের দেওয়া প্রতিশ্রুতি সঠিক ভাবেই পেয়েছি। সে সম্পর্কে তখনই আল্লাহ তা'আলা আলোচ্য আয়াত নাজিল করেন।

–[দুররে মানছুর ১৫৮/৫, তাফসীরে ফতহুল কাদীর ২৩৩/৪]

فَاِنَّكَ لَا تُسْمِعُ الْمَوْتٰى আয়াতের অর্থ এই যে, আপনি মৃতদেরকে শোনাতে পারেন না। মৃতদের মধ্যে শ্রবণের যোগ্যতা আছে কি-না? সাধারণ মৃতরা জীবিতদের কথা শোনে কিনা-সূরা নমলের তাফসীরে এ বিষয়ের সংক্ষিপ্ত সারগর্ভ বর্ণনা লিপিবদ্ধ হয়েছে।

এই সূরার একটি বড় অংশ কিয়ামত অস্বীকারকারীদের আপত্তি নিরসনের সাথে সম্পর্কযুক্ত। এই উদ্দেশ্যে আল্লাহ তা'আলার সর্বশক্তি ও পরিপূর্ণ প্রজ্ঞার অনেক নিদর্শন বর্ণনা করে অনবধান মানুষকে সচেতন করার ব্যবস্থা করা হয়েছে। উল্লিখিত প্রথম আয়াতে এক নতুন ভঙ্গিতে এই বিষয়বস্তু প্রমাণ করা হয়েছে। বলা হয়েছে, মানুষ স্বভাবতই ত্বরা-প্রিয়। সে বর্তমানের বিষয়ে মগ্ন হয়ে অতীত ও ভবিষ্যতকে বিস্মৃত হয়ে যেতে অভ্যস্ত। তার এই অভ্যাসই তাকে অনেক মারাত্মক ভ্রান্তিতে নিপতিত করে। যৌবনে তার মধ্যে পরিপূর্ণ মাত্রায় শক্তি থাকে। সে এই শক্তির নেশায় মত্ত হয়ে বেপরোয়া হয়ে উঠে এবং বিশেষ কোনো ভাবে গণ্ডিবদ্ধ থাকা তার কাছে কষ্টকর মনে হয়। মানুষকে হুশিয়ার করার জন্যে আলোচ্য আয়াতে শক্তি ও দুর্বলতার দিক দিয়ে মানুষের অস্তিত্বের একটি পরিপূর্ণ চিত্র পেশ করা হয়েছে। এতে দেখানো হয়েছে যে, মানুষের সূচনাও দুর্বল এবং পরিণতিও দুর্বল। মাঝখানে কিছু দিনের জন্যে সে শক্তিলাভ করে। এই ক্ষণস্থায়ী শক্তির জমানায় নিজের পূর্বের দুর্বলতা ও পরবর্তী দুর্বলতাকে বিস্মৃত না হওয়াই বুদ্ধিমানের কাজ। বরং যে দুর্বলতা অতিক্রম করে সে শক্তি ও যৌবন পর্যন্ত পৌঁছেছে, তার বিভিন্ন স্তর সর্বদা সামনে রাখা আবশ্যক।

خَلَقَكُمْ مِّنْ ضُعْفٍ – বাক্যে মানুষকে এই শিক্ষাই দেওয়া হয়েছে যে, তুমি তোমার আসল ভিত্তি দেখে নাও তা কতটুকু দুর্বল; বরং তুমি তো ছিলে সাক্ষাত দুর্বলতার প্রতীক। তুমি ছিলে এক ফোঁটা নির্জীব, চেতনাহীন, অপবিত্র ও নোংরা বীর্য। এ বিষয়ে চিন্তা কর যে, কার শক্তি ও প্রজ্ঞা এই নোংরা ফোঁটাকে প্রথমে জমাট রক্তে, অতঃপর রক্তকে মাংসে রূপান্তরিত করেছে। এরপর মাংসের মধ্যে অস্থি গেঁথে দিয়েছে। অতঃপর অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের সূক্ষ্ম যন্ত্রপাতি সৃষ্টি করেছে। ফলে ক্ষুদ্র একটি

https://e-ilm.weebly.com/

অস্তিত্ব ভ্রাম্যমাণ ফ্যাক্টরীতে রূপান্তরিত হয়ে গেছে। এতে হাজার হাজার বিচিত্র স্বয়ংক্রিয় যন্ত্রপাতি সংযুক্ত রয়েছে। আরও বেশি চিন্তা করলে দেখবে যে, এ একটা ফ্যাক্টরীই নয়; বরং ক্ষুদ্র একটি জগতে। এর অস্তিত্বের মধ্যে সারা বিশ্বের নমুনা শামিল রয়েছে। এর নির্মাণ কাজও কোনো বিশাল ওয়ার্কশপেও নয়; বরং মাতৃগর্ভের তিনটি অন্ধকারে সম্পন্ন হয়েছে। নয় মাস এই সংকীর্ণ ও অন্ধকার প্রকোষ্ঠে মাতৃগর্ভের রক্ত ও আবর্জনা খেয়ে খেয়ে মানুষের অস্তিত্ব সৃজিত হয়েছে।

ثُمَّ السَّبِيلَ يَسَّرَهُ এরপর আল্লাহ তা'আলা তার বিকাশ লাভের জন্য পথ সুগম করে দিয়েছেন। এ জগতে আসার পর তার অবস্থা ছিল এই :

أَخْرَجَكُمْ مِنْ بُطُونِ أُمَّهَاتِكُمْ لَا تَعْلَمُونَ شَيْئًا – অর্থাৎ আল্লাহ তা'আলা মাতৃগর্ভ থেকে তোমাদের যখন বের করলেন, তখন তোমরা কিছুই জানতে না। এখন শিক্ষা-দীক্ষার পালা শুরু হলো। সর্বপ্রথম তিনি ক্রন্দনের কৌশল শিক্ষা দিলেন, যাতে মাতা-পিতা তোমাদের প্রতি মনোযোগী হয়ে তোমাদের ক্ষুধা-তৃষ্ণা নিবারণে সচেষ্ট হয়। এরপর ঠোঁট ও মাড়ি চেপে জননীর বক্ষ থেকে দুধ বের করার বিদ্যা শিক্ষা দিলেন, যাতে তোমরা খাদ্য সংগ্রহ করতে পার। কার সাধ্য ছিল যে, এই বোধশক্তিহীন শিশুকে তার বর্তমান প্রয়োজনের জন্যে যথেষ্ট এ দু'টি বিদ্যা শিক্ষা দেয়? তার স্রষ্টা ব্যতীত কারও এরূপ করার শক্তি ছিল না। এ তো এক ক্ষীণ শিশু। একটু বাতাস লাগলেই বিমর্ষ হয়ে যাবে। সামান্য শীতে কিংবা গরমে অসুস্থ হয়ে পড়বে। নিজের কোনো প্রয়োজন চাওয়ার ক্ষমতা নেই এবং কোনো ক্রমোন্নতির সিঁড়িগুলো সম্পর্কে চিন্তা করে দেখুন, কুদরত ও শক্তির বিস্ময়কর নমুনা সামনে আসবে।

ثُمَّ جَعَلَ مِنْ بَعْدِ ضَعْفٍ قُوَّةً –এখন সে শক্তির সিঁড়িতে পা রেখে আকাশ-কুসুম পরিকল্পনায় মেতে উঠেছে, চন্দ্র ও মঙ্গল-গ্রহে জাল পাততে শুরু করেছে, জলে ও স্থলে অধিকার প্রতিষ্ঠিত করতে শুরু করেছে এবং নিজের অতীত ও ভবিষ্যৎ বিস্মৃত হয়ে مَنْ اَشَدُّ مِنَّا قُوَّةً [আমার চাইতে অধিক শক্তিশালী কে?]-এর শ্লোগান দিতে দিতে এতদূর পৌঁছে গেছে যে, আপন স্রষ্টা ও তাঁর বিধানাবলির অনুসরণ পর্যন্ত বিস্মৃত হয়ে গেছে। কিন্তু তাকে জাগ্রত করার জন্য আল্লাহ বলেন, ثُمَّ جَعَلَ مِنْ بَعْدِ قُوَّةٍ ضَعْفًا وَشَيْبَةً – হে গাফেল, খুব মনে রেখ! তোমার এই শক্তি ক্ষণস্থায়ী। তোমাকে আবার দুর্বল অবস্থায় ফিরে যেতে হবে। ধীরে ধীরে দুর্বলতা বৃদ্ধি পাবে এবং এক সময়ে চুল সাদা হয়ে বার্ধক্য ফুটে উঠবে। এরপর সব অঙ্গ-প্রত্যঙ্গেরই আকার-আকৃতি পরিবর্তন করা হবে। পৃথিবীর ইতিহাস ও অন্যান্য গ্রন্থে নয়– নিজ অস্তিত্বের দেয়ালে লিখিত এই গোপন লিপি পাঠ করলে এ বিশ্বাস ছাড়া উপায় থাকবে না যে, يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ وَهُوَ الْعَلِيمُ الْقَدِيرُ – অর্থাৎ এগুলো সব সেই রাব্বুল ইজ্জতেরই কারসাজি, তিনি যা ইচ্ছা, যেভাবে ইচ্ছা সৃষ্টি করেন। জ্ঞানেও তিনি শ্রেষ্ঠ, কুদরতেও তিনি শ্রেষ্ঠ। এরপরও কি তিনি মৃতদেহকে যখন ইচ্ছা, পুনরায় সৃষ্টি করতে পারেন কিনা এ বিষয়ে কোনোরূপ সন্দেহের অবকাশ আছে?

অতঃপর আবার কিয়ামত অস্বীকারকারীদের প্রলাপোক্তি ও মূর্খতা বর্ণিত হচ্ছে : وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ يُقْسِمُ الْمُجْرِمُونَ مَا لَبِثُوا غَيْرَ سَاعَةٍ –অর্থাৎ যেদিন কিয়ামত অস্বীকারকারীরা তখনকার ভয়াবহ দৃশ্যাবলিতে অভিভূত হয়ে কসম খাবে যে, তারা এক মুহূর্তের বেশি অবস্থান করেনি। এর অর্থ দুনিয়ার অবস্থান হতে পারে। কারণ তাদের দুনিয়া সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য ও ভোগ-বিলাসের মধ্যে অতিবাহিত হয়েছিল। কিন্তু এখন বিপদাপদের সম্মুখীন হয়েছে। মানুষ স্বভাবতই সুখের দিনকে সংক্ষিপ্ত মনে করে। তাই তারা কসম খেয়ে বলবে যে, দুনিয়াতে তাদের অবস্থান খুবই সংক্ষিপ্ত ছিল।

এখানে কবর ও বরযখের অবস্থান অর্থ হওয়ারও সম্ভাবনা আছে। এর উদ্দেশ্য হলো এই যে, আমরা মনে করেছিলাম কবরে তথা বরযখে দীর্ঘকাল অবস্থান করতে হবে এবং কিয়ামত বহু বছর পরে সংঘটিত হবে। কিন্তু ব্যাপারটা উল্টো হয়ে গেছে। আমরা বরযখে অল্প কিছুক্ষণ থাকতেই কিয়ামত এসে হাজির। তাদের এরূপ মনে হওয়ার কারণ এই যে, কিয়ামত তাদের জন্যে সুখকর নয়; বরং বিপদই বিপদ হয়ে দেখা দেবে। মানুষের স্বভাব এই যে, বিপদে পড়ে অতীত সুখের দিনকে সে খুবই সংক্ষিপ্ত মনে করে। কাফেররা যদিও কবরে তথা বরযখেও আজাব ভোগ করবে, কিন্তু কিয়ামতের আজাবের তুলনায় সেই আজাব আজাব নয়–সুখ মনে হবে এবং সেই সময়কালকে সংক্ষিপ্ত মনে করে কসম খাবে যে, কবরে তারা মাত্র এক মুহূর্তে অবস্থান করেছে।

হাশরে আল্লাহর সামনে কেউ মিথ্যা বলতে পারবে কি? : আলোচ্য আয়াত থেকে জানা গেল যে, হাশরে কাফেররা কসম খেয়ে এই মিথ্যা কথা বলবে, আমরা দুনিয়াতে অথবা কবরে এক মুহূর্তের বেশি থাকিনি। অন্য এক আয়াতে মুশরিকদের এই উক্তি বর্ণিত আছে, وَاللّٰهِ رَبِّنَا مَا كُنَّا مُشْرِكِيْنَ –অর্থাৎ তারা কসম খেয়ে বলবে আমরা মুশরিক ছিলাম না। কারণ এই যে, হাশরের ময়দানে রাব্বুল আলামীনের আদালত কায়েম হবে। তিনি সবাইকে স্বাধীনতা দেবেন। তারা সত্য

https://e-ilm.weebly.com/

কিংবা মিথ্যা যে কোনো বিবৃতি দিতে পারবে। কেননা রাব্বুল আলামীনের ব্যক্তিগত জ্ঞানও পূর্ণমাত্রায় আছে এবং বিচার বিভাগীয় তদন্তের জন্যে তিনি তাদের স্বীকারোক্তি করা না করার মুখাপেক্ষী নন। মানুষ যখন মিথ্যা বলবে, তখন তার মুখ মোহরাঙ্কিত করে দেওয়া হবে এবং তার হস্ত-পদ ও চর্ম থেকে সাক্ষ্য নেওয়া হবে। এসব অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ সম্পূর্ণ সত্য ঘটনা বিবৃত করে দেবে। এরপর আর কোনো প্রমাণ আবশ্যক হবে না। ..... اَلْيَوْمَ نَخْتِمُ عَلٰٓى اَفْوَاهِهِمْ وَتُكَلِّمُنَا –আয়াতের অর্থ তাই। কুরআন পাকের অন্যান্য আয়াত থেকে জানা যায় যে, হাশরের মাঠে বিভিন্ন অবস্থানস্থল হবে এবং প্রত্যেক অবস্থানস্থলের অবস্থা ভিন্নরূপ হবে। এক অবস্থানস্থলে আল্লাহর অনুমতি ব্যতীত কারও কথা বলার অধিকার থাকবে না। যাকে অনুমতি দেওয়া হবে, সে কেবল সত্য ও নির্ভুল কথা বলতে পারবে–মিথ্যা বলার সামর্থ্য থাকবে না। যেমন ইরশাদ হয়েছে : لَايَتَكَلَّمُوْنَ اِلَّا مَنْ اَذِنَ لَهُ الرَّحْمٰنُ وَقَالَ صَوَابًا

কবরে কেউ মিথ্যা বলতে পারবে না : এর বিপরীতে সহীহ্ হাদীসে বর্ণিত আছে যে, কবরে যখন কাফেরকে জিজ্ঞেস করা হবে, তোর পালনকর্তা কে এবং মুহাম্মদ ﷺ কে? তখন সে বলবে, هَاهْ هَاهْ لَا اَدْرِىْ –অর্থাৎ হায়! হায়! আমি কিছুই জানি না। সেখানে মিথ্যা বলার ক্ষমতা থাকলে 'আমার পালনকর্তা আল্লাহ' বলে দেওয়া মোটেই কঠিন ছিল না। এটা আশ্চর্যের বিষয় বটে যে, কাফেররা আল্লাহর সামনে মিথ্যা বলতে সক্ষম হবে এবং ফেরেশতাদের সামনে মিথ্যা বলতে পারবে না। কিন্তু চিন্তা করলে এটা মোটেই আশ্চর্যের বিষয় নয়। কারণ ফেরেশতা অদৃশ্য বিষয়ে জ্ঞাত নয় এবং হস্তপদের সাক্ষ্য নিয়ে চূড়ান্ত ফয়সালা করার ক্ষমতাও তাদের নেই। তাদের সামনে মিথ্যা বলার শক্তি থাকলে সব কাফের ও পাপাচারীই কবরের আজাব থেকে নিষ্কৃতি পেয়ে যাবে। কিন্তু আল্লাহ হৃদয়ের অবস্থা জানেন এবং তার অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের সাক্ষ্য নিয়ে মিথ্যা ফাঁস করে দেওয়ার শক্তিও তিনি রাখেন। কাজেই হাশরে আল্লাহর পক্ষ থেকে এই স্বাধীনতা দান বিচার বিভাগীয় ন্যায়বিচারে কোনোরূপ ত্রুটি সৃষ্টি করবে না।

শব্দ বিশ্লেষণ :

مُحْيِى : সীগাহ واحد مذكر বহছ اسم فاعل বাব اِفْعَالٌ মাসদার اِحْيَاءٌ মূলবর্ণ (ح - ى - ى) জিনস لفيف مقرون অর্থ– জীবিতকারী, জীবন দানকারী।

مُصْفَرًّا : সীগাহ واحد مذكر বহছ اسم مفعول বাব اِفْعِلَالٌ মাসদার اِصْفِرَارٌ মূলবর্ণ (ص - ف - ر) জিনস صحيح অর্থ- হলুদ রঙ্গে রঙ্গিন। صُفُوْرًا বাব سَمِعَ অর্থ- খালি করা। صَفِيْرٌ বাব ضَرَبَ অর্থ- আওয়াজ বের করা। আর বাবে اِفْعَالٌ এবং اِفْعِيْلَالٌ থেকে হলুদ হওয়া।

بِهَادٍ : باء হরফে জার। সীগাহ واحد مذكر বহছ اسم فاعل বাব ضَرَبَ মাসদার هِدَايَةٌ؛ هَادٍ এর বহুবচন هُدَاةٌ ব্যবহার হয়। মূলবর্ণ (ه - د - ى) জিনস صحيح অর্থ– হেদায়েতকারী, সোজা পথপ্রদর্শনকারী।

اَلْعُمْىُ : শব্দটি اَعْمٰى এর বহুবচন অর্থ– দৃষ্টিহীন, অন্ধ।

شَيْبَةً : বাব ضَرَبَ মাসদার شَابَ - يَشِيْبُ মূলবর্ণ (ش - ى - ب) জিনস اجوف يائى অর্থ– বার্ধক্য, চুল সাদা হওয়া।

يُؤْفَكُوْنَ : সীগাহ جمع مذكر غائب বহছ مضارع مجهول বাব ضَرَبَ মাসদার اِفْكٌ মূলবর্ণ (ا - ف - ك) জিনস مهموز فاء অর্থ–তাদের ফিরিয়ে দেওয়া হবে, সরানো হবে।

اُوْتُوْا : সীগাহ جمع مذكر غائب বহছ ماضى مجهول বাব اِفْعَالٌ মাসদার اِيْتَاءٌ মূলবর্ণ (ا - ت - ى) জিনস মুরাক্কাব مهموز فاء এবং ناقص يائى অর্থ-তাদেরকে দেওয়া হয়েছে।

مَعْذِرَتُهُمْ : বাবে ضَرَبَ -এর মাসদার এখানে مَعْذِرَةٌ মাসদার মুযাফ هُمْ যমীর মুযাফ ইলাইহি অর্থ–তার ওজর, তাদের আপত্তি।

বাক্য বিশ্লেষণ :

وَلَقَدْ اَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ رُسُلًا اِلٰى قَوْمِهِمْ فَجَاءُوْهُمْ بِالْبَيِّنٰتِ : এখানে لَقَدْ اَرْسَلْنَا ফে'লও তার যমীর ফায়েল হলো حَال আর رُسُلًا হলো مفعول به আর اِلٰى قَوْمِهِمْ জার মাজরূর মিলে اَرْسَلْنَا -এর সাথে مُتَعَلِّق আর مِنْ قَبْلِكَ مُتَعَلِّق হয়েছে। আর فَجَاءُوْهُمْ টা اَرْسَلْنَا -এর উপর আতফ হয়েছে। আর بِالْبَيِّنٰتِ টা جَاءُوْهُمْ -এর সাথে مُتَعَلِّق হয়েছে। অথবা উহ্য ফেলের সাথে مُتَعَلِّق হয়ে حَال হয়েছে। –[ই'রাবুল কুরআন ৬ষ্ঠ খণ্ড; পৃ. ৬৪]

https://e-ilm.weebly.com/

https://e-ilm.weebly.com/

سُوْرَةُ لُقْمٰنَ مَكِّيَّةٌ

সূরা লোকমান

মক্কায় অবতীর্ণ; আয়াত–৩৪, রুকূ'– ৪

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ○

পরম করুণাময়, দয়ালু আল্লাহর নামে শুরু করছি।

১. আলিফ-লাম-মীম [এর অর্থ আল্লাহই জানেন]।	الٓمّٓ ﴿١﴾
২. এগুলো এক হেকমতপূর্ণ কিতাবের আয়াত।	تِلْكَ اٰيٰتُ الْكِتٰبِ الْحَكِيْمِ ﴿٢﴾
৩. যা হেদায়েত এবং রহমতস্বরূপ নেককারদের জন্য।	هُدًى وَّرَحْمَةً لِّلْمُحْسِنِيْنَ ﴿٣﴾
৪. যারা যথারীতি নামাজ আদায় করে ও জাকাত প্রদান করে এবং তারা আখেরাতের প্রতি পূর্ণ বিশ্বাস রাখে।	الَّذِيْنَ يُقِيْمُوْنَ الصَّلٰوةَ وَيُؤْتُوْنَ الزَّكٰوةَ وَهُمْ بِالْاٰخِرَةِ هُمْ يُوْقِنُوْنَ ﴿٤﴾
৫. এরাই নিজ প্রভুর সরল পথের উপর [প্রতিষ্ঠিত] রয়েছে এবং এরাই সফলকাম হবে।	اُولٰٓئِكَ عَلٰى هُدًى مِّنْ رَّبِّهِمْ وَاُولٰٓئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُوْنَ ﴿٥﴾

শাব্দিক অনুবাদ :

১. الٓمّٓ আলিফ - লাম - মীম [এর অর্থ আল্লাহই জানেন]

২. تِلْكَ এগুলো اٰيٰتُ আয়াত الْكِتٰبِ الْحَكِيْمِ হেকমতপূর্ণ কিতাবের।

৩. هُدًى যা হেদায়েত وَّرَحْمَةً এবং রহমতস্বরূপ لِّلْمُحْسِنِيْنَ নেককারদের জন্য।

৪. الَّذِيْنَ يُقِيْمُوْنَ الصَّلٰوةَ যারা যথারীতি নামাজ আদায় করে وَيُؤْتُوْنَ الزَّكٰوةَ ও জাকাত প্রদান করে وَهُمْ بِالْاٰخِرَةِ هُمْ يُوْقِنُوْنَ এবং তারা আখেরাতের প্রতি পূর্ণ বিশ্বাস রাখে।

৫. اُولٰٓئِكَ এরাই عَلٰى هُدًى مِّنْ رَّبِّهِمْ নিজ প্রভুর সরল পথের উপর [প্রতিষ্ঠিত] রয়েছে وَاُولٰٓئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُوْنَ এবং এরাই সফলকাম হবে।

৬. আর কতক লোক এরূপ আছে, যারা ঐ সমস্ত বিষয়ের গ্রাহক হয় যা অমনোযোগীকারক, যেন সে না বুঝে আল্লাহর পথ হতে বিপথগামী করতে পারে, এবং তার [সত্যপথের] প্রতি বিদ্রূপ করতে পারে; এরূপ লোকদের জন্য অপমানকর শাস্তি রয়েছে।	وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَّشْتَرِىْ لَهْوَ الْحَدِيْثِ لِيُضِلَّ عَنْ سَبِيْلِ اللّٰهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ ۖ وَّيَتَّخِذَهَا هُزُوًا ؕ اُولٰٓئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ مُّهِيْنٌ ﴿٦﴾
৭. আর যখন তার সম্মুখে আমার আয়াতসমূহ পাঠ করা হয়, তখন সে গর্বভরে মুখ ফিরিয়ে নেয়, যেন সে শুনেনি– যেন তার কর্ণে ছিপি রয়েছে, সুতরাং তাকে এক যন্ত্রণাময় শাস্তির সংবাদ শুনিয়ে দিন।	وَاِذَا تُتْلٰى عَلَيْهِ اٰيٰتُنَا وَلّٰى مُسْتَكْبِرًا كَاَنْ لَّمْ يَسْمَعْهَا كَاَنَّ فِىْٓ اُذُنَيْهِ وَقْرًا ۚ فَبَشِّرْهُ بِعَذَابٍ اَلِيْمٍ ﴿٧﴾
৮. অবশ্য যারা ঈমান এনেছে এবং নেক কাজ করেছে, তাদের জন্য সুখ-সম্ভোগের উদ্যানসমূহ রয়েছে।	اِنَّ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَعَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ لَهُمْ جَنّٰتُ النَّعِيْمِ ﴿٨﴾
৯. যাতে তারা অনন্তকাল থাকবে; এটা আল্লাহ সত্য প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন এবং তিনি প্রবল পরাক্রান্ত, প্রজ্ঞাময়।	خٰلِدِيْنَ فِيْهَا ؕ وَعْدَ اللّٰهِ حَقًّا ؕ وَهُوَ الْعَزِيْزُ الْحَكِيْمُ ﴿٩﴾

শাব্দিক অনুবাদ :

৬. وَمِنَ النَّاسِ আর কতক লোক এরূপ আছে مَنْ يَّشْتَرِىْ যারা ঐ সমস্ত বিষয়ের গ্রাহক হয় لَهْوَ الْحَدِيْثِ যা অমনোযোগীকারক لِيُضِلَّ যেন বিপথগামী করতে পারে عَنْ سَبِيْلِ اللّٰهِ আল্লাহর পথ হতে بِغَيْرِ عِلْمٍ না বুঝে وَيَتَّخِذَهَا هُزُوًا এবং তার প্রতি বিদ্রূপ করতে পারে اُولٰٓئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ مُّهِيْنٌ এরূপ লোকদের জন্য অপমানকর শাস্তি রয়েছে।

৭. وَاِذَا تُتْلٰى عَلَيْهِ اٰيٰتُنَا আর যখন তার সম্মুখে আমার আয়াত সমূহ পাঠ করা হয়। وَلّٰى مُسْتَكْبِرًا তখন সে গর্বভরে মুখ ফিরিয়ে নেয় كَاَنْ لَّمْ يَسْمَعْهَا যেন সে শুনেনি। كَاَنَّ فِىْٓ اُذُنَيْهِ وَقْرًا যেন তার কর্ণে ছিপি রয়েছে فَبَشِّرْهُ بِعَذَابٍ اَلِيْمٍ সুতরাং তাকে এক যন্ত্রণাময় শাস্তির সংবাদ শুনিয়ে দিন।

৮. اِنَّ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا অবশ্য যারা ঈমান এনেছে وَعَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ এবং নেক কাজ করেছে لَهُمْ جَنّٰتُ النَّعِيْمِ তাদের জন্য সুখ-সম্ভোগের উদ্যানসমূহ রয়েছে।

৯. خٰلِدِيْنَ فِيْهَا যাতে তারা অনন্তকাল থাকবে وَعْدَ اللّٰهِ حَقًّا এটা আল্লাহ সত্য প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন وَهُوَ الْعَزِيْزُ এবং তিনি প্রবল পরাক্রান্ত اَلْحَكِيْمُ প্রজ্ঞাময়।

https://e-ilm.weebly.com/

১০. আল্লাহ আসমানসমূহকে খুঁটি ব্যতীত সৃষ্টি করেছেন তোমরা তা দেখেছ এবং ভূপৃষ্ঠে পর্বতমালা সংস্থাপিত করেছেন, যাতে তা তোমাদেরকে নিয়ে টলমল করতে না পারে এবং তাতে নানা জাতীয় প্রাণী ছড়িয়ে রেখেছেন; আর আমি আসমান হতে পানি বর্ষণ করেছি, অতঃপর ঐ জমিনের উপর সর্বপ্রকার উত্তম জাতীয় [উদ্ভিদ] উৎপন্ন করেছি।

خَلَقَ السَّمٰوٰتِ بِغَيْرِ عَمَدٍ تَرَوْنَهَا وَاَلْقٰى فِى الْاَرْضِ رَوَاسِىَ اَنْ تَمِيْدَ بِكُمْ وَبَثَّ فِيْهَا مِنْ كُلِّ دَآبَّةٍ ۭ وَاَنْزَلْنَا مِنَ السَّمَآءِ مَآءً فَاَنْۢبَتْنَا فِيْهَا مِنْ كُلِّ زَوْجٍ كَرِيْمٍ ﴿١٠﴾

শাব্দিক অনুবাদ :

১০. خَلَقَ السَّمٰوٰتِ আল্লাহ আসমানসমূহকে সৃষ্টি করেছেন بِغَيْرِ عَمَدٍ খুঁটি ব্যতীত تَرَوْنَهَا তোমরা তা দেখেছ وَاَلْقٰى এর সংস্থাপিত করেছেন فِى الْاَرْضِ ভূ-পৃষ্ঠে رَوَاسِىَ পর্বতমালা اَنْ تَمِيْدَ بِكُمْ যাতে তা তোমাদেরকে নিয়ে টলমল করতে না পারে وَبَثَّ فِيْهَا এবং তাতে ছড়িয়ে রেখেছেন مِنْ كُلِّ دَآبَّةٍ নানা জাতীয় প্রাণী وَاَنْزَلْنَا আর আমি বর্ষণ করেছি مِنَ السَّمَآءِ আসমান হতে مَآءً পানি فَاَنْۢبَتْنَا فِيْهَا অতঃপর ঐ জমিনের উপর উৎপন্ন করেছি مِنْ كُلِّ زَوْجٍ كَرِيْمٍ সর্বপ্রকার উত্তম জাতীয় [উদ্ভিদ]।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

এই সূরার শানে নুযূল : মক্কার মুশরিকেরা রাসূল ﷺ-এর নিকট হযরত লোকমান ও তদ্বীয় পুত্রসহ ঘটনাটি এবং মাতা-পিতার সাথে সদাচারণ সম্পর্কে জানতে চায়। তাদের সেই জিজ্ঞাসার জবাব দেওয়ার পরিপ্রেক্ষিতে আলোচ্য সূরা নাজিল করা হয়েছে।

وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَّشْتَرِىْ لَهْوَ الْحَدِيْثِ لِيُضِلَّ عَنْ سَبِيْلِ اللّٰهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَّيَتَّخِذَهَا هُزُوًا اُولٰۤئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ مُّهِيْنٌ. (٦)

শানে নুযূল : ১. আবূ জাফর মুহাম্মদ বিন জারীর তাবারী (র.) ধারাবাহিক সনদে হযরত আবূ উমামা (রা.) এর উদ্ধৃতি দিয়ে তিনি বর্ণনা করেন যে, হযরত রাসূল আকরাম ﷺ ইরশাদ করেন,

لَايَحِلُّ بَيْعُ الْمُغَنِّيَاتِ وَلَا شِرَائُهُنَّ وَلَاتَعْلِيْمُهُنَّ وَلَا خَيْرَ فِىْ تِجَارَةٍ فِيْهِنَّ وَثَمَنُهُنَّ حَرَامٌ.

গায়িকা নর্তকী ক্রয়-বিক্রয় তাদের ব্যবসা করা এবং তাদের মূল্য কিছুই বৈধ নেই। এ সম্পর্কে আল্লাহ তা'আলা আয়াত নাজিল করেন।

শানে নুযূল–২ : ইবনে জারীর ও ইবনে মুনযির হযরত আবূ উমামা (রা.) -এর উদ্ধৃতি দিয়ে অপর এক-রেওয়ায়েত বর্ণনা করেন যে, রাসূল ﷺ ইরশাদ করেন যে,

وَلَا تَبِيْعُوا الْقَيْنَاتِ وَلَا تَشْتَرُوْهُنَّ وَلَا تُعَلِّمُوْهُنَّ وَلَا خَيْرَ فِىْ تِجَارَةٍ فِيْهِنَّ وَثَمَنُهُنَّ حَرَامٌ.

তোমরা গায়িকাদের বেচা-কেনা করবেনা, এদেরকে প্রশিক্ষণ দেবেনা, তাদের, ব্যবসার ক্ষেত্রে কোনো প্রকারের কল্যাণ নেই এবং তাদের বিক্রয় মূল্য হারাম। এর পরিপ্রেক্ষিতে আলোচ্য আয়াত নাজিল হয়েছে।

শানে নুযূল–৩ : আলোচ্য আয়াতটি একটি বিশেষ ঘটনার প্রেক্ষাপটে অবতীর্ণ হয়েছে। মক্কার মুশরিক ব্যবসায়ী নযর ইবনে হারেস বাণিজ্যের উদ্দেশ্যে বিভিন্ন দেশ সফর করত। সে একবার পারস্য দেশ থেকে কেসরা প্রমুখ আজমী সম্রাটগণের ঐতিহাসিক কাহিনীর বই ক্রয় করে আনল। এবং মক্কার মুশরিকদেরকে বলল, মুহাম্মদ ﷺ তোমাদেরকে আদ, সামূদ প্রভৃতি সম্প্রদায়ের কিসসা-কাহিনী শোনায়। আমি তোমাদেরকে রুস্তম, ইসকান্দিয়ার প্রমুখ পারস্য সম্রাটগণের সেরা কাহিনী শুনাই আর মক্কার মুশরিকরা অত্যন্ত আগ্রহ ভরে তার আনীত কাহিনী শুনতে থাকে। কারণ এগুলোতে শিক্ষা বলতে কিছু নেই যা পালন করার শ্রম স্বীকার করতে হয়; বরং এগুলো ছিল চটকদার গল্পগুচ্ছ। এর ফলে অনেক মুশরিক যারা এর আগে কুরআনের অলৌকিকতা ও অদ্বিতীয়তার কারণে একে শোনার আগ্রহ পোষণ করত এবং গোপনে গোপনে শুনতও, তারাও কুরআন থেকে মুখ ফিরিয়ে নেওয়ার অজুহাত পেয়ে গেল। –[রূহুল মা'আনী]

দূররে মানসুরে হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) থেকে বর্ণিত আছে যে, উল্লিখিত ব্যবসায়ী বিদেশ থেকে একটি গায়িকা বাঁদী ক্রয় করে এনে তাকে কুরআন শ্রবণ থেকে মানুষকে ফেরানোর কাজে নিয়োজিত করল। কেউ কুরআন শ্রবণের ইচ্ছা করলে

https://e-ilm.weebly.com/

তাকে গান শোনাবার জন্যে সে বাঁদীকে আদেশ করত ও বলত, মুহাম্মদ তোমাদেরকে কুরআন শুনিয়ে নামাজ পড়া, রোজা রাখা এবং ধর্মের জন্যে প্রাণ বিসর্জন দেওয়ার কথা বলে। এতে কষ্টই কষ্ট। এসো এ গানটি শুন এবং উল্লাস কর। আলোচ্য আয়াতটি এ ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতেই অবতীর্ণ হয়েছে।

وَيُؤْتُونَ الزَّكٰوةَ –মক্কায় অবতীর্ণ এ আয়াতে জাকাতের বিধান উল্লেখ করা হয়েছে। এ থেকে জানা যায় যে, মূল জাকাতের আদেশ হিজরতের পূর্বে মক্কায়ই অবতীর্ণ হয়ে গিয়েছিল। তবে জাকাতের নেসাব নির্ধারণ, পরিমাণের বিবরণ এবং ইসলামি রাষ্ট্রের পক্ষ থেকে তা আদায় করা ও যথার্থ খাতে ব্যয় করার ব্যবস্থাপনা হিজরি দ্বিতীয় সনে সম্পন্ন হয়েছে।

وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَّشْتَرِىْ لَهْوَ الْحَدِيْثِ - اِشْتَرٰى শব্দের আভিধানিক অর্থ ক্রয় করা। কোনো কোনো সময় এক কাজের পরিবর্তে অন্য কাজ অবলম্বন করার অর্থেও اِشْتِرَاءٌ শব্দ ব্যবহৃত হয়। اِشْتَرَوُا الضَّلٰلَةَ بِالْهُدٰى ইত্যাদি আয়াতে এ অর্থই বোঝানো হয়েছে।

আলোচ্য আয়াতটি একটি বিশেষ ঘটনার প্রেক্ষাপটে অবতীর্ণ হয়েছে। মক্কার মুশরিক ব্যবসায়ী নযর ইবনে হারেস বাণিজ্য ব্যাপদেশে বিভিন্ন দেশ সফর করত। সে একবার পারস্য দেশ থেকে কেসরা প্রমুখ আজমী সম্রাটগণের ঐতিহাসিক কাহিনীর বই ক্রয় করে আনল এবং মক্কার মুশরিকদেরকে বলল, মুহাম্মদ তোমাদেরকে আ'দ, সামূদ প্রভৃতি সম্প্রদায়ের কিসসা-কাহিনী শোনায়। আমি তোমাদেরকে রুস্তম, ইসকেন্দিয়ার প্রমুখ পারস্য সম্রাটগণের সেরা কাহিনী শুনাই। মক্কার মুশরিকরা অত্যন্ত আগ্রহভরে তার আনীত কাহিনী শুনতে থাকে। কারণ এগুলোতে শিক্ষা বলতে কিছু ছিল না যা পালন করার শ্রম স্বীকার করতে হয়; বরং এগুলো ছিল চটকদার গল্পগুচ্ছ। এর ফলে অনেক মুশরিক, যারা এর আগে কুরআনের অলৌকিকতা ও অদ্বিতীয়তার কারণে একে শোনার আগ্রহ রাখত এবং গোপনে শুনতও, তারাও কুরআন থেকে মুখ ফিরিয়ে নেওয়ার ছুতা পেয়ে গেল।– [রূহুল-মা'আনী]

দুররে মনসূরে হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) থেকে বর্ণিত আছে যে, উল্লিখিত ব্যবসায়ী বিদেশ থেকে একটি গায়িকা বাঁদী ক্রয় করে এনে তাকে কুরআন শ্রবণ থেকে মানুষকে ফেরানোর কাজে নিয়োজিত করল। কেউ কুরআন শ্রবণের ইচ্ছা করলে তাকে গান শোনাবার জন্যে সে বাঁদীকে আদেশ করত ও বলত, মুহাম্মদ তোমাদেরকে কুরআন শুনিয়ে নামাজ পড়া, রোজা রাখা এবং ধর্মের জন্যে প্রাণ বিসর্জন দেওয়ার কথা বলে। এতে কষ্টই কষ্ট। এসো এ গানটি শোন এবং উল্লাস কর।

আলোচ্য আয়াতটি এ ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতেই অবতীর্ণ হয়েছে, এতে لَهْوَ الْحَدِيْثِ ক্রয় করার অর্থ আজমী সম্রাটগণের কিসসা-কাহিনী অথবা গায়িকা বাঁদী ক্রয় করা। শানে নুযূলের প্রতি লক্ষ্য করলে আয়াতে اِشْتِرَاءٌ শব্দটি আক্ষরিক অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে, অর্থাৎ ক্রয় করা।

পরে বর্ণিত لَهْوَ الْحَدِيْثِ –এর ব্যাপক অর্থের দিক দিয়ে اِشْتِرَاءٌ শব্দটিরও এ স্থলে ব্যাপক অর্থ হবে। অর্থাৎ এক কাজের পরিবর্তে অন্য কাজ অবলম্বন করা। ক্রীড়া-কৌতুকের উপকরণ ক্রয় করাও এর অন্তর্ভুক্ত।

لَهْوَ الْحَدِيْثِ – বাক্যটিতে حَدِيْثٌ শব্দের অর্থ কথা, কিসসা-কাহিনী এবং لَهْوٌ শব্দের অর্থ গাফেল হওয়া। যেসব বিষয় মানুষকে প্রয়োজনীয় কাজ থেকে গাফেল করে দেয় সেগুলোকে لَهْو বলা হয়। মাঝে মাঝে এমন কাজকেও لهو বলা হয়, যার কোনো উল্লেখযোগ্য উপকারিতা নেই, কেবল সময় ক্ষেপণ অথবা মনোরঞ্জনের জন্যে করা হয়।

আলোচ্য আয়াতে لَهْوَ الْحَدِيْثِ – এর অর্থ ও তাফসীর কি? এ সম্পর্কে তাফসীরবিদগণের উক্তি বিভিন্নরূপ। হযরত ইবনে মাসউদ, ইবনে আব্বাস ও জাবের [রা.]-এর এক রেওয়ায়েতে তাফসীর করা হয়েছে গান-বাদ্য করা।– [হাকেম, বায়হাকী] অধিকাংশ সাহাবী, তাবেয়ী ও তাফসীরবিদগণের মতে গান, বাদ্যযন্ত্র ও অনর্থক কিসসা-কাহিনীসহ যেসব বস্তু মানুষকে আল্লাহর ইবাদত ও স্মরণ থেকে গাফেল করে, সেগুলো সবই لَهْوَ الْحَدِيْثِ – বোখারী ও বায়হাকী স্ব-স্ব কিতাবে لَهْوَ الْحَدِيْثِ -এর এ তাফসীরই অবলম্বন করেছেন। তাঁরা বলেন, لَهْوَ الْحَدِيْثِ هُوَ الْغِنَاءُ وَاَشْبَاهُهٗ – অর্থাৎ لَهْوَ الْحَدِيْثِ –বলে গান ও তদনুরূপ অন্যান্য বিষয় বোঝানো হয়েছে [যা আল্লাহর ইবাদত থেকে গাফেল করে দেয়]। বায়হাকীতে আছে لَهْوَ الْحَدِيْثِ –ক্রয় করার অর্থ গায়ক পুরুষ অথবা গায়িকা নারী ক্রয় করা কিংবা তদনুরূপ এমন অনর্থক বস্তু ক্রয় করা যা মানুষকে আল্লাহর স্মরণ থেকে গাফেল করে দেয়। ইবনে জারীরও এই ব্যাপক অর্থ অবলম্বন করেছেন।– [রূহুল-মা'আনী] তিরমিযীর এক রেওয়ায়েত থেকেও এরূপ ব্যাপক অর্থ প্রমাণিত হয়। এতে রসূলুল্লাহ ﷺ বলেন, গায়িকা বাঁদীদের ব্যবসা করো না। অতঃপর তিনি বলেন, এ ধরনের ব্যবসা সম্পর্কেই وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَّشْتَرِىْ আয়াত নাজিল হয়েছে।

ক্রীড়া-কৌতুক ও তার সাজ-সরঞ্জামাদি সম্পর্কে শরিয়তের বিধান : প্রথম লক্ষণীয় বিষয় এই যে, কুরআন পাক কেবল নিন্দার স্থলেই ক্রীড়া ও খেলাধুলার উল্লেখ করেছে। এই নিন্দার সর্বনিম্ন পর্যায় হচ্ছে মাকরূহ হওয়া।–[রূহুল মা'আনী, কাশশাফ] আলোচ্য আয়াতটি ক্রীড়া-কৌতুকের নিন্দায় সুস্পষ্ট ও প্রকাশ্য।

https://e-ilm.weebly.com/

মুস্তাদরাক হাকেমে বর্ণিত হযরত আবূ হুরায়রা (রা.)-এর রেওয়ায়েতে রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন,

كُلُّ شَيْءٍ مِنْ لَهْوِ الدُّنْيَا بَاطِلٌ اِلَّا ثَلٰثَةً اِنْتِضَالُكَ بِقَوْسِكَ وَتَادِيْبُكَ لِفَرَسِكَ وَمُلَاعَبَتُكَ لِاَهْلِكَ فَاِنَّهُنَّ مِنَ الْحَقِّ.

অর্থাৎ পার্থিব সকল খেলাধুলা বাতিল : কিন্তু তিনটি বাতিল নয়; (১) তীর-ধনুক নিয়ে খেলা, (২) অশ্বকে প্রশিক্ষণ দানের খেলা এবং (৩) নিজের স্ত্রীর সাথে হাস্যরসের খেলা। এ তিন প্রকার খেলা বৈধ।

এ হাদীসে প্রত্যেক খেলাকে বাতিল সাব্যস্ত করে যে তিনটি বিষয়ের ব্যতিক্রম বর্ণনা করা হয়েছে, সেগুলো প্রকৃতপক্ষে খেলার অন্তর্ভুক্তই নয়। কেননা খেলা এমন কাজকে বলা হয়, যাতে কোনো উল্লেখযোগ্য ধর্মীয় ও পার্থিব উপকারিতা নেই। বস্তুত: উপরিউক্ত তিনটি বিষয়ই উপকারী এগুলোর সাথে অনেক ধর্মীয় ও পার্থিব উপকারিতা জড়িত। তীর নিক্ষেপ ও অশ্বকে প্রশিক্ষণ দেওয়া তো জেহাদের প্রস্তুতি গ্রহণের অন্তর্ভুক্ত এবং স্ত্রীর সাথে হাস্যরস সন্তান প্রজনন ও বংশ বৃদ্ধির লক্ষ্যকে পূর্ণতা দান করে। এগুলোকে কেবল দৃশ্যত: ও বাহ্যিক দিক দিয়ে খেলা বলা হলেও প্রকৃতপক্ষে এগুলো খেলা নয়। অনুরূপভাবে এই তিনটি বিষয় ছাড়া আরও অনেক কাজ আছে, যেগুলোর সাথে ধর্মীয় ও পার্থিব উপকারিতা সম্পৃক্ত রয়েছে এবং কেবল দৃশ্যতঃ সেগুলোকে খেলা মনে করা হয়। অন্যান্য হাদীসে সেগুলোকেও বৈধ এবং কতককে উত্তম কাজ সাব্যস্ত করা হয়েছে।

সারকথা এই যে, যেসব কাজ প্রকৃতপক্ষে খেলা; অর্থাৎ যাতে কোনো ধর্মীয় ও পার্থিব উপকারিতা নেই, সেগুলো অবশ্যই নিন্দনীয় ও মাকরূহ। তবে কতক একেবারে কুফর পর্যন্ত পৌঁছে যায়, কতক প্রকাশ্য হারাম কতক কমপক্ষে মাকরূহে তানযিহী অর্থাৎ অনুত্তম। যেসব কাজ প্রকৃতই খেলা, তার কোনোটিই এ বিধানের বাইরে নয়। হাদীসে যেসব খেলাকে ব্যতিক্রমভুক্ত প্রকাশ করা হয়েছে, সেগুলো আসলে খেলার অন্তর্ভুক্তই নয়। আবূ দাউদ, তিরমিযী, নাসায়ী ও ইবনে মাজায় বর্ণিত হযরত ওকবা ইবনে আমেরের হাদীসে একথা পরিষ্কার ব্যক্তও করা হয়েছে হাদীসের ভাষা এরূপ :

لَيْسَ مِنَ اللَّهْوِ ثَلَاثٌ تَادِيْبُ الرَّجُلِ فَرَسَهٗ وَمُلَاعَبَةُ اَهْلِهٖ وَرَمْيُهٗ بِقَوْسِهٖ وَنَبْلِهٖ.

এ হাদীস পরিষ্কার করে দিয়েছে যে, ব্যতিক্রমভুক্ত তিনটি বিষয় প্রকৃতপক্ষে খেলাই নয় এবং যা প্রকৃতপক্ষে খেলা, তা বাতিল ও নিন্দনীয়। অতঃপর খেলার নিন্দনীয় হওয়ার বিভিন্ন স্তর রয়েছে :

(১) যে খেলা দীন থেকে পথভ্রষ্ট হওয়ার অথবা অপরকে পথভ্রষ্ট করার উপায় হয়, তা কুফর। যেমন আলোচ্য وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَّشْتَرِىْ لَهْوَ الْحَدِيْثِ আয়াতে এর কুফর ও পথভ্রষ্টতা হওয়া বর্ণিত হয়েছে এবং এর শাস্তি অবমাননাকর আজাব উল্লেখ করা হয়েছে, যা কাফেরদের শাস্তি। কারণ আয়াতটি নযর ইবনে হারেসের ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে অবতীর্ণ হয়েছে। সে এই খেলাকে ইসলামের বিরুদ্ধে মানুষকে পথভ্রষ্ট করার কাজে ব্যবহার করেছিল। তাই এ খেলা হারাম তো বটেই, কুফর পর্যন্ত পৌঁছে গেছে।

(২) যে খেলা মানুষকে ইসলামি বিশ্বাস থেকে সরিয়ে নেয় না; কিন্তু কোনো হারাম কাজে ও গোনাহে লিপ্ত করে দেয়, এরূপ খেলা কুফর নয়; কিন্তু হারাম ও কঠোর গোনাহ। যেমন জুয়ার ভিত্তিতে হারজিতে সকল প্রকার খেলা অথবা যে খেলা নামাজ, রোজা ইত্যাদি ফরজ কর্মে অন্তরায় হয়।

অশ্লীল কবিতা, উপন্যাস এবং বাতিলপন্থীদের পুস্তক পাঠ করাও না–জায়েজ : বর্তমান যুগে অধিকাংশ যুবক-যুবতী অশ্লীল উপন্যাস, পেশাদার অপরাধীদের কাহিনী অথবা অশ্লীল কবিতা পাঠে অভ্যস্ত। এসব বিষয় উপরিউক্ত হারাম খেলারই অন্তর্ভুক্ত। অনুরূপভাবে পথভ্রষ্ট বাতিলপন্থিদের চিন্তাধারা অধ্যয়ন করাও সর্ব সাধারণের জন্যে পথভ্রষ্টতার কারণ বিধায় না-জায়েজ। তবে গভীর জ্ঞানের অধিকারী আলেমগণ জওয়াব দানের উদ্দেশ্যে এগুলো পাঠ করলে তাতে আপত্তির কারণ নেই।

(৩) যেসব খেলায় কুফর নেই এবং কোনো প্রকার গোনাহ নেই, সেগুলো মাকরূহ। কারণ এতে অনর্থক কাজে শক্তি ও সময় বিনষ্ট করা হয়।

খেলার সাজ-সরঞ্জাম ক্রয়-বিক্রয়ের বিধান : উপরিউক্ত বিবরণ থেকে খেলার সাজ-সরঞ্জাম ক্রয়-বিক্রয়ের বিধানও জানা গেছে যে, যেসব সাজ-সরঞ্জাম কুফর অথবা হারাম খেলায় ব্যবহৃত হয়, সেগুলো ক্রয়-বিক্রয় করাও হারাম এবং যেগুলো মাকরূহ খেলায় ব্যবহৃত হয়, সেগুলোর ব্যবসা করাও মাকরূহ। পক্ষান্তরে যেসব সাজসরঞ্জাম বৈধ ও ব্যতিক্রমভুক্ত খেলায় ব্যবহার করা হয়, সেগুলোর ব্যবসাও বৈধ এবং যেগুলো বৈধ ও অবৈধ উভয় প্রকার খেলায় ব্যবহার করা হয়; সেগুলোর ব্যবসাও অবৈধ।

অনুমোদিত ও বৈধ খেলা : পূর্বে বিস্তারিত বর্ণিত হয়েছে যে, যে খেলায় কোনো ধর্মীয় ও পার্থিব উপকারিতা নেই, সেসব খেলাই নিন্দনীয় ও নিষিদ্ধ। যে খেলা শারীরিক ব্যায়াম তথা স্বাস্থ্য রক্ষার জন্যে অথবা অন্য কোনো ধর্মীয় ও পার্থিব উপকারিতা লাভের জন্যে অথবা কমপক্ষে মানসিক অবসাদ দূর করার জন্যে খেলা হয়, সে খেলা শরিয়ত অনুমোদন করে, যদি তাতে বাড়াবাড়ি না করা হয় এবং এতে ব্যস্ত থাকার কারণে প্রয়োজনীয় কাজকর্ম বিঘ্নিত না হয়। আর ধর্মীয় প্রয়োজনের নিয়তে খেলা হলে তাতে ছওয়াবও আছে।

https://e-ilm.weebly.com/

উপরে বর্ণিত হাদীসে তিনটি খেলাকে নিষেধাজ্ঞার বাইরে রাখা হয়েছে–তীর নিক্ষেপ, অশ্বারোহণ এবং স্ত্রীর সাথে হাস্যরস করা। হযরত ইবনে আব্বাস (রা.)-এর বর্ণনামতে এক হাদীসে রসূলুল্লাহ ﷺ বলেন, خَيْرُ لَهْوِ الْمُؤْمِنِ السِّبَاحَةُ وَخَيْرُ لَهْوِ الْمَرْأَةِ الْمِغْزَلُ 'মুমিনের শ্রেষ্ঠ খেলা সাঁতার কাটা এবং নারীর শ্রেষ্ঠ খেলা সুতা কাটা।'

সহীহ মুসলিম ও মুসনাদে আহমদে হযরত সালামা ইবনে আকওয়া (রা.) বর্ণনা করেন, জনৈক আনসারী দৌড়ে অত্যন্ত পারদর্শী ছিলেন। প্রতিযোগিতায় কেউ তাঁকে হারাতে পারত না। তিনি একদিন ঘোষণা করলেন কেউ আমার সাথে দৌড় প্রতিযোগিতায় অবতীর্ণ হতে প্রস্তুত আছে কি? আমি রসূলুল্লাহ ﷺ-এর কাছে অনুমতি চাইলে তিনি অনুমতি দিলেন। অতঃপর প্রতিযোগিতায় আমি জয়ী হয়ে গেলাম। এ থেকে জানা গেল যে, দৌড় প্রতিযোগিতা করাও বৈধ।

খ্যাতনামা কুস্তিগীর রোকানা একবার রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সাথে কুস্তিতে অবতীর্ণ হলে তিনি তাকে ধরাশায়ী করে দেন।– [আবূ দাউদ]

আবিসিনিয়ার কতিপয় যুবক মদীনা তাইয়্যেবায় সামরিক কলা-কৌশল অনুশলীনকল্পে বর্শা ইত্যাদি নিয়ে খেলায় প্রবৃত্ত ছিল। রাসূলুল্লাহ ﷺ হযরত আয়েশা [রা.]-কে নিজের পেছনে দাঁড় করিয়ে তাদের খেলা উপভোগ করাচ্ছিলেন। তিনি তাদেরকে বলেছিলেন اُلْهُوْا وَالْعَبُوْا অর্থাৎ খেলাধুলা অব্যাহত রাখ। [বায়হাকী, কানয] কতক রেওয়ায়েতে আরও আছে : فَاِنِّىْ اَكْرَهُ اَنْ يُّرٰى فِىْ دِيْنِكُمْ غِلْظَةً অর্থাৎ তোমাদের ধর্মে শুষ্কতা ও কঠোরতা পরিলক্ষিত হোক –এটা আমি পছন্দ করি না।

অনুরূপভাবে কোনো কোনো সাহাবায়ে কেরাম সম্পর্কে বর্ণিত আছে যে, যখন তাঁরা কুরআন ও হাদীস সম্পর্কিত কাজে ব্যস্ততার ফলে অবসন্ন হয়ে পড়তেন, তখন অবসাদ দূর করার জন্যে মাঝে মাঝে আরবে প্রচলিত কবিতা ও ঐতিহাসিক ঘটনাবলি দ্বারা মনোরঞ্জন করতেন।

এক হাদীসে ইরশাদ হয়েছে رَوِّحُوا الْقُلُوْبَ سَاعَةً فَسَاعَةً অর্থাৎ তোমরা মাঝে মাঝে অন্তরকে বিশ্রাম ও আরাম দেবে। –[আবূ দাউদ] এ থেকে অন্তরও মস্তিষ্কের বিনোদন এবং এর জন্যে কিছু সময় বের করার বৈধতা প্রমাণিত হয়।

এসব বিষয়ের শর্ত এই যে, এসব খেলার অন্তর্নিহিত বিশুদ্ধ লক্ষ্য অর্জনের নিয়তেই খেলায় প্রবৃত্ত হতে হবে। খেলার জন্য খেলা উদ্দেশ্য না হওয়া চাই, প্রযোজনের সীমা অতিক্রম না করা এবং বাড়াবাড়ি না করা চাই। এসব খেলা বৈধ হওয়ার কারণ পূর্বেই বর্ণিত হয়েছে যে, সীমার ভিতর থাকলে এগুলো لَهْوٌ তথা নিষিদ্ধ ক্রীড়া-কৌতুকের মধ্যে দাখিল নয়।

কতক খেলা, যেগুলো পরিষ্কার নিষিদ্ধ : এমনও কতক খেলা রয়েছে যেগুলো রাসূলুল্লাহ ﷺ বিশেষভাবে নিষিদ্ধ করেছেন, যদিও সেগুলোতে কিছু কিছু উপকারিতা আছে বলেও উল্লেখ করা হয়, যেমন দাবা, চওসর ইত্যাদি। এগুলোর সাথে হারজিত ও টাকা-পয়সার লেনদেন জড়িত থাকলে এগুলো জুয়া ও অকাট্য হারাম। অন্যথায় কেবল চিত্তবিনোদনের উদ্দেশে খেলা হলেও হাদীসে এসব খেলা নিষিদ্ধ করা হয়েছে। সহীহ মুসলিমে বর্ণিত হযরত বুরায়দা [রা.]-এর রেওয়ায়েতে রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন, যে ব্যক্তি চওসর খেলায় প্রবৃত্ত হয়, সে যেন তার হাতকে শুকরের রক্তে রঞ্জিত করে। অনুরূপভাবে এক হাদীসে দাবা খেলোয়াড়ের প্রতি অভিশাপ বর্ণিত হয়েছে।– [নসবুররায়াহ]

এমনিভাবে কবুতর নিয়ে খেলা করাকে রাসূলুল্লাহ ﷺ অবৈধ সাব্যস্ত করেছেন। [আবূ দাউদ, কানয] এই নিষেধাজ্ঞার বাহ্যিক কারণ এই যে, সাধারণভাবে এসব খেলায় মগ্ন হলে মানুষ জরুরি কাজকর্ম এমন কি নামাজ, রোজা ও অন্যান্য ইবাদত থেকেও অসাবধান হয়ে যায়।

গান ও বাদ্যযন্ত্র সম্পর্কিত বিধান : কয়েকজন সাহাবী উল্লেখিত আয়াতে لَهْوَ الْحَدِيْثِ –এর তাফসীর করেছেন গান-বাজনা করা। অন্য সাহাবীগণ ব্যাপক তাফসীর করে বলেছেন যে, আয়াতে এমন যে কোনো খেলা বোঝানো হয়েছে, যা মানুষকে আল্লাহ থেকে গাফেল করে দেয়। তাদের মতেও গান-বাজনা এতে দাখিল আছে।

কুরআন পাকের لَا يَشْهَدُوْنَ الزُّوْرَ আয়াতে ইমাম আবূ হানীফা, মুজাহিদ মুহাম্মদ ইবনুল হানাফিয়া প্রমুখ আলেমগণ زُوْرٌ শব্দের তাফসীর করেছেন গান-বাজনা।

আবূ দাউদ, ইবনে মাজাহ ও ইবনে হিব্বান বর্ণিত হযরত আবু মালেক আশআরী (রা.)-এর রেওয়ায়েতে রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন :

لَيَشْرَبَنَّ نَاسٌ مِنْ اُمَّتِى الْخَمْرَ وَيُسَمُّوْنَهَا بِغَيْرِ اِسْمِهَا يُعْزَفُ عَلٰى رُؤُوْسِهِمْ بِالْمَعَازِفِ وَالْمُغَنِّيَاتِ يَخْسِفُ اللّٰهُ بِهِمُ الْاَرْضَ وَيَجْعَلُ اللّٰهُ مِنْهُمُ الْقِرَدَةَ وَالْخَنَازِيْرَ.

"আমার উম্মতের কিছু লোক মদের নাম পাল্টিয়ে তা পান করবে। তাদের সামনে গায়িকারা বিভিন্ন বাদ্যযন্ত্র সহকারে গান করবে। আল্লাহ তা'আলা তাদেরকে ভূ-গর্ভে বিলীন করে দেবেন এবং কতকের আকৃতি বিকৃত করে বানর ও শুকরে পরিণত করে দেবেন।"

https://e-ilm.weebly.com/

হযরত ইবনে আব্বাস (রা.)-এর রেওয়ায়েতে রসূলুল্লাহ ﷺ বলেন, আল্লাহ তাআলা মদ জুয়া, তবলা ও সারেঙ্গী হারাম করেছেন। তিনি আরও বলেন, নেশাগ্রস্ত করে এমন প্রত্যেক বস্তু হারাম।–[আহমদ, আবূ দাউদ]

رُوِىَ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اِذَا اتُّخِذَ الْفَىْءُ دُوَلاً وَالْاَمَانَةُ مَغْنَمًا وَالزَّكٰوةُ مَغْرَمًا وَتُعُلِّمَ لِغَيْرِ الدِّيْنِ وَاَطَاعَ الرَّجُلُ اِمْرَأَتَه وَعَقَّ اُمَّه وَاَدْنٰى صَدِيْقَه وَاَقْصٰى اَبَاهُ وَظَهَرَتِ الْاَصْوَاتُ فِى الْمَسَاجِدِ وَسَادَ الْقَبِيْلَةَ فَاسِقُهُمْ وَكَانَ زَعِيْمُ الْقَوْمِ اَرْذَلَهُمْ وَاُكْرِمَ الرَّجُلُ مَخَافَةَ شَرِّه وَظَهَرَتِ الْقِيَانُ وَالْمَعَازِفُ وَشُرِبَتِ الْخُمُوْرُ وَلَعَنَ اٰخِرُ هٰذِهِ الْاُمَّةِ اَوَّلَهَا فَلْيَرْتَقِبُوْا عِنْدَ ذٰلِكَ رِيْحًا حَمْرَاءَ وَزَلْزَلَةً وَخَسْفًا وَمَسْخًا وَقَذْفًا وَاٰيَاتٍ تَتَابَعَ كَنِظَامٍ بَالٍ قُطِعَ سِلْكُه فَتَتَابَعَ بَعْضُه بَعْضًا.

হযরত আবূ হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত আছে, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন, "যখন জেহাদলব্ধ সম্পদকে ব্যক্তিগত সম্পদে পরিণত করা হবে, যখন গচ্ছিত বস্তুকে লুটের মাল গণ্য করা হবে, জাকাতকে জরিমানার মতো কঠিন মনে করা হবে, যখন পার্থিব সম্পদ লাভের উদ্দেশ্যে ধর্মীয় জ্ঞান শিক্ষা করা হবে, যখন মানুষ স্ত্রীর আনুগত্য ও মাতার অবাধ্যতা শুরু করবে, যখন বন্ধুকে নিকটে টেনে নেবে ও পিতাকে দূরে সরিয়ে রাখবে, যখন মসজিদসমূহে হট্টগোল হবে, যখন পাপাচারী কুকর্মী ব্যক্তি গোত্রের নেতা হবে, যখন নীচতম ব্যক্তি তার সম্প্রদায়ের প্রধান হবে, যখন দুষ্ট লোকদের সম্মান করা হবে তাদের অনিষ্টের ভয়ে, যখন গায়িকা নারী ও বাদ্যযন্ত্রের ব্যাপক প্রচলন হবে, যখন মদ্যপান শুরু হবে, যখন মুসলিম সম্প্রদায়ের পরবর্তী লোকগণ পূর্ববর্তীগণকে অভিসম্পাত করবে, তখন তোমরা প্রতীক্ষা কর একটি লাল বর্ণযুক্ত বায়ুর, ভূমিকম্পের, ভূমিধ্বসের, আকার-আকৃতি বিকৃত হয়ে যাওয়ার এবং কিয়ামতের এমন নিদর্শনসমূহের যেগুলো একের পর এক প্রকাশ হতে থাকবে, যেমন কোনো মালার সুতা ছিঁড়ে গেলে দানাগুলো একের পর এক খসে পড়তে থাকে।"

বিশেষ জ্ঞাতব্য : এ হাদীসের শব্দগুলো বারবার পড়ুন এবং দেখুন, এ যেন বর্তমান জগতের পরিপূর্ণ চিত্র। যেসব গোনাহ বর্তমান যুগে মুসলমানদের মধ্যে ব্যাপকভাবে প্রসার লাভ করছে, চৌদ্দশ বছর পূর্বেই রাসূলুল্লাহ ﷺ তার সংবাদ দিয়ে গেছেন। এ ধরনের পরিস্থিতি সম্পর্কে খবরদার থাকার জন্য এবং পাপকর্ম থেকে নিজে বাঁচার ও অপরকে বাঁচানোর সযত্ন প্রয়াস অব্যাহত রাখার জন্য তিনি মুসলমানদেরকে সাবধান করে দিয়েছেন।

অন্যথায় যখন এসব পাপ ব্যাপকভাবে ছড়িয়ে পড়বে, তখন এ ধরনের পাপীদের উপর আসমানি আজাব নাজিল হবে এবং কেয়ামতের সর্বশেষ লক্ষণ প্রকাশ পেয়ে যাবে। মেয়েদের নৃত্যগীত এবং সঙ্গীত ও বাদ্যযন্ত্রসমূহ যথা : তবলা, সারিন্দা ইত্যাদিও এ পাপসমূহের অন্তর্ভুক্ত। এখানে এ হাদীসটি এই প্রেক্ষাপটেই নকল করা হয়েছে।

এতদ্ভিন্ন বহু প্রামাণ্য ও নির্ভরযোগ্য হাদীস রয়েছে, যাতে গান-বাদ্য হারাম ও না–জায়েজ বলা হয়েছে, এ ব্যাপারে বিশেষ সতর্কবাণী রয়েছে একং কঠিন শাস্তির ঘোষণা রয়েছে।

বাদ্যযন্ত্র ব্যতীত সুললিত কণ্ঠে উপকারী তথ্যপূর্ণ কবিতা পাঠ নিষিদ্ধ নয় : অপরপক্ষে কতক রেওয়ায়েত থেকে গান বৈধ বলেও জানা যায়। এ দুয়ের সামঞ্জস্য বিধান এই যে, তবলা, সারিন্দা প্রভৃতি বাদ্যযন্ত্রযুক্ত নারীকণ্ঠ নিঃসৃত গান হারাম। যেমন উপরিউক্ত কুরআনি আয়াত ও হাদীসসমূহ দ্বারা প্রমাণিত হয়েছে। কিন্তু কেবল সুললিত কণ্ঠে যদি কোনো কবিতা পাঠ করা হয় এবং পাঠক কোনো নারী বা কিশোর না হয়, সাথে সাথে কবিতার বিষয়বস্তু অশ্লীল বা অন্য কোনো পাপ-পঙ্কিলতাযুক্ত না হয় তবে জায়েজ।

কোনো কোনো সূফী সাধক গান শুনেছেন বলে যে কথা প্রচলিত আছে তা এধরনের বৈধ গানেরই অন্তর্ভুক্ত। কেননা তাঁদের শরিয়তের অনুসরণ ও রাসূল ﷺ-এর অনুগমন দিবালোকের ন্যায় সুনিশ্চিত ও সুস্পষ্ট। তাঁদের সম্পর্কে এরূপ পাপে জড়িয়ে পড়ার ধারণাও করা যেতে পারে না। অনুসন্ধানী সূফীগণ নিজেরাই ব্যাপারটা পরিষ্কার করে দিয়েছেন।

خَلَقَ السَّمٰوٰتِ بِغَيْرِ عَمَدٍ تَرَوْنَهَا এই একই বিষয়ে পূর্বে আলোচিত সূরায়ে রা'দের প্রথমদিকে এক আয়াত রয়েছে : اَللّٰهُ الَّذِىْ رَفَعَ السَّمٰوٰتِ بِغَيْرِ عَمَدٍ تَرَوْنَهَا ব্যাকরণগত শব্দ প্রকরণ অনুযায়ী এ বাক্যের দু'টি অর্থ হতে পারে :

১. تَرَوْنَهَا -কে عَمَدٌ -এর صِفَتْ -এর প্রতি ধাবিত করা– তখন অর্থ হবে- আল্লাহ তা'আলা আকাশসমূহকে স্তম্ভবিহীনভাবে সৃষ্টি করেছেন, যা তোমরা দেখতে পাচ্ছ। অর্থাৎ স্তম্ভ থাকলে তোমরা তা অবলোকন করতে। যখন স্তম্ভ দৃষ্টিগোচর হচ্ছে না তখন বোঝা গেল যে, বিশাল ছাদরূপ এ আকাশ স্তম্ভবিহীনভাবে তৈরি করা হয়েছে। এ তাফসীর হযরত হাসান এবং কাতাদাহ (র.) কৃত। –[ইবনে কাসীর]

২. تَرَوْنَهَا -এর ضمير (সর্বনাম) سَمٰوٰتٌ -এর দিকে ধাবিত। এবং এটা একটা স্বতন্ত্র বাক্য বলে পরিগণিত হবে –অর্থ হবে যে, তোমরা আকাশসমূহ দেখতে পাচ্ছ, মহান আল্লাহ সেগুলোকে স্তম্ভবিহীনভাবে সৃষ্টি করেছেন।

https://e-ilm.weebly.com/

প্রথম বাক্য প্রকারণের পরিপ্রেক্ষিতে এক অর্থ এরূপও হতে পারে যে, আকাশ স্তম্ভসমূহের উপর সংস্থাপিত-সেগুলো তোমরা দেখতে সক্ষম নও-সেগুলো অদৃশ্য বস্তু। এটা হযরত ইবনে আব্বাস (রা.), ইকরিমাহ ও মুজাহিদ কৃত তাফসীর–[ইবনে কাসীর] সর্বাবস্থায় এই আয়াতে মহান আল্লাহ পাক এই বিস্তীর্ণ ও প্রশস্ত আকাশকে কোনো স্তম্ভবিহীনভাবে সুবিশাল ছাদরূপে সৃষ্টি করাকে তাঁর অনন্য ক্ষমতা ও সৃষ্টি–কৌশলের উজ্জ্বল নিদর্শন বলে বর্ণনা করেছেন।

একটি প্রশ্ন ও তার উত্তর : এখানে প্রশ্ন হতে পারে যে, জ্যোতির্বিজ্ঞানীরা বলেন, এবং সাধারণভাবে প্রচলিত যে, আকাশ একটি গোলাকার বস্তু এবং এরূপ গোলাকার বস্তুতে সাধারণতঃ কোনো স্তম্ভ থাকে না। তাহলে আকাশের স্তম্ভ না থাকার কি বৈশিষ্ট্য থাকতে পারে?

এর উত্তর এই যে, কুরআনে কারীম যেরূপভাবে অধিকাংশ জায়গায় পৃথিবীকে বিছানা বলে আখ্যায়িত করেছে– এতে পৃথিবী বাহ্যতঃ গোলাকার হওয়ার পরিপন্থি। কিন্তু এর বিশালত্ব ও সুবিস্তীর্ণতার দরুন সাধারণ দৃষ্টিতে তা সমতল বলে প্রতীয়মান হয়। এই সাধারণ ধারণার উপর ভিত্তি করেই বিছানা বলে আখ্যায়িত করা হয়েছে। অনুরূপভাবে আকাশ একটি ছাদের মতো পরিদৃষ্ট হয়–যা নির্মাণের জন্য সাধারণতঃ স্তম্ভের প্রয়োজন। সাধারণভাবে প্রচলিত এরূপ ধারণা অনুযায়ীই আকাশকে স্তম্ভবিহীন বলে বর্ণনা করা হয়েছে। এবং প্রকৃত প্রস্তাবে তার নিরঙ্কুশ ক্ষমতা– কুদরতে কামেলা প্রকাশ ও প্রমাণের জন্য এই সুবিশাল গোলকের সৃষ্টিই যথেষ্ট। ইবনে-কাসীর এবং কিছুসংখ্যক তাফসীরকারগণের গবেষণা নিঃসৃত সিদ্ধান্ত এই যে, কুরআন-হাদীস অনুসারে আকাশ ও পৃথিবী সম্পূর্ণ গোলাকার হওয়ার প্রমাণ মেলে না। বরং কুরআনের কোনো কোনো আয়াত ও হাদীসের বর্ণনা অনুযায়ী তা গুম্বজাকৃতি বলে জানা যায়। তাদের বক্তব্য এই যে, এক সহীহ হাদীসে সূর্য আরশের পাদদেশে পৌছে সেজদা করে বলে যে বর্ণনা রয়েছে, আকাশ পূর্ণ গোলাকার হওয়ার পরই তা হওয়া সম্ভব। কেননা কেবল এ অবস্থাতেই এর উর্ধ্ব ও নিম্নাদিক নির্ধারিত হতে পারে।– পরিপূর্ণ গোলকের কোনো দিককে উপর বা নীচ বলা চলে না।

শব্দ বিশ্লেষণ :

يَشْتَرِىْ : সীগাহ واحد مذكر غائب বহছ مضارع معروف বাব اِفْتِعَالٌ মাসদার اِشْتِرَاءٌ মূলবর্ণ (ش - ر - ى) জিনস ناقص يائى অর্থ– সে ক্রয় করে।

يَتَّخِذُ : সীগাহ واحد مذكر غائب বহছ مضارع معروف বাব اِفْتِعَالٌ মাসদার اِتِّخَاذٌ মূলবর্ণ (ا - خ - ذ) জিনস مهموز فاء ; এখানে لام كى উহ্য আছে। অর্থ– সে বানাবে, সে তৈরি করবে।

مُهِيْنٌ : সীগাহ واحد مذكر বহছ اسم فاعل বাব اِفْعَالٌ মাসদার اِهَانَةٌ মূলবর্ণ (ه - و - ن) জিনস اجوف واوى অর্থ–অপদস্তকারী, লাঞ্ছিতকারী।

تُتْلٰى : সীগাহ واحد مذكر غائب বহছ مضارع مجهول বাব نَصَرَ মাসদার تِلَاوَةٌ মূলবর্ণ (ت - ل - و) জিনস ناقص واوى অর্থ– এটা পড়া হয়, পাঠ করা হয়, এর তেলাওয়াত করা হয়।

وَقْرًا : ইসম। মানসূব। মাসদার। অর্থ– ভারি, অভাব। বধির হওয়া।

تَمِيْدَ : সীগাহ واحد مذكر غائب বহছ مضارع منصوب বাব ضَرَبَ মাসদার مَيْدٌ মূলবর্ণ (م - ى - د) জিনস اجوف يائى অর্থ– সে হেলে, দুলে, ঝুঁকে।

বাক্য বিশ্লেষণ :

وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَّشْتَرِىْ لَهْوَ الْحَدِيْثِ لِيُضِلَّ عَنْ سَبِيْلِ اللّٰهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ : এখানে مِنَ النَّاسِ হলো خبر مقدم এবং مَنْ হলো اسم موصول হয়ে مبتدأ مؤخر আর يَشْتَرِىْ لَهْوَ الْحَدِيْثِ বাক্যটি হলো صلة এবং لِيُضِلَّ - এর لام টি تعليل -এর জন্য এসেছে আর يُضِلَّ হলো فعل مضارع منصوب بأن مضمرة অতঃপর এটা بتاويل مفرد হয়ে مجرور এখন جار ও مجرور মিলে يَشْتَرِىْ ফে'লের সাথে متعلق অতঃপর عَنْ سَبِيْلِ اللّٰهِ বাক্যাংশটি يُضِلَّ ফে'লের সাথে متعلق আর بِغَيْرِ عِلْمٍ হলো يَشْتَرِىْ -এর فاعل থেকে حال হয়েছে অর্থাৎ يَشْتَرِىْ غَيْرَ عَالِمٍ بِحَالِ مَا يَشْتَرِىْ –[ই'রাবুল কুরআন : ৬/৭৭]

https://e-ilm.weebly.com/

https://e-ilm.weebly.com/

اِنْ جَاهَدٰكَ عَلٰٓى اَنْ تُشْرِكَ بِىْ مَا لَيْسَ لَكَ بِهٖ عِلْمٌ ۙ فَلَا تُطِعْهُمَا وَصَاحِبْهُمَا فِى الدُّنْيَا مَعْرُوْفًا ۫ وَّاتَّبِعْ سَبِيْلَ مَنْ اَنَابَ اِلَىَّ ۚ ثُمَّ اِلَىَّ مَرْجِعُكُمْ فَاُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُوْنَ ﴿١٥﴾

১৫. আর যদি তারা উভয়ে তোমাকে এ কথার উপর চাপ দেয় যে, তুমি আমার সাথে এমন কোনো বস্তুকে শরিক সাব্যস্ত কর, যার [উপাস্য হওয়ার] পক্ষে তোমার নিকট কোনো প্রমাণ নেই, তবে তুমি তাদের কথা মানবে না এবং পার্থিব বিষয়ে সদ্ভাবে তাদের সাহচর্য করে যাবে, আর সেই ব্যক্তির পথে চলো যে ব্যক্তি আমার দিকে রুজু হয়, অনন্তর আমার দিকে তোমাদের ফিরে আসতে হবে, অতঃপর আমি তোমাদেরকে জানিয়ে দেব যা তোমরা করতে।

يٰبُنَىَّ اِنَّهَآ اِنْ تَكُ مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِّنْ خَرْدَلٍ فَتَكُنْ فِىْ صَخْرَةٍ اَوْ فِى السَّمٰوٰتِ اَوْ فِى الْاَرْضِ يَاْتِ بِهَا اللّٰهُ ۗ اِنَّ اللّٰهَ لَطِيْفٌ خَبِيْرٌ ﴿١٦﴾

১৬. হে বৎস! যদি কোনো কার্য [অতি গুপ্তও হয়, যেমন] সরিষা-বীজের পরিমাণ হয়, অতঃপর তা পাথরের অভ্যন্তরে থাকে অথবা আসমানসমূহের ভিতরে কিংবা জমিনের অভ্যন্তরে থাকে, তথাপি আল্লাহ তা'আলা তা এনে উপস্থিত করবেন; নিঃসন্দেহে আল্লাহ বড়ই সূক্ষ্মদর্শী, সর্ববিষয়ে অবগত।

يٰبُنَىَّ اَقِمِ الصَّلٰوةَ وَاْمُرْ بِالْمَعْرُوْفِ وَانْهَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَاصْبِرْ عَلٰى مَآ اَصَابَكَ ۗ اِنَّ ذٰلِكَ مِنْ عَزْمِ الْاُمُوْرِ ﴿١٧﴾

১৭. হে বৎস! নামাজ পড়তে থাকবে এবং সৎকাজের উপদেশ প্রদান করবে এবং মন্দ কাজ হতে বারণ করবে এবং যে বিপদ তোমার উপর আপতিত হয় তাতে ধৈর্যধারণ করবে; নিশ্চয় এটা দৃঢ়সংকল্পের কাজ।

وَلَا تُصَعِّرْ خَدَّكَ لِلنَّاسِ وَلَا تَمْشِ فِى الْاَرْضِ مَرَحًا ۗ اِنَّ اللّٰهَ لَا يُحِبُّ كُلَّ مُخْتَالٍ فَخُوْرٍ ﴿١٨﴾

১৮. অহংকার বশে তুমি মানুষকে অবজ্ঞা করোনা, আর জমিনের উপর গর্বভরে চলবে না; নিঃসন্দেহে আল্লাহ তা'আলা কোনো গর্বিত অহংকারী লোককে ভালোবাসেন না।

শাব্দিক অনুবাদ :

১৫. وَاِنْ جَاهَدٰكَ عَلٰٓى আর যদি তারা উভয়ে তোমাকে একথার চাপ দেয় যে, اَنْ تُشْرِكَ بِىْ তুমি আমার সাথে এমন কোনো বস্তুকে শরিক সাব্যস্ত কর مَا لَيْسَ لَكَ بِهٖ عِلْمٌ যার [উপাস্য হওয়ার] পক্ষে তোমার নিকট কোনো প্রমাণ নেই فَلَا تُطِعْهُمَا তবে তুমি তাদের কথা মানবেনা وَصَاحِبْهُمَا فِى الدُّنْيَا مَعْرُوْفًا এবং পার্থিব বিষয়ে সদ্ভাবে তাদের সাহচর্য করে যাবে وَاتَّبِعْ আর সেই ব্যক্তির পথে চলো مَنْ اَنَابَ اِلَىَّ যে ব্যক্তি আমার দিকে রুজু হয় ثُمَّ اِلَىَّ مَرْجِعُكُمْ অনন্তর আমার দিকে তোমাদের ফিরে আসতে হবে فَاُنَبِّئُكُمْ অতঃপর আমি তোমাদেরকে জানিয়ে দিব بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُوْنَ যা তোমরা করতে।

১৬. يٰبُنَىَّ হে বৎস! اِنَّهَآ اِنْ تَكُ যদি কোনো কার্য হয় مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِّنْ خَرْدَلٍ সরিষা-বীজের পরিমাণ فَتَكُنْ فِىْ صَخْرَةٍ অতঃপর তা পাথরের অভ্যন্তরে থাকে اَوْ فِى السَّمٰوٰتِ অথবা আসমান সমূহের ভিতর اَوْ فِى الْاَرْضِ কিংবা জমিনের অভ্যন্তরে থাকে يَاْتِ بِهَا اللّٰهُ তথাপি আল্লাহ তা এনে উপস্থিত করবেন اِنَّ اللّٰهَ لَطِيْفٌ خَبِيْرٌ নিঃসন্দেহে আল্লাহ বড়ই সূক্ষ্মদর্শী সর্ব বিষয়ে অবগত।

১৭. يٰبُنَىَّ اَقِمِ الصَّلٰوةَ হে বৎস! নামাজ পড়তে থাকবে وَاْمُرْ بِالْمَعْرُوْفِ এবং সৎকাজের উপদেশ প্রদান করবে وَانْهَ عَنِ الْمُنْكَرِ এবং মন্দ কাজ হতে বারণ করবে وَاصْبِرْ عَلٰى مَآ اَصَابَكَ এবং যে বিপদ তোমার উপর পতিত হয় তাতে ধৈর্য-ধারণ করবে اِنَّ ذٰلِكَ مِنْ عَزْمِ الْاُمُوْرِ নিশ্চয় এটা দৃঢ়সংকল্পের কাজ।

১৮. وَلَا تُصَعِّرْ خَدَّكَ لِلنَّاسِ এবং লোক সমাজ হতে নিজের অবজ্ঞা কারো না وَلَا تَمْشِ আর চলবেনা فِى الْاَرْضِ জমিনের উপর مَرَحًا গর্বভরে اِنَّ اللّٰهَ لَا يُحِبُّ নিঃসন্দেহে আল্লাহ তা'আলা ভালোবাসেন না كُلَّ مُخْتَالٍ فَخُوْرٍ কোনো গর্বিত অহংকারী লোককে।

https://e-ilm.weebly.com/

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

وَلَقَدْ اٰتَيْنَا لُقْمٰنَ الْحِكْمَةَ .... الاية. (١٢)

শানে নুযূল : ইহুদি সমাজে হযরত লোকমানের নসিহতসমূহ অধিকতর প্রসিদ্ধ ছিল। আরবের লোকেরা কোনো বিষয়ে যখন ইহুদিদের নিকট যেত তখন তারা উপমা হিসেবে লোকমানের নসিহত বর্ণনা করতেন। মুসলমানারও চাইলো যেন তাঁর নসিহতগুলো শিখে নিতে পারে। এরই প্রেক্ষিতে আলোচ্য আয়াত অবতীর্ণ হয়।

وَاِذْ قَالَ لُقْمٰنُ لِابْنِهٖ وَهُوَ يَعِظُهٗ يٰبُنَيَّ لَا تُشْرِكْ بِاللّٰهِ اِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيْمٌ- ١٣

শানে নুযূল : সূরায়ে আন'আমের ৮২ নং আয়াত اَلَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَلَمْ يَلْبِسُوْٓا اِيْمَانَهُمْ بِظُلْمٍ যখন নাজিল হয়, তখন সাহাবায়ে কেরাম তা শুনে অত্যন্ত হতাশা গ্রস্ত ও ব্যকুলতা প্রকাশ করলেন যে, আমাদের মধ্যে এমন কে আছে যে ব্যক্তি জুলুম করেনি। তখন সাহাবায়ে কেরামকে প্রশান্তি দেওয়ার জন্যে আল্লাহ তা'আলা আলোচ্য আয়াত নাজিল করেন। অতঃপর তারা অস্বস্তি বোধ করেন।–[কুরতুবী ৫৯/১৪]

وَوَصَّيْنَا الْاِنْسَانَ بِوَالِدَيْهِ حَمَلَتْهُ اُمُّهٗ وَهْنًا عَلٰى وَهْنٍ وَّفِصٰلُهٗ فِيْ عَامَيْنِ اَنِ اشْكُرْ لِيْ وَلِوَالِدَيْكَ اِلَيَّ الْمَصِيْرُ-(١٤)

শানে নুযূল–১ : মুহাম্মদ বিন জাফর ও শু'বা মুসআব বিন সাআদ তদ্বীয় পিতার উদ্ধৃতি দিয়ে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেন, সা'আদ বিন আবী ওয়াক্কাস এর মাতা পুত্র সা'আদকে বলল, আল্লাহ কি মাতা-পিতার সাথে সদাচরণ প্রদর্শন করার নির্দেশ দেননি? আল্লাহর শপথ! আমি কোনো প্রকারের খানা খাব না, পানীয় পান করবনা, এমন কি আমি হয়তো মরে যাব, না হয় তুমি ইসলাম ত্যাগ করবে। তারা যখন সা'আদের মাকে খাওয়াতে ইচ্ছা করত, তখন লাঠি দ্বারা তার মুখ খুলে তাকে আহার করাত। এ পরিপ্রেক্ষিতে আলোচ্য আয়াত নাজিল হয়েছে।–[তাবারী ২১১/১০]

শানে নুযূল–২ : হাম্মাদ বিন সারী ও আবুল আহওয়াস প্রমুখ মুসআব বিন সা'আদ এর উদ্ধৃতি দিয়ে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেন, সা'আদ বিন আবী ওয়াক্কাস (রা.) ছিলেন মাতা ভক্ত ব্যক্তি। তিনি যখন ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করেন, তখন তার মাতা এ মর্মে শপথ করেছিল যে, সা'আদ যতক্ষণ পর্যন্ত নতুন ধর্ম ত্যাগ করে ফিরে না আসবে, ততক্ষণ পর্যন্ত সে কিছুই পানাহার করবেনা। রাবী বলেন, সা'আদ অস্বীকার করল। এমন ভাবেই তার মাতা দিন কালাতিপাত করার কারণে পেটের ক্ষুধায় চেতনা হারিয়ে ফেলে। অতঃপর তার ছেলেরা এসে তাঁকে পান করাল। পরক্ষণে যখন চৈতন্য আসল তখন তার জন্যে বদদোয়া করতে লাগল। সুতরাং সে প্রেক্ষিতে وَوَصَّى পর্যন্ত আয়াত নাজিল হয়েছে। –[তাবারী ২১১/১০]

وَاِنْ جَاهَدٰكَ عَلٰٓى اَنْ تُشْرِكَ بِيْ مَا لَيْسَ لَكَ بِهٖ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوْفًا وَّاتَّبِعْ سَبِيْلَ مَنْ اَنَابَ اِلَيَّ ثُمَّ اِلَيَّ مَرْجِعُكُمْ فَاُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُوْنَ- (١٥)

শানে নুযূল– ১ : আবূ ই'য়ালা, তাবারানী ও ইবনে মারদূভিয়া প্রমুখ আবূ উছমান হিন্দী (র.)-এর উদ্ধৃতি দিয়ে বর্ণনা করেন যে, সা'আদ বিন আবূ ওয়াক্কাস [রা.] বলেন, আলোচ্য আয়াত আমার সম্পর্কে নাজিল হয়েছে। আমি মূলতঃ একজন মাতৃভক্ত লোক ছিলাম। আমি যখন ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করি, তখন আমার আম্মা বলল, হে সা'আদ! আমি তোকে কি করতে দেখতে পাচ্ছি। তুমি তো নতুন কিছু করছ? তুমি যদি নতুন ধর্ম ত্যাগ না কর, তাহলে আমি কিছুই পানাহার করবনা। এভাবে আমি মরে যাব। তখন আমাকে উল্লেখ করে তোমাকে তিরস্কার ও হেয় করে বলা হবে। হে মা হত্যাকারী! আমি বললাম, আপনি এমনটি করবেন না। কারণ কোনো কিছুর বিনিময়েই আমি এ ধর্ম ত্যাগ করবনা। অতঃপর সে একদিন এক রাত উপবাস থাকে। অনুরূপ ভাবে আরোও একদিন একরাত অনাহারে চলে গেল এবং তার পক্ষ থেকে আমার প্রতি চাপও বৃদ্ধি পেয়ে গেল। আমি অবস্থা যখন এরূপ দেখতে পেলাম, তখন আমি বললাম যে, আম্মাজী! আপনি জেনে নিন যে, আপনার একশত রূহও যদি হয় আর একটি করে সব কয়টি বের হয়, তবুও আমি আমার এ ধর্ম ছেড়ে দেবনা। ইচ্ছে করলে আপনি খেতে পারেন ইচ্ছা করলে আপনি নাও খেতে পারেন। আমার আম্মা যখন অবস্থা এমন দেখলেন তখন খেয়ে নিলেন। তখন আমার অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে আলোচ্য আয়াত নাজিল করা হয়েছে।

কারোও মতে আলোচ্য আয়াত এবং পূর্ববর্তী আয়াত এ উপলক্ষেই অবতীর্ণ হয়েছে।

–[রূহুল মা'আনী ৮৭/২১/১১, ইবনে কাছীর ৪৬১/৩, দুররে মানছূর ১৬৫/৫]

https://e-ilm.weebly.com/

শানে নুযূল– ২ : আল্লামা ওয়াহেদী আতা (রা.)-এর বরাত দিয়ে হযরত ইবনে আব্বাস [রা.] কর্তৃক বর্ণিত এক হাদীস বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেন, আলোচ্য আয়াতে مَنْ أَنَابَ দ্বারা হযরত আবূ বকর (রা.) কে বুঝানো হয়েছে। তার তাত্ত্বিক ঘটনা হচ্ছে এই যে, তিনি [হযরত আবূ বকর] যখন ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করেন, তখন আব্দুর রহমান বিন আউফ বিন যায়েদ, সাঈদ বিন উছমান, তালহা ও যুবায়ের যখন তাকে দেখতে পেয়ে জিজ্ঞেস করেন, আপনি কি মুহাম্মদ ﷺ-এর প্রতি ঈমান এনেছেন এবং তাকে বিশ্বাস করেছেন? তখন হযরত আবূ বকর (রা.) বললেন হ্যাঁ! সে মুহূর্তে তারাও রাসূল ﷺ-এর খেদমতে এসে ঈমান আনে ও বিশ্বাস স্থাপন করে। আল্লাহ তা'আলা وَاتَّبِعْ سَبِيْلَ مَنْ أَنَابَ إِلَيَّ সে পরিপ্রেক্ষিতে নাজিল করে সা'আদ বিন ওয়াক্কাসকে বলে দিলেন যে, তুমি আবূ বকরের পথ অবলম্বন করে।

وَلَقَدْ اٰتَيْنَا لُقْمٰنَ الْحِكْمَةَ : ওয়াহাব ইবনে মুনাব্বেহের বর্ণনানুযায়ী মহাত্মা লোকমান হযরত আইয়্যুব (আ.)-এর ভাগ্নে ছিলেন। মুকাতেল তাঁর খালাতো ভাই বলে বর্ণনা করেছেন। 'বায়যাবী' ও অন্যান্য তাফসীরে রয়েছে যে, তিনি দীর্ঘায়ু লাভ করেছিলেন এবং হযরত দাউদ (আ.)-এর সময়েও বেঁচে ছিলেন।

তাফসীরে দুররে মানসূরে হযরত ইবনে আব্বাস (রা.)-এর বর্ণনানুযায়ী লোকমান জনৈক আবিসিনীয় ক্রীতদাস ছিলেন– কাঠ চেরার কাজ করতেন। [ইবনে আবী শায়বাহ আহমদ ইবনে জারীর ও ইবনুল মুনজির প্রমুখ 'যুহদ' নামক গ্রন্থে এরূপ বর্ণনা করেছেন]। হযরত জাবের ইবনে আবদুল্লাহ (রা.)-এর নিকটে তাঁর [লোকমান] অবস্থাদি সম্পর্কে জিজ্ঞেস করায় তিনি বলেন যে, তিনি চেপ্টা ও থেবড়া নাকবিশিষ্ট, বেঁটে আকারের আবিসিনীয় ক্রীতদাস ছিলেন। মুজাহিদ (র.) বলেন যে, তিনি ফাটা পা ও পুরো ঠোঁটবিশিষ্ট আবিসিনীয় ক্রীতদাস ছিলেন। –[ইবনে কাসীর]

জনৈক কৃষ্ণকায় হাবশী হযরত সাঈদ ইবনে মুসাইয়্যিবের খেদমতে কোনো মাসআলা জিজ্ঞেস করতে হাজির হয়। হযরত সাঈদ তাকে সান্ত্বনা দিয়ে বললেন, তুমি কৃষ্ণকায় বলে দুঃখ করো না। কারণ কালো বর্ণধারীদের মধ্যে এমন তিনজন মহান ব্যক্তি আছেন, যারা মানবকুলে শ্রেষ্ঠ বলে বিবেচিত –হযরত বেলাল, হযরত ওমর ইবনে খাত্তাব কর্তৃক মুক্ত গোলাম হযরত 'মাহজা এবং হযরত লোকমান [আ.]।

হযরত লোকমান কোনো নবী ছিলেন না; বরং ওলী, প্রজ্ঞাবান ও বিশিষ্ট মানীষী ছিলেন : ইবনে কাসীর বলেন যে, প্রাচীন ইসলামি মনীষীবৃন্দ এ ব্যাপারে একমত যে, তিনি নবী ছিলেন না। কেবল হযরত ইকরিমা [রা.] থেকে বর্ণিত আছে যে, তিনি নবী ছিলেন। কিন্তু এর বর্ণনাসূত্র [সনদ] দুর্বল। ইমাম বগভী (র.) বলেন যে, একথা সর্বসম্মত যে, তিনি বিশিষ্ট ফকীহ ও প্রজ্ঞাবান ব্যক্তি ছিলেন, নবী ছিলেন না।– [মাযহারী]

ইবনে কাসীর (র.) বলেন যে, তাঁর সম্পর্কে হযরত কাতাদাহ [রা.] থেকে এক বিস্ময়কর রেওয়ায়েত আছে যে, আল্লাহ পাক হযরত লোকমানকে নবুয়ত ও হেকমত [প্রজ্ঞা]-দুয়ের মধ্যে যে কোনো একটি গ্রহণের সুযোগ দেন। তিনি হেকমতই [প্রজ্ঞা] গ্রহণ করেন। কোনো কোনো রেওয়ায়েতে আছে যে, তাঁকে নবুয়ত গ্রহণের সুযোগ দেওয়া হয়েছিল। তিনি আরজ করলেন যে, "যদি আমার প্রতি এটা গ্রহণ করার নির্দেশ হয়ে থাকে, তবে তা শিরোধার্য। অন্যথায় আমাকে ক্ষমা করুন।"

হযরত কাতাদা [রা.] থেকে আরও বর্ণিত আছে যে, মনীষী লোকমানের নিকট এক ব্যক্তি জিজ্ঞেসা করেছিলেন যে, আপনি হেকমতকে [প্রজ্ঞা] নবুয়ত থেকে সমধিক গ্রহণযোগ্য কেন মনে করলেন, যখন আপনাকে যে কোনো একটা গ্রহণ করার অধিকার দেওয়া হয়েছিল? তিনি বললেন যে, নবুয়ত বিশেষ দায়িত্বপূর্ণ পদ। যদি তা আমার ইচ্ছা ব্যতীত প্রদান করা হতো, তবে স্বয়ং মহান আল্লাহ তার দায়িত্ব গ্রহণ করতেন; যাতে আমি সে কর্তব্যসমূহ পালন করতে সক্ষম হই। কিন্তু যদি আমি তা স্বেচ্ছায় চেয়ে নিতাম, তবে সে দায়িত্ব আমার উপর বর্তাতো।– [ইবনে কাসীর]

যখন মহাত্মা লোকমানের নবী না হওয়ার কথা অধিকাংশ ইসলামি বিশেষজ্ঞ কর্তৃক স্বীকৃত, তখন তাঁর প্রতি কুরআনে বর্ণিত যে নির্দেশ أَنِ اشْكُرْ لِيْ [আমার প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ কর]–তা ইলহামের মাধ্যমেও হতে পারে; যা আল্লাহর ওলীগণ লাভ করে থাকেন।

মহাত্মা লোকমান হযরত দাউদ [আ.]-এর আবির্ভাবের পূর্বে শরিয়তের মাসআলাসমূহ সম্পর্কে জনগণের নিকট ফতোয়া দিতেন। হযরত দাউদ [আ.]-এর নবুয়ত প্রাপ্তির পর তিনি এ ফতোয়া প্রদান কার্য পরিত্যাগ করেন এই বলে যে, এখন আর তার প্রয়োজন নেই। কোনো কোনো রেওয়ায়েতে আছে যে, তিনি ইসরাঈল গোত্রের বিচারপতি ছিলেন। হযরত লোকমানের বহু জ্ঞানগর্ভ বাণী লিপিবদ্ধ আছে। ওয়াহাব ইবনে মুনাব্বেহ বলেন যে, আমি হযরত লোকমানের জ্ঞান-বিজ্ঞানের দশ হাজারের চাইতেও বেশি কিতাব অধ্যায় অধ্যয়ন করেছি।– [কুরতুবী]

একদিন হযরত লোকমান এক বিরাট সমাবেশে উপস্থিত জনমণ্ডলীকে বহু জ্ঞানগর্ভ কথা শোনাচ্ছিলেন। এমন সময় এক ব্যক্তি এসে জিজ্ঞেস করলো যে, আপনি কি সে ব্যক্তি–যে আমার সাথে অমুক বনে ছাগল চরাতেন? লোকমান বলেন,

https://e-ilm.weebly.com/

হ্যাঁ–আমিই সেই লোক। অতঃপর লোকটি বলল, তবে আপনি এ মর্যাদা কিভাবে লাভ করলেন যে, আল্লাহর গোটা সৃষ্টিকুল আপনার প্রতি সম্মান প্রদর্শন করে এবং আপনার বাণী শোনার জন্যে দূর–দূরান্ত থেকে এসে জমায়েত হয়? উত্তরে লোকমান বললেন যে, এর কারণ আমার দুটি কাজ–[এক] সর্বদা সত্য বলা, [দুই] অপ্রয়োজনীয় কথাবার্তা পরিহার করা। অপর এক রেওয়ায়েতে আছে যে, হযরত লোকমান (আ.) বলেছেন যে, এমন কতকগুলো কাজ আছে যা আমাকে এ স্তরে উন্নীত করেছে। যদি তুমি তা গ্রহণ কর, তবে তুমিও এ মর্যাদা ও স্থান লাভ করতে পারবে। সে কাজগুলো এই: নিজের দৃষ্টি নিম্নমুখী রাখা এবং মুখ বন্ধ করা, হালাল জীবিকাতে তুষ্ট থাকা, নিজের লজ্জাস্থান সংরক্ষণ করা, সত্য কথায় অটল থাকা, অঙ্গীকার পূর্ণ করা, মেহমানের আদর-আপ্যায়ন ও তাদের প্রতি সম্মান প্রদর্শন, প্রতিবেশীর প্রতি সর্বদা লক্ষ্য রাখা এবং অপ্রয়োজনীয় কাজ ও কথা পরিহার করা।–[ইবনে কাসীর]

হযরত লোকমানকে প্রদত্ত হিকমতের অর্থ কি? حِكْمَتَ শব্দটি কুরআনে কারীমে বিভিন্ন অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে– বিদ্যা, বিবেক, গাম্ভীর্য, নবুয়ত, মতের বিশুদ্ধতা।

আবূ 'হাইয়্যান' বলেছেন যে, হিকমত বলতে সেসব বাক্য সমষ্টিকে বোঝায় যা দ্বারা মানুষ উপদেশ গ্রহণ করতে পারে, তাদের অন্তরকে প্রভাবান্বিত করে এবং যা মানুষ সংরক্ষণ করে অপরের নিকটে পৌঁছায়। হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) বলেন যে, হিকমত অর্থ- বিবেক, প্রজ্ঞা ও মেধা। আবার কোনো কোনো মনীষী বলেন, জ্ঞানানুসারে কাজ করার নাম হিকমত। প্রকৃত প্রস্তাবে এগুলোর মধ্যে কোনো প্রকারের বিরোধ বা বৈপরীত্য নেই। –এগুলো সবই হিকমতের অন্তর্গত। উপরের তাফসীরের সার-সংক্ষেপে হিকমতের অনুবাদ 'প্রজ্ঞা' বলে এবং তার ব্যাখ্যা 'কার্যে পরিণত জ্ঞান' বলে করা হয়েছে, যা সর্বব্যাপী ও অত্যন্ত সুস্পষ্ট।

উল্লিখিত আয়াতে হযরত লোকমানকে প্রজ্ঞা (হিকমত) প্রদানের কথা বর্ণনার পর বলা হয়েছে : اَنِ اشْكُرْ لِىْ (আমার কৃতজ্ঞতা স্বীকার কর) এতে এক সম্ভাবনা তো এই রয়েছে যে, এখানে قُلْنَا (আমরা বললাম) শব্দটি উহ্য আছে বলে ধরে নেওয়া : অর্থ হবে এই যে, আমি (আল্লাহ) লোকমানকে প্রজ্ঞা (হিকমত) প্রদান পূর্বক এ নির্দেশ দিলাম যে, আমার প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ কর। আবার কোনো কোনো মনীষী বলেন যে, اَنِ اشْكُرْ لِىْ স্বয়ং হিকমতেরই ব্যাখ্যা। অর্থাৎ লোকমানকে যে হিকমত প্রদান করা হয়েছিল তা হলো তার প্রতি আমার কৃতজ্ঞতা প্রকাশের নির্দেশ যা সে কার্যে পরিণত করেছে। কখন এর মর্মার্থ হবে এই যে, আল্লাহর অনুগ্রহ ও করুণাবলির জন্য কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করা সর্বশ্রেষ্ঠ হিকমত! অতঃপর এ বিষয় অবহিত করে দেন যে আমি যে শুকরিয়া আদায়ের নির্দেশ দিলাম-তা আমার কোনো নিজস্ব লাভের জন্য নয়। আমার কারো কৃতজ্ঞতার কোনো প্রয়োজন নেই; বরং এ নির্দেশ তারই উপকারার্থে দিয়েছি। কারণ আমার চিরন্তন বিধান, যে ব্যক্তি আমার প্রদত্ত নিয়ামতের শুকরিয়া আদায় করবে, আমি তার নিয়ামত আরো বাড়িয়ে দেবো।

অতঃপর মহাত্মা লোকমানের কয়েকটি জ্ঞানগর্ভ বাণী বর্ণনা করা হয়েছে, যেগুলো তিনি তাঁর পুত্রকে সম্বোধন করে ইরশাদ করেছিলেন, যাতে অন্যান্য লোকও উপকৃত হতে পারে। সেজন্য কুরআনে কারীমও সেসব জ্ঞানগর্ভ বাণীসমূহ উল্লেখ করেছে।

এসব জ্ঞানগর্ভ বাণীসমূহের মধ্যে সর্বাগ্রে হলো আকীদাসমূহের পরিশুদ্ধিতা। তন্মধ্যে সর্বপ্রথম কথা হলো কোনো প্রকারের অংশীদারিত্ব স্থির না করে আল্লাহ পাককে গোটা বিশ্বের স্রষ্টা ও প্রভু বলে বিশ্বাস করা। সাথে সাথে আল্লাহ পাক ব্যতীত অন্য কাউকে উপাসনা-আরাধনায় অংশী স্থাপন না করা। আল্লাহ পাকের কোনো সৃষ্ট বস্তুকে স্রষ্টার সমমর্যাদা সম্পন্ন মনে করার মতো গুরুতর অপরাধ দুনিয়াতে আর কিছু হতে পারে না। তাই তিনি বলেছেন يٰبُنَىَّ لَا تُشْرِكْ بِاللّٰهِ اِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيْمٌ [হে আমার প্রিয় বৎস, আল্লাহর অংশী স্থির করো না, অংশী স্থাপন করা গুরুতর জুলুম]। পরবর্তী পর্যায়ে মনীষী লোকমানের অন্যান্য–উপদেশাবলি ও জ্ঞানগর্ভ বাণীসমূহ বর্ণনা করা হয়েছে। যা তিনি স্বীয় পুত্রকে সম্বোধন করে ইরশাদ করেছিলেন। শিরক যে গুরুতর অপরাধ; সুতরাং কোনো অবস্থাতেই এর নিকটবর্তী না হওয়ার হেদায়েতের উদ্দেশ্যে আল্লাহ পাক অন্য এক নির্দেশ দান করেন।

মাতা–পিতার কৃতজ্ঞতা স্বীকার ও তাদেরকে মান্য করা ফরজ; কিন্তু আল্লাহ পাকের নির্দেশ-বিরোধী হলে অন্য কারো আনুগত্য জায়েজ নয় : আল্লাহ পাক ফরমান যে, যদিও সন্তানের প্রতি পিতা-মাতাকে মান্য করার ও তাঁদের কৃতজ্ঞতা স্বীকারের বিশেষ তাকিদ রয়েছে এবং নিজের [আল্লাহর] প্রতি আনুগত্য প্রকাশ ও কৃতজ্ঞতা প্রকাশের সাথে সাথে পিতা-মাতার প্রতিও তা করার জন্য সন্তানকে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। কিন্তু শিরক এমন গুরুতর অন্যায় মারাত্মক অপরাধ যে, মাতা-পিতার নির্দেশে, এমন কি বাধ্য করলে পরও কারো পক্ষে তা জায়েজ হয়ে যায় না। যদি কারো পিতা-মাতা তাকে আল্লাহর সাথে অংশী স্থাপনে বাধ্য করতে চেষ্টা করতে থাকেন, এ বিষয়ে পিতা-মাতার কথাও রক্ষা করা জায়েজ নয়।

https://e-ilm.weebly.com/

https://e-ilm.weebly.com/

এখানে যখন পিতা-মাতার প্রতি কর্তব্য পালন এবং তাঁদের কৃতজ্ঞতা স্বীকারের নির্দেশ প্রদান করা হয়েছে, তখন এর হেকমত ও অন্তর্নিহিত রহস্য এই বর্ণনা করেছেন যে, তার মা ধরাধামে তার অবর্ণনীয় দুঃখ-কষ্ট সহ্য করেছেন।–নয় মাস কাল উদরে ধারণ করে তার রক্ষণাবেক্ষণ করেছেন এবং এ কারণে ক্রমবর্ধমান দুঃখ-কষ্ট বরদাশত করেছেন। আবার ভূমিষ্ট হওয়ার পরও দু'বছর পর্যন্ত স্তন্যদানের কঠিন ঝামেলা পোহাতে হয়েছে। যাতে দিন-রাত মাকে কঠোর পরিশ্রম করতে হয়েছে। ফলে তাঁর দুর্বলতা উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পেয়েছে। আর সন্তানের লালন-পালন ক্ষেত্রে মাকেই যেহেতু অধিক ঝুঁকি-ঝামেলা বহন করতে হয়, সেজন্য শরিয়তে মায়ের স্থান ও অধিকার পিতার অগ্রে রাখা হয়েছে। وَوَصَّيْنَا الْاِنْسَانَ بِوَالِدَيْهِ حَمَلَتْهُ اُمُّهٗ وَهْنًا عَلٰى وَهْنٍ وَّفِصٰلُهٗ فِىْ عَامَيْنِ আয়াতের মর্ম তাই। অতঃপর وَاِنْ جٰهَدٰكَ আয়াতে বলা হয়েছে যে, আল্লাহ পাকের সাথে অন্য কাউকে অংশী স্থাপন-বিষয়ে পিতা-মাতাকে মান্য করাও হারাম।

ইসলামের অনন্য ন্যায়নীতি : যদি পিতা–মাতা আল্লাহর অংশী স্থাপনে বাধ্য করার চেষ্টা করেন, তখন আল্লাহ নির্দেশ হলো তাঁদের কথা না মানা। এমতাবস্থায় মানুষ স্বভাবত: সীমার মধ্যে স্থির থাকে না। এ নির্দেশ পালন করতে গিয়ে সন্তানের পক্ষে পিতা-মাতার প্রতি কটু বাক্য প্রয়োগ ও অশোভন আচরণ করে তাদেরকে অপমানিত করার সম্ভাবনা ছিল। ইসলাম তো ন্যায়নীতির জ্বলন্ত প্রতীক–প্রত্যেক বস্তুরই একটি সীমা আছে। তাই অংশী স্থাপনের বেলায় পিতা-মাতার অনুরসণ না করার নির্দেশের সাথে সাথে এ হুকুমও প্রদান করেছে : وَصَاحِبْهُمَا فِى الدُّنْيَا مَعْرُوْفًا –অর্থাৎ দ্বীনের বিরুদ্ধে তো তাঁদের কথা মানবে না, কিন্তু পার্থিব কাজকর্ম যথা শারীরিক সেবা-যত্ন বা ধন-সম্পদ ব্যয় ও অন্যান্য ক্ষেত্রে যেন কার্পণ্য প্রদর্শিত না হয়। তাঁদের প্রতি বেআদবী ও অশালীনতা প্রদর্শন করে না। তাঁদের কথাবার্তার এমনভাবে উত্তর দিবে না, যাতে অহেতুক মনোবেদনার উদ্রেক করে। মোটকথা, শিরক-কুফরি ক্ষেত্রে তাঁদের কথা না মানার কারণে যে মর্মপীড়ার উদ্রেক হবে, তা তো অপরাগতা হেতু বরদাশত করবে, কিন্তু প্রয়োজনকে তার সীমার মধ্যেই রাখতে হবে। অন্যান্য ব্যাপারে যেন মনোকষ্টের কারণ না ঘটে সে সম্পর্কে সচেতন থাকবে।

বিশেষ দ্রষ্টাব্য : -এ আয়াতে দুধ ছাড়ানোর সময়সীমা যে দু'বছর বলা হয়েছে– তা প্রচলিত সাধারণ অভ্যাস অনুযায়ী। এখানে এর কোনো ব্যাখ্যা বা স্পষ্ট বর্ণনা নেই যে, এর চাইতে অধিককাল দুধ পান করালে তার কি হুকুম। এ মাস'আলার ব্যাখ্যা ও বিশ্লেষণ সূরায়ে আহকাফ এর حَمْلُهٗ وَفِصٰلُهٗ ثَلٰثُوْنَ شَهْرًا আয়াতে ইনশাল্লাহ করা হবে।

মহাত্মা লোকমানের দ্বিতীয় উপদেশ আকায়েদ সম্পর্কে : অটুট বিশ্বাস রাখতে হবে যে, আকাশ ও পৃথিবী এবং এর মাঝে যা কিছু আছে, এর প্রতিটি বিন্দুকণা আল্লাহ পাকের অসীম জ্ঞানের আওতাধীন এবং সবকিছুর উপর তাঁর পূর্ণ ক্ষমতা ও আধিপত্য রয়েছে। কোনো বস্তু যত ক্ষুদ্রই হোক না কেন বা সাধারণ দৃষ্টিতে দেখতে পাওয়া যায় না, অনুরূপভাবে কোনো বস্তু যত দূরেই অবস্থিত থাক না কেন অথবা কোনো বস্তু যত গভীর আঁধার বা যবনিকার অন্তরালেই থাক না কেন– মহান আল্লাহর জ্ঞান ও দৃষ্টির আড়ালে থাকতে পারে না এবং তিনি যে কোনো বস্তুকে যখন ও যেখানে ইচ্ছা উপস্থিত করতে পারেন। يٰبُنَىَّ اِنَّهَا اِنْ تَكُ مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِّنْ خَرْدَلٍ এর মর্মার্থ তাই। যাবতীয় বস্তু মহান আল্লাহর জ্ঞান ক্ষমতার আওতাভুক্ত হয়ে থাকা-ইসলামের মৌলিক বিশ্বাস এবং একত্ববাদের আকীদার অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ দলিল।

মহাত্মা লোকমানের তৃতীয় উপদেশ কর্ম পরিশুদ্ধিতা সম্পর্কে : অবশ্য করণীয় কাজ তো অনেক। তন্মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ ও গুরুত্বপূর্ণ কাজ নামাজ, এটা গুরুত্বপূর্ণ হওয়ার সাথে সাথে অন্যান্য কার্যাবলির পরিশুদ্ধির কারণ এবং মাধ্যমও বটে। যেমন, নামাজ সম্পর্কে মহান পালনকর্তার ইরশাদ রয়েছে– اِنَّ الصَّلٰوةَ تَنْهٰى عَنِ الْفَحْشَاۤءِ وَالْمُنْكَرِ "নিশ্চয়ই নামাজ যাবতীয় অশ্লীল ও গর্হিত কাজ থেকে বাঁচিয়ে রাখে।" এজন্য অবশ্য করণীয় সৎ কাজগুলোর মধ্য হতে শুধু নামাজের বর্ণনা দিয়েই যথেষ্ট করেছেন। يٰبُنَىَّ اَقِمِ الصَّلٰوةَ –অর্থাৎ হে বৎস, নামাজ প্রতিষ্ঠা কর। যেমন আগে বলা হয়েছে যে, নামাজ প্রতিষ্ঠার অর্থ শুধু নামাজ পড়ে নেওয়া নয়, বরং যাবতীয় অঙ্গসমূহ ও নিয়মাবলি পরিপূর্ণভাবে সম্পন্ন করা, যথাসময়ে আদায় করা, এর উপর স্থায়ী ও দৃঢ়পদ থাকা–এ সবই নামাজ প্রতিষ্ঠার মর্মের অন্তর্গত।

মহাত্মা লোকমানের চতুর্থ উপদেশ চরিত্র সংশোধন সম্পর্কে : ইসলাম একটি সমষ্টিগত ধর্ম–ব্যক্তির সাথে সাথে সমষ্টির সংশোধন এ জীবনব্যবস্থার প্রধান ও গুরুত্বপূর্ণ অঙ্গ। এজন্য নামাজের ন্যায় অবশ্য করণীয় গুরুত্বপূর্ণ কাজের সাথে সাথেই সৎকাজের আদেশ ও অসৎকাজ থেকে নিষেধ–এ অবশ্য করণীয় কর্তব্যের বর্ণনাও দেওয়া হয়েছে। বলা হয়েছে–মানুষকে সৎকাজের প্রতি আহ্বান কর ও অসৎকাজ থেকে বিরত রাখো। [এক] নিজের পরিশুদ্ধি, [দ্বিতীয়] গোটা মানবকুলের পরিশুদ্ধি–এর উভয়টাই পালন করতে বেশ দুঃখ-কষ্ট বরদাশত করতে হয়, শ্রম-সাধনার প্রয়োজন হয়। এর উপর দৃঢ়পদ থাকা খুব সহজ ব্যাপার নয়। বিশেষ করে সৃষ্টিকুলের পরিশুদ্ধির উদ্দেশ্যে সৎকাজের আদেশের প্রতিদানে দুনিয়ায় সর্বদা

শত্রুতা ও বিরোধিতাই জুটে থাকে। সুতরাং এ উপদেশের সাথে সাথে এরূপ উপদেশও প্রদান করা হয়েছে যে, وَاصْبِرْ عَلٰى مَآ اَصَابَكَ اِنَّ ذٰلِكَ مِنْ عَزْمِ الْاُمُوْرِ – অর্থাৎ এসব কাজ সম্পন্ন করতে যে দুঃখ-কষ্টের সম্মুখীন হবে, তাতে ধৈর্যধারণ করে স্থিরতা অবলম্বন করবে।

মনীষী লোকমানের পঞ্চম উপদেশ সামাজিক শিষ্টাচার সম্পর্কে : وَلَاتُصَعِّرْ خَدَّكَ لِلنَّاسِ - وَلَاتُصَعِّرْ -এর উৎপত্তি صَعَر ধাতু থেকে -যার অর্থ উটের এক প্রকার ব্যাধি–যার ফলে এর ঘাড় বেঁকে যায়। যেমন মানুষের খিঁচুনী নামক প্রসিদ্ধ ব্যাধি, যার ফলে মুখমণ্ডল বাঁকা হয়ে যায়। এর অর্থ চেহারা ফিরিয়ে রাখা। যার মর্ম এই যে, লোকের সাথে সাক্ষাত বা কথোপকথনের সময় মুখ ফিরিয়ে রেখো না–যা তাদের প্রতি উপেক্ষা ও অহংকারের নিদর্শন এবং ভদ্রোচিত স্বভাব ও আচরণের পরিপন্থি। وَلَا تَمْشِ فِى الْاَرْضِ مَرَحًا - مَرَحْ শব্দের অর্থ গর্বভরে ঔদ্ধত্যের সাথে বিচরণ করা–অর্থাৎ আল্লাহ ভূমিকে যাবতীয় বস্তু হতে নত ও পতিত করে সৃষ্টি করেছেন। তোমাদের সৃষ্টিও এ মাটি দিয়েই। তোমরা এর উপর দিয়েই চলাফেলা কর–নিজের নিগুঢ় তত্ত্ব বুঝতে চেষ্টা কর। আত্মাভিমানীদের ধারা অনুসরণ করে অহংকার ভরে বিচরণ করো না। সুতরাং এরপর বলেছেন اِنَّ اللّٰهَ لَايُحِبُّ كُلَّ مُخْتَالٍ فَخُوْرٍ – আল্লাহ পাক কোনো অহংকারী আত্মাভিমানীকে পছন্দ করেন না।

শব্দ বিশ্লেষণ :

اَرُوْنِىْ : সীগাহ جمع مذكر حاضر বহছ امر حاضر معروف বাবে اِفْعَالٌ মাসদার اِرَاءَةٌ মূলবর্ণ (ر - ء - ى) জিনস মুরাক্কাব (ناقص يائى এবং مهموز عين) নূনে বেকায়া ইয়া যমীর ওয়াহিদে মুতাকাল্লিম মাফউল। অর্থ– তোমরা আমরা আমাকে দেখাও।

يَعِظُهٗ : সীগাহ واحد مذكر غائب বহছ مضارع معروف (ه ; যমীরে মাফউল) বাব ضَرَبَ মূলবর্ণ (و - ع - ظ) জিনস مثال واوى - يَعِظُ মূলত: يَوْعِظُ ছিল, মাসদার وَعْظٌ তা'লীল হয়ে واو বিলুপ্ত হয়ে গেছে। অর্থ– তাকে উপদেশ করে, তাকে উপদেশ দিচ্ছিল।

اَلْمَصِيْرُ : اسم ظرف مكان এবং مصدر মূলবর্ণ (ص - ى - ر) জিনস اجوف يائى অর্থ- প্রত্যাবর্তনস্থল, ঠিকানা, অবস্থানস্থল। বাবে ضَرَبَ মাসদার صُرُوْرٌ - صَرْوٌ - مَصْرُوٌ। অর্থ– এক অবস্থা থেকে অন্য অবস্থায় ফিরা। ধাবিত হওয়া। اِفْعَالٌ বাবে اِصَارَةٌ। [ধাবিত করা] আকর্ষণ করা। প্রত্যাবর্তন করা। তাছাড়া باب تَفَعُّلٌ থেকেও একই অর্থ হয়।

تَكُ : সীগাহ واحد مذكر حاضر বহছ مضارع معروف বাব نَصَرَ মাসদার كَوْنٌ মূলবর্ণ (ك - و - ن) জিনস اجوف واوى অর্থ- সে হচ্ছে, হবে।

حَبَّةً : অর্থ– দানা, শস্য, আনাজ, তরকারি, গম, জব ইত্যাদি। শস্যবীজকে حَبٌّ এবং حَبَّةٌ বলা হয়।

خَرْدَلٌ : অর্থ– এক প্রকার সরিষা। এর একবচন خَرْدَلَةٌ

خَدَّكَ : خَدٌّ মুযাফ, ك যমীর মুজাফ ইলাইহি, বহুবচন خُدُوْدٌ। অর্থ– তোমার গাল, তোমার চেহারা।

لَاتَمْشِ : সীগাহ- واحد مذكر حاضر বহছ نَهِىْ حَاضِرْ مَعْرُوْفٌ বাব ضَرَبَ মাসদার اَلْمَشْىُ মূলবর্ণ (م - ش - ى) জিনস ناقص يائى অর্থ–তুমি চলো না।

বাক্য বিশ্লেষণ :

وَصَاحِبْهُمَا فِى الدُّنْيَا مَعْرُوْفًا : এখানে واو টি আতেফা আর صَاحِبْهُمَا হলো ফে'ল তার মধ্যস্থ উহ্য যমীর اَنْتَ ফায়েল এবং هُمَا হলো مفعول به আর فِى الدُّنْيَا হলো حال আর مَعْرُوْفًا হলো উহ্য মাসদারের সিফাত অর্থাৎ صَاحِبْهُمَا مَعْرُوْفًا আবার কেউ কেউ একে منصوب بنزع الخافض বলেছেন অর্থাৎ بِالْمَعْرُوْفِ

–[ই'রাবুল কুরআন ৬ষ্ঠ খণ্ড; পৃ. ৮৬]

https://e-ilm.weebly.com/

وَاقْصِدْ فِيْ مَشْيِكَ وَاغْضُضْ مِنْ صَوْتِكَ ؕ
اِنَّ اَنْكَرَ الْاَصْوَاتِ لَصَوْتُ الْحَمِيْرِ ﴿١٩﴾

১৯. আর নিজ চলনে মধ্যপন্থা অবলম্বন করবে, আর নিজের স্বর অনুচ্চ করবে; নিঃসন্দেহে গর্দভের স্বরই স্বরসমূহের মধ্যে অত্যন্ত ঘৃণ্য।

اَلَمْ تَرَوْا اَنَّ اللّٰهَ سَخَّرَ لَكُمْ مَّا فِي السَّمٰوٰتِ
وَمَا فِي الْاَرْضِ وَاَسْبَغَ عَلَيْكُمْ نِعَمَهٗ ظَاهِرَةً
وَّبَاطِنَةً ؕ وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يُّجَادِلُ فِي اللّٰهِ بِغَيْرِ
عِلْمٍ وَّلَا هُدًى وَّلَا كِتٰبٍ مُّنِيْرٍ ﴿٢٠﴾

২০. তোমরা একথা অবহিত নও যে, আসমানসমূহ ও জমিনে যা আছে, আল্লাহ ঐ সমস্তকে তোমাদের কাজে নিযুক্ত করে রেখেছেন এবং তোমাদের উপর তাঁর প্রকাশ্য ও অপ্রকাশ্য সমস্ত নিয়ামতকে পূর্ণ করে রেখেছেন; আর কতক লোক এমন আছে যারা আল্লাহ সম্বন্ধে বিতর্ক করে থাকে কোনো জ্ঞান ব্যতিরেকে ও কোনো প্রমাণ ব্যতিরেকে এবং কোনো উজ্জ্বল গ্রন্থ ব্যতিরেকে।

وَاِذَا قِيْلَ لَهُمُ اتَّبِعُوْا مَآ اَنْزَلَ اللّٰهُ قَالُوْا بَلْ
نَتَّبِعُ مَا وَجَدْنَا عَلَيْهِ اٰبَآءَنَا ؕ اَوَلَوْ كَانَ
الشَّيْطٰنُ يَدْعُوْهُمْ اِلٰى عَذَابِ السَّعِيْرِ ﴿٢١﴾

২১. এবং যখন তাদেরকে বলা হয় যে, তার অনুসরণ কর যা আল্লাহ তা'আলা নাজিল করেছেন, তখন তারা বলে, না, আমরা তারই অনুসরণ করব– যদুপরি আমাদের পূর্বপুরুষগণকে পেয়েছি; [আল্লাহ বলেন,] যদি শয়তান তাদের পূর্বপুরুষদেরকে দোজখের আজাবের দিকে ডাকতে থাকে, তবুও কি [তাদেরই অনুসরণ করবে]?

وَمَنْ يُّسْلِمْ وَجْهَهٗۤ اِلَى اللّٰهِ وَهُوَ مُحْسِنٌ
فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقٰى ؕ وَاِلَى اللّٰهِ
عَاقِبَةُ الْاُمُوْرِ ﴿٢٢﴾

২২. পক্ষান্তরে যে ব্যক্তি নিজের মুখমণ্ডল আল্লাহ তা'আলার দিকে ঝুঁকিয়ে দেয় এবং সে নিষ্ঠাবানও হয়, তবে সে সুদৃঢ় রজ্জুকে মজবুতভাবে ধারণ করল এবং সমস্ত কার্যের পরিণাম আল্লাহর নিকট পৌঁছবে।

শাব্দিক অনুবাদ :

১৯. وَاقْصِدْ فِيْ مَشْيِكَ আর নিজ চলনে মধ্যপন্থা অবলম্বন করবে وَاغْضُضْ مِنْ صَوْتِكَ আর নিজের স্বর অনুচ্চ করবে اِنَّ اَنْكَرَ الْاَصْوَاتِ নিঃসন্দেহে স্বরসমূহের মধ্যে অত্যন্ত ঘৃণ্য لَصَوْتُ الْحَمِيْرِ গর্দভের স্বরই।

২০. اَلَمْ تَرَوْا তোমরা এই কথা অবহিত নও যে اَنَّ اللّٰهَ سَخَّرَ لَكُمْ আল্লাহ ঐ সমস্তকে তোমাদের কাজে নিযুক্ত করে রেখেছেন مَا فِى السَّمٰوٰتِ وَمَا فِى الْاَرْضِ আসমান সমূহ ও জমিনে যা আছে وَاَسْبَغَ عَلَيْكُمْ এবং তোমাদের উপর পূর্ণ করে রেখেছেন نِعَمَهٗ ظَاهِرَةً وَّبَاطِنَةً তাঁর প্রকাশ্য ও অপ্রকাশ্য সমস্ত নিয়ামতকে وَمِنَ النَّاسِ আর কতক লোক এমন আছে- مَنْ يُّجَادِلُ فِى اللّٰهِ যারা আল্লাহ সম্বন্ধে বিতর্ক করে থাকে بِغَيْرِ عِلْمٍ কোনো জ্ঞান ব্যতিরেকে وَلَا هُدًى ও কোনো প্রমাণ ব্যতিরেকে وَلَا كِتٰبٍ مُّنِيْرٍ এবং কোনো উজ্জ্বল গ্রন্থ ব্যতিরেকে।

২১. وَاِذَا قِيْلَ لَهُمُ এবং যখন তাদেরকে বলা হয় اِتَّبِعُوْا তার অনুসরণ কর مَآ اَنْزَلَ اللّٰهُ যা আল্লাহ তা'আলা নাজিল করেছেন قَالُوْا তখন তারা বলে- بَلْ نَتَّبِعُ না, আমরা তারই অনুসরণ করব مَا وَجَدْنَا عَلَيْهِ اٰبَآءَنَا যদুপরি আমাদের পূর্ব পুরুষগণকে পেয়েছি- اَوَلَوْ كَانَ الشَّيْطٰنُ يَدْعُوْهُمْ যদি শয়তান তাদের পূর্ব পুরুষদেরকে ডাকতে থাকে اِلٰى عَذَابِ السَّعِيْرِ দোজখের আজাবের দিকে, তবুও কি [তাদেরই অনুসরণ করবে]?

২২. وَمَنْ يُّسْلِمْ وَجْهَهٗۤ اِلَى اللّٰهِ পক্ষান্তরে যে ব্যক্তি নিজের মুখমণ্ডল আল্লাহ তা'আলার দিকে ঝুঁকিয়ে দেয় وَهُوَ مُحْسِنٌ এবং সে নিষ্ঠাবানও হয় فَقَدِ اسْتَمْسَكَ তবে সে ধারণ করল بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقٰى সুদৃঢ় রজ্জুকে মজবুত ভাবে وَاِلَى اللّٰهِ عَاقِبَةُ الْاُمُوْرِ এবং সমস্ত কার্যের পরিণাম আল্লাহর নিকটই পৌছবে।

https://e-ilm.weebly.com/

২৩. আর যে ব্যক্তি কুফর করে, তবে আপনার জন্য তার কুফরি আচরণ চিন্তার কারণ হওয়া উচিত নয়; তাদের সকলকেই আমার নিকট ফিরে আসতে হবে, তখন আমি তাদেরকে জানিয়ে দেব যা কিছু তারা [দুনিয়াতে] করত; নিশ্চয় আল্লাহ অন্তরসমূহের কথা ভালোরূপে জানেন।	وَمَنْ كَفَرَ فَلَا يَحْزُنْكَ كُفْرُهٗ ؕ اِلَيْنَا مَرْجِعُهُمْ فَنُنَبِّئُهُمْ بِمَا عَمِلُوْا ؕ اِنَّ اللّٰهَ عَلِيْمٌۢ بِذَاتِ الصُّدُوْرِ ﴿٢٣﴾
২৪. আমি তাদেরকে স্বল্প কয়েকদিনের উপভোগ দিয়ে রেখেছি, তারপর আমি তাদেরকে ভীষণ আজাবের দিকে ক্রমে ক্রমে টেনে নিয়ে আসব।	نُمَتِّعُهُمْ قَلِيْلًا ثُمَّ نَضْطَرُّهُمْ اِلٰى عَذَابٍ غَلِيْظٍ ﴿٢٤﴾
২৫. আর যদি আপনি তাদেরকে জিজ্ঞাসা করেন, আসমানসমূহ ও জমিনকে কে সৃষ্টি করেছে? তবে অবশ্যই তারা এ উত্তরই দেবে যে, আল্লাহ তা'আলা; আপনি বলুন, সমস্ত প্রশংসা আল্লাহর জন্য; বরং তাদের অধিকাংশই জানে না।	وَلَئِنْ سَاَلْتَهُمْ مَّنْ خَلَقَ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضَ لَيَقُوْلُنَّ اللّٰهُ ؕ قُلِ الْحَمْدُ لِلّٰهِ ؕ بَلْ اَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُوْنَ ﴿٢٥﴾
২৬. সমস্তই আল্লাহ তা'আলার জন্য, যা কিছু আসমান ও জমিনে আছে; আর নিঃসন্দেহে আল্লাহ তা'আলা অভাবশূন্য, সর্বগুণসম্পন্ন।	لِلّٰهِ مَا فِى السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ ؕ اِنَّ اللّٰهَ هُوَ الْغَنِىُّ الْحَمِيْدُ ﴿٢٦﴾
২৭. এবং সমগ্র জগতে যত বৃক্ষ রয়েছে, যদি তা সমস্তই কলম হয়, আর এই যে সমুদ্র রয়েছে, তা ব্যতীত এরূপ আরো সাতটি সমুদ্র [কালির স্থল] হয়, তবুও আল্লাহর [গুণাবলির] বাক্যসমূহ সমাপ্ত হবে না; নিঃসন্দেহে আল্লাহ প্রবল পরাক্রান্ত, প্রজ্ঞাময়।	وَلَوْ اَنَّ مَا فِى الْاَرْضِ مِنْ شَجَرَةٍ اَقْلَامٌ وَّالْبَحْرُ يَمُدُّهٗ مِنْۢ بَعْدِهٖ سَبْعَةُ اَبْحُرٍ مَّا نَفِدَتْ كَلِمٰتُ اللّٰهِ ؕ اِنَّ اللّٰهَ عَزِيْزٌ حَكِيْمٌ ﴿٢٧﴾

শাব্দিক অনুবাদ :

২৩. وَمَنْ كَفَرَ আর যে ব্যক্তি কুফর করে فَلَا يَحْزُنْكَ كُفْرُهٗ তবে আপনার জন্য তার কুফরি আচরণ চিন্তার কারণ হওয়া উচিত নয় اِلَيْنَا مَرْجِعُهُمْ তাদের সকলকেই আমার দিকে ফিরে আসতে হবে فَنُنَبِّئُهُمْ তখন আমি তাদেরকে জানিয়ে দিব بِمَا عَمِلُوْا যা কিছু তারা করত اِنَّ اللّٰهَ عَلِيْمٌ নিশ্চয় আল্লাহ ভালোরূপে জানেন بِذَاتِ الصُّدُوْرِ অন্তর সমূহের কথা।

২৪. نُمَتِّعُهُمْ قَلِيْلًا আমি তাদেরকে স্বল্প কয়েকদিনের দিনের উপভোগ দিয়ে রেখেছি ثُمَّ نَضْطَرُّهُمْ তৎপর আমি তাদেরকে ক্রমে ক্রমে টেনে নিয়ে আসব اِلٰى عَذَابٍ غَلِيْظٍ ভীষণ আজাবের দিকে।

২৫. وَلَئِنْ سَاَلْتَهُمْ আর যদি আপনি তাদেরকে জিজ্ঞাসা করেন مَّنْ خَلَقَ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضَ আসমান সমূহ ও জমিন কে সৃষ্টি করেছেন لَيَقُوْلُنَّ اللّٰهُ তবে অবশ্যই তারা এই উত্তর দিবে যে, আল্লাহ তা'আলা قُلِ আপনি বলুন اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ আলহামদুলিল্লাহ بَلْ اَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُوْنَ বরং তাদের অধিকাংশই জানেনা।

২৬. لِلّٰهِ مَا فِى السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ সমস্তই আল্লাহ তা'আলার জানা যা কিছু আসমান ও জমিনে আছে- اِنَّ اللّٰهَ هُوَ الْغَنِىُّ الْحَمِيْدُ আর নিঃসন্দেহে আল্লাহ তা'আলা অভাবশূন্য সর্বগুণ সম্পন্ন।

২৭. وَلَوْ اَنَّ مَا فِى الْاَرْضِ এবং সমগ্র জগতে রয়েছে যদি তা সমস্ত হয় مِنْ شَجَرَةٍ যত বৃক্ষ اَقْلَامٌ কলম وَالْبَحْرُ আর এই যে সমুদ্র রয়েছে- يَمُدُّهٗ مِنْۢ بَعْدِهٖ سَبْعَةُ اَبْحُرٍ এটা ব্যতীত এরূপ আরও সাতটি সমুদ্র [কালির স্থল] হয় مَّا نَفِدَتْ তবুও আল্লাহর বাক্যসমূহ সমাপ্ত হবে না كَلِمٰتُ اللّٰهِ اِنَّ اللّٰهَ عَزِيْزٌ حَكِيْمٌ নিঃসন্দেহে আল্লাহ প্রবল পরাক্রান্ত প্রজ্ঞাময়।

https://e-ilm.weebly.com/

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يُّجَادِلُ فِى اللّٰهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَّلَا هُدًى وَّلَا كِتَابٍ مُّنِيْرٍ -(٢٠)

শানে নুযূল : ১. হযরত মুজাহিদ (র.) বলেন, আলোচ্য আয়াত হযরত মহানবী [সা.] এর নিকট আগত একজন ইহুদি সম্পর্কে নাজিল হয়েছে। ঘটনা প্রবাহ হচ্ছে যে, সে ইহুদি যখন রাসূল ﷺ -এর নিকট এসে বলেছিল, হে মুহাম্মাদ! আপনার রব সম্পর্কে আমাকে অবগত করে দিন। তিনি কোন জাতীয় বস্তু? তখন কোনো একটি বিকট আওয়াজ তাকে আক্রান্ত করে। সে সম্পর্কে আলোচ্য আয়াত নাজিল হয়েছে।

শানে নুযূল : ২. হযরত ইবনে আব্বাস (রা.)-এর অভিমত হচ্ছে যে, আলোচ্য আয়াত নযর বিন হারিছ সম্পর্কে নাজিল হয়েছে। সে বলত যে, ফেরেশতারা নাকি আল্লাহর কন্যা সন্তান। তাদের সে ভ্রান্ত আকিদা পোষণ করার পরিপ্রেক্ষিতে আলোচ্য আয়াত নাজিল হয়েছে। –[কুরতুবী ৬৯/১৪]

وَلَوْ اَنَّ مَا فِى الْاَرْضِ مِنْ ....اِنَّ اللّٰهَ عَزِيْزٌ حَكِيْمٌ (٢٧)

শানে নুযূল : কতক রেওয়ায়েতে আছে যে, এ আয়াত ইহুদি পাদ্রীদের এক প্রশ্নের উত্তরে নাজিল হয়, যখন কিছু সংখ্যক ইহুদি পাদ্রী হাজির হয়ে কুরআনের আয়াত وَمَا اُوْتِيْتُمْ مِنَ الْعِلْمِ اِلَّا قَلِيْلًا [অর্থাৎ তোমাদের অতি সামান্য পরিমাণ জ্ঞানই প্রদান করা হয়েছে] প্রসঙ্গে আপত্তির সুরে বলল, আপনি 'নবীজী' বলেন যে, তোমাদেরকে অতি সামান্য জ্ঞান প্রদান করা হয়েছে। এতে আপনি কি শুধু আপনাদের অবস্থা বর্ণনা করেছেন। না আমাদেরকেও এর অন্তর্ভুক্ত করেছেন। মহানবী হযরত ﷺ বললেন, আমার উদ্দেশ্য সকলেই। অর্থাৎ আমাদের জাতি, ইহুদি এবং খ্রিস্টানগণও। তখন তারা আপত্তি করে বলল, আমাদেরকে তো আল্লাহপাক তাওরাত প্রদান করেছেন যা تِبْيَانًا لِكُلِّ شَيْءٍ অর্থাৎ সকল বস্তুর [রহস্য] বর্ণনাকারী। তিনি বললেন, এ আল্লাহর জ্ঞানের তুলনায় অতি নগণ্য। আবার তাওরাতে যে সব জ্ঞান রয়েছে, সে সম্পর্কেও তোমরা পুরোপুরি অবহিত নও। কিন্তু আল্লাহর জ্ঞানের তুলনায় যাবতীয় আসমানি গ্রন্থ এবং সমস্ত নবীগণের সমষ্টিগত জ্ঞানও অতিশয় কিঞ্চিৎকর ও নগণ্য। এ বক্তব্যের সমর্থনেই এ আয়াত নাজিল হয়েছে।

وَاقْصِدْ فِىْ مَشْيِكَ - অর্থাৎ নিজ গতিতে মধ্যপন্থা অবলম্বন কর, দৌড়-ঝাঁপসহও চলো না, যা সভ্যতা ও শালীনতার পরিপন্থি। হাদীস শরীফ আছে যে, দ্রুতগতিতে চলা মুমিনের সৌন্দর্য ও মর্যাদাহানিকর [জামে সগীর হযরত আবূ হুরায়রা থেকে বর্ণিত]। এভাবে চলার ফলে নিজেরও দুর্ঘটনায় পতিত হওয়ার আশঙ্কা থাকে বা অপরের দুর্ঘটনার কারণও ঘটতে পারে। আবার অত্যধিক মন্থর গতিতেও চলো না–যা সেসব গর্বস্ফীত আত্মাভিমানীদের অভ্যাস, যারা অন্যান্য মানুষের চাইতে নিজের অসার কৌলীন্য ও শ্রেষ্ঠত্ব দেখাতে চায়। অথবা সেসব স্ত্রীলোকদের অভ্যাস, যারা অত্যাধিক লজ্জা-সংকোচের দরুন দ্রুতগতিতে বিচরণ করে না। অথবা অক্ষম ব্যাধিগ্রস্তদের অভ্যাস। প্রথমটি তো হারাম। দ্বিতীয়টি যদি নারী জাতির অনুসরণে করা হয় তাও না-জায়েজ। আর যদি এ উদ্দেশ্য না থাকে, তবে পুরুষের পক্ষে এটা একটা কলঙ্ক। তৃতীয় অবস্থায় আল্লাহর প্রতি অকৃতজ্ঞতা প্রদর্শন-সুস্থ থাকা সত্ত্বেও রোগগ্রস্তদের রূপ ধারণ করা।

হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা.) বলেন যে, সাহাবায়ে কেরামকে ইহুদিদের মতো দৌড়াতে বারণ করা হতো। আবার খ্রিস্টানদের ন্যায় ধীর গতিতে চলতেও বারণ করা হতো; বরং উভয়ের মধ্যবর্তী চাল-চলন গ্রহণের নির্দেশ ছিল।

হযরত আয়েশা [রা.] জনৈক ব্যক্তিকে অত্যন্ত মন্থর গতিতে চলতে দেখলেন। মনে হচ্ছিল যেন সে এক্ষণি পড়ে যাবে। সুতরাং তিনি লোকটির নিকটে তার এরূপভাবে চলার কারণ জিজ্ঞেস করাতে সে বলল যে, সে একজন আলেম ও ক্বারী বলে এরূপভাবে চলে। এর পরিপ্রেক্ষিতে হযরত আয়েশা (রা.) ফরমান যে, খলীফা হযরত ওমর (রা.)-এর চাইতে অনেক উন্নতমানের ক্বারী। কিন্তু তিনি যখন পথ চলতেন তখন মধ্যম গতিতে চলতেন। তিনি কথা বলার সময় এমন আওয়াজে বলতেন যেন অপর লোক অনায়াসে তা শুনতে পায়। (এমন ক্ষীণভাবেও নয় যে, তিনি কি বললেন শ্রোতৃমণ্ডলীর তা আবার জিজ্ঞেস করার প্রয়োজন হয়)।

https://e-ilm.weebly.com/

وَاغْضُضْ مِنْ صَوْتِكَ – অর্থাৎ তোমাদের স্বর ক্ষীণ কর। যার অর্থ স্বর প্রয়োজনাতিরিক্ত উচ্চ কারো না এবং হট্টগোল করো না। যেমন এইমাত্র ফারূকে আজম সম্পর্কে বলা হলো যে, তিনি এমনভাবে কথা বলতেন যেন উপস্থিত জনমণ্ডলী অনায়াসে তা শুনতে পায়, কোনো প্রকার অসুবিধা না হয়।

অতঃপর বলা হয়েছে : إِنَّ أَنْكَرَ الْأَصْوَاتِ لَصَوْتُ الْحَمِيْرِ অর্থাৎ চতুষ্পদ জন্তুসমূহের মধ্যে গাধার চীৎকারই অত্যন্ত বিকট ও শ্রুতিকটু। এখানে সামাজিক শিষ্টাচার সম্পর্কে কয়েকটি বিষয়ের উল্লেখ করা হয়েছে।

(১) লোকের সঙ্গে সাক্ষাত ও কথোপকথনকালে আত্মম্ভরিতার সুরে মুখ ফিরিয়ে কথা বলতে বারণ করা হয়েছে। (২) ধরাপৃষ্ঠে অহংকার ভরে বিচরণ করতে বারণ করা হয়েছে। (৩) মধ্যবর্তী চাল-চলন গ্রহণ করতে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। (৪) উচ্চৈঃস্বরে চীৎকার করে কথা বলতে নিষেধ করা হয়েছে।

রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর আচার-আচরণেও এসব গুণের অপূর্ব সমবেশ ঘটেছিল।

শামায়েলে তিরমিযীতে হযরত হুসাইন (রা.) ফরমান–আমি আমার পিতা হযরত আলী (রা.)-এর নিকট মানুষের সাথে উঠা-বসা ও মেলামেশার কালে আঁ হযরত [সা.]- এর আচার-ব্যবহার ও প্রকৃতি সম্পর্কে জিজ্ঞেস করায় তিনি বলেন :

كَانَ دَائِمُ الْبِشْرِ سَهْلُ الْخُلُقِ لَيِّنُ الْجَانِبِ لَيْسَ بِفَظٍّ وَلَا غَلِيْظٍ وَلَا صَخَّابٍ فِى الْاَسْوَاقِ وَلَا فَحَّاشٍ وَلَا عَيَّابٍ وَلَا مَشَّاحٍ يَتَغَافَلُ عَمَّا لَا يَشْتَهِىْ وَلَا يُؤْيِسُ مِنْهُ وَلَا يُجِيْبُ فِيْهِ قَدْ تَرَكَ نَفْسَهُ مِنْ ثَلَاثٍ الْمِرَاءِ وَالْاِكْبَارِ وَمَا لَا يَعْنِيْهِ.

'নবীজী ﷺ-কে সর্বদা প্রসন্ন ও হাস্যোজ্জ্বল মনে হতো–তাঁর চরিত্রে নম্রতা, আচার-ব্যবহারে বিনয় বিদ্যমান ছিল। তাঁর স্বভাব মোটেই রুক্ষ ছিল না, কথাবার্তাও নিরস ছিল না। তিনি উচ্চৈঃস্বরে বা অশ্লীল কথা বলতেন না, কারো প্রতি দোষারোপ করতেন না। কৃপণতা প্রকাশ করতেন না। যেসব দ্রব্য মনঃপুত হতো না সেগুলোর প্রতি আসক্তি প্রকাশ করতেন না। কিন্তু [সেগুলো হালাল হলে এবং তার প্রতি কারো আকর্ষণ থাকলে] তা থেকে তাদেরকে নিরাশ করতেন না। এবং সে সম্পর্কে কোনো মন্তব্যও করতেন না [বরং নীরবতা অবলম্বন করতেন], তিন বস্তু সম্পূর্ণভাবে [চিরতরে] বর্জন করেছিলেন। (১) ঝগড়া-বিবাদ, (২) অহঙ্কার, (৩) অপ্রয়োজনীয় ও অর্থহীন কাজে আত্মনিয়োগ করা।

মহান আল্লাহর সর্বব্যাপী অসীম জ্ঞান ও অসাধারণ ক্ষমতার দৃশ্যাবলি অবলোকন করা সত্ত্বেও কাফের ও মুশরিকগণ স্বীয় শিরক ও কুফরিতে অনড় রয়েছে বলে সূরার প্রারম্ভে তাদের সম্পর্কে সতর্কবাণী আর অপরপক্ষে স্বভাবসুলভ অনুগত মুমিনগণের প্রশংসা-স্তুতি ও শুভ পরিণতির বর্ণনা ছিল। মধ্যস্থলে মহামতি লোকমানের উপদেশাবলিও এক প্রকার সেসব বিষয়ের পরিপূরকই ছিল। উল্লিখিত আয়াতে আল্লাহ পাকের সর্বব্যাপী ও সর্বোতমুখী জ্ঞান ও ক্ষমতা এবং সৃষ্টিকুলের প্রতি তাঁর অজস্র কৃপা ও করুণারাজি বর্ণনা করে পুনরায় তাওহীদের প্রতি আহ্বান করা হয়েছে।

سَخَّرَ لَكُمْ مَا فِى السَّمٰوٰتِ وَمَا فِى الْاَرْضِ – অর্থাৎ আল্লাহ পাক নভোমণ্ডল ও ভূ-মণ্ডলের যাবতীয় বস্তু তোমাদের অনুগত করে দিয়েছেন। অনুগত করে দেওয়ার অর্থ কোনো বস্তুকে কারো আজ্ঞাবহ করে দেওয়া। প্রশ্ন হতে পারে যে, ভূ-মণ্ডলের সকল বস্তু তো আজ্ঞাবহ নয়। বরং অনেক বস্তুই তো মানুষের মর্জির বিপরীত কাজ করে। বিশেষ করে যেসব বস্তু নভোমণ্ডলে বিদ্যমান, সেগুলো মানুষের আজ্ঞাবহ হওয়ার তো কোনো সম্ভাবনাই নেই। উত্তর এই যে, تَسْخِيْر অর্থ কোনো বস্তুকে কোনো বিশেষ কাজে বাধ্যতামূলকভাবে নিয়োজিত করে রাখা। আকাশ ও পৃথিবীর যাবতীয় বস্তু মানুষের অনুগত করে দেওয়ার অর্থ এই যে, সেসব বস্তু মানুষের সেবা ও কল্যাণ সাধনে নিয়োজিত করে দেওয়া হয়েছে। তন্মধ্যে অনেক বস্তু তো এমন যে, সেগুলোকে মানুষের সেবায় নিয়োজিত করার সাথে সাথে তাদের আজ্ঞাবহও করে দেওয়া হয়েছে–তারা যখন যেভাবে ইচ্ছা সেগুলোকে ব্যবহার করে। আবার কতক বস্তু এমনও আছে, যেগুলো মানুষের কাজে তো লাগিয়ে দেওয়া হয়েছে– ফলে তা মানব-সেবায় যথারীতি অবশ্যই নিয়োজিত–কিন্তু প্রতিপালকোচিত হেকমতের পরিপ্রেক্ষিতে সেগুলোকে মানুষের অনুগত করে দেওয়া হয়নি। যেমন, নভোমণ্ডলে অবস্থিত সৃষ্টিজগত, গ্রহ-নক্ষত্র, বজ্র-বিদ্যুৎ, বৃষ্টি-বাদল প্রভৃতি ; যেগুলো মানুষের আজ্ঞাবহ করে দেওয়া হলে পর সেগুলোর উপর মানুষের স্বভাব, রুচি, প্রকৃতি ও অবস্থাবলির বিভিন্নতার প্রভাব ও প্রতিক্রিয়া প্রতিফলিত হতো। একজন কামনা করতো যে, সূর্য অনতিবিলম্বে উদিত হোক। আবার অপরজন তার নিজস্ব প্রয়োজনে এর বিলম্বে উদয়নই কামনা করতো। একজন বৃষ্টি কামনা করতো;

https://e-ilm.weebly.com/

অপরজন উন্মুক্ত প্রান্তরে সফরে আছে বলে বৃষ্টি না হওয়াই কামনা করতো। এমতাবস্থায় এরূপ পরস্পর বিপরীতধর্মী চাহিদা আকাশমণ্ডলের বস্তুসমূহের কার্যক্রমে বৈপরীত্য ও বৈসাদৃশ্যের উদ্ভব ঘটাতো। এজন্যই আল্লাহ পাক এসব বস্তু মানবসেবায় নিয়োজিত অবশ্যই রেখেছেন ; কিন্তু তার আজ্ঞাবহ করে রাখেননি। এও এক প্রকারের করায়ত্তকরণই বটে।

وَاَسْبَغَ عَلَيْكُمْ نِعَمَهٗ ظَاهِرَةً وَّبَاطِنَةً - اِسْبَاغٌ অর্থ পরিপূর্ণ করে দেওয়া। যার অর্থ আল্লাহ পাক তোমাদের উপর তাঁর প্রকাশ্য –অপ্রকাশ্য সকল প্রকারের নিয়ামত পরিপূর্ণ করে দিয়েছেন। প্রকাশ্য নিয়ামত বলতে সেসব নিয়ামতকেই বোঝায়, যা মানুষ তার পঞ্চেন্দ্রিয়ের সাহায্যে অনুধাবন করতে পারে। যেমন, মনোরম আকৃতি, মানুষের সুঠাম ও সংবদ্ধ অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ এবং প্রত্যেক অঙ্গ এমন সুসামঞ্জস্যপূর্ণভাবে তৈরি করা যেমন তা মানুষের কাজে সর্বাধিক সহায়কও হয় অথচ আকৃতি-প্রকৃতিতেও কোনো প্রকারের বিকৃতি না ঘটায়। অনুরূপভাবে জীবিকা, ধন-সম্পদ, জীবন-যাপনের মাধ্যমসমূহ, সুস্থতা ও কুশলাবস্থা-এসবই ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য নিয়ামত ও অনুকম্পাসমূহের অন্তর্ভুক্ত। তদ্রূপ দ্বীন ইসলামকে সহজ ও অনায়াসলব্ধ করে দেওয়া, আল্লাহ-রাসূলের অনুরসণ ও আনুগত্য প্রদর্শনের তাওফীক প্রদান, অন্যান্য ধর্মের উপর ইসলামের বিজয় ও প্রভাবশীলতা এবং শত্রুদের মোকাবিলায় মুসলমানদের প্রতি সাহায্য ও সহায়তা-এসবই প্রকাশ্য নিয়ামতসমূহের পর্যায়ভুক্ত। আর গোপনীয় নিয়ামত সেগুলো, যা মানব হৃদয়ের সাথে সম্পর্কযুক্ত–যথা ঈমান, আল্লাহ পাকের পরিচয় লাভ এবং জ্ঞান-বুদ্ধি, সচ্চরিত্র, পাপসমূহ গোপন করা ও অপরাধসমূহের ত্বরিৎ শাস্তি আরোপিত না হওয়া ইত্যাদি।

وَلَوْ اَنَّمَا فِى الْاَرْضِ مِنْ شَجَرَةٍ اَقْلَامٌ – এই আয়াতে মহান আল্লাহ তাঁর জ্ঞান ও প্রজ্ঞা, তাঁর ক্ষমতার ব্যবহার এবং তাঁর নিয়ামত [কৃপা ও দয়াসমূহ] যে একেবারে অসীম ও অফুরন্ত,– কোনো ভাষার সাহায্যে তা প্রকাশ করা চলে না, কোনো কলম দিয়ে তা লিপিবদ্ধ করা চলে না, এ তথ্যটুকুই সুস্পষ্ট করে দিয়েছেন। অধিকন্তু তিনি এরূপভাবে উদাহরণ পেশ করেছেন যে, ভূ-পৃষ্ঠে যত বৃক্ষ আছে, যদি সেগুলোর সব শাখা-প্রশাখা দিয়ে কলম তৈরি করা হয় এবং বিশ্বের সাগরসমূহের পানি কালিতে রূপান্তরিত করে দেওয়া হয় এবং এসব কলম আল্লাহ তা'আলার প্রজ্ঞা ও জ্ঞান–গরিমা এবং তাঁর ক্ষমতা ব্যবহারের বিবরণ লিখতে আরম্ভ করে, তবে সমুদ্রের পানি নিঃশেষ হয়ে যাবে; তবু তাঁর অফুরন্ত প্রজ্ঞা ও মহিমার বর্ণনা শেষ হবে না। কেবল একটি মাত্র সমুদ্র কেন–যদি অনুরূপ আরো সাত সমুদ্রও অন্তর্ভুক্ত করে নেওয়া হয়, তবুও সব সাগর শেষ হয়ে যাবে তথাপি আল্লাহ পাকের মহিমা প্রকাশক বাণীসমূহের পরিসমাপ্তি ঘটবে না। كَلِمٰتُ اللّٰهِ - র ভাবার্থ আল্লাহ পাকের জ্ঞানপূর্ণ ও প্রজ্ঞাময় বাক্যাবলি।– [রূহ ও মাযহারী] আল্লাহ পাকের মহিমা, কৃপা ও করুণাবলিও এর অন্তর্ভুক্ত। সাত সমুদ্র অর্থ এ নয় যে, সাত সমুদ্রের সংখ্যা সাতটিই; বরং অর্থ এই যে, এক সমুদ্রের সাথে আরো সাতটি সুমদ্র সংযুক্ত হয়েছে বলে যদি ধরেও নেওয়া হয়, তা সত্ত্বেও এসবগুলোর পানি দিয়ে আল্লাহর প্রজ্ঞাময় বাক্যসমূহ লিখে শেষ করা যাবে না। এখানে সাতের সংখ্যা উদাহরণস্বরূপ উল্লেখ করা হয়েছে– সীমিত করে দেওয়া উদ্দেশ্য নয় যার প্রমাণ কুরআনের অন্য এক আয়াত–যেখানে বলা হয়েছে– قُلْ لَّوْ كَانَ الْبَحْرُ مِدَادًا لِّكَلِمٰتِ رَبِّىْ لَنَفِدَ الْبَحْرُ قَبْلَ اَنْ تَنْفَدَ كَلِمٰتُ رَبِّىْ وَلَوْ جِئْنَا بِمِثْلِهٖ مَدَدًا অর্থাৎ 'আল্লাহর মহিমাসূচক বাণীসমূহ প্রকাশ করতে যদি সমুদ্রকে কালিতে রূপান্তরিত করে দেওয়া হয়, তবে সমুদ্র শূন্য হয়ে যাবে– কিন্তু সে বাণীসমূহ শেষ হবে না। আর শুধু এ সমুদ্র নয়, অনুরূপ আরো সমুদ্র অন্তর্ভুক্ত করলেও অবস্থা একই থাকবে।' এ আয়াতে بِمِثْلِهٖ বলে এরূপ ইঙ্গিত করা হয়েছে যে, যদি এ ধারা বহুদূর পর্যন্ত চলতে থাকে যে, এক সমুদ্রের সাথে অনুরূপ অপর সমুদ্র সংযুক্তও হয়ে তার সাথে অনুরূপ তৃতীয়টা অনুরূপ চতুর্থটা–মোটকথা সমুদ্রসমূহের যতগুণ বা সংখ্যাই মেনে নেওয়া হোক না কেন, এসবগুলোর পানি কালি হলেও আল্লাহর মহিমা প্রকাশক বাণীসমূহ লিখে শেষ করতে পারবে না। যুক্তি-বুদ্ধির দিক দিয়ে একথা সুস্পষ্ট যে সমুদ্র সাতটি কেন সাত হাজারও যদি হয়, তবুও তা সীমাবদ্ধ, শেষ অবশ্যই হবে–কিন্তু كَلِمٰتُ اللّٰهِ অর্থাৎ, আল্লাহর বাক্যাবলি অসীম ও অনন্ত– কোনো সসীম বস্তু অসীমকে কিরূপে সীমিত করতে পারে?

কতক রেওয়ায়েতে আছে যে, এ আয়াত ইহুদি পাদ্রীদের এক প্রশ্নের উত্তরে নাজিল হয়েছে। মহানবী হযরত ﷺ যখন মদীনায় তশরিফ আনেন তখন কিছুসংখ্যক ইহুদি পাদ্রী হাজির হয়ে কুরআনের আয়াত وَمَآ اُوْتِيْتُمْ مِّنَ الْعِلْمِ اِلَّا قَلِيْلًا [অর্থাৎ তোমাদেরকে অতি সামান্য পরিমাণ জ্ঞানই প্রদান করা হয়েছে] প্রসঙ্গে আপত্তির সুরে বলল, আপনি [নবীজী] বলেন যে, তোমাদেরকে অতি সামান্য জ্ঞান প্রদান করা হয়েছে। এতে আপনি কি শুধু আপনাদের অবস্থা বর্ণনা করেছেন। না

https://e-ilm.weebly.com/

আমাদেরকেও এর অন্তর্ভুক্ত করেছেন। মহানবী ﷺ বললেন–আমার উদ্দেশ্য সকলেই। অর্থাৎ আমাদের জাতি এবং ইহুদি-খ্রিস্টানগণও। তখন তারা আপত্তি করে বলল– আমাদেরকে তো আল্লাহ পাক তাওরাত প্রদান করেছেন– যা تِبْيَانًا لِكُلِّ شَيْءٍ অর্থাৎ সকল বস্তুর [রহস্য] বর্ণনাকারী। তিনি বললেন, এও আল্লাহর জ্ঞানের তুলনায় অতি নগণ্য। আবার তওরাতে যেসব জ্ঞান রয়েছে, সে সম্পর্কেও তোমরা পুরোপুরি অবহিত নও। কিন্তু আল্লাহর জ্ঞানের তুলনায় যাবতীয় আসমানি গ্রন্থ এবং সমস্ত নবীগণের সমষ্টিগত জ্ঞানও অতিশয় কিঞ্চিৎকর ও নগণ্য। এ বক্তব্যের সমর্থনেই এ আয়াত নাজিল হয়েছে। .... وَلَوْ اَنَّمَا فِى الْاَرْضِ مِنْ شَجَرَةٍ اَقْلَامٌ –[ইবনে কাছীর]

শব্দ বিশ্লেষণ :

تَرَوْا : সীগাহ جمع مذكر حاضر বহছ مضارع معروف বাব فَتَحَ মাসদার- رُؤْيَةٌ মূলবর্ণ (ر – ء – ى) জিনস মুরাক্কাব (ناقص يائى এবং مهموز عين) মূলত: تَرَوْنَ ছিল, لَمْ এর কারণে نون اعرابى বিলুপ্ত হয়ে গেছে। অর্থ– তোমরা দেখছ, তোমরা দেখেছ।

اَلسَّعِيْرُ : صفت مشبه - فَعِيْلٌ এর ওজনে মাফউলের অর্থে– প্রজ্জ্বলিত অগ্নি, দোজখ। سِعْر থেকে مَسْعُوْرٌ যার অর্থ, অগ্নি, আগুন প্রজ্জ্বলিত করা।

نُنَبِّئُهُمْ : সীগাহ جمع متكلم বহছ مضارع معروف : هُمْ যমীর মাফউল। বাব تَفْعِيْل মাসদার تَنْبِئَةٌ মূলবর্ণ (ن – ب – ء) জিনস مهموز لام অর্থ–অবহিত করা, খবরদার করা, সতর্ক করা, সংবাদ দেওয়া।

غَلِيْظٌ : صفت مشبه، (بحالت جر) বহুবচন– غِلَاظٌ। অর্থ–কঠিন, শক্ত

لَيَقُوْلُنَّ : সীগাহ جمع مذكر غائب বহছ مستقبل معروف درفعل لام تاكيد با نون تاكيد ثقيله বাব نَصَرَ মাসদার قَوْلٌ মূলবর্ণ (ق – و – ل) জিনস اجوف واوى অর্থ- অবশ্যই অবশ্যই তারা বলবে।

لَنَفِدَتْ : সীগাহ واحد مؤنث غائب বহছ ماضى معروف বাব سَمِعَ মাসদার نَفْدٌ মূলবর্ণ (ن – ف – د) জিনস صحيح অর্থ– বিলীন হয়ে যাওয়া, নিঃশেষ হয়ে যাওয়া।

বাক্য বিশ্লেষণ :

اِلَيْنَا مَرْجِعُهُمْ فَنُنَبِّئُهُمْ بِمَا عَمِلُوْا اِنَّ اللّٰهَ عَلِيْمٌ بِذَاتِ الصُّدُوْرِ : এখানে اِلَيْنَا হলো خبر مقدم আর فَنُنَبِّئُهُمْ আর مبتدا موخر হলো مَرْجِعُهُمْ এর فاء টি আতেফা نُنَبِّئُ ফে'ল আর যমীর نَحْنُ হলো ফায়েল আর هُمْ হলো مفعول به আর بِمَا টা نُنَبِّئُهُمْ ফেলের সাথে متعلق হয়েছে। আর عَمِلُوْا বাক্য টি সেলাহ হয়েছে مَا মওসূলের। আর اِنَّ হরফে মুশাব্বাহ বিল ফে'ল! اَللّٰهَ হলো اِسْمِ اِنَّ আর عَلِيْمٌ হলো خبر ان আর بِذَاتِ الصُّدُوْرِ হলো عَلِيْمٌ -এর সাথে متعلق –[ই'রাবুল কুরআন ৬ষ্ঠ পৃ. ৯৯]

https://e-ilm.weebly.com/

২৮. তোমাদের সকলকে সৃষ্টি করা এবং জীবিত করা এরূপই যেমন এক ব্যক্তিকে [সৃষ্টি করা ও জীবিত করা]; নিঃসন্দেহে আল্লাহ তা'আলা সবকিছুই শুনেন, সবকিছুই দেখেন।	مَا خَلْقُكُمْ وَلَا بَعْثُكُمْ اِلَّا كَنَفْسٍ وَّاحِدَةٍ ۗ اِنَّ اللّٰهَ سَمِيْعٌۢ بَصِيْرٌ ﴿٢٨﴾
২৯. [হে শ্রোতা!] তুমি কি দেখনা যে, আল্লাহ তা'আলা রাত্রিকে দিনের মধ্যে প্রবিষ্ট করেন এবং দিনকে রাত্রির মধ্যে প্রবিষ্ট করেন এবং তিনি সূর্য ও চন্দ্রকে কাজে রত করে রেখেছেন, প্রত্যেকেই নির্ধারিত সময় পর্যন্ত চলতে থাকবে, আর এটাও [কি তোমার জানা নেই] যে, আল্লাহ তোমাদের সমস্ত কাজে পূর্ণ অবহিত।	اَلَمْ تَرَ اَنَّ اللّٰهَ يُوْلِجُ الَّيْلَ فِي النَّهَارِ وَيُوْلِجُ النَّهَارَ فِي الَّيْلِ وَسَخَّرَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ ۖ كُلٌّ يَّجْرِيْٓ اِلٰٓى اَجَلٍ مُّسَمًّى وَّاَنَّ اللّٰهَ بِمَا تَعْمَلُوْنَ خَبِيْرٌ ﴿٢٩﴾
৩০. এটা এ কারণে যে, আল্লাহই সত্তাতে স্বয়ংসম্পূর্ণ, পক্ষান্তরে তারা আল্লাহকে ছেড়ে যে সমস্ত বস্তু পূজা করছে, সেগুলো নিতান্ত ভঙ্গুর, আর [এ হেতু যে,] আল্লাহই উচ্চ মর্যাদাশালী, অতি মহান।	ذٰلِكَ بِاَنَّ اللّٰهَ هُوَ الْحَقُّ وَاَنَّ مَا يَدْعُوْنَ مِنْ دُوْنِهِ الْبَاطِلُ ۙ وَاَنَّ اللّٰهَ هُوَ الْعَلِيُّ الْكَبِيْرُ ﴿٣٠﴾
৩১. [হে শ্রোতা!] তুমি কি দেখনা যে, আল্লাহ তা'আলারই অনুগ্রহে নৌকাসমূহ সমুদ্রের মধ্যে চলছে, যেন তিনি তোমাদেরকে আপন [কুদরতের] নিদর্শনসমূহ প্রদর্শন করেন; এতে নিদর্শনসমূহ রয়েছে প্রত্যেক ধৈর্যশীল, কৃতজ্ঞ লোকের জন্য।	اَلَمْ تَرَ اَنَّ الْفُلْكَ تَجْرِيْ فِي الْبَحْرِ بِنِعْمَتِ اللّٰهِ لِيُرِيَكُمْ مِّنْ اٰيٰتِهٖ ۗ اِنَّ فِيْ ذٰلِكَ لَاٰيٰتٍ لِّكُلِّ صَبَّارٍ شَكُوْرٍ ﴿٣١﴾

ع ١٢

শাব্দিক অনুবাদ :

২৮. مَا خَلْقُكُمْ وَلَا بَعْثُكُمْ তোমাদের সকলকে সৃষ্টি করা এবং জীবিত করা اِلَّا كَنَفْسٍ وَّاحِدَةٍ এরূপই যেমন এক ব্যক্তিকে [সৃষ্টি করা ও জীবিত করা] اِنَّ اللّٰهَ سَمِيْعٌۢ بَصِيْرٌ নিঃসন্দেহে আল্লাহ তা'আলা সব কিছু দেখেন সব কিছু শুনেন।

২৯. اَلَمْ تَرَ হে শ্রোতা তুমি কি দেখনা যে اِنَّ اللّٰهَ يُوْلِجُ الَّيْلَ فِي النَّهَارِ আল্লাহ তা'আলা রাত্রিকে দিনের মধ্যে প্রবিষ্ট করান وَيُوْلِجُ النَّهَارَ فِي الَّيْلِ এবং দিনকে রাত্রির মধ্যে প্রবিষ্ট করান وَسَخَّرَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ তিনি চন্দ্র সূর্যকে কাজে রত করে রেখেছেন– كُلٌّ يَّجْرِيْ প্রত্যেকেই চলতে থাকবে اِلٰٓى اَجَلٍ مُّسَمًّى নির্ধারিত সময় পর্যন্ত وَاَنَّ اللّٰهَ بِمَا تَعْمَلُوْنَ خَبِيْرٌ আর এটাও [কি তোমার জানা নেই] যে, আল্লাহ তোমাদের সমস্ত কাজে পূর্ণ অবহিত।

৩০. ذٰلِكَ بِاَنَّ اللّٰهَ هُوَ الْحَقُّ এটা একারণে যে, আল্লাহই সত্তাতে স্বয়ংসম্পূর্ণ وَاَنَّ مَا يَدْعُوْنَ مِنْ دُوْنِهٖ পক্ষান্তরে এরা আল্লাহকে যে সমস্ত বস্তুর পূজা করছে الْبَاطِلُ সেগুলো নিতান্ত ভঙ্গুর وَاَنَّ اللّٰهَ هُوَ الْعَلِيُّ আর আল্লাহই উচ্চ মর্যাদাশীল, الْكَبِيْرُ অতি মহান।

৩১. اَلَمْ تَرَ হে শ্রোতা তুমি কি দেখনা যে اَنَّ الْفُلْكَ নৌকাসমূহ تَجْرِيْ চলছে فِي الْبَحْرِ সমুদ্রে بِنِعْمَتِ اللّٰهِ আল্লাহ তা'আলার অনুগ্রহে لِيُرِيَكُمْ مِّنْ اٰيٰتِهٖ যেন তিনি তোমাদেরকে আপন নিদর্শনসমূহ প্রদর্শন করেন– اِنَّ فِيْ ذٰلِكَ لَاٰيٰتٍ এতে নিদর্শন সমূহ রয়েছে– لِّكُلِّ صَبَّارٍ شَكُوْرٍ প্রত্যেক ধৈর্যশীল কৃতজ্ঞ লোকের জন্য।

https://e-ilm.weebly.com/

৩২. আর যখন তরঙ্গমালা তাদেরকে চাঁদোয়ার ন্যায় [চতুর্দিক হতে] ঘিরে ফেলে, তখন তারা খাঁটি বিশ্বাসে আল্লাহকে ডাকতে থাকে, অতঃপর যখন তাদেরকে রক্ষা করে স্থলভাগের দিকে আনয়ন করেন, তখন তাদের মধ্যে কতক লোক তো ন্যায় পথেই থেকে যায়; আর ঐ সমস্ত লোকেই কেবল আমার নিদর্শনসমূহের প্রতি অবিশ্বাসী হয় যারা প্রতিজ্ঞা ভঙ্গকারী এবং অকৃতজ্ঞ।	وَاِذَا غَشِيَهُمْ مَّوْجٌ كَالظُّلَلِ دَعَوُا اللّٰهَ مُخْلِصِيْنَ لَهُ الدِّيْنَ ۚ فَلَمَّا نَجّٰىهُمْ اِلَى الْبَرِّ فَمِنْهُمْ مُّقْتَصِدٌ ۗ وَمَا يَجْحَدُ بِاٰيٰتِنَآ اِلَّا كُلُّ خَتَّارٍ كَفُوْرٍ ﴿٣٢﴾
৩৩. হে লোকসকল! নিজ প্রভুকে ভয় কর এবং ঐ দিনকে ভয় কর, যেদিন না কোনো পিতা স্বীয় পুত্রের উপকার করতে পারবে আর না কোনো পুত্র স্বীয় পিতার সামান্য উপকার করতে পারবে; নিঃসন্দেহে আল্লাহর ওয়াদা সত্য, অতএব, পার্থিব জীবন যেন তোমাদেরকে প্রতারিত না করে। আর ঐ প্রতারক [শয়তানও] যেন তোমাদেরকে [আল্লাহ হতে] প্রতারিত করতে না পারে।	يٰٓاَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوْا رَبَّكُمْ وَاخْشَوْا يَوْمًا لَّا يَجْزِيْ وَالِدٌ عَنْ وَّلَدِهٖ ۚ وَلَا مَوْلُوْدٌ هُوَ جَازٍ عَنْ وَّالِدِهٖ شَيْـًٔا ۗ اِنَّ وَعْدَ اللّٰهِ حَقٌّ فَلَا تَغُرَّنَّكُمُ الْحَيٰوةُ الدُّنْيَا ۗ وَلَا يَغُرَّنَّكُمْ بِاللّٰهِ الْغَرُوْرُ ﴿٣٣﴾
৩৪. নিঃসন্দেহে কিয়ামতের সংবাদ একমাত্র আল্লাহ তা'আলারই রয়েছে, এবং তিনিই বৃষ্টি বর্ষণ করে থাকেন এবং তিনিই অবগত আছেন যা কিছু গর্ভাধারে রয়েছে এবং কেউই জানে না যে, সে আগামীকাল কি কাজ করবে এবং কেউই জানে না যে, সে কোন স্থানে মরবে; নিঃসন্দেহে আল্লাহ তা'আলাই [সেই] সমস্ত বিষয়ে অবগত [ও] অবহিত আছেন।	اِنَّ اللّٰهَ عِنْدَهٗ عِلْمُ السَّاعَةِ ۚ وَيُنَزِّلُ الْغَيْثَ ۚ وَيَعْلَمُ مَا فِى الْاَرْحَامِ ۗ وَمَا تَدْرِيْ نَفْسٌ مَّاذَا تَكْسِبُ غَدًا ۗ وَمَا تَدْرِيْ نَفْسٌۢ بِاَيِّ اَرْضٍ تَمُوْتُ ۗ اِنَّ اللّٰهَ عَلِيْمٌ خَبِيْرٌ ﴿٣٤﴾ ع ١٢

শাব্দিক অনুবাদ :

৩২. وَاِذَا غَشِيَهُمْ مَّوْجٌ আর যখন তরঙ্গমালা তাদেরকে ঘিরে ফেলে كَالظُّلَلِ চাঁদোয়ার ন্যায় دَعَوُا اللّٰهَ তখন তারা আল্লাহকে ডাকতে থাকে مُخْلِصِيْنَ لَهُ الدِّيْنَ খাঁটি বিশ্বাসে فَلَمَّا نَجّٰىهُمْ اِلَى الْبَرِّ অতঃপর যখন তাদেরকে রক্ষা করে স্থলভাগের দিকে আনয়ন করেন فَمِنْهُمْ مُّقْتَصِدٌ তখন তাদের মধ্যে কতক লোক তো ন্যায় পথেই থেকে যায় وَمَا يَجْحَدُ بِاٰيٰتِنَآ اِلَّا كُلُّ আর ঐসমস্ত লোকেই কেবল আমার নিদর্শন সমূহের প্রতি অবিশ্বাসী হয় خَتَّارٍ كَفُوْرٍ যারা প্রতিজ্ঞা ভঙ্গকারী এবং অকৃতজ্ঞ।

৩৩. يٰٓاَيُّهَا النَّاسُ হে লোকগণ! اتَّقُوْا رَبَّكُمْ নিজ প্রভুকে ভয় কর وَاخْشَوْا يَوْمًا এবং ঐ দিনকে ভয় কর لَا يَجْزِيْ وَالِدٌ عَنْ وَّلَدِهٖ যেদিন না কোনো পিতা স্বীয় পুত্রের উপকার করতে পারবে وَلَا مَوْلُوْدٌ هُوَ جَازٍ عَنْ وَّالِدِهٖ شَيْـًٔا আর না কোনো পুত্র স্বীয় পিতার সামান্য উপকার করতে পারবে اِنَّ وَعْدَ اللّٰهِ حَقٌّ নিঃসন্দেহে আল্লাহর ওয়াদা সত্য فَلَا تَغُرَّنَّكُمُ অতএব তোমাদেরকে যেন প্রতারিত না করে الْحَيٰوةُ الدُّنْيَا পার্থিব জীবন وَلَا يَغُرَّنَّكُمْ بِاللّٰهِ الْغَرُوْرُ আর ঐ প্রতারক ও [শয়তান ও] যেন তোমাদেরকে [আল্লাহ হতে] প্রতারিত করতে না পারে।

৩৪. اِنَّ اللّٰهَ عِنْدَهٗ عِلْمُ السَّاعَةِ নিঃসন্দেহে কিয়ামতের সংবাদ একমাত্র আল্লাহ তা'আলারই রয়েছে وَيُنَزِّلُ الْغَيْثَ এবং তিনিই বৃষ্টি বর্ষণ করে থাকেন وَيَعْلَمُ مَا فِى الْاَرْحَامِ এবং তিনিই অবগত আছেন যা কিছু গর্ভে রয়েছে وَمَا تَدْرِيْ نَفْسٌ এবং কেউই জানে না যে مَّاذَا تَكْسِبُ غَدًا যে আগামীকাল কি কাজ করবে وَمَا تَدْرِيْ نَفْسٌ এবং কেউই জানে না যে بِاَيِّ اَرْضٍ تَمُوْتُ সে কোন স্থানে মরবে اِنَّ اللّٰهَ عَلِيْمٌ خَبِيْرٌ নিঃসন্দেহে আল্লাহ তা'আলাই সমস্ত বিষয়ে অবগত ও অবহিত আছেন।

https://e-ilm.weebly.com/

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

مَا خَلْقُكُمْ وَلَا بَعْثُكُمْ إِلَّا كَنَفْسٍ وَّاحِدَةٍ إِنَّ اللّٰهَ سَمِيْعٌ بَصِيْرٌ (٢٨)

শানে নুযূল : মুজাহিদ বলেন, আলোচ্য আয়াত উবাই বিন খালফ, আবুল আসাদাইন ও মুনাব্বিহ এবং নাবীহ হাজ্জাজ বিন সাব্বাকের দু'পুত্র সম্পর্কে নাজিল হয়েছে। তারা হযরত মহানবী ﷺ-কে বলেছিল যে, আল্লাহ্ তা'আলা বলেছেন, তিনি আমাদেরকে বিভিন্ন স্তরে ও বিভিন্ন প্রণালীতে সৃষ্টির এক পূর্ণাঙ্গতা দান করেছেন। প্রথম বীর্য আকৃতি পরবর্তী রক্তপিণ্ডরূপে অতঃপর গোশত খণ্ড রূপে সর্বশেষ হাড় আকৃতিতে সৃষ্টি করেন। তথাপি এক সময় আমরা সকলই এক নতুন সৃষ্টি হিসেবে পুনরুত্থিত হব। তা কিরূপভাবে? তখন আল্লাহ তা'আলা তাদের জবাবে আলোচ্য আয়াত নাজিল করেন।

وَإِذَا غَشِيَهُمْ مَّوْجٌ كَالظُّلَلِ دَعَوُا اللّٰهَ مُخْلِصِيْنَ لَهُ الدِّيْنَ فَلَمَّا نَجَّاهُمْ إِلَى الْبَرِّ فَمِنْهُمْ مُّقْتَصِدٌ وَمَا يَجْحَدُ بِاٰيَاتِنَا إِلَّا كُلُّ خَتَّارٍ كَفُوْرٍ (٣٢)

শানে নুযূল : আলোচ্য আয়াত হযরত ইকরিমা বিন আবী জাহল [রা.] সম্পর্কে নাজিল হয়েছে। ঘটনা প্রবাহ হচ্ছে যে, ইকরিমা বিন আবী জাহল মক্কা বিজয় কালে সমুদ্রপথে পালিয়ে গিয়েছিল। তার সাথে যারা নৌ যাত্রী ছিল তাদের উপর প্রবল ঝঞ্ঝা বায়ু আঘাত হানল। সে পরিস্থিতিতে ইকরিমা বিন আবী জাহল বলল যে, আল্লাহ্ যদি আমাদেরকে এ বিপদ হতে রক্ষা করেন, তাহলে আমি মুহাম্মদ মুস্তফা ﷺ-এর খেদমতে উপস্থিত হয়ে তাঁর হাতে আমার হাতদ্বয় দেব। তখন ঝঞ্ঝাবায়ু থেমে গেল। অতঃপর ইকরিমা মক্কায় এসে পৌত্তলিকতা বর্জন করে ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করেন। হযরত ইকরিমা বিন আবী জাহল (র.)-এর ইসলাম গ্রহণ করার পরিপ্রেক্ষিতে আলোচ্য আয়াত নাজিল হয়েছে। –[জালালাইন টীকা ২১ পৃ:৩৪৮]

إِنَّ اللّٰهَ عِنْدَهُ عِلْمُ السَّاعَةِ وَيُنَزِّلُ الْغَيْثَ وَيَعْلَمُ مَا فِي الْأَرْحَامِ وَمَا تَدْرِيْ نَفْسٌ مَّاذَا تَكْسِبُ غَدًا وَمَا تَدْرِيْ نَفْسٌ بِأَيِّ أَرْضٍ تَمُوْتُ إِنَّ اللّٰهَ عَلِيْمٌ خَبِيْرٌ ـ ٣٤

শানে নুযূল : ইবনে মুনযির ইকরিমা এর উদ্ধৃতি দিয়ে বর্ণনা করেন যে, ওয়ারেছ বিন আমর নামক এক গ্রাম্য ব্যক্তি রাসূল ﷺ -এর নিকট এসে বলল, হে মুহাম্মদ! কিয়ামত মহা প্রলয় কবে প্রতিষ্ঠিত হবে? আমাদের নগরী খরায় আক্রান্ত হয়ে পড়েছে। বৃষ্টির পানি দ্বারা সজীব কখন হবে? আমার স্ত্রীকে গর্ভবতী রেখে এসেছি, বাচ্চা প্রসব করবে কবে? আমি আজ যা কিছু উপার্জন করেছি তাতো জানি আগামীকাল কি উপার্জন করব বলুনতো? কোন নগরীতে আমার জন্ম হয়েছে? তা আমার জানা আছে বলুন তো মৃত্যু কোন স্থানে হবে? আগন্তুক ব্যক্তির সে প্রশ্নের পরিপ্রেক্ষিতে আল্লাহ তা'আলা আলোচ্য আয়াত নাজিল করেন।

উপরোল্লিখিত ৩৩নং আয়াতে মুমিন-কাফের নির্বিশেষে সমগ্র মানবকুলকে সম্বোধন করে আল্লাহ্ তা'আলা ও কিয়ামত দিবস সম্পর্কে ভয় প্রদর্শন করে সেজন্য প্রস্তুতি নিতে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। বলা হয়েছে يَاأَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوْا رَبَّكُمْ – অর্থাৎ, হে মানব জাতি! স্বীয় পালনকর্তাকে ভয় কর। এক্ষেত্রে আল্লাহ পাকের মূল বা অন্য কোনো গুণবাচক নামের স্থলে 'রব'– [পালনকর্তা] বিশেষণটি চয়ন করার মধ্যে ইঙ্গিত রয়েছে যে, আল্লাহকে ভয় করার যে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে তা কোনো হিংস্র জন্তু বা শত্রু সম্পর্কে স্বাভাবিকভাবে মনে যেরূপ ভয়ের উদ্রেক হয়ে থাকে, সেরূপ ভয় নয়। কেননা আল্লাহ পাক তো তোমাদের পালনকর্তা–সুতরাং তাঁর সম্পর্কে এ ধরনের কোনো আশঙ্কা থাকা বাঞ্ছনীয় নয়। বরং এক্ষেত্রে সে ধরনের ভয় বোঝানো হয়েছে, যা বয়োজ্যেষ্ঠ ও গুরুজনের প্রতি তাঁদের মান-মর্যাদা ও প্রতাপ-প্রতিপত্তির পরিপ্রেক্ষিতে হয়ে থাকে। যেমন, পুত্র পিতাকে এবং ছাত্র তার শিক্ষককে ভয় করে। অথচ এরা তার শত্রু বা ক্ষতিসাধনকারী কেউ নয়। কিন্তু তাঁদের সম্ভ্রম ও প্রভাব হৃদয়ে বিদ্যমান থাকে। তাই তাদেরকে পিতা এবং ওস্তাদের নির্দেশ অনুসরণ ও পালনে বাধ্য করে। এখানেও একথাই বোঝানো হয়েছে–যেন আল্লাহ পাকের মহান মর্যাদা ও প্রতাপ তোমাদের হৃদয়ে পুরোপুরি স্থান করে নেয়, যেন তোমরা অনায়াসে তাঁর নবীর অনুসরণ ও নির্দেশ পালন করতে পার।

وَاخْشَوْا يَوْمًا لَّا يَجْزِيْ وَالِدٌ عَنْ وَّلَدِهِ وَلَا مَوْلُوْدٌ هُوَ جَازٍ عَنْ وَّالِدِهِ شَيْئًا.

অর্থাৎ সেদিনকে ভয় কর যেদিন কোনো পিতাও নিজের পুত্রের উপকার করতে পারবে না। অনুরূপভাবে কোনো পুত্রও পিতার কোনো কল্যাণ করতে পারবে না।

https://e-ilm.weebly.com/

এখানে ঐ শ্রেণির পিতা-পুত্রকে বোঝানো হয়েছে যাদের মধ্যে একজন মুমিন, অপরজন কাফের। কেননা মু'মিন পিতা কিংবা পুত্র স্বীয় কাফের পুত্রের কিংবা পিতার শাস্তি বিন্দুমাত্রও হ্রাস করতে পারবে না এবং তার কোনো উপকারও সাধন করতে পারবে না। অনুরূপভবে মু'মিন পুত্র কাফের পিতার কোনো কাজে আসবে না।

এরূপ নির্দিষ্টকরণের কারণ, কুরআন করীমের অন্যান্য আয়াতসমূহ এবং হাদীসের বিভিন্ন রেওয়ায়েত-যেখানে একথা স্পষ্টরূপে বর্ণনা করা হয়েছে যে, কিয়ামতের দিন পিতা-মাতা সন্তানের জন্য এবং সন্তান পিতা-মাতার জন্য সুপারিশ করবে। আর এ সুপারিশ দ্বারা তারা লাভবান ও সফলকাম হবে। কুরআনুল কারীম রয়েছে : وَالَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَاتَّبَعَتْهُمْ ذُرِّيَّتُهُمْ بِاِيْمَانٍ اَلْحَقْنَا بِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ অর্থাৎ যারা ঈমান এনেছে এবং তাদের সন্তান-সন্ততিও ঈমানের ক্ষেত্রে তাদের অনুসরণ করেছে-আর তারাও মু'মিনে পরিণত হয়েছে; আমি এ সন্তান-সন্ততিদেরকে তাদের পিতা-মাতার মর্যাদায় উন্নীত করে দেব। যদিও তাদের কার্যাবলি এ স্তরে পৌঁছার উপযোগী নয়। কিন্তু সৎ পিতা-মাতার কল্যাণে কিয়ামতের দিন তারা এ ফল লাভ করতে সক্ষম হবে, কিন্তু এক্ষেত্রে শর্ত এই যে, সন্তানকে মু'মিন হতে হবে-যদিও কাজকর্মে কোনো ত্রুটি ও শৈথিল্য থেকে থাকে।

অনুরূপভাবে অপর এক আয়াতে রয়েছে- جَنّٰتُ عَدْنٍ يَّدْخُلُوْنَهَا وَمَنْ صَلَحَ مِنْ اٰبَآئِهِمْ وَاَزْوَاجِهِمْ وَذُرِّيّٰتِهِمْ অর্থাৎ, তারা অক্ষয় ও অবিনশ্বর স্বর্গোদ্যানে প্রবেশ করবে এবং এক্ষেত্রে তাদের যোগ্য হিসাবে প্রতিপন্ন পিতা-মাতা, স্ত্রীগণ ও পুত্র-পরিজনও তাদের সাথে প্রবেশ করবে। যোগ্য বলতে মু'মিন হওয়া বোঝানো হয়েছে।

এ ৩৩ ও ৩৪নং আয়াতদ্বয় দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, পিতা-মাতা ও সন্তান-সন্ততি, অনুরূপভাবে স্বামী এবং স্ত্রী মু'মিন হওয়ার ক্ষেত্রে যদি সমশ্রেণিভুক্ত হয়, তবে হাশরের ময়দানে একের দ্বারা অপরের উপকার সাধিত হবে। অনুরূপভাবে বিভিন্ন হাদীসের রেওয়ায়েত সন্তান কর্তৃক পিতা-মাতার জন্য সুপারিশ করার কথা বর্ণিত আছে। সুতরাং উল্লিখিত আয়াতে বর্ণিত বিধি যে হাশরের ময়দানে কোনো পিতা সন্তানের বা কোনো সন্তান পিতার কোনো উপকার সাধন করতে পারবে না-তা শুধু সে ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য যখন এদের মধ্যে একজন মুমিন এবং অপরজন কাফের হবে।-[মাযহারী]

ফায়দা : এখানে একথা প্রণিধানযোগ্য যে, এ আয়াতে পিতা পুত্রের কোনো উপকার সাধন করতে পারবে না-এ স্থলে ক্রিয়াবাচক বাক্যরূপে لَا يَجْزِىْ وَالِدٌ عَنْ وَّلَدِهٖ -এই শব্দসমূহের ব্যবহার করা হয়েছে। পক্ষান্তরে দুটো পরিবর্তন সাধিত হয়েছে। এক. একে বিশেষ্যবাচক বাক্যরূপে বর্ণনা করা হয়েছে। দ্বিতীয়ত এখানে وَلَدٌ শব্দের পরিবর্তে مَوْلُوْدٌ শব্দ গৃহীত হয়েছে। তাৎপর্য এই যে, তুলনামূলকভাবে ক্রিয়াবাচক বাক্যের চাইতে বিশেষ্যবাচক বাক্য অধিক জোরদার হয়ে থাকে। বাক্যের এরূপ পরিবর্তনের মাধ্যমে এ পার্থক্যের প্রতি ইঙ্গিত করা হয়েছে, যা পিতাপুত্রের মাঝে বিদ্যমান। তা এই যে, সন্তানের প্রতি পিতার ভালোবসা অধিকতর গভীর। পক্ষান্তরে পিতার জন্য সন্তানের ভালোবাসা দুনিয়াতেও সে স্তর পর্যন্ত পৌঁছাতে পারে না। আর এখানে হাশরের ময়দানে উপকার সাধনে উভয়ের অক্ষমতার কথাই বলা হয়েছে। কিন্তু সন্তানের কোনো উপকার সাধন না করার কথা বিশেষ জোর দিয়ে বলা হয়েছে। আর وَلَدٌ শব্দের স্থলে مَوْلُوْدٌ শব্দ ব্যবহারের তাৎপর্য এই যে, مَوْلُوْدٌ বলতে শুধু সন্তানগণকেই বোঝানো হয় আর وَلَدٌ শব্দ অধিকতর ব্যাপক। সন্তানগণের সন্তানগণও এর অন্তর্ভুক্ত। এতে অপরদিক দিয়ে এ বিষয়েরও সমর্থন পাওয়া গেল যে, স্বয়ং ঔরসজাত পুত্রও পিতার কোনো কাজে আসবে না। তাহলে পৌত্র ও প্রপৌত্রের কথা বলা নিষ্প্রয়োজন।

অপর আয়াতে পাঁচটি বস্তুর জ্ঞান সম্পূর্ণভাবে আল্লাহ পাকেরই জন্য নির্দিষ্ট থাকা এবং অপর কোনো সৃষ্টির সে জ্ঞান না থাকার কথা বলা হয়েছে। সুতরাং এর মাধ্যমেই সূরায়ে লোকমান শেষ করা হয়েছে।

اِنَّ اللّٰهَ عِنْدَهٗ عِلْمُ السَّاعَةِ وَيُنَزِّلُ الْغَيْثَ وَ يَعْلَمُ مَا فِى الْاَرْحَامِ وَمَا تَدْرِىْ نَفْسٌ مَّاذَا تَكْسِبُ غَدًا وَمَا تَدْرِىْ نَفْسٌۢ بِاَيِّ اَرْضٍ تَمُوْتُ-

অর্থাৎ কিয়ামত সম্পর্কিত জ্ঞান কেবল আল্লাহ পাকেরই রয়েছে [অর্থাৎ, কোন বছর কোন্ তারিখে সংঘটিত হবে] এবং তিনি বৃষ্টি বর্ষণ করেন ও মাতৃগর্ভে কি আছে তা তিনিই জানেন [অর্থাৎ কন্যা না পুত্র; কোন আকৃতি-প্রকৃতির] এবং আগামীকাল কি অর্জন করবে তা কোনো ব্যক্তি জানে না। [অর্থাৎ ভালো-মন্দ কি লাভ করবে] অথবা কোন স্থানে মৃত্যুবরণ করবে, তাও কেউ জানে না।

প্রথম তিন বস্তু সম্পর্কিত জ্ঞান যদিও একথা স্পষ্টভাবে বলা হয়নি যে, আল্লাহ পাক ব্যতীত অন্য কারো এগুলোর জ্ঞান নেই। কিন্তু বাক্যবিন্যাস ও প্রকাশভঙ্গি থেকে একথাই বোঝা যায় যে, এসব বস্তুর জ্ঞান কেবল আল্লাহ পাকের অসীম জ্ঞান ভাণ্ডারেই সীমিত রয়েছে। অবশ্য অবশিষ্ট বস্তুদ্বয় সম্পর্কে একথা স্পষ্টভাবেই বলা হয়েছে যে, আল্লাহ পাক ব্যতীত অন্য

https://e-ilm.weebly.com/

কারো এগুলোর তথ্য ও তত্ত্ব জানা নেই। এ পাঁচ বস্তুকে সূরায়ে আন-আমের আয়াতে مَفَاتِحُ الْغَيْبِ [অদৃশ্য জগতের চাবিসমূহ বলে আখ্যায়িত করা হয়েছে]। বলা হয়েছে : وَعِنْدَهُ مَفَاتِحُ الْغَيْبِ لَا يَعْلَمُهَا إِلَّا هُوَ – অর্থাৎ কেবল আল্লাহ পাকের নিকটই অদৃশ্য জ্ঞানভাণ্ডারের চাবিকাঠি, তিনি ভিন্ন অন্য কেউ এ সম্পর্কে জ্ঞাত নয়। হাদীসে একে مَفَاتِحُ الْغَيْبِ বলে আখ্যায়িত করা হয়েছে : مَفَاتِحُ ও مَفَاتِيْحُ শব্দ দুটি مِفْتَاحٌ -এর বহুবচন, যার অর্থ তালা খোলার চাবি। সুতরাং এর অর্থ অদৃশ্য জ্ঞান ভাণ্ডারের মূল-যার সাহায্যে অদৃশ্য জ্ঞান ভাণ্ডারের দ্বার উন্মুক্ত করা হয়।

অদৃশ্য জ্ঞান সম্পর্কিত মাস'আলা : এ মাস'আলার প্রয়োজনীয় বর্ণনা সূরায়ে নামলের আয়াত قُلْ لَا يَعْلَمُ مَنْ فِي السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ الْغَيْبَ اِلَّا اللّٰهُ -এর ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে প্রদান করা হয়েছে। এ আয়াতে যাবতীয় অদৃশ্য জ্ঞান কেবল আল্লাহ পাকেরই জন্য নির্দিষ্ট বলে স্পষ্টভাবে বলা হয়েছে; এবং পূর্ববর্তী ও পরবর্তী গোটা উম্মতের আকীদা-বিশ্বাসও এই। আলোচ্য আয়াতে যে পাঁচ বস্তু উল্লেখ করে এর জ্ঞান কোনো সৃষ্টির নেই, কেবল আল্লাহ পাকেরই রয়েছে বলে যা বলা হয়েছে তা শুধু এ কয়টিকেই নির্দিষ্ট ও সীমাবদ্ধ করে দেওয়ার উদ্দেশ্যে নয়। অন্যথায় সূরায়ে নামলের আয়াতের সাথে বৈপরীত্য দেখা দেবে। বরং এ পাঁচ বস্তুর বিশেষ গুরুত্ব প্রকাশার্থে সেগুলো এখানে বর্ণনা করা হয়েছে এবং বিশেষীকরণ ও গুরুত্ব আরোপের কারণ এই যে, সাধারণত যেসব অদৃশ্য বস্তুর তথ্য সম্পর্কে অবহিত হতে মানুষ আগ্রহান্বিত-তা এ পাঁচ বস্তুই। এ ছাড়া অদৃশ্য জ্ঞানের দাবিদার জ্যোতিষীগণ যেসব বস্তুর তথ্য মানুষের নিকটে প্রকাশ করে নিজেদেরকে অদৃশ্য জ্ঞানের অধিকারী বলে প্রমাণ করতে চায়-তাও এ পাঁচ বস্তুই। কোনো কোনো রেওয়ায়েতে আছে যে, জনৈক ব্যক্তি মহানবী হযরত মুহাম্মদ ﷺ-কে এ পাঁচ বস্তু সম্পর্কে জিজ্ঞেস করার পরিপ্রেক্ষিতে এ আয়াত নাজিল হয়, যাতে এ পাঁচ বস্তুর জ্ঞান কেবল আল্লাহ পাকের রয়েছে বলে বর্ণনা করা হয়েছে।

হযরত ইবনে ওমর (রা.) ও ইবনে মাসউদ (রা.) হতে বর্ণিত হাদীসে ইরশাদ হয়েছে اُوْتِيْتُ مَفَاتِحَ كُلِّ شَيْءٍ اِلَّا الْخَمْسَ (اِمَامْ اَحْمَدْ اِبْنُ كَثِيْر) –অর্থাৎ পাঁচটি ব্যতীত যাবতীয় বস্তুর চাবি আমাকে প্রদান করা হয়েছে-এতে اوتيت স্বয়ং একথা প্রকাশ করে দিয়েছে যে, এ পাঁচ বস্তু ব্যতীত যে সব অদৃশ্য জ্ঞান নবীজির অর্জিত ছিল তা আল্লাহ পাকের পক্ষ থেকে ওহীর মাধ্যমে প্রদত্ত হয়েছিল। সুতরাং তা অদৃশ্য জ্ঞানের সংজ্ঞাভুক্ত নয়। কেননা নবীগণকে ﷺ ওহী এবং ওলীগণকে ইলহামের মাধ্যমে যে অদৃশ্য তথ্যাবলি আল্লাহর পক্ষ থেকে অবগত করানো হয় না প্রকৃতপক্ষে অদৃশ্য জ্ঞানই নয়-যার উপর ভিত্তি করে তাদেরকে অদৃশ্য জ্ঞানের অধিকারী বলা যেতে পারে। বরং সেগুলো اِنْبَاءُ الْغَيْبِ –অর্থাৎ অদৃশ্য বার্তা আল্লাহ পাক যখন চান এবং যতটুকু চান ফেরেশতাকুলকে, নবীগণকে এবং তাঁর মনোনীত সিদ্ধ পুরুষগণকে প্রদান করেন। কুরআন কারীমে এগুলোকে اِنْبَاءُ الْغَيْبِ -অদৃশ্যবার্তাসমূহ বলে আখ্যায়িত করা হয়েছে–বলা হয়েছে : مِنْ اَنْبَاءِ الْغَيْبِ نُوْحِيْهَا اِلَيْكَ –অর্থাৎ (এগুলো) অদৃশ্য তথ্যাবলি, ও ওহীর মাধ্যমে আমি আপনাকে অবহিত করেছি। সুতরাং হাদীসের মর্মার্থ এই যে, এ পাঁচ বস্তুকে তো আল্লাহ পাক নিজ সত্তার সাথে এমনভাবে নির্দিষ্ট করে রেখেছেন যে, اِنْبَاءُ الْغَيْبِ -অদৃশ্য বার্তা হিসেবেও ফেরেশতা বা নবীগণকে এ জ্ঞান প্রদান করা হয়নি। এগুলো ছাড়া অন্যান্য অদৃশ্য জ্ঞানের অনেক কিছু নবীগণকে ওহীর মাধ্যমে প্রদান করা হয়।

এ বক্তব্য থেকেও এ পাঁচ বস্তু বিশেষভাবে উল্লেখের আরও এক কারণ জানা গেল।

আরও একটি সন্দেহ ও তাঁর উত্তর : উল্লিখিত আয়াতে একথা প্রমাণিত হলো যে, সাধারণ অদৃশ্য জ্ঞান যা আল্লাহ পাকের বৈশিষ্ট্য তন্মধ্যে বিশেষ করে উক্ত পাঁচ বস্তু এমন যে, যার জ্ঞান কোনো নবী (আ.) -কে ওহীর মাধ্যমেও প্রদান করা হয় না। সুতরাং এসব বস্তু সম্পর্কে কারো কিছু জানার কথা নয়। অথচ আল্লাহ পাকের ওলীগণ সম্পর্কে এমন অসংখ্য ঘটনা বর্ণিত আছে যে, তারা বৃষ্টি বর্ষণের আগাম সংবাদ দিয়েছেন বা কোনো গর্ভস্থ সন্তান সম্পর্কে তথ্য সরবরাহ করেছেন বা কারো সম্পর্কে কোনো কাজ করা বা না করার অগ্রিম সংবাদ দিয়েছেন, কারো মৃত্যুস্থান নির্দিষ্ট করে বলে দিয়েছেন এবং তাঁদের এসব আগাম বার্তা বাস্তবে ঠিক প্রমাণিতও হয়েছে।

অনুরূপভাবে কোনো কোনো গণক ও জ্যোতিষশাস্ত্রবিদ এসব বস্তু সম্পর্কে কিছু কিছু তথ্য প্রদান করে থাকে এবং কখনো কখনো তা ঠিকও হয়ে যায়। তবে এ পাঁচ বস্তুর জ্ঞান কেবল আল্লাহরই সাথে কিভাবে নির্দিষ্ট রইলো?

এর এক উত্তর তো উহাই যা 'সূরায়ে নামলে' সবিস্তার বর্ণনা করা হয়েছে এবং সংক্ষিপ্তভাবে উপরে উল্লেখ করা হয়েছে যে, প্রকৃত প্রস্তাবে অদৃশ্য জ্ঞান (ইলমে গায়েব) তাকেই বলা হয়, যা কোনো প্রচলিত ও স্বাভাবিক কারণের মাধ্যমে হয় না; বরং কোনো মাধ্যম ছাড়া নিজে নিজেই হয়। এসব জ্ঞান যদি নবীগণ (আ.) -এর ওহীর মাধ্যমে, ওলীগণের ইলহামের মাধ্যমে এবং গণক ও জ্যোতিষীগণের নিজস্ব গণনা বা অন্য কোনো স্বাভাবিক কারণের মাধ্যমে অর্জিত হয় তবে তা ইলমে গায়েব

https://e-ilm.weebly.com/

বা অদৃশ্য জ্ঞান নয় বরং অদৃশ্য বার্তা (إِنْبَاءُ الْغَيْبِ) -যা আংশিকভাবে কোনো ব্যক্তিগত ব্যাপারে কারো অর্জিত হয়ে যাওয়া উল্লিখিত আয়াতের পরিপন্থি নয়। কেননা এ আয়াতের সারমর্ম এই যে, সমগ্র সৃষ্টি ও যাবতীয় অবস্থা সম্পর্কিত এ পাঁচ বস্তুর পরিপূর্ণ জ্ঞান আল্লাহ পাক কাউকে ওহী বা ইলহামের মাধ্যমে প্রদান করেন নি। ইলহামের মাধ্যমে কোনো এক-আধটা ঘটনা প্রসঙ্গে আংশিক জ্ঞানলাভ, এর পরিপন্থি নয়।

ইলমে গায়ব বা অদৃশ্য জ্ঞান সম্পর্কে একটি বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ তথ্য : বরেণ্য ওস্তাদ শায়খুল ইসলাম হযরত মাওলানা শাব্বীর আহমদ ওসমানী (র.) তাঁর তাফসীরের সংশ্লিষ্ট টীকায় এর এক সংক্ষিপ্ত অথচ ব্যাপক অর্থ ও তাৎপর্যবহ তথ্য প্রকাশ করেছেন। যা দ্বারা উল্লিখিত সব ধরনের প্রশ্নের সমাধান হয়ে যায়। তা এই যে, গায়েব দু'প্রকারের। [এক] অদৃশ্য নির্দেশাবলি, যথা শরিয়তের নির্দেশাবলি, আল্লাহ পাকের জাত ও সিফাত, সত্তা ও গুণাবলি সম্পর্কিত জ্ঞানও এর অন্তর্গত, যাকে ইলমে আকায়েদ বলা হয়। আর শরিয়তের সেসব নির্দেশাবলি– যেগুলোর মাধ্যমে আল্লাহ পাকের কোন কোন কাজ পছন্দনীয়, কোনগুলো অপছন্দনীয়, তা জানা যায়। এসব বস্তু গায়েব বা অদৃশ্যই বটে।

দ্বিতীয় প্রকার : اَكْوَانٌ غَيْبِيَّةٌ। অদৃশ্য ঘটনাবলি অর্থাৎ ভবিষ্যতে সংঘটিতব্য ঘটনাবলির সংশ্লিষ্ট জ্ঞান। প্রথম শ্রেণিভুক্ত অদৃশ্য বস্তুসমূহের জ্ঞান আল্লাহ তা'আলা নবী ও রসূলগণকে ﷺ প্রদান করেছেন। যার উল্লেখ কুরআনে কারীমে এরূপভাবে রয়েছে–

فَلَا يُظْهِرُ عَلٰى غَيْبِهٖٓ اَحَدًا اِلَّا مَنِ ارْتَضٰى مِنْ رَّسُوْلٍ অর্থাৎ আল্লাহ পাকের মনোনীত ও পছন্দনীয় রাসূল ব্যতীত অন্য কেউ তাঁর গোপনীয় ও অদৃশ্য তথ্যাদি সম্পর্কে অবহিত হতে পারে না।

দ্বিতীয় প্রকার –অর্থাৎ ভবিষ্যতে অনুষ্ঠিতব্য ঘটনাবলি -এর পূর্ণ জ্ঞান তো আল্লাহ কাউকে প্রদান করেন না–তা সম্পূর্ণভাবে সেই মহান সত্তার সাথে নির্দিষ্ট। কিন্তু বিশেষ বিশেষ ঘটনার আংশিক জ্ঞান যখন এবং যতটুকু ইচ্ছা প্রদান করেন। এরূপভাবে মূল অদৃশ্য জ্ঞান তো পুরোপুরিই আল্লাহর জন্য নির্দিষ্ট অনন্তর তিনি নিজ অদৃশ্য ও গোপনীয় জ্ঞান হতে অদৃশ্য নির্দেশাবলির জ্ঞানতত্ত্ব সম্পর্কে ওহীর মাধ্যমে নবীগণ ﷺ-কে তো স্বাভাবিকভাবেই অবহিত করেন। তাঁদের প্রেরণের উদ্দেশ্যও এটাই। اَكْوَانُ غَيْبٍ (ভবিষ্যতে সংঘটিতব্য ঘটনাবলির) আংশকি জ্ঞানও যতটুকু আল্লাহ পাক চান নবী ও ওলীগণকে ওহী ও ইলহামের মাধ্যমে প্রদান করেন। যা আল্লাহ পাকের পক্ষ থেকে প্রদত্ত বলে একে ইলমে গায়ব বা অদৃশ্য জ্ঞান বলা চলে না; বরং গোপন বার্তা إِنْبَاءُ الْغَيْبِ বলা যায়।

আয়াতের শব্দাবলি সংশ্লিষ্ট তথ্যাদি : এ আয়াতে পাঁচ বস্তুর জ্ঞান আল্লাহ তা'আলার জন্য নির্দিষ্ট থাকার কথা বিশেষ গুরুত্বসহ বর্ণনা করাই উদ্দেশ্য। সুতরাং পাঁচ বস্তুকে একই শিরোনামভুক্ত করে এগুলোর জ্ঞান মহান আল্লাহরই জন্য নির্দিষ্ট করে অন্য কোনো সৃষ্টির এ জ্ঞান নেই, একথা বলে দেওয়াই বাহ্যতঃ বাঞ্ছনীয় ছিল বলে মনে হয়। কিন্তু উল্লিখিত আয়াতে এমনটি করা হয়নি। বরং প্রথম তিন বস্তুর জ্ঞান তো ইতিবাচকভাবে আল্লাহ পাকের জন্যই নির্দিষ্ট থাকার কথা বর্ণনা করা হয়েছে ও অপর দু'বস্তু সম্পর্কে আল্লাহ পাক ব্যতীত অন্য কারো কোনো জ্ঞান নেই বলে বর্ণনা করা হয়েছে। আবার প্রথম তিন বস্তুর মধ্য হতে কিয়ামতের বর্ণনা এরূপভাবে করা হয়েছে– اِنَّ اللّٰهَ عِنْدَهٗ عِلْمُ السَّاعَةِ অর্থাৎ কিয়ামতের তথ্য কেবল আল্লাহ পাকেরই জানা রয়েছে। দ্বিতীয় বস্তুর বর্ণনা শিরোনাম পাল্টিয়ে ক্রিয়াবাচক বাক্যে এরূপভাবে করা হয়েছে وَيُنَزِّلُ الْغَيْثَ অর্থাৎ আল্লাহ পাক বৃষ্টি বর্ষণ করেন। এখানে বৃষ্টি সম্পর্কিত জ্ঞানের কোনো উল্লেখই নেই বরং এখানে অবতরণ করার উল্লেখ রয়েছে। বর্ণনা আবার শিরোনাম পাল্টিয়ে এরূপভাবে করা হয়েছে وَيَعْلَمُ مَا فِى الْاَرْحَامِ শিরোনামের এরূপ পরিবর্তন বাক্যবিন্যাসের এক প্রকার রীতিও বলা যেতে পারে। গভীরভাবে পর্যবেক্ষণ করলে আরো কিছু অভিনব তত্ত্ব ও তাৎপর্য পরিলক্ষিত হবে। যা হযরত থানভী (রা.) 'বয়ানুল কুরআনে' বর্ণনা করেছেন।

যার সংক্ষিপ্ত-সার এই যে, শেষোক্ত দু'বস্তু অর্থাৎ আগামীকাল মানুষ কি উপার্জন করবে এবং সে কোন স্থানে মৃত্যুবরণ করবে– যা মানুষের নিজ সত্তা–সংশ্লিষ্ট ব্যাপার, মানুষের এগুলোর জ্ঞান অর্জন করার সম্ভাবনা হয়তো থাকতে পারতো। এ সম্ভাবনা অপনোদনের উদ্দেশ্যে এ দুয়ের ক্ষেত্রে আল্লাহ ব্যতীত অন্য কারো কোনো জ্ঞান নেই বলে বিশেষভাবে বর্ণনা করা হয়েছে। যা দ্বারা প্রথম তিন বস্তুর জ্ঞান ও তথ্য আল্লাহ ব্যতীত অন্য কারো না থাকার কথা অতি উত্তমভাবে প্রমাণিত হয়ে গেছে। কেননা যখন মানুষ নিজ কার্যাবলি ও উপার্জনাদি এবং নিজ পরিণতি অর্থাৎ, মৃত্যু ও মৃত্যুস্থল সম্পর্কে কিছু জানে না, তখন আকাশ, বৃষ্টিবর্ষণ ও মাতৃগর্ভের গভীর অন্ধকারে প্রচ্ছন্ন ভ্রূণ সম্পর্কে জানতে সক্ষম হবে কি? সর্বশেষ বস্তুতে কেবল মৃত্যুস্থল সম্পর্কে মানুষের জ্ঞান না থাকার কথা বলা হয়েছে। অথচ মৃত্যুস্থলের ন্যায় মৃত্যুক্ষণও মানুষের জানা নেই। কারণ এই যে, মৃত্যুস্থল নির্দিষ্টভাবে জানা না থাকলে বাহ্যিক অবস্থাবলির পরিপ্রেক্ষিতে মানুষ এ সম্পর্কে কিছুটা অনুধাবন করতে

https://e-ilm.weebly.com/

পারে যে, সে যেখানে বসবাস করছে, সেখানেই মৃত্যুবরণ করবে। অন্তত যে স্থানে মারা যাবে সে স্থানটি দুনিয়াতে তো বিদ্যমান আছে। পক্ষান্তরে মৃত্যুক্ষণ–যা অনাগত ভবিষ্যৎকাল; এখনো অস্তিত্ব পর্যন্ত লাভ করেনি। সুতরাং যে ব্যক্তি মৃত্যুস্থান কার্যত: বিদ্যমান থাকা সত্ত্বেও তা জানে না, তার সম্পর্কে এরূপ ধারণা কিভাবে করা যেতে পারে যে, মৃত্যুক্ষণ–যার এখনো অস্তিত্বও নেই, তা সে জেনে নিতে সক্ষম হবে।

মোটকথা, এখানে এক বস্তুর নিষেধের সাথে সাথে অপর বস্তুসমূহের নিষেধও অতি উত্তমভাবে বোধগম্য হয়ে যায়। তাই এ দু'বস্তুকে নেতিবাচক শিরোনামে বর্ণনা করা হয়েছে। প্রথমোক্ত তিন বস্তু প্রকাশ্যতই মানুষের নাগালের বাইরে বলে তাতে মানুষের জ্ঞানের কোনো অধিকার না থাকাটাই সুস্পষ্ট। এ জন্যে এক্ষেত্রে হ্যাঁ সূচক শিরোনাম অবলম্বন করে সেগুলো হক তা'আলারই জন্য নির্দিষ্ট বলে বর্ণনা করা হয়েছে।

এগুলোর মধ্যে প্রথম বাক্য বিশেষ্যবাচক ও পরবর্তী দু'বাক্য ক্রিয়াবাচক বাক্যরূপে ব্যবহার করার মধ্যে সম্ভবত: এ প্রজ্ঞা ও তাৎপর্য নিহিত রয়েছে যে, কিয়ামত তো এক সুনির্দিষ্ট বিষয়–এতে কোনো নতুনত্ব নেই। পক্ষান্তরে সন্তান ধারণ ও বৃষ্টি বর্ষণের বিষয়টা ঠিক এমনটি নয়–এতে নতুনত্ব ও অভিনবত্ব আরোপিত হতে থাকে। কিন্তু ক্রিয়াবাচক বাক্য নতুনত্ব প্রকাশ করে। এ জন্যেই একে উভয় স্থানেই ব্যবহার করা হয়েছে। আবার এ দুয়ের মধ্যেও হামলের [সন্তান ধারণ] ক্ষেত্রে তো আল্লাহ পাকের ইলমের উল্লেখ রয়েছে وَيَعْلَمُ مَا فِى الْأَرْحَامِ [অর্থাৎ মাতৃগর্ভে কি রয়েছে তা তিনিই জানেন] এবং বৃষ্টি বর্ষণের ক্ষেত্রে ইলমের উল্লেখ নেই। এর কারণ এই যে, এখানে বৃষ্টি বর্ষণের কথা উল্লেখ করে আনুষঙ্গিকভাবে এও ব্যক্ত করে দেওয়া হয়েছে যে, বৃষ্টির সাথে মানব জাতির অগণিত কল্যাণ ও উপকার বিজড়িত, তা মহান আল্লাহ কর্তৃকই বর্ষিত হয়। এতে অন্য কারো কোনো কর্তৃত্ব বা ভূমিকা নেই। অতএব, এ সম্পর্কিত জ্ঞান বাক্যের বর্ণনাভঙ্গি থেকেই প্রমাণিত হয়।

শব্দ বিশ্লেষণ :

لِيُرِىَ : সীগাহ واحد مذكر غائب বহছ مضارع منصوب بلام كى বাবে اِفْعَالٌ মাসদার- اِرَاءَةً । মূলবর্ণ (ر - ء - ى) জিনস মুরাক্কাব (ناقص يائى এবং مهموز عين) অর্থ–যেন তিনি দেখান, প্রদর্শন করান।

مَوْجٌ : اسم نكره বহুবচন اَمْوَاجٌ; অর্থ– পানির ঢেউ বা তরঙ্গ, مَوْجٌ অর্থ- মাসদার। অর্থ– আন্দোলিত হওয়া, জলোচ্ছ্বাস, তুফান, পানিতে তরঙ্গ উঠা, সত্য ও হক কথা থেকে পৃষ্ঠপ্রদর্শন করা, লোকদেরকে পেরেশান করা।

دَعَوُا : সীগাহ جمع مذكر غائب বহছ ماضى معروف বাব نَصَرَ মাসদার دَعْوَةً، دُعَاءً মূলবর্ণ (د - ع - و) জিনস ناقص واوى অর্থ–তারা আহ্বান করেছে, তারা ডেকেছে, তারা দোয়া করেছে।

اِخْشَوْا : সীগাহ جمع مذكر حاضر বহছ امر حاضر معروف বাব سَمِعَ মাসদার خَشْيَةً মূলবর্ণ (خ - ش - ى) জিনস ناقص يائى অর্থ–তোমরা ভয় কর।

تَغُرَّنَّ : সীগাহ واحد مؤنث غائب বহছ مضارع بانون تاكيد ثقيله মাসদার غُرُوْرٌ মূলবর্ণ (غ - ر - ر) জিনস مضاعف ثلاثى অর্থ–ধোঁকা দেওয়া, সে ধোঁকা দেয়, সে চক্রান্তে ফেলে।

تَمُوْتُ : সীগাহ واحد مؤنث غائب বহছ مضارع معروف বাব نَصَرَ মাসদার مَوْتٌ মূলবর্ণ (م - و - ت) জিনস اجوف واوى অর্থ–সে মৃত্যুবরণ করে, সে মৃত্যুবরণ করবে।

বাক্য বিশ্লেষণ :

وَمَا يَجْحَدُ بِاٰيٰتِنَا اِلَّا كُلُّ خَتَّارٍ كَفُوْرٍ : এখানে واو টি استنافيه আর مَا হলো نافية আর يَجْحَدُ ফে'ল, আর بِاٰيٰتِنَا টা يَجْحَدُ ফে'লের সাথে متعلق হয়েছে, আর اِلَّا হলো اداة حصر আর كُلُّ ফায়েল যা خَتَّارٍ-এর দিকে মুজাফ হয়েছে। আর خَتَّارٍ হলো মুজাফ ইলাইহি। আর كَفُوْرٍ হলো خَتَّارٍ-এর সিফত। –[ই'রাবুল কুরআন ৬ষ্ঠ খণ্ড: পৃ. ১০৮]

https://e-ilm.weebly.com/

سُوْرَةُ السَّجْدَةِ مَكِّيَّةٌ

সূরা সাজদাহ্

মক্কায় অবতীর্ণ; আয়াত–৩০, রুকূ'– ৩

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ○

পরম করুণাময়, দয়ালু আল্লাহর নামে শুরু করছি।

১. আলিফ-লাম-মীম।	الٓمّٓ ﴿١﴾
২. এটা অবতারিত কিতাব– এতে কোনো প্রকার সন্দেহ নেই– এটা বিশ্বজগতের প্রতিপালকের পক্ষ হতে।	تَنْزِيْلُ الْكِتٰبِ لَا رَيْبَ فِيْهِ مِنْ رَّبِّ الْعٰلَمِيْنَ ﴿٢﴾
৩. তারা কি এরূপ বলে যে, রাসূল এটা নিজের অন্তর হতে রচনা করে নিয়েছেন? বরং এটা সত্য কিতাব– আপনার প্রতিপালকের পক্ষ হতে [সমাগত], যেন আপনি এমন লোকদেরকে ভয় প্রদর্শন করেন, যাদের নিকট আপনার পূর্বে কোনো ভয় প্রদর্শনকারী আসেনি, যেন তারা পথপ্রাপ্ত হয়।	اَمْ يَقُوْلُوْنَ افْتَرٰىهُ ۚ بَلْ هُوَ الْحَقُّ مِنْ رَّبِّكَ لِتُنْذِرَ قَوْمًا مَّآ اَتٰىهُمْ مِّنْ نَّذِيْرٍ مِّنْ قَبْلِكَ لَعَلَّهُمْ يَهْتَدُوْنَ ﴿٣﴾

শাব্দিক অনুবাদ :

১. الٓمّٓ আলিফ-লাম-মীম।

২. تَنْزِيْلُ الْكِتٰبِ এটা অবতারিত কিতাব لَا رَيْبَ فِيْهِ এতে কোনো প্রকার সন্দেহ নেই مِنْ رَّبِّ الْعٰلَمِيْنَ এটা বিশ্বজগতের প্রতিপালকের পক্ষ থেকে।

৩. اَمْ يَقُوْلُوْنَ তারা কি এরূপ বলে যে افْتَرٰىهُ রাসূল এটা নিজের অন্তর হতে রচনা করে নিয়েছেন بَلْ هُوَ الْحَقُّ বরং এটা সত্য কিতাব مِنْ رَّبِّكَ আপনার প্রতিপালকের পক্ষ হতে (সমাগত) لِتُنْذِرَ قَوْمًا যেন আপনি এমন লোকদেরকে ভয় প্রদর্শন করেন مَّآ اَتٰىهُمْ مِّنْ نَّذِيْرٍ যাদের নিকট কোনো ভয় প্রদর্শনকারী আসেনি مِّنْ قَبْلِكَ আপনার পূর্বে لَعَلَّهُمْ يَهْتَدُوْنَ যেন তারা পথপ্রাপ্ত হয়।

https://e-ilm.weebly.com/

৪. আল্লাহই হচ্ছেন– যিনি আসমানসমূহ ও জমিনকে এবং ঐ সমস্ত বস্তুকে– যা এতদুভয়ের মধ্যে রয়েছে– ছয়দিনে সৃষ্টি করেছেন, অতঃপর তিনি আরশের উপর সমাসীন হয়েছেন; তিনি ভিন্ন তোমাদের না কোনো সহায়ক আছে আর না সুপারিশকারী; তবুও কি তোমরা বুঝ না?	اَللّٰهُ الَّذِیْ خَلَقَ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضَ وَمَا بَیْنَهُمَا فِیْ سِتَّةِ اَیَّامٍ ثُمَّ اسْتَوٰی عَلَی الْعَرْشِ ؕ مَا لَكُمْ مِّنْ دُوْنِهٖ مِنْ وَّلِیٍّ وَّلَا شَفِیْعٍ ؕ اَفَلَا تَتَذَكَّرُوْنَ ﴿۴﴾
৫. তিনি আসমান হতে জমিন পর্যন্ত প্রত্যেক বিষয়ের পরিচালনা করে থাকেন, অতঃপর প্রত্যেকটি বিষয় তাঁরই সমক্ষে উপস্থিত হবে এমন একটি দিনে, যার পরিমাণ তোমাদের গণনানুযায়ী এক সহস্র বৎসর হবে।	یُدَبِّرُ الْاَمْرَ مِنَ السَّمَآءِ اِلَی الْاَرْضِ ثُمَّ یَعْرُجُ اِلَیْهِ فِیْ یَوْمٍ كَانَ مِقْدَارُهٗۤ اَلْفَ سَنَةٍ مِّمَّا تَعُدُّوْنَ ﴿۵﴾
৬. তিনিই যাবতীয় অপ্রকাশ্য ও প্রকাশ্য বিষয় সম্বন্ধে জ্ঞাতা, প্রবল পরাক্রান্ত, পরম দয়াময়।	ذٰلِكَ عٰلِمُ الْغَیْبِ وَالشَّهَادَةِ الْعَزِیْزُ الرَّحِیْمُ ﴿۶﴾
৭. তিনি যা কিছু সৃষ্টি করেছেন, উত্তমরূপে সৃষ্টি করেছেন এবং মানব সৃষ্টি মৃত্তিকা হতে আরম্ভ করেছেন।	الَّذِیْۤ اَحْسَنَ كُلَّ شَیْءٍ خَلَقَهٗ وَبَدَاَ خَلْقَ الْاِنْسَانِ مِنْ طِیْنٍ ﴿۷﴾
৮. অতঃপর তিনি তার বংশধরকে সারপদার্থ, অর্থাৎ এক তুচ্ছ পানি হতে সৃষ্টি করেছেন।	ثُمَّ جَعَلَ نَسْلَهٗ مِنْ سُلٰلَةٍ مِّنْ مَّآءٍ مَّهِیْنٍ ﴿۸﴾

শাব্দিক অনুবাদ :

৪. اَللّٰهُ الَّذِیْ خَلَقَ আল্লাহই হচ্ছেন- যিনি সৃষ্টি করেছেন السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضَ আসমান সমূহ ও জমিনকে وَمَا بَیْنَهُمَا এবং ঐ সমস্ত বস্তুকে যা এতদুভয়ের মধ্যে রয়েছে فِیْ سِتَّةِ اَیَّامٍ ছয়দিনে ثُمَّ اسْتَوٰی عَلَی الْعَرْشِ অতঃপর তিনি আরশের উপর সমাসীন হয়েছেন مَا لَكُمْ مِّنْ دُوْنِهٖ مِنْ وَّلِیٍّ وَّلَا شَفِیْعٍ তিনি ভিন্ন তোমাদের না কোনো সহায়ক আছে আর না কোনো সুপারিশকারী اَفَلَا تَتَذَكَّرُوْنَ তবুও কি তোমরা বুঝ না।

৫. یُدَبِّرُ الْاَمْرَ তিনি প্রত্যেক বিষয়ের পরিচালনা করে থাকেন مِنَ السَّمَآءِ اِلَی الْاَرْضِ আসমান হতে জমিন পর্যন্ত ثُمَّ یَعْرُجُ اِلَیْهِ অতঃপর প্রত্যেকটি বিষয় তাঁরই সমক্ষে উপস্থিত হবে فِیْ یَوْمٍ এমন একটি দিনে كَانَ مِقْدَارُهٗ যার পরিমাণ হবে اَلْفَ سَنَةٍ এক সহস্র বৎসর হবে مِّمَّا تَعُدُّوْنَ তোমাদের গণনানুযায়ী।

৬. ذٰلِكَ عٰلِمُ الْغَیْبِ وَالشَّهَادَةِ তিনিই যাবতীয় প্রকাশ্য ও অপ্রকাশ্য বিষয় সম্বন্ধে জ্ঞাতা الْعَزِیْزُ প্রবল পরাক্রান্ত الرَّحِیْمُ পরম দয়াময়।

৭. الَّذِیْۤ اَحْسَنَ كُلَّ شَیْءٍ তিনি উত্তম রূপে সৃষ্টি করেছেন خَلَقَهٗ যা কিছু সৃষ্টি করেছেন وَبَدَاَ এবং আরম্ভ করেছেন خَلْقَ الْاِنْسَانِ মানব সৃষ্টি مِنْ طِیْنٍ মৃত্তিকা হতে।

৮. ثُمَّ جَعَلَ অতঃপর সৃষ্টি করেছেন نَسْلَهٗ তার বংশধরকে مِنْ سُلٰلَةٍ সারপদার্থ হতে مِّنْ مَّآءٍ مَّهِیْنٍ এক তুচ্ছ পানি হতে।

https://e-ilm.weebly.com/

https://e-ilm.weebly.com/

পূর্ববর্তী সূরার সাথে সম্পর্ক : পূর্ববর্তী সূরার প্রারম্ভে পবিত্র কুরআনের সত্যতা বর্ণিত হয়েছে। এরপর তাওহীদের দলিল প্রমাণ ও হাশর-নাশরের উল্লেখ রয়েছে। আর এ সূরার শুরুতেও পবিত্র কুরআনের সত্যতার বিবরণ স্থান পেয়েছে। এরপর তাওহীদ এবং হাশর– নাশরের দলিল বর্ণনা করা হয়েছে। এরপর নেককার ও বদকারদের জীবন–ধারা ও তাদের পরিণতি বর্ণিত হয়েছে।

অথবা, বিষয়টিকে এভাবেও উপস্থাপন করা যায়, সূরা লোকমানে আসমান ও জমিন সৃষ্টির কথা উল্লেখ করা হয়েছে, আর এ সূরায় বিশ্বসৃষ্টির ব্যবস্থাপনা সম্পর্কে আলোকপাত করা হয়েছে।

الٓمّٓ ۚ تَنْزِيلُ الْكِتٰبِ لَا رَيْبَ فِيْهِ مِنْ رَّبِّ الْعٰلَمِيْنَ اَمْ يَقُوْلُوْنَ افْتَرٰىهُ بَلْ هُوَ الْحَقُّ مِنْ رَّبِّهِمْ الخ

শানে নুযূল : রাসূলুল্লাহ ﷺ যখন মক্কায় ছিলেন তখন গ্রাম থেকে লোকজন আসত ইসলাম ধর্ম সম্পর্কে সঠিক বিষয়টি জানার জন্যে। তখন মক্কার কাফের মুশরিকরা তাদেরকে বলত যে, এসব আসলে কিছুই না। মুহাম্মদ ﷺ -এর নিকট একটি কিতাব আছে তা থেকে সে লোকদেরকে পাঠ করে শুনায় এ বলে থাকে যে, তা আল্লাহ পাকের পক্ষ থেকে এসেছে। তারই পরিপ্রেক্ষিতে আলোচ্য আয়াত অবতীর্ণ হয়। –[সূত্র : কানযুল নুকূল ৭৮ পৃ.]

مَا اَتٰىهُمْ مِّنْ نَّذِيْرٍ এখানে نَذِيْر –ভয় প্রদর্শক বলে রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে বোঝানো হয়েছে। যার মর্ম এই যে, মহানবী ﷺ-এর পূর্বে মক্কার কুরাইশগণের নিকট কোনো নবী আগমন করেননি। কিন্তু এর দ্বারা এ কথা বোঝায় না যে, এ পর্যন্ত নবীগণের দাওয়াতও তাদের নিকট পৌঁছেনি। কেননা কুরআন কারীমের অপর এক আয়াতে স্পষ্টভাবে ইরশাদ হয়েছে যে, وَاِنْ مِّنْ اُمَّةٍ اِلَّا خَلَا فِيْهَا نَذِيْرٌ –অর্থাৎ দুনিয়াতে এমন কোনো সম্প্রদায় নেই যার মাঝে আল্লাহ পাক সম্পর্কে কোনো ভয় প্রদর্শক এবং তাঁর পক্ষ থেকে কোনো দাওয়াত প্রদানকারীর আগমন হয়নি।

এ আয়াতে نَذِيْر শব্দটি সাধারণ আভিধানিক অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে অর্থাৎ আল্লাহ পাকের প্রতি আহ্বানকারী, চাই তিনি রাসূল ও পয়গম্বর হোক বা তাদের কোনো প্রতিনিধি বা ধর্মীয় আলেম হোক। এ আয়াত দ্বারা সকল সম্প্রদায় ও দলসমূহের নিকটে তাওহীদের দাওয়াত পৌঁছে গেছে বলে বোঝা যায়। একথা যথাস্থানে সম্পূর্ণ সঠিক এবং আল্লাহ পাকের সর্বব্যাপী করুণার সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ। যেমন ইমাম আবূ হাইয়্যান বলেন যে, তাওহীদ ও ঈমানের দাওয়াত কোনো কালে, কোনো স্থানে এবং কোনো সম্প্রদায়ে কখনো ছিন্ন ও ক্ষুণ্ন হয়নি। যখনি এক নবুয়তের উপর দীর্ঘকাল অতিবাহিত হওয়ার পর সে নবুয়ত ভিত্তিক জ্ঞানের অধিকারী আলেমগণ নিতান্ত নগণ্যসংখ্যক হয়ে পড়তেন, তখনি আপন নবী বা রাসূল প্রেরিত হতেন। এতে বোঝা যায় যে, আরব সম্প্রদায়সমূহের মধ্যেও সম্ভবতঃ তাওহীদের দাওয়াত পূর্ব থেকেই পৌঁছেছিল, কিন্তু এজন্য এটা আবশ্যক নয় যে, এ দাওয়াত স্বয়ং কোনো নবী বা রাসূলুল্লাহ ﷺ বহন করে এনেছিলেন– হতে পারে তাঁদের প্রতিনিধি আলেমগণের মাধ্যমে পৌঁছেছিল, সুতরাং এ সূরা এবং সূরায়ে ইয়াসিন ও অন্যান্য সূরার যেসব আয়াত দ্বারা প্রমাণিত হয় যে আরবের কুরাইশ গোত্রে তাঁর পূর্বে কোনো نَذِيْر (ভয় প্রদর্শক) আগমন করেননি তখন نَذِيْر বলতে এর পারিভাষিক তথ্যানুযায়ী নবী-রাসূলকেই বোঝাবে এবং অর্থ হবে এই যে, এ সম্প্রদায়ে আপনার পূর্বে কোনো রাসূল বা নবী আগমন করেননি। যদিও অন্যান্য উপায়ে তাওহীদও ঈমানের দাওয়াত এখানেও পৌঁছেছিল।

রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে প্রেরণের পূর্বে বহু ব্যক্তি সম্পর্কে একথা প্রমাণিত হয়েছে যে, তাঁরা হযরত ইবরাহীম (আ.) ও ইসমাঈল (আ.)-এর দ্বীনের (জীবন বিধান) উপর অবস্থিত ছিলেন। তাওহীদের (একত্ববাদ) প্রতি তাদের ঈমান ছিল। প্রতিমা পূজা করতে এ প্রতিমার নামে কুরবানি করতে তাঁরা ঘৃণা প্রকাশ করতেন।

রূহুল মা'আনীতে মূসা ইবনে ওকবা থেকে এ রেওয়ায়েত বর্ণিত করা হয়েছে যে, ওমর ইবনে নুফায়েল যিনি মহানবী ﷺ -এর নবুয়ত প্রাপ্তির পূর্বে তাঁরা সাথে সাক্ষাতও করেছিলেন। কিন্তু নবুয়ত লাভের পূর্বে তাঁর ইন্তেকাল ঐ সালে হয়, যে সালে কুরাইশগণ বায়তুল্লাহ পুনঃ নির্মাণ করেন এবং এটা তাঁর নবুয়ত লাভের পাঁচ বছর পূর্বের ঘটনা। -মূসা ইবনে ওকবাহ তাঁর সম্পর্কে বর্ণনা করেছেন যে, তিনি কুরাইশদেরকে প্রতিমা পূজা থেকে বিরত রাখতেন এবং প্রতিমার নামে কুরবানি করাকে গর্হিত ও অশোভন বলে মন্তব্য করতেন। তিনি পৌত্তলিকদের জবাইকৃত জন্তুর গোশ্‌ত খেতেন না।

https://e-ilm.weebly.com/

আবু দাউদ তায়ালেসী ওমর ইবনে নুফায়েল-তনয় হযরত সাঈদ ইবনে ওমর (রা.) হতে (যিনি আশারায়ে-মুবাশশারাভুক্ত সাহাবী ছিলেন) এ রেওয়ায়েত করেছেন যে, তিনি নবীজীর খেদমতে আরজ করেছিলেন, আমার পিতার অবস্থা আপনি জানেন যে, তিনি তাওহীদের উপর প্রতিষ্ঠিত ছিলেন– প্রতিমা পূজার প্রতি অস্বীকৃতি জ্ঞাপন করতেন। এমতাবস্থায় আমি তাঁর মাগফেরাতের জন্য দোয়া করতে পারি কি? রাসূলুল্লাহ ﷺ ফরমান যে, হ্যাঁ, তাঁর মাগফেরাত কামনা করে দোয়া করা জায়েজ। তিনি কেয়ামতের দিন এক স্বতন্ত্র উম্মতরূপে উঠবেন। –[রূহুল মা'আনী]

অনুরূপভাবে ওরাকাহ বিন নাওফেল যিনি রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর নবুয়ত প্রাপ্তির প্রারম্ভিক স্তরে এবং কুরআন অবতীর্ণ হওয়ার সূচনা পূর্বে বিদ্যমান ছিলেন–তিনি তাওহীদের উপরই বিশ্বাস রাখতেন এবং রাসূলুল্লাহ ﷺ দ্বীন প্রচারে সাহায্য করতে সংকল্প প্রকাশ করেছিলেন। কিন্তু অনতিবিলম্বেই তিনি পরলোকগমন করেন। এসব ঘটনাবলি প্রমাণ করে যে, আরব জাতিসমূহ আল্লাহর তাওহীদ ও ঈমানের দাওয়াত থেকে তো বঞ্চিত ছিলেন না, কিন্তু তাদের মাঝে কোনো নবীর আবির্ভাব ঘটেনি। আল্লাহ পাকই ভালো জানেন। এ তিন আয়াত– কুরআন যে সত্য এবং রাসূলুল্লাহ ﷺ যে প্রকৃত নবী তা প্রমাণ করে।

কেয়ামত দিবসের দৈর্ঘ্য : فِىْ يَوْمٍ كَانَ مِقْدَارُهٗ اَلْفَ سَنَةٍ مِّمَّا تَعُدُّوْنَ অর্থাৎ সেদিনের পরিমাণ তোমাদের গণনানুসারে এক হাজার বছর হবে এবং সূরায়ে মা'আরেজের আয়াতে রয়েছে– فِىْ يَوْمٍ كَانَ مِقْدَارُهٗ خَمْسِيْنَ اَلْفَ سَنَةٍ অর্থাৎ সেদিনের পরিমাণ পঞ্চাশ হাজার বছর হবে।

এর এক সহজ উত্তর তো এই – যা বয়ানুল কুরআনে উল্লেখ করা হয়েছে যে, সেদিনটি অত্যন্ত ভয়ঙ্কর হবে বিধায় মানুষের নিকট অতিশয় দীর্ঘ বলে মনে হবে। এরূপ দীর্ঘানুভূতি নিজ নিজ ঈমান ও আমলানুপাতে হবে। যারা বড় অপরাধী তাদের নিকট সুদীর্ঘ এবং যারা কম অপরাধী তাদের নিকট কম দীর্ঘ বলে বোধ হবে। এমনকি সেদিন কিছু লোকের নিকট এক হাজার বছর বলে মনে হবে, আবার কারো কারো নিকট পঞ্চাশ হাজার বছর বলে মনে হবে।

তাফসীরে রূহুল মা'আনীতে ওলামা ও সুফীগণ কর্তৃক উক্ত আয়াতের আরো কয়েকটি ব্যাখ্যা প্রদান করা হয়েছে। কিন্তু তা সবই কাল্পনিক ও অনুমান প্রসূত। কোনোটাই কুরআনের মর্মভিত্তিক বা বিশ্বাসযোগ্য নয়। সুতরাং সলফে সালেহীন–সাহাবায়ে কেরাম ও তাবেয়ীন কর্তৃক অনুসৃত পদ্ধতিই সর্বাধিক বিশুদ্ধ ও নিরাপদ–তা হলো, তাঁরা পঞ্চাশ ও একের এ পার্থক্য আল্লাহ পাকের জ্ঞান ও অবগতির উপরই ছেড়ে দিয়েছেন এবং এ তত্ত্ব তাঁদের জানা নেই বলেই ক্ষান্ত হয়েছেন।

এ সম্পর্কে হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) বলেছেন : هُمَا يَوْمَانِ ذَكَرَهُمَا اللّٰهُ تَعَالٰى فِىْ كِتَابِهِ اللّٰهِ تَعَالٰى اَعْلَمُ بِهِمَا وَاَكْرَهُ اَنْ اَقُوْلَ فِىْ كِتَابِ اللّٰهِ مَا لَا اَعْلَمُ (اَخْرَجَهٗ عَبْدُ الرَّزَّاقِ وَالْحَاكِمُ وَصَحَّحَهٗ) – অর্থাৎ, এ দুদিন এমন যাহা আল্লাহ নিজ গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন। এ দুদিন সম্পর্কে আল্লাহ্ পাকই সর্বাধিক জ্ঞাত এবং আল্লাহ পাকের গ্রন্থের যে বিষয় সম্পর্কে অবহিত নই সে সম্পর্কে কোনো মন্তব্য করা অবাঞ্ছনীয় বলে মনে করি। –[ইহা আব্দুররাজ্জাক ও হাকেম বর্ণনা করেছেন এবং তা বিশুদ্ধ বলে মন্তব্য করেছেন।]

দুনিয়ার সকল বস্তুই মূলত উত্তম ও কল্যাণকর, অকল্যাণ ও অপকৃষ্টতা শুধু তার ভ্রান্ত ব্যবহারের কারণে : اَلَّذِىْٓ اَحْسَنَ كُلَّ شَىْءٍ خَلَقَهٗ অর্থাৎ যিনি যাবতীয় বস্তু অত্যন্ত সুন্দর ও নিপুণভাবে সৃষ্টি করেছেন। কারণ এ বিশ্বজগতে তিনি যা কিছু সৃষ্টি করেছেন তা এ জগতের কল্যাণ ও মঙ্গলোপযোগী করেই সৃষ্টি করেছেন। সুতরাং এর প্রতিটি বস্তুই মূলতঃ এক বিশেষ সৌন্দর্যের অধিকারী। এদের মধ্যে সর্বাধিক উত্তম ও সুন্দর করে মানবকে সৃষ্টি করেছেন। যেমন ইরশাদ করেছেন। لَقَدْ خَلَقْنَا الْاِنْسَانَ فِىْٓ اَحْسَنِ تَقْوِيْمٍ অর্থাৎ নিশ্চয় আমি মানবকে অতি সুন্দর গঠন ও উত্তম আকৃতি-প্রকৃতি দিয়ে সৃষ্টি করেছি। অন্যান্য সৃষ্ট বস্তু বাহ্যতঃ যত অশ্লীল ও অকল্যাণকরই মনে হোক না কেন–কুকুর, শুকর, সাপ, বিচ্ছু, সিংহ, বাঘ প্রভৃতি বিষধর ও হিংস্র জন্তু সাধারণ দৃষ্টিতে অকল্যাণকর বলে মনে হয়। কিন্তু গোটা বিশ্বের মঙ্গলামঙ্গল বিবেচনায় এগুলোর কোনোটাই অপকৃষ্ট অমঙ্গলকর নয়। জনৈক কবি বলেন :

نہیں ہے چیز نکمی کوئی زمانے میں * کوئی برا نہیں قدرت کے کارخانے میں

বিশ্বমাঝারে পাবে না কিছু আকেজো অসার
অকর্মা হেথা নাহি কিছু লীলাক্ষেত্রে আল্লাহর।

https://e-ilm.weebly.com/

হাকীমুল উম্মত হযরত থানভী (রা.) বলেছেন যে, যাবতীয় মৌলিক এবং আনুষঙ্গিক বস্তু كُلَّ شَيْءٍ -এর অন্তর্গত। অর্থাৎ যেসব বস্তু মৌলিক সত্তার অধিকারী ও দৃশ্যমান যথা–প্রাণীজগত, উদ্ভিত জগত, জড় জগত প্রভৃতি এবং আনুষঙ্গিক অদৃশ্য বস্তু যথা, স্বভাব-চরিত্র ও আমলসমূহ সবই এর অন্তর্ভুক্ত। এমন কি যেগুলো কুচরিত্র ও কুস্বভাব বলে কথিত যথা, ক্রোধ, লোভ ও যৌন–কামনা প্রভৃতিও প্রকৃতিগতভাবে খারাপ নয়। যথাস্থানে ও যথাসময়ে ব্যবহৃত না হওয়ার দরুন এগুলো অপকৃষ্ট ও অকল্যাণকর প্রতিপন্ন হয়।

وَبَدَأَ خَلْقَ الْإِنْسَانِ مِنْ طِيْنٍ –ইতঃপূর্বে একথাই ব্যক্ত করা হয়েছে যে, আল্লাহ পাক বিশ্ব-জগতের যাবতীয় বস্তু অতি সুন্দর ও নিখুঁতভাবে সৃষ্টি করেছেন। অতঃপর এর মাঝে সর্বাধিক সুদর্শন ও মনোরম মানুষের আলোচনা করেছেন। এর সাথে তাঁর পূর্ণ ও অনন্য ক্ষমতা প্রকাশার্থে একথাও ব্যক্ত করেছিলেন যে, মানুষকে আমি সর্বোত্তম ও সেরা সৃষ্টি করে তৈরি করেছি। তার সৃষ্টি উপকরণ সর্বোন্নত ও সর্বোৎকৃষ্ট বলে সে শ্রেষ্ঠ নয়, বরং তার সৃষ্টি উপকরণ তো নিকৃষ্টতম বস্তু– বীর্য। অতঃপর তাঁর অনন্য ক্ষমতা ও অসাধারণ সৃষ্টিকৌশল প্রয়োগ করে এই নিকৃষ্টতম বস্তুকে সর্বাধিক মর্যাদাসম্পন্ন সেরা সৃষ্টিতে করেছেন।

শব্দ বিশ্লেষণ :

اِفْتَرَاهُ : সীগাহ واحد مذكر غائب বহছ ماضى معروف ; যমীর মাফউল, বাব اِفْتِعَالٌ মাসদার اِفْتِرَاءٌ মূলবর্ণ (ف - ر - ى) জিনস ناقص يائى অর্থ- তিনি এটাকে উদ্ভাবন করেছেন, তিনি মিথ্যা বর্ণনা করেছেন।

لِتُنْذِرَ : সীগাহ واحد مذكر حاضر বহছ مضارع منصوب بلام كى বাব اِفْعَالٌ মাসদার اِنْذَارٌ মূলবর্ণ (ن - ذ - ر) জিনস صحيح অর্থ- যাতে আপনি ভীতি প্রদর্শন করেন।

اِسْتَوٰى : সীগাহ واحد مذكر غائب বহছ ماضى معروف বাব اِفْتِعَالٌ মাসদার اِسْتِوَاءٌ মূলবর্ণ (س - و - ى) জিনস لفيف مقرون অর্থ- সে ইচ্ছা করেছে, সে দৃঢ়তা অবলম্বন করেছে, সোজা হয়ে বসেছে, সে দাঁড়াল।

سَوّٰهُ : সীগাহ واحد مذكر غائب বহছ فعل ماضى معروف ; যমীর মাফউল। বাব تَفْعِيْلٌ মাসদার تَسْوِيَةٌ মূলবর্ণ (س - و - ى) জিনস لفيف مقرون অর্থ- সে তাকে বরাবর করেছে, তাকে পরিপূর্ণ বানিয়েছে।

اَفْئِدَةٌ : فُؤَادٌ -এর বহুবচন। অর্থ- দিল, অন্তর, হৃদয়।

বাক্য বিশ্লেষণ :

الٓمّٓ تَنْزِيْلُ الْكِتٰبِ لَا رَيْبَ فِيْهِ مِنْ رَّبِّ الْعٰلَمِيْنَ : এখানে الٓمّٓ টা উহ্য মুবতাদার খবর। আর تَنْزِيْلُ الْكِتٰبِ হলো মুবতাদা। আর لَا হলো نافية للجنس আর رَيْبَ হলো তর ইসম আর فِيْهِ হলো তার খবর। আর বাক্যটি اَلْكِتَابُ থেকে حال হয়েছে। আর تَنْزِيْلُ টা مِنْ رَّبِّ الْعٰلَمِيْنَ মুবতাদার খবর হয়েছে। –[ই'রাবুল কুরআন ৬ষ্ঠ খণ্ড : পৃ. ১১৩]

https://e-ilm.weebly.com/

قُلْ يَتَوَفّٰىكُمْ مَّلَكُ الْمَوْتِ الَّذِىْ وُكِّلَ بِكُمْ ثُمَّ اِلٰى رَبِّكُمْ تُرْجَعُوْنَ ﴿١١﴾ ع

১১. আপনি বলে দিন, মৃত্যুর ফেরেশতা তোমাদের প্রাণ বের করে থাকে– যে তোমাদের উপর নিযুক্ত রয়েছে, অতঃপর তোমরা স্বীয় প্রভুর দিকে প্রত্যাবর্তিত হবে।

وَلَوْ تَرٰٓى اِذِ الْمُجْرِمُوْنَ نَاكِسُوْا رُءُوْسِهِمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ ؕ رَبَّنَآ اَبْصَرْنَا وَسَمِعْنَا فَارْجِعْنَا نَعْمَلْ صَالِحًا اِنَّا مُوْقِنُوْنَ ﴿١٢﴾

১২. আর যদি আপনি দেখেন, তবে এক বিস্ময়কর অবস্থা দেখবেন– যখন এ অপরাধীরা স্বীয় প্রভুর সম্মুখে মস্তক অবনত করে থাকবে; [এবং বলবে,] হে আমাদের প্রভু! ব্যস, আমাদের চক্ষু ও কর্ণ খুলে গেছে। অতএব, আমাদেরকে [পৃথিবীতে] পুনরায় প্রেরণ করুন, আমরা নেক কাজ করতে থাকব, আমাদের পূর্ণ বিশ্বাস হয়েছে।

وَلَوْ شِئْنَا لَاٰتَيْنَا كُلَّ نَفْسٍ هُدٰىهَا وَلٰكِنْ حَقَّ الْقَوْلُ مِنِّىْ لَاَمْلَئَنَّ جَهَنَّمَ مِنَ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ اَجْمَعِيْنَ ﴿١٣﴾

১৩. আর যদি আমার ইচ্ছা হতো তবে প্রত্যেক ব্যক্তিকে তার [নাজাতের] পথ দান করতাম, কিন্তু আমার এ বাণী স্থিরীকৃত হয়ে রয়েছে যে, আমি জাহান্নামকে জিন ও মানুষ উভয় জাতি দ্বারা পূর্ণ করব।

فَذُوْقُوْا بِمَا نَسِيْتُمْ لِقَآءَ يَوْمِكُمْ هٰذَا ۚ اِنَّا نَسِيْنٰكُمْ وَذُوْقُوْا عَذَابَ الْخُلْدِ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُوْنَ ﴿١٤﴾

১৪. অতএব, তোমরা এখন তার স্বাদ গ্রহণ কর যে, তোমরা এদিনের আগমন ভুলে গিয়েছিলে, আমিও তোমাদেরকে ভুলে গেলাম, [অর্থাৎ, রহমত হতে বঞ্চিত করলাম] এবং চিরন্তন আজাবের স্বাদ গ্রহণ কর তোমাদের কৃতকর্মের ফলে।

শাব্দিক অনুবাদ :

১১. قُلْ আপনি বলে দিন يَتَوَفّٰىكُمْ مَّلَكُ الْمَوْتِ মৃত্যুর ফেরেশতা তোমাদের প্রাণ বের করে থাকে الَّذِىْ وُكِّلَ بِكُمْ যে তোমাদের উপর নিযুক্ত রয়েছে ثُمَّ اِلٰى رَبِّكُمْ تُرْجَعُوْنَ অতঃপর তোমরা স্বীয় রবের দিকে প্রত্যাবর্তিত হবে।

১২. وَلَوْ تَرٰٓى আর যদি আপনি দেখেন, তবে এক বিস্ময়কর অবস্থা দেখবেন اِذِ الْمُجْرِمُوْنَ যখন এই অপরাধীরা نَاكِسُوْا رُءُوْسِهِمْ মস্তক অবনত করে থাকবে عِنْدَ رَبِّهِمْ স্বীয় প্রভুর সম্মুখে (এবং বলবে) رَبَّنَا হে আমাদের প্রভু اَبْصَرْنَا وَسَمِعْنَا ব্যস, আমাদের চক্ষু ও কর্ণ খুলে গেছে فَارْجِعْنَا আমাদেরকে [পৃথিবীতে] পুনরায় প্রেরণ করুণ نَعْمَلْ صَالِحًا আমরা নেক কাজ করতে থাকব اِنَّا مُوْقِنُوْنَ আমাদের পূর্ণ বিশ্বাস হয়েছে।

১৩. وَلَوْ شِئْنَا আর যদি আমার ইচ্ছা হতো لَاٰتَيْنَا দান করতাম كُلَّ نَفْسٍ প্রত্যেক ব্যক্তিকে هُدٰىهَا তার নাজাতের পথ وَلٰكِنْ حَقَّ الْقَوْلُ مِنِّىْ কিন্তু আমার এই বাণী স্থিরীকৃত হয়ে রয়েছে যে لَاَمْلَئَنَّ جَهَنَّمَ আমি জাহান্নামকে পূর্ণ করব مِنَ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ اَجْمَعِيْنَ জিন ও মানুষ উভয় জাতি দ্বারা।

১৪. فَذُوْقُوْا অতএব, তোমরা এখন তার স্বাদ গ্রহণ করবে بِمَا نَسِيْتُمْ তোমরা ভুলে গিয়েছিলে لِقَآءَ يَوْمِكُمْ هٰذَا এ দিনের আগমনকে اِنَّا نَسِيْنٰكُمْ আমিও তোমাদেরকে ভুলে গেলাম وَذُوْقُوْا عَذَابَ الْخُلْدِ এবং তোমরা চিরন্তন আজাবের স্বাদ গ্রহণ কর بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُوْنَ তোমাদের কৃতকর্মের ফলে।

https://e-ilm.weebly.com/

১৫. আমার নিদর্শনসমূহের প্রতি তো কেবল সেই সকল লোকই বিশ্বাস স্থাপন করে, যাদেরকে আমার আয়াতসমূহ যখন স্মরণ করিয়ে দেওয়া হয়, তখনই তারা সেজদায় পতিত হয় এবং স্বীয় প্রভুর পবিত্রতা ও প্রশংসা বর্ণনা করতে থাকে এবং তারা অহংকার করে না।	إِنَّمَا يُؤْمِنُ بِاٰيٰتِنَا الَّذِيْنَ إِذَا ذُكِّرُوْا بِهَا خَرُّوْا سُجَّدًا وَّسَبَّحُوْا بِحَمْدِ رَبِّهِمْ وَهُمْ لَا يَسْتَكْبِرُوْنَ ۩ ﴿١٥﴾
১৬. তাদের পাঁজরসমূহ শয্যা হতে পৃথক থাকে, এ প্রকারে [পৃথক থাকে] যে, তারা আশায় এবং ভয়ে স্বীয় প্রতিপালককে ডাকতে থাকে, আর আমার প্রদত্ত বস্তুসমূহ হতে ব্যয় করে।	تَتَجَافٰى جُنُوْبُهُمْ عَنِ الْمَضَاجِعِ يَدْعُوْنَ رَبَّهُمْ خَوْفًا وَّطَمَعًا ۫ وَّمِمَّا رَزَقْنٰهُمْ يُنْفِقُوْنَ ﴿١٦﴾
১৭. অতএব, কারো জানা নেই যে, এরূপ লোকদের জন্য কতকিছু নয়ন জুড়ানো আসবাব যে গায়বি ভাণ্ডারে মওজুদ রয়েছে, এটা তারা তাদের কৃতকর্মের পুরস্কারস্বরূপ প্রাপ্ত হয়েছে।	فَلَا تَعْلَمُ نَفْسٌ مَّآ أُخْفِيَ لَهُمْ مِّنْ قُرَّةِ أَعْيُنٍ ۚ جَزَآءًۢ بِمَا كَانُوْا يَعْمَلُوْنَ ﴿١٧﴾
১৮. অতএব, [এখন বল,] যে ব্যক্তি মু'মিন, সে কি ঐ ব্যক্তির সমতুল্য হবে যে ব্যক্তি নাফরমান? তারা পরস্পর সমান হতে পারে না।	أَفَمَنْ كَانَ مُؤْمِنًا كَمَنْ كَانَ فَاسِقًا ؕ لَا يَسْتَوٗنَ ﴿١٨﴾
১৯. যারা ঈমান এনেছে এবং নেক কাজ করেছে, বস্তুত তাদের জন্য অনন্তকাল অবস্থানের বেহেশতসমূহ রয়েছে, যা তাদের [নেক] কাজের বিনিময়ে আতিথ্যস্বরূপ।	أَمَّا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَعَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ فَلَهُمْ جَنّٰتُ الْمَأْوٰى ۫ نُزُلًۢا بِمَا كَانُوْا يَعْمَلُوْنَ ﴿١٩﴾

শাব্দিক অনুবাদ :

১৫. إِنَّمَا يُؤْمِنُ بِاٰيٰتِنَا আমার নিদর্শন সমূহের প্রতি তো কেবল সে সকল লোকই বিশ্বাস স্থাপন করে الَّذِيْنَ إِذَا ذُكِّرُوْا بِهَا যাদেরকে আমার আয়াত সমূহ যখন স্মরণ করিয়ে দেওয়া হয় خَرُّوْا سُجَّدًا তখনই তারা সেজদায় পতিত হয় وَسَبَّحُوْا بِحَمْدِ رَبِّهِمْ এবং স্বীয় প্রভুর পবিত্রতা ও প্রশংসা বর্ণনা করতে থাকে وَهُمْ لَا يَسْتَكْبِرُوْنَ এবং তারা অহংকার করে না।

১৬. تَتَجَافٰى جُنُوْبُهُمْ عَنِ الْمَضَاجِعِ তাদের পাঁজর সমূহ শয্যা হতে পৃথক থাকে يَدْعُوْنَ رَبَّهُمْ এ প্রকারে (পৃথক থাকে) যে, স্বীয় প্রতিপালককে ডাকতে থাকে خَوْفًا وَّطَمَعًا আশায় এবং ভয়ে وَّمِمَّا رَزَقْنٰهُمْ يُنْفِقُوْنَ আর আমার প্রদত্ত বস্তুসমূহ হতে ব্যয় করে।

১৭. فَلَا تَعْلَمُ نَفْسٌ অতএব, কারো জানা নেই যে مَّآ أُخْفِيَ لَهُمْ مِّنْ قُرَّةِ أَعْيُنٍ এরূপ লোকদের জন্য কত কিছু নয়ন জুড়ানো আসবাব যে, গায়বি ভাণ্ডারে মওজুদ রয়েছে جَزَآءًۢ بِمَا كَانُوْا يَعْمَلُوْنَ এটা তারা তাদের কৃত কর্মের পুরস্কার স্বরূপ প্রাপ্ত হয়েছে।

১৮. أَفَمَنْ كَانَ مُؤْمِنًا অতএব, (এখন বল) যে ব্যক্তি মু'মিন সে কি ঐ ব্যক্তির সমতুল্য হবে كَمَنْ كَانَ فَاسِقًا যে ব্যক্তি নাফরমান لَا يَسْتَوٗنَ তারা পরস্পর সমান হতে পারে না।

১৯. أَمَّا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا যারা ঈমান এনেছে- وَعَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ এবং নেক কাজ করেছে فَلَهُمْ جَنّٰتُ الْمَأْوٰى বস্তুতঃ তাদের জন্য অনন্তকাল অবস্থানের বেহেশত সমূহ রয়েছে- نُزُلًۢا بِمَا كَانُوْا يَعْمَلُوْنَ যা তাদের কাজের বিনিময়ে আতিথ্যস্বরূপ।

https://e-ilm.weebly.com/

২০. আর যারা নাফরমান ছিল তাদের বাসস্থান হচ্ছে দোজখ; যখন তা হতে বের হতে চাইবে, [এবং কূলের দিকে অগ্রসর হবে] তখন তারা পুনঃ তাতে নিক্ষিপ্ত হবে এবং তাদেরকে বলা হবে, দোজখের সে আজাব আস্বাদন কর যাকে তোমরা অবিশ্বাস করতে।	وَاَمَّا الَّذِيْنَ فَسَقُوْا فَمَاْوٰىهُمُ النَّارُ ؕ كُلَّمَاۤ اَرَادُوْۤا اَنْ يَّخْرُجُوْا مِنْهَاۤ اُعِيْدُوْا فِيْهَا وَقِيْلَ لَهُمْ ذُوْقُوْا عَذَابَ النَّارِ الَّذِىْ كُنْتُمْ بِهٖ تُكَذِّبُوْنَ ﴿٢٠﴾

শাব্দিক অনুবাদ :

২০. وَاَمَّا الَّذِيْنَ فَسَقُوْا আর যারা নাফরমান ছিল فَمَاْوٰىهُمُ النَّارُ তাদের বাসস্থান হচ্ছে দোজখ كُلَّمَاۤ اَرَادُوْۤا যখন তারা চাইবে اَنْ يَّخْرُجُوْا مِنْهَا তা হতে বের হতে اُعِيْدُوْا فِيْهَا তখন তারা পুনঃ তাতে নিক্ষিপ্ত হবে وَقِيْلَ لَهُمْ এবং তাদেরকে বলা হবে ذُوْقُوْا আস্বাদন কর عَذَابَ النَّارِ দোজখের সেই আজাব الَّذِىْ كُنْتُمْ بِهٖ تُكَذِّبُوْنَ যাকে তোমরা অবিশ্বাস করতে।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

إِنَّمَا يُؤْمِنُ بِاٰيٰتِنَا الَّذِيْنَ اِذَا ذُكِّرُوْا بِهَا خَرُّوْا سُجَّدًا وَّسَبَّحُوْا بِحَمْدِ رَبِّهِمْ وَهُمْ لَا يَسْتَكْبِرُوْنَ (১৫)

শানে নুযূল : ইবনে জুরাইজ ও মুজাহিদ কর্তৃক বর্ণিত রয়েছে যে, আলোচ্য আয়াত মুনাফিক সম্প্রদায় সম্পর্কে নাজিল হয়েছে। মুনাফিকদের স্বভাব ছিল যখন নামাজ আদায় করার সময় হতো, তখন তারা মসজিদ হতে বের হয়ে যেত। মুনাফিকদের ইবাদতে এহেন অমনোযোগিতায় পরিপ্রেক্ষিতে আলোচ্য আয়াতটি নাজিল হয়েছে।

–[রূহুল মা'আনী- ১৩০/২১/১১]

تَتَجَافٰى جُنُوْبُهُمْ عَنِ الْمَضَاجِعِ .... الاية ـ

শানে নুযূল : তিরমিযী শরীফে হযরত আনাস (রা.) থেকে বিশুদ্ধ সনদে বর্ণিত আছে যে, উল্লিখিত আয়াত تَتَجَافٰى جُنُوْبُهُمْ যারা এশার নামাজের পূর্বে শয্যা গ্রহণ না করে, এশার জামাতের জন্য প্রতীক্ষারত থাকেন, তাদের সম্পর্কেই আলোচ্য আয়াত নাজিল হয়েছে।

আবার কোনো কোনো রেওয়ায়েতে আছে, এ আয়াত সেসব লোক সম্পর্কে নাজিল হয়েছে যারা মাগরিব ও এশার মধ্যবর্তী সময়টুকু নফল নামাজ আদায় করে কাটান, (মুহাম্মদ বিন নসর এই হাদীসটি রেওয়ায়েত করেন) এ আয়াত সম্পর্কে হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) বলেন যে, যে ব্যক্তি শুয়ে এবং বসে বা পার্শ্বদেশে শায়িত অবস্থায় চোখ উন্মীলনের সাথে সাথে আল্লাহ পাকের জিকিরে লিপ্ত হন তাঁরাও এ আয়াতের অন্তর্ভুক্ত।

–[তাফসীরে মা'আরেফুল কুরআন (সংক্ষিপ্ত)। পৃ: ১০৬৫]

হযরত বেলাল (রা.) ও বর্ণনা করেন যে, মাগরিবের নামাজের পর আমরা যখন মসজিদে বসা থাকতাম তখন অনেক সাহাবায়ে কেরাম ইশা পর্যন্ত নামাজ আদায় করতেন। তাদের সম্পর্কেই অত্র আয়াত নাজিল হয়।

–[মুখতাসার ইবনে কাসীর খণ্ড, পৃ. ৭৫]

অন্য এক বর্ণনায় হযরত মু'আয বিন জাবাল (রা.) থেকে বর্ণিত রয়েছে যে, তিনি বলেন, তাবুকের যুদ্ধের সময় আমরা রাসূল ﷺ-এর সঙ্গে ছিলাম তখন প্রচণ্ড গরমের সময় ছিল। গরমের কারণে লোকজন একটু কেটে পড়ল তখন আমি রাসূল ﷺ-কে জিজ্ঞাসা করলাম যে, হে আল্লাহর রাসূল ﷺ! আমাকে এমন একটি আমলের কথা বলুন যা আমাকে জান্নাতে নিয়ে যাবে ও জাহান্নাম থেকে বাঁচাবে। হুযূর ﷺ বললেন, তুমি অতীব গুরুত্বপূর্ণ একটি বিষয় জানতে চেয়েছ। প্রকৃতপক্ষে তা ঐ ব্যক্তির জন্যই সহজ হবে আল্লাহপাক যার জন্য সহজ করে দিবেন। তুমি আল্লাহ তা'আলার ইবাদত

https://e-ilm.weebly.com/

করবে। তাঁর সাথে কাউকে শরিক করবে না। নামাজ আদায় করবে। জাকাত প্রদান করবে। রমজানের রোজা রাখবে, অতঃপর তিনি বলেন, যদি তুমি চাও তাহলে তোমাকে কল্যাণের পথ বলে দিতে পারি। আমি বললাম, বলুন ইয়া রাসূলাল্লাহ! নবীজী তখন বললেন, রোজা হলো ঢাল স্বরূপ, আর সদকা পাপ মোচনকারী। আর রাতের মধ্যভাগে আল্লাহপাকের উদ্দেশ্যে নামাজ আদায় করবে। অতঃপর তিনি উল্লিখিত আয়াত তেলাওয়াত করেন। –[তিরমিযী শরীফ]

اَفَمَنْ كَانَ مُؤْمِنًا كَمَنْ كَانَ .... الاية ـ

শানে নুযূল : এই আয়াতটি হযরত আলী ইবনে আবি তালেব (রা.)ও উতবা ইবনে মু'য়ীত এর ব্যাপারে নাজিল হয়। ঘটনাটি হলো এই, একবার উভয়ের মাঝে কথা কাটাকাটি হচ্ছিল। এক পর্যায়ে উতবা হযরত আলী (রা.)-কে লক্ষ্য করে বলল, তুমি এখনও শিশু আর আমি তোমার চেয়ে বড় বীর। জবাবে হযরত আলী (রা.) বললেন, তুমি আল্লাহ্‌র নাফরমান, এই পরিপ্রেক্ষিতে উক্ত আয়াত নাজিল হয়।

قُلْ يَتَوَفّٰكُمْ مَّلَكُ الْمَوْتِ الَّذِىْ وُكِّلَ بِكُمْ – পূর্ববর্তী আয়াতে কেয়ামত অস্বীকারকারীগণের প্রতি সতর্কবাণী এবং মৃত্যুর পর পুনর্জীবন লাভ সম্পর্কে তাদের যে বিস্ময়–তার উত্তর ছিল। এ আয়াতে বর্ণিত হয়েছে যে, নিজের মৃত্যু সম্পর্কে যদি চিন্তা-ভাবনা কর, তবে এতে আল্লাহপাকের কুদরতে কামেলা ও অনন্য ক্ষমতার বহিঃপ্রকাশ দেখতে পাবে। তোমরা নিজ অজ্ঞানতা ও নির্বুদ্ধিতাবশতঃ মনে কর যে, মৃত্যু আপনা-আপনিই সংঘটিত হয়; কিন্তু ব্যাপার এমনটি নয়– বরং আল্লাহ্ পাকের নিকটে তোমাদের মৃত্যুর এক নির্দিষ্ট ক্ষণ রয়েছে; এ সম্পর্কে ফেরেশতাদের মাধ্যমে এক বিশেষ ব্যবস্থাপনাও নির্ধারিত রয়েছে। সেক্ষেত্রে হযরত আজরাঈল (আ.)-এর ভূমিকাই সর্বাধিক উল্লেখযোগ্য। সমস্ত প্রাণী জগতের মৃত্যু তাঁর উপর ন্যস্ত, যার মৃত্যু যখন এবং যে স্থানে নির্ধারিত ঠিক সে সময়েই তিনি তার প্রাণ বিয়োগ ঘটাবেন। আলোচ্য আয়াতে এর বর্ণনাই রয়েছে এখানে مَلَكُ الْمَوْتِ এক বচনে বর্ণনা করা হয়েছে এবং অপর এক আয়াতে রয়েছে اَلَّذِيْنَ تَتَوَفّٰهُمُ الْمَلٰٓئِكَةُ –অর্থাৎ ফেরেশতাগণ যাদের প্রাণ বিয়োগ ঘটায়–এখানে مَلٰٓئِكَةٌ বহুবচন ব্যবহৃত হয়েছে। এতে এ ইঙ্গিত রয়েছে যে, হযরত আজরাঈল (আ.) একাকী একাজ সম্পন্ন করেন না; বহু ফেরেশতা তাঁর অধীনে একাজে অংশগ্রহণ করেন।

আত্মাবিয়োগ ও মালাকুল-মউত সম্পর্কে কিছু বিশ্লেষণ : প্রখ্যাত মুফাসসির মুজাহিদ (র.) বলেন, মালাকুল–মউতের সামনে গোটা বিশ্ব কোনো ব্যক্তির সামনে রক্ষিত বিভিন্ন খাবার সামগ্রীপূর্ণ একটা থালার মতো তিনি যাকে চান তুলে নেন। বিষয়টি এক মার'ফু হাদীসেও আছে (ইমাম কুরতুবী তাজকিরাতে এটি বর্ণনা করেছেন)। অপর এক হাদীসে রয়েছে যে, নবীজী ﷺ একদা জনৈক সাহাবীর শিয়রে মালাকুল মউতকে দেখে বললেন যে, আমার সাহাবীর সাথে সহজ ও কোমল ব্যবহার করো। মালাকুল-মউত উত্তরে বললেন, আপনি নিশ্চিত থাকুন-আমি প্রত্যেক মু'মিনের সাথে নরম ব্যবহার করে থাকি এবং বলেন যে, যত মানুষ গ্রাম-গঞ্জে, বনে জঙ্গলে, পাহাড়-পর্বত বা সমুদ্র সৈকতে বসবাস করছে–আমি তাদের প্রত্যেককে প্রতিদিন পাঁচ বার দেখে থাকি। এজন্য এদের ছোট-বড় প্রত্যেক সম্পর্কে আমি প্রত্যক্ষভাবে পুরোপুরি জ্ঞাত। অতঃপর বলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ ﷺ এগুলো যা কিছু হয় সব আল্লাহর হুকুমে। অন্যথায় আল্লাহর হুকুম ব্যতীত আমি কোনো মশারও প্রাণ বিয়োগ ঘটাতে সক্ষম নই।

মালাকুল-মউতই কি অন্যান্য জীবজন্তুরও প্রাণবিয়োগ ঘটান? উল্লিখিত হাদীসের রেওয়ায়েত দ্বারা বোঝা যায় যে, আল্লাহ পাকের অনুমতি সাপেক্ষে মশার মৃত্যু মালাকুল-মউতই ঘটায়। হযরত ইমাম মালেক ও এক প্রশ্নের উত্তরে এ রকমই বলেন। কিন্তু অন্যান্য কতিপয় রেওয়ায়েত থেকে জানা যায় যে, ফেরেশতাগণের দ্বারা আত্মার বিয়োগ ঘটানো কেবল মানুষের জন্য নির্দিষ্ট কেবল তার মর্যাদার দরুন– অন্যান্য জীব-জন্তু আল্লাহর অনুমতিক্রমে ফেরেশতাগণের মাধ্যমে ব্যতীত আপনা-আপনিই মৃত্যুবরণ করবে। –[কুরতুবী'র বরাত দিয়ে ইবনে আতিয়্যাহ বর্ণনা করেন]

এ বিষয়েই আবুশ শায়েখ, ওকাইলী, দায়লামী প্রমুখ হযরত আনাস (রা.) থেকে রেওয়ায়েত করেন যে, নবীজী ﷺ ইরশাদ করেছেন যে, জীবজন্তু ও কীট-পতঙ্গ সবই আল্লাহ পাকের প্রশংসাস্তুতিতে মগ্ন। (এটিই এগুলোর জীবন) যখন এদের গুণকীর্তন বন্ধ হয়ে যায়, তখনই আল্লাহ পাক এদের প্রাণ বিয়োগ ঘটান। জীব-জন্তুর মৃত্যু মালাকুল-মউতে'র উপর ন্যস্ত নয়। ঠিক একই মর্মে এক হাদীস হযরত ইবনে ওমর (রা.) থেকেও বর্ণিত আছে। – [মাযহারী]

https://e-ilm.weebly.com/

অপর এক আয়াতে রয়েছে যে, যখন আল্লাহ পাক আজরাঈল (আ.)- এর উপর গোটা বিশ্বের মৃত্যু সংঘটনের দায়িত্ব অর্পণ করেন, তখন তিনি (আযরাঈল) নিবেদন করেন; হে প্রভু আপনি আমার উপর এমন দায়িত্ব অর্পণ করলেন যার ফলে বিশ্ব জগৎ ও গোটা মানবজাতি আমাকে ভর্ৎসনা করবে এবং আমার প্রসংগ উঠলে অত্যন্ত বিরূপ মন্তব্য করবে। প্রত্যুত্তরে আল্লাহ তা'আলা বললেন : আমি এর সুরাহা এভাবে করেছি যে, জগতে রোগ–ব্যাধি ও অন্যান্যরূপে মৃত্যুর কিছু বাহ্যিক কারণ রেখে দিলাম যার ফলে প্রত্যেক মানুষ সেসব উপলক্ষ ও রোগ-ব্যাধিকে মৃত্যুর কারণরূপে আখ্যায়িত করবে এবং তুমি তাদের অপবাদ থেকে রক্ষা পাবে। – [কুরতুবী]

ইমাম বগভী (র.) হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) থেকে রেওয়ায়েত করেছেন যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন –যত প্রকারের রোগ–ব্যাধি, ক্ষত ও আঘাত রয়েছে– এসবই মৃত্যু দূত–মানুষকে তার মৃত্যুর কথা স্মরণ করিয়ে দেয়। অতঃপর যখন মৃত্যুক্ষণ ঘনিয়ে আসে, তখন মালাকুত-মউত মৃত্যু পথযাত্রীকে সম্বোধন করে বলেন, ওগো আল্লাহর বান্দা, আমার আগমনের পূর্বে তোমাদেরকে সাবধান করে মৃত্যুর প্রস্তুতি গ্রহণের জন্য আমি রোগ-ব্যাধি ও দুর্যোগ-দুর্বিপাক রূপে কত সংবাদ কত দূত পাঠিয়েছি। এখন আমি পৌঁছে গেছি। এরপর আর কোনো সংবাদ প্রদানকারী বা কোনো দূত আসবে না। এখন তুমি স্বীয় প্রভুর নির্দেশ বাধ্যতামূলকভাবে পালন করবে– চাই স্বেচ্ছায় হোক বা অনিচ্ছাকৃতভাবে হোক।–[মাযহারী]

মাসআলা : কারো আত্মা বের করে নিয়ে আসার নির্দেশ প্রদানের পূর্ব পর্যন্ত মালাকূল–মউত কারো মৃত্যুক্ষণ সম্পর্কে কিছুই জানেন না। –[আহমদ কর্তৃক মা'মার থেকে বর্ণিত–মাযহারী]

تَتَجَافٰى جُنُوْبُهُمْ عَنِ الْمَضَاجِعِ يَدْعُوْنَ رَبَّهُمْ خَوْفًا وَّطَمَعًا –পূর্ববর্তী আয়াতসমূহে কাফের, মুশরিক ও কিয়ামত অস্বীকারকারীদের প্রতি সতর্কবাণী ছিল। অতঃপর (اِنَّمَا يُؤْمِنُ بِاٰيٰتِنَا) থেকে খাঁটি ও নিষ্ঠাবান মু'মিনগণের বিশেষ গুণাবলি ও তাদের সুমহান মর্যাদাসমূহের বর্ণনা রয়েছে। উল্লিখিত আয়াতে মু'মিনগণের এক গুণ এই বলে বর্ণনা করা হয়েছে যে, তাদের শরীরের পার্শ্বদেশ শয্যা থেকে আলাদা থাকে এবং শয্যা পরিত্যাগ করে আল্লাহ পাকের জিকির ও দোয়ায় আত্মনিয়োগ করে। কেননা এরা আল্লাহ্ পাকের অসন্তুষ্টি ও শাস্তিকে ভয় করে এবং তাঁর করুণা ও পুণ্যের আশা করে থাকে। আশা-নিরাশাপূর্ণ এ অবস্থা তাদেরকে জিকির ও দোয়ার জন্য ব্যাকুল করে তোলে।

তাহাজ্জুদের নামাজ : অধিকাংশ মুফাসসিরগণের মতে শয্যা পরিত্যাগ করে জিকির ও দোয়ায় আত্মনিয়োগ করার অর্থ তাহাজ্জুদ ও নফল নামাজ–যা ঘুম থেকে উঠার পর গভীর রাতে পড়া হয়। হাদীসের অপরাপর রেওয়ায়েত থেকেও এর সমর্থন পাওয়া যায়।

মুসনাদে আহমদ, তিরমিযী, নাসায়ী প্রভৃতি হাদীস গ্রন্থে হযরত মুয়ায ইবনে জাবাল থেকে বর্ণিত আছে; তিনি বলেন যে, আমি একদা নবীজীর সঙ্গে সফরে ছিলাম, সফরকালে একদিন আমি আরজ করলাম; ইয়া রাসূলাল্লাহ ﷺ আমাকে এমন কোনো আমল বলে দিন যার মাধ্যমে আমি বেহেশত লাভ করতে পারি এবং দোজখ থেকে অব্যাহতি পেতে পারি। তিনি বললেন, তুমি তো অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বস্তু প্রার্থনা করেছ। কিন্তু আল্লাহ পাক যার জন্যে তা সহজ করে দেন তার পক্ষে তা লাভ করা অতি সহজ। অতঃপর বললেন, সে আমল এই যে, আল্লাহর ইবাদত করবে এবং তাঁর সাথে কোনো অংশীদার স্থাপন করবে না। নামাজ প্রতিষ্ঠা করবে, জাকাত প্রদান করবে, রোজা রাখবে এবং বায়তুল্লাহ শরীফে হজ সম্পন্ন করবে। অতঃপর তিনি বললেন– এসো, তোমাকে পুণ্য দ্বারের সন্ধান দিয়ে দেই, (তা এই যে,) রোজা ঢাল স্বরূপ। (যা শাস্তি থেকে মুক্ত দেয়) এবং সদকা মানুষের পাপানল নির্বাপিত করে দেয়। অনুরূপভাবে মানুষের গভীর রাতের নামাজ; এই বলে কুরআন মাজীদের উল্লিখিত আয়াত تَتَجَافٰى جُنُوْبُهُمْ عَنِ الْمَضَاجِعِ তেলাওয়াত করেন।

হযরত আবুদ্দারদা (রা.), কাতাদাহ (রা.) ও যাহহাক (রা.) বলেন যে, সেসব লোকও শয্যা থেকে শরীরের পার্শ্বদেশ পৃথক হয়ে থাকা গুণের অধিকারী, যাঁরা এশা ও ফজর উভয় নামাজ জামাতের সাথে আদায় করেন। তিরমিযী শরীফে হযরত আনাস (রা.) থেকে বিশুদ্ধ সনদসহ বর্ণিত আছে যে, উল্লিখিত আয়াত تَتَجَافٰى جُنُوْبُهُمْ যারা এশার নামাজের পূর্বে শয্যা গ্রহণ না করে, এশার জামাতের জন্য প্রতীক্ষারত থাকেন, তাদের সম্পর্কেই নাজিল হয়েছে।

আবার কোনো কোনো রেওয়ায়েতে আছে, এ আয়াত সেসব লোক সম্পর্কে নাজিল হয়েছে যারা মাগরিব ও এশার মধ্যবর্তী সময়টুকু নফল নামাজ আদায় করে করে কাটান (মুহাম্মদ বিন নসর এই হাদীসটি রেওয়ায়েত করেন)। এ আয়াত সম্পর্কে

https://e-ilm.weebly.com/

হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) বলেন যে, যে ব্যক্তি শুয়ে বসে বা পার্শ্বদেশে শায়িত অবস্থায় চোখ উন্মীলনের সাথে সাথে আল্লাহ পাকের জিকিরে লিপ্ত হন তাঁরাও এ আয়াতের অন্তর্ভুক্ত।

ইবনে-কাসীর ও অন্যান্য তাফসীরকারগণ বলছেন যে, এসব বক্তব্যের মধ্যে পরস্পর কোনো বিরোধ নেই। প্রকৃতপক্ষে এরা সকলেই এ আয়াতের অন্তর্ভুক্ত। এর মধ্যে শেষরাতের নামাজই সর্বোত্তম ও সর্বশ্রেষ্ঠ মর্যাদার অধিকারী।

হযরত আসমা বিনতে ইয়াযীদ থেকে বর্ণিত আছে যে, রসূলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন– কিয়ামতের দিন যখন আল্লাহ পাক পূর্ববর্তী মানবমণ্ডলীকে একত্রিত করবেন, তখন আল্লাহর পক্ষ থেকে এক আহ্বানকারী, যার আওয়াজ সমগ্র সৃষ্টিকুল শুনতে পাবে, দাঁড়িয়ে আহ্বান করবেন,– হে হাশর ময়দানে সমবেত জনমণ্ডলী। আজ তোমরা জানতে পারবে যে, আল্লাহ পাকের নিকটে সর্বাধিক সম্মান ও মর্যাদার অধিকারী কে? অনন্তর সে ফেরেশতা تَتَجَافٰى جُنُوْبُهُمْ عَنِ الْمَضَاجِعِ [যাদের পার্শ্বদেশ শয্যা থেকে পৃথক থাকে] এরূপ–গুণের অধিকারী লোকগণকে দাঁড়াতে আহ্বান জানাবেন। এ আওয়াজ শুনে এসব লোক দাঁড়িয়ে পড়বেন–যাদের সংখ্যা হবে খুবই নগণ্য– (ইবনে–কাসীর) এই রেওয়ায়েতেই কোনো কোনো শব্দে রয়েছে যে, এদেরকে হিসাব গ্রহণ ব্যতীতই বেহেশতে প্রেরণ করা হবে। অতঃপর অন্যান্য সমগ্র লোক দাঁড়াবে এবং তাদের হিসাব গ্রহণ করা হবে।–[মাযহারী]

শব্দ বিশ্লেষণ :

نَسِيْتُمْ : সীগাহ جمع مذكر حاضر বহছ ماضى معروف বাব سَمِعَ মাসদার نِسْيَانٌ মূলবর্ণ (ن – س – ى) জিনস ناقص يائى অর্থ- তোমরা ভুলে গেছ, তোমরা পরিত্যাগ করেছ।

تَتَجَافٰى : সীগাহ واحد مؤنث غائب বহছ مضارع معروف বাব تَفَاعُلٌ মাসদার تَجَافِىْ মূলবর্ণ (ج – ف – و) জিনস ناقص واوى অর্থ- সে দূরে থাকে, সে পৃথক থাকে।

لَا يَسْتَوُوْنَ : সীগাহ جمع مذكر غائب বহছ مضارع معروف বাব اِفْتِعَالٌ মাসদার اِسْتِوَاءٌ মূলবর্ণ (س – و – ى) জিনস لفيف مقرون অর্থ- তারা বরাবর হয় না, তারা সমান হয় না।

مَأْوٰى : اَوٰى – يَأْوِىْ বাব ضَرَبَ মাসদার এবং اسم ظرف মূলবর্ণ (ا – و – ى) জিনস মুরাক্কাব مهموز فاء এবং لفيف مقرون অর্থ- অবস্থান করা, থাকার ঠিকানা/বাড়ি থাকার জায়গা।

اُعِيْدُوْا : সীগাহ جمع مذكر غائب বহছ ماضى مجهول বাব اِفْعَالٌ মাসদার اِعَادَةٌ মূলবর্ণ (ع – و – د) জিনস اجوف واوى অর্থ- তাদেরকে ফিরিয়ে দেওয়া হয়েছে, তাদেরকে ফিরিয়ে দেওয়া হবে, কোনো বস্তু প্রত্যার্পণের পর পুনরায় তার দিকেই ফিরিয়ে দেয়।

বাক্য বিশ্লেষণ :

وَلَوْ شِئْنَا لَاٰتَيْنَا كُلَّ نَفْسٍ هُدٰهَا : এখানে واو টি আতেফা। আর لَوْ হলো شرطية এবং شِئْنَا ফে'ল ও ফায়েল। আর لَاٰتَيْنَا -এর لَوْ টি لام -এর জবাবে হয়েছে। اٰتَيْنَا হলো ফে'ল এবং ফায়েল। আর كُلَّ نَفْسٍ হলো اٰتَيْنَا -এর প্রথম মাফউল। আর هُدٰهَا হলো اٰتَيْنَا -এর দ্বিতীয় মাফউল। –[ই'রাবুল কুরআন ৬ষ্ঠ খণ্ড: পৃ. ১২০]

https://e-ilm.weebly.com/

وَلَنُذِيقَنَّهُمْ مِّنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَىٰ دُونَ الْعَذَابِ الْأَكْبَرِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ ﴿٢١﴾

২১. আর আমি তাদেরকে লঘু [ইহজগতের] শাস্তিও আস্বাদন করাব আখেরাতের সেই মহা শাস্তির পূর্বে, যেন তারা [বিপদাক্রান্ত হয়ে কুফর হতে] ফিরে আসে।

وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّن ذُكِّرَ بِآيَاتِ رَبِّهِ ثُمَّ أَعْرَضَ عَنْهَا ۚ إِنَّا مِنَ الْمُجْرِمِينَ مُنتَقِمُونَ ﴿٢٢﴾

২২. এবং সে ব্যক্তি অপেক্ষা অধিক জালিম কে, যাকে তার প্রভুর আয়াতসমূহ স্মরণ করিয়ে দেওয়া হয়, অতঃপর সে তা হতে মুখ ফিরায়; আমি এরূপ অপরাধীদের হতে প্রতিশোধ নেব।

وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ فَلَا تَكُن فِي مِرْيَةٍ مِّن لِّقَائِهِ ۖ وَجَعَلْنَاهُ هُدًى لِّبَنِي إِسْرَائِيلَ ﴿٢٣﴾

২৩. এবং আমি মূসাকে কিতাব দিয়েছিলাম [তদ্রূপ আপনাকেও কিতাব দেওয়া হলো], সুতরাং আপনি তা [অর্থাৎ আপনার কিতাব] প্রাপ্ত হওয়া সম্বন্ধে কোনো সন্দেহ করবেন না, আর আমি তাকে [মূসার সেই কিতাবকে] বনী ইসরাঈলদের জন্য হেদায়েতের উপকরণ করে দিলাম।

وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا لَمَّا صَبَرُوا ۖ وَكَانُوا بِآيَاتِنَا يُوقِنُونَ ﴿٢٤﴾

২৪. এবং আমি তাদের মধ্যে বহু [ধর্মীয়] নেতা করেছিলাম– যারা আমার নির্দেশে হেদায়েত করত– যখন তারা ধৈর্যধারণ করেছিল এবং তারা আমার আয়াতসমূহকে বিশ্বাস করত।

إِنَّ رَبَّكَ هُوَ يَفْصِلُ بَيْنَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فِيمَا كَانُوا فِيهِ يَخْتَلِفُونَ ﴿٢٥﴾

২৫. আপনার প্রভু কিয়ামত দিবসে তাদের সকলের মধ্যে ঐ সমস্ত বিষয়ের [কার্যকরী] ফয়সালা করে দেবেন, যে বিষয়ে তারা পরস্পর মতভেদ করত।

শাব্দিক অনুবাদ :

২১. وَلَنُذِيقَنَّهُمْ আর আমি তাদেরকে আস্বাদন করাব مِّنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَىٰ লঘু (ইহজগতের) শাস্তি ও دُونَ الْعَذَابِ الْأَكْبَرِ আখেরাতের সেই মহা শাস্তির পূর্বে لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ যেন তারা (বিপদাক্রান্ত হয়ে) ফিরে আসে।

২২. وَمَنْ أَظْلَمُ এবং সেই ব্যক্তি অপেক্ষা অধিক জালিম কে مِمَّن ذُكِّرَ بِآيَاتِ رَبِّهِ যাকে তার প্রভুর আয়াতসমূহ স্মরণ করিয়ে দেওয়া হয় ثُمَّ أَعْرَضَ عَنْهَا অতঃপর সে তা হতে মুখ ফিরায় إِنَّا مِنَ الْمُجْرِمِينَ مُنتَقِمُونَ আমি এরূপ অপরাধীদের থেকে প্রতিশোধ নেব।

২৩. وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ এবং আমি মূসাকে কিতাব দিয়েছিলাম فَلَا تَكُن فِي مِرْيَةٍ সুতরাং আপনি কোনো সন্দেহ করবেন না مِّن لِّقَائِهِ তা প্রাপ্ত হওয়া সম্বন্ধে وَجَعَلْنَاهُ আর আমি তাকে করে দিলাম هُدًى لِّبَنِي إِسْرَائِيلَ বনী ইসরাঈলদের জন্য হেদায়েতের উপকরণ।

২৪. وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ أَئِمَّةً এবং আমি তাদের মধ্যে বহু (ধর্মীয়) নেতা করে ছিলাম يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا যারা আমার নির্দেশে হেদায়েত করত لَمَّا صَبَرُوا যখন তারা ধৈর্য ধারণ করেছিল وَكَانُوا بِآيَاتِنَا يُوقِنُونَ এবং তারা আমার আয়াতসমূহকে বিশ্বাস করত।

২৫. إِنَّ رَبَّكَ আপনার প্রভু هُوَ يَفْصِلُ بَيْنَهُمْ তাদের সকলের মধ্যে ঐ সমস্ত বিষয়ের ফয়সালা করে দিবেন يَوْمَ الْقِيَامَةِ কিয়ামত দিবসে فِيمَا كَانُوا فِيهِ يَخْتَلِفُونَ যে বিষয়ে তারা পরস্পর মতভেদ করত।

https://e-ilm.weebly.com/

২৬. এ বিষয়টি কি তাদের হেদায়েতপ্রাপ্তির কারণ হয়নি যে, আমি তাদের পূর্বে বহু সম্প্রদায়কে ধ্বংস করেছি, যাদের আবাসস্থলসমূহে তারা যাতায়াত করে থাকে? এতে স্পষ্ট নিদর্শনসমূহ রয়েছে; তারা কি শুনে না?	أَوَلَمْ يَهْدِ لَهُمْ كَمْ أَهْلَكْنَا مِنْ قَبْلِهِمْ مِنَ الْقُرُونِ يَمْشُونَ فِي مَسَاكِنِهِمْ ۚ إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَآيَاتٍ ۖ أَفَلَا يَسْمَعُونَ ﴿٢٦﴾
২৭. তারা কি এ বিষয়ে লক্ষ্য করেনি যে, আমি শুষ্ক জমিনে পানি পৌঁছিয়ে থাকি, অতঃপর তা দ্বারা ফসল উৎপন্ন করে থাকি, যা হতে তাদের চতুষ্পদ জন্তুগুলো এবং তারা নিজেরাও খায়; তবে কি তারা দেখে না?	أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّا نَسُوقُ الْمَاءَ إِلَى الْأَرْضِ الْجُرُزِ فَنُخْرِجُ بِهِ زَرْعًا تَأْكُلُ مِنْهُ أَنْعَامُهُمْ وَأَنْفُسُهُمْ ۖ أَفَلَا يُبْصِرُونَ ﴿٢٧﴾
২৮. এবং তারা বলে থাকে যে, [বল তো] এ ফয়সালা কখন হবে, যদি তোমরা সত্যবাদী হও?	وَيَقُولُونَ مَتَىٰ هَٰذَا الْفَتْحُ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ ﴿٢٨﴾
২৯. আপনি বলে দিন, (তোমরা অনর্থক তাড়াহুড়া করো না, কারণ) সে ফয়সালার দিন কাফেরদের ঈমান আনয়ন করা তাদের কোনোই উপকারে আসবে না, আর তারা অবকাশও পাবে না।	قُلْ يَوْمَ الْفَتْحِ لَا يَنْفَعُ الَّذِينَ كَفَرُوا إِيمَانُهُمْ وَلَا هُمْ يُنْظَرُونَ ﴿٢٩﴾
৩০. অতএব, (হে রাসূল!) আপনি তাদের কথার প্রতি লক্ষ্য করবেন না এবং (ঐ ফয়সালার) প্রতীক্ষায় থাকুন, এরাও (অনিষ্টের) প্রতীক্ষায় আছে।	فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ وَانْتَظِرْ إِنَّهُمْ مُنْتَظِرُونَ ﴿٣٠﴾ ع

শাব্দিক অনুবাদ :

২৬. أَوَلَمْ يَهْدِ لَهُمْ এই বিষয়টি কি তাদের হেদায়েত প্রাপ্তির কারণ হয়নি যে كَمْ أَهْلَكْنَا مِنْ قَبْلِهِمْ مِنَ الْقُرُونِ আমি তাদের পূর্বে বহু সম্প্রদায়কে ধ্বংস করেছি يَمْشُونَ فِي مَسَاكِنِهِمْ যাদের আবাসস্থল সমূহে তারা যাতায়াত করে থাকে إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَآيَاتٍ এতে স্পষ্ট নিদর্শনসমূহ রয়েছে أَفَلَا يَسْمَعُونَ তারা কি শুনে না।

২৭. أَوَلَمْ يَرَوْا তারা কি এ বিষয়ে লক্ষ্য করেনি যে أَنَّا نَسُوقُ الْمَاءَ আমি পানি পৌঁছিয়ে থাকি إِلَى الْأَرْضِ الْجُرُزِ শুষ্ক জমিনে فَنُخْرِجُ بِهِ زَرْعًا অতঃপর তা দ্বারা ফসল উৎপন্ন করে থাকি تَأْكُلُ مِنْهُ أَنْعَامُهُمْ وَأَنْفُسُهُمْ যা হতে তাদের চতুষ্পদ জন্তুগুলো এবং তারা নিজেরাও খায় أَفَلَا يُبْصِرُونَ তবে কি তারা দেখেনা।

২৮. وَيَقُولُونَ এবং এরা বলে থাকে যে مَتَىٰ هَٰذَا الْفَتْحُ (বল তো) এই ফয়সালা কখন হবে إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ যদি তোমরা সত্যবাদী হও।

২৯. قُلْ আপনি বলে দিন (তোমরা অনর্থক তাড়াহুড়া করো না, কারণ) يَوْمَ الْفَتْحِ সেই ফয়সালার দিন لَا يَنْفَعُ الَّذِينَ كَفَرُوا إِيمَانُهُمْ কাফেরদের ঈমান আনয়ন করা তাদের কোনোই উপকারে আসবেনা وَلَا هُمْ يُنْظَرُونَ আর তারা অবকাশও পাবে না।

৩০. فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ অতএব, (হে রাসূল) আপনি তাদের কথার প্রতি লক্ষ্য করবেন না وَانْتَظِرْ এবং (ঐ ফয়সালার) প্রতীক্ষায় থাকুন إِنَّهُمْ مُنْتَظِرُونَ এরাও [অনিষ্টের] প্রতীক্ষায় আছে।

https://e-ilm.weebly.com/

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

وَيَقُوْلُوْنَ مَتٰى هٰذَا الْفَتْحُ .... الاية - (٢٨)

শানে নুযূল– ১ : একদিন মুসলমানরা বলতে লাগল যে, অচিরেই আল্লাহ তা'য়ালা আমাদেরকে মুশরিকদের উপর বিজয় দান করবেন এবং অতি সত্ত্বর এমন একদিন আসবে যেদিন আমরা আরাম আয়েশে দিন কাটাবো। তখন মুশরিকরা বলল, আচ্ছা! তাহলে তাও বলে দাও এই বিজয় কবে হবে। এ পরিপ্রেক্ষিতে উক্ত আয়াতটি নাজিল হয়।

–[সূত্র : কানযুল নুকূল ৭৭ পৃ.]

শানে নুযূল– ২ : কাফেররা পরিহাসচ্ছলে বলত যে, আপনি কাফেরদের বিরুদ্ধে মুসলমানদের যে বিজয়ের কথা বলেন তা কখন সংঘটিত হবে? আমরা তো এর কোনো লক্ষণ দেখতে পাচ্ছি না। আমরা তো মুসলমানদেরকে ভীত সন্ত্রস্তভাবে আত্মগোপন করে থাকতে দেখি। এরই পরিপ্রেক্ষিতে উক্ত আয়াত নাজিল হয়।

–[সূত্র : 'মাআরিফুল কুরআন সংক্ষেপিত : ১০৬৮]

وَلَنُذِيْقَنَّهُمْ مِنَ الْعَذَابِ الْاَدْنٰى دُوْنَ الْعَذَابِ الْاَكْبَرِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُوْنَ

الْاَدْنٰى অর্থ নিকটতম اَلْعَذَابِ الْاَدْنٰى(নিকটতম শাস্তি) বলে ইহলৌকিক বিপদাপদ ও রোগ-ব্যাধিকে বোঝানো হয়েছে এবং বৃহত্তম শাস্তি (اَلْعَذَابِ الْاَكْبَرِ) বলতে পারলৌকিক শাস্তি বোঝানো হয়েছে।

আল্লাহর দিকে যারা ফিরে আসে তাদের পক্ষে ইহলৌকিক বিপদাপদ রহমতস্বরূপ : যার মর্ম এই যে, আল্লাহ পাক অনেক মানুষকে তাদের কৃত পাপের জন্য সাবধান করে দেওয়ার উদ্দেশ্যে ইহকালে তাদের উপর নানাবিধ দুঃখ-যন্ত্রণা ও রোগ-ব্যাধি চাপিয়ে দেন, যেন তারা সতর্ক হয়ে পাপ থেকে ফিরে আসে এবং পরকালের কঠিনতম শাস্তি থেকে অব্যাহতি পেতে পারে।

এ আয়াত দ্বারা বোঝা যায় যে, পাপীদের প্রতি দুনিয়াতে আপতিত বিপদ-আপদ ও জরা-ব্যাধি এক প্রকারের রহমত স্বরূপ- যার ফলে স্বীয় নির্লিপ্ততা ও অসাবধানতা থেকে ফিরে এসে পরকালের গুরুতর শাস্তি থেকে মুক্তি পেয়ে যায়। অবশ্য যেসব লোক এরূপ দুর্যোগ-দুর্বিপাক সত্ত্বেও আল্লাহর প্রতি ধাবিত না হয়- তাদের পক্ষে এটা দ্বিগুণ শাস্তি (একটা) দুনিয়াতেই নগদ, (দ্বিতীয়টা) পরকালের কঠিনতম শাস্তি। কিন্তু নবী ও ওলীগণের উপর যে বিপদাপদ আসে, তাঁদের ব্যাপারে এদের থেকে সম্পূর্ণ ভিন্ন ধরনের। এগুলো তাঁদের পক্ষে পরীক্ষা স্বরূপ যার মাধ্যমে তাঁদের মর্যাদা উন্নত হতে থাকে। যার লক্ষণ ও পরিচয় এই যে, এরূপ বিপদ-আপদ ও রোগব্যাধির সময়ও তাঁরা আল্লাহ পাকের পক্ষ থেকে এক প্রকারের আত্মিক শান্তি ও স্বস্তি লাভ করে থাকেন।

কতক অপরাধের শাস্তি পরকালের পূর্বে ইহকালেই হয়ে যায় : اِنَّا مِنَ الْمُجْرِمِيْنَ مُنْتَقِمُوْنَ –বাহ্যত প্রত্যেক শ্রেণির অপরাধকারী مُجْرِمِيْنَ শব্দের অন্তর্ভুক্ত এবং প্রতিশোধ গ্রহণের ক্ষেত্রে চাই ইহকালের হোক চাই পরকালের উভয় এর অন্তর্গত। কিন্তু হাদীসের কোনো কোনো রেওয়ায়েতে রয়েছে তিন ধরনের শাস্তি পরকালের পূর্বে ইহকালেই পেয়ে যায়। ১. ন্যায় ও সত্যের বিপক্ষে পতাকা তুলে প্রকাশ্যভাবে তার বিরুদ্ধাচরণ, ২. পিতামাতার প্রতি অশ্রদ্ধা জ্ঞাপন ও অবাধ্যতা প্রদর্শন, ৩. অত্যাচারীর সহযোগিতা করা (হযরত মুআয বিন জাবাল (রা.) থেকে ইবনে জারীর বর্ণনা করেছেন)।

فَلَا تَكُنْ فِىْ مِرْيَةٍ مِّنْ لِقَائِهٖ - لِقَاءٌ শব্দের অর্থ সাক্ষাৎ -এ আয়াতের কার সাথে সাক্ষাৎ বোঝানো হয়েছে সে সম্বন্ধে মুফাসসিরগণের মধ্যে মতভেদ রয়েছে। لِقَائِهٖ -এর 'যমীর' (সর্বনাম) কিতাব-অর্থাৎ কুরআনের দিকে ধাবিত করে এই অর্থ করা যায় যে, যেরূপভাবে মহান আল্লাহ হযরত মূসা (আ.)-কে গ্রন্থ প্রদান করেছেন অনুরূপভাবে আপনার প্রতিও আল্লাহ পাকের পক্ষ থেকে গ্রন্থ অবতীর্ণ হওয়া সম্পর্কে কোনো সন্দেহ পোষণ করবেন না।

যেমন কুরআন সম্পর্কে অন্য এক আয়াতে বলা হয়েছে, وَاِنَّكَ لَتُلَقَّى الْقُرْاٰنَ -অর্থাৎ এবং নিশ্চয় আপনাকে কুরআন প্রদান করা হবে।

হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) এবং কাতাদাহ (রা.)-এর ব্যাখ্যা এভাবে করেছেন যে, لِقَائِهٖ এর যমীর (সর্বনাম হযরত মূসা (আ.)-এর দিকে ধাবিত হয়েছে। এ আয়াতে হযরত মূসা (আ.)-এর সাথে রাসূলুল্লাহ ﷺ সাক্ষাতের সংবাদ দেওয়া

https://e-ilm.weebly.com/

হয়েছে এবং বলা হয়েছে যে, আপনি এ সম্পর্কে কোনো সন্দেহ পোষণ করবেন না যে, হযরত মূসা (আ.)-এর সাথে আপনার সাক্ষাৎ সংঘটিত হবে। সুতরাং মে'রাজের রাতে এক সাক্ষাৎকার সংঘটিত হওয়ার কথা বিশুদ্ধ হাদীসমূহ দ্বারা প্রমাণিত; অতঃপর কিয়ামতের দিন সাক্ষাৎকার অনুষ্ঠিত হওয়ার কথাও প্রমাণিত আছে।

হযরত হাসান বসরী (র.)-এর ব্যাখ্যা এভাবে করেছেন যে, হযরত মূসা (আ.)-কে ঐশী গ্রন্থ প্রদানের দরুন যেভাবে মানুষ তাঁকে মিথ্যুক প্রতিপন্ন করতে প্রয়াস পেয়েছে এবং নানাভাবে দুঃখ-যন্ত্রণা দিয়েছে, আপনিও এসব কিছুর সম্মুখীন হবেন বলে নিশ্চিত থাকুন। তাই কাফেরদের প্রদত্ত দুঃখ-যন্ত্রণার ফল আপনি মনঃক্ষুণ্ন হবেন না; বরং নবীগণের ক্ষেত্রে এমনটি হওয়া স্বাভাবিক রীতি মনে করে আপনি তা বরদাশত করুন।

কোনো জাতি বা সম্প্রদায়ের পরিচালক ও নেতা হওয়া দু'টি শর্ত : وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ اَئِمَّةً يَّهْدُوْنَ بِاَمْرِنَا لَمَّا صَبَرُوْا وَكَانُوْا بِاٰيٰتِنَا يُوْقِنُوْنَ –অর্থাৎ আমি ইসরাঈল সম্প্রদায়ের মাঝে কিছু লোককে নেতা ও অগ্রপথিক নিযুক্ত করেছিলোম যারা তাঁদের পয়গম্বরের প্রতিনিধি হিসাবে মহান প্রভুর নির্দেশানুসারে লোকদেরকে হেদায়েত করতেন-যখন তাঁরা ধৈর্যধারণ করতেন এবং আমার বাণীসমূহের উপর স্থির বিশ্বাস স্থাপন করতেন।

ইসরাঈল বংশের ওলামাগণের মধ্য হতে কতককে যে, জাতির নেতা ও পুরোধার মর্যাদার উন্নীত করা হয়েছে, তার দু'টি কারণ রয়েছে। এ আয়াতে সে দু'টি কারণ বর্ণনা করা হয়েছে– (১.) ধৈর্যধারণ করা, (২.) আল্লাহর আয়াতসমূহের উপর অটুট বিশ্বাস স্থাপন করা। আরবি ভাষায় সবর করার অর্থ অত্যন্ত বিস্তৃত ও ব্যাপক। এর শাব্দিক অর্থ অনড় ও দৃঢ়বদ্ধ থাকা। এখানে সবর দ্বারা আল্লাহ পাকের আদেশসমূহ পালনে অটল ও দৃঢ়পদ থাকা এবং আল্লাহ পাক যেসব বস্তু বা কাজ হারাম ও গর্হিত বলে নির্দেশ করেছেন সেগুলো থেকে নিজেকে বিরত রাখা। শরিয়তের যাবতীয় নির্দেশাবলিই এর অন্তর্গত -যা এক বিরাট কর্মগত দক্ষতা ও সাফল্য। এর দ্বিতীয় কারণ আল্লাহ পাকের আয়াতসমূহের উপর সুদৃঢ় বিশ্বাস স্থপন- আয়াতসমূহের মর্ম অনুধাবন করা এবং অনুধাবনান্তে তার উপর পূর্ণ বিশ্বাস স্থাপন করা- উভয়ই এর অন্তর্গত। এটা এক বিরাট জ্ঞানগত দক্ষতা ও সাফল্য।

সারকথা : আল্লাহ পাকের নিকটে নেতৃত্ব পৌরোহিত্যের যোগ্য কেবল সেসব লোকেই যারা কর্ম ও জ্ঞান উভয়দিকে পূর্ণতা লাভ করেছে। এখানে কর্মগত পূর্ণতা ও দক্ষতাকে জ্ঞানগত পূর্ণতা ও দক্ষতার পূর্বে বর্ণনা করা হয়েছে, অথচ জ্ঞানের স্থান স্বভাবতঃ কর্মের পূর্বে। এতে ইঙ্গিত করা হয়েছে যে, আল্লাহর নিকটে কর্মহীন শিক্ষা ও জ্ঞানের কোনো মূল্য নেই।

ইবনে কাসীর এ আয়াতের তাফসীর প্রসঙ্গে কিছুসংখ্যক ওলামার মন্তব্য উদ্ধৃত করেন; তা এই- بِالصَّبْرِ وَالْيَقِيْنِ تُنَالُ الْاِمَامَةُ فِى الدِّيْنِ -অর্থাৎ ধৈর্য ও দৃঢ় বিশ্বাসের মাধ্যমেই দ্বীনের ক্ষেত্রে নেতৃত্বের মর্যাদা লাভ করা যায়।

اَوَلَمْ يَرَوْا اَنَّا نَسُوْقُ الْمَاۤءَ اِلَى الْاَرْضِ الْجُرُزِ فَنُخْرِجُ بِهٖ زَرْعًا.

অর্থাৎ, তারা কি লক্ষ্য করে না যে, আমি শুষ্ক ভূমিতে পানি প্রবাহিত করি যা দ্বারা নানা প্রকারের শস্যাদি উদগত হয়। جُرُزًا শুষ্ক ভূমিকে বলা হয় যেখানে কোনো বৃক্ষলতা উদগত হয় না।

ভূমিতে পানি প্রবাহের বিশেষ কৌশলপূর্ণ ব্যবস্থা : শুষ্ক ভূমিতে পানি প্রবাহের; অনন্তর সেখানে নানাবিধ উদ্ভিদ ও তরু-লতা উদগতা হওয়ার বর্ণনা কুরআনে কারীমের বিভিন্ন জায়গায় এভাবে করা হয়েছে যে, ভূমিতে বৃষ্টি বর্ষিত হয়- ফলে ভূমি রসালো হয়ে শস্যাদি উৎপাদনের যোগ্য হয়ে উঠে। কিন্তু এ আয়াতে বৃষ্টির স্থলে ভূ-পৃষ্ঠের উপর দিয়ে শুষ্ক ভূমির দিকে পানি প্রবাহিত করে গাছপালা উদগত করার কথা বর্ণনা করা হয়েছে। অর্থাৎ অন্য কোনো ভূমির উপর বৃষ্টি বর্ষণ করে সেখান থেকে নদী-নালার মাধ্যমে ভূ-পৃষ্ঠের উপর দিয়ে যেসব শুষ্ক ভূ-ভাগে সাধারণত বৃষ্টি হয় না সেদিকে প্রবাহিত করা হয়। এতে ইঙ্গিত রয়েছে যে, কতক ভূমি এমন নরম ও কোমল হয় যে, তা বৃষ্টি বহন করার যোগ্যও নয়। সেখানে পুরোপুরি বৃষ্টি বর্ষিত হলে দালান-কোঠা বিধবস্ত হবে, গাছপালা মূলোৎপাটিত হয়ে যাবে তাই এরূপ ভূমি সম্পর্কে আল্লাহ পাক এ ব্যবস্থা অবলম্বন করেছেন যে, অধিক পরিমাণে বৃষ্টি কেবল সেসব ভূমিতেই বর্ষিত হয় যেগুলো তা বহন করার যোগ্যতা রাখে। অতঃপর পানি প্রবাহিত করে এমন ভূমি অভিমুখে নিয়ে যাওয়া হয় যেগুলো বৃষ্টি বহনের ক্ষমতা নেই। -যেমন মিসরের ভূমি। কিছুসংখ্যক তাফসীরকার ইয়ামন ও শামের কতক ভূমি এরূপ বলে বর্ণনা করেছেন। -যেমন হযরত ইবনে আব্বাস ও হাসান (রা.) থেকে বর্ণিত আছে।

https://e-ilm.weebly.com/

প্রকৃত প্রস্তাবে এ ধরনের সকল ভূমিই এর অন্তর্ভুক্ত। মিসরের ভূমি বিশেষভাবে এর অন্তর্গত-সেখানে বৃষ্টির পরিমাণ খুবই কম কিন্তু আবিসিনিয়া ও আফ্রিকার অন্যান্য দেশসমূহ থেকে বৃষ্টির পানি নীল নদ দিয়ে মিসরে পৌঁছে যাতে করে সেখানকার অত্যন্ত উর্বর লাল পলিমাটি বহন করে আনে। তাই মিসরবাসীরা সেখানে বৃষ্টি না হওয়া সত্ত্বেও প্রতি বছর নতুন পানি ও পলিমাটি দ্বারা উপকৃত হয়।

وَيَقُوْلُوْنَ مَتٰى هٰذَا الْفَتْحُ –অর্থাৎ কাফেররা পরিহাসচ্ছলে বলে থাকে যে, আপনি কাফেরদের বিরুদ্ধে মুসলমানদের যে বিজয়ের কথা বলেন তা কখন সংঘটিত হবে? -আমরা তো এর কোনো লক্ষণ দেখতে পাচ্ছি না। আমরা তো মুসলমানদেরকে ভীত সন্ত্রস্তভাবে আত্মগোপন করে থাকতে দেখি।

এর উত্তরে আল্লাহ তা'আলা বলেন : قُلْ يَوْمَ الْفَتْحِ لَا يَنْفَعُ الَّذِيْنَ كَفَرُوْٓا اِيْمَانُهُمْ –অর্থাৎ আপনি তাদের বলে দিন যে, তোমরা যে আমাদের বিজয় সম্পর্কে জিজ্ঞাসাবাদ করছো সেদিন তোমাদের জন্য সমূহ বিপদ বয়ে আনবে। যখন আমরা বিজয় লাভ করবো, সেদিন তোমরা কঠিন শাস্তিতে জড়িয়ে পড়বে। তা ইহকালে হোক যেমন বদরের যুদ্ধে কিংবা পরকালে এবং যে মুহূর্তে কারো উপর আল্লাহর শাস্তি আপতিত হয় তখন তার ঈমান আর গৃহীত হয় না। –[ইবনে-কাসীর অনুরূপ বর্ণনা করেছেন]।

কোনো কোনো বিজ্ঞজন مَتٰى هٰذَا الْفَتْحُ -এর অর্থ কেয়ামতের দিন বলে বর্ণনা করেছেন।

শব্দ বিশ্লেষণ :

لَنُذِيْقَنَّهُمْ : সীগাহ جمع متكلم বহছ مضارع لام تاكيد بانون تاكيد ثقيله বাব اِفْعَالٌ মাসদার اِذَاقَةً মূলবর্ণ (ذ - و - ق) জিনস اجوف واوى অর্থ- আমি তাদেরকে আস্বাদন করাব।

مُنْتَقِمُوْنَ : সীগাহ جمع مذكر বহছ اسم فاعل বাব اِفْتِعَالٌ মাসদার اِنْتِقَامٌ মূলবর্ণ (ن - ق - م) জিনস صحيح অর্থ- প্রতিশোধ নিব। প্রতিশোধ গ্রহণকারী।

اَظْلَمُ : সীগাহ واحد مذكر বহছ اسم تفضيل বাব ضَرَبَ মাসদার اَلظُّلْمُ মূলবর্ণ (ظ - ل - م) জিনস صحيح অর্থ– অধিক জালিম।

اٰتَيْنَا : সীগাহ جمع متكلم বহছ ماضى معروف বাব ضَرَبَ মাসদার اَلْاِتْيَانُ মূলবর্ণ (ا - ت - ى) জিনস মুরাক্কাব مهموز فاء এবং ناقص يائى অর্থ– আমি দিয়েছিলাম।

صَبَرُوْا : সীগাহ جمع مذكر غائب বহছ ماضى معروف বাব ضَرَبَ মাসদার اَلصَّبْرُ মূলবর্ণ (ص - ب - ر) জিনস صحيح অর্থ– তারা ধৈর্য ধারণ করেছিল।

مِرْيَةٍ : اسم مصدر অর্থ– সন্দেহ, সংশয়। এই শব্দ شَكٌّ এবং رَيْبٌ থেকে খাছ। যে সন্দেহ থেকে দ্বিধাদ্বন্দ্ব সৃষ্টি হয়, তাকেই مِرْيَةٍ বলা হয়।

اَئِمَّةً : শব্দটি اِمَامٌ -এর বহুবচন, অর্থ– নেতা। পথপ্রদর্শক। দিশারী

বাক্য বিশ্লেষণ :

فَاَعْرِضْ عَنْهُمْ وَانْتَظِرْ اِنَّهُمْ مُنْتَظِرُوْنَ : এখানে فَاَعْرِضْ -এর فاء টি হলো فصيحة আর اَعْرِضْ হলো ফে'ল তার মাধ্যস্থ উহ্য যমীর اَنْتَ ফায়েল। আর عَنْهُمْ টা اَعْرِضْ -এর সাথে متعلق আর وَانْتَظِرْ হলো ফে'ল তন্মধ্যস্থ উহ্য যমীর اَنْتَ ফায়েল। আর তার মাফউল উহ্য রয়েছে। আর তা হলো اَلنَّصْرَ عَلَيْهِمْ আর اِنَّهُمْ -এর ان হলো হরফে মুশাব্বাহ বিল ফে'ল আর هُمْ হলো ان اسم এবং مُنْتَظِرُوْنَ হলো ان خبر।

–[ই'রাবুল কুরআন ৬ষ্ঠ খণ্ড; পৃ. ১৩০]

https://e-ilm.weebly.com/

سُوْرَةُ الْاَحْزَابِ مَكِّيَّةٌ

সূরা আহযাব

মক্কায় অবতীর্ণ; আয়াত–৭৩, রুকূ'– ৯

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ○

পরম করুণাময়, দয়ালু আল্লাহর নামে শুরু করছি।

১. হে নবী! আল্লাহকে ভয় করতে থাকুন, আর কাফেরদের ও মুনাফিকদের কথা মানবেন না; নিঃসন্দেহে আল্লাহ তা'আলা মহাজ্ঞানী, প্রজ্ঞাময়।	يٰۤاَيُّهَا النَّبِيُّ اتَّقِ اللّٰهَ وَلَا تُطِعِ الْكٰفِرِيْنَ وَالْمُنٰفِقِيْنَ ؕ اِنَّ اللّٰهَ كَانَ عَلِيْمًا حَكِيْمًا ۙ﴿۱﴾
২. আর আপনার প্রভুর পক্ষ হতে যে হুকুম আপনার প্রতি ওহীরূপে প্রেরিত হয়, তার অনুসরণ করুন; [হে মানবগণ!] নিঃসন্দেহে আল্লাহ তোমাদের কার্যসমূহের পূর্ণ খবর রাখেন।	وَّاتَّبِعْ مَا يُوْحٰۤى اِلَيْكَ مِنْ رَّبِّكَ ؕ اِنَّ اللّٰهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُوْنَ خَبِيْرًا ۙ﴿۲﴾
৩. এবং আপনি আল্লাহ তা'আলার উপর ভরসা রাখুন; বস্তুত আল্লাহ তা'আলাই কার্যনিবাহকরূপে যথেষ্ট।	وَّتَوَكَّلْ عَلَى اللّٰهِ ؕ وَكَفٰى بِاللّٰهِ وَكِيْلًا ﴿۳﴾
৪. আল্লাহ তা'আলা কারো বক্ষে দুটি হৃদয় সৃষ্টি করেননি, [মেধাশক্তির দরুন কাউকেও দুই হৃদয়ের অধিকারী মনে করা অমূলক] এবং তোমাদের সেই স্ত্রীগণকে– যাদের সাথে তোমরা যিহার করে থাক– তোমাদের প্রকৃত মা করে দেননি, এবং তোমাদের পোষ্যপুত্রদেরকেও তোমাদের [প্রকৃত] পুত্র করেননি;	مَا جَعَلَ اللّٰهُ لِرَجُلٍ مِّنْ قَلْبَيْنِ فِيْ جَوْفِهٖ ۚ وَمَا جَعَلَ اَزْوَاجَكُمُ الّٰٓـِٔيْ تُظٰهِرُوْنَ مِنْهُنَّ اُمَّهٰتِكُمْ ۚ وَمَا جَعَلَ اَدْعِيَآءَكُمْ اَبْنَآءَكُمْ ؕ

শাব্দিক অনুবাদ :

১. يٰۤاَيُّهَا النَّبِيُّ হে নবী! اتَّقِ اللّٰهَ আল্লাহকে ভয় করতে থাকুন وَلَا تُطِعِ الْكٰفِرِيْنَ وَالْمُنٰفِقِيْنَ আর কাফেরদের ও মুনাফেকদের কথা মানবেন না اِنَّ اللّٰهَ كَانَ عَلِيْمًا নিঃসন্দেহে আল্লাহ তা'আলা মহাজ্ঞানী حَكِيْمًا প্রজ্ঞাময়।

২. وَّاتَّبِعْ مَا يُوْحٰۤى اِلَيْكَ আর তার অনুসরণ করুন যে, হুকুম আপনার প্রতি ওহীরূপে প্রেরিত হয় مِنْ رَّبِّكَ আপনার প্রভুর পক্ষ হতে اِنَّ اللّٰهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُوْنَ خَبِيْرًا নিঃসন্দেহে আল্লাহ তোমাদের কার্যসমূহের পূর্ণ খবর রাখেন।

৩. وَّتَوَكَّلْ عَلَى اللّٰهِ এবং আপনি আল্লাহ তা'আলার উপর ভরসা রাখুন وَكَفٰى بِاللّٰهِ وَكِيْلًا, বস্তুতঃ আল্লাহ তা'আলাই কার্যনির্বাহরূপে যথেষ্ট।

৪. مَا جَعَلَ اللّٰهُ আল্লাহ তা'আলা সৃষ্টি করেন নি لِرَجُلٍ مِّنْ قَلْبَيْنِ فِيْ جَوْفِهٖ কারো বক্ষে দু'টি হৃদয় وَمَا جَعَلَ সৃষ্টি করেননি اَزْوَاجَكُمُ الّٰٓـِٔيْ تُظٰهِرُوْنَ তোমাদের সেই স্ত্রীগণকে যাদের সাথে তোমরা যিহার করে থাক مِنْهُنَّ اُمَّهٰتِكُمْ তোমাদের প্রকৃত মা وَمَا جَعَلَ اَدْعِيَآءَكُمْ اَبْنَآءَكُمْ, এবং তোমাদের পোষ্যপুত্রদেরকেও তোমাদের (প্রকৃত) পুত্র করেননি

https://e-ilm.weebly.com/

ذٰلِكُمْ قَوْلُكُمْ بِاَفْوَاهِكُمْ ۗ وَاللّٰهُ يَقُوْلُ الْحَقَّ وَهُوَ يَهْدِى السَّبِيْلَ ﴿٤﴾

এটা শুধু তোমাদের মৌখিক বাক্য; আর আল্লাহ তা'আলা হক্ব কথা বলেন এবং তিনিই সরল পথ প্রদর্শন করেন।

اُدْعُوْهُمْ لِاٰبَآئِهِمْ هُوَ اَقْسَطُ عِنْدَ اللّٰهِ ۚ فَاِنْ لَّمْ تَعْلَمُوْٓا اٰبَآءَهُمْ فَاِخْوَانُكُمْ فِى الدِّيْنِ وَمَوَالِيْكُمْ ۗ وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ فِيْمَآ اَخْطَاْتُمْ بِهٖ ۙ وَلٰكِنْ مَّا تَعَمَّدَتْ قُلُوْبُكُمْ ۗ وَكَانَ اللّٰهُ غَفُوْرًا رَّحِيْمًا ﴿٥﴾

৫. তোমরা তাদেরকে [পোষ্যপুত্র বলে স্বীকৃতিদাতাগণের পুত্র বলো না, বরং] তাদের [প্রকৃত] পিতাগণের প্রতি সম্বোধন করো, এটাই আল্লাহর নিকট ন্যায়সঙ্গত কথা, আর যদি তোমরা তাদের পিতৃগণের পরিচয় না জান, তবে তারা তোমাদের ধর্মীয় ভাই এবং তোমাদের বন্ধু এবং এ ব্যাপারে তোমাদের যে ভুল-ক্রটি হবে, তাতে তোমাদের কোনো পাপ হবে না, কিন্তু হ্যাঁ, যা আন্তরিক ইচ্ছায় করবে [তজ্জন্য অবশ্যই পাপ হবে] এবং আল্লাহ তা'আলা অতিশয় ক্ষমাশীল, পরম করুণাময়।

اَلنَّبِىُّ اَوْلٰى بِالْمُؤْمِنِيْنَ مِنْ اَنْفُسِهِمْ وَاَزْوَاجُهٗٓ اُمَّهٰتُهُمْ ۗ وَاُولُوا الْاَرْحَامِ بَعْضُهُمْ اَوْلٰى بِبَعْضٍ فِىْ كِتٰبِ اللّٰهِ مِنَ الْمُؤْمِنِيْنَ وَالْمُهٰجِرِيْنَ اِلَّآ اَنْ تَفْعَلُوْٓا اِلٰٓى اَوْلِيٰٓئِكُمْ مَّعْرُوْفًا ۗ كَانَ ذٰلِكَ فِى الْكِتٰبِ مَسْطُوْرًا ﴿٦﴾

৬. নবী মু'মিনদের সাথে তাদের আত্মার চেয়েও অধিক সম্পর্ক রাখেন এবং নবীর স্ত্রীগণ তাদের [মুমিনদের] মাতা; আল্লাহর কিতাবের বিধানানুসারে আত্মীয়স্বজনগণ পরস্পর [ওয়ারিশ হওয়ার জন্য] অন্যান্য মু'মিন ও মুহাজিরগণ অপেক্ষা অধিক ঘনিষ্ঠ, কিন্তু যদি তোমরা নিজের [ঐ] বন্ধুদের সাথে কোনো সদ্ব্যবহার করতে চাও, তবে তা জায়েজ আছে; এ কথাটি লওহে মাহফূজে লিখিত হয়ে আছে।

শাব্দিক অনুবাদ :

** ذٰلِكُمْ قَوْلُكُمْ بِاَفْوَاهِكُمْ এটা শুধু তোমাদের মৌখিক বাক্য وَاللّٰهُ يَقُوْلُ الْحَقَّ, আর আল্লাহ তা'আলা হক কথা বলেন وَهُوَ يَهْدِى السَّبِيْلَ এবং তিনিই সরল পথ প্রদর্শন করেন।

৫. اُدْعُوْهُمْ لِاٰبَآئِهِمْ তোমরা তাদেরকে তাদের (প্রকৃত) পিতাগণের প্রতি সম্বোধন করো هُوَ اَقْسَطُ عِنْدَ اللّٰهِ এটাই আল্লাহর নিকট ন্যায় সঙ্গত কথা فَاِنْ لَّمْ تَعْلَمُوْٓا اٰبَآءَهُمْ আর যদি তোমরা তাদের পিতৃগণের পরিচয় না জান فَاِخْوَانُكُمْ فِى الدِّيْنِ তবে তারা তোমাদের ধর্মীয় ভাই وَمَوَالِيْكُمْ এবং তোমাদের বন্ধ وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ এবং তাদের তোমাদের কোনো পাপ হবে না فِيْمَآ اَخْطَاْتُمْ بِهٖ এই ব্যাপারে তোমাদের যে ভুল ক্রটি হবে وَلٰكِنْ مَّا تَعَمَّدَتْ قُلُوْبُكُمْ কিন্তু হ্যাঁ যা আন্তরিক ইচ্ছায় করবে وَكَانَ اللّٰهُ غَفُوْرًا رَّحِيْمًا এবং আল্লাহ তা'আলা অতিশয় ক্ষমাশীল, পরম করুণাময়।

৬. اَلنَّبِىُّ اَوْلٰى بِالْمُؤْمِنِيْنَ مِنْ اَنْفُسِهِمْ নবী মু'মিনদের সাথে তাদের আত্মার চেয়েও আধিক সম্পর্ক রাখেন وَاَزْوَاجُهٗ اُمَّهٰتُهُمْ এবং নবীর স্ত্রীগণ তাদের মতো وَاُولُوا الْاَرْحَامِ আত্মীয়স্বজনগণ بَعْضُهُمْ اَوْلٰى بِبَعْضٍ পরস্পর (ওয়ারিশ হওয়ার জন্য) অধিক ঘনিষ্ঠ فِىْ كِتٰبِ اللّٰهِ আল্লাহর কিতাবের বিধান অনুসারে مِنَ الْمُؤْمِنِيْنَ وَالْمُهٰجِرِيْنَ অন্যান্য মু'মিন ও মুহাজিরগণ অপেক্ষা اِلَّآ اَنْ تَفْعَلُوْٓا اِلٰٓى اَوْلِيٰٓئِكُمْ مَّعْرُوْفًا কিন্তু যদি তোমরা নিজের বন্ধুদের সাথে কোনো সদ্ব্যবহার করতে চাও, তবে তা জায়েজ আছে كَانَ ذٰلِكَ فِى الْكِتٰبِ مَسْطُوْرًا এই কথাটি লওহে মাহফূজে লিখিত আছে।

https://e-ilm.weebly.com/

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

সূরা আহযাব প্রসঙ্গে : বায়হাকী দালায়েলে হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা.)-এর কথার উদ্ধৃতি দিয়েছেন যে, সূরায়ে আহযাব মদীনা মোনাওয়ারায় নাজিল হয়েছে। ইবনে মরদুভিয়া ইবনুল জোবায়ের থেকে অনুরূপ বর্ণনার উদ্ধৃতি দিয়েছেন।
–[রূহুল মা'আনী ২১ খণ্ড; পৃ. ১৪২]

নামকরণ : 'আহযাব' শব্দটি 'হিযবুন' এর বহুবচন, এর অর্থ হলো জামাত বা দল। যেহেতু কাফেররা পঞ্চম হিজরিতে যুক্তফন্ট করে প্রাণের মদীনা আক্রমণ করেছিল, আর এই সূরায় ঐ যুদ্ধের কথা আলোচিত হয়েছে, এজন্যে এ সূরার নামকরণ করা হয়েছে 'সূরাতুল আহযাব'। আল্লাহ পাক এই জিহাদে প্রিয়নবী ﷺ-কে বাতাস এবং ফেরেশতা দ্বারা সাহায্য করেছেন। এই জিহাদের আরেকটি নাম হলো 'খন্দক', অর্থাৎ পরিখা কেননা মদীনা মোনাওয়ারায় প্রবেশের সমতল পথে প্রিয়নবী ﷺ সাহাবায়ে কেরামকে নিয়ে পরিখা খনন করেছিলেন, এটি দৈর্ঘে ত্রিশ ফিট এবং প্রস্থে দশ ফিট প্রশস্ত ছিল। এভাবে মুসলমানগণ হানাদার বাহিনীর মোকাবিলা করেন।

মদীনা মোনাওয়ারায় অবতীর্ণ ৭৩ আয়াতের এ সূরাতে আল্লাহ পাক সত্য-সাধক ও নেককারদের ভূয়শী প্রশংসা করেছেন, আর মুনাফিকদের বিভিন্নধর্মী ষড়যন্ত্রের উল্লেখ করে তাদের ভয়াবহ পরিণতির কথা ঘোষণা করেছেন এবং প্রিয়নবী ﷺ-কে সান্ত্বনা দিয়েছেন যে, হানাদার দুশমনদের আক্রমণের প্রতি আপনি ভ্রুক্ষেপ করবেন না এবং এক আল্লাহ পাকের প্রতি ভরসা রাখুন।

এ সূরা পূর্ববর্তী সূরার পরিসমাপ্তি স্বরূপ, পূর্ববর্তী সূরার শেষাংশে কাফেরদের জুলুম অত্যাচারের উপর সবর অবলম্বনের নির্দেশ ছিল এবং মুসলমানদের বিজয়ের প্রতিশ্রুতিও দেওয়া হয়েছিল। তখন কাফের মুনাফিকরা বলেছি, এ বিজয় কবে আসবে? আল্লাহ পাক সংক্ষিপ্তভাবে তার জবাব দিয়েছিলেন। আর এ সূরায় আল্লাহ পাক আহযাবের যুদ্ধের উল্লেখ করেছেন যাতে মুসলমানদের বিজয় সূচীত হয়েছিল, আর তা হয়েছিল প্রকাশ্য উপকরণ ব্যতীত এক আল্লাহ পাকের বিশেষ সাহায্যে। আর এ সাহায্য ছিল প্রিয়নবী ﷺ মু'জিযা, যা তাঁর নবুয়ত ও রেসালতের দলিল ছিল।

এ সূরার প্রারম্ভে আল্লাহ পাক তাঁর প্রিয়নবী ﷺ কয়েকটি উপদেশ দিয়েছেন যা আল্লাহ পাকের তরফ থেকে বিজয় এবং সাহায্য লাভের পূর্বশর্ত ছিল, যেমন–

১. তাকওয়া পরহেজগারীর গুণ অর্জন করা
২. সবর অবলম্বন করা
৩. আল্লাহ পাকের প্রতি পূর্ণ ভরসা রাখা
৪. আল্লাহ পাক ব্যতীত অন্য কোনো কিছুকে ভয় না করা
৫. আর অন্য কোনো কিছুর দিকে দৃষ্টিপাত না করে কেবলমাত্র এক আল্লাহ পাকের দিকে মনোনিবেশ করা
৬. আর শুধু আল্লাহ পাকের প্রত্যাদেশের অনুসরণ করা। কাফের মুনাফিকদের কথা না মানা। কেননা কাফের মুনাফিকদের পরামর্শ মেনে চলা ভয়ঙ্কর বিপদের কারণ হতে পারে।

পূর্ববর্তী সূরার সাথে সম্পর্ক : পূর্ববর্তী সূরার শুরু এবং শেষে প্রিয়নবী ﷺ রেসালত ও নবুয়তের বর্ণনা রয়েছে। ঠিক এভাবে এ সূরার প্রারম্ভে এবং পরিসমাপ্তিতেও প্রিয়নবী ﷺ-এর রেসালত ও নবুয়তের প্রমাণ এবং আল্লাহ পাকের তরফ থেকে তাঁকে সাহায্য করার প্রতিশ্রুতি রয়েছে। আর এ কথা সুস্পষ্টভাবে ঘোষণা করা হয়েছে যে, প্রিয়নবী ﷺ-কে যে কষ্ট দেবে সে দুনিয়া আখেরাত উভয় জাহানে অভিশপ্ত এবং কোপগ্রস্ত হবে।

এই সূরার ফজিলত : যে ব্যক্তি সর্বদা এই সূরা পাঠ করবে ফেরেশতাদের মাঝে তাঁর উপাধী হবে শাকুর অর্থাৎ অনেক বেশি কৃতজ্ঞতা প্রকাশকারী।

শানে নুযূল : সূরা আহযাব সম্পর্কে সকলেই একমত যে এ সূরা মাদানী। মদীনায় যে সকল মুশরিকেরা অবস্থান করত, তারা রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে বিভিন্নভাবে কষ্ট দিত। তারা রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর প্রতি অপবাদ রটনা করত। রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর শাদী বিবাহ পারস্পরিকভাবে আরো বিভিন্ন বিষয়াদি নিয়ে তারা বিভিন্ন পন্থায় রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর বিরুদ্ধে নানান ধরনের চক্রান্ত করতে লেগে থাকত। সে সকল মুনাফিকদের সম্পর্কে আলোচ্য সূরা অবতীর্ণ হয়েছে।
–[কুরতুবী- ১০৩/১৪]

https://e-ilm.weebly.com/

يَٰٓأَيُّهَا ٱلنَّبِيُّ ٱتَّقِ ٱللَّهَ وَلَا تُطِعِ ٱلْكَٰفِرِينَ وَٱلْمُنَٰفِقِينَ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا [١]

শানে নুযূল–১ : বর্ণিত আছে যে, হযরত রাসূলুল্লাহ ﷺ হিজরত করে যখন মদীনায় আসেন, তখন মদীনার ইহুদি বসতী বনূ কুরাইজা, বনূ নাজির ও বনূ কায়নুকা এর লোকজন ইসলাম গ্রহণ করার জন্যে রাসূলুল্লাহ ﷺ অত্যন্ত প্রত্যাশী ছিলেন। তাদের অনেকেই লৌকিকতা স্বরূপ ঈমান দেখিয়ে (মুনাফেকি করে) তার আনুগত্য প্রকাশ করেছিল। সে সুবাদে রাসূলুল্লাহ ﷺ তাদের প্রতি অত্যন্ত নম্র আচরণ করেছিলেন। তাদের ছোট বড় সকলকে স্নেহ মমতা করতেন। তাদের থেকে কেউ অসদাচরণ করলেও রাসূলুল্লাহ ﷺ তা এড়িয়ে যেতেন এবং তারা যা কিছু বলত তা তিনি মনোযোগ সহকারেই শুনতেন আর তা মূল্যায়নও করতেন। সে পরিপ্রেক্ষিতে আলোচ্য আয়াত নাজিল হয়েছে।

শানে নুযূল–২ : অপর এক বর্ণনায় রয়েছে যে, ওয়াহেদী, কুশাইরী, ছা'লাবী ও মাওয়ার্দী প্রমুখের বর্ণনা অনুযায়ী আলোচ্য আয়াত হযরত আবূ সুফিয়ান বিন ইকরিমা বিন আবী জাহল ও আবুল-আ'ওয়ার প্রমুখের সম্পর্কে অবতীর্ণ হয়েছে। সেই নেতৃবর্গরা মদীনায় মুনাফিক দলপতি আব্দুল্লাহ বিন উবাই বিন সালূল -এর নিকট ওহুদ যুদ্ধের পর অবস্থান করে। পক্ষান্তরে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সাথে আলোচনা করার মর্মে তাদের নিরাপত্তা দিয়েছেন। সুতরাং তাদের সাথে আব্দুল্লাহ বিন সা'আদ বিন সুরাহ ও তুমা বিন উবাইরকও যোগ দিয়ে তারা হযরত ওমর বিন খাত্তাব (রা.)-এর উপস্থিতিতে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর নিকট প্রস্তাব রাখল যে, আপনি আমাদের মা'বুদ লাত উযযা ও মানাত সম্পর্কে সমালোচনা করা ছেড়ে দিন। আর আপনি আমাদেরকে এও বলে দিন যে, আল্লাহ ব্যতীত যাদের উপাসনা করা হচ্ছে, তারা সুপারিশ করার ক্ষমতা পাবে। তাহলে আমরা আপনাকে এবং আপনার রবের বিরোধিতা ছেড়ে দেব। এদের একথা শুনে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর অন্তরে অত্যন্ত রেখাপাত করে। হযরত ওমর (রা.) তখন বললেন, হে আল্লাহর রাসূল! আপনি আমাকে তাদের হত্যা করার অনুমতি দান করুন। রাসূলুল্লাহ ﷺ জবাবে বললেন, আমিতো তাদেরকে নিরাপত্তা দান করেছি। হযরত ওমর (রা.) তখন বললেন যে, তাহলে তাদেরকে আল্লাহর অভিশাপ রোষাণলের মধ্যে বহিষ্কার করে দেওয়া হোক। তখন রাসূল ﷺ তাদেরকে মদীনা হতে বের করে দেওয়ার নির্দেশ দিলেন। সে পরিপ্রেক্ষিতে আলোচ্য আয়াত নাজিল করা হয়েছে। বলা বাহুল্য আল্লামা ওয়াহেদী কোনো সনদ বিহীন এ শানে নুযূলটি বর্ণনা করেছেন।

শানে নুযূল–৩ : আরো বর্ণিত রয়েছে যে, আবূ সুফিয়ান বিন হারব, ইকরিমা বিন আবূ জাহল ও আবুল আ'ওয়ার, সুলামী কাফের নেতৃত্রয় রাসূলুল্লাহ ﷺ ও তাদের মধ্যেকার ওয়াদার ভিত্তিতে রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর নিকট এসে উপস্থিত হয় এবং তাদের সাথে আব্দুল্লাহ বিন উবাই, মা'তাব বিন কুশাইর ও জাদ বিন কাইসও উপস্থিত হয়। প্রসঙ্গ ক্রমে তারা রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে বলল যে, আপনি আমাদের মা'বুদ গুলোর সামালোচনা করা ছেড়ে দিন। কাফের নেতৃবর্গের এ দাবির পরিপ্রেক্ষিতে আলোচ্য আয়াত নাজিল হয়েছে। –[কুরতুবী ১০৪-৫/১৪, রূহুল মা'আনী ১৪৩/২১/১১, বহরে মুহীত্ব ২০৬/৭]

শানে নুযূল– ৪ : ইবনে জারীর হযরত ইবনে আব্বাস (রা.)-এর উদ্ধৃতি দিয়ে বর্ণনা করেন যে, মক্কাবাসীদের পক্ষ হতে ওয়ালীদ বিন মুগীরা ও শায়বা বিন রাবিআ রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর নিকট এসে দাবি জানাল যে, তিনি যেন তার দাওয়াত থেকে বিরত থাকেন, তাহলে রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে তারা তাদের সম্পদের একটি অংশ দিয়ে দেবে। মদীনার মুনাফিক ও ইহুদিরা রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে ভয় দেখালো যে, তিনি যদি সেগুলো থেকে বিরত না থাকেন, তাহলে তারা তাকে হত্যা করে দেবে। কাফের ও ইহুদিদের এ হুমকির পরিপ্রেক্ষিতে আলোচ্য আয়াত নাজিল করা হয়েছে।

–[দুররে মানছুর ১৮০, রূহুল মা'আনী ১৪৩/২১/১১]

وَتَوَكَّلْ عَلَى ٱللَّهِ وَكَفَىٰ بِٱللَّهِ وَكِيلًا [٣]

শানে নুযূল : বর্ণিত আছে যে, বনূ ছাকীফের প্রতিনিধি দল রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর দরবারে উপস্থিত হয়ে অনুমতি তলব করল যে, তারা এক বৎসর নাগাদ লাত দেবতার উপাসনা করবে। পক্ষান্তরে লাত দেবতা ছিল বনু ছাকীফের উপাস্য দেবতা ও তাগুত। তারা বলল যে, এর কারণ হচ্ছে এই যে, আপনার নিকট আমাদের মর্যদা রয়েছে, কুরাইশরা তা অবলোকন করে নেবে, রাসূলুল্লাহ ﷺ ও তাদের এ চুক্তি সমর্থন করার প্রতি নমনীয় হয়েছিলেন। তখন সে অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে আল্লাহ তা'আলা আলোচ্য আয়াত নাজিল করেন।

শানে নুযূল : এ সূরা নাজিল হওয়ার কারণ সম্পর্কে কয়েকটি রেওয়ায়েত রয়েছে। একটি এই যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ হিজরতের পর যখন মদিনায় তাশরিফ নিয়ে যান, তখন মদীনার আশেপাশে বনূ কুয়ায়জা, বনূ নাজির, বনূ কায়নুকা প্রভৃতি ইহুদি গোত্র বসবাস করত। রাহমাতুল্লিল আলামীনের এটাই একান্ত কামনা ছিল যেন এসব লোক মুসলমান হয়ে যাক।

https://e-ilm.weebly.com/

ঘটনাক্রমে এসব ইহুদিদের মধ্য থেকে কয়েক ব্যক্তি নবীজী ﷺ -এর খেদমতে যাতায়াত করতে আরম্ভ করে এবং কপট ও বর্ণচোরা রূপ ধারণা করে নিজেদেরকে মৌখিকভাবে মুসলমান বলে প্রকাশ করতেছিল। কিন্তু তাদের অন্তরের ঈমান ছিল না। কিছু লোক মুসলমান হলে অপরাপরদের নিকট ইসলামের দাওয়াত পৌঁছানো সহজতর হবে মনে করে নবীজী ﷺ এটাকে সুবর্ণ সুযোগ মনে করে তাদেরকে স্বগতম জানালেন। এদের সাথে বিশেষ সৌজন্যমূলক ব্যবহার করতে লাগলেন এবং ছোট-বড় সবার প্রতি সম্মান প্রদর্শন করতে লাগলেন। এমনকি ওদের দ্বারা কোনো অসঙ্গতিপূর্ণ কাজ সংঘটিত হবার পরও ধর্মীয় কল্যাণের কথা চিন্তা করে সেগুলোর প্রতি তেমন গুরুত্ব আরোপ করতেন না। এ পরিপ্রেক্ষিতে সূরায়ে আহযাবের প্রারম্ভিক আয়াতসমূহ নাজিল হয়েছে। –[কুরতুবী]

ইবনে জারীর (র.) হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) থেকে অপর এক ঘটনা বর্ণনা করেছেন। তা এই য, হিজরতের পর ওলীদ বিন মুগীরা ও শাইবা ইবনে রবীয়া মদীনায় পৌঁছে মক্কার কাফেরদের পক্ষ থেকে হুজুর ﷺ-এর খেদমতে এ প্রস্তাব পেশ করে যে, যদি আপনি ইসলামের প্রতি দাওয়াতের কাজ পরিত্যাগ করেন, তবে আমরা আপনাকে মক্কার অর্ধেক সম্পদ দান করব। আবার মদীনায় মুনাফিক ও ইহুদিরা এই মর্মে ভীতি প্রদর্শন করে যে, যদি তিনি নিজ দাবি ও দাওয়াত থেকে বিরত না থাকেন তবে আমরা তাকে হত্যা করে ফেলবো, এমতাবস্থায় আয়াতসমূহ নাজিল হয়। –[রূহুল মা'আনী]

সা'লাবী ও ওয়াহেদী এক তৃতীয় ঘটনা সনদহীনভাবে এরূপ বর্ণনা করেন যে, হোদায়বিয়ার ঘটনার সময় মক্কার কাফের ও নবীজীর মাঝে 'যুদ্ধ নয় চুক্তি' স্বাক্ষরিত হওয়ার পর যখন আবূ সুফিয়ান, ইকরিমা ইবনে আবূ জাহল ও আবুল আ'ওয়ার সালামী মদীনায় পৌঁছে নবীজীর খেদমতে নিবেদন করলো যে, আপনি আমাদের উপাস্য-দেবীদের প্রতি কটূক্তি প্রয়োগ পরিহার করুন এবং কেবল বলুন যে, (পরকালে) এরাও সুপারিশ করবে এবং উপকার ও কল্যাণ সাধন করবে। যদি আপনি এমনটি করেন, তবে আমরাও আপনার পালনকর্তার নিন্দাবাদ পরিত্যাগ করবো। এভাবে আমাদের পারস্পরিক বিবাদ মিটে যাবে। তাদের একথা রাসূলুল্লাহ ﷺ ও মুসলমানদের নিকট অত্যন্ত অপছন্দনীয় বোধ হলো। মুসলমানরা এদেরকে হত্যা করার ইচ্ছা ব্যক্ত করলেন। নবীজী ﷺ ইরশাদ করলেন যে, আমি এদের সাথে সন্ধি চুক্তিতে আবদ্ধ বলে এমনটি হতে পারে না, তখন এ আয়াতসমূহ নাজিল হয়। –[রূহুল মা'আনী]

এসব রেওয়াতে যদিও বিভিন্ন প্রকারের, কিন্তু এদের মধ্যে পরস্পর কোনো বিরোধ বা অসামঞ্জস্য নেই এসব ঘটনাবলিও উল্লিখিত আয়াতসমূহ অবতীর্ণ হওয়ার কারণ হতে পারে। –[হাশিয়া ইবনে কাসীর, মারেফুল কুরআন : ১০৬৮-১০৬৯]

مَا جَعَلَ اللّٰهُ لِرَجُلٍ مِّنْ قَلْبَيْنِ .... الاية - (٤)

শানে নুযূল– ১ : হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) বলেন, একদা নবী করীম ﷺ সালাত আদায় করতে দাঁড়ালেন। সালাতে তাঁর একবার দ্বিধার উদ্রেক হয়। তখন তাঁর সঙ্গে সালাতরত মুনাফিকরা বলল, তোমরা দেখেছ তাঁর তো হৃদয় দু'টি, একটি হলো তোমাদের সাথে আরেকটি হলো ওদের সাথে। এ প্রসঙ্গে আল্লাহ তা'আলার উক্ত আয়াত নাজিল করেন।

–[সূত্র : তিরমিযী ২য় খণ্ড]

শানে নুযূল– ২. কেউ কেউ বলেন, এই আয়তটি কুরাইশী এক ব্যক্তির ব্যাপারে নাজিল হয়েছে। ঐ ব্যক্তি বলতো আমার মাঝে দু'টি হৃদয় রয়েছে। আমি আমার হৃদয় দুটিকে মুহাম্মদ ﷺ-এর আকল থেকে উত্তম মনে করি। (নাউজুবিল্লাহ) (অন্য রেওয়ায়েতে আছে মুহাম্মদ ﷺ যা বুঝে আমরা এক হৃদয় তার চেয়ে বেশি বুঝে) এই পরিপ্রেক্ষিতে উক্ত আয়াত নাজিল হয়। –[সূত্র : কুরতুবী ১৪ : ১১৬]

وَمَا جَعَلَ اَزْوَاجَكُمُ .... الاية.

শানে নুযূল : আইয়ামে জাহেলিয়াতের যুগে লোকেরা নিজেদের বিবিদের কে এভাবে বলত যে, তোমার পিঠ আমার জন্য আমার মায়ের পিঠের ন্যায়। এভাবে স্ত্রীর অঙ্গ প্রত্যঙ্গকে মায়ের অঙ্গ প্রত্যঙ্গের সাথে তুলনা করাকে যেহার বলা হয়। কিন্তু জাহেলিয়্যাতের যুগে যেহারকে তালাক মনে করা হতো এবং তারা বলত যে এভাবে বলার দ্বারা স্ত্রী প্রকৃত মায়ের ন্যায় চিরতরে হারাম হয়ে যায়। এই পরিপ্রেক্ষিতে উক্ত আয়াত নাজিল হয়। এই আয়াতে যিহারের দরুন, স্ত্রী হারাম হয়ে যাওয়ার জাহেলি যুগের ভ্রান্ত ধারণা সম্পূর্ণ বাতিল বলে ঘোষণা করা হয়েছে। এবং বুঝিয়ে দেওয়া হয়েছে তোমাদের এরূপ বলার ফলে সে স্ত্রী প্রকৃত মা হয়ে যায় না। তেমাদের প্রকৃত মা সেই যার উদর থেকে তোমরা জন্মগ্রহণ করছ। কিন্তু সূরা মুজাদালাহ -এর মধ্যে এরূপ বলাকে পাপ বলে আখ্যায়িত করে এর থেকে বিরত থাকা ওয়াজিব বলে বর্ণনা করা হয়েছে। এরূপ বলার পর যদি যেহারের কাফ্ফারা আদায় করে তাহলে স্ত্রীর হালাল হয়ে যাবে। কাফ্ফারার আলোচনা মুজাদালাতে রয়েছে।

https://e-ilm.weebly.com/

(৫) - الاية .... اُدْعُوْهُمْ لِاٰبَآءِهِمْ هُوَ اَقْسَطُ

শানে নুযূল : বোখারী, মুসলিম প্রভৃতি হাদীস গ্রন্থে হযরত ইবনে ওমর (রা.) থেকে বর্ণিত আছে যে, এ আয়াত অবতীর্ণ হওয়ার পূর্বে আমরা যায়েদ ইবনে হারেসা (রা.)-কে যায়েদ ইবনে মুহাম্মদ ﷺ বলে সম্বোধন করতাম। কেননা রাসূলুল্লাহ ﷺ তাঁকে পালক ছেলেরূপে গ্রহণ করেছিলেন। এ ব্যাপারে উক্ত আয়াত অবতীর্ণ হয়। এই আয়াত অবতীর্ণ হওয়ার পর আমরা এ অভ্যাস পরিত্যাগ করি। –[সূত্র : বুখারী ২য় খণ্ড, মারেফুল কুরআন : ১০৭০]

এ আয়াতসমূহে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর প্রতি দুটো নির্দেশ রয়েছে -প্রথম, اِتَّقِ اللّٰهَ অর্থাৎ আল্লাহকে ভয় কর, দ্বিতীয় وَلَا تُطِعِ الْكٰفِرِيْنَ –অর্থাৎ অবিশ্বাসীদের অনুসরণ করো না। আল্লাহকে ভয় করার নির্দেশ এজন্য দেওয়া হয়েছে যে, এসব লোককে হত্যা করা চুক্তিভঙ্গের শামিল-যা সম্পূর্ণ হারাম এবং কাফেরদের অনুসরণ না করার নিদেশ এজন্য দেওয়া হয়েছে যে, এসব ঘটনাবলি সম্পর্কে কাফেরদের যা মতামত তা মোটেও গ্রহণযোগ্য নয়, যার বিস্তারিত বিবরণ পরবর্তী পর্যায়ে আসছে।

يٰۤاَيُّهَا النَّبِيُّ اتَّقِ اللّٰهَ এটা রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর বিশেষ মর্যাদা ও সম্মান যে, সমগ্র কুরআনের কোথাও তাঁকে নাম ধরে সম্বোধন করা হয়নি। যেমনটি অন্যান্য নবীগণকে সম্বোধনের বেলায় করা হয়েছে। যেমন– يَا اٰدَمُ - يَامُوْسٰى - يَانُوْحُ - يَاِبْرَاهِيْمُ – প্রভৃতি। বরং খাতামুন্নাবিয়্যিন ﷺ-কে কুরআন পাকের যেখানেই সম্বাধন করা হয়েছে-তার উপাধি -নবী বা রাসূল প্রভৃতির মাধ্যমে করা হয়েছে কেবল চার জায়গায়, তিনি যে রাসূল তা প্রকাশ করার উদ্দেশ্যে তাঁর নাম উল্লেখ করা হয়েছে। যা একান্ত জরুরি ছিল।

এখানে মহানবী ﷺ-কে সম্বোধন করে দুটো নির্দেশ দেওয়া হয়েছে–(এক) আল্লহ পাককে ভয় করার- অর্থাৎ মক্কার মুশরিকদের সাথে যে চুক্তি হয়েছে তা যেন লঙ্ঘন করা না হয়। (দুই) মুশরিক, মুনাফেক ও ইহুদিদের মতামত গ্রহণ না করার। প্রশ্ন হতে পারে যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ তো যাবতীয় পাপ-পঙ্কিলতা থেকে মুক্ত। চুক্তিভঙ্গ করা মহাপাপ- (কবীরা গোনাহ) এবং উপরে শানে-নুযূল প্রসঙ্গে কাফের মুশরিকদের যেসব কথা বর্ণনা করা হয়েছে সেগুলো গ্রহণ করা তো মারাত্মক পাপ; আর তিনি (নবীজী) এ থেকে সম্পূর্ণ পবিত্র-সুতরাং এ নির্দেশের কি প্রয়োজন ছিল? রূহুল মা'আনীতে বর্ণনা করা হয়েছে যে, এসব নির্দেশের অর্থ ভবিষ্যতে এগুলোর উপর স্থির থাকা-যেমনিভাবে তিনি এ ঘটনার সময় এসব হুকুমের উপর অটল ছিলেন এবং اِتَّقِ اللّٰهَ -এর নির্দেশ প্রথম উল্লেখ করার কারণ এই যে, মুসলমানগণ শান্তি চুক্তিতে আবদ্ধ। মক্কার মুশরিকদেরকে হত্যা করার ইচ্ছা পোষণ করছিল। সুতরাং চুক্তি লঙ্ঘন থেকে বেঁচে থাকার জন্য اِتَّقِ اللّٰهَ -এর মাধ্যমে প্রথম হেদায়েতে করা হয়েছে। অপরপক্ষে যেহেতু কোনো মুসলমান মুশরিক-কাফেরদের অনুসরণের ইচ্ছাও পোষণ করতেন না, তাই এর উল্লেখ পরে করা হয়েছে।

কোনো কোনো তাফসীরকার বলেন যে, এ আয়াতে যদিও নবী করীম ﷺ-কে সম্বোধন করা হয়েছে, কিন্তু উদ্দেশ্য গোটা উম্মত-তিনি তো ছিলেনে সম্পূর্ণ নিষ্পাপ, তাঁর দ্বারা আল্লাহ পাকের নির্দেশাবলির বিরুদ্ধাচারণের কোনো সম্ভাবনাই ছিল না। কিন্তু বিধান গোটা উম্মতের জন্য এবং সেটা বর্ণনার জন্যই এই পদ্ধতি গ্রহণ করা হয়েছে যে, সম্বোধন করা হয়েছে রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে যার ফলে হুকুমের গুরুত্ব বহুগুণে বেড়ে গিয়েছে। কেননা যে বিষয়ে আল্লাহর রাসূলকেও সম্বোধন করা হয়েছে, সেক্ষেত্রে কোনো মানুষই এর আওতা বহির্ভূত থাকতে পারে না।

ইবনে-কাসীর বলেন যে, এ আয়াতে কাফের ও মুশরিকদের অনুসরণ থেকে বারণ করার মূল উদ্দেশ্য এই যে, তিনি যেন তাদের সাথে কোনো ব্যাপারে পরামর্শ না করেন- তাদেরকে অত্যাধিক উঠাবসা, মেলামেশার সুযোগ না দেন। কেননা এদের সঙ্গে অত্যধিক মেলামেশা ও শলা-পরামর্শ করা অনেক সময় এদের কথা গ্রহণ করার কারণরূপে পরিণত হতে পারে। সুতরাং যদিও নবীজীর পক্ষে তাদের কথা গ্রহণের কোনো সম্ভাবনাই ছিল না, কিন্তু তাদের সাথে কোনো সম্পর্ক রাখা এবং নিজের পরামর্শে তাদের অংশগ্রহণের সুযোগ দান থেকেও নবীজীকে বারণ করা হয়েছে। পরন্তু এক্ষেত্রে اطاعت (অনুসরণ করা) শব্দ এজন্য ব্যবহার করা হয়েছে যে, এরূপ পরামর্শ ও পারস্পরিক সম্পর্ক স্বভাবতঃ তাদের মতামতের কিছুটা অনুপ্রবেশের কারণ হয়ে দাঁড়াতে পারে। সুতরাং পরোক্ষভাবে হলেও তাদের মতামত কিছুটা প্রভাবান্বিত করতে পারে; এরূপ কোনো সুযোগও যাতে না হয়, তারই পথ বন্ধ করা হয়েছে। তাঁর পক্ষে ওদের অনুসরণের তো কোনো প্রশ্নই উঠে না।

https://e-ilm.weebly.com/

এখন প্রশ্ন উঠে যে, উল্লিখিত আয়াতে কাফেরদের পক্ষ থেকে শরিয়ত বিরোধী ও হকের পরিপন্থি উক্তি অতি স্বাভাবিক এবং সেগুলোর অনুসরণ না করার নির্দেশও একান্ত যুক্তিযুক্ত। কিন্তু মুনাফেকগণ যদি আপনার নিকটে প্রকাশ্যভাবে কোনো ইসলাম বিরোধী উক্তি করে, তবে তো তারা আর মুনাফেক থাকে না- পরিষ্কার কাফের হয়ে যায়-এমতাবস্থায় তাদের কথা স্বতন্ত্রভাবে বলার প্রয়োজনীয়তা কি? এর উত্তর এই হতে পারে যে, মুনাফেকগণ একেবারে সম্পষ্টভাবে তো ইসলাম বিরোধী কোনো উক্তি করতো না, কিন্তু অন্যান্য কাফেরের সমর্থনে কথা বলতো।

শানে নুযূল প্রসঙ্গে মুনাফেকদের যে ঘটনা উপরে বর্ণনা করা হয়েছে যদি এটাকেই আয়াত অবতীর্ণ হওয়ার কারণ বলে ধরে নেওয়া হয়, তবে তো কোনো কথাই থাকে না। কেননা এ ঘটনানুযায়ী যেসব ইহুদি কপটভাবে নিজেদেরকে মুসলমান বলে প্রকাশ করে; তাদের সাথে বিশেষ সৌজন্যপূর্ণ ব্যবহার করতে নবীজীকে বারণ করা হয়েছে।

এ আয়াতের উপসংহার إِنَّ اللّٰهَ كَانَ عَلِيْمًا حَكِيْمًا বলে আল্লাহকে ভয় করার এবং কাফের ও মুনাফিকদের অনুসরণ না করার পূর্ব বর্ণিত যে হুকুম তার তাৎপর্য ও যৌক্তিকতা বর্ণনা করা হয়েছে। কেননা যে আল্লাহ যাবতীয় কর্মের পরিণতি ও ফলাফল সম্পর্কে সম্পূর্ণ অবহিত, তিনি অত্যন্ত প্রজ্ঞাময় মানুষের যাবতীয় কল্যাণ ও মঙ্গল তাঁর পরিজ্ঞাত। একথা এজন্য বলা হয়েছে যে, কাফের ও মুনাফিকদের কোনো কোনো কথা এমনও ছিল যা দ্বারা অন্যায়-অশান্তি লাঘব এবং পারস্পরিক সম্প্রীতি ও সদ্ভাবপূর্ণ পরিবেশ স্থাপন এরূপ, অন্যান্য কল্যাণ ও উপকার সাধনে সহায়ক হতো। কিন্তু এদের সাথে এরূপ সৌজন্যমূলক আচরণও মঙ্গলের পরিপন্থি বলে হক আল্লাহ তা'আলা নবীজীকে তা করতে বারণ করেছেন এবং বলেছেন যে, এর পরিণাম শুভ নয়।

وَاتَّبِعْ مَا يُوْحٰى اِلَيْكَ مِنْ رَّبِّكَ اِنَّ اللّٰهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُوْنَ خَبِيْرًا.

এটা পূর্ববর্তী হুকুমেরই অবশিষ্টাংশ-যেন আপনি কাফের ও মুনাফিকদের কথায় পড়ে তাদের অনুসরণ না করেন, বরং ওহীর মাধ্যমে আল্লাহ পক্ষ থেকে যা কিছু পৌঁছেছে, আপনি সাহাবায়ে কেরামসহ কেবল তাই অনুসরণ করুন। যেহেতু সাহাবায়ে কেরাম ও সমগ্র মুসলমানই এ সম্বোধনের অন্তর্ভুক্ত; তাই বহুবচন ক্রিয়া بِمَا تَعْمَلُوْنَ ব্যবহার করে সতর্ক করে দেওয়া হয়েছে।

وَتَوَكَّلْ عَلَى اللّٰهِ وَكَفٰى بِاللّٰهِ وَكِيْلًا -এটাও পূর্ববর্তী হুকুমের সমাপনী অংশ বিশেষ। ইরশাদ হয়েছে যে, আপনি এসব লোকের কথায় পড়ে কোনো কাজে উদ্যোগী হবেন না, স্বীয় উদ্দেশ্য সাধন ও লক্ষ্য অর্জনে কেবল আল্লাহর উপরে ভরসা করুন। কেননা অভিভাবকরূপে তিনিই যথেষ্ট। তাঁর বর্তমানে আপনার অন্য কারো সাহায্য-সহযোগিতার প্রয়োজন নেই।

মাসআলা : উল্লিখিত আয়াতসমূহ দ্বারা একথা প্রমাণিত হলো যে, দ্বীন সংক্রান্ত কোনো বিষয়ে কাফেরদের পরামর্শ গ্রহণ করা জায়েজ নয়। অবশ্য অভিজ্ঞতা সংশ্লিষ্ট অন্যান্য বিষয়ে তাদের পরামর্শ গ্রহণে কোনো দোষ নেই।

مَا جَعَلَ اللّٰهُ لِرَجُلٍ مِّنْ قَلْبَيْنِ فِيْ جَوْفِهٖ وَمَا جَعَلَ اَزْوَاجَكُمُ الّٰٓئِ تُظٰهِرُوْنَ الخ.

পূর্ববর্তী আয়াতসমূহে রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর প্রতি কাফের ও মুনাফিকদের পরামর্শানুযায়ী কাজ না করা ও তাদের কথায় কর্ণপাত না করার নির্দেশ রয়েছে। উল্লিখিত আয়াতসমূহে কাফেরদের মাঝে প্রচলিত তিনটি কুপ্রথা ও ভ্রান্ত ধারণার অপনোদন করা হয়েছে। প্রথমতঃ বর্বর যুগে আরববাসীরা অসাধারণ মেধাবী লোকের বক্ষাভ্যন্তরে দু'টি অন্তঃকরণ আছে বলে মনে করত। দ্বিতীয়তঃ নিজ পত্নীদের সম্পর্কে এ প্রথা প্রচলিত ছিল যে, যদি কোনো ব্যক্তি স্ত্রীকে তার মায়ের পিঠের বা অন্য কোনো অঙ্গের সাথে তুলনা করে বলতো যে, তুমি আমার পক্ষে আমার মায়ের পিঠের সমতুল্য, যাকে তাদের পরিভাষায় 'যিহার বলা হতো; তবে 'যিহার'কৃত সে তার জন্যে চিরকালের জন্য হারাম হয়ে যেত। ظِهَارْ -এর উৎপত্তি ظَهْر থেকে-যার অর্থ-পিঠ।

তৃতীয়ত : তাদের মধ্যে এরূপ প্রথা ছিল যে, যদি কোনো ব্যক্তি অপর কারো পুত্রকে পোষ্যপুত্ররূপে গ্রহণ করতো, তবে এ পোষ্যপুত্র তার প্রকৃত পুত্র বলেই পরিচিত হতো এবং তারই পুত্র বলে সম্বোধন করা হতো; এ পোষ্যপুত্র সকল ক্ষেত্রে প্রকৃত পুত্রেই মর্যাদাভুক্ত হতো। যথা-তারা প্রকৃত সন্তানের ন্যায়ই মিরাশের অংশীদার হতো এবং বংশ ও রক্ত সম্পর্কের ভিত্তিতে যেসব নারীর সাথে বিয়ে-শাদী হারাম-এর পোষ্যপুত্রের সম্পর্কের ক্ষেত্রেও এরূপ মনে করা হতো। যেমন-বিচ্ছেদ সংঘটিত হওয়ার পরও ঔরসজাত পুত্রের স্ত্রীকে বিয়ে করা যেরূপ হারাম, অনুরূপভাবে পালক পুত্রের তালাকপ্রাপ্তা স্ত্রীও সে ব্যক্তির পক্ষে হারাম বলে মনে করা হতো।

https://e-ilm.weebly.com/

বর্বর যুগের এই তিনটি ভ্রান্ত ধারণা ও কুপ্রথার মধ্যে প্রথমটি ইসলামি আকীদা-বিশ্বাস ও ক্রিয়াকর্মের সাথে সম্পর্কযুক্ত নয় বলে ইসলামি শরিয়তের একে রদ করা বিশেষ প্রয়োজন ছিল না। এটা তো একান্তই শরীরতত্ত্ব বিজ্ঞান ও চিকিৎসা বিজ্ঞানের ব্যাপারে যে, মানুষের বক্ষাভ্যন্তরে একটি অন্তঃকরণ থাকে, না দু'টি অন্তঃকরণ থাকে। এর স্পষ্ট অসারতা সর্বজনজ্ঞাত। এজন্য সম্ভবতঃ এর অসারতার বর্ণনা অপর দু'টো বিষয়ের সমর্থনে ভূমিকাস্বরূপ বর্ণনা করা হয়েছে। বলা হয়েছে যে, বর্বর যুগের অধিবাসীদের মানুষের বক্ষ-মাঝে দু'টি অন্তঃকরণ আছে বলে যে বিশ্বাসের অসারতা ও ও অযৌক্তিকতা যেমন সাধারণ-অসাধারণ সর্বজনবিদিত, অনুরূপভাবে তাদের 'যিহার' ও পালক পুত্র সংশ্লিষ্ট ধারণাও সম্পূর্ণ ভ্রান্ত ও অমূলক।

অবশিষ্ট দু'টি বিষয়-জিহার ও পালক পুত্রের হুকুম-এগুলো এমন সব সামাজিক ও পারিবারিক বিষয়সমূহের অন্তর্ভুক্ত, ইসলামে যেগুলোর বিশেষ গুরুত্ব রয়েছে। আল্লাহ পাক যার বিস্তারিত বিবরণ ও খুঁটিনাটি পর্যন্ত কুরআনের প্রদান করেছেন। অন্যান্য বিষয়ের মতো নিছক মূলনীতিগুলো উল্লেখ করে সবিস্তার বিশ্লেষণের ভার নবীজীর ﷺ উপর ন্যস্ত করেননি। এ দু'টি ব্যাপারে বর্বর আরবগণ নিজেদের খেয়াল-খুশিমতো হালাল-হারাম ও জায়েজ-নাজায়েজ সংশ্লিষ্ট স্বকীয় কল্পনাপ্রসূত বিধি-বিধান প্রণয়ন করে রেখেছিল। এসব অমূলক ধারণা ও প্রথাসমূহের অন্তঃসারশূন্যতা প্রতিপন্ন করে যা প্রকৃত সত্য তা উদঘাটন করে দেওয়া সত্য ধর্ম ইসলামের অবশ্য কর্তব্য ছিল-তাই বলা হয়েছে– وَمَا جَعَلَ اَزْوَاجَكُمُ الّٰئِ تُظٰهِرُوْنَ مِنْهُنَّ اُمَّهٰتِكُمْ অর্থাৎ এ ধারণা সম্পূর্ণ অমূলক যে, যদি কোনো ব্যক্তি নিজ স্ত্রীকে মায়ের সদৃশ বলে ঘোষণা করে, তবে তার পক্ষে সে স্ত্রী প্রকৃত মায়ের ন্যায় চিরদিনের তরে হারাম হয়ে যায়। তোমাদের এরূপ বলার ফলে সে স্ত্রী প্রকৃত মা হয়ে যায় না। তোমাদের প্রকৃত মা তো সে-ই-যার উদর থেকে তোমরা জন্মগ্রহণ করেছ।

এ আয়াতে 'জিহার-এর' দরুন স্ত্রী চিরতরে হারাম হয়ে যাওয়ার জাহেলিয়াত যুগের ভ্রান্ত ধারণা সম্পূর্ণ বাতিল বলে ঘোষণা করা হয়েছে। আর এরূপ বলার ফলে শরিয়তের কোনো প্রতিক্রিয়া হয় কিনা, এ সম্পর্কে 'সূরায়ে মোজাদালায়' এরূপ বলাকে পাপ বলে আখ্যায়িত করে এ থেকে বিরত থাকা ওয়াজিব বলে বর্ণনা করা হয়েছে। এরূপ বলার পর যদি জিহারের কাফ্ফারা আদায় করে; তবে স্ত্রী তার জন্যে হালাল হয়ে যাবে। 'সূরায়ে মোজাদালায়' জিহারের কাফ্ফারার বিস্তারিত বিবরণ দেওয়া হয়েছে।

দ্বিতীয় বিষয় পালকপুত্র সংশ্লিষ্ট। এ সম্পর্কে বলা হয়েছে– وَمَا جَعَلَ اَدْعِيَاءَكُمْ اَبْنَاءَكُمْ - اَدْعِيَا শব্দটি دَعِىٌّ -এর বহুবচন, যার অর্থ পালক ছেলে। আয়াতের মর্ম এই, যেমন কোনো মানুষের দু'টি অন্তঃকরণ থাকে না এবং যেমন স্ত্রীকে মা বলে সম্বোধন করলে সে প্রকৃত মা হয়ে যায় না; অনুরূপভাবে তোমাদের পোষ্য ছেলেও প্রকৃত ছেলেতে পরিণত হয় না। অর্থাৎ অন্যান্য সন্তানদের ন্যায় সে মিরাশেরও অংশীদার হবে না এবং বৈবাহিক সম্পর্ক স্থাপন নিষিদ্ধ হওয়া সংশ্লিষ্ট মাসআলাসমূহও এর প্রতি প্রযোজ্য হবে না।

সুতরাং সন্তানের তালাক প্রাপ্তা স্ত্রী যেমন পিতার জন্য চিরতরে হারাম, কিন্তু পোষ্যপুত্রের স্ত্রী পালক পিতার তরে তেমন ভাবে হারাম হবে না।

যেহেতু এই শেষোক্ত বিষয়ের প্রতিক্রিয়া বহু ক্ষেত্রে পড়ে থাকে, সুতরাং এ নির্দেশ প্রদান করা হয়েছে যে, যখন পালক ছেলেকে ডাকবে বা তার উল্লেখ করবে, তখন তা তার প্রকৃত পিতার নামেই করবে। পালক পিতার পুত্র বলে সম্বোধন করবে না। কেননা এর ফলে বিভিন্ন ব্যাপারে নানাবিধ সন্দেহ ও জটিলতা উদ্ভবের আশঙ্কা রয়েছে।

বোখারী, মুসলিম প্রভৃতি হাদীস গ্রন্থে হযরত ইবনে ওমর (রা.) থেকে বর্ণিত আছে যে, এ আয়াত অবতীর্ণ হওয়ার পূর্বে আমরা যায়েদ ইবনে হারেসা (রা.)-কে যায়েদ ইবনে মুহাম্মদ ﷺ বলে সম্বোধন করতাম। কেননা রাসূলুল্লাহ ﷺ তাঁকে পালক ছেলেরূপে গ্রহণ করেছিলেন) এ আয়াত অবতীর্ণ হওয়ার পর আমরা এ অভ্যাস পরিত্যাগ করি।

মাসআলা : এর দ্বারা বোঝা যায়, অনেকে যে অপরের সন্তানকে নিজ পুত্র বলে আহ্বান করে, তা যদি নিছক স্নেহজনিত হয়-পালক পুত্রে পরিণত করার উদ্দেশ্যে না হয়, তবে যদিও জায়েজ, কিন্তু তবুও বাহ্যতঃ যা নিষিদ্ধ, তাতে জড়িত হওয়া সমীচীন নয়। –[রূহুল বায়ান, বায়যাবী]

এ ব্যাপারটা কুরাইশদেরকে চরম বিভ্রান্তিতে ফেলে এক গুরুতর পাপে লিপ্ত করে রেখেছিল। এমন কি নবীজী ﷺ-কে পর্যন্ত এ অপবাদ দেওয়ার ধৃষ্টতা প্রদর্শন করেছিল যে, তিনি নিজ পুত্রের তালাক প্রাপ্তা স্ত্রীকে বিয়ে করেছেন। অথচ হযরত যায়েদ (রা.) তাঁর সন্তান ছিলেন না; বরং পালক পুত্র ছিলেন। যার বিবরণ এ সূরাতে পরে আসছে।

https://e-ilm.weebly.com/

اَلنَّبِىُّ اَوْلٰى بِالْمُؤْمِنِيْنَ مِنْ اَنْفُسِهِمْ وَاَزْوَاجُهٗ اُمَّهٰتُهُمْ الخ.

পূর্বেই বর্ণিত হয়েছে যে, সূরায়ে আহযাবের' অধিকাংশ আলোচ্য বিষয় রাসূলুল্লাহ ﷺ প্রতি সম্মান প্রদর্শন ও তাঁকে দুঃখ-কষ্ট দেওয়া হারাম হওয়া সংশ্লিষ্ট। সূরার প্রারম্ভে মুশরিক ও মুনাফিকদেরকে প্রদত্ত জ্বালা-যন্ত্রণার বর্ণনা দেওয়ার পর রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে প্রাসঙ্গিক নানাবিধ উপদেশে প্রদান করা হয়েছিল। অতঃপর অন্ধকার যুগের তিনটি অযৌক্তিক প্রথার অসারতা প্রমাণ করা হয়েছে। ঘটনাক্রমে শেষ কুপ্রথাটি সম্পর্কে আলোচনার একটি সম্পর্ক নবীজীকে যন্ত্রণা দান সম্পর্কিত ছিল। কেননা কাফেররা হযরত যায়েদের তালাক প্রাপ্তা স্ত্রী পুণ্যবর্তী যয়নবের সাথে নবীজীর বিবাহ অনুষ্ঠানকালে জাহেলী যুগের এই পোষ্যপুত্রজনিত কুপ্রথার ভিত্তিতে অপবাদ দেয় যে, তিনি নিজের ছেলের তালাক প্রাপ্তা স্ত্রীকে বিবাহ করেন। সূরার শুরু থেকে এ পর্যন্ত নবীজীকে যন্ত্রণা প্রদান সংক্রান্ত বিষয়বস্তু ছিল। আলোচ্য ৬ নং আয়াতে সমস্ত সৃষ্টিকুলের চাইতে তার প্রতি শ্রদ্ধা প্রদর্শন ও তার অনুসরণ অধিক প্রয়োজনীয় বলে বর্ণনা করে বলা হয়েছে–

اَلنَّبِىُّ اَوْلٰى بِالْمُؤْمِنِيْنَ الخ : اَوْلٰى بِالْمُؤْمِنِيْنَ الخ-এর যে মর্ম তাফসীরের সার-সংক্ষেপ অধ্যায়ে বর্ণনা করা হয়েছে, তা ইবনে আতিয়াহ (اِبْنُ عَطِيَّةَ) প্রমুখের অভিমত যা কুরতুবী ও অধিকাংশ তাফসীরকার গ্রহণ করেছেন, যার সারমর্ম এই যে, প্রত্যেক মুসলমানের পক্ষে মহানবীর ﷺ নির্দেশ পালন করা স্বীয় পিতা-মাতার নির্দেশের চাইতেও অধিক আবশ্যকীয়। যদি পিতা-মাতার হুকুম তাঁর ﷺ হুকুমের পরিপন্থি হয়, তবে তা পালন করা জায়েজ নয়। এমন কি তাঁর নির্দেশকে নিজের সকল আশা-আকাজ্ক্ষার চাইতেও অগ্রাধিকার দিতে হবে।

সহীহ্ বোখারী প্রভৃতি হাদীস গ্রন্থে হযরত আবূ হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন :

مَا مِنْ مُؤْمِنٍ اِلَّا وَاَنَا اَوْلَى النَّاسِ بِهٖ فِى الدُّنْيَا وَالْاٰخِرَةِ اِقْرَأُوْا اِنْ شِئْتُمْ اَلنَّبِىُّ اَوْلٰى بِالْمُؤْمِنِيْنَ مِنْ اَنْفُسِهِمْ.

অর্থাৎ এমন কোনো মু'মিনই নেই যার পক্ষে আমি ইহকাল ও পরকালে সমস্ত মানবকুলের চাইতে অধিক হিতাকাঙ্ক্ষী ও আপনজন নই। যদি তোমাদের মন চায়, তবে এর সমর্থন ও সত্যতা প্রমাণের জন্য কুরআনের আয়াত– اَلنَّبِىُّ اَوْلٰى بِالْمُؤْمِنِيْنَ مِنْ اَنْفُسِهِمْ-পাঠ কর।'।

যার সারমর্ম এই যে, আমি প্রত্যেক মু'মিন-মুসলমানের জন্য গোটা সৃষ্টিকুলের চাইতে অধিক স্নেহপরায়ণ ও মমতাবান। একথা সুস্পষ্ট যে, এর অবশ্যম্ভাবী ফল এরূপ হওয়া উচিত যে, নবীজীর প্রতি প্রত্যেক মু'মিনের ভালোবাসা সর্বাধিক গভীর হওয়া বাঞ্ছনীয়। যেমন হাদীসে ইরশাদ হয়েছে :

لَا يُؤْمِنُ اَحَدُكُمْ حَتّٰى اَكُوْنَ اَحَبَّ اِلَيْهِ مِنْ وَّالِدِهٖ وَوَلَدِهٖ وَالنَّاسِ اَجْمَعِيْنَ - بُخَارِىْ، مُسْلِمْ - مَظْهَرِىْ.

অর্থাৎ তোমাদের কেউ ততক্ষণ পর্যন্ত মু'মিন হতে পারবে না, যে পর্যন্ত তার অন্তরে আমার ভালোবাসা নিজ পিতা, নিজ সন্তান এবং সমস্ত মানব হতে অধিক পরিমাণে না হবে। –[বুখারী, মুসলিম, মাযহারী]

وَاَزْوَاجُهٗ اُمَّهٰتُهُمْ-তাঁর পুণ্যবতী স্ত্রীগণকে উম্মতে মুসলিমরা মা বলে আখ্যায়িত করার অর্থ-ভক্তি-শ্রদ্ধার ক্ষেত্রে পর্যায়ভুক্ত হওয়া। মা-ছেলের সম্পর্কে-সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন আহকাম, যথা-পরস্পর বিয়ে–শাদী হারাম হওয়া। মুহরিম হওয়ার পরিপ্রেক্ষিতে পরস্পর পর্দা না করা এবং মিরাশে অংশীদারিত্ব প্রভৃতি এক্ষেত্রে প্রযোজ্য নয়। যেমন, আয়াতের শেষে স্পষ্টভাবে বলে দেওয়া হয়েছে। আর নবীজীর শুদ্ধাচারিণী পত্নীগণের সাথে উম্মতের বিয়ে অনুষ্ঠান হারাম হওয়ার কথা অন্য এক আয়াতে ভিন্নভাবে বর্ণনা করা হয়েছে। সুতরাং এক্ষেত্রে বিয়ে অনুষ্ঠান হারাম হওয়া মা হওয়ার কারণেই ছিল, এমনটি হওয়া জরুরি নয়।

মাসআলা : উপরিউক্ত আয়াত দ্বারা প্রমাণিত হলো যে, নবীজীর পুণ্যবতী বিবিগণের (রা.) মধ্যে কারো প্রতি সামান্যতম বেআদবী কিংবা অশিষ্টাচারও এজন্য হারাম যে, তারা উম্মতের মা। উপরন্তু তাঁদেরকে দুঃখ দিলে নবীজীকেও দুঃখ দেওয়া হয়, যা চরমভাবে হারাম।

وَاُولُوا الْاَرْحَامِ بَعْضُهُمْ اَوْلٰى بِبَعْضٍ - اُولُوا الْاَرْحَامِ–শব্দগত অর্থানুযায়ী সকল আত্মীয়-স্বজনই এর অন্তর্ভুক্ত-চাই সেসব ব্যক্তিবর্গ-যাদেরকে ফকীহগণ 'আসাবাত' (عَصَبَاتٌ) বলে আখ্যায়িত করেছেন বা যাদেরকে বিশেষ পরিভাষানুযায়ী 'আসাবাতে'র মোকাবিলার وَاُولُو الْاَرْحَامِ নামে নামকরণ করা হয়েছে। অবশ্য কুরআনি আয়াতের মর্ম পরবর্তীকালে গৃহীত ফিকহের এ পরিভাষা নয়।

https://e-ilm.weebly.com/

সারকথা এই যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ ও তদীয় পত্নীগণের সাথে মুসলিম উম্মতের সম্পর্ক যদিও পিতা-মাতার চাইতেও উন্নততর ও অগ্রস্থানীয়, কিন্তু মিরাশের ক্ষেত্রে তাদের কোনো স্থান নেই; বরং মিরাশ বংশ ও আত্মীয়তার সম্পর্কের ভিত্তিতে বণ্টিত হবে। ইসলামের সূচনাকালে মিরাশে অংশীদারিত্ব ঈমান ও আত্মিক সম্পর্কের ভিত্তিতে নির্ধারিত হতো। পরবর্তী সময়ে তা রহিত করে আত্মীয়তার সম্পর্ককেই অংশীদারিত্ব নির্ধারণের ভিত্তি ধার্য করে দেওয়া হয়েছে। স্বয়ং কুরআন কারীমই তার বিস্তারিত বর্ণনা প্রদান করেছেন। এতদসংশ্লিষ্ট রহিতকারী ও রহিত আয়াতসমূহের বিস্তারিত বিবরণ ইতঃপূর্বে সূরায়ে আনফালে প্রদত্ত হয়েছে। আয়াতে اَلْمُؤْمِنِيْنَ -এর পরে আবার وَالْمُهٰجِرِيْنَ -এর উল্লেখ এক্ষেত্রে তাঁদের বিশিষ্টতা ও স্বাতন্ত্র্য প্রকাশের উদ্দেশ্য করা হয়েছে।

কোনো কোনো মনীষীর মতে এখানে 'মু'মিনীন' বলে আনসারগণকে বোঝানো হয়েছে। এখানে 'মু'মিনীন' অর্থ যে আনসার, তা মুহাজিরীনের মোকাবিলায় 'মু'মিনীন' শব্দ ব্যবহর থেকে বোঝা যায়। এমতাবস্থায় এ আয়াত হিজরতের মাধ্যমে মিরাশে অধিকার প্রদান সংক্রান্ত পূর্ববর্তী হুকুমের রহিতকারী (নাসেখ) বলে বিবেচিত হবে। কেননা নবীজী হিজরতের প্রারম্ভিককালে মুহাজিরীন ও আনসারের মাঝে ঈমানী ভ্রাতৃত্বের সম্পর্ক স্থাপন করে পরস্পর পরস্পরের উত্তরাধিকার লাভ সংক্রান্ত নির্দেশও প্রয়োগ করে দিয়েছিলেন। এ আয়াতের মাধ্যমে হিজরতের ফলে উত্তরাধিকার লাভ সংক্রান্ত সে হুকুমও রহিত করা হয়েছে। -[কুরতুবী]

اِلَّا اَنْ تَفْعَلُوْٓا اِلٰٓى اَوْلِيٰٓئِكُمْ مَّعْرُوْفًا -অর্থাৎ উত্তরাধিকার তো কেবল আত্মীয়তার সম্পর্কের ভিত্তিতেই লাভ করা যাবে। কোনো অনাত্মীয় উত্তরাধিকারী হতে পারবে না। কিন্তু ঈমানী ভ্রাতৃত্ব সম্পর্কের কারণে কাউকে কিছু প্রদান করতে চাইলে সে অধিকার বহাল থাকবে- নিজ জীবদ্দশায়ও দান ও উপঢৌকন হিসেবে তাদেরকে প্রদান করতে পারবে এবং মৃত্যুর পর তাদের জন্য অসিয়তও করা যাবে।

শব্দ বিশ্লেষণ :

اِتَّقِ : সীগাহ واحد مذكر حاضر বহছ امر حاضر معروف বাব اِفْتِعَالٌ মাসদার اِتِّقَاءٌ মূলবর্ণ (و - ق - ى) জিনস مثال واوى অর্থ- ভয় করতে থাকুন।

لَاتُطِعْ : সীগাহ واحد مذكر حاضر বহছ نهى حاضر معروف বাব اِفْعَالٌ মাসদার اَلْاِطَاعَةُ মূলবর্ণ (ط - و - ع) জিনস اجوف واوى অর্থ- মানবেন না।

كَفٰى : সীগাহ واحد مذكر غائب বহছ فعل ماضى معروف বাব ضَرَبَ মাসদার كِفَايَةٌ মূলবর্ণ (ك - ف - ى) জিনস ناقص يائى অর্থ- যথেষ্ট।

اَرْحَامٌ : رَحِمٌ -এর বহুবচন। অর্থ- রেহেম। আত্মীয়তা, রেহেম মহিলাদের পেটের ঐ অংশ, যার মধ্যে সন্তান পালিত হয়। জরায়ু। রূপকভাবে আত্মীয়তার অর্থে ব্যবহার হয়। কেননা আহলে কারাবত একই রেহেম থেকে হয়।

اَلسَّبِيْلُ : শব্দটি একবচন; বহুবচনে سُبُلٌ অর্থ- সরল পথ।

قُلُوْبُكُمْ : শব্দটি বহুবচন; একবচনে قَلْبٌ অর্থ- হৃদয়। অন্তর।

مَسْطُوْرًا : সীগাহ واحد مذكر বহছ اسم مفعول বাব نَصَرَ মাসদার سُطُوْرٌ মূলবর্ণ (س - ط - ر) জিনস : صحيح অর্থ- লিখিত।

বাক্য বিশ্লেষণ :

اُدْعُوْهُمْ لِاٰبَآئِهِمْ هُوَ اَقْسَطُ عِنْدَ اللّٰهِ : এখানে اُدْعُوْهُمْ ফেল, যমীর ফায়েল। আর هُمْ হলো মাফউলে বিহী। আর هُوَ মুবতাদা اَقْسَطُ হলো খবর। এবং عِنْدَ اللّٰهِ টা উভয়ের সাথে متعلق হয়ে حال হয়েছে। আর لِاٰبَآئِهِمْ হলো اُدْعُوْهُمْ -এর সাথে متعلق -[ই'রাবুল কুরআন ৬ষ্ঠ খণ্ড; পৃ. ১৩৫]

https://e-ilm.weebly.com/

৭. আর যখন সমস্ত পয়গাম্বর হতে আমি তাদের অঙ্গীকার গ্রহণ করলাম এবং আপনার নিকট হতেও এবং নূহ ও ইবরাহীম ও মূসা এবং মারইয়ামের পুত্র ঈসা হতেও এবং আমি তাদের নিকট হতে সুদৃঢ় অঙ্গীকার নিয়েছি।	وَاِذْ اَخَذْنَا مِنَ النَّبِيّٖنَ مِيْثَاقَهُمْ وَمِنْكَ وَمِنْ نُّوْحٍ وَّاِبْرٰهِيْمَ وَمُوْسٰى وَعِيْسَى ابْنِ مَرْيَمَ ۖ وَاَخَذْنَا مِنْهُمْ مِّيْثَاقًا غَلِيْظًا ﴿٧﴾
৮. যেন আল্লাহ তা'আলা সেই সত্যবাদী [পয়গাম্বর]গণ হতে তাদের সত্যপরায়ণতার অনুসন্ধান করেন এবং তিনি কাফেরদের জন্য যন্ত্রণাময় আজাব প্রস্তুত করে রেখেছেন।	لِّيَسْـَٔلَ الصّٰدِقِيْنَ عَنْ صِدْقِهِمْ ۚ وَاَعَدَّ لِلْكٰفِرِيْنَ عَذَابًا اَلِيْمًا ﴿٨﴾
৯. হে মু'মিনগণ! তোমাদের প্রতি আল্লাহর [প্রদত্ত] অনুগ্রহ স্মরণ কর, যখন বিভিন্ন সৈন্যদল তোমাদের উপর চড়াও করল, তখন আমি তাদের প্রতি এক ঝড়-ঝঞ্ঝা প্রেরণ করলাম এবং এমন একটি বাহিনী প্রেরণ করলাম যা তোমাদের দৃষ্টিগোচর হয়নি; আর আল্লাহ তা'আলা তোমাদের কার্যাবলি দেখছেন।	يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوا اذْكُرُوْا نِعْمَةَ اللّٰهِ عَلَيْكُمْ اِذْ جَآءَتْكُمْ جُنُوْدٌ فَاَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ رِيْحًا وَّجُنُوْدًا لَّمْ تَرَوْهَا ؕ وَكَانَ اللّٰهُ بِمَا تَعْمَلُوْنَ بَصِيْرًا ﴿٩﴾
১০. যখন তারা তোমাদের উপরের দিক হতে এবং তোমাদের নিম্নদিক হতেও তোমাদের উপর চড়াও করেছিল এবং যখন [ভয়ে বিস্ময়ে] চক্ষুসমূহ বিস্ফারিত হয়ে গিয়েছিল এবং কলিজাসমূহ কণ্ঠাগত হওয়ার উপক্রম হয়েছিল, আর তোমরা আল্লাহ সম্বন্ধে নানাবিধ ধারণা করছিলে।	اِذْ جَآءُوْكُمْ مِّنْ فَوْقِكُمْ وَمِنْ اَسْفَلَ مِنْكُمْ وَاِذْ زَاغَتِ الْاَبْصَارُ وَبَلَغَتِ الْقُلُوْبُ الْحَنَاجِرَ وَتَظُنُّوْنَ بِاللّٰهِ الظُّنُوْنَا ﴿١٠﴾

শাব্দিক অনুবাদ :

৭. وَاِذْ اَخَذْنَا আর যখন আমি গ্রহণ করলাম مِنَ النَّبِيّٖنَ সমস্ত পয়গম্বরগণ হতে مِيْثَاقَهُمْ তাদের অঙ্গীকার وَمِنْكَ এবং আপনার নিকট হতেও وَمِنْ نُّوْحٍ وَّاِبْرٰهِيْمَ وَمُوْسٰى এবং নূহ ও ইবরাহীম ও মূসা وَعِيْسَى ابْنِ مَرْيَمَ এবং মারইয়ামের পুত্র ঈসা হতেও وَاَخَذْنَا مِنْهُمْ এবং আমি তাদের নিকট হতে নিয়েছি مِيْثَاقًا غَلِيْظًا সুদৃঢ় অঙ্গীকার।

৮. لِيَسْـَٔلَ الصّٰدِقِيْنَ عَنْ صِدْقِهِمْ যেন আল্লাহ তা'আলা সেই সত্যবাদী (পয়গম্বর) গণ হতে তাদের সত্য পরায়ণতার অনুসন্ধান করেন وَاَعَدَّ لِلْكٰفِرِيْنَ عَذَابًا اَلِيْمًا এবং তিনি কাফেরদের জন্য যন্ত্রণাময় আজাব প্রস্তুত করে রেখেছেন।

৯. يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوا হে মু'মিনগণ اذْكُرُوْا نِعْمَةَ اللّٰهِ عَلَيْكُمْ তোমাদের প্রতি আল্লাহর (প্রদত্ত) অনুগ্রহ স্মরণ কর اِذْ جَآءَتْكُمْ جُنُوْدٌ যখন বিভিন্ন সৈন্যদল তোমাদের উপর চড়াও করল فَاَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ رِيْحًا তখন আমি তাদের প্রতি এক ঝড়-ঝঞ্ঝা প্রেরণ করলাম وَّجُنُوْدًا لَّمْ تَرَوْهَا এবং এমন একটি বাহিনী প্রেরণ করলাম যা তোমাদের দৃষ্টিগোচর হয়নি وَكَانَ اللّٰهُ بِمَا تَعْمَلُوْنَ بَصِيْرًا আর আল্লাহ তা'আলা তোমাদের কার্যাবলি দেখছেন।

১০. اِذْ جَآءُوْكُمْ যখন তারা তোমাদের উপর চড়াও করেছিল مِّنْ فَوْقِكُمْ তোমাদের উপরের দিক হতে وَمِنْ اَسْفَلَ مِنْكُمْ তোমাদের নিম্নদিক হতেও وَاِذْ زَاغَتِ الْاَبْصَارُ এবং যখন চক্ষু সমূহ বিস্ফারিতই হয়ে গিয়েছিল وَبَلَغَتِ الْقُلُوْبُ الْحَنَاجِرَ এবং কলিজা সমূহ কণ্ঠাগত হওয়ার উপক্রম হয়েছিল وَتَظُنُّوْنَ بِاللّٰهِ الظُّنُوْنَا আর তোমরা আল্লাহ সম্বন্ধে নানাবিধ ধারণা করছিলে।

https://e-ilm.weebly.com/

১১. তখন মু'মিনদেরকে পরীক্ষা করা হয়েছিল এবং তাদেরকে প্রবল প্রকম্পে নিক্ষেপ করা হয়েছিল।	هُنَالِكَ ابْتُلِيَ الْمُؤْمِنُونَ وَزُلْزِلُوا زِلْزَالًا شَدِيدًا ﴿١١﴾
১২. এবং যখন মুনাফিকরা অর্থাৎ ঐ লোকেরা যাদের অন্তরে ব্যাধি আছে, তারা এরূপ বলছিল, আল্লাহ এবং তাঁর রাসূল তো আমাদের সাথে কেবল প্রবঞ্চনামূলক ওয়াদাই দিয়ে রেখেছেন।	وَإِذْ يَقُولُ الْمُنَافِقُونَ وَالَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ مَّا وَعَدَنَا اللَّهُ وَرَسُولُهُ إِلَّا غُرُورًا ﴿١٢﴾
১৩. আর যখন তাদের মধ্যকার কতিপয় লোক বলল, হে ইয়াছরিবের অধিবাসীগণ! [এখানে] তোমাদের কোনো স্থান নেই, অতএব, ফিরে চল, আর তাদের কতিপয় লোক নবীর সমীপে অনুমতি চেয়ে বলত, আমাদের গৃহসমূহ অরক্ষিত; অথচ তা অরক্ষিত নয়, এরা কেবল পলায়ন করতে চাচ্ছে।	وَإِذْ قَالَت طَّائِفَةٌ مِّنْهُمْ يَا أَهْلَ يَثْرِبَ لَا مُقَامَ لَكُمْ فَارْجِعُوا ۚ وَيَسْتَأْذِنُ فَرِيقٌ مِّنْهُمُ النَّبِيَّ يَقُولُونَ إِنَّ بُيُوتَنَا عَوْرَةٌ ۛ وَمَا هِيَ بِعَوْرَةٍ ۛ إِن يُرِيدُونَ إِلَّا فِرَارًا ﴿١٣﴾
১৪. আর যদি মদিনায় তার পার্শ্বসমূহ হতে [কাফের সৈন্যদের] কোনো দল তাদের উপর প্রবিষ্ট হয়, অতঃপর তাদের নিকট [মুসলমানদের বিরুদ্ধে] ফ্যাসাদ বাঁধানোর প্রার্থনা করা হয়, তবে তারা তা মঞ্জুর করে নেবে এবং সে গৃহসমূহে তারা খুব অল্পই অবস্থান করবে।	وَلَوْ دُخِلَتْ عَلَيْهِم مِّنْ أَقْطَارِهَا ثُمَّ سُئِلُوا الْفِتْنَةَ لَآتَوْهَا وَمَا تَلَبَّثُوا بِهَا إِلَّا يَسِيرًا ﴿١٤﴾
১৫. অথচ এ লোকগুলোই পূর্বে আল্লাহর সাথে অঙ্গীকার করেছিল যে, তারা পৃষ্ঠ প্রদর্শন করবে না; আর আল্লাহর সাথে যে অঙ্গীকার করা হয়, তৎসম্পর্কে জিজ্ঞাসিত হবে।	وَلَقَدْ كَانُوا عَاهَدُوا اللَّهَ مِن قَبْلُ لَا يُوَلُّونَ الْأَدْبَارَ ۚ وَكَانَ عَهْدُ اللَّهِ مَسْئُولًا ﴿١٥﴾

শাব্দিক অনুবাদ :

১১. هُنَالِكَ ابْتُلِيَ الْمُؤْمِنُونَ তখন মু'মিনদেরকে পরীক্ষা করা হয়েছিল। وَزُلْزِلُوا زِلْزَالًا شَدِيدًا এবং তাদেরকে প্রবল প্রকম্পে নিক্ষেপ করা হয়েছিল।

১২. وَإِذْ يَقُولُ الْمُنَافِقُونَ এবং যখন মুনাফিকরা এরূপ বলছিল وَالَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ অর্থাৎ ঐ লোকেরা যাদের অন্তরে ব্যাধি আছে তারা مَّا وَعَدَنَا اللَّهُ وَرَسُولُهُ إِلَّا غُرُورًا আল্লাহ এবং তার রাসূল তো আমাদের সাথে কেবল প্রবঞ্চনামূলক ওয়াদাই দিয়ে রেখেছেন।

১৩. وَإِذْ قَالَت طَّائِفَةٌ مِّنْهُمْ যখন তাদের মাধ্যকার কতিপয় লোক বলল يَا أَهْلَ يَثْرِبَ ইয়াসরিবের অধিবাসীগণ لَا مُقَامَ لَكُمْ (এখানে) তোমাদের কোনো স্থান নেই। فَارْجِعُوا অতএব ফিরে চলো وَيَسْتَأْذِنُ فَرِيقٌ مِّنْهُمُ আর তাদের কতিপয় লোক অনুমতি চেয়ে النَّبِيَّ নবীর সমীপে يَقُولُونَ বলত إِنَّ بُيُوتَنَا عَوْرَةٌ আমাদের গৃহসমূহ অরক্ষিত وَمَا هِيَ بِعَوْرَةٍ অথচ তা অরক্ষিত নয় إِن يُرِيدُونَ إِلَّا فِرَارًا এরা কেবল পলায়ন করতে চাচ্ছে।

১৪. وَلَوْ دُخِلَتْ عَلَيْهِم আর যদি মদীনায় কোনো দল তাদের উপর প্রবিষ্ট হয় مِنْ أَقْطَارِهَا তার পার্শ্ব হতে ثُمَّ سُئِلُوا الْفِتْنَةَ অতঃপর তাদের নিকট ফ্যাসাদ বাঁধানোর প্রার্থনা করে لَآتَوْهَا তবে তারা তা মঞ্জুর করে নেবে وَمَا تَلَبَّثُوا بِهَا إِلَّا يَسِيرًا এবং সেই গৃহসমূহে তারা খুব অল্পই অবস্থান করবে।

১৫. وَلَقَدْ كَانُوا عَاهَدُوا اللَّهَ مِن قَبْلُ অথচ এই লোক গুলো পূর্বে আল্লাহর সাথে অঙ্গীকার করেছিল যে لَا يُوَلُّونَ الْأَدْبَارَ তারা পৃষ্ঠ প্রদর্শন করবেনা وَكَانَ عَهْدُ اللَّهِ مَسْئُولًا আর আল্লাহর সাথে যে অঙ্গীকার করা হয় তৎসম্পর্কে জিজ্ঞাসিত হবে।

https://e-ilm.weebly.com/

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

يَآيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوا اذْكُرُوْا نِعْمَةَ اللّٰهِ عَلَيْكُمْ اِذْ جَآءَتْكُمْ جُنُوْدٌ فَاَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ رِيْحًا وَّجُنُوْدًا لَّمْ تَرَوْهَا وَكَانَ اللّٰهُ بِمَا تَعْمَلُوْنَ بَصِيْرًا (٩)

শানে নুযূল–১ : খন্দক অভিযান কোন সনে সংঘঠিত হয়েছিল, তা নিয়ে ঐতিহাসিকদের মাঝে মতানৈক্যতা রয়েছে। ইবনে ইসহাকের মতানুসারে হিজরি ৫ম সনের শাওয়াল মাসে সে যুদ্ধ সংঘঠিত হয়েছিল। ইবনে ওয়াহাব, ইবনে কাসেম মালেক (র.)-এর উদ্ধৃতি দিয়ে বলেন যে, খন্দকের ঘটনাটি হিজরি ৪র্থ সনে সংঘঠিত হয়েছিল। ইবনে ওহাব বলেন যে, হযরত মালেককে বলতে শুনেছি যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ মদীনায় অবস্থান করেই যুদ্ধ করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন। এর কারণ ছিল ইহুদিদের একটি প্রতিনিধি দল কেনানা বিন রাবী বিন আবীল হুকাইক সালাম বিন মিশকাম ও হুয়াই বিন আখতাব তারা সকলই নযরী ছিল। হাওয়া বিন কাইস ও আবূ আম্মার বনূ ওয়ায়েল অধিবাসী। তারা বিভিন্ন দলে বিভক্ত হয়ে মক্কায় গিয়ে কুরাইশ মুশরিকদেরকে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর মোকাবিলায় অভিযান পরিচালনা করার দাওয়াত দেয় এবং তাদেরকে সার্বিক সহযোগিতা প্রদান করার প্রতিশ্রুতি ব্যাক্ত করে। মক্কাবাসীরা তাদের ডাকে সাড়া দেয়। সেখান হতে ইহুদিরা বের হয়ে গাতফান গমন করে তাদেরও অনুরূপভাবে দাওয়াত জানাল। তারাও তাদের ডাকে সাড়া দিল। ফলে তারা যুদ্ধের উদ্দেশ্যে বের হলো। কুরাইশ বাহিনীর নেতৃত্বে ছিল আবূ সুফিয়ান বিন হারব। গতফান বাহিনীর নেতৃত্বে ছিল উয়াইনা বিন হাসান, হুযাইফা বিন বদর আল ফাযারী ছিল ফাযারা -এর নেতৃত্বে, হাছে বিন আউফ মুররী মুররাহেরে নেতৃত্বে ছিল, মাসউদ বিন রুখাইলা ছিল আশজা গোত্রে নেতৃত্বে।

তাদের ঐক্যবদ্ধ ভাবে বের হবার সংবাদ রাসূলুল্লাহ ﷺ যখন পেলেন, তখন এ বিষয়টি সাহাবায়ে কেরামের সাথে পরামর্শ করলেন। হযরত সালমান ফারসী (রা.) পরিখা খনন করার পরামর্শ দিলেন। হযরত রাসূলুল্লাহ ﷺও সে পরামর্শ পছন্দ করেন। মুহাজিরেরা সেদিন বলেছিল যে, সালমান আমাদের লোক, আনসারগণ বলেছিল সালমান আমাদের লোক। সুতরাং রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন, সালমান আমার পরিবারভূক্ত লোক। পরিখা বা খন্দক খনন করার স্থানে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সাথে সর্বপ্রথম হযরত সালমান ফার্সী (রা.) ছিলেন। আর সে দিনটি ছিল প্রচণ্ড গরম। সে মুহূর্তে হযরত সালমান ফারসী (রা.) বলেন যে, হে আল্লাহর রাসূল ﷺ! আমরা পারস্যের লোকেরা যখন অন্যের দ্বারা অবরুদ্ধ হয়ে পড়তাম, তখন খন্দক (পরিখা) খনন করতাম। সুতরাং মুসলমানেরা প্রাণ-পণে খন্দক খনন কাজে আত্মনিয়োগ করেন। পক্ষান্তরে মুনাফিকরা নিরাপত্তা লাভের জন্যে গোপনে পালিয়ে যেতে লাগল। কাফের বহুজাতির বাহিনীর সৈন্য সংখ্যার মধ্যে মতানৈক্য রয়েছে। কারো মতে ১০ হাজার কারো মতে ১৫ হাজার, অপর এক বর্ণনা মতে ১২ হাজার পার হয়ে গিয়েছিল। মুসলমানেরা ছিল তিন হাজার। মুসলমানগণ পরিখা খনন কাজ শেষ করে। অতঃপর কুরাইশদের নেতৃত্বে কেনানা ও তেহামার লোকজন এবং গাতফানের নের্তৃত্বে নজদের লোকজন সর্বমোট দশ হাজার বাহিনী ওহুদ পর্বতের দিক দিয়ে আসে। অপর দিকে, রাসূলুল্লাহ ﷺ তিন হাজারের মুসলিম বাহিনী নিয়ে সালাম নামক পাহাড়ে অবস্থান গ্রহণ করেন। উভয় বাহিনীর মাঝখানে খন্দক। মুসলমানেরা নিজ অবস্থায়ই থেকে যায়। কাফের বাহিনী মুসলিম বাহিনীকে অবরুদ্ধ করে রাখে তবে পরস্পরের মাঝে খণ্ড খণ্ড যৎসামান্য তীর নিক্ষেপ ও মল্লযুদ্ধ ছাড়া তেমন বড় ধরনের কোনো মোকাবিলা হয়নি। পরিশেষে দীর্ঘ দিন মুশরিক বাহিনী অবস্থান করার পর এক রাতে আল্লাহর পক্ষ হতে প্রচণ্ড ঝড়ো হাওয়া ও ফেরেশতাদের আঘাতে তাদের তাবুগুলো উড়িয়ে নেয়, ঘোড়াগুলো পালিয়ে যায়। ফলে সে বহুজাতিক বাহিনী চরমভাবে শোচনীয় পরাজয়ের গ্লানি নিয়ে অপমানিত হয়ে রাতের আঁধারে পালিয়ে যায়। বিজয় অর্জনের ন্যায় মহা নিয়ামত লাভের কথা স্মরণ করিয়ে দেওয়ার পরিপ্রেক্ষিতে আল্লাহ তা'আলা আলোচ্য আয়াত নাজিল করেন। –[ইবনে কাছীর ৪৮৮/৩, রূহুল মা'আনী ১৫৫/২১/১১, দুররে মানছুর ১৮৪/৫]

শানে নুযূল–২ : হিজরির চতুর্থ বছরে মক্কার সকল কাফের সম্প্রদায় একত্র হয়ে বিশাল বাহিনী মিলে মদীনা অবরোধ করে। সে বিশাল বাহিনীর সেনাপতি ছিল আবূ সুফিয়ান। মদীনার দু'টি ইহুদি গোত্র যারা মুসলমানদের সাথে মৈত্রী চুক্তিতে আবদ্ধ ছিল তারাও তাদের সাথে যোগদান করল। হযরত সালমান ফারসী (রা.)-এর পরামর্শক্রমে নবী করীম ﷺ তখন মদীনার চারদিকে গভীর খাল খনন করে মদীনা রক্ষার পরিকল্পনা গ্রহণ করলেন। কাফেররা একমাস যাবৎ মদীনা অবরোধ করে রাখল। তখন মুসলমানদের সংখ্যা ছিল মাত্র তিন হাজার। অন্যদিকে কাফেরদের বাহিনীতে সৈন্য সংখ্যা ছিল পঁচিশ

https://e-ilm.weebly.com/

হাজারেরও অধিক। কিন্তু যেহেতু আরবের যোদ্ধারা এর পূর্বে কখনও এমন পরিখা যুদ্ধের সম্মুখীন হয়নি তাই কাফেরদের বিশাল বাহিনী কোনো সুবিধা করতে সক্ষম হলো না। দূর থেকে তীরন্দাজী করা ছাড়া ব্যাপক কোনো আক্রমণ করতে পারল না। অবশেষে আল্লাহপাক আসমানি সাহায্য পাঠালেন ও কাফেরদের উপর বিদঘুটে একটি অন্ধকার ছেয়ে গেল। প্রচণ্ড ঝড়ে তাদের তাঁবুগুলো ভেঙ্গে চুরমার হয়ে গেল। তাদের আগুনসমূহ নিভে গেল। ঘোড়াগুলো এদিক ওদিক পালিয়ে যেতে শুরু করল। তাতে সকল কাফেররা কিংকর্তব্যবিমূঢ় হয়ে পালাতে শুরু করল। সে প্রেক্ষিতেই উক্ত আয়াত অবতীর্ণ হয়। –[সূত্র : মাদারিকুত তানযীল।]

وَاِذْ يَقُوْلُ الْمُنَافِقُوْنَ وَالَّذِيْنَ .... الاية.

শানে নুযূল : খন্দকের যুদ্ধের সময় খনন কাজ রাসূলুল্লাহ ﷺ সাহাবীদের মধ্যে ভাগ করে দিয়েছিলেন। খননকার্য চলাকালে হঠাৎ একটি সাদা পাথর পাওয়া গেল। রাসূলুল্লাহ ﷺ কোদালের সাহায্যে সে পাথরে আঘাত করেন তখন তা থেকে একটি স্ফুলিঙ্গ বের হয়ে তা মদীনার আশপাশের পাহাড়গুলোকে আলোকিত করে তুলল। তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ তাকবীর ধ্বনী উচ্চারণ করেন। সাথে সাথে সাহাবাগণ তাকবীর ধ্বনী উচ্চারণ করেন। অতঃপর নবী করীম ﷺ দ্বিতীয়বার একটি আঘাত করলেন তখন পাথরের কনা উড়ে গেল ও তা থেকে একটি আলো বিচ্ছুরিত হয়ে মদীনার পাহাড়দ্বয়ের মধ্যবর্তী অঞ্চলে আলোকিত হয়ে উঠল। তখন আবার রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সাথে সাহাবাগণ তাকবীর ধ্বনী উচ্চারণ করেন। এরপর প্রিয়নবী ﷺ যখন তৃতীয়বার পাথরটিতে আঘাত করলেন তখন পাথরটি ভেঙ্গে গেল তা থেকে আলো বিচ্ছুরিত হয়ে মদীনার পাহাড়দ্বয়ের মধ্যবর্তী অঞ্চলে আলোকিত হয়ে উঠলো। সাহাবাগণ যখন সে বিষয়ে নবী করীম ﷺ-এর সাথে জানতে চাইলেন তখন তিনি ইরশাদ করেন, আমি যখন পাথরটিতে প্রথম আঘাত করলাম তখন হিরার মহল ও কিসরার ধনভাণ্ডার আমার দৃষ্টিগোচর করানো হলো। তখন হযরত জিবরাঈল (আ.) আমাকে বললেন, আমার উম্মতগণ এসব বিজয় করবে। দ্বিতীয়বার যখন আলো বিচ্ছুরিত হলো তখন রোম সাম্রাজ্যের লাল মহলগুলো আমার দৃষ্টিগোচর করানো হলো। তখন হযরত জিবরাঈল (আ.) আমাকে বললেন যে, সেগুলোও আপনার উম্মতগণ জয় করবে। অতঃপর আমি যখন তৃতীয়বার আঘাত করলাম তখন ইয়ামানের মহলগুলো আমার দৃষ্টিগোচর হলো হযরত জিবরাঈল (আ.) তখন বললেন, আপনার উম্মতগণ সেগুলোও জয় করবে। রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর এসব কথা শুনে মুনাফিকরা বলতে লাগল যে, হে মুসলমানগণ! তোমাদের নিকট কি আশ্চর্য লাগে না? তিনি তোমাদেরকে মিথ্যা কাহিনী শুনাচ্ছেন। ছোট্ট বালকের মতো তোমাদেরকে সান্ত্বনা দিচ্ছেন। তিনি বলছেন, তোমরা না কি সেগুলো জয় করবে! অথচ তোমরা ভীত হয়ে খন্দক খনন করছ নিজেদেরকে রক্ষা করার আশায়, তোমাদের মাঝে যুদ্ধ করার শক্তি কোথায়? উক্ত কথার প্রেক্ষিতে উপরিউক্ত আয়াতে কারীমা অবতীর্ণ হয়। –[সূত্র : কানযুন নুকূল ৭৯ পৃ.।]

وَاِذْ قَالَتْ طَّائِفَةٌ مِّنْهُمْ يَا أَهْلَ يَثْرِبَ لَا مُقَامَ لَكُمْ فَارْجِعُوْا وَيَسْتَأْذِنُ فَرِيْقٌ مِّنْهُمُ النَّبِيَّ يَقُوْلُوْنَ إِنَّ بُيُوْتَنَا عَوْرَةٌ وَمَا هِيَ بِعَوْرَةٍ إِنْ يُّرِيْدُوْنَ إِلَّا فِرَارًا (١٣)

শানে নুযূল : নাক্কাশ বর্ণনা করেন যে, মদীনায় আনসারদের দু'টি গোত্র বনূ হারেছা ও বনূ সালামা। খন্দকের যুদ্ধের দিনে যুদ্ধ কেন্দ্র ত্যাগ করে চলে যাবার ইচ্ছা করল, সে জন্যে তারা রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর নিকট গিয়ে অভিযোগ পেশ করেছিল যে, আমাদের বাড়ি-ঘর পুরুষ ও খাদ্য শূন্য রেখে এসেছি। সুতরাং আমাদেরকে বাড়ি যেতে হয়। তাদের সে টাল-বাহানা সম্পর্কে আলোচ্য আয়াত নাজিল করা হয়েছে। –[কুরতুবী ১৩৩/১৪]

এ সূরার শুরুতে নবী করীম ﷺ-কে তাঁর উপর অবতারিত ওহী অনুসরণের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। বলা হয়েছে وَاتَّبِعْ مَا يُوْحَى اِلَيْكَ مِنْ رَّبِّكَ অর্থাৎ "আপনার উপর পালনকর্তার পক্ষ থেকে যে ওহী অবতারতি হয়েছে, তা অনুসরণ করুন।" আর আলোচ্য আয়াত اَلنَّبِيُّ اَوْلٰى بِالْمُؤْمِنِيْنَ -এর মাধ্যমে মু'মিনগণের উপর পয়গম্বর -এর নির্দেশাবলি পালন করা ওয়াজিব বলে ঘোষণা করা হয়েছে। এ দুটো কথাই আরো অধিক প্রমাণ ও প্রকাশের উদ্দেশ্যে উল্লিখিত আয়াতদ্বয়েও দু'টি বিষয় বিবৃত হয়েছে। অর্থাৎ সাহেবে ওহীর পক্ষে তাঁর উপর অবতারিত ওহীর এবং অন্যান্যদের পক্ষে সাহেবে ওহীর অনুসরণ করা ওয়াজিব-অপরিহার্য।

নবীগণের অঙ্গীকার গ্রহণ : উল্লিখিত আয়াতে নবীগণ থেকে যে অঙ্গীকার ও প্রতিশ্রুতি গ্রহণের কথা আলোচিত হয়েছে তা সমস্ত মানবকুল থেকে গৃহীত সাধারণ অঙ্গীকার থেকে সম্পূর্ণ ভিন্ন। যেমন, মিশকাত শরীফে ইমাম আহমদ (র.) থেকে বর্ণিত আছে : خُصِّصُوْا بِمِيْثَاقِ الرِّسَالَةِ وَالنُّبُوَّةِ وَهُوَ قَوْلُهٗ تَعَالٰى وَاِذْ اَخَذْنَا مِنَ النَّبِيِّيْنَ مِيْثَاقَهُمْ (الاية).

https://e-ilm.weebly.com/

রেসালত ও নবুয়ত সংক্রান্ত অঙ্গীকার নবী ও রাসূলগণ থেকে স্বতন্ত্ররূপে বিশেষভাবে গ্রহণ করা হয়েছে। যথা আল্লাহ পাকের বাণী وَاِذْ اَخَذْنَا مِنَ النَّبِيّٖنَ مِيْثَاقَهُمْ নবী (আ.)-গণ থেকে গৃহীত এ অঙ্গীকার ছিল নবুয়ত ও রেসালত বিষয়ক দায়িত্বসমূহ পালন এবং পরস্পর সত্যতা প্রকাশ ও সাহায্য-সহযোগিতা প্রদান সম্পর্কিত। ইবনে জারীর ও ইবনে আবী হাতেম প্রমুখ হযরত কাতাদাহ (রা.) থেকে অনুরূপ রেওয়ায়েত করেছেন। অপর এক রেওয়ায়েত অনুসারে একথাও নবীগণের (আ.)-এ অঙ্গীকারভুক্ত ছিল যেন তাঁরা সকলেও এ ঘোষণাও করেন যে, مُحَمَّدٌ رَسُوْلُ اللّٰهِ لَا نَبِيَّ بَعْدَهٗ 'মুহাম্মদ ﷺ আল্লাহর রাসূল, তাঁর পরে কোনো নবী আসবেন না।'

নবীগণের এ অঙ্গীকারও 'আযল' জগতে সেদিনই গ্রহণ করা হয়েছিল যেদিন সমগ্র মানবকুল থেকে اَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ -এর অঙ্গীকার গৃহীত হয়েছিল। –[রূহুল বায়ান ও মাযহারী]

وَمِنْكَ وَمِنْ نُّوْحٍ –সাধারণভাবে সমস্ত নবীগণের কথা উল্লেখের পর পাঁচ জনের নাম বিশেষভাবে এজন্য উল্লেখ করা হয়েছে যে, নবীকুলের মধ্যে তাঁরা স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্য ও উচ্চ মর্যাদার অধিকারী। এদের মধ্যে রাসূলে আকরাম ﷺ-এর আবির্ভাব সকলের শেষে হয়ে থাকলেও وَمِنْكَ শব্দের মাধ্যমে নবীজীকে সর্বাগ্রে উল্লেখ করা হয়েছে। যার কারণ হাদীসে এভাবে বর্ণনা করা হয়েছে: كُنْتُ اَوَّلَ النَّاسِ فِى الْخَلْقِ وَاٰخِرَهُمْ فِى الْبَعْثِ (رَوَاهُ ابْنُ سَعْدٍ وَالطَّبَرَانِىّ) অর্থাৎ আমি (নবীকুলের মাঝে) সৃষ্টিগত দিক দিয়ে আগে, কিন্তু আবির্ভাব ও নবুয়ত প্রাপ্তির দিক দিয়ে সকলের পরে। –[মাযহারী]

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوا اذْكُرُوْا نِعْمَةَ اللّٰهِ عَلَيْكُمْ اِذْ جَآءَتْكُمْ الخ.

পূর্ববর্তী আয়াতসমূহে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর অনন্য ও মহান মর্যাদার বর্ণনা এবং মুসলমানদের প্রতি তাঁর পরিপূর্ণ অনুকরণ ও পদাঙ্ক অনুসরণের নির্দেশ ছিল। এ পরিপ্রেক্ষিতে আহযাব (সম্মিলিত বাহিনী) যুদ্ধের ঘটনা সম্পর্কিত কুরআন পাকের এ দু'রুকু অবতীর্ণ হয়েছে। যাতে মুসলমানদের উপর কাফের ও মুশরিকদের সম্মিলিত আক্রমণ ও কঠিন পরিবেষ্টনের পর মুসলমানদের প্রতি মহান আল্লাহর নানাবিধ অনুগ্রহরাজি এবং রাসূলুল্লাহ ﷺ বিভিন্ন মু'জিযার বর্ণনা রয়েছে। আর আনুষাঙ্গিকভাবে জীবনের বিভিন্ন দিক সংশ্লিষ্ট বহুবিধ হেদায়েত ও নির্দেশাবলি রয়েছে। এসব অমূল্য নির্দেশাবলির দরুন বিশিষ্ট তাফসীরকারকগণ আহযাবের ঘটনা সবিস্তারে বর্ণনা করেছেন; বিশেষ করে কুরতুবী ও মাযহারী প্রমুখ তাফসীরকার। তাই এখানে সে সব নির্দেশাবলি সম্মত আহযাবের বিস্তারিত ঘটনা বর্ণনা করা হলো–যার অধিকাংশটুকু কুরতুবী ও মাযহারী থেকে সংগৃহীত হয়েছে। যেটুকু অন্যান্য গ্রন্থ থেকে সংগৃহীত হয়েছে তারও যথাযথ উদ্ধৃতি প্রদত্ত হয়েছে।

আহযাবের যুদ্ধের বিবরণ : اَحْزَابٌ - حِزْبٌ -এর বহুবচন, যার অর্থ পাটি বা দল। এ যুদ্ধে কাফেরদের বিভিন্ন দল ও গোত্র একতাবদ্ধ হয়ে মুসলমানদেরকে সম্পূর্ণভাবে নির্মূল করার সংকল্প নিয়ে মদীনার উপর চড়াও হয়েছিল বলে এর নাম আহযাবের (সম্মিলিত বাহিনীর) যুদ্ধ রাখা হয়েছে। যেহেতু এ যুদ্ধে শত্রুদের আগমন পথে নবীজী ﷺ-এর নির্দেশানুযায়ী পরিখা খনন করা হয়েছিল, এজন্য একে খন্দক (পরিখার) যুদ্ধও বলা হয়। আর আহযাব যুদ্ধের অব্যহতির পরেই যেহেতু বনূ কুরায়যার যুদ্ধও সংঘটিত হয়– উল্লিখিত আয়াতসমূহেও যার বর্ণনা রয়েছে; সুতরাং এ যুদ্ধও 'আহযাব' যুদ্ধেরই অংশ বিশেষ– যা বিস্তারিত ঘটনার মাধ্যমে জানা যাবে।

রাসূলুল্লাহ ﷺ যে বছর মক্কা থেকে হিজরত করে মদীনায় আসেন, তার পরের বছরই বদরের যুদ্ধ সংঘটিত হয় এবং তৃতীয় বছর হয় ওহুদের যুদ্ধ। আহযাবের যুদ্ধ সংঘটিত হয় চতুর্থ বছর। আবার কোনো কোনো রেওয়ায়েতে এটা পঞ্চম হিজরির ঘটনা বলে উল্লেখ করা হয়েছে। যা হোক, হিজরতের সূচনা থেকে এ যাবত মুসলমানদের উপর পর্যায়ক্রমে কাফেরদের আক্রমণ চলে আসছিল। আহযাবের যুদ্ধের আক্রমণ হয়েছিল দৃঢ় সংকল্প, অটুট মনোবল, অভূতপূর্ব শক্তি-পরাক্রম ও পরিপূর্ণ প্রস্তুতি সহকারে। তাই হযরত মুহাম্মদ ﷺ ও সাহাবায়ে কেরামের পক্ষে এ যুদ্ধ ছিল অপরাপর সকল যুদ্ধের চাইতে সর্বাধিক কঠিন ও সংকট সঙ্কুল। কেননা এ যুদ্ধে আক্রমণকারী কাফেরদের সম্মিলিত বাহিনীর সৈন্য সংখ্যা পনের হাজারের মতো ছিল বলে বলা হয়। পক্ষান্তরে মুসলমানদের মোট সংখ্যা মাত্র তিন হাজার-তাও আবার প্রয়োজনীয় সাজ-সরঞ্জাম ও অস্ত্রশস্ত্রহীন- তদুপরি সময়টা ছিল কঠিন শীতের। কুরআনে কারীম ঘটনার ভয়াবহতা এরূপভাবে বর্ণনা করেছে : زَاغَتِ الْاَبْصَارُ –(চোখ বিস্ফারিত হয়ে উঠেছিল) وَبَلَغَتِ الْقُلُوْبُ الْحَنَاجِرَ –(হৃৎপিণ্ড-অর্থাৎ প্রাণ ছিল কণ্ঠাগত) وَزُلْزِلُوْا زِلْزَالًا شَدِيْدًا –[এবং তারা কঠিন কম্পনে নিপতিত হয়]।

এ ঘটনা মুসলমানদের জন্য যেমন কঠিন ও সঙ্কটময় ছিল, ঠিক তেমনই আল্লাহ পাকের অদৃশ্য সাহায্য-সহযোগিতার বদৌলতে মুসলমানগণের পক্ষে এর পরিণাম ফল এমন মহান বিজয় ও চরম সাফল্যরূপে আত্মপ্রকাশ করে যে, বিপক্ষ

https://e-ilm.weebly.com/

মুশরিক ইহুদি ও কপট বিশ্বাসী মুনাফিকদের সম্মিলিত বাহিনীর মেরুদণ্ড ভেঙ্গে চুরমার হয়ে যায়- এবং মুসলমানদের উপর ভবিষ্যতে আবার আক্রমণের দুঃসাহস দেখাতে পারে-তারা এমন যোগ্য আর রইল না। তাই এটা ছিল কুফর ও ইসলামের মধ্যকার একটা চূড়ান্ত ফয়সালার যুদ্ধ- যা চতুর্থ বা পঞ্চম হিজরিতে মদীনার মূল ভূ-খণ্ডে সংঘটিত হয়েছিল।

ঘটনার সূচনা এরূপভাবে হয় যে, নবী করীম ﷺ ও মুসলমানগণের প্রতি চরম শত্রুতা পোষণকারী বনূ নাযীর ও আবূ-ওয়ায়েল গোত্রভুক্ত বিশজন ইহুদি মক্কায় গিয়ে কুরাইশ নেতৃবৃন্দকে মুসলমানদের বিরুদ্ধে যুদ্ধে অবতীর্ণ হতে অনুপ্রাণিত করলো। কুরাইশ নেতৃবৃন্দ মনে করত যে, যেরূপভাবে মুসলমানগণ আমাদের প্রতিমা পূঁজাকে কুফরি বলে আখ্যায়িত করে, আমাদের ধর্মকে অপকৃষ্ট বলে ধারণা করে, আমাদের ধর্ম সম্পর্কে ইহুদিদের ধারণাও ঠিক একই রকম। –সুতরাং তাদের সহযোগিতা ও একাত্মতার আশা কিভাবে করা যেতে পারে। তাই তারা ইহুদিদেরকে প্রশ্ন করল যে, মুহাম্মদ ﷺ ও আমাদের মাঝে ধর্ম ব্যাপারে যে বিরোধ ও মতপার্থক্য রয়েছে তা আপনারা জানেন-আপনারা ঐশী গ্রন্থানুসারী প্রজ্ঞাবান লোক। সুতরাং একথা বলুন যে, আপনাদের দৃষ্টিতে আমাদের ধর্ম উত্তম না তাদের (মুসলমানের) ধর্ম।

রাজনীতিক্ষেত্রে মিথ্যার আশ্রয় নতুন ব্যাপার নয় : সেসব ইহুদিরা নিজেদের অন্তরস্থ জ্ঞান ও বিশ্বাসের সম্পূর্ণ বিরুদ্ধে তাদেরকে নিঃসংকোচে এ উত্তর দিয়ে দিল যে, তোমাদের ধর্ম মুহাম্মদ ﷺ-এর ধর্মের চাইতে উত্তম। এ উত্তরে তারা খানিকটা সান্ত্বনা লাভ করল। এতদসত্ত্বেও ব্যাপার এ পর্যন্ত গড়াল যে, আগত এই বিশজন ইহুদি পঞ্চাশজন কুরাইশ নেতাসহ মসজিদে হারামে প্রবেশ করে বায়তুল্লাহর দেয়ালে নিজেদের বুক লাগিয়ে আল্লাহর সামনে এ অঙ্গীকার করল যে, এক ব্যক্তিও জীবিত থাকা পর্যন্ত তারা মুহাম্মদ ﷺ-এর বিরুদ্ধে যুদ্ধ চালিয়ে যাবে।

আল্লাহর ধৈর্য : আল্লাহর ঘরে-সে ঘরেরেই দেয়ালে বুক লাগিয়ে আল্লাহর শত্রুরা তদীয় রাসূল ﷺ-এর বিরুদ্ধে যুদ্ধের অঙ্গীকার ও সংকল্প গ্রহণ করছে-এবং যুদ্ধের নতুন প্রেরণা নিয়ে পূর্ণ তৃপ্তিসহ নিশ্চিন্তে ফিরে আসছে। এটা ছিল আল্লাহর ধৈর্য ও অনুগ্রহের বিস্ময়কর প্রকাশ। কাহিনীর শেষভাগে তাদের এ অঙ্গীকারের করুণ পরিণতি সম্পর্কেও অবহিত হওয়া যাবে যে, এ যুদ্ধে তারা সবাই পৃষ্ঠপ্রদর্শন করে পালিয়ে যায়।

এই ইহুদিরা মক্কার কুরাইশদের সাথে চুক্তিবদ্ধ হয়ে আরবের এক খ্যাতনামা সমরকুশলী গোত্র বনূ গাতফানের নিকটে পৌঁছে তাদেরকে বলল যে, আমরা মক্কার কুরাইশদের সাথে এ ব্যাপারে ঐক্যবদ্ধ হয়েছি যে, নতুন ধর্ম ইসলামের বাহক ও সম্প্রসারকদেরকে এক যৌথ আক্রমণের মাধ্যমে সমূলে উৎপাটিত করে দেব। আপনারাও এ বিষয়ে আমাদের সাথে চুক্তিবদ্ধ হোন। সাথে সাথে ঘুষ হিসাবে এ প্রস্তাবও পেশ করল যে, এক বছরে খায়বারে যে পরিমাণে খেজুর উৎপন্ন হবে তার সম্পূর্ণটুকু, কোনো কোনো বর্ণনামতে তার অর্ধেক, বনূ গাতফানকে প্রদান করা হবে। গাতফান গোত্র প্রধান উয়াইনা বিন হাসান উপরিউক্ত শর্তে তাদের সাথে সহযোগিতার আশ্বাস দিয়ে যথারীতি যুদ্ধে অংশগ্রহণ করে।

পারস্পরিক চুক্তিপত্র মুতাবিক আবূ সুফিয়ানের নেতৃত্বে যুদ্ধের সাজ সরঞ্জামসহ তিনশ ঘোড়া ও এক হাজার উট সমেত চার হাজার কুরাইশ সৈন্য মক্কা থেকে রওয়ানা হয়ে মাররে যাহরান নামক স্থানে অবস্থান গ্রহণ করে। এখানে বনূ আসলাম, বনূ আশজা, বনূ মুররাহ, বনূ কেনানাহ, বনূ ফাযারাহ, বনূ গাতফান প্রমুখ গোত্রের লোক এদের সাথে মিলিত হয়। যাদের মোট সংখ্যা কোনো সূত্রানুযায়ী দশ হাজার, কোনো সুত্রানুযায়ী বার হাজার, আবার কোনো সূত্রানুযায়ী পনেরো হাজার বর্ণনা করা হয়েছে।

মদীনার উপর বৃহত্তম আক্রমণ : বদরের যুদ্ধে মুসলমানগণের বিপক্ষীয় কাফের সৈন্যের সংখ্যা ছিল এক হাজার। আবার ওহুদের যুদ্ধে আক্রমণকারী সৈন্য ছিল তিন হাজার। এবার সৈন্য সংখ্যাও পূর্ববর্তী প্রত্যেক বারের চাইতে অনেক বেশি। সাজ-সরঞ্জামও প্রচুর-আর এটা সমগ্র আরব ও ইহুদি গোত্রের সম্মিলিত শক্তি।

মুসলমানগণের যুদ্ধ প্রস্তুতি- (১) আল্লাহর উপর নির্ভরশীলতা (২) পারস্পরিক পরামর্শ-(৩) সাধ্যানুসারে বাহ্যিক বস্তুগত বাহন ও উপকরণ সংগ্রহ : রাসূলুল্লাহ ﷺ এ সম্মিলিত বাহিনীর সংবাদ প্রাপ্তির পরিপ্রেক্ষিতে তাঁর মুখনিঃসৃত সর্ব প্রথম বাক্যটি ছিল- حَسْبُنَا اللّٰهُ وَنِعْمَ الْوَكِيْلُ মহান আল্লাহ আমাদের জন্য যথেষ্ট এবং তিনিই আমাদের সর্বোত্তম নিয়ামক।) অতঃপর মুহাজির ও আনসারদের নেতৃস্থানীয় বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গকে একত্র করে তাঁদের পরামর্শ গ্রহণ করেন। যদিও প্রত্যাদেশপ্রাপ্ত ব্যক্তির জন্য অপরের সাথে পরামর্শের প্রয়োজন নেই-তিনি সরাসরি বিধাতার ইঙ্গিত ও অনুমতি সাপেক্ষে কাজ করেন; কিন্তু পরামর্শে দু'ধরনের লাভ রয়েছে; ১. উম্মতের মাঝে পরামর্শের রীতি চালু করা, ২. মু'মিনগণের অন্তঃকরণে, পারস্পরিক ঐক্য ও সংহতির উন্মেষ সাধন এবং পরস্পরের মধ্যে সাহায্য-সহযোগিতার প্রেরণা পুনর্জাগরণ। উপরন্তু যুদ্ধ ও দেশরক্ষা সংক্রান্ত বাহ্যিক উপকরণ সম্পর্কেও চিন্তাভাবনা করা হয়েছে। পরামর্শ সভায় হযরত সালমান ফারসী (রা.)-ও উপস্থিত ছিলেন। যিনি সদ্য জনৈক ইহুদির দাসত্ব শৃঙ্খল থেকে মুক্তি লাভ করে ইসলামের খেদমতের

https://e-ilm.weebly.com/

জন্য প্রস্তুতি নিয়েছিলেন। তিনি পরামর্শ দিলেন যে, এরূপ পরিস্থিতিতে পারসিকদের রণকৌশল হচ্ছে শত্রুর আক্রমণ প্রতিহত করার উদ্দেশ্যে পরিখা খনন করে তাদের প্রবেশ পথ রুদ্ধ করে দেওয়া। রাসূলুল্লাহ ﷺ তাঁর পরামর্শ গ্রহণ করে পরিখা খননের নির্দেশ প্রদান করেন। তিনি নিজেও সক্রিয়ভাবে এ কাজে অংশ গ্রহণ করেন।

পরিখা খনন : শত্রুদের মদীনার সম্ভাব্য প্রবেশদ্বার 'সালা' পর্বতের পশ্চাৎবর্তী পথের সমান্তরালে এ পরিখা খননের সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়। পরিখার দৈর্ঘ্য-প্রস্থের নক্সা নবীজী স্বয়ং অংকন করেন। এই পরিখা 'শায়খাইন' নামক স্থান হতে আরম্ভ করে 'সালা' পর্বতের পশ্চিম প্রান্ত পর্যন্ত সম্প্রসারিত ছিল। পরবর্তী পর্যায়ে তা 'বাতহান' উপত্যকা ও 'রাতুনা' উপত্যকার সংযোগস্থল পর্যন্ত বর্ধিত করা হয়। এই পরিখার দৈর্ঘ্য ছিল প্রায় সাড়ে তিন মাইল। এর প্রশস্ততা ও গভীরতার সঠিক পরিমাণ কোনো রেওয়ায়েত থেকে পাওয়া যায় না। তবে একথা পরিষ্কার যে, এতটুকু গভীর ও প্রশস্ত অবশ্যই ছিল, যাতে শত্রু সৈন্য তা সহজে অতিক্রম করতে সক্ষম না হয়। হযরত সালমান (রা.)-এর পরিখা খনন প্রসঙ্গে বলা হয় যে, তিনি প্রত্যহ পাঁচ গজ দীর্ঘ ও পাঁচ গজ গভীর–এ পরিমাণ পরিখা খনন করতেন। –(মাযহারী) এ থেকে প্রমাণিত হয় যে, পরিখার গভীরতা পাঁচগজ পরিমাণ ছিল।

মুসলমানদের সৈন্যসংখ্যা : এ যুদ্ধে মুসলমানদের সৈন্য সংখ্যাছিল সর্বমোট তিন হাজার এবং ঘোড়া ছিল সর্বমোট ৩৬ টি।

পূর্ণ বয়স্কতা লাভের জন্য পনের বছর নির্দিষ্ট হয় : মুসলিম সৈন্যবাহিনীর মধ্যে কিছুসংখ্যক অপ্রাপ্ত বয়স্ক বালকও ঈমানী জোশে উদ্বুদ্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে পড়ে। রাসূলুল্লাহ ﷺ পনের বছরের চাইতে কম বয়স্ক বালকগণকে ফেরত পাঠিয়ে দেন। হযরত আব্দুল্লাহ বিন ওমর, যায়েদ বিন সাবেত, আবূ সাঈদ খুদরী, 'বারা বিন আযিব প্রমুখ এদের অন্তর্ভুক্ত ছিলেন। মুসলিম বাহিনী যখন মোকাবিলার উদ্দেশ্যে রওয়ানা হয়, তখন যে সব মুনাফিক মুসলমানদের সাথে মিলেমিশে থাকতো, তারা গড়িমসি করতে লাগলো। কিছুসংখ্যক তো অজ্ঞাতসারে চুপে চুপে বের হয়ে গেল। আবার কিছু সংখ্যক মিথ্যা ওজর পেশ করে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর নিকটে বাড়ি ফিরে যাওয়ার অনুমতি চাইতে লাগলো। উপরোল্লিখিত আয়াতসমূহে এ সব মুনাফিকের প্রসঙ্গে কয়েকটি আয়াত নাজিল হয়েছে। –[কুরতুবী]

সুষ্ঠু ব্যবস্থাপনা ও শৃঙ্খলা বিধানের উদ্দেশ্যে বংশ ও গোত্রগত শ্রেণিবিভাগ ইসলামি ঐক্য ও জাতিত্বের পরিপন্থি নয় : রাসূলুল্লাহ ﷺ এই যুদ্ধে মুহাজিরদের পতাকা হযরত যায়েদ বিন হারিসা (রা.)-কে এবং আনসারের পতাকা হযরত সা'আদ বিন ওবাদাহ্ (রা.)-কে প্রদান করেন। এ সময় মুহাজির ও আনসারের মাধ্যকার ভ্রাতৃত্ব বন্ধন অত্যন্ত নিবিড় ও সুদৃঢ় ছিল এবং সকলে পরস্পর ভাই-ভাই ছিলেন। কিন্তু শৃঙ্খলা বিধান ও ব্যবস্থাগত সুবিধার জন্য মুহাজির ও আনসারদের নেতৃত্ব পৃথক করে দেওয়া হয়। এ দ্বারা বোঝা যায় যে, ব্যবস্থাপনাগত সামাজিক শ্রেণিবিন্যাস ইসলামি ঐক্যও জাতিত্বের পরিপন্থি নয়; বরং প্রত্যেক দলের উপর দায়িত্বভার পৃথকভাবে অর্পিত হলে পারস্পরিক বিশ্বাস, সহানুভূতি ও সহযোগিতাবোধ সুদৃঢ় হয়। এ যুদ্ধের সর্বপ্রথম কাজ-পরিখা খননের ক্ষেত্রে এই পারস্পরিক সাহায্য ও সহযোগিতাবোধ বিশেষভাবে পরিলক্ষিত হয়।

পরিখা খননের দায়িত্বভার বন্টন : রাসূলুল্লাহ ﷺ মুহাজির ও আনসার সমন্বয়ে গঠিত সমগ্র সৈন্যকে দশ দশ ব্যক্তি সম্বলিত দলে বিভক্ত করে প্রত্যেক দলের উপর চল্লিশ গজ পরিমাণ পরিখা খননের দায়িত্ব অর্পণ করেন। হযরত সালমান ফারসী (রা.) যেহেতু পরিখা খনন পরিকল্পনার উদ্ভাবক ও এ কাজে বিশেষ অভিজ্ঞ ও দক্ষ ছিলেন এবং তিনি মুহাজির ও আনসার কারো অন্তর্গত ছিলেন না, তাই তাঁকে নিজ নিজ দলভুক্ত করার জন্য মুহাজির ও আনসারদের মাঝে কিছুটা প্রতিযোগিতার ভাব পরিলক্ষিত হওয়ায় নবীজী ﷺ এই মীমাংসা করলেন : سَلْمَانُ مِنَّا اَهْلَ الْبَيْتِ অর্থাৎ সালমান আমার পরিবারভুক্ত।

যোগ্যতা ও কর্মদক্ষতার ক্ষেত্রে স্বদেশী ও বিদেশী, স্থানীয় ও বহিরাগত বৈষম্য : অধুনা বিশ্বে মানুষ পরদেশী বহিরাগত অধিবাসীগণকে সমমর্যাদা দিতে অনিচ্ছুক। কিন্তু এ ক্ষেত্রে প্রত্যেক দল যোগ্য ব্যক্তিকে নিজ নিজ দলভুক্ত করা গৌরবজনক বলে মনে করতো। তাই রাসূলুল্লাহ ﷺ সালমানকে নিজ পরিবারভুক্ত করে বিবাদের পরিসমাপ্তি ঘটান এবং কিছু সংখ্যক মুহাজির ও আনসার অন্তর্ভুক্ত করে দশজনের পৃথক দল গঠন করেন। হযরত আমর বিন আউফ (রা.), হযরত হুযায়ফা (রা.) প্রমুখ মুহাজির এ সম্মিলিত দলের অন্তর্গত ছিলেন।

একটি বিশেষ মু'জিযা : পরিখার যে অংশ হযরত সালমান (রা.) প্রমুখের উপর ন্যস্ত ছিল, ঘটনাক্রমে সেখানে এক সুকঠিন, মসৃণ ও সুবিস্তৃত প্রস্তরখণ্ড পরিলক্ষিত হয়। হযরত সালমান (রা.)-এর সহকারী হযরত আমর বিন আউফ (রা.) বলেন যে, এ প্রস্তরখণ্ড আমাদের যাবতীয় যন্ত্রপাতি বিকল করে দেয় এবং আমরা এটা কাটতে অক্ষম হয়ে পড়ি। অতঃপর

https://e-ilm.weebly.com/

আমি সালমান ফারসী (রা.)-কে বলি যে, এখানে খানিকটা বাঁকা করে খনন করে মূল পরিখার সাথে মিলিয়ে দেওয়া অবশ্য সম্ভব। কিন্তু আমাদের নিজস্ব মতে রাসূলুল্লাহ ﷺ অংকিত রেখা পরিত্যাগ করে অন্যত্র পরিখা খনন করা বাঞ্ছনীয় নয়। সুতরাং আপনি রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সাথে পরামর্শ করুন যে, এখন আমাদের কর্তব্য কি হবে।

বিধাতার সতর্ক সংকেত : এই সুদীর্ঘ তিন মাইল পরিখা খনন করতে গিয়ে কোনো খননকারীই কোনো দুর্জয় প্রতিবন্ধকতার সম্মুখীন হন নি, কিন্তু সম্মুখীন হলেন পরিখার পরামর্শদাতা হযরত সালমান ফারসী (রা.) স্বয়ং। আল্লাহ পাক এ কথা প্রমাণ করে দিলেন যে, পরিখা খননের ক্ষেত্রেও তাঁর সাহায্য ব্যতীত অন্য কোনো উপায় নেই, যাবতীয় যন্ত্রপাতি ব্যর্থ প্রতিপন্ন হয়েছে। এতে এ শিক্ষাই নিহিত রয়েছে যে, সাধ্যানুসারে বাহ্যিক ও বস্তুগত মাধ্যম ও উপকরণ সংগ্রহ করা অবশ্য ফরজ-কিন্তু এগুলোর উপর নির্ভর করা বৈধ নয়। যাবতীয় বস্তুগত উপকরণ ও বাহন সংগৃহীত হওয়ার পরও মু'মিনের কেবল আল্লাহ তা'আলার উপরই নির্ভর করা উচিত।

হযরত সালমান ফারসী (রা.) রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর খেদমতে উপস্থিত হয়ে ঘটনা বিবৃত করলেন। রাসূলুল্লাহ ﷺ স্বয়ং নিজ অংশের খননকার্যে লিপ্ত থেকে সেখান থেকে পরিখার মাটি স্থানান্তরিত করছিলেন। হযরত বারা বিন আযেব (রা.) বলেন, আমি দেখলাম যে, নবীজী ﷺ-এর শরীর ধূলো-বালিতে এমনভাবে আচ্ছন্ন হয়ে পড়েছিল যে, তাঁর পেট ও পিঠের চামড়া পরিদৃষ্ট হচ্ছিল না, এমতাবস্থায় সালমানকে কোনো পরামর্শ বা নির্দেশনা দিয়ে নবীজী ﷺ স্বয়ং ঘটনাস্থলে উপস্থিত হন এবং পরিখায় অবতরণ করে হযরত সালমান (রা.)-এর নেতৃত্বে খননকার্যে লিপ্ত দশজন সাহাবীর অন্তর্ভুক্ত হয়ে যান এবং নিজ হাতে কোদাল ধারণ করে সেই প্রস্তর খণ্ডের উপর প্রচণ্ড আঘাত হানেন আর এ আয়াত পাঠ করেন تَمَّتْ كَلِمَتُ رَبِّكَ صِدْقًا (অর্থাৎ আপনার পালনকর্তার অনুগ্রহ সত্য সত্যই পূর্ণ হয়েছে) প্রথম আঘাতেই পাথরের এক-তৃতীয়াংশ কেটে যায়। সাথে সাথে প্রস্তরখণ্ড থেকে এক আলোকচ্ছটা উদ্ভাসিত হয়। অতঃপর তিনি দ্বিতীয়বার আঘাত হেনে উল্লিখিত আয়াতের শেষ পর্যন্ত পাঠ করেন। অর্থাৎ تَمَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ صِدْقًا وَّعَدْلًا –দ্বিতীয়বারের আয়াতে আরো এক-তৃতীয়াংশ কেটে যায় ও পূর্বের ন্যায় আবার আলোকচ্ছটা উদ্ভাসিত হয়। তৃতীয়বার সেই পুরো আয়াত পাঠ করে তৃতীয় আঘাত হানেন। এ আঘাতে অবশিষ্টাংশ কেটে যায়। অতঃপর রাসূলুল্লাহ ﷺ পরিখা থেকে উঠে আসেন এবং পরিখার পার্শ্বে রক্ষিত চাদর তুলে নিয়ে এক পাশে বসে পড়েন। সে সময়ে হযরত সালমান (রা.) আরজ করেন ইয়া রাসূলাল্লাহ! আপনি পাথরের উপর যতবার আঘাত করেছিলেন ততবার সে পাথর থেকে আলোকরশ্মি বিচ্ছুরিত হতে দেখেছি। রাসূলুল্লাহ ﷺ হযরত সালমানকে জিজ্ঞেস করলেন, সত্য কি তুমি এমন রশ্মি দেখেছ? তিনি আরজ করলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমি তা স্বচক্ষে দেখেছি।

রাসূলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেলেন, প্রথম আঘাতে নিঃসৃত আলোকচ্ছটায় ইয়ামান ও কিসরার (পারস্য) বিভিন্ন নগরের প্রাসাদসমূহ দেখতে পাই এবং হযরত জিবরাঈল আমীন আমাকে বললেন যে, আপনার উম্মত অদূর ভবিষ্যতে এসব শহর জয় করবে, আর দ্বিতীয় আঘাতে নিঃসৃত আলোকরশ্মির সাহায্যে আমাকে রোমের লোহিত বর্ণের প্রাসাদসমূহ প্রদর্শন করানো হয় এবং হযরত জিবরাঈল (আ.) এ সুসংবাদ প্রদান করেন যে, আপনার উম্মতগণ এসব শহরও অধিকার করবে। নবীজী ﷺ-এর এই ইরশাদ শুনে মুসলমানগণ স্বস্তি লাভ করলেন এবং ভবিষ্যতের সুমহান বিজয় ধারা সম্পর্কে তাদের পূর্ণ বিশ্বাস ও আস্থা স্থাপিত হলো।

মুনাফিকদের কটাক্ষপাত : সে সময়ে যেসব মুনাফিক পরিখা খনন কাজে অংশ নিয়েছিল, তারা বলতে লাগল, তোমাদের কি মুহাম্মদ ﷺ-এর কথায় বিস্ময়ের উদ্রেক করে না? তিনি তোমাদেরকে কিরূপ অবাস্তব ও অমূলক (ভবিষ্যদ্বাণী শোনাচ্ছেন) যে, মদীনার পরিখা গহ্বরে তিনি হীরা, মাদায়েন ও পারস্যের প্রাসাদসমূহ দেখতে পাচ্ছেন। আবার তোমরা নাকি সেগুলো অধিকার করবে! নিজেদের অবস্থার প্রতি একটু তাকাও। তোমাদের নিজ শরীরের খবর লওয়ার মতো হুঁশজ্ঞান নেই-পায়খানা প্রস্রাব করার মতো সময়টুকু পর্যন্ত নেই। অথচ রোম-পারস্য প্রভৃতি দেশ নাকি অধিকার করবে। এসব কটাক্ষপাতের পরিপ্রেক্ষিতেই উপরোল্লিখিত আয়াতসমূহ নাজিল হয় : اِذْ يَقُوْلُ الْمُنٰفِقُوْنَ وَالَّذِيْنَ فِىْ قُلُوْبِهِمْ مَّرَضٌ مَّا وَعَدَنَا اللّٰهُ وَرَسُوْلُهٗۤ اِلَّا غُرُوْرًا অর্থাৎ যখন কপট বিশ্বাসী ও ব্যাধিগ্রস্ত অন্তরবিশিষ্ট লোকরা বলতে লাগল যে, আল্লাহ ও তদীয় রাসলূ ﷺ প্রদত্ত প্রতিশ্রুতি ও অঙ্গীকার প্রতারণা বৈ কিছুই নয়। এ আয়াতে اَلَّذِيْنَ فِىْ قُلُوْبِهِمْ مَّرَضٌ বাক্যে সে সব কপট বিশ্বাসীদের অবস্থা বিবৃত হয়েছে যাদের অন্তর কপটতা ব্যাধিতে আচ্ছন্ন।

ভেবে দেখুন যে, মুসলমানগণের ঈমান এবং রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর ভবিষ্যদ্বাণীর উপর পূর্ণ বিশ্বাস স্থাপন সম্পর্কে কিরূপ কঠিন পরীক্ষা ছিল। সর্বদিক থেকে কাফেরদের দ্বারা পরিবেষ্টিত এবং চরম বিপদ ও দুর্যোগের মুখোমুখি- পরিখা খননের

https://e-ilm.weebly.com/

জন্য ..য়ো..জনীয় শ্রমিক নেই, হাড়-কাঁপানো প্রচণ্ড শীতের মাঝে আয়াস সাপেক্ষ পরিখা খননের এরূপ কঠিন দায়িত্ব নিজেদের মাথায়ই তুলে নিয়েছেন। সকল দিক থেকে ভয়ভীতি বাহ্যিক উপকরণ ও অবস্থা দৃষ্টে নিজেদের টিকে থাকা ও নিছক অস্তিত্বটুকু বজায় রাখা সম্পর্কে আস্থাবান থাকাই কঠিন। এমতাবস্থায় তদানীন্তন বিশ্বের শ্রেষ্ঠ শক্তি-বৃহত্তম সাম্রাজ্য রোম ও পারস্য বিজয়ের সুসংবাদ ও আগাম বার্তার উপর বিশ্বাস স্থাপন কি প্রকারে সম্ভব? কিন্তু সমস্ত আমল থেকে ঈমানের মূল্য অধিক হওয়ার কারণ এই যে, পরিবেশ-পরিস্থিতি- বাহ্যিক বাহন ও উপকরণসমূহ সম্পূর্ণ পরিপন্থি হওয়া সত্ত্বেও রাসূল ﷺ-এর ইরশাদের প্রতি বিন্দুমাত্র সন্দেহ বা শঙ্কা দ্বিধার উদ্রেক করে না।

উল্লিখিত ঘটনাতে উম্মতের জন্য বিশেষ নির্দেশ : একথা কারো অজানা নয় যে, সাহাবায়ে কেরাম (রা.) নবীজীর কেমন উৎসর্গিত প্রাণ সেবক ছিলেন। –(তাঁরা কখনো এটা কামনা করতেন না যে, মজুরের এই কঠিন ও প্রাণান্তকর পরিশ্রমে রাসূলুল্লাহ ﷺ-ও অংশগ্রহণ করুন। কিন্তু রাসূলুল্লাহ ﷺ সাহাবায়ে কেরামের মনের সান্ত্বনা ও পরিতৃপ্তি এবং উম্মতের শিক্ষা প্রদানের উদ্দেশ্যে এই পরিশ্রমে সমভাবে অংশ নেন। নবীজী ﷺ-এর জন্য তাঁর সাহাবায়ে কেরামের উৎসর্গ এবং ত্যাগ তাঁর অনন্য ও অনুপম গুণাবলি এবং নবুয়ত ও রেসালতের ভিত্তিতে তো অবশ্যই ছিল। কিন্তু দৃশ্যমান কারণসমূহের মাঝে বৃহত্তম কারণ এটাই ছিল যে, তিনি একজন সাধারণ মানুষের ন্যায় প্রতিটি কায়-ক্লেশ, অভাব-অনটন ও দুঃখকষ্টে পুরোপুরি শরিক থাকতেন,- শাসকশাসিত, রাজা-প্রজা, নেতা-অনুসারী জনিত বৈষম্য ও পার্থক্যের কোনো ধারণাও সেখানে ছিল না। আর যখন থেকে মুসলিম শাসকমণ্ডলী এ নীতি বর্জন করেছে তখন থেকে এ বিভেদ ও বিচ্ছেদের উন্মেষ ঘটেছে। নানাবিধ অশান্তি-উচ্ছৃঙ্খলতা মাথাচাড়া দিয়ে উঠেছে।

যাবতীয় বিপদাপদ উত্তীর্ণ হওয়ার অমোঘ বিধান : উল্লিখিত ঘটনার নবীজী এই দুর্জেয় প্রস্তরখণ্ডের উপর আঘাত হানার সাথে সাথে কুরআনের আয়াত– تَمَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ صِدْقًا وَّعَدْلًا لَا مُبَدِّلَ لِكَلِمٰتِهٖ পাঠ করেন। সুতরাং বোঝা গেল যে, এ আয়াত যে কোনো কঠিন সমস্যা ও বিপদ থেকে উদ্ধারের এক আমোঘ ব্যবস্থাপত্র-অব্যর্থ বিধান।

সাহাবায়ে কেরামের অনন্য ত্যাগ : উপরে জানা গেছে যে, প্রত্যেক দশ গজ পরিমাণ খননের জন্য দশজন করে লোক নিযুক্ত হয়েছিলেন। কিন্তু এ কথা সুস্পষ্ট যে, কতক লোক অধিক দক্ষ ও সবল এবং দ্রুত কাজ সম্পন্ন করতে সক্ষম। সাহবায়ে কেরামের মধ্যে যাঁদের খনন কার্যের নির্ধারিত অংশ সম্পন্ন হয়ে যেত তাঁরা তাঁদের কর্তব্য শেষ হয়ে গেছে ভেবে নিষ্ক্রিয়ভাবে বসে থাকতেন না; বরং যাঁদের কাজ অসমাপ্ত রয়েছে তাঁদের সাহায্যের জন্য এগিয়ে আসতেন। –[কুরতুবী, মাযহারী]

দীর্ঘ পরিখা ছ'দিনে সমাপ্ত হয় : সাহাবায়ে কেরামের শ্রম সাধনার ফলাফল ছ'দিনেই প্রকাশিত হলো-এই সুদীর্ঘ, প্রশস্ত-গভীর পরিখা ছ'দিনেই সম্পন্ন হয়ে গেল। –[মাযহারী]

হযরত জাবির (রা.)-এর দাওয়াতের পরিপ্রেক্ষিতে সংঘটিত এক চাক্ষুষ মু'জিযা : এই পরিখা খননকালে সেই প্রসিদ্ধ ঘটনা সংঘটিত হয়। একদিন হযরত জাবির (রা.) নবীজী ﷺ-কে ক্ষুধায় কাতর বলে উপলব্ধি করে বাড়ি গিয়ে স্ত্রীকে বললেন যে, রান্না করার মত কিছু থাকলে তা রান্না কর। স্ত্রী বললেন যে, বাড়িতে এক সা' (সাড়ে তিন সের) পরিমাণ যব আছে-তা পিষে নেই। স্ত্রী আটা তৈরি করে পাকাতে লেগে গেলেন! বাড়িতে একটি ছাগল ছানা ছিল, হযরত জাবির (রা.) তা জবাই করে তৈরি করে ফেললেন। অতঃপর মহানবী হযরত মুহাম্মদ ﷺ-কে আনতে রওয়ানা হলেন। স্ত্রী ডেকে বললেন যে, নবীজীর সাথে তো সাহাবায়ে কেরামের এক বিশাল জামাত রয়েছে। তাই কেবল নবীজী ﷺ-কে চুপে-চুপে একা ডেকে আনবেন। সাহবায়ে কেরামের এই বিশাল জামাত এলে কিন্তু লজ্জিত হতে হবে। হযরত জাবির (রা.) নবীজী ﷺ-এর নিকট প্রকৃত অবস্থা সবিস্তারে বর্ণনা করে বললেন যে, কেবল এ পরিমাণ খাবার রয়েছে। কিন্তু নবীজী ﷺ সাহাবায়ে কেরামের বিশাল জামাতকে সম্বোধন করে বললেন জাবির (রা.)-এর বাড়িতে দাওয়াত-সবাই চলো। হযরত জাবির (রা.) বিব্রত হয়ে পড়লেন। বাড়ি পৌছে স্ত্রীকে অবহিত করায় তিনি চরম উদ্বেগ ও উৎকণ্ঠা প্রকাশ করে স্বামীকে জিজ্ঞেস করলেন যে, নবীজী ﷺ-কে খাবারের পরিমাণ জ্ঞাত করেছেন কিনা? হযরত জাবির (রা.) বললেন যে, হ্যাঁ, তা করেছি। মহীয়সী স্ত্রী তখন নিশ্চিত হয়ে বললেন যে, তবে আর উদ্বেগের কারণ নেই। নবীজী ﷺ স্বয়ংই এখন মালিক; যেমনি খুশি তিনিই ব্যবস্থা করবেন।

ঘটনার সবিস্তার বর্ণনা এ ক্ষেত্রে নিষ্প্রয়োজন। এতটুকু জেনে রাখা যথেষ্ট যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ স্বহস্তে রুটি ও তরকারি পরিবেশন করেন-এবং জামাতভুক্ত প্রত্যেকে পূর্ণ তৃপ্তি সহকারে পেটে পুরে খান। হযরত জাবির (রা.) বলেন যে, এই বিশাল জামাত খাওয়ার পরও হাঁড়ির গোশ্ত বিন্দুমাত্র হ্রাস পেল না এবং মথিত আটা অপরিবার্তিতই রয়ে গেল। আমরা পরিবারের সকল সদস্যও পেট পুরো খেয়ে অবশিষ্টাংশ প্রতিবেশিগণের মাঝে বন্টন করে দিলাম।

https://e-ilm.weebly.com/

এরূপভাবে ছ'দিনে পরিখার খননকার্য সম্পন্ন হওয়ার পর শত্রু সৈন্যের সম্মিলিত বাহিনী এসে পড়ল, রাসূলুল্লাহ ﷺ ও সাহাবায়ে কেরাম (রা.) সালা' (سَلْعٍ) পর্বত নিজেদের পশ্চাতে ফেলে সৈন্যগণকে সারিবদ্ধ করেন।

কুরায়যা গোত্রের ইহুদিদের চুক্তি লঙ্ঘন ও সম্মিলিত বাহিনীর পক্ষাবলম্বন : এ সময়ে দশ-বার হাজারের সম্পূর্ণ সুসজ্জিত সশস্ত্র বাহিনীর সাথে সাজ-সরঞ্জামহীন নিরস্ত্র তিন হাজার লোকের মোকাবিলা যুক্তি-বুদ্ধির সম্পূর্ণ বাইরে। তদুপরি আবার নতুন কিছুর সংযোজন হলো। সম্মিলিত বাহিনীভুক্ত বনূ নযীর গোত্রপতি হুওয়াই বিন আখতাব-যে রাসূলুল্লাহ ﷺ ও মুসলমানদের বিরুদ্ধে সকলকে ঐক্যবদ্ধ করতে বিশিষ্ট ভূমিকা পালন করেছিল-মদীনা পৌছে ইহুদি গোত্র বনূ কুরায়যাকেও নিজেদের দলভুক্ত করার পরিকল্পনা গ্রহণ করে। বনূ কুরায়যা রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সাথে মৈত্রী চুক্তিবদ্ধ ছিল বলে একে অপর সম্পর্কে নিরুদ্বিগ্ন ছিল। বনূ কুরায়যার নেতা ছিল কা'ব বিন আসাদ। হুওয়াই বিন আখতাব তার উদ্দেশ্যে রওয়ানা করলো। এ সংবাদ পেয়ে কা'ব তার দুর্গের দ্বার বন্ধ করে দিল-যাতে হুওয়াই সে পর্যন্ত পৌছতে না পারে। কিন্তু হুওয়াই দরজা খোলার জন্য পীড়াপীড়ি করতে লাগল। কা'আব দুর্গের ভেতর থেকেই উত্তর দিল যে, আমরা মুহাম্মদ ﷺ-এর সাথে মৈত্রীচুক্তিতে আবদ্ধ এবং এ যাবত তারা চুক্তির শর্তাবলি পুরোপুরি পালন করে আসছি। –চুক্তির পরিপন্থি কোনো আচরণই পরিলক্ষিত হয়নি, সুতরাং আমরা এরূপ চুক্তিতে আবদ্ধ বলে আপনাদের পক্ষ অবলম্বন করতে পারছি না। দীর্ঘক্ষণ পর্যন্ত হুওয়াই বিন আখতাব দরজা খোলার এবং কা'বের সাথে কথাবার্তা বলার জন্য পীড়াপড়ি করতে লাগলো এবং সে ভেতর থেকে অস্বীকৃতি জানাতে লাগল, কিন্তু কা'বকে পুনঃ পুনঃ ধিক্কার দেওয়ার অবশেষে সে দরজা খুলে হুওয়াইকে ভেতরে ডেকে নিল, হুওয়াইর মিথ্যা প্রলোভনে প্রলুব্ধ হয়ে অবশেষে কা'ব তার ফাঁদে পড়ে গেল এ সম্মিলিত বাহিনীর সাথে অংশ গ্রহণ করবে বলে অঙ্গীকার করল। কিন্তু কা'ব যখন গোত্রের অন্য নেতৃবৃন্দের নিকটে একথা প্রকাশ করলো তারা সমস্বরে বলে উঠলো যে, অকারণে মুসলমানদের সহিত চুক্তিভঙ্গ করে মারাত্মক ভুল করেছ। কা'বও তাদের কথায় নিজের ভুল অনুধাবন করে কৃতকর্মের জন্য অনুশোচনা প্রকাশ করল। কিন্তু পরিস্থিতি তার নাগালের বাইরে চলে গিয়েছিল। অবশেষে এ চুক্তি লঙ্ঘনই বনূ কুরায়জার ধ্বংস ও পতনের কারণ হয়ে দাঁড়ায়- যার বিবরণ পরে আসছে।

রাসূলুল্লাহ ﷺ ও সাহাবায়ে কেরাম এই সংকটময় মুহূর্তে বনূ নাযীরের চুক্তি ভঙ্গের সংবাদে অত্যন্ত মর্মাহত হন। সম্মিলিত বাহিনীর আগমন পথে পরিখা খননের মাধ্যমে প্রতিরোধ সৃষ্টি করা হয়েছিল। কিন্তু এ গোত্র মদীনার অভ্যন্তরেই অবস্থান করছে বলে এদের থেকে রক্ষা পাওয়ার উপায় কি-তা নিয়ে বিশেষভাবে চিন্তাগ্রস্ত ও বিচলিত হয়ে উঠলেন। কুরআন কারীমে 'কাফেরদের সম্মিলিত সৈন্য তোমাদের উপর চড়াও করে ফেলে, এ বাক্য সম্পর্কে যে বলা হয়েছে : مِنْ فَوْقِكُمْ وَمِنْ اَسْفَلَ مِنْكُمْ-এর ব্যাখ্য প্রসঙ্গে কোনো কোনো বিশিষ্ট তাফসীরকার এ অভিমতই প্রকাশ করেছেন যে, فَوْقِ –উপর দিক থেকে আগমনকারী দ্বারা বনূ কুরায়জাকে এবং اَسْفَلَ নিম্নদিক থেকে আগমনকারী দ্বারা সম্মিলিত বাহিনীর অবশিষ্টাংশকে বোঝানো হয়েছে।

রাসূলুল্লাহ ﷺ চুক্তিভঙ্গের মূল তত্ত্ব ও সঠিক অবস্থা সম্পর্কে অবহিত হওয়ার উদ্দেশ্যে আনসারের 'আউস গোত্রের নেতা হযরত সা'দ বিন মায়াযকে এবং খাযরাজ গোত্রের নেতা হযরত সা'দ বিন ওবাদাহকে কা'বের সাথে আলোচনা জন্য প্রতিনিধিরূপে প্রেরণ করেন। তাদেরকে এ মর্মে নির্দেশ দিয়ে দেন যে, চুক্তিভঙ্গের ব্যাপারটা যদি অসত্য বলে প্রমাণিত হয় তবে তা সকল সাহাবায়ে-কেরামের সামনে খোলাখুলিভাবে প্রকাশ করে দেবে; আর যদি সত্য হয় তবে আকার ইঙ্গিতে বলবে যাতে আমরা বুঝে নিতে পারি, যাতে সাধারণ সাহাবীগণের মাঝে উদ্বেগ ও উৎকণ্ঠার উদ্রেক না করে। এই মহান ব্যক্তিদ্বয় ওখানে পৌছে চুক্তিভঙ্গের সুস্পষ্ট লক্ষণ দেখতে পান। তাদের ও কা'বের মাঝে বাদানুবাদ ও কড়া কথাবার্তাও হয়। ফিরে এসে পূর্বনির্দেশমতো আকার-ইঙ্গিতে চুক্তিভঙ্গের ব্যাপারটা সঠিক বরে হুযূর ﷺ-কে অবহিত করেন।

এ সময় মুসলমানদের সাথে মৈত্রীচুক্তিতে আবদ্ধ-ইহুদি গোত্র বনূ কুরায়যা প্রকাশ্যভাবে যুদ্ধক্ষেত্রে অবতীর্ণ হলে তখন যারা কপটতাসহ মুসলমানদের সাথে অবস্থান করছিল, তাদের কপটতা প্রকাশ পেতে লাগলো। কেউ কেউ তো খোলাখুলিভাবে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর বিরুদ্ধে কথাবার্তা বলতে আরম্ভ করলো, যেমন উপরে বলা হয়েছে–

اِذْ يَقُوْلُ الْمُنَافِقُوْنَ –আবার কতক মিথ্যা অমূলক অজুহাত তুলে যুদ্ধক্ষেত্র থেকে পালাবার উদ্দেশ্যে নবীজী ﷺ-এর নিকটে অনুমতি চাইতে লাগলো। যার বর্ণনা উল্লিখিত আয়াতে اِنَّ بُيُوْتَنَا عَوْرَةٌ الخ বাক্যে রয়েছে।

এখন যুদ্ধক্ষেত্রের অবস্থা ছিল এই যে, পরিখার দরুন আক্রমণকারী সম্মিলিত বাহিনী অভ্যন্তরে প্রবেশ করতে সক্ষম হচ্ছিল না। এর অপর প্রান্তে মুসলিম সৈন্য অবস্থান করছিল। সর্বক্ষণ উভয়ের মাঝে তীর নিক্ষেপ অব্যাহত ছিল। এ অবস্থায়ই প্রায় একমাস কেটে যায়-খোলাখুলি ভাগ্য নির্ধারিত কোনো যুদ্ধও হচ্ছিল না-আবার কখনো নিশ্চিন্তে শঙ্কামুক্ত থাকাও

https://e-ilm.weebly.com/

যাচ্ছিল না। দিবা-রাত্রি সর্বক্ষণ রাসূলুল্লাহ ﷺ ও সাহবায়ে কেরাম পরিখা প্রান্তে অবস্থান করে এর রক্ষণাবেক্ষণ কার্যে নিয়োজিত থাকছেন যদিও রাসূলুল্লাহ ﷺ স্বয়ংও এই প্রাণান্তকর পরিশ্রম ও দুঃখ-কষ্টে শরিক ছিলেন, কিন্তু সমগ্র সাহাবায়ে কেরামের চরম উদ্বেগ ও উৎকণ্ঠার মাঝে কালাতিপাত নবীজীর পক্ষে সবিশেষ পীড়াদায়ক ছিল।

রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর একটি যুদ্ধ কৌশল : হুযূর ﷺ এ কথা জানতে পেরেছিলেন যে, গাতফান গোত্রপতি খায়বারের ফলমূল ও খেজুরের লোভে এসব ইহুদির সাথে যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেছে। তিনি বনূ গাতফানের অপর দু'টি গোত্রপতি উয়াইনা বিন হাসান ও আবুল হারিস বিন আমরের নিকটে দূত মারফত প্রস্তাব পাঠালেন যে, তোমরা যদি স্বীয় সহচরবৃন্দসহ যুদ্ধক্ষেত্র ছেড়ে চলে যাও তবে তোমাদেরকে মদীনায় উৎপন্ন ফলের এক-তৃতীয়াংশ প্রদান করা হবে। এ প্রসঙ্গে কথাবার্তা চলছিল। এ প্রস্তাবে উভয় নেতা সম্মতিও প্রদান করেছিল- চুক্তিপত্র স্বাক্ষরিত হয় হয় ভাব। কিন্তু রাসূলুল্লাহ ﷺ তাঁর অভ্যাস মোতাবিক এ ব্যাপারে সাহাবায়ে কেরামের সাথে পরামর্শ করার সিদ্ধান্ত নিলেন। আউস ও খাযরাজ গোত্রদ্বয়ের দুই বরেণ্য নেতা-হযরত সা'দ বিন মায়ায ও সা'দ বিন ওবাদাহকে ডেকে তাঁদের সাথে পরামর্শ করলেন।

হযরত সা'দ (রা.)-এর ঈমানী জোশ : উভয় নেতাই আরজ করলেন, হুযূর, আপনি যদি এ কাজ করতে আল্লাহ পাক কর্তৃক আদিষ্ট হয়ে থাকেন, তবে আমাদের কিছু বলার নেই-তা মেনে নেব। অন্যথায় বলুন এটা কি আপনার স্বাভাবিক মত না আমাদেরকে পরিশ্রম ও কায়ক্লেশ থেকে অব্যাহতি দেওয়ার জন্য এরূপ চিন্তা করেছেন?

রাসূলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করলেন যে, এটা বিধাতার নির্দেশও নয় বা আমার ব্যক্তিগত স্বাভাবিক ইচ্ছাও এরূপ নয় বরং তোমাদের দুঃখকষ্টের কথা বিবেচনা করে এ পথে অগ্রসর হচ্ছি। কেননা তোমরা সকল দিক থেকে পরিবেষ্টিত। আমি এই পদক্ষেপের মাধ্যমে অনতিবিলম্বে বিপক্ষ দলের শক্তি ভেঙ্গে দেওয়ার পরিকল্পনা করেছি। হযরত সা'দ (রা.) আরজ করলেন-হে আল্লাহর রাসূল!-আমরা যে সময়ে প্রতিমা পূঁজারী ছিলাম-মহান আল্লাহকে চিনতাম না-তাঁর উপাসনা আরাধনাও করতাম না-সে সময়েও এ নগরের এসব লোক এ শহরের কোনো ফলের একটি দানা পর্যন্ত লাভের আশা প্রকাশ করতে সাহস পেত না। অবশ্য যদি না তারা আমাদের মেহমান হয়ে আসত এবং মেহমান হিসাবে তাদেরকে খাইয়ে দিতাম-অথবা খরিদ করে নিত। আজ যখন আল্লাহ পাক মেহেরবানিপূর্বক তাঁর পরিচয় প্রদান করে ধন্য করেছেন এবং ইসলামে দীক্ষিত হওয়ার সম্মানে ভূষিত করেছেন, তবে এখন কি আমরা তাদেরকে আমাদের ফল-মূল ও ধনসম্পদ চুক্তির মাধ্যমে দিয়ে দেব! তাদের সাথে আমাদের চুক্তিবদ্ধ হওয়ার কোনো প্রয়োজন নেই। আমরা তাদেরকে তরবারির আঘাত ব্যতীত অন্য কিছুই দেব না। যতদিন পর্যন্ত আল্লাহ তা'আলা আমাদের ও তাদের মাঝে চূড়ান্ত ফয়সালা করে না দেন।

রাসূলুল্লাহ ﷺ হযরত সা'দের সুদৃঢ় মনোবল ও ঈমানী মর্যাদাবোধ দেখে নিজের মত পরিত্যাগ করে ইরশাদ করলেন যে, তোমাদের ইচ্ছা-যা চাও তাই করতে পার। হযরত সা'দ (রা.) তাদের নিকট থেকে সুলেহনামার কাগজপত্র নিয়ে উহার লেখা মুছে বিলীন করে দেন। কেননা এ পর্যন্ত তা স্বাক্ষরিত হয়নি। গাতফান গোত্রপতি হারিস ও উয়াইনা-যারা সন্ধির জন্য প্রস্তুত হয়ে মজলিসে এসেছিল, সাহাবায়ে কেরামের শৌর্যবীর্য ও সুদৃঢ় মনোবল দেখে স্তম্ভিত হয়ে গেল এবং মনে মনে দোদুল্যমান হয়ে পড়ল।

আহত হওয়ার পর হযরত সা'দ বিন মা'আযের দোয়া : এদিকে পরিখার উভয় দিক থেকে পাথর ও তীর নিক্ষেপের ধারা অবিরাম চলছিল। হযরত সা'দ বিন মা'আয মহিলাগণের জন্য সংরক্ষিত বনী হারেসার ছাউনিতে তাঁর মায়ের নিকটে যান।

হযরত আয়েশা (রা.) ফরমান যে, আমিও সে সময় এ ছাউনিতে ছিলাম। তখন পর্যন্ত নারীদের জন্য পর্দা করার আয়াত নাজিল হয়নি। আমি হযরত সা'দকে একটি ছোট বর্ম পরিহিত অবস্থায় দেখতে পেলাম-যার মধ্য থেকে তাঁর হাত বের হয়ে পড়ছিল এবং তার মা তাকে বলেছিলেন যে, অতিসত্বর রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর পাশে চলে যাও। আমি তাঁর মাকে বললাম যে, বর্মটা আরও কিছুটা বড় হলে ভালো হতো। তাঁর বর্ম বহির্ভূত হাত-পা আহত ও ক্ষত হওয়ার আশঙ্কা আছে। মা বললেন, কোনো ক্ষতি নেই। আল্লাহ যা করতে চান তা অবশ্যই বাস্তবায়িত হবে।

হযরত সা'দ বিন মা'আয (রা.) সৈন্যদের মাঝে প্রবেশ করার পর তীরবিদ্ধ হন। তাঁর একটি গুরুত্বপূর্ণ রগ কেটে যায়। অতঃপর সা'দ (রা.) এই দোয়া করেন, হে আল্লাহ! ভবিষ্যতে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর বিরুদ্ধে যদি কুরায়শদের আরো কোনো আক্রমণ নির্ধারিত থেকে থাকে, তবে তার জন্য আমাকে জীবন্ত রাখুন। কেননা এটাই আমার একান্ত কামনা যে, আমি সে সম্প্রদায়ের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করব, যারা নবীজীর প্রতি নানাভাবে নির্যাতন করেছে-মাতৃভূমি থেকে বহিষ্কার করে দিয়েছে-এবং তাঁর আদর্শকে মিথ্যা বলে আখ্যায়িত করেছে। আর যদি আপনার জানা মতে এ যুদ্ধের ধারা সমাপ্ত হয়ে গিয়ে থাকে, তবে আমাকে আপনি শহীদি মৃত্যু প্রদান করুন। কিন্তু যে পর্যন্ত বনূ কুরায়যার বিশ্বাসঘাতকতার প্রতিশোধ গ্রহণ করে আমার চোখ শীতল না হয় সে পর্যন্ত যেন আমার মৃত্যু না হয়।

https://e-ilm.weebly.com/

আল্লাহ পাক তাঁর দোয়াই গ্রহণ করেছেন। আহযাবের এ যুদ্ধকেই কাফেরদের সর্বশেষ আক্রমণে পরিণত করেন। এরপর থেকেই মুসলমানদের বিজয়াভিযানের সূচনা হয়-প্রথমে খায়বার, অতঃপর মক্কা মুকাররামাহ এবং এরপর অন্যান্য দেশ ও নগর অধিকারভুক্ত হয়; এবং বনূ কুরায়যার ঘটনা যা পরবর্তী পর্যায়ে বর্ণিত হয়েছে যে, তাদেরকে বন্দী করে আনা হয়; এবং তাদের ব্যাপারে মীমাংসার ভার হযরত সা'দ বিন মা'আয (রা.)-এর উপর ন্যস্ত হয়। তাঁর মীমাংসানুযায়ী এদের যুবক শ্রেণিকে হত্যা করা হয় এবং নারী ও বালকদেরকে বন্দি করে রাখা হয়।

আহযাবের এই ঘটনাকালে সাহাবায়ে কেরাম ও রাসূলুল্লাহ ﷺ সারারাত পরিখা দেখাশোনা করতেন। কোনো সময় বিশ্রামের জন্য ক্ষণিকের তরে শয়ন করলেও কোনো দিক থেকে ক্ষীণতম হট্টগোলের আভাস পেলেই অস্ত্রসজ্জিত হয়ে ময়দানে চলে আসতেন। উম্মুল মু'মিনীন হযরত উম্মে সালমা (রা.) ইরশাদ করেছেন যে, একই রাতে কয়েকবার এমন হতো যে, তিনি ক্ষণিক বিশ্রামের জন্য তাশরিফ আনতেন এবং কোনো শব্দ শুনে তৎক্ষণাৎ বাইরে চলে যেতেন। আবার ফিরে এসে আরামের জন্য শয্যায় খানিকটা গা লাগাতেন, পুনরায় কোনো শব্দ পেয়েই বাইরে তাশরীফ নিতেন।

উম্মুল মু'মিনীন হযরত উম্মে সালমা (রা.) বলেন যে, আমি অনেক যুদ্ধে- যথা খায়বারের যুদ্ধ, হোদায়বিয়া, মক্কা বিজয়, হুনায়নের যুদ্ধের সময় রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সঙ্গে ছিলাম; কিন্তু তিনি অন্য কোনো যুদ্ধে খন্দকের (পরিখার) যুদ্ধের ন্যায় এত দুঃখ কষ্টের সম্মুখীন হন নি। এ যুদ্ধে মুসলমানরা নানাভাবে ক্ষত-বিক্ষত হয়-প্রচণ্ড শীতের কারণে ভীষণ যন্ত্রণা পোহাতে হয়। তদুপরি খাওয়া-দাওয়ার দ্রব্যসামগ্রীও ছিল একেবারেই অপর্যাপ্ত। –[মাযহারী]

এই জিহাদে রাসূলুল্লাহ ﷺ চার ওয়াক্ত নামাজ কাযা হয়ে যায় : একদিন বিপক্ষ কাফেররা স্থির করল যে, তারা একবার সকলে সমবেতভাবে আক্রমণ করে কোনো প্রকারে পরিখা অতিক্রম করে সম্মুখে অগ্রসর হবে। এরূপ স্থির করে মুসলমানদের উপর প্রচণ্ড ও নির্মম আক্রমণ চালায় এবং সর্বত্র ব্যাপকভাবে তীর নিক্ষেপ করতে থাকে। এ নিয়ে রাসূলুল্লাহ ﷺ ও সাহাবায়ে কেরামকে সারাদিন এত বেশি ব্যস্ত থাকতে হয় যে, নামাজ পড়ার পর্যন্ত সুযোগ পান নি। সুতরাং ইশার সময় চার ওয়াক্ত নামাজ একই সাথে পড়লেন।

রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর দোয়া : যখন দুঃখ-যন্ত্রণা চূড়ান্ত পর্যায়ে পৌঁছে, তখন নবীজী সম্মিলিত কাফের বাহিনীর পরাজয় ও পশ্চাদপসরণ এবং মুসলমানদের বিজয়ের জন্য মসজিদে ফাতহের ভিতরে সোম, মঙ্গল ও বুধ-একাধারে এই তিনদিন বিরামহীনভাবে দোয়া করতে থাকেন। তৃতীয় দিন জোহর ও আসরের মাঝামাঝি সময়ে দোয়া কবুল হয়। রাসূলুল্লাহ ﷺ সহাস্য বদনে প্রফুল্লচিত্তে সাহাবায়ে কেরামের নিকটে তাশরিফ এনে বিজয়ের সুসংবাদ প্রদান করেন। সাহাবায়ে কেরাম বলেন যে, এর পর থেকে কোনো মুসলমানের কোনো প্রকারের কষ্ট হয়নি। –[মাযহারী]

সাফল্য ও বিজয়ের মাধ্যম এবং সূত্রসমূহের বহিঃপ্রকাশের সূচনা : গাতফান গোত্র ছিল শত্রুপক্ষের শক্তির অন্যতম প্রধান উৎস। আল্লাহ তা'আলা তাঁর অসীম কুদরতে এ গোত্রভুক্ত 'নুয়াইম বিন মাসুদ' নামক জনৈক ব্যক্তির অন্তর ঈমানের আলোকে উদ্ভাসিত করে দেন। তিনি হুযূর ﷺ-এর খেদমতে উপস্থিত হয়ে ইসলামে দীক্ষিত হওয়ার কথা প্রকাশ করেন এবং বলেন যে, এখনো আমার গোত্রের কেউ আমার ইসলাম গ্রহণের কথা জানতে পারেনি-এখন আমাকে মেহেরবানি করে বলে দিন যে, আমি এ পর্যায়ে ইসলামের কি খেদমত করতে পারি। রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন যে, তুমি একা মানুষ-এখানে বিশেষ কিছু করতে সক্ষম হবে না। নিজ সম্প্রদায়ে ফিরে গিয়ে তাদের মাঝে অবস্থান করেই ইসলামের স্বার্থে যা সম্ভব হয় তাই কর। হযরত নুয়াইম (রা.) অত্যন্ত বিচক্ষণ ও প্রজ্ঞাবান ব্যক্তি ছিলেন। মনে মনে এক পরিকল্পনা গ্রহণ করে স্ব-গোত্রীয়দের মাঝে গিয়ে যা ভালো বিবেচিত হয় তাই বলা ও করার অনুমতি চাইলেন। হুযূর ﷺ তাঁকে অনুমতি দিলেন।

বনূ কুরায়যার সাথে নুয়াইমের অন্ধকার যুগ থেকেই নিবিড় সম্পর্ক ছিল। তাদের নিকট গিয়ে তিনি বললেন- হে বনূ কুরায়যা! তোমরা ভালোভাবেই জান যে, আমি তোমাদের বহু পুরাতন বন্ধু। তারা স্বীকৃতি জ্ঞাপন করে বলল, আপনার বন্ধুত্ব ও কল্যাণবোধ সম্পর্কে আমাদের বিন্দুমাত্র সন্দেহ নেই। অতঃপর হযরত নুয়াইম (রা.) বনূ কুরায়যার নেতৃবৃন্দকে নিতান্ত উপদেশপূর্ণ ও কল্যাণ কামনার সুরে জিজ্ঞেস করলেন যে, তোমরা সবাই জান যে, মক্কার কুরাইশ হোক বা আমাদের গাতফান গোত্র হোক বা অন্যান্য ইহুদি গোত্র হোক-এদের কারো মাতৃভূমি বা দেশ এটা নয়। যদি তারা পরাজিত হয়ে পালিয়ে যায় তবে তাদের কোনো ক্ষতি নেই, কিন্তু তোমাদের ব্যাপারটা তাদের থেকে সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র, মদীনা তোমাদের মাতৃভূমি, তোমাদের পরিবার-পরিজন, ধনসম্পদ সবই এখানে। যদি তোমরা তাদের পক্ষ নিয়ে যুদ্ধে অংশগ্রহণ কর- পরিণামে যদি এরা পরাজিত হয়ে পালিয়ে যায়, তবে তোমাদের কি গতি হবে? তোমরা মুসলমানদের সাথে মোকাবিলা করে টিকে থাকতে পারবে কি? তাই আমি তোমাদের হিতাকাঙ্ক্ষী হয়ে এ পরামর্শ দিচ্ছি যে, যে পর্যন্ত এরা

https://e-ilm.weebly.com/

তাদের কিছুসংখ্যক বিশিষ্ট নেতাকে তোমাদের নিকটে জিম্মি হিসাবে না রাখে ততক্ষণ পর্যন্ত যুদ্ধে অংশগ্রহণ করো না- যাতে তারা তোমাদেরকে মুসলমানদের মুখোমুখি ঠেলে দিয়ে পালিয়ে যেতে সক্ষম না হয়। তাঁর এ পরামর্শ বনূ কুরায়যার বেশ মনঃপুত হলো এবং যথাযোগ্য মর্যাদা দিয়ে তারা বলল যে, আপনি উত্তম পরামর্শ দিয়েছেন।

অতঃপর নুয়াইম (রা.) কুরায়শ দলপতিদের নিকটে যান এবং তাদের বলেন যে, আপনারা জানেন যে, আমি আপনাদের আন্তরিক বন্ধু এবং মুহাম্মদ ﷺ-এর সঙ্গে আমার কোনো সম্পর্ক নেই। আমি একটা সংবাদ পেলাম-আপনাদের একান্ত সুহৃদ বলে এ সম্পর্কে আপনাদেরকে অবহিত করা আমার বিশেষ কর্তব্য। অবশ্যই আপনারা আমার নাম প্রকাশ করতে পারবেন না। সংবাদটি এই যে, বনূ কুরায়যা আপনাদের সাথে চুক্তিবদ্ধ হওয়ার পর এরূপ সিদ্ধান্তের জন্য তারা অনুতপ্ত এবং তাঁরা মুহাম্মদ ﷺ-কে এ সম্পর্কে এই বলে অবহিত করে দিয়েছে যে, আপনারা কি আমাদের এ শর্তে সম্মতি প্রদান করতে পারেন যে, আমরা কুরাইশ ও গাতফান গোত্রের কতিপয় নেতাকে এনে আপনাদের হাতে তুলে দেব আপনারা তাদেরক হত্যা করবেন, অতঃপর আমরা আপনাদের সাথে একত্রিত হয়ে এদের বিরুদ্ধে যুদ্ধে অবতীর্ণ হব। হযরত মুহাম্মদ ﷺ তাদের এ প্রস্তাব গ্রহণ করেছেন। এখন বনূ কুরায়যা জিম্মি হিসাবে আপনাদের কিছু সংখ্যক নেতাকে তাদের নিকটে সমর্পণ করার জন্য দাবি পেশ করতে যাচ্ছে। এখন আপনাদের ব্যাপার-নিজেরা ভালোভাবে ভেবেচিন্তে দেখুন।

অতঃপর নুয়াইম (রা.) নিজের গোত্র বনূ গাতফানের নিকট গেলেন এবং তাদেরকেও এ সংবাদই শোনালেন। এর সাথে সাথেই আবূ সুফিয়ান কুরাইশদের পক্ষ থেকে ইকরামা বিন আবূ জেহেলকে এবং বনূ গাতফানের পক্ষ থেকে ওয়ারকা বিন গাতফানকে এ কাজের জন্য নিযুক্ত করলো যে, তারা বনূ কুরায়যার নিকট গিয়ে একথা বলবে যে, আমাদের যুদ্ধোপকরণ নিঃশেষ হওয়ার পথে এবং আমাদের লোক অবিরাম যুদ্ধের কারণে ক্লান্ত ও নিরুৎসাহিত হয়ে পড়ছে-আমরা চুক্তি অনুসারে আপনাদের সাহায্য ও যুদ্ধে অংশগ্রহণের জন্য প্রতীক্ষারত। উত্তরে বনূ কোরায়যা বলল, যে পর্যন্ত তোমাদের উভয় গোত্রের কিছু সংখ্যক নেতাকে জিম্মি হিসাবে আমাদের হাতে সমর্পণ না করা হবে ততক্ষণ পর্যন্ত আমরা যুদ্ধে অংশগ্রহণ করবো না। ইকরামা ও ওয়ারাকা এ সংবাদ আবূ সুফিয়ানের নিকট পৌঁছালে পর গাতফান ও কুরাইশ নেতৃবৃন্দ পূর্ণভাবে বিশ্বাস করল যে, নুয়াইম বিন মাসুদ (রা.)-এর প্রদত্ত সংবাদ সম্পূর্ণ ঠিক। তারা বনূ কুরায়যার নিকট সংবাদ পাঠিয়ে দিল যে, আমাদের কোনো লোক আপনাদের হাতে সমর্পণ করা যাবে না। এখন মনে চাইলে আপনারা আমাদের সাথে যুদ্ধে অংশগ্রহণ করুন আর না চাইলে না করুন। এ অবস্থা দেখে হযরত নুয়াইম প্রদত্ত সংবাদের উপর বনূ কুরায়যার বিশ্বাস আরো দৃঢ় ও ঘনীভূত হলো। এরূপভাবে আল্লাহ শত্রু পক্ষের এক ব্যক্তির মাধ্যমে তাদের পরস্পরের মধ্যে বিভেদ ও ভুল বোঝাবুঝি সৃষ্টি করে তাদেরকে বিচ্ছিন্ন ও দুর্বল করে দেন।

তদুপরি তাদের উপর আকাশ থেকে এই বিপদ ও বিপর্যয় নেমে এলো যে, এক প্রচণ্ড বায়ু তাদের উপর দিয়ে প্রবাহিত হয়ে তাদের তাঁবুগুলো ভূলুণ্ঠিত করে দিল-চুলোর হাঁড়ি-পাতিল পর্যন্ত উড়িয়ে নিয়ে গেল। তাদেরকে মূলোৎপাটিত ও ছিন্নভিন্ন করার জন্য এগুলো তো ছিল আল্লাহ পাকের বাহ্যিক মাধ্যম ও উপকরণ। তদুপরি অভ্যন্তরীণভাবে তাদের অন্তরে ভীতি সঞ্চারের জন্য আল্লাহ পাক তদীয় ফেরেশতা মণ্ডলীকে প্রেরণ করেন। উল্লিখিত আয়াতসমূহে আল্লাহ পাকের এই উভয়বিধ সাহায্যের বর্ণনা এরূপভাবে দেওয়া হয়েছে : فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ رِيحًا وَجُنُودًا لَّمْ تَرَوْهَا অর্থাৎ অতঃপর আমি তাদের উপর দিয়ে প্রচণ্ড বায়ু প্রবাহিত করে দেই এবং এমন এক সৈন্যবাহিনী পাঠিয়ে দেই, যা তোমাদের দৃষ্টিগোচর ছিল না। এর ফলে তাদের পক্ষে পালিয়ে যাওয়া ব্যতীত অন্য কোনো পথ ছিল না।

হযরত হুযায়ফা (রা.)-এর শত্রু সৈন্যের মাঝে গমন ও খবর নিয়ে আসার ঘটনা : অপর দিকে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর নিকট হযরত নুয়াইম (রা.) অনুসৃত ভূমিকা ও কার্য বিবরণ এবং শত্রু বাহিনীর মাঝে বিভেদ সৃষ্টিজনিত ঘটনাবলির সংবাদ পৌঁছলে পরে তিনি নিজেদের কোনো লোক পাঠিয়ে শত্রু পক্ষের অবস্থা ও তাদের গতিবিধি সম্পর্কে সঠিক তথ্য সংগ্রহের পরিকল্পনা গ্রহণ করেন। কিন্তু শত্রুদের উদ্দেশ্যে প্রেরিত সেই প্রচণ্ড হিম বায়ুর প্রভাব সমগ্র মদীনার উপর ছড়িয়ে পড়েছিল। মুসলমানগণও এই ঠাণ্ডায় কাতর হয়ে পড়েন। রাত্রিকালে সাহাবায়ে কেরাম সারাদিনের কঠোর পরিশ্রম ও শত্রুর মোকাবিলার ফলে ক্লান্ত ও অবসন্ন শরীরে প্রচণ্ড শীতের দরুন জড়সড় হয়ে বসে আছেন। সমবেত জনমণ্ডলীকে সম্বোধন করে রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন যে, শত্রু পক্ষের মধ্য থেকে তথ্য সংগ্রহের উদ্দেশ্যে কেউ যাওয়ার জন্য প্রস্তুত আছে কি, যার বিনিময়ে আল্লাহ পাক তাকে জান্নাত প্রদান করবেন, উৎসর্গিত প্রাণ সাহাবায়ে কেরাম (রা.)-এর সামাবেশ-কিন্তু অবস্থা এমন অপারগ করে রেখেছিল যে, কেউ দাঁড়াতে সাহস পাচ্ছিলেন না। রাসূলুল্লাহ ﷺ নামাজে আত্মনিয়োগ করলেন। কিছুক্ষণ নামাজে লিপ্ত থাকার পর আবার জনমণ্ডলীকে সম্বোধন করে বললেন : শত্রু সৈন্যদের মধ্য থেকে তথ্য সংগ্রহের

https://e-ilm.weebly.com/

https://e-ilm.weebly.com/

উদ্দেশ্যে রওয়ানা করার জন্য দাঁড়াতে পারে এমন কেউ আছে কি? প্রতিদানে আল্লাহ পাক তাকে বেহেশতে প্রবেশ করাবেন; এবার গোটা সমাবেশ সম্পূর্ণ নিস্তব্ধ। কেউ দাঁড়ালেন না। রাসূল ﷺ আবার নামাজে দাঁড়ালেন, খানিকটা পরে তৃতীয়বারও একই রকম সম্বোধন করলেন, যে এ কাজ করবে সে আমার সাথে বেহেশতে অবস্থান করবে। কিন্তু সমবেত জনমণ্ডলী সারাদিনের প্রাণান্তকর পরিশ্রম, উপরের প্রচণ্ড শীত এবং কয়েক বেলা থেকে অভুক্ত থাকার দরুন এমন কাতর ও অবসন্ন হয়ে পড়েছিলেন যে, কেউ সাহসে ভয় করে দাঁড়াতে পারছিলেন না।

হাদীসের বর্ণনাকারী হযরত হোযায়ফা বিন ইয়ামান (রা.) বলেন : অতঃপর রাসূলুল্লাহ ﷺ আমার নাম ধরে বললেন যে, তুমি যাও। আমার অবস্থাও অন্য সকলেরর মতোই ছিল। কিন্তু নাম ধরে আদেশ করার দরুন তা পালন করা ব্যতীত কোনো উপায় ছিল না। আমি দাঁড়িয়ে পড়লাম; কিন্তু প্রচণ্ড শীতে আমার শরীর থরথর করে কাঁপছিল। তিনি তাঁর হাত আমার মাথা ও মুখমণ্ডলে বুলিয়ে বললেন–শত্রু সেনাদের মাঝে গিয়ে কেবল সংবাদটা নিয়ে আমাকে দেবে এবং আমার নিকট ফিরে আসার আগে অন্য কোনো কাজ করতে পারবে না। অতঃপর তিনি আমার নিরাপত্তার জন্য দোয়া করলেন। আমি তীর-ধনুক তুলে নিয়ে সমর সজ্জায় সজ্জিত হয়ে শত্রু শিবির অভিমুখে রওয়ানা করলাম।

এখান থেকে রওয়ানার পর এক বিস্ময়কর ঘটনা দেখতে পেলাম। তাঁবুতে অবস্থানকালে শরীরে যে কম্পন ছিল, তা বন্ধ হয়ে গেল। আর আমি এমনভাবে চলতে ছিলাম যেন কোনো গরম গোসলখানার ভেতরে আছি। এভাবে আমি শত্রু সেনাদের মাঝে পৌঁছে গেলাম। দেখতে পেলাম যে, ঝড়ে তাদের তাঁবু উৎপাটিত হয়ে গেছে–হাঁড়িপাতিল উল্টে পড়ে আছে। আবূ সুফিয়ান আগুনের পাশে বসে তাপ নিচ্ছিল। তাকে এরূপ অবস্থায় দেখে আমি তীর-ধনুক প্রস্তুত করতে উদ্যত হলাম। এমন সময় হুযূরের সে আদেশ স্মরণ পড়ল যে, ওখান থেকে ফিরে আসার আগে অন্য কোনো কাজ করবে না। আবূ সুফিয়ান একেবারে আমার নাগালের মধ্যে ছিল। কিন্তু হুযূরের ফরমানের পরিপ্রেক্ষিতে তীর ধনুক থেকে বিচ্ছিন্ন করে ফেললাম। আবূ সুফিয়ান অবস্থা বেগতিক দেখে ফিরে যাওয়ার মর্মে ঘোষণা দিতে চাচ্ছিল। কিন্তু এ সম্পর্কে বিভিন্ন স্তরের দায়িত্বশীল ব্যক্তিবর্গের সাথে পরামর্শের প্রয়োজন ছিল। নিথর নিস্তব্ধ গভীর অন্ধকারাচ্ছন্ন রাত্রিতে তাদের মাঝে কোনো গুপ্তচর অবস্থান করে তাদের সিদ্ধান্ত জেনে নিতে পারে এমন আশঙ্কাও ছিল। তাই আবূ সুফিয়ান এরূপ হুঁশিয়ারি প্রদান করলেন যে, কথাবার্তা আরম্ভ করার পূর্বে উপস্থিত জনমণ্ডলীর প্রত্যেকে যেন নিজের সম্মুখবর্তী লোককে চিনে নেয়-যাতে বহিরাগত কোনো লোক আমাদের পরামর্শ শুনতে না পায়।

হযরত হোযায়ফা (রা.) বলেন : এখন আমি প্রমাদ গুণতে লাগলাম যে, যদি আমার সম্মুখবর্তী লোক আমার পরিচয় জিজ্ঞেস করে তবে হয়ত আমি ধরা পড়ে যাব। তাই তিনি অত্যন্ত বিচক্ষণতা ও সাহসিকতার সাথে নিজে অগ্রণী হয়ে নিজের সম্মুখস্থ ব্যক্তির হাতের উপর হাত রেখে জিজ্ঞেস করলেন যে, তুমি কে? সে বলল, আশ্চর্য! তুমি আমাকে চিনতে পাচ্ছ না, আমি অমুকের ছেলে অমুক-সে হাওয়াজিন গোত্রের লোক ছিল। আল্লাহ পাক এভাবে হযরত হোযায়ফা (রা.)-কে শত্রুর হাতে বন্দী হওয়া থেকে রক্ষা করলেন।

আবূ সুফিয়ান যখন এ সম্পর্কে স্থির নিশ্চিত হলেন যে, সমাবেশ তাদের নিজস্ব লোকদেরই -অপর কেউ নেই, তখন তিনি উদ্বেগজনক অবস্থাবলি, বনূ কোরায়যার বিশ্বাসঘাতকতা ও যুদ্ধ সামগ্রী নিঃশেষ হয়ে যাওয়া সংশ্লিষ্ট ঘটনাবলি বিবৃত করে বললেন যে, আমার মতে এখন আমাদের সকলের ফিরে যাওয়া উচিত। আমিও ফিরে চলছি। একথা বলার সাথে সাথেই সৈন্যদের মাঝে পালাও পালাও রব পড়ে গেল এবং সবাই ফিরে চললো।

হযরত হোজায়ফা (রা.) বলেন যে, আমি যখন এখান থেকে ফিরে রওয়ানা করলাম, তখন এমন মনে হচ্ছিল যেন আমার আশেপাশেই কোনো গরম গোসলখানা আমাকে ঠাণ্ডা থেকে বাঁচিয়ে রাখছে। ফিরে গিয়ে হুযূর ﷺ-কে নামাজরত দেখতে পেলাম। সালাম ফেরানোর পর আমি তাঁর নিকট সমস্ত ঘটনা বর্ণনা করার পর তিনি আনন্দে হেঁসে ফেললেন। এমনকি রাতের আঁধারেও তাঁর দাঁতগুলো চমকে উঠছিল। অতঃপর রাসূলুল্লাহ ﷺ আমাকে তাঁর পায়ের দিকে স্থান করে দিয়ে তাঁর গায়ে জড়ানো চাদরের একাংশ আমার গায়ের উপর জড়িয়ে দিলেন। আমি ঘুমিয়ে পড়লাম। যখন ভোর হয়ে গেল তখন তিনি আমাকে এই বলে সজাগ করলেন– قُمْ يَا نَوْمَانُ হে ঘুমকাতুরে উঠ!

আগামীতে কাফেরদের মনোবল ভেঙ্গে যাওয়ার সুসংবাদ : বুখারী শরীফে হযরত সুলায়মান বিন সারদ (রা.) থেকে বর্ণিত আছে যে, আহযাব ফিরে যাওয়ার পর রাসূলুল্লাহ ﷺ ফরমান : اَلْاٰنَ نَغْزُوْهُمْ وَلَا يَغْزُوْنَنَا نَحْنُ نَسِيْرُ اِلَيْهِمْ بُخَارِىْ এখন থেকে আমরাই আক্রমণ চালাবো, ওরা আক্রমণ করতে আর সাহাসী হবে না। অদূর ভবিষ্যতে আমরা তাদের দেশে পৌঁছে যাব এবং অধিকার প্রতিষ্ঠা করব। এরূপ ইরশাদ করার পর রাসূলুল্লাহ ﷺ সাহাবায়ে কেরাম (রা.)-সহ মদীনায় ফিরে আসেন এবং সুদীর্ঘ একমাস পর তাঁরা নিরস্ত্র হন।

প্রণিধানযোগ্য বিষয় : হযরত হোযায়ফা (রা.)-এর সংশ্লিষ্ট এ ঘটনা মুসলিম শরীফে বর্ণিত আছে। ঘটনাটি বিশেষভাবে শিক্ষাপ্রদ। –নানাবিধ উপদেশাবলি এবং রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর দেশ কিছুসংখ্যক মু'জিযা এর অন্তর্ভুক্ত রয়েছে। চিন্তাশীল সুধীবর্গ নিজে নিজেই তা অনুধাবন করে নিতে পারবেন-বিস্তারিতভাবে লেখার প্রয়োজন নেই।

বনী কুরায়যার যুদ্ধ : রাসূলুল্লাহ ﷺ এবং সাহাবায়ে কেরাম মদীনায় পৌছার পর পরই হঠাৎ করে হযরত জিবরাঈল (আ.) হযরত দিহইয়ায়ে কালবীর আকৃতি ধারণ করে তাশরিফ আনেন এবং বলেন যে, যদিও আপনারা অস্ত্র-শস্ত্র খুলে রেখে দিয়েছেন-ফেরেশতাগণ কিন্তু তাদের অস্ত্র সংবরণ করেন নি। আল্লাহ পাক আপনাদেরকে বনী কুরায়যার উপর আক্রমণ করতে হুকুম করেছেন এবং আমি আপনাদের আগে আগে সেখানে যাচ্ছি।

রাসূলুল্লাহ ﷺ তাঁর এ নির্দেশ মদীনাবাসীদের মাঝে প্রচার করে দেওয়ার জন্য জনৈক সাহাবী (রা.)-কে প্রেরণ করেন যে, لَا يُصَلِّيَنَّ اَحَدٌ الْعَصْرَ اِلَّا فِىْ بَنِىْ قُرَيْظَةَ অর্থাৎ কুরায়যা গোত্রে না পৌছে তোমাদের কেউ যেন আসরের নামাজ না পড়ে। সমস্ত সাহাবায়ে কেরাম তৎক্ষণাৎ দ্বিতীয় জিহাদের জন্য প্রস্তুত হয়ে বনূ কুরায়যা অভিমুখে রওয়ানা করেন। রাস্তায় আসরের সময় হলে পর কিছু সংখ্যক সাহাবায়ে কেরাম নবীজীর বাহ্যিক নির্দেশ মুতাবিক আসরের নামাজ আদায় করলেন না বরং নির্দিষ্ট স্থল বনূ কুরায়যা পর্যন্ত পৌছে আদায় করলেন। আবার কতক সাহাবী এরূপ মনে করলেন যে, হুযূর ﷺ-এর উদ্দেশ্য আসরের সময় থাকতে থাকতে বনূ কুরায়যা পৌছে যাওয়া। সুতরাং আমরা যদি পথে নামাজ আদায় করে আসরের সময় থাকতে থাকতেই সেখানে পৌছে যাই তবে হুযূরের হুকুম অমান্য করা হবে না। তাই তারা আসরের নামাজ যথাসময়ে পথিমধ্যেই আদায় করে নিলেন।

পরস্পর বিরোধী মত পোষণকারীর কোনো পক্ষই দোষী নয় বলে কেউই ভর্ৎসনা পাওয়ার যোগ্য নন : রাসূলুল্লাহ ﷺ সাহাবায়ে কেরামের এই বিপরীতমুখী কার্যক্রম গ্রহণ সম্পর্কে অবহিত হওয়ার পর কোনো পক্ষকেও ভর্ৎসনা করেন নি। উভয় পক্ষই সঠিক পন্থি বলে সাব্যস্ত করেন। তাই বিশিষ্ট উলামায়ে কেরাম এই মূলনীতি বের করেছেন যে, যাঁরা প্রকৃত মুজতাহিদ এবং যাদের ইজতিহাদের সত্যিকার যোগ্যতা রয়েছে তাঁদের বিপরীতমুখী মতামতের কোনোটাই ভ্রান্ত ও অপকৃষ্ট বলে মন্তব্য করা চলে না। উভয় পক্ষই নিজ নিজ ইজতিহাদানুযায়ী কাজ করলেও ছওয়াবের অধিকারী হবেন।

বনূ কুরায়যার উদ্দেশ্যে জিহাদের জন্য বের হওয়ার কালে রাসূলুল্লাহ ﷺ পতাকা হযরত আলী (রা.)-কে প্রদান করেন। বনূ কুরায়যা রাসূলুল্লাহ ﷺ ও সাহাবায়ে কেরামের আগমন সংবাদ পেয়ে সুরক্ষিত দুর্গে আশ্রয় নেয়। মুসলিম বাহিনী এ দুর্গ অবরোধ করেন।

কুরায়যা গোত্রপতি কা'বের বক্তৃতা : কুরায়যা গোত্রপতি কা'ব-যে নবীজীর সাথে বিশ্বাসঘাতকতা করে আহযাবের সাথে চুক্তিবদ্ধ হয়েছিল-সেই পরিপ্রেক্ষিতে গোত্রের সম্মুখে অবস্থার নাজুকতা বর্ণনার পর তিন প্রকারের কার্যক্রম পেশ করে :

১. তোমরা সকলে ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর অনুসারী হয়ে যাও। কেননা আমি শপথ করে বলতে পারি যে, তিনি ﷺ সত্য নবী-যা তোমরাও জান এবং তোমাদের ধর্মীয় গ্রন্থ তাওরাতেও সে সম্পর্কে ভবিষ্যদ্বাণী রয়েছে, তোমরা নিজেরাও তা পাঠ করেছ। যদি তোমরা এমন কর তবে ইহজগতে নিজেদের ধনপ্রাণ ও সন্তান-সন্ততিদেরকে রক্ষা করতে পারবে এবং তোমাদের পরকালও শুভ ও শান্তিময় হবে।

২. অথবা তোমরা নিজেদের পুত্র-পরিজন ও স্ত্রীগণকে নিজ হাতে হত্যা করে বীর বিক্রমে যুদ্ধ করার পর নিজেদের প্রাণ বিসর্জন দাও।

৩. তৃতীয় পথ এই যে, শনিবার মুসলমানদের উপর অতর্কিতভাবে আক্রমণ কর। কেননা মুসলমানগণ জানে যে, আমাদের ধর্মে শনিবার যুদ্ধ-বিগ্রহ নিষিদ্ধ। তাই তারা সেদিন আমাদের সম্পর্কে সম্পূর্ণ নিশ্চিন্ত থাকবে। আমরা অতর্কিতভাবে আক্রমণ করলে জয় লাভের সমূহ সম্ভাবনা রয়েছে।

গোত্রপতি কা'বের এ বক্তৃতার পর গোত্রের সমস্ত লোক জবাবে বলল যে, প্রথম প্রস্তাব-অর্থাৎ মুসলমান হয়ে যাওয়ার কথা কল্পনাও করা যায় না। কেননা আমরা তওরাত ছেড়ে দিয়ে অন্য কোনো গ্রন্থের উপর বিশ্বাস স্থাপন করতে পারি না। এখন রইল দ্বিতীয় প্রস্তাব, নারী ও শিশুরা কি অপরাধ করেছে যে, আমরা তাদেরকে হত্যা করব! অবশিষ্ট তৃতীয় প্রস্তাব সম্পর্কে কথা হলো-ইহা স্বয়ং তাওরাতের হুকুম ও আমাদের ধর্ম-বিশ্বাসের পরিপন্থি। তাই এটাও আমরা করতে পারি না।

অতঃপর সকলে এ ব্যাপারে একমত হলো যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সামনে অস্ত্র ছেড়ে দিয়ে তিনি যা করেন তাতেই সন্তুষ্ট থাকব। আনসারদের মধ্যে যাঁরা আউস গোত্রভুক্ত ছিলেন- তাঁরা প্রাচীন কাল থেকেই বনূ কুরায়যার সাথে একটা মৈত্রীচুক্তিতে আবদ্ধ ছিলেন। তাই আউস গোত্রভুক্ত সাহাবায়ে কেরাম হুযূর ﷺ-এর খেদমতে আরজ করলেন যে, তাদেরকে আমাদের দায়িত্বে ছেড়ে দিন। রাসূলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করলেন যে, তোমাদের ব্যাপার তোমাদেরই এক নেতার উপর ন্যস্ত করতে চাচ্ছি। তোমরা এতে সম্মত আছ কি-না? তারা এতে সম্মত হয়ে গেলে পর নবীজী ﷺ বললেন যে, তোমাদের সে নেতা সা'আদ বিন মুয়াজ-এর মীমাংসার ভার আমি তাঁর উপর ন্যস্ত করছি। এ প্রস্তাবে সবাই সম্মতি জানালো।

https://e-ilm.weebly.com/

খন্দকের যুদ্ধে হযরত সা'আদ বিন মুয়াজ (রা.) বিশেষভবে ক্ষত-বিক্ষত হন। তাঁরা সেবা-যত্নের জন্য রাসূলুল্লাহ ﷺ মসজিদে নববীর গণ্ডীতেই তাঁবু টানিয়ে দেন। রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর নির্দেশ মুতাবিক বনূ কুরায়যাভুক্ত কয়েদীদের মীমাংসার ভার হযরত সা'আদ বিন মুয়াযের উপর ছেড়ে দেওয়া হয়। তিনি এদের মধ্যে যারা যুবক যোদ্ধা রয়েছে, তাদেরকে হত্যা করে দেওয়ার এবং নারী, শিশু ও বৃদ্ধদেরকে যুদ্ধবন্দীর মর্যাদা দেওয়ার রায় প্রদান করেন। ফলে এ সিদ্ধান্তই কার্যকর করা হয়। এ রায় দেওয়ার অব্যবহিত পরেই হযরত সা'আদ (রা.)-এর ক্ষত থেকে রক্ত প্রবাহিত হতে লাগল এবং এর ফলেই তিনি পরলোক গমন করেন। আল্লাহ পাক তাঁর তিনটি দোয়াই কবুল করেছেন। প্রথমত আগামীতে কুরাইশ আর যেন রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর উপর আক্রমণ করতে সাহস না পায়। দ্বিতীয়ত বনূ কুরায়যা নিজেদের বিশ্বাসঘাতকতার শাস্তি যেন পেয়ে যায় যা আল্লাহ পাক তাঁর মাধ্যমেই বাস্তবায়িত করেন। তৃতীয়ত তিনি শহীদের মৃত্যুবরণ করেন।

যাদেরকে হত্যা করা সাব্যস্ত হলো তাদের মধ্যে কেউ কেউ মুসলমান হয়ে যাওয়ায় তাদেরকে মুক্তি দেওয়া হলো। প্রসিদ্ধ সাহাবী আতিয়া কুরাযী (রা.)-ও এদের অন্যতম। হযরত যুবায়ের বিন বাতাও এদের অন্তর্ভুক্ত ছিলেন। হযরত সাবেত বিন কায়েস (রা.) হযরত ﷺ-এর নিকট দরখাস্ত করে এদেরকে মুক্তির ব্যবস্থা করেন। এর কারণ এই যে, অন্ধকার যুগে যুবায়ের বিন বাতা তার প্রতি এক বিশেষ অনুগ্রহ প্রদর্শন করেছিল। তা এই যে, অন্ধকার যুগে বুয়াসের যুদ্ধে হযরত সাবেত বিন কায়েস (রা.) যোবায়ের বিন বাতার হাতে বন্দী হন। যুবায়ের তাঁকে হত্যা না করে তার মাথার চুল কেটে মুক্ত করে দেয়।

অনুগ্রহের প্রতিদান এবং জাতীয় মর্যাদাবোধের দু'টি অনন্য ও বিস্ময়কর উদাহরণ : হযরত সাবেত বিন কায়েস যুবায়ের বিন বাতার মুক্তির নির্দেশ লাভ করে তার নিকট গিয়ে বললেন যে, তুমি বুয়াসের যুদ্ধে আমার প্রতি যে অনুগ্রহ প্রদর্শন করেছিলেন তারই প্রতিদান হিসাবে তোমার এই মুক্তির ব্যবস্থা করলাম। যোবায়ের বলল যে, সম্ভ্রান্তজন অপর সম্ভ্রান্তজনের প্রতি এরূপ ব্যবহারই করে থাকে। কিন্তু একথা বল দেখি যে, যে ব্যক্তির পরিবার-পরিজন বেঁচে থাকবে না, তার বেঁচে থাকার সার্থকতা কি? একথা শুনে হযরত সাবেত বিন কায়েস হুযূর ﷺ-এর খেদমতে গিয়ে তাঁর পরিবার-পরিজনকেও মুক্ত করে দেওয়ার আবেদন করলেন। তিনিও তা গ্রহণ করলেন। যোবায়ের আরো এক ধাপ অগ্রসর হয়ে বলল যে, পরিবার-পরিজন বিশিষ্ট কোনো মানুষ তার ধনস্পদ ব্যতীত কিভাবে বেঁচে থাকতে পারে। সাবেত বিন কায়েস পুনরায় হযরত নবী করীম ﷺ-এর খেদমতে উপস্থিত হয়ে তার ধনসম্পদও ফেরত দেওয়ার আবেদন করলেন। এটাই ছিল একজন মু'মিনের শালীনতা ও কৃতজ্ঞতাবোধের উদাহরণ– হযরত সাবেত বিন কায়েস (রা.) তা প্রদর্শন করেছিলেন।

অতঃপর যখন যুবায়ের বিন বাতা স্বীয় পরিবার-পরিজন ও ধনসম্পদ ফেরত প্রাপ্তি সম্পর্কে নিশ্চিত হলো তখন সে হযরত সাবেত বিন কায়েস (রা.)-এর নিকট ইহুদি সম্প্রদায়ের বিভিন্ন নেতৃবৃন্দের পরিণতি সম্পর্কে জিজ্ঞাসাবাদ করে বলল যে, চীনা দর্পণের ন্যায় উজ্জ্বল ও সাদা মুখমণ্ডল বিশিষ্ট ইবনে আবিল হুকায়েক, কুরায়যা গোত্রপতি কা'ব বিন কুরায়যা ও আমর বিন কুরায়যার অবস্থা কি? উত্তরে বললেন যে, তাঁদের সাবাইকে হত্যা করে দেওয়া হয়েছে। অতঃপর আরো দু'টি দল সম্পর্কে জিজ্ঞেস করায় তাদেরকেও হত্যা করে ফেলরা হয়েছে বলে সংবাদ দেওয়া হলো।

একথা শুনে যুবায়ের বিন বাতা হযরত সাবেত বিন কায়েস (রা.)-কে বলল যে, আপনি আমার অনুগ্রহের প্রতিদান পূর্ণভাবে আদায় করেছেন এবং নিজ দায়িত্ব পুরোপুরিই পালন করেছেন। কিন্তু এসব লোকদের অন্তর্ধানের পর আমি আমার বিষয়াষয় জমাজমি আবাদ করব না। আমাকেও হত্যা করে তাদেরই দলভুক্ত করে দেন। হযরত সাবেত (রা.) তাঁকে হত্যা করতে অস্বীকৃতি জ্ঞাপন করলেন। অবশ্য তাঁর পীড়াপীড়িতে অপর এক মুসলমান তাকে হত্যা করে ফেলে। –[কুরতুবী]

এটাই ছিল জনৈক কাফেরের জাতীয় অনুভূতি ও আত্মমর্যাদাবোধ-যে সকল কিছু ফিরে পাওয়ার পরও নিজের সঙ্গীহারা অবস্থায় বেঁচে থাকা পছন্দ করল না। একজন মু'মিন ও একজন কাফেরের এরূপ কর্মকাণ্ড এক ঐতিহাসিক স্মারক রূপে বিদ্যমান থাকবে।

বনী কুরায়যার বিরুদ্ধে এ বিজয় পঞ্চম হিজরিতে জিলকদ মাসের শেষে ও জিলহজ্ব মাসের প্রথম ভাগে অনুষ্ঠিত হয়। –[কুরতুবী]

প্রণিধানযোগ্য বিষয় : আহযাব (সম্মিলিত বাহিনী) ও বনূ কুরায়যার যুদ্ধদ্বয়কে এখানে খানিকটা বিস্তারিতভাবে বর্ণনা করার এক কারণ এই যে, স্বয়ং কুরআনেও এর সবিস্তার বর্ণনা দু'রুকূ ব্যাপী স্থান দখল করে আছে। দ্বিতীয় কারণ এর মধ্যে মানব জীবনের বিভিন্ন দিক সম্পর্কেও নানাবিধ উপদেশমালা, রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সুস্পষ্ট মু'জিযাসহ আরো বহু শিক্ষাপ্রদ বিষয় রয়েছে। যেগুলোকে এ কাহিনীর মধ্য দিয়ে বিভিন্ন শিরোনামায় বর্ণনা হয়েছে। এ সম্পূর্ণ ঘটনা অবহিত হওয়ার পর উল্লিখিত আয়াতসমূহের ব্যাখ্যার জন্য তাফসীরের সার-সংক্ষেপ দেখে নেওয়াই যথেষ্ট-অতিরিক্ত বিশ্লেষণ নিষ্প্রয়োজন। অবশ্য কয়েকটি কথা প্রণিধানযোগ্য।

১. এই যুদ্ধে মুসলমানদের কঠিন বিপদ ও দুঃখ-কষ্টে পতিত হওয়ার কথা বর্ণনা করে এ দুর্যোগপূর্ণ বিশ্বে মুসলমানদের এক অবস্থা এভাবে বর্ণনা করা হয়েছে যে– وَتَظُنُّوْنَ بِاللّٰهِ الظُّنُوْنَا অর্থাৎ আল্লাহ পাক সম্পর্কে তোমরা বিভিন্ন ধারণা পোষণ করছিলে। এসব ধারণা দ্বারা সেসব ইচ্ছা বহির্ভূত ধারণাসমূহকেই বোঝানো হয়েছে-যেগুলো সঙ্কটকালে

https://e-ilm.weebly.com/

মানব মনে উদয় হয়-যেমন, মৃত্যু আসন্ন ও অনিবার্য; বাঁচার আর কোনো উপায় নেই ইত্যাদি। এরূপ ইচ্ছা বহির্ভূত ধারণা ও কল্পনাসমূহ পরিপক্ব ঈমান বা পরিপূর্ণ নির্ভরশীলতার পরিপন্থি নয়। অবশ্য এগুলো চরম দুর্বিপাক ও কঠিন বিপদের পরিচায়ক ও সাক্ষ্যবাহক। কেননা পর্বতবৎ অনড় ও দৃঢ়পদ সাহাবায়ে কেরামের অন্তরেও এ ধরনের দুর্বলতা সৃষ্টি হয়েছে।

২. মুনাফিকদের অবস্থা বর্ণনা প্রসঙ্গে বলা হয়েছে যে, তারা প্রকাশ্যভাবে আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের অঙ্গীকারসমূহকে ভাঁওতা ও প্রতারণা বলে আখ্যায়িত করতে লাগল :

وَإِذْ يَقُوْلُ الْمُنٰفِقُوْنَ وَالَّذِيْنَ فِىْ قُلُوْبِهِمْ مَّرَضٌ مَّا وَعَدَنَا اللّٰهُ وَرَسُوْلُهٗ اِلَّا غُرُوْرًا.

অর্থাৎ যখন কপটবিশ্বাসী এবং ব্যাধিগ্রস্ত অন্তরবিশিষ্ট লোকেরা বলতে লাগল যে, আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের এসব অঙ্গীকার-প্রতিশ্রুতি প্রতারণা বৈ কিছুই নয়। এতো ছিল তাদের আভ্যন্তরীণ কুফরির বহিঃপ্রকাশ পরবর্তী পর্যায়ে যেসব মুনাফিক কার্যতঃ বাহ্যিকভাবে মুসলমানদের সাথে যুদ্ধে শরিক ছিল তাদের দু'শ্রেণি ছিল। প্রথম শ্রেণি-যারা কিছু না বলেই পালাতে লাগল এবং বলতে লাগল يٰاَهْلَ يَثْرِبَ لَا مُقَامَ لَكُمْ فَارْجِعُوْا– অর্থাৎ, হে ইয়াসরেব বাসীরা! তোমাদের টিকে থাকার উপায় নেই, সুতরাং ফিরে চলো। আর অপর শ্রেণি যারা ছল-চাতুরী বের করে হযরত মুহাম্মদ ﷺ-এর নিকট ফিরে যাওয়ার আবেদন করল। তাদের অবস্থা প্রসঙ্গে বলা হয়েছে : وَيَسْتَاْذِنُ فَرِيْقٌ مِّنْهُمُ النَّبِىَّ يَقُوْلُوْنَ اِنَّ بُيُوْتَنَا عَوْرَةٌ অর্থাৎ এদের মাঝে একদল নবীজীর নিকট এই বলে ফিরে যাওয়ার অনুমতি চাইতে লাগল যে, আমাদের বাড়ি অরক্ষিত অবস্থায় রয়েছে। কুরআন কারীম এদের ছল-চাতুরীর স্বরূপ উদঘাটন করে দিয়েছে যে, এ সবকিছুই মিথ্যা আসলে এরা যুদ্ধের ময়দান থেকে পালিয়ে যেতে চায়, পরবর্তী কয়েক আয়াতে এদের কু-কীর্তি, অপকৃষ্টতা এবং মুসলমানদের সাথে এদের শত্রুতা অতঃপর এদের কারণ ও মর্মন্তুদ পরিণতির বর্ণনা রয়েছে।

শব্দ বিশ্লেষণ :

غَلِيْظًا : শব্দটি একবচন, বহুবচনে غِلَاظٌ অর্থ– শক্ত/ صفت مشبه مِيْثَاقًا غَلِيْظًا অর্থ– শক্ত অঙ্গীকার: غلاظ বহুবচন।

لَمْ تَرَوْهَا : সীগাহ جمع مذكر حاضر বহছ مضارع منفى بلام বাব فَتَحَ মাসদার رُؤْيَةٌ মূলবর্ণ (ر - ء - ى) জিনস মুরাক্কাব (ناقص يائى এবং مهموز عين) অর্থ- যা তোমাদের দৃষ্টিগোচর হয়নি।

حَنَاجِرَ : حَنْجَرَةٌ -এর বহুবচন। অর্থ– গলা, কণ্ঠনালী।

زُلْزِلُوْا : সীগাহ جمع مذكر غائب বহছ ماضى مجهول বাব فَعْلَلَةٌ মাসদার زَلْزَلَةٌ - زِلْزَالٌ মূলবর্ণ (ز - ل - ز - ل) জিনস مضاعف رباعى অর্থ- তাদেরকে কম্পনে নিক্ষেপ করা হয়েছিল।

اَقْطَارِهَا : মুযাফ هَا যমীর মুযাফ ইলাইহি, قَطْرٌ -এর বহুবচন অর্থ– পার্শ্ব। কিনারা। প্রান্ত। এর দিকে।

لَاٰتَوْهَا : সীগাহ جمع مذكر غائب বহছ فعل ماضى معروف বাব اِفْعَالٌ মাসদার اِيْتَاءٌ মূলবর্ণ (ا - ت - ى) জিনস মুরাক্কাব (ناقص يائى এবং مهموز فاء) অর্থ- তারা তা মঞ্জুর করে নিবে।

تَلَبَّثُوْا : সীগাহ جمع مذكر غائب বহছ ماضى معروف বাব تَفَعُّلٌ মাসদার تَلَبُّثٌ মূলবর্ণ (ل - ب - ث) জিনস صحيح অর্থ- তারা অবস্থান করবে।

اَلْاَدْبَارُ : শব্দটি اَلدُّبُرُ -এর বহুবচন। অর্থ– পিঠ। পিছনে অর্থেও ব্যবহার হয়।

বাক্য বিশ্লেষণ :

فَاَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ رِيْحًا وَّجُنُوْدًا لَّمْ تَرَوْهَا وَكَانَ اللّٰهُ بِمَا تَعْمَلُوْنَ بَصِيْرًا : এখানে فَاَرْسَلْنَا এবং فاء টি আতেফা। আর اَرْسَلْنَا ফে'লটি পূর্ববর্তী جَاءَتْكُ এর উপর আতফ হয়েছে। عَلَيْهِمْ টা متعلق হয়েছে اَرْسَلْنَا-এর সাথে। আর رِيْحًا হলো মাফউলে বিহী। আর جُنُوْدًا টা رِيْحًا-এর উপর عطف হয়েছে। আর لَمْ تَرَوْهَا বাক্যটি جُنُوْدًا এর সিফত হয়েছে। আর كَانَ হলো ফে'লে নাকেস, আর اَللّٰهُ শব্দটি اسم كان এবং আর بِمَا টা بَصِيْرًا - এর সাথে متعلق হয়েছে। আর تَعْمَلُوْنَ টা مَا-এর সেলাহ আর بَصِيْرًا হলো خبر كان

–[ই'রাবুল কুরআন ৬ষ্ঠ খণ্ড; পৃ. ১৪৩]

https://e-ilm.weebly.com/

১৬. আপনি বলে দিন, পলায়ন করা তোমাদের জন্য কিছুমাত্র উপকারী হতে পারে না, যদি তোমরা মৃত্যু অথবা হত্যা হতে পলায়ন কর, বস্তুত এ অবস্থায় সামান্য কয়েক দিন ব্যতীত আর অধিক লাভবান হতে পারবে না।	قُلْ لَّنْ يَّنْفَعَكُمُ الْفِرَارُ اِنْ فَرَرْتُمْ مِّنَ الْمَوْتِ اَوِ الْقَتْلِ وَاِذًا لَّا تُمَتَّعُوْنَ اِلَّا قَلِيْلًا ﴿١٦﴾
১৭. এটাও বলে দিন, সে কে? যে তোমাদেরকে আল্লাহ তা'আলা হতে রক্ষা করতে পারে যদি তিনি তোমাদের কোনো ক্ষতি করতে ইচ্ছা করেন অথবা [সে কে? যে তোমাদের উপর হতে আল্লাহর অনুগ্রহকে রোধ করতে পারে,] যদি তিনি তোমাদের প্রতি অনুগ্রহ করতে চান এবং তারা আল্লাহ ভিন্ন নিজেদের না কোনো সহায়কও পাবে আর না কোনো সাহায্যকারী।	قُلْ مَنْ ذَا الَّذِيْ يَعْصِمُكُمْ مِّنَ اللّٰهِ اِنْ اَرَادَ بِكُمْ سُوْٓءًا اَوْ اَرَادَ بِكُمْ رَحْمَةً ؕ وَلَا يَجِدُوْنَ لَهُمْ مِّنْ دُوْنِ اللّٰهِ وَلِيًّا وَّلَا نَصِيْرًا ﴿١٧﴾
১৮. আল্লাহ তোমাদের মধ্যকার ঐ সমস্ত লোকদেরকে জানেন, যারা [অন্য লোকদের যুদ্ধে যোগদানে] প্রতিরোধকারী হয়, আর যারা আপন ভাইদেরকে বলে, আমাদের নিকট চলে আস, এবং তারা যুদ্ধে খুব কমই যোগদান করে,	قَدْ يَعْلَمُ اللّٰهُ الْمُعَوِّقِيْنَ مِنْكُمْ وَالْقَآئِلِيْنَ لِاِخْوَانِهِمْ هَلُمَّ اِلَيْنَا ۚ وَلَا يَاْتُوْنَ الْبَاْسَ اِلَّا قَلِيْلًا ﴿١٨﴾
১৯. তোমাদের জন্য কৃপণতা বশত, অতএব, যখন ভয়ের সম্মুখীন হয়, তখন আপনি তাদেরকে দেখতে পান যে, তারা আপনার প্রতি এমনভাবে তাকাতে থাকে যে, তাদের চক্ষুসমূহ ঘুরতে থাকে যেমন কারো উপর মরণ-বিভীষিকা আচ্ছন্ন হয়,	اَشِحَّةً عَلَيْكُمْ ۖ فَاِذَا جَآءَ الْخَوْفُ رَاَيْتَهُمْ يَنْظُرُوْنَ اِلَيْكَ تَدُوْرُ اَعْيُنُهُمْ كَالَّذِيْ يُغْشٰى عَلَيْهِ مِنَ الْمَوْتِ ۚ

শাব্দিক অনুবাদ :

১৬. قُلْ আপনি বলে দিন لَنْ يَّنْفَعَكُمُ الْفِرَارُ পলায়ন করা তোমাদের কিছু মাত্র উপকারী হতে পারেনা اِنْ فَرَرْتُمْ যদি তোমরা পলায়ন কর مِّنَ الْمَوْتِ اَوِ الْقَتْلِ মৃত্যু অথবা হত্যা হতে وَاِذًا لَّا تُمَتَّعُوْنَ اِلَّا قَلِيْلًا বস্তুতঃ এই অবস্থায় সামান্য কয়েকদিন ব্যতীত আর অধিক লাভবান হতে পারবে না।

১৭. قُلْ এটাও বলে দিন مَنْ ذَا الَّذِيْ يَعْصِمُكُمْ مِّنَ اللّٰهِ সে কে? যে তোমাদেরকে আল্লাহ তা'আলা হতে রক্ষা করতে পারে اِنْ اَرَادَ بِكُمْ سُوْٓءًا যদি তিনি তোমাদের কোনো ক্ষতি করতে ইচ্ছা করেন اَوْ اَرَادَ بِكُمْ رَحْمَةً অথবা যদি তিনি তোমাদের প্রতি অনুগ্রহ করতে চান وَلَا يَجِدُوْنَ لَهُمْ مِّنْ دُوْنِ اللّٰهِ وَلِيًّا وَّلَا نَصِيْرًا এবং তারা আল্লাহ ভিন্ন নিজেদের না কোনো সহায়কও পাবে আর না কোনো সাহায্যকারী।

১৮. قَدْ يَعْلَمُ اللّٰهُ আল্লাহ জানেন الْمُعَوِّقِيْنَ مِنْكُمْ তোমাদের মধ্যকার ঐ সমস্ত লোকদের যারা প্রতিরোধকারী হয় وَالْقَآئِلِيْنَ لِاِخْوَانِهِمْ আর যারা আপন ভাইদেরকে বলে هَلُمَّ اِلَيْنَا আমাদের নিকট চলে আস وَلَا يَاْتُوْنَ الْبَاْسَ اِلَّا قَلِيْلًا তারা যুদ্ধে খুব কমই যোগদান করে।

১৯. اَشِحَّةً عَلَيْكُمْ তোমাদের জন্য কৃপণতা সহকারে فَاِذَا جَآءَ الْخَوْفُ অতএব, যখন ভয়ের সম্মুখীন হয় رَاَيْتَهُمْ يَنْظُرُوْنَ اِلَيْكَ তখন আপনি তাদেরকে দেখতে পান যে, তারা আপনার প্রতি এমনভাবে তাকাতে থাকে যে تَدُوْرُ اَعْيُنُهُمْ তাদের চক্ষু সমূহ ঘুরতে থাকে كَالَّذِيْ يُغْشٰى عَلَيْهِ مِنَ الْمَوْتِ যেমন কারো উপর মরণ-বিভিষিকা অচ্ছন্ন হয়।

https://e-ilm.weebly.com/

فَإِذَا ذَهَبَ الْخَوْفُ سَلَقُوكُمْ بِأَلْسِنَةٍ حِدَادٍ أَشِحَّةً عَلَى الْخَيْرِ ۚ أُولَٰئِكَ لَمْ يُؤْمِنُوا فَأَحْبَطَ اللَّهُ أَعْمَالَهُمْ ۚ وَكَانَ ذَٰلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرًا ﴿١٩﴾

** অতঃপর যখন সেই ভয় দূরীভূত হয়, তখন সম্পদের লোভে তোমাদেরকে অতি তীব্র ভাষায় তিরস্কার করতে থাকে, এরা ঈমান আনেনি, অতএব, আল্লাহ তাদের কর্মসমূহ বিফল করে রেখেছেন এবং এটা আল্লাহর পক্ষে খুবই সহজ।

يَحْسَبُونَ الْأَحْزَابَ لَمْ يَذْهَبُوا ۖ وَإِنْ يَأْتِ الْأَحْزَابُ يَوَدُّوا لَوْ أَنَّهُمْ بَادُونَ فِي الْأَعْرَابِ يَسْأَلُونَ عَنْ أَنْبَائِكُمْ ۖ وَلَوْ كَانُوا فِيكُمْ مَا قَاتَلُوا إِلَّا قَلِيلًا ﴿٢٠﴾ ع ٢ ١٨

২০. তাদের এ ধারণা যে, এ সৈন্যদল [এখনো] চলে যায়নি, আর যদি [প্রস্থানকারী] সৈন্যদল [পুনঃ ফিরে] আসে, তবে এরা এটাই আকাঙ্ক্ষা করবে যে, কি ভালো হতো যদি আমরা শহরের বাইরে গিয়ে পল্লীবাসীদের মধ্যে থাকতাম, যেন [সেখানে থেকে] তোমাদের সংবাদ জিজ্ঞেস করতে থাকে; আর যদি তোমাদের মধ্যেই থাকে, তবে নামমাত্র যুদ্ধে যোগদান করবে।

لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِمَنْ كَانَ يَرْجُو اللَّهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرَ وَذَكَرَ اللَّهَ كَثِيرًا ﴿٢١﴾

২১. রাসূলুল্লাহর এক উত্তম আদর্শ বিদ্যমান রয়েছে তোমাদের জন্য, অর্থাৎ সেই ব্যক্তির জন্য, যে আল্লাহ ও শেষ দিবস হতে ভয় রাখে এবং অধিক পরিমাণে আল্লাহর জিকির করে।

শাব্দিক অনুবাদ :

** فَإِذَا ذَهَبَ الْخَوْفُ অতঃপর যখন সেই ভয় দূরীভূত হয় سَلَقُوكُمْ بِأَلْسِنَةٍ حِدَادٍ তখন তোমাদেরকে অতি তীব্র ভাষায় তিরস্কার করতে থাকে أَشِحَّةً عَلَى الْخَيْرِ সম্পদের লোভে أُولَٰئِكَ لَمْ يُؤْمِنُوا এরা ঈমান আনেনি فَأَحْبَطَ اللَّهُ أَعْمَالَهُمْ আল্লাহ তাদের কর্মসমূহ বিফল করে রেখেছেন। وَكَانَ ذَٰلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرًا এবং এটা আল্লাহর পক্ষে খুবই সহজ।

২০. يَحْسَبُونَ তাদের ধারণা এই যে الْأَحْزَابَ لَمْ يَذْهَبُوا এই সৈন্যদল (এখনো) চলে যায় নি وَإِنْ يَأْتِ الْأَحْزَابُ আর যদি (প্রস্থানকারী) সৈন্যদল (পুনঃফিরে) আসে يَوَدُّوا তবে এরা এটা আকাঙ্ক্ষা করবে لَوْ أَنَّهُمْ بَادُونَ فِي الْأَعْرَابِ কি ভালো হতো যদি আমরা শহরের বাইরে যেয়ে পল্লীবাসীদের মধ্যে থাকতাম يَسْأَلُونَ عَنْ أَنْبَائِكُمْ যেন (তথায় থেকে) তোমাদের সংবাদ জিজ্ঞাসা করতে থাকে وَلَوْ كَانُوا فِيكُمْ আর যদি তোমাদের মধ্যেই থাকে مَا قَاتَلُوا إِلَّا قَلِيلًا তবে নাম মাত্র যুদ্ধে যোগদান করবে।

২১. لَقَدْ كَانَ لَكُمْ তোমাদের জন্য রয়েছে فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ রাসূলুল্লাহ ﷺ এক উত্তম আদর্শ বিদ্যমান لِمَنْ كَانَ يَرْجُو অর্থাৎ সেই ব্যক্তির জন্য যে ভয় রাখে اللَّهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرَ আল্লাহ এবং শেষ দিবস হতে وَذَكَرَ اللَّهَ كَثِيرًا এবং অধিক পরিমাণে আল্লাহর জিকির করে।

https://e-ilm.weebly.com/

২২. [তিনি যখন স্বয়ং যুদ্ধে শরিক রইলেন, তখন এমন প্রিয় আর কে আছে যে, যুদ্ধে যোগদান না করে প্রাণ বাঁচিয়ে চলে?] এবং যখন মু'মিনগণ ঐ সৈন্যদলসমূহকে প্রত্যক্ষ করল, তখন বলতে লাগল, এটা তাই যা সম্বন্ধে আল্লাহ এবং তাঁর রাসূল আমাদেরকে সংবাদ দিয়েছিলেন এবং আল্লাহ ও তাঁর রাসূল সত্যই বলেছেন এবং এতে তাদের ঈমান ও আনুগত্যের আরো উন্নতি হলো।

وَلَمَّا رَاَ الْمُؤْمِنُوْنَ الْاَحْزَابَ ۙ قَالُوْا هٰذَا مَا وَعَدَنَا اللّٰهُ وَرَسُوْلُهٗ وَصَدَقَ اللّٰهُ وَرَسُوْلُهٗ ؗ وَمَا زَادَهُمْ اِلَّاۤ اِيْمَانًا وَّتَسْلِيْمًا ﴿٢٢﴾

শাব্দিক অনুবাদ :

২২. وَلَمَّا رَاَى الْمُؤْمِنُوْنَ الْاَحْزَابَ এবং যখন মু'মিনগণ ঐ সৈন্যদল সমূহকে প্রত্যক্ষ করল قَالُوْا তখন বলতে লাগল هٰذَا مَا وَعَدَنَا اللّٰهُ وَرَسُوْلُهٗ এটা তাই যা সম্বন্ধে আল্লাহ এবং তারা রাসূল আমাদেরকে সংবাদ দিয়েছিলেন وَصَدَقَ اللّٰهُ وَرَسُوْلُهٗ আল্লাহ এবং তার রাসূল সত্যই বলেছেন وَمَا زَادَهُمْ اِلَّا اِيْمَانًا وَّتَسْلِيْمًا এবং এতে তাদের ঈমান ও আনুগত্যের আরও উন্নতি হলো।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

قَدْ يَعْلَمُ اللّٰهُ الْمُعَوِّقِيْنَ مِنْكُمْ وَالْقَائِلِيْنَ لِاِخْوَانِهِمْ هَلُمَّ اِلَيْنَا وَلَا يَأْتُوْنَ الْبَأْسَ اِلَّا قَلِيْلًا (١٨)

শানে নুযূল-১ : ইবনে সায়েব বলেন যে, হযরত আব্দুল্লাহ বিন উবাই, মা'তাব বিন কুশাইর এবং যে সকল মুনাফিকেরা খন্দক হতে মদীনায় ফিরেছিল, তাদের চরিত্র সম্পর্কে বর্ণনাসহ আলোচ্য আয়াত অবতীর্ণ হয়েছে। ঘটনা প্রবাহ হচ্ছে যে, তাদের নিকট যখনই কোনো মুনাফিক আসত, তখন বলত হতভাগারা আমাদের কাছে বস! এখান হতে বের হবেনা! তাছাড়াও তাদের গোত্রীয় ভাইয়েরা, যারা যুদ্ধের ময়দানে নিয়োজিত রয়েছে, তাদের নিকটও পত্র লিখেছে এই মর্মে যে, আমরা তোমাদের জন্যে অপেক্ষায় রয়েছি। তোমরা আমাদের আশ্রয়ে চলে আস। তাদের এহেন গোপন চক্রান্ত প্রকাশ করে আল্লাহ তা'আলা আলোচ্য আয়াত নাজিল করেছেন।

শানে নুযূল-২ : কাতাদাহ বলেন, আলোচ্য আয়াত মুনাফিকদের সম্পর্কে নাজিল করা হয়েছে। মুনাফিকেরা রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সাহায্যকারী মদীনায় অবস্থানকারী তাদের গোত্রীয় ভাইদেরকে বলত, মুহাম্মদ ﷺ ও তদ্বীয় সাথিবর্গরা তো হলেন মাথার বোঝা। তারা যদি গোশ্‌ত হতো, তাহলে আবূ সুফিয়ান বাহিনী একই গ্রাসে তাদের সবাইকে গিলে ফেলত। সুতরাং তাদেরকে তোমরা ছেড়ে দাও। এ চক্রান্ত সম্পর্কে অবহিত করে আল্লাহ তা'আলা আলোচ্য আয়াত নাজিল করেছেন।

শানে নুযূল-৩ : খন্দকের যুদ্ধ চলাকালীন জনৈক সাহাবী হুজুর ﷺ-এর দরবার থেকে ফেরার সময় তাঁর এক সহকর্মীকে দেখতে পেলেন যে, তার সামনে রুটি, কাবাব ও শরাব রয়েছে। তখন সাহাবী বলল, তোমরা আরাম-আয়েশে ও বিলাসিতার মধ্যে মত্ত রয়েছ, আর আমরা তীর ও বল্লমের মাঝে রয়েছি। একথা শুনে লোকটি বলল, তুমিও এখান থেকে চলে যাও। সর্বদা যুদ্ধ বিগ্রহ নিয়েই থাকবে এর থেকে নিষ্কৃতি নেই। লোকটির কথা শুনে সাহাবী রাগান্বিত হয়ে গেলেন এবং রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর কাছে এসে জানানোর পূর্বেই উক্ত আয়াত নাজিল হয়। -[সূত্র : কুরতুবী ২৪ নং খণ্ড পৃ. ১৫২]

اَشِحَّةً عَلَيْكُمْ فَاِذَا جَآءَ الْخَوْفُ رَاَيْتَهُمْ يَنْظُرُوْنَ اِلَيْكَ تَدُوْرُ اَعْيُنُهُمْ كَالَّذِيْ يُغْشٰى عَلَيْهِ مِنَ الْمَوْتِ فَاِذَا ذَهَبَ الْخَوْفُ سَلَقُوْكُمْ بِاَلْسِنَةٍ حِدَادٍ اَشِحَّةً عَلَى الْخَيْرِ اُولٰٓئِكَ لَمْ يُؤْمِنُوْا فَاَحْبَطَ اللّٰهُ اَعْمَالَهُمْ وَكَانَ ذٰلِكَ عَلَى اللّٰهِ يَسِيْرًا (١٩)

শানে নুযূল : ইবনে জায়েদ তদ্বীয় পিতার উদ্ধৃতি দিয়ে বর্ণনা করেন যে, বদর অভিযানে যারা অংশ গ্রহণ করেছিলেন, তাদের মধ্য হতে একজন বদর অভিযানের পর মুনাফিকে পরিণত হয়ে যায়। বদর অভিযানে অংশ গ্রহণ করে যে ছওয়াব

https://e-ilm.weebly.com/

পেয়েছিল এবং আরো অন্যান্য কাজ করে যে ছওয়াবের অধিকারী হয়েছিল, মুনাফিক হয়ে যাওয়ার কারণে তার সমুদয় আমল বিনষ্ট হয়ে পড়েছে। সে সম্পর্কে বর্ণনা দিয়ে আল্লাহ ত'আলা আলোচ্য আয়াত নাজিল করেন।

–[রূহুল মা'আনী ১৬৬/২১/১১, বহরে মুহীত্ব ২১৫/৭]

قَدْ يَعْلَمُ اللّٰهُ الْمُعَوِّقِيْنَ مِنْكُمْ وَالْقَآئِلِيْنَ لِاِخْوَانِهِمْ هَلُمَّ اِلَيْنَا الخ

এখানে অকপট খাঁটি মুসলিমগণের বর্ণনা প্রসঙ্গে এদের অসম দৃঢ়তার প্রশংসা করা হয়েছে। এরই প্রেক্ষিতে রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর অনুসরণ-অনুকরণের প্রয়োজনীয়তা ও অপরিহার্যতাকে মূলনীতিরূপে বর্ণনা করা হয়েছে। لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِىْ رَسُوْلِ اللّٰهِ اُسْوَةٌ حَسَنَةٌ অর্থাৎ নিশ্চয়ই তোমাদের জন্য রাসূলুল্লাহ ﷺ মধ্যে উত্তম অনুপম আদর্শ রয়েছে। এ দ্বারা রাসূলুল্লাহ ﷺ বাণীসমূহও কার্যাবলি উভয়ই অনুসরণের হুকুম রয়েছে বলে প্রমাণিত হয়। কিন্তু বিশিষ্ট মুফাসসিরগণের মতে এর বাস্তব ও কার্যকরীরূপ এই যে, যেসব কাজ করা বা পরিহার করা সম্পর্কে রাসূলুল্লাহ ﷺ দ্বারা অবশ্য করণীয় স্তর পর্যন্ত পৌঁছেছে বলে প্রমাণিত, তা অনুসরণ ওয়াজিব ও অপরিহার্য। আর যেগুলো করা বা বর্জন করা উত্তম (মোস্তাহাব) হওয়ার স্তর পর্যন্ত পৌঁছেছে, তা করা বা বর্জন করা আমাদের ক্ষেত্রেও মোস্তাহাবের স্তরেই থাকবে। তা অমান্য করা অপরাধ বলে গণ্য হবে না।

শব্দ বিশ্লেষণ :

اَلْمُعَوِّقِيْنَ : সীগাহ جمع مذكر اسم فاعل বহছ বাব تَفْعِيْل মাসদার تَعْوِيْقٌ মূলবর্ণ (ع ـ و ـ ق) জিনস اجوف واوى অর্থ– প্রতিরোধকারী লোকজন।

تَدُوْرُ : সীগাহ واحد مؤنث غائب مضارع معروف বহছ বাব نَصَرَ মাসদার دَوْرٌ মূলবর্ণ (د ـ و ـ ر) জিনস اجوف واوى অর্থ- ঘুরতে থাকে।

بَادُوْنَ : সীগাহ جمع مذكر اسم فاعل বহছ বাব نَصَرَ মাসদার اَلْبَدْوُ মূলবর্ণ (ب ـ د ـ و) জিনস ناقص واوى অর্থ- পল্লীবাসী।

يَرْجُوْا : সীগাহ واحد مذكر غائب مضارع معروف বহছ বাব نَصَرَ মাসদার رَجَاءٌ মূলবর্ণ (ر ـ ج ـ و) জিনস ناقص واوى অর্থ- যে ভয় রাখে।

زَادَ : সীগাহ واحد مذكر غائب فعل ماضى معروف বহছ বাব ضَرَبَ মাসদার زِيَادَةٌ মূলবর্ণ (ز ـ ى ـ د) জিনস اجوف يائى অর্থ– উন্নতি হলো।

বাক্য বিশ্লেষণ :

فَاِذَا ذَهَبَ الْخَوْفُ سَلَقُوْكُمْ بِاَلْسِنَةٍ حِدَادٍ : এখানে فاء টি হলো আতেফা আর اِذَا হলো ظرف مستقبل متضمن معنى الشرط আর ذَهَبَ الْخَوْفُ বাক্যটি জারের স্থলে হয়েছে ظرف টা তার প্রতি ইজাফত হওয়ার কারণে। আর سَلَقُوْكُمْ বাক্যটি جواب شرط; এর কোনো মহল নেই। আর بِاَلْسِنَةٍ টা سَلَقُوْكُمْ -এর সাথে متعلق হয়েছে। আর حِدَادٍ টা اَلْسِنَةٍ -এর نعت হয়েছে। –[ই'রাবুল কুরআন ৬ষ্ঠ খণ্ড; পৃ. ১৫৩]

https://e-ilm.weebly.com/

مِنَ الْمُؤْمِنِيْنَ رِجَالٌ صَدَقُوْا مَا عَاهَدُوا اللّٰهَ عَلَيْهِ ۚ فَمِنْهُمْ مَّنْ قَضٰى نَحْبَهٗ وَمِنْهُمْ مَّنْ يَّنْتَظِرُ ۖ وَمَا بَدَّلُوْا تَبْدِيْلًا ﴿٢٣﴾

২৩. সেই মু'মিনদের মধ্যকার কতক লোক এমনও আছে যে, তারা আল্লাহর সাথে যে কথার অঙ্গীকার করেছে তা সত্যে পরিণত করেছে, অতঃপর তাদের মধ্যে কতিপয় নিজেদের [শাহাদতের] মানত পূর্ণ করেছে, আর তাদের কতক লোক প্রতীক্ষায় রয়েছে এবং তারা [নিজেদের সংকল্পকে] একটুও পরিবর্তন করেনি।

لِّيَجْزِيَ اللّٰهُ الصّٰدِقِيْنَ بِصِدْقِهِمْ وَيُعَذِّبَ الْمُنٰفِقِيْنَ اِنْ شَآءَ اَوْ يَتُوْبَ عَلَيْهِمْ ؕ اِنَّ اللّٰهَ كَانَ غَفُوْرًا رَّحِيْمًا ﴿٢٤﴾

২৪. এ ঘটনাটি এজন্য ঘটেছিল, যেন আল্লাহ সত্যপরায়ণদেরকে তাদের সত্যপরায়ণতার বিনিময় প্রদান করেন এবং মুনাফিকদেরকে ইচ্ছা করলে শাস্তি প্রদান করবেন, কিংবা তাদেরকে তওবার তৌফিক দিবেন; নিঃসন্দেহে আল্লাহ অতিশয় ক্ষমাশীল, পরম দয়াময়।

وَرَدَّ اللّٰهُ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا بِغَيْظِهِمْ لَمْ يَنَالُوْا خَيْرًا ؕ وَكَفَى اللّٰهُ الْمُؤْمِنِيْنَ الْقِتَالَ ؕ وَكَانَ اللّٰهُ قَوِيًّا عَزِيْزًا ﴿٢٥﴾

২৫. এবং আল্লাহ কাফেরদেরকে তাদের ক্রোধ সহকারে হটিয়ে দিলেন, তাদের কোনো উদ্দেশ্য পূর্ণ হলো না এবং যুদ্ধে স্বয়ং আল্লাহই মুসলমানদের জন্য যথেষ্ট হলেন এবং আল্লাহ তা'আলা মহাশক্তিশালী, পরাক্রান্ত।

وَاَنْزَلَ الَّذِيْنَ ظَاهَرُوْهُمْ مِّنْ اَهْلِ الْكِتٰبِ مِنْ صَيَاصِيْهِمْ وَقَذَفَ فِيْ قُلُوْبِهِمُ الرُّعْبَ فَرِيْقًا تَقْتُلُوْنَ وَتَاْسِرُوْنَ فَرِيْقًا ﴿٢٦﴾

২৬. এবং আহলে কিতাবদের মধ্যে যারা তাদের সহায়তা করেছিল, আল্লাহ তাদেরকে তাদের দুর্গসমূহ হতে নীচে নামিয়ে দিলেন এবং তাদের অন্তরে তোমাদের ভীতি সঞ্চার করে দিলেন, কতককে তোমরা হত্যা করতে লাগলে আর কতককে বন্দি করলে।

শাব্দিক অনুবাদ :

২৩. مِنَ الْمُؤْمِنِيْنَ رِجَالٌ সেই মু'মিনদের মধ্যেকার কতক লোক এমনও আছে যে اللّٰهَ عَلَيْهِ صَدَقُوْا مَا عَاهَدُوا তারা আল্লাহর সাথে যে কথার অঙ্গীকার করেছে তা সত্যে পরিণত করেছে فَمِنْهُمْ مَّنْ قَضٰى نَحْبَهٗ অতঃপর তাদের মধ্যে কতিপয় লোক নিজেদের (শাহাদাতের) মান্নত পূর্ণ করেছে وَمِنْهُمْ مَّنْ يَّنْتَظِرُ আর তাদের মধ্যে কতক লোক প্রতীক্ষায় রয়েছে وَمَا بَدَّلُوْا تَبْدِيْلًا এবং তারা (নিজেদের সংকল্পকে) একটুও পরিবর্তন করেনি।

২৪. لِّيَجْزِيَ اللّٰهُ এই ঘটনাটি এজন্য ঘটেছিল, যেন আল্লাহ বিনিময় প্রদান করেন الصّٰدِقِيْنَ সত্যপরায়ণদেরকে بِصِدْقِهِمْ তাদের সত্য পরায়ণতার وَيُعَذِّبَ الْمُنٰفِقِيْنَ এবং মুনাফেকদেরকে শাস্তি প্রদান করবেন اِنْ شَآءَ ইচ্ছা করলে اَوْ يَتُوْبَ عَلَيْهِمْ কিংবা তাদেরকে তওবার তৌফিক দিবেন اِنَّ اللّٰهَ كَانَ غَفُوْرًا رَّحِيْمًا নিঃসন্দেহে আল্লা অতিশয় ক্ষমাশীল, পরম দায়াময়।

২৫. وَرَدَّ اللّٰهُ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا আল্লাহ কাফেরদেরকে হাটিয়ে দিলেন بِغَيْظِهِمْ তাদের ক্রোধ সহকারে لَمْ يَنَالُوْا خَيْرًا তাদের কোনো উদ্দেশ্য পূরণ হলো না وَكَفَى اللّٰهُ الْمُؤْمِنِيْنَ الْقِتَالَ এবং যুদ্ধে স্বয়ং আল্লাহ মুসলমানদের জন্য যথেষ্ট হলেন وَكَانَ اللّٰهُ قَوِيًّا عَزِيْزًا এবং আল্লাহ তা'আলা মহাশক্তিশালী, পরাক্রান্ত।

২৬. وَاَنْزَلَ এবং! আল্লাহ তা'আলা নীচে নামিয়ে দিলেন الَّذِيْنَ ظَاهَرُوْهُمْ যারা তাদের সহয়তা করেছিল مِّنْ اَهْلِ الْكِتٰبِ আহলে কিতাবদের মধ্যে مِنْ صَيَاصِيْهِمْ তাদের দুর্গসমূহ হতে وَقَذَفَ فِيْ قُلُوْبِهِمُ الرُّعْبَ এবং তাদের অন্তরে তোমাদের ভীতি সঞ্চার করে দিলেন فَرِيْقًا تَقْتُلُوْنَ কতককে তোমরা হত্যা করতে লাগলে وَتَاْسِرُوْنَ فَرِيْقًا আর কতককে বন্দি করলে।

https://e-ilm.weebly.com/

وَاَوْرَثَكُمْ اَرْضَهُمْ وَدِيَارَهُمْ وَاَمْوَالَهُمْ وَاَرْضًا لَّمْ تَطَـُٔوْهَا ۚ وَكَانَ اللّٰهُ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرًا ﴿٢٧﴾ ع ٢ ١٩

২৭. এবং তোমাদেরকে তাদের জমিন ও তাদের গৃহসমূহ এবং তাদের যাবতীয় সম্পদের মালিক করে দিলেন এবং এরূপ জমিনেরও যেখানে তোমরা পদার্পণ করনি এবং আল্লাহ তা'আলা প্রত্যেক বস্তুর উপর পূর্ণ ক্ষমতা রাখেন।

يٰۤاَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لِّاَزْوَاجِكَ اِنْ كُنْتُنَّ تُرِدْنَ الْحَيٰوةَ الدُّنْيَا وَزِيْنَتَهَا فَتَعَالَيْنَ اُمَتِّعْكُنَّ وَاُسَرِّحْكُنَّ سَرَاحًا جَمِيْلًا ﴿٢٨﴾

২৮. হে নবী! আপনি আপনার স্ত্রীগণকে বলে দিন, তোমরা যদি পার্থিব জীবন এবং তার চাকচিক্য কামনা কর, তবে এসো, আমি তোমাদেরকে কিছু সম্বল প্রদান করি এবং তোমাদেরকে সদ্ভাবে বিদায় করে দেই।

وَاِنْ كُنْتُنَّ تُرِدْنَ اللّٰهَ وَرَسُوْلَهٗ وَالدَّارَ الْاٰخِرَةَ فَاِنَّ اللّٰهَ اَعَدَّ لِلْمُحْسِنٰتِ مِنْكُنَّ اَجْرًا عَظِيْمًا ﴿٢٩﴾

২৯. আর যদি তোমরা আল্লাহ তা'আলাকে [এবং] তাঁর রাসূলকে চাও এবং পরলোক কামনা কর, তবে তোমাদের অন্তর্গত সৎকর্মশীলদের জন্য আল্লাহ তা'আলা মহান পুরস্কার প্রস্তুত করে রেখেছেন।

يٰنِسَآءَ النَّبِيِّ مَنْ يَّاْتِ مِنْكُنَّ بِفَاحِشَةٍ مُّبَيِّنَةٍ يُّضٰعَفْ لَهَا الْعَذَابُ ضِعْفَيْنِ ۚ وَكَانَ ذٰلِكَ عَلَى اللّٰهِ يَسِيْرًا ﴿٣٠﴾

৩০. হে নবী-পত্নীগণ! তোমাদের মধ্যে যে কেউ প্রকাশ্যভাবে অনর্থ ঘটাবে [যাতে রাসূল ﷺ বিরক্ত ও মনঃক্ষুণ্ন হন], তাকে দ্বিগুণ শাস্তি দেওয়া হবে এবং এটা আল্লাহ তা'আলার পক্ষে খুব সহজ।

শাব্দিক অনুবাদ :

২৭. وَاَوْرَثَكُمْ এবং তোমাদেরকে মালিক করে দিলেন اَرْضَهُمْ তাদের জমিন وَدِيَارَهُمْ ও তাদের গৃহসমূহ وَاَمْوَالَهُمْ এবং তাদের যাবতীয় সম্পদের وَاَرْضًا لَّمْ تَطَـُٔوْهَا এবং এরূপ জমিনেরও যেখানে তোমরা পদার্পণ করনি وَكَانَ اللّٰهُ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرًا এবং আল্লাহ তা'আলা প্রত্যেক বস্তুর উপর পূর্ণ ক্ষমতা রাখেন।

২৮. يٰۤاَيُّهَا النَّبِيُّ হে নবী قُلْ لِّاَزْوَاجِكَ আপনি আপনার স্ত্রীগণকে বলে দিন اِنْ كُنْتُنَّ تُرِدْنَ الْحَيٰوةَ الدُّنْيَا যদি তোমরা পার্থিব জীবন কামনা কর وَزِيْنَتَهَا এবং তার চাকচিক্য فَتَعَالَيْنَ তবে এসো اُمَتِّعْكُنَّ আমি তোমাদেরকে কিছু সম্বল প্রদান করি وَاُسَرِّحْكُنَّ سَرَاحًا جَمِيْلًا এবং তোমাদেরকে সদ্ভাবে বিদায় করে দেই।

২৯. وَاِنْ كُنْتُنَّ تُرِدْنَ اللّٰهَ وَرَسُوْلَهٗ আর যদি তোমরা আল্লাহ তা'আলাকে এবং তাঁর রাসূলকে চাও وَالدَّارَ الْاٰخِرَةَ এবং পরলোক কামনা কর فَاِنَّ اللّٰهَ اَعَدَّ لِلْمُحْسِنٰتِ مِنْكُنَّ তবে তোমাদের অন্তর্গত সৎকর্মশীলদের জন্য আল্লাহ তা'আলা প্রস্তুত রেখেছেন اَجْرًا عَظِيْمًا মহান পুরস্কার।

৩০. يٰنِسَآءَ النَّبِيِّ হে নবীপত্নীগণ! مَنْ يَّاْتِ مِنْكُنَّ তোমাদের মধ্যে যে কেউ ঘটাবে بِفَاحِشَةٍ مُّبَيِّنَةٍ প্রকাশ্যভাবে অনর্থ يُضٰعَفْ لَهَا الْعَذَابُ ضِعْفَيْنِ তাকে দ্বিগুণ শাস্তি দেওয়া হবে। وَكَانَ ذٰلِكَ عَلَى اللّٰهِ يَسِيْرًا এবং এটা আল্লাহ তা'আলার পক্ষে খুব সহজ।

https://e-ilm.weebly.com/

https://e-ilm.weebly.com/

উল্লিখিত আয়াতসমূহের ২৫-২৭ আয়াতে বনূ-কুরায়যার ঘটনা বিবৃত হয়েছে। وَاَنْزَلَ الَّذِيْنَ ظَاهَرُوْهُمْ مِّنْ اَهْلِ الْكِتٰبِ مِنْ صَيَاصِيْهِمْ অর্থাৎ, যে সকল আহলে কিতাব সম্মিলিত শত্রুবাহিনীর সহযোগিতা করেছে, আল্লাহ পাক তাদের অন্তরে রাসূলুল্লাহ ﷺ ও সাহাবায়ে কেরামের প্রতি ভীতি সঞ্চার করে তাদেরকে তাদের সুরক্ষিত দুর্গ থেকে নীচে নামিয়ে দেন এবং তাদের ধন-সম্পদ ও ঘর-বাড়ি মুসলমানগণের স্বত্বভুক্ত করে দেন।

সর্বশেষ আয়াতে মুসলমানদের অদূর ভবিষ্যতে জয়যাত্রার সুসংবাদ দান করা হয়েছে যে, এখন থেকে কাফেরদের অগ্রাভিযানের অবসান এবং মুসলমানদের বিজয় যুগের সূচনা হলো। আর এমন সব ভূ-খণ্ড তাদের অধিকারভুক্ত হবে যেগুলোর উপর কখনো তাদের পদচারণা পর্যন্ত হয়নি। যার বাস্তবায়ন সাহাবায়ে কেরামের যুগে বিশ্বমানব প্রত্যক্ষ করছে। পারস্য ও রোমান সাম্রাজ্যের এক বিশাল ও সুবিস্তীর্ণ অঞ্চল তাঁদের অধিকারভুক্ত হয়। আল্লাহ পাক যা চান তাই করেন।

এই সূরার উদ্দেশ্যাবলির মধ্যে অন্যতম প্রধান উদ্দেশ্য সেসব বস্তু ও কার্যাবলি পরিহার করার প্রতি তাগিদ দেওয়া, যেগুলো রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর কষ্ট ও মর্ম বেদনার কারণ হতে পারে। এতদ্ভিন্ন তাঁর আনুগত্য ও সন্তুষ্টি বিধান সম্পর্কিত নির্দেশাবলিও রয়েছে। উপরে বর্ণিত পরিখার যুদ্ধের বিস্তারিত ঘটনার মধ্যে রাসূলুল্লাহ ﷺ প্রতি কাফের ও মুনাফিকদের অসহনীয় দুঃখ-কষ্ট প্রদান পরিণামে নির্যাতনকারী কাফের ও মুনাফিকদের চরম লাঞ্ছনা ও অবমাননা এবং প্রত্যেক ক্ষেত্রে মুসলমানদের অতুলনীয় বিজয় ও সাফল্যের বিবরণ ছিল। সঙ্গে সঙ্গে সেসব নিষ্ঠাবান মু'মিনগণের প্রশংসা এবং পরকালে তাঁদের উচ্চ মর্যাদারও বর্ণনা ছিল, যারা রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর আদেশ-ইঙ্গিতে নিজেদের সর্বস্ব কুরবান করে দিয়েছিলেন।

উপরোল্লিখিত আয়াতসমূহে নবীজীর ﷺ পূণ্যবতী স্ত্রীগণের প্রতি বিশেষ নির্দেশ রয়েছে যেন তাঁদের কোনো কথা ও কাজের দ্বারা রাসূলুল্লাহ ﷺ প্রতি কোনো দুঃখ-যন্ত্রণা না পৌছে; সেদিকে যেন তাঁরা যথাযথ গুরুত্ব আরোপ করেন। আর তা তখনই হতে পারে, যখন তাঁরা আল্লাহ পাক ও তাঁর রাসূল ﷺ-এর প্রতি পূর্ণভাবে অনুগত থাকবেন। এ প্রসঙ্গে পুণ্যবতী পত্নীগণকে (রা.) সম্বোধন কর কয়েকটি নির্দেশ রয়েছে।

শুরুর আয়াতসমূহে তাঁদেরকে যে তালাক গ্রহণের অধিকার প্রদানের কথা বর্ণনা করা হয়েছে, এ সম্পর্কিত পুণ্যবতী স্ত্রীগণ (রা.) কর্তৃক সংঘটিত এক বা একাধিক এমন ঘটনা রয়েছে, যা নবীজীর মর্জির পরিপন্থি ছিল, যা দ্বারা রাসূলুল্লাহ ﷺ অনিচ্ছাকৃতভাবেই দুঃখ পান।

তিরমিযী শরীফে উম্মুল মু'মিনীন হযরত আয়েশা (রা.) থেকে বর্ণিত আছে যে, যখন অধিকার প্রদানের এ আয়াত নাজিল হয়, তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ আমার থেকে এটি প্রকাশ ও প্রচারের সূচনা করেন। আর আয়াত শোনানোর পূর্বে বলেন যে, আমি তোমাকে একটি কথা বলব-উত্তরটা কিন্তু তাড়াহুড়া করে দেবে না। বরং তোমার পিতা-মাতার সাথে পরামর্শের পর দেবে। হযরত আয়েশা সিদ্দীকা (রা.) বলেন, আমাকে আমার পিতা-মাতার সাথে পরামর্শ না করে মাতামত প্রকাশ করা থেকে যে বারণ করেছিলেন, তা ছিল আমার প্রতি তাঁর ﷺ এক অপার অনুগ্রহ। কেননা তাঁর অটুট বিশ্বাস ছিল যে, আমার পিতা-মাতা কখনো আমাকে রাসূলুল্লাহ ﷺ থেকে বিচ্ছিন্নতা অবলম্বনের পরামর্শ দেবেন না। এ আয়াত শোনার সঙ্গে সঙ্গেই আমি আরজ করলাম যে, এ ব্যাপারে আমার পিতা-মাতার পরামর্শ গ্রহণের জন্য আমি যেতে পারি কি করে?। আমি তো আল্লাহ পাক, তাঁর রাসূল ﷺ ও পরকালকে বরণ করে নিচ্ছি। আমার পরে অন্যান্য সকল পুণ্যবতী পত্নীগণকে (রা.) কুরআনের এ নির্দেশ শোনানো হলো। আমার মতো সবাই একই মত ব্যক্ত করলেন; রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সাথে দাম্পত্য সম্পর্কের মোকাবিলায় ইহলৌকিক প্রাচুর্য ও স্বাচ্ছন্দ্যকে কেউ গ্রহণ করলেন না। –[তিরমিযী শরীফে এ হাদীস সহীহ ও হাছান বলে মন্তব্য করা হয়েছে।]

ফায়দা : তালাক গ্রহণের দু'টো পদ্ধতি রয়েছে-প্রথমটি এই যে, তালাকের অধিকার স্ত্রীর হাতে ন্যস্ত করা, অর্থাৎ সে যদি চায় তালাকের মাধ্যমে নিজেকে মুক্ত করে নিতে পারে। দ্বিতীয়টি এই যে, তালাকের অধিকার স্বামীর নিকটেই থাকবে। অবশ্য যদি স্ত্রী চায় তখন সে তালাক দেবে।

উল্লিখিত আয়াতে কোনো কোনো মুফাসসির প্রথমটি এবং কোনো কোনো মুফাসসির দ্বিতীয়টি গ্রহণ করেছেন। হাকীমুল উম্মত হযরত থানভী (র.) বয়ানুল কুরআনে ফরমান যে, উল্লিখিত আয়াতে ব্যবহৃত শব্দসমূহ অনুযায়ী প্রকৃত প্রস্তাবে উভয়টারই সম্ভাবনা রয়েছে। সুস্পষ্ট আয়াত বা হাদীস দ্বারা কোনো একটা নির্দিষ্ট না হওয়া পর্যন্ত নিজের পক্ষ থেকে কোনোটা নির্দিষ্ট করার প্রয়োজন নেই।

https://e-ilm.weebly.com/

মাস'আলা : এ আয়াত থেকে জানা গলে যে, যদি স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে সম্পর্ক স্থাপন সম্ভবপর না হয়, তবে স্ত্রীকে এ অধিকার প্রদান করা মোস্তাহাব যে, চাই সে স্বামীর বর্তমান অবস্থার উপর তুষ্ট থেকে তার সাথে যথারীতি বসবাস করুক, অন্যথায় সুন্নাত মুতাবিক তালাক দিয়ে যুগল বস্ত্রদ্বয় প্রদান করে তাকে সসম্মানে বিদায় দেওয়া হোক।

উল্লিখিত আয়াত দ্বারা এ ব্যাপারটি কেবল মোস্তাহাব বলেই প্রমাণ করা যায়-ইহা ওয়াজিব হওয়ার কোনো দলিল নেই। কোনো কোনো ফিকহ শাস্ত্রবিদ এ আয়াত থেকেই ইহা ওয়াজিব হওয়ার প্রমাণ বের করেছেন। এ কারণেই কোনো দরিদ্র ব্যক্তি যদি স্ত্রীর যাবতীয় ব্যয়ভার নির্বাহ করতে সক্ষম না হয় সেক্ষেত্রে আদালত তালাক দেওয়ার অধিকার স্ত্রীকেই প্রদান করে। এ মাস'আলার বিস্তারিত বিবরণ আরবি ভাষায় লিখিত আহকামুল কুরআনের পঞ্চম পরিচ্ছেদে এ আয়াতেরই প্রসঙ্গক্রমে বর্ণনা করা হয়েছে।

পুণ্যবতী স্ত্রীগণের (রা.) একটি বৈশিষ্ট্য : يٰنِسَآءَ النَّبِيِّ مَنْ يَّاْتِ مِنْكُنَّ بِفَاحِشَةٍ مُّبَيِّنَةٍ يُّضٰعَفْ لَهَا الْعَذَابُ ضِعْفَيْنِ وَكَانَ ذٰلِكَ عَلَى اللّٰهِ يَسِيْرًا وَمَنْ يَّقْنُتْ مِنْكُنَّ لِلّٰهِ وَ رَسُوْلِهٖ وَتَعْمَلْ صَالِحًا نُّؤْتِهَآ اَجْرَهَا مَرَّتَيْنِ (الاية) এই দু'আয়াতে পুণ্যবতী স্ত্রীগণের (রা.) এ বৈশিষ্ট্য বর্ণনা করা হয়েছে যে, তাঁরা যদি ঘটনাক্রমে কোনো পাপ কাজ করেন, তবে তাঁদেরকে অন্যান্য মহিলাগণের তুলনায় দ্বিগুণ শাস্তি প্রদান করা হবে। অর্থাৎ তাঁদের একটি পাপ অন্যদের দু'টি পাপের সমান হবে। অনুরূপভবে তাঁদের দ্বারা কোনো নেক কাজ সংঘটিত হলেও অন্যান্য স্ত্রীলোকের তুলনায় দ্বিগুণ ছওয়াব লাভ করবেন, আর তাঁদের একটি নেক কাজ দু'টোর স্থলাভিষিক্ত হবে।

একদিক দিয়ে আয়াত পুণ্যবতী স্ত্রীগণের সে আমলের প্রতিদান যা তারা অধিকার প্রদানের আয়াত নাজিল হওয়ার পর পার্থিব ভোগ-বিলাস ও প্রাচুর্যের উপর নবীজীর ﷺ-এর সাথে দাম্পত্য সম্পর্ককে অগ্রাধিকার প্রদানের মাধ্যমে সম্পন্ন করেছেন। যার বিনিময়ে আল্লাহ পাক তাদের একটি আমলকে দু'য়ের মানে উন্নত করেছেন। আর গোনাহর বেলায় দ্বিগুণ শাস্তি লাভও তাঁদের স্বতন্ত্র মর্যাদার পরিপ্রেক্ষিতেই হয়েছে। কেননা একথা সম্পূর্ণ যুক্তিসঙ্গত ও বাস্তব ভিত্তিক যে, যাদের মান মর্যাদা যত উন্নত সে অনুপাতে তাদের নির্লিপ্ততা ও অবাধ্যতার শাস্তিও বৃদ্ধি পায়।

পুণ্যবতী স্ত্রীগণের উপর আল্লাহ পাকের অনুগ্রহরাজি ছিল অতি মহান। কেননা আল্লাহ পাক তাঁদেরকে নবীজীর ﷺ পত্নীরূপে মনোনীত করেছেন-তাঁদের গৃহে ওহী নাজিল করেছেন। সুতরাং তাঁদের নগণ্য ত্রুটি-বিচ্যুতি আর দুর্বলতাও বড় বলে বিবেচিত হবে। যদি এদের দ্বারা কোনো বেদনাদায়ক কথা বা আচরণ সংঘটিত হয়, তবে তা অন্যদের অনুরূপ আচরণের তুলনায় নবীজীর পক্ষে অধিকতর কঠিন ও মনোকষ্টের কারণ হবে। কুরআনে কারীমের এসব শব্দ-সমূহে এর কারণের প্রতি ইঙ্গিত হয়েছে : وَاذْكُرْنَ مَا يُتْلٰى فِىْ بُيُوْتِكُنَّ

ফায়দা : সাধারণ উম্মতের তুলনায় পুণ্যবতী স্ত্রীগণ (اَزْوَاجٌ مُطَهَّرَاتٌ) তাঁদের কৃতকর্মের দ্বিগুণ ফল লাভ করবেন-এ বৈশিষ্ট্যের পরিপ্রেক্ষিতে একথা বোঝায় না যে, উম্মতের কোনো ব্যক্তি বা দল বিশেষ কোনো বৈশিষ্ট্যের পরিপ্রেক্ষিতে দ্বিগুণ পুরস্কার ও প্রতিদান লাভের অধিকারী হতে পারবে না। বস্তুত আহলে কিতাবের মধ্যে যারা ইসলাম গ্রহণ করেছেন তাঁদের সম্পর্কে কুরআনে পাকে ইরশাদ হয়েছে اُولٰٓئِكَ يُؤْتَوْنَ اَجْرَهُمْ مَّرَّتَيْنِ তাদেরকে দু'বার প্রতিদান প্রদান করা হবে)। রাসূলুল্লাহ ﷺ রোম সম্রাটের নামে যে চিঠি প্রেরণ করেন কুরআনের এই ইরশাদানুসারে তিনি ﷺ তাতে রোমান সম্রাটকে লিখেন যে : يُؤْتِكَ اللّٰهُ اَجْرَكَ مَرَّتَيْنِ (আল্লাহ পাক আপনার প্রতিফল দু'বার প্রদান করবেন)। যেসব আহলে কিতাব (কুরআন ব্যতীত অন্য কোনো ঐশী গ্রন্থে বিশ্বাসী) ইসলাম গ্রহণ করবে তাদের দু'বার প্রতিফল লাভের কথা তো কুরআনে পাকে স্পষ্টভাবে উল্লেখ আছে। অপর এক হাদীসেও তিন ব্যক্তি সম্পর্কে দ্বিগুণ প্রতিফল লাভের কথা বর্ণিত আছে, যা বিস্তারিতভাবে সূরা কাসাসে (يُؤْتَوْنَ اَجْرَهُمْ مَّرَّتَيْنِ (سُوْرَةُ قَصَصْ আয়াতে প্রসঙ্গে বর্ণনা করা হয়েছে।

আলেমের সৎকাজের প্রতিফল এবং পাপের শাস্তিও অন্যদের চাইতে অধিক : ইমাম আবূ বকর জাস্‌সাস (র.) আহকামুল কুরআনে উল্লেখ করেছেন যে, আল্লাহ পাক যে কারণে পুণ্যবতী স্ত্রীগণের (اَزْوَاجٌ مُطَهَّرَاتٌ) নেক কাজের ছওয়াব ও পাপের শাস্তি দ্বিগুণ হবে বলে ঘোষণা করেছেন–তা হলো যে, তারা উলূমে নবুয়ত ও ওহীয়ে ইলাহীর বিশেষ অবতরণ স্থল। সুতরাং যে সব আলেম নিজ ইলম অনুযায়ী আমল করবেন, তাঁরাও তাঁদের আমলের ছওয়াব অন্যদের চাইতে অধিক লাভ করবেন। পক্ষান্তরে যদি তাঁরা কোনো পাপ কাজে লিপ্ত হন, তবে শাস্তিও হবে অন্যদের চাইতে বেশি।

https://e-ilm.weebly.com/

بِفَاحِشَةٍ مُّبَيِّنَةٍ - فَاحِشَةٌ আরবি ভাষায় অশ্লীলতা, ব্যভিচার প্রভৃতি অর্থে ব্যবহৃত হয়। এ শব্দটি সাধারণ পাপ-পঙ্কিলতা অর্থেও কুরআনে বহু জায়গায় ব্যবহৃত হয়েছে। এ আয়াতে فَاحِشَةٌ শব্দ যেনা বা ব্যভিচার অর্থে ব্যবহৃত হতে পারে না। কেননা আল্লাহ পাক সমস্ত নবীর স্ত্রীকুলকে এই জঘন্য ত্রুটি থেকে মুক্ত রেখেছেন। সমস্ত আম্বিয়া (আ.)-এর স্ত্রীগণের মধ্যে কারো দ্বারা এরূপ অপকর্ম সংঘটিত হয়নি। হযরত লূত ও নূহ (আ.)-এর স্ত্রীগণ তাঁদের ধর্ম থেকে পরাঙ্মুখ ছিল-অবাধ্যতা ও ঔদ্ধত্য প্রদর্শন করেছিল, যার শাস্তিও তারা লাভ করেছিল, কিন্তু তাদের কারো উপরই ব্যভিচারের অপবাদ ছিল না। আয়ওয়াজে মোতাহহারাত থেকে কোনো প্রকারের অশালীনতা ও অশ্লীলতার বাহিঃপ্রকাশ তো সম্ভবই ছিল না। সুতরাং এ আয়াতে فَاحِشَةٌ অর্থ সাধারণ গোনাহ বা রাসূলুল্লাহ ﷺ কষ্টের কারণ হওয়া বোঝানো হয়েছে। এখানে فَاحِشَةٌ শব্দের সাথে مُبَيِّنَةٌ শব্দের দ্বারা একথাই প্রমাণিত হয়। কেনন যেনা বা ব্যভিচার কখনো প্রকাশ্যভাবে সংঘটিত হয় না। বরং তা পর্দার আড়ালে গোপনে সংঘটিত হয়ে তাকে। সুতরাং فَاحِشَةٌ - مُبَيِّنَةٌ -এর অর্থ সাধারণ পাপ বা রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে কষ্ট দেওয়া বিশিষ্ট মুফাসসিরগণের মধ্যে মোকাতিল ইবনে সোলায়মান এ আয়াতে 'ফাহেশা'র অর্থ রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর নাফরমানি বা তাঁর নিকট এমন দাবি পেশ করা যা তাঁর পক্ষে পূরণ করা কঠিন বলে ব্যক্ত করেছেন। –[বায়হাকী]

কুরআনে কারীমে শাস্তি লাভ কেবল (فَاحِشَةٌ مُّبَيِّنَةٌ) –ফাহেশায়ে মোবাইয়েনার ক্ষেতেই প্রযোজ্য বলে বর্ণনা করা হয়েছে; কিন্তু দ্বিগুণ ছওয়াব ও প্রতিফল লাভের জন্য কয়েকটি শর্ত আরোপ করা হয়েছে : وَمَنْ يَّقْنُتْ مِنْكُنَّ لِلّٰهِ وَرَسُوْلِهٖ وَتَعْمَلْ صَالِحًا এখানে قُنُوْتٌ অর্থাৎ আল্লাহ পাক ও তাঁর রাসূল ﷺ-এর অনুসরণ ও আনুগত্য শর্ত এবং সৎকাজও শর্ত। কেননা প্রতিফল ও ছওয়াব তো কেবল তখনই লাভ করা যায়, যখন পরিপূর্ণ আনুগত্য ও অনুকরণ পাওয়া যায়। কিন্তু শাস্তির জন্য কেবল একটি পাপই যথেষ্ট।

শব্দ বিশ্লেষণ :

لِيَجْزِىَ : সীগাহ واحد مذكر غائب বহছ مضارع معروف বাব ضَرَبَ মাসদার جَزَاءٌ মূলবর্ণ (ج - ز - ى) জিনস ناقص يائى অর্থ- বিনিময় প্রদান করেন।

لَمْ يَنَالُوْا : সীগাহ جمع مذكر غائب বহছ مضارع منفى بلم مجزوم বাব سَمِعَ মাসদার نَيْلٌ মূলবর্ণ (ن - ى - ل) জিনস اجوف يائى অর্থ– তাদের পূর্ণ হলো না।

صَيَاصِيْهِمْ : অর্থ– তাদের কিল্লা, তাদের দূর্গ। صَيَاصِىْ মুযাফ। هِمْ যমীর মুযাফ ইলাইহি। এ শব্দটি صِيْصَةٌ -এর বহুবচন। অর্থ– কিল্লা, দূর্গ; প্রত্যেক ঐ বস্তু যার দ্বারা সংরক্ষণ করা হয়, তাকে صَيَاصِىْ বলা হয়। কাজেই গাভীর শিং এবং মোরগের ঝুটিকেও صِيْصَةٌ বলা হয়।

تَعَالَيْنَ : সীগাহ جمع مؤنث حاضر বহছ امر حاضر معروف বাব تَفَاعُلٌ মাসদার اَلتَّعَالِىْ মূলবর্ণ (ع - ل - و) জিনস ناقص واوى অর্থ– এসো।

اُمَتِّعْكُنَّ : সীগাহ واحد متكلم বহছ مضارع معروف বাব تَفْعِيْلٌ মাসদার تَمْتِيْعٌ মূলবর্ণ (م - ت - ع) জিনস صحيح অর্থ– আমি তোমাদেরকে কিছু সম্বল প্রদান করি।

يُضٰعَفْ : সীগাহ واحد مذكر غائب বহছ مضارع مجهول বাব مُفَاعَلَةٌ মাসদার مُضَاعَفَةٌ মূলবর্ণ (ض - ع - ف) জিনস صحيح অর্থ- তাকে দ্বিগুণ দেওয়া হবে।

ضِعْفَيْنِ : ضِعْفٌ -এর দ্বিবচন। হালতে নসব এবং জার; অর্থ– দ্বিগুণ। দু'টি, দু বরাবর।

বাক্য বিশ্লেষণ :

اَوْ يَتُوْبَ عَلَيْهِمْ اِنَّ اللّٰهَ كَانَ غَفُوْرًا رَّحِيْمًا : এখানে اَوْ টি হলো হরফে আতফ। يَتُوْبَ ফে'লটি পূর্বের উপর আতফ হয়েছে। আর عَلَيْهِمْ টা يَتُوْبَ ফেলের সাথে متعلق হয়েছে। আর اِنَّ اللّٰهَ বাক্য পূর্ববর্তী বাক্যের تعليل হয়েছে। ان হলো হরফে মুশাব্বাহ বিল ফে'ল আর الله শব্দটি হলো তার ইসম। আর كَانَ اللّٰهُ غَفُوْرًا رَّحِيْمًا বাক্য টি হলো ان - এর খবর। আর كَانَ হলো ফেলে নাকেস এবং তার উহ্য যমীর هُوَ হলো اسم كان এবং غَفُوْرًا হলো كَانَ -এর প্রথম খবর আর رَحِيْمًا হলো كَانَ -এর দ্বিতীয় খবর।

https://e-ilm.weebly.com/

পারা : ২২

وَمَنْ يَّقْنُتْ مِنْكُنَّ لِلّٰهِ وَرَسُوْلِهٖ وَتَعْمَلْ صَالِحًا نُّؤْتِهَآ اَجْرَهَا مَرَّتَيْنِ ۙ وَاَعْتَدْنَا لَهَا رِزْقًا كَرِيْمًا ﴿٣١﴾

৩১. এবং তোমাদের মধ্যে যে কেউ আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের অনুগত হয়ে চলবে এবং নেক কাজ করবে, তবে আমি তাকে তার প্রতিফল দ্বিগুণ প্রদান করব, আর আমি তার জন্য এক সম্মানজনক রিজিক প্রস্তুত করে রেখেছি।

يٰنِسَآءَ النَّبِيِّ لَسْتُنَّ كَاَحَدٍ مِّنَ النِّسَآءِ اِنِ اتَّقَيْتُنَّ فَلَا تَخْضَعْنَ بِالْقَوْلِ فَيَطْمَعَ الَّذِيْ فِيْ قَلْبِهٖ مَرَضٌ وَّقُلْنَ قَوْلًا مَّعْرُوْفًا ﴿٣٢﴾

৩২. হে নবী-পত্নীগণ! (একথা সত্য যে,) তোমরা সাধারণ স্ত্রীলোকের মতো নও, (বরং নবী-পত্নী হিসেবে তোমাদের মর্যাদা বহু উর্ধ্বে) যদি তোমরা আল্লাহভীতি অবলম্বন কর, তবে তোমরা (পরপুরুষের সাথে) বাক্যালাপে কোমলতা অবলম্বন করো না, যাতে এরূপ লোকের অন্তরে আকাঙ্ক্ষা (সঞ্চার) হয়– যার অন্তরে কুপ্রবৃত্তি রয়েছে এবং (সতীত্বের) রীতি অনুসারে কথা বল।

وَقَرْنَ فِيْ بُيُوْتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْاُوْلٰى وَاَقِمْنَ الصَّلٰوةَ وَاٰتِيْنَ الزَّكٰوةَ وَاَطِعْنَ اللّٰهَ وَرَسُوْلَهٗ ۚ اِنَّمَا يُرِيْدُ اللّٰهُ لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ اَهْلَ الْبَيْتِ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيْرًا ﴿٣٣﴾

৩৩. এবং তোমরা নিজেদের গৃহসমূহে স্থিরভাবে অবস্থান কর এবং পূর্বের অজ্ঞতা-যুগের প্রথানুযায়ী চলাফেরা করো না এবং তোমরা যথারীতি নামাজ আদায় কর এবং জাকাত প্রদান কর, আর আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের অনুগত থেকো; হে (নবীর) গৃহবাসিনীগণ! আল্লাহর তো কেবল এ অভিপ্রায় যে, তোমাদের থেকে কলুষতাকে দূরে রাখেন এবং তোমাদেরকে সর্বতোভাবে পবিত্র রাখেন।

শাব্দিক অনুবাদ :

৩১. وَمَنْ يَّقْنُتْ مِنْكُنَّ এবং তোমাদের মধ্যে যে কেউ অনুগত হয়ে চলবে لِلّٰهِ وَرَسُوْلِهٖ আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের وَتَعْمَلْ صَالِحًا এবং নেক কাজ করবে نُؤْتِهَآ اَجْرَهَا مَرَّتَيْنِ তবে আমি তাকে তার প্রতিফল দ্বিগুণ প্রদান করব وَاَعْتَدْنَا لَهَا আর আমি তার জন্য প্রস্তুত করে রেখেছি رِزْقًا كَرِيْمًا এক সম্মানজনক রিজিক।

৩২. يٰنِسَآءَ النَّبِيِّ হে নবী পত্নীগণ! لَسْتُنَّ كَاَحَدٍ مِّنَ النِّسَآءِ তোমরা সাধারণ স্ত্রীলোকের মতো নও اِنِ اتَّقَيْتُنَّ যদি তোমরা আল্লাহভীতি অবলম্বন কর فَلَا تَخْضَعْنَ بِالْقَوْلِ তবে তোমরা বাক্যালাপে কোমলতা অবলম্বন করো না فَيَطْمَعَ الَّذِيْ فِيْ قَلْبِهٖ مَرَضٌ যাতে এরূপ লোকের অন্তরে আকাঙ্ক্ষা হয় যার অন্তরে কুপ্রবৃত্তি রয়েছে وَّقُلْنَ قَوْلًا مَّعْرُوْفًا এবং রীতি অনুসারে কথা বল।

৩৩. وَقَرْنَ فِيْ بُيُوْتِكُنَّ এবং তোমরা নিজেদের গৃহসমূহে স্থিরভাবে অবস্থান কর وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْاُوْلٰى এবং পূর্বের অজ্ঞতা-যুগের প্রথানুযায়ী চলা ফেরা করো না وَاَقِمْنَ الصَّلٰوةَ এবং তোমরা যথারীতি নামাজ আদায় কর وَاٰتِيْنَ الزَّكٰوةَ এবং জাকাত প্রদান কর وَاَطِعْنَ اللّٰهَ وَرَسُوْلَهٗ আর আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের অনুগত থেকো اِنَّمَا يُرِيْدُ اللّٰهُ আল্লাহর তো কেবল এ অভিপ্রায় যে لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ তোমাদের থেকে কলুষতাকে দূরে রাখেন اَهْلَ الْبَيْتِ হে (নবীর) গৃহবাসিনীগণ। وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيْرًا এবং তোমাদেরকে সর্বতোভাবে পবিত্র রাখেন।

https://e-ilm.weebly.com/

وَاذْكُرْنَ مَا يُتْلَىٰ فِي بُيُوتِكُنَّ مِنْ آيَاتِ اللَّهِ
وَالْحِكْمَةِ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ لَطِيفًا خَبِيرًا ﴿٣٤﴾

৩৪. আর তোমরা আল্লাহ তা'আলার সে আয়াতসমূহ (অর্থাৎ কুরআন) এবং (শরিয়তের বিধানসমূহের) সেই জ্ঞান যা তোমাদের গৃহসমূহে চর্চা হয়ে থাকে, তা স্মরণ রাখ: নিঃসন্দেহে আল্লাহ তা'আলা সূক্ষ্মদর্শী, পূর্ণ খবরদার (অর্থাৎ গুপ্ত বিষয়সমূহও জানেন)।

إِنَّ الْمُسْلِمِينَ وَالْمُسْلِمَاتِ وَالْمُؤْمِنِينَ
وَالْمُؤْمِنَاتِ وَالْقَانِتِينَ وَالْقَانِتَاتِ
وَالصَّادِقِينَ وَالصَّادِقَاتِ وَالصَّابِرِينَ
وَالصَّابِرَاتِ وَالْخَاشِعِينَ وَالْخَاشِعَاتِ
وَالْمُتَصَدِّقِينَ وَالْمُتَصَدِّقَاتِ وَالصَّائِمِينَ
وَالصَّائِمَاتِ وَالْحَافِظِينَ فُرُوجَهُمْ وَالْحَافِظَاتِ
وَالذَّاكِرِينَ اللَّهَ كَثِيرًا وَالذَّاكِرَاتِ أَعَدَّ اللَّهُ
لَهُمْ مَغْفِرَةً وَأَجْرًا عَظِيمًا ﴿٣٥﴾

৩৫. নিঃসন্দেহে ইসলামের কার্য-সমাপনকারীগণ ও ইসলামের কার্য-সমাপনকারিণীগণ এবং ঈমান আনয়নকারীগণ ও ঈমান আনয়নকারিণীগণ এবং আনুগত্যকারীগণ ও আনুগত্যকারিণীগণ এবং সত্যপরায়ণগণ ও সত্যপরায়ণাবৃন্দ এবং ধৈর্যশীলগণ ও ধৈর্যশীলাবৃন্দ এবং বিনয়ী পুরুষগণ ও বিনয়ী নারীগণ এবং দানশীলগণ ও দানশীলাবৃন্দ এবং রোজাদার পুরুষগণ ও রোজাদার নারীগণ এবং স্বীয় লজ্জাস্থানের সংরক্ষণকারীগণ ও স্বীয় লজ্জাস্থানের সংরক্ষণকারিণীগণ এবং অধিক পরিমাণে আল্লাহকে স্মরণকারীগণ ও স্মরণকারিণীগণ– তাদের সকলের জন্য আল্লাহ তা'আলা ক্ষমা ও মহান প্রতিদান প্রস্তুত করে রেখেছেন।

শাব্দিক অনুবাদ :

৩৪. وَاذْكُرْنَ আর তোমরা তা স্মরণ রাখ مَا يُتْلَىٰ فِي بُيُوتِكُنَّ যা তোমাদের গৃহসমূহে চর্চা হয়ে থাকে مِنْ آيَاتِ اللَّهِ وَالْحِكْمَةِ আল্লাহ তা'আলার সে আয়াতসমূহ এবং সেই জ্ঞান। إِنَّ اللَّهَ كَانَ لَطِيفًا خَبِيرًا নিঃসন্দেহে আল্লাহ তা'আলা সূক্ষ্মদর্শী পূর্ণ খবরদার।

৩৫. إِنَّ الْمُسْلِمِينَ নিঃসন্দেহে ইসলামের কার্য-সমাপনকরীগন وَالْمُسْلِمَاتِ ও ইসলামের কার্য-সমাপনকারিণীগণ وَالْمُؤْمِنِينَ এবং ঈমান আনয়নকারীগণ وَالْمُؤْمِنَاتِ ও ঈমান আনয়নকারিণীগণ وَالْقَانِتِينَ وَالْقَانِتَاتِ এবং আনুগত্যকারীগণ ও আনুগত্যকারিণীগণ وَالصَّادِقِينَ وَالصَّادِقَاتِ সত্যপরায়ণগণ ও সত্যপরায়ণাবৃন্দ وَالصَّابِرِينَ وَالصَّابِرَاتِ এবং ধৈর্যশীলগণ ও ধৈর্যশীলাবৃন্দ وَالْخَاشِعِينَ وَالْخَاشِعَاتِ এবং বিনয়ী পুরুষগণ ও বিনয়ী নারীগণ وَالْمُتَصَدِّقِينَ وَالْمُتَصَدِّقَاتِ এবং দানশীলগণ ও দানশীলাবৃন্দ وَالصَّائِمِينَ وَالصَّائِمَاتِ এবং রোজদার পুরুষগণ ও রোজাদার নারীগণ وَالْحَافِظِينَ فُرُوجَهُمْ এবং স্বীয় লজ্জাস্থানের সংরক্ষণকারীগণ وَالْحَافِظَاتِ ও স্বীয় লজ্জাস্থানের সংরক্ষণকারিণীগণ। وَالذَّاكِرِينَ اللَّهَ كَثِيرًا এবং অধিক পরিমাণে আল্লাহকে স্মরণকারীগণ وَالذَّاكِرَاتِ ও স্মরণকারিণীগণ أَعَدَّ اللَّهُ لَهُمْ তাদের সকলের জন্য আল্লাহ প্রস্তুত করে রেখেছেন مَغْفِرَةً ক্ষমা وَأَجْرًا عَظِيمًا ও মহান প্রতিদান।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا [٣٣]

শানে নুযূল : হযরত ইবনে আব্বাস (রা.)-এর উদ্ধৃতি দিয়ে ইকরামা (র.) বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেছেন, আলোচ্য আয়াতাংশ একমাত্র আযওয়াজে মুত্বাহ্হারাত তথা পবিত্রতমা নবী পত্নীদের সম্পর্কে নাজিল হয়েছে।

–[রূহুল মা'আনী ১৩/২২/১১]

https://e-ilm.weebly.com/

إِنَّ الْمُسْلِمِيْنَ وَالْمُسْلِمٰتِ وَالْمُؤْمِنِيْنَ وَالْمُؤْمِنٰتِ وَالْقَانِتِيْنَ وَالْقَانِتٰتِ وَالصَّادِقِيْنَ وَالصَّادِقٰتِ
وَالصَّابِرِيْنَ وَالصَّابِرَاتِ وَالْخَاشِعِيْنَ وَالْخَاشِعٰتِ وَالْمُتَصَدِّقِيْنَ وَالْمُتَصَدِّقٰتِ وَالصَّائِمِيْنَ وَالصَّائِمَاتِ
وَالْحَافِظِيْنَ فُرُوْجَهُمْ وَالْحَافِظَاتِ وَالذَّاكِرِيْنَ اللّٰهَ كَثِيْرًا وَّالذَّاكِرَاتِ أَعَدَّ اللّٰهُ لَهُمْ مَغْفِرَةً وَّأَجْرًا عَظِيْمًا [٣٥]

শানে নুযূল : ইমাম তিরমিযী (র.) হযরত উম্মে আম্মারা আনসারিয়া (রা.)-এর উদ্ধৃতি দিয়ে বলেন যে, তিনি একদা রাসূল ﷺ-এর দরবারে উপস্থিত হয়ে বলেন, একমাত্র পুরুষের বেলায়ই সকল কিছু বর্ণনা করা হচ্ছে, মহিলাদের ব্যাপারে কোনো কিছুই বর্ণনা করা হচ্ছে না। এ আবেদনের পরিপ্রেক্ষিতে আলোচ্য আয়াত নাজিল করা হয়েছে।

–[কুরতুবী ১৬৪/১৪, রূহুল মা'আনী ২২/২২-১১]

পুণ্যবতী স্ত্রীগণের প্রতি বিশেষ হেদায়েত : يٰنِسَاءَ النَّبِيِّ لَسْتُنَّ كَاَحَدٍ مِّنَ النِّسَاءِ اِنِ اتَّقَيْتُنَّ فَلَا تَخْضَعْنَ بِالْقَوْلِ পূর্ববর্তী আয়াতসমূহে পুণ্যবতী স্ত্রীগণ (রা.)-কে রাসূলুল্লাহ ﷺ সমীপে এমনসব দাবি পেশ করতে বারণ করা হয়েছে; তাঁর পক্ষে যা পূরণ করা কঠিন বা যা তাঁর মহান মর্যাদার পক্ষে অশোভনীয়। যখন তাঁরা তা মেনে নিয়েছেন, তখন সাধারণ নারীদের তুলনায় এ সময় তাঁদের মর্যাদা বাড়িয়ে দেওয়া হয়েছে এবং তাঁদের এক আমলকে দু'য়ের সমতুল্য করে দেওয়া হয়েছে। পরবর্তী পর্যায়ে তাঁদের কর্মের পরিশুদ্ধি এবং রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর সান্নিধ্য ও দাম্পত্য সম্পর্কের যোগ্য করে গড়ে তোলার জন্য কয়েকটি হেদায়েত দান করা কয়েছে। এসব হেদায়েত যদিও পুণ্যবতী স্ত্রীগণের জন্য নির্দিষ্ট নয়; বরং সমগ্র মুসলিম নারীকুলের প্রতিই তা নির্দেশিত। কিন্তু এখানে তাঁদেরকে বিশেষভাবে সম্বোধন করে তাঁদের দৃষ্টি এদিকে আকৃষ্ট করা হয়েছে যে, এসব আমল ও আহ্কাম তো সমস্ত মুসলিম রমণীকুলের প্রতি ওয়াজিব ও অবশ্য পালনীয়। তাই এগুলোর প্রতি তাঁদের বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করা উচিত। আর لَسْتُنَّ كَاَحَدٍ مِّنَ النِّسَاءِ দ্বারা এ বিশেষত্বই বুঝানো হয়েছে।

নবীজী ﷺ -এর পুণ্যবতী স্ত্রীগণ বিশ্বের সমস্ত নারীকুলের চাইতে শ্রেষ্ঠ কি?

আয়াতের শব্দাবলি দ্বারা বাহ্যিকভাবে বুঝা যায় যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর পুণ্যবতী স্ত্রীগণ বিশ্বের সমস্ত নারীকুলের চাইতে শ্রেষ্ঠ। কিন্তু হযরত মরিয়ম (আ.) সম্পর্কে কুরআনের বাণী এই اِنَّ اللّٰهَ اصْطَفٰكِ وَطَهَّرَكِ وَاصْطَفٰكِ عَلٰى نِسَاءِ الْعٰلَمِيْنَ অর্থাৎ, 'নিশ্চয় আল্লাহ পাক আপনাকে মনোনীত করেছেন, পবিত্র ও কালিমামুক্ত করেছেন এবং বিশ্বের সমস্ত নারীকুলের উপর শ্রেষ্ঠত্ব দান করেছেন।'

এতে হযরত মরিয়ম (আ.) সমস্ত নারী জাতির মধ্যে শ্রেষ্ঠ বলে প্রমাণিত হন। তিরমিযী শরীফে হযরত আনাস (রা.) থেকে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন সমগ্র রমণীকুলের মধ্যে হযরত মরিয়ম, উম্মুল মু'মিনীন হযরত খাদীজাতুল কোবরা, হযরত ফাতেমা এবং ফেরাউন পত্নী হযরত আসিয়া (রা.)ই তোমাদের জন্য যথেষ্ট। এ হাদীসে হযরত মরিয়মের সাথে আরো তিন জনকে নারী জাতির মধ্যে শ্রেষ্ঠ বলে ঘোষনা করা হয়েছে।

আলোচ্য আয়াতে আযওয়াজে মোতাহ্হারাতের যে শ্রেষ্ঠত্ব ও উচ্চ মর্যাদার কথা বলা হয়েছে, তা এক বিশেষ দিক বিবেচনায় নবী পত্নী হিসেবে। এদিক দিয়ে তাঁরা নিঃসন্দেহে সমস্ত রমণীকুলের চাইতে শ্রেষ্ঠ। কিন্তু এদ্বারা সকল দিক দিয়ে তাঁদের শ্রেষ্ঠত্ব প্রমাণিত হয় না যা কুরআনের অন্যান্য আয়াত ও হাদীসের পরিপন্থি। –[মাযহারী]

لَسْتُنَّ كَاَحَدٍ مِّنَ النِّسَاءِ اِنِ اتَّقَيْتُنَّ এরপর আল্লাহ পাক তাঁদের নবী পত্নী হিসেবে যে শ্রেষ্ঠত্ব দান করেছেন, তারই ভিত্তিতে এ শর্ত। এর উদ্দেশ্য এ বিষয়ে সতর্ক করে দেওয়া যেন তাঁরা নবীজী ﷺ-এর পত্নী হওয়ার উপর ভরসা করে বসে না থাকেন। বস্তুত তাঁদের শ্রেষ্ঠত্বের শর্ত হলো তাক্ওয়া এবং আহ্কামে ইলাহিয়ার অনুসরণ ও অনুকরণ।

–[কুরতুবী ও মাযহারী]

এর পর আযওয়াজে মোতাহ্হারাতের উদ্দেশ্যে কয়েকটি হেদায়েত রয়েছে।

প্রথম হেদায়েত : নারীদের পর্দা সম্পর্কিত তাদের কণ্ঠ ও বাক্যালাপ নিয়ন্ত্রণ সংক্রান্ত فَلَا تَخْضَعْنَ بِالْقَوْلِ অর্থাৎ, যদি পরপুরুষের সাথে পর্দার অন্তরাল থেকে কথা বলার প্রয়োজনীয়তা দেখা দেয়, তবে বাক্যালাপের সময় কৃত্রিমভাবে নারী কণ্ঠের স্বভাবসুলভ কোমলতা ও নাজুকতা পরিহার করবে। অর্থাৎ, এমন কোমলতা, যা শ্রোতার মনে অবাঞ্ছিত কামনা সঞ্চার করে। যেমন এর পরে বিবৃত হয়েছে فَيَطْمَعَ الَّذِيْ فِيْ قَلْبِهٖ مَرَضٌ অর্থাৎ, এরূপ কোমল কণ্ঠে বাক্যালাপ করো না, যাতে ব্যধিগ্রস্ত অন্তরবিশিষ্ট লোকের মনে কু-লালসা ও আকর্ষণের উদ্রেক করে। ব্যাধি অর্থ নেফাক [কপটতা] বা এর শাখা বিশেষ। প্রকৃত মুনাফিকদের মনে এমন লালসার সঞ্চার হওয়া তো স্বাভাবিক। কিন্তু কোনো লোক খাঁটি মুমিন হওয়া

https://e-ilm.weebly.com/

সত্ত্বেও যদি কোনো হারামের প্রতি আকৃষ্ট হয়, তবে সে মুনাফিক নয় সত্য, কিন্তু অবশ্যই দুর্বল ঈমানবিশিষ্ট। এরূপ দুর্বল ঈমান, যা হারামের দিকে আকৃষ্ট করে, প্রকৃত প্রস্তাবে তা কপটতারই শাখাবিশেষ। কপটতার লেশ বিমুক্ত খাঁটি ঈমান বিশিষ্ট লোক কোনো হারামের প্রতি আকৃষ্ট হতে পারে না। –[মাযহারী]

প্রথম হেদায়েতের সারমর্ম এই যে, নারীদেরকে পরপুরুষ থেকে নিরাপদ দূরত্বে অবস্থান করে পর্দার এমন উন্নত স্তর অর্জন করা উচিৎ যাতে কোনো অপরিচিত দুর্বল ঈমানবিশিষ্ট লোকের অন্তরে কোনো কামনা ও লালসার উদ্রেক তো করবেই না; বরং তার নিকটেও যেন ঘেঁষতে না পারে। নারীদের পর্দার বিস্তারিত বিবরণ এ সূরারই পরবর্তী আয়াতসমূহের আলোচনা প্রসঙ্গে আলোচিত হবে। এখানে নবীজীর সহ-ধর্মিণীগণের বিশেষ হেদায়েতসমূহের সহিত প্রাসঙ্গিকভাবে যা এসেছে শুধু তারই ব্যাখ্যা প্রদান করা হয়েছে। আয়াতে বর্ণিত বাক্যালাপ-সংশ্লিষ্ট হেদায়েতসমূহ শ্রবণ করার পর উম্মাহাতুল মুমিনীনগণের কেউ যদি পরপুরুষের সাথে কথাবার্তা বলতেন, তবে মুখে হাত রেখে বলতেন যাতে কণ্ঠস্বর পরিবর্তিত হয়ে যায়। এজন্যই হযরত আমর ইবনুল আস (রা.) কর্তৃক বর্ণিত এক হাদীসে রয়েছে, إِنَّ النَّبِيَّ ﷺ نَهَى أَنْ تَكَلَّمَ النِّسَاءُ إِلَّا بِإِذْنِ أَزْوَاجِهِنَّ অর্থাৎ 'নবী করীম ﷺ নারীদেরকে নিজ নিজ স্বামীর অনুমতি ব্যতীত বাক্যালাপ করতে বিশেষভাবে বারণ করেছেন। –[তাবারানী, মাযহারী]।

মাস আলা : এ আয়াত ও উল্লিখিত হাদীস থেকে এতটুকু প্রমাণিত হয়েছে যে, নারীদের কণ্ঠস্বর ছতরের অন্তর্ভুক্ত নয়। কিন্তু এ ক্ষেত্রেও সতর্কতামূলক নিয়ন্ত্রণ আরোপ করা হয়েছে, যা যাবতীয় ইবাদত ও আহকামে অনুসৃত হয়েছে। পরপুরুষ শুনতে পায় নারীদেরকে এমন উচ্চস্বরে কথা-বার্তা বলতে বারণ করা হয়েছে। নামাজের সময় ইমাম কোনো ভুল করলে মুকতাদিদের মৌখিকভাবে লোকমা দেওয়ার হুকুম রয়েছে। কিন্তু মেয়েদেরকে মৌখিক লোকমা দেওয়ার পরিবর্তে এ শিক্ষা দেওয়া হয়েছে যে, নিজের এক হাতের পিঠের উপর অপর হাত মেরে তালি বাজিয়ে ইমামকে অবহিত করবে মুখে কিছু বলবে না।

দ্বিতীয় হেদায়েত : পূর্ণ পর্দা করা সম্পর্কিত وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَىٰ অর্থাৎ, তোমরা তোমাদের গৃহে অবস্থান কর এবং জাহেলিয়াত যুগের নারীদের মতো দেহ সৌষ্ঠব ও সৌন্দর্য প্রদর্শন করে ঘোরাফেরা করো না। এখানে পূর্ববর্তী জাহেলিয়াতযুগ বলে ইসলামপূর্ব অন্ধ যুগকে বুঝানো হয়েছে যা বিশ্বের সর্বত্র বিস্তৃত ছিল। এ শব্দে ইঙ্গিত রয়েছে যে, এরপর আবার অপর কোনো অজ্ঞতার প্রাদুর্ভাবও ঘটতে পারে, যে সময় একই রকম নির্লজ্জতা ও পর্দাহীনতাই বিস্তার লাভ করবে। সেটা সম্ভবত : এ যুগেরই অজ্ঞতা যা অধুনা বিশ্বের সর্বত্র পরিদৃষ্ট হচ্ছে। এ আয়াতে পর্দা সম্পর্কিত আসল হুকুম এই যে, নারীগণ গৃহেই অবস্থান করবে। অর্থাৎ, শরয়ি প্রয়োজন ব্যতীত যেন বাইরে বের না হয়। সাথে সাথে এ কথাও বলা হয়েছে যে, যেভাবে ইসলামপূর্ব অজ্ঞ যুগের নারীরা প্রকাশ্যভাবে বেপর্দা চলাফেরা করত তোমরা সেরকম চলাফেরা করো না। تَبَرُّجٌ শব্দের মূল অর্থ প্রকাশ ও প্রদর্শন করা। এখানে এর অর্থ পরপুরুষ সমীপে নিজের রূপ প্রদর্শন করা। যেমন, অন্য আয়াতে রয়েছে غَيْرَ مُتَبَرِّجٰتٍ بِزِيْنَةٍ (অর্থাৎ, সৌন্দর্য প্রদর্শন না করে)। নারীদের পর্দা সম্পর্কিত পূর্ণ আলোচনা ও বিস্তারিত আহকাম এ সূরারই পরবর্তী অধ্যায়ে বর্ণিত হবে। এখানে কেবল উল্লিখিত আয়াতের ব্যাখ্যা প্রদত্ত হচ্ছে। এ আয়াতে পর্দা সম্পর্কিত দু'টি বিষয় জানা গেছে। প্রথমত : প্রকৃত প্রস্তাবে আল্লাহ পাকের নিকট নারীদের বাড়ি থেকে বের না হওয়াই কাম্য গৃহকর্ম সম্পন্ন করার উদ্দেশ্যেই তাদেরকে সৃষ্টি করা হয়েছে; এতেই তারা পুরোপুরি আত্মনিয়োগ করবে। বস্তুত : শরিয়ত-কাম্য আসল পর্দা হলো গৃহের অভ্যন্তরে অনুসৃত পর্দা।

দ্বিতীয়ত : একথা জানা গেছে যে, শরয়ি প্রয়োজনের তাকিদে যদি নারীকে বাড়ি থেকে বের হতে হয়, তবে যেন সৌন্দর্য ও দেহ সৌষ্ঠব প্রদর্শন না করে বের হয়; বরং বোরকা বা গোটা শরীর আবৃত করে ফেলে এমন চাদর ব্যবহার করে বের হবে। যেমন, সামনে সূরা আহযাবেরই يُدْنِيْنَ عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلَابِيْبِهِنَّ আয়াতে ইনশাআল্লাহ বিস্তারিত আলোচনা করা হবে।

গৃহে অবস্থান প্রয়োজন সম্পর্কিত হুকুমের অন্তর্গত নয় : وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ দ্বারা নারীদের ঘরে অবস্থান ওয়াজিব করে দেওয়া হয়েছে। যার মর্ম এই যে, নারীর পক্ষে ঘর থেকে বের হওয়া সাধারণভাবে তো নিষিদ্ধ ও হারাম। কিন্তু প্রথমত : এ আয়াতেই وَلَا تَبَرَّجْنَ দ্বারা ইঙ্গিত করা হয়েছে যে, প্রয়োজনের পরিপ্রেক্ষিতে বের হওয়া নিষিদ্ধ নয়, বরং সৌন্দর্য প্রদর্শনের উদ্দেশ্যে বের হওয়া নিষিদ্ধ। দ্বিতীয়ত : এই সূরার পরবর্তীতে উল্লিখিত يُدْنِيْنَ عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلَابِيْبِهِنَّ আয়াতে এ হুকুমই রয়েছে যে, বিশেষ প্রয়োজনের পরিপ্রেক্ষিতে মেয়েদের বোরকা বা অন্য কোনো প্রকারের পর্দা করে ঘর থেকে বের হওয়ার অনুমতি আছে।

https://e-ilm.weebly.com/

এতদ্ভিন্ন রাসূলুল্লাহ ﷺ এক হাদীস দ্বারাও প্রয়োজনীয় ক্ষেত্রসমূহ যে এ হুকুমের অন্তর্গত নয়, তা স্পষ্ট করে দিয়েছেন। যেখানে আযওয়াজে মোতাহহারাতকে সম্বোধন করে বলা হয়েছে যে, قَدْ اَذِنَ لَكُنَّ اَنْ تَخْرُجْنَ لِحَاجَتِكُنَّ (رواه مسلم) 'প্রয়োজনের পরিপ্রেক্ষিতে তোমাদেরকে বাড়ি থেকে বের হওয়ার অনুমতি দেওয়া হয়েছে।" এছাড়া পর্দার আয়াত নাজিল হওয়ার পরও রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর আমল এ সাক্ষ্য প্রদান করে যে, প্রয়োজনীয় স্থলে মেয়েদের ঘর থেকে বের হওয়ার অনুমতি রয়েছে। যেমন, হজ ও ওমরার সময় হুজুর ﷺ -এর সাথে তাঁর বিবিগণের গমনের কথা বহু বিশুদ্ধ হাদীস দ্বারা প্রমাণিত। অনুরূপভাবে তাঁর সাথে তাঁদের বিভিন্ন যুদ্ধে গমন করাও প্রমাণিত রয়েছে। আবার অনেক রেওয়ায়েতে এ প্রমাণও পাওয়া যায় যে, নবীজীর পুণ্যবতী স্ত্রীগণ পিতা-মাতা ও অন্যান্য মুহ্‌রিম আত্মীয়দের সাথে সাক্ষাতের উদ্দেশ্যে নিজেদের বাড়ি থেকে বের হতেন এবং আত্মীয়-স্বজনের রোগ-ব্যাধির তথ্য নিতে যেতেন ও শোকানুষ্ঠান প্রভৃতিতে অংশগ্রহণ করতেন। এছাড়া নবীজী ﷺ -এর জীবদ্দশায় তাদের মসজিদে যাওয়ারও অনুমতি ছিল। শুধু হুজুর ﷺ -এর সাথে ও তাঁর সময়েই এমন ঘটেনি; বরং হুজুরের ইন্তেকালের পরও হযরত সাওদা ও যয়নব বিনতে জাহ্‌শ (রা.) ব্যতীত অন্যান্য সকল পুণ্যবতী স্ত্রীগণের হজ্জ ও ওমরার উদ্দেশ্যে গমন করার প্রমাণ রয়েছে। আর এ সম্পর্কে সাহাবায়ে কেরাম (রা.) ও কোনো আপত্তি তোলেন নি। বরং ফারুকে আজম (রা.)-এর খেলাফতকালে তিনি স্বয়ং উদ্যোগ নিয়ে তাদেরকে হজ্জে পাঠাবার ব্যবস্থা করেন। হযরত উসমান গনী (রা.)-ও আবদুর রহমান বিন আওফ (রা.)-কে তাঁদের ব্যবস্থাপনা ও তত্ত্বাবধানের জন্য প্রেরণ করেন। হুজুর ﷺ -এর ইন্তেকালের পর উম্মুল মু'মিনীন হযরত সাওদা ও হযরত যয়নাব বিনতে জাহাশের হজ্জ ও ওমরায় না যাওয়া এ আয়াতের পরিপ্রেক্ষিতে ছিল না; বরং অপর এক হাদীসের ভিত্তিতে ছিল। তা এই যে, বিদায় হজ্জে রাসূলুল্লাহ ﷺ নিজের সাথে সহধর্মিণীগণকে হজ্জ সমাপনান্তে ফেরার পথে বলেন هٰذِهٖ ثُمَّ لُزُوْمُ الْحُصْرِ এখানে هٰذِهٖ দ্বারা হজ্জের দিকে ইঙ্গিত করা হয়েছে এবং حَصِيْر . حَصْر -এর বহুবচন। যার অর্থ চাটাই। হাদীসের মর্ম এই যে, তোমাদের বের হওয়া কেবল এজন্য হয়েছে। এরপর নিজেদের বাড়ির চাটাই আঁকড়ে ধরবে সেখান থেকে বের হবে না। হযরত সাওদা (রা.) ও যয়নব (রা.) হাদীসের অর্থ এরূপ করেছেন যে, তোমাদের বের হওয়া কেবল বিদায় হজ্জের জন্যই বৈধ ছিল, এর পরে আর জায়েজ নেই। বাকি অন্য সহধর্মিণীগণ, যাঁদের মধ্যে হযরত আয়েশা (রা.)-এর ন্যায় শ্রেষ্ঠ ফকীহও শামিল ছিলেন, সবাই হাদীসের মর্ম এরূপ বলে মন্তব্য করেছেন যে, তোমাদের এ সফর যেরূপ এক শরয়ি ইবাদত সম্পন্ন করার উদ্দেশ্যে ছিল তোমাদের অনুরূপ উদ্দেশ্যে বাড়ি থেকে বরে হওয়াও জায়েজ। অন্যথা গৃহেই অবস্থান করা অবশ্যই কর্তব্য।

সারকথা এই যে, কুরআন পাকের ইঙ্গিত, নবীজীর আমল ও সাহাবাগণের ইজমা অনুসারে প্রয়োজনীয় স্থলসমূহ وَقَرْنَ فِىْ بُيُوْتِكُنَّ আয়াতের মর্মের অন্তর্গত নয়, হজ্জ-ওমরাও যার অন্তর্ভুক্ত। আর স্বাভাবিক প্রয়োজনাদি, নিজের পিতা-মাতা, মুহ্‌রিম আত্মীয়দের সহিত সাক্ষাৎ, অসুস্থ থাকা বিধায় এদের সেবা-শুশ্রূষা, অনুরূপভাবে যদি কারো জীবিকা নির্বাহের জন্য প্রয়োজনীয় সামান বা অন্য কোনো পন্থা না থাকে, তবে চাকুরী ও কর্মসংস্থানের উদ্দেশ্যে বের হওয়াও এরই আওতাভুক্ত। প্রয়োজন স্থলসমূহে বের হওয়ার জন্য শর্ত হলো অঙ্গ সৌষ্ঠব ও সৌন্দর্য প্রদর্শন করে বের হওয়া; বরং বোরকা বা বড় চাদর পরে বের হওয়া।

উম্মুল মুমিনীন হযরত আয়েশা সিদ্দীকা (রা.)-এর বসরা গমন এবং উষ্ট্র যুদ্ধে (জঙ্গে জামাল) তাঁর ভূমিকা সম্পর্কে রাফেযীদের অসার ও অযৌক্তিক মন্তব্য : উপরিউক্ত আলোচনা দ্বারা একথা স্পষ্ট প্রতীয়মান হয়েছে যে, কুরআন পাকের ইঙ্গিত, রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর আমল এবং সাহাবায়ে কেরাম (রা.)-এর ইজমা (সর্বসম্মত রায়) দ্বারা প্রমাণিত যে, প্রয়োজনীয় স্থলসমূহ وَقَرْنَ فِىْ بُيُوْتِكُنَّ আয়াতের আওতা বহির্ভূত। হজ্জ ও ওমরা প্রভৃতি ধর্মীয় প্রয়োজনসমূহ যার অন্তর্ভুক্ত। হযরত আয়েশা সিদ্দীকা, হযরত উম্মে সালমা এবং সফিয়্যা (রা.) হজ্জ উপলক্ষ্যে মক্কায় তাশরীফ নেন, তাঁরা সেখানে হযরত ওসমানে (রা.) -এর শাহাদত ও বিদ্রোহ-সংশ্লিষ্ট ঘটনাবলির সংবাদ পেয়ে অত্যন্ত মর্মাহত হন এবং মুসলমানদের পারস্পরিক অনৈক্যের ফলে মুসলিম উম্মতের সংহতি বিনষ্ট হওয়া আর সম্ভাব্য অশান্তি ও বিশৃঙ্খলার আশঙ্কায় বিশেষভাবে উৎকণ্ঠিত ও উদ্বেগাকুল হয়ে পড়েন। এমতাবস্থায় হযরত তালহা, হযরত যুবায়র, হযরত নো'মান ইবনে বশীর, হযরত কা'ব ইবনে আযরা এবং আরো কিছুসংখ্যক সাহাবী (রা.) মদিনা থেকে পালিয়ে মক্কা পৌছেন। কেননা, হযরত ওসমান (রা.) -এর হত্যাকারীগণ এদেরকেও হত্যা করার পরিকল্পনা নিয়েছিল। এরা বিদ্রোহীদের সাথে শরিক হতে পারেননি। বরং এ কাজ থেকে তাদেরকে বারণ করেছিলেন। হযরত ওসমান (রা.) -এর হত্যার পর বিদ্রোহীরা এদেরকেও হত্যার পরিকল্পনা করে। তাই তাঁরা প্রাণ নিয়ে মক্কা মোয়াজ্জমা এসে পৌছেন এবং উম্মুল মুমিনীন হযরত

https://e-ilm.weebly.com/

আয়েশা (রা.) -এর খেদমতে এসে পরামর্শ চান। হযরত সিদ্দীকা (রা.) তাঁদেরকে পরামর্শ দিলেন যে, যে পর্যন্ত বিদ্রোহীরা হযরত আলী (রা.)-কে পরিবেষ্টিত করে থাকবে সে পর্যন্ত যেন তাঁরা মদিনায় ফিরে না যান। আর যেহেতু হযরত আলী (রা.) বিদ্রোহীদের বাড়াবাড়ির প্রতিকার ও বিচার-বিধান থেকে বিরত থাকছেন; সুতরাং আপনারা কিছুকাল যেখানে নিজেদেরকে নিরাপদ মনে করেন, সেখানে গিয়ে অবস্থান করুন। যে পর্যন্ত আমীরুল মুমিনীন (রা.) পরিস্থিতি আয়ত্তে এনে শৃঙ্খলা বিধানে সক্ষম না হন, সে পর্যন্ত আপনারা বিদ্রোহীদেরকে আমীরুল মুমিনীনের চতুর্দিক থেকে বিচ্ছিন্ন করে দেওয়ার লক্ষ্যে সাধ্যানুসারে চেষ্টা করতে থাকুন, যাতে আমীরুল মুমিনীন এসব বিদ্রোহীর বাড়াবাড়ির প্রতিকার এবং তাদের প্রতিহত করতে সক্ষম হন। এসব মহাত্মাবৃন্দ এ কথায় রাযী হয়ে বসার চলে যেতে মনস্থ করেন। কেননা, তখন সেখানে মুসলিম সেনাবাহনী অবস্থান করছিল। এসব মহাত্মাবৃন্দ সেখানে যেতে মনস্থির করার পর তাঁরা উম্মুল মুমিনীন হযরত সিদ্দীকা (রা.) -এর খেদমতে আরজ করলেন যে, যতদিন পর্যন্ত রাষ্ট্রীয় শৃঙ্খলা পুনঃপ্রতিষ্ঠিত না হয়, ততদিন পর্যন্ত তিনিও যেন তাঁদের সাথে বসরাতেই অবস্থান করেন।

সে সময়ে হযরত ওসমান (রা.) -এর হত্যাকারীদের দাপট ও দৌরাত্ম্য এবং তাদের প্রতি আমীরুল মুমিনীন হযরত আলী (রা.)-এর শরিয়তী শাস্তি প্রয়োগে অক্ষমতার কথা স্বয়ং নাহজুল-বালাগাতের রেওয়ায়েতেও স্পষ্টভাবে বিদ্যমান। উল্লেখযোগ্য যে, নাহ্জুল-বালাগা শিয়া পণ্ডিতবর্গের নিকট বিশেষ প্রামাণ্য গ্রন্থ বলে সমাদৃত। এই গ্রন্থে রয়েছে যে, হযরত আলী (রা.)-কে তাঁর বেশ কিছুসংখ্যক সুহৃদ ও অন্তরঙ্গ বন্ধুবর্গ পর্যন্ত এই মর্মে পরামর্শ দেন যে, যদি আপনি হযরত ওসমান (রা.) -এর হত্যাকারীদের যথোচিত শাস্তি বিধান করেন, তবেই তা বিশেষ কল্যাণ ও সুফল বয়ে আনবে। প্রতিউত্তরে হযরত আমীরুল মুমিনীন ফরমান যে, ভাই সকল! তোমরা যা বলছ সে সম্পর্কে আমি অজ্ঞ নই। কিন্তু এসব হাঙ্গামা সৃষ্টিকারীদের দ্বারা মদিনা পরিবেষ্টিত থাকা অবস্থায় তা কি করে সম্ভব? তোমাদের ক্রীতদাস ও পার্শ্ববর্তী বেদুঈনরা পর্যন্ত তাদের সাথে রয়েছে। এমতাবস্থায় যদি তাদের শাস্তির নির্দেশ জারী করে দেই, তবে তা কার্যকর হবে কিভাবে?

হযরত সিদ্দীকা (রা) একদিকে আমীরুল-মুমিনীন (রা.)-এর অক্ষমতা সম্পর্কে পুরোপুরি ওয়াকেফহাল ছিলেন। অপরদিকে হযরত ওসমান (রা.) -এর শাহাদাতের কারণে মুসলমানগণ যে চরমভাবে মর্মাহত হয়েছে সে সম্পর্কেও অবহিত ছিলেন। হযরত ওসমান (রা.) -এর হত্যাকারীরা আমীরুল-মুমিনীন (রা) -এর মজলিসসমূহে সশরীরে শরিক থাকা সত্ত্বেও তিনি একান্ত অক্ষম ছিলেন বলে তাদের শাস্তি বিধান ও তাদের থেকে প্রতিশোধ গ্রহণ বিলম্বিত হচ্ছিল, যারা আমীরুল মুমিনীনর (রা.) এই অক্ষমতা সম্পর্কে অবহিত ছিল না, এ ব্যাপারেও তারা তাঁকে অভিযুক্ত করছিল। যাতে এ অভিযোগ-অনুযোগ অন্য কোনো অশান্তি ও বিশৃঙ্খলা সূচনা না করে, সে জন্য জনগণকে ধৈর্যধারণের অনুরোধ করা, আমীরুল-মুমিনীনের শক্তি সঞ্চার করে রাষ্ট্রের শাসনব্যবস্থা সুদৃঢ় করা এবং পারস্পরিক অভিযোগ-অনুযোগ ও ভুল বুঝাবুঝির অবসান ঘটিয়ে উম্মতের মাঝে শান্তি ও সংহতি স্থাপনের উদ্দেশ্যে তিনি (হযরত সিদ্দীকা (রা.)) বসরা রওয়ানা করেন। এ সময়ে ভাগ্নে হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে যোবায়র (রা.) প্রমুখও তাঁর সাথে ছিলেন। এ সফরের যে উদ্দেশ্য স্বয়ং উম্মুল মুমিনীন (রা) হযরত কা'কা (রা.) -এর নিকট ব্যক্ত করেছেন তা পরবর্তী পর্যায়ে বর্ণিত হবে। এই চরম অশান্তি ও অরাজকতার সময় মুমিনদের মধ্যে শান্তি প্রতিষ্ঠা যে কত মহান ও গুরুত্বপূর্ণ দীনী খেদমত ছিল, তা একেবারে সুস্পষ্ট। এতদুদ্দেশ্যে যদি উম্মুল মুমিনীন (রা.)-এর স্বীয় মুহরেম আত্মীয়-স্বজনের সাথে উটের হাওদায় পূর্ণ পর্দার মধ্যে বসরা গমনকে কেন্দ্র করে 'তিনি কুরআনী আহকামের বিরুদ্ধাচরণ করেছেন' বলে শিয়া ও রাফেযী সম্প্রদায় অপপ্রচার করে থাকে, তাবে তার কোনো যৌক্তিকতা ও সারবত্তা আছে কি?

মুনাফিক ও দুষ্কৃতকারীদের যে অপকীর্তি পরবর্তী পর্যায়ে গৃহযুদ্ধের রূপ পরিগ্রহ করেছিল সে সম্পর্কে হযরত আয়েশা সিদ্দীকা (রা.) -এর কোনো ধারণা বা কল্পনাও ছিল না। এ আয়াতের তাফসীরের জন্য এতটুকুই যথেষ্ট।

উষ্ট্রযুদ্ধের (জঙ্গে জামাল) সবিস্তার আলোচনার স্থান এটা নয়। নিছক প্রকৃত সত্য উদঘাটনের উদ্দেশ্যে এ প্রসঙ্গে সংক্ষিপ্তভাবে কয়েকটি কথা লিখা হচ্ছে মাত্র।

পারস্পরিক বিভেদ ও দ্বন্দ-কলহের সময় সাধারণত যে সব অবস্থার সৃষ্টি হয় ও যে সব রূপ ধারণ করে, সে সম্পর্কে চক্ষুমান ও অভিজ্ঞতাসম্পন্ন ব্যক্তিবর্গ গাফেল ও নির্লিপ্ত থাকতে পারে না। এ ক্ষেত্রেও এরূপ অবস্থার সৃষ্টি হয়েছিল যে, সাহাবায়ে কেরাম সমেত হযরত সিদ্দীকা (রা.)-এর মদিনা হতে বসরা গমনের ঘটনাকে মুনাফিক ও দুষ্কৃতকারীরা আমীরুল মু'মিনীন হযরত আলী (রা.)-এর সমীপে বিকৃত করে এভাবে পেশ করে যে, এরা সব আপনার সাথে মোকাবিলা করার জন্য প্রয়োজনীয় সৈন্য সংগ্রহ করার উদ্দেশ্যে বসরা যাচ্ছে। সুতরাং আপনি যদি সত্যি খলীফা হয়ে থাকেন, তবে যাতে এ ফেতনা অগ্রসর হতে না পারে সেজন্য সেখানে গিয়ে অঙ্কুরেই এটা প্রতিহত করা আপনার একান্ত কর্তব্য। হযরত হাসান,

https://e-ilm.weebly.com/

হযরত হুসাইন, হযরত আব্দুল্লাহ বিন জাফর, হযরত আব্দুল্লাহ বিন আব্বাস (রা.) প্রমুখ বিশিষ্ট সাহাবী তাঁদের এ মতের বিরুদ্ধাচরণ করে খলীফা (রা.)-কে এ পরামর্শ দেন যে, সেখানকার প্রকৃত অবস্থা অনুধাবন না করা পর্যন্ত আপনি তাদের মোকাবিলার জন্য সৈন্য প্রেরণ করবেন না। কিন্তু অপর মত পোষণকারীদের সংখ্যাই ছিল অনেক বেশি। হযরত আলী (রা.)-ও এদের দ্বারা প্রভাবান্বিত হয়ে সৈন্যদের সাথে বের হয়ে পড়েন এবং এই অপকৃষ্ট অশান্তি সৃষ্টিকারী বিদ্রোহীরাও তাঁর সাথে রওয়ানা করে।

এরা বসরার সন্নিকটে পৌঁছে অবস্থা সম্পর্কে জিজ্ঞাসাবাদের জন্য হযরত উম্মুল মু'মিনীনের খেদমতে হযরত কা'কা (রা.)-কে প্রেরণ করেন। তিনি উম্মুল মু'মিনীনের খেদমতে আরজ করেন যে, আপনার এখানে আগমনের কারণ কি? প্রত্যুত্তরে হযরত সিদ্দীকা (রা.) বলেন : اَىْ بُنَىَّ اَلْاِصْلَاحُ بَيْنَ النَّاسِ অর্থাৎ হে প্রিয় বৎস! মানুষের মাঝে শান্তি প্রতিষ্ঠার উদ্দেশ্যে এখানে এসেছি। অতঃপর হযরত তালহা ও হযরত যুবায়ের (রা.)-কেও হযরত কা'কা (রা.)-এর আলোচনা সভায় ডেকে আনা হলো। হযরত কা'কা (রা.) তাঁদেরকে বললেন যে, আপনারা কি চান। তাঁরা বললেন যে, হযরত উসমানের হত্যাকারীদের প্রতি শরিয়তী শাস্তি প্রয়োগ করা ব্যতীত আমাদের অন্য কোনো দাবি বা আকাঙ্ক্ষা নেই। হযরত কা'কা (রা.) তাঁদেরকে বুঝাতে চেষ্টা করলেন, যে পর্যন্ত মুসলিম উম্মাহ সুসংবদ্ধ ও সুসংহত না হয়, সে পর্যন্ত এটা কার্যকর করা সম্ভব নয়। এমতাবস্থায় আপোস-মীমাংসা ও শান্তি-শৃঙ্খলা প্রতিষ্ঠায় আত্মনিয়োগ করা আপনাদের একান্ত কর্তব্য।

এসব মহান ব্যক্তিও একথা সমর্থন করলেন। হযরত কা'কা (রা.) ফিরে গিয়ে আমীরুল মু'মিনীনকে এ সম্পর্কে অবহিত করায় তিনিও বিশেষভাবে সন্তুষ্ট ও আনন্দিত হন এবং সবাই ফিরে চলে যাওয়ার সিদ্ধান্ত নেন। আর এ প্রান্তরে পরবর্তী তিন দিন পর্যন্ত অবস্থানকালে এমন পরিস্থিতি বিরাজমান ছিল যে, এ সম্পর্কে কারো বিন্দুমাত্রসন্দেহ ছিল না যে, উভয় পক্ষের মাঝে শান্তিচুক্তি অনুষ্ঠিত হওয়ার ঘোষণা অনতিবিলম্বে প্রচারিত হয়ে যাচ্ছে। চতুর্থ দিন ভোরে হযরত উসমান (রা.)-এর হত্যাকারীদের অনুপস্থিতিতে হযরত তালহা ও হযরত যুবায়েরের সাথে আমীরুল মু'মিনীনের সাক্ষাতকারের পর এরূপ ঘোষণা প্রচারিত হতে যাচ্ছিল। কিন্তু এরূপ শান্তি প্রতিষ্ঠা হযরত উসমানের হত্যাকারী দুর্বৃত্তদের মোটেও কাম্য ও মনঃপূত ছিল না। তাই তারা এরূপ পরিকল্পনা গ্রহণ করল যে, তারা প্রথমে হযরত সিদ্দীকা (রা.)-এর দলের মধ্যে প্রবেশ করে ব্যাপকভাবে হত্যাকাণ্ড ও লুটতরাজ আরম্ভ করবে, যাতে তিনি (হযরত সিদ্দীকা) ও তাঁর সঙ্গীগণ হযরত আলী (রা.)-এর পক্ষ থেকে বিশ্বাসঘাতকতা ও চুক্তি ভঙ্গ হয়েছে বলে মনে করেন। আর এরা এই ভুল বুঝাবুঝির শিকার হয়ে হযরত আলী (রা.)-এর সৈন্যবাহিনীর উপর ঝাঁপিয়ে পড়েন। এদের এ চাল ও কূট-কৌশল সফল হলো। হযরত আলী (রা.)-এর বাহিনীভুক্ত দুষ্কৃতকারীদের পক্ষ থেকে যখন হযরত সিদ্দীকা (রা.)-এর জামাতের উপর আক্রমণ শুরু হলো তখন তাঁরা একথা বুঝতে একান্ত বাধ্য ছিলেন যে, এ আক্রমণ আমীরুল মু'মিনীনের সৈন্যবাহিনীর পক্ষ থেকেই হয়েছে। তাই এদের পক্ষ থেকে প্রতি-আক্রমণও আরম্ভ হয়ে গেল। এ পরিস্থিতিতে আমীরুল মু'মিনীন যুদ্ধ ভিন্ন অন্য কোনো গতি দেখতে পেলেন না। আর গৃহ-যুদ্ধের যে মর্মন্তুদ ঘটনা হওয়ার ছিল তা হয়ে গেল اِنَّا لِلّٰهِ وَاِنَّآ اِلَيْهِ رَاجِعُوْنَ তাবারী ও অন্যান্য প্রামাণ্য ঐতিহাসিকগণ এ ঘটনা ঠিক এরূপভাবেই হযরত হাসান (রা.), হযরত আব্দুল্লাহ বিন জাফর (রা.), হযরত আব্দুল্লাহ বিন আব্বাস (রা.) প্রমুখ সাহাবায়ে কেরামের রেওয়ায়েত থেকে উদ্ধৃত করেছেন। رُوْحُ الْمَعَانِىْ

মোটকথা দুষ্কৃতকারী পাপাচারীদের দুরভিসন্ধি ও কূট-কৌশলের পরিণতিতে সম্পূর্ণ অনিচ্ছাকৃতভাবে নিরপরাধ ও পূত-পবিত্র এ দু'পক্ষের মাঝে যুদ্ধ পর্যন্ত সংঘটিত হয়ে গেল, কিন্তু ফেতনা ও দুর্যোগ কেটে যাওয়ার পর উভয় মহান ব্যক্তিত্বই অত্যন্ত মর্মাহত ও বিচলিত হন। এ মর্মন্তুদ ঘটনা হযরত সিদ্দীকা (রা.)-এর স্মরণ হলে তিনি এমন অজস্র ধারায় কাঁদতে থাকতেন যে, তাঁর দোপাট্টা পর্যন্ত অশ্রুসিক্ত হয়ে যেত। অনুরূপভাবে হযরত আলী (রা.)-ও এ ঘটনায় বিশেষভাবে মর্মাহত হন। ফেতনা ও দুর্যোগ স্তিমিত হওয়ার পর যখন তিনি নিহতদের লাশ স্বচক্ষে দেখতে তাশরীফ নেন তখন নিজ উরুতে হাত মেরে মেরে বলতে লাগলেন যে, যদি এ ঘটনা সংঘটিত হওয়ার পূর্বেই আমি মৃত্যুবরণ করতাম কতই না ভালো হতো।

কোনো কোনো রেওয়ায়েতে আছে যে, উম্মুল মু'মিনীন (রা.) যখন কুরআনের আয়াত وَقَرْنَ فِىْ بُيُوْتِكُنَّ পাঠ করতেন তখন কেঁদে ফেলতেন। ফলে তাঁর দোপাট্টা অশ্রুসিক্ত হয়ে যেত। –(রূহুল মা'আনী)

উল্লিখিত আয়াত পাঠকালে কেঁদে ফেলা এজন্য ছিল না যে, তিনি গৃহে অবস্থানের বিরুদ্ধাচরণ পাপ বলে মনে করতেন অথবা প্রয়োজনের পরিপ্রেক্ষিতে সফর নিষিদ্ধ ছিল। বরং বাড়ি থেকে বের হওয়ার দরুন যে অবাঞ্ছিত ও অনভিপ্রেত হৃদয়-বিদারক ঘটনা সংঘটিত হলো তারই পরিপ্রেক্ষিতে স্বভাবত সৃষ্ট সন্তাপ ও মর্মবেদনাই ছিল এর কারণ (এসব রেওয়ায়েত ও যাবতীয় তথ্য তাফসীরে রূহুল মা'আনী থেকে সংগৃহীত হয়েছে)।

https://e-ilm.weebly.com/

নবীজীর বিবিগণের প্রতি কুরআনের তৃতীয়, চতুর্থ ও পঞ্চম হেদায়েত : وَاَقِمْنَ الصَّلٰوةَ وَاٰتِيْنَ الزَّكٰوةَ وَاَطِعْنَ اللّٰهَ وَرَسُوْلَهٗ অর্থাৎ, নামাজ প্রতিষ্ঠা কর, জাকাত প্রদান কর এবং মহান আল্লাহ ও তাঁর রাসূল ﷺ -এর অনুসরণ কর। দু-হেদায়েত সংক্রান্ত বিস্তারিত বিবরণ পূর্বেই বর্ণিত হয়েছে। অর্থাৎ, পরপুরুষের সাথে বাক্যালাপের সময় আপত্তিকর কোমলতা ও নাজুকতা পরিহার, বিনা প্রয়োজনে গৃহাভ্যন্তর থেকে বের হওয়া এবং এ আয়াতে রয়েছে তিন হেদায়েত। এ হলো সর্বমোট পাঁচ হেদায়েত যা নারীকুল সম্পর্কিত অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ধর্মীয় বিষয়সমূহের অন্তর্গত।

এ পাঁচটি হেদায়েতের সব কয়টি সমস্ত মুসলমানের প্রতি সমভাবে প্রযোজ্য : উপরিউক্ত হেদায়েতসমূহের মধ্যে শেষোক্ত তিনটি নবীজীর পুণ্যবতী বিবিগণের জন্য নির্দিষ্ট না হওয়া সম্পর্কে তো কারো সন্দেহের অবকাশ নেই। কোনো মুসলিম নারী-পুরুষই নামাজ, জাকাত এবং আল্লাহ ও রাসূলের প্রতি আনুগত্য প্রদর্শনের আওতা-বহির্ভূত নয়। বাকি রইল নারীকুলের পর্দা সংশ্লিষ্ট অবশিষ্ট দু'টি হেদায়েত। একটু চিন্তা করলে এও পরিষ্কার হয়ে যায় যে, তাও কেবল নবীজীর পুণ্যবতী স্ত্রীগণের জন্য নির্দিষ্ট নয়, বরং সমস্ত মুসলিম নারীর প্রতিও একই হুকুম। এখন কথা হলো এসব হেদায়েত বর্ণনার পূর্বেই কুরআনে পাকে বলা হয়েছে যে, لَسْتُنَّ كَاَحَدٍ مِّنَ النِّسَاۤءِ اِنِ اتَّقَيْتُنَّ অর্থাৎ পুণ্যবতী নবী-পত্নীগণ যদি তাকওয়া ধারণ করে তবে তাঁরা অন্যান্য সাধারণ নারীদের ন্যায় নন। এ দ্বারা বাহ্যত এ হেদায়েতসমূহ নবী-পত্নীগণের জন্যই নির্দিষ্ট বলে মনে হয়। এর স্পষ্ট জবাব এই যে, এ নির্দিষ্টকরণ আহকামের দিক দিয়ে নয়; বরং এগুলোর উপর আমলের গুরুত্বের উপর নির্ভরশীল অর্থাৎ পুণ্যবতী স্ত্রীগণ অন্যান্য সাধারণ নারীদের ন্যায় নন। বরং এদের মর্যাদা-সর্বাধিক উন্নত ও উর্ধ্বতম। সুতরাং যেসব হুকুম সমস্ত নারীকুলের প্রতি ফরজ, এগুলোর প্রতি এদের সর্বাধিক গুরুত্ব আরোপ করা উচিত। আল্লাহ মহীয়ান গরীয়ানই সর্বাধিক জ্ঞাত।

اِنَّمَا يُرِيْدُ اللّٰهُ لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ اَهْلَ الْبَيْتِ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيْرًا

পূর্ববর্তী আয়াতসমূহে পুণ্যবতী স্ত্রীগণকে সম্বোধন করে যেসব হেদায়েত প্রদান করা হয়েছে, সেগুলো যদিও তাঁদের জন্য নির্দিষ্ট ছিল না; বরং গোটা উম্মতের প্রতিই এসব হুকুম প্রযোজ্য। কিন্তু পুণ্যবতী স্ত্রীগণকে এজন্য বিশেষভাবে সম্বোধন করা হয়েছে, যাতে তাঁরা নিজেদের মর্যাদা ও নবীগৃহের বৈশিষ্ট্যের প্রতি লক্ষ্য রেখে এসব আমল ও ক্রিয়াকর্মের প্রতি বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করেন।

এ আয়াতে পূর্ববর্তী বিশেষ সম্বোধনের তাৎপর্য বর্ণনা প্রসঙ্গে বলা হয়েছে যে, আল্লাহ তা'আলার নিকট আমল (কর্ম) পরিশুদ্ধির বিশেষ হেদায়েতের মর্ম ও তাৎপর্য নবীজীর গৃহবাসীগণকে যাবতীয় আবিলতা ও কলুষতা বিমুক্ত করে দেওয়া। رِجْسٌ শব্দটি আরবি ভাষায় বিভিন্ন অর্থে ব্যবহৃত হয়। কখনো প্রতিমা ও বিগ্রহ, আবার কখনো নিছক পাপ অর্থে, কখনো আজাব অর্থে, কখনো কলুষতা ও অপবিত্রতা অর্থে ব্যবহৃত হয়। এ আয়াতে এ অর্থই বুঝানো হয়েছে। –[বাহরে মুহীত]

আয়াতে আহলে বায়তের মর্ম কি? উপরিউক্ত আয়াতসমূহে নবী-পত্নীগণকে সম্বোধন করা হয়েছিল বলে স্ত্রী-লিঙ্গবাচক ক্রিয়া ব্যবহৃত হয়েছে। কিন্তু এখানে পুণ্যবতী স্ত্রীগণের সাথে সাথে তাঁদের সন্তান-সন্ততি এবং পিতা-মাতাও আহলে বায়তের অন্তর্ভুক্ত। সেজন্যই পুংলিঙ্গ পদ عَنْكُمْ وَيُطَهِّرَكُمْ ব্যবহার করা হয়েছে। আবার কোনো কোনো মুফাস্সিরের মতে আহলে বায়ত দ্বারা কেবল নবীজীর পুণ্যবতী স্ত্রীগণকেই বুঝানো হয়েছে। হযরত ইকরীমা এবং হযরত মোকাতিল এমতই পোষণ করেছেন। হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) থেকে বর্ণিত হযরত সাঈদ ইবনে যোবায়েরের রেওয়ায়েতেও তিনি আহলে বায়তের অর্থ পুণ্যবতী স্ত্রীগণ বলেই মন্তব্য করেছেন এবং প্রমাণ স্বরূপ এ আয়াত وَاذْكُرْنَ مَا يُتْلٰى فِىْ بُيُوْتِكُنَّ পেশ করেছেন (ইবনে আবী হাতেম ও ইবনে জারীর বর্ণনা করেছেন) এবং পূর্ববর্তী আয়াতসমূহে نِسَاۤءَ النَّبِىِّ দিয়ে সম্বোধনও এরই সমর্থন করে। হযরত ইকরামা (রা.) তো প্রকাশ্য বাজারে উচ্চৈঃস্বরে বলতে থাকতেন যে, এ আয়াতে আহলে বায়ত দ্বারা পুণ্যবতী স্ত্রীগণকেই বুঝানো হয়েছে কেননা এ আয়াত তাঁদের শানেই নাজিল হয়েছে। তিনি বলতেন যে, এ সম্পর্কে আমি মোবাহালা (পুত্র-পরিজনের মাথায় হাত রেখে শপথ) করে বললেন বলতেও প্রস্তুত আছি।

কিন্তু হাদীসের বিভিন্ন রেওয়ায়েতে, যেগুলো ইবনে কাসীর এখানে নকল করেছেন এ কথারই সাক্ষ্য বহন করে যে, হযরত ফাতেমা, হযরত হাসান-হুসাইনও আহলে বায়তের অন্তর্ভুক্ত। যেমন, মুসলিম শরীফে হযরত আয়েশা (রা.) থেকে বর্ণিত আছে যে, একদা হযরত রাসূলুল্লাহ ﷺ বাড়ি থেকে বাইরে তাশরীফ নিতে যাচ্ছিলেন। সে সময় তিনি একটি কালো রুমী চাদর জড়ানো ছিলেন। এমন সময় সেখানে হযরত হাসান, হযরত হুসাইন, হযরত ফাতেমা ও হযরত আলী (রা.) এরা

https://e-ilm.weebly.com/

সবাই একের পর এক তাশরীফ আনেন। নবীজী ﷺ এদের সবাইকে চাদরের ভেতরে প্রবেশ করিয়ে নিয়ে আয়াত إِنَّمَا يُرِيدُ اللّٰهُ لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ اَهْلَ الْبَيْتِ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيْرًا তেলাওয়াত করেন। আবার কোনো কোনো রেওয়ায়েতে এরূপ রয়েছে যে, আয়াত তেলাওয়াত করার পর তিনি ফরমান اَللّٰهُمَّ هٰؤُلَاءِ اَهْلُ بَيْتِيْ (হে আল্লাহ্ এরাই আমার আহ্‌লে বায়ত। –[ইবনে জারীর]

ইবনে কাছীর এ সম্পর্কে বিভিন্ন হাদীস বর্ণনা করে বলেন যে, প্রকৃত প্রস্তাবে মুফাসসিরগণ প্রদত্ত এসব মতের মধ্যে পরস্পর কোনো বিরোধ নেই। যারা এ কথা বলেন যে, এ আয়াত পুণ্যবতী স্ত্রীগণের শানে নাজিল হয়েছে এবং আহলে বায়ত বলে তাঁদেরকেই বুঝানো হয়েছে, তাঁদের এ মতে অন্যান্যগণও আহলে বায়তের অন্তর্ভুক্ত হওয়ার পরিপন্থি নয়। সুতরাং এটাই ঠিক যে, পুণ্যবতী স্ত্রীগণও আহলে বায়তের অন্তর্গত। কেননা, এ আয়াতের শানে নুযূলও এই। শানে নুযূলের মর্ম আয়াতে অন্তর্ভুক্ত হওয়া সম্পর্কে কোনো সন্দেহের অবকাশ নেই। আবার নবীজীর ইরশাদ মোতাবেক হযরত ফাতেমা, আলী, হাসান-হুসাইন (রা.) ও আহলে বায়তের অন্তর্ভুক্ত। আর এ আয়াতের পূর্বে ও পরে উভয় স্থলে نِسَاءَ النَّبِيِّ শিরোনাম সম্বোধন করা হয়েছে এবং এজন্য স্ত্রীলিঙ্গবাচক পদ ব্যবহৃত হয়েছে। পূর্ববর্তী আয়াতসমূহে فَلَا تَخْضَعْنَ بِالْقَوْلِ থেকে আরম্ভ করে শেষ পর্যন্ত সমস্ত পদ স্ত্রীলিঙ্গ রূপে ব্যবহৃত হয়েছে। আর পরবর্তী পর্যায় وَاذْكُرْنَ مَا يُتْلٰى -তেও স্ত্রীলিঙ্গ বিশিষ্ট পদে সম্বোধন করা হয়েছে। এই মধ্যবর্তী আয়াতেও পূর্বাপরের ব্যতিক্রম করে পুংলিঙ্গ পদ عَنْكُمْ ও يُطَهِّرَكُمْ এর ব্যবহারও একথা বিশেষভাবে প্রমাণ করে যে, এ আয়াতে কেবল নারীগণ অন্তর্ভুক্ত নয়, কিছুসংখ্যক পুরুষও এর অন্তর্ভুক্ত রয়েছে।

উল্লিখিত আয়াতে لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ اَهْلَ الْبَيْتِ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيْرًا দ্বারা স্পষ্টত একথাই বুঝানো হয়েছে যে, এসব হেদায়েতের মাধ্যমে আল্লাহ্ পাক আহলে বায়তকে শয়তানের প্রতারণা, পাপ-পঙ্কিলতা ও অশ্লীলতাসমূহ থেকে রক্ষা করবেন এবং পবিত্র করে দিবেন। মোটকথা এখানে শরিয়তগত পবিত্র করণকে বুঝানো হয়েছে। সৃষ্টি ও জন্মগত পবিত্রকরণ, যা নবীগণের বৈশিষ্ট্য তা বুঝানো হয়নি। কিন্তু এ দ্বারা এ কথা বুঝা যায় না যে, এরা সব নিষ্পাপ; এবং নবীগণ ﷺ -এর ন্যায় তাঁদের দ্বারা কোনো পাপ সংঘটিত হওয়া সম্ভবপরই নয়। জন্মগত শুদ্ধাচারিতা ও পবিত্রতার যা বৈশিষ্ট্য সে সম্পর্কে শিয়া সম্প্রদায় সংখ্যাগরিষ্ঠ উম্মতের থেকে ভিন্নমত পোষণ করে প্রথমত আহলে বায়ত শব্দ কেবল রাসূলের সন্তান-সন্ততিদের জন্যই নির্দিষ্ট বলে এবং পুণ্যবতী স্ত্রীগণ এদের থেকে বহির্ভূত বলে দাবি করেছে। দ্বিতীয়ত উল্লিখিত আয়াতে পবিত্রকরণ অর্থ তাঁদের জন্মগত নিষ্কলুষতা বলে মন্তব্য করে আহলে বায়তকে নবীগণের ন্যায় সম্পূর্ণ নিষ্পাপ বলে আখ্যায়িত করেছে। এর উত্তর এবং মাস'আলার বিস্তারিত বর্ণনা আহকামুল কুরআন নামক গ্রন্থে সূরায়ে আহযাব অধ্যায়ে প্রদান করেছি, যাতে নিষ্কলুষতার সংজ্ঞা এবং তা নবী ও ফেরেশতাকুলের জন্য নির্দিষ্ট থাকা এবং তাঁরা ব্যতীত অন্যকেও নিষ্পাপ না হওয়ার কথা শরয়ি প্রমাণাদিসহ সবিস্তার বর্ণনা করেছি। বিদগ্ধ সমাজ তা দেখে নিতে পারেন সাধারণ লোকের জন্য তা নিষ্প্রয়োজন।

وَاذْكُرْنَ مَا يُتْلٰى فِيْ بُيُوْتِكُنَّ مِنْ اٰيٰتِ اللّٰهِ وَالْحِكْمَةِ এখানে اٰيٰتُ اللّٰهِ অর্থ কুরআন আর حِكْمَةٌ অর্থ রাসূলুল্লাহ ﷺ প্রদত্ত শিক্ষা-দীক্ষা এবং তাঁর সুন্নত ও আদর্শ। যেমন, অধিকাংশ তাফসীরকারগণ حِكْمَتْ -এর তাফসীর সুন্নত বলে বর্ণনা করেছেন। اُذْكُرْنَ শব্দের দু'টি ভাবার্থ হতে পারে– ১. এসব বিষয় স্বয়ং স্মরণ রাখা যার ফলশ্রুতি ও পরিচয় হলো এগুলোর উপর আমল করা। ২. কুরআন পাকের যা কিছু তাঁদের গৃহে, তাঁদের সামনে নাজিল হয়েছে বা রাসূলুল্লাহ ﷺ তাঁদেরকে যেসব শিক্ষা প্রদান করেছেন, উম্মতের অন্যান্য লোকদের সঙ্গে সেসবের আলোচনা করা এবং তাদেরকে সেগুলো পৌছে দেওয়া।

ফায়দা : ইবনে আরাবী আহ্‌কামুল-কুরআন নামক গ্রন্থে লিখেছেন যে, এ আয়াত দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, যদি কোনো ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর নিকট থেকে কোনো আয়াতে কুরআন বা হাদীস শোনে তবে তা অন্যান্য লোকের নিকট পৌছে দেওয়া তার অবশ্য কর্তব্য। এমন কি কুরআনের যেসব আয়াত নবীজীর পুণ্যবতী স্ত্রীগণের গৃহে নাজিল হয়েছে অথবা নবীজী ﷺ -এর নিকট থেকে তাঁরা যেসব শিক্ষা লাভ করেছেন, সেগুলো সম্পর্কে অপর লোকের সাথে আলোচনা করা তাঁদের উপরও বাধ্যতামূলক করে দেওয়া হয়েছে। আর আল্লাহ্ পাকের এ আমানত উম্মতের অপরাপর লোকদের নিকট পৌছানো তাঁদের (পুণ্যবতী স্ত্রীগণের) অপরিহার্য কর্তব্য।

https://e-ilm.weebly.com/

কুরআনের ন্যায় হাদীসের সংরক্ষণ : এ আয়াতে যেরূপভাবে কুরআনের প্রচার-প্রসার ও শিক্ষা প্রদান উম্মতের জন্য বাধ্যতামূলক করে দেওয়া হয়েছে, অনুরূপভাবে হেকমত শব্দের মাধ্যমে রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর হাদীসসমূহের প্রচার এবং শিক্ষা প্রদানও বাধ্যতামূলক করে দেওয়া হয়েছে। এ কারণেই সাহাবায়ে কেরাম (রা.) সর্বাবস্থায়ই এ নির্দেশ পালন করেছেন। সহীহ্ বোখারী শরীফে হযরত মা'আয (রা.) সম্পর্কেও এরূপ ঘটনা বর্ণিত আছে যে, তিনি রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর নিকট থেকে একখানা হাদীস শোনেন, কিন্তু জনগণ এর প্রতি যথাযথ মর্যাদা আরোপ না করতে পারে অথবা কোনো ভুল বুঝাবুঝিতে পতিত হতে পারে, এরূপ আশঙ্কা করে তিনি তা সর্ব সাধারণের সামনে বর্ণনা করেননি। কিন্তু যখন তাঁর (মা'আযের) মৃত্যুক্ষণ ঘনিয়ে এলো, তখন তিনি জনগণকে একত্রিত করে তাদের সামনে সে হাদীস পেশ করলেন এবং বললেন যে, নিছক ধর্মীয় স্বার্থে আমি এ যাবত এ সম্পর্কে কারো সাথে আলোচনা করিনি। কিন্তু এক্ষণে আমার মৃত্যু অত্যাসন্ন। সুতরাং উম্মতের এ আমানত তাদের হাতে পৌঁছে দেওয়া একান্ত কর্তব্য বলে মনে করি। হযরত মা'আয হাদীসে-রাসূল উম্মতের নিকট না পৌঁছানোর পাপে যাতে পতিত না হন সেজন্য তিনি মৃত্যুর পূর্বে জনগণকে ডেকে এ হাদীস শুনিয়ে দেন।

এঘটনাও এ সাক্ষ্যই প্রদান করে যে, সমস্ত সাহাবায়ে কেরামই কুরআনের এ হুকুম পালন ওয়াজিব ও অবশ্য করণীয় বলে মনে করতেন। আর সাহাবায়ে কেরাম অত্যন্ত সতর্কতার সাথে হাদীসসমূহ জনগণের নিকট পৌঁছাবার ব্যবস্থা করতেন বলে হাদীস সংরক্ষণের গুরুত্ব কুরআনের কাছাকাছি হয়ে পড়লো। এ সম্পর্কে সন্দেহের অবতারণা করা কুরআন পাকে সন্দেহের অবতারণা করারই নামান্তর।

কুরআনে পাকে সাধারণভাবে পুরুষদেরকে সম্বোধনকরে নারীদেরকে আনুষঙ্গিকভাবে তার অন্তর্ভুক্ত করে দেওয়ার তাৎপর্য : যদিও নারী-পুরুষ উভয়ই কুরআন পাকের সাধারণ নির্দেশাবলির আওতাধীন, কিন্তু সাধারণত সম্বোধন করা হয়েছে পুরুষদেরকে। আর নারী জাতি পরোক্ষভাবে এর অন্তর্গত। সর্বত্র يَايُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا শব্দ সমষ্টি ব্যবহার করে আনুষঙ্গিকভাবে নারীদেরকেও সম্বোধনের অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। এতে এ ইঙ্গিতই রয়েছে যে, নারীদের সকল বিষয়ই প্রচ্ছন্ন ও গোপনীয়। এর মধ্যেই তাদের মান-মর্যাদা নিহিত। বিশেষ করে সমস্ত কুরআনে দৃষ্টি নিক্ষেপ করলে দেখা যাবে যে, কেবল হযরত মরিয়ম বিনতে ইমরান ব্যতীত অন্য কোনো স্ত্রীলোকের নাম কুরআন পাকে উল্লেখ নেই। যেখানে তাদের প্রসঙ্গে এসেছে, সেখানে পুরুষের সাথে তাদের সম্পর্কসূচক শব্দ যথা اِمْرَاَةُ فِرْعَوْنَ ফেরাউন পত্নী ও اِمْرَاَةُ نُوْحٍ নুহ পত্নী প্রভৃতি শব্দ ব্যবহৃত হয়েছে। হযরত মরিয়মের বিশেষত্ব সম্ভবত এই যে, কোনো পিতার সাথে হযরত ঈসা (আ.) -এর সম্পর্ক স্থাপন সম্ভবপর ছিল না। তাই মায়ের সাথেই তাঁকে সম্পর্কযুক্ত করতে হয়েছিল এবং এ কারণেই মরিয়মের নাম উল্লেখ করা হয়েছে। –[আল্লাহ পাকই সর্বাধিক জ্ঞাত।]

কুরআন কারীমের এই প্রকাশভঙ্গি যদিও এক বিশেষ প্রজ্ঞা, যৌক্তিকতা ও মঙ্গলের ভিত্তিতেই অনুসৃত হয়েছিল; কিন্তু এ পরিপ্রেক্ষিতে নারীদের হীনমন্যতাবোধের উদ্রেক হওয়া একান্ত স্বাভাবিক ছিল। তাই বিভিন্ন হাদীস গ্রন্থে এমন বহু রেওয়ায়েত রয়েছে, যাতে নারীগণ রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর খেদমতে এ মর্মে আরজ করেছে যে, আমরা দেখতে পাচ্ছি আল্লাহ পাক কুরআনের সর্বত্র পুরুষদেরই উল্লেখ করেছেন এবং তাদেরকেই সম্বোধন করেন। এ দ্বারা বুঝা যায় যে, আমাদের (নারীদের) মাঝে কোনো প্রকার পুণ্য ও কল্যাণই নিহিত নেই। সুতরাং আমাদের কোনো ইবাদতই গ্রহণযোগ্য নয় বলে আশঙ্কা হচ্ছে। তিরমিযী শরীফে হযরত উম্মে আম্মার (রা.) থেকে, আবার কোনো কোনো রেওয়ায়েতে হযরত আস্মা বিনতে উনায়স (রা.) থেকেও এ ধরনের আবেদন উপস্থাপনের কথা বর্ণিত আছে আর এসব রেওয়ায়েত এ আবেদন উপরাল্লিখিত আয়াতসমূহ নাজিল হওয়ার কারণ বলে সাব্যস্ত করা হয়েছে।

উল্লিখিত আয়াতসমূহে নারীদেরকে স্বস্তি ও সান্ত্বনা প্রদান এবং তাদের আমল গ্রহণযেগ্য হওয়ার শর্তাবলি সংশ্লিষ্ট বিশেষ আলোচনা রয়েছে। বলা হয়েছে, আল্লাহ পাক সমীপে মান-মর্যাদা ও তাঁর নৈকট্য লাভের ভিত্তি হলো সৎকার্যাবলি, আল্লাহর আনুগত্য ও বশ্যতা স্বীকার। এ ক্ষেত্রে নারী-পুরুষের মাঝে কোনো ভেদাভেদ নেই।

অধিক পরিমাণে আল্লাহর জিকিরের নির্দেশ এবং তার যৌক্তিকতা ও তাৎপর্য : ইসলামের স্তম্ভ পাঁচ প্রকারের ইবাদত। যথা-নামাজ, রোজা, হজ্জ, জাকাত ও জিহাদ। কিন্তু সমস্ত কুরআনে এর মধ্য থেকে কোনো ইবাদত অধিক পরিমাণে করার নির্দেশ নেই। কিন্তু কুরআন পাকের বহু সংখ্যক আয়াতে আল্লাহ্র জিকির অধিক পরিমাণে করার নির্দেশ রয়েছে। সূরায়ে আনফাল, সূরায়ে জুমা এবং এ সূরায় وَالذّٰكِرِيْنَ اللّٰهَ كَثِيْرًا وَّالذّٰكِرٰتِ (অধিক পরিমাণে আল্লাহকে স্মরণকারীগণ ও

https://e-ilm.weebly.com/

স্মরণকারিণীগণ) বলা হয়েছে : এর তাৎপর্য প্রথমত এই যে, আল্লাহর জিকির যাবতীয় ইবাদতের প্রকৃত রূহ। হযরত মা'আয ইবনে আনাস (রা.) থেকে বর্ণিত আছে যে, জনৈক ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর নিকটে জিজ্ঞেস করল যে, মুজাহিদগণের মাঝে সর্বাধিক প্রতিদান ও ছওয়াবের অধিকারী কোন ব্যক্তি হবে? তিনি বললেন : যে সবচেয়ে বেশি আল্লাহর জিকির করবে। অতঃপর জিজ্ঞেস করল যে, রোজাদারদের মধ্যে সর্বোচ্চ ছওয়াবের অধিকারী কে হবে? তিনি বললেন, যে আল্লাহ্র জিকির সবচেয়ে বেশি করবে। এরূপভাবে নামাজ, জাকাত, হজ্জ, সদ্কা প্রভৃতি সম্পর্কেও জিজ্ঞেস করল। তিনি প্রতিবার এ উত্তরই দিলেন যে, যে ব্যক্তি সর্বাধিক পরিমাণে আল্লাহ্র জিকির করবে, সে-ই সর্বোচ্চ প্রতিদান লাভ করবে। –[ইবনে কাছীর থেকে আহমদ বর্ণনা করেছেন।]

দ্বিতীয়ত : যাবতীয় ইবাদতের মধ্যে জিকিরই সহজতর। এটা আদায় করা সম্পর্কে শরিয়তও কোনো শর্ত আরোপ করেনি অজুসহ বা বিনা অজুতে উঠতে বসতে চলতে-ফিরতে সব সময় আল্লাহ্র জিকির করা যায়। এর জন্য মানুষের কোনো পরিশ্রমই করতে হয় না; কোনো অবসরেরও প্রয়োজন নেই। কিন্তু এর লাভ ও ফলশ্রুতি এত বেশি ও ব্যাপক যে, আল্লাহর জিকিরের মাধ্যমে পার্থিব কাজকর্মও ইবাদতে রূপান্তরিত হয়। আহার গ্রহণের পূর্ববর্তী ও পরবর্তী দোয়া; বাড়ি থেকে বের হওয়ার ও ফিরে আসার দোয়া, সফরে রওয়ানা করা ও সফরকালীন বাড়ি ফিরে আসার দোয়া, কোনো কারবারের সূচনাপর্বে ও শেষে রাসূলুল্লাহ ﷺ নির্দেশিত দোয়া প্রভৃতি দোয়াসমূহের সারমর্ম এই যে, মুসলমান যেন কোনো সময়েই আল্লাহ্ তা'আলা সম্পর্কে অমনোযোগী ও গাফেল থেকে কোনো কাজ না করে, আর তারা যদি সকল কাজকর্মে এ নির্ধারিত দোয়াসমূহ পড়ে নেয়, তবে পার্থিব কাজও দীনে (ধর্মে) পর্যবসিত হয়ে যায়।

শব্দ বিশ্লেষণ :

يَقْنُتْ : সীগাহ واحد مذكر غائب বহছ مضارع مجزوم بحرف شرط বাব نَصَرَ মাসদার قُنُوْتٌ মূলবর্ণ (ق ـ ن ـ ت) জিনস صحيح অর্থ– অনুগত হয়ে চলবে।

نُؤْتِهَا : সীগাহ جمع متكلم বহছ مضارع مجزوم بجواب شرط বাব اِفْعَالٌ মাসদার اِيْتَاءٌ মূলবর্ণ (ا ـ ت ـ ى) জিনস মুরাক্কাব (ناقص يائى এবং مهموز فاء) অর্থ– আমি তাকে প্রদান করব।

اَعْتَدْنَا : সীগাহ جمع متكلم বহছ فعل ماضى معروف বাব اِفْعَالٌ মাসদার اِعْتَادٌ মূলবর্ণ (ع ـ ت ـ د) জিনস صحيح অর্থ– আমি প্রস্তুত রেখেছি।

لَسْتُنَّ : সীগাহ جمع مؤنث حاضر বহছ فعل ماضى معروف অর্থ– তোমরা নও।

اِتَّقَيْتُنَّ : সীগাহ جمع مؤنث حاضر বহছ ماضى معروف বাব اِفْتِعَالٌ মাসদার اِتِّقَاءٌ মূলবর্ণ (و ـ ق ـ ى) জিনস لفيف مفروق অর্থ– তোমরা আল্লাহ ভীতি অবলম্বন কর।

لَا تَخْضَعْنَ : সীগাহ جمع مؤنث حاضر বহছ نهى حاضر معروف বাব فَتَحَ মাসদার خُضُوْعٌ মূলবর্ণ (خ ـ ض ـ ع) জিনস صحيح অর্থ– কোমলতা অবলম্বন করো না।

قُلْنَ : সীগাহ جمع مؤنث حاضر বহছ امر حاضر معروف বাব نَصَرَ মাসদার قَوْلٌ মূলবর্ণ (ق ـ و ـ ل) জিনস اجوف واوى অর্থ– কথা বল।

وَقَرْنَ : সীগাহ جمع مؤنث حاضر বহছ امر حاضر معروف বাব سَمِعَ মাসদার قَرَارٌ মূলবর্ণ (ق ـ ر ـ ر) জিনস مضاعف ثلاثى অর্থ– স্থিরভাবে অবস্থান কর।

لَا تَبَرَّجْنَ : সীগাহ جمع مؤنث حاضر বহছ نهى حاضر معروف বাব تَفَعُّلٌ মাসদার تَبَرُّجٌ মূলবর্ণ (ب ـ ر ـ ج) জিনস صحيح অর্থ– চলাফেরা করবে না।

اٰتِيْنَ : সীগাহ جمع مؤنث حاضر বহছ امر حاضر معروف বাব اِفْعَالٌ মাসদার اِيْتَاءٌ মূলবর্ণ (ا ـ ت ـ ى) জিনস মুরাক্কাব (ناقص يائى এবং مهموز فاء) অর্থ– প্রদান করা।

https://e-ilm.weebly.com/

اَطِعْنَ : সীগাহ جمع مؤنث حاضر বহছ امر حاضر معروف বাব اِفْعَالٌ মাসদার اِطَاعَةٌ মূলবর্ণ (ط - و - ع) জিনস اجوف واوى অর্থ– অনুগত থেকো।

اُذْكُرْنَ : সীগাহ جمع مؤنث حاضر বহছ امر حاضر معروف বাব نَصَرَ মাসদার ذِكْرٌ মূলবর্ণ (ذ - ك - ر) জিনস صحيح অর্থ– স্মরণ রাখ।

اَلْمُسْلِمِيْنَ : সীগাহ جمع مذكر বহছ اسم فاعل বাব اِفْعَالٌ মাসদার اِسْلَامٌ মূলবর্ণ (س - ل - م) জিনস صحيح অর্থ– ইসলামের কার্য সমাপণকারীগণ।

اَلْمُؤْمِنَاتِ : সীগাহ جمع مؤنث বহছ اسم فاعل বাব اِفْعَالٌ মাসদার اِيْمَانٌ মূলবর্ণ (أ - م - ن) জিনস مهموز فاء অর্থ– ঈমান আনয়ন কারিণীগণ।

اَلْقَانِتِيْنَ : সীগাহ جمع مذكر বহছ اسم فاعل বাব نَصَرَ মাসদার قُنُوْتٌ মূলবর্ণ (ق - ن - ت) জিনস صحيح অর্থ– আনুগত্যকারীগণ।

اَلصَّادِقَاتِ : সীগাহ جمع مؤنث বহছ اسم فاعل বাব نَصَرَ মাসদার اَلصِّدْقُ মূলবর্ণ (ص - د - ق) জিনস صحيح অর্থ– সত্য পরায়ণা বৃন্দ।

اَلصَّابِرَاتِ : সীগাহ جمع مؤنث বহছ اسم فاعل বাব ضَرَبَ মাসদার اَلصَّبْرُ মূলবর্ণ (ص - ب - ر) জিনস صحيح অর্থ– ধৈর্যশীলাবৃন্দ।

اَلْخَاشِعَاتِ : সীগাহ جمع مؤنث বহছ اسم فاعل বাব فَتَحَ মাসদার اَلْخُشُوْعُ মূলবর্ণ (خ - ش - ع) জিনস صحيح অর্থ– বিনয়ী নারীগণ।

اَلصَّائِمَاتِ : সীগাহ جمع مؤنث বহছ اسم فاعل বাব نَصَرَ মাসদার اَلصَّوْمُ মূলবর্ণ (ص - و - م) জিনস اجوف واوى অর্থ– রোজাদার নারীগণ।

اَلْحَافِظَاتِ : সীগাহ جمع مؤنث বহছ اسم فاعل বাব سَمِعَ মাসদার اَلْحِفْظُ মূলবর্ণ (ح - ف - ظ) জিনস صحيح অর্থ– স্বীয় লজ্জাস্থান সংরক্ষণকারিণীগণ।

اَلذَّاكِرَاتِ : সীগাহ جمع مؤنث বহছ اسم فاعل বাব نَصَرَ মাসদার ذِكْرٌ মূলবর্ণ (ذ - ك - ر) জিনস صحيح অর্থ– স্মরণ কারিণীগণ।

اَعَدَّ : সীগাহ واحد مذكر غائب বহছ ماضى معروف বাব اِفْعَالٌ মাসদার اِعْدَادٌ মূলবর্ণ (ع - د - د) জিনস مضاعف ثلاثى অর্থ– প্রস্তুত করে রেখেছেন।

বাক্য বিশ্লেষণ :

وَاَعْتَدْنَا لَهَا رِزْقًا كَرِيْمًا : এখানে واو হরফে আতফ اَعْتَدْنَا ফে'ল ও ফায়েল لَهَا শব্দটি اَعْتَدْنَا-এর সাথে متعلق ; رِزْقًا মাওসূফ كَرِيْمًا সিফত। موصوف ও صفت মিলে مفعول به হয়েছে।

–[ই'রাবুল কুরআন, খ. ৬. পৃ. ১৬৬]

https://e-ilm.weebly.com/

وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَّلَا مُؤْمِنَةٍ اِذَا قَضَى اللّٰهُ وَرَسُوْلُهٗۤ اَمْرًا اَنْ يَّكُوْنَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ اَمْرِهِمْ ؕ وَمَنْ يَّعْصِ اللّٰهَ وَرَسُوْلَهٗ فَقَدْ ضَلَّ ضَلٰلًا مُّبِيْنًا ؕ ﴿٣٦﴾

৩৬. এবং কোনো ঈমানদার পুরুষ ও কোনো ঈমানদার নারীর পক্ষে সম্ভব নয় যে– যখন আল্লাহ ও তাঁর রাসূল কোনো কাজের নির্দেশ প্রদান করেন, তখন সেই কাজে (ইচ্ছানুযায়ী করার) তাদের কোনো অধিকার থাকে না (বরং তা পালন করাই ওয়াজিব হয়ে যায়); আর যে ব্যক্তি আল্লাহ তা'আলা ও তাঁর রাসূলের কথা অমান্য করে, সে তো স্পষ্ট গোমরাহীতে পড়ল।

وَاِذْ تَقُوْلُ لِلَّذِيْۤ اَنْعَمَ اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاَنْعَمْتَ عَلَيْهِ اَمْسِكْ عَلَيْكَ زَوْجَكَ وَاتَّقِ اللّٰهَ وَتُخْفِيْ فِيْ نَفْسِكَ مَا اللّٰهُ مُبْدِيْهِ وَتَخْشَى النَّاسَ ۚ وَاللّٰهُ اَحَقُّ اَنْ تَخْشٰىهُ ؕ فَلَمَّا قَضٰى زَيْدٌ مِّنْهَا وَطَرًا زَوَّجْنٰكَهَا لِكَيْ لَا يَكُوْنَ عَلَى الْمُؤْمِنِيْنَ حَرَجٌ فِيْۤ اَزْوَاجِ اَدْعِيَآئِهِمْ اِذَا قَضَوْا مِنْهُنَّ وَطَرًا ؕ وَكَانَ اَمْرُ اللّٰهِ مَفْعُوْلًا ﴿٣٧﴾

৩৭. আর (সে সময়টুকু স্মরণ করুন,) যখন আপনি সে ব্যক্তিকে (অর্থাৎ যায়েদ ইবনে হারেছকে) আল্লাহ তা'আলা যাকে অনুগ্রহ করেছেন এবং আপনিও যাকে অনুগ্রহ করেছেন– বলছিলেন যে, তুমি নিজ স্ত্রীকে তোমার বিবাহধীনে থাকতে দাও এবং আল্লাহকে ভয় কর, আর আপনি স্বীয় অন্তরে সে কথা গোপন রাখলেন, আল্লাহ যার প্রকাশকারী ছিলেন এবং আপনি মানুষ (-এর দুর্নাম করা)-কে ভয় করছিলেন, আর আল্লাহই হচ্ছেন অধিকতর যোগ্য যে, আপনি তাঁকে ভয় করেন। অতঃপর যখন তার (যয়নবের) প্রতি যায়েদ বিতৃষ্ণ হয়ে গেল, (অর্থাৎ জয়নবকে তালাক প্রদান করল,) তখন (ইদ্দত পূর্ণ হওয়ার পর) আমি আপনার সাথে তার বিবাহ করিয়ে দিলাম, যেন মু'মিনদের জন্য তাদের, পোষ্যপুত্রদের স্ত্রীগণ সম্বন্ধে কোনো সঙ্কীর্ণতা না থাকে, যখন তারা (পোষ্যপুত্রগণ) তাদের প্রতি বিরাগী হয়ে যায় (অর্থাৎ তালাক প্রদান করে); আর আল্লাহর এ হুকুম তো কার্যকরী হওয়াই ছিল অবশ্যম্ভাবী।

শাব্দিক অনুবাদ :

৩৬. وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَّلَا مُؤْمِنَةٍ এবং কোনো ঈমানদার পুরুষ ও কোনো ঈমানদার নারীর পক্ষে সম্ভব নয় اِذَا قَضَى اللّٰهُ وَرَسُوْلُهٗ اَمْرًا যে যখন আল্লাহ ও তার রাসূল কোনো কাজের নির্দেশ প্রদান করেন اَنْ يَّكُوْنَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ তখন তাদের কোনো অধিকার থাকে না مِنْ اَمْرِهِمْ সেই কাজে وَمَنْ يَّعْصِ اللّٰهَ وَرَسُوْلَهٗ আর যে ব্যক্তি আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের কথা অমান্য করে فَقَدْ ضَلَّ ضَلٰلًا مُّبِيْنًا সে তো স্পষ্ট গোমরাহীতে পড়ল।

৩৭. وَاِذْ تَقُوْلُ لِلَّذِيْ আর যখন আপনি সে ব্যক্তিকে বলছিলেন اَنْعَمَ اللّٰهُ عَلَيْهِ সে ব্যক্তিকে আল্লাহ তা'আলা যাকে অনুগ্রহ করেছেন وَاَنْعَمْتَ عَلَيْهِ এবং আপনিও যাকে অনুগ্রহ করেছেন اَمْسِكْ عَلَيْكَ زَوْجَكَ তুমি নিজ স্ত্রীকে তোমার বিবাহধীনে থাকতে দাও وَاتَّقِ اللّٰهَ এবং আল্লাহকে ভয় কর وَتُخْفِيْ فِيْ نَفْسِكَ আর আপনি স্বীয় অন্তরে সে কথা গোপন রাখলেন مَا اللّٰهُ مُبْدِيْهِ আল্লাহ তা'আলা যার প্রকাশকারী ছিলেন وَتَخْشَى النَّاسَ এবং আপনি মানুষকে ভয় করছিলেন وَاللّٰهُ اَحَقُّ আর আল্লাহই হচ্ছেন অধিকতর যোগ্য যে اَنْ تَخْشٰىهُ আপনি তাকে ভয় করেন فَلَمَّا قَضٰى زَيْدٌ مِّنْهَا وَطَرًا অতঃপর যখন তার প্রতি যায়েদ বিতৃষ্ণ হয়ে গেল زَوَّجْنٰكَهَا তখন আমি আপনার সাথে তার বিবাহ করিয়ে দিলাম لِكَيْ لَا يَكُوْنَ عَلَى الْمُؤْمِنِيْنَ حَرَجٌ যাতে মুমিনদের জন্য কোনো সঙ্কীর্ণতা না থাকে فِيْۤ اَزْوَاجِ اَدْعِيَآئِهِمْ তাদের পোষ্য পুত্রদের স্ত্রীগণ সম্বন্ধে اِذَا قَضَوْا مِنْهُنَّ وَطَرًا যখন তারা তাদের প্রতি বিরাগী হয়ে যায় وَكَانَ اَمْرُ اللّٰهِ مَفْعُوْلًا আর আল্লাহর এ হুকুম তো কার্যকরী হওয়াই ছিল অবশ্যম্ভবী।

https://e-ilm.weebly.com/

مَا كَانَ عَلَى النَّبِيِّ مِنْ حَرَجٍ فِيمَا فَرَضَ اللَّهُ لَهُ ۖ سُنَّةَ اللَّهِ فِي الَّذِينَ خَلَوْا مِنْ قَبْلُ ۚ وَكَانَ أَمْرُ اللَّهِ قَدَرًا مَقْدُورًا ﴿٣٨﴾

৩৮. এ নবীর জন্য আল্লাহ তা'আলা যা নির্ধারিত করে দিয়েছিলেন, তদ্বিষয়ে নবীর উপর কোনো দোষারোপ নেই; আল্লাহ তা'আলা সে নবীদের জন্যও– যাঁরা পূর্বে অতীত হয়েছেন– এ রীতি করে রেখেছিলেন; আর আল্লাহর হুকুম (পূর্ব থেকেই) সাব্যস্ত হয়ে থাকে।

الَّذِينَ يُبَلِّغُونَ رِسَالَاتِ اللَّهِ وَيَخْشَوْنَهُ وَلَا يَخْشَوْنَ أَحَدًا إِلَّا اللَّهَ ۗ وَكَفَىٰ بِاللَّهِ حَسِيبًا ﴿٣٩﴾

৩৯. তাঁরা এরূপ ছিলেন যে, আল্লাহ তা'আলার হুকুমসমূহ পৌঁছাতেন এবং তাঁকেই ভয় করতেন এবং আল্লাহ তা'আলা ভিন্ন অপর কাউকেও ভয় করতেন না এবং আল্লাহ তা'আলাই হিসাব গ্রহণে যথেষ্ট।

مَا كَانَ مُحَمَّدٌ أَبَا أَحَدٍ مِنْ رِجَالِكُمْ وَلَٰكِنْ رَسُولَ اللَّهِ وَخَاتَمَ النَّبِيِّينَ ۗ وَكَانَ اللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا ﴿٤٠﴾ ع ٢

৪০. মুহাম্মদ ﷺ তোমাদের পুরুষদের মধ্যে কারো পিতা নন, কিন্তু তিনি আল্লাহর রাসূল এবং সমস্ত নবীর শেষ; আর আল্লাহ তা'আলা প্রত্যেক বিষয়েই খুব অবগত আছেন।

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اذْكُرُوا اللَّهَ ذِكْرًا كَثِيرًا ﴿٤١﴾

৪১. হে ঈমানদারগণ! তোমরা আল্লাহ তা'আলাকে অধিক পরিমাণে স্মরণ কর।

وَسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا ﴿٤٢﴾

৪২. এবং তাঁর তাসবীহ পাঠ করতে থাক সকাল ও সন্ধ্যায় (সকল সময়)।

শাব্দিক অনুবাদ :

৩৮. مَا كَانَ عَلَى النَّبِيِّ مِنْ حَرَجٍ এ নবীর উপর কোনো দোষারোপ নেই فِيمَا فَرَضَ اللَّهُ لَهُ নবীর জন্য আল্লাহ তা'আলা যা নির্ধারণ করে দিয়েছিলেন তদ্বিষয়ে سُنَّةَ اللَّهِ আল্লাহ তা'আলা এ রীতি করে রেখেছিলেন فِي الَّذِينَ خَلَوْا مِنْ قَبْلُ সে নবীদের জন্যও যাঁরা পূর্বে অতীত হয়েছেন وَكَانَ أَمْرُ اللَّهِ قَدَرًا مَقْدُورًا আর আল্লাহ তা'আলার হুকুম (পূর্ব হতেই) সাব্যস্ত হয়ে থাকে।

৩৯. الَّذِينَ يُبَلِّغُونَ رِسَالَاتِ اللَّهِ তাঁরা এরূপ ছিলেন যে, আল্লাহ তা'আলার হুকুমসমূহ পৌঁছাতেন وَيَخْشَوْنَهُ এবং তাঁকেই ভয় করতেন وَلَا يَخْشَوْنَ أَحَدًا إِلَّا اللَّهَ এবং আল্লাহ ভিন্ন অপর কাউকেও ভয় করতেন না وَكَفَىٰ بِاللَّهِ حَسِيبًا এবং আল্লাহ তা'আলাই হিসাব গ্রহণে যথেষ্ট।

৪০. مَا كَانَ مُحَمَّدٌ মুহাম্মদ ﷺ নন أَبَا أَحَدٍ مِنْ رِجَالِكُمْ তোমাদের পুরুষদের মধ্যে কারো পিতা وَلَٰكِنْ رَسُولَ اللَّهِ কিন্তু তিনি আল্লাহর রাসূল وَخَاتَمَ النَّبِيِّينَ এবং সমস্ত নবীর শেষ وَكَانَ اللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا আর আল্লাহ তা'আলা প্রত্যেক বিষয়েই খুব অবগত আছেন।

৪১. يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا হে ঈমানদারগণ! اذْكُرُوا اللَّهَ তোমরা আল্লাহ তা'আলাকে স্মরণ কর ذِكْرًا كَثِيرًا অধিক পরিমাণে।

৪২. وَسَبِّحُوهُ এবং তাঁর তাসবীহ পাঠ করতে থাক بُكْرَةً وَأَصِيلًا সকাল ও সন্ধ্যায় (সকল সময়)।

https://e-ilm.weebly.com/

هُوَ الَّذِي يُصَلِّي عَلَيْكُمْ وَمَلَٰٓئِكَتُهُ لِيُخْرِجَكُم مِّنَ الظُّلُمَٰتِ إِلَى النُّورِ ۚ وَكَانَ بِالْمُؤْمِنِينَ رَحِيمًا ﴿٤٣﴾

৪৩. তিনি এমন যে, তিনি তোমাদের প্রতি রহমত প্রেরণ করেন এবং তাঁর ফেরেশতাগণও (রহমতের প্রার্থনা করেন), যেন আল্লাহ তা'আলা তোমাদেরকে অন্ধকারসমূহ থেকে আলোর দিকে আনয়ন করেন এবং আল্লাহ তা'আলা মু'মিনদের প্রতি অতিশয় মেহেরবান।

শাব্দিক অনুবাদ :

৪৩. هُوَ الَّذِي يُصَلِّي عَلَيْكُمْ তিনি এমন যে, তোমাদের প্রতি রহমত প্রেরণ করেন وَمَلَٰٓئِكَتُهُ এবং তাঁর ফেরেশতাগণও لِيُخْرِجَكُمْ যেন তোমাদেরকে আনয়ন করেন مِّنَ الظُّلُمَٰتِ إِلَى النُّورِ অন্ধকারসমূহ থেকে আলোর দিকে وَكَانَ بِالْمُؤْمِنِينَ رَحِيمًا এবং আল্লাহ তা'আলা মুমিনদের প্রতি অতিশয় মেহেরবান।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَن يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا مُّبِينًا [٣٦]

শানে নুযূল : কাতাদাহ, ইবনে আব্বাস (রা.) ও মুজাহিদ (র.) বলেন, আলোচ্য আয়াত যয়নব বিনতে জাহাশ (রা.) সম্পর্কে অবতীর্ণ হয়েছে। ঘটনা প্রবাহ হচ্ছে যে, হযরত রাসূল আকরাম ﷺ তদীয় ফুফাতো বোন যয়নব বিনতে জাহাশ (রা.)-কে বিবাহের প্রস্তাব দেন যায়েদ বিন হারেছা এর জন্য। প্রথমে ধারণা করেছিল যে, রাসূল ﷺ নিজের জন্য বিবাহের প্রস্তাব দিচ্ছেন। কিন্তু পরক্ষণে যায়েদের জন্য বিবাহের প্রস্তাব দিয়েছেন কথাটি যখন প্রকাশ হয়ে গেল, তখন তা অপছন্দ করে অস্বীকার করে ফেলেন। এতে তার ভাই আব্দুল্লাহ বিন জাহাশও একাত্মতা প্রকাশ করেন। এ বিবাহে তাদের অসম্মতি জ্ঞাপন করার পরিপ্রেক্ষিতে আল্লাহ তা'আলা আলোচ্য আয়াত নাজিল করেন।

–[কুরতুবী ১৬৫/১৪, রুহুল মা'আনী ২৩/২২-১১, বাহরেমুহীত্ব ২৫৫/৭ তাবারী ৩০১/১০]

وَإِذْ تَقُولُ لِلَّذِي أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَأَنْعَمْتَ عَلَيْهِ أَمْسِكْ عَلَيْكَ زَوْجَكَ وَاتَّقِ اللَّهَ وَتُخْفِي فِي نَفْسِكَ مَا اللَّهُ مُبْدِيهِ وَتَخْشَى النَّاسَ وَاللَّهُ أَحَقُّ أَن تَخْشَاهُ فَلَمَّا قَضَىٰ زَيْدٌ مِّنْهَا وَطَرًا زَوَّجْنَاكَهَا لِكَيْ لَا يَكُونَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ حَرَجٌ فِي أَزْوَاجِ أَدْعِيَائِهِمْ إِذَا قَضَوْا مِنْهُنَّ وَطَرًا وَكَانَ أَمْرُ اللَّهِ مَفْعُولًا [٣٧]

শানে নুযূল : ইমাম মুসলিম, তিরমিযী ও বুখারী (র.) হযরত আনাস বিন মালেক (রা.)-এর উদ্ধৃতি দিয়ে বর্ণনা করেন যে, আলোচ্য আয়াত যয়নব বিনতে জাহাশ (রা.) ও যায়েদ বিন হারেছা (রা.) সম্পর্কে নাজিল হয়েছে। ঘটনা প্রবাহ হচ্ছে যে, হযরত যায়েদ বিন হারেছা (রা.)-এর সাথে যখন বিবাহ হয়ে গেল, তখন হযরত যয়নব (রা.) যায়েদ বিন হারেছা (রা.)-এর ঘরে যান। তবে তাদের পরস্পরের মাঝে আনন্দময়ী সুখের জীবন গড়ে উঠেনি। সুতরাং হযরত যায়েদ বিন হারেছা (রা.) রাসূল ﷺ-এর নিকট এসে অভিযোগ করলেন যে, যয়নব তার ভাষা দিয়ে আমাকে কষ্ট দিচ্ছে। এমন এমন কাজ করছে। আমি তাকে ছেড়ে দিতে চাই। রাসূল ﷺ তাকে বললেন, তুমি তাকে তালাক দিওনা। যায়েদের সিদ্ধান্তই যেহেতু চূড়ান্ত সেহেতু যয়নবের মনোজয় করার জন্য যয়নবকে নিজের বিবাহে নিয়ে আসতে চান। তবে মুনাফিকেরা সমালোচনায় পঞ্চমুখ হয়ে উঠেরে। সে সম্পর্কে ভয় প্রকট রয়েছে। তখন সে পরিস্থিতির প্রেক্ষাপটে আল্লাহ তা'আলা আলোচ্য আয়াত নাজিল করেন। –[কুরতুবী ১৬৭/১৪]

مَّا كَانَ عَلَى النَّبِيِّ مِنْ حَرَجٍ فِيمَا فَرَضَ اللَّهُ لَهُ سُنَّةَ اللَّهِ فِي الَّذِينَ خَلَوْا مِن قَبْلُ وَكَانَ أَمْرُ اللَّهِ قَدَرًا مَّقْدُورًا [٣٨]

শানে নুযূল : রাসূল ﷺ একাধিক বিবাহ করেছিলেন তাও ছিল উম্মতের স্বার্থ সংশ্লিষ্ট বিষয়। অভিশপ্ত ইহুদি সম্প্রদায় রাসূল ﷺ কেন একাধিক বিবাহ করলেন সে জন্য তারা রাসূল ﷺ-এর প্রতি কুৎসা ও মন্দচারীর ঝড় বহিয়ে তুলল। আল্লাহ তা'আলা তাদের প্রতিউত্তরে আলোচ্য আয়াত নাজিল করে বলে দেন যে, এটা আল্লাহ তা'আলার ধার্যকৃত বিধান।

https://e-ilm.weebly.com/

পূর্বেও এমন হয়েছে। যথা হযরত দাউদ (আ.)-এর একশত স্ত্রী ও তিনশত বাঁদি ছিল এবং হযরত সুলাইমান (আ.)-এর তিনশত স্ত্রী ও সাতশত বাঁদি ছিল। -[রুহুল মা'আনী ২৭/২২/১১ কুরতুবী ১৭৩/১৪]

مَا كَانَ مُحَمَّدٌ اَبَآ اَحَدٍ مِّنْ رِّجَالِكُمْ وَلٰكِنْ رَّسُوْلَ اللّٰهِ وَخَاتَمَ النَّبِيّٖنَ وَكَانَ اللّٰهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيْمًا [٤٠]

শানে নুযূল : হযরত যায়েদ বিন হারেছা (রা.) হযরত যয়নব (রা.)-কে তালাক দিয়ে দেওয়ার পর হযরত রাসূল আকরাম ﷺ যয়নব (রা.)-কে বিবাহ করেন। এতেকরে মুনাফিক সম্প্রদায় এবং ইসলামের অন্যান্য শত্রুরা রাসূল ﷺ -এর সমালোচনায় পঞ্চমুখ হয়ে উঠল এবং বলতে লাগল যে, লক্ষ্যকর মুহাম্মদ তাঁর তালাক প্রাপ্তা পুত্র বধুকে বিবাহ করে নিয়েছে। তখন আল্লাহ তা'আলা আলোচ্য আয়াত নাজিল করে জানিয়ে দেন যে, মুহাম্মদ ﷺ কোনো পুরুষের পিতা নন। -[কুরতুবী ১৭৩/১৪]

هُوَ الَّذِيْ يُصَلِّيْ عَلَيْكُمْ وَمَلٰٓئِكَتُهٗ لِيُخْرِجَكُمْ مِّنَ الظُّلُمٰتِ اِلَى النُّوْرِ وَكَانَ بِالْمُؤْمِنِيْنَ رَحِيْمًا [٤٣]

শানে নুযূল : হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) বলেন اِنَّ اللّٰهَ وَمَلٰٓئِكَتَهٗ يُصَلُّوْنَ عَلَى النَّبِيِّ আয়াত যখন নাজিল হয়, তখন মুহাজির ও আনসারগণ বললেন যে, হে আল্লাহর রাসূল ﷺ! এ অনুগ্রহ একমাত্র আপনার জন্য এতে আমাদের জন্য তো কিছুই নেই। সে পরিপ্রেক্ষিতে আল্লাহ তা'আলা আলোচ্য আয়াত নাজিল করেন।

-[কুরতুবী ১৭৫/১৪, রুহুল মা'আনী ৪৩/১২/১১,]

আলোচ্য আয়াতসমূহও এ সম্পর্কিত কয়েকটি ঘটনা প্রসঙ্গে নাজিল হয়েছে।

এক ঘটনা এই যে, হযরত যায়েদ বিন হারেছা (রা.) এক ব্যক্তির ক্রীতদাস ছিলেন। অজ্ঞতার যুগে রাসূলুল্লাহ ﷺ তাঁকে অতি অল্প বয়সে 'ওকায' নামক বাজার থেকে খরিদ করে এনে মুক্ত করে দেন। আর আরব দেশের প্রথানুযায়ী তাঁকে পোষ্য-পুত্রের গৌরবে ভূষিত করে লালন-পালন করেন। মক্কাতে তাঁকে 'মুহাম্মদের ﷺ পুত্র যায়েদ' নামে সম্বোধন করা হতো। কুরআনে কারীম এটাকে অজ্ঞতার যুগের ভ্রান্ত রীতি আখ্যায়িত করে তা নিষিদ্ধ করে দেয় এবং পোষ্যপুত্রকে তার প্রকৃত পিতার সাথে সম্পর্কযুক্ত করতে নির্দেশ দেয়। এ প্রসঙ্গেই এ সূরার প্রথমাংশের আয়াতসমূহ اُدْعُوْهُمْ لِاٰبَآئِهِمْ নাজিল হয়েছে। এসব হুকুম নাজিল হওয়ার পর সাহাবায়ে কেরাম (রা.) যায়েদ ইবনে মুহাম্মদ ﷺ নামে ডাকা পরিহার করেন এবং তাঁর পিতা হারেছার সাথে সম্পর্কযুক্ত করতে থাকেন।

একটি সূক্ষ্ম বিষয় : সমগ্র কুরআনে নবীগণ ব্যতীত কোনো শ্রেষ্ঠ ও বিশিষ্টতম সাহাবীর নামেরও উল্লেখ নেই। একমাত্র যায়েদ ইবনে হারেছা (রা.)-এর নাম রয়েছে। কোনো কোনো মহাত্মা এর তাৎপর্য এই বর্ণনা করেছেন যে, কুরআনের নির্দেশানুসারে রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর সাথে তাঁর পুত্রত্বের সম্পর্ক ছিন্ন করে দেওয়ার ফলে এক বিশেষ সম্মান থেকে বঞ্চিত হন। আল্লাহ পাক কুরআনে কারীমে তাঁর নাম অন্তর্ভুক্ত করে এরই বিনিময় প্রদান করেছেন। যায়েদ শব্দটি কুরআনে কারীমের একটি শব্দ হওয়ার পরিপ্রেক্ষিতে হাদীসের মর্মানুসারে এর প্রতিটি অক্ষর পাঠের বিনিময়ে আমলনামায় দশ দশ নেকি লিপিবদ্ধ হয়। কুরআনে পাকে কেবল তাঁর নাম পাঠ করলে এক অক্ষরের বিনিময়ে দশ নেকি লাভ করা যায়।

রাসূলুল্লাহ ﷺ তাঁর প্রতি বিশেষ মর্যাদা প্রদর্শন করতেন। হযরত আয়েশা সিদ্দীকা (রা.) ফরমান যে, যখনই তিনি যায়েদ বিন হারেছকে কোনো সৈন্যবাহিনীভূক্ত করে পাঠিয়েছেন তখন তাকেই সেনাপতি নিযুক্ত করেছেন। -[ইবনে কাছীর]

বিশেষ জ্ঞাতব্য : ইসলামের এই ছিল গোলামীর মর্মার্থ শিক্ষা-দীক্ষা প্রদানের পর যারা যোগ্য প্রতিপন্ন হয়েছেন তাঁদেরকে নেতার মর্যাদায় উন্নীত করা হয়েছে।

যায়েদ ইবনে হারেছা (রা.) যৌবনে পদার্পনের পর রাসূলুল্লাহ ﷺ নিজ ফুফাত বোন হযরত যয়নব বিনতে জাহাশ (রা.) কে তাঁর নিকট বিয়ে দেওয়ার প্রস্তাব পাঠান। হযরত যায়েদ (রা.) যেহেতু মুক্তিপ্রাপ্ত দাস ছিলেন সুতরাং হযরত যয়নব ও তাঁর ভ্রাতা আব্দুল্লাহ ইবনে জাহাশ এ সম্বন্ধ স্থাপনে এই বলে অস্বীকৃতি জ্ঞাপন করেন যে, আমরা বংশ মর্যাদায় তার চাইতে শ্রেষ্ঠ ও উন্নত।

এ ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَّلَا مُؤْمِنَةٍ ..... নাজিল হয়। যাতে এ হেদায়েত রয়েছে যে, যদি রাসূলুল্লাহ ﷺ কারো প্রতি বাধ্যতামূলকভাবে কোনো কাজের নির্দেশ দান করেন, তবে সে কাজ করা ওয়াজিব হয়ে যায়। শরিয়তানুযায়ী তা না করার অধিকার থাকে না। শরিয়তে একাজ মূলত ওয়াজিব ও জরুরি না হলেও যেহেতু তিনি এ কাজের নির্দেশ প্রদান করেছেন, সুতরাং তার উপর সে কাজ ওয়াজিব ও অপরিহার্য হয়ে পড়েছে। যে লোক তা পালন করবে না, আয়াতের শেষে তাকে স্পষ্ট গোমরাহ বলে আখ্যায়িত করা হয়েছে।

https://e-ilm.weebly.com/

হযরত যয়নব ও তাঁর ভাই এ আয়াত শুনে তাদের অসম্মতি প্রত্যাহার করে নিয়ে বিয়েতে রাযী হয়ে যান। অতঃপর বিয়ে অনুষ্ঠিত হয়।

যার মোহর দশটি লাল দীনার (প্রায় চার তোলা স্বর্ণ) ও ষাট দেরহাম (প্রায় আঠারো তোলা রৌপ্য) এবং একটি ভারবাহী জন্তু, কিছু গৃহস্থালী আসবাবপত্র আনুমানিক পঁচিশ সের আটা ও পাঁচ সের খেজুর রাসূলুল্লাহ ﷺ স্বয়ং নিজের পক্ষ থেকে আদায় করে দেন। (ইবনে কাছীর)। অধিকাংশ মুফাস্সিরীনের মতে এ ঘটনাই এ আয়াতের শানে নুযূল।

ইবনে কাছীর প্রমুখ মুফাস্সিরগণ অনুরূপ আরো দু'টি ঘটনা বর্ণনা করেছেন। একটি হলো জুলায়বী (রা.) -এর ঘটনা যে, তিনি কোনো এক আনসার সাহাবীর মেয়ের সাথে বৈবাহিক সম্বন্ধ স্থাপন করতে ইচ্ছুক ছিলেন। এই আনসার ও তাঁর পরিবার-পরিজন এ সম্বন্ধ স্থাপনে অস্বীকৃতি জ্ঞাপন করলেন। কিন্তু এ আয়াত নাজিল হওয়ার পর সবাই রাযী হয়ে যান এবং যথারীতি বিয়েও সম্পন্ন হয়ে যায়। নবীজী ﷺ তাদের জন্য পর্যাপ্ত জীবিকা কামনা করে দোয়া করলেন। সাহাবায়ে কেরাম বলেন যে, তার গৃহে এত বরকত ও ধন-সম্পদের এত আধিক্য ছিল যে, মদিনার গৃহসমূহের মধ্যে এ বাড়িটিই ছিল সর্বাধিক উন্নত ও প্রাচুর্যের অধিকারী এবং এর খরচের অঙ্কও ছিল সব চাইতে বেশি। পরবর্তীকালে হযরত জুলায়বী (রা.) এক জিহাদে শাহাদত বরণ করেন। রাসূলুল্লাহ ﷺ তাঁর দাফন-কাফন নিজ হাতে সম্পন্ন করেন।

অনুরূপভাবে উম্মে কুলসুম বিনতে ওকবা ইবনে আবী মুয়ীত সম্পর্কেও হাদীসের রেওয়ায়েতসমূহে এক ঘটনার উল্লেখ রয়েছে। -(ইবনে কাছীর, কুরতুবী)। প্রকৃত প্রস্তাবে এগুলোর মাঝে কোনো বিরোধ বা অসামঞ্জস্য নেই। এরূপ একাধিক ঘটনাই আয়াত নাজিল হওয়ার কারণ হতে পারে।

বিয়ে শাদীতে বংশগত সমতা রক্ষার নির্দেশ এবং তার স্তর : উল্লিখিত বিয়েতে হযরত যয়নব ও তাঁর ভ্রাতা আব্দুল্লাহ (রা.) প্রথমপর্যায়ে অসম্মতির কারণ ছিল, উভয় পক্ষে বংশগত সমতা ও সামঞ্জস্য না থাকা এবং এ কারণ সম্পূর্ণ শরিয়ত সম্মত। রাসূলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন যে, মেয়েদের বিয়ে-শাদী সমমর্যাদাসম্পন্ন বংশে দেওয়া উচিত। এখন প্রশ্ন উঠে যে, এক্ষেত্রে হযরত যয়নব (রা.) ও তাঁর ভাইয়ের আপত্তি কেন গৃহীত হলো না?

উত্তর এই যে, ধর্মীয় দৃষ্টিকোণ থেকে দম্পতিদ্বয়ের উভয়পক্ষে সকল ক্ষেত্রে সমতা ও সাদৃশ্য একান্ত প্রয়োজনীয়। কোনো কাফেরের সহিত কোনো মুসলিম মেয়ের বিয়ে সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ। যদিও মেয়ে এতে সম্মত থাকে। কেননা, এটা কেবল মেয়ের অধিকার নয় যে, শুধু তার সম্মতির কারণেই তা রহিত হয়ে যাবে; বরং আল্লাহ তা'আলার হক ও অধিকার এবং আল্লাহ তা'আলা কর্তৃক আরোপিত ফরজ ও অবশ্য পালনীয় নির্দেশ। পক্ষান্তরে বংশগত ও অর্থনৈতিক সমতার ব্যাপারটা এর থেকে সম্পূর্ণ পৃথক, কেননা, এটা হলো মেয়ের অধিকার। আর বংশগত সমতার অধিকারের বেলায় মেয়ের সাথে সাথে তার অবিভাবকগণও শরিক। যদি কোনো বিবেক সম্পন্না পূর্ণ বয়স্কা মেয়ে ধনাঢ্য পরিবারভুক্ত হওয়া সত্ত্বেও কোনো দরিদ্র ছেলের সাথে পরিণয়সূত্রে আবদ্ধ হতে রাযী হয়ে নিজস্ব অধিকার পরিহার করে তবে তার সে অধিকার রয়েছে। কোনো বিশেষ কল্যাণ ও মঙ্গলের কথা বিবেচনা করে কোনো মেয়ে ও অভিভাবকবৃন্দ যদি বংশগত সমতার দাবি পরিহার করে এমন এক ব্যক্তির সাথে বৈবাহিক সম্পর্ক স্থাপনে রাযী হয়ে যায়, যেটা বংশগতভাবে তাদের চাইতে হেয়, তবে তাদের এ অধিকার রয়েছে। বরং ধর্মীয় মঙ্গলামঙ্গলের কথা বিবেচনা করে এ অধিকার পরিহার করা বিশেষ প্রশংসনীয় ও কাম্য। এজন্যই রাসূলুল্লাহ ﷺ বহু ক্ষেত্রে ধর্মীয় মঙ্গলের কথা বিবেচনা করে এ অধিকার পরিহার পূর্বক বিয়ের কাজ সম্পন্ন করার পরামর্শ দিয়েছেন।

কুরআনুল কারীমের ব্যাখ্যা ও মর্মানুযায়ী একথা সুস্পষ্টভাবে প্রমাণিত যে, নারী-পুরুষ নির্বিশেষে উম্মতের প্রত্যেকের উপর রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর হক ও অধিকার সব চাইতে বেশি। এমনকি স্বয়ং নিজের চাইতেও বেশি। যেমন কুরআনে পাকে ইরশাদ হয়েছে اَلنَّبِيُّ اَوْلٰى بِالْمُؤْمِنِيْنَ مِنْ اَنْفُسِهِمْ অর্থাৎ মুমিনগণের নিকট নবীর হক স্বয়ং তাদের নিজেদের চাইতেও বেশি। তাই হযরত যয়নব ও আব্দুল্লাহর ব্যাপারে যখন রাসূলুল্লাহ ﷺ বংশগত সমতার অধিকার পরিহার করে হযরত যায়েদ ইবনে হারেছার সাথে হযরত যয়নবের বিয়েতে সম্মতি দানের নির্দেশ দেন, তখন এই হুকুমের সামনে নিজেদের মতামত ও অধিকার পরিত্যাগ করা তাদের উপর ফরজ ও অপরিহার্য কর্তব্য হয়ে দাঁড়ায়। কিন্তু এতে তাঁরা অসম্মতি প্রকাশ করলে এ আয়াত নাজিল হয়।

এখন প্রশ্ন উঠে যে, যখন স্বয়ং রাসূলুল্লাহ ﷺ ও বংশগত সমতা বজায় রাখা প্রয়োজনীয় বলে মনে করতেন, তবে তা রাখলেন না কেন? এর উত্তর উল্লিখিত বর্ণনার মাঝেই প্রকাশ পেয়ে গেছে যে, অন্য কোনো ধর্মীয় মঙ্গলের দিক বিবেচনা করে এই বংশগত সমতা পরিহারযোগ্য। রাসূলুল্লাহ ﷺ জীবদ্দশায়ও এরূপ ধর্মীয় মঙ্গলের কথা বিবেচনা করে বংশগত সমতার অবর্তমানেও বহু বিয়ে অনুষ্ঠিত হয়। এর ফলে মূল মাসআলার উপর কোনো প্রভাব পড়ে না।

https://e-ilm.weebly.com/

কুফু বা সমতার মাসআলা : বিয়ে শাদী এমন এক ব্যাপার যে, এতে দম্পতির উভয়ের মাঝে স্বভাবগত সাদৃশ্য না থাকলে বিয়ের মূল উদ্দেশ্যই ব্যর্থতায় পর্যবসিত হয়ে যায়, পরস্পরের হক ও অধিকার আদায়ের ব্যাপারে ত্রুটি-বিচ্যুতি পরিলক্ষিত হয় পরস্পর কলহ-বিবাদ সৃষ্টি করে। তাই শরিয়তে সমতা ও পারস্পরিক সাদৃশ্য বিধানের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। কিন্তু তার অর্থ এই নয় যে, কোনো উঁচু পরিবারের ব্যক্তি অপেক্ষাকৃত নীচু পরিবারের লোককে অপকৃষ্ট বলে মনে করবে। ইসলামে মান-মর্যাদার মূলভিত্তি তাকওয়া, নিষ্ঠা ও ধর্ম পরায়ণতা। এক্ষেত্রে বংশগত কৌলিন্য যতই থাক না কেন, আল্লাহর নিকট এর সবিশেষ গুরুত্ব নেই। নিছক সামাজিক রীতিনীতি ও শৃংখলা বজায় রাখার জন্য বিয়ে-শাদীতে সমতা রক্ষার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।

এক হাদীসে রাসূলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন যে, মেয়েদের বিয়ে তাদের অভিভাবকগণের মাধ্যমেই সংঘটিত হওয়া উচিত, অর্থাৎ, প্রাপ্ত বয়স্কা মেয়েদের পক্ষেও নিজের বিয়ের ব্যাপারে নিজে উদ্যোগী হয়ে করা সঙ্গত নয়-লজ্জা ও সম্ভ্রমের দিক বিবেচনায় এ দায়িত্ব পিতা-মাতা ও অন্যান্য অভিভাবকবৃন্দের উপরই ন্যস্ত থাকা উচিত। তিনি আরো ইরশাদ করেছেন যে, মেয়েদের বিয়ে সমকক্ষ পরিবারেই দেওয়া উচিত। হাদীসের সনদ যদিও দুর্বল কিন্তু সাহাবায়ে কেরামের বিভিন্ন উক্তি ও বাণীসমূহ দ্বারা সমর্থিত হওয়ায় এ হাদীস দলিল হিসেবে পেশ করার যোগ্যতা অর্জন করেছে। ইমাম মুহাম্মদ (র.) 'কিতাবুল আছার' নামক গ্রন্থে হযরত ফারূকে আজম (রা.) -এর উক্তি বর্ণনা করেছেন যে, আমি এ মর্মে ফরমান জারী করে দেব-যেন কোনো সম্ভ্রান্ত খ্যাতনামা বংশের মেয়েকে অপেক্ষাকৃত অখ্যাত স্বল্প মর্যাদাসম্পন্ন পরিবারে বিয়ে দেওয়া না হয়। অনুরূপভাবে হযরত আয়েশা ও হযরত আনাস (রা.)-এর প্রতি বিশেষ তাকিদ দিয়েছেন, যেন সমতা রক্ষার প্রতি যথাযথ গুরুত্ব প্রদান করা হয়, যা বিভিন্ন সনদে বর্ণিত আছে। ইমাম ইবনে হুমাম (র.) ও ফতহুল কাদীরে এ কথা বিস্তারিত ভাবে বর্ণনা করেছেন।

সারকথা এই যে, বিয়ে-শাদীতে উভয় পক্ষের সমতা ও সাদৃশ্যের প্রতি যথাযথ গুরুত্ব আরোপ শরিয়তের বিশেষভাবে কাম্য-যাতে উভয়ের মধ্যে সম্প্রীতি ও মনের মিল স্থাপিত হয়। কিন্তু কুফু'র (সার্বিক সমতা বিধান) চাইতে অধিক গুরুত্বপূর্ণ কল্যাণ ও মঙ্গলের দিক যদি সামনে আসে তবে কনে ও তার অভিভাবকবৃন্দের পক্ষে তাদের এ অধিকার পরিত্যাগ করে বিয়ের অনুষ্ঠান সম্পন্ন করে নেওয়া জায়েজ আছে। বিশেষ করে কোনো ধর্মীয় কল্যাণ ও মঙ্গল সাধনের উদ্দেশ্যে এরূপ করা উত্তম ও অধিককাম্য।

যেমন সাহাবায়ে কেরামের বিভিন্ন ঘটনা থেকে একথার প্রমাণ মিলে। এ দ্বারা এ কথাও বুঝা যায় যে, এসব ঘটনা কুফুর মূল মাসআলার পরিপন্থি নয়।

দ্বিতীয় ঘটনা : নবীজী ﷺ -এর নির্দেশ মোতাবেক হযরত যায়েদ বিন হারেছার সাথে হযরত যয়নবের বিয়ে সম্পন্ন হয়ে যায়। কিন্তু তাদের স্বভাব প্রকৃতিতে মিল হয়নি। হযরত যায়েদ (রা.) হযরত যয়নব (রা.) সম্পর্কে ভাষাগত শ্রেষ্ঠত্ব, গোত্রগত কৌলিন্যভিমান এবং আনুগত্য ও শৈথিল্য প্রদর্শনের অভিযোগ উত্থাপন করতেন। অপরদিকে নবীজী ﷺ কে ওহীর মাধ্যমে জানানো হয় যে, হযরত যায়েদ (রা.) হযরত যয়নবকে তালাক দিয়ে দিবেন; অতঃপর হযরত যয়নব (রা.) হুজুরে পাক ﷺ -এর পরিণয় সূত্রে আবদ্ধ হবেন। একদিন হযরত যায়েদ (রা.) রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর খেদমতে এসব অনুযোগ পেশ করতে গিয়ে হযরত যয়নবকে তালাক দেওয়ার ইচ্ছে প্রকাশ করেন। নবীজী ﷺ যদিও আল্লাহ পাক কর্তৃক অবহিত হয়েছিলেন যে, ঘটনার পরিণতি এ পর্যায়ে গিয়ে গড়াবে যে, হযরত যায়েদ (রা.) হযরত যয়নব (রা.) -কে তালাক দিয়ে দিবেন। অতঃপর হযরত যয়নব (রা.) নবীজীর সহিত পরিণয়সূত্রে আবদ্ধ হবেন। কিন্তু দু'কারণে তিনি হযরত যায়েদকে তালাক দিতে বারণ করলেন। প্রথমত : তালাক দেওয়া যদিও শরিয়তে জায়েজ; কিন্তু পছন্দনীয় ও কাম্য নয়; বরং বৈধ বস্তুসমূহের মাঝে নিকৃষ্টতম ও সর্বাধিক অবাঞ্ছনীয়। আর পার্থিব দিক থেকে কোনো কার্য সংঘটিত হওয়া শরিয়তের হুকুমকে প্রভাবান্বিত করে না। দ্বিতীয়ত : নবীজী ﷺ -এর অন্তরে এরূপ ধারণা সৃষ্টি হয় যে, যদি হযরত যায়েদ তালাক দেওয়ার পর তিনি হযরত যয়নবের পাণি গ্রহণ করেন, তবে আরববাসী বর্বর যুগের প্রচলিত প্রথানুযায়ী এই অপবাদ দেবে যে, তিনি নিজ পুত্রবধূকে বিয়ে করেছেন। যদিও কুরআনে পাক সূরায়ে আহযাবের পূর্ববর্তী আয়াতসমূহে বর্বর যুগের এ কুপ্রথাকে ভ্রান্ত ও অযৌক্তিক বলে খণ্ডন করে দিয়েছে। এরপর কোনো-মুমিনের মনে এরূপ ধারণা সৃষ্টির আশঙ্কা ছিল না; কিন্তু যে কাফেরদের কুরআনের প্রতি কোনো আস্থাই নেই, তারা বর্বর যুগের প্রথানুযায়ী পালকপুত্রকে সকল ব্যাপারে প্রকৃত পুত্রতুল্য মনে করে অপবাদের ঝড় তুলবে। এ আশঙ্কাও তালাক প্রদান থেকে হযরত যায়েদকে বারণ করার কারণ হয়ে দাঁড়ায়। এ পরিপ্রেক্ষিতে আল্লাহ তা'আলার পক্ষ থেকে বন্ধুসুলভ দরদমাখা শাসনবাক্য কুরআন পাকের এ আয়াতসমূহে নাজিল হয়।

https://e-ilm.weebly.com/

وَاِذْ تَقُوْلُ لِلَّذِىْٓ اَنْعَمَ اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاَنْعَمْتَ عَلَيْهِ اَمْسِكْ عَلَيْكَ زَوْجَكَ وَاتَّقِ اللّٰهَ وَتُخْفِىْ فِىْ نَفْسِكَ مَا اللّٰهُ مُبْدِيْهِ وَتَخْشَى النَّاسَ وَاللّٰهُ اَحَقُّ اَنْ تَخْشٰهُ.

অর্থাৎ "(সে সময়ের কথা স্মরণ করুন) যখন আপনি, আল্লাহ্ পাক এবং আপনি নিজেও যার প্রতি অনুগ্রহ করেছেন, তাকে বলেছিলেন যে, তুমি নিজের স্ত্রীকে তোমার বিবাহাধীনে থাকতে দাও।" এ ব্যক্তি হযরত যায়েদ। আল্লাহ্ পাক তাঁকে ইসলামে দীক্ষিত করে তার প্রতি প্রথম অনুগ্রহ প্রদর্শন করেন। দ্বিতীয়ত : নবীজীর সাহচর্য লাভের গৌরব প্রদান করেন এবং নবীজী তাঁর প্রতি প্রথম অনুগ্রহ প্রদর্শন করেন তাঁকে গোলামী থেকে অব্যাহতি দানের মাধ্যমে। দ্বিতীয়ত : নবীজী ﷺ তাঁকে এমন শিক্ষা-দীক্ষার মাধ্যমে গড়ে তোলেন যে, তাঁর প্রতি বিশিষ্ট সাহাবায়ে কেরাম পর্যন্ত সম্মান প্রদর্শন করতেন। পরবর্তী পর্যায়ে হযরত যায়েদের প্রতি নবীজী ﷺ -এর প্রয়োগকৃত উক্তি উদ্ধৃতি করা হয়েছে। اَمْسِكْ عَلَيْكَ زَوْجَكَ وَاتَّقِ اللّٰهَ 'নিজ স্ত্রীকে তোমার বিবাহাধীনে থাকতে দাও এবং আল্লাহকে ভয় কর।" এক্ষেত্রে আল্লাহকে ভয় করার নির্দেশ এ মর্মেও হতে পারে যে, তালাক একটি অপকৃষ্ট ও গর্হিত কাজ, সুতরাং এ থেকে বিরত থাক। আবার এ অর্থেও ব্যবহৃত হতে পারে যে, বিবাহাধীনে বহাল রাখার পর স্বভাবগত গড়মিল ও অবজ্ঞার দরুন তাঁর অধিকারসমূহ আদায়ের বেলায় যেন কোনো প্রকারের শৈথিল্য প্রদর্শন না করে। তাঁর এ উক্তি এ জায়গায় সম্পূর্ণ ঠিক ও যথার্থই ছিল। কিন্তু আল্লাহর পক্ষ থেকে সংঘটিতব্য ঘটনা সম্পর্কে অবহিত হওয়ার এবং অন্তরে হযরত যয়নবের পাণি গ্রহণের বাসনা উদ্রেকের পর হযরত যায়েদের প্রতি তালাক না দেওয়ার উপদেশ এক প্রকারের বাহ্যিক ও আনুষ্ঠানিক হিতাকাঙ্ক্ষার বহিঃপ্রকাশেরই পর্যায়ভুক্ত ছিল, যা রাসূলের পদমর্যাদার সহিত সামঞ্জস্যপূর্ণ ছিল না। বিশেষ করে এ কারণে যখন এর সাথে জনমণ্ডলীর অপবাদের আশঙ্কাও বিদ্যমান ছিল। তাই উল্লিখিত আয়াতে শাসন বাক্যের ভাষা ছিল এরূপ যে 'আপনি যে, কথা মনে মনে লুকিয়ে রাখছিলেন তা আল্লাহ্ পাক প্রকাশ করে দিবেন।' যখন আল্লাহর পক্ষ থেকে হযরত যয়নবের সাথে আপনার পরিণয় সম্পর্ক স্থাপনের সংবাদ সম্পর্কে আপনি অবহিত রয়েছেন এবং আপনার অন্তরেও বিয়ের বাসনার উদ্রেক করেছে তখন এ ইচ্ছা ও বাসনা গোপন রেখে এমন প্রকারের বাহ্যিক ও আনুষ্ঠানিক আলোচনা করেছেন যা আপনার মর্যাদার পরিপন্থি। জনমণ্ডলীর অপবাদের ভয় সম্পর্কে ফরমান যে, আপনি মানুষকে ভয় করছেন, অথচ ভয় তো করা উচিত কেবল আল্লাহকে। অর্থাৎ, যখন আপনি জ্ঞাত ছিলেন যে, এ ব্যাপারে আল্লাহর পক্ষ থেকেই সংঘটিত হবে এতে যখন তাঁর অসন্তুষ্টির কোনো আশঙ্কাই নেই তখন নিছক মানুষের ভয়ে এ ধরনের উক্তি যুক্তিযুক্ত হয়নি।

এ ঘটনা সংশ্লিষ্ট উপরে বর্ণিত বিবরণ 'তাফসীরে ইবনে কাছীর' 'কুরতুবী' ও 'রূহুল মা'আনী' থেকে সংগৃহীত হয়েছে এবং আয়াত وَتُخْفِىْ فِىْ نَفْسِكَ مَا اللّٰهُ مُبْدِيْهِ -এর ব্যাখ্য এই যে, আপনি অন্তরে যে বিষয় গোপন রেখেছেন তা এ বাসনা যে, হযরত যায়েদ (রা.) হযরত যয়নবকে তালাক দিলে পর আপনি তাঁর পাণি গ্রহণ করবেন। এ ব্যাখ্যা হাকেম, তিরমিযী, ইবনে আবী হাতেম প্রমুখ মুহাদ্দিসীনে কেরাম হযরত আলী বিন হুসাইন জয়নুল আবেদীনের রেওয়ায়েত থেকে নকল করেছেন। রেওয়ায়েতের নকল নিম্নে প্রদত্ত হলো :

اَوْحَى اللّٰهُ تَعَالٰى اِلَيْهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَنَّ زَيْنَبَ سَيُطَلِّقُهَا زَيْدٌ

وَيَتَزَوَّجُهَا بَعْدَهٗ عَلَيْهِ الصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ অর্থাৎ মহান আল্লাহ্ স্বীয় নবী করীম ﷺ -কে একথা ওহীর মাধ্যমে জ্ঞাত করেছেন যে, হযরত যায়েদ অনতিবিলম্বে হযরত জয়নবকে তালাক দিবেন, অতঃপর জয়নব নবীজী ﷺ -এর সহিত পরিণয়সূত্রে আবদ্ধ হবেন। -(রূহুল মা'আনী হাকেমে তিরমিযী থেকে উদ্ধৃত)

ইবনে কাছীর ইবনে আবী হাতেমের উদ্ধৃতি দিয়ে নিম্নোক্ত শব্দ নকল করেছেন :

اِنَّ اللّٰهَ اَعْلَمَ نَبِيَّهٗ اَنَّهَا سَتَكُوْنُ مِنْ اَزْوَاجِهٖ قَبْلَ اَنْ يَتَزَوَّجَهَا فَلَمَّا اَتَاهُ زَيْدٌ لِيَشْكُوْهَا اِلَيْهِ قَالَ اتَّقِ اللّٰهَ اَمْسِكْ عَلَيْكَ زَوْجَكَ فَقَالَ اَخْبَرْتُكَ اِنِّىْ مُزَوِّجُكَهَا وَتُخْفِىْ فِىْ نَفْسِكَ مَا اللّٰهُ مُبْدِيْهِ

অর্থাৎ আল্লাহ্ পাক তাঁর নবী করীম ﷺ -কে এ মর্মে অবহিত করেছেন যে, হযরত যয়নবও অনতিবিলম্বে পুণ্যবতী স্ত্রীগণের অন্তর্ভুক্ত হয়ে যাবেন। অতঃপর যখন হযরত যায়েদ তাঁর বিরুদ্ধে অভিযোগ নিয়ে নবীজী ﷺ -এর খিদমতে উপস্থিত হন, তখন তিনি ﷺ বললেন যে, আল্লাহকে ভয় কর এবং স্বীয় স্ত্রীকে তালাক দিও না। অতপর আল্লাহ্ পাক বলেন যে, আমি তো আপনাকে এ কথা বলে দিয়েছিলাম যে, আমি তাঁকে আপনার ﷺ সাথে পরিণয় সূত্রে আবদ্ধ করে দিব এবং আপনি এমন একটি বিষয় গোপন করে রেখে আসছিলেন, যা আল্লাহ্ প্রকাশ করে দিবেন।

https://e-ilm.weebly.com/

অধিকাংশ তাফসীরকার যথা যুহরী, বকর ইবনুল আলা, কুশাইরী ও কাযী আবূ বকর ইবনুল আরাবী প্রমুখ এ তাফসীরই গ্রহণ করেছেন, যে বিষয় অন্তরে গোপন রয়েছে বলে বর্ণনা করা হয়েছে ওহীয়ে ইলাহী অনুযায়ী রেওয়ায়েতে مَا فِىْ نَفْسِكَ -এর তাফসীর হযরত যয়নব (রা.)-এর প্রতি ভালোবাসা বলে বর্ণনা করা হয়েছে। সে সম্পর্কে প্রখ্যাত মুফাস্সির ইবনে কাছীর মন্তব্য করেন যে, এসব রেওয়ায়েতের মধ্যে কোনোটাই বিশুদ্ধ ও প্রামাণ্য নয় বলে আমরা এগুলোর উল্লেখ বাঞ্ছনীয় মনে করিনি।

বস্তুত : কুরআন পাকের শব্দাবলিতেও হযরত যয়নুল আবেদীন (রা.) -এর রেওয়ায়েতে উপরে বর্ণিত এ তাফসীরেরই সমর্থন মিলে। কেননা, এ আয়াতে স্বয়ং আল্লাহ পাক বলে দিচ্ছেন যে, অন্তরে লুকায়িত বস্তু তাই ছিল যা আল্লাহ তা'আলা প্রকাশ করে দিবেন। আল্লাহ পাক পরবর্তী আয়াতে যে বিষয় প্রকাশ করেছেন তা হলো হযরত যয়নবের সাথে হুজুর ﷺ -এর বিয়ে। যেমন– বলেছেন زَوَّجْنٰكَهَا অর্থাৎ, আমি আপনাকে তাঁর (হযরত যয়নব) সাথে পরিণয়সূত্রে আবদ্ধ করে দিলাম। –[রূহুল মা'আনী]

অপবাদ থেকে বেঁচে থাকা বাঞ্ছনীয় : প্রশ্ন উঠে যে, মানুষের অপবাদ ও ভর্ৎসনা থেকে বাঁচার জন্য রাসূলুল্লাহ ﷺ এমন বিষয়কে গোপন করলেন কেন, যা আল্লাহর অসন্তুষ্টির কারণ হয়ে দাঁড়াল। এর উত্তর এই যে, এ ক্ষেত্রে কুরআন হাদীস দ্বারা প্রমাণিত আসল বিধান হলো, যে কাজ করলে মানুষের মাঝে ভুল বুঝাবুঝি এবং তাদের ভর্ৎসনা ও অপবাদ দেওয়ার পাপে লিপ্ত হওয়ার আশঙ্কা থকে, সেগুলোকে পরিহার করা সেক্ষেত্রে তো অবশ্যই জায়েজ যখন এ কাজ শরিয়তের মূল লক্ষ্য-বস্তুসমূহের অন্তর্ভুক্ত না হয় এবং হালাল-হারাম জনিত কোনো দীনি নির্দেশ এর সাথে জড়িত না থাকে, যদিও কাজটি মূলত প্রশংসনীয়ই হয়। যার উদাহরণ নবীজী ﷺ -এর হাদীসে বিদ্যমান রয়েছে। যথা নবীজী ﷺ ইরশাদ করেছেন যে, অজ্ঞতা ও বর্বরতার যুগে যখন কা'বাঘর নির্মিত হয়, তখন এতে কয়েকটি কাজ হযরত ইবরাহীম (আ.) অনুসৃত রূপরেখার উল্টো করা হয়। ১. কা'বা গৃহের অংশ বিশেষ নির্মাণ বহির্ভূত করে রাখা হয়। ২. হযরত ইবরাহীম (আ.) কর্তৃক নির্মাণ কালে বায়তুল্লাহর অভ্যন্তরে প্রবেশের জন্য দুটি দরজা ছিল, একটি পশ্চিম দিকে অপরটি পূর্বদিকে। ফলে বায়তুল্লাহর ভেতরে যাতায়াতে কোনো প্রকারের অসুবিধা হতো না। জাহিলিয়াত যুগের লোকেরা এতে দু'ভাবে হস্তক্ষেপ করল। পশ্চিম দিকের দরজা একেবারে বন্ধ করে দেওয়া হলো এবং পূর্ব দিকের দরজা যা ভূতলের প্রায় সম উচ্চতা বিশিষ্ট ছিল, তা এতটুকু উঁচু করা হলো যে, সিঁড়ি ব্যতীত সে দরজা দিয়ে প্রবেশ করা যেত না। উদ্দেশ্য এই ছিল যে, যাকে তাঁরা অনুমতি দিবে কেবল সে-ই এর ভিতর প্রবেশ করতে পারবে।

রাসূলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেন যে, যদি নও মুসলিমগণের মধ্যে ভুল বুঝাবুঝি সৃষ্টির আশঙ্কা না থাকত তবে আমি কা'বাঘর হযরত ইবরাহীম (আ.)-এর রূপরেখা অনুযায়ী পুনর্নির্মাণের ব্যবস্থা করতাম, এ হাদীস প্রত্যেক প্রামাণ্য গ্রন্থেই রয়েছে। এর দ্বারা বুঝা গেল যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ মানুষকে ভুল বুঝাবুঝি থেকে বাঁচানোর উদ্দেশ্যে তাঁর এ বাসনা শরিয়ত মতে প্রশংসনীয় হওয়া সত্ত্বেও পরিত্যাগ করেছেন। অবশ্য এ পরিপ্রেক্ষিতে আল্লাহর পক্ষ থেকে অসন্তুষ্টি জ্ঞাপন কোনো ওহীর আসেনি। সুতরাং এ কাজ আল্লাহ পাকের নিকট গৃহীত হয়েছে বলেই বুঝা যায়। কিন্তু হযরত ইবরাহীম (আ.)-এর রূপরেখা অনুযায়ী বায়তুল্লাহর পুনর্নিমার্ণ এমন কোনো ব্যাপার নয়, যার উপর শরিয়তের কোনো উদ্দেশ্য নির্ভরশীল অথবা যার সাথে হালাল-হারাম সংশ্লিষ্ট হুকুমসমূহ জড়িত।

পক্ষান্তরে হযরত যয়নব (রা.) -এর বিয়ের ঘটনার সাথে তথাকথিত পালক পুত্রের তালাকপ্রাপ্তা স্ত্রীর সঙ্গে বিয়ে হারাম হওয়া সংক্রান্ত বর্বর যুগের প্রচলিত কুপ্রথা ও ভ্রান্ত ধারণা কার্যকরভাবে অপনোদনের এক বিশেষ শরিয়তী উদ্দেশ্য জড়িত ছিল। কেননা, সমাজ প্রচলিত কুপ্রথার কার্যকরভাবে মূল উৎপাটন তখনই সম্ভব যখন হাতে কলমে বাস্তবে করে দেখানো হয়। হযরত যয়নবের বিয়ে সংশ্লিষ্ট আল্লাহ পাকের নির্দেশ এ উদ্দেশ্যের পূর্ণতা সাধনের জন্যই ছিল।

এ বক্তব্যের মাধ্যমে হযরত ইবরাহীম (আ.)-এর নকশা অনুযায়ী বায়তুল্লাহ পুর্ণনির্মাণের পরিকল্পনা কার্য কর না করা এবং আল্লাহ পাকের ইরশাদ মোতাবেক যয়নব (রা.)-এর বিয়ে কার্যকারী করার মধ্যকার বাহ্যত প্রতীয়মান বিরোধ ও বৈপরীত্যের উত্তর হয়ে গেল।

এ প্রসঙ্গে বুঝা যায়, যেন রাসূলুল্লাহ ﷺ সূরায়ে আহযাবের প্রথম আয়াতসমূহে বর্ণিত এই হুকুমের মৌখিক প্রচারই যথেষ্ট বলে মনে করতেন। এর কার্যকর ও বাস্তব প্রয়োগের তাৎপর্য ও প্রয়োজনীয়তার প্রতি লক্ষ্য করেননি। তাই জানা ও ইচ্ছা থাকা সত্ত্বেও তা গোপন রেখেছিলেন। উল্লিখিত আয়াতে আল্লাহ পাক এটি সংশোধন করে তা প্রকাশ করেছেন– لِكَىْ لَا يَكُوْنَ عَلَى الْمُؤْمِنِيْنَ حَرَجٌ فِىْٓ اَزْوَاجِ اَدْعِيَاۤئِهِمْ اِذَا قَضَوْا مِنْهُنَّ وَطَرًا অর্থাৎ আমি আপনার সাথে যয়নবের বিয়ে সম্পন্ন করেছি যাতে মুসলমানগণ নিজেদের পালক পুত্রের তালাকপ্রাপ্তা স্ত্রীকে বিয়ে করতে গিয়ে কোনো জটিলতার সম্মুখীন না হয়।

https://e-ilm.weebly.com/

زَوَّجْنٰكَهَا -এর শব্দিক অর্থ আপনার সাথে তাঁর বিয়ে স্বয়ং আমি সম্পন্ন করে দিয়েছি। এর ফলে একথা বুঝা যায় যে, এ বিয়ে স্বয়ং আল্লাহ পাক সম্পন্ন করে দেওয়ার মাধ্যমে বিয়ে-শাদীর সাধারণভাবে প্রচলিত শর্তাবলির ব্যতিক্রম ঘটিয়ে এ বিয়ের প্রতি বিশেষ মর্যাদা আরোপ করেছেন। আবার এর অর্থ এরূপও হতে পারে যে, এ বিয়ের নির্দেশ আমি প্রদান করলাম, এখন আপনি শরিয়তী বিধি-বিধান ও শর্তাবলি মোতাবেক তা সম্পন্ন করে নিন। মুফাস্‌সিরগণের মধ্যে কিছু সংখ্যক প্রথম অর্থ এবং কিছু সংখ্যক দ্বিতীয় অর্থ অধিক যুক্তিযুক্ত বলে মন্তব্য করেছেন।

অন্যান্য স্ত্রীলোকের সম্মুখে হযরত যয়নবের এরূপ উক্তি যে, তোমাদের বিয়ে তো তোমাদের পিতা-মাতা কর্তৃক সম্পন্ন হয়; কিন্তু আমার বিয়ে স্বয়ং আল্লাহ্ পাক আকাশে সম্পন্ন করেছেন যা বিভিন্ন রেওয়ায়েতে পরিলক্ষিত হয়। একথা উপরিউক্ত উভয় অর্থের বেলায়ই প্রযোজ্য। যা প্রথম অর্থে অধিক স্পষ্ট; অবশ্য দ্বিতীয় অর্থও এর পরিপন্থি নয়।

বিভিন্ন সন্দেহ ও প্রশ্নাবলির উত্তরের সূচনা : سُنَّةَ اللّٰهِ فِي الَّذِيْنَ خَلَوْا مِنْ قَبْلُ وَكَانَ اَمْرُ اللّٰهِ قَدَرًا مَّقْدُوْرًا এ আয়াতের মাধ্যমে এ বিয়ের পরিপ্রেক্ষিতে উদ্ভূত সন্দেহসমূহের উত্তরের সূচনা এরূপভাবে করা হয়েছে যে, অন্যান্য পুণ্যবতী স্ত্রীগণ থাকা সত্ত্বেও এ বিয়ের পিছনে কি উদ্দেশ্য নিহিত ছিল? ইরশাদ হয়েছে যে, এটা আল্লাহ পাকের চিরন্তন বিধান যা কেবল মুহাম্মদ ﷺ -এর জন্যই নির্দিষ্ট নয়; আপনার পূর্ববর্তী নবীগণের কালেই ধর্মীয় স্বার্থ ও মঙ্গলামঙ্গলের কথা বিবেচনা করে বহুসংখ্যক স্ত্রীলোকের পাণি গ্রহণের অনুমতি ছিল। তন্মধ্যে হযরত দাউদ ও হযরত সুলায়মান (আ.)-এর নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। হযরত দাউদ ও হযরত সুলায়মান (আ.)-এর যথাক্রমে একশত ও তিনশত স্ত্রী ছিল। সুতরাং রাসূলুল্লাহ ﷺ বেলায়ও বিভিন্ন ধর্মীয় স্বার্থের প্রতি লক্ষ্য রেখে এ বিয়েসহ একাধিক বিয়ের অনুমতি লাভ বিচিত্র কিছু নয়। এটা নবুয়ত ও রেসালাতের মহান মর্যাদা ও তাক্ওয়া পরহেজগারীর পরিপন্থিও নয়। সর্বশেষ বাক্যে একথাও বলে দেওয়া হয়েছে যে, বিয়ে-শাদী অর্থাৎ কার সাথে কার বিয়ে অনুষ্ঠিত হবে তা মানুষের জীবিকার ন্যায় আল্লাহ পাক কর্তৃক সম্পূর্ণভাবে পূর্ব-নির্ধারিত ব্যাপার। এ সম্পর্কে ভাগ্যলিপিতে যা আছে তাই বাস্তবায়িত হবে। এক্ষেত্রেও হযরত যায়েদ ও হযরত যয়নবের স্বভাব প্রকৃতির বিভিন্নতা, হযরত যায়েদের অসন্তুষ্টি পরিশেষে তালাক প্রদানের সংকল্প, এ সবকিছুই ভাগ্যলিপির পর্যায়ক্রমিক বহিঃপ্রকাশ মাত্র।

পরবর্তী পর্যায়ে, অতীত কালে যেসব নবী (আ.) গণের বহু সংখ্যক স্ত্রী গ্রহণের অনুমতি ছিল বলে উপরে জানা গেছে; তাঁদের বৈশিষ্ট্য ও বিশেষ গুণাবলির বর্ণনা দেওয়া হয়েছে। বলা হয়েছে اَلَّذِيْنَ يُبَلِّغُوْنَ رِسٰلٰتِ اللّٰهِ অর্থাৎ এসব মহীয়ান নবী (আ.) গণ সবাই আল্লাহ পাকের বাণীসমূহ নিজ নিজ উম্মতের নিকটে পৌঁছিয়েছেন।

একটি জ্ঞানগর্ভ নিগুঢ়তত্ত্ব : সম্ভবত এতে নবী (আ.) গণের বহুসংখ্যক স্ত্রী থাকার তাৎপর্য ও যৌক্তিকতার প্রতি ইঙ্গিত করে বলা হয়েছে যে, এদের যাবতীয় কাজকর্ম ও বাণীসমূহ উম্মত পর্যন্ত পৌছা একান্ত আবশ্যক। পুরুষদের জীবনের এক বিরাট অংশ ঘরোয়া পরিবেশে স্ত্রী ও পুত্র পরিজনের সাথে কাটাতে হয়। এ সময় যে সব ওহী নাজিল হয়েছে বা স্বয়ং নবীজী ﷺ যেসব নির্দেশ প্রদান করেছেন অথবা কোনো কাজ করেছেন এগুলো সবই উম্মতের আমানত স্বরূপ, যেগুলো কেবল পুণ্যবতী স্ত্রীগণের মাধ্যমেই সহজতরভাবে উম্মতের নিকট পৌছানো সম্ভব ছিল। পৌছানোর অন্যান্য পদ্ধতি জটিলতা মুক্ত নয়। তাই নবী (আ.) গণের অধিক সংখ্যক স্ত্রী থাকলে তাঁদের পারিবারিক জীবনের কার্যক্রম ও কথাবার্তা এবং তাদের ঘরোয়া পরিবেশের চরিত্র ও রূপ রেখা সাধারণ উম্মত পর্যন্ত পৌছা সহজতর হবে।

নবী (আ.) গণের যে অপর এক গুণ বৈশিষ্ট্য বর্ণনা করা হয়েছে তা এই– وَيَخْشَوْنَهٗ وَلَا يَخْشَوْنَ اَحَدًا اِلَّا اللّٰهَ অর্থাৎ এসব মহাত্মাবৃন্দ আল্লাহ পাককে ভয় করেন এবং আল্লাহ ব্যতীত অন্য কাউকে ভয় করেন না। ধর্মীয় কল্যাণ ও মঙ্গলার্থে কোনো কাজ বা বিষয় প্রকাশ্য ও সরাসরি তাবলীগের জন্য যদি তাঁরা আদিষ্ট হন তবে এতে তাঁরা কোনো প্রকারের শৈথিল্য প্রদর্শন করেন না। এরূপ করতে গিয়ে তাঁরা কোনো মহলের কটাক্ষপাত ও বিরূপ সমালোচনারও কোনো পরোয়া করেন না।

একটি প্রশ্ন ও তার উত্তর : এখানে যখন সমগ্র নবীকুলেরই এরূপ অবস্থা বর্ণনা করা হয়েছে যে, তারা আল্লাহ পাক ভিন্ন আর কাউকে ভয় করেন না। অথচ এর পূর্ববর্তী আয়াতে রাসূলুল্লাহ ﷺ সম্পর্কে ইরশাদ হয়েছে وَتَخْشَى النَّاسَ (অর্থাৎ আপনি মানুষকে ভয় করেন) এটা কিভাবে সম্ভব? উত্তর এই যে, উল্লিখিত আয়াতে নবী (আ.) গণের আল্লাহ পাক ভিন্ন অন্য কাউকে ভয় না করা এটা কেবল রেসালাত সংশ্লিষ্ট বিষয়াদি এবং তাবলীগের ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য। কিন্তু রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর মাঝে এমন এক বিষয় সম্পর্কে কটাক্ষপাতের ভয় উদ্রেক করেছে, যা ছিল বাহ্যত একটি পার্থিব কাজ। তাবলীগ ও রেসালাতের সাথে এর কোনো সম্পর্ক ছিল না। কিন্তু উল্লিখিত আয়াতসমূহের মাধ্যমে যখন আপনার নিকট একথা পরিষ্কার হয়ে গেল যে, এ বিয়ে বাস্তব ও কার্যকর তাবলীগ এবং রেসালাতের অংশবিশেষ, তখন কারো কটাক্ষপাত ও

https://e-ilm.weebly.com/

নিন্দাবাদের ভয় তাঁর কর্তব্য পথেও কোনো বাধা বা প্রতিবন্ধকতা আরোপ করতে পারেনি। তাই অবিশ্বাসী কাফেরদের পক্ষ থেকে নানাবিধ আপত্তি ও প্রশ্ন উত্থাপিত হওয়া সত্ত্বেও এ বিয়েকে বাস্তবরূপ প্রদান করা হয়েছিল। বস্তুত : অদ্যাবধিও এ সম্পর্কে বিভিন্ন অবান্তর প্রশ্নের অবতারণা হতে দেখা যায়।

উল্লিখিত আয়াতে সেসব লেকের ধারণা অপনোদন করা হয়েছে যারা বর্বর যুগের প্রথা অনুযায়ী হযরত যায়েদ বিন হারেছাকে নবীজীর সন্তান বলে মনে করতো এবং তিনি হযরত যয়নব (রা.) -কে তালাক দেওয়ার পর নবীজীর সাথে তাঁর বিয়ে সংঘটিত হওয়ায় তাঁর প্রতি পুত্রবধূকে বিয়ে করেছেন বলে কটাক্ষ করত। এ ভ্রান্ত ধারণা অপনোদনের জন্য এটুকু বলাই যথেষ্ট ছিল যে, হযরত যায়েদের পিতা রাসূলুল্লাহ ﷺ নন বরং তাঁর পিতা হারেছা (রা.)। কিন্তু এ বিষয়টির প্রতি বিশেষ তাকিদ দেওয়াচ্ছলে ইরশাদ হয়েছে مَا كَانَ مُحَمَّدٌ اَبَآ اَحَدٍ مِّنْ رِّجَالِكُمْ অর্থাৎ রাসূলুল্লাহ ﷺ তোমাদের মধ্যকার কোনো পুরুষের পিতা নন। যে ব্যক্তির সন্তান-সন্ততিদের মধ্যে কোনো পুরুষ নেই, তাঁর প্রতি এরূপ কটাক্ষ করা কিভাবে যুক্তি সঙ্গত হতে পারে যে, তাঁর পুত্র রয়েছে এবং তার পরিত্যক্তা স্ত্রী নবীজীর পুত্রবধূ বলে তাঁর জন্য হারাম হবে। এই মর্মার্থ প্রকাশের জন্য সংক্ষিপ্ত শব্দ সমষ্টি (اَبَآ اَحَدٍ مِّنْكُمْ) বললেই চলত। তদস্থলে কুরআনে হাকীমে অতিরিক্ত رِجَال শব্দ ব্যবহার করে এরূপ সন্দেহ অপনোদন করা হয়েছে যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর তো হযরত খাদীজা (রা.) -এর গর্ভস্থ তিন পুত্র-সন্তান কাসেম, তাইয়্যেব ও তাহের এবং হযরত মারিয়ার গর্ভস্থ এক সন্তান ইব্রাহীম মোট চার পুত্র-সন্তান ছিলেন। কেননা, এরা সবাই শৈশবাবস্থায় ইন্তেকাল করেন। এরা কেউই (পূর্ণ বয়স্ক) পুরুষ পর্যায়ে পৌছেননি। আবার এরূপও বলা যেতে পারে যে, এ আয়াত নাজিল হওয়াকালে কোনো পুত্র সন্তান ছিল না। কাসেম, তাইয়্যেবও তাহের (রা.) তো ইতিমধ্যেই ইন্তেকাল করেছিলেন। আর ইবরাহীম তখন পর্যন্ত জন্মলাভই করেননি।

বিরুদ্ধবাদীদের প্রশ্ন ও কটাক্ষের উত্তর এ বাক্য দ্বারাই হয়ে গিয়েছিল। কিন্তু পরবর্তী পর্যায়ে অপরাপর সন্দেহাবলি দূরীকরণার্থে ইরশাদ করেন– وَلٰكِنْ رَّسُوْلَ اللّٰهِ আরবি ভাষায় لٰكِنْ শব্দ পূর্ববর্তী বাক্যে কোনো প্রকারের সন্দেহের অবকাশ থাকলে তা দূরীকরণার্থে ব্যবহৃত হয়। এ স্থলে রাসূলুল্লাহ ﷺ সম্পর্কে যখন একথা বর্ণনা করা হয়েছে যে, তিনি উম্মতের অন্তর্গত কোনো পুরুষের পিতা নন; তখন এরূপ সন্দেহের উদ্রেক করতে পারে যে, নবীগণ প্রত্যেকেই তো নিজ নিজ উম্মতের জনক। এ পরিপ্রেক্ষিতে রাসূলুল্লাহ ﷺ সকল পুরুষ-বরং সমগ্র নারী-পুরুষের পিতা। তাঁর প্রতি পিতৃত্ব আরোপের কথা অস্বীকার করা প্রকারান্তরে নবুয়তকেই অস্বীকার করার নামান্তর।

وَلٰكِنْ رَّسُوْلَ اللّٰهِ শব্দত্রয়ের মাধ্যমে এর উত্তর এরূপ ভাবে দেওয়া হয়েছে যে, প্রকৃত ঔরসী পিতা যে ভিত্তিতে বিয়ে শাদী হালাল হারাম সংক্রান্ত নির্দেশাবলি আরোপিত হয় তা ভিন্ন জিনিস। আর নবী হিসেবে গোটা উম্মতের আত্মিক পিতা হওয়া ভিন্ন জিনিস, এর সাথে উল্লিখিত আহ্কামের কোনো সম্পর্ক নেই। সুতরাং সম্পূর্ণ বাক্যের মর্মার্থ দাঁড়াল যে, তিনি উম্মতের অন্তর্গত কোনো পুরুষের পিতা নন; কিন্তু আধ্যাত্মিক পিতা সকলেরই।

এর মাধ্যমে কতক মুশরেককৃত অপর এক কটাক্ষেরও উত্তর হয়ে গেল। তা এই যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ অপুত্রক। অর্থাৎ ভবিষ্যতে যে কারো মাধ্যমে তাঁর বাণী ও কর্মধারা গতিশীল থাকতে পারে ও তাঁর বংশ বজায় থাকতে পারে এমন কোনো পুত্রসন্তান তাঁর নেই। কিছু কাল পরেই এগুলো সব মিটে যাবে। উপরিউক্ত শব্দসমূহের দ্বারা একথা স্পষ্ট হয়ে গেছে যে, যদিও তাঁর ঔরসজাত পুত্র-সন্তান নেই, কিন্তু তাঁর নবুয়ত মিশনের প্রসার ও অগ্রগতি সাধনের জন্য ঔরসজাত পুত্র-সন্তানের কোনো প্রয়োজন নেই। এ দায়িত্ব রূহানী সন্তানগণই পালন করে যাবেন। যেহেতু তিনি আল্লাহর রাসূল এবং রসূল উম্মতের রূহানী পিতা; সুতরাং তিনি প্রকৃত প্রস্তাবে তোমাদের সকলের চাইতে অধিক সন্তানের অধিকারী।

এখানে যেহেতু রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর বর্ণনা এসেছে এবং নবী হিসেবে তিনি বিশেষ ও অনন্য মর্যাদার অধিকারী, সুতরাং পরবর্তী পর্যায়ে তাঁকে وَخَاتَمَ النَّبِيّٖنَ বিশেষণে ভূষিত করার মাধ্যমে এ কথাই প্রমাণিত হয়েছে যে, তিনি নবীকুলের মধ্যে অনন্য বৈশিষ্ট্য ও বিশেষ মর্যাদায় অভিষিক্ত শ্রেষ্ঠ ও সর্বোত্তম জন। وَخَاتَمَ النَّبِيّٖنَ এ- خَاتَمَ শব্দে দু'প্রকারের কেরাত রয়েছে। ইমাম হাসান ও ইমাম আসেমের কেরাতে خَاتَمَ -এর تَاء -এর উপর যবর রয়েছে। অন্যান্য ইমামগণের কেরাতানুযায়ী উক্ত تَاء যের বিশিষ্ট। কিন্তু উভয়ের সারমর্ম এক ও অভিন্ন অর্থাৎ নবীগণের আবির্ভাব ধারার সমাপ্তি সাধনকারী। কেননা خَاتِمَ -এর تَاء যের বিশিষ্ট হোক বা যবর বিশিষ্ট উভয়ের একই অর্থ 'শেষ'। আবার উভয় শব্দ

https://e-ilm.weebly.com/

মোহরের অর্থেও ব্যবহৃত হয়ে থাকে। দ্বিতীয় অর্থের বেলায়ও সারকথা 'শেষ' অর্থই দাঁড়ায়। কেননা কোনো বস্তু বন্ধ করে দেওয়ার জন্য মোহর সর্বশেষেই ব্যবহৃত হয়ে থাকে। যের ও যবর বিশিষ্ট خَاتَمْ শব্দ উভয়টার উভয় অর্থই কামূস, সিহাহ, লিসানুল-আরব, তাজুল-উরুস প্রভৃতি শীর্ষস্থানীয় আরবি অভিধানসমূহে রয়েছে। এই তাফসীরে রূহুল মা'আনীতে - خَاتَمْ এর অর্থ মোহরের সারমর্ম ও শেষ বলেই বর্ণনা করা হয়েছে। রূহুল মা'আনীর শব্দসমূহ এরূপ :

وَالْخَاتَمُ اِسْمُ اٰلَةٍ لِمَا يُخْتَمُ بِهٖ فَمَعْنٰى خَاتَمَ النَّبِيِّنَ الَّذِىْ خُتِمَ بِهٖ

خَاتَمُ النَّبِيِّنَ অর্থাৎ خَاتَمْ ঐ যন্ত্রের নাম যার মাধ্যমে সমাপ্তি সাধন করা হয়। সুতরাং اَلنَّبِيُّوْنَ وَمَالَهٗ اٰخِرُ النَّبِيِّنَ অর্থ যার মাধ্যমে নবীগণের আগমন ধারার পরিসমাপ্তি সাধন করা হয়েছে যার সারকথা নবীগণের সর্বশেষ ব্যক্তি। তাফসীরে বায়যাবী ও তাফসীরে আহমদীতেও অনুরূপ বর্ণনাই রয়েছে। ইমাম রাগেব 'মুফরাদাতুল কুরআনে' বলেন, وَخَاتَمُ النُّبُوَّةِ لِاَنَّهٗ خَتَمَ النُّبُوَّةَ اَىْ تَمَّمَهَا بِمَجِيْئِهٖ অর্থাৎ তাঁকে খতমে-নবুয়ত এজন্য বলা হয় যে, তিনি তাঁর আগমনের মাধ্যমে নবুয়তের পরিসমাপ্তি ও পরিপূর্ণতা সাধন করেছেন।

মাহকাম ইবনে সাবদাতে (مُحْكَمُ ابْنُ سَبْدَهٗ) রয়েছে : وَخَاتَمُ كُلِّ شَىْءٍ وَخَاتِمَةُ عَاقِبَتُهٗ وَاٰخِرُهٗ অর্থাৎ প্রত্যেক বস্তুর خَاتَمْ বা خَاتِمَةُ সে বস্তুর শেষ পরিণতি ও পরিসমাপ্তিকে বলা হয়।

সারকথা خَاتَمْ এর تَاء এর যবর বিশিষ্ট হোক বা যের বিশিষ্ট হোক উভয় অবস্থায় অর্থ এই যে, তিনি নবীকুলের আগমন ধারার সমাপ্তকারী অর্থাৎ তিনি সবার পরে প্রেরিত হয়েছেন।

যাহোক, خَاتَمُ الْاَنْبِيَاءِ এমন এক গুণ যা নবুয়ত ও রেসালাতের পূর্ণতার ক্ষেত্রে তাঁর সর্বোচ্চ স্থান ও মর্যাদার সাক্ষ্য বহন করে। কেননা, প্রত্যেক বস্তুই ক্রমান্বয়ে উন্নতির দিকে ধাবিত হয় এবং সর্বোচ্চ শিখরে পৌঁছলে এর পরিপূর্ণতা সাধিত হয়। আর সর্বশেষ পরিণতিই এর মোক্ষম উদ্দেশ্য; স্বয়ং কুরআনও তা স্পষ্টভাবে বর্ণনা করে দিয়েছে : اَلْيَوْمَ اَكْمَلْتُ لَكُمْ دِيْنَكُمْ وَاَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِىْ অর্থাৎ আজ আমি তোমাদের দীন (জীবন-বিধান) পূর্ণ করে দিলাম এবং তোমাদের প্রতি আমার নিয়ামতও (অনুগ্রহ) পূর্ণ করে দিলাম।

পূর্ববর্তী নবীগণের দীনও নিজ নিজ যুগানুসারে পরিপূর্ণই ছিল, কোনোটাই অসম্পূর্ণ ছিল না। কিন্তু সার্বিক পরিপূর্ণতার কথা সর্বোতভাবে নবীজীর দীনের প্রতিই প্রযোজ্য, যা পূর্ববর্তী সবারই জন্য দলিল স্বরূপ এবং সে দীন কিয়ামত পর্যন্ত চালু থাকবে।

এ ক্ষেত্রে وَخَاتَمُ النَّبِيِّنَ বিশেষণ সংযোজনের ফলে এ বিষয়টাও একেবারে পরিস্কার হয়ে গেল যে, নবীজী যেহেতু সমগ্র উম্মতের জনকের মর্যাদায় ভূষিত, সুতরাং তাঁকে অপুত্রক বলে আখ্যায়িত করা নির্বুদ্ধিতা বৈ কিছুই নয়। কেননা وَخَاتَمَ النَّبِيِّنَ শব্দদ্বয় একথাও ব্যক্ত করে দিয়েছে যে, পরবর্তীকালে কিয়ামত পর্যন্ত আগমনকারী গোটা মানবকুলই তাঁর (নবীজীর) উম্মতভুক্ত। তাই তাঁর উম্মতের সংখ্যা অন্যান্য উম্মতের চাইতে অনেক বেশি হবে। ফলে নবীজী ﷺ -এর আধ্যাত্মিক সন্তানও অন্যান্য নবীগণের চাইতে বেশি হবে। وَخَاتَمَ النَّبِيِّنَ বিশেষণটি একথাও বুঝাচ্ছে যে, সমগ্র উম্মতের প্রতি হযরতের স্নেহ-মমতা অন্যান্য নবীগণের তুলনায় অধিকতর হবে। তাঁর পরে কোনো ওহী বা নবীর আগমন হবে না বলে তিনি কিয়ামত পর্যন্ত উদ্ভূত যাবতীয় সমস্যাবলির সমাধান ও যাবতীয় প্রয়োজনাদি মেটাবার পথ বাতলে দিয়েছেন। পক্ষান্তরে পূর্ববর্তী নবীগণের একথা ভাবতে হতো না। কেননা, তাঁরা জানতেন যে, জাতির মাঝে গোমরাহী ও বিভ্রান্তি প্রসার লাভ করলে তাঁদের পর অন্যান্য নবীগণ আবির্ভূত হয়ে এসবের সংশোধন ও সংস্কার সাধন করবেন। কিন্তু খাতামুল আম্বিয়া ﷺ -এর একথাও ভাবতে হতো যে, কিয়ামত পর্যন্ত উম্মত যে বিভিন্নমুখী অবস্থা ও সমস্যার সম্মুখীন হবে সেগুলো সম্পর্কে উম্মতকে প্রয়োজনীয় পথনির্দেশ তাঁকেই দিতে হবে। যে সম্পর্কে রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর বিভিন্ন হাদীস সাক্ষ্য প্রদান করে যে, তাঁর পর অনুসরণযোগ্য যেসব ব্যক্তিবর্গের আবির্ভাব ঘটবে তাঁদের অধিকাংশের নামই তিনি উল্লেখ করে দিয়েছেন। অনুরূপভাবে ভবিষ্যতে অন্যায় ও অসত্যের যত ধ্বজাধারীর প্রাদুর্ভাব ঘটবে তাদেরও যাবতীয় লক্ষণ, অবস্থা ও তথ্যাদি এমন স্পষ্টভাবে প্রকাশ করে দিয়েছেন, যেন একজন সাধারণ চিন্তাশীলেরও এ সম্পর্কে কোনো সন্দেহের অবকাশ না থাকে। এ কারণেই রাসূলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন যে, আমি তোমাদের জন্য এমন উজ্জ্বল ও জ্যোতিষ্মানসম পথ রেখে গেলাম যেখানে দিবারাত্রি দুটোই সমান-কখনো পথভ্রষ্ট হওয়ার আশঙ্কা নেই।

এ আয়াতে একথাও প্রণিধানযোগ্য যে, উপরে হুজুর ﷺ -এর উল্লেখ 'রাসূল' বিশেষণে করা হয়েছে। এজন্য বাহ্যত خَاتَمُ الرُّسُلِ বা خَاتَمُ الْمُرْسَلِيْنَ শব্দের ব্যবহার অধিক যুক্তিসঙ্গত ছিল বলে মনে হয়। অথচ কুরআনে হাকীম তদস্থলে وَخَاتَمُ النَّبِيِّنَ শব্দ গ্রহণ করেছে।

https://e-ilm.weebly.com/

কারণ এই যে, অধিকাংশ আলেমগণের মতে নবী ও রাসূলের মাঝে পার্থক্য শুধু একটাই তা এই যে, নবী সেসব ব্যক্তিবর্গ যাদেরকে আল্লাহ তা'আলা সৃষ্টিকুলের পরিশুদ্ধি ও সংস্কার সাধনের জন্য প্রেরণ করেছেন এবং তাঁদের প্রতি ওহী নাজিল করে ধন্য করেছেন, চাই তাঁদের জন্য কোনো স্বতন্ত্র আসমানি গ্রন্থ ও স্বতন্ত্র শরিয়ত নির্ধারিত হয়ে থাকুক অথবা পূর্ববর্তী কোনো নবীর গ্রন্থ ও শরিয়তের অনুসারীগণের হেদায়েতের জন্য আদিষ্ট হয়ে থাকুক। যেমন হযরত হারূন (আ.) হযরত মূসা (আ.) -এর গ্রন্থ ও শরিয়তের অনুসারীগণের হেদায়েতের জন্য আদিষ্ট হয়েছিলেন।

অপরপক্ষে "রাসূল" শব্দটি বিশেষভাবে ঐ নবীর প্রতি প্রযোজ্য, যাকে স্বতন্ত্র গ্রন্থ ও শরিয়ত প্রদান করা হয়েছে। অনুরূপভাবে "রাসূল" শব্দের চাইতে নবী শব্দের মর্মার্থে ব্যাপকতা অধিক। সুতরাং আয়াতের মর্মার্থ এই যে, তিনি নবীকুলের আগমন ধারা সমাপ্তকারী ও সর্বশেষ আগমনকারী। চাই তিনি স্বতন্ত্র শরিয়তের অধিকারী নবী হউন বা পূর্ববর্তী নবীর অনুসারী হউন। এ দ্বারা বুঝা গেল যে, আল্লাহ পাকের নিকটে যত প্রকারের নবী হতে পারেন তাঁর (নবীজী) মাধ্যমে এদের সবার পরিসমাপ্তি ঘটল। তাঁর পরে অন্য কোনো নবী প্রেরিত হবেন না।

ইমাম ইবনে কাছীর স্বীয় তাফসীরে ফরমান :

فَهٰذِهِ الْاٰيَةُ فِىْ اَنَّهٗ لَا نَبِىَّ بَعْدَهٗ وَاِذَا كَانَ لَا نَبِىَّ بَعْدَهٗ فَلَا رَسُوْلَ بِالطَّرِيْقِ الْاَوْلٰى لِاَنَّ مَقَامَ الرِّسَالَةِ اَخَصُّ مِنْ مَقَامِ النُّبُوَّةِ فَاِنَّ كُلَّ رَسُوْلٍ نَبِىٌّ وَلَا يَنْعَكِسُ بِذٰلِكَ وَرَدَتِ الْاَحَادِيْثُ الْمُتَوَاتِرَةُ عَنْ رَسُوْلِ اللّٰهِ (صلعم) مِنْ حَدِيْثِ جَمَاعَةٍ مِنَ الصَّحَابَةِ۔

অর্থাৎ এ আয়াত এ আকীদার পক্ষে স্পষ্ট প্রমাণ যে, তাঁর পরে কোনো নবী নেই এবং যখন কোনো নবী নেই তখন রাসূল থাকার প্রশ্নই উঠে না। কেননা 'নবী' ব্যাপক অর্থবোধক এবং 'রাসূল' শব্দটি বিশিষ্টতা জ্ঞাপক। এটা এমন এক আকীদা, যার সমর্থন সূচক বহুসংখ্যক প্রমাণ্য হাদীস রয়েছে যা সাহাবায়ে কেরামের এক বিরাট জামাতের দ্বারা বর্ণিত হয়ে আমাদের পর্যন্ত পৌঁছেছে! এ আয়াতের শব্দগত বিশ্লেষণ খানিকটা বিস্তারিতভাবে এ জন্য করা হয়েছে যে, আমাদের দেশে নবুয়তের দাবীদার গোলাম আহমদ কাদিয়ানী এ আয়াতকে স্বীয় হীন উদ্দেশ্য সাধনের পথে অন্তরায় মনে করে এর তাফসীরে নানাবিধ বিকৃতি ও মনগড়া সম্ভাব্যতা উদ্ভাবন করেছে। উপরিউল্লিখিত বক্তব্যের মাধ্যমে আলহামদুলিল্লাহ এগুলোর উত্তর হয়ে গেছে।

খতমে নবুয়তের মাসআলা : রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর নবীকুলের আগমনধারার পরিসমাপ্তকারী হওয়া, তাঁর সর্বশেষ নবী হওয়া, তাঁর পরে কোনো নবী প্রেরিত না হওয়া এবং প্রত্যেক নবুয়তের দাবীদার মিথ্যাবাদী ও কাফের প্রতিপন্ন হওয়া এমন এক মাসআলা যে সম্পর্কে প্রত্যেক যুগের মুসলমানগণ ঐক্যবদ্ধ ও অভিন্ন মত পোষণ করে আসছেন। সুতরাং এ সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনার কোনো প্রয়োজন ছিল না। কিন্তু কাদিয়ানী সম্প্রদায় এ সম্পর্কে মুসলমানদের মনে সন্দেহ ও বিভ্রান্তি সৃষ্টির উদ্দেশ্যে প্রাণান্তকর চেষ্টায় রত। তারা শত শত পুস্তক-পুস্তিকা প্রকাশ করে অশিক্ষিত ও অর্ধশিক্ষিত মানুষকে পথভ্রষ্ট করতে প্রয়াস পাচ্ছে। সুতরাং আমি এ মাস'আলার বিশদ আলোচনা পূর্ণ 'খতমে-নবুয়ত' নামে এক স্বতন্ত্র কিতাব লিখেছি। যাতে একশত আয়াত দু'শতাধিক হাদীস এবং পূর্ববর্তী মুসলিম মনীষিগণের অসংখ্য উক্তি ও উদ্ধৃতির মাধ্যমে এ মাসআলা বিস্তারিত ও সুস্পষ্ট বিশ্লেষণ করেছি এবং কাদিয়ানীদের দ্বারা সৃষ্ট অমূলক সন্দেহাবলির যথোপযুক্ত উত্তর দিয়েছি। এখানে সেগুলো থেকে কয়েকটি প্রয়োজনীয় কথা উল্লেখ করা হচ্ছে।

তাঁর খাতামুন্নাবিঈন হওয়া শেষ জমানায় হযরত ঈসা (আ.)-এর পুনরাবির্ভাবের পরিপন্থি নয় : যেহেতু কুরআনে কারীমের বেশ কিছু সংখ্যক আয়াত এবং প্রামাণ্য হাদীসসমূহ দ্বারা প্রমাণিত যে, শেষ জমানায় কিয়ামতের পূর্বে হযরত ঈসা (আ.) পুনরায় দুনিয়াতে আবির্ভূত হবেন, দাজ্জালকে হত্যা করবেন এবং তদানীন্তন বিশ্বে বিরাজমান সকল প্রকারের গোমরাহীর মূলোৎপাটন করবেন, যার বিস্তারিত বর্ণনা আমি আমার اَلتَّصْرِيْحُ بِمَا تَوَاتَرَ فِىْ نُزُوْلِ الْمَسِيْحِ নামক পুস্তিকায় প্রদান করেছি।

কুরআন-হাদীসের অসংখ্য বাণী দ্বারা প্রমাণিত ও সমর্থিত হযরত ঈসা (আ.)-এর আকাশে উঠিয়ে নিয়ে যাওয়ার এবং শেষ জমানায় তাঁর পুনরাবির্ভাবের কথা মির্জা গোলাম আহমদ কাদিয়ানী সরাসরি অস্বীকার করে নিজেই প্রতিশ্রুত মসীহ বলে দাবি করেছে এবং প্রমাণ স্বরূপ বলেছে যে, হযরত ঈসা ইবনে মরিয়ম (আ.)-এর দুনিয়াতে পুনরায় আগমনের কথা যদি মেনে নেওয়া হয় তবে এটা হুজুর ﷺ -এর خَاتَمُ النَّبِيِّيْنَ হওয়ার পরিপন্থি হবে।

উত্তর একেবারে সুস্পষ্ট خَاتَمُ النَّبِيِّيْنَ এবং সর্বশেষ নবী হওয়ার অর্থ আপনার পরে কোনো ব্যক্তি নবী পদে অধিষ্ঠিত হবেন না। এ দ্বারা এ কথা বুঝা যায় না যে, তাঁর পূর্বে যাঁরা নবুয়ত প্রাপ্ত হয়েছেন তাঁদের নবুয়ত প্রত্যাহার করে নেওয়া

https://e-ilm.weebly.com/

হবে বা এ জগতে এদের কারো পুনরাবির্ভাব ঘটতে পারে না। অবশ্যই হযরত মুহাম্মদ ﷺ -এর পরে তাঁর উম্মতের সংস্কার ও পরিশুদ্ধির উদ্দেশ্যে যিনিই আবির্ভূত হবেন, তিনি স্বীয় নবুয়ত পদে বহাল থেকে হযরত মুহাম্মদ ﷺ -এর প্রবর্তিত আদর্শ ও শিক্ষাদীক্ষার অনুসারী হয়েই এ উম্মতের পরিশুদ্ধি ও সংস্কারের দায়িত্ব পালন করবেন। যেমন সহীহ্ হাদীসসমূহে পরিষ্কারভাবে বর্ণিত আছে। ইমাম ইবনে কাছীর এ আয়াতের তাফসীর প্রসঙ্গে বলেন,

وَالْمُرَادُ يَكُوْنُهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ خَاتَمَهُمْ اِنْقِطَاعُ حُدُوْثِ وَصْفِ النُّبُوَّةِ فِىْ اَحَدٍ مِنَ الثَّقَلَيْنِ بَعْدَ تَخْلِيَتِهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ بِهَا فِىْ هٰذِهِ النَّشْاَةِ وَلَايُقْدَحُ فِىْ ذَالِكَ مَا اجْتَمَعَتْ عَلَيْهِ الْاُمَّةُ وَاشْتَهَرَتْ فِيْهِ الْاَخْبَارُ وَلَعَلَّهَا بَلَغَتْ مَبْلَغَ التَّوَاتُرِ الْمَعْنَوِىْ وَنَطَقَ بِهِ الْكِتَابُ عَلٰى قَوْلٍ وَوَجَبَ الْاِيْمَانُ بِهِ وَاُكْفِرَ مُنْكِرُهُ كَالْفَلَاسِفَةِ مِنْ نُزُوْلِ عِيْسٰى عَلَيْهِ السَّلَامُ اٰخِرَ الزَّمَانِ ـ لِاَنَّهُ كَانَ نَبِيًّا قَبْلَ اَنْ يُحَلّٰى نَبِيُّنَا ﷺ بِالنُّبُوَّةِ فِىْ هٰذِهِ النَّشْاَةِ ـ

অর্থাৎ রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর খাতামুন্নাবীঈনের অর্থ এই যে, তাঁর আবির্ভাবের পরে নবুয়ত পদের পরিসমাপ্তি ঘটবে। এখন আর কেউ এ গুণ ও পদের অধিকারী হবেন না। এ দ্বারা শেষ জমানায় হযরত ঈসা (আ.)-এর দুনিয়ায় পুনঃ অবতরণের মাসআলা সম্পর্কে কোনো বিরূপ প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি হয় না যে সম্পর্কে গোটা উম্মত একমত, কুরআন পাকেও এ সম্পর্কে স্পষ্ট উল্লেখ রয়েছে এবং তাওয়াতুরের (تَوَاتُرْ) সমমর্যাদাসম্পন্ন হাদীসসমূহ এ সম্পর্কে সুস্পষ্ট সাক্ষ্য প্রদান করছে। কেননা, তিনি এ জগতে আমাদের নবীজী ﷺ -এর পূর্বেই আবির্ভূত হয়েছিলেন।

নবুয়তের মর্মার্থের বিকৃতি সাধন এবং ছায়া ও উপনবীত্ব পদের আবিষ্কার : এই নবুয়তের দাবিদার নবুয়ত দাবির পথ সুগম করার উদ্দেশ্যে দুরভিসন্ধিমূলকভাবে এক অভিনব প্রকারের নবুয়ত আবিষ্কার করেছে কুরআন-হাদীসে যার কোনো অস্তিত্ব ও প্রমাণ নেই। অতঃপর বললো যে, এ ধরনের নবুয়ত কুরআনে বর্ণিত খতমে-নবুয়ত বিষয়ের পরিপন্থি নয়। যার সারকথা এই যে, সে নবুয়তের মর্মার্থ বিশ্লেষণে হিন্দু ও অন্যান্য সম্প্রদায়ের মাঝে প্রচলিত পথ অনুসরণ করেছে তা এই যে, কোনো ব্যক্তি অপর কোনো ব্যক্তির জীবদ্দশাতেই পরবর্তী ব্যক্তির রূপে আত্মপ্রকাশ করতে পারে এ প্রসঙ্গে সে আরো বলে যে, যে ব্যক্তি নবীজীর পরিপূর্ণ অনুসরণের মাধ্যমে তাঁর (নবীজীর) রঙ্গে রঞ্জিত হয়ে তাঁর রূপ পরিগ্রহ করেছে তাঁর আগমন বস্তুত স্বয়ং নবীজী ﷺ -এর আগমন। প্রকৃত প্রস্তাবে সে তাঁরই ছায়া ও প্রতিভূ স্বরূপ। সুতরাং তার মতে তার এ দাবির কারণে খতমে-নবুয়তের আকীদা কোনোভাবে প্রভাবান্বিত হয় না।

কিন্তু প্রথম কথা তো এই যে, ইসলামে নবাবিস্কৃত এই নবুয়তের উদ্ভব কোথা থেকে হলো। এতদ্ভিন্ন যেহেতু খতমে-নবুয়তের মাসআলা ইসলামি আকীদাসমূহের মধ্যে একটি মৌলিক বিষয়; তাই রাসূলুল্লাহ ﷺ বিভিন্ন সময়ে নানাভাবে এ মাসআলা এমন স্পষ্টভাবে বিশ্লেষণ করে দিয়েছেন, যাতে কোনো বিকৃতি সাধনকারীর পক্ষে এর অর্থে বিকৃতি ও ভুল ব্যাখ্যার কোনো অবকাশই না থাকে। এই উত্তরের বিস্তারিত বর্ণনা আমার 'খতমে নবুয়ত' নামক পুস্তকে দ্রষ্টব্য। এখানে বিশেষ প্রয়োজনীয় কয়েকটি বিষয় আলোচনা করেই প্রসঙ্গের সমাপ্তি টানা হলো।

বুখারী, মুসলিম প্রভৃতি সমস্ত হাদীসগ্রন্থে সম্পূর্ণ নির্ভুল সনদের মাধ্যমে হযরত আবূ হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত আছে যে, নবীজী ﷺ ইরশাদ করেছেন,

اِنَّ مَثَلِىْ وَمَثَلَ الْاَنْبِيَاءِ مِنْ قَبْلِىْ كَمَثَلِ رَجُلٍ بَنٰى بَيْتًا فَاَحْسَنَهُ وَاَجْمَلَهُ اِلَّا مَوْضِعَ لَبِنَةٍ مِنْ زَاوِيَةٍ فَجَعَلَ النَّاسُ يَطُوْفُوْنَ بِهِ وَيَعْجَبُوْنَ لَهُ وَيَقُوْلُوْنَ هَلَّا وُضِعَتْ هٰذِهِ اللَّبِنَةُ وَاَنَا خَاتَمُ النَّبِيِّيْنَ رَوَاهُ اَحْمَدُ وَالنَّسَائِىُّ وَالتِّرْمِذِىُّ وَفِىْ بَعْضِ اَلْفَاظِهِ فَكُنْتُ اَنَا سَدَدْتُ مَوْضِعَ اللَّبِنَةِ وَخُتِمَ بِىَ الْبُنْيَانُ

অর্থাৎ "আমার ও আমার পূর্ববর্তী নবীগণের উপমা ঐ ব্যক্তির ন্যায়, যে অত্যন্ত দৃঢ়, সুসংবদ্ধ ও সৌন্দর্য মণ্ডিত করে একটি ঘর তৈরি করল। কিন্তু সে ঘরের এক কোণে দেয়ালের একটি ইটের সমপরিমাণ জায়গা খালি রেখে দিল। অতঃপর মানুষ তা দেখতে সর্বক্ষণ আনাগোনা করতে থাকল এবং এর নির্মাণ কৌশল ও পারিপাট্য দেখে সবাই চমৎকৃত ও বিস্ময়াভিভূত হলো; কিন্তু সবাই বলতে লাগল যে, ঘরের মালিক এ ইটটি বসিয়ে নির্মাণ কাজের পূর্ণতা কেন সাধন করলো না? রাসূলুল্লাহ ﷺ ফরমান যে, নবুয়তের এই সুরম্য অট্টালিকার সর্বশেষ ইট আমি। কোনো কোনো হাদীসের শব্দ এরূপ যে আমি সে শূন্য জায়গা পূরণ করে নবুয়তরূপী প্রাসাদের পূর্ণতা সাধন করেছি।"

https://e-ilm.weebly.com/

এই তত্ত্বপূর্ণ তাৎপর্যবহ উপমার সারকথা এই যে, নবুয়ত এক বিশাল অট্টালিকা ও সুরম্য প্রসাদের ন্যায় মহান নবীগণ ﷺ -এর স্তম্ভ স্বরূপ। নবীজী ﷺ -এর আবির্ভাবের পূর্বেই একটি ইটের সমপরিমাণ জায়গা ব্যতীত উক্ত নবুয়তের গোটা অট্টালিকার নির্মাণ কাজই সম্পন্ন হয়েছিল। হযরত ﷺ এই খালি অংশটুকু পূরণ করে উক্ত প্রসাদের নির্মাণ কাজের পরিপূর্ণতা সাধন করেন। সুতরাং নবুয়ত বা রেসালাতের আর কোনো অবকাশ নেই। এখন যদি কোনো প্রকারের নতুন নবুয়ত বা রেসালাতের আবির্ভাব ঘটে তবে নবুয়তরূপী প্রাসাদে এর সঙ্কুলান হবে না।

বুখারী, মুসলিম, মুসনাদে-আহমদ প্রমুখ হাদীসগ্রন্থে হযরত আবূ হুরায়রা (রা.) বর্ণিত অপর এক হাদীসে রাসূলুল্লাহ ﷺ ফরমান :

كَانَتْ بَنُوا اِسْرَائِيلَ تَسُوْسُهُمُ الْاَنْبِيَاءُ كُلَّمَا هَلَكَ نَبِيٌّ خَلَفَهُ نَبِيٌّ وَاِنَّهُ لَا نَبِيَّ بَعْدِيْ وَسَيَكُوْنُ خُلَفَاءُ فَيَكْثُرُوْنَ الْحَدِيْثُ

অর্থাৎ বনী ইসরাঈলের রাজদণ্ড ও শাসন ক্ষমতা স্বয়ং নবীগণের হাতে ছিল। এক নবীর তিরোধানের পর আরেক নবীর আবির্ভাব ঘটতো। আমার পরে কোনো নবী আসবেন না, অবশ্যই আমার প্রতিনিধিগণ (খলীফা) আসবেন যাদের সংখ্যা হবে অনেক।

হযরত যেহেতু সর্বশেষ নবী, তাঁরপর কোনো নবী প্রেরিত হবেন-না সুতরাং উম্মতের হেদায়েতের কাজ কিভাবে সমাধা হবে উপরিউক্ত হাদীস সে কথাও ব্যক্ত করে দিয়েছে। এ প্রসঙ্গে বলা হয়েছে যে, তাঁর পরে উম্মতের হেদায়েত ও শিক্ষাদীক্ষার ব্যবস্থা তাঁর খলীফা (প্রতিনিধিগণের) মাধ্যমে করা হবে। তাঁরা নবীজী ﷺ -এর খলীফারূপে নবুয়তের উদ্দেশ্যাবলি সম্পন্ন করবেন। যদি কোনো প্রকারের 'ছায়া নবী' বা উপনবীর অবকাশ থাকত, অথবা কোনো শরিয়তবিহীন নবীপদ অবশিষ্ট থাকত, তবে অবশ্যই এখানে তার উল্লেখ এভাবে থাকত যে, অমুক ধরনের নবুয়ত বাকি রয়েছে, যা দ্বারা বিশ্বের শাসনকার্য ও ব্যবস্থাপনা সম্পন্ন হবে।

এ হাদীসে স্পষ্ট ভাষায় বর্ণনা করা হয়েছে যে, তাঁর ﷺ পর কোনো প্রকারের নবুয়ত বাকি নেই। বরং পূর্ববর্তী উম্মতসমূহের হেদায়েতের দায়িত্ব যেরূপে নবীগণের মাধ্যমে পালন করা হতো অনুরূপভাবে এ উম্মতের হেদায়েত তাঁর (নবীজীর) খলীফাগণের সাহায্যে করা হবে।

মুসনাদে– আহমদ প্রমুখ হাদীসগ্রন্থে হযরত আয়েশা সিদ্দীকা ও উম্মে কুরয্ কাবিয়াহ (রা.) থেকে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ ফরমান :

لَا يَبْقٰى بَعْدِيْ مِنَ النُّبُوَّةِ شَيْئٌ اِلَّا الْمُبَشِّرَاتُ قَالُوْا يَا رَسُوْلَ اللهِ وَمَا الْمُبَشِّرَاتُ قَالَ الرُّؤْيَا الصَّالِحَةُ يَرَاهَا الْمُسْلِمُ اَوْ تُرٰى لَهُ

অর্থাৎ "আমার পরে মোবাশ্বিরাত ব্যতীত নবুয়তের কিছুই বাকি নেই। সাহাবাগণ আরজ করলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! মোবাশ্বিরাত (مُبَشِّرَاتٌ) কি বস্তু? বললেন, সত্য স্বপ্ন-যা মুসলমান স্বয়ং দেখবে অথবা এ সম্পর্কে অপর কেউ দেখবে"। –(তাবরানী হাদীসটিকে সহীহ্ বলে মত প্রকাশ করেছেন)।

এ হাদীস কত স্পষ্টভাবে ব্যক্ত করেছে যে, শরিয়তবহ বা শরিয়তবিহীন অথবা মির্জা কাদিয়ানীর মন্তব্যানুসারে ছায়া বা আনুষঙ্গিক কোনো প্রকারের নবুয়তই বাকি নেই। কেবলমাত্র মোবাশ্বিরাত বা সত্য স্বপ্নসমূহ থাকবে, যার মাধ্যমে মানুষ কিছু অভিজ্ঞতা অর্জন করতে পারবে।

মুসনাদে আহমদ ও তিরমিযী শরীফে হযরত আনাস বিন মালেক (রা.) থেকে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ ফরমান :

اِنَّ الرِّسَالَةَ وَالنُّبُوَّةَ قَدْ اِنْقَطَعَتْ فَلَا رَسُوْلَ بَعْدِيْ وَلَانَبِيَّ

অর্থাৎ "নিশ্চয় আমার মাধ্যমে রিসালাত ও নবুয়ত পদের পরিসমাপ্তি ঘটেছে আমার পরে অপর কোনো নবী বা রাসূলের আবির্ভাব ঘটবে না।"

এ হাদীসও স্পষ্টভাবে ব্যক্ত করে দিয়েছে যে, তাঁর পর শরিয়তবিহীন নবুয়ত পদও বিদ্যমান নেই। ছায়া বা উপ-নবুয়ত পদ বলে ইসলামে এমন কিছুর অস্তিত্বই নেই।

এ স্থলে খতমে নবুয়ত সংশ্লিষ্ট হাদীসসমূহ উদ্ধৃত করা উদ্দেশ্য নয়-দু'শতাধিক হাদীস 'খতমে নবুয়ত' নামক পুস্তিকায় একত্রিত করা হয়েছে। উদ্দেশ্য কয়েকটি হাদীস দ্বারা কেবল একথাই ব্যক্ত করা যে, কাদিয়ানীরা নবুয়ত পদ বিদ্যমান থাকার পক্ষে যুক্তির অবতারণা করতে গিয়ে যে ছায়া বা উপনবী পদ আবিষ্কার করেছে ইসলামে এর কোনো মূল্য ও ভিত্তি নেই। এমনটি আছে বলে যদি ধরেও নেওয়া হয়, তবুও উপরিউক্ত হাদীসসমূহের দ্বারা একথা স্পষ্ট হয়ে গেছে যে, তাঁর ﷺ পর কোনো প্রকারের নবুয়তই বাকি নেই।

https://e-ilm.weebly.com/

এজন্যই সাহাবায়ে কেরাম থেকে আরম্ভ করে আজ পর্যন্ত প্রত্যেক যুগ ও স্তরের মুসলমানগণ এ সম্পর্কে একমত যে, হযরতের পর কেউ কোনো প্রকারের নবী বা রাসূল হতে পারে না যে এমন দাবি করবে সে মিথ্যাবাদী, কুরআন অস্বীকারকারী ও কাফের। সাহাবায়ে কেরামের সর্বপ্রথম ইজমা এই মাসআলার উপরই সংঘটিত হয়। এই পরি প্রেক্ষিতেই প্রথম খলীফা সিদ্দীকে আকবর (রা.) ভণ্ড নবুয়তের দাবিদার মুসায়লামা প্রমুখের বিরুদ্ধে জিহাদ ঘোষণা করে তার সকল অনুসারীসহ তাকে হত্যা করেন।

এ সম্পর্কে প্রথম যুগের ইমাম ও খ্যাতনামা ওলামায়ে কেরামের উক্তি এবং ব্যাখ্যা সমূহ 'খতমে নবুয়ত' নামক পুস্তিকার ৩য় খণ্ডে বিস্তারিতভাবে বর্ণনা করা হয়েছে। এখানে তার কয়েকটি কথা উদ্ধৃত করা হলো :

প্রখ্যাত মুফাসসির হযরত ইবনে কাছীর এ আয়াতের তাফসীর প্রসঙ্গে লিখেছেন :

اَخْبَرَ اللّٰهُ تَعَالٰى فِىْ كِتَابِهٖ وَرَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ فِى السُّنَّةِ الْمُتَوَاتِرَةِ عَنْهُ اَنَّهُ لَا نَبِىَّ بَعْدَهُ لِيَعْلَمُوْا اَنَّ كُلَّ مَنْ اِدَّعٰى هٰذَا الْمَقَامَ بَعْدَهُ فَهُوَ كَذَّابٌ اَفَّاكٌ دَجَّالٌ ضَالٌّ مُضِلٌّ وَلَوْ حَرَقَ وَشَعْبَذَ وَاَتٰى بِاَنْوَاعِ السِّحْرِ وَالطَّلَاسِمِ وَالنَّيْرَنْجِيَاتِ فَكُلُّهَا مَحَالٌ وَضَلَالٌ عِنْدَ اُولِى الْاَلْبَابِ كَمَا اَجْرَى اللّٰهُ سُبْحَانَهُ عَلٰى يَدِ الْاَسْوَدِ الْعَنْسِىِّ بِالْيَمَنِ وَمُسَيْلَمَةِ الْكَذَّابِ بِالْيَمَامَةِ مِنَ الْاَحْوَالِ الْفَاسِدَةِ وَالْاَقْوَالِ الْبَارِدَةِ مَا عَلِمَ كُلُّ ذِىْ لُبٍّ وَفَهْمٍ وَحَجًى اَنَّهُمَا كَاذِبَانِ ضَالَّانِ لَعَنَهُمَا اللّٰهُ تَعَالٰى وَكَذَالِكَ كُلُّ مُدَّعٍ لِذَالِكَ اِلٰى يَوْمِ الْقِيٰمَةِ حَتّٰى يَخْتِمُوْا بِالْمَسِيْحِ الدَّجَّالِ (ابْنِ كَثِيْرٍ)

অর্থাৎ "আল্লাহ পাক স্বীয় গ্রন্থ এবং রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর বহু হাদীসের মাধ্যমে এ তথ্য প্রকাশ করেছেন যে, তাঁর ﷺ পর কোনো নবী বা রাসূল নেই। যেন মানুষ একথা অনুধাবন করে যে, তাঁর ﷺ পরে যে ব্যক্তি নবুয়তের দাবি করবে সে মিথ্যাবাদী,ভণ্ড, দাজ্জাল, পথভ্রষ্ট, বিভ্রান্তকারী সে যত চালবাজির আশ্রয় নেয় না কেন এবং নানা প্রকারের জাদু, ঐন্দ্রজালিক কলাকৌশল ও ভেলিকবাজি প্রদর্শন করুক না কেন, এগুলো সবই প্রজ্ঞাবান ও বিদগ্ধ সমাজের নিকট অসম্ভব ও ভ্রষ্টতাপূর্ণ বলে প্রতীয়মান হবে। যেমন করে আল্লাহ পাক ইয়ামেন প্রদেশে আসওয়াদ উনাঈসী (নবুয়তের) এবং ইয়ামামাহ্ প্রদেশে মুসায়লামা কাজ্জাবের মাধ্যমে এমন সব ভ্রান্তিকর ঘটনাবলি, অলীক ও অমূলক উক্তিসমূহের প্রকাশ ঘটিয়েছেন সেগুলো দেখে-শুনে প্রতিটি জ্ঞানী ও বিবেকবান ব্যক্তি বুঝে নিয়েছেন যে, এরা উভয়ই মিথ্যাবাদী ও পথভ্রষ্ট। এদের প্রতি আল্লাহর অভিশাপ নিপতিত হোক। অনুরূপভাবে কিয়ামত পর্যন্ত যে কোনো ব্যক্তি নবুয়তের দাবি করবে সে মিথ্যাবাদী ও কাফের। বস্তুত মসীহে দাজ্জাল পর্যন্ত গিয়ে নবুয়তের ভণ্ড দাবিদারদের এ ধারার পরিসমাপ্তি ঘটবে।"

ইমাম গাজ্জালী (র.) তাঁর রচিত গ্রন্থ 'কিতাবুল ইকতিসাদ ফিল ইতিকাদে' (كِتَابُ الْاِقْتِصَادِ فِى الْاِعْتِقَادِ) উপরোল্লিখিত আয়াতের তাফসীর ও খতমে নবুয়তের আকীদা প্রসঙ্গে লিখেছেন :

وَلَيْسَ فِيْهِ تَاوِيْلٌ وَلَا تَخْصِيْصٌ وَمَنْ اَوَّلَهُ بِتَخْصِيْصٍ فَكَلَامُهُ مِنَ الْهَذَيَانِ لَا يَمْنَعُ الْحُكْمَ بِتَكْفِيْرِهٖ لِاَنَّهُ مُكَذِّبٌ لِهٰذَا النَّصِّ الَّذِىْ اِجْتَمَعَتِ الْاُمَّةُ عَلٰى اَنَّهُ غَيْرُ مَأْوَّلٍ وَلَا مَخْصُوْصٍ

অর্থাৎ "এ আয়াতে অন্য কোনো ব্যাখ্যা বা বিশ্লেষণকারীগণের অবকাশ নেই এবং যে ব্যক্তি আয়াতের বিকল্প ব্যাখ্যা প্রদানের মাধ্যমে নবুয়ত পদ এখনো বিদ্যমান আছে বলে মত পোষণ করবে, তার এরূপ উক্তি সম্পূর্ণ অমূলক ও ভ্রান্তিপ্রসূত। এরূপ ব্যাখ্যা তাকে কাফেরদের দলভুক্ত হওয়া থেকে কোনো অবস্থাতেই রেহাই দিবে না। কেননা সে এ আয়াতকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করতে প্রয়াস পাচ্ছে। যে আয়াত বিকল্প ব্যাখ্যাযোগ্য নয় বলে গোটা উম্মত একমত"।

কাজী আয়ায (র.) 'শেফা' নামক গ্রন্থে নবীজী ﷺ -এর পরে নবুয়তের দাবিদারদেরকে কাফের মিথ্যাবাদী রাসূলুল্লাহর প্রতি মিথ্যা আরোপকারী ও উল্লিখিত আয়াতের সত্যতা অস্বীকারকারী বলে আখ্যাদান পূর্বক নিম্নরূপ মন্তব্য করেন।

وَاجْمَعَتِ الْاُمَّةُ عَلٰى حَمْلِ هٰذَا الْكَلَامِ عَلٰى ظَاهِرِهٖ وَاَنَّ مَفْهُوْمَهُ الْمُرَادُ بِهٖ دُوْنَ تَاوِيْلٍ وَلَا تَخْصِيْصٍ فَلَا شَكَّ فِىْ كُفْرِ هٰؤُلَاءِ الطَّوَائِفِ كُلِّهَا قَطْعًا اِجْمَاعًا وَسمعًا

অর্থাৎ "গোটা উম্মত এ ব্যাপারে একমত। এ ক্ষেত্রে উল্লিখিত আয়াতের বাহ্যিক অর্থই গ্রহণ করতে হবে। বাহ্যত যেরূপ বুঝা যাচ্ছে প্রকৃত প্রস্তাবে এ আয়াতের মর্মও তা-ই। অধিকন্তু আয়াতে বিকল্প ব্যাখ্যার অবকাশই নেই। বস্তুত নবুয়তের দাবিদারদের অনুসারী এসব উপদলের কুফরী সম্পর্কে কোনো প্রকারের সন্দেহই থাকতে পারে না। বরং এদের কুফরি কুরআন হাদীস ও ইজমায়ে উম্মত দ্বারা অকাট্যভাবে প্রমাণিত।'

https://e-ilm.weebly.com/

খতমে-নবুয়ত পুস্তিকার ৩য় খণ্ডে শরিয়তের ইমাম এবং সকল শ্রেণির বিশিষ্ট উলামায়ে কেরামের বিপুল সংখ্যক বাণী সংকলিত হয়েছে। আর এখানে যা বর্ণনা করা হয়েছে একজন মুসলমানের পক্ষে তা-ই যথেষ্ট।

পূর্ববর্তী আয়াতসমূহে রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন ও সম্মান প্রদর্শন এবং তাঁর প্রতি দুঃখ-যন্ত্রণা পৌঁছানো থেকে বিরত থাকার মর্মে প্রদত্ত উপদেশাবলি প্রসঙ্গে আনুষঙ্গিকভাবে হযরত যায়েদ ও যয়নব (রা.) -এর ঘটনা এবং রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর সর্বশেষ নবী হওয়ার কথা বর্ণনা করা হয়েছে। পরবর্তী পর্যায়েও তাঁর অনন্য ও অনুপম গুণাবলি বিবৃত হয়েছে। আর তাঁর সত্তা ও গুণাবলি গোটা বিশ্বে মুসলমানদের জন্য সর্বশ্রেষ্ঠ ও সর্বশেষ নিয়ামত বলে তাঁর প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশের উদ্দেশ্যে উল্লিখিত আয়াতে অধিক পরিমাণে আল্লাহ পাকের জিকিরের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।

আল্লাহর জিকির এমন এক ইবাদত যা সর্বাবস্থায় ফরজ এবং অধিক পরিমাণে করার নির্দেশ রয়েছে :

يَاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوا اذْكُرُوا اللّٰهَ ذِكْرًا كَثِيْرًا হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) বলেন যে, আল্লাহ পাক জিকির ব্যতীত এমন কোনো ফরজই আরোপ করেননি যার পরিসীমা ও পরিমাণ নির্ধারিত নেই। নামাজ দিনে পাঁচ বার এবং প্রত্যেক নামাজের রাকাত নির্দিষ্ট। রমজানের রোজা নির্ধারিত কালের জন্য। হজও বিশেষ স্থানে বিশেষ অনুষ্ঠানাদি ও সুনির্দিষ্ট কর্ম-ক্রিয়ার নাম। জাকাতও বছরে একবারই ফরজ হয়। পক্ষান্তরে আল্লাহ্র জিকির এমন ইবাদত, যার কোনো সীমা বা সংখ্যা নির্ধারিত নেই। বিশেষ সময়কালও নির্ধারিত নেই অথবা এর জন্য দাঁড়ানো বা বসার কোনো বিশেষ অবস্থাও নির্ধারিত নেই। এমনকি পবিত্র এবং অজুসহ থাকারও কোনো শর্ত আরোপ করা হয়নি। সফরে থাকুক বা বাড়িতে অবস্থান করুক, সুস্থ থাকুক বা অসুস্থ, স্থলভাগ হোক বা জলভাগ, রাত হোক বা দিন-সর্বাবস্থায় আল্লাহর জিকিরের হুকুম রয়েছে।

এজন্যই এটি বর্জন করলে বর্জনকারীর কোনো কৈফিয়তই গ্রহণযোগ্য হবে না, যদি না সে অনুভূতিহীন ও বেহুশ হয়ে পড়ে। পক্ষান্তরে অন্যান্য ইবাদতের বেলায় অসুস্থতা ও অপরাগতার পরিপ্রেক্ষিতে মানুষকে অক্ষম বিবেচনা করে ইবাদতের পরিমাণ হ্রাস বা একেবারে মাফ হয়ে যাওয়ার অবকাশও রয়েছে। কিন্তু জিকরুল্লাহ্ সম্পর্কে আল্লাহ পাক কোনো শর্ত আরোপ করেননি। তাই এটি বর্জনের পরিপ্রেক্ষিতে কোনো অবস্থাতেই কোনো ওযর গ্রহণযোগ্য হবে না। অধিকন্তু এর ফজিলত-বরকতও অগণিত।

ইমাম আহমদ (র.) হযরত আবুদ্দারদা (রা.) হতে বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ সাহাবায়ে কেরামকে সম্বোধন করে ফরমান যে, আমি কি তোমাদেরকে এমন বস্তুর সন্ধান দিব না যা তোমাদের যাবতীয় আমলের চাইতে উত্তম, তোমাদের প্রভুর নিকটে সর্বাধিক গ্রহণযোগ্য, তোমাদের মর্যাদা বিশেষভাবে বর্ধনকারী, আল্লাহ্র রাস্তায় সোনা-রূপা দান করা এবং আল্লাহর পথে জিহাদের উদ্দেশ্যে বের হয়ে শত্রুদের মোকাবেলা করতে গিয়ে তাদেরকে হত্যা করা বা নিজে শাহাদত বরণ করার চাইতেও উত্তম? সাহাবায়ে কেরাম আরজ করলেন : ইয়া রাসূলাল্লাহ ﷺ সেটা কি বস্তু; কোন আমল? রাসূলুল্লাহ ﷺ ফরমান ذِكْرُ اللّٰهِ عَزَّوَجَلَّ 'মহীয়ান গরীয়ান আল্লাহ পাকের জিকির।' –(ইবনে কাছীর) ইমাম আহমদ ও ইমাম তিরমিযী (র.) আরো রেওয়ায়েত করেন যে, হযরত আবূ হুরায়রা (রা.) ফরমান : আমি নবীজী ﷺ -এর নিকট থেকে এমন এক দোয়া শিক্ষালাভ করেছি যা কখনো পরিত্যাগ করি না। তা এই :

اَللّٰهُمَّ اجْعَلْنِىْ اُعْظِمُ شُكْرَكَ وَاَتَّبِعُ نَصِيْحَتَكَ وَاُكْثِرُ ذِكْرَكَ وَاَحْفَظُ وَصِيَّتَكَ (ابن كثير)

অর্থাৎ, হে আল্লাহ! আমাকে অধিক পরিমাণে তোমার কৃতজ্ঞতা প্রকাশের, তোমার উপদেশের অনুসারী হওয়ার, অধিক পরিমাণে তোমার জিকির করার এবং তোমার অসিয়ত সংরক্ষণের যোগ্য করে দও। –[ইবনে কাছীর]

এতে রাসূলুল্লাহ ﷺ আল্লাহ পাকের নিকট অধিক পরিমাণে তাঁর জিকিরের তৌফিক প্রদানের জন্য দোয় করেছেন।

জনৈক বেদুঈন রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর খেদমতে আরজ করল যে, ইসলামের আমল তথা ফরজ ও ওয়াজিবসমূহ তো অসংখ্য। আপনি আমাকে এমন একটি সংক্ষিপ্ত অথচ সবকিছু অন্তর্ভুক্তকারী কথা বলে দিন, যা সুদৃঢ়ভাবে উত্তমরূপে হৃদয়ঙ্গম করে নিতে পারি। রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন : لَا يَزَالُ لِسَانُكَ رَطْبًا بِذِكْرِ اللّٰهِ (مُسْنَدُ اَحْمَدَ. اِبْنُ كَثِيْرٍ) "তোমার জবান যেন সর্বদা আল্লাহ্র জিকিরে তর-তাজা থাকে।"–(মুসনাদ আহমদ ও ইবনে কাছীর) হযরত আবূ সাঈদ (রা.) থেকে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ ফরমান : اُذْكُرُوا اللّٰهَ تَعَالٰى حَتّٰى يَقُوْلُوْا مَجْنُوْنٌ (مُسْنَدُ اَحْمَدَ . اِبْنُ كَثِيْرٍ) 'তুমি আল্লাহর জিকির এত অধিক পরিমাণে কর যেন লোকে তোমাকে পাগল বলে আখ্যায়িত করে।"–[মুসনাদ আহমদ, ইবনে কাছীর]

হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে ওমর (রা.) থেকে আরো বর্ণিত আছে যে, নবীজী ﷺ ফরমান যে ব্যক্তি এমন কোনো আসরে বসে সেখানে আল্লাহর জিকির নেই তবে কিয়ামতের দিন এ আসর তার জন্য সন্তাপ ও অনুশোচনার কারণ হবে। (আহমদ, ইবনে কাছীর)

https://e-ilm.weebly.com/

وَ سَبِّحُوْهُ بُكْرَةً وَّاَصِيْلًا অর্থাৎ, সকাল-সন্ধ্যায় আল্লাহর পবিত্রতা বর্ণনা কর। সকাল-সন্ধ্যার দ্বারা সকল সময়কেই বুঝানো হয়েছে। সকাল-সন্ধ্যায় আল্লাহর জিকিরে বিশেষ বরকত ও তাকীদ রয়েছে বলে আয়াতে এ দু'সময়ের উল্লেখ করা হয়েছে। অন্যথা আল্লাহর জিকির কোনো বিশেষ সময়ের জন্য সীমিত ও নির্দিষ্ট নয়।

هُوَ الَّذِىْ يُصَلِّىْ عَلَيْكُمْ وَمَلٰئِكَتُهٗ অর্থাৎ, "যখন তুমি অধিক পরিমাণে আল্লাহর জিকিরে অভ্যস্ত হয়ে পড়বে এবং প্রত্যহ সকাল-সন্ধ্যায় জিকির করতে থাকবে, বিনিময়ে আল্লাহর নিকট এই প্রতিদান ও মর্যাদালাভ করবে যে, আল্লাহ তা'আলা তোমাদের প্রতি অজস্র ধারায় রহমত ও অনুকম্পা বর্ষণ করতে থাকবেন এবং তাঁর ফেরেশতাগণ তোমাদের জন্য দোয়া করতে থাকবেন।"

উল্লিখিত আয়াতে صَلٰوةٌ শব্দটি আল্লাহ পাকের জন্য ব্যবহৃত হয়েছে এবং ফেরেশতাদের ক্ষেত্রেও। কিন্তু উভয় স্থলে এর অর্থ এক নয়, বরং ভিন্ন ভিন্ন। আল্লাহর দিকে সম্পর্কিত صَلٰوةٌ অর্থ, তিনি রহমত নাজিল করেন। পক্ষান্তরে ফেরেশতাগণতো নিজের পক্ষ থেকে কোনো কাজ করতে সক্ষম নন। সুতরাং ফেরেশতাগণের অর্থ, তাঁরা আল্লাহ্‌র দরবারে রহমত বর্ষণের জন্য দোয়া করেন।

হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) বর্ণনা করেছেন যে, আল্লাহ তা'আলার পক্ষে صَلٰوةٌ অর্থ রহমত, ফেরেশতাদের পক্ষে মাগফেরাত কামনা করা এবং পরস্পর একে অপরের পক্ষে এর অর্থ দোয়া- صَلٰوةٌ এ তিন অর্থেই ব্যবহৃত হয়। সুতরাং যারা عُمُوْم مُشْتَرَكْ তথা সামগ্রিক অর্থে শব্দের ব্যবহার বৈধ মনে করেন, তাদের মতে صَلٰوةٌ শব্দটি ব্যাপক অর্থ বোধক। কিন্তু আরবি ব্যাকরণ বিধি অনুসারে عُمُوْم مُشْتَرَكْ যাদের নিকট বৈধ নয় তাদের মতে عُمُوْم مَجَازْ অর্থাৎ বিশেষ ব্যাপক অর্থবোধক হিসেবে আলোচ্য সকল অর্থেই এটার ব্যবহার রীতিশুদ্ধ।

শব্দ বিশ্লেষণ :

يَعْصِ : সীগাহ وَاحِدْ مُذَكَّر غَائِبْ বহছ مُضَارِعْ مَعْرُوْف বাব سَمِعَ মাসদার عِصْيَانٌ মূলবর্ণ (ع - ص - ى) জিনস نَاقِص يَائِىْ অর্থ– অমান্য করে।

اَمْسِكْ : সীগাহ وَاحِدْ مُذَكَّر حَاضِرْ বহছ اَمَر حَاضِرْ مَعْرُوْف বাব اِفْعَالٌ মাসদার اِمْسَاكٌ মূলবর্ণ (م - س - ك) জিনস صَحِيْح অর্থ– থাকতে দাও। তুমি বিরত রাখ। আটকে রাখ।

اِتَّقِ : সীগাহ وَاحِدْ مُذَكَّرْ বহছ اِفْتِعَالٌ মাসদার اِتِّقَاءٌ মূলবর্ণ (و - ق - ى) জিনস لَفِيْف مَفْرُوْق অর্থ– ভয় কর।

مُبْدِيْهِ : সীগাহ وَاحِدْ مُذَكَّر حَاضِرْ বহছ اَمَر حَاضِرْ مَعْرُوْف বাব اِسْم فَاعِلْ বাব اِفْعَالٌ মাসদার اِبْدَاءٌ মূলবর্ণ (ب - د - و) জিনস نَاقِص وَاوِىْ অর্থ– প্রকাশ কারী।

وَطَرًا : একবচন, বহুবচন اَوْطَارٌ অর্থ– বিতৃষ্ণ। মুখাপেক্ষী। প্রয়োজন। অনুগ্রহ প্রয়াসী।

قَضَوْا : সীগাহ جَمْع مُذَكَّر غَائِبْ বহছ فِعْل مَاضِى مَعْرُوْف বাব ضَرَبَ মাসদার قَضَاءٌ মূলবর্ণ (ق - ض - ى) জিনস نَاقِص يَائِىْ অর্থ– হয়ে যায়। প্রয়োজন পূর্ণ করল। সম্পর্কহীন হয়ে গেল।

يَخْشَوْنَهٗ : সীগাহ جَمْع مُذَكَّر غَائِبْ বহছ فِعْل مُضَارِعْ مَعْرُوْف বাব سَمِعَ মাসদার خَشْيَةٌ মূলবর্ণ (خ - ش - ى) জিনস نَاقِص يَائِىْ অর্থ– তারা তাঁকেই ভয় করতেন।

سَبِّحُوْهُ : সীগাহ جَمْع مُذَكَّر حَاضِرْ বহছ اَمَر حَاضِرْ مَعْرُوْف বাব تَفْعِيْل মাসদার تَسْبِيْح মূলবর্ণ (س - ب - ح) জিনস صَحِيْح অর্থ– তার তাসবীহ পাঠ করতে থাক।

বাক্য বিশ্লেষণ :

وَمَنْ يَّعْصِ اللّٰهَ وَرَسُوْلَهٗ فَقَدْ ضَلَّ ضَلٰلًا مُّبِيْنًا : এখানে وَاوٌ টি হরফে আতফ مَنْ টি شَرْطِيَّة হয়ে مُبْتَدَاء এবং مَعْطُوْف। يَعْصِ শব্দটি فِعْل شَرْط উহ্য যমীর هُوَ তার فَاعِلْ ؛ اللّٰهَ শব্দটি مَعْطُوْف عَلَيْهِ ـ وَاوْ হরফে আতফ رَسُوْلَهٗ শব্দটি ضَلٰلًا এখন مَعْطُوْف عَلَيْهِ ও مَعْطُوْف মিলে مَفْعُوْل بِه। আর ضَلَّ শব্দটি فِعْل উহ্য যমীর هُوَ তার فَاعِلْ এবং শব্দটি মাউসূফ مُّبِيْنًا শব্দটি সিফত। صِفَتْ ও مَوْصُوْف মিলে مَفْعُوْل مُطْلَقْ। –[ই'রাবুল কুরআন, খ. ৬. পৃ. ১৭৫]

https://e-ilm.weebly.com/

৪৪. যেদিন তারা আল্লাহর সাথে সাক্ষাৎ করবে, সেদিন তাদেরকে যে অভিবাদন করা হবে, তা এ হবে– আসসালামু আলাইকুম এবং তিনি তাদের জন্য উত্তম বিনিময় প্রস্তুত করে রেখেছেন।	تَحِيَّتُهُمْ يَوْمَ يَلْقَوْنَهٗ سَلٰمٌ ۚ وَاَعَدَّ لَهُمْ اَجْرًا كَرِيْمًا ﴿٤٤﴾
৪৫. হে নবী! নিঃসন্দেহে আমি আপনাকে এমন মর্যাদাশীলরূপে প্রেরণ করেছি যে, আপনি সাক্ষী হবেন, আর (আপনি) সু-সংবাদদাতা ও ভয় প্রদর্শনকারী।	يٰٓاَيُّهَا النَّبِيُّ اِنَّآ اَرْسَلْنٰكَ شَاهِدًا وَّمُبَشِّرًا وَّنَذِيْرًا ﴿٤٥﴾
৪৬. এবং আল্লাহর দিকে আহ্বানকারী তাঁরই আদেশে এবং একটি দীপ্তিমান প্রদীপ।	وَّدَاعِيًا اِلَى اللّٰهِ بِاِذْنِهٖ وَسِرَاجًا مُّنِيْرًا ﴿٤٦﴾
৪৭. আর মু'মিনদেরকে শুভ সংবাদ প্রদান করুন যে, তাদের জন্য আল্লাহর পক্ষ থেকে রয়েছে বড় অনুগ্রহ।	وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِيْنَ بِاَنَّ لَهُمْ مِّنَ اللّٰهِ فَضْلًا كَبِيْرًا ﴿٤٧﴾
৪৮. আর আপনি কাফেরদের ও মুনাফিকদের কথা মানবেন না এবং তাদের যন্ত্রণাদানের প্রতি ভ্রূক্ষেপ করবেন না, আর আল্লাহর উপর ভরসা রাখুন; এবং আল্লাহই যথেষ্ট কার্যনির্বাহকরূপে।	وَلَا تُطِعِ الْكٰفِرِيْنَ وَالْمُنٰفِقِيْنَ وَدَعْ اَذٰىهُمْ وَتَوَكَّلْ عَلَى اللّٰهِ ۚ وَكَفٰى بِاللّٰهِ وَكِيْلًا ﴿٤٨﴾

শাব্দিক অনুবাদ :

৪৪. تَحِيَّتُهُمْ সেদিন তাদেরকে যে অভিবাদন করা হবে يَوْمَ يَلْقَوْنَهٗ যেদিন তারা আল্লাহর সাথে সাক্ষাত করবে سَلٰمٌ তা এ হবে আসসালামু আলাইকুম وَاَعَدَّ لَهُمْ এবং তিনি তাদের জন্য প্রস্তুত করে রেখেছেন اَجْرًا كَرِيْمًا উত্তম বিনিময়।

৪৫. يٰٓاَيُّهَا النَّبِيُّ হে নবী اِنَّآ اَرْسَلْنٰكَ নিঃসন্দেহে আমি আপনাকে এমন মর্যাদাশীলরূপে প্রেরণ করেছি যে شَاهِدًا আপনি সাক্ষী হবেন وَّمُبَشِّرًا وَّنَذِيْرًا আর সুসংবাদদাতা ও ভয় প্রদর্শনকারী।

৪৬. وَّدَاعِيًا اِلَى اللّٰهِ এবং আল্লাহর দিকে আহ্বানকারী بِاِذْنِهٖ তাঁরই আদেশে وَسِرَاجًا مُّنِيْرًا এবং একটি দীপ্তমান প্রদীপ।

৪৭. وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِيْنَ আর মু'মিনদেরকে শুভ সংবাদ প্রদান করুন যে بِاَنَّ لَهُمْ তাদের জন্য রয়েছে مِّنَ اللّٰهِ আল্লাহর পক্ষ থেকে فَضْلًا كَبِيْرًا বড় অনুগ্রহ।

৪৮. وَلَا تُطِعِ আর আপনি মানবেন না الْكٰفِرِيْنَ وَالْمُنٰفِقِيْنَ কাফেরদের ও মুনাফিকদের কথা وَدَعْ اَذٰىهُمْ এবং তাদের যন্ত্রণাদানের প্রতি ভ্রূক্ষেপ করবেন না وَتَوَكَّلْ عَلَى اللّٰهِ আর আল্লাহর উপর ভরসা রাখুন وَكَفٰى بِاللّٰهِ وَكِيْلًا এবং আল্লাহই যথেষ্ট কার্যনির্বাহকরূপে।

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓا۟ إِذَا نَكَحْتُمُ ٱلْمُؤْمِنَٰتِ
ثُمَّ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِن قَبْلِ أَن تَمَسُّوهُنَّ فَمَا
لَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدَّةٍ تَعْتَدُّونَهَا ۖ
فَمَتِّعُوهُنَّ وَسَرِّحُوهُنَّ سَرَاحًا جَمِيلًا ﴿٤٩﴾

৪৯. হে মু'মিনগণ! তোমরা যদি মু'মিন নারীদেরকে বিবাহ কর, তৎপর তাদেরকে স্পর্শ করার পূর্বেই তালাক দাও, তবে তোমাদের জন্য তাদের উপর কোনো ইদ্দত নেই। যা তোমরা গণনা করবে, সুতরাং তাদেরকে কিছু মোতা' প্রদান কর এবং সদ্ভাবে তাদেরকে বিদায় করে দাও।

يَٰٓأَيُّهَا ٱلنَّبِىُّ إِنَّآ أَحْلَلْنَا لَكَ أَزْوَٰجَكَ ٱلَّٰتِىٓ
ءَاتَيْتَ أُجُورَهُنَّ وَمَا مَلَكَتْ يَمِينُكَ مِمَّآ أَفَآءَ
ٱللَّهُ عَلَيْكَ وَبَنَاتِ عَمِّكَ وَبَنَاتِ عَمَّٰتِكَ وَبَنَاتِ
خَالِكَ وَبَنَاتِ خَٰلَٰتِكَ ٱلَّٰتِى هَاجَرْنَ مَعَكَ
وَٱمْرَأَةً مُّؤْمِنَةً إِن وَهَبَتْ نَفْسَهَا لِلنَّبِىِّ إِنْ
أَرَادَ ٱلنَّبِىُّ أَن يَسْتَنكِحَهَا خَالِصَةً لَّكَ مِن
دُونِ ٱلْمُؤْمِنِينَ ۗ قَدْ عَلِمْنَا مَا فَرَضْنَا
عَلَيْهِمْ فِىٓ أَزْوَٰجِهِمْ وَمَا مَلَكَتْ أَيْمَٰنُهُمْ
لِكَيْلَا يَكُونَ عَلَيْكَ حَرَجٌ ۗ وَكَانَ ٱللَّهُ
غَفُورًا رَّحِيمًا ﴿٥٠﴾

৫০. হে নবী! আমি আপনার জন্য আপনার সেই বিবিগণকে হালাল করেছি, যাদেরকে আপনি মহর প্রদান করেছেন এবং ঐ নারীদেরকেও (হালাল করেছি) যারা আপনার মালিকানাধীনে আছে– যাদেরকে আল্লাহ গনিমতের মালরূপে আপনাকে দান করেছেন এবং আপনার চাচার কন্যাগণ এবং আপনার ফুফুদের কন্যাগণ এবং আপনার মামার কন্যাগণ এবং আপনার খালাদের কন্যাগণকে – যারা আপনার সঙ্গে হিজরত করেছে এবং ঐ মু'মিন নারীকেও (আপনার জন্য হালাল করেছি) যে বিনা বিনিময়ে (অর্থাৎ বিনা মহরে) নিজেকে নবীর হস্তে সমর্পণ করে, যদি নবী তাকে বিবাহ করতে ইচ্ছা করেন, এ সমস্ত (হুকুম) আপনার জন্য নির্দিষ্ট করা হয়েছে, অন্যান্য মু'মিনদের জন্য নয়; আমি ঐ সমস্ত হুকুম অবগত আছি যা আমি তাদের জন্য তাদের পত্নিগণ ও দাসীগণ সম্বন্ধে নির্ধারিত করেছি, যেন আপনার উপর কোনো প্রকার অসুবিধা না হয়; আল্লাহ তা'আলা বড়ই ক্ষমাশীল, পরম দয়াময়।

শাব্দিক অনুবাদ :

৪৯. يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓا হে মু'মিনগণ إِذَا نَكَحْتُمُ ٱلْمُؤْمِنَٰتِ তোমরা যদি মু'মিন নারীদেরকে বিবাহ কর ثُمَّ طَلَّقْتُمُوهُنَّ তৎপর তাদেরকে তালাক দাও مِن قَبْلِ أَن تَمَسُّوهُنَّ তাদেরকে স্পর্শ করার পূর্বেই فَمَا لَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدَّةٍ তবে তোমাদের জন্য তাদের উপরে কোনো ইদ্দত নেই تَعْتَدُّونَهَا যা তোমরা গণনা করবে فَمَتِّعُوهُنَّ সুতরাং তাদেরকে কিছু মোতা প্রদান কর وَسَرِّحُوهُنَّ سَرَاحًا جَمِيلًا এবং সদ্ভাবে তাদেরকে বিদায় করে দাও।

৫০. يَٰٓأَيُّهَا ٱلنَّبِىُّ হে নবী إِنَّآ أَحْلَلْنَا لَكَ أَزْوَٰجَكَ আমি আপনার জন্য আপনার সেই বিবিগণকে হালাল করেছি ٱلَّٰتِىٓ ءَاتَيْتَ أُجُورَهُنَّ যাদেরকে আপনি মহর প্রদান করেছেন وَمَا مَلَكَتْ يَمِينُكَ এবং ঐ নারীদেরকেও (হালাল করেছি) যারা আপনার মালিকানাধীনে আছে مِمَّآ أَفَآءَ ٱللَّهُ عَلَيْكَ যাদেরকে আল্লাহ গনিমতের মালস্বরূপ আপনাকে দান করেছেন وَبَنَاتِ عَمِّكَ এবং আপনার চাচার কন্যাগণ وَبَنَاتِ عَمَّٰتِكَ এবং আপনার ফুফুদের কন্যাগণ وَبَنَاتِ خَالِكَ এবং আপনার মামার কন্যাগণ وَبَنَاتِ خَٰلَٰتِكَ এবং আপনার খালাদের কন্যাগণকে ٱلَّٰتِى هَاجَرْنَ مَعَكَ যারা আপনার সাথে হিজরত করেছে وَٱمْرَأَةً مُّؤْمِنَةً এবং ঐ মু'মিন নারীকে ও إِن وَهَبَتْ نَفْسَهَا لِلنَّبِىِّ যে বিনা বিনিময়ে নিজেকে নবীর হস্তে সমর্পণ করে إِنْ أَرَادَ ٱلنَّبِىُّ যদি নবী ইচ্ছা করেন أَن يَسْتَنكِحَهَا তাকে বিবাহ করতে خَالِصَةً لَّكَ এ সমস্ত (হুকুম) আপনার জন্য নির্দিষ্ট করা হয়েছে مِن دُونِ ٱلْمُؤْمِنِينَ অন্যান্য মুমিনদের জন্য নয় قَدْ عَلِمْنَا আমি ঐ সমস্ত হুকুম অবগত আছি مَا فَرَضْنَا যা আমি নির্ধারিত করেছি عَلَيْهِمْ তাদের জন্য فِىٓ أَزْوَٰجِهِمْ وَمَا مَلَكَتْ أَيْمَٰنُهُمْ তাদের পত্নিগণ ও দাসীগণ সম্বন্ধে لِكَيْلَا يَكُونَ عَلَيْكَ حَرَجٌ যেন আপনার উপর কোনো প্রকার অসুবিধা না হয় وَكَانَ ٱللَّهُ غَفُورًا رَّحِيمًا আল্লাহ তা'আলা বড়ই ক্ষমাশীল পরম দয়াময়।

https://e-ilm.weebly.com/

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ بِأَنَّ لَهُمْ مِنَ اللَّهِ فَضْلًا كَبِيرًا [٤٨]

শানে নুযূল : ইবনে জারীর ও ইবনে আবি হাতেম, ইকরীমা ও হাসান এর উদ্ধৃতি দিয়ে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন لِيَغْفِرَ لَكَ اللَّهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِكَ وَمَا تَأَخَّرَ আয়াত যখন নাজিল হয়, তখন সাহাবায়ে কেরাম বললেন যে, হে আল্লাহর রাসূল ﷺ ! আপনার ব্যাপারে কি আচরণ করা হবে তাতো আমরা অবশ্যই জানতে পারলাম। তবে আমাদের সাথে কেমন আচরণ করা হবে? সাহাবায়ে কেরামের সে আবেদনের পরিপ্রেক্ষিতে ঈমানদারদের সুসংবাদ স্বরূপ আল্লাহ তা'আলা আলোচ্য আয়াত নাজিল করেন। –[রুহুল মা'আনী ৪৬/২২/১১]

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِنَّا أَحْلَلْنَا لَكَ أَزْوَاجَكَ اللَّاتِي آتَيْتَ أُجُورَهُنَّ وَمَا مَلَكَتْ يَمِينُكَ مِمَّا أَفَاءَ اللَّهُ عَلَيْكَ وَبَنَاتِ عَمِّكَ وَبَنَاتِ عَمَّاتِكَ وَبَنَاتِ خَالِكَ وَبَنَاتِ خَالَاتِكَ اللَّاتِي هَاجَرْنَ مَعَكَ وَامْرَأَةً مُؤْمِنَةً إِنْ وَهَبَتْ نَفْسَهَا لِلنَّبِيِّ إِنْ أَرَادَ النَّبِيُّ أَنْ يَسْتَنْكِحَهَا خَالِصَةً لَكَ مِنْ دُونِ الْمُؤْمِنِينَ قَدْ عَلِمْنَا مَا فَرَضْنَا عَلَيْهِمْ فِي أَزْوَاجِهِمْ وَمَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ لِكَيْلَا يَكُونَ عَلَيْكَ حَرَجٌ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا [٥٠]

শানে নুযূল : ইবনে সা'আদ, আব্দুবিন হুমাইদ, তিরমিযি ও জারীর প্রমূখ গ্রন্থ প্রণেতা উম্মে হানী ফাখেতা বিনতে আবূ তালিব এর উদ্ধৃতি দিয়ে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন, হযরত রাসূলে আকরাম ﷺ আমাকে বিবাহ করার জন্য প্রস্তাব দেন। আমি তখন আমার ওজর পেশ করলাম। রাসূলে আকরাম ﷺ আমার ওজর গ্রহণ করলেন। এর পিছনে কারণও ছিল। তা হলো রাসূল ﷺ-এর সাথে হিজরত করা থেকে বিরত ছিলাম। যদ্দরুন আমি তার জন্য হালাল ছিলাম না। মক্কায় যারা রয়েগিয়েছিল তাদের মধ্যে আমিও এক জন ছিলাম। সেই অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে আল্লাহ তা'আলা আলোচ্য আয়াত নাজিল করেন। –[রুহুল মা'আনী ৫৩/২২/১১, কুরতুবী ১৮২/১৪, তাবারী ৩০৯/১০ ফতহুল কাদির ২৯৪/৪, বাহরে মুহীত্ব ৩৩২/৭, ইবনে কাছীর ৫১৫/৩]

وَامْرَأَةً مُؤْمِنَةً إِنْ وَهَبَتْ نَفْسَهَا لِلنَّبِيِّ إِنْ أَرَادَ النَّبِيُّ أَنْ يَسْتَنْكِحَهَا خَالِصَةً لَكَ مِنْ دُونِ الْمُؤْمِنِينَ قَدْ عَلِمْنَا مَا فَرَضْنَا عَلَيْهِمْ فِي أَزْوَاجِهِمْ وَمَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ لِكَيْلَا يَكُونَ عَلَيْكَ حَرَجٌ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا [٥٠]

শানে নুযূল : হযরত আলী ইবনে হুসাইন (রা.), যাহ্হাক ও মুকাতিল বলেন, হযরত উম্মে শরীক জুয়াইরিয়া মতান্তরে যাইলা বিনতে জাবের (রা.) তিনি রাসূল ﷺ-এর খেদমতে উপস্থিত হয়ে মহর ব্যতিরেকেই নিজকে নিজে রাসূল ﷺ-এর সাথে দাম্পত্য জীবনে পেশ করতে ইচ্ছা প্রকাশ করেন। রাসূল ﷺ তা গ্রহণ করেন। হযরত আয়েশা সিদ্দীকা (রা.) এ ঘটনা শুনে বললেন, কোনো একজন মহিলা মহর ব্যতিরেকে অন্য পুরুষের হাতে নিজেকে তুলে দেওয়া তা অত্যন্ত নির্লজ্জতার কাজ। তখনকার সময় আলোচ্য আয়াতাংশটুকু নাজিল হয়েছে। –[রুহুল মা'আনী ৫৯/২২/১১]

تَحِيَّتُهُمْ يَوْمَ يَلْقَوْنَهُ سَلَامٌ এটা এই صَلٰوة -এরই ব্যখ্যা ও বিশ্লেষণ যা মু'মিনগণের প্রতি আল্লাহর পক্ষ থেকে হয়ে থাকে। অর্থাৎ, যেদিন আল্লাহ পাকের সাথে এদের সাক্ষাৎ ঘটবে- তখন তাঁর পক্ষ থেকে এদেরকে সালাম অর্থাৎ, আস্সালামু আলাইকুমের মাধ্যমে সম্ভাষণ জানানো হবে। ইমাম রাগেব প্রমুখের মতে, আল্লাহ পাকের সঙ্গে সাক্ষাতের দিন হলো কিয়ামতের দিন। আবার কোনো কোনো তাফসীরকারকের মতে এ সাক্ষাতের সময় হলো বেহেশতে প্রবেশকাল যেখানে তাদের প্রতি আল্লাহ ও ফেরেশতাগণের পক্ষ থেকে সালাম পৌছানো হবে। আবার কোনো কোনো মুফাস্সির মৃত্যু দিবসকে আল্লাহর সাথে সাক্ষাতের দিন বলে মন্তব্য করেছেন। সেদিন সমগ্র বিশ্বের সাথে সম্পর্ক ছিন্ন করে আল্লাহর সমীপে উপস্থিত হওয়ার দিন। যেমন হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা.) থেকে বর্ণিত আছে যে, মালাকুল-মউত যখন কোনো মুমিনের প্রাণ বিয়োগ ঘটাতে আসেন, তখন তাঁর প্রতি সুসংবাদ পৌছানো হয় যে, আপনার পালনকর্তা আপনার জন্য সালাম প্রেরণ করেছেন। আর لقاء শব্দ এই তিন ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য। তাই এসব উক্তির মাঝে কোনো বিরোধ ও অসামঞ্জস্য নেই। বস্তুত এ তিন অবস্থাতেই আল্লাহর পক্ষ থেকে সালাম পৌছানো হবে। –[রুহুল মা'আনী]

https://e-ilm.weebly.com/

মাসআলা : এ আয়াত দ্বারা একথা প্রমাণিত হলো যে, মুসলমানদের পারস্পরিক অভিবাদন ও সম্ভাষণ আস্‌সালামু আলাইকুম হওয়া উচিত; চাই বড়দের পক্ষ থেকে ছোটদের প্রতি হোক, অথবা ছোটদের পক্ষ থেকে বড়দের প্রতি হোক।

রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর বিশেষ গুণাবলি : يَاأَيُّهَا النَّبِيُّ إِنَّا أَرْسَلْنٰكَ شَاهِدًا وَّمُبَشِّرًا وَّنَذِيرًا وَّدَاعِيًا إِلَى اللّٰهِ بِإِذْنِهٖ وَسِرَاجًا مُّنِيرًا এটা রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর বিশেষ গুণাবলি ও বৈশিষ্ট্যসমূহের পুনরুল্লেখ। এখানে রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর পাঁচটি গুণ বর্ণনা করা হয়েছে। অর্থাৎ, دَاعِيًا إِلَى اللّٰهِ، شَاهِدًا، نَذِيرًا، مُبَشِّرًا، سِرَاجًا مُّنِيرًا অর্থ : তিনি কিয়ামতের দিন উম্মতের জন্য সাক্ষ্য প্রদান করবেন। যেমন সহীহ্ বুখারী, মুসলিম, নাসায়ী, তিরমিযী প্রভৃতি হাদীস গ্রন্থে হযরত আবূ সাঈদ খুদরী (রা.) থেকে এক সুদীর্ঘ হাদীস বর্ণিত আছে। যার কিয়দাংশ হলো এই, কিয়ামতের দিন হযরত নূহ (আ.) উপস্থিত হলে তাঁকে জিজ্ঞেস করা হবে যে, আপনি আমার বাণী বার্তাসমূহ আপনার উম্মতের নিকটে পৌঁছিয়ে ছিলেন কি? তিনি আরজ করবেন যে, আমি যথারীতি পৌঁছে দিয়েছি। অতঃপর তাঁর উম্মতগণ একথা অস্বীকার করবে যে, তিনি আমাদের নিকট আল্লাহর বার্তা পৌঁছান নি। অতঃপর হযরত নূহ (আ.)-কে জিজ্ঞেস করা হবে যে, আপনার এ দাবির স্বপক্ষে কোনো সাক্ষী আছে কি? তিনি আরজ করবেন যে, মুহাম্মদ ﷺ এবং তাঁর উম্মত এর সাক্ষী। কোনো কোনো রেওয়ায়েতে রয়েছে যে, তিনি সাক্ষী হিসেবে উম্মতে মুহাম্মদীকে পেশ করবেন এবং এ উম্মত তাঁর পক্ষে সাক্ষ্য প্রদান করবে। তখন হযরত নূহে (আ.) -এর উম্মত এই বলে জেরা করবে যে, তারা আমাদের ব্যাপারে কিভাবে সাক্ষ্য দিতে পারে সে সময়ে এদের তো জন্মই হয়নি। আমাদের সুদীর্ঘ কাল পর এদের জন্ম। উম্মতে মুহাম্মদীর নিকটে এ জেরার উত্তর চাইলে পর তারা বলবে যে, সে সময়ে আমরা অবশ্য উপস্থিত ছিলাম না। কিন্তু আমরা এ সংবাদ আমাদের রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর নিকটে শুনেছি, যার উপর আমাদের পূর্ণ ঈমান ও অটুট বিশ্বাস রয়েছে। এ সময় রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর নিকট থেকে তাঁর উম্মতের এ কথার সত্যতা যাচাইয়ের জন্য তাঁর সাক্ষ্য গ্রহণ করা হবে।

সারকথা, রাসূলুল্লাহ ﷺ নিজ সাক্ষ্যের মাধ্যমে স্বীয় উম্মতের কথা এই বলে সমর্থন করবেন যে, নিঃসন্দেহে আমি তাদেরকে এ সংবাদ দিয়েছিলাম।

উম্মতের স্বপক্ষে সাক্ষ্য প্রদানের সাধারণ মর্ম এও হতে পারে যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ স্বীয় উম্মতের প্রত্যেক ব্যক্তির ভালো-মন্দ আমলের সাক্ষ্য প্রদান করবেন এবং এ সাক্ষ্য এ ভিত্তিতে হবে যে, উম্মতের যাবতীয় আমল প্রত্যেক সকাল-সন্ধ্যায় অপর রেওয়ায়েতে সপ্তাহে একদিন রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর খেদমতে পেশ করা হয়, আর তিনি উম্মতের প্রত্যেক ব্যক্তিকে তার আমলের মাধ্যমে চিনতে পান। এজন্য কিয়ামতের দিন তাঁকে উম্মতের সাক্ষী স্থির করা হবে (সাঈদ বিন মুসাইয়্যেব থেকে ইবনুল মোবারক রেওয়ায়েত করেছেন। –(মাযহারী)।

আর مُبَشِّر অর্থ সুসংবাদ প্রদানকারী, যার মর্মার্থ এই যে, তিনি স্বীয় উম্মতের মধ্য থেকে সৎ ও শরিয়তানুসারী ব্যক্তিবর্গকে বেহেশতের সুসংবাদ দেন এবং نَذِير অর্থ ভীতি প্রদর্শনকারী। অর্থাৎ, তিনি অবাধ্য ও নীতিচ্যুত ব্যক্তিবর্গকে আজাব এবং শাস্তির ভয়ও প্রদর্শন করেন।

دَاعِيًا إِلَى اللّٰهِ-এর অর্থ তিনি উম্মতকে আল্লাহ পাকের সত্তা ও অস্তিত্ব এবং তাঁর আনুগত্যের প্রতি আহ্বান করবেন। وَدَاعِيًا إِلَى اللّٰهِ -কে بِإِذْنِهٖ -এর সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত করায় একথাই বুঝা যায় যে, তিনি মানবমণ্ডলীকে আল্লাহ পাকের দিকে তাঁর অনুমতি সাপেক্ষেই আহ্বান করেন। এ শর্তের সংযোজন এ ইঙ্গিতই প্রদান করে যে, তাবলীগ ও দাওয়াতের কাজ অত্যন্ত কঠিন ও দুঃসাধ্য যা আল্লাহর অনুমতি ও সাহায্য ব্যতীত মানুষের সাধ্যের বাইরে। سِرَاج অর্থ প্রদীপ مُنِيْر অর্থ জ্যোতির্ময়। রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর পঞ্চম গুণ ও বৈশিষ্ট্য এই বলা হয়েছে যে, তিনি জ্যোতিষ্মান প্রদীপ বিশেষ। আবার কতক মনীষী سِرَاج مُنِيْر -এর মর্মার্থ কুরআনে পাক বলে উল্লেখ করেছেন। কিন্তু কুরআনে পাকের বর্ণনাধারা ও প্রকাশভঙ্গি দ্বারা এ কথাই বুঝা যায় যে, ইহাও হযরত ﷺ -এরই বৈশিষ্ট্য ও গুণ বিশেষ।

সমসাময়িক কালের বায়হাকী বলে খ্যাত প্রখ্যাত মুফাসসির কাযী সানাউল্লাহ (র.) তাফসীরে মাযহারীতে ফরমান যে, তিনি ﷺ তো প্রকাশ্যভাবে ভাষার দিক দিয়ে دَاعِي إِلَى اللّٰهِ (আল্লাহর দিকে আহবানকারী) এবং অভ্যন্তরীণভাবে হৃদয়ের দিক দিয়ে তিনি প্রদীপ্ত ও জ্যোতিষ্মান বাতি বিশেষ অর্থাৎ যেমনিভাবে গোটা বিশ্ব সূর্য থেকে আলো সংগ্রহ করে, তেমনিভাবে সমগ্র মু'মিনের হৃদয় তাঁর অন্তরে রশ্মি দ্বারা উদ্ভাসিত হয়ে উঠবে। এজন্যই সাহাবায়ে কেরাম যারা ইহজগতে নবীজী ﷺ

-এর সান্নিধ্য লাভে ধন্য হয়েছেন, তাঁরা গোটা উম্মতের মাঝে সর্বোত্তম ও সর্বশ্রেষ্ঠ বলে পরিগণিত। কেননা তাঁদের অন্তর নবীজীর অন্তর থেকে কোনো মাধ্যম ব্যতীতই সরাসরি নূর ও ফয়েজ লাভ করার সুযোগ পেয়েছে। অবশিষ্ট উম্মত এ নূর সাহাবায়ে কেরামের মাধ্যমে পরবর্তী পর্যায়ে মাধ্যমের বিভিন্ন স্তর অতিক্রম করে লাভ করেছেন এবং একথাও বলা যায় যে, সমগ্র আম্বিয়ায়ে কেরাম বিশেষ করে রাসূলে কারীম ﷺ এ ধরাধাম থেকে অন্তর্ধানের পরও নিজ নিজ কবরে জীবিত আছেন। তাঁদের কবরের জীবন সাধারণ লোকের কবরের জীবন থেকে বহু গুণে শ্রেষ্ঠ ও উন্নত, যার অন্তর্নিহিত তত্ত্ব ও মাহাত্ম্য আল্লাহ পাকই ভালো জানেন।

যাহোক, উল্লিখিত জীবনের বদৌলতে কিয়ামত পর্যন্ত মু'মিনগণের অন্তঃকরণ তাঁর পূত-পবিত্র অন্তর থেকে জ্যোতি লাভ করতে থাকবে। আর যে ব্যক্তি তাঁর মর্যাদা ও সম্মান রক্ষার প্রতি যত বেশি যত্নবান থাকবেন এবং যত বেশি বেশি দরূদ পাঠ করবেন, তিনি এ নূরের অংশ তত বেশি পরিমাণে লাভ করবেন। রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর জ্যোতিকে বাতির সাথে তুলনা করা হয়েছে। অথচ তাঁর আধ্যাত্মিক ও আত্মিক আলো সূর্যের আলোর চাইতে ঢের বেশি। সূর্যকিরণে কেবল পৃথিবীর বাহ্যিক ও উপরিভাগই আলোকিত হয়। কিন্তু তাঁর ﷺ আত্মার জ্যোতিতে গোটা বিশ্বের অভ্যন্তরভাগ এবং মু'মিনদের অন্তরও আলোকিত হয়। এ উপমার কারণ এই বলে মনে হয় যে, বাতির আলো থেকে নিজ ইচ্ছানুযায়ী উপকৃত হওয়া যায়। সর্বক্ষণ সে উপকার লাভ করা যায় ও বাতি পর্যন্ত পৌঁছানো সহজতর এবং তা অনায়াসেই লাভ করা যায়। পক্ষান্তরে সূর্য পর্যন্ত পৌঁছা একেবারে দুঃসাধ্য এবং সব সময় এর থেকে উপকার লাভ করা যায় না।

কুরআনে বর্ণিত রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর এই গুণাবলি তাওরাতেও উল্লেখ রয়েছে। যেমন, ইমাম বুখারী (র.) উদ্ধৃত করেছেন যে, হযরত আতা ইবনে ইয়াসার (রা.) ইরশাদ করেন যে, আমি একদিন হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আমর ইবনুল আস (রা.)-এর সাথে সাক্ষাৎ করে তাঁকে অনুরোধ করলাম যে, তাওরাতে রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর যেসব গুণাবলির উল্লেখ রয়েছে, মেহেরবাণীপূর্বক আমাকে সেগুলো বলে দিন। তিনি ইরশাদ করলেন, আমি তা অবশ্যই বলবো। আল্লাহর কসম! রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর যেসব গুণাবলির বর্ণনা কুরআনে রয়েছে, তা তাওরাতেও রয়েছে। অতঃপর বললেন :

إِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا وَّمُبَشِّرًا وَّنَذِيرًا وَحِرْزًا لِلْأُمِّيِّيْنَ أَنْتَ عَبْدِيْ وَرَسُوْلِيْ سَمَّيْتُكَ الْمُتَوَكِّلَ لَيْسَ بِفَظٍّ وَلَا غَلِيْظٍ وَلَا سَخَّابٍ فِي الْأَسْوَاقِ وَلَا يَدْفَعُ السَّيِّئَةَ بِالسَّيِّئَةِ وَلٰكِنْ يَعْفُوْ وَيَغْفِرُ لَنْ يَقْبِضَهُ اللّٰهُ تَعَالٰى حَتّٰى يُقِيْمَ بِهِ الْمِلَّةَ الْعَوْجَاءَ بِاَنْ يَقُوْلُوْا لَا إِلٰهَ إِلَّا اللّٰهُ وَيَفْتَحَ بِهِ أَعْيُنًا عُمْيًا وَآذَانًا صُمًّا وَقُلُوْبًا غُلْفًا.

"হে নবী! নিশ্চয় আমি আপনাকে সাক্ষীরূপে, সুসংবাদ প্রদানকারী, ভীতি প্রদর্শনকারী এবং উম্মীদের (নিরক্ষরদের) আশ্রয়স্থল ও রক্ষাস্থলরূপে প্রেরণ করেছি। আপনি আমার বান্দা ও রাসূল। আমি আপনার নাম مُتَوَكِّلْ (আল্লাহ্‌র উপর ভরসাকারী) রেখেছি। আপনি কঠোর ও রুক্ষ স্বভাববিশিষ্ট নন। বাজারে হৈ হুল্লোড়কারীও নন। আর না আপনি অন্যায় দ্বারা অন্যায়ের প্রতিশোধ গ্রহণকারী। বরং আপনি ক্ষমা করে দেন। পথভ্রষ্ট ও বক্র উম্মতকে সঠিক পথে দাঁড় না করিয়ে এবং তারা লা-ইলাহা না বলা পর্যন্ত আল্লাহ পাক আপনাকে দুনিয়া থেকে উঠিয়ে নিবেন না। আপনার মাধ্যমে মহান আল্লাহ তা'আলা অন্ধচোখ, বধির কান ও রুদ্ধ হৃদয়সমূহ খুলে দিবেন।"

পূর্ববর্তী আয়াতে রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর গুটি কয়েক অনন্য গুণাবলি এবং তাঁর বিশিষ্ট মর্যাদার বর্ণনা ছিল। সামনেও তাঁর সেসব বৈশিষ্ট্যাবলির বর্ণনা রয়েছে, যা বিয়ে ও তালাক সংশ্লিষ্ট বিষয়াদির ক্ষেত্রে তাঁর সাথে বিশেষভাবে সম্পর্কযুক্ত; সাধারণ উম্মতের তুলনায় এক্ষেত্রে তিনি স্বতন্ত্র মর্যাদার অধিকারী। ইতঃপূর্বে ভূমিকা হিসেবে তালাক সম্পর্কে একটি সাধারণ হুকুম বর্ণনা করা হয়েছে, যা সমস্ত মুসলমানদের বেলায় প্রযোজ্য। উল্লিখিত আয়াতে এ সম্পর্কে তিনটি হুকুম বর্ণনা করা হয়েছে :

প্রথম হুকুম : কোনো মহিলার সহিত পরিণয়সূত্রে আবদ্ধ হওয়ার পর যথার্থ নির্জনবাস (خَلْوَت صَحِيْحَه) সংঘটিত হওয়ার পূর্বেই যদি কোনো কারণে তাকে তালাক দেওয়া হয়; তবে তালাক প্রদত্তা মহিলার উপর ইদ্দত পালন ওয়াজিব নয়। সে সঙ্গে সঙ্গেই দ্বিতীয় বিয়ে করতে পারে। উল্লিখিত আয়াতে হাতে স্পর্শ করার অর্থ (স্ত্রী) সহবাস। সহবাস হাকীকী কিংবা হুকমী হতে পারে এবং উভয়ের একই হুকুম যা তাফসীরের সারসংক্ষেপ অধ্যায়ে আলোচিত হয়েছে। শরিয়ত অনুমোদিত সহবাস (صُحْبَت حُكْمِىْ) যথার্থ নির্জন বাস (خَلْوَت صَحِيْحَه) -এর মাধ্যমে সংঘটিত হয়ে যায়।

https://e-ilm.weebly.com/

দ্বিতীয় হুকুম : তালাক প্রদত্তা স্ত্রীকে সৌজন্যমূলকভাবে শিষ্টাচারের মাধ্যমে কিছু উপঢৌকন প্রদান করে বিদায় করা উচিত। তালাকপ্রাপ্তা স্ত্রীকে কিছু উপঢৌকন প্রদান পূর্বক বিদায় করা মোস্তাহাব এবং কোনো কোনো অবস্থায় ওয়াজিব। যার বিস্তারিত বিবরণ তাফসীরের সার-সংক্ষেপ অধ্যায়ে প্রদত্ত হয়েছে এবং সূরায়ে বাকারার আয়াতে لَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ اِنْ طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ مَالَمْ تَمَسُّوْهُنَّ সংশ্লিষ্ট বর্ণনা প্রসঙ্গে চলে গেছে। আর কুরআনের বাক্যে 'মাতা' (مَتَاعٌ) শব্দ গ্রহণ সম্ভবত এ হিকমত ও তাৎপর্যের পরিপ্রেক্ষিতে হয়েছে যে, 'মাতা' (مَتَاعٌ) শব্দটি অর্থগতভাবে অত্যন্ত ব্যাপক। মানবের জন্য উপকারী ও লাভজনক যে কোনো বস্তু এর অন্তর্গত। নারীর অবশ্য প্রাপ্য (حُقُوْق وَاجِبَه) মোহরানা প্রভৃতিও এর অন্তর্ভুক্ত। যদি অধ্যাবধি মোহরানা পরিশোধ না করে থাকে তবে তালাকের সময় সানন্দচিত্তে পরিশোধ করে দেবে এবং ওয়াজিব বহির্ভূত প্রাপ্য যথা–তালাকপ্রাপ্তা স্ত্রীকে বিদায়কালে এক জোড়া কাপড় প্রদানের যে বিধান রয়েছে তাও এর অন্তর্ভুক্ত। প্রত্যেক তালাকপ্রাপ্তা স্ত্রীকে যা দেওয়া মোস্তাহাব। (মাবসূত, মুহীত, রূহ) এ প্রেক্ষিতে مَتِّعُوْهُنَّ নির্দেশবাচক ক্রিয়া (صِيْغَة اَمْر) সাধারণ প্রেরণা দানের জন্য ওয়াজিব ও ওয়াজিব-বহির্ভূত উভয় শ্রেণিই এর অন্তর্গত। –(রূহ)

প্রথিতযশা মুহাদ্দিস হযরত আবদ্ বিন হোমায়েদ হযরত হাসান (রা.) থেকে রেওয়ায়েতে করেন যে, প্রত্যেক তালাকপ্রাপ্তা স্ত্রীকে 'মাতা' (مَتَاعٌ) প্রদান করা মোস্তাহাব। চাই তার সাথে (যথার্থ নির্জন বাস) خَلْوَتْ صَحِيْحَه হয়ে থাক বা না থাক; তার মোহরানা নির্ধারিত থাকুক বা না থাকুক।

তালাকের সময় দেওয়া পোশাকের বিবরণ : বাদায়ে (بَدَائِعْ) গ্রন্থে বর্ণিত আছে যে, তালাকের পর দেওয়া মুতয়া (مُتْعَة) অর্থ ঐ পোশাক যা স্ত্রীলোকগণ বাড়ি থেকে বের হওয়ারকালে পরিধান করে– পায়জামা, জামা, ওড়না এবং আপাদমস্তক সমগ্র শরীর আবৃত করে ফেলে এমন একটি বড় চাদর এর অন্তর্ভুক্ত (আমাদের বাংলাদেশের ক্ষেত্রে সম্ভবত এদেশে সাধারণভাবে পরিধেয় পোশাক-শাড়ী, জামা বোরকা অথবা আপাদমস্তক আবৃত করে এমন একটি বড় চাদর অন্তর্ভুক্ত হবে– অনুবাদক।) যেহেতু পোশাক-উত্তম, মধ্যম ও নিম্ন সব শ্রেণিরই হয়, সুতরাং ফিকাহ্ শাস্ত্রবিদগণ এ সম্পর্কে এ মত ব্যক্ত করেছেন যে, স্বামী স্ত্রী উভয়ই যদি ধনাঢ্য পরিবারভুক্ত হয় তবে উত্তম শ্রেণির পেশাক দিতে হবে। আর যদি উভয়ই দরিদ্র পরিবারের হয় তবে নিম্নমানের আর যদি একজন ধনী ও অপরজন গরীব হয় তবে মধ্যম মানের পোশাক দিতে হবে (নাফাকাত– نَفَقَاتْ অধ্যায়ে মনীষী খাসসাফের (خَصَّافْ) উক্তি।

ইসলামে সদাচারের নযীরবিহীন শিক্ষা : গোটা বিশ্বে প্রাপ্য ও অধিকার আদায়ের নীতি কেবল বন্ধু-বান্ধব ও আপনজনের ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য। বড় জোর সাধারণ লোক পর্যন্ত সীমিত। সচ্চরিত্র ও সদাচার প্রদর্শন ও প্রয়োগের সীমা কেবল তটুকুই নয়। বিপক্ষীয় ব্যক্তিবর্গ ও শত্রুদের হক ও অধিকার আদায়ের তাকীদ বিধান কেবল ইসলামেই রয়েছে। বর্তমানকালে মানব অধিকার সংরক্ষণের উদ্দেশ্যে বহুবিধ প্রতিষ্ঠান স্থাপিত হয়েছে এবং এর জন্য কিছু বিধি-বিধান ও নীতিমালাও প্রণীত হয়েছে। এতদুদ্দেশ্যে বিশ্বের জাতিসমূহ থেকে পুঁজি বাবত কোটি কোটি টাকাও সংগৃহীত হচ্ছে। কিন্তু প্রথমত, এই প্রতিষ্ঠানগুলো (বৃহৎ পরাশক্তিসমূহের) রাজনৈতিক উদ্দেশ্য ও স্বার্থসিদ্ধির খপ্পরে পড়ে আছে। দুর্গত মানুষের যতটুকু সাহায্য করা হয় তাও উদ্দেশ্য বিমুক্ত বা নিঃস্বার্থভাবে নয়। আবার সব জায়গায় বা সকল দেশও নয়; বরং যথায় স্বীয় উদ্দেশ্য ও স্বার্থসিদ্ধি হয়। যদি মেনে নেওয়া হয় যে, এসব প্রতিষ্ঠান যথারীতিই মানব সেবার দায়িত্ব পালন করে যাচ্ছে; তবুও এসব সাহায্য কোনো এলাকায় কেবল তখনই পৌঁছে যখন সে এলাকা কোনো সর্বগ্রাসী দুর্যোগ, মহামারী, ব্যাপক রোগব্যাধি ইত্যাদিতে আক্রান্ত হয়। ব্যক্তি মানুষের বিপদাপদ দুঃখ-যন্ত্রণার কে খবর রাখে? ব্যক্তিগত সাহায্যের জন্য কে এগিয়ে আসে? ইসলামের প্রজ্ঞাময় ও দূরদর্শিতাপূর্ণ শিক্ষা দেখুন। তালাকের বিষয়টা একেবারে সুস্পষ্ট যে, নিছক পারস্পরিক বিরোধ, ক্রোধ ও অসন্তুষ্টি থেকেই এর উৎপত্তি। সাধারণত যার ফলশ্রুতি এই হয়ে থাকে যে, যে সম্পর্ক একাত্মতা, প্রেম-প্রীতি ও ভালোবাসার ভিত্তিতে গড়ে উঠেছিল তা সম্পূর্ণ বিপরীত রূপ ধারণ করে পারস্পরিক ঘৃণা, বিদ্বেষ, শত্রুতা ও প্রতিশোধ গ্রহণ প্রবণতায় পরিণত হয়। কুরআনে কারীমের উল্লিখিত আয়াত এবং অনুরূপ বহু সংখ্যক আয়াতের মাধ্যমে ঠিক তালাকের ক্ষেত্রে মুসলমানদের প্রতি যেসব নির্দেশাবলি প্রদান করা হয়েছে, তাতে সচ্চরিত্র ও সদাচরণের পুরোপুরি পরীক্ষা হয়ে যায়। মানব প্রবৃত্তি স্বভাবতই এটা চায় যে, যে নারী নানাবিধ দুঃখ-যাতনা ও জ্বালা-যন্ত্রণায় অতিষ্ঠ করে তোলে পরিশেষে পুরোপুরি সম্পর্ক ছিন্ন করতে পর্যন্ত বাধ্য করেছে, তাকে চরম লাঞ্ছনা ও অবমাননাকর পরিবেশেই বের করে দেওয়া হোক এবং তার থেকে যতটুকু প্রতিশোধ গ্রহণ সম্ভব গ্রহণ করা হোক।

https://e-ilm.weebly.com/

কিন্তু কুরআনে কারীমে তালাকপ্রাপ্তা স্ত্রীগণের প্রতি সাধারণভাবে ইদ্দত পালনের এক কঠিন ও অবশ্য পালনীয় বাধ্যবাধকতা আরোপ করেছে এবং স্বামী গৃহেই ইদ্দত পালনের শর্ত লাগিয়ে দিয়েছে। এ সময়ে স্ত্রীকে বাড়ি থেকে বের না করে দেওয়া তালাক দানকারীর প্রতি ফরজ করে দেওয়া হয়েছে এবং তার প্রতিও তাকীদ রয়েছে যেন সে এ সময়ে বাড়ি থেকে বের না হয়ে যায়। দ্বিতীয়ত ইদ্দতকালীন সময়ে স্ত্রীর যাবতীয় খরচপত্র বহন স্বামীর উপর ফরজ করে দেওয়া হয়েছে। তৃতীয়ত স্বামীর প্রতি বিশেষ তাকীদ রয়েছে যেন ইদ্দত পালনান্তে স্ত্রীকে যথারীতি পোশাক প্রদান পূর্বক সৌজন্যপূর্ণ-ভাবে স-সম্মানে বিদায় করে। যে সব নারীর সাথে কেবল বিয়ে বাক্য পাঠ করা হয়েছে, স্বামী গৃহে আগমন, সহবাস বা নির্জনবাসের সুযোগ হয়নি তাদেরকে ইদ্দত পালন পর্ব থেকে মুক্ত রাখা হয়েছে। কিন্তু অন্যান্য স্ত্রীর তুলনায় তাকে পোশাক প্রদানের জন্য স্বামীর প্রতি অধিক তাকীদ রয়েছে। এরই সাথে তৃতীয় হুকুম এই যে : سَرِّحُوْهُنَّ سَرَاحًا جَمِيْلًا অর্থাৎ অত্যন্ত সৌজন্যপূর্ণ পরিবেশে তাদেরকে বিদায় কর যাতে এরূপ বাধ্যতা আরোপ করা হয়েছে যেন মৌখিকভাবে কোনো কটুবাক্য প্রয়োগ না করে কোনো প্রকারের কটাক্ষপাত বা নিন্দাবাদ না করে।

বিরোধ ও মনোমালিন্যের সময় প্রতিপক্ষের অধিকার কেবল সেই রক্ষা করতে পারে যার স্বীয় ভাবাবেগের উপর পূর্ণ নিয়ন্ত্রণ ও আধিপত্য রয়েছে। ইসলামে যাবতীয় শিক্ষায় এর প্রতি বিশেষ লক্ষ্য রাখা হয়েছে।

উল্লিখিত আয়াতসমূহে বিয়ে ও তালাক সংশ্লিষ্ট এমন সাতটি হুকুমের আলোচনা রয়েছে যেগুলো কেবল রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর জন্য নির্দিষ্ট এবং এরূপ বিশেষীকরণ রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর স্বতন্ত্র মর্যাদা ও বিশেষ সম্মানের পরিচায়ক। এগুলোর মধ্যে কতক হুকুম তো এমন যে রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর সাথে যেগুলোর বিশেষীকরণ একেবারে স্পষ্ট ও জাজ্জল্যমান। আবার কতক এমন সেগুলো যদিও সমগ্র মুসলমানরে প্রতি প্রযোজ্য কিন্তু তাতে এমন কিছু ছোট খাটো শর্তাবলি রয়েছে যা কেবল রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর জন্যই নির্দিষ্ট। এখন সেগুলোর বিস্তাতির বর্ণনা লক্ষ্য করুন।

প্রথম হুকুম : إِنَّا أَحْلَلْنَا لَكَ أَزْوَاجَكَ الّٰتِىْ اٰتَيْتَ أُجُوْرَهُنَّ অর্থাৎ, আমি আপনার জন্য আপনার বর্তমান স্ত্রীগণকে, যাদের মোহরানা আদায় করে দিয়েছেন, হালাল করে দিয়েছি। এ হুকুম বাহ্যত : সমস্ত মুসলমানদের জন্য প্রযোজ্য। কিন্তু এতে বিশেষীকরণের কারণ এই যে, আয়াত অবতীর্ণ হওয়ার সময় মহানবী ﷺ -এর সাথে পরিণয়সূত্রে আবদ্ধ চারের অধিক স্ত্রী ছিলেন। কিন্তু সাধারণ মুসলমানের পক্ষে এক সঙ্গে চারের অধিক স্ত্রী রাখা হালাল নয়। সুতরাং তার জন্য এক সাথে চারের অধিক স্ত্রী হালাল করে দেওয়া কেবল তাঁরই বৈশিষ্ট্য ছিল।

আর এ আয়াতে যে الّٰتِىْ اٰتَيْتَ أُجُوْرَهُنَّ বলা হয়েছে, এটা হালাল হওয়ার শর্ত নয় বরং বাস্তব ঘটনার প্রকাশ মাত্র যে, যত মহিলা নবীজী ﷺ -এর সাথে পরিণয়সূত্রে আবদ্ধ হয়েছেন নবীজী ﷺ তাদের সবার মোহরানা নগদ আদায় করে দিয়েছেন, বাকি রাখেননি। তাঁর স্বভাবই এরূপ ছিল যে, যে জিনিস আদায়ের দায়িত্ব তাঁর উপর আরোপিত ছিল, তা কালবিলম্ব না করে সঙ্গে সঙ্গেই আদায় করে দায়মুক্ত হয়ে যেতেন, অনর্থক বিলম্ব করতেন না। এ ঘটনা প্রকাশের মাঝে সাধারণ মুসলমানদের জন্য তার অনুরূপ করার প্রেরণা রয়েছে।

দ্বিতীয় হুকুম : وَمَا مَلَكَتْ يَمِيْنُكَ مِمَّآ أَفَاءَ اللّٰهُ عَلَيْكَ অর্থাৎ, হুজুর ﷺ-এর মালিকানাধীনে যেসব নারী রয়েছে তাঁরা তাঁর জন্য হালাল। এ আয়াতে افاء শব্দের উৎপত্তি হয়েছে فَيْئٌ ধাতু থেকে পারিভাষিক অর্থে فَيْئٌ সে সব সম্পর্কে বুঝায় যা কাফেরদের থেকে বিনাযুদ্ধে বা সন্ধিসূত্রে লাভ করা হয়। আবার কখনো فَيْئٌ শব্দ সাধারণ গনিমতের মাল অর্থেও ব্যবহৃত হয়। বক্ষমাণ আয়াতে এর উল্লেখ কোনো শর্ত হিসেবে নয় যে, আপনার জন্য কেবল সে সব দাসীই হালাল যা 'ফায়' فَيْئٌ বা গনিমতের মাল হিসেবে আপনার অংশে পড়েছে। বরং তিনি জাদেরকে মূল্যের বিনিময়ে খরিদ করেছেন তারাও এর অন্তর্গত।

কিন্তু এই হুকুমে বাহ্যিকভাবে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর কোনো স্বাতন্ত্র্য বা বৈশিষ্ট্য নেই, এ হুকুম সমগ্র উম্মতের জন্য। যে দাসী গনিমতের মাল হিসেবে ভাগে পড়ে বা দাম দিয়ে খরিদ করা হয় তা তাদের জন্য হালাল। কিন্তু সমগ্র আয়াতের বর্ণনা ভঙ্গি এটাই চায় যে, উক্ত আয়াতসমূহে যেসব হুকুম রয়েছে তাতে রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর সাথে কিছু না কিছু বিশেষীকরণ অবশ্যই রয়েছে। এজন্যই রূহুল মা'আনীতে দাসীদের হালাল হওয়া প্রসঙ্গেও রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর এক বৈশিষ্ট্য এরূপ বর্ণনা করা হয়েছে যে, যেরূপভাবে আপনার পরে আপনার মহিয়সী স্ত্রীগণের বিয়ে কারো সাথে জায়েজ নয়,

অনুরূপভাবে যে দাসীকে আপনার জন্য হালাল করা হয়েছে আপনার পরে সেও অন্য কারো জন্য হালাল হবে না। যেমন হযরত মারিয়া কিবতিয়া (রা.)-কে রোম সম্রাট মাকুক্বাস উপঢৌকন হিসেবে আপনার খেদমতে পাঠিয়েছিলেন। সুতরাং যেমন করে তাঁর পরে মহিয়সী স্ত্রীগণের কারো সাথে বিয়ে জায়েজ ছিল না, তেমনিভাবে এদের বিয়েও কারো সাথে জায়েজ রাখা হয়নি।

হযরত হাকীমূল উম্মত (র.) 'বয়ানুল কুরআনের মাঝে আরো দু'টি বৈশিষ্ট্য বর্ণনা করেছেন, যা উল্লিখিত বৈশিষ্ট্য থেকে অধিক স্পষ্ট।

প্রথমত রাসূলুল্লাহ ﷺ -কে আল্লাহ তা'আলার পক্ষ থেকে এ বিশেষ ইখতিয়ার দেওয়া হয়েছিল যে, গনীমতের মাল বণ্টনের পূর্বেই তিনি এগুলো থেকে কোনো জিনিস নিজের জন্য পছন্দ করে রেখে দিতে পারতেন। যা তাঁর ﷺ বিশেষ মালিকানা স্বত্বে পরিণত হতো। এই বিশেষ বস্তুকে পরিভাষায় صَفِىُّ النَّبِىِّ (নবীজীর পছন্দ) বলে আখ্যায়িত করা হতো। যেমন খায়বার যুদ্ধের গনীমত থেকে হুজুর ﷺ হযরত সাফিয়া (রা.)-কে নিজের জন্য নির্দিষ্ট করে নিয়েছিলেন। সুতরাং দাসী সংশ্লিষ্ট মাসআলার ক্ষেত্রে এটা কেবল হযরতেরই ﷺ বৈশিষ্ট্য ছিল।

দ্বিতীয় বৈশিষ্ট্য এই যে, 'দারুল হরবের' কোনো অমুসলিমের পক্ষ থেকে যদি কোনো হাদিয়া (উপঢৌকন) মুসলমানদের আমিরুল মু'মিনীনের নামে প্রেরণ করা হয় তবে তার মালিক আমিরুল মু'মিনীন হন না, বরং শরিয়ত অনুসারে তা বায়তুল মালের স্বত্বে পরিণত হয়। পক্ষান্তরে নবীজী ﷺ -এর জন্য এরূপ হাদিয়া হালাল করে দেওয়া হয়েছিল। যেমন মারিয়া কিবতিয়া (রা.) -এর ঘটনা যাঁকে সম্রাট মাকুক্বাস হাদিয়া রূপে তাঁর খিদমতে প্রেরণ করার পর তিনি তাঁর ﷺ মালিকানা স্বত্বে পরিণত হয়েছিলেন।

তৃতীয় হুকুম : وَبَنٰتِ عَمِّكَ وَبَنٰتِ عَمّٰتِكَ এ আয়াতে عَمّ ও خَالٌ একবচন এবং عَمَّاتٌ ও خَالَاتٌ বহুবচন রূপে গ্রহণের অনেক কারণ আছে বলে আলেমগণ বর্ণনা করেছেন। তাফসীরে রূহুল মা'আনী, আবূ হাইয়্যান বর্ণিত এ কারণ গ্রহণ করেছেন যে, আরবি পরিভাষাই এরূপ। আরবি কবিতাই এর প্রমাণ যাতে এর বহুবচন ব্যবহৃত হয় না, একবচনই ব্যবহৃত হয়।

আয়াতের মর্মার্থ এই যে, আপনার জন্য চাচা ও ফুফু এবং মামা ও খালার কন্যাগণকে হালাল করে দেওয়া হয়েছে। চাচা ও ফুফুর মাঝে পিতৃ বংশীয় মেয়ে এবং মামা ও খালার মাঝে মাতৃ বংশীয়া সকল মেয়ে তাদেরকে বিবাহ করার বৈধতা শুধু রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর বিশেষত্ব নয়; বরং সকল মুসলমানের জন্য তাদেরকে বিবাহ করা হালাল। কিন্তু যারা আপনার সাথে মক্কা থেকে হিজরত করেছে এ কথাটি রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর বৈশিষ্ট্য। সারকথা এই যে, সাধারণ উম্মতের জন্য পিতৃ ও মাতৃকুলের এসব কন্যা কোনো শর্ত ছাড়াই হালাল হিজরত করুক অথবা না করুক; কিন্তু রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর জন্য কেবল তাঁরাই হালাল, যারা তাঁর সাথে হিজরত করেছে। "সাথে হিজরত" করার জন্য সফরে সঙ্গে থাকা অথবা একই সময়ে হিজরত করা জরুরি নয়; বরং যে কোনো প্রকারে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর ন্যায় হিজরত করাই উদ্দেশ্য। ফলে এসব কন্যার মধ্যে যারা কোনো কারণে হিজরত করেনি, তাদেরকে বিবাহ করা। রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর জন্য হালাল রাখা হয়নি। রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর চাচা আবূ তালেবের কন্যা উম্মেহানী (রা.) বলেন : আমি মক্কা থেকে হিজরত না করার কারণে আমাকে বিবাহ করা রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর জন্য হালাল ছিল না। আমি তোলাকাদের মধ্যে গণ্য হতাম। মক্কা বিজয়ের সময় রাসূলুল্লাহ ﷺ যাদেরকে হত্যা অথবা বন্দী না করে মুক্ত করে দিয়িছিলেন, তাদেরকে "তোলাকা" বলা হতো। –[রূহুল মা'আনী, জাসসাস]।

রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সাথে বিবাহের জন্য হিজরতের উপরিউক্ত শর্ত কেবল মাতৃ ও পিতৃ বংশীয় কন্যাদের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য ছিল সাধারণ উম্মতের মহিলাদের ক্ষেত্রে হিজরতের শর্ত ছিল না; বরং তাদের শুধু মুসলমান হওয়াই যথেষ্ট ছিল। পরিবারের মেয়েদের ক্ষেত্রে হিজরতের শর্ত আরোপ করার রহস্য সম্ভবত এই যে, পরিবারের মেয়েদের মধ্যে সাধারণত বংশগত কৌলিন্যের গর্ব ও অহমিকা বিদ্যমান থাকে। রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর সহধর্মিণী হওয়ার জন্য এটা সমীচীন নয়। হিজরতের শর্ত আরোপ করে এই গর্ব ও অহমিকার প্রতিকার করা হয়েছে। কারণ হিজরত কেবল সে নারীই করবে, যে আল্লাহ ও রাসূলের ভালোবাসাকে গোটা পরিবার, দেশ ও বিষয় সম্পত্তির ভালোবাসার উপর প্রাধান্য দিবে। এছাড়া হিজরতের সময় মানুষ নানাবিধ দুঃখ-কষ্টের সম্মুখীন হয় এবং আল্লাহর পথে সহ্য করা দুঃখ কষ্ট কর্ম সংশোধনে বিশেষ সহায়ক হয়ে থাকে।

https://e-ilm.weebly.com/

মোটকথা, এই যে, মাতৃ-পিতৃ কুলের মেয়েদেরকে বিবাহ করার বেলায় রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর জন্য একটি বিশেষ শর্ত ছিল। তা এই যে, সংশ্লিষ্ট মেয়েদেরকে মক্কা থেকে হিজরত করতে হবে।

চতুর্থ বিধান : وَامْرَاَةً مُّؤْمِنَةً اِنْ وَّهَبَتْ نَفْسَهَا لِلنَّبِيِّ اِنْ اَرَادَ النَّبِيُّ اَنْ يَّسْتَنْكِحَهَا خَالِصَةً لَّكَ مِنْ دُوْنِ الْمُؤْمِنِيْنَ অর্থাৎ, যদি কোনো মুসলমান মহিলা নিজেকে আপনার কাছে নিবেদন করে, অর্থাৎ, দেনমোহর ব্যতিরেকে আপনার বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হতে চায় এবং আপনিও তাকে বিবাহ করতে ইচ্ছুক হন, তবে আপনার জন্য দেনমোহর ব্যতীতও বিবাহ হালাল। এই বিধান বিশেষভাবে আপনার জন্য অন্য মু'মিনদের জন্য নয়।

উপরিউক্ত বিধান যে একান্তভাবে রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর বৈশিষ্ট্য তা বর্ণনা সাপেক্ষ নয়। কেননা, সাধারণ লোকের জন্য বিবাহে দেনমোহর অপরিহার্য শর্ত। এমনকি, বিবাহের সময় যদি কোনো নারী বলে, দেনমোহর নিব না কিংবা কোনো পুরুষ বলে, দেনমোহর দিব না এই শর্তে বিবাহ করছি, তবে তাদের এসব উক্তি ও শর্ত শরিয়তের আইনে অসার হবে বরং "মোহরে মিছল" ওয়াজিব হবে। একমাত্র রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর বিশেষ মর্যাদার পরিপ্রেক্ষিতে দেনমোহর ব্যতিরেকেই বিবাহ হালাল করা হয়েছে, যদি নারী দেনমোহর ব্যতীত বিবাহ করতে আগ্রহী হয়।

জ্ঞাতব্য : উপরিউক্ত বিধান অনুযায়ী রাসূলুল্লাহ ﷺ দেনমোহর ব্যতিরেকে কোনো বিবাহ করেছিলেন কি না, এ ব্যাপারে আলেমগণের মধ্যে মতভেদ রয়েছে। কেউ কেউ বলেন, এরূপ কোনো ঘটনা সংঘটিত হওয়ার প্রমাণ নেই। এ উক্তির সারকথা এই যে, তিনি কোনো মহিলাকে দেন মোহর ব্যতীত বিবাহ করেননি, পক্ষান্তরে কেউ কেউ এরূপ বিবাহ সপ্রমাণ করেছেন। –(রূহুল মা'আনী)

এই বিধানের সাথে সম্পৃক্ত خَالِصَةً لَّكَ বাক্যটিকে কেউ কেউ কেবল চতুর্থ বিধানের সাথেই বিশেষভাবে সম্পর্কযুক্ত বলেছেন। কিন্তু 'যমখশরী' প্রমুখ তাফসীরবিদ একে উল্লিখিত সকল বিধানের সাথে জুড়ে দিয়েছেন; অর্থাৎ সবগুলো বিধানই রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর বৈশিষ্ট্য। পরিশেষে বলা হয়েছে : لِكَيْلَا يَكُوْنَ عَلَيْكَ حَرَجٌ আপনার অসুবিধা দূরীকরণের উদ্দেশ্যে আপনার জন্য এসব বিশেষ বিধান দেওয়া হলো। উল্লিখিত বিশেষ বিধানসমূহের প্রথম বিধান হচ্ছে চারের অধিক পত্নী রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর জন্য হালাল এবং চতুর্থ বিধান হচ্ছে দেনমোহর ব্যতিরেকে বিবাহ করা হালাল। এই বিধানদ্বয়ের মধ্যে অসুবিধা দূরীকরণ এবং অতিরিক্ত সুবিধা দানের বিষয়টি বর্ণনা সাপেক্ষ নয়। কিন্তু অবশিষ্ট দ্বিতীয়, তৃতীয় ও পঞ্চম বিধানে বাহ্যত তাঁর উপর অতিরিক্ত কড়াকড়ি আরোপ করা হয়েছে, যার ফলে অসুবিধা আরো বৃদ্ধি পাওয়ার কথা। কিন্তু এতে ইঙ্গিত করা হয়েছে যে, যদিও বাহ্যত এসব কড়াকড়ি অসুবিধা বৃদ্ধি করে; কিন্তু এতে আপনার অনেক উপযোগিতার প্রতি লক্ষ্য রাখা হয়েছে। এসব কড়াকড়ি না থাকলে আপনি অনেক প্রতিকূলতার সম্মুখীন হতেন, যা মনোকষ্টের কারণ হতো। তাই অতিরিক্ত কড়াকড়ির মধ্যেও আপনার অসুবিধা দূরীকরণই উদ্দেশ্য।

পঞ্চম বিধান : আয়াতের مُؤْمِنَةً শব্দ থেকে বুঝা যায় তা এই যে, সাধারণ মুসলমানদের জন্য ইহুদি ও খ্রিস্টান নারীদেরকে বিবাহ করা কুরআনের বর্ণনা অনুযায়ী হালাল হলেও রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর জন্য হালাল নয়; বরং এ ক্ষেত্রে নারীর ঈমানদার হওয়া শর্ত।

রাসূলে কারীম ﷺ -এর উপরিউক্ত পাঁচটি বিশেষ বিধান বর্ণনা করার পর সাধারণ মুসলমানদের বিধান সংক্ষেপে বর্ণিত হয়েছে। বলা হয়েছে: قَدْ عَلِمْنَا مَا فَرَضْنَا عَلَيْهِمْ فِيْٓ اَزْوَاجِهِمْ وَمَا مَلَكَتْ اَيْمَانُهُمْ অর্থাৎ সাধারণ মুসলমানদের বিবাহের জন্য আমি যা ফরজ করেছি, তা আমি জানি-উদাহরণত : সাধারণ মুসলমানদের বিবাহ দেনমোহর ব্যতিরেকে হতে পারে না এবং ইহুদি ও খ্রিস্টান নারীদের সাথে তাদের বিবাহ হতে পারে। এরূপভাবে পূর্বোক্ত বিধানসমূহে যেসব কড়াকড়ি ও শর্ত রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর বিবাহের জন্য জরুরি, সেগুলো অন্যদের বেলায় প্রযোজ্য নয়।

অবশেষে বলা হয়েছে لِكَيْلَا يَكُوْنَ عَلَيْكَ حَرَجٌ অর্থাৎ বিবাহের ব্যাপারে আপনাকে এসব বিশেষ বিধান দেওয়ার কারণ অসুবিধা দূর করা। যেসব কড়াকড়ি ও শর্ত অন্য মুসলমানদের তুলনায় আপনার প্রতি অতিরিক্ত আরোপ করা হয়েছে, সেগুলোতে বাহ্যত এক প্রকার অসুবিধা থাকলেও এগুলোর অন্তর্নিহিত উপযোগিতা ও রহস্যের প্রতি লক্ষ্য করলে এগুলোও আপনার আত্মিক পেরেশানি ও মনোকষ্ট দূর করার উদ্দেশ্যেই আরোপিত হয়েছে।

এ পর্যন্ত বিবাহ সম্পর্কিত রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর পাঁচটি বিশেষ বিধান বর্ণিত হয়েছে। অতএব এগুলোর সাথে সম্পর্কযুক্ত আরো দুটি বিধান বর্ণিত হচ্ছে। উদাহরণত

https://e-ilm.weebly.com/

শব্দ বিশ্লেষণ :

يَلْقَوْنَهٗ : সীগাহ جَمْع مُذَكَّر غَائِبْ বহছ مُضَارِعْ مَعْرُوْف বাব سَمِعَ মাসদার لَقْیٌ মূলবর্ণ (ل - ق - ی) জিনস نَاقِص يَائِیّ অর্থ– তারা তার সাথে সাক্ষাত করবে।

دَاعِيًا : সীগাহ وَاحِدْ مُذَكَّرْ বহছ اِسْم فَاعِلْ مَنْصُوْب বাব نَصَرَ মাসদার اَلدَّعْوَةُ، اَلدُّعَاءُ মূলবর্ণ (د - ع - و) জিনস نَاقِص وَاوِیّ অর্থ– আহ্বানকারী।

بَشِّرْ : সীগাহ وَاحِدْ مُذَكَّر حَاضِرْ বহছ اَمْر حَاضِرْ مَعْرُوْف বাব تَفْعِيْل মাসদার تَبْشِيْر মূলবর্ণ (ب - ش - ر) জিনস صَحِيْح অর্থ– শুভ সংবাদ প্রদান করুন।

لَا تُطِعْ : সীগাহ وَاحِدْ مُذَكَّر حَاضِرْ বহছ نَهْی حَاضِرْ مَعْرُوْف বাব اِفْعَالْ মাসদার اِطَاعَةٌ মূলবর্ণ (ط - و - ع) জিনস اَجْوَاف وَاوِیّ অর্থ– কথা মানবেন না। অনুসরণ করো না।

دَعْ : সীগাহ وَاحِدْ مُذَكَّر حَاضِرْ বহছ اَمْر حَاضِرْ مَعْرُوْف বাব فَتَحَ মাসদার وَدْعٌ মূলবর্ণ (و - د - ع) জিনস مِثَال وَاوِیّ অর্থ– ভ্রূক্ষেপ করবেন না। তুমি ছেড়ে দাও।

نَكَحْتُمْ : সীগাহ جَمْع مُذَكَّر حَاضِرْ বহছ فِعْل مَاضِیْ مَعْرُوْف বাব فَتَحَ মাসদার نِكَاحٌ মূলবর্ণ (ن - ك - ح) জিনস صَحِيْح অর্থ– তোমরা বিবাহ কর। বিয়ে করেছ।

تَعْتَدُّوْنَهَا : সীগাহ جَمْع مُذَكَّر حَاضِرْ বহছ فِعْل مُضَارِعْ مَعْرُوْف বাব اِفْتِعَالْ মাসদার اِعْتِدَادٌ মূলবর্ণ (ع - د - د) জিনস مُضَاعَف ثُلَاثِیْ অর্থ– তোমরা গণনা করবে।

سَرِّحُوْهُنَّ : সীগাহ جَمْع مُذَكَّر حَاضِرْ বহছ اَمْر حَاضِرْ مَعْرُوْف বাব تَفْعِيْل মাসদার تَسْرِيْحٌ মূলবর্ণ (س - ر- ح) জিনস صَحِيْح অর্থ– তাদেরকে বিদায় করে দাও।

اَحْلَلْنَا : সীগাহ جَمْع مُتَكَلِّمْ বহছ فِعْل مَاضِیْ مَعْرُوْف বাব اِفْعَالْ মাসদার اِحْلَالٌ মূলবর্ণ (ح - ل - ل) জিনস مُضَاعَف ثُلَاثِی অর্থ– আমি হালাল করেছি।

اٰتَيْتَ : সীগাহ وَاحِدْ مُذَكَّر حَاضِرْ বহছ فِعْل مَاضِیْ مَعْرُوْف বাব اِفْعَالْ মাসদার اِيْتَاءٌ মূলবর্ণ (ا - ت - ی) জিনস মুরাক্কাব (مَهْمُوْز فَاء এবং نَاقِص يَائِیْ) অর্থ– আপনি প্রদান করেছেন।

اَفَاءَ : সীগাহ وَاحِدْ مُذَكَّر غَائِبْ বহছ فِعْل مَاضِیْ مَعْرُوْف বাব اِفْعَالْ মাসদার اِفَاءَةٌ মূলবর্ণ (ف - ی - ء) জিনস মুরাক্কাব (مَهْمُوْز لَامْ এবং اَجْوَف يَائِیْ) অর্থ– গণিমতের মালরূপে দান করেছেন।

وَهَبَتْ : সীগাহ وَاحِد مُؤَنَّث غَائِبْ বহছ فِعْل مَاضِیْ مَعْرُوْف বাব فَتَحَ মাসদার اَلْهِبَةُ মূলবর্ণ (و - ه - ب) জিনস مِثَال وَاوِیّ অর্থ– বিনা বিনিময়ে সমর্পণ করে।

বাক্য বিশ্লেষণ :

فَمَتِّعُوْهُنَّ وَسَرِّحُوْهُنَّ سَرَاحًا جَمِيْلًا : এখানে فَمَتِّعُوْهُنَّ শব্দটি হলো فِعْل اَمْر، فَاعِلْ ও مَفْعُوْل بِهٖ এবং اَلسَّرَاحُ আর مَفْعُوْل مُطْلَق হলো سَرَاحًا جَمِيْلًا। এর উপর عَطْف করা হয়েছে فَمَتِّعُوْهُنَّ কে وَسَرِّحُوْهُنَّ - اَلْجَمِيْلُ অর্থ হলো যেখানে ক্ষতির সম্ভাবনা নেই। –[ই'রাবুল কুরআন, খ. ৬, পৃ. ১৮৭]

https://e-ilm.weebly.com/

https://e-ilm.weebly.com/

৫১. এদের মধ্যে আপনি যাকে (যতদিন) ইচ্ছা (পালাক্রমে তার নিকট না গিয়ে) দূরে রাখতে পারেন, আর যাকে (যতদিন) ইচ্ছা আপনার নিকট রাখেন এবং যাদেরকে দূরে রেখেছিলেন তন্মধ্যে পুনরায় কাউকেও আহ্বান করেন, তাতে আপনার কোনো গুনাহ নেই; এতে অধিক আশা করা যায় যে, তাঁদের (আপনার পত্নীদের) চক্ষুসমূহ শীতল থাকবে এবং ব্যথিতমনা হবে না এবং যা কিছুই আপনি তাদেরকে দান করবেন তাতে তারা সকলেই সন্তুষ্ট থাকবে; আর আল্লাহ তা'আলা সমস্তই অবগত আছেন যা তোমাদের অন্তরে আছে; আর আল্লাহ তা'আলা মহাজ্ঞানী, পরম সহিষ্ণু।

تُرْجِىْ مَنْ تَشَآءُ مِنْهُنَّ وَتُـْٔوِىْٓ اِلَيْكَ مَنْ تَشَآءُ ؕ وَمَنِ ابْتَغَيْتَ مِمَّنْ عَزَلْتَ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكَ ؕ ذٰلِكَ اَدْنٰىٓ اَنْ تَقَرَّ اَعْيُنُهُنَّ وَلَا يَحْزَنَّ وَيَرْضَيْنَ بِمَآ اٰتَيْتَهُنَّ كُلُّهُنَّ ؕ وَاللّٰهُ يَعْلَمُ مَا فِىْ قُلُوْبِكُمْ ؕ وَكَانَ اللّٰهُ عَلِيْمًا حَلِيْمًا ﴿٥١﴾

৫২. এদের ব্যতীত আর অন্য কোনো নারী আপনার জন্য হালাল নয়, আর এটাও জায়েজ নয় যে, আপনি এ (বর্তমান) স্ত্রীগণের পরিবর্তে অন্য স্ত্রীগণকে গ্রহণ করেন, (অবশ্য পরিবর্তন ছাড়া অন্য স্ত্রী গ্রহণ করা বা এদের কাউকেও তালাক দেওয়া না-জায়েজ নয়) যদিও তাদের (সে অন্য স্ত্রীলোকদের) সৌন্দর্য আপনার মনঃপূত হয়, কিন্তু ঐ স্ত্রীলোক, যে আপনার মালিকানাধীন হয়; এবং আল্লাহ্ তা'আলা প্রত্যেক বস্তুর (তত্ত্ব ও যৌক্তিকতার) সুপর্যবেক্ষক।

لَا يَحِلُّ لَكَ النِّسَآءُ مِنْۢ بَعْدُ وَلَآ اَنْ تَبَدَّلَ بِهِنَّ مِنْ اَزْوَاجٍ وَّلَوْ اَعْجَبَكَ حُسْنُهُنَّ اِلَّا مَا مَلَكَتْ يَمِيْنُكَ ؕ وَكَانَ اللّٰهُ عَلٰى كُلِّ شَىْءٍ رَّقِيْبًا ﴿٥٢﴾ ع

শাব্দিক অনুবাদ :

৫১. تُرْجِىْ مَنْ تَشَآءُ আপনি যাকে ইচ্ছা দূরে রাখতে পারেন مِنْهُنَّ এদের মধ্যে وَتُـْٔوِىْٓ اِلَيْكَ مَنْ تَشَآءُ আর যাকে ইচ্ছা
আপনার নিকট রাখেন وَمَنِ ابْتَغَيْتَ এবং পুনরায় কাউকেও আহ্বান করেন مِمَّنْ عَزَلْتَ যাদেরকে দূরে রেখেছিলেন
فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكَ তাতে আপনার কোনো গুনাহ নেই ذٰلِكَ اَدْنٰىٓ এতে অধিক আশা করা যায় যে اَنْ تَقَرَّ اَعْيُنُهُنَّ
তাদের চক্ষুসমূহ শীতল থাকবে وَلَا يَحْزَنَّ এবং ব্যথিতমনা হবে না وَيَرْضَيْنَ এবং তারা সকলেই সন্তুষ্ট থাকবে بِمَآ
اٰتَيْتَهُنَّ كُلُّهُنَّ যা কিছু আপনি তাদেরকে দান করবেন তাতে وَاللّٰهُ يَعْلَمُ, আল্লাহ তা'আলা সমস্তই অবগত আছেন
مَا فِىْ قُلُوْبِكُمْ যা তোমাদের অন্তরে আছে وَكَانَ اللّٰهُ عَلِيْمًا حَلِيْمًا আর আল্লাহ তা'আলা মহাজ্ঞানী পরম সহিষ্ণু।

৫২. لَا يَحِلُّ لَكَ النِّسَآءُ مِنْۢ بَعْدُ এদের ব্যতীত আর অন্য কোনো নারী আপনার জন্য হালাল নয় وَلَآ اَنْ تَبَدَّلَ بِهِنَّ مِنْ
اَزْوَاجٍ আর এটাও জায়েজ নয় যে, আপনি এই স্ত্রীগণের পরিবর্তে অন্য স্ত্রীগণকে গ্রহণ করেন وَّلَوْ اَعْجَبَكَ حُسْنُهُنَّ
যদিও তাদের সৌন্দর্য আপনার মনঃপুত হয় اِلَّا مَا مَلَكَتْ يَمِيْنُكَ কিন্তু ঐ স্ত্রীলোক যে আপনার মালিকানাধীন হয় وَكَانَ
اللّٰهُ عَلٰى كُلِّ شَىْءٍ رَّقِيْبًا এবং আল্লাহ তা'আলা প্রত্যেক বস্তুর সুপর্যবেক্ষক।

يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَا تَدْخُلُوْا بُيُوْتَ النَّبِيِّ اِلَّآ اَنْ يُّؤْذَنَ لَكُمْ اِلٰى طَعَامٍ غَيْرَ نٰظِرِيْنَ اِنٰىهُ ۙ وَلٰكِنْ اِذَا دُعِيْتُمْ فَادْخُلُوْا فَاِذَا طَعِمْتُمْ فَانْتَشِرُوْا وَلَا مُسْتَاْنِسِيْنَ لِحَدِيْثٍ ۭ اِنَّ ذٰلِكُمْ كَانَ يُؤْذِي النَّبِيَّ فَيَسْتَحْيٖ مِنْكُمْ ۡ وَاللّٰهُ لَا يَسْتَحْيٖ مِنَ الْحَقِّ ۭ وَاِذَا سَاَلْتُمُوْهُنَّ مَتَاعًا فَسْـَٔـلُوْهُنَّ مِنْ وَّرَاۗءِ حِجَابٍ ۭ ذٰلِكُمْ اَطْهَرُ لِقُلُوْبِكُمْ وَقُلُوْبِهِنَّ ۭ وَمَا كَانَ لَكُمْ اَنْ تُؤْذُوْا رَسُوْلَ اللّٰهِ وَلَآ اَنْ تَنْكِحُوْٓا اَزْوَاجَهٗ مِنْۢ بَعْدِهٖٓ اَبَدًا ۭ اِنَّ ذٰلِكُمْ كَانَ عِنْدَ اللّٰهِ عَظِيْمًا ﴿٥٣﴾

৫৩. হে মু'মিনগণ! তোমরা নবীর গৃহসমূহে প্রবেশ করো না, কিন্তু যখন তোমাদেরকে আহারের জন্য অনুমতি দেওয়া হয়, (তখনো) এরূপে (প্রবেশ হওয়া আবশ্যক) যে, তা (খাদ্য) তৈরির প্রতীক্ষায় না থাকতে হয়, অবশ্য যখন তোমাদেরকে (খাওয়ার জন্য) ডাকা হবে, তখন প্রবেশ কর; অতঃপর যখন আহার সমাপ্ত কর, তখন উঠে চলে যেও এবং কথোপকথনে লিপ্ত হয়ে বসে থেকো না; এটা নবীর পক্ষে কষ্টকর হয়ে থাকে, কিন্তু তিনি তোমাদের কে উঠিয়ে দিতে সংকোচ বোধ করেন, আর আল্লাহ তা'আলা পরিষ্কার কথা বলতে লজ্জাবোধ করেন না; আর যখন তোমরা তাঁদের নিকট কিছু চাবে, তখন পর্দার অন্তরাল হতে চাও; এটা তোমাদের অন্তরসমূহ ও তাঁদের অন্তরসমূহ পবিত্র থাকার উত্তম উপায় এবং তোমাদের পক্ষে জায়েজ নয় যে, রাসূলুল্লাহকে কষ্ট দাও এবং এটাও জায়েজ নয় যে, তোমরা তাঁর পর কখনো তাঁর বিবিগণকে বিবাহ কর; এটা আল্লাহর নিকট অতীব গুরুতর ব্যাপার।

اِنْ تُبْدُوْا شَيْـًٔا اَوْ تُخْفُوْهُ فَاِنَّ اللّٰهَ كَانَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيْمًا ﴿٥٤﴾

৫৪. (এবং এ সম্পর্কে মুখে কিছু প্রকাশ করা কিংবা অন্তরে ইচ্ছা পোষণ করাও পাপ।) যদি তোমরা (এ সম্বন্ধে) কোনো কিছু প্রকাশ কর, কিংবা তা গোপন রাখ, তবে আল্লাহ (এতদুভয়সহ) প্রত্যেক বিষয়েই খুব অবগত আছেন।

শাব্দিক অনুবাদ :

৫৩. يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا হে মু'মিনগণ لَا تَدْخُلُوْا بُيُوْتَ النَّبِيِّ তোমরা নবীর গৃহসমূহে প্রবেশ করো না اِلَّآ اَنْ يُّؤْذَنَ لَكُمْ কিন্তু যখন তোমাদেরকে অনুমতি দেওয়া হয় اِلٰى طَعَامٍ আহারের জন্য غَيْرَ نٰظِرِيْنَ اِنٰىهُ এরূপে যে, তা তৈরির প্রতীক্ষায় না থাকতে হয় وَلٰكِنْ اِذَا دُعِيْتُمْ অবশ্য যখন তোমাদেরকে (খাওয়ার জন্য) ডাকা হবে فَادْخُلُوْا তখন প্রবেশ করো فَاِذَا طَعِمْتُمْ অতঃপর যখন আহার সমাপ্ত কর فَانْتَشِرُوْا তখন উঠে চলে যেও وَلَا مُسْتَاْنِسِيْنَ لِحَدِيْثٍ এবং কথোপকথনে লিপ্ত হয়ে বসে থেকো না اِنَّ ذٰلِكُمْ كَانَ يُؤْذِي النَّبِيَّ এটা নবীর পক্ষে কষ্টকর হয়ে থাকে فَيَسْتَحْيٖ مِنْكُمْ কিন্তু তিনি তোমাদের কে উঠিয়ে দিতে সংকোচ বোধ করেন وَاللّٰهُ لَا يَسْتَحْيٖ مِنَ الْحَقِّ আর আল্লাহ তা'আলা পরিষ্কার কথা বলতে লজ্জাবোধ করেন না وَاِذَا سَاَلْتُمُوْهُنَّ مَتَاعًا আর যখন তোমরা তাদের নিকট কিছু চাবে فَسْـَٔـلُوْهُنَّ مِنْ وَّرَاۗءِ حِجَابٍ তখন পর্দার অন্তরাল থেকে চাও ذٰلِكُمْ اَطْهَرُ لِقُلُوْبِكُمْ وَقُلُوْبِهِنَّ এটা তোমাদের অন্তরসমূহ ও তাদের অন্তরসমূহ পবিত্র থাকার উত্তম উপায় وَمَا كَانَ لَكُمْ এবং তোমাদের পক্ষে জায়েজ নয় اَنْ تُؤْذُوْا رَسُوْلَ اللّٰهِ রাসূলুল্লাহকে কষ্ট দাও وَلَآ اَنْ تَنْكِحُوْٓا اَزْوَاجَهٗ এবং এটাও জায়েজ নয় যে, তোমরা তাঁর বিবিগণকে বিবাহ কর مِنْۢ بَعْدِهٖٓ তাঁর পর اَبَدًا কখনো اِنَّ ذٰلِكُمْ كَانَ عِنْدَ اللّٰهِ عَظِيْمًا এটা আল্লাহর নিকট অতীব গুরুতর ব্যাপার।

৫৪. اِنْ تُبْدُوْا شَيْـًٔا যদি তোমরা কোনো কিছু প্রকাশ কর اَوْ تُخْفُوْهُ কিংবা তা গোপন রাখ فَاِنَّ اللّٰهَ كَانَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيْمًا তবে আল্লাহ প্রত্যেক বিষয়েই খুব অবগত আছেন।

https://e-ilm.weebly.com/

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

تُرْجِىْ مَنْ تَشَاءُ مِنْهُنَّ وَتُـْٔوِىْٓ اِلَيْكَ مَنْ تَشَاءُ وَمَنِ ابْتَغَيْتَ مِمَّنْ عَزَلْتَ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكَ ذٰلِكَ اَدْنٰىٓ اَنْ تَقَرَّ اَعْيُنُهُنَّ وَلَا يَحْزَنَّ وَيَرْضَيْنَ بِمَآ اٰتَيْتَهُنَّ كُلُّهُنَّ وَاللّٰهُ يَعْلَمُ مَا فِىْ قُلُوْبِكُمْ وَكَانَ اللّٰهُ عَلِيْمًا حَلِيْمًا [৫১]

শানে নুযূল : ইমাম বুখারী ও মুসলিম হযরত আয়েশা সিদ্দীকা (রা.)-এর উদ্ধৃতি দিয়ে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেন, যে সকল মহিলারা মহর ব্যতিরেকে রাসূল ﷺ-কে তার নিজেকে নিজে হেবা করে দিয়েছিল, তাদেরকে আমি বলতাম, মহিলারা মহর ছাড়া নিজকে নিজে কোনো পুরুষের হাতে তুলে দেওয়াকে লজ্জা বোধ করে না! এ পরিপ্রেক্ষিতে আলোচ্য আয়াত নাজিল হয়েছে। তখন আমি বললাম, আল্লাহর কসম! আল্লাহ্ তা'আলা আমার বাসনা খুব দ্রুত পূর্ণ করে দেন।
–[কুরতুবী ১৮/৯/১৪, ইবনে কাছীর ৫১৭/৩]

আলোচ্য আয়াত পরবর্তী আয়াত لَا يَحِلُّ لَكَ النِّسَاءُ -এর হুকুম রহিত করে দিয়েছে। তা সত্ত্বেও রাসূল ﷺ পরবর্তীতে আর অন্য কোনো বিবাহ করেননি।

لَا يَحِلُّ لَكَ النِّسَاءُ مِنْ بَعْدُ وَلَآ اَنْ تَبَدَّلَ بِهِنَّ مِنْ اَزْوَاجٍ وَّلَوْ اَعْجَبَكَ حُسْنُهُنَّ اِلَّا مَا مَلَكَتْ يَمِيْنُكَ وَكَانَ اللّٰهُ عَلٰى كُلِّ شَىْءٍ رَّقِيْبًا [৫২]

শানে নুযূল : হযরত রাসূলে আকরাম ﷺ আজওয়াজে মুত্বাহারাতগণকে যখন জাগতিক চাক-চিক্য অবলম্বন করা এবং আল্লাহ্ ও তদ্বীয় রাসূলকে গ্রহণ করার মধ্যে নিজেদেরকে স্বাধীনতা দিয়েছিলেন, তখন তারা সকলেই দ্বিধাহীনভাবে আল্লাহ ও তদ্বীয় রাসূলকেই গ্রহণ করেন। সেই পরিপ্রেক্ষিতে আলোচ্য আয়াতাংশ অবতরণ করে অন্য বিবাহ নিষিদ্ধ করা হয়েছিল। কিন্তু পরবর্তীতে আলোচ্য আয়াতের হুকুম রহিত হয়ে যায়। আর তা রহিতকারী হলো পূর্ববর্তী ৫১ নং আয়াত।
–[ইবনে কাছীর ৫১৮/৩]

وَلَآ اَنْ تَبَدَّلَ بِهِنَّ مِنْ اَزْوَاجٍ وَّلَوْ اَعْجَبَكَ حُسْنُهُنَّ اِلَّا مَا مَلَكَتْ يَمِيْنُكَ وَكَانَ اللّٰهُ عَلٰى كُلِّ شَىْءٍ رَّقِيْبًا [৫২]

শানে নুযূল : দারা কুতনী হযরত আবূ হুরায়রা (রা.)-এর উদ্ধৃতি দিয়ে বর্ণনা করেন যে, জাহিলিয়্যা যুগে একটি প্রথা ছিল। তারা একজন অন্য একজনকে বলত তুমি আমাকে তোমার স্ত্রী দিয়ে দাও আর আমি তোমাকে আমার স্ত্রী দিয়ে পরিবর্তন করে নেই। তখন আল্লাহ তা'আলা আলোচ্য আয়াতাংশ নাজিল করে সে নির্লজ্জ প্রথাকে হারাম ও নিষিদ্ধ করে দেন।
–[ইবনে কাছীর ৫১৯/৩, কুরতুবী ১৯৪/১৪, ফতুহুল কাদীর ২৯৬/৪]

يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَا تَدْخُلُوْا بُيُوْتَ النَّبِىِّ اِلَّآ اَنْ يُّؤْذَنَ لَكُمْ اِلٰى طَعَامٍ غَيْرَ نٰظِرِيْنَ اِنٰىهُ وَلٰكِنْ اِذَا دُعِيْتُمْ فَادْخُلُوْا فَاِذَا طَعِمْتُمْ فَانْتَشِرُوْا وَلَا مُسْتَاْنِسِيْنَ لِحَدِيْثٍ ۚ اِنَّ ذٰلِكُمْ كَانَ يُؤْذِى النَّبِىَّ فَيَسْتَحْىٖ مِنْكُمْ وَاللّٰهُ لَا يَسْتَحْىٖ مِنَ الْحَقِّ ۚ وَاِذَا سَاَلْتُمُوْهُنَّ مَتَاعًا فَسْــَٔلُوْهُنَّ مِنْ وَّرَآءِ حِجَابٍ ۚ ذٰلِكُمْ اَطْهَرُ لِقُلُوْبِكُمْ وَقُلُوْبِهِنَّ ۚ وَمَا كَانَ لَكُمْ اَنْ تُؤْذُوْا رَسُوْلَ اللّٰهِ وَلَآ اَنْ تَنْكِحُوْٓا اَزْوَاجَهٗ مِنْۢ بَعْدِهٖٓ اَبَدًا ۚ اِنَّ ذٰلِكُمْ كَانَ عِنْدَ اللّٰهِ عَظِيْمًا [৫৩]

শানে নুযূল : ১. হযরত আনাস বিন মালেক (রা.) কর্তৃক বর্ণিত রয়েছে, তিনি বলেন, হযরত রাসূলে আকরাম ﷺ যয়নব বিনতে জাহাশ (রা.)-কে যখন বিবাহ করলেন, তখন রাসূল ﷺ ওলীমা খাওয়ানোর দাওয়াত দিলেন। অতঃপর খাবার শেষে মানুষেরা বসে বসে গল্প করতে থাকে। রাসূল ﷺ সেখান থেকে চলে যেতে চান কিন্তু তারা উঠছে না। রাসূল ﷺ অবস্থা এমন দেখে তিনি নিজেই স্থান ত্যাগ করে চলে গেলেন। ফলে অন্যরাও চলে গেল, কিন্তু তিনজন বসেই রইল। পরক্ষণে রাসূল ﷺ ভিতরে গমন করতে ইচ্ছে করেন, তখন তারাও বসে রইল। অতঃপর তারা যখন চলে গেল আমি গিয়ে রাসূল ﷺ-কে খবর দিলাম, তখন রাসূল ﷺ এসে ঘরে প্রবেশ করলেন। আমিও সাথে সাথে প্রবেশ করতে ইচ্ছে করলাম। তখনই রাসূল ﷺ এবং আমার মাঝে তিনি পর্দা টেনে দিলেন। সে পরিপ্রেক্ষিতে আল্লাহ তা'আলা আলোচ্য আয়াত নাজিল করেন। –[ইবনে কাছীর ৫২০/৩, রুহুল মা'আনী ৬৭/২২-১১ কুরতুবী ১৯৮/১৪]

শানে নুযূল : ২. হযরত আয়েশা সিদ্দীকা (রা.) ও অন্যান্যদের মতে আলোচ্য আয়াত নাজিল হবার কারণ হচ্ছে যে, হযরত ওমর (রা.) বলেছিলেন, হে আল্লাহর রাসূল! আপনার স্ত্রীগণের সামনে দুষ্ট ও খারাপ চরিত্রের লোকেরাও আসে। তাদেরকে পর্দা করার জন্য যদি আদেশ করতেন, তাহলে ভালো হতো। এ পরিপ্রেক্ষিতে আলোচ্য আয়াত নাজিল হয়েছে।
–[কুরতুবী : ১৯৮/১৪]

https://e-ilm.weebly.com/

শানে নুযূল : ৩. হযরত আয়েশা সিদ্দীকা (রা.) হতে আরো বর্ণিত রয়েছে যে, হযরত নবী করীম ﷺ -এর স্ত্রীগণও প্রথানুযায়ী মানবীয় প্রয়োজনাদী সেরে আসার জন্য রাতে বের হতেন। সে জন্য হযরত ওমর (রা.) রাসূল ﷺ-কে পরামর্শ দিলেন, আয্ওয়াজে মুতাহ্হারাতকে যেন পর্দা করা হয়। তবে রাসূল ﷺ তা গ্রহণ করা হতে বিরত থাকেন। নবী করীম ﷺ -এর স্ত্রী হযরত সাওদা বিনতে যুম'আ কোনো এক রাতে এশার সময় বের হন। তিনি সাধারণত লম্বা আকৃতির ছিলেন। তখন হযরত ওমর (রা.) উচ্চৈঃস্বরে তাঁকে লক্ষ্য করে বললেন, হে সাওদা! আমি কিন্তু চিনে ফেলেছি। তার উদ্দেশ্য ছিল যাতে করে পর্দার বিধান আরোপিত করা হয়। অতঃপর সে পরিপ্রেক্ষিতে আল্লাহ তা'আলা পর্দার বিধান সম্বলিত আলোচ্য আয়াত নাজিল করেন। –[তাবারী : ৩২৬/১০]

শানে নুযূল : ৪. হযরত ইবনে মাসউদ (রা.) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, হযরত ওমর (রা.) হযরত নবী করীম ﷺ-এর স্ত্রীগণকে পর্দা করার জন্য পরামর্শ দিলেন। এরই পরিপ্রেক্ষিতে হযরত যয়নব (রা.) বললেন, হে ইবনে খাত্তাব! তুমিতো পর্দার জন্য আমাদেরকে লজ্জা দিচ্ছ অথচ আমাদের ঘরেই তো ওহী নাজিল হচ্ছে? সে পরিপ্রেক্ষিতে আল্লাহ তা'আলা আলোচ্য আয়াতাংশ নাজিল করেন। –[তাবারী ৩২৬/১০]

শানে নুযূল : ৫. ইমাম বুখারী ও নাসায়ী প্রমুখ হযরত আয়েশা সিদ্দীকা (রা.)-এর উদ্ধৃতি দিয়ে বর্ণনা করেন যে, তিনি রাসূল ﷺ-এর সাথে একত্রে খানা খেতেন কখনো কোনো সাহাবী এসে খাবারে অংশ গ্রহণ করতেন। খাবার খাওয়ার সময়ে কোনো একজন সাহাবীর আঙ্গুল হযরত আয়েশা সিদ্দীকা (রা.)-এর হাতে লেগে গেল। রাসূল ﷺ-এর নিকট তা অত্যন্ত অপছন্দনীয় বলে মনে হলো। তখন وَاِذَا سَاَلْتُمُوْهُنَّ مَتَاعًا فَسْئَلُوْهُنَّ مِنْ وَّرَاءِ حِجَابٍ আয়াতাংশ নাজিল হয়। –[রুহুল মা'আনী ৭২/২২/১১]

শানে নুযূল : ৬. ইকরিমা হযরত ইবনে আব্বাস (রা.)-এর উদ্ধৃতি দিয়ে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেন, কোনো এক ব্যক্তি অভিলাষ ব্যক্ত করেছিল যে, মুহাম্মদ ﷺ যদি ইন্তেকাল করেন, তাহলে তাঁর স্ত্রীগণ থেকে কোনো এক স্ত্রীকে আমি বিবাহ করব। একথা বলে সে নামও উল্লেখ করে। একথা রাসূল ﷺ শুনতে পেয়ে অত্যন্ত ব্যথিত হলেন। সে পরিপ্রেক্ষিতে আল্লাহ তা'আলা وَمَا كَانَ لَكُمْ اَنْ تُؤْذُوْا رَسُوْلَ اللّٰهِ আয়াতাংশ নাজিল করেন।

–[ইবনে কাছীর ৫২২/৩, তাবারী ৩২৬/১০, কুরতুবী ২০২/১৪]

ষষ্ঠ বিধান : تُرْجِىْ مَنْ تَشَاءُ مِنْهُنَّ وَتُؤْوِىْٓ اِلَيْكَ مَنْ تَشَاءُ শব্দটি اِرْجَاءٌ থেকে উদ্ভূত। অর্থ পিছনে রাখা এবং تُؤْوِىْ শব্দটি اِيْوَاءٌ থেকে উদ্ভূত। এর অর্থ নিকটে আনা। আয়াতের অর্থ এই যে, আপনি বিবিগণের মধ্য থেকে যাকে ইচ্ছা দূরে সরিয়ে রাখতে পারেন এবং যাকে ইচ্ছা কাছে রাখতে পারেন। এটা রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর জন্য বিশেষ বিধান। সাধারণ উম্মতের মধ্যে কোনো ব্যক্তির একাধিক পত্নী থাকলে সকলের মধ্যে সমতা বিধান জরুরি এবং বৈষম্যমূলক আচরণ করা হারাম। সমতার অর্থ ভরণ-পোষণে ও রাত্রি যাপনে সমতা করা। অর্থাৎ প্রত্যেক স্ত্রীর সাথে সমান সংখ্যক রাত্রি যাপন করতে হবে, কম-বেশি করা হারাম। কিন্তু এ ব্যাপারে রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে পূর্ণ ক্ষমতা দান করে পত্নীদের মধ্যে সমতা বিধান করা থেকে মুক্ত রাখা হয়েছে এবং আয়াতের শেষে আরো ক্ষমতা দেওয়া হয়েছে যে, আপনি যে পত্নীকে একবার দূরে রাখার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন, ইচ্ছা করলে তাকে পুনরায় কাছে রাখতে পারেন। وَمَنِ ابْتَغَيْتَ مِمَّنْ عَزَلْتَ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكَ বাক্যের অর্থও তাই।

আল্লাহ তা'আলা রাসূলে কারীম ﷺ -এর সম্মানার্থে তাঁকে পত্নীদের মধ্যে সমতা বিধান করার হুকুম থেকে মুক্ত রেখেছেন। কিন্তু রাসূলুল্লাহ ﷺ এই ব্যতিক্রম ও অনুমতি সত্ত্বেও কার্যত সর্বদা সমতা বজায় রেখেছেন।

ইমাম আবূ বকর জাসসাস বলেন, হাদীস থেকে এ কথাই জানা যায় যে, আলোচ্য আয়াত অবতীর্ণ হওয়ার পরও রাসূলুল্লাহ ﷺ বিবিগণের মধ্যে সমতা রক্ষামূলক আচরণের প্রতি সর্বদা লক্ষ্য রাখতেন। অতঃপর ইমাম জাসসাস স্বীয় সনদ সহকারে মুসনাদে আহমদ, তিরমিযী, নাসায়ী, আবূ দাউদ ইত্যাদি কিতাবে বর্ণিত হযরত আয়েশা (রা.) থেকে এ হাদীস উল্লেখ করেছেন।

كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقْسِمُ فَيَعْدِلُ فَيَقُوْلُ اَللّٰهُمَّ هٰذَا قَسْمِىْ فِيْمَا اَمْلِكُ فَلَا تَلُمْنِىْ فِيْمَا لَا اَمْلِكُ قَالَ اَبُوْ دَاؤُدَ يَعْنِىْ الْقَلْبَ

রাসূলুল্লাহ ﷺ সকল পত্নীর মধ্যে সমতা বিধান করতেন এবং এই দোয়া করতেন, ইয়া আল্লাহ! যে বিষয়ে আমার ইখতিয়ার আছে, তাতে আমি সমতা বিধান করলাম, (অর্থাৎ ভরণ-পোষণ ও রাত্রি যাপন) কিন্তু যে ব্যাপারে আমার ইখতিয়ার নেই, সে ব্যাপারে আমাকে তিরস্কার করবেন না (অর্থাৎ আন্তরিক ভালোবাসা কারো প্রতি বেশি এবং কারো প্রতি কম থাকার ব্যাপারে আমার ইখতিয়ার নেই)।

https://e-ilm.weebly.com/

সহীহ্ বুখারীর রেওয়ায়েতে হযরত আয়েশা (রা.) বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ পত্নীদের কাছে যাওয়ার ব্যাপারে পালা নির্দিষ্ট করে রেখেছিলেন। সেই পালা অনুযায়ী কোনো পত্নীর কাছে যাওয়ার ব্যাপারে কোনো ওজর দেখা দিলে তিনি তার কাছ থেকে অনুমতি গ্রহণ করতেন। অথচ সে সময়ে تُؤْوِيْٓ اِلَيْكَ আয়াতখানি অবতীর্ণ হয়ে গিয়েছিল, যাতে পত্নীদের মধ্যে সমতা বিধানের দায়িত্ব থেকে তাঁকে অব্যাহতি দেওয়া হয়েছিল। এ হাদীসটিও হাদীস গ্রন্থসমূহে সুবিদিত যে, ওফাতের পূর্বে রুগ্নাবস্থায় প্রত্যহ পত্নীগণের গৃহে গমন করা তাঁর পক্ষে কঠিন হয়ে গেলে তিনি সকলের কাছ থেকে অনুমতি নিয়ে হযরত আয়েশা (রা.)-এর গৃহে শয্যা গ্রহণ করেছিলেন।

পয়গম্বরগণ বিশেষত রাসূলে কারীম ﷺ -এর অভ্যাস এটাই ছিল যে, যেসব কাজে আল্লাহ তা'আলার পক্ষ থেকে তাঁকে তাঁরই সুবিধার্থে 'রুখসত' তথা অব্যাহতি দান করা হতো, আল্লাহ তা'আলার কৃতজ্ঞতা প্রকাশস্বরূপ তিনি সেসব কাজে 'আজীমত' পালন করে সুবিধা ভোগ করা থেকে বিরত থাকতেন এবং 'রুখসত' অর্থাৎ অব্যাহতিকে কেবল প্রয়োজনের মুহূর্তেই ব্যবহার করতেন।

ذٰلِكَ اَدْنٰٓى اَنْ تَقَرَّ اَعْيُنُهُنَّ وَلَا يَحْزَنَّ وَيَرْضَيْنَ এতে রাসূলুল্লাহ ﷺ -কে পত্নীগণের মধ্যে সমতা বিধানের আদেশ থেকে অব্যহতি দান এবং তাঁকে সর্বপ্রকার ক্ষমতাদানের কারণ ও রহস্য বর্ণিত হয়েছে। এর রহস্য এই যে, এতে সকল পত্নীর চক্ষুশীতল ও মন সন্তুষ্ট থাকবে এবং তাঁরা যা পাবেন, তা নিয়েই সন্তুষ্ট থাকবেন।

এখানে প্রশ্ন হতে পারে যে, এই বিধান তো বাহ্যত পত্নীগণের পছন্দ ও বাসনার বিপরীত হওয়ার কারণে তাদের মর্মবেদনার কারণ হতে পারে। একে পত্নীগণের সন্তুষ্টির কারণ কিরূপে আখ্যায়িত করা হলো? এর জবাব তাফসীরের সারসংক্ষেপে বর্ণিত হয়েছে যে, প্রকৃতপক্ষে অধিকারই অসন্তুষ্টির আসল কারণ হয়ে থাকে। কারো কাছে কিছু পাওনা থাকলে সে যদি তা আদায় করতে ত্রুটি করে তবেই পাওনাদার দুঃখকষ্টের সম্মুখীন হয়। কিন্তু যার কাছে কারো কোনো পাওনা নেই, সে যদি সামান্য দয়াও প্রদর্শন করে, তবে প্রতিপক্ষ খুবই আনন্দিত হয়। এখানেও যখন বলা হয়েছে যে, পত্নীগণের মধ্যে সমতা বিধান করা রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর জন্য জরুরি নয়; বরং তিনি এ ব্যাপারে স্বাধীন, তখন তিনি যে পত্নীকে যতটুকু মনোযোগ ও সঙ্গ দান করবেন, তাকে সে এক মহা অনুগ্রহ ও দান মনে করে সন্তুষ্ট হবে।

অবশেষে বলা হয়েছে : وَاللّٰهُ يَعْلَمُ مَا فِيْ قُلُوْبِكُمْ وَكَانَ اللّٰهُ عَلِيْمًا حَلِيْمًا অর্থাৎ, আল্লাহ তা'আলা জানেন তোমাদের অন্তরে কি আছে। তিনি সর্বজ্ঞ প্রজ্ঞাময়। উল্লিখিত আয়াতসমূহে এ পর্যন্ত রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর বিবাহের সাথে কোনো না কোনো দিক দিয়ে সম্পর্ক রাখে, এরূপ বিধানসমূহ বিধৃত হয়েছে। এরপরও এমনি ধরনের কতক বিধান বর্ণিত হবে। মধ্যস্থলে এ আয়াতে বলা হয়েছে যে, আল্লাহ তা'আলা তোমাদের অন্তরে যা আছে তা জানেন এবং তিনি সর্বজ্ঞ, প্রজ্ঞাময়। বাহ্যত পূর্ববর্তী ও পরবর্তী বিষয়বস্তুর সাথে একথা কোনো সম্পর্ক রাখে না। রুহুল মা'আনীতে বলা হয়েছে– বর্ণিত বিধানসমূহের মধ্যে রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর জন্য চারের অধিক পত্নী গ্রহণের অনুমতি এবং দেনমোহর ব্যতিরেকে বিবাহের অনুমতি দেখে কারো মনে শয়তানী কুমন্ত্রণা সৃষ্টি হওয়ার আশঙ্কা ছিল। তাই মধ্যস্থলে আলোচ্য আয়াত নির্দেশ দিয়েছে যে, মুসলমানরা যেন তাদের অন্তরকে এ ধরনের কুমন্ত্রণা থেকে বাঁচিয়ে রাখে এবং দৃঢ় বিশ্বাস রাখে যে, এসব বিশেষত্ব আল্লাহ তা'আলার পক্ষ থেকে, যা অনেক রহস্য ও উপযোগিতার উপর ভিত্তিশীল। এখানে কু-প্রবৃত্তি চরিতার্থ করার কোনো অবকাশ নেই।

রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর সংসারবিমুখ জীবন ও বহু বিবাহ : ইসলামের শত্রুরা সব সময় বহু বিবাহ বিশেষত রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর বহু বিবাহকে সমালোচনার বিষয়-বস্তুতে পরিণত করে ইসলাম বিরোধিতার প্রয়াস পেয়েছে। কিন্তু রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর সমগ্র জীবনালেখ্য সামনে রাখা হলে শয়তানও তাঁর রিসালাতের বিপক্ষে কথা বলার অবকাশ পায় না। তাঁর জীবনালেখ্যে প্রমাণিত আছে যে, তিনি সর্বপ্রথম বিবাহ করেন পঁচিশ বছর বয়সে হযরত খাদীজা (রা.)-কে, যিনি ছিলেন বিধবা, চল্লিশ বছর বয়স্কা ও সন্তানের জননী। এর আগে দুই স্বামীর ঘর করার পর তিনি রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর স্ত্রীরূপে আগমন করেছিলেন। অতঃপর রাসূলুল্লাহ ﷺ পঞ্চাশ বছরের বয়ঃক্রম পর্যন্ত এই বয়স্কা মহিলার সাথে সমগ্র যৌবন অতিবাহিত করেন। পঞ্চাশ বছরের এই বয়ঃক্রম মক্কাবাসীদের চোখের সামনে অতিবাহিত হয়। চল্লিশ বছর বয়সে নবুয়তের ঘোষণা প্রচারিত হওয়ার পর মক্কা নগরীতে তাঁর বিরোধিতার সূচনা হয়। বিরোধী পক্ষ তাঁর উপর নির্যাতনের এবং তাঁর ছিদ্রান্বেষণের চেষ্টার কোনো ত্রুটি রাখেনি। তাঁকে জাদুকর বলেছে, উন্মাদ বলেছে, কিন্তু পরম শত্রুর মুখে থেকেই কোনো সময় এমন কথা বের হয়নি, যা তাঁর আল্লাহভীতি ও চারিত্রিক পবিত্রতাকে সন্দেহযুক্ত করে দিতে পারে। পঞ্চাশোর্ধ বয়সে হযরত খাদীজা (রা.)-এর ওফাতের পর হযরত সওদা (রা.) তাঁর স্ত্রীরূপে আসেন তিনিও বিধবা ছিলেন।

https://e-ilm.weebly.com/

https://e-ilm.weebly.com/

এবং পরিবারের নারীদের মধ্যে মুসলমান হওয়ার সাথে সাথে হিজরত করাও শর্ত। যাদের মধ্যে এই শর্তদ্বয় অনুপস্থিত, তাদেরকে বিবাহ করা হালাল নয়। এই তাফসীর অনুযায়ী আলোচ্য বাক্যে কোনো নতুন বিধান ব্যক্ত হয়নি এবং পূর্বোক্ত বিধানেরই তাকীদ ও ব্যাখ্যা করা হয়েছে মাত্র। এ আয়াতের কারণে নয়জনের পর অন্য নারীকে বিবাহ করা হারাম হয়ে যায়নি; বরং মুমিন নয়, এমন নারীকে এবং হিজরত করেনি পরিবারের এমন নারীকে বিবাহ করা নিষিদ্ধ হয়েছে মাত্র। অবশিষ্ট নারীগণকে আরো বিবাহ করার ব্যাপারে তাঁর ইখতিয়ার বহাল রয়েছে। হযরত আয়েশা সিদ্দীকা (রা.)-এর এক রেওয়ায়েতে ও এই দ্বিতীয় তাফসীর সমর্থন করে যা দ্বারা বুঝা যায় যে, আরো বিবাহ করার অনুমতি ছিল।

وَلَا اَنْ تَبَدَّلَ بِهِنَّ مِنْ اَزْوَاجٍ আলোচ্য আয়াতের দ্বিতীয় তাফসীর অনুযায়ী এ বাক্যের সুস্পষ্ট অর্থ এই যে, বর্তমান স্ত্রীগণ ব্যতীত অন্য নারীদেরকে বর্ণিত শর্তাবলি সাপেক্ষে বিবাহ করা যদিও জায়েজ; কিন্তু এটা জায়েজ নয় যে, একজনকে তালাক দিয়ে তার স্থলে অন্যজনকে বহাল করবেন। অর্থাৎ নিছক পরিবর্তন মানসে কোনো বিবাহ বৈধ নয়। পরিবর্তনের নিয়ত ব্যতীত যত ইচ্ছা বিবাহ করতে পারেন।

পক্ষান্তরে প্রথম তাফসীর অনুযায়ী অর্থ এই হবে যে, বর্তমান পত্নী তালিকায় নতুন কোনো মহিলার সংযোজনও করতে পারবেন না এবং কাউকে পরিবর্তনও করতে পারবেন না। অর্থাৎ একজনকে তালাক দিয়ে তার স্থলে অন্যজনকে বিবাহ করতে পারবেন না।

আলোচ্য আয়াতসমূহে ইসলামি সামাজিকতার কতিপয় রীতি-নীতি ও বিধান বিবৃত হয়েছে। পূর্বোক্ত আয়াতসমূহের সাথে এর সম্পর্ক এই যে, এসব আয়াতে বর্ণিত রীতি-নীতিগুলো প্রথমে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর গৃহে ও তাঁর পত্নীগণের ব্যাপারে অবতীর্ণ হয়েছে; যদিও এগুলো তাঁর ব্যক্তি সত্তার সাথে বিশেষভাবে সম্পৃক্ত নয়। প্রথম বিধান খাওয়ার দাওয়াত ও মেহমানের কতিপয় রীতি-নীতি।

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَا تَدْخُلُوْا بُيُوْتَ النَّبِيِّ ..... وَلَا مُسْتَاْنِسِيْنَ لِحَدِيْثٍ আয়াতে দাওয়াত ও আপ্যায়ন সম্পর্কিত তিনটি রীতি-নীতি বর্ণিত হয়েছে। এগুলো সকল মুসলমানের জন্য ব্যাপকভাবে প্রযোজ্য; কিন্তু যে ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে অবতীর্ন হয়েছে, তা রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর গৃহে সংঘটিত হয়েছিল। তাই শিরোনামে بُيُوْتَ النَّبِيِّ উল্লেখ করা হয়েছে। প্রথম নীতি এই যে, নবী করীম ﷺ-এর গৃহে বিনা অনুমতিতে প্রবেশ করো না! বলা হয়েছে : لَا تَدْخُلُوْا بُيُوْتَ النَّبِيِّ اِلَّاۤ اَنْ يُّؤْذَنَ لَكُمْ দ্বিতীয় রীতি এই যে, প্রবেশের অনুমতি এমন কি, খাওয়ার দাওয়াত হলেও সময়ের পূর্বে উপস্থিত হয়ে আহার্য প্রস্তুতির অপেক্ষায় বসে থেকো না। غَيْرَ نٰظِرِيْنَ اِنٰهُ - نَاظِر শব্দের অর্থ এখানে অপেক্ষাকারী এবং انا শব্দের অর্থ খাদ্য রন্ধন করা। আয়াতে لَا تَدْخُلُوْا নিষেধাজ্ঞা থেকে দু'টি ব্যতিক্রম প্রকাশ করা হয়েছে; একটি اِلَّاۤ اَنْ يُّؤْذَنَ لَكُمْ-এর اِلَّا শব্দ দ্বারা এবং অপরটি غَيْر শব্দ দ্বারা। এর অর্থ এই যে, বিনা অনুমতিতে প্রবেশ করো না এবং সময়ের পূর্বে এসে খাদ্য রন্ধনের অপেক্ষায় বসে থেকো না; বরং যথাসময়ে আহ্বান করা হলে গৃহে প্রবেশ করবে। বলা হয়েছে– وَلٰكِنْ اِذَا دُعِيْتُمْ فَادْخُلُوْا

তৃতীয় রীতি এই যে, খাওয়া শেষে নিজ নিজ কাজে ছড়িয়ে পড়। পরস্পরে কথাবার্তা বলার জন্য গৃহে অনড় হয়ে বসে থেকো না। বলা হয়েছে : فَاِذَا طَعِمْتُمْ فَانْتَشِرُوْا وَلَا مُسْتَاْنِسِيْنَ لِحَدِيْثٍ

মাসআলা : এ রীতি সেই ক্ষেত্রে, যেখানে খাওয়ার পর দাওয়াতপ্রাপ্তদের বেশিক্ষণ বসে থাকা দাওয়াতকারীর জন্য কষ্টের কারণ হয়; যেমন সে একাজ সেরে অন্য কাজে মশগুল হতে চায় কিংবা তাদেরকে বিদায় দিয়ে অন্য মেহমানদেরকে খাওয়াতে চায়। উভয় অবস্থায় দাওয়াতপ্রাপ্তদের বসে থাকা তার জন্য কষ্টের কারণ হয়ে দাঁড়ায়। কিন্তু যেখানে সাধারণ অবস্থা ও নিয়মদৃষ্টে জানা যায় যে, আহারের পর দাওয়াতপ্রাপ্তদের বেশিক্ষণ বসে থাকা দাওয়াতকারীর জন্য কষ্টের কারণ হবে না, সেখানে এ রীতি প্রযোজ্য নয়। আজকালকার দাওয়াতসমূহে তাই প্রচলিত আছে। আয়াতের পরবর্তী বাক্য এর প্রমাণ, যাতে বলা হয়েছে : اِنَّ ذٰلِكُمْ كَانَ يُؤْذِى النَّبِىَّ فَيَسْتَحْىٖ مِنْكُمْ وَاللّٰهُ لَا يَسْتَحْىٖ مِنَ الْحَقِّ অর্থাৎ, আহারের পর কথাবার্তায় মশগুল হতে নিষেধ করার কারণ এই যে, এতে রাসূলুল্লাহ ﷺ কষ্ট অনুভব করতেন। কারণ, মেহমানদের খানাপিনার ব্যবস্থা অন্দরমহলে করা হতো। সেখানে মেহমানদের বেশিক্ষণ বসে থাকা যে কষ্টের কারণ, তা বর্ণনার অপেক্ষা রাখে না।

আয়াতে আরো বলা হয়েছে যে, মেহমানদের এই আচরণে যদিও রাসূলুল্লাহ ﷺ কষ্ট পেতেন; কিন্তু নিজ গৃহের মেহমান হওয়ার কারণে তাদেরকে শিষ্টাচার শিক্ষা দিতে সংকোচ বোধ করতেন। কিন্তু আল্লাহ তা'আলা সত্য প্রকাশে সংকোচ বোধ করেন না।

https://e-ilm.weebly.com/

https://e-ilm.weebly.com/

৩. নবী-পত্নীগণের মধ্যে যখন পারস্পরিক আত্মমর্যাদাবোধ ও ঈর্ষা মাথাচাড়া দিয়ে উঠল, তখন আমি বললাম, যদি রাসূলুল্লাহ ﷺ তোমাদেরকে তালাক দিয়ে দেন, তবে অসম্ভব নয় যে, আল্লাহ তা'আলা তোমাদের অপেক্ষা উত্তম পত্নী তাঁকে দান করবেন। অতঃপর ঠিক এই ভাষায়ই কুরআনের আয়াত অবতীর্ণ হয়ে গেল।"

জ্ঞাতব্য : হযরত ফারুকে আজম (রা.) -এর কথায় শিষ্টাচার লক্ষ্যণীয়। তিনি বাহ্যদৃষ্টিতে একথা বলতে চেয়েছিলেন, আমার পালনকর্তা তিনটি বিষয়ে আমার সাথে একই মতে পৌঁছেছেন।

সহীহ্ বুখারীতে হযরত আনাস (রা.) বর্ণিত দ্বিতীয় ঘটনা এই যে, হযরত আনাস (রা.) বলেন, পর্দার আয়াতের স্বরূপ সম্পর্কে আমি সর্বাধিক জ্ঞাত। কারণ, আমি ছিলাম এ ঘটনার প্রত্যক্ষদর্শী। হযরত জয়নব বিনতে জাহাশ (রা.) বিবাহের পর বধূবেশে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর গৃহে আগমন করেন এবং গৃহে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সাথে উপস্থিত ছিলেন। রাসূলুল্লাহ ﷺ ওলীমার জন্য কিছু খাদ্য প্রস্তুত করান এবং সাহাবায়ে কেরামকে দাওয়াত করেন। খাওয়ার পর কিছু লোক পারস্পরিক কথাবার্তার জন্য সেখানেই অনড় হয়ে বসে রইল। তিরমিযীর রেওয়ায়েতে আছে যে, রাসূলুল্লাহ ﷺও সেখানে উপস্থিত ছিলেন এবং জয়নব (রা.)ও সেখানে বিদ্যমান ছিলেন। তিনি সংকোচবশত প্রাচীরের দিকে মুখ ফিরিয়ে বসেছিলেন। লোকজনের এভাবে দীর্ঘক্ষণ বসে থাকার কারণে রাসূলুল্লাহ ﷺ কষ্ট অনুভব করছিলেন। তিনি গৃহ থেকে বের হয়ে অন্য পত্নীদের সাথে সাক্ষাৎ ও সালামের জন্য চলে গেলেন। তিনি ফিরে এসে দেখলেন যে, লোকজন তেমনি বসে রয়েছে। তাঁকে ফিরে আসতে দেখে তাদের সম্বিৎ ফিরে এল এবং স্থান ত্যাগ করে চলে গেল। রাসূলুল্লাহ ﷺ ঘরে প্রবেশ করে অল্পক্ষণ পরেই পুনরায় বের হয়ে এলেন। আমি সেখানেই উপস্থিত ছিলাম। তিনি পর্দার আয়াত يَاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَا تَدْخُلُوْا পাঠ করে শোনালেন, যা তখনই অবতীর্ণ হয়েছিল।

এ ঘটনা বর্ণনা করে হযরত আনাস (রা.) বলেন, আমি এসব আয়াত অবতরণের সর্বাধিক নিকটতম ব্যক্তি ছিলাম। আমার সামনেই আয়াতগুলো অবতীর্ণ হয়েছিল। –[তিরমিযী]

পর্দার আয়াতের শানে-নুযূল সম্পর্কে বর্ণিত উপরিউক্ত ঘটনাত্রয়ের মধ্যে কোনো বৈপরীত্য নেই। তিনটি ঘটনাই একত্রে আয়াতসমূহ অবতরণের কারণ হতে পারে।

তৃতীয় বিধান রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর ওফাতের পর কারো সাথে তাঁর পত্নীগণের বিবাহ বৈধ নয় : وَمَا كَانَ لَكُمْ اَنْ تُؤْذُوْا رَسُوْلَ اللّٰهِ وَلَآ اَنْ تَنْكِحُوْٓا اَزْوَاجَهٗ مِنْ بَعْدِهٖ- এর পূর্বের বাক্যে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর কষ্ট হয়, এমন প্রত্যেক কথা ও কাজ হারাম করা হয়েছিল। অতঃপর নির্দেশ দেওয়া হয়েছে যে, তাঁর ওফাতের পর তাঁর পত্নীগণের সাথে কারো বিবাহ হালাল নয়।

উপরে বর্ণিত সব বিধানে রাসূলুল্লাহ ﷺ ও তাঁর পত্নীগণকে সম্বোধন করা হলেও বিধানাবলি সকল উম্মতের জন্যও ব্যাপকভাবে প্রযোজ্য ছিল। কিন্তু এই সর্বশেষ বিধানটি এরূপ নয়। কেননা, সাধারণ উম্মতের জন্য বিধান এই যে, স্বামীর মৃত্যুর পর ইদ্দত অতিবাহিত হলে স্ত্রী অপরকে বিবাহ করতে পারে। কিন্তু নবী পত্নীগণের জন্য বিশেষ বিধান এই যে, তাঁরা রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর ওফাতের পর কাউকে বিবাহ করতে পারবেন না।

এর কারণ এটাও হতে পারে যে, তাঁরা কুরআনের বর্ণনা অনুযায়ী মুমিনগণের জননী। তবে তাঁদের জননী হওয়ার প্রভাব তাঁদের আত্মিক সন্তানদের উপর এভাবে প্রতিফলিত হয় না যে, তারা পরস্পর ভ্রাতা-ভগিনী হয়ে একে অপরকে বিবাহ করতে পারবে না। বরং বিবাহের অবৈধতা তাঁদের ব্যক্তিসত্তা পর্যন্ত সীমিত রাখা হয়েছে।

এরূপ বলাও অবান্তর নয় যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ তাঁর পবিত্র রওজা শরীফে জীবিত আছেন। তাঁর ওফাত কোনো জীবিত স্বামীর আড়াল হয়ে যাওয়ার অনুরূপ। এ কারণেই তাঁর ত্যাজ্য সম্পত্তি বন্টন করা হয়নি এবং এর ভিত্তিতেই তাঁর পত্নীগনের অবস্থা অপরাপর বিধবা নারীদের মতো হয়নি।

আরো একটি রহস্য এই যে, শরিয়তের নিয়মানুযায়ী জান্নাতে প্রত্যেক নারী তার সর্বশেষ স্বামীর সাথে অবস্থান করবে। হযরত হুযায়ফা (রা.) তার পত্নীকে অসিয়ত করেছিলেন, তুমি জান্নাতে আমার স্ত্রী থাকতে চাইলে আমার পর দ্বিতীয় বিবাহ করো না। কেননা জান্নাতে সর্বশেষ স্বামীই তোমাকে পাবে। –[কুরতুবী]

তাই আল্লাহ তা'আলা নবী-পত্নীগণকে পয়গম্বরের পত্নী হওয়ার যে গৌরব ও সম্মান দুনিয়াতে দান করেছেন, পরকালে তা অক্ষুণ্ন রাখার জন্য তাঁদের বিবাহ অপরের সাথে হারাম করে দিয়েছেন।

এছাড়া কোনো স্বামী স্বভাবগতভাবে এটা পছন্দ করে না যে, তার স্ত্রীকে অপরে বিবাহ করুক। কিন্তু এই স্বাভাবিক মনোবাসনা পূর্ণ করা সাধারণ মানুষের জন্য শরিয়তের আইনে জরুরি নয়। রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর এই স্বাভাবিক বাসনার প্রতিও আল্লাহ তা'আলা সম্মান প্রদর্শন করেছেন এবং এটা তাঁর বিশেষ সম্মান।

https://e-ilm.weebly.com/

রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর ইন্তেকাল পর্যন্ত যেসব পত্নী তাঁর অন্দর মহলে ছিলেন, উপরিউক্ত বিধান তাঁদের সকলের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য। এ ব্যাপারে সকল ফিকাহবিদ একমত। কিন্তু যাঁদেরকে তিনি তালাক দিয়েছিলেন অথবা অন্য কোনো কারণে যারা আলাদা হয়ে গিয়েছিল, তাদের সম্পর্কে ফিকাহবিদগণের বিভিন্ন উক্তি আছে। কুরতুবী এসব উক্তি বিস্তারিত লিপিবদ্ধ করেছেন।

إِنَّ ذٰلِكُمْ كَانَ عِنْدَ اللّٰهِ عَظِيْمًا অর্থাৎ, রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে কোনো প্রকার কষ্ট দেওয়া অথবা তাঁর ইন্তেকালের পর তাঁর পত্নীগণকে বিবাহ করা আল্লাহ্ তা'আলার কাছে গুরুতর পাপ।

إِنْ تُبْدُوْا شَيْئًا اَوْ تُخْفُوْهُ فَاِنَّ اللّٰهَ كَانَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيْمًا আয়াতের শেষে পুনরাবৃত্তি করে বলা হয়েছে যে, আল্লাহ তা'আলা অন্তরের গোপন ইচ্ছা ও চিন্তাধারা সম্পর্কে সম্যক জ্ঞাত। তোমরা কোনো কিছু গোপন কর বা প্রকাশ কর সবই আল্লাহর সামনে প্রকাশমান। এতে জোর দেওয়া হয়েছে, উল্লিখিত বিধানাবলির ব্যাপারে যেন কোনো প্রকার সন্দেহ, সংশয় ও কুমন্ত্রণাকে অন্তরে স্থান না দেওয়া এবং এগুলোর বিরোধিতা থেকে আত্মরক্ষার চেষ্টা করা হয়।

আলোচ্য আয়াতে বর্ণিত বিষয়ত্রয়ের মধ্যে নারীদের পর্দার বিষয়টি কয়েক কারণে বিশদ বর্ণনা সাপেক্ষ। তাই এ সম্পর্কে নিম্নে প্রয়োজনীয় আলোচনা করা হচ্ছে।

পর্দার বিধানাবলি, অশ্লীলতা দমনে ইসলামি ব্যবস্থা : অশ্লীলতা, অপকর্ম, ব্যভিচার ও তার প্রাথমিক কার্যাবলির ধ্বংসাত্মক প্রভাব কেবল ব্যক্তিবর্গকেই নয়; বরং গোত্র, পরিবার এবং মাঝে মাঝে সুবিশাল সাম্রাজ্যকেও ছারখার করে দেয়। অধুনা পৃথিবীতে হত্যা ও লুণ্ঠনের যত সব ঘটনা পরিদৃষ্ট হয়, সঠিকভাবে খোঁজ নিলে দেখা যাবে যে, অধিকাংশ ঘটনার পটভূমিকায় কোনো নারী ও যৌন বিকৃতির জাল বিস্তৃত রয়েছে। এ কারণেই পৃথিবীর সৃষ্টিলগ্ন থেকে এ পর্যন্ত সমস্ত জাতি, ধর্ম ও ভূ-খণ্ড এ বিষয়ে একমত যে, এটা একটা মারাত্মক দোষ ও অনিষ্ট।

দুনিয়ার এই শেষ যুগে ইউরোপীয়ান জাতিসমূহ তাদের ধর্মীয় সীমানা এবং প্রাচীন ও শক্তিশালী ঐতিহ্য ভেঙ্গে দিয়ে ব্যভিচারকে সত্তাগতভাবে কোনো অপরাধই স্বীকার করে না। তারা সভ্যতা ও সমাজ জীবনকে এমনভাবে গড়ে নিয়েছে, যাতে প্রতি পদক্ষেপে যৌনবিকৃতি ও অশ্লীলতার প্রকাশ্য আবেদন বিদ্যমান আছে। কিন্তু এর কুফল ও অশুভ পরিণতিকে তারাও অপরাধের তালিকা থেকে বাদ দিতে পারেনি। ফলে বেশ্যাবৃত্তি, বলপূর্বক ধর্ষণ এবং জনসমক্ষে অশালীন কর্মকাণ্ডকে দণ্ডনীয় অপরাধ সাব্যস্ত করতে হয়েছে। এর উদাহরণ এ ছাড়া কিছুই নয় যে, একব্যক্তি অগ্নি সংযোগ করার জন্য খড়ি স্তূপীকৃত করল, অতঃপর তাতে কেরোসিন ছিটিয়ে দিয়ে অগ্নি সংযোগ করল। এর লেলিহান শিখা যখন উপরে উত্থিত হতে লাগল, তখন এর উপর বিধি-নিষেধ আরোপ করতে ও একে নিবৃত্ত করতে তৎপর হয়ে উঠল।

এর বিপরীতে ইসলাম যে সব বিষয়কে দোষ এবং মানবতার জন্য ক্ষতিকর সাব্যস্ত করে শাস্তিযোগ্য অপরাধ বলে গণ্য করেছে, সেগুলোর প্রাথমিক কার্যাবলির উপরও বিধি-নিষেধ আরোপ করেছে এবং সেগুলোকে নিষিদ্ধ করেছেন। এ ব্যাপারে ব্যভিচার ও অপকর্ম থেকে রক্ষা করাই আসল উদ্দেশ্য ছিল, কিন্তু একে দৃষ্টি নত রাখার আইন দ্বারা শুরু করেছে। নারী-পুরুষের অবাধ মেলামেশা নিষিদ্ধ করেছে। নারীদেরকে গৃহাভ্যন্তরে থাকার আদেশ দিয়েছে। প্রয়োজনের বাইরে যাওয়ার সময়ও বোরকা অথবা লম্বা চাদর দ্বারা দেহ আবৃত করে বের হওয়ার এবং সড়কের কিনারা ধরে চলার নির্দেশ দিয়েছে। সুগন্ধি লাগিয়ে অথবা শব্দ হয় এমন অলংকার পরিধান করে বের হতে নিষেধ করেছে। অতঃপর যে ব্যক্তি এসব সীমানা ও বাধা ডিঙ্গিয়ে বের হয়ে পড়ে, তার জন্য এমন কঠোর দৃষ্টান্তমূলক শাস্তির ব্যবস্থা করেছে, যা একবার কোনো পাপিষ্ঠের উপর প্রয়োগ করা হলে সমগ্র জনগোষ্ঠীর জন্য সবক হয়ে যায়।

ইউরোপীয়ানরা এবং তাদের অনুসারীরা অশ্লীলতার বৈধতা সপ্রমাণ করার জন্য নারীদের পর্দাকে তাঁদের স্বাস্থ্যহানি ও অর্থনৈতিক ক্ষতির কারণরূপে অভিহিত করে। তারা বেপর্দা থাকার উপকারিতা নিয়ে নানা কূটতর্কের অবতারণা করেছে। তাদের বিস্তারিত জবাব আলেমগণ বড় বড় পুস্তকে লিপিবদ্ধ করেছেন। এ সম্পর্কে এখানে এতটুকু বুঝে নেওয়াও যথেষ্ট যে, উপকারিতা ও ফায়দা থেকে তো কোনো অপরাধ ও পাপ কর্মই মুক্ত নয়। চুরি, ডাকাতি, প্রতারণা এক দিক দিয়ে খুবই লাভজনক কারবার। কিন্তু যখন এর মারাত্মক ফলাফল ও পরিণতির ধ্বংসকারিতা সামনে আসে, তখন কোনো ব্যক্তি এগুলোকে লাভজনক কারবার বলার ধৃষ্টতা দেখায় না। বেপর্দা থাকার মধ্যে কিছু অর্থনৈতিক উপকারিতা থাকলেও যখন এটা সমগ্র দেশ ও জাতিকে হাজারো বিপর্যয়ের সম্মুখীন করে দেয়, তখন একে উপকারী বলা কোনো জ্ঞানী লোকের কাজ হতে পারে না।

অপরাধ দমনের জন্য ইসলামে উৎসমুখ বন্ধ করার সুবর্ণনীতি এবং এতে সমতা বিধান : তাওহীদ, রিসালাত ও পরকাল ইত্যাদি মৌলিক বিশ্বাস যেমন সকল পয়গম্বরের শরিয়তে অভিন্ন ও সর্বসম্মত ছিল, তেমনি সাধারণ পাপকর্ম,

https://e-ilm.weebly.com/

অশ্লীলতা ও গর্হিত কার্যাবলি প্রত্যেক শরিয়তে ও ধর্মে হারাম করা হয়েছিল। কিন্তু পূর্ববর্তী শরিয়তসমূহে এগুলোর কারণ ও উপায় উপকারণাদিকে সর্বাবস্থায় হারাম করা হয়নি। যে পর্যন্ত এগুলোর মাধ্যমে কোনো অপরাধ বাস্তবরূপ লাভ না করত, সে পর্যন্ত এগুলো হারাম ছিল না।

কিন্তু শরিয়তে মুহাম্মদী হচ্ছে কিয়ামত পর্যন্ত কার্যকরী শরিয়ত। তাই আল্লাহর পক্ষ থেকে এর হেফাজতের জন্য বিশেষ ব্যবস্থা এই নেওয়া হয়েছে যে, অপরাধ ও পাপকর্ম তো হারাম আছেই; সেসব কারণ ও উপায়-উপকারণাদিকেও হারাম করে দেওয়া হয়েছে, যেগুলো স্বভাবসিদ্ধভাবে মানুষকে এসব অপরাধের দিকে পৌঁছিয়ে দেয়। উদাহরণত মদ্যপান হারাম করার সাথে সাথে মদ তৈরি করা, ক্রয়-বিক্রয় করা এবং কাউকে দেওয়াও হারাম করা হয়েছে। সুদ হারাম করার জন্য সুদের সাথে সামঞ্জস্যশীল লেনদেনও হারাম করা হয়েছে। এ কারণে ফিকাহবিদগণ অনুমোদিত কাজ-কারবার থেকে অর্জিত মুনাফাকেও সুদের ন্যায় অপকৃষ্ট সম্পদ আখ্যা দিয়েছেন। শিরক ও প্রতিমা পূজাকে কুরআন মহা অন্যায় ও ক্ষমার অযোগ্য অপরাধ সাব্যস্ত করার সাথে সাথে এর কারণ ও উপকরণাদির উপরও কড়া বিধি-নিষেধ আরোপ করেছে। সূর্যের উদয়, অস্ত ও মধ্যগগনে থাকার সময় মুশরিকরা সূর্যের পূজা করত। এসব সময়ে নামাজ পড়া হলেও সূর্যপূজারীদের সাথে এক প্রকার সাদৃশ্য হয়ে যেত। অতঃপর এই সাদৃশ্য কোনো সময় নামাজি ব্যক্তির শিরকে লিপ্ত হওয়ার কারণ হতে পারত। তাই শরিয়ত এসব সময়ে নামাজ ও সেজদা হারাম ও নাজায়েজ করে দিয়েছে। প্রতিমা, মূর্তি ও চিত্র মূর্তিপূজার নিকটবর্তী উপায়। তাই মূর্তি নির্মাণ ও চিত্র তৈরি হারাম এবং এগুলোর ব্যবহার নাজায়েজ করে দেওয়া হয়েছে।

অনুরূপভাবে শরিয়ত ব্যভিচারকে হারাম করার সাথে সাথে তার সমস্ত নিকটবর্তী কারণ ও উপায়কেও হারামের তালিকাভুক্ত করে দিয়েছে। কোনো বেগানা নারী অথবা শ্মশ্রুবিহীন কিশোর বালকের প্রতি কাম দৃষ্টিতে দেখাকে চোখের জেনা, তার কথা শুনাকে কানের জেনা, তাকে স্পর্শ করাকে হাতের জেনা এবং তার উদ্দেশ্যে পথ চলাকে পায়ের যিনা সাব্যস্ত করেছে। সহীহ হাদীসে অদ্রূপই বলা হয়েছে। এহেন অপরাধ থেকে রক্ষা করার জন্য নারীদের পর্দার বিধানাবলী অবতীর্ণ হয়েছে।

কিন্তু নিকটবর্তী ও দূরবর্তী কারণ ও উপকরণাদির এক দীর্ঘ পরম্পরা রয়েছে। অধিক দূর পর্যন্ত এই পরম্পরাকে নিষিদ্ধ করা হলে মানুষের জীবন দুর্বিষহ হয়ে পড়বে এবং কাজকর্মে খুব অসুবিধা দেখা দিবে। এটা এই শরিয়তের মেযাজের বিপরীত। এ সম্পর্কে কুরআন পাকের খোলাখুলি নির্দেশ এই যে, مَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِى الدِّيْنِ مِنْ حَرَجٍ অর্থাৎ ধর্মের কাজে তোমাদের প্রতি কোনো সংকীর্ণতা আরোপ করা হয়নি। তাই কারণ ও উপকরণাদির ক্ষেত্রে বিজ্ঞজনোচিত ফয়সালা এই যে, যে সব কাজকর্ম করলে মানুষ সাধারণ অভ্যাসের দিক দিয়ে অবশ্যই পাপকর্মে লিপ্ত হয়ে পড়ে, শরিয়ত সেসব নিকটবর্তী কারণকে আসল পাপকর্মের সাথে সংযুক্ত করে হারাম করে দিয়েছে। পক্ষান্তরে যেসব দূরবর্তী কারণ কার্যে পরিণত করলে মানুষের পাপকার্যে লিপ্ত হওয়া স্বভাবত অপরিহার্য ও জরুরি হয় না; কিন্তু পাপ কাজে সেগুলোর কিছু না কিছু দখল আছে, শরিয়ত এ ধরণের কারণ ও উপকরণাদিকে মাকরূহ ও গর্হিত সাব্যস্ত করেছে। আর যেসব কারণ আরো দূরবর্তী এবং পাপকর্মে যেগুলোর প্রভাব বিরল, শরিয়ত সেগুলোকে উপেক্ষা করেছে এবং মোবাহ্ তথা অনুমোদিত বিষয়াদির অন্তর্ভুক্ত করে দিয়েছে।

প্রথমোক্ত কারণের উদাহরণ মদ বিক্রয়। এটা মদ্যপানের নিকটবর্তী কারণ। ফলে শরিয়ত একেও মদ্যপানের অনুরূপ হারাম সাব্যস্ত করেছে। কোনো বেগানা নারীকে কামভাব সহকারে স্পর্শ করা সাক্ষাৎ যিনা না হলেও জেনার নিকটবর্তী কারণ। তাই শরিয়ত একে জেনার ন্যায় হারাম করেছে।

দ্বিতীয় কারণের উদাহরণ এমন ব্যক্তির কাছে আঙ্গুর বিক্রয় করা, যার সম্পর্কে জানা আছে যে, সে আঙ্গুর দ্বারা মদ তৈরি করে এবং এটাই তার পেশা। অথবা সে পরিষ্কার বলে দিয়েছে যে, এই আঙ্গুর দ্বারা মদ তৈরি করা হবে। এটা মদ বিক্রয়ের অনুরূপ হারাম না হলে মাকরূহ ও গর্হিত কাজ। সিনেমাগৃহ নির্মাণ অথবা সুদের ব্যাংক পরিচালনার জন্য জমি ও গৃহ ভাড়া দেওয়ার বিধানও তাই। লেনদেনের সময় যদি জানা যায় যে, গৃহটি নাজায়েজ কাজের জন্য ভাড়া নেওয়া হচ্ছে, তবে এই ভাড়া দেওয়া মাকরূহ তাহরীমী ও নাজায়েজ।

তৃতীয় কারণের উদাহরণ সাধারণ ক্রেতাদের কাছে আঙ্গুর বিক্রয় করা। এক্ষেত্রে এটাও সম্ভবপর যে, কেউ এ আঙ্গুর দ্বারা মদ তৈরি করবে। কিন্তু সে তা প্রকাশ করেনি এবং বিক্রেতাও তা জানে না। শরিয়তের আইনে এ ধরণের ক্রয়-বিক্রয় মোবাহ ও বৈধ।

https://e-ilm.weebly.com/

এখানে স্মরণ রাখা জরুরি যে, শরিয়ত যেসব কাজকে পাপকর্মের নিকটবর্তী কারণ (প্রথম শ্রেণির কারণ) সাব্যস্ত করে হারাম করেছে, অতঃপর সেগুলো সকলের জন্য সর্বাবস্থায় হারাম। পাপকর্মের কারণ বাস্তবে হোক বা না হোক। এখন তা শরিয়তের এমন স্বতন্ত্র বিধান, যার বিরুদ্ধাচরণ হারাম।

এই ভূমিকার পর এখন বুঝুন, নারীদের পর্দাও এই উপকরণাদি বন্ধ করার নীতির উপর ভিত্তিশীল। কারণ, পর্দা না করা পাকর্মে লিপ্ত হওয়ার কারণ ও উপায়। এতেও কারণাদির পূর্ববর্ণিত প্রকারসমূহের বিধানাবলি প্রযোজ্য হবে। উদাহরণত কোনো যুবক পুরুষের সামনে যুবতী নারীর দেহ অনাবৃত রাখা পাপকর্মে লিপ্ত হওয়ার নিকটবর্তী কারণ। অধিকাংশ অভ্যাসের দিকে লক্ষ্য করলে এতে পাপকর্ম সংঘটিত হয়ে যাওয়া অপরিহার্যের মতোই। তাই শরিয়তের আইনে এটা জেনার অনুরূপ হারাম। কারণ, শরিয়ত এ কাজকে অশ্লীল সাব্যস্ত করেছে। ফলে এখন তা সর্বাবস্থায় হারাম, যদিও তা কোনো নিষ্পাপ ব্যক্তির সাথে হয় অথবা এমন ব্যক্তির সাথে, যে আত্মসংযমের মাধ্যমে পাপকর্ম থেকে বেঁচে থাকবে। চিকিৎসা ইত্যাদি প্রয়োজনের কারণে অঙ্গ খোলার বৈধতা আলাদা বিষয়। এর কারণে মূল অবৈধতার উপর কোনো বিরূপ প্রতিক্রিয়া হয় না। এ বিষয়টি সময় ও পরিস্থিতি দ্বারাও প্রভাবান্বিত হয় না। ইসলামের প্রাথমিক যুগেও এর বিধান তাই ছিল, যা আজ পাপাচার ও অনাচারের যুগে রয়েছে।

পর্দা বর্জনের দ্বিতীয় স্তর হচ্ছে গৃহের চতুঃপ্রাচীরের বাইরে বোরকা অথবা লম্বা চাদর দ্বারা সমগ্র দেহ আবৃত করে বের হওয়া। এটা পাপ কর্মের দূরবর্তী কারণ, এর বিধান এই যে, এরূপ করা বাস্তবে অনর্থের কারণ হলে নাজায়েজ এবং যে ক্ষেত্র অনর্থের ভয় নেই; সেখানে জায়েজ। এ কারণেই এর বিধান সময় ও পরিস্থিতির পরিবর্তনে পরিবর্তিত হতে পারে। রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর যুগে নারীদের এভাবে বের হওয়া কোনো অনর্থের কারণ ছিল না। তাই তিনি নারীদেরকে বোরকা ইত্যাদিতে আবৃত হয়ে মসজিদে আসার কতিপয় শর্ত সহকারে অনুমতি দিয়েছিলেন এবং তাদেরকে মসজিদে আগমন বাধা দিতে নিষেধ করেছিলেন। তবে সে যুগেও নারীদেরকে গৃহে নামাজ পড়ার জন্য তিনি উৎসাহিত করতেন। কারণ, মসজিদে আসা অপেক্ষা গৃহে নামাজ পড়া তাদের জন্য অধিক ছওয়াবের কাজ। অনর্থের ভয় না থাকার কারণে তখন তাদেরকে মসজিদে আসতে নিষেধ করা হতো না। রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর ওফাতের পর সাহাবায়ে কেরাম লক্ষ্য করলেন যে, এখন নারীদের মসজিদে আগমন অনর্থমুক্ত নয়; যদিও তারা বোরকা, চাদর ইত্যাদি পরিধান করে আসে। ফলে তারা সর্বসম্মতিক্রমে নারীদেরকে মসজিদের জামা'আতে আগমন করতে নিষেধ করেছেন। হযরত আয়েশা (রা.) বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বর্তমান পরিস্থিতি দেখলে নারীদের অবশ্যই মসজিদে আসতে বারণ করতেন। এ থেকে জানা গেল যে, সাহাবায়ে কেরামের ফয়সালা রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর ফয়সালা থেকে ভিন্নতর নয়; বরং তিনি যে সব শর্তের অধীনে অনুমতি দিয়েছিলেন, সেগুলোর অনুপস্থিতির কারণেই বিধান পাল্টে গেছে।

কুরআন পাকের সাতটি আয়াতে নারীদের পর্দার বিষয় বর্ণিত হয়েছে। তিনটি আয়াত সূরা নূরে পূর্বেই বিবৃত হয়েছে। আলোচ্য সূরা আহযাবের চারটি আয়াতের মধ্যে একটি আগে উল্লিখিত হয়েছে, একটি আলোচনাধীন আছে এবং অবশিষ্ট দু'টি আয়াত পরে আসবে। এসব আয়াতে পর্দার স্তর নির্ধারণ, বিধি-বিধানের পূর্ণ বিবরণ এবং ব্যতিক্রম সমূহের বিশদ বর্ণনা রয়েছে। এমনিভাবে পর্দা সম্বন্ধে রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর উক্তি ও কর্ম সম্বলিত সত্তরটিরও অধিক হাদীস বর্ণিত আছে।

পর্দার হুকুম প্রসঙ্গে : নারী ও পরুষের অবাধ মেলামেশা পৃথিবীর সমগ্র ইতিহাসে হযরত আদম (আ.) থেকে শুরু করে শেষ নবী হযরত মুহাম্মদ ﷺ পর্যন্ত কোনো যুগেই বৈধ মনে করা হয়নি। কেবল শরিয়ত অনুসারীরাই নয় পৃথিবীর সাধারণ অভিজাত পরিবারসমূহেও এ ধরনের মেলামেশার সুযোগ দেওয়া হয় না।

হযরত মূসা (আ.)-এর কাহিনীতে উল্লেখ করা হয়েছে যে, তাঁর মাদইয়ান সফরের সময় দু'জন যুবতী তাদের ছাগপালকে পানি পান করানোর জন্য দূরে দাঁড়িয়ে ছিল। এর কারণ এটাই বলা হয়েছে যে, তারা পুরুষদের ভিড়ে প্রবেশ করা পছন্দ করেনি এবং সকলের পর অবশিষ্ট পানি পান করাতেই সম্মত হয়েছে। হযরত জয়নব বিনতে জাহশের বিবাহের সময় পর্দার প্রথম আয়াত নাজিল হয়েছিল। আয়াত নাজিল হওয়ার পূর্বেও তিরমিযীর রেওয়ায়েতে তাঁর গৃহে বসার অবস্থা সম্পর্কে বলা হয়েছে وَهِىَ مُوَلِّيَةٌ وَجْهَهَا اِلَى الْحَائِطِ অর্থাৎ তিনি প্রাচীরের দিকে মুখ ফিরিয়ে বসেছিলেন।

এ থেকে জানা গেল যে, পর্দার হুকুম অবতরণের পূর্বেও নারীপুরুষের অবাধ মেলামেশা এবং যত্রতত্র সাক্ষাৎ ও কথাবার্তার প্রচলন অভিজাত ও সাধু লোকদের মধ্যে কোথাও ছিল না। কুরআন পাকে যে মূর্খতা যুগ (জাহিলিয়াতে উলা) এবং তাতে নারীদের খোলামেলা চলাফেরা (তাবাররুজ) বর্ণিত আছে, তা-ও আরবের অভিজাত পরিবারসমূহে নয়; বরং দাসী ও যাযাবর ধরণের নারীদের মধ্যে ছিল। আরবের সম্ভ্রান্ত পরিবারের লোকেরা একে দূষণীয় মনে করত। আরবের ইতিহাসই

https://e-ilm.weebly.com/

এর সাক্ষী। ভারতবর্ষে হিন্দু, বৌদ্ধ ও অন্যান্য মুশরিক ধর্মাবলম্বীর মধ্যেও নারী-পুরুষের অবাধ মেলামেশা পছন্দনীয় ছিল না। পুরুষদের কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে কাজ করার দাবি, বাজার ও সড়কে প্যারেড করা, শিক্ষাক্ষেত্র থেকে শুরু করে জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে নারী-পুরুষের দ্বিধাহীন মেলামেশা এবং নিমন্ত্রণে ঐ ক্লাবসমূহে দেখা সাক্ষাতের বর্তমান কার্যধারা কেবল ইউরোপীয় জাতিসমূহের বেহায়াপনা ও অশ্লীলতার ফসল। এতে এসব জাতিও তাদের অতীত ঐতিহ্যকে বিসর্জন দিয়ে জড়িয়ে পড়েছে। প্রাচীনকালে তাদের মধ্যেও এরূপ অবস্থা ছিল না। আল্লাহ তা'আলা নারীর দৈহিক গঠন প্রকৃতিকে যেমন পুরুষ থেকে স্বতন্ত্র করে সৃষ্টি করেছেন, তেমনি তার মন-মস্তিষ্কে স্বভাবগত লজ্জাও নিহিত রেখেছেন, যা তাতে স্বভাবগতভাবে পুরুষ থেকে আলাদা থাকতে এবং আবৃত হয়ে চলতে বাধ্য করে। এই স্বভাবসিদ্ধ ও মজ্জাগত লজ্জা-শরম সৃষ্টির শুরু থেকে নারী ও পুরুষের মধ্যে শালীনতার প্রাচীর হয়ে বিদ্যমান রয়েছে। ইসলামের প্রাথমিক যুগেও এই প্রকার পর্দার প্রচলিত ছিল।

নারীদের স্থান গৃহের চতুঃপ্রাচীর এবং কোনো শরিয়তসম্মত কারণে বাইরে গেলে সম্পূর্ণ দেহ আবৃত করে বাইরে যেতে হবে– নারীদের এই বিশেষ প্রকারের পর্দা হিজরতের পর পঞ্চম হিজরিতে প্রবর্তিত হয়েছে।

এর বিবরণ এই যে, আলেমগণের ঐকমত্যে পর্দা সম্পর্কে প্রথম আয়াত হচ্ছে لَا تَدْخُلُوا بُيُوتَ النَّبِيِّ যা উপরে উল্লিখিত হয়েছে। এ আয়াত হযরত জয়নব বিনতে জাহশের বিবাহ ও তার পতিগৃহে আগমনের সময় অবতীর্ণ হয়েছে। এই বিবাহের তারিখ সম্পর্কে হাফেজ ইবনে হাজার 'এসাবা' গ্রন্থে এবং ইবনে আব্দুল বার 'এস্তিয়াব' গ্রন্থে তৃতীয় হিজরী অথবা পঞ্চম হিজরি উভয় প্রকার উক্তি বর্ণনা করেছেন। ইবনে কাছীরের মতে পঞ্চম হিজরির উক্তি অগ্রগণ্য। ইবনে সা'দ হযরত আনাস (রা.) থেকেও পঞ্চম হিজরী বর্ণনা করেছেন এবং হযরত আয়েশা (রা.)-এর কতক রেওয়ায়েত থেকেও তাই জানা যায়।

এ আয়াতে নারীদেরকে পর্দার অন্তরাল থাকার আদেশ দেওয়া হয়েছে এবং পুরুষকে বলা হয়েছে যে, তারা নারীদের কাছে কোনো কিছু চাইলে পর্দার অন্তরাল থেকে চাইবে। এতে পর্দার গুরুত্ব জানা যায় যে, বিনা প্রয়োজনে পুরুষ ও নারী আলাদাই থাকবে এবং প্রয়োজনে পর্দার অন্তরাল থেকে কথা বলতে হবে।

কুরআন পাকে পর্দার বিবরণ সম্বলিত সাতটি আয়াত অবতীর্ণ হয়েছে– চারটি সূরা আহযাবে এবং তিনটি পূর্বে বর্ণিত সূরা নূরে। এ ব্যাপারে সকলেই একমত যে, لَا تَدْخُلُوا بُيُوتَ النَّبِيِّ إِلَّا أَنْ يُؤْذَنَ لَكُمْ আয়াতটিই পর্দা সম্পর্কিত সর্বপ্রথম আয়াত। সূরা নূরের তিন আয়াত এবং সূরা আহযাবে وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ আয়াতে যদিও কুরআনের ক্রমিকে প্রথমে; কিন্তু অবতরণের দিক দিয়ে পশ্চাতে। সূরা আহযাবের প্রথম আয়াতে পরিষ্কার বলা হয়েছে যে, এই আদেশ তখন দেওয়া হয়েছিল, যখন নবী-পত্নীগণকে দুনিয়ার ধনৈশ্বর্য অথবা রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর সংসর্গ এ দু'য়ের যে কোনো একটি বেছে নেওয়ার ইখতিয়ার দেওয়া হয়েছিল।

এ ঘটনায় আরো উল্লেখ আছে যে, যাদেরকে এই ইখতিয়ার দেওয়া হয়েছিল, তাদের মধ্যে হযরত জয়নব বিনতে জাহশও ছিলেন। এ থেকে বুঝা গেল যে, তাঁর বিবাহ এই আয়াত নাজিল হওয়ার পূর্বেই হয়েছিল। এমনিভাবে সূরা নূরের আয়াতসমূহও এরপর অপবাদ রটনার ঘটনা সম্পর্কে নাজিল হয়েছিল, যা বনি মুস্তালিক অথবা মুরাইসী যুদ্ধ থেকে ফেরার পথে সংঘটিত হয়েছিল। এ যুদ্ধ ষষ্ঠ হিজরিতে সংঘটিত হয়। অপর দিকে পর্দার বিধান হযরত জয়নব (রা.)-এর বিবাহে আয়াত নাজিল হওয়ার সাথে সাথে কার্যকর হয়।

গুপ্তাঙ্গ আবৃত করার বিধান ও পর্দার মধ্যে পার্থক্য : পুরুষ ও নারীদেহের সেই অংশ যাকে আরবিতে 'আওরাত' এবং উর্দুতে 'সতর' বলা হয়, তা সকলের কাছে গোপন করা শরিয়তগত, স্বভাবগত ও যুক্তিগতভাবে ফরজ। ঈমানের পর সর্ব প্রথম করণীয় ফরজ হচ্ছে এই গুপ্তাঙ্গ আবৃত করা। সৃষ্টির শুরু থেকেই এটা ফরজ এবং সকল পয়গম্বরের শরিয়তে তা ফরজ ছিল, বরং শরিয়তসমূহের অস্তিত্বের পূর্বেও জান্নাতে যখন নিষিদ্ধ বৃক্ষ ভক্ষণের কারণে হযরত আদম (আ.)-এর জান্নাতী পোশাক খুলে যাওয়ায় গুপ্তাঙ্গ প্রকাশ হয়ে পড়ল, তখন সেখানেও আদম (আ.) গুপ্তাঙ্গ খোলা রাখা বৈধ মনে করেননি। তাই আদম ও হাওয়া উভয়ে জান্নাতের পাতা গুপ্তাঙ্গের উপর বেঁধে নেন। وَطَفِقَا يَخْصِفَانِ عَلَيْهِمَا مِنْ وَرَقِ الْجَنَّةِ আয়াতের অর্থও তাই। দুনিয়াতে আগমনের পর হযরত আদম (আ.) থেকে শুরু করে শেষ নবী হযরত মুহাম্মদ ﷺ পর্যন্ত প্রত্যেক পয়গম্বরের শরিয়তে গুপ্তাঙ্গ আবৃত করা ফরজ রয়েছে। গুপ্তাঙ্গ নির্দিষ্টকরণে মতভেদ হতে পারে; কিন্তু আসল ফরজ সকল শরিয়তে স্বীকৃত ছিল। নারী-পুরুষ নির্বিশেষে প্রত্যেক মানুষের উপর এটা ফরজ, কেউ দেখুক অথবা না দেখুক। এ কারণে প্রয়োজনীয় বস্ত্র থাকা সত্ত্বেও যদি কেউ অন্ধকার রাত্রিতে উলঙ্গ হয়ে নামাজ পড়ে, তবে এ নামাজ সর্বসম্মতিক্রমে নাজায়েজ; অথচ তাকে কেউ উলঙ্গ অবস্থায় দেখে না। (বাহরুর রায়েক) অনুরূপভাবে কেউ দেখে না, এরূপ নির্জন জায়গায় নামাজ পড়লে যদি গুপ্তাঙ্গ খুলে যায়, তবে নামাজ ফাসেদ হয়ে যাবে।

https://e-ilm.weebly.com/

নামাজের বাইরে মানুষের সামনে গুপ্তাঙ্গ আবৃত করা যে ফরজ, এ ব্যাপারে কারো দ্বিমত নেই; কিন্তু নির্জনতায়ও শরিয়ত সিদ্ধ অথবা স্বভাবসিদ্ধ প্রয়োজন ব্যতিরেকে গুপ্তাঙ্গ খুলে বসা জায়েজ নয়। এটাই বিশুদ্ধ উক্তি। –[বাহর]

এ হচ্ছে গুপ্তাঙ্গ আবৃত করার বিধান, যা ইসলামের শুরু থেকে বরং সৃষ্টির প্রথম লগ্ন থেকে ফরজ এবং এতে নারী-পুরুষ উভয়ই সমান। প্রকাশ্য ও নির্জনতায়ও সমান ফরজ।

কিন্তু পর্দা এই যে, নারীরা বেগানা পুরুষের দৃষ্টির আড়ালে থাকবে। এ ব্যাপারেও এতটুকু বিষয় সকল পয়গম্বর, সজ্জন ও অভিজাত শ্রেণির মধ্যে সমভাবে স্বীকৃত ছিল যে, বেগানা পুরুষদের সাথে নারীদের অবাধ মেলামেশা হতে পারে না। কুরআনে উল্লিখিত হযরত শু'আইব (আ.)-এর কন্যাদ্বয়ের উপরে বর্ণিত ঘটনা থেকে জানা যায় যে, সে যুগে এবং তাঁর শরিয়তেও নারী-পুরুষের কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে চলা এবং অবাধ মেলামেশা পছন্দনীয় ছিল না। পুরুষদের সাথে মেলামেশা জরুরি হয়, এমন কোনো কাজই নারীদেরকে সোপর্দ করা হতো না। মোট কথা, এ থেকে জানা যায় যে, নারীদেরকে নিয়মিত পর্দায় থাকার আদেশ সে যুগে ছিল না। অনুরূপভাবে ইসলামের প্রাথমিক যুগেও এরূপ আদেশ ছিল না। তৃতীয় অথবা পঞ্চম হিজরিতে নারীদের উপর এই পর্দা ফরজ করা হয়েছে।

এ থেকে জানা গেল যে, গুপ্তাঙ্গ আবৃত করা এবং পর্দা করা দু'টি আলাদা আলাদা বিষয়। গুপ্তাঙ্গ আবৃত করা চিরন্তন ফরজ এবং পর্দা পঞ্চম হিজরিতে ফরজ হয়েছে। গুপ্তাঙ্গ আবৃত করা নারী-পুরুষ উভয়ের উপর ফরজ এবং পর্দা কেবল নারীদের উপর ফরজ। গুপ্তাঙ্গ আবৃত করা প্রকাশ্যে ও নির্জনে সর্বাবস্থায় ফরজ এবং পর্দা কেবল বেগানা পুরুষদের উপস্থিতিতে ফরজ। এই বিবরণ লিপিবদ্ধ করার কারণ এই যে, উভয় বিষয়কে মিশ্রিত করে দেওয়ার কারণে কুরআনের বিধানাবলি বুঝার ক্ষেত্রে অনেক সন্দেহ দেখা দেয়। উদাহরণত নারীর মুখমণ্ডল ও হাতের তালু সকলের মতেই গুপ্তাঙ্গ বহির্ভূত। তাই নামাজে এগুলো খোলা থাকলে নামাজ সকলের মতেই জায়েজ। এ দু'টি অঙ্গ কুরআন হাদীসের বর্ণনা অনুযায়ীই ব্যতিক্রমভুক্ত। ফিকাহ-বিদগণ কিয়াসের মাধ্যমে পদযুগলকেও এগুলোর অন্তর্ভুক্ত করেছেন।

কিন্তু বেগানা পুরুষের কাছে পর্দার ক্ষেত্রে মুখমণ্ডল এবং হাতের তালু ব্যতিক্রমভুক্ত কি না, এ ব্যাপারে মতভেদ আছে। সূরা নূরের لَا يُبْدِيْنَ زِيْنَتَهُنَّ اِلَّا مَاظَهَرَ مِنْهَا আয়াতে এ সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে।

শরিয়তসম্মত পর্দার স্তর ও বিধানাবলির বিবরণ : পর্দা সম্পর্কে কুরআন পাকের সাতটি আয়াত ও সত্তরটি হাদীসের সারকথা এই যে, শরিয়তের আসল কাম্য ব্যক্তি-পর্দা অর্থাৎ নারী সত্তা ও তাদের গতিবিধি পুরুষের দৃষ্টি থকে গোপন থাকা। এটা গৃহের চতুঃপ্রাচীর অথবা তাঁবু ও ঝুলন্ত পর্দার মাধ্যমে হতে পারে। এছাড়া পর্দার যত প্রকার বর্ণিত রয়েছে, সবগুলো প্রয়োজনের ভিত্তিতে এবং প্রয়োজনের সময় ও পরিমাণের সাথে শর্তযুক্ত।

এভাবে ব্যক্তি-পর্দা হচ্ছে পর্দার প্রথম স্তর; যা শরিয়তের আসল কাম্য এবং যার অর্থ নারীদের গৃহে অবস্থান করা। কিন্তু ইসলামি শরিয়ত একটি সর্বাঙ্গীন ও পূর্ণাঙ্গ ব্যবস্থা বিধান এতে মানব প্রয়োজনের সকল দিকই বিবেচিত হয়েছে। বলা-বাহুল্য, নারীদের গৃহ থেকে বের হওয়ার প্রয়োজন দেখা দেওয়া অবশ্যম্ভাবী। এর জন্য পর্দার দ্বিতীয় স্তর কুরআন ও সুন্নাহর দৃষ্টি এরূপ মনে হয় যে, নারীরা আপাদমস্তক বোরকা অথবা লম্বা চাদরে আবৃত করে বের হবে। পথ দেখার জন্য চাদরের ভিতর থেকে একটি চক্ষু খোলা রাখবে অথবা বোরকায় চোখের সামনে জালি ব্যবহার করবে। প্রয়োজনের ক্ষেত্রে পর্দার এই দ্বিতীয় স্তরের ব্যাপারেও আলেম ও ফিকাহবিদগণ একমত।

কতক রেওয়ায়েত থেকে পর্দার তৃতীয় একটি স্তরও জানা যায়, যাতে সাহাবী, তাবেয়ী ও ফিকাহবিদগণ বিভিন্ন মত পোষণ করেন। তা এই যে, নারীরা যখন প্রয়োজনে গৃহ থেকে বের হবে, তখন মুখমণ্ডল এবং হাতের তালুও মানুষের সামনে খুলতে পারবে যদি দেহ আবৃত থাকে। পর্দার এই স্তরত্রয়ের বিবরণ নিম্নে প্রদত্ত হলো :

প্রথম স্তর গৃহের মাধ্যমে ব্যক্তি-পর্দা : কুরআন ও সুন্নাহর দৃষ্টিতে এ স্তরই আসল কাম্য। সূরা আহযাবের আলোচ্য وَاِذَا سَاَلْتُمُوْهُنَّ مَتَاعًا فَاسْئَلُوْهُنَّ مِنْ وَّرَاءِ حِجَابٍ আয়াত এর উজ্জ্বল প্রমাণ। আরো উজ্জ্বল প্রমাণ হচ্ছে এ সূরারই শুরুর আয়াত। وَقَرْنَ فِىْ بُيُوْتِكُنَّ এসব আয়াতের নির্দেশ রাসূলুল্লাহ ﷺ যেভাবে বাস্তবায়িত করেছেন, তাতে বিষয়টি আরো স্পষ্টরূপে সামনে এসে যায়।

উপরে বলা হয়েছে যে, পর্দা সম্পর্কে প্রথম আয়াত হযরত জয়নব (রা.)-এর বিবাহের সময় অবতীর্ণ হয়েছে। হযরত আনাস (রা.) বলেন, আমি তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর কাছে উপস্থিত ছিলাম। ফলে পর্দার এই ঘটনা আমি সর্বাধিক জ্ঞাত

https://e-ilm.weebly.com/

https://e-ilm.weebly.com/

হযরত আলী (রা.) বর্ণনা করেন, আমি একদিন যখন রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর কাছে উপস্থিত ছিলাম, তখন তিনি সাহাবায়ে কেরামকে প্রশ্ন করলেন, اَىُّ شَيْئٍ خَيْرٌ لِلْمَرْاَةِ অর্থাৎ নারীদের জন্য উত্তম কি? সাহাবায়ে কেরাম চুপ রইলেন কোনো জবাব দিলেন না। অতঃপর আমি গৃহে পৌঁছে ফাতেমা (রা.)-কে এই প্রশ্ন করলে তিনি বললেন, لَا يَرَوْنَ الرِّجَالَ وَلَا يَرَوْنَهُنَّ অর্থাৎ নারীদের জন্য উত্তম এই যে, তারা পুরুষদেরকে দেখবে না এবং পুরুষরাও তাদেরকে দেখবে না। আমি তাঁর এই জবাব রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর গোচরীভূত করলে তিনি বললেন, صَدَقَتْ اِنَّهَا بِضْعَةٌ مِنِّىْ অর্থাৎ সে সত্য বলেছে। সে তো আমারই অংশ বিশেষ।

নবী-পত্নিগণ কেবল বোরকা চাদরের পর্দাই করতেন না বরং তাঁরা সফরেও উটের পিঠে হাওদায় থাকতেন। হাওদায় উপবিষ্ট অবস্থায় তা উটের পিঠে তুলে দেওয়া হতো এবং এমনিভাবে নামানোও হতো।

আরোহীর জন্য হাওদা গৃহের ন্যায় হয়ে থাকে। হাওদায় অবস্থানই অপবাদের ঘটনায় হযরত আয়েশা (রা.)-এর জঙ্গলে থেকে যাওয়ার কারণ হয়েছিল। কাফেলা রওয়ানা হওয়ার সময় হযরত আয়েশা (রা.) হাওদায় আছেন এই মনে করে খাদিমরা হাওদাটি উটের পিঠে তুলে দেয়। বাস্তবে তিনি তাতে ছিলেন না, বরং প্রাকৃতিক প্রয়োজনে বাইরে গিয়েছিলেন। এই ভুল বুঝাবুঝির মধ্যে কাফেলা রওয়ানা হয়ে যায় এবং উম্মুল মুমিনীন হযরত আয়েশা (রা.) জঙ্গলে একাকিনী থেকে যান।

এ ঘটনাটিও এ বিষয়ের শক্তিশালী সাক্ষী যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ এবং তার পত্নিগণ পর্দার অর্থ এটাই বুঝেছিলেন যে, নারীরা গৃহের অভ্যন্তরে থাকবে এবং সফরে গেলে হাওদার অভ্যন্তরে থাকবে। তাদের ব্যক্তিসত্তা পুরুষের সামনে পড়বে না। সফরে অবস্থানকালে পর্দার এই গুরুত্ব থেকে অনুমান করা যায় যে, বাড়িঘরে অবস্থানকালে কতটুকু গুরুত্ব হবে।

দ্বিতীয় স্তর বোরকার মাধ্যমে পর্দা : প্রয়োজনের ক্ষেত্রে নারী গৃহ থেকে বের হলে কোনো বোরকা অথবা লম্বা চাদর দ্বারা আপাদমস্তক আবৃত করে বের হওয়ার বিধান রয়েছে। এর প্রমাণ সূরা আহযাবের এই আয়াত :

يَاَيُّهَا النَّبِىُّ قُلْ لِّاَزْوَاجِكَ وَبَنَاتِكَ وَنِسَاۤءِ الْمُؤْمِنِيْنَ يُدْنِيْنَ عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلَابِيْبِهِنَّ-

হে নবী! আপনি আপনার পত্নিগণকে, কন্যাগণকে এবং মুসলমানদের স্ত্রীদেরকে বলুন, তারা যেন 'জিলবাব' ব্যবহার করে। 'জিলবাব' সেই লম্বা চাদরকে বলা হয়, যাদ্বারা নারীর আপাদমস্তক আবৃত হয়ে যায়।

ইবনে জারীর হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) থেকে 'জিলবাব' ব্যবহারের প্রকৃতি এই বর্ণনা করেছেন যে, নারীর মুখমণ্ডল ও নাকসহ আপাদমস্তক এতে ঢাকা থাকবে এবং পথ দেখার জন্য কেবল একটি চক্ষু খোলা রাখবে। এ আয়াতের পূর্ণ তাফসীর যথাস্থানে বর্ণিত হবে। এখানে যা উদ্দেশ্য তা বর্ণিত হয়ে গেছে।

প্রয়োজনের ক্ষেত্রে এরূপ পর্দাও ফিকাহবিদগণের ঐকমত্যে জায়েজ। কিন্তু সহীহ হাদীসমূহে এই পন্থা অবলম্বন করার উপর কিছু বিধিনিষেধ আরোপ করা হয়েছে; যেমন সুগন্ধি ব্যবহার করে বের হবে না। শব্দ করে এমন অলঙ্কার পরিধান করে বের হবে না, পথের কিনারা দিয়ে চলবে এবং পুরুষদের ভিড়ে প্রবেশ করবে না ইত্যাদি।

পর্দার তৃতীয় স্তর, যাতে ফিকাহবিদগণের মতভেদ রয়েছে : সেটা এই যে, সমস্ত দেহ আবৃত থাকবে; কিন্তু মুখমণ্ডল ও হাতের তালু খোলা থাকবে। যাঁরা মুখ-মণ্ডল ও হাতের তালু দ্বারা اِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا বাক্যের তাফসীর করেন, তাঁদের মতে এগুলো খোলা রাখা জায়েজ। হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) থেকে তাই বর্ণিত আছে। পক্ষান্তরে যাঁরা বোরকা, চাদর ইত্যাদি দ্বারা তাফসীর করেন, তাঁরা এগুলো খোলা নাজায়েজ মনে করেন। হযরত ইবনে মাসউদ (রা.) থেকে তা-ই বর্ণিত আছে। যাঁরা জায়েজ বলেছেন, তাঁদের মতেও অনর্থের আশংকা না থাকা শর্ত। নারী-রূপের কেন্দ্র তার মুখমণ্ডল। তাই একে খোলা রাখার মধ্যে অনর্থের আশঙ্কা না থাকা খুবই বিরল ঘটনা হবে। তাই পরিণামে সাধারণ অবস্থায় তাঁদের কাছেও মুখমণ্ডল ইত্যাদি খোলা জায়েজ নয়।

ইমাম চতুষ্টয়ের মধ্যে ইমাম শাফেয়ী, মালেক, আহমদ ইবনে হাম্বল এই তিন জন প্রথম মাযহাব অবলম্বন করে মুখমণ্ডল ও হাতের তালু খোলার কোনো অবস্থাতেই অনুমতি দেন নি অনর্থের আশঙ্কা হোক বা না হোক। ইমাম আজম আবূ হানীফা (র.) অনর্থের আশঙ্কা না থাকার শর্তে দ্বিতীয় মাযহাব অবলম্বন করেছেন। তবে স্বভাবতই শর্তটি অনুপস্থিত বিধায় হানাফী ফিকাহবিদগণও বেগানা পুরুষের সামনে মুখমণ্ডল ও হাতের তালু খোলার অনুমতি দেন নি। এখানে অনর্থের আশঙ্কায় নিষেধাজ্ঞার বিধান সম্বলিত হানাফী মাযহাবের কয়েকটি রেওয়ায়েত উদ্ধৃত করা হচ্ছে :

اِعْلَمْ اَنَّهُ لَا مُلَازَمَةَ بَيْنَ كَوْنِهِ لَيْسَ عَوْرَةً وَجَوَازُ النَّظْرِ اِلَيْهِ فَحَلُّ النَّظْرِ مَنُوْطٌ لِعَدَمِ خَشْيَةِ الشَّهْوَةِ مَعَ اِنْتِفَاءِ الْعَوْرَةِ وَلِذَا حَرُمَ النَّظْرُ اِلٰى وَجْهِهَا وَوَجْهِ الْاَمْرَدِ اِذَا شَكَّ فِى الشَّهْوَةِ وَلَا عَوْرَةَ-

কোনো অঙ্গ গুপ্তাঙ্গের অন্তর্ভুক্ত না হলেই তার দিকে দৃষ্টিপাত করা জায়েজ হয়ে যাবে না। কেননা, দৃষ্টিপাতের বৈধতা কামভাব না হওয়ার উপর নির্ভরশীল; যদিও সেই অঙ্গ গুপ্তাঙ্গের অন্তর্ভুক্ত নয়। এ কারণেই বেগানা নারীর মুখমণ্ডল অথবা

https://e-ilm.weebly.com/

কোনো শ্মশ্রুবিহীন বালকের মুখমণ্ডলের দিকে দৃষ্টিপাত করা হারাম যদি কামভাব হওয়ার আশঙ্কা থাকে; অথচ মুখমণ্ডল গুপ্তাঙ্গের অন্তর্ভুক্ত নয়। –[ফাতহুল কাদীর]

এ উদ্ধৃতি থেকে কামভাবের আশঙ্কার তাফসীরও জানা গেল যে, কার্যত কামপ্রবৃত্তি থাকা জরুরি নয়, বরং এরূপ ধারণা সৃষ্টি হওয়ার সন্দেহ থাকাই যথেষ্ট। এরূপ সন্দেহ থাকলে কেবল বেগানা নারীই নয়; বরং শ্মশ্রুবিহীন বালকের মুখমণ্ডলের দিকে দৃষ্টিপাত করাও হারাম। ধারণা সৃষ্টি হওয়ার ব্যাখ্যা 'জামেউর রুমুযে' এই করা হয়েছে যে, মনে তার নিকটবর্তী হওয়ার প্রবণতা সৃষ্টি হয়ে যাওয়া। বলা বাহুল্য মনে এতটুকু প্রবণতা সৃষ্টি হবে না এটা পূর্ববর্তী মনীষীগণের সময়কালেও বিরল ছিল। হাদীসে আছে, একবার হযরত ফযলকে জনৈকা নারীর দিকে তাকিয়ে থাকতে দেখে রাসূলুল্লাহ ﷺ স্বহস্তে তার মুখমণ্ডল অন্য দিকে ঘুরিয়ে দিয়েছিলেন। এটা উপরিউক্ত বিষয়ের উজ্জ্বল প্রমাণ। সুতরাং বর্তমান অনর্থের যুগে কে এই আশঙ্কা থেকে মুক্ত আছে?

শামসুল আয়েম্মা 'সুরখসী' এ বিষয়ে পূর্ণাঙ্গ আলোচনার পর লেখেন :

وَهٰذَا كُلُّهٗ اِذَا لَمْ يَكُنِ النَّظْرُ عَنْ شَهْوَةٍ فَاِنْ كَانَ يَعْلَمُ اَنَّهٗ اِنْ نَظَرَ اِشْتَهٰى لَمْ يَحِلَّ لَهُ النَّظْرُ اِلٰى شَيْئٍ مِنْهَا

মুখমণ্ডল ও হাতের তালুর দিকে দৃষ্টিপাতের বৈধতা কেবল তখন যখন কামভাব সহকারে দৃষ্টিপাত না হয়। পক্ষান্তরে যদি সে জানে যে, মুখমণ্ডল দেখলে কুধারণা সৃষ্টি হতে পারে, তবে তার জন্য নারীর কোনো অঙ্গের দিকেই দৃষ্টিপাত করা জায়েজ নয়। –[মবসূত]

আল্লামা শামী 'রদ্দুল মুহতার' কিতাবে লিখেন :

فَاِنْ خَافَ الشَّهْوَةَ اَوْشَكَّ اِمْتَنَعَ النَّظَرُ اِلٰى وَجْهِهَا فَحِلُّ النَّظْرِ مُقَيَّدَةٌ بِعَدَمِ الشَّهْوَةِ وَاِلَّا فَحَرَامٌ وَهٰذَا فِىْ زَمَانِهِمْ وَاَمَّا فِىْ زَمَانِنَا فَمُنِعَ مِنَ الشَّابَّةِ اِلَّا النَّظَرَ لِحَاجَةٍ كَقَاضٍ وَشَاهِدٍ يَحْكُمُ وَيَشْهَدُ وَاَيْضًا قَالَ فِىْ شُرُوْطِ الصَّلٰوةِ وَتَمْنَعُ الشَّابَّةُ مِنْ كَشْفِ الْوَجْهِ بَيْنَ رِجَالٍ لَا لِاَنَّهٗ عَوْرَةٌ بَلْ لِخَوْفِ الْفِتْنَهِ ـ

যদি কামভাবে আশঙ্কা অথবা সন্দেহ হয়, তবে নারীর মুখমণ্ডলের দিকে দৃষ্টিপাত করা নিষিদ্ধ হবে। কেননা, কামভাব না হওয়ার শর্তে দৃষ্টিপাত করা হালাল। এ শর্তটি অনুপস্থিত হলে হারাম। এটা পূর্ববর্তীদের সময়কালে ছিল। কিন্তু আমাদের যুগে তো সর্বাবস্থায় নারীর দিকে দৃষ্টিপাত করা নিষিদ্ধ; তবে কোনো কোনো পর্যায়ে দৃষ্টিপাত করা ভিন্ন কথা, যেমন বিচারক অথবা সাক্ষী, যারা কোনো ব্যাপারে নারী সম্পর্কে সাক্ষ্য অথবা ফয়সালা দিতে বাধ্য হয়। নামাজের শর্তাবলি অধ্যায়ে বলা হয়েছে : যুবতী নারীদের বেগানা পুরুষদের সামনে মুখমণ্ডল খোলা নিষিদ্ধ। এটা এ কারণে নয় যে, মুখমণ্ডল গুপ্তাঙ্গের অন্তর্ভুক্ত; বরং অনর্থের আশঙ্কার কারণে।

এ আলোচনা ও ফিকাহ বিদগণের মতভেদের সার-সংক্ষেপ এই যে, ইমাম শাফেয়ী, মালেক ও আহমদ ইবনে হাম্বল যুবতী নারীদের দিকে দৃষ্টিপাতকে অনর্থের কারণ মনে করে সর্বাবস্থায় নিষিদ্ধ করেছেন বাস্তবে অনর্থ হোক বা না হোক। শরিয়তের অনেক বিধানে এ নযীর পাওয়া যায়। উদাহরণত সফর স্বভাবত কষ্ট ও শ্রমের কারণ বিধায় সফরকেই কষ্টের স্থলাভিষিক্ত করে দেওয়া হয়েছে। ফলে এখন সফরের উপরই রুখসতের বিধান নির্ভরশীল। যদি কোনো ব্যক্তি সফরে মোটেই কষ্টের সম্মুখীন না হয়, বরং নিজের বাড়ির চাইতেও আরামে থাকে তবুও নামাজের কসর ও রোজার রুখসত তাকে শামিল করবে। অনুরূপভাবে নিদ্রায় মানুষ বেখবর থাকে। ফলে স্বভাবতই বায়ু নিঃসরণ হয়ে যায়। এমন নিদ্রাকেই বায়ু নিঃসরণের স্থলাভিষিক্ত করে দেওয়া হয়েছে। এখন কেউ নিদ্রা গেলেই তার অজু ভেঙ্গে যাবে বাস্তবে বায়ু নিঃসরণ হোক বা না হোক।

কিন্তু ইমাম আবূ হানীফা (র.) নারীর মুখমণ্ডল ও হাতের তালু খোলাকে অনর্থের স্থলাভিষিক্ত করেননি; বরং বিধান এর উপর নির্ভরশীল রেখেছেন যে, যে ক্ষেত্রে নারীর নিকটবর্তী হওয়ার প্রবণতার আশঙ্কা অথবা সম্ভাবনা থাকবে, সেখানে নারীর প্রতি দৃষ্টিপাত করা নিষিদ্ধ হবে এবং যেখানে এরূপ সম্ভাবনা নেই সেখানে জায়েজ হবে। কিন্তু পূর্বেই বলা হয়েছে যে, বর্তমান যুগে এরূপ সম্ভাবনা না থাকা বিরল। তাই পরবর্তী হানাফী ফিকাহবিদগণও অবশেষে ইমামদ্বয়ের অনুরূপ বিধান দিয়েছেন; অর্থাৎ যুবতী নারীর মুখমণ্ডল ও হাতের তালুর দিকে দৃষ্টিপাত করা নিষিদ্ধ।

সারকথা এই দাঁড়াল যে, এখন ইমাম চতুষ্টয়ের ঐকমত্যে পর্দার তৃতীয় স্তর অর্থাৎ বোরকা, চাদর ইত্যাদি দ্বারা সমগ্র দেহ আবৃত করে কেবল মুখমণ্ডল ও হাত খোলা রেখে পুরুষের সামনে আসা নিষিদ্ধ হয়ে গেছে। ফলে বর্তমানে পর্দার কেবল প্রথমোক্ত দুই স্তরই অবশিষ্ট আছে এক. নারীদের গৃহের অভ্যন্তরে থাকা, বিনা প্রয়োজনে বাইরে বের না হওয়া। দুই. বোরকা ইত্যাদি পরিধান করে বের হওয়া প্রয়োজনের সময়ে ও প্রয়োজন পরিমাণে।

মাসআলা : পর্দার উল্লিখিত বিধানাবলিতে কিছু ব্যতিক্রমও রয়েছে। উদাহরণত মাহরাম পুরুষ পর্দার আওতা বহির্ভূত এবং অনেক বৃদ্ধা নারীও পর্দার সাধারণ বিধান থেকে কিঞ্চিত বাইরে। এগুলোর বিবরণ কিছুটা সূরা নূরে বর্ণিত হয়েছে এবং কিছুটা সূরা আহযাবের ব্যতিক্রম সম্বলিত আয়াতে পরে বর্ণনা করা হবে।

https://e-ilm.weebly.com/

শব্দ বিশ্লেষণ :

تُرْجِىْ : সীগাহ حَاضِرْ مُذَكَّرْ وَاحِدْ বহছ مَعْرُوْف مُضَارِعْ বাব اِفْعَالْ মাসদার اِرْجَاءٌ মূলবর্ণ (ر ـ ج ـ ء) জিনস مَهْمُوْز لَامْ অর্থ– দূরে রাখতে পারেন। পৃথক করবেন।

تُؤْوِىْ : সীগাহ حَاضِرْ مُذَكَّرْ وَاحِدْ বহছ مَعْرُوْف مُضَارِعْ فِعْل বাব اِفْعَالْ মাসদার اِيْوَاءٌ মূলবর্ণ (ء ـ و ـ ى) জিনস মুরাক্কাব (لَفِيْف مَقْرُوْن এবং مَهْمُوْز فَاء) অর্থ– নিকটে রাখেন। তুমি স্থান দিবে।

تَقَرَّ : সীগাহ غَائِبْ مُؤَنَّث وَاحِدْ বহছ مَعْرُوْف مُضَارِعْ فِعْل বাব سَمِعَ মাসদার قُرَّةٌ মূলবর্ণ (ق ـ ر ـ ر) জিনস مُضَاعَف ثُلَاثِىْ অর্থ– শীতল থাকবে।

يَرْضَيْنَ : সীগাহ غَائِبٌ مُؤَنَّث جَمْع বহছ مَعْرُوْف مُضَارِعْ فِعْل বাব سَمِعَ মাসদার اَلرِّضْوَانُ، رِضًى মূলবর্ণ (ر ـ ض ـ و) জিনস نَاقِص وَاوِىْ অর্থ– তারা সকলেই সন্তুষ্ট থাকবে।

اٰتَيْتَهُنَّ : সীগাহ حَاضِرْ مُذَكَّرْ وَاحِدْ বহছ معروف مَاضِىْ فِعْل বাব اِفْعَالْ মাসদার اِيْتَاءٌ মূলবর্ণ (ا ـ ت ـ ى) জিনস মুরাক্কাব (نَاقِص يَائِىْ এবং مَهْمُوز فَاء) অর্থ– আপনি তাদেরকে দান করবেন।

دُعِيْتُمْ : সীগাহ حَاضِرْ مُذَكَّرْ جَمْع বহছ مَجْهُوْل مَاضِىْ বাব نَصَرَ মাসদার اَلدَّعْوَةُ، دُعَاءٌ মূলবর্ণ (د ـ ع ـ و) জিনস نَاقِص وَاوِىْ অর্থ– তোমাদেরকে ডাকা হবে।

طَعِمْتُمْ : সীগাহ حَاضِرْ مُذَكَّرْ جَمْع বহছ مَعْرُوْف مَاضِىْ বাব سَمِعَ মাসদার طَعْمٌ মূলবর্ণ (ط ـ ع ـ م) জিনস صَحِيْح অর্থ– আহার সমাপ্ত কর।

مُسْتَانِسِيْنَ : সীগাহ مُذَكَّرْ جَمْع বহছ اِسْم فَاعِلْ বাব اِسْتِفْعَالْ মাসদার اِسْتِيْنَاسٌ মূলবর্ণ (ء ـ ن ـ س) জিনস مَهْمُوز فَاء অর্থ– বসে থেক না। অপেক্ষমান থেক না।

اِسْئَلُوْهُنَّ : সীগাহ حَاضِرْ مُذَكَّرْ جَمْع বহছ مَعْرُوْف اَمْر حَاضِرْ বাব فَتَحَ মাসদার سُؤَالٌ মূলবর্ণ (س ـ ء ـ ل) জিনস مَهْمُوز عَيْنٌ অর্থ– চেয়ো, চাও।

تُؤْذُوْا : সীগাহ حَاضِرْ مُذَكَّرْ جَمْع বহছ مَعْرُوْف مَنْصُوْب بِاَنْ مُضَارِعْ বাব اِفْعَالْ মাসদার اِيْذَاءٌ মূলবর্ণ (ء ـ ذ ـ ى) জিনস মুরাক্কাব مَهْمُوز فَاء এবং نَاقِص يَائِىْ অর্থ– তোমরা কষ্ট দাও।

تُبْدُوْا : সীগাহ حَاضِرْ مُذَكَّرْ جَمْع বহছ مَعْرُوْف مُضَارِعْ ـ اَنْ বাব اِفْعَالْ মাসদার اِبْدَاءٌ মূলবর্ণ (ب ـ د ـ و) জিনস نَاقِص وَاوِىْ অর্থ– তোমরা প্রকাশ কর।

تُخْفُوْا : সীগাহ حَاضِرْ مُذَكَّرْ جَمْع বহছ مَعْرُوْف مُضَارِعْ বাব اِفْعَالْ মাসদার اِخْفَاءٌ মূলবর্ণ (خ ـ ف ـ ى) জিনস نَاقِص يَائِىٌّ অর্থ– গোপন রাখ।

বাক্য বিশ্লেষণ :

وَاِذَا سَاَلْتُمُوْهُنَّ مَتَاعًا فَسْئَلُوْهُنَّ مِنْ وَّرَاءِ حِجَابٍ : এখানে وَاوٌ টি হরফে আতফ اِذَا শব্দটি ظَرَف زَمَانٌ এবং سَاَلْتُمُوْهُنَّ শব্দে ইযাফতের কারণে جَرّ -এর স্থানে হয়েছে। فَسْئَلُوْهُنَّ শব্দটিতে فَاء সংযোগকারী হরফ اِسْاَلُوْهُنَّ এর- فِعل اَمر، فَاعِل ও مَفْعُوْل بِه এবং مَتَاعًا দ্বিতীয় مَفْعُوْل بِه আর مِنْ وَّرَاءِ حِجَابٍ বাক্যটি اِسْاَلُوْهُنَّ এর সাথে مُتَعَلِّق হয়েছে। –(ই'রাবুল কুরআন, খ. ৬. পৃ. ১৯৪)

https://e-ilm.weebly.com/

৫৫. নবী পত্নীগণের পক্ষে তাদের নিজ নিজ পিতার (সামনে যাওয়া) সম্বন্ধে কোনো গুনাহ নেই, আর না স্বীয় পুত্রগণের, আর না স্বীয় ভ্রাতাগণের, আর না স্বীয় ভ্রাতুষ্পুত্রগণের, আর না স্বীয় ভগিনী-পুত্রগণের, আর না নিজেদের (স্বধর্মী) নারীদের, আর না নিজের ক্রীতদাসীদের (সামনে যাওয়া সম্বন্ধে), আর (হে নবী-পত্নীগণ!) আল্লাহ তা'আলাকে ভয় কর; নিঃসন্দেহে আল্লাহ প্রত্যেক বিষয়ে পর্যবেক্ষক।	لَا جُنَاحَ عَلَيْهِنَّ فِىْٓ اٰبَآئِهِنَّ وَلَآ اَبْنَآئِهِنَّ وَلَآ اِخْوَانِهِنَّ وَلَآ اَبْنَآءِ اِخْوَانِهِنَّ وَلَآ اَبْنَآءِ اَخَوٰتِهِنَّ وَلَا نِسَآئِهِنَّ وَلَا مَا مَلَكَتْ اَيْمَانُهُنَّ ۚ وَاتَّقِيْنَ اللّٰهَ ؕ اِنَّ اللّٰهَ كَانَ عَلٰى كُلِّ شَىْءٍ شَهِيْدًا ﴿٥٥﴾
৫৬. নিঃসন্দেহে আল্লাহ ও তাঁর ফেরেশতাগণ রহমত বর্ষণ করেন এ নবীর প্রতি; হে মু'মিনগণ! তোমরাও তাঁর প্রতি রহমত (দরূদ) পাঠাতে থাক এবং অধিক পরিমাণে সালাম পাঠাতে থাক।	اِنَّ اللّٰهَ وَمَلٰٓئِكَتَهٗ يُصَلُّوْنَ عَلَى النَّبِىِّ ؕ يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا صَلُّوْا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوْا تَسْلِيْمًا ﴿٥٦﴾
৫৭. নিঃসন্দেহে যারা আল্লাহ ও তাঁর রাসূলকে কষ্ট দেয়, আল্লাহ তাদের প্রতি দুনিয়া ও আখেরাতে লা'নত করেন এবং তাদের জন্য অবমাননাকর আজাব প্রস্তুত করে রেখেছেন।	اِنَّ الَّذِيْنَ يُؤْذُوْنَ اللّٰهَ وَرَسُوْلَهٗ لَعَنَهُمُ اللّٰهُ فِى الدُّنْيَا وَالْاٰخِرَةِ وَاَعَدَّ لَهُمْ عَذَابًا مُّهِيْنًا ﴿٥٧﴾
৫৮. এবং যারা মু'মিন পুরুষদেরকে ও মু'মিন নারীদেরকে কষ্ট দেয় এমন কোনো কাজের (দোষারোপ) দ্বারা যা তারা করেনি, তবে তারা মিথ্যা অপবাদ ও স্পষ্ট পাপের বোঝা বহন করে।	وَالَّذِيْنَ يُؤْذُوْنَ الْمُؤْمِنِيْنَ وَالْمُؤْمِنٰتِ بِغَيْرِ مَا اكْتَسَبُوْا فَقَدِ احْتَمَلُوْا بُهْتَانًا وَّاِثْمًا مُّبِيْنًا ﴿٥٨﴾

শাব্দিক অনুবাদ :

৫৫. لَا جُنَاحَ عَلَيْهِنَّ فِىْٓ اٰبَآئِهِنَّ নবী পত্নীগণের পক্ষে তাদের নিজ নিজ পিতার (সামনে যাওয়া) সম্বন্ধে কোনো গুনাহ নেই وَلَآ اَبْنَآئِهِنَّ আর না স্বীয় পুত্রগণের وَلَآ اِخْوَانِهِنَّ আর না স্বীয় ভ্রাতাগণের وَلَآ اَبْنَآءِ اِخْوَانِهِنَّ আর না স্বীয় ভ্রাতুষ্পুত্রগণের وَلَآ اَبْنَآءِ اَخَوٰتِهِنَّ আর না স্বীয় ভগিনী– পুত্রগণের وَلَا نِسَآئِهِنَّ আর না নিজেদের (স্বধর্মী) নারীদের وَلَا مَا مَلَكَتْ اَيْمَانُهُنَّ আর না নিজের ক্রীতদাসীদের وَاتَّقِيْنَ اللّٰهَ আর আল্লাহ তা'আলাকে ভয় কর اِنَّ اللّٰهَ كَانَ عَلٰى كُلِّ شَىْءٍ شَهِيْدًا নিঃসন্দেহে আল্লাহ প্রত্যেক বিষয়ে পর্যবেক্ষক।

৫৬. اِنَّ اللّٰهَ وَمَلٰٓئِكَتَهٗ নিঃসন্দেহে আল্লাহ ও তার ফেরেশতাগণ يُصَلُّوْنَ عَلَى النَّبِىِّ রহমত বর্ষণ করেন এ নবীর প্রতি يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا হে মুমিনগণ صَلُّوْا عَلَيْهِ তোমরাও তাঁর প্রতি রহমত (দরূদ) পাঠাতে থাক وَسَلِّمُوْا تَسْلِيْمًا এবং অধিক পরিমাণে সালাম পাঠাতে থাক।

৫৭. اِنَّ الَّذِيْنَ يُؤْذُوْنَ اللّٰهَ وَرَسُوْلَهٗ নিঃসন্দেহে যারা আল্লাহ ও তাঁর রাসূলকে কষ্ট দেয় لَعَنَهُمُ اللّٰهُ আল্লাহ তা'আলা তাদের প্রতি লা'নত করেন فِى الدُّنْيَا وَالْاٰخِرَةِ দুনিয়া ও আখেরাতে وَاَعَدَّ لَهُمْ عَذَابًا مُّهِيْنًا এবং আল্লাহ তা'আলা তাদের জন্য অবমাননাকর আজাব প্রস্তুত করে রেখেছেন।

৫৮. وَالَّذِيْنَ يُؤْذُوْنَ এবং যারা কষ্ট দেয় الْمُؤْمِنِيْنَ মুমিন পুরুষদেরকে وَالْمُؤْمِنٰتِ এবং মুমিন নারীদেরকে بِغَيْرِ مَا اكْتَسَبُوْا। এমন কোনো কাজের (দোষারোপ) দ্বারা যা তারা করেনি। فَقَدِ احْتَمَلُوْا তবে তারা বহন করে بُهْتَانًا وَّاِثْمًا مُّبِيْنًا মিথ্যা অপবাদ ও স্পষ্ট পাপের বোঝা।

https://e-ilm.weebly.com/

https://e-ilm.weebly.com/

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

لَا جُنَاحَ عَلَيْهِنَّ فِىْ اٰبَائِهِنَّ وَلَآ اَبْنَائِهِنَّ وَلَآ اِخْوَانِهِنَّ وَلَآ اَبْنَاءِ اِخْوَانِهِنَّ وَلَآ اَبْنَاءِ اَخَوَاتِهِنَّ وَلَا نِسَائِهِنَّ وَلَا مَا مَلَكَتْ اَيْمَانُهُنَّ وَاتَّقِيْنَ اللّٰهَ ـ اِنَّ اللّٰهَ كَانَ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيْدًا [৫৫]

শানে নুযূল : পর্দা সম্পর্কীয় পূর্ববর্তী আয়াত যখন নাজিল হলো, তখন পিতা-পুত্র ও নারীদের নিকটাত্মীয়রা রাসূল ﷺ-এর নিকট আরজ করল, হে আল্লাহর রাসূল! আমরাও কি তাদের সাথে পর্দার আড়াল থেকে কথা বলব? তখন সে পরিপ্রেক্ষিতে আল্লাহ তা'আলা আলোচ্য আয়াত নাজিল করেন। –[রুহুল মা'আনী ৭৪/১১-১২, কুরতুবী- ২০৫/১৪]

اِنَّ الَّذِيْنَ يُؤْذُوْنَ اللّٰهَ وَرَسُوْلَهٗ لَعَنَهُمُ اللّٰهُ فِى الدُّنْيَا وَالْاٰخِرَةِ وَاَعَدَّ لَهُمْ عَذَابًا مُّهِيْنًا [৫৭]

শানে নুযূল : হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) হতে বর্ণিত তিনি বলেন, হযরত রাসূল আকরাম ﷺ যখন সুফিয়া বিনতে হুয়াই বিনতে আখতাব (রা.)-কে বিবাহ করেন, তখন এক শ্রেণীর লোকেরা রাসূল ﷺ-এর সমালোচনায় মেতে উঠে। এতে করে রাসূল ﷺ মানসিকভাবে অত্যন্ত আঘাত প্রাপ্ত হন। সে পরিপ্রেক্ষিতে আল্লাহ তা'আলা আলোচ্য আয়াত নাজিল করেন। –[তাবারী ৩২০/১০, বাহরে মুহীত্ব ২৩৯/৭, ফতহুলকাদীর ৩০৪/৪, ইবনে কাছীর ৫৩৪/৩]

وَالَّذِيْنَ يُؤْذُوْنَ الْمُؤْمِنِيْنَ وَالْمُؤْمِنَاتِ بِغَيْرِ مَا اكْتَسَبُوْا فَقَدِ احْتَمَلُوْا بُهْتَانًا وَّاِثْمًا مُّبِيْنًا [৫৮]

শানে নুযূল : মুকাতিল বলেন, মুনাফিকদের এক শ্রেণির লোক ছিল, যারা হযরত আলী (রা.)-কে বিভিন্ন ভাবে কষ্ট দিত, সে সম্পর্কে আল্লাহ তা'আলা আলোচ্য আয়াত নাজিল করেন। কারো কারো মতে যে সকল লোকেরা হযরত আয়েশা সিদ্দীকা (রা.)-এর প্রতি অপবাদ রটনা করেছিল, তাদের সম্পর্কে আল্লাহ তা'আলা আলোচ্য আয়াত নাজিল করেন।

কারো মতে আলোচ্য আয়াত মুনাফিক সম্প্রদায় সম্পর্কে নাজিল হয়েছে। ঘটনা প্রবাহ হচ্ছে যে, তারা মদিনার অলি-গলিতে নারীদের সন্ধানীতে ঘোরা–ফেরা করত। কোনো মহিলা যখন রাতের বেলায় মানবীয় প্রয়োজনাদী সেরে নেওয়ার জন্যে বের হতো, তখন সে কমবখতের দল তাদের পিছনে লেগে যেত। তাদেরকে ধমক দেওয়া হলে তারা বিরত থাকত। তাদের এ ধরনের বখাটে স্বভাবের প্রতি ধিক্কার স্বরূপ আল্লাহ্ তা'আলা আলোচ্য আয়াত নাজিল করেন।

–[বাহরে মুহীত ২৩৯/৭, শা'বী ২৮৮/৩]

يٰٓاَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لِّاَزْوَاجِكَ وَبَنَاتِكَ وَنِسَآءِ الْمُؤْمِنِيْنَ يُدْنِيْنَ عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلَابِيْبِهِنَّ ـ ذٰلِكَ اَدْنٰٓى اَنْ يُّعْرَفْنَ فَلَا يُؤْذَيْنَ وَكَانَ اللّٰهُ غَفُوْرًا رَّحِيْمًا [৫৯]

শানে নুযূল : ১. ইবনে জারীর হযরত সালেহ (রা.)-এর উদ্ধৃতি দিয়ে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন, হযরত নবী করীম ﷺ হিজরত করে মদিনায় গমন করেন, যেখানে তাঁর কোনো ঘর-বাড়ি ছিল না। সুতরাং নবী করীম ﷺ-এর স্ত্রীগণ ও অন্যান্য ঈমানদার মহিলারা নিজেদের মানবীয় প্রয়োজনাদী সেরে নেওয়ার জন্য রাতে বাহিরে যেতেন। এক শ্রেণির পুরুষরাও নারীদেরকে উত্যক্ত করার অসৎ উদ্দেশ্য নিয়ে পথে পথে বসে থাকত। সে পরিপ্রেক্ষিতে আল্লাহ তা'আলা আলোচ্য আয়াত নাজিল করেন।

শানে নুযূল : ২. ইবনে মুনযির ও ইবনে আবী হাতেম প্রমুখ আবূ মালেক এর উদ্ধৃতি দিয়ে বর্ণনা করেন যে, নবী পরিবারের মহিলারা মানবীয় প্রয়োজনাদীর জন্য রাতে বের হতেন। এক শ্রেণির মুনাফিকেরা তাদের পিছু লেগে কষ্ট দিত। মুনাফিকদের এ ব্যাপারে জিজ্ঞাসাবাদ করা হলে, তারা বলত আমরা তো বাঁদিদের সাথে এমন কৌতুক করে থাকি। তৎকালে বাঁদি ও সাধবী নারীদের মধ্যে কোনো প্রকারের ব্যাবধান ছিল না। সুতরাং বাঁদিদের থেকে পোশাকের দিক দিয়ে স্বাধবী নারীদের স্বাতন্ত্র্য মর্যাদা ও সাধবী নারীদের পরিচায়ক স্বরূপ আল্লাহ তা'আলা আলোচ্য আয়াত নাজিল করেন।

–[দুররে মানছুর ২১/, বাহরে মুহিত্ব ২৪০/৭, তাবারী ৩৩২/১০, শা'বী ২৮৮/৩]

لَئِنْ لَّمْ يَنْتَهِ الْمُنَافِقُوْنَ وَالَّذِيْنَ فِىْ قُلُوْبِهِمْ مَّرَضٌ وَّالْمُرْجِفُوْنَ فِى الْمَدِيْنَةِ لَنُغْرِيَنَّكَ بِهِمْ ثُمَّ لَا يُجَاوِرُوْنَكَ فِيْهَآ اِلَّا قَلِيْلًا [৬০]

শানে নুযূল : ত্বাওস বলেন, আলোচ্য আয়াত নারী সংক্রান্ত বিষয়ে অবতীর্ণ হয়েছে, সালমা বিন কুহাইল বলেন অশালীন অশ্লীল শ্রেণির লোকজন সম্পর্কে আলোচ্য আয়াত নাজিল হয়েছে। কারো কারো মতে আলাচ্য আয়াত মুনাফিকদের

https://e-ilm.weebly.com/

সম্পর্কে নাজিল হয়েছে। এর সূত্র হচ্ছে যে, মুনাফিকরা মদিনার মধ্যে মিথ্যা ও উদ্ভট সংবাদ ছড়িয়ে দিত। যে সংবাদের কারণে মুসলমানদের মাঝে অশান্তি বিরাজ করত যথা কোনো অভিযানে গেলে সংবাদ ছড়িয়ে দিত যে, তারা নিহত হয়েছে বা পরাজিত হয়েছে। তাদের সম্পর্কে আলোচ্য আয়াত নাজিল করা হয়েছে। –[কুরতুবী ২১৯/১৪]

এর পূর্ববর্তী আয়াতে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর কতিপয় বৈশিষ্ট্য ও স্বাতন্ত্র্য উল্লিখিত হয়েছিল এবং প্রসঙ্গক্রমে নবী-পত্নীগণের পর্দার বিষয় আলোচিত হয়েছিল। এর পরেও পর্দার কিছু বিধান বর্ণিত হবে। মাঝখানে সেই বিষয়ের আদেশ দেওয়া হয়েছে, যার জন্য এসব বৈশিষ্ট্য ও স্বাতন্ত্র্য দান করা হয়েছে এবং তা হচ্ছে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর মাহাত্ম্য প্রকাশ এবং তার সম্মান, মহব্বত ও আনুগত্যের প্রতি উৎসাহ দান।

আয়াতের আসল উদ্দেশ্য ছিল মুসলমানদেরকে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর প্রতি দরূদ ও সালাম প্রেরণ করার আদেশ দান করা। কিন্তু তা এভাবে ব্যক্ত করা হয়েছে যে, প্রথমে আল্লাহ্ তা'আলা স্বয়ং নিজের ও তাঁর ফেরেশতাগণের দরূদ পাঠানোর কথা উল্লেখ করেছেন। অতঃপর সাধারণ মুমিনগণকে দরূদ প্রেরণ করার আদেশ দিয়েছেন। এতে তাঁর মাহাত্ম্য ও সম্মানকে এত উচ্চে তুলে ধরা হয়েছে যে, রাসূল ﷺ -এর শানে যে কাজের আদেশ মুসলমানদেরকে দেওয়া হয়, সে কাজ স্বয়ং আল্লাহ ও তাঁর ফেরেশতাগণও করেন। অতএব যে মুমিনগণের প্রতি রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর অনুগ্রহের অন্ত নেই, তাদের তো এ কাজে খুব যত্নবান হওয়া উচিত। এ বর্ণনাভঙ্গির আরো একটি উপকারিতা এই যে, এতে করে দরূদ ও সালাম প্রেরণকারী মুসলমানদের একটি বিরাট শ্রেষ্ঠত্ব প্রমাণিত হয়েছে। কেননা আল্লাহ তা'আলা তাদেরকে এমন এক কাজে শরিক করে নিয়েছেন যা তিনি নিজেও করেন এবং তাঁর ফেরেশতাগণও।

সালাত ও সালামের অর্থ : আরবি ভাষায় সালাত শব্দের অর্থ রহমত, দোয়া, প্রশংসাকীর্তন। আয়াতে আল্লাহ তা'আলার প্রতি যে সালাত সম্পৃক্ত করা হয়েছে এর অর্থ তিনি রহমত নাজিল করেন। ফেরেশতাগণ সালাত প্রেরণ করেন কথার অর্থ তারা রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর জন্য রহমতের দোয়া করেন। আর সাধারণ মুমিনদের তরফ থেকে সালাতের অর্থ দোয়া ও প্রশংসাকীর্তনের সমষ্টি। তাফসীরবিদগণ এ অর্থই লিখেছেন। ইমাম বুখারী আবুল আলিয়া থেকে বর্ণনা করেন যে, আল্লাহ তা'আলার সালাতের অর্থ রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সম্মান ও ফেরেশতাগণের সামনে প্রশংসাকীর্তন করা। আল্লাহর পক্ষ থেকে রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর সম্মান দুনিয়াতে এই যে, তিনি তাঁর নাম সমুন্নত করেছেন। ফলে আজান, ইকামত ইত্যাদিতে আল্লাহ্র নামের সাথে সাথে তাঁর নামও শামিল করে দিয়েছেন, তার ধর্ম পৃথিবীতে ছড়িয়ে দিয়েছেন, প্রবল করেছেন; তাঁর শরিয়তের কাজ কিয়ামত পর্যন্ত অব্যাহত রেখেছেন এবং তাঁর শরিয়তের হেফাজতের দায়িত্ব নিজে গ্রহণ করেছেন। পক্ষান্তরে পরকালে তাঁর সম্মান এই যে, তাঁর স্থান সমগ্র সৃষ্টির উর্ধ্বে রেখেছেন এবং যে সময় কোনো পয়গম্বর ও ফেরেশতার সুপারিশ করার ক্ষমতা থাকবে না, তখনও তাঁকে সুপারিশের ক্ষমতা দিয়েছেন, যাকে "মাকামে-মাহ্মূদ" বলা হয়।

এই অর্থদৃষ্টে প্রশ্ন দেখা দিতে পারে যে, হাদীস অনুযায়ী দরূদ ও সালামে রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর সাথে তাঁর বংশধর ও সাহাবীগণকেও শামিল করা হয়। কাজেই আল্লাহর সম্মান ও প্রশংসাকীর্তনে তাঁর সাথে অন্যকে কিরূপে শরিক করা যায়? এর জবাব রূহুল মা'আনী ইত্যাদি কিতাবে এই দেওয়া হয়েছে যে, সম্মান ও প্রশংসাকীর্তনের অনেক স্তর রয়েছে। তন্মধ্যে সর্বোচ্চ স্তর রাসূলুল্লাহ ﷺ লাভ করেছেন এবং এক স্তরে বংশধর, সাহাবী এবং সাধারণ মুমিনগণও শামিল রয়েছেন।

একটি সন্দেহের জবাব : (এক)- সালাত শব্দ দ্বারা একই সময়ে একাধিক অর্থ (রহমত, দোয়া ও প্রশংসা) নেওয়াকে পরিভাষায় "উমূমে মুশতারিক" বলা হয়, যা কারো কারো মতে জায়েজ নয়। কাজেই এস্থলে সালাত শব্দের এক অর্থ নেওয়াই সঙ্গত অর্থাৎ, রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর সম্মান, প্রশংসা ও শুভেচ্ছা। অতঃপর এটা আল্লাহর পক্ষ থেকে হলে এর সারমর্ম হবে রহমত, ফেরেশতাগণের পক্ষ থেকে হলে দোয়া, ও ইস্তিগফার এবং সাধারণ মুমিনগণের পক্ষ থেকে হলে দোয়া, প্রশংসা ও সম্মানের সমষ্টি অর্থ হবে।

সালাম শব্দটি ধাতু, এর অর্থ সালামত ও নিরাপত্তা। এর উদ্দেশ্য ত্রুটি, দোষ ও বিপদাপদ থেকে নিরাপদ থাকা। "আসসালামু আলাইকা" বাক্যের অর্থ এই যে, দোষত্রুটি বিপদাপদ থেকে নিরাপত্তা আপনার সঙ্গী হোক। আরবি ভাষার নিয়মানুযায়ী এটা عَلٰى অব্যয় ব্যবহারের স্থান নয়। কিন্তু প্রশংসার অর্থ শামিল থাকার কারণে عَلٰى অব্যয় যোগে عَلَيْكَ অথবা عَلَيْكُمْ বলা হয়।

https://e-ilm.weebly.com/

কেউ কেউ এখানে "সালাম" শব্দের অর্থ নিয়েছেন আল্লাহর সত্তা। কেননা, এটা তাঁর সুন্দরতম নামসমূহের অন্যতম। অতএব "আসসালামু আলাইকুম" বাক্যের অর্থ এই হবে যে, আল্লাহ্ আপনার হেফাজত ও দেখাশোনার জিম্মাদার।

দরূদ ও সালামের পদ্ধতি : হাদীসের সকল কিতাবে বর্ণিত এক হাদীসে হযরত কা'ব ইবনে আজরা (রা.) বলেন, (আলোচ্য আয়াত অবতীর্ণ হলে) এক ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ ﷺ -কে বলল, আয়াতে বর্ণিত দুটি বিষয়ের মধ্যে সালামের পদ্ধতি আমরা জানি এবং তা হচ্ছে اَلسَّلَامُ عَلَيْكَ اَيُّهَا النَّبِيُّ বলা। কিন্তু সালাত তথা দরূদের নিয়ম আমরা জানি না। এটা বলে দিন। তিনি বললেন, দরূদের জন্য তোমরা এ কথাগুলো বলবে,

اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى مُحَمَّدٍ وَّعَلٰى اٰلِ مُحَمَّدٍ كَمَا صَلَّيْتَ عَلٰى اِبْرَاهِيْمَ وَعَلٰى اٰلِ اِبْرَاهِيْمَ اِنَّكَ حَمِيْدٌ مَّجِيْدٌ
اَللّٰهُمَّ بَارِكْ عَلٰى مُحَمَّدٍ وَّعَلٰى اٰلِ مُحَمَّدٍ كَمَا بَارَكْتَ عَلٰى اِبْرَاهِيْمَ وَعَلٰى اٰلِ اِبْرَاهِيْمَ اِنَّكَ حَمِيْدٌ مَّجِيْدٌ

অন্যান্য রেওয়ায়েতে আরো কিছু বাক্য বর্ণিত আছে।

সাহাবায়ে কেরামের প্রশ্ন করার কারণ সম্ভবত এই ছিল যে, সালাম করার পদ্ধতি তাদেরকে নামাজের তাশাহ্হুদের পূর্বেই শেখানো হয়েছিল এবং তা ছিল– اَلسَّلَامُ عَلَيْكَ اَيُّهَا النَّبِيُّ وَرَحْمَةُ اللّٰهِ وَبَرَكَاتُهٗ বলা। তাই সালাতের ব্যাপারে তাঁরা নিজেরা বাক্য রচনা পছন্দ করেননি; বরং স্বয়ং রাসূলুল্লাহ ﷺ -কে জিজ্ঞাসা করে এর ভাষা ঠিক করেছেন। এ কারণেই নামাজে এ ভাষায়ই দরূদ পাঠ করা হয়। কিন্তু এটা অপরিবর্তনীয় নয়। কেননা, স্বয়ং রাসূলুল্লাহ ﷺ থেকে দরূদের বিভিন্ন ভাষা বর্ণিত আছে। দরূদ ও সালামের শব্দ সম্বলিত যে কোনো ভাষায় এ আদেশ পালিত হতে পারে। সেই ভাষা হুবহু রাসূলুল্লাহ ﷺ থেকে বর্ণিত হওয়াও জরুরি নয়। বরং যে কোনো বাক্যে দরূদ ও সালাম ব্যক্ত করা হলে আদেশ প্রতি-পালিত ও দরূদের ছওয়াব হাসিল হয়ে যায়। তবে রাসূলুল্লাহ ﷺ থেকে বর্ণিত বাক্যে দরূদ পাঠ করা হলে যে অধিক বরকত ও ছওয়াবের কারণ হবে, তা বলাই বাহুল্য। তাই সাহাবায়ে কেরাম তাঁর কাছেই দরূদের ভাষা জিজ্ঞাসা করেছিলেন।

মাসআলা : নামাজের বৈঠকে উপরে বর্ণিত ভাষায় চিরকাল দরূদ সালাম পাঠ করা সুন্নত। নামাজের বাইরে রাসূলুল্লাহ ﷺ -কে সম্বোধন করা হলে اَلصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَلَيْكَ বলা উচিত; যেমন তাঁর জীবদ্দশায় তাই বলা হতো। তাঁর ওফাতের পর পবিত্র রওজার সামনে সালাম আরজ করা হলেও اَلسَّلَامُ عَلَيْكَ বলা সুন্নত। এতদ্ব্যতীত অনুপস্থিত ক্ষেত্রে দরূদ ও সালাম পাঠ করা হলে এ সম্পর্কে সাহাবী, তাবেয়ী ও ইমামগণ থেকে অনুপস্থিত পদবাচ্যের ব্যবহার বর্ণিত আছে; যথা صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ হাদীসবিদগণের কিতাবসমূহ এ বাক্যে পরিপূর্ণ দেখা যায়।

দরূদ ও সালামের এই পদ্ধতির রহস্য : দরূদ ও সালামের যে পদ্ধতি রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর উক্তি ও কর্ম দ্বারা প্রমাণিত আছে, তার সারকথা এই যে, আমরা সব মুসলমান তাঁর জন্য আল্লাহর রহমত ও নিরাপত্তার দোয়া করব। এখানে প্রশ্ন হয় যে, আয়াতের উদ্দেশ্য ছিল আমরা স্বয়ং তাঁর প্রতি সম্মান ও সম্ভ্রম প্রদর্শন করব; কিন্তু এর পদ্ধতি এই বলা হয়েছে যে, আমরা আল্লাহ তা'আলার কাছে দোয়া করব। এতে ইঙ্গিত রয়েছে যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর পুরোপুরি সম্মান ও আনুগত্য করার সাধ্য আমাদের কারো নেই। তাই দোয়া করাই আমাদের জন্য জরুরি করা হয়েছে। –(রূহুল মা'আনী)

দরূদ ও সালামের বিধানাবলি : নামাজের শেষ বৈঠকে দরূদ পাঠ করা সকলের মতে সুন্নতে মোয়াক্কাদাহ। ইমাম শাফেয়ী ও আহমদ ইবনে হাম্বলের মতে ওয়াজিব।

মাসআলা : অধিকাংশ ইমাম এ বিষয়ে একমত যে, কেউ রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর নাম উল্লেখ করলে অথবা শুনলে দরূদ পাঠ করা ওয়াজিব হয়ে যায়। কেননা, হাদীসে এরূপ ক্ষেত্রে দরূদ পাঠ না করার কারণে শাস্তিবাণী বর্ণিত আছে। তিরমিযীর এক রেওয়ায়েতে রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন : رَغِمَ اَنْفُ رَجُلٍ ذُكِرْتُ عِنْدَهٗ فَلَمْ يُصَلِّ عَلَيَّ অর্থাৎ, সেই ব্যক্তি অপমানিত হোক যার সামনে আমার নাম উচ্চারণ করা হলে দরূদ পাঠ করে না।

অন্য এক হাদীসে আছে– اَلْبَخِيْلُ مَنْ ذُكِرْتُ عِنْدَهٗ فَلَمْ يُصَلِّ عَلَيَّ -সেই ব্যক্তি কৃপণ, যার কাছে আমার নাম উচ্চারণ করা হলে দরূদ পাঠ করে না।

একই মজলিসে বার বার নাম উচ্চারিত হলে একবার দরূদ পাঠ করলেই ওয়াজিব আদায় হয়ে যায়। কিন্তু প্রত্যেক বার পাঠ করা মোস্তাহাব। মুহাদ্দিসগণই সর্বাধিক রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর নাম উচ্চারণ করতে পারেন। কারণ, হাদীস চর্চাই তাঁদের সার্বক্ষণিক কাজ। এতে বার বার রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর নাম আসে। তাঁরা প্রত্যেক বার দরূদ ও সালাম পাঠ করেন

https://e-ilm.weebly.com/

ও লিখেন। সমস্ত হাদীস গ্রন্থ এর সাক্ষ্য দেয়। বার বার দরূদ ও সালাম লিপিবদ্ধ করলে কিতাবের পৃষ্ঠা সংখ্যা বেড়ে যাবে, তাঁরা এ বিষয়েরও পরওয়া করেননি। অধিকাংশ ছোট খাট হাদীসে দু'এক লাইনের পরে এবং কোথাও কোথাও এক লাইনেই একাধিক বার রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর নাম আসে। কিন্তু হাদীসবিদগণ কোথাও দরূদ ও সালাম বাদ দেননি।

মুখে নাম উচ্চারণ করলে যেমন দরূদ ও সালাম ওয়াজিব, তেমনি কলমে লেখার সময়ও দরূদ ও সালাম লেখা ওয়াজিব। এ ক্ষেত্রে সংক্ষেপে "সা" লেখাও যথেষ্ট নয়। সম্পূর্ণ দরূদ ও সালাম লেখা বিধেয়।

দরূদ ও সালাম উভয়টি পাঠ করাই উত্তম ও মোস্তাহাব। কিন্তু কেউ উভয়ের মধ্যে যে কোনো একটি পাঠ করলে অধিকাংশ ফেকাহ্‌বিদের মতে তাতে কোনো গোনাহ্ নেই। ইমাম নববী একে মাকরূহ বলেছেন। ইবনে হাজার হায়সামীর মতে এর অর্থ মাকরূহ তানযিহী। আলেমগণ উভয়টিই পাঠ করেন এবং মাঝে মাঝে যে কোনো একটিও পাঠ করেন।

পয়গম্বরগণ ব্যতীত কারো জন্য সালাত তথা দরূদ ব্যবহার করা অধিকাংশ আলেমদের মতে বৈধ নয়। ইমাম বায়হাকী হযরত ইবনে আব্বাসের (রা.)-এর এই ফতোয়া বর্ণনা করেছেন :

لَا يُصَلَّى عَلَى اَحَدٍ اِلَّا عَلَى النَّبِيِّ ﷺ لٰكِنْ يُدْعٰى لِلْمُسْلِمِيْنَ وَالْمُسْلِمَاتِ بِالْاِسْتِغْفَارِ

ইমাম শাফেয়ী (র.) বলেন, নবী ব্যতীত অপরের জন্য সালাত ব্যবহার করা মাকরূহ। ইমাম আজমের মাযহাবও তাই। তবে রাসূলুল্লাহ ﷺ এবং সাথে তাঁর বংশধর সাহাবী অথবা মু'মিনগণকে শরিক করায় কোনো দোষ নেই।

ইমাম জুওয়াইনী (র.) বলেন, সালাতের ন্যায় সালামও নবী ব্যতীত অপরের জন্য ব্যবহার করা জায়েজ নয়। তবে কাউকে সম্ভাষণের সময় اَلسَّلَامُ عَلَيْكُمْ বলা জায়েজ ও সুন্নত। কিন্তু নবী ব্যতীত কোনো অনুপস্থিত ব্যক্তির নামের সাথে আলাইহিস্ সালাম বলা জায়েজ নয়। –(খাসায়েসে কুবরা)

কাজী আয়ায (র.) বলেন, অনুসন্ধানী আলেমগণের মতে এবং আমার মতেও এটাই ঠিক। ইমাম মালেক, সুফিয়ান প্রমুখ ফিকহ্‌বিদ তা-ই অবলম্বন করেছেন। তাঁদের মতে দরূদ ও সালাম পয়গম্বরগণের বৈশিষ্ট্য অপরের জন্য জায়েজ নয়; যেমন সুবহানাহু তা'আলা ইত্যাদি শব্দ আল্লাহর বৈশিষ্ট্য। সাধারণ মুসলমানদের জন্য ক্ষমা ও সন্তুষ্টির দোয়া করা উচিত; যেমন কুরআনে সাহাবায়ে কেরাম সম্পর্কে رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمْ وَ رَضُوْا عَنْهُ বলা হয়েছে। –(রূহুল মা'আনী)

اِنَّ الَّذِيْنَ يُؤْذُوْنَ اللّٰهَ وَرَسُوْلَهٗ لَعَنَهُمُ اللّٰهُ فِى الدُّنْيَا وَالْاٰخِرَةِ

পূর্ববর্তী আয়াতসমূহে মুসলমানদেরকে সেসব কাজকর্মের ব্যাপারে হুশিয়ার করা হয়েছিল, যেগুলো রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর জন্য কষ্টদায়ক। কিছু সংখ্যক মুসলমান অজ্ঞতা অথবা অসাবধানতাবশত : অনিচ্ছাকৃতভাবে এ ধরনের কাজকর্মে লিপ্ত হতো; যেমন দাওয়াত ব্যতিরেকেই তাঁর গৃহে চলে যাওয়া অথবা দাওয়াতের নির্দিষ্ট সময়ের অনেক আগে এসে বসে থাকা অথবা খাওয়ার পর পারস্পরিক কথাবার্তায় মশগুল হয়ে বিলম্ব করা ইত্যাদি। এসব কাজের ব্যাপারে يٰاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَا تَدْخُلُوْا بُيُوْتَ النَّبِيِّ আয়াতে হুশিয়ার করা হয়েছিল।

এসব কষ্ট অনিচ্ছায় ও অসাবধানতাবশত হয়ে যেত। তাই এ ব্যাপারে কেবল হুশিয়ার করাকেই যথেষ্ট মনে করা হয়েছে। কিন্তু আলোচ্য আয়াতসমূহে সেই কষ্টের উল্লেখ করা হয়েছে, যা ইসলামের শত্রু কাফের ও মুনাফেকদের পক্ষ থেকে ইচ্ছাপূর্বক রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে দেওয়া হতো। এ কারণেই মা'আরিফুল কুরআনের তাফসীরের সার-সংক্ষেপে এ স্থলে "ইচ্ছাপূর্বক" শব্দটি বাড়ানো হয়েছে। এতে দৈহিক নির্যাতনও অন্তর্ভুক্ত আছে, যা বিভিন্ন সময়ে কাফেরদের হাতে তিনি ভোগ করতেন এবং আত্মিক কষ্টও অন্তর্ভুক্ত আছে, যা বিদ্রূপ, দোষারোপ ও নবী-পত্নীগণের প্রতি মিথ্যা অপবাদ আরোপ করে তাঁকে দেওয়া হতো। এই ইচ্ছাপূর্বক কষ্টদানের কারণে অভিসম্পাত এবং কঠোর শাস্তিবাণীও আয়াতে উল্লিখিত হয়েছে।

আয়াতের শুরুতে আল্লাহ্ তা'আলাকে কষ্টদানের কথা বলা হয়েছে। এর অর্থ এমন কাজকর্ম করা ও কথাবার্তা বলা, যা স্বভাবত মর্মপীড়ার কারণ হয়ে থাকে। আল্লাহ তা'আলার পবিত্র সত্তা প্রভাব-গ্রহণজনিত সকল ক্রিয়ার উর্ধ্বে। তাঁকে কষ্ট দেওয়ার সাধ্য কারো নেই। কিন্তু স্বভাবত পড়ীদায়ক কাজকর্মকে এখানে পীড়া ও কষ্ট বলে ব্যক্ত করা হয়েছে।

এখানে আল্লাহকে কষ্ট দেওয়ার উদ্দেশ্য কি, এ ব্যাপারে তাফসীরবিদগণের মধ্যে মতভেদ আছে। কেউ কেউ বলেন, এখানে কষ্ট দেওয়ার অর্থ এমন কাজকর্ম ও কথাবার্তা, যেগুলো সম্পর্কে রাসূলুল্লাহ ﷺ মৌখিকভাবে ব্যক্ত করেছেন যে, এসব কাজ আল্লাহ তা'আলার কষ্টের কারণ হয়। উদাহরণত : বিপদাপদের সময় মহাকালকে গালমন্দ দেওয়া।

https://e-ilm.weebly.com/

প্রকৃতপক্ষে সব কিছুর কর্তা আল্লাহ তা'আলা। কিন্তু কাফেররা মহাকালকে কর্তা মনে করে গালি দিত। ফলে এই গালি আসল কর্তা পর্যন্তই পৌঁছত। কোনো কোনো রেওয়ায়েতে আছে, প্রাণীদের চিত্র নির্মাণ করা আল্লাহ তা'আলার কষ্টের কারণ। সুতরাং আয়াতে আল্লাহকে কষ্ট দেওয়ার অর্থ এ ধরনের কথাবার্তা ও কাজকর্ম করা।

অন্য তাফসীরবিদগণ বলেন, এখানে প্রকৃতপক্ষে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর কষ্ট প্রতিরোধ করা এবং এর জন্য শাস্তিবাণী বর্ণনা করা উদ্দেশ্য। কিন্তু আয়াতে রাসূলের কষ্টকে আল্লাহ্‌র কষ্ট বলে ব্যক্ত করা হয়েছে। কেননা রাসূলকে কষ্ট দেওয়া প্রকৃতপক্ষে আল্লাহকেই কষ্ট দেওয়া। এ সম্পর্কিত একটি হাদীস পরে উল্লেখ করা হবে। কুরআন পাকের পূর্বাপর বর্ণনাদৃষ্টেও এই তাফসীরটি অগ্রগণ্য মনে হয়। কারণ পূর্বেও রাসূলের কষ্ট বর্ণিত আছে এবং পরেও তাই বর্ণিত হবে।

রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর কষ্টই যে আল্লাহ তা'আলার কষ্ট, একথা আব্দুর রহমান ইবনে মুগাফফাল মুযানী (রা.)-এর নিম্নোক্ত রেওয়ায়েত দ্বারা প্রমণিত হয় :

قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَللّٰهَ اَللّٰهَ فِىْ اَصْحَابِىْ لَا تَتَّخِذُوْهُمْ غَرَضًا مِّنْ بَعْدِىْ فَمَنْ اَحَبَّهُمْ فَبِحُبِّىْ اَحَبَّهُمْ وَمَنْ اَبْغَضَهُمْ فَبِبُغْضِىْ اَبْغَضَهُمْ وَمَنْ اٰذَاهُمْ فَقَدْ اٰذَانِىْ وَمَنْ اٰذَانِىْ فَقَدْ اٰذَى اللّٰهَ وَمَنْ اٰذَى اللّٰهَ يُوْشِكُ اَنْ يَّاْخُذَهٗ۔

"রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন, আমার সাহাবীদের ব্যাপারে তোমরা আল্লাহকে ভয় কর। আমার পরে তাদেরকে সমালোচনার লক্ষ্যস্থলে পরিণত করো না। কেননা যে ব্যক্তি তাদেরকে ভালোবাসে, সে আমাকে ভালোবাসার কারণে তাদেরকে ভালোবাসে। আর যে তাদের সাথে শত্রুতা রাখে, সে আমার সাথে শত্রুতা রাখার কারণে শত্রুতা রাখে। যে তাদেরকে কষ্ট দেয়, সে আমাকে কষ্ট দেয়, যে আমাকে কষ্ট দেয়, সে আল্লাহকে কষ্ট দেয়, যে আল্লাহকে কষ্ট দেয়, আল্লাহ সত্বরই তাকে পাকড়াও করবেন।"-[মাযহারী]

এ হাদীস থেকে জানা গেল যে, রাসূলুল্লহ ﷺ-এর কষ্টের কারণে আল্লাহ তা'আলার কষ্ট হয়। অনুরূপভাবে আরো জানা গেল যে, কোনো সাহাবীকে কষ্ট দিলে অথবা তাঁর প্রতি ধৃষ্টতা প্রদর্শন করলে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর কষ্ট হয়।

এক রেওয়ায়েতে বলা হয়েছে যে, আলোচ্য আয়াতটি হযরত আয়েশা (রা.)-এর প্রতি মিথ্যা অপবাদ আরোপের ব্যাপারে অবতীর্ণ হয়েছে। হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) বর্ণনা করেন, হযরত আয়েশা (রা.)-এর প্রতি মিথ্যা অপবাদ আরোপের দিনগুলোতে আব্দুল্লাহ ইবনে উবাই মুনাফেকের ঘরে কিছু লোক সমবেত হয়ে এই অপবাদ প্রচার ও প্রসারিত করার কাথাবার্তা বলত। তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ সাহাবায়ে কেরামের কাছে অভিযোগ পেশ করে বলেন : লোকটি আমাকে কষ্ট দেয়। –[মাযহারী]

কোনো কোনো রেওয়ায়েতে আছে, হযরত সফিয়্যা (রা.)-এর সাথে বিবাহের সময় কিছুসংখ্যক মুনাফিক বিদ্রূপ করায় আয়াতটি অবতীর্ণ হয়। সঠিক কথা এই যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর জন্য কষ্টদায়ক প্রত্যেকটি বিষয়ের পরিপ্রেক্ষিতে আয়াতটি নাজিল হয়েছে। এতে হযরত আয়েশা (রা.)-এর প্রতি মিথ্যা অপবাদ আরোপ এবং হযরত সফিয়্যা (রা.)-এর বিবাহের কারণে বিদ্রূপ ও দোষারোপ সবই অন্তর্ভুক্ত আছে। এছাড়া সাহাবায়ে কেরামকে মন্দ বলাও এর অন্তর্ভুক্ত।

রাসূলুল্লাহ ﷺ -কে যে কোনো প্রকারে কষ্ট দেওয়া কুফরি : যে ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে কোনো প্রকার কষ্ট দেয়, তাঁর সত্তা অথবা গুণাবলিতে প্রকাশ্য অথবা ইঙ্গিতে কোনো দোষ বের করে, সে কাফের হয়ে যায়। আলোচ্য আয়াত দৃষ্টে তার প্রতি আল্লাহ তা'আলার অভিসম্পাত ইহকালেও হবে এবং পরকালেও। –[মাযহারী]

৫৮ নং আয়াতে বলা হয়েছে যে, যে কোনো মুসলমানকে কষ্ট ও মিথ্যা অপবাদ দেওয়া হারাম যদি তারা আইনত এর যোগ্য না হয়। সাধারণ মুসলমানদের ক্ষেত্রে এ কথাটি যুক্ত করার কারণ এই যে, তাদের মধ্যে কারো কোনো অপকর্মে জড়িত হওয়ারও সম্ভাবনা আছে, যার প্রতিফল স্বরূপ তাকে কষ্ট দেওয়া শরিয়তের আইনে জায়েজ। প্রথম আয়াতে আল্লাহ ও রাসূলকে কষ্ট দেওয়ার ব্যাপার ছিল। তাই তাতে উপরিউক্ত শর্ত যুক্ত করা হয়নি। কারণ সেখানে কষ্ট দান বৈধ হওয়ার কোনো সম্ভাবনাই নেই।

কোনো মুসলমানকে শরিয়তসম্মত কারণ ব্যতিরেকে কষ্ট দেওয়া হারাম : وَالَّذِيْنَ يُؤْذُوْنَ الْمُؤْمِنِيْنَ আয়াত দ্বারা কোনো মুসলমানকে শরিয়তসম্মত কারণ ব্যতিরেকে কষ্টদানের অবৈধতা প্রমাণিত হয়েছে। রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন :

https://e-ilm.weebly.com/

"اَلْمُسْلِمُ مَنْ سَلِمَ الْمُسْلِمُوْنَ مِنْ لِسَانِهٖ وَيَدِهٖ وَالْمُؤْمِنُ مَنْ اَمِنَهُ النَّاسُ عَلٰى دِمَائِهِمْ وَاَمْوَالِهِمْ" কেবল সেই মুসলমান, যার হাত ও মুখ থেকে অন্য মুসলমানগণ নিরাপদ থাকে; কেউ কষ্ট না পায়। আর কেবল সেই মুমিন, যার কাছ থেকে মানুষ তাদের রক্ত ও ধন-সম্পদের ব্যাপারে নিরুদ্বেগ থাকে। –[মাযহারী]

يٰۤاَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لِّاَزْوَاجِكَ وَبَنٰتِكَ وَنِسَآءِ الْمُؤْمِنِيْنَ الخ

পূর্ববর্তী আয়াতসমূহে বর্ণিত হয়েছে যে, সাধারণ মুসলমান নারী ও পুরুষকে কষ্ট দেওয়া হারাম ও মহাপাপ এবং বিশেষ করে রাসূলে কারীম ﷺ -কে পীড়া দেওয়া কুফর ও অভিসম্পাতের কারণ। মুনাফেকদের পক্ষ থেকে সব মুসলমান ও রাসূলুল্লাহ ﷺ দুই প্রকারে কষ্ট পেতেন। আলোচ্য আয়াতসমূহে এ সব নির্যাতন বন্ধের ব্যবস্থা বর্ণিত হয়েছে। প্রসঙ্গক্রমে নারীদের পর্দা সংক্রান্ত কিছু অতিরিক্ত বিধান উল্লেখ করা হয়েছে। মুনাফেকদের দ্বিবিধ নির্যাতনের একটি ছিল এই যে, মুসলমানদের দাসীরা কাজ কর্মের জন্য বাইরে গেলে দুষ্ট প্রকৃতির মুনাফেকরা তাদেরকে উত্ত্যক্ত করত এবং মাঝে মাঝে দাসী সন্দেহে স্বাধীন নারীদেরকেও উত্ত্যক্ত করত। ফলে সাধারণভাবে মুসলমানগণ এবং রাসূলুল্লাহ ﷺ কষ্ট পেতেন। দ্বিতীয় নির্যাতন ছিল এই যে, তারা সদাসর্বদা মিথ্যা খবর রটনা করত। উদাহরণত এখন অমুক শত্রুপক্ষ মদিনা আক্রমণ করবে এবং সকলকে নিশ্চিহ্ন করে দিবে। প্রথম প্রকার নির্যাতন থেকে স্বাধীন নারীদেরকে বাঁচানোর তাৎক্ষণিক ও সহজ ব্যবস্থা ছিল স্বাধীন নারীদের মধ্যে বিশেষ স্বাতন্ত্র্য ফুটিয়ে তোলা। কারণ মুনাফেকরা স্বাধীন নারীদের পারিবারিক প্রভাব-প্রতিপত্তি ও শক্তি-সামর্থ্যের কারণে তাদেরকে সচরাচর উত্ত্যক্ত করার সাহস পেত না। পরিচয়ের অভাবেই এরূপ ঘটনা সংঘটিত হতো। তাই স্বাধীন নারীদের পরিচয় ফুটিয়ে তোলার প্রয়োজন ছিল, যাতে তারা অতি সহজে দুষ্টদের কবল থেকে নিরাপদ হয়ে যায়।

অপরদিকে শরিয়ত স্বাধীন নারী ও দাসীদের পর্দার মধ্যে প্রয়োজন বশত একটি পার্থক্যও রেখেছে। স্বাধীন নারীরা তাদের মাহ্‌রাম ব্যক্তির সামনে যতটকু পর্দা করে, দাসীদের জন্য গৃহের বাইরেও ততটকু পর্দা রাখা হয়েছে। কারণ প্রভুর কাজকর্ম করাই দাসীর কর্তব্য, এতে তাকে বার বার বাইরেও যেতে হয়। এমতাবস্থায় মুখমণ্ডল ও হাত আবৃত রাখা কঠিন ব্যাপার। স্বাধীন নারীরা কোনো প্রয়োজনে বাইরে গেলেও বার বার যাওয়ার প্রয়োজন হয় না। কাজেই পূর্ণ পর্দা পালন করা কঠিন কাজ নয়। তাই স্বাধীন নারীদেরকে আদেশ করা হয়েছে, তারা যেন লম্বা চাদর মাথার উপর থেকে মুখমণ্ডলের সামনে ঝুলিয়ে নেয়, যাতে পর পুরুষের দৃষ্টিতে মুখমণ্ডল না পড়ে। ফলে তাদের পর্দাও পূর্ণাঙ্গ হয়ে গেল এবং দাসীদের থেকে স্বাতন্ত্র্যও ফুটে উঠল। অতঃপর মুনাফেকদেরকে শাস্তির সতর্কবাণী শুনিয়ে দাসীদের হেফাজতের ব্যবস্থা করা হয়েছে। বলা হয়েছে, তারা যদি বিরত না হয়, তবে আল্লাহ তা'আলা তাদেরকে ইহকালেও তাঁর নবী ও মুসলমানদের হাতে সাজা দিবেন।

উল্লিখিত আয়াতে স্বাধীন নারীর পর্দার জন্য আদেশ দেওয়া হয়েছে; يُدْنِيْنَ عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلَابِيْبِهِنَّ এতে يُدْنِيْنَ শব্দটি اِدْنَاءٌ থেকে উদ্ভূত। এর শাব্দিক অর্থ নিকটে আনা। جَلَابِيْبُ শব্দটি جِلْبَابٌ -এর বহুবচন। অর্থ বিশেষ ধরনের লম্বা চাদর। এই চাদরের আকার-আকৃতি সম্পর্কে হযরত ইবনে মাসউদ (রা.) বলেন : এই চাদর ওড়নার উপরে পরিধান করা হয়। –[ইবনে-কাছীর] হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) বলেন,

اَمَرَ اللّٰهُ نِسَاءَ الْمُؤْمِنِيْنَ اِذَا خَرَجْنَ مِنْ بُيُوْتِهِنَّ فِىْ حَاجَةٍ اَنْ يَغْطِيْنَ وُجُوْهَهُنَّ مِنْ فَوْقِ رُؤُسِهِنَّ بِالْجَلَابِيْبِ وَيُبْدِيْنَ عَيْنًا وَاحِدَةً.

আল্লাহ তা'আলা মুসলমানদের পত্নীগণকে আদেশ করেছেন, তারা যখন কোনো প্রয়োজনে গৃহ থেকে বের হবে, তখন মস্তকের উপর দিক থেকে এই চাদর ঝুলিয়ে মুখমণ্ডল ঢেকে ফেলবে এবং পথ দেখার জন্য একটি চক্ষু খোলা রাখবে। -(ইবনে কাছীর)

ইমাম মুহাম্মদ ইবনে সিরীন (র.) বলেন : আমি হযরত ওবায়দা সালমানী (রা.)-কে এই আয়াতের উদ্দেশ্য এবং জিলবাবের আকার-আকৃতি সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করলে তিনি মস্তকের উপর দিক থেকে চাদর মুখমণ্ডলের উপর লটকিয়ে মুখমণ্ডল ঢেকে ফেললেন এবং কেবল বামচক্ষু খোলা রেখে اِدْنَاءٌ ও جِلْبَابٌ -এর তাফসীর কার্যত দেখিয়ে দিলেন। মস্তকের উপরদিক থেকে মুখমণ্ডলের উপর চাদর লটকানো হচ্ছে عَلَيْهِنَّ শব্দের তাফসীর অর্থাৎ নিজের উপর চাদরকে নিকটবর্তী করার অর্থ চাদরকে মস্তকের উপর দিক থেকে লটকানো।

https://e-ilm.weebly.com/

এ আয়াত পরিষ্কারভাবে মুখমণ্ডল আবৃত করার আদেশ ব্যক্ত করেছে। ফলে উপরে বর্ণিত পর্দার প্রথম আয়াতের বিষয়বস্তুর সমর্থন হয়ে গেছে। তাতে বলা হয়েছিল যে, মুখমণ্ডল ও হাতের তালু সতরের অন্তর্ভুক্ত না হলেও অনর্থের আশঙ্কায় এগুলো আবৃত করা জরুরি। শুধুমাত্র অপারগতা এই হুকুম বহির্ভূত।

জরুরি জ্ঞাতব্য : এ আয়াতে স্বাধীন নারীদেরকে এক বিশেষ ধরনের পর্দার আদেশ দেওয়া হয়েছে যে, তারা মস্তকের উপর দিক থেকে চাদর লটকিয়ে মুখমণ্ডল ঢেকে ফেলবে, যাতে সাধারণ বাঁদিদের থেকে তাঁদের স্বাতন্ত্র্য ফুটে উঠে এবং দুষ্টদের কবল থেকে নিরাপদ হয়ে যায়। উল্লিখিত বর্ণনায় এ কথাটি স্পষ্ট হয়ে উঠেছে যে, এর অর্থ এরূপ কখনো নয় যে, ইসলাম সতীত্ব সংরক্ষণে স্বাধীন নারী ও বাঁদিদের মধ্যে কোনোরূপ পার্থক্য করেছে এবং স্বাধীন নারীদের সতীত্ব সংরক্ষণ করে বাঁদিদেরকে ছেড়ে দিয়েছে। বরং প্রকৃতপক্ষে এই পার্থক্য লম্পটরাই করে রেখেছিল। তারা স্বাধীন নারীদের উপর হস্তক্ষেপ করার দুঃসাহস করত না; কিন্তু বাঁদিদেরকে উত্ত্যক্ত করতে দ্বিধা করত না। শরিয়ত তাদের সৃষ্ট পার্থক্যকে এভাবে কাজে লাগিয়েছে যে, অধিকাংশ নারী তাদেরই স্বীকৃত নীতির মাধ্যমে আপনা আপনি নিরাপদ হয়ে গেছে।

এখন বাঁদিদের সতীত্ব সংরক্ষণের ব্যাপারটিও ইসলামে স্বাধীন নারীদের অনুরূপ ফরজ ও জরুরি। কিন্তু এর জন্য আইনগত কঠোরতা অবলম্বন করা ব্যতীত গত্যন্তর নেই। তাই পরবর্তী আয়াতে এ আইনও ঘোষণা করা হয়েছে যে, যারা এই কুকর্ম থেকে বিরত হবে না, তাদেরকে কিছুতেই ক্ষমা করা হবে না; বরং যেখানেই পাওয়া যাবে সেখানেই পাকড়াও করা হবে এবং শাস্তি দেওয়া হবে। এ আইন বাঁদিদের সতীত্বও স্বাধীন নারীদের অনুরূপ সংরক্ষিত করে দিয়েছে।

উপরিউক্ত সন্দেহ থেকে বাঁচার জন্য আল্লামা ইবনে হাযম প্রমুখ আলোচ্য আয়াতের তাফসীর অধিকাংশ আলেমের তাফসীর থেকে ভিন্নরূপ করার প্রয়াস পেয়েছেন। উপরিউক্ত আলোচনা থেকে জানা গেল যে, এরূপ তাফসীর করার প্রয়োজন নেই। বাঁদিদের হেফাজতের ব্যবস্থা না করা হলেই সন্দেহ হতে পারত।

মুসলমান হওয়ার পর ধর্ম ত্যাগের শাস্তি মৃত্যুদণ্ড : আলোচ্য আয়াতে মুনাফিকদের দ্বিবিধ দুষ্কর্মের উল্লেখ করার পর তা থেকে বিরত না হলে এই শাস্তির বর্ণনা করা হয়েছে যে, مَلْعُونِينَ أَيْنَمَا ثُقِفُوا أُخِذُوا وَقُتِّلُوا تَقْتِيلًا অর্থাৎ, ওরা যেখানেই থাকবে অভিসম্পাত ও লাঞ্ছনা ওদের সঙ্গী হবে এবং যেখানেই পাওয়া যাবে, গ্রেফতার করত হত্যা করা হবে। এটা সাধারণ কাফেরদের শাস্তি নয়। কুরআন ও সুন্নাহর অসংখ্য বর্ণনা সাক্ষ্য দেয় যে, কাফেরদের জন্য শরিয়তে এরূপ আইন নেই; বরং তাদের জন্য আইন এই যে, প্রথমে তাদেরকে ইসলামের দাওয়াত দেওয়া হবে, তাদের সন্দেহ দূর করার চেষ্টা করা হবে। এর পরও ইসলাম গ্রহণ না করলে মুসলমানদের অনুগত জিম্মি হয়ে থাকার আদেশ দেওয়া হবে। তারা এটা মেনে নিলে তাদের জান মাল ও ইজ্জত-আবরুর হেফাজত করা মুসলমানদের মতোই ফরজ হয়ে যাবে। তবে কেউ যদি তা না মানে এবং যুদ্ধ করতেই উদ্যত হয়, তবে তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার আদেশ আছে।

আলোচ্য আয়াতে তাদেরকে সর্বাবস্থায় বন্দী ও হত্যার আদেশ শোনানো হয়েছে। এর কারণ এই যে, ব্যাপারটি ছিল মুনাফিকদের, তারা নিজেদেরকে মুসলমান বলত। কোনো মুসলমান ইসলামের বিধানাবলির প্রকাশ্য বিরোধিতা করলে শরিয়তের পরিভাষায় তাকে মুরতাদ বলা হয়। তার সাথে শরিয়তের কোনো আপস নেই। তবে সে তওবা করে মুসলমান হয়ে গেলে ভিন্ন কথা। নতুবা তাকে হত্যা করা হবে। রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর সুস্পষ্ট উক্তি এবং সাহাবায়ে কেরামের কর্মপরম্পরা দ্বারা এটাই প্রমাণিত। মুসায়লামাতুল কায্যাব ও তার দলের বিরুদ্ধে সাহাবায়ে-কেরামের ঐকমত্যে জিহাদ পরিচালনা এবং মুসায়লামার হত্যা এর যথেষ্ট প্রমাণ। আয়াতের শেষে একে আল্লাহ তা'আলার শাশ্বত রীতি বলা হয়েছে। এ থেকে জানা গেল যে, পূর্ববর্তী পয়গম্বরগণের শরিয়তেও মুরতাদের শাস্তি হত্যাই ছিল।

এ আয়াত থেকে প্রমাণিত হলো :

১. নারীরা প্রয়োজনবশত : গৃহ থেকে বের হলে লম্বা চাদরে সর্বাঙ্গ আবৃত করে বের হবে এবং চাদরটি মাথার উপরদিক থেকে লটকিয়ে মুখমণ্ডলও আবৃত করবে। প্রচলিত বোরকাও চাদরের স্থলাভিষিক্ত হতে পারে।

২. মুসলমানদের উদ্বেগ ও উৎকণ্ঠার কারণ হয়, এরূপ কোনো গুজব ছড়ানো হারাম।

https://e-ilm.weebly.com/

শব্দ বিশ্লেষণ :

اِتَّقِيْنَ : সীগাহ جَمْعِ مُؤَنَّثْ حَاضِرْ বহছ اَمْر حَاضِرْ مَعْرُوْف বাব اِفْتِعَالْ মাসদার اِتِّقَاءٌ মূলবর্ণ (و - ق - ى) জিনস لَفِيْف مَفْرُوْق অর্থ– ভয় কর।

يُصَلُّوْنَ : সীগাহ جَمْعِ مُذَكَّرْ غَائِبْ বহছ مُضَارِعْ مَعْرُوْف বাব تَفْعِيْل মাসদার تَصْلِيَةٌ মূলবর্ণ (ص - ل - ى) জিনস نَاقِص يَائِىْ অর্থ– রহমত বর্ষণ করেন। তোমরা বেঁচে থাক।

يُؤْذُوْنَ : সীগাহ جَمْعِ مُذَكَّرْ غَائِبْ বহছ مُضَارِعْ مَعْرُوْف বাব اِفْعَالْ মাসদার اِيْذَاءٌ মূলবর্ণ (ء - ذ - ى) জিনস মুরাক্কাব (مَهْمُوْز فَاء এবং نَاقِص يَائِىْ) অর্থ– কষ্ট দেয়। তারা যাতনা দেয়।

مُهِيْنًا : সীগাহ وَاحِدْ مُذَكَّرْ বহছ اِسْم فَاعِلْ বাব اِفْعَالْ মাসদার اِهَانَةٌ মূলবর্ণ (ه - و - ن) জিনস اَجْوَف وَاوِىْ অর্থ– অবমাননাকর।

يُدْنِيْنَ : সীগাহ جَمْعِ مُؤَنَّثْ غَائِبْ বহছ مُضَارِعْ مَعْرُوْف বাব اِفْعَالْ মাসদার اِدْنَاءٌ মূলবর্ণ (د - ن - و) জিনস نَاقِص وَاوِىْ অর্থ– ঝুলিয়ে নেয়। লটকিয়ে নেয়।

اَلْمُرْجِفُوْنَ : সীগাহ جَمْعِ مُذَكَّرْ বহছ اِسْم فَاعِلْ বাব اِفْعَالْ মাসদার اِرْجَافٌ মূলবর্ণ (ر - ج - ف) জিনস صَحِيْح অর্থ– মিথ্যা সংবাদ রটনাকারীগণ।

مَلْعُوْنِيْنَ : সীগাহ جَمْعِ مُذَكَّرْ বহছ اِسْم مَفْعُوْل বাব فَتَحَ মাসদার لَعْنٌ মূলবর্ণ (ل - ع - ن) জিনস صَحِيْح অর্থ– অভিশপ্ত, লা'নতকৃত।

ثُقِفُوْا : সীগাহ جَمْعِ مُذَكَّرْ غَائِبْ বহছ مَاضِىْ مَجْهُوْل বাব سَمِعَ মাসদার ثَقَفٌ মূলবর্ণ (ث - ق - ف) জিনস صَحِيْح অর্থ– তাদেরকে পাওয়া যাবে।

اُخِذُوْا : সীগাহ جَمْعِ مُذَكَّرْ غَائِبْ বহছ مَاضِىْ مَجْهُوْل বাব نَصَرَ মাসদার اَلْاَخْذُ মূলবর্ণ (ء - خ - ذ) জিনস مَهْمُوْز فَاء অর্থ– ধর-পাকড় করা হবে।

قُتِّلُوْا : সীগাহ جَمْعِ مُذَكَّرْ غَائِبْ বহছ مَاضِىْ مَعْرُوْف বাব تَفْعِيْل মাসদার تَقْتِيْل মূলবর্ণ (ق - ت - ل) জিনস صَحِيْح অর্থ– হত্যা করা হবে।

لَنْ تَجِدَ : সীগাহ وَاحِدْ مُذَكَّرْ حَاضِرْ বহছ مُضَارِعْ مَنْفِىْ مَعْرُوْف بِلَنْ বাব ضَرَبَ মাসদার وَجْدٌ মূলবর্ণ (و - ج - د) জিনস مِثَال وَاوِىْ অর্থ– আপনি পাবেন না। তুমি কখনো পাবে না।

বাক্য বিশ্লেষণ :

اِنَّ اللّٰهَ وَمَلٰئِكَتَهٗ يُصَلُّوْنَ عَلَى النَّبِيِّ : এখানে اِنَّ হরফে মুশাব্বাহা বিল ফে'ল اللّٰهَ ইসমে ইন্না وَاوْ হরফে আতফ مَلٰئِكَتَهٗ মা'তূফ اللّٰهَ শব্দের। মা'তূফ ও মা'তূফ আলাইহি মিলে اِسْمِ اِنَّ আর يُصَلُّوْنَ ফে'ল ও ফায়েল এবং عَلٰى রফে জার এবং النَّبِيِّ মাজরূর। জার ও মাজরূর মিলে مُتَعَلِّقْ ফে'ল, ফায়েল ও مُتَعَلِّقْ মিলে جُمْلَة হয়ে خَبَرِ اِنَّ য়েছে। اِسْمِ اِنَّ ও خَبَرِ اِنَّ মিলে جُمْلَة اِسْمِيَّة হয়েছে।

https://e-ilm.weebly.com/

https://e-ilm.weebly.com/

৬৯. হে ঈমানদারগণ! তোমরা ঐ লোকদের অনুরূপ হয়ো না, যারা মূসাকে (মিথ্যা অপবাদ দ্বারা) কষ্ট দিয়েছিল, অনন্তর আল্লাহ তা'আলা তাঁকে নিষ্কলঙ্ক প্রমাণ করে দিলেন এবং তিনি আল্লাহ তা'আলার সমীপে বড়ই সম্মানিত ছিলেন।	يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَا تَكُوْنُوْا كَالَّذِيْنَ اٰذَوْا مُوْسٰى فَبَرَّاَهُ اللّٰهُ مِمَّا قَالُوْا ؕ وَكَانَ عِنْدَ اللّٰهِ وَجِيْهًا ؕ﴿٦٩﴾
৭০. হে মু'মিনগণ! আল্লাহ তা'আলাকে ভয় কর, (তাঁর আনুগত্য কর) এবং সুসঙ্গত কথা বল।	يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوا اتَّقُوا اللّٰهَ وَقُوْلُوْا قَوْلًا سَدِيْدًا ۙ﴿٧٠﴾
৭১. আল্লাহ তা'আলা তোমাদের আমলসমূহ কবুল করবেন এবং তোমাদের গুনাহসমূহ মাফ করে দিবেন; আর যে ব্যক্তি আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের আনুগত্য করবে, সে মহা সফলতা লাভ করবে।	يُّصْلِحْ لَكُمْ اَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوْبَكُمْ ؕ وَمَنْ يُّطِعِ اللّٰهَ وَرَسُوْلَهٗ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيْمًا ﴿٧١﴾
৭২. আমি এ আমানত (অর্থাৎ, আমার নির্দেশাবলি) পেশ করছিলাম আসমানসমূহ ও জমিন এবং পর্বতসমূহের সম্মুখে, অনন্তর তারা ঐ আমানত গ্রহণ করতে অস্বীকার করল এবং তা থেকে ভীত হয়ে গেল এবং মানুষ তাকে নিজের জিম্মায় গ্রহণ করল। নিশ্চয় মানুষ অতিশয় জালিম, অজ্ঞ।	اِنَّا عَرَضْنَا الْاَمَانَةَ عَلَى السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ وَالْجِبَالِ فَاَبَيْنَ اَنْ يَّحْمِلْنَهَا وَاَشْفَقْنَ مِنْهَا وَحَمَلَهَا الْاِنْسَانُ ؕ اِنَّهٗ كَانَ ظَلُوْمًا جَهُوْلًا ۙ﴿٧٢﴾

শাব্দিক অনুবাদ :

৬৯. يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا হে ঈমানদারগণ لَا تَكُوْنُوْا তোমরা ঐ লোকদের অনুরূপ হয়ো না كَالَّذِيْنَ اٰذَوْا مُوْسٰى যারা মূসাকে কষ্ট দিয়েছিল فَبَرَّاَهُ اللّٰهُ مِمَّا قَالُوْا অনন্তর আল্লাহ তা'আলা তাঁকে নিষ্কলঙ্ক প্রমাণ করে দিলেন وَكَانَ عِنْدَ اللّٰهِ وَجِيْهًا এবং তিনি আল্লাহ তা'আলার সমীপে বড়ই সম্মানিত ছিলেন।

৭০. يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا হে মুমিনগণ اتَّقُوا اللّٰهَ আল্লাহ তা'আলাকে ভয় কর وَقُوْلُوْا قَوْلًا سَدِيْدًا এবং সুসঙ্গত কথা বল।

৭১. يُّصْلِحْ لَكُمْ اَعْمَالَكُمْ আল্লাহ তা'আলা তোমাদের আমলসমূহ কবুল করবেন وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوْبَكُمْ এবং তোমাদের গুনাহসমূহ মাফ করে দিবেন وَمَنْ يُّطِعِ اللّٰهَ وَرَسُوْلَهٗ আর যে ব্যক্তি আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের আনুগত্য করবে فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيْمًا সে মহা সফলতা লাভ করবে।

৭২. اِنَّا عَرَضْنَا الْاَمَانَةَ আমি এ আমানত পেশ করেছিলাম عَلَى السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ وَالْجِبَالِ আসমানসমূহ ও জমিন এবং পর্বতসমূহের সম্মুখে فَاَبَيْنَ اَنْ يَّحْمِلْنَهَا অনন্তর তারা এ আমানত গ্রহণ করতে অস্বীকার করল وَاَشْفَقْنَ مِنْهَا এবং তা হতে ভীত হয়ে গেল وَحَمَلَهَا الْاِنْسَانُ এবং মানুষ তাকে নিজের জিম্মায় গ্রহণ করল اِنَّهٗ كَانَ ظَلُوْمًا جَهُوْلًا নিশ্চয় মানুষ অতিশয় জালিম, অজ্ঞ।

https://e-ilm.weebly.com/

৭৩. (এ দায়িত্ব গ্রহণের) পরিণামফল এই হলো যে, আল্লাহ মুনাফিক পুরুষ ও মুনাফিক নারীদেরকে এবং অংশীবাদী পুরুষকে ও অংশীবাদী নারীদেরকে শাস্তি দিবেন, (কেননা এরাই আল্লাহর বিধানসমূহের বিনষ্টকারী,) পক্ষান্তরে তিনি মু'মিন পুরুষ এবং মু'মিন নারীদের প্রতি কৃপাদৃষ্টি করবেন; এবং আল্লাহ তা'আলা অতি ক্ষমাশীল, পরম দয়াময়।	لِيُعَذِّبَ اللّٰهُ الْمُنٰفِقِيْنَ وَالْمُنٰفِقٰتِ وَالْمُشْرِكِيْنَ وَالْمُشْرِكٰتِ وَيَتُوْبَ اللّٰهُ عَلَى الْمُؤْمِنِيْنَ وَالْمُؤْمِنٰتِ ۭ وَكَانَ اللّٰهُ غَفُوْرًا رَّحِيْمًا ﴿٧٣﴾

ع

শাব্দিক অনুবাদ :

৭৩. لِيُعَذِّبَ اللّٰهُ পরিণাম ফল এই হলো যে, আল্লাহ শাস্তি দিবেন الْمُنٰفِقِيْنَ وَالْمُنٰفِقٰتِ মুনাফিক পুরুষ ও মুনাফিক নারীদেরকে وَالْمُشْرِكِيْنَ وَالْمُشْرِكٰتِ এবং অংশীবাদী পুরুষকে ও অংশীবাদী নারীদেরকে وَيَتُوْبَ اللّٰهُ عَلَى الْمُؤْمِنِيْنَ وَالْمُؤْمِنٰتِ পক্ষান্তরে তিনি মুমিন পুরুষ এবং মুমিন নারীদের প্রতি কৃপাদৃষ্টি করবেন وَكَانَ اللّٰهُ غَفُوْرًا رَّحِيْمًا এবং আল্লাহ তা'আলা অতি ক্ষমাশীল পরম দয়াময়।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

পূর্ববর্তী আয়াতসমূহে আল্লাহ ও রাসূলের বিরুদ্ধাচরণকারীদেরকে ইহকাল ও পরকালে অভিসম্পাত ও শাস্তির সতর্কবাণী শোনানো হয়েছিল। কাফেরদের অনেকদল স্বয়ং কিয়ামত ও পরকালেই বিশ্বাসী ছিল না এবং অবিশ্বাস হেতু ঠাট্টা-বিদ্রূপচ্ছলে জিজ্ঞাসা করত, কিয়ামত কবে হবে? আলোচ্য আয়াতসমূহে তাদের জবাব দেওয়া হয়েছে।

পূর্বেকার আয়াতে বর্ণিত হয়েছিল যে, আল্লাহ ও তাঁর রাসূলকে কষ্ট দেওয়া মারাত্মক বিপজ্জনক আচরণ। এ আয়াতে বিশেষভাবে মুসলমানদেরকে আল্লাহ ও রাসূলের বিরোধিতা থেকে আত্মরক্ষার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। কেননা, এই বিরোধিতা তাঁদের কষ্টের কারণ।

হযরত মূসা (আ.)-এর সম্প্রদায় তাঁকে কষ্ট দিয়েছিল। প্রথম আয়াতে সেই ঘটনা উল্লেখ করে মুসলমানদেরকে হুঁশিয়ার করা হয়েছে যে, তোমরা তাদের মতো হয়ো না। এর জন্য জরুরি নয় যে, মুসলমানরা এরূপ কোনো কাজ করেছিল; বরং কাজ করার পূর্বেই তাদেরকে এ কাহিনী শুনিয়ে নির্দেশ প্রদান করা হয়েছে। হাদীসে কোনো কোনো সাহাবীর যে ঘটনা বর্ণিত আছে তার অর্থ এই যে, তারা কখনো এদিকে লক্ষ্য করেননি যে, কথাটি রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর জন্য কষ্টদায়ক হবে। কোনো সাহাবী ইচ্ছাপূর্বক কষ্ট দিবেন এমন সম্ভাবনাও ছিল না। ইচ্ছাপূর্বক কষ্ট দেওয়ার যত কাহিনি বর্ণিত আছে, সবগুলোর কর্তাই মুনাফিক সম্প্রদায়। হযরত মূসা (আ.)-এর কাহিনী কি ছিল, তা স্বয়ং রাসূলুল্লাহ ﷺ বর্ণনা করে এ আয়াতের তাফসীর করেছেন। ইমাম বুখারী (র.) হযরত আবূ হুরায়রা (রা.) থেকে রেওয়ায়েত করেন, হযরত মূসা (আ.) অত্যন্ত লজ্জাশীল হওয়ার কারণে তাঁর দেহ ঢেকে রাখতেন। তাঁর শরীর কেউ দেখত না। তিনি পর্দার আড়ালে গোসল করতেন। তাঁর সম্প্রদায় বনী ইসরাঈলের মধ্যে সকলের সামনে উলঙ্গ হয়ে গোসল করার ব্যাপক প্রচলন ছিল। হযরত মূসা (আ.) কারো সামনে গোসল করেন না দেখে কেউ কেউ বলাবলি করল এর কারণ এই যে, তাঁর দেহে নিশ্চয় কোনো খুঁত আছে হয় তিনি ধবল কুষ্ঠরোগী, না হয় একশিরা রোগী। (অর্থাৎ তাঁর অণ্ডকোষ স্ফীত।) নতুবা তিনি অন্য কোনো ব্যাধিগ্রস্ত। আল্লাহ তা'আলা এ ধরনের খুঁত থেকে হযরত মূসা (আ.)-এর নির্দোষিতা প্রকাশ করার ইচ্ছা করলেন। একদিন হযরত মূসা (আ.) নির্জনে গোসল করার জন্য কাপড় খুলে একখণ্ড পাথরের উপর তা রেখে দিলেন। গোসল শেষে যখন হাত বাড়িয়ে কাপড় নিতে চাইলেন, তখন প্রস্তর খণ্ডটি (আল্লাহর আদেশে) নড়ে উঠল এবং তাঁর কাপড়সহ দৌড়াতে লাগল। হযরত মূসা (আ.) তাঁর লাঠি নিয়ে প্রস্তরের পিছনে পিছনে "আমার কাপড়, আমার কাপড়" বলতে বলতে দৌড় দিলেন। কিন্তু প্রস্তরটি থামল না যেতেই লাগল। অবশেষে প্রস্তরটি বনী-ইসরাঈলের এক সামাবেশে পৌঁছে থেমে গেল। তখন সে সব লোক হযরত মূসা (আ.)-কে আপাদ মস্তক উলঙ্গ অবস্থায় দেখে নিল এবং তাঁর দেহ নিখুঁত ও সুস্থ দেখতে পেল। (এতে তাদের বর্ণিত কোনো খুঁত বিদ্যমান ছিল না।) এভাবে আল্লাহ তা'আলা হযরত মূসা (আ.)-এর নির্দোষিতা সকলের সামনে প্রকাশ করে দিলেন। প্রস্তরখণ্ড থেমে যেতেই হযরত মূসা (আ.) তাঁর কাপড় উঠিয়ে পরে নিলেন। অতঃপর তিনি লাঠি দ্বারা প্রস্তর খণ্ডকে মারতে লাগলেন। আল্লাহর কসম, হযরত মূসা (আ.) -এর আঘাতের কারণে পাথরের গায়ে তিন, চার অথবা পাঁচটি দাগ পড়ে গিয়েছিল।

https://e-ilm.weebly.com/

এই ঘটনা বর্ণনা করে রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন, কুরআনের এই আয়াতের এটাই অর্থ। কোনো কোনো সাহাবী থেকে বর্ণিত আরো একটি কাহিনী খ্যাত আছে, যা এই আয়াতের তাফসীরের সাথে সংযুক্ত। কিন্তু রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর প্রত্যক্ষ উক্তির মাধ্যমে যে তাফসীর হয়, তাই অগ্রগণ্য।

وَكَانَ عِنْدَ اللّٰهِ وَجِيْهًا অর্থাৎ, হযরত মূসা (আ.) আল্লাহ্র কাছে মর্যাদাসম্পন্ন ছিলেন। আল্লাহ্র কাছে কারো মর্যাদাসম্পন্ন হওয়ার অর্থ এই যে, আল্লাহ তাঁর দোয়া কবুল করেন এবং তাঁর বাসনা অপূর্ণ রাখেন না। হযরত মূসা (আ.) যে এরূপ ছিলেন, তার প্রমাণ কুরআনের অনেক ঘটনায় রয়েছে। এসব ঘটনায় তিনি যেভাবে আল্লাহ্র কাছে দোয়া করছেন, সেভাবেই কবুল হয়েছে। এসব দোয়ার মধ্যে বিস্ময়কর দোয়া এই যে, তিনি হযরত হারূন (আ.)-কে পয়গম্বর করার দোয়া করলে আল্লাহ তা'আলা তা কবুল করে তাঁকে তাঁর রিসালাতে অংশীদার করে দেন। অথচ রেসালতের পদ কাউকে কারো সুপারিশের ভিত্তিতে দান করা হয় না। –[ইবনে কাছীর]

পয়গম্বরগণকে যাবতীয় ত্রুটিমুক্ত রাখা আল্লাহ্র রীতি : এ ঘটনায় সম্প্রদায়ের দোষারোপের জবাবে নির্দোষিতা প্রমাণের বিষয়টিকে আল্লাহ তা'আলা এত অধিক গুরুত্ব দিয়েছেন যে, অলৌকিকভাবে প্রস্তর খণ্ড কাপড় নিয়ে দৌড়াতে শুরু করেছে এবং হযরত মূসা (আ.) ও নিরুপায় হয়ে মানুষের সামনে উলঙ্গ অবস্থায় হাজির হয়েছেন। এই গুরুত্ব প্রদান এদিকে অঙ্গুলি নির্দেশ করে যে, আল্লাহ তা'আলা তাঁর পয়গম্বরগণের দেহকে ঘৃণাত্মক খুঁত থেকে সাধারণভাবে পবিত্র ও মুক্ত রেখেছিলেন। বোখারীর হাদীস দ্বারা প্রমাণিত আছে যে, সকল পয়গম্বরকেই উচ্চবংশে জন্মদান করা হয়েছে। কেননা সর্বসাধারণ যে বংশ ও পরিবারকে নিকৃষ্ট ও হীন মনে করে, সে পরিবারের কারো কথা শোনা ও মানা তাদের জন্য কঠিন হয়। অনুরূপভাবে পয়গম্বরগণের ইতিহাসে কোনো পয়গম্বরের অন্ধ, কানা, মুক অথবা বিকলাঙ্গ হওয়ারও প্রমাণ নেই। হযরত আইয়্যুব (আ.)-এর ঘটনা দ্বারা এতে আপত্তি তোলা যায় না। কারণ সেটা খোদায়ী রহস্য অনুযায়ী একটা বিশেষ পরীক্ষার জন্য ক্ষণস্থায়ী ব্যাধি ছিল, যা পরে নিশ্চিহ্ন করা হয়েছিল।

قَوْلٌ سَدِيْدٌ - يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوا اتَّقُوا اللّٰهَ وَقُوْلُوْا قَوْلًا سَدِيْدًا يُّصْلِحْ لَكُمْ اَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوْبَكُمْ - এর তাফসীর সত্য কথা, সরল কথা, সঠিক কথা করা হয়েছে। ইবনে কাছীর সবগুলো উদ্ধৃতি করে বলেন, সবই ঠিক। কুরআন পাক এস্থলে مُسْتَقِيْم - صَادِق ইত্যাদি শব্দ বাদ দিয়ে سَدِيْد শব্দ ব্যবহার করেছে। কেননা এ শব্দের মধ্যে সবগুলো গুণাবলিই বিদ্যমান রয়েছে। এ কারণেই কাশেমী রূহুল-বয়ানে বলেন, قَوْل سَدِيْد এমন কথা যা সত্য তাতে মিথ্যার নামগন্ধও নেই, সঠিক যাতে ভুলের নামগন্ধ নেই, গাম্ভীর্যপূর্ণ যাতে রসিকতার নামগন্ধও নেই, কোমল যা হৃদয় বিদারক নয়।

মুখ সংশোধন সব অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ ও কর্মসংশোধনের কার্যকর উপায় : এ আয়াতে মুসলমানদের প্রতি মূল আদেশ হচ্ছে আল্লাহভীতি অবলম্বন কর। এর স্বরূপ যাবতীয় আল্লাহর বিধানের পরিপূর্ণ আনুগত্য। অর্থাৎ, যাবতীয় আদেশ পালন করা এবং যাবতীয় নিষিদ্ধ ও মাকরূহ কাজ থেকে বিরত থাকা। বলাবাহুল্য, এটা মানুষের জন্য সহজ কাজ নয়। তাই আল্লাহভীতির আদেশের পর একটি বিশেষ কর্মের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে; অর্থাৎ, কথাবার্তা সংশোধন করা। এটাও আল্লাহভীতিরই এক অংশ; কিন্তু এমন অংশ, যা করায়ত্ত হয়ে গেলে আল্লাহভীতির অবশিষ্ট অংশগুলো আপনা-আপনি অর্জিত হতে থাকে। যেমন, এ আয়াতেই সঠিক কথা অবলম্বনের ফলশ্রুতিতে يُصْلِحْ لَكُمْ اَعْمَالَكُمْ -এর ওয়াদা করা হয়েছে। অর্থাৎ তোমরা যদি মুখকে ভুলভ্রান্তি থেকে নিবৃত রাখ এবং সঠিক ও সরল কথা বলায় অভ্যস্ত হয়ে যাও, তবে আল্লাহ তা'আলা তোমাদের সর্বকর্ম সংশোধন করে দিবেন। আয়াতের শেষে আরও ওয়াদা করা হয়েছে যে, আল্লাহ তা'আলা এরূপ ব্যক্তির ত্রুটি-বিচ্যুতি ক্ষমা করে দিবেন।

কুরআনি বিধানসমূহে সহজকরণের বিশেষ গুরুত্ব : কুরআন পাকের সাধারণ পদ্ধতি সম্পর্কে চিন্তা করলে জানা যায় যে, যেখানেই কোনো কঠিন ও দুরূহ আদেশ দেওয়া হয়, সেখানেই তা সহজ করার নিয়মও বলে দেওয়া হয়। আল্লাহভীতি সমস্ত ধর্মকর্মের নির্যাস এবং এতে পুরোপুরি সাফল্য অর্জন করার ব্যাপার। তাই সাধারণভাবে যেখানে আল্লাহকে ভয় করার আদেশ দেওয়া হয়েছে, সেখানে এর পরেই এমন কর্ম বলে দেওয়া হয়েছে, যা অবলম্বন করলে আল্লাহভীতির অন্যান্য স্তম্ভ পালন করা আল্লাহ্র পক্ষ থেকে সহজ করে দেওয়া হয়। আলোচ্য আয়াতে اِتَّقُوا اللّٰهَ আদেশের পর وَقُوْلُوْا قَوْلًا سَدِيْدًا শিক্ষা দেওয়া এরই একটি নযীর। এর পূর্বের আয়াতে اِتَّقُوا اللّٰهَ আদেশের পর لَا تَكُوْنُوْا كَالَّذِيْنَ اٰذَوْا مُوْسٰى বলে এ বিষয়ের প্রতি নির্দেশ করা হয়েছে যে, আল্লাহ্র সৎ ও প্রিয় বান্দাদেরকে কষ্ট দেওয়া আল্লাহভীতির পথে একটি বৃহৎ বাধা। এটা পরিত্যাগ করলে আল্লাহভীতি সহজ হয়ে যাবে।

https://e-ilm.weebly.com/

অন্য এক আয়াতে বলা হয়েছে اِتَّقُوا اللّٰهَ وَكُوْنُوْا مَعَ الصّٰدِقِيْنَ এতে আল্লাহভীতিকে সহজ করার জন্য এমন লোকদের সংসর্গ অবলম্বন করতে বলা হয়েছে, যারা কথায় ও কাজে সাচ্চা। এর মানে যারা আল্লাহর ওলী। আরো এক আয়াতে اِتَّقُوا اللّٰهَ আদেশের সাথে وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَّا قَدَّمَتْ لِغَدٍ যোগ করা হয়েছে। এর অর্থ এই যে, প্রত্যেক মানুষের চিন্তা করা উচিত সে আগামীকাল অর্থাৎ, কিয়ামতের দিনের জন্য কি পুঁজি প্রেরণ করেছে। এর সারমর্ম পরকাল চিন্তা। এটা আল্লাহভীতির সকল স্তম্ভকেই সহজ করে দেয়।

মুখ ও কথার সংশোধন উভয় জাহানের কাজ ঠিক করে দেয় : হযরত শাহ্ আবদুল কাদের দেহলভী (র.) এ আয়াতের যে অনুবাদ করেছেন, তা থেকে জানা যায় যে, এ আয়াতে সোজা কথায় অভ্যস্ত হওয়ার কারণে কর্ম সংশোধনের ওয়াদা কেবল ধর্মীয় মর্মেই সীমাবদ্ধ নয়; বরং দুনিয়ার সব কর্মও এতে দাখিল আছে। যে ব্যক্তি সঠিক কথায় অভ্যস্ত হয়, কখনো মিথ্যা বলে না, চিন্তাভাবনা করে দোষত্রুটি মুক্ত কথা বলে, প্রতারণা করে না এবং অন্যের মর্মপীড়ার কারণ হয় এমন কথা বলে না, তার পরকাল ও দুনিয়া উভয় জাহানের কর্ম সঠিক হয়ে যাবে। হযরত শাহ্ সাহেবের অনুবাদ এই : বল সোজা কথা, যাতে পরিপাটি করে দেন তোমার জন্য তোমার কর্ম।

সমগ্র সূরায় রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর সম্মান, সম্ভ্রম ও আনুগত্যের উপর জোর দেওয়া হয়েছে। সূরার উপসংহারে এই আনুগত্যের সুউচ্চ মর্যাদা ব্যক্ত করা হয়েছে। এতে আল্লাহ ও রাসূলের আনুগত্য ও তাঁদের আদেশাবলি পালনকে "আমানত" শব্দের মাধ্যমে প্রকাশ করা হয়েছে। এর কারণ পরে বর্ণিত হবে।

আমানতের উদ্দেশ্য কী : এখানে আমানত শব্দের তাফসীর প্রসঙ্গে সাহাবী ও তাবেয়ী প্রমুখ তাফসীরবিদগণের অনেক উক্তি বর্ণিত আছে; যেমন শরিয়তের ফরজ কর্মসমূহ, সতীত্বের হেফাজত, ধন-সম্পদের আমানত, অপবিত্রতার গোসল, নামাজ, জাকাত, রোজা, হজ ইত্যাদি। এ কারণেই অধিকাংশ তাফসীরবিদ বলেন যে, ধর্মের যাবতীয় কর্তব্য ও কর্ম এই আমানতের মধ্যে অন্তর্ভুক্ত। –[কুরতুবী]

তাফসীরে মাযহারীতে বলা হয়েছে, শরিয়তের যাবতীয় আদেশ নিষেধের সমষ্টিই আমানত। আবূ হাইয়ান বাহরে মুহীতে বলেন, اَلظَّاهِرُ اَنَّهَا كُلُّ مَا يُؤْتَمَنُ عَلَيْهِ مِنْ اَمْرٍ وَنَهْيٍ وَشَانٍ وَدِيْنٍ وَدُنْيَا وَالشَّرْعُ كُلُّهُ اَمَانَةٌ وَهٰذَا قَوْلُ الْجُمْهُوْرِ প্রত্যেক যে বিষয়ে মানুষের উপর আস্থা রাখা হয় অর্থাৎ আদেশ-নিষেধ এবং প্রত্যেক যে অবস্থা দীন-দুনিয়ার সাথে সম্পর্ক রাখে এবং সমগ্র শরিয়ত আমানত। এটাই অধিকাংশের উক্তি।

সারকথা এই যে, আমানতের উদ্দেশ্য হচ্ছে শরিয়তের বিধানাবলি দ্বারা আদিষ্ট হওয়া, যেগুলো পুরোপুরি পালন করলে জান্নাতের চিরস্থায়ী নিয়ামত এবং বিরোধিতা অথবা ত্রুটি করলে জাহান্নামের আজাব প্রতিশ্রুত। কেউ কেউ বলেন, আমানতের উদ্দেশ্য আল্লাহর বিধানাবলির ভার বহনের যোগ্যতা ও প্রতিভা, যা বিশেষ স্তরের জ্ঞান-বুদ্ধি ও চেতনার উপর নির্ভরশীল। উন্নতি এবং আল্লাহর প্রতিনিধিত্বের ক্ষমতা এই বিশেষ যোগ্যতার উপর নির্ভরশীল। যেসব সৃষ্ট বস্তুর মধ্যে এই যোগ্যতা নেই, তারা স্বস্থানে যতই উচ্চ মর্যাদার অধিকারী হোক না কেন, তারা তাদের স্থান থেকে উন্নতি করতে পারে না। এ কারণেই আকাশ, পৃথিবী এমনকি, ফেরেশতাগণের মধ্যেও উন্নতি নেই। তারা নৈকট্যের নিজ নিজ স্থানেই অনড় হয়ে আছে। তাদের অবস্থা এই– وَمَا مِنَّا اِلَّا لَهٗ مَقَامٌ مَّعْلُوْمٌ অর্থাৎ আমাদের মধ্যে প্রত্যেকেরই একটি নির্দিষ্ট স্থান আছে। আমানতের এই অর্থ অনুযায়ী আমানত সম্পর্কিত সকল হাদীস ও রেওয়ায়েত পরস্পর সমঞ্জস্যশীল হয়ে যায়। অধিকাংশ তাফসীরবিদের উক্তিসমূহও এতে প্রায় একমত হয়ে যায়।

বুখারী, মুসলিম ও মুসনাদে আহমদের রেওয়ায়েতে হযরত হুযাইফা (র.) বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ আমাদেরকে দু'টি হাদীস শিক্ষা দিয়েছেন। তন্মধ্যে একটি আমরা চাক্ষুষ দেখে নিয়েছি এবং অপরটির অপেক্ষায় আছি।

প্রথম হাদীস এই যে, ধর্মের কৃতী সন্তানদের অন্তরে আমানত নাজিল করা হয়েছে, অতঃপর কুরআন অবতীর্ণ হয়েছে ফলে মুমিনরা কুরআন থেকে জ্ঞান অর্জন করেছে এবং সুন্নাহ থেকে কর্মের আদর্শ লাভ করেছে।

দ্বিতীয় হাদীস এই যে, (এক সময় আসবে যখন) মানুষ নিদ্রা থেকে জাগ্রত হতেই তার অন্তর থেকে আমানত ছিনিয়ে নেওয়া হবে এবং তার এমন কিছু চিহ্নমাত্র থেকে যাবে, যেমন কেউ আগুনের অঙ্গার পায়ে সরিয়ে দিল। (অঙ্গার তো দূরে সরে গেল কিন্তু) তাঁর চিহ্ন ফোসকার আকারে পায়ে থেকে গেল। অথচ এতে অগ্নির কোনো অংশ নেই...........মানুষ পরস্পরে লেনদেন ও চুক্তি করবে, কিন্তু আমানতের হক কেউ আদায় করবে না। (আমানতদার লোকের অভাব দেখা দিবে যে,) মানুষ বলবে, অমুক গোত্রের মধ্যে একজন আমানতদার আছে।

এই হাদীসে মানুষের অন্তরের সাথে সম্পর্কশীল একটি বিষয়কে আমানত বলা হয়েছে। এ বিষয়টিই শরিয়তের আদেশ-নিষেধ দ্বারা আদিষ্ট হওয়ার যোগ্যতা রাখে।

https://e-ilm.weebly.com/

মুসনাদে আহমদে বর্ণিত হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আমর (রা.)-এর রেওয়ায়েতে রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন, চারটি বস্তু এমন যে, এগুলো অর্জিত হয়ে গেলে দুনিয়ার অন্য কোনো বস্তু অর্জিত না হলেও পরিতাপের কিছু নেই। সেগুলো এই, আমানতের হেফাজত, সত্যবাদিতা, নিষ্কলুষ চরিত্র, হালাল খাদ্য। -(ইবনে কাছীর)

আমানত কিরূপে পেশ করা হয়েছিল : উল্লিখিত আয়াতে বলা হয়েছে যে, আমি আকাশ, পৃথিবী ও পর্বতমালার সামনে আমানত পেশ করেছিলাম। তারা সকলেই এর বোঝা বহন করতে অস্বীকার করল এবং এর যথার্থ হক আদায় করার ব্যাপারে ভীত হয়ে গেল। কিন্তু মানুষ এই বোঝা বহন করে নিল।

এখানে চিন্তা সাপেক্ষ বিষয় এই যে, আকাশ, পৃথিবী ও পর্বতমালা বাহ্যত : অপ্রাণীবাচক ও চেতনাহীন বস্তু। তাদের সামনে আমানত পেশ করা এবং তাদের প্রত্যুত্তর দেওয়া কি প্রকারে সম্ভব হলো?

কেউ কেউ একে রূপক ও উপমা সাব্যস্ত করেছেন। যেমন কুরআন পাক এক জায়গায় উপমাস্বরূপ বলেছে : لَوْ اَنْزَلْنَا هٰذَا الْقُرْاٰنَ عَلٰى جَبَلٍ لَّرَاَيْتَهٗ خَاشِعًا مُّتَصَدِّعًا مِّنْ خَشْيَةِ اللّٰهِ অর্থাৎ আমি এই কুরআন পর্বতের উপর নাজিল করলে আপনি দেখতেন যে, পর্বতও এর ভারে নুয়ে পড়ত এবং আল্লাহর ভয়ে ছিন্ন বিচ্ছিন্ন হয়ে যেত। এখানে ধরে নেওয়ার পর্যায়ে এই উপমা বর্ণিত হয়েছে। আক্ষরিক অর্থে পর্বতের উপরে অবতীর্ণ করা উদ্দেশ্য নয়। اِنَّا عَرَضْنَا আয়াতও তাঁদের মতে তেমনি একটি উপমা।

কিন্তু অধিকাংশ আলেমের মতে এটা ঠিক নয়। কেননা এর প্রমাণস্বরূপ যে আয়াত পেশ করা হয়েছে, তাতে কুরআন পাক لَوْ শব্দ ব্যবহার করে ব্যাপরটি যে নিছক ধরে নেওয়ার পর্যায়ে, তা নিজেই প্রকাশ করে দিয়েছে। কিন্তু আলোচ্য আয়াতে একটি ঘটনা বর্ণিত হয়েছে। একে কোনো প্রমাণ ব্যতিরেকে রূপক ও উপমা মেনে নেওয়া বৈধ হবে না। যদি প্রমাণ পেশ করা হয় যে, এসব বস্তু অচেতন ও জড়, এদের সাথে প্রশ্নোত্তর হতে পারে না, তবে তা কুরআনের অন্যান্য বর্ণনা দৃষ্টে প্রত্যাখ্যাত হবে। কারণ কুরআন পাকের স্পষ্ট ইরশাদ এই :

وَاِنْ مِّنْ شَىْءٍ اِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهٖ অর্থাৎ প্রত্যেক বস্তু আল্লাহর হামদ, পবিত্রতা ঘোষণা করে। বলা বাহুল্য, আল্লাহকে চেনা এবং তাঁকে স্রষ্টা, মালিক, সর্বোচ্চ ও সর্বশ্রেষ্ঠ জ্ঞান করে তাঁর স্তুতি পাঠ করা চেতনা ও উপলব্ধি ব্যতীত সম্ভবপর নয়। তাই এ আয়াত দৃষ্টে এ কথা প্রমাণিত হয় যে, উপলব্ধি ও চেতনা সকল সৃষ্টবস্তুর মধ্যে এমন কি, জড় পদার্থের মধ্যেও বিদ্যমান আছে। এই উপলব্ধি ও চেতনার ভিত্তিতেই তাদেরকে সম্বোধন করা যায় এবং তারা উত্তরও দিতে পারে। উত্তর শব্দ ও অক্ষরের মাধ্যমেও হতে পারে। এতে বুদ্ধিগত কোনো অসম্ভাব্যতা নেই। কারণ আল্লাহ তা'আলা আকাশ, পৃথিবী ও পর্বতমালাকে বাকশক্তি দিতে পারেন। তাই অধিকাংশ তাফসীরবিদের মতে আকাশ পৃথিবী ও পর্বতমালার সামনে আক্ষরিক অর্থেই আমানত পেশ করা হয়েছে এবং তারা আক্ষরিক অর্থেই এ বোঝা বহন করতে অক্ষমতা প্রকাশ করেছে। এতে কোনো উপমা অথবা রূপকতা নেই।

আমানত ইচ্ছাধীন পেশ করা হয়েছিল, বাধ্যতামূলকভাবে নয় : এখানে প্রশ্ন হয় যে, আল্লাহ তা'আলা স্বয়ং যখন আকাশ, পৃথিবী ও পর্বতমালার সামনে আমানত পেশ করলেন, তখন তাদের তা বহন করতে অস্বীকার করার শক্তি কিরূপে হলো? আল্লাহ্র অবাধ্যতার কারণে তাদের তো নাস্তনাবুদ হয়ে যাওয়া উচিত ছিল। এছাড়া আকাশ ও পৃথিবী যে, আল্লাহ্র আজ্ঞাবহ ও অনুগত, তা কুরআনের আয়াত اَتَيْنَا طَآئِعِيْنَ বাক্যটি দ্বারাও প্রমাণিত। অর্থাৎ আল্লাহ তা'আলা যখন তাদেরকে নির্দেশ দিলেন আমার আদেশ পালন করার জন্য সানন্দে অথবা বাধ্যতামূলকভাবে উপস্থিত হও, তখন তারা উত্তরে বলল, আমরা সানন্দে উপস্থিত আছি।

এ প্রশ্নের জবাব এই যে, এ আয়াতে তাদেরকে এক শাসকসুলভ অনুবর্তিতার আদেশ দেওয়া হয়েছিল, যাতে একথাও বলে দেওয়া হয়েছিল যে, তোমরা রাজি হও অথবা না হও, সর্বাবস্থায় এ আদেশ মানতে হবে। কিন্তু আমানত পেশ করার আয়াত এরূপ নয়। এতে আমানত পেশ করে তাদেরকে কবুল করা ও কবুল না করার এখতিয়ার দেওয়া হয়েছিল।

ইবনে-কাছীর হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) হাসান বসরী, মুজাহিদ প্রমুখ একাধিক সাহাবী ও তাবেয়ী থেকে আমানত পেশ করার এই বিবরণ উদ্ধৃত করেছেন যে, আল্লাহ তা'আলা প্রথমে আকাশের সামনে অতঃপর পৃথিবীর সামনে এবং শেষে পর্বতমালার সামনে ইচ্ছাধীন আকারে এ বিষয় পেশ করেন যে, আমার আমানতের বোঝা নির্ধারিত প্রতিদানের বিনিময়ে তোমরা বহন কর। প্রত্যেকেই বিনিময় কি? তা জানতে চাইলে বলা হলো, তোমরা পূর্ণরূপে আমানত বহন করলে অর্থাৎ বিধানাবলি পুরোপুরি পালন করলে পুরস্কার, ছওয়াব এবং আল্লাহ তা'আলার কাছে বিশেষ সম্মান লাভ করবে। পক্ষান্তরে বিধানাবলি পালন না করলে অথবা ত্রুটি করলে আজাব ও শাস্তি দেওয়া হবে। একথা শুনে এসব বিশালকায় সৃষ্টি জবাব

https://e-ilm.weebly.com/

দিল, হে আমাদের পালনকর্তা! আমরা এখনো আপনার আজ্ঞাবহ দাস; কিন্তু আমাদেরকে যখন এখতিয়ার দেওয়া হয়েছে, তখন আমরা এ বোঝা বহন করতে নিজেদেরকে অক্ষম পাচ্ছি। আমরা ছওয়াব ও চাই না এবং আজাবও ভোগ করার শক্তি রাখি না।

তাফসীরে-কুরতুবীতে উদ্ধৃত হযরত ইবনে-আব্বাস (রা.)-এর বাচনিক রেওয়ায়েতে রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন, অতঃপর আল্লাহ্ তা'আলা হযরত আদম (আ.)-কে সম্বোধন করে বললেন, আমি আমার আমানত আকাশ ও পৃথিবীর সামনে পেশ করেছিলাম তখন তারা এই বোঝা বহন করতে অক্ষমতা প্রকাশ করেছে। এখন তুমি কি এর নির্ধারিত প্রতিদানের বিনিময়ে এই আমানত বহন করতে সম্মত আছ? হযরত আদম (আ.) জিজ্ঞাসা করলেন, হে পালনকর্তা, এর বিনিময় কি প্রতিদান পাওয়া যাবে? উত্তর হলো, পূর্ণাঙ্গ আনুগত্য করলে পুরস্কার পাবে (যা আল্লাহ্র নৈকট্য, সন্তুষ্টি ও জান্নাতের চিরস্থায়ী নিয়ামতের আকারে হবে)। পক্ষান্তরে যদি এই আমানত পণ্ড কর, তবে শাস্তি পাবে। হযরত আদম (আ.) আল্লাহ্র নৈকট্য ও সন্তুষ্টিতে উন্নতি লাভের আগ্রহে এ বোঝা বহন করে নিলেন। বোঝা বহনের পর জোহর থেকে আসর পর্যন্ত যতটুকু সময়, ততটুকু সময়ও অতিবাহিত হতে পারেনি, ইতোমধ্যে শয়তান তাকে সুপ্রসিদ্ধ পথভ্রষ্টতায় লিপ্ত করে দিল এবং তিনি জান্নাত থেকে বহিষ্কৃত হলেন।

আমানত কখন পেশ করা হয়েছিল : উপরে বর্ণিত রেওয়ায়েত থেকে জানা যায় যে, আদম সৃষ্টির পূর্বেই আকাশ, পৃথিবী ও পর্বতমালার সামনে আমানত পেশ করা হয়েছিল। আদম সৃষ্টির পর তাঁর কাছে এ কথাও প্রকাশ করা হয়েছিল যে, তোমার পূর্বে আকাশ এবং পৃথিবীর সামনেও এ আমানত পেশ করা হয়েছে। তাদের শক্তি ছিল না বিধায় তারা অক্ষমতা প্রকাশ করেছে। বাহ্যত বুঝা যায় যে, اَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ অঙ্গীকার গ্রহণের পূর্বে এ আমানত পেশ করার ঘটনা সংঘটিত হয়েছে। কেননা এ অঙ্গীকার আমানতের বোঝা বহন করার প্রথম দফা এবং পদের শপথ করার স্থলাভিষিক্ত।

পৃথিবীতে প্রতিনিধিত্ব করার জন্য আমানত বহনের যোগ্যতা জরুরি ছিল : আল্লাহ তা'আলা আদি তকদীরে স্থির করে নিয়েছিলেন যে, তিনি হযরত আদম (আ.)-কে পৃথিবীতে তাঁর প্রতিনিধি নিযুক্ত করবেন। এ প্রতিনিধিত্ব তাকেই দানকরা যেত, যে আল্লাহর বিধানাবলি মেনে চলার দায়িত্ব গ্রহণ করতে পারত। কেননা এই প্রতিনিধিত্বের অর্থ এই যে, পৃথিবীতে আল্লাহর আইন প্রয়োগ করবে এবং মানব জাতিকে আল্লাহর বিধানাবলির আনুগত্যে উদ্বুদ্ধ করবে। তাই সৃষ্টিগতভাবে হযরত আদম (আ.) এই আমানত বহন করার জন্য প্রস্তুত হয়ে গেলেন। অথচ তিনি জানতেন যে, বিশালকায় সৃষ্টবস্তু এ ব্যাপারে অক্ষমতা প্রকাশ করেছে। –[মাযহারী]

اِنَّهٗ كَانَ ظَلُوْمًا جَهُوْلًا - ظَلُوْمٌ অর্থ নিজের প্রতি জুলুমকারী এবং جَهُوْلٌ -এর মর্মার্থ পরিণামের ব্যাপারে অজ্ঞ। এ বাক্য থেকে বাহ্যত বোঝা যায় যে, এতে সর্বাবস্থায় মানুষের নিন্দা করা হয়েছে যে, এই অর্বাচীন সাধ্যাতীত বিরাট বোঝা বহন করে নিজের প্রতি জুলুম করেছে; কিন্তু কুরআনি বর্ণনাদৃষ্টে বাস্তবে তা নয়। কেননা মানুষ বলে হযরত আদম (আ.) - কে বুঝানো হলে তিনি তো নিষ্পাপ পয়গম্বর। তিনি নিজের উপর অর্পিত দায়িত্ব পুরোপুরি আদায় করেছেন। এরই ফলশ্রুতিতে তাঁকে আল্লাহর প্রতিনিধি করে পৃথিবীতে প্রেরণ করা হয়। তাঁকে ফেরেশতাদের দ্বারা সেজদা করানো হয়। পরকালে তাঁর মর্যাদা ফেরেশতাদেরও উর্ধ্বে রাখা হয়। পক্ষান্তরে মানুষ বলে সমগ্র মানবজাতি বুঝানো হলে তাদের মধ্যে লাখো পয়গম্বর রয়েছেন এবং কোটি কোটি সৎকর্মপরায়ণ ওলী রয়েছেন, যাদের প্রতি ফেরেশতাগণও ঈর্ষা করেন। তাঁরা কর্মের মাধ্যমে প্রমাণ করে দিয়েছেন যে, তাঁরা আল্লাহর এই আমানতের যথার্থই হকদার ছিলেন। তাঁদের কারণে কুরআন পাক মানব জাতিকে “আশরাফুল মাখলুকাত” আখ্যায়িত করেছে। বলা হয়েছে وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِيْ اٰدَمَ এ থেকে প্রমাণিত হলো যে, হযরত আদম (আ.) ও সমগ্র মানব জাতি কেউই নিন্দার পাত্র নয়। এ কারণেই তাফসীরবিদগণ বলেন যে, উপরিউক্ত বাক্যটি নিন্দার জন্য নয়; বরং অধিকাংশ ব্যক্তির বাস্তব অবস্থা বর্ণনা করার জন্য অবতারণা করে হয়েছে। উদ্দেশ্য এই যে, মানব জাতির অধিকাংশ জালিম ও অজ্ঞ প্রমাণিত হয়েছে। তারা এই আমানতের হক আদায় করেনি এবং ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। অধিকাংশের অবস্থা বিধায় একে মানব জাতিরই অবস্থা বলে দেওয়া হয়েছে।

সারকথা এই যে, আয়াতে বিশেষভাবে সেই ব্যক্তিবর্গকে জালিম ও অজ্ঞ বলা হয়েছে, যারা শরিয়তের আনুগত্যে সফলকাম হয়নি এবং আমানতের হক আদায় করেনি। কাফের, মুনাফিক ও পাপাচারী মুসলমান সকলেই এর অন্তর্ভুক্ত। হযরত ইবনে আব্বাস, ইবনে যুবায়ের, হাসান বসরী (র.) প্রমুখ থেকে একই তাফসীর বর্ণিত রয়েছে। –[কুরতুবী]

কেউ কেউ বলেন, ظَلُوْمٌ ও جَهُوْلٌ শব্দদ্বয় এ স্থলে সরল গোবেচারা অর্থে আদরের সুরে বলা হয়েছে। অর্থাৎ সে আল্লাহ তা'আলার মহব্বতে ও তাঁর নৈকট্যের আশায় পরিণামের কথা চিন্তা করেনি। এভাবে এ শব্দদ্বয় গোটা মানবজাতির জন্যও হতে পারে। তাফসীরে মাযহারীতে হযরত মুজাদ্দিদে আলফেছানী (র.) ও অন্যান্য সূফী বুযুর্গ থেকে এ ধরনের বিষয়বস্তু বর্ণিত আছে।

https://e-ilm.weebly.com/

https://e-ilm.weebly.com/

سُوْرَةُ سَبَاٍ مَكِّيَّةٌ
সূরা সাবা
মক্কায় অবতীর্ণ; আয়াত–৫৪, রুকূ'–৬

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ○

পরম করুণাময়, দয়ালু আল্লাহর নামে শুরু করছি।

১. সমস্ত প্রশংসা সে আল্লাহরই উপযোগী, যাঁর স্বত্বাধীনে আছে আসমানসমূহ ও জমিনে যা কিছু আছে এবং আখেরাতেও প্রশংসা তাঁরই জন্য; এবং তিনি প্রজ্ঞাময়, সর্ব বিষয়ে অবহিত।	اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِىْ لَهٗ مَا فِى السَّمٰوٰتِ وَمَا فِى الْاَرْضِ وَلَهُ الْحَمْدُ فِى الْاٰخِرَةِ ؕ وَهُوَ الْحَكِيْمُ الْخَبِيْرُ ۝١
২. তিনি সমস্তই আবগত আছেন যা কিছু জমিনের অভ্যন্তরে প্রবেশ করে থাকে, আর যা কিছু বহির্গত হয় তা থেকে, আর যা কিছু আসমান থেকে অবতরণ করে এবং যা কিছু তাতে আরোহণ করে এবং তিনি পরম দয়াময়, ক্ষমাশীল।	يَعْلَمُ مَا يَلِجُ فِى الْاَرْضِ وَمَا يَخْرُجُ مِنْهَا وَمَا يَنْزِلُ مِنَ السَّمَآءِ وَمَا يَعْرُجُ فِيْهَا ؕ وَهُوَ الرَّحِيْمُ الْغَفُوْرُ ۝٢
৩. আর এ কাফেররা বলে, আমাদের উপর কিয়ামত আসবে না; আপনি বলে দিন, (কেন আসবে না?) হাঁ, কসম আমার প্রতিপালকের, যিনি অদৃশ্যের জ্ঞাতা–অবশ্যই তা তোমাদের উপর আসবে,	وَقَالَ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا لَا تَاْتِيْنَا السَّاعَةُ ؕ قُلْ بَلٰى وَرَبِّىْ لَتَاْتِيَنَّكُمْ ۙ عٰلِمِ الْغَيْبِ ۚ

শাব্দিক অনুবাদ :

১. اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ সমস্ত প্রশংসা সে আল্লাহরই উপযোগী الَّذِىْ لَهٗ مَا فِى السَّمٰوٰتِ وَمَا فِى الْاَرْضِ যার স্বত্বাধীনে আছে আসমানসমূহ ও জমিনে যা কিছু আছে وَلَهُ الْحَمْدُ فِى الْاٰخِرَةِ এবং আখরাতেও প্রশংসা তাঁরই জন্য وَهُوَ الْحَكِيْمُ الْخَبِيْرُ এবং তিনি প্রজ্ঞাময়, সর্ববিষয়ে অবহিত।

২. يَعْلَمُ তিনি সমস্তই অবগত আছেন مَا يَلِجُ فِى الْاَرْضِ যা কিছু জমিনের অভ্যন্তরে প্রবেশ করে থাকে وَمَا يَخْرُجُ مِنْهَا আর যা কিছু বহির্গত হয় তা থেকে وَمَا يَنْزِلُ مِنَ السَّمَآءِ আর যা কিছু আসমান হতে অবতরণ করে وَمَا يَعْرُجُ فِيْهَا এবং যা কিছু তাতে আরোহণ করে وَهُوَ الرَّحِيْمُ الْغَفُوْرُ এবং তিনি পরম দয়াময়, ক্ষমাশীল।

৩. وَقَالَ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا আর এ কাফেররা বলে لَا تَاْتِيْنَا السَّاعَةُ আমাদের উপর কিয়ামত আসবে না قُلْ আপনি বলে দিন بَلٰى وَرَبِّىْ হ্যাঁ, কসম আমার প্রতিপালকের لَتَاْتِيَنَّكُمْ অবশ্যই তা তোমাদের উপর আসবে عٰلِمِ الْغَيْبِ যিনি অদৃশ্যের জ্ঞাতা

https://e-ilm.weebly.com/

لَا يَعْزُبُ عَنْهُ مِثْقَالُ ذَرَّةٍ فِي السَّمٰوٰتِ وَلَا فِي الْاَرْضِ وَلَآ اَصْغَرُ مِنْ ذٰلِكَ وَلَآ اَكْبَرُ اِلَّا فِيْ كِتٰبٍ مُّبِيْنٍ ﴿٣﴾	** আসমানসমূহের অনুপরিমাণ বস্তুও তাঁর থেকে অগোচর নয়, আর না জমিনের, আর না তা অপেক্ষা কোনো ক্ষুদ্র বস্তু আছে, আর না কোনো বৃহৎ বস্তু, কিন্তু এ সমস্তই সমুজ্জ্বল কিতাবে (লওহে মাহফূজে, লিখিত) আছে।
لِّيَجْزِيَ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَعَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ ؕ اُولٰٓئِكَ لَهُمْ مَّغْفِرَةٌ وَّرِزْقٌ كَرِيْمٌ ﴿٤﴾	৪. (সে দিবস এজন্য আসবে) যেন তাদেরকে বিনিময় দান করেন, যারা ঈমান এনেছে এবং নেক কাজ করেছে; এরূপ লোকদের জন্য ক্ষমা ও সম্মানজনক জীবিকা রয়েছে।
وَالَّذِيْنَ سَعَوْ فِيْٓ اٰيٰتِنَا مُعٰجِزِيْنَ اُولٰٓئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ مِّنْ رِّجْزٍ اَلِيْمٌ ﴿٥﴾	৫. আর যারা আমার আয়াতসমূহের ব্যাপারে (নবীকে) পরাভূত করার উদ্দেশ্যে চেষ্টা করছিল, তাদের যন্ত্রণাদায়ক কঠোর শাস্তি হবে।
وَيَرَى الَّذِيْنَ اُوْتُوا الْعِلْمَ الَّذِيْٓ اُنْزِلَ اِلَيْكَ مِنْ رَّبِّكَ هُوَ الْحَقَّ ۙ وَيَهْدِيْٓ اِلٰى صِرَاطِ الْعَزِيْزِ الْحَمِيْدِ ﴿٦﴾	৬. এবং যাদেরকে জ্ঞান দান করা হয়েছে তারা এ কুরআনকে– যা আপনার প্রতিপালকের পক্ষ থেকে আপনার প্রতি নাজিল করা হয়েছে– এ মনে করে যে, তা সত্য এবং তা প্রবল, প্রশংসনীয় আল্লাহর পথ প্রদর্শন করে।
وَقَالَ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا هَلْ نَدُلُّكُمْ عَلٰى رَجُلٍ يُّنَبِّئُكُمْ اِذَا مُزِّقْتُمْ كُلَّ مُمَزَّقٍ ۙ اِنَّكُمْ لَفِيْ خَلْقٍ جَدِيْدٍ ﴿٧﴾	৭. এবং এ কাফেররা বলাবলি করে যে, আমরা কি তোমাদেরকে এমন এক ব্যক্তি দেখিয়ে দিব– যে তোমাদেরকে এ সংবাদ দেয় যে, যখন তোমরা সম্পূর্ণভাবে চূর্ণবিচূর্ণ হয়ে যাবে, তখন তোমরা অবশ্যই এক নতুন জন্ম প্রাপ্ত হবে?

শাব্দিক অনুবাদ :

** لَا يَعْزُبُ عَنْهُ তাঁর থেকে অগোচর নয় مِثْقَالُ ذَرَّةٍ অনুপরিমাণ বস্তুও فِي السَّمٰوٰتِ আসমানসমূহের وَلَا فِي الْاَرْضِ আর না জমিনের وَلَآ اَصْغَرُ مِنْ ذٰلِكَ আর না তা অপেক্ষা কোনো ক্ষুদ্র বস্তু আছে وَلَآ اَكْبَرُ আর না কোনো বৃহৎ বস্তু اِلَّا فِيْ كِتٰبٍ مُّبِيْنٍ কিন্তু এ সমস্তই সমুজ্জ্বল (লওহে মাহফূজে) আছে।

৪. لِيَجْزِيَ যেন তাদেরকে বিনিময় দান করেন الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا যারা ঈমান এনেছে وَعَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ এবং নেক কাজ করেছে اُولٰٓئِكَ لَهُمْ مَّغْفِرَةٌ এরূপ লোকদের জন্য রয়েছে ক্ষমা وَرِزْقٌ كَرِيْمٌ এবং সম্মানজনক জীবিকা।

৫. وَالَّذِيْنَ سَعَوْا আর যারা চেষ্টা করেছিল فِيْٓ اٰيٰتِنَا আমার আয়াতসমূহের ব্যাপারে مُعٰجِزِيْنَ (নবীকে) পরাভূত করার উদ্দেশ্যে اُولٰٓئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ مِّنْ رِّجْزٍ اَلِيْمٌ তাদের যন্ত্রণাদায়ক কঠোর শাস্তি হবে।

৬. وَيَرَى الَّذِيْنَ اُوْتُوا الْعِلْمَ এবং যাদেরকে জ্ঞান দান করা হয়েছে তারা এ কুরআনকে এই মনে করে যে الَّذِيْٓ اُنْزِلَ اِلَيْكَ مِنْ رَّبِّكَ যা আপনার প্রতিপালকের পক্ষ থেকে আপনার প্রতি নাজিল করা হয়েছে هُوَ الْحَقَّ তা সত্য وَيَهْدِيْٓ اِلٰى صِرَاطِ الْعَزِيْزِ الْحَمِيْدِ এবং তা প্রবল, প্রশংসনীয় আল্লাহর পথ প্রদর্শন করে।

৭. وَقَالَ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا এবং এ কাফেররা বলাবলি করে যে هَلْ نَدُلُّكُمْ عَلٰى رَجُلٍ আমরা কি তোমাদেরকে এমন এক ব্যক্তি দেখিয়ে দিব يُنَبِّئُكُمْ যে তোমাদেরকে এ সংবাদ দেয় যে اِذَا مُزِّقْتُمْ كُلَّ مُمَزَّقٍ যখন তোমরা সম্পূর্ণভাবে চূর্ণ-বিচূর্ণ হয়ে যাবে اِنَّكُمْ لَفِيْ خَلْقٍ جَدِيْدٍ তখন তোমরা অবশ্যই এক নতুন জন্ম প্রাপ্ত হবে।

https://e-ilm.weebly.com/

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

সূরায়ে সাবা প্রসঙ্গে : এ সূরা মক্কায় অবতীর্ণ হয়েছে। ইমাম কুরতুবী (র.) বর্ণনা করেন, তাফসীরকারগণ এ সম্পর্কে একমত যে, এ সূরা মক্কায় অবতীর্ণ হয়েছে। কিন্তু একটি আয়াত সম্পর্কে তত্ত্বজ্ঞানীদের একদল বলেছেন যে, এটি মদিনায়ে মুনাওয়ারায় অবতীর্ণ হয়েছে। আয়াতটি হলো وَيَرَى الَّذِيْنَ اُوْتُوا الْعِلْمَ ..... وَيَهْدِيْ اِلٰى صِرَاطِ الْعَزِيْزِ الْحَمِيْدِ; আর এ আয়াতের الَّذِيْنَ اُوْتُوا الْعِلْمَ দ্বারা সাহাবায়ে কেরামকে উদ্দেশ্য করা হয়েছে। হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা.) এ মতই পোষণ করতেন। আর তত্ত্বজ্ঞানীদের আরেক দল উপরিউক্ত আয়াতটি মদিনায় অবতীর্ণ হওয়ার পক্ষে মত পোষণ করেছেন। আর الَّذِيْنَ اُوْتُوا الْعِلْمَ বাক্য দ্বারা 'আহলে কিতাবের আলেমদের উদ্দেশ্য করা হয়েছে। মোকাতেল (র.) এ মত পোষণ করতেন। তাফসীরকার কাতাদা (র.) বলেছেন, এর দ্বারা সকল মোমেন বিশেষত তত্ত্বজ্ঞানী আলেমদেরকে উদ্দেশ্য করা হয়েছে।

–[তাফসীরে কুরতুবী, খ. ৪, পৃ- ২৫৮, তাফসীরে মা'আরেফুল কুরআন, আল্লামা ইদ্রীস কান্ধলভী (র.) খ. ৫, পৃ-৫৫৫]

নামকরণ : এ সূরার নাম সাবা। এটি একটি স্থানের নাম। সাবা এলাকার অধিবাসীরা ছিল অত্যন্ত সমৃদ্ধশালী। তারা ছিল অসাধারণ প্রভাব প্রতিপত্তির অধিকারী। আল্লাহ তা'আলা তাদেরকে অনেক সমৃদ্ধি দান করেছিলেন। যুগ যুগ ধরে তারা সেখানে রাজত্ব করেছিল। ইতঃপূর্বে হযরত সোলায়মান (আ.)-এর ঘটনায় রাণী বিলকিসের কথা উল্লিখিত হয়েছে। বিলকিস এ সাবারই রাণী ছিলেন। সাবা এলাকাবসীর সমৃদ্ধির জন্য আল্লাহ পাকের প্রতি শোকর গুজার হওয়া ছিল তাদের কর্তব্য, কিন্তু এ কর্তব্য পালনে তারা ব্যর্থ হয়েছিল এবং আল্লাহ পাকের অবাধ্য এবং অকৃতজ্ঞ হয়েছিল। পরিণামে তারা হয়েছিল অভিশপ্ত, ভাগ্য বিড়ম্বিত। এ সূরায় তাদের ঘটনা তুলে ধরা হয়েছে যেন অনাগত ভবিষ্যতের মানুষ তাদের এ ঘটনা থেকে শিক্ষা গ্রহণ করতে পারে।

পূর্ববর্তী সূরার সাথে সম্পর্ক : পূর্ববর্তী সূরার সর্বশেষ আয়াতে 'আমানতের' উল্লেখ ছিল, আর এ সূরায় আমানতের খেয়ানতকারীদের শোচনীয় পরিণাম ঘোষিত হয়েছে। যেমন সাবা জাতি আল্লাহ পাকের অনন্ত অসীম নিয়ামত লাভে ধন্য হয়েছিল, কিন্তু নাফরমানি, অবাধ্যতা, অকৃতজ্ঞতা এবং অহংকার তাদের ধ্বংসের কারণ হয়েছে। পূর্ববর্তী সূরার সর্বশেষ আয়াতে ঘোষণা করা হয়েছিল, যারা আল্লাহ পাকের পক্ষ থেকে অর্পিত 'আমানত' সংরক্ষণে অবহেলা করবে, সেই মুশরিক ও মুনাফিকদেরকে আজাব দেওয়া হবে। এ পর্যায়ে 'সাবা' জাতির মুশরিক ও মুনাফিকদের শাস্তির ঘটনা এ সূরায় বর্ণিত হয়েছে। 'সাবা জাতির ঘটনার পূর্বে এ সূরায় হযরত দাউদ (আ.) এবং হযরত সোলায়মান (আ.)-এর ঘটনা স্থান পেয়েছে। আল্লাহ পাকের এ দুজন মনোনীত বান্দা কিভাবে তাঁদের প্রতি অর্পিত 'আমানত' সংরক্ষণ করেছেন, তার বিবরণও দেওয়া হয়েছে এ সূরায়। হযরত দাউদ (আ.) এবং হযরত সোলায়মান (আ.) শুধু নবীই ছিলেন না; বরং সে যুগের বাদশাহও ছিলেন। রাষ্ট্রীয় ক্ষমতার অধিকারী ছিলেন তাঁরা। আর সে ক্ষমতা সাধারণ রাজা বাদশাহর ক্ষমতার অনুরূপ নয়; বরং অসাধারণ ক্ষমতা তাদেরকে প্রদান করা হয়েছিল। জিন জাতি হযরত সোলায়মান (আ.)-এর অনুগত ছিল, পশু-পক্ষী তাঁর তাবেদার ছিল, আল্লাহ পাক বাতাসকেও তাঁর নিয়ন্ত্রণাধীন করে দিয়েছিলেন। কিন্তু এতদসত্ত্বেও তাঁরা উভয়ে আল্লাহ পাকের দরবারে সেজদারত থাকতেন, আল্লাহ পাকের ইবাদত বন্দেগিতে সর্বদা মশগুল থাকতেন, তাঁর শোকরগুজারীতে সর্বদা ব্যস্ত থাকতেন। আলোচ্য সূরায় হযরত দাউদ (আ.) এবং হযরত সোলায়মান (আ.)-এর ঘটনার পরই 'সাবা' জাতির অবস্থার বিবরণ স্থান পেয়েছে, যা সমগ্র মানব জাতির জন্য শিক্ষণীয় হয়ে রয়েছে।

–[তাফসীরে মা'আরেফুল কুরআন, কৃত আল্লামা ইদ্রীস কান্ধলভী (র.), খ-৫, পৃ. ৫৫৫-৫৭]

আল্লামা সুয়ূতী (র.) লিখেছেন হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা.) থেকে বর্ণিত আছে যে, এ সূরা মক্কা মোয়াজ্জামায় নাজিল হয়েছে। ইবনে মরদুবিয়া এবং বায়হাকী 'দালায়েলে' এর উল্লেখ করেছেন।

–[তাফসীরে আদদুররুল মানসূর, খ. -৫, পৃ-২৪৫]

আল্লামা আলূসী (র.) হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা.)-এর উদ্ধৃতি দিয়ে লিখেছেন যে কাতাদা (র.) এ মতই পোষণ করতেন। আল্লামা আলূসী (র.) আরো লিখেছেন যে, পূর্ববর্তী সূরার শেষের দিকে ইরশাদ হয়েছে। يَسْئَلُكَ النَّاسُ عَنِ السَّاعَةِ অর্থাৎ 'কাফেররা বিদ্রূপ করে আপনাকে জিজ্ঞাসা করে, 'কিয়ামত হবে'? আর এ সূরায় ইরশাদ হয়েছে- وَقَالَ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا لَا تَأْتِيْنَا السَّاعَةُ অর্থাৎ কাফেররা কিয়ামতকে সরাসরি অস্বীকার করে বলতো যে, 'কিয়ামত আমাদের আসবে না' তাদের এ ভ্রান্ত ধারণার নিরসন করা হয়েছে এ সূরায়।

https://e-ilm.weebly.com/

শানে নযূল : পূর্ববর্তী সূরার সর্বশেষ আয়াত لِيُعَذِّبَ الْمُنَافِقِيْنَ যখন নাজিল হলো [আল্লাহ তা'আলা মুনাফিক ও মুশরিক নারী পুরুষকে শাস্তি দিবেন] একথা শ্রবণ করে আবূ সুফিয়ানসহ মক্কার অন্যান্য কাফেররা বলল, হযরত মোহাম্মদ ﷺ আমাদেরকে আজাবের ভয় প্রদর্শন করে যে, 'আমাদের মৃত্যু হবে এবং এরপর কিয়ামতের দিন আমাদেরকে হাজির করা হবে এবং আমাদের শাস্তি হবে, অথচ কিয়ামত কখনো আমাদের নিকট আসবে না', তারই জবাবে আল্লাহ পাক ইরশাদ করেছেন– قُلْ بَلٰى وَرَبِّىْ لَتَاْتِيَنَّكُمْ [হে রাসূল!] আপনি বলুন, 'কেন নয়' অবশ্যই আসবে' শপথ আমার প্রতিপালকের, নিশ্চয় তা তোমাদের নিকট আসবে'। এরপর কাফেরদের উদ্দেশ্যে বিশেষ সতর্কবাণী উচ্চারিত হয়েছে। এর দ্বারাও উভয় সূরার মধ্যকার সম্পর্ক অনুধাবন করা যায়। –[তাফসীরে রূহুল মা'আনী, খ. ২২, পৃ. -১০২-০৩]

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِىْ لَهٗ مَا فِى السَّمٰوٰتِ وَمَا فِى الْاَرْضِ وَلَهُ الْحَمْدُ فِى الْاٰخِرَةِ وَهُوَ الْحَكِيْمُ الْخَبِيْرُ ۰ يَعْلَمُ مَا يَلِجُ فِى الْاَرْضِ وَمَا يَخْرُجُ مِنْهَا وَمَا يَنْزِلُ مِنَ السَّمَآءِ وَمَا يَعْرُجُ فِيْهَا وَهُوَ الرَّحِيْمُ الْغَفُوْرُ ۔ وَقَالَ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا لَا تَاْتِيْنَا السَّاعَةُ قُلْ بَلٰى وَرَبِّىْ لَتَاْتِيَنَّكُمْ عَالِمِ الْغَيْبِ لَا يَعْزُبُ عَنْهُ مِثْقَالُ ذَرَّةٍ فِى السَّمٰوٰتِ وَلَا فِى الْاَرْضِ وَلَا اَصْغَرُ مِنْ ذٰلِكَ وَلَا اَكْبَرُ اِلَّا فِىْ كِتٰبٍ مُّبِيْنٍ [-٣]

শানে নুযূল : আবূ সুফিয়ান যখন لِيُعَذِّبَ اللّٰهُ الْمُنَافِقِيْنَ وَالْمُنَافِقَاتِ وَالْمُشْرِكِيْنَ وَالْمُشْرِكَاتِ শুনতে পেল, তখন মক্কার কাফেরদেরকে বলল যে, মুহাম্মদ তো আমাদেরকে প্রতিশ্রুতি ও ভীতি প্রদর্শন করছে যে, মৃত্যুবরণ করার পর আমাদেরকে শাস্তি পোহাতে হবে। মরণের পর আবার জীবিত হতে হবে তার ভয় আমাদেরকে দেখাচ্ছে। লাত ও উয্যা দেবতাদ্বয়ের কসম করে বলছি, কিয়ামত নামের মহা প্রলয় আমাদের উপর কখনোও আসবে না। আমরাও পুনরুত্থিত হব না। আবূ সুফিয়ানের ধৃষ্টতাপূর্ণ প্রচারণার জবাবে আল্লাহ তা'আলা আলোচ্য আয়াতসমূহ নাজিল করেন এবং তাতে আল্লাহ্ তা'আলা নিজ সত্তার শপথ করে কিয়ামত সুনিশ্চত আসবে তার চ্যালেঞ্জ প্রদান করেন।

–[বাহরে মুহীত্ব ২৪৭/৭, রূহুল মা'আনী ১০৩/২২-১১, কুরতুবী ২৩১/১৪]

عٰلِمِ الْغَيْبِ এটা رَبِّ শব্দের বিশেষণ, পূর্বে যার শপথ করা হয়েছে। আল্লাহ তা'আলার গুণাবলির মধ্য থেকে এখানে অদৃশ্য জ্ঞান ও সর্বব্যাপী জ্ঞানকে বিশেষভাবে উল্লেখ করার কারণ সম্ভবত এই যে, এখানে কিয়ামত অস্বীকারকারীদের ব্যাপারে আলোচনা হচ্ছে। কাফেরদের কিয়ামত অস্বীকার করার বড় কারণ ছিল এই যে, সমস্ত মানুষ মরে মাটি হয়ে গেলে সেই মাটির কণাসমূহও পৃথিবীতে ছড়িয়ে পড়বে। সুতরাং সারা পৃথিবীতে বিক্ষিপ্ত কণাসমূহকে একত্রিত করা, অতঃপর প্রত্যেক মানুষের কণাকে অন্য মানুষের কণা থেকে আলাদা করে তার অস্তিত্বে সংযুক্ত করা কেমন করে সম্ভবপর? একে অসম্ভব মনে করার ভিত্তি এটাই ছিল যে, তারা আল্লাহ তা'আলার জ্ঞান ও কুদরতকে নিজেদের জ্ঞান ও কুদরতের অনুরূপ মনে করে রেখেছিল। আল্লাহ তা'আলা বলে দিয়েছেন যে, তাঁর জ্ঞান সারা বিশ্বব্যাপী। আকাশ ও পৃথিবীতে অবস্থিত সবকিছু তিনি জানেন। কোন বস্তু কোথায় কি অবস্থায় আছে, তাও তিনি জানেন। সৃষ্টির কোনো কণা তাঁর অজ্ঞাত নয়। এই সর্বব্যাপী জ্ঞান আল্লাহ তা'আলার বৈশিষ্ট্য। ফেরেশতা হোক কিংবা পয়গম্বর কারো এরূপ সর্বব্যাপী জ্ঞান অর্জিত হতে পারে না। এমন সর্বব্যাপী জ্ঞান সম্পন্ন সত্তার জন্য মানুষের কণাসমূহকে আলাদাভাবে সারা বিশ্ব থেকে একত্র করা এবং সেগুলো দ্বারা পুনরায় দেহ গঠন করা মোটেই কঠিন ব্যাপার নয়।

لِيَجْزِىَ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا এ বাক্যটি পূর্ববর্তী لَتَاْتِيَنَّكُمْ বাক্যের সাথে সম্পর্কযুক্ত। অর্থাৎ কিয়ামত অবশ্যই আগমন করবে এবং কিয়ামত আগমনের উদ্দেশ্য মু'মিনদেরকে প্রতিদান ও উত্তম রিজিক অর্থাৎ জান্নাত দান করা। তাদের বিপরীত اَلَّذِيْنَ سَعَوْا فِىْٓ اٰيٰتِنَا অর্থাৎ যারা আমার আয়াতসমূহে আপত্তি তুলেছে এবং মানুষকে তা থেকে নিবৃত করার চেষ্টা করেছে, তাদেরকে আজাব দেওয়া হবে।

مُعٰجِزِيْنَ অর্থাৎ তারা যেন চেষ্টা করেছিল আমাকে অক্ষম করে দেওয়ার জন্য।

اُولٰٓئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ مِّنْ رِّجْزٍ اَلِيْمٌ অর্থাৎ তাদের জন্য রয়েছে ভয়াবহ মর্মন্তুদ শাস্তি।

وَيَرَى الَّذِيْنَ اُوْتُوا الْعِلْمَ এতে কিয়ামত অস্বীকারকারীদের বিপরীতে কিয়ামতে বিশ্বাসী মু'মিনদের আলোচনা করা হয়েছে। তারা আল্লাহর পক্ষ থেকে রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর প্রতি অবতীর্ণ জ্ঞান দ্বারা উপকৃত হয়েছিল।

وَقَالَ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا هَلْ نَدُلُّكُمْ عَلٰى رَجُلٍ يُّنَبِّئُكُمْ اِذَا مُزِّقْتُمْ كُلَّ مُمَزَّقٍ الخ

https://e-ilm.weebly.com/

এখানে কিয়ামতে অবিশ্বাসীদের উক্তি وَقَالَ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا هَلْ نَدُلُّكُمْ উদ্ধৃত করা হয়েছে। তারা ঠাট্টা-বিদ্রূপ ও উপহাস করে বলত, এসো, আমরা তোমাদেরকে এমন এক অদ্ভুত ব্যক্তির সন্ধান দেই, যে বলে তোমরা পূর্ণরূপে ছিন্ন-বিচ্ছিন্ন হয়ে গেলেও তোমাদেরকে পুনরায় নতুনভাবে সৃষ্টি করা হবে, অতঃপর তোমাদেরকে বর্তমান আকার-আকৃতিতেই জীবিত করা হবে। বলাবাহুল্য এক অদ্ভুত ব্যক্তি বলে এখানে নবী করীম ﷺ-কে বুঝাতো, যিনি কিয়ামত ও তাতে মৃতদের জীবিত হওয়ার খবর দিতেন এবং সেসবের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করতে বলতেন। কাফেররা সকলেই তাঁকে পূর্ণরূপে চিনত ও জানত। কিন্তু এখানে এভাবে উল্লেখ করেছে যেন তারা তাঁর সম্পর্কে আর কিছুই জানে না। উপহাস এবং তাচ্ছিল্য প্রকাশের জন্যই এরূপ ভঙ্গিতে কথা বলা হয়েছিল।

مُزِّقْتُمْ - শব্দটি مَزْقٌ থেকে উদ্ভূত। এর অর্থ চিরা ও খণ্ড-বিখণ্ড করা। كُلَّ مُمَزَّقٍ -এর অর্থ মানবদেহ ছিন্ন-বিচ্ছিন্ন হয়ে আলাদা হয়ে যাওয়া। অতঃপর কাফেররা রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর খবর দেওয়া সম্পর্কে তাদের ধারণা এভাবে ব্যক্ত করেছে।

শব্দ বিশ্লেষণ :

لَا تَأْتِيْنَا : সীগাহ وَاحِدْ مُؤَنَّثْ غَائِبٌ বহছ فِعْل مُضَارِعْ مَنْفِىْ বাব ضَرَبَ মাসদার اِتْيَانٌ মূলবর্ণ (ا - ت - ى) জিনস মুরাক্কাব (نَاقِص يَائِىْ এবং مَهْمُوْز فَاء) অর্থ– আমাদের উপর আসবে না।

اَكْبَرُ : সীগাহ وَاحِدْ مُذَكَّرٌ বহছ اِسْم تَفْضِيْل বাব كَرُمَ মাসদার اَلْكِبَرُ মূলবর্ণ (ك - ب - ر) জিনস صَحِيْح অর্থ– বৃহৎ বস্তু।

اٰمَنُوْا : সীগাহ جَمْع مُذَكَّر غَائِبٌ বহছ مَاضِى مَعْرُوْف বাব اِفْعَالٌ মাসদার اَلْاِيْمَانُ মূলবর্ণ (ء - م - ن) জিনস مَهْمُوْز فَاء অর্থ– ঈমান এনেছে।

يَخْرُجُ : সীগাহ وَاحِدْ مُذَكَّر غَائِبٌ বহছ فِعْل مُضَارِعْ مَعْرُوْف বাব نَصَرَ মাসদার اَلْخُرُوْجُ মূলবর্ণ (خ - ر - ج) জিনস صَحِيْح অর্থ– বহির্গত হয়।

لِيَجْزِىَ : সীগাহ وَاحِدْ مُذَكَّر غَائِبٌ বহছ فِعْل مُضَارِعْ مَنْصُوْب بِلَام كَىْ বাব ضَرَبَ মাসদার جَزَاءٌ মূলবর্ণ (ج - ز - ى) জিনস نَاقِص يَائِىْ অর্থ– যেন বিনিময় দান করেন।

صٰلِحٰتٌ : সীগাহ جَمْع مُؤَنَّث বহছ اِسْم فَاعِلٌ বাব كَرُمَ মাসদার اَلصَّلَاحَةُ . اَلصُّلْحُ মূলবর্ণ (ص - ل - ح) জিনস صَحِيْح অর্থ– নেক কাজ। পুণ্য কর্ম।

سَعَوْا : সীগাহ جَمْع مُذَكَّر غَائِبٌ বহছ فِعْل مَاضِى مَعْرُوْف বাব فَتَحَ মাসদার سَعْىٌ মূলবর্ণ (س - ع - ى) জিনস نَاقِص يَائِىْ অর্থ– চেষ্টা।

مُعٰجِزِيْنَ : সীগাহ جَمْع مُذَكَّرٌ বহছ اِسْم فَاعِلٌ বাব مُفَاعَلَه মাসদার مُعَاجَزَةٌ মূলবর্ণ (ع - ج - ز) জিনস صَحِيْح অর্থ– পরাভূতকারী।

يَرٰى : সীগাহ وَاحِدٌ مُذَكَّر غَائِبٌ বহছ فِعْل مَاضِى مَعْرُوْف বাব فَتَحَ মাসদার اَلرُّؤْيَةُ মূলবর্ণ (ر - ء - ى) জিনস মুরাক্কাব (نَاقِص يَائِىْ এবং مَهْمُوْز عَيْن) অর্থ– মনে করে।

قَالَ : সীগাহ وَاحِدْ مُذَكَّر غَائِبٌ বহছ فِعْل مَاضِى مَعْرُوْف বাব نَصَرَ মাসদার اَلْقَوْلُ মূলবর্ণ (ق - و - ل) জিনস اَجْوَف وَاوِىْ অর্থ– বলল। বলাবলি করে।

مُزِّقْتُمْ : সীগাহ جَمْع مُذَكَّر حَاضِر বহছ فِعْل مَاضِى مَجْهُوْل বাব تَفْعِيْل মাসদার تَمْزِيْقٌ মূলবর্ণ (م - ز - ق) জিনস صَحِيْح অর্থ– তোমরা সম্পূর্ণভাবে চূর্ণ-বিচূর্ণ হয়ে যাবে।

বাক্য বিশ্লেষণ :

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِىْ لَهٗ مَافِى السَّمٰوٰتِ وَمَا فِى الْاَرْضِ এখানে اَلْحَمْدُ মুবতাদা لِلّٰهِ তার খবর الَّذِىْ সিফত لَهٗ খবরে মুকাদ্দাম মুবতাদা মু'আখখার مَا فِى السَّمٰوٰتِ সেলা وَمَا فِى الْاَرْضِ শব্দটি مَافِى السَّمٰوٰتِ -এর উপর আতফ হয়েছে। –[ই'রাবুল কুরআন, খ. ৬. পৃ. ২১২]

https://e-ilm.weebly.com/

أَفْتَرَىٰ عَلَى اللَّهِ كَذِبًا أَم بِهِ جِنَّةٌ ۗ بَلِ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ فِي الْعَذَابِ وَالضَّلَالِ الْبَعِيدِ ﴿٨﴾

৮. তবে কি এ ব্যক্তি আল্লাহর প্রতি মিথ্যা অপবাদ দিচ্ছে, নাকি তার কিছু মস্তিষ্ক বিকৃতি ঘটেছে? বরং যারা পরলোকের প্রতি বিশ্বাস রাখে না, তারাই আজাব ও সুদূর ভ্রান্তির মধ্যে রয়েছে।

أَفَلَمْ يَرَوْا إِلَىٰ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُم مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ ۚ إِن نَّشَأْ نَخْسِفْ بِهِمُ الْأَرْضَ أَوْ نُسْقِطْ عَلَيْهِمْ كِسَفًا مِّنَ السَّمَاءِ ۚ إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَآيَةً لِّكُلِّ عَبْدٍ مُّنِيبٍ ﴿٩﴾

৯. তবে কি তারা আসমান ও জমিনের প্রতি লক্ষ্য করেনি– যা তাদের সম্মুখে এবং তাদের পশ্চাতে বিদ্যমান রয়েছে? যদি আমি ইচ্ছা করি, তবে তাদেরকে ভূগর্ভে ধসিয়ে দেই, অথবা তাদের উপর আসমানের খণ্ড নিপতিত করি; এতে পূর্ণ প্রমাণ রয়েছে সে বান্দাগণের জন্য যারা (আল্লাহর প্রতি) মনোনিবেশকারী।

وَلَقَدْ آتَيْنَا دَاوُودَ مِنَّا فَضْلًا ۖ يَا جِبَالُ أَوِّبِي مَعَهُ وَالطَّيْرَ ۖ وَأَلَنَّا لَهُ الْحَدِيدَ ﴿١٠﴾

১০. এবং আমি দাউদকে আমার পক্ষ থেকে উৎকৃষ্ট নিয়ামত প্রদান করেছিলাম। (পর্বতসমূহকে আদেশ করলাম,) হে পর্বতমালা! তোমরা দাউদের সাথে পুনঃপুনঃ তাসবীহ পাঠ কর এবং পক্ষীসমূহকেও নির্দেশ করলাম, আর আমি তাঁর জন্য লৌহকে কোমল করে দিলাম।

أَنِ اعْمَلْ سَابِغَاتٍ وَقَدِّرْ فِي السَّرْدِ ۖ وَاعْمَلُوا صَالِحًا ۖ إِنِّي بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ﴿١١﴾

১১. যে, আপনি পূর্ণ মাত্রায় বর্মসমূহ নির্মাণ করুন এবং বয়নে (যথোচিত) পরিমাণের প্রতি লক্ষ্য রাখুন, আর তোমরা সকলে নেক কাজ কর; আমি তোমাদের সকল কার্যাবলি প্রত্যক্ষ করছি।

শাব্দিক অনুবাদ :

৮. أَفْتَرَىٰ عَلَى اللَّهِ كَذِبًا তবে কি এ ব্যক্তি আল্লাহর প্রতি মিথ্যা অপবাদ দিচ্ছে أَم بِهِ جِنَّةٌ নাকি তার কিছু মস্তিষ্ক বিকৃতি ঘটেছে بَلِ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ বরং যারা পরকালের প্রতি বিশ্বাস রাখে না فِي الْعَذَابِ وَالضَّلَالِ الْبَعِيدِ তারাই আজাব ও সুদূর ভ্রান্তির মধ্যে রয়েছে।

৯. أَفَلَمْ يَرَوْا তবে তারা কি লক্ষ্য করেনি إِلَىٰ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُم যা তাদের সম্মুখে ও তাদের পশ্চাতে বিদ্যমান রয়েছে مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ আসমান ও জমিনের প্রতি إِن نَّشَأْ যদি আমি ইচ্ছা করি نَخْسِفْ بِهِمُ الْأَرْضَ তবে তাদেরকে ভূগর্ভে ধসিয়ে দেই أَوْ نُسْقِطْ عَلَيْهِمْ كِسَفًا مِّنَ السَّمَاءِ অথবা তাদের উপর আসমানের খণ্ড নিপতিত করি إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَآيَةً এতে পূর্ণ প্রমাণ রয়েছে لِّكُلِّ عَبْدٍ مُّنِيبٍ সে বান্দাগণের জন্য যারা (আল্লাহর প্রতি) মনোনীবেশকারী।

১০. وَلَقَدْ آتَيْنَا دَاوُودَ এবং আমি দাউদকে প্রদান করেছিলাম مِنَّا فَضْلًا আমার পক্ষ থেকে উৎকৃষ্ট নিয়ামত يَا جِبَالُ হে পর্বতমালা أَوِّبِي مَعَهُ তোমরা দাউদের সাথে পুনঃপুনঃ তাসবীহ পাঠ কর وَالطَّيْرَ এবং পক্ষীসমূহকেও নির্দেশ করলাম وَأَلَنَّا لَهُ الْحَدِيدَ আর আমি তাঁর জন্য লৌহকে কোমল করে দিলাম।

১১. أَنِ اعْمَلْ سَابِغَاتٍ যে, আপনি পূর্ণ মাত্রায় বর্মসমূহ নির্মাণ করুন وَقَدِّرْ فِي السَّرْدِ এবং বয়নে (যথোচিত) পরিমাণের প্রতি লক্ষ্য রাখুন وَاعْمَلُوا صَالِحًا আর তোমরা সকলে নেককাজ কর إِنِّي بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ আমি তোমাদের সকল কার্যাবলি প্রত্যক্ষ করছি।

https://e-ilm.weebly.com/

https://e-ilm.weebly.com/

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

اَفْتَرٰى عَلَى اللّٰهِ كَذِبًا اَمْ بِهٖ جِنَّةٌ উদ্দেশ্য এই যে, দেহ ছিন্ন বিচ্ছিন্ন হয়ে যাওয়ার পর সমস্ত কণা একত্রিত হয়ে মানবদেহে পরিণত হওয়া এবং জীবিত হওয়া একটি উদ্ভট কথা। একে মেনে নেওয়ার প্রশ্নই উঠে না। তাই তাঁর এই খবর হয় জেনে শুনে আল্লাহ্‌র বিরুদ্ধে মিথ্যা অপবাদ আরোপ করা না হয় সে উম্মাদ, যার কথার কোনো সঠিক ভিত্তি থাকে না।

اَفَلَمْ يَرَوْا اِلٰى مَا بَيْنَ اَيْدِيْهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ তাফসীরের সারসংক্ষেপে বর্ণিত হয়েছে যে, এ আয়াতে কিয়ামত সংঘটিত হওয়ার প্রমাণ বর্ণিত হয়েছে। অর্থাৎ, আকাশ ও পৃথিবীর সৃষ্ট বস্তুসমূহে চিন্তা করলে এবং আল্লাহ্‌র পূর্ণাঙ্গ কুদরত প্রত্যক্ষ করলে কাফেররা কিয়ামতকে অস্বীকার করতে পারবে না। সাথে সাথে আয়াতে অবিশ্বাসীদের জন্য শাস্তির সতর্কবাণীও রয়েছে। অর্থাৎ, আকাশ ও পৃথিবীর বিশালকায় সৃষ্টবস্তু তোমাদের জন্য বিরাট নিয়ামত। এগুলো প্রত্যক্ষ করার পরও তেমরা অবিশ্বাস ও অস্বীকারে অটল থাকলে আল্লাহ্ তা'আলা এসব নিয়ামতকেই তোমাদের জন্য আজাবে রূপান্তরিত করে দেওয়ার ক্ষমতা রাখেন। ফলে পৃথিবী তোমাদেরকে গ্রাস করে নিবে; আকাশ খণ্ড-বিখণ্ড হয়ে তোমাদের উপর পতিত হবে।

وَلَقَدْ اٰتَيْنَا دَاوٗدَ مِنَّا فَضْلًا يٰجِبَالُ اَوِّبِىْ مَعَهٗ وَالطَّيْرَ وَاَلَنَّا لَهُ الْحَدِيْدَ۔

উপরে কাফেরদেরকে সম্বোধন করা হয়েছিল, যারা মৃত্যুর পর দেহের অংশসমূহ বিক্ষিপ্ত হয়ে যাওয়ার পর পুনরায় সেগুলোকে একত্র করে জীবিত করাকে অযৌক্তিক মনে করে অস্বীকার করত। আলোচ্য আয়াতসমূহে আল্লাহ তা'আলা তাঁদের এই অসত্য ধারণা দূর করার জন্য হযরত দাউদ ও হযরত সুলায়মান (আ.)-এর কাহিনী উল্লেখ করেছেন। কারণ আল্লাহ তা'আলা তাঁদের হাতে ইহকালেই এমন কাজ সংঘটিত করিয়েছেন, যা তাদের কাছে অসম্ভব মনে হতো; যেমন লোহাকে মোমে পরিণত করা, বায়ুকে আজ্ঞাবহ করা এবং তামাকে তরল পানির মতো করে দেওয়া।

وَلَقَدْ اٰتَيْنَا دَاوٗدَ مِنَّا فَضْلًا অর্থাৎ, দাউদকে আমি আমার অনুগ্রহ দান করেছিলাম। فَضْل -এর শাব্দিক অর্থ অতিরিক্ত। উদ্দেশ্য এমন বিশেষ গুণাবলি যা অন্যের চেয়ে অতিরিক্ত হিসেবে তাঁকে দান করা হয়েছিল। আল্লাহ তা'আলা প্রত্যেক পয়গম্বরকে কিছু কিছু বিশেষ স্বাতন্ত্র্যমূলক গুণাবলি দান করেছেন। এগুলোকে তাঁদের বিশেষ শ্রেষ্ঠত্ব মনে করা হয়। হযরত দাউদ (আ.)-এর বিশেষ গুণাবলি এই ছিল যে, তাঁকে রিসালাতের সাথে সাথে সারা বিশ্বের রাজত্বও দান করা হয়েছিল। তিনি এমন সুমধুর কণ্ঠস্বর প্রাপ্ত হয়েছিলেন যে, আল্লাহ্‌র জিকির অথবা যাবূর তেলাওয়াত করতে শুরু করলে পক্ষীকুলও শূন্যে উড়ন্ত অবস্থায় তা শোনার জন্য সমবেত হয়ে যেত। এমনিভাবে তাঁকে একাধিক বিশেষ মু'জিযা দান করা হয়েছিল, যা পরে বর্ণিত হবে।

يٰجِبَالُ اَوِّبِىْ - اَوِّبِىْ শব্দটি تَاوِيْبٌ থেকে উদ্ভূত। এর অর্থ বার বার করা। আল্লাহ তা'আলা পর্বতমালাকে আদেশ দিয়েছিলেন, যখন দাউদ (আ.) আল্লাহ্‌র জিকির ও তাসবীহ পাঠ করেন, তখন তোমরাও সেসব বাক্য বার বার আবৃত্তি কর। -[ইবনে কাছীর]

হযরত দাউদ (আ.)-এর সাথে পর্বতমালার এই তাসবীহ পাঠ সেই সাধারণ তাসবীহ থেকে ভিন্ন, যাতে সমগ্র সৃষ্টি অংশীদার এবং যা সর্বদা ও সর্বকালে অব্যাহত রয়েছে। কুরআনে বলা হয়েছে : وَاِنْ مِّنْ شَىْءٍ اِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهٖ وَلٰكِنْ لَّا تَفْقَهُوْنَ تَسْبِيْحَهُمْ অর্থাৎ, জগতের সব কিছুই আল্লাহ তা'আলার প্রশংসামূলক তাসবীহ পাঠ করে; কিন্তু তোমরা তাদের তাসবীহ্ বুঝ না। আলোচ্য আয়াতে বর্ণিত তাসবীহ্ ছিল হযরত দাউদ (আ.)-এর একটি মু'জিযা। তাই এ তাসবীহ্ সাধারণ শ্রোতারাও শুনত এবং বুঝত। নতুবা এটা মু'জিযা হতো না।

এতে আরো বুঝা যাচ্ছে যে, হযরত দাউদ (আ.)-এর কণ্ঠের সাথে পর্বতমালার কণ্ঠ মেলানো প্রতিধ্বনিরূপে ছিল না, যা সাধারণভাবে কোনো গম্বুজে অথবা কূপে আওয়াজ দিলে সে আওয়াজ ফিরে আসার কারণে শোনা যায়। কেননা কুরআন পাক একে হযরত দাউদ (আ.)-এর প্রতি বিশেষ কৃপা ও অনুগ্রহরূপে উল্লেখ করেছে। প্রতিধ্বনির সাথে কারো শ্রেষ্ঠত্ব ও বিশেষত্বের কোনো সম্পর্ক নেই। এটা তো প্রত্যেকেই এমন কি কাফেরও সৃষ্টি করতে পারে।

وَالطَّيْرَ এ শব্দটি ব্যাকরণিক দিক দিয়ে উহ্য سَخَّرْنَ ক্রিয়াপদের مَفْعُوْل হয়ে مَنْصُوْب হয়েছে। -(রূহুল মা'আনী) অর্থ এই যে, আমি পক্ষীকুলকে দাউদ (আ.)-এর অধীন করে দিয়েছিলাম। এই অধীন করার উদ্দেশ্য এই যে, ওরাও তাঁর আওয়াজ শুনে শূন্যে সমবেত হয়ে যেত এবং তাঁর সাথে পর্বতমালার অনুরূপ তাসবীহ্ পাঠ করত। অন্য এক আয়াতে আছে : اِنَّا سَخَّرْنَا الْجِبَالَ مَعَهٗ يُسَبِّحْنَ بِالْعَشِىِّ وَالْاِشْرَاقِ وَالطَّيْرَ مَحْشُوْرَةً

https://e-ilm.weebly.com/

অর্থাৎ আমি পবর্তমালাকে দাউদ (আ.)-এর অধীন করে দিয়েছিলাম যাতে সকাল-সন্ধ্যায় তাঁর সাথে তাসবীহ্ পাঠ করে এবং পক্ষীকুলকেও অধীন করে দিয়েছিলাম।

وَأَلَنَّا لَهُ الْحَدِيدَ أَنِ اعْمَلْ سَابِغَاتٍ وَقَدِّرْ فِي السَّرْدِ অর্থাৎ, আমি তাঁর জন্য লোহাকে নরম করে দিয়েছিলাম। এটা ছিল তাঁর দ্বিতীয় মু'জিযা। হযরত হাসান বসরী, কাতাদাহ, আনাস প্রমুখ তাফসীরবিদ বলেন, আল্লাহ তা'আলা মু'জিযারূপে লোহাকে তাঁর জন্য মোমের মতো নরম করে দিয়েছিলেন। লোহা দ্বারা কোনো কিছু তৈরি করতে অগ্নির প্রয়োজন হতো না। হাতুড়ি অথবা অন্য কোনো হতিয়ারেরও প্রয়োজন ছিল না। অতঃপর আয়াতে বলা হয়েছে যে, তিনি যাতে অনায়াসে লৌহবর্ম তৈরি করতে পারেন, সেজন্য লোহাকে তাঁর জন্য নরম করে দেওয়া হয়েছিল। অন্য এক আয়াতে আরো আছে وَعَلَّمْنَاهُ صَنْعَةَ لَبُوسٍ لَكُمْ অর্থাৎ, আল্লাহ তা'আলা স্বয়ং তাঁকে বর্ম নির্মাণ শিক্ষা দিয়েছিলেন। এখানেও পরবর্তী وَقَدِّرْ فِي السَّرْدِ বাক্যটি এ শিক্ষাদানের পরিশিষ্ট। قَدِّرْ শব্দটি تَقْدِيرٌ থেকে উদ্ভূত। অর্থ একই জাতীয় ও একই প্রকার করে তৈরি করা। سَرْد -এর শাব্দিক অর্থ বয়ন করা। উদ্দেশ্য এই যে, বর্ম নির্মাণে তার কড়াসমূহকে যথাযথভাবে সংযুক্ত কর যাতে একটি ছোট ও একটি বড় না হয়। ফলে মজবুতও হবে এবং দেখতেও সুন্দর হবে। এ তাফসীর হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) থেকে বর্ণিত আছে। –[ইবনে কাছীর]

এ থেকে আরো জানা গেল যে, শিল্পকর্মে বাহ্যিক সৌন্দর্যের প্রতি লক্ষ্য রাখাও পছন্দনীয়। কেননা আল্লাহ তা'আলা বিশেষভাবে এর নির্দেশ দিয়েছেন।

কেউ কেউ وَقَدِّرْ فِي السَّرْدِ -এর অর্থ করেছেন যে, এই শিল্পকর্মের জন্য সময়ের পরিমাণ নির্দিষ্ট করে নেওয়া উচিত-সারাক্ষণ এতে মশগুল থাকা উচিত নয়, যাতে ইবাদত ও রাজকার্যে ব্যাঘাত না ঘটে। এ তাফসীর থেকে জানা গেল যে, শিল্পী ও শ্রমিকদেরও উচিত ইবাদত ও জ্ঞান লাভের জন্য কিছু সময় বাঁচিয়ে নেওয়া এবং সময় বিধিবদ্ধ করা।

শিল্প ও কারিগরির ফজিলত : আলোচ্য আয়াত থেকে প্রমাণিত হয় যে, প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদি আবিষ্কার করা ও তৈরি করা খুবই গুরুত্বপূর্ণ কাজ। আল্লাহ তা'আলা স্বয়ং একে গুরুত্ব দিয়ে তাঁর মহান পয়গম্বরগণকে শিক্ষা দিয়েছেন। হযরত নূহ (আ.)-কে জাহাজ নির্মাণ কৌশল এমনিভাবে শেখানো হয়েছিল। বলা হয়েছে : وَاصْنَعِ الْفُلْكَ بِأَعْيُنِنَا অর্থাৎ, আমার সামনে জাহাজ নির্মাণ কর। অনুরূপভাবে অন্য পয়গম্বরগণকেও বিভিন্ন শিল্পকর্ম শিক্ষা দেওয়া বিভিন্ন রেওয়ায়েতে প্রমাণিত আছে। হাফেজ শামসুদ্দীন যাহ্বী রচিত "আত্তিব্বুন্নবভী" নামক কিতাবে বর্ণিত আছে যে, গৃহনির্মাণ, বস্ত্রবয়ন, খাদ্যদ্রব্য প্রস্তুতকরণ, মালপত্র আনা-নেওয়ার জন্য চাকাবিশিষ্ট গাড়ি তৈরি করে চালানো ইত্যাদি মানব জীবনের সকল প্রয়োজনীয় শিল্পকাজ আল্লাহ তা'আলা ওহীর মাধ্যমে পয়গম্বরগণকে শিক্ষা দিয়েছিলেন।

শিল্পজীবি মানুষকে হেয় মনে করা গোনাহ : আরবে বিভিন্ন মানুষ বিভিন্ন শিল্পকাজ অবলম্বন করত এবং কোনো শিল্পকে হেয় ও নিকৃষ্ট মনে করা হতো না। পেশা ও শিল্পের ভিত্তিতে কাউকে কম ও বেশি সম্মানী মনে করা হতো না এবং এর ভিত্তিতে সমাজও গড়ে উঠত না। এগুলো কেবল আমাদের এ উপমাহাদেশের একশ্রেণির লোকের আবিষ্কার। তাদের সাথে বসবাস করার কারণে মুসলমানদের মধ্যেও এসব কুপ্রাথা শিকড় গেড়ে বসেছে।

হযরত দাউদ (আ.)-কে বর্ম নির্মাণ কৌশল শিক্ষা দেওয়ার রহস্য : তাফসীরে ইবনে-কাছীরে বর্ণিত আছে-হযরত দাউদ (আ.) তাঁর রাজত্বকালে ছদ্মবেশে বাজারে গমন করতেন এবং বিভিন্ন দিক থেকে আগত লোকদেরকে জিজ্ঞেস করতেন, দাউদ কেমন লোক? তাঁর রাজত্বে ইনসাফ ও সুবিচার প্রতিষ্ঠিত ছিল। সব মানুষ সুখে-শান্তিতে দিনাতিপাত করত। রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে কারো কোনো অভিযোগ ছিল না। তাই যাকেই প্রশ্ন করা হতো, সেই হযরত দাউদ (আ.)-এর প্রশংসা, গুণকীর্তন ও ন্যায়বিচারের কারণে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করত।

আল্লাহ তা'আলা তাঁর শিক্ষার জন্য একজন ফেরেশতা মানব বেশে প্রেরণ করেন। হযরত দাউদ (আ.) যখন বাজারে যাওয়ার জন্য ছদ্মবেশে বের হলেন, তখন এই ফেরেশতার সাথে সাক্ষাৎ হলো। অভ্যাস অনুযায়ী তাকেও তিনি সেই প্রশ্ন করলেন। মানবরূপী ফেরশতা জবাব দিল, দাউদ খুব ভালো লোক। নিজের জন্য এবং উম্মত ও প্রজাদের জন্য তিনি সর্বোত্তম ব্যক্তি। তবে তাঁর মধ্যে এমন একটি অভ্যাস আছে, যা না থাকলে তিনি পুরোপুরি কামেল মানুষ হয়ে যেতেন। তিনি জিজ্ঞেস করলেন, সেটা কি অভ্যাস? ফেরেশতা বলল, তিনি তাঁর ও তাঁর পরিবারের ভরণ-পোষণ বায়তুল মাল তথা সরকারি ধনাগার থেকে গ্রহণ করেন।

একথা শুনে হযরত দাউদ (আ.) আল্লাহ তা'আলার কাছে কাকুতি-মিনতি ও দোয়া করতে থাকেন। তিনি বলেন, হে আল্লাহ, আমাকে এমন কোনো হস্তশিল্প শিক্ষা দিন, যার পারিশ্রমিক দ্বারা আমি নিজের ও পরিবারের ভরণ-পোষণ চালাতে

https://e-ilm.weebly.com/

পারি এবং জনগণের সেবা ও রাজকার্য বিনা পারিশ্রমিকে আনজাম দিতে সক্ষম হই। আল্লাহ তা'আলা তাঁর দোয়া কবুল করলেন এবং তাঁকে বর্মনির্মাণ কৌশল শিখিয়ে দিলেন। পয়গম্বরসুলভ সম্মানস্বরূপ তাঁর জন্য লোহাকে মোমের মতো নরম করে দেওয়া হলো, যাতে কাজটি সহজ হয় এবং অল্প সময়ে জীবিকা উপার্জন করে তিনি অবশিষ্ট সময় ইবাদত ও রাজকার্যে নিজেকে নিয়োজিত করতে পারেন।

মাসআলা : খলিফা অথবা বাদশাহ তাঁর পূর্ণ সময় রাজকার্য সম্পাদনে ব্যয় করেন বিধায় তাঁর পক্ষে বায়তুল মাল থেকে ভরণ-পোষণের জন্য বেতন গ্রহণ করা জায়েজ। কিন্তু জীবিকার অন্য কোনো উপায় সম্ভব হলে তা অধিক পছন্দনীয়। হযরত দাউদ (আ.)-এর জন্য আল্লাহ তা'আলা সারা বিশ্বের ধন-ভাণ্ডার খুলে দিয়েছিলেন। ধনৈশ্বর্য, মণি-মাণিক্য ও প্রয়োজনীয় দ্রব্যসামগ্রীর প্রাচুর্য ছিল; আল্লাহ তা'আলার পক্ষ থেকে তাঁকে সরকারি ধনাগার ইচ্ছানুযায়ী ব্যয় করার অনুমতিও দান করা হয়েছিল। فَامْنُنْ اَوْ اَمْسِكْ بِغَيْرِ حِسَابٍ আয়াতে নিশ্চয়তাও দেওয়া হয়েছিল যে, আপনি যেভাবে ইচ্ছা ব্যয় করুন। আপনার কাছে হিসাব চাওয়া হবে না। কিন্তু পয়গম্বরগণকে আল্লাহ তা'আলা যে সুউচ্চ মর্যাদায় রাখতে চান, তারই পরিপ্রেক্ষিতে এ ঘটনা সংঘটিত হয়েছে। এরপর হযরত দাউদ (আ.) এত বিশাল সাম্রাজ্যের অধিকারী হওয়া সত্ত্বেও কায়িক শ্রমের দ্বারা জীবিকা নির্বাহ করতেন এবং তাতেই সন্তুষ্ট থাকতেন।

আলেমগণ শিক্ষা ও প্রচারকার্য বিনা পারিশ্রমিকে আনাজাম দিয়ে থাকেন। কাযী (বিচারক) ও মুফতি জনগণের কাজে তাঁদের সময় ব্যয় করেন। তাঁদের বেলায়ও একই বিধান, তাঁরা বায়তুলমাল থেকে ভরণ-পোষণের ব্যয় গ্রহণ করতে পারেন। কিন্তু জীবিকার জন্য অন্য কোনো উপায় থাকলে এবং তা কর্তব্যকর্মে ব্যাঘাত সৃষ্টি না করলে তাই উত্তম।

ফায়দা : হযরত দাউদ (আ.) নিজের এই কর্ম-নীতির ভিত্তিতে স্বীয় আমল ও অভ্যাস সম্পর্কে জনগণের আবাধ ও স্বাধীন মতামত জানার যে কর্মপন্থা গ্রহণ করেছিলেন, তা থেকে প্রমাণিত হয় যে, মানুষ নিজের দোষ নিজে জানে না বিধায় অপরের কাছ থেকে জেনে নেওয়া উচিত। হযরত ইমাম মালেক (র.) ও এ বিষয়ে বিশেষ যত্নবান ছিলেন। তাঁর সম্পর্কে সাধারণ মানুষের ধারণা কি, তা তিনি জানতে চেষ্টা করতেন।

وَلِسُلَيْمٰنَ الرِّيْحَ غُدُوُّهَا شَهْرٌ وَّرَوَاحُهَا شَهْرٌ –হযরত দাউদ (আ.)-এর বিশেষ শ্রেষ্ঠত্ব ও অনুগ্রহ উল্লেখ করার পর হযরত সুলায়মান (আ.)-এর আলোচনা প্রসঙ্গে বলা হয়েছে সেখানে হযরত দাউদ (আ.)-এর জন্য আল্লাহ তা'আলা পর্বতমালা ও পক্ষীকুলকে বশীভূত করে দিয়েছিলেন। অনুরূপভাবে বায়ুকে হযরত সুলায়মান (আ.)-এর অধীন করে দিয়েছিলেন। হযরত সুলায়মান (আ.) তাঁর সিংহাসনে পরিবারে-পরিজন ও বহুসংখ্যক সভাসদসহ আরোহণ করতেন। বায়ু তাঁর আজ্ঞাধীন হয়ে তিনি যেখানে ইচ্ছা করতেন সিংহাসনটি সেখানে নিয়ে যেত। হযরত হাসান বসরী (র.) বলেন : একটি কর্মের প্রতিদানে হযরত সুলায়মান (আ.)-এর জন্য বায়ুকে অধীন করে দেওয়া হয়েছিল। একদিন তিনি অশ্ব পরিদর্শনে এতই মশগুল হয়ে পড়েন যে, আসরের নামাজ কাযা হয়ে যায়। এই অমনোযোগিতার কারণ ছিল অশ্ব। তাই, এ কারণ খতম করার জন্য অশ্বসমূহকে কুরবানি করে দিলেন। কেননা তাঁর শরিয়তে গরু মহিষের ন্যায় অশ্ব কুরবানিও জায়েজ ছিল। এসব অশ্ব তাঁর ব্যক্তিগত মালিকানাধীন ছিল। তাই, সরকারি ক্ষতির প্রশ্নই উঠে না। কুরবানি করার কারণে নিজের ধন-সম্পদ নষ্ট করার প্রশ্নও দেখা দেয় না। সূরা সোয়াদে এ সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা করা হবে। হযরত সুলায়মান (আ.) তাঁর আরোহণের জন্তু কুরবানি করেছিলেন। তাই, আল্লাহ তা'আলা তাঁকে আরোহণের জন্য আরো উত্তম বাহন দান করলেন। –[কুরতুবী]

غدو শব্দের অর্থ সকাল বেলায় চলা এবং رواح শব্দের অর্থ বিকালে চলা। আয়াতের উদ্দেশ্য এই যে, সকাল থেকে দুপুর পর্যন্ত হযরত সুলায়মান (আ.)-এর সিংহাসন বাতাসের কাঁধে সওয়ার হয়ে এক মাসের পথ অতিক্রম করতো, অতঃপর বিকাল থেকে রাত্রি পর্যন্ত এক মাসের পথ অতিক্রম করত। এভাবে দু'মাসের দূরত্ব একদিনে অতিক্রম করত।

হযরত হাসান বসরী (র.) বলেন, হযরত সুলায়মান (আ.) সকালে বায়তুল মোকাদ্দাস থেকে রওয়ানা হয়ে দুপুরে ইস্তাখারে পৌঁছে আহার করতেন। অতএব সেখান থেকে জোহরের পর প্রত্যাবর্তন করে রাত্রিতে কাবুল পৌঁছতেন। বায়তুল মোকাদ্দাস থেকে ইস্তাখার পর্যন্ত পথ এক ব্যক্তি দ্রুতগামী সওয়ারীতে সওয়ার হয়ে এক মাসে অতিক্রম করতে পারে। অনুরূপভাবে ইস্তাখার থেকে কাবুল পর্যন্ত পথও এক মাসে অতিক্রম করা যায়। –(ইবনে কাছীর)

وَاَسَلْنَا لَهٗ عَيْنَ الْقِطْرِ অর্থাৎ, আমি হযরত সুলায়মান (আ.)-এর জন্য তামার প্রস্রবণ প্রবাহিত করেছি। উদ্দেশ্য এই যে, তামার ন্যায় শক্ত ধাতুকে আল্লাহ তা'আলা হযরত সুলায়মান (আ.)-এর জন্য পানির মতো প্রবহমান তরল পদার্থে পরিণত করে দেন, যা প্রস্রবণের ন্যায় প্রবাহিত হতো এবং উত্তপ্তও ছিল না। অনায়াসেই এতে পাত্রাদি তৈরি করা যেত।

https://e-ilm.weebly.com/

হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) বলেন, ইয়ামানে অবস্থিত এই প্রস্রবণের দূরত্ব অতিক্রম করতে তিন দিন তিন রাত্রি লাগত। মুজাহিদ বলেন, ইয়ামানের সান'আ থেকে এই প্রস্রবণ শুরু হয়ে তিন দিন তিন রাত্রির পথ পর্যন্ত পানির ন্যায় প্রবাহিত ছিল। ব্যাকরণবিদ খলীল বলেন, আয়াতে ব্যবহৃত قِطْرٌ শব্দের অর্থ গলিত তামা। –[কুরতুবী]

وَمِنَ الْجِنِّ مَنْ يَّعْمَلُ بَيْنَ يَدَيْهِ-এ বাক্যটিও উহ্য سَخَّرْنَا ক্রিয়াপদের সাথে সম্পর্কযুক্ত। অর্থ এই যে, আমি কিছু জিনকে হযরত সুলায়মানের অধীন করে দিয়েছিলাম, যারা তাঁর সামনে তাঁর পালনকর্তার আদেশক্রমে কাজ করত। 'সামনে' বলার তাৎপর্য সম্ভবত এই যে, চন্দ্র, সূর্য ইত্যাদিকে মানুষের অধীন করার ন্যায় জিনকে হযরত সুলায়মান (আ.)-এর অধীন করা ছিল না। বরং এর ধরন ছিল এই যে, তারা চাকর-বাকরের মতো অর্পিত দায়িত্ব পালন করত।

জিন অধীন করা কিরূপ : এ স্থলে উল্লিখিত জিন অধীন করার বিষয়টি আল্লাহ তা'আলার নির্দেশে কার্যকর হয়েছিল বিধায় এতে কোনো প্রশ্নই দেখা দেয় না। কতক সাহাবায়ে কেরাম সম্পর্কে বর্ণিত আছে যে, জিন তাঁদের বশীভূত ও অধীন ছিল। এ বশীকরণও আল্লাহ তা'আলার অনুমতিক্রমে ছিল, যা কারামতরূপে তাঁদেরকে দান করা হয়েছিল। এতে আমল ও অজিফার কোনো প্রভাব ছিল না। আল্লামা শরবিনী 'সিরাজুম মুনীর' তাফসীর গ্রন্থে এ আয়াতের অধীনে হযরত আবূ হুরায়রা, উবাই ইবনে কা'ব, মুয়াজ ইবনে জাবাল, ওমর ইবনে খাত্তাব, আবূ আইউব আনসারী, জায়েদ ইবনে সাবেত (রা.) প্রমুখ সাহাবীর একাধিক ঘটনা উল্লেখ করেছেন। এসব ঘটনা থেকে প্রমাণিত হয় যে, জিনরা তাঁদের আনুগত্য ও কাজকর্ম করত। কিন্তু এটা নিছক আল্লাহ তা'আলার অনুগ্রহ ও কৃপা ছিল। আল্লাহ তা'আলা হযরত সুলায়মান (আ.)-এর অনুরূপ কতক জিনকে তাঁদেরও সেবাদাসে পরিণত করে দেন। কিন্তু আমলের মাধ্যমে জিন বশ করার যে নিয়ম আলেমগণের মধ্যে খ্যাত আছে, সেটা শরিয়তে জায়েজ কিনা, তা চিন্তার বিষয় বটে। অষ্টম শতাব্দীর আলেম কাজী বদরুদ্দীন শিবলী হানাফী জিনদের বিধান সম্পর্কে "আ-কামুল মারজান ফী আহ-কামিল জান" নামক একটি স্বতন্ত্র পুস্তক রচনা করেছেন। এতে বর্ণিত আছে যে, জিনদের কাছ থেকে সেবা গ্রহণের কাজ সর্বপ্রথম হযরত সুলায়মান (আ.) আল্লাহর আদেশক্রমে মু'জিযারূপে করেছেন। পারস্যবাসীরা জমশেদ সম্পর্কে বলে থাকে যে, তিনি জিনদের সেবা গ্রহণ করেছিলেন। এমনিভাবে হযরত সুলায়মান (আ.)-এর সাথে সম্পর্কশীল 'আসিফ ইবনে বরখিয়া' প্রমুখ সম্পর্কেও জিনদের সেবা গ্রহণের ঘটনাবলি খ্যাত আছে। মুসলমানদের মধ্যে এ ব্যাপারে সর্বাধিক খ্যাতি আবূ নসর আহমদ ইবনে বেলাল এবং হেলাল ইবনে ওসিফের রয়েছে। তাঁদের থেকে জিনদের সেবা গ্রহণের অত্যাশ্চর্য ঘটনাবলি বর্ণিত আছে। হেলাল ইবনে ওসিফ একটি স্বতন্ত্র গ্রন্থে হযরত সুলায়মান (আ.)-এর সামনে পেশকৃত জিনদের বাক্যাবলি এবং তাঁর সাথে জিনদের চুক্তি ও অঙ্গীকার নামা উল্লেখ করেছেন।

কাজী বদরুদ্দীন উক্ত গ্রন্থে আরো লেখেন, যারা জিন বশ করার আমল করে, তারা সাধারণত শয়তান রচিত কুফরি কালেমা ও জাদুকে কাজে লাগায়। কাফের জিন ও শয়তান এগুলো খুব পছন্দ করে। জিনদের অধীন ও অনুগত হওয়ার গূঢ়তত্ত্ব এতটুকুই যে, তারা আলেমদের কুফরি ও শিরকী আমলে সন্তুষ্ট হয়ে ঘুষস্বরূপ তাদের কিছু কাজও করে দেয়। এ কারণেই এসব আমলে আলেমরা কুরআনের আয়াত নাপাকী, রক্ত ইত্যাদি দিয়ে লিখে থাকে। এতে কাফের জিন ও শয়তান খুশি হয়ে তাদের কাজ করে দেয়। তবে খলীফা মু'তাযিদ বিল্লাহর আমলে ইবনুল ইমাম নামক ব্যক্তি সম্পর্কে কাজী বদরুদ্দীন লেখেন যে, তিনি আল্লাহ তা'আলার নামসমূহের মাধ্যমে জিন বশ করেছিলেন। এতে কোনো শরিয়ত বিরোধী কথা ছিল না।

সার কথা এই যে, যদি কোনো ইচ্ছা ও আমল ব্যতিরেকে শুধু আল্লাহর মেহেরবানিতে জিন কারো অধীন হয়ে যায়, যেমন হযরত সুলায়মান (আ.) ও কতক সাহাবী সম্পর্কে এরূপ প্রমাণিত আছে, তবে এটা মু'জিযা ও কারামতের অন্তর্ভুক্ত। পক্ষান্তরে আমলের মাধ্যমে জিন বশ করা হলে তাতে যদি কুফরি বাক্য অথবা কুফরি কর্ম থাকে, তবে এরূপ বশীকরণ কুফর হবে। কেবল গুনাহ্ সম্বলিত আমল হলে কবীরা গুনাহ হবে। যেসব আমলে এমন শব্দ ব্যবহৃত হয়, যার অর্থ জানা নেই সেগুলোকেও ফিকহবিদগণ নাজায়েজ বলেছেন। কারণ এগুলোতে কুফর, শিরক অথবা গুনাহ্ থাকা বিচিত্র নয়। কাজী বদরুদ্দীন আল কামুল মারজানে অবোধগম্য বাক্যাবলির ব্যবহারকেও নাজায়েজ লিখেছেন।

বশীকরণের আমল যদি আল্লাহর নামসমূহ অথবা কুরআনি আয়াতের মাধ্যমে হয় এবং তাতে অপবিত্র বস্তু ব্যবহারের মতো গুনাহ্ না থাকে, তবে এই শর্তে জায়েজ যে, এর উদ্দেশ্য জিনদের উৎপীড়ন থেকে নিজেকে ও অন্য মুসলমানদেরকে রক্ষা করা হতে হবে। অর্থাৎ ক্ষতি দূর করা উদ্দেশ্য হওয়া চাই উপকার লাভ করা উদ্দেশ্য না হওয়া চাই। ধনোপার্জনের উপায় হিসেবে এরূপ আমল করা নাজায়েজ। কারণ এতে اِسْتِرْقَاقُ حُرٍّ অর্থাৎ স্বাধীনকে গোলামে পরিণত করা এবং শরিয়তসম্মত কারণ ব্যতীত তাকে বেগার খাটানো জরুরি হয়ে পড়ে, যা হারাম।

https://e-ilm.weebly.com/

وَمَنْ يَّزِغْ مِنْهُمْ عَنْ اَمْرِنَا نُذِقْهُ مِنْ عَذَابِ السَّعِيْرِ অর্থাৎ, কোনো জিন যদি হযরত সুলায়মান (আ.)-এর আনুগত্য না করে, তবে তাকে আগুন দ্বারা শাস্তি দেওয়া হবে। অধিকাংশ তাফসীরবিদের মতে এখানে পরকালে জাহান্নামের আজাব বুঝানো হয়েছে। কেউ কেউ বলেন, দুনিয়াতেও আল্লাহ তা'আলা তাদের উপর একজন ফেরেশতা নিয়োজিত রেখেছিলেন। সে অবাধ্য জিনকে আগুনের চাবুক মেরে মেরে কাজ করতে বাধ্য করত। -(কুরতুবী)। এখানে প্রশ্ন হয় যে, জিন জাতি আগুনের তৈরি। কাজেই আগুন তাদের মধ্যে কি ক্রিয়া করবে? এর জবাব এই যে, আগুন দ্বারা জিন সৃজিত হওয়ার অর্থ তাই, যা মাটির দ্বারা মানব সৃজিত হওয়ার অর্থ। অর্থাৎ, মানব অস্তিত্বের প্রধান উপাদান মাটি। কিন্তু তাকে মাটি ও পাথর দ্বারা আঘাত করা হলে সে কষ্ট পায়। এমনিভাবে জিন জাতির প্রধান উপাদানও আগুন কিন্তু নির্ভেজাল এবং তেজস্ক্রিয় অগ্নিতে তারাও জ্বলে-পুড়ে ছারখার হয়ে যায়।

وَيَعْمَلُوْنَ لَهٗ مَا يَشَاءُ مِنْ مَّحَارِيْبَ وَتَمَاثِيْلَ وَجِفَانٍ كَالْجَوَابِ وَقُدُوْرٍ رّٰسِيٰتٍ

এ আয়াতে সে সব কাজের কিছু বিবরণ দেওয়া হয়েছে, যা হযরত সুলায়মান (আ.) জিনদের দ্বারা করাতেন। مَحَارِيْبُ শব্দটি مِحْرَابٌ-এর বহুবচন। অর্থ গৃহের শ্রেষ্ঠ ও উচ্চ অংশ। বাদশাহ অথবা বড় লোকেরা নিজেদের জন্য যে সরকারি বাসভবন নির্মাণ করে, তাকেও مِحْرَابٌ বলা হয়। এ শব্দটি حَرْبٌ থেকে উদ্ভূত। অর্থ যুদ্ধ। এ ধরনের বাসভবনকে সাধারণত অপরের নাগাল থেকে সংরক্ষিত রাখা হয় এবং এর জন্য প্রয়োজন হলে যুদ্ধ করা হয়। এর সাথে মিল রেখে গৃহের বিশেষ অংশকে مِحْرَابٌ বলা হয়। মসজিদে ইমামের দাঁড়াবার জায়গাকেও এই স্বাতন্ত্র্যের কারণেই مِحْرَابٌ বলা হয়। কখনো মসজিদ অর্থেই مَحَارِيْبُ শব্দ ব্যবহৃত হয়। প্রাচীন কালে مَحَارِيْبُ بَنِيْ اِسْرَائِيْلَ এবং ইসলাম যুগে مَحَارِيْبُ صَحَابَه বলে তাঁদের মসজিদ বুঝানো হতো।

মসজিদসমূহে মেহরাবের জন্য স্বতন্ত্র স্থান নির্মাণের বিধান : রাসূলুল্লাহ ﷺ ও খোলাফায়ে রাশেদীনের আমল পর্যন্ত ইমামের দাঁড়াবার স্থানকে আলাদারূপে নির্মাণ করার প্রচলন ছিল না। প্রথম শতাব্দীর পর সুলতানগণ নিজেদের নিরাপত্তার স্বার্থে এর প্রবর্তন করেন। আরো একটি উপযোগিতার কারণে বিষয়টি সাধারণ মুসলমানদের মধ্যেও প্রচলিত হয়ে যায়। উপযোগিতাটি এই যে, ইমাম যে জায়গায় দাঁড়ান, সে কাতারটি সম্পূর্ণই খালি থেকে যায়। নামাজিদের প্রাচুর্য এবং মসজিদ সমূহের সংকীর্ণতার পরিপ্রেক্ষিতে কেবল ইমামের দাঁড়াবার স্থান কেবলার দিকস্থ প্রাচীর কিছু বাড়িয়ে দিয়ে নির্মাণ করা হয়, যাতে এর পিছনে সব কাতার নামাজিদের দ্বারা পূর্ণ হয়ে যায়। প্রথম শতাব্দীতে এই পদ্ধতি না থাকায় কেউ কেউ একে বিদ'আত আখ্যা দিয়েছেন। শায়খ জালালুদ্দীন সুয়ূতী এ প্রশ্নে 'এলামুল আরাবিন ফী বিদ'আতিল মাহারিব' নামক একখানি পুস্তিকা রচনা করেছেন। সত্য এই যে, নামাজিদের সুবিধা এবং মসজিদের উপকারিতার পরিপ্রেক্ষিতে এধরনের মেহরাব নির্মাণ করলে এবং একে উদ্দিষ্ট সুন্নত মনে করা না হলে একে বিদ'আত আখ্যা দেওয়ার কোনো কারণ নেই। তবে একে উদ্দিষ্ট সুন্নত মনে করে নেওয়া হলে এবং যারা এর খেলাফ করে তাদের বিরূপ সমালোচনা করা হলে এই বাড়াবাড়ির কারণে একে বিদ'আত বলা যেতে পারে।

মাসআলা : যেসব মসজিদে ইমামের মেহরাব স্বতন্ত্র স্থানের আকারে তৈরি করা হয়, সেখানে মেহরাবের কিছুটা বাইরে নামাজিদের দিকে দণ্ডায়মান হওয়া ইমামের জন্য অপরিহার্য, যাতে ইমাম ও মুক্তাদীদের স্থান এক গণ্য হতে পারে। ইমাম সম্পূর্ণরূপে মেহরাবের ভেতরে দণ্ডায়মান হলে তা মাকরূহ ও নাজায়েজ। কোনো কোনো মসজিদের মেহরাব এতো বড় আকারে নির্মাণ করা হয় যে, মুক্তাদীদেরও একটি ছোট কাতার তাতে দাঁড়াতে পারে। এরূপ মেহরাবে মুক্তাদীদেরও একটি কাতার দণ্ডায়মান হলে এবং ইমাম তাদের সামনে সম্পূর্ণরূপে মেহরাবে দণ্ডায়মান হলে তা মাকরূহ হবে না। কারণ, এতে ইমাম মুক্তাদিদের স্থান অভিন্ন গণ্য হবে।

تَمَاثِيْلُ শব্দটি تِمْثَالٌ-এর বহুবচন। অর্থ চিত্র। ইবনে আরাবী আহ্কামুল কুরআনে বলেন, চিত্র দু'প্রকার হয়ে থাকে– প্রাণীদের চিত্র ও অপ্রাণীদের চিত্র। অপ্রাণীও দু'প্রকার- (এক) জড়পদার্থ, যাতে হ্রাসবৃদ্ধি হয় না; যেমন পাথর, মৃত্তিকা ইত্যাদি। (দুই) হ্রাসবৃদ্ধির হয় এমন পদার্থ; যেমন বৃক্ষ, ফসল ইত্যাদি। জিনরা হযরত সুলায়মান (আ.)-এর জন্য উপরিউক্ত সর্বপ্রকার বস্তুর চিত্র নির্মাণ করত। প্রথমত : تَمَاثِيْل শব্দের ব্যাপক ব্যবহার থেকে একথা জানা যায়। দ্বিতীয়ত : ঐতিহাসিক বর্ণনায় উল্লেখ করা হয়েছে যে, হযরত সুলায়মান (আ.)-এর সিংহাসনের উপর পাখীদের চিত্র অংকিত ছিল।

https://e-ilm.weebly.com/

ইসলামে প্রাণীদের চিত্র নির্মাণ ও ব্যবহার নিষিদ্ধ : আলোচ্য আয়াত থেকে জানা গেল যে, হযরত সুলায়মান (আ.)-এর শরিয়তে প্রাণীদের চিত্র নির্মাণ ও ব্যবহার হারাম ছিল না। পূর্ববর্তী উম্মতসমূহের মধ্যে প্রত্যক্ষ করা হয়েছে যে, তারা পুণ্যবান ব্যক্তিদের স্মৃতি রক্ষার্থে তাঁদের চিত্র নির্মাণ করে উপাসনালয়ে রাখত, যাতে তাঁদের উপাসনার কথা স্মরণ করে তারাও উপাসনায় উদ্বুদ্ধ হয়। কিন্তু ক্রমান্বয়ে তারা এসব চিত্রকেই উপাস্য স্থির করে নিয়েছে এবং মূর্তিপূজা শুরু হয়ে গেছে। এভাবে পূর্ববর্তী উম্মতসমূহের মধ্যে প্রাণীদের চিত্র মূর্তিপূজা প্রচলনে সহায়ক হয়েছে।

ইসলাম কিয়ামত পর্যন্ত প্রতিষ্ঠিত থাকবে এটা আল্লাহর অমোঘ বিধান। তাই এতে এ বিষয়ের প্রতি বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করা হয়েছে যে, মূল হারাম বস্তু যেমন নিষিদ্ধ করা হয়েছে, তেমনি তার উপায় ও নিকটবর্তী সহায়ক কারণসমূহকেও নিষিদ্ধ করা হয়েছে। মূল মহা-অপরাধ হচ্ছে শিরক ও মূর্তিপূজা। একে নিষিদ্ধ করার সাথে সাথে যেসব ছিদ্রপথে মূর্তিপূজার অনুপ্রবেশ ঘটতে পারে, সেসব পথেও পাহারা বাসিয়ে দেওয়া হয়েছে এবং মূর্তিপূজার উপায় ও নিকটবর্তী কারণসমূহকেও হারাম করে দেওয়া হয়েছে। এই নীতির ভিত্তিতেই প্রাণীদের চিত্র নির্মাণ ও ব্যবহার হারাম করা হয়েছে। অনেক সহীহ ও মুতাওয়াতির হাদীস দ্বারা এই নিষেধাজ্ঞা প্রমাণিত রয়েছে।

এমনিভাবে মদ হারাম করা হলে এর ক্রয়-বিক্রয়, বহনের মজুরি ও তৈরি সবই হারাম করা হয়েছে। চুরি হারাম করা হলে কারো গৃহে বিনা অনুমতিতে প্রবেশ এমন কি, বাইরে থেকে উকি দিয়ে দেখাও নিষিদ্ধ করা হয়েছে। জেনা হারাম করা হলে মাহরাম নয় এরূপ কারো দিকে ইচ্ছাপূর্বক দৃষ্টিপাতও হারাম করা হয়েছে। মোটকথা শরিয়তে এর অসংখ্য নজির বিদ্যমান রয়েছে।

একটি সাধারণ প্রশ্ন ও তার জবাব : বলা যেতে পারে যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর আমলে প্রচলিত চিত্রের ব্যবহার মূর্তিপূজার উপায় হতে পারত। কিন্তু আজকাল অপরাধী সনাক্তকরণ, ব্যবসায়ের ট্রেডমার্ক, বন্ধু ও প্রিয়জনদের সাথে সাক্ষাত, ঘটনাবলির তদন্তে সহায়তাদান ইত্যাদি কাজে চিত্র ব্যবহার করা হয়। ফলে আজকাল চিত্রকে জীবন ধারণে প্রয়োজনীয় বিষয়াবলির অন্তর্ভুক্ত করে নেওয়া হয়েছে। এতে মূর্তিপূজা ও উপাসনার কোনো ধারণা-কল্পনাও পর্যন্ত নেই। কাজেই বর্তমানে এই নিষেধাজ্ঞা প্রত্যাহৃত হওয়া উচিত।

জবাব এই যে, প্রথমতো এ কথা বলাই ঠিক নয় যে, আজকাল চিত্র মূর্তিপূজার উপায় নয়। বর্তমানেও এমন অনেক সম্প্রদায় রয়েছে যারা তাদের মহাপুরুষদের চিত্রের পূজা পাঠ করে। কোনো বিধান কোনো কারণের উপর নির্ভরশীল হলে সে কারণ প্রত্যেক ব্যক্তির মধ্যে বিদ্যমান থাকা জরুরি নয়। এছাড়া চিত্র নিষিদ্ধ হওয়ার কারণ কেবল একটিই নয় যে, এটা মূর্তিপূজার উপায়; বরং সহীহ্ হাদীসসমূহে এর নিষেধাজ্ঞার অন্যান্য আরো কারণ বর্ণিত আছে। উদাহরণত চিত্র নির্মাণে আল্লাহ তা'আলার একটি বিশেষ গুণের অনুকরণ করা হয়। مُصَوِّرٌ (চিত্রনির্মাতা) আল্লাহ তা'আলার সুন্দরতম নামসমূহের অন্যতম এবং এটা প্রকৃতপক্ষে তাঁর জন্যই শোভনীয়। সৃষ্টিবৈচিত্র্য তাঁরই ক্ষমতাধীন। সৃষ্টবস্তুর হাজারো প্রকার এবং প্রত্যেক প্রকারের কোটি কোটি ব্যক্তিসত্তা রয়েছে। একজনের আকার-আকৃতি অন্যজনের সাথে মিলে না। মানুষের কথাই ধরুন, পুরুষের আকৃতি নারীর আকৃতি থেকে সুস্পষ্ট ভিন্ন। এরপর নারী ও পুরুষের কোটি কোটি ব্যক্তি সত্তার মধ্যে দু'ব্যক্তি পুরোপুরি একই রূপ নয়। দর্শক মাত্র কোনোরূপ চিন্তা-ভাবনা ব্যতিরেকেই তাদের পার্থক্য ধরতে পারে। এই আকার নির্মাণ আল্লাহ তা'আলা ব্যতীত কার সাধ্যে আছে? যে ব্যক্তি কোনো প্রাণীমূর্তি অথবা রঙ ও তুলির সাহায্যে কোনো প্রাণীর চিত্র নির্মাণ করে, সে যেন কার্যত দাবি করে যে, সে-ও আকার নির্মাণে সক্ষম। এ কারণেই বুখারী প্রমুখের হাদীসে বলা হয়েছে যে, কিয়ামতের দিন চিত্র নির্মাতাদেরকে বলা হবে, তোমরা যখন আমার অনুকরণ করেছ, তখন একে পূর্ণাঙ্গ করে দেখাও। আমি কেবল আকারই নির্মাণ করিনি, তাতে আত্মাও সঞ্চারিত করেছি। তোমাদের সাধ্য থাকলে তোমাদের নির্মিত আকারসমূহে আত্মা সঞ্চার করে দেখাও।

সহীহ্ হাদীসসমূহে চিত্র নির্মাণ নিষিদ্ধ হওয়ার এক কারণ এই বর্ণিত হয়েছে যে, আল্লাহ তা'আলার ফেরেশতাগণ চিত্র ও কুকুরকে ঘৃণা করে। যে ঘরে এগুলো থাকে সেখানে রহমতের ফেরেশতা প্রবেশ করে না। ফলে সে গৃহের বরকত ও রওনক মিটে যায়। গৃহে বসবাসকারীদের ইবাদত ও আনুগত্য করার শক্তি হ্রাস পায়। এছাড়া এ প্রবাদ বাক্যটিও মিথ্যা নয় যে, خانه خالى را ديو مى گيرد অর্থাৎ খালি গৃহ ভূতপ্রেতের দখলে চলে যায়। কোনো গৃহে রহমতের ফেরেশতা প্রবেশ না করলে সেখানে শয়তানের আড্ডা জমবে এবং গৃহের লোকদের মনে পাপের কুমন্ত্রণা থাকবে, এটাইতো স্বাভাবিক।

https://e-ilm.weebly.com/

কোনো কোনো হাদীসে আরো একটি কারণ এই উল্লিখিত হয়েছে যে, চিত্র দুনিয়ার প্রয়োজনাতিরিক্ত সাজসজ্জা। বর্তমান যুগে চিত্র দ্বারা যেমন অনেক উপকারিতা অর্জিত হয়, তেমনি হাজারো অপরাধ ও অশ্লীলতা এসব চিত্র থেকেই জন্মগ্রহণ করে। মোটকথা, শরিয়ত কেবল এক কারণে নয়– অনেক কারণের দিকে লক্ষ্য করে প্রাণীচিত্র নির্মাণ ও ব্যবহার হারাম সাব্যস্ত করেছে। এখন যদি কোনো বিশেষ ক্ষেত্রে ঘটনাক্রমে সেসব কারণ বিদ্যমান না থাকে, তবে তাতে শরিয়তের আইন পরিবর্তিত হতে পারে না।

বুখারী ও মুসলিমে হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা.) বর্ণিত রেওয়ায়েতে রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন, اَشَدُّ النَّاسِ عَذَابًا يَوْمَ الْقِيَامَةِ الْمُصَوِّرُوْنَ অর্থাৎ কিয়ামতের দিন চিত্র নির্মাতারা সবচেয়ে কঠিন আজাব ভোগ করবে।

কোনো কোনো হাদীসে রাসূলুল্লাহ ﷺ চিত্র নির্মাতাদের প্রতি অভিসম্পাত করেছেন। হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) বর্ণিত রেওয়ায়েতে রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন, كُلُّ مُصَوِّرٍ فِى النَّارِ অর্থাৎ প্রত্যেক চিত্রকর জাহান্নামে যাবে। –(বুখারী, মুসলিম)

ফটো ও চিত্র : কারো কারো এরূপ বলা নিশ্চিতই ভ্রান্ত যে, ফটো চিত্র নয়; বরং এটা প্রতিবিম্ব, যা আয়না, পানি ইত্যাদিতে ভেসে উঠে। সুতরাং আয়নায় নিজের মুখ দেখা যেমন জায়েজ, তেমনি ফটোর চিত্রও জায়েজ। এর সুস্পষ্ট জবাব এই যে, প্রতিবিম্ব ততক্ষণ পর্যন্তই প্রতিবিম্ব থাকে, যতক্ষণ তাকে কোনো উপায়ে বদ্ধমূল ও স্থায়ী করে নেওয়া না হয়। যেমন, পানি ও আয়নাতে আপনার প্রতিবিম্ব স্থায়ী নয়। আপনি সামনে থেকে সরে গেলেই প্রতিবিম্বও শেষ হয়ে যায়। যদি আয়নার উপরে কোনো মসলা অথবা যন্ত্রের সাহায্যে প্রতিবিম্বকে স্থায়ী করে নেওয়া হয়, তবে একেই চিত্র বলা হবে, যার নিষেধাজ্ঞা সহীহ্ হাদীস দ্বারা প্রমাণিত।

جِفَانٌ - শব্দটি جَفْنَةٌ -এর বহুবচন। অর্থ বড় পাত্র। যেমন তসলা বা টব ইত্যাদি। جَوَابٍ শব্দটি جَابِيَةٌ -এর বহুবচন। অর্থ ছোট চৌবাচ্চা। উদ্দেশ্য এই যে, ছোট চৌবাচ্চার সমান পানি ধরে, এমন বড় পাত্র নির্মাণ করত। قُدُوْرٌ শব্দটি قِدْرٌ -এর বহুবচন। অর্থ ডেগ।

رَاسِيَاتٌ স্বস্থানে প্রতিষ্ঠিত। অর্থাৎ, এমন বড় ও ভারি ডেগ নির্মাণ করত যা নাড়ানো যেত না। সম্ভবতঃ এগুলো পাথর খোদাই করে পাথরের চুল্লির উপরেই নির্মাণ করা হতো, যা স্থানান্তর করার যোগ্য ছিল না। তাফসীরবিদ যাহ্হাক এ তাফসীরই করেছেন। اِعْمَلُوْا اٰلَ دَاوٗدَ شُكْرًا وَقَلِيْلٌ مِّنْ عِبَادِىَ الشَّكُوْرُ হযরত দাউদ ও হযরত সুলায়মান (আ.)-এর প্রতি বিশেষ কৃপা ও অনুগ্রহ বর্ণনা করার পর আল্লাহ তা'আলা তাদেরকে ও তাঁদের পরিবারবর্গকে এই আয়াতে কৃতজ্ঞতা স্বীকার করার আদেশ দিয়েছেন।

কৃতজ্ঞতার স্বরূপ ও তার বিধান : কুরতুবী (র.) বলেন, কৃতজ্ঞতার স্বরূপ হচ্ছে নিয়ামতদাতার নিয়ামত স্বীকার করা ও তাকে তাঁর ইচ্ছানুযায়ী ব্যবহার করা। কারো দেওয়া নিয়ামতকে তার ইচ্ছার বিপরীতে ব্যবহার করা অকৃতজ্ঞতা। এ থেকে জানা গেল যে, কৃতজ্ঞতা কেবল মুখেই নয়, কর্মের মাধ্যমেও হয়ে থাকে। কর্মগত কৃতজ্ঞতা হচ্ছে নিয়ামতদাতার নিয়ামতকে তাঁর পছন্দ অনুযায়ী ব্যবহার করা। আবূ আব্দুর রহমান সুলামী বলেন, নামাজ, রোজা ও যাবতীয় সৎকর্মই কৃতজ্ঞতা। মুহাম্মদ ইবনে কা'ব কুরাযী বলেন, আল্লাহভীতি ও সৎকর্মের নাম কৃতজ্ঞতা। –[ইবনে কাছীর]

আলোচ্য আয়াতে কুরআন পাক কৃতজ্ঞতার আদেশ প্রসঙ্গে اُشْكُرُوْنِىْ সংক্ষিপ্ত শব্দ না বলে اِعْمَلُوْا شُكْرًا বাক্য ব্যবহার করে সম্ভবত এদিকে ইঙ্গিত করেছে যে, দাউদ-পরিবারের কাছ থেকে কর্মগত কৃতজ্ঞতা কাম্য। সে মতে হযরত দাউদ ও হযরত সুলায়মান (আ.) এবং তাঁদের পরিবারবর্গ মৌখিকভাবে ও কর্মের মাধ্যমে এই আদেশ পালন করেছেন। তাঁদের গৃহে এমন কোনো মুহূর্ত যেত না যাতে ঘরের কেউ না কেউ ইবাদতে মশগুল না থাকত। পরিবারের লোকজনকে সময় ভাগ করে দেওয়া হয়েছিল। ফলে দাউদ (আ.)-এর জায়নামাজ কোনো সময় নামাজি শূন্য থাকত না। -[ইবনে কাছীর]

বুখারী ও মুসলিমের এক হাদীসে রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন, আল্লাহ তা'আলার কাছে হযরত দাউদ (আ.)-এর নামাজ অধিক প্রিয়। তিনি অর্ধ রাত্রি ঘুমাতেন, অতঃপর রাতের এক তৃতীয়াংশ ইবাদতে দণ্ডায়মান থাকতেন এবং শেষের এক ষষ্ঠাংশে ঘুমাতেন। আল্লাহ তা'আলার কাছে হযরত দাউদ (আ.)-এর রোজাই অধিক প্রিয়। তিনি একদিন অন্তর অন্তর রোজা রাখতেন। –[ইবনে কাছীর]

হযরত ফুযায়েল (র.) থেকে বর্ণিত আছে, হযরত দাউদ (আ.)-এর প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশের এই আদেশ অবতীর্ণ হলে তিনি আরজ করলেন, হে আমার পালনকর্তা! আমি আপনার শুকরিয়া কিভাবে আদায় করব? আমার মৌখিক অথবা কর্মগত

https://e-ilm.weebly.com/

শুকরিয়া তো আপনারই দান। এর জন্যও তো শুকরিয়া আদায় করা ওয়াজিব। আল্লাহ তা'আলা বললেন, اَلْاٰنَ شَكَرْتَنِىْ يَا دَاوٗدُ অর্থাৎ, হে দাউদ! এখন তুমি আমার শুকরিয়া আদায় করেছ। কেননা যথাযথ শুকরিয়া আদায়ে তুমি তোমার অক্ষমতা উপলব্ধি করতে পেরেছ এবং মুখে তা স্বীকার করেছ।

হাকীম তিরমিযী ও ইমাম জাস্‌সাস্ হযরত আতা ইবনে ইয়াসার (রা.) থেকে রেওয়ায়েত করেছেন اِعْمَلُوْٓا اٰلَ دَاوٗدَ شُكْرًا আয়াতখানি অবতীর্ণ হলে রাসূলুল্লাহ ﷺ মিম্বারে দাঁড়িয়ে আয়াতখানি তেলাওয়াত করলেন এবং বললেন, তিনটি কাজ যে ব্যক্তি সম্পন্ন করবে সে দাউদ পরিবারের বৈশিষ্ট্য লাভ করতে সক্ষম হবে। সাহাবায়ে কেরাম আরজ করলেন ইয়া রাসূলাল্লাহ ﷺ তিনটি কাজ কি? তিনি বললেন, ১. সন্তুষ্টি ও ক্রোধ উভয় অবস্থায় ন্যায়-বিচারে কায়েম থাকা, ২. সাচ্ছল্য ও দারিদ্র্য উভয় অবস্থায় মিতাচার অবলম্বন করা এবং ৩. গোপন ও প্রকাশ্যে সর্বাবস্থায় আল্লাহকে ভয় করা। –[কুরতুবী, আহ্‌কামুল কুরআন- জাস্‌সাস্]

وَقَلِيْلٌ مِّنْ عِبَادِيَ الشَّكُوْرُ শুকরিয়ার আদেশ দানের পর এ বাস্তব সত্যও তুলে ধরা হয়েছে যে, কৃতজ্ঞ বান্দাদের সংখ্যা অল্পই হবে। এতেও মুমিনগণকে কৃতজ্ঞতায় উৎসাহিত করা হয়েছে।

فَلَمَّا قَضَيْنَا عَلَيْهِ الْمَوْتَ আয়াতে مِنْسَاَةٌ শব্দের অর্থ লাঠি। কেউ কেউ বলেন, এটা আবিসিনীয় ভাষার শব্দ এবং কারো মতে আরবি শব্দ। نَسَاَةٌ শব্দের অর্থ সরানো, পিছনে নেওয়া। লাঠির সাহায্যে মানুষ ক্ষতিকর বস্তু সরিয়ে থাকে। তাই লাঠিকে مِنْسَاَةٌ অর্থাৎ, সরানোর হাতিয়ার বলা হয়। এ আয়াতে হযরত সুলায়মান (আ.)-এর মৃত্যুর বিস্ময়কর ঘটনা বর্ণনা করে অনেক শিক্ষা ও পথনির্দেশের দরজা খুলে দেওয়া হয়েছে।

হযরত সুলায়মান (আ.)-এর মৃত্যুর বিস্ময়কর ঘটনা : এ ঘটনায় অনেক পথনির্দেশ রয়েছে। উদাহরণত হযরত সুলায়মান (আ.) অদ্বিতীয় ও অনুপম সম্রাজ্যের অধিকারী ছিলেন। কেবল সমগ্র বিশ্বের উপরেই নয় বরং জিনজাতি, পক্ষীকুল ও বায়ুর উপরও তাঁর হুকুম কার্যকর ছিল। কিন্তু এতসব উপায়-উপকরণ থাকা সত্ত্বেও তিনি মৃত্যুর কবল থেকে রেহাই পননি। নির্দিষ্ট সময়ে তাঁর মৃত্যু আগমন করেছে। বায়তুল মোকাদ্দাসের নির্মাণ কাজ হযরত দাউদ (আ.) শুরু করেছিলেন এবং হযরত সুলায়মান (আ.) তা শেষ করেন। তাঁর মৃত্যুর পূর্বে কিছু নির্মাণ কাজ অবশিষ্ট ছিল। কাজটি অবাধ্যতাপ্রবণ জিনদের দায়িত্বে ন্যস্ত ছিল। তারা হযরত সুলায়মান (আ.)-এর ভয়ে কাজ করত। তারা তাঁর মৃত্যু সংবাদ অবগত হতে পারলে তৎক্ষণাৎ কাজ ছেড়ে দিত। ফলে নির্মাণ অসমাপ্ত থেকে যেত। হযরত সুলায়মান (আ.) আল্লাহর নির্দেশে এর ব্যবস্থা এই করলেন যে, মৃত্যুর পূর্বক্ষণে তিনি মৃত্যুর জন্য প্রস্তুত হয়ে তাঁর মেহ্‌রাবে প্রবেশ করলেন। মেহরাবটি স্বচ্ছ কাঁচের নির্মিত ছিল। বাইরে থেকে ভেতরের সবকিছু দেখা যেত। তিনি নিয়মানুযায়ী ইবাদতের উদ্দেশ্যে লাঠিতে ভর দিয়ে দাঁড়িয়ে গেলেন, যাতে আত্মা বের হয়ে যাওয়ার পরও দেহ লাঠির সাহায্যে স্বস্থানে অনড় থাকে। যথাসময়ে তাঁর আত্মা দেহপিঞ্জর ছেড়ে গেল। কিন্তু লাঠির উপর ভর করে তার দেহ অনড় থাকায় বাইরে থেকে মনে হতো, তিনি ইবাদতেই মশগুল রয়েছেন। কাছে গিয়ে দেখার সাধ্য জিনদের ছিল না। তারা তাঁকে জীবিত মনে করে দিনের পর দিন কাজ করতে থাকে। অবশেষে এক বছর অতিক্রান্ত হয়ে গেল বায়তুল মোকাদ্দাসের নির্মাণকাজও সমাপ্ত হয়ে যায়। আল্লাহ তা'আলা হযরত সুলায়মান (আ.)-এর লাঠিতে উইপোকা লাগিয়ে দিয়েছিলেন। একে ফারসিতে দেওক উর্দুতে দীমক বলা হয়। কুরআন পাকে একে 'দাব্বাতুল আরদ' বলা হয়েছে। উইপোকা ভেতরে ভেতরে লাঠি খানা খেয়ে ফেলে। লাঠির ভর খতম হয়ে গেলে হযরত সুলায়মান (আ.)-এর অসাড় দেহ মাটিতে পড়ে গেল। তখন জিনরা জানতে পারে তাঁর মৃত্যু হয়ে গেছে।

জিনদেরকে আল্লাহ তা'আলা দূর-দূরান্তের পথ কয়েক মুহূর্তে অতিক্রম করার শক্তি দান করেছেন। তারা এমন পরিস্থিতি ও ঘটনা জানত, যা মানুষের জানা ছিল না। তারা যখন এসব ঘটনা মানুষের কাছে বর্ণনা করত, তখন মানুষ এগুলোকে গায়বের খবর মনে করত এবং বিশ্বাস করত যে, জিনরাও গায়বের খবর জানে। স্বয়ং জিনরাও সম্ভবত অদৃশ্য জ্ঞানের দাবি করত। মৃত্যুর এই অভুতপূর্ব ঘটনা এ বিষয়ের স্বরূপ খুলে দিল। স্বয়ং জিনরাও টের পেল এবং সব মানুষও বুঝে নিল যে, জিনরা আলেমুল গায়ব (অদৃশ্য জ্ঞানী) নয়। কারণ তারা আদৃশ্য বিষয়ে জ্ঞাত হলে হযরত সুলায়মান (আ.)-এর মৃত্যু সম্পর্কে এক বছর পূর্বেই জ্ঞাত হয়ে যেত এবং সারা বছরের হাড় ভাঙ্গা খাটুনি থেকে নিষ্কৃতি পেত। আয়াতের শেষ

https://e-ilm.weebly.com/

فَلَمَّا خَرَّ تَبَيَّنَتِ الْجِنُّ أَنْ لَّوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ الْغَيْبَ مَا لَبِثُوا فِي الْعَذَابِ الْمُهِينِ...... বাক্য আয়াতে তাই বর্ণিত হয়েছে। একে عَذَابٌ مُّهِيْنٌ বলে হাড়ভাঙ্গা খাটুনিকে বুঝানো হয়েছে, যাতে বায়তুল মোকাদ্দাসের নির্মাণকাজ সমাপ্ত করার জন্য হযরত সুলায়মান (আ.) জিনদেরকে নিয়োজিত করেছিলেন। তাঁর মত্যুর এই বিস্ময়কর ঘটনা আংশিক কুরআন পাকের আলোচ্য আয়াতে এবং আংশিক হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) প্রমুখ থেকে বর্ণিত রয়েছে। −[ইবনে কাছীর]

এ অত্যাশ্চর্য ঘটনা থেকে এ শিক্ষাও অর্জিত হয় যে, মৃত্যুর কবল থেকে কারো নিষ্কৃতি নেই। আরো বুঝা যায় যে, আল্লাহ তা'আলা যে কাজ করতে চান তার ব্যবস্থা যেভাবে ইচ্ছা করতে পারেন। এ ঘটনায়ও তাই হয়েছে। মারা যাওয়া সত্ত্বেও হযরত সুলায়মান (আ.) কে পূর্ণ এক বছর স্বস্থানে প্রতিষ্ঠিত রেখে জিনদের দ্বারা কাজ সমাপ্ত করিয়ে নেওয়া হয়েছে। এতে আরো জানা যায় যে, দুনিয়ার সমস্ত আসবাবপত্র ও যন্ত্রপাতি ততক্ষণ পর্যন্তই নিজেদের কাজ করে যায়, যতক্ষণ আল্লাহ তা'আলা চান। তিনি না চাইলে সবকিছু নিষ্ক্রিয় হয়ে পড়ে; যেমন এ ঘটনায় লাঠির ভর উইপোকার মাধ্যমে খতম করে দেওয়া হয়েছে। জিনদের বিস্ময়কর কাজকর্ম, কীর্তি ও বাহ্যত গায়বি বিষয় সম্পর্কে অবগত হওয়ার ঘটনাবলি দেখে এ বিষয়ের আশঙ্কা ছিল যে, মানুষ তাদেরকে উপাস্যরূপে গ্রহণ করে নিবে। মৃত্যুর এই অভাবিত ঘটনা এ আশঙ্কার মূলেও কুঠারাঘাত করেছে। সবাই জিনদের অজ্ঞতা ও অসহায়তা সম্পর্কে চাক্ষুষ জ্ঞান লাভ করেছে।

উপরিউক্ত বক্তব্য থেকে আরো জানা গেল যে, মৃত্যুকালে হযরত সুলায়মান (আ.) দু'টি কারণে এই বিশেষ পন্থা অবলম্বন করেছিলেন। (এক) বায়তুল মোকাদ্দাস নির্মাণের অসমাপ্ত কাজ সমাপ্ত করা এবং (দুই) মানুষের সামনে জিনদের অজ্ঞতা ও অসহায়তা ফুটিয়ে তোলা, যাতে তাদের ইবাদতের আশঙ্কা না থাকে। −[কুরতুবী]

হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আমর বর্ণিত রেওয়ায়েতে রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন, হযরত সুলায়মান (আ.) বায়তুল-মোকাদ্দাস নির্মাণের কাজ সমাপনান্তে আল্লাহ তা'আলার কাছে কয়েকটি দোয়া করেন, যা কবুল হয়। তন্মধ্যে একটি দোয়া এই যে, যে ব্যক্তি নামাজের নিয়তে এ মসজিদে প্রবেশ করবে। (অন্য কোনো পার্থিব উদ্দেশ্য থাকবে না,) মসজিদ থেকে বের হওয়ার পূর্বে তাকে গোনাহ্ থেকে এমন পবিত্র করে দিন, যেমন সে মায়ের গর্ভ থেকে জন্মগ্রহণের সময় ছিল।

সুদ্দীর রেওয়ায়েতে আরো আছে, বায়তুল মোকাদ্দাসের নির্মাণ কাজ সমাপনান্তে হযরত সুলায়মান (আ.) কৃতজ্ঞতাস্বরূপ বার হাজার গরু, বিশ হাজার ছাগল কোরবানি করে মানুষকে ভোজে আপ্যায়িত করেন এবং আনন্দ উদযাপন করেন। অতঃপর 'ছখরার' উপর দণ্ডায়মান হয়ে আল্লাহ তা'আলার কাছে এসব দোয়া করেন, হে আল্লাহ! আপনিই আমাকে শক্তি ও সম্পদ দান করেছেন। ফলে বায়তুল মোকাদ্দাসের নির্মাণ কাজ সমাপ্ত হয়েছে। হে আল্লাহ! আমাকে এই নিয়ামতের শুকরিয়া আদায় করার তৌফিক দিন এবং আমাকে আপনার দীনের উপর ওফাত দিন। হেদায়েত প্রাপ্তির পর আর আমার অন্তরে কোনো বক্রতা সৃষ্টি করবেন না। হে আমার পালনকর্তা! যে ব্যক্তি এই মসজিদে প্রবেশ করবে, আমি তার জন্য আপনার কাছে পাঁচটি বিষয় প্রার্থনা করছি− (১.) গোনাহগার ব্যক্তি তওবা করার জন্য এ মসজিদে প্রবেশ করলে আপনি তার তওবা কবুল করুন এবং তার গোনাহ্ মাফ করুন। (২) যে ব্যক্তি কোনো ভয় ও আশঙ্কা থেকে আত্মরক্ষার উদ্দেশ্যে এ মসজিদে প্রবেশ করবে, আপনি তাকে অভয় দিন এবং আশঙ্কা থেকে মুক্তি দিন। (৩.) রুগ্‌ণ ব্যক্তি এ মসজিদে প্রবেশ করলে তাকে আরোগ্য দান করুন। (৪) নিঃস্ব ব্যক্তি এ মসজিদে প্রবেশ করলে তাকে ধনাঢ্য করুন। (৫) এ মসজিদে প্রবেশকারী যতক্ষণ এখানে থকে, ততক্ষণ আপনি তার প্রতি কৃপাদৃষ্টি রাখুন। তবে কেউ কোনো অন্যায় ও অধর্মের কাজে লিপ্ত হলে তার প্রতি নয়। −[কুরতুবী]

এ হাদীস থেকে জানা গেল যে, বায়তুল মোকাদ্দাস নির্মাণের কাজ হযরত সুলায়মান (আ.)-এর জীবদ্দশায়ই সমাপ্ত হয়ে গিয়েছিল। পূর্ব বর্ণিত ঘটনাও এর পরিপন্থি নয়। কারণ বড় বড় নির্মাণ কাজে মূল নির্মাণ সমাপ্ত হয়ে গেলেও কিছু কিছু কাজ অবশিষ্ট থাকে। এখানেও সে ধরনের কাজই বাকি ছিল। এর জন্য হযরত সুলায়মান (আ.) উপরিউক্ত কৌশল অবলম্বন করেছিলেন।

হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) থেকে আরো বর্ণিত আছে যে, মৃত্যুর পর হযরত সুলায়মান (আ.) লাঠিতে ভর দিয়ে এক বছর দণ্ডায়মান থাকেন। (কুরতুবী) কতক রেওয়ায়েতে আছে, জিনরা যখন জানতে পারল যে, হযরত সোলায়মান (আ.) অনেক পূর্বেই মারা গেছে কিন্তু তারা টের পায়নি, তখন তাঁর মৃত্যুর সময়কাল জানার জন্য একটি কাঠে উইপোকা ছেড়ে দিল।

https://e-ilm.weebly.com/

একদিন এক রাত্রিতে যতটুকু কাঠ উইপোকায় খেল, সেটি হিসাব করে তারা আবিষ্কার করল যে, হযরত সুলায়মান (আ.)-এর লাঠি উইয়ে খেতে এক বছর সময় লেগেছে।

বগভী ইতিহাসবিদদের বরাত দিয়ে বর্ণনা করেন যে, হযরত সুলায়মান (আ.)-এর মোট বয়স তেপ্পান্ন বছর হয়েছিল। তিনি চল্লিশ বছর কাল রাজত্ব করেন। তের বছর বয়সে তিনি রাজকার্য হাতে নেন এবং চতুর্থ বছরে বায়তুল মোকাদ্দাসের নির্মাণ কাজ শুরু করেন। –[মাযহারী, কুরতুবী]

শব্দ বিশ্লেষণ :

اَفْتَرٰى : সীগাহ وَاحِدْ مُذَكَّر غَائِبْ বহছ فِعْل مَاضِىْ مَعْرُوْف বাব اِفْتِعَالْ মাসদার اِفْتِرَاءٌ মূলবর্ণ (ف - ر - ى) জিনস نَاقِص يَائِىْ অর্থ– তবেকি এ ব্যক্তি মিথ্যা অপবাদ দিচ্ছে।

نَخْسِفُ : সীগাহ جَمْع مُتَكَلِّم বহছ مُضَارِعْ مَجْزُوْم بِجَوَاب شَرْط বাব ضَرَبَ মাসদার اَلْخَسْفُ মূলবর্ণ (خ - س - ف) জিনস صَحِيْح অর্থ– ধসিয়ে দেই।

نُسْقِطْ : সীগাহ جَمْع مُتَكَلِّم বহছ مُضَارِعْ مَجْزُوْم بِجَوَابِ شَرْط বাব اِفْعَالْ মাসদার اِسْقَاطٌ মূলবর্ণ (س - ق - ط) জিনস صَحِيْح অর্থ– নিপতিত করি।

كِسَفًا : একবচন, বহুবচন كِسْفَةٌ অর্থ– খণ্ড। টুকরা।

اَوِّبِىْ : সীগাহ وَاحِدْ مُؤَنَّثْ حَاضِرٌ বহছ اَمْر حَاضِرْ مَعْرُوْف বাব تَفْعِيْل মাসদার تَاوِيْبٌ মূলবর্ণ (ا - و - ب) জিনস মুরাক্কাব (اَجْوَف وَاوِىْ এবং مَهْمُوْز فَاء) অর্থ– পুনঃপুনঃ তাসবীহ পাঠ কর।

اَلَنَّا : সীগাহ جَمْع مُتَكَلِّم বহছ فِعْل مَاضِىْ مَعْرُوْف বাব اِفْعَالْ মাসদার اِلَانَةٌ মূলবর্ণ (ل - ى - ن) জিনস اَجْوَف يَائِىْ অর্থ– কোমল করে দিলাম।

سٰبِغٰتٍ : সীগাহ جَمْع مُؤَنَّثْ বহছ اِسْم فَاعِلْ বাব نَصَرَ মাসদার سُبُوْغٌ মূলবর্ণ (س - ب - غ) জিনস صَحِيْح অর্থ– পূর্ণ মাত্রায়।

اَسَلْنَا : সীগাহ جَمْع مُتَكَلِّم বহছ فِعْل مَاضِىْ مُطْلَقْ বাব اِفْعَالْ মাসদার اِسَالَةٌ মূলবর্ণ (س - ى - ل) জিনস اَجْوَف يَائِىْ অর্থ– প্রবাহিত করলাম।

يَزِغْ : সীগাহ وَاحِد مُذَكَّر غَائِبْ বহছ فِعْل مُضَارِع مَجْزُوْم بِحَرْفِ شَرْطِ বাব ضَرَبَ মাসদার زَيْغٌ মূলবর্ণ (ز - ى - غ) জিনস اَجْوَف يَائِىْ অর্থ– বিরুদ্ধাচরণ করবে।

نُذِقْهُ : সীগাহ جَمْع مُتَكَلِّم বহছ فِعْل مُضَارِعْ مَجْزُوْم بِجَوَابِ شَرْط বাব اِفْعَالْ মাসদার اِذَاقَةٌ মূলবর্ণ (ذ - و - ق) জিনস اَجْوَفْ وَاوِىْ অর্থ– আমি তাকে আস্বাদন করাই।

مَحَارِيْبَ : বহুবচন, একবচন مِحْرَابٌ অর্থ– বৃহৎ বৃহৎ অট্টালিকা। খুঁটিসমূহ।

تَمَاثِيْلَ : বহুবচন, একবচন تِمْثَالٌ অর্থ– প্রতিমূর্তিসমূহ। ছবিসমূহ।

جِفَانٍ : বহুবচন, একবচন جَفْنَةٌ অর্থ– বৃহৎ পাত্রসমূহ। ডেগসমূহ। হাড়িসমূহ।

مِنْسَاَتَهٗ : সীগাহ وَاحِدٌ বহছ اِسْم اٰلَه وُسْطٰى বাব فَتَحَ মাসদার نَسْئٌ মূলবর্ণ (ن - س - ء) জিনস مَهْمُوْز لَامٌ অর্থ– লাঠি। হাঁকানোর যন্ত্র। তাড়ানোর যন্ত্র।

বাক্য বিশ্লেষণ :

بَلِ الَّذِيْنَ لَايُؤْمِنُوْنَ بِالْاٰخِرَةِ فِى الْعَذَابِ وَالضَّلٰلِ الْبَعِيْدِ : এখানে بَلْ হরফে আতফ اَلَّذِيْنَ মুবতাদা لَايُؤْمِنُوْنَ بِالْاٰخِرَةِ বাক্যটি সেলা - عَذَابٌ শব্দটি اَلضَّلَال শব্দটি فِى الْعَذَابِ মুবতাদার খবর এবং مُتَعَلِّقْ -এর সাথে يُؤْمِنُوْنَ- এর উপর আতফ হয়েছে। بَعِيْدِ শব্দটি ضَلَالٌ -এর সিফত হয়েছে। –(ই'রাবুল কুরআন, খ : ৬, পৃ. ২১৭)

https://e-ilm.weebly.com/

لَقَدْ كَانَ لِسَبَاٍ فِىْ مَسْكَنِهِمْ اٰيَةٌ ۚ جَنَّتٰنِ عَنْ يَّمِيْنٍ وَّشِمَالٍ ۬ؕ كُلُوْا مِنْ رِّزْقِ رَبِّكُمْ وَاشْكُرُوْا لَهٗ ؕ بَلْدَةٌ طَيِّبَةٌ وَّرَبٌّ غَفُوْرٌ ﴿١٥﴾

১৫. সাবার (লোকদের) জন্য তাদের আবাসভূমিতে নিদর্শন বিদ্যমান ছিল, (সড়কের) দক্ষিণে ও বামে (দেশ জোড়া) বাগানের দুটি সারি ছিল; (তাদেরকে আদেশ করলাম) স্বীয় রবের রিজিক থেকে খাও এবং তার প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ কর; (এটা বসবাস করার নিমিত্ত) উত্তম শহর; আর (ত্রুটি-বিচ্যুতি হলে তিনি) ক্ষমাশীল প্রতিপালক।

فَاَعْرَضُوْا فَاَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ سَيْلَ الْعَرِمِ وَبَدَّلْنٰهُمْ بِجَنَّتَيْهِمْ جَنَّتَيْنِ ذَوَاتَىْ اُكُلٍ خَمْطٍ وَّاَثْلٍ وَّشَىْءٍ مِّنْ سِدْرٍ قَلِيْلٍ ﴿١٦﴾

১৬. পরন্তু তারা অবাধ্যতা করল, সুতরাং তাদের উপর বাঁধের প্লাবন প্রবাহিত করে দিলাম। এবং আমি তাদের সে দোধারী উদ্যানের পরিবর্তে তাদেরকে এমন দুটি উদ্যান প্রদান করলাম, যাতে এগুলো রয়ে গেল– বিস্বাদ ফল ও ঝাউ গাছ এবং সামান্য পরিমাণ কুলবৃক্ষ।

ذٰلِكَ جَزَيْنٰهُمْ بِمَا كَفَرُوْا ؕ وَهَلْ نُجٰزِىْۤ اِلَّا الْكَفُوْرَ ﴿١٧﴾

১৭. আমি তাদেরকে এ শাস্তি তাদের কুফরির কারণে দিয়েছিলাম; আর আমি এ প্রকারের সাজা অতি অকৃতজ্ঞ লোকদেরকেই দিয়ে থাকি।

وَجَعَلْنَا بَيْنَهُمْ وَبَيْنَ الْقُرَى الَّتِىْ بٰرَكْنَا فِيْهَا قُرًى ظَاهِرَةً وَّقَدَّرْنَا فِيْهَا السَّيْرَ ؕ سِيْرُوْا فِيْهَا لَيَالِىَ وَاَيَّامًا اٰمِنِيْنَ ﴿١٨﴾

১৮. এবং আমি তাদের (আবাসভূমি) ও সে সকল জনপদ– যাতে বরকত দিয়ে রেখেছি– এতদুভয়ের মাঝে বহু গ্রাম আবাদ করে রেখেছিলাম, যা (সড়ক থেকে) দেখা যেত, আর ঐ গ্রামগুলোর মাঝে ভ্রমণের একটা নির্দিষ্ট পরিমাণ (দূরত্ব) রেখেছিলাম; যে, তোমরা তাতে রাত্রিকালে ও দিবাভাগে নিরাপদে চলাফেরা কর।

শাব্দিক অনুবাদ :

১৫. لَقَدْ كَانَ لِسَبَاٍ সাবার (লোকদের) জন্য ছিল فِىْ مَسْكَنِهِمْ তাদের আবাসভূমিতে اٰيَةٌ নিদর্শন বিদ্যমান جَنَّتٰنِ عَنْ يَّمِيْنٍ وَّشِمَالٍ (সড়কের) দক্ষিণে ও বামে (দেশ জোড়া) বাগানের দুটি সারি ছিল كُلُوْا مِنْ رِّزْقِ رَبِّكُمْ (তাদেরকে আদেশ করলাম) স্বীয় রবের রিজিক থেকে খাও وَاشْكُرُوْا لَهٗ এবং তাঁর শোকর গুজারী কর بَلْدَةٌ طَيِّبَةٌ (এটা বাসবাস করার নিমিত্ত) উত্তম শহর وَّرَبٌّ غَفُوْرٌ আর ক্ষমাশীল প্রতিপালক।

১৬. فَاَعْرَضُوْا পরন্তু তারা অবাধ্যতা করল فَاَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ سَيْلَ الْعَرِمِ সুতরাং তাদের উপর বাঁধের প্লাবন প্রবাহিত করে দিলাম وَبَدَّلْنٰهُمْ بِجَنَّتَيْهِمْ جَنَّتَيْنِ এবং আমি তাদের সেই দোধারী উদ্যানের পরিবর্তে তাদেরকে এমন দুটি উদ্যান প্রদান করলাম ذَوَاتَىْ اُكُلٍ خَمْطٍ وَّاَثْلٍ যাতে এগুলো রয়ে গেল বিস্বাদ ফল ও ঝাউ গাছ وَّشَىْءٍ مِّنْ سِدْرٍ قَلِيْلٍ এবং সামান্য পরিমাণ কুল বৃক্ষ।

১৭. ذٰلِكَ جَزَيْنٰهُمْ আমি তাদেরকে এ শাস্তি দিয়েছিলাম بِمَا كَفَرُوْا তাদের কুফরির কারণে وَهَلْ نُجٰزِىْۤ اِلَّا الْكَفُوْرَ আর আমি এ প্রকারের সাজা অতি অকৃতজ্ঞ লোকদেরকেই দিয়ে থাকি।

১৮. وَجَعَلْنَا এবং আমি আবাদ করে রেখেছিলাম بَيْنَهُمْ তাদের (আবাসভূমি) মাঝে وَبَيْنَ الْقُرَى ও সে সকল জনপদ এতদুভয়ের মাঝে الَّتِىْ بٰرَكْنَا فِيْهَا যাতে বরকত দিয়ে রেখেছি قُرًى বহু গ্রাম ظَاهِرَةً যা (সড়ক হতে) দেখা যেত وَّقَدَّرْنَا فِيْهَا السَّيْرَ আর ঐ গ্রাম গুলোর মাঝে ভ্রমণের একটা নির্দিষ্ট পরিমাণ (দূরত্ব) রেখেছিলাম যে سِيْرُوْا فِيْهَا তোমরা তাতে চলাফেরা কর لَيَالِىَ وَاَيَّامًا রাত্রিকালে ও দিবাভাগে اٰمِنِيْنَ নিরাপদে।

https://e-ilm.weebly.com/

فَقَالُوْا رَبَّنَا بٰعِدْ بَيْنَ اَسْفَارِنَا وَظَلَمُوْٓا اَنْفُسَهُمْ فَجَعَلْنٰهُمْ اَحَادِيْثَ وَمَزَّقْنٰهُمْ كُلَّ مُمَزَّقٍ ؕ اِنَّ فِيْ ذٰلِكَ لَاٰيٰتٍ لِّكُلِّ صَبَّارٍ شَكُوْرٍ ﴿۱۹﴾

১৯. পরন্তু তারা বলতে লাগল, হে আমাদের রব! আমাদের সফরগুলোর মাঝে লম্বা পাল্লা করে দিন এবং তারা নিজেদের উপর জুলুম করছিল, সুতরাং আমি তাদেরকে কাহিনীতে পরিণত করে দিলাম এবং তাদেরকে সম্পূর্ণরূপে ছিন্নভিন্ন করে দিলাম; নিঃসন্দেহে এতে প্রত্যেক ধৈর্যশীল (ও) কৃতজ্ঞ লোকের জন্য বহু উপদেশ রয়েছে।

وَلَقَدْ صَدَّقَ عَلَيْهِمْ اِبْلِيْسُ ظَنَّهٗ فَاتَّبَعُوْهُ اِلَّا فَرِيْقًا مِّنَ الْمُؤْمِنِيْنَ ﴿۲۰﴾

২০. আর বাস্তবিকই ইবলীস নিজের ধারণাকে তাদের সম্বন্ধে সঠিক পেয়েছে, কেননা, এরা সকলেই তার পথ অবলম্বন করেছে– ঈমানদারদের দল ব্যতীত।

وَمَا كَانَ لَهٗ عَلَيْهِمْ مِّنْ سُلْطٰنٍ اِلَّا لِنَعْلَمَ مَنْ يُّؤْمِنُ بِالْاٰخِرَةِ مِمَّنْ هُوَ مِنْهَا فِيْ شَكٍّ ؕ وَرَبُّكَ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ حَفِيْظٌ ﴿۲۱﴾ ع

২১. আর এদের উপর ইবলীসের প্রভাব শুধু এজন্য যে, আমি পরকালের প্রতি বিশ্বাসীদেরকে (পৃথক করে) জেনে নিতে পারি তার সংশয়ীদের থেকে; এবং আপনার প্রতিপালক প্রত্যেক বস্তুর পর্যবেক্ষক।

قُلِ ادْعُوا الَّذِيْنَ زَعَمْتُمْ مِّنْ دُوْنِ اللّٰهِ ۚ لَا يَمْلِكُوْنَ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ فِي السَّمٰوٰتِ وَلَا فِي الْاَرْضِ وَمَا لَهُمْ فِيْهِمَا مِنْ شِرْكٍ وَّمَا لَهٗ مِنْهُمْ مِّنْ ظَهِيْرٍ ﴿۲۲﴾

২২. আপনি বলুন, তাদেরকে আহ্বান কর, আল্লাহ ভিন্ন যাদেরকে তোমরা (শরিক বলে) মনে করছ, তারা বিন্দু পরিমাণও ক্ষমতা রাখে না– না আসমানসমূহে আর না জমিনে, আর না এতদুভয়ের (সৃষ্টি করার) মধ্যে তাদের কোনো অংশ আছে এবং তাদের মধ্যকার কেউ আল্লাহর সাহায্যকারীও নয়।

শাব্দিক অনুবাদ :

১৯. فَقَالُوْا পরন্তু তারা বলতে লাগল رَبَّنَا হে আমাদের রব بٰعِدْ بَيْنَ اَسْفَارِنَا আমাদের সফর গুলোর মাঝে লম্বা পাল্লা করে দিন وَظَلَمُوْٓا اَنْفُسَهُمْ এবং তারা নিজেদের উপর জুলুম করছিল فَجَعَلْنٰهُمْ اَحَادِيْثَ সুতরাং আমি তাদেরকে কাহিনীতে পরিণত করে দিলাম وَمَزَّقْنٰهُمْ كُلَّ مُمَزَّقٍ এবং তাদের কে সম্পূর্ণরূপে ছিন্ন ভিন্ন করে দিলাম اِنَّ فِيْ ذٰلِكَ لَاٰيٰتٍ নিঃসন্দেহে এতে বহু উপদেশ রয়েছে لِّكُلِّ صَبَّارٍ شَكُوْرٍ প্রত্যেক ধৈর্যশীল (ও) কৃতজ্ঞ লোকের জন্য।

২০. وَلَقَدْ صَدَّقَ عَلَيْهِمْ اِبْلِيْسُ ظَنَّهٗ আর বাস্তবিকই ইবলীস নিজের ধারণাকে তাদের সম্বন্ধে সঠিক পেয়েছে فَاتَّبَعُوْهُ কেননা এরা সকলেই তার পথ অবলম্বন করেছে اِلَّا فَرِيْقًا مِّنَ الْمُؤْمِنِيْنَ ঈমানদারদের দল ব্যতীত।

২১. وَمَا كَانَ لَهٗ عَلَيْهِمْ مِّنْ سُلْطٰنٍ আর এদের উপর ইবলীসের প্রভাব শুধু এজন্য যে اِلَّا لِنَعْلَمَ আমি জেনে নিতে পারি مَنْ يُّؤْمِنُ بِالْاٰخِرَةِ পরকালের প্রতি বিশ্বাসীদেরকে مِمَّنْ هُوَ مِنْهَا فِيْ شَكٍّ তার সংশয়ীদের থেকে وَرَبُّكَ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ حَفِيْظٌ এবং আপনার প্রতিপালক প্রত্যেক বস্তুর পর্যবেক্ষক।

২২. قُلِ আপনি বলুন। اُدْعُوا তাদেরকে আহ্বান কর الَّذِيْنَ زَعَمْتُمْ مِّنْ دُوْنِ اللّٰهِ আল্লাহ ভিন্ন যাদেরকে তোমরা (শরিক বলে) মনে করছ لَا يَمْلِكُوْنَ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ তারা বিন্দু পরিমাণও ক্ষমতা রাখে না فِي السَّمٰوٰتِ না আসমানসমূহে وَلَا فِي الْاَرْضِ না জমিনে وَمَا لَهُمْ فِيْهِمَا مِنْ شِرْكٍ আর না এত দুভয়ের (সৃষ্টি করার) মধ্যে তাদের কোনো অংশ আছে وَمَا لَهٗ مِنْهُمْ مِّنْ ظَهِيْرٍ এবং তাদের মধ্যকার কেউই আল্লাহর সহায্যকারীও নয়।

https://e-ilm.weebly.com/

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

لَقَدْ كَانَ لِسَبَإٍ فِي مَسْكَنِهِمْ آيَةٌ جَنَّتَانِ عَنْ يَمِينٍ وَشِمَالٍ كُلُوا مِنْ رِزْقِ رَبِّكُمْ وَاشْكُرُوا لَهُ بَلْدَةٌ طَيِّبَةٌ وَرَبٌّ غَفُورٌ [١٥]

শানে নুযূল : ইবনে আবি হাতেম আলী বিন রেবাহ এর উদ্ধৃতি দিয়ে বলেন, ফারওয়া বিন মুসাইক আল গাতীফী (রা.) একদা রাসূল ﷺ -এর নিকট গিয়ে আরজ করলেন যে, হে আল্লাহর রাসূল ﷺ ! সাবা গোত্রটি জাহেলিয়্যা যুগে প্রভাবশালী ছিল। আমার ভয় হচ্ছে, তারা হয়তো ইসলাম হতে মুর্তাদ বা ধর্ম ত্যাগী হয়ে যাবে। সুতরাং আমি কি তাদের মোকাবিলায় যুদ্ধ চালিয়ে যেতে পারি? রাসূল ﷺ বললেন, আমি তো এ সম্পর্কে কোনো আদেশ প্রাপ্ত হইনি। তখন আলোচ্য আয়াত নাজিল করা হয়। –[ইবনে কাছীর : ৫৪৮/৩]

রিসালাত ও কিয়ামতে অবিশ্বাসী কাফেরদেরকে আল্লাহ তা'আলার সর্বময় ক্ষমতা সম্পর্কে হুশিয়ার করার উদ্দেশ্যে পূর্ববর্তী পয়গম্বরগণের হাতে সংঘটিত বিস্ময়কর ঘটনা ও মু'জিযা বর্ণিত হচ্ছিল। এ প্রসঙ্গে প্রথমে হযরত দাঊদ ও হযরত সুলায়মান (আ.)-এর ঘটনাবলি উল্লেখ করা হয়েছে। এখন এ প্রসঙ্গেই সাবা সম্প্রদায়ের উপর আল্লাহ তা'আলার অগণিত নিয়ামত বর্ষণ, অতঃপর অকৃতজ্ঞতার কারণে তাদের প্রতি আজাব অবতরণের আলোচনা আলোচ্য আয়াতসমূহে করা হয়েছে।

সাবা সম্প্রদায় ও তাদের প্রতি আল্লাহ্র বিশেষ নিয়ামতরাজি : ইবনে কাছীর বলেন, ইয়ামনের সম্রাট ও সে দেশের অধিবাসীদের উপাধি হচ্ছে সাবা। তাবাবেয়া সম্প্রদায়ও সাবা সম্প্রদায়ের অন্তর্ভুক্ত ছিল। তারা ছিল সে দেশের ধর্মীয় সম্প্রদায় ও নেতা। সূরা নামলে হযরত সুলায়মান (আ.)-এর সাথে রাণী বিলকীসের ঘটনা বর্ণিত হয়েছে। তিনিও এ সম্প্রদায়েরই একজন ছিলেন। আল্লাহ্ তা'আলা তাদের সামনে জীবনোপকরণের দ্বার উন্মুক্ত করে দিয়েছিলেন এবং পয়গম্বরগণের মাধ্যমে এসব নিয়ামতের শুকরিয়া আদায় করার আদেশ দান করেছিলেন। দীর্ঘকাল পর্যন্ত তারা এ অবস্থার উপর কায়েম থাকে এবং সর্বপ্রকার সুখ ও শান্তি ভোগ করতে থাকে। অবশেষে ভোগবিলাসে মত্ত হয়ে তারা আল্লাহ্র তা'আলা থেকে গাফেল হয়ে পড়ে, এমন কি আল্লাহ্ তা'আলাকে অস্বীকার করতে থাকে। তখন আল্লহ তা'আলা তাদেরকে হুশিয়ার করার জন্য তের জন পয়গম্বর প্রেরণ করেন। তাঁরা তাদেরকে সৎপথে আনার জন্য সর্ব-প্রযত্নে চেষ্টা করেন। কিন্তু তাদের চৈতন্যোদয় হয়নি। অবশেষে আল্লাহ তা'আলা তাদের উপর বন্যার আজাব প্রেরণ করেন। ফলে তাদের শহর ও বাগ-বগিচা বিধ্বস্ত হয়ে যায়। –[ইবনে কাছীর]

ইমাম আহমদ হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) থেকে বর্ণনা করেন, জনৈক ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ ﷺ -কে জিজ্ঞেস করল : কুরআনে উল্লিখিত 'সাবা' কোনো পুরুষের নাম, না নারীর, না কোনো ভুখণ্ডের নাম? রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন, সাবা একজন পুরুষের নাম। তার দশটি পুত্র সন্তান ছিল। তন্মধ্যে ছয় জন ইয়ামনে এবং চার জন শাম দেশে বসতি স্থাপন করে। ইয়ামনে বসবাসকারী ছয় পুত্রের নাম মাদজাজ, কেন্দা, ইযদ, আশ'আরী, আনমার, হিমইয়ার, (তাদের থেকে ছয়টি গোত্র জন্মলাভ করে) এবং শাম দেশে বসবাসকারীদের নাম লখম, জুযাম, আমেলা, গাস্সান (তাদের গোত্রসমূহ এ নামেই সুবিদিত)। এ রেওয়ায়েতটি হাফেজ ইবনে আব্দুল বারও তার 'আলকাসদু ওয়াল উমামু বেমারেফতে আস্ সাবিলিল আরাবি ওয়াল আজাম' গ্রন্থে উদ্ধৃতি করেছেন।

বংশতালিকা বিশেষজ্ঞ আলেমগণের বরাত দিয়ে আল্লামা ইবনে কাছীর (র.) বলেন, এরা দশ জন সাবার ঔরসজাত ও প্রত্যক্ষ পুত্র ছিল না। বরং তার দ্বিতীয়, তৃতীয় অথবা চতুর্থ পুরুষে এরা জন্মগ্রহণ করেছিল। অতঃপর তাদের গোত্রসমূহ শাম ও ইয়ামনে বিস্তার লাভ করে এবং তাদেরই নামে পরিচিত হয়।

সাবার আসল নাম ছিল আবদে শাম্স। সাবা আবদে শামস ইবনে ইয়াশহাব ইবনে কাহ্তান থেকে তার বংশতালিকা বুঝা যায়। ইতিহাসবিদগণ লেখেন, সাবা আবদে শামস তার আমলে শেষনবী হযরত মুহাম্মদ ﷺ -এর আগমনের সুসংবাদ মানুষকে শুনিয়েছিল। সম্ভবত তাওরাত ও ইনজিল থেকে সে এ বিষয়ে জ্ঞান লাভ করেছিল। অথবা জ্যোতিষী ও অতিন্দ্রীয়বাদীদের মাধ্যমে অবগত হয়েছিল। রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর শানে সে কয়েক লাইন আরবি কবিতাও বলেছিল। এসব কবিতায় তাঁর আবির্ভাবের উল্লেখ করে বাসনা প্রকাশ করেছিল যে, আমি তাঁর আমলে থাকলে তাঁকে সাহায্য করতাম এবং আমার সম্প্রদায়কে তাঁর প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করতে বলতাম।

https://e-ilm.weebly.com/

https://e-ilm.weebly.com/

বাঁধের সাথে সম্বন্ধযুক্ত করার কারণ এই যে, যে বাঁধ তাদের হেফাজত ও স্বাচ্ছন্দ্যের উপায় ছিল, আল্লাহ তা'আলা তাকেই তাঁদের বিপর্যয় ও মসিবতের কারণ করে দিলেন। তাফসীরবিদগণ বর্ণনা করেন, আল্লাহ তা'আলা যখন এ সম্প্রদায়কে বাঁধ ভাঙ্গা বন্যা দ্বারা ধ্বংস করার ইচ্ছা করলেন, তখন এ সুবৃহৎ বাঁধের গোড়ায় অন্ধ ইঁদুর নিয়োজিত করে দিলেন। তারা এর ভিত্তি দুর্বল করে দিল। বৃষ্টির মওসুমে পানির চাপে দুর্বল ভিতের মধ্যে ফাটল সৃষ্টি হয়ে গেল। অবশেষে বাঁধের পিছনে সঞ্চিত পানি সমগ্র উপত্যকায় ছড়িয়ে পড়ল। শহরের সমস্ত ঘর-বাড়ি বিধ্বস্ত হলো এবং গাছপালা উজাড় হয়ে গেল। পাহাড়ের কিনারায় দু'সারি উদ্যানের পানি শুকিয়ে গেল।

ওহাব ইবনে মুনাব্বিহ্ বর্ণনা করেন, তাদের কিতাবে লিখিত ছিল যে, এ বাধটি ইঁদুরের মাধ্যমে ধ্বংসপ্রাপ্ত হবে। সে মতে বাঁধের কাছে ইঁদুর দেখে তারা বিপদ সংকেত বুঝতে পারল। ইঁদুর নিধনের উদ্দেশ্যে তারা বাঁধের নীচে অনেক বিড়াল ছেড়ে দিল যাতে ইঁদুররা বাঁধের কাছে আসতে না পারে। কিন্তু আল্লাহ্‌র তকদীর প্রতিরোধ করার সাধ্য কার? বিড়ালেরা ইঁদুরের কাছে হার মানল এবং ইঁদুরেরা বাঁধের ভিত্তিতে প্রবিষ্ট হয়ে গেল। –[ইবনে কাছীর]

ঐতিহাসিক বর্ণনায় আরো বলা হয়েছে যে, কিছুসংখ্যক বিচক্ষণ ও দূরদর্শী লোক ইঁদুর দেখা মাত্রই সে স্থান ত্যাগ করে আস্তে আস্তে অন্যত্র সরে গেল। অবশিষ্টরা সেখানেই রয়ে গেল; কিন্তু বন্যা শুরু হলে তারাও স্থানান্তরিত হয়ে গেল এবং অনেকেই বন্যায় প্রাণ হারাল। মোটকথা, সমস্ত শহর জনশূন্য হয়ে গেল। যেসব অধিবাসী অন্য দেশে চলে গিয়েছিল, তাদের কিছু বিবরণ উপরে মুসনাদে আহমদে বর্ণিত হাদীসে উল্লেখ করা হয়েছে। ছয়টি গোত্র ইয়ামনে এবং চারটি গোত্র শাম দেশে ছড়িয়ে পড়েছিল। মদিনার বসতিও তাদের কতক গোত্র থেকে শুরু হয়। ইতিহাস গ্রন্থসমূহে এর বিবরণ লিপিবদ্ধ রয়েছে। বন্যার ফলে শহর ধ্বংস হওয়ার পর তাদের দু'সারি উদ্যানের অবস্থা পরবর্তী আয়াতে এভাবে বিধৃত হয়েছে : وَبَدَّلْنٰهُمْ بِجَنَّتَيْهِمْ جَنَّتَيْنِ ذَوَاتَىْ اُكُلٍ خَمْطٍ وَّاَثْلٍ وَّشَيْءٍ مِّنْ سِدْرٍ قَلِيْلٍ অর্থাৎ, আল্লাহ তা'আলা তাদের মূল্যবান ফল-মূলের বৃক্ষের পরিবর্তে তাতে এমন বৃক্ষ উৎপন্ন করলেন, যার ফল ছিল বিস্বাদ। অধিকাংশ তাফসীরবিদের মতে خَمْطٌ -এর অর্থ এরাফ বৃক্ষ। জওহরী লিখেন, এক প্রকার এরাফ বৃক্ষে কিছু ফল ধরে এবং তা খাওয়াও হয়। কিন্তু এই বৃক্ষের ফলও বিস্বাদ ছিল। আবূ ওবায়দা বলেন, তিক্ত ও কাঁটাবিশিষ্ট বৃক্ষকে خَمْطٌ বলা হয়। اَثْلٌ শব্দের অর্থ ঝাউ গাছ, যার কোনো ফল খাওয়ার যোগ্য হয় না। কেউ কেউ বলেন, اَثْلٌ -এর অর্থ বাবলা গাছ যা কাঁটাবিশিষ্ট হয় এবং যার ফল ছাগলকে খাওয়ানো হয়।

سِدْرٌ -এর অর্থ কুলগাছ। এর এক প্রকার বাগানে যত্ন সহকারে লাগানো হয় এবং ফল হয় সুস্বাদু। এরূপ গাছে কাঁটা কম এবং ফল বেশি হয়। অপর প্রকার জংলী কুলগাছ। এটা জঙ্গলে স্বউদ্‌গত ও কাঁটাবিশিষ্ট ঝাড় হয়ে থাকে এবং কাঁটা বেশি ও ফল কম হয়ে থাকে। আয়াতে سِدْرٌ শব্দের সাথে قَلِيْلٌ যুক্ত করে সম্ভবত ইঙ্গিত করা হয়েছে যে, সেই বাগানে কুলগাছও জংলী কিংবা স্বউদ্‌গত ছিল, যাতে ফল কম ও টক হয়ে থাকে।

ذٰلِكَ جَزَيْنٰهُمْ بِمَا كَفَرُوْا অর্থাৎ, আমি এ শাস্তি তাদেরকে কুফরের কারণে দিয়েছিলাম।

كُفْر শব্দের অর্থ অকৃতজ্ঞতাও হয়ে থাকে এবং সত্য ধর্ম অস্বীকার করাও হয়ে থাকে। এখানে উভয় অর্থ সম্ভবপর। কেননা তারা অকৃতজ্ঞতাও করেছিল এবং প্রেরিত তেরজন পয়গম্বরকে মিথ্যারোপও করেছিল।

জ্ঞাতব্য : এ ঘটনায় বলা হয়েছে যে, সাবা সম্প্রদায়ের কাছে আল্লাহ্ তা'আলা তের জন পয়গম্বর প্রেরণ করেছিলেন। অথচ পূর্বে একথাও বর্ণিত হয়েছে যে, সাবা সম্প্রদায় ও বাঁধভাঙ্গা বন্যার ঘটনা হযরত ঈসা (আ.)-এর পর ও রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর পূর্বে অন্তর্বর্তীকালে সংঘটিত হয়েছিল। একে فَتْرَتٌ -এর কাল বলা হয়। অধিকাংশ আলেমের মতে এ সময়ে কোনো নবী রাসূল প্রেরিত হয়নি। অতএব এই তের জন পয়গম্বর প্রেরণ কিরূপে শুদ্ধ হতে পারে? এর জবাবে রূহুল মা'আনীতে বলা হয়েছে। বাঁধভাঙ্গা বন্যার ঘটনা অন্তর্বর্তীকালে সংঘটিত হলে একথা জরুরি হয় না যে, এই পয়গম্বরগণও সে সময়েই আগমন করেছিলেন। এটা সম্ভবপর যে, তাঁরা অন্তর্বর্তীকালের পূর্বেই আবির্ভূত হয়েছিলেন এবং তাদের কুফর ও অবাধ্যতা অন্তর্বর্তীকালে তাদের উপর নাজিল করা হয়েছিল।

https://e-ilm.weebly.com/

كَفُوْرٌ - وَهَلْ نُجْزِىٓ اِلَّا الْكَفُوْرَ শব্দের অর্থ অতিশয় কুফরকারী। আয়াতের অর্থ এই যে, আমি অতিশয় কুফরকারী ব্যতীত কাউকে শাস্তি দেই না। এটা বাহ্যত সেসব আয়াত ও সহীহ্ হাদীসের পরিপন্থি, যেগুলো দ্বারা প্রমাণিত আছে যে, মুসলমান গুনাহ্গারকেও তাদের কর্ম অনুযায়ী জাহান্নামের শাস্তি দেওয়া হবে যদিও পরিণামে শাস্তি ভোগ করার পর তাদেরকে জাহান্নাম থেকে বের করে জান্নাতে দাখিল করা হবে। এই খটকার জবাবে কেউ কেউ বলেন, এখানে যে কোনো শাস্তি উদ্দেশ্য নয়; বরং সাবা সম্প্রদায়ের অনুরূপ ব্যাপক আজাব বুঝানো হয়েছে। এরূপ আজাব বিশেষভাবে কাফেরদের জন্য নির্দিষ্ট। মুসলমানদের উপর এরূপ আজাব আসে না। -[রূহুল মা'আনী]

এর সমর্থন সাহাবী ইবনে খায়রাহর উক্তিতেও পাওয়া যায়। তিনি বলেন,

جَزَاءُ الْمَعْصِيَةِ الْوَهْنُ فِى الْعِبَادَةِ وَالضِّيْقُ فِى الْمَعِيْشَةِ وَالتَّعَسُّرُ فِى اللَّذَّةِ قَالَ لَايُصَادِفُ لَذَّةً حَلَالًا اِلَّاجَاءَهُ مَنْ يَنْغِصُهُ۔

অর্থাৎ গুনাহের শাস্তি হচ্ছে ইবাদতে শৈথিল্য সৃষ্টি হওয়া, জীবিকার সংকীর্ণতা দেখা দেওয়া এবং উপভোগ দুরূহ হয়ে যাওয়া। তিনি এর অর্থ এই বর্ণনা করেন যে, যখন সে কোনো হালাল ভোগ্যবস্তু পায়, তখন কোনো না কোনো কারণ সৃষ্টি হয়ে যায়, যা তার উপভোগকে মলিন করে দেয়। -(ইবনে কাছীর) এতে জানা গেল যে, মুসলমান গুনাহগারের শাস্তি দুনিয়াতে এ ধরনের হয়ে থাকে। তার উপর আকাশ থেকে অথবা ভূ-গর্ভ থেকে কোনো খোলাখুলি আজাব আসে না। এটা কাফেরদের জন্যই নির্দিষ্ট।

হযরত হাসান বসরী (র.) বলেন, صَدَقَ اللّٰهُ الْعَظِيْمُ لَا يُعَاقَبُ بِمِثْلِ فِعْلِهٖ اِلَّا الْكَفُوْرَ অর্থাৎ আল্লাহ তা'আলা সত্য বলেছেন যে, মন্দ কাজের যথাযোগ্য শাস্তি কাফের ব্যতীত কাউকে দেওয়া হয় না। (ইবনে কাছীর) মুমিনকে তার গুনাহের মধ্যেও কিছুটা অবকাশ দেওয়া হয়।

রূহুল মা'আনীতে বলা হয়েছে, এ আয়াতের আক্ষরিক অর্থই উদ্দেশ্য। শাস্তি হিসেবে শাস্তি কেবল কাফেরকেই দেওয়া যায়। মুসলমান পাপীকে যে শাস্তি দেওয়া হয়, তা কেবল দৃশ্যত শাস্তি হয়ে থাকে। প্রকৃতপক্ষে উদ্দেশ্য থাকে, তাকে গুনাহ্ থেকে পবিত্র করা। উদাহরণত স্বর্ণকে আগুনে পোড়ার উদ্দেশ্যে তার ময়লা দূর করা। এমনিভাবে কোনো মুমিনকে পাপের কারণে জাহান্নামে নিক্ষেপ করা হলে তার উদ্দেশ্য হবে তার দেহের সেই অংশ জ্বালিয়ে দেওয়া, যা হারাম দ্বারা সৃষ্টি হয়েছে। এটা হয়ে গেলে সে জান্নাতে যাওয়ার যোগ্য হয়ে যাবে। তখন তাকে জাহান্নাম থেকে বের করে জান্নাতে দাখিল করা হবে।

وَجَعَلْنَا بَيْنَهُمْ وَبَيْنَ الْقُرَى الَّتِىْ بٰرَكْنَا فِيْهَا قُرًى ظَاهِرَةً وَّقَدَّرْنَا فِيْهَا السَّيْرَ

এ আয়াতে সাবাবাসীদের প্রতি আল্লাহ তা'আলা আরো একটি নিয়ামত ও তাদের অকৃতজ্ঞতা এবং মূর্খতার আলোচনা রয়েছে। তারা স্বয়ং এই নিয়ামতের পরিবর্তন করে কঠোরতার দোয়া ও বাসনা প্রকাশ করেছিল। اَلْقُرَى الَّتِىْ بٰرَكْنَا فِيْهَا বলে শাম দেশের গ্রামাঞ্চল বুঝানো হয়েছে। কেননা আল্লাহ্র পক্ষ থেকে রহমত নাজিল হওয়ার কথা একাধিক আয়াতে শাম দেশের জন্য বর্ণিত আছে। আয়াতের উদ্দেশ্য এই যে, যেসব জনপদকে আল্লাহ তা'আলা বরকত দান করেছিলেন তাদেরকে প্রায়ই ব্যবসায়ের উদ্দেশ্যে শামে সফর করতে হতো। মাআরেব শহর থেকে শামের দূরত্ব ছিল অনেক। রাস্তাও সহজ ছিল না। আল্লাহ তা'আলা সাবাবাসীদের প্রতি অনুগ্রহ করে তাদের শহর মাআরেব থেকে শাম পর্যন্ত অল্প অল্প দূরত্বে জনবসতি প্রতিষ্ঠিত করে দেন। এসব জনবসতি সড়কের কিনারায় অবস্থিত ছিল। তাই আয়াতে قُرًى ظَاهِرَةً দৃশ্যমান জনপদ বলা হয়েছে। এসব জনবসতির ফলে কোনো মুসাফির গৃহ থেকে বেরিয়ে দুপুরে বিশ্রাম অথবা খাদ্যগ্রহণ করতে চাইলে অনায়াসেই কোনো জনপদে পৌছে নিয়মিত খাদ্য গ্রহণ করে বিশ্রাম করতে পারত। অতঃপর জোহরের পর রওয়ানা হয়ে সূর্যাস্ত পর্যন্ত অন্য বস্তীতে পৌছে রাত্রি অতিবাহিত করতে পারত। وَقَدَّرْنَا فِيْهَا السَّيْرَ বাক্যের অর্থ এই যে, জনবসতিগুলো এমন সুষম ও সমান দূরত্বে গড়ে উঠেছিল যে, নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে এক বস্তি থেকে অন্য বস্তিতে পৌছা যেত।

سِيْرُوْا فِيْهَا لَيَالِىَ وَاَيَّامًا اٰمِنِيْنَ –এটা সাবা সম্প্রদায়ের প্রতি তৃতীয় নিয়ামত। অর্থাৎ, বস্তিসমূহের সমান দূরত্বের কারণে সমতালে পথ অতিক্রম করা হতো। পথও সবটুকু নিরাপদ ছিল। চোর-ডাকাতের উপদ্রব ছিল না। দিবারাত্রি সর্বক্ষণ নিশ্চিন্ত মনে সফর করা যেত।

https://e-ilm.weebly.com/

فَقَالُوا رَبَّنَا بٰعِدْ بَيْنَ أَسْفَارِنَا وَظَلَمُوا أَنْفُسَهُمْ فَجَعَلْنٰهُمْ أَحَادِيثَ وَمَزَّقْنٰهُمْ كُلَّ مُمَزَّقٍ –অর্থাৎ, জালিমরা আল্লাহ্ তা'আলার উপরিউক্ত নিয়ামতের মূল্য বুঝল না। তারা না-শোকরী করে নিজেরাই দোয়া করল, হে আমাদের পালনকর্তা! আমাদের জন্য ভ্রমণের দূরত্ব সৃষ্টি করে দিন। নিকটবর্তী গ্রাম যেন না থাকে। মাঝখানে জঙ্গল ও জনহীন প্রান্তর থাকুক, যাতে কিছু কষ্টও সহ্য করতে হয়। তাদের অবস্থা ছিল বনী-ইসরাঈলের অনুরূপ, যারা কোনোরূপ কষ্ট ও শ্রমের ব্যতিরেকেই মান্না ও সালওয়া রিজিক হিসেবে পেত। এতে অতিষ্ঠ হয়ে তারা আল্লাহর কাছে দোয়া করেছিল, হে আল্লাহ! এর পরিবর্তে আমাদেরকে সবজি ও তরকারি দান করুন। আল্লাহ তা'আলা সাবাবাসীদের না-শোকরীর কারণে তাদেরকে উপরে বর্ণিত বাধভাঙ্গা বন্যার শাস্তিদেন। এরই সর্বশেষ পরিণতি এ আয়াতে এভাবে বর্ণিত হয়েছে যে, তাদেরকে সম্পূর্ণ বরবাদ ও সর্বস্বহারা করে দেওয়া হয়। ফলে দুনিয়াতে তাদের ভোগবিলাস ও ধনৈশ্বর্যের কাহিনীই রয়ে গেছে এবং তারা উপাখ্যানে পরিণত হয়েছে।

وَمَزَّقْنٰهُمْ শব্দটি تَمْزِيْقٌ থেকে উদ্ভূত। অর্থ ছিন্ন-বিচ্ছিন্ন করা। অর্থাৎ, মাআরেব শহরের কিছু অধিবাসী ধ্বংস হয়ে গেল এবং কিছু বিচ্ছিন্ন হয়ে বিভিন্ন শহরে ছড়িয়ে পড়ল। আরবে তাদের ধ্বংস ও বিচ্ছিন্নতার ঘটনাটি প্রবাদ বাক্যে পরিণত হয়ে গিয়েছিল। এরূপ ক্ষেত্রে আরবরা বলত, تَفَرَّقُوْا اَيَادِيْ سَبَا অর্থাৎ, তারা সাবা সম্প্রদায়ের ঐশ্বর্যে পালিত লোকদের ন্যায় বিচ্ছিন্ন হয়ে গেছে।

ইবনে কাছীর প্রমুখ তাফসীরবিদ এ স্থলে জনৈক অতীন্দ্রিয়বাদীর নাতিদীর্ঘ কাহিনী উল্লেখ করেছেন। বন্যার আজাব আসার কিছু পূর্বে সে এ সম্পর্কে জানতে পেরেছিল। সে এক আশ্চর্য কৌশলের মাধ্যমে প্রথমে তার ধনসম্পত্তি, গৃহ ইত্যাদি সব বিক্রয় করে দিল। বিক্রয়লব্ধ অর্থ তার করায়ত্ত হয়ে গেলে সে তার সম্প্রদায়কে ভবিষ্যৎ বন্যা ও আজাব সম্পর্কে অবহিত করে বলল, কেউ প্রাণে বাঁচতে চাইলে অবিলম্বে এখান থেকে সরে যাও। সে আরো বলল, তোমাদের মধ্যে যারা দূরবর্তী সফর অবলম্বন করে নিরাপদ স্থানে চলে যাওয়ার ইচ্ছা কর, তারা আম্মানে চলে যাও, যারা মদ, খামীর করা রুটি, ফল-মূল ইত্যাদি চাও, তারা শাম দেশের বুসরা নামক স্থানে গিয়ে বসবাস কর এবং যারা এমন সওয়ারী চাও, যা কাদার মধ্যেও টিকে থাকে, দুর্ভিক্ষের সময় কাজে আসে এবং সফরের সময়ও সাথে থাকে, তারা ইয়াসরিবে অর্থাৎ মদীনায় স্থানান্তরিত হও। সেখানে প্রচুর খেজুর পাওয়া যায়। তার সম্প্রদায় তার পরামর্শ অনুযায়ী কাজ করল। ইযদ গোত্র আম্মানে, গাসসান গোত্র বুসরায় এবং আউস, খাযরাজ ও বনূ উসমান মদীনায় স্থানান্তরি হয়ে গেল। বাতনেমুর নামক স্থানে পৌছে বনূ উসমান সেখানেই থেকে যায়। এই বিচ্ছিন্নতার কারণে তাদের উপাধি হয়ে যায় খুযায়া। আউস ও খাযরাজ মদীনায় পৌছে সেখানে বসতি স্থাপন করল। ইবনে কাছীর এই বিবরণ সনদ সহকারে উল্লেখ করে বলেন, এভাবে সাবা সম্প্রদায় ছিন্ন-বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ে, যা مَزَّقْنَاهُمْ বাক্যে বিধৃত হয়েছে।

اِنَّ فِيْ ذٰلِكَ لَاٰيٰتٍ لِّكُلِّ صَبَّارٍ شَكُوْرٍ –অর্থাৎ, সাবা সম্প্রদায়ের উত্থান-পতন ও অবস্থার পরিবর্তনের মধ্যে অনেক নিদর্শন ও শিক্ষা রয়েছে। শিক্ষা রয়েছে সে ব্যক্তির জন্য, যে অত্যন্ত ধৈর্যশীল ও অত্যন্ত কৃতজ্ঞ। অর্থাৎ, যে ব্যক্তি কোনো বিপদ ও কষ্টে পতিত হয়ে সবর করে এবং কোনো নিয়ামত ও সুখ অর্জিত হলে আল্লাহর শোকর আদায় করে। এভাবে সে জীবনের প্রত্যেক অবস্থায় উপকারই লাভ করে। বুখারী ও মুসলিমে উদ্ধৃত হযরত আবূ হুরায়রা (রা.) বর্ণিত হাদীসে রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন, মুমিনের অবস্থা বিস্ময়কর, তার সম্পর্কে আল্লাহ তা'আলা যে আদেশই জারি করেন, সব মঙ্গলই মঙ্গল এবং উপকারই উপকার হয়ে থাকে। যে কোনো নিয়ামত, সুখ ও আনন্দের বিষয় লাভ করলে আল্লাহ তা'আলার শোকর আদায় করে। ফলে সেটা তার পরকালের জন্য মঙ্গলজনক হয়ে যায়। পক্ষান্তরে যদি সে কোনো কষ্ট ও বিপদাপদের সম্মুখীন হয়, তবে সবর করে, যার বিরাট পুরস্কার ও ছওয়াব সে পায়। ফলে বিপদও তার জন্য উপকারী হয়ে যায়। –[ইবনে কাছীর]

কোনো কোনো তাফসীরবিদ صَبَّارٌ শব্দটিকে সবরের সাধারণ অর্থে নিয়েছেন যাতে ইবাদতে দৃঢ় থাকা এবং গোনাহ্ থেকে বেঁচে থাকাও অন্তর্ভুক্ত। এ তাফসীর অনুযায়ী মুমিন সর্বাবস্থায় সবর ও শোকরের প্রতীক হয়ে থাকে।

https://e-ilm.weebly.com/

শব্দ বিশ্লেষণ :

كُلُوْا : সীগাহ جَمع مُذكَّر حَاضِر বহছ اَمر حَاضِر مَعرُوف বাব نَصَر মাসদার اَكلٌ মূলবর্ণ (ا - ك - ل) জিনস مَهمُوز فَاء অর্থ– তোমরা খাও।

اَعرَضُوْا : সীগাহ جَمع مُذكَّر غَائِبْ বহছ فِعل مَاضِى مُطلَق مَعرُوف বাব اِفعَالٌ মাসদার اِعرَاضٌ মূলবর্ণ (ع - ر - ض) জিনস صَحِيح অর্থ– তারা অবাধ্যাতা করল। মুখ ফিরিয়ে নিল।

سَيلٌ : একবচন, বহুবচনে سُيُولٌ অর্থ– প্লাবন। বন্যা।

اَثلٌ : একবচন, বহুবচনে اُثُولٌ . اَثَالٌ اَثلاَنٌ অর্থ– ঝাউ গাছ।

سِدرٌ : অর্থ– কুল বৃক্ষ, বরই গাছ। ইমাম রাগেব লিখেন, سِدر এরকম গাছ যা ভক্ষণে যথেষ্ট নয়। এ জন্য আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেন– وَاَثلٍ وَشَيئٍ مِّن سِدرٍ قَلِيلٍ

نُجزِى : সীগাহ جَمع مُتَكَلِّم বহছ فِعل مُضَارِعٌ مَعرُوف বাব مُفَاعَلَة মাসদার مُجَازَاةٌ মূলবর্ণ (ج - ز - ى) জিনস نَاقِص يَائِىْ অর্থ– আমি সাজা দিয়ে থাকি।

قُرًى : বহুবচন, একবচনে قَرِيَةٌ অর্থ– গ্রাম গুলো।

قَدَّرنَا : সীগাহ جَمع مُتَكَلِّم বহছ فِعل مَاضِى مُطلَق مَعرُوف বাব تَفعِيل মাসদার تَقدِيرٌ মূলবর্ণ (ق - د - ر) জিনস صَحِيح অর্থ– নির্দিষ্ট পরিমাণ রেখেছিলাম।

سِيرُوْا : সীগাহ جَمع مُذكَّر حَاضِر বহছ اَمر حَاضِر مَعرُوف বাব ضَرَب মাসদার سَيرٌ মূলবর্ণ (س - ى - ر) জিনস اَجوَف يَائِىْ অর্থ– চলাফেরা কর। ভ্রমণ কর।

اٰمِنِيْنَ : সীগাহ جَمع مُذكَّر বহছ اِسم فَاعِلٌ বাব سَمِعَ মাসদার اَمنٌ মূলবর্ণ (ا - م - ن) জিনস مَهمُوز فَاء অর্থ– নিরাপদে। আশঙ্কামুক্ত।

بَاعِدْ : সীগাহ وَاحِد مُذكَّر حَاضِر বহছ اَمر حَاضِر مَعرُوف বাব مُفَاعَلَة মাসদার مُبَاعَدَةٌ মূলবর্ণ (ب - ع - د) জিনস صَحِيح অর্থ– লম্বা পাল্লা করে দিন। দূরত্ব সৃষ্টি করে দাও।

مَزَّقنَا : সীগাহ جَمع مُتَكَلِّم বহছ فِعل مَاضِى مُطلَق مَعرُوف বাব تَفعِيل মাসদার تَمزِيقٌ মূলবর্ণ (م - ز - ق) জিনস صَحِيح অর্থ– আমি সম্পূর্ণরূপে ছিন্নভিন্ন করে দিলাম।

زَعَمتُم : সীগাহ جَمع مُذكَّر حَاضِر বহছ مَاضِى مَعرُوف বাব نَصَر মাসদার زَعمٌ মূলবর্ণ (ز - ع - م) জিনস صَحِيح অর্থ– তোমরা মনে করছ। ধারণা করলে। দাবি করলে।

বাক্য বিশ্লেষণ :

فَاَعرَضُوا فَاَرسَلنَا عَلَيهِم سَيلَ العَرِمِ : এখানে فَاء হরফে আতফ اَعرَضُوا শব্দটি فِعل مَاضِى, উহ্য যমীর عَلَيهِم তার فَاعِلٌ هُم এবং তার উহ্য مُتَعَلِّق রয়েছে। فَاَرسَلنَا শব্দটি اَعرَضُوا-এর উপর আতফ হয়েছে। عَلَيهِم শব্দটি اَرسَلنَا শব্দের সাথে مُتَعَلِّق হয়েছে। وَسَيلَ العَرِمِ মাফউলেবিহী। –[ই'রাবুল কুরআন, খ : ৬, পৃ. ২২৮]

https://e-ilm.weebly.com/

২৩. আর আল্লাহর সমীপে সুপারিশ কারো জন্য কার্যকরী হয় না, কিন্তু সে ব্যক্তির জন্য, যার সম্বন্ধে তিনি (সুপারিশ করার) অনুমতি প্রদান করেন; (আল্লাহর হুকুম আসলে ফেরেশতাগণ সন্ত্রস্ত হয়ে পড়ে,) এমনকি যখন তাদের অন্তর থেকে আতঙ্ক বিদূরিত হয়, তখন একে অন্যকে জিজ্ঞাসা করে যে, তোমাদের প্রতিপালক কি আদেশ করেছেন? তারা বলে, সত্য বিষয়ের আদেশ করেছেন, আর তিনি সমুন্নত, সুমহান।	وَلَا تَنفَعُ الشَّفَاعَةُ عِندَهُۥٓ إِلَّا لِمَنْ أَذِنَ لَهُۥ ۚ حَتَّىٰٓ إِذَا فُزِّعَ عَن قُلُوبِهِمْ قَالُوا۟ مَاذَا ۙ قَالَ رَبُّكُمْ ۖ قَالُوا۟ ٱلْحَقَّ ۖ وَهُوَ ٱلْعَلِىُّ ٱلْكَبِيرُ ﴿٢٣﴾
২৪. আর আপনি জিজ্ঞাসা করুন যে, কে তোমাদেরকে আসমান ও জমিন থেকে জীবিকা প্রদান করে? আপনিই বলে দিন, আল্লাহ এবং নিশ্চয় আমরা অথবা তোমরা অবশ্যই সত্য পথের উপর আছি কিংবা প্রকাশ্য ভ্রান্তির মধ্যে রয়েছি।	قُلْ مَن يَرْزُقُكُم مِّنَ ٱلسَّمَٰوَٰتِ وَٱلْأَرْضِ ۖ قُلِ ٱللَّهُ ۖ وَإِنَّآ أَوْ إِيَّاكُمْ لَعَلَىٰ هُدًى أَوْ فِى ضَلَٰلٍ مُّبِينٍ ﴿٢٤﴾
২৫. আপনি বলে দিন যে, তোমাদেরকে আমাদের কৃত অপরাধ সম্বন্ধে জিজ্ঞেস করা হবে না আর আমাদেরকেও তোমাদের কার্যাবলি সম্বন্ধে জিজ্ঞেস করা হবে না।	قُل لَّا تُسْـَٔلُونَ عَمَّآ أَجْرَمْنَا وَلَا نُسْـَٔلُ عَمَّا تَعْمَلُونَ ﴿٢٥﴾
২৬. আপনি বলে দিন, আমাদের প্রতিপালক আমাদের সকলকে একত্রিত করবেন, অতঃপর আমাদের মধ্যে সঠিক মীমাংসা করবেন এবং তিনি শ্রেষ্ঠ মীমাংসাকারী, মহাজ্ঞানী।	قُلْ يَجْمَعُ بَيْنَنَا رَبُّنَا ثُمَّ يَفْتَحُ بَيْنَنَا بِٱلْحَقِّ وَهُوَ ٱلْفَتَّاحُ ٱلْعَلِيمُ ﴿٢٦﴾

শাব্দিক অনুবাদ :

২৩. وَلَا تَنفَعُ الشَّفَاعَةُ عِندَهُ আর আল্লাহর সমীপে সুপারিশ কারো জন্য কার্যকরী হয় না إِلَّا لِمَنْ أَذِنَ لَهُ কিন্তু সে ব্যক্তির জন্য যার সম্বন্ধে তিনি (সুপারিশ করার) অনুমতি প্রদান করেন حَتَّىٰٓ إِذَا فُزِّعَ عَن قُلُوبِهِمْ এমন কি যখন তাদের অন্তর হতে আতঙ্ক বিদূরিত হয় قَالُوا। তখন একে অন্যকে জিজ্ঞাসা করে যে مَاذَا قَالَ رَبُّكُمْ তোমাদের প্রতিপালক কি আদেশ করেছেন قَالُوا الْحَقَّ তারা বলে সত্য বিষয়ে আদেশ করেছেন وَهُوَ الْعَلِيُّ الْكَبِيرُ আর তিনি সমুন্নত, সুমহান।

২৪. قُلْ আর আপনি জিজ্ঞাসা করুন مَن يَرْزُقُكُم কে তোমাদেরকে জীবিকা প্রদান করেন مِّنَ السَّمَٰوَٰتِ وَالْأَرْضِ আসমান ও জমিন হতে قُلِ আপনিই বলে দিন اللَّهُ আল্লাহ وَإِنَّآ أَوْ إِيَّاكُمْ এবং নিশ্চয় আমরা অথবা তোমরা لَعَلَىٰ هُدًى অবশ্যই সত্য পথের উপর আছি أَوْ فِى ضَلَٰلٍ مُّبِينٍ কিংবা প্রকাশ্য ভ্রান্তির মধ্যে রয়েছি।

২৫. قُلْ আপনি বলে দিন যে لَّا تُسْـَٔلُونَ তোমাদেরকে জিজ্ঞাসা করা হবে না عَمَّآ أَجْرَمْنَا আমাদের কৃত অপরাধ সম্বন্ধে وَلَا نُسْـَٔلُ, আর আমাদেরকেও জিজ্ঞাসা করা হবে না عَمَّا تَعْمَلُونَ তোমাদের কার্যাবলি সম্বন্ধে।

২৬. قُلْ আপনি বলে দিন يَجْمَعُ بَيْنَنَا رَبُّنَا আমাদের প্রতিপালক আমাদের সকলকে একত্রিত করবেন ثُمَّ يَفْتَحُ بَيْنَنَا بِالْحَقِّ অতঃপর আমাদের মধ্যে সঠিক মীমাংসা করবেন وَهُوَ الْفَتَّاحُ الْعَلِيمُ, এবং তিনি শ্রেষ্ঠ মীমাংসাকারী, মহাজ্ঞানী।

https://e-ilm.weebly.com/

২৭. বলুন, আমাকে একটু ঐ (উপাস্য-)গুলো তো দেখাও, যেগুলোকে তোমরা অংশীরূপে আল্লাহর সাথে সম্মিলিত করে রেখেছ? কখনো (তাঁর কোনো অংশী) নেই; বরং তিনিই আল্লাহ- প্রবল পরাক্রান্ত, প্রজ্ঞাময়।	قُلْ اَرُوْنِیَ الَّذِیْنَ اَلْحَقْتُمْ بِهٖ شُرَكَآءَ كَلَّا ؕ بَلْ هُوَ اللّٰهُ الْعَزِیْزُ الْحَكِیْمُ ﴿۲۷﴾
২৮. আর আমি আপনাকে সমগ্র মানব সমাজের জন্য পয়গম্বর করে পাঠিয়েছি শুভসংবাদ প্রদানকারী এবং ভয় প্রদর্শনকারীরূপে, কিন্তু অধিকাংশ মানুষ বুঝে না।	وَمَآ اَرْسَلْنٰكَ اِلَّا كَآفَّةً لِّلنَّاسِ بَشِیْرًا وَّنَذِیْرًا وَّلٰكِنَّ اَكْثَرَ النَّاسِ لَا یَعْلَمُوْنَ ﴿۲۸﴾
২৯. এবং তারা বলে, এ প্রতিশ্রুতি কখন সংঘটিত হবে, যদি আপনি সত্যবাদী হন?	وَیَقُوْلُوْنَ مَتٰی هٰذَا الْوَعْدُ اِنْ كُنْتُمْ صٰدِقِیْنَ ﴿۲۹﴾
৩০. আপনি বলে দিন, তোমাদের জন্য একটি নির্দিষ্ট দিনের ওয়াদা রইল, তা থেকে না তোমরা এক মুহূর্ত পশ্চাদ্বর্তীও হতে পারবে আর না অগ্রবর্তী হতে পারবে।	قُلْ لَّكُمْ مِّیْعَادُ یَوْمٍ لَّا تَسْتَاْخِرُوْنَ عَنْهُ سَاعَةً وَّلَا تَسْتَقْدِمُوْنَ ﴿۳۰﴾
৩১. এবং এ কাফেররা বলে, আমরা কস্মিনকালেও এ কুরআনের প্রতি ঈমান আনব না এবং তার পূর্বেকার কিতাবের উপরও না; আর যদি আপনি ঐ সময়ের অবস্থা দেখেন, (তবে এক ভয়াবহ দৃশ্য দেখবেন,) যখন এ অনাচারীদেরকে তাদের প্রতিপালকের সম্মুখে দাঁড় করানো হবে, (এবং) একে অন্যের উপর কথা চাপাবে, নিম্নস্তরের লোকেরা মাতব্বর লোকদেরকে বলবে, যদি তোমরা না থাকতে, তবে আমরা অবশ্যই ঈমান আনতাম।	وَقَالَ الَّذِیْنَ كَفَرُوْا لَنْ نُّؤْمِنَ بِهٰذَا الْقُرْاٰنِ وَلَا بِالَّذِیْ بَیْنَ یَدَیْهِ ؕ وَلَوْ تَرٰۤی اِذِ الظّٰلِمُوْنَ مَوْقُوْفُوْنَ عِنْدَ رَبِّهِمْ ۚۖ یَرْجِعُ بَعْضُهُمْ اِلٰی بَعْضِ ِۨالْقَوْلَ ۚ یَقُوْلُ الَّذِیْنَ اسْتُضْعِفُوْا لِلَّذِیْنَ اسْتَكْبَرُوْا لَوْلَاۤ اَنْتُمْ لَكُنَّا مُؤْمِنِیْنَ ﴿۳۱﴾

শাব্দিক অনুবাদ :

২৭. قُلْ বলুন اَرُوْنِیَ আমাকে একটু ঐ (উপাস্য) গুলো তো দেখাও الَّذِیْنَ اَلْحَقْتُمْ بِهٖ شُرَكَآءَ যেগুলোকে তোমরা অংশীরূপে আল্লাহর সাথে সম্মিলিত করে রেখেছ كَلَّا কখনো তাঁর কোনো অংশী নেই بَلْ هُوَ اللّٰهُ বরং তিনিই আল্লাহ الْعَزِیْزُ الْحَكِیْمُ প্রবল পরাক্রান্ত, প্রজ্ঞাময়।

২৮. وَمَآ اَرْسَلْنٰكَ اِلَّا كَآفَّةً لِّلنَّاسِ আর আমি আপনাকে সমগ্র মানব সমাজের জন্য পয়গম্বর করে পাঠিয়েছি بَشِیْرًا শুভসংবাদ প্রদানকারী وَنَذِیْرًا এবং ভয় প্রদর্শনকারীরূপে وَلٰكِنَّ اَكْثَرَ النَّاسِ لَا یَعْلَمُوْنَ কিন্তু অধিকাংশ মানুষ বুঝে না।

২৯. وَیَقُوْلُوْنَ এবং তারা বলে مَتٰی هٰذَا الْوَعْدُ এ প্রতিশ্রুতি কখন সংঘটিত হবে اِنْ كُنْتُمْ صٰدِقِیْنَ যদি আপনি সত্যবাদী হন।

৩০. قُلْ আপনি বলে দিন لَكُمْ مِیْعَادُ یَوْمٍ তোমাদের জন্য একটি নির্দিষ্ট দিনের ওয়াদা রইল لَا تَسْتَاْخِرُوْنَ عَنْهُ سَاعَةً তা হতে না তোমরা এক মুহূর্ত পশ্চাদ্বর্তী হতে পারবে وَلَا تَسْتَقْدِمُوْنَ আর না অগ্রবর্তী হতে পারবে।

৩১. وَقَالَ الَّذِیْنَ كَفَرُوْا এবং এ কাফেররা বলে لَنْ نُّؤْمِنَ بِهٰذَا الْقُرْاٰنِ আমরা কস্মিনকালেও এ কুরআনের প্রতি ঈমান আনব না وَلَا بِالَّذِیْ بَیْنَ یَدَیْهِ এবং তার পূর্বেকার কিতাবের উপরও না وَلَوْ تَرٰی আর যদি আপনি ঐ সময়ের অবস্থা দেখেন اِذِ الظّٰلِمُوْنَ مَوْقُوْفُوْنَ عِنْدَ رَبِّهِمْ যখন এ অনাচারীদেরকে তাদের প্রতিপালকের সম্মুখে দাঁড় করানো হবে یَرْجِعُ بَعْضُهُمْ اِلٰی بَعْضِ ِالْقَوْلَ (এবং) একে অন্যের উপর কথা চাপাবে। یَقُوْلُ الَّذِیْنَ اسْتُضْعِفُوْا নিম্নস্তরের লোকেরা বলবে لِلَّذِیْنَ اسْتَكْبَرُوْا মাতব্বর লোদেরকে لَوْلَا اَنْتُمْ যদি তোমরা না থাকতে لَكُنَّا مُؤْمِنِیْنَ তবে আমরা অবশ্যই ঈমান আনয়ন করতাম।

https://e-ilm.weebly.com/

৩২. (এতে) মাতব্বরগণ সেই নিম্নস্তরের লোকদেরকে বলবে, আমরা কি তোমাদেরকে হেদায়েত হতে বিরত রেখেছিলাম তা তোমাদের নিকট পৌঁছবার পর? (না,) বরং তোমরাই অপরাধী ছিলে।

قَالَ الَّذِيْنَ اسْتَكْبَرُوْا لِلَّذِيْنَ اسْتُضْعِفُوْٓا اَنَحْنُ صَدَدْنٰكُمْ عَنِ الْهُدٰى بَعْدَ اِذْ جَآءَكُمْ بَلْ كُنْتُمْ مُّجْرِمِيْنَ ﴿٣٢﴾

শাব্দিক অনুবাদ :

৩২. قَالَ الَّذِيْنَ اسْتَكْبَرُوْا (এতে) মাতব্বরগণ বলবে لِلَّذِيْنَ اسْتُضْعِفُوْٓا সেই নিম্নস্তরের লোকদেরকে اَنَحْنُ صَدَدْنٰكُمْ عَنِ الْهُدٰى আমরা কি তোমাদেরকে হেদায়েত হতে বিরত রেখেছিলাম بَعْدَ اِذْ جَآءَكُمْ তা তোমাদের নিকট পৌঁছার পর بَلْ كُنْتُمْ مُّجْرِمِيْنَ (না) বরং তোমরাই আপরাধী ছিলে।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

আলোচ্য আয়াতসমূহে বর্ণিত হয়েছে যে, আল্লাহ্‌র আদেশ অবতীর্ণ হওয়ার সময় ফেরেশতাগণ সংজ্ঞাহীন হয়ে যায়, অতঃপর তারা একে অপরকে আদেশ সম্পর্কে জিজ্ঞাসাবাদ করে। সহীহ্ বোখারীতে হযরত আবূ হুরায়রা (রা.)-এর উদ্ধৃত রেওয়ায়েতে বর্ণিত হয়েছে যে, যখন আল্লাহ তা'আলা আকাশে কোনো আদেশ জারি করেন, তখন সমস্ত ফেরেশতা বিনয় ও নম্রতা সহকারে পাখা নাড়তে থাকে (এবং সংজ্ঞাহীনের মতো হয়ে যায়) অতঃপর তাদের মন থেকে অস্থিরতা ও ভয়ভীতির প্রভাব দূর হয়ে গেলে তারা বলে তোমাদের পালনকর্তা কি বলেছেন? অন্যরা বলে, অমুক সত্য আদেশ জারি করেছেন।

মুসলিমে উদ্ধৃত হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) কর্তৃক বর্ণিত রেওয়ায়েতে রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন, আমাদের পালনকর্তা আল্লাহ যখন কোনো আদেশ দেন তখন আরশ বহনকারী ফেরেশতাগণ তাসবীহ্ পাঠ করতে থাকে। তাদের তাসবীহ্ শুনে তাদের নিকটবর্তী আকাশের ফেরেশতাগণও তাসবীহ্ পাঠ করে। অতঃপর তাদের তাসবীহ্ শুনে তাদের নীচের আকাশের ফেরেশতাগণ তাসবীহ্ পাঠ করে। এভাবে দুনিয়ার আকাশ তথা সর্বনিম্ন আকাশের ফেরেশতাগণও তাসবীহ্ পাঠে আত্মনিয়োগ হয়ে যায়। অতঃপর তারা আরশ বহনকারী ফেরেশতাগণের নিকটবর্তী ফেরেশতাগণকে জিজ্ঞেস করে, আপনাদের পালনকর্তা কি আদেশ দিয়েছেন? তারা তা বলে দেয়। এভাবে তাদের নীচের আকাশের ফেরেশতারা উপরের ফেরেশতাগণকে একই প্রশ্ন করে। এভাবে দুনিয়ার আকাশ পর্যন্ত সওয়াল ও জওয়াব পৌঁছে যায়।–[মাযহারী]

বিতর্কে প্রতিপক্ষের মানসিকতার প্রতি লক্ষ্য রাখা এবং উত্তেজনা থেকে বিরত থাকা : وَاِنَّآ اَوْ اِيَّاكُمْ لَعَلٰى هُدًى اَوْ فِيْ ضَلٰلٍ مُّبِيْنٍ -এতে মুশরিক ও কাফেরদেরকে সম্বোধন করা হয়েছে। সুস্পষ্ট প্রমাণাদির মাধ্যমে ফুটিয়ে তোলা হয়েছে যে, আল্লাহ তা'আলাই স্রষ্টা, মালিক ও সর্বশক্তিমান। এতে মূর্তিদের অক্ষমতা ও দুর্বলতা চোখে আঙ্গুল দিয়ে দেখানো হয়েছে। এসব বিষয়ের পর মুশরিকদেরকে সম্বোধন করে একথা বলাই সঙ্গত ছিল যে, তোমরাই মূর্খ ও পথভ্রষ্ট। তোমরা আল্লাহ্‌র পরিবর্তে মূর্তি ও শয়তানদের পূজা কর। কিন্তু কুরআন পাক এক্ষেত্রে যে বিজ্ঞজনোচিত বর্ণনাভঙ্গি অবলম্বন করেছে, তা দাওয়াত, তাবলীগ ও ইসলাম বিরোধীদের সাথে বিকর্তকারীদের জন্য একটি গুরুত্বপূণ পথনির্দেশ। এ আয়াতে তাদেরকে কাফের বা পথভ্রষ্ট বলার পরিবর্তে বলা হয়েছে যে, এসব সুস্পষ্ট প্রমাণাদির আলোকে কোনো সমঝদার ব্যক্তি তাওহীদ ও শিরক উভয়টিকে সত্য বলে মানতে পারে না এবং তাওহীদপন্থি ও শিরকপন্থি উভয়কে সত্যপন্থি আখ্যা দিতে পারে না। বরং এটা নিশ্চিত যে, এতদুভয়ের মধ্যে একদল সত্যপথে ও অপর দল ভ্রান্তপথে আছে। এখন তোমরা নিজেরাই চিন্তা কর এবং ফয়সালা কর যে, আমরা সৎপথে আছি, না তোমরা। প্রতিপক্ষকে কাফের ও

https://e-ilm.weebly.com/

পথভ্রষ্ট বললে সে উত্তেজিত হয়ে যেত। তাই তা বলা হয়নি এবং সহানুভূতিমূলক বর্ণনাভঙ্গি অবলম্বন করা হয়েছে, যাতে কঠোরপ্রাণ প্রতিপক্ষও চিন্তা করতে বাধ্য হয়। –[কুরতুবী, বয়ানুল কোরআন]

আলিমগণের উচিত এই পয়গম্বরসুলভ দাওয়াত, উপদেশ ও বিতর্কের পন্থাটি সদাসর্বদা সামনে রাখা। এর প্রতি উপেক্ষা প্রদর্শনের ফলেই দাওয়াত, প্রচার ও বিতর্ক নিষ্ফল বরং ক্ষতিকর হয়ে যায়। প্রতিপক্ষ জেদের বশবর্তী হয়ে যায় এবং তাদের পথভ্রষ্টতা আরো পাকাপোক্ত হয়ে যায়।

পূর্ববর্তী আয়াতসমূহে তাওহীদের এবং আল্লাহ যে সর্বশক্তিমান তার বর্ণনা ছিল। আলোচ্য আয়াতে রিসালাতের বিষয় বর্ণিত হয়েছে এবং বিশেষভাবে ব্যক্ত করা হয়েছে যে, আমাদের রাসূলে কারীম ﷺ সমগ্র বিশ্বের বর্তমান ও ভবিষ্যৎ জাতিসমূহের প্রতি প্রেরিত হয়েছেন।

كَافَّةً لِّلنَّاسِ - كافة শব্দটি আরবি বাকপদ্ধতিতে সবকিছুকে অন্তর্ভুক্ত করার অর্থে ব্যবহৃত হয়। এতে কোনো ব্যতিক্রম থাকে না। বাক্যপ্রকরণে শব্দটি حَالٌ বিধায় لِلنَّاسِ كَافَّةً বলাই সঙ্গত ছিল। কিন্তু রিসালাতের ব্যাপকতা বর্ণনার লক্ষ্যে শব্দটিকে আগে রাখা হয়েছে।

রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর পূর্বে প্রেরিত পয়গম্বরগণের রিসালত ও নবুয়ত বিশেষ সম্প্রদায় ও বিশেষ ভূ-খণ্ডের জন্য সীমিত ছিল। এটা শেষনবী ﷺ -এরই বিশেষ বৈশিষ্ট্য যে, তাঁর নবুয়ত সমগ্র বিশ্বের জন্য ব্যাপক। কেবল মানবজাতিই নয়, জিনদেরও তিনি রাসূল। তাঁর রিসালাত শুধু সমকালীন লোকদের জন্যই নয়, কিয়ামত পর্যন্ত আগমনকারী ভবিষ্যত বংশধরদের জন্যও ব্যাপক। তাঁর রিসালাত কিয়ামত পর্যন্ত স্থায়ী ও অব্যাহত থাকাই এ বিষয়ের দলিল যে, তিনি সর্বশেষ নবী, তাঁর পরে অন্য কোনো নবী প্রেরিত হবেন না। কেননা পূর্ববর্তী নবীর শরিয়ত ও শিক্ষা বিকৃত হয়ে গেলেই মানবজাতির পথপ্রদর্শনের লক্ষ্যে পরবর্তী নবী প্রেরিত হন। আল্লাহ তা'আলা রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর শরিয়ত ও স্বীয় কিতাব কুরআনকে কিয়ামত পর্যন্ত হেফাজত করার দায়িত্ব নিজে গ্রহণ করেছেন। তাই এগুলো কিয়ামত পর্যন্ত অবিকৃত অবস্থায় থাকবে এবং অন্য কোনো নবী প্রেরণের আবশ্যকতা নেই।

বুখারী ও মুসলিমে বর্ণিত হযরত জাবের (রা.) -এর রেওয়ায়েতে রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন, আমাকে এমন পাঁচটি বিষয় দান করা হয়েছে, যা আমার পূর্ববর্তী কোনো পয়গম্বরকে দান করা হয়নি। এক– আল্লাহ তা'আলা আমাকে ভক্তিপ্রযুক্ত ভয় দান করার মাধ্যমে সাহায্য করেছেন। ফলে এক মাসের দূরত্ব পর্যন্ত লোকজনকে আমার ভক্তিপ্রযুক্ত ভয় আচ্ছন্ন করে রাখে। দুই–আমার জন্য সমগ্র ভূ-পৃষ্ঠকে মসজিদ ও পবিত্র করে দেওয়া হয়েছে। (পূর্ববর্তী পয়গম্বরগণের শরিয়তে ইবাদত নির্ধারিত ইবাদতগাহ তথা উপাসনালয়েই হতো; ইবাদতগাহের বাইরে ময়দানে অথবা গৃহে ইবাদত হতো না। আল্লাহ তা'আলা উম্মতে মুহাম্মদীর জন্য সমগ্র ভূ-পৃষ্ঠেকে এ অর্থে মসজিদ করে দিয়েছেন যে, তারা সর্বত্রই নামাজ আদায় করতে পারবে। পানি না পাওয়া গেলে কিংবা পানির ব্যবহার ক্ষতিকর হলে ভূ-পৃষ্ঠের মাটিকে পবিত্র করে দেওয়া হয়েছে। ফলে মাটি দ্বারা তায়াম্মুম করলে তা অজুর স্থলাভিষিক্ত হয়ে যায়।) তিন- আমার জন্য যুদ্ধলব্ধ সম্পদ হালাল করা হয়েছে। আমার পূর্বে কোনো উম্মতের জন্য এরূপ সম্পদ হালাল ছিল না। (তাদের প্রতি নির্দেশ ছিল যে, যুদ্ধে কাফেরদের যে সম্পদ হস্তগত হবে, তা একত্রিত করে একটি আলাদা স্থানে রেখে দেবে। সেখানে আকাশ থেকে অগ্নি-বিদ্যুৎ ইত্যাদি এসে তা জ্বালিয়ে দেবে এবং জ্বালিয়ে দেওয়াই এ বিষয়ের আলামত হবে যে, এ জিহাদ আল্লাহ তা'আলা কবুল করেছেন। উম্মতে মুহাম্মদীর জন্য যুদ্ধলব্ধ সম্পদ কুরআন বর্ণিত নীতি অনুযায়ী বন্টন করা ও নিজেদের প্রয়োজনে ব্যয় করা জায়েজ করা হয়েছে।) চার–আমাকে মহাসুপারিশের মর্যাদা দান করা হয়েছে (অর্থাৎ হাশরের ময়দানে যখন কোনো পয়গম্বর সুপারিশ করার সাহস করবেন না, তখন আমাকে সুপারিশ করার সুযোগ দেওয়া হবে)। পাঁচ–আমার পূর্বে প্রত্যেক পয়গম্বর তাঁর বিশেষ সম্প্রদায়ের প্রতি প্রেরিত হতেন। আমাকে বিশ্বের সকল সম্প্রদায়ের প্রতি পয়গম্বর করে প্রেরণ করা হয়েছে। –[ইবনে কাছীর]

https://e-ilm.weebly.com/

শব্দ বিশ্লেষণ :

لَا تَنْفَعُ : সীগাহ وَاحِدْ مُؤَنَّثْ غَائِبْ বহছ مُضَارِعْ مَنْفِىْ مَعْرُوْف বাব فَتَحَ মাসদার نَفْعٌ মূলবর্ণ (ن ـ ف ـ ع) জিনস صَحِيْح অর্থ- কার্যকরী হয় না।

فُزِّعَ : সীগাহ وَاحِدْ مُذَكَّر غَائِبْ বহছ اِثْبَاتْ فِعْل مَاضِىْ مُطْلَقْ مَجْهُوْل বাব تَفْعِيْل মাসদার تَفْزِيْع মূলবর্ণ (ف ـ ز ـ ع) জিনস صَحِيْح অর্থ- আতঙ্ক বিদূরীত হয়।

لَا تُسْئَلُوْنَ : সীগাহ جَمْع مُذَكَّر حَاضِرْ বহছ نَفْى فِعْل مُضَارِعْ مَجْهُوْل বাব فَتَحَ মাসদার سُوَالٌ মূলবর্ণ (س ـ ء ـ ل) জিনস مَهْمُوْز عَيْن অর্থ- তোমাদেরকে জিজ্ঞেস করা হবে না।

اَجْرَمْنَا : সীগাহ جَمْع مُتَكَلِّمْ বহছ اِثْبَاتْ فِعْل مَاضِىْ مُطْلَقْ مَعْرُوْف বাব اِفْعَالْ মাসদার اِجْرَامٌ মূলবর্ণ (ج ـ ر ـ م) জিনস صَحِيْح অর্থ- আমাদেরকৃত অপরাধ।

اَرُوْنِىْ : সীগাহ جَمْع مُذَكَّر حَاضِرْ বহছ اَمر حَاضِرْ مَعْرُوْف বাব اِفْعَالْ মাসদার اِرَاءَةٌ মূলবর্ণ (ر ـ ء ـ ى) জিনস মুরাক্কাব (نَاقِص يَائِىْ এবং مَهْمُوْز عَيْن) অর্থ- আমাকে দেখাও।

اَلْحَقْتُمْ : সীগাহ جَمْع مُذَكَّر حَاضِرْ বহছ اِثْبَاتْ فِعْل مَاضِىْ معروف বাব اِفْعَالْ মাসদার اِلْحَاقٌ মূলবর্ণ (ل ـ ح ـ ق) জিনস صَحِيْح অর্থ- তোমরা সম্মিলিত করেছ।

لَا تَسْتَاْخِرُوْنَ : সীগাহ جَمْع مُذَكَّر حَاضِرْ বহছ نَفْى فِعْل مُضَارِعْ مَعْرُوْف বাব اِسْتِفْعَالْ মাসদার اِسْتِيْخَارٌ মূলবর্ণ (ا ـ خ ـ ر) জিনস مَهْمُوْز فَاء অর্থ- পশ্চাদবর্তী হতে পারবে না।

لَا تَسْتَقْدِمُوْنَ : সীগাহ جَمْع مُذَكَّر حَاضِرْ বহছ نَفْى فِعْل مُضَارِعْ مَعْرُوْف বাব اِسْتِفْعَالْ মাসদার اِسْتِقْدَامٌ মূলবর্ণ (ق ـ د ـ م) জিনস صَحِيْح অর্থ- আর না অগ্রবর্তী হতে পারবে।

مَوْقُوْفُوْنَ : সীগাহ جَمْع مُذَكَّرْ বহছ اِسْم مَفْعُوْل বাব ضَرَبَ মাসদার وُقُوْفٌ মূলবর্ণ (و ـ ق ـ ف) জিনস نَاقِص وَاوِىْ অর্থ- দাড় করানো হবে। অবস্থানকৃত।

اُسْتُضْعِفُوْا : সীগাহ جَمْع مُذَكَّرْ غَائِبْ বহছ اِثْبَاتْ فِعْل مَاضِىْ مُطْلَقْ مَجْهُوْل বাব اِسْتِفْعَالْ মাসদার اِسْتِضْعَافْ মূলবর্ণ (ض ـ ع ـ ف) জিনস صَحِيْح অর্থ- নিম্ন স্তরের লোকেরা। তাদের দুর্বল ধারণা করা হয়েছে।

বাক্য বিশ্লেষণ :

قُلْ مَنْ يَرْزُقُكُمْ مِنَ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ قُلِ اللّٰهُ : এখানে قُلْ ফেল তার উহ্য যমীর اَنْتَ হলো ফায়েল। مَنْ মুবতাদা يَرْزُقُكُمْ বাক্যটি খবর, مِنَ السَّمٰوٰتِ টা يَرْزُقُكُمْ-এর সাথে مُتَعَلِّقْ হয়েছে। আর الْاَرْضِ টা السَّمٰوٰتِ-এর উপর আতফ হয়েছে। অতঃপর قُلْ হলো فِعْل আর উহ্য যমীর اَنْتَ হলো ফায়েল আর اَللّٰهُ হলো মুবতাদা। আর খবর উহ্য রয়েছে। অর্থাৎ اَللّٰهُ يَرْزُقُنَا অথবা এটা উহ্য মুবতাদার খবর অর্থাৎ هُوَ اللّٰهُ

https://e-ilm.weebly.com/

وَقَالَ الَّذِينَ اسْتُضْعِفُوا لِلَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا بَلْ مَكْرُ الَّيْلِ وَالنَّهَارِ إِذْ تَأْمُرُونَنَا أَنْ نَّكْفُرَ بِاللهِ وَنَجْعَلَ لَهُ أَنْدَادًا ۚ وَأَسَرُّوا النَّدَامَةَ لَمَّا رَأَوُا الْعَذَابَ ۚ وَجَعَلْنَا الْأَغْلٰلَ فِيْ أَعْنَاقِ الَّذِينَ كَفَرُوا ۚ هَلْ يُجْزَوْنَ إِلَّا مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴿٣٣﴾

৩৩. অতঃপর এ নিম্নশ্রেণির লোকেরা সে মাতব্বরদেরকে বলবে– না, বরং তোমাদের রাত ও দিনের প্রচেষ্টাই আমাদেরকে বাধা প্রদান করেছিল, যখন তোমরা আমাদেরকে আদেশ করতে যে, আমরা আল্লাহর সাথে কুফর করি এবং তাঁর জন্য শরিক সাব্যস্ত করি এবং তারা (নিজেদের) মনস্তাপ গোপন রাখবে– যখন আজাব প্রত্যক্ষ করবে; এবং আমি কাফেরদের গর্দানে বেড়ি লাগিয়ে দিব; (অতঃপর তারা দোজখে নিক্ষিপ্ত হবে,) যেমন কর্ম করেছিল তেমনই ফল ভোগ করল।

وَمَا أَرْسَلْنَا فِيْ قَرْيَةٍ مِّنْ نَّذِيرٍ إِلَّا قَالَ مُتْرَفُوهَا ۙ إِنَّا بِمَا أُرْسِلْتُمْ بِهِ كٰفِرُوْنَ ﴿٣٤﴾

৩৪. আর আমি কোনো জনপদে কোনো ভয়প্রদর্শক প্রেরণ করিনি, কিন্তু তথাকার সম্পদশালীরা এটাই বলেছে যে, আমরা তো ঐ সমস্ত বিধানাবলির অমান্যকারী, যা দিয়ে তোমরা প্রেরিত হয়েছ।

وَقَالُوا نَحْنُ أَكْثَرُ أَمْوَالًا وَّأَوْلَادًا ۙ وَّمَا نَحْنُ بِمُعَذَّبِينَ ﴿٣٥﴾

৩৫. আর তারা এটাও বলেছে যে, আমরা ধনে ও জনে তোমাদের চেয়ে অধিক, আর (এতে প্রমাণিত হয় যে, আমরা আল্লাহর নিকট অধিক সম্মানী; সুতরাং) আমাদের কখনো আজাব হবে না।

قُلْ إِنَّ رَبِّيْ يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَنْ يَّشَاءُ وَيَقْدِرُ وَلٰكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُوْنَ ﴿٣٦﴾

৩৬. আপনি বলে দিন, আমার প্রতিপালক যাকে ইচ্ছা জীবিকা প্রচুর করে দেন এবং (যাকে ইচ্ছা) সঙ্কুচিত করে দেন, কিন্তু অধিকাংশ মানুষই তা অবগত নয়।

শাব্দিক অনুবাদ :

৩৩. وَقَالَ الَّذِينَ اسْتُضْعِفُوا অতঃপর এ নিম্ন শ্রেণির লোকেরা বলবে لِلَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا সে মাতব্বরদেরকে بَلْ مَكْرُ الَّيْلِ وَالنَّهَارِ না, বরং তোমাদের রাত ও দিনের প্রচেষ্টাই আমাদেরকে বাধা প্রদান করেছিল إِذْ تَأْمُرُونَنَا যখন তোমরা আমাদেরকে আদেশ করতে যে, أَنْ نَّكْفُرَ بِاللهِ আমরা আল্লাহর সাথে কুফরি করি وَنَجْعَلَ لَهُ أَنْدَادًا এবং তার জন্য শরিক সাব্যস্ত করি وَأَسَرُّوا النَّدَامَةَ এবং তারা (নিজেদের) মনস্তাপ গোপন রাখবে لَمَّا رَأَوُا الْعَذَابَ যখন আজাব প্রত্যক্ষ করবে وَجَعَلْنَا الْأَغْلٰلَ এবং আমি বেড়ি লাগিয়ে দিব فِيْ أَعْنَاقِ الَّذِينَ كَفَرُوا কাফেরদের গর্দানে هَلْ يُجْزَوْنَ إِلَّا مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ যেমন কর্ম করেছিল তেমনই ফল ভোগ করল।

৩৪. وَمَا أَرْسَلْنَا فِيْ قَرْيَةٍ مِّنْ نَّذِيرٍ আর আমি কোনো জনপদে কোনো ভয় প্রদর্শক প্রেরণ করিনি إِلَّا قَالَ مُتْرَفُوهَا কিন্তু তথাকার সম্পদশালীরা এটাই বলেছে যে إِنَّا بِمَا أُرْسِلْتُمْ بِهِ كٰفِرُوْنَ আমরা তো ঐ সমস্ত বিধানাবলির অমান্যকারী যা দিয়ে তোমরা প্রেরিত হয়েছ।

৩৫. وَقَالُوا আর তারা এটাও বলেছে যে نَحْنُ أَكْثَرُ أَمْوَالًا وَّأَوْلَادًا আমরা ধনে ও জনে তোমাদের চেয়ে আধিক وَمَا نَحْنُ بِمُعَذَّبِينَ আর আমাদের কখনো আজাব হবে না।

৩৬. قُلْ আপনি বলে দিন إِنَّ رَبِّيْ يَبْسُطُ الرِّزْقَ আমার প্রতিপালক জীবিকা প্রচুর করে দেন لِمَنْ يَّشَاءُ যাকে ইচ্ছা وَيَقْدِرُ এবং সঙ্কুচিত করে দেন وَلٰكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُوْنَ কিন্তু আধিকাংশ মানুষই তা অবগত নয়।

https://e-ilm.weebly.com/

وَمَآ اَمْوَالُكُمْ وَلَآ اَوْلَادُكُمْ بِالَّتِىْ تُقَرِّبُكُمْ
عِنْدَنَا زُلْفٰٓى اِلَّا مَنْ اٰمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا
فَاُولٰٓئِكَ لَهُمْ جَزَآءُ الضِّعْفِ بِمَا عَمِلُوْا
وَهُمْ فِى الْغُرُفٰتِ اٰمِنُوْنَ ﴿٣٧﴾

৩৭. এবং তোমাদের ধনসম্পদ ও সন্তানসন্ততি এমন নয়, যা তোমাদেরকে মর্যাদায় আমার নিকটবর্তী করে দিবে, হাঁ, তবে যারা ঈমান আনবে এবং নেক কাজ করবে (তারা এতদ্বারা অবশ্যই আমার নৈকট্যপ্রাপ্ত হবে), বস্তুত এরূপ লোকদেরই জন্য তাদের কার্যের দ্বিগুণ প্রতিদান রয়েছে এবং তারা প্রাসাদসমূহে নিরাপদে অবস্থান করবে।

وَالَّذِيْنَ يَسْعَوْنَ فِىْٓ اٰيٰتِنَا مُعٰجِزِيْنَ اُولٰٓئِكَ
فِى الْعَذَابِ مُحْضَرُوْنَ ﴿٣٨﴾

৩৮. পক্ষান্তরে যারা (নবীকে) পরাভূত করার উদ্দেশ্যে আমার আয়াতসমূহ সম্বন্ধে (মিথ্যা প্রতিপন্ন করার– প্রচেষ্টা করে, এরূপ লোকদেরকে আজাবের মধ্যে আনা হবে।

قُلْ اِنَّ رَبِّىْ يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَنْ يَّشَآءُ مِنْ
عِبَادِهٖ وَيَقْدِرُ لَهٗ ؕ وَمَآ اَنْفَقْتُمْ مِّنْ شَىْءٍ
فَهُوَ يُخْلِفُهٗ ۚ وَهُوَ خَيْرُ الرّٰزِقِيْنَ ﴿٣٩﴾

৩৯. আপনি বলে দিন যে, আমার রব নিজ বান্দাদের মধ্যে যাকে ইচ্ছা জীবিকা প্রশস্ত করে দেন আর যাকে ইচ্ছা সংকীর্ণ করেন। এবং তোমরা যা কিছু ব্যয় করবে, তিনি তার বিনিময় প্রদান করবেন, এবং তিনি সর্বোত্তম রিজিক প্রদানকারী।

وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ جَمِيْعًا ثُمَّ يَقُوْلُ لِلْمَلٰٓئِكَةِ
اَهٰٓؤُلَآءِ اِيَّاكُمْ كَانُوْا يَعْبُدُوْنَ ﴿٤٠﴾

৪০. আর যেদিন আল্লাহ্ তাদের সকলকে একত্রিত করবেন, তৎপর ফেরেশতাদেরকে বলবেন তারা কি তোমাদের উপাসনা করত?

শাব্দিক অনুবাদ :

৩৭. وَمَآ اَمْوَالُكُمْ وَلَآ اَوْلَادُكُمْ এবং তোমাদের ধনসম্পদ ও সন্তান-সন্ততি এমন নয় بِالَّتِىْ تُقَرِّبُكُمْ عِنْدَنَا زُلْفٰٓى যা
তোমাদেরকে মর্যাদায় আমার নিকটবর্তী করে দিবে اِلَّا مَنْ اٰمَنَ হ্যাঁ, তবে যারা ঈমান আনয়ন করবে وَعَمِلَ صَالِحًا
এবং নেক কাজ করবে فَاُولٰٓئِكَ لَهُمْ বস্তুতঃ এরূপ লোকদের জন্যই রয়েছে جَزَآءُ الضِّعْفِ بِمَا عَمِلُوْا তাদের কার্যের
দ্বিগুণ প্রতিদান وَهُمْ فِى الْغُرُفٰتِ اٰمِنُوْنَ এবং তারা প্রাসাদসমূহে নিরাপদে অবস্থান করবে।
৩৮. وَالَّذِيْنَ يَسْعَوْنَ পক্ষান্তরে যারা প্রচেষ্টা করে فِىْٓ اٰيٰتِنَا আমার আয়াতসমূহ সম্বন্ধে (মিথ্যা প্রতিপন্ন করার) مُعٰجِزِيْنَ
(নবীকে) পরাভূত করার উদ্দেশ্যে اُولٰٓئِكَ এরূপ লোকদেরকে فِى الْعَذَابِ مُحْضَرُوْنَ আজাবের মধ্যে আনা হবে।
৩৯. قُلْ আপনি বলে দিন যে اِنَّ رَبِّىْ আমার রব يَبْسُطُ الرِّزْقَ জীবিকা প্রশস্ত করে দেন لِمَنْ يَّشَآءُ যাকে ইচ্ছা مِنْ عِبَادِهٖ
নিজ বান্দাদের মধ্যে وَيَقْدِرُ لَهٗ আর যাকে ইচ্ছা সংকীর্ণ করেন وَمَآ اَنْفَقْتُمْ مِّنْ شَىْءٍ এবং তোমরা যা কিছু ব্যয় করবে
فَهُوَ يُخْلِفُهٗ তিনি তার বিনিময় প্রদান করবেন وَهُوَ এবং তিনি خَيْرُ الرّٰزِقِيْنَ সর্বোত্তম রিজিক প্রদানকরী।
৪০. وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ جَمِيْعًا আর যেদিন আল্লাহ সকলকে একত্রিত করবেন ثُمَّ يَقُوْلُ لِلْمَلٰٓئِكَةِ তৎপর ফেরেশতাদেরকে
বলবেন اَهٰٓؤُلَآءِ اِيَّاكُمْ كَانُوْا يَعْبُدُوْنَ তারা কি তোমাদের উপসনা করত।

https://e-ilm.weebly.com/

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

وَمَا أَرْسَلْنَا فِي قَرْيَةٍ مِّن نَّذِيرٍ إِلَّا قَالَ مُتْرَفُوهَا إِنَّا بِمَا أُرْسِلْتُم بِهِ كَافِرُونَ [٣٤]

শানে নুযূল : ইবনে আবী হাতেম হযরত আবূ যার (রা.)-এর উদ্ধৃতি দিয়ে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেন, দু'জন মানুষ আংশীদারিত্ব ব্যবসায় জড়িত ছিল। তন্মধ্যে থেকে একজন ব্যবসা ছেড়ে সিরিয়া চলে গেল, অপরজন যথারীতি ব্যবসা বাণিজ্যে আত্ম নিয়োগ করে থাকল। পরবর্তীতে হযরত নবী করীম ﷺ যখন নবুয়ত লাভ করেন, তখন সে বন্ধু ব্যবসায়ী বন্ধুর নিকট পত্র লিখে যে, অমুকের কাজে কি প্রতিক্রিয়া দেখা দিয়েছে? জবাবে লিখল যে, সমাজের দরিদ্র অনাথ ও যাযাবর শ্রেণির মানুষেরাই একমাত্র তাঁর অনুসরণ করে চলছে। জবাব পেয়ে সে ব্যক্তি তার বন্ধুর নিকট এসে বলল, আমাকে অমুক ব্যক্তির নিকট নিয়ে চল। লোকটির আসমানি কিতাব সম্পর্কেও কিছুটা ধারণা ছিল। সুতরাং সে নবী করীম ﷺ -এর নিকট এসে জিজ্ঞাসা করল যে, আপনি কিসের দাওয়াত দিচ্ছেন? রাসূল ﷺ বললেন, অমুক অমুক বস্তুর প্রতি মানুষকে আহ্বান করছি। তৎক্ষণাৎ সে ব্যক্তি বলল যে, أَشْهَدُ أَنَّكَ رَسُولُ اللهِ অর্থা আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, আপনি হলেন আল্লাহর প্রেরিত রাসূল! তাকে জিজ্ঞেস করা হলো, তুমি কিরূপভাবে তা জানতে পারলে? জবাবে বলল যে, যারা নবী হয়ে এসেছেন, সমাজের একমাত্র দরিদ্র, অনাথ ও যাযাবর শ্রেণির লোকেরাই তার অনুগামী হয়ে থাকে। সে ব্যক্তির কথার সত্যতার স্বীকৃতি দিয়ে আল্লাহ তা'আলা আলোচ্য আয়াত নাজিল করেন। –[ইবনে কাছীর ৫৫৭/৩, মাযহারী]

পার্থিব ধন-সম্পদ ও সম্মানকে আল্লাহ্‌র প্রিয়পাত্র হওয়ার দলিল মনে করা ধোঁকা : পৃথিবীর জন্মলগ্ন থেকে পার্থিব ধন-সম্পদ ও ভোগ-বিলাসের নেশায় লোকেরা সর্বদাই সত্যের বিরোধিতা এবং পয়গম্বর ও সৎলোকদের সাথে শত্রুতার পথ অবলম্বন করেছে। শুধু তাই নয়, তারা সত্যপন্থিদের মোকাবিলায় নিজেদের অবস্থার উপর নিশ্চিন্ত ও সন্তুষ্ট থাকার এই দললিও উপস্থাপিত করেছে যে, আল্লাহ তা'আলা যদি আমাদের কার্যকলাপ ও অভ্যাস-আচরণ পছন্দ না করবেন, তবে আমাদেরকে পার্থিব ধন-সম্পদ, মান-সম্মান ও শাসন ক্ষমতায় কেন সমৃদ্ধ করবেন। কুরআন পাক এর জবাব বিভিন্ন আয়াতে বিভিন্ন ভঙ্গিতে দিয়েছে। এমনি ধনের এক ঘটনা সম্পর্কে আলোচ্য আয়াতসমূহ অবতীর্ণ হয়েছে এবং এতে এই অসার দলিলের জবাব দান করা হয়েছে।

مُتْرَفٌ শব্দটি تَرَفٌ থেকে উদ্ভূত। অর্থ ভোগ-বিলাসের প্রাচুর্য। مُتْرَفِيْنَ বলে বিত্তশালী ও সরদারকে বুঝানো হয়েছে। ৩৪ নং আয়াতে বলা হয়েছে, যখনই আমি কোনো রাসূল প্রেরণ করেছি, তখনই ধনৈশ্বর্য্য ও ভোগ-বিলাসে লালিত-পালিত লোকেরা কুফর ও অস্বীকারের মাধ্যমে তাঁর মোকাবিলা করেছে। ৩৫ নং আয়াতে তাদের উক্তি বর্ণিত হয়েছে :

نَحْنُ أَكْثَرُ أَمْوَالًا وَّأَوْلَادًا وَمَا نَحْنُ بِمُعَذَّبِيْنَ- অর্থাৎ, আমরা ধনজনে সবদিক দিয়েই তোমাদের অপেক্ষা বেশি সমৃদ্ধ। সুতরাং আমরা আজাবে পতিত হব না। (বাহ্যতঃ তাদের উক্তির উদ্দেশ্য ছিল এই যে, আল্লাহ তা'আলার কাছে আমরা শাস্তিযোগ্য হলে আমাদেরকে এই বিপুল ধনৈশ্বর্য্য কেন দিতেন?) ৩৬ ও ৩৭ আয়াতে তাদের জবাব দেওয়া হয়েছে যে, قُلْ إِنَّ رَبِّي يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَنْ يَّشَاءُ وَيَقْدِرُ এবং وَمَا أَمْوَالُكُمْ وَلَا أَوْلَادُكُمْ জবাবের সারমর্ম এই যে, দুনিয়াতে ধন-সম্পদ, মান-সম্মান ও প্রভাব প্রতিপত্তির হ্রাস-বৃদ্ধি আল্লাহ্‌র কাছে প্রিয়-অপ্রিয় হওয়ার দলিল নয়; বরং সৃষ্টিগত সুবিবেচনার ভিত্তিতে দুনিয়াতে আল্লাহ তা'আলা যাকে ইচ্ছা অগাধ ধন-সম্পদ দান করেন এবং যাকে ইচ্ছা কম দেন। এর রহস্য তিনিই জানেন। ধন-সম্পদের প্রাচুর্যকে আল্লাহর প্রিয় হওয়ার দলিল মনে করা মূর্খতা। আল্লাহর প্রিয় হওয়া একমাত্র ঈমান ও সৎকর্মের উপর নির্ভরশীল। যে ব্যক্তি এগুলো অর্জন করে না, ধন-সম্পদ ও সন্তান-সন্ততির প্রাচুর্য তাকে আল্লাহর প্রিয়পাত্র করতে পারে না।

এ বিষয়বস্তুটি কুরআন পাক বিভিন্ন আয়াতে ব্যক্ত করেছে। এক আয়াতে আছে : أَيَحْسَبُوْنَ أَنَّمَا نُمِدُّهُمْ بِهِ مِنْ مَّالٍ وَّبَنِيْنَ نُسَارِعُ لَهُمْ فِي الْخَيْرٰتِ بَلْ لَّا يَشْعُرُوْنَ - অর্থাৎ, তারা কি মনে করে যে, আমি ধন-সম্পদ ও সন্তান-সন্ততি দ্বারা তাদেরকে যে সাহায্য করি, তা তাদের জন্য পরিণাম ও পরকালের দিক দিয়েও মঙ্গলজনক! (কখনই নয়।) বরং তারা আসল সত্য সম্পর্কে বে-খবর। (অর্থাৎ, যে ধন-সম্পদ ও সন্তান-সন্ততি মানুষকে আল্লাহ থেকে গাফেল করে দেয়, তা তার জন্য শাস্তিস্বরূপ।)

https://e-ilm.weebly.com/

অন্য এক আয়াতে আছে :

فَلَا تُعْجِبْكَ أَمْوَالُهُمْ وَلَا أَوْلَادُهُمْ إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُم بِهَا فِي الْحَيَوٰةِ الدُّنْيَا وَتَزْهَقَ أَنفُسُهُمْ وَهُمْ كَافِرُونَ

অর্থাৎ কাফেরদের ধনসম্পদ ও সন্তানসন্ততি যেন আপনাকে বিস্ময়াবিষ্ট না করে। কেননা আল্লাহ তা'আলার ইচ্ছা এই যে, তাদেরকে এই ধনসম্পদ ও সন্তানসন্ততির মাধ্যমে দুনিয়াতে আজাব দিবেন এবং অবশেষে তাদের প্রাণ কাফের অবস্থায়ই বের হয়ে যাবে, যার ফল হবে পরকালের চিরস্থায়ী আজাব। ধনসম্পদ ও সন্তানসন্ততির মাধ্যমে দুনিয়াতে আজাব দেওয়ার অর্থ এই যে, তারা দুনিয়ার ধনসম্পদ ও সন্তানসন্ততির মহব্বতে এমনভাবে মত্ত হয়ে পড়ে যে নিজেদের পরিণাম এবং আল্লাহ ও পরকালের প্রতি ভ্রূক্ষেপও করে না, যার পরিণতি হবে চিরস্থায়ী আজাব। অনেক ধন ও জনের অধিকারী ব্যক্তিকে এ দুনিয়াতে ধন ও জনের কারণেই বরং তাদেরই মাধ্যমে হাজারো বিপদাপদ ও কষ্ট ভোগ করতে হয়, তাদের শাস্তি ও আজাব তো এ জগৎ থেকেই শুরু হয়ে যায়।

হযরত আবূ হুরায়রা (রা.)-এর রেওয়ায়েতে রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন, আল্লাহ তা'আলা তোমাদের রূপ ও ধন-সম্পদ দেখেন না, তিনি তোমাদের অন্তর ও কাজকর্ম দেখেন। –[আহমদ, ইবনে কাছীর]

فَأُولَٰئِكَ لَهُمْ جَزَاءُ الضِّعْفِ بِمَا عَمِلُوا وَهُمْ فِي الْغُرُفَاتِ آمِنُونَ

এতে ঈমানদার ও সৎকর্মশীলদের অবস্থা বর্ণিত হয়েছে। তারাই আল্লাহর প্রিয়জন। দুনিয়াতে কেউ তাদের মূল্য বুঝুক বা না বুঝুক, পরকালে তারা দ্বিগুণ প্রতিদান পাবে। ضِعْفٌ অর্থ এক বস্তুর দ্বিগুণ অথবা বহুগণ হওয়া। উদ্দেশ্য এই যে, দুনিয়াতে বিত্তশালীরা যেমন তাদের বিত্ত বাড়ানোর কাজে ব্যাপৃত থাকে, তেমনি আল্লাহ তা'আলা পরকালে মুমিন ও সৎকর্মীদের কর্মের প্রতিদান বাড়িয়ে দিবেন। এক কর্মের প্রতিদান দশগুণ হবে এবং এতেই সীমিত থাকবে না, আন্তরিকতা ও অন্যান্য কারণে এক কর্মের প্রতিদান সাতশ' গুণ পর্যন্ত পাওয়া যাবে বলে সহীহ্ হাদীসসমূহে প্রমাণিত রয়েছে বরং তার বেশিও হতে পারে। তারা জান্নাতের সুউচ্চ প্রাসাদসমূহে চিরকালের জন্য দুঃখ ও কষ্ট থেকে নিরাপদে থাকবে। ঘরের যে অংশ অন্য অংশ থেকে উঁচু ও বৈশিষ্ট্যপূর্ণ হয় তাঁকে غُرْفَةٌ বলে। এরই বহুবচন غُرُفَاتٌ –[মাযহারী]

এ ৩৯ নং আয়াতটি প্রায় অনুরূপ শব্দেই পূর্বেও উল্লেখিত হয়েছে। এখানে বাহ্যতঃ এ বিষয়বস্তুরই পুনরাবৃত্তি করা হয়েছে। তবে এতে সামান্য পার্থক্য এই যে, এখানে مَنْ يَشَاءُ শব্দের পরে مِنْ عِبَادِهٖ এবং وَيَقْدِرُ শব্দের পরে لَهٗ অতিরিক্ত সংযুক্ত হয়েছে। مِنْ عِبَادِهٖ শব্দ থেকে বুঝা যায় যে, এ বিধানটি বিশেষ বান্দা অর্থাৎ, মুমিনদের জন্য ব্যক্ত করা হয়েছে। উদ্দেশ্য এই যে, মুমিনগণ যেন ধন-সম্পদের মহব্বতে এমন ডুবে না যায় যে, আল্লাহ্ প্রদর্শিত হক ও খাতে ব্যয় করতে কার্পণ্য করতে থাকে। পূর্ববর্তী আয়াতে সেসব কাফের ও মুশরিকদেরকে সম্বোধন করা হয়েছিল, যারা পার্থিব ধন-সম্পদ ও সন্তান-সন্ততি নিয়ে গর্ব করত এবং এগুলোকে পরকালীন সাফল্যের দলিল বলে বর্ণনা করত। ফলে সম্বোধিত ব্যক্তি ও উদ্দেশ্যের দিক দিয়ে এটা নিছক পুনরাবৃত্তি হয়নি।

কেউ কেউ আয়াতদ্বয়ের এই পার্থক্য বর্ণনা করেছেন যে, প্রথম আয়াতে বিভিন্ন মানুষের মধ্যে রিজিক বন্টনের উল্লেখ ছিল। অর্থাৎ, আল্লাহ তা'আলা স্বীয় রহস্য ও পার্থিব কল্যাণের প্রতি লক্ষ্য রেখে কাউকে অধিক এবং কাউকে অল্প রিজিক দেন। আর এ আয়াতে একই ব্যক্তির বিভিন্ন অবস্থার উল্লেখ রয়েছে। অর্থাৎ, একই ব্যক্তি কখনো আর্থিক স্বাচ্ছন্দ্য লাভ করে, কখনো দারিদ্র্য ও রিক্ততার সম্মুখীন হয়। এ আয়াতে يَقْدِرُ শব্দের পরে বর্ণিত لَهٗ সর্বনামে এদিকে ইঙ্গিত পাওয়া যায়। এই ভাষ্য অনুযায়ীও নিছক পুনরাবৃত্তি রইল না; বরং প্রথম আয়াত বিভিন্ন ব্যক্তি সম্পর্কে এবং এ আয়াত একই ব্যক্তির বিভিন্ন অবস্থা সম্পর্কে বর্ণিত হয়েছে।

وَمَا أَنفَقْتُم مِّن شَيْءٍ فَهُوَ يُخْلِفُهُ -এর শাব্দিক অর্থ এই যে, তোমরা যা কিছু ব্যয় কর, আল্লাহ তা'আলা স্বীয় অদৃশ্য ভাণ্ডার থেকে তোমাদেরকে তার বিনিময় দিয়ে দেন। এই বিনিময় কখনও দুনিয়াতে, কখনও পরকালে এবং কখনও উভয় জাহানে দান করা হয়। জগতে প্রতিটি বস্তুর মধ্যে আমরা প্রত্যক্ষ করি যে, আকাশ থেকে পানি বর্ষিত হয়। মানুষ ও জীবজন্তু অকাতরে তা ব্যয় করে, শস্যক্ষেত্র ও বৃক্ষাদি সিক্ত করে। এক পানি নিঃশেষ না হতেই তৎস্থলে অন্য পানি বর্ষিত হয়। অনুরূপভাবে ভূগর্ভে কূপ খনন করে যে পানি বের করে নেওয়া হয়, তা যতই ব্যয় করা হয়, তার স্থলে অন্য পানি প্রকৃতির পক্ষ থেকে এসে সঞ্চিত হয়ে যায়। মানুষ বাহ্যত খাদ্য-খাবার খেয়ে নিঃশেষ করে দেয়, কিন্তু আল্লাহ তা'আলা

https://e-ilm.weebly.com/

তৎস্থলে অন্য খাদ্য সরবরাহ করে দেন। চলাফেরা, কাজকর্ম ও পরিশ্রমের কারণে দেহের যে উপাদান ক্ষয়প্রাপ্ত হয়, তার স্থলে অন্য উপাদান এসে তার ক্ষতিপূরণ করে দেয়। মোটকথা, মানুষ দুনিয়াতে যা কিছু ব্যয় করে, আল্লাহ তা'আলা প্রকৃতিগতভাবে অন্য বস্তুকে তার স্থলাভিষিক্ত করে দেন। অবশ্য কখনও কাউকে শাস্তি দেওয়ার জন্য অথবা অন্য কোনো কল্যাণ বিবেচনায় তার কারণে এর অন্যথা হওয়া এই আল্লাহর নীতির পরিপন্থি নয়।

সহীহ মুসলিমে হযরত আবূ হুরায়রা (রা.) বর্ণিত হাদীসে রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন, প্রত্যহ সকাল বেলায় দু'জন ফেরেশতা আকাশ থেকে নেমে এই দোয়া করে اَللّٰهُمَّ اَعْطِ مُنْفِقًا خَلَفًا وَاَعْطِ مُمْسِكًا تَلَفًا –অর্থাৎ হে আল্লাহ, যে ব্যয় করে, তাকে তার বিনিময় দান কর এবং যে কৃপণতা করে, তার সম্পদ বিনষ্ট কর। অন্য এক হাদীসে রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন, আল্লাহ তা'আলা আমাকে বলেছেন : আপনি মানুষের জন্য ব্যয় করুন, আমি আপনার জন্য ব্যয় করব।

যে ব্যয় শরিয়ত সম্মত নয়, তার বিনিময়ের ওয়াদা নেই : হযরত জাবের (রা.)-এর হাদীসে রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন, সৎকাজ সদকা। মানুষ নিজের ও পরিবার পরিজনের জন্যে যা ব্যয় করে, তাও সদকার পর্যায়ে পড়ে। সম্মান ও আবরু রক্ষার্থে যা ব্যয় করা হয়, তাও সদকা। যে ব্যক্তি আল্লাহ তা'আলার আদেশ অনুযায়ী ব্যয় করে তাকে বিনিময় দান আল্লাহ নিজ দায়িত্বে গ্রহণ করেছেন। কিন্তু যে ব্যয় অযথা, প্রয়োজনাতিরিক্ত নির্মাণ কাজে অথবা পাপ কাজে করা হয়, তার বিনিময়ের ওয়াদা নেই।

হযরত জাবের (রা.)-এর শিষ্য ইবনুল মুনকাদির এই হাদীস শুনে তাঁকে জিজ্ঞেস করলেন, আবরু রক্ষার্থে ব্যয় করার অর্থ কি? তিনি বললেন, এর অর্থ, যে ব্যক্তিকে দান না করলে দোষ বের করবে, নিন্দাবাদ করে ফিরবে আথবা গালমন্দ করবে বলে মনে হয়, সম্মান রক্ষার্থে তাকে দান করা। –[কুরতুবী]

যে বস্তুর ব্যয় হ্রাস পায় তার উৎপাদনও হ্রাস পায় : এ আয়াতের ইঙ্গিত থেকে আরও জানা গেল যে, আল্লাহ তা'আলা মানুষ ও জীব-জন্তুর জন্যে যে সমস্ত ব্যবহার্য বস্তু সৃষ্টি করেছেন, সেগুলো যে পর্যন্ত ব্যয়িত হতে থাকে, সে পর্যন্ত আল্লাহর পক্ষ থেকে সেগুলোর পরিপূরকও হতে থাকে। যে বস্তু বেশি ব্যয়িত হয়, আল্লাহ তা'আলা তার উৎপাদনও বাড়িয়ে দেন। জীব-জানোয়ারের মধ্যে ছাগল ও গরু সর্বাধিক ব্যয়িত হয়। এগুলো জবাই করে গোশ্ত খাওয়া হয়। কুরবানি, কাফফারা, মান্নত প্রভৃতিতে জবাই করা হয়। এগুলো যত বেশি কাজে লাগে, আল্লাহ তা'আলা সে অনুপাতে এগুলোর উৎপাদনও বৃদ্ধি করেন। আমরা সর্বত্রই এটা প্রত্যক্ষ করি। সর্বদা ছুরির নীচে থাকা সত্ত্বেও দুনিয়াতে ছাগলের সংখ্যা বেশি। কুকুর ও বিড়ালের সংখ্যা এত নয়, অথচ এগুলোর সংখ্যাই বেশি হওয়া উচিত ছিল। কারণ এরা একই গর্ভ থেকে চার পাঁচটি পর্যন্ত বাচ্চা প্রসব করে। গরু ছাগল বেশির চেয়ে বেশি দু'টি বাচ্চা প্রসব করে। তদুপরি এগুলোকে সর্বদাই জবাই করা হয়। পক্ষান্তরে কুকুর বিড়ালকে কেউ হাতও লাগায় না। এতদসত্ত্বেও এটা অনস্বীকার্য যে, দুনিয়াতে গরু-ছাগলের সংখ্যা কুকুর বিড়ালের তুলনায় অনেক বেশি। প্রতিবেশী রাষ্ট্র ভারতে যেদিন থেকে গো-হত্যা নিষিদ্ধ হয়েছে, সেদিন থেকে সেখানে গরুর উৎপাদনও অপেক্ষাকৃত হ্রাস পেয়েছে। নতুবা জবাই না হওয়ার কারণে প্রতিটি বস্তী ও বাড়ি গরুতে ভরপুর থাকা উচিত ছিল। আরবরা যখন থেকে পরিবহনের কাজে উটের ব্যবহার কমিয়ে দিয়েছে, তখন থেকে সেখানে উটের উৎপাদনও হ্রাস পেয়েছে। কুরবানির মোকাবিলায় অর্থনৈতিক মন্দা সৃষ্টির আশঙ্কা ব্যক্ত করে আজকাল যে বিধর্মীসুলভ আলোচনার অবতারণা করা হয়, উপরিউক্ত আলোচনার মাধ্যমে তার আসারতা প্রমাণিত হয়েছে।

শব্দ বিশ্লেষণ :

تَأْمُرُوْنَنَا : সীগাহ جَمْع مُذَكَّر حَاضِر বহছ اِثْبَاتْ فِعْل مُضَارِعْ مَعْرُوْف বাব نَصَرَ মাসদার اَمْر মূলবর্ণ (أ ـ م ـ ر) জিনস مَهْمُوْز فَاء অর্থ- আমাদেরকে আদেশ করতে।

اَسَرُّوْا : সীগাহ جَمْع مُذَكَّر غَائِبْ বহছ مَاضِىْ مَعْرُوْف বাব اِفْعَالْ মাসদার اِسْرَارْ মূলবর্ণ (س ـ ر ـ ر) জিনস مُضَاعَف ثُلَاثِىْ অর্থ- গোপন রাখবে।

https://e-ilm.weebly.com/

رأوا : সীগাহ جَمْع مُذَكَّر غَائِبْ বহছ مَاضِى مَعْرُوف বাব فَتَحَ মাসদার رُؤْيَةٌ মূলবর্ণ (ر ـ ء ـ ى) জিনস মুরাক্কাব (نَاقِصَ يَائِى এবং مَهْمُوز عَيْن) অর্থ- প্রত্যক্ষ করবে। তারা দেখেছে।

مُتْرَفُوهَا : সীগাহ جَمْع مُذَكَّر বহছ اِسم مَفْعُول বাব اِفْعَالٌ মাসদার اِتْرَافٌ মূলবর্ণ (ت ـ ر ـ ف) জিনস صَحِيْح অর্থ- তথাকার সম্পদশালীরা। তারা ধনী লোকেরা।

أُرْسِلْتُمْ : সীগাহ جَمْع مُذَكَّر حَاضِرْ বহছ مَاضِى مَجْهُول বাব اِفْعَالٌ মাসদার اِرْسَالٌ মূলবর্ণ (ر ـ س ـ ل) জিনস صَحِيْح অর্থ- তোমরা প্রেরিত হয়েছ।

تُقَرِّبُكُمْ : সীগাহ وَاحِد مُؤَنَّث غَائِبْ বহছ مُضَارِعْ مَعْرُوف বাব تَفْعِيل মাসদার تَقْرِيْبٌ মূলবর্ণ (ق ـ ر ـ ب) জিনস صَحِيْح অর্থ- তোমাদেরকে নিকটবর্তী করে দেয়।

يَسْعَوْنَ : সীগাহ جَمْع مُذَكَّر غَائِبْ বহছ مُضَارِعْ مَعْرُوف বাব فَتَحَ মাসদার سَعْىٌ মূলবর্ণ (س ـ ع ـ ى) জিনস نَاقِص يَائِى অর্থ- প্রচেষ্টা করে।

مُعَاجِزِيْنَ : সীগাহ جَمْع مُذَكَّر বহছ اِسْم فَاعِل বাব مُفَاعَلَة মাসদার مُعَاجَزَةٌ মূলবর্ণ (ع ـ ج ـ ز) জিনস صَحِيْح অর্থ- পরাভূত করার উদ্দেশ্যে। অক্ষমকারী, পরাস্তকারী, ব্যর্থকারী। পিছনে থেকে যাওয়া, পিছনে পড়ে যাওয়া।

مُحْضَرُوْنَ : সীগাহ جَمْع مُذَكَّر বহছ اِسْم مَفْعُول বাব اِفْعَالٌ মাসদার اِحْضَارٌ মূলবর্ণ (ح ـ ض ـ ر) জিনস صَحِيْح অর্থ- তারা উপস্থিত।

أَنْفَقْتُمْ : সীগাহ جَمْع مُذَكَّر حَاضِر বহছ مَاضِى مَعْرُوف বাব اِفْعَالٌ মাসদার اَلْاِنْفَاقُ মূলবর্ণ (ن ـ ف ـ ق) জিনস صَحِيْح অর্থ- তোমরা ব্যয় করবে।

يُخْلِفُهُ : সীগাহ جَمْع مُذَكَّر غَائِبْ বহছ مَاضِى مَعْرُوف বাব اِفْعَالٌ মাসদার اِخْلَافٌ মূলবর্ণ (خ ـ ل ـ ف) জিনস صَحِيْح অর্থ- তিনি তার বিনিময় প্রদান করবেন।

বাক্য বিশ্লেষণ :

- كَافِرُوْنَ টা بِمَا এবং اِسْم اِنَّ আর হলো نَا হরফে মুশাব্বাহ বিল ফে'ল, আর اِنَّ এখানে : اِنَّا بِمَا اُرْسِلْتُمْ بِهٖ كَافِرُوْنَ এর সাথে مُتَعَلِّق হয়েছে। আর مَا হলো মাওসূলাহ। আর اُرْسِلْتُمْ বাক্যটি সেলাহ। اُرْسِلْتُمْ ফে'লে মাজহুল এবং تُمْ হলো নায়েবে ফায়েল। আর بِهٖ হলো اُرْسِلْتُمْ-এর সাথে مُتَعَلِّق আর كَافِرُوْنَ হলো خَبَر اِنَّ । –[ই'রাবুল কুরআন ৬ষ্ঠ খণ্ড; পৃ. ২৪৪]

https://e-ilm.weebly.com/

https://e-ilm.weebly.com/

قَالُوْا سُبْحٰنَكَ اَنْتَ وَلِيُّنَا مِنْ دُوْنِهِمْ ۚ بَلْ كَانُوْا يَعْبُدُوْنَ الْجِنَّ ۚ اَكْثَرُهُمْ بِهِمْ مُّؤْمِنُوْنَ ﴿٤١﴾

৪১. তারা বলবে, আপনি (অংশী হতে) পবিত্র, আমাদের তো আপনার সাথে সম্বন্ধ, তাদের সাথে নয় বরং তারা শয়তানদের পূজা করত, তাদের অধিকাংশ লোকই তাদের প্রতি বিশ্বাসী ছিল।

فَالْيَوْمَ لَا يَمْلِكُ بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ نَّفْعًا وَّلَا ضَرًّا ۗ وَنَقُوْلُ لِلَّذِيْنَ ظَلَمُوْا ذُوْقُوْا عَذَابَ النَّارِ الَّتِيْ كُنْتُمْ بِهَا تُكَذِّبُوْنَ ﴿٤٢﴾

৪২. অতএব, আজ তোমাদের (উপাসক ও উপাস্যদের) মধ্য থেকে না কেউ কারো কোনো হিত সাধনের ক্ষমতা রাখে, আর না কোনো ক্ষতি সাধনের; এবং আমি অনাচারীদেরকে বলব যে, তোমরা দোজখের যে আজাবকে অবিশ্বাস করতে, (এখন) তার স্বাদ গ্রহণ কর।

وَاِذَا تُتْلٰى عَلَيْهِمْ اٰيٰتُنَا بَيِّنٰتٍ قَالُوْا مَا هٰذَآ اِلَّا رَجُلٌ يُّرِيْدُ اَنْ يَّصُدَّكُمْ عَمَّا كَانَ يَعْبُدُ اٰبَآؤُكُمْ ۚ وَقَالُوْا مَا هٰذَآ اِلَّآ اِفْكٌ مُّفْتَرًى ۗ وَقَالَ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا لِلْحَقِّ لَمَّا جَآءَهُمْ ۙ اِنْ هٰذَآ اِلَّا سِحْرٌ مُّبِيْنٌ ﴿٤٣﴾

৪৩. এবং যখন তাদের সম্মুখে আমার সুস্পষ্ট আয়াতসমূহ পঠিত হয় তখন তারা বলে, এ ব্যক্তি কেবল এমন একজন লোক, যে তোমাদেরকে ঐ সমস্ত বস্তু হতে বিরত রাখতে চায়, যেগুলোকে তোমাদের পূর্বপুরুষগণ পূজা করে আসছিল এবং তারা (আরও) বলে, এটা নিছক মনগড়া মিথ্যা কথা; এবং এ কাফেররা এ সত্য বিষয়টি সম্বন্ধে– যখন তা তাদের নিকট পৌঁছল– এরূপ বলতে লাগল, এটা তো কেবল একটি প্রকাশ্য জাদু।

শাব্দিক অনুবাদ :

৪১. قَالُوْا তারা বলবে سُبْحٰنَكَ আপনি (অংশী হতে) পবিত্র اَنْتَ وَلِيُّنَا আমাদের তো আপনার সাথে সম্বন্ধ مِنْ دُوْنِهِمْ
তাদের সাথে নয় بَلْ كَانُوْا يَعْبُدُوْنَ الْجِنَّ বরং তারা শয়তানদের পূজা করত اَكْثَرُهُمْ بِهِمْ مُّؤْمِنُوْنَ তাদের অধিকাংশ
লোকই তাদের প্রতি বিশ্বাসী ছিল।

৪২. فَالْيَوْمَ অতএব, আজ لَا يَمْلِكُ না ক্ষমতা রাখে بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ তোমাদের (উপাসক ও উপাস্যদের) মধ্যে হতে
কেউ কারো نَفْعًا কোনো হিত সাধনের وَّلَا ضَرًّا আর না কোনো ক্ষতি সাধনের وَنَقُوْلُ لِلَّذِيْنَ ظَلَمُوْا এবং আমি
অনাচারীদেরকে বলব ذُوْقُوْا عَذَابَ النَّارِ তোমরা দোজখের স্বাদ গ্রহণ কর الَّتِيْ كُنْتُمْ بِهَا تُكَذِّبُوْنَ যে আজাবকে
আবিশ্বাস করতে।

৪৩. وَاِذَا تُتْلٰى عَلَيْهِمْ এবং যখন তাদের সম্মুখে পাঠিত হয় اٰيٰتُنَا بَيِّنٰتٍ আমার সুস্পষ্ট আয়াত সমূহ قَالُوْا তখন তারা
বলে مَا هٰذَآ اِلَّا رَجُلٌ এ ব্যক্তি কেবল এমন একজন লোক يُّرِيْدُ اَنْ يَّصُدَّكُمْ যে তোমাদেরকে ঐ সমস্ত বস্তু হতে বিরত
রাখতে চায় عَمَّا كَانَ يَعْبُدُ اٰبَآؤُكُمْ যেগুলোকে তোমাদের পূর্বপুরুষগণ পূজা করে আসছিল وَقَالُوْا এবং তারা (আরও)
বলে مَا هٰذَآ اِلَّا اِفْكٌ مُّفْتَرًى এটা নিছক মনগড়া মিথ্যা কথা وَقَالَ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا এবং এ কাফেররা এরূপ বলতে লাগল
لِلْحَقِّ এ সত্য বিষয়টি সম্বন্ধে لَمَّا جَآءَهُمْ যখন তা তাদের নিকট পৌছল اِنْ هٰذَآ اِلَّا سِحْرٌ مُّبِيْنٌ এটা তো কেবল
একটি প্রকাশ্য জাদু।

وَمَآ اٰتَيْنٰهُمْ مِّنْ كُتُبٍ يَّدْرُسُوْنَهَا وَمَآ
اَرْسَلْنَآ اِلَيْهِمْ قَبْلَكَ مِنْ نَّذِيْرٍ ﴿٤٤﴾

৪৪. আর আমি তাদেরকে কোনো (আসমানি) গ্রন্থাবলিও প্রদান করিনি, যা তারা পড়া-শুনা করত আর আমি আপনার পূর্বে তাদের প্রতি কোনো ভয়-প্রদর্শক (নবীও) পাঠাইনি;

وَكَذَّبَ الَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِهِمْ ۙ وَمَا بَلَغُوْا
مِعْشَارَ مَآ اٰتَيْنٰهُمْ فَكَذَّبُوْا رُسُلِيْ ۗ فَكَيْفَ
كَانَ نَكِيْرِ ﴿٤٥﴾

৪৫. তাদের পূর্বে যারা ছিল, তারাও (নবীগণকে) অবিশ্বাস করেছিল, এবং তাদেরকে যে সম্পদ প্রদান করেছিলাম, তারা (মক্কার কুরাইশরা) তার এক দশমাংশেও পৌঁছেনি, তারা আমার রাসূলগণকে অবিশ্বাস করেছে। অতঃপর আমার আজাব কিরূপ হয়েছে?

ع ١١

قُلْ اِنَّمَآ اَعِظُكُمْ بِوَاحِدَةٍ ۚ اَنْ تَقُوْمُوْا لِلّٰهِ
مَثْنٰى وَفُرَادٰى ثُمَّ تَتَفَكَّرُوْا ۗ مَا
بِصَاحِبِكُمْ مِّنْ جِنَّةٍ ۗ اِنْ هُوَ اِلَّا نَذِيْرٌ لَّكُمْ
بَيْنَ يَدَيْ عَذَابٍ شَدِيْدٍ ﴿٤٦﴾

৪৬. আপনি বলুন, আমি তোমাদেরকে শুধু একটি কথা বুঝাচ্ছি, তা এই যে, তোমরা শুধু আল্লাহর উদ্দেশ্যে দুই দুই জন অথবা এক একজন করে দাঁড়াও; তৎপর চিন্তা কর। তোমাদের এ সঙ্গিটির মধ্যে কোনো উন্মত্ততা নেই; সে তোমাদের প্রতি একটি কঠোর আজাব আসার পূর্বে ভয়-প্রদর্শক মাত্র।

قُلْ مَا سَاَلْتُكُمْ مِّنْ اَجْرٍ فَهُوَ لَكُمْ ۗ اِنْ
اَجْرِيَ اِلَّا عَلَى اللّٰهِ ۚ وَهُوَ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ
شَهِيْدٌ ﴿٤٧﴾

৪৭. আপনি বলে দিন, আমি তোমাদের নিকট কিছু বিনিময় চেয়ে থাকলে তা তোমাদেরই রইল; আমার বিনিময় তো শুধু আল্লাহ্‌রই জিম্মায় রয়েছে এবং তিনিই প্রত্যেক বস্তু সম্বন্ধে অবহিত আছেন।

শাব্দিক অনুবাদ :

৪৪. وَمَآ اٰتَيْنٰهُمْ مِّنْ كُتُبٍ আর আমি তাদেরকে কোনো (আসমানি) গ্রন্থাবলিও প্রদান করিনি يَّدْرُسُوْنَهَا যা তারা পড়া-শোনা করত وَمَآ اَرْسَلْنَآ اِلَيْهِمْ আর আমি তাদের প্রতি পাঠাইনি قَبْلَكَ আপনার পূর্বে مِنْ نَّذِيْرٍ কোনো ভয় প্রদর্শনকারী (নবীও)

৪৫. وَكَذَّبَ الَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِهِمْ তাদের পূর্বে যারা ছিল তারাও (নবীগণকে) অবিশ্বাস করেছিল وَمَا بَلَغُوْا مِعْشَارَ এবং তারা (মক্কার কুরাইশরা) তার এক দশমাংশেও পৌঁছেনি مَآ اٰتَيْنٰهُمْ তাদের কে যে সম্পদ প্রদান করেছিলাম فَكَذَّبُوْا رُسُلِيْ তারা আমার রাসূলগণকে অবিশ্বাস করেছে فَكَيْفَ كَانَ نَكِيْرِ অতঃপর আমার আজাব কিরূপ হয়েছে?

৪৬. قُلْ আপনি বলুন اِنَّمَآ اَعِظُكُمْ بِوَاحِدَةٍ আমি তোমাদেরকে শুধু একটি কথা বুঝাচ্ছি اَنْ تَقُوْمُوْا لِلّٰهِ তা এই যে, তোমরা শুধু আল্লাহর উদ্দেশ্যে দাঁড়াও مَثْنٰى وَفُرَادٰى দুই দুই জন অথবা এক একজন করে ثُمَّ تَتَفَكَّرُوْا তৎপর চিন্তা কর مَا بِصَاحِبِكُمْ مِّنْ جِنَّةٍ তোমাদের এ সঙ্গীটির মধ্যে কোনো উন্মত্ততা নেই اِنْ هُوَ اِلَّا نَذِيْرٌ لَّكُمْ সে তোমাদের প্রতি ভয় প্রদর্শক মাত্র بَيْنَ يَدَيْ عَذَابٍ شَدِيْدٍ একটি কঠোর আজাব আসার পূর্বে।

৪৭. قُلْ আপনি বলে দিন مَا سَاَلْتُكُمْ مِّنْ اَجْرٍ আমি তোমাদের নিকট কিছু বিনিময় চেয়ে থাকলে فَهُوَ لَكُمْ তা তোমাদেরই রইল اِنْ اَجْرِيَ اِلَّا عَلَى اللّٰهِ আমার বিনিময় তো শুধু আল্লাহরই জিম্মায় রয়েছে وَهُوَ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيْدٌ এবং তিনিই প্রত্যেক বস্তু সম্বন্ধে অবহিত আছেন।

https://e-ilm.weebly.com/

৪৮. আপনি বলে দিন, আমার প্রতিপালক সত্যকে প্রবল করে দিচ্ছেন, তিনি গায়বি বিষয়সমূহের জ্ঞাতা।	قُلْ اِنَّ رَبِّیْ یَقْذِفُ بِالْحَقِّ ۚ عَلَّامُ الْغُیُوْبِ ﴿۴۸﴾
৪৯. আপনি বলে দিন, সত্য (ধর্ম) এসে পড়ল, আর অসত্যের (বিলুপ্তি ঘটল, আর তার) না সূচনা হবে আর না পুনরাবৃত্তি।	قُلْ جَآءَ الْحَقُّ وَمَا یُبْدِئُ الْبَاطِلُ وَمَا یُعِیْدُ ﴿۴۹﴾
৫০. আপনি বলে দিন যে, যদি আমি পথভ্রষ্ট হই, তবে তো আমার পথভ্রষ্টতা আমারই বিপদের কারণ হবে, আর যদি আমি সৎপথে থাকি, তবে এটা সে কুরআনেরই কল্যাণে, যা আমার রব আমার প্রতি (ওহীরূপে) পাঠাচ্ছেন। তিনি সবকিছু শুনেন (এবং) অতি নিকটে আছেন।	قُلْ اِنْ ضَلَلْتُ فَاِنَّمَاۤ اَضِلُّ عَلٰی نَفْسِیْ ۚ وَاِنِ اهْتَدَیْتُ فَبِمَا یُوْحِیْۤ اِلَیَّ رَبِّیْ ؕ اِنَّهٗ سَمِیْعٌ قَرِیْبٌ ﴿۵۰﴾
৫১. আর যদি আপনি সে সময়টা দেখতেন, যখন এ কাফেররা ভীত-বিহ্বল হয়ে ঘুরতে থাকবে, কিন্তু পলানোর কোনো পথ পাবে না এবং তারা নিকটবর্তী কোনো স্থান থেকে ধৃত হবে।	وَلَوْ تَرٰۤی اِذْ فَزِعُوْا فَلَا فَوْتَ وَاُخِذُوْا مِنْ مَّكَانٍ قَرِیْبٍ ﴿۵۱﴾
৫২. এবং বলবে, আমরা সত্য ধর্মের প্রতি ঈমান আনলাম, আর এত দূরবর্তী স্থান হতে (ঈমান) তাদের নাগালে আসা কিরূপে সম্ভব হবে?	وَّقَالُوْۤا اٰمَنَّا بِهٖ ۚ وَاَنّٰی لَهُمُ التَّنَاوُشُ مِنْ مَّكَانٍۭ بَعِیْدٍ ﴿۵۲﴾
৫৩. অথচ তারা পূর্ব থেকে এ সত্যকে অস্বীকার করছিল, এবং দূরে দূরে থেকে ভিত্তিহীন বুলি আওড়াত।	وَقَدْ كَفَرُوْا بِهٖ مِنْ قَبْلُ ۚ وَیَقْذِفُوْنَ بِالْغَیْبِ مِنْ مَّكَانٍۭ بَعِیْدٍ ﴿۵۳﴾

শাব্দিক অনুবাদ :

৪৮. قُلْ আপনি বলে দিন اِنَّ رَبِّیْ یَقْذِفُ بِالْحَقِّ আমার প্রতিপালক সত্যকে প্রবল করে দিচ্ছেন عَلَّامُ الْغُیُوْبِ তিনি গায়েবি বিষয় সমূহের জ্ঞাতা।

৪৯. قُلْ আপনি বলে দিন جَآءَ الْحَقُّ সত্য (ধর্ম) এসে পড়ল وَمَا یُبْدِئُ الْبَاطِلُ আর অসত্যের না সূচনা হবে وَمَا یُعِیْدُ আর না পুনরাবৃত্তি।

৫০. قُلْ আপনি বলে দিন যে اِنْ ضَلَلْتُ যদি আমি পথভ্রষ্ট হই فَاِنَّمَاۤ اَضِلُّ عَلٰی نَفْسِیْ তবে তো আমার পথভ্রষ্টতা আমারই বিপদের কারণ হবে وَاِنِ اهْتَدَیْتُ আর যদি আমি সৎপথে থাকি فَبِمَا یُوْحِیْۤ اِلَیَّ رَبِّیْ তবে এটা সেই কুরআনের কল্যাণে যা আমার রব আমার প্রতি (ওহীরূপে) পাঠাচ্ছেন اِنَّهٗ سَمِیْعٌ তিনি সব কিছু শুনেন قَرِیْبٌ (এবং) অতি নিকটে আছেন।

৫১. وَلَوْ تَرٰۤی আর যদি আপনি সে সময়টা দেখতেন اِذْ فَزِعُوْا যখন এ কাফেররা ভীত-বিহ্বল হয়ে ঘুরতে থাকবে فَلَا فَوْتَ কিন্তু পলায়নের কোনো পথ পাবে না وَاُخِذُوْا مِنْ مَّكَانٍ قَرِیْبٍ এবং তারা নিকটবর্তী কোনো স্থান হতে ধৃত হবে।

৫২. وَقَالُوْا, এবং বলবে اٰمَنَّا بِهٖ আমরা সত্য ধর্মের প্রতি ঈমান আনলাম وَاَنّٰی لَهُمُ التَّنَاوُشُ, আর (ঈমান) তাদের নাগালে আসে কিরূপে مِنْ مَّكَانٍۭ بَعِیْدٍ এত দূরবর্তী স্থান হতে।

৫৩. وَقَدْ كَفَرُوْا بِهٖ مِنْ قَبْلُ, আথচ তারা পূর্ব হতে এই সত্যকে অস্বীকার করছিল وَیَقْذِفُوْنَ بِالْغَیْبِ এবং ভিত্তিহীন বুলি আওড়াতো مِنْ مَّكَانٍۭ بَعِیْدٍ দূরে দূরে থেকে।

https://e-ilm.weebly.com/

৫৪. এবং তাদের মধ্যে ও তাদের আকাঙ্ক্ষিত বস্তুর মধ্যে অন্তরাল সৃষ্টি করে দেওয়া হবে, যেমন তাদের স্বধর্মীদের সাথে এরূপ (আচরণ)-ই করা হবে, যারা তাদের পূর্বে ছিল; (ফলকথা) তারা সকলেই বড় সন্দেহের মধ্যে ছিল, যা তাদেরকে দ্বিধায় ফেলে রেখেছিল।

وَحِيلَ بَيْنَهُمْ وَبَيْنَ مَا يَشْتَهُونَ كَمَا فُعِلَ بِأَشْيَاعِهِمْ مِّن قَبْلُ ۚ إِنَّهُمْ كَانُوا فِي شَكٍّ مُّرِيبٍ ﴿٥٤﴾

শাব্দিক অনুবাদ :

৫৪. وَحِيلَ এবং অন্তরাল সৃষ্টি করে দেওয়া হবে بَيْنَهُمْ وَبَيْنَ مَا يَشْتَهُونَ তাদের মধ্যে ও তাদের আকাঙ্ক্ষিত বস্তুর মধ্যে كَمَا فُعِلَ بِأَشْيَاعِهِمْ যেমন তাদের স্বধর্মীদের সাথে এরূপ (আচরণ) ই করা হবে مِّن قَبْلُ যারা তাদের পূর্বে ছিল إِنَّهُمْ كَانُوا فِي شَكٍّ مُّرِيبٍ (ফল কথা) তারা সকলেই বড় সন্দেহের মধ্যে ছিল যা তাদের কে দ্বিধায় ফেলে রেখেছিল।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

قُلْ إِن ضَلَلْتُ فَإِنَّمَا أَضِلُّ عَلَىٰ نَفْسِي ۖ وَإِنِ اهْتَدَيْتُ فَبِمَا يُوحِي إِلَيَّ رَبِّي ۚ إِنَّهُ سَمِيعٌ قَرِيبٌ [৫০]

শানে নুযূল : মক্কার কাফেররা একদা হযরত রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে লক্ষ্য করে বলল যে, তুমি নিজের পিতৃ-পুরুষের ধর্ম ত্যাগ করে ভ্রান্ততায় লিপ্ত হয়ে পথভ্রষ্ট হয়েছ। তাদের এহেন হঠকারিতা মূলক মন্তব্যের পরিপ্রেক্ষিতে আল্লাহ তা'আলা আলোচ্য আয়াত নাজিল করেন। –[সাভী ৩০৪/৩]

وَلَوْ تَرَىٰ إِذْ فَزِعُوا فَلَا فَوْتَ وَأُخِذُوا مِن مَّكَانٍ قَرِيبٍ [৫১]

শানে নুযূল : আল্লামা যমখশারী (র.) হযরত ইবনে আব্বাস (রা.)-এর উদ্ধৃতি দিয়ে বলেন যে, বায়দা নামক স্থান ভূগর্ভে দাবিয়ে দেওয়া সম্পর্কে আলোচ্য আয়াত নাজিল করা হয়েছে। ঘটনা প্রবাহের বিবরণ হচ্ছে যে, আট হাজার লোক কা'বাগৃহ ধ্বংস করার হীন উদ্দেশ্যে যুদ্ধ চালাবে বলে সংকল্প ব্যক্ত করে। সে হীন উদ্দেশ্যে তারা অভিযান চালিয়ে যখন বায়দা নামক স্থানে পৌছবে, তখন তাদেরকে ভূগর্ভে দাবিয়ে দেওয়া হবে। সে অভিযানের আগাম সংবাদ স্বরূপ আল্লাহ তা'আলা আলোচ্য আয়াত নাজিল করেন। –[বাহরে মুহীত্ব ২৭৯/৭, কুরতুবী ২৭৫/১৪, সাভী ৩০৫/৩]

وَمَا بَلَغُوا مِعْشَارَ مَا آتَيْنَاهُمْ –কারও মতে مِعْشَارَ শব্দের অর্থ عُشْرُ অর্থাৎ দশ ভাগের একভাগ। কারও মতে عُشْرُ الْعُشْرِ অর্থাৎ, একশ' ভাগের একভাগ এবং কারও মতে عُشْرُ الْعُشَيْرِ অর্থাৎ, একহাজার ভাগের একভাগ। বলাবাহুল্য শব্দটিতে عشر -এর তুলনায় অতিশয়তা আছে। সুতরাং আয়াতের অর্থ হবে এই যে, পূর্ববর্তী উম্মতকে পার্থিব ধনৈশ্বর্য, শাসনক্ষমতা, সুদীর্ঘ বয়স, স্বাস্থ্য ও শক্তি-সামর্থ্য, ইত্যাদি যে পরিমাণে দান করা হয়েছিল, মক্কাবাসীরা তার দশ ভাগের এক বরং হাজার ভাগের এক ভাগও পায়নি। তাই পূর্ববর্তীদের অবস্থা ও অশুভ পরিণাম থেকে তাদের শিক্ষা গ্রহণ করা উচিত। তারা পয়গম্বরগণকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করে আজাবে পতিত হয়েছিল এবং সে আজাব যখন এসে যায়, তখন তাদের শক্তি, সামর্থ্য, বীরত্ব, ধনৈশ্বর্য ও সুরক্ষিত দুর্গ কোনো কাজেই আসেনি।

মক্কার কাফেরদের প্রতি দাওয়াত : إِنَّمَا أَعِظُكُم بِوَاحِدَةٍ এতে মক্কাবাসীদের উপর প্রমাণ চূড়ান্ত করার উদ্দেশ্য সত্যানুসন্ধানের একটি সংক্ষিপ্ত পথ বলে দেওয়া হয়েছে। তা এই যে, তোমরা শুধুমাত্র একটি কাজ কর 'আল্লাহর উদ্দেশ্যে দু-দ'জন ও এক-এক-জন করে দাঁড়িয়ে যাও। এখানে "আল্লাহর উদ্দেশ্যে দাঁড়ানোর অর্থ ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য দাঁড়ানো নয় যে, বসা অথবা শোয়া থেকে সটান দাঁড়াতে হবে; বরং বাকপদ্ধতিতে এর অর্থ হয় কোনো কাজের জন্যে তৎপর হওয়া। এখানে لِلّٰهِ আল্লাহর উদ্দেশ্যে শব্দটি যোগ করার উদ্দেশ্য এ কথা বলা যে, একান্তভাবে আল্লাহকে সন্তুষ্ট করার জন্যে বিগত ধ্যান-ধারণা ও বিশ্বাস থেকে মুক্ত হয়ে সত্যান্বেষণে প্রবৃত্ত হও, যাতে অতীত ধারণা ও কর্ম সত্য গ্রহণের পথে প্রতিবন্ধক না হয়। দুই দু'জন ও এক একজন বলার মধ্যে কোনো নির্দিষ্ট সংখ্যা উদ্দেশ্য নয়; বরং অর্থ এই যে, দু'টি পন্থায় চিন্তা-ভাবনা করা যায়, (এক) একান্তে ও নির্জনতায় নিজে নিজে চিন্তা-ভাবনা করা এবং (দুই) বন্ধুবর্গ ও মুরুব্বীদের সাথে পরামর্শক্রমে পারস্পরিক পর্যালোচনার পর কোনো সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া। তোমরা এই উভয় পন্থা অথবা এতদুভয়ের মধ্যে পছন্দ মতো যে কোনো একটি পন্থা অবলম্বন কর।

https://e-ilm.weebly.com/

ثُمَّ تَتَفَكَّرُوْا এটা اَنْ تَقُوْمُوْا বাক্যের সাথে সংযুক্ত। এতে দাঁড়ানোর লক্ষ্য ব্যক্ত হয়েছে যে, সব পুরাতন ধ্যান-ধারণা থেকে মুক্ত হয়ে একান্তভাবে আল্লাহর উদ্দেশ্যে হযরত মোহাম্মদ ﷺ-এর দাওয়াত সম্পর্কে চিন্তা-ভাবনা করার জন্যে তৎপর হয়ে যাও। এ দাওয়াত সত্য কি মিথ্যা তা ভেবে দেখ। তা একাই কর অথবা অন্যান্যদের সাথে পরার্মশক্রমেই কর।

অতঃপর এই চিন্তা-ভাবনার একটি সুস্পষ্ট পন্থা বলে দেওয়া হয়েছে যে, দলবল ও অর্থকড়ির প্রাচুর্যহীন, একা এক ব্যক্তি যদি তার স্বজাতি বরং সমগ্র বিশ্বের বিরুদ্ধে তাদের যুগযুগব্যাপী বদ্ধমূল বিশ্বাসের বিপরীতে কোনো ঘোষণা দেয়, তবে তা দুই উপায়েই সম্ভব। (এক) হয় ঘোষণাকারী বদ্ধ পাগল ও উন্মাদ হবে, ফলে নিজের হিতাহিত চিন্তা না করে সমগ্র জাতিকে শত্রুতে পরিণত করে বিপদ ডেকে আনবে নয়তো (দুই) তাঁর ঘোষণা আমোঘ সত্য হবে এবং তিনি হবেন আল্লাহর প্রেরিত রাসূল। তাই আল্লাহ তা'আলার আদেশ পালনে কারও পরওয়া করেন না।

এখান তোমরা মুক্তমনে চিন্তা কর, এতদুভয়ের মধ্যে বাস্তব ঘটনা কোনটি? এভাবে চিন্তা করলে তোমাদের পক্ষে নিশ্চিতভাবে এ বিশ্বাস করা ছাড়া গত্যন্তর থাকবে না যে, হযরত মুহাম্মদ ﷺ উন্মাদ ও পাগল হতে পারেন না। তাঁর জ্ঞানবুদ্ধি, বিবেচনা ও আচার-আচরণ সম্পর্কে সমগ্র মক্কাও গোটা কোরাইশ সম্যক অবগত। তাঁর জীবনের চল্লিশটি বছর স্বজাতির মধ্যেই অতিবাহিত হয়েছে। শৈশব থেকে যৌবন পর্যন্ত কার্যকলাপ তাদের সামনে সংঘটিত হয়েছে। কখনও কেউ তাঁর কথা ও কর্মকে জ্ঞানবুদ্ধি, গাম্ভীর্য ও শালীনতার পরিপন্থি পায়নি। কেবল এক কলেমা 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ' ব্যতীত আজও কেউ তাঁর কোনো কথা ও কর্ম সম্পর্কে জ্ঞানবুদ্ধির বিপরীত হওয়ার ধারণা করতে পারে না। সুতরাং এটা সুস্পষ্ট যে, তিনি উন্মাদ হতে পারেন না। আয়াতের পরবর্তী مَا بِصَاحِبِكُمْ বাক্যে তাই প্রকাশ করা হয়েছে। صَاحِبُكُمْ (তোমাদের সঙ্গী) শব্দে ইঙ্গিত রয়েছে যে, কোনো বহিরাগত অজ্ঞাত পরিচয় মুসাফির ব্যক্তির মুখ থেকে স্বজাতির বিরুদ্ধে কোনো কথা শুনলে কেউ হয়তো তাকে উন্মাদ বলতে পারে। কিন্তু তিনি তো তোমাদের শহরের বাসিন্দা, তোমাদের গোত্রেরই একজন এবং তোমাদের দিবারাত্রির সঙ্গী। তাঁর কোনো অবস্থা তোমাদের আগোচরে নয়। ইতিপূর্বে তোমরা কখনও তাঁর সম্পর্কে এ ধরনের সন্দেহ করনি।

যখন পরিষ্কার হয়ে গেল যে, তিনি উন্মাদ নন, তখন শেষোক্ত বিষয়ই নির্দিষ্ট হয়ে গেল যে, তিনি আল্লাহর নির্ভীক রাসূল। আয়াতে বিষয়টি এভাবে ব্যক্ত করা হয়েছে।

اِنْ هُوَ اِلَّا نَذِيْرٌ لَّكُمْ بَيْنَ يَدَيْ عَذَابٍ شَدِيْدٍ অর্থাৎ, তিনি তো কেবল কিয়ামতের ভয়াবহ আজাব থেকে মানুষকে সতর্ক করেন। اِنَّ رَبِّيْ يَقْذِفُ بِالْحَقِّ عَلَّامُ الْغُيُوْبِ অর্থাৎ, আমার আলেমুল-গায়ব পালনকর্তা সত্যকে মিথ্যার উপর ছুঁড়ে মারেন। ফলে মিথ্যা চুরমার হয়ে যায়। অন্য এক আয়াতে আল্লাহ তা'আলা বলেন, فَاِذَا هُوَ زَاهِقٌ - قَذْف শব্দের আভিধানিক অর্থ ছুঁড়ে মারা। এখানে উদ্দেশ্য হলো মিথ্যার মোকাবিলায় সত্যকে প্রতিষ্ঠিত করা। বিষয়টি قَذْف শব্দের মাধ্যমে ব্যক্ত করার তাৎপর্য সম্ভবতঃ এই যে, মিথ্যার উপর সত্যের আঘাতের গুরুতর প্রভাব সৃষ্টি হয়। এটা একটা উপমা কোনো ভারি বস্তুকে হালকা বস্তুর উপর নিক্ষেপ করলে যেমন তা চুরমার হয়ে যায়, তেমনিভাবে সত্যের মোকাবিলায় মিথ্যাও চুরমার হয়ে যায়। তাই অতঃপর বলা হয়েছে وَمَا يُبْدِئُ الْبَاطِلُ وَمَا يُعِيْدُ অর্থাৎ, সত্যের মোকাবিলায় মিথ্যা এমন পর্যুদস্ত হয়ে যায় যে, তা কোনো বিষয়ের সূচনা বা পুনরাবৃত্তির যোগ্য থাকে না।

وَاُخِذُوْا مِنْ مَّكَانٍ قَرِيْبٍ –অধিকাংশ তাফসীরবিদের মতে এটা হাশর দিবসের অবস্থা। তখন কাফের ও পাপাচারীরা ভীত-বিহ্বল হয়ে পালাতে চাইবে। কিন্তু পরিত্রাণ পাবে না দুনিয়াতে কোনো অপরাধী পলায়ন করলে তাকে খোঁজ করতে হয়; সেখানে তাও হবে না; বরং সবাই স্বস্থানে গ্রেফতার হবে, কেউ পালিয়ে যাওয়ার সুযোগ পাবে না। কেউ কেউ একে অন্তিম কষ্ট ও মুমূর্ষু অবস্থা বলে সাব্যস্ত করেছেন। যখন মৃত্যুর সময় হবে এবং তাদের উপর ভীতি উপস্থিত হবে, তখন ফেরেশতাদের হাত থেকে নিষ্কৃতি পাবে না; বরং স্বস্থানেই আত্মা বের হয়ে যাবে।

وَقَالُوْٓا اٰمَنَّا بِهٖ وَاَنّٰى لَهُمُ التَّنَاوُشُ مِنْ مَّكَانٍۢ بَعِيْدٍ - تَنَاوُش অর্থ হাত বাড়িয়ে কোনো কিছু তুলে নেওয়া। বলাবাহুল্য, যে বস্তু বেশি দূরে নয়, হাতের নাগালের মধ্যে, তাই হাত বাড়িয়ে তোলা যায়। আয়াতের উদ্দেশ্য এই যে, কাফের ও মুশরিকরা কিয়ামতের দিন সত্যাসত্য সামনে এসে যাওয়ার পর বলবে, আমরা কুরআনের প্রতি অথবা রাসূলের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করলাম। কিন্তু তারা জানে না যে, ঈমানের স্থান তাদের থেকে অনেক দূরে চলে গেছে। কেননা কেবল পার্থিব জীবনের ঈমানই গ্রহণীয়। পরকাল কর্মজগৎ নয়। সেখানকার কোনো কর্ম হিসাবে ধরা যাবে না। তাই এটা কেমন করে সম্ভব যে, তারা ঈমানরূপী ধন হাত বাড়িয়ে তুলে নেবে?

وَقَدْ كَفَرُوْا بِهٖ مِنْ قَبْلُ وَيَقْذِفُوْنَ بِالْغَيْبِ مِنْ مَّكَانٍۢ بَعِيْدٍ - قَذْف অর্থ কোনো বস্তু নিক্ষেপ করা। আরবি বাকপদ্ধতিতে প্রামাণ ব্যতিরেকে নিছক কাল্পনিক কথাবার্তা বলাকে رَجْمٌ بِالْغَيْبِ অথবা قَذْفٌ بِالْغَيْبِ বলে ব্যক্ত করা

হয়। অর্থাৎ, সে অন্ধকারে তীর চালায়, যার কোনো লক্ষ্যস্থল নেই। এখানে مِنْ مَّكَانٍ بَعِيْدٍ -এর উদ্দেশ্য এই যে, তারা যা কিছু বলে, তা তাদের মন থেকে দূরে থাকে মনে তার বিশ্বাস রাখে না।

وَحِيْلَ بَيْنَهُمْ وَبَيْنَ مَا يَشْتَهُوْنَ –অর্থাৎ, তাদের ও তাদের প্রিয় ও উদ্দিষ্ট বস্তুর মাঝখানে পর্দার অন্তরাল করে তাদেরকে তা থেকে বঞ্চিত করে দেওয়া হয়েছে। কেয়ামতের অবস্থায়ও এ বিষয়টি প্রযোজ্য। কিয়ামতে তার মুক্তি ও জান্নাতের আকাঙ্ক্ষী হবে; কিন্তু তা লাভ করতে পারবে না। দুনিয়াতে মৃত্যুর বেলায়ও এটা প্রযোজ্য। দুনিয়াতে তাদের লক্ষ্য ছিল পার্থিব ধন-সম্পদ। মৃত্যু তাদের ও তাদের এই উদ্দেশ্যের মাঝখানে অন্তরায় হয়ে তাদেরকে তা থেকে বঞ্চিত করে দিয়েছে।

كَمَا فُعِلَ بِاَشْيَاعِهِمْ শব্দটি شِيْعَةٌ -এর বহুবচন। অর্থ অনুসারী ও সতীর্থ। উদ্দেশ্য এই যে, তাদেরকে যে শাস্তি দেওয়া হয়েছে অর্থাৎ, তাদের অভীষ্ট ও ইঙ্গিত বস্তু থেকে বঞ্চিত করে দেওয়া হয়েছে তা ইতিপূর্বে তাদের মতোই কুফরি কর্মে প্রবৃত্ত ব্যক্তিদেরকে দেওয়া হয়েছে। কেননা তারা সবাই সন্দেহে নিপতিত ছিল। অর্থাৎ, রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর রিসালাত এবং কুরআনের আল্লাহর কালাম হওয়ার বিষয়ে তাদের বিশ্বাস ও ঈমান ছিল না।

শব্দ বিশ্লেষণ :

تُتْلٰى : সীগাহ وَاحِدْ مُؤَنَّثْ غَائِبْ বহছ مُضَارِعْ مَجْهُوْل বাব نَصَرَ মাসদার تِلَاوَةٌ মূলবর্ণ (ت - ل - و) জিনস نَاقِص وَاوِىْ অর্থ- পঠিত হয়।

مُفْتَرًى : সীগাহ وَاحِدْ مُذَكَّرْ বহছ اِسْم مَفْعُوْل বাব اِفْتِعَالْ মাসদার اِفْتِرَاءٌ মূলবর্ণ (ف - ر - ى) জিনস نَاقِص يَائِىْ অর্থ- মনগড়া, স্বরচিত।

مِعْشَارَ : ইসম। অর্থ– দশভাগের এক ভাগ, এক দশমাংশ।

اَعِظُكُمْ : সীগাহ وَاحِدْ مُتَكَلِّمْ বহছ مُضَارِعْ مَعْرُوْف বাব ضَرَبَ মাসদার وَعْظٌ মূলবর্ণ (و - ع - ظ) জিনস مِثَال وَاوِىْ অর্থ- আমি বুঝাচ্ছি। তোমাদেরকে উপদেশ দিচ্ছি।

تَقُوْمُوْا : সীগাহ جَمْع مُذَكَّر حَاضِرْ বহছ مُضَارِعْ مَعْرُوْف مَنْصُوْب বাব نَصَرَ মাসদার قِيَامٌ মূলবর্ণ (ق - و - م) জিনস اَجْوَف وَاوِىْ অর্থ- তোমরা দাড়াও। দণ্ডয়মান হও।

مَا يُعِيْدُ : সীগাহ وَاحِدْ مُذَكَّر غَائِبْ বহছ مُضَارِعْ مَنْفِى مَعْرُوْف বাব اِفْعَالْ মাসদর اِعَادَةً মূলবর্ণ (ع - و - د) জিনস اَجْوَف وَاوِىْ অর্থ- না পুনরাবৃত্তি হবে।

يُوْحِىْ : সীগাহ وَاحِدْ مُذَكَّر غَائِبْ বহছ مُضَارِعْ مَعْرُوْف বাব اِفْعَالْ মাসদার اِيْحَاءً মূলবর্ণ (و - ح - ى) জিনস لَفِيْف مَفْرُوْق অর্থ- (ওহীরূপে) পাঠাচ্ছেন।

تَرٰى : সীগাহ وَاحِدْ مُذَكَّر حَاضِرْ বহছ مُضَارِعْ مَعْرُوْف বাব فَتَحَ মাসদার رُؤْيَةٌ মূলবর্ণ (ر - ء - ى) জিনস মুরাক্কাব (نَاقِص يَائِىْ এবং مَهْمُوز عَيْن) অর্থ- আপনি দেখতেন। তুমি দেখ।

فَزِعُوْا : সীগহ جَمْع مُذَكَّر غَائِبْ বহছ مَاضِى مَعْرُوْف বাব فَتَحَ، سَمِعَ মাসদার فَزْعٌ মূলবর্ণ (ف - ز - ع) জিনস صَحِيْح অর্থ- ভিত বিহবল হয়ে ঘুরতে থাকবে।

اُخِذُوْا : সীগাহ جَمْع مُذَكَّر غَائِبْ বহছ مَاضِى مَجْهُوْل বাব نَصَرَ মাসদার اَخْذٌ মূলবর্ণ (ء - خ - ذ) জিনস مَهْمُوز فَاء অর্থ- তারা ধৃত হবে।

مَايَشْتَهُوْنَ : সীগাহ جَمْع مُذَكَّر غَائِبْ বহছ مُضَارِعْ مَعْرُوْف বাব اِفْتِعَالْ মাসদার اِشْتِهَاءٌ মূলবর্ণ (ش - ه - و) জিনস نَاقِص وَاوِىْ অর্থ- তাদের আকাঙ্ক্ষিত বস্তু।

বাক্য বিশ্লেষণ :

وَقَالُوْا اٰمَنَّا بِه وَاَنّٰى لَهُمُ التَّنَاوُشُ مِنْ مَّكَانٍ بَعِيْدٍ : এখানে وَقَالُوْا টা পূর্বের উপর আতফ হয়েছে। এটা قَوْل আর اٰمَنَّا বাক্যটি হলো مَقُوْل আর بِه টা اٰمَنَّا -এর সাথে مُتَعَلِّقْ হয়েছে। আর اَنّٰى টা হলো مُقَدَّمْ خَبَرْ যা مِنْ رَفْع -এর স্থলে হয়েছে। আর لَهُمْ আর اَلتَّنَاوُشُ হলো مُبْتَدَأ مُؤَخَّرْ আর اَيْنَ টা উহ্য ফে'লের সাথে كَيْفَ বা اَيْنَ অর্থে হয়ে رَفْع -এর স্থলে হয়েছে। আর مِنْ مَّكَانٍ টা اَلتَّنَاوُشُ -এর সাথে مُتَعَلِّقْ হয়েছে আর بَعِيْدٍ হলো مَكَانٍ -এর مُتَعَلِّقْ হয়ে حَالْ হয়েছে। আর সিফত অর্থাৎ عَنْ مَحَلِّه আর তা হলো দুনিয়া। –[ই'রাবুল কুরআন ৬ষ্ঠ খণ্ড; ২৫৬]

https://e-ilm.weebly.com/

سُوْرَةُ فَاطِرٍ مَكِّيَّةٌ

সূরা ফাতির

মক্কায় অবতীর্ণ; আয়াত–৪৫, রুকূ'– ৫

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ۝

পরম করুণাময়, দয়ালু আল্লাহর নামে শুরু করছি।

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ فَاطِرِ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ جَاعِلِ الْمَلٰٓئِكَةِ رُسُلًا اُولِيْٓ اَجْنِحَةٍ مَّثْنٰى وَثُلٰثَ وَرُبٰعَ ۭ يَزِيْدُ فِي الْخَلْقِ مَا يَشَآءُ ۭ اِنَّ اللّٰهَ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ ۝١	১. সমস্ত প্রশংসা আল্লাহর উপযোগী, যিনি আসমান ও জমিনের স্রষ্টা, যিনি ফেরেশতাগণকে বার্তাবাহক বানান– যাদের দু দুটি, তিন তিনটি, চার চারটি পালকবিশিষ্ট ডানা আছে, (চারটির মধ্যেই সীমাবদ্ধ নয়, বরং) তিনি সৃষ্টিতে (তাদের ডানা) যত ইচ্ছা অধিক করে থাকেন, নিঃসন্দেহে আল্লাহ প্রত্যেক বস্তুর উপর ক্ষমতাবান।
مَا يَفْتَحِ اللّٰهُ لِلنَّاسِ مِنْ رَّحْمَةٍ فَلَا مُمْسِكَ لَهَا ۚ وَمَا يُمْسِكْ ۙ فَلَا مُرْسِلَ لَهٗ مِنْۢ بَعْدِهٖ ۭ وَهُوَ الْعَزِيْزُ الْحَكِيْمُ ۝٢	২. আল্লাহ মানুষের জন্য যে রহমত উন্মুক্ত করে দেন তা কেউ অবরুদ্ধ করতে পারে না এবং যা তিনি বন্ধ করে দেন, সুতরাং তার পর কেউই তার প্রবর্তনকারী নেই এবং তিনি মহাপরাক্রান্ত, প্রজ্ঞাময়।
يٰٓاَيُّهَا النَّاسُ اذْكُرُوْا نِعْمَتَ اللّٰهِ عَلَيْكُمْ ۭ هَلْ مِنْ خَالِقٍ غَيْرُ اللّٰهِ يَرْزُقُكُمْ مِّنَ السَّمَآءِ وَالْاَرْضِ ۭ لَآ اِلٰهَ اِلَّا هُوَ ڮ فَاَنّٰى تُؤْفَكُوْنَ ۝٣	৩. হে মানবগণ! তোমাদের উপর আল্লাহর যে সমস্ত নিয়ামত রয়েছে, তা স্মরণ কর। আল্লাহ ভিন্ন এমন কোনো স্রষ্টা আছে কি– যিনি আসমান ও জমিন থেকে তোমাদের রিজিক পৌঁছিয়ে থাকেন? তিনি ব্যতীত আর কেউই উপাস্য হওয়ার যোগ্য নয়, অতএব, তোমরা কোথায় বিপরীত যাচ্ছ।

শাব্দিক অনুবাদ :

১. اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ সমস্ত প্রশংসা আল্লাহর উপযোগী فَاطِرِ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ যিনি আসমান ও জমিনের স্রষ্টা جَاعِلِ الْمَلٰٓئِكَةِ رُسُلًا যিনি ফেরেশতাগণকে বার্তাবাহক বানান اُولِيْٓ اَجْنِحَةٍ مَّثْنٰى وَثُلٰثَ وَرُبٰعَ যাদের দুই দু'টি তিন তিনটি, চার চারটি পালকবিশিষ্ট ডানা আছে يَزِيْدُ فِي الْخَلْقِ مَا يَشَآءُ তিনি সৃষ্টিতে যত ইচ্ছা অধিক করে থাকেন اِنَّ اللّٰهَ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ নিঃসন্দেহে আল্লাহ প্রত্যেক বস্তুর উপর ক্ষমতাবান।

২. مَا يَفْتَحِ اللّٰهُ لِلنَّاسِ مِنْ رَّحْمَةٍ আল্লাহ মানুষের জন্য যে রহমত উন্মুক্ত করে দেন فَلَا مُمْسِكَ لَهَا তা কেউ অবরুদ্ধ করতে পারে না وَمَا يُمْسِكْ এবং যা তিনি বন্ধ করে দেন فَلَا مُرْسِلَ لَهٗ مِنْۢ بَعْدِهٖ সুতরাং তার পর কেউ তার প্রবর্তনকারী নেই وَهُوَ الْعَزِيْزُ الْحَكِيْمُ এবং তিনি মহা পরাক্রান্ত প্রজ্ঞাময়।

৩. يٰٓاَيُّهَا النَّاسُ হে মানবগণ اذْكُرُوْا نِعْمَتَ اللّٰهِ عَلَيْكُمْ তোমাদের উপর আল্লাহর যে সমস্ত নিয়ামত রয়েছে তা স্মরণ কর هَلْ مِنْ خَالِقٍ এমন কোনো স্রষ্টা আছে কি غَيْرُ اللّٰهِ আল্লাহ ভিন্ন يَرْزُقُكُمْ যিনি তোমাদের রিজিক পৌঁছিয়ে থাকেন مِّنَ السَّمَآءِ وَالْاَرْضِ আসমান ও জমিন হতে لَآ اِلٰهَ اِلَّا هُوَ তিনি ব্যতীত আর কেউ উপাস্য হওয়ার যোগ্য নেই فَاَنّٰى تُؤْفَكُوْنَ অতএব, তোমরা কোথায় বিপরীত যাচ্ছ।

https://e-ilm.weebly.com/

৪. আর (হে নবী!) যদি তারা আপনার প্রতি অসত্যারোপ করে, তবে (চিন্তিত হবেন না, কেননা) আপনার পূর্বেও বহু নবীর প্রতি অসত্যারোপ করা হয়েছে এবং সমস্ত বিষয় আল্লাহর সম্মুখে উপস্থাপিত হবে।	وَاِنْ يُّكَذِّبُوْكَ فَقَدْ كُذِّبَتْ رُسُلٌ مِّنْ قَبْلِكَ ۗ وَاِلَى اللّٰهِ تُرْجَعُ الْاُمُوْرُ ﴿٤﴾
৫. হে মানবমণ্ডলী! আল্লাহর প্রতিশ্রুতি অবশ্যই সত্য, অতএব, এ পার্থিব জীবন যেন তোমাদেরকে ধোঁকায় ফেলে না রাখে এবং প্রতারক শয়তান যেন তোমাদেরকে আল্লাহর সম্বন্ধে ধোঁকায় ফেলে না দেয়।	يٰۤاَيُّهَا النَّاسُ اِنَّ وَعْدَ اللّٰهِ حَقٌّ فَلَا تَغُرَّنَّكُمُ الْحَيٰوةُ الدُّنْيَا ۥ وَلَا يَغُرَّنَّكُمْ بِاللّٰهِ الْغَرُوْرُ ﴿٥﴾
৬. নিঃসন্দেহে এ শয়তান তোমাদের শত্রু, সুতরাং তোমরা তাকে শত্রুই মনে করতে থাক; সে নিজের দলকে তো কেবল এ জন্যই আহ্বান করে, যেন তারা দোজখীদের অন্তর্ভুক্ত হয়ে যায়।	اِنَّ الشَّيْطٰنَ لَكُمْ عَدُوٌّ فَاتَّخِذُوْهُ عَدُوًّا ۗ اِنَّمَا يَدْعُوْا حِزْبَهٗ لِيَكُوْنُوْا مِنْ اَصْحٰبِ السَّعِيْرِ ﴿٦﴾
৭. যারা কাফের হয়ে গেছে তাদের জন্য কঠোর শাস্তি রয়েছে; আর যারা ঈমান এনেছে এবং উত্তম কার্য করেছে, তাদের জন্য ক্ষমা এবং মহান প্রতিদান রয়েছে।	اَلَّذِيْنَ كَفَرُوْا لَهُمْ عَذَابٌ شَدِيْدٌ ۚ وَالَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَعَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ لَهُمْ مَّغْفِرَةٌ وَّاَجْرٌ كَبِيْرٌ ﴿٧﴾

ع ١٢

শাব্দিক অনুবাদ :

৪. وَاِنْ يُّكَذِّبُوْكَ আর যদি তারা আপনার প্রতি অসত্যারোপ করে فَقَدْ كُذِّبَتْ رُسُلٌ مِّنْ قَبْلِكَ তবে আপনার পূর্বেও বহু নবীর প্রতি অসত্যারোপ করা হয়েছে وَاِلَى اللّٰهِ تُرْجَعُ الْاُمُوْرُ এবং সমস্ত বিষয় আল্লাহর সম্মুখে উপস্থাপিত হবে।

৫. يٰۤاَيُّهَا النَّاسُ হে মানব মণ্ডলী اِنَّ وَعْدَ اللّٰهِ حَقٌّ আল্লাহর প্রতিশ্রুতি অবশ্যই সত্য فَلَا تَغُرَّنَّكُمُ الْحَيٰوةُ الدُّنْيَا অতএব, এই পার্থিব জীবন যেন তোমাদেরকে ধোকায় ফেলে না রাখে وَلَا يَغُرَّنَّكُمْ بِاللّٰهِ الْغَرُوْرُ এবং প্রতারক শয়তান যেন তোমাদেরকে আল্লাহর সম্বন্ধে ধোকায় ফেলে না দেয়।

৬. اِنَّ الشَّيْطٰنَ لَكُمْ عَدُوٌّ নিঃসন্দেহে এই শয়তান তোমাদের শত্রু فَاتَّخِذُوْهُ عَدُوًّا সুতরাং তোমরা তাকে শত্রুই মনে করতে থাক اِنَّمَا يَدْعُوْا حِزْبَهٗ সে নিজের দলকে তো কেবল এ জন্যই আহ্বান করে لِيَكُوْنُوْا مِنْ اَصْحٰبِ السَّعِيْرِ যেন তারা দোজখীদের অন্তর্ভুক্ত হয়ে যায়।

৭. اَلَّذِيْنَ كَفَرُوْا যারা কাফের হয়ে গেছে لَهُمْ عَذَابٌ شَدِيْدٌ তাদের জন্য কঠোর শাস্তি রয়েছে। وَالَّذِيْنَ اٰمَنُوْا আর যারা ঈমান এনেছে وَعَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ এবং উত্তম কার্য করেছে لَهُمْ مَّغْفِرَةٌ وَّ اَجْرٌ كَبِيْرٌ তাদের জন্য ক্ষমা এবং মহান প্রতিদান রয়েছে।

https://e-ilm.weebly.com/

أَفَمَنْ زُيِّنَ لَهُ سُوْٓءُ عَمَلِهِ فَرَاٰهُ حَسَنًا ۖ فَإِنَّ اللّٰهَ يُضِلُّ مَنْ يَّشَآءُ وَيَهْدِيْ مَنْ يَّشَآءُ ۖ فَلَا تَذْهَبْ نَفْسُكَ عَلَيْهِمْ حَسَرٰتٍ ۚ إِنَّ اللّٰهَ عَلِيْمٌ ۢ بِمَا يَصْنَعُوْنَ ﴿٨﴾

৮. তবে কি এরূপ ব্যক্তি যার মন্দ কার্য তাকে সুশোভন করে দেখানো হয়েছে, অনন্তর সে তাকে উত্তম বলে মনে করছে; আর সে ব্যক্তি– যে মন্দকে মন্দ বলে মনে করে, কখনো কি সমান হতে পারে? বস্তুত আল্লাহ যাকে ইচ্ছা পথভ্রষ্ট করেন এবং যাকে ইচ্ছা হেদায়েত করেন। অতএব, তাদের জন্য আফসোস করে যেন আপনার প্রাণ না যায়; নিশ্চয়, আল্লাহ তাদের কৃতকর্মসমূহ সম্বন্ধে অবহিত আছেন।

وَاللّٰهُ الَّذِيْٓ أَرْسَلَ الرِّيٰحَ فَتُثِيْرُ سَحَابًا فَسُقْنٰهُ إِلٰى بَلَدٍ مَّيِّتٍ فَأَحْيَيْنَا بِهِ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا ۚ كَذٰلِكَ النُّشُوْرُ ﴿٩﴾

৯. এবং আল্লাহ এমন, যিনি বায়ুরাশি প্রেরণ করেন, অতঃপর তা দ্বারা মেঘমালা সঞ্চারিত করে, অতঃপর আমি উক্ত মেঘকে শুষ্ক জমিনের দিকে পরিচালিত করি, অতঃপর আমি তা দ্বারা জমিনকে তার শুষ্কতার পর সঞ্জীবিত করে থাকি; তদ্রূপই (কিয়ামত দিবসে মানুষের) পুনর্জীবিত হওয়া।

مَنْ كَانَ يُرِيْدُ الْعِزَّةَ فَلِلّٰهِ الْعِزَّةُ جَمِيْعًا ۚ إِلَيْهِ يَصْعَدُ الْكَلِمُ الطَّيِّبُ وَالْعَمَلُ الصَّالِحُ يَرْفَعُهُ ۚ وَالَّذِيْنَ يَمْكُرُوْنَ السَّيِّاٰتِ لَهُمْ عَذَابٌ شَدِيْدٌ ۖ وَمَكْرُ أُولٰٓئِكَ هُوَ يَبُوْرُ ﴿١٠﴾

১০. যে ব্যক্তি ইজ্জত লাভ করতে চায়, তবে (তার কর্তব্য যে, আল্লাহ হতে ইজ্জত লাভ করে, কেননা) যাবতীয় ইজ্জত (মূলতঃ) আল্লাহ তা'আলার জন্য; উত্তম বাক্য তাঁর দরবারেই পৌঁছে (তিনিই কবুল করেন) এবং উত্তম কার্য তাকে (দরবারে) পৌঁছায় এবং যারা (আপনার বিরুদ্ধে) জঘন্য চক্রান্ত করছে তাদের কঠোর শাস্তি হবে; এবং তাদের এ চক্রান্ত নস্যাত হয়ে যাবে।

শাব্দিক অনুবাদ :

৮. أَفَمَنْ زُيِّنَ لَهُ سُوْٓءُ عَمَلِهِ তবে কি এরূপ ব্যক্তি যার মন্দকার্য তাকে সুশোভন করে দেখানো হয়েছে فَرَاٰهُ حَسَنًا অনন্তর সে তাকে উত্তম বলে মনে করছে فَإِنَّ اللّٰهَ يُضِلُّ مَنْ يَّشَآءُ বস্তুতঃ আল্লাহ যাকে ইচ্ছা পথভ্রষ্ট করেন وَيَهْدِيْ مَنْ يَّشَآءُ এবং যাকে ইচ্ছা হেদায়েত করেন فَلَا تَذْهَبْ نَفْسُكَ অতএব, যেন আপনার প্রাণ না যায় عَلَيْهِمْ حَسَرٰتٍ তাদের জন্য আফসোস করে إِنَّ اللّٰهَ عَلِيْمٌ ۢ بِمَا يَصْنَعُوْنَ নিশ্চয় আল্লাহ তাদের কৃতকর্ম সম্বন্ধে অবহিত আছেন।

৯. وَاللّٰهُ الَّذِيْٓ أَرْسَلَ الرِّيٰحَ এবং আল্লাহ এমন যিনি বায়ু রাশি প্রেরণ করেন فَتُثِيْرُ سَحَابًا অতঃপর তা দ্বারা মেঘমালাকে সঞ্চারিত করে فَسُقْنٰهُ অতঃপর আমি উক্ত মেঘকে পরিচালিত করি إِلٰى بَلَدٍ مَّيِّتٍ শুষ্ক জমিনের দিকে فَأَحْيَيْنَا بِهِ الْأَرْضَ অতঃপর আমি তা দ্বারা জমিনকে সঞ্জীবিত করে থাকি بَعْدَ مَوْتِهَا তার শুষ্কতার পর كَذٰلِكَ النُّشُوْرُ তদ্রূপই (কিয়ামত দিবসে মানুষের) পুনর্জীবিত হওয়া।

১০. مَنْ كَانَ يُرِيْدُ الْعِزَّةَ যে ব্যক্তি ইজ্জত লাভ করতে চায় فَلِلّٰهِ الْعِزَّةُ جَمِيْعًا তবে যাবতীয় ইজ্জত আল্লাহ তা'আলার জন্য إِلَيْهِ يَصْعَدُ তাঁরই দরবারে পৌঁছে الْكَلِمُ الطَّيِّبُ উত্তম বাক্য وَالْعَمَلُ الصَّالِحُ يَرْفَعُهُ এবং উত্তম কার্য তাকে (দরবারে) পৌঁছায় وَالَّذِيْنَ يَمْكُرُوْنَ السَّيِّاٰتِ এবং যারা (আপনার বিরুদ্ধে) জঘন্য চক্রান্ত করছে لَهُمْ عَذَابٌ شَدِيْدٌ তাদের কঠোর শাস্তি হবে وَمَكْرُ أُولٰٓئِكَ এবং তাদের এ চক্রান্ত هُوَ يَبُوْرُ নস্যাত হয়ে যাবে।

https://e-ilm.weebly.com/

https://e-ilm.weebly.com/

وَاللّٰهُ خَلَقَكُمْ مِّنْ تُرَابٍ ثُمَّ مِنْ نُّطْفَةٍ ثُمَّ جَعَلَكُمْ اَزْوَاجًا ؕ وَمَا تَحْمِلُ مِنْ اُنْثٰى وَلَا تَضَعُ اِلَّا بِعِلْمِهٖ ؕ وَمَا يُعَمَّرُ مِنْ مُّعَمَّرٍ وَّلَا يُنْقَصُ مِنْ عُمُرِهٖۤ اِلَّا فِىْ كِتٰبٍ ؕ اِنَّ ذٰلِكَ عَلَى اللّٰهِ يَسِيْرٌ ﴿١١﴾

১১. এবং আল্লাহ তা'আলা তোমাদেরকে মৃত্তিকা হতে সৃষ্টি করেছেন, অতঃপর শুক্র হতে সৃষ্টি করেছেন, তৎপর তোমাদেরকে জোড়া জোড়া (অর্থাৎ পুরুষ ও নারী) করে বানিয়েছেন; আর কোনো নারী গর্ভধারণও করে না এবং প্রসবও করে না তাঁর অবগতি ব্যতীত এবং কারো আয়ু না বর্ধিত করা হয় আর না হ্রাস করা হয়, কিন্তু এ সমস্তই লওহে-মাহফূযে (লিপিবদ্ধ) রয়েছে; এ সমস্তই আল্লাহ তা'আলার পক্ষে সহজ।

শাব্দিক অনুবাদ :

১১. وَاللّٰهُ خَلَقَكُمْ এবং আল্লাহ তা'আলা তোমাদেরকে সৃষ্টি করেছেন مِنْ تُرَابٍ মৃত্তিকা হতে ثُمَّ مِنْ نُّطْفَةٍ অতঃপর শুক্র হতে সৃষ্টি করেছেন ثُمَّ جَعَلَكُمْ اَزْوَاجًا তৎপর তোমাদের কে জোড়া জোড়া করে বানিয়েছেন وَمَا تَحْمِلُ مِنْ اُنْثٰى আর কোনো নারী গর্ভ ধারণও করে না وَلَا تَضَعُ এবং প্রসবও করে না اِلَّا بِعِلْمِهٖ তাঁর আবগতি ব্যতীত وَمَا يُعَمَّرُ مِنْ مُّعَمَّرٍ এবং কারো আয়ু না বর্ধিত করা হয় وَلَا يُنْقَصُ مِنْ عُمُرِهٖ আর না হ্রাস করা হয় اِلَّا فِىْ كِتٰبٍ কিন্তু এ সমস্তই লওহে মাহফূযে (লিপিবদ্ধ) রয়েছে اِنَّ ذٰلِكَ عَلَى اللّٰهِ يَسِيْرٌ এ সমস্তই আল্লাহ তা'আলার পক্ষে সহজ।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

নামকরণ : "ফাতের' শব্দটির অর্থ স্রষ্টা। এ সূরার শুরুতেই স্রষ্টা ও পালনকর্তা আল্লাহ পাকের সৃষ্টি-নৈপুণ্যের কথা রয়েছে, তাই এ সূরার নাম "ফাতির' হয়েছে।

এ সূরাকে "সূরাতুল মালায়েকা"ও বলা হয়। কেননা এ সূরায় ফেরেশতাদের সম্পর্কে বিশেষ আলোচনা রয়েছে। সূরায়ে সাবা-এর শেষের দিকে এ বিষয়ে উল্লেখ রয়েছে যে, মুশরিকরা ফেরেশতাদেরকে আল্লাহ পাকের কন্যা মনে করে। –[না'উজুবিল্লাহি মিন যালিক]।

মুশরিকদের এ ভ্রান্ত ধারণার নিরসন করা হয়েছে স্বস্থানে। এ সূরায় ফেরেশতাদের আলোচনা এভাবে করা হয়েছে যে, ফেরেশতাগণ আল্লাহ পাকের এক বিস্ময়কর সৃষ্টি। যারা আল্লাহ পাকের সম্পূর্ণ অনুগত, সর্বক্ষণ তারা আল্লাহ তা'আলার বন্দেগিতে মশগুল এবং তাঁর হুকুম পালনে ব্যস্ত। এ সূরাটি সেই পাঁচটি সূরার অন্যতম যা আরম্ভ করা হয়েছে হামদ দ্বারা। যিনি বিশ্ব নিখিলের স্রষ্টা ও পালনকর্তা, যিনি রিজিকদাতা, ভাগ্য নিয়ন্তা যার এক আদেশে বিশ্ব সৃষ্টি অস্তিত্ব লাভ করেছে, যাঁর আরেক আদেশে সমগ্র সৃষ্টি জগত লয় প্রাপ্ত হবে, আমরা যার অনন্ত অসীম নিয়ামত লাভে ধন্য, তাঁর মহান দরবারে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করা আমাদের কর্তব্য। যারা আল্লাহ পাকের শোকর গুজার এবং নেককার হয়, তাদের শুভ পরিণতির সুসংবাদ রয়েছে এ সূরায়। পক্ষান্তরে যারা আল্লাহ পাকের অনন্ত অসীম নিয়ামত ভোগ করেও তাঁর অবাধ্য অকৃতজ্ঞ হয়, তাদের ভয়াবহ পরিণতির কথাও এ সূরায় উল্লেখ রয়েছে।

পূর্ববর্তী সূরার সাথে সম্পর্ক : পূর্ববর্তী সূরায় মুশরিকদের ধ্বংসের কথা উল্লেখ করা হয়েছে। দুষ্টের দমন শিষ্টের পালন নিঃসন্দেহে আল্লাহ পাকের বিরাট নিয়ামত। তাই এ নিয়ামতের শোকর আদায়ের ইঙ্গিত করে এ সূরাকে হামদ দ্বারা শুরু করা হয়েছে। এ পর্যায়ে আল্লাহ পাকের প্রকাশ্য অপ্রকাশ্য নিয়ামত সমূহের উল্লেখ করে শোকরগুজারীর জন্য উদ্বুদ্ধ করা হয়েছে এবং অকৃতজ্ঞতার পরিণতি সম্পর্কে সতর্ক করা হয়েছে। –[তাফসীরে রূহুল মা'আনী. খ. ১১, পারা ২২, পৃ. ১৬১]

এ সূরার অধিকাংশ আয়াতে তাওহীদের প্রমাণ এবং শিরক ও কুফরের বাতুলতা ঘোষণা করা হয়েছে এবং কিয়ামতের কঠিন দিনের উল্লেখ করে মুশরিকদের উদ্দেশ্যে সতর্কবাণী উচ্চারণ করা হয়েছে। যেহেতু কাফেরদের বিরোধিতা এবং নানা চক্রান্তের কারণে প্রিয়নবী ﷺ কোনো কোনো সময় চিন্তিত হয়ে পড়তেন, তাই তাঁকে সান্ত্বনাও দেওয়া হয়েছে।

এ সূরাকে আল্লাহ পাক হামদ এবং শোকরের কথা দ্বারা শুরু করেছেন। প্রথমত এ সূরায় আল্লাহ পাকের অসংখ্য নিয়ামত এবং অসাধারণ কুদরত হেকমতের উল্লেখ রয়েছে। এতে তাওহীদের প্রমাণ রয়েছে। এরপর প্রিয়নবী ﷺ -এর রিসালাতের ঘোষণা রয়েছে এবং অবশেষে কিয়ামতের কঠিন দিনের বর্ণনা স্থান পেয়েছে। আল্লামা সুয়ূতী (র.) ইবনে মারদুবিয়া এবং বায়হাকীতে সংকলিত হাদীসে হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা.)-এর বর্ণনার উদ্ধৃতি দিয়েছেন। তিনি বলেছেন, 'সূরায়ে ফাতির' মক্কায় নাজিল হয়েছে।

তাফসীরকার কাতাদা (র.) বলেছেন, সূরায়ে ফাতিরকে 'সূরাতুল মালায়েকা' ও বলা হয়, আর এটি মক্কায় অবতীর্ণ।

আবদ ইবনে হুমায়েদ, ইবনুল মুনজির, ইবনে আবি হাতেম এবং বায়হাকী হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা.)-এর কথার উদ্ধৃতি দিয়েছেন। তিনি বলেছেন, আমি এ সূরার فَاطِرِ السَّمٰوٰتِ বাক্যটির فَاطِرِ শব্দটির অর্থ জানতাম না, ঘটনাক্রমে দু'জন বেদুইন ব্যক্তিকে একটি কূপের মালিকানা নিয়ে কলহরত দেখলাম, তন্মধ্যে একজন বলল اَنَا فَطَرْتُهَا অর্থাৎ 'এ কূপটি প্রথমে আমিই তৈরি করেছিলাম', অতএব, এর অর্থ হলো কোনো বস্তুকে কোনো প্রকার নমুনা না দেখে প্রথম সৃষ্টি করা। –[তাফসীরে আদদুররুল মানসূর, খ. ৫, পৃ. ২৬৫, তাফসীরে ইবনে কাছীর (উর্দু), পারা ২২, পৃ. ৭৮]

أَفَمَنْ زُيِّنَ لَهُ سُوءُ عَمَلِهِ فَرَآهُ حَسَنًا فَإِنَّ اللَّهَ يُضِلُّ مَنْ يَشَاءُ وَيَهْدِي مَنْ يَشَاءُ فَلَا تَذْهَبْ نَفْسُكَ عَلَيْهِمْ حَسَرَاتٍ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ بِمَا يَصْنَعُونَ [٨]

শানে নুযূল : আবূ কোলাবা বলেন যে, ইহুদি খ্রিস্টান ও অগ্নিপূজকেরা ঈর্ষান্বিতভাবে রাসূল ﷺ -এর বিরোধিতার মতো জঘন্যতর অপকর্মে রত থাকত। তারা তাদের সেই অপকর্মেরই তৃপ্তি উপভোগ করত। সে সম্পর্কে আলোচ্য আয়াত নাজিল করা হয়।

ওমর বিন কাশেম বলেন, খারেজী সম্প্রদায় যারা, তারা কুরআনের ব্যাখ্যাবলির মধ্যে তাদের মন মতো করে অনেক রদবদল করেছে যা জঘন্যতর একটি অপরাধ। এ ধরনের অপরাধ মূলক কাজে তারা আত্ম-তৃপ্তি বোধ করতো। তাদের সম্পর্কে আলোচ্য আয়াত নাজিল করা হয়েছে। হাসান বলেন, বিতারিত শয়তান ঈমানদারদেরকে বিভ্রান্তিতে জড়িয়ে বিপথগামী করে। এতে সে অত্যন্ত আনন্দ ভোগ করে থাকে। সে সম্পর্কে আল্লাহ তা'আলা আলোচ্য আয়াত নাজিল করেন।

কালবী বলেন, মক্কার কাফের সম্প্রদায় শিরক করত। লাত উয্যা ছিল তাদের প্রধান প্রতিমা গুলোর অন্যতম। প্রতিমা পূজাকেই তারা অত্যন্ত কল্যাণকর কাজ বলে মনে করত। সে কাফেরদের সম্পর্কে আলোচ্য আয়াত নাজিল করা হয়েছে।

তিনি আরো বলেন যে, আলোচ্য আয়াত আস বিন ওয়ায়েল আস্‌সাহামী ও আস্‌ওয়াদ বিন মুত্তালিব সম্পর্কে নাজিল করা হয়েছে। অন্য কারো মতামত এবং আল্লামা কালবীর অপর মত হলো যে, আলোচ্য আয়াত আবূ জাহল বিন হিশাম সম্পর্কে নাজিল করা হয়েছে। –[কুরতুবী ১৮৪/১৪]

ইবনে জারীর যাহহাকের উদ্ধৃতি দিয়ে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেন, আলোচ্য আয়াত আবূ জাহল বিন হিশাম ও হযরত ওমর বিন খাত্তাব (রা.) সম্পর্কে নাজিল হয়েছে। তিনি বলেন, নবী করীম ﷺ দোয়া করেছিলেন। হে আল্লাহ! ওমর বিন খাত্তাব অথবা আবূ জাহল বিন হিশাম দ্বারা তোমার দীনের শক্তি বর্ধন করে দাও। আল্লাহ তা'আলা ওমর বিন খাত্তাব (রা.)-কে হেদায়েত দান করেছেন এবং আবূ জাহলকে ভ্রষ্ট করে দিয়েছেন। এতএব এ দু'জন সম্পর্কে আল্লাহ তা'আলা আলোচ্য আয়াত নাজিল করেন। –[দুররে মানছুর ২৪৫/৫]

جَاعِلِ الْمَلٰٓئِكَةِ رُسُلًا –ফেরেশতাগণকে রাসূল অর্থাৎ, বার্তাবাহক করার বাহ্যিক অর্থ এই যে, তাদেরকে আল্লাহ তা'আলা দূত নিযুক্ত করে পয়গম্বরগণের কাছে পাঠানো হয়। তারা আল্লাহর ওহী ও হুকুম আহকাম পৌছে দেয়। রাসূল অর্থ এখানে মাধ্যমও হতে পারে। অর্থাৎ, তারা সাধারণ সৃষ্টি ও আল্লাহ তা'আলার মাঝখানে মাধ্যম হয়ে থাকেন। সৃষ্টির মধ্যে পয়গম্বরগণ সর্বশ্রেষ্ঠ। তাদের ও আল্লাহ তা'আলার মধ্যেও ফেরেশতারা ওহীর মাধ্যম হয় এবং সাধারণ সৃষ্টি পর্যন্ত আল্লাহর রহমত অথবা আজাব পৌছানোর কাজেও ফেরেশতারাই মাধ্যম হয়ে থাকে।

أُولِيٓ أَجْنِحَةٍ مَّثْنٰى وَثُلٰثَ وَرُبٰعَ অর্থাৎ, আল্লাহ তা'আলা ফেরেশতাগণকে পালকবিশিষ্ট ডানা দান করেছেন যা দ্বারা তারা উড়তে পারে। এর কারণ সুস্পষ্ট যে, তারা আকাশ থেকে পৃথিবী পর্যন্ত দূরত্ব বার বার অতিক্রম করে। এটা দ্রুতগতি সম্পন্ন হওয়ার মাধ্যমেই সম্ভবপর। উড়ার মাধ্যমে দ্রুতগতি হয়ে থাকে।

https://e-ilm.weebly.com/

ফেরেশতাগণের পাখার সংখ্যা বিভিন্ন। কারও দুই দুই, কারও তিন তিন এবং কারও চার চার খানা পাখা রয়েছে। এখানেই শেষ নয়। মুসলিমের হাদীসে হযরত জিবরাঈল (আ.)-এর ছয়শ' পাখা রয়েছে বলে প্রমাণিত। দৃষ্টান্তস্বরূপ চার পর্যন্ত উল্লিখিত হয়েছে। –[কুরতুবী, ইবনে কাছীর]]

يَزِيدُ فِي الْخَلْقِ مَا يَشَاءُ অর্থাৎ, আল্লাহ তা'আলা স্বীয় সৃষ্টির মধ্যে যত বেশি ইচ্ছা যোগ করতে সক্ষম। বাহ্যতঃ এটা পাখার সাথে সম্পর্কযুক্ত। অর্থাৎ, ফেরেশতাগণের পাখা দু'-চারের মধ্যেই সীমিত নয়। আল্লাহ ইচ্ছা করলে তা আরও অনেক বেশি হতে পারে। অধিকাংশ তফসীরবিদের মতও তাই। যুহরী, কাতাদাহ প্রমুখ তাফসীরবিদ বলেন, এখানে অধিক সৃষ্টি সাধারণ অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। যাতে ফেরেশতাদের পাখার আধিক্যও অন্তর্ভুক্ত। দৈহিক সৌন্দর্য, চরিত্র মাধুর্য, সুললিত কণ্ঠ এবং বিভিন্ন মানুষের সৃষ্টিতে বিশেষ বিশেষ গুণাবলির সংযোজনও এ আয়াতের অন্তর্ভুক্ত। আবূ হাইয়্যান বাহরে মুহীতে এ মতের আলোকেই তাফসীর করেছেন। এ তাফসীর থেকে প্রমাণিত হয় যে, মানুষ যে সৌন্দর্য ও পরাকাষ্ঠা অর্জন করে, তা আল্লাহর তা'আলা দান ও নিয়ামত। এজন্যে কৃতজ্ঞ হওয়া উচিত।

مَا يَفْتَحِ اللَّهُ لِلنَّاسِ مِنْ رَّحْمَةٍ فَلَا مُمْسِكَ لَهَا –এখানে রহমত বলে ইহলৌকিক ও পারলৌকিক উভয় প্রকার নিয়ামত বুঝনো হয়েছে। যেমন, ঈমান, জ্ঞান, সৎকর্ম, নবুয়ত ইত্যাদি এবং রিজিক, সাজ-সরঞ্জাম, সুখ-শান্তি, স্বাস্থ্য, ধন-সম্পদ, ইজ্জত-আবরু ইত্যাদি। আয়াতের অর্থ এই যে, আল্লাহ তা'আলা যার জন্যে স্বয়ং অনুগ্রহের দরজা খুলে দেওয়ার ইচ্ছা করেন, তাকে কেউ ঠেকিয়ে রাখতে পারে না।

এমনিভাবে দ্বিতীয় বাক্যের অর্থও ব্যাপক। অর্থাৎ, আল্লাহ তা'আলা যা বারণ করেন, তা কেউ খুলতে পারে না। সেমতে আল্লাহ তা'আলা কোনো বান্দা থেকে দুনিয়ার বিপদাপদ ফিরিয়ে রাখতে চাইলে তাকে কষ্ট দেওয়ার সাধ্য কারও নেই। এমনিভাবে আল্লাহ তা'আলা কোনো কারণ বশতঃ কোনো বান্দাকে রহমত থেকে বঞ্চিত করতে চাইলে, তাকে তা দেওয়ার সাধ্য কারও নেই। –[আবূ হাইয়্যান]

এ বিষয়বস্তু সম্পর্কে একটি হাদীসও বর্ণিত আছে। একবার হযরত মো'আবিয়া (রা.) কুফার গভর্নর মুগীরা ইবনে শোবা (রা.)-কে এই মর্মে চিঠি লিখলেন যে, তুমি রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর কাছ থেকে শুনেছ, এরূপ কোনো হাদীস আমাকে লিখে পাঠাও। হযরত মুগীরা (রা.) তাঁর সচিবকে ডেকে লিখালেন, আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ -কে নামাজ আদায়ের পর নিম্নোক্ত বাক্যগুলো পাঠ করতে শুনেছি : اَللّٰهُمَّ لَا مَانِعَ لِمَا اَعْطَيْتَ وَلَا مُعْطِيَ لِمَا مَنَعْتَ وَلَا يَنْفَعُ ذَا الْجَدِّ مِنْكَ الْجَدُّ অর্থাৎ হে আল্লাহ, যে বস্তু আপনি কাউকে দান করেন, তা কেউ ঠেকাতে পারে না এবং আপনি যা ফিরিয়ে রাখেন, তা কেউ দিতে পারে না। আপনার ইচ্ছার বিরুদ্ধে কারও কোনো চেষ্টা কার্যকর হতে পারে না। –[মুসনাদে আহমদ]

মুসলিমে বর্ণিত হযরত আবূ সায়ীদ খুদরী (রা.)-এর রেওয়ায়েতে আছে যে, উপরিউক্ত বাক্যগুলো তিনি রুকূ থেকে মাথা তোলার সময় বলেছিলেন এবং এর আগে বলেছিলেন : اَحَقُّ مَا قَالَ الْعَبْدُ وَكُلُّنَا لَكَ অর্থাৎ বান্দা যেসব বাক্য বলতে পারে, তন্মধ্যে এগুলো সর্বাধিক উপযুক্ত ও অগ্রগণ্য।

আল্লাহর উপর ভরসা করলে যাবতীয় বিপদ থেকে মুক্তি পাওয়া যায় : উল্লিখিত আয়াত মানুষকে শিক্ষা দেয় যে, আল্লাহ ব্যতীত কারও তরফ থেকে উপকার ও ক্ষতির আশা ও ভয় রাখা উচিত নয়। কেবল আল্লাহর প্রতিই লক্ষ্য রাখা উচিত। এটাই ইহলৌকিক ও পরলৌকিক সংশোধন এবং চিরস্থায়ী সুখের অব্যর্থ ব্যবস্থাপত্র। এর মাধ্যমেই মানুষ হাজারো দুঃখ ও চিন্তার কবল থেকে মুক্তি পেতে পারে। –[রূহুল-মা'আনী]

হযরত আমের ইবনে আবদে কায়েস (রা.) বলেন, আমি যখন ভোরবেলা কুরআন পাকের চারটি আয়াত পাঠ করে নেই, তখন সকালে ও সন্ধ্যায় কি হবে, সে বিষয়ে আমার কোনো চিন্তা থাকে না। তন্মধ্যে এক আয়াত এই : مَا يَفْتَحِ اللَّهُ لِلنَّاسِ مِنْ رَّحْمَةٍ فَلَا مُمْسِكَ لَهَا وَمَا يُمْسِكْ فَلَا مُرْسِلَ لَهُ مِنْ بَعْدِهِ দ্বিতীয় আয়াত এরই সমর্থবোধক : اِنْ يَّمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ اِلَّا هُوَ وَاِنْ يُّرِدْكَ بِخَيْرٍ فَلَا رَادَّ لِفَضْلِهِ

তৃতীয় আয়াত وَمَا مِنْ دَابَّةٍ فِي الْاَرْضِ اِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا –এবং চতুর্থ আয়াত سَيَجْعَلُ اللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُّسْرًا

–[রূহুল-মা'আনী]

https://e-ilm.weebly.com/

হযরত আবূ হুরায়রা (রা.) বৃষ্টি হতে দেখলে বলতেন : مُطِرْنَا بِنَوْءِ الْفَتْحِ অতঃপর مَا يَفْتَحِ اللّٰهُ مِنْ رَحْمَةٍ আয়াত পাঠ করতেন। এতে আরবদের ভ্রান্ত ধারণার খণ্ডন রয়েছে। তারা বৃষ্টিকে বিশেষ বিশেষ গ্রহের সাথে সম্বন্ধযুক্ত করে বলত, অমুক গ্রহের প্রভাবে আমরা বৃষ্টি পেয়েছি। হযরত আবূ হুরায়রা (রা.) বলেন, আমরা مَا يَفْتَحِ اللّٰهُ আয়াতের কারণে বৃষ্টি পেয়েছি। তিনি বৃষ্টির সময় এ আয়াতটি তেলাওয়াত করতেন। –[মুয়াত্তা মালেক]

وَلَا يَغُرَّنَّكُمْ بِاللّٰهِ الْغَرُوْرُ - غَرُوْر শব্দটি আধিক্যবোধক। অর্থাৎ, অতি প্রবঞ্চক। এতে শয়তানকে বুঝানো হয়েছে। তার কাজই মানুষকে প্রতারিত করে কুফর ও গোনাহে লিপ্ত করা। 'শয়তান যেন তোমাদেরকে আল্লাহ সম্পর্কে ধোঁকা না দেয়' -এর অর্থ শয়তান যেন মন্দ কর্মকে শোভনীয় করে তোমাদেরকে তাতে লিপ্ত করে না দেয়। তখন তোমাদের অবস্থা হবে যে, তোমরা গোনাহ্ করার সাথে সাথে মনে করতে থাকবে যে, তোমরা আল্লাহর প্রিয় এবং তেমাদের শাস্তি হবে না। –[কুরতুবী]

فَاِنَّ اللّٰهَ يُضِلُّ مَنْ يَّشَاءُ وَيَهْدِيْ مَنْ يَّشَاءُ ইমাম বগভী (র.) হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) থেকে বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ দোয়া করেছিলেন হে আল্লাহ ওমর ইবনে খাত্তাব অথবা আবূ জাহলের মাধ্যমে ইসলামকে শক্তি ও সামর্থ্য দান কর। আল্লাহ তা'আলা ওমর ইবনে খাত্তাবকে সৎপথ প্রদর্শন করে ইসলামের শক্তিরূপে প্রতিষ্ঠিত করে দেন এবং আবূ জাহল তার পথভ্রষ্টতার মধ্যেই ডুবে থাকে। তখনই আলোচ্য আয়াতটি অবতীর্ণ হয়। –[মাযহারী]

اِلَيْهِ يَصْعَدُ الْكَلِمُ الطَّيِّبُ وَالْعَمَلُ الصَّالِحُ يَرْفَعُهٗ পূর্বের আয়াতে বলা হয়েছে যে, কেউ সম্মান ও ক্ষমতা কামনা করলে তার জেনে রাখা উচিত যে, তা আল্লাহ ব্যতীত অন্য কারও সাধ্যে নেই। তারা যাদেরকে উপাস্য সাব্যস্ত করেছে অথবা সম্মান পাওয়ার আশায় যাদের সাথে বন্ধুত্ব স্থাপন করে রেখেছে, তারা কাউকে সম্মান দিতে পারে না। আলোচ্য আয়াতে আল্লাহ তা'আলার নিকট থেকে সম্মান ও ক্ষমতা লাভের পন্থা বর্ণিত হয়েছে। এই পন্থার দু'টি অংশের প্রথমটি হচ্ছে সৎবাক্য অর্থাৎ, কলেমায়ে তাওহীদ এবং আল্লাহর সত্তা ও গুণাবলির জ্ঞান। আর দ্বিতীয় অংশ সৎকর্ম। অর্থাৎ, অন্তরে বিশ্বাস স্থাপন করা এবং তদনুযায়ী শরিয়তের অনুসরণে কর্ম সম্পাদন করা। হযরত শাহ আব্দুল কাদির (র.) 'মুযিহুল কুরআনে' বলেন সম্মান লাভের এই ব্যবস্থাপত্র সম্পূর্ণ নির্ভুল ও পরীক্ষিত। তবে শর্ত এই যে, আল্লাহর জিকির ও সৎকর্ম যথারীতি স্থায়ী হতে হবে। নির্দিষ্ট সময়সীমা পর্যন্ত স্থায়ীভাবে এই জিকির ও সৎকর্ম করলে আল্লাহ তা'আলা তাকে ইহ ও পরকালে অক্ষয় ও অতুলনীয় সম্মান দান করেন।

আলোচ্য আয়াতে এই দু'টি অংশ ব্যক্ত করার জন্যে বলা হয়েছেঃ সৎবাক্য আল্লাহর দিকে আরোহণ করে এবং সৎকর্ম তাঁকে পৌঁছায়। وَالْعَمَلُ الصَّالِحُ يَرْفَعُهٗ বাক্যের ব্যাকরণিক প্রকারণে কয়েকটি সম্ভাব্যতা বিদ্যমান রয়েছে এবং প্রত্যেক সম্ভাব্যতার দিক দিয়ে বাক্যের ভিন্ন ভিন্ন অর্থ হয়ে থাকে। তাফসীরবিদগণ এসব সম্ভাব্যতার প্রেক্ষাপটে এর ভিন্ন ভিন্ন তাফসীর করেছেন। প্রথম সম্ভাবনা অনুযায়ী তরজমা করা হয়েছে যে, সৎবাক্য আল্লাহর দিকে আরোহণ করে, কিন্তু তার উপায় হয় সৎকর্ম। হযরত ইবনে আব্বাস (রা.), হাসান বসরী, ইবনে জুবায়ের, মুজাহিদ, যাহহাক, শহ্র ইবনে হাওশাব প্রমুখ অধিকাংশ তাফসীরবিদও এ অর্থই গ্রহণ করেছেন। তাঁরা বলেন, আল্লাহর দিকে আরোহণ করা ও করানোর অর্থ আল্লাহর কাছে কবুল হওয়া। তাই এ বাক্যের সারমর্ম এই যে, কলেমায়ে তাওহীদ হোক অথবা অন্য কোনো জিকির-তাসবীহ্ই হোক– কোনোটিই সৎকর্ম ব্যতিরেকে আল্লাহর দরবারে কবুল হয় না। সৎকর্মের প্রধান অংশ হচ্ছে আত্মিক বিশ্বাস। অর্থাৎ, আল্লাহ ও তাঁর তাওহীদে বিশ্বাস স্থাপন করা। এটি ব্যতীত কলেমা 'লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহু' কিংবা অন্য কোনো জিকির মকবুল নয়।

সৎকর্মের অন্যান্য অংশ হচ্ছে নামাজ, রোজা ইত্যাদি সম্পাদন এবং হারাম ও মাকরূহ কর্ম বর্জন। এসব কর্মও পূর্ণরূপে কবুল হওয়া শর্ত।

অতএব, যে ব্যক্তি অন্তরে ঈমান ও বিশ্বাস রাখে না, সে মুখে যতই কলোমায়ে তাওহীদ উচ্চারণ করুক আল্লাহ তা'আলার কাছে কিছুই কবুল হবে না। পক্ষান্তরে যে ব্যক্তি অন্তরে ঈমান ও বিশ্বাস রাখে; কিন্তু অন্যান্য সৎকর্ম সম্পাদন করে না অথবা তাতে ত্রুটি করে, তার জিকির ও কলেমায়ে তাওহীদ সম্পূর্ণ বিনষ্ট হবে না, বরং সে চিরকালীন আজাব থেকে মুক্তি পাবে এবং সে পরিপূর্ণ কবুলিয়ত লাভ করতে পারবে না। ফলে সৎকর্ম বর্জন ও ত্রুটি পরিমাণে আজাব ভোগ করবে।

https://e-ilm.weebly.com/

এক হাদীসে রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন, আল্লাহ তা'আলা কোনো কথাকে কাজ ছাড়া এবং কোনো কথা ও কাজকে নিয়ত ছাড়া এবং কোনো কথা, কাজ ও নিয়তকে সুন্নত অনুযায়ী না হওয়া পর্যন্ত কবুল করেন না। –[কুরতুবী]

সুতরাং বুঝা যাচ্ছে যে, যে কোনো কাজ সুন্নত অনুযায়ী হওয়া তা পূর্ণরূপে কবুল হওয়ার শর্ত। কথা, কর্ম ও নিয়ত প্রভৃতি ঠিক হওয়ার পর যদি কর্মপন্থা সুন্নত মোতাবেক না হয়, তবে সেগুলো পূর্ণরূপে কবুল হবে না।

কোনো কোনো তাফসীরকার উপরিউক্ত বাক্যের ব্যাকরণিক প্রকরণ এই বলেছেন যে, يَرْفَعُهُ শব্দের ضَمِيْر فَاعِلْ হচ্ছে عَمَل صَالِحٌ এবং ضَمِيْر مَفْعُوْل হচ্ছে كَلِم طَيِّب অতএব অর্থ এই যে, সৎবাক্য সৎকর্মকে আরোহণ করায় ও পৌছায়। অর্থাৎ কবুলযোগ্য করে। এটা প্রথম অর্থের সম্পূর্ণ বিপরীত। এর সারমর্ম এই হবে যে, যে ব্যক্তি সৎকর্মের সাথে বেশি পরিমাণে আল্লাহর জিকিরও করে, তার এই জিকির তার কর্মকে সুশোভিত সুন্দর ও কবুলযোগ্য করে তোলে।

বাস্তব সত্য এই যে, কলেমায়ে তাওহীদ ও তাসবীহ যেমন সৎকর্ম ব্যতীত যথেষ্ট নয়, তেমনি সৎকর্ম এবং আল্লাহর হুকুম আহকাম ও নিষেধাজ্ঞাসমূহ মেনে চলাও জিকির ব্যতীত ফোটে উঠে না; প্রচুর জিকিরই সৎকর্মকে শোভনীয় ও গ্রহণযোগ্য করে থাকে।

وَمَا يُعَمَّرُ مِنْ مُّعَمَّرٍ وَّلَا يُنْقَصُ مِنْ عُمُرِهٖٓ اِلَّا فِيْ كِتٰبٍ –অধিকাংশ তফসীরবিদের মতে এ আয়াতের মর্ম এই যে, আল্লাহ তা'আলা যাকে দীর্ঘ জীবন দান করেন, তা পূর্বেই লাওহে মাহফূযে লিখিত রয়েছে। অনুরূপভাবে স্বল্প জীবনও পূর্ব থেকে লওহে মাহফূযে লিপিবদ্ধ থাকে। যার সারমর্ম দাঁড়াল এই যে, এখানে ব্যক্তিবিশেষের জীবনের দীর্ঘতা বা হ্রস্বতা বুঝানো উদ্দেশ্য নয়। বরং গোটা মানবজাতি সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে যে, তাদের কাউকে দীর্ঘ জীবন দান করা হয় এবং কাউকে তার চেয়ে কম। ইবনে কাছীর হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) থেকে এই তাফসীর বর্ণনা করেছেন। জাসসাস, হাসান বসরী ও যাহ্হাক প্রমুখের মতও তাই। কেউ কেউ বলেন, যদি আয়াতের অর্থ একই ব্যক্তির বয়সের হ্রাসবৃদ্ধি ধরে নেওয়া যায়, তবে বয়স হ্রাস করার উদ্দেশ্য এই যে, প্রত্যেক ব্যক্তির বয়স আল্লাহ তা'আলা যা লিখে দিয়েছেন, তা নিশ্চিত কিন্তু এই নির্দিষ্ট বয়ঃক্রম থেকে একদিন অতিবাহিত হলে একদিন হ্রাস পায়, দু'দিন অতিবাহিত হলে দু'দিন হ্রাস পায়। এমনিভাবে প্রতিটি দিন ও প্রতিটি নিঃশ্বাস তার জীবনকে হ্রাস করতে থাকে। এই তাফসীর শা'বী, ইবনে জুবায়র, আবূ মালেক, ইবনে আতিয়্যা ও সুদ্দী থেকে বর্ণিত আছে। –(রূহুল-মা'আনী) এ বিষয়বস্তুটি নিম্নোক্ত কবিতায় ব্যক্ত করা হয়েছে :

حَيَاتُكَ اَنْفَاسٌ تُعَدُّ فَكُلَّمَا • مَضٰى نَفَسٌ مِنْهَا اِنْتَقَصَتْ بِهٖ جُزْءٌ

অর্থাৎ তোমার জীবন গুণাগুণটি কয়েকটি নিঃশ্বাসের নাম। কাজেই যখনই একটি শ্বাস বিগত হয়ে যায়, জীবনের একটি অংশ হ্রাস পায়।

এ আয়াতের তাফসীর প্রসঙ্গে ইমাম নাসায়ী (র.) বর্ণিত হযরত আনাস ইবনে মালেকের রেওয়ায়েতে রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন, مَنْ سَرَّهٗ اَنْ يُبْسَطَ لَهٗ فِيْ رِزْقِهٖ وَيُنْسَأَ فِيْ اَثَرِهٖ فَلْيَصِلْ رَحِمَهٗ "যে ব্যক্তি চায় যে, তার রিজিক প্রশস্ত ও জীবন দীর্ঘ হোক, তার উচিত আত্মীয়-স্বজনদের সাথে সদ্ব্যবহার করা।" বুখারী, মুসলিম ও আবূ দাউদেও এই হাদীস বর্ণিত আছে। এই হাদীস থেকে বাহ্যতঃ জানা যায় যে, আত্মীয়-স্বজনের সাথে সদ্ব্যবহারের ফলে জীবন দীর্ঘ হয়। কিন্তু অপর এক হাদীস এর উদ্দেশ্য পরিষ্কার করে দিয়েছে। হাদীসটি এই :

ইবনে আবী হাতেমের রেওয়ায়েতে হযরত আবুদ্দারদা (রা.) বলেন, আমরা রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সাথে এ বিষয়ে আলোচনা করলে তিনি বলেন, (বয়স তো আল্লাহ তা'আলার কাছে একই বলে নির্দিষ্ট ও অবধারিত) নির্দিষ্ট সে মেয়াদ পূর্ণ হয়ে গেলে কাউকে এক মুহূর্তও অবকাশ দেওয়া হয় না। তবে জীবন দীর্ঘ হওয়ার অর্থ এই যে, আল্লাহ তা'আলা তাকে সৎকর্মপরায়ণ সন্তান-সন্ততি দান করেন। তারা সে ব্যক্তির জন্য দোয়া করতে থাকে। সে না থাকলেও কবরে তাদের দোয়া পেতে থাকে। (অর্থাৎ, মৃত্যুর পরও সে জীবিতাবস্থার ন্যায় লাভ করতে থাকে। ফলে তার বয়স যেন বেড়ে গেল। ইবনে কাছীর উভয় রেওয়ায়েত বর্ণনা করেছেন।) সারকথা, যেসব হাদীসে কোনো কোনো কর্ম সম্পর্কে বলা হয়েছে যে, এগুলো সম্পাদন করলে বয়স বেড়ে যায়, সেগুলোর অর্থ বয়সের বরকত ও কল্যাণ বৃদ্ধি পাওয়া।

https://e-ilm.weebly.com/

শব্দ বিশ্লেষণ :

فَاطِرٌ : সীগাহ وَاحِدْ مُذَكَّرْ বহছ اِسْم فَاعِلْ বাব نَصَرَ মাসদার اَلْفَطْرُ মূলবর্ণ (ف ـ ط ـ ر) জিনস صَحِيْح অর্থ- স্রষ্টা।

تُؤْفَكُوْنَ : সীগাহ جَمْع مُذَكَّر حَاضِرْ বহছ مُضَارِعْ مَجْهُوْل বাব ضَرَبَ মাসদার إِفْكٌ মূলবর্ণ (ا ـ ف ـ ك) জিনস مَهْمُوز فَاء অর্থ- তোমরা বিপরীত যাচ্ছ। তোমাদেরকে ফিরিয়ে দেওয়া হবে।

تُرْجَعُ : সীগাহ وَاحِد مُؤَنَّث غَائِبٌ বহছ مُضَارِعْ مَجْهُوْل বাব ضَرَب মাসদার اَلرُّجُوْعُ মূলবর্ণ (ر ـ ج ـ ع) জিনস صَحِيْح অর্থ- উপস্থাপিত হবে। ফিরিয়ে দেওয়া হবে।

لَا تَغُرَّنَّكُمْ : সীগাহ وَاحِدْ مُؤَنَّث غَائِبٌ বহছ مُضَارِعْ مَعْرُوف বাব نَصَرَ মাসদার غُرُوْرٌ মূলবর্ণ (غ ـ ر ـ ر) জিনস مُضَاعَف ثُلَاثِيْ অর্থ– যেন তোমাদেরকে ধোকায় না ফেলে।

اِتَّخِذُوْا : সীগাহ جَمْع مُذَكَّر حَاضِرْ বহছ اَمْر حَاضِرْ مَعْرُوْف বাব اِفْتِعَالٌ মাসদার اِتِّخَاذٌ মূলবর্ণ (أ ـ خ ـ ذ) জিনস مَهْمُوْز فَاء অর্থ– তোমরা মনে করতে থাক। গ্রহণ কর।

زُيِّنَ : সীগাহ وَاحِدْ مُذَكَّر غَائِبٌ বহছ مَاضِىْ مَجْهُوْل বাব تَفْعِيْل মাসদার تَزْيِيْنٌ মূলবর্ণ (ز ـ ى ـ ن) জিনস اَجْوَف يَائِيْ অর্থ– শোভন করে দেখানো হয়েছে। সজ্জিত করা হয়েছে।

رَاٰهُ : সীগাহ وَاحِدْ مُذَكَّر غَائِبٌ বহছ مَاضِىْ مَعْرُوْف বাব فَتَحَ মাসদার رُؤْيَةً মূলবর্ণ (ر ـ ء ـ ى) জিনস মুরাক্কাব (نَاقِص يَائِيْ এবং مَهْمُوز عَيْن) অর্থ– সে তাকে উত্তম বলে মনে করছে।

تُثِيْرُ : সীগাহ وَاحِدْ مُؤَنَّث غَائِبٌ বহছ مُضَارِعْ مَعْرُوْف বাব اِفْعَالٌ মাসদার اِثَارَةً মূলবর্ণ (ث ـ ى ـ ر) জিনস اَجْوَف يَائِيْ অর্থ– সঞ্চারিত করে।

سُقْنَاهُ : সীগাহ جَمْع مُتَكَلِّم বহছ مَاضِىْ مَعْرُوْف বাব نَصَرَ মাসদার سَوْقٌ মূলবর্ণ (س ـ و ـ ق) জিনস اَجْوَف وَاوِىْ অর্থ– আমি তাকে পরিচালিত করি।

اَحْيَيْنَا : সীগাহ جَمْع مُتَكَلِّم বহছ مَاضِىْ مَعْرُوْف বাব اِفْعَالٌ মাসদার اِحْيَاءً মূলবর্ণ (ح ـ ى ـ ى) জিনস لَفِيْف مَقْرُوْن অর্থ– আমি সঞ্জীবিত করে থাকি।

يَمْكُرُوْنَ : সীগাহ جَمْع مُذَكَّر غَائِبٌ বহছ مُضَارِعْ مَعْرُوْف বাব نَصَرَ মাসদার مَكْرٌ মূলবর্ণ (م ـ ك ـ ر) জিনস صَحِيْح অর্থ– চক্রান্ত করছে। গোপন ষড়যন্ত্র করছে।

يَبُوْرُ : সীগাহ وَاحِدْ مُذَكَّر غَائِبٌ বহছ مُضَارِعْ مَعْرُوْف বাব نَصَرَ মাসদার بَوَارٌ মূলবর্ণ (ب ـ و ـ ر) জিনস اَجْوَف وَاوِىْ অর্থ– নস্যাত হয়ে যাবে।

نُطْفَةٌ : ইসম, মাজরূর, নাকেরাহ। অর্থ– শুক্র। পরিষ্কার পানি। উদ্দেশ্য মানুষের বীর্য, বহুবচন نُطَفٌ আসে। نَطْفٌ، نُطُوْفٌ، نِطَافٌ বাবে ضَرَبَ পানি আসা-যাওয়া করা, পানি ফোঁটায় ফোঁটায় পড়া, আপবাদ।

مُعَمَّرٌ : সীগাহ وَاحِدٌ مُذَكَّرٌ বহছ اِسْم مَفْعُوْل বাব تَفْعِيْل মাসদার تَعْمِيْرٌ মূলবর্ণ (ع ـ م ـ ر) জিনস صَحِيْح অর্থ– বয়স্ক, বয়োবৃদ্ধ, দীর্ঘজীবি। কাউকে বয়স বাড়িয়ে দেওয়া।

বাক্য বিশ্লেষণ :

إِنَّ الشَّيْطٰنَ لَكُمْ عَدُوٌّ فَاتَّخِذُوْهُ عَدُوًّا : এখানে إِنَّ হরফে মুশাব্বাহ বিল ফে'ল الشَّيْطٰنَ হলো اِسْم اِنَّ আর لَكُمْ হলো خَبَر اِنَّ আর عَدُوٌّ হলো حَالْ হয়েছে। অথবা مُتَعَلِّقْ হয়েছে। فَاتَّخِذُوْهُ- এর সাথে عَدُوٌّ- টা فَاء- এর হলো فَصِيْحِيَّه আর اِتَّخِذُوْهُ হলো ফে'ল যমীর ফায়েল এবং ه হলো ১ম মাফউলে বিহী আর عَدُوًّا হলো ২য় মাফউলে বিহী। –[ই'রাবুল কুরআন ৬ষ্ঠ খণ্ড : পৃ. ২৬৪]

https://e-ilm.weebly.com/

وَمَا يَسْتَوِي الْبَحْرَانِ ۖ هَٰذَا عَذْبٌ فُرَاتٌ سَائِغٌ شَرَابُهُ وَهَٰذَا مِلْحٌ أُجَاجٌ ۖ وَمِن كُلٍّ تَأْكُلُونَ لَحْمًا طَرِيًّا وَتَسْتَخْرِجُونَ حِلْيَةً تَلْبَسُونَهَا ۖ وَتَرَى الْفُلْكَ فِيهِ مَوَاخِرَ لِتَبْتَغُوا مِن فَضْلِهِ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ ﴿١٢﴾

১২. এবং দুটি সমুদ্র সমতুল্য নয়, (বরং) একটি তো সুমিষ্ট–পিপাসা নিবারক, যা পান করা সহজ, আর অপরটি লবণাক্ত, বিস্বাদ; এবং তোমরা প্রত্যেকটি (সমুদ্র) থেকে (মৎস্য ধরে) তার তাজা গোশ্‌ত খাও এবং (এতদ্ভিন্ন) অলংকার (মুক্তা) বের কর, যা তোমরা পরিধান কর, এবং তুমি তাতে নৌকাগুলোকে দেখছ যে, পানি বিদীর্ণ করে চলাচল করছে, যেন তোমরা (তার সাহায্যে) তাঁর (প্রদত্ত) রিজিক অন্বেষণ কর, আর যেন তোমরা কৃতজ্ঞতা প্রকাশ কর।

يُولِجُ اللَّيْلَ فِي النَّهَارِ وَيُولِجُ النَّهَارَ فِي اللَّيْلِ وَسَخَّرَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ كُلٌّ يَجْرِي لِأَجَلٍ مُّسَمًّى ۚ ذَٰلِكُمُ اللَّهُ رَبُّكُمْ لَهُ الْمُلْكُ ۚ وَالَّذِينَ تَدْعُونَ مِن دُونِهِ مَا يَمْلِكُونَ مِن قِطْمِيرٍ ﴿١٣﴾

১৩. তিনি রাত্রিকে দিবসের মধ্যে প্রবিষ্ট করেন এবং দিবসকে রাত্রির মধ্যে প্রবিষ্ট করেন, আর তিনি সূর্য ও চন্দ্রকে কার্যরত রেখেছেন, প্রত্যেকে নির্ধারিত সময় পর্যন্ত চলতে থাকবে; এ আল্লাহই তোমাদের প্রতিপালক, তাঁরই জন্য আধিপত্য এবং তাঁকে ভিন্ন যাদেরকে তোমরা ডাকছ, তারা তো খেজুরের আঁটির খোসার সমতুল্যও ক্ষমতা রাখে না।

إِن تَدْعُوهُمْ لَا يَسْمَعُوا دُعَاءَكُمْ وَلَوْ سَمِعُوا مَا اسْتَجَابُوا لَكُمْ ۖ وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يَكْفُرُونَ بِشِرْكِكُمْ ۚ وَلَا يُنَبِّئُكَ مِثْلُ خَبِيرٍ ﴿١٤﴾

১৪. যদি তোমরা তাদেরকে ডাক, তবুও তারা তোমাদের ডাক শুনবে না, আর যদি শুনেও, তবুও তারা তোমাদের ডাকে সাড়া দিবে না; আর কিয়ামতের দিন তারা তোমাদের এই শরিক স্থাপন করা সম্বন্ধে বিরোধিতা করবে; আর তোমাকে সর্বজ্ঞা (আল্লাহ্)-র ন্যায় কেউই (সঠিক) সংবাদ দিবে না।

শাব্দিক অনুবাদ :

১২. وَمَا يَسْتَوِى الْبَحْرَانِ এবং দুটি সমুদ্র সমতুল্য নয় هٰذَا عَذْبٌ বরং একটি তো সুমিষ্ট فُرَاتٌ পিপাসা নিবারক سَآئِغٌ
شَرَابُهٗ যা পান করা সহজ وَهٰذَا مِلْحٌ اُجَاجٌ আর অপরটি লবণাক্ত বিস্বাদ وَمِنْ كُلٍّ تَاْكُلُوْنَ لَحْمًا طَرِيًّا এবং তোমরা
প্রত্যেকটি সমুদ্র হতে (মৎস ধরে) তরতাজা গোশ্‌ত খাও وَتَسْتَخْرِجُوْنَ এবং বের কর حِلْيَةً অলংকার تَلْبَسُوْنَهَا
যা তোমরা পরিধান কর وَتَرَى الْفُلْكَ এবং তুমি তাতে নৌকাগুলোকে দেখছ যে فِيْهِ مَوَاخِرَ পানি বিদীর্ণ করে চলাচল করছে
لِتَبْتَغُوْا مِنْ فَضْلِهٖ যেন তোমরা তার রিজিক অন্বেষণ কর وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُوْنَ আর যেন তোমরা কৃতজ্ঞতা প্রকাশ কর।

১৩. يُوْلِجُ الَّيْلَ فِى النَّهَارِ তিনি রাত্রিকে দিবসের মধ্যে প্রবিষ্ট করেন وَيُوْلِجُ النَّهَارَ فِى الَّيْلِ এবং দিবসকে রাত্রির মধ্যে
প্রবিষ্ট করেন وَسَخَّرَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ আর তিনি সূর্য ও চন্দ্রকে কার্যরত রেখেছেন كُلٌّ يَّجْرِىْ لِاَجَلٍ مُّسَمًّى প্রত্যেকে
নির্ধারিত সময় পর্যন্ত চলতে থাকবে ذٰلِكُمُ اللّٰهُ رَبُّكُمْ এ আল্লাহই তোমাদের প্রতিপালক لَهُ الْمُلْكُ তাঁরই জন্য
আধিপত্য وَالَّذِيْنَ تَدْعُوْنَ مِنْ دُوْنِهٖ এবং তাঁকে ভিন্ন যাদেরকে তোমরা ডাকছ مَا يَمْلِكُوْنَ مِنْ قِطْمِيْرٍ তারা তো
খেজুরের আঁটির খোসার সমতুল্য ও ক্ষমতা রাখে না।

১৪. اِنْ تَدْعُوْهُمْ যদি তোমরা তাদেরকে ডাক لَا يَسْمَعُوْا دُعَآءَكُمْ তবুও তারা তোমাদের ডাক শুনবে না وَلَوْ سَمِعُوْا আর
যদি শুনেও مَا اسْتَجَابُوْا لَكُمْ তবুও তারা তোমাদের ডাকে সাড়া দিবে না وَيَوْمَ الْقِيٰمَةِ আর কিয়ামত দিবসে يَكْفُرُوْنَ
بِشِرْكِكُمْ তারা তোমাদের এই শরিক স্থাপন করা সম্বন্ধে বিরোধিতা করবে وَلَا يُنَبِّئُكَ مِثْلُ خَبِيْرٍ আর তোমাকে
সর্বজ্ঞা (আল্লাহর)-র ন্যায় কেউই (সঠিক) সংবাদ দিবে না।

https://e-ilm.weebly.com/

১৫. হে মানবগণ! তোমরা আল্লাহ তা'আলার মুখাপেক্ষী এবং আল্লাহ হচ্ছেন অভাবমুক্ত, সর্বগুণে গুণান্বিত।	يَاَيُّهَا النَّاسُ اَنْتُمُ الْفُقَرَآءُ اِلَى اللّٰهِ ۚ وَاللّٰهُ هُوَ الْغَنِيُّ الْحَمِيْدُ ﴿١٥﴾
১৬. যদি তিনি ইচ্ছা করেন, তবে তোমাদেরকে ধ্বংস করে দিবেন এবং এক নতুন সৃষ্ট সৃষ্টি করবেন (যারা তোমাদের ন্যায় কুফরি করবে না)।	اِنْ يَّشَاْ يُذْهِبْكُمْ وَيَاْتِ بِخَلْقٍ جَدِيْدٍ ﴿١٦﴾
১৭. আর এ বিষয়টি আল্লাহ তা'আলার পক্ষে মোটেই কঠিন নয়।	وَمَا ذٰلِكَ عَلَى اللّٰهِ بِعَزِيْزٍ ﴿١٧﴾
১৮. এবং কোনো ব্যক্তি অপরের (পাপের) বোঝা বহন করবে না; আর যদি কোনো ভারাক্রান্ত ব্যক্তি স্বীয় (পাপের) বোঝা কাউকেও বহন করার জন্য আহ্বানও করে, তথাপি তা থেকে কিছুমাত্রও তার উপর চাপানো যাবে না, যদিও সে আত্মীয় হয়; আপনি তো কেবল তাদেরকেই ভয় প্রদর্শন করতে পারেন যারা স্বীয় প্রতিপালককে না দেখে ভয় করে এবং রীতিমতো নামাজ আদায় করে; আর যে ব্যক্তি (ঈমান এনে) পবিত্র হয়, সে নিজেরই (কল্যাণের) জন্য হয়; আর আল্লাহরই দিকে প্রত্যাবর্তন করতে হবে।	وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِّزْرَ اُخْرٰى ؕ وَاِنْ تَدْعُ مُثْقَلَةٌ اِلٰى حِمْلِهَا لَا يُحْمَلْ مِنْهُ شَيْءٌ وَّلَوْ كَانَ ذَا قُرْبٰى ؕ اِنَّمَا تُنْذِرُ الَّذِيْنَ يَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ بِالْغَيْبِ وَاَقَامُوا الصَّلٰوةَ ؕ وَمَنْ تَزَكّٰى فَاِنَّمَا يَتَزَكّٰى لِنَفْسِهٖ ؕ وَاِلَى اللّٰهِ الْمَصِيْرُ ﴿١٨﴾

শাব্দিক অনুবাদ :

১৫. يَاَيُّهَا النَّاسُ হে মানবগণ اَنْتُمُ الْفُقَرَآءُ اِلَى اللّٰهِ তোমরা আল্লাহ তা'আলার মুখাপেক্ষী وَاللّٰهُ هُوَ الْغَنِيُّ الْحَمِيْدُ এবং আল্লাহ হচ্ছেন অভাব মুক্ত, সর্ব গুণে গুণান্বিত।

১৬. اِنْ يَّشَاْ যতি তিনি ইচ্ছা করেন يُذْهِبْكُمْ তবে তোমাদেরকে ধ্বংস করে দিবেন وَيَاْتِ بِخَلْقٍ جَدِيْدٍ এবং এক নতুন সৃষ্ট সৃষ্টি করবেন।

১৭. وَمَا ذٰلِكَ আর এ বিষয়টি নয় عَلَى اللّٰهِ আল্লাহ তা'আলার পক্ষে بِعَزِيْزٍ মোটেই কঠিন।

১৮. وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِّزْرَ اُخْرٰى এবং কোনো ব্যক্তি অপরের (পাপের) বোঝা বহন করবে না وَاِنْ تَدْعُ আর যদি আহ্বানও করে مُثْقَلَةٌ কোনো ভারাক্রান্ত ব্যক্তি اِلٰى حِمْلِهَا (পাপের) বোঝা কাউকে বহন করার জন্য لَا يُحْمَلْ مِنْهُ شَيْءٌ তথাপি তা হতে কিছুমাত্রও তার উপর চাপানো যাবে না وَّلَوْ كَانَ ذَا قُرْبٰى যদিও সে আত্মীয় হয় اِنَّمَا تُنْذِرُ আপনি তো কেবল তাদেরকেই ভয় প্রদর্শন করতে পারেন الَّذِيْنَ يَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ যারা স্বীয় প্রতিপালককে ভয় করে بِالْغَيْبِ না দেখে وَاَقَامُوا الصَّلٰوةَ এবং রীতিমতো নামাজ আদায় করে وَمَنْ تَزَكّٰى আর যে ব্যক্তি পবিত্র হয় فَاِنَّمَا يَتَزَكّٰى لِنَفْسِهٖ সে নিজেরই জন্য হয় وَاِلَى اللّٰهِ الْمَصِيْرُ আর আল্লাহরই দিকে প্রত্যাবর্তন করতে হবে।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

يَاَيُّهَا النَّاسُ اَنْتُمُ الْفُقَرَآءُ اِلَى اللّٰهِ وَاللّٰهُ هُوَ الْغَنِيُّ الْحَمِيْدُ [١٥]

শানে নুযূল : হযরত নবী করীম ﷺ যখন কাফের, মুশরিক ও সকল বিজাতিকে আল্লাহ তা'আলার একত্ববাদের প্রতি অবিরাম ও নিরলসভাবে আহ্বান করতে থাকেন, তখন মক্কার কাফেররা মন্তব্য করতে লাগল যে, আল্লাহ তা'আলা হয়তো

https://e-ilm.weebly.com/

আমাদের ইবাদতের প্রতি মুহতাজ ও মুখাপেক্ষী হয়ে পড়েছেন। তাই তো তার ইবাদত করার প্রতি এমনভাবে আহ্বান করা হচ্ছে। আল্লাহ তা'আলা কারো ইবাদতের প্রতি মুহতাজ নন। মানুষ আল্লাহর ইবাদত করবে নিজের স্বার্থেই এবং সকলেই তাঁর প্রতি মুহতাজ, তা জানিয়ে দেওয়ার জন্যে আল্লাহ তা'আলা আলোচ্য আয়াত নাজিল করেন। -[রূহুল মা'আনী ১৮৪/২২/১১]

وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِّزْرَ أُخْرَى وَإِن تَدْعُ مُثْقَلَةٌ إِلَى حِمْلِهَا لَا يُحْمَلْ مِنْهُ شَيْءٌ وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَى إِنَّمَا تُنذِرُ الَّذِينَ يَخْشَوْنَ رَبَّهُم بِالْغَيْبِ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَمَن تَزَكَّى فَإِنَّمَا يَتَزَكَّى لِنَفْسِهِ وَإِلَى اللَّهِ الْمَصِيرُ [١٨]

শানে নুযূল : ওয়ালিদ বিন মুগীরা গোত্রের যে সকল মানুষেরা ঈমান গ্রহণ করেছিল তাদেরকে সে বলত যে, তোমরা মুহাম্মদের প্রতি ঘৃণাভরে তার কুফরি কর। এতে করে তোমাদের যে পাপ পঙ্কিলতা হবে, এসব কিছুর দায়-ভার আমার উপর বর্তাবে। ওয়ালিদ বিন মুগীরার এহেন হঠকারীমূলক বিভ্রান্তিতা ছড়ানোর পরিপ্রেক্ষিতে আল্লাহ তা'আলা আলোচ্য আয়াত নাজিল করেন। -[রূহুল মা'আনী ১৮৪/২২/১১]

وَمِن كُلٍّ تَأْكُلُونَ لَحْمًا طَرِيًّا وَتَسْتَخْرِجُونَ حِلْيَةً تَلْبَسُونَهَا - অর্থাৎ লোনা ও মিঠা উভয় দরিয়া থেকে তোমরা তাজা গোশ্‌ত অর্থাৎ মৎস খাওয়ার জন্য পাও। আয়াতে মৎস্যকে গোশ্‌ত বলে অভিহিত করার মধ্যে ইঙ্গিত পাওয়া যায় যে, মৎস্য আপনা-আপনি হালাল গোশ্‌ত-একে জবাই করার প্রয়োজন হয় না। স্থলভাগের অন্যান্য জন্তু এর বিপরীত। সেগুলো জবাই না করা পর্যন্ত হালাল হয় না। মাছের বেলায় এটা শর্ত নয় বিধায় তা যেন তৈরি গোশ্‌ত। حِلْيَةً শব্দের অর্থ গয়না। এখানে মোতি বুঝানো হয়েছে। আয়াত থেকে জানা গেল যে, মোতি যেমন লোনা দরিয়ায় পাওয়া যায় তেমনি মিঠা দরিয়াতেও পাওয়া যায়। অথচ প্রসিদ্ধ ও সুবিদিত মত এই যে, মোতি লোনা দরিয়াতেই উৎপন্ন হয়। সত্য এই যে, উভয় প্রকার দরিয়াতে মোতি উৎপন্ন হয়। কুরআনের ভাষা থেকে তাই জানা যায়। তবে মিঠা দরিয়াতে কম এবং লোনা দরিয়াতে অনেক বেশি উৎপন্ন হয়। এতেই খ্যাত হয়ে গেছে যে, মোতি কেবল লোনা দরিয়াতেই পাওয়া যায়।

تَلْبَسُونَهَا শব্দে পুং লিঙ্গ ব্যবহৃত হওয়ার ইঙ্গিত পাওয়া যায় যে, মোতি ব্যবহার করা পুরুষদের জন্যও জায়েজ। কিন্তু স্বর্ণ-রৌপ্য অলংকাররূপে ব্যবহার করা পুরুষদের জন্য জায়েজ নয়। -[রূহুল মা'আনী]

إِن تَدْعُوهُمْ لَا يَسْمَعُوا دُعَاءَكُمْ وَلَوْ سَمِعُوا مَا اسْتَجَابُوا لَكُمْ

অর্থাৎ, তোমরা যে সমস্ত মূর্তি, কতক নবী ও ফেরেশতার পূজা কর; বিপদ মুহূর্তে তাদেরকে আহ্বান করলে প্রথমতঃ তারা শুনতেই পারবে না। কেননা মূর্তির মধ্যে শ্রবণের যোগ্যতাই নেই। নবী ও ফেরেশতাগণের মধ্যে যোগ্যতা থাকলেও তারা সর্বত্র বিদ্যমান নয়, এবং প্রত্যেকের কথা শুনে না। অতঃপর বলা হয়েছে, ফেরেশতা ও নবী যদি ধরে নেওয়ার পর্যায়ে শুনেও, তবে তারা তোমাদের আবেদন পূর্ণ করার ক্ষমতা রাখে না। আল্লাহ তা'আলার অনুমতি ব্যতিরেকে তারা তাঁর কাছে কারও জন্যে সুপারিশও করতে পারে না।

মৃতদের শ্রবণ সম্পর্কিত আলোচনা পূর্বে হয়ে গেছে। আলোচ্য আয়াত তার পক্ষেও নয় বিপক্ষেও নয়। সূরা রূমে এই আলোচনার বিস্তারিত প্রমাণাদি বর্ণিত হয়েছে।

وَ لَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِّزْرَ أُخْرَى অর্থাৎ, কিয়ামতের দিন কোনো মানুষ অন্য মানুষের পাপভার বহন করতে পারবে না। প্রত্যেককে নিজের বোঝা নিজেই বহন করতে হবে। সূরা আনকাবূতে বলা হয়েছে : وَلَيَحْمِلُنَّ أَثْقَالَهُمْ وَأَثْقَالًا مَّعَ أَثْقَالِهِمْ অর্থাৎ, যারা পথভ্রষ্ট করে, তারা নিজেদের পথভ্রষ্টতার বোঝাও বহন করবে এবং তৎসহ তাদের বোঝাও বহন করবে, যাদেরকে পথভ্রষ্ট করেছিল। এর অর্থ এমন নয় যে, যাদেরকে পথভ্রষ্ট করেছিল, তাদের বোঝা তারা কিছুটা হালকা করে দিবে। বরং তাদের বোঝা তাদের উপর পুরোপুরিই থাকবে, কিন্তু পথ-ভ্রষ্টকারীদের অপরাধ দ্বিগুণ হওয়ার কারণে তাদের বোঝাও দ্বিগুণ হয়ে যাবে একটি পথভ্রষ্ট হওয়ার অপরটি পথভ্রষ্ট করার। অতএব উভয় আয়াতে কোনো বৈপরীত্য নেই।

হযরত ইকরিমা উল্লিখিত আয়াতের তাফসীর প্রসঙ্গে বলেন, সেদিন এক পিতা তার পুত্রকে বলবে, তুমি জান যে, আমি তোমার প্রতি কেমন স্নেহশীল ও সদয় পিতা ছিলাম। পুত্র স্বীকার করে বলবে, নিশ্চয় আপনার ঋণ অসংখ্য। আমার জন্যে পৃথিবীতে অনেক কষ্ট সহ্য করেছেন। অতঃপর পিতা বলবে, বৎস আজ আমি তোমার মুখাপেক্ষী। তোমার পুণ্যসমূহের মধ্য থেকে আমাকে যৎসামান্য দিয়ে দাও এতে আমার মুক্তি হয়ে যাবে। পুত্র বলবে, পিতা আপনি সামান্য বস্তুই চেয়েছেন- কিন্তু আমি কি করব, যদি আমি তা আপনাকে দিয়ে দেই, তবে আমারও যে সে অবস্থা হবে। অতএব আমি অক্ষম। অতঃপর সে তার সহধর্মিনীকেও এই কথা বলবে যে, দুনিয়াতে আমি তোমার জন্যে সবকিছু বিসর্জন দিয়েছি। আজ তোমার সামান্য পুণ্য আমি চাই। তা দিয়ে দাও। সহধর্মিনীও পুত্রের অনুরূপ জওয়াব দিবে।

https://e-ilm.weebly.com/

হযরত ইকরিমা বলেন, وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ اُخْرٰى বাক্যের অর্থ তাই। কুরআন পাক একাধিক আয়াতে এ বিষয়টি বর্ণনা করেছে। এক আয়াতে বলা হয়েছে : لَا يَجْزِىْ وَالِدٌ عَنْ وَلَدِهٖ وَلَا مَوْلُوْدٌ هُوَ جَازٍ عَنْ وَالِدِهٖ شَيْئًا – অর্থাৎ সেদিন কোনো পিতা তার পুত্রকে আজাব থেকে রক্ষা করতে পারবে না এবং কোনো পুত্র পিতাকে বাঁচাতে পারবে না। উদ্দেশ্য এই যে, কেউ অপরের পাপভার নিজে বহন করে তাকে বাঁচাতে পারবে না। তবে সুপারিশের ব্যাপারটি এ থেকে ভিন্ন। অনুরূপভাবে অন্য এক আয়াতে বলা হয়েছে : يَوْمَ يَفِرُّ الْمَرْءُ مِنْ اَخِيْهِ وَاُمِّهٖ وَاَبِيْهِ وَصَاحِبَتِهٖ وَبَنِيْهِ –অর্থাৎ সেদিন মানুষ তার ভ্রাতা, মাতা, পিতা, পত্নী ও সন্তান-সন্ততির কাছ থেকে পালাতে থাকবে। পালানোর অর্থ এই যে, সে আশঙ্কা করবে, না জানি কোথাও তারা তাদের পাপভার তার উপর চাপিয়ে দেয় অথবা কোনো পুণ্য চেয়ে বসে। –[ইবনে কাছীর]

শব্দ বিশ্লেষণ :

مَا يَسْتَوِىْ : সীগাহ وَاحِدْ مُذَكَّرْ غَائِبْ বহছ مُضَارِعْ مَنْفِىْ مَعْرُوْف বাব اِفْتِعَالْ মাসদার اِسْتِوَاءً মূলবর্ণ (س - و - ى) জিনস لَفِيْف مَقْرُوْن অর্থ– সমতুল্য নয়। সমান হবে না।

تَأْكُلُوْنَ : সীগাহ جَمْع مُذَكَّر حَاضِرْ বহছ مُضَارِعْ مَعْرُوْف বাব نَصَرَ মাসদার اَكْلٌ মূলবর্ণ (ء - ك - ل) জিনস مَهْمُوْز لَامْ অর্থ– তোমরা খাও।

تَسْتَخْرِجُوْنَ : সীগাহ جَمْع مُذَكَّر حَاضِرْ বহছ مُضَارِعْ مَعْرُوْف বাব اِسْتِفْعَالْ মাসদার اِسْتِخْرَاجٌ মূলবর্ণ (خ - ر - ج) জিনস صَحِيْح অর্থ– বের কর।

لِتَبْتَغُوْا : সীগাহ جَمْع مُذَكَّر حَاضِرْ বহছ مُضَارِعْ مَنْصُوْب بِلَام كَىْ বাব اِفْتِعَالْ মাসদার اِبْتِغَاءً মূলবর্ণ (ب - غ - ى) জিনস نَاقِص يَائِىْ অর্থ– যেন তোমরা অন্বেষণ কর।

يُوْلِجُ : সীগাহ وَاحِدْ مُذَكَّر غَائِبْ বহছ مُضَارِعْ مَعْرُوْف বাব اِفْعَالْ মাসদার اِيْلَاجٌ মূলবর্ণ (و - ل - ج) জিনস مِثَال وَاوِىْ অর্থ– তিনি প্রবিষ্ট করেন।

تَدْعُوْنَ : সীগাহ جَمْع مُذَكَّر حَاضِرْ বহছ مُضَارِعْ مَعْرُوْف বাব نَصَرَ মাসদার دُعَاءً মূলবর্ণ (د - ع - و) জিনস نَاقِص وَاوِىْ অর্থ– তোমরা ডাকছ।

مَا اسْتَجَابُوْا : সীগাহ جَمْع مُذَكَّر غَائِبْ বহছ مَاضِىْ مَنْفِىْ مَعْرُوْف বাব اِسْتِفْعَالْ মাসদার اِسْتِجَابَةً মূলবর্ণ (ج - و - ب) জিনস اَجْوَف وَاوِىْ অর্থ– তারা সাড়া দেবে না।

يَأْتِ : সীগাহ وَاحِدْ مُذَكَّر غَائِبْ বহছ مُضَارِعْ مَعْرُوْف বাব ضَرَبَ মাসদার اِتْيَانٌ মূলবর্ণ (ء - ت - ى) জিনস মুরাক্কাব (نَاقِص يَائِىْ এবং مَهْمُوْز فَاء) অর্থ– সৃষ্টি করবেন। নিয়ে আসবেন।

لَا تَزِرُ : সীগাহ وَاحِدْ مُؤَنَّثْ غَائِبْ বহছ مُضَارِعْ مَنْفِىْ مَعْرُوْف বাব ضَرَبَ মাসদার وِزْرٌ মূলবর্ণ (و - ز - ر) জিনস مِثَال وَاوِىْ অর্থ- বোঝা বহন করবে না।

يَخْشَوْنَ : সীগাহ جَمْع مُذَكَّر غَائِبْ বহছ مُضَارِعْ مَعْرُوْف বাব سَمِعَ মাসদার خَشْيَةٌ মূলবর্ণ (خ - ش - ى) জিনস ناقص يائى অর্থ– ভয় করে। তারা ভয় পায়।

أَقَامُوْا : সীগাহ جَمْع مُذَكَّر غَائِبْ বহছ مَاضِىْ مَعْرُوْف বাব اِفْعَالْ মাসদার اِقَامَةٌ মূলবর্ণ (ق - و - م) জিনস اَجْوَف وَاوِىْ অর্থ– আদায় করে। প্রতিষ্ঠা করে।

تَزَكّٰى : সীগাহ وَاحِدْ مُذَكَّر غَائِبْ বহছ مَاضِىْ مَعْرُوْف বাব تَفَعُّلْ মাসদার اَلتَّزَكِّىْ মূলবর্ণ (ز - ك - و) জিনস نَاقِص وَاوِىْ অর্থ– পবিত্র হয়।

বাক্য বিশ্লেষণ :

وَمَنْ تَزَكّٰى فَاِنَّمَا يَتَزَكّٰى لِنَفْسِهٖ وَاِلَى اللّٰهِ الْمَصِيْرُ : এখানে واو টি اِعْتِرَاضِيَة আবার এটা اِسْتِئْنَافِيَه হওয়াও বৈধ। আর مَنْ হলো اِسْم شَرْط মুবতাদা। আর تَزَكّٰى ফে'ল فَاِنَّمَا -এর فَاء জবাবের রাবেতা। আর اِنَّمَا হলো مَكْفُوْفَه كَافَه এবং يَتَزَكّٰى আর ফে'লে মুযারে তন্মধ্যস্থ উহ্য যমীর هُوَ হলো ফায়েল। আর لِنَفْسِهٖ এটা يَتَزَكّٰى -এর সাথে مُتَعَلِّقْ হয়েছে। আর وَاِلَى اللّٰهِ টা خَبَر مُقَدَّمْ আর اَلْمَصِيْرُ হলো مُبْتَدَا مُؤَخَّر

–[ই'রাবুল কুরআন ৬ষ্ঠ খণ্ড : পৃ. ২৮০]

১৯. আর অন্ধ ও চক্ষুষ্মান সমান নয়।	وَمَا يَسْتَوِي الْأَعْمٰى وَالْبَصِيْرُ ﴿١٩﴾
২০. এবং অন্ধকার ও আলোকও (সমান) নয়।	وَلَا الظُّلُمٰتُ وَلَا النُّوْرُ ﴿٢٠﴾
২১. আর ছায়া এবং সূর্য-কিরণও (সমান) নয় (অর্থাৎ কাফের ও মু'মিন সমান নয়)।	وَلَا الظِّلُّ وَلَا الْحَرُوْرُ ﴿٢١﴾
২২. আর জীবিত এবং মৃত ব্যক্তি সমান হতে পারে না; আল্লাহ তা'আলা যাকে ইচ্ছা শুনিয়ে থাকেন, আর (যেহেতু কাফেররা মৃত বলে সাব্যস্ত হলো, কাজেই) আপনি কবরে সমাহিত লোকদেরকে শুনাতে সক্ষম নন।	وَمَا يَسْتَوِي الْأَحْيَآءُ وَلَا الْأَمْوَاتُ ۗ إِنَّ اللّٰهَ يُسْمِعُ مَنْ يَّشَآءُ ۚ وَمَآ أَنْتَ بِمُسْمِعٍ مَّنْ فِي الْقُبُوْرِ ﴿٢٢﴾
২৩. (তারা যদি না মানে, তবে আপনি চিন্তিত হবেন না;) আপনি তো শুধু ভয় প্রদর্শনকারী।	إِنْ أَنْتَ إِلَّا نَذِيْرٌ ﴿٢٣﴾
২৪. আমিই আপনাকে সত্য (ধর্ম)-সহ সুসংবাদদাতা ও ভয় প্রদর্শকরূপে প্রেরণ করেছি; আর কোনো সম্প্রদায় এমন ছিল না যে, তাদের মধ্যে কোনো ভয় প্রদার্শনকারী (নবী) প্রেরিত হননি।	إِنَّآ أَرْسَلْنٰكَ بِالْحَقِّ بَشِيْرًا وَّنَذِيْرًا ۗ وَإِنْ مِّنْ أُمَّةٍ إِلَّا خَلَا فِيْهَا نَذِيْرٌ ﴿٢٤﴾
২৫. আর যদি তারা আপনাকে অবিশ্বাস করে, তবে (মনঃক্ষুণ্ন হবেন না; কেননা) তাদের পূর্বে যারা অতীত হয়েছে তারাও (স্বীয় নবীগণকে) অবিশ্বাস করেছিল, তাদের নিকটও তাদের নবীগণ মু'জিযা ও সহীফা এবং উজ্জ্বল কিতাবসমূহ সহকারে এসেছিলেন।	وَإِنْ يُّكَذِّبُوْكَ فَقَدْ كَذَّبَ الَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِهِمْ ۚ جَآءَتْهُمْ رُسُلُهُمْ بِالْبَيِّنٰتِ وَبِالزُّبُرِ وَبِالْكِتٰبِ الْمُنِيْرِ ﴿٢٥﴾

শাব্দিক অনুবাদ :

১৯. وَمَا يَسْتَوِي আর সমান নয় الْأَعْمٰى অন্ধ وَالْبَصِيْرُ ও চক্ষুষ্মান।

২০. وَلَا الظُّلُمٰتُ এবং অন্ধকার وَلَا النُّوْرُ ও আলোকও (সমান) নয়।

২১. وَلَا الظِّلُّ আর ছায়া وَلَا الْحَرُوْرُ এবং সূর্য-কিরণ (সমান) নয়।

২২. وَمَا يَسْتَوِي الْأَحْيَآءُ وَلَا الْأَمْوَاتُ আর জীবিত এবং মৃত ব্যক্তি সমান হতে পারে না إِنَّ اللّٰهَ يُسْمِعُ আল্লাহ তা'আলা শুনিয়ে থাকেন مَنْ يَّشَآءُ যাকে ইচ্ছা وَمَآ أَنْتَ بِمُسْمِعٍ مَّنْ فِي الْقُبُوْرِ আর আপনি কবরে সমাহিত লোকদের শুনাতে সক্ষম নন।

২৩. إِنْ أَنْتَ إِلَّا আপনি তো শুধু نَذِيْرٌ ভয় প্রদর্শনকারী।

২৪. إِنَّآ أَرْسَلْنٰكَ بِالْحَقِّ আমিই আপনাকে সত্য ধর্মসহ প্রেরণ করছি بَشِيْرًا وَّنَذِيْرًا সুসংবাদদাতা ও ভয় প্রদর্শকরূপে وَإِنْ مِّنْ أُمَّةٍ আর কোনো সম্প্রদায় এমন ছিল না إِلَّا خَلَا فِيْهَا نَذِيْرٌ যে তাদের মধ্যে কোনো ভয় প্রদর্শনকারী অতীত হননি।

২৫. وَإِنْ يُّكَذِّبُوْكَ আর যদি তারা আপনাকে অবিশ্বাস করে فَقَدْ كَذَّبَ الَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِهِمْ তবে তাদের পূর্বে যারা প্রেরিত হয়েছে তারাও আবিশ্বাস করেছিল جَآءَتْهُمْ رُسُلُهُمْ তাদের নিকটও তাদের নবীগণ এসেছিলেন بِالْبَيِّنٰتِ মু'জিযা وَبِالزُّبُرِ ও সহীফা وَبِالْكِتٰبِ الْمُنِيْرِ এবং উজ্জ্বল কিতাবসমূহ সহকারে।

https://e-ilm.weebly.com/

ثُمَّ اَخَذْتُ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا فَكَيْفَ كَانَ نَكِيْرِ ﴿٢٦﴾

২৬. অতঃপর আমি সে কাফেরদেরকে পাকড়াও করলাম, সুতরাং আমার আজাব কিরূপ হয়েছিল।

اَلَمْ تَرَ اَنَّ اللّٰهَ اَنْزَلَ مِنَ السَّمَآءِ مَآءً ج فَاَخْرَجْنَا بِهٖ ثَمَرٰتٍ مُّخْتَلِفًا اَلْوَانُهَا ط وَمِنَ الْجِبَالِ جُدَدٌۢ بِيْضٌ وَّحُمْرٌ مُّخْتَلِفٌ اَلْوَانُهَا وَغَرَابِيْبُ سُوْدٌ ﴿٢٧﴾

২৭. তুমি কি লক্ষ্য করনি যে, আল্লাহ আসমান হতে পানি বর্ষণ করেছেন, অতঃপর আমি তা দ্বারা বিভিন্ন বর্ণের ফলসমূহ উৎপন্ন করেছি এবং পর্বতমালারও বিভিন্ন অংশ রয়েছে– সাদা ও লাল, তাদেরও (আবার) বিভিন্ন বর্ণ রয়েছে, (যেমন তীব্র লাল, হালকা লাল, গং) এবং (কোনোটি) ঘোর কালো বর্ণের।

وَمِنَ النَّاسِ وَالدَّوَآبِّ وَالْاَنْعَامِ مُخْتَلِفٌ اَلْوَانُهٗ كَذٰلِكَ ط اِنَّمَا يَخْشَى اللّٰهَ مِنْ عِبَادِهِ الْعُلَمٰٓؤُا ط اِنَّ اللّٰهَ عَزِيْزٌ غَفُوْرٌ ﴿٢٨﴾

২৮. এবং এরূপে মানব জাতি ও প্রাণীসমূহ এবং চতুষ্পদ জন্তুর মধ্যে কোনো কোনোটি এমন আছে যে, তাদের বর্ণ বিভিন্ন প্রকারের; আল্লাহকে তাঁর সে বান্দাই ভয় করে যারা জ্ঞান রাখে; বাস্তবিকই আল্লাহ প্রবল পরাক্রান্ত, বড়ই ক্ষমাশীল।

اِنَّ الَّذِيْنَ يَتْلُوْنَ كِتٰبَ اللّٰهِ وَاَقَامُوا الصَّلٰوةَ وَاَنْفَقُوْا مِمَّا رَزَقْنٰهُمْ سِرًّا وَّعَلَانِيَةً يَّرْجُوْنَ تِجَارَةً لَّنْ تَبُوْرَ ﴿٢٩﴾ لا

২৯. যারা আল্লাহর কিতাব পাঠ করে এবং নামাজের পাবন্দি করে এবং আমি তাদেরকে যা দান করেছি তা থেকে গোপনে ও প্রকাশ্যে ব্যয় করে, তারা এমন ব্যবসায়ের আশা রাখে যা কখনো মন্দা হবে না,

শাব্দিক অনুবাদ :

২৬. ثُمَّ اَخَذْتُ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا অতঃপর আমি সে কাফেরদেরকে পাকড়াও করলাম فَكَيْفَ كَانَ نَكِيْرِ সুতরাং আমার আজাব কিরূপ হয়েছিল।

২৭. اَلَمْ تَرَ তুমি কি লক্ষ্য করনি যে اَنَّ اللّٰهَ اَنْزَلَ مِنَ السَّمَآءِ আল্লাহ আসমান হতে বর্ষণ করেছেন مَآءً পানি فَاَخْرَجْنَا بِهٖ অতঃপর আমি তা দ্বারা উৎপন্ন করেছি ثَمَرٰتٍ مُّخْتَلِفًا اَلْوَانُهَا বিভিন্ন বর্ণের ফলসমূহ وَمِنَ الْجِبَالِ جُدَدٌ এবং পর্বত মালার ও বিভিন্ন অংশ রয়েছে بِيْضٌ وَّحُمْرٌ সাদা ও লাল مُّخْتَلِفٌ اَلْوَانُهَا তাদেরও (আবার) বিভিন্ন বর্ণ রয়েছে وَغَرَابِيْبُ سُوْدٌ এবং (কোনোটি) ঘোর কালো বর্ণের।

২৮. وَمِنَ النَّاسِ وَالدَّوَآبِّ وَالْاَنْعَامِ এবং মানব জাতি ও প্রাণীসমূহ এবং চতুষ্পদ জন্তুর মধ্যেও কোনো কোনোটি এমন আছে যে مُخْتَلِفٌ اَلْوَانُهٗ তাদের বর্ণ বিভিন্ন প্রকারের كَذٰلِكَ এরূপে اِنَّمَا يَخْشَى اللّٰهَ مِنْ عِبَادِهِ الْعُلَمٰٓؤُا আল্লাহকে তাঁর সে বান্দাই ভয় করে যারা জ্ঞান রাখে اِنَّ اللّٰهَ عَزِيْزٌ বাস্তবিকই আল্লাহ প্রবল পরাক্রান্ত غَفُوْرٌ বড়ই ক্ষমাশীল।

২৯. اِنَّ الَّذِيْنَ يَتْلُوْنَ كِتٰبَ اللّٰهِ যারা আল্লাহর কিতাব পাঠ করে وَاَقَامُوا الصَّلٰوةَ এবং নামাজের পাবন্দি করে وَاَنْفَقُوْا এবং ব্যয় করে مِمَّا رَزَقْنٰهُمْ আমি তাদেরকে যা দান করেছি তা হতে سِرًّا وَّعَلَانِيَةً গোপনে ও প্রকাশ্যে يَرْجُوْنَ تِجَارَةً তারা এমন ব্যবসায়ের আশা রাখে لَّنْ تَبُوْرَ যা কখনো মন্দা হবে না।

https://e-ilm.weebly.com/

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

إِنَّمَا يَخْشَى اللَّهَ مِنْ عِبَادِهِ الْعُلَمَاءُ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ غَفُورٌ [২৮]

শানে নুযূল : উম্মতে মুহাম্মদীর মাঝে সর্বাপেক্ষা ভয়-ভীতি ছিল হযরত আবূ বকর সিদ্দীক (রা.)-এর অন্তরে। এতে কারো মতে কোনো প্রকারের দ্বিধা দ্বন্দের অবকাশ নেই। তাঁর অন্তরে আল্লাহভীতি এতই প্রবল ছিল যা তাঁর চেহারায় ভেসে উঠত। তাঁর প্রতি তাকালেই পরিচয় পাওয়া যেত অনায়াসে। তিনি উম্মতে মুসলিমার মধ্যে সর্বাপেক্ষা বড় জ্ঞানীও ছিলেন। তাঁর সম্পর্কেই আল্লাহ তা'আলা আলোচ্য আয়াত নাজিল করেন।

–[রূহুল মা'আনী-১৯২/২২/১১, বাহরে মুহীত্ব-২৯৮/৭]

إِنَّ الَّذِينَ يَتْلُونَ كِتَابَ اللَّهِ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَأَنْفَقُوا مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ سِرًّا وَعَلَانِيَةً يَرْجُونَ تِجَارَةً لَنْ تَبُورَ [২৯]

শানে নুযূল : আব্দুল গণী বিন সাঈদ ছকফী হযরত ইবনে আব্বাস (রা.)-এর উদ্ধৃতি দিয়ে বর্ণনা করেন যে, হুসাইন বিন হারিছ বিন আব্দুল মুত্তালিব আল কুরাশী সম্পর্কে আলোচ্য আয়াত নাজিল হয়েছে।

–[রূহুল মা'আনী ১৯২/২২/১১, দুররে মানছূর ২৫১/৫]

وَمَا أَنْتَ بِمُسْمِعٍ مَنْ فِي الْقُبُورِ –এ আয়াতের শুরুতে কাফেরদের কে মৃতদের সাথে এবং মুমিনগণকে জীবিতদের সাথে তুলনা করা হয়েছে। এরই সাথে সামঞ্জস্য রেখে مَنْ فِي الْقُبُورِ (কবরস্থ লোক)-এর অর্থ হবে কাফের। উদ্দেশ্য এই যে, আপনি যেমন মৃতদেরকে শোনাতে পারেন না, তেমনি এই জীবিত কাফেরদেরও বুঝাতে পরবেন না।

এ আয়াত পরিষ্কার করে দিয়েছে যে, এখানে শ্রবণ করানোর অর্থ উপকারী ও কার্যকররূপে শোনানো। নতুবা সাধারণভাবে কাফেরদেরকে সর্বদাই শোনানো হতো। রাসূলুল্লাহ ﷺ যা প্রচার করতেন, তা তারা শুনত। তাই আয়াতের উদ্দেশ্য এই যে, আপনি মৃতদেরকে হক কথা শুনিয়ে যেমন সৎপথে আনতে পারেন না। কারণ তারা পরকালে চলে গেছে, সেখানে ঈমানের স্বীকারোক্তি ধর্তব্য নয়–তেমনি কাফেরদেরকেও সৎপথে আনা সম্ভবপর নয়। এতে প্রমাণিত হলো যে, আয়াতে "মৃতদেরকে শোনাতে পারবে না" বলে ফলপ্রসূ শোনানো বুঝানো হয়েছে, যার কারণে শ্রোতা মিথ্যাপথ ত্যাগ করে সৎপথ অবলম্বন করে। এতে পরিষ্কার হয়ে গেল যে, মৃতদেরকে শোনানো সম্পর্কিত আলোচনার সাথে এ আয়াতের কোনো সম্পর্ক নেই। মৃতরা জীবিতদের কথা শুনে কিনা, তা পৃথক বিষয় এবং এ সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা সূরা রূম ও সূরা নামলে করা হয়েছে।

আয়াতসমূহের পূর্বাপর সম্পর্ক : কেউ কেউ বলেন, এসব আয়াতে তাওহীদের বিষয়বস্তুর দিকে প্রত্যাবর্তন করা হয়েছে এবং তা প্রাকৃতিক প্রমাণাদি দ্বারা প্রামাণ করা হয়েছে। আবার কেউ কেউ বলেন, পূর্ববর্তী আয়াতসমূহে মানুষের বিভিন্ন অবস্থা ও তার উপমা বর্ণনা প্রসঙ্গে– وَمَا يَسْتَوِي الْأَعْمَى وَالْبَصِيرُ وَلَا الظُّلُمَاتُ وَلَا النُّورُ وَلَا الظِّلُّ وَلَا الْحَرُورُ –উদ্ধৃত করা হয়েছে। আলোচ্য আয়াতসমূহ সে বিষয়েরই বিশদ বিশ্লেষণ যে, সৃষ্ট বস্তুর পারস্পরিক পার্থক্য একটি সৃষ্টিগত ও স্বভাবগত ব্যাপার। এ পার্থক্য উদ্ভিদ ও জড়পদার্থের মধ্যেও বিদ্যমান এবং তা কেবল আকার ও বর্ণের মধ্যেই সীমিত নয়; বরং মন-মানসিকতার মধ্যেও রয়েছে।

ثَمَرَاتٍ مُخْتَلِفًا أَلْوَانُهَا ফল-মূলের اِخْتِلَاف الْوَانْ তথা বর্ণ বৈচিত্র্যকে ব্যাকরণিক প্রকরণের দিক দিয়ে অবস্থাজ্ঞাপক বানিয়ে مُخْتَلِفًا শব্দটিকে مَنْصُوْب উল্লেখ করা হয়েছে। অতঃপর পাহাড়, মানুষ, চতুষ্পদ প্রাণী ইত্যাদির اِخْتِلَاف তথা বর্ণ-বৈচিত্র্যকে صِفَتْ -এর আকারে مُخْتَلِفٌ অর্থাৎ مَرْفُوْع বলা হয়েছে। এতে ইঙ্গিত থাকতে পারে যে, ফল-মূলের বর্ণ-বৈচিত্র্য এক অবস্থায় স্থির থাকে না প্রতিনিয়তই পরিবর্তিত হতে থাকে। কিন্তু পাহাড়, মানুষ ও জীব-জন্তুর বর্ণ সাধারণতঃ অপরিবর্তিত থাকে।

আর পর্বতের ক্ষেত্রে جُدَدٌ বলা হয়েছে। جُدَدٌ শব্দটি جُدَّةٌ -এর বহুবচন। এর প্রসিদ্ধ অর্থ ছোট গিরিপথ, যাকে جَادَّه ও বলা হয়। কেউ কেউ جُدَّة -এর অর্থ নিয়েছেন অংশ বা খণ্ড। উভয় অবস্থার উদ্দেশ্য পাহাড়ের বিভিন্ন অংশের বিভিন্ন বর্ণবিশিষ্ট হওয়া। এতে সর্বপ্রথম সাদা ও সর্বশেষে কালো রঙ উল্লেখ করা হয়েছে। মাঝখানে লাল উল্লেখ করে مُخْتَلِفٌ أَلْوَانُهُ বলা হয়েছে। এতে ইঙ্গিত থাকতে পারে যে, দুনিয়াতে আসল বর্ণ দু'টি সাদা ও কালো। অবশিষ্ট সব বর্ণ এ দুটির বিভিন্ন স্তরের সংমিশ্রনে গঠিত হয়।

https://e-ilm.weebly.com/

كَذٰلِكَ اِنَّمَا يَخْشَى اللّٰهَ مِنْ عِبَادِهِ الْعُلَمٰٓؤُا –অধিকাংশ তাফসীর বিদের মতে এখানে كَذٰلِكَ শব্দের পর বিরতি রয়েছে যা এ বিষয়ের আলামত যে, এটা পূর্ববর্তী বিষয়বস্তুর সাথেই সম্পর্কযুক্ত। অর্থাৎ, সৃষ্টবস্তুসমূহকে বিভিন্ন প্রকারে ও বর্ণে প্রজ্ঞাসহকারে সৃষ্টি করা আল্লাহ তা'আলার অসীম শক্তি ও প্রজ্ঞার উজ্জ্বল নিদর্শন।

কোনো কোনো রেওয়ায়েত থেকে বুঝা যায় যে, كَذٰلِكَ শব্দের সম্পর্ক পরবর্তী বাক্যের সাথে। অর্থাৎ, ফল-মূল, পাহাড়, মানুষ ও জীবজন্তু সর্বদা বিভিন্ন রকম। কেউ এর সর্বোচ্চ মর্যাদা অর্জন করে এবং কেউ কম। এটা জ্ঞানের উপর নির্ভরশীল। যার জ্ঞান যে পর্যায়ের তার আল্লাহভীতিও সে পর্যায়ের হয়ে থাকে। –[রূহুল-মা'আনী]

পূর্ববর্তী আয়াতে বলা হয়েছে اِنَّمَا تُنْذِرُ الَّذِيْنَ يَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ بِالْغَيْبِ এতে নবী করীম ﷺ-কে সান্ত্বনা দেওয়ার উদ্দেশ্যে বলা হয়েছিল যে, আপনার সতর্কীকরণ ও প্রচারের উপকার তারাই লাভ করে, যারা না দেখে আল্লাহ তা'আলাকে ভয় করে। এর সাথে সঙ্গতি রেখে আলোচ্য اِنَّمَا يَخْشَى اللّٰهَ আয়াতে তাদের উল্লেখ করা হয়েছে, যারা আল্লাহভীতি অর্জন করেছে। পূর্বে যেমন কাফের ও তাদের অবস্থা আলোচিত হয়েছে, তেমনি এখানে ওলী-আল্লাহগণের প্রসঙ্গ আলোচনা করা হয়েছে। اِنَّمَا শব্দটি আরবিতে সীমাবদ্ধতা বর্ণনা করার উদ্দেশ্যে ব্যবহৃত হয়। তাই এ ব্যাক্যের বাহ্যিক অর্থ এই যে, কেবল আলেম ও জ্ঞানীগণই আল্লাহকে ভয় করে। কিন্তু ইবনে আতিয়্যা প্রমুখ তাফসীরবিদ বলেন, اِنَّمَا শব্দটি যেমন সীমাবদ্ধতার অর্থ প্রকাশ করে তেমনি কারও বৈশিষ্ট্য বর্ণনায়ও এটি ব্যবহৃত হয়। এখানে তাই বোঝানো হয়েছে। অর্থাৎ আল্লাহভীতি আলেমগণের বিশেষ ও অপরিহার্য বৈশিষ্ট্য। সুতরাং যে আলেম নয় তার মধ্যে আল্লাহভীতি না থাকা জরুরি হয় না। –[বাহরে মুহীত, আবূ হাইয়ান]

আয়াতে عُلَمَاءُ বলে এমন লোক বোঝানো হয়েছে, যারা আল্লাহ তা'আলার সত্তা ও গুণাবলি সম্পর্কে সম্যক অবগত এবং পৃথিবীর সৃষ্টবস্তু সামগ্রী, তার পরিবর্তন-পরিবর্ধন ও আল্লাহর দয়া-করুণা নিয়ে চিন্তা-গবেষণা করেন। কেবল আরবি ভাষা, ব্যাকরণ-অলংকারাদি সম্পর্কে জ্ঞানী ব্যক্তিকেই কুরআনের পরিভাষায় আলেম বলা হয় না, যে পর্যন্ত সে আল্লাহর মারেফত উপরিউক্তরূপে অর্জন না করে।

এ আয়াতের তাফসীর প্রসঙ্গে হযরত হাসান বসরী (র.) বলেন, সে ব্যক্তিই আলেম যে একান্তে ও জনসমক্ষে আল্লাহকে ভয় করে, আল্লাহ যা পছন্দ করেন, তা কামনা করে এবং আল্লাহ যা অপছন্দ করেন, সে তাকে ঘৃণা করে।

হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা.) বলেন,

لَيْسَ الْعِلْمُ بِكَثْرَةِ الْحَدِيْثِ وَلٰكِنَّ الْعِلْمَ بِكَثْرَةِ الْخَشْيَةِ –অর্থাৎ অনেক হাদীস মুখস্থ করে নেওয়া অথবা অনেক কথা বলা ইলম নয় বরং সে জ্ঞানই ইলম যা আল্লাহর ভয়সমৃদ্ধ।

সারকথা, যার মধ্যে যে পরিমাণ আল্লাহভীতি হবে, সে সেই পরিমাণ আলেম হবে। আহমদ ইবনে সালেহ মিসরী (র.) বলেন, অধিক রেওয়ায়েত ও অধিক জ্ঞান দ্বারা আল্লাহভীতির পরিচয় পাওয়া যায় না; বরং কুরআন ও সুন্নাহর অনুসরণ দ্বারা এর পরিচয় পাওয়া যায়। –[ইবনে কাছীর]

শায়খ শিহাবুদ্দীন সোহরাওয়ার্দী (র.) বলেন- এ আয়াতে ইঙ্গিত পাওয়া যায় যে, যার মধ্যে আল্লাহভীতি নেই, সে প্রকৃত আলেম নয়। –[মাযহারী]

প্রাচীন মণীষীগণের উক্তির মধ্যেও এর সমর্থন পাওয়া যায়।

হযরত রবী' ইবনে আনাস (রা.) বলেন : مَنْ لَمْ يَخْشَ فَلَيْسَ بِعَالِمٍ অর্থাৎ যে আল্লাহকে ভয় করে না, সে আলিম নয়। মুজাহিদ (র.) বলেন : اِنَّمَا الْعَالِمُ مَنْ خَشِىَ اللّٰهَ –অর্থাৎ কেবল সেই আলিম, যে আল্লাহকে ভয় করে।

সাদ ইবনে ইবরাহীমকে কেউ জিজ্ঞাসা করল, মদীনায় সর্বাধিক আলিম কে? তিনি বললেন, اَتْقَاهُمْ لِرَبِّهٖ অর্থাৎ যে তার পালনকর্তাকে সর্বাধিক ভয় করে।

হযরত আলী মুর্তাযা (রা.) ফকীহ ও আলিমের সংজ্ঞা নিম্নরূপ নির্ধারণ করেছেন :

اِنَّ الْفَقِيْهَ حَقُّ الْفَقِيْهِ مَنْ لَمْ يَقْنَطِ النَّاسَ مِنْ رَحْمَةِ اللّٰهِ وَلَمْ يُرَخِّصْ لَهُمْ فِىْ مَعَاصِى اللّٰهِ تَعَالٰى وَلَمْ يُؤْمِنْهُمْ مِنْ عَذَابِ اللّٰهِ تَعَالٰى وَلَمْ يَدَعِ الْقُرْاٰنَ رَغْبَةً عَنْهُ اِلٰى غَيْرِهٖ اِنَّهٗ لَاخَيْرَ فِىْ عِبَادَةٍ لَا عِلْمَ فِيْهَا وَلَا عِلْمَ لَا فِقْهَ فِيْهِ وَلَا قِرَاءَةَ لَا تَدَبُّرَ فِيْهَا.

অর্থাৎ পূর্ণ ফকীহ সে ব্যক্তি, যে মানুষকে আল্লাহর রহমত থেকে নিরাশ করে না, তাদেরকে গোনাহ করার অনুমতি দেয় না, আল্লাহর আজাব থেকে নিশ্চিন্ত মনে করে না এবং কুরআন পরিত্যাগ করে অন্য কোনো বিষয়ের প্রতি উৎসাহিতও করে

https://e-ilm.weebly.com/

না। তিনি আরও বলেন, ইলম ব্যতীত ইবাদতে কোনো কল্যাণ নেই, ফিকহ ব্যতীত ইলমের কোনো কল্যাণ নেই এবং নিবিষ্টতা ব্যতিরেকে কুরআন পাঠ করার মধ্যেও কোনো কল্যাণ নেই। –[কুরতুবী]

তবে প্রশ্ন দেখা দিতে পারে যে, আল্লাহর ভয় নেই; এমনও তো অনেক আলেম দেখা যায়– উপরিউক্ত বক্তব্যের পরিপ্রেক্ষিতে এরূপ বলার আর অবকাশ নেই। কেননা উপরের বর্ণনা থেকে জানা গেল যে, আল্লাহর কাছে কেবল আরবি জানার নাম ইলম এবং যে তা জানে তার নাম আলেম নয়। যার মধ্যে আল্লাহর ভয় নেই, কুরআনের পরিভাষায় সে আলেমই নয়। তবে এই ভয় কোনো সময় কেবল বিশ্বাসগত ও যৌক্তিক হয়ে থাকে। এর কারণে মানুষ নিজের উপর জোর দিয়ে শরিয়তের বিধিনিষেধ পালন করে। আবার কখনও এই ভয় বদ্ধমূল অভ্যাসের পর্যায়ে পৌঁছে যায়। এ পর্যায়ে শরিয়তের অনুসরণ মজ্জাগত ব্যাপার হয়ে যায়। এই দুই স্তরের ভয়ের মধ্যে প্রথমটি অবলম্বন করার আদেশ দেওয়া হয়েছে এবং এটা আলেমের জন্যে জরুরি। দ্বিতীয়টি অবলম্বন করা উত্তম জরুরি নয়। –[বয়ানুল-কুরআন]

اِنَّ الَّذِيْنَ يَتْلُوْنَ كِتٰبَ اللّٰهِ وَاَقَامُوا الصَّلٰوةَ وَاَنْفَقُوْا مِمَّا رَزَقْنٰهُمْ سِرًّا وَّعَلَانِيَةً الخ

পূর্ববর্তী এক আয়াতে হক্কানী আলেমগণের একটি বৈশিষ্ট্য- আল্লাহর প্রতি ভয় সম্পর্কে উল্লেখ করা হয়েছিল। বিষয়টির সম্পর্ক ছিল অন্তরের সাথে। আলোচ্য প্রথম আয়াতে তাদেরই এমন কতিপয় গুণ বৈশিষ্ট্য বর্ণিত হচ্ছে, যেগুলোর সম্পর্ক দৈহিক অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের সাথে। অর্থাৎ, এগুলো অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের মাধ্যমে আদায় করা হয়। তন্মধ্যে প্রথম গুণ হচ্ছে তেলাওয়াতে কুরআন। আয়াতে এমন লোকদেরকে বোঝানো হয়েছে যারা নিয়মিতভাবে সর্বদা কুরআন তেলাওয়াত করে। مُضَارِعٌ পদবাচ্যে يَتْلُوْنَ ক্রিয়াপদটি এদিকেই ইঙ্গিত করে। কেউ কেউ এর আভিধানিক অর্থও নিয়েছেন। অর্থাৎ তারা ক্রিয়াকর্মে কুরআনের অনুশ্রবণ করে। কিন্তু প্রথম অর্থই অগ্রগণ্য। তবে পূর্বাপর উদ্দেশ্য দৃষ্টে এটাও নির্দিষ্ট যে, সে তেলাওয়াত ধর্তব্য, যা কুরআন অনুসারে কর্ম সহকারে হয়। কিন্তু তেলাওয়াত শব্দটি প্রসিদ্ধ অর্থেই ধর্তব্য হবে। হযরত মুতাররিফ ইবনে আব্দুল্লাহ (র.) বলেন,– هٰذِهٖ اٰيَةُ الْقُرَّاءِ অর্থাৎ এ আয়াতটি ক্বারীগণের জন্য যারা কুরআন তেলাওয়াতকে জীবনের বৃত্তি হিসেবে গ্রহণ করে।

দ্বিতীয় গুণ নামাজ কায়েম করা এবং তৃতীয় গুণ আল্লাহর পথে অর্থ ব্যয় করা। এর সাথে 'গোপনে ও প্রকাশ্যে' বলে ইঙ্গিত করা হয়েছে যে, রিয়া থেকে আত্মরক্ষার জন্যে অধিকাংশ ইবাদত গোপনে করাই উত্তম। কিন্তু ধর্মীয় উপযোগিতার কারণে মাঝে মাঝে প্রকাশ্যে করাও জরুরি হয়ে যায়। যেমন, মিনারে আযান দিয়ে অধিকতর লোক সমাগমের ব্যবস্থা করে জমাতে নামাজ আদায় করার বিধান রয়েছে। এমনিভাবে অপরকে উৎসাহিত করার জন্যে মাঝে মাঝে আল্লাহর পথে প্রকাশ্যে দান করা জরুরি হয়ে যায়। নামাজ ও আল্লাহর পথে ব্যয়ের ক্ষেত্রে ফিকহবিদগণ বলেন, ফরজ, ওয়াজিব ও সুন্নতে মুয়াক্কাদাহ হলে প্রকাশ্যে করা উত্তম। এছাড়া নফল নামাজ ও নফল ব্যয় গোপনে করাই বাঞ্ছনীয়।

যারা উপরিউক্ত তিনটি গুণের অধিকারী, তাদের সম্পর্কে অতঃপর বলা হয়েছে يَرْجُوْنَ تِجَارَةً لَّنْ تَبُوْرَ تَبُوْرَ শব্দটি بَوَارٌ থেকে উদ্ভূত। অর্থ বিনষ্ট হওয়া। আয়াতের অর্থ হচ্ছে যে, তারা এমন এক ব্যবসায়ের প্রার্থী, যাতে লোকসানের আশঙ্কা নেই। প্রার্থী বলে ইঙ্গিত করা হয়েছে দুনিয়াতে মুমিনের জন্যে কোনো সৎকাজে ছওয়াব সম্পর্কে নিশ্চিত হওয়ার অবকাশ নেই। কেননা পূর্ণ ক্ষমা ও বখশিস কেবল মানুষের কর্মের বিনিময়েই সম্ভবপর নয়। মানুষ যত কর্মই করুক আল্লাহর মহিমা ও প্রাপ্য ইবাদতের পক্ষে তা যথেষ্ট হতে পারে না। কাজেই আল্লাহর কৃপা ও অনুগ্রহ ব্যতিরেকে কারও মাগফেরাত হবে না। এক হাদীসে তাই বলা হয়েছে। এছাড়া অনেক সৎকর্মে গোপন শয়তানি অথবা রিপুগত চক্রান্তও শামিল হয়ে যায়। ফলে সে সৎকর্ম কবুল হয় না। মাঝে মাঝে সৎকর্মের পাশাপাশি কোনো মন্দ কর্মও হয়ে যায় যা সৎকর্ম কবুল হওয়ার পথে প্রতিবন্ধক হয়ে দাঁড়ায়। তাই আয়াতে يَرْجُوْنَ বলে ইঙ্গিত করা হয়েছে যে, যাবতীয় সৎককর্ম সম্পাদন করার পরও মুক্তি ও উচ্চ মর্যাদা লাভে নিশ্চিত হওয়ার অধিকার কারও নেই– বেশির চেয়ে বেশি আশাই করতে পারে। –[রূহুলমা-মা'আনী]

সৎকর্মের তুলনা ব্যবসায়ের সাথে : এ আয়াতে বর্ণিত সৎকর্মসমূহকে রূপক অর্থে ও উদাহরণ স্বরূপ ব্যবসা বলে ব্যক্ত করা হয়েছে। যেমন, অন্য এক আয়াতে ঈমান এবং আল্লাহর পথে জেহাদকেও ব্যবসা বলা হয়েছে। আয়াতটি এই :

هَلْ اَدُلُّكُمْ عَلٰى تِجَارَةٍ تُنْجِيْكُمْ مِّنْ عَذَابٍ اَلِيْمٍ تُؤْمِنُوْنَ بِاللّٰهِ وَرَسُوْلِهٖ وَتُجَاهِدُوْنَ فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ بِاَمْوَالِكُمْ وَاَنْفُسِكُمْ.

https://e-ilm.weebly.com/

সৎকর্মের তুলনা ব্যবসায়ের সাথে এ অর্থে যে, ব্যবসায়ী এ আশায় পুঁজি বিনিয়োগ করে যে, এতে তার পুঁজি বৃদ্ধি পাবে এবং মুনাফা অর্জিত হবে। কিন্তু দুনিয়ার প্রতিটি ব্যবসায়ে মুনাফার সাথে সাথে লোকসানেরও আশঙ্কা থাকে। আলোচ্য আয়াত ব্যবসায়ের সাথে لَنْ تَبُوْرَ শব্দ যোগ করে ইশারা করা হয়েছে যে, পরকালের এই ব্যবসায়ে লোকসান ও ক্ষতির কোনো আশঙ্কা নেই। আল্লাহর সৎকর্মপরায়ণ বান্দগণ সৎকর্মে কষ্ট ও শ্রম স্বীকার করে দুনিয়ার সাধারণ ব্যবসায়ের মতো কোনো ব্যবসা করে না, বরং তারা এমন এক ব্যবসায়ের প্রার্থী, যাতে কখনও লোকসান হয় না। তারা প্রার্থী– একথা বলে সূক্ষ্ম ইঙ্গিত করা হয়েছে, আল্লাহ তা'আলা সর্বশ্রেষ্ঠ দাতা। তিনি প্রার্থীদেরকে নিরাশ করবেন না; বরং তাদের প্রার্থনা পূর্ণ করবেন। পরবর্তী বাক্যে আরও বলা হয়েছে যে, তাদের আশা তো কেবল কর্মের পূর্ণ প্রতিদান পাওয়া পর্যন্ত সীমিত; কিন্তু আল্লাহ তা'আলা স্বীয় কৃপায় তাদের আশা অপেক্ষাও বেশি দান করবেন।

শব্দ বিশ্লেষণ :

يَسْتَوِىْ : সীগাহ وَاحِدْ مُذَكَّرْ غَائِبٌ বহছ مُضَارِعْ مَعْرُوْف বাব اِفْتِعَالْ মাসদার اِسْتِوَاءٌ মূলবর্ণ (س - و - ى) জিনস لَفِيْف مَقْرُوْن অর্থ– সমান নয়।

مُسْمِعٌ : সীগাহ وَاحِدْ مُذَكَّرْ বহছ اِسْم فَاعِلْ বাব اِفْعَالْ মাসদার اِسْمَاعٌ মূলবর্ণ (س - م - ع) জিনস صَحِيْح অর্থ– শুনাতে।

زُبُرٌ : কিতাবসমূহ, পন্থাসমূহ। زَبُوْرٌ-এর বহুবচন।

اَلْمُنِيْرُ : সীগাহ وَاحِدْ مُذَكَّرٌ বহছ اِسْم فَاعِلْ বাব اِفْعَالْ মাসদার اِنَارَةٌ মূলবর্ণ (ن - و - ر) জিনস اَجْوَف وَاوِىْ অর্থ- নিজে আলোকিত; অন্যকেও আলোকিত করে।

مُخْتَلِفٌ : সীগাহ وَاحِدْ مُذَكَّرٌ বহছ اِسْم فَاعِلْ বাব اِفْتِعَالْ মাসদার اِخْتِلَافٌ মূলবর্ণ (خ - ل - ف) জিনস صَحِيْح অর্থ– পৃথক পৃথক, আলাদা আলাদ কথায় মতে বিশ্বাসে, রং ঢং, অভ্যাস ও বৈশিষ্ট্যে সর্বাবস্থায় কোনো জিনিস যদি একটি অপরটির থেকে পৃথক বা ভিন্ন হয়, তখন তাকে مُخْتَلِفٌ বলা হয়।

جُدَدٌ : جُدَّةٌ-এর বহুবচন অর্থ– রাস্তা। ঘাঁটিসমূহ। উন্মুক্ত রাস্তাকেও جُدَّة বলা হয়।

غَرَابِيْبُ : বহুবচন, একবচন غَرِيْبٌ। অর্থ– গহীন অন্ধকার। উদ্দেশ্য কারো পাহাড়। কালো পাস।

اَقَامُوْا : সীগহ جَمْع مُذَكَّرْ غَائِبٌ বহছ مَاضِىْ مَعْرُوْف বাব اِفْعَالْ মাসদার اِقَامَةٌ মূলবর্ণ (ق - و - م) জিনস اَجْوَف وَاوِىْ অর্থ– পাবন্দি করে। প্রতিষ্ঠা করে।

يَرْجُوْنَ : সীগাহ جَمْع مُذَكَّر غَائِبٌ বহছ مُضَارِعْ مَعْرُوْف বাব نَصَرَ মাসদার رَجَاءٌ মূলবর্ণ (ر - ج - و) জিনস ناقص واوى অর্থ- তারা আশা রাখে।

لَنْ تَبُوْرَ : সীগাহ وَاحِد مُؤَنَّثْ غَائِبٌ বহছ مُضَارِعْ مَعْرُوْف مَنْصُوْب بِلَنْ বাব نَصَرَ মাসদার بَوَارٌ মূলবর্ণ (ب - و - ر) জিনস اَجْوَف وَاوِىْ অর্থ– কখনো মন্দা হবে না।

বাক্য বিশ্লেষণ :

جَاءَتْ : جَاءَتْهُمْ رُسُلُهُمْ بِالْبَيِّنٰتِ وَبِالزُّبُرِ وَبِالْكِتٰبِ الْمُنِيْرِ এখানে جَاءَتْهُمْ বাক্য টি حَالْ হয়েছে। আর مُتَعَلِّقْ হলো ফে'ল আর هُمْ হলো مَفْعُول بِهٖ এবং رُسُلُهُمْ হলো ফায়েল, আর بِالْبَيِّنٰتِ টা جَاءَتْهُمْ-এর সাথে হয়েছে। আর এর পরবর্তী গুলো এর উপর আতফ হয়েছে। আর الْمُنِيْرِ টা اَلْكِتٰبِ-এর সিফত হয়েছে। আর الزبر দ্বারা উদ্দেশ্য হলো صُحُف اِبْرَاهِيْم আর اَلْكِتَابِ الْمُنِيْرِ দ্বারা উদ্দেশ্য হলো তাওরাত ও ইঞ্জীল।

–[ইরাবুল কুরআন ৬ষ্ঠ খণ্ড : পৃ. ২৮৪]

https://e-ilm.weebly.com/

https://e-ilm.weebly.com/

৩৪. এবং তারা (প্রবেশ করে) বলবে, আল্লাহর লাখ লাখ শোকর, যিনি আমাদের থেকে চিন্তা দূর করে দিয়েছেন; নিঃসন্দেহে আমাদের প্রতিপালক অতিশয় ক্ষমাশীল, বড় গুণগ্রাহী।	وَقَالُوا الْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِيْٓ اَذْهَبَ عَنَّا الْحَزَنَ ؕ اِنَّ رَبَّنَا لَغَفُوْرٌ شَكُوْرُ ۙ ﴿٣٤﴾
৩৫. যিনি স্বীয় অনুগ্রহে আমাদের চিরস্থায়ী বাসস্থানে অবতারণ করিয়েছেন, যেখানে না আমাদেরকে কোনো কষ্ট স্পর্শ করবে, আর না আমাদেরকে কোনো শ্রান্তি স্পর্শ করবে।	الَّذِيْٓ اَحَلَّنَا دَارَ الْمُقَامَةِ مِنْ فَضْلِهٖ ۚ لَا يَمَسُّنَا فِيْهَا نَصَبٌ وَّلَا يَمَسُّنَا فِيْهَا لُغُوْبٌ ﴿٣٥﴾
৩৬. এবং যারা কাফের, তাদের জন্য দোজখের অগ্নি রয়েছে, তাদের মৃত্যুও আসবে না– যাতে তারা মরে যাবে, আর না দোজখের শাস্তি তাদের থেকে লাঘব করা হবে; আমি প্রত্যেক কাফেরকে এরূপেই সাজা দিয়ে থাকি।	وَالَّذِيْنَ كَفَرُوْا لَهُمْ نَارُ جَهَنَّمَ ۚ لَا يُقْضٰى عَلَيْهِمْ فَيَمُوْتُوْا وَلَا يُخَفَّفُ عَنْهُمْ مِّنْ عَذَابِهَا ؕ كَذٰلِكَ نَجْزِيْ كُلَّ كَفُوْرٍ ﴿٣٦﴾
৩৭. আর তারা তন্মধ্যে চীৎকার করবে– হে আমাদের প্রতিপালক! আমাদেরকে (এখান হতে) বের করে নিন, আমরা যা করতাম তৎপরিবর্তে আমরা সৎকার্য করব; (আল্লাহ বলবেন,) আমি কি তোমাদেরকে এতটুকু আয়ু প্রদান করিনি যে, যার বুঝার ইচ্ছা হতো সে বুঝতে পারত? আর (এতদ্ভিন্ন) তোমাদের নিকট ভয় প্রদর্শকও আগমন করেছিল; সুতরাং স্বাদ গ্রহণ কর, যেহেতু এরূপ অনাচারীদের কোনো সাহায্যকারী নেই।	وَهُمْ يَصْطَرِخُوْنَ فِيْهَا ۚ رَبَّنَآ اَخْرِجْنَا نَعْمَلْ صَالِحًا غَيْرَ الَّذِيْ كُنَّا نَعْمَلُ ؕ اَوَلَمْ نُعَمِّرْكُمْ مَّا يَتَذَكَّرُ فِيْهِ مَنْ تَذَكَّرَ وَجَآءَكُمُ النَّذِيْرُ ؕ فَذُوْقُوْا فَمَا لِلظّٰلِمِيْنَ مِنْ نَّصِيْرٍ ﴿٣٧﴾ ع

শাব্দিক অনুবাদ :

৩৪. وَقَالُوا এবং তারা বলবে اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ আল্লাহর লাখ লাখ শোকর الَّذِيْٓ اَذْهَبَ عَنَّا الْحَزَنَ যিনি আমাদের থেকে চিন্তা দূর করে দিয়েছেন اِنَّ رَبَّنَا নিঃসন্দেহে আমাদের প্রতিপালক لَغَفُوْرٌ شَكُوْرٌ অতিশয় ক্ষমাশীল, বড় গুণগ্রাহী।

৩৫. الَّذِيْٓ اَحَلَّنَا যিনি আমাদেরকে অবতারণ করিয়েছেন دَارَ الْمُقَامَةِ চিরস্থায়ী বাসস্থানে مِنْ فَضْلِهٖ স্বীয় অনুগ্রহে لَا يَمَسُّنَا فِيْهَا نَصَبٌ যেখানে না আমাদেরকে কোনো কষ্ট স্পর্শ করবে وَّلَا يَمَسُّنَا فِيْهَا لُغُوْبٌ আর না আমাদেরকে কোনো শ্রান্তি স্পর্শ করবে।

৩৬. وَالَّذِيْنَ كَفَرُوْا এবং যারা কাফের لَهُمْ نَارُ جَهَنَّمَ তাদের জন্য দোজখের অগ্নি রয়েছে لَا يُقْضٰى عَلَيْهِمْ তাদের মৃত্যুও আসবে না। فَيَمُوْتُوْا যাতে তারা মরে যাবে وَلَا يُخَفَّفُ عَنْهُمْ مِّنْ عَذَابِهَا আর না দোজখের শাস্তি তাদের থেকে লাঘব করা হবে كَذٰلِكَ نَجْزِيْ كُلَّ كَفُوْرٍ আমি প্রত্যেক কাফেরকে এরূপেই সাজা দিয়ে থাকি।

৩৭. وَهُمْ يَصْطَرِخُوْنَ فِيْهَا আর তারা তন্মধ্যে চীৎকার করবে رَبَّنَآ হে আমাদের প্রতিপালক اَخْرِجْنَا আমাদেরকে (এখান থেকে) বের করে নিন نَعْمَلْ صَالِحًا আমরা সৎকার্য করব غَيْرَ الَّذِيْ كُنَّا نَعْمَلُ আমরা যা করতাম তৎপরিবর্তে اَوَلَمْ نُعَمِّرْكُمْ আমি কি তোমাদেরকে এতটুকু আয়ু প্রদান করিনি যে مَّا يَتَذَكَّرُ فِيْهِ مَنْ تَذَكَّرَ যার বুঝার ইচ্ছা হতো সে বুঝতে পারত وَجَآءَكُمُ النَّذِيْرُ আর (এতদ্ভিন্ন) তোমাদের নিকট ভয়প্রদর্শক ও আগমন করেছিল। فَذُوْقُوْا সুতরাং স্বাদ গ্রহণ কর فَمَا لِلظّٰلِمِيْنَ مِنْ نَّصِيْرٍ যেহেতু এরূপ অনাচারীদের কোনো সাহায্যকারী নেই।

https://e-ilm.weebly.com/

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

اَلَّذِیْٓ اَحَلَّنَا دَارَ الْمُقَامَةِ مِنْ فَضْلِهٖ لَا یَمَسُّنَا فِیْهَا نَصَبٌ وَّلَا یَمَسُّنَا فِیْهَا لُغُوْبٌ [৩৫]

শানে নুযূল : আবূ হাতেম ও ইবনে মারদুবিয়া হযরত আব্দুল্লাহ বিন আবী আওফা (রা.) এর উদ্ধৃতি দিয়ে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন, একদা এক ব্যক্তি রাসূল ﷺ-এর নিকট আরজ করল, হে আল্লাহর রাসূল ﷺ! দুনিয়াতে মানুষের ক্লান্তিতা ও অবসাদ দূর করার জন্যে নিদ্রাকে নির্ধারণ করে দেওয়া হয়েছে। বেহেশতের মাঝেও কি নিদ্রা থাকবে? রাসূল ﷺ বললেন, নিদ্রা মূলত মৃত্যু তুল্য। বেহেশতে নিদ্রার প্রয়োজন আবার কিসের জন্যে! অতঃপর লোকটি বলল, নিদ্রা যদিই না থাকে বিশ্রাম গ্রহণ করার পদ্ধতি কি হবে? রাসূল ﷺ বললেন, সেখানে ক্লান্তিতা ও অবসাদই তো থাকবে না, সেখানে সর্বদা সর্বক্ষণ শুধু আরাম আর আরাম থাকবে। শান্তি আর শান্তিই থাকবে। রাসূল ﷺ-এর এ বাণীর সত্যায়নে আল্লাহ তা'আলা আলোচ্য আয়াত নাজিল করেন। −[দুররে মানছূর ২৫৪/৫]

لِيُوَفِّيَهُمْ أُجُورَهُمْ وَيَزِيدَهُمْ مِنْ فَضْلِهِ এখানে لِيُوَفِّيَهُمْ শব্দটি لَنْ تَبُورَ শব্দের সাথে সম্পর্কযুক্ত। অর্থাৎ, তাদের ব্যবসায়ে লোকসান তো হবেই না, উপরন্তু আল্লাহ তাদের প্রতিদান ও ছওয়াব পুরোপরি দেওয়ার পরেও স্বীয় অনুগ্রহে তাদের ধারণাতীত অনেক বেশি দিবেন।

এই বেশির মধ্যে আল্লাহ তা'আলার সে ওয়াদাও অন্তর্ভুক্ত, যাতে বলা হয়েছে, মুমিনের পুরস্কার আল্লাহ তা'আলা বহুগুণ বেশি দান করেন, যা কমপক্ষে কৃতকর্মের দশগুণ এবং বেশির পক্ষে সাতশ' গুণ বা তার চেয়েও বেশি। অন্যান্য পাপীর জন্যে মুমিনের সুপারিশ কবুল করাও এ অতিরিক্ত অনুগ্রহের শামিল। এ অনুগ্রহের তাফসীর প্রসঙ্গে হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা.) রাসূলুল্লাহ ﷺ থেকে বর্ণনা করেন যে, মুমিনের প্রতি দুনিয়াতে যে ব্যক্তি অনুগ্রহ করেছিল, পরকালে মুমিন তার জন্যে সুপারিশ করবে। ফলে জাহান্নামের যোগ্য হওয়া সত্ত্বেও মুমিনের সুপারিশে সে মুক্তি পাবে। −[মাযহারী]

বলাবাহুল্য, সুপারিশ কেবল ঈমানদারের জন্যে হতে পারবে, কাফেরের জন্যে সুপারিশ করার অনুমতি কাউকে দেওয়া হবে না। এমনিভাবে জান্নাতে আল্লাহ তা'আলার দীদারও এ অতিরিক্ত অনুগ্রহের প্রধান অংশ।

ثُمَّ أَوْرَثْنَا الْكِتَابَ الَّذِينَ اصْطَفَيْنَا مِنْ عِبَادِنَا - ثُمَّ অব্যয়টি পূর্বাপর সংযোগ স্থাপনের জন্যে ব্যবহৃত হয়। ফলে বোঝা যায় পূর্বাপর উভয় বাক্য অভিন্ন গুণ বিশিষ্ট হওয়া সত্ত্বেও ধারাবাহিকতা রক্ষা করে। পূর্ববর্তী বাক্যের বিষয়বস্তু পূর্বে এবং পরবর্তী বাক্যের বিষয়বস্তু পরে বোঝায়। অতঃপর এই পূর্বাপর কখনও কালের দিক দিয়ে এবং কখনও মর্যাদা ও স্তরের দিক দিয়েও হয়। এ আয়াতে ثُمَّ অব্যয় দ্বারা পূর্বের আয়াতে বর্ণিত أَوْحَيْنَا বাক্যের উপর عَطْف করা হয়েছে। অর্থ এই যে, আমি এই সত্য ও পূর্ববর্তী ঐশী কিতাবসমূহের সমর্থক কুরআন প্রথমে আপনার কাছে প্রত্যাদেশ করেছি। এরপর আমি আমার মনোনীত বান্দদেরকেও এর অধিকারী করেছি। এখন এটা সুস্পষ্ট যে, কুরআন ওহীর মাধ্যমে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর কছে প্রেরণ করা মর্যাদা ও স্তরের দিক দিয়ে অগ্রে এবং উম্মতে মোহাম্মদীকে দান করা পশ্চাতে হয়েছে। উম্মতকে কুরআনের অধিকারী করার অর্থ এও হতে পারে যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ উম্মতের জন্যে অর্থ-কড়ি ও বিষয়-সম্পত্তির উত্তরাধিকার রেখে যাওয়ার পরিবর্তে আল্লাহর কিতাব রেখে গেছেন। এক হাদীসেও সাক্ষ্য পাওয়া যায় যে, পয়গম্বরগণ দিরহাম ও দীনার উত্তারাধিকার রেখে যান না। তাঁরা উত্তরাধিকার স্বরূপ ইলম বা জ্ঞান রেখে যান। অন্য এক হাদীসে আলিম ও জ্ঞানীগণকে পয়গম্বরগণের উত্তরাধিকারী বলে আখ্যায়িত করা হয়েছে। এরূপ অর্থ নেওয়া হলে উপরিউক্ত অগ্র-পশ্চাৎ কালের দিক দিয়েও হতে পারে। অর্থাৎ আমি এ কিতাব আপনাকে দান করেছি। অতঃপর আপনি তা উম্মতের জন্য উত্তরাধিকার স্বরূপ রেখেছেন। আয়াতে উত্তরাধিকারী করার অর্থ দান করা বোঝানো হয়েছে। একে উত্তরাধিকার শব্দের মাধ্যমে ব্যক্ত করার মধ্যে ইঙ্গিত রয়েছে যে, উত্তরাধিকারী ব্যক্তি যেমন কোনো কর্ম চেষ্টা ব্যতিরেকেই উত্তরাধিকার স্বত্ব লাভ করে তেমনি কুরআন পাকের এই ধনও মনোনীত বান্দাদেরকে কোনো কর্ম ও চেষ্টা ব্যতিরেকেই দান করা হয়েছে।

উম্মতে মুহাম্মদী বিশেষতঃ আলেমগণের একটি গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্য : اَلَّذِيْنَ اصْطَفَيْنَا مِنْ عِبَادِنَا অর্থাৎ, আমার বান্দাদের মধ্যে যাদেরকে আমি মনোনীত করেছি। অধিকাংশ তাফসীরবিদ এর অর্থ নিয়েছেন উম্মতে মুহাম্মদী। এতে আলেমগণ প্রত্যক্ষভাবে এবং অন্যান্য মুসলমানগণ আলেমগণের মধ্যস্থতায় এর অন্তর্ভুক্ত। হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) থেকে বর্ণিত আছে اَلَّذِيْنَ اصْطَفَيْنَا বলে উম্মতে মুহাম্মদীকে বোঝানো হয়েছে। আল্লাহ তা'আলা তাদেরকে তাঁর

প্রত্যেকটি অবতীর্ণ কিতাবের উত্তরাধিকারী করেছেন। (অর্থাৎ, কুরআন পূর্ববর্তী সমস্ত কিতাবের সমর্থক ও সংরক্ষক বিধায় সমস্ত ঐশীগ্রন্থের বিষয়বস্তুর সমষ্টি। এর উত্তরাধিকারী হওয়া যেন সমস্ত আসমানি কিতাবের উত্তরাধিকারী হওয়া।) অতঃপর হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) বলেন :

فَظَالِمُهُمْ يُغْفَرُ لَهُ وَمُقْتَصِدُهُمْ يُحَاسَبُ حِسَابًا يَسِيْرًا وَسَابِقُهُمْ يَدْخُلُ الْجَنَّةَ بِغَيْرِ حِسَابٍ

"এ উম্মতের জালেমদেরকেও শেষ পর্যন্ত ক্ষমা করা হবে, মধ্যপন্থিদের হিসাব সহজভাবে নেওয়া হবে, আর যারা সৎকর্মে অগ্রগামী তাদেরকে বিনা হিসাবে জান্নাতে প্রবেশ করানো হবে। –[ইবনে কাছীর]

আয়াতের اِصْطَفَيْنَا শব্দ দ্বারা উম্মতে মুহাম্মদীর সর্ববৃহৎ শ্রেষ্ঠত্ব পরিস্ফুট হয়েছে। কেননা এ শব্দটি কুরআন পাকে পয়গম্বরগণের ক্ষেত্রে বেশির ভাগ ব্যবহৃত হয়েছে। এক আয়াতে আছে– اَللّٰهُ يَصْطَفِىْ مِنَ الْمَلٰٓئِكَةِ رُسُلًا وَّمِنَ النَّاسِ অন্য এক আয়াতে আছে : اِنَّ اللّٰهَ اصْطَفٰٓى اٰدَمَ وَنُوْحًا وَّاٰلَ اِبْرٰهِيْمَ وَاٰلَ عِمْرٰنَ عَلَى الْعٰلَمِيْنَ

আলোচ্য আয়াতে আল্লাহ তা'আলা উম্মতে-মুহাম্মদীকে اِصْطِفَاءٌ অর্থাৎ, মনোনয়নে পয়গম্বরগণের সাথে শরিক করে দিয়েছেন। তবে মনোনয়নের বিভিন্ন স্তর রয়েছে। পয়গম্বর ও ফেরেশতাগণের মনোনয়ন উচ্চস্তরে এবং উম্মতে মুহাম্মদীর মনোনয়ন এর পরের স্তরে হয়েছে।

উম্মতে মুহাম্মদী তিন প্রকার : فَمِنْهُمْ ظَالِمٌ لِّنَفْسِهٖ وَمِنْهُمْ مُّقْتَصِدٌ وَمِنْهُمْ سَابِقٌۢ بِالْخَيْرٰتِ এই বাক্যটি প্রথমোক্ত বাক্যের ব্যাখ্যা। অর্থাৎ, আমি যাদেরকে মনোনীত করে কুরআনের অধিকারী করেছি, তারা তিন প্রকার। জালেম, মধ্যপন্থি ও সৎকর্মে অগ্রগামী।

ইবনে কাছীর এই প্রকারত্রয়ের তাফসীর এভাবে করেছেন : জালেম সে ব্যক্তি যে কোনো কোনো ফরজ ও ওয়াজিব কজে ত্রুটি করে এবং কোনো কোনো নিষিদ্ধ কাজেও জড়িত হয়ে পড়ে। মধ্যপন্থি সে ব্যক্তি, যে সমস্ত ফরজ ও ওয়াজিব কর্ম সম্পাদন করে এবং যাবতীয় নিষিদ্ধ কার্য থেকে বেঁচে থাকে; কিন্তু মাঝে মাঝে কোনো কোনো মোস্তাহাব কাজ ছেড়ে দেয় এবং কোনো কোনো মাকরূহ কাজে জড়িত হয়ে পড়ে। সৎকর্মে অগ্রগামী সে ব্যক্তি, যে যাবতীয় ফরজ, ওয়াজিব ও মোস্তাহাব কর্ম সম্পাদন করে এবং যাবতীয় হারাম ও মাকরূহ কর্ম থেকে বেঁচে থাকে; কিন্তু কোনো কোনো মোবাহ বিষয়, ইবাদতে ব্যাপৃত থাকার কারণে অথবা হারাম সন্দেহে ছেড়ে দেয়। –[ইবনে-কাছীর]

অন্যান্য তাফসীরবিদ এ প্রসঙ্গে বিভিন্ন উক্তি বর্ণনা করেছেন। রূহুল মা'আনীতে তেতাল্লিশটি উক্তি উল্লিখিত রয়েছে। কিন্তু চিন্তা করলে দেখা যায়, অধিকাংশ উক্তির সারমর্ম তাই, যা উপরে ইবনে কাছীর থেকে বর্ণিত হয়েছে।

একটি সন্দেহ ও তার জবাব : উল্লিখিত তাফসীর থেকে প্রতীয়মান হয়ে যায় যে, জালেমও আল্লাহ তা'আলার মনোনীত বান্দাদের অন্তর্ভুক্ত। একে বাহ্যতঃ অবাস্তব মনে করে কেউ কেউ বলেছেন যে, জালেম উম্মতে মুহাম্মদী ও মনোনীতদের অন্তর্ভুক্ত নয়। অথচ অনেক সহীহ হাদীস দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, এ তিন প্রকার লোকই উম্মতে মুহাম্মদীর অন্তর্ভুক্ত এবং اِصْطَفَيْنَا গুণের বাইরে নয়। এটি হলো উম্মতে মুহাম্মদীর মুমিন বান্দাদের একান্ত বৈশিষ্ট্য ও শ্রেষ্ঠত্ব। তাদের মধ্যে যে ব্যক্তি কার্যতঃ ত্রুটিযুক্ত, সেও এই মর্যাদার অন্তর্ভুক্ত। ইবনে কাছীর এ প্রসঙ্গে এ সম্পর্কিত সমুদয় হাদীস সমাবেশ করেছেন। তন্মধ্যে নিম্নে কয়েকটি উদ্ধৃত করা হলো।

হযরত আবূ সাঈদ খুদরী (রা.) বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ এ আয়াতের اَلَّذِيْنَ اصْطَفَيْنَا–তে বর্ণিত তিনটি প্রকার সম্পর্কে বলেছেন যে, তারা সমস্ত একই স্তরভুক্ত এবং জান্নাতী।–[ইমাম আহমদ, ইবনে কাছীর]

অর্থাৎ মাগফিরাত সবারই হবে এবং সবাই জান্নাতে প্রবেশ করবে। অবশ্য এর অর্থ এই নয় যে, মর্যাদার দিক দিয়ে একজন অপরজন থেকে শ্রেষ্ঠ হবে না।

ইবনে জারীর আবূ সাবেত থেকে বর্ণনা করেন যে, একদিন তিনি (আবূ সাবেত) মসজিদে পৌছে হযরত আবুদ্দারদাকে পূর্ব থেকে সেখানে অবস্থানরত দেখতে পান। তিনি তাঁর বরাবরে গিয়ে বসে যান এবং এই দোয়া করতে থাকেন : اَللّٰهُمَّ اٰنِسْ وَحْشَتِىْ وَارْحَمْ غُرْبَتِىْ وَيَسِّرْ لِىْ جَلِيْسًا صَالِحًا–অর্থাৎ হে আল্লাহ, আমার আন্তরিক পেরেশানি দূর করুন, আমার প্রবাসী অবস্থার প্রতি দয়া করুন এবং আমাকে একজন সৎকর্মপরায়ণ সহচর দান করুন। (এখানে লক্ষণীয় যে, পূর্ববর্তী বুযুর্গগণের মধ্যে সৎসঙ্গীর অন্বেষণ খুবই দরকারি বিষয় বলে গণ্য হতো। তারা সৎসঙ্গীকে প্রধান লক্ষ্য ও যাবতীয় পেরেশানির প্রতিকার মনে করে আল্লাহ তা'আলার কাছে এর জন্য দোয়া করতেন।) হযরত আবুদ্দারদা (রা.) এই দোয়া

https://e-ilm.weebly.com/

শুনে বললেন, আপনি এ দোয়া ও অন্বেষণে সাচ্চা হলে আমি এ ব্যাপারে আপনার চেয়ে অধিক ভাগ্যবান। (অর্থাৎ আল্লাহ তা'আলা আমাকে আপনার মতো সৎসঙ্গী চাওয়া ছাড়াই দান করেছেন।) তিনি আরও বললেন, আমি আপনাকে একটি হাদীস শুনাচ্ছি। যা আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর মুখ থেকে শুনেছি। এ পর্যন্ত কারো কাছে বর্ণনা করার সুযোগ হয়নি। হাদীসটি এই : রাসূলে কারীম ﷺ ثُمَّ اَوْرَثْنَا الْكِتَابَ الَّذِى اصْطَفَيْنَا আয়াতখানি তেলাওয়াত করে বলেছেন, এই তিন রকম লোকের মধ্যে সৎকর্মে অগ্রগামীরা বিনা হিসাবে জান্নাতে প্রবেশ করবে, মধ্যপন্থিদের কাছ থেকে হালকা হিসাব নেওয়া হবে এবং জালিম এস্থলে খুব দুঃখিত ও বিষণ্ন হবে। অবশেষে সেও জান্নাতে প্রবেশাধিকার পেয়ে যাবে। ফলে তার দুঃখকষ্ট দূর হয়ে যাবে। তাই পরবর্তী আয়াতে বলা হয়েছে : اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِىْٓ اَذْهَبَ عَنَّا الْحَزَنَ –অর্থাৎ তারা বলবে, আল্লাহর শোকর, যিনি আমাদের সমস্ত দুঃখ দূর করে দিয়েছেন।

তাবারানী বর্ণিত হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা.)-এর রেওয়ায়েতে রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন, وَكُلُّهُمْ مِنْ هٰذِهِ الْاُمَّةِ অর্থাৎ এই তিন প্রকার লোকই হবে উম্মতে মুহাম্মদী থেকে।

আবূ দাউদ ত্বয়ালিসী ওকবা ইবনে সাহবান হেনায়ী থেকে বর্ণনা করেন, তিনি হযরত আয়েশা (রা.)-কে এ আয়াতের তাফসীর জিজ্ঞেস করলে তিনি বললেন– বৎস! এ তিন প্রকার লোকই জান্নাতী। তাদের মধ্যে অগ্রগামী তারা, যারা রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর জমানায় প্রয়াত হয়ে গেছেন। তাদের জান্নাতী হওয়ার সাক্ষ্য স্বয়ং রাসূলুল্লাহ ﷺ দিয়েছেন। মিতাচারী বা মধ্যপন্থি তারা, যারা তাদের পদাঙ্ক অনুসরণ করে পূর্ববর্তীদের অনুসরণ করতে থাকবেন ও তাদের সাথে মিলিত হয়েছেন। অতঃপর আমাদের ও তেমাদের মতো লোকেরা জালিমদের পর্যায়ে রয়ে গেছি।

বিনয়বশত হযরত আয়েশা সিদ্দীকা (রা.) নিজেকে তৃতীয় স্তর অর্থাৎ জালিমের পর্যায়ে গণ্য করেছেন। নতুবা সহীহ হাদীসসমূহের বর্ণনা অনুযায়ী তিনি অগ্রগামীদের প্রথম সারির একজন।

ইবনে জারীর মুহাম্মদ ইবনে হানফিয়া (র.) থেকে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন এ উম্মত রহমতপ্রাপ্ত উম্মত। এর জালিমও ক্ষমাপ্রাপ্ত। মিতাচারী জান্নাতী এবং সৎকাজে অগ্রগামী দল আল্লাহর কাছে উচ্চমর্যাদার অধিকারী।

মুহাম্মদ ইবনে আলী বাকের (রা.) জালিমের তাফসীরে বলেন : اَلَّذِىْ خَلَطَ عَمَلًا صَالِحًا وَّاٰخَرَ سَيِّئًا –অর্থাৎ যে ব্যক্তি সৎ-অসৎ উভয় কর্মে সং মিশ্রণ ঘটায় সে জালিম পর্যায়ভুক্ত।

উম্মতে মুহাম্মদীর আলেম সম্প্রদায়ের শ্রেষ্ঠত্ব : আলোচ্য আয়াতে আল্লাহ তা'আলা বলেছেন, আমি আমার মনোনীত বান্দাদেরকে আমার কিতাবের উত্তরাধিকারী করেছি। বলাবাহুল্য, আল্লাহর কিতাব ও রাসূল ﷺ -এর শিক্ষার প্রত্যক্ষ উত্তরাধিকারী হচ্ছেন ওলামায়ে কেরাম। হাদীসেও বলা হয়েছে– اَلْعُلَمَاءُ وَرَثَةُ الْاَنْبِيَاءِ -এর সারমর্ম এই যে, যারা কুরআন ও হাদীসের শিক্ষা প্রচারকে জীবনের ব্রত হিসাবে গ্রহণ করেছেন এবং নিষ্ঠাসহকারে এ কর্তব্য পালন করে যাচ্ছেন, তারা আল্লাহর মনোনীত বান্দা ও ওলী। হযরত সা'লাব ইবনে হাকাম (রা.) বর্ণিত রেওয়ায়েতে রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন, কিয়ামতের দিন আল্লাহ তা'আলা আলেমগণকে সম্বোধন করে বলবেন, আমি তোমাদের বক্ষে আমার জ্ঞান ও প্রজ্ঞা শুধু এজন্যে রেখেছিলাম যে, তোমরা যে কর্মই কর না কেন, তোমাদেরকে ক্ষমা করাই ছিল আমার উদ্দেশ্য। উপরে বর্ণিত হয়েছে যে, যার মধ্যে আল্লাহর ভয় নেই, সে আলেমগণের তালিকাভুক্ত নয়; তাই আল্লাহ ভীতির রঙ্গে রঞ্জিত আলেমগণকেই এই সম্বোধন করা হবে। তাঁদের পক্ষে নিশ্চিন্ত হয়ে পাপ কর্মে লেগে থাকা কিছুতেই সম্ভবপর নয়। তবে মানুষ হিসেবে তারাও মাঝে-মাঝে ভুল-ত্রুটি করেন। হাদীসে তাই বলা হয়েছে যে, তোমাদের কর্ম যেমনই হোক, মাগফেরাত তোমাদের জন্যে অবধারিত। –[ইবনে কাছীর]

হযরত আবূ মূসা আশআরী (রা.) বর্ণিত রেওয়ায়েতে রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন, হাশরে আল্লাহ তা'আলা সবাইকে একত্রিত করবেন, অতঃপর আলেমগণকে এক বিশেষ জায়গায় সমবেত করে বলবেন :

اِنِّىْ لَمْ اَضَعْ عِلْمِىْ فِيْكُمْ اِلَّا لِعِلْمِىْ بِكُمْ وَلَمْ اَضَعْ عِلْمِىْ فِيْكُمْ لِاُعَذِّبَكُمْ اِنْطَلِقُوْا قَدْ غَفَرْتُ لَكُمْ.

অর্থাৎ আমি তোমাদের অন্তরে আমার ইলম এ জন্যে রেখছিলাম যে, আমি জানতাম (যে, তোমরা এই আমানতের হক আদায় করবে।) তোমাদেরকে আজাব দেওয়ার জন্যে তোমাদের বক্ষে আমি আমার ইলম রাখিনি। যাও, আমি তোমাদেরকে ক্ষমা করে দিলাম। –[মাযহারী।

https://e-ilm.weebly.com/

জ্ঞাতব্য : আয়াতে সর্বপ্রথম জালেম, অতঃপর মিতাচারী বা মধ্যপন্থি ও সর্বশেষে সৎকর্মে অগ্রগামী উল্লিখিত হয়েছে। এই ধারাবাহিকতার কারণ সম্ভবতঃ এই যে, জালেমের সংখ্যা সর্বাধিক, তাদের চেয়ে কম মিতাচারী বা মধ্যপন্থি এবং আরও কম সৎকর্মে অগ্রগামী। যাদের সংখ্যা বেশি, তাদেরকে প্রথমে উল্লেখ করা হয়েছে।

ذٰلِكَ هُوَ الْفَضْلُ الْكَبِيْرُ جَنّٰتُ عَدْنٍ يَّدْخُلُوْنَهَا يُحَلَّوْنَ فِيْهَا مِنْ اَسَاوِرَ مِنْ ذَهَبٍ وَّلُؤْلُؤًا وَلِبَاسُهُمْ فِيْهَا حَرِيْرٌ.

অর্থাৎ, শুরুতে আল্লাহ তা'আলা তাঁর মনোনীত বান্দাগণের মধ্যে তিন প্রকারের কথা উল্লেখ করেছেন। তারপর বলেছেন– ذٰلِكَ هُوَ الْفَضْلُ الْكَبِيْرُ অর্থাৎ, এদেরকে মনোনীতদের মধ্যে গণ্য করা আল্লাহ তা'আলার মহা অনুগ্রহ। প্রতিদান স্বরূপ তারা জান্নাতে যাবে, তাদেরকে স্বর্ণের কংকন এবং মুক্তার অলংকার পরানো হবে। তাদের পোষাক হবে রেশমের। দুনিয়াতে পুরুষদের জন্যে স্বর্ণের অলংকার ও রেশমী পোষাক উভয়টি পরিধান করা হরাম। এর বিনিময়ে জান্নাতে তাদেরকে এসব বস্তু দেওয়া হবে। এরূপ বলা ঠিক হবে না যে, অলংকার নারীর ভূষণ, পুরুষদের জন্যে শোভনীয় নয়। কেননা দুনিয়ার অবস্থার সাথে জান্নাত ও পরকালের অবস্থার তুলনা করা একান্ত নির্বুদ্ধিতা।

হযরত আবূ সাঈদ খুদরী (রা.)-এর বর্ণিত রেওয়ায়েতে আছে যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, জান্নাতীদের মস্তকে মুক্তা খচিত মুকুট থাকবে। এর নিম্নস্তরের মুক্তার আলোকে সমগ্র পূর্ব ও পশ্চিম দিগন্ত উদ্ভাসিত হবে। –[মাযহারী]

তাফসীরবিদগণ বলেন, প্রত্যেক জান্নাতীর হাতে একটি স্বর্ণ নির্মিত ও একটি রৌপ্যনির্মিত কংকন থাকবে। এরই পরিপ্রেক্ষিতে কুরআনের এক আয়াতে স্বর্ণ নির্মিত এবং এক আয়াতে রৌপ্য নির্মিত কংকনের কথা উল্লেখ রয়েছে। এ তাফসীর দৃষ্টে উভয় আয়াতে কোনো বৈপরীত্য নেই।–[কুরতুবী]

দুনিয়াতে যে ব্যক্তি সোনা-রূপার পাত্র ও রেশমী পোষাক ব্যবহার করবে, সে জান্নাতে এগুলো থেকে বঞ্চিত থাকবে। হযরত হুযায়ফা (রা.)-এর রেওয়ায়েতে রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন, রেশমী পোশাক পরিধান করো না; সোনা-রূপার পত্রে পানি পান করো না এবং এসবের দ্বারা তৈরি পাত্রে আহার করো না। কারণ, এগুলো দুনিয়াতে কাফেরদের জন্যে এবং তোমাদের জন্যে পরকালে। –[বুখারী-মুসলিম]

وَقَالُوا الْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِيْٓ اَذْهَبَ عَنَّا الْحَزَنَ অর্থাৎ, জান্নাতীরা জান্নাতে প্রবেশ করার সময় বলবে, আল্লাহর শোকর, যিনি আমদের দুঃখ দূর করেছেন। এই দুঃখ কি? এ সম্পর্কে তাফসীরবিদগণের বিভিন্ন উক্তি আছে। প্রকৃতপক্ষে সকল প্রকার দুঃখই এর অন্তর্ভুক্ত। দুনিয়াতে মানুষ যত রাজাধিরাজ অথবা নবী ও ওলী হোক না কেন, দুঃখকষ্টের কবল থেকে কারও নিষ্কৃতি নেই।

دریں دنیاکسے بے غم نباشد * وگر باشد بنی آدم نباشد

এ দুনিয়াতে দুঃখ-দুর্দশা ও চিন্তা-ভাবনা থেকে কোনো সৎ ও অসৎ ব্যক্তিরই নিস্তার নেই। এ কারণেই সুফীবর্গ দুনিয়াকে "দারুল-আহযান" দুঃখ কষ্টের আলয় বলেন। আয়াতে উল্লিখিত দুঃখের মধ্যে প্রথমতঃ দুনিয়ার যাবতীয় দুঃখ, দ্বিতীয়তঃ কিয়ামত ও হাশর-নশরের দুঃখ-কষ্ট, তৃতীয়তঃ হিসাব-নিকাশের দুঃখ-কষ্ট এবং চতুর্থতঃ জাহান্নামের শাস্তি ও দুঃখ কষ্টও অন্তর্ভুক্ত। আল্লাহ তা'আলা জান্নাতীদের এসব দুঃখ-কষ্টই দূর করে দেবেন।

হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে ওমর (রা.)-এর রেওয়ায়েতে রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন, যারা লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ কলেমায় বিশ্বাসী, তারা মৃত্যুর সময় কবরে ও হাশরে কোথাও উৎকণ্ঠা বোধ করে না। আমি যেন দেখতে পাচ্ছি তারা কবর থেকে উঠার সময় اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِيْٓ اَذْهَبَ عَنَّا الْحَزَنَ বলতে বলতে উঠছে। –[তাবারানী, মাযহারী]

হযরত আবুদ্দারদা (রা.)-এর হাদীসে বলা হয়েছে যে, উল্লিখিত জালেম শ্রেণিভুক্ত ব্যক্তিরা এ উক্তি করবে। কেননা হাশরে সে প্রথমে দুঃখ-কষ্ট ও উদ্বেগের সম্মুখীন হবে। অবশেষে জান্নাতে প্রবেশের আদেশ পাওয়ার কারণে তার এসব দুঃখ-কষ্ট দূর হয়ে যাবে। এ হাদীসটি ইবনে ওমরের হাদীসের পরিপন্থি নয়। কেননা জালেম ব্যক্তি অন্যদের তুলনায় হাশরেও একটি অতিরিক্ত দুঃখের সম্মুখীন হবে, যা জান্নাতে প্রবেশ করার সময় দূর হয়ে যাবে। সারকথা, সৎকর্মে অগ্রগামী, মিতাচারী ও জালেম সকল শ্রেণির জান্নাতীই এ উক্তি করবে; কিন্তু প্রত্যেকের দুঃখের তালিকা আলাদা আলাদা হওয়া আবান্তর নয়।

ইমাম জাস্সাস (র.) বলেন, পার্থিব জীবনে চিন্তা-ভাবনা ও দুঃখ-কষ্ট থেকে মুক্ত না থাকাই মুমিনের শান। রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন, দুনিয়া মুমিনের জন্যে কয়েদখানা। এ কারণেই রাসূলুল্লাহ ﷺ ও প্রধান সাহাবীগণের জীবনালেখ্যে দেখা যায়, তাদেরকে প্রায়ই চিন্তিত ও বিমর্ষ দেখা যেত।

https://e-ilm.weebly.com/

اَلَّذِیٓ اَحَلَّنَا دَارَ الْمُقَامَةِ مِنْ فَضْلِهٖ لَا يَمَسُّنَا فِيْهَا نَصَبٌ وَّلَا يَمَسُّنَا فِيْهَا لُغُوْبٌ

আয়াতে জান্নাতের কতিপয় বৈশিষ্ট্য বিবৃত হয়েছে। (এক) জান্নাতে বসবাসের জায়গা। এর বিলুপ্তি অথবা সেখান থেকে বহিষ্কৃত হওয়ার কোনোও আশঙ্কা নেই। (দুই) সেখানে কেউ কোনো দুঃখের সম্মুখীন হবে না। (তিন) সেখানে কেউ কোনো ক্লান্তিও বোধ করবে না। দুনিয়াতে মানুষ ক্লান্ত হয় এবং কাজকর্ম পরিহার করে নিদ্রার প্রয়োজন অনুভব করে জান্নাত এ থেকে পবিত্র হবে। কোনো কোনো হাদীসেও এ বিষয়বস্তু বর্ণিত রয়েছে। –[মাযহারী]

اَوَلَمْ نُعَمِّرْكُمْ مَّا يَتَذَكَّرُ فِيْهِ مَنْ تَذَكَّرَ وَجَآءَكُمُ النَّذِيْرُ অর্থাৎ, জাহান্নামে যখন কাফেররা ফরিয়াদ করবে যে, হে আমাদের পালনকর্তা; আমাদেরকে এ আজাব থেকে মুক্ত করুন, আমরা সৎকর্ম করব এবং অতীত কুকর্ম ছেড়ে দেব, তখন জবাব দেওয়া হবে যে, আমি কি তোমাদেরকে এমন বয়স দেইনি যাতে চিন্তাশীল ব্যক্তি চিন্তা করে বিশুদ্ধ পথে আসতে পারে? হযরত আলী ইবনে হুসাইন ইবনে জয়নুল আবেদীন (রা.) বলেন, এর অর্থ সতের বছর বয়স। হযরত কাতাদাহ আঠার বছর বয়স বলেছেন। আসল অর্থ সাবালক হওয়ার বয়স। এতে সতের বা আঠারোর পার্থক্য হতে পারে। কেউ সতের বছরে এবং কেউ আঠারো বছরে সাবালক হতে পারে। শরিয়তে এ বয়সটি প্রথম সীমা, যাতে প্রবেশ করার পর মানুষকে নিজের ভালো-মন্দ বুঝার জ্ঞান আল্লাহর পক্ষ থেকে দান করা হয়। তাই সাধারণ কাফেরদেরকে উপরিউক্ত কথাটি বলা হবে, তারা বয়োবৃদ্ধ হোক অথবা অল্পবয়স্ক। তবে যে ব্যক্তি সুদীর্ঘকাল বেঁচে থাকার পরও সতর্ক হয়নি এবং প্রকৃতির প্রমাণাদি দেখে ও পয়গম্বরগণের কথাবার্তা শুনে সত্যের পরিচয় গ্রহণ করেনি সে অধিক ধিক্কারযোগ্য হবে।

সারকথা এই যে, যে ব্যক্তি কেবল সাবালক হওয়ার বয়স পায়, তাকেও আল্লাহ তা'আলা সত্য ও মিথ্যার পার্থক্য বোঝার ক্ষমতা দান করেন। সে তা না বুঝলে তিরস্কার ও আজাবের যোগ্য হবে। কিন্তু যে ব্যক্তি দীর্ঘ বয়স পায়, তার সামনে আল্লাহর প্রমাণাদি আরও পূর্ণ হয়ে যায়। সে কুফর ও গোনাহ্ থেকে বিরত না হলে অধিকতর শাস্তি ও তিরস্কারের যোগ্য হবে। হযরত আলী মুরতাযা (রা.) বলেন, আল্লাহ তা'আলা যে বয়সে গোনাহ্গার বান্দাদেরকে লজ্জা দেন, তা হচ্ছে ষাট বছর। হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) ও এক রেওয়ায়েতে চল্লিশ ও অন্য রেওয়ায়েতে ষাট বছর বলেছেন। এ বয়সে মানুষের উপর আল্লাহর প্রমাণ পূর্ণ হয়ে যায় এবং মানুষের জন্যে কোনো ওজর আপত্তি পেশ করার অবকাশ থাকে না। ইবনে কাছীর হযরত ইবনে আব্বাস (রা.)-এর দ্বিতীয় রেওয়ায়েতকে অগ্রাধিকার দিয়েছেন।

উপরিউক্ত বর্ণনা থেকে স্পষ্ট হয়ে গেছে যে, সতের আঠারো বছর সংক্রান্ত রেওয়ায়েতও ষাট বছরের রেওয়ায়েতের মধ্যে কোনো বিরোধ নেই। সতের আঠার বছর বয়সে মানুষ চিন্তা-ভাবনার মাধ্যমে সত্য ও মিথ্যার পার্থক্য বুঝতে পারে। এ কারণেই এ বয়স থেকে সে শরিয়তের বিধানাবলি পালনে আদিষ্ট হয়। কিন্তু ষাট বছর এমন সুদীর্ঘ বয়স যে, এতেও কেউ সত্যের পরিচয় লাভ না করলে তার ওজর আপত্তি করার কোনো অবকাশ থাকে না। এ কারণেই উম্মতে মুহাম্মদীর বয়সের গড় ষাট থেকে সত্তর বছর পর্যন্ত নির্ধারিত রয়েছে। এক হাদীসে আছে :

اَعْمَارُ اُمَّتِیْ مَا بَيْنَ السِّتِّيْنَ اِلَى السَّبْعِيْنَ وَاَقَلُّهُمْ مَنْ يَّجُوْزُ ذٰلِكَ

–অর্থাৎ আমার উম্মতের বয়স ষাট থেকে সত্তর পর্যন্ত হবে। খুব কম লোকই এই সীমা অতিক্রম করবে। –[ইবনে কাছীর]

আয়াতের শেষে বলা হয়েছে وَجَآءَكُمُ النَّذِيْرُ এতে ইশারা করা হয়েছে যে, মানুষকে সাবলকত্বের বয়স থেকে কমপক্ষে তার স্রষ্টা ও মালিককে চিনা ও তাঁর সন্তুষ্টি অর্জনকে জীবনের লক্ষ্য স্থির করার মতো জ্ঞান-বুদ্ধি প্রদান করা হয়। এ কাজের জন্যে মানুষের জ্ঞান-বুদ্ধিই যথেষ্ট ছিল; কিন্তু আল্লাহ তা'আলা শুধু তা দিয়েই ক্ষান্ত থাকেননি, বরং তার বুদ্ধিকে সাহায্য করার জন্যে ভীতি-প্রদর্শনকারীও প্রেরণ করেছেন। "নাযীর" শব্দের অর্থ ভীতি প্রদর্শনকারী। প্রকৃতপক্ষে সে ব্যক্তিই নাযীর তথা ভীতি প্রদর্শনকারী যে স্বীয় কৃপাগুণে নিজের লোকদেরকে ধ্বংসাত্মক ও ক্ষতিকর বিষয়াদি থেকে বেঁচে থাকার নির্দেশ দেয়। কুরআন পাকে এ শব্দের দ্বারা পয়গম্বরগণ ও তাঁদের নায়েব আলেমগণকে বোঝানো হয়। আয়াতের সারমর্ম এই যে, সত্য মিথ্যার পরিচয় লাভ করার জন্যে আমি জ্ঞান-বুদ্ধি দিয়েছি পয়গম্বরও প্রেরণ করেছি।

হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) হযরত ইকরিমা ও ইমাম জাফর বাকের থেকে বর্ণিত আছে যে, আয়াতে উল্লিখিত نَذِيْر (সতর্ককারীর) অর্থ বার্ধক্যের সাদা চুল। এটা প্রকাশ হওয়ার পর মানুষকে নির্দেশ করে যে, বিদায়ের দিন ঘনিয়ে এসেছে। বলাবাহুল্য, পয়গম্বর ও আলিমগণের সাথে সাদাচুলও সতর্ককারী হতে পারে। এতে কোনো বিরোধ নেই।

সত্য এই যে, বালেগ হওয়ার পর থেকে মানুষ যত অবস্থার সম্মুখীন হয়, তার নিজ সত্তায় ও চারপাশে যত পরিবর্তন ও বিপ্লব দেখা দেয়, সবাই আল্লাহ তা'আলার পক্ষ থেকে সতর্ককারীর ভূমিকা পালন করে।

https://e-ilm.weebly.com/

শব্দ বিশ্লেষণ :

اَوْحَيْنَا : সীগাহ جَمْع مُتَكَلِّم বহছ مَاضِى مَعْرُوْف বাব اِفْعَالٌ মাসদার اِيْحَاءٌ মূলবর্ণ (و ـ ح ـ ى) জিনস لَفِيْف مَفْرُوْق অর্থ- আমি ওহী রূপে প্রেরণ করেছি।

اَوْرَثْنَا : সীগাহ جَمْع مُتَكَلِّم বহছ مَاضِى مَعْرُوْف বাব اِفْعَالٌ মাসদার اِيْرَاثٌ মূলবর্ণ (و ـ ر ـ ث) জিনস مِثَال وَاوِىٌ অর্থ– আমি হস্তে অর্পণ করেছি। ওয়ারিশ বানালাম।

اِصْطَفَيْنَا : সীগাহ جَمْع مُتَكَلِّم বহছ مَاضِى مَعْرُوْف বাব اِفْتِعَالٌ মাসদার اِصْطِفَاءٌ মূলবর্ণ (ص ـ ف ـ ى) জিনস نَاقِص يَائِىٌّ অর্থ– আমি পছন্দ করেছি। মনোনীত করেছি।

مُقْتَصِدٌ : সীগাহ وَاحِد مُذَكَّر বহছ اِسْم فَاعِلٌ বাব اِفْتِعَالٌ মাসদার اِقْتِصَادٌ মূলবর্ণ (ق ـ ص ـ د) জিনস صَحِيْح অর্থ– মধ্যপন্থা অবলম্বনকারী।

يُحَلَّوْنَ : সীগাহ جَمْع مُذَكَّر غَائِبٌ বহছ مُضَارِعْ مَجْهُوْل বাব تَفْعِيْل মাসদার تَحْلِيَةٌ মূলবর্ণ (ح ـ ل ـ ى) জিনস نَاقِص يَائِىٌّ অর্থ– তাদেরকে পরানো হবে।

اَسَاوِرَ : سَوَارٌ -এর বহুবচন। অর্থ- কংকন, চুড়ি, বালা।

لُؤْلُؤًا : একবচন, বহুবচন لَالِئٌ অর্থ- মুতি। মুক্তা।

لَا يَمَسُّنَا : সীগাহ وَاحِد مُذَكَّر غَائِبٌ বহছ مُضَارِعْ مُنْفِى مَعْرُوْف বাব نَصَرَ মাসদার مَسٌّ মূলবর্ণ (م ـ س ـ س) জিনস مُضَاعَف ثُلَاثِىْ অর্থ– আমাদেরকে স্পর্শ করবে না।

فَيَمُوْتُوْا : সীগাহ جَمْع مُذَكَّر غَائِبٌ বহছ مُضَارِعْ مَنْصُوب بِاَنْ مَحْذُوْفَةٍ বাব نَصَرَ মাসদার مَوْتٌ মূলবর্ণ (م ـ و ـ ت) জিনস اَجْوَف وَاوِىٌ অর্থ– যাতে তারা মরে যাবে।

لَا يُخَفَّفُ : সীগাহ وَاحِد مُذَكَّر غَائِبٌ বহছ مُضَارِعْ مَجْهُوْل বাব تَفْعِيْل মাসদার تَخْفِيْف মূলবর্ণ (خ ـ ف ـ ف) জিনস مُضَاعَف ثُلَاثِىٌّ অর্থ– লাঘব করা হবে না।

يَصْطَرِخُوْنَ : সীগাহ جَمْع مُذَكَّر غَائِبٌ বহছ مُضَارِعْ مَعْرُوْف বাব اِفْتِعَالٌ মাসদর اِصْطِرَاخٌ মূলবর্ণ (ص ـ ر ـ خ) জিনস صَحِيْح অর্থ– তারা চীৎকার করবে।

يَتَذَكَّرُ : সীগাহ وَاحِد مُذَكَّر غَائِبٌ বহছ مُضَارِعْ مَعْرُوْف বাব تَفَعُّلٌ মাসদার تَذَكُّرٌ মূলবর্ণ (ذ ـ ك ـ ر) জিনস صَحِيْح অর্থ– সে বুঝতে পারত।

বাক্য বিশ্লেষণ :

وَقَالُوا الْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِىٓ اَذْهَبَ عَنَّا الْحَزَنَ : এখানে وَاوٌ টি আতেফা। আর قَالُوْا ফে'ল মাযী তবে এর দ্বারা মুযারে' উদ্দেশ্য। আর اَلْحَمْدُ মুবতাদা এবং اللّٰه হলো খবর। আর اَلَّذِى হলো সিফাত। তার اَذْهَبَ عَنَّا বাক্যটি হলো সেলাহ। اَلْحَزَنَ হলো اَذْهَبَ -এর مَفْعُوْل بِه যা هَمْزَه তথা বাবে اِفْعَالٌ -এর মধ্যমে مُتَعَدِّىْ হয়েছে।

https://e-ilm.weebly.com/

৩৮. নিঃসন্দেহে আল্লাহ অবগত আছেন আসমান ও জমিনের গুপ্ত বিষয়সমূহ সম্বন্ধে; নিশ্চয় তিনিই অবগত আছেন অন্তরের কথাসমূহ।	إِنَّ اللَّهَ عَٰلِمُ غَيْبِ السَّمَٰوَٰتِ وَالْأَرْضِ ۚ إِنَّهُۥ عَلِيمٌۢ بِذَاتِ الصُّدُورِ ﴿٣٨﴾
৩৯. তিনি এমন, যিনি তোমাদেরকে ভূপৃষ্ঠে আবাদ করেছেন; সুতরাং যে কুফরি করবে তার কুফরির শাস্তি তার উপরই পতিত হবে এবং কাফেরদের জন্য তাদের কুফরি আচরণ তাদের প্রতিপালকের সমীপে কেবল অসন্তুষ্টি বৃদ্ধিরই কারণ হয়ে থাকে এবং কাফেরদের জন্য তাদের কুফর কেবল ক্ষতি বৃদ্ধিরই কারণ হয়ে থাকে।	هُوَ الَّذِي جَعَلَكُمْ خَلَٰٓئِفَ فِي الْأَرْضِ ۚ فَمَن كَفَرَ فَعَلَيْهِ كُفْرُهُۥ ۖ وَلَا يَزِيدُ الْكَٰفِرِينَ كُفْرُهُمْ عِندَ رَبِّهِمْ إِلَّا مَقْتًا ۖ وَلَا يَزِيدُ الْكَٰفِرِينَ كُفْرُهُمْ إِلَّا خَسَارًا ﴿٣٩﴾
৪০. আপনি বলুন, তোমরা তোমাদের স্থিরীকৃত শরিকদের বিবরণ দাও, আল্লাহ ভিন্ন যাদেরকে তোমরা পূজা করে থাক; অর্থাৎ আমাকে বল যে, তারা ভূপৃষ্ঠের কোনো অংশ সৃষ্টি করেছে কি? অথবা আসমানের মধ্যে তাদের কোনো অংশ আছে কি? অথবা আমি কি তাদেরকে কোনো কিতাব প্রদান করেছি, যার প্রমাণের উপর তারা প্রতিষ্ঠিত আছে? বরং এ জালিমরা একে অন্যকে কেবল প্রতারণামূলক কথার প্রতিশ্রুতি দিয়ে আসছে।	قُلْ أَرَءَيْتُمْ شُرَكَآءَكُمُ الَّذِينَ تَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ أَرُونِي مَاذَا خَلَقُوا مِنَ الْأَرْضِ أَمْ لَهُمْ شِرْكٌ فِي السَّمَٰوَٰتِ أَمْ ءَاتَيْنَٰهُمْ كِتَٰبًا فَهُمْ عَلَىٰ بَيِّنَتٍ مِّنْهُ ۚ بَلْ إِن يَعِدُ الظَّٰلِمُونَ بَعْضُهُم بَعْضًا إِلَّا غُرُورًا ﴿٤٠﴾

শাব্দিক অনুবাদ :

৩৮. إِنَّ اللَّهَ عَالِمُ নিঃসন্দেহে আল্লাহ অবগত আছেন غَيْبِ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ আসমান ও জমিনের গুপ্ত বিষয়সমূহ সম্বন্ধে اِنَّهٗ عَلِيْمٌۢ بِذَاتِ الصُّدُوْرِ নিশ্চয় তিনি অবগত আছেন অন্তরের কথাসমূহ।

৩৯. هُوَ الَّذِىْ তিনি এমন যিনি جَعَلَكُمْ خَلٰٓئِفَ فِى الْاَرْضِ তোমাদেরকে ভূপৃষ্ঠে আবাদ করেছেন فَمَنْ كَفَرَ সুতরাং যে কুফরি করবে فَعَلَيْهِ كُفْرُهٗ তার কুফরির শাস্তি তার উপরই পতিত হবে وَلَا يَزِيْدُ الْكٰفِرِيْنَ كُفْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ اِلَّا مَقْتًا এবং কাফেরদের জন্য তাদের কুফরি আচরণ তাদের প্রতিপালকের সমীপে কেবল অসন্তুষ্টি বৃদ্ধিরই কারণ হয়ে থাকে وَلَا يَزِيْدُ الْكٰفِرِيْنَ كُفْرُهُمْ اِلَّا خَسَارًا এবং কাফেরদের জন্য তার কুফর কেবল ক্ষতি বৃদ্ধিরই কারণ হয়ে থাকে।

৪০. قُلْ আপনি বলুন اَرَاَيْتُمْ شُرَكَآءَكُمُ তোমরা তোমাদের স্থিরীকৃত শরিকদের বিবরণ দাও الَّذِيْنَ تَدْعُوْنَ مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ আল্লাহ ভিন্ন যাদের তোমরা পূজা করে থাক اَرُوْنِىْ আমাকে বল যে مَاذَا خَلَقُوْا مِنَ الْاَرْضِ তারা ভূপৃষ্ঠের কোনো অংশ সৃষ্টি করেছে কি? اَمْ لَهُمْ شِرْكٌ فِى السَّمٰوٰتِ অথবা আসমানের মধ্যে তাদের কোনো অংশ আছে কি? اَمْ اٰتَيْنٰهُمْ كِتٰبًا অথবা আমি কি তাদেরকে কোনো কিতাব প্রদান করেছি فَهُمْ عَلٰى بَيِّنَتٍ مِّنْهُ যার প্রমাণের উপর এরা প্রতিষ্ঠিত আছে بَلْ বরং اِنْ يَّعِدُ الظّٰلِمُوْنَ এ জালিমরা প্রতিশ্রুতি দিয়ে আসছে بَعْضُهُمْ بَعْضًا একে অন্যকে اِلَّا غُرُوْرًا কেবল প্রতারণামূলক কথার।

https://e-ilm.weebly.com/

৪১. নিঃসন্দেহে আল্লাহ তা'আলা আসমানসমূহ ও জমিনকে ধারণ করে রেখেছেন, যেন এতদুভয় বর্তমান অবস্থা হতে অবস্থান্তর না হয়, আর যদি এতদুভয় বর্তমান অবস্থা হতে বিচ্যুত হয়েও যায়, তবে আল্লাহ তা'আলা ভিন্ন আর কেউই এগুলোকে ধরে রাখতে পারবে না; তিনি অতিশয় সহিষ্ণু, ক্ষমাশীল।	إِنَّ اللَّهَ يُمْسِكُ السَّمٰوٰتِ وَالْأَرْضَ أَنْ تَزُوْلَا ۚ وَلَئِنْ زَالَتَآ إِنْ أَمْسَكَهُمَا مِنْ أَحَدٍ مِّنْۢ بَعْدِهٖ ۚ إِنَّهٗ كَانَ حَلِيْمًا غَفُوْرًا ﴿٤١﴾
৪২. এবং সে কাফেররা অত্যন্ত দৃঢ় শপথ করেছিল যে, যদি তাদের নিকট কোনো ভয় প্রদর্শনকারী আগমন করে, তবে তারা প্রত্যেক উম্মত অপেক্ষা অধিক হেদায়েত গ্রহণকারী হবে, অতঃপর যখন তাদের নিকট সে ভয়-প্রদর্শক এসে পৌছলেন, তখন কেবল তাদের বৈরীভাবই বৃদ্ধি পেল।	وَأَقْسَمُوْا بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ لَئِنْ جَآءَهُمْ نَذِيْرٌ لَّيَكُوْنُنَّ أَهْدٰى مِنْ إِحْدَى الْأُمَمِ ۚ فَلَمَّا جَآءَهُمْ نَذِيْرٌ مَّا زَادَهُمْ إِلَّا نُفُوْرًا ۙ ﴿٤٢﴾
৪৩. পৃথিবীতে নিজেদের প্রাধান্য বজায় রাখার জন্য এবং তাদের হীন ষড়যন্ত্র (–ও বৃদ্ধি পেল); আর হীন ষড়যন্ত্রের কুফল সে কুচক্রীদের উপরই পতিত হয়ে থাকে; তবে তারা কি সে বিধানেরই প্রতীক্ষায় আছে, যা পূর্বকালের লোকদের সাথে চলে এসেছে, সুতরাং আপনি আল্লাহর সে বিধানে কখনো পরিবর্তন পাবেন না, আর আপনি কখনো আল্লাহর সে বিধানকে স্থানান্তরিতও পাবেন না।	اسْتِكْبَارًا فِي الْأَرْضِ وَمَكْرَ السَّيِّئِ ۚ وَلَا يَحِيْقُ الْمَكْرُ السَّيِّئُ إِلَّا بِأَهْلِهٖ ۚ فَهَلْ يَنْظُرُوْنَ إِلَّا سُنَّتَ الْأَوَّلِيْنَ ۚ فَلَنْ تَجِدَ لِسُنَّتِ اللَّهِ تَبْدِيْلًا ۚ وَلَنْ تَجِدَ لِسُنَّتِ اللَّهِ تَحْوِيْلًا ﴿٤٣﴾

শাব্দিক অনুবাদ :

৪১. إِنَّ اللَّهَ নিঃসন্দেহে আল্লাহ তা'আলা يُمْسِكُ السَّمٰوٰتِ وَالْأَرْضَ আসমানসমূহ ও জমিনকে ধারণ করে রেখেছেন أَنْ تَزُوْلَا যেন এতদুভয় বর্তমান অবস্থা হতে অবস্থান্তর না হয় وَلَئِنْ زَالَتَا আর যদি এতদুভয় বর্তমান অবস্থা হতে বিচ্যুত হয়েও যায় إِنْ أَمْسَكَهُمَا مِنْ أَحَدٍ مِّنْ بَعْدِهٖ তবে আল্লাহ তা'আলা ভিন্ন আর কেউ এগুলোকে ধরে রাখতে পারবে না إِنَّهٗ كَانَ حَلِيْمًا غَفُوْرًا তিনি আতিশয় সহিষ্ণু, ক্ষমাশীল।

৪২. وَأَقْسَمُوْا بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ এবং সে কাফেররা অত্যন্ত দৃঢ় শপথ করেছিল যে لَئِنْ جَآءَهُمْ نَذِيْرٌ যদি তাদের নিকট কোনো ভয় প্রদর্শনকারী আগমন করে لَيَكُوْنُنَّ أَهْدٰى مِنْ إِحْدَى الْأُمَمِ তবে তারা প্রত্যেক উম্মত অপেক্ষা অধিক হেদায়েত গ্রহণকারী হবে فَلَمَّا جَآءَهُمْ نَذِيْرٌ অতঃপর যখন তাদের নিকট সে ভয় প্রদর্শনকারী এসে পৌছলেন مَا زَادَهُمْ إِلَّا نُفُوْرًا তখন কেবল তাদের বৈরী ভাবই বৃদ্ধি পেল।

৪৩. اسْتِكْبَارًا فِي الْأَرْضِ পৃথিবীতে নিজেদের প্রাধান্য বজায় রাখার জন্য وَمَكْرَ السَّيِّئِ এবং তাদের হীন ষড়যন্ত্র (ও বৃদ্ধি পেল) وَلَا يَحِيْقُ الْمَكْرُ السَّيِّئُ إِلَّا بِأَهْلِهٖ আর হীন ষড়যন্ত্রের কুফল সে কুচক্রীদের উপরই পতিত হয়ে থাকে فَهَلْ يَنْظُرُوْنَ إِلَّا سُنَّتَ الْأَوَّلِيْنَ তবে তারা কি সে বিধানেরই প্রতীক্ষায় আছে, যা পূর্বকালের লোকদের সাথে চলে আসছে فَلَنْ تَجِدَ لِسُنَّتِ اللَّهِ تَبْدِيْلًا সুতরাং আপনি আল্লাহর সেই বিধানে কখনো পরিবর্তন পাবেন না وَلَنْ تَجِدَ لِسُنَّتِ اللَّهِ تَحْوِيْلًا আর আপনি কখনো আল্লাহর সে বিধানকে স্থানান্তরিত পাবেন না।

https://e-ilm.weebly.com/

৪৪. এবং তারা কি জমিনে ভ্রমণ করেনি- যাতে তারা দেখতে পেত- যে সকল লোক তাদের পূর্বে অতীত হয়েছে তাদের পরিণাম কি হয়েছিল? অথচ তারা শক্তিমত্তায় তাদের চেয়ে অধিকতর ছিল; আর আল্লাহ এমন নন যে, কোনো বস্তু তাঁকে অক্ষম করে দিবে, আসমানেও নয় এবং জমিনেও নয়; তিনি অতিশয় জ্ঞানবান, অত্যন্ত ক্ষমতাবান।	اَوَلَمْ يَسِيْرُوْا فِي الْاَرْضِ فَيَنْظُرُوْا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِهِمْ وَكَانُوْٓا اَشَدَّ مِنْهُمْ قُوَّةً ۚ وَمَا كَانَ اللّٰهُ لِيُعْجِزَهٗ مِنْ شَيْءٍ فِي السَّمٰوٰتِ وَلَا فِي الْاَرْضِ ۚ اِنَّهٗ كَانَ عَلِيْمًا قَدِيْرًا ﴿٤٤﴾
৪৫. এবং যদি আল্লাহ মানুষকে তাদের কার্যাবলির দরুন পাকড়াও করতেন, তবে ভূপৃষ্ঠের একটি প্রাণীকেও ছাড়তেন না; কিন্তু আল্লাহ তাদেরকে এক নির্দিষ্ট সময় পর্যন্ত অবকাশ দিয়ে রেখেছেন, সুতরাং যখন তাদের নির্দিষ্ট সময় এসে পৌছবে, তখন আল্লাহ নিজ বান্দাগণকে দেখে নিবেন।	وَلَوْ يُؤَاخِذُ اللّٰهُ النَّاسَ بِمَا كَسَبُوْا مَا تَرَكَ عَلٰى ظَهْرِهَا مِنْ دَآبَّةٍ وَّلٰكِنْ يُّؤَخِّرُهُمْ اِلٰٓى اَجَلٍ مُّسَمًّى ۚ فَاِذَا جَآءَ اَجَلُهُمْ فَاِنَّ اللّٰهَ كَانَ بِعِبَادِهٖ بَصِيْرًا ﴿٤٥﴾ ع ٨ ١٧

শাব্দিক অনুবাদ :

৪৪. اَوَلَمْ يَسِيْرُوْا فِي الْاَرْضِ এবং তারা কি জমিনে ভ্রমণ করেনি فَيَنْظُرُوْا যাতে তারা দেখতে পেত كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِهِمْ যে সকল লোক তাদের পূর্বে অতীত হয়েছে তাদের পরিণাম কি হয়েছিল وَكَانُوْٓا اَشَدَّ مِنْهُمْ قُوَّةً অথচ তারা শক্তি মত্তায় এদের চেয়ে অধিকতর ছিল وَمَا كَانَ اللّٰهُ আর আল্লাহ এমন নন যে لِيُعْجِزَهٗ مِنْ شَيْءٍ কোনো বস্তু তাকে অক্ষম করে দিবে فِي السَّمٰوٰتِ আসামানেও নয় وَلَا فِي الْاَرْضِ এবং জমিনেও নয় اِنَّهٗ كَانَ عَلِيْمًا قَدِيْرًا তিনি আতিশয় জ্ঞানবান, অত্যন্ত ক্ষমতাবান।

৪৫. وَلَوْ يُؤَاخِذُ اللّٰهُ النَّاسَ এবং যদি আল্লাহ মানুষকে পকড়াও করতেন। بِمَا كَسَبُوْا তাদের কার্যাবলির দরুন مَا تَرَكَ عَلٰى ظَهْرِهَا مِنْ دَآبَّةٍ তবে ভূপৃষ্ঠের একটি প্রাণীকেও ছাড়তেন না. وَلٰكِنْ يُّؤَخِّرُهُمْ اِلٰٓى اَجَلٍ مُّسَمًّى কিন্তু আল্লাহ তাদেরকে এক নির্দিষ্ট সময় পর্যন্ত অবকাশ দিয়ে রেখেছেন فَاِذَا جَآءَ اَجَلُهُمْ সুতরাং যখন তাদের নির্দিষ্ট সময় এসে পৌছবে فَاِنَّ اللّٰهَ كَانَ بِعِبَادِهٖ بَصِيْرًا তখন আল্লাহ নিজ বান্দাগণকে দেখে নিবেন।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

وَاَقْسَمُوْا بِاللّٰهِ جَهْدَ اَيْمَانِهِمْ لَئِنْ جَآءَهُمْ نَذِيْرٌ لَّيَكُوْنُنَّ اَهْدٰى مِنْ اِحْدَى الْاُمَمِ فَلَمَّا جَآءَهُمْ نَذِيْرٌ مَّا زَادَهُمْ اِلَّا نُفُوْرًا [٤٢]

শানে নুযূল : ইবনে আবি হাতেম আবূ হেলালের উদ্ধৃতি দিয়ে বর্ণনা করেন, এক কুরাইশী বলছিল যে, আল্লাহ যদি আমাদের হতে কোনো নবী প্রেরণ করেন, আমাদের হতে অধিক অনুগামী সৃষ্টি জগতে কোনো উম্মত ছিল না এবং আমাদের অপেক্ষা অতি দৃঢ় হস্তে কিতাব ধারণকারী কোনো জাতি ছিল না। আল্লাহ তা'আলা সে কুরাইশীর মন্তব্যের পরিপ্রেক্ষিতে আলোচ্য আয়াত নাজিল করেন। -[দুররে মানছুর ২৫৫/৫]

অপর এক বর্ণনায় রয়েছে রাসূল ﷺ প্রেরিত হবার আগে কুরাইশীদের নিকট সংবাদ পৌছেছিল যে, আহলে কিতাবের নিকট যে সকল রাসূলগণ আগমন করেছেন, তারা তাদের রাসূলগণকে মিথ্যাবাদী বলেছে। তারা আরোও বলেছে যে, ইহুদি ও খ্রিস্টানদের প্রতি আল্লাহ তা'আলার লা'নত। তাদের নিকট রাসূলগণ আগমন করেছেন, অতঃপর তারা

https://e-ilm.weebly.com/

রাসূলগণকে মিথ্যাবাদী বলেছে। সুতরাং আল্লাহর কসম আমাদের নিকট যদি কোনো রাসূল আগমন করেন, আমরা সেই সকল উম্মত অপেক্ষা অধিক হেদায়েত লাভ করতাম। কিন্তু পরবর্তীতে তারা তাতে অটল থাকেনি। সে পরিপ্রেক্ষিতে আল্লাহ তা'আলা আলোচ্য আয়াত নাজিল করেন। –[রূহুল মা'আনী ২০৫/২২/১১]

هُوَ الَّذِىْ جَعَلَكُمْ خَلٰئِفَ فِى الْاَرْضِ - خَلٰئِفَ শব্দটি خَلِيْفَةٌ-এর বহুবচন। অর্থ স্থলাভিষিক্ত। উদ্দেশ্য এই যে, আমি মানুষকে একের পর এক ভূমি, বাসগৃহ ইত্যাদির মালিক করেছি। একজন চলে গেলে অন্যজন তার স্থলাভিষিক্ত হয়। এতে আল্লাহ তা'আলার দিকে রুজু করার জন্যে শিক্ষা রয়েছে। আয়াতে উম্মতে মুহাম্মদীকেও বলা হতে পারে যে, আমি বিগত জাতিসমূহের পরে তাদের স্থলাভিষিক্তরূপে তোমাদেরকে মালিক ও ক্ষমতাশালী করেছি। সুতরাং পূর্ববর্তীদের অবস্থা থেকে তোমাদের শিক্ষা গ্রহণ করা অবশ্য কর্তব্য। জীবনের সুবর্ণ সুযোগকে হেলায় হারিও না।

اِنَّ اللّٰهَ يُمْسِكُ السَّمٰوٰتِ –আকাশসমূহকে স্থির রাখার অর্থ এরূপ নয় যে, তাদের গতিশীলতা রহিত করে দেওয়া হয়েছে; বরং এর অর্থ স্বস্থান থেকে বিচ্যুত হওয়া ও টলে যাওয়া। اَنْ تَزُوْلَا শব্দটি এর পক্ষে সাক্ষ্য দেয়। সুতরাং এ আয়াতে আকাশ স্থিতিশীল অথবা গতিশীল- এ বিষয়ের কোনো প্রমাণ নেই।

وَلَا يَحِيْقُ الْمَكْرُ السَّيِّئُ اِلَّا بِاَهْلِهٖ - يَحِيْقُ وَلَا অর্থ لَا يُحِيْطُ কিংবা لَا يُصِيْبُ অর্থাৎ, কুচক্রের শাস্তি অন্য কারও উপর পতিত হয় না কুচক্রীর উপরই পতিত হয়। যে ব্যক্তি অপরের অনিষ্ট কামনা করে, সে নিজেই অনিষ্টের শিকার হয়ে যায়। এতে প্রশ্ন দেখা দিতে পারে যে, দুনিয়াতে অনেক সময় কুচক্রীদের চক্রান্ত সফল হতে দেখা যায় এবং যার ক্ষতি করার উদ্দেশ্য থাকে, তার ক্ষতি হয়ে যায়। এর জওয়াব দেওয়া হয়েছে যে, এটা তুচ্ছ ক্ষতি। আর কুচক্রীর ক্ষতি হচ্ছে পারলৌকিক আজাব, যা যেমন গুরুতর, তেমনি চিরস্থায়ী। এর বিপরীতে পার্থিব ক্ষতি তুচ্ছ ব্যাপার।

কেউ কেউ এর জওয়াবে বলেন, কোনো নিরপরাধ ব্যক্তির বিরুদ্ধে চক্রান্ত করা ও তার উপর জুলুম করার প্রতিফল জালিমের উপর প্রায়ই দুনিয়াতেও পতিত হয়। মুহাম্মদ ইবনে কা'ব কোরাযী বলেন : তিনটি কাজ যারা করে, তারা দুনিয়াতেও প্রতিফল ও শাস্তির কবল থেকে রেহাই পাবে না। (এক) কোনো নিরাপরাধ ব্যক্তির বিরুদ্ধে চক্রান্ত করে তাকে কষ্ট দেওয়া, (দুই) জুলুম করা এবং (তিন) অঙ্গীকার ভঙ্গ করা। –[ইবনে কাছীর]

বিশেষতঃ যে ব্যক্তি অসহায় এবং প্রতিশোধ গ্রহণের শক্তি রাখে না অথবা প্রতিশোধ গ্রহণের শক্তি থাকা সত্ত্বেও সবর করে, তার উপর জুলুমের শাস্তি থেকে দুনিয়াতেও কাউকে বাঁচতে দেখা যায়নি।

সুতরাং আয়াতে সামগ্রিক নীতি বর্ণনা করা হয়নি; বরং অধিকাংশ ঘটনার দিকে লক্ষ্য করে বলা হয়েছে।

শব্দ বিশ্লেষণ :

اَرَءَيْتُمْ : সীগাহ جَمْع مُذَكَّر حَاضِر বহছ مَاضِى مَعْرُوْف বাব فَتَحَ মাসদার رُؤْيَةٌ মূলবর্ণ (ر - ء - ى) জিনস মুরাক্কাব (نَاقِص يَائِىْ এবং مَهْمُوْز عَيْن) অর্থ– বিবরণ দাও। তোমরা কি দেখনি।

تَدْعُوْنَ : সীগাহ جَمْع مُذَكَّر حَاضِر বহছ مُضَارِع مَعْرُوْف বাব نَصَرَ মাসদার دُعَاءً মূলবর্ণ (د - ع - و) জিনস نَاقِص وَاوِىْ অর্থ– তোমরা পূজা করে থাক। তোমরা ডাকবে।

اَرُوْنِىْ : সীগাহ جَمْع مُذَكَّر حَاضِر বহছ اَمْر حَاضِر مَعْرُوْف বাব اِفْعَال মাসদার اِرَاءَةٌ মূলবর্ণ (ر - ء - ى) জিনস মুরাক্কাব (نَاقِص يَائِىْ এবং مَهْمُوْز عَيْن) অর্থ– আমাকে বল। আমাকে দেখাও।

اَنْ يَعِدَ : সীগাহ وَاحِد مُذَكَّر غَائِب বহছ مُضَارِع مَعْرُوْف বাব ضَرَبَ মাসদার وَعْدٌ মূলবর্ণ (و - ع - د) জিনস مِثَال وَاوِىْ অর্থ– প্রতিশ্রুতি দিয়ে আসছে। ওয়াদা দেয়।

https://e-ilm.weebly.com/

تَزُوْلَا : সীগাহ تَثْنِيَه مُؤَنَّث غَائِبْ বহছ مُضَارِعْ مَعْرُوْف বাব نَصَرَ মাসদার زوال মূলবর্ণ (ز - و - ل) জিনস اَجْوَف وَاوِىّ অর্থ– যেন অবস্থানান্তর না হয়।

أَهْدٰى : সীগাহ وَاحِد مُذَكَّر বহছ اِسْم تَفْضِيْل বাব ضَرَبَ মাসদার هِدَايَةٌ মূলবর্ণ (ه - د - ى) জিনস نَاقِص يَائِىٌّ অর্থ– অধিক হেদায়েত গ্রহণকারী।

لَا يَحِيْقُ : সীগাহ وَاحِد مُذَكَّر غَائِبْ বহছ مُضَارِعْ مَنْفِىْ مَعْرُوْف বাব ضَرَبَ মাসদার حَيْقٌ، حُيُوْقٌ মূলবর্ণ (ح - ى - ق) জিনস اَجْوَف يَائِىْ অর্থ– বেষ্টন করে না।

لَمْ يَسِيْرُوْا : সীগাহ جَمْع مُذَكَّر غَائِبْ বহছ مُضَارِعْ بَلَمْ بِمَعْنٰى مَاضِىْ বাব ضَرَبَ মাসদার سَيْرٌ মূলবর্ণ (س - ى - ر) জিনস اَجْوَف يَائِىْ অর্থ– তারা ভ্রমণ করেনি।

اَشَدُّ : সীগাহ وَاحِد مُذَكَّرْ বহছ اِسْم تَفْضِيْل বাব نَصَرَ মাসদার شِدَّةٌ মূলবর্ণ (ش - د - د) জিনস مُضَاعَف ثُلَاثِىْ অর্থ– অধিকতর। খুব কঠিন।

لِيُعْجِزَهٗ : সীগাহ وَاحِد مُذَكَّر غَائِبْ বহছ مُضَارِعْ مَنْفِى بَلَام كَىْ বাব اِفْعَالٌ মাসদার اِعْجَازٌ মূলবর্ণ (ع - ج - ز) জিনস صَحِيْح অর্থ– অক্ষম করে দিবে।

يُوَاخِذُ : সীগাহ وَاحِد مُذَكَّر غَائِبْ বহছ مُضَارِعْ مَعْرُوْف বাব مُفَاعَلَة মাসদার مُوَاخَذَةٌ মূলবর্ণ (أ - خ - ذ) জিনস مَهْمُوز فَاء অর্থ– পাকড়াও করতেন।

বাক্য বিশ্লেষণ :

اِسْتِكْبَارًا فِى الْاَرْضِ وَمَكْرَ السَّيِّئِ : এখানে اِسْتِكْبَارًا হলো مَفْعُول لَهٗ অর্থাৎ لِاَجْلِ الْاِسْتِكْبَارِ অথবা نُفُوْرًا হতে بَدَل হয়েছে অথবা حَالٌ হয়েছে। অর্থাৎ حَالَ كَوْنِهِمْ مُسْتَكْبِرِيْنَ আর فِى الْاَرْضِ টা اِسْتِكْبَارًا-এর সাথে مُتَعَلِّق হয়েছে। আর مَكْرَ السَّيِّئِ বাক্যটি اِسْتِكْبَارًا-এর উপর আতফ হয়েছে অথবা نُفُوْرًا-এর উপর আতফ হয়েছে। এটা اِضَافَةُ الْمَوْصُوْفِ اِلَى الصِّفَةِ-এর অন্তর্ভুক্ত। মূলতঃ হলো اَلْمَكْرُ السَّيِّئُ অথবা এখানে মাওসূফ উহ্য রয়েছে অর্থাৎ مَكْرُ الْعَمَلِ السَّيِّئِ –[ই'রাবুল কুরআন ৬ষ্ঠ খণ্ড; পৃ. ৩০০]

https://e-ilm.weebly.com/

سُوْرَةُ يٰسٓ مَكِّيَّةٌ

সূরা ইয়াসীন

মক্কায় অবতীর্ণ; আয়াত–৮৩, রুকূ'–৫

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

পরম করুণাময়, দয়ালু আল্লাহর নামে শুরু করছি।

১. ইয়া-সীন।	يٰسٓ ۚ ﴿١﴾
২. হেকমতপূর্ণ কুরআনের শপথ।	وَالْقُرْاٰنِ الْحَكِيْمِ ۙ ﴿٢﴾
৩. নিঃসন্দেহে আপনি রাসূলগণের অন্যতম।	اِنَّكَ لَمِنَ الْمُرْسَلِيْنَ ۙ ﴿٣﴾
৪. (এবং) সরল পথের উপর আছেন।	عَلٰى صِرَاطٍ مُّسْتَقِيْمٍ ؕ ﴿٤﴾
৫. এ কুরআন প্রবল প্রভাবশালী করুণাময়ের পক্ষ হতে অবতারিত হয়েছে।	تَنْزِيْلَ الْعَزِيْزِ الرَّحِيْمِ ۙ ﴿٥﴾
৬. যেন আপনি এমন লোকদেরকে ভয় প্রদর্শন করেন, যাদের পূর্বপুরুষগণ ভয় প্রদর্শিত হয়নি, বস্তুত এ কারণেই তারা বে-খবর রয়েছে।	لِتُنْذِرَ قَوْمًا مَّاۤ اُنْذِرَ اٰبَآؤُهُمْ فَهُمْ غٰفِلُوْنَ ﴿٦﴾
৭. তাদের অধিকাংশের উপর (তকদীরের) বিধান সাব্যস্ত হয়ে গিয়েছে, সুতরাং তারা (কখনো) ঈমান আনবে না।	لَقَدْ حَقَّ الْقَوْلُ عَلٰۤى اَكْثَرِهِمْ فَهُمْ لَا يُؤْمِنُوْنَ ﴿٧﴾

শাব্দিক অনুবাদ :

১. يٰسٓ ইয়া- সীন।

২. وَالْقُرْاٰنِ কুরআনের শপথ الْحَكِيْمِ হেকমত পূর্ণ।

৩. اِنَّكَ নিঃসন্দেহে আপনি لَمِنَ الْمُرْسَلِيْنَ রাসূলগণের অন্যতম।

৪. عَلٰى صِرَاطٍ পথের উপর আছেন مُّسْتَقِيْمٍ সরল।

৫. تَنْزِيْلَ এ কুরআন অবতারিত হয়েছে الْعَزِيْزِ الرَّحِيْمِ প্রবল প্রভাবশালী করুণাময়ের পক্ষ থেকে।

৬. لِتُنْذِرَ যেন আপনি ভয় প্রদর্শন করেন قَوْمًا এমন লোকদেরকে مَّاۤ اُنْذِرَ اٰبَآؤُهُمْ যাদের পূর্বপুরুষগণ ভয় প্রদর্শিত হয়নি فَهُمْ غٰفِلُوْنَ বস্তুত একারণেই তারা বে-খবর রয়েছে।

৭. لَقَدْ حَقَّ الْقَوْلُ বিধান সাব্যস্ত হয়ে গেছে عَلٰۤى اَكْثَرِهِمْ তাদের অধিকাংশের উপর فَهُمْ لَا يُؤْمِنُوْنَ সুতারাং তারা কখনো ঈমান আনবে না।

https://e-ilm.weebly.com/

৮.	আমি তাদের গ্রীবাদেশে (ভারি ভারি) বেড়ি লাগিয়ে দিয়েছি, আবার তা চিবুক পর্যন্ত পৌছেছে, যদ্দরুন তারা উর্ধ্বমুখী হয়ে আছে।	إِنَّا جَعَلْنَا فِىٓ أَعْنَٰقِهِمْ أَغْلَٰلًا فَهِىَ إِلَى ٱلْأَذْقَانِ فَهُم مُّقْمَحُونَ ﴿٨﴾
৯.	এবং আমি তাদের সম্মুখের দিকে একটি প্রাচীর এবং তাদের পশ্চাৎ দিকে একটি প্রাচীর করে দিয়েছি, যা দ্বারা আমি (সকল দিক হতে) তাদেরকে সমাচ্ছন্ন করে দিয়েছি, সুতরাং তারা দেখতে পায় না।	وَجَعَلْنَا مِنۢ بَيْنِ أَيْدِيهِمْ سَدًّا وَمِنْ خَلْفِهِمْ سَدًّا فَأَغْشَيْنَٰهُمْ فَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ ﴿٩﴾
১০.	আর তাদেরকে আপনার ভয় প্রদর্শন করা অথবা ভয় প্রদর্শন না করা, তাদের পক্ষে উভয়ই সমান, তারা ঈমান আনবে না।	وَسَوَآءٌ عَلَيْهِمْ ءَأَنذَرْتَهُمْ أَمْ لَمْ تُنذِرْهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ ﴿١٠﴾
১১.	আপনি তো কেবল এমন লোককেই ভয় প্রদর্শন করতে পারেন যে উপদেশ অনুযায়ী চলে এবং আল্লাহকে না দেখে ভয় করে। অতএব, আপনি তাকে ক্ষমা ও উত্তম বিনিময়ের সুসংবাদ শুনিয়ে দিন।	إِنَّمَا تُنذِرُ مَنِ ٱتَّبَعَ ٱلذِّكْرَ وَخَشِىَ ٱلرَّحْمَٰنَ بِٱلْغَيْبِ ۖ فَبَشِّرْهُ بِمَغْفِرَةٍ وَأَجْرٍ كَرِيمٍ ﴿١١﴾
১২.	নিঃসন্দেহে আমি (একদিন) মৃতদেরকে জীবিত করব, আর আমি লিপিবদ্ধ করে নিচ্ছি সে আমলগুলোও যা মানুষ (মৃত্যুর) পূর্বে পাঠাতে থাকে এবং তাদের সে কার্যগুলোও যা পশ্চাতে রেখে (মরে) যায় এবং আমি প্রত্যেক বিষয়কে এক সমুজ্জ্বল কিতাবে (লওহে-মাহফূযে) সংরক্ষিত করে রেখেছি।	إِنَّا نَحْنُ نُحْىِ ٱلْمَوْتَىٰ وَنَكْتُبُ مَا قَدَّمُوا۟ وَءَاثَٰرَهُمْ ۚ وَكُلَّ شَىْءٍ أَحْصَيْنَٰهُ فِىٓ إِمَامٍ مُّبِينٍ ﴿١٢﴾ ع ١٨

শাব্দিক অনুবাদ :

৮. إِنَّا جَعَلْنَا আমি লাগিয়ে দিয়েছি فِىٓ أَعْنَٰقِهِمْ তাদের গ্রীবা দেশে أَغْلَٰلًا বেড়ি فَهِىَ إِلَى ٱلْأَذْقَانِ আবার তা চিবুক পর্যন্ত পৌছেছে فَهُم مُّقْمَحُونَ যদ্দরুন তারা উর্ধ্বমুখী হয়ে আছে।

৯. وَجَعَلْنَا এবং আমি করে দিয়েছি مِنۢ بَيْنِ أَيْدِيهِمْ তাদের সম্মুখের দিকে। سَدًّا একটি প্রাচীর وَمِنْ خَلْفِهِمْ سَدًّا এবং তাদের পশ্চাৎ দিকে একটি প্রাচীর فَأَغْشَيْنَٰهُمْ যা দ্বারা আমি তাদেরকে সমাচ্ছন্ন করে দিয়েছি فَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ সুতরাং তারা দেখতে পায় না।

১০. وَسَوَآءٌ عَلَيْهِمْ আর তাদের পক্ষে উভয়ই সমান ءَأَنذَرْتَهُمْ তাদেরকে আপনার ভয় প্রদর্শন করা أَمْ لَمْ تُنذِرْهُمْ অথবা ভয় প্রদর্শন না করা لَا يُؤْمِنُونَ তারা ঈমান আনবে না।

১১. إِنَّمَا تُنذِرُ আপনি তো কেবল এমন লোককেই ভয় প্রদর্শন করতে পারেন مَنِ ٱتَّبَعَ ٱلذِّكْرَ যে উপদেশ অনুযায়ী চলে وَخَشِىَ ٱلرَّحْمَٰنَ এবং আল্লাহকে ভয় করে بِٱلْغَيْبِ না দেখে فَبَشِّرْهُ অতএব, আপনি তাকে সুসংবাদ শুনিয়ে দিন بِمَغْفِرَةٍ ক্ষমা وَأَجْرٍ كَرِيمٍ ও উত্তম বিনিময়ের।

১২. إِنَّا نَحْنُ نُحْىِ ٱلْمَوْتَىٰ নিঃসন্দেহে আমি (একদিন) মৃতদেরকে জীবিত করব, وَنَكْتُبُ আর আমি লিপিবদ্ধ করে নিচ্ছি مَا قَدَّمُوا۟ সে আমলগুলোও যা মানুষ পূর্বে পাঠাতে থাকে وَءَاثَٰرَهُمْ এবং তাদের সে কার্যগুলোও যা পশ্চাতে রেখে যায় وَكُلَّ شَىْءٍ أَحْصَيْنَٰهُ فِىٓ إِمَامٍ مُّبِينٍ এবং আমি প্রত্যেক বিষয়কে এক সমুজ্জ্বল কিতাবে সংরক্ষিত করে রেখেছি।

https://e-ilm.weebly.com/

১৩. আর আপনি তাদের সম্মুখে একটি ঘটনা অর্থাৎ এক জনপদবাসীদের সে সময়ের ঘটনা বর্ণনা করুন; যখন সে জনপদে কয়েকজন রাসূল আগমন করেছিলেন,	وَاضْرِبْ لَهُمْ مَّثَلًا اَصْحٰبَ الْقَرْيَةِ ۘ اِذْ جَآءَهَا الْمُرْسَلُوْنَ ۚ ﴿۱۳﴾
১৪. যখন আমি তাদের নিকট দুজন (রাসূল) পাঠালাম, তখন তারা সে দুজনকে অবিশ্বাস করল, অতঃপর তৃতীয় একজন দ্বারা (পূর্বোক্ত রাসূলগণের) সহায়তা করলাম, তখন সে তিনজন রাসূল বললেন, আমরা তোমাদের প্রতি প্রেরিত হয়েছি।	اِذْ اَرْسَلْنَآ اِلَيْهِمُ اثْنَيْنِ فَكَذَّبُوْهُمَا فَعَزَّزْنَا بِثَالِثٍ فَقَالُوْٓا اِنَّآ اِلَيْكُمْ مُّرْسَلُوْنَ ﴿۱۴﴾
১৫. তারা বলল, তোমরা তো আমাদেরই মতো সাধারণ মানুষ এবং দয়াময় আল্লাহ তা'আলা কিছুই নাজিল করেননি, তোমরা তো নির্জলা মিথ্যা বলছ।	قَالُوْا مَآ اَنْتُمْ اِلَّا بَشَرٌ مِّثْلُنَا ۙ وَمَآ اَنْزَلَ الرَّحْمٰنُ مِنْ شَيْءٍ ۙ اِنْ اَنْتُمْ اِلَّا تَكْذِبُوْنَ ﴿۱۵﴾
১৬. রাসূলগণ বললেন, আমাদের প্রতিপালক অবগত আছেন যে, নিশ্চয় আমরা (রাসূলরূপে) তোমাদের নিকট প্রেরিত হয়েছি।	قَالُوْا رَبُّنَا يَعْلَمُ اِنَّآ اِلَيْكُمْ لَمُرْسَلُوْنَ ﴿۱۶﴾
১৭. আর আমাদের দায়িত্ব তো কেবল (আল্লাহ তা'আলার নির্দেশ) স্পষ্টরূপে পৌঁছে দেওয়া।	وَمَا عَلَيْنَآ اِلَّا الْبَلٰغُ الْمُبِيْنُ ﴿۱۷﴾
১৮. জনপদবাসীরা বলল, আমরা তো তোমাদেরকে অশুভ মনে করছি, যদি তোমরা নিবৃত্ত না হও, তবে আমরা তোমাদেরকে প্রস্তরাঘাত করে চূর্ণবিচূর্ণ করে দিব এবং আমাদের পক্ষ হতে কঠিন উৎপীড়ন তোমাদেরকে স্পর্শ করবে।	قَالُوْٓا اِنَّا تَطَيَّرْنَا بِكُمْ ۚ لَئِنْ لَّمْ تَنْتَهُوْا لَنَرْجُمَنَّكُمْ وَلَيَمَسَّنَّكُمْ مِّنَّا عَذَابٌ اَلِيْمٌ ﴿۱۸﴾

শাব্দিক অনুবাদ :

১৩. وَاضْرِبْ আর আপনি বর্ণনা করুন- لَهُمْ তাদের সম্মুখে مَثَلًا একটি ঘটনা اَصْحٰبَ الْقَرْيَةِ এক জনপদবাসীদের সে সময়ের ঘটনা اِذْ جَآءَهَا الْمُرْسَلُوْنَ যখন সে জনপদে কয়েকজন রাসূল আগমন করেছিলেন।

১৪. اِذْ اَرْسَلْنَآ اِلَيْهِمُ اثْنَيْنِ যখন আমি তাদের নিকট দুজন রাসূল পাঠালাম فَكَذَّبُوْهُمَا তখন তারা সে দুজনকে অবিশ্বাস করল فَعَزَّزْنَا بِثَالِثٍ অতঃপর তৃতীয় একজন দ্বারা রাসূলগণের সহায়তা করলাম فَقَالُوْٓا তখন সেই তিনজন রাসূল বললেন اِنَّآ اِلَيْكُمْ مُّرْسَلُوْنَ আমরা তোমাদের প্রতি প্রেরিত হয়েছি।

১৫. قَالُوْا তারা বলল مَآ اَنْتُمْ اِلَّا بَشَرٌ مِّثْلُنَا তোমরা তো আমাদেরই মতো সাধারণ মানুষ وَمَآ اَنْزَلَ الرَّحْمٰنُ مِنْ شَيْءٍ এবং দয়াময় আল্লাহ তা'আলা কিছুই নাজিল করেননি اِنْ اَنْتُمْ اِلَّا تَكْذِبُوْنَ তোমরা তো নির্জলা মিথ্যা বলছ।

১৬. قَالُوْا রাসূলগণ বললেন رَبُّنَا يَعْلَمُ আমাদের প্রতিপালক অবগত আছেন যে اِنَّآ اِلَيْكُمْ لَمُرْسَلُوْنَ নিশ্চয় আমরা (রাসূলরূপে) তোমাদের নিকট প্রেরিত হয়েছি।

১৭. وَمَا عَلَيْنَآ আর আমাদের দায়িত্ব তো কেবল اِلَّا الْبَلٰغُ الْمُبِيْنُ স্পষ্টরূপে পৌছে দেওয়া।

১৮. قَالُوْٓا জনপদবাসীরা বলল اِنَّا تَطَيَّرْنَا بِكُمْ আমরা তো তোমাদেরকে অশুভ মনে করছি لَئِنْ لَّمْ تَنْتَهُوْا যদি তোমরা নিবৃত্ত না হও لَنَرْجُمَنَّكُمْ তবে আমরা তোমাদেরকে প্রস্তারাঘাত করে চূর্ণ-বিচূর্ণ করে দিব وَلَيَمَسَّنَّكُمْ مِّنَّا عَذَابٌ اَلِيْمٌ এবং আমাদের পক্ষ হতে কঠিন উৎপীড়ন তোমাদেরকে স্পর্শ করবে।

https://e-ilm.weebly.com/

১৯. রাসূলগণ বললেন, তোমাদের অশুভত্ব তো তোমাদের সাথেই সংযুক্ত রয়েছে; তোমাদেরকে যে উপদেশ দেওয়া হয়, তোমরা কি এটাকে অশুভ মনে করছ? বরং তোমরা (শরিয়ত ও জ্ঞানের) সীমালঙ্ঘনকারী লোক।	قَالُوْا طَآئِرُكُمْ مَّعَكُمْ ؕ اَئِنْ ذُكِّرْتُمْ ؕ بَلْ اَنْتُمْ قَوْمٌ مُّسْرِفُوْنَ ﴿۱۹﴾
২০. এবং (এ সংবাদ প্রচারিত হলে) এক ব্যক্তি (মুসলমান) সে জনপদের দূরবর্তী কিনারা হতে ছুটে আসল (এবং) বলতে লাগল, হে আমার সম্প্রদায়! এ রাসূলগণের পথ অনুসরণ করে চল।	وَجَآءَ مِنْ اَقْصَا الْمَدِيْنَةِ رَجُلٌ يَّسْعٰى قَالَ يٰقَوْمِ اتَّبِعُوا الْمُرْسَلِيْنَ ﴿۲۰﴾
২১. (অবশ্যই) এমন লোকদের পথে চল, যাঁরা তোমাদের নিকট কোনো বিনিময় চান না এবং তাঁরা নিজেরাও সঠিক পথের উপর আছেন।	اتَّبِعُوْا مَنْ لَّا يَسْـَٔلُكُمْ اَجْرًا وَّهُمْ مُّهْتَدُوْنَ ﴿۲۱﴾

শাব্দিক অনুবাদ :

১৯. قَالُوْا রাসূলগণ বললেন طَآئِرُكُمْ مَّعَكُمْ তোমাদের অশুভত্ব তো তোমাদের সাথেই সংযুক্ত রয়েছে اَئِنْ ذُكِّرْتُمْ তোমাদেরকে যে উপদেশ দেওয়া হয় তোমরা কি এটাকে অশুভ মনে করছ بَلْ اَنْتُمْ قَوْمٌ مُّسْرِفُوْنَ বরং তোমরা সীমালঙ্ঘনকারী লোক।

২০. وَجَآءَ مِنْ اَقْصَى الْمَدِيْنَةِ رَجُلٌ يَّسْعٰى এবং এক ব্যক্তি সে জনপদের দূরবর্তী কিনারা হতে ছুটে আসল قَالَ এবং বলতে লাগল يٰقَوْمِ হে আমার সম্প্রদায়! اتَّبِعُوا الْمُرْسَلِيْنَ এ রাসূলগণের পথ অনুসরণ করে চল।

২১. اتَّبِعُوْا এমন লোকদের পথে চল مَنْ لَّا يَسْـَٔلُكُمْ اَجْرًا যাঁরা তোমাদের নিকট কোনো বিনিময় চান না وَّهُمْ مُّهْتَدُوْنَ এবং তাঁরা নিজেরাও সঠিক পথের উপর আছেন।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

নামকরণের কারণ : মহাগ্রন্থ আল-কুরআনের সূরাসমূহের নাম রাখা হয় সাধারণত সে সূরায় উল্লিখিত কোনো বিশেষ শব্দ বা ঘটনা দ্বারা অথবা আল্লাহ তা'আলার নির্দেশে। সূরা ইয়াসীন -এর বেলায়ও তার ব্যত্যয় ঘটেনি। সূরাটির শুরুতে يٰسٓ শব্দ উল্লেখ থাকায় তার নামকরণ করা হয়েছে সূরাতু ইয়াসীন। তা ছাড়া আরবি প্রবাদ– تَسْمِيَةُ الْكُلِّ بِاسْمِ الْجُزْءِ তথা 'কোনো বস্তুর অংশবিশেষের দ্বারা পূর্ণ বস্তুটি নামকরণ করা' হিসেবে অত্র সূরাকে সূরা ইয়াসীন বলে নামকরণ করা হয়েছে। অবশ্য এ সূরার আরো কয়েকটি নাম রয়েছে।

এ সূরার অন্যান্য নাম : আল্লাহর নির্দেশানুযায়ী রাসূলুল্লাহ ﷺ উল্লিখিত নামটি ছাড়াও সূরাটির কতিপয় নাম প্রদান করেছেন। যেমন– ইমাম তিরমিযী হযরত আনাস (রা.) থেকে বর্ণনা করেছেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ এ সূরাটির নাম قَلْبُ الْقُرْاٰنِ রেখেছেন। ইমাম বায়হাকী হযরত আবূ বকর (রা.)-এর সূত্রে বর্ণনা করেছেন যে, তাওরাতে এরূপ সূরাকে اَلْمُعِمَّةُ তথা উভয়জগতের কল্যাণের সমষ্টি নামে অভিহিত করা হতো। আরো এরূপ সূরাকে اَلْمُدَافِعَةُ এবং اَلْقَاضِيَةُ তথা প্রত্যেকের দুঃখ নিবারণকারী এবং যাবতীয় প্রয়োজন পূর্ণকারী নামে অভিহিত করা হতো।

পূর্ববর্তী সূরার সাথে সম্পর্ক : সূরা ইয়াসীনের মধ্যে তিনটি বিষয় নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে– ১. রিসালাতের প্রমাণ, ২. হাশরের প্রমাণ ও ৩. তাওহীদের প্রমাণ। যেহেতু পূর্ববর্তী সূরা (সূরায়ে ফাতির) -এর সমাপ্তিতে কাফেরগণ কর্তৃক মহানবী ﷺ -এর রিসালাতের অস্বীকৃতির কথা বর্ণিত হয়েছে, আর সূরা ইয়াসীনের প্রারম্ভে নবী করীম ﷺ -এর রিসালাতকে অকাট্য প্রমাণ দ্বারা সুদৃঢ়ভাবে সাব্যস্ত করা হয়েছে এবং কাফেরদের অস্বীকৃতি ও অবাধ্যতার মোকাবিলায় রাসূলুল্লাহ ﷺ -কে সান্ত্বনার বাণী শুনিয়ে ধৈর্যধারণ করতে বলা হয়েছে, কাজেই উপরিউক্ত সূরা ও এ সূরার পারস্পরিক সম্পর্ক সুস্পষ্ট।

https://e-ilm.weebly.com/

সূরাটি অবতীর্ণের সময়কাল : এ সূরাটি মহানবী ﷺ-এর মক্কায় অবস্থানকালে অবতীর্ণ হয়েছে। প্রখ্যাত মুফাসসিরগণ এ সূরার আয়াতের বর্ণনা-ভঙ্গির উপর গবেষণা করে প্রমাণ করেছেন যে, মাক্কী জীবনের শেষ প্রান্তে এসে এ সূরাটি অবতীর্ণ হয়েছে। তবে এ সূরার وَنَكْتُبُ مَا قَدَّمُوْا وَاٰثَارَهُمْ আয়াত খানা মদিনায় অবতীর্ণ হয়েছে, যখন মদিনার বনী সালামা গোত্র মসজিদে নববীর কাছে এসে বসতি স্থাপন করতে চেয়েছিল। আল্লামা জালালুদ্দীন মহল্লী (র.) وَاِذَا قِيْلَ لَهُمْ اَنْفِقُوْا। আয়াত খানাকে মদিনায় অবতীর্ণ হয়েছে বলে প্রমাণ উপস্থাপন করেছেন।

আয়াত ও রুকূ' সংখ্যা : সূরা ইয়াসীনে ছোট বড় মোট ৮৩টি আয়াত এবং ৫টি রুকূ' রয়েছে। এর প্রতিটি আয়াত তাওহীদ, রিসালাত ও আখেরাত সম্পর্কিত পর্যালোচনায় ভরপুর।

সূরার আলোচ্য বিষয় : এ সূরায় মূলত রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর রিসালাতকে অকাট্য প্রমাণ দ্বারা সাব্যস্ত করা হয়েছে এবং মহানবী ﷺ-এর রিসালাতের উপর বিশ্বাস স্থাপন করার দাওয়াত প্রদান করা হয়েছে। আর যারা নবীর রিসালাতের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করবে না তাদেরকে মর্মন্তুদ শাস্তির ভীতি প্রদর্শন করত সতর্ক করে দেওয়া হয়েছে এবং সাথে সাথে যুক্তি ও অকাট্য প্রমাণ দ্বারা বিষয়টি সুস্পষ্টভাবে তাদেরকে বুঝিয়ে দেওয়ার নীতি গ্রহণ করা হয়েছে।

এ সূরায় তিনটি বিষয়ের প্রমাণ পেশ করা হয়েছে–

১. **তাওহীদ বা একত্ববাদ সম্পর্কে :** প্রাকৃতির নিদর্শনাদি ও সাধারণ বিবেক-বুদ্ধির মাধ্যমে।

২. **পরকাল সম্পর্কে :** প্রাকৃতিক নিদর্শন, সাধারণ বিবেক-বুদ্ধি এবং স্বয়ং মানুষের অস্তিত্বের সাহায্যে।

৩. **মহানবী হযরত মুহাম্মদ ﷺ-এর নবুয়ত ও রিসালাতের সত্যতা সম্পর্কে :** এ ব্যাপারে বর্ণনা করা হয়েছে যে, মহানবী ﷺ সম্পূর্ণ নিঃস্বার্থভাবে অসহনীয় কষ্ট, দুর্ভোগ, নির্যাতন সহ্য করে এ মহান দায়িত্ব পালন করে যাচ্ছেন। এ ছাড়া তিনি সম্পূর্ণরূপে যুক্তিযুক্ত ও বিবেক সম্মত দাওয়াত অনবরত দিয়ে যাচ্ছেন। আর এটা মেনে নেওয়ার মধ্যে তাদের নিজেদেরই কল্যাণ নিহিত রয়েছে।

সূরার সার-সংক্ষেপ : সূরা ইয়াসীনের শুরুতেই ওহী এবং প্রিয়নবী ﷺ-এর রিসালাতের সত্যতা পবিত্র কুরআনের সাথে শপথ করার মাধ্যমে ঘোষণা করা হয়েছে। এরপর রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে মিথ্যা প্রতিপন্নকারী চরম গোমরাহে লিপ্ত কুরাইশী কাফেরদের সম্পর্কে আলোকপাত করা হয়েছে যাদের জন্য কঠিন আজাব প্রস্তুত রাখা হয়েছে।

- এ সূরাতে রাসূলগণকে অস্বীকারকারী ইনতাকিয়াবাসীদের কথা উল্লেখ করা হয়েছে, যাতে করে মক্কার পৌত্তলিকরা নবী ও রাসূলগণকে মিথ্যা প্রতিপন্নকারীগণের কঠোর পরিণতি সম্পর্কে অবহিত হয়ে মহানবী ﷺ-কে মিথ্যা প্রতিপন্ন করা হতে বিরত থাকে।
- এ সূরাতে আরো উল্লেখ করা হয়েছে আল্লাহর রাহে নিবেদিত প্রাণ দাওয়াত ও তাবলীগের কাজে আত্মনিয়োগকারী একনিষ্ঠ দীন প্রচারক হাবীবে নাজ্জারের কথা, যিনি স্বীয় কওমকে দীনের দাওয়াত দিতে গিয়ে নির্মমভাবে শাহাদাত বরণ করেন এবং পরকালের অফুরন্ত শান্তি লাভ করেন। আর তাঁর সম্প্রদায়ের উপর আল্লাহর অবধারিত আজাব ও ধ্বংসলীলা নেমে আসে।
- এ সূরাতে প্রাকৃতিক নিদর্শন যথা– নির্জীব ভূমিতে জীবনের সঞ্চার করত সুজলা-সুফলা করে তোলা, রাত দিনের গমনাগমন, চন্দ্র-সূর্যের উদয়-অস্ত ও চলাচল ইত্যাদির মাধ্যমে তাওহীদ তথা আল্লাহর একত্ববাদের প্রমাণ দেওয়া হয়েছে।
- এ সূরাতে আরো আলোচনা করা হয়েছে কিয়ামত ও সে দিবসের বিভীষিকাময় অবস্থা সম্পর্কে; যেমন– পুনরুত্থানের জন্য শিঙ্গায় ফুৎকার, জান্নাতবাসী ও জাহান্নামীদের আলোচনা, কিয়ামত দিবসে মু'মিন ও অপরাধীদের মধ্যকার বিচ্ছেদের সংবাদ দেওয়া হয়েছে যে, মু'মিনগণ জান্নাতে আর অপরাধী কাফের মুশরিকরা জাহান্নামের দিকে চলে যাবে।
- অবশেষে উপসংহারের ন্যায় মৌলিক আলোচ্য বিষয় যথা- পুনরুত্থান, প্রতিদান ইত্যাদির উপর অকাট্য প্রমাণ উপস্থাপন করার মাধ্যমে এ সূরার পরিসমাপ্তি ঘোষণা করা হয়েছে।

সূরা ইয়াসীনের ফজিলত : এ সূরার ফজিলত সম্পর্কে অনেক হাদীস বর্ণিত হয়েছে, তন্মধ্য হতে নিম্নে কয়েকটি উদ্ধৃত হলো–

وَعَنْ اَنَسٍ (رضـ) قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِنَّ لِكُلِّ شَيْءٍ قَلْبًا وَقَلْبُ الْقُرْاٰنِ يٰسٓ وَمَنْ قَرَأَ يٰسٓ كَتَبَ اللّٰهُ لَهُ بِهَا قِرَاءَةَ الْقُرْاٰنِ عَشَرَ مَرَّاتٍ. (تِرْمِذِىْ حَاشِيَه جَلَالَيْن [صـ ٣٦٨])

অর্থাৎ হযরত আনাস (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন প্রত্যেক জিনিসের অন্তঃকরণ রয়েছে, আর কুরআনের অন্তঃকরণ হলো সূরা ইয়াসীন। আর যে ব্যক্তি এ সূরা একবার তেলাওয়াত করবে আল্লাহ তাকে দশ খতম কুরআন তেলাওয়াত করার ছওয়াব দান করবেন।

https://e-ilm.weebly.com/

وَعَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهَا اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ اِنَّ فِى الْقُرْاٰنِ سُوْرَةً تَشْفَعُ لِقَارِيْهَا وَتَسْتَغْفِرُ لِمُسْتَمِعِيْهَا اَلَا وَهِىَ سُوْرَةُ يٰسٓ - تُدْعٰى فِى التَّوْرَاةِ الْمُعِمَّةُ - قِيْلَ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ وَمَا الْمُعِمَّةُ - قَالَ تَعُمُّ صَاحِبَهَا بِخَيْرِ الدُّنْيَا وَتَدْفَعُ عَنْهُ اَهْوَالَ الْاٰخِرَةِ؟ وَتُدْعٰى اَيْضًا اَلدَّافِعَةُ وَالْقَاضِيَةُ - قِيْلَ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ وَكَيْفَ ذٰلِكَ؟ قَالَ تَدْفَعُ عَنْ صَاحِبِهَا كُلَّ سُوْءٍ وَتَقْضِىْ لَهٗ كُلَّ حَاجَةٍ.

অর্থাৎ হযরত আয়শা (রা.) হতে বর্ণিত যে, মহানবী ﷺ ইরশাদ করেছেন, পবিত্র কুরআনে এমন একটি সূরা রয়েছে যা তার পাঠকের জন্য সুপারিশ করবে এবং তার শ্রবণকারীর জন্য ক্ষমার ব্যবস্থা করবে। তাওরাতে একে اَلْمُعِمَّةُ [আল-মুইম্মাহ] বলা হয়েছে। জিজ্ঞাসা করা হলো– হে আল্লাহর রাসূল! মুইম্মাহ কি? রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন, এটা তার পাঠকারীকে একাধারে দুনিয়ার কল্যাণ দান করবে এবং পরকালের বিপদাপদ হতে রক্ষা করবে। আর একে اَلدَّافِعَةُ এবং اَلْقَاضِيَةُ ও বলে। আরজ করা হলো ইয়া রাসূলাল্লাহ! এটা আবার কিভাবে? রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন, এটা তার পাঠকের উপর হতে সর্বপ্রকার বিপদাপদকে প্রতিহত করে এবং তার সকল ধরনের প্রয়োজন পূর্ণ করে।

হযরত আবূ হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত যে, মহানবী ﷺ ইরশাদ করেছেন– আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জনার্থে যে ব্যক্তি রাতে সূরা ইয়াসীন পাঠ করবে, তাকে ক্ষমা করে দেওয়া হবে। অন্যত্র এসেছে যে, যে ব্যক্তি রাতে এ সূরা পাঠ করবে সে ব্যক্তি নিষ্পাপ হয়ে প্রত্যুষে নিদ্রা হতে জাগ্রত হবে।

তাফসীরে ইবনে কাছীরে হযরত মা'কাল ইবনে ইয়াসার (রা.)-এর উদ্ধৃতি দিয়ে বর্ণনা করা হয়েছে যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন– তোমরা তোমাদের মুমূর্ষু ব্যক্তির উপর সূরা ইয়াসীন পাঠ করো। এ হাদীসের প্রেক্ষিতে ওলামায়ে কেরাম বলেন, এ সূরার একটি অন্যতম বৈশিষ্ট্য হলো, কোনো জটিল কাজে ৪১ বার এ সূরা পাঠ করা হলে আল্লাহ তা'আলা তা সহজ করে দিবেন। হযরত আবূ যর গিফারী (রা.) হতে বর্ণিত আছে যে, মুমূর্ষু ব্যক্তির নিকট সূরা ইয়াসীন পাঠ করা হলে তার মৃত্যুযন্ত্রণা লাঘব হবে। তাফসীরে মাযহারীতে হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে যুবায়ের (রা.)-এর উদ্ধৃতি দিয়ে বর্ণনা করা হয়েছে যে, যদি অভাব-অনটনের বেলায় কোনো ব্যক্তি সূরা ইয়াসীন পাঠ করে, তবে তার অভাব দূর হয়ে যাবে।

ইয়াহইয়া ইবনে কাছীর (র.) বলেন, যে ব্যক্তি সকালে সূরা ইয়াসীন পাঠ করবে সে সন্ধ্যা পর্যন্ত সুখে ও স্বস্তিতে থাকবে। আর যে ব্যক্তি সন্ধ্যায় এ সূরা পাঠ করবে সে ভোর পর্যন্ত শান্তিতে থাকবে। তিনি আরো বলেন, আমি এটি এমন ব্যক্তি হতে শ্রবণ করেছি যিনি এ ব্যাপারে পরীক্ষিত।

তাফসীরে জালালাইনের হাশিয়ায় একটি দীর্ঘ হাদীস হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা.)-এর সূত্রে বর্ণিত হয়েছে, তাতে উল্লেখ আছে যে, প্রত্যেক বস্তুরই কলব বা হৃদপিণ্ড রয়েছে, আর কুরআনে কারীমের হৃদপিণ্ড হচ্ছে সূরা ইয়াসীন। আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জনের জন্য যে ব্যক্তি তা পাঠ করবে আল্লাহ তাকে ক্ষমা করে দিবেন এবং তার আমলনামায় দশ খতম কুরআন তেলাওয়াতের ছওয়াব লেখা হবে। আর যদি কোনো মৃত্যুশয্যায় শায়িত ব্যক্তির নিকট ফেরেশতা আগমনের সময় এ সূরা তেলাওয়াত করা হয়, তাহলে তার প্রতিটি হরফের বিনিময় দশজন ফেরেশতা অবতীর্ণ হন। তাঁরা তার নিকট সারিবদ্ধ হয়ে তার জন্য দোয়া করতে থাকবেন, তার জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করতে থাকবেন, তার গোসলে উপস্থিত থাকবেন এবং তাঁর জানাযা ও দাফনেও উপস্থিত থাকবেন। আর যে ব্যক্তি সাকারাতুল মাউতের সময় সূরা ইয়াসীন তেলাওয়াত করবে জান্নাতের শুভ সংবাদ পাওয়ার পূর্বে তার মৃত্যু হবে না।

ঐতিহাসিক পটভূমি : মুফাসসিরীনে কেরামের মতে এ সূরাটি মক্কী জীবনের ক্রান্তি লগ্নে অবতীর্ণ হয়েছে। ইতিহাসের আলোকে জানা যায় যে, এ সময় রাসূলুল্লাহ ﷺ উম্মতের ফিকিরে মানসিকভাবে ভীষণ কষ্টে দিনাতিপাত করেছিলেন। কারণ সুদীর্ঘ দশ দশটি বছর মক্কার অলিতে-গলিতে দাওয়াতি কাজ করে হাতে গোনা গুটি কয়েকজন লোক ব্যতীত তেমন কেউই দীনি দীক্ষা গ্রহণ করেনি। সাধারণ জনগণ পূর্বেও যেমন কুফর ও শিরকের গভীর অন্ধকারে নিমজ্জিত ছিল, এখনো অনুরূপই রয়ে গেছে। অন্যদিকে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর প্রিয়তমা সহধর্মিণী হযরত খাদীজাতুল কুবরা (রা.) ও খাজা আবূ তালিব পরপারে পাড়ি জমান। এরপর মক্কাবাসীদের দীন গ্রহণের প্রতি নিরাশ হয়ে রাসূলুল্লাহ ﷺ দীনি দাওয়াত নিয়ে তায়েফ গমন করেন। তায়েফের পৌত্তলিকরা প্রিয় নবীর দাওয়াত তো গ্রহণই করেনি উপরন্তু তারা প্রস্তারাঘাতে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর পবিত্র বদনকে ক্ষত-বিক্ষত করে দেয়। এমন এক কঠিন পরিস্থিতিতে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর মানসিক অবস্থা কতটুকু দুশ্চিন্তাগ্রস্ত হতে পারে তা সহজেই অনুমেয়।

উপরিউক্ত ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপটে যুগের এক ক্রান্তি লগ্নে সূরা ইয়াসীন অবতীর্ণ হয়। এতে অত্যন্ত জোরালো যুক্তি-প্রমাণের মাধ্যমে প্রাঞ্জল ও সাবলীল ভাষায় নবী করীম ﷺ-এর রিসালাতকে প্রমাণ করা হয়েছে। কাফেরদের দাওয়াত বিমুখতায়

https://e-ilm.weebly.com/

উদ্বিগ্ন না হওয়ার জন্য পেয়ারা নবী করীম ﷺ-কে পরমার্শ প্রদান করা হয়েছে। তাওহীদ ও আখেরাতকে সুস্পষ্ট ও অকাট্য দলিলের মাধ্যমে সাব্যস্ত করা হয়েছে। পূর্ববর্তী দীন-প্রচারকদের ঘটনা উল্লেখ করত এ কথা বুঝিয়ে দেওয়া হয়েছে যে, সত্য-মিথ্যার দ্বন্দ্ব আবহমানকাল থেকেই চলে আসছে এবং শেষে পর্যন্ত সত্যের বিজয় সুনিশ্চিত।

١. يٰسٓ ٢. وَالْقُرْاٰنِ الْحَكِيْمِ ٣. إِنَّكَ لَمِنَ الْمُرْسَلِيْنَ ٤. عَلٰى صِرَاطٍ مُّسْتَقِيْمٍ ٥. تَنْزِيْلَ الْعَزِيْزِ الرَّحِيْمِ ٦.
لِتُنْذِرَ قَوْمًا مَّآ أُنْذِرَ اٰبَاؤُهُمْ فَهُمْ غَافِلُوْنَ ٧. لَقَدْ حَقَّ الْقَوْلُ عَلٰٓى أَكْثَرِهِمْ فَهُمْ لَا يُؤْمِنُوْنَ ٨. إِنَّا جَعَلْنَا فِيْٓ
أَعْنَاقِهِمْ أَغْلَالًا فَهِيَ إِلَى الْأَذْقَانِ فَهُمْ مُّقْمَحُوْنَ ٩. وَجَعَلْنَا مِنْۢ بَيْنِ أَيْدِيْهِمْ سَدًّا وَّمِنْ خَلْفِهِمْ سَدًّا
فَأَغْشَيْنَاهُمْ فَهُمْ لَا يُبْصِرُوْنَ ١٠. وَسَوَآءٌ عَلَيْهِمْ أَأَنْذَرْتَهُمْ أَمْ لَمْ تُنْذِرْهُمْ لَا يُؤْمِنُوْنَ.

শানে নুযূল : ইবনে মারদুবিয়া ও আবূ নাঈম হযরত ইবনে আব্বাস (রা.)-এর উদ্ধৃতি দিয়ে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ কাবা গৃহে উচ্চৈঃস্বরে নামাজে কেরাত পাঠ করতেন। এতে কুরাইশের লোকজন অত্যন্ত মর্মাহত হতো, কষ্ট পেত। যদ্দরুন তারা রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে আঘাত করার জন্যে একত্রিত হয়। এদের সকলেই যখন রাসূল ﷺ-এর গর্দান মুবারকে আঘাত করার জন্যে জড়ো হলো, তখন তারা সকলেই অন্ধ হয়ে গেল, ফলে কিছু দেখতে পাচ্ছিল না। সুতরাং তারা নবী করীম ﷺ-এর নিকট এসে বলল, হে মুহাম্মদ! আপনাকে আল্লাহ ও আত্মীয়তার কসম করে বলছি যে আপনি আমাদের জন্যে দোয়া করুন। পক্ষান্তরে কুরাইশের সকল গোত্রের সাথেই তো রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর কোনো না কোনো দিক দিয়ে হলেও আত্মীয়তার সম্পর্ক রয়েছে। সুতরাং রাসূল ﷺ তাদের জন্যে দোয়া করেন। ফলে তাদের সে অন্ধ্যত্ব দূর হয়ে গেল। সে পরিপ্রেক্ষিতে আল্লাহ তা'আলা আলোচ্য আয়াতগুলো নাজিল করেন। −[দুররে মানছূর ২৫৮/৫]

إِنَّا جَعَلْنَا فِيْٓ أَعْنَاقِهِمْ أَغْلَالًا فَهِيَ إِلَى الْأَذْقَانِ فَهُمْ مُّقْمَحُوْنَ [٨]

শানে নুযূল : হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) ও ইকরিমা প্রমুখের মতানুসারে আলোচ্য আয়াত আবূ জাহল বিন হিশাম এবং তার মাখযুমী দুই বন্ধু সম্পর্কে নাজিল হয়েছে। ঘটনা প্রবাহ হচ্ছে যে, আবূ জাহল একদা শপথ গ্রহণ করে বলেছিল যে, আমি যদি মুহাম্মদকে নামাজরত অবস্থায় দেখতে পাই, তাহলে পাথর দ্বারা তাঁর মাথায় আঘাত করব। অতঃপর নরাধম আবূ জাহল রাসূল ﷺ-কে নামাজরত দেখতে পেয়ে রাসূল ﷺ -এর উপর আঘাত হানার জন্যে পাথর হাতে উঠিয়ে রাসূল ﷺ-এর প্রতি হস্ত প্রসারিত করল, তখন তার হাত নিজ কাঁধের দিকে বেঁকিয়ে ফিরে যায় এবং পাথর ও তার হাতের সাথে লেগে যায়। রাসূল ﷺ-এর সাথে বেআদবী করার পরিপ্রেক্ষিতে সে যা দেখতে পেল তার সাথীদের সাথে তা বর্ণনা করল। অতঃপর দ্বিতীয় ব্যক্তি ওয়ালিদ বিন মুগীরা বলল, আমি তাঁর মাথায় আঘাত করব। সুতরাং সেও রাসূল ﷺ -এর নামাজ আদায় করা অবস্থায় তাঁর উপর পাথর নিক্ষেপ করার হীন উদ্দেশ্যে আসলে আল্লাহ তা'আলা সে নরাধমকে অন্ধ করে দিলেন। ফলে সে রাসূল ﷺ-এর আওয়াজ শুনতে পাচ্ছিল কিন্তু দেখতে পাচ্ছিলনা। এমন কি তার সাথিদের নিকট থেকে তাদেরকেও দেখতে পেল না। অবশেষে তারা তাকে ডাক দিলে দেখতে পেল। তখন সে বলল, আল্লাহর কসম তাঁকে দেখতে পাচ্ছি না বটে কিন্তু তাঁর আওয়াজ শুনতে পাচ্ছিলাম।

অতঃপর তৃতীয় ব্যক্তি বলল, আল্লাহর কসম! আমি তাঁর মথা চূর্ণ করে দেব। সেও পাথর নিয়ে চলল। তবে তার পা পিছন দিকে গিয়ে উল্টে পড়ে চেতনা হারিয়ে ফেলল। কেউ তাকে জিজ্ঞেস করল যে, তোমার অবস্থা কি? সে বলল, আমার অবস্থা অত্যন্ত ভয়াবহ। আমি যখন তাঁর নিকটে গেলাম, তখন দেখতে পেলাম একজন মানুষ। মুহূর্তের মধ্যেই এত বিরাটাকায় একটি ষাঁড় দেখতে পেলাম যে, সে লেজ নেড়ে নেড়ে চলতে লাগল, এ ধরনের ষাঁড় আমি আর কখনো দেখতে পাইনি। লাত ও উয্যা দেবতাদ্বয়ের কসম! আমি যদি তার নিকট যেতাম, তাহলে আমাকে অবশ্য গ্রাস করে ফেলত। এ নরাধম গুলোর ব্যর্থ অপচেষ্টার ফলে এবং তাদের প্রত্যক্ষকৃত প্রাপ্ত খোদায়ী নুসরত এর পরিপ্রেক্ষিতে আল্লাহ তা'আলা আলোচ্য আয়াত নাজিল করেন। −[কুরতুবী ১২/১৫, বাহরে মুহীত্ব ৩১১/৭]

إِنَّا نَحْنُ نُحْيِ الْمَوْتٰى وَنَكْتُبُ مَا قَدَّمُوْا وَاٰثَارَهُمْ وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ فِيْٓ إِمَامٍ مُّبِيْنٍ [١٢]

শানে নুযূল : ইকরিমা হযরত ইবনে আব্বাস (রা.)-এর উদ্ধৃতি দিয়ে বলেন যে, আলোচ্য আয়াত আনসারদের সম্পর্কে নাজিল হয়েছে। এর কারণ হচ্ছে, আনসারদের ঘর-বাড়ি মসজিদে নববী হতে দূরে ছিল। সুতরাং তারা মসজিদের আশে পাশে স্থানান্তরিত হয়ে আসতে পরিকল্পনা গ্রহণ করে ছিলেন। সে পরিপ্রেক্ষিতে আল্লাহ তা'আলা আলোচ্য আয়াত নাজিল করেন। −[তাবারি ৪২৯/১০ কুরতুবী ১৫/১৫ দুররে মানছূর ২৬০/৫]

https://e-ilm.weebly.com/

তিরমিযি ও আবূ জা'ফর তাবারী (র.) হযরত আবূ সাঈদ খুদরী (রা.) -এর উদ্ধৃতি দিয়ে বর্ণনা করেন যে, বনূ সালামা গোত্রটি মদিনার এক প্রান্তে ছিল। সুতরাং তারা তাদের দূরবর্তী হওয়া সম্পর্কে অভিযোগ করে মসজিদের নিকটবর্তী কোনো জায়গায় চলে আসার ইচ্ছা প্রকাশ করে। তখন তাদের স্থান পরিবর্তন হবার ইচ্ছা করার সে পরিপ্রেক্ষিতে আলোচ্য আয়াত নাজিল হয়েছে। –[ইবনে কাছীর ৫৮৪/৩, তাবারী ৪৩০/১০, কুরতুবী ১৬/১৫, দুররে মানছুর ২৬০/৫]

সূরা ইয়াসীনের ফজিলত : হযরত মা'কাল ইবনে ইয়াসারের (রা.) রেওয়ায়েতে রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন, يٰسٓ قَلْبُ الْقُرْاٰنِ। অর্থাৎ, সূরা ইয়াসীন কুরআনের হৃদপিণ্ড। এ হাদীসে আরও আছে যে, যে ব্যক্তি সূরা ইয়াসীন আল্লাহ ও পরকালের কল্যাণ লাভের নিয়তে পাঠ করে, তার মাগফেরাত হয়ে যায়। তোমরা তোমাদের মৃতদের উপর এ সূরা পাঠ কর। –[রূহুল-মা'আনী, মাযহারী]

ইমাম গাযযালী (র.) বলেন, ইয়াসীনকে কুরআনের হৃদপিণ্ড বলার কারণ এমনও হতে পারে যে, এ সূরায় কিয়ামত ও হাশর-নাশরের বিষয় বিশদ ব্যাখ্যা ও অলংকার সহকারে বর্ণিত হয়েছে। পরকালে বিশ্বাস ঈমানের এমন একটি মূলনীতি, যার উপর মানুষের সকল আমল ও আচরণের বিশুদ্ধতা নির্ভরশীল। পরকালভীতিই মানুষকে সৎকর্মে উদ্বুদ্ধ করে এবং অবৈধ বাসনা ও হারাম কাজ থেকে বিরত রাখে। অতএব দেহের সুস্থতা যেমন অন্তরের সুস্থতার উপর নির্ভরশীল তেমনি ঈমানের সুস্থতা ও পরকালীন চিন্তার উপর নির্ভরশীল। (রূহুল-মা'আনী) এ সূরার নাম যেমন সূরা-ইয়াসীন প্রসিদ্ধ, তেমন এক হাদীসে এর নাম "আযীমা" ও বর্ণিত আছে। অপর এক হাদীসে বর্ণিত রয়েছে যে, তাওরাতে এ সূরার নাম "মুয়িম্মাহ্" বলে উল্লিখিত আছে। অর্থাৎ, এ সূরা তার পাঠকের জন্যে ইহকাল ও পরকালের কল্যাণ ও বরকত ব্যাপক করে দেয়। এ সূরার পাঠকের নাম "শরীফ" বর্ণিত আছে। আরও বলা হয়েছে যে, কেয়ামতের দিন এর সুপারিশ "রবীয়া" গোত্র অপেক্ষা অধিকসংখ্যক লোকের জন্যে কবুল হবে। কতক রেওয়ায়েতে এর নাম "মুদাফিয়াও" বর্ণিত আছে; অর্থাৎ এ সূরা তার পাঠকদের থেকে বালা-মসিবত দূর করে। কতক রেওয়ায়েতে এর নাম "কাযিয়া" ও উল্লিখিত হয়েছে; অর্থাৎ, এ সূরা পাঠকের প্রয়োজন মিটায়। –[রূহুল মা'আনী]

হযরত আবূ যর (রা.) বর্ণনা করেন, মরণোন্মুখ ব্যক্তির কাছে সূরা ইয়াসীন পাঠ করা হলে তার মৃত্যু সহজ হয়। –[মাযহারী]

হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে যুবায়ের (রা.) বলেন, যদি কেনো ব্যক্তি সূরা ইয়াসীন তার অভাব-অনটনের বেলায় পাঠ করে, তবে তার অভাব পূরণ হয়ে যায়। –[মাযহারী]

ইয়াহ্ইয়া ইবনে কাছীর (র.) বলেন, যে ব্যক্তি সকালে সূরা ইয়াসীন পাঠ করবে, সে সন্ধ্যা পর্যন্ত সুখে স্বস্তিতে থাকবে এবং যে ব্যক্তি সন্ধ্যায় পাঠ করবে, সে সকাল পর্যন্ত শান্তিতে থাকবে। তিনি আরও বলেন, আমাকে এ বিষয়টি এমন এক ব্যক্তি বলেছেন, যিনি এর বাস্তব অভিজ্ঞতা লাভ করেছেন। –[মাযহারী]

يٰسٓ শব্দ সম্পর্কে প্রসিদ্ধ উক্তি এই যে, এটা খণ্ড বাক্য। এর অর্থ আল্লাহ ব্যতীত কেউ জানে না। আহকামূল-কুরআনে বর্ণিত ইমাম মালেকের উক্তি এই যে, এটা আল্লাহ তা'আলার অন্যতম নাম। হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) থেকেও এক রেওয়ায়েত তাই বর্ণিত রয়েছে। অপর এক রেওয়ায়েতে আছে যে, এটা আবিসিনীয় শব্দ। এর অর্থ "হে মানুষ" আর এখানে মানুষ বলে নবী করীম ﷺ-কে বোঝানো হয়েছে। হযরত ইবনে যুবায়ের (রা.)-এর বক্তব্য থেকে জানা যায় যে, "ইয়াসীন" রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর নাম। রূহুল-মা'আনীতে আছে, ইয়া ও সীন- এ দু'টি অক্ষর দ্বারা নবী করীম ﷺ -এর নাম রাখার মধ্যে বিরাট রহস্য নিহিত।

ইয়াসীন কারও নাম রাখা কিরূপ? ইমাম মালেক (র.) এটা পছন্দ করেননি। কারণ তাঁর মতে এটা আল্লাহ তা'আলার অন্যতম নাম এবং এর সঠিক অর্থ কারো জানা নেই। কাজেই এর অর্থ رَازِقٌ ও خَالِقٌ -এর ন্যায় আল্লাহ তা'আলার বৈশিষ্ট্যমূলক কোনো নাম হওয়াও সম্ভব। তবে শব্দটি يَاسِيْن বর্ণমালার মাধ্যমে লেখা হলে তা কারও নাম রাখা জায়েজ। কারণ, কুরআনে سَلٰمٌ عَلٰى اِلْ يَاسِيْنَ উল্লিখিত আছে। –[ইবনে আরাবী] এর প্রসিদ্ধ কেরাত اِلِ يَاسِيْن

لِتُنْذِرَ قَوْمًا مَّآ اُنْذِرَ اٰبَاؤُهُمْ অর্থাৎ, আরবদের পূর্বপুরুষদের মধ্যে দীর্ঘকাল যাবত কোনো সতর্ককারী পয়গম্বর আগমন করেননি। পিতৃপুরুষ অর্থ নিকটবর্তী পিতৃপুরুষ। আরবদের উর্ধ্বতন পুরুষ হযরত ইবরাহীম (আ.) ও তাঁর সাথে ইসমাঈল (আ.)-এর পর বহু শতাব্দী ধরে আরবদের মধ্যে কোনো পয়গম্বর আবির্ভূত হননি। তবে দ্বীনের প্রচারকার্য সব সময়ই অব্যাহত ছিল, যার উল্লেখ কুরআন পাকের আয়াতেও আছে। এছাড়া وَاِنْ مِّنْ اُمَّةٍ اِلَّا خَلَا فِيْهَا نَذِيْرٌ আয়াত দৃষ্টেও জানা যায় যে, আল্লাহর রহমত কোনা জাতিকে কোনো সময়ই দাওয়াত ও সতর্কীকরণ থেকে বঞ্চিত রাখেনি। এতদসত্ত্বেও প্রতিনিধিদের মাধ্যমে দাওয়াত ততটকু কার্যকর হয় না, যতটুকু স্বয়ং পয়গম্বরের দাওয়াত ও শিক্ষার মাধ্যমে হয়। তাই

https://e-ilm.weebly.com/

https://e-ilm.weebly.com/

এমন কোনো প্রতিষ্ঠান স্থাপন করে যা মানুষের আমল-আখলাককে ধ্বংস করে দেয় কিংবা মানুষকে কোনো মন্দ পথে পরিচালিত করে, তবে তার এ মন্দকর্মের ফলাফল ও প্রভাব যে পর্যন্ত থাকবে এবং যতদিন পর্যন্ত তা দুনিয়াতে কায়েম থাকবে, ততদিন তার আলমনামায় সব লিখিত হতে থাকবে। যেমন, এ আয়াতের তাফসীর প্রসঙ্গে স্বয়ং রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন :

مَنْ سَنَّ سُنَّةً حَسَنَةً فَلَهُ اَجْرُهَا وَاَجْرُ مَنْ عَمِلَ بِهَا مِنْ بَعْدِهِ مِنْ غَيْرِ اَنْ يُنْقَصَ مِنْ اُجُوْرِهِمْ شَيْئًا - وَمَنْ سَنَّ سُنَّةً سَيِّئَةً كَانَ عَلَيْهِ وِزْرُهَا وَوِزْرُ مَنْ عَمِلَ بِهَا مِنْ بَعْدِهِ لَا يُنْقَصُ مِنْ اَوْزَارِهِمْ شَيْئًا ثُمَّ تَلَا وَنَكْتُبُ مَا قَدَّمُوْا وَاٰثَارَهُمْ.

অর্থাৎ যে ব্যক্তি কোনো উত্তম প্রথা প্রবর্তন করে, তার জন্যে রয়েছে এর ছওয়াব এবং যত মানুষ এই প্রথার উপর আমল করবে, তাদের ছওয়াব -অথচ পালনকারীদের ছওয়াব মোটেও হ্রাস করা হবে না। পক্ষান্তরে যে ব্যক্তি কোনো কুপ্রথা প্রবর্তন করে, সে তার গোনাহ্ ভোগ করবে এবং যত মানুষ এই কুপ্রথা পালন করতে থাকবে, তাদের গোনাহ্ও তার আমলনামায় লিখিত হবে অথচ পলানকারীদের গোনাহ মোটেও হ্রাস করা হবে না। –[ইবনে কাছীর]

اثار শব্দের অর্থ পদাঙ্কও হয়ে থাকে। হাদীসে আছে; কেউ নামাজের জন্যে মসজিদে গমন করলে তার প্রতি পদক্ষেপে ছওয়াব লেখা হয়। কোনো কোনো রেওয়ায়েত থেকে জানা যায় যে, আয়াতে اٰثَارٌ বলে এই পদাঙ্ক বুঝানো হয়েছে। নামাজের ছওয়ার যেমন লেখা হয়, তেমনি নামাজে যাওয়ার সময় যত পদক্ষেপ হতে থাকে তাও প্রতি পদক্ষেপে একটি করে পুণ্য লিখিত হয়। মদিনা তাইয়্যেবায় যাদের বাসগৃহ মসজিদে নববী থেকে দূরে অবস্থিত ছিল, তাঁরা মসজিদের কাছাকাছি বাসগৃহ নির্মাণ করার ইচ্ছা প্রকাশ করলে রাসূলুল্লাহ ﷺ তাঁদেরকে তা থেকে বারণ করে বললেন, তোমরা যেখানে আছ, সেখানেই থাক। দূর থেকে হেঁটে মসজিদে এলে সময় বিনষ্ট হয় না। পদক্ষেপ যত বেশি হবে, তোমাদের ছওয়াব তত বেশি হবে। ইবনে কাছীর এ সম্পর্কিত রেওয়ায়েতসমূহ একত্রিত করে দিয়েছেন।

এতে এমন প্রশ্ন দেখা যায় যে, সূরাটি মক্কায় অবতীর্ণ। আর হাদীসসমূহে উল্লিখিত ঘটনা মদিনা তাইয়্যেবার, এটা কিরূপে সম্ভবপর? জবাব এই যে, আয়াতের অর্থ এই মর্মে ব্যাপক যে, প্রত্যেক কর্মের ফলাফলও লেখা হয়। এ আয়াতটি মক্কাতেই অবতীর্ণ হয়ে থাকবে। কিন্তু পরবর্তীকালে মদিনায় উপরিউক্ত ঘটনা সংঘটিত হলে রাসূলুল্লাহ ﷺ প্রমাণ হিসেবে আয়াতটি উল্লেখ করেন এবং পদাঙ্ককেও কর্মের ফলাফল হিসাবে গণ্য করেন, যেগুলো লিখিত হওয়ার কথা আয়াতে উল্লেখ করা হয়েছে। এভাবে বর্ণিত উভয় তাফসীরের বাহ্যিক বৈপরীত্যও দূর হয়ে যায়। –[ইবনে কাছীর]

وَاضْرِبْ لَهُمْ مَّثَلًا اَصْحٰبَ الْقَرْيَةِ কোনো বিষয় প্রমাণ করার জন্যে অনুরূপ ঘটনার দৃষ্টান্ত বর্ণনা করাকে ضَرْب مَثَل বলা হয়। পূর্বোল্লেখিত কাফেরদেরকে হুশিয়ার করার উদ্দেশ্যে কুরআন পাক দৃষ্টান্তস্বরূপ প্রাচীনকালের একটি কাহিনী বর্ণনা করেছেন যা এক জনপদে সংঘটিত হয়েছিল।

কাহিনীতে উল্লিখিত জনপদ কোন্‌টি? কুরআন পাক এই জনপদের নাম উল্লেখ করেনি। ঐতিহাসিক বর্ণনায় মুহাম্মদ ইবনে ইসহাক হযরত ইবনে আব্বাস (রা.), কা'বে আহবার ও ওয়াহাব ইবনে মুনাব্বেহ্ প্রমুখের উদ্ধৃতিক্রমে জনপদের নাম ইন্তাকিয়া উল্লেখ করেছেন। আবূ হাইয়্যান ও ইবনে কাছীর বলেন, তাফসীরবিদগণ থেকে এর বিপরীতে কোনো উক্তি বর্ণিত নেই। মু'জামুল-বুলদানের বর্ণনা অনুযায়ী ইন্তাকিয়া শামদেশের একটি প্রাচীন নগরী। যা তার সমৃদ্ধি ও স্থাপত্যের জন্যে প্রসিদ্ধ ছিল। এ নগরীর দূর্গ ও নগর-প্রাচীন দর্শনীয় বস্তু ছিল। এতে খ্রিস্টানদের বড় বড় স্বর্ণ-রৌপ্যের কারুকার্য খচিত সুশোভিত গির্জা অবস্থিত রয়েছে। এটি একটি উপকুলীয় নগরী। ইসলামি আমলে শামবিজয়ী হযরত আবূ ওবায়দা ইবনুল-জাররাহ্ (রা.)-এ শহরটি জয় করেছিলেন। মুজামুল-বুলদানে আরও উল্লেখ আছে যে, এ কাহিনীতে বর্ণিত হাবীব নাজ্জারের সমাধি এ শহরেই অবস্থিত। দূর-দূরান্ত থেকে মানুষ এর জেয়ারত করতে আসে। যার বিবরণ পরে বর্ণনা করা হবে। এই বর্ণনা থেকে আরও জানা যায় যে, আয়াতে উল্লিখিত জনপদ হচ্ছে– এই ইন্তাকিয়া নগরী। তবে এখানে কোনো নগরী নির্দিষ্ট করা হয়নি এবং তার প্রয়োজনও নেই।

ইবেন কাছীর লেখেন, ইন্তাকিয়া ছিল খ্রিস্ট ধর্ম ও খ্রিস্টবাদের কেন্দ্ররূপে পরিগণিত চারটি শহরের অন্যতম। এ চারটি শহর হচ্ছে কুদ্‌স, রোমীয়া, আলেকজান্দ্রিয়া ও ইন্তাকিয়া। তিনি আরও লিখেছেন, খ্রিস্ট ধর্ম গ্রহণকারী প্রথম শহর হচ্ছে ইন্তাকিয়া। এর ভিত্তিতেই, আয়াতে উল্লিখিত জনপদটি ইন্তাকিয়া কি না সে ব্যাপারে ইবনে কাছীর (র.) দ্বিধান্বিত হয়ে পড়েছেন। কেননা কুরআনের বর্ণনা অনুযায়ী এ জনপদটি ছিল রিসালাত অস্বীকারকারীদের বসতি। ঐতিহাসিক বর্ণনা মতে তারা ছিল মূর্তিপূজারী মুশরিক। অতএব খ্রিস্ট ধর্ম গ্রহণে অগ্রগামী ইন্তাকিয়া কেমন করে এই জনপদ হতে পারে!

https://e-ilm.weebly.com/

এ ছাড়া কুরআনে উল্লিখিত আয়াতসমূহ থেকে একথাও প্রতীয়মান হয় যে, এই ঘটনায় সমগ্র জনপদের উপর সর্বনাশ আজাব নেমে আসে, যার ফলে সেখানকার কেউ রক্ষা পায়নি। অথচ ইন্তাকিয়া সম্পর্কে ইতিহাসে এরূপ কোনো ঘটনা বর্ণিত নেই। তাই ইবনে কাছীরের মতে হয় আয়াতে উল্লিখিত জনপদ ইন্তাকিয়া নয়, অন্য কোনো বসতি, না হয় ইন্তাকিয়া নামেই অন্য কোনো বসতি হবে যা প্রসিদ্ধ ইন্তাকিয়া শহর নয়।

ফতহুল মান্নানের গ্রন্থকার ইবনে কাছীরের এসব প্রশ্নের জওয়াব দিয়েছেন। কিন্তু এ সম্পর্কে মাওলানা আশরাফ আলী থানভী (র.) বয়ানুল কুরআনে যে বক্তব্য রেখেছেন, তাই নির্ভেজাল বলে মনে হলো। তিনি বলেন, আয়াতের বিষয় বোঝার জন্য এই জনপদ নির্দিষ্ট করা জরুরি নয়। কুরআন পাক যখন একে অস্পষ্ট রেখেছে, তখন জবরদস্তি একে নির্দিষ্ট করার প্রয়োজনই বা কি? পূর্ববর্তী মনীষিগণও বলেন, اِبْهَمُوْا مَا اَبْهَمَاهُ اللّٰهُ অর্থাৎ আল্লাহ যে বিষয় অস্পষ্ট রেখেছেন, তোমরাও তাকে অস্পষ্ট থাকতে দাও।

اِذْ جَاءَ هَا الْمُرْسَلُوْنَ اِذْ اَرْسَلْنَآ اِلَيْهِمُ اثْنَيْنِ فَكَذَّبُوْهُمَا فَعَزَّزْنَا بِثَالِثٍ فَقَالُوْٓا اِنَّآ اِلَيْكُمْ مُّرْسَلُوْنَ বর্ণিত জনপদে তিনজন রসূল প্রেরিত হয়েছিলেন। এ আয়াতে তাঁরই বিবরণ দিয়ে বলা হয়েছে যে, প্রথমে দু'জন রাসূল প্রেরিত হলে জনপদের অধিবাসীরা তাঁদেরকে মিথ্যাবাদী বলে আখ্যায়িত করতে শুরু করে এবং অমান্য করে। অতঃপর আল্লাহ তা'আলা তাঁদের শক্তি বৃদ্ধির উদ্দেশ্যে তৃতীয় একজন রাসূল প্রেরণ করলেন। অতঃপর রাসূলত্রয় সম্মিলিতভাবে জনপদ-বাসীদেরকে বললেন, اِنَّآ اِلَيْكُمْ مُّرْسَلُوْنَ আমরা অবশ্যই তোমাদের হোদায়েতের জন্য প্রেরিত হয়েছি।

এখানে রাসূলের অর্থ কি এবং এ রাসূল কারা ছিলেন? রাসূল ও মুরসাল শব্দ দু'টি কুরআন পাকে সাধারণতঃ নবী ও পয়গম্বর অর্থেই ব্যবহৃত হয়েছে। এ আয়াতে আল্লাহ তা'আলা প্রেরণ করাকে নিজের সাথে সম্পৃক্ত করেছেন। এটাও এ বিষয়ের ইঙ্গিত যে, এখানে রাসূলের অর্থ নবী ও পয়গম্বর। ইবনে-ইসহাক, হযরত ইবনে-আব্বাস (রা.) কা'বে আহ্বার ও ওয়াহাব ইবনে মুনাব্বিহ্ (রা.) থেকে বর্ণনা করেছেন যে, এই জনপদে প্রেরিত তিনজনই আল্লাহ তা'আলার পয়গম্বর ছিলেন। তাঁদের নাম সাদেক, সদূক ও শালুম বলে বর্ণিত রয়েছে। এক রেওয়ায়েতে তৃতীয় জনের নাম শামউনও উল্লেখ করা হয়েছে। –[ইবনে কাছীর]

হযরত কাতাদাহ বলেন, এখানে مُرْسَلُوْنَ শব্দটি পরিভাষিক অর্থে নয়, বরং আভিধানিক 'দূত' অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। প্রেরিত তিনজন স্বয়ং পয়গম্বর ছিলেন না; বরং হযরত ঈসা (আ.)-এর সহচরগণের মধ্য থেকে তাঁরই নির্দেশে জনপদে প্রেরিত হয়েছিলেন,–(ইবনে কাছীর) প্রেরক হযরত ঈসা (আ.) আল্লাহর রাসূল ছিলেন বিধায় তাঁর প্রেরণও পরোক্ষভাবে আল্লাহ তা'আলারই প্রেরণ ছিল। তাই আয়াতে 'আল্লাহ প্রেরণ করেছেন' বলা হয়েছে। ইবনে কাছীর প্রথম উক্তি এবং কুরতুবী প্রমুখ দ্বিতীয় উক্তি গ্রহণ করেছেন। আয়াতের বাহ্যিক ভাষা থেকেও বুঝা যায় যে, তাঁরা আল্লাহর নবী ও পয়গম্বর ছিলেন।

قَالُوْٓا اِنَّا تَطَيَّرْنَا بِكُمْ - تَطَيُّرْ শব্দের অর্থ অশুভ ও অলক্ষুণে মনে করা। উদ্দেশ্য এই যে, শহরবাসীরা প্রেরিত লোকদের কথা অমান্য করল এবং বলতে লাগল, তোমরা অলক্ষুণে। কোনো কোনো রেওয়ায়েতে বর্ণিত আছে যে, তাদের অবাধ্যতা এবং রাসূলগণের কথা অমান্য করার কারণে জনপদে দুর্ভিক্ষ শুরু হয়ে যায়। ফলে তারা তাঁদেরকে অলক্ষুণে বলল। অথবা অন্য কোনো কষ্ট-দুর্ভোগ হয়ে থাকবে। কাফেরদের সাধারণ অভ্যাস এই যে, কোনো বিপদাপদ দেখলে তার কারণ হেদায়েতকারী ব্যক্তিবর্গকে সাব্যস্ত করে। যেমন হযরত মূসা (আ.)-এর সম্প্রদায় সম্পর্কে কুরআনে আছে : فَاِذَا جَاءَتْهُمُ الْحَسَنَةُ قَالُوْا لَنَا هٰذِهٖ وَاِنْ تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ يَّطَّيَّرُوْا بِمُوْسٰى وَمَنْ مَّعَهٗ –এমনিভাবে হযরত সালেহ (আ.)-এর সম্প্রদায় তাঁকে বলেছিল : تَطَيَّرْنَا بِكَ وَبِمَنْ مَّعَكَ –আলোচ্য ঘটনায়ও তাই হয়েছে।

قَالُوْا طَائِرُكُمْ مَّعَكُمْ অর্থাৎ তোমাদের অমঙ্গল তোমাদের সাথেই। অর্থাৎ, এ অমঙ্গল তোমাদেরই কুকর্মের ফল। طائر শব্দটি প্রকৃতপক্ষে অমঙ্গল অর্থে বলা হয়। কিন্তু কখনও অমঙ্গলের প্রতিদান অর্থেও ব্যবহৃত হয়। এখানে দ্বিতীয় অর্থই উদ্দেশ্য। –[ইবনে কাছীর, কুরতুবী]

وَجَاءَ مِنْ اَقْصَى الْمَدِيْنَةِ رَجُلٌ يَّسْعٰى প্রথম আয়াতে ঘটনাস্থলকে قَرْيَةَ শব্দের মাধ্যমে ব্যক্ত করা হয়েছে, যার অর্থ সাধারণ জনপদ; তা-ছোট বস্তিই হোক অথবা বড় কোনো শহর। আর এ আয়াতে সে জায়গাটিকে مَدِيْنَةَ শব্দে ব্যক্ত করা হয়েছে, যা কেবল বড় শহর অর্থেই ব্যবহৃত হয়। এতে জানা গেল যে, ঘটনাস্থলটি কোনো বড় শহরই ছিল। সুতরাং এতে সে উক্তিরই সমর্থন হয়, যাতে একে ইন্তাকিয়া বলা হয়েছে। আয়াতে বর্ণিত اَقْصَى الْمَدِيْنَةِ অর্থ এই যে, শহরের কোনো একপ্রান্ত থেকে এক ব্যক্তি ছুটে এল। رَجُلٌ يَّسْعٰى এতে يَسْعٰى শব্দটি سَعْىٌ থেকে উদ্ভূত। এর আভিধানিক অর্থ দৌড়ানো। কাজেই অর্থ দাঁড়াল যে, নগরীর দূরবর্তী কোনো এক প্রান্ত থেকে এক ব্যক্তি দৌড়ে এলো। কোনো কোনো সময় سَعْىٌ সযত্নে চলা অর্থেও ব্যবহৃত হয়। যেমন, সূরা জুমুয়ার فَاسْعَوْا اِلٰى ذِكْرِ اللّٰهِ বাক্যে এ অর্থই উদ্দেশ্য।

শব্দ বিশ্লেষণ :

مُسْتَقِيْمٌ : সীগাহ وَاحِدْ مُذَكَّرْ বহছ اِسْم مَفْعُوْل বাব اِسْتِفْعَالْ মাসদার اَلْاِسْتِقَامَةُ মূলবর্ণ (ق - و - م) জিনস اَجْوَف وَاوِىْ অর্থ– সরল পথ ।

أَعْنَاقٌ : বহুবচন, একবচন عُنُقٌ অর্থ- গর্দানসমূহ ।

أَغْلَالٌ : বহুবচন, একবচন غُلٌّ; অর্থ– কয়েদ, শৃঙ্খলা, বেড়ি, হাতকড়া ।

اَلْأَذْقَانُ : বহুবচন, একবচন ذَقْنٌ, অর্থ- চিবুক, থুতনী ।

اَغْشَيْنٰهُمْ : সীগাহ جَمْع مُتَكَلِّم বহছ مَاضِىْ مَعْرُوْف বাব اِفْعَالْ মাসদার اِغْشَاءٌ মূলবর্ণ (غ - ش - ى) জিনস نَاقِص يَائِىْ অর্থ- আমি তাদেরকে সমাচ্ছন্ন করে দিয়েছি ।

أَنْذَرْتَ : সীগাহ وَاحِدْ مُذَكَّر حَاضِرْ বহছ مَاضِىْ مَعْرُوْف বাব اِفْعَالْ মাসদার اِنْذَارٌ মূলবর্ণ (ن - ذ - ر) জিনস صَحِيْح অর্থ- আপনার ভয় প্রদর্শন করা ।

اَحْصَيْنٰهُ : সীগাহ جَمْع مُتَكَلِّمْ বহছ مَاضِىْ مَعْرُوْف বাব اِفْعَالْ মাসদার اِحْصَاءٌ মূলবর্ণ (ح - ص - ى) জিনস نَاقِص يَائِىْ অর্থ– আমি সংরক্ষিত করে রেখেছি ।

عَزَّزْنَا : সীগাহ جَمْع مُتَكَلِّمْ বহছ مَاضِىْ مَعْرُوْف বাব تَفْعِيْل মাসদার تَعْزِيْزٌ মূলবর্ণ (ع - ز - ز) জিনস مُضَاعَف ثُلَاثِىْ অর্থ– আমি সহায়তা করলাম ।

تَطَيَّرْنَا : সীগাহ جَمْع مُتَكَلِّمْ বহছ مَاضِىْ مَعْرُوْف বাব تَفَعُّلْ মাসদার تَطَيُّرٌ মূলবর্ণ (ط - ى - ر) জিনস اَجْوَف يَائِىْ অর্থ- আমরা অশুভ মনে করছি ।

لَمْ تَنْتَهُوْا : সীগাহ جَمْع مُذَكَّر حَاضِرْ বহছ مُضَارِعْ مَنْفِىْ بِلَمْ বাব اِفْتِعَالْ মাসদর اِنْتِهَاءٌ মূলবর্ণ (ن - ه - ى) জিনস نَاقِص يَائِىْ অর্থ– তোমরা নিবৃত্ত না হও ।

لَنَرْجُمَنَّكُمْ : সীগাহ جَمْع مُتَكَلِّمْ বহছ مُسْتَقْبِلْ مَعْرُوف দর فِعل لَامْ تَاكِيْد بَانُوْن تَاكِيْد ثَقِيْلَة বাব نَصَرَ মাসদার رَجْمٌ মূলবর্ণ (ر - ج - م) জিনস صَحِيْح অর্থ– তোমাদেরকে প্রস্তরাঘাত করে চূর্ণবিচূর্ণ করে দিব ।

لَيَمَسَّنَّكُمْ : সীগাহ وَاحِدْ مُذَكَّر غَائِبْ বহছ مُسْتَقْبِل مَعْرُوف দর فِعل لَام تَاكِيْد بَانُوْن تَاكِيْد ثَقِيْلَه বাব سَمِعَ ও نَصَرَ মাসদার مَسٌّ মূলবর্ণ (م - س - س) জিনস مُضَاعَف ثُلَاثِىْ অর্থ- তোমাদেরকে স্পর্শ করবে ।

ذُكِّرْتُمْ : সীগাহ جَمْع مُذَكَّر حَاضِر বহছ مَاضِىْ مَجْهُوْل বাব تَفْعِيْل মাসদার تَذْكِيْرٌ মূলবর্ণ (ذ - ك - ر) জিনস صَحِيْح অর্থ– তোমাদেরকে উপদেশ দেওয়া হয় ।

مُسْرِفُوْنَ : সীগাহ جَمْع مُذَكَّر বহছ اِسْم فَاعِلْ বাব اِفْعَالْ মাসদার اِسْرَافٌ মূলবর্ণ (س - ر - ف) জিনস صَحِيْح অর্থ- সীমালঙ্ঘনকারী ।

يَسْعٰى : সীগাহ وَاحِدْ مُذَكَّر غَائِبْ বহছ مُضَارِعْ مَعْرُوْف বাব فَتَحَ মাসদার سَعْىٌ মূলবর্ণ (س - ع - ى) জিনস نَاقِص يَائِىْ অর্থ- ছুটে আসল ।

مُهْتَدُوْنَ : সীগাহ جَمْع مُذَكَّرْ বহছ اِسْم مَفْعُوْل বাব اِفْتِعَالْ মাসদার اِهْتِدَاءٌ মূলবর্ণ (ه - د - ى) জিনস نَاقِص يَائِىْ অর্থ- সঠিক পথের উপর আছেন ।

বাক্য বিশ্লেষণ :

يٰسٓ وَالْقُرْاٰنِ الْحَكِيْمِ اِنَّكَ لَمِنَ الْمُرْسَلِيْنَ : এখানে يٰسٓ শব্দটি উহ্য মুবতাদার খবর অর্থাৎ هٰذِه يٰسٓ : وَالْقُرْاٰنِ- এর وَاوْ টি হরফে জার যা قَسَمْ- এর জন্য ব্যবহৃত । আর اَلْقُرْاٰنِ হলো مُقْسَم بِه আর اَلْحَكِيْمِ হলো সিফত । আর جَار এবং مَجْرُوْر মিলে উহ্য اُقْسِمُ ফে'লের সাথে مُتَعَلِّقْ হয়েছে ।

اِنَّكَ لَمِنَ الْمُرْسَلِيْنَ- এর মধ্যে اِنَّ হরফে মুশাব্বাহ বিল ফে'ল, আর كَ হলো اِسْم اِنَّ আর لَامْ টি হলো اَلْمُزَحْلِقَةُ আর مِنَ الْمُرْسَلِيْنَ হলো خَبَر اِنَّ । –[ই'রাবুল কুরআন খণ্ড ৬, পৃষ্ঠা ৩০৬]

https://e-ilm.weebly.com/

https://e-ilm.weebly.com/

২৮. আর আমি তাঁর সম্প্রদায়ের প্রতি তাঁর [শাহাদাতের] পর আসমান হতে কোনো সেনাদল অবতারণ করিনি এবং অবতারণের প্রয়োজনও ছিল না।	وَمَآ اَنۡزَلۡنَا عَلٰى قَوۡمِهٖ مِنۡۢ بَعۡدِهٖ مِنۡ جُنۡدٍ مِّنَ السَّمَآءِ وَمَا كُنَّا مُنۡزِلِيۡنَ ﴿٢٨﴾
২৯. ঐ শাস্তি ছিল কেবল একটি বিকট ধ্বনি, আর অমনি তারা নিথর নিস্তব্ধ হয়ে গেল।	اِنۡ كَانَتۡ اِلَّا صَيۡحَةً وَّاحِدَةً فَاِذَا هُمۡ خٰمِدُوۡنَ ﴿٢٩﴾
৩০. আফসোস বান্দাদের উপর! তাদের নিকট কখনো কোনো রাসূল আসেননি, যাঁকে তারা বিদ্রূপ না করেছে।	يٰحَسۡرَةً عَلَى الۡعِبَادِ ۚ مَا يَاۡتِيۡهِمۡ مِّنۡ رَّسُوۡلٍ اِلَّا كَانُوۡا بِهٖ يَسۡتَهۡزِءُوۡنَ ﴿٣٠﴾
৩১. তারা কি এর প্রতি লক্ষ্য করেনি যে, আমি তাদের পূর্বে বহু কওমকে ধ্বংস করে দিয়েছি– তারা এদের নিকট আর ফিরে আসবে না;	اَلَمۡ يَرَوۡا كَمۡ اَهۡلَكۡنَا قَبۡلَهُمۡ مِّنَ الۡقُرُوۡنِ اَنَّهُمۡ اِلَيۡهِمۡ لَا يَرۡجِعُوۡنَ ﴿٣١﴾
৩২. আর [পরলোকে] তাদের মধ্যে এমন কেউ নেই, যাকে সমবেতভাবে আমার সম্মুখে উপস্থিত করা হবে না।	وَاِنۡ كُلٌّ لَّمَّا جَمِيۡعٌ لَّدَيۡنَا مُحۡضَرُوۡنَ ﴿٣٢﴾ ع
৩৩. এবং তাদের জন্য একটি নিদর্শন হচ্ছে নির্জীব জমিন, আমি তাকে সঞ্জীবিত করেছি এবং তা হতে শস্য উৎপন্ন করেছি, ফলে তারা তা হতে আহার করে থাকে।	وَاٰيَةٌ لَّهُمُ الۡاَرۡضُ الۡمَيۡتَةُ ۚ اَحۡيَيۡنٰهَا وَاَخۡرَجۡنَا مِنۡهَا حَبًّا فَمِنۡهُ يَاۡكُلُوۡنَ ﴿٣٣﴾

শাব্দিক অনুবাদ :

২৮. وَمَآ اَنۡزَلۡنَا আর আমি অবতারণ করিনি عَلٰى قَوۡمِهٖ তার সম্প্রদায়ের প্রতি مِنۡۢ بَعۡدِهٖ তাঁর (শাহাদাতের) পর مِنۡ جُنۡدٍ কোনো সেনা দল مِّنَ السَّمَآءِ আসমান হতে وَمَا كُنَّا مُنۡزِلِيۡنَ এবং অবতারণের প্রয়োজনও ছিল না।

২৯. اِنۡ كَانَتۡ اِلَّا صَيۡحَةً وَّاحِدَةً ঐ শাস্তি ছিল কেবল একটি বিকট ধ্বনি فَاِذَا هُمۡ خٰمِدُوۡنَ আর অমনি তারা নিথর নিস্তব্ধ হয়ে গেল।

৩০. يٰحَسۡرَةً عَلَى الۡعِبَادِ আফসোস বান্দাদের উপর مَا يَاۡتِيۡهِمۡ مِّنۡ رَّسُوۡلٍ তাদের নিকট কখনো কোনো রাসূল আসেননি اِلَّا كَانُوۡا بِهٖ يَسۡتَهۡزِءُوۡنَ যাকে তারা বিদ্রূপ না করেছে।

৩১. اَلَمۡ يَرَوۡا তারা কি এর প্রতি লক্ষ্য করেনি যে كَمۡ اَهۡلَكۡنَا قَبۡلَهُمۡ مِّنَ الۡقُرُوۡنِ আমি তাদের পূর্বে বহু কওমকে ধ্বংস করে দিয়েছি اَنَّهُمۡ اِلَيۡهِمۡ لَا يَرۡجِعُوۡنَ তারা এদের নিকট আর ফিরে আসবে না।

৩২. وَاِنۡ كُلٌّ لَّمَّا তার তাদের মধ্যে এমন কেউ নেই جَمِيۡعٌ لَّدَيۡنَا مُحۡضَرُوۡنَ যাকে সমবেতভাবে আমার সম্মুখে উপস্থিত করা হবে না।

৩৩. وَاٰيَةٌ لَّهُمُ এবং তাদের জন্য একটি নিদর্শন হচ্ছে الۡاَرۡضُ الۡمَيۡتَةُ নির্জীব জমিন اَحۡيَيۡنٰهَا আমি তাকে সঞ্জীবিত করেছি وَاَخۡرَجۡنَا مِنۡهَا حَبًّا এবং তা হতে শস্য উৎপন্ন করেছি فَمِنۡهُ يَاۡكُلُوۡنَ ফলে তারা তা হতে আহার করে থাকে।

https://e-ilm.weebly.com/

৩৪. এবং আমি তাতে খেজুর ও আঙ্গুরের উদ্যানসমূহ করে দিয়েছি এবং তাতে প্রস্রবণসমূহ প্রবাহিত করেছি।	وَجَعَلْنَا فِيهَا جَنّٰتٍ مِّنْ نَّخِيلٍ وَّاَعْنَابٍ وَّفَجَّرْنَا فِيهَا مِنَ الْعُيُوْنِ ﴿٣٤﴾
৩৫. যেন তারা তার ফলসমূহ হতে ভক্ষণ করতে পারে, অথচ তাদের হস্তসমূহ তা সৃষ্টি করেনি; তবুও কি তারা শোকর করছে না?	لِيَاْكُلُوْا مِنْ ثَمَرِهٖ ۙ وَمَا عَمِلَتْهُ اَيْدِيْهِمْ ۗ اَفَلَا يَشْكُرُوْنَ ﴿٣٥﴾
৩৬. তিনিই পবিত্র সত্তা– যিনি সর্বপ্রকার রকমবিশিষ্ট বস্তু সৃষ্টি করেছেন, জমিনের উদ্ভিদ জাতি হতেও এবং এই মানবমণ্ডলী হতেও এবং সে সমস্ত বস্তু হতেও যা মানুষ জানে না।	سُبْحٰنَ الَّذِيْ خَلَقَ الْاَزْوَاجَ كُلَّهَا مِمَّا تُنْبِتُ الْاَرْضُ وَمِنْ اَنْفُسِهِمْ وَمِمَّا لَا يَعْلَمُوْنَ ﴿٣٦﴾
৩৭. এবং রাত্রিও তাদের জন্য একটি নিদর্শন, আমি তা হতে দিনকে অপসারণ করি, আর তৎক্ষণাৎ তারা অন্ধকারে অবস্থিত হয়ে পড়ে।	وَاٰيَةٌ لَّهُمُ الَّيْلُ ۖۚ نَسْلَخُ مِنْهُ النَّهَارَ فَاِذَا هُمْ مُّظْلِمُوْنَ ﴿٣٧﴾

শাব্দিক অনুবাদ :

৩৪. وَجَعَلْنَا فِيهَا এবং আমি তাতে করে দিয়েছি جَنّٰتٍ مِّنْ نَّخِيلٍ وَّاَعْنَابٍ খেজুর ও আঙ্গুরের উদ্যানসমূহ وَفَجَّرْنَا فِيهَا এবং তাতে প্রবাহিত করেছি مِنَ الْعُيُوْنِ প্রস্রবণসমূহ।

৩৫. لِيَاْكُلُوْا مِنْ ثَمَرِهٖ যেন তারা তার ফলসমূহ হতে ভক্ষণ করতে পারে وَمَا عَمِلَتْهُ اَيْدِيْهِمْ অথচ তাদের হস্তসমূহ তা সৃষ্টি করেনি اَفَلَا يَشْكُرُوْنَ তুবও কি তারা শোকর করছে না।

৩৬. سُبْحٰنَ তিনিই পবিত্র সত্তা الَّذِيْ خَلَقَ الْاَزْوَاجَ كُلَّهَا যিনি সর্বপ্রকার রকম বিশিষ্ট বস্তু সৃষ্টি করেছেন مِمَّا تُنْبِتُ الْاَرْضُ জমিনের উদ্ভিদ জাতি হতেও وَمِنْ اَنْفُسِهِمْ এবং এই মানবমণ্ডলী হতেও وَمِمَّا لَا يَعْلَمُوْنَ এবং সে সমস্ত বস্তু হতেও যা মানুষ জানে না।

৩৭. وَاٰيَةٌ لَّهُمُ الَّيْلُ এবং রাত্রিও তাদের জন্য একটি নিদর্শন نَسْلَخُ مِنْهُ النَّهَارَ আমি তা হতে দিনকে অপসারণ করি। فَاِذَا هُمْ مُّظْلِمُوْنَ আর তৎক্ষণাৎ তা অন্ধকারে অবস্থিত হয়ে পড়ে।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

শহরের প্রান্ত থেকে আগন্তুক ব্যক্তির ঘটনা : কুরআন পাক তাঁর নাম ও অবস্থা উল্লেখ করেনি। ইবনে ইসহাক হযরত ইবনে আব্বাস, কা'ব আহবার ও ওয়াহাব ইবনে মুনাব্বিহ থেকে বর্ণনা করেন যে, তাঁর নাম ছিল হাবীব। তাঁর পেশা সম্পর্কে বিভিন্ন উক্তি রয়েছে। প্রসিদ্ধ উক্তি এই যে, তিনি 'নাজ্জার' অর্থাৎ, ছুতার ছিলেন। ঐতিহাসিক বর্ণনা থেকে জানা যায় যে, তিনিও প্রথমে মূর্তিপূজারী ছিলেন। পূর্বে প্রেরিত রাসূলদ্বয়ের সাথে সাক্ষাতের পর তাঁদের শিক্ষায় অথবা তাঁদের মু'জিযা দেখে তিনি মুসলমান হয়ে যান এবং কোনো এক গুহায় ইবাদতে মশগুল হন। তিনি যখন সংবাদ পেলেন যে, শহরবাসীরা রাসূলগণকে মিথ্যাবাদী বলে তাঁদেরকে হত্যা করার প্রস্তুতি নিচ্ছে, তখন তিনি আপন সম্প্রদায়ের শুভেচ্ছা ও রাসূলগণের প্রতি সহানুভূতির মনোভাব নিয়ে দ্রুত সম্প্রদায়ের মধ্যে উপস্থিত হলেন এবং তাদেরকে রাসূলগণের অনুসরণ করার উপদেশ দিলেন। অবশেষে তিনি নিজের ঈমান ঘোষণা করে বললেন– اِنِّيْ اٰمَنْتُ بِرَبِّكُمْ فَاسْمَعُوْنِ অর্থাৎ

আমি তোমাদের পালনকর্তার প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করলাম -তোমরা শুনে রাখ। এ ঘোষণাটি সম্প্রদায়ের উদ্দেশ্যে হতে পারে এবং এতে 'তোমাদের পালনকর্তা' বলে বাস্তব ঘটনা বর্ণনা করা হয়েছে, যদিও তারা তা স্বীকার করত না। ঘোষণাটি আবার রাসূলগণের উদ্দেশ্যেও হতে পারে এবং فَاسْمَعُوْنِ বলার উদ্দেশ্য এই যে, আপনারা শুনুন এবং আল্লাহর সামনে আমার ঈমানের সাক্ষ্য দিন।

قِيْلَ ادْخُلِ الْجَنَّةَ قَالَ يٰلَيْتَ قَوْمِيْ يَعْلَمُوْنَ : অর্থাৎ, উপদেশদানের উদ্দেশ্যে শহরের প্রান্ত থেকে আগত ব্যক্তিকে বলা হলো ; জান্নাতে প্রবেশ কর। বাহ্যত কোনো ফেরেশতার মাধ্যমে তা বলা হয়েছে। জান্নাতে প্রবেশ করার অর্থ এ সুসংবাদ দেওয়া যে, জান্নাত তোমার জন্য অবধারিত হয়ে গেছে। সময় এলে অর্থাৎ, হাশর-নাশরের পর তুমি তা লাভ করবে। -[কুরতুবী]

এছাড়া এমন হওয়াও অসম্ভব নয় যে, তাঁকে তাঁর জান্নাতের স্থান তখন দেখিয়ে দেওয়া হয়েছে। এছাড়া বরযখ অর্থাৎ, কবর জগতেও জান্নাতীদেরকে জান্নাতের ফল-ফুল ও আরাম-আয়েসের উপকরণ পৌছানো হয়। তাই তার বরযখে পৌছা একদিক দিয়ে জান্নাতেই প্রবেশ করার শামিল।

কুরআন পাকের উপরিউক্ত বাক্যের দ্বারা ইঙ্গিত করা হয়েছে যে, লোকটিকে শহীদ করে দেওয়া হয়েছিল। কেননা কেবল জান্নাতে প্রবেশ অথবা জান্নাতের বিষয়াদি দেখা মৃত্যুর পরই সম্ভবপর।

ঐতিহাসিক বর্ণনায় হযরত ইবনে আব্বাস (রা.), মুকাতিল ও মুজাহিদ (র.) প্রমুখ থেকে বর্ণিত আছে যে, হাবীব ইবনে ইসমাঈল নাজ্জার নামক এক ব্যক্তি সেই ব্যক্তিত্রয়ের অন্যতম, যাঁরা রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর আবির্ভাবের দশ বছর পূর্বে তাঁর প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করেছিলেন। দ্বিতীয় ব্যক্তি তুব্বা আকবর সম্পর্কে বর্ণিত আছে যে, তিনি পূর্ববর্তী কিতাবসমূহে রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর আগমনের সংবাদ পাঠ করে তাঁর প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করেছিলেন। তৃতীয় ব্যক্তি ওয়ারাকা ইবনে নওফেলও রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর নবুয়তপ্রাপ্তির পূর্বেই তাঁর প্রতি বিশ্বাসী হয়েছিলেন। -[বুখারী]

এটা একমাত্র তাঁরই বৈশিষ্ট্য যে, জন্ম ও নবুয়ত প্রাপ্তির পূর্বেই তিন ব্যক্তি তাঁর প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করেন। অন্য কোনো পয়গম্বরের বেলায় এমনটি হয়নি।

ওয়াহাব ইবনে মুনাব্বিহ বর্ণনা করেন, হাবীব নাজ্জার কুষ্ঠ রোগগ্রস্ত ছিলেন। তাঁর বাসগৃহ শহরের সর্বশেষ প্রান্তে অবস্থিত ছিল। কাল্পনিক উপাস্যদের কাছে আরোগ্য লাভের দোয়া করতে করতে তার সত্তর বছর অতিবাহিত হয়ে যায়। প্রেরিত রাসূলগণ ঘটনাক্রমে সে প্রান্তবর্তী দ্বার দিয়ে ইন্তাকিয়া শহরে প্রবেশ করলে সর্বপ্রথম তার সাথেই তাঁদের দেখা হয়। তাঁরা তাকে মূর্তিপূজা পরিত্যাগ করার এবং এক আল্লাহর উপাসনা করার দাওয়াত দিলেন। তিনি বললেন, আপনাদের দাবি যে সত্য, তার কোনো প্রমাণ বা নিদর্শন আছে কি? তাঁরা হ্যাঁ বললে তিনি স্বীয় কুষ্ঠরোগের কথা উল্লেখ করে জিজ্ঞেস করলেন, আপনারা এ ব্যাধি দূর করতে পারেন কি? রাসূলগণ বললেন, হ্যাঁ আমরা আমাদের পরওয়ারদেগারের কাছে দোয়া করব। তিনি তোমাকে রোগমুক্ত করবেন। তিনি বললেন, আশ্চর্যের কথা, আমি সত্তর বছর ধরে দেব-দেবিদের কাছে দোয়া করছি, কিন্তু কোনোই উপকার পাইনি। আপনাদের পরওয়ারদেগার একদিনে কীরূপে আমার অবস্থা পাল্টে দেবেন? রাসূলগণ বললেন, হ্যাঁ আমাদের রব সর্বশক্তিমান। তুমি যাদেরকে উপাস্য স্থির করেছ, তাদের কোনো গুরুত্বই নেই। তারা কারো উপকার বা অপকার করতে পারে না। একথা শুনে হাবীব আল্লাহর প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করলেন। রাসূলগণ তাঁর জন্য দোয়া করলে আল্লাহ তা'আলা তাঁকে সম্পূর্ণরূপে নিরাময় করে দিলেন। ফলে তাঁর ঈমান আরো দৃঢ়তর হয়ে গেল। তিনি প্রতিজ্ঞা করলেন, সারাদিনে যা উপার্জন করব, তার অর্ধেক আল্লাহর পথে ব্যয় করে দেব। সুতরাং যখন রাসূলগণের বিরুদ্ধে শহরবাসীদের বিক্ষোভের সংবাদ পেলেন, তখন তিনি ছুটে এলেন এবং সম্প্রদায়কে বুঝিয়ে স্বীয় ঈমান ঘোষণা করে দিলেন। ফলে গোটা সম্প্রদায় তাঁর শত্রু হয়ে গেল এবং সবাই তাঁর উপর ঝাঁপিয়ে পড়ল। হযরত ইবনে মাসঊদ (রা.) বর্ণনা করেন, লাথি মেরে মেরে সবাই তাঁকে শহীদ করে দিল। কতক রেওয়ায়েতে প্রস্তর বর্ষণের কথা আছে। বেদম প্রহারের সময়ও তিনি رَبِّ اهْدِ قَوْمِيْ (হে আমার পালনকর্তা, আমার সম্প্রদায়কে হেদায়েত দান করুন) বলে যাচ্ছিলেন। তার তখনকার উক্তিটি পবিত্র কুরআনে এবাবে বিধৃত হয়েছে–

يٰلَيْتَ قَوْمِيْ يَعْلَمُوْنَ بِمَا غَفَرَلِيْ رَبِّيْ وَجَعَلَنِيْ مِنَ الْمُكْرَمِيْنَ.

https://e-ilm.weebly.com/

হাবীব নাজ্জার বীরত্বের সাথে আল্লাহর পথে শহীদ হয়েছিলেন। তাই আল্লাহ তা'আলা তাঁর সাথে বিশেষ সম্মান ও অনুগ্রহমূলক ব্যবহার করে জান্নাতে প্রবেশের আদেশ দেন। তিনি যখন এই সম্মান, অনুগ্রহ ও জান্নাতের নিয়ামতসমূহ প্রত্যক্ষ করলেন, তখন সম্প্রদায়ের কথা স্মরণ করে বাসনা প্রকাশ করলেন যে, হায়! আমার সম্প্রদায় যদি আমার অবস্থা সম্পর্কে অবগত হতো যে, রাসূলগণের প্রতি বিশ্বাস স্থাপনের প্রতিদানে আল্লাহ তা'আলা আমাকে কেমন অনুগ্রহ, সম্মান ও চিরস্থায়ী নিয়ামত দান করেছেন, তবে সম্ভবতঃ তারাও বিশ্বাস স্থাপন করত। আলোচ্য আয়াতে এই বাসনাই ব্যক্ত হয়েছে।

পয়গাম্বরসুলভ দাওয়াত ও সংস্কার : প্রেরিত রাসূলত্রয় মুশরিক ও কাফেরদের সাথে যেভাবে কথা বলেছেন, তাদের কঠোর ও তিক্ত কথার যেভাবে জবাব দিয়েছেন, অনুরূপভাবে তাঁদের দাওয়াতে ইসলাম গ্রহণকারী হাবীব নাজ্জার স্বীয় সম্প্রদায়ের সামনে যেভাবে বক্তব্য রেখেছেন, সেসব বিষয় পর্যালোচনা করলে দেখা যাবে যে, এতে ধর্ম প্রচারক ও সংস্কারকার্যে ব্রতী লোকদের জন্য চমৎকার পথনির্দেশ রয়েছে।

রাসূলগণের উপদেশ প্রচার ও শিক্ষার জবাবে মুশরিকরা তিনটি কথা বলেছে। যথা–

১. তোমরা তো আমাদের মতোই মানুষ, আমরা তোমাদের কথা মানব কেন?

২. করুণাময় আল্লাহ কারো প্রতি কোনো পয়গাম্বর ও কিতাব নাজিল করেননি।

৩. তোমরা নির্জলা মিথ্যা কথা বলছ।

চিন্তা করুন, নিঃস্বার্থ উপদেশমূলক আলাপ আলোচনার জবাবে এরূপ উত্তেজনাপূর্ণ কথাবার্তার কী জবাব হতে পারত? কিন্তু রাসূলগণ কী জবাব দিলেন। তাঁরা শুধু বললেন– رَبُّنَا يَعْلَمُ اِنَّآ اِلَيْكُمْ لَمُرْسَلُوْنَ অর্থাৎ আমাদের পালনকর্তা জানেন, আমরা তোমাদের প্রতি প্রেরিত হয়েছি। আরো বললেন, وَمَا عَلَيْنَآ اِلَّا الْبَلٰغُ الْمُبِيْنُ অর্থাৎ আমাদের কর্তব্য আমরা পালন করেছি এবং আল্লাহর পয়গাম সুস্পষ্টভাবে তোমাদের কাছে পৌঁছে দিয়েছি। এখন মানা না মানা তোমাদের ইচ্ছা। লক্ষ্য করুন, তাঁদের ভাষায় প্রতিপক্ষের উস্কানিমূলক কথাবার্তার কোনো প্রতিক্রিয়া আছে কি? কেমন স্নেহপূর্ণ জবাব দিয়েছেন।

এরপর মুশরিকরা আরো বলল, তোমরা অলক্ষুণে, তোমাদের কারণেই আমরা বিপদাপদে পড়েছি। এর নির্দিষ্ট জবাব ছিল এই : অলক্ষুণে তোমরা নিজেরাই। তোমাদের কুকর্মের কুফল তোমাদের গলার হার হয়েছে। কিন্তু রাসূলগণ এ বিষয়টি অস্পষ্টভাবে ব্যক্ত করেছেন, যাতে তারাই যে অলক্ষুণে, তা পরিষ্কার হয়নি। তারা বললেন– طَآئِرُكُمْ مَّعَكُمْ অর্থাৎ, তোমাদের অমঙ্গল তোমাদের সাথেই রয়েছে। অতঃপর আবার স্নেহের ভঙ্গিতে বললেন– اَئِنْ ذُكِّرْتُمْ অর্থাৎ তোমরা চিন্তা কর, আমরা তোমাদের কী ক্ষতি করলাম? আমরা তো কেবল তোমাদেরকে শুভেচ্ছামূলক উপদেশই দিয়েছি। হ্যাঁ, তাঁদের সর্বাপেক্ষা কঠোর বাক্য ছিল এই : بَلْ اَنْتُمْ قَوْمٌ مُّسْرِفُوْنَ অর্থাৎ তোমরাই সীমালংঘনকারী সম্প্রদায়। তোমরা তিলকে তালে পরিণত কর।

এ হচ্ছে রাসূলগণের সংলাপ। এখন তাঁদের দাওয়াতে সাড়াদানকারী নও-মুসলিমের সংলাপের প্রতিও লক্ষ্য করুন। তিনি প্রথমে দু'টি কথা বলে সম্প্রদায়কে রাসূলগণের কথা মেনে নেওয়ার আহবান জানালেন। প্রথম এই যে, চিন্তা কর, এরা দূর-দূরান্ত থেকে তোমাদেরকে উপদেশ দেওয়ার জন্য এসেছেন। সফরের কষ্ট সহ্য করেছেন, তদুপরি তোমাদের কাছে কোনো রকম বিনিময়ও কামনা করেন না। এরূপ নিঃস্বার্থ লোকদের কথা চিন্তা-ভাবনার দাবি রাখে। দ্বিতীয় এই যে, তাঁরা যা বলেছেন, তা একান্ত, জ্ঞান-বুদ্ধি, ন্যায় -নীতি ও হেদায়েতের কথা। এরপর সম্প্রদায়কে তাদের ভ্রান্তি ও পথভ্রষ্টতা সম্পর্কে সতর্ক করার উদ্দেশ্যে বললেন, তোমরা তোমাদের সৃষ্টিকর্তা ও সর্বশক্তিমান আল্লাহর ইবাদত পরিত্যাগ করে স্বহস্ত-নির্মিত মূর্তিকে ত্রাণকর্তা মনে করে বসেছ। অথচ তারা তোমাদের এতটুকু উপকার করার শক্তি রাখে না এবং আল্লাহর কাছেও তাদের কোনো মর্যাদা নেই যে, সুপারিশ করে তোমাদের বিপদমুক্ত করবে।

কিন্তু হাবীব নাজ্জার কথাগুলো তাদেরকে সরাসরি না বলে নিজের সাথে সংযুক্ত করার পন্থা অবলম্বন করলেন।

وَمَا لِىَ لَآ اَعْبُدُ الَّذِىْ فَطَرَنِىْ : অর্থাৎ এভাবে তিনি প্রতিপক্ষের জন্য উত্তেজিত না হয়ে ঠাণ্ডা মাথায় চিন্তা করার সুযোগ সৃষ্টি করেছেন। কিন্তু তাঁর সম্প্রদায় যখন তাঁর নম্রতা ও সৌজন্যবোধের প্রতি ভ্রুক্ষেপও করল না এবং তাকে হত্যা করার জন্যে ঝাঁপিয়ে পড়ল, তখনো তিনি বদদোয়ার পরিবর্তে رَبِّ اهْدِ قَوْمِىْ (হে আমার পালনকর্তা, আমার সম্প্রদায়কে সুমতি দান করুন।) বলতে বলতে আল্লাহর কাছে প্রাণ সঁপে দিলেন।

https://e-ilm.weebly.com/

আরো আশ্চর্যের বিষয় যে, সম্প্রদায়ের নির্যাতনে হাদীস হাবীব নাজ্জার যখন আল্লাহর অনুগ্রহ, সম্মান ও জান্নাতের নিয়ামত প্রত্যক্ষ করলেন, তখনো পাপিষ্ঠ সম্প্রদায়ের কথা স্মরণ করে শুভেচ্ছা ও কল্যাণাকাঙ্ক্ষা প্রকাশ করলেন যে, হায়! আমার সম্প্রদায় আমার এই সম্মান সম্পর্কে ওয়াকিফহাল হলে তারাও এতে আমার প্রাপ্ত নিয়ামতসমূহের অংশীদার হয়ে যেত। সুবহানাল্লাহ, মানুষের অত্যাচার-উৎপীড়ন সত্ত্বেও তাদের হিতাকাঙ্ক্ষা এ ধরনের মহাপুরুষদের শিরা-উপশিরায় কীভাবে গ্রথিত হয়ে থাকে। পরোপকারের এই মহান প্রেরণার ফলেই জাতিসমূহের কায়া পাল্টে যায় এবং তারা এমন মর্যাদার আসন লাভ করে, যা ফেরেশতাদের জন্যও ঈর্ষার কারণ হয়ে দাঁড়ায়।

বর্তমান যুগের প্রচারক ও সংস্কারকারগণ সাধারণভাবে এই পয়গাম্বরসুলভ আদর্শ পরিত্যাগ করেছেন। ফলে মানুষের মধ্যে তাদের দাওয়াত ও প্রচার ফলপ্রসূ হচ্ছে না। বক্তৃতা-বিবৃতিতে মনের ক্ষোভ মেটানো এবং প্রতিপক্ষের প্রতি বিদ্রূপাত্মক বাক্য বর্ষণ করাকে আজকাল বাহাদুরি জ্ঞান করা হয়, যা প্রতিপক্ষকে আরো বেশি জেদ ও হঠকারিতার আবর্তে নিক্ষেপ করে।

وَمَا أَنْزَلْنَا عَلَىٰ قَوْمِهِ مِنْ بَعْدِهِ مِنْ جُنْدٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَمَا كُنَّا مُنْزِلِينَ إِنْ كَانَتْ إِلَّا صَيْحَةً وَاحِدَةً فَإِذَا هُمْ خَامِدُونَ : এতে মিথ্যারোপকারী ও হাবীব নাজ্জারকে শহীদকারী সম্প্রদায়ের উপর আসমানি আজাবের বিষয় বর্ণিত হয়েছে। এর ভূমিকায় বলা হয়েছে যে, এ সম্প্রদায়কে আজাব দেওয়ার জন্য আমাকে আকাশ থেকে ফেরেশতাদের কোনো বাহিনী পাঠাতে হয়নি এবং এরূপ বাহিনী পাঠানো আমার রীতিও নয়; কারণ, আল্লাহর একজন ফেরেশতাই বড় বড় শক্তিশালী বীর সম্প্রদায়কে মুহূর্তের মধ্যে ধ্বংস করে দেওয়ার জন্য যথেষ্ট। কাজেই তাঁর জন্য ফেরেশতার বাহিনী প্রেরণ করার কী প্রয়োজন। এরপর তাদের উপর আগত আজাবের বিষয় বর্ণনা করে বলা হয়েছে, একজন ফেরেশতার বিকট চিৎকারের ফলে তারা সবাই নিথর-নিস্তব্ধ হয়ে গেল।

বর্ণিত আছে যে, ফেরেশতা জিবরাঈল আমীন শহরের দরজার দুই বাহু ধরে এমন কঠোর ও বিকট আওয়াজ দিলেন, যার ফলে সবারই প্রাণবায়ু বেরিয়ে গেল। তাদের মৃত্যুকে কুরআন خَامِدُونَ শব্দে ব্যক্ত করেছে। خَامِدٌ -এর অর্থ আগুন নিভে যাওয়া। প্রত্যেক প্রাণীর সহজাত তাপের উপর নির্ভরশীল। এই তাপ খতম হওয়ার নামই মৃত্যু। কাজেই خَامِدُونَ অর্থ হলো সহজাত তাপ খতম হওয়ার কারণে তারা ছিল শীতল ও নিথর।

সূরা ইয়াসীনের অধিকতর বিষয়বস্তু হচ্ছে কুদরতের নিদর্শনাবলি এবং আল্লাহ তা'আলার নিয়ামত ও অনুগ্রহরাজি বর্ণনা করে পরকাল প্রমাণ করা এবং হাশর-নাশরের বিশ্বাসে মানুষকে পাকাপোক্ত করা। উল্লিখিত আয়াতসমূহে কুদরতের এমনি ধরনের নির্দেশাবলি বর্ণিত হয়েছে। এগুলো একদিকে আল্লাহ তা'আলার পূর্ণ শক্তির প্রকৃষ্ট প্রমাণ এবং অপরদিকে মানুষ ও সাধারণ সৃষ্টির প্রতি আল্লাহ তা'আলার বিশেষ নিয়ামত ও অনুগ্রহরাজি এবং সেগুলোর অভাবনীয় রহস্যের সাক্ষী।

প্রথম আয়াতে ধরিত্রীর দৃষ্টান্ত বর্ণিত হয়েছে, যা সব সময় মানুষের সামনে রয়েছে। শুষ্ক ধরিত্রীর উপর আকাশ থেকে বৃষ্টি বর্ষিত হয়। ফলে তাতে এক প্রকার জীবন সঞ্চারিত হয় এবং উদ্ভিদ, বৃক্ষ ও ফলমূল জন্মায়। অতঃপর এসব বৃক্ষকে বৃদ্ধি করা ও অব্যাহত রাখার জন্য ভূগর্ভে ও ভূপৃষ্ঠে প্রস্রবণ প্রবাহিত করার কথা উল্লেখ করা হয়েছে।

لِيَأْكُلُوا مِنْ ثَمَرِهِ -অর্থাৎ বায়ু, মেঘমালা এবং ধরিত্রীর সমস্ত শক্তিকে কাজে লাগানোর উদ্দেশ্য মানুষ যাতে সেসব বৃক্ষের ফল-মূল ভক্ষণ করতে পারে। এগুলো তো প্রত্যক্ষ বিষয়, অতঃপর মানুষকে এমন এক বিষয়ে হুশিয়ার করা হয়েছে, যার জন্য এসব কারখানা প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে।

উদ্ভিদ উৎপন্ন করার কাজে মানুষের কোনো হাত নেই : বলা হয়েছে– وَمَا عَمِلَتْهُ أَيْدِيهِمْ ; অধিকাংশ তাফসীরবিদ এর অনুবাদ করেছেন, "তাদের হাত এসব ফল তৈরি করেনি।" এ বাক্যটি অসাবধান মানুষকে আহবান জানিয়েছে যে, একটু চিন্তা কর, এই শস্য-শ্যামল ধরিত্রীতে এ ছাড়া তোমার কাজ কী যে, তুমি মাটিতে বীজ বপন করেছ, তাকে সিক্ত করেছ, নরম করেছ যাতে অংকুরোদগমে অসুবিধা না হয়। কিন্তু বীজ থেকে বৃক্ষ উৎপন্ন করা, বৃক্ষকে পত্র-পল্লবে সজ্জিত করা এবং তাকে ফলে ও ফুলে সমৃদ্ধ করা -এসব কাজে তোমার কি হাত আছে? এগুলো তো একান্তভাবে সর্বশক্তিমান ও প্রজ্ঞাময় আল্লাহ তা'আলারই কাজ। তাই এসব বস্তু দ্বারা উপকার লাভ করায় সেই স্রষ্টা ও মালিককে বিস্মৃত না হওয়া তোমার অবশ্য কর্তব্য।

https://e-ilm.weebly.com/

সূরা ওয়াকিয়ার এ আয়াতটি এরই অনুরূপ– اَفَرَأَيْتُمْ مَا تَحْرُثُوْنَ ءَاَنْتُمْ تَزْرَعُوْنَهٗ اَمْ نَحْنُ الزّٰرِعُوْنَ অর্থাৎ তোমরা যা বপন কর, তাকে সমৃদ্ধ করে বৃক্ষে পরিণত করার কাজটি তোমরা কর, না আমি করি? সারকথা এই যে, এসব ফলমূল তৈরিতে মানুষের কোনো হাত না থাকলেও আমি এগুলো সৃষ্টি করে মানুষকে মালিক বানিয়ে দিয়েছি। তৎসঙ্গে এগুলো ভক্ষণ করার ও কাজে লাগাবার নৈপুণ্যও শিক্ষা দিয়েছি।

মানুষের খাদ্য ও জীবজন্তুর খাদ্যের মধ্য বিশেষ পার্থক্য রয়েছে : ইবনে জারীর (র.) প্রমুখ তাফসীরবিদ وَمَا عَمِلَتْهُ বাক্যের مَا কে مَوْصُوْل -এর অর্থে ধরে অনুবাদ করেছেন এসব বস্তু সৃষ্টি করেছি, যাতে মানুষ এগুলোর ফল-মূল ভক্ষণ করে এবং সেই বস্তুও ভক্ষণ করে, যা এসব উদ্ভিদ ও ফল-মূল দিয়ে মানুষ স্বহস্তে তৈরি করে। উদাহরণত ফল-মূল দিয়ে নানারকম হালুয়া, আচার, চাটনী ইত্যাদি তৈরি করা হয়। কতক ফল থেকে তৈল বের করা হয়। সারকথা এই যে, ফল-মূল মানুষের কর্ম ছাড়াও খাওয়ার যোগ্য করে সৃজিত হয়েছে এবং এক এক ফল দিয়ে বিভিন্ন প্রকার সুস্বাদু ও উপাদেয় বস্তু তৈরি করার নৈপুণ্যও আল্লাহ তা'আলা মানুষকে শিক্ষা দিয়েছেন।

এমতাবস্থায় ফল সৃষ্টি করা যেমন একটি নিয়ামত, তেমনি ফল দিয়ে নানা রকমের সুস্বাদু ও উপাদেয় খাদ্য তৈরির নৈপুণ্য শিক্ষা দেওয়াও একটি নিয়ামত। এই তাফসীর উদ্ধৃত করে ইবনে কাছীর (র.) বলেন, হযরত ইবনে মাসউদের এক কেরাত দ্বারাও এই তাফসীরটি সমর্থিত হয়। তাঁর কেরাতে مَا শব্দের পরিবর্তে مِمَّا عَمِلَتْهُ اَيْدِيْهِمْ রয়েছে।

এর বিশদ বর্ণনা এই যে, দুনিয়ার সকল জীব-জন্তু, উদ্ভিদ ও ফল ভক্ষণ করে। কতক জানোয়ার মাংস একবং কতক জানোয়ার মাটি ভক্ষণ করে। কিন্তু তাদের খোরাক একক বস্তুই হয়ে থাকে। তৃণভোজী জন্তু খাঁটি তৃণ এবং মাংসভোজী জন্তু খাঁটি মাংস ভক্ষণ করে। কয়েক প্রকারের বস্তুকে একত্রে মিলিয়ে নানারকম খাদ্য প্রস্তুত করা লবণ, মরিচ, চিনি, টক ইত্যাদি মিশ্রতি করে একই খাদ্যের দশ প্রকার তৈরি করা এক প্রকার মিশ্র খোরাক একমাত্র মানুষেরই বৈশিষ্ট্য। চর্ব্য-চুষ্য-লেহ্য-পেয় খাদ্য তৈরি করার নৈপুণ্য মানুষকেই শিক্ষা দেওয়া হয়েছে। আল্লাহ তা'আলা এসব নিয়ামত উল্লেখ করার পর উপসংহারে বলা হয়েছে– اَفَلَا يَشْكُرُوْنَ অর্থাৎ বুদ্ধিমানরা এসব বস্তু দেখার পরও কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে না কেন? অতঃপর মানুষ ও জীবজন্তুকে শামিল করে সর্বময় ক্ষমতার আরো একটি নিদর্শন প্রকাশ করা হয়েছে। ইরশাদ হচ্ছে– سُبْحَانَ الَّذِيْ خَلَقَ الْاَزْوَاجَ كُلَّهَا مِمَّا تُنْبِتُ الْاَرْضُ وَمِنْ اَنْفُسِهِمْ وَمِمَّا لَا يَعْلَمُوْنَ ; এতে اَزْوَاجٌ শব্দটি زَوْجٌ -এর বহুবচন। অর্থ– জোড়া। জোড়ার মধ্যে পরস্পর বিরোধী দুই বস্তু থাকে, যেমন নর ও নারীর মধ্যে নরকে নারীর এবং নারীকে নরের জোড়া বলা হয়। এমনিভাবে জীবজন্তুর নর ও মাদা পরস্পরে জোড়া। অনেক উদ্ভিদের মধ্যেও নর ও মাদার অস্তিত্ব আবিষ্কৃত হয়েছে। খেজুর ও পেঁপে গাছের মধ্যে তো এটা সুবিদিতই। অন্যান্য বস্তুর মধ্যেও এটা অবাস্তর নয়। আধুনিক বৈজ্ঞানিক গবেষণায় জানা গেছে যে, সমস্ত ফলবিশিষ্ট ও ফুলবিশিষ্ট বৃক্ষের মধ্যে নর ও মাদা হয়ে থাকে এবং এগুলোতে প্রজনন প্রক্রিয়াও চালু আছে। এমনি ধরনের গোপন প্রক্রিয়া যদি জড়পদার্থ ও অন্যান্য সৃষ্টবস্তুর মধ্যেও থেকে থাকে, তবে তাতে আশ্চর্য হওয়ার কিছু নেই। وَمِمَّا لَا يَعْلَمُوْنَ বাক্যে এদিকেই ইঙ্গিত পাওয়া যায়। সাধারণভাবে তাফসীরবিদগণ اَزْوَاجٌ শব্দের অর্থ নিয়েছেন প্রকার ও শ্রেণি। কেননা, দু'টি বিপরীত বস্তুকেও জোড়া বলা হয়; যেমন শৈত্য-উত্তাপ, জল-স্থল, দুঃখ-আনন্দ, রোগ-সুস্থতা ইত্যাদি। এগুলোর প্রত্যেকটির মধ্যে সর্বোচ্চ, সর্বনিম্ন ও মাঝারি হওয়ার দিক দিয়ে অনেক স্তর ও শ্রেণি হয়ে যায়। অনুরূপভাবে মানুষ ও জন্তু-জানোয়ারের মধ্যে বর্ণ, আকার, ভাষা ও চালচলনের দিক দিয়ে অনেক শ্রেণি ও প্রকার রয়েছে। اَزْوَاجٌ শব্দের মধ্যে এগুলো সব দাখিল আছে। আয়াতের প্রথমে مِمَّا تُنْبِتُ الْاَرْضُ বলে উদ্ভিদের বিভিন্ন প্রকার বর্ণনা করা হয়েছে। অতঃপর مِنْ اَنْفُسِهِمْ বলে মানুষের শ্রেণি ও প্রকার উল্লেখ করা হয়েছে। সর্বশেষে وَمِمَّا لَا يَعْلَمُوْنَ বলে অনাবিষ্কৃত হাজারো সৃষ্টির দিকে ইঙ্গিত করা হয়েছে। ভূ-গর্ভে, সমুদ্রে এবং পর্বতসমূহে জীবজন্তু, উদ্ভিদ ও জড় পদার্থের কী পরিমাণ প্রকার রয়েছে, তা একমাত্র আল্লাহ তা'আলাই জানেন।

وَاٰيَةٌ لَّهُمُ الَّيْلُ نَسْلَخُ مِنْهُ النَّهَارَ : এখানে আকাশে ও দিগন্তে বিস্তৃত সৃষ্ট বস্তুসমূহের মধ্যে কুদরতের নিদর্শনাবলি সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে। سَلْخٌ -এর শাব্দিক অর্থ– চামড়া বের করা। কোনো জন্তুর দেহ থেকে চামড়া অথবা অন্য কোনো বস্তুর উপর থেকে আবরণ সরিয়ে দিলে ভিতরের বস্তু প্রকাশ পায়। এ দৃষ্টান্তে ইঙ্গিত করা হয়েছে যে, দুনিয়াতে অন্ধকারই আসল; আলোক বৈপত্তিক বিষয়। এটা গ্রহ ও তারকার মাধ্যমে পৃথিবীকে আচ্ছন্ন করে নেয়। আল্লাহ তা'আলার ব্যবস্থাধীনে নির্দিষ্ট সময়ে আলোকে উপর থেকে সরিয়ে নিলে অন্ধকারই থেকে যায়। একেই রাত্রি বলা হয়।

https://e-ilm.weebly.com/

https://e-ilm.weebly.com/

শব্দ বিশ্লেষণ :

أَتَّخِذُ : সীগাহ واحد متكلم বহছ مضارع معروف বাব اِفْتِعَالٌ মাসদার اَلْاِتِّخَاذُ মূলবর্ণ (أ - خ - ذ) জিনস مهموز فاء অর্থ– আমি গ্রহণ করব।

يُرِدْنَ : সীগাহ واحد مذكر غائب বহছ مضارع مجزوم بان বাব اِفْعَالٌ মাসদার اَلْاِرَادَةُ মূলবর্ণ (ر - و - د) জিনস اجوف واوى অর্থ– দিতে চান, কামনা করেন।

لَا تُغْنِ : সীগাহ واحد مؤنث غائب বহছ مضارع منفى معروف বাব اِفْعَالٌ মাসদার اَلْاِغْنَاءُ মূলবর্ণ (غ - ن - ى) জিনস ناقص يائى অর্থ– কোনো কাজে আসবে না, উপকারে আসবে না।

اٰمَنْتُ : সীগাহ واحد متكلم বহছ ماضى معروف বাব اِفْعَالٌ মাসদার اَلْاِيْمَانُ মূলবর্ণ (أ - م - ن) জিনস مهموز فاء অর্থ– আমি ঈমান এনেছি।

اَلْمُكْرَمِيْنَ : সীগাহ جمع مذكر বহছ اسم مفعول বাব اِفْعَالٌ মাসদার اَلْاِكْرَامُ মূলবর্ণ (ك - ر - م) জিনস صحيح অর্থ– সম্মানিত ব্যক্তিবর্গ।

خَامِدُوْنَ : সীগাহ جمع مذكر বহছ اسم فاعل বাব نَصَرَ মাসদার اَلْخُمُوْدُ মূলবর্ণ (خ - م - د) জিনস صحيح অর্থ– নিস্পন্দন, নিথর নিস্তব্ধ।

يَسْتَهْزِءُوْنَ : সীগাহ جمع مذكر غائب বহছ مضارع معروف বাব اِسْتِفْعَالٌ মাসদার اَلْاِسْتِهْزَاءُ মূলবর্ণ (ه - ز - ء) জিনস مهموز لام অর্থ– তারা বিদ্রূপ করেছে।

لَمْ يَرَوْا : সীগাহ جمع مذكر غائب বহছ نفى جحد يلم درفعل مستقبل معروف বাব فَتَحَ মাসদার اَلرُّؤْيَةُ মূলবর্ণ (ر - أ - ى) জিনস মুরাক্কাব (مهموز عين এবং ناقص يائى) অর্থ– তারা এর প্রতি লক্ষ্য করেনি।

اَحْيَيْنٰهَا : সীগাহ جمع متكلم বহছ ماضى معروف বাব اِفْعَالٌ মাসদার اَلْاِحْيَاءُ মূলবর্ণ (ح - ى - ى) জিনস لفيف مقرون অর্থ– আমি তাকে সঞ্জীবিত করেছি, জীবিত করেছি।

عُيُوْنٌ : বহুবচন, একবচন عين অর্থ– প্রস্রবণসমূহ, ঝরনাসমূহ।

تُنْبِتُ : সীগাহ واحد مؤنث غائب বহছ مضارع معروف বাব اِفْعَالٌ মাসদার اَلْاِنْبَاتُ মূলবর্ণ (ن - ب - ت) জিনস صحيح অর্থ– উদ্ভিদ গজায়, অঙ্কুরিত করে।

نَسْلَخُ : সীগাহ جمع متكلم বহছ مضارع معروف বাব فَتَحَ মাসদার سَلْخٌ মূলবর্ণ (س - ل - خ) জিনস صحيح অর্থ– আমি অপসারণ করি, দূর করি।

বাক্য বিশ্লেষণ :

وَمَا لِيَ لَآ اَعْبُدُ الَّذِيْ فَطَرَنِيْ وَاِلَيْهِ تُرْجَعُوْنَ : واو হলো عاطفة এবং مَا অব্যয়টি اسم استفهام ও মুবতাদা হলো لِىَ খবর এবং لَآ اَعْبُدُ বাক্যটি جملة حالية এবং اَنَا উহ্য যমীর হলো এর فاعل আর اَلَّذِىْ হলো مفعول এবং فَطَرَنِىْ হলো তার صلة আর اِلَيْهِ বাক্যাংশটি تُرْجَعُوْنَ-এর সাথে متعلق আর تُرْجَعُوْنَ হলো فعل مجهول এবং واو হলো نائب فاعل –(ই'রাবুল কুরআন : খ. ৬. পৃ. ৩১৭ ও ৩১৮)

৩৮. এবং সূর্য তার নির্দিষ্ট কক্ষে ভ্রমণ করে চলছে; এটা তাঁরই নির্ধারিত পরিমাণ, যিনি মহাপরাক্রান্ত, জ্ঞানময়;	وَالشَّمْسُ تَجْرِيْ لِمُسْتَقَرٍّ لَّهَا ۚ ذٰلِكَ تَقْدِيْرُ الْعَزِيْزِ الْعَلِيْمِ ﴿٣٨﴾
৩৯. আর [অন্যতম নিদর্শন] চন্দ্রের জন্য মনযিলসমূহ নির্দিষ্ট করে রেখেছি, [এবং সে তা অতিক্রম করছে] এমনকি তা [অতিক্রম শেষে ক্ষীণ হয়ে] এরূপ হয়ে যায়, যেন খেজুরের পুরাতন শাখা।	وَالْقَمَرَ قَدَّرْنٰهُ مَنَازِلَ حَتّٰى عَادَ كَالْعُرْجُوْنِ الْقَدِيْمِ ﴿٣٩﴾
৪০. সূর্যের সাধ্য নেই যে, চন্দ্রকে গিয়ে ধরবে, আর না রাত্রি দিবসের পূর্বে আসতে পারবে এবং প্রত্যেকে নিজ নিজ কক্ষপথে সন্তরণ করছে।	لَا الشَّمْسُ يَنْۢبَغِيْ لَهَآ اَنْ تُدْرِكَ الْقَمَرَ وَلَا الَّيْلُ سَابِقُ النَّهَارِ ۗ وَكُلٌّ فِيْ فَلَكٍ يَّسْبَحُوْنَ ﴿٤٠﴾
৪১. এবং তাদের জন্য [আর] একটি নিদর্শন এই যে, আমি তাদের সন্তানদেরকে বোঝাই নৌকায় আরোহণ করিয়েছি।	وَاٰيَةٌ لَّهُمْ اَنَّا حَمَلْنَا ذُرِّيَّتَهُمْ فِي الْفُلْكِ الْمَشْحُوْنِ ﴿٤١﴾
৪২. এবং তাদের [স্থলভাগে ভ্রমণের] জন্য অনুরূপ এমন বস্তু আরো সৃষ্টি করেছি, যাতে তারা আরোহণ করে।	وَخَلَقْنَا لَهُمْ مِّنْ مِّثْلِهٖ مَا يَرْكَبُوْنَ ﴿٤٢﴾
৪৩. আর যদি আমি ইচ্ছা করি, তবে তাদেরকে ডুবিয়ে দিতে পারি, তখন কেউ তাদের আর্তনাদে সাড়াও দেবে না এবং তারা পরিত্রাণও পাবে না।	وَاِنْ نَّشَاْ نُغْرِقْهُمْ فَلَا صَرِيْخَ لَهُمْ وَلَا هُمْ يُنْقَذُوْنَ ﴿٤٣﴾

শাব্দিক অনুবাদ :

৩৮. وَالشَّمْسُ এবং সূর্য تَجْرِيْ ভ্রমণ করে চলছে لِمُسْتَقَرٍّ لَّهَا তার নির্দিষ্ট কক্ষে ذٰلِكَ تَقْدِيْرُ এটা তারই নির্ধারিত পরিমাণ الْعَزِيْزِ الْعَلِيْمِ যিনি মহাপরাক্রান্ত জ্ঞানময়।

৩৯. وَالْقَمَرَ قَدَّرْنٰهُ مَنَازِلَ আর চন্দ্রের জন্য মনজিলসমূহ নির্দিষ্ট করে রেখেছি حَتّٰى عَادَ এমনকি তা এরূপ হয়ে যায় كَالْعُرْجُوْنِ الْقَدِيْمِ যেন খেজুরের পুরাতন শাখা।

৪০. لَا الشَّمْسُ يَنْۢبَغِيْ لَهَا সূর্যের সাধ্য নেই যে اَنْ تُدْرِكَ الْقَمَرَ চন্দ্রকে গিয়ে ধরবে وَلَا الَّيْلُ سَابِقُ النَّهَارِ আর না রাত্রি দিবসের পূর্বে আসতে পারবে وَكُلٌّ فِيْ فَلَكٍ يَّسْبَحُوْنَ এবং প্রত্যেকে নিজ নিজ কক্ষপথে সন্তরণ করছে।

৪১. وَاٰيَةٌ لَّهُمْ এবং তাদের জন্য (আর) একটি নিদর্শন এই যে اَنَّا حَمَلْنَا আমি আরোহণ করিয়েছি ذُرِّيَّتَهُمْ তাদের সন্তানদেরকে فِي الْفُلْكِ الْمَشْحُوْنِ বোঝাই নৌকায়।

৪২. وَخَلَقْنَا لَهُمْ এবং তাদের জন্য আরো সৃষ্টি করেছি مِنْ مِّثْلِهٖ অনুরূপ এমন বস্তু مَا يَرْكَبُوْنَ যাতে তারা আরোহণ করে।

৪৩. وَاِنْ نَّشَاْ আর যদি আমি ইচ্ছা করি نُغْرِقْهُمْ তবে তাদেরকে ডুবিয়ে দিতে পারি فَلَا صَرِيْخَ لَهُمْ তখন কেউ তাদের আর্তনাদে সাড়াও দিবে না وَلَا هُمْ يُنْقَذُوْنَ এবং তারা পরিত্রাণও পাবে না।

https://e-ilm.weebly.com/

৪৪. কিন্তু এটা আমারই অনুগ্রহ এবং তাদেরকে এক নির্দিষ্ট সময় পর্যন্ত পার্থিব জীবনের উপভোগ প্রদান করা।	إِلَّا رَحْمَةً مِّنَّا وَمَتَاعًا إِلَىٰ حِينٍ ﴿٤٤﴾
৪৫. আর যখন তাদেরকে বলা হয়, তোমরা ঐ আজাবকে ভয় কর, যা তোমাদের সম্মুখে রয়েছে এবং যা তোমাদের পশ্চাতে [মৃত্যুর পরে] রয়েছে যাতে তোমাদের প্রতি অনুগ্রহ করা হয়।	وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّقُوا مَا بَيْنَ أَيْدِيكُمْ وَمَا خَلْفَكُمْ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ ﴿٤٥﴾
৪৬. এবং তাদের প্রতিপালকের নিদর্শনাবলি হতে এমন কোনো নিদর্শনই তাদের নিকট আসে না, তারা যা অমান্য না করে।	وَمَا تَأْتِيهِم مِّنْ آيَةٍ مِّنْ آيَاتِ رَبِّهِمْ إِلَّا كَانُوا عَنْهَا مُعْرِضِينَ ﴿٤٦﴾
৪৭. আর যখন তাদেরকে বলা হয় যে, আল্লাহ্ তোমাদেরকে যা দান করেছেন তা হতে ব্যয় কর, তখন কাফেররা মু'মিনদেরকে বলে যে, আমরা কি এমন লোকদেরকে খাওয়াব, যাদেরকে আল্লাহ্ ইচ্ছা করলে খাওয়াতে পারেন? তোমরা তো প্রকাশ্য ভ্রান্তির মধ্যে রয়েছ।	وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ أَنفِقُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ قَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِلَّذِينَ آمَنُوا أَنُطْعِمُ مَن لَّوْ يَشَاءُ اللَّهُ أَطْعَمَهُ إِنْ أَنتُمْ إِلَّا فِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ ﴿٤٧﴾
৪৮. আর এ কাফেররা বলে, কখন [কিয়ামতের] এ প্রতিশ্রুতি [কার্যকরী] হবে? যদি তোমরা সত্যবাদী হও [তবে বল]।	وَيَقُولُونَ مَتَىٰ هَٰذَا الْوَعْدُ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ ﴿٤٨﴾

শাব্দিক অনুবাদ :

৪৪. إِلَّا رَحْمَةً مِّنَّا কিন্তু এটা আমারই অনুগ্রহ وَمَتَاعًا إِلَىٰ حِينٍ এবং তাদেরকে এক নির্দিষ্ট সময় পর্যন্ত পার্থিব জীবনের উপভোগ প্রদান করা।

৪৫. وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ আর যখন তাদেরকে বলা হয় اتَّقُوا তোমরা ঐ আজাবকে ভয় কর مَا بَيْنَ أَيْدِيكُمْ যা তোমাদের সম্মুখে রয়েছে وَمَا خَلْفَكُمْ এবং যা তোমাদের পশ্চাতে রয়েছে لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ যাতে তোমাদের প্রতি অনুগ্রহ করা হয়।

৪৬. وَمَا تَأْتِيهِم এবং তাদের নিকট আসে না مِّنْ آيَةٍ এমন কোনো নিদর্শনই مِّنْ آيَاتِ رَبِّهِمْ তাদের প্রতিপালকের নিদর্শনাবলি হতে إِلَّا كَانُوا عَنْهَا مُعْرِضِينَ তারা যা অমান্য না করে।

৪৭. وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ আর যখন তাদেরকে বলা হয় أَنفِقُوا ব্যয় কর مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ আল্লাহ তোমাদেরকে যা দান করেছেন তা হতে قَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا তখন কাফেররা বলে لِلَّذِينَ آمَنُوا মুমিনদেরকে أَنُطْعِمُ আমরা কি এমন লোকদেরকে খাওয়াব مَن لَّوْ يَشَاءُ اللَّهُ أَطْعَمَهُ যাদেরকে আল্লাহ ইচ্ছা করলে খাওয়াতে পারেন إِنْ أَنتُمْ إِلَّا فِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ তোমরা তো প্রকাশ্য ভ্রান্তির মধ্যে রয়েছ।

৪৮. وَيَقُولُونَ আর এ কাফেররা বলে مَتَىٰ هَٰذَا الْوَعْدُ কখন (কিয়ামতের) এ প্রতিশ্রুতি (কার্যকরী) হবে إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ যদি তোমরা সত্যবাদী হও।

https://e-ilm.weebly.com/

مَا يَنْظُرُوْنَ اِلَّا صَيْحَةً وَّاحِدَةً تَاْخُذُهُمْ وَهُمْ يَخِصِّمُوْنَ ﴿٤٩﴾	৪৯. এরা কেবল একটি ভয়ঙ্কর ধ্বনির প্রতীক্ষায় রয়েছে, যা তাদেরকে পাকড়াও করবে, আর তারা সকলে পরস্পর ঝগড়া-বিবাদ করতে থাকবে।
فَلَا يَسْتَطِيْعُوْنَ تَوْصِيَةً وَّلَآ اِلٰٓى اَهْلِهِمْ يَرْجِعُوْنَ ﴿٥٠﴾	৫০. সুতরাং তারা অসিয়ত করারও সুযোগ পাবে না এবং নিজ পরিবারের লোকদের নিকট ফিরে যেতেও পারবে না।
وَنُفِخَ فِي الصُّوْرِ فَاِذَا هُمْ مِّنَ الْاَجْدَاثِ اِلٰى رَبِّهِمْ يَنْسِلُوْنَ ﴿٥١﴾	৫১. এবং [দ্বিতীয়বার যখন] শিঙ্গায় ফুৎকার দেওয়া হবে তৎক্ষণাৎ তারা কবরসমূহ হতে [উঠে] নিজ প্রতিপালকের দিকে ছুটে চলবে।
قَالُوْا يٰوَيْلَنَا مَنْۢ بَعَثَنَا مِنْ مَّرْقَدِنَا ٚ هٰذَا مَا وَعَدَ الرَّحْمٰنُ وَصَدَقَ الْمُرْسَلُوْنَ ﴿٥٢﴾	৫২. এবং তারা বলবে, হায় আমাদের দুর্ভোগ! আমাদেরকে আমাদের কবর হতে কে উঠাল? [ফেরেশতারা বলবেন,] এটা তাই, করুণাময় আল্লাহ্ যার প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন এবং রাসূলগণ সত্য বলতেন।

শাব্দিক অনুবাদ :

৪৯. مَا يَنْظُرُوْنَ اِلَّا صَيْحَةً وَّاحِدَةً এরা কেবল একটি ভয়ঙ্কর ধ্বনির প্রতীক্ষায় রয়েছে تَاْخُذُهُمْ যা তাদেরকে পাকড়াও করবে وَهُمْ يَخِصِّمُوْنَ আর তারা সকলে পরস্পর ঝগড়া-বিবাদ করতে থাকবে।

৫০. فَلَا يَسْتَطِيْعُوْنَ تَوْصِيَةً সুতরাং তারা অসিয়ত করারও সুযোগ পাবে না وَّلَآ اِلٰٓى اَهْلِهِمْ يَرْجِعُوْنَ এবং নিজ পরিবারের লোকদের নিকট ফিরে যেতেও পারবে না।

৫১. وَنُفِخَ فِي الصُّوْرِ এবং (দ্বিতীয়বার যখন) শিঙ্গায় ফুৎকার দেওয়া হবে فَاِذَا هُمْ مِّنَ الْاَجْدَاثِ তৎক্ষণাৎ তারা কবরসমূহ হতে (উঠে) اِلٰى رَبِّهِمْ يَنْسِلُوْنَ নিজ প্রতিপালকের দিকে ছুটে চলবে।

৫২. قَالُوْا এবং তারা বলবে يٰوَيْلَنَا হায় আমাদের দুর্ভোগ مَنْۢ بَعَثَنَا আমাদেরকে কে উঠাল مِنْ مَّرْقَدِنَا আমাদের কবর হতে هٰذَا এটা তাই مَا وَعَدَ الرَّحْمٰنُ করুণাময় আল্লাহ যার প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন وَصَدَقَ الْمُرْسَلُوْنَ এবং রাসূলগণ সত্য বলতেন।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

وَاِذَا قِيْلَ لَهُمْ اَنْفِقُوْا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللّٰهُ قَالَ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا لِلَّذِيْنَ اٰمَنُوْٓا اَنُطْعِمُ مَنْ لَّوْ يَشَآءُ اللّٰهُ اَطْعَمَهٗٓ اِنْ اَنْتُمْ اِلَّا فِيْ ضَلٰلٍ مُّبِيْنٍ

শানে নুযুল : আল্লামা কুরাইশী ও মাওয়ার্দী (র.) প্রমুখ বর্ণনা করেন যে, আলোচ্য আয়াত যিন্দীক কপট কাফেরদের সম্পর্কে নাজিল করা হয়েছে। তাদের মধ্যে একটি সম্প্রদায় ছিল, যারা মহান সৃষ্টিকর্তা আল্লাহ্ তা'আলার প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করত না। আল্লাহ্ তা'আলার অস্তিত্বকে বিশ্বাস করত না। তারা বিদ্রূপাত্মকভাবে "لَوْ يَشَآءُ اللّٰهُ" "আল্লাহ্ যদি ইচ্ছা করতেন" এ ধরনের বাক্যালাপ করত।

তাদের হঠকারিতামূলক আলাপচারিতার পরিপ্রেক্ষিতে আল্লাহ্ তা'আলা আলোচ্য আয়াত নাজিল করেন।

https://e-ilm.weebly.com/

হাসান ও আবূ খালেদ (র.) বলেন, আলোচ্য আয়াত ইহুদি সম্প্রদায় সম্পর্কে নাজিল করা হয়েছে। অনাথ-দুঃস্থ মুসলমানদেরকে সাহায্য প্রদান করার জন্য তাদের আদেশ করায় তারা বলেছিল "আল্লাহ ইচ্ছা করলে তাদেরকে ধনাঢ্য করতে পারতেন" একথাগুলো তারা বিদ্রূপাত্মকভাবে বলত। তাদের বিদ্রূপাত্মক জবাবের পরিপ্রেক্ষিতে আল্লাহ তা'আলা আলোচ্য আয়াত নাজিল করেন।

অপর বর্ণনায় বর্ণিত রয়েছে যে, হযরত আবূ বকর সিদ্দীক (রা.) অনাথ ও দরিদ্র মুসলমানদের মাঝে খাদ্য বণ্টন করছিলেন। এমন সময় আবূ জাহেল তাঁর সাথে সাক্ষাৎ করে বলল, হে আবূ বকর! আল্লাহ এদের খাওয়াতে সক্ষম, তুমি কি এমন বিশ্বাস কর? তিনি জবাবে বললেন, হ্যাঁ অবশ্যই। তখন সে বলল, তাহলে এদেরকে খাদ্য দিচ্ছে না কেন? তিনি জবাবে বললেন, আল্লাহ কাউকে দরিদ্রতা দিয়ে পরীক্ষা করেন আবার কাউকে ধনাঢ্যতা দিয়ে পরীক্ষা করেন। দরিদ্রদেরকে তিনি ধৈর্য ধারণ করতে আদেশ করেছেন আবার ধনীদেরকে তিনি আদেশ করেছেন দান দাক্ষিন্য করতে। নরাধম আবূ জাহেল এবার বলল, তুমি সুস্পষ্ট বিভ্রান্তিতে লিপ্ত রয়েছ। হে আবূ বকর! তোমার দৃঢ় বিশ্বাস হলো, আল্লাহ তা'আলা তাদেরকে খাওয়াতে সক্ষম, অথচ তিনি তো তাদেরকে অন্ন দিচ্ছেন না। তুমিই তো তাদেরকে আবার অন্ন দিচ্ছ? এ পরিপ্রেক্ষিতে আল্লাহ তা'আলা আলোচ্য আয়াত নাজিল করেন। -[রূহুল মা'আনী ৩০/২৩/১২, কুরতুবী ৩৬/১৫]

وَالشَّمْسُ تَجْرِىْ لِمُسْتَقَرٍّ لَّهَا ذٰلِكَ تَقْدِيْرُ الْعَزِيْزِ الْعَلِيْمِ অর্থাৎ সূর্য তার অবস্থানস্থলের দিকে চলতে থাকে। এই অবস্থানস্থল স্থানগত ও কালগত উভয় প্রকার হতে পারে। مُسْتَقَرٌّ শব্দটি কখনো ভ্রমণের শেষ সীমার অর্থেও ব্যবহৃত হয় যদিও সাথে সাথে বিরতি না দিয়ে দ্বিতীয় ভ্রমণ শুরু হয়ে যায়। -[ইবনে কাছীর]

কোনো কোনো তাফসীরবিদ এখানে কালগত অবস্থানস্থল অর্থ নিয়েছেন। অর্থাৎ সেই সময়, যখন সূর্য তার নির্দিষ্ট গতি সমাপ্ত করবে। সে সময়টি কিয়ামতের দিন। তাফসীর অনুযায়ী আয়াতের অর্থ এই যে, সূর্য তার কক্ষ পথে মজবুত ও অটল ব্যবস্থাধীনে পরিভ্রমণ করছে। এতে কখনো এক মিনিট এক সেকেণ্ডের পার্থক্য হয় না। সূর্যের এই গতি চিরস্থায়ী নয়। তার একটি বিশেষ অবস্থানস্থল আছে, যেখানে পৌঁছে, তার গতি স্তব্ধ হয়ে যাবে। সেটা হচ্ছে কিয়ামতের দিন। এই তাফসীর হযরত কাতাদাহ (র.) থেকে বর্ণিত আছে। -[ইবনে কাছীর]

সূরা যুমারের এক আয়াতেও এর সমর্থন পাওয়া যায় যে, مُسْتَقَرٌّ -এর অর্থ কিয়ামতের দিন। আয়াতটি এই :

خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ بِالْحَقِّ يُكَوِّرُ اللَّيْلَ عَلَى النَّهَارِ وَيُكَوِّرُ النَّهَارَ عَلَى اللَّيْلِ وَسَخَّرَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ كُلٌّ يَّجْرِىْ لِاَجَلٍ مُّسَمًّى.

এতেও সূরা ইয়াসীনের আলোচ্য আয়াতের অনুরূপ বিষয়বস্তু বর্ণিত হয়েছে। দিবা-রাত্রির পরিবর্তনকে সাধারণের দৃষ্টি অনুযায়ী রূপক আকারে বর্ণনা করে বলা হয়েছে যে, আল্লাহ্ তা'আলা রাত্রি দ্বারা দিবসকে এবং দিবস দ্বারা রাত্রিকে আচ্ছন্ন করে দেন। রাত্রিও দিবস যেন, দু'টি আবরণ। রাত্রির আবরণ দিনের উপর ফেলে দিলে রাত্রি হয়ে যায় এবং দিনের আবরণ রাত্রির উপর ফেলে দিলে দিন হয়ে যায়। এরপর বলা হয়েছে সূর্য ও চন্দ্র উভয়ই আল্লাহ তা'আলার আজ্ঞাবহ। প্রত্যেকেই বিশেষ মেয়াদের দিকে ধাবিত হচ্ছে। এখানে اَجَلٍ مُّسَمًّى শব্দের অর্থ নির্দিষ্ট মেয়াদ। অর্থাৎ সূর্য ও চন্দ্র উভয়ের গতি নির্দিষ্ট মেয়াদে অর্থাৎ কিয়ামতে পৌঁছে খতম হয়ে যাবে। আলোচ্য আয়াতেও বাহ্যত مُسْتَقَرٌّ শব্দ দ্বারা এই নির্দিষ্ট মেয়াদই বুঝানো হয়েছে। এ তাফসীরের অর্থেও কোনো খটকা নেই এবং সৌর বিজ্ঞানের আলোকেও কোনো আপত্তি নেই।

কতক তাফসীরবিদ কয়েকজন সাহাবী থেকে বর্ণিত বুখারী ও মুসলিমের একটি হাদীসের ভিত্তিতে আয়াতে স্থানগত অবস্থানের অর্থ নিয়েছেন।

আবূ যার গিফারী (রা.) একদিন রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর সাথে সূর্যাস্তের সময় মসজিদে উপস্থিত ছিলেন। রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন, আবূ যর, সূর্য কোথায় অস্ত যায় জান? আবূ যর বললেন, আল্লাহ ও তাঁর রাসূলই ভালো জানেন। তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন, সূর্য চলতে চলতে আরশের নীচে পৌঁছে সেজদা করে। অতঃপর বললেন– وَالشَّمْسُ تَجْرِىْ لِمُسْتَقَرٍّ لَّهَا আয়াতে مُسْتَقَرٌّ বলে তাই বুঝানো হয়েছে।

হযরত আবূ যরেরই এক রেওয়ায়েতে আরো আছে, আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ -কে উপরিউক্ত আয়াতের তাফসীর জিজ্ঞাসা করলে তিনি বললেন– مُسْتَقَرُّهَا تَحْتَ الْعَرْشِ ; ইমাম বুখারী (র.) একাধিক জায়গায় রেওয়ায়েতটি উল্লেখ করেছেন। হযরত আবদুল্লাহ ইবনে ওমর (রা.) থেকেও এই সম্বন্ধে হাদীস বর্ণিত হয়েছে। এতে অতিরিক্ত আরো আছে যে, প্রত্যেক দিন সূর্য আরশের নীচে পৌঁছে সেজদা করে এবং নতুন পরিভ্রমণের অনুমতি প্রার্থনা করে। অনুমতি লাভ করে নতুন

https://e-ilm.weebly.com/

পরিভ্রমণ শুরু করে। অবশেষে এমন একদিন আসবে, যখন তাকে নতুন পরিভ্রমণের অনুমতি দেওয়া হবে না. বরং পশ্চিমে অস্ত গিয়ে পশ্চিম থেকেই উদিত হওয়ার নির্দেশ দেওয়া হবে। এটা হবে কিয়ামত সন্নিকটবর্তী হওয়ার একটি আলামত। তখন তওবা ও ঈমানের দরজা বন্ধ হয়ে যাবে এবং কোনো গুনাহগার, কাফের ও মুশরিকের তওবা কবুল করা হবে না। -[ইবনে কাছীর]

আরশের নিচে সূর্যের সেজদা : এসব হাদীস থেকে জানা যায় যে, আয়াতে স্থানগত অবস্থানস্থল অর্থাৎ সেই জায়গা বুঝানো হয়েছে, যেখানে সূর্যের গতি শেষ হয়ে যায়। আরো জানা গেল যে, এই গতি আরশের নিচে পৌছার পর শেষ হয়। অতএব আয়াতের অর্থ এই যে, সূর্য প্রত্যহ বিশেষ অবস্থানস্থলের দিকে ধাবিত হয় এবং সেখানে পৌছে আল্লাহ তা'আলার সামনে সেজদা পরবর্তী পরিভ্রমণের অনুমতি প্রার্থনা করে। অনুমতি পাওয়ার পর দ্বিতীয় পরিভ্রমণ শুরু করে।

কিন্তু ঘটনাবলি, চাক্ষুষ প্রমাণ এবং সৌর বিজ্ঞানের বর্ণিত নীতির ভিত্তিতে এতে একাধিক শক্তিশালী খটকা দেখা দেয়।

প্রথম, কুরআন ও হাদীস থেকে আরশের অবস্থা এই জানা যায় যে, আরশ সমগ্র ভূ-মণ্ডল ও নভোমণ্ডলকে ঘিরে রেখেছে। ভূমণ্ডল এবং গ্রহ-নক্ষত্রসহ সমগ্র নভোমণ্ডল আরশের অভ্যন্তরে আবদ্ধ রয়েছে। কাজেই সূর্য তো সর্বদা ও সর্বাবস্থায় আরশের নিচেই রয়েছে। অস্ত যাওয়ার পর আরশের নিচে যাওয়ার মানে কি?

দ্বিতীয়, সাধারণভাবে প্রত্যক্ষ করা হয় যে, সূর্য যখন এক জায়গায় অস্ত যায়, তখনই অন্য জায়গায় উদিত হয়। তাই তার উদয় ও অস্ত সর্বদা ও সর্বাবস্থায় অব্যাহত রয়েছে। সুতরাং অস্তের পর আরশের নিচে যাওয়া ও সেজদা করার অর্থ কী?

তৃতীয়, উপরিউক্ত হাদীস থেকে বাহ্যত জানা যায় যে, সূর্য তার অবস্থানস্থলে পৌছে বিরতি করে এবং এতে সে আল্লাহ তা'আলার সামনে সেজদা করত পরবর্তী পরিভ্রমণের অনুমতি গ্রহণ করে। অথচ চাক্ষুষ দেখা যায় যে, সূর্যের গতিতে কোনো বিরতি নেই। অতঃপর সূর্যের উদয় ও অস্ত বিভিন্ন জায়গার দিক দিয়ে যেহেতু সর্বদাই অব্যাহত থাকে, তাই তার বিরতিও সর্বদা ও সর্বক্ষণ হওয়া চাই, যার ফলে সূর্য কোনো সময় গতিশীলই হবে না।

এগুলো কেবল সৌর বিজ্ঞানেরই খটকা নয়, ঘটনাবলি এবং চাক্ষুষ অভিজ্ঞতার আলোকেও এসব খটকা দেখা দেয় যা উপেক্ষণীয় নয়। দার্শনিক বাৎলীমূসের মতবাদ ছিল এই যে, সূর্য সর্বোচ্চ আকাশের অনুগামী হয়ে স্বীয় কক্ষপথে প্রাত্যহিক বিচরণ করে এবং সূর্য চতুর্থ আকাশে কেন্দ্রীভূত রয়েছে। কিন্তু দার্শনিক পিথাগোরাস এই মতবাদের বিরোধিতা করেন। আধুনিক বৈজ্ঞানিক গবেষণা এটা প্রায় নিশ্চিত করে দিয়েছে যে, বাৎলীমূসের মতবাদ ভ্রান্ত এবং পিথাগোরাসের মতবাদ নির্ভুল। সাম্প্রতিক কালের মহাশূন্য ভ্রমণ এবং চন্দ্রপৃষ্ঠে মানুষের পদচারণার ঘটনাবলি প্রমাণ করেছে যে, সমস্ত গ্রহ-উপগ্রহ আকাশের নিচে শূন্য পরিমণ্ডলে অবস্থিত; আকাশগাত্রে প্রোথিত নয়। কুরআন পাকের وَكُلٌّ فِي فَلَكٍ يَسْبَحُونَ আয়াত দ্বারাও এ মতবাদ সমর্থিত হয়। এতে আরো আছে যে, দৈনন্দিন উদয় ও অস্ত সূর্যের গতির কারণে নয়, বরং পৃথিবীর গতির কারণে হয়ে থাকে। এ মতবাদের দিক দিয়ে উপরিউক্ত হাদীসে আরো একটি খটকা দেখা দেয়।

এর জবাব অনুধাবন করার পূর্বে মনে রাখা দরকার যে, উল্লিখিত আয়াতের পরিপ্রেক্ষিতে পূর্বোক্ত কুরআনের বিরুদ্ধে কোনো খটকাই দেখা দেয় না। আলোচ্য আয়াত থেকে কেবল এতটুকু জানা যায় যে, সূর্যকে আল্লাহ তা'আলা এক সুশৃঙ্খল ও অটল গতি দান করেছেন। ফলে সে সর্বদাই তার অবস্থানস্থলের দিকে বিচরণ করতে থাকে। এখন এই অবস্থানস্থলের অর্থ কাতাদাহ (র.)-এর তাফসীর অনুযায়ী 'কিয়ামতের দিন' নেওয়া হলে আয়াতের অর্থ হবে এই যে, সূর্যের গতি কিয়ামত পর্যন্ত সব সময় একই অবস্থায় অব্যাহত থাকবে এবং কিয়ামতের দিন তা খতম হয়ে যাবে। পক্ষান্তরে স্থানগত অবস্থানস্থল অর্থ নেওয়া হলেও সৌরকক্ষের সেই বিন্দুকে সূর্যের অবস্থানস্থল বলা যায়, যেখান থেকে জন্মলগ্ন থেকে সূর্য তার ভ্রমণ শুরু করেছিল, এখানে পৌছেই তার দিবা-রাত্রির এক পরিভ্রমণ পূর্ণতা লাভ করে। কেননা এই বিন্দুটিই তার পরিভ্রমণের চূড়ান্ত সীমা। এই বিন্দুতে পৌছে তার নতুন পরিভ্রমণ শুরু হয়। এখন এই মহাগোলকের বিন্দু কোথায় এবং কোনটি, যেখান থেকে সৃষ্টির শুরুতে তার পরিভ্রমণের সূচনা হয়েছিল, কুরআন পাক এ ধরনের অনর্থক আলোচনার সাথে মানুষকে জড়িত করে না, যা তার ইহলৌকিক অথবা পারলৌকিক মঙ্গলামঙ্গলের সাথে সম্পর্ক রাখে না। এটিও এমনি ধরনের আলোচনা। তাই একে বাদ দিয়ে কুরআন পাক আসল উদ্দেশ্যের প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করেছে এবং তা হচ্ছে আল্লাহ তা'আলার পূর্ণ শক্তি ও প্রজ্ঞার বহিঃপ্রকাশ বর্ণনা করা। অর্থাৎ পৃথিবীর সর্ববৃহৎ ও সর্বাধিক উজ্জ্বল গোলক সূর্যও আপনা আপনি অস্তিত্ব লাভ করেনি এবং তার কোনো গতিবিধি আপনা আপনি হতে পারে না কিংবা অব্যাহত থাকতে পারে না; বরং সে তার দিবা-রাত্রির বিচরণে সর্বক্ষণ আল্লাহ তা'আলার অনুমতি ও ইচ্ছার অধীন হয়ে চলে।

উপরে যতগুলো খটকা বর্ণিত হয়েছে, তার কোনোটিই আয়াতের বর্ণনায় দেখা দেয় না। তবে যে হাদীসে আরশের নিচে পৌছে সেজদা করা ও পরবর্তী পরিভ্রমণের অনুমতি নেওয়ার কথা বলা হয়েছে, সবগুলো খটকা সে হাদীসের সাথেই

https://e-ilm.weebly.com/

সম্পৃক্ত। হাদীসে যেহেতু আলোচ্য আয়াতের বরাতও দেওয়া হয়েছিল, তাই আয়াত প্রসঙ্গে এখানে এ আলোচনার অবতারণা করা হলো। হাদীসবিদ ও তাফসীরবিদগণ এর বিভিন্ন জবাব দিয়েছেন। বাহ্যিক ভাষা থেকে বুঝা যায় যে, সূর্যের সেজদা দিবারাত্রির মধ্যে মাত্র একবার অস্ত যাওয়ার পর হয়ে থাকে। যারা হাদীসের এই বাহ্যিক অর্থ নিয়েছেন, তারা অস্ত যাওয়া সম্পর্কে তিনটি সম্ভাবনা উল্লেখ করেছেন। যথা– ১. যে স্থানে সূর্য অস্ত গেলে দুনিয়ার অধিকাংশ জনবসতিতে অস্ত হয়ে যায়, সে স্থানের অস্ত বুঝানো হয়েছে। ২. বিষুব রেখার অস্ত বুঝানো হয়েছে। ৩. মদিনার দিগন্তে অস্ত বুঝানো হয়েছে। এভাবে এ খটকা থাকে না যে, সূর্যের উদয় ও অস্ত সর্বদা ও সর্বক্ষণ হতেই থাকে। হাদীসে একটি বিশেষ দিগন্তে অস্ত যাওয়া সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে। কিন্তু আল্লামা শাব্বির আহমদ উসমানী (র.)-এর জবাবই পরিষ্কার ও নির্মল। কয়েকজন তাফসীরবিদের উক্তি দ্বারাও তা সমর্থিত হয়।

'সুজুদুশ্ শামস' নামক এক প্রবন্ধে প্রদত্ত তাঁর এই জবাব হৃদয়ঙ্গম করার পূর্বে পয়গাম্বগণের শিক্ষা ও বর্ণনা সম্পর্কে এ মৌলিক বিষয়টি বুঝে নেওয়া জরুরি যে, আসমানি কিতাব ও পয়গাম্বরগণ মানুষকে আকাশ ও পৃথিবী সম্বন্ধে চিন্তা-ভাবনা করার অবিরাম দাওয়াত দেন এবং এগুলোকে আল্লাহর অস্তিত্ব, তাওহীদ, সর্বব্যাপী জ্ঞান ও কুদরতের প্রমাণস্বরূপ পেশ করেন। কিন্তু প্রথম বিষয়ে চিন্তা-ভাবনা ততটুকুই কাম্য, যতটুকু মানুষের পার্থিব ও সামাজিক প্রয়োজনের সাথে অথবা ইহলৌকিক ও পারলৌকিক প্রয়োজনের সাথে সম্পর্ক রাখে। এর অতিরিক্ত নিরেট দার্শনিকসুলভ চুলচেরা বিশ্লেষণ ও বিষয়বস্তুর স্বরূপ নিয়ে ঘাঁটাঘাঁটিতে সাধারণ মানুষকে জড়িত করা হয় না। কেননা এগুলোর পরিপূর্ণ ও যথার্থ জ্ঞান দার্শনিকরাও সারা জীবন ব্যয় করা সত্ত্বেও অর্জন করতে সক্ষম হননি– সাধারণ মানুষ কি অর্জন করতে পারে? আর যদি তা অর্জিত হয়ে যায়, তবে এর মাধ্যমে তাদের কোনো ধর্মীয় প্রয়োজন পূর্ণ হয় না এবং কোনো বিশুদ্ধ পার্থিব লক্ষ্যও হাসিল হয় না। এমতাবস্থায় এই অনর্থক ও বাজে আলোচনায় প্রবৃত্ত হওয়া জীবন ও অর্থের অপচয় বৈ নয়।

আকাশ, পৃথিবী ও এতদুভয়ের পরিবর্তন ও স্থানান্তরের ততটুকু অংশই কুরআন ও পয়গাম্বরগণ প্রমাণস্বরূপ পেশ করেন, যতটুকু মানুষ চাক্ষুষ প্রত্যক্ষ করে এবং সামান্য চিন্তা-ভাবনার মাধ্যমে অর্জন করতে পারে। দার্শনিক ও জ্যামিতিক চুলচেরা বিশ্লেষণ একমাত্র দার্শনিক ও আলেমগণই করতে পারেন। এরূপ বিশ্লেষণের উপর প্রমাণ নির্ভরশীল থাকে না এবং এগুলো নিয়ে চিন্তা-ভাবনারও উৎসাহ দেওয়া হয় না। কেননা জ্ঞানী হোক কিংবা মুর্খ, নর হোক কিংবা নারী, শহরবাসী হোক কিংবা গ্রামবাসী, পাহাড় ও দ্বীপে বাস করুক অথবা উন্নত শহরে বাস করুক প্রত্যেকের জন্য আল্লাহর প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করা ও তার আদেশ-নিষেধ পালন করা ফরজ। তাই, পয়গাম্বরগণের শিক্ষা জনসাধারণের চিন্তা ও বিবেকবুদ্ধির সাথে সামঞ্জস্যশীল হয়ে থাকে। এসব শিক্ষা বুঝার জন্য কোনোরূপ কারিগরি পারদর্শিতার প্রয়োজন হয় না।

নামাজের ওয়াক্তসমূহের পরিচয়, কেবলার দিক নির্ধারণ এবং বছর, মাস ও দিন তারিখের সঠিক ধারণা, প্রভৃতি জ্ঞান অঙ্কশাস্ত্রের হিসাবাদির মাধ্যমেও অর্জন করা যায়। কিন্তু শরিয়ত এগুলোর ভিত্তি অঙ্ক শাস্ত্রের খুঁটিনাটি বিশ্লেষণের উপর রাখার পরিবর্তে সাধারণের প্রত্যক্ষকরণের উপর রেখেছে। চাঁদের হিসাবে বছর, মাস ও দিন-তারিখ নির্ধারিত হয়; কিন্তু চাঁদ উদয় হলো কি হলো না, তার ভিত্তি কেবল চাঁদ দেখা ও প্রত্যক্ষ করার উপর রাখা হয়েছে। এর ভিত্তিতেই হজ ও রোজার তারিখ নির্ধারিত হয়। চাঁদের ক্রমবৃদ্ধি, আত্মগোপন ও উদয়ের রহস্য সম্পর্কে কতিপয় সাহাবী রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে প্রশ্ন করলে কুরআন তার জবাবে বলে– قُلْ هِىَ مَوَاقِيْتُ لِلنَّاسِ وَالْحَجِّ অর্থাৎ আপনি উত্তরে বলুন চাঁদের এসব পরিবর্তনের উদ্দেশ্য মাসের শুরু ও দিন-তারিখ জেনে হজের দিন নির্দিষ্ট করা। এ জবাব ব্যক্ত করেছে যে, তোমাদের প্রশ্ন অনর্থক। এ রহস্য জানার উপর তোমাদের কোনো ইহলৌকিক ও পারলৌকিক বিষয় নির্ভরশীল নয়। তাই তোমাদের ধর্মীয় ও পার্থিব প্রয়োজনের সাথে সম্পর্ক রাখে, এমন প্রশ্নই করা দরকার।

এ ভূমিকার পর আসল ব্যাপারের প্রতি লক্ষ্য করুন। আলোচ্য আয়াতে আল্লাহ তা'আলা স্বীয় কুদরত ও প্রজ্ঞার কতিপয় বহিঃপ্রকাশ বর্ণনা করার পর মানুষকে তাওহীদ ও সর্বব্যাপী কুদরতে বিশ্বাস স্থাপনের দাওয়াত দিয়েছেন। এ প্রসঙ্গে সর্বপ্রথম পৃথিবীর কথা উল্লেখ করেছেন, যা আমাদের দৃষ্টির সামনে রয়েছে। বলেছেন– وَاٰيَةٌ لَّهُمُ الْاَرْضُ অতঃপর পানি বর্ষণ করে বৃক্ষ ও উদ্ভিদ উৎপন্ন করার কথা বলেছেন– اَحْيَيْنَاهَا الْاٰيَةَ; এ বিষয়টি সব মানুষই দেখে ও জানে। এরপর আকাশও আকাশ সম্পর্কিত বিষয়াদি আলোচনা শুরু করে প্রথমে দিবা ও রাত্রির দৈনন্দিন পরিবর্তনের উল্লেখ করেছেন। বলেছেন, وَاٰيَةٌ لَّهُمُ الَّيْلُ .... এরপর সর্ববৃহৎ গ্রহ সূর্য ও চন্দ্রের আলোচনা প্রসঙ্গে প্রথমে সূর্য সম্পর্কে বলেছেন, وَالشَّمْسُ تَجْرِىْ لِمُسْتَقَرٍّ لَّهَا ذٰلِكَ تَقْدِيْرُ الْعَزِيْزِ الْعَلِيْمِ চিন্তা করুন এর উদ্দেশ্য একথা ব্যক্ত করা যে, সূর্য আপনা আপনি, নিজ ইচ্ছায় ও শক্তি বলে বিচরণ করে না। সে একজন পরাক্রমশালী ও বিচক্ষণ সত্তার নির্ধারিত নিয়ম-শৃঙ্খলা অনুসরণ করে যাচ্ছে।

https://e-ilm.weebly.com/

রাসূলুল্লাহ ﷺ সূর্যাস্তের সময় এক প্রশ্নের জবাবে হযরত আবূযর গিফারী (র.)-কে এ সত্যটি জেনে নেওয়ারই নির্দেশ দেন। এতে তিনি বলেন, সূর্য অস্ত যাওয়ার পর আরশের নিচে আল্লাহকে সেজদা করে এবং পরবর্তী পরিভ্রমণ শুরু করার অনুমতি প্রার্থনা করে। অনুমতি পাওয়ার পর যথারীতি সামনের দিকে এগিয়ে যায় এবং প্রত্যুষে পূর্ব গগনে উদিত হয়। এর সারমর্ম এর বেশি নয় যে, সূর্যোদয় ও সূর্যাস্তের সময় বিশ্ব চরাচরে এক নতুন বিপ্লব দেখা দেয়। সূর্যকে কেন্দ্র করেই এটা হয়। রাসূলুল্লাহ ﷺ মানুষকে হুঁশিয়ার করার জন্য এই বৈপ্লবিক সময়টিকে উপযুক্ত বিবেচনা করে শিক্ষা দিয়েছেন যে সূর্যকে, স্বাধীন ও স্বীয় শক্তি বলে বিচরণকারী মনে করো না। সে কেবল আল্লাহর অনুমতি ও ইচ্ছার অনুসারী হয়ে বিচরণ করে। তার প্রত্যেক উদয় ও অস্ত আল্লাহ তা'আলার অনুমতিক্রমে হয়। আদেশ অনুসারে বিচরণ করাকেই সেজদা বলে অভিহিত করা হয়েছে। কারণ, প্রত্যেক বস্তুর সেজদা তার অবস্থার সাথে সামঞ্জস্যশীল হয়ে থাকে। কুরআন বলে– كُلٌّ قَدْ عَلِمَ صَلَاتَهُ وَتَسْبِيحَهُ অর্থাৎ প্রত্যেক সৃষ্টি আল্লাহর ইবাদত ও তাসবীহ করে এবং প্রত্যেককে তার ইবাদত ও তাসবীহ্‌র পদ্ধতি শিখিয়ে দেওয়া হয়েছে, যেমন মানুষকে তার নামাজ ও তাসবীহ্‌র পদ্ধতি শিক্ষা দেওয়া হয়েছে। কাজেই সূর্যের সেজদা করার অর্থ এরূপ বুঝে নেওয়া ভ্রান্ত যে, সে মানুষের ন্যায় মাটিতে মস্তক রেখে সেজদা করে।

কুরআন ও হাদীসের বর্ণনা অনুযায়ী আরশ সমস্ত আকাশ, গ্রহ-উপগ্রহ ও পৃথিবীকে উপর দিক থেকে বেষ্টন করে রয়েছে। অতএব সূর্য সর্বদা ও সর্বত্র আরশের নিচেই থাকে। অভিজ্ঞতা সাক্ষ্য দেয় যে, সূর্য যখন এক জায়গায় অস্ত যেতে থাকে, তখনই অন্য জায়গায় উদিত হতে থাকে। তাই সূর্য প্রতিনিয়তই উদিত হচ্ছে ও অস্ত যাচ্ছে। সুতরাং সূর্য সর্বক্ষণ ও সর্বাবস্থায় আরশেরও নিচেই থাকে এবং উদিত ও অস্তমিত হতে থাকে। তাই হাদীসের সারমর্ম এই যে, সূর্য তার সমগ্র পরিভ্রমণে আরশের নিচে আল্লাহর সামনে সেজদারত থাকে। অর্থাৎ, তাঁর অনুমতি ও আদেশ অনুসারে পরিভ্রমণ করে। কিয়ামতের নিকটবর্তী সময় পর্যন্ত তা এমনিভাবে অব্যাহত থাকবে। অতঃপর যখন কিয়ামত আসন্ন হওয়ার আলামত প্রকাশ করার সময় হবে, তখন সূর্যকে তার কক্ষপথে পরবর্তী পরিভ্রমণ শুরু করার পরিবর্তে পিছনে ফিরে যাওয়ার আদেশ দেওয়া হবে এবং তখন সে পশ্চিম দিক থেকে উদিত হবে। এ সময় তওবার দরজা বন্ধ হয়ে যাবে এবং কারো ঈমান ও তওবা কবুল করা হবে না।

মোটকথা, বিশেষভাবে সূর্যাস্ত, অতঃপর আরশের নিচে যাওয়া ও সেজদা করা এবং পরবর্তী পরিভ্রমণের অনুমতি চাওয়ার যেসব ঘটনা উপরিউক্ত হাদীসে বর্ণিত হয়েছে, সেগুলো পয়গাম্বরসুলভ কার্যকর শিক্ষার একান্ত উপযোগী এবং জনসাধারণের দৃষ্টিতে পৌঁছে পুরোপুরি একটি উপমা মাত্র; এতে জরুরি হয় না যে, সূর্য মানুষের মতো মাটিতে মাথা রেখে সেজদা করে এবং সেজদা করার সময় সূর্যের গতিতে বিরতি হওয়াও অনিবার্য হয় না। এটাও উদ্দেশ্য নয় যে, সূর্য দিবারাত্রিতে মাত্র একবার কোনো বিশেষ জায়গায় পৌঁছে সেজদা করে এবং শুধু অস্তমিত হওয়ার পর আরশের নিচে যায়। কিন্তু এই বৈপ্লবিক সময়ে সমস্ত মানুষই প্রত্যক্ষ করে যে, সূর্য তাদের দৃষ্টি থেকে উধাও হয়ে যাচ্ছে, তখন উপমাস্বরূপ তাদেরকে অবহিত করা হয়েছে যে, এসব প্রকৃতপক্ষে আরশের নিচে সূর্যের আজ্ঞাধীন হয়ে চলার কারণেই হচ্ছে। সূর্য স্বয়ং কোনো শক্তি ও ক্ষমতা রাখে না। তখন মদিনাবাসীরা যেমন স্বস্থানে অনুভব করছিল যে, এখন সূর্য সেজদা করে পরবর্তী পরিভ্রমণের অনুমতি নিবে, তেমনি যে যে জায়গায় অস্ত হতে থাকবে, সবার জন্যই একই শিক্ষা হয়ে যাবে। আসল কথা এই জানা গেল যে, সূর্য তার কক্ষপথে বিচরণকালে প্রতি মুহূর্তে আল্লাহকে সেজদাও করে এবং সামনের দিকে এগিয়ে যাওয়ারও প্রার্থনা করে। এর জন্য তাঁর কোনো বিরতির প্রয়োজন হয় না।

এই ব্যাখ্যার পর পূর্বোক্ত হাদীসের বিষয়বস্তুতে চাক্ষুষ অভিজ্ঞতা সৌর ও অঙ্ক বিজ্ঞানের নীতি বাৎলীমুসীয় অথবা পিথাগোরাসীয় মতবাদ ইত্যাদি কোনো দিক দিয়েই কোনো আপত্তি ও খটকা অবশিষ্ট থাকে না।

তথাপি আরো একটি প্রশ্ন থেকে যায়। তা এই যে, পূর্বোক্ত হাদীসের মাঝে সূর্যের সেজদা করা এবং পরবর্তী পরিভ্রমণের অনুমতি প্রার্থনা করার কথা বলা হয়েছে। এটা ব্যক্তি ও জ্ঞানবুদ্ধিশীলের কাজ। সূর্য ও চন্দ্র নির্জীব ও চেতনাহীন। তারা এ কাজ কীরূপে সম্পাদন করতে পারে? কুরআন পাকের وَإِنْ مِّنْ شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ আয়াতটি এ প্রশ্নের জবাব। অর্থাৎ আমরা যেসব বস্তুকে নির্জীব, নির্বোধ ও চেতনাহীন মনে করি, তারাও প্রকৃতপক্ষে এক বিশেষ প্রকার প্রাণ, জ্ঞানবুদ্ধি ও চেতনার অধিকারী। তবে তাদের প্রাণ, জ্ঞান ও চেতনা মানুষ ও জীবজন্তুর তুলনায় এত কম যে, সাধারণভাবে অনুভূত হতে পারে না। কিন্তু তাদের যে এগুলো নেই, এর পক্ষে কোনো শরিয়তগত অথবা বিবেকপ্রসূত দলিল নেই। কুরআন পাক এ আয়াতে প্রমাণ করেছে যে, তারাও প্রাণী এবং বোধ ও চেতনাসম্পন্ন। আধুনিক গবেষণাও এটা স্বীকার করেছে। وَاللّٰهُ سُبْحَانَهُ أَعْلَمُ

https://e-ilm.weebly.com/

জ্ঞাতব্য : কুরআন ও হাদীসের উপরিউক্ত বর্ণনার দ্বারা সুস্পষ্টরূপে প্রতিপন্ন হয় যে, সূর্য ও চন্দ্র উভয়টিই গতিশীল এবং এক মেয়াদের জন্য পরিভ্রমণরত। এতে সে মতবাদ ভ্রান্ত প্রমাণিত হয়, যাতে সূর্যের গতিশীলতা স্বীকার করা হয়নি। সর্বাধুনিক গবেষণাও এ মতবাদকে ভ্রান্ত সাব্যস্ত করেছে।

وَالْقَمَرَ قَدَّرْنَاهُ مَنَازِلَ حَتّٰى عَادَ كَالْعُرْجُوْنِ الْقَدِيْمِ : عُرْجُوْن অর্থ– শুষ্ক খেজুর শাখা, যা বেঁকে ধনুকের মতো হয়ে যায়। مَنَازِلَ শব্দটি مَنْزِلٌ -এর বহুবচন। অর্থ– অবতরণস্থল। আল্লাহ তা'আলা চন্দ্র সূর্য উভয়ের চলার জন্য বিশেষ সীমা নির্ধারিত করে দিয়েছেন। এই সীমাকেই 'মনযিল' বলা হয়।

চন্দ্রের মনযিল : চন্দ্র এক মাসে তার পরিভ্রমণ সমাপ্ত করে। তাই তার মনযিল ত্রিশ অথবা উনত্রিশ হয়ে থাকে। প্রত্যেক মাসে চন্দ্র কমপক্ষে একদিন উধাও হয়ে থাকে। ফলে সাধারণভাবে তার মনযিল আটাশটিই বলা হয়। সৌরবিজ্ঞানী এসব মনযিলের বিপরীতে অবস্থিত নক্ষত্রসমূহের সাথে মিল রেখে এগুলোর বিশেষ বিশেষ নাম রেখেছেন। জাহেলিয়া যুগে আরবেও এসব নামেই মনযিলসমূহ চিহ্নিত হতো। কুরআনপাক এসব পারিভাষিক নামের উর্ধ্বে। চন্দ্র বিশেষ বিশেষ দিনে যে দূরত্ব অতিক্রম করে, কুরআন মনযিল বলে শুধু সে দূরত্বকেই বুঝিয়ে থাকে।

সূরা ইউনূসে এ সম্পর্কে বিশদ আলোচনা করা হয়েছে। সূরা ইউনূসের আয়াত এই : وَجَعَلَ الشَّمْسَ ضِيَاءً وَّالْقَمَرَ نُوْرًا وَّقَدَّرَهٗ مَنَازِلَ এতে সূর্য ও চন্দ্র উভয়ের মনযিল উল্লেখ করা হয়েছে। পার্থক্য এই যে, চন্দ্রের মনযিলসমূহ চাক্ষুস চোখে চেনা যায় এবং সূর্যের মনযিলসমূহ অঙ্কশাস্ত্রের হিসাবের মাধ্যমে জানা যায়। حَتّٰى عَادَ كَالْعُرْجُوْنِ الْقَدِيْمِ বাক্যে মাসের শেষে চাঁদের অবস্থা বর্ণনা করা হয়েছে। চাঁদ ষোল কলায় পরিপূর্ণ হওয়ার পর হ্রাস পেতে পেতে মাসের শেষে ধনুকের আকার ধারণ করে। আরবদের পরিবেশ উপযোগী "শুষ্ক খেজুর শাখার মতো" এর দৃষ্টান্ত দেওয়া হয়েছে।

وَكُلٌّ فِيْ فَلَكٍ يَّسْبَحُوْنَ -অর্থাৎ সূর্য ও চন্দ্র উভয়ই নিজ কক্ষপথে সন্তরণ করে। فَلَكٌ -এর শাব্দিক অর্থ আকাশ নয়, বরং সেই বৃত্ত যাতে কোনো গ্রহ বিচরণ করে। সূরা আম্বিয়ায় এ আয়াত সম্পর্কে বলা হয়েছে যে, এর দ্বারা বুঝা যায়, চন্দ্র আকাশগাত্রে প্রোথিত নয়। বাত্‌লীমুসীয় মতবাদ প্রমাণ করে যে, চন্দ্র আকাশগাত্রে প্রোথিত। কুরআনের আয়াত থেকে জানা যায় যে, চন্দ্র আকাশের নীচে এক বিশেষ কক্ষপথে বিচরণ করে। আধুনিক গবেষণা এবং চন্দ্রপৃষ্ঠে মানুষের অবতরণের ঘটনাবলি এ বিষয়টিকে নিশ্চিত করেছে।

وَاٰيَةٌ لَّهُمْ اَنَّا حَمَلْنَا ذُرِّيَّتَهُمْ فِى الْفُلْكِ الْمَشْحُوْنِ وَخَلَقْنَا لَهُمْ مِّنْ مِّثْلِهٖ مَا يَرْكَبُوْنَ : এতে সমুদ্র ও তৎসংশ্লিষ্ট বিষয়সমূহের মধ্যে কুদরতের বহিঃপ্রকাশ আলোচিত হয়েছে। আল্লাহ তা'আলা নৌকাসমূহকে স্বয়ং ভারী বস্তু দ্বারা বোঝাই হওয়া সত্ত্বেও পানির উপর চলার যোগ্য করে দিয়েছেন। পানি এগুলোকে নিমজ্জিত করার পরিবের্ত দূর-দূরান্তের দেশে পৌছে দেয়। আয়াতে বলা হয়েছে, আমি তাদের সন্তানসন্ততিকে নৌকায় আরোহণ করিয়েছি। এখানে সন্তানসন্ততির কথা বলার কারণ সম্ভবত এই যে, সন্তানসন্ততি মানুষের বড় বোঝা। বিশেষত যখন তারা চলাফেরার যোগ্য না থাকে। আয়াতের উদ্দেশ্য এই যে, তোমারাই কেবল নৌকাসমূহে আরোহণ করো না, বরং সন্তান-সন্ততি ও তাদের সমস্ত আসবাবপত্রই এসব নৌকা বহন করে। وَخَلَقْنَا لَهُمْ مِّنْ مِّثْلِهٖ مَا يَرْكَبُوْنَ বাক্যের অর্থ এই যে, মানুষের আরোহণ ও বোঝা বহনের জন্যে কেবল নৌকাই নয়, নৌকার অনুরূপ আরো যানবাহন সৃষ্টি করেছি। আরবরা তাদের প্রথা অনুযায়ী এর অর্থ নিয়েছে উটের সওয়ারী। কারণ, বোঝা বহনে উট সমস্ত জন্তুর সেরা। বড় বড় বোঝার স্তুপ নিয়ে দেশ-বিদেশ সফর করে। তাই আরবরা উটকে سَفِيْنَةُ الْبَرِّ অর্থাৎ স্থলের জাহাজ বলে থাকে।

কুরআনে উড়োজাহাজের উল্লেখ : কিন্তু কুরআন এখানে উট, অথবা অন্য কোনো বিশেষ যানবাহনের উল্লেখ করেনি; বরং অস্পষ্ট রেখে দিয়েছে। ফলে এতে এমন সব যানবাহন অন্তর্ভুক্ত রয়েছে, যা অধিকতর মানুষ ও তাদের আসবাবপত্র বহন করে মনযিলে মকসুদে পৌছে দয়ে। এটা সুস্পষ্ট যে, বর্তমান যুগে যেসব যানবাহন প্রচলিত আছে তন্মধ্যে আয়াতে প্রধানতঃ উড়োজাহাজই বোঝানো হয়েছে। নৌকার সাথে এর উপমাও এর সমর্থন করে। পানির জাহাজ যেমন পানির উপর সন্তরণ করে। পানি তাকে নিমজ্জিত করে না, তেমনি উড়োজাহাজ বাতাসে সন্তরণ করে। বাতাস তাকে নীচে ফেলে দেয় না। কুরআন পাক আলোচ্য বাক্যটি অস্পষ্ট রেখেছে, যাতে কেয়ামত পর্যন্ত যত যানবাহন আবিষ্কৃত হবে, সবই এতে অন্তর্ভুক্ত হয়ে যায়।

পূর্ববর্তী আয়াতসমূহে পৃথিবীও আকাশ ইত্যাদিতে আল্লাহ তা'আলার শক্তি ও প্রজ্ঞার বহিঃপ্রকাশ বর্ণনা করে আল্লাহর পরিচয় লাভ ও তাওহীদের দাওয়াত দেওয়া হয়েছিল। এছাড়া এ দাওয়াত কবুলের ফলস্বরূপ জান্নাতের চিরস্থায়ী নিয়ামত ও সুখের ওয়াদা এবং কবুল না করার কঠোর শাস্তির সতর্কবাণীও বর্ণিত হয়েছিল। আলোচ্য আয়াতসমূহে ও পরবর্তী আয়াতসমূহে মক্কার কাফেরদের বক্রতা বিবৃত হয়েছে যে, তাদের উপর ছওয়াবের ওয়াদা কিংবা ভীতি প্রদর্শন কোনো প্রভাবই বিস্তার করতে পারে না।

https://e-ilm.weebly.com/

https://e-ilm.weebly.com/

হাদীসে আছে, দুই ব্যক্তি বস্ত্র ক্রয়-বিক্রয়ে রত থাকবে; সামনে বস্ত্র খোলা থাকবে আর এমতাবস্থায় হঠাৎ কিয়ামতের আগমন হবে এবং তারা বস্ত্রটি ভাঁজ করারও অবকাশ পাবে না। কোনো ব্যক্তি হয়তো তার চৌবাচ্চাটিতে মাটি দ্বারা লেপ দিতে থাকবে এবং তদবস্থায়ই মরে যাবে। –(কুরতুবী)

فَلَا يَسْتَطِيعُونَ تَوْصِيَةً وَّلَآ إِلٰى أَهْلِهِمْ يَرْجِعُونَ : অর্থাৎ তখন যারা একত্র হবে, তারা একজন অপরজনকে কোনো কাজের অসিয়ত করারও সুযোগ পাবে না এবং যারা বাইরে থাকবে, তারা ঘরে প্রত্যাবর্তন করারও সময় পাবে না; আপন আপন জায়গায় মরে পড়ে থাকবে। প্রথম ফুঁকের এই ঘটনায় সমগ্র বিশ্ব আকাশ ও পৃথিবী ধ্বংসস্তূপে পরিণত হবে।

এরপর বলা হয়েছে– وَنُفِخَ فِى الصُّورِ فَإِذَا هُمْ مِّنَ الْأَجْدَاثِ إِلٰى رَبِّهِمْ يَنْسِلُونَ ; أَجْدَاثٌ শব্দটি جَدَثٌ -এর বহুবচন। অর্থ– কবর। يَنْسِلُونَ শব্দটি نَسَلَانٌ থেকে উদ্ভূত। অর্থ– দ্রুত চলা। অন্য এক আয়াতে আছে– يَخْرُجُونَ مِنَ الْأَجْدَاثِ سِرَاعًا অর্থাৎ তারা দ্রুত কবর থেকে বের হবে।

এক আয়াতে বলা হয়েছে– فَإِذَا هُمْ قِيَامٌ يَّنْظُرُونَ অর্থাৎ হাশরের সময় মানুষ কবর থেকে উঠে দেখতে থাকবে। এ বক্তব্য পূর্ববর্তী বক্তব্যের পরিপন্থি নয়। কারণ প্রথমাবস্থায় বিস্মিত হয়ে দণ্ডায়মান অবস্থায় দেখতে থাকবে এবং পরে দ্রুত গতিতে হাশরের দিকে দৌড়াতে থাকবে।

কুরআনের আয়াত থেকেই প্রমাণিত হয় যে, ফেরেশতাগণ সবাইকে ডেকে হাশরের ময়দানে আনবে। এতে বুঝা যায় যে, মানুষ স্বেচ্ছায় হাশরের ময়দানে উপস্থিত হবে না; বরং ফেরেশতাগণের ডাকার কারণে বাধ্যতামূলকভাবে দৌড়াতে দৌড়াতে উপস্থিত হবে।

قَالُوا يٰوَيْلَنَا مَنْ بَعَثَنَا مِنْ مَّرْقَدِنَا : কাফেররা কবরেও আরামে ছিল না; বরং কবরে আজাবে পতিত ছিল। কিন্তু কিয়ামতের আজাবের তুলনায় সে আজাবকে আরাম বলেই মনে হবে। তাই তারা বলবে, কে আমাদেরকে কবর থেকে বের করল? সেখানে থাকলেই তো ভালো হতো। ফেরেশতাগণ অথবা মুমিনগণ এর জবাবে বলবে–

هٰذَا مَا وَعَدَ الرَّحْمٰنُ وَصَدَقَ الْمُرْسَلُونَ অর্থাৎ করুণাময় আল্লাহ যে কিয়ামতের ওয়াদা দিয়েছিলেন, এই হলো সে কিয়ামত। রাসূলগণ তোমাদেরকে সেই সত্য সংবাদই শুনিয়েছিলেন, কিন্তু তোমরা ভ্রুক্ষেপ করনি। এখানে আল্লাহর 'রহমান' গুণটি উল্লেখ করার মাঝে ইঙ্গিত রয়েছে যে, তিনি তো স্বীয় রহমতেই তোমাদের জন্য এ আজাব থেকে বেঁচে থাকার বহু ব্যবস্থা করেছিলেন। পূর্বাহ্নে এর ওয়াদা দেওয়া এবং কিতাব ও পয়গাম্বরগণের মাধ্যমে এর খবর তোমাদের কাছে পৌছানো আল্লাহর 'রহমান' গুণেরই বহিঃপ্রকাশ ছিল।

শব্দ বিশ্লেষণ :

عَادَ : সীগাহ واحد مذكر غائب বহছ ماضى معروف বাব نَصَرَ মাসদার اَلْعَوْدُ মূলবর্ণ (ع - و - د) জিনস اجوف واوى অর্থ– তা এরূপ হয়ে যায়।

عُرْجُوْن : একবচন, বহুবচন عراجين অর্থ– খেজুরের শাখা।

يَنْبَغِىْ : সীগাহ واحد مؤنث غائب বহছ مضارع معروف বাব اِنْفِعَالٌ মাসদার اَلْاِنْبِغَاءُ মূলবর্ণ (ب - غ - ى) জিনস ناقص يائى অর্থ– তার সাধ্য।

فَلَكٌ : একবচন, বহুবচন فلك . افلاك অর্থ– চক্র, কক্ষপত্র, আকাশ।

اَلْمَشْحُوْن : সীগাহ جمع مذكر বহছ اسم مفعول বাব فَتَحَ মাসদার اَلشَّحْنُ মূলবর্ণ (ش - ح - ن) জিনস صحيح অর্থ– বোঝাইকৃত।

يُنْقَذُوْنَ : সীগাহ جمع مذكر غائب বহছ مضارع مجهول বাব اِفْعَالٌ মাসদার اَلْاِنْقَاذُ মূলবর্ণ (ن - ق - ذ)

[illegible]

https://e-ilm.weebly.com/

قِيْلَ : সীগাহ واحد مذكر غائب বহছ ماضى مجهول বাব نَصَرَ মাসদার اَلْقَوْلُ মূলবর্ণ (ق - و - ل) জিনস اجوف واوى অর্থ– বলা হবে।

اِتَّقُوْا : সীগাহ جمع مذكر حاضر বহছ امر حاضر معروف বাব اِفْتِعَالٌ মাসদার اَلْاِتِّقَاءُ মূলবর্ণ (و - ق - ى) জিনস لفيف مفروق অর্থ– তোমরা ভয় কর।

اَنْفِقُوْا : সীগাহ جمع مذكر حاضر বহছ امر حاضر معروف বাব اِفْعَالٌ মাসদার اَلْاِنْفَاقُ মূলবর্ণ (ن - ف - ق) জিনস صحيح অর্থ– তোমরা ব্যয় কর।

نُطْعِمُ : সীগাহ جمع متكلم বহছ مضارع معروف বাব اِفْعَالٌ মাসদার اَلْاِطْعَامُ মূলবর্ণ (ط - ع - م) জিনস صحيح অর্থ– আমরা কী খাওয়াব।

يَخِصِّمُوْنَ : সীগাহ جمع مذكر غائب বহছ مضارع معروف বাব اِفْتِعَالٌ মাসদার اَلْاِخْتِصَامُ মূলবর্ণ (خ - ص - م) জিনস صحيح অর্থ– তারা পরস্পর ঝগড়া বিবাদ করতে থাকবে।

لَا يَسْتَطِيْعُوْنَ : সীগাহ جمع مذكر غائب বহছ مضارع منفى معروف বাব اِسْتِفْعَالٌ মাসদার اَلْاِسْتِطَاعُ মূলবর্ণ (ط - و - ع) জিনস اجوف واوى অর্থ– তারা সুযোগ পাবে না, সক্ষম হবে না।

نُفِخَ : সীগাহ واحد مذكر غائب বহছ ماضى مجهول বাব نَصَرَ মাসদার اَلنَّفْخُ মূলবর্ণ (ن - ف - خ) জিনস صحيح অর্থ– ফুৎকার দেওয়া হবে।

اَجْدَاثٌ : বহুবচন, একবচন جدث অর্থ– কবরসমূহ।

يَنْسِلُوْنَ : সীগাহ جمع مذكر غائب বহছ مضارع معروف বাব ضَرَبَ ও نَصَرَ মাসদার اَلنَّسْلُ মূলবর্ণ (ن - س - ل) জিনস صحيح অর্থ– ছুটে চলবে।

مَرْقَدِنَا : সীগাহ واحد বহছ اسم ظرف বাব نَصَرَ মাসদার اَلرُّقُوْدُ মূলবর্ণ (ر - ق - د) জিনস صحيح অর্থ– আমাদের কবর।

বাক্য বিশ্লেষণ :

وَاِنْ نَّشَأْ نُغْرِقْهُمْ فَلَا صَرِيْخَ لَهُمْ وَلَا هُمْ يُنْقَذُوْنَ : এখানে واو অব্যয়টি عاطفة এবং اِنْ হলো شرط -এর হরফ এবং نَشَأْ হলো شرط -এর ফেল এবং نَحْنُ -এর ন্যায় উহ্য যমীর হলো তার ফায়েল আর نُغْرِقْهُمْ হলো شرط -এর جواب অতঃপর فاء অব্যয়টি عطف -এর হরফ তবে ইবনে আতিয়্যা (র.) বলেন, এখানে فاء টি استئناف -এর জন্য এসেছে। যাই হোক لَا হলো لاء نافية للجنس এবং صَرِيْخَ শব্দটি علامة الفتح -এর উপর مبنى হয়ে তার ইসম, আর لَهُمْ হলো তার খবর। অতঃপর واو হলো عاطفة এবং لا হলো نافية للجنس আর هُمْ হলো মুবতাদা এবং يُنْقَذُوْنَ বাক্যটি তার خبر এখানে يُنْقَذُوْنَ হলো فعل مضارع مجهول مرفوع এবং واو হলো তার نائب فاعل

–(ই'রাবুল কুরআন : ৬/৩৩২)

https://e-ilm.weebly.com/

اِنْ كَانَتْ اِلَّا صَيْحَةً وَّاحِدَةً فَاِذَا هُمْ جَمِيْعٌ لَّدَيْنَا مُحْضَرُوْنَ ٥٣

৫৩. তা কেবল একটি তীব্র ধ্বনি হবে, যার ফলে তাদের সকলকে অকস্মাৎ সমবেতভাবে আমার সম্মুখে উপস্থিত করা হবে।

فَالْيَوْمَ لَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا وَّلَا تُجْزَوْنَ اِلَّا مَا كُنْتُمْ تَعْمَلُوْنَ ٥٤

৫৪. বস্তুত সেদিন কারো উপর একটুও অবিচার করা হবে না এবং তোমরা কেবল সে সমস্ত কার্যেরই প্রতিফল প্রাপ্ত হবে যা তোমরা করতে।

اِنَّ اَصْحٰبَ الْجَنَّةِ الْيَوْمَ فِىْ شُغُلٍ فٰكِهُوْنَ ٥٥

৫৫. [এটা হবে দোজখীদের অবস্থা, আর] নিঃসন্দেহে বেহেশতবাসীগণ সেদিন নিজ নিজ কার্যে প্রফুল্ল থাকবে।

هُمْ وَاَزْوَاجُهُمْ فِىْ ظِلٰلٍ عَلَى الْاَرَآئِكِ مُتَّكِـُٔوْنَ ٥٦

৫৬. তারা এবং তাদের স্ত্রীগণ স্নিগ্ধ ছায়াতলে পালঙ্কের উপর হেলান দিয়ে বসে থাকবে।

لَهُمْ فِيْهَا فَاكِهَةٌ وَّلَهُمْ مَّا يَدَّعُوْنَ ٥٧

৫৭. [এবং] তাদের জন্য সেখানে [সর্ববিধ] ফলাদি থাকবে এবং তারা যা কামনা করবে তাই পাবে,

سَلٰمٌ قف قَوْلًا مِّنْ رَّبٍّ رَّحِيْمٍ ٥٨

৫৮. [এবং] তাদেরকে সালাম বলা হবে, দয়াময় প্রতিপালকের পক্ষ হতে।

وَامْتَازُوا الْيَوْمَ اَيُّهَا الْمُجْرِمُوْنَ ٥٩

৫৯. আর [বলা হবে,] হে অপরাধীরা! আজ তোমরা [মু'মিনগণ হতে] পৃথক হয়ে যাও।

اَلَمْ اَعْهَدْ اِلَيْكُمْ يٰبَنِىْٓ اٰدَمَ اَنْ لَّا تَعْبُدُوا الشَّيْطٰنَ ۚ اِنَّهٗ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِيْنٌ ٦٠

৬০. আমি কি তোমাদেরকে সতর্ক করে দেইনি– হে আদম সন্তানগণ [এবং হে জিনগণ]! তোমরা শয়তানের পূজা করো না, নিশ্চয় সে তোমাদের প্রকাশ্য শত্রু।

শাব্দিক অনুবাদ :

৫৩. اِنْ كَانَتْ اِلَّا صَيْحَةً وَّاحِدَةً তা কেবল একটি তীব্র ধ্বনি হবে فَاِذَا هُمْ جَمِيْعٌ لَّدَيْنَا مُحْضَرُوْنَ যার ফলে তাদের সকলকে অকস্মাৎ সমবেতভাবে আমার সম্মুখে উপস্থিত করা হবে।

৫৪. فَالْيَوْمَ বস্তুত সেদিন لَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا কারো উপর একটুও অবিচার করা হবে না وَّلَا تُجْزَوْنَ اِلَّا এবং তোমরা কেবল সে সমস্ত কার্যেরই প্রতিফল প্রাপ্ত হবে مَا كُنْتُمْ تَعْمَلُوْنَ যা তোমরা করতে।

৫৫. اِنَّ اَصْحٰبَ الْجَنَّةِ নিঃসন্দেহে বেহেশতবাসীগণ الْيَوْمَ সেদিন فِىْ شُغُلٍ فٰكِهُوْنَ নিজ নিজ কার্যে প্রফুল্ল থাকবে।

৫৬. هُمْ وَاَزْوَاجُهُمْ তারা এবং তাদের স্ত্রীগণ فِىْ ظِلٰلٍ স্নিগ্ধ ছায়াতলে عَلَى الْاَرَآئِكِ مُتَّكِـُٔوْنَ পালঙ্কের উপর হেলান দিয়ে বসে থাকবে।

৫৭. لَهُمْ فِيْهَا তাদের জন্য সেখানে থাকবে فَاكِهَةٌ (সর্ববিধ) ফলাদি وَّلَهُمْ এবং তারা তা-ই পাবে مَّا يَدَّعُوْنَ যা কামনা করবে।

৫৮. سَلٰمٌ قَوْلًا তাদেরকে সালাম বলা হবে مِّنْ رَّبٍّ رَّحِيْمٍ দয়াময় প্রতিপালকেরপক্ষ থেকে।

৫৯. وَامْتَازُوا আর (বলা হবে) তোমরা (মুমিনদের থেকে) পৃথক হয়ে যাও الْيَوْمَ আজ اَيُّهَا الْمُجْرِمُوْنَ হে অপরাধীরা!

৬০. اَلَمْ اَعْهَدْ اِلَيْكُمْ আমি কি তোমাদেরকে সতর্ক করে দেইনি يٰبَنِىْٓ اٰدَمَ হে আদম সন্তানগণ (এবং হে জিনগণ) اَنْ لَّا تَعْبُدُوا الشَّيْطٰنَ তোমরা শয়তানের পূজা করো না اِنَّهٗ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِيْنٌ নিশ্চয় সে তোমাদের প্রকাশ্য শত্রু।

https://e-ilm.weebly.com/

৬১. আর এটা [-ও] যে, তোমরা কেবল আমারই ইবাদত কর; এটাই সরল পথ ।	وَّاَنِ اعْبُدُوْنِیْ ؕ هٰذَا صِرَاطٌ مُّسْتَقِیْمٌ ﴿۶۱﴾
৬২. এবং [এটাও জানিয়ে দেওয়া হয়েছিল যে,] সে পথভ্রষ্ট করে দিয়েছে তোমাদের মধ্যকার এক বিরাট দলকে; তবুও তোমরা বুঝলে না?	وَلَقَدْ اَضَلَّ مِنْكُمْ جِبِلًّا كَثِیْرًا ؕ اَفَلَمْ تَكُوْنُوْا تَعْقِلُوْنَ ﴿۶۲﴾
৬৩. [এখন দেখ,] এটাই দোজখ, যার প্রতিশ্রুতি তোমাদেরকে দেওয়া হতো ।	هٰذِهٖ جَهَنَّمُ الَّتِیْ كُنْتُمْ تُوْعَدُوْنَ ﴿۶۳﴾
৬৪. আজ নিজেদের কুফরির প্রতিফলস্বরূপ এতে প্রবেশ কর ।	اِصْلَوْهَا الْیَوْمَ بِمَا كُنْتُمْ تَكْفُرُوْنَ ﴿۶۴﴾
৬৫. আজ আমি তাদের মুখসমূহে মোহর মেরে দেব এবং তাদের হস্তসমূহ আমার সম্মুখে কথা বলবে এবং তাদের পদসমূহ সাক্ষ্য দিবে– যা কিছু তারা করত ।	اَلْیَوْمَ نَخْتِمُ عَلٰۤی اَفْوَاهِهِمْ وَتُكَلِّمُنَاۤ اَیْدِیْهِمْ وَتَشْهَدُ اَرْجُلُهُمْ بِمَا كَانُوْا یَكْسِبُوْنَ ﴿۶۵﴾
৬৬. আর যদি আমি চাইতাম, তবে তাদের চক্ষুসমূহ বিলীন করে দিতাম, অতঃপর তারা পথের দিকে ছুটাছুটি করত, তখন তারা কীরূপে দেখতে পেত?	وَلَوْ نَشَآءُ لَطَمَسْنَا عَلٰۤی اَعْیُنِهِمْ فَاسْتَبَقُوا الصِّرَاطَ فَاَنّٰی یُبْصِرُوْنَ ﴿۶۶﴾
৬৭. আর আমি যদি ইচ্ছা করতাম, তবে তাদের আকৃতিই পরিবর্তন করে দিতাম, এমন অবস্থায় যে, তারা যেখানে আছে সেখানেই থেকে যেত, যদ্দরুন তারা না পারত সম্মুখে অগ্রসর হতে আর না পারত পশ্চাতে ফিরে যেতে ।	وَلَوْ نَشَآءُ لَمَسَخْنٰهُمْ عَلٰی مَكَانَتِهِمْ فَمَا اسْتَطَاعُوْا مُضِیًّا وَّلَا یَرْجِعُوْنَ ﴿۶۷﴾

শাব্দিক অনুবাদ :

৬১. وَاَنِ اعْبُدُوْنِیْ আর এটা (-ও) যে, তোমরা কেবল আমারই ইবাদত কর هٰذَا صِرَاطٌ مُّسْتَقِیْمٌ এটাই সরল পথ ।

৬২. وَلَقَدْ اَضَلَّ এবং সে পথভ্রষ্ট করে দিয়েছে مِنْكُمْ তোমাদের মধ্যকার جِبِلًّا كَثِیْرًا এক বিরাট দলকে اَفَلَمْ تَكُوْنُوْا تَعْقِلُوْنَ তবুও তোমরা বুঝলে না ।

৬৩. هٰذِهٖ جَهَنَّمُ এটাই দোজখ الَّتِیْ كُنْتُمْ تُوْعَدُوْنَ যার প্রতিশ্রুতি তোমাদেরকে দেওয়া হতো ।

৬৪. اِصْلَوْهَا এতে প্রবেশ কর الْیَوْمَ আজ بِمَا كُنْتُمْ تَكْفُرُوْنَ নিজেদের কুফরির প্রতিফলস্বরূপ ।

৬৫. اَلْیَوْمَ আজ نَخْتِمُ আমি মোহর মেরে দিব عَلٰۤی اَفْوَاهِهِمْ তাদের মুখসমূহে وَتُكَلِّمُنَاۤ এবং আমার সম্মুখে কথা বলবে اَیْدِیْهِمْ তাদের হস্তসমূহ وَتَشْهَدُ اَرْجُلُهُمْ এবং তাদের পদসমূহ সাক্ষ্য দিবে بِمَا كَانُوْا یَكْسِبُوْنَ যা কিছু তারা করত ।

৬৬. وَلَوْ نَشَآءُ আর যদি আমি চাইতাম لَطَمَسْنَا عَلٰۤی اَعْیُنِهِمْ তবে তাদের চক্ষুসমূহ বিলীন করে দিতাম। فَاسْتَبَقُوا الصِّرَاطَ অতঃপর তারা পথের দিকে ছুটোছুটি করত فَاَنّٰی یُبْصِرُوْنَ তখন তারা কীরূপে দেখত পেত?

৬৭. وَلَوْ نَشَآءُ আর আমি যদি ইচ্ছা করতাম لَمَسَخْنٰهُمْ তবে তাদের আকৃতিই পরিবর্তন করে দিতাম عَلٰی مَكَانَتِهِمْ এমন অবস্থায় যে, তারা যেখানে আছে সেখানেই থেকে যেত। فَمَا اسْتَطَاعُوْا যদ্দরুন তারা না পারত مُضِیًّا وَّ لَا یَرْجِعُوْنَ সম্মুখে অগ্রসর হতে আর না (পারত) পশ্চাতে ফিরে যেতে ।

https://e-ilm.weebly.com/

৬৮. আর যাকে আমি দীর্ঘায়ু প্রদান করি, তার স্বাভাবিক অবস্থা উল্টিয়ে দেই; তবুও কি তারা বুঝে না?	وَمَنْ نُّعَمِّرْهُ نُنَكِّسْهُ فِي الْخَلْقِ ۚ اَفَلَا يَعْقِلُوْنَ ﴿٦٨﴾
৬৯. আর আমি তাঁকে কবিত্বের জ্ঞানদান করিনি এবং তা তাঁর জন্য শোভনীয়ও নয়; [তাঁকে যা দেওয়া হয়েছে] তা তো শুধু উপদেশ এবং বিধানাবলি প্রকাশকারী একটি আসমানি কিতব।	وَمَا عَلَّمْنٰهُ الشِّعْرَ وَمَا يَنْۢبَغِيْ لَهٗ ۚ اِنْ هُوَ اِلَّا ذِكْرٌ وَّقُرْاٰنٌ مُّبِيْنٌ ﴿٦٩﴾
৭০. যেন এমন ব্যক্তিকে ভয় প্রদর্শন করবে, যে জীবিত এবং যেন কাফেরদের উপর [আজাবের] প্রমাণ সাব্যস্ত হয়ে যায়।	لِّيُنْذِرَ مَنْ كَانَ حَيًّا وَّيَحِقَّ الْقَوْلُ عَلَى الْكٰفِرِيْنَ ﴿٧٠﴾

শাব্দিক অনুবাদ :

৬৮. وَمَنْ نُّعَمِّرْهُ আর যাকে আমি দীর্ঘায়ু প্রদান করি نُنَكِّسْهُ فِي الْخَلْقِ তার স্বাভাবিক অবস্থা উল্টিয়ে দেই اَفَلَا يَعْقِلُوْنَ তবুও কি তারা বুঝে না।

৬৯. وَمَا عَلَّمْنٰهُ الشِّعْرَ আমি তাঁকে কবিত্বের জ্ঞান দান করিনি وَمَا يَنْۢبَغِيْ لَهٗ এবং তা তার জন্য শোভনীয়ও নয় اِنْ هُوَ اِلَّا ذِكْرٌ তা তো শুধু উপদেশ وَّقُرْاٰنٌ مُّبِيْنٌ এবং বিধানাবলি প্রকাশকারী একটি আসমানি কিতাব।

৭০. لِّيُنْذِرَ مَنْ كَانَ حَيًّا যেন এমন ব্যক্তিকে ভয় প্রদর্শন করবে যে জীবিত وَّيَحِقَّ الْقَوْلُ এবং যেন (আজাবের) প্রমাণ সাব্যস্ত হয়ে যায় عَلَى الْكٰفِرِيْنَ কাফেরদের উপর।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

اِنَّ اَصْحٰبَ الْجَنَّةِ الْيَوْمَ فِيْ شُغُلٍ فٰكِهُوْنَ : জাহান্নামীদের দূরবস্থা বর্ণনা করার পর কিয়ামতে জান্নাতীদের অবস্থা বর্ণিত হয়েছে যে, তারা তাদের চিত্তবিনোদনে মশগুল থাকবে। فٰكِهُوْنَ -এর অর্থ আনন্দিত, স্বাচ্ছন্দ্যশীল; فِيْ شُغُلٍ এর এক অর্থ এমনও হতে পারে যে, তারা জাহান্নামীদের দূরবস্থা থেকে সম্পূর্ণ নিশ্চিন্ত থাকবে। এস্থলে فِيْ شُغُلٍ সংযুক্ত করার কারণ এ ধারণা নিরসন করাও হতে পারে যে, জান্নাতে ফরজ-ওয়াজিব কোনো ইবাদতই থাকবে না এবং জীবিকা উপার্জনেরও কোনো প্রয়োজন থাকবে না। এমন বেকার অবস্থায় মানুষ সাধারণত অস্বস্তি বোধ করে। তাই বলা হয়েছে যে, জান্নাতীরা বিনোদনমূলক কাজকর্মে ব্যস্ত থাকবে। কাজেই অস্বস্তিবোধ করার প্রশ্নই দেখা দেয় না।

هُمْ وَاَزْوَاجُهُمْ : اَزْوَاجٌ শব্দের অর্থে জান্নাতের হুর এবং দুনিয়ার স্ত্রী সবাই অন্তর্ভুক্ত।

وَلَهُمْ مَّا يَدَّعُوْنَ :শব্দটি دَعْوَةٌ থেকে উদ্ভূত। অর্থ– আহবান করা। অর্থাৎ জান্নাতীরা যে বস্তুকেই ডাকবে, তা পেয়ে যাবে। কুরআন কারীম এক্ষেত্রে يَسْئَلُوْنَ বলেনি। কেননা চেয়ে লাভ করাও এক প্রকার শ্রম ও কষ্ট, যা থেকে জান্নাত পবিত্র। যেখানে প্রতিটি প্রয়োজনীয় দ্রব্যসামগ্রীই উপস্থিত থাকবে।

وَامْتَازُوا الْيَوْمَ اَيُّهَا الْمُجْرِمُوْنَ : হাশরের ময়দানে প্রথমে মানুষ বিক্ষিপ্ত অবস্থায় সমবেত হবে। অন্য এক আয়াতে বলা হয়েছে- كَاَنَّهُمْ جَرَادٌ مُّنْتَشِرٌ অর্থাৎ তারা হবে বিক্ষিপ্ত পঙ্গপালের মতো। কিন্তু পরে কর্মের ভিত্তিতে তাদেরকে পৃথক পৃথক দলে বিভক্ত করা হবে। কাফের, মুমিন, সৎকর্মী ও অসৎকর্মী লোকগণ পৃথক পৃথক জায়গায় অবস্থান করবে। অন্য এক আয়াতে বলা হয়েছে– وَاِذَا النُّفُوْسُ زُوِّجَتْ অর্থাৎ যখন মানুষকে জোড়া জোড়া করা হবে। আলোচ্য আয়াতেও এই পৃথকীকরণ ব্যক্ত করা হয়েছে।

https://e-ilm.weebly.com/

اَلَمْ اَعْهَدْ اِلَيْكُمْ يٰبَنِىْٓ اٰدَمَ اَنْ لَّا تَعْبُدُوا الشَّيْطٰنَ : অর্থাৎ সমস্ত মানুষ এমনকি, জিনদেরকেও কিয়ামতের দিন বলা হবে, আমি কি তোমাদের দুনিয়াতে শয়তানের ইবাদত না করার আদেশ দেইনি? এখানে প্রশ্ন হয় যে, কাফেররা সাধারণত শয়তানের ইবাদত করত না বরং দেব-দেবি অথবা অন্য কোনো বস্তুর পূজা করত। কাজেই তাদেরকে শয়তানের ইবাদত করার অভিযোগে কেমন করে অভিযুক্ত করা যায়? জবাব এই যে, প্রত্যেক কাজে ও প্রত্যেক অবস্থায় কারো আনুগত্য করার নামই ইবাদত। তারাও চিরকাল শয়তানী শিক্ষার অনুসরণ করেছিল বিধায় তাদেরকে শয়তানের ইবাদতকারী বলা হয়েছে। যে ব্যক্তি অর্থের মহব্বতে এমন সব কাজ করে, যা দ্বারা অর্থ বৃদ্ধি পায় এবং স্ত্রীর মহব্বতে এমন সব কাজ করে যা দ্বারা স্ত্রী সন্তুষ্ট হয়, হাদীসে তাদেরকে অর্থের দাস ও স্ত্রীর দাস বলে আখ্যায়িত করা হয়েছে।

কোনো কোনো সূফী বুজুর্গের ভাষণে নফসের অনুসরণকে মূর্তি পূজা বলা হয়েছে। এর অর্থও নফসের কামনা-বাসনা মেনে চলা; প্রকৃত কুফর ও শিরক উদ্দেশ্য নয়।

اَلْيَوْمَ نَخْتِمُ عَلٰىٓ اَفْوَاهِهِمْ : হাশরে হিসাব-নিকাশের জন্য উপস্থিতির সময় প্রথমে প্রত্যেকেই যা ইচ্ছা ওজর বর্ণনা করার স্বাধীনতা পাবে। মুশরিকরা সেখানে কসম করে কুফর ও শিরক করার কথা অস্বীকার করবে। তারা বলবে– وَاللّٰهِ مَا كُنَّا مُشْرِكِيْنَ কেউ বলবে, আমাদের আমলনামায় ফেরেশতা যা কিছু লিখেছে, আমরা তা থেকে মুক্ত। তখন আল্লাহ তা'আলা তাদের মুখে মোহর এঁটে দিবেন, যাতে তারা কোনো কিছুই বলতে না পারে। অতঃপর তাদেরই হাত, পা ও অঙ্গ-প্রত্যঙ্গকে রাজসাক্ষী করে কথা বলার যোগ্যতা দান করা হবে। তারা কাফেরদের যাবতীয় কার্যকলাপের সাক্ষ্য দিবে। আলোচ্য আয়াতে হাত ও পায়ের কথা উল্লিখিত হয়েছে। অন্য আয়াতে মানুষের কর্ণ, চক্ষু ও চর্মের সাক্ষ্যদানের উল্লেখ রয়েছে। বলা হয়েছে : شَهِدَ عَلَيْهِمْ سَمْعُهُمْ وَاَبْصَارُهُمْ وَجُلُوْدُهُمْ অপর এক আয়াতে বলা হয়েছে : تَشْهَدُ عَلَيْهِمْ اَلْسِنَتُهُمْ অর্থাৎ তাদের জিহ্বা সাক্ষ্য দিবে। এটা আলোচ্য আয়াতের অর্থাৎ মুখে মোহর এটে দেওয়ার পরিপন্থি নয়। কেননা, মোহর করার উদ্দেশ্য এই যে, তারা নিজ ক্ষমতায় কিছু বলতে পারবে না। তাদের জিহ্বাও তাদের ইচ্ছার বিরুদ্ধেই সাক্ষ্য দিবে।

এসব অঙ্গ-প্রত্যঙ্গে বাকশক্তি কোথা থেকে আসবে, এ প্রশ্নের জবাব কুরআনেই বর্ণিত হয়েছে যে, اَنْطَقَنَا اللّٰهُ الَّذِىْٓ اَنْطَقَ كُلَّ شَيْءٍ অর্থাৎ অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ বলবে যে, যে আল্লাহ প্রত্যেক বাকশক্তিসম্পন্নকে বাকশক্তি দিয়েছেন, তিনি আমাদেরকেও বাকশক্তি দিয়েছেন।

وَمَنْ نُّعَمِّرْهُ نُنَكِّسْهُ فِى الْخَلْقِ اَفَلَا تَعْقِلُوْنَ : نُعَمِّرْ শব্দটি تَعْمِيْر থেকে উদ্ভূত। অর্থ– দীর্ঘায়ু দান করা। نُنَكِّسْ শব্দটি تَنْكِيْس থেকে উদগত। অর্থ– উপুড় করা। এ আয়াতে আল্লাহ তা'আলা তাঁর পূর্ণ শক্তি ও প্রজ্ঞার আরও একটি বহিঃপ্রকাশ বর্ণনা করেছেন। তা এই যে, প্রত্যেক মানুষ ও প্রাণী সর্বদা আল্লাহর কর্মের অধীনে থাকে এবং তাঁর কর্ম তাদের মধ্যে অবিরাম অব্যাহত থাকে। একটি নোংরা ও নিষ্প্রাণ ফোঁটা থেকে তাদের অস্তিত্বের সূচনা হয়েছে। জননীর গর্ভাশয়ের তিন অন্ধকারে এই ক্ষুদ্র জগতের সৃষ্টি সম্পন্ন হয়েছে। অনেক সূক্ষ্ম যন্ত্রপাতি এই অস্তিত্বের মধ্যে স্থাপন করা হয়েছে। অতঃপর আত্মা সঞ্চার করে তাকে জীবিত করা হয়েছে। নয় মাস জননী গর্ভে লালিত পালিত হয়ে সে একটি পূর্ণাঙ্গ মানুষের আকার ধারণ করেছে এবং পৃথিবীতে পদার্পণ করেছে। পূর্ণাঙ্গ হওয়া সত্ত্বেও তার প্রতিটি অঙ্গ দুর্বল প্রকৃতির। তাই তার উপযুক্ত খাদ্য তার মায়ের স্তনে সৃষ্টি করে তাকে ধাপে ধাপে শক্তি দান করেছেন। অতঃপর যৌবন পর্যন্ত অনেক স্তর অতিক্রম করে তার যাবতীয় শক্তি সুঠাম ও সবল হয়েছে। ফলে সে শক্তি ও শৌর্য দাবি করতে শুরু করেছে এবং তার মধ্যে প্রতিপক্ষকে পরাজিত করার মনোবল সৃষ্টি হয়েছে।

অতঃপর আল্লাহ যখন ইচ্ছা করলেন, তখন তার সমস্ত বল ও শক্তি হ্রাস পেতে শুরু করেছে। এই হ্রাসপ্রাপ্তিও অনেক স্তর অতিক্রম করে অবশেষে বার্ধক্যের শেষ সীমানায় উপনীত হয়েছে। চিন্তা করলে দেখা যায়, এখানে পৌঁছে সে আবার সেই স্তরেই পৌঁছে গেছে, যে স্তরটি শৈশবে অতিক্রম করেছিল। তার সকল অভ্যাস ও ক্রিয়াকর্ম বদলে গেছে। যেসব বস্তু এক সময় তার সর্বাধিক প্রিয় ছিল, সেগুলোই এখন সর্বাধিক ঘৃণিত হয়ে গেছে। পূর্বে যা ছিল সুখের বিষয়, এখন তা হয়ে গেছে কষ্টের বিষয়। আলোচ্য আয়াতে একেই উপুড় করা বলা হয়েছে। জনৈক কবি চমৎকার বলেছেন :

مَنْ عَاشَ اَخْلَقَتِ الْاَيَّامُ جِدَّتَهٗ ○ وَخَانَهٗ ثِقَتَاهُ السَّمْعُ وَالْبَصَرُ

https://e-ilm.weebly.com/

অর্থাৎ যে ব্যক্তি জীবিত থাকবেন, কালের আবর্তন তার নতুনত্ব ও শক্তিমত্তাকে জীর্ণ ও মলিন করে দিবে এবং তার সর্বপ্রধান দুই বন্ধু অর্থাৎ শ্রবণশক্তি ও দৃষ্টিশক্তি তার সাথে বিশ্বাসঘাতকতা করে পৃথক হয়ে যাবে।

মানুষ দুনিয়াতে চোখে দেখা অথবা কানে শোনা বিষয়ের প্রতি সর্বাধিক আস্থা পোষণ করে। বার্ধক্যে পৌছলে এগুলোও আর আস্থাভাজন থাকে না। শ্রবণশক্তির দুর্বলতার কারণে কথাবার্তা পূর্ণরূপে বুঝা কঠিন হয় এবং দৃষ্টিশক্তির বৈকল্যের কারণে সঠিকভাবে দেখা দুরূহ হয়ে পড়ে। মুতানাব্বী তাই বলেছেন :

وَمَنْ صَحِبَ الدُّنْيَا طَوِيْلاً تَقَلَّبَتْ ۞ عَلٰى عَيْنِهٖ حَتّٰى يَرٰى صِدْقَهَا كِذْبًا

অর্থাৎ যে ব্যক্তি দুনিয়াতে দীর্ঘ জীবন লাভ করে, তার চোখের সামনেই দুনিয়া পাল্টে যায়। ফলে পূর্বে যে বিষয়কে সত্য মনে করত, তা মিথ্যা প্রতীয়মান হতে থাকে।

মানুষের অস্তিত্বে এসব পরিবর্তন যেমন আল্লাহ তা'আলার বিস্ময়কর কুদরতের বহিঃপ্রকাশ, তেমনি এতে মানুষের প্রতি এক বিরাট অনুগ্রহও বিদ্যমান। স্রষ্টা মানুষের অস্তিত্বে যেসব শক্তি গচ্ছিত রেখেছেন, সেগুলো প্রকৃতপক্ষে সরকারী যন্ত্রপাতি। এগুলো তাকে দান করে বলে দেওয়া হয়েছে যে, এগুলোর মালিক তুমি নও এবং এগুলো চিরস্থায়ীও নয়। অবশেষে তোমার কাছ থেকে ফেরতও নেওয়া হবে। এর পরিপ্রেক্ষিতে নির্ধারিত সময়ে সবগুলো শক্তি একযোগে ফেরত নেওয়া বাহ্যত সঙ্গত ছিল। কিন্তু করুণাময় আল্লাহ এগুলো ফেরত নেওয়ার জন্যও দীর্ঘ মেয়াদী কিস্তি নির্ধারিত করে দিয়েছেন এবং ক্রমান্বয়ে ফেরত নিয়েছেন, যাতে মানুষ সাবধান হয়ে পরকালের সফরে যাওয়ার প্রস্তুতি গ্রহণ করতে পারে।

وَمَا عَلَّمْنٰهُ الشِّعْرَ নবুয়ত অমান্যকারী কাফেররা মানুষের মনে কুরআনের বিস্ময়কর প্রভাবের কথা অস্বীকার করতে পারত না। কারণ এটা ছিল সাধারণ প্রত্যক্ষ বিষয়। তাই তারা কখনো কুরআনকে জাদু এবং রাসূলুল্লাহ ﷺ -কে জাদুকর বলত এবং কখনো কুরআনকে কবিতা এবং রাসূলুল্লাহ ﷺ -কে কবি বলে আখ্যা দিত। এভাবে তারা প্রমাণ করতে চাইত যে, এই অনন্য সাধারণ প্রভাব খোদায়ী কালাম হওয়ার কারণে নয়, বরং হয় এটা জাদু, যা মানুষের মনে প্রভাব বিস্তার করে। না হয় কবিতা, যা সাধারণের মনে সাড়া জাগাতে পারে। আলোচ্য আয়াতে আল্লাহ তা'আলা বলেন, আমি নবীকে কবিতা ও কাব্য শিক্ষা দেইনি এবং তা তাঁর জন্য শোভনীয়ও নয়। সুতরাং তাঁকে কবি বলা ভ্রান্ত।

এখানে প্রশ্ন দেখা যায় যে, কাব্য রচনা আরব জাতির মজ্জাগত বিষয়। তাদের নারী ও বালক-বালিকারাও অনর্গল কবিতা বলে। কবিতার স্বরূপ সম্পর্কে তারা সম্যক জ্ঞাত। সুতরাং তারা কীসের ভিত্তিতে কুরআনকে কবিতা এবং রাসূলুল্লাহ ﷺ -কে কবি বলেছে? কারণ, কুরআনতো কবিতার ছন্দ ও শেষ অক্ষরের মিল মেনে চলেনি। একে কোনো মূর্খ এবং কাব্যচর্চা সম্পর্কে অনভিজ্ঞ ব্যক্তিও কবিতা বলতে পারে না।

এর জবাব এই যে, কবিতা আসলে কাল্পনিক স্বরচিত বিষয়কে বলা হয়, তা পদ্যেই হোক অথবা গদ্যে। কুরআনকে কবিতা এবং রাসূলুল্লাহ ﷺ -কে কবি বলার পিছনে কাফেরদের উদ্দেশ্য ছিল এই যে, তাঁর আনীত কালাম নিছক কাল্পনিক গল্প-গুজব। অথবা তারা বুঝাতে চেয়েছিল যে, পদ্য ও কবিতা যেমন বিশেষ প্রভাব রাখে, এর প্রভাবও ঠিক তেমনি। ইমাম জাসসাস (র.) রেওয়ায়েত করেন যে, হযরত আয়েশা (রা.)-কে কেউ জিজ্ঞাসা করল, রাসূলুল্লাহ ﷺ কখনো কোনো কবিতা আবৃত্তি করতেন কি? তিনি উত্তরে বললেন, সাধারণত করতেন না। তবে ইবনে-তুরফার এক পংক্তি কবিতা তিনি একবার আবৃত্তি করেছিলেন। পংক্তিটি এই :

سَتُبْدِىْ لَكَ الْاَيَّامُ مَا كُنْتَ جَاهِلًا ۞ وَيَاْتِيْكَ بِالْأَخْبَارِ مَنْ لَمْ تُزَوِّدِ

তিনি একে ছন্দ পরিবর্তন করে مَنْ لَمْ تُزَوِّدْ بِالْأَخْبَارِ আবৃত্তি করলে হযরত আবূ বকর (রা.) আরয করলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! কবিতাটি এভাবে নয়। তখন তিনি বললেন, আমি কবি নই এবং কাব্যচর্চা আমার জন্য শোভনীয়ও নয়।

তিরমিযী, ইমাম নাসায়ী ও ইমাম আহমদ এই রেওয়ায়েতটি বর্ণনা করেছেন এবং ইবনে কাছীর (র.)-ও তাঁর তাফসীরে এর উদ্ধৃতি দিয়েছেন। এ থেকে প্রতীয়মান হয় যে, স্বয়ং কোনো কবিতা রচনা করা তো দূরের কথা, তিনি অন্যের রচিত কবিতা আবৃত্তি করাও নিজের জন্য শোভনীয় মনে করতেন না।

কোনো কোনো রেওয়ায়েতে তাঁর কিছু বাক্য কবিতার ছন্দ অনুযায়ী বর্ণিত রয়েছে। এগুলো কবিতার উদ্দেশ্যে নয়, ঘটনাচক্রে মুখ দিয়ে বের হয়ে গেছে। ঘটনাক্রমে দু'চারটি ছন্দযুক্ত বাক্য কারো মুখ দিয়ে বের হয়ে গেলেই তাকে কবি বলা যায় না। রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর এই রহস্যভিত্তিক স্বাভাবিক অবস্থা থেকে এটা জরুরি হয় না যে, কাব্যচর্চা সর্বাবস্থায়ই নিন্দনীয়। কবিতা ও কাব্যচর্চা সম্পর্কিত বিস্তারিত বিধানাবলি সূরা শোয়ারার সর্বশেষ রুকূতে বর্ণিত হয়েছে। বিষয়টি সেখানে নেওয়া বাঞ্ছনীয়।

https://e-ilm.weebly.com/

শব্দ বিশ্লেষণ :

مُحْضَرُوْنَ : সীগাহ جمع مذكر বহছ اسم مفعول বাব اِفْعَالٌ মাসদার اَلْاِحْضَارُ মূলবর্ণ (ح ـ ض ـ ر) জিনস صحيح অর্থ– এ সকল লোকদেরকে উপস্থিত করা হবে।

شُغُلٍ : একবচন, বহুবচন اَشْغَالٌ ও شُغُوْلٌ অর্থ– নিজ নিজ কার্যে ব্যস্ততা।

فَاكِهُوْنَ : সীগাহ جمع مذكر বহছ اسم فاعل বাব سَمِعَ মাসদার اَلْفَكَاهَةُ ও اَلْفِكَةَ মূলবর্ণ (ف ـ ك ـ ه) জিনস صحيح অর্থ– প্রফুল্ল থাকবে।

ظِلَلٍ : একবচন, বহুবচন اَظْلَالٌ অর্থ– স্নিগ্ধ ছায়া, শিতল ছায়া।

اَلْاَرَائِكِ : বহুবচন, একবচন ارائك অর্থ– সোফা, পালঙ্ক, গদি, সিংহাসন।

مُتَّكِئُوْنَ : সীগাহ جمع مذكر বহছ اسم فاعل বাব اِفْتِعَالٌ মাসদার اَلْاِتِّكَاءُ মূলবর্ণ (و ـ ك ـ ء) জিনস মুরাক্কাব (مثال واوى ও مهموز لام) অর্থ– ভর দিয়ে বসে থাকবে।

يَدَّعُوْنَ : সীগাহ جمع مذكر غائب বহছ مضارع معروف বাব اِفْتِعَالٌ মাসদার اَلْاِدِّعَاءُ মূলবর্ণ (د ـ ع ـ و) জিনস ناقص واوى অর্থ– কামনা করবে।

اِمْتَازُوْا : সীগাহ جمع مذكر حاضر বহছ امر حاضر معروف বাব اِفْتِعَالٌ মাসদার اَلْاِمْتِيَازُ মূলবর্ণ (م ـ ى ـ ز) জিনস اجوف يائى অর্থ– তোমরা পৃথক হয়ে যাও।

اِصْلَوْهَا : সীগাহ جمع مذكر حاضر বহছ امر حاضر معروف বাব سَمِعَ মাসদার اَلصَّلْى মূলবর্ণ (ص ـ ل ـ ى) জিনস ناقص يائى ; ها যমীর واحد مؤنث غائب মাফউলে বিহী। অর্থ– এতে প্রবেশ কর।

نَخْتِمُ : সীগাহ جمع متكلم বহছ مضارع معروف বাব ضَرَبَ মাসদার اَلْخَتْمُ মূলবর্ণ (خ ـ ت ـ م) জিনস صحيح অর্থ– আমি মোহর মেরে দিব।

اِسْتَبَقُوْا : সীগাহ جمع مذكر غائب বহছ ماضى معروف বাব اِفْتِعَالٌ মাসদার اَلْاِسْتِبَاقُ মূলবর্ণ (س ـ ب ـ ق) জিনস صحيح অর্থ– তারা ছুটাছুটি করত।

لَمَسَخْنَاهُمْ : সীগাহ جمع متكلم বহছ ماضى معروف বাব فَتَحَ মাসদার اَلْمَسْخُ মূলবর্ণ (م ـ س ـ خ) জিনস صحيح ; هم যমীর جمع مذكر غائب মাফউলে বিহী অর্থ– আমি তাদের আকৃতিই পরিবর্তন করে দিতাম।

نُعَمِّرْهُ : সীগাহ جمع متكلم বহছ مضارع معروف বাব تَفْعِيْل মাসদার اَلتَّعْمِيْرُ মূলবর্ণ (ع ـ م ـ ر) জিনস صحيح অর্থ– যাকে আমি দীর্ঘায়ু করি।

نُنَكِّسْهُ : সীগাহ جمع متكلم বহছ مضارع معروف বাব تَفْعِيْل মাসদার اَلتَّنْكِيْسُ মূলবর্ণ (ن ـ ك ـ س) জিনস صحيح ; ه যমীর واحد مذكر غائب মাফউলে বিহী অর্থ– তাকে উল্টিয়ে দেই।

বাক্য বিশ্লেষণ :

إِنْ كَانَتْ إِلَّا صَيْحَةً وَّاحِدَةً فَإِذَاهُمْ جَمِيْعٌ لَّدَيْنَا مُحْضَرُوْنَ : إِنْ অব্যয়টি نافية এবং كَانَتْ হলো فعل ناقص -এর كَانَتْ হলো صَيْحَةً وَاحِدَةً এবং استثناء -এর হরফ এবং إلا হলো আর। শব্দটি اَلصَّيْحَةُ উহ্য হলো ফায়েল -এর لَدَيْنَا আর جَمِيْعٌ হলো خبر এবং هم হলো مبتدأ এবং اذا হলো الفجائية ; حرف عطف হলো فاء এবং খবর صفة এর- جَمِيْعٌ অথবা خبر ثانى শব্দটি হলো مُحْضَرُوْنَ আর متعلق -এর সাথে مُحْضَرُوْنَ যরফটি হলো

–(ই'রাবুল কুরআন : ৬/৩৩৮)

https://e-ilm.weebly.com/

أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّا خَلَقْنَا لَهُمْ مِّمَّا عَمِلَتْ أَيْدِينَا أَنْعَامًا فَهُمْ لَهَا مَالِكُونَ ﴿٧١﴾

৭১. এরা কি লক্ষ্য করেনি যে, আমি তাদের জন্য আমার [কুদরতের] হাতে সৃষ্ট বস্তুসমূহের মধ্যে চতুষ্পদ জন্তু সৃষ্টি করেছি, অতঃপর এরা এ সমস্তের মালিক হচ্ছে।

وَذَلَّلْنَاهَا لَهُمْ فَمِنْهَا رَكُوبُهُمْ وَمِنْهَا يَأْكُلُونَ ﴿٧٢﴾

৭২. এবং আমি সেই চতুষ্পদ জন্তুগুলোকে তাদের বশীভূত করে দিয়েছি, অনন্তর তার কতক তো তাদের বাহন, আর 'কতিপয়কে তারা আহার করে।

وَلَهُمْ فِيهَا مَنَافِعُ وَمَشَارِبُ ۖ أَفَلَا يَشْكُرُونَ ﴿٧٣﴾

৭৩. আর এদের মধ্যে তাদের জন্য আরো অনেক উপকার রয়েছে এবং পানীয় দ্রব্যাদিও; তবুও কি তারা শোকর করে না?

وَاتَّخَذُوا مِن دُونِ اللَّهِ آلِهَةً لَّعَلَّهُمْ يُنصَرُونَ ﴿٧٤﴾

৭৪. এবং তারা আল্লাহ ভিন্ন অন্য উপাস্য সাব্যস্ত করে রেখেছে এ আশায় যে, তারা সাহায্য প্রাপ্ত হবে।

لَا يَسْتَطِيعُونَ نَصْرَهُمْ وَهُمْ لَهُمْ جُندٌ مُّحْضَرُونَ ﴿٧٥﴾

৭৫. তারা তাদের কিছুমাত্র সাহায্য করতেই পারে না, আর তারা তাদের জন্য এক [বিরোধী] দল হয়ে দাঁড়াবে, যাদেরকে উপস্থিত করা হবে।

فَلَا يَحْزُنكَ قَوْلُهُمْ ۘ إِنَّا نَعْلَمُ مَا يُسِرُّونَ وَمَا يُعْلِنُونَ ﴿٧٦﴾

৭৬. অতএব, তাদের কথা আপনার মনঃকষ্টের কারণ না হওয়া চাই। নিঃসন্দেহে আমি সবই অবগত আছি, যা তারা অন্তরে রাখে এবং যা প্রকাশ করে।

শাব্দিক অনুবাদ :

৭১. أَوَلَمْ يَرَوْا এরা কি লক্ষ্য করেনি যে أَنَّا خَلَقْنَا لَهُمْ আমি তাদের জন্য সৃষ্টি করেছি مِّمَّا عَمِلَتْ أَيْدِينَا আমার (কুদরতের) হাতে বস্তুসমূহের মধ্যে أَنْعَامًا চতুষ্পদ জন্তু فَهُمْ لَهَا مَالِكُونَ অতঃপর এরা এ সমস্তের মালিক হচ্ছে।

৭২. وَذَلَّلْنَاهَا لَهُمْ, এবং আমি সেই চতুষ্পদ জন্তুগুলোকে তাদের বশীভূত করে দিয়েছে فَمِنْهَا رَكُوبُهُمْ অনন্তর তার কতক তো তাদের বাহন وَمِنْهَا يَأْكُلُونَ, আর কতিপয়কে তারা আহার করে।

৭৩. وَلَهُمْ فِيهَا مَنَافِعُ, আর এদের মধ্যে তাদের জন্য আরো অনেক উপকার রয়েছে وَمَشَارِبُ, এবং পানীয় দ্রব্যাদিও أَفَلَا يَشْكُرُونَ তুবও কি তারা শোকর করে না?

৭৪. وَاتَّخَذُوا, এবং তারা সাব্যস্ত করে রেখেছে مِن دُونِ اللَّهِ آلِهَةً আল্লাহ ভিন্ন অন্য উপাস্য لَّعَلَّهُمْ يُنصَرُونَ এ আশায় যে, তারা সাহায্যপ্রাপ্ত হবে।

৭৫. لَا يَسْتَطِيعُونَ نَصْرَهُمْ তারা তাদের কিছুমাত্র সাহায্য করতেই পারে না وَهُمْ لَهُمْ جُندٌ, আর তারা তাদের জন্য এক (বিরোধী) দল হয়ে দাঁড়াবে مُّحْضَرُونَ যাদেরকে উপস্থিত করা হবে।

৭৬. فَلَا يَحْزُنكَ قَوْلُهُمْ অতএব, তাদের কথা আপনার মনঃকষ্টের কারণ না হওয়া চাই إِنَّا نَعْلَمُ। নিঃসন্দেহ আমি সবই অবগত আছি مَا يُسِرُّونَ যা তারা অন্তরে রাখে وَمَا يُعْلِنُونَ, এবং যা প্রকাশ করে।

https://e-ilm.weebly.com/

৭৭. মানুষ কি এটা জানে না যে, আমি তাকে শুক্রবিন্দু হতে সৃষ্টি করেছি অতঃপর সে প্রকাশ্যে প্রতিবাদ করতে লাগল।	أَوَلَمْ يَرَ الْإِنْسَانُ أَنَّا خَلَقْنَٰهُ مِنْ نُّطْفَةٍ فَإِذَا هُوَ خَصِيمٌ مُّبِينٌ ﴿٧٧﴾
৭৮. আর সে আমার সম্বন্ধে এক অভিনব বিষয় বর্ণনা করল এবং সে নিজের মূল সৃষ্টিকে ভুলে গেল; সে বলে যে, কে জীবিত করবে এ হাড়গুলোকে, যখন তা পঁচে গেল?	وَضَرَبَ لَنَا مَثَلًا وَّنَسِيَ خَلْقَهُ ۖ قَالَ مَنْ يُّحْيِ الْعِظَامَ وَهِيَ رَمِيمٌ ﴿٧٨﴾
৭৯. আপনি বলে দিন, ঐগুলোকে তিনিই পুনর্জীবিত করবেন– যিনি প্রথমবার ঐগুলোকে সৃষ্টি করেছেন; এবং তিনি সর্বপ্রকার সৃষ্টি করতেই সুবিজ্ঞ।	قُلْ يُحْيِيهَا الَّذِيٓ أَنْشَأَهَآ أَوَّلَ مَرَّةٍ ۖ وَهُوَ بِكُلِّ خَلْقٍ عَلِيمٌ ﴿٧٩﴾
৮০. তিনি এরূপ– যিনি তাজা বৃক্ষ হতে তোমাদের জন্য অগ্নি উৎপাদন করে থাকেন, অতঃপর তোমরা তা হতে আরো অগ্নি প্রজ্বলিত কর।	الَّذِي جَعَلَ لَكُمْ مِّنَ الشَّجَرِ الْأَخْضَرِ نَارًا فَإِذَآ أَنْتُمْ مِّنْهُ تُوقِدُونَ ﴿٨٠﴾
৮১. আর যিনি আসমান ও জমিন সৃষ্টি করেছেন, তিনি কি এতে সক্ষম নন যে, এতদনুরূপ মানুষকে [পুনর্বার] সৃষ্টি করেন; নিশ্চয় তিনি সক্ষম এবং তিনি মহাস্রষ্টা, সর্বজ্ঞ।	أَوَلَيْسَ الَّذِي خَلَقَ السَّمٰوٰتِ وَالْأَرْضَ بِقٰدِرٍ عَلٰٓى أَنْ يَّخْلُقَ مِثْلَهُمْ ۚ بَلٰى ۚ وَهُوَ الْخَلّٰقُ الْعَلِيمُ ﴿٨١﴾

শাব্দিক অনুবাদ :

৭৭. اَوَلَمْ يَرَ الْاِنْسَانُ মানুষ কি এটা জানে না যে اَنَّا خَلَقْنٰهُ আমি তাকে সৃষ্টি করেছি مِنْ نُّطْفَةٍ শুক্রবিন্দু হতে فَاِذَا هُوَ خَصِيْمٌ مُّبِيْنٌ অতঃপর সে প্রকাশ্যে প্রতিবাদ করতে লাগল।

৭৮. وَضَرَبَ لَنَا مَثَلًا আর সে আমার সম্বন্ধে এক অভিনব বিষয় বর্ণনা করল وَّنَسِيَ خَلْقَهُ এবং সে নিজের মূল সৃষ্টিকে ভুলে গেল قَالَ সে বলে যে مَنْ يُّحْيِ الْعِظَامَ কে জীবিত করবে এ হাড়গুলোকে وَهِيَ رَمِيْمٌ, যখন তা পঁচে গেল।

৭৯. قُلْ আপনি বলে দিন يُحْيِيْهَا ঐগুলোকে তিনিই পুনর্জীবিত করবেন الَّذِيْٓ اَنْشَاَهَآ اَوَّلَ مَرَّةٍ যিনি প্রথমবার ঐগুলোকে সৃষ্টি করেছেন وَهُوَ بِكُلِّ خَلْقٍ عَلِيْمٌ, এবং তিনি সর্বপ্রকার সৃষ্টি করতেই সুবিজ্ঞ।

৮০. الَّذِيْ جَعَلَ لَكُمْ তিনি এরূপ যিনি তোমাদের জন্য উৎপাদন করে থাকেন مِّنَ الشَّجَرِ الْاَخْضَرِ তাজা বৃক্ষ হতে نَارًا অগ্নি فَاِذَآ اَنْتُمْ مِّنْهُ تُوْقِدُوْنَ অতঃপর তোমরা তা হতে আরো অগ্নি প্রজ্বলিত কর।

৮১. اَوَلَيْسَ الَّذِيْ خَلَقَ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضَ আর যিনি আসমান ও জমিন সৃষ্টি করেছেন بِقٰدِرٍ তিনি কি এতে সক্ষম নন যে عَلٰٓى اَنْ يَّخْلُقَ مِثْلَهُمْ এতদনুরূপ মানুষকে (পুনর্বার) সৃষ্টি করবেন بَلٰى নিশ্চয় তিনি সক্ষম وَهُوَ الْخَلّٰقُ الْعَلِيْمُ এবং তিনি মহাস্রষ্টা, সর্বজ্ঞ।

https://e-ilm.weebly.com/

৮২. যখন তিনি কোনো বস্তুকে [সৃষ্টি করতে] ইচ্ছা করেন, তখন তাঁর নিয়ম এই যে, তিনি ঐ বস্তুকে বলেন, 'হও', অমনি তা হয়ে যায়।	إِنَّمَا أَمْرُهُ إِذَا أَرَادَ شَيْئًا أَنْ يَقُولَ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ ﴿٨٢﴾
৮৩. অতএব, তাঁরই সত্তা পবিত্রতম, যাঁর হস্তে রয়েছে প্রত্যেক কাজের পূর্ণ ক্ষমতা এবং তোমাদের সকলকে তাঁরই সমীপে ফিরে যেতে হবে।	فَسُبْحَانَ الَّذِي بِيَدِهِ مَلَكُوتُ كُلِّ شَيْءٍ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ ﴿٨٣﴾ ع

শাব্দিক অনুবাদ :

৮২. إِنَّمَا أَمْرُهُ তাঁর নিয়ম এই যে إِذَا أَرَادَ شَيْئًا যখন তিনি কোনো বস্তুকে (সৃষ্টি করতে) ইচ্ছা করেন তখন أَنْ يَقُولَ لَهُ তিনি ঐ বস্তুকে বলেন كُنْ হও فَيَكُونُ অমনি তা হয়ে যায়।

৮৩. فَسُبْحَانَ অতএব, তাঁরই সত্তা পবিত্রতম الَّذِي بِيَدِهِ مَلَكُوتُ كُلِّ شَيْءٍ যাঁর হস্তে রয়েছে প্রত্যেক কাজের পূর্ণ ক্ষমতা وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ এবং তোমাদের সকলকে তাঁরই সমীপে ফিরে যেতে হবে।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

أَوَلَمْ يَرَ الْإِنْسَانُ أَنَّا خَلَقْنَاهُ مِنْ نُطْفَةٍ فَإِذَا هُوَ خَصِيمٌ مُبِينٌ

শানে নুযূল :- রাসূল ﷺ -এর নিকট একদা আব্দুল্লাহ ইবনে উবাই, হযরত সাঈদ ইবনে জুবায়েরের মতে আ'স ইবনে ওয়ায়েল সাহামী, হাছান (র.)-এর মতে, উবাই ইবনে খালফ একটি পুরাতন হাড় নিয়ে এসে বলল, হে মুহাম্মদ! এ হাড়টি চূর্ণ হয়ে যাবার পরও কি আল্লাহ পুনরায় সৃষ্টি করবেন? রাসূল ﷺ বললেন, হ্যাঁ আল্লাহ তোমাকে পুনরায় জীবন দান করবেন এবং তোমাকে জাহান্নামে দেবেন। সে পরিপ্রেক্ষিতে আল্লাহ তা'আলা আলোচ্য আয়াত নাজিল করেন।

-[কুরতুবী ৫৪/১৫, তাবারী ৪৬৪/১০, দুররে মানছুর ২৬৯/৫]

قُلْ يُحْيِيهَا الَّذِي أَنْشَأَهَا أَوَّلَ مَرَّةٍ وَهُوَ بِكُلِّ خَلْقٍ عَلِيمٌ

শানে নুযূল : উবাই ইবনে খালফ রাসূল ﷺ -কে বলেছিল, এ হাড়কে চূর্ণ করে যদি বাতাসে উড়িয়ে দেই, তাহলেও কি আল্লাহ তা'আলা পুনরায় জমায়েত করবেন? উবাই ইবনে খালফ কর্তৃক সন্দেহের ভঙ্গিতে জিজ্ঞেস করা সম্পর্কে আল্লাহ তা'আলা এ আয়াত নাজিল করেন। -[কুরতুবী ৫৪/১৫]

الَّذِي جَعَلَ لَكُمْ مِنَ الشَّجَرِ الْأَخْضَرِ نَارًا فَإِذَا أَنْتُمْ مِنْهُ تُوقِدُونَ

শানে নুযূল : অভিযোগ আরোপ করা হলো যে, বীর্য হচ্ছে উষ্ণ তরল পদার্থ, যার মধ্যে জীবনপ্রাপ্তিতার উপাদান বিদ্যমান রয়েছে। সুতরাং বীর্য হতে জীবন লাভ করা সম্ভব। পক্ষান্তরে হাড় হচ্ছে শীতল শুষ্ক বস্তু, যার মধ্যে জীবন প্রাপ্তিতার কোনো উপাদান বিদ্যমান নেই। সুতরাং এ হাড় হতে কীভাবে পুনরায় জীবন লাভ করতে পারে? বিভ্রান্তিকর সেই অভিযোগের পরিপ্রেক্ষিতে আলোচ্য আয়াত নাজিল হয়েছে। -[কুরতুবী ৫৫/১৫]

أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّا خَلَقْنَا لَهُمْ مِمَّا عَمِلَتْ أَيْدِينَا أَنْعَامًا فَهُمْ لَهَا مَالِكُونَ

-আয়াতে চতুষ্পদ জন্তু সৃজনে মানুষের উপকারিতা এবং প্রকৃতির অসাধারণ কারিগরি উল্লেখ করার সাথে আল্লাহ তা'আলার আরো একটি মহা অনুগ্রহ বিধৃত হয়েছে। তা এই যে, চতুষ্পদ জন্তু সৃজনে মানুষের কোনোই হাত নেই। এগুলো একান্তভাবে প্রকৃতির স্বহস্ত নির্মিত। আল্লাহ তা'আলা মু'মিনকে কেবল চতুষ্পদ জন্তু দ্বারা উপকার লাভের সুযোগ ও অনুমতিই দেননি ; বরং তাদেরকে এগুলোর মালিকও করে দিয়েছেন। ফলে তারা এগুলোতে সর্বপ্রকার মালিকসুলভ অধিকার প্রয়োগ করতে পারে। নিজে এগুলোকে কাজে লাগাতে পারে অথবা বিক্রি করে সে মূল্য দ্বারা উপকৃত হতে পারে।

মালিকানার মূল কারণ আল্লাহর দান, পুঁজি ও শ্রম নয় : আজকাল নতুন নতুন অর্থনৈতিক মতবাদের মধ্যে জোরেশোরে আলোচনা চলছে যে, বস্তুনিচয়ের মালিকানায় পুঁজি মূল কারণ, নাকি শ্রম? পুঁজিবাদি অর্থনীতির প্রবক্তারা পুঁজিকেই মূল

https://e-ilm.weebly.com/

কারণ সাব্যস্ত করে। পক্ষান্তরে সমাজতন্ত্রের প্রবক্তারা শ্রমকে মালিকানার আসল কারণ আখ্যা দেয়। আর আলোচ্য আয়াত ব্যক্ত করেছে যে, বস্তুনিচয়ের মালিকানায় এতদুভয়ের কোনোই প্রভাব নেই। কোনো বস্তুর সৃষ্টিই মানুষের করায়ত্ত নয়। এটা সরাসরি আল্লাহর কাজ। বুদ্ধি ও বিবেকের দাবি এই যে, যে ব্যক্তি যে বস্তু সৃষ্টি করে, তার মালিকও সেই হবে। এভাবে জগতের বস্তুনিচয়ের মধ্যে মূল ও সত্যিকার মালিকানা আল্লাহ তা'আলারই। যে কোনো বস্তুর মধ্যে মানুষের মালিকানা একমাত্র আল্লাহর দানের কারণে হতে পারে। বস্তুনিচয়ের মালিকানার প্রমাণ ও তা হস্তান্তরের আইন আল্লাহ তা'আলা তাঁর পয়গাম্বরগণের মাধ্যমে পৃথিবীতে জারি করেছেন। এই আইনের বিরুদ্ধে কেউ কোনো বস্তুর মালিক হতে পারে না।

وَذَلَّلْنَاهَا لَهُمْ : এতে আরো একটি অনুগ্রহ ও নিয়ামতের দিকে ইঙ্গিত করা হয়েছে যে, উট, ঘোড়া, হাতী, বলদ ইত্যাদি অধিকাংশ জীব-জন্তু মানুষ অপেক্ষা অধিক শক্তিশালী। তাদের সামনে মানুষ একান্তই দুর্বল। ফলে এসব জন্তু মানুষের বশীভূত না হওয়াই ছিল যুক্তিযুক্ত। কিন্তু আল্লাহ তা'আলা এগুলো সৃষ্টি করে যেমন মানুষের প্রতি অনুগ্রহ করেছেন, তেমনি এসব জন্তুকে স্বভাবগতভাবে মানুষের বশীভূতও করে দিয়েছেন। ফলে একজন বালকও একটি শক্তিশালী ঘোড়ার মুখে অনায়াসে লাগাম পরিয়ে দিতে পারে। এরপর তার পিঠে চেপে বসে যত্রতত্র নিয়ে যেতে পারে। এটাও মানুষের কোনো বাহাদুরি নয়; একমাত্র মহান আল্লাহ তা'আলার দান।

وَهُمْ لَهُمْ جُنْدٌ مُّحْضَرُونَ : এখানে جُنْدٌ-এর অর্থ প্রতিপক্ষ নেওয়া হলে আয়াতের উদ্দেশ্য হবে এই যে, তারা দুনিয়াতে যাদেরকে উপাস্য স্থির করেছে, তারা কিয়ামতের দিন তাদের প্রতিপক্ষ হয়ে তাদের বিরুদ্ধে সাক্ষ্য দেবে। তাফসীরের সার-সংক্ষেপেও এ অর্থই বর্ণিত হয়েছে।

হযরত হাসান ও কাতাদাহ্ (রা.) থেকে বর্ণিত এ আয়াতের তাফসীর এই যে, কাফেররা সাহায্য পাওয়ার আশায় মূর্তিদেরকে উপাস্য স্থির করেছিল। কিন্তু অবস্থা হচ্ছে এই যে, স্বয়ং তারাই মূর্তিদের সেবাদাস ও সিপাহী হয়ে গেছে। তারা মূর্তিদের হেফাজত করে। কেউ বিরুদ্ধে গেলে তারা তাদের পক্ষ হয়ে যুদ্ধ করে। অথচ তাদেরকে সাহায্য করার যোগ্যতা মূর্তিদের নেই।

أَوَلَمْ يَرَ الْإِنْسَانُ أَنَّا خَلَقْنَاهُ مِنْ نُّطْفَةٍ : সূরা ইয়াসীনের আলোচ্য সর্বশেষ পাঁচটি আয়াত একটি বিশেষ ঘটনার প্রেক্ষাপটে অবতীর্ণ হয়েছে, যা কোনো কোনো রেওয়ায়েতে উবাই ইবনে খালফের ঘটনা বলে এবং কোনো কোনো রেওয়ায়েতে আ'স ইবনে ওয়ায়েলের ঘটনা বলে উল্লেখ করা হয়েছে। তবে উভয়ের তরফ থেকে ঘটনাটি সংঘটিত হওয়াও অসম্ভব নয়। প্রথম রেওয়ায়েতটি ইমাম বায়হাকী (র.) শো'আবুল ঈমানে এবং দ্বিতীয় রেওয়ায়েতটি ইবনে আবী হাতেম হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) থেকে বর্ণনা করেছেন। ঘটনাটি এই যে, আ'স ইবনে ওয়ায়েল মক্কা উপত্যকা থেকে একটি পুরাতন হাড় কুড়িয়ে তাকে স্বহস্তে ভেঙ্গে চূর্ণ-বিচূর্ণ করে রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে বলল, এই যে হাড়টি চূর্ণ-বিচূর্ণ অবস্থায় দেখছেন, আল্লাহ তা'আলা একেও জীবিত করবেন কি? রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন, হ্যাঁ আল্লাহ তা'আলা তোমাকে মৃত্যু দেবেন, পুনরুজ্জীবিত করবেন এবং জাহান্নামে প্রবেশ করাবেন। -[ইবনে কাছীর]

خَصِيمٌ مُّبِينٌ : অর্থাৎ নিকৃষ্ট বীর্য থেকে সৃষ্ট এ মানুষ আল্লাহর কুদরত অস্বীকার করে কেমন খোলাখুলি বাকবিতণ্ডায় প্রবৃত্ত হয়েছে।

وَضَرَبَ لَنَا مَثَلًا : আ'স ইবনে ওয়ায়েল পুরাতন হাড়কে স্বহস্তে চূর্ণ-বিচূর্ণ করে এর পুনরুজ্জীবন অসম্ভব মনে করেছিল। এখানে ضَرَبَ مَثَلٌ (দৃষ্টান্ত বর্ণনা) বলে এ ঘটনাই বুঝানো হয়েছে। এরপর বলা হয়েছে :

وَنَسِيَ خَلْقَهُ : অর্থাৎ এ দৃষ্টান্ত বর্ণনা করার সময় সে নিজের সৃষ্টিতত্ত্ব ভুলে গেল যে, নিকৃষ্ট নাপাক ও নিষ্প্রাণ একটি শুক্রবিন্দুতে প্রাণসঞ্চার করে তাকে সৃষ্টি করা হয়েছে। যদি সে এই মূল তত্ত্ব বিস্মৃত না হতো তবে এরূপ দৃষ্টান্ত উপস্থিত করে খোদায়ী কুদরতকে অস্বীকার করার ধৃষ্টতা প্রদর্শন করতে পারত না।

جَعَلَ لَكُمْ مِّنَ الشَّجَرِ الْأَخْضَرِ نَارًا আরবে মারখ ও ইফার নামক দুই ধরনের বৃক্ষ ছিল। আরবরা এ দুই প্রকারের দু'টি শাখা মিসওয়াকের পরিমাণ কেটে নিত। অতঃপর সম্পূর্ণ তাজা ও রস ভর্তি শাখাদ্বয়কে পরস্পর ঘষে আগুন জ্বালাত। আয়াতে এদিকেই ইঙ্গিত করা হয়েছে। -[কুরতুবী]

এছাড়া আয়াতের মর্ম এও হতে পারে যে, প্রত্যেক বৃক্ষ শুরুতে সবুজ সতেজ থাকার পর পরিশেষে শুকিয়ে আগুনের ইন্ধন হয়ে যায়। কুরআন পাকের নিম্নোক্ত আয়াতের অর্থও তাই :

أَفَرَأَيْتُمُ النَّارَ الَّتِي تُورُونَ ءَأَنْتُمْ أَنْشَأْتُمْ شَجَرَتَهَا أَمْ نَحْنُ الْمُنْشِئُونَ : অর্থাৎ তোমরা কি সেই আগুনের প্রতি লক্ষ্য করো না, যাকে তোমরা প্রজ্বলিত করে কাজে লাগাও? যে বৃক্ষ এই আগুনের স্ফুলিঙ্গ হয়, সেটি কি তোমরা সৃষ্টি করেছ, নাকি আমি? কিন্তু আলোচ্য আয়াতে شَجَرٌ শব্দের সাথে أَخْضَرُ (সবুজ) বিশেষণ উল্লেখ থাকায় এর বাহ্যিক অর্থ সে বিশেষ বৃক্ষই হবে যা থেকে সবুজতা সত্ত্বেও আগুন নির্গত হয়।

https://e-ilm.weebly.com/

إِنَّمَا أَمْرُهُ إِذَا أَرَادَ شَيْئًا أَنْ يَقُولَ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ আয়াতের উদ্দেশ্য এই যে, মানুষ কোনো কিছু তৈরি করতে চাইলে প্রথমে উপকরণ সংগ্রহ করে, অতঃপর কারিগর ডাকে, অতঃপর বেশ কিছুকাল কাজ করার পর বাঞ্ছিত বস্তুটি তৈরি হয়। কিন্তু আল্লাহ তা'আলা যখন কোনো কিছু সৃষ্টি করতে ইচ্ছা করেন, তখন এতসব সাত-পাঁচের প্রয়োজন হয় না। তিনি যখন যে বস্তু সৃষ্টি করতে চান, তখন সে বস্তুকে কেবল আদেশ দেওয়াই যথেষ্ট হয়। তিনি যে বস্তুকে 'হয়ে যা' বলেন, তা তৎক্ষণাৎ হয়ে যায়। এতে জরুরি হয় না যে, প্রত্যেক বস্তুই তাৎক্ষণিকভাবে সৃজিত হবে; বরং স্রষ্টার রহস্যের অধীনে যে বস্তুর তাৎক্ষনিক সৃষ্টি উপযোগী হয়, তা তাৎক্ষণিকভাবেই সৃজিত হয়। পক্ষান্তরে যে বস্তুর পর্যায় ক্রমিক সৃষ্টি কোনো রহস্যের ভিত্তিতে উপযুক্ত বিবেচিত হয়, তাকেই পর্যায়ক্রমে সৃষ্টি করা হয়। এমতবস্থায় প্রথমেই পর্যায়ক্রমিক সৃষ্টির আদেশ জারি করা হয় অথবা প্রত্যেক পর্যায়ে আলাদাভাবে كُنْ (হয়ে যা) আদেশ জারি করা হয়।

শব্দ বিশ্লেষণ :

لَمْ يَرَوْا : সীগাহ جمع مذكر غائب বহছ نفى جحد بلم درفعل مستقبل معروف বাব فَتَحَ মাসদার الرؤية মূলবর্ণ (ر - أ - ى) জিনস মুরাক্কাব (مهموز فاء ও ناقص يائى) অর্থ– লক্ষ্য করেনি।

ذَلَّلْنَاهَا : সীগাহ جمع متكلم বহছ ماضى مطلق معروف বাব ضَرَبَ মাসদার الذُّلُّ মূলবর্ণ (ذ - ل - ل) জিনস مضاعف ثلاثى ; ها যমীর واحد مؤنث মাফঊলে বিহী অর্থ– চতুষ্পদ জন্তুগুলোকে বশীভূত করে দিয়েছি।

اِتَّخَذُوا : সীগাহ جمع مذكر غائب বহছ ماضى مطلق معروف বাব اِفْتِعَالٌ মাসদার اَلْاِتِّخَاذُ মূলবর্ণ (أ - خ - ذ) জিনস مهموز فاء অর্থ– তারা সাব্যস্ত করে রেখেছে।

اٰلِهَةً : একবচন, বহুবচন الهات অর্থ– উপাস্য।

لَا يَسْتَطِيعُوْنَ : সীগাহ جمع مذكر غائب বহছ مضارع منفى معروف বাব اِسْتِفْعَالٌ মাসদার اَلْاِسْتِطَاعَةُ মূলবর্ণ (ط - و - ع) জিনস اجوف واوى অর্থ– তারা করতে পারে না, সক্ষম নয়।

لَا يَحْزُنْكَ : সীগাহ واحد مذكر غائب বহছ مضارع منفى معروف বাব نَصَرَ মাসদার اَلْحُزْنُ মূলবর্ণ (ح - ز - ن) জিনস صحيح ; ك যমীর واحد مذكر حاضر মাফঊলে বিহী অর্থ– আপনার মনঃকষ্টের কারণ না হওয়া চাই।

يُسِرُّوْنَ : সীগাহ جمع مذكر غائب বহছ مضارع معروف বাব اِفْعَالٌ মাসদার اَلْاِسْرَارُ মূলবর্ণ (س - ر - ر) জিনস مضاعف ثلاثى অর্থ– তারা অন্তরে রাখে।

يُعْلِنُوْنَ : সীগাহ جمع مذكر غائب বহছ مضارع معروف বাব اِفْعَالٌ মাসদার اَلْاِعْلَانُ মূলবর্ণ (ع - ل - ن) জিনস صحيح অর্থ– তারা প্রকাশ করে।

رَمِيْمٌ : একবচন, বহুবচন رمام অর্থ– পচে গেল, জীর্ন অস্থি, ক্ষয়প্রাপ্ত হাড়।

تُوْقِدُوْنَ : সীগাহ جمع مذكر حاضر বহছ مضارع معروف বাব اِفْعَالٌ মাসদার اَلْاِيْقَادُ মূলবর্ণ (و - ق - د) জিনস مثال واوى অর্থ– তোমরা অগ্নি প্রজ্জ্বলিত কর।

كُنْ : সীগাহ واحد مذكر حاضر বহছ امر حاضر معروف বাব نَصَرَ মাসদার اَلْكَوْنُ মূলবর্ণ (ك - و - ن) জিনস اجوف واوى অর্থ– হও, হয়ে যায়।

تُرْجَعُوْنَ : সীগাহ جمع مذكر حاضر বহছ مضارع مجهول বাব ضَرَبَ মাসদার اَلرُّجُوْعُ মূলবর্ণ (ر - ج - ع) জিনস صحيح অর্থ– তোমাদের সকলকে ফিরে যেতে হবে।

বাক্য বিশ্লেষণ :

وَذَلَّلْنَاهَا لَهُمْ فَمِنْهَا رَكُوْبُهُمْ وَمِنْهَا يَأْكُلُوْنَ : ذَلَّلْنَا হলো فعل ماضى এবং نَا হলো তার فاعل আর هَا হলো তার مفعول এবং لَهُمْ হলো ذَلَّلْنَاهَا-এর সাথে متعلق অতঃপর فاء অব্যয়টি تَفْرِيْع তথা প্রকার বর্ণনার জন্য এসেছে এবং مِنْهَا হলো خبر مقدم আর رَكُوْبُهُمْ হলো مبتدأ مؤخر এবং দ্বিতীয় مِنْهَا শব্দটি পরবর্তী يَأْكُلُوْنَ-এর সাথে متعلق। অতঃপর يَأْكُلُوْنَ হলো فعل مضارع مرفوع এবং هُوَ-এর ন্যায় উহ্য صحيح হলো তার فاعل -(ই'রাবুল কুরআন : ৬/৩৫১)

https://e-ilm.weebly.com/

سُوْرَةُ الصّٰٓفّٰتِ مَكِّيَّةٌ

সূরা সা-ফফাত

মক্কায় অবতীর্ণ: আয়াত-১৮২, রুকূ'-৫

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ○

পরম করুণাময়, দয়ালু আল্লাহর নামে শুরু করছি।

১. সেই ফেরেশতাদের শপথ, যারা [আল্লাহর সামনে] সারিবদ্ধভাবে দণ্ডায়মান থাকে।	وَالصّٰٓفّٰتِ صَفًّا ۙ ﴿١﴾
২. অতঃপর সেই ফেরেশতাদের শপথ, যারা বাধা প্রদান করে।	فَالزّٰجِرٰتِ زَجْرًا ۙ ﴿٢﴾
৩. অনন্তর সেই ফেরেশতাদের শপথ, যারা জিকির [তাসবীহ্] পাঠ করে।	فَالتّٰلِيٰتِ ذِكْرًا ۙ ﴿٣﴾
৪. নিশ্চয় তোমাদের [প্রকৃত] মা'বূদ এক।	اِنَّ اِلٰهَكُمْ لَوَاحِدٌ ؕ ﴿٤﴾
৫. তিনি আসমানসমূহের ও জমিনের এবং এতদুভয়ের মধ্যস্থিত সমস্ত বস্তুর প্রতিপালক [অর্থাৎ মালিক] এবং তিনি উদয়স্থলসমূহের [-ও] প্রতিপালক।	رَبُّ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا وَرَبُّ الْمَشَارِقِ ؕ ﴿٥﴾
৬. আমিই সুশোভিত করে দিয়েছি নিকটবর্তী আসমানকে এক বিচিত্র সজ্জায় নক্ষত্ররাজি দ্বারা।	اِنَّا زَيَّنَّا السَّمَآءَ الدُّنْيَا بِزِيْنَةِ ۨ الْكَوَاكِبِ ۙ ﴿٦﴾
৭. এবং [আসমানের সংবাদসমূহকে] সুরক্ষিতও করেছি প্রত্যেক বিদ্রোহী শয়তান হতে।	وَحِفْظًا مِّنْ كُلِّ شَيْطٰنٍ مَّارِدٍ ۚ ﴿٧﴾

শাব্দিক অনুবাদ :

১. وَالصّٰٓفّٰتِ সেই ফেরশতাদের শপথ যারা (আল্লাহর সামনে) দণ্ডায়মান থাকে صَفًّا সারিবদ্ধভাবে।

২. فَالزّٰجِرٰتِ زَجْرًا অতঃপর সেই ফেরেশতাদের শপথ, যারা বাধা প্রদান করে।

৩. فَالتّٰلِيٰتِ অনন্তর সেই ফেরেশতাদের শপথ যারা পাঠ করে। ذِكْرًا জিকির (তাসবীহ)।

৪. اِنَّ اِلٰهَكُمْ নিশ্চয় তোমাদের (প্রকৃত) মা'বূদ لَوَاحِدٌ এক।

৫. رَبُّ তিনি প্রতিপালক السَّمٰوٰتِ আসমানসমূহের الْاَرْضِ জমিনের وَمَا بَيْنَهُمَا, এবং এতদুভয়ের মধ্যস্থিত সমস্ত বস্তুর وَرَبُّ الْمَشَارِقِ এবং তিনি উদয়স্থলসমূহের (-ও) প্রতিপালক।

৬. اِنَّا زَيَّنَّا আমিই সুশোভিত করে দিয়েছি السَّمَآءَ الدُّنْيَا নিকটবর্তী আসমানকে بِزِيْنَةِ الْكَوَاكِبِ এক বিচিত্র সজ্জায় নক্ষত্ররাজি দ্বারা।

৭. وَحِفْظًا এবং সুরক্ষিতও করেছি مِّنْ كُلِّ شَيْطٰنٍ مَّارِدٍ প্রত্যেক বিদ্রোহী শয়তান হতে।

https://e-ilm.weebly.com/

৮. এই শয়তানের দল ঊর্ধ্ব জগতের প্রতি কর্ণপাতও করতে পারে না এবং তারা প্রত্যেক দিক হতে প্রহৃত হয়ে–	لَا يَسَّمَّعُوْنَ اِلَى الْمَلَاِ الْاَعْلٰى وَيُقْذَفُوْنَ مِنْ كُلِّ جَانِبٍ ﴿٨﴾
৯. বিতাড়িত হয় এবং তাদের জন্য রয়েছে চিরস্থায়ী শাস্তি।	دُحُوْرًا وَّلَهُمْ عَذَابٌ وَّاصِبٌ ﴿٩﴾
১০. কিন্তু কোনো শয়তান হঠাৎ কিছু শুনে ফেললে এক জ্বলন্ত উল্কাপিণ্ড তার পশ্চাদ্ধাবন করতে থাকে।	اِلَّا مَنْ خَطِفَ الْخَطْفَةَ فَاَتْبَعَهٗ شِهَابٌ ثَاقِبٌ ﴿١٠﴾
১১. অতএব, তাদেরকে জিজ্ঞাসা করুন যে, এরাই গঠনে অধিকতর মজবুত, নাকি আমার উল্লিখিত সৃষ্ট বস্তুসমূহ; আমি তাদেরকে আঠাল মাটি দ্বারা সৃষ্টি করেছি।	فَاسْتَفْتِهِمْ اَهُمْ اَشَدُّ خَلْقًا اَمْ مَّنْ خَلَقْنَا ؕ اِنَّا خَلَقْنٰهُمْ مِّنْ طِيْنٍ لَّازِبٍ ﴿١١﴾
১২. বরং [তাদের পুনরুত্থান অস্বীকার করাতে] আপনি তো বিস্মিত হচ্ছেন, আর তারা বিদ্রূপ করছে।	بَلْ عَجِبْتَ وَيَسْخَرُوْنَ ﴿١٢﴾
১৩. আর যখন তাদেরকে বুঝানো হয়, তখন তারা বুঝে না।	وَاِذَا ذُكِّرُوْا لَا يَذْكُرُوْنَ ﴿١٣﴾
১৪. আর যখন এরা কোনো মু'জিযা প্রত্যক্ষ করে, তখন তাকে বিদ্রূপ করে।	وَاِذَا رَاَوْا اٰيَةً يَّسْتَسْخِرُوْنَ ﴿١٤﴾
১৫. এবং বলে এটা তো প্রকাশ্য জাদু।	وَقَالُوْا اِنْ هٰذَا اِلَّا سِحْرٌ مُّبِيْنٌ ﴿١٥﴾

শাব্দিক অনুবাদ :

৮. لَا يَسَّمَّعُوْنَ এই শয়তানের দল কর্ণপাতও করতে পারে না اِلَى الْمَلَاِ الْاَعْلٰى ঊর্ধ্ব জগতের প্রতি وَيُقْذَفُوْنَ এবং তারা প্রহৃত হয়ে مِنْ كُلِّ جَانِبٍ প্রত্যেক দিক হতে।

৯. دُحُوْرًا বিতাড়িত হয় وَّلَهُمْ এবং তাদের জন্য রয়েছে عَذَابٌ وَّاصِبٌ চিরস্থায়ী শাস্তি।

১০. اِلَّا কিন্তু مَنْ خَطِفَ الْخَطْفَةَ কোনো শয়তান আচম্বিতে কোনো সংবাদ শুনে ফেললে فَاَتْبَعَهٗ তখন তার পশ্চাদ্ধাবন করতে থাকে شِهَابٌ ثَاقِبٌ এক জ্বলন্ত উল্কাপিণ্ড।

১১. فَاسْتَفْتِهِمْ অতএব, তাদেরকে জিজ্ঞাসা করুন যে اَهُمْ اَشَدُّ خَلْقًا এরাই গঠনে অধিকতর মজবুত اَمْ مَّنْ خَلَقْنَا নাকি আমার উল্লিখিত সৃষ্ট বস্তুসমূহ اِنَّا خَلَقْنٰهُمْ আমি তাদেরকে সৃষ্টি করেছি مِّنْ طِيْنٍ لَّازِبٍ আঠাল মাটি দ্বারা।

১২. بَلْ عَجِبْتَ বরং আপনি তো বিস্মিত হচ্ছেন وَيَسْخَرُوْنَ আর তারা বিদ্রূপ করছে।

১৩. وَاِذَا ذُكِّرُوْا যখন তাদেরকে বুঝানো হয় لَا يَذْكُرُوْنَ তখন তারা বুঝে না।

১৪. وَاِذَا رَاَوْا যখন এরা প্রত্যক্ষ করে اٰيَةً কোনো মু'জিযা يَّسْتَسْخِرُوْنَ তখন তাকে বিদ্রূপ করে।

১৫. وَقَالُوْا এবং বলে اِنْ هٰذَا اِلَّا এটা তো سِحْرٌ مُّبِيْنٌ প্রকাশ্য জাদু।

https://e-ilm.weebly.com/

১৬. আচ্ছা, যখন আমরা মরে গেলাম এবং মাটি ও হাড়ে পরিণত হলাম তখন কি আমাদেরকে [পুনঃ] জীবিত করা হবে?	ءَاِذَا مِتْنَا وَكُنَّا تُرَابًا وَّعِظَامًا ءَاِنَّا لَمَبْعُوْثُوْنَ ﴿١٦﴾
১৭. আর আমাদের পূর্ব-পিতৃপুরুষদেরকেও কি?	اَوَ اٰبَاۤؤُنَا الْاَوَّلُوْنَ ﴿١٧﴾
১৮. আপনি বলে দিন, হ্যাঁ, আর তোমরা লাঞ্ছিতও হবে।	قُلْ نَعَمْ وَاَنْتُمْ دَاخِرُوْنَ ﴿١٨﴾
১৯. বস্তুত কিয়ামত তো কেবল একটি ভীষণ হুঙ্কার হবে, সুতরাং তখনই সকলে অকস্মাৎ [জীবিত হয়ে] দেখতে আরম্ভ করবে।	فَاِنَّمَا هِيَ زَجْرَةٌ وَّاحِدَةٌ فَاِذَا هُمْ يَنْظُرُوْنَ ﴿١٩﴾
২০. এবং বলবে, হায় আমাদের দুর্ভোগ! এটা তো ঐ প্রতিফল দিবসই।	وَقَالُوْا يٰوَيْلَنَا هٰذَا يَوْمُ الدِّيْنِ ﴿٢٠﴾
২১. (আল্লাহ্ বলবেন,) এটা সে ফয়সালারই দিন, যাকে তোমরা অবিশ্বাস করতে।	هٰذَا يَوْمُ الْفَصْلِ الَّذِيْ كُنْتُمْ بِهٖ تُكَذِّبُوْنَ ﴿٢١﴾
২২. (নির্দেশ হবে) একত্র কর অনাচারীদেরকে ও তাদের স্বধর্মীদেরকে এবং সে উপাস্যদেরকেও– তারা যাদের পূজা করত।	اُحْشُرُوا الَّذِيْنَ ظَلَمُوْا وَاَزْوَاجَهُمْ وَمَا كَانُوْا يَعْبُدُوْنَ ﴿٢٢﴾
২৩. আল্লাহকে ছেড়ে, অতঃপর তাদেরকে দোজখের পথ প্রদর্শন কর।	مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ فَاهْدُوْهُمْ اِلٰى صِرَاطِ الْجَحِيْمِ ﴿٢٣﴾

শাব্দিক অনুবাদ :

১৬. ءَاِذَا مِتْنَا আচ্ছা, যখন আমরা মরে গেলাম وَكُنَّا এবং পরিণত হলাম تُرَابًا وَّعِظَامًا মাটি ও হাড়ে ءَاِنَّا لَمَبْعُوْثُوْنَ তখন কি আমাদেরকে (পুন:) জীবিত করা হবে?

১৭. اَوَ اٰبَاۤؤُنَا الْاَوَّلُوْنَ আর আমাদের পূর্ব পিতৃপুরুষদেরকে ও কি?

১৮. قُلْ আপনি বলে দিন نَعَمْ হ্যাঁ وَاَنْتُمْ دَاخِرُوْنَ এবং তোমরা লাঞ্ছিত হবে।

১৯. فَاِنَّمَا هِيَ زَجْرَةٌ وَّاحِدَةٌ বস্তুত কিয়ামত তো কেবল একটি ভীষণ হুঙ্কার হবে فَاِذَا هُمْ يَنْظُرُوْنَ সুতরাং তখনই সকলে আকস্মাৎ (জীবিত হয়ে) দেখতে আরম্ভ করবে।

২০. وَقَالُوْا এবং বলবে يٰوَيْلَنَا হায় আমাদের দুর্ভোগ هٰذَا يَوْمُ الدِّيْنِ এটা তো ঐ প্রতিফল দিবসই।

২১. هٰذَا يَوْمُ الْفَصْلِ এটা সে ফয়সালারই দিন الَّذِيْ كُنْتُمْ بِهٖ تُكَذِّبُوْنَ যাকে তোমরা অবিশ্বাস করতে।

২২. اُحْشُرُوا الَّذِيْنَ ظَلَمُوْا একত্র কর অনাচারীদেরকে وَاَزْوَاجَهُمْ ও তাদের স্বধর্মীদেরকে وَمَا كَانُوْا يَعْبُدُوْنَ এবং সে উপাস্যদেরকেও তারা যাদের পূজা করত।

২৩. مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ আল্লাহকে ছেড়ে فَاهْدُوْهُمْ অতঃপর তাদেরকে প্রদর্শন কর اِلٰى صِرَاطِ الْجَحِيْمِ দোজখের পথ।

https://e-ilm.weebly.com/

২৪. এবং তাদেরকে (একটু) থামাও; তাদেরকে কিছু জিজ্ঞাসাবাদ করা হবে।	وَقِفُوْهُمْ اِنَّهُمْ مَّسْئُوْلُوْنَ ﴿٢٤﴾
২৫. এখন তোমাদের কী হলো যে, তোমরা একে অন্যকে সাহায্য করছ না।	مَا لَكُمْ لَا تَنَاصَرُوْنَ ﴿٢٥﴾
২৬. বরং সেদিন তারা সবাই নতশির থাকবে।	بَلْ هُمُ الْيَوْمَ مُسْتَسْلِمُوْنَ ﴿٢٦﴾
২৭. এবং তারা একে অন্যের মুখামুখি হয়ে সওয়াল-জওয়াব করতে থাকবে।	وَاَقْبَلَ بَعْضُهُمْ عَلٰى بَعْضٍ يَّتَسَآءَلُوْنَ ﴿٢٧﴾
২৮. অনুবর্তীরা বলবে, আমাদের নিকট তোমাদের আগমন বড় প্রভাবের সাথে হতো।	قَالُوْٓا اِنَّكُمْ كُنْتُمْ تَاْتُوْنَنَا عَنِ الْيَمِيْنِ ﴿٢٨﴾
২৯. মাতব্বররা বলবে, না; বরং তোমরা নিজেরাই ঈমান আননি।	قَالُوْا بَلْ لَّمْ تَكُوْنُوْا مُؤْمِنِيْنَ ﴿٢٩﴾

শাব্দিক অনুবাদ :

২৪. وَقِفُوْهُمْ এবং তাদেরকে (একটু) থামাও اِنَّهُمْ مَّسْئُوْلُوْنَ তাদেরকে কিছু জিজ্ঞাসাবাদ করা হবে।
২৫. مَا لَكُمْ এখন তোমাদের কী হলো لَا تَنَاصَرُوْنَ তোমরা একে অন্যকে সাহায্য করছ না।
২৬. بَلْ বরং هُمُ الْيَوْمَ সেদিন তারা সবাই مُسْتَسْلِمُوْنَ নতশির থাকবে।
২৭. وَاَقْبَلَ بَعْضُهُمْ عَلٰى بَعْضٍ এবং তারা একে অন্যের মুখামুখি হয়ে يَتَسَآءَلُوْنَ সওয়াল জওয়াব করতে থাকবে।
২৮. قَالُوْٓا অনুবর্তীরা বলবে اِنَّكُمْ كُنْتُمْ تَاْتُوْنَنَا আমাদের নিকট তোমাদের আগমন হতো عَنِ الْيَمِيْنِ বড় প্রভাবের সাথে।
২৯. قَالُوْا মাতব্বররা বলবে بَلْ না ; বরং لَمْ تَكُوْنُوْا مُؤْمِنِيْنَ তোমরা নিজেরাই ঈমান আননি।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

নামকরণের কারণ : আলোচ্য সূরার প্রথম আয়াত اَلصّٰٓفّٰتِ দ্বারা সূরাটির নামকরণ করা হয়েছে সূরা 'আস-সাফ্ফাত'। যার অর্থ হলো সারিবদ্ধ। যেহেতু এ সূরার শুরুতে সারিবদ্ধ ফেরেশতাদের শপথ দ্বারা আল্লাহ তা'আলা সূরাটি শুরু করেছেন, সেহেতু রাসূলুল্লাহ ﷺ আলোচ্য সূরাটিকে 'আস্-সাফফাত' নামে নামকরণ করেছেন। অথবা অন্যান্য সূরার ন্যায় এতেও تَسْمِيَةُ الْكُلِّ بِاسْمِ الْجُزْءِ (অংশ বিশেষের নামের দ্বারা সম্পূর্ণ বস্তুর নামকরণ) মূলনীতির অনুকরণ করা হয়েছে। আল্লাহ তা'আলা তাঁর একত্ববাদের বর্ণনা দিতে গিয়ে প্রথমে সারিবদ্ধ ফেরেশতাদের শপথ করেছেন।

মুফাস্সীরীনে কেরাম অভিমত ব্যক্ত করেছেন যে, ফেরেশতারা আল্লাহ তা'আলার সৃষ্ট একটি পবিত্র ও অনুগত জাতি। মুহূর্তকালের জন্যও তাঁরা আল্লাহ তা'আলার ইবাদত হতে গাফেল হন না। আল্লাহ তা'আলার পক্ষ থেকে যে আদেশ করা হয় সাথে সাথেই তাঁরা তা পালন করতে লেগে যান। তাঁদের কর্মপদ্ধতি ও দায়িত্বজ্ঞান সম্পর্কে মানুষকে স্মরণ করিয়ে দেওয়ার জন্যই রাসূলে কারীম ﷺ সূরাটির নামকরণ করেছেন সূরা 'আস্-সাফ্ফাত'।

পূর্ববর্তী সূরার সাথে যোগসূত্র : সূরা 'আস-সাফফাত' তাওহীদ বিষয়বস্তুর মাধ্যমে আরম্ভ করা হয়েছে। অতঃপর দ্বিতীয় রুকূ'তে শেষ পর্যন্ত কিয়ামতের বর্ণনা উল্লেখ করা হয়েছে। এরপর সূরার শেষ পর্যন্ত বিভিন্ন আম্বিয়ায়ে কেরামের অবস্থাসমূহের সাথে সাথে রিসালাতের বর্ণনাও করা হয়েছে। মোটকথা, সম্পূর্ণ সূরার মধ্যে ঘুরে-ফিরে এ তিনটি বিষয়বস্তু সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে। সূরা ইয়াসীনেও উক্ত বিষয় সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে। এ সমষ্টিগত যোগসূত্রের দ্বারা পূর্ববর্তী সূরার সাথে এ সূরার যোগসূত্র সুস্পষ্ট হয়ে গেছে। –[কামালাইন]

https://e-ilm.weebly.com/

অবতীর্ণ হওয়ার সময়কাল : সূরাটি হিজরতের পূর্বে রাসূলে কারীম ﷺ মক্কায় অবস্থানকালে অবতীর্ণ হয়েছে। তবে একথা সুস্পষ্ট বর্ণিত নেই যে, নবুয়তের কোন সালে তা অবতীর্ণ হয়েছে। হ্যাঁ বিষয়বস্তু ও ভাব-ভঙ্গি পর্যালোচনা দ্বারা আন্দাজ করতে কষ্ট হয় না যে, মাক্কী যুগের শেষভাগে তা অবতীর্ণ হয়েছে। কেননা পূর্ববর্তী আম্বিয়ায়ে কেরাম (আ.)-এর ঘটনাসমূহের ব্যাপক উদ্ধৃতির মাধ্যমে হুযূর ﷺ-কে সান্ত্বনা দেওয়া দ্বারা এটাই অনুমান করা যায় যে, তখন নবী কারীম ﷺ ও সাহাবায়ে কেরামের উপর কাফেরদের জুলুম-অত্যাচার সীমা অতিক্রম করেছিল এবং স্বয়ং রাসূলে কারীমও সে সময় অত্যন্ত নৈরাশ্যজনক পরিস্থিতির সম্মুখীন হয়েছিলেন।

আয়াত ও রুকূ' সংখ্যা : সূরা আস-সাফ্ফাতে সর্বমোট ১৮২টি আয়াত এবং ৫টি রুকূ' রয়েছে। এ সূরার প্রতিটি আয়াত মানবজীবনের এক একটি দিক নির্দেশনা। فَاسْتَفْتِهِمْ أَهُمْ أَشَدُّ خَلْقًا أَمْ مَنْ خَلَقْنَا إِنَّا خَلَقْنَاهُمْ مِنْ طِينٍ لَازِبٍ

শানে নুযূল : মক্কার মুশরিকীনদের মাঝে উসাইদ ইবনে কালাদা আল জামাহী নামক এক যুবক ছিল। সে বড় বীর পুরুষ ও শক্তিশালী ছিল। তার অপ্রতিদ্বন্দ্বি শক্তি ও বীরত্বের কারণে তাকে 'আবুল আসাদ' উপনামে ভূষিত করা হয় অর্থাৎ আবুল আসাদ ইবনে কালাদাহ আল জামাহী, সেই বীর পুরুষ সম্পর্কেই আলোচ্য আয়াত নাজিল হয়েছে।

–[রুহুল মা'আনী ৭৫/২৩/১২, কুরতুবী ৬৫/২৩/১২, কুরতুবী ৬৩/১৫ বাহরে মুহীত্ব ৩৩৯/৭]

وَإِذَا ذُكِّرُوا لَا يَذْكُرُونَ ۝ وَإِذَا رَأَوْا آيَةً يَسْتَسْخِرُونَ ۝ وَقَالُوا إِنْ هَٰذَا إِلَّا سِحْرٌ مُبِينٌ

শানে নুযূল : মক্কার মুশরিকীনদের মাঝে রোকানা নামক একজন কুস্তিগীর বীরপুরুষ ছিল। রাসূল ﷺ একদা তাকে একা একা পাহাড়ে বকরি চড়াতে দেখতে পেয়ে তাকে বললেন, হে রোকানা! আমি যদি তোমাকে কুস্তি করে মাটিতে শুইয়ে দিতে পারি, তাহলে তুমি কি আমার প্রতি ঈমান আনবে? সে বলল, হ্যাঁ! সুতরাং রাসূল ﷺ কুস্তি করে তাকে তিন বার মাটিতে ফেলে দিলেন। অতঃপর কিছু মু'জিযাও দেখালেন, তন্মধ্যে একটি গাছকে ইঙ্গিত করলে গাছটি তাঁর প্রতি ঝুঁকে পড়ে। তার পরও সে ঈমান গ্রহণ তো করেইনি ; বরং মক্কাবাসীকে গিয়ে বলল যে, হে বনু হাশেম সম্প্রদায়! তোমাদের মধ্যে যে লোকটি নবী বলে দাবি করছে, সে মানুষের করা জাদু দ্বারা আক্রান্ত। নরাধম রোকানার সে অপ-প্রচারের পরিপ্রেক্ষিতে আলোচ্য আয়াত নাজিল হয়েছে। -[বাহরে মুহীত ৩৪০/৭, রূহুল মা'আনী ৭৭/২৩/১২]

সূরার বিষয়বস্তু : আলোচ্য সূরাটি মক্কায় অবতীর্ণ হয়েছে। মক্কায় অবতীর্ণ অন্যান্য সূরার ন্যায় এর মৌলিক বিষয়বস্তুও ঈমানতত্ত্ব। এতে তাওহীদ, রিসালাতও আখেরাতের বিশ্বাসসমূহ বিভিন্ন পন্থায় প্রমাণ করা হয়েছে। প্রসঙ্গক্রমে মুশরিকদের ভ্রান্ত আকিদাসমূহেরও খণ্ডন করা হয়েছে। এতে জান্নাত ও জাহান্নামের অবস্থাসমূহের চিত্রায়ন করা হয়েছে। পয়গাম্বরগণের দাওয়াতের অন্তর্ভুক্ত বিশ্বাসসমূহ প্রমাণ করা এবং কাফেরদের সন্দেহ ও আপত্তি নিরসনের পর অতীতে যারা এসব বিশ্বাসকে সত্য বলে স্বীকার করেছে, তাদের সাথে আল্লাহ তা'আলা কি আচরণ করেছেন এবং যারা অস্বীকার ও শিরকের পথ অবলম্বন করেছে, তাদের পরিণতি কি হয়েছে- সেসব বিষয় বিবৃত করা হয়েছে। এ প্রসঙ্গে হযরত নূহ (আ.), হযরত ইবরাহীম (আ.) ও তাঁদের পুত্রগণ, হযরত মূসা (আ.) ও হারূন (আ.) এবং হযরত ইলিয়াস (আ.), হযরত লূত (আ.) ও হযরত ইউনুস (আ.)-এর ঘটনাবলি কোথাও সংক্ষেপে এবং কোথাও বিস্তারিত উল্লেখ করা হয়েছে।

মক্কার মুশরিকরা ফেরেশতাগণকে 'আল্লাহর কন্যা' বলে অভিহিত করত। কাজেই এ সূরার উপসংহারে বিশদভাবে এ বিশ্বাসের খণ্ডন করা হয়েছে। সূরার সামগ্রিক বর্ণনাভঙ্গি থেকে বুঝা যায় যে, এতে বিশেষভাবে ফেরেশতাগণকে আল্লাহ তা'আলার কন্যা সাব্যস্ত করা সংক্রান্ত বিশেষ বিষয়ের খণ্ডন করাই লক্ষ্য। এ কারণেই সূরাটি ফেরেশতাগণের শপথ এবং তাঁদের আনুগত্যের গুণাবলি উল্লেখ করে শুরু করা হয়েছে।

আলোচ্য সূরায় আম্বিয়ায়ে কেরাম (আ.)-এর যেসব ঐতিহাসিক কাহিনী উল্লেখ করা হয়েছে তন্মধ্যে সবচেয়ে অধিক শিক্ষাপ্রদ হচ্ছে, মুসলিম জাতির জনক হযরত ইবরাহীম (আ.)-এর মহান জীবনেতিহাস। তিনি স্বপ্নযোগে আল্লাহ তা'আলার নিকট হতে ইঙ্গিত পেয়ে একমাত্র স্নেহের পুত্র হযরত ইসমাঈল (আ.)-কে কুরবানি করতে প্রস্তুত হয়েছিলেন। উক্ত ঘটনা রাসূলে কারীম ﷺ ও তাঁর সাহাবীগণকে মুশরিকদের জুলুম-অত্যাচারের মুখে সান্ত্বনা লাভের প্রেরণা যুগিয়েছিল, তাঁদের নিরাশ অন্তরে আশার আলো জ্বালিয়েছিল।

https://e-ilm.weebly.com/

সূরার শেষ আয়াতসমূহে জানিয়ে দেওয়া হয়েছে যে, কাফেরদের সাময়িক প্রতাপ-প্রতিপত্তি দেখে শঙ্কিত হওয়ার কোনোই কারণ নেই। কেননা অচিরেই তাদের সকল শক্তি ও দম্ভ নিঃশেষ করে দেওয়া হবে এবং তারা লাঞ্ছিত ও পর্যুদস্ত হবে। আর শেষ ফলে ঈমানদারগণই কামিয়াব হবেন– এতে বিন্দুমাত্র সন্দেহ নেই। -[মা'আরিফুল কুরআন]

প্রথম বস্তু তাওহীদ : সূরাটি তাওহীদ তথা একত্ববাদ সংক্রান্ত বিশ্বাসের বর্ণনার মাধ্যমে শুরু করা হয়েছে এবং প্রথম চার আয়াতের মূল উদ্দেশ্য হলো একথা বর্ণনা করা যে, إِنَّ إِلٰهَكُمْ لَوَاحِدٌ (অর্থাৎ নিশ্চিয় তোমাদের মা'বূদ একজন।) কিন্তু বর্ণনার আগে তিনটি বিষয়ের শপথ করা হয়েছে। এসব শপথের নির্ভেজাল শাব্দিক অনুবাদ এই, শপথ সারিবদ্ধ হয়ে দাঁড়ানো ব্যক্তিদের, অতঃপর শপথ প্রতিরোধকারীদের, অতঃপর শপথ কুরআন তেলাওয়াতকারীদের। কিন্তু এ তিন প্রকার লোক কারা? কুরআনে তার সুস্পষ্ট কোনো বর্ণনা নেই। ফলে এর তাফসীরে বিভিন্ন রকম উক্তি করা হয়েছে। কেউ কেউ বলেন, এখানে আল্লাহর পথে জিহাদকারী গাজীদেরকে বুঝানো হয়েছে, যারা মিথ্যা শক্তির বিরুদ্ধে বাধার প্রাচীর দাঁড় করার জন্য সারিবদ্ধ হয়ে দাঁড়ায় এবং সারিবদ্ধ হওয়ার সময় জিকির তথা তাসবীহ্ ও কুরআন তেলাওয়াতে মশগুল থাকে। কেউ বলেন : আয়াতে সেসব নামাজিকে বুঝানো হয়েছে, যারা মসজিদে সারিবদ্ধ হয়ে শয়তানি চিন্তা-ভাবনা ও কাজকর্মের প্রতি বাধা আরোপ করে এবং নিজেদের সমগ্র ধ্যান-ধারণাকে জিকির ও তেলাওয়াতে নিবদ্ধ করে দেয়। –(তাফসীরে কবীর ও কুরতুবী) এতদ্ব্যতীত কুরআনের ভাষার সাথে তেমন সামঞ্জস্যশীল নয়, এ ধরনের আরো কিছু তাফসীর বর্ণিত রয়েছে। কিন্তু অধিকাংশ তাফসীরবিদের মতে স্বীকৃত তাফসীর এই যে, আয়াতে ফেরেশতাগণকে বুঝানো হয়েছে এবং তাদের তিনটি বিশেষণ উল্লেখ করা হয়েছে।

প্রথম বিশেষণ হচ্ছে اَلصّٰفّٰتِ صَفًّا : এটি صَفٌّ শব্দ থেকে উদ্ভূত। এর অর্থ কোনো জনসমষ্টিকে এক সরল রেখায় সন্নিবেশিত করা। -[কুরতুবী] কাজেই আয়াতের অর্থ হবে সারিবদ্ধ হয়ে দাঁড়ানো ব্যক্তিবর্গ।

এ সূরায়ই এরপরেই ফেরেশতাগণের সারিবদ্ধ হওয়ার বিষয় উল্লিখিত হয়েছে। ফেরেশতগণের উক্তি বর্ণনা করে বলা হয়েছে–وَ اِنَّا لَنَحْنُ الصَّآفُّوْنَ অর্থাৎ নিঃসন্দেহে আমরা সারিবদ্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে থাকি। এটা কখন হয়? এ প্রশ্নের জবাবে তাফসীরবিদ হযরত ইবনে আব্বাস (রা.), হাসান বসরী (র.) ও কাতাদাহ্ (র.) প্রমুখ বলেন যে, ফেরেশতাগণ সদাসর্বদা শূন্য পথে সারিবদ্ধ হয়ে আল্লাহর আদেশের অপেক্ষায় উৎকর্ণ থাকে। যখনই কোনো আদেশ হয়, তখনই তা কার্যে পরিণত করে। –(মাযহারী)

কারো কারো মতে এটা কেবল ইবাদতের সময়ই হয়। অর্থাৎ ফেরেশতাগণ যখন ইবাদত, জিকির ও তা সবীহে মশগুল হয়, তখনই সারিবদ্ধ হয়। –[তাফসীরে কবীর]

শৃঙ্খলা ও নিয়ন্ত্রণ : আলোচ্য আয়াত থেকে জানা গেল যে, ধর্মে প্রত্যক কাজে নিয়ম-শৃঙ্খলা ও উত্তম রীতি-নীতির প্রতি লক্ষ্য রাখা কাম্য এবং আল্লাহ তা'আলার পছন্দনীয়। বলা বাহুল্য, আল্লাহ তা'আলার ইবাদত হোক কিংবা তাঁর আদেশ পালন হোক, উভয় কর্ম সারিবদ্ধ হওয়ার পরিবর্তে এলোমেলোভাবে একত্র হয়েও ফেরেশতাগণ সম্পাদন করতে পারত, কিন্তু এহেন বিশৃঙ্খলার পরিবর্তে তাদেরকে সারিবদ্ধ হওয়ার তাওফীক দেওয়া হয়েছে। আয়াতে তাদের উত্তম গুণাবলির মধ্যে সর্বাগ্রে এ গুণটিই উল্লেখ করে ব্যক্ত করা হয়েছে যে, তাদের এ অবস্থা আল্লাহ তা'আলার খুবই পছন্দনীয়।

নামাজে সারিবদ্ধ হওয়ার গুরুত্ব : বস্তুত মানবজাতিকেও ইবাদতের সময় সারিবদ্ধ হওয়ার প্রতি উৎসাহিত করা হয়েছে এবং তৎপ্রতি জোর দেওয়া হয়েছে। হযরত জাবের ইবনে সামুরাহ (রা.) বর্ণনা করেন যে, একদিন রাসূলুল্লাহ ﷺ আমাদেরকে বললেন : তোমরা (নামাজে) সারিবদ্ধ হও না কেন, যেমন ফেরেশতাগণ তাদের পালনকর্তার সামনে সারিবদ্ধ হয়? সাহাবায়ে কেরাম জিজ্ঞেস করলেন, ফেরেশতাগণ তাদের পালনকর্তার সামনে কিভাবে সারিবদ্ধ হয়? তিনি জবাব দিলেন : তারা কাতার পূর্ণ করে এবং কাতারে গা ঘেঁষে দাঁড়ায় (অর্থাৎ মাঝখানে জায়গা খালি রাখে না)। -(তাফসীরে মাযহারী) নামাজের কাতার পূর্ণ করা ও সোজা রাখার উপর জোর দিয়ে এত অধিক হাদীস বর্ণিত হয়েছে যে, সেগুলো একত্রে সংগ্রহ করলে একটি পূর্ণ পুস্তিকা রচিত হতে পারে। হযরত আবূ মাসউদ বদরী (রা.) বলেন : রাসূল ﷺ নামাজে আমাদের কাঁধে হাত লাগিয়ে বলতেন : সোজা হয়ে থাক, আগে পিছে থেকো না। নতুবা তোমাদের অন্তরে অনৈক্য মাথাচড়া দিয়ে উঠবে। –[মুসলিম ও নাসায়ী]।

ফেরেশতাগণের দ্বিতীয় বিশেষণ فَالزّٰجِرٰتِ زَجْرًا বর্ণিত হয়েছে। এটা زَجْرٌ থেকে উৎপন্ন। অর্থ– প্রতিরোধ করা, ধমক দেওয়া, অভিশাপ দেওয়া। হযরত থানভী (র.)-এর অনুবাদ করেছেন بندش کرنے والی (প্রতিরোধকারী)। ফলে এ শব্দের

https://e-ilm.weebly.com/

সবগুলো সম্ভাব্য অর্থ এর অন্তর্ভুক্ত হয়ে গেছে। ফেরেশতাগণ কিসের প্রতিরোধ করে? কুরআন পাকের পূর্বাপর বর্ণনার প্রেক্ষিতে অধিকাংশ তাফসীরবিদ এর জবাবে বলেন যে, এখানে ফেরেশতাগণের সে কর্মকাণ্ড বুঝানো হয়েছে, যার মাধ্যমে তারা শয়তানদেরকে উর্ধ্ব জগতে পৌছতে বাধা দান করে। খোদ কুরআন পাকে এ সম্পর্কিত বিশদ আলোচনা পরে উল্লিখিত হবে।

তৃতীয় বিশেষণ হচ্ছে فَالتّٰلِيٰتِ ذِكْرًا অর্থাৎ ফেরেশতাগণ 'জিকির' এর তেলাওয়াত করে। জিকিরের মর্মার্থ উপদেশ বাক্যও হয় এবং আল্লাহর স্মরণও হয়। প্রথমোক্ত অর্থ অনুযায়ী উদ্দেশ্য এই যে, আল্লাহ তা'আলা তাঁর ঐশীগ্রন্থসমূহের মাধ্যমে যেসব উপদেশ নাজিল করেছেন, তারা সেগুলো তেলাওয়াত করে। এ তেলাওয়াত পুণ্য অর্জন ও ইবাদত হিসেবেও হতে পারে অথবা ওহী বহণকারী ফেরেশতাগণ পয়গাম্বরগণের সামনে উপদেশপূর্ণ আল্লাহপ্রদত্ত ঐশীগ্রন্থ তেলাওয়াতের মাধ্যমে যে পয়গাম পৌছান, তাও বুঝানো যেতে পারে। পক্ষান্তরে 'জিকির' -এর অর্থ আল্লাহর স্মরণ নেওয়া হলে উদ্দেশ্য হবে এই যে, তারা যেসব বাক্য পাঠে রত থাকে, সেগুলো আল্লাহর পবিত্রতা ও মহিমা জ্ঞাপন করে।

কুরআন পাক এখানে ফেরেশতাগণের উল্লিখিত তিনটি বিশেষণ বর্ণনা করে আনুগত্য ও দাসত্বের সব কটি গুণই সন্নিবেশিত করে দিয়েছে। অর্থাৎ ইবাদতের জন্য সারিবদ্ধ হয়ে থাকা, আল্লাহর অবাধ্যতা থেকে শয়তানী শক্তিসমূহকে প্রতিরোধ করা এবং আল্লাহর বিধানবলি ও উপদেশাবলি নিজে পাঠ করা ও অপরের কাছে পৌছানো। বলা বাহুল্য দাসত্বের কোনো কর্মকাণ্ড এ তিনটি শাখার বাইরে থাকতে পারে না। অতএব উল্লিখিত চারখানি আয়াতের মর্মার্থ দাঁড়াল এই যে, যেসব ফেরেশতা দাসত্বের যাবতীয় গুণের অধিকারী তাদের শপথ-একজনই তোমাদের সত্য মা'বূদ।

ফেরেশতাগণের শপথ করার কারণ : এ সূরায় বিশেষভাবে ফেরেশতাগণের শপথ করার কারণ এই যে, পূর্বেও বলা হয়েছে এ সূরার মূল আলোচ্য বিষয় হলো বিশেষ এক প্রকার শিরক খণ্ডন করা। সে বিশেষ শিরক এই যে, মক্কার কাফেররা ফেরেশতাগণকে আল্লাহর কন্যা বলে অভিহিত করত। সেমতে সূরার শুরুতেই ফেরেশতাগণের শপথ করে তাদের এমন গুণাবলি উল্লেখ করা হয়েছে, যা থেকে তাদের পরিপূর্ণ দাসত্ব প্রকাশ পায়। ফেরেশতাগণের এসব দাসত্ব জ্ঞাপক গুণাবলি সম্পর্কে চিন্তা করলে তোমরা স্বতঃস্ফূর্তভাবে বুঝতে সক্ষম হবে যে, আল্লাহ তা'আলার সাথে তাদের সম্পর্ক পিতা ও কন্যার নয়, ; বরং তাদের মধ্যে দাস ও প্রভুর সম্পর্ক বিদ্যমান রয়েছে।

আল্লাহ তা'আলার নামে শপথ : কুরআন পাকে আল্লাহ তা'আলা ঈমান ও বিশ্বাস সম্পর্কিত মৌলিক বিষয়ের উপর জোর দেওয়ার জন্য বিভিন্ন শপথ করেছেন। কখনো আপন সত্তার এবং কখনো বিশেষ বিশেষ সৃষ্ট বস্তুর শপথ করা হয়েছে। এ সম্পর্কে বহু প্রশ্ন দেখা দিতে পারে বিধায় কুরআন পাকের তাফসীরে এটি একটি স্বতন্ত্র ও মৌলিক আলোচ্য বিষয়ে পরিণত হয়ে গেছে। হাফেয ইবনে কাইয়্যিম (র.) এ সম্পর্কে 'আত-তিবইয়ান ফী আকসামিল কুরআন' নামে একটি স্বতন্ত্র গ্রন্থ রচনা করেছেন। আল্লামা সুয়ূতী (র.) উসূলে তাফসীর সম্পর্কিত 'ইতকান' গ্রন্থের ৬৭ তম অধ্যায়ে এ বিষয় সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা করেছেন। এখানে তাঁর কিছু জরুরি অংশ উদ্ধৃত করা হচ্ছে–

প্রথম প্রশ্ন : আল্লাহ তা'আলার শপথ করার ফলে প্রশ্ন জাগে যে, তিনি তো পরম স্বয়ম্ভর ও অমুখাপেক্ষী। কাউকে আশ্বস্ত করার জন্য শপথ করার তার কি প্রয়োজন?

'ইতকান' গ্রন্থে আবুল কাসেম কুশায়রী (রা.) থেকে এ প্রশ্নের জবাবে বর্ণিত রয়েছে যে, নিঃসন্দেহে আল্লাহ তা'আলার জন্য শপথ করার কোনোই প্রয়োজন ছিল না, কিন্তু মানুষের প্রতি তাঁর অপার স্নেহ ও করুণাবশত তিনি তা করেছেন। যাতে তারা কোনো না কোনো উপায়ে সত্য বিষয় কবুল করে নেয় এবং আজাব থেকে অব্যাহতি পায়। জনৈক মরুবাসী

وَفِي السَّمَآءِ رِزْقُكُمْ وَمَا تُوْعَدُوْنَ. فَوَرَبِّ السَّمَآءِ وَالْاَرْضِ اِنَّهٗ لَحَقٌّ

আয়াত শুনে বলতে লাগল, আল্লাহর মতো মহান সত্তাকে কে অসন্তুষ্ট করল এবং কে তাঁকে শপথ করতে বাধ্য করল?

সারকথা, মানুষের প্রতি স্নেহ ও করুণাই শপথ করার কারণ। সাংসারিক বিবাদ-বিসংবাদ মীমাংসা করার সুবিদিত পন্থা যেমন দাবির স্বপক্ষে সাক্ষ্য প্রমাণ পেশ করা এবং সাক্ষ্য প্রমাণ না থাকলে শপথ করা, তেমনি আল্লাহ তা'আলা মানুষের এই পরিচিত পন্থাই নিজেও অবলম্বন করেছেন। তিনি কোথাও شَهَادَةٌ শব্দের মাধ্যমে বিষয়বস্তুকে জোরদার করেছেন. যেমন– شَهِدَ اللّٰهُ اَنَّهٗ لَآ اِلٰهَ اِلَّا هُوَ ; আর কোথাও শপথ বাক্যের দ্বারা একাজ করেছেন। যেমন– اِيْ وَرَبِّيْٓ اِنَّهٗ لَحَقٌّ

https://e-ilm.weebly.com/

দ্বিতীয় প্রশ্ন : সাধারণত শপথ করা হয় নিজের চেয়ে উত্তম সত্তার। কিন্তু আল্লাহ তা'আলা আপন সৃষ্ট বস্তুর শপথ করেছেন, যা আল্লাহ অপেক্ষা উত্তম তো নয়ই ; বরং সব দিক দিয়েই অধম।

উত্তর এই যে, আল্লাহ তা'আলা অপেক্ষা বড় কোনো সত্তা যখন নেই এবং হতেও পারে না, তখন আল্লাহ তা'আলার শপথ যে সাধারণ সৃষ্টির শপথের মতো হতে পারে না– তা বলাই বাহুল্য। তাই আল্লাহ তা'আলা কোথাও আপন সত্তার শপথ করেছেন। যেমন اِيْ وَرَبِّيْ এ ধরনের শপথ কুরআন পাকে সাত জায়গায় বর্ণিত হয়েছে। কোথাও আপন কর্ম, গুণাবলি এবং কুরআনের শপথ করেছেন। যেমন- وَالسَّمَاءِ وَمَا بَنٰهَا وَالْاَرْضِ وَمَا طَحٰهَا وَنَفْسٍ وَّمَا سَوّٰهَا এবং অধিকাংশ ক্ষেত্রে সৃষ্টিবস্তুর শপথ করা হয়েছে। কারণ সৃষ্টিবস্তু আধ্যাত্মজ্ঞানের মাধ্যম বিধায় পরিণামে আল্লাহর সত্তা থেকে পৃথক নয়। –[ইবনে কাইয়িম]

বিভিন্ন উদ্দেশ্যে ও লক্ষ্যে সৃষ্টবস্তুর শপথ করা হয়েছে। কোথাও কোনো সৃষ্ট বস্তুর মহত্ত্ব ও শ্রেষ্ঠত্ব বর্ণনা করার লক্ষ্যে তার শপথ করা হয়েছে, যেমন– কুরআন পাকে রাসূলে কারীম ﷺ -এর আয়ুষ্কালের শপথ করে বলা হয়েছে- لَعَمْرُكَ اِنَّهُمْ لَفِيْ سَكْرَتِهِمْ يَعْمَهُوْنَ : ইবনে মুরদুবিয়্যাহ হযরত ইবনে আব্বাস (রা.)-এর উক্তি বর্ণনা করেছেন যে, আল্লাহ তা'আলা পৃথিবীতে রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর ব্যক্তিসত্তা অপেক্ষা অধিক সম্মানিত ও সম্ভ্রান্ত কোনো কিছু সৃষ্টি করেননি। তাই সমগ্র কুরআনে কোনো নবী ও রাসূলের সত্তার শপথ উল্লিখিত হয়নি। কেবল রাসূলে কারীম ﷺ -এর আয়ুষ্কালের শপথ উপরিউক্ত আয়াতে বর্ণিত হয়েছে। এমনিভাবে وَالطُّوْرِ وَكِتٰبٍ مَّسْطُوْرٍ -এর শপথও তুর পর্বত ও কিতাবের মহত্ত্ব প্রকাশ করার জন্য করা হয়েছে।

মাঝে মাঝে কল্যাণবহুল হওয়ার কারণে কোনো কোনো বস্তুর শপথ করা হয়। যেমন- وَالتِّيْنِ وَالزَّيْتُوْنِ ; কোনো কোনো ক্ষেত্রে কোনো সৃষ্ট বস্তুর শপথ করা হয় এজন্য যে, সেই বস্তুর সৃষ্টি আল্লহ তা'আলার মহান কুদরতের পরিচায়ক এবং বিশ্ব স্রষ্টার পরিচয় লাভের গুরুত্বপূর্ণ উপায় হয়ে থাকে। তবে সাধারণত যে বস্তুর শপথ করা হয়, তার কিছু না কিছু প্রভাব সেই বিষয়বস্তু প্রমাণে অবশ্যই থাকে, যার জন্য শপথ করা হয়। প্রতিটি শপথের ক্ষেত্রে চিন্তা করলে এই প্রভাব সম্পর্কে অবগত হওয়া যায়।

তৃতীয় প্রশ্ন : সাধারণ মানুষের জন্য শরিয়তের প্রসিদ্ধ বিধান এই যে, আল্লাহ ব্যতীত কারো শপথ করা বৈধ নয়। আল্লাহ তা'আলা যে সৃষ্টবস্তুর শপথ করেছেন, তা কি এ বিষয়ের প্রমাণ নয় যে, অন্যের জন্যও গায়রুল্লাহর শপথ করা বৈধ? এ প্রশ্নের জবাবে হযরত হাসান বসরী (র.) বলেন ঃ اِنَّ اللّٰهَ يُقْسِمُ بِمَا شَاءَ مِنْ خَلْقِهٖ وَلَيْسَ لِاَحَدٍ اَنْ يُّقْسِمَ اِلَّا بِاللّٰهِ আল্লাহ তা'আলা সৃষ্ট যে কোনো বস্তুর শপথ করার এখতিয়ার রাখেন, কিন্তু অন্য কারো জন্য আল্লাহ ব্যতীত কোনো কিছুর শপথ করা বৈধ নয়। –[মাযহারী]

উদ্দেশ্য এই যে, মানুষ যদি নিজেকে আল্লাহ তা'আলার অনুরূপ মনে করে, তবে তা নিতান্তই ভ্রান্ত ও বাতিল হবে। শরিয়ত সাধারণ মানুষের জন্য গায়রুল্লাহর শপথ নিষিদ্ধ করেছে। সুতরাং আল্লাহ তা'আলার ব্যক্তিগত কাজকে এর বিপক্ষে প্রমাণ স্বরূপ উপস্থিত করা বাতিল।

এখন উল্লিখিত আয়াতসমূহের তাফসীর লক্ষ্য করুন।

প্রথম চার আয়াতে ফেরেশতাগণের শপথ করে বলা হয়েছে যে, তোমাদের সত্য মা'বূদ এক আল্লাহ। শপথের সাথে সাথে উল্লিখিত ফেরেশতাগণের গুণাবলি সম্পর্কে সামান্য চিন্তা করলে যদিও এগুলোকে তাওহীদের দলিল বলে মনে হয়, কিন্তু পরবর্তী ছয় আয়াতে আলাদাভাবে তাওহীদের দলিল বর্ণনা করা হয়েছে। ইরশাদ হয়েছে :

رَبُّ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا وَرَبُّ الْمَشَارِقِ : তিনি পালনকর্তা আসমানসমূহের, জমিনের এবং এতদুভয়ের মধ্যবর্তী যাবতীয় সৃষ্টবস্তুর এবং তিনি পালনকর্তা উদয়াচলসমূহের। অতএব যে সত্তা এতসব মহাসৃষ্টির স্রষ্টা ও পালনকর্তা, ইবাদতের যোগ্যও তিনিই হবেন। সমগ্র সৃষ্টজগৎ তাঁর অস্তিত্ব ও একত্বের দলিল। এখানে مَشَارِقُ শব্দটি مَشْرِقٌ -এর বহুবচন। সূর্য বছরের প্রতিদিন এক এক নতুন জায়গা থেকে উদিত হয়। তাই উদয়াচল অনেক। এ কারণেই বহুবচন পদবাচ্য হয়েছে।

اِنَّا زَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِزِيْنَةِ الْكَوَاكِبِ : এখানে السَّمَاءَ الدُّنْيَا অর্থ পৃথিবীর নিকটতম আকাশ। উদ্দেশ্য এই যে, আমি পৃথিবীর নিকটতম আকাশকে তারকারাজি দ্বারা সুশোভিত করেছি। এখন এটা জরুরি নয় যে, তারকারাজি আকাশগাত্রেই খচিত হবে ; বরং আকাশ থেকে পৃথক হলেও পৃথিবী থেকে দেখলে আকাশেই খচিত বলে মনে হবে।

https://e-ilm.weebly.com/

তারকারাজির কারণে গোটা আকাশ ঝলমল করতে থাকে। এখানে কেবল এতটুকু বলাই উদ্দেশ্য যে, এই তারকা শোভিত আকাশ সাক্ষ্য দেয় যে, এগুলো আপনা-আপনি অস্তিত্ব লাভ করেনি, বরং একজন স্রষ্টা এগুলোকে সৃষ্টি করেছেন। যে সত্তা এসব মহান বস্তুকে অস্তিত্ব দান করতে সক্ষম তাঁর কোনো শরীক বা অংশীদারের প্রয়োজন নেই। এ ছাড়া মুশরিকদের কাছেও একথা স্বীকৃত যে, সমগ্র সৌরজগতের স্রষ্টাই আল্লাহ তা'আলা। অতএব আল্লাহকে স্রষ্টা ও মালিক জেনেও অন্যের ইবাদত করা সত্যি সত্যিই চরম অবিচার ও জুলুম।

কুরআন পাকের দৃষ্টিকোণে তারকারাজি আকাশগাত্রে গাঁথা, নাকি আকাশ থেকে আলাদা, এছাড়া সৌর বিজ্ঞানের সাথে কুরআনের সম্পর্ক কি? এসব বিষয় সম্পর্ক 'সূরা-হিজরে' বিস্তারিত আলোচনা হয়ে গেছে।

وَحِفْظًا مِّنْ كُلِّ شَيْطَانٍ مَّارِدٍ থেকে فَاَتْبَعَهٗ شِهَابٌ ثَاقِبٌ পর্যন্ত আয়াতসমূহে শোভা ও সাজ-সজ্জা ছাড়া তারকারাজির আরো একটি উপকারিতা বর্ণনা করা হয়েছে যে, এগুলোর সাহায্যে দুষ্ট প্রকৃতির শয়তানদেরকে ঊর্ধ্ব জগতের কথাবার্তা শোনা থেকে বিরত রাখা হয়। শয়তান গায়েবী সংবাদ শোনার জন্য আকাশের কাছাকাছি গিয়ে উপস্থিত হয়। কিন্তু তাদেরকে ফেরেশতাদের কথাবার্তা শোনার সুযোগ দেওয়া হয় না। কোনো শয়তান যৎ সামান্য শুনে পালালে তাকে শিখায়িত উল্কাপিণ্ডের আঘাতে ধ্বংস করে দেওয়া হয়, যাতে সে পৃথিবীতে পৌঁছে ভক্ত অতীন্দ্রিয়বাদী ও জ্যোতিষীদেরকে কিছু বলতে না পারে। এই জ্বলন্ত উল্কাপিণ্ডকে شِهَابٌ ثَاقِبٌ বলা হয়েছে।

উল্কাপিণ্ডের কিছু বিবরণ সূরা হিজরে উল্লিখিত হয়েছে। তবুও এখানে এতটুকু বলে দেওয়া প্রয়োজন যে, প্রাচীন গ্রীক দার্শনিকদের মতে উল্কাপিণ্ড প্রকৃতপক্ষে ভূ-ভাগে উৎপন্ন এক প্রকার উপাদান, যা বাষ্পের সাথে উপরে উত্থিত হয় এবং অগ্নিমণ্ডলের নিকটে পৌঁছে বিস্ফোরিত হয়ে যায়। কিন্তু কুরআন পাকের বাহ্যিক ভাষ্য থেকে প্রতীয়মান হয় যে, উল্কাপিণ্ড ভূ-ভাগে উৎপন্ন কোনো উপাদান নয়; বরং ঊর্ধ্বজগতেই তা উৎপন্ন হয়। এখানে প্রাচীন তাফসীরবিদগণের বক্তব্য ছিল এই যে, উল্কাপিণ্ড সম্পর্কে গ্রীক দার্শনিকদের ধারণা নিছক অনুমান ও আন্দাজের উপর নির্ভরশীল। কাজেই এর ভিত্তিতে কুরআনের বিরুদ্ধে কোনো আপত্তি উত্থাপন করা যায় না। এছাড়া ভূ-ভাগে উৎপন্ন কোনো উপাদান উপরে পৌঁছে বিস্ফোরিত হয়ে গেলেও তা কুরআনের পরিপন্থি নয়।

কিন্তু আধুনিক বৈজ্ঞানিক গবেষণা এ প্রশ্নই খতম করে দিয়েছে। আধুনিককালের বিজ্ঞানীদের ধারণা এই যে, উল্কাপিণ্ড অসংখ্য তারকারাজিরই ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অংশ যা সাধারণত বড় আকারের ইটের সমান হয়ে থাকে। এগুলো মহাশূন্যে অবস্থান করে এবং সূর্যকে প্রদক্ষিণ করে। এরা ৩৩ বছরে একবার সূর্যকে প্রদক্ষিণ করে। এগুলোর সমষ্টিকেই 'উল্কা' (shooting star) বলা হয়। পৃথিবীর নিকটবর্তী হলে এরা পৃথিবীর মধ্যাকর্ষণ শক্তি দ্বারাও আকৃষ্ট হয়। তখন প্রচণ্ড বেগে এ উল্কা ভূ-পৃষ্ঠের দিকে ছুটে আসে। বায়ুমণ্ডলের নিম্নস্তরে ৬০ মাইল দূরত্বে পৌঁছলে তা বাতাসের ঘর্ষণে প্রজ্বলিত ও ভস্মীভূত হয়। ঊর্ধ্বাকাশে পরিলক্ষিত অধিকাংশ উল্কাই বায়ুমণ্ডলে জ্বলে নিঃশেষ হয়ে যায়। (ইংরেজিতে এগুলোকে Meteoriod বলা হয়)। আগস্টের ১০ তারিখ এবং নভেম্বরের ২৭ তারিখে এগুলো অধিক পরিলক্ষিত হয় এবং ২০ শে এপ্রিল, ২৮ শে নভেম্বর, ১৮ই অক্টোবর ও ৬, ৯ এবং ১৩ ডিসেম্বর রাতে হ্রাস পায়। −[আল জাওয়াহির]

আধুনিক বিজ্ঞানের এই গবেষণা কুরআন পাকের বর্ণনার সাথে অধিক সামঞ্জস্যশীল। যারা উল্কাপিণ্ডের সাহায্যে শয়তান ধ্বংস করাকে অলীক মনে করে, তাদের সম্পর্কে তানতাভী (র.) 'আল্ জাওয়াহির' গ্রন্থে চমৎকার মন্তব্য করেছেন। তিনি বলেন:

কুরআন পাক সম-সাময়িক সৌর-বিজ্ঞানের বিপরীতে কোনো কথা বলুক, এটা আমাদের পূর্বপুরুষদের মধ্যস্থিত একশ্রেণির জ্ঞানী ও দার্শনিকদের কাছে অসহনীয় ছিল। কিন্তু তাফসীরবিদগণ তাদের 'বৈজ্ঞানিক' মতবাদ গ্রহণ করে কুরআনকে পরিত্যাগ করতে সম্মত হননি। পরিবর্তে বরং তাঁরা বৈজ্ঞানিক মতবাদ পরিত্যাগ করে কুরআনের সাথে একাত্মতা ঘোষণা করেছেন। কিছুদিন পর আপনা-আপনিই একথা প্রমাণিত হয়ে যায় যে, প্রচীন গ্রীক দার্শনিকদের মতবাদ সম্পূর্ণ ভ্রান্ত ও বাতিল ছিল। এখন বলুন, যদি আমরা স্বীকার করে নেই যে, এই তারকারাজি শয়তানদেরকে জ্বালায় পোড়ায় এবং কষ্ট দেয়, তবে এতে বাধা কিসের? আমরা কুরআন পাকের এই বর্ণনা স্বীকার করে নিয়ে ভবিষ্যতের প্রতীক্ষায় আছি যখন বিজ্ঞানও অকুণ্ঠচিত্তে এ সত্য স্বীকার করে নিবে। −[আল- জাওয়াহির খ. ৮, পৃ. ১৪]

আসল উদ্দেশ্য : এখানে আকাশমণ্ডলী, তারকারাজি ও উল্কাপিণ্ডের আলোচনার এক উদ্দেশ্য তাওহীদ তথা আল্লাহর একত্ববাদ প্রমাণ করা। অর্থাৎ যে সত্তা এককভাবে এই সুবিশাল সৌর ব্যবস্থাপনা প্রতিষ্ঠিত করেছেন তিনিই ইবাদত ও উপাসনার যোগ্য। দ্বিতীয়ত এতে তাদের ধারণাও খণ্ডন করা হয়েছে যারা শয়তানদেরকে দেবতা অথবা উপাস্য সাব্যস্ত করে। কারণ, শয়তান এক বিতাড়িত ও পরাভূত সৃষ্টজীব। খোদায়ীর সাথে তাদের কি সম্পর্ক থাকতে পারে?

https://e-ilm.weebly.com/

এছাড়া এই বিষয়বস্তুর ভেতর তাদের পরিপূর্ণ খণ্ডন রয়ে গেছে, যারা রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর প্রতি অবতীর্ণ কুরআন তথা ওহীকে অতীন্দ্রিয় বিষয় বলে আখ্যায়িত করত। আলোচ্য আয়াতসমূহে ইঙ্গিত করা হয়েছে যে, কুরআন পাক অতীন্দ্রিয়বাদীদের বিরোধিতা করে। তাদের জানা বিষয়সমূহের সর্ববৃহৎ উৎস হচ্ছে শয়তান। অথচ কুরআন বলে যে, শয়তানদের উর্ধ্বজগৎ পর্যন্ত পৌঁছা সম্ভপর নয়। তারা অদৃশ্য জগতের সত্য সংবাদ সংগ্রহ করতে পারে না। অতীন্দ্রিয়বাদ সম্পর্কে কুরআন বর্ণিত এ বিশ্বাসের পর কুরআন কিভাবে অতীন্দ্রিয়বাদ হতে পারে?

এভাবে আলোচ্য আয়াতসমূহ তাওহীদ ও রিসালাত উভয় বিষয়বস্তুর সত্যতার প্রতি ইঙ্গিত বহন করে। অতঃপর এসব নভোমণ্ডলীয় সৃষ্ট বস্তুর মাধ্যমেই পরকালের বিশ্বাস সপ্রমাণ করা হয়েছে।

তাওহীদের বিশ্বাস সপ্রমাণ করার পর আলোচ্য ১১ থেকে ১৮ এই আটটি আয়াতে পরকালের বিশ্বাস বর্ণিত হয়েছে। এ সম্পর্কে মুশরিকদের উত্থাপিত সন্দেহের জবাবও দেওয়া হয়েছে। সর্বপ্রথম আয়াতে মানুষের পুনরুজ্জীবন যে সম্ভবপর, তার পক্ষে জোরালো যুক্তি পেশ করা হয়েছে। এই যুক্তির সারমর্ম এই যে, পূর্ববর্তী আয়াতসমূহে উল্লিখিত মহান সৃষ্টবস্তুসমূহের মোকাবিলায় মানুষ নেহায়েত দুর্বল সৃষ্টজীব। তোমরা যখন একথা স্বীকার কর যে, আল্লাহ তা'আলা ফেরেশতা, চন্দ্র, তারকারাজি, সূর্য ও উল্কাপিণ্ডের ন্যায় বস্তুসমূহকে স্বীয় কুদরত দ্বারা সৃষ্টি করেছেন, তখন তার জন্য মানুষের মতো দুর্বল প্রাণীকে মৃত্যু দিয়ে পুনরায় জীবিত করা কঠিন হবে কেন? শুরুতে যেমন তিনি তোমাদেরকে এঁটেল মাটি দ্বারা সৃষ্টি করে তোমাদের দেহে আত্মা সঞ্চারিত করেছিলেন, তেমনিভাবে মৃত্যুর পর যখন তোমরা পুনরায় মাটিতে পরিণত হয়ে যাবে, তখনো আল্লাহ তা'আলা তোমাদেরকে পুনরায় জীবন দান করবেন।

'আমি তাদেরকে এঁটেল মাটি দ্বারা সৃষ্টি করেছি'-এ কথার এক অর্থ এই যে, তাদের আদি পিতা হযরত আদম (আ.) মাটি দ্বারা সৃজিত হয়েছিলেন। দ্বিতীয় অর্থ প্রত্যেক মানুষই মাটি দ্বারা সৃজিত হয়েছে। কারণ, চিন্তা করলে দেখা যায় যে, প্রত্যেক মানুষের মূল উপাদান পানি মিশ্রিত মাটি। কেননা প্রত্যেক মানুষের জন্ম বীর্য থেকে এবং বীর্য রক্ত দ্বারা গঠিত হয়। রক্ত খাদ্যের নির্যাস। খাদ্য যে কোনো আকারেই থাকুক না কেন, উদ্ভিদ তার মূল পদার্থ, আর উদ্ভিদ মাটি ও পানি থেকে উৎপন্ন।

মোটকথা, প্রথম আয়াতে পরকাল বিশ্বাসের যুক্তিভিত্তিক দলিল পেশ করা হয়েছে এবং এটা স্বয়ং তাদের কাছেই এ প্রশ্ন রেখে শুরু করা হয়েছে যে, তোমরা কঠিনতর সৃষ্টজীব, নাকি আমি যাদের উল্লেখ করেছি তারা কঠিনতর? জবাব বর্ণনাসাপেক্ষ ছিল না। অর্থাৎ উল্লিখিতদের সৃষ্টিই কঠিনতর? তাই জবাব উল্লেখ করার পরিবর্তে এ কথা বলে সেদিকে ইঙ্গিত করা হয়েছে যে, "আমি তাদেরকে এঁটেল মাটি দ্বারা সৃষ্টি করেছি।"

পরকালের যুক্তিপ্রমাণ শুনে মুশরিকরা যে প্রতিক্রিয়া প্রকাশ করত, পরবর্তী পাঁচ আয়াতে তাই বিধৃত হয়েছে। মুশরিকদের সামনে পরকালের দু'রকম প্রমাণ বর্ণনা করা হতো। (১) যুক্তিভিত্তিক প্রমাণ। যেমন, ১১ নং আয়াতে বর্ণিত হয়েছে এবং (২) ইতিহাসভিত্তিক প্রমাণ। অর্থাৎ, তাদেরকে মু'জিযা দেখিয়ে রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর নবুয়ত বর্ণনা করে বলা হতো, তিনি আল্লাহর নবী। নবী কখনো মিথ্যা বলতে পারেন না। তাঁর কাছে ঐশী সংবাদাদি আসে। তিনি যখন বলেছেন যে, কিয়ামত আসবে, হাশর-নাশর হবে এবং মানুষের হিসাব-নিকাশ নেওয়া হবে, তখন তাঁর এসব সংবাদ নিশ্চিত সত্য। এসব মেনে নেওয়া উচিত। যুক্তিভিত্তিক প্রমাণাদি শুনে মুশরিকদের প্রতিক্রিয়া সম্পর্কে বলা হয়েছে :

بَلْ عَجِبْتَ وَيَسْخَرُوْنَ وَاِذَا ذُكِّرُوْا لَا يَذْكُرُوْنَ : অর্থাৎ আপনি তো তাদের প্রতি বিস্ময় প্রকাশ করেন যে, এমন সুস্পষ্ট প্রমাণাদি থাকা সত্ত্বেও তারা পথে আসছে না। কিন্তু তারা উল্টো আপনার প্রমাণাদির প্রতি বিদ্রূপবান বর্ষণ করে। তাদেরকে যতই বুঝানো হোক, তারা বুঝে না। ইতিহাসভিত্তিক প্রমাণাদির বেলায় তাদের প্রতিক্রিয়া সম্পর্কে বলা হয়েছে– وَاِذَا رَاَوْا اٰيَةً يَّسْتَسْخِرُوْنَ অর্থাৎ, তারা আপনার নবুয়ত ও শেষ পর্যন্ত পরকালে বিশ্বাস জ্ঞাপন করতে পারে- এমন কোনো মু'জিযা দেখলে তাকেও বিদ্রূপচ্ছলে উড়িয়ে দিয়ে বলতে থাকে, এটা প্রকাশ্য জাদু। তাদের কাছে এই উপহাস ও ঠাট্টার একটি মাত্র দলিল আছে। তা এই যে– ءَاِذَا مِتْنَا وَكُنَّا تُرَابًا وَّعِظَامًا ءَاِنَّا لَمَبْعُوْثُوْنَ اَوَ اٰبَاۤؤُنَا الْاَوَّلُوْنَ অর্থাৎ এটা আমাদের কল্পনায়ও আসে না যে, আমরা অথবা আমাদের পিতৃপুরুষ মাটি ও হাড়ে পরিণত হওয়ার পর কেমন করে পুনরুত্থিত হব? ফলে আমরা কোনোও যুক্তিভিত্তিক দলিল মানি না এবং কোনো মু'জিযা ইত্যাদিও স্বীকার করি না। আল্লাহ তা'আলা এর জবাবে পরিশেষে একটি মাত্র বাক্য উল্লেখ করেছেন– قُلْ نَعَمْ وَاَنْتُمْ دَاخِرُوْنَ অর্থাৎ আপনি বলে দিন, হ্যাঁ তোমরা পুনরুজ্জীবিত হবে এবং লাঞ্ছিত অপমানিত হয়ে জীবিত হবে।

https://e-ilm.weebly.com/

দৃশ্যত : এটা একটা শাসকসুলভ জবাব, যা হঠকারীদেরকে দেওয়া হয়। কিন্তু সামান্য চিন্তা করলে বুঝা যায় যে, এটা একটা পূর্ণাঙ্গ প্রমাণও বটে। ইমাম রাযী (র.) 'তাফসীরে কবীরে' এর ব্যাখ্যা করে বলেছেন : উপরে পুনরুজ্জীবনের যুক্তিভিত্তিক দলিল দ্বারা প্রমাণিত হয়েছে যে, মৃত্যুর পরও মানুষের পুনরুজ্জীবিত হওয়া অসম্ভব ব্যাপার নয়। নিয়ম এই যে, যা যুক্তিগতভাবে সম্ভবপর, বাস্তবে তার অস্তিত্ব লাভ করা কোনো সত্য সংবাদদাতার সংবাদ দ্বারা প্রমাণিত হতে পারে। পুনরুজ্জীবনের সম্ভাব্যতা স্থিরীকৃত হওয়ার পর কোনো সত্যবাদী পয়গাম্বর যদি বলেন যে, হ্যাঁ তোমরা অবশ্যই পুনরুজ্জীবিত হবে, তবে এটাই বাস্তব, এটাই বাস্তবক্ষেত্রে ঘটনা হওয়ার অকাট্য দলিল।

রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর মু'জিযার প্রমাণ : وَاِذَا رَاَوْا اٰيَةً বাক্যে اٰيَةً -এর আভিধানিক অর্থ– নিদর্শন। এখানে নিদর্শন বলে মু'জিযা বুঝানো হয়েছে।

সুতরাং এই আয়াত এ বিষয়ের দলিল যে, আল্লাহ তা'আলা রাসূলে কারীম ﷺ -কে কুরআন ছাড়াও কিছু কিছু মু'জিযা দান করেছিলেন। কোনো কোনো বিপথগামী লোক রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর মু'জিযাসমূহকে 'ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য কারণাদির অধীন' সাব্যস্ত করে দাবি করে যে, তাঁর হাতে কুরআন ব্যতীত অন্য কোনো মু'জিযা প্রকাশ করা হয়নি। আলোচ্য আয়াত দ্বারা তাদের দাবি অসার প্রমাণিত হয়।

আলোচ্য চতুর্থ আয়াতে আল্লাহ তা'আলা পরিষ্কার বলেছেন– وَاِذَا رَاَوْا اٰيَةً يَّسْتَسْخِرُوْنَ (যখন তারা কোনো মু'জিযা দেখে তখন ঠাট্টা-বিদ্রূপ করে।) কোনো কোনো মু'জিযা অস্বীকারকারী বলে যে, এখানে اٰيَةً -এর অর্থ মু'জিযা নয়; বরং যুক্তিভিত্তিক দলিল। কিন্তু এটা ভুল। কারণ, পরবর্তী আয়াতে আছে وَقَالُوْٓا اِنْ هٰذَآ اِلَّا سِحْرٌ مُّبِيْنٌ অর্থাৎ তারা বলে, এটা তো সুস্পষ্ট জাদু। 'বলা বাহুল্য' কোনো যুক্তি-প্রমাণকে 'প্রকাশ্য জাদু' বলা সঙ্গত নয়। এ কথা কেবল মু'জিযা দেখেই বলা যায়।

কেউ কেউ আরো বলে اٰيَةً -এর অর্থ– কুরআন পাকের আয়াত। কাফেররা কুরআনের আয়াতগুলোকে জাদু আখ্যা দিত। কিন্তু কুরআন পাকের رَاَوْا (দেখে) শব্দটি এর পরিষ্কার বিরোধী। কেননা কুরআনের আয়াতকে দেখা হয় না; শোনা হয়। কুরআনের যেখানেই আয়াতের উল্লেখ করা হয়েছে, সেখানেই শোনার কথা বলা হয়েছে– দেখার কথা নয়। কুরআন পাকে যত্রতত্র اٰيَة শব্দটি মু'জিযা অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। উদাহরণত হযরত মূসা (আ.)-এর কাছে ফেরাউনের দাবি বর্ণনা প্রসঙ্গে বলা হয়েছে– اِنْ كُنْتَ جِئْتَ بِاٰيَةٍ فَاْتِ بِهَآ اِنْ كُنْتَ مِنَ الصّٰدِقِيْنَ অর্থাৎ যদি তুমি কোনো মু'জিযা নিয়ে এসে থাক, তবে তা প্রদর্শন কর– যদি তুমি সত্যবাদী হও।

এ কথার জবাবে হযরত মূসা (আ.) তাঁর লাঠিকে সর্পে পরিণত করে দেখিয়েছিলেন। কুরআন পাকের কোনো কোনো আয়াতে উল্লিখিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ কাফেরদের মু'জিযা প্রদর্শন করার দাবি মেনে নেন নি। জবাব এই যে, এটা সেক্ষেত্রে যেখানে বার বার মু'জিযা প্রদর্শন করা হয়েছিল, কিন্তু তারা প্রত্যহ ইচ্ছামতো নতুন নতুন মু'জিযা দাবি করত। এর প্রত্যুত্তরে মু'জিযা প্রদর্শন করতে অস্বীকার করা হয়েছিল। কারণ, আল্লাহর নবী আল্লাহর আদেশে মু'জিযা প্রদর্শন করেন। যদি এরপরও কেউ তাঁর কথা না মানে, তবে প্রত্যহ নতুন মু'জিযা প্রকাশ করা নবীর ভাবমূর্তির পরিপন্থি এবং এটা আল্লাহ তা'আলার ইচ্ছারও বিপরীত।

এছাড়া আল্লাহ তা'আলার রীতি এই যে, কোনো জাতি তাদের প্রার্থিত মু'জিযা দেখানোর পরও যদি ঈমান না আনে, তবে ব্যাপক আজাব দ্বারা তাদেরকে ধ্বংস করে দেওয়া হবে। যেহেতু উম্মতে মুহাম্মদীকে কিয়ামত পর্যন্ত অব্যাহত রাখা এবং ব্যাপক আজাব থেকে রক্ষা করা আল্লাহর ইচ্ছা ছিল, তাই তাদেরকে প্রার্থিত মু'জিযা দেখানো হয়নি।

পরকালের সম্ভাব্যতা ও বাস্তবতা প্রমাণ করার পর আল্লাহ তা'আলা ১৯-২৬ আয়াতসমূহে হাশর-নাশরের কিছু ঘটনা এবং পুনরুজ্জীবিত হওয়ার পর কাফের ও মুসলমানগণ যে পরিস্থিতির সম্মুখীন হবে, তার আলোচনা করেছেন।

১৯ নং আয়াতে মৃতদের জীবিত হওয়ার পদ্ধতি বর্ণিত হয়েছে যে– فَاِنَّمَا هِىَ زَجْرَةٌ وَّاحِدَةٌ ; অর্থাৎ কিয়ামত তো কেবল একটি বিকট আওয়াজ। আরবি ভাষায় زَجْرَةٌ শব্দের একাধিক অর্থ হয়ে থাকে। এক অর্থ গৃহপালিত পশুদেরকে প্রস্থানোদ্যত করার জন্য এমন আওয়াজ করা, যা শুনে তারা প্রস্থান করতে থাকে। এখানে মৃতদেরকে জীবিত করার উদ্দেশ্যে ইসরাফীল (আ.)-এর শিঙ্গায় দ্বিতীয় ফুৎকার বুঝানো হয়েছে। একে زَجْرَةٌ বলে ব্যক্ত করার কারণ এই যে, জন্তুদেরকে পরিচালনা করার জন্য যেমন কিছু আওয়াজ করা হয়, তেমনি মৃতদেরকে জীবিত করার জন্য এই ফুৎকার দেওয়া হবে। –[কুরতুবী]।

https://e-ilm.weebly.com/

যদিও আল্লাহ তা'আলা শিঙ্গায় ফুঁক দেওয়া ছাড়াই মৃতদেরকে জীবিত করতে সক্ষম, কিন্তু হাশর ও নাশরের দৃশ্যকে ভীতিপূর্ণ করার জন্য শিঙ্গায় ফুঁক দেওয়া হবে। –(তাফসীরে-কবীর)

কাফেরদের উপর ফুঁৎকারের প্রভাব হবে এই যে– فَاِذَا هُمْ يَنْظُرُوْنَ -সহসাই তারা প্রত্যক্ষ করতে থাকবে। অর্থাৎ দুনিয়াতে যেমন তারা প্রত্যক্ষ করত তেমনি সেখানেও প্রত্যক্ষ করতে পারবে। কেউ কেউ এর মর্ম এরূপ বর্ণনা করেছেন যে, তারা অস্থির অবস্থায় একে অপরকে দেখতে শুরু করবে। –[কুরতুবী]।

اُحْشُرُوا الَّذِيْنَ ظَلَمُوْا وَاَزْوَاجَهُمْ : অর্থাৎ যারা শিরকের ন্যায় গুরুতর জুলুম করেছে, তাদেরকে এবং তাদের সতীর্থদেরকে একত্র কর। এখানে সতীর্থদের জন্য اَزْوَاجٌ শব্দ ব্যবহার করা হয়েছে। এর শাব্দিক অর্থ 'জোড়া'। এ শব্দটি স্বামী ও স্ত্রীর অর্থেও বহুল পরিমাণে ব্যবহৃত হয়। এ কারণেই কোনো কোনো তাফসীরবিদ এর অর্থ মুশরিক পুরুষদের 'মুশরিক স্ত্রী' বর্ণনা করেছেন। কিন্তু অধিকাংশ তাফসীরবিদের মতে এখানে اَزْوَاجٌ -এর অর্থ সতীর্থই। হযরত ওমর (রা.)-এর এক উক্তি থেকেও এর সমর্থন পাওয়া যায়। ইমাম বায়হাকী ও আব্দুর রাজ্জাক (র.) প্রমুখ তাফসীরবিদ এ আয়াতের তাফসীরে হযরত ওমর (রা.)-এর এ উক্তি উদ্ধৃত করেছেন যে, এখানে اَزْوَاجَهُمْ -এর অর্থ– মুশরিকদের সমমনা লোক। সেমতে সুদখোরকে অন্য সুদখোরদের সাথে, ব্যভিচারীকে অন্য ব্যভিচারীদের সাথে এবং মদ্যপায়ীকে অন্য মদ্যপায়ীদের সাথে একত্র করা হবে। –(রূহুল মা'আনী ও মাযহারী)

এছাড়া وَمَا كَانُوْا يَعْبُدُوْنَ বাক্য দ্বারা বলে দেওয়া হয়েছে যে, মুশরিকদের কাছে তাদের মিথ্যা উপাস্য প্রতিমা ও শয়তানদেরকেও একত্র করা হবে, দুনিয়াতে তারা যাদেরকে আল্লাহর সাথে অংশীদার করত। এভাবে হাশরের ময়দানে মিথ্যা উপাস্যদের অসহায়ত্ব সবার দৃষ্টিতে সন্দেহাতীতভাবে ফুটে উঠবে। এরপর ফেরেশতাগণকে আদেশ করা হবে :

فَاهْدُوْهُمْ اِلٰى صِرَاطِ الْجَحِيْمِ -অর্থাৎ এদেরকে জাহান্নামের পথপ্রদর্শন কর। তখন ফেরেশতাগণ তাদেরকে নিয়ে পুলসিরাতের নিকটে পৌঁছলে পুনরায় আদেশ হবে– وَقِفُوْهُمْ اِنَّهُمْ مَسْئُوْلُوْنَ ; অর্থাৎ এদেরকে থামাও এদেরকে প্রশ্ন করা হবে। সেমতে সেখানে তাদেরকে বিশ্বাস ও কর্ম সম্পর্কে অনেক প্রশ্ন করা হবে, যা কুরআন ও হাদীসের বহু স্থানে বর্ণিত রয়েছে।

হাশরের ময়দানে বড় বড় কাফের সর্দার তাদের অনুগামীদের সাথে সমবেত হয়ে একে অপরের কোনো সাহায্য করতে পারবে না ; বরং তারা পরস্পর কথা কাটাকাটি শুরু করে দেবে। ২৭-৪০ আয়াতসমূহে এ কথা কাটাকাটিরই কিছুটা চিত্র ফুটিয়ে তুলে উভয় দলের অশুভ পরিণতি বর্ণনা করা হয়েছে। আয়াতসমূহের মর্ম সম্পর্কে এখানে সংক্ষেপে কয়েকটি কথা উল্লেখযোগ্য।

اِنَّكُمْ كُنْتُمْ تَاْتُوْنَنَا عَنِ الْيَمِيْنِ -এ বাক্যে يَمِيْن শব্দের একাধিক অর্থ হতে পারে। এক অর্থ শক্তি ও বল। উপরে এ অর্থের আলোকেই তাফসীর করা হয়েছে। অর্থাৎ তোমরা বেশ প্রবলভাবে আমাদের নিকট আসতে এবং বল প্রয়োগের মাধ্যমে আমাদেরকে পথভ্রষ্ট করতে। এ তাফসীরই অধিক পরিচ্ছন্ন ও প্রকৃষ্ট। এছাড়া يمين -এর অর্থ– শপথও হয়ে থাকে। তাই কেউ কেউ এর তাফসীর করেছেন যে, তোমরা আমাদের নিকট শপথ নিয়ে আসতে। অর্থাৎ শপথ করে করে আমাদেরকে আশ্বস্ত করতে যে, আমাদের ধর্ম সঠিক এবং রাসূলের শিক্ষা (নাউযুবিল্লাহ) ভ্রান্ত। কুরআনের ভাষ্যের প্রতি লক্ষ্য করলে উপরিউক্ত উভয় তাফসীরই স্বতঃস্ফূর্তভাবে খাটে।

শব্দ বিশ্লেষণ :

وَالصّٰفّٰتِ : সীগাহ جمع مؤنث বহছ اسم فاعل বাব نَصَرَ মাসদার اَلصَّفُّ মূলবর্ণ (ص ـ ف ـ ف) জিনস مضاعف ثلاثى অর্থ– যারা দণ্ডায়মান থাকে।

اَلزّٰجِرٰتِ : সীগাহ جمع مؤنث বহছ اسم فاعل বাব نَصَرَ মাসদার اَلزَّجْرُ মূলবর্ণ (ز ـ ج ـ ر) জিনস صحيح অর্থ– যারা বাধা প্রদান করে।

اَلتّٰلِيٰتِ : সীগাহ جمع مؤنث বহছ اسم فاعل বাব نَصَرَ মাসদার اَلتِّلَاوَةُ মূলবর্ণ (ت ـ ل ـ و) জিনস ناقص واوى অর্থ– যারা পাঠ করে।

https://e-ilm.weebly.com/

زَيَّنَّا : সীগাহ جمع متكلم বহছ ماضى معروف বাব تَفْعِيْل মাসদার اَلتَّزْيِيْنُ মূলবর্ণ (ز - ى - ن) জিনস اجوف يائى অর্থ– আমিই সুশোভিত করে দিয়েছি।

لَا يَسَّمَّعُوْنَ : সীগাহ جمع مذكر غائب বহছ مضارع منفى معروف বাব تَفَعُّل মাসদার اَلتَّسَمُّعُ মূলবর্ণ (س - م - ع) জিনস صحيح অর্থ– এই শয়তানের দল কর্ণপাতও করতে পারে না।

يُقْذَفُوْنَ : সীগাহ جمع مذكر غائب বহছ مضارع مجهول বাব ضَرَبَ মাসদার اَلْقَذْفُ মূলবর্ণ (ق - ذ - ف) জিনস صحيح অর্থ– তারা প্রহৃত হয়।

اِسْتَفْتِهِمْ : সীগাহ واحد مذكر حاضر বহছ امر حاضر معروف বাব اِسْتِفْعَالٌ মাসদার اَلْاِسْتِفْتَاءُ মূলবর্ণ (ف - ت - و) জিনস ناقص واوى ; هم যমীর جمع مذكر غائب মাফউলে বিহী অর্থ– তাদের জিজ্ঞাসা করুন।

يَسْتَسْخِرُوْنَ : সীগাহ جمع مذكر غائب বহছ مضارع معروف বাব اِسْتِفْعَالٌ মাসদার اَلْاِسْتِسْخَارُ মূলবর্ণ (س - خ - ر) জিনস صحيح অর্থ– তারা বিদ্রূপ করে।

مِتْنَا : সীগাহ جمع متكلم বহছ ماضى معروف বাব نَصَرَ মাসদার اَلْمَوْتُ মূলবর্ণ (م - و - ت) জিনস اجوف واوى অর্থ– আমরা মরে গেলাম।

قُلْ : সীগাহ واحد مذكر حاضر বহছ امر حاضر معروف বাব نَصَرَ মাসদার اَلْقَوْلُ মূলবর্ণ (ق - و - ل) জিনস اجوف واوى অর্থ– আপনি বলে দিন।

اُحْشُرُوْا : সীগাহ جمع مذكر حاضر বহছ امر حاضر معروف বাব ضَرَبَ ও نَصَرَ মাসদার اَلْحَشْرُ মূলবর্ণ (ح - ش - ر) জিনস صحيح অর্থ– একত্র কর।

فَاهْدُوْهُمْ : সীগাহ جمع مذكر حاضر বহছ امر حاضر معروف বাব ضَرَبَ মাসদার اَلْهِدَايَةُ মূলবর্ণ (ه - د - ى) জিনস ناقص يائى ; هم যমীর جمع مذكر غائب মাফউলে বিহী অর্থ– তাদেরকে পথ প্রদর্শন কর।

وَقِفُوْهُمْ : সীগাহ جمع مذكر حاضر বহছ امر حاضر معروف বাব ضَرَبَ মাসদার اَلْوَقْفُ মূলবর্ণ (و - ق - ف) জিনস مثال واوى ; هم যমীর جمع مذكر غائب মাফউলে বিহী অর্থ– তাদের একটু থামাও।

مُسْتَسْلِمُوْنَ : সীগাহ جمع مذكر বহছ اسم فاعل বাব اِسْتِفْعَالٌ মাসদার اَلْاِسْتِسْلَامُ মূলবর্ণ (س - ل - ى) জিনস صحيح অর্থ– নত শিরে থাকবে।

يَتَسَاءَلُوْنَ : সীগাহ جمع مذكر غائب বহছ مضارع معروف বাব تَفَاعُلٌ মাসদার اَلتَّسَائُلُ মূলবর্ণ (س - أ - ل) জিনস مهموز عين অর্থ– সওয়াল জওয়াব করতে থাকতে।

تَاْتُوْنَنَا : সীগাহ جمع مذكر حاضر বহছ مضارع معروف বাব ضَرَبَ মাসদার اَلْاِتْيَانُ মূলবর্ণ (أ - ت - ى) জিনস মুরাক্কাব (مهموز فاء ও ناقص يائى) نا যমীর جمع متكلم মাফউলে বিহী অর্থ– আমাদের নিকট তোমাদের আগমন। আমাদের নিকট তোমাদের আগমন।

বাক্য বিশ্লেষণ :

وَقَالُوْٓا اِنْ هٰذَآ اِلَّا سِحْرٌ مُّبِيْنٌ : এখানে واو হলো عاطفة এবং قَالُوْٓا হলো فعل আর واو হলো তার فاعل এবং اِنْ হলো نافية এবং هذا হলো مبتدأ এবং اِلَّا হলো استثناء-এর অব্যয় এবং سِحْرٌ হলো هٰذَا-এর خبر এবং مُبِيْنٌ হলো صفت এবং جملة টা হলো قَالُوْٓا ফে'লের مقول বা বক্তব্য। –[ই'রাবুল কুরআন : ৬/৩৭৪]

https://e-ilm.weebly.com/

৩০. আর তোমাদের উপর আমাদের তো কোনো প্রভাব ছিলই না, বরং তোমরা নিজেরাই অবাধ্যাচরণ করতে।	وَمَا كَانَ لَنَا عَلَيْكُمْ مِّنْ سُلْطٰنٍ ۚ بَلْ كُنْتُمْ قَوْمًا طٰغِيْنَ ﴿٣٠﴾
৩১. অতএব, আমাদের সকলের উপরই আমাদের প্রভুর এ বাণী সাব্যস্ত হয়ে গিয়েছিল যে, আমাদের সকলকে অবশ্যই শাস্তি আস্বাদন করতে হবে।	فَحَقَّ عَلَيْنَا قَوْلُ رَبِّنَآ ۖ إِنَّا لَذَآئِقُوْنَ ﴿٣١﴾
৩২. অতএব, আমরা তোমাদেরকে প্রতারিত করেছি, নিজেরাও পথভ্রষ্ট ছিলাম।	فَاَغْوَيْنٰكُمْ اِنَّا كُنَّا غٰوِيْنَ ﴿٣٢﴾
৩৩. অতএব, তারা সকলেই সেদিন আজাবে শরিক থাকবে।	فَاِنَّهُمْ يَوْمَئِذٍ فِي الْعَذَابِ مُشْتَرِكُوْنَ ﴿٣٣﴾
৩৪. আমি ইত্যাকার অপরাধীদের সাথে এরূপই (ব্যবহার) করে থাকি।	اِنَّا كَذٰلِكَ نَفْعَلُ بِالْمُجْرِمِيْنَ ﴿٣٤﴾
৩৫. তারা এমন ছিল যে, যখন তাদেরকে বলা হতো, আল্লাহ্ ব্যতীত কোনো প্রকৃত মা'বূদ নেই, তখনই তারা অহংকার করত।	اِنَّهُمْ كَانُوْٓا اِذَا قِيْلَ لَهُمْ لَآ اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ ۙ يَسْتَكْبِرُوْنَ ﴿٣٥﴾
৩৬. এবং বলত, আমরা কি একজন উন্মাদ কবির কথায় আমাদের উপাস্যদেরকে ত্যাগ করব?	وَيَقُوْلُوْنَ اَئِنَّا لَتَارِكُوْٓا اٰلِهَتِنَا لِشَاعِرٍ مَّجْنُوْنٍ ﴿٣٦﴾
৩৭. [আল্লাহ্ বলেন, তিনি উন্মাদ নন,] বরং তিনি একটি সত্য ধর্ম নিয়ে এসেছেন এবং অন্যান্য রাসূলগণের সত্যতা সমর্থন করেন।	بَلْ جَآءَ بِالْحَقِّ وَصَدَّقَ الْمُرْسَلِيْنَ ﴿٣٧﴾

শাব্দিক অনুবাদ :

৩০. وَمَا كَانَ لَنَا আর আমাদের ছিলই না عَلَيْكُمْ তোমাদের উপর مِّنْ سُلْطٰنٍ কোনো প্রভাব ; بَلْ বরং كُنْتُمْ قَوْمًا طٰغِيْنَ তোমরা নিজেরাই অবাধ্যচরণ করতে।

৩১. فَحَقَّ عَلَيْنَا অতএব আমাদের সকলের উপরই সাব্যস্ত হয়ে গিয়েছিল যে قَوْلُ رَبِّنَا আমাদের প্রভুর এ বাণী اِنَّا لَذَآئِقُوْنَ আমাদের সকলকে অবশ্যই শাস্তি আস্বাদন করতে হবে।

৩২. فَاَغْوَيْنٰكُمْ অতএব, আমরা তোমাদেরকে প্রতারিত করেছি اِنَّا كُنَّا غٰوِيْنَ নিজেরাও পথভ্রষ্ট ছিলাম।

৩৩. فَاِنَّهُمْ অতএব তারা সকলেই يَوْمَئِذٍ সেদিন فِي الْعَذَابِ আজাবে مُشْتَرِكُوْنَ শরিক থাকবে।

৩৪. اِنَّا كَذٰلِكَ نَفْعَلُ আমি এরূপই করে থাকি بِالْمُجْرِمِيْنَ ইত্যাকার অপরাধীদের সাথে।

৩৫. اِنَّهُمْ كَانُوْٓا তারা এমন ছিল যে اِذَا قِيْلَ لَهُمْ যখন তাদেরকে বলা হতো لَآ اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ আল্লাহ ব্যতীত কোনো প্রকৃত মা'বূদ নেই يَسْتَكْبِرُوْنَ তখনই তারা অহংকার করত।

৩৬. وَيَقُوْلُوْنَ এবং বলত اَئِنَّا لَتَارِكُوْٓا اٰلِهَتِنَا আমরা কি আমাদের উপাস্যদেরকে ত্যাগ করব لِشَاعِرٍ مَّجْنُوْنٍ একজন উন্মাদ কবির কথায়।

৩৭. بَلْ جَآءَ بِالْحَقِّ বরং তিনি একটি সত্য ধর্ম নিয়ে এসেছেন وَصَدَّقَ الْمُرْسَلِيْنَ এবং অন্যান্য রাসূলগণের সত্যতা সমর্থন করেন।

https://e-ilm.weebly.com/

৩৮. তোমাদের সকলকেই যন্ত্রণাময় আজাব আস্বাদন করতে হবে।	إِنَّكُمْ لَذَائِقُوا الْعَذَابِ الْأَلِيمِ ﴿٣٨﴾
৩৯. আর তোমরা কেবল তারই প্রতিফল প্রাপ্ত হবে, যা তোমরা করতে।	وَمَا تُجْزَوْنَ إِلَّا مَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ ﴿٣٩﴾
৪০. কিন্তু হাঁ, যারা আল্লাহর খাঁটি বান্দা।	إِلَّا عِبَادَ اللَّهِ الْمُخْلَصِينَ ﴿٤٠﴾
৪১. তাদের জন্য রয়েছে নির্ধারিত রিজিক।	أُولَٰئِكَ لَهُمْ رِزْقٌ مَعْلُومٌ ﴿٤١﴾
৪২. অর্থাৎ নানা জাতীয় ফল এবং তারা মহাসম্মানিত।	فَوَاكِهُ ۚ وَهُمْ مُكْرَمُونَ ﴿٤٢﴾
৪৩. শান্তিময় উদ্যানসমূহে।	فِي جَنَّاتِ النَّعِيمِ ﴿٤٣﴾
৪৪. আসনের উপর মুখামুখি উপবিষ্ট হবে।	عَلَىٰ سُرُرٍ مُتَقَابِلِينَ ﴿٤٤﴾
৪৫. (এবং) তাদের সম্মুখে এমন শরাবের পেয়ালা পরিবেশিত হবে, যা তরল শরাবে পরিপূর্ণ হবে।	يُطَافُ عَلَيْهِمْ بِكَأْسٍ مِنْ مَعِينٍ ﴿٤٥﴾
৪৬. [দেখতে] শুভ্র বর্ণের হবে, [এবং] পানকারীদের জন্য সুস্বাদু।	بَيْضَاءَ لَذَّةٍ لِلشَّارِبِينَ ﴿٤٦﴾
৪৭. আর না তাতে শিরঃপীড়া [-র উপকরণ] হবে আর না তার দরুন তাদের জ্ঞানে কোনো ব্যতিক্রম ঘটবে।	لَا فِيهَا غَوْلٌ وَلَا هُمْ عَنْهَا يُنْزَفُونَ ﴿٤٧﴾

শাব্দিক অনুবাদ :

৩৮. إِنَّكُمْ তোমাদের সকলকেই لَذَائِقُوا আস্বাদন করতে হবে الْعَذَابِ الْأَلِيمِ যন্ত্রণাময় আজাব।

৩৯. وَمَا تُجْزَوْنَ আর তোমরা কেবল তারই প্রতিফল প্রাপ্ত হবে إِلَّا مَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ যা তোমরা করতে।

৪০. إِلَّا কিন্তু হাঁ عِبَادَ اللَّهِ যারা আল্লাহর বান্দা الْمُخْلَصِينَ খাঁটি।

৪১. أُولَٰئِكَ لَهُمْ তাদের জন্য রয়েছে رِزْقٌ রিজিক مَعْلُومٌ নির্ধারিত।

৪২. فَوَاكِهُ অর্থাৎ নানা জাতীয় ফল وَهُمْ مُكْرَمُونَ এবং তারা মহা সম্মানিত।

৪৩. فِي جَنَّاتِ উদ্যানসমূহে النَّعِيمِ শান্তিময়।

৪৪. عَلَىٰ سُرُرٍ আসনের উপর مُتَقَابِلِينَ মুখামুখি উপবিষ্ট হবে।

৪৫. يُطَافُ عَلَيْهِمْ তাদের সম্মুখে পরিবেশিত হবে بِكَأْسٍ এমন শরাবের পেয়ালা مِنْ مَعِينٍ যা তরল শরাবে পরিপূর্ণ হবে।

৪৬. بَيْضَاءَ (দেখতে) শুভ্র বর্ণের হবে لَذَّةٍ لِلشَّارِبِينَ পানকারীদের জন্য সুস্বাদু।

৪৭. لَا فِيهَا غَوْلٌ আর না তাতে শিরঃপীড়া হবে وَلَا هُمْ عَنْهَا يُنْزَفُونَ, আর না তার দরুন তাদের জ্ঞানে কোনো ব্যতিক্রম ঘটবে

https://e-ilm.weebly.com/

৪৮. এবং তাদের নিকট বিনত দৃষ্টি-সম্পন্না সুনয়না [হূর]-গণ থাকবে।	وَعِنْدَهُمْ قٰصِرٰتُ الطَّرْفِ عِيْنٌ ﴿٤٨﴾
৪৯. যেন তারা [পালকের নীচে] সুরক্ষিত ডিম্ব।	كَاَنَّهُنَّ بَيْضٌ مَّكْنُوْنٌ ﴿٤٩﴾
৫০. অতঃপর তারা [বেহেশতবাসীগণ] একে অন্যের দিকে মুখামুখি হয়ে বাক্যালাপ করবে।	فَاَقْبَلَ بَعْضُهُمْ عَلٰى بَعْضٍ يَّتَسَآءَلُوْنَ ﴿٥٠﴾
৫১. তাদের একজন বলবে, [পৃথিবীতে] আমার একজন সঙ্গী লোক ছিল।	قَالَ قَآئِلٌ مِّنْهُمْ اِنِّيْ كَانَ لِيْ قَرِيْنٌ ﴿٥١﴾
৫২. সে বলত, তুমি কি পুনরুত্থানে বিশ্বাসী লোকদের অন্তর্ভুক্ত?	يَّقُوْلُ اَئِنَّكَ لَمِنَ الْمُصَدِّقِيْنَ ﴿٥٢﴾
৫৩. যখন আমরা মরে যাব এবং মাটি ও হাড়ে পরিণত হব, তখন কি আমাদেরকে প্রতিফল দেওয়া হবে?	ءَاِذَا مِتْنَا وَكُنَّا تُرَابًا وَّعِظَامًا ءَاِنَّا لَمَدِيْنُوْنَ ﴿٥٣﴾
৫৪. আল্লাহ বলবেন, তোমরা কি (তাকে) উঁকি মেরে দেখতে চাও?	قَالَ هَلْ اَنْتُمْ مُّطَّلِعُوْنَ ﴿٥٤﴾
৫৫. অতঃপর সে উঁকি মেরে দেখবে, তখন তাকে দোজখের মধ্যস্থলে দেখতে পাবে।	فَاطَّلَعَ فَرَاٰهُ فِيْ سَوَآءِ الْجَحِيْمِ ﴿٥٥﴾
৫৬. সে বলবে, আল্লাহর শপথ! তুমি তো আমাকেও ধ্বংস করারই উপক্রম করেছিলে।	قَالَ تَاللّٰهِ اِنْ كِدْتَّ لَتُرْدِيْنِ ﴿٥٦﴾

শাব্দিক অনুবাদ :

৪৮. وَعِنْدَهُمْ এবং তাদের নিকট থাকবে قٰصِرٰتُ الطَّرْفِ عِيْنٌ বিনত দৃষ্টি– সম্পন্না সুনয়না (হূর) গণ।

৪৯. كَاَنَّهُنَّ যেন তারা بَيْضٌ مَّكْنُوْنٌ সুরক্ষিত ডিম্ব।

৫০. فَاَقْبَلَ بَعْضُهُمْ عَلٰى بَعْضٍ অতঃপর তারা একে অন্যের দিকে মুখামুখি হয়ে يَّتَسَآءَلُوْنَ বাক্যালাপ করবে।

৫১. قَالَ قَآئِلٌ مِّنْهُمْ তাদের একজন বলবে اِنِّيْ كَانَ لِيْ قَرِيْنٌ (পৃথিবীতে) আমার একজন সঙ্গী লোক ছিল।

৫২. يَقُوْلُ সে বলত اَئِنَّكَ لَمِنَ الْمُصَدِّقِيْنَ তুমি কি পুনরুত্থানে বিশ্বাসী লোকদের অন্তর্ভুক্ত?

৫৩. ءَاِذَا مِتْنَا যখন আমরা মরে যাব وَكُنَّا এবং পরিণত হব تُرَابًا وَّعِظَامًا মাটি ও হাড়ে ءَاِنَّا لَمَدِيْنُوْنَ তখন কি আমাদেরকে প্রতিফল দেওয়া হবে?

৫৪. قَالَ আল্লাহ বলবেন هَلْ اَنْتُمْ مُّطَّلِعُوْنَ তোমরা কি (তাকে) উঁকি মেরে দেখতে চাও।

৫৫. فَاطَّلَعَ অতঃপর সে উঁকি মেরে দেখবে فَرَاٰهُ তখন তাকে দেখতে পাবে فِيْ سَوَآءِ الْجَحِيْمِ দোজখের মধ্যস্থলে।

৫৬. قَالَ সে বলবে تَاللّٰهِ আল্লাহর শপথ! اِنْ كِدْتَّ لَتُرْدِيْنِ তুমি তো আমাকেও ধ্বংস করারই উপক্রম করেছিলে।

https://e-ilm.weebly.com/

https://e-ilm.weebly.com/

أُولَٰئِكَ لَهُمْ رِزْقٌ مَّعْلُومٌ : এ আয়াতের শাব্দিক অর্থ এই যে, তাদের জন্য এমন রিজিক তথ্য খাদ্য-সামগ্রী রয়েছে, যার অবস্থা জানা হয়ে গেছে। তাফসীরবিদগণ এর বিভিন্ন মর্মার্থ বর্ণনা করেছেন। কেউ বলেছেন, এতে বিভিন্ন সূরায় বর্ণিত বেহেশতী খাদ্য-সামগ্রীর বিশদ বিবরণের দিকে ইঙ্গিত করা হয়েছে। মাআরেফুল কুরআনের তাফসীরের সারসংক্ষেপে হাকীমুল উম্মত হযরত থানভী (র.) ও এ ব্যাখ্যাই অবলম্বন করেছেন।

কেউ কেউ বলেন, رِزْقٌ مَّعْلُومٌ -এর অর্থ এই যে, এ রিজিকের সময়কাল নির্দিষ্টও জানা। অর্থাৎ এ রিজিক সকাল-সন্ধ্যা নিয়মিতভাবে সরবরাহ করা হবে। অন্য এক আয়াতে غُدْوَةً وَعَشِيًّا (সকাল ও সন্ধ্যা) পরিষ্কারভাবে উল্লেখ করা হয়েছে। তৃতীয় এক তাফসীর এই যে, সেটা নিশ্চিত ও স্থায়ী রিজিক হবে। দুনিয়ার মতো নয় যে, কেউ নিশ্চয়তা সহকারে বলতে পারে না যে, আগামীকাল কি এবং কতটুকু রিজিক পাবে। দুনিয়াতে কেউ একথাও জানে না যে, তার অর্জিত রিজিক কত দিন তার কাছে থাকবে। আজ যে নিয়ামত আছে কাল হয়তো তা থাকবে না-প্রত্যেকেই এই আশঙ্কায় সদা শঙ্কিত থাকে। কিন্তু জান্নাতে এমন কোনো আশঙ্কা থাকবে না। জান্নাতের রিজিক যেমন নিশ্চিত, তেমনই চিরস্থায়ী। –(কুরতুবী)।

فَوَاكِهُ শব্দের মাধ্যমে কুরআন নিজেই জান্নাতের রিজিকের তাফসীর করে দিয়েছে যে, সে রিজিক হবে ফলমূল। এ শব্দটি فَاكِهَةٌ -এর বহুবচন। যে বস্তু ক্ষুধার প্রয়োজন মেটানোর জন্য নয়; বরং স্বাদ হাসিল করার জন্য খাওয়া হয়, তাকেই আরবি ভাষায় فَاكِهَةٌ বলা হয়। ফল-মূলও স্বাদ হাসিল করার জন্য খাওয়া হয়। তাই এর অনুবাদ করা হয় ফল-মূল। অন্যথা এর অর্থ ফল-মূলের অর্থের চেয়ে ব্যাপক। ইমাম রাযী (র.) فَوَاكِهُ শব্দ থেকে এ সূক্ষ্ম তত্ত্ব বের করেছেন যে, জান্নাতে যেসব খাদ্য -সামগ্রী দেওয়া হবে, তা সবই স্বাদ ভোগ করার জন্য দেওয়া হবে। ক্ষুধা মেটানোর জন্য নয়। কারণ, জান্নাতে মানুষের কোনো কিছুরই প্রয়োজন হবে না। সেখানে জীবন ধারণ অথবা স্বাস্থ্য রক্ষার জন্যও কোনো কিছুর প্রয়োজন হবে না। তবে আকাঙ্ক্ষা হবে এবং আকাঙ্ক্ষা পূর্ণ হলেই আনন্দ লাভ হবে। জান্নাতের যাবতীয় নিয়ামতের লক্ষ্যই হলো আনন্দ দান করা।

وَهُمْ مُّكْرَمُونَ : বলে ব্যক্ত করা হয়েছে যে, জান্নাতীদেরকে এ রিজিক পূর্ণ সম্মান ও মর্যাদা সহকারে দেওয়া হবে। কারণ সম্মান ব্যতীত সুস্বাদু খাদ্যও বিস্বাদ হয়ে যায়। এ থেকে আরো জানা গেল যে, কেবল খানা খাওয়ালেই মেহমানের হক আদায় করা যায় না বরং তার প্রতি সম্মান প্রদর্শন করাও তার অধিকারের অন্তর্ভুক্ত।

عَلَىٰ سُرُرٍ مُّتَقَابِلِينَ -এটা জান্নাতীদের মজলিসের চিত্র। তারা রাজাসনে মুখামুখি হয়ে বসবে। কারো দিকে কারো পিঠ থাকবে না। এর বাস্তব চিত্র কি হবে- সে সম্পর্কে আল্লাহ তা'আলাই সঠিক জানেন। কেউ কেউ বলেন, মজলিসের পরিধি এত সুদূর বিস্তৃত হবে যে, একে অপরের দিকে পিঠ করার প্রয়োজন হবে না। পক্ষান্তরে আল্লাহ তা'আলা জান্নাতীদেরকে এমন দৃষ্টিশক্তি, শ্রবণশক্তি ও বাকশক্তি দান করবেন, যার ফলে তারা দূরে উপবিষ্টদের সাথে স্বচ্ছন্দে কথাবার্তা বলতে পারবে।

কেউ কেউ বলেন, জান্নাতীদের রাজাসন ঘূর্ণয়মান হবে, যার সাথে কথা বলতে ইচ্ছা করবে তার দিকেই ঘুরে যাবে।

لَذَّةٍ لِّلشَّارِبِينَ - لَذَّةٌ শব্দটি আসলে ধাতু। অর্থ সুস্বাদু হওয়া। তাই কেউ কেউ বলেন, এখানে আসলে ছিল ذَاتَ لَذَّةٍ - অর্থাৎ স্বাদবিশিষ্ট। কিন্তু এসব ঘষা-মাজার আদৌ প্রয়োজন নেই। প্রথমত এটা ধাতু হলেও ধাতু কর্তার অর্থে বহুল পরিমাণে ব্যবহৃত হয়। এমতাবস্থায় অর্থ হবে, সেই পানীয় পানকারীদেকে জন্য 'সাক্ষাৎ স্বাদ' হবে। এছাড়া এটা لَذٌّ বিশেষণ পদের স্ত্রীলিঙ্গ لَذَّةٌ -ও হতে পারে। এমতাবস্থায় অর্থ হবে পানকারীদের জন্য সুস্বাদু। –(কুরতুবী)

لَا فِيهَا غَوْلٌ- غَوْلٌ এর অর্থ কেউ 'মাথা ব্যাথা' এবং কেউ 'পেট ব্যাথা' র্বণনা করেছেন। আবার কেউ 'দুর্গন্ধ ও আবর্জনা' কেউ 'মতিভ্রম হওয়া' উল্লেখ করেছেন। প্রকৃতপক্ষে শব্দটি উল্লিখিত সব অর্থেই ব্যবহৃত হতে পারে। হাকেম ইবনে জারীর (র.) বলেন, এখানে غَوْلٌ -এর অর্থ আপদ। অর্থাৎ জান্নাতের শরাবে দুনিয়ার শরাবের মতো কোনো আপদ হবে না।

قَاصِرَاتُ الطَّرْفِ -অর্থাৎ জান্নাতের হুরদের বৈশিষ্ট্য হবে এই যে, তারা হবে 'আনতনয়না'। যেসব স্বামীর সাথে আল্লাহ তা'আলা তাদের দাম্পত্য সম্পর্ক স্থাপন করে দেবেন, তারা তাদের ছাড়া কোনো ভিন্ন পুরুষের প্রতি দৃষ্টিপাত করবে না। আল্লামা ইবনে জাওযী (র.) বর্ণনা করেন যে, তারা তাদের স্বামীদেরকে বলবে, -আমার পালনকর্তার ইজ্জতের কসম, জান্নাতে তোমার চেয়ে উত্তম ও সুশ্রী পুরুষ আমার দৃষ্টিগোচর হয় না। যে আল্লাহ আমাকে তোমার স্ত্রী এবং তোমাকে আমার স্বামী করেছেন, সমস্ত প্রশংসা তাঁরই।

https://e-ilm.weebly.com/

আল্লামা ইবনে জাওযী قَاصِرَاتُ الطَّرْفِ -এর আরো একটি অর্থ এই বর্ণনা করেছেন যে, তারা তাদের স্বামীদের দৃষ্টি নত রাখবে। অর্থাৎ তারা নিজেরা এমন 'অনিন্দ্য সুনদরী ও স্বামীর প্রতি নিবেদিতা' হবে যে, স্বামীদের মনে অন্য কোনো নারীর প্রতি দৃষ্টিপাত করার বাসনাই হবে না। -[তাফসীর যাদুল মাসীর]

كَأَنَّهُنَّ بَيْضٌ مَّكْنُونٌ : এখানে জান্নাতের হুরগণকে লুকানো ডিমের সাথে তুলনা করা হয়েছে। আরবদের কাছে এই তুলনা প্রসিদ্ধ ও সুবিদিত ছিল। যে ডিম পাখার নীচে লুকানো থাকে, তার উপর বাইরের ধূলিকণার কোনো প্রভাব পড়ে না। ফলে তা খুব স্বচ্ছ ও পরিচ্ছন্ন থাকে। এছাড়া এর রঙ হলুদাভ হয়ে থাকে, যা আরবদের কাছে রমণীদের সর্বাধিক চিত্তাকর্ষক রঙ হিসাবে গণ্য হতো। তাই এর সাথে তুলনা করা হয়েছে। কোনো কোনো তাফসীরবিদ বলেন, এখানে ডিমের সাথে তুলনা করা হয় নি; বরং ডিমের বাকলের অভ্যন্তরে স্থিত ঝিল্লির সাথে তুলনা করা হয়েছে। উদ্দেশ্য এই যে, এই রমণীগণ ডিমের ঝিল্লীর ন্যায় নরম ও কোমল হবে। -[রূহুল মা'আনী]

এক জান্নাতী ও তার কাফের সঙ্গী : প্রথম দশ আয়াতে জান্নাতীদের ব্যাপক অবস্থা বর্ণনা করার পর কোনো এক জান্নাতীদের বিশেষ আলোচনা প্রসঙ্গে বলা হয়েছে যে, সে জান্নাতের মজলিসে পৌছার পর তার এক কাফের বন্ধুর কথা স্মরণ করবে। যে বন্ধুবর দুনিয়াতে থাকাকালে পরকাল অস্বীকার করত। অতঃপর আল্লাহ তা'আলার অনুমতিক্রমে জান্নাতী বন্ধু জাহান্নামের অভ্যন্তরে উঁকি দিয়ে সে বন্ধুর সাথে কথা বলার সুযোগ পাবে। কুরআন পাকে এই জান্নাতী ব্যক্তির নাম - ঠিকানা উক্ত হয়নি। তাই নিশ্চিতরূপে বলা যায় না যে, সে কে? এতদসত্ত্বেও কোনো কোনো তাফসীরবিদ ধারণা করেছেন যে, সে মু'মিন ব্যক্তিটির নাম 'ইয়াহুদাহ' এবং তার কাফের সঙ্গীর নাম 'মাতরূস'। তারাই সে সঙ্গীদ্বয়, যাদের উল্লেখ সূরা কাহফের وَاضْرِبْ لَهُمْ مَثَلًا رَّجُلَيْنِ আয়াতে করা হয়েছে।-(মাযহারী)।

আল্লামা সুয়ূতী (র.) কতিপয় তাবেয়ী থেকে এ প্রসঙ্গে আরো একটি ঘটনা উল্লেখ করেছেন। যার সারমর্ম এই যে, দুই ব্যক্তি একত্রে কারবার করে আট হাজার দীনার মুনাফা অর্জন করল এবং উভয়ে চার হাজার করে বন্টন করে নিল। একজন তার অর্থ থেকে এক হাজার দীনার দিয়ে কিছু জমি খরিদ করল। অপরজন ছিল খুবই সৎ ও সাধু ব্যক্তি। সে দোয়া করল : ইয়া আল্লাহ! অমুক ব্যক্তি এক হাজার দীনার দিয়ে জমি খরিদ করেছে। অতঃপর সে এক হাজার দীনার গরিব-দুঃখীকে দান করে দিল। এরপর তার সঙ্গী এক হাজার দীনার ব্যয় করে একটি গৃহ নির্মাণ করলে সে হাত তুলে বলল, ইয়া আল্লাহ! অমুক ব্যক্তি এক হাজার দীনার ব্যয় করে পৃথিবীতে একটি গৃহ নির্মাণ করেছে। আমি এক হাজার দীনার দিয়ে আপনার কাছ থেকে জান্নাতের একটি গৃহ ক্রয় করতে চাই। অতঃপর সে আরো এক হাজার দীনার দান করে দিল। এরপর তারসঙ্গী এক মহিলাকে বিয়ে করল এবং সে বিয়েতে এক হাজার দীনার ব্যয় করল। তখন সে হাত তুলে দোয়া করল, ইয়া আল্লাহ! অমুক ব্যক্তি বিয়ে করে এক হাজার দীনার ব্যয় করেছে। আমি জান্নাতের রমণীদের মধ্য থেকে একজনকে বিয়ের পয়গাম দিচ্ছি এবং তার জন্য এক হাজার দীনার উৎসর্গ করছি। একথা বলে সে এক হাজার দীনার দান করে দিল। অতঃপর তার সঙ্গী এক হাজার দীনার দিয়ে কিছু গোলাম ও আসবাবপত্র ক্রয় করলে সে আবার এক হাজার দীনার দান করে আল্লাহর কাছে এর বিনিময়ে জান্নাতের গোলাম ও জান্নাতের আসবাবপত্র প্রার্থনা করল।

এরপর ঘটনাক্রমে মু'মিন লোকটি দারুন অভাব-অনটনের সম্মুখীন হয়ে কিছু সাহায্য পাওয়ার আশায় বন্ধুর কাছে উপস্থিত হলো। সে নিজের অভাব-অনটনের কথা ব্যক্ত করলে বন্ধু বলল, তোমার ধনসম্পদ কি হলো? উত্তরে সে তার দান-খয়রাতের সমুদয় ঘটনা বর্ণনা করল। এতে বন্ধুবর বিস্মিত হয়ে বলল, তুমি কি বাস্তবিকই বিশ্বাস কর যে, আমরা মৃত্যুর পর মাটিতে পরিণত হয়ে গেলেও পুনরায় জীবন লাভ করব এবং সেখানে আমাদের কাজকর্মের হিসাব-নিকাশ হবে? যাও, আমি তোমাকে কিছুই দিব না। এরপর তারা উভয়ে মৃত্যুমুখে পতিত হলো। আলোচ্য আয়াত সমূহে জান্নাতী বলে সে সৎ ব্যক্তিকে বুঝানো হয়েছে, যে পরকালের জন্য তার সমুদয় ধনসম্পদ দান করে ফেলেছিল এবং তার জাহান্নামী সঙ্গী বলে সে ব্যক্তিকে বুঝানো হয়েছে, যে পরকালকে সত্য জানার অজুহাতে তাকে বিদ্রূপ করে তাড়িয়ে দিয়েছিল। -(দুররে মানছুর)

কুসংসর্গ থেকে আত্মরক্ষার শিক্ষা : মোটকথা, জান্নাতী ব্যক্তি যে-ই হোক না কেন, এখানে এ ঘটনা উল্লেখ করার আসল উদ্দেশ্য মানুষকে শিক্ষা দেওয়া যে, প্রত্যেকটি মানুষের উচিত তার বন্ধু মহলকে যাচাই করে দেখা যে, তাদের মধ্যে কেউ তাকে জাহান্নামের পরিণতির দিকে নিয়ে যাচ্ছে কি না? কুসংসর্গের সম্ভাব্য ধ্বংসকারিতার সঠিক অনুমান পরকালেই হবে।

https://e-ilm.weebly.com/

তখন এ ধ্বংসকারিতা থেকে আত্মরক্ষার কোনো পথই খোলা থাকবে না। তাই দুনিয়াতেই যথেষ্ট চিন্তা-ভাবনা করে বন্ধুত্ব ও একাত্মতার সম্পর্ক স্থাপন করা উচিত। প্রায়ই কোনো কাফের অথবা আল্লাহদ্রোহী ব্যক্তির সাথে সম্পর্ক স্থাপন করার পর মানুষ অজ্ঞাতেই তার চিন্তাধারা, মতবাদ ও জীবন পদ্ধতি দ্বারা প্রভাবিত হতে থাকে। এটা পরকালীন পরিণতির জন্য চরম বিপজ্জনক প্রমাণিত হয়।

শব্দ বিশ্লেষণ :

طٰغِيْنَ : সীগাহ جمع مذكر বহছ اسم فاعل বাব سَمِعَ মাসদার اَلطُّغْيَانُ মূলবর্ণ (ط - غ - ى) জিনস ناقص يائى অর্থ- অবাধ্যাচরণ করতে।

لَذَائِقُوْنَ : সীগাহ جمع مذكر বহছ اسم فاعل বাব نَصَرَ মাসদার اَلذَّوْقُ মূলবর্ণ (ذ - و - ق) জিনস اجوف واوى অর্থ- চাখতে হবে, আস্বাদন করতে হবে।

مُجْرِمِيْنَ : সীগাহ جمع مذكر বহছ اسم فاعل বাব اِفْعَالٌ মাসদার اَلْاِجْرَامُ মূলবর্ণ (ج - ر - م) জিনস صحيح অর্থ- ইত্যাকার অপরাধী।

تُجْزَوْنَ : সীগাহ جمع مذكر حاضر বহছ مضارع مجهول বাব ضَرَبَ মাসদার اَلْجَزَاءُ মূলবর্ণ (ج - ز - ى) জিনস ناقص يائى অর্থ- তোমরা প্রতিফল প্রাপ্ত হবে।

مُتَقَابِلِيْنَ : সীগাহ جمع مذكر বহছ اسم فاعل বাব تَفَاعُلٌ মাসদার اَلتَّقَابُلُ মূলবর্ণ (ق - ب - ل) জিনস صحيح অর্থ- মুখামুখি উপবিষ্ট হবে।

يُطَافُ : সীগাহ واحد مذكر غائب বহছ مضارع مجهول বাব اِفْعَالٌ মাসদার اَلْاِطَافَةُ মূলবর্ণ (ط - و - ف) জিনস اجوف واوى অর্থ- পরিবেশিত হবে।

يُنْزَفُوْنَ : সীগাহ جمع مذكر غائب বহছ مضارع مجهول বাব ضَرَبَ মাসদার اَلنَّزْفُ মূলবর্ণ (ن - ز - ف) জিনস صحيح অর্থ- ব্যতিক্রম ঘটবে।

مَكْنُوْنٌ : সীগাহ واحد مذكر বহছ اسم مفعول বাব نَصَرَ মাসদার اَلْكُنُوْنُ وَالْكَنُّ মূলবর্ণ (ك - ن - ن) জিনস مضاف ثلاثى অর্থ- ডিম্ব।

قَرِيْنٌ : একবচন, বহুবচন قرناء অর্থ- পরিচিত লোক, সাথি, বন্ধু।

اِطَّلَعَ : সীগাহ واحد مذكر غائب বহছ ماضى معروف বাব اِفْتِعَالٌ মাসদার اَلْاِطِّلَاعُ মূলবর্ণ (ط - ل - ع) জিনস صحيح অর্থ- সে উকি মেরে দেখে।

رَاٰهُ : সীগাহ واحد مذكر غائب বহছ ماضى معروف বাব فَتَحَ মাসদার اَلرُّؤْيَةُ মূলবর্ণ (ر - أ - ى) জিনস মুরাক্কাব (مهموز عين ও ناقص يائى) অর্থ- সে তাকে দেখতে পারে।

لَتُرْدِيْنَ : সীগাহ واحد مذكر حاضر বহছ فعل مضارع معروف بلام تاكيد বাব اِفْعَالٌ মাসদার اَلْاِرْدَاءُ মূলবর্ণ (ر - د - ى) জিনস ناقص يائى অর্থ- তুমি তো আমাকেও ধ্বংস করে দিতে।

বাক্য বিশ্লেষণ :

وَمَا تُجْزَوْنَ اِلَّا مَا كُنْتُمْ تَعْمَلُوْنَ : এখানে واو হলো عاطفة এবং مَا হলো نافية আর تُجْزَوْنَ হলো فعل مضارع مجهول এবং واو হলো نائب فاعل আর اِلَّا হলো استثناء-এর অব্যয় এবং مَا হলো مفعول ثانى এটা মূলত ছিল جزاء مَا এবং كُنْتُمْ تَعْمَلُوْنَ বাক্যটি হলো مَا এর صلة আর تَعْمَلُوْنَ হলো كُنْتُمْ-এর خبر।

-(ই'রাবুল কুরআন ৬/৩৮৩)

https://e-ilm.weebly.com/

৫৭. আর যদি আমার প্রতিপালকের অনুগ্রহ না হতো, তবে আমিও তোমার ন্যায় দণ্ডিতদের অন্তর্ভুক্ত হতাম।	وَلَوْلَا نِعْمَةُ رَبِّي لَكُنتُ مِنَ الْمُحْضَرِينَ ﴿٥٧﴾
৫৮. আমরা কি আর মরব না?	أَفَمَا نَحْنُ بِمَيِّتِينَ ﴿٥٨﴾
৫৯. আমাদের প্রথমবারের মৃত্যু ব্যতীত এবং আমাদের শাস্তিও হবে না।	إِلَّا مَوْتَتَنَا الْأُولَىٰ وَمَا نَحْنُ بِمُعَذَّبِينَ ﴿٥٩﴾
৬০. এটা নিঃসন্দেহে মহান সফলতা।	إِنَّ هَٰذَا لَهُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ ﴿٦٠﴾
৬১. এরূপ সফলতার জন্যই কর্মপরায়ণদের কার্য করা উচিত।	لِمِثْلِ هَٰذَا فَلْيَعْمَلِ الْعَامِلُونَ ﴿٦١﴾
৬২. আপ্যায়নের জন্য কি এটাই উত্তম, না দোজখের যাক্কুম বৃক্ষ?	أَذَٰلِكَ خَيْرٌ نُّزُلًا أَمْ شَجَرَةُ الزَّقُّومِ ﴿٦٢﴾
৬৩. আমি ঐ বৃক্ষকে [পৃথিবীতেও] জালিমদের জন্য পরীক্ষার উপকরণ করে দিয়েছি।	إِنَّا جَعَلْنَاهَا فِتْنَةً لِّلظَّالِمِينَ ﴿٦٣﴾
৬৪. [তা] এ প্রকার বৃক্ষ, যা দোজখের তলদেশ হতে উদ্‌গত হয়ে থাকে।	إِنَّهَا شَجَرَةٌ تَخْرُجُ فِي أَصْلِ الْجَحِيمِ ﴿٦٤﴾
৬৫. এর মোচা যেন শয়তানের মাথা।	طَلْعُهَا كَأَنَّهُ رُءُوسُ الشَّيَاطِينِ ﴿٦٥﴾
৬৬. অনন্তর তারা [তীব্র ক্ষুধার জ্বালায়] তা হতে ভক্ষণ করবে এবং তা দ্বারাই উদর পূর্ণ করবে।	فَإِنَّهُمْ لَآكِلُونَ مِنْهَا فَمَالِئُونَ مِنْهَا الْبُطُونَ ﴿٦٦﴾

শাব্দিক অনুবাদ :

৫৭. وَلَوْلَا نِعْمَةُ رَبِّي আর যদি আমার প্রতিপালকের অনুগ্রহ না হতো لَكُنتُ مِنَ الْمُحْضَرِينَ তবে আমিও তোমার ন্যায় দণ্ডিতদের অন্তর্ভুক্ত হতাম।

৫৮. أَفَمَا نَحْنُ بِمَيِّتِينَ আমরা কি আর মরব না?

৫৯. إِلَّا مَوْتَتَنَا الْأُولَىٰ আমাদের প্রথমবারের মৃত্যু ব্যতীত وَمَا نَحْنُ بِمُعَذَّبِينَ এবং আমাদের শাস্তিও হবে না।

৬০. إِنَّ هَٰذَا এটা নিঃসন্দেহে لَهُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ মহান সফলতা।

৬১. لِمِثْلِ هَٰذَا এরূপ সফলতার জন্যই فَلْيَعْمَلِ الْعَامِلُونَ কর্মপরায়ণদের কার্য করা উচিত।

৬২. أَذَٰلِكَ خَيْرٌ نُّزُلًا আপ্যায়নের জন্য কি এটাই উত্তম أَمْ شَجَرَةُ الزَّقُّومِ না দোজখের যাক্কুম বৃক্ষ।

৬৩. إِنَّا جَعَلْنَاهَا আমি ঐ বৃক্ষকে (পৃথিবীতেও) করে দিয়েছে فِتْنَةً لِّلظَّالِمِينَ জালিমদের জন্য পরীক্ষার উপকরণ।

৬৪. إِنَّهَا شَجَرَةٌ এ প্রকার বৃক্ষ تَخْرُجُ যা উদগত হয়ে থাকে فِي أَصْلِ الْجَحِيمِ দোজখের তলদেশ থেকে।

৬৫. طَلْعُهَا এর শেষে (বিশ্রী) كَأَنَّهُ رُءُوسُ الشَّيَاطِينِ যেন শয়তানের মাথা।

৬৬. فَإِنَّهُمْ لَآكِلُونَ مِنْهَا অনন্তর তারা (তীব্র ক্ষুধার জ্বালায়) তা হতে ভক্ষণ করবে فَمَالِئُونَ مِنْهَا الْبُطُونَ এবং তা দ্বারাই উদর পূর্ণ করবে।

https://e-ilm.weebly.com/

৬৭. অতঃপর তাদেরকে তদুপরি ফুটন্ত পানি (পুঁজের সাথে) মিশ্রিত করে দেওয়া হবে।	ثُمَّ اِنَّ لَهُمْ عَلَيْهَا لَشَوْبًا مِّنْ حَمِيْمٍ ﴿٦٧﴾
৬৮. অতঃপর তাদের শেষ বাসস্থান দোজখই হবে।	ثُمَّ اِنَّ مَرْجِعَهُمْ لَاِلَى الْجَحِيْمِ ﴿٦٨﴾
৬৯. তারা তাদের পিতৃপুরুষগণকে পথভ্রষ্ট অবস্থায় পেয়েছিল।	اِنَّهُمْ اَلْفَوْا اٰبَآءَهُمْ ضَآلِّيْنَ ﴿٦٩﴾
৭০. এবং তারাও তাদের পদানুসরণে দ্রুত চলছিল।	فَهُمْ عَلٰۤى اٰثٰرِهِمْ يُهْرَعُوْنَ ﴿٧٠﴾
৭১. আর তাদের পূর্বেও প্রাচীন লোকদের অনেকেই পথভ্রষ্ট হয়েছিল।	وَلَقَدْ ضَلَّ قَبْلَهُمْ اَكْثَرُ الْاَوَّلِيْنَ ﴿٧١﴾
৭২. এবং আমি তাদের মধ্যেও ভয় প্রদর্শনকারী পাঠিয়েছিলাম।	وَلَقَدْ اَرْسَلْنَا فِيْهِمْ مُّنْذِرِيْنَ ﴿٧٢﴾
৭৩. সুতরাং দেখুন, তাদের পরিণাম কিরূপ হলো, যাদেরকে ভয় প্রদর্শন করা হয়েছিল?	فَانْظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُنْذَرِيْنَ ﴿٧٣﴾
৭৪. হাঁ, আল্লাহর বিশিষ্ট বান্দাগণ ব্যতীত।	اِلَّا عِبَادَ اللّٰهِ الْمُخْلَصِيْنَ ﴿٧٤﴾ ع ٢
৭৫. এবং নূহ্ আমাকে (সাহায্যার্থে) ডাকলেন, আর আমিই উত্তম প্রার্থনা শ্রবণকারী।	وَلَقَدْ نَادٰىنَا نُوْحٌ فَلَنِعْمَ الْمُجِيْبُوْنَ ﴿٧٥﴾
৭৬. এবং আমি তাঁকে ও তাঁর অনুবর্তীদেরকে বড় ভীষণ পেরেশানি হতে মুক্তি দিলাম।	وَنَجَّيْنٰهُ وَاَهْلَهٗ مِنَ الْكَرْبِ الْعَظِيْمِ ﴿٧٦﴾
৭৭. আর আমি তাঁরই সন্তানগণকে অবশিষ্ট রাখলাম।	وَجَعَلْنَا ذُرِّيَّتَهٗ هُمُ الْبٰقِيْنَ ﴿٧٧﴾

শাব্দিক অনুবাদ :

৬৭. ثُمَّ اِنَّ لَهُمْ عَلَيْهَا অতঃপর তাদেরকে দেওয়া হবে لَشَوْبًا مِّنْ حَمِيْمٍ ফুটন্ত পানি (পুজেঁর সাথে) মিশ্রিত করে।

৬৮. ثُمَّ اِنَّ مَرْجِعَهُمْ অতঃপর তাদের শেষ বাসস্থান لَاِلَى الْجَحِيْمِ দোজখই হবে।

৬৯. اِنَّهُمْ اَلْفَوْا তারা পেয়েছিল اٰبَآءَهُمْ তাদের পিতৃ পুরুষগণকে ضَآلِّيْنَ পথভ্রষ্ট অবস্থায়।

৭০. فَهُمْ عَلٰۤى اٰثٰرِهِمْ এবং তারাও তাদের পদানুসরণে يُهْرَعُوْنَ দ্রুত চলছিল।

৭১. وَلَقَدْ ضَلَّ আর পথভ্রষ্ট হয়েছিল قَبْلَهُمْ তাদের পূর্বেও اَكْثَرُ الْاَوَّلِيْنَ প্রাচীন লোকদের অনেকেই।

৭২. وَلَقَدْ اَرْسَلْنَا এবং আমি পাঠিয়ে ছিলাম فِيْهِمْ তাদের মধ্যেও مُّنْذِرِيْنَ ভয় প্রদর্শনকারী।

৭৩. فَانْظُرْ সুতরাং দেখুন كَيْفَ كَانَ কিরূপ হলো عَاقِبَةُ তাদের পরিণাম الْمُنْذَرِيْنَ যাদেরকে ভয় প্রদর্শন করা হয়েছিল।

৭৪. اِلَّا হাঁ, ব্যতীত عِبَادَ اللّٰهِ الْمُخْلَصِيْنَ আল্লাহর বিশিষ্ট বান্দাগণ।

৭৫. وَلَقَدْ نَادٰىنَا نُوْحٌ এবং নূহ আমাকে (সাহায্যার্থে) ডাকলেন فَلَنِعْمَ الْمُجِيْبُوْنَ আর আমিই উত্তম প্রার্থনা শ্রবণকারী।

৭৬. وَنَجَّيْنٰهُ এবং আমি তাঁকে মুক্তি দিলাম وَاَهْلَهٗ ও তাঁর অনুবর্তীদেরকে مِنَ الْكَرْبِ الْعَظِيْمِ বড় পেরেশানি হতে।

৭৭. وَجَعَلْنَا এবং আমি রাখলাম ذُرِّيَّتَهٗ তাঁরই সন্তানদেরকে هُمُ الْبٰقِيْنَ অবশিষ্ট।

https://e-ilm.weebly.com/

৭৮. আর আমি তাঁর জন্য পরবর্তী যুগের লোকদের মধ্যে এ কথা থাকতে দিলাম যে।	وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ فِي الْاٰخِرِيْنَ ۝٧٨
৭৯. সালাম হোক নূহের প্রতি জগদ্বাসীদের মধ্যে।	سَلٰمٌ عَلٰى نُوْحٍ فِي الْعٰلَمِيْنَ ۝٧٩
৮০. আমি খাঁটি বান্দাগণকে এরূপ পুরস্কারই প্রদান করে থাকি।	اِنَّا كَذٰلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِيْنَ ۝٨٠
৮১. নিঃসন্দেহে তিনি আমার ঈমানদার বান্দাগণের মধ্যে ছিলেন।	اِنَّهٗ مِنْ عِبَادِنَا الْمُؤْمِنِيْنَ ۝٨١
৮২. অতঃপর আমি অন্য সকলকে নিমজ্জিত করে দিলাম।	ثُمَّ اَغْرَقْنَا الْاٰخَرِيْنَ ۝٨٢

শাব্দিক অনুবাদ :

৭৮. وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ আর আমি তাঁর জন্য এ কথা থাকতে দিলাম যে فِي الْاٰخِرِيْنَ পরবর্তী যুগের লোকদের মধ্যে।

৭৯. سَلٰمٌ সালাম হোক عَلٰى نُوْحٍ নূহের প্রতি فِي الْعٰلَمِيْنَ জগদ্বাসীদের মধ্যে।

৮০. اِنَّا كَذٰلِكَ نَجْزِي আমি এরূপ পুরস্কারই প্রদান করে থাকি الْمُحْسِنِيْنَ খাঁটি বান্দাগণকে।

৮১. اِنَّهٗ নিঃসন্দেহে তিনি ছিলেন مِنْ عِبَادِنَا আমার বান্দাগণের মধ্যে الْمُؤْمِنِيْنَ ঈমানদার।

৮২. ثُمَّ اَغْرَقْنَا অতঃপর আমি নিমজ্জিত করে দিলাম الْاٰخَرِيْنَ অন্য সকলকে।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

أَذٰلِكَ خَيْرٌ نُزُلًا أَمْ شَجَرَةُ الزَّقُّوْمِ - إِنَّا جَعَلْنَاهَا فِتْنَةً لِّلظّٰلِمِيْنَ - إِنَّهَا شَجَرَةٌ تَخْرُجُ فِيْ أَصْلِ الْجَحِيْمِ - طَلْعُهَا كَأَنَّهٗ رُؤُوْسُ الشَّيَاطِيْنِ - فَإِنَّهُمْ لَاٰكِلُوْنَ مِنْهَا فَمَالِئُوْنَ مِنْهَا الْبُطُوْنَ

শানে নুযুল- ১ : কাতাদাহ (র.) বলেন, একদা যাক্কুম বৃক্ষ সম্পর্কে আলোচনা পর্যালোচনা হচ্ছিল। সে মুহূর্তে কাফের কুরাইশরা বলছিল যে, এ বৃক্ষটিকে তো আমরা চিনতে পাইনি। তাদের মাঝে আফ্রিকান একজন মানুষ উপস্থিত হয়েছিল, তারা তাকে এ বিষয়ে জিজ্ঞেস করল। জবাবে সে বলল, যাবাদ ও তামারকে আমাদের দেশে যাক্কুম বলা হয়। একথা শুনে যেবা'রী বলে উঠল, আমাদের অঞ্চলে যাক্কুম ফল আল্লাহ তা'আলা অনেক দিয়েছেন। আবূ জাহল তার বাঁদীকে বলল, আমাদেরকে যাক্কুম দাও। তখন সে যাবাদ ও তামার এনে দিল। অতঃপর তার সঙ্গী-সাথিদেরকে বলল, যাক্কুম ফল ভোগ কর। মুহাম্মদ আমাদেরকে এগুলোরই ভীতি প্রদর্শন করছে। মুহাম্মদ ধারণা করছে অগ্নি বৃক্ষ উৎপন্ন করছে। অথচ অগ্নি বৃক্ষকে জ্বালিয়ে ভস্ম করে দেয়। তাদের হঠকারিতা ও প্রহসনমূলক মন্তব্যের অসারতা প্রমাণ করে আল্লাহ তা'আলা আলোচ্য আয়াতসমূহকে নাজিল করেন।-(ইবনে কাছীর ১০/৪, কুরতুবী ৭৭/১৫)

শানে নুযুল-২ : মুহাম্মদ ইবনে হাসান ও আহমদ ইবনে মুফাজ্জল সুদ্দী (রা.)-এর উদ্ধৃতি দিয়ে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেন, اِنَّ شَجَرَةَ الزَّقُّوْمِ "আয়াত যখন নাজিল হয়, তখনই আবূ জাহেল বলল যে, এটা তো আরবি ভাষায় একটি সুপরিচিত বস্তু। আমি তা তোমাদের সম্মুখে এনে দিচ্ছি। সুতরাং সে তার বাঁদিকে ডেকে বলল যে, তামার ও যুবাদ নিয়ে এসো। বাঁদি সেগুলো আনার পর আবূ জাহল বলল, মুহাম্মদ তোমাদেরকে যে যাক্কুম সম্পর্কে ভীতি প্রদর্শন করছে, এ হলো সে যাক্কুম ফল। আবূ জাহলের এহেন হঠকারিতামূলক কার্যকলাপের পরিপ্রেক্ষিতে আল্লাহ তা'আলা আলোচ্য আয়াত নাজিল করেন।-[তাবারী ৪৯৫/১০, দুররে মানছুর ২৭৭/৫]

https://e-ilm.weebly.com/

মৃত্যুর বিলুপ্তিতে বিস্ময় প্রকাশ : এখানে জান্নাতী ব্যক্তি সম্পর্কে উল্লেখ করা হয়েছে যে, সে জান্নাতের নিয়ামতসমূহ লাভ করে আনন্দের আতিশয্যে বলবে : আমাদের আর কখনো মৃত্যু হবে না কি! এ বাক্যের উদ্দেশ্য এই নয় যে, সে জান্নাতের অনন্ত জীবনে বিশ্বাস করবে না ; বরং চরম পর্যায়ের আনন্দ অর্জিত হওয়ার পর মানুষ প্রায়ই এমন কথা বলে ফেলে, যেন তার আনন্দ অর্জিত হয়েছে বলে বিশ্বাস হচ্ছে না। জান্নাতী ব্যক্তির বাক্যটিও এমনি ধরনের।

অবশেষে কুরআন পাক এ ঘটনার আসল শিক্ষার দিকে দৃষ্টি আকর্ষণ করে বলছে : لِمِثْلِ هٰذَا فَلْيَعْمَلِ الْعٰمِلُوْنَ অর্থাৎ এমনি ধরনের সাফল্যের জন্য আমলকারীদের আমল করা উচিত।

জাহান্নাম ও জান্নাত উভয়ের কিছু কিছু অবস্থা বর্ণনা করার পর আল্লাহ তা'আলা প্রত্যেকটি লোককে এ বিষয়টির মূল্যায়ন করার দাওয়াত দিয়েছেন যে, উভয়ের মধ্যে কোনটি উত্তম তা চিন্তা করে দেখ। সেমতে ৬২-৭৪ আয়াতে বলা হয়েছে اَذٰلِكَ خَيْرٌ نُّزُلًا اَمْ شَجَرَةُ الزَّقُّوْمِ -জান্নাতের যেসব নিয়ামত উল্লেখ করা হয়েছে, সেগুলো উত্তম না জাহান্নামীদের খাদ্য যাক্কুম বৃক্ষ উত্তম।

যাক্কুম কি? যাক্কুম নামের এক রকম বৃক্ষ আরব উপদ্বীপের তাহামা অঞ্চলে পাওয়া যায়। আল্লামা আলুসী লিখেন : এটা অন্যান্য অনুর্বর মরু এলাকায়ও উৎপন্ন হয়। কেউ কেউ বলেন, এটা সে বৃক্ষ যাকে উর্দূতে 'থোহড়' বলা হয়। এরই কাছাকাছি আরো একটি বৃক্ষ ভারতবর্ষে 'নাগফন' বাংলায় ফণিমনসা নামে খ্যাত। কেউ কেউ একেই যাক্কুম বলে সাব্যস্ত করেছেন এবং এটাই অধিক যুক্তিসম্মত। এ সম্পর্কে তাফসীরবিদদের বিভিন্ন মত রয়েছে যে, দুনিয়ার এ যাক্কুমই জাহান্নামীদের খাদ্য হবে, না সেটা অন্য কোনো বৃক্ষ? কেউ কেউ বলেন : আয়াতে দুনিয়ার যাক্কুমই বুঝানো হয়েছে। আবার কেউ কেউ বলেন, জাহান্নামের যাক্কুম হবে ভিন্ন বস্তু; দুনিয়ার যাক্কুমের সাথে এর কোনো সম্পর্ক নেই। বাহ্যত মনে হয়, পৃথিবীতে যেমন সাপ-বিচ্ছু প্রভৃতি রয়েছে, তেমনি জাহান্নামেও আছে। কিন্তু জাহান্নামের সাপ-বিচ্ছু দুনিয়ার সাপ-বিচ্ছু অপেক্ষা বহুগুণে ভয়ংকর হবে। এমনিভাবে জাহান্নামের যাক্কুমও প্রজাতি হিসেবে দুনিয়ার যাক্কুমের মতো হলেও দুনিয়ার যাক্কুম অপেক্ষা অনেক বেশি কদাকার ও কষ্টভক্ষ হবে।

اِنَّا جَعَلْنٰهَا فِتْنَةً لِّلظّٰلِمِيْنَ : অর্থাৎ আমি যাক্কুম বৃক্ষকে জালেমদের জন্য ফেতনা বানিয়েছি। এক্ষত্রে কোনো কোনো তাফসীরবিদ 'ফেতনার' অর্থ করেছেন আজাব। অর্থাৎ এ বৃক্ষকে আজাবের হাতিয়ার বানিয়েছি। কিন্তু অধিকাংশ তাফসীরবিদদের বক্তব্য এই যে, ফেতনার অর্থ 'পরীক্ষা' করা অধিক উপযুক্ত। উদ্দেশ্য এই যে, এ বৃক্ষের আলোচনা করে আমি পরীক্ষা করতে চাই যে, কে এর প্রতি বিশ্বাস করে, আর কে বিদ্রূপ করে? সেমতে আরবের কাফেররা এ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হতে ব্যর্থ হয়েছে। তারা এ আজাবকে ভয় করে বিশ্বাস স্থাপন করার পরিবর্তে উপহাস ও ঠাট্টার পথ বেছে নিয়েছে। বর্ণিত আছে যে, কাফেরদেরকে যাক্কুম খাওয়ানোর আলোচনা সংবলিত আয়াতসমূহ অবতীর্ণ হলে আবূ জাহল তার সহচরদেরকে বলল : তোমাদের বন্ধু (মুহাম্মদ) বলে যে, আগুনের ভেতরে নাকি একটি বৃক্ষ আছে, অথচ আগুন বৃক্ষকে হজম করে ফেলে। আল্লাহর কসম! আমরা জানি যে, খেজুর ও মাখনকে যাক্কুম বলা হয়। অতএব এসো এই খেজুর ও মাখন খেয়ে নাও।- (দুররে মনছূর) আসলে বর্বরীয় ভাষায় খেজুর ও মাখনকে যাক্কুম বলা হয়। তাই আবূ জাহল বিদ্রূপের এই পন্থা অবলম্বন করেছে। আল্লাহ তা'আলা একটি মাত্র বাক্যে উভয় বিষয়ের জবাব দিয়ে দিয়েছেন :

اِنَّهَا شَجَرَةٌ تَخْرُجُ فِىْٓ اَصْلِ الْجَحِيْمِ : অর্থাৎ যাক্কুম তো জাহান্নামের গভীরে উদগত একটি বৃক্ষ। কাজেই এর অর্থ খেজুর ও মাখন নয় এবং আগুনের ভিতরে বৃক্ষ থাকার আপত্তিও যুক্তিসঙ্গত নয়। বৃক্ষটি যখন আগুনেই জন্ম লাভ করে, তখন আল্লাহ তা'আলা এতে এমন বৈশিষ্ট্য দিয়ে রেখেছেন যে, তা আগুনে পুড়ে যাওয়ার পরিবর্তে আগুনের সাহায্যে বিকশিত হয়। দৃষ্টান্তস্বরূপ আগুনের মধ্যে জীবিত থাকতে পারে, এমন অনেক প্রাণী পৃথিবীতেও বিদ্যমান রয়েছে। আগুন তাদেরকে দহন করার পরিবর্তে আরো বিকশিত করে।

طَلْعُهَا كَاَنَّهٗ رُءُوْسُ الشَّيٰطِيْنِ : এতে যাক্কুম ফলকে শয়তানের মাথার সাথে তুলনা করা হয়েছে। কেউ কেউ এখানে شَيٰطِيْنُ -এর অনুবাদ করেছেন, সাপ। অর্থাৎ যাক্কুম ফল সাপের ফণার মতো হয়ে থাকে। উর্দূতে একে নাগফন এবং বাংলায় ফণিমনসা এ কারণেই বলা হয়। কিন্তু অধিকাংশ তাফসীরবিদ বলেন যে, এখানে شَيٰطِيْنُ বলে তার সাধারণ অর্থই বুঝানো হয়েছে। উদ্দেশ্য এই যে, যাক্কুম ফল শয়তানের মাথার ন্যায় কুৎসিত। এখানে এরূপ প্রশ্ন করা উচিত নয় যে,

https://e-ilm.weebly.com/

https://e-ilm.weebly.com/

শব্দ বিশ্লেষণ :

مَيِّتِيْنَ : সীগাহ جمع مذكر বহছ اسم فاعل বাব نَصَرَ মাসদার اَلْمَوْتَ মূলবর্ণ (م ـ و ـ ت) জিনস اجوف واوى অর্থ– আমরা কি মরব না।

مَالِئُوْنَ : সীগাহ جمع مذكر বহছ اسم فاعل বাব فَتَحَ মাসদার اَلْمَلَاءُ، اَلْمِلْأَةُ وَالْمَلَاةُ মূলবর্ণ (م ـ ل ـ ء) জিনস مهموز لام অর্থ– তারা উদর পূর্ণ করবে।

اَلْفَوْا : সীগাহ جمع مذكر غائب বহছ ماضى معروف বাব اِفْعَالٌ মাসদার اَلْاِلْفَاءُ মূলবর্ণ (ل ـ ف ـ ى) জিনস ناقص يائى অর্থ– তারা পেয়েছিল।

ضَالِّيْنَ : সীগাহ جمع مذكر বহছ اسم فاعل বাব ضَرَبَ মাসদার اَلضَّلَالُ মূলবর্ণ (ض ـ ل ـ ل) জিনস مضاعف ثلاثى অর্থ– পথভ্রষ্ট।

يُهْرَعُوْنَ : সীগাহ جمع مذكر غائب বহছ مضارع مجهول বাব اِفْعَالٌ মাসদার اَلْاِهْرَاعُ মূলবর্ণ (ه ـ ر ـ ع) জিনস صحيح অর্থ– দ্রুত চলছিল।

نَادَانَا : সীগাহ واحد مذكر غائب বহছ ماضى معروف বাব مُفَاعَلَةٌ মাসদার اَلْمُنَادَةُ মূলবর্ণ (ن ـ د ـ و) জিনস ناقص واوى অর্থ– সে আমাকে ডাকল।

نَجَّيْنَا : সীগাহ جمع متكلم বহছ ماضى معروف বাব تَفْعِيْل মাসদার اَلتَّنْجِيَةُ মূলবর্ণ (ن ـ ج ـ و) জিনস ناقص واوى অর্থ– আমি মুক্তি দিলাম।

اَغْرَقْنَا : সীগাহ جمع متكلم বহছ ماضى معروف বাব اِفْعَالٌ মাসদার اَلْاِغْرَاقُ মূলবর্ণ (غ ـ ر ـ ق) জিনস صحيح অর্থ– আমি নিমজ্জিত করে দিলাম।

বাক্য বিশ্লেষণ :

وَنَجَّيْنٰهُ وَاَهْلَهٗ مِنَ الْكَرْبِ الْعَظِيْمِ : এখানে واو হরফে আতফ, نَجَّيْنَاهُ ফে'ল, ফায়েল ও মাফউলে বিহী এবং وَاَهْلَهٗ শব্দটি পূর্বোক্ত ه যমীরের উপর عطف হয়েছে নতুবা এটা مفعول معه এবং مِنَ হরফে জার اَلْكَرْبِ মাউসূফ এবং الْعَظِيْمِ হলো সিফাত সুতরাং مِنَ الْكَرْبِ الْعَظِيْمِ হলো نَجَّيْنَاهَ ফে'লের সাথে متعلق।

–(ই'রাবুল কুরআন ষষ্ঠ খণ্ড পৃ. ৩৯৯)

https://e-ilm.weebly.com/

৮৩. আর নূহের পথাবলম্বীদের মধ্যে ইবরাহীমও ছিলেন।	وَاِنَّ مِنْ شِيْعَتِهٖ لَاِبْرٰهِيْمَ ۝٨٣
৮৪. (সে ঘটনাও স্মরণীয়) যখন তিনি নিজ প্রতিপালকের প্রতি বিশুদ্ধ মনে মনোযোগী হলেন।	اِذْ جَآءَ رَبَّهٗ بِقَلْبٍ سَلِيْمٍ ۝٨٤
৮৫. আর যখন তিনি স্বীয় পিতা ও তাঁর সম্প্রদায়কে বললেন, তোমরা কোন বস্তুর উপাসনা করছ?	اِذْ قَالَ لِاَبِيْهِ وَقَوْمِهٖ مَاذَا تَعْبُدُوْنَ ۝٨٥
৮৬. তোমরা কি আল্লাহ্ ব্যতীত মিথ্যা দেবতাদেরকে চাচ্ছ?	اَئِفْكًا اٰلِهَةً دُوْنَ اللّٰهِ تُرِيْدُوْنَ ۝٨٦
৮৭. তবে বিশ্ব জগতের প্রতিপালক সম্বন্ধে তোমাদের কি ধারণা!	فَمَا ظَنُّكُمْ بِرَبِّ الْعٰلَمِيْنَ ۝٨٧
৮৮. তখন ইবরাহীম নক্ষত্ররাজিকে পূর্ণ দৃষ্টিতে দেখলেন।	فَنَظَرَ نَظْرَةً فِى النُّجُوْمِ ۝٨٨
৮৯. অতঃপর বললেন, আমি শীঘ্রই অসুস্থ হয়ে পড়ব।	فَقَالَ اِنِّىْ سَقِيْمٌ ۝٨٩
৯০. মোটকথা, তারা তাঁকে ছেড়ে চলে গেল।	فَتَوَلَّوْا عَنْهُ مُدْبِرِيْنَ ۝٩٠
৯১. অতঃপর তিনি তাদের মূর্তিসমূহের মধ্যে গিয়ে প্রবেশ করলেন এবং বললেন, তোমরা কেন খাচ্ছ না?	فَرَاغَ اِلٰٓى اٰلِهَتِهِمْ فَقَالَ اَلَا تَأْكُلُوْنَ ۝٩١
৯২. তোমাদের কি হলো, তোমরা তো কথাও বল না?	مَا لَكُمْ لَا تَنْطِقُوْنَ ۝٩٢

শাব্দিক অনুবাদ :

৮৩. وَاِنَّ مِنْ شِيْعَتِهٖ আর নূহের পথাবলম্বীদের মধ্যে ছিলেন لَاِبْرٰهِيْمَ ইবরাহীমও।

৮৪. اِذْ جَآءَ رَبَّهٗ যখন তিনি নিজ প্রতিপালকের প্রতি মনোযোগী হলেন بِقَلْبٍ سَلِيْمٍ বিশুদ্ধ মনে।

৮৫. اِذْ قَالَ আর যখন তিনি বললেন لِاَبِيْهِ وَقَوْمِهٖ স্বীয় পিতা ও তাঁর সম্প্রদায় কে مَاذَا تَعْبُدُوْنَ তোমরা কোন বস্তুর উপাসনা করছ?

৮৬. اَئِفْكًا اٰلِهَةً তোমরা কি মিথ্যা দেবতাদেরকে دُوْنَ اللّٰهِ আল্লাহ ব্যতীত تُرِيْدُوْنَ চাচ্ছ।

৮৭. فَمَا ظَنُّكُمْ তবে তোমাদের ধারণা কি بِرَبِّ الْعٰلَمِيْنَ বিশ্বজগতের প্রতিপালক সম্বন্ধে।

৮৮. فَنَظَرَ نَظْرَةً তখন ইবরাহীম পূর্ণ দৃষ্টিতে দেখলেন فِى النُّجُوْمِ নক্ষত্ররাজিকে।

৮৯. فَقَالَ অতঃপর বললেন اِنِّىْ سَقِيْمٌ আমি শীঘ্রই অসুস্থ হয়ে পড়ব।

৯০. فَتَوَلَّوْا عَنْهُ مُدْبِرِيْنَ মোটকথা তাঁরা তাকে ছেড়ে চলে গেল।

৯১. فَرَاغَ اِلٰٓى اٰلِهَتِهِمْ অতঃপর তিনি তাদের মূর্তিসমূহের মধ্যে গিয়ে প্রবেশ করলেন فَقَالَ এবং বললেন اَلَا تَأْكُلُوْنَ তোমরা কেন খাচ্ছ না?

৯২. مَا لَكُمْ তোমাদের কি হলো لَا تَنْطِقُوْنَ তোমার কথাও বল না।

https://e-ilm.weebly.com/

অনুবাদ	আয়াত
৯৩. অতঃপর সজোরে তাদেরকে আক্রমণ করে প্রহার করতে লাগলেন।	فَرَاغَ عَلَيْهِمْ ضَرْبًۢا بِالْيَمِيْنِ ﴿٩٣﴾
৯৪. অতঃপর তারা তাঁর নিকট ছুটে আসল।	فَاَقْبَلُوْٓا اِلَيْهِ يَزِفُّوْنَ ﴿٩٤﴾
৯৫. ইবরাহীম বললেন, তোমরা কি এদের পূজা কর, যাদেরকে তোমরা নিজেরাই তৈরি কর।	قَالَ اَتَعْبُدُوْنَ مَا تَنْحِتُوْنَ ﴿٩٥﴾
৯৬. এবং তোমাদেরকে ও তোমাদের এ তৈরি বস্তুসমূহকে আল্লাহই সৃষ্টি করেছেন।	وَاللّٰهُ خَلَقَكُمْ وَمَا تَعْمَلُوْنَ ﴿٩٦﴾
৯৭. তারা পরস্পর বলতে লাগল, ইবরাহীমের জন্য একটি অগ্নিকুণ্ড প্রস্তুত কর এবং তাঁকে ঐ জ্বলন্ত অগ্নিতে নিক্ষেপ কর।	قَالُوا ابْنُوْا لَهٗ بُنْيَانًا فَاَلْقُوْهُ فِى الْجَحِيْمِ ﴿٩٧﴾
৯৮. মোটকথা, তারা ইবরাহীমের অনিষ্ট করতে চেয়েছিল, সুতরাং আমি তাদেরকে অধঃপতিত করে দিলাম।	فَاَرَادُوْا بِهٖ كَيْدًا فَجَعَلْنٰهُمُ الْاَسْفَلِيْنَ ﴿٩٨﴾
৯৯. এবং ইবরাহীম বললেন, আমি তো আমার প্রতিপালকের দিকে চলে যাচ্ছি, তিনি আমাকে [উত্তম স্থানে] পৌঁছে দেবেন।	وَقَالَ اِنِّىْ ذَاهِبٌ اِلٰى رَبِّىْ سَيَهْدِيْنِ ﴿٩٩﴾
১০০. [দোয়া করলেন,] হে আমার প্রতিপালক! আমাকে একটি সুসন্তান দান করুন।	رَبِّ هَبْ لِىْ مِنَ الصّٰلِحِيْنَ ﴿١٠٠﴾
১০১. অতঃপর আমি তাঁকে ধৈর্যশীল প্রকৃতির একটি পুত্রসন্তানের সুসংবাদ দিলাম।	فَبَشَّرْنٰهُ بِغُلٰمٍ حَلِيْمٍ ﴿١٠١﴾

শাব্দিক অনুবাদ :

৯৩. فَرَاغَ عَلَيْهِمْ অতঃপর তাদেরকে আক্রমণ করে ضَرْبًا প্রহার করতে লাগলেন بِالْيَمِيْنِ সজোরে।

৯৪. فَاَقْبَلُوْٓا اِلَيْهِ অতঃপর তারা তার নিকট আসল يَزِفُّوْنَ ছুটে।

৯৫. قَالَ ইবরাহীম বললেন اَتَعْبُدُوْنَ তোমরা কি এদের পূজা কর مَا تَنْحِتُوْنَ যাদেরকে তোমরা নিজেরাই তৈরি কর।

৯৬. وَاللّٰهُ خَلَقَكُمْ এবং তোমাদেরকে আল্লাহই সৃষ্টি করেছেন وَمَا تَعْمَلُوْنَ ও তোমাদের এ তৈরি বস্তুসমূহকে।

৯৭. قَالُوْا তারা পরস্পর বলতে লাগল ابْنُوْا لَهٗ بُنْيَانًا ইবরাহীমের জন্য একটি অগ্নিকুণ্ড তৈরি কর فَاَلْقُوْهُ এবং তাঁকে নিক্ষেপ কর فِى الْجَحِيْمِ ঐ জ্বলন্ত অগ্নিতে।

৯৮. فَاَرَادُوْا بِهٖ كَيْدًا মোটকথা তারা ইবরাহীমের অনিষ্ট করতে চেয়েছিল فَجَعَلْنٰهُمُ الْاَسْفَلِيْنَ সুতরাং আমি তাদেরকে অধঃপতিত করে দিলাম।

৯৯. وَقَالَ, এবং ইবরাহীম বললেন اِنِّىْ ذَاهِبٌ اِلٰى رَبِّىْ আমি তো আমার প্রতিপালকের দিকে চলে যাচ্ছি سَيَهْدِيْنِ তিনি আমাকে উত্তম স্থানে পৌঁছে দিবেনই।

১০০. رَبِّ হে আমার প্রতিপালক هَبْ لِىْ আমাকে দান করুন مِنَ الصّٰلِحِيْنَ একটি সুসন্তান।

১০১. فَبَشَّرْنٰهُ অতঃপর আমি তাঁকে সুসংবাদ দিলাম بِغُلٰمٍ حَلِيْمٍ ধৈর্যশীল প্রকৃতির একটি পুত্র সন্তানের।

https://e-ilm.weebly.com/

https://e-ilm.weebly.com/

১০২. অনন্তর যখন পুত্রটি তাঁর সাথে চলাফেরা করার মতো বয়সে উপনীত হলো, তখন তিনি বললেন, হে বৎস! আমি স্বপ্নে দেখছি যে, তোমাকে জবাই করছি, অতএব, তুমিও চিন্তা কর, তোমার কি মত? তিনি বললেন, আব্বাজান! আপনি যে বিষয়ে আদিষ্ট হয়েছেন, পূর্ণ করুন, ইনশাআল্লাহ্ আমাকে ধৈর্যশীলদের অন্তর্ভুক্ত পাবেন।	فَلَمَّا بَلَغَ مَعَهُ السَّعْيَ قَالَ يٰبُنَيَّ اِنِّيْٓ اَرٰى فِي الْمَنَامِ اَنِّيْٓ اَذْبَحُكَ فَانْظُرْ مَاذَا تَرٰى ؕ قَالَ يٰٓاَبَتِ افْعَلْ مَا تُؤْمَرُ ۫ سَتَجِدُنِيْٓ اِنْ شَآءَ اللّٰهُ مِنَ الصّٰبِرِيْنَ ﴿۱۰۲﴾
১০৩. ফলকথা, যখন তাঁরা আত্মসমর্পণ করলেন এবং পিতা পুত্রকে কাত করে শোয়ালেন।	فَلَمَّآ اَسْلَمَا وَتَلَّهٗ لِلْجَبِيْنِ ﴿۱۰۳﴾
১০৪. তখন আমি তাঁকে ডাকলাম, হে ইবরাহীম!	وَنَادَيْنٰهُ اَنْ يّٰٓاِبْرٰهِيْمُ ﴿۱۰۴﴾
১০৫. নিশ্চয় আপনি স্বপ্নকে সত্যে পরিণত করে দেখিয়েছেন, আমি বিশিষ্ট বান্দাদেরকে এরূপই পুরস্কার প্রদান করে থাকি।	قَدْ صَدَّقْتَ الرُّءْيَا ۚ اِنَّا كَذٰلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِيْنَ ﴿۱۰۵﴾
১০৬. প্রকৃতপক্ষে এটা ছিল একটি বড় পরীক্ষা।	اِنَّ هٰذَا لَهُوَ الْبَلٰٓؤُا الْمُبِيْنُ ﴿۱۰۶﴾
১০৭. আর আমি তার পরিবর্তে একটি শ্রেষ্ঠ জবাইয়ের পশু দান করলাম।	وَفَدَيْنٰهُ بِذِبْحٍ عَظِيْمٍ ﴿۱۰۷﴾

শাব্দিক অনুবাদ :

১০২. فَلَمَّا بَلَغَ مَعَهُ السَّعْيَ অনন্তর যখন পুত্রটি তাঁর সাথে চলাফেরা করার মতো বয়সে উপনীত হলো قَالَ তখন তিনি বললেন يٰبُنَيَّ হে বৎস! اِنِّيْٓ اَرٰى فِي الْمَنَامِ আমি স্বপ্নে দেখছি যে اَنِّيْٓ اَذْبَحُكَ তোমাকে জবাই করছি فَانْظُرْ অতএব তুমিও চিন্তা কর مَاذَا تَرٰى তোমার কি মত قَالَ তিনি বললেন يٰٓاَبَتِ আব্বাজান افْعَلْ مَا تُؤْمَرُ আপনি যে বিষয়ে আদিষ্ট হয়েছেন তা পূর্ণ করুন سَتَجِدُنِيْٓ اِنْ شَآءَ اللّٰهُ مِنَ الصّٰبِرِيْنَ ইনশাআল্লাহ আমাকে ধৈর্যশীলদের অন্তর্ভুক্ত পাবেন।

১০৩. فَلَمَّآ اَسْلَمَا ফল কথা যখন তারা আত্মসমর্পণ করলেন وَتَلَّهٗ لِلْجَبِيْنِ এবং পিতা পুত্রকে কাত করে শোয়ালেন।

১০৪. وَنَادَيْنٰهُ তখন আমি তাঁকে ডাকলাম اَنْ يّٰٓاِبْرٰهِيْمُ হে ইবরাহীম!

১০৫. قَدْ صَدَّقْتَ الرُّءْيَا নিশ্চয় আপনি স্বপ্নকে সত্যে পরিণত করে দেখিয়েছেন اِنَّا كَذٰلِكَ نَجْزِي আমি এরূপই পুরস্কার প্রদান করে থাকি الْمُحْسِنِيْنَ বিশিষ্ট বান্দাদেরকে।

১০৬. اِنَّ هٰذَا لَهُوَ প্রকৃতপক্ষে এটা ছিল الْبَلٰٓؤُا الْمُبِيْنُ একটি বড় পরীক্ষা।

১০৭. وَفَدَيْنٰهُ আর আমি তার পরিবর্তে দান করলাম بِذِبْحٍ عَظِيْمٍ একটি শ্রেষ্ঠ জবাইয়ের পশু।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

হযরত নূহ (আ.) -এর ঘটনার পর কুরআন পাক হযরত ইবরাহীম (আ.)-এর পূতঃপবিত্র জীবনের দু'টি ঘটনা উল্লেখ করেছে। উভয় ঘটনায় হযরত ইবরাহীম (আ.) আল্লাহর জন্যে অপূর্ব ত্যাগের পরাকাষ্ঠা প্রদর্শন করেছেন। আলোচ্য আয়াতসমূহে তাঁকে নিক্ষেপ করার প্রথম ঘটনাটি বিবৃত হয়েছে, যার বিশদ বিবরণ সূরা আম্বিয়ায়ে বর্ণিত হয়েছে। তবে এখানে ৮৩-৯৮ আয়াতে ঘটনাটি যে ভঙ্গিতে বর্ণনা করা হয়েছে, তাতে কয়েকটি বিষয় ব্যাখ্যাসাপেক্ষ বটে।

وَاِنَّ مِنْ شِيْعَتِهٖ لَاِبْرٰهِيْمَ : মৌলিক মতবাদ ও পন্থা-পদ্ধতিতে একমত লোকের দলকে আরবি ভাষায় شِيْعَةٌ বলা হয়। এখানে شِيْعَتِهٖ শব্দের সর্বনাম দ্বারা বাহ্যত হযরত নূহ (আ.)-কে বুঝানো হয়েছে। তাই আয়াতের মর্মার্থ এই দাঁড়ায় যে, হযরত ইবরাহীম (আ.) তাঁর পূর্বসূরি পয়গম্বর হযরত নূহ (আ.) -এর পন্থাবলম্বী ছিলেন এবং ধর্মের মৌলিক নীতিসমূহে উভয়েরই পরিপূর্ণ ঐকমত্য ছিল। উভয়ের শরিয়তও একই রকম অথবা কাছাকাছি ছিল। উল্লেখ্য যে, কোনো কোনো ঐতিহাসিক রেওয়ায়েত অনুযায়ী হযরত নূহ ও হযরত ইবরাহীম (আ.) এর মাঝে দু'হাজার ছ'শ চল্লিশ বছরের ব্যবধান ছিল। তাদের মাঝে হযরত হূদ ও সালেহ (আ.) ব্যতীত অন্য কোনো নবী আবির্ভূত হন নি। –(কাশ্‌শাফ)

اِذْ جَآءَ رَبَّهٗ بِقَلْبٍ سَلِيْمٍ -এর নির্ভেজাল শাব্দিক অনুবাদ এই যে, যখন তিনি আগমন করলেন তাঁর পালনকর্তার নিকট পরিচ্ছন্ন অন্তরে। আল্লাহর নিকট আগমন করার অর্থ আল্লাহর দিকে রুজু করা, তাঁর প্রতি মনোনিবেশ করা এবং তাঁর ইবাদত করা। এর সাথে 'পরিচ্ছন্ন মন নিয়ে' কথাটি যুক্ত করে ইঙ্গিত করা হয়েছে যে, আল্লাহর কোনো ইবাদত ততক্ষণ পর্যন্ত গ্রহণযোগ্য হয় না, যতক্ষণ ইবাদতকারীর মন ভ্রান্ত বিশ্বাস ও মন্দ প্রেরণা থেকে পবিত্র না হয়। ভ্রান্ত বিশ্বাসসহ কোনো ইবাদত করলে ইবাদতকারী তাতে যত শ্রমই স্বীকার করুক না কেন, তা গ্রহণযোগ্য নয়। এমনিভাবে ইবাদত কারীর আসল লক্ষ্য আল্লাহর সন্তুষ্টির পরিবর্তে লোক দেখানো অথবা কোনো বৈষয়িক লাভ হলে সে ইবাদত প্রশংসার যোগ্য নয়। আল্লাহর দিকে হযরত ইবরাহীম (আ.)-এর রুজু হওয়া এসব সংমিশ্রণ থেকে পবিত্র ছিল।

فَنَظَرَ نَظْرَةً فِى النُّجُوْمِ فَقَالَ اِنِّىْ سَقِيْمٌ : এসব আয়াতের পটভূমিকা এই যে, হযরত ইবরাহীম (আ.) -এর সম্প্রদায় এক বিশেষ দিনে উৎসব উদযাপন করত। নির্ধারিত পর্বের দিনে তারা ইবরাহীম (আ.)-কেও আমন্ত্রণ জানাল যে, আপনিও আমাদের সাথে উৎসবে যোগদানের জন্য চলুন। উদ্দেশ্য হযরত ইবরাহীম (আ.) উৎসবে যোগদান করলে হয়তো ধর্মের প্রতি প্রভাবান্বিত হয়ে নিজের ধর্মের দাওয়াত ত্যাগ করবেন। (দুররে মানছূর, ইবনে জারীর) কিন্তু হযরত ইবরাহীম (আ.) মনে মনে এই সুযোগকে অন্যভাবে ব্যবহার করার মতলব আঁটছিলেন। তাঁর পরিকল্পনা ছিল যে, যখন গোটা সম্প্রদায় উৎসব উদযাপন করতে চলে যাবে, তখন আমি তাদের দেব মন্দিরে প্রবেশ করে প্রতিমাসমূহকে ভেঙ্গে চুরমার করে দেব। যাতে তারা ফিরে এসে মিথ্যা উপাস্যদের অসহায়ত্বের বাস্তব দৃশ্য স্বচক্ষে দেখতে পায়। হয়তো বা এতে করে তাদের কারো কারো অন্তরে নিজেদের প্রতিমাসূহকে অসহায় ও অক্ষম দেখে ঈমান জাগ্রত হবে এবং সে শিরক থেকে তওবা করে নেবে। এ উদ্দেশ্যে হযরত ইবরাহীম (আ.) সম্প্রদায়ের লোকদের সাথে উৎসবে যেতে অস্বীকার করলেন। আর অস্বীকারের পথ এই বেছে নিলেন যে, প্রথমে তারকার দিকে গভীরভাবে দৃষ্টিপাত করলেন অতঃপর বললেন, আমি অসুস্থ। সম্প্রদায়ের লোকেরা তাঁকে অপরাগ মনে করে ছেড়ে গেল এবং উৎসব উদযাপনে চলে গেল।

এ ঘটনার সাথে একাধিক তাফসীর ও ফিকহ্ সংক্রান্ত আলোচনার সম্পর্ক রয়েছে। নিম্নে সেসব আলোচনার সারমর্ম উল্লেখ করা হলো।

তারকার দিকে দৃষ্টিপাত করার উদ্দেশ্য : সর্ব প্রথম আলোচনা এই যে, জবাব দেওয়ার পূর্বে হযরত ইবরাহীম (আ.) যে তারকার প্রতি দৃষ্টিপাত করেন, তার উদ্দেশ্য কি ছিল? কেউ কেউ বলেন : এটা নিছক একটা উদ্দেশ্যহীন ও অনিচ্ছাধীন কর্ম ছিল। কোনো গরুত্বপূর্ণ বিষয় চিন্তা করার সময় মানুষ মাঝে মাঝে অজ্ঞাতে ও অনিচ্ছায় আকাশের দিকে দেখতে থাকে। হযরত ইবরাহীম (আ.)-কে যখন উৎসবে যোগদান করার দাওয়াত দেওয়া হলো, তখন তিনি ভাবতে লাগলেন যে, দাওয়াত কিভাবে এড়ানো যায়। এই ভাবনার মধ্যেই তিনি অনিচ্ছায় তারকার দিকে দেখতে থাকেন এবং এরপর জবাব দেন। এ ব্যাখ্যাটি বাহ্যত অমলিন মনে হলেও কুরআন পাকের বর্ণনাভঙ্গির আলোকে একে সঠিক বলে মেন নেওয়া কঠিন। কারণ প্রথমত কুরআন পাকের বর্ণনাপদ্ধতি এই যে, সে ঘটনাবলির কেবল গুরুত্বপূর্ণ ও জরুরি অংশই বর্ণনা করে এবং অনাবশ্যক বিবরণ বাদ দেয়। খোদ আলোচ্য আয়াতসমূহেই ঘটনার বেশ কয়েকটি অংশ উহ্য রয়েছে। এমনকি, ঘটনার পূর্ণ পটভূমিও বর্ণনা করা হয়নি। তাই এটা বিশ্বাস করা সম্ভবপর নয় যে, কুরআন পাক ঘটনার পটভূমিকা তো দীর্ঘ হয়ে যাওয়ার আশঙ্কায় বাদ দিয়েছে অথচ ঘটনার সাথে দূরের সম্পর্কও নেই, এমন একটি নিশ্চিত অনিচ্ছাধীন কর্ম পূর্ণ এক আয়াতে ব্যক্ত করেছে। দ্বিতীয়ত তারকারাজিকে দেখার মধ্যে বিশেষ কোনো রহস্য না থাকলে এবং এবং এটা নিতান্তই অনিচ্ছাধীন কর্ম হলে আরবি ব্যাকরণ দৃষ্টে فَنَظَرَ نَظْرَةً اِلَى النُّجُوْمِ বলা উচিত ছিল فِى النُّجُوْمِ নয়।

এ থেকে প্রতীয়মান হচ্ছে যে, তারকারাজিকে দেখার মধ্যে হযরত ইবরাহীম (আ.)-এর দৃষ্টিতে কোনো বিশেষ উপযোগিতা ছিল। তাই কুরআন পাকও গুরুত্ব সহকারে এর উল্লেখ করেছে। এখন সে উপযোগিতা কি ছিল? এর প্রশ্নের জবাবে অধিকাংশ তাফসীরবিদ বলেন, প্রকৃতপক্ষে হযরত ইবরাহীম (আ.)-এর সম্প্রদায় জ্যোতিঃশাস্ত্রের নিতান্ত ভক্ত ছিল। তারা তারকারাজি দেখে দেখে নিজেদের কাজ-কর্ম নির্ধারণ করত। কাজেই হযরত ইবরাহীম (আ.) ও তারকারাজির দিকে দেখে

https://e-ilm.weebly.com/

জবাব দিলেন, যাতে সম্প্রদায়ের লোকেরা মনে করে যে, তিনি নিজের অসুস্থতা সম্পর্কে যা বলেছেন, তা ভিত্তিহীন নয়, বরং; তারকারাজির গতিবিধি লক্ষ্য করেই বলেছেন। হযরত ইব্রাহীম (আ.) নিজে যদিও জ্যোতিঃশাস্ত্রে বিশ্বাসী ছিলেন না; কিন্তু উৎসবে যোগদান থেকে নিষ্কৃতি পাওয়ার জন্য তিনি সে পন্থাই অবলম্বন করলেন, যা তাদের দৃষ্টিতে অধিকতর নির্ভরযোগ্য ছিল। তিনি মুখে জ্যোতিঃশাস্ত্রের কোনো বরাত দেননি এবং এ কথাও বলেননি যে, তারকারাজিকে দেখার উদ্দেশ্য জ্যোতিঃশাস্ত্রের সাহায্য নেওয়া। তাই এতে মিথ্যার নাম গন্ধও আবিষ্কার করা যায় না।

এখানে সন্দেহ হতে পারে যে, হযরত ইবরাহীম (আ.) -এর কর্ম দ্বারা হয়তো সে কাফেররা উৎসাহিত হয়ে থাকবে। যারা কেবল জ্যোতিঃশাস্ত্রেই বিশ্বাসী ছিল না, বরং জগতের কাজ-কারবারে তারকারাজিকে সত্যিকার প্রভাবশালী বলেও মনে করত। এর জবাব এই যে, কাফেররা উৎসাহিত তখন হতো, যখন হযরত ইবরাহীম (আ.) পরবর্তী সময়ে পরিষ্কারভাবে তাদের পথভ্রষ্টতা বর্ণনা না করতেন। এখানে তো যাবতীয় কলাকৌশলই অবলম্বন করা হচ্ছিল তাদেরকে তাওহীদের দাওয়াত অধিকতর কার্যকররূপে দেওয়ার উদ্দেশ্যে। সেমতেও এ ঘটনার অব্যবহিত পরেই হযরত ইবরাহীম (আ.) সম্প্রদায়ের প্রত্যেকটি পথভ্রষ্টতা পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে বর্ণনা করেছেন। তাই কেবল এই অস্পষ্ট কর্ম দ্বারা কাফেরদের উৎসাহিত হওয়ার প্রশ্নই উঠে না এখানে আসল লক্ষ্য ছিল উৎসবে যোগদানের দাওয়াত এড়িয়ে যাওয়া, যাতে তাওহীদের দাওয়াতের জন্য অধিক কার্যকর পরিবেশ সৃষ্টি করা যায়।

এ লক্ষ্য হাসিলের জন্য অস্পষ্টতার এই পন্থা সম্পূর্ণ যুক্তিভিত্তিক। এর বিরুদ্ধে কোনো যুক্তিসঙ্গত আপত্তি উত্থাপন করা যায় না। উপরিউক্ত ব্যাখ্যা অধিকাংশ তাফসীরবিদ থেকে বর্ণিত রয়েছে। বয়ানুল কুরআনেও তাই অবলম্বন করা হয়েছে।

জ্যোতির্বিদ্যার শরিয়তগত মর্যাদা : এখানে দ্বিতীয় আলোচনা এই যে, জ্যোতির্বিদ্যার শরিয়তগত মর্যাদা কি? নিম্নে সংক্ষেপে এ প্রশ্নের জবাব দেওয়া হলো–

এটা সর্ববাদিসম্মত সত্য যে, আল্লাহ তা'আলা চন্দ্র, সূর্য ও তারকারাজির মধ্যে এমন কিছু বৈশিষ্ট্য সন্নিহিত রেখেছেন, যা মানুষের জীবনে প্রভাব বিস্তার করে। তন্মধ্যে কোনো কোনো বৈশিষ্ট্য প্রত্যেকেরই দৃষ্টিগোচর হয়। যেমন, সূর্যের কাছে ও দূরে অবস্থানের কারণে গ্রীষ্ম ও শৈত্য দেখা দেওয়া, চন্দ্রের উত্থান-পতনের ফলে সমুদ্রে জোয়ার-ভাটা সৃষ্টি হওয়া ইত্যাদি। এখন কেউ কেউ বলেন যে, তারকারাজির বৈশিষ্ট্য ততটুকুই যতটুকু আমাদের দৃষ্টিগোচার হয়। আবার কেউ কেউ বলেন, এগুলো ছাড়াও তারকারাজির পরিভ্রমণের কিছু বৈশিষ্ট্য আছে, যা মানব জীবনের অধিকাংশ ব্যাপারে প্রভাব বিস্তার করে। কোনো তারকার কোনো বিশেষ রাশিচক্রে চলে যাওয়া কারো জন্য সুখ ও সাফল্যের কারণ হয় এবং কারো জন্য দুঃখ ও ব্যর্থতার বার্তা বয়ে আনে। এর পর কেউ কেউ তো তারকারাজিকেই সাফল্য ও ব্যর্থতার ব্যাপারে সত্যিকার প্রভাবশালী মনে করে এবং কেউ কেউ বলে যে, সত্যিকার প্রভাবশালী তো আল্লাহ তা'আলাই বটে, কিন্তু তিনি তারকারাজিকে এসব বৈশিষ্ট্য দান করেছেন। তাই দুনিয়ার অন্যান্য কারণের ন্যায় তারকারাজিও মানুষের সাফল্য ও ব্যর্থতার এক কারণ হয়ে থাকে।

যারা তারকারাজিকে সত্যিকার প্রভাবশালী মনে করে এবং বিশ্বের বৈপ্লবিক ঘটনাবলিকে তারকারাজির কারসাজি বলে বিশ্বাস করে, তাদের ধারণা নিঃসন্দেহে ভ্রান্ত ও বাতিল। এ বিশ্বাস মানুষকে শিরকের সীমায় পৌঁছিয়ে দেয়। আরবরা বৃষ্টি সম্পর্কে এরূপ বিশ্বাস পোষণ করত যে, 'নূ' নামক এক বিশেষ তারকা বৃষ্টি নিয়ে আগমন করে এবং বৃষ্টির জন্য এটাই সত্যিকার প্রভাবশালী। রাসূলুল্লাহ ﷺ -এ বিশ্বাসের তীব্র নিন্দা করেছেন, যা বিভিন্ন হাদীসে বর্ণিত আছে।

পক্ষান্তরে যারা মনে করে যে, সত্যিকার প্রভাবশালী শক্তি তো আল্লাহ তা'আলাই বটে, কিন্তু তিনি তারকারাজিকে এমন বৈশিষ্ট্য দান করেছেন, যা ঘটনার কারণ পর্যায়ে মানব জীবনে প্রভাব বিস্তার করে। উদাহরণত সত্যিকার বৃষ্টি বর্ষণকারী তো আল্লাহ তা'আলা, কিন্তু এর বাহ্যিক কারণ মেঘমালা। এমনিভাবে যাবতীয় সাফল্য ও ব্যর্থতার মূল উৎস তো আল্লাহ তা'আলার ইচ্ছা; কিন্তু তারকারাজি এসব সাফল্য ও ব্যর্থতার কারণ হয়ে যায়। এরূপ বিশ্বাস শিরক নয়। কুরআন ও হাদীস দ্বারা এ বিশ্বাসের সত্যায়নও হয় না, খণ্ডনও হয় না। কাজেই এটা অবান্তর নয় যে, আল্লাহ তা'আলা তারকারাজির পরিভ্রমণ ও তাদের উদয় ও অস্তের মধ্যে এসব প্রভাব নিহিত রেখেছেন। কিন্তু এসব প্রভাব খোঁজ করার জন্য জ্যোতির্বিদ্যা অধ্যয়ন করা, এর প্রতি আস্থা রাখা এবং এর ভিত্তিতে ভবিষ্যত সম্পর্কে ফয়সালা করা সর্বাবস্থায় নিষিদ্ধ ও অবৈধ। হাদীসে এ সম্পর্কে নিষেধাজ্ঞা বর্ণিত আছে। হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা.)-এর রেওয়ায়েতে রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন–

إِذَا ذُكِرَ الْقَدَرُ فَأَمْسِكُوْا وَإِذَا ذُكِرَتِ النُّجُوْمُ فَأَمْسِكُوْا وَإِذَا ذُكِرَ أَصْحَابِيْ فَأَمْسِكُوْا

যখন তাকদীরের আলোচনা উঠে, তখন থেমে যাও (অর্থাৎ তাতে অধিক চিন্তাভাবনা ও তর্ক-বিতর্ক করো না). যখন তারকারাজির আলোচনা শুরু হয়, তখন থেমে যাও এবং যখন আমার সাহাবীদের (অর্থাৎ তাঁদের পারস্পরিক মতবিরোধ ইত্যাদি) আলোচনা উঠে, তখন থেকে যাও। -(ইরাকী প্রণীত ইহইয়াউল উলূম)

https://e-ilm.weebly.com/

হযরত ওমর ফারূক (রা.) বলেন : تَعَلَّمُوا مِنَ النُّجُومِ مَاتَهْتَدُونَ بِهٖ فِى الْبَرِّ وَالْبَحْرِ ثُمَّ اَمْسِكُوْا জ্যোতির্বিদ্যা থেকে এতটুকু জ্ঞান অর্জন কর, যতটুকুর সাহায্যে তোমরা স্থলেও সমুদ্রে রাস্তা জানতে পার। এরপর থেমে যাও। -(গাযালী প্রণীত এহইয়াউল উলূম)

এই নিষেধাজ্ঞার মাধ্যমে তারকারাজির বৈশিষ্ট্য ও প্রভাব অস্বীকার করা হয়নি। কেবল এসব বৈশিষ্ট্যের পিছনে পড়তে, এগুলোর সন্ধানে মূল্যবান সময় নষ্ট করতে বারণ করা হয়েছে মাত্র। ইমাম গাযালী (র.) ইহইয়াউল উলূম গ্রন্থে এ সম্পর্কে বিশদ আলোচনা করতে গিয়ে এ নিষেধাজ্ঞার একাধিক কারণ বর্ণনা করেছেন।

জ্যোতির্বিদ্যা নিষিদ্ধ ও নিন্দিত হওয়ার প্রথম কারণ এই যে, যারা এ বিদ্যায় অধিক মনোনিবেশ করে, অভিজ্ঞতার আলোকে দেখা গেছে, তারা ক্রমান্বয়ে তারকারাজিকেই সবকিছুর নিয়ামক মনে করে বসে। তা তাদেরকে ক্রামান্বয়ে তারকারাজি সত্যিকার প্রভাবশালী এই মুশরিকসুলভ বিশ্বাসের দিকে নিয়ে যায়।

দ্বিতীয় কারণ এই যে, আল্লাহ তা'আলা তারকারাজির মধ্যে কিছু বৈশিষ্ট্য ও প্রভাব রেখে থাকলেও তার নিশ্চিত জ্ঞান লাভের কোনো পথ ওহী ব্যতীত আমাদের কাছে নেই। হাদীসে বর্ণিত আছে, হযরত ইদরীস (আ.)-কে আল্লাহ তা'আলা (ওহীর মাধ্যমে) এ ধরনের কিছু বিদ্যা দান করেছিলেন। কিন্তু সে ওহীভিত্তিক বিদ্যা এখন দুনিয়া থেকে মিটে গেছে। এখন জ্যোতির্বিদ্যাবিশারদদের কাছে যা আছে, তা নিছক অনুমান ও আন্দাজ। এসব অনুমান ও আন্দাজের সাহায্যে কোনো নিশ্চিত জ্ঞান লাভ করা যায় না। এ কারণেই জ্যোতির্বিদদের অনেক ভবিষ্যদ্বাণী প্রায়ই ভ্রান্ত প্রমাণিত হতে দেখা যায়। জনৈক পণ্ডিত এ বিদ্যা সম্পর্কে চমৎকার মন্তব্য করেছেন। তিনি বলেন, مُفِيْدَهٗ غَيْرُ مَعْلُوْمٍ وَمَعْلُوْمُهٗ غَيْرُ مُفِيْدٍ অর্থাৎ এ বিদ্যার যেটুকু অংশ উপকারী হতে পারে তা কারো জানা নেই এবং যেটুকু অংশ মানুষের জানা আছে তা উপকারী নয়। আল্লামা আলুসী (র.) রূহুল মা'আনীতে এ প্রসঙ্গে ঐতিহাসিক ঘটনাবলির কয়েকটি দৃষ্টান্ত পেশ করেছেন : এসব দৃষ্টান্তে জ্যোতির্বিদ্যার সর্বজনস্বীকৃত নিয়মানুযায়ী একটি ঘটনা যেভাবে সংঘটিত হওয়া উচিত ছিল, বাস্তব ক্ষেত্রে তার সম্পূর্ণ বিপরীত সংঘটিত হয়েছে। সেমতে অনেক বড় বড় পণ্ডিত, যারা এ বিদ্যা অর্জনে আজীবন সাধনা করেছেন তারা শেষ পর্যন্ত মুক্তকণ্ঠে স্বীকার করতে বাধ্য হয়েছেন যে, এ বিদ্যার শেষ ফল অনুমান ও আন্দাজের অধিক কিছুই নয়। খ্যাতনামা জ্যোতির্বিদ কুশিয়ার দায়লামী জ্যোতির্বিদ্যা সম্পর্কিত তাঁর গ্রন্থ 'আল মুজমাল ফিল আহকাম' -এ লিখেন : জ্যোতির্বিদ্যা একটি প্রমাণবিহীন বিদ্যা। এতে মানুষের মনোগত জল্পনা-কল্পনা ও ধারণার জন্য অনেক ফাঁক রয়েছে। -(রূহুল মা'আনী)

আল্লামা আলূসী (র.) আরো কয়েকজন জ্যোতির্বিদের এ ধরনের উক্তি উদ্ধৃত করেছেন। মোটকথা, এটা স্বীকৃত সত্য যে, জ্যোতির্বিদ্যা কোনো নিশ্চত বিদ্যা নয়। এতে সীমাহীন ভুলভ্রান্তির সম্ভাবনা থাকে। কিন্তু যারা এ বিদ্যা অর্জনে ব্রতী হয়, তারা একে সম্পূর্ণ অকাট্য ও নিশ্চিত বিদ্যারূপে আখ্যায়িত করে, এর ভিত্তিতে ভবিষ্যতের ফয়সালা করে এবং এর কারণেই অন্যদের সম্পর্কে ভালোমন্দ মতামত স্থির করে নেয়। সর্বোপরি এ বিদ্যার মিথ্যা অহমিকা কোনো কোনো সময় মানুষকে 'ইলমে গায়েব' তথা অদৃশ্য জ্ঞানের দাবি পর্যন্ত পৌঁছিয়ে দেয়। বলা বাহুল্য, এসব বিষয়ের প্রত্যেকটিই অসংখ্য অনিষ্ট সৃষ্টিতে সহায়ক হয়।

জ্যোতির্বিদ্যা নিষিদ্ধ হওয়ার তৃতীয় কারণ এই যে, এটা জীবনকে এক নিষ্ফল কাজে ব্যয় করার নামান্তর। যখন এ বিদ্যা থেকে কোনো ফলাফল নিশ্চিতরূপে অর্জন করা যায় না, তখন দুনিয়ার কাজকারবারে এ বিদ্যা যে সহায়ক হতে পারে না, তা বলাই বাহুল্য। সুতরাং অনর্থক এক নিষ্ফল বিষয়ের পিছনে পড়া ইসলামি শরিয়তের কর্ম ও মেযাজের সম্পূর্ণ পরিপন্থি। তাই এটিকে নিষিদ্ধ করে দেওয়া হয়েছে।

হযরত ইবরাহীম (আ.)-এর অসুস্থতার তাৎপর্য : আলোচ্য আয়াত সম্পর্কে তৃতীয় আলোচনা এই যে, হযরত ইবরাহীম (আ.) স্বগোত্রের আমন্ত্রণের জবাবে বলেছিলেন : اِنِّىْ سَقِيْمٌ আমি অসুস্থ। এখানে প্রশ্ন এই যে, তিনি কি বাস্তবিকই তখন অসুস্থ ছিলেন? কুরআন পাকে এ সম্পর্কে কোনো সুস্পষ্ট বর্ণনা নেই। কিন্তু সহীহ বুখারীর এক হাদীস থেকে জানা যায়, তিনি তখন এমন অসুস্থ ছিলেন না যে, মেলায় যেতে পারেন না। তাই প্রশ্ন উঠে, তিনি একথা কেমন করে বললেন? অধিকাংশ তাফসীরবিদের মতে এর জবাব এই যে, প্রকৃতপক্ষে এ বাক্যের সাহায্যে হযরত ইবরাহীম (আ.) 'তাওরিয়া' করেছিলেন। তাওরিয়ার অর্থ এমন কথা বলা, যার বাহ্যিক অর্থ বাস্তবের প্রতিকূলে এবং বক্তার উদ্দিষ্ট অর্থ বাস্তবের অনুকূলে। এখানে হযরত ইবরাহীম (আ.) -এর বাক্যের বাহ্যিক অর্থ তো এটাই যে, ' আমি এখন অসুস্থ, কিন্তু তাঁর আসল উদ্দিষ্ট অর্থ তা ছিল না। আসল অর্থ কি ছিল, সে সম্পর্কে তাফসীরবিদগণ বিভিন্ন মত প্রকাশ করেছেন। কেউ বলেন, এতে তার উদ্দেশ্য ছিল মানসিক সঙ্কোচন, যা স্বগোত্রের মুশরিকসুলভ কাণ্ডকীর্তি দেখে তাঁর মনে সৃষ্টি হচ্ছিল। এখানে سَقِيْمٌ

https://e-ilm.weebly.com/

শব্দের ব্যবহার থেকেও এর সমর্থন পাওয়া যায়। কারণ এটা مَرِيْضٌ শব্দ অপেক্ষা অর্থের দিক দিয়ে অনেকটা হালকা। আমার মন খারাপ বললেও এ অর্থ অনেকটা ব্যক্ত করা যায়। বলাবাহুল্য এ বাক্যে 'মানসিক সঙ্কোচন' অর্থেরও পুরোপুরি অবকাশ রয়েছে। কেউ কেউ বলেন, اِنِّىْ سَقِيْمٌ বলে হযরত ইবরাহীম (আ.)-এর উদ্দেশ্য ছিল এই যে, আমি অসুস্থ হয়ে পড়ব। কারণ আরবি ভাষায় اِسْمُ فَاعِلٍ এর পদবাচ্য বহুল পরিমাণে ভবিষ্যত কালের জন্য ব্যবহৃত হয়। যেমন, কুরআন পাকে রাসূলুল্লাহ ﷺ কে সম্বোধন করে বলা হয়েছে, اِنَّكَ مَيِّتٌ وَّاِنَّهُمْ مَيِّتُوْنَ এর বাহ্যিক অর্থ আপনিও মৃত এবং তারাও মৃত। কিন্তু এখানে এরূপ অর্থ উদ্দেশ্য নয়; বরং অর্থ হলো, আপনিও মৃত্যুবরণ করবেন এবং তারাও মৃত্যুবরণ করবে। এমনিভাবে হযরত ইবরাহীম (আ.) اِنِّىْ سَقِيْمٌ এর অর্থ নিয়েছিলেন যে, "আমি অসুস্থ হয়ে পড়ব।" এ কথা বলার কারণ এই যে, মৃত্যুর পূর্বে প্রত্যেক মানুষের অসুস্থ হওয়া স্থির নিশ্চিত। কেউ বাহ্যিকভাবে অসুস্থ না হলেও মৃত্যুর কিছুক্ষণ পূর্বে মন-মেজাযে ত্রুটি সংঘটিত হওয়া অবশ্যম্ভাবী।

যদি কেউ এসব ব্যাখ্যায় সন্তুষ্ট না হয়, তবে সর্বোত্তম ব্যাখ্যা এই যে, হযরত ইবরাহীম (আ.) তখন বাস্তবিকই কিছুটা অসুস্থ ছিলেন; তবে উৎসবে যোগদানে প্রতিবন্ধক হতে পারে, এমন অসুস্থতা ছিল না। তিনি তাঁর মামুলি অসুস্থতার কথাই এমনভাবে ব্যক্ত করেছেন, যাতে শ্রোতারা মনে করে নেয় যে, তিনি গুরুতর অসুস্থ হয়ে পড়েছেন, কাজেই মেলায় যাওয়া সম্ভবপর নয়। হযরত ইবরাহীম (আ.)-এর তাওরিয়ার এ ব্যাখ্যা সর্বাধিক যুক্তিযুক্ত এবং সন্তোষজনক। সহীহ্ বুখারীর এক হাদীসে হযরত ইবরাহীম (আ.)-এর উক্তি اِنِّىْ سَقِيْمٌ-এর জন্যে كَذِبَةٌ (মিথ্যা) শব্দ ব্যবহার করা হয়েছে। উপরিউক্ত ব্যাখ্যা দৃষ্টে এটা পরিষ্কার হয়ে যায় যে, এর অর্থ তাওরিয়া, যা বাহ্যিক আকার -আকৃতিতে মিথ্যা মনে হয়, কিন্তু বক্তার উদ্দেশ্যের দিকে লক্ষ্য করলে মিথ্যা হয় না। এ হাদীসেরই কোনো কোনো রেওয়ায়েতে আরো বলা হয়েছে : مَا مِنْهَا كَذِبَةٌ اِلَّا مَاحَلَّ بِهَا عَنْ دِيْنِ اللّٰهِ অর্থাৎ এগুলোর মধ্যে কোনো মিথ্যা এরূপ নয়, যা আল্লাহর দীনের প্রতিরক্ষা ও সমর্থনে বলা হয়নি।

এ বাক্যটি পরিষ্কার করে দিয়েছে যে, এখানে كَذِبٌ শব্দটি সাধারণ অর্থ থেকে ভিন্ন অর্থ রাখে। এ হাদীস সম্পর্কে কিছুটা বিস্তারিত বিবরণ সূরা আম্বিয়ার بَلْ فَعَلَهُ كَبِيْرُهُمْ আয়াতের অধীনে বর্ণিত হয়েছে।

তাওরিয়ার শরিয়তসম্মত বিধান : আলোচ্য আয়াতসমূহ থেকে বিষয়টি জানা যায় যে, প্রয়োজনের ক্ষেত্রে তাওরিয়া করা জায়েজ। তাওরিয়া দুই প্রকার। (এক) উক্তিগত; অর্থাৎ এমন কথা বলা, যার বাহ্যিক অর্থ বাস্তব ঘটনার প্রতিকূল, কিন্তু বক্তার উদ্দিষ্ট অর্থ বাস্তব ঘটনার অনুকূল। (দুই) কর্মগত; অর্থাৎ এমন কাজ, যার প্রকৃত উদ্দেশ্য সাধারণ দর্শকের বুঝে নেওয়া উদ্দেশ্য থেকে ভিন্ন। একে 'ঈহাম' ও বলা হয়। তারকারাজির দিকে হযরত ইবরাহীম (আ.) -এর দৃষ্টিপাত করাও অধিকাংশ তফসীরবিদদের মতে ঈহামই ছিল এবং নিজেকে অসুস্থ বলা ছিল তাওরিয়া।

প্রয়োজনের ক্ষেত্রে উপরিউক্ত উভয় প্রকার তাওরিয়া স্বয়ং রাসূলে কারীম ﷺ থেকে প্রমাণিত রয়েছে। তিনি যখন মক্কা থেকে হিজরত করে মদিনার পথে ছিলেন এবং কাফেররা তাঁর সন্ধান করছিল, তখন পথে এক ব্যক্তি হযরত আবূ বকর (রা.) -কে তাঁর সম্পর্কে জিজ্ঞেস করল : ইনি কে? হযরত আবূ বকর (রা.) জবাব দিলেন : هُوَ هَادٍ يَهْدِيْنِىْ "ইনি আমার পথপ্রদর্শক, আমাকে পথ দেখান।" এতে লোকটি সাধারণ পথপ্রদর্শক বুঝেই চলে যায়। অথচ হযরত আবূ বকরের উদ্দেশ্য ছিল "ইনি আমার ধর্মীয় ও আধ্যাত্মিক পথ প্রদর্শক।" [রূহুল মা'আনী]

এমনিভাবে হযরত কা'ব ইবনে মালেক (রা.) বলেন : রাসূলুল্লাহ ﷺ -কে জিহাদের জন্য কোনো দিকে যেতে হলে মদিনা থেকে বের হওয়ার সময় সেদিকে রওয়ানা হওয়ার পরিবর্তে অন্যদিকে রওয়ানা হতেন, যাতে দর্শকরা সঠিক গন্তব্যস্থল জানতে না পারে। এটা ছিল কর্মগত তাওরিয়া তথা ঈহাম। [মুসলিম]

কৌতুক ও হাস্যরসের ক্ষেত্রেও রাসূলুল্লাহ ﷺ থেকে তাওরিয়ার প্রমাণ আছে। শামায়েলে তিরমিযীতে বর্ণিত আছে, রাসূলুল্লাহ ﷺ একবার এক বৃদ্ধাকে দেখে কৌতুকচ্ছলে বললেন : কোনো বৃদ্ধা জান্নাতে যাবে না। বৃদ্ধা একথা শুনে হায় আফসোস শুরু করলে তিনি এর ব্যাখ্যা করে বললেন : বৃদ্ধাদের জান্নাতে না যাওয়ার অর্থ এই যে, তারা বৃদ্ধাবস্থায় জান্নাতে যাবে না- বরং যুবতী হয়ে যাবে।

পুত্র কুরবানির ঘটনা : ৯৯-১১৩ আয়াতসমূহে হযরত ইবরাহীম (আ.)-এর পবিত্র জীবনালেখ্যর দ্বিতীয় গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা উল্লেখ করা হয়েছে। এতে হযরত ইবরাহীম (আ.) আল্লাহর জন্য তাঁর একমাত্র পুত্রের কুরবানি পেশ করেছিলেন। ঘটনার মৌলিক বিষয়বস্তু তাফসীরের সারসংক্ষেপে ফুটে উঠেছে। এখানে কয়েকটি ঐতিহাসিক বিবরণ আয়াত সমূহের তাফসীরে বর্ণনা করা হচ্ছে।

https://e-ilm.weebly.com/

وَقَالَ اِنِّىْ ذَاهِبٌ اِلٰى رَبِّىْ……… : (ইবরাহীম (আ.) বললেন : আমি তো আমার পরওয়ারদেগারের দিকে চললাম।) দেশবাসীর তরফ থেকে সম্পূর্ণ নিরাশ হয়েই তিনি একথা বলেছিলেন। সেখানে তাঁর ভাগিনেয় হযরত লূত (আ.) ব্যতীত কেউ তাঁর কথায় বিশ্বাস স্থাপন করেনি। পরওয়ারদেগারের দিকে চলে যাওয়ার অর্থ এই যে, দারুল -কুফর পরিত্যাগ করে আমার পরওয়ারদেগার যেখানে আদেশ করেন, সেখানে চলে যাব। সেখানে আমি তাঁর ইবাদত করতে পারব। সেমতে তিনি পত্নী সারা ও ভগিনেয় হযরত লূতকে সাথে নিয়ে গেলেন এবং ইরাকের বিভিন্ন অঞ্চল অতিক্রম করে অবশেষে সিরিয়ায় পৌছলেন। তখনো পর্যন্ত হযরত ইবরাহীম (আ.)-এর কোনো সন্তান ছিলনা। তাই তিনি পরবর্তী আয়াতে বর্ণিত দোয়া করলেন رَبِّ هَبْ لِىْ مِنَ الصّٰلِحِيْنَ (পরওয়ারদেগার, আমাকে সৎপুত্র দান কর।) তাঁর এ দোয়া কুবল হয় এবং আল্লাহ তা'আলা তাঁকে এক পুত্রের সুসংবাদ দেন।

فَبَشَّرْنٰهُ بِغُلٰمٍ حَلِيْمٍ -(অতঃপর আমি তাকে এক সহনশীল পুত্রের সুসংবাদ দিলাম।) 'সহনশীল' বলে ইঙ্গিত করা হয়েছে যে, এ নবজাতক তার জীবনে সবর, ধৈর্য ও সহনশীলতার এমন পরাকাষ্ঠা প্রদর্শন করবে, যার দৃষ্টান্ত দুনিয়ার কেউ পেশ করতে পারবে না। এ পুত্রের জন্মলাভের ঘটনা এই : হযরত সারা যখন দেখলেন যে, তাঁর গর্ভে কোনো সন্তান হচ্ছে না, তখন তিনি নিজেকে বন্ধ্যাই মনে করেন। এদিকে মিসরের সম্রাট ফেরাউন তার হাজেরা নাম্নী কন্যাকে হযরত সারার খেদমতের জন্য দান করেছিল। হযরত সারা হাজেরাকে হযরত ইবরাহীম (আ.) -এর খেদমতে দিয়ে দিলেন। অতঃপর তিনি তাকে পরিণয় সূত্রে আবদ্ধ করে নিলেন। এ হাজেরার গর্ভেই এ পুত্র জন্মগ্রহণ করে। হযরত ইবরাহীম (আ.) তাঁর নাম রাখেন ইসমাঈল।

فَلَمَّا بَلَغَ مَعَهُ السَّعْىَ قَالَ يٰبُنَىَّ اِنِّىْٓ اَرٰى فِى الْمَنَامِ اَنِّىْٓ اَذْبَحُكَ -(অতঃপর যখন পুত্র পিতার সাথে চলাফেরা করার মতো বয়সে উপনীত হলো, তখন হযরত ইবরাহীম (আ.) বললেন, বৎস, আমি স্বপ্নে দেখি যে, তোমাকে জবাই করছি।) কোনো কোনো রেওয়ায়েত থেকে জানা যায় যে, এই স্বপ্ন হযরত ইবরাহীম (আ.) কে উপর্যুপরি তিন দিন দেখানো হয়।-(কুরতুবী) একথা স্বীকৃত সত্য যে, পয়গম্বরগণের স্বপ্নও ওহীই বটে। তাই এ স্বপ্নের অর্থ ছিল এই যে, আল্লাহ তা'আলার পক্ষ থেকে হযরত ইবরাহীম (আ.) এর প্রতি একমাত্র পুত্রকে জবাই করার হুকুম করা হয়েছে। এ হুকুমটি সরাসরি কোনো ফেরেশতার মাধ্যমেও নাজিল করা যেত, কিন্তু স্বপ্নে দেখানোর তাৎপর্য হযরত ইবরাহীম (আ.) –এর আনুগত্য পূর্ণ মাত্রায় প্রকাশ পাওয়া। স্বপ্নের মাধ্যমেও প্রদত্ত আদেশে মানব মনের পক্ষে ভিন্ন অর্থ করার যথেষ্ট অবকাশ ছিল। কিন্তু হযরত ইবরাহীম (আ.) ভিন্ন অর্থের পথ অবলম্বন করার পরিবর্তে আল্লাহর আদেশের সামনে মাথা নত করে দেন। –(তাফসীরে কাবীর)

এছাড়া এখানে আল্লাহ তা'আলার প্রকৃত লক্ষ্য হযরত ইসমাঈল (আ.) -কে জবাই করা ছিল না এবং হযরত ইবরাহীম (আ.) কেও এ আদেশ দেওয়া ছিল না যে, প্রাণপ্রতিম পুত্রকেই জবাই করে ফেল। বরং উদ্দেশ্য ছিল এ আদেশ দেওয়া যে, নিজের পক্ষ থেকে জবাই করার সমস্ত আয়োজন সমাপ্ত করে জবাই করতে উদ্যত হয়ে যাও। বস্তুত এ নির্দেশ সরাসরি মৌখিক দেওয়া হলে তাতে পরীক্ষা হতো না। তাই তাঁকে স্বপ্নে দেখানো হয়েছে যে, তিনি পুত্রকে জবাই করেছেন। এতে হযরত ইবরাহীম (আ.) বুঝে নিলেন যে, জবাই করার নির্দেশ হয়েছে এবং তিনি জবাই করতে পুরোপুরি প্রস্তুতি গ্রহণ করলেন। এভাবে পরীক্ষাও পূর্ণতা লাভ করল এবং স্বপ্নও সত্যে পরিণত হলো। অথচ মৌখিক আদেশের মাধ্যমে হলে তাতে পরীক্ষা হতো না। অথবা পরে রহিত করতে হতো। এ বিষয়টি কত যে ভীষণ পরীক্ষা সেদিকে ইঙ্গিত করার জন্য এখানে فَلَمَّا بَلَغَ مَعَهُ السَّعْىَ কথাগুলো সংযুক্ত করা হয়েছে। অর্থাৎ অনেক কামনা-বাসনা প্রার্থনার পর পাওয়া এই প্রাণপ্রতিম পুত্রকে কুরবানি করার নির্দেশ এমন সময় দেওয়া হয়েছিল, যখন পুত্র পিতার সাথে চলা -ফেরার যোগ্য হয়ে গিয়েছিল এবং লালন-পালনের দীর্ঘ কষ্ট সহ্য করার পর এখন সময় এসেছিল আপদে-বিপদে তাঁর পার্শ্বে দাঁড়ানোর । তাফসীরবিদগণ লিখেছেন যে, সে সময় হযরত ইসমাঈল (আ.)-এর বয়স ছিল তেরো বছর। কেউ কেউ বলেন যে, তিনি সাবালক হয়ে গিয়েছিলেন। -[মাযহারী]

فَانْظُرْ مَاذَا تَرٰى : (অতএব তুমিও ভেবে দেখ, তোমার অভিমত কি?) হযরত ইবরাহীম (আ.) একথা হযরত ইসমাঈলকে এজন্য জিজ্ঞেস করেন নি যে, তিনি আল্লাহর নির্দেশ পালনে কোনোরূপ সন্দিগ্ধ ছিলেন; বরং তিনি পুত্রের পরীক্ষাও নিতে চেয়েছিলেন যে, পরীক্ষায় সে কতদূর উত্তীর্ণ হয়? দ্বিতীয়ত পয়গম্বরগণের চিরন্তন কর্মপদ্ধতি এই যে, তাঁরা আল্লাহর আদেশ পালনের জন্য সর্বদা প্রস্তুত থাকেন, কিন্তু আনুগত্যের জন্য সর্বদা উপযোগী ও যথাসম্ভব সহজ পথ অবলম্বন করেন। যদি হযরত ইবরাহীম (আ.) পূর্বাহ্নে কিছু না বলেই পুত্রকে জবাই করতে উদ্যত হতেন, তবে বিষয়টি

https://e-ilm.weebly.com/

উভয়ের পক্ষেই কঠিন হয়ে যেতে পারত। তিনি পরামর্শের ভঙ্গিতে ব্যাপারটি উল্লেখ করলেন, যাতে পুত্র পূর্ব থেকেই আল্লাহর নির্দেশের কথা জেনে জবাইয়ের ব্যাপারে প্রস্তুত হতে পারে। এছাড়া পুত্রের মনে কোনোরূপ দ্বিধা-দ্বন্দ্ব সৃষ্টি হলেও তাকে বুঝিয়ে শুনিয়ে সম্মত করা যাবে। -[রূহুল মা'আনী, বয়ানুল -কুরআন]

কিন্তু সে পুত্রও ছিলেন খলীলুল্লাহরই পুত্র এবং স্বয়ং ভাবী পয়গম্বর। তিনি জবাব দিলেন :

يَآ أَبَتِ افْعَلْ مَا تُؤْمَرُ : (পিতা আপনাকে যে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে, তা সেরে ফেলুন।) এতে হযরত ইসমাঈল (আ.)-এর অতুলনীয় বিনয় ও আত্মনিবেদনের পরিচয় তো পাওয়া যায়ই, তদুপরি প্রতীয়মান হয় যে, এহেন কচি বয়সেই আল্লাহ তা'আলা তাঁকে কি পরিমাণ মেধা ও জ্ঞান দান করেছিলেন। হযরত ইবরাহীম (আ.) তাঁর সামনে আল্লাহর কোনো নির্দেশের বরাত দেননি ;বরং একটি স্বপ্নের কথা বলেছিলেন মাত্র। কিন্তু হযরত ইসমাঈল (আ.) বুঝে নিলেন যে, পয়গম্বরগণের স্বপ্নও ওহী হয়ে থাকে। কাজেই এ স্বপ্নও প্রকৃতপক্ষে আল্লাহর একটি নির্দেশ। অতএব তিনি জবাবে স্বপ্নের পরিবর্তে নির্দেশের কথা বললেন।

অপঠিত ওহীর প্রমাণ : এতেই হাদীস অস্বীকারকারীদের খণ্ডন হয়ে যায়, যারা তেলাওয়াত করা হয় না এমন ওহীর অস্তিত্ব স্বীকার করে না এবং বলে যে, ওহী একমাত্র তাই, যা আসমানি গ্রন্থে অবতীর্ণ হয়। এছাড়া ওহীর অন্য কোনো প্রকার বিদ্যমান নেই। উপরিউক্ত ঘটনা থেকে তাদের এ বক্তব্যের অসারতা প্রমাণিত হয়। আপনি লক্ষ্য করে থাকবেন যে, হযরত ইবরাহীম (আ.)-কে পুত্র কুরবানির নির্দেশ স্বপ্নের মাধ্যমে দেওয়া হয়েছিল। হযরত ইসমাঈল (আ.) ও পরিষ্কার ভাষায় একে আল্লাহর নির্দেশ বলে আখ্যায়িত করেছেন। যদি অপঠিত ওহীর অস্তিত্বই না থাকবে, তবে ঐ নির্দেশটি কোন আসমানি গ্রন্থে অবতীর্ণ হয়েছিল?

হযরত ইসমাঈল (আ.) নিজের পক্ষ থেকে পিতাকে এ আশ্বাসও দিলেন যে, سَتَجِدُنِيٓ اِنْ شَآءَ اللّٰهُ مِنَ الصّٰبِرِيْنَ (ইনশা আল্লাহ আপনি আমাকে সবরকারীদের মধ্যে পাবেন।) এ বাক্যে হযরত ইসমাঈল (আ.) -এর চূড়ান্ত আদব ও বিনয় লক্ষণীয়। প্রথমত তিনি 'ইনশা আল্লাহ' বলে ব্যাপারটি আল্লাহর কাছে সমর্পণ করেছেন এবং ওয়াদায় দাবির যে বাহ্যিক আকার ছিল তাও খতম করে দিলেন। দ্বিতীয়তঃ তিনি একথাও বলতে পারতেন "ইনশাআল্লাহ আপনি আমাকে সবরকারী পাবেন," কিন্তু এর পরিবর্তে তিনি বললেন, "সবরকারীদের মধ্যে পাবেন" এতে ইঙ্গিত করা হয়েছে যে, এ সবর ও সহনশীলতা একা আমারই কৃতিত্ব নয়; বরং দুনিয়াতে আরো বহু সবরকারী রয়েছেন। ইনশা আল্লাহ আমিও তাদের মধ্যে অন্তর্ভুক্ত হয়ে যাব। এভাবে তিনি উপরিউক্ত বাক্যে অহংকার, আত্মপ্রীতি ও অহমিকার নাম গন্ধটুকু পর্যন্ত খতম করে দিয়ে চূড়ান্ত পর্যায়ের বিনয় ও বশ্যতা প্রকাশ করেছেন। [রূহুল মা'আনী] এর দ্বারা এ শিক্ষা পাওয়া যায় যে, মানুষ কোনো ব্যাপারে নিজের উপর যত আত্মবিশ্বাসই পোষণ করুক না কেন, গর্ব ও অহংকার প্রকাশ পেতে পারে এমন লম্বা চওড়া দাবি করা মোটেই উচিত নয়। কোথাও এমন কথা বলার প্রয়োজন হলে ভাষা এমন হওয়া উচিত যাতে নিজের পরিবর্তে আল্লাহর উপর ভরসা প্রকাশ পায়। যথাসম্ভব বিনয় ও নম্রতা পরিত্যক্ত হওয়া উচিত নয়।

فَلَمَّآ اَسْلَمَا (যখন তাঁরা উভয়েই নত হয়ে গেলেন।) اِسْلَام শব্দের অর্থ নত হওয়া, অনুগত হওয়া ও বশীভূত হওয়া উদ্দেশ্য এই যে, তাঁরা যখন আল্লাহর নির্দেশের সামনে নত হয়ে পিতা-পুত্রকে জবাই করতে এবং পুত্র জবাই হতে সম্মত হলেন। এরপর কি হলো, তা এখানে উল্লেখ করা হয়নি। এতে ইঙ্গিত রয়েছে যে, পিতা-পুত্রের এই আত্মনিবেদনমূলক কার্যক্রম এমন বিস্ময়কর ও অভাবিত ছিল, যা ভাষায় প্রকাশ করা যায় না।

ইতিহাস ও তাফসীরভিত্তিক কোনো কোনো রেওয়ায়েত থেকে জানা যায় যে, শয়তান তিনবার হযরত ইবরাহীম (আ.)-কে প্রতারিত করার চেষ্টা করে এবং হযরত ইবরাহীম (আ.) প্রত্যেক বারই তাকে সাতটি কংকর নিক্ষেপের মাধ্যমে তাড়িয়ে দেন। অদ্যাবধি এই প্রশংসনীয় কাজের স্মৃতি মীনায় তিনবার কংকর নিক্ষেপের মাধ্যমে উদযাপিত হয়। অবশেষে পিতা - পুত্র কুরবানগাহে পৌঁছলেন, তখন হযরত ইসমাঈল (আ.) পিতাকে বললেন, পিতা আমাকে খুব শক্ত করে বেঁধে নিন যাতে আমি বেশি ছটফট করতে না পারি। আপনার পরিধেয় বস্ত্রও সামলে নিন, যাতে আমার রক্তের ছিটা তাতে না পড়ে এতে আমার ছওয়াব হ্রাস পেতে পারে। এছাড়া রক্ত দেখলে আমার মা অধিক ব্যাকুল হবেন। আপনার ছুরিটাও ধার দিয়ে নিন এবং তা আমার গলায় দ্রুত চালাবেন যাতে আমার প্রাণ সহজে বের হয়ে যায়। কারণ মৃত্যু বড় কঠিন ব্যাপার আপনি আমার মায়ের কাছে পৌঁছে আমার সালাম বলবেন। যদি আমার জামা তাঁর কাছে নিয়ে যেতে চান, তবে নিয়ে যাবেন। হয়তো এতে তিনি কিছুটা সান্ত্বনা পাবেন। একমাত্র পুত্রের মুখে এসব কথা শুনে পিতার মানসিক অবস্থা যে কি হতে পারে, সহজেই অনুমেয়। কিন্তু হযরত ইবরাহীম (আ.) দৃঢ়তার অটল পাহাড় হয়ে জবাব দিলেন : বৎস! আল্লাহর

https://e-ilm.weebly.com/

https://e-ilm.weebly.com/

২. হযরত ইসহাক (আ.)-এর সুসংবাদে আরো উল্লিখিত আছে যে, তিনি নবী হবেন। অন্য আয়াতে বর্ণিত সুসংবাদে একথাও উল্লেখ করা হয়েছে যে, তাঁর ঔরসে হযরত ইয়াকূব (আ.) জন্মগ্রহণ করবেন। আয়াতটি এই : فَبَشَّرْنَاهَا بِإِسْحَاقَ وَمِنْ وَرَاءِ إِسْحَاقَ يَعْقُوبَ -এর পরিষ্কার অর্থ এই যে, হযরত ইসহাক (আ.) সুদীর্ঘকাল জীবিত থাকবেন এবং সন্তানের পিতা হবেন। এমতাবস্থায় তাঁকেই শৈশবে জবাই করার আদেশ দেওয়া কিরূপে সম্ভবপর ছিল? যদি তাঁকেই শৈশবে নবুয়ত লাভের পূর্বে জবাই করার নির্দেশ দেওয়া হতো, তবে ইবরাহীম (আ.) বিলক্ষণ বুঝে নিতেন যে, তাকে তো এখনো নবুয়তের দায়িত্ব গ্রহণ করতে হবে এবং তার ঔরসে হযরত ইয়াকূবের জন্ম অবধারিত। তাই জবাই করলে তার মৃত্যু হতে পারবে না। বলা বাহুল্য, এমতাবস্থায় এটা কোনো পরীক্ষা হতো না এবং এটা সম্পাদন করে হযরত ইবরাহীমও কোনো প্রশংসার যোগ্য হতেন না। পরীক্ষা কেবল তখনই সম্ভব ছিল, যখন ইবরাহীম (আ.) একথা পুরোপুরি বুঝতেন যে, তাঁর পুত্র জবাই করলে মারা যাবে, এরপর তিনি জবাই করতে উদ্যত হতেন। হযরত ইসমাঈল (আ.)-এর ব্যাপারেই একথা পুরোপুরি প্রযোজ্য। কারণ আল্লাহ তা'আলা পূর্বে তাঁর জীবিত থাকার ও নবী হওয়ার ভবিষ্যদ্বাণী করেন নি।

৩. কুরআন পাকের বর্ণনা থেকে জানা যায় যে, যে পুত্রকে জবাই করার হুকুম দেওয়া হয়েছিল, তিনি ছিলেন হযরত ইবরাহীম (আ.)-এর প্রথম সন্তান। কারণ তিনি দেশ থেকে হিজরত করার সময় এক পুত্রের দোয়া করেছিলেন। এ দোয়ারই জবাবে সুসংবাদ দেওয়া হয় যে, তাঁর গৃহে এক সহনশীল পুত্র জন্মগ্রহণ করবে। অতঃপর এই পুত্র সম্পর্কেই বলা হয়েছে যে, সে যখন পিতার সাথে চলাফেরা করার বয়সে উপনীত হলো, তখন তাকে জবাই করার নির্দেশ হলো। সুতরাং ঘটনার ধারাবাহিকতায় প্রতীয়মান হচ্ছে যে, সে পুত্র ছিলেন হযরত ইবরাহীম (আ.)-এর প্রথম সন্তান। এদিকে এটা সর্বসম্মত যে, হযরত ইবরাহীম (আ.)-এর প্রথম পুত্র হযরত ইসমাঈলই ছিলেন এবং হযরত ইসহাক ছিলেন তাঁর দ্বিতীয় পুত্র। সুতরাং সন্দেহাতীতভাবে প্রমাণিত হয় যে, হযরত ইসমাঈলকেই জবাই করার হুকুম হয়েছিল।

৪. এটাও প্রায় নির্ধারিত যে, পুত্র-কুরবানির এ ঘটনা মক্কা মোকাররমার নিকটবর্তী এলাকায় সংঘটিত হয়েছে। এ কারণেই আরবদের মধ্যে সর্বদা হজের সময় কুরবানি করার প্রথা প্রচলিত রয়েছে। এছাড়া হযরত ইবরাহীম (আ.)-এর পুত্রের বিনিময়ে যে ভেড়া জান্নাত থেকে প্রেরিত হয়েছিল, তার শিং বহু বছর পর্যন্ত কা'বা গৃহের অভ্যন্তরে ঝুলানো ছিল। ইবনে কাছীর এর সমর্থনে একাধিক রেওয়ায়েত উদ্ধৃত করেছেন এবং আমের শা'বীর এ উক্তিও বর্ণনা করেছেন যে, 'আমি কা'বা গৃহে এই ভেড়ার শিং স্বচক্ষে দেখেছি।' হযরত সুফিয়ান বলেন, এই ভেড়ার শিং অনবরত কা'বায় ঝুলানো ছিল। হাজ্জাজ ইবনে ইউসুফের আমলে যখন কা'বা গৃহে অগ্নিকাণ্ড সংঘটিত হয়, তখন এই শিং ভস্মীভূত হয়ে যায়। এখন বলাবাহুল্য যে, মক্কায় হযরত ইসমাঈল (আ.) বাস করেছিলেন হযরত ইসহাক (আ.) নয়। তাই এটা সুস্পষ্ট যে, জবাই করার হুকুম হযরত ইসমাঈলের সাথে জড়িত ছিল হযরত ইসহাকের সাথে নয়।

এখন যেসব রেওয়ায়েতে আছে যে, বিভিন্ন সাহাবী ও তাবেয়ী জবাই করার আদেশ হযরত ইসহাকের সাথে সম্পর্ক করেছেন, সেগুলো সম্পর্কে আল্লামা ইবনে কাছীর (র.) লিখেন :

আল্লাহ তা'আলাই ভালো জানেন; কিন্তু বাহ্যত মনে হয়, এসব উক্তি কা'ব আহবার থেকে গৃহীত হয়েছে। কারণ, তিনি হযরত ওমর (রা.)-এর খেলাফতকালে ইসলাম গ্রহণ করে হযরত ওমর (রা.)-কে তার প্রাচীন গ্রন্থাদির বিষয়বস্তু শুনাতে শুরু করেন। মাঝে মাঝে খলিফা তার কথাবার্তা মনোযোগ দিয়ে শুনতেন। এতে অন্যরাও সুযোগ পায় এবং তারাও তার রেওয়ায়েত শুনে তা বর্ণনা করতে শুরু করে। এসব রেওয়ায়েতে সত্য মিথ্যা সব বিষয়ই অন্তর্ভুক্ত থাকত। মুসলিম উম্মতের এসব কথাবার্তার মধ্য থেকে একটি অক্ষরেরও প্রয়োজন নেই।

ইবনে কাছীরের উপরিউক্ত বক্তব্য খুবই যুক্তিযুক্ত বলে মনে হয়। কারণ হযরত ইসহাককে জবাইয়ের আদেশের সাথে জড়িত করার বিষয়টি ইসরাঈলী রেওয়ায়েতের উপরই ভিত্তিশীল। এ কারণেই 'ইহুদি ও খ্রিস্টান সম্প্রদায় হযরত ইসমাঈলের পরিবর্তে হযরত ইসহাককে জবাই করার আদেশের সাথে জড়িত করে। বর্তমান বাইবেলে ঘটনাটি এভাবে বর্ণিত হয়েছে :

এসব বিষয়ের পর খোদা আব্রাহামের পরীক্ষা নিলেন এবং তাকে বললেন, হে আব্রাহাম, তিনি বললেন, আমি উপস্থিত আছি। তখন খোদা বললেন, তুমি তোমার একমাত্র ও আদরের পুত্র ইসহাককে সাথে নিয়ে সুরিয়া দেশে যাও এবং সেখানে আমি যে পাহাড়ের কথা বলব, সেই পাহাড়ে তাকে কুরবানির জন্য পেশ কর। (জন্ম ২২. ১ ও ২)

এতে জবাই করার ঘটনাকে হযরত ইসহাকের সাথে সংযুক্ত করা হয়েছে। কিন্তু বিবেকের দৃষ্টিতে দেখলে এবং তথ্যানুসন্ধান করলে পরিষ্কার বুঝা যায় যে, এখানে ইহুদিরা তাদের ঐতিহ্যগত বিদ্বেষকে কাজে লাগিয়ে তাওরাতের শব্দ পরিবর্তন করে দিয়েছে। কারণ জন্ম অধ্যায়ের উপরিউক্ত বাক্যাবলিতেই 'তোমার একমাত্র পুত্র' কথাটি ব্যক্ত করছে যে, কুরবানির হুকুমের সাথে জড়িত পুত্র হযরত ইবরাহীমের একমাত্র পুত্র ছিল। এ অধ্যায়েই অতঃপর আরো লিখিত আছে :

https://e-ilm.weebly.com/

"তুমি তোমার একমাত্র পুত্রকেও আমার জন্য উৎসর্গ করতে দ্বিধা করনি" (জন্ম ২২, ১২)
এ বাক্যেও স্পষ্ট বলা হয়েছে যে, সে পুত্র ছিল হযরত ইবরাহীম (আ.)-এর একমাত্র পুত্র। এদিকে এটা সর্বসম্মত যে, হযরত ইসহাক (রা.) তাঁর একমাত্র পুত্র ছিলেন না। একমাত্র পুত্র বলতে হযরত ইসমাঈলই ছিলেন। জন্ম অধ্যায়ের অন্যান্য বাক্যাবলি এর পক্ষে সাক্ষ্য বহন করে যে, হযরত ইসমাঈলের জন্ম হযরত ইসহাকের পূর্বে হয়েছিল। দেখুন :
"এবং অব্রাহামের স্ত্রী সারার কোনো সন্তান হয়নি। তার হাজেরা নাম্নী এক মিসরীয় বাঁদি ছিল। অব্রাহাম হাজেরার কাছে গেল এবং সে গর্ভবর্তী হলো। খোদাওয়ান্দের ফেরেশতা তাকে বলল, তুমি গর্ভবতী, তোমার পুত্র হবে। তার নাম রাখবে ইসমাঈল। যখন হাজেরার গর্ভে অব্রাহামের পুত্র ইসমাঈল জন্মগ্রহণ করল, তখন অব্রাহামের বয়স ছিল ছিয়াশি বছর।" (জন্ম ১৬-১ ৪, ১০, ১৬)
এর পরবর্তী অধ্যায়ে রয়েছে: "এবং খোদা অব্রাহামকে বলল, তোমার স্ত্রী সারার গর্ভ থেকেও তোমাকে এক পুত্র দান করব। তখন অব্রাহাম নতশির হয়ে হেসে মনে মনে বলল, শত বছরের বৃদ্ধের ঔরসেও সন্তান হবে? আর নব্বই বছরের সারার গর্ভেও সন্তান হবে? অব্রাহাম আল্লাহকে বলল, আহা, ইসমাঈল তোমার সকাশে জীবিত থাকুক! তখন আল্লাহ তা'আলা বললেন, নিশ্চয় তোমার ঔরসে সারার পুত্র হবে। তার নাম রাখবে ইসহাক।" (জন্ম ১৭, ১৫-২০) এর পর হযরত ইসহাকের জন্মের আলোচনা করে বলা হয়েছে :
"এবং যখন তার পুত্র ইসহাক জন্মগ্রহণ করল, তখন অব্রাহামের বয়স ছিল শত বছর।" (জন্ম ২১-৫)
উপরিউক্ত বক্তব্য থেকে পরিষ্কার বুঝা যায় যে, হযরত ইসহাক হযরত ইসমাঈল অপেক্ষা চৌদ্দ বছরের ছোট ছিলেন। এই চৌদ্দ বছর ইসমাঈল হযরত ইবরাহীম (আ.)-এর একমাত্র পুত্র ছিলেন। এর বিপরীতে হযরত ইসহাক কোনো দিনই পিতার একমাত্র সন্তান ছিলেন না। এরপর 'জন্ম' গ্রন্থের ২২তম অধ্যায়ে পুত্র কুরবানির আলোচনায় 'একমাত্র' শব্দটি পরিষ্কার সাক্ষ্য দেয় যে, ইসমাঈলই একমাত্র পুত্র এবং কোনো ইহুদি হয়তো এর সাথে 'ইসহাক' শব্দটি জুড়ে দিয়ে থাকবে আর এই জুড়ে দেওয়ার একমাত্র কারণ হচ্ছে ইসমাঈল বংশের পরিবর্তে ইসহাক বংশের শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিপন্ন করা।
এ ছাড়া বাইবেলের জন্মগ্রন্থের যে জায়গায় হযরত ইবরাহীম (আ.)-কে ইসহাক সম্পর্কে সুসংবাদ দেওয়া হয়েছে, সেখানে আরো বলা হয়েছে :
"নিশ্চিতই আমি তাকে (ইসহাককে) বরকত দিব তার বংশে অনেক সম্প্রদায়ের আবির্ভাব হবে।" (জন্ম ১৭, ১৬)
বলাবাহুল্য, যে পুত্র সম্পর্কে জন্মের পূর্বেই সুসংবাদ দেওয়া হয়েছে যে, তার বংশে অনেক সম্প্রদায়ের আবির্ভাব হবে, তাকে কুরবানি করার হুকুম কিরূপে দেওয়া যেতে পারে? এ থেকেও জানা যায় যে, কুরবানির হুকুম হযরত ইসহাকের সাথে নয় ইসমাঈলের সাথেই সম্পৃক্ত ছিল।
বাইবেলের উপরিউক্ত উদ্ধৃতিসমূহ দেখার পর ইবনে কাছীরের নিম্নোক্ত অভিমত যে কত নির্ভুল, তা সহজেই অনুমান করা যায় :
"ইহুদিদের পবিত্র গ্রন্থসমূহে বর্ণিত আছে যে, হযরত ইসমাঈল (আ.)-এর জন্মের সময় হযরত ইবরাহীম (আ.)-এর বয়স ছিল ছিয়াশি বছর এবং হযরত ইসহাকের জন্মের সময় তাঁর বয়স ছিল পূর্ণ একশ বছর। এসব গ্রন্থে আরো বলা হয়েছে যে, আল্লাহ তা'আলা হযরত ইবরাহীম (আ.)-কে তাঁর একমাত্র পুত্র জবাই করার হুকুম দিয়েছিলেন। কোনো কোনো গ্রন্থে 'একমাত্র' শব্দের পরিবর্তে 'প্রথম' শব্দও উল্লিখিত আছে। সুতরাং ইহুদিরা এখানে নিজেদের তরফ থেকে দুরভিসন্ধিমূলকভাবে 'ইসহাক' শব্দটি জুড়ে দিয়েছে। একে বিশুদ্ধ বলার কোনো বৈধতা নেই। কেননা এটা স্বয়ং তাদের গ্রন্থাদির বর্ণনারও বিপক্ষে। এই জুড়ে দেওয়ার কারণ এই যে, হযরত ইসহাক তাদের পিতৃপুরুষ এবং হযরত ইসমাঈল আরবদের পিতৃপুরুষ। সুতরাং হিংসার বশবর্তী হয়ে তারা শব্দটি জুড়ে দিয়েছে। এখন তারা 'একমাত্র' শব্দের অর্থ এই বর্ণনা করে যে, "আদেশ দেওয়ার সময় তোমার নিকট উপস্থিত একমাত্র পুত্র।" কারণ হযরত ইসমাঈল তখন সেখানে পিতার সাথে ছিলেন না। (তাই হযরত ইসহাক কে এই অর্থে একমাত্র বলা যায়।) কিন্তু এ ব্যাখ্যা সম্পূর্ণ ভ্রান্ত এবং সত্যের অপলাপ মাত্র। কারণ যে সন্তান ব্যতীত পিতার অন্য কোনো সন্তান নেই, তাকেই 'একমাত্র' সন্তান বলা হয়। -(তাফসীরে ইবনে কাছীর)
হাফেজ ইবনে কাছীর (র.) আরো বর্ণনা করেছেন যে, হযরত ওমর ইবনে আবদুল আযীযের শাসনামলে জনৈক ইহুদি আলেম ইসলাম গ্রহণ করলে হযরত ওমর ইবনে আবদুল আযীয (র.) তাকে জিজ্ঞেস করেন : হযরত ইবরাহীম (আ.)-এর কোন পুত্রকে জবাই করার হুকুম হয়েছিল? সে বলল, আল্লাহর কসম আমিরুল মু'মিনীন, সে পুত্র ছিলেন হযরত ইসমাঈল (আ.)। ইহুদিরা এটা ভালোভাবেই জানে, কিন্তু প্রতিহিংসাবশত তারা অন্য রকম বলে।
উপরিউক্ত প্রমাণাদির আলোকে এটা সন্দেহাতীত যে, হযরত ইসমাঈলকেই জবাই করার হুকুম হয়েছিল।

https://e-ilm.weebly.com/

শব্দ বিশ্লেষণ :

شِيْعَةَ : একবচন, বহুবচনে شِيَعٌ অর্থ- পথাবলম্বী।

تُرِيْدُوْنَ : সীগাহ جمع مذكر حاضر বহছ مضارع معروف বাব إِفْعَالٌ মাসদার اَلْإِرَادَةُ মূলবর্ণ (ر - و - د) জিনস اجوف واوى অর্থ- তোমরা চাচ্ছ।

تَوَلَّوْا : সীগাহ جمع مذكر غائب বহছ ماضى مطلق معروف বাব تَفَعُّلٌ মাসদার اَلتَّوَلِّيْ মূলবর্ণ (و - ل - ى) জিনস لفيف مفقروق অর্থ- তারা চলে গেল।

رَاغَ : সীগাহ واحد مذكر غائب বহছ ماضى معروف বাব نَصَرَ মাসদার اَلرَّوْغُ মূলবর্ণ (ر - و - غ) জিনস اجوف واوى অর্থ- তিনি প্রবেশ করলেন।

لَا تَنْطِقُوْنَ : সীগাহ جمع مذكر حاضر বহছ مضارع منفى معروف বাব ضَرَبَ মাসদার اَلنُّطْقُ মূলবর্ণ (ن - ط - ق) জিনস صحيح অর্থ- তোমরা তো কথাও বল না।

يَزِفُّوْنَ : সীগাহ جمع مذكر غائب বহছ مضارع معروف বাব ضَرَبَ মাসদার اَلزَّفُّ মূলবর্ণ (ز - ف - ف) জিনস مضاعف ثلاثى অর্থ- তারা দৌড়ে আসল।

اِبْنُوْا : সীগাহ جمع مذكر حاضر বহছ امر حاضر معروف বাব ضَرَبَ মাসদার اَلْبِنَاءُ মূলবর্ণ (ب - ن - ى) জিনস ناقص يائى অর্থ- তোমরা তৈরি কর।

اَسْفَلِيْنَ : সীগাহ جمع مذكر বহছ اسم تفضيل বাব نَصَرَ মাসদার اَلسُّفْلُ মূলবর্ণ (س - ف - ل) জিনস صحيح অর্থ- অধঃপতিত হওয়া, নিচু হওয়া।

سَيَهْدِيْنِ : সীগাহ واحد مذكر غائب বহছ مضارع معروف বাব ضَرَبَ মাসদার اَلْهِدَايَةُ মূলবর্ণ (ه - د - ى) জিনস ناقص يائى অর্থ- তিনি আমাকে উত্তম স্থানে পৌছে দিবেন।

اَلْمَنَامُ : সীগাহ واحد বহছ اسم ظرف বাব سمع মাসদার نَوْمٌ، نِيَامٌ মূলবর্ণ (ن - و - م) জিনস اجوف واوى অর্থ- স্বপ্ন।

اَذْبَحُكَ : সীগাহ واحد متكلم বহছ مضارع معروف বাব فَتَحَ মাসদার اَلذَّبْحُ মূলবর্ণ (ذ - ب - ح) জিনস صحيح অর্থ- আমি তোমাকে জবাই করছি।

تَلَّهٗ : সীগাহ واحد مذكر غائب বহছ ماضى معروف বাব نَصَرَ মাসদার اَلتَّلُّ মূলবর্ণ (ت - ل - ل) জিনস مضاعف ثلاثى অর্থ- পিতা পুত্রকে কাত করে শোয়ালেন।

বাক্য বিশ্লেষণ :

قَالُوا ابْنُوْا لَهٗ بُنْيَانًا فَاَلْقُوْهُ فِى الْجَحِيْمِ : এখানে قَالُوْا ফে'ল এবং واو তার ফায়েল اِبْنُوْا হলো فعل امر এবং واو তার فاعل এবং بُنْيَانًا হলো اِبْنُوْا -এর সাথে متعلق এবং لَهٗ বাক্যটা قَالُوْا ফে'লের مقول বা বক্তব্য। اِبْنُوْا হলো مفعول به এবং فَاَلْقُوْا হলো اِبْنُوْا -এর উপর عطف এবং এটা فعل امر এবং واو হলো তার ফায়েল আর هاء হলো مفعول به এবং فِى الْجَحِيْمِ হলো اَلْقُوْا -এর সাথে متعلق। -(ই'রাবুল কুরআন ৬/৪০৬)

https://e-ilm.weebly.com/

১০৮. এবং আমি তাঁর জন্য পশ্চাতে আগমনকারীদের মধ্যে এ বাক্য থাকতে দিলাম যে,	وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ فِي الْآخِرِينَ ﴿١٠٨﴾
১০৯. ইবরাহীমের প্রতি সালাম হোক।	سَلَامٌ عَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ ﴿١٠٩﴾
১১০. এরূপেই আমি বিশিষ্ট বান্দাদেরকে পুরস্কার প্রদান করে থাকি।	كَذَٰلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ ﴿١١٠﴾
১১১. নিঃসন্দেহে তিনি আমার ঈমানদার বান্দাগণের অন্যতম ছিলেন।	إِنَّهُ مِنْ عِبَادِنَا الْمُؤْمِنِينَ ﴿١١١﴾
১১২. আর আমি তাঁকে ইসহাক সম্বন্ধে সুসংবাদ প্রদান করলাম যে, তিনি নবী, (এবং) সৎকর্মশীলদের অন্তর্ভুক্ত হবেন।	وَبَشَّرْنَاهُ بِإِسْحَاقَ نَبِيًّا مِنَ الصَّالِحِينَ ﴿١١٢﴾
১১৩. আর আমি ইবররাহীম ও ইসহাকের প্রতি বরকতসমূহ নাজিল করেছি এবং তাঁদের উভয়ের বংশে কতক নেক লোকও রয়েছে এবং কতক এমনও রয়েছে, যারা প্রকাশ্যরূপে নিজেদের ক্ষতি সাধন করছে।	وَبَارَكْنَا عَلَيْهِ وَعَلَىٰ إِسْحَاقَ ۚ وَمِنْ ذُرِّيَّتِهِمَا مُحْسِنٌ وَظَالِمٌ لِنَفْسِهِ مُبِينٌ ﴿١١٣﴾
১১৪. আর আমি মূসা ও হারূনের প্রতিও অনুগ্রহ করেছি।	وَلَقَدْ مَنَنَّا عَلَىٰ مُوسَىٰ وَهَارُونَ ﴿١١٤﴾
১১৫. এবং আমি তাঁদের উভয়কে এবং তাঁদের সম্প্রদায়কে মহাসংকট হতে উদ্ধার করেছি,	وَنَجَّيْنَاهُمَا وَقَوْمَهُمَا مِنَ الْكَرْبِ الْعَظِيمِ ﴿١١٥﴾
১১৬. আর আমি তাদের সকলকে সাহায্য করেছি, সুতরাং তাঁরাই বিজয়ী হলেন।	وَنَصَرْنَاهُمْ فَكَانُوا هُمُ الْغَالِبِينَ ﴿١١٦﴾

শাব্দিক অনুবাদ :

১০৮. وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ এবং আমি তাঁর জন্য এ বাক্য থাকতে দিলাম যে فِي الْآخِرِينَ পশ্চাতে আগমনকারীদের মধ্যে।

১০৯. سَلَامٌ সালাম হোক عَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ ইবরাহীমের প্রতি।

১১০. كَذَٰلِكَ এরূপেই نَجْزِي আমি পুরস্কার প্রদান করে থাকি الْمُحْسِنِينَ বিশিষ্ট বান্দাদেরকে।

১১১. إِنَّهُ নিঃসন্দেহে তিনি ছিলেন مِنْ عِبَادِنَا الْمُؤْمِنِينَ আমার ঈমানদার বান্দাগণের অন্যতম ।

১১২. وَبَشَّرْنَاهُ আর আমি তাঁকে সুসংবাদ প্রদান করলাম بِإِسْحَاقَ ইসহাক সম্বন্ধে نَبِيًّا যে তিনি নবী مِنَ الصَّالِحِينَ (এবং) সৎকর্মশীলদের অন্তর্ভুক্ত হবেন ।

১১৩. وَبَارَكْنَا আর আমি বরকতসমূহ নাজিল করেছি عَلَيْهِ وَعَلَىٰ إِسْحَاقَ ইবরাহীম ও ইসহাকের প্রতি وَمِنْ ذُرِّيَّتِهِمَا এবং তাঁদের উভয়ের বংশে مُحْسِنٌ এমন কতক নেক লোক লোকও রয়েছে وَظَالِمٌ لِنَفْسِهِ مُبِينٌ এবং কতক এমনও রয়েছে যারা প্রকাশ্যরূপে নিজেদের ক্ষতি সাধন করছে।

১১৪. وَلَقَدْ مَنَنَّا আর আমি অনুগ্রহ করেছি عَلَىٰ مُوسَىٰ وَهَارُونَ মূসা ও হারূনের প্রতি।

১১৫. وَنَجَّيْنَاهُمَا এবং আমি তাঁদের উভয়কে উদ্ধার করেছি وَقَوْمَهُمَا এবং তাঁদের সম্প্রদায়কে مِنَ الْكَرْبِ الْعَظِيمِ মহাসংকট হতে।

১১৬. وَنَصَرْنَاهُمْ আর আমি তাদের সকলকে সাহায্য করেছি فَكَانُوا هُمُ الْغَالِبِينَ সুতরাং তারাই বিজয়ী হলেন।

https://e-ilm.weebly.com/

১১৭. আর আমি তাঁদের উভয়কে সুস্পষ্ট কিতাব (তাওরাত) প্রদান করেছি।	وَاٰتَيْنٰهُمَا الْكِتٰبَ الْمُسْتَبِيْنَ ۚ ﴿١١٧﴾
১১৮. এবং আমি তাঁদের উভয়কে সরল পথে প্রতিষ্ঠিত রেখেছি,	وَهَدَيْنٰهُمَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيْمَ ۚ ﴿١١٨﴾
১১৯. এবং আমি তাঁদের জন্য পশ্চাতে আগমনকারীদের মধ্যে এ বাক্য থাকতে দিয়েছি যে,	وَتَرَكْنَا عَلَيْهِمَا فِى الْاٰخِرِيْنَ ۙ ﴿١١٩﴾
১২০. মূসা ও হারূনের প্রতি সালাম হোক।	سَلٰمٌ عَلٰى مُوْسٰى وَهٰرُوْنَ ﴿١٢٠﴾
১২১. আমি বিশিষ্টদেরকে এরূপ প্রতিদান দিয়ে থাকি।	اِنَّا كَذٰلِكَ نَجْزِى الْمُحْسِنِيْنَ ﴿١٢١﴾
১২২. নিঃসন্দেহে তাঁরা উভয়ে আমার ঈমানদার বান্দাগণের অন্যতম ছিলেন।	اِنَّهُمَا مِنْ عِبَادِنَا الْمُؤْمِنِيْنَ ﴿١٢٢﴾
১২৩. এবং ইলইয়াসও রাসূলগণের অন্তর্ভুক্ত ছিলেন।	وَاِنَّ اِلْيَاسَ لَمِنَ الْمُرْسَلِيْنَ ۗ ﴿١٢٣﴾
১২৪. যখন তিনি স্বীয় সম্প্রদায়কে বললেন, তোমরা আল্লাহকে ভয় করো না?	اِذْ قَالَ لِقَوْمِهٖۤ اَلَا تَتَّقُوْنَ ﴿١٢٤﴾
১২৫. তোমরা কি বা'আল (মূর্তি)-কে পূজা করছ, আর তাঁকে পরিত্যাগ করছ যিনি সর্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ স্রষ্টা?	اَتَدْعُوْنَ بَعْلًا وَّتَذَرُوْنَ اَحْسَنَ الْخٰلِقِيْنَ ۙ ﴿١٢٥﴾
১২৬. আল্লাহকে, যিনি তোমাদের প্রতিপালক এবং তোমাদের প্রাক্তন পূর্বপুরুষদেরও প্রতিপালক।	اللّٰهَ رَبَّكُمْ وَرَبَّ اٰبَآئِكُمُ الْاَوَّلِيْنَ ﴿١٢٦﴾

শাব্দিক অনুবাদ :

১১৭. وَاٰتَيْنٰهُمَا আর আমি তাঁদের উভয়কে প্রদান করেছি الْكِتٰبَ الْمُسْتَبِيْنَ সুস্পষ্ট কিতাব [তাওরাত]

১১৮. وَهَدَيْنٰهُمَا এবং তাঁদের উভয়কে প্রতিষ্ঠিত রেখেছি الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيْمَ সরল পথে।

১১৯. وَتَرَكْنَا عَلَيْهِمَا এবং আমি তাঁদের জন্য এ বাক্য থাকতে দিয়েছি فِى الْاٰخِرِيْنَ পশ্চাতে আগমনকারীদের মধ্যে।

১২০. سَلٰمٌ সালাম হোক عَلٰى مُوْسٰى وَهٰرُوْنَ মূসা ও হারূনের প্রতি।

১২১. اِنَّا كَذٰلِكَ আমি এরূপ نَجْزِى প্রতিদান দিয়ে থাকি الْمُحْسِنِيْنَ বিশিষ্টদেরকে।

১২২. اِنَّهُمَا নিঃসন্দেহে তাঁরা উভয়ে مِنْ عِبَادِنَا الْمُؤْمِنِيْنَ আমার ঈমানদার বান্দাগণের অন্যতম ছিলেন।

১২৩. وَاِنَّ اِلْيَاسَ এবং ইলয়াসও لَمِنَ الْمُرْسَلِيْنَ রাসূলগণের অন্তর্ভুক্ত ছিলেন।

১২৪. اِذْ قَالَ لِقَوْمِهٖ যখন তিনি স্বীয় সম্প্রদায়কে বললেন اَلَا تَتَّقُوْنَ তোমরা আল্লাহকে ভয় করো না?

১২৫. اَتَدْعُوْنَ بَعْلًا তোমরা কি বা'আল (মূর্তি) কে পূজা করছ وَّتَذَرُوْنَ আর তাঁকে পরিত্যাগ করছ اَحْسَنَ الْخٰلِقِيْنَ যিনি সর্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ স্রষ্টা।

১২৬. اللّٰهَ رَبَّكُمْ আল্লাহকে, যিনি তোমাদের প্রতিপালক وَرَبَّ اٰبَآئِكُمُ الْاَوَّلِيْنَ এবং তোমাদের প্রাক্তন পূর্বপুরুষদেরও প্রতিপালক।

https://e-ilm.weebly.com/

১২৭. অবশেষে তারা তাঁকে মিথ্যা প্রতিপাদন করল, অতএব, তাদেরকে অবশ্যই [শাস্তির জন্য] উপস্থিত করা হবে,	فَكَذَّبُوْهُ فَاِنَّهُمْ لَمُحْضَرُوْنَ ﴿١٢٧﴾
১২৮. কিন্তু যারা আল্লাহর বিশিষ্ট বান্দা [তারা পুরস্কৃত হবে]।	اِلَّا عِبَادَ اللّٰهِ الْمُخْلَصِيْنَ ﴿١٢٨﴾
১২৯. আর আমি ইলইয়াসের জন্য পশ্চাতে আগমনকারীদের মধ্যে এ বাক্য থাকতে দিয়েছি যে,	وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ فِي الْاٰخِرِيْنَ ﴿١٢٩﴾
১৩০. ইলইয়াসের প্রতি সালাম হোক।	سَلٰمٌ عَلٰٓى اِلْ يَاسِيْنَ ﴿١٣٠﴾
১৩১. আমি বিশিষ্টদেরকে এরূপই পুরস্কার প্রদান করে থাকি।	اِنَّا كَذٰلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِيْنَ ﴿١٣١﴾
১৩২. নিঃসন্দেহে তিনি আমার ঈমানদার বান্দাগণের অন্তর্ভুক্ত ছিলেন।	اِنَّهٗ مِنْ عِبَادِنَا الْمُؤْمِنِيْنَ ﴿١٣٢﴾
১৩৩. এবং নিঃসন্দেহে লূত রাসূলগণের অন্তর্ভুক্ত ছিলেন;	وَاِنَّ لُوْطًا لَّمِنَ الْمُرْسَلِيْنَ ﴿١٣٣﴾

শাব্দিক অনুবাদ :

১২৭. فَكَذَّبُوْهُ অবশেষে তারা তাঁকে মিথ্যা প্রতিপাদন করল فَاِنَّهُمْ لَمُحْضَرُوْنَ অতএব তাদেরকে অবশ্যই (শাস্তির জন্য) উপস্থিত করা হবে।

১২৮. اِلَّا কিন্তু عِبَادَ اللّٰهِ الْمُخْلَصِيْنَ যারা আল্লাহর বিশিষ্ট বান্দা।

১২৯. وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ আর আমি ইলইয়াসের জন্য এ বাক্য থাকতে দিয়েছি যে فِي الْاٰخِرِيْنَ পশ্চাতে আগমনকারীদের মধ্যে।

১৩০. سَلٰمٌ সালাম হোক عَلٰٓى اِلْ يَاسِيْنَ ইলইয়াসের প্রতি।

১৩১. اِنَّا كَذٰلِكَ আমি এরূপই نَجْزِي পুরস্কার প্রদান করে থাকি الْمُحْسِنِيْنَ বিশিষ্টদেরকে।

১৩২. اِنَّهٗ নিঃসন্দেহে তিনি ছিলেন مِنْ عِبَادِنَا الْمُؤْمِنِيْنَ আমার ঈমানদার বান্দাগণের অন্তর্ভুক্ত।

১৩৩. وَاِنَّ لُوْطًا এবং নিঃসন্দেহে লূত ছিলেন لَمِنَ الْمُرْسَلِيْنَ রাসূলগণের অন্তর্ভুক্ত।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

وَمِنْ ذُرِّيَّتِهِمَا مُحْسِنٌ وَّظَالِمٌ لِّنَفْسِهٖ مُبِيْنٌ : (তাদের উভয়ের বংশধরদের মধ্যে কিছু সৎকর্মী এবং কিছু নিজেদের প্রকাশ্য ক্ষতি সাধনে লিপ্ত।) এ আয়াতের মাধ্যমে ইহুদিদের এই মিথ্যা ধারণা খণ্ডন করা হয়েছে যে, পয়গাম্বরগণের বংশধর হওয়াই মানুষের শ্রেষ্ঠত্ব ও মুক্তির জন্য যথেষ্ট। আলোচ্য আয়াত পরিষ্কার ভাবে ব্যক্ত করেছে যে, কোনো সৎলোকের সাথে বংশগত সম্পর্ক থাকা মুক্তির জন্য যথেষ্ট নয়; বরং এটা মানুষের নিজের বিশ্বাসও কর্মের উপর ভিত্তিশীল।

১১৪-১২২ আয়াতসমূহে তৃতীয় ঘটনা হযরত মূসা ও হারূন (আ.) সম্পর্কিত। এ ঘটনা ইতঃপূর্বে কয়েক জায়গায় বিস্তারিত বর্ণিত হয়েছে। এখানে বর্ণিত সেসব ঘটনার দিকে ইঙ্গিত করা হয়েছে মাত্র। এখানে ঘটনাটি উল্লেখ করার আসল উদ্দেশ্য একথা ব্যক্ত করা যে, আল্লাহ তা'আলা তাঁর খাঁটি ও অনুগত বান্দাদেরকে কিভাবে সাহায্য করেন এবং তাদেরকে কি কি নিয়ামত দ্বারা ভূষিত করেন। সেমতে এখানে আল্লাহ তা'আলা হযরত মূসা ও হারূন (আ.)-এর প্রতি নিয়ামতসমূহের

https://e-ilm.weebly.com/

আলোচনা করেছেন। আল্লাহর নিয়ামতসমূহ দুধরনের হয়ে থাকে।-(এক) ধনাত্মক নিয়ামত। অর্থাৎ উপকারী وَلَقَدْ مَنَنَّا عَلٰى مُوْسٰى وَهٰرُوْنَ -আয়াতে এধরনের নিয়ামতের দিকে ইঙ্গিত রয়েছে। (দুই) ঋণাত্মক নিয়ামত। অর্থাৎ ক্ষতি থেকে বাঁচিয়ে রাখার নিয়ামত। পরবর্তী নিয়ামতসমূহে এ ধরনের নিয়ামতেরই বিবরণ দেওয়া হয়েছে।

হযরত ইলিয়াস (আ.) : ১২৩ -১৩২ আয়াতসমূহে চতুর্থ ঘটনা তথা হযরত ইলিয়াস (আ.)-এর ঘটনা বর্ণনা করা হয়েছে। আয়াত সমূহের তাফসীরের পূর্বে হযরত ইলিয়াস (আ.) সম্পর্কে কতিপয় জ্ঞাতব্য বিষয় নিম্নে উল্লেখ করা হলো : কুরআন পাকে মাত্র দু'জায়গায় হযরত ইলিয়াস (আ.)-এর আলোচনা দেখা যায়-সূরা আন'আমে ও সূরা সাফফাতের আলোচ্য আয়াতসমূহে। সূরা আন'আমে কেবল পয়গম্বরগণের তালিকায় তাঁর নাম উল্লেখ করা হয়েছে, কিন্তু কোনো ঘটনা বর্ণনা করা হয়নি। তবে এখানে খুবই সংক্ষেপে তাঁর দাওয়াত ও প্রচারের বিষয় বর্ণনা করা হয়েছে।

যেহেতু কুরআন পাকে হযরত ইলিয়াস (আ.) এর জীবনালেখ্য বিস্তারিত উল্লেখ করা হয়নি এবং নির্ভরযোগ্য হাদীসেও তা নেই, তাই তাঁর সম্পর্কে তাফসীরের কিতাবাদিতে যেসব বিভিন্ন উক্তি ও বিচ্ছিন্ন রেওয়ায়েত পাওয়া যায়, এগুলোর অধিকাংশই ইসরাঈলী রেওয়ায়েত থেকে গৃহীত।

অল্প সংখ্যক তাফসীরবিদের বক্তব্য এই যে, ইলিয়াস হযরত ইদরীস (আ.)-এরই অপর নাম, এই দু'ব্যক্তির মধ্যে কোনো পার্থক্য নেই। কেউ কেউ আরও বলেন যে, হযরত ইলিয়াস (আ.)ও হযরত খিযির (আ.) অভিন্ন এবং একই ব্যক্তি। (দুররে মানসূর) কিন্তু অনুসন্ধানবিদগণ দু'টি উক্তিই খণ্ডন করেছেন। কুরআন পাকও হযরত ইদরীস এবং হযরত ইলিয়াস (আ.) এর আলোচনা এমন পৃথক পৃথকভাবে করেছে যে, উভয়কে একই ব্যক্তি সাব্যস্ত করার কোনো অবকাশ দেখা যায় না। তাই ইবনে কাছীর তাঁর ইতিহাস গ্রন্থে বলেন যে, তাঁরা যে আলাদা আলাদা রাসূল, এটাই সহীহ। (আল-বেদায়া ওয়ান নেহায়া)।

নবুয়ত লাভের সময়কাল ও স্থান : হযরত ইলিয়াস (আ.) কখন এবং কোথায় প্রেরিত হয়েছিলেন, কুরআন ও হাদীস থেকে তাও জানা যায় না। কিন্তু ঐতিহাসিক রেওয়ায়েত এ বিষয়ে প্রায় একমত যে, তিনি হযরত হিযকীল (আ.)-এর পর এবং হযরত আল্ইয়াস' (আ.) -এর পূর্বে বনী ইসরাঈলের প্রতি প্রেরিত হয়েছিলেন। এ সময়ে হযরত সোলায়মান (আ.)-এর স্থলাভিষিক্ত ব্যক্তির অপকর্মের কারণে বনী ইসরাঈলের সাম্রাজ্য দু'ভাগে বিভক্ত হয়ে পড়েছিল। এক অংশকে 'ইয়াহুদাহ্' অথবা 'ইয়াহুদিয়্যাহ' বলা হতো। এর রাজধানী ছিল বায়তুল-মোকাদ্দাসে অবস্থিত। আর অপর অংশের নাম ছিল ইসরাঈল। এর রাজধানী তৎকালীন সামেরাহ এবং বর্তমান নাবলূসে অবস্থিত ছিল। হযরত ইলিয়াস (আ.) জর্দানে 'জলআদ' নামক স্থানে জন্মগ্রহণ করেছিলেন। তখনকার ইসরাঈলের শাসনকার্তার নাম বাইবেলে আখিয়াব এবং আরবি ইতিহাসে 'আজিব' অথবা 'আখিব' বলে উল্লিখিত রয়েছে। তার স্ত্রী ঈযবিল 'বা'আল' নামক এক দেবমূর্তির পূজা করত। সে ইসরাঈলে বা'আলের নামে এক সুবিশাল বধ্যভূমি নির্মাণ করে বনী ইসরাঈলকে মূর্তি পূজায় আকৃষ্ট করেছিল। হযরত ইলিয়াস (আ.) আল্লাহ তা'আলার পক্ষ থেকে এ ভূখণ্ডে তাওহীদ প্রচার করার এবং ইসরাঈলকে মূর্তি পূজা থেকে বিরত রাখার নির্দেশ লাভ করেন। -[তাফসীরে ইবনে জারীর, ইবনে কাছীর, মাযহারী, বাইবেলের কিতাবে সালাতীন]।

সম্প্রদায়ের সাথে সংঘর্ষ : অন্যান্য পয়গম্বরগণকেও নিজ নিজ সম্প্রদ্রায়ের সাথে গুরুতর সংঘর্ষের সম্মুখীন হতে হয়েছে, হযরত ইলিয়াস (আ.) -এর বেলায়ও তার ব্যতিক্রম ঘটেনি। তবে কুরআন পাকে এসব সংঘর্ষের বিস্তারিত বিবরণ দানের পরিবর্তে কেবল এর শিক্ষা ও উপদেশমূলক অংশটি বিবৃত হয়েছে যে, তাঁর সম্প্রদ্রায় তাঁকে মিথ্যাবাদী সাব্যস্ত করল এবং কয়েকজন নিষ্ঠাবান লোক ছাড়া কেউ তাঁর দাওয়াত গ্রহণ করল না। ফলে পরকালে তাদেরকে ভয়াবহ পরিণতির সম্মুখীন হতে হবে।

কোনো কোনো তাফসীরবিদ এখানে এ সংঘর্ষের বিস্তারিত অবস্থা বর্ণনা করেছেন। প্রচলিত তাফসীরসমূহের মধ্যে তাফসীরে মাযহারীতে আল্লামা বগভীর বরাত দিয়ে হযরত ইলিয়াস (আ.) সম্বন্ধে সবিস্তার আলোচনা করা হয়েছে। এতে উল্লিখিত ঘটনাবলির প্রায় সবটুকুই বাইবেল থেকে গৃহীত। অন্যান্য তাফসীরেও এসব ঘটনার কিছু অংশ ওয়াহাব ইবনে মুনাব্বেহ, কা'বে আহবার প্রমুখের বরাত সহকারে বর্ণিত হয়েছে, তাদের অধিকাংশই ইসরাঈলী রেওয়ায়েত বর্ণনা করেছেন।

এ সমস্ত রেওয়ায়েতের অভিন্ন সার-সংক্ষেপ এই যে, হযরত ইলিয়াস (আ.) ইসরাঈলীদের শাসনকর্তা আখিয়াব ও তার প্রজাবৃন্দকে বা'আল দেবমূর্তির পূজা করতে নিষেধ করলেন এবং তাওহীদের দাওয়াত দিলেন কিন্তু দু'একজন সত্যপন্থি ছাড়া কেউ তাঁর কথায় কর্ণপাত করল না ; বরং তাঁকে নানাভাবে উত্ত্যক্ত করার চেষ্টা করল। এমনকি, বাদশাহ আখিয়াব ও রাণী ইযবিল তাকে হত্যা করার পরিকল্পনা তৈরি করল। ফলে তিনি সুদূর এক গুহায় আশ্রয় নিলেন এবং দীর্ঘকাল পর্যন্ত সেখানেই অবস্থান করলেন। অতঃপর তিনি দোয়া করলেন যেন ইসরাঈলের অধিবাসীরা দুর্ভিক্ষের শিকার হয়। তাতে করে

https://e-ilm.weebly.com/

দুর্ভিক্ষ দূর করার জন্য যদি তিনি তাদেরকে মু'জিযা প্রদর্শন করেন, তাহলে হয়তো তারা আল্লাহর প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করবে। এই দোয়ার ফলে ইসরাঈলে ভীষণ দুর্ভিক্ষ দেখা দিল।

এরপর হযরত ইলিয়াস (আ.) আল্লাহর আদেশে সম্রাট আখিয়াবের সাথে সাক্ষাৎ করে বললেন, এই দুর্ভিক্ষের কারণ আল্লাহর নাফরমানি। তোমরা এখনো নাফরমানি থেকে বিরত হলে এ আজাব দূর হতে পারে। আমার সত্যতা পরীক্ষা করারও এটা সুবর্ণ সুযোগ। তুমি বলে থাক যে, ইসরাঈল সাম্রাজ্যে তোমাদের উপাস্য বা'আল দেবতার সাড়ে চারশ' নবী আছে। তুমি একদিন তাদের সবাইকে আমার সামনে উপস্থিত কর। তারা বা'আল-এর নামে কুরবানি পেশ করুক আর আমি আল্লাহর নামে কুরবানি পেশ করব। যার কুরবানি আকাশ থেকে অগ্নিবিদ্যুৎ এসে ভস্ম কর দিবে, তার ধর্মই সত্য বলে সাব্যস্ত হবে। সবাই এ প্রস্তাব সানন্দে মেনে নিল।

সেমতে 'কোহে করমল' নামক স্থানে উভয় পক্ষের সমাবেশ হলো। বা'আল দেবতার মিথ্যা নবীরা তাদের কুরবানি পেশ করল। সকাল থেকে দুপুর পর্যন্ত বা'আলের উদ্দেশ্যে অনুনয়-বিনয় সহকারে প্রার্থনা করল, কিন্তু কোনো সাড়া পাওয়া গেল না। অতঃপর হযরত ইলিয়াস (আ.) কুরবানি পেশ করলে আকাশ থেকে অগ্নিবিদ্যুৎ এসে ভস্ম করে দিল। এ দৃশ্য দেখে অনেকেই সেজদায় পড়ে গেল। তাদের সামনে সত্য প্রস্ফুটিত হয়ে উঠল। কিন্তু বা'আল দেবের মিথ্যা নবীরা এর পরেও সত্য গ্রহণ করল না, ফলে হযরত ইলিয়াস (আ.) তাদেরকে কায়শুন উপত্যকায় হত্যা করিয়ে দিলেন।

এই ঘটনার পর মুষলধারে বৃষ্টি হলো এবং সম্পূর্ণ ভূখণ্ড ধুয়ে মুছে সাফ হয়ে গেল। কিন্তু আখিয়াবের পত্নী ঈযবিলের তাতেও চক্ষু খুলল না। সে বিশ্বাস স্থাপনের পরিবর্তে উল্টা হযরত ইলিয়াস (আ.) এর শত্রু হয়ে গেল এবং তাকে হত্যা করার প্রস্তুতি শুরু করল। হযরত ইলিয়াস (আ.) খবর পেয়ে পুনরায় সামেরাহ থেকে আত্মগোপন করলেন এবং কিছু দিন পর বনী-ইসরাঈলের অপর রাষ্ট্র ইয়াহুদিয়াহ পৌঁছে দ্বীনের তাবলীগ আরম্ভ করলেন। কারণ সেখানেও আস্তে আস্তে বা'আল পূজার আধিপত্য ছড়িয়ে পড়েছিল। সেখানকার সম্রাট ইহুরামও হযরত ইলিয়াস (আ.) -এর কথা শুনল না। অবশেষে হযরত ইলিয়াস (আ.)-এর ভবিষ্যদ্বাবাণী অনুযায়ী সেও ধ্বংসপ্রাপ্ত হলো। কয়েক বছর পর তিনি আবার ইসরাঈলে ফিরে এলেন এবং আখিয়াব ও তদীয় পুত্র আখযিয়াকে সত্য পথে আনার চেষ্টা করলেন। কিন্তু তারা পূর্ববৎ কুকর্মেই লিপ্ত রইল। অবশেষে তাদেরকে বৈদেশিক আক্রমণ ও মারাত্মক ব্যাধির শিকার করে দেওয়া হলো। অতঃপর আল্লাহ তা'আলা তার পয়গম্বরকে তুলে নিলেন।

হযরত ইলিয়াস (আ.) জীবিত আছেন কি? ইতিহাসবিদ ও তাফসীরবিদদের মধ্যে এখানে এ বিষয়টিও আলোচিত হয়েছে যে, হযরত ইলিয়াস (আ.) জীবিত আছেন, না মৃত্যুবরণ করেছেন? তাফসীরে মাযহারীতে বগভীর বরাত দিয়ে বর্ণিত দীর্ঘ রেওয়ায়েতে বলা হয়েছে যে, হযরত ইলিয়াস (আ.) -কে অগ্নিঅশ্বে সওয়ার করিয়ে আকাশে তুলে নেওয়া হয় এবং তিনি হযরত ঈসা (আ.)-এর মতোই জীবিত রয়েছেন। আল্লামা সুয়ূতী ও ইবনে আসাকির হাকেম প্রমুখের বরাত দিয়ে একাধিক রেওয়ায়েত বর্ণনা করেছেন যাতে প্রতীয়মান হয় যে, তিনি জীবিত আছেন। কা'বে আহবার বর্ণনা করেন যে, চারজন পয়গম্বর এখনো জীবিত আছেন। হযরত খিযির (আ.)-ও হযরত ইলিয়াস (আ.) -এ দু'জন পৃথিবীতে জীবিত আছেন এবং হযরত ঈসা (আ.) ও হযরত ইদরীস (আ.)–এ দু'জন আকাশে জীবিত আছেন। (দুররে মানছূর) এমনকি, কেউ কেউ এমনও বলেছেন যে, হযরত খিযির (আ.) ও হযরত ইলিয়াস (আ.) প্রতি বছর রমজান মাসে বায়তুল -মোকাদ্দাসে একত্রিত হন এবং রোজা রাখেন।-(কুরতুবী)

কিন্তু হাকেম ও ইবনে কাছীরের মতো অনুসন্ধানবিদ আলেমগণ এসব রেওয়ায়েতকে বিশুদ্ধ মনে করেননি।

তারা এ ধরনের রেওয়ায়েত সম্পর্কে বলেন :

وَهُوَ مِنَ الْاِسْرَائِيْلِيَّاتِ الَّتِىْ لَا تُصَدَّقُ وَلَا تُكَذَّبُ بَلِ الظَّاهِرُ اَنَّ صِحَّتَهَا بَعِيْدَةٌ

এগুলো ইসরাঈলী রেওয়ায়েত, যেগুলোকে সত্য বা মিথ্যা কিছুই বলা যায় না। এগুলোর সত্যতা সুদূর পরাহত।
–(আলবিদায়া ওয়ান্নিহায়া)

তাঁরা আরো বলেন : ইবনে আসাকির এমন লোকদেরও একাধিক রেওয়ায়েত উদ্ধৃত করেছেন, যারা হযরত ইলিয়াস (আ.)-এর সাক্ষাৎ পেয়েছেন। কিন্তু এগুলো কোনোটিই সন্তোষজনক নয়; দুর্বল সনদের কারণে অথবা ঘটনার সাথে যাদেরকে জড়িত করা হয়েছে, তাদের অপরিচিতির কারণে। –(আলবিদায়া ওয়ান্নিহায়া)

হযরত ইলিয়াস (আ.)-এর আকাশে উত্থিত হওয়ার মতবাদ যে ইসরাঈলী রেওয়ায়েত থেকে গৃহীত হয়েছে বাহ্যত তাই ঠিক। বাইবেলে আছে :

https://e-ilm.weebly.com/

"আর তাঁরা সামনের দিকে এগুচ্ছিল এবং কথা বলছিল- দেখ, একটি আগ্নেয় বথ ও আগ্নেয় ঘোড়া তাদের দু'জনকে পৃথক করে দিলে এবং ইলিয়াহ ঘূর্ণি হাওয়ায় আকাশে চলে গেল।" -(সালাতীন ২ : ১১)

এ কারণেই ইহুদিদের মধ্যে এ বিশ্বাস দানা বেঁধে উঠেছিল যে, হযরত ইলিয়াস (আ.) পুনরায় পৃথিবীতে আগমন করবেন। কাজেই হযরত ইয়াহইয়া (আ.) পয়গম্বররূপে প্রেরিত হলে তারা তাঁকে ইলিয়াস বলে সন্দেহ করে। ইয়ুহান্নার ইঞ্জিলে আছে :

"তারা তাঁকে জিজ্ঞেস করল, তুমি কে? তুমি ইলিয়াহ? সে বলল : না, আমি নই।" -(ইয়ুহান্না- ১ : ২১)

মনে হয়, কা'বে আহবার, ওয়াহাব ইবনে মুনাব্বিহ্ এবং অন্যান্য কতিপয় আলেম যাঁরা আহলে-কিতাবদের ধর্মশাস্ত্র বিষয়ে পণ্ডিত ছিলেন তারাই এসব রেওয়ায়েত মুসলমানদের কাছে বর্ণনা করে থাকবেন। ফলে হযরত ইলিয়াস (আ.)-এর অদ্যাবধি জীবিত থাকার মতবাদ কিছু সংখ্যক মুসলমানের মধ্যেও প্রসার লাভ করে। নতুবা ইলিয়াস (আ.)-এর জীবিত অথবা আকাশে উত্থিত হওয়ার পক্ষে কুরআন ও হাদীসের কোনো প্রমাণ নেই। মুস্তাদরাকে হাকেমে একটি মাত্র রেওয়ায়েত পাওয়া যায়, যাতে বলা হয়েছে যে, তাবুক গমনের পথে ইলিয়াস (আ.)-এর সাথে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সাক্ষাৎ ঘটেছিল। কিন্তু হাদীসবিদদের বর্ণনা অনুযায়ী এ রেওয়ায়েতটি বানোয়াট। হাফেজ যাহাবী বলেন :

بَلْ هُوَ مَوْضُوْعٌ قَبَّحَ اللّٰهُ مَنْ وَضَعَهُ وَمَا كُنْتُ اَحْسِبُ وَلَا اَجُوْزُ اَنَّ الْجَهْلَ يَبْلُغُ بِالْحَاكِمِ اِلٰى اَنْ يُصَحِّحَ هٰذَا

("বরং এ হাদীসটি মওযু। যে ব্যক্তি এই মিথ্যা হাদীস তৈরি করেছে, আল্লাহ্ তার মন্দ করুন। ইতঃপূর্বে আমার কল্পনায়ও ছিল না যে, ইমাম হাকিমের অজ্ঞতা এতদূর পৌঁছে যাবে এবং তিনি এই হাদীসকে সহীহ্ বলে দিবেন।") -(দুররে মানছূর)

সারকথা, হযরত ইলিয়াস (আ.) -এর জীবিত থাকার বিষয়টি কোনো নির্ভরযোগ্য ইসলামি রেওয়ায়েত দ্বারা প্রামাণ্য নয়। সুতরাং এ ব্যাপারে নীরব থাকাই উত্তম পথ। ইসরাঈলী রেওয়ায়েত সম্পর্কে রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর শিক্ষা এই যে, "এগুলোকে সত্যও বলবে না এবং মিথ্যাও বলবে না।" হযরত ইলিয়াস (আ.)-এর ব্যাপারে এ শিক্ষা গ্রহণ করাই উচিত। কেননা কুরআনের তাফসীর এবং শিক্ষা ও উপদেশের লক্ষ্য এগুলো ছাড়া ও পূর্ণরূপে অর্জিত হতে পারে। আয়াত সমূহের তাফসীর লক্ষণীয়।

اَتَدْعُوْنَ بَعْلًا (তোমরা কি বা'আল দেবতার পূজা কর?) 'বা'আল' -এর আভিধানিক অর্থ স্বামী, মালিক ইত্যাদি। কিন্তু এটা হযরত ইলিয়াস (আ.)-এর সম্প্রদায়ের উপাস্য দেবমূর্তির নাম ছিল। বা'আল পূজার ইতিহাস খুবই প্রাচীন। হযরত মূসা (আ.)-এর জমানায় সিরিয়া অঞ্চলে এর পূজা হতো এবং এটা ছিল তাদের সর্বাধিক জনপ্রিয় দেবতা। সিরিয়ার প্রসিদ্ধ শহর-বা'আলবাক্কাকেও এ দেবতার নামেই নমকরণ করা হয়েছে। কারো কারো ধারণা যে, আরবদের প্রসিদ্ধ দেবমূর্তি হুবালও এই বা'আলেরই অপর নাম।-[কাসাসুল-কুরআন]

وَتَذَرُوْنَ اَحْسَنَ الْخَالِقِيْنَ (এবং সর্বোত্তম স্রষ্টাকে পরিত্যাগ করেছ?) এখানে উদ্দেশ্য আল্লাহ তা'আলা। "সর্বোত্তম স্রষ্টা"-এর অর্থ এরূপ নয় যে, অন্য কোনো স্রষ্টা হতে পারে ; উদ্দেশ্য এই যে, যে সমস্ত মিথ্যা উপাস্যকে তোমরা স্রষ্টা বলে সাব্যস্ত করে রেখেছ, তিনি তাদের সবার তুলনায় অনেক উচ্চ মর্যাদাশীল।-[কুরতুবী] কোনো কোনো তাফসীরবিদ বলেন : এখানে خَالِقٌ শব্দটি صَانِعٌ (নির্মাতা) অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। অর্থাৎ তিনি সমস্ত নির্মাতার সেরা ও উত্তম নির্মাতা। কেননা অন্যান্য নির্মাতারা কেবল বিভিন্ন অংশকে সংযুক্ত করে কোনো বস্তু তৈরি করে। কোনো বস্তুকে নাস্তি থেকে অস্তিত্বে আনয়ন করা তাদের ক্ষমতার বাইরে। পক্ষান্তরে আল্লাহ তা'আলা অস্তিত্বহীন বস্তুকে অস্তিত্ব দান করার নিজস্বভাবেই ক্ষমতা রাখেন।-[বয়ানুল-কুরআন]

আল্লাহ তা'আলা ব্যতীত অন্য কারো সাথে সৃষ্টিগুণকে সম্পৃক্ত করা জায়েজ নয় : এখানে স্মর্তব্য যে, خَلْق শব্দের অর্থ সৃষ্টি করা। অর্থাৎ কোনো বস্তুকে নাস্তি থেকে নিজস্ব অস্তিত্বে আনয়ন করা। তাই এটা আল্লাহ তা'আলার বিশেষ গুণ। অন্য কারো সাথে এ গুণের সংযুক্তি জায়েজ নয়। আমাদের যুগে প্রচলিত রীতি রয়েছে যে, লেখকদের রচনা, কবিদের কবিতা এবং চিত্র শিল্পীদের চিত্রকর্মকে তাদের সৃষ্টি বলে দেওয়া হয়। এটা মোটেই বৈধ নয়। স্রষ্টা আল্লাহ ব্যতীত আর কেউ হতে পারে না। তাই লেখকদের লেখাকে চিন্তার ফসল অথবা রচনা ইত্যাদি বলাই উচিত-সৃষ্টি নয়।

فَكَذَّبُوْهُ فَاِنَّهُمْ لَمُحْضَرُوْنَ -(অতঃপর তারা তাঁকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করল। ফলে তাদেরকে গ্রেফতার করা হবে।) উদ্দেশ্য এই যে, আল্লাহর সত্য রাসূলের প্রতি মিথ্যারোপ করার মজা তাদেরকে আস্বাদন করতে হবে। এর অর্থ পরকালের আজাব এবং দুনিয়ায় অশুভ পরিণতি- উভয়ই হতে পারে। পূর্বে বর্ণিত হয়েছে যে, হযরত ইলিয়াস (আ.)-কে মিথ্যা প্রতিপন্ন করার পরিণতিতে ইয়াহুদাহ ও ইসরাঈল উভয় সাম্রাজ্যই বিপর্যয়ের সম্মুখীন হয়েছিল। এর বিশদ বিবরণ তাফসীরে মাযহারীতে এবং বাইবেলে পাওয়া যাবে।

https://e-ilm.weebly.com/

إِلَّا عِبَادَ اللّٰهِ الْمُخْلَصِيْنَ -এখানে مُخْلَصِيْنَ শব্দের লাম-এর উপর 'যবর' রয়েছে। এর অর্থ হলো এমন লোক যাদেরকে নিখাদ করা হয়েছে। অর্থাৎ আল্লাহ্ তা'আলা যাদেরকে তাঁর আনুগত্য এবং পুরস্কার ও ছওয়াবের জন্য খাঁটি করে নিয়েছেন। সুতরাং এর অনুবাদ নিষ্ঠাবান অপেক্ষা "মনোনীত" করা অধিক সমীচীন।

سَلٰمٌ عَلٰى إِلْيَاسِيْنَ "ইলিয়াসীন" ও ইলিয়াস (আ.) -এর আর এক নাম। আরবরা প্রায়ই অনারব নামের শেষে "ইয়া" ও "নূন" বর্ণ সংযুক্ত করে দেয়। যেমন, سِيْنَا বলে। এখানে তেমনি দু'টি বর্ণ সংযুক্ত করা হয়েছে।

১৩৩-১৩৮ আয়াতসমূহে পঞ্চম ঘটনা হযরত লূত (আ.)-এর উল্লেখ করা হয়েছে। এ ঘটনা পূর্বে কয়েক জায়গায় বর্ণিত হয়েছে। তাই এখানে বিস্তারিত বর্ণনার প্রয়োজন নেই। এখানে মক্কার লোকদেরকে বিশেষভাবে হুশিয়ার করা হয়েছে যে, তোমরা সিরিয়ার বাণিজ্যিক সফরে সাদ্দুমের সে এলাকা দিবারাত্রি অতিক্রম করো, যেখানে এসব দৃষ্টান্তমূলক ঘটনা সংঘটিত হয়েছিল। কিন্তু তোমরা এ থেকে কোনো শিক্ষা গ্রহণ করো না। 'সকাল' ও 'সন্ধ্যা' বিশেষভাবে উল্লেখ কারার কারণ এই যে, আরবরা সাধারণত এ সময়েই এলাকা অতিক্রম করত। কাযী আবূ সাঈদ বলেন, খুব সম্ভব সাদ্দুম এলাকাটি রাস্তার এমন মনজিলে অবস্থিত ছিল, যেখান থেকে প্রস্থানকারীরা ভোরে রওয়ানা হতো এবং আগমনকারীরা সন্ধ্যায় আগমন করত। [তাফসীরে-আবূ সউদ]

শব্দ বিশ্লেষণ :

بَشَّرْنٰهُ : সীগাহ جَمْع مُتَكَلِّم বহছ مَاضِىْ مَعْرُوْف বাব تَفْعِيْل মাসদার اَلتَّبْشِيْرُ মূলবর্ণ (ب ـ ش ـ ر) জিনস صَحِيْح অর্থ– আমি তাকে সুসংবাদ প্রদান করলাম।

بٰرَكْنَا : সীগাহ جَمْع مُتَكَلِّم বহছ مَاضِىْ مَعْرُوْف বাব مُفَاعَلَه মাসদার اَلْمُبَارَكَةُ মূলবর্ণ (ب ـ ر ـ ك) জিনস صَحِيْح অর্থ– আমি বরকত নাজিল করেছি।

مَنَنَّا : সীগাহ جَمْع مُتَكَلِّم বহছ مَاضِىْ مَعْرُوْف বাব نَصَرَ মাসদার اَلْمَنُّ মূলবর্ণ (م ـ ن ـ ن) জিনস مُضَاعَف ثُلَاثِىْ অর্থ– আমি অনুগ্রহ করেছি।

نَجَّيْنَا : সীগাহ جَمْع مُتَكَلِّم বহছ مَاضِىْ مَعْرُوْف বাব تَفْعِيْل মাসদার اَلتَّنْجِيَةُ মূলবর্ণ (ن ـ ج ـ و) জিনস نَاقِص وَاوِىْ অর্থ– আমি নাজাত দিয়েছি মুক্তি দিয়েছি।

اَلْمُسْتَبِيْنَ : সীগাহ وَاحِد مُذَكَّر বহছ اِسْم فَاعِلْ বাব اِسْتِفْعَالْ মাসদার اَلْاِسْتِبَانَةُ মূলবর্ণ (ب ـ ى ـ ن) জিনস اَجْوَف يَائِىْ অর্থ– সুস্পষ্ট।

تَتَّقُوْنَ : সীগাহ جَمْع مُذَكَّر حَاضِرْ বহছ مُضَارِعْ مَعْرُوْف বাব اِفْتِعَالْ মাসদার اَلْاِتِّقَاءُ মূলবর্ণ (و ـ ق ـ ى) জিনস لَفِيْف مَفْرُوْق অর্থ– তোমরা ভয় কর।

اَتَدْعُوْنَ : সীগাহ جَمْع مُذَكَّر حَاضِر বহছ مُضَارِعْ مَعْرُوْف বাব نَصَرَ মাসদার اَلدُّعَاءُ মূলবর্ণ (د ـ ع ـ و) জিনস نَاقِص وَاوِىْ অর্থ– তোমরা কি পূজা করছ।

تَذَرُوْنَ : সীগাহ جَمْع مُذَكَّر حَاضِر বহছ مُضَارِعْ مَعْرُوْف বাব ضَرَبَ ও سَمِعَ মাসদার اَلْوَذَرُ মূলবর্ণ (و ـ ذ ـ ر) জিনস مِثَال وَاوِىْ অর্থ– তোমরা ছেড়ে বসেছ।

اَحْسَنَ : সীগাহ وَاحِد مُذَكَّر বহছ اِسْم تَفْضِيْل বাব اِفْعَالْ মাসদার اَلْاِحْسَانُ মূলবর্ণ (ح ـ س ـ ن) জিনস صَحِيْح অর্থ– সর্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ।

لَمُحْضَرُوْنَ : সীগাহ جَمْع مُذَكَّر বহছ اِسْم مَفْعُوْل বাব نَصَرَ মাসদার اَلْحُضُوْرُ মূলবর্ণ (ح ـ ض ـ ر) জিনস صَحِيْح অর্থ–তাদেরকে অবশ্যই উপস্থিত করা হবে।

বাক্য বিশ্লেষণ :

وَبَشَّرْنٰهُ بِاِسْحٰقَ نَبِيًّا مِّنَ الصّٰلِحِيْنَ : এখানে وَاوْ হলো হরফে আতফ এবং بَشَّرْنَا ফে'ল এবং نَا হলো فَاعِلْ এবং ه যমীর হলো مَفْعُول بِه এবং بِاِسْحٰقَ হলো بَشَّرْنَا -এর সাথে مُتَعَلِّق এবং نَبِيًّا হলো اِسْحَاقَ শব্দ থেকে حَالْ এবং مِنَ الصّٰلِحِيْنَ হলো نَبِيًّا -এর সিফাত অথবা দ্বিতীয় حَالْ ।–(ই'রাবুল কুরআন ৬/২০৯)

https://e-ilm.weebly.com/

১৩৪. (সে ঘটনাটি উল্লেখযোগ্য) যখন আমি তাঁকে এবং তাঁর সংশ্লিষ্টদের সকলকেই উদ্ধার করলাম,	إِذْ نَجَّيْنَٰهُ وَأَهْلَهُۥٓ أَجْمَعِينَ ﴿١٣٤﴾
১৩৫. তাঁর সে বৃদ্ধা (স্ত্রী)-কে ব্যতীত, কেননা সে [আজাবে] নিপতিতদের মধ্যে রয়ে গেল।	إِلَّا عَجُوزًا فِى ٱلْغَٰبِرِينَ ﴿١٣٥﴾
১৩৬. অতঃপর আমি অন্য সকলকেই ধ্বংস করে ফেললাম।	ثُمَّ دَمَّرْنَا ٱلْءَاخَرِينَ ﴿١٣٦﴾
১৩৭. আর তোমরা তাদের উপর দিয়ে যাতায়াত করে থাক প্রাতঃকালে।	وَإِنَّكُمْ لَتَمُرُّونَ عَلَيْهِم مُّصْبِحِينَ ﴿١٣٧﴾
১৩৮. এবং রাত্রিকালে, তবে কি তোমরা এর পরও বুঝছ না?	وَبِٱلَّيْلِ ۚ أَفَلَا تَعْقِلُونَ ﴿١٣٨﴾
১৩৯. এবং নিঃসন্দেহে ইউনুসও রাসূলগণের অন্তর্ভুক্ত ছিলেন।	وَإِنَّ يُونُسَ لَمِنَ ٱلْمُرْسَلِينَ ﴿١٣٩﴾
১৪০. [সে সময়ও স্মরণযোগ্য] যখন তিনি [সম্প্রদায় হতে] পলায়ন করে [যাত্রী] বোঝাই নৌকার নিকট পৌঁছলেন।	إِذْ أَبَقَ إِلَى ٱلْفُلْكِ ٱلْمَشْحُونِ ﴿١٤٠﴾
১৪১. অনন্তর ইউনুসও লটারিতে শরিক হলেন, তখন তিনিই দোষী সাব্যস্ত হলেন।	فَسَاهَمَ فَكَانَ مِنَ ٱلْمُدْحَضِينَ ﴿١٤١﴾
১৪২. অতঃপর এক মৎস্য তাঁকে গিলে ফেলল এবং তিনি নিজেকে তিরস্কার করছিলেন।	فَٱلْتَقَمَهُ ٱلْحُوتُ وَهُوَ مُلِيمٌ ﴿١٤٢﴾
১৪৩. সুতরাং যদি তিনি তাসবীহ্ পাঠকারী না হতেন।	فَلَوْلَآ أَنَّهُۥ كَانَ مِنَ ٱلْمُسَبِّحِينَ ﴿١٤٣﴾
১৪৪. তবে তিনি তার উদরেই কিয়ামত দিবস পর্যন্ত অবস্থান করতেন।	لَلَبِثَ فِى بَطْنِهِۦٓ إِلَىٰ يَوْمِ يُبْعَثُونَ ﴿١٤٤﴾

শাব্দিক অনুবাদ :

১৩৪. إِذْ نَجَّيْنَٰهُ যখন আমি তাকে উদ্ধার করলাম وَأَهْلَهُۥٓ أَجْمَعِينَ এবং তাঁর সংশ্লিষ্ট সকলকেই।

১৩৫. إِلَّا عَجُوزًا তার সেই বৃদ্ধা (স্ত্রী) কে ব্যতীত فِى ٱلْغَٰبِرِينَ কেননা সে (আজাবে) নিপতিতদের মধ্যে রয়ে গেল।

১৩৬. ثُمَّ دَمَّرْنَا অতঃপর আমি ধ্বংস করে ফেললাম ٱلْءَاخَرِينَ অন্য সকলকেই।

১৩৭. وَإِنَّكُمْ আর তোমরা لَتَمُرُّونَ যাতায়াত করে থাকে عَلَيْهِم তাদের উপর দিয়ে مُّصْبِحِينَ প্রাতঃকালে।

১৩৮. وَبِٱلَّيْلِ এবং রাত্রি কালে أَفَلَا تَعْقِلُونَ তবে কি তোমরা এর পরও বুঝছ না।

১৩৯. وَإِنَّ يُونُسَ নিঃসন্দেহে ইউনুস ও لَمِنَ ٱلْمُرْسَلِينَ রাসূলগণের অন্তর্ভুক্ত ছিলেন।

১৪০. إِذْ أَبَقَ যখন তিনি (কওম হতে) পলায়ন করে إِلَى ٱلْفُلْكِ ٱلْمَشْحُونِ (যাত্রী) বোঝাই নৌকার নিকট পৌঁছলেন।

১৪১. فَسَاهَمَ অনন্তর ইউনুস ও লটারিতে শরিক হলেন فَكَانَ مِنَ ٱلْمُدْحَضِينَ তখন তিনি দোষী সাব্যস্ত হলেন।

১৪২. فَٱلْتَقَمَهُ ٱلْحُوتُ অতঃপর এক মৎস তাকে গিলে ফেলল وَهُوَ مُلِيمٌ এবং তিনি নিজেকে তিরস্কার করছিলেন।

১৪৩. فَلَوْلَآ أَنَّهُۥ كَانَ সুতরাং যদি তিনি না হতেন مِنَ ٱلْمُسَبِّحِينَ তাসবীহ পাঠকারী।

১৪৪. لَلَبِثَ তবে তিনি অবস্থান করতেন فِى بَطْنِهِۦٓ তার উদরেই إِلَىٰ يَوْمِ يُبْعَثُونَ কিয়ামত পর্যন্ত।

https://e-ilm.weebly.com/

১৪৫. অতঃপর আমি তাঁকে এক ময়দানে নিক্ষেপ করলাম, আর তখন তিনি অসুস্থ ছিলেন।	فَنَبَذْنٰهُ بِالْعَرَآءِ وَهُوَ سَقِيْمٌ ﴿١٤٥﴾
১৪৬. এবং আমি তাঁর উপরে লতাযুক্ত একটি [ছায়া] তরুও জন্মিয়ে দিয়েছিলাম।	وَاَنْۢبَتْنَا عَلَيْهِ شَجَرَةً مِّنْ يَّقْطِيْنٍ ﴿١٤٦﴾
১৪৭. আর আমি তাঁকে এক লক্ষ বা ততোধিক লোকের প্রতি রাসূলরূপে পাঠিয়েছিলাম।	وَاَرْسَلْنٰهُ اِلٰى مِائَةِ اَلْفٍ اَوْ يَزِيْدُوْنَ ﴿١٤٧﴾
১৪৮. অনন্তর তারা ঈমান এনেছিল, অতএব, আমি তাদেরকে এক নির্দিষ্ট কাল পর্যন্ত সুখ-সম্পদ দান করলাম।	فَاٰمَنُوْا فَمَتَّعْنٰهُمْ اِلٰى حِيْنٍ ﴿١٤٨﴾
১৪৯. সুতরাং জিজ্ঞাসা করুন, আল্লাহর জন্য কি কন্যাগণ, আর তাদের জন্য পুত্রগণ রয়েছে?	فَاسْتَفْتِهِمْ اَلِرَبِّكَ الْبَنَاتُ وَلَهُمُ الْبَنُوْنَ ﴿١٤٩﴾
১৫০. আচ্ছা, আমি কি ফেরেশতাগণকে নারীরূপে সৃষ্টি করেছি, আর তারা কি দেখছিল?	اَمْ خَلَقْنَا الْمَلٰٓئِكَةَ اِنَاثًا وَّهُمْ شٰهِدُوْنَ ﴿١٥٠﴾
১৫১. খুব শ্রবণ করুন, এরা নিজেদের মনগড়া কথা বলছে,	اَلَآ اِنَّهُمْ مِّنْ اِفْكِهِمْ لَيَقُوْلُوْنَ ﴿١٥١﴾
১৫২. আল্লাহ সন্তান জন্ম দিয়েছেন, আর নিঃসন্দেহে তারা মিথ্যাবাদী।	وَلَدَ اللّٰهُ ۙ وَاِنَّهُمْ لَكٰذِبُوْنَ ﴿١٥٢﴾
১৫৩. আল্লাহ কি পুত্রগণের চেয়ে কন্যাগণকে অধিক পছন্দ করেছেন?	اَصْطَفَى الْبَنَاتِ عَلَى الْبَنِيْنَ ﴿١٥٣﴾
১৫৪. তোমাদের কি হলো? তোমরা কিরূপ বিচার করছ?	مَا لَكُمْ ۟ كَيْفَ تَحْكُمُوْنَ ﴿١٥٤﴾
১৫৫. তোমরা কি চিন্তা-শক্তিকে কাজে লাগাও না?	اَفَلَا تَذَكَّرُوْنَ ﴿١٥٥﴾

শাব্দিক অনুবাদ :

১৪৫. فنبذنه অতঃপর আমি তাকে নিক্ষেপ করলাম بالعراء এক ময়দানে وهو سقيم আর তখন তিনি অসুস্থ ছিলেন।

১৪৬. وانبتنا عليه এবং আমি তার উপর জন্মিয়ে দিয়েছিলাম شجرة من يقطين লতাযুক্ত একটি (ছায়া) তরুও।

১৪৭. وارسلنه আর আমি তাকে রাসূলরূপে পাঠিয়ে দিলাম الى مائة الف এক লক্ষ او يزيدون বা ততোধিক লোকের প্রতি।

১৪৮. فامنوا অনন্তর তারা ঈমান এনেছিল فمتعنهم অতএব আমি তাদেরকে সুখ-সম্পদ দান করলাম الى حين এক নির্দিষ্টকাল পর্যন্ত।

১৪৯. فاستفتهم সুতরাং জিজ্ঞাসা করুন الربك البنات আল্লাহর জন্য কি কন্যাগণ ولهم البنون আর তাদের জন্য পুত্রগণ রয়েছে।

১৫০. ام خلقنا আচ্ছা আমি কি সৃষ্টি করেছি الملئكة ফেরেশতাগণকে اناثا নারীরূপে وهم شهدون আর তারা কি দেখছিল?

১৫১. الا انهم খুব শ্রবণ করুন এরা من افكهم ليقولون নিজেদের মনগড়া কথা বলছে।

১৫২. ولد الله আল্লাহ সন্তান জন্ম দিয়েছেন وانهم لكذبون আর নিঃসন্দেহে তারা মিথ্যাবাদী।

১৫৩. اصطفى আল্লাহ কি অধিক পছন্দ করেছেন البنات কন্যাগণকে على البنين পুত্রগণের চেয়ে।

১৫৪. مالكم তোমাদের কি হলো كيف تحكمون তোমরা কিরূপ সিদ্ধান্ত করছ।

১৫৫. افلا تذكرون তোমরা কি চিন্তা শক্তিকে কাজে লাগাও না।

https://e-ilm.weebly.com/

https://e-ilm.weebly.com/

মুখেও তাসবীহ পাঠ করে ক্ষমা প্রার্থনা করেছিলেন। অন্য এক আয়াতে আছে যে, এই তাসবীহ ছিল- لَآ اِلٰهَ اِلَّآ اَنْتَ سُبْحَانَكَ اِنِّىْ كُنْتُ مِنَ الظّٰلِمِيْنَ যদি তিনি তখন আল্লাহর তাসবীহ ও ইস্তেগফার পাঠ না করতেন, তবে কিয়ামত পর্যন্ত মাছের পেটেই থেকে যেতেন। উদ্দেশ্য এই যে, মাছের পেট থেকে বের হওয়া সম্ভবপর হতো না এবং তিনি মাছেরই খোরাক হয়ে যেতেন। অতঃপর যেহেতু তিনি তাসবীহ ও তওবা করেছেন তাই আমি তাঁকে নিরাপদ রেখেছি এবং মাছের পেট থেকে বের করে তাঁকে এক প্রান্তরে নিক্ষেপ করেছি, অর্থাৎ আমি মাছটিকে নির্দেশ করলাম যে, তাঁকে নদীর তীরে উদ্‌গীরণ কর। তিনি তখন রুগণ ছিলেন। কেননা মাছের পেটে পর্যাপ্ত বায়ু ও খাদ্য পৌছাত না। আমি রৌদ্র থেকে ছায়া দানের জন্য তাঁর উপর এক লতাবিশিষ্ট বৃক্ষ উদ্‌গত করেছি। এবং একটি পাহাড়ী ছাগল তাঁকে দুধ পান করিয়ে যেত। আমি তাঁকে এক লক্ষ বা ততোধিক লোকের প্রতি মুসেলের নিকটবর্তী নায়নুয়া শহরে প্রেরণ করেছিলাম। অতঃপর তারা বিশ্বাস স্থাপন করেছিল। অর্থাৎ আজাবের লক্ষণ দেখে তারা সংক্ষেপে বিশ্বাস স্থাপন করেছিল এবং মাছের ঘটনার পর হযরত ইউনুস (আ.) পুনরায় সেখানে গেলে তারা বিস্তারিত বিশ্বাস স্থাপন করেছিল। অতঃপর ঈমানের বরকতে আমি তাদেরকে নির্ধারিত সময় পর্যন্ত অর্থাৎ আয়ুষ্কাল পর্যন্ত স্বাচ্ছন্দ্যের জীবনোপভোগ করতে দিয়েছিলাম।

وَاِنَّ يُوْنُسَ لَمِنَ الْمُرْسَلِيْنَ : কোনো কোনো তাফসীর ও ইতিহাসবিদ এ বিষয়ে আলোকপাত করেছেন যে, হযরত ইউনুস (আ.) মাছের ঘটনার পূর্বেই রাসূল পদে দায়িত্বপ্রাপ্ত হয়েছিলেন, না পরে দায়িত্বপ্রাপ্ত হয়েছেন? কেউ কেউ বলেন যে, মাছের ঘটনার পরে তিনি রাসূল হন। কিন্তু কুরআন পাকের বাহ্যিক বর্ণনা এবং অনেক রেওয়ায়েতদৃষ্টে এটাই প্রবল যে, তিনি পূর্বে রাসূলপদে অভিষিক্ত ছিলেন। মাছের ঘটনা পরে সংঘটিত হয়।

اِذْ اَبَقَ اِلَى الْفُلْكِ الْمَشْحُوْنِ : (যখন তিনি পলায়ন করেন যাত্রী বোঝাই নৌকার দিকে) اِبَاقٌ শব্দের অর্থ প্রভুর নিকট থেকে কোনো গোলামের পালিয়ে যাওয়া। হযরত ইউনুস (আ.)-এর জন্য এ শব্দ ব্যবহার করার কারণ এই যে, তিনি তাঁর পরওয়ারদেগারের ওহীর অপেক্ষা না করেই রওয়ানা হয়ে গিয়েছিলেন। পয়গম্বরগণ, আল্লাহর নৈকট্যপ্রাপ্ত বান্দা। তাঁদের সামান্য পদস্খলনও বিরাটাকারে ধরপাকড়ের কারণ হয়ে যায়। এ কারণেই এই কঠোর ভাষা ব্যবহার করা হয়েছে।

فَسَاهَمَ -অর্থাৎ তিনি লটারী তথা সুরতির সম্মুখীন হলেন। এই সুরতি তখন করা হয়, যখন নৌকা নদীর মাঝখানে তুফানে পড়ে এবং অতিরিক্ত বোঝাই হওয়ার কারণে ডুবে যাওয়ার আশঙ্কা দেখা দেয়। এ সময় সিদ্ধান্ত নেওয়া হয় যে, এক ব্যক্তিকে নদীদে ফেলে দেওয়া হোক। কাকে ফেলে দেওয়া হবে, তা নির্ধারণকল্পে এই সুরতি পরীক্ষা করা হয়েছিল যে, লোকটি কে?

লটারি (সুরতি) বিধান : এখানে স্মরণ রাখা দরকার যে, লটারি বা সুরতির মাধ্যমে কারও অধিকার প্রতিষ্ঠা করা যায় না এবং কাউকে অপরাধীও সাব্যস্ত করা যায় না। উদাহরণত লটারিযোগে কাউকে চোর প্রমাণ করা যায় না। এমনিভাবে কোনো বিরোধপূর্ণ সম্পত্তির মালিকানার ফয়সালাও লটারি তথা সুরতির মাধ্যমে করা যায় না। তবে লটারি এমন ক্ষেত্রে জায়েজ বরং উত্তম, যেখানে কোনো ব্যক্তি আইনত কয়েকটি বৈধ উপায়ের মধ্য থেকে কোনো একটিকে অবলম্বন করার ক্ষমতা প্রাপ্ত হয়। সেখানে সে যদি নিজের ক্ষমতা প্রয়োগ করার পরিবর্তে লটারির মাধ্যমে কোনো একটি উপায় অবলম্বন করে, তবে তা বৈধ। উদাহরণত যদি কারও একাধিক স্ত্রী থাকে, তবে সফরে যাওয়ার সময় যে কোনো স্ত্রীকে সঙ্গে নিয়ে যাওয়ার ব্যাপারে তার এখতিয়ার রয়েছে। এখন আপন ক্ষমতার প্রয়োগ করার পরিবর্তে লটারির মাধ্যমে একজনকে বেছে নিলে তা উত্তম হবে। এতে কেউ মনঃক্ষুণ্ন হবে না। রাসূলুল্লাহ ﷺ তাই করতেন।

হযরত ইউনুস (আ.)-এর ঘটনায়ও লটারিযোগে কাউকে অপরাধী প্রমাণিত করা উদ্দেশ্য ছিল না, বরং নৌকাকে বাঁচানোর জন্য যে কাউকে নদীতে ফেলে দেওয়ার ক্ষমতা ছিল। লটারীর মাধ্যমে তাই নির্দিষ্ট করা হয়েছে।

فَكَانَ مِنَ الْمُدْحَضِيْنَ : (অতঃপর তিনি পরাজিত হলেন।) اِدْحَاضٌ এর আভিধানিক অর্থ কাউকে অকৃতকার্য করে দেওয়া। উদ্দেশ্য এই যে, লটারীতে তাঁরই নাম বের হয়ে এলো এবং তিনি নিজেকে নদীতে নিক্ষেপ করলেন। এতে আত্মহত্যার সন্দেহ করা উচিত নয়। কারণ নদীর কিনারা সম্ভবতঃ নিকটেই ছিল। তিনি সাঁতার কেটে কিনারায় পৌছার ইচ্ছায় নদীতে ঝাপ দিয়েছিলেন।

فَلَوْلَآ اَنَّهٗ كَانَ مِنَ الْمُسَبِّحِيْنَ : এ আয়াত থেকে একথা অনুমান করা ঠিক নয় যে, হযরত ইউনুস (আ.) তাসবীহ পাঠ না করলে মাছটি কিয়ামত পর্যন্ত জীবিত থাকত। বরং উদ্দেশ্য এই যে, এ মাছের পেটেই হযরত ইউনুস (আ.) -এর কবর হয়ে যেত।

https://e-ilm.weebly.com/

তাসবীহ্ ও এস্তেগফার দ্বারা বিপদাপদ দূর হয় : এ আয়াতে থেকে আরও জানা গেল যে, বিপদাপদ দূর করার ক্ষেত্রে তাসবীহ ও এস্তেগফার বিশেষ গুরুত্ব বহন করে। সূরা আম্বিয়ায় বর্ণিত হয়েছে যে, হযরত ইউনুস (আ.) মাছের পেটে থাকা অবস্থায় বিশেষভাবে এ কালেমা পাঠ করতেন :

لَّا إِلَٰهَ إِلَّا أَنتَ سُبْحَانَكَ إِنِّي كُنتُ مِنَ الظَّالِمِينَ -এ কালেমার বরকতেই আল্লাহ তা'আলা তাঁকে এই পরীক্ষা থেকে উদ্ধার করেন। তিনি মাছের পেটে থেকে নিরাপদে বেরিয়ে আসেন। এ জন্যই বুযর্গগণের চিরাচরিত রীতি এই যে, তাঁরা ব্যক্তিগত অথবা সমষ্টিগত বিপদাপদের সময় উল্লিখিত কালেমা সোয়া লাখ বার পাঠ করেন এর বরকতে আল্লাহ তা'আলা বিপদ দূর করেন।

আবূ দাউদ হযরত সা'দ ইবনে আবী ওয়াক্কাস (রা.)-এর এক রেওয়ায়েতে রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন : মাছের পেটে হযরত ইউনুস (আ.) -এর পঠিত দোয়া যে, কোনো মুসলমান যে কোনো উদ্দেশ্য পাঠ করবে, তার দোয়া কবুল হবে–(কুরতুবী)

فَنَبَذْنَاهُ بِالْعَرَاءِ وَهُوَ سَقِيمٌ : (অতঃপর আমি তাঁকে প্রান্তরে নিক্ষেপ করলাম। তিনি তখন পীড়িত ছিলেন।) কোনো কোনো রেওয়ায়েত থেকে জানা যায় যে, মাছের পেটে থাকার কারণে হযরত ইউনুস (আ.) তখন খুবই দুর্বল ছিলেন। তাঁর শরীরে কোনো লোমও অবশিষ্ট ছিল না।

وَأَنبَتْنَا عَلَيْهِ شَجَرَةً مِّن يَقْطِينٍ : (আমি তাঁর উপর এক লতাবিশিষ্ট বৃক্ষও উদগত করে দিয়েছিলাম।) কাণ্ডবিহীন বৃক্ষকে يَقْطِين বলা হয়। রেওয়ায়েতে লাউ গাছের কথা উল্লেখ আছে। ছায়ার জন্য এ ব্যবস্থা করা হয়েছিল। شَجَرَةً শব্দ থেকে বোঝা যায় যে, হয় আল্লাহ তা'আলা লাউ গাছকেই কাণ্ডবিশিষ্ট করে দিয়েছিলেন, না হয় অন্য কোনো বৃক্ষ ছিল যার উপর লতাপাতা জড়িয়ে দেওয়া হয়েছিল, যাতে ছায়া ঘন হয়। অন্যথায় শুধু লতার দ্বারা ছায়া পাওয়া কঠিন।

وَأَرْسَلْنَاهُ إِلَىٰ مِائَةِ أَلْفٍ أَوْ يَزِيدُونَ : (আমি তাকে এক লাখ অথবা ততোধিক লোকের প্রতি পয়গম্বর প্রেরণ করেছিলাম।) এখানে প্রশ্ন হতে পারে যে, আল্লাহ তা'আলা তো সর্বজ্ঞ, সবকিছুর খবর রাখেন, তিনি এই সন্দেহ প্রকাশ করলেন কেন? এর জওয়াব এই যে, এক লাখ অথবা ততোধিক বাক্যটি সাধারণ মানুষ সম্পর্কে বলা হয়েছে। অর্থাৎ একজন সাধারণ মানুষ তাদেরকে দেখলে একথা বলত যে, তাদের সংখ্যা এক লাখ অথবা তার চেয়ে কিছু বেশি। হযরত থানভী (রা.) বলেন : এখানে সন্দেহ প্রকাশ উদ্দেশ্যই নয়। তাদেরকে এক লাখও বলা যায়, ততোধিকও বলা যায়। কারণ ভগ্নাংশের প্রতি লক্ষ্য না করলে তাদের সংখ্যা এক লাখ ছিল এবং ভগ্নাংশও গণনা করা হলে এক লাখের কিছু বেশি ছিল।

- (বয়ানুল কুরআন)

এ বাক্যটি যেহেতু মাছের ঘটনার পরে উল্লেখিত হয়েছে, তাই এর ভিত্তিতে কোনো কোনো তাফসীরবিদ বলেন যে, হযরত ইউনুস (আ.) ঘটনার পরে নবুয়ত লাভ করেছিলেন। আল্লামা বগভী (র.) এমনও বলেছেন যে, এ আয়াতে তাঁকে নায়নুয়ার দিকে প্রেরণ করার উল্লেখ নেই; বরং মাছের ঘটনার পরে তাঁকে অন্য এক সম্প্রদায়ের কাছে প্রেরণ করা হয়েছিল। তাদের সংখ্যা ছিল এক লাখ অথবা ততোধিক। কিন্তু কুরআন ও হাদীস থেকে এ উক্তির সমর্থন পাওয়া যায় না। এখানে ঘটনার শুরুতেই হযরত ইউনুস (আ.)-এর রেসালাত উল্লেখ করা হয়েছে। এতে বোঝা যায় যে, মাছের ঘটনা রাসূল হওয়ার পরে সংঘটিত হয়েছে। অতঃপর এখানে বাক্যটির পুনরাবৃত্তি করার কারণ এই যে, সুস্থ হওয়ার পর তাঁকে পুনরায় সেখানেই প্রেরণ করা হয়েছিল। এতে ব্যক্ত করা হয়েছে যে, তারা অল্পসংখ্যক লোক ছিল না ;বরং তাদের সংখ্যা ছিল লাখেরও উপরে।

فَآمَنُوا فَمَتَّعْنَاهُمْ إِلَىٰ حِينٍ -(বস্তুতঃ তারা বিশ্বাস স্থাপন করল, ফলে আমি তাদেরকে কিছুকাল পর্যন্ত জীবনোপভোগ করতে দিলাম।) 'কিছুকাল পর্যন্ত'' উদ্দেশ্য এই যে, যতদিন তারা পুনরায় কুফর ও শিরকে লিপ্ত না হলো, ততদিন তারা আজাব থেকেও বেঁচে রইল।

মির্যা কাদিয়ানীর বিভ্রান্তির জওয়াব : হযরত ইউনুস (আ.)-এর সম্প্রদায় যথা-সময়ে ঈমান গ্রহণ করার কারণে তাদের উপর থেকে আজাব সরিয়ে নেওয়া হয়েছিল। এটা সূরা ইউনুসের তাফসীরেও বর্ণিত হয়েছে এবং আলোচ্য আয়াত থেকেও ফুটে উঠেছে। এরই ফলশ্রুতিতে পাঞ্জাবের মিথ্যা নবী মির্যা গোলাম আহমদ কাদিয়ানীর বিভ্রান্তির অবসান হয়ে যায়। সে তার বিরোধীদেরকে চ্যালেঞ্জ করেছিল, যদি তারা বিরোধিতা অব্যাহত রাখে, তবে অমুক সময়ে তাদের উপর আজাব এসে যাবে। এটা আল্লাহর ফয়সালা। কিন্তু এই চ্যালেঞ্জের পরেও বিরোধী পক্ষের তৎপরতা আরও বেড়ে যায় অথচ আজাব আসেনি। তখন এই ব্যর্থতার গ্লানি ঢাকা দেওয়ার জন্য কাদিয়ানী বলতে শুরু করে যে, বিরোধীরা মনে মনে ভীত হয়ে পড়েছে, তাই আজাব অপসারিত হয়ে গেছে। যেমন, হযরত ইউনুস (আ.)-এর সম্প্রদায়ের উপর থেকে সরে গিয়েছিল। কুরআন পাকের আলোচ্য আয়াত এ অপব্যাখ্য প্রত্যাখ্যান করে। কারণ হযরত ইউনুস (আ.)-এর সম্প্রদায় ঈমানের কারণে আজাব থেকে রক্ষা পেয়েছিল। এর বিপরীতে কাদিয়ানীর বিরোধীপক্ষ ঈমান আনা দূরের কথা তার বিরুদ্ধে আরও কোমর বেঁধে লেগে গিয়েছিলেন।

https://e-ilm.weebly.com/

فَاسْتَفْتِهِمْ اَلِرَبِّكَ الْبَنَاتُ وَلَهُمُ الْبَنُوْنَ

এ পর্যন্ত পগম্বরগণের ঘটনাবলি, উপদেশ, শিক্ষার উদ্দেশ্য বর্ণিত হয়েছিল। এখন ১৪৯-১৬৬ আয়াতে আবার তাওহীদ সপ্রমাণ করা ও শিরক বাতিল করার আসল বিষয়বস্তু বর্ণনা করা হচ্ছে। এখানে এক বিশেষ ধরনের শিরক খণ্ডন করা হয়েছে। মক্কার কাফেরদের বিশ্বাস ছিল যে, ফেরেশতাগণ আল্লাহর কন্যা এবং জিন সরদার- দুহিতারা ফেরেশতাগণের জননী। আল্লামা ওয়াহেদী (র.) বলেন : এ বিশ্বাস কোরাইশ গোত্র ছাড়াও জুহাইনা, বনূ সালমা, বনূ-খোযা' ও বনু সালীহদের মধ্যেও বদ্ধমূল ছিল। −(তাফসীরে-কাবীর)

فَاسْتَفْتِهِمْ............ اِنْ كُنْتُمْ صٰدِقِيْنَ : এসব আয়াতে কাফেরদের উপরিউক্ত বিশ্বাস খণ্ডনের দলিল পেশ করা হয়েছে। এসব দলিলের সারমর্ম এই যে, প্রথমতঃ তোমাদের এ বিশ্বাস স্বয়ং প্রচলিত প্রথা পদ্ধতির দিক দিয়ে সম্পূর্ণ ভ্রান্ত। কারণ তোমরা কন্যা সন্তানকে লজ্জার কারণ মনে কর। যে বস্তু তোমাদের জন্য লজ্জাজনক, তা আল্লাহর জন্য কেন লজ্জাজনক হবে না? এরপর তোমরা ফেরেশতাগণকে আল্লাহর কন্যা বলে সাব্যস্ত করেছে। তোমাদের কাছে এর কোনো দলিল আছে কি? কোনো দাবি প্রতিষ্ঠিত করার জন্যে তিন রকম দলিল হতে পারে-(১) চাক্ষুষ দলিল, (২) ইতিহাসভিত্তিক দলিল অর্থাৎ এমন ব্যক্তির উক্তি, যার সততা সর্বজন স্বীকৃত এবং (৩) যুক্তিভিত্তিক দলিল। প্রথমোক্ত দলিল নিশ্চিত অনুপস্থিত। কারণ আল্লাহ তা'আলা যখন ফেরেশতাগণকে সৃষ্টি করেন, তখন তোমরা উপস্থিত ছিলে না। কাজেই ফেরেশতাগণ যে নারী, তা জানা সম্ভব নয়।

اَمْ خَلَقْنَا الْمَلٰٓئِكَةَ اِنَاثًا وَّهُمْ شٰهِدُوْنَ : আয়াতের মর্ম তাই। ইতিহাসভিত্তিক দলিল তোমাদের কাছে নেই। কারণ সর্বজন স্বীকৃত সত্যবাদী ব্যক্তির উক্তিই ধর্তব্য হয়ে থাকে। অথচ যারা এই বিশ্বাসের প্রবক্তা, তারা মিথ্যাবাদী। সুতরাং তাদের উক্তি দলিল হতে পারে না।

اَلَآ اِنَّهُمْ مِّنْ اِفْكِهِمْ لَيَقُوْلُوْنَ : আয়াতের অর্থ তাই। পক্ষান্তরে যুক্তিগত দলিলও তোমাদের সমর্থন করে না। কারণ স্বয়ং তোমাদের ধারণা অনুযায়ী পুত্র-সন্তানের মোকাবিলায় কন্যা সন্তান হীন। এখন যে সত্তা সমগ্র সৃষ্টিজগতের সেরা তিনি নিজের জন্যে হীন বস্তু কেমন করে পছন্দ করতে পারেন? اَصْطَفَى الْبَنَاتِ عَلَى الْبَنِيْنَ আয়াতের উদ্দেশ্য তাই। এখন একটি মাত্র পথ অবশিষ্ট থাকে। তা এই যে, কোনো আসমানি কিতাব ওহীর মাধ্যমে তোমাদেরকে এই বিশ্বাস শিক্ষা দিয়েছে। এমনটি হয়ে থাকলে সে ওহী ও কিতাব এনে দেখাও। اَمْ لَكُمْ سُلْطٰنٌ فَاْتُوْا بِكِتٰبِ اِنْ كُنْتُمْ صٰدِقِيْنَ আয়াতের অর্থ তাই।

হঠকারীদের জন্য আক্রমণাত্মক উত্তরই অধিক উপযুক্ত : আলোচ্য আয়াত সমূহ থেকে জানা গেল যে, যারা হঠকারিতায় বদ্ধপরিকর, তাদেরকে আক্রমণাত্মক জওয়াব দেওয়াই অধিক উপযুক্ত। আক্রমণাত্মক জওয়াব বলা হয় প্রতিপক্ষের দাবি তারই অন্য কোনো স্বীকৃত নীতি দ্বারা খণ্ডন করা। এতে জরুরি হয় না যে, সেই অন্য নীতি আমরাও স্বীকার করি ;বরং প্রায়ই সে নীতিও ভ্রান্ত হয়ে থাকে। কিন্তু প্রতিপক্ষকে বোঝানোর জন্য একে কাজে লাগানো হয়। এখানে আল্লাহ তা'আলা তাদের বিশ্বাস খণ্ডন করার জন্য স্বয়ং তাদেরই এই নীতি ব্যবহার করেছেন যে, কন্যা-সন্তান লজ্জা ও দোষের বিষয়। এছাড়া এর অর্থ এমনও নয় যে, কাফেররা ফেরেশতাগণকে আল্লাহর কন্যা-সন্তান না বলে পুত্র-সন্তান বললে সঠিক হতো। বরং ইলযামী জওয়াব, যার লক্ষ্য স্বয়ং তাদেরই স্বীকৃত ধারণা দিয়ে তাদের বিশ্বাসকে খণ্ডন করা। নতুবা এ জাতীয় বিশ্বাসের সত্যিকার জওয়াব তাই, যা কুরআন পাকের কয়েক জায়গায় উল্লেখ করা হয়েছে। অর্থাৎ আল্লাহ অভাবমুক্ত, তাঁর কোনো সন্তানের প্রয়োজন নেই এবং সন্তান থাকা তাঁর মহান মর্যাদার যোগ্যও নয়।

وَجَعَلُوْا بَيْنَهٗ وَبَيْنَ الْجِنَّةِ نَسَبًا : (তারা আল্লাহ তা'আলা ও জিনদের মধ্যে বংশ সম্পর্ক স্থির করেছে।) এটা মুশরিকদের ভ্রান্ত বিশ্বাসের বর্ণনা যে, জিন সরদার -দুহিতারা ফেরেশতাগণের জননী। কাজেই (নাউযুবিল্লাহ) আল্লাহ তা'আলা ও জিন সরদার-দুহিতাদের মধ্যে দাম্পত্য সম্পর্ক হলো। এই সম্পর্কের ফলেই ফেশেতাগণ জন্মলাভ করেছে! এক রেওয়াতে আছে, মুশরিকরা যখন ফেরেশতাগণকে আল্লাহর কন্যা সাব্যস্ত করল তখন হযরত আবূ বকর (রা.) জিজ্ঞেস করলেন : তবে তাদের জননী কে? তারা জওয়াবে বলল : জিন সরদার-দুহিতারা। (ইবনে কাসীর) কিন্তু এই তাফসীরে খটকা থেকে যায় যে, আয়াতে আল্লাহ তা'আলা ও জিনদের মধ্যে বংশগত সম্পর্কের উল্লেখ রয়েছে। কিন্তু এ সম্পর্ক তো বংশগত সম্পর্ক নয়।

সুতরাং অপর একটি তাফসীর এখানে অগ্রগণ্য মনে হয়, যা হযরত ইবনে-আব্বাস (রা.), হাসান বসরী ও যাহ্হাক (র.) থেকে বর্ণিত রয়েছে। তাঁরা বলেন, কোনো কোনো আবরবাসীর বিশ্বাস ছিল যে, ইবলীস আল্লাহর ভ্রাতা (নাউযুবিল্লাহ)। আল্লাহ মঙ্গলের স্রষ্টা আর সে অমঙ্গলের স্রষ্টা। এখানে এই বাতিল বিশ্বাস খণ্ডন করা হয়েছে।

https://e-ilm.weebly.com/

وَلَقَدْ عَلِمَتِ الْجِنَّةُ إِنَّهُمْ لَمُحْضَرُونَ : জিনদের বিশ্বাস এই যে, তারা গ্রেফতার হবে।) উদ্দেশ্য এই যে, যেসব শয়তান ও জিনকে তোমরা আল্লাহর সাথে শরিক স্থির করে রেখেছ, তারা স্বয়ং ভালোরূপেই জানে যে, পরকালে তাদেরকেও মন্দ পরিণতির সম্মুখীন হতে হবে। উদাহরণত ইবলীস তার অশুভ পরিণতি সম্পর্কে সম্যক অবগত রয়েছে। এখন যে, নিজেই আজাবে গ্রেফতার হওয়ার দৃঢ় বিশ্বাস রাখে, তাকে আল্লাহর সমকক্ষ স্থির করা কত বড় বোকামি!

শব্দ বিশ্লেষণ :

دَمَّرْنَا : সীগাহ جَمْع مُتَكَلِّمْ বহছ مَاضِىْ مَعْرُوْف বাব تَفْعِيْل মাসদার تَدْمِيْرٌ মূলবর্ণ (د ـ م ـ ر) জিনস صَحِيْح অর্থ- আমি ধ্বংস করে ফেললাম।

لَتَمُرُّوْنَ : সীগাহ جَمْع مُذَكَّر حَاضِرْ বহছ مُضَارِعْ مَعْرُوْف বাব نَصَرَ মাসদার مُرُوْرٌ মূলবর্ণ (م ـ ر ـ ر) জিনস مُضَاعَف ثُلَاثِىْ অর্থ- তোমরা যাতায়াত করে থাক।

مُصْبِحِيْنَ : সীগাহ جَمْع مُذَكَّرْ বহছ اِسْم فَاعِلْ বাব اِفْعَالْ মাসদার اِصْبَاحٌ মূলবর্ণ (ص ـ ب ـ ح) জিনস صَحِيْح অর্থ- প্রাতঃকালে।

اَلْمَشْحُوْنُ : সীগাহ وَاحِدْ مُذَكَّر বহছ اِسْم مَفْعُوْل বাব سَمِعَ মাসদার شَحْنٌ মূলবর্ণ (ش ـ ح ـ ن) জিনস صَحِيْح অর্থ- বোঝাইকৃত। ভর্তি।

سَاهَمَ : সীগাহ وَاحِدْ مُذَكَّر غَائِبْ বহছ مَاضِىْ مَعْرُوْف বাব مُفَاعَلَة মাসদার مُسَاهَمَةٌ মূলবর্ণ (س ـ ه ـ م) জিনস صَحِيْح অর্থ- তিনি লটারিতে শরিক হলেন।

اَلْمُدْحَضِيْنَ : সীগাহ جَمْع مُذَكَّر বহছ اِسْم مَفْعُوْل বাব اِفْعَالْ মাসদার اَلْاِدْحَاضُ মূলবর্ণ (د ـ ح ـ ض) জিনস صَحِيْح অর্থ- দোষী সাব্যস্ত হলেন। লটারিতে পরাজিত ও ব্যর্থ।

اِلْتَقَمَهُ : সীগাহ وَاحِدْ مُذَكَّر غَائِبْ বহছ مَاضِىْ مَعْرُوْف বাব اِفْتِعَالْ মাসদার اِلْتِقَامٌ মূলবর্ণ (ل ـ ق ـ م) জিনস صَحِيْح অর্থ- মৎস তাকে গিলে ফেলল।

مُلِيْمٌ : সীগাহ وَاحِدْ مُذَكَّرْ বহছ اِسْم فَاعِلْ বাব اِفْعَالْ মাসদর اَلْاِمَةٌ মূলবর্ণ (ل ـ و ـ م) জিনস اجوف وَاوِىْ অর্থ- তিরস্কার যোগ্য অপরাধী।

اَلْمُسَبِّحِيْنَ : সীগাহ جَمْع مُذَكَّرْ বহছ اِسْم فَاعِلْ বাব تَفْعِيْل মাসদার تَسْبِيْحٌ মূলবর্ণ (س ـ ب ـ ح) জিনস صَحِيْح অর্থ- তাসবীহ পাঠকারী।

اَنْبَتْنَا : সীগাহ جَمْع مُتَكَلِّمْ বহছ مَاضِىْ مَعْرُوْف বাব اِفْعَالْ মাসদার اِنْبَاتٌ মূলবর্ণ (ن ـ ب ـ ت) জিনস صَحِيْح অর্থ- আমি জন্মিয়ে দিয়েছিলাম।

اِسْتَفْتِهِمْ : সীগাহ وَاحِد مُذَكَّر حَاضِرْ বহছ اَمْر حَاضِرْ معروف বাব اِسْتِفْعَالْ মাসদার اَلْاِسْتِفْهَامُ মূলবর্ণ (ف ـ ه ـ م) জিনস صَحِيْح অর্থ- জিজ্ঞাসা করুন।

اَصْطَفَى : সীগাহ وَاحِدْ مُذَكَّر غَائِبْ বহছ مَاضِىْ مَعْرُوْف বাব اِفْتِعَالْ মাসদার اِصْطِفَاءٌ মূলবর্ণ (ص ـ ف ـ و) জিনস نَاقِص وَاوِىْ অর্থ- পছন্দ করেছেন।

فَأْتُوْا : সীগাহ جَمْع مُذَكَّر حَاضِرْ বহছ اَمْر حَاضِرْ مَعْرُوْف বাব ضَرَبَ মাসদার اَلْاِتْيَانُ মূলবর্ণ (ء ـ ت ـ ى) জিনস মুরাক্কাব مَهْمُوْز فَاء এবং نَاقِص يَائِىْ অর্থ- উপস্থিত কর। নিয়ে আস।

يَصِفُوْنَ : সীগাহ جَمْع مُذَكَّر غَائِبْ বহছ مُضَارِعْ مَعْرُوْف বাব ضَرَبَ মাসদার اَلْوَصْف মূলবর্ণ (و ـ ص ـ ف) জিনস مِثَال وَاوِىْ অর্থ- তারা বলে। বর্ণনা করে।

বাক্য বিশ্লেষণ :

فَسَاهَمَ فَكَانَ مِنَ الْمُدْحَضِيْنَ : এখানে فَسَاهَمَ-এর فَاء টি আতেফা। আর سَاهَمَ ফে'ল আর তার মধ্যস্থ উহ্য যমীর هُوَ হলো তার ফায়েল। আর فَكَانَ টা فَسَاهَمَ-এর উপর আতফ হয়েছে। আর كَانَ হলো فِعْل نَاقِصْ আর তার মধ্যস্থ উহ্য যমীর هُوَ হলো اِسْم كَانَ আর مِنَ الْمُدْحَضِيْنَ হলো خَبَر كَانَ -[ই'রাবুল কুরআন ৬ষ্ঠ খণ্ড; পৃ. ৪২২]

https://e-ilm.weebly.com/

১৬১. অতএব, তোমরা এবং তোমাদের উপাস্যগণ [সমবেত হয়েও]।	فَإِنَّكُمْ وَمَا تَعْبُدُونَ ﴿١٦١﴾
১৬২. –তোমরা আল্লাহ্ হতে কাউকেও ফিরাতে পারবে না।	مَا أَنتُمْ عَلَيْهِ بِفَاتِنِينَ ﴿١٦٢﴾
১৬৩. ঐ ব্যক্তিকে ব্যতীত যে দোজখে প্রবেশকারী হবে।	إِلَّا مَنْ هُوَ صَالِ الْجَحِيمِ ﴿١٦٣﴾
১৬৪. এবং [ফেরেশতাগণ বলবে,] আমাদের প্রত্যেকের এক নির্দিষ্ট পদ রয়েছে [এবং তাতেই আমরা নিবদ্ধ]।	وَمَا مِنَّا إِلَّا لَهُ مَقَامٌ مَّعْلُومٌ ﴿١٦٤﴾
১৬৫. আর আমরা সারিবদ্ধভাবে দণ্ডায়মান থাকি।	وَإِنَّا لَنَحْنُ الصَّافُّونَ ﴿١٦٥﴾
১৬৬. আর আমরা তাসবীহ পাঠে নিয়োজিত আছি।	وَإِنَّا لَنَحْنُ الْمُسَبِّحُونَ ﴿١٦٦﴾
১৬৭. আর তারা [মক্কার কাফেররা] বলত,	وَإِن كَانُوا لَيَقُولُونَ ﴿١٦٧﴾
১৬৮. যদি পূর্ববর্তী লোকদের [কিতাবের] ন্যায় আমাদের নিকট কোনো উপদেশ [-গ্রন্থ] আসত,	لَوْ أَنَّ عِندَنَا ذِكْرًا مِّنَ الْأَوَّلِينَ ﴿١٦٨﴾
১৬৯. তবে আমরা আল্লাহর বিশিষ্ট বান্দা হতাম।	لَكُنَّا عِبَادَ اللَّهِ الْمُخْلَصِينَ ﴿١٦٩﴾
১৭০. অতঃপর [যখন ঐ গ্রন্থ আসল, তখন] তারা তাকে অস্বীকার করতে লাগল, সুতরাং তারা অচিরেই জানতে পারবে।	فَكَفَرُوا بِهِ ۖ فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ ﴿١٧٠﴾
১৭১. এবং আমার বিশিষ্ট বান্দা, অর্থাৎ রাসূলগণের জন্য এ সিদ্ধান্ত পূর্ব হতেই নির্ধারিত হয়ে আছে,	وَلَقَدْ سَبَقَتْ كَلِمَتُنَا لِعِبَادِنَا الْمُرْسَلِينَ ﴿١٧١﴾

শাব্দিক অনুবাদ :

১৬১. فَإِنَّكُمْ অতএব তোমরা وَمَا تَعْبُدُونَ এবং তোমাদের উপাস্যগণ (সমবেত হয়েও)

১৬২. مَا أَنتُمْ তোমরা পারবে না عَلَيْهِ بِفَاتِنِينَ আল্লাহ হতে কাউকে ফিরাতে।

১৬৩. إِلَّا ঐ ব্যক্তিকে ব্যতীত مَنْ هُوَ صَالِ الْجَحِيمِ যে দোজখে প্রবেশকারী হবে।

১৬৪. وَمَا مِنَّا إِلَّا এবং আমাদের প্রত্যেকের রয়েছে مَقَامٌ مَّعْلُومٌ এক নির্দিষ্ট পদ।

১৬৫. وَإِنَّا لَنَحْنُ আর আমরা থাকি الصَّافُّونَ সারিবদ্ধভাবে দণ্ডায়মান।

১৬৬. وَإِنَّا لَنَحْنُ আর আমরা আছি الْمُسَبِّحُونَ তাসবীহ পাঠে নিয়োজিত।

১৬৭. وَإِن كَانُوا لَيَقُولُونَ আর তারা (মক্কার কাফেররা) বলত।

১৬৮. لَوْ أَنَّ عِندَنَا যদি আমাদের নিকট আসত ذِكْرًا কোনো উপদেশ (গ্রন্থ) مِّنَ الْأَوَّلِينَ পূর্ববর্তী লোকদের (কিতাবের) ন্যায়।

১৬৯. لَكُنَّا তবে আমরা হতাম عِبَادَ اللَّهِ আল্লাহর বিশিষ্ট বান্দা।

১৭০. فَكَفَرُوا بِهِ অতঃপর তারা তাকে অস্বীকার করতে লাগল فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ তারা অচিরেই জানতে পারবে।

১৭১. وَلَقَدْ سَبَقَتْ এবং পূর্ব হতেই নির্ধারিত হয়ে আছে كَلِمَتُنَا আমার এই সিদ্ধান্ত الْمُرْسَلِينَ لِعِبَادِنَا আমার বিশিষ্ট বান্দা অর্থাৎ রাসূলগণের জন্য।

https://e-ilm.weebly.com/

১৭২. নিঃসন্দেহে তাঁরা জয়ী হবেন,	إِنَّهُمْ لَهُمُ الْمَنْصُورُونَ ﴿١٧٢﴾
১৭৩. আর আমার সেনাদলই জয়ী থাকে।	وَإِنَّ جُنْدَنَا لَهُمُ الْغَالِبُونَ ﴿١٧٣﴾
১৭৪. আপনি কিছুকাল পর্যন্ত তাদের [বিরোধিতার কোনো] চিন্তা করবেন না,	فَتَوَلَّ عَنْهُمْ حَتَّىٰ حِينٍ ﴿١٧٤﴾
১৭৫. এবং দেখতে থাকুন, অতঃপর তারাও অচিরেই দেখতে পাবে।	وَأَبْصِرْهُمْ فَسَوْفَ يُبْصِرُونَ ﴿١٧٥﴾
১৭৬. তারা কি আমার শাস্তি ত্বরান্বিত করতে চায়?	أَفَبِعَذَابِنَا يَسْتَعْجِلُونَ ﴿١٧٦﴾
১৭৭. সুতরাং যখন তা তাদের সম্মুখে এসে উপস্থিত হবে, তখন সেই দিনটি তাদের জন্য বড়ই মন্দ হবে– যাদেরকে ভয় প্রদর্শন করা হয়েছে।	فَإِذَا نَزَلَ بِسَاحَتِهِمْ فَسَاءَ صَبَاحُ الْمُنْذَرِينَ ﴿١٧٧﴾
১৭৮. আর আপনি কিছুকাল পর্যন্ত তাদের চিন্তা করবেন না,	وَتَوَلَّ عَنْهُمْ حَتَّىٰ حِينٍ ﴿١٧٨﴾
১৭৯. এবং দেখতে থাকুন, অনন্তর অচিরেই তারাও দেখতে পাবে।	وَأَبْصِرْ فَسَوْفَ يُبْصِرُونَ ﴿١٧٩﴾
১৮০. আপনার প্রতিপালক, যিনি মহামহিমান্বিত, ঐ সমস্ত কথা হতে পবিত্র– যা এরা বলে থাকে,	سُبْحَانَ رَبِّكَ رَبِّ الْعِزَّةِ عَمَّا يَصِفُونَ ﴿١٨٠﴾
১৮১. এবং রাসূলগণের প্রতি শান্তি বর্ষিত হোক,	وَسَلَامٌ عَلَى الْمُرْسَلِينَ ﴿١٨١﴾
১৮২. আর সমস্ত প্রশংসা আল্লাহ্ তা'আলারই জন্য, যিনি সারা বিশ্বের প্রতিপালক।	وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ ﴿١٨٢﴾

শাব্দিক অনুবাদ :

১৭২. إِنَّهُمْ নিঃসন্দেহে তারা لَهُمُ الْمَنْصُورُونَ জয়ী হবেন।

১৭৩. وَإِنَّ جُنْدَنَا আর আমার সেনাদলই لَهُمُ الْغَالِبُونَ জয়ী থাকে।

১৭৪. فَتَوَلَّ عَنْهُمْ আপনি তাদের (বিরোধিতার কোনো) চিন্তা করবেন না حَتَّىٰ حِينٍ কিছুকাল পর্যন্ত।

১৭৫. وَأَبْصِرْهُمْ এবং দেখতে থাকুন فَسَوْفَ يُبْصِرُونَ অতঃপর তারাও অচিরেই দেখতে পাবে।

১৭৬. أَفَبِعَذَابِنَا আমার শাস্তি কি يَسْتَعْجِلُونَ তারা ত্বরান্বিত করতে চায়?

১৭৭. فَإِذَا نَزَلَ بِسَاحَتِهِمْ সুতরাং যখন তাদের সম্মুখে এসে উপস্থিত হবে فَسَاءَ صَبَاحُ তখন সেই দিনটি তাদের জন্য বড়ই মন্দ হবে الْمُنْذَرِينَ যাদেরকে ভয় প্রদর্শন করা হয়েছে।

১৭৮. وَتَوَلَّ عَنْهُمْ আর আপনি তাদের চিন্তা করবেন না حَتَّىٰ حِينٍ কিছুকাল পর্যন্ত।

১৭৯. وَأَبْصِرْ এবং দেখতে থাকুন فَسَوْفَ يُبْصِرُونَ অনন্তর অচিরেই তারাও দেখতে পাবে।

১৮০. سُبْحَانَ رَبِّكَ আপনার রব ঐ সমস্ত কথা হতে পবিত্র رَبِّ الْعِزَّةِ যিনি মহিমান্বিত عَمَّا يَصِفُونَ যা এরা বলে থাকে।

১৮১. وَسَلَامٌ এবং শান্তি বর্ষিত হোক عَلَى الْمُرْسَلِينَ রাসূলগণের প্রতি।

১৮২. وَالْحَمْدُ لِلَّهِ সমস্ত প্রশাংসা আল্লাহ তা'আলারই জন্য رَبِّ الْعَالَمِينَ যিনি সারা বিশ্বের প্রতিপালক।

https://e-ilm.weebly.com/

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

وَمَا مِنَّآ إِلَّا لَهٗ مَقَامٌ مَّعْلُوْمٌ (١٦٤)

শানে নুযূল : হযরত কাতাদাহ (র.) বলেন, ইসলামের প্রাথমিক যুগে নারী পুরুষ এক সাথে হয়ে নামাজ আদায় করছিল। সে পরিপ্রেক্ষিতে আল্লাহ তা'আলা আলোচ্য আয়াত নাজিল করেন। ফলে পুরুষরা আগে এবং মহিলারা পিছনে নামাজের সফ বা সারি বাধতে থাকে। -[কুরতুবী ১২১/১৫]

وَاِنَّا لَنَحْنُ الصَّآفُّوْنَ (١٦٥)

শানে নুযূল : আবদুল মালিক বলেন, মানুষেরা প্রাথমিক যুগে নামাজে সারি না বেঁধে এলোপাতাড়ি অবস্থায় নামাজ আদায় করত, সে জন্য আল্লাহ তা'আলা আলোচ্য আয়াত নাজিল করেন।

أَفَبِعَذَابِنَا يَسْتَعْجِلُوْنَ (١٧٦)

শানে নুযূল : হযরত জুওয়াইবার হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) -এর উদ্ধৃতি দিয়ে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেন, মক্কার মুশরিকরা বলেছিল হে মুহাম্মদ! আপনি আমাদেরকে যে আজাবের ভীতি প্রদর্শন করছেন সে আজাব দেখিয়ে দিন এবং দ্রুততায় এনে দিন। তাদের দ্রুত আজাব আবেদন করার পরিপ্রেক্ষিতে আলোচ্য আয়াত নাজিল করা হয়েছে।

অপর এক সূত্রে বর্ণিত রয়েছে فَسَوْفَ يُبْصِرُوْنَ আয়াত যখন নাজিল হয়, তখন মুশরিক সম্প্রদায় বলেছিল যে, কখন আসবে সে আজাব? সে প্রশ্ন করার পরিপ্রেক্ষিতে আল্লাহ তা'আলা আলোচ্য আয়াত নাজিল করেন।

-[রূহুল মা'আনী ১৩০/২৩/ ১২]

ইসলামের মৌলিক বিশ্বাসসমূহ যুক্তি প্রমাণের দ্বারা সপ্রমাণ করার পর ১৬৭-১৭৯ আয়াতসমূহে কাফেরদের হঠকারিতা বর্ণিত হয়েছে। বলা হয়েছে, তারা রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর নবুয়ত আগমনের পূর্বে বাসনা প্রকাশ করে বলত যে, কোনো পয়গম্বর আগমন করলে আমরা তাঁর অনুসরণ করতাম। কিন্তু যখন মহানবী ﷺ- এর আগমন ঘটল, তখন তারা জেদ ও হঠকারিতার পথ অবলম্বন করল। অতঃপর রাসূলে কারীম ﷺ-কে সান্ত্বনা দেওয়া হয়েছে যে, আপনি তাদের উৎপীড়নে মনঃক্ষুণ্ন হবেন না। সেদিন দূরে নয়, যখন আপনি বিজয়ী ও কৃতকার্য হবেন এবং তারা হবে পরাভূত ও আজাবে লক্ষ্যবস্তু। পরকালে তো তা পরিপূর্ণভাবেই দেখা যাবে, তদুপরি দুনিয়াতেও আল্লাহ দেখিয়েছেন যে, বদর যুদ্ধ থেকে মক্কা বিজয় পর্যন্ত প্রতিটি জেহাদে আল্লাহ তাঁর রাসূলকে সাফল্য দান করেছেন এবং শত্রুপক্ষকে লাঞ্ছিত ও অপমাণিত করেছেন।

আল্লাহ ওয়ালাদের বিজয়ের মর্ম : وَلَقَدْ سَبَقَتْ كَلِمَتُنَا-وَاِنَّ جُنْدَنَا لَهُمُ الْغٰلِبُوْنَ এসব আয়াতের অর্থ এই যে, আমি পূর্বাহ্নেই স্থির করে রেখেছি যে, আমার বিশেষ অনুগ্রহপ্রাপ্ত বান্দা পয়গম্বরগণই বিজয়ী হবেন। এতে প্রশ্ন হতে পারে যে, কোনো কোনো পয়গম্বর তো দুনিয়াতে বিজয়ী হননি। জওয়াব এই যে, জানা পয়গম্বরগণের মধ্যে অধিকাংশ পয়গম্বররের সম্প্রদায় মিথ্যারোপের অপরাধে আজাবে পতিত হয়েছে, কিন্তু পয়গম্বরগণকে আজাব থেকে দূরে রাখা হয়েছে। মাত্র কয়েকজন পয়গম্বর দুনিয়াতে শেষ পর্যন্ত বৈষয়িক বিজয় লাভ করতে সক্ষম হননি, কিন্তু যুক্তিতর্কে তাঁরাই সর্বদা উর্ধ্বে রয়েছেন এবং আদর্শগত বিজয় লাভ করেছেন। তবে এই বিজয়ের বৈষয়িক আলামত পরীক্ষা ইত্যাদির মতো বিশেষ কোনো উপযোগিতার কারণে পরকাল পর্যন্ত পিছিয়ে দেওয়া হয়েছে। হযরত থানভী (র.)-এর ভাষায় এর দৃষ্টান্ত এমন যে, কোনো ঘৃণিত দস্যু কোনো উচ্চপদস্থ সরকারি কর্মকর্তার সাথে সফররত অবস্থায় পথিমধ্যে দস্যুবৃত্তিতে লিপ্ত হলে সরকারি কর্মকর্তা খোদা-প্রদত্ত অসাধারণ বুদ্ধিমত্তার কারণে হয়তো দস্যুকে তোষামোদ করবেন, কিন্তু রাজধানীতে পৌছে দস্যুকে গ্রেফতার করে শাস্তি দেবে। সুতরাং এই সাময়িক প্রতিপত্তির কারণে দস্যুকে শাসক এবং কর্মকর্তাকে শাসিত বলা যায় না। বরং আসল অবস্থার দিক দিয়ে দস্যু প্রতিপত্তির অবস্থায়ও শায়িত এবং সরকারি কর্মকর্তা পরাভূত অবস্থায়ও শাসক। এ বিষয়টি হযরত ইবনে-আব্বাস (রা.) সংক্ষিপ্ত ও সাবলীল ভঙ্গিতে বর্ণনা করেছে। তিনি বলেন, اِنْ لَّمْ يُنْصَرُوْا فِى الدُّنْيَا يُنْصَرُوْا فِى الْاٰخِرَةِ -[বয়ানুল -কুরআন]

https://e-ilm.weebly.com/

কিন্তু সর্বদা মনে রাখা দরকার যে, পার্থিব বিজয় হোক কিংবা পারলৌকিক বিজয় কোনো জাতি কেবল বংশগত বৈশিষ্ট্য অথবা ধর্মের সাথে নামে মাত্র সম্পর্কের দ্বারা তা অর্জন করতে পারে না। বরং মানুষ যখন নিজেকে আল্লাহর বাহিনীর একজন সৈনিকরূপে গড়ে তোলে, তখনই তা অর্জিত হতে পারে। এর অপরিহার্য মর্মার্থ হচ্ছে এই যে, জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে আল্লাহর আনুগত্যকে লক্ষ্য হিসাবে গ্রহণ করতে হবে। এখানে جُنْدَنَا (আমার বাহিনী) শব্দটি ব্যক্ত করেছে যে, যে ব্যক্তি ইসলাম গ্রহণ করে সে নিজের সকল কর্মশক্তির বিরুদ্ধে ব্যয় করার জন্য আল্লাহর সাথে চুক্তি করে। এই শর্তের উপরই বৈষয়িক অথবা আদর্শগত, পার্থিব অথবা পারলৌকিক বিজয় নির্ভরশীল।

فَاِذَا نَزَلَ بِسَاحَتِهِمْ فَسَاۤءَ صَبَاحُ الْمُنْذَرِيْنَ : (যখন সে আজাব তাদের আঙিনায় নেমে আসবে, তখন যাদেরকে সতর্ক করা হয়েছিল, তাদের সে সকাল বেলাটি হবে খুবই মন্দ।) আরবি বাক-পদ্ধতিতে আঙিনায় নেমে আসার অর্থ কোনো বিপদ একেবারে সামনে এসে উপস্থিত হওয়া বোঝায়। "সকাল বলার কারণ এই যে, আরবে শত্রুরা সাধারণত: এ সময়েই আক্রমণ পরিচালনা করত। রাসূলুল্লাহ ﷺ-ও তাই করতেন। তিনি কোনো শত্রুর ভূখণ্ডে রাত্রি বেলায় পৌঁছালেও আক্রমণের জন্য সকাল পর্যন্ত অপেক্ষা করতেন। –(মাযহারী) হাদীসে বর্ণিত আছে, রাসূলুল্লাহ ﷺ যখন সকাল বেলায় খায়বর দুর্গ আক্রমণ করেন, তখন এই বাক্যাবলি উচ্চারণ করেন : اَللّٰهُ اَكْبَرُ خُرِبَتْ خَيْبَرُ، اِنَّا اِذَا نَزَلْنَا بِسَاحَةِ قَوْمٍ فَسَاۤءَ صَبَاحُ الْمُنْذَرِيْنَ (অর্থাৎ আল্লাহ মহান। খায়বর বিধ্বস্ত হয়ে গেছে। আমরা যখন কোনো সম্প্রদায়ের আঙিনায় অবতরণ করি, তখন যাদেরকে পূর্ব-সতর্ক করা হয়েছিল, তাদের সকাল খুবই মন্দ হয়।)

سُبْحٰنَ رَبِّكَ رَبِّ الْعِزَّةِ عَمَّا يَصِفُوْنَ وَسَلٰمٌ عَلَى الْمُرْسَلِيْنَ وَالْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ.

উপরিক্ত ১৮০-১৮২ আয়াতগুলোর মাধ্যমে সূরা সাফফাত সমাপ্ত করা হয়েছে। সত্য বলতে কি, এই সুন্দর সমাপ্তির ব্যাখার জন্য বিরাট পুস্তক দরকার। সংক্ষেপে বলা যায় যে, আল্লাহ তা'আলা এই সংক্ষিপ্ত তিনটি আয়াতের মধ্যে সূরার সমস্ত বিষয়বস্তু ভরে দিয়েছেন। তাওহীদের বর্ণনা দ্বারা সূরার সূচনা হয়েছিল, যার সারমর্ম ছিল এই যে, মুশরিকরা আল্লাহ সম্পর্কে যেসব বিষয় বর্ণনা করে, আল্লাহ সেগুলো থেকে পবিত্র। সেমতে আলোচ্য প্রথম আয়াতে সে দীর্ঘ বিষয়বস্তুর দিকেই ইঙ্গিত রয়েছে। এরপর সূরায় পয়গম্বরগণের ঘটনাবলি বর্ণিত হয়েছিল। সেমতে দ্বিতীয় আয়াতে সেগুলোর দিকে ইশারা করা হয়েছে। অতঃপর পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে কাফেরদের বিশ্বাস সন্দেহ ও আপত্তিসমূহ যুক্তি ও উক্তির মাধ্যমে খণ্ডন করে বলা হয়েছিল যে, শেষ বিজয় সত্যপন্থিরাই অর্জন করবে। এসব বিষয়বস্তু যে ব্যক্তিই জ্ঞান ও অন্তর্দৃষ্টি সহকারে পাঠ করবে, সে অবশেষে আল্লাহ তা'আলার প্রশংসা স্তুতি পাঠ করতে বাধ্য হবে। সেমতে এই প্রশংসা ও স্তুতির উপরই সূরার সমাপ্তি টানা হয়েছে।

এছাড়া এই তিন আয়াতে ইসলামের বুনিয়াদী বিশ্বাস তাওহীদ ও রেসালতের বিষয় প্রত্যক্ষভাবে এবং পরকালের বিষয় পরোক্ষভাবে স্থান পেয়েছে। এগুলো সপ্রমাণ করাই ছিল সূরার আসল লক্ষ্য। এতদসঙ্গে এ শিক্ষাও দেওয়া হয়েছে যে, মুমিনের কর্তব্য হচ্ছে তার প্রত্যেকটি প্রসঙ্গ, ভাষণ ও বৈঠক আল্লাহর মহত্ত্ব বর্ণনা ও প্রশংসা দিয়ে সমাপ্ত করবে। সেমতে আল্লামা কুরতুবী (র.) এক্ষেত্রে হযরত আবূ সাঈদ খুদরী (রা.)-এর একটি উক্তি বর্ণনা করেছেন। তিনি বললেন : আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে নামাজ সমাপনান্তে سُبْحَانَ رَبِّكَ رَبِّ الْعِزَّةِ عَمَّا يَصِفُوْنَ- এই আয়াত তিনটি তেলাওয়াত করতে একাধিকবার শুনেছি। এছাড়া কতিপয় তাফসীর গ্রন্থে এ মর্মে হযরত আলী (রা.)-এর উক্তি বর্ণিত আছে যে, যে ব্যক্তি কিয়ামতের দিন পূর্ণমাত্রায় পুরস্কার পেতে চায়, তার প্রত্যেক বৈঠক শেষে এই আয়াত তেলাওয়াত করা উচিত। এ উক্তিই ইবনে আবী হাতেম হযরত শা'বীর বাচনিক রাসূলুল্লাহ ﷺ থেকেও বর্ণনা করেছেন।- [তাফসীর ইবনে-কাসীর]

سُبْحٰنَ رَبِّكَ رَبِّ الْعِزَّةِ عَمَّا يَصِفُوْنَ وَسَلٰمٌ عَلَى الْمُرْسَلِيْنَ وَالْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ

https://e-ilm.weebly.com/

শব্দ বিশ্লেষণ :

بِفَاتِنِيْنَ : সীগাহ جَمْع مُذَكَّرْ বহছ اِسْم فَاعِلْ বাব ضَرَبَ মাসদার فِتْنَةً মূলবর্ণ (ف ـ ت ـ ن) জিনস صَحِيْح অর্থ- ফিরাতে পারবে না।

صَالٌ : সীগাহ وَاحِد مُذَكَّرْ বহছ اِسْم فَاعِلْ বাব سَمِعَ মাসদার صَلْىٌ মূলবর্ণ (ص ـ ل ـ ى) জিনস نَاقِص يَائِىٌ অর্থ- প্রবেশকারী।

صَافُّوْنَ : সীগাহ جَمْع مُذَكَّرْ বহছ اِسْم فَاعِلْ বাব نَصَرَ মাসদার صَفٌّ মূলবর্ণ (ص ـ ف ـ ف) জিনস مُضَاعَف ثُلَاثِىْ অর্থ- সারিবদ্ধভাবে।

اَلْمُسَبِّحُوْنَ : সীগাহ جَمْع مُذَكَّرْ বহছ اِسْم فَاعِلْ বাব تَفْعِيْل মাসদার تَسْبِيْحٌ মূলবর্ণ (س ـ ب ـ ح) জিনস صَحِيْح অর্থ- তাসবীহ পাঠে নিয়োজিত।

سَبَقَتْ : সীগাহ وَاحِد مُؤَنَّث غَائِبْ বহছ مَاضِىْ مَعْرُوْف বাব ضَرَبَ মাসদার سَبْقٌ মূলবর্ণ (س ـ ب ـ ق) জিনস صَحِيْح অর্থ- পূর্ব হতেই নির্ধারিত হয়ে আছে।

تَوَلَّ : সীগাহ وَاحِد مُذَكَّر حَاضِرْ বহছ اَمر حَاضِر مَعْرُوْف বাব تَفَعُّلْ মাসদার تَوَلٍّ মূলবর্ণ (و ـ ل ـ ى) জিনস لَفِيْف مَفْرُوْق অর্থ- কোনো চিন্তা করবেন না, বিমুখ হোন।

বাক্য বিশ্লেষণ :

سُبْحٰنَ رَبِّكَ رَبِّ الْعِزَّةِ عَمَّا يَصِفُوْنَ وَسَلٰمٌ عَلَى الْمُرْسَلِيْنَ : এখানে سُبْحَانَ رَبِّكَ টা مَفْعُول مُطْلَقْ হয়েছে উহ্য ফে'লের رَبِّ الْعِزَّةِ টা বদল হয়েছে, আর عَمَّا টা سُبْحَان-এর সাথে مُتَعَلِّقْ হয়েছে। আর يَصِفُوْنَ টা مَا-এর সেলাহ হয়েছে।

আর سَلٰمٌ হলো মুবতাদা, আর عَلَى الْمُرْسَلِيْنَ হলো খবর।

وَالْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ -এর اَلْحَمْدُ হলো মুবতাদা আর لِلّٰهِ খবর। আর رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ হলো بَدْل অথবা সিফত। –[ই'রাবুল কুরআন ৬ষ্ঠ খণ্ড; পৃ. ৪৩৩]

https://e-ilm.weebly.com/

سُوْرَةُ صٓ مَكِّيَّةٌ
সূরা সোয়া-দ

মক্কায় অবতীর্ণ; আয়াত-৮৮, রুকূ'- ৫

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ○

পরম করুণাময়, দয়ালু আল্লাহর নামে শুরু করছি।

১. সোয়া-দ, কুরআনের কসম, যা নসিহতে পরিপূর্ণ; (তুমি অবশ্যই সত্যবাদী)।	صٓ وَالْقُرْاٰنِ ذِی الذِّكْرِ ﴿١﴾
২. বরং এ কাফেররা বিদ্বেষ ও [সত্যের] বিরোধিতায় [লিপ্ত] রয়েছে।	بَلِ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا فِیْ عِزَّةٍ وَّشِقَاقٍ ﴿٢﴾
৩. তাদের পূর্বে আমি বহু সম্প্রদায়কে ধ্বংস করেছি, সুতরাং তারা আর্তনাদ করেছিল; কিন্তু তখন পরিত্রাণের কোনো উপায় ছিল না।	كَمْ اَهْلَكْنَا مِنْ قَبْلِهِمْ مِّنْ قَرْنٍ فَنَادَوْا وَّلَاتَ حِيْنَ مَنَاصٍ ﴿٣﴾
৪. আর ঐ [কুরাইশী] কাফেররা এ কথায় বিস্মিত হলো যে, তাদের নিকট তাদেরই মধ্য হতে একজন ভয়প্রদর্শকরূপে আগমন করেছেন এবং কাফেররা বলতে লাগল, এ ব্যক্তি জাদুকর, মিথ্যাবাদী।	وَعَجِبُوْۤا اَنْ جَآءَهُمْ مُّنْذِرٌ مِّنْهُمْ ؗ وَقَالَ الْكٰفِرُوْنَ هٰذَا سٰحِرٌ كَذَّابٌ ﴿٤﴾
৫. সে কি এতগুলো উপাস্যের স্থলে মাত্র একজন উপাস্য করে দিল? বাস্তবিকই এটা তো বড় বিস্ময়কর ব্যাপার।	اَجَعَلَ الْاٰلِهَةَ اِلٰهًا وَّاحِدًا ۚ اِنَّ هٰذَا لَشَیْءٌ عُجَابٌ ﴿٥﴾

শাব্দিক অনুবাদ :

১. صٓ সোয়াদ وَالْقُرْاٰنِ কুরআনের কসম ذِی الذِّكْرِ যা নসিহতে পরিপূর্ণ। (তুমি অবশ্যই সত্যবাদী)

২. بَلِ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا বরং এই কাফেররা فِیْ عِزَّةٍ وَّشِقَاقٍ বিদ্বেষ ও (সত্যের) বিরোধিতায় (লিপ্ত) রয়েছে।

৩. كَمْ اَهْلَكْنَا مِنْ قَبْلِهِمْ مِّنْ قَرْنٍ তাদের পূর্বে আমি বহু সম্প্রদায়কে ধ্বংস করেছি فَنَادَوْا সুতরাং তারা আর্তনাদ করেছিল وَّلَاتَ حِيْنَ مَنَاصٍ আর সে সময় পরিত্রাণের কোনো উপায় ছিল না।

৪. وَعَجِبُوْۤا আর ঐ (কুরাইশী) কাফেররা এ কথায় বিস্মিত হলো যে, اَنْ جَآءَهُمْ তাদের নিকট আগমন করেছেন مُّنْذِرٌ مِّنْهُمْ তাদেরই মধ্যে হতে একজন ভয় প্রদর্শকরূপে وَقَالَ الْكٰفِرُوْنَ এবং কাফেররা বলতে লাগল هٰذَا এই ব্যক্তি سٰحِرٌ জাদুকর كَذَّابٌ মিথ্যাবাদী।

৫. اَجَعَلَ الْاٰلِهَةَ সে কি এতগুলো উপাস্যের স্থলে করে দিল اِلٰهًا وَّاحِدًا মাত্র একজন উপাস্য اِنَّ هٰذَا لَشَیْءٌ عُجَابٌ বাস্তবিকই এটা তো বড় বিস্ময়কর ব্যাপার।

https://e-ilm.weebly.com/

৬. এবং ঐ কাফেরদের সরদারগণ [স্বদলীয় লোকদেরকে] এই বলে সরে পড়ে যে, চল এবং নিজ উপাস্যদের উপর অটল থাক, [কেননা] এটা [অর্থাৎ তাওহীদের প্রতি আহ্বান করা, এটা নবীর] কোনো উদ্দেশ্যমূলক ব্যাপার,	وَانْطَلَقَ الْمَلَأُ مِنْهُمْ أَنِ امْشُوا وَاصْبِرُوا عَلَىٰ آلِهَتِكُمْ ۖ إِنَّ هَٰذَا لَشَيْءٌ يُرَادُ ﴿٦﴾
৭. আমরা তো এরূপ কথা [আমাদের] অতীত ধর্মে শুনিনি, এটা [এ ব্যক্তির] মনগড়া উক্তি ভিন্ন আর কিছুই নয়।	مَا سَمِعْنَا بِهَٰذَا فِي الْمِلَّةِ الْآخِرَةِ إِنْ هَٰذَا إِلَّا اخْتِلَاقٌ ﴿٧﴾
৮. আমাদের সকলের মধ্য হতে কি কেবল এ ব্যক্তিরই উপর আল্লাহর কালাম নাজিল করা হয়েছে? বরং এরা আমার ওহী সম্বন্ধে সন্দেহের মধ্যে রয়েছে, বরং তারা এখন পর্যন্ত আমার আজাব আস্বাদন করেনি;	أَأُنْزِلَ عَلَيْهِ الذِّكْرُ مِنْ بَيْنِنَا ۚ بَلْ هُمْ فِي شَكٍّ مِنْ ذِكْرِي ۖ بَلْ لَمَّا يَذُوقُوا عَذَابِ ﴿٨﴾
৯. তাদের নিকট কি আপনার মহাপরাক্রান্ত, দানশীল প্রতিপালকের রহমতের ভাণ্ডারগুলো রয়েছে?	أَمْ عِنْدَهُمْ خَزَائِنُ رَحْمَةِ رَبِّكَ الْعَزِيزِ الْوَهَّابِ ﴿٩﴾
১০. অথবা আসমান ও জমিনে এবং তদুভয়ের মধ্যে যা কিছু আছে, সেগুলোর উপর তাদের কি কোনো আধিপত্য আছে? তাহলে তাদেরকে সিঁড়ি লাগিয়ে [আসমানের উপর] আরোহণ করা উচিত।	أَمْ لَهُمْ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا ۖ فَلْيَرْتَقُوا فِي الْأَسْبَابِ ﴿١٠﴾
১১. এ স্থানে [মক্কানগরে রাসূলের বিরোধী] দলসমূহের মধ্যে এমন এক ভিড় জমে আছে, যারা পরাজিত হবে।	جُنْدٌ مَا هُنَالِكَ مَهْزُومٌ مِنَ الْأَحْزَابِ ﴿١١﴾

শাব্দিক অনুবাদ :

৬. وَانْطَلَقَ الْمَلَأُ مِنْهُمْ এবং ঐ কাফেরদের সরদারগণ (স্বদলীয় লোকদেরকে) এই বলে চলে যেতে লাগল যে, أَنِ امْشُوا চল ।وَاصْبِرُوا এবং অটল থাক عَلَىٰ آلِهَتِكُمْ নিজ উপাস্যদের উপর إِنَّ هَٰذَا لَشَيْءٌ يُرَادُ এটা কোনো উদ্দেশ্যমূলক ব্যাপার।

৭. مَا سَمِعْنَا আমরা তো শুনিনি। بِهَٰذَا এরূপ কথা فِي الْمِلَّةِ الْآخِرَةِ অতীত ধর্মে إِنْ هَٰذَا إِلَّا اخْتِلَاقٌ এটা মনগড়া উক্তি ভিন্ন আর কিছুই নয়।

৮. أَأُنْزِلَ عَلَيْهِ কেবল এই ব্যক্তির উপরই কি নাজিল করা হয়েছে الذِّكْرُ আল্লাহর কালাম مِنْ بَيْنِنَا আমাদের সকলের মধ্যে হতে بَلْ هُمْ فِي شَكٍّ বরং এরা সন্দেহের মধ্যে রয়েছে مِنْ ذِكْرِي আমার ওহী সম্বন্ধে بَلْ لَمَّا يَذُوقُوا عَذَابِ বরং তারা এখন পর্যন্ত আমার আজাব আস্বাদন করেনি।

৯. أَمْ عِنْدَهُمْ তাদের নিকট কি রয়েছে خَزَائِنُ رَحْمَةِ رَبِّكَ আপনার প্রতিপালকের রহমতের ভাণ্ডারগুলো الْعَزِيزِ মহাপরাক্রান্ত الْوَهَّابِ দানশীল।

১০. أَمْ لَهُمْ مُلْكُ অথবা তাদের কি কোনো অধিপতি আছে السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا আসমান ও জমিন এবং এতদুভয়ের মধ্যে যা কিছু আছে সে গুলোর উপর فِي الْأَسْبَابِ فَلْيَرْتَقُوا তাহলে তাদেরকে সিঁড়ি লাগিয়ে (আসমানের উপর) আরোহণ করা উচিত।

১১. جُنْدٌ مَا هُنَالِكَ এস্থানে এমন এক ভিড় জমে আছে مَهْزُومٌ যারা পরাজিত হবে مِنَ الْأَحْزَابِ দল সমূহের মধ্যে।

https://e-ilm.weebly.com/

১২. তাদের পূর্বেও মিথ্যা প্রতিপাদন করেছিল নূহ-সম্প্রদায় ও 'আদ সম্প্রদায় বহু শিবিরের অধিপতি এবং ফেরাউন।	كَذَّبَتْ قَبْلَهُمْ قَوْمُ نُوحٍ وَّعَادٌ وَّفِرْعَوْنُ ذُو الْأَوْتَادِ ﴿١٢﴾
১৩. এবং সামূদ ও লূত সম্প্রদায় এবং আইকার অধিবাসীগণও; সে দলসমূহ এরাই।	وَثَمُودُ وَقَوْمُ لُوطٍ وَّأَصْحٰبُ لْـَٔيْكَةِ ۚ أُولٰٓئِكَ الْأَحْزَابُ ﴿١٣﴾
১৪. এরা সকলেই রাসূলগণের প্রতি অসত্যারোপ করেছিল, সুতরাং আমার শাস্তি (তাদের উপর) পতিত হয়ে গেল।	إِنْ كُلٌّ إِلَّا كَذَّبَ الرُّسُلَ فَحَقَّ عِقَابِ ﴿١٤﴾
১৫. আর এরা কেবল একটি ভীষণ ধ্বনির প্রতীক্ষায় আছে যাতে শ্বাস গ্রহণের অবকাশ (-ও) হবে না।	وَمَا يَنْظُرُ هٰٓؤُلَآءِ إِلَّا صَيْحَةً وَّاحِدَةً مَّا لَهَا مِنْ فَوَاقٍ ﴿١٥﴾
১৬. আর এরা বলে, হে আমাদের প্রতিপালক! আমাদের [আজাবের] অংশ আমাদেরকে বিচার-দিবসের পূর্বেই প্রদান করুন।	وَقَالُوا رَبَّنَا عَجِّلْ لَّنَا قِطَّنَا قَبْلَ يَوْمِ الْحِسَابِ ﴿١٦﴾
১৭. আপনি তাদের উক্তি সম্বন্ধে সবর করুন এবং আমার বান্দা দাউদকে স্মরণ করুন, যিনি বড়ই শক্তিশালী ছিলেন, এবং তিনি [আল্লাহর প্রতি] খুব মনোনিবেশকারী ছিলেন।	اصْبِرْ عَلٰى مَا يَقُولُونَ وَاذْكُرْ عَبْدَنَا دَاوٗدَ ذَا الْأَيْدِ ۚ إِنَّهٗٓ أَوَّابٌ ﴿١٧﴾
১৮. আমি পর্বতসমূহকে আদেশ করেছিলাম যেন তাঁর সাথে তাসবীহ পাঠ করে সন্ধ্যায় ও সকালে,	إِنَّا سَخَّرْنَا الْجِبَالَ مَعَهٗ يُسَبِّحْنَ بِالْعَشِيِّ وَالْإِشْرَاقِ ﴿١٨﴾

শাব্দিক অনুবাদ :

১২. كَذَّبَتْ قَبْلَهُمْ তাদের পূর্বেও মিথ্যা প্রতিপাদন করেছিল قَوْمُ نُوحٍ وَّعَادٌ নূহ সম্প্রদায় ও আদ সম্প্রদায় وَّفِرْعَوْنُ এবং ফেরাউন ذُو الْأَوْتَادِ বহু শিবিরের অধিপতি।

১৩. وَثَمُودُ وَقَوْمُ لُوطٍ এবং ছামূদ ও লূত সম্প্রদায় وَأَصْحٰبُ لْـَٔيْكَةِ এবং আইকার অধিবাসীগণ أُولٰٓئِكَ الْأَحْزَابُ সেই দলসমূহ এরাই।

১৪. إِنْ كُلٌّ إِلَّا كَذَّبَ الرُّسُلَ এরা সকলেই রাসূলগণের প্রতি অসত্যারোপ করেছিল فَحَقَّ عِقَابِ সুতরাং আমার শাস্তি (তাদের উপর) পতিত হলো।

১৫. وَمَا يَنْظُرُ هٰٓؤُلَآءِ إِلَّا আর এরা কেবল প্রতীক্ষায় আছে صَيْحَةً وَّاحِدَةً একটি ভীষণ ধ্বনির مَّا لَهَا مِنْ فَوَاقٍ যাতে শ্বাস গ্রহণের অবকাশ (-ও) হবে না।

১৬. وَقَالُوا আর এরা বলে رَبَّنَا হে আমাদের প্রতিপালক عَجِّلْ لَّنَا قِطَّنَا আমাদের (আজাবের) অংশ আমাদেরকে প্রদান করুন قَبْلَ يَوْمِ الْحِسَابِ বিচার দিবসের পূর্বেই।

১৭. اصْبِرْ আপনি সবর করুন عَلٰى مَا يَقُولُونَ তাদের উক্তি সম্বন্ধে وَاذْكُرْ عَبْدَنَا دَاوٗدَ এবং আমার বান্দা দাউদকে স্মরণ করুন ذَا الْأَيْدِ যিনি বড়ই শক্তিশালী ছিলেন إِنَّهٗٓ أَوَّابٌ এবং তিনি খুব মনোনিবেশকারী ছিলেন।

১৮. إِنَّا سَخَّرْنَا الْجِبَالَ আমি পর্বতসমূহকে আদেশ করেছিলাম مَعَهٗ يُسَبِّحْنَ যেন তাঁর সাথে তাসবীহ পাঠ করে بِالْعَشِيِّ وَالْإِشْرَاقِ সন্ধ্যায় ও সকালে।

https://e-ilm.weebly.com/

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

সূরায়ে সোয়াদ প্রসঙ্গে : সূরায়ে সোয়াদ মক্কায় অবতীর্ণ। আয়াত -৮৮, বাক্য -৭৩২, অক্ষর -৩,০৬৬।
হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা.) থেকে বর্ণিত আছে যে, এ সূরা মক্কায়ে মোয়াজ্জমায় নাজিল হয়েছে।
এ সূরার ফজিলত সম্পর্কে প্রিয়নবী ﷺ একখানি হাদীস বর্ণিত আছে। তিনি ইরশাদ করেছেন : যে ব্যক্তি এ সূরা পাঠ করবে, আল্লাহ পাক তাকে সকল গুনাহ থেকে রক্ষা করবেন।

পূর্ববর্তী সূরার সাথে সম্পর্ক : পূর্ববর্তী সূরার পরিসমাপ্তি টানা হয়েছে তাওহীদ ও রেসালতের আলোচনা উপর, আর এ সূরা শুরু করা হয়েছে পবিত্র কুরআনের শ্রেষ্ঠত্ব, মহাত্ম্য এবং শানের বর্ণনা দ্বারা যা প্রিয়নবী ﷺ -এর রেসালত ও নবুয়তের দলিল।

দ্বিতীয়ত, পূর্ববর্তী সূরায় পূর্বকালের কয়েকজন সত্য সাধক নবী রসূলগণের ঘটনা স্থান পেয়েছে। এমনিভাবে এ সূরায়ও হযরত দাউদ (আ.), হযরত সোলায়মান (আ.) এবং হযরত আইয়ূব (আ.) -এর অবস্থা বর্ণিত হয়েছে।

তৃতীয়তঃ পূর্ববর্তী সূরার শেষে কাফেরদের এ কথার উদ্ধৃতি রয়েছে, لَوْ اَنَّ عِنْدَنَا ذِكْرًا مِّنَ الْاَوَّلِيْنَ 'মক্কার কাফেররা বলতো, 'যদি আমাদের নিকট কোনো উপদেশমূলক গ্রন্থ নাজিল হতো, তবে আমরা পূর্ববর্তী লোকদের ন্যায় আল্লাহ পাকের খাঁটি বান্দা হতে পরতাম'। তাদের আকাঙ্ক্ষার প্রেক্ষিতে পবিত্র কুরআন নাজিল হয়েছে এবং এ সূরার শুরুতে পবিত্র কুরআন সম্পর্কে ঘোষণা করা হয়েছে, 'পবিত্র কুরআনের শপথ যা উপদেশে পরিপূর্ণ'। –[তাফসীরে মা'আরিফুল কুরআন আল্লামা কান্ধলভী (র.) খণ্ড. ৬ পৃ. ১০]

শানে নুযূল–১ : আহমদ, তিরমিযী, নাসায়ী এবং হাকেম হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা.) -এর কথার উদ্ধৃতি দিয়েছেন যে, আবূ তালেব যখন অসুস্থ হয়, তখন কোরায়েশ নেতারা তাকে দেখতে আসে, হযরত রাসূলে কারীম ﷺ ও আগমন করেন, তখন কুরায়েশ নেতারা আবূ তালেবের নিকট তাঁর বিরুদ্ধে অভিযোগ করে যে, তিনি আমাদের উপাস্যদের বিরুদ্ধে কথা বলেন। আবূ তালেব বলে, 'হে আমার ভ্রাতুষ্পত্র! তুমি লোকদের কাছে কি চাও'? তিনি বললেন, শুধু একটি কথার স্বীকৃতি চাই যার কারণে সারা আরব তাদের অনুগত হবে এবং পৃথিবীর অন্য দেশের মানুষ তাদেরকে কর আদায় করবে'। আবূ তালেব বলল 'সে একটি কথা কি'? তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করলেন ঃ তা হলো, লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ (এক আল্লাহ ব্যতীত আর কোনো মাবুদ নেই) তিনিই স্রষ্টা, তিনিই পালনকর্তা, তিনিই রিজিকদাতা, এবং মুহাম্মদ ﷺ আল্লাহ পাকের রসূল। কোরায়েশ নেতারা বলল, সে -তো সকল উপাস্যকে এক উপাস্য করে ফেলেছ'। তখন আলোচ্য সূরার প্রথম আয়াতসমূহ নাজিল হয়।

শানে নুযূল–২ : এই সূরায় প্রাথমিক আয়াতগুলো পটভূমি এই যে, রসূলে-কারীম ﷺ -এর পিতৃব্য আবূ তালেব ইসলাম গ্রহণ না করা সত্ত্বেও ভ্রাতুষ্পুত্রের পূর্ণ দেখা- শোনা ও হেফাজত করে যাচ্ছিলেন। তিনি যখন রোগাক্রান্ত হয়ে পড়লেন, তখন কোরাইশ সরদাররা এক পরামর্শসভায় মিলিত হলো। এতে আবূ জাহল, 'আস ইবনে ওয়ায়েল, আসওয়াদ ইবনে মুত্তালিব, আসওয়াদ ইবনে ইয়াগুসও অন্যান্য সরদাররা যোগদান করল। তারা পরামর্শ করল যে, আবূ তালেব রোগাক্রান্ত। যদি তিনি পরলোকগমন করেন এবং তার অবর্তমানে আমরা মুহাম্মদ ﷺ -এর বিরুদ্ধে কোনো কঠোর ব্যবস্থা গ্রহণ করি, তবে আরবের লোকেরা আমাদেরকে দোষারোপ করার সুযোগ পাবে। বলবে, আবূ তালেবের জীবদ্দশায় তো তারা মুহাম্মদ ﷺ -এর কেশাগ্রও স্পর্শ করতে পারল না, এখন তার মৃত্যুর পর তাকে উৎপীড়নের লক্ষ্যবস্তুতে পরিণত করেছে। তাই আমরা আবূ তালেব জীবিত থাকতেই তার সাথে হযরত মুহাম্মদ ﷺ -এর ব্যাপার একটা মীমাংসায় উপনীত হতে চাই, যাতে সে আমাদের দেব-দেবীর নিন্দাবাদ পরিত্যাগ করে।

সেমতে তারা আবূ তালেবের কাছে গিয়ে বলল : আপনার ভ্রাতুষ্পুত্র আমাদের উপাস্য দেব-দেবীর নিন্দা করে। অথচ রাসূলুল্লাহ ﷺ তাদের দেব-দেবী সম্পর্কে এছাড়া কিছুই বলতেন না যে, এগুলো চেতনাহীন, নিষ্প্রাণ মূর্তি মাত্র; তোমাদের স্রষ্টাও নয়, অন্নদাতাও নয়। তোমাদের কোনো লাভ-লোকসান তাদের করায়ত্ত নয়। আবূ তালেব রাসূলুল্লাহ ﷺ -কে মজলিসে ডেকে এনে বললেন ঃ ভ্রাতুষ্পুত্র, এ কুরাইশ সরদাররা তোমার বিরুদ্ধে অভিযোগ করছে যে, তুমি নাকি তাদের উপাস্য দেব-দেবীর নিন্দা কর। তাদেরকে তাদের ধর্মে ছেড়ে দাও এবং তুমি আল্লাহর ইবাদত করে যাও। এ সম্পর্কে কুরাইশের লোকেরাও বলাবলি করে।

https://e-ilm.weebly.com/

অবশেষে রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন : চাচাজান, "আমি কি তাদেরকে এমন বিষয়ের প্রতি দাওয়াত দেব না, যাতে তাদের মঙ্গল রয়েছে?" আবূ তালেব বললেন ঃ সে বিষয়টা কি ? তিনি বললেন ঃ আমি তাদেরকে এমন একটি কালেমা বলাতে চাই, যার বদৌলতে সমগ্র আরব তাদের সামনে মাথা নত করবে এবং তারা সমগ্র অনারবের অধীশ্বর হয়ে যাবে। একথা শুনে আবূ জাহল বলে উঠলঃ সেই কালেমা কি? তোমার পিতার কসম! আমরা এক কালেমা নয়, দশ কালেমা বলতে প্রস্তুত। রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন ঃ ব্যস" লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ্" বলে দাও। একথা শুনে সবাই পরিধেয় বস্ত্র ঝেড়ে উঠে দাঁড়াল এবং বলল ঃ আমরা কি সমস্ত দেব-দেবীকে পরিত্যাগ করো একজনকে অবলম্বন করব? এ যে, বড়ই বিস্ময়কর ব্যাপার। এঘটনার প্রেক্ষাপটেও সূরা সোয়াদের আলোচ্য আয়াতগুলো অবতীর্ণ হয়। -(ইবনে-কাসীর)

শানে নুযূল- ৩ : আল্লামা ওয়াহেদী (র.) এর বর্ণনানুসারে বর্ণিত রয়েছে যে, হযরত ওমর বিন খাত্তাব (রা.) যখন ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করেন, তখন কুরাইশের নিকট তার ইসলাম ধর্ম গ্রহণ বিষয়টি অত্যন্ত হৃদয় বিদারক হয়ে দাড়াল। সুতরাং কুরাইশ নেতৃবৃন্দ আবূ তালেবের নিকট সাক্ষাত করে বলল যে, আমাদের ও তোমার ভাতিজার মাঝে একটি সমাধান করে দাও। ফলে আবূ তালিব নবী করীম ﷺ-কে ডেকে বলল, ভাতিজা! এরা হচ্ছে তোমার গোত্রের সম্মানিত লোকেরা। তারা তোমার নিকট একটি সাম্যতা কামনা করে। তুমি সম্পূর্ণ রূপে তা এড়িয়ে যাবেনা। রাসূল ﷺ বললেন, তারা কি চায়? তারা বলল, আমাদের এবং আমাদের উপাস্যদের সামালোচনা করা ছেড়ে দেবে। আমরাও তোমাকে এবং তোমার মা'বাদুকে মন্দাচারী করা থেকে বিরত থাকব। সে মূহুর্তে রাসূল ﷺ বললেন যে, তোমরা এমন এক বাক্য কি বলতে পারবে না, যা দ্বারা তোমরা আরবের অধিপতি হয়ে যাবে এবং অনারবদের থেকে কর গ্রহণ করবে? আবূ জাহেল বলল, আমরা একটি বাক্য নয় অনুরূপ আরো দশটি বাক্য বলে দেব। এবার নবী করীম ﷺ বললেন যে, قُوْلُوا لَا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ তৎক্ষণাৎ তারা বিক্ষিপ্ত হয়ে গেল এবং বলল, أَجَعَلَ الْاٰلِهَةَ اِلٰهًا وَّاحِدًا অতএব, এক উপাস্য সকল মাখলুককে কিরূপভাবে নিয়ন্ত্রণাধীন রাখবে? তাদের জবাবে আল্লাহ তা'আলা আলোচ্য সূরার ১ নং আয়াত হতে ১১ নং পর্যন্ত আয়াত সমূহ নাজিল করেন। -[কুরতুবী ১৩৪/১৫]

وَقَالُوا رَبَّنَا عَجِّلْ لَّنَا قِطَّنَا قَبْلَ يَوْمِ الْحِسَابِ (١٦)

শানে নুযুল : রাসূলে আকরাম ﷺ কিয়ামত ও দোজখের শাস্তি সম্পর্কে আলোচনা করছিলেন সে মুহূর্তে যফর বিন হারেছ অবিশ্বাস ও বিদ্রূপাত্মকভাবে বলছিল যে, কিয়ামত বলে কোনো বস্তু নেই। যদি থাকে, তাহলে সে আজাবকেই আমরা কামনা করেছি। রাসূল ﷺ মুসলমানদেরকে বেহেশতের সুসংবাদ যখন শুনাতেন, তখন কোনো কোনো কাফের বিদ্রূপ করে কিয়ামতকে অস্বীকার করে বলত যে, মুসলমান তো তাদের অংশ পর জগতেই নেবে। আমাদের অংশ জাগতিক জীবনই দিয়ে দেওয়া হোক। একথা বলে তার উল্লাস করত যে, কল্পিত প্রত্যাশার উপর জিইয়ে থাকুক। হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) বলেন, আলোচ্য আয়াতে قط দ্বারা আমল নামাকে বুঝানো হয়েছে। সূরায়ে হাক্কার মাঝেও এ বিষয় উল্লিখিত হয়েছে যে, ঈমানদারদের আমল নামা ডান হাতে এবং বেঈমানদের আমল নামা বাম হাতে দেওয়া হবে। তখন কাফের সম্প্রদায় বিদ্রূপ করে বলত যে, আমাদের আমলনামা জাগতিক জীবনেই দিয়ে দেওয়া হোক। তাদের এ সকল উক্তির পরিপ্রেক্ষিতে আলোচ্য আয়াত নাজিল হয়েছে। -[খাযেন/নুরুল কুলূব]

وَانْطَلَقَ الْمَلَاُ مِنْهُمْ : (তাদের সরদাররা একথা বলে প্রস্থান করল)-এতে উল্লিখিত ঘটনার দিকেই ইঙ্গিত করা হয়েছে। তাওহীদের দাওয়াত শুনে তারা মজলিস ত্যাগ করেছিল।

وَفِرْعَوْنُ ذُو الْاَوْتَادِ : এর শাব্দিক অর্থ" কীলকওয়ালা ফেরাউন" এর তাফসীরে তাফসীরবিদদের উক্তি বিভিন্নরূপ। কেউ কেউ বলেন : এতে তার সাম্রাজ্যের দৃঢ়তার প্রতি ইঙ্গিত করা হয়েছে। একারণেই হযরত থানভী (র.) এর তরজমা করেছেন-"যার খুঁটি আমূল বিদ্ধ ছিল।" কেউ কেউ বলেন ঃ সে মানুষকে চিৎ করে শুইয়ে তার চার হাত পায়ে কীলক এঁটে দিত এবং তার উপরে সাপ বিচ্ছু ছেড়ে দিত। এটাই ছিল তার শাস্তি দানের পদ্ধতি। কেউ কেউ বলেন : সে রশিও কীলক দ্বারা বিশেষ এক প্রকার খেলা খেলত। কেউ কেউ আরও বলেন : এখানে কীলক বলে অট্টালিকা বোঝানো হয়েছে। সে সুদৃঢ় অট্টালিকা নির্মাণ করেছিল। -(কুরতুবী)

أُولٰئِكَ الْاَحْزَابُ এটা مَهْزُوْمٌ مِّنَ الْاَحْزَابِ বাক্যের বর্ণনা। অর্থাৎ এ আয়াতে যেসব দলের ইঙ্গিত করা হয়েছিল, তারা এরাই। হযরত থানভী (র.) এ অর্থ অনুযায়ীই তাফসীর করেছেন। কিন্তু অন্য তাফসীরবিদগণ এর অর্থ করেছেন, এরাই ছিল সে দল অর্থাৎ প্রকৃত শৌর্যবীর্যের অধিকারী সম্প্রদায়ই ছিল আদ, ছামূদ প্রমুখ। তাদের মোকাবিলায় মক্কার মুশরিকরা তো তুচ্ছ নগণ্য। তারাই যখন খোদায়ী আজাব থেকে আত্মরক্ষা করতে পারেনি, তখন এই মুশরিকরা কি আত্মরক্ষা করবে?-[কুরতুবী]

https://e-ilm.weebly.com/

مَا لَهَا مِنْ فَوَاقٍ –আরবিতে فَوَاقٍ -এর একাধিক অর্থ হয়। (এক) একবার দুগ্ধ দোহনের পর পুনরায় স্তনে দুগ্ধ আসার মধ্যবর্তী সময়কে فواق বলা হয়। (দুই) সুখ-শান্তি। উদ্দেশ্য এই যে, ইসরাফিলের শিঙ্গার ফুঁক অনবরত চলতে থাকবে এতে কোনো বিরতি হবে না। –(কুরতুবী)

عَجِّلْ لَنَا قِطَّنَا –আসলে কাউকে পুরস্কার দানের প্রতিশ্রুতি সম্বলিত দলিল দস্তাবেজকে قط বলা হয়। কিন্তু পরে শব্দটি 'অংশ' অর্থে ব্যবহৃত হতে শুরু করেছে। এখানে তা-ই বোঝানো হয়েছে। অর্থাৎ পরকালের শাস্তি ও প্রতিদানে আমাদের যা অংশ রয়েছে, তা এখানেই আমাদেরকে দিয়ে দিন।

اِصْبِرْ عَلٰى مَا يَقُوْلُوْنَ وَاذْكُرْ عَبْدَنَا دَاوُدَ ذَا الْاَيْدِ اِنَّهٗ اَوَّابٌ

কাফেরদের ঠাট্টা-বিদ্রূপের কারণে রাসূলুল্লাহ ﷺ মর্মবেদনা অনুভব করতেন। এই মর্মবেদনা দূরীকরণের উদ্দেশ্য সান্ত্বনার জন্য আল্লাহ তা'আলা এখানে অতীত পয়গম্বরগণের ঘটনাবলি বর্ণনা করেছেন। সেমতে আলোচ্য আয়াতসমূহেও রাসূলুল্লাহ ﷺ -কে সবর শিক্ষা দিয়ে কয়েকজন পয়গম্বরের ঘটনাবলি বর্ণিত হয়েছে। সর্বপ্রথম হযরত দাউদ (আ.)-এর ঘটনা বর্ণনা করা হয়েছে।

وَاذْكُرْ عَبْدَنَا دَاوُدَ ذَا الْاَيْدِ : (স্মরণ করুন, আমার বান্দা দাউদকে যে ছিল শক্তিশালী।) প্রায় সমস্ত তাফসীরবিদই এর একই ধরনের অর্থ বর্ণনা করেছেন যে, হযরত দাউদ (আ.) খুবই শক্তি ও সাহসিকতার পরিচয় দিতেন। اِنَّهٗ اَوَّابٌ (নিশ্চয় তিনি আল্লাহর দিকে প্রত্যাবর্তনশীল ছিলেন।)

বুখারী ও মুসলিমের এক হাদীসে রসূলুল্লাহ ﷺ বলেন : আল্লাহ্ তা'আলার কাছে সর্বাধিক পছন্দনীয় নামাজ ছিল হযরত দাউদ (আ.)-এর নামাজ এবং সর্বাধিক পছন্দনীয় রোজা ছিল হযরত দাউদ (আ.) -এর রোজা। তিনি অর্ধরাত্রি নিদ্রা যেতেন, এক তৃতীয়াংশ ইবাদত করতেন এবং পুনরায় রাত্রির ষষ্ঠাংশে নিদ্রা যেতেন এবং তিনি একদিন পর পর রোজা রাখতেন। শত্রুর মোকাবিলায় অবতীর্ণ হয়ে তিনি কখনও পশ্চাদপসরণ করতেন না। নিঃসন্দেহে হযরত দাউদ (আ.) আল্লাহর দিকে খুব প্রত্যাবর্তনশীল ছিলেন।-[ইবনে কাসীর]

ইবাদতের উপরিউক্ত পদ্ধতি সর্বাধিক পছন্দনীয় হওয়ার কারণ এই যে, এতে কষ্ট বেশি হয়। সারা জীবন রোজা রাখলে মানুষ রোজায় অভ্যস্ত হয়ে যায়। ফলে কিছুদিন পর রোজার কোনো কষ্টই অনুভূত হয় না। কিন্তু একদিন পর পর রোজা রাখলে কষ্ট অব্যাহত থাকে। এছাড়া এই পদ্ধতিতে মানুষ ইবাদতের সাথে সাথে নিজের পরিবার-পরিজনের এবং আত্মীয়-স্বজনের অধিকারও পুরোপুরি আদায় করতে পারে।

اِنَّا سَخَّرْنَا الْجِبَالَ مَعَهٗ -এ আয়াতে হযরত দাউদ (আ.)-এর সাথে পর্বতমালাও পক্ষীকুলের ইবাদতে ও তাসবীহে শরিক হওয়ার কথা উল্লেখ করা হয়েছে। ইতঃপূর্বে এর ব্যাখ্যা সূরা আম্বিয়া ও সূরা সাবায় বর্ণিত হয়েছে। এখানে উল্লেখযোগ্য বিষয় এই যে, পর্বতমালা ও পক্ষীকুলের তাসবীহ্ পাঠকে আল্লাহ তা'আলা এখানে হযরত দাউদ (আ.) এর প্রতি নিয়ামত হিসেবে উল্লেখ করেছেন। প্রশ্ন উঠতে পারে যে, এটা হযরত দাউদ (আ.)-এর প্রতি নিয়ামত হলো কেমন করে? পর্বতমালাও পক্ষীকূলের তাসবীহ পাঠে তাঁর বিশেষ কি উপকার হতো ?

এর এক উত্তর এই যে, এতে হযরত দাউদ (আ.)-এর একটি মু'জিযা প্রকাশ পেয়েছে; বলাবাহুল্য, মু'জিযা এক বড় নিয়ামত। এছাড়া হযরত থানভী (র.) এর এক সূক্ষ্ম জওয়াবে বলেন, পর্বতমালা ও পক্ষীকূলের তাসবীহের ফলে জিকিরের এক বিশেষ আনন্দঘন পরিবেশ সৃষ্টি হতো। ফলে ইবাদতে স্ফূর্তি, সজীবতা ও সাহসিকতা অনুভূত হতো। সঙ্ঘবদ্ধ জিকিরের আরও একটি উপকারিতা এই যে, এতে জিকিরের বরকত পরস্পরের উপর প্রতিফলিত হতে থাকে। সুফী বুযুর্গগণের মধ্যে জিকিরের একটি বিশেষ পদ্ধতি প্রচলিত রয়েছে। এতে জিকিরের অবস্থায় ধ্যান করা হয় যে, সমগ্র সৃষ্টজগৎ জিকির করে যাচ্ছে। আত্মশুদ্ধি ও ইবাদত স্পৃহায় এ পদ্ধতির প্রভাব বিস্ময়কর। আলোচ্য আয়াতে এই বিশেষ পদ্ধতির ভিত্তিও পাওয়া যায়।-[মাসায়েলে মুলক]

চাশতের নামাজ : بِالْعَشِيِّ وَالْاِشْرَاقِ যোহরের পর থেকে পরদিন সকাল পর্যন্ত সময়কে عَشِيٌّ বলা হয়। আর اِشْرَاقٌ এর অর্থ সকাল, যখন সূর্যের আলো চারদিকে ছড়িয়ে পড়ে। হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা.) এই আয়াতকে চাশতের নামাজ শরিয়তসিদ্ধ হওয়ার পক্ষে দলিল হিসেবে পেশ করেছেন। চাশতের নামাজকে সালাতে আওয়াবীন এবং কেউ কেউ সালাতে এশরাকও বলেন। পরবর্তীতে" সালাতে আওয়াবীন" নাম মাগরিবের পরে ছয় রাকাতের এবং সালাতে এশরাক 'নাম সূর্যোদয় সংলগ্ন দুই অথবা চার রাকাত নফল নামাজের জন্য অধিক খ্যাত হয়ে গেছে।

https://e-ilm.weebly.com/

চাশতের নামাজ দুই রাকাত থেকে বার রাকাত পর্যন্ত যত রাকাত ইচ্ছা পড়া যায়। হাদীসে এর অনেক উপকারিতা বর্ণিত হয়েছে। তিরমিযীতে হযরত আবূ হুরায়রা (রা.) রেওয়ায়েত করেছেন যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন : যে ব্যক্তি চাশতের দুই রাকাত নামাজ নিয়মিত পড়ে, তার গোনাহ মাফ করা হয় যদিও তা সমুদ্রের ফেনা সমান হয়। হযরত আনাস (রা.)-এর রেওয়ায়েতে রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন : যে, ব্যক্তি চাশতের বার রাকাত নামাজ পড়বে, আল্লাহ তার জন্য জান্নাতে স্বর্ণের প্রাসাদ তৈরি করে দেবেন। -[কুরতুবী]

আলেমগণ বলেন : চাশতের নামাজ দুই থেকে বার পর্যন্ত যত রাকাত ইচ্ছা পড়া যায়। কিন্তু এর জন্য সংখ্যা নির্দিষ্ট করে নিয়মিত পড়াই উত্তম। এই নিয়মিত সংখ্যা চার রাকাত হওয়াই শ্রেয়।

কেননা, চার রাকাত পড়াই রাসূলুল্লাহ ﷺ-এরও নিয়ম ছিল।

শব্দ বিশ্লেষণ :

كَفَرُوْا : সীগাহ جَمع مُذَكَّر غَائِبْ বহছ مَاضِى مَعْرُوْف বাব نَصَرَ মাসদার كُفْرٌ মূলবর্ণ (ك - ف - ر) জিনস صَحِيْح অর্থ- কাফেররা। তারা সত্য বিমুখ হয়েছে।

نَادَوْا : সীগাহ جَمع مُذَكَّر غَائِبْ বহছ مَاضِى مَعْرُوْف বাব مُفَاعَلَة মাসদার نِدَاءٌ মূলবর্ণ (ن - د - و) জিনস نَاقِص وَاوِىْ অর্থ- তারা আর্তনাদ করেছিল।

مَنَاصٍ : اِسَم ظَرْف ও مَصْدَرٌ ; হালাতে জর; বাবে نَصَرَ অর্থ- পলায়ন করা, আশ্রয় নেওয়া। مَنَاصٌ শব্দটি হয়। ক্ষমার স্থান। نَوْصٌ বাবে نَصَرَ -এর মাসদার। হেলে যাওয়া এবং এক দিক হওয়া, উঠে যাওয়া, আশ্রয় চাওয়া, পিছনে সরে যাওয়া, পলায়ন করা।

سَاحِرٌ : সীগাহ وَاحِد مُذَكَّر বহছ اِسَم فَاعِلْ বাব فَتَحَ মাসদার سِحْرٌ (بِكَسْرِ السِّيْنِ) মূলবর্ণ (س - ح - ر) জিনস صَحِيْح অর্থ- জাদুকর।

اِمْشُوْا : সীগাহ جَمع مُذَكَّر حَاضِرْ বহছ اَمَر حَاضِر مَعْرُوف বাব ضَرَبَ মাসদার مَشْىٌ মূলবর্ণ (م - ش - ى) জিনস نَاقِص يَائِىْ অর্থ- চল।

يُرَادُ : সীগাহ وَاحِد مُذَكَّر غَائِبْ বহছ مُضَارِع مَجْهُوْل বাব اِفْعَالْ মাসদার اِرَادَةٌ মূলবর্ণ (ر - و - د) জিনস اَجْوَف وَاوِىْ অর্থ- উদ্দেশ্য মূলক ব্যাপার।

لَمَّا يَذُوْقُوْا : সীগাহ جَمع مُذَكَّر غَائِبْ বহছ مُضَارِع مَنفِىْ بِلَمْ বাব نَصَرَ মাসদার ذَوْقٌ মূলবর্ণ (ذ - و - ق) জিনস اَجْوَف وَاوِىْ অর্থ- তারা এখন পর্যন্ত আমার আজাব আস্বাদন করেনি।

خَزَائِنُ : শব্দটি বহুবচন, একবচন خَزِيْنَةٌ অর্থ- ভাণ্ডার।

فَلْيَرْتَقُوْا : সীগাহ جَمع مُذَكَّر غَائِبْ বহছ اَمَر غَائِبْ مَعْرُوف বাব اِفْتِعَالْ মাসদার اِرْتِقَاءٌ মূলবর্ণ (ر - ق - ى) জিনস نَاقِص يَائِىْ অর্থ- তারা যেন সিঁড়ি লাগিয়ে আরোহণ করে।

مَهْزُوْمٌ : সীগাহ وَاحِد مُذَكَّر বহছ اِسَم مَفْعُوْل বাব ضَرَبَ মাসদার هَزْمٌ মূলবর্ণ (ه - ز - م) জিনস صَحِيْح অর্থ- পরাজিত।

اَحْزَابُ : حِزْبٌ -এর বহুবচন, অর্থ- দল, জামাত, বাহিনী।

اَوْتَادُ : وَتَدٌ -এর বহুবচন। অর্থ- খুঁটি, কীলক, পেরেক।

বাক্য বিশ্লেষণ :

وَعَجِبُوْا اَنْ جَاءَهُمْ مُنْذِرٌ مِنْهُمْ وَقَالَ الْكٰفِرُوْنَ هٰذَا سٰحِرٌ كَذَّابٌ : এখানে وَاوْ টি আতেফা, আর عَجِبُوْا ফে'ল ও ফায়েল। আর হলো اَنْ مَصْدَرِيَّة আর এটা তার অধীনস্থ সবকিছুকে নিয়ে مَصْدَرٌ مَنْصُوْبٌ بِنَزْعِ الْخَافِضِ হয়েছে অর্থাৎ وَقَالَ আর عَجِبُوْا حِيْنَ مَجِيْئِ مُنْذِرٍ আর مُنْذِرٌ হলো فَاعِل مُؤَخَّر আর مِنْهُمْ হলো مُنْذِرٌ -এর نَعْت আর وَاوْ -এর টি হরফে আতফ قَالَ ফেল এবং الْكٰفِرُوْنَ হলো ফায়েল। আর هٰذَا হলো মুবতাদা। سَاحِرٌ খবর। আর كَذَّابٌ হলো দ্বিতীয় খবর কিংবা سَاحِرٌ -এর نَعْت হয়েছে। -[ই'রাবুল কুরআন ৬ষ্ঠ খণ্ড; পৃ. ৪৩৬]

https://e-ilm.weebly.com/

وَالطَّيْرَ مَحْشُورَةً ۖ كُلٌّ لَّهُ أَوَّابٌ ﴿١٩﴾

১৯. আর [এরূপে] পক্ষীকুলকেও [এই হুকুম দিয়েছিলাম] যারা সমবেত হতো; সকলেই তাঁর অভিমুখী ছিল।

وَشَدَدْنَا مُلْكَهُ وَآتَيْنَاهُ الْحِكْمَةَ وَفَصْلَ الْخِطَابِ ﴿٢٠﴾

২০. এবং আমি তাঁর রাজত্বকে সুদৃঢ় করেছিলাম আর তাঁকে হেকমত ও মীমাংসায় উপনীতকারী বর্ণনা শক্তি প্রদান করেছিলাম।

وَهَلْ أَتَاكَ نَبَأُ الْخَصْمِ إِذْ تَسَوَّرُوا الْمِحْرَابَ ﴿٢١﴾

২১. আর আপনার নিকট সে বাদী-বিবাদীদের সংবাদ পৌঁছেছি কি? যখন তারা দেওয়াল টপকিয়ে ইবাদতখানায় ঢুকল।

إِذْ دَخَلُوا عَلَىٰ دَاوُودَ فَفَزِعَ مِنْهُمْ ۖ قَالُوا لَا تَخَفْ ۖ خَصْمَانِ بَغَىٰ بَعْضُنَا عَلَىٰ بَعْضٍ فَاحْكُم بَيْنَنَا بِالْحَقِّ وَلَا تُشْطِطْ وَاهْدِنَا إِلَىٰ سَوَاءِ الصِّرَاطِ ﴿٢٢﴾

২২. যখন দাউদের নিকট পৌঁছল তখন তিনি ভীত হয়ে পড়লেন, তারা বলতে লাগল, ভয় করবেন না, আমরা বিবাদকারী দুই ব্যক্তি, আমরা একে অন্যের উপর অন্যায় করেছি, অতএব, আপনি আমাদের মধ্যে ন্যায়ভাবে মীমাংসা করুন এবং অবিচার করবেন না এবং আমাদেরকে সঠিক পথ বলে দিন।

إِنَّ هَٰذَا أَخِي لَهُ تِسْعٌ وَتِسْعُونَ نَعْجَةً وَلِيَ نَعْجَةٌ وَاحِدَةٌ فَقَالَ أَكْفِلْنِيهَا وَعَزَّنِي فِي الْخِطَابِ ﴿٢٣﴾

২৩. (মকদ্দমা এই যে,) এ লোকটি আমার (ধর্মীয়) ভাই। তার নিকট নিরানব্বইটি মাদি-দুম্বা রয়েছে আর আমার নিকট একটি মাদি-দুম্বা। কিন্তু সে বলছে যে, ঐটিও আমাকে দিয়ে ফেল এবং কথার জোরে আমাকে পরাস্ত করছে।

শাব্দিক অনুবাদ :

১৯. وَالطَّيْرَ আর (এরূপে) পক্ষীকুলকেও (এই হুকুম দিয়েছিলাম) مَحْشُورَةً যারা সমবেত হতো كُلٌّ لَّهُ أَوَّابٌ সকলেই তাঁর (তাসবীহের) অভিমুখী ছিল।

২০. وَشَدَدْنَا مُلْكَهُ এবং আমি তাঁর রাজত্বকে সুদৃঢ় করেছিলাম وَآتَيْنَاهُ আর তাঁকে প্রদান করেছিলাম الْحِكْمَةَ হেকমত وَفَصْلَ الْخِطَابِ ও মীমাংসায় উপনীতকারী বর্ণনা শক্তি।

২১. وَهَلْ أَتَاكَ আর আপনার নিকট পৌঁছেছি কি نَبَأُ الْخَصْمِ সেই বাদী-বিবাদীদের সংবাদ إِذْ تَسَوَّرُوا الْمِحْرَابَ যখন তারা দেওয়াল টপকিয়ে ইবাদত খানায় ঢুকল।

২২. إِذْ دَخَلُوا عَلَىٰ دَاوُودَ যখন দাউদের নিকট পৌঁছল فَفَزِعَ مِنْهُمْ তখন তিনি ভীত হয়ে পড়লেন قَالُوا তারা বলতে লাগল لَا تَخَفْ ভয় করবেন না خَصْمَانِ আমরা বিবাদকারী দুই ব্যক্তি بَغَىٰ بَعْضُنَا عَلَىٰ بَعْضٍ আমরা একে অন্যের উপর অন্যায় করেছি فَاحْكُم بَيْنَنَا بِالْحَقِّ অতএব, আপনি আমাদের মধ্যে ন্যায়ভাবে মীমাংসা করুন وَلَا تُشْطِطْ এবং অবিচার করবেন না وَاهْدِنَا إِلَىٰ سَوَاءِ الصِّرَاطِ এবং আমাদেরকে সঠিক পথ বলে দিন।

২৩. إِنَّ هَٰذَا أَخِي এ লোকটি আমার ভাই لَهُ تِسْعٌ وَتِسْعُونَ نَعْجَةً তার নিকট নিরানব্বই মাদি– দুম্বা রয়েছে وَلِيَ نَعْجَةٌ وَاحِدَةٌ আর আমার নিকট একটি মাদি– দুম্বা فَقَالَ কিন্তু সে বলেছে أَكْفِلْنِيهَا ঐটিও আমাকে দিয়ে ফেল وَعَزَّنِي فِي الْخِطَابِ এবং কথার জোরে আমাকে পরাস্ত করছে।

https://e-ilm.weebly.com/

২৪. দাউদ বললেন, এ ব্যক্তি যে তোমার দুম্বাটিকে তার দুম্বাগুলোর সাথে মিলাবার আবেদন করছে, তাতে সে যথার্থই তোমার উপর অত্যাচার করছে এবং অধিকাংশ অংশীরাই একে অন্যের উপর অন্যায় করে থাকে, কিন্তু যারা ঈমানদার এবং নেককার, আর এরূপ লোক খুবই কম; আর দাউদ মনে করলেন যে, আমি তাঁকে পরীক্ষায় ফেলেছি, অতএব, তিনি তাঁর প্রতিপালকের সমীপে তওবা করলেন এবং সেজদায় পতিত হলেন এবং (আল্লাহর দিকে) রুজু হলেন।

قَالَ لَقَدْ ظَلَمَكَ بِسُؤَالِ نَعْجَتِكَ إِلَىٰ نِعَاجِهِ ۖ وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ الْخُلَطَاءِ لَيَبْغِي بَعْضُهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَقَلِيلٌ مَّا هُمْ ۗ وَظَنَّ دَاوُودُ أَنَّمَا فَتَنَّاهُ فَاسْتَغْفَرَ رَبَّهُ وَخَرَّ رَاكِعًا وَأَنَابَ ۩ ﴿٢٤﴾

২৫. সুতরাং আমি তাঁকে তা ক্ষমা করে দিলাম এবং আমার দরবারে তাঁর জন্য (বিশেষ) নৈকট্য এবং উত্তম পরিণাম রয়েছে।

فَغَفَرْنَا لَهُ ذَٰلِكَ ۖ وَإِنَّ لَهُ عِندَنَا لَزُلْفَىٰ وَحُسْنَ مَآبٍ ﴿٢٥﴾

২৬. [এ ঘটনার পর আমি তাঁকে বললাম,] হে দাউদ! আমি আপনাকে ভূপৃষ্ঠে হাকেম নিযুক্ত করেছি, অতএব, মানুষের মধ্যে ন্যায়ভাবে মীমাংসা করতে থাকুন এবং ভবিষ্যতেও স্বীয় প্রবৃত্তির অনুসরণ করবেন না, কেননা তা আপনাকে আল্লাহর পথ হতে বিচ্যুত করে দেবে; যারা আল্লাহ্ তা'আলার পথ হতে বিচ্যুত হয়, তাদের জন্য কঠোর আজাব রয়েছে, এ কারণে যে, তারা বিচার-দিবসকে ভুলে রয়েছে।

يَا دَاوُودُ إِنَّا جَعَلْنَاكَ خَلِيفَةً فِي الْأَرْضِ فَاحْكُم بَيْنَ النَّاسِ بِالْحَقِّ وَلَا تَتَّبِعِ الْهَوَىٰ فَيُضِلَّكَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ ۚ إِنَّ الَّذِينَ يَضِلُّونَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ لَهُمْ عَذَابٌ شَدِيدٌ بِمَا نَسُوا يَوْمَ الْحِسَابِ ﴿٢٦﴾

শাব্দিক অনুবাদ :

২৪. قَالَ দাউদ বললেন لَقَدْ ظَلَمَكَ সে যথার্থই তোমার উপর অত্যাচার করছে بِسُؤَالِ نَعْجَتِكَ إِلَىٰ نِعَاجِهِ এ ব্যক্তি যে তোমার দুম্বাটি তার দুম্বাগুলোর সাথে মিলাবার আবেদন করছে তাতে وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ الْخُلَطَاءِ এবং অধিকাংশ অংশীরাই لَيَبْغِي بَعْضُهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ একে অন্যের উপর অন্যায় করে থাকে إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا কিন্তু যারা ঈমানদার وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ এবং নেককার وَقَلِيلٌ مَّا هُمْ আর এরূপ লোক খুবই কম وَظَنَّ دَاوُودُ আর দাউদ মনে করলেন যে, أَنَّمَا فَتَنَّاهُ আমি তাকে পরীক্ষায় ফেলেছি فَاسْتَغْفَرَ رَبَّهُ অতএব তিনি স্বীয় রবের সমীপে তওবা করলেন وَخَرَّ رَاكِعًا এবং সেজদায় পতিত হলেন وَأَنَابَ এবং (আল্লাহর দিকে) রুজু হলেন।

২৫. فَغَفَرْنَا لَهُ ذَٰلِكَ সুতরাং আমি তাকে তা ক্ষমা করে দিলাম وَإِنَّ لَهُ عِندَنَا এবং আমার দরবারে তার জন্য রয়েছে لَزُلْفَىٰ (বিশেষ) নৈকট্য وَحُسْنَ مَآبٍ এবং উত্তম পরিণাম।

২৬. يَا دَاوُودُ হে দাউদ إِنَّا جَعَلْنَاكَ আমি আপনাকে নিযুক্ত করেছি خَلِيفَةً হাকেম فِي الْأَرْضِ ভূপৃষ্ঠে فَاحْكُم بَيْنَ النَّاسِ بِالْحَقِّ অতএব, মানুষের মধ্যে ন্যায়ভাবে মীমাংসা করতে থাকুন وَلَا تَتَّبِعِ الْهَوَىٰ এবং ভবিষ্যতেও স্বীয় প্রবৃত্তির অনুসরণ করবেন না فَيُضِلَّكَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ কেননা তা আপনাকে আল্লাহর পথ হতে বিচ্যুত করে দেবে إِنَّ الَّذِينَ يَضِلُّونَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ যারা আল্লাহ তা'আলার পথ হতে বিচ্যুত হয় لَهُمْ عَذَابٌ شَدِيدٌ তাদের জন্য কঠোর আজাব রয়েছে بِمَا نَسُوا يَوْمَ الْحِسَابِ এ কারণে যে, তারা বিচার-দিবসকে ভুলে রয়েছে।

https://e-ilm.weebly.com/

https://e-ilm.weebly.com/

https://e-ilm.weebly.com/

বিবাদ মীমাংসা করার কাজে ব্যস্ত হয়ে পড়েন এবং তাঁর পরিবারের অন্য কেউ তখন ইবাদত ও জিকিরে মশগুল ছিল না। এতে হযরত দাউদ (আ.) বুঝতে পারেন যে, আল্লাহর কাছে ইবাদতের গর্ব প্রকাশ করা ভুল ছিল। তাই তিনি ক্ষমা প্রার্থনা করেন ও সেজদায় লুটিয়ে পড়েন। মুস্তাদরাকে হাকেমে সহীহ সনদ সহকারে বর্ণিত হযরত ইবনে আব্বাস (রা.)-এর একটি উক্তি দ্বারা এ ব্যাখ্যার সমর্থন হয়। -[আহকামুল কুরআন]।

উপরিউক্ত সবগুলো ব্যাখ্যার অভিন্ন স্বীকৃত বিষয় এই যে, মোকদ্দমাটি কাল্পনিক নয়-সত্যিকার ঘটনার উপর প্রতিষ্ঠিত ছিল এবং হযরত দাউদ (আ.) -এর যাচাই ও পরীক্ষার সাথে এর কোনো সম্পর্কে ছিল না। এর বিপরীতে অনেক তাফসীরবিদদের ব্যাখ্যার সারমর্ম এই যে, মোকদ্দমার পক্ষদ্বয় মানুষ নয়-ফেরেশতা ছিল এবং আল্লাহ তা'আলা হযরত দাউদ (আ.) -এর সামনে একটি কাল্পনিক মোকদ্দমা পেশ করার জন্য তাদেরকে পাঠিয়ে ছিলেন যাতে হযরত দাউদ (আ.) নিজের ভুল বোঝতে পারেন।

সেমতে তাঁদের বক্তব্য এই যে, উরিয়াকে হত্যা করানো এবং তার পত্নীকে বিয়ে করার কাহিনী সম্পূর্ণ বানোয়াট। তবে বাস্তব সত্য এই যে, বনী ইসরাঈলের মধ্যে তখন কাউকে "তুমি তোমার স্ত্রীকে তালাক দিয়ে আমার বিবাহে দিয়ে দাও"–এ কথাটি বলা দূষণীয় ছিল না। বরং তখন এ ধরনের ফরমায়েশের ব্যাপক প্রচলনও ছিল। এর ভিত্তিতেই হযরত দাউদ (আ.) উরিয়ার কাছে ফরমায়েশ করেছিলেন। ফলে আল্লাহ তা'আলা দু'জন ফেরেশতা প্রেরণ করে তাঁকে সতর্ক করেন। কেউ কেউ বলেন : ব্যাপারটি এই যে, উরিয়া কোনো এক মহিলাকে বিয়ের পয়গাম দিয়েছিল। হযরত দাউদ (আ.) ও সে মহিলাকে বিয়ের পয়গাম দেন। এতে উরিয়া খুবই দুঃখিত হয়। বিষয়টি বোঝানোর জন্য আল্লাহ তা'আলা দু'জন ফেরেশতা প্রেরণ করেন এবং সূক্ষ্ম ভঙ্গিতে হযরত দাউদ (আ.)-এর ভুলের ব্যাপারে সতর্ক করেন। কাযী আবূ ইয়া'লা এ ব্যাখ্যার প্রমাণস্বরূপ কুরআন পাকের وَعَزَّنِىْ فِى الْخِطَابِ বাক্যটি পেশ করেছেন। তিনি বলেন, এ বাক্যটি প্রমাণ করেন যে, ব্যাপারটি নিছক বিয়ের পয়গামের ক্ষেত্রেই সংঘটিত হয়েছিল এবং হযরত দাউদ (আ.) তখনও তাকে বিয়ে করেন নি। -[যাদুল মাসীর]

অধিকাংশ তাফসীরবিদ শেষোক্ত দু'টি ব্যাখ্যাকে অগ্রাধিকার দিয়েছেন। সাহাবায়ে কেরামের কোনো কোনো উক্তি থেকেও এ দু'টি ব্যাখ্যার সমর্থন পাওয়া যায়। -[রূহুল মা'আনী, তাফসীরে আবূ সউদ, যাদুল মাসীর তাফসীরে কাবীর ইত্যাদি।]

কিন্তু বাস্তব ঘটনা এই যে, এ পরীক্ষা ও ভুলের বিবরণ কুরআন ও সহীহ হাদীস দ্বারা প্রামাণ্য নয়। তাই এতটুকু বিষয় তো মীমাংসিত যে, উরিয়াকে হত্যা করানোর যে কাহিনী প্রচলিত রয়েছে, তা ভ্রান্ত। কিন্তু আসল ঘটনার ব্যাপারে উল্লিখিত সবগুলো সম্ভাবনাই বিদ্যমান রয়েছে কিন্তু এগুলোর কোনো একটিকেও অকাট্য ও নিশ্চিত বলা যায় না। সুতরাং হাফেজ ইবনে কাসীরের অবলম্বিত পথই নির্ঝঞ্ঝাট। তা এই যে, আল্লাহ তা'আলা যে বিষয় অস্পষ্ট রেখেছেন, আমরা যেন নিজেদের অনুমান ও ধারণার মাধ্যমে তার বিবরণ দেওয়ার চেষ্টা না করি, যেহেতু এর সাথে আমাদের কোনো কর্মের সম্পর্ক নেই। এ অস্পষ্টতার মধ্যেও অবশ্যই কোনো রহস্য নিহিত রয়েছে। সুতরাং কেবল কুরআন পাকে উল্লিখিত ঘটনার উপরই ঈমান রাখা এবং বিশদ বিবরণ আল্লাহ তা'আলার উপর সমর্পণ করা উচিত। তবে এ ঘটনা থেকে কতিপয় কর্মগত উপকারিতা অর্জিত হয়। এগুলোর প্রতি অধিক মনোযোগ দেওয়া দরকার। এখন আয়াতসমূহের তাফসীর দেখুন, ইনশাআল্লাহ প্রয়োজনীয় বিষয়গুলো এসে যাবে।

اِذْ تَسَوَّرُوا الْمِحْرَابَ : (যখন তারা ইবাদতখানার প্রাচীর ডিঙিয়ে প্রবেশ করল।) مِحْرَابٌ আসলে বাড়ির উপর তলা অথবা গৃহের সম্মুখভাগকে বলা হয়। কিন্তু পরবর্তীতে বিশেষভাবে মসজিদ অথবা ইবাদতখানার সামনের অংশকে বোঝানোর জন্য শব্দটি ব্যবহৃত হতে শুরু করেছে। কুরআনে এটি ইবাদতখানার অর্থেই ব্যবহৃত হয়েছে। আল্লামা সুয়ূতী (র.) লিখেন, আজকাল মসজিদসমূহে যে বৃত্তাকারে মেহরাব নির্মাণ করা হয়, তা রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর আমলে ছিল না।

–(রূহুল মা'আনী)

فَفَزِعَ مِنْهُمْ : (হযরত দাউদ (আ.) তাদেরকে দেখে ঘাবড়ে গেলেন।) ঘাবড়ানোর কারণ সুস্পষ্ট। অসময়ে দু'ব্যক্তির পাহারা ডিঙিয়ে ভেতরে প্রবেশ করা সাধারণতঃ মন্দ অভিপ্রায়ই হয়ে থাকে।

স্বাভাবিক ভীতি নবুয়ত ও ওলীত্বের পরিপন্থি নয় : এ থেকে জানা গেলে যে, কোনো ভয়াবহ জিনিস দেখে স্বাভাবিক ভীত হয়ে যাওয়া নবুয়ত ও ওলীত্বের পরিপন্থি নয়। তবে এই ভীতিকে মন-মস্তিষ্কে বদ্ধমূল করে কর্তব্য কাজ ছেড়ে দেওয়া অবশ্যই মন্দ। কুরআন পাকে পয়গম্বরগণের শানে বলা হয়েছে وَلَا يَخْشَوْنَ اَحَدًا اِلَّا اللّٰهَ (তারা ব্যতীত কাউকে ভয় করেন না।) অতঃপর প্রশ্ন হতে পারে যে, এখানে হযরত দাউদ (আ.) ভীত হলেন কেন? জওয়াব এই যে, ভয় দু'রকম হয়ে থাকে। এক ভয় ইতর প্রাণীদের কষ্ট দেওয়ার আশঙ্কায় হয়ে থাকে। আরবিতে একে خَوْف বলা হয়। দ্বিতীয় ভয়

https://e-ilm.weebly.com/

কোনো মহান ব্যক্তির মাহাত্ম্য, প্রতাপ ও প্রভাবের কারণে হয়ে থাকে। আরবিতে একে خَشْيَةٌ বলা হয়। (মুফরাদাতে রাগেব) শেষোক্ত ভয় আল্লাহ ব্যতীত কারও জন্যে হওয়া উচিত নয়। তাই পয়গম্বরগণ আল্লাহ ব্যতীত কারও প্রতি এ ধরনের ভয়ে ভীত হতেন না তবে স্বাভাবিক পর্যায়ে ইতর বস্তুর ভয় তাঁদের মধ্যেও ছিল।

অনিয়ম দেখলে প্রকৃত অবস্থা পর্যন্ত সবর করা উচিত : قَالُوا لَا تَخَفْ - (তারা বলল, আপনি ভীত হবেন না।) আগন্তুকরা একথা বলে তাদের বক্তব্য শুরু করে দেয় এবং হযরত দাউদ (আ.) চুপচাপ তাদের কথা শুনতে থাকেন। এ থেকে জানা গেল যে, কোনো ব্যক্তি হঠাৎ নিয়মের ব্যতিক্রম করে ফেললে সাথে সাথেই তাকে তিরস্কার করা উচিত নয়; বরং প্রথমে তার কথা শুনে নেওয়া দরকার, যাতে জানা যায় যে, এরূপ ব্যতিক্রম করার বৈধতা ছিল কিনা। অন্য কেউ হলে আগন্তুকদের উদ্দেশ্য তৎক্ষণাৎ বকাবকি শুরু করে দিত, কিন্তু হযরত দাউদ (আ.) আসল ব্যাপার জানার জন্য অপেক্ষা করেছেন। তিনি মনে করেছেন যে, সম্ভবতঃ এরা অসুবিধাগ্রস্ত। وَلَا تُشْطِطْ (এবং অবিচার করবেন না।) আগন্তুকদের কথা বলার এ ভঙ্গি বাহ্যতঃ ধৃষ্টতাপূর্ণ ছিল। প্রথমতঃ প্রাচীর ডিঙিয়ে অসময়ে আসা, অতঃপর এসেই হযরত দাউদ (আ.)-এর মতো মহান পয়গম্বরকে সুবিচার করার অবিচার থেকে বেচেঁ থাকার আদেশ দেওয়া-এগুলোর সবই ছিল কাণ্ডজ্ঞানহীনতা। কিন্তু হযরত দাউদ (আ.) সবর করেন এবং তাদেরকে গালমন্দ করেননি।

অভাবগ্রস্তদের ভুলভ্রান্তিতে বড়দের যথাসম্ভব ধৈর্য ধারণ করা উচিত : এ থেকে জানা গেল যে, আল্লাহ তা'আলা উচ্চ পদমর্যাদা দান করেন এবং সাধারণ মানুষের প্রয়োজনাদি তার সাথে সম্পর্কযুক্ত থাকে, তার উচিত অভাবগ্রস্তদের অনিয়ম ও কথাবার্তার ভুলভ্রান্তিতে যথাসম্ভব ধৈর্য ধরা। এটাই তার পদমর্যাদার দাবি। বিশেষভাবে শাসক, বিচারক ও মুফতিগণের এদিকে লক্ষ্য রাখা দরকার। –(রূহুল মা'আনী)

قَالَ لَقَدْ ظَلَمَكَ بِسُؤَالِ نَعْجَتِكَ إِلَى نِعَاجِهِ : (হযরত দাউদ (আ.) বললেন, সে তোমার দুম্বীকে তার দুম্বাগুলোর সাথে সংযুক্ত করার দাবি করে তোমার প্রতি অন্যায় করেছে।) এখানে দু'টি বিষয় প্রণিধানযোগ্য- (১) হযরত দাউদ (আ.) এ কথাটি কেবল বাদীর বর্ণনা শুনেই বলে দিয়েছেন-বিবাদীর বিবৃতি শুনেনি। কোনে কোনো তাফসীরবিদ বলেন, এটাই ছিল তাঁর ভুল, যে কারণে তিনি আল্লাহর কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করেছেন। কিন্তু অন্যান্য তাফসীরবিদগণ বলেন, প্রকৃতপক্ষে এখানে মোকদ্দমার পূর্ণ বিবরণ বর্ণিত হচ্ছে না; কেবল প্রয়োজনীয় বিষয়গুলো বর্ণনা করা হয়েছে। হযরত দাউদ (আ.) নিশ্চয়ই বিবাদীর কথাও শুনে থাকবেন। ফয়সালার এটাই সুবিদিত পন্থা।

এছাড়া এমনও হতে পারে যে, আগন্তুকরা যদিও তাঁর কাছে আদালতি মীমাংসা কামনা করেছিল, কিন্তু তখন আদালত অথবা কাছারির সময় ছিল না এবং সেখানে রায় কার্যকর করার প্রয়োজনীয় উপায়ও ছিল না। তাই হযরত দাউদ (আ.) বিচারকের পদমর্যাদায় নয় (মুফতির পদমর্যাদায় ফতোয়া দেন। মুফতির কাজ ঘটনার তদন্ত করা নয় বরং প্রশ্ন মোতাবেক জওয়াব দেওয়া।

চাপ প্রয়োগে চাঁদা বা দান-খয়রাত চাওয়া লুণ্ঠনের নামান্তর : এখানে দ্বিতীয় প্রণিধানযোগ্য বিষয় এই যে, হযরত দাউদ (আ.) কেবল এক ব্যক্তির দুম্বা দাবি করাকে জুলুম বলে আখ্যা দিয়েছেন। অথচ বাহ্যত কারও কাছে কোনো বস্তু প্রার্থনা করা অপরাধ নয়। কারণ এই যে, এখানে দৃশ্যত প্রার্থনা হলেও সে কথা ও কর্মের চাপ সহকারে প্রার্থনা করা হচ্ছিল তার বর্তমানে তা লুণ্ঠনের পর্যায়ে চলে গিয়েছিল।

এ থেকে জানা গেল যে, যদি কোনো ব্যক্তি কারও কাছে এভাবে কোনো কিছু চায় যে, প্রতিপক্ষ সম্মত হোক বা না হোক, পার্থিব বস্তু দেওয়া ছাড়া গত্যন্তর থাকে না, তবে এভাবে উপঢৌকন চাওয়াও লুণ্ঠনের শামিল। সুতরাং যে চায় সে ক্ষমতাসীন অথবা প্রভাবশালী ব্যক্তি হলে এবং প্রতিপক্ষ তার ব্যক্তিত্বের চাপের দরুন দিতে অস্বীকার করতে সক্ষম না হলে তা দৃশ্যত উপঢৌকন চাওয়া হলেও প্রকৃতপক্ষে লুণ্ঠন হয়ে থাকে। যে চায়, তার পক্ষে এভাবে অর্জিত বস্তু ব্যবহার করা বৈধ নয়। এ বিষয়টির প্রতি মনোযোগ দেওয়া বিশেষভাবে তাদের জন্য খুবই জরুরি, যারা মক্তব-মাদরাসা, মসজিদ, সমিতি ও দলের জন্য চাঁদা আদায় করে। একমাত্র সে চাঁদাই হালাল, যা দাতা পূর্ণ ক্ষমতা সহকারে, মনের খুশিতে দান করে। যদি চাঁদা আদায়কারীরা তাদের ব্যক্তিত্বের চাপে অথবা একযোগে আট-দশ ব্যক্তি কাউকে উত্যক্ত করে চাঁদা আদায় করে নেয়, তবে এটা প্রকাশ্য অবৈধ কাজ বলে গণ্য হবে। রাসূলে কারীম ﷺ পরিষ্কার বলেন : لَا يَحِلُّ مَالُ امْرِئٍ مُسْلِمٍ إِلَّا بِطِيبِ نَفْسٍ مِنْهُ -কোনো মুসলমান ব্যক্তির মাল তার মনের খুশি ছাড়া হালাল নয়।

কাজ-কারবারে শরিক হওয়ার ব্যাপারে সাবধানতা প্রয়োজন : وَإِنَّ كَثِيرًا مِنَ الْخُلَطَاءِ لَيَبْغِي بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ (শরিকদের অনেকেই একে অন্যের প্রতি বাড়াবাড়ি করে থাকে।) এতে বলে দেওয়া হয়েছে যে, দু'ব্যক্তি কোনো কাজ-কারবারে শরিক হলে প্রায়ই একের দ্বারা অপরের অধিকার ক্ষুণ্ন হয়ে যায়। কোনো সময় এক ব্যক্তি একটি কাজকে মামুলী ভেবে করে ফেলে; কিন্তু প্রকৃতপক্ষে তা গোনাহের কারণ হয়ে যায়। তাই কাজ-কারবারে খুবই সাবধানতা আবশ্যক।

https://e-ilm.weebly.com/

وَظَنَّ دَاوُدُ أَنَّمَا فَتَنَّٰهُ : (দাউদের ধারণা হলো যে, আমি তাকে পরীক্ষা করেছি।) মোকদ্দমার বিবরণকে যদি হযরত দাউদ (আ.)-এর ভুলের দৃষ্টান্ত সাব্যস্ত করা হয় তবে এমন মনে হওয়াই স্বাভাবিক। পক্ষান্তরে ভুলের সাথে এর কোনো সম্পর্ক না থাকলেও উভয় পক্ষের মোটামুটি অবস্থা এ বিষয়টি ফুটিয়ে তোলার পক্ষের মোটামুটি অবস্থা এ বিষয়টি ফুটিয়ে তোলার পক্ষে যথেষ্ট ছিল যে, এরা পরীক্ষার্থে প্রেরিত হয়েছে। একদিকে তারা মোকদ্দমার ফয়সালা ত্বরান্বিত করার জন্যে বিলম্ব সহ্য করেনি এবং সাহসিকতার সাথে প্রাচীর ডিঙিয়ে ভেতরে প্রবেশ করেছে। অপরদিকে মোকদ্দমা পেশ করার সময় বিবাদী চুপচাপ বসে রয়েছে এবং কথায় ও কাজে বাদির নির্দ্বিধায় মেনে নিয়েছে।

যদি বাদির বর্ণিত ঘটনা বিবাদী পূর্বেই সমর্থন করত, তবে ফয়সালার জন্য হযরত দাউদ (আ.)-আর কাছে আসার কোনো প্রয়োজনই ছিল না। হযরত দাউদ (আ.)-এর ফয়সালা যে বাদির পক্ষে হবে, এটা সামান্য বিবেক-বুদ্ধিসম্পন্ন ব্যক্তিও বুঝতে পারত। পক্ষদ্বয়ের এই রহস্যপূর্ণ তৎপরতা ব্যক্ত করছিল যে, এটি একটি অনন্য সাধারণ ঘটনা। হযরত দাউদ (আ.) ও টের পেয়ে গেলেন যে, এরা আল্লাহ প্রেরিত এবং এতে আমার পরীক্ষা করা উদ্দেশ্য। কোনো কোনো রেওয়ায়েতে আছে যে, ফয়সালা শোনার পর তারা এক অপরের প্রতি তাকিয়ে মুচকি হাসলো এবং মুহূর্তের মধ্যে আকাশে চলে গেল।

فَاسْتَغْفَرَ رَبَّهُ وَخَرَّ رَاكِعًا وَأَنَابَ : (অতঃপর তিনি তাঁর পরওয়ার-দেগারের দরবারে প্রার্থনা করলেন এবং সেজদায় লুটিয়ে পড়ে রুজু হলেন। এখানে "রুকু" শব্দ ব্যবহৃত হয়েছে। এর আভিধানিক অর্থ নত হওয়া। অধিকাংশ তাফসীরবিদের মতে, এখানে সেজদা বোঝানো হয়েছে। হানাফী আলেমগণের মতে এ আয়াত তেলাওয়াত করলে সেজদা ওয়াজিব হয়।

রুকুর মাধ্যমে তেলাওয়াতের সেজদা আদায় হয় : ইমাম আবূ হানীফা (র.) এ আয়াতটিকে এ বিষয়ের প্রমাণ মনে করেন যে, নামাজে সেজদার আয়াত তেলাওয়াত করলে যদি রুকুতেই সেজদার নিয়ত করা হয়, তবে সেজদা আদায় হয়ে যায়। কারণ এ আয়াতে আল্লাহ তা'আলা সেজদার জন্য 'রুকূ' শব্দ ব্যবহার করেছেন। যা এ বিষয়েরই প্রমাণ যে, রুকূও সেজদার স্থলাভিষিক্ত হতে পারে। কিন্তু এ ক্ষেত্রে কতিপয় জরুরি মাস'আলা স্মরণ রাখা দরকার :

১. নামাজের ফরজ রুকুর মাধ্যমে সেজদা তখনই আদায় হতে পারে, যখন সেজদার আয়াত নামাজে পাঠ করা হয়। নামাজের বাইরে তেলাওয়াত করলে রুকূর মাধ্যমে সেজদা আদায় হয় না। কারণ রুকু কেবল নামাজেই ইবাদত– নামাজের বাইরে সিদ্ধ নয়। ২. রুকূর মধ্যে সেজদা তখন আদায় হবে, যখন সেজদার আয়াত তেলাওয়াত করার সাথে সাথে অথবা বেশির চেয়ে বেশি দু'তিন আয়াত তেলাওয়াত করার পরে রুকু করে নেবে। সুদীর্ঘ সময় তেলাওয়াত করার পরে রুকুতে গেলে সেজদা আদায় হবে না। ৩. তেলাওয়াতের সেজদা রুকূতে আদায় করার ইচ্ছা থাকলে রুকুতে যাওয়ার সময় সেজদার নিয়ত করতে হবে। নতুবা সেজদা আদায় হবে না। অবশ্য সেজদায় যাওয়ার সময় নিয়ত ছাড়াই সেজদা আদায় হয়ে যাবে। ৪. তেলাওয়াতের সেজদা নামাজের ফরজ রুকূতে আদায় করার পরিবর্তে নামাজে আলাদা সেজদা করাই সর্বোত্তম। সেজদা থেকে উঠে দু'এক আয়াত তেলাওয়াত করার পর রুকূতে যেতে হবে। –[বাদায়ে]

وَإِنَّ لَهُ عِنْدَنَا لَزُلْفَىٰ وَحُسْنَ مَآبٍ : নিশ্চয় দাউদের জন্যে আমার কাছে বিশেষ নৈকট্য ও শুভ পরিণতি রয়েছে।) এ আয়াতের মাধ্যমে ঘটনার সমাপ্তি টেনে ইঙ্গিত করা হয়েছে যে, হযরত দাউদ (আ.) যে ভুলই করে থাকুন, তাঁর ক্ষমা প্রার্থনা ও রুকুর পর আল্লাহর সাথে তাঁর সম্পর্ক আরও বৃদ্ধি পেয়েছে।

ভুল-ভ্রান্তির জন্য সতর্ক করতে হলে প্রজ্ঞার প্রয়োজন : এ ঘটনা সম্পর্কিত আরেকটি উল্লেখযোগ্য বিষয় এই যে, হযরত দাউদ (আ.)-এর বিচ্যুতি যাই হোক না কেন, আল্লাহ তা'আলা সরাসরি ওহীর মাধ্যমেও তাঁকে এ বিষয়ে হুঁশিয়ার করতে পারতেন। কিন্তু এর পরিবর্তে একটি মোকদ্দমা পাঠিয়ে হুঁশিয়ার করার এই বিশেষ পন্থা কেন অবলম্বন করা হলো? প্রকৃতপক্ষে এখানে যারা "সৎকাজে আদেশ ও অসৎকজে নিষেধের" কর্তব্য পালন করে, তাদেরকে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে যে, কোনো ব্যক্তিকে তার ভুলভ্রান্তি সম্পর্কে হুঁশিয়ার করতে হলে তা প্রজ্ঞা সহকারে করতে হবে। একাজে এমন পন্থা অবলম্বন করা উচিত, যাতে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি নিজেই নিজের ভুল উপলব্ধি করতে পারে এবং মৌখিকভাবে হুঁশিয়ার করার প্রয়োজনই দেখা না দেয়। এর জন্য এমন দৃষ্টান্তের মাধ্যমে কাজ করা অধিক কার্যকর যাতে কারও মনে কষ্ট না লাগে এবং প্রয়োজনীয় বিষয়ও ফুটে উঠে।

يَٰدَاوُدُ إِنَّا جَعَلْنَٰكَ خَلِيفَةً فِي الْأَرْضِ فَاحْكُم بَيْنَ النَّاسِ بِالْحَقِّ الخ

হযরত দাউদ (আ.) কে আল্লাহ তা'আলা নবুয়তের সাথে শাসনক্ষমতা এবং নামাজও দান করেছিলেন। সুতরাং আলোচ্য আয়াতে শাসন কার্যের জন্যে তাঁকে একটি মৌলিক পথ নির্দেশ দান করা হয়েছে। এ নির্দেশ নামায় তিনটি মৌলিক বিষয় ব্যক্ত করা হয়েছে–

(১) আমি আপনাকে পৃথিবীতে নিজের প্রতিনিধি করেছি, (২) সেমতে আপনার মূল কর্তব্য হচ্ছে ন্যায়ানুগ ফয়সালা করা, (৩) এ কর্তব্য পালনের জন্যে নফসানী খেয়ালখুশির অনুসরণ থেকে বেঁচে থাকা একটি অপরিহার্য শর্ত।

https://e-ilm.weebly.com/

পৃথিবীতে প্রতিনিধি করার অর্থ সূরা বাক্বারায় বর্ণিত হয়েছে। এ থেকেই ইসলামি রাষ্ট্রের এ মূলনীতি ফুটে উঠে যে, সার্বভৌমত্ব আল্লাহ তা'আলারই। পৃথিবীর শাসকবর্গ তারই নির্দেশনুযায়ী চলার জন্য আদিষ্ট। কেউ এর বাইরে যাবে না। সুতরাং মুসলমানদের শাসনকর্তা, উপদেষ্টা পরিষদ অথবা আইনসভা ইসলামি আইনের ব্যাখ্যা অথবা সম্পাদনা করতে পারলেও আইন রচনা করতে পারে না। তারা আল্লাহর আইনসমূহের উপস্থাপক মাত্র।

ন্যায় প্রতিষ্ঠাই ইসলামি রাষ্ট্রের মৌলিক কর্তব্য : এখানে একথাও পরিষ্কার করে দেওয়া হয়েছে যে, ইসলামি রাষ্ট্রের বুনিয়াদি কাজ সুবিচার প্রতিষ্ঠা করা। রাষ্ট্রের অবশ্য কর্তব্য হচ্ছে প্রশাসনিক ব্যাপারাদি ও কলহ-বিবাদ মীমাংসার ক্ষেত্রে সুবিচার ও ইনসাফ কায়েম করা।

ইসলাম একটি চিরন্তন ধর্ম : তাই সে শাসনকার্যের জন্যে যেসব প্রশাসনিক খুঁটিনাটি নির্দিষ্ট করেনি, যেগুলো সময় ও পরিস্থিতির পরিবর্তনে পরিবর্তিত হয়ে যায় বরং সে কতগুলো মৌলিক নির্দেশ দান করেছে, যার আলোকে সর্ব যুগের উপযোগী প্রশাসনিক খুঁটিনাটি নিজে থেকেই মীমাংসা করা যায়। একারণেই এখানে বলে দেওয়া হয়েছে যে, রাষ্ট্রের আসল কাজ ন্যায়ও সুবিচার প্রতিষ্ঠা করা। কিন্তু এর প্রশাসনিক বিশ্লেষণ সর্বযুগের সুধী মুসলমানদের উপর ন্যস্ত করা হয়েছে।

বিচার বিভাগ ও শাসন বিভাগের সম্পর্ক : সেমতে বিচার বিভাগ শাসন বিভাগ থেকে পৃথক থাকবে, না একীভূত থাকবে এ ব্যাপার অপরিবর্তনীয় কোনো নির্দিষ্ট বিধান দেওয়া হয়নি যা কোনো কালেই পরিবর্তিত হতে পারবে না। যদি কোনো যুগে শাসকবর্গের বিশ্বস্ততা ও সততায় পুরোপুরি আস্থা স্থাপন করা যায়, তবে বিচার বিভাগ ও শাসন বিভাগের পৃথক সত্তা বিলোপ করা সম্ভব। কোনো যুগে শাসকবর্গ এরূপ আস্থাভাজন না হলে বিচার বিভাগকে শাসনবিভাগ থেকে পৃথকও রাখা যায়। হযরত দাউদ (আ.) আল্লাহর মনোনীত পয়গম্বর ছিলেন। তাঁর চেয়ে অধিক বিশ্বস্ততা ও সততার দাবি কে করতে পারত? তাই তাঁকে একই সময়ে শাসন বিভাগ ও বিচার বিভাগের প্রধান নিযুক্ত করে ঝগড়া-বিবাদ মীমাংসার দায়িত্বও অর্পণ করা হয়েছিল। খোলাফায়ে রাশেদীনের মধ্যেও এই পদ্ধতি প্রচলিত ছিল। আমিরুল মু'মিনীন নিজেই বিচারকার্য পরিচালনা করতেন। পরবর্তী ইসলামি রাষ্ট্রসমূহে এ পদ্ধতির পরিবর্তন করা হয় এবং আমিরুল মু'মিনীনকে শাসন বিভাগের এবং প্রধান বিচারপতিকে বিচার বিভাগের প্রধান নিযুক্ত করা হয়।

তৃতীয় যে নির্দেশের উপর আলোচ্য আয়াতে সর্বাধিক জোর দেওয়া হয়েছে, তা হচ্ছে 'খেয়াল-খুশির' অনুসরণ করো না এবং হিসাব দিবসের কথা সর্বদা মনে রেখো। যেহেতু এটা সুবিচার প্রতিষ্ঠার মূলভিত্তি তাই এর উপর সর্বাধিক জোর দেওয়া হয়েছে। যে শাসক অথবা বিচারকের অন্তরে আল্লাহর ভয় এবং পরকালের চিন্তা থাকবে, সে-ই সত্যিকার অর্থে ন্যায় ও সুবিচার কায়েম করতে পারে। তা না হলে আপনি যত উৎকৃষ্ট থেকে উৎকৃষ্টতর আইনই রচনা করুন না কেন, খেয়াল -খুশির দুরন্তপনা সর্বত্র নতুন ছিদ্রপথ বের করে নেবে। খেয়াল -খুশির উপস্থিতিতে কোনো উৎকৃষ্টতর আইন ব্যবস্থাই ন্যায় ও সুবিচার কায়েম করতে পারে না। পৃথিবীর ইতিহাস এবং বর্তমান যুগের পরিস্থিতিই এর সাক্ষ্য বহন করে।

দায়িত্বশীল পদে নিয়োগের জন্য সর্বপ্রথম দেখার বিষয় চরিত্র : এখান থেকে আরও জানা গেল যে, কোনো ব্যক্তিকে শাসক, বিচারক অথবা কোনো বিভাগের প্রধান কর্মকর্তা নিযুক্ত করার জন্যে সর্বপ্রথম দেখতে হবে, তার মধ্যে আল্লাহভীতি ও পরকাল চিন্তা আছে কিনা এবং তার চরিত্র কর্ম কিরূপ? যদি বোঝা যায়, তার অন্তরে আল্লাহভীতির পরিবর্তে খেয়াল -খুশির রাজত্ব প্রতিষ্ঠিত রয়েছে, তবে সে যত উচ্চ ডিগ্রীধারীই হোক না কেন, নিজ বিষয়ে যত বিশেষজ্ঞ ও কর্মঠই হোক না কেন, ইসলামের দৃষ্টিতে সে কোনো উচ্চপদের যোগ্য নয়।

আয়াতসমূহের সূক্ষ্ম ধারাবাহিকতা : আলোচ্য ২৭-২৯ নং আয়াতসমূহে ইসলামের মৌলিক বিশ্বাস বিশেষতঃ পরকালের বিশ্বাস সপ্রমাণ করা হয়েছে। এ আয়াতগুলো হযরত দাউদ ও সোলায়মান (আ.)-এর ঘটনাবলির মাঝখানে খুব সূক্ষ্ম ধারাবাহিকতা সহকারে উল্লিখিত হয়েছে। ইমাম রাযী (র.) বলেন : যদি কোনো ব্যক্তি হঠকারিতাবশত: কোনো বিষয় বুঝতে না চায়, তবে তার সাথে বিজ্ঞজনোচিত পন্থা এই যে, আলোচ্য বিষয়বস্তু ছেড়ে দিয়ে কোনো অসংলগ্ন কথা শুরু করতে হবে। যখন তার চিন্তাধারা প্রথম বিষয় থেকে সরে যাবে, তখন কথা প্রসঙ্গেই তাকে প্রথম বিষয়টি মেনে নিতে বাধ্য করতে হবে। এখানে পরকাল সপ্রমাণ করার জন্যে এ পন্থাই অবলম্বন করা হয়েছে। হযরত দাউদ (আ.) -এর ঘটনার পূর্বে কাফেরদের হঠকারিতার আলোচনা চলছিল, যা وَقَالُوا رَبَّنَا عَجِّلْ لَنَا قِطَّنَا قَبْلَ يَوْمِ الْحِسَابِ আয়াতে এসে শেষ হয়েছিল। এর সারমর্ম ছিল এই যে, তারা পরকাল অস্বীকার করে এবং পরকালের প্রতি বিদ্রূপ করে। এরই সাথে সাথে পরে বলা হয়েছে যে, اِصْبِرْ عَلٰى مَا يَقُوْلُوْنَ وَاذْكُرْ عَبْدَنَا دَاوٗدَ (তাদের কথাবার্তায় সবর করুন এবং আমার বান্দা দাউদকে স্মরণ করুন।) এভাবে একটি নতুন বিষয় শুরু করে দেওয়া হয়েছে। কিন্তু হযরত দাউদ (আ.) -এর ঘটনা

https://e-ilm.weebly.com/

একথা বলে শেষ করা হয়েছে যে, হে দাউদ! আমি তোমাকে পৃথিবীতে প্রতিনিধি করেছি। সুতরাং তুমি মানুষের মধ্যে ইনসাফ সহকারে ফয়সালা করবে। এখন আলোচ্য আয়াত থেকে এক অনুভূত পন্থায় পরকাল সপ্রমাণ করা হয়েছে। কারণ যে সত্তা তার প্রতিনিধিকে পৃথিবীতে সুবিচার প্রতিষ্ঠা করার আদেশ দেয় এবং কুকর্মীদেরকে শাস্তি ও সৎকর্মীদেরকে শান্তি দিতে বলে সে কি নিজে এই সৃষ্টিজগতে সুবিচার ও ইনসাফ প্রতিষ্ঠিত করবে না? অবশ্যই সে ভালোমন্দ সবাইকে এক লাঠি দিয়ে হাঁকাবার পরিবর্তে পাপাচারীদেরকে শাস্তি দেবে এবং সৎকর্মপরায়ণদেরকে পুরস্কৃত করবে। এটাই তার প্রজ্ঞার দাবি এবং এটাই জগৎ সৃষ্টির লক্ষ্য। এই লক্ষ্য বাস্তবায়নের জন্যে হেকমত ও পরকাল অবশ্যম্ভাবী। যারা পরকাল অস্বীকার করে, তারা যেন পরোক্ষভাবে এ দাবিই করে যে, এ জগৎ এমনি উদ্দেশ্যহীন ও অযথা সৃষ্টি করা হয়েছে। এতে ভালোমন্দ সব মানুষ জীবন যাপন করে মরে যাবে এবং এরপর তাদের জিজ্ঞাসাকারী কেউ থাকবে না। কিন্তু আল্লাহ তা'আলার প্রজ্ঞায় যারা বিশ্বাসী তারা একথা কিছুতেই মেনে নিতে পারে না।

শব্দ বিশ্লেষণ :

ظَنَّ : মাসদার। অর্থ- ধারণা, অনুমান, খেয়াল, কল্পকথা, নিশ্চিত বিশ্বাস, সন্দেহ, এমন প্রবল বিশ্বাস, যাতে তার বিপরীত হওয়ারও সম্ভাবনা রয়েছে। বাবে نَصَرَ, কখনও মাসদার হয়ে ব্যবহার হয় আবার কখনও اسم হয়ে ব্যবহার হয়। যখন اِسْم হয়ে ব্যবহার হয় তখন তার বহুবচন ظُنُوْنٌ আসে। –[দুখান সূরা সাফ্ফাত : ৮৬]

وَيْلٌ : اِسْم مَرْفُوْع অর্থ- ধ্বংস, শাস্তি, জাহান্নামের একটি উপত্যকা, কঠিন শাস্তি। এ ছাড়াও وَيْلٌ-এর অনেক অর্থ আসে।

دَخَلُوْا : সীগাহ جَمْع مُذَكَّر غَائِبْ বহছ مَاضِى مَعْرُوْف বাব نَصَرَ মাসদার اَلدُّخُوْلُ মূলবর্ণ (د - خ - ل) জিনস صَحِيْح অর্থ– প্রবেশ করল। পৌঁছল।

لَاتَخَفْ : সীগাহ وَاحِدْ مُذَكَّر حَاضِرْ বহছ نَهِىْ حَاضِرْ বাব سَمِعَ মাসদার اَلْخَوْفُ মূলবর্ণ (خ - و - ف) জিনস اَجْوَف وَاوِىْ অর্থ– ভয় করবেন না।

اُحْكُمْ : সীগাহ وَاحِدْ مُذَكَّرْ বহছ اَمْر حَاضِر مَعْرُوْف বাব نَصَرَ মাসদার اَلْحُكْمُ মূলবর্ণ (ح - ك - م) জিনস صَحِيْح অর্থ– মীমাংসা করুন।

ظَلَمَ : সীগাহ وَاحِدْ مُذَكَّرْ غَائِبْ বহছ مَاضِىْ مَعْرُوْف বাব ضَرَبَ মাসদার اَلظُّلْمُ মূলবর্ণ (ظ - ل - م) জিনস صَحِيْح অর্থ– সে অত্যাচার করেছে। জুলুম করেছে।

خَلِيْفَةٌ : শব্দটি একবচন; বহুবচনে خَلَائِفُ অর্থ– হাকেম, প্রতিনিধি, খলিফা।

نَسُوْا : সীগাহ جَمْع مُذَكَّر غَائِبْ বহছ مَاضِى مَعْرُوْف বাব سَمِعَ মাসদার اَلنِّسْيَانُ মূলবর্ণ (ن - س - ى) জিনস نَاقِص يَائِىْ অর্থ– ভুলে রয়েছে। স্মৃতিভ্রম হয়ে গেছে।

يَضِلُّوْنَ : সীগাহ جَمْع مُذَكَّر غَائِبْ বহছ مُضَارِعْ مَعْرُوْف বাব ضَرَبَ মাসদার اَلضَّلَالَةُ মূলবর্ণ (ض - ل - ل) জিনস مُضَاعَف ثُلَاثِىْ অর্থ– তারা বিচ্যুত করে। পথ ভ্রষ্ট করে।

سَبِيْلٌ : শব্দটি একবচন; বহুবচন سَبِيْلٌ অর্থ– পথ। রাস্তা।

لَا تَتَّبِعْ : সীগাহ وَاحِدْ مُذَكَّر حَاضِرْ বহছ نَهِى حَاضِر مَعْرُوْف বাব اِفْتِعَالٌ মাসদার اَلْاِتِّبَاعُ মূলবর্ণ (ت - ب - ع) জিনস صَحِيْح অর্থ– অনুসরণ করবেন না।

বাক্য বিশ্লেষণ :

قَالُوْا لَا تَخَفْ خَصْمَانِ بَغٰى بَعْضُنَا عَلٰى بَعْضٍ : এখানে قَالُوْا হলো ফে'ল ও ফায়েল মিলে قَوْل আর لَا تَخَفْ ফে'ল তার উহ্য যমীর اَنْتَ হলো ফায়েল। خَصْمَانِ হলো উহ্য মুবতাদার খবর অর্থাৎ نَحْنُ خَصْمَانِ; আর بَغٰى বাক্য টি خَصْمَانِ-এর সিফত হয়েছে; আর بَعْضُنَا হলো بَغٰى ফে'লের ফায়েল। আর عَلٰى بَعْضٍ হলো بَغٰى-এর সাথে مُتَعَلِّقْ –[ই'রাবুল কুরআন ৬ষ্ঠ খণ্ড; পৃ. ৪৫]

https://e-ilm.weebly.com/

২৮. হ্যাঁ, তবে কি আমি তাদেরকে– যারা ঈমান এনেছে এবং নেক কাজ করেছে, সে সমস্ত লোকের সমান করব যারা ভূপৃষ্ঠে ফ্যাসাদ করে বেড়ায়? নাকি আমি পরহেজগারদেরকে দুষ্কার্যকারীদের সমান করে দেব?	اَمْ نَجْعَلُ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَعَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ كَالْمُفْسِدِيْنَ فِي الْاَرْضِ ۫ اَمْ نَجْعَلُ الْمُتَّقِيْنَ كَالْفُجَّارِ ﴿٢٨﴾
২৯. এটা একটি বরকতময় কিতাব– যা আমি আপনার প্রতি এজন্য নাজিল করেছি যে, যাতে মানুষ তার আয়াতসমূহে গভীরভাবে চিন্তা করে, আর যেন বুদ্ধিমানগণ উপদেশ গ্রহণ করে।	كِتٰبٌ اَنْزَلْنٰهُ اِلَيْكَ مُبٰرَكٌ لِّيَدَّبَّرُوْٓا اٰيٰتِهٖ وَلِيَتَذَكَّرَ اُولُوا الْاَلْبَابِ ﴿٢٩﴾
৩০. আর আমি দাউদকে (পুত্ররূপে) সুলায়মান দান করেছি; তিনি অতি ভালো বান্দা ছিলেন; কেননা তিনি [আল্লাহর প্রতি] অতি মনোনিবেশকারী ছিলেন।	وَوَهَبْنَا لِدَاوٗدَ سُلَيْمٰنَ ؕ نِعْمَ الْعَبْدُ ؕ اِنَّهٗٓ اَوَّابٌ ﴿٣٠﴾
৩১. যখন ধাবনোদ্যত উত্তম অশ্বগুলো সন্ধ্যার সময় তাঁর সম্মুখে আনা হলো।	اِذْ عُرِضَ عَلَيْهِ بِالْعَشِيِّ الصّٰفِنٰتُ الْجِيَادُ ﴿٣١﴾
৩২. তখন তিনি বললেন, এই ধন-সম্পদের মোহে স্বীয় প্রতিপালকের স্মরণ (নামাজ) হতে গাফেল হয়ে গেলাম, এমনকি সূর্য অস্তমিত হয়ে গেছে।	فَقَالَ اِنِّيْٓ اَحْبَبْتُ حُبَّ الْخَيْرِ عَنْ ذِكْرِ رَبِّيْ ۚ حَتّٰى تَوَارَتْ بِالْحِجَابِ ﴿٣٢﴾
৩৩. সে অশ্বগুলোকে পুনরায় আমার সম্মুখে আনয়ন কর; তখন তিনি তাদের পায়ের গোছা ও গর্দানসমূহে (তরবারি দ্বারা) আঘাত করতে লাগলেন।	رُدُّوْهَا عَلَيَّ ؕ فَطَفِقَ مَسْحًۢا بِالسُّوْقِ وَالْاَعْنَاقِ ﴿٣٣﴾

শাব্দিক অনুবাদ :

২৮. اَمْ نَجْعَلُ হ্যাঁ তবে আমি কি তাদেরকে সে সমস্ত লোকদের সমান করব اَلَّذِيْنَ اٰمَنُوْا যারা ঈমান এনেছে وَعَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ এবং নেক কাজ করেছে كَالْمُفْسِدِيْنَ فِي الْاَرْضِ যারা ভূপৃষ্ঠে ফ্যাসাদ সৃষ্টি করে বেড়ায় اَمْ نَجْعَلُ নাকি আমি করে দেব الْمُتَّقِيْنَ পরহেজগারদেরকে كَالْفُجَّارِ দুষ্কার্যকারীদের সমান।

২৯. كِتٰبٌ এটা একটি কিতাব اَنْزَلْنٰهُ اِلَيْكَ যা আমি আপনার প্রতি এজন্য নাজিল করেছি যে مُبٰرَكٌ বরকতময় لِّيَدَّبَّرُوْٓا اٰيٰتِهٖ মানুষ তার আয়াত সমূহে গভীরভাবে চিন্তা করে وَلِيَتَذَكَّرَ اُولُوا الْاَلْبَابِ আর যেন বুদ্ধিমানগণ উপদেশ গ্রহণ করে।

৩০. وَوَهَبْنَا আর আমি দান করেছি لِدَاوٗدَ দাউদকে سُلَيْمٰنَ (পুত্ররূপে) সুলায়মান نِعْمَ الْعَبْدُ তিনি অতি ভালো বান্দা ছিলেন اِنَّهٗٓ اَوَّابٌ কেননা তিনি (আল্লাহর প্রতি) অতি মনোনিবেশকারী ছিলেন।

৩১. اِذْ عُرِضَ عَلَيْهِ যখন তার সম্মুখে আনা হলো بِالْعَشِيِّ সন্ধ্যার সময় الصّٰفِنٰتُ الْجِيَادُ ধাবনোদ্যত উত্তম অশ্বগুলো।

৩২. فَقَالَ তখন তিন বললেন اِنِّيْٓ اَحْبَبْتُ حُبَّ الْخَيْرِ এই ধন-সম্পদের মোহে গাফেল হয়ে গেলাম عَنْ ذِكْرِ رَبِّيْ স্বীয় রবের স্মরণ (নামাজ) হতে حَتّٰى تَوَارَتْ بِالْحِجَابِ এমনকি সূর্য অস্তমিত হয়ে গেছে।

৩৩. رُدُّوْهَا عَلَيَّ সেই অশ্বগুলোকে পুনরায় আমার সম্মুখে আনয়ন কর فَطَفِقَ مَسْحًا তখন তিনি (তরবারি দ্বারা) আঘাত করতে লাগলেন بِالسُّوْقِ وَالْاَعْنَاقِ এগুলোর পায়ের গোছা ও গর্দানসমূহে।

https://e-ilm.weebly.com/

وَلَقَدْ فَتَنَّا سُلَيْمٰنَ وَاَلْقَيْنَا عَلٰى كُرْسِيِّهٖ جَسَدًا ثُمَّ اَنَابَ ﴿٣٤﴾	৩৪. আর আমি সুলায়মানকে পরীক্ষায় ফেলেছিলাম এবং আমি তাঁর সিংহাসনের উপর একটি ধড় ফেলে দিলাম, অনন্তর তিনি [আল্লাহর প্রতি] রুজু হলেন।
قَالَ رَبِّ اغْفِرْ لِيْ وَهَبْ لِيْ مُلْكًا لَّا يَنْۢبَغِيْ لِاَحَدٍ مِّنْۢ بَعْدِيْ ۚ اِنَّكَ اَنْتَ الْوَهَّابُ ﴿٣٥﴾	৩৫. প্রার্থনা করলেন, হে আমার প্রতিপালক! আমার ত্রুটি মার্জনা করুন এবং আমাকে এমন রাজত্ব দান করুন, যা [আমার যুগে] আমি ব্যতীত আর কারও ভাগ্যে না ঘটে, আপনি পরম দাতা।
فَسَخَّرْنَا لَهُ الرِّيْحَ تَجْرِيْ بِاَمْرِهٖ رُخَآءً حَيْثُ اَصَابَ ﴿٣٦﴾	৩৬. সুতরাং তখন আমি বায়ুকে তাঁর বশীভূত করে দিলাম যে, তা তাঁর নির্দেশমতে ধীরে ধীরে প্রবাহিত হয়, যেখানে তিনি যেতে চান,
وَالشَّيٰطِيْنَ كُلَّ بَنَّآءٍ وَّغَوَّاصٍ ﴿٣٧﴾	৩৭. এবং জিনদেরকেও তাঁর বশীভূত করে দিলাম- ইমারত নির্মাণকারীদেরকেও এবং মণি-মুক্তাদির জন্য ডুবুরীদেরকেও,
وَّاٰخَرِيْنَ مُقَرَّنِيْنَ فِي الْاَصْفَادِ ﴿٣٨﴾	৩৮. এবং অন্যান্য জিনদেরকেও, যারা শৃঙ্খলাবদ্ধ থাকত।
هٰذَا عَطَآؤُنَا فَامْنُنْ اَوْ اَمْسِكْ بِغَيْرِ حِسَابٍ ﴿٣٩﴾	৩৯. এটা আমার দান, অতএব, তুমি দান কর বা না কর, তোমাকে কোনো প্রকার জবাবদিহি করতে হবে না।
وَاِنَّ لَهٗ عِنْدَنَا لَزُلْفٰى وَحُسْنَ مَاٰبٍ ﴿٤٠﴾ ع ٤ ١٢	৪০. আর তাঁর জন্য আমার সমীপে নৈকট্য এবং উত্তম পরিণাম রয়েছে।

শাব্দিক অনুবাদ :

৩৪. وَلَقَدْ فَتَنَّا سُلَيْمٰنَ আর আমি সুলায়মানের পরীক্ষায় ফেলেছিলাম। وَاَلْقَيْنَا عَلٰى كُرْسِيِّهٖ جَسَدًا এবং আমি তাঁর সিংহাসনের উপর একটি ধড় ফেলে দিলাম ثُمَّ اَنَابَ অনন্তর তিনি (আল্লাহর প্রতি) রুজু হলেন।

৩৫. قَالَ প্রার্থনা করলেন رَبِّ হে আমার প্রতিপালক اغْفِرْ لِيْ আমার ত্রুটি মার্জনা করুন وَهَبْ لِيْ مُلْكًا এবং আমাকে এমন রাজত্ব দান করুন لَّا يَنْۢبَغِيْ لِاَحَدٍ مِّنْۢ بَعْدِيْ যা (আমার যুগে) আমি ব্যতীত আর কারো ভাগ্যে না ঘটে اِنَّكَ اَنْتَ الْوَهَّابُ আপনি পরমদাতা।

৩৬. فَسَخَّرْنَا لَهُ الرِّيْحَ সুতরাং তখন আমি বায়ুকে তাঁর বশীভূত করে দিলাম যে تَجْرِيْ بِاَمْرِهٖ رُخَآءً তা তার নির্দেশ মতে ধীরে ধীরে প্রবাহিত হয় حَيْثُ اَصَابَ যেখানে তিনি যেতে চান।

৩৭. وَالشَّيٰطِيْنَ, এবং জিনদেরকেও তাঁর বশীভূত করে দিলাম كُلَّ بَنَّآءٍ ইমারত নির্মাণকারীদেকেও وَّغَوَّاصٍ এবং মণি-মুক্তাদির জন্য ডুবুরীদেরকেও।

৩৮. وَّاٰخَرِيْنَ অন্যান্য জিনদেরকেও مُقَرَّنِيْنَ فِي الْاَصْفَادِ যারা শৃঙ্খলাবদ্ধ থাকত।

৩৯. هٰذَا عَطَآؤُنَا এটা আমার দান فَامْنُنْ اَوْ اَمْسِكْ অতএব, তুমি দান কর বা না করো بِغَيْرِ حِسَابٍ তোমাকে কোনো প্রকার জবাবদেহী করতে হবে না।

৪০. وَاِنَّ لَهٗ عِنْدَنَا আর তার জন্য আমার সমীপে রয়েছে لَزُلْفٰى নেকট্য وَحُسْنَ مَاٰبٍ, এবং উত্তম পরিণাম।

https://e-ilm.weebly.com/

৪১. এবং আপনি আমার বান্দা আইয়ূবকে স্মরণ করুন। যখন তিনি নিজ রবকে ডাকলেন যে, শয়তান আমাকে দুঃখ ও কষ্ট দিয়েছে।	وَاذْكُرْ عَبْدَنَآ اَيُّوْبَ ۘ اِذْ نَادٰى رَبَّهٗٓ اَنِّيْ مَسَّنِيَ الشَّيْطٰنُ بِنُصْبٍ وَّعَذَابٍ ﴿٤١﴾
৪২. আপনি আপনার পা দ্বারা আঘাত করুন, এটা [আপনার] গোসল করার ঠাণ্ডা পানি এবং পানীয়।	اُرْكُضْ بِرِجْلِكَ ۚ هٰذَا مُغْتَسَلٌۢ بَارِدٌ وَّشَرَابٌ ﴿٤٢﴾
৪৩. [ঐ পানি ব্যবহার করা মাত্র নিরাময় হলেন] এবং তাঁকে তাঁর পরিজনবর্গ দান করলাম এবং তৎসঙ্গে তাদের সমান [-সংখ্যক] আরও দিলাম আমার অনুগ্রহ স্বরূপ এবং বোধশক্তিসম্পন্ন লোকদের জন্য উপদেশ স্বরূপ।	وَوَهَبْنَا لَهٗٓ اَهْلَهٗ وَمِثْلَهُمْ مَّعَهُمْ رَحْمَةً مِّنَّا وَذِكْرٰى لِاُولِي الْاَلْبَابِ ﴿٤٣﴾

শাব্দিক অনুবাদ :

৪১. وَاذْكُرْ عَبْدَنَآ اَيُّوْبَ আপনি আমার বান্দা আইয়ূবকে স্মরণ করুন اِذْ نَادٰى رَبَّهٗٓ যখন তিনি নিজ রবকে ডাকলেন যে اَنِّيْ مَسَّنِيَ الشَّيْطٰنُ بِنُصْبٍ وَّعَذَابٍ শয়তান আমাকে দুঃখ ও কষ্ট দিয়েছে।

৪২. اُرْكُضْ بِرِجْلِكَ আপনি পা দ্বারা আঘাত করুন هٰذَا مُغْتَسَلٌۢ بَارِدٌ وَّشَرَابٌ এটা (আপনার) গোসল করার ঠাণ্ডা পানি এবং পানীয়।

৪৩. وَوَهَبْنَا لَهٗ এবং দান করলাম اَهْلَهٗ তাঁর পরিজনবর্গ وَمِثْلَهُمْ مَّعَهُمْ এবং তৎসঙ্গে তাদের সমান (-সংখ্যক) আরও رَحْمَةً مِّنَّا নিজ খাছ রহমতে وَذِكْرٰى لِاُولِي الْاَلْبَابِ এবং বোধ সম্পন্ন লোকদের জন্য উপদেশ স্বরূপ।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

أَمْ نَجْعَلُ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَعَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ كَالْمُفْسِدِيْنَ فِى الْاَرْضِ أَمْ نَجْعَلُ الْمُتَّقِيْنَ كَالْفُجَّارِ – (٢٨)

শানে নুযূল : হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) বলেন, আলোচ্য আয়াত ঈমানদার ও কাফের নির্বিশেষে সকলের উপলক্ষ্যেই নাজিল করা হয়েছে। অপর এক বর্ণনা মতে বিশেষ করে মক্কার মুশরিকদের সম্পর্কে আলোচ্য আয়াত নাজিল করা হয়েছিল যারা ঈমানদারদেরকে বলত যে, আমরা পরজগতে এমন নিয়ামতের অধিকারী হবো, তোমরা যার অধিকারী হবে না। সে পরিপ্রেক্ষিতে আলোচ্য আয়াত নাজিল করা হয়েছে। হযরত ইবনে আব্বাস (রা.)-এর "অপর এক বর্ণনায় রয়েছে যে, ঈমানদার যথা হযরত আলী (রা.) হামযা (রা.) উবাইদা বিন হারিছ (রা.) এবং কাফেরদের মধ্যে হতে উতবা, ও ওয়ালীদ বিন উতবা, ও শায়বা প্রমুখ যারা বদর অভিযানকালে মল্লযুদ্ধে মোকাবিলা করেছিল তাদের সম্পর্কে আলোচ্য আয়াত নাজিল করা হয়েছে। –(রূহুল মা'আনী ১৮৯/২৩/১২)

اَمْ نَجْعَلُ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا............ اَمْ نَجْعَلُ الْمُقِيْنَ كَالْفُجَّارِ - (আমি কি বিশ্বাসী ও সৎকর্মীদেরকে পৃথিবীতে ফ্যাসাদ সৃষ্টিকারীদের সমান গণ্য করে দেব, না পরহেজগারদেরকে পাপাচারীদের সমান করে দেব?) অর্থাৎ এমন কখনও হতে পারে না ; বরং উভয় দলের পরিণতি হবে সম্পূর্ণ ভিন্ন ভিন্ন। এ থেকেই জানা গেল যে, পরকালীন বিধানাবলির ক্ষেত্রে মুমিন ও কাফেরের মধ্যে পার্থক্য হবে। এ পৃথিবীতে হয়তো এমনটি সম্ভবপর যে, কাফেররা মুমিন অপেক্ষা বস্তুনিষ্ঠ সুখ-শান্তিপ্রাপ্ত হবে। এ থেকে একথাও বলা যায় না যে, ইসলামি রাষ্ট্রে কাফেরের পার্থিব অধিকার মুমিনের সমান হতে পারে না ; বরং কাফেরকে মুসলমানের সমান মানবিক অধিকার দেওয়া যেতে পারে। সেমতে ইসলামি রাষ্ট্রে সেসব মুসলিম সংখ্যালঘু সম্প্রদায় চুক্তিবদ্ধ হয়ে বসবাস করে, তাদেরকে যাবতীয় মানবিক অধিকার মুসলমানদের সমানই দেওয়া হবে।

https://e-ilm.weebly.com/

وَوَهَبْنَا لِدَاوُدَ سُلَيْمَٰنَ نِعْمَ الْعَبْدُ اِنَّهُ اَوَّابٌ

আলোচ্য ৩০-৩৩ নং আয়াতমূহে হযরত সুলায়মান (আ.)-এর একটি ঘটনা উল্লেখ করা হয়েছে। এ ঘটনার প্রসিদ্ধ বিবরণের সারমর্ম এই যে, হযরত সুলায়মান (আ.) অশ্বরাজি পরিদর্শনে এমনভাবে মগ্ন হয়ে পড়েন যে, নামাজ পড়ার নিয়মিত সময় আসর অতিবাহিত হয়ে যায়। পরে সম্বিৎ ফিরে তিনি সমস্ত অশ্ব জবাই করে দেন। কেননা এগুলোর কারণেই আল্লাহর স্মরণ বিঘ্নিত হয়েছিল।

এ নামাজ নফল হলেও কোনো আপত্তির কারণ নেই। কেননা পয়গম্বরগণ এতটুকু ক্ষতিও পূরণ করার চেষ্টা করে থাকেন। পক্ষান্তরে তা ফরজ নামাজ হলে ভুলে যাওয়ার কারণে তা কাযা হতে পারে এতে কোনো গোনাহ হয় না। কিন্তু হযরত সুলায়মান (আ.) স্বীয় উচ্চ মর্যাদার পরিপ্রেক্ষিতে এরও প্রতিকার করেছেন।

তাফসীরটি কয়েকজন তাফসীরবিদ থেকে বর্ণিত হয়েছে। হাফেয ইবনে কাসীরের ন্যায় অনুসন্ধানী আলেম ও এই তাফসীরকে অগ্রাধিকার দিয়েছেন। আল্লামা সূয়ূতী বর্ণিত রাসূলে কারীম ﷺ -এর এক উক্তি থেকেও এই তাফসীরের সমর্থন পাওয়া যায়। উক্তিটি নিম্নরূপ :

عَنْ اُبَيِّ بْنِ كَعْبٍ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِيْ قَوْلِهٖ فَطَفِقَ مَسْحًا بِالسُّوْقِ وَالْاَعْنَاقِ قَالَ قَطَعَ سُوْقَهَا وَاَعْنَاقَهَا بِالسَّيْفِ.

আল্লামা সূয়ূতী (র.)-এর মতে এ হাদীসের সনদ নির্ভরযোগ্য। আল্লামা হুসায়মী (র.) মাজমাউয্ যাওয়ায়েদ গ্রন্থে এ হাদীস উদ্ধৃত করে লেখেন :

"তাবারানী এ হাদীসটি আওসাতে বর্ণনা করেছেন। এতে একজন বর্ণনাকারী সাইদ ইবনে বশীর রয়েছেন যাকে শো'বা প্রমুখ নির্ভরযোগ্য বলেছেন এবং ইবনে মুঈন প্রমুখ দুর্বল বলেছেন। অবশিষ্ট সকল বর্ণনাকারী নির্ভরযোগ্য।"

এ হাদীসের কারণে বর্ণিত তাফসীরটি খুব মজবুত। কিন্তু এতে সন্দেহ হয় যে, অশ্বরাজি আল্লাহ প্রদত্ত একটি পুরস্কার ছিল। নিজের সম্পদকে এভাবে বিনষ্ট করা একজন পয়গম্বরের পক্ষে শোভা পায় না। কিন্তু তাফসীরবিদগণ এর জওয়াবে বলেন যে, এ অশ্বরাজি হযরত সুলায়মান (আ.)-এর ব্যক্তিগত মালিকাধীন ছিল। তার শরিয়তে গরু, ছাগলও উটের ন্যায় অশ্ব কুরবানি করাও বৈধ ছিল। তাই তিনি অশ্বরাজি বিনষ্ট করেননি; বরং আল্লাহর নামে কুরবানি করেছেন। গরু, ছাগল ও উট কুরবানি করলে যেমন তা বিনষ্ট করা হয় না, অশ্বরাজির বেলায়ও তাই হয়েছে।–[রূহুল মা'আনী]

কিন্তু আলোচ্য আয়াতসমূহের আরও একটি তাফসীর হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা.) থেকে বর্ণিত আছে। তাতে ঘটনাটি সম্পূর্ণ ভিন্ন পথ বর্ণনা করা হয়েছে। এই তাফসীরের সারমর্ম এই যে, হযরত সোলায়মান (আ.) -এর সামনে জেহাদের জন্যে তৈরি অশ্বরাজি পরিদর্শনের নিমিত্তে পেশ করা হলে সেগুলো দেখে তিনি খুব আনন্দিত হন। সাথে সাথে তিনি বলবেন : এই অশ্বরাজির প্রতি আমার যে মহব্বত এ মনের টান, তা পার্থিব মহব্বতের কারণে নয়; বরং আমার পালনকর্তার স্মরণের কারণেই। কারণ এগুলো জেহাদের উদ্দেশ্যে তৈরি করা হয়েছে। জেহাদ একটি উচ্চস্তরের ইবাদত। ইতিমধ্যে অশ্বরাজির দল তাঁর দৃষ্টি থেকে উধাও হয়ে গেল। তিনি আদেশ দিলেন ঃ এগুলোকে আবার আমার সামনে উপস্থিত কর। সেমতে পুনরায় উপস্থিত করা হলে তিনি অশ্বরাজির গলদেশেও আদর করে হাত বুলালেন।

এই তাফসীর অনুযায়ী عَنْ ذِكْرِ رَبِّيْ বাক্যে عَنْ কারণার্থে ব্যবহৃত হয়েছে এবং تَوَارَتْ এর সর্বনাম দ্বারা অশ্বরাজিই বোঝানো হয়েছে। এখানে مَسْحٌ -এর অর্থ কর্তন করা নয়; বরং আদর করে হাত বুলানো।

প্রাচীন তাফসীরবিদগণের মধ্যে হাফেয, ইবনে জারীর তাবারী, ইমাম রাযী প্রমুখ এ তাফসীরই অগ্রাধিকার দিয়েছেন। কেননা এই তাফসীর অনুযায়ী সম্পদ নষ্ট করার সন্দেহ হয় না।

কুরআন পাকের ভাষাদৃষ্টে উভয় তাফসীরের অবকাশ আছে। কিন্তু প্রথম তাফসীরের পক্ষে একটি হাদীস থাকায় তার শক্তি বৃদ্ধি পেয়েছে।

সূর্য ফিরিয়ে আনার কাহিনী : কেউ কেউ প্রথম তাফসীর অবলম্বন করে আরও বলেছেন যে, আসরের নামাজ কাজা হয়ে যাওয়ার পর হযরত সোলায়মান (আ.) আল্লাহ তা'আলার কাছে অথবা ফেরেশতাগণের কাছে সূর্যকে পুনরায় ফিরিয়ে আনার নিবেদন জানান। সেমতে সূর্যকে ফিরিয়ে আনা হলে তিনি নিয়মিত ইবাদত পূর্ণ করেন। এরপর পুনরায় সূর্য

https://e-ilm.weebly.com/

অস্তমিত হয়। তাদের মতে رُدُّوهَا বাক্যের সর্বনাম দ্বারা সূর্য বোঝানো হয়েছে। কিন্তু আল্লামা আলূসী (র.) প্রমুখ অনুসন্ধানী তাফসীরবিদগণ এই কাহিনী খণ্ডন করে বলেছেন : رُدُّوهَا বাক্যের সর্বনাম দ্বারা অশ্বরাজিই বোঝানো হয়েছে- সূর্য নয়। এর কারণ এটা নয় যে, সূর্যকে পুনরায় ফিরিয়ে আনার ক্ষমতা আল্লাহ তা'আলার নেই ;বরং কারণ এই যে, এ কাহিনী কুরআন ও হাদীসের কোনো দলিল দ্বারা প্রামাণ্য নয়।-[রূহুল মা'আনী]

আল্লাহর স্মরণে শৈথিল্য হলে নিজের উপর শাস্তি নির্ধারণ করা ধর্মীয় মর্যাদাবোধের দাবি : সর্বাবস্থায় এ আয়াত থেকে প্রমাণিত হয় যে, কোনো কোনো সময় আল্লাহর স্মরণে শৈথিল্য হয়ে গেলে নিজেকে শাস্তি দেওয়ার জন্য কোনো মুবাহ (অনুমোদিত) কাজ থেকে বঞ্চিত করে দেওয়া জায়েজ। সূফী বুযুর্গগণের পরিভাষায় এক 'গায়রত' বলা হয়।

-[বয়ানুল -কুরআন]

কোনো সৎকাজের অভ্যাস গড়ে তোলার জন্য নিজের উপর এ ধরনের শাস্তি নির্ধারণ করা আত্মশুদ্ধির একটি ব্যবস্থা। এ ঘটনা থেকে এর বৈধতা; বরং পছন্দনীয়তা জানা যায়। হযূরে আকরাম ﷺ থেকে বর্ণিত আছে যে, একবার আবূ জুহায়ম (রা.) তাঁকে একটি শামী চাদর উপহার দেন। চাদরটি ছিল কারুকার্যখচিত। তিনি চাদর পরিধান করে নামাজ পড়লেন এবং ফিরে এসে হযরত আয়েশা (রা.) কে বললেন, চাদরটি আবূ জুহায়মের কাছে ফেরত পাঠিয়ে দাও। কেননা নামাজে আমার দৃষ্টি এর কারুকার্যের উপর পড়ে গিয়েছিল এবং আমার মনোনিবেশ বিপর্যয় সৃষ্টি হওয়ার উপক্রম হয়েছিল।

-[আহকামুল কুরআন]

এমনিভাবে হযরত আবূ তালহা (রা.) একবার তাঁর বাগানে নামাজরত অবস্থায় একটি পাখি দেখে কিছুক্ষণের জন্য অন্যমনস্ক হয়ে যান। ফলে নামাজের নিবিষ্টতা নষ্ট হয়ে যায়। পরে তিনি বাগানটি সদকা করে দেন।

কিন্তু স্মরণ রাখা দরকার যে, এই উদ্দেশ্যের জন্যে বৈধ শাস্তি নির্ধারণ করা উচিত। কারণ অহেতুক কোনো সম্পদ বিনষ্ট করা জায়েজ নয়। সুতরাং সম্পদ বিনষ্ট হয়, এরূপ কোনো কাজ করা বৈধ নয়। সূফীগণের মধ্যে হযরত শিবলী (র.) একবার এ ধরনের শাস্তি হিসেবে তাঁর বস্ত্র জ্বালিয়ে দিয়েছিলেন; কিন্তু শায়খ আবদুল ওয়াহ্হাব শা'রানী (র.)-এর মতো অনুসন্ধানী সূফী বুযুর্গগণ তাঁর এই কর্মকে সঠিক বলে আখ্যা দেননি। -(রূহুল মা'আনী)

ব্যক্তিগতভাবে রাজ্যের কাজকর্ম দেখাশোনা করা শাসনকর্তার উচিত : এ ঘটনা থেকে আরও জানা যায় যে, রাষ্ট্রে দায়িত্বশীল উচ্চপদস্থ কর্মকর্তার অধীনস্থ বিভাগসমূহের কাজকর্ম স্বয়ং দেখাশোনা করা উচিত, কাজকর্ম অধীনস্থদের উপর ছেড়ে নিশ্চিত বসে থাকা উচিত নয়। এ কারণেই হযরত সোলায়মান (আ.) অধীনস্থদের প্রাচুর্য সত্ত্বেও স্বয়ং অশ্বরাজি পরিদর্শন করেন। খলিফা হযরত ওমর (রা.)-এর কর্ম থেকেও তাই প্রমাণিত আছে।

এক ইবাদতের সময় অন্য ইবাদত মশগুল থাকা ভুল : এ ঘটনা থেকে আরও প্রমাণিত হয় যে, এক ইবাদতের নির্দিষ্ট সময় অন্য ইবাদতে ব্যয় করা অনুচিত। বলাবাহুল্য, জেহাদের অশ্ব পরিদর্শন করা একটি বৃহত্তম ইবাদত, কিন্তু সময়টি ছিল এ ইবাদতের পরিবর্তে নামাজের জন্যে নির্দিষ্ট। তাই হযরত সোলায়মান (আ.) একে ভুল গণ্য করে তার প্রতিকার করেছেন। এ কারণেই আমাদের ফিকহবিদগণ লিখেন : জুমার আযানের পর যেমন ক্রয়-বিক্রয়ে মশগুল থাকা জায়েজ নয়, তেমনি জুমার নামাজের প্রস্তুতি ছাড়া অন্য কোনো কাজে মশগুল হওয়াও বৈধ নয়, যদিও তা তেলাওয়াতে কুরআন অথবা নফল পড়ার ইবাদত হয়।

وَلَقَدْ فَتَنَّا سُلَيْمٰنَ وَاَلْقَيْنَا عَلٰى كُرْسِيِّهٖ جَسَدًا ثُمَّ اَنَابَ

আলোচ্য ৩৪ নং আয়াতে আল্লাহ তা'আলা হযরত সোলায়মান (আ.)-এর আরও একটি পরীক্ষা সম্পর্কে আলোচনা করেছেন। এক্ষেত্রে কেবল এতটুকু বলা হয়েছে যে, এই পরীক্ষার সময় একটি নিষ্প্রাণ দেহ হযরত সোলায়মান (আ.)-এর সিংহাসনে রেখে দেওয়া হয়েছিল। এখন সে নিষ্প্রাণ দেহটি কি ছিল, একে সিংহাসনে রাখার অর্থ কি এবং এর মাধ্যমে পরীক্ষা কিভাবে হলো, এসব বিবরণ কুরআন পাকে বিদ্যমান নেই এবং কোনো সহীহ হাদীস দ্বারাও প্রমাণিত নেই। তাই হাফেয ইবনে কাসীরের সে মনোভাব এখানেও তাই দেখা যায় যে, কুরআন পাক যে বিষয়কে অস্পষ্ট রেখে দিয়েছে, তার বিশদ বিবরণ দেওয়ার কোনো প্রয়োজন নেই। কেবল এ বিষয়ের উপর ঈমান রাখা উচিত যে, আল্লাহ তা'আলা হযরত সোলায়মান (আ.) কে কোনভাবে পরীক্ষা করেছিলেন, যার ফলে তিনি আল্লাহর দিকে আরও বেশি রুজু হয়েছিলেন। এতেই কুরআন পাকের আসল লক্ষ্য অর্জিত হয়ে যায়।

https://e-ilm.weebly.com/

তবে কোনো কোনো তাফসীরবিদ এ পরীক্ষার বিবরণ খোঁজ করারও প্রয়াস পেয়েছেন। তাঁরা এ ক্ষেত্রে একাধিক সম্ভাবনার কথা উল্লেখ করেছেন। তন্মধ্যে কোনো কোনোটি নির্ভেজাল ইসরাঈলী রেওয়ায়েত থেকে গৃহীত। উদাহরণতঃ হযরত সোলায়মান (আ.)-এর রাজত্বের রহস্য তাঁর আংটির মধ্যে নিহিত ছিল। একদিন এক শয়তান এ আংটি করায়ত্ত করে নেয় এবং এর কারণে সে হযরত সোলায়মান (আ.)-এর সিংহাসনে তাঁরই আকৃতি ধারণ করে বাদশাহরূপে জেঁকে বসে। চল্লিশ দিন পর হযরত সোলায়মান (আ.) সে আংটি একটি মাছের পেট থেকে উদ্ধার করেন এবং পুনরায় সিংহাসন লাভ করতে সমর্থ হন। এই রেওয়ায়েতটি আরও কতিপয় কাহিনীসহ কয়েকটি তাফসীরগ্রন্থে উল্লেখিত হয়েছে। কিন্তু হাফেজ ইবনে কাসীর (র.) এধরনের সমস্ত রেওয়ায়েতই ইসরাঈলী গণ্য করার পর লিখেন :

"আহলে-কিতাবের একটি দল হযরত সোলায়মান (আ.)-কে পয়গম্বর বলেই মানে না। বাহ্যত ঃ এসব মিথ্যা কাহিনী তাদেরই অপকীর্তি।" সুতরাং এ ধরনের রেওয়ায়েতকে আলোচ্য আয়াতের তাফসীর বলা কিছুতেই জায়েজ নয়।

হযরত সোলায়মান (আ.) -এর আও একটি ঘটনা সহীহ্ বুখারী ইত্যাদি কিতাবে বর্ণিত আছে। আলোচ্য আয়াতের সাথে এ ঘটনার কিছু সাদৃশ্য দেখে কেউ কেউ একে আলোচ্য আয়াতের তাফসীর বলে সাব্যস্ত করেছেন। ঘটনার সারমর্ম এই : একবার হযরত সোলায়মান (আ.) স্বীয় মনোভাব ব্যক্ত করলেন যে, এ রাত্রিতে আমি সকল বিবির সঙ্গে সহবাস করব এবং তাদের প্রত্যেকের গর্ভ থেকে এক একটি পুত্র সন্তান জন্মগ্রহণ করবে। তারা আল্লাহর পথে জেহাদ করবে। কিন্তু এ মনোভাব ব্যক্ত করার সময় তিনি "ইনশাআল্লাহ" বলতে ভুলে গেলেন। একজন মহামান্য পয়গম্বরের এ ত্রুটি আল্লাহ পছন্দ করলেন না এবং আল্লাহ পাক তাঁর এ প্রয়াস নিষ্ফল করে দিলেন। ফলে বিবিগণের মধ্যে মাত্র একজনের গর্ভ থেকে একটি মৃত ও পার্শ্ববিহীণ সন্তান ভূমিষ্ট হলো।

কোনো কোনো তফসীরবিদ এ ঘটনার ভিত্তিতে বলেন : সিংহাসনে নিষ্প্রাণ দেহ রাখার অর্থ এই যে, হযরত সুলায়মান (আ.)-এর জনৈক চাকর এ মৃত সন্তানকে এন তাঁর সিংহাসনে রেখে দেয়। এতে হযরত সুলায়মান (আ.) বুঝে নেন যে, এটা তাঁর ইনশাআল্লাহ্ না বলার ফল। সেমতে তিনি আল্লাহর দিকে রুজু হলেন এবং ক্ষমা প্রার্থনা করলেন।

কাযী আবুস সউদ, আল্লামা আলূসী (র.) প্রমুখের মতো কতিপয় বিজ্ঞ তাফসীরবিদও এ তাফসীর অবলম্বন করেছেন। হাকীমুল উম্মত হযরত থানবী (র.) বয়ানুল -কুরআনের তদনুরূপে তাফসীর করেছেন। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে এ ঘটনাকেও আয়াতের অকাট্য তাফসীর বলা যায় না। কারণ এঘটনার সবগুলো রেওয়ায়েতে মধ্যে কোথাও এরূপ নির্দেশন পাওয়া যায় না যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ ঘটনাটি আলোচ্য আয়াতের তাফসীর প্রসঙ্গে উল্লেখ করেছেন। ইমাম বুখারীর হাদীসটি কিতাবুল জেহাদ, কিতাবুল-আম্বিয়া, কিতাবুল -আইমান প্রভৃতি অধ্যায়ে একাধিক তরিকায় উল্লেখ করেছেন কিন্তু কিতাবুত তাফসীরে সূরা ছোয়াদের তাফসীর প্রসঙ্গে কোথাও এর উল্লেখ নেই। বরং وَهَبْ لِيْ مُلْكًا আয়াতের অধীনে অন্য একটি রেওয়ায়েত উদ্ধৃত করেছেন। অথচ এই হাদীসের কোনো বরাত পর্যন্ত দেননি। এ থেকে বোঝা যায় যে, ইমাম বুখারীর মতেও হাদীসটি আলোচ্য আয়াতের তাফসীর নয়। বরং রসূলুল্লাহ ﷺ অন্যান্য পয়গম্বরের যেমন অন্যান্য আরও অনেক ঘটনা বর্ণনা করেছেন, তেমনিভাবে এটাও একটা বিচ্ছিন্ন ঘটনা কোনো আয়াতের তাফসীর হওয়া জরুরি নয়।

তৃতীয় এক তাফসীর ইমাম রাযী (র.) প্রমুখ বর্ণনা করেছেন। তা এই যে, হযরত সোলায়মান (আ.) একবার গুরুতর অসুস্থ হয়ে পড়েন। ফলে এত দুর্বল হয়ে পড়েন যে, যখন তাঁকে সিংহাসনে বসানো হতো, তখন হতো মনে যেন একটি নিষ্প্রাণ দেহ সিংহাসন রেখে দেওয়া হয়েছে। এরপর আল্লাহ তা'আলা তাঁকে সুস্থতা দান করেন। তখন তিনি আল্লাহ তা'আলার দিকে রুজু হয়ে শুকরিয়া আদায় করেন এবং ক্ষমা প্রার্থনা করেন। এছাড়া তিনি ভবিষ্যতের জন্য নজিরবিহীন রাজত্বের জন্যও দোয়া করেন।

কিন্তু এ তাফসীরও অনুমানভিত্তিক। কুরআন পাকের ভাষ্যের সাথে এর তেমন মিল নেই এবং কোনো রেওয়ায়েতও এর প্রমাণ পাওয়া যায় না। বাস্তব সত্য এই যে, আলোচ্য আয়াতে যে ঘটনার দিকে ইঙ্গিত করা হয়েছে, তার নিশ্চিত বিবরণ জানার কোনো উপায় আমাদের কাছে নেই। আমরা এ জন্যে আদিষ্টও নই। সুতরাং এতটুকু ঈমান রাখাই যথেষ্ট যে, আল্লাহ তা'আলা হযরত সোলায়মান (আ.)-কে কোনো পরীক্ষা করেছিলেন, যার ফলে তিনি আল্লাহ তা'আলা দিকে অধিকতর রুজু হয়েছিলেন। কুরআন পাকে এই ঘটনা উল্লেখ করার আসল উদ্দেশ্য মানুষকে দাওয়াত দেওয়া যে, তারা

https://e-ilm.weebly.com/

কোনো বিপদাপদ অথবা পরীক্ষায় পতিত হলে তাদের পক্ষেও হযরত সোলায়মান (আ.)-এর মতো আল্লাহ তা'আলার দিকে পূর্বাপেক্ষা অধিক রুজু হওয়া উচিত। বস্তুতঃ হযরত সোলায়মান (আ.)-এর পরীক্ষার বিষয়টি বিস্তারিত বিবরণ আল্লাহ তা'আলার উপর সমপর্ণ করাই বাঞ্ছনীয়।

وَهَبْ لِىْ مُلْكًا لَا يَنْبَغِىْ لِاَحَدٍ مِنْ بَعْدِىْ : (আমাকে এমন সাম্রাজ্য দিন যা আমার পরে কেউ পেতে পারবে না)। কেউ কেউ এ দেওয়ার অর্থ বর্ণনা করেছেন যে, আমার আমলে আমার মতো বিশাল সাম্রাজ্যের অধিকারী অন্য কেউ যেন না হয়। তাঁদের মতে আমার পরে শব্দটির অর্থ আমাকে ছাড়া। হযরত থানভী (র.) ও এরূপ অনুবাদই করেছেন। কিন্তু অধিকাংশ তাফসীরবিদের মতে এ দেওয়ার অর্থ এই যে, আমার পরেও কেউ যেন এরূপ সাম্রাজ্যের অধিকারী না হয়। সুতরাং বাস্তবেও তাই দেখা যায়। হযরত সুলায়মান (আ.)-কে যেরূপ সাম্রাজ্য দান করা হয়েছিল, তেমন রাজত্বের অধিকারী পরবর্তীকালে কেউ হতে পারেনি। কেননা বাতাস অধীনস্থ হওয়া, জিন জাতির বশীভূত হওয়া এগুলো পরবর্তীকালে কেউ লাভ করতে পারেনি। কেউ কেউ বিভিন্ন আমল ও সাধনার মাধ্যমে কোনো কোনো জিনকে বশীভূত করে নেয়। এটা তার পরিপন্থি নয়। কেননা হযরত সুলায়মান (আ.)-এর জিন বশীভূত করণের সাথে এর কোনো তুলনাই হয় না। আমল বিশেষজ্ঞরা দু'একজন অথবা কয়েকজন জিনকে বশীভূত করে নেওয়া, কিন্তু হযরত সুলায়মান (আ.) জিনদের উপর যেরূপ সর্বব্যাপী রাজত্ব কায়েম করেছিলেন, তদ্রূপ কেউ কায়েম করতে পারেনি।

রাজত্ব ও শাসন ক্ষমতা লাভের দোয়া : এখানে স্মরণ রাখা দরকার যে, পয়গম্বরগণের কোনো দোয়া আল্লাহ তা'আলা অনুমতি ব্যতিরেকে হয় না। হযরত সুলায়মান (আ.) এ দোয়াটিও আল্লাহ তা'আলার অনুমতিক্রমেই করেছিলেন। ক্ষমতা লাভই এর উদ্দেশ্য ছিল না, বরং এর পেছনে আল্লাহ তা'আলার বিধানাবলি প্রয়োগ করা ও সত্যকে সমুন্নত করার অনুপ্রেরণাই কার্যকর ছিল। আল্লাহ তা'আলা জানতে যে, রাজত্ব লাভের পর হযরত সুলায়মান (আ.) এসব মহৎ উদ্দেশ্য বাস্তবায়নের জন্যে কাজ করবেন এবং প্রতিপত্তি লাভের বাসনা তার অন্তরে স্থান পাবে না। তাই তাকে এরূপ দোয়ার অনুমতি দেওয়া হয় এবং তা কবুল করা হয়। কিন্তু সাধারণ মানুষের জন্যে নিজের পক্ষ থেকে শাসনক্ষমতা প্রার্থনা করা হাদীসে নিষেধ করা হয়েছে। কারণ এতে প্রভাব-প্রতিপত্তি ও ধন-সম্পদ লাভের কামনা-বাসনা শামিল হয়ে যায়। সেমতে কেউ যদি এরূপ বাসনা থেকে মুক্ত থাকবে বলে দৃঢ় বিশ্বাসী হয় এবং সত্যকে সমুন্নত করা ছাড়া অন্য কোনো উদ্দেশ্যে ক্ষমতা লাভ করার প্রত্যাশী না হয়, তবে তার জন্যে রাজত্ব লাভের দোয়া করা বৈধ।-[রূহুল মা'আনী]।

مُقَرَّنِيْنَ فِى الْاَصْفَادِ : (শৃঙ্খলিত অবস্থায়-) জিন জাতিকে বশীকরণ এবং তারা যে যে কাজ করত, তার বিবরণ সূরা সাবায় বর্ণিত হয়েছে। এখানে বলা হয়েছে যে, অবাধ্য জিনদেরকে হযরত সুলায়মান (আ.) শিকলে আবদ্ধ করে রেখেছিলেন। এখন এটা জরুরি নয় যে, এগুলো দৃষ্টিগ্রাহ্য লোহার শিকলই হবে। বরং জিনদেরকে আবদ্ধ করার জন্য অন্য কোনো পন্থাও অবলম্বন করা সম্ভব, যা সহজে বোঝাবার জন্যে এখানে শিকল বলে ব্যক্ত করা হয়েছে।

وَاذْكُرْ عَبْدَنَا اَيُّوْبَ .... الخ.

রাসূলে কারীম ﷺ কে সবর শিক্ষাদানের উদ্দেশ্যে এখানে হযরত আইয়্যূব (আ.)-এর কাহিনী উল্লেখ করা হয়েছে। এ কাহিনীর বিস্তারিত বিবরণ সূরা আম্বিয়ায় বর্ণিত হয়েছে। এখানে কয়েকটি উল্লেখযোগ্য বিষয় বর্ণিত হচ্ছে—

مَسَّنِىَ الشَّيْطَانُ بِنُصْبٍ وَّعَذَابٍ : (শয়তান আমাকে যন্ত্রণা ও কষ্ট দিয়েছে। এ যন্ত্রণা ও কষ্টের বিবরণ দিতে গিয়ে কোনো তাফসীরবিদ বলেন, হযরত আইয়্যূব (আ.) যে রোগে আক্রান্ত হয়েছিলেন, তা শয়তানের প্রবলতার কারণে দেখা দিয়েছিল। ঘটনা এই যে, একবার ফেরেশতাগণ হযরত আইয়্যূব (আ.)-এর খুব প্রশংসা করলে শয়তান প্রতিহিংসায় অস্থির হয়ে গেল। সে আল্লাহ তা'লার দরবারে হাত তুলে প্রার্থনা করল : আমাকে তার দেহ, ধন-সম্পদ ও সন্তান-সন্ততির উপর এমন প্রবলতা দেওয়া হোক, যা দ্বারা আমি তার সাথে যা ইচ্ছা তাই করতে পারি। আল্লাহ তা'আলারও উদ্দেশ্য ছিল হযরত আইয়ূব (আ.)-কে পরীক্ষা করা। তাই শয়তানকে তার প্রার্থিত অধিকার দেওয়া হলো। অতঃপর সে তাঁকে রোগাক্রান্ত করে দিল।

কিন্তু বিজ্ঞ তাফসীরবিদগণ এ কাহিনী খণ্ডন করে বলেন : কুরআন পাকের বর্ণনা অনুযায়ী শয়তান পয়গম্বরগণের উপর প্রবলতা অর্জন করতে পারে না। তাই এটা সম্ভব নয় যে, শয়তান হযরত আইয়্যূব (আ.)-কে রোগাক্রান্ত করে দেবে।

https://e-ilm.weebly.com/

কেউ কেউ বলে রুগণাবস্থায় শয়তান হযরত আইয়্যুব (আ.)-এর অন্তরে কুমন্ত্রণা জাগ্রত করত। এতে তিনি আরও অধিক কষ্ট অনুভব করতেন। আলোচ্য আয়াতে তাই উল্লেখ করেছেন। কিন্তু এর সর্বোৎকৃষ্ট ব্যাখ্যা তাই যা উপরে বর্ণিত হয়েছে।

হযরত আইয়্যুব (আ.) -এর রোগ কি ছিল? কুরআন পাকে কেবল বলা হয়েছে যে, হযরত আইয়্যুব (আ.) কোনো গুরুতর রোগে আক্রান্ত হয়ে পড়েছিলেন। কিন্তু রোগটি কি ছিল তা উল্লেখ করা হয়নি। হাদীসেও রাসূলুল্লাহ ﷺ থেকে এর কোনো বিবরণ বর্ণিত নেই। তবে কোনো কোনো সাহাবীর উক্তি থেকে জানা যায় যে, তাঁর সর্বাঙ্গে ফোঁড়া হয়ে গিয়েছিল ফলে ঘৃণাভরে লোকেরা তাঁকে একটি আবর্জনার স্তূপে রেখে দিয়েছিলে। কিন্তু গবেষক তাফসীরবিগণ এ রেওয়ায়েতের সত্যতা স্বীকার করেননি। তাঁরা বলেন, মানুষের ঘৃণা উদ্রেক করার মতো কোনো রোগে পয়গম্বরগণকে আক্রান্ত করা হয় না। সুতরাং হযরত আইয়্যুব (আ.)-এর রোগও এমন হতে পারে না। বরং এটা কোনো সাধারণ রোগই ছিল। কাজেই উপরিউক্ত রেওয়ায়েত নির্ভরযোগ্য নয়। –[রূহুল মা'আনী, আহ্‌কামুল কুরআন থেকে সংক্ষেপিত]।

শব্দ বিশ্লেষণ :

فُجَّارٌ : فَاجِرٌ -এর বহুবচন। অর্থ- পাপী, খারাপ লোক, কাফের।

لِيَدَّبَّرُوْا : সীগাহ جَمع مُذَكَّر غَائِبْ বহছ مُضَارِعْ مَعْرُوْف مَنْصُوْب بِلَام كَيْ বাব تَفَعُّلْ মাসদার تَدَبُّرٌ মূলবর্ণ (د ـ ب ـ ر) জিনস صَحِيْح অর্থ- যাতে মানুষ গভীর ভাবে চিন্তা করে।

لِيَتَذَكَّرَ : সীগাহ وَاحِد مُذَكَّر غَائِبْ বহছ مُضَارِعْ مَعْرُوْف বাব تَفَعُّلْ মাসদার تَذَكُّرٌ মূলবর্ণ (ذ ـ ك ـ ر) জিনস صَحِيْح অর্থ- যেন উপদেশ গ্রহণ করে।

عُرِضَ : সীগাহ وَاحِد مُذَكَّر غَائِبْ বহছ مَاضِىْ مَجْهُوْل বাব ضَرَبَ মাসদার اَلْعَرْضُ মূলবর্ণ (ع ـ ر ـ ض) জিনস صَحِيْح অর্থ- আনা হলো।

صٰفِنٰتُ : সীগাহ جَمع مُؤَنَّث বহছ اِسم فَاعِلْ বাব ضَرَبَ মাসদার صُفُوْنٌ মূলবর্ণ (ص ـ ف ـ ن) জিনস صَحِيْح অর্থ- ধাবনোদ্যত অশ্বগুলো।

تَوَارَتْ : সীগাহ وَاحِد مُؤَنَّث غَائِبْ বহছ مَاضِىْ مَعْرُوْف বাব تَفَاعُلْ মাসদার اَلتَّوَارِىْ মূলবর্ণ (و ـ ر ـ ى) জিনস لَفِيْف مَفْرُوْق অর্থ- অস্তমিত হয়ে গেল। লুকিয়ে গেল।

رُدُّوْهَا : সীগাহ جَمع مُذَكَّر حَاضِرْ বহছ اَمَر حَاضِرْ مَعْرُوْف বাব نَصَرَ মাসদার اَلرَّدُّ মূলবর্ণ (ر ـ د ـ د) জিনস مُضَاعَف ثُلَاثِىْ অর্থ- অশ্বগুলোকে পুনরায় আনয়ন কর। ফিরিয়ে আন।

فَتَنَّا : সীগাহ جَمع مُتَكَلِّم বহছ مَاضِىْ مَعْرُوْف বাব ضَرَبَ মাসদার فُتُوْنًا মূলবর্ণ (ف ـ ت ـ ن) জিনস صَحِيْح অর্থ- আমি পরীক্ষায় ফেলে ছিলাম।

مُقَرَّنِيْنَ : সীগাহ جَمع مُذَكَّر বহছ اِسْم مَفْعُوْل বাব تَفْعِيْل মাসদার تَقْرِيْنٌ মূলবর্ণ (ق ـ ر ـ ن) জিনস صَحِيْح অর্থ- শক্ত করে কোনো কিছু বাঁধা, মজবুত করে বাঁধা।

اَصْفَادٌ : صَفَدٌ ও صِفَادٌ -এর বহুবচন। অর্থ– শৃঙ্খল, বেড়ি, বাধন।

اُرْكُضْ : সীগাহ وَاحِدْ مُذَكَّر حَاضِرْ বহছ اَمَر حَاضِرْ مَعْرُوْف বাব نَصَرَ মাসদার رَكْضٌ মূলবর্ণ (ر ـ ك ـ ض) জিনস صَحِيْح অর্থ- পা দ্বারা আঘাত করুন।

বাক্য বিশ্লেষণ :

আর : وَقُلْنَا لَهٗ এ বাক্যটি উহ্য قَوْل -এর مَقُوْل হয়েছে অর্থাৎ هٰذَا عَطَاءُنَا فَامْنُنْ اَوْ اَمْسِكْ بِغَيْرِ حِسَابٍ اَعْطِ مِنْهُ مَنْ মুবতাদা আর عَطَاءُنَا খবর। فَامْنُنْ -এর فَاء টি فَصِيْحِيَّه আর اُمْنُنْ ফে'লে আমর অর্থাৎ هٰذَا شِئْتَ আর او হলো হরফে আতফ যা تَخْيِيْر -এর জন্য হয়েছে। আর اَمْسِكْ ফে'লে আমর যা اُمْنُنْ -এর উপর আতফ হয়েছে। আর بِغَيْرِ حِسَاب টা عطاءنا -এর সাথে مُتَعَلِّقْ হয়েছে। অর্থাৎ اَعْطَيْنَاكَ بِغَيْرِ حِسَابٍ অথবা بِغَيْرِ حِسَابٍ টা اُمْنُنْ কিংবা اَمْسِكْ -এর সাথে مُتَعَلِّقْ হয়েছে।

https://e-ilm.weebly.com/

৪৪. আর [হে আইয়ূব!] আপনি আপনার হাতে একমুষ্টি শলা নিন এবং তা দ্বারা (নিজ স্ত্রীকে) আঘাত করুন, আর শপথ ভঙ্গ করবেন না; নিঃসন্দেহে আমি তাঁকে ধৈর্যশীল পেয়েছি; উত্তম বান্দা ছিলেন; কেননা তিনি প্রত্যাবর্তনকারী।	وَخُذْ بِيَدِكَ ضِغْثًا فَاضْرِبْ بِّهٖ وَلَا تَحْنَثْ ؕ اِنَّا وَجَدْنٰهُ صَابِرًا ؕ نِعْمَ الْعَبْدُ ؕ اِنَّهٗۤ اَوَّابٌ ﴿٤٤﴾
৪৫. আর স্মরণ করুন আমার বান্দা ইবরাহীমকে, এবং ইসহাক ও ইয়াকূবকে, যাঁরা শক্তিশালী এবং সূক্ষ্মদর্শী ছিলেন।	وَاذْكُرْ عِبٰدَنَاۤ اِبْرٰهِيْمَ وَاِسْحٰقَ وَيَعْقُوْبَ اُولِى الْاَيْدِىْ وَالْاَبْصَارِ ﴿٤٥﴾
৪৬. আমি তাঁদেরকে বিশিষ্ট করেছিলাম এক বিশেষ বিষয়ে– তা হলো পরলোকের স্মরণ।	اِنَّاۤ اَخْلَصْنٰهُمْ بِخَالِصَةٍ ذِكْرَى الدَّارِ ﴿٤٦﴾
৪৭. এবং তাঁরা আমার সমীপে নির্বাচিত, [ও] সর্বাপেক্ষা উত্তম লোকদের অন্তর্ভুক্ত।	وَاِنَّهُمْ عِنْدَنَا لَمِنَ الْمُصْطَفَيْنَ الْاَخْيَارِ ﴿٤٧﴾
৪৮. আরও স্মরণ করুন ইসমাঈল ও আল-ইয়াসা'আকে এবং যুলকিফলকেও; আর এরা সকলে সর্বাপেক্ষা উত্তম লোকদের অন্তর্ভুক্ত;	وَاذْكُرْ اِسْمٰعِيْلَ وَالْيَسَعَ وَذَا الْكِفْلِ ؕ وَكُلٌّ مِّنَ الْاَخْيَارِ ﴿٤٨﴾
৪৯. একটি উপদেশের বিষয় তো হলো এটা; আর মুত্তাকী লোকদের জন্য উত্তম বাসস্থান রয়েছে,	هٰذَا ذِكْرٌ ؕ وَاِنَّ لِلْمُتَّقِيْنَ لَحُسْنَ مَاٰبٍ ﴿٤٩﴾
৫০. অর্থাৎ চিরন্তন অবস্থানের উদ্যানসমূহ, যার দ্বারসমূহ তাদের জন্য উন্মুক্ত থাকবে,	جَنّٰتِ عَدْنٍ مُّفَتَّحَةً لَّهُمُ الْاَبْوَابُ ﴿٥٠﴾

শাব্দিক অনুবাদ :

৪৪. وَخُذْ بِيَدِكَ ضِغْثًا আর আপনি আপনার হাতে এক মুষ্টি শলা নিন فَاضْرِبْ بِّهٖ এবং তা দ্বারা (নিজ স্ত্রীকে) আঘাত করুন وَلَا تَحْنَثْ আর শপথ ভঙ্গ করবেন না। اِنَّا وَجَدْنٰهُ صَابِرًا নিঃসন্দেহে আমি তাকে ধৈর্যশীল পেয়েছি نِعْمَ الْعَبْدُ উত্তম বান্দা ছিলেন اِنَّهٗۤ اَوَّابٌ কেননা তিনি প্রত্যাবর্তনকারী।

৪৫. وَاذْكُرْ عِبٰدَنَاۤ اِبْرٰهِيْمَ আর স্মরণ করুন আমার বান্দা ইবরাহীমকে وَاِسْحٰقَ وَيَعْقُوْبَ এবং ইসহাক ও ইয়াকূবকে اُولِى الْاَيْدِىْ وَالْاَبْصَارِ যাঁরা শক্তিশালী ও সূক্ষ্মদর্শী ছিলেন।

৪৬. اِنَّاۤ اَخْلَصْنٰهُمْ আমি তাদেরকে বিশিষ্ট করে ছিলাম بِخَالِصَةٍ এক বিশেষ বিষয়ে ذِكْرَى الدَّارِ তা হলো পরলোকের স্মরণ।

৪৭. وَاِنَّهُمْ عِنْدَنَا এবং তারা আমার সমীপে لَمِنَ الْمُصْطَفَيْنَ الْاَخْيَارِ নির্বাচিত (ও) সর্বাপেক্ষা উত্তম লোকদের অন্তর্ভুক্ত।

৪৮. وَاذْكُرْ আর স্মরণ করুন اِسْمٰعِيْلَ وَالْيَسَعَ وَذَا الْكِفْلِ ইসমাঈল ও আল–ইয়াসা'আকে এবং যুল কিফ্‌লকেও وَكُلٌّ مِّنَ الْاَخْيَارِ আর এরা সকলেই সর্বাপেক্ষা উত্তম লোকদের অন্তর্ভুক্ত।

৪৯. هٰذَا ذِكْرٌ একটি উপদেশের বিষয় তো হলো এটা وَاِنَّ لِلْمُتَّقِيْنَ আর মুত্তাকী লোকদের জন্য রয়েছে لَحُسْنَ مَاٰبٍ উত্তম বাসস্থান।

৫০. جَنّٰتِ عَدْنٍ চিরন্তন অবস্থানের উদ্যানসমূহ مُّفَتَّحَةً لَّهُمُ الْاَبْوَابُ যার দ্বার সমূহ তাদের জন্য উন্মুক্ত থাকবে।

https://e-ilm.weebly.com/

৫১. তারা উক্ত উদ্যানসমূহে হেলান দিয়ে উপবিষ্ট থাকবে, সেখানে তারা বহুবিধ ফলমূল এবং পানীয় দ্রব্যাদি চেয়ে পাঠাবে।	مُتَّكِئِيْنَ فِيْهَا يَدْعُوْنَ فِيْهَا بِفَاكِهَةٍ كَثِيْرَةٍ وَّشَرَابٍ ﴿٥١﴾
৫২. আর তাদের নিকট আনত দৃষ্টি-সম্পন্ন সমবয়স্কা [হূর]-গণ থাকবে।	وَعِنْدَهُمْ قٰصِرٰتُ الطَّرْفِ اَتْرَابٌ ﴿٥٢﴾
৫৩. [হে মুসলমানগণ!] এটা হচ্ছে সে নিয়ামত, যার ওয়াদা তোমাদেরকে হিসাব-দিবস আগমনের উপর দেওয়া হতো।	هٰذَا مَا تُوْعَدُوْنَ لِيَوْمِ الْحِسَابِ ﴿٥٣﴾
৫৪. নিঃসন্দেহে এটা আমার দান, কোথাও এর শেষ নেই,	اِنَّ هٰذَا لَرِزْقُنَا مَا لَهٗ مِنْ نَّفَادٍ ﴿٥٤﴾
৫৫. এ কথা তো সমাপ্ত হলো; আর অবাধ্য লোকদের জন্য নিকৃষ্ট বাসস্থান রয়েছে।	هٰذَا ۭ وَاِنَّ لِلطّٰغِيْنَ لَشَرَّ مَاٰبٍ ﴿٥٥﴾
৫৬. জাহান্নাম, তাতে তারা প্রবেশ করবে, বস্তুত তা বড়ই নিকৃষ্ট স্থান।	جَهَنَّمَ ۚ يَصْلَوْنَهَا ۚ فَبِئْسَ الْمِهَادُ ﴿٥٦﴾
৫৭. এটা ফুটন্ত পানি ও পুঁজ, অতএব, তারা তা আস্বাদন করুক।	هٰذَا ۙ فَلْيَذُوْقُوْهُ حَمِيْمٌ وَّغَسَّاقٌ ﴿٥٧﴾
৫৮. এবং এ প্রকারের আরও অন্যান্য [আজাবের] বস্তু রয়েছে;	وَّاٰخَرُ مِنْ شَكْلِهٖٓ اَزْوَاجٌ ﴿٥٨﴾
৫৯. এই তো এক বাহিনী, যারা তোমাদের সঙ্গে প্রবেশ করছে। তাদের জন্য অভিনন্দন নেই, এরা তো জাহান্নামে জ্বলবে।	هٰذَا فَوْجٌ مُّقْتَحِمٌ مَّعَكُمْ ۚ لَا مَرْحَبًۢا بِهِمْ ۭ اِنَّهُمْ صَالُوا النَّارِ ﴿٥٩﴾

শাব্দিক অনুবাদ :

৫১. مُتَّكِئِيْنَ فِيْهَا তারা উক্ত উদ্যানসমূহে হেলান দিয়ে উপবিষ্ট থাকবে يَدْعُوْنَ فِيْهَا সেখানে তারা চেয়ে পাঠাবে بِفَاكِهَةٍ كَثِيْرَةٍ وَّشَرَابٍ বহুবিধ ফলমূল এবং পানীয় দ্রব্যাদি।

৫২. وَعِنْدَهُمْ আর তাদের নিকট থাকবে قٰصِرٰتُ الطَّرْفِ اَتْرَابٌ আনত দৃষ্টি সম্পন্ন সমবয়স্কা (হূর)গণ।

৫৩. هٰذَا এটা হচ্ছে সেই নিয়ামত مَا تُوْعَدُوْنَ যার ওয়াদা দেওয়া হতো لِيَوْمِ الْحِسَابِ হিসাব-দিবস আগমনের উপর।

৫৪. اِنَّ هٰذَا لَرِزْقُنَا নিঃসন্দেহে এটা আমার দান مَا لَهٗ مِنْ نَّفَادٍ কোথাও এর শেষ নেই।

৫৫. هٰذَا একথা তো সমাপ্ত হলো وَاِنَّ لِلطّٰغِيْنَ আর অবাধ্য লোকদের জন্য রয়েছে لَشَرَّ مَاٰبٍ নিকৃষ্ট বাসস্থান।

৫৬. جَهَنَّمَ জাহান্নাম يَصْلَوْنَهَا তাতে তারা প্রবেশ করবে فَبِئْسَ الْمِهَادُ বস্তুতঃ তা বড়ই নিকৃষ্ট স্থান।

৫৭. هٰذَا এটা فَلْيَذُوْقُوْهُ অতএব, তারা তা আস্বাদন করুক حَمِيْمٌ وَّغَسَّاقٌ ফুটন্ত পানি ও পুঁজ।

৫৮. وَّاٰخَرُ مِنْ شَكْلِهٖٓ اَزْوَاجٌ এবং এ প্রকার আরো অন্যান্য বস্তু রয়েছে।

৫৯. هٰذَا فَوْجٌ এই যে, আরও একদল আসল مُّقْتَحِمٌ مَّعَكُمْ তোমাদের সাথে প্রবেশ করছে لَا مَرْحَبًۢا بِهِمْ তাদের জন্য অভিনন্দন নেই اِنَّهُمْ صَالُوا النَّارِ এরা তো জাহান্নামে জ্বলবে।

https://e-ilm.weebly.com/

৬০. তারা [মাতব্বরদেরকে] বলবে, বরং তোমরাও, তোমাদের জন্যও অভিনন্দন নেই। [কেননা,] তোমরাই তো এটা [বিপদ] আমাদের সম্মুখে এনেছ, বস্তুত এটা অত্যন্ত নিকৃষ্ট বাসস্থান।	قَالُوْا بَلْ اَنْتُمْ ۫ لَا مَرْحَبًا بِكُمْ ؕ اَنْتُمْ قَدَّمْتُمُوْهُ لَنَا ۚ فَبِئْسَ الْقَرَارُ ﴿٦٠﴾
৬১. তারা বলবে, হে আমাদের প্রতিপালক! যে ব্যক্তি এটা আমাদের সম্মুখে এনেছে, তাকে দোজখে দ্বিগুণ শাস্তি প্রদান করুন।	قَالُوْا رَبَّنَا مَنْ قَدَّمَ لَنَا هٰذَا فَزِدْهُ عَذَابًا ضِعْفًا فِی النَّارِ ﴿٦١﴾
৬২. এবং তারা বলবে, ব্যাপার কি? আমরা তাদেরকে দেখছি না যাদেরকে নিকৃষ্ট লোকদের মধ্যে গণ্য করতাম।	وَقَالُوْا مَا لَنَا لَا نَرٰی رِجَالًا كُنَّا نَعُدُّهُمْ مِّنَ الْاَشْرَارِ ﴿٦٢﴾

শাব্দিক অনুবাদ :

৬০. قَالُوْا তারা বলবে بَلْ اَنْتُمْ বরং তোমরাও لَا مَرْحَبًا بِكُمْ তোমাদের জন্যও অভিনন্দন নেই اَنْتُمْ قَدَّمْتُمُوْهُ لَنَا তোমরাই তো এটা (বিপদ) আমাদের সম্মুখে এনেছ فَبِئْسَ الْقَرَارُ বস্তুত এটা অত্যন্ত নিকৃষ্ট বাসস্থান।

৬১. قَالُوْا তারা বলবে رَبَّنَا হে আমাদের প্রতিপালক مَنْ قَدَّمَ لَنَا هٰذَا যে ব্যক্তি এটা আমাদের সম্মুখে এনেছে فَزِدْهُ عَذَابًا ضِعْفًا فِی النَّارِ তাকে দোজখে দ্বিগুণ শাস্তি প্রদান করুন।

৬২. وَقَالُوْا এবং তারা বলবে مَا لَنَا ব্যাপার কি لَا نَرٰی رِجَالًا আমরা তাদেরকে দেখছিনা كُنَّا نَعُدُّهُمْ مِّنَ الْاَشْرَارِ যাদেরকে নিকৃষ্ট লোকদের মধ্যে গণ্য করতাম।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

وَخُذْ بِيَدِكَ ضِغْثًا : (তুমি তোমার হাতে এক মুঠো তৃণশলা লও।) আইয়্যূব-পত্নীর প্রতি আল্লাহ তা'লার এই বিশেষ অনুগ্রহের দ্বারা কয়েকটি মাসআলা জানা যায়।

ইমাম আহমদ হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) থেকে বর্ণনা করেন যে, হযরত আইয়্যূব (আ.) -এর অসুস্থতার সময় একদা শয়তান চিকিৎসকের বেশে হযরত আইয়্যূব (আ.) -এর পত্নীর সাথে সাক্ষাত করেছিল। তিনি ওকে চিকিৎসক মনে করে স্বামীর চিকিৎসা করতে অনুরোধ করেন। শয়তান বলল, এই শর্তে চিকিৎসা করতে পারি যে, আরোগ্য লাভ করলে একথার স্বীকৃতি দিতে হবে যে, আমিই তাঁকে আরোগ্য দান করছি। এ স্বীকৃতিটুকু ছাড়া আমি আর পারিশ্রমিক চাই না!

স্ত্রী হযরত আইয়্যূব (আ.)-কে একথা বললে, তিনি বললেন, তোমার সরলতা দেখে সত্যই দুঃখ হয়। ওতো শয়তান ছিল। এ ঘটনার বিশেষতঃ তাঁর স্ত্রীর মুখ দিয়ে শয়তান কর্তৃক একটা প্রস্তাব তাঁর সামনে উচ্চারিত করানোর বিষয়টা তিনি স্বাভাবিকভাবে গ্রহণ করতে পারেন নি। তিনি খুব দুঃখ পেলেন। কারণ প্রস্তাবটা ছিল শিরকে লিপ্ত করার একটা সূক্ষ্ম অপপ্রয়াস। তাই তিনি শপথ করে বসলেন যে, আল্লাহ তা'আলা আমাকে সুস্থ করে তুললে স্ত্রীর এ অপরাধের জন্য তাঁকে একশত বেত্রাঘাত করব।

সে ঘটনার প্রতি ইঙ্গিত করেই আল্লাহ পাক নির্দেশ দিচ্ছেন, কছম ভঙ্গ করো না, বরং হাতে এক মুঠো তৃণশলাকা নিয়ে তা দ্বারা স্ত্রীকে একশত বেত্রাঘাত করে কছম পূর্ণ করো।

এঘটনা থেকে জানা গেল, যদি কোনো ব্যক্তি কাউকে একশ' বেত্রাঘাত করার প্রতিজ্ঞা করে এবং পৃথক পৃথক একশ' বেত্রাঘাত করার পরিবর্তে সবগুলো বেতের একটি আঁটি তৈরি করে নিয়ে তা দ্বারা একবার আঘাত করে, তবে তাঁর প্রতিজ্ঞ

https://e-ilm.weebly.com/

পূর্ণ হয়ে যায়। তাই হযরত আইয়ূব (আ.)-কে এরূপ করার হুকুম করা হয়েছিল। ইমাম আবূ হানীফা (র.)-এর মাযহাব তাই। কিন্তু আল্লামা ইবনে হুমাম লিখেছেন যে, এর জন্যে দু'টি শর্ত রয়েছে-(১) সংশ্লিষ্ট ব্যক্তির গায়ে প্রত্যেকটি বেত দৈর্ঘ্য-প্রস্থে লাগতে হবে এবং (২) এর কারণে কিছু না কিছু কষ্ট অবশ্যই পেতে হবে। যদি মোটেই কষ্ট না পায়, তবে প্রতিজ্ঞা পূর্ণ হবে না। হযরত থানভী (র.) বয়ানুল কুরআনে প্রতিজ্ঞা পূর্ণ হওয়ার যে উক্তি করেছেন, তার অর্থও সম্ভবত: তাই। নতুবা হানাফী ফকীহ্গণ পরিষ্কার উল্লেখ করেছেন যে, উপরিউক্ত শর্তদ্বয়সহ আঘাত করা হলে প্রতিজ্ঞা পূর্ণ হয়ে যায়। –[ফতহুল কাদীর]

শরিয়তের দৃষ্টিতে কৌশল : দ্বিতীয় মাসআলা এই যে, কোনো অসমীচীন অথবা মাকরূহ বিষয় থেকে আত্মরক্ষার জন্যে শরিয়তসম্মত কোনো কৌশল অবলম্বন করা জায়েজ। বলাবাহুল্য, হযরত আইয়ূব (আ.)-এর প্রতিজ্ঞার আসল দাবি এই যে, তিনি তাঁর স্ত্রীকে পূর্ণ একশ' বেত্রাঘাত করবেন। কিন্তু তাঁর পত্নী যেহেতু নিরপরাধ ছিলেন এবং স্বামীর নজিরবিহীন সেবাশুশ্রূষা করেছিলেন, তাই আল্লাহ তা'আলা স্বয়ং হযরত আইয়ূব (আ.)-কে একটি কৌশল শিক্ষা দিলেন এবং বলে দিলেন যে, এভাবে তাঁর প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ হবে না। তাই ঘটনাটি কৌশলের বৈধতা জ্ঞাপন করে।

কিন্তু স্মরণ রাখা দরকার যে, এ ধরনের কৌশল অবলম্বন করা তখনই জায়েজ যখন একে শরিয়তসম্মত উদ্দেশ্য বানচাল করার উপায় না করা হয়। পক্ষান্তরে যদি কৌশলের উদ্দেশ্য কোনো হকদারের হক বাতিল করা হয় অথবা প্রকাশ্য হারাম কাজকে তার মূলপ্রাণ বজায় রেখে নিজের জন্যে হালাল করা হয়, তবে এরূপ কৌশল সম্পূর্ণ না-জায়েজ। উদাহরণতঃ জাকাত থেকে গা বাচাঁনোর জন্যে কেউ কেউ বছর পূর্ণ হওয়ার সামান্য আগেই নিজের ধন-সম্পদ স্ত্রীর মালিকানায় সমর্পণ করে কিছুদিন পর স্ত্রী স্বামীর মালিকানায় ফিরিয়ে দেয়। যখন পরবর্তী বছর কাছাকাছি হয়, তখন স্বামী আবার স্ত্রীকে দান করে দেয়। এভাবে স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে কারও উপর জাকাত ওয়াজিব হয় না। এরূপ কৌশল শরিয়তের উদ্দেশ্যকে বাচনচাল করারই অপচেষ্টা। তাই হারাম। এর শাস্তি হয় তো জাকাত আদায় না করার শাস্তির চেয়েও গুরুতর হবে।-(রূহুল মা'আনী)।

অসমীচীন কাজের প্রতিজ্ঞা : তৃতীয় মাসআলা এই যে, কোনো ব্যক্তি কোনো অসমীচীন, ভ্রান্ত অথবা অবৈধ কাজের প্রতিজ্ঞা করলে প্রতিজ্ঞা হয়ে যাবে এবং তা ভঙ্গ করলে কাফফারা দিতে হবে। যদি কাফফারা ওয়াজিব না হতো, তবে হযরত আইয়ূব (আ.)-কে কৌশল শিখানো হতো না। এতদসঙ্গে, স্মরণ রাখা উচিত যে, কোনো অসমীচীন কাজের প্রতিজ্ঞা করলে তা ভেঙ্গে কাফফারা আদায় করাই শরিয়তের বিধান। এক হাদীসে রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন : যে ব্যক্তি কোনো প্রতিজ্ঞা করে, অতঃপর দেখে যে, এ প্রতিজ্ঞার বিপরীত কাজ করাই উত্তম, তবে তার উচিত উত্তম কাজটি করা এবং প্রতিজ্ঞার কাফফারা আদায় করা।

أُولِي الْأَيْدِي وَالْأَبْصَارِ : এর শাব্দিক অর্থ তাঁরা হস্তও দৃষ্টিবিশিষ্ট ছিলেন। উদ্দেশ্য এই যে, তাঁরা তাঁদের জ্ঞানগত ও কর্মগত শক্তি আল্লাহ তা'আলার আনুগত্যে নিয়োজিত করতেন। এতে ইঙ্গিত করা হয়েছে যে, মানুষের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ প্রকৃতপক্ষে আল্লাহ তা'আলার আনুগত্যেই ব্যয়িত হওয়া উচিত। যেযব অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ এতে ব্যয়িত হয় না, সেগুলোর থাকা না থাকা উভয়ই সমান।

পরকালচিন্তা পয়গম্বরগণের স্বাতন্ত্র্যমূলক গুণ : **ذِكْرَى الدَّارِ**- শাব্দিক অর্থ গৃহের স্মরণ। গৃহ বলে এখানে পরকাল বোঝানো হয়েছে। পরকালের পরিবর্তে গৃহ বলে হুশিয়ার করা হয়েছে যে, পরকালই মানুষের আসল গৃহ। অতএব, পরকাল চিন্তাকেই তাদের যাবতীয় চিন্তা ও কর্মের ভিত্তি করা উচিত। এ থেকে জানা গেল যে, পরকাল চিন্তা মানুষের চিন্তাগত ও কর্মগত শক্তিকে অধিকতর উজ্জ্বল্য দান করে। কোনো কোনো খোদাদ্রোহীর এ ধারণা সম্পূর্ণ ভিত্তিহীন যে, পরকাল চিন্তা মানুষের শক্তিসমূহকে ভোতা করে দেয়।

হযরত আল- ইয়াসা'আ (আ.) : **وَالْيَسَعَ** (আল ইয়াসা (আ.)-কে স্মরণ করুন।) হযরত আল ইয়াসা'আ (আ.) বনী ইসরাঈলের অন্যতম পয়গম্বর। কুরআন পাকে মাত্র দু'জায়গায় তাঁর উল্লেখ দেখা যায় এখানে ও সূরা আনআমে। কিন্তু কোথাও তাঁর বিস্তারিত অবস্থা উল্লেখ করা হয়নি ; বরং পয়গম্বরগণের তালিকায় তাঁর নাম গণনা করা হয়েছে মাত্র। ঐতিহাসিক গ্রন্থসমূহে বর্ণিত আছে যে, তিনি হযরত ইলিয়াস (আ.)-এর চাচাত ভাই এবং তাঁর নায়েব বা প্রতিনিধি ছিলেন। হযরত ইলিয়াস (আ.)-এরপর তাঁকেই নবুয়ত দান করা হয়। বাইবেলে তাঁর বিস্তারিত অবস্থা বর্ণিত হয়েছে। তাতে তাঁর নাম 'ইলিশা' ইবনে সাকেত উল্লেখিত হয়েছে।

https://e-ilm.weebly.com/

وَعِنْدَهُمْ قَاصِرَاتُ الطَّرْفِ اَتْرَابٌ-(তাদের কাছে আনততনয়না সম বয়স্কা রমণীগণ থাকবে।) অর্থাৎ, জান্নাতের হুরগণ থাকবে। "সমবয়স্কা" -এর অর্থ তারা পরস্পর সমবয়স্কা হবে এবং অপর অর্থ স্বামীদের সময়বস্কা হবে। প্রথম অর্থে সমবয়স্কা হওয়ার উপকারিতা এই যে, তাদের পরস্পর ভালোবাসা, সম্প্রীতিব ও বন্ধুত্বের সম্পর্ক হবে-সপত্নীসুলভ হিংসা -বিদ্বেষও ঘৃণা থাকবে না। বলাবাহুল্য এটা স্বামীদের জন্য পরম সুখের ব্যাপার।

স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে বয়সের মিল থাকা উত্তম : দ্বিতীয় অর্থে স্বামীদের সমবয়স্কা হওয়া উপকারিতা এই যে, এর কারণে মনের ও মতের মিল অধিক হবে। ফলে এক অপরের সুখ ও কৌতুহলের প্রতি অধিকতর লক্ষ্য রাখবে। এ থেকে প্রতীয়মান হয় যে, স্বামী-স্ত্রী বয়সের তারতম্যের দিকে লক্ষ্য রাখা বাঞ্ছনীয়। কারণ এ থেকেই পরস্পরিক ভালোবাসা জন্মায় বৈবাহিক সম্পর্ক মধুময় ও স্থায়ী হয়।

শব্দ বিশ্লেষণ :

لَا تَحْنَثْ : সীগাহ وَاحِدْ مُذَكَّر حَاضِرْ বহছ نَهِىْ حَاضِرْ مَعْرُوْف বাব سَمِعَ মাসদার حِنْثٌ মূলবর্ণ (ح - ن - ث) জিনস صَحِيْح অর্থ- শপথ ভঙ্গ করবেন না।

مُصْطَفَيْنَ : সীগাহ جَمْع مُذَكَّرْ বহছ اِسْم مَفْعُوْل বাব اِفْتِعَالٌ মাসদার اَلْاِصْطِفَاءُ মূলবর্ণ (ص - ف - و) জিনস نَاقِص وَاوِىْ অর্থ- নির্বাচিত।

اَخْيَارٌ : শব্দটি خَيِّرٌ এর বহুবচন। অর্থ- ভালো লোক। خَيِّرٌ সিফাতে মুশাব্বাহ।

مُفَتَّحَةً : সীগাহ وَاحِدْ مُؤَنَّثْ বহছ إِسْم مَفْعُوْل বাব تَفْعِيْل মাসদার মাসদার تَفْتِيْحٌ মূলবর্ণ (ف - ت - ح) জিনস صَحِيْح অর্থ- উন্মুক্ত।

قٰصِرَاتٌ : সীগাহ جَمْع مُؤَنَّثْ বহছ اِسْم فَاعِلْ বাব نَصَرَ মাসদার قَصْرٌ মূলবর্ণ (ق - ص - ر) জিনস صَحِيْح অর্থ- আনত দৃষ্টি সম্পন্ন।

اَتْرَابٌ : تَرْبٌ -এর বহুবচন, অর্থ– সমবয়স্কা নারী, একই বয়সের মহিলা।

طَاغِيْنَ : সীগাহ جَمْع مُذَكَّر غَائِبْ বহছ اِسْم فَاعِلْ বাব نَصَرَ মাসদার طَغْوٌ، طُغْيَانٌ মূলবর্ণ (ط - غ - و) জিনস نَاقِص وَاوِىْ অর্থ- অবাধ্য লোকজন।

يَصْلَوْنَ : সীগাহ جَمْع مُذَكَّر غَائِبْ বহছ مُضَارِع مَعْرُوْف বাব سَمِعَ মাসদার صَلْىٌ মূলবর্ণ (ص - ل - ى) জিনস نَاقِص يَائِىٌ অর্থ- তারা প্রবেশ করবে।

مُقْتَحِمٌ : সীগাহ وَاحِدْ مُذَكَّرْ বহছ اِسْم فَاعِلْ বাব اِفْتِعَالٌ মাসদার اِقْتِحَامٌ মূলবর্ণ (ق - ح - م) জিনস صحيح অর্থ- প্রবেশ করছে। প্রবেশকারী।

বাক্য বিশ্লেষণ :

مُتَّكِئِيْنَ فِيْهَا يَدْعُوْنَ فِيْهَا بِفٰكِهَةٍ كَثِيْرَةٍ وَّشَرَاب : এখানে مُتَّكِئِيْنَ টা পূর্বের لَهُمْ -এর هُمْ যমীর থেকে حَالٌ হয়েছে। আর এর عَامِل হলো مُفَتَّحَة আর فِيْهَا টা مُتَّكِئِيْنَ -এর সাথে مُتَعَلِّقْ হয়েছে। আর يَدْعُوْنَ বাক্যটি হয়তো এ ক্ষেত্রে তাদের অবস্থা বর্ণনা করার জন্য مُسْتَأْنِفَة হয়েছে। আবার পূর্বে উল্লেখিত هُمْ যমীর থেকে حَالٌ হওয়াও বৈধ। আর فِيْهَا টা يَدْعُوْنَ -এর ফায়েল থেকে حَالٌ হয়েছে। আর بِفَاكِهَةٍ টা يَدْعُوْنَ -এর সাথে مُتَعَلِّقْ হয়েছে আর كَثِيْرَةٍ হলো সিফত। আর شَرَابٍ হলো بِفَاكِهَةٍ -এর উপর আতফ হয়েছে।

–[ই'রাবুল কুরআন ৬ষ্ঠ খণ্ড ; পৃ. ৪৭৫]

https://e-ilm.weebly.com/

৬৩. আমরা কি তাদেরকে [অযথা] হাস্যাস্পদ বানিয়েছিলাম? অথবা তাদের ব্যাপারে আমাদের দৃষ্টি বিভ্রম হচ্ছে?	أَتَّخَذْنَاهُمْ سِخْرِيًّا أَمْ زَاغَتْ عَنْهُمُ الْأَبْصَارُ ﴿٦٣﴾
৬৪. (আর) এটা অর্থাৎ দোজখীদের পারস্পরিক বাক-বিতণ্ডা হওয়া সম্পূর্ণ সত্য কথা।	إِنَّ ذَٰلِكَ لَحَقٌّ تَخَاصُمُ أَهْلِ النَّارِ ﴿٦٤﴾
৬৫. আপনি বলে দিন, আমি তো ভয় প্রদর্শনকারী মাত্র, আর প্রবল পরাক্রমশালী একক আল্লাহ ব্যতীত আর কেউই উপাস্য হওয়ার যোগ্য নেই,	قُلْ إِنَّمَا أَنَا مُنْذِرٌ ۖ وَمَا مِنْ إِلَٰهٍ إِلَّا اللَّهُ الْوَاحِدُ الْقَهَّارُ ﴿٦٥﴾
৬৬. তিনি আসমানসমূহ ও জমিনের এবং এতদুভয়ের মধ্যে যা কিছু আছে সকলেরই প্রতিপালক, জবরদস্ত, পরম ক্ষমাশীল।	رَبُّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا الْعَزِيزُ الْغَفَّارُ ﴿٦٦﴾
৬৭. আপনি বলে দিন, এটা [আমার রেসালত] একটি মহান বিষয়।	قُلْ هُوَ نَبَأٌ عَظِيمٌ ﴿٦٧﴾
৬৮. যা হতে তোমরা মুখ ফিরিয়ে নিচ্ছ।	أَنْتُمْ عَنْهُ مُعْرِضُونَ ﴿٦٨﴾
৬৯. উর্ধ্বজগতের বিষয়ে আমার কোনো খবর ছিল না, যখন তারা কথোপকথন করছিল।	مَا كَانَ لِيَ مِنْ عِلْمٍ بِالْمَلَإِ الْأَعْلَىٰ إِذْ يَخْتَصِمُونَ ﴿٦٩﴾
৭০. আমার নিকট ওহী শুধু এই কারণেই এসে থাকে যে, আমি স্পষ্ট ভয় প্রদর্শনকারী।	إِنْ يُوحَىٰ إِلَيَّ إِلَّا أَنَّمَا أَنَا نَذِيرٌ مُبِينٌ ﴿٧٠﴾

শাব্দিক অনুবাদ :

৬৩. أَتَّخَذْنَاهُمْ سِخْرِيًّا আমরা কি তাদেরকে (অযথা) হাস্যাস্পদ বানিয়েছিলাম أَمْ زَاغَتْ عَنْهُمُ الْأَبْصَارُ অথবা তাদের থেকে আমাদের দৃষ্টি ভ্রম হচ্ছে।

৬৪. إِنَّ ذَٰلِكَ لَحَقٌّ এটা সম্পূর্ণ সত্য কথা تَخَاصُمُ أَهْلِ النَّارِ দোজখীদের পরস্পরিক বাকবিতণ্ডা হওয়া।

৬৫. قُلْ আপনি বলে দিন إِنَّمَا أَنَا مُنْذِرٌ আমি তো ভয় প্রদর্শনকারী মাত্র وَمَا مِنْ إِلَٰهٍ আর কেউ উপাস্য হওয়ার যোগ্য নেই إِلَّا اللَّهُ الْوَاحِدُ الْقَهَّارُ প্রবল পরাক্রমশালী একক আল্লাহ ব্যতীত।

৬৬. رَبُّ তিনি প্রতিপালক السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ আসমানসমূহ ও জমিনের وَمَا بَيْنَهُمَا এবং এতদুভয়ের মধ্যে যা কিছু আছে সকলেরই الْعَزِيزُ الْغَفَّارُ জবরদস্ত, পরম ক্ষমাশীল।

৬৭. قُلْ আপনি বলে দিন هُوَ এটা (আমার রেসালাত) نَبَأٌ عَظِيمٌ একটি মহান বিষয়।

৬৮. أَنْتُمْ عَنْهُ যা হতে তোমরা مُعْرِضُونَ মুখ ফিরিয়ে নিচ্ছ।

৬৯. مَا كَانَ لِيَ مِنْ عِلْمٍ আমার কোনোও খবর ছিল না بِالْمَلَإِ الْأَعْلَىٰ উর্ধ্ব জগতের বিষয়ে إِذْ يَخْتَصِمُونَ যখন তারা কথোপকথন করছিল।

৭০. إِنْ يُوحَىٰ إِلَيَّ إِلَّا আমার নিকট শুধু এ কারণেই ওহী এসে থাকে যে, أَنَّمَا أَنَا نَذِيرٌ مُبِينٌ আমি স্পষ্ট ভয় প্রদর্শনকারী।

https://e-ilm.weebly.com/

৭১. আর যখন আপনার রব ফেরেশতাগণকে বললেন আমি, মৃত্তিকা দ্বারা একজন মানুষ সৃষ্টি করতে চাই।	اِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلٰٓئِكَةِ اِنِّىْ خَالِقٌۢ بَشَرًا مِّنْ طِيْنٍ ﴿۷۱﴾
৭২. অতএব, যখন আমি তার সৃষ্টি কার্য সম্পূর্ণ করব এবং তাতে আমার (পক্ষ থেকে) রূহ ফুঁকে দেব, তখন তোমরা সকলে তার সম্মুখে সেজদায় পতিত হয়ো।	فَاِذَا سَوَّيْتُهٗ وَنَفَخْتُ فِيْهِ مِنْ رُّوْحِىْ فَقَعُوْا لَهٗ سٰجِدِيْنَ ﴿۷۲﴾
৭৩. তৎপর ফেরেশতাগণ সকলেই [আদমকে] সেজদা করল,	فَسَجَدَ الْمَلٰٓئِكَةُ كُلُّهُمْ اَجْمَعُوْنَ ﴿۷۳﴾
৭৪. ইবলীস ব্যতীত; কেননা সে অহংকার করল এবং কাফেরদের অন্তর্ভুক্ত হয়ে গেল।	اِلَّآ اِبْلِيْسَ ؕ اِسْتَكْبَرَ وَكَانَ مِنَ الْكٰفِرِيْنَ ﴿۷۴﴾
৭৫. আল্লাহ বললেন, হে ইবলীস! যে বস্তু আমি নিজ হাতে সৃষ্টি করেছি, তাকে সেজদা করতে তোমাকে কিসে বাধা দিল? তুমি কি অহংকার করছ, নাকি তুমি উচ্চ মর্যাদাবানদের অন্তর্ভুক্ত?	قَالَ يٰٓاِبْلِيْسُ مَا مَنَعَكَ اَنْ تَسْجُدَ لِمَا خَلَقْتُ بِيَدَىَّ ؕ اَسْتَكْبَرْتَ اَمْ كُنْتَ مِنَ الْعَالِيْنَ ﴿۷۵﴾
৭৬. সে বলল, আমি তা অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ; আপনি আমাকে অগ্নি দ্বারা সৃষ্টি করেছেন আর তাকে মৃত্তিকা দ্বারা সৃষ্টি করেছেন।	قَالَ اَنَا خَيْرٌ مِّنْهُ ؕ خَلَقْتَنِىْ مِنْ نَّارٍ وَّخَلَقْتَهٗ مِنْ طِيْنٍ ﴿۷۶﴾
৭৭. আল্লাহ্ বললেন, অতএব, আসমান হতে বের হয়ে যাও, কেননা নিঃসন্দেহে তুমি বিতাড়িত,	قَالَ فَاخْرُجْ مِنْهَا فَاِنَّكَ رَجِيْمٌ ﴿۷۷﴾
৭৮. আর নিঃসন্দেহে তোমার উপর আমার লা'নত থাকবে কিয়ামত দিবস পর্যন্ত।	وَّاِنَّ عَلَيْكَ لَعْنَتِىْٓ اِلٰى يَوْمِ الدِّيْنِ ﴿۷۸﴾

শাব্দিক অনুবাদ :

৭১. اِذْ قَالَ رَبُّكَ আর যখন আপনার প্রভু বললেন لِلْمَلٰٓئِكَةِ ফেরেশতাগণকে اِنِّىْ خَالِقٌۢ بَشَرًا আমি একজন মানুষ সৃষ্টি করতে চাই مِّنْ طِيْنٍ মৃত্তিকা হতে।

৭২. فَاِذَا سَوَّيْتُهٗ যখন আমি তার সৃষ্টি কার্য সম্পূর্ণ করব وَنَفَخْتُ فِيْهِ مِنْ رُّوْحِىْ এবং তাতে আমার (তরফ থেকে) রূহ ফুঁকে দিব فَقَعُوْا لَهٗ سٰجِدِيْنَ তখন তোমরা সকলে তার সম্মুখে সেজদায় পতিত হয়ো।

৭৩. فَسَجَدَ তৎপর সেজদা করল الْمَلٰٓئِكَةُ كُلُّهُمْ اَجْمَعُوْنَ ফেরেশতাগণ সকলেই।

৭৪. اِلَّآ اِبْلِيْسَ ইবলীস ব্যতীত اِسْتَكْبَرَ কেননা সে অহংকার করল وَكَانَ مِنَ الْكٰفِرِيْنَ এবং কাফেরদের অন্তর্ভুক্ত হয়ে গেল।

৭৫. قَالَ আল্লাহ বললেন يٰٓاِبْلِيْسُ হে ইবলীস مَا مَنَعَكَ তোমাকে কিসে নিবৃত্ত রাখল اَنْ تَسْجُدَ সেজদা করতে لِمَا خَلَقْتُ بِيَدَىَّ যে বস্তু আমি নিজ হাতে গড়েছি اَسْتَكْبَرْتَ তুমি কি অহংকার করেছ اَمْ كُنْتَ مِنَ الْعَالِيْنَ নাকি তুমি উচ্চ মর্যাদাবানদের অন্তর্ভুক্ত।

৭৬. قَالَ সে বলল اَنَا خَيْرٌ مِّنْهُ আমি তা অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ خَلَقْتَنِىْ مِنْ نَّارٍ আপনি আমাকে অগ্নি দ্বারা সৃষ্টি করেছেন وَّخَلَقْتَهٗ مِنْ طِيْنٍ আর তাকে মৃত্তিকা দ্বারা সৃষ্টি করেছেন।

৭৭. قَالَ আল্লাহ বললেন فَاخْرُجْ مِنْهَا অতএব আসমান হতে বের হয়ে যাও فَاِنَّكَ رَجِيْمٌ কেননা নিঃসন্দেহে তুমি বিতাড়িত।

৭৮. وَّاِنَّ عَلَيْكَ لَعْنَتِىْ আর নিঃসন্দেহে তোমার উপর আমার লা'নত থাকবে اِلٰى يَوْمِ الدِّيْنِ কিয়ামত দিবস পর্যন্ত।

https://e-ilm.weebly.com/

৭৯. সে বলল, হে প্রতিপালক! তবে আমাকে কিয়ামত-দিবস পর্যন্ত অবকাশ দিন।	قَالَ رَبِّ فَأَنظِرْنِيٓ إِلَىٰ يَوْمِ يُبْعَثُونَ ﴿٧٩﴾
৮০. আল্লাহ বললেন, আচ্ছা! তবে তোমাকে অবকাশ দেওয়া গেল,	قَالَ فَإِنَّكَ مِنَ ٱلْمُنظَرِينَ ﴿٨٠﴾
৮১. নির্ধারিত সময়ের দিন পর্যন্ত।	إِلَىٰ يَوْمِ ٱلْوَقْتِ ٱلْمَعْلُومِ ﴿٨١﴾
৮২. সে বলতে লাগল, তবে আপনার ইজ্জতের শপথ! আমি তাদের সকলকে পথভ্রষ্ট করব,	قَالَ فَبِعِزَّتِكَ لَأُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ ﴿٨٢﴾
৮৩. আপনার সে বান্দাগণ ব্যতীত যারা তাদের মধ্যে নির্বাচিত।	إِلَّا عِبَادَكَ مِنْهُمُ ٱلْمُخْلَصِينَ ﴿٨٣﴾
৮৪. আল্লাহ্ বললেন, আমি সত্য বলছি এবং আমি তো (সর্বদা) সত্যই বলে থাকি,	قَالَ فَٱلْحَقُّ وَٱلْحَقَّ أَقُولُ ﴿٨٤﴾
৮৫. আমি দোজখ পূর্ণ করব তোমার দ্বারা এবং তাদের মধ্যে যারা তোমার অনুসরণ করবে তাদের সকলের দ্বারা।	لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنكَ وَمِمَّن تَبِعَكَ مِنْهُمْ أَجْمَعِينَ ﴿٨٥﴾
৮৬. আপনি বলে দিন, আমি তোমাদের হতে এই কুরআনের বিনিময়ে কোনো প্রতিদান চাচ্ছি না, আর আমি কৃত্রিম লোকদের অন্তর্ভুক্তও নই।	قُلْ مَآ أَسْـَٔلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ وَمَآ أَنَا۠ مِنَ ٱلْمُتَكَلِّفِينَ ﴿٨٦﴾
৮৭. এ কুরআন জগদ্বাসীদের জন্য কেবল একটি নসিহত।	إِنْ هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ لِّلْعَٰلَمِينَ ﴿٨٧﴾
৮৮. আর অচিরেই তোমরা তার অবস্থা জানতে পারবে।	وَلَتَعْلَمُنَّ نَبَأَهُۥ بَعْدَ حِينٍۭ ﴿٨٨﴾ ع

শাব্দিক অনুবাদ :

৭৯. قَالَ সে বলল رَبِّ হে প্রতিপালক فَأَنظِرْنِيٓ তবে আমাকে অবকাশ দিন إِلَىٰ يَوْمِ يُبْعَثُونَ কিয়ামত দিসব পর্যন্ত।

৮০. قَالَ আল্লাহ বললেন فَإِنَّكَ مِنَ ٱلْمُنظَرِينَ তবে তোমাকে অবকাশ দেওয়া গেল।

৮১. إِلَىٰ يَوْمِ ٱلْوَقْتِ ٱلْمَعْلُومِ নির্ধারিত সময়ের দিন পর্যন্ত।

৮২. قَالَ সে বলতে লাগল فَبِعِزَّتِكَ তবে আপনার ইজ্জতের শপথ لَأُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ আমি তাদের সকলকে পথভ্রষ্ট করব।

৮৩. إِلَّا عِبَادَكَ তবে আপনার সেই বান্দাগণ ব্যতীত مِنْهُمُ ٱلْمُخْلَصِينَ যারা তাদের মধ্যে নির্বাচিত।

৮৪. قَالَ আল্লাহ বললেন فَٱلْحَقُّ আমি সত্য বলছি وَٱلْحَقَّ أَقُولُ আমি তো (সর্বদা) সত্যই বলে থাকি।

৮৫. لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ আমি দোজখ পূর্ণ করব مِنكَ তোমার দ্বারা وَمِمَّن تَبِعَكَ مِنْهُمْ এবং তাদের মধ্যে যারা তোমার অনুসরণ করবে أَجْمَعِينَ তাদের সকলের দ্বারা।

৮৬. قُلْ আপনি বলে দিন مَآ أَسْـَٔلُكُمْ আমি তোমার থেকে চাচ্ছি না عَلَيْهِ এই কুরআনের বিনিময় مِنْ أَجْرٍ কোনো প্রতিদান وَمَآ أَنَا۠ مِنَ ٱلْمُتَكَلِّفِينَ আর আমি কৃত্রিম লোকদের অন্তর্ভুক্ত নই।

৮৭. إِنْ هُوَ إِلَّا এই কুরআন কেবল ذِكْرٌ উপদেশ لِّلْعَٰلَمِينَ জগদ্বাসীদের জন্য।

৮৮. وَلَتَعْلَمُنَّ আর তোমরা জানতে পারবে نَبَأَهُۥ তার অবস্থা بَعْدَ حِينٍۭ অচিরেই।

https://e-ilm.weebly.com/

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

قُلْ اِنَّمَا اَنَا مُنْذِرٌ এ সূরার আসল লক্ষ্য রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর রেসলাত প্রমাণ এবং কাফেরদের দাবি খণ্ডন করা। সূরার শুরুতেই এটা স্পষ্ট ছিল। এ প্রসঙ্গে পয়গাম্বরগণের ঘটনাবলি বিবিধ কারণে উল্লেখ করা হয়েছে- (এক) রাসূলুল্লাহ ﷺ -কে সান্ত্বনা দেওয়া যে, পূর্ববর্তী পয়গম্বরগণের মতো আপনিও কাফেরদের অহেতুক কার্যকলাপে সবর করুন। (দুই) এসব ঘটনা থেকে তারাও শিক্ষা লাভ করুক, যারা একজন সত্য পয়গম্বরের রেসালত অস্বীকার করে যাচ্ছে। এর পর মুমিনদের শুভ পরিণতি ও কাফেরদের তীব্র শাস্তির চিত্র অংকন করে কাফেরদেরকে ইসলামের দাওয়াত দেওয়া হয়েছে এবং হুঁশিয়ার করা হয়েছে যে, যাদের অনুকরণ করে আজ তোমরা রাসূলে কারীম ﷺ -এর প্রতি মিথ্যারোপ করছ, কেয়ামতের দিন তারাই তোমাদের সাহায্য সহায়তা থেকে হাত গুটিয়ে নিবে। তারা তোমাদেরকে গালমন্দ করবে এবং তোমরা তাদের প্রতি অভিসম্পাত বর্ষণ করবে।

এসব বিষয়বস্তুর পর উপসংহারে আবার আসল দাবি অর্থাৎ রেসালতের প্রমাণ উপস্থিত করা হয়েছে। প্রমাণাদি পেশ করার সাথে সাথে উপদেশ প্রসঙ্গে দাওয়াতও দেওয়া হয়েছে।

مَا كَانَ لِىَ مِنْ عِلْمٍ بِالْمَلَاِ الْاَعْلٰى اِذْ يَخْتَصِمُوْنَ : (উর্ধ্ব জগতের কোনো জ্ঞানই আমার ছিল না যখন তারা কথাবার্তা বলছিল।) অর্থাৎ আমার রেসালতের উজ্জ্বল প্রমাণ এই যে, আমি তোমাদেরকে উর্ধ্ব জগতের বিষয়াদি সম্পর্কে অবহিত করে থাকি যা ওহী ছাড়া অন্য কোনো উপায়েই আমার জানার কথা নয়। এসব বিষয়াদির এক অর্থ সেসব আলোচনা, যা আদম সৃষ্টির সময় আল্লাহ তা'আলা ও ফেরেশতাগণের মধ্যে অনুষ্ঠিত হয়েছিল। সূরা বাক্বারায় এ সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা হয়েছে। ফেরেশতাগণ বলেছিল, اَتَجْعَلُ فِيْهَا مَنْ يُّفْسِدُ فِيْهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَآءَ -আপনি কি পৃথিবীতে এমন কিছু সৃষ্টি করবেন, যারা সেখানে অনর্থ সৃষ্টি করবে এবং রক্তগঙ্গা বহাবে? এসব কথাবার্তাকে এখানে اِخْتِصَامٌ বলে ব্যক্ত করা হয়েছে, যার শাব্দিক অর্থ ঝগড়া করা অথবা বাকবিতণ্ডা করা। অথচ বাস্তব ঘটনা এই যে, ফেরেশতাগণের এই প্রশ্ন কোনো আপত্তি অথবা বাকবিতণ্ডার উদ্দেশ্যে ছিল না; বরং তারা কেবল আদম সৃষ্টির রহস্য জানতে চেয়েছিল। কিন্তু প্রশ্ন ও উত্তরের বাহ্যিক আকার বাকবিতণ্ডার অনুরূপ হয়ে গিয়েছিল বিধায় একে اِخْتِصَامٌ শব্দ দ্বারা ব্যক্ত করা হয়েছে। মাঝে মাঝে কোনো ছোট বড়কে কোনো প্রশ্ন করলে বড় তার আলোচনা প্রসঙ্গে কৌতুকবশত: এ প্রশ্নোত্তর কে ঝগড়া বলে ব্যক্ত করে দেয়।

اِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلٰٓئِكَةِ : (যখন আপনার পালনকর্তা ফেরেশতাগণকে বললেন এখানে আল্লাহ তা'আলা ও ফেশেতাগণের উপরিউক্ত কথাবার্তার প্রতি ইঙ্গিত করার সাথে সাথে এদিকে দৃষ্টি আকর্ষণ করা হয়েছে যে, ইবলীস নিছক প্রতিহিংসা ও অহংকারবশত: হযরত আদম (আ.)-কে সেজদা করতে অস্বীকার করেছিল। তেমনিভাবে আরবের মুশরিকরাও প্রতিহিংসা ও অহংকারের কারণে রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর নবুয়ত অস্বীকার করে যাচ্ছে। ফলে ইবলীসের যে পরিণতি হয়েছে, তাদেরও তাই হবে।-(তাফসীরে -কাবীর)

لِمَا خَلَقْتُ بِيَدَىَّ -এখানে হযরত আদম (আ.) সম্পর্কে বলেছেন যে, আমি নিজ হাতে তাঁকে সৃষ্টি করেছি। সকল তাফসীরবিদই এ ব্যাপারে একমত যে, মানুষের ন্যায় আল্লাহ তা'আলারও হাত আছে, এখানে তা বোঝানো হয়নি। কেননা আল্লাহ তা'আলা অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের মুখাপেক্ষিতা থেকে মুক্ত ও পবিত্র। কাজেই এর অর্থ হলো আল্লাহর কুদরত। আরবি ভাষায় يَدٌ শব্দটি কুদরত অর্থে বহুল ব্যবহৃত। উদাহরণতঃ এক আয়াতে আছে بِيَدِهٖ عُقْدَةُ النِّكَاحِ অতএব, আয়াতের মর্মার্থ এই যে, আমি আদমকে নিজ কুদরত দ্বারা সৃষ্টি করেছি। কিন্তু আল্লাহ তা'আলা যখন কোনো বস্তুর বিশেষ মর্যাদা প্রকাশ করতে চান, তখন তাকে বিশেষভাবে নিজের সাথে সম্বন্ধযুক্ত করে দেন। যেমন কা'বাকে বায়তুল্লাহ (আল্লাহর ঘর) হযরত সালেহ (আ.)-এর উষ্ট্রীকে "নাকাতুল্লাহ"(আল্লাহর উষ্ট্রী), হযরত ঈসা (আ.)-কে কলেমাতুল্লাহ (আল্লাহর বাক্য) অথবা 'রুহুল্লাহ' (আল্লাহর রূহ) বলা হয়েছে। এখানে হযরত আদম (আ.)-এর সম্মান প্রকাশ করার উদ্দেশ্যে এই সম্বন্ধ করা হয়েছে। –(কুরতুবী)

https://e-ilm.weebly.com/

লৌকিকতা ও কৃত্রিমতার নিন্দা : وَمَا اَنَا مِنَ الْمُتَكَلِّفِيْنَ (আমি কৃত্রিমতাশ্রয়ী নই।) উদ্দেশ্য এই যে, আমি লৌকিকতা ও কৃত্রিমতার আশ্রয়ে নবুয়ত, রেসালত ও জ্ঞান-গরিমা প্রকাশ করছি না, বরং আল্লাহর বিধি-বিধানই যথাযথভাবে প্রচার করছি। এ থেকে জানা গেল যে, লৌকিকতা ও কৃত্রিমতা শরিয়তের দৃষ্টিতে নিন্দনীয়। সেমতে এর নিন্দায় বুখারী ও মুসলিমে হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মসউদ (রা.)-এর একটি উক্তিও বর্ণিত রয়েছে। তিনি বলেনঃ "লোকসকল! তোমাদের মধ্যে যে ব্যক্তি কোনো বিষয় সম্পর্কে জানে, সে তা অন্যের কাছে বর্ণনা করুক, কিন্তু যে বিষয় সম্পর্কে জ্ঞান নেই তার ক্ষেত্রে اَللّٰهُ اَعْلَمُ (আল্লাহর ভালো জানেন) বলে ক্ষান্ত থাকুক। কেননা আল্লাহ তা'আলা তাঁর রাসূল সম্পর্কে বলেছেন : قُلْ مَا اَسْئَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ اَجْرٍ وَّمَا اَنَا مِنَ الْمُتَكَلِّفِيْنَ -[রূহুল-মা'আনী]

শব্দ বিশ্লেষণ :

زَاغَتْ : সীগাহ وَاحِدْ مُؤَنَّثْ غَائِبْ বহছ مَاضِىْ مَعْرُوْف বাব ضَرَبَ মাসদার اَلزَّيْغُ মূলবর্ণ (ز - ى - غ) জিনস اَجْوَف يَائِىْ অর্থ- বিভ্রম হচ্ছে। সে সরে গেল, সে ভ্রষ্ট হলো, সে বিচ্যুত হলো।

يَخْتَصِمُوْنَ : সীগাহ جَمع مُذَكَّر غَاغِبْ বহছ مُضَارِعْ مَعْرُوْف বাব اِفْتِعَالْ মাসদার اِخْتِصَامْ মূলবর্ণ (خ - ص - م) জিনস صَحِيْح অর্থ- তারা কথোপকথন করছিল।

سَوَّيْتُهٗ : সীগাহ وَاحِدْ مُتَكَلِّمْ বহছ مَاضِى مَعْرُوْف বাব تَفْعِيْل মাসদার تَسْوِيَةً মূলবর্ণ (س - و - ى) জিনস لَفِيْف مَقْرُوْن অর্থ- কথোপকথন করছিল।

فَقَعُوْا : সীগাহ جَمع مُذَكَّر حَاضِرْ বহছ اَمر حَاضِر مَعْرُوْف বাব فَتَحَ মাসদার وُقُوْعٌ মূলবর্ণ (و - ق - ع) জিনস مِثَال وَاوِىْ অর্থ- তোমরা পতিত হয়ো।

عَالِيْنَ : সীগাহ جَمع مُذَكَّرْ বহছ اِسْم فَاعِلْ বাব نَصَرَ মাসদার عُلُوٌّ মূলবর্ণ (ع - ل - و) জিনস نَاقِص وَاوِىْ অর্থ- উচ্চ মর্যাদাবান।

اَنْظِرْنِىْ : সীগাহ وَاحِدْ مُذَكَّر حَاضِرْ বহছ اَمر حَاضِر مَعْرُوْف বাব اِفْعَالْ মাসদার اِنْظَارْ মূলবর্ণ (ن - ظ - ر) জিনস صَحِيْح অর্থ- আমাকে অবকাশ দিন।

اُغْوِيَنَّهُمْ : সীগাহ وَاحِدْ مُتَكَلِّمْ বহছ مُضَارِع بَانُوْن تَاكِيْد ثَقِيْلَة বাব اِفْعَالْ মাসদার اَلْاِغْوَاءُ মূলবর্ণ (غ - و - ى) জিনস لَفِيْف مَقْرُوْن অর্থ- আমি তাদের পথভ্রষ্ট করব।

لَاَمْلَئَنَّ : সীগাহ وَاحِدْ مُتَكَلِّمْ বহছ مُضَارِعْ لَام تَاكِيْد بَانُوْن تَاكِيْد ثَقِيْلَة বাব فَتَحَ মাসদার مِلْأً মূলবর্ণ (م - ل - ء) জিনস مَهْمُوْز لَام অর্থ- আমি অবশ্যই পূর্ণ করব।

اَلْمُتَكَلِّفِيْنَ : সীগাহ جَمع مُذَكَّرْ বহছ اِسْم فَاعِلْ বাব تَفَعُّلْ মাসদার تَكَلُّفْ মূলবর্ণ (ك - ل - ف) জিনস صَحِيْح অর্থ- কৃত্রিম লোক সকল।

বাক্য বিশ্লেষণ :

قُلْ مَآ اَسْئَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ اَجْرٍ وَّمَآ اَنَا مِنَ الْمُتَكَلِّفِيْنَ : এখানে قُلْ ফেল ও যমীর اَنْتَ যা উহ্য রয়েছে ফায়েল. আর ফে'ল উহ্য যমীর اَنَا ফায়েল এবং كُمْ হলো مَفْعُول بِه আর عَلَيْهِ টা উহ্য ফেলের সাথে مُتَعَلِّقْ হয়ে حَالْ হয়েছে। আর مِنْ হলো হরফে জার অতিরিক্ত, আর اَجْرٍ টা শাব্দিকভাবে মাজরূর হলেও مَحَلًّا مَنْصُوْب যেহেতু এটা اَسْئَلُكُمْ -এর- مَفْعُول بِه আর وَمَا : -এর وَاوْ টি আতেফা বা حَالِيَة আর مَا হলো نَافِيَة حِجَازِيَّة আর اَنَا হলো مَا -এর ইসিম আর مِنَ الْمُتَكَلِّفِيْنَ হলো مَا -এর খবর অর্থাৎ بِمَا الْمُتَصَنِّعِيْنَ الْمُتَصِفِيْنَ لَيْسُوا مِنْ اَهْلِهٖ حَتّٰى انْتَحَلَ النُّبُوَّةَ وَاتَّقَوَّلَ الْقُرْاٰنَ -[ই'রাবুল কুরআন ৬ষ্ঠ খণ্ড; পৃ. ৪৮৬]

https://e-ilm.weebly.com/

سُوْرَةُ الزُّمَرِ مَكِّيَّةٌ

সূরা যুমার

মক্কায় অবতীর্ণ; আয়াত–৭৫, রুকূ'– ৮

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ۝

পরম করুণাময়, দয়ালু আল্লাহর নামে শুরু করছি।

১. এটা প্রবল পরাক্রান্ত, প্রজ্ঞাময় আল্লাহর পক্ষ হতে অবতারিত কিতাব।	تَنْزِيْلُ الْكِتٰبِ مِنَ اللّٰهِ الْعَزِيْزِ الْحَكِيْمِ ۝١
২. আমি এ কিতাবটি সঠিকভাবে আপনার প্রতি অবতীর্ণ করেছি, সুতরাং আপনি খাঁটি বিশ্বাসে আল্লাহর ইবাদত করতে থাকুন;	اِنَّآ اَنْزَلْنَآ اِلَيْكَ الْكِتٰبَ بِالْحَقِّ فَاعْبُدِ اللّٰهَ مُخْلِصًا لَّهُ الدِّيْنَ ۝٢
৩. স্মরণ রাখুন! বিশুদ্ধ ইবাদত একমাত্র আল্লাহরই যোগ্য; আর যারা আল্লাহ ব্যতীত অন্য শরিকসমূহ সাব্যস্ত করে রেখেছে। (এবং বলে)– আমরা তো তাদের উপাসনা শুধু এজন্য করছি, যেন তারা আমাদেরকে আল্লাহর ঘনিষ্ঠ করে দেয়; বস্তুত আল্লাহ তাদের পারস্পরিক বিভেদসমূহের মীমাংসা করে দিবেন; আল্লাহ এরূপ লোকদেরকে সৎপথে আনয়ন করেন না যারা মিথ্যাবাদী (এবং) কাফের।	اَلَا لِلّٰهِ الدِّيْنُ الْخَالِصُ ؕ وَالَّذِيْنَ اتَّخَذُوْا مِنْ دُوْنِهٖٓ اَوْلِيَآءَ ۘ مَا نَعْبُدُهُمْ اِلَّا لِيُقَرِّبُوْنَآ اِلَى اللّٰهِ زُلْفٰى ؕ اِنَّ اللّٰهَ يَحْكُمُ بَيْنَهُمْ فِيْ مَا هُمْ فِيْهِ يَخْتَلِفُوْنَ ۬ اِنَّ اللّٰهَ لَا يَهْدِيْ مَنْ هُوَ كٰذِبٌ كَفَّارٌ ۝٣

শাব্দিক অনুবাদ :

১. تَنْزِيْلُ الْكِتٰبِ এটা অবতারিত কিতাব مِنَ اللّٰهِ আল্লাহর পক্ষ থেকে الْعَزِيْزِ প্রবল পরাক্রান্ত الْحَكِيْمِ প্রজ্ঞাময়।

২. اِنَّآ اَنْزَلْنَآ اِلَيْكَ আমি আপনার প্রতি অবতীর্ণ করেছি الْكِتٰبَ এই কিতাবটি بِالْحَقِّ সঠিকভাবে فَاعْبُدِ اللّٰهَ সুতরাং আপনি আল্লাহর ইবাদত করতে থাকুন مُخْلِصًا لَّهُ الدِّيْنَ খাঁটি বিশ্বাসে।

৩. اَلَا لِلّٰهِ স্মরণ রাখুন! একমাত্র আল্লাহরই যোগ্য الدِّيْنُ الْخَالِصُ বিশুদ্ধ ইবাদত وَالَّذِيْنَ اتَّخَذُوْا আর যারা সাব্যস্ত করে রেখেছে مِنْ دُوْنِهٖٓ اَوْلِيَآءَ আল্লাহ ব্যতীত অন্য শরিকসমূহ مَا نَعْبُدُهُمْ اِلَّا আমরা তো তাদের উপাসনা শুধু এজন্য করছি যে لِيُقَرِّبُوْنَآ اِلَى اللّٰهِ زُلْفٰى যেন তারা আমাদেরকে আল্লাহর ঘনিষ্ঠ করে দেয় اِنَّ اللّٰهَ يَحْكُمُ بَيْنَهُمْ বস্তুত : আল্লাহ তাদের মাঝে মীমাংসা করে দিবেন فِيْ مَا هُمْ فِيْهِ يَخْتَلِفُوْنَ তাদের পরস্পরিক বিভেদসমূহের اِنَّ اللّٰهَ لَا يَهْدِيْ আল্লাহ এরূপ লোকদেরকে সৎপথে আনয়ন করেন না مَنْ هُوَ كٰذِبٌ كَفَّارٌ যারা মিথ্যাবাদী (এবং) কাফের।

https://e-ilm.weebly.com/

لَوْ اَرَادَ اللّٰهُ اَنْ يَّتَّخِذَ وَلَدًا لَّاصْطَفٰى مِمَّا يَخْلُقُ مَا يَشَآءُ ۙ سُبْحٰنَهٗ ؕ هُوَ اللّٰهُ الْوَاحِدُ الْقَهَّارُ ﴿٤﴾

৪. যদি আল্লাহ কাউকেও সন্তান [-রূপে] গ্রহণ করতে ইচ্ছা করতেন, তবে অবশ্যই তিনি নিজ সৃষ্টি হতে যাকে ইচ্ছা নির্বাচন করতেন, তিনি [সমস্ত দোষ-ত্রুটি হতে] পবিত্র; তিনি এমন আল্লাহ যিনি একক, প্রবল পরাক্রমশালী।

خَلَقَ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضَ بِالْحَقِّ ۚ يُكَوِّرُ الَّيْلَ عَلَى النَّهَارِ وَيُكَوِّرُ النَّهَارَ عَلَى الَّيْلِ وَسَخَّرَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ ؕ كُلٌّ يَّجْرِيْ لِاَجَلٍ مُّسَمًّى ؕ اَلَا هُوَ الْعَزِيْزُ الْغَفَّارُ ﴿٥﴾

৫. তিনি আসমান ও জমিনকে যথাযথভাবে সৃষ্টি করেছেন, তিনি রাতকে দিবসের উপর জড়িয়ে দিয়ে থাকেন, আর দিবসকে রাতের উপর জড়িয়ে দিয়ে থাকেন, আর তিনি সূর্য ও চন্দ্রকে নিয়মানুগত করে রেখেছেন; প্রত্যেকে নির্ধারিত সময় পর্যন্ত চলতে থাকবে; স্মরণ রেখো! তিনি মহাপরাক্রান্ত, অতিশয় ক্ষমাশীল।

خَلَقَكُمْ مِّنْ نَّفْسٍ وَّاحِدَةٍ ثُمَّ جَعَلَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَاَنْزَلَ لَكُمْ مِّنَ الْاَنْعَامِ ثَمٰنِيَةَ اَزْوَاجٍ ؕ يَخْلُقُكُمْ فِيْ بُطُوْنِ اُمَّهٰتِكُمْ خَلْقًا مِّنْ بَعْدِ خَلْقٍ فِيْ ظُلُمٰتٍ ثَلٰثٍ ؕ ذٰلِكُمُ اللّٰهُ رَبُّكُمْ لَهُ الْمُلْكُ ؕ لَآ اِلٰهَ اِلَّا هُوَ ۚ فَاَنّٰى تُصْرَفُوْنَ ﴿٦﴾

৬. তিনি তোমাদেরকে একটি মাত্র দেহ (আদম) হতে সৃষ্টি করেছেন, তৎপর ঐ দেহ হতে তার জোড়া [স্ত্রী] সৃষ্টি করেছেন এবং তোমাদের জন্য চতুষ্পদ জন্তু হতে আট প্রকারের নর-মাদি সৃষ্টি করেছেন; তিনি তোমাদেরকে তোমাদের মাতৃগণের গর্ভে এক অবস্থার পর অন্য অবস্থায় সৃষ্টি করেন ত্রিবিধ অন্ধকারের মধ্যে; তিনিই আল্লাহ, তোমাদের রব, রাজত্ব তাঁরই; তিনি ভিন্ন কেউই উপাস্য নেই, অতএব, তোমরা কোন দিকে ফিরে যাচ্ছ?

শাব্দিক অনুবাদ :

৪. لَوْ اَرَادَ اللّٰهُ যদি আল্লাহ ইচ্ছা করতেন اَنْ يَّتَّخِذَ وَلَدًا কাউকে সন্তান (রূপে) গ্রহণ করতে لَّاصْطَفٰى তবে অবশ্যই তিনি নির্বাচন করতেন مِمَّا يَخْلُقُ مَا يَشَآءُ নিজ সৃষ্টি হতে যাকে ইচ্ছা سُبْحٰنَهٗ তিনি পবিত্র هُوَ اللّٰهُ তিনি এমন আল্লাহ الْوَاحِدُ যিনি একক الْقَهَّارُ প্রবল পরাক্রমশালী।

৫. خَلَقَ তিনি সৃষ্টি করেছেন السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضَ আসমান ও জমিনকে যথাযথভাবে يُكَوِّرُ الَّيْلَ عَلَى النَّهَارِ তিনি রাত্রকে দিবসের উপর জড়িয়ে দিয়ে থাকেন وَيُكَوِّرُ النَّهَارَ عَلَى الَّيْلِ আর দিবসকে রাত্রির উপর জড়িয়ে দিয়ে থাকেন وَسَخَّرَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ আর তিনি চন্দ্রসূর্যকে নিয়মানুগত করে রেখেছেন كُلٌّ يَّجْرِيْ প্রত্যেকে চলতে থাকবে لِاَجَلٍ مُّسَمًّى নির্ধারিত সময় পর্যন্ত اَلَا هُوَ الْعَزِيْزُ الْغَفَّارُ স্মরণ রেখ! তিনি মহা পরাক্রান্ত অতিশয় ক্ষমাশীল।

৬. خَلَقَكُمْ مِّنْ نَّفْسٍ وَّاحِدَةٍ তিনি তোমাদেরকে একটি মাত্র দেহ (আদম) হতে সৃষ্টি করেছেন ثُمَّ جَعَلَ مِنْهَا زَوْجَهَا তৎপর ঐ দেহ হতে তার জোড়া সৃষ্টি করেছেন وَاَنْزَلَ لَكُمْ এবং তোমাদের জন্য সৃষ্টি করেছেন مِّنَ الْاَنْعَامِ চতুষ্পদ জন্তু হতে ثَمٰنِيَةَ اَزْوَاجٍ আট প্রকারের নর ও মাদী يَخْلُقُكُمْ فِيْ بُطُوْنِ اُمَّهٰتِكُمْ তিনি তোমাদেরকে তোমাদের মাতৃগণের গর্ভে সৃষ্টি করেন خَلْقًا مِّنْ بَعْدِ خَلْقٍ এক অবস্থার পর অন্য অবস্থায় فِيْ ظُلُمٰتٍ ثَلٰثٍ ত্রিবিধ অন্ধকারের মধ্যে ذٰلِكُمُ اللّٰهُ তিনিই আল্লাহ رَبُّكُمْ তোমাদের রব لَهُ الْمُلْكُ রাজত্ব তারই لَآ اِلٰهَ اِلَّا هُوَ তিনি ভিন্ন কেউই উপাস্য নেই فَاَنّٰى تُصْرَفُوْنَ অতএব তোমরা কোন দিকে ফিরে যাচ্ছ।

https://e-ilm.weebly.com/

৭. যদি তোমরা কুফরি কর, তবে আল্লাহ্ তোমাদের মুখাপেক্ষী নন। আর তিনি স্বীয় বান্দাদের জন্য কুফর পছন্দ করেন না, আর যদি তোমরা শোকর কর, তবে তিনি তোমাদের জন্য তা পছন্দ করেন; এবং কেউ কারো বোঝা উঠাবে না; অনন্তর তোমাদেরকে তোমাদের প্রতিপালকের দিকে রুজু করতে হবে, তখন তিনি তোমাদেরকে তোমাদের আমল সম্বন্ধে জানিয়ে দিবেন; তিনি অন্তরের কথাও জানেন।	إِنْ تَكْفُرُوا فَإِنَّ اللّٰهَ غَنِيٌّ عَنْكُمْ ۖ وَلَا يَرْضٰى لِعِبَادِهِ الْكُفْرَ ۚ وَإِنْ تَشْكُرُوا يَرْضَهُ لَكُمْ ۗ وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرٰى ۗ ثُمَّ إِلٰى رَبِّكُمْ مَرْجِعُكُمْ فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ ۚ إِنَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ ﴿٧﴾
৮. এবং যখন মানুষের উপর কোনো বিপদ উপস্থিত হয়, তখন সে নিজ প্রতিপালককে তাঁরই দিকে রুজু হয়ে ডাকতে থাকে, অতঃপর যখন আল্লাহ্ নিজের পক্ষ থেকে তাকে [নিরাপত্তার] নিয়ামত প্রদান করেন, তখন যে জন্য পূর্ব হতে ডাকছিল তা ভুলে যায় এবং আল্লাহর শরিক নির্ধারণ করতে থাকে, যার প্রতিক্রিয়া এই হয় যে, অন্যান্যদেরকে আল্লাহর পথ হতে বিভ্রান্ত করতে থাকে; আপনি বলে দিন, স্বীয় কুফরির মজা আরও কিছুকাল ভোগ করে নাও, নিশ্চয় তুমি দোজখীদের অন্তর্ভুক্ত হবে।	وَإِذَا مَسَّ الْإِنْسَانَ ضُرٌّ دَعَا رَبَّهُ مُنِيبًا إِلَيْهِ ثُمَّ إِذَا خَوَّلَهُ نِعْمَةً مِنْهُ نَسِيَ مَا كَانَ يَدْعُو إِلَيْهِ مِنْ قَبْلُ وَجَعَلَ لِلّٰهِ أَنْدَادًا لِيُضِلَّ عَنْ سَبِيلِهِ ۚ قُلْ تَمَتَّعْ بِكُفْرِكَ قَلِيلًا ۖ إِنَّكَ مِنْ أَصْحَابِ النَّارِ ﴿٨﴾
৯. আচ্ছা, [মুশরিকরা কি সে ব্যক্তির সমান?] যে ব্যক্তি রাত্রিকালে সেজদায় ও দণ্ডায়মান অবস্থায় ইবাদত করতে থাকে, পরকালকে ভয় করে এবং তাঁর প্রতিপালকের রহমতের প্রত্যাশা করে;	أَمَّنْ هُوَ قَانِتٌ آنَاءَ اللَّيْلِ سَاجِدًا وَقَائِمًا يَحْذَرُ الْآخِرَةَ وَيَرْجُو رَحْمَةَ رَبِّهِ ۗ

শাব্দিক অনুবাদ :

৭. إِنْ تَكْفُرُوا যদি তোমরা কুফরি কর فَإِنَّ اللّٰهَ غَنِيٌّ عَنْكُمْ তবে আল্লাহ তোমাদের মুখাপেক্ষী নন وَلَا يَرْضٰى لِعِبَادِهِ الْكُفْرَ আর তিন স্বীয় বান্দাদের জন্য কুফর পছন্দ করেন না وَإِنْ تَشْكُرُوا يَرْضَهُ لَكُمْ আর যদি তোমরা শোকর কর, তবে তিনি তোমাদের জন্য তা পছন্দ করেন وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرٰى এবং কেউ কারো বোঝা উঠাবে না ثُمَّ إِلٰى رَبِّكُمْ مَرْجِعُكُمْ অনন্তর তোমাদেরকে তোমার রবের দিকে রুজু করতে হবে فَيُنَبِّئُكُمْ তখন তিনি তোমাদেরকে জানিয়ে দিবেন بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ তোমাদের আমল সম্বন্ধে إِنَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ তিনি অন্তরের কথাও জানেন।

৮. وَإِذَا مَسَّ الْإِنْسَانَ ضُرٌّ এবং যখন মানুষের উপর কোনো বিপদ উপস্থিত হয় دَعَا رَبَّهُ তখন সে নিজ রবকে ডাকতে থাকে مُنِيبًا إِلَيْهِ তাঁরই দিকে রজু হয়ে ثُمَّ إِذَا خَوَّلَهُ نِعْمَةً مِنْهُ অতঃপর যখন আল্লাহ নিজের পক্ষ থেকে তাকে নিরাপত্তার নিয়ামত প্রদান করেন نَسِيَ مَا كَانَ يَدْعُو إِلَيْهِ مِنْ قَبْلُ তখন যে জন্য পূর্ব হতে ডাকছিল তা ভুলে যায় وَجَعَلَ لِلّٰهِ أَنْدَادًا এবং আল্লাহর শরিক নির্ধারণ করতে থাকে لِيُضِلَّ عَنْ سَبِيلِهِ যার প্রতিক্রিয়া এই যে, অন্যান্যদেরকে আল্লাহর পক্ষ হতে বিভ্রান্ত করতে থাকে قُلْ আপনি বলে দিন تَمَتَّعْ بِكُفْرِكَ قَلِيلًا স্বীয় কুফরির মজা আরও কিছু কাল ভোগ করে নাও إِنَّكَ مِنْ أَصْحَابِ النَّارِ নিশ্চয় তুমি দোজখীদের অন্তর্ভুক্ত হবে।

৯. أَمَّنْ هُوَ قَانِتٌ آنَاءَ اللَّيْلِ سَاجِدًا وَقَائِمًا আচ্ছা, যে ব্যক্তি রাত্রিকালে সেজদায় ও দণ্ডায়মান অবস্থায় ইবাদত করতে থাকে يَحْذَرُ الْآخِرَةَ পরকালকে ভয় করে وَيَرْجُو رَحْمَةَ رَبِّهِ এবং স্বীয় রবের রহমতের প্রত্যাশা করে।

https://e-ilm.weebly.com/

** আপনি বলুন যে, যারা জ্ঞানী ও যারা অজ্ঞ, তারা কি সমান হতে পারে? সে লোকেরাই উপদেশ গ্রহণ করে যারা বুদ্ধিমান।	قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ ۗ إِنَّمَا يَتَذَكَّرُ أُولُوا الْأَلْبَابِ ﴿٩﴾
১০. আপনি (আমার পক্ষ হতে) বলে দিন, হে আমার ঈমানদার বান্দাগণ! তোমরা তোমাদের প্রতিপালককে ভয় করতে থাক; যারা এ দুনিয়াতে নেক কাজ করে তাদের জন্য উৎকৃষ্ট বিনিময় রয়েছে এবং আল্লাহর জমিন প্রশস্ত; দৃঢ়পদ লোকগণ অগণিত পুরস্কার লাভ করবে।	قُلْ يٰعِبَادِ الَّذِينَ اٰمَنُوا اتَّقُوا رَبَّكُمْ ۚ لِلَّذِينَ أَحْسَنُوا فِي هٰذِهِ الدُّنْيَا حَسَنَةٌ ۗ وَأَرْضُ اللّٰهِ وَاسِعَةٌ ۗ إِنَّمَا يُوَفَّى الصّٰبِرُونَ أَجْرَهُمْ بِغَيْرِ حِسَابٍ ﴿١٠﴾

রুকূ ১৫

শাব্দিক অনুবাদ :

** قُلْ আপনি বলুন যে هَلْ يَسْتَوِي তারা কি সমান হতে পারে الَّذِينَ يَعْلَمُونَ যারা জ্ঞানী وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ ও যারা অজ্ঞ إِنَّمَا يَتَذَكَّرُ أُولُوا الْأَلْبَابِ সে লোকেরাই নসিহত গ্রহণ করে যারা বুদ্ধিমান।

১০. قُلْ আপনি বলে দিন। يٰعِبَادِ الَّذِينَ اٰمَنُوا হে আমার ঈমানদার বান্দাগণ اتَّقُوا رَبَّكُمْ তোমরা তোমাদের রবকে ভয় করতে থাক لِلَّذِينَ أَحْسَنُوا যারা নেক কাজ করে فِي هٰذِهِ الدُّنْيَا এই দুনিয়াতে حَسَنَةٌ তাদের জন্য উৎকৃষ্ট বিনিময় রয়েছে وَأَرْضُ اللّٰهِ وَاسِعَةٌ এবং আল্লাহর জমিন প্রশস্ত إِنَّمَا يُوَفَّى الصّٰبِرُونَ দৃঢ়পদ লোকগণ লাভ করবে أَجْرَهُمْ بِغَيْرِ حِسَابٍ অগণিত পুরস্কার।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

সূরায়ে যুমার প্রসঙ্গে : এ সূরায় ৮ রুকু,৭৫ আয়াত রয়েছে। তিনটি আয়াত ব্যতীত অবশিষ্ট আয়াতসমূহ মক্কা শরীফে অবতীর্ণ । ঐ তিনটি আয়াত মদীনা শরীফে অবতীর্ণ হয়েছে। এ সূরায় ১,১৯২ টি বাক্য ও ৪,০০০ অক্ষর রয়েছে। –[তানবীরুল মেকবাস মিন তাফসীরে ইবনে আব্বাস : পৃ. ৩৮৫]

নামকরণ : সূরায়ে যুমারের আরো একটি নাম হলো 'সূরাতুল গোরাফ'। হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেছেন : এ সূরা মক্কায়ে মোয়াজ্জমায় অবতীর্ণ হয়েছে, তবে হযরত হামযা (রা.)-এর হত্যাকারী ওয়াহশী সম্পর্কে যে তিনটি আয়াত রয়েছে, তা মদীনা মোনাওয়ারায় নাজিল হয়েছে। –[তাফসীরে রূহুল মা'আনী, খণ্ড-২৩ পৃষ্ঠা -২৩২]

হযরত আয়েশা (রা.) থেকে বর্ণিত হাদীসে রয়েছে, প্রিয়নবী ﷺ প্রত্যেক রাত্রে সূরায়ে বাকারা এবং সূরায়ে যুমার তেলাওয়াত করতেন । –[তাফসীরে ইবনে কাছীর (উর্দু) পারা - ২৩, পৃষ্ঠা- ৭৫]

পূর্ববর্তী সূরার সাথে সম্পর্ক : পূর্ববর্তী সূরার অধিকাংশ বিষয় প্রিয়নবী হযরত রাসূলে কারীম ﷺ রেসালত সম্পর্কীয় ছিল। আর এ সূরার অধিকাংশ বক্তব্য তাওহীদ সম্পর্কে রয়েছে। যারা তাওহীদে বিশ্বাস করে, তাদের জন্যে পুরস্কার এবং যারা অবিশ্বাস করে, তাদের শাস্তির কথা ঘোষণা করা হয়েছে। এর পাশাপাশি মানবতার কলঙ্ক শিরক বা অংশীবাদের বাতুলতা ঘোষণা করা হয়েছে। পূর্ববর্তী সূরার সর্বশেষ আয়াতে পবিত্র কুরআনের সত্যতার প্রমাণ উপস্থাপন করা হয়েছে। আর এ সূরার আয়াতেও পবিত্র কুরআন আল্লাহ পাকের তরফ থেকে নাজিল হওয়ার কথা ঘোষণা করা হয়েছে। এভাবে সূরার মধ্যে যোগসূত্র স্থাপিত হয়েছে। –[মা'আরিফুল কুরআন কৃত আল্লামা কান্ধলভী (র.) খ. ৬ পৃ. ৫৮- ৫৯]

تَنْزِيلُ الْكِتَابِ مِنَ اللّٰهِ الْعَزِيزِ الْحَكِيمِ (١)

শানে নুযূল : কুরআনের প্রতি মক্কার মুশরিকদের একটি অভিযোগ ছিল যে, কুরআন মানব রচিত কোনো মানুষ মুহাম্মদকে শিখিয়ে দেয় কিংবা তাঁর সাথে কোনো জিনরা রয়েছে যে, কুরআন তাকে শিখিয়ে দেয়। তাদের এহেন অভিযোগের জবাবে আল্লাহ তা'আলা আলোচ্য আয়াত নাজিল করেন। –[সাভী ৩৬৫/১]

https://e-ilm.weebly.com/

أَلَا لِلَّهِ الدِّينُ الْخَالِصُ وَالَّذِينَ اتَّخَذُوا مِنْ دُونِهِ أَوْلِيَاءَ مَا نَعْبُدُهُمْ إِلَّا لِيُقَرِّبُونَا إِلَى اللَّهِ زُلْفَى إِنَّ اللَّهَ يَحْكُمُ بَيْنَهُمْ فِيمَا هُمْ فِيهِ يَخْتَلِفُونَ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي مَنْ هُوَ كَاذِبٌ كَفَّارٌ (٣)

শানে নুযূল : জুওয়াইবর হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) এর উদ্ধৃতি দিয়ে বর্ণনা করেন যে, মক্কার বনূ সালমা নামক তিনটি গোত্র ছিল ওরা প্রতিমা পূজারী ছিল এবং আকিদা বিশ্বাসগত দিক দিয়ে বলত যে, ফেরেশতাগণ হচ্ছে আল্লাহ তা'আলার কন্যা সন্তান। তাদের এ ভ্রান্তির প্ররিপ্রেক্ষিতে আল্লাহ তা'আলা আলোচ্য আয়াত নাজিল করেন। –(রূহুল মা'আনী ২৩৫/২৩/১২)

أَمَّنْ هُوَ قَانِتٌ آنَاءَ اللَّيْلِ سَاجِدًا وَقَائِمًا يَحْذَرُ الْآخِرَةَ وَيَرْجُو رَحْمَةَ رَبِّهِ قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ إِنَّمَا يَتَذَكَّرُ أُولُو الْأَلْبَابِ - (٩)

শানে নুযূল : হযরত ইবনে ওমর (রা.) হতে বর্ণিত রয়েছে, তিনি বলেল– আলোচ্য আয়াত হযরত উছমান বিন আফফান (রা.) সম্পর্কে নাজিল হয়েছে।

ইবনে মারদুভিয়া, জুয়াইবর ও ইবনে আসাকির প্রমুখ হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) –এর উদ্ধৃতি দিয়ে বর্ণনা করেন যে, আলোচ্য আয়াত হযরত আম্মার, ইবনে মাসউদ, সালেম মাওলা আবূ হুযায়ফা (রা.) সম্পর্কে নাজিল করা হয়েছে।

মুকাতিল বলেন أَمَّنْ هُوَ قَانِتٌ দ্বারা আম্মার, সুহাইব, ইবনে মাসউদ ও আবূ যর (রা.) কে বুঝানো হয়েছে। যাহহাকের বর্ণনা মতে হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) হতে বর্ণিত রয়েছে যে, এর দ্বারা হযরত আবূ বকর, (রা.) ওমর (রা.) কে বোঝানো হয়েছে। তবে ইয়াহইয়া বিন সালমা বলেন, এর দ্বারা উদ্দেশ্য হচ্ছে জনাব রাসূলে আকরাম ﷺ মোদ্দাকথা বৈপারীত্যের কিছুই নেই। –[রূহুল মা'আনী ২৪৭/২৩/১২]

قُلْ يَا عِبَادِ الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا رَبَّكُمْ لِلَّذِينَ أَحْسَنُوا فِي هَذِهِ الدُّنْيَا حَسَنَةٌ وَأَرْضُ اللَّهِ وَاسِعَةٌ إِنَّمَا يُوَفَّى الصَّابِرُونَ أَجْرَهُمْ بِغَيْرِ حِسَابٍ (١٠)

শানে নুযূল হযরত জা'ফর বিন আবূ তালিব ও তদ্বীয় সঙ্গী-সাথি যারা ছিলেন, তারা সকলেই আবেসিনিয়া (বর্তমান ইথিওপিয়া) হিজরত করে চলে যেতে দৃঢ় সংকল্প গ্রহণ করেন। তাদের এ সৎকাজের উপর দৃঢ় পদে যারা থাকবে, তাদের সু-সংবাদ স্বরূপ আল্লাহ তা'আলা আলোচ্য আয়াত নাজিল করেন। –[রূহুল মা'আনী ২৪৯/২৩/১২]

فَاعْبُدِ اللَّهَ مُخْلِصًا لَهُ الدِّينَ أَلَا لِلَّهِ الدِّينُ الْخَالِصُ : এখানে دين শব্দের অর্থ এখানে ইবাদত অথবা আনুগত্য। অর্থাৎ ধর্মের যাবতীয় বিধি-নিষেধ মেনে চলা। এর পূর্ববর্তী বাক্যে রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে সম্বোধন করে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে যে, আল্লাহর ইবাদত ও আনুগত্যকে তাঁরই জন্যে খাঁটি করুন, যাতে শিরক, রিয়া ও নাম-যশের নাম-গন্ধও না থাকে। এরই তাকীদার্থে দ্বিতীয় বাক্যে বলা হয়েছে যে, খাঁটি ইবাদত একমাত্র আল্লাহর জন্যই শোভনীয়। তিনি ব্যতীত অন্য কেউ এর যোগ্য নয়।

হযরত আবূ হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত আছে যে, এক ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর কাছে আরজ করল : ইয়া রাসূলাল্লাহ, আমি মাঝে মাঝে দান-খয়রাত করি অথবা কারও প্রতি অনুগ্রহ করি। এতে আমার নিয়ত আল্লাহ তা'আলার সন্তুষ্টিও থাকে এবং এটাও থাকে যে, মানুষ আমার প্রশংসা করবে। রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন ; সে সত্তার কসম, যাঁর হাতে মুহাম্মদের প্রাণ, আল্লাহ তা'আলা এমন কোনো বস্তু কবুল করেন না, যাতে অন্যকে শরিক করা হয়। অতঃপর তিনি প্রমাণ স্বরূপ أَلَا لِلَّهِ الدِّينُ الْخَالِصُ আয়াতগুলো তেলাওয়াত করলেন। –(কুরতুবী)

নিষ্ঠা অনুপাতে আল্লাহর নিকট আমল গৃহীত হয় : কুরআন পাকের অনেক আয়াত সাক্ষ্য দেয় যে, আল্লাহর কাছে আমলের হিসাব গণনা দ্বারা নয় ওজন দ্বারা হয়ে থাকে وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ এবং উল্লিখিত আয়াতসমূহের বক্তব্য এই যে, আল্লাহর কাছে আমলের মূল্যায়ন ও ওজন নিষ্ঠাপূর্ণ নিয়তের অনুপাতে হয়ে থাকে। বলাবাহুল্য পূর্ণ ঈমান ব্যতিরেকে নিয়ত পূর্ণরূপে খাঁটি হতে পারে না। কেননা পূর্ণ খাটি নিয়ত এই যে, আল্লাহ ব্যতীত কাউকে লাভ-লোকসানের মালিক গণ্য করা যাবে না। নিজের কাজকর্মে কাউকে ক্ষমতাশালী মনে করা যাবে না। এবং কোনো ইবাদত ও আনুগত্যে অপরের কল্পনা ও ধ্যান করা যাবে না। অনিচ্ছাধীন জল্পনা-কল্পনা আল্লাহ তা'আলা ক্ষমা করে দেন। যে সাহাবায়ে কেরাম মুসলমান সম্প্রদায়ের প্রথম সারিতে অবস্থিত, তাঁদের আমল ও সাধনার পরিমাণ তেমন একটা বেশি দেখা যাবে না কিন্তু এতদসত্ত্বেও তাঁদের আমল ও সাধনা অবশিষ্ট উম্মতের বড় বড় আমল ও সাধনার চেয়ে উচ্চতর ও শ্রেষ্ঠ তো তাঁদের ঈমান ও পূর্ণ নিষ্ঠার কারণেই ছিল।

وَالَّذِينَ اتَّخَذُوا مِنْ دُونِهِ أَوْلِيَاءَ مَا نَعْبُدُهُمْ إِلَّا لِيُقَرِّبُونَا إِلَى اللَّهِ زُلْفَى : এ হলো আরবের মুশরিকদের অবস্থা। তখনকার দিনে সাধারণ মুশকিররাও প্রায় এ বিশ্বাসই রাখত যে, আল্লাহ তা'আলাই সৃষ্টিকর্তা মালিক এবং সব কিছুতে ক্ষমতাশালী। শয়তান তাদেরকে বিভ্রান্ত করলে তারা নিজেদের কল্পনা অনুযায়ী ফেরেশতাগণের আকার-আকৃতিতে

https://e-ilm.weebly.com/

মূর্তি-বিগ্রহ তৈরি করল। অতঃপর এই বিশ্বাস পোষণ করে নিল যে, এসব মূর্তি-বিগ্রহের প্রতি সম্মানও ভক্তি প্রদর্শন করলে সে ফেরেশতাগণ সন্তুষ্ট হবে, আকৃতিতে মূর্তি-বিগ্রহ নির্মিত হয়েছে। ফেরেশতাগণ আল্লাহর নৈকট্যশীল। অথচ তারা জানত যে, এসব মূর্তি তাদেরই হাতের তৈরি। এদের কোনো বুদ্ধি-জ্ঞান-চৈতন্য, শক্তি-বল কিছুই নেই। তারা আল্লাহ তা'আলার দরবারকে দুনিয়ার রাজা-বাদশাহদের দরবারের মতোই ধারণা করে নিয়েছিল। রাজ দরবারের নৈকট্যশীল ব্যক্তি কারও প্রতি প্রসন্ন হলে রাজার কাছে সুপারিশ করে তাকেও রাজার নৈকট্যশীল করে দিতে পারে। তারা মনে করত, ফেরেশতাগণও রাজকীয় সভাসদবর্গের ন্যায় যে কারও জন্যে সুপারিশ করতে পারে। কিন্তু এসব ধারণা শয়তানি, বিভ্রান্তি ও ভিত্তিহীন কল্পনা ছাড়া আর কিছুই নয়। প্রথমত : এসব মূর্তি বিগ্রহ ফেরেশতাগণের আকৃতির অনুরূপ নয়। হলেও আল্লাহর নৈকট্যশীল ফেরেশতাগণ নিজেদের পূঁজা-অর্চনায় কিছুতেই সন্তুষ্ট হতে পারে না। আল্লাহর কাছে অপছন্দনীয় এমন যে, কোনো বিষয়কে তারা স্বভাবগতভাবে ঘৃণা করে। এতদ্ব্যতীত তারা আল্লাহর দরবারে স্বতঃপ্রণোদিত কোনো সুপারিশ করতে পারে না যে পর্যন্ত না তাদেরকে আল্লাহ তা'আলা কোনো বিশেষ ব্যক্তির ব্যাপারে সুপারিশ করার অনুমতি দেন।

وَكَمْ مِّنْ مَّلَكٍ فِي السَّمَاوَاتِ لَا تُغْنِي شَفَاعَتُهُمْ شَيْئًا إِلَّا مِنْ بَعْدِ أَنْ يَأْذَنَ اللّٰهُ لِمَنْ يَّشَاءُ وَيَرْضٰى.

তৎকালীন মুশরিকরাও বর্তমান কাফেরদের চেয়ে উত্তম ছিল : বর্তমান যুগের বস্তুবাদী কাফেররা আল্লাহ তা'আলার অস্তিত্ব তো স্বীকার করেই না, উপরন্তু আল্লাহ তা'আলার প্রতি সরাসরি ধৃষ্টতা প্রদর্শন করে। ইউরোপ থেকে আমদানিকৃত কমিউনিজম ও ক্যাপিটালিজমের পারস্পরিক রঙ যত ভিন্নই হোক না কেন, উভয় কুফরের মোদ্দাকথা এই যে, নাউযুবিল্লাহ 'খোদা' বলতে কিছুই নেই, আমরাই আমাদের ইচ্ছার মালিক। আমাদের কর্মকাণ্ড সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করার কেউ নেই। এ জঘন্যতম কুফর ও অকৃতজ্ঞতার ফলশ্রুতিতেই সমগ্র বিশ্ব থেকে শান্তি, স্বস্তি, স্থিতিশীলতা ও সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য বিদায় নিয়েছে। বর্তমান সুখ ও আরামের নতুন নতুন সাজসরঞ্জাম রয়েছে, কিন্তু সুখ নেই। চিকিৎসার আধুনিক যন্ত্রপাতি এবং গবেষণার প্রাচুর্য রয়েছে, কিন্তু রোগ-ব্যাধিরও এত আধিক্য, যা পূর্বে কোনোকালে শোনা যায়নি। পাহারা চৌকি, পুলিশ ও গুপ্ত পুলিশ যত্রতত্র ছড়িয়ে থাকা সত্ত্বেও অপরাধের মাত্রা নিত্যদিনই বেড়ে চলেছে। চিন্তা করলে দেখা যায়, নতুন নতুন যন্ত্রপাতি এবং সুখ ও আরামের নব নব পদ্ধতিই মানব জাতির বিপদ ডেকে আনছে। কুফরের শাস্তি তো পরকালে সকল কাফেরের জন্যই চিরস্থায়ী জাহান্নাম। কিন্তু এ অন্ধ অকৃতজ্ঞতার কিছু শাস্তি দুনিয়াতেও ভোগ করতে হবে বৈ কি। যে আল্লাহর দেওয়া উপাদানসমূহ ব্যবহার করে তারা আকাশে আরোহণ করতে সাহসী হয়েছে, সে আল্লাহকে অস্বীকার করা অন্ধ অকৃতজ্ঞতা নয় কি? درمیان خانہ گم کردیم صاحب خانہ را (আমরা গৃহাভ্যন্তরে গৃহ স্বামীকে হারিয়ে ফেলেছি।)

لَوْ أَرَادَ اللّٰهُ أَنْ يَّتَّخِذَ وَلَدًا : যারা ফেরেশতাগণকে আল্লাহর সন্তান বলে আখ্যা দিত, তাদের এ ভ্রান্ত ধারণা নিরসনকল্পে অসম্ভবকে সম্ভব ধরে নেওয়ার পর্যায়ে বলা হয়েছে, যদি আল্লাহ তা'আলার কোনো সন্তান হতো, তবে তা তাঁর ইচ্ছা ব্যতীত হওয়া অসম্ভব। কেননা জবরদস্তি সন্তান তাঁর উপর চাপতে পারে না। যদি আল্লাহর ইচ্ছা হতো তবে তাঁর সত্তা ব্যতীত সবই তো তাঁর সৃষ্ট, অতএব, তাদের মধ্য থেকেই কাউকে সন্তানরূপে গ্রহণ করতেন। সন্তান ও সন্তান জন্মদাতা উভয়ের সমজাত হওয়া অত্যাবশ্যক। অথচ সৃষ্টি স্রষ্টার সমজাত হতে পারে না। তাই সৃষ্টিকে সন্তানরূপে গ্রহণ করা অসম্ভব।

وَيُكَوِّرُ الَّيْلَ عَلَى النَّهَارِ : تَكْوِيْر অর্থ এক বস্তুকে অপর বস্তুর উপর রেখে তাকে আচ্ছাদিত করে দেওয়া। কুরআন পাক দিবারাত্রির পরিবর্তনকে এখানে সাধারণের জন্য تَكْوِيْر শব্দ দ্বারা ব্যক্ত করেছে। রাত্রি আগমন করলে যে দিনের আলোর উপর পর্দা রেখে দেওয়া হয় এবং দিনের আগমনে রাত্রির অন্ধকার যেন যবনিকার অন্তরালে চলে যায়।

চন্দ্রও সূর্য উভয়ই গতিশীল : كُلٌّ يَّجْرِيْ لِأَجَلٍ مُّسَمًّى -এ থেকে জানা যায় যে, সূর্য ও চন্দ্র উভয়ই বিচরণ করে। সৌর বিজ্ঞান ও ভূ-তত্ত্বের বস্তুনিষ্ঠ গবেষণা কুরআন পাক অথবা যে কোনো আসমানি গ্রন্থের আলোচ্য বিষয় নয়। কিন্তু এ ব্যাপারে প্রসঙ্গক্রমে কোথাও কোনো বিষয় বর্ণিত হলে তার উপর ঈমান রাখা ফরজ। বৈজ্ঞানিকদের প্রাচীন ও আধুনিক গবেষণা তো নিত্য পরিবর্তনশীল বিষয়; কিন্তু কুরআন পাকের তথ্যাবলি অপরিবর্তনীয়। আলোচ্য আয়াত এতটুকু ব্যক্ত করেছে যে, চন্দ্রও সূর্য উভয়ই গতিশীল। এর উপর বিশ্বাস রাখা ফরজ। এখন আমাদের সামনে সূর্যের উদয় ও অস্ত পৃথিবীর ঘূর্ণন দ্বারা হয় না, স্বয়ং সূর্যের ঘূর্ণন দ্বারা হয়, তা কুরআন পাক বর্ণনা করেনি। অভিজ্ঞতার আলোকে যা জানা যায়, তা মেনে নিতে আপত্তি নেই।

وَأَنْزَلَ لَكُمْ مِّنَ الْأَنْعَامِ-আয়াতে চতুষ্পদ সৃষ্টিকে وَأَنْزَلَ শব্দে ব্যক্ত করা হয়েছে, যার অর্থ আকাশ থেকে নাজিল করা। এতে ইঙ্গিত করা হয়েছে যে, এগুলোর সৃষ্টিতে আকাশ থেকে অবতীর্ণ পানির প্রভাব অত্যাধিক। তাই এগুলোও যেন আকাশ থেকেই অবতীর্ণ হয়েছে বলা যায়। মানুষের পোশাকের ক্ষেত্রেও কুরআন পাক এ শব্দ ব্যবহার করেছে। বলা হয়েছে– وَأَنْزَلْنَا عَلَيْكُمْ لِبَاسًا –খনিজ পদার্থ লোহার ক্ষেত্রেও তাই বলা হয়েছে– وَأَنْزَلْنَا الْحَدِيْدَ –সবগুলোর সারমর্মই এই যে, আল্লাহ তা'আলা স্বীয় কুদরতে এগুলো সৃষ্টি করে মানুষকে দান করেছেন। -[কুরতুবী]

https://e-ilm.weebly.com/

خَلْقًا مِّنْ بَعْدِ خَلْقٍ فِي ظُلُمَاتٍ ثَلَاثٍ : এতে মানব সৃষ্টিতে অন্তর্নিহিত আল্লাহর কুদরতের কিছু রহস্য উন্মোচন করা হয়েছে। প্রথমতঃ আল্লাহর কুদরতে এটাও ছিল যে, তিনি মায়ের পেটে সন্তানকে একই সময়ে পূর্ণাঙ্গরূপে সৃষ্টি করতে পারতেন, কিন্তু উপযোগিতার তাগিদে এরূপ করেননি ; বরং خَلْقًا مِّنْ بَعْدِ خَلْقٍ তথা পর্যায়ক্রমে সৃষ্টি করার পদ্ধতি অবলম্বন করেছেন। ফলে যে নারীর গর্ভে এই ক্ষুদ্রজগৎ সৃষ্টি হতে থাকে, সে ধীরে ধীরে এই বোঝা বহনে অভ্যস্ত হতে পারে। দ্বিতীয়তঃ এই অনুপম সুন্দর সৃষ্টির মধ্যে শত শত সূক্ষ্ম যন্ত্রপাতি এবং রক্ত ও প্রাণ সঞ্চালনের জন্যে চুলের মতো সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম শিরা-উপশিরা স্থাপন করা হয়। কিন্তু সাধারণ শিল্পীর মতো একাজ কোনো খোলা জায়গায় বৈদ্যুতিক আলোর সাহায্যে করা হয় না ;বরং তিনটি অন্ধকারের মধ্যে সম্পূর্ণ করা হয়, যেখানে কোনো মানুষের পক্ষে কিছু সৃষ্টি করা তো দূরের কথা চিন্তা-কল্পনা ও সেখানে পৌছার পথ পায় না। – فَتَبَارَكَ اللّٰهُ اَحْسَنُ الْخَالِقِيْنَ

اِنْ تَكْفُرُوْا فَاِنَّ اللّٰهَ غَنِيٌّ عَنْكُمْ : অর্থাৎ তোমাদের ঈমান দ্বারা আল্লাহর কোনো উপকার হয় না এবং কুফর দ্বারাও কোনো ক্ষতি হয় না। সহীহ মুসলিমের হাদীসে আছে, আল্লাহ তা'আলা বলেন, হে আমার বান্দারা! যদি তোমাদের পূর্ববর্তী ও পরবর্তী লোকগণ এবং জিন ও মানব সবাই চূড়ান্ত পাপাচারে লিপ্ত হয়ে যায়, তবুও আমার রাজত্ব বিন্দু পরিমাণ হ্রাস পায় না। –[ইবনে কাসীর]

وَلَا يَرْضٰى لِعِبَادِهِ الْكُفْرَ : অর্থাৎ, আল্লাহ তা'আলা তার বান্দাদের কুফর পছন্দ করেন না। এখানে رِضَاء শব্দের অর্থ মহব্বত করা অথবা আপত্তি ব্যতিরেকে কোনো কাজের ইচ্ছা করা। এর বিপরীতে سَخَطٌ শব্দ ব্যবহৃত হয়, যার অর্থ কোনো কিছুকে অপছন্দ করা অথবা আপত্তিকর সাব্যস্ত করা যদিও তার সাথে ইচ্ছাও জড়িত থাকে।

আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাতের বিশ্বাস এই যে, দুনিয়াতে কোনো ভালো অথবা মন্দ কাজ, ঈমান অথবা কুফর আল্লাহ তা'আলার ইচ্ছা ব্যতিরেকে অস্তিত্ব লাভ করতে পারে না। তাই প্রত্যেকটি কাজের অস্তিত্ব লাভের জন্যে আল্লাহ তা'আলার ইচ্ছা শর্ত। তবে আল্লাহ তা'আলার সন্তুষ্টি ও পছন্দ কেবল ঈমান ও ভালো কাজের সাথেই সম্পৃক্ত। কুফর, শিরক ও পাপাচার তিনি পছন্দ করেন না। শায়খুল ইসলাম নববী 'উসূল ও যাওয়াবেত গ্রন্থে লিখেছেন :

مَذْهَبُ اَهْلِ الْحَقِّ الْاِيْمَانُ بِالْقَدْرِ وَاِثْبَاتُهٗ وَاَنَّ جَمِيْعَ الْكَائِنَاتِ خَيْرُهَا وَشَرُّهَا بِقَضَاءِ اللّٰهِ وَقَدْرِهٖ وَهُوَ مُرِيْدٌ لَهَا كُلِّهَا وَيَكْرَهُ الْمَعَاصِيْ مَعَ اَنَّهٗ تَعَالٰى مُرِيْدٌ لَهَا لِحِكْمَةٍ يَعْلَمُهَا - جَلَّ وَعَلَا.

সত্যপন্থিদের মাজহাব তাকদীরে বিশ্বাস করা। আরও এই যে, ভালো-মন্দ সমস্ত সৃষ্ট বস্তু আল্লাহর আদেশ ও তাকদীর দ্বারা অস্তিত্ব লাভ করে এবং আল্লাহ তা'আলা এগুলো সৃষ্টির ইচ্ছাও করেন। কিন্তু তিনি পাপাচারকে অপছন্দ করেন যদিও কোনো উপযোগিতার কারণে এসব পাপাচার সৃষ্টির ইচ্ছা করেন। এই উপযোগিতা কি, তা তিনি জানেন।-[রূহুল-মা'আনী]

اَمَّنْ هُوَ قَانِتٌ اٰنَاءَ الَّيْلِ : এই বাক্যের পূর্বে কাফেরদেরকে আল্লাহর পক্ষ থেকে বলা হয়েছে, দুনিয়ার ক্ষণস্থায়ী জীবনে কুফর ও পাপাচারের স্বাদ উপভোগ করে নাও। অবশেষে তোমরা জাহান্নামের ইন্ধন হবে। এরপর এ বাক্যে অনুগত মুমিনের কথা বর্ণনা করা হয়েছে এবং একে اَمَّنْ প্রশ্নবোধক শব্দ দ্বারা শুরু করা হয়েছে তাফসীরবিদগণ বলেন, এর পূর্বে একটি বাক্য উহ্য রয়েছে, অর্থাৎ কাফেরদেক বলা হবে তুমি উত্তম, না সে অনুগত মুমিন বান্দা উত্তম যার কথা এখন উল্লেখ করা হবে? قَانِتٌ শব্দের কয়েক রকম তরজমা করা হয়েছে। হযরত ইবনে মাসউদ (রা.) বলেন, এর অর্থ আনুগত্যশীল। শব্দটি যখন বিশেষভাবে নামাজের ক্ষেত্রে বলা হয়, যেমন وَقُوْمُوْا لِلّٰهِ قٰنِتِيْنَ-তখন এর অর্থ হবে সে ব্যক্তি, যে নামাজে দৃষ্টি নত রাখে এবং এদিক-সেদিক দেখে না, নিজের কোনো অঙ্গ অথবা কাপড় নিয়ে খেলা করে না এবং দুনিয়ার কোনো বিষয় ইচ্ছাকৃতভাবে নামাজে স্মরণ করে না। ভুল ও অনিচ্ছাকৃত কল্পনা এর পরিপন্থি নয়। –[কুরতুবী]

اٰنَاءَ الَّيْلِ-এর অর্থ রাত্রির প্রহরসমূহ। অর্থাৎ রাত্রির শুরুভাগ, মধ্যবর্তীও শেষাংশ। হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) বলেন, যে ব্যক্তি হাশরের ময়দানে সহজ হিসাব কামনা করে, তার উচিত হবে আল্লাহ যেন তাকে রাত্রির অন্ধকারে সেজদারত ও দাঁড়ানো অবস্থায় পান। তার মধ্যে পরকালের চিন্তা এবং রহমতের প্রত্যাশাও থাকা দরকার। কেউ কেউ মাগরিবও এশার মধ্যবর্তী সময়কেও اٰنَاءَ الَّيْلِ বলেছেন-[কুরতুবী]

وَاَرْضُ اللّٰهِ وَاسِعَةٌ : এর পূর্বের বাক্যে সৎকাজের নির্দেশ রয়েছে। এতে কেউ আপত্তি করতে পারত যে, আমি যে শহরে অথবা রাষ্ট্রে বাস করছি কিংবা যে পরিবেশে আটকে আছি তা সৎকাজের প্রতিবন্ধক। এর জওয়াব এ বাক্যে দেওয়া হয়েছে যে, কোনো বিশেষ রাষ্ট্র কিংবা শহর অথবা বিশেষ পরিবেশ থেকে যদি শরিয়তের হুকুম-আহকাম পালন করা দুষ্কর হয়, তবে তা ত্যাগ করা উচিত, আল্লাহর পৃথিবী সুপ্রশস্ত। সুতরাং আল্লাহর আদেশ-নিষেধ পালনের উপযোগী কোনো স্থানে ও পরিবেশে গিয়ে বসবাস করা দরকার। এতে অনুপযুক্ত পরিবেশ থেকে হিজরত করতে উৎসাহিত করা হয়েছে। হিজরতের বিস্তারিত বিধি-বিধান সূরা নিসায় বর্ণিত হয়েছে।

https://e-ilm.weebly.com/

بِغَيْرِ حِسَابٍ এখানে إِنَّمَا يُوَفَّى الصَّبِرُوْنَ اَجْرَهُمْ بِغَيْرِ حِسَابٍ অর্থ- সবরকারীদের ছওয়াব কোনো নির্ধারিত পরিমাণে নয় -অপরিসীম ও অগণিত দেওয়া হবে। হাদীসে তাই বর্ণিত হয়েছে। কেউ কেউ بِغَيْرِ حِسَابٍ এর অর্থ বর্ণনা করেছেন যে, দুনিয়াতে কারও কাছে কারও কোনো প্রাপ্য থাকলে তাকে নিজের প্রাপ্য দাবি করে আদায় করতে হয়। কিন্তু আল্লাহর কাছে দাবি ব্যতিরেকেই সবরকারীরা তাদের ছওয়াব পাবে।

হযরত আনাস (রা)-এর রেওয়ায়েত রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন, কেয়ামতের দিন ইনসাফের দাঁড়িপাল্লা স্থাপন করা হবে। দাতাগণ আগমন করলে তাদের দান খয়রাত ওজন করে সে হিসাবে পূর্ণ ছওয়াব দান করা হবে। এমনিভাবে নামাজ, হজ ইত্যাদি ইবাদতকারীদের ইবাদত মেপে তাদেরকে প্রতিদান দেওয়া হবে। অতঃপর বালা মসিবতে সবরকারীরা আগমন করলে তাদের জন্যে কোনো ওজন ও মাপ হবে না ; বরং তাদেরকে অপরিমিত ও অগণিত ছওয়াব দেওয়া হবে। কেননা আল্লাহ তা'আলা বলেছেন- إِنَّمَا يُوَفَّى الصَّبِرُوْنَ اَجْرَهُمْ بِغَيْرِ حِسَابٍ -ফলে যাদের পার্থিব জীবন সুখে-স্বাচ্ছন্দ্যে অতিবাহিত হয়েছে, তারা বাসনা প্রকাশ করবে-হায়, দুনিয়াতে আমাদের দেহ কাঁচির সাহায্যে কর্তিত হলে আজ আমরাও সবরের এমনি প্রতিদান পেতাম।

ইমাম মালেক (র.) এ আয়াতে صَابِرِيْنَ -এর অর্থ নিয়েছেন, যারা দুনিয়াতে বিপদাপদ ও দুঃখ-কষ্টে সবর করে। কেউ কেউ বলেন, যারা পাপকাজ থেকে সংযম অবলম্বন করে, আয়াতে তাদেরকে صَابِرُوْنَ বলা হয়েছে। কুরতুবী (র.) বলে, صَابِرٌ শব্দকে অন্য কোনো শব্দের সাথে সংযুক্ত না করে ব্যবহার করলে তার অর্থ হয় পাপকাজ থেকে নিজেকে বিরত রাখার কষ্ট সহ্যকারী। পক্ষান্তরে বিপদাপদে সবরকারীর অর্থে ব্যবহৃত করা হলে তার সাথে সে বিপদও সংযুক্ত হয়ে উল্লিখিত হয়। যেমন বলা হয়- صَابِرٌ عَلٰى كَذَا অর্থাৎ অমুক বিপদে সবরকারী।

শব্দ বিশ্লেষণ :

لِيُقَرِّبُوْنَا : সীগাহ جَمْع مُذَكَّر غَائِبْ বহছ مُضَارِعْ مَنْصُوْب بِلَامِ كَيْ বাব تَفْعِيْل মাসদার تَقْرِيْبٌ মূলবর্ণ (ق - ر - ب) জিনস صَحِيْح অর্থ- আমাদের ঘনিষ্ঠ করে দেয়।

يُكَوِّرُ : সীগাহ وَاحِدْ مُذَكَّر غَائِبْ বহছ فِعْل مُضَارِعْ مَعْرُوْف বাব تَفْعِيْل মাসদার تَكْوِيْرٌ মূলবর্ণ (ك - و - ر) জিনস اَجْوَف وَاوِيْ অর্থ- জড়িয়ে দেন।

تُصْرَفُوْنَ : সীগাহ جَمْع مُذَكَّر حَاضِرْ বহছ مُضَارِعْ مَجْهُوْل বাব ضَرَبَ মাসদার صَرْفٌ মূলবর্ণ (ص - ر - ف) জিনস صَحِيْح অর্থ- তোমরা ফিরে যাচ্ছ।

لَاتَزِرُ : সীগাহ وَاحِدْ مُؤَنَّث غَائِبْ বহছ نَفْي فِعْل مُضَارِعْ مَعْرُوْف বাব ضَرَبَ মাসদার وَزْرٌ মূলবর্ণ (و - ز - ر) জিনস مِثَال وَاوِيْ অর্থ- বোঝা উঠাবে না।

خَوَّلَهُ : সীগাহ وَاحِدْ مُذَكَّر غَائِبْ বহছ مَاضِيْ مَعْرُوْف বাব تَفْعِيْل মাসদার تَخْوِيْلٌ মূলবর্ণ (غ - و - ل) জিনস اَجْوَف وَاوِيْ অর্থ– তাকে দান করেন।

تَمَتَّعْ : সীগাহ وَاحِدْ مُذَكَّرْ বহছ اَمْر حَاضِرْ مَعْرُوْف বাব تَفَعُّلْ মাসদার تمتع মূলবর্ণ (م - ت - ع) জিনস صَحِيْح অর্থ- ভোগ করে নাও।

قَانِتٌ : সীগাহ وَاحِدْ مُذَكَّر বহছ اسم فاعل বাব نَصَرَ মাসদার قُنُوْتٌ মূলবর্ণ (ق - ن - ت) জিনস صَحِيْح অর্থ– ইবাদতকারী। ইবাদত করতে থাকে।

اِتَّقُوْا : সীগাহ جَمْع مُذَكَّر حَاضِرْ বহছ اَمْر حَاضِرْ مَعْرُوْف বাব اِفْتِعَالْ মাসদার اِتِّقَاءٌ মূলবর্ণ (و - ق - ى) জিনস لَفِيْف مَفْرُوْق অর্থ– তোমরা ভয় কর।

বাক্য বিশ্লেষণ :

تَنْزِيْلُ الْكِتٰبِ مِنَ اللّٰهِ الْعَزِيْزِ الْحَكِيْمِ : এখানে تَنْزِيْلُ টি মুবতাদা। আর اَلْكِتَابِ হলো মুযাফ ইলাইহি, আর مِنَ اللّٰهِ হলো খবর। আর اَلْعَزِيْزِ এবং اَلْحَكِيْمِ এদুটি اَللّٰهِ শব্দের نَعْت হয়েছে। আর تَنْزِيْل টা উহ্য মুবতাদার খবর হওয়াও বৈধ অর্থাৎ هٰذَا تَنْزِيْلٌ আর مِنَ اللّٰهِ টা تَنْزِيْل মাসদারের সাথে مُتَعَلِّقْ হয়েছে। অথবা উহ্য ফেলের সাথে مُتَعَلِّقْ হয়েছে ; খবরের পর খবর হয়েছে। অথবা উহ্য ফেলের সাথে مُتَعَلِّقْ হয়ে اَلْكِتَابِ থেকে حَالْ হয়েছে।

–[ই'রাবুল কুরআন ৬ষ্ঠ খণ্ড; পৃ. ৪৮৭]

https://e-ilm.weebly.com/

১১. আপনি বলে দিন, আমি আদিষ্ট হয়েছি যে, এরূপে আল্লাহর ইবাদত করি, যেন তাঁরই উদ্দেশ্যে ইবাদতকে খাঁটি রাখি,	قُلْ إِنِّيٓ أُمِرْتُ أَنْ أَعْبُدَ اللّٰهَ مُخْلِصًا لَّهُ الدِّيْنَ ۝١١
১২. আর আমার প্রতি এটাও আদেশ করা হয়েছে যে, আমি সমস্ত মুসলমানের মধ্যে প্রথম হই।	وَأُمِرْتُ لِأَنْ أَكُوْنَ أَوَّلَ الْمُسْلِمِيْنَ ۝١٢
১৩. আপনি (এটাও) বলে দিন যে, যদি আমি আমার রবের নির্দেশ অমান্য করি, তবে আমি এক ভীষণ দিনের আজাবের আশঙ্কা করছি।	قُلْ إِنِّيٓ أَخَافُ إِنْ عَصَيْتُ رَبِّيْ عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيْمٍ ۝١٣
১৪. (আর এটাও) বলে দিন, আমি আল্লাহর ইবাদত এরূপে করে থাকি যে, তাঁরই উদ্দেশ্যে আমার ইবাদতকে খাঁটি রেখেছি,	قُلِ اللّٰهَ أَعْبُدُ مُخْلِصًا لَّهُ دِيْنِيْ ۝١٤
১৫. অতএব, তোমরা আল্লাহকে ছেড়ে যাকে ইচ্ছা উপাসনা কর (পরলোকে কুফল দেখবে); আপনি বলে দিন, পূর্ণ ক্ষতিগ্রস্ত তারাই, যারা নিজেদের দিক হতে এবং নিজ পরিজনবর্গের দিক হতে কিয়ামত দিবসে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে; স্মরণ রেখ! এটাই প্রকাশ্য ক্ষতি।	فَاعْبُدُوْا مَا شِئْتُمْ مِّنْ دُوْنِهٖ ۗ قُلْ إِنَّ الْخٰسِرِيْنَ الَّذِيْنَ خَسِرُوْٓا أَنْفُسَهُمْ وَأَهْلِيْهِمْ يَوْمَ الْقِيٰمَةِ ۗ أَلَا ذٰلِكَ هُوَ الْخُسْرَانُ الْمُبِيْنُ ۝١٥
১৬. তাদের জন্য তাদের উপর দিক হতেও বেষ্টনকারী অগ্নিশিখা হবে এবং নিম্ন দিক হতেও বেষ্টনকারী অগ্নিশিখা হবে; এটা তাই, যা দ্বারা আল্লাহ নিজ বান্দাগণকে ভয় প্রদর্শন করেন; হে আমার বান্দাগণ! আমাকে ভয় কর।	لَهُمْ مِّنْ فَوْقِهِمْ ظُلَلٌ مِّنَ النَّارِ وَمِنْ تَحْتِهِمْ ظُلَلٌ ۗ ذٰلِكَ يُخَوِّفُ اللّٰهُ بِهٖ عِبَادَهٗ ۗ يٰعِبَادِ فَاتَّقُوْنِ ۝١٦

শাব্দিক অনুবাদ :

১১. قُلْ আপনি বলে দিন إِنِّيٓ أُمِرْتُ আমি আদিষ্ট হয়েছি أَنْ أَعْبُدَ اللّٰهَ যে এরূপে আল্লাহর ইবাদত করি مُخْلِصًا لَّهُ الدِّيْنَ যেন তাঁরই উদ্দেশ্যে ইবাদতকে খাঁটি রাখি।

১২. وَأُمِرْتُ আর আমার প্রতি এটাও আদেশ করা হয়েছে যে لِأَنْ أَكُوْنَ আমিই হই أَوَّلَ الْمُسْلِمِيْنَ সমস্ত মুসলমানদের মধ্যে প্রথম।

১৩. قُلْ আপনি বলে দিন যে إِنِّيٓ أَخَافُ আমি আশঙ্কা করছি إِنْ عَصَيْتُ رَبِّيْ যদি আমি আমার রবের নির্দেশ অমান্য করি عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيْمٍ তবে এক ভীষণ দিনের আজাবের।

১৪. قُلْ বলে দিন اللّٰهَ أَعْبُدُ আমি আল্লাহর ইবাদত এরূপে করে থাকি যে مُخْلِصًا لَّهُ دِيْنِيْ তারই উদ্দেশ্যে আমার ইবাদতকে খাঁটি রেখেছি।

১৫. فَاعْبُدُوْا অতএব, তোমরা উপাসনা কর مَا شِئْتُمْ مِّنْ دُوْنِهٖ আল্লাহকে ছাড়া যাকে ইচ্ছা قُلْ আপনি বলে দিন إِنَّ الْخٰسِرِيْنَ পূর্ণ ক্ষতিগ্রস্ত তারাই الَّذِيْنَ خَسِرُوْٓا যারা ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে أَنْفُسَهُمْ নিজেদের দিক হতে وَأَهْلِيْهِمْ এবং নিজ পরিজনবর্গের দিক হতে يَوْمَ الْقِيٰمَةِ কিয়ামত দিবসে أَلَا ذٰلِكَ هُوَ الْخُسْرَانُ الْمُبِيْنُ স্মরণ রেখ! এটাই প্রকাশ্য ক্ষতি।

১৬. لَهُمْ তাদের জন্য হবে مِّنْ فَوْقِهِمْ উপর দিক হতেও ظُلَلٌ مِّنَ النَّارِ বেষ্টনকারী অগ্নি শিখা وَمِنْ تَحْتِهِمْ এবং নিম্ন দিক হতেও ظُلَلٌ বেষ্টনকারী অগ্নিশিখা হবে ذٰلِكَ এটা তাই يُخَوِّفُ اللّٰهُ بِهٖ যা দ্বারা আল্লাহ ভয় প্রদর্শন করেন عِبَادَهٗ নিজ বান্দাগণকে يٰعِبَادِ হে আমার বান্দাগণ فَاتَّقُوْنِ আমাকে ভয় কর।

https://e-ilm.weebly.com/

১৭. আর যারা শয়তানের পূজা হতে আত্মরক্ষা করে এবং আল্লাহর প্রতি মনোনিবেশ করে, তারাই সুসংবাদ পাওয়ার যোগ্য, সুতরাং আপনি আমার সেই বান্দাগণকে সুসংবাদ দিন,	وَالَّذِيْنَ اجْتَنَبُوا الطَّاغُوْتَ اَنْ يَّعْبُدُوْهَا وَاَنَابُوْٓا اِلَى اللّٰهِ لَهُمُ الْبُشْرٰى ۚ فَبَشِّرْ عِبَادِ ﴿١٧﴾
১৮. যারা এ কালামকে মনোযোগ দিয়ে শুনে, এবং তার মধ্যে যা উত্তম তা গ্রহণ করে; এরাই তারা, যাদেরকে আল্লাহ হেদায়েত করেছেন এবং এরাই তারা–যারা জ্ঞানবান।	الَّذِيْنَ يَسْتَمِعُوْنَ الْقَوْلَ فَيَتَّبِعُوْنَ اَحْسَنَهٗ ۚ اُولٰٓئِكَ الَّذِيْنَ هَدٰىهُمُ اللّٰهُ وَاُولٰٓئِكَ هُمْ اُولُوا الْاَلْبَابِ ﴿١٨﴾
১৯. আচ্ছা, যে-ব্যক্তির উপর আজাবের বাক্য অবধারিত হয়ে রয়েছে; আপনি কি তবে এমন ব্যক্তিকে মুক্তি দিতে পারবেন, (আল্লাহর জ্ঞানানুযায়ী) যে দোজখে অবস্থিত?	اَفَمَنْ حَقَّ عَلَيْهِ كَلِمَةُ الْعَذَابِ ۭ اَفَاَنْتَ تُنْقِذُ مَنْ فِى النَّارِ ﴿١٩﴾
২০. কিন্তু যারা স্বীয় প্রতিপালককে ভয় করতে থাকে, তাদের জন্য এমন প্রাসাদসমূহ নির্মিত হয়ে রয়েছে, যাদের উপর আরও প্রাসাদ আছে, তাদের পাদদেশে নহরসমূহ প্রবাহিত; এটা আল্লাহর ওয়াদা; আল্লাহ (স্বীয়) ওয়াদা খেলাফ করেন না।	لٰكِنِ الَّذِيْنَ اتَّقَوْا رَبَّهُمْ لَهُمْ غُرَفٌ مِّنْ فَوْقِهَا غُرَفٌ مَّبْنِيَّةٌ ۙ تَجْرِىْ مِنْ تَحْتِهَا الْاَنْهٰرُ ۬ؕ وَعْدَ اللّٰهِ ۭ لَا يُخْلِفُ اللّٰهُ الْمِيْعَادَ ﴿٢٠﴾

শাব্দিক অনুবাদ :

১৭. وَالَّذِيْنَ اجْتَنَبُوا الطَّاغُوْتَ اَنْ يَّعْبُدُوْهَا আর যারা শয়তানের পূজা হতে আত্মরক্ষা করে وَاَنَابُوْٓا اِلَى اللّٰهِ এবং আল্লাহর প্রতি মনোনিবেশ করে لَهُمُ الْبُشْرٰى তারাই সুসংবাদ পাওয়ার যোগ্য فَبَشِّرْ عِبَادِ সুতরাং আপনি আমার সেই বান্দাগণকে সুসংবাদ দিন।

১৮. الَّذِيْنَ يَسْتَمِعُوْنَ الْقَوْلَ যারা এই কালামকে মনোযোগ দিয়ে শুনে فَيَتَّبِعُوْنَ اَحْسَنَهٗ তার মধ্যে যা উত্তম তা গ্রহণ করে اُولٰٓئِكَ الَّذِيْنَ هَدٰىهُمُ اللّٰهُ এরাই তারা যাদেরকে আল্লাহ হেদায়েত করেছেন وَاُولٰٓئِكَ هُمْ اُولُوا الْاَلْبَابِ এবং এরাই তারা– যারা জ্ঞানবান।

১৯. اَفَمَنْ حَقَّ عَلَيْهِ আচ্ছা যে– ব্যক্তির উপর অবধারিত হয়ে রয়ে রয়েছে كَلِمَةُ الْعَذَابِ আজাবের বাক্য اَفَاَنْتَ تُنْقِذُ আপনি কি তবে এমন ব্যক্তিকে মুক্তি দিতে পারবেন مَنْ فِى النَّارِ যে দোজখে অবস্থিত।

২০. لٰكِنِ الَّذِيْنَ اتَّقَوْا رَبَّهُمْ কিন্তু যারা স্বীয় প্রতিপালককে ভয় করতে থাকে لَهُمْ غُرَفٌ তাদের জন্য এমন প্রাসাদসমূহ নির্মিত হয়ে রয়েছে مِّنْ فَوْقِهَا غُرَفٌ যাদের উপর আরো প্রাসাদ আছে مَّبْنِيَّةٌ নির্মিত হয়ে রয়েছে تَجْرِىْ مِنْ تَحْتِهَا الْاَنْهٰرُ তাদের পাদদেশে নহরসমূহ প্রবাহিত وَعْدَ اللّٰهِ এটা আল্লাহর ওয়াদা لَا يُخْلِفُ اللّٰهُ الْمِيْعَادَ আল্লাহ (স্বীয়) ওয়াদা খেলাফ করেন না।

https://e-ilm.weebly.com/

২১. (হে শ্রোতা!) তুমি কি এটার প্রতি লক্ষ্য করনি যে, আল্লাহ আসমান হতে পানি বর্ষণ করেছেন, অতঃপর তা প্রবেশ করিয়ে দেন জমিনের প্রস্রবণগুলোতে, তৎপর তা দ্বারা বিভিন্ন প্রকার শস্য উদগত করেন, অনন্তর ঐ শস্যগুলো সম্পূর্ণরূপে শুকিয়ে যায়, তখন তুমি তাকে হরিৎ বর্ণের দেখতে পাও, তৎপর তাকে চূর্ণ-বিচূর্ণ করে দেন; এতে [এ উদাহরণে] জ্ঞানবানদের জন্য মহা উপদেশ রয়েছে।	اَلَمْ تَرَ اَنَّ اللّٰهَ اَنْزَلَ مِنَ السَّمَآءِ مَآءً فَسَلَكَهٗ يَنَابِيْعَ فِى الْاَرْضِ ثُمَّ يُخْرِجُ بِهٖ زَرْعًا مُّخْتَلِفًا اَلْوَانُهٗ ثُمَّ يَهِيْجُ فَتَرٰىهُ مُصْفَرًّا ثُمَّ يَجْعَلُهٗ حُطَامًا ۚ اِنَّ فِىْ ذٰلِكَ لَذِكْرٰى لِاُولِى الْاَلْبَابِ ﴿٢١﴾ ع

শাব্দিক অনুবাদ :

২১. اَلَمْ تَرَ তুমি কি এর প্রতি লক্ষ্য করনি যে اَنَّ اللّٰهَ اَنْزَلَ مِنَ السَّمَآءِ مَآءً আল্লাহ আসমান হতে পানি বর্ষণ করেছেন فَسَلَكَهٗ অতঃপর তা প্রবেশ করিয়ে দেন يَنَابِيْعَ فِى الْاَرْضِ জমিনের প্রস্রবণগুলোতে ثُمَّ يُخْرِجُ بِهٖ তৎপর তা দ্বারা উদগত করেন زَرْعًا مُّخْتَلِفًا اَلْوَانُهٗ বিভিন্ন প্রকার শস্য ثُمَّ يَهِيْجُ অনন্তর ঐ শস্যগুলো সম্পূর্ণরূপে শুকিয়ে যায় فَتَرٰىهُ مُصْفَرًّا তখন তুমি তাকে হরিৎ বর্ণের দেখতে পাও ثُمَّ يَجْعَلُهٗ حُطَامًا তৎপর তাকে চূর্ণ-বিচূর্ণ করে দেন اِنَّ فِىْ ذٰلِكَ এতে মহা উপদেশ রয়েছে لَذِكْرٰى لِاُولِى الْاَلْبَابِ জ্ঞানবানদের জন্য।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

لَهُمْ مِّنْ فَوْقِهِمْ ظُلَلٌ مِّنَ النَّارِ وَمِنْ تَحْتِهِمْ ظُلَلٌ ذٰلِكَ يُخَوِّفُ اللّٰهُ بِهٖ عِبَادَهٗ يٰعِبَادِ فَاتَّقُوْنِ

শানে নুযূল–১ : ইবনে যায়েদ বলেন যে, আলোচ্য আয়াত জাহিলিয়্যা যুগের তিনটি ব্যক্তি সম্পর্কে নাজিল হয়েছে। যারা জাহিলিয়্যা যুগেও لَآ اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ বলত। তারা হলেন, যায়েদ বিন আমর বিন নুফাইল, সালমান ও আবূ যার এ ব্যক্তিত্রয় সম্পর্কে আলোচ্য আয়াত নাজিল হয়েছে।

শানে নুযূল–২ : ইবনে ইসহাক বলেন, আলোচ্য আয়াত আব্দুর রহমান বিন আউফ, সা'আদ বিন আবী ওয়াক্কাস, সাঈদ বিন যায়েদও যুবায়েরের প্রতি ইঙ্গিত করা হয়েছে। এর কারণ হচ্ছে– তারা হযরত আবূ বকর (রা.) ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করেছেন বলে যখন জানতে পারল, তখন তারা হযরত আবূ বকর (রা.) নিকট এসে বলল যে, আপনি কি ইসলাম গ্রহণ করে নিয়েছেন? তিনি বললেন, হ্যাঁ! তখন তাদের সামনে আলোচনা করা হয় ফলে তারা সকলে মুসলমান হয়। তাদের সম্পর্কে আল্লাহ তা'আলা আলোচ্য আয়াত নাজিল করেন। –[রূহুল মা'আনী ২৫২/২৩/১২]

وَالَّذِيْنَ اجْتَنَبُوا الطَّاغُوْتَ اَنْ يَّعْبُدُوْهَا وَاَنَابُوْٓا اِلَى اللّٰهِ لَهُمُ الْبُشْرٰى فَبَشِّرْ عِبَادِ (١٧)

শানে নুযূল–১ : আলোচ্য আয়াত হযরত ওছমান (রা.) আব্দুর রহমান ইবনে আউফ, সাআদ সাঈদ, তালহা, ও যুবাইর (রা.) সম্পর্কে নাজিল হয়েছে। ঘটনা প্রবাহ হচ্ছে তারা সকলে মিলে হযরত আবূ বকর সিদ্দীক (রা.) কে তাঁর অবস্থান সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলেন, তখন তিনি ঈমান গ্রহণ করেছেন বলে তাদেরকে জানান। ফলে তারাও ঈমান গ্রহণ করেন। তাদের ঈমান গ্রহণ করার পরিপ্রেক্ষিতে সু-সংবাদ স্বরূপ আল্লাহ তা'আলা আলোচ্য আয়াত নাজিল করেছেন।

শানে নুযূল–২ : কারোও মতে আলোচ্য আয়াত যায়েদ, আমর বিন নুফাইল, আবু যর গিফারী (রা.) সম্পর্কে অবতীর্ণ হয়েছে। ঘটনা প্রবাহ হচ্ছে যে, তারা রাসূল ﷺ নবুয়ত প্রাপ্তির পূর্বেই একত্ববাদ বিশ্বাসী ছিলেন। সেই সম্পর্কে আল্লাহ তা'আলা আলোচ্য আয়াত নাজিল করেন। –(কুরতুবী)

https://e-ilm.weebly.com/

أَفَمَنْ حَقَّ عَلَيْهِ كَلِمَةُ الْعَذَابِ أَفَأَنتَ تُنقِذُ مَن فِي النَّارِ (١٩)

শানে নুযূল : কুরাইশের লোকজন সকলেই ঈমান গ্রহণ করুক এটাই ছিল জনাব রাসূলে আকরাম ﷺ এর ঐকান্তিক কামনা ও প্রত্যাশা। অথচ তাদের কৃতকর্মের দরুন তাদের দূর্ভাগ্য তাদের ভাগ্যে কালিমা যুক্ত হয়ে পড়েছিলে। আল্লাহ তা'আলা সে পরিপ্রেক্ষিতে আলোচ্য আয়াত নাজিল করেন। সে দুর্ভাগারা হচ্ছে আবূ লাহাব ও তার ন্যায় অন্যান্য দোসররা।-[কুরতুবী ২১৪/১৫ রূহুল মা'আনী ২৩/২৩/১২]

فَبَشِّرْ عِبَادِ الَّذِينَ............ أُولُو الْأَلْبَابِ

এ আয়াতের তাফসীরে তাফসীরবিদগণের উক্তি বিভিন্নরূপ। ইবনে কাসীর কর্তৃক গৃহীত উক্তি অনুযায়ী এখানে قول অর্থ আল্লাহর কালাম কুরআন অথবা তৎসহ রাসূলের শিক্ষাসমূহ। এগুলো সবই উত্তম। তাই স্থানোপযোগী বাহ্যিক বাক্য এরূপ ছিল : يَسْتَمِعُونَ الْقَوْلَ فَيَتَّبِعُونَهُ কিন্তু এ স্থলে أَحْسَنَ শব্দটি যোগ করে ইঙ্গিত করা হয়েছে যে, তারা কুরআন ও রাসূলের শিক্ষাসমূহের অনুসরণ চক্ষু বন্ধ করে করেনি। মূর্খরা তাই করে। তারা কারও কথা শুনে হিতাহিত বিবেচনা না করেই তার অনুসরণ শুরু করে দেয়। বরং তারা আল্লাহ ও রাসূলের কথাকে সত্য ও উত্তম দেখার পর তার অনুসরণ করেছে। এর ফলশ্রুতিতে আয়াতের শেষাংশে তাদেরকে أُولُوا الْأَلْبَابِ তথা বোধশক্তি সম্পন্ন খেতাব দেওয়া হয়েছে। এর দৃষ্টান্ত কুরআনের মধ্যেই তাওরাত সম্পর্কে হযরত মূসা (আ.)-কে প্রদত্ত আদেশের ভেতরে রয়েছে। বলা হয়েছে : فَخُذْهَا بِقُوَّةٍ وَأْمُرْ قَوْمَكَ يَأْخُذُوا بِأَحْسَنِهَا এতেও أَحْسَنَ বলে সমগ্র তাওরাত ও তার বিধি-বিধান বোঝানো হয়েছে। আলোচ্য আয়েতেও তেমনি قول অর্থ কুরআন এবং اِتِّبَاعِ أَحْسَنْ অর্থ সমগ্র কুরআনের অনুসরণ। পরবর্তী এক আয়াতে একেই أَحْسَنَ الْحَدِيثِ বলা হয়েছে। এই তাফসীর অনুযায়ী কেউ কেউ আরও বলেন যে, কুরআন পাকেও অনেক حَسَنٌ (ভাল) ও أَحْسَنَ উত্তম শ্রেণির বিধান রয়েছে। উদাহরণতঃ প্রতিশোধ নেওয়া ও ক্ষমা করা উভয়টি জায়েজ, কিন্তু ক্ষমা করা উত্তম ও শ্রেয় বলা হয়েছে- وَأَنْ تَصْبِرُوا خَيْرٌ لَّكُمْ -অনেক ব্যাপারে কুরআন মানুষকে বৈধ দু'টি পন্থার যে কোনো একদিক অবলম্বন করার ক্ষমতা দিয়েছে। কিন্তু তন্মধ্যে একটি পন্থাকে উত্তম ও শ্রেষ্ঠ বলেছে, যেমন وَأَنْ تَعْفُوا أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ -অনেক ব্যাপারে স্বাধীনতা দিয়েছে, কিন্তু বাধ্যবাধকতার উপর আমল করাকে উত্তম বলা হয়েছে। অতএব, আয়াতের মর্মার্থ দাঁড়াচ্ছে এই যে, এসব লোক কুরআনের সাবধানতার বিধানও শুনে বাধ্যবাধকতাও শুনে; কিন্তু অনুসরণ করে বাধ্যবাধকতার উপর এবং حَسَنْ ও أَحْسَنْ শ্রেণির দু'পন্থার মধ্য থেকে أَحْسَنْ -কে অবলম্বন করে।

অনেক তাফসীরবিদ এক্ষেত্রে قَوْل -এর অর্থ নিয়েছেন সাধারণ মানুষের কথাবার্তা। এতে তাওহীদ, শিরক, কুফর, ইসলাম, সত্য, মিথ্যা ইত্যাদি সব রকম কথাবার্তাই অন্তর্ভুক্ত। এ তাফসীর অনুযায়ী আয়াতের অর্থ এই যে, যারা কাফের, মু'মিন, সত্য-মিথ্যা ও ভালো-মন্দ নির্বিশেষে এসব কথা শুনে তাওহীদের অনুসরণ করে এবং সত্য ও মিথ্যা কথা শুনে সত্যের অনুসরণ করে। সত্যেরও বিভিন্ন স্তর থাকলে সর্বোত্তম স্তরের অনুসরণ করে। এ কারণেই তাদেরকে দু'টি বিশেষণে বিশেষিত করা হয়েছে। (এক) هَدَاهُمُ اللَّهُ অর্থাৎ তাদেরকে আল্লাহ হেদায়েত দান করেছেন, ফলে বিভিন্ন প্রকার কথা শুনে বিভ্রান্ত হয় না। (দুই) أُولَٰئِكَ هُمْ أُولُوا الْأَلْبَابِ -অর্থাৎ তারাই বুদ্ধিমান। বস্তুত ভালো-মন্দ ও -সত্য-মিথ্যার মধ্যে পার্থক্য করাই বুদ্ধির কাজ।

তাই বলা হয়েছে যে, আলোচ্য আয়াত আমর ইবনে নুফায়েল, আবূ যর গিফারী ও সালমান ফারসী (রা.) প্রমুখ সম্পর্কে অবতীর্ণ হয়েছে। আমর ইবনে নুফায়েল জাহেলিয়াত যুগেও শিরক ও মূর্তি পূজাকে ঘৃণা করতেন। আবূ যর গেফারী ও সালমান ফারসী মুশরিক, ইহুদি খ্রিস্টান ইত্যাদি ধর্মাবলম্বীদের কথাবার্তা শুনে ও তাদের রীতিনীতি আচার আচরণ পরখ করার পর ইসলামকেই গ্রহণ করেছেন। -(কুরতুবী)

فَسَلَكَهُ يَنَابِيعَ فِي الْأَرْضِ : এখানে يَنَابِيعَ -শব্দটি يَنْبُوعٌ এর বহুবচন। অর্থ ভূমি থেকে নির্গত ঝরনা। উদ্দেশ্য এই যে, আকাশ থেকে পানি বর্ষণ করাই এক বড় নিয়ামত, কিন্তু একে ভূগর্ভে সংরক্ষিত করার ব্যবস্থা না করা হলে মানুষ তা দ্বারা বৃষ্টির দিনে অথবা এর অব্যবহিত পরে কয়েকদিন উপকৃত হতে পারত। অথচ পানির অপর নাম জীবন। পানি ব্যতীত মানুষ একদিনও বাঁচাতে পারে না, তাই আল্লাহ তা'আলা কেবল এ নিয়ামত নাজিল করেই ক্ষান্ত হননি, সংরক্ষিত করার জন্যেও বিস্ময়কর ব্যবস্থা গ্রহণ করেছেন। কিছু পানি তো ভূমির গর্তে চৌবাচ্চায় ও পুকুরসমূহে সংরক্ষিত হয়ে যায়

https://e-ilm.weebly.com/

অনেক বড় ভাণ্ডারকে বরফে পরিণতি করে পর্বতের চূড়ায় তুলে রাখা হয়। ফলে পানি পচে যাওয়ার ও দূষিত হওয়ার সম্ভাবনা থাকে না। অতঃপর সে বরফ আস্তে আস্তে গলে পর্বতের শিরা- উপশিরার পথে ভূমিতে নেমে আসে এবং স্থানে স্থানে ঝরনার আকারে আপনা-আপনি নির্গত হয়। এরপর নদী-নালার আকার ধারণ করে সমতল ভূমিতে প্রবাহিত হতে থাকে। এই পানি নিষ্কাশন ব্যবস্থার পূর্ণ বিবরণ কুরআনে পাকে সূরায় মু'মিনূনের فَاَسْكَنّٰهُ فِى الْاَرْضِ وَاِنَّا عَلٰى ذَهَابٍ بِهٖ لَقَادِرُوْنَ-আয়াতের তাফসীরে বর্ণনা করা হয়েছে।

مُخْتَلِفًا اَلْوَانُهٗ : ফসল উৎপন্ন হওয়ার সময় এবং পাকার সময় তার উপর বিভিন্ন রঙ বিবর্তিত হতে থাকে। যেহেতু সব রঙই বিবর্তনশীল ও নিত্যনতুন তাই مُخْتَلِفًا শব্দটিকে ব্যাকরণিক নিয়মে حَالٌ (বর্তমানকাল বাচক) প্রয়োগ করে এদিকে ইঙ্গিত করা হয়েছে।

اِنَّ فِىْ ذٰلِكَ لَذِكْرٰى لِاُولِى الْاَلْبَابِ-অর্থাৎ পানি বর্ষণ, তাকে সংরক্ষিত করে মানুষের কাজে লাগানো, তা দ্বারা নানা রকমের উদ্ভিদ ও বৃক্ষ উৎপন্ন করা, বৃক্ষের উপর দিয়ে বিভিন্ন রঙের বিবর্তনের পর তা শুকিয়ে খাদ্যশস্য আলাদা এবং ভূমি আলাদা হওয়া এসব বিষয়ের মধ্যে বুদ্ধিমানদের জন্যে অনেক উপদেশ রয়েছে। এগুলো আল্লাহর মহান কুদরত ও প্রজ্ঞার দলিল। এগুলো দেখে মানুষ নিজের সৃষ্টির রহস্যও অবগত হতে পারে, যা স্রষ্টাকে চেনার ও জানার উপায় হতে পারে।

শব্দ বিশ্লেষণ :

اُمِرْتُ : সীগাহ وَاحِدْ مُتَكَلِّمْ বহছ مَاضِىْ مَجْهُوْل বাব نَصَرَ মাসদার اَمْرٌ মূলবর্ণ (أ - م - ر) জিনস مَهْمُوْز فَاء অর্থ- আমি আদিষ্ট হয়েছি।

شِئْتُمْ : সীগাহ جَمْع مُذَكَّر حَاضِرْ বহছ مَاضِىْ مَعْرُوْف বাব فَعِلَ سَمِعَ মাসদার اَلْمَشِيْئَةُ মূলবর্ণ (ش - ى - ء) জিনস মুরাক্কাব مَهْمُوْز لَامْ এবং اَجْوَف يَائِىْ অর্থ- তোমাদের ইচ্ছা হয়। যাকে ইচ্ছা।

خَسِرُوْا : সীগাহ جَمْع مُذَكَّرْ غَائِبْ বহছ مَاضِىْ مَعْرُوْف বাব سَمِعَ মাসদার اَلْخَسْرُ মূলবর্ণ (خ - س - ر) জিনস صَحِيْح অর্থ- ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে।

ظُلَلٌ : অর্থ– ছায়াদার, মেঘমালা। ظُلَّةٌ -এর বহুবচন। যেমন, غُرْفَةٌ -এর বহুবচন غُرَفٌ আসে।

اَنَابُوْا : সীগাহ جَمْع مُذَكَّرْ غَائِبْ বহছ مَاضِىْ مَعْرُوْف বাব اِفْعَالٌ মাসদার اِنَابَةٌ মূলবর্ণ (ن - و - ب) জিনস اَجْوَف وَاوِىْ অর্থ- মনোনিবেশ করে।

يَسْتَمِعُوْنَ : সীগাহ جَمْع مُذَكَّرْ غَائِبْ বহছ مُضَارِعْ مَعْرُوْف বাব اِفْتِعَالٌ মাসদার اِسْتِمَاعٌ মূলবর্ণ (س - م - ع) জিনস صَحِيْح অর্থ- তারা মনোযোগ দিয়ে শুনে।

مَبْنِيَّةٌ : সীগাহ وَاحِدْ مُؤَنَّثْ বহছ اِسْم مَفْعُوْل বাব ضَرَبَ মাসদার اَلْبُنْيَانُ، اَلْبِنَاء মূলবর্ণ (ب - ن - ى) জিনস نَاقِص يَائِىْ অর্থ- নির্মিত হয়ে রয়েছে।

يَهِيْجُ : সীগাহ وَاحِدْ مُذَكَّرْ غَائِبْ বহছ مُضَارِعْ مَعْرُوْف বাব ضَرَبَ মাসদার هَيْجٌ মূলবর্ণ (ه - ى - ج) জিনস اَجْوَف يَائِىْ অর্থ- শুকিয়ে যায়।

مُصْفَرٌّ : সীগাহ وَاحِدْ مُذَكَّرْ বহছ اِسْم مَفْعُوْل বাব اِفْعِلَالٌ মাসদার اَلْاِصْفِرَارُ মূলবর্ণ (ص - ف - ر) জিনস صَحِيْح অর্থ– হরিৎ বর্ণের।

বাক্য বিশ্লেষণ :

قُلِ اللّٰهَ اَعْبُدُ مُخْلِصًا لَّهٗ دِيْنِىْ : এখানে قُلْ টি ফে'ল, আর তার উহ্য যমীর اَنْتَ ফায়েল। اَللّٰهَ শব্দটি مَفْعُوْل مُقَدَّمْ হলো اعبد ফে'লের। اَعْبُدُ ফে'ল তার মধ্যকার উহ্য যমীর اَنَا ফায়েল। আর مُخْلِصًا হলো حَالٌ আর لَهٗ টা مُخْلِصًا -এর সাথে مُتَعَلِّقْ হয়েছে। আর دِيْنِىْ হলো مُخْلِصًا -এর মাফউল অর্থাৎ لِيَكُوْنَ مَا سَالِمًا مِنَ الشِّرْكِ وَالرِّيَاءِ وَكُلِّ مَا يَشُوْبُ الْاَعْمَالَ مِمَّا يُفْسِدُهَا। –[ই'রাবুল কুরআন ৬ষ্ঠ খণ্ড; পৃ. ৪৯৯]

https://e-ilm.weebly.com/

২২. অতএব, আল্লাহ তা'আলা যার বক্ষকে ইসলামের জন্য উন্মুক্ত করে দিয়েছেন এবং সে ব্যক্তি স্বীয় প্রতিপালকের নূরের উপর রয়েছে [এ ব্যক্তি আর সংকীর্ণমনা ব্যক্তি কি সমান?]; পরন্তু তাদের জন্য বড় সর্বনাশ– যাদের অন্তর আল্লাহর স্মরণে প্রভাবান্বিত হয় না; এরা প্রকাশ্য পথভ্রষ্টতার মধ্যে রয়েছে।	أَفَمَن شَرَحَ اللَّهُ صَدْرَهُ لِلْإِسْلَامِ فَهُوَ عَلَىٰ نُورٍ مِّن رَّبِّهِ ۚ فَوَيْلٌ لِّلْقَاسِيَةِ قُلُوبُهُم مِّن ذِكْرِ اللَّهِ ۚ أُولَٰئِكَ فِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ ﴿٢٢﴾
২৩. আল্লাহ তা'আলা অতি উৎকৃষ্ট বাণী অবতীর্ণ করেছেন, তা এমন গ্রন্থ যে, পরস্পর সামঞ্জস্যশীল, বার বার বর্ণিত হয়েছে, যার কারণে স্বীয় প্রতিপালকের ভয়ে ভীত লোকদের দেহ প্রকম্পিত হয়, অনন্তর তাদের দেহ এবং অন্তর কোমল হয়ে আল্লাহর জিকিরের প্রতি মনোনিবেশকারী হয়ে পড়ে; তা আল্লাহ তা'আলার হেদায়েত, তিনি যাকে ইচ্ছা, তার দ্বারা হেদায়েত করে থাকেন; আর আল্লাহ যাকে পথভ্রষ্ট করেন, তার জন্য কোনো পথপ্রদর্শক নেই।	اللَّهُ نَزَّلَ أَحْسَنَ الْحَدِيثِ كِتَابًا مُّتَشَابِهًا مَّثَانِيَ تَقْشَعِرُّ مِنْهُ جُلُودُ الَّذِينَ يَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ ثُمَّ تَلِينُ جُلُودُهُمْ وَقُلُوبُهُمْ إِلَىٰ ذِكْرِ اللَّهِ ۚ ذَٰلِكَ هُدَى اللَّهِ يَهْدِي بِهِ مَن يَشَاءُ ۚ وَمَن يُضْلِلِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِنْ هَادٍ ﴿٢٣﴾
২৪. আচ্ছা, যে ব্যক্তি স্বীয় মুখমণ্ডলকে কিয়ামত দিবসে কঠিন আজাবের ঢাল বানাবে এবং এরূপ জালেমদেরকে বলা হবে যে, যা কিছু তোমরা করতে তার স্বাদ গ্রহণ কর, তবে কি এরা, আর যারা এরূপ নয়, সমান হতে পারে?	أَفَمَن يَتَّقِي بِوَجْهِهِ سُوءَ الْعَذَابِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ۚ وَقِيلَ لِلظَّالِمِينَ ذُوقُوا مَا كُنتُمْ تَكْسِبُونَ ﴿٢٤﴾

শাব্দিক অনুবাদ :

২২. أَفَمَن شَرَحَ اللَّهُ صَدْرَهُ অতএব আল্লাহ তা'আলা যার বক্ষকে উন্মুক্ত করে দিয়েছেন لِلْإِسْلَامِ ইসলামের জন্য فَهُوَ عَلَىٰ نُورٍ مِّن رَّبِّهِ এবং সে ব্যক্তি স্বীয় প্রতিপালকের নূরের উপর রয়েছে فَوَيْلٌ পরন্তু তাদের জন্য বড় সর্বনাশ لِّلْقَاسِيَةِ قُلُوبُهُم مِّن ذِكْرِ اللَّهِ যাদের অন্তর আল্লাহর স্মরণে প্রভাবান্বিত হয় না أُولَٰئِكَ فِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ এরা প্রকাশ্য পথভ্রষ্টতার মধ্যে রয়েছে।

২৩. اللَّهُ نَزَّلَ আল্লাহ তা'আলা অবতীর্ণ করেছেন أَحْسَنَ الْحَدِيثِ উৎকৃষ্ট বাণী كِتَابًا তা এমন গ্রন্থে যে مُّتَشَابِهًا পরস্পর সামঞ্জস্যশীল مَّثَانِيَ বার বার বর্ণিত হয়েছে تَقْشَعِرُّ مِنْهُ جُلُودُ الَّذِينَ يَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ যার কারণে স্বীয় প্রতিপালকের ভয়ে ভীত লোকদের দেহ প্রকম্পিত হয় ثُمَّ تَلِينُ অনন্তর কোমল হয়ে মনোনিবেশকারী হয়ে পড়ে جُلُودُهُمْ وَقُلُوبُهُمْ তাদের দেহ এবং অন্তর إِلَىٰ ذِكْرِ اللَّهِ আল্লাহর জিকিরের প্রতি ذَٰلِكَ هُدَى اللَّهِ তা আল্লাহ তা'আলার হেদায়েত يَهْدِي بِهِ مَن يَشَاءُ তিনি যাকে ইচ্ছা তা দ্বারা হেদায়েত করে থাকেন وَمَن يُضْلِلِ اللَّهُ আর আল্লাহ যাকে পথভ্রষ্ট করেন فَمَا لَهُ مِنْ هَادٍ তার জন্য কোনো পথ প্রদর্শক নেই।

২৪. أَفَمَن يَتَّقِي بِوَجْهِهِ আচ্ছা যে ব্যক্তি স্বীয় মুখমণ্ডলকে ঢাল বানাবে سُوءَ الْعَذَابِ কঠিন আজাবে يَوْمَ الْقِيَامَةِ কিয়ামত দিবসে وَقِيلَ لِلظَّالِمِينَ এবং এরূপ জালেমদেরকে বলা হবে যে ذُوقُوا مَا كُنتُمْ تَكْسِبُونَ যা কিছু তোমরা করতে তার স্বাদ গ্রহণ কর। তবে কি এরা আর যারা এরূপ নয়, সমান হতে পারে।

https://e-ilm.weebly.com/

২৫. যারা এদের পূর্বে অতীত হয়েছে, তারাও (সত্যকে) অবিশ্বাস করেছিল, ফলে তাদের উপর এমনভাবে আজাব এসেছিল, যা তারা কল্পনাও করেনি।	كَذَّبَ الَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِهِمْ فَاَتٰىهُمُ الْعَذَابُ مِنْ حَيْثُ لَا يَشْعُرُوْنَ ﴿٢٥﴾
২৬. ফলত আল্লাহ্ তাদেরকে এ পার্থিব জীবনেই অবমাননা আস্বাদন করিয়েছিলেন, আর পরলোকের আজাব আরও বৃহত্তর। যদি এরা জানত!	فَاَذَاقَهُمُ اللّٰهُ الْخِزْيَ فِي الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا ۚ وَلَعَذَابُ الْاٰخِرَةِ اَكْبَرُ ۘ لَوْ كَانُوْا يَعْلَمُوْنَ ﴿٢٦﴾
২৭. আর আমি মানুষের জন্য এ কুরআনে প্রত্যেক প্রকারের উত্তম বিষয়সমূহ বর্ণনা করেছি, যেন তারা উপদেশ গ্রহণ করে।	وَلَقَدْ ضَرَبْنَا لِلنَّاسِ فِيْ هٰذَا الْقُرْاٰنِ مِنْ كُلِّ مَثَلٍ لَّعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُوْنَ ﴿٢٧﴾
২৮. তার অবস্থা এই যে, তা আরবি কুরআন, তাতে মাত্রই বক্রতা নেই, যেন তারা ভীত হয়।	قُرْاٰنًا عَرَبِيًّا غَيْرَ ذِيْ عِوَجٍ لَّعَلَّهُمْ يَتَّقُوْنَ ﴿٢٨﴾
২৯. আল্লাহ একটি দৃষ্টান্ত বর্ণনা করেছেন যে, একজন (দাস) আছে, যাতে কয়েকজন অংশীদার রয়েছে, যারা পরস্পর বিরোধী, আর একজন (দাস) আছে, সে সম্পূর্ণ একই ব্যক্তির; এই উভয়ের অবস্থা কি সমান? প্রশংসা আল্লাহরই প্রাপ্য; কিন্তু তাদের অধিকাংশই এটা জানে না।	ضَرَبَ اللّٰهُ مَثَلًا رَّجُلًا فِيْهِ شُرَكَآءُ مُتَشٰكِسُوْنَ وَرَجُلًا سَلَمًا لِّرَجُلٍ ؕ هَلْ يَسْتَوِيٰنِ مَثَلًا ؕ اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ ۚ بَلْ اَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُوْنَ ﴿٢٩﴾

শাব্দিক অনুবাদ :

২৫. كَذَّبَ الَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِهِمْ যারা এদের পূর্বে অতীত হয়েছে তারাও (সত্যকে) অবিশ্বাস করেছিল فَاَتٰىهُمُ الْعَذَابُ ফলে তাদের উপর এমন ভাবে আজাব এসেছিল مِنْ حَيْثُ لَا يَشْعُرُوْنَ যা তারা কল্পনাও করেনি।

২৬. فَاَذَاقَهُمُ اللّٰهُ ফলত আল্লাহ তা'আলা তাদেরকে আস্বাদন করিয়ে দিলেন الْخِزْيَ অবমাননা فِي الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا এ পার্থিব জীবনেই وَلَعَذَابُ الْاٰخِرَةِ اَكْبَرُ আর পরলোকের আজাব আরও বৃহত্তর لَوْ كَانُوْا يَعْلَمُوْنَ যদি এরা জানত।

২৭. وَلَقَدْ ضَرَبْنَا আর আমি বর্ণনা করেছি لِلنَّاسِ মানুষের জন্য فِيْ هٰذَا الْقُرْاٰنِ এই কুরআনে مِنْ كُلِّ مَثَلٍ প্রত্যেক প্রকারের উত্তম বিষয়সমূহ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُوْنَ যেন তারা উপদেশ গ্রহণ করে।

২৮. قُرْاٰنًا عَرَبِيًّا এর অবস্থা এই যে, তা আরবি কুরআন غَيْرَ ذِيْ عِوَجٍ তাতে মাত্রই বক্রতা নেই لَعَلَّهُمْ يَتَّقُوْنَ যেন তারা ভীত হয়।

২৯. ضَرَبَ اللّٰهُ مَثَلًا আল্লাহ একটি দৃষ্টান্ত বর্ণনা করেছেন যে رَجُلًا একজন (দাস) আছে فِيْهِ شُرَكَآءُ যাতে কয়েকজন অংশীদার রয়েছে مُتَشٰكِسُوْنَ যারা পরস্পর বিরোধী وَرَجُلًا আর একজন দাস আছে سَلَمًا لِّرَجُلٍ সে সম্পূর্ণ একই ব্যক্তির هَلْ يَسْتَوِيٰنِ مَثَلًا এই উভয়ের অবস্থা কি সমান ? اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ প্রশংসা আল্লাহরই প্রাপ্য بَلْ اَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُوْنَ ; বরং তাদের অধিকাংশই এটা জানে না।

https://e-ilm.weebly.com/

৩০. আপনাকেও মরতে হবে এবং তারাও মরবে।	إِنَّكَ مَيِّتٌ وَإِنَّهُم مَّيِّتُونَ ﴿٣٠﴾
৩১. অতঃপর কিয়ামত-দিবসে তোমরা তোমাদের প্রতিপালকের সমীপে মকদ্দমা পেশ করবে।	ثُمَّ إِنَّكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عِندَ رَبِّكُمْ تَخْتَصِمُونَ ﴿٣١﴾

শাব্দিক অনুবাদ :

৩০. إِنَّكَ مَيِّتٌ আপনাকেও মরতে হবে وَإِنَّهُم مَّيِّتُونَ এবং তারাও মরবে।

৩১. ثُمَّ إِنَّكُمْ অতঃপর তোমরা يَوْمَ الْقِيَامَةِ কিয়ামত-দিবসে عِندَ رَبِّكُمْ স্বীয় প্রতিপালকের সমীপে تَخْتَصِمُونَ মকদ্দমা পেশ করবে।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

اَللّٰهُ نَزَّلَ أَحْسَنَ الْحَدِيْثِ كِتَابًا مُّتَشَابِهًا مَّثَانِيَ تَقْشَعِرُّ مِنْهُ جُلُوْدُ الَّذِيْنَ يَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ ثُمَّ تَلِيْنُ جُلُوْدُهُمْ وَقُلُوْبُهُمْ إِلٰى ذِكْرِ اللّٰهِ ذٰلِكَ هُدَى اللّٰهِ يَهْدِيْ بِهٖ مَنْ يَّشَاءُ وَمَنْ يُّضْلِلِ اللّٰهُ فَمَا لَهٗ مِنْ هَادٍ (٢٣)

শানে নুযূল -১: হযরত ইবনে আব্বাস (রা.)-এর বর্ণনা মতে, সাহাবায়ে কেরামের মধ্যে কতকজন বলল যে, হে আল্লাহ তা'আলার রাসূল! অতি উত্তম হাদীছ আমাদেরকে বর্ণনা করুন, এবং যুগ-যুগান্তের খবরা-খবর সম্পর্কিত বর্ণনা দেন। তখন আল্লাহ তা'আলা আলোচ্য আয়াত নাজিল করেন।

শানে নুযূল -২ : হযরত ইবনে মাসউদ (রা.) হতে বর্ণিত যে, সাহাবায়ে কেরাম যখন অত্যন্ত বিরক্ত বোধ করেছিলেন, তখন তারা বললেন, হে আল্লাহর রাসূল! আমাদেরকে কিছু বলুন। তখন তাদের অস্বস্তি যেন দূর হয়ে যায়, উপদেশমূলকভাবে আল্লাহ পাক আলোচ্য আয়াত নাজিল করেন।

শানে নুযূল -৩ : হযরত সা'আদ বিন আবূ ওয়াক্কাস (রা.) বলেন যে, সাহাবীগণ রাসূল ﷺ কে বললেন, আপনি যদি উপদেশমূলকভাবে কিছু বর্ণনা করতেন! তখন আল্লাহ তা'আলা اَللّٰهُ نَزَّلَ أَحْسَنَ الْحَدِيْثِ নাজিল করেন। অতঃপর তারা বললেন, আমাদেরকে যদি কোনো ঘটনা শুনাতেন। তখন نَحْنُ نَقُصُّ عَلَيْكَ أَحْسَنَ الْقَصَصِ আয়াত নাজিল হয়। অতঃপর বললেন, আপনি যদি আমাদেরকে উপদেশ করতেন! সে পরিপ্রেক্ষিতে أَلَمْ يَأْنِ لِلَّذِيْنَ آمَنُوْا أَنْ تَخْشَعَ قُلُوْبُهُمْ لِذِكْرِ اللّٰهِ আয়াত নাজিল হয়।-[কুরতুবী ২১৮/১৫]

أَفَمَنْ يَّتَّقِيْ بِوَجْهِهٖ سُوْٓءَ الْعَذَابِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَقِيْلَ لِلظّٰلِمِيْنَ ذُوْقُوْا مَا كُنْتُمْ تَكْسِبُوْنَ (٢٤)

শানে নুযূল : আলোচ্য আয়াত আবূ জাহলের ভয়াবহ পরিণতি কি হবে তার বিবরণ সম্পর্কীয় বিষয় নিয়ে অবতীর্ণ হয়েছে। -(রূহুল মা'আনী ২৬১/২৩/১২)

إِنَّكَ مَيِّتٌ وَّإِنَّهُمْ مَّيِّتُوْنَ (٣٠) ثُمَّ إِنَّكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عِنْدَ رَبِّكُمْ تَخْتَصِمُوْنَ ٣١

শানে নুযূল : হযরত ইবনে ওমর (রা.) বলেন, আমরা আমাদের জীবনের দীর্ঘতম সময় পর্যন্ত যা দেখতে গেলাম, তা হচ্ছে এই যে, আলোচ্য আয়াত আমরা ও আহলে কিতাবদের সম্পর্কে নাজিল হয়েছে।

-[কুরতুবী ২২৩/১৫ রূহুল মা'আনী ২৬৪/২৩/১২]

أَفَمَنْ شَرَحَ اللّٰهُ صَدْرَهٗ لِلْإِسْلَامِ فَهُوَ عَلٰى نُوْرٍ مِّنْ رَّبِّهٖ এখানে شَرْح এর শাব্দিক অর্থ উন্মুক্ত করা, ছড়ানো ও প্রশস্ত করা। বক্ষ উন্মোচনের অর্থ অন্তরের প্রশস্ততা। এর উদ্দেশ্য অন্তরে এরূপ যোগ্যতা থাকা যে, আল্লাহর সৃষ্টিগত নিদর্শনাবলি-আকাশ, পৃথিবী ও মানব সৃষ্টি ইত্যাদিতে চিন্তা-ভাবনা শিক্ষা ও উপকার লাভ করতে পারে এবং অবতীর্ণ কিতাব ও বিধি-বিধানে চিন্তা -ভাবনা করে লাভবান হতে পারে। এর বিপরীতে আসে অন্তরের সংকীর্ণতা (قَسَاوَتِ قَلْب) কুরআনের لِلْقَاسِيَةِ قُلُوْبُهُمْ আয়াতে এস্থলে يَجْعَلْ صَدْرَهٗ ضَيِّقًا حَرَجًا আয়াত বক্ষ উন্মোচনের বিপরীত অবস্থা বর্ণিত হয়েছে।

https://e-ilm.weebly.com/

হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা.) বর্ণনা করেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ আমাদের সামনে اَفَمَنْ شَرَحَ اللّٰهُ صَدْرَهٗ আয়াতখানি তেলাওয়াত করলে আমরা شَرْحِ صَدْر তথা বক্ষ উন্মোচনের অর্থ জিজ্ঞেস করলাম। তিনি বললেন : ঈমানের নূর মানুষের অন্তরে প্রবেশ করলে অন্তর প্রশস্ত হয়ে যায়। ফলে আল্লাহর বিধি-নিধান হৃদয়ঙ্গম করা এবং সে অনুযায়ী আমল করা তার পক্ষে সহজ হয়ে যায়। আমরা আরজ করলাম ইয়া রাসূলাল্লাহ! এর লক্ষণ কি? তিনি বললেন?

اَلْاِنَابَةُ اِلٰى دَارِالْخُلُوْدِ وَالتَّجَافِىْ عَنْ دَارِ الْغُرُوْرِ وَالتَّاَهُّبُ لِلْمَوْتِ قَبْلَ نُزُوْلِهٖ

এর লক্ষণ হচ্ছে, চিরস্থায়ী বাসস্থানের প্রতি অনুরাগী হওয়া, ধোঁকার বাসস্থান (অর্থাৎ দুনিয়ার আনন্দ -কোলাহল) থেকে দূরে সরে থাকা এবং মৃত্যু আসার পূর্বেই মৃত্যুর প্রস্তুতি গ্রহণ করা।-[রূহুল মা'আনী]

আলোচ্য আয়াতটি اَفَمَنْ প্রশ্নোবোধক শব্দ শুরু করা হয়েছে। এর অর্থ এই যে, যে ব্যক্তির অন্তর ইসলামের জন্য খুলে দেওয়া হয়েছে এবং সে তার পালনকর্তার তরফ থেকে আগত নূরের আলোকে কর্ম সম্পাদন করে, সে কি সে ব্যক্তির সমান, যে সংকীর্ণ অন্তর কঠোর প্রাণ? এর বিপরীতে কঠোর প্রাণ ব্যক্তির উল্লেখ পরবর্তী আয়াতে করা হয়েছে।

فَوَيْلٌ لِلْقٰسِيَةِ قُلُوْبُهُمْ : এখানে قَسَاوَةٌ শব্দের কঠোর প্রাণ হওয়া, কারও প্রতি দয়ার্দ্র না হওয়া। অর্থাৎ যে ব্যক্তি আল্লাহর জিকির ও বিধানাবলি থেকে কোনো প্রভাব কবুল করে না।

اَللّٰهُ نَزَّلَ اَحْسَنَ الْحَدِيْثِ كِتٰبًا مُّتَشَابِهًا : এর পূর্ববর্তী আয়াতে আল্লাহ তা'আলার প্রিয় বান্দাদের অবস্থা বর্ণনা প্রসঙ্গে বলা হয়েছিল-يَسْتَمِعُوْنَ الْقَوْلَ فَيَتَّبِعُوْنَ اَحْسَنَهٗ -এ আয়াতে বলে দেওয়া হয়েছে যে, সমগ্র কুরআনই اَحْسَنَ الْحَدِيْثِ তথা উত্তম বাণী। حَدِيْثٌ -এর শাব্দিক অর্থ এমন কথা অথবা কাহিনী যা, বর্ণনা করা হয়। কুরআনকে 'উত্তম বাণী' বলে আখ্যায়িত করার মর্ম এই যে, মানুষ যা কিছু বলে তন্মধ্যে উত্তম বাণী হচ্ছে কুরআন। অতঃপর কুরআনের কতিপয় বিশেষণ উল্লেখ করা হয়েছে- (১) مُتَشَابِهًا -এর অর্থ কুরআনের বিষয়বস্তু পরস্পরিক সম্পর্কযুক্ত ও সামঞ্জস্যপূর্ণ। এর এক আয়াতের ব্যাখ্যা ও সত্যায়ন অন্য আয়াত দ্বারা হয়। এতে পরস্পর বিরোধিতা নেই। (২) مَثَانِىَএটা مَثْنٰى -এর বহুবচন। অর্থাৎ কুরআনে একই বিষয়বস্তু বারবার ঘুরিয়ে-ফিরিয়ে বর্ণনা করা হয়েছে, যাতে তা অন্তরে প্রতিষ্ঠিত হয়ে যায়। (৩) تَقْشَعِرُّ مِنْهُ جُلُوْدُ الَّذِيْنَ يَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ অর্থাৎ যারা আল্লাহর মাহাত্ম্যে ভীত, কুরআন পাঠ করে তাদের দেহের লোম শিউরে উঠে। (৪) ثُمَّ تَلِيْنُ جُلُوْدُهُمْ وَقُلُوْبُهُمْ اِلٰى ذِكْرِ اللّٰهِ....... অর্থাৎ কুরআন তেলাওয়াতের প্রভাবে কখনও আজাবের কথা শুনে দেহের লোম শিউরে উঠে এবং কখনও রহমত ও মাগফেরাতের বর্ণনা শুনে দেহও অন্তর সবই আল্লাহর স্মরণে নরম হয়ে যায়। হযরত আসমা বিনতে আবূ বকর (রা.) বলেন, সাহাবায়ে কেরামের সাধারণ অবস্থা তাই ছিল । তাঁদের সামনে কুরআন পাঠ করা হলে তাঁদের চক্ষু অশ্রুপূর্ণ হয়ে যেত এবং দেহের লোম শিউরে উঠত । -(কুরতুবী)

হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা.)-এর রেওয়ায়েতে রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন : আল্লাহর ভয়ে যে বান্দার লোম শিউরে উঠে, আল্লাহ তার দেহকে আগুনের জন্যে হারাম করে দেন।-(কুরতুবী)

اَفَمَنْ يَّتَّقِىْ بِوَجْهِهٖ -এতে জাহান্নামের ভয়াবহতার বিষয় বর্ণনা করা হয়েছে। দুনিয়াতে মানুষের অভ্যাস এই যে, কোনো কষ্টদায়ক বিষয়ের সম্মুখীন হলে মানুষ তার মুখমণ্ডলকে বাঁচানোর জন্য হাত ও পা- কে ঢালরূপে ব্যবহার করে। কিন্তু জাহান্নামীরা হাত-পায়ের দ্বারা প্রতিরক্ষা করতে সক্ষম হবে না। তার আজাব সরাসরি তাদের মুখমণ্ডলে পতিত হবে। সে প্রতিরক্ষা করতে চাইলে মুখমণ্ডলকেই ঢাল বানাতে পারবে। কেননা তাকে হাত-পা বাঁধা অবস্থায় জাহান্নামে নিক্ষেপ করা হবে। -(নাউজুবিল্লাহ)

তাফসীরবিদ 'আতা ইবনে যায়েদ বলেন, জাহান্নামীকে জাহান্নামে হাত-পা বেঁধে হিঁচড়ে নিক্ষেপ করা হবে। -[কুরতুবী]

اِنَّكَ مَيِّتٌ وَّاِنَّهُمْ مَّيِّتُوْنَ -যে ভবিষ্যৎকালে মরবে, তাকে مَيِّتٌ (ইয়ার উপর তাশদীদ সহকারে) এবং যে অতীতকালে মরে গেছে, তাকে مَيْتٌ (ইয়ার উপর সাকিন সহকারে) বলা হয়। আলোচ্য আয়াতে রাসূলে কারীম ﷺ-কে উদ্দেশ্য করে বলা হয়েছে, আপনিও মৃত্যুবরণ করবেন এবং আপনার শত্রু-মিত্র সবাই মৃত্যুবরণ করবে। এরূপ বলার উদ্দেশ্য সবাইকে

https://e-ilm.weebly.com/

পরকালের চিন্তায় মনোযোগী করা এবং পরকালের কাজে আত্মনিয়োগে উৎসহিত করা। প্রসঙ্গতঃ একথাও বলে দেওয়া উদ্দেশ্য যে, সৃষ্টির সেরা এবং পয়গম্বরকুলের মধ্যমনি হওয়া সত্ত্বেও রাসূলুল্লাহ ﷺ মৃত্যুর আওতাবহির্ভূত নন, যাতে তাঁর ইন্তেকালের পর মানুষের মধ্যে ও বিষয়ে বিরোধ সৃষ্টি না হয়।-[কুরতুবী]

হাশরের আদালতে মজলুমের হক কিরূপে আদায় করা হবে? ثُمَّ إِنَّكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عِنْدَ رَبِّكُمْ تَخْتَصِمُونَ - হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) বলেন, এখানে إِنَّكُمْ শব্দের মধ্যে মু'মিন, কাফের মুসলমান, জালেম ও মজলুম সবাই অন্তর্ভুক্ত। তারা সবাই নিজ নিজ মোকদ্দমা আল্লাহ তা'আলার আদালতে দায়ের করবে এবং আল্লাহ তা'আলা জালেমকে মজলুমের হক দিতে বাধ্য করবেন। বুখারীতে বর্ণিত হযরত আবূ হুরায়রা (রা.)-এর রেওয়ায়েতে রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর ধরন বর্ণনা প্রসঙ্গে বলেন, কারও জিম্মায় কারও কোনো হক থাকলে তার উচিত দুনিয়াতেই তা আদায় করা অথবা ক্ষমা নিয়ে মুক্ত হয়ে যাওয়া। কেননা পরকালে দীনার-দেরহাম থাকবে না যে, তা দিয়ে হক আদায় করা যাবে। সেখানে জালেম ব্যক্তির কিছু সৎকর্ম থাকলে তা জুলুমের পরিমাণে তার কাছে থেকে নিয়ে মজলুম ব্যক্তিকে দিয়ে দেওয়া হবে। তার কাছে কোনো সৎকর্ম না থাকলে মজলুমের গোনাহ্ তার ঘাড়ে চাপিয়ে দেওয়া হবে।

সহীহ মুসলিমে হযরত আবূ হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ একদিন সাহাবায়ে কেরামকে প্রশ্ন করলেন, তোমরা কি জান, নিঃস্ব কে? তাঁরা আরজ করল, ইয়া রসূলাল্লাহ ﷺ আমরা তো তাকেই নিঃস্ব মনে করি, যার কাছে নগদ অর্থকড়ি এবং প্রয়োজনীয় আসবাবপত্র নেই। তিনি বললেনঃ আমার উম্মতের মধ্যে সত্যিকার নিঃস্ব সে ব্যক্তি, যে কেয়ামতের দিন অনেক নামাজ, রোজা ও হজ-জাকাত ইত্যাদি নিয়ে উপস্থিত হবে, কিন্তু দুনিয়াতে সে কাউকে গালি দিয়েছিল, কারও বিরুদ্ধে অপবাদ রটনা করেছিল এবং কাউকে প্রহার করে দুঃখ দিয়েছিল-এসব মজলুম সবাই আল্লাহর সামনে তাদের জুলুমের প্রতিকার দাবি করবে।- ফলে তার সৎকর্মসমূহ তাদের মধ্যে বন্টন করে দেওয়া হবে। যদি তার সৎকর্ম নিঃশেষ হয়ে যায় এবং মজলুমের হক অবশিষ্ট থাকে তবে মজলুমের গোনাহ্ তার ঘাড়ে চাপিয়ে তাকে জাহান্নামে নিক্ষেপ করা হবে। অতএব, এ ব্যক্তি সবকিছু থাকা সত্ত্বেও কেয়ামতে নিঃস্ব হয়ে যাবে। সেই প্রকৃত নিঃস্ব।

তাবারানীতে বর্ণিত হযরত আবূ আইয়্যুব আনসারী (রা.)-এর রেওয়ায়েতে রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন, আল্লাহ তা'আলার আদালতে সর্বপ্রথম স্বামী ও স্ত্রীর মোকদ্দমা পেশ হবে। সেখানে জিহ্বা কথা বলবে না, বরং স্ত্রীর হাত-পা সাক্ষ্য দেবে যে, সে তার স্বামীর প্রতি কি কি দোষ আরোপ করত। এমনিভাবে স্বামীর হাত-পা সাক্ষ্য দেবে সে কিভাবে তার স্ত্রীর উপর নির্যাতন চালাত। অতঃপর প্রত্যেকের সামনে তার চাকর-চাকরানী উপস্থিত হবে এবং তাদের অভিযোগের ফয়সালা করা হবে। এরপর বাজারের যে সব লোকের সাথে তার কাজ-কারবার ও লেনদেন ছিল, তারা উপস্থিত হবে। সে কারও প্রতি জুলুম করে থাকলে তাকে তার হক দিতে বাধ্য করা হবে।

জুলুম ও হকের বিনিময়ে সবরকম আমল দেওয়া হবে কিন্তু ঈমান দেওয়া হবে না : তাফসীরে মাযহারীতে লিখিত আছে, মজলুমের হকের বিনিময়ে জালেমের আমল দেওয়ার অর্থ এই যে, ঈমান ব্যতীত অন্যান্য আমল দেওয়া হবে। কেননা সব জুলুমই কর্মগত গোনাহ-কুফর নয়। কর্মগত গোনাহসমূহের শাস্তি হবে সীমিত। কিন্তু ঈমান একটি অসীম আমল, এর পুরস্কার ও অসীম। অর্থাৎ চিরকাল জান্নাতে বসবাস করা; যদিও তা গোনাহের শাস্তি ভোগ করা এবং কিছুকাল জাহান্নামে অবস্থান করার পরে হয়। এর সারমর্ম এই যে, জালেমের ঈমান ব্যতীত নব সৎকর্মই যখন নিঃশেষ হয়ে যাবে কেবল ঈমান বাকি থাকবে, তখন তার কাছ থেকে তা ছিনিয়ে নেওয়া হবেনা ;বরং মাজলুমদের গোনাহ্ তার উপর চাপিয়ে হক আদায় করা হবে। ফলে সে গোনাহের শাস্তি ভোগ করার পর অবশেষে জান্নাতে প্রবেশ করবে এবং অনন্তকাল সেখানে থাকবে। মাযহারীর বর্ণনা মতে ইমাম বায়হাকীও তাই বলেছেন।

https://e-ilm.weebly.com/

শব্দ বিশ্লেষণ :

شَرَحَ : সীগাহ وَاحِدْ مُذَكَّر غَائِبْ বহছ فِعل مَاضِى مَعْرُوف বাব فَتَحَ মাসদার شَرْحٌ মূলবর্ণ (ش - ر - ح) জিনস صَحِيْح অর্থ- উন্মুক্ত করে দিয়েছেন।

تَقْشَعِرُّ : সীগাহ وَاحِد مؤنث غائب বহছ مُضَارِعْ مَعْرُوف বাব اِفْعِلَّالٌ মাসদার اِقْشِعْرَارٌ মূলবর্ণ (ق - ش - ع - ر) জিনস صَحِيْح অর্থ- প্রকম্পিত হয়।

يَخْشَوْنَ : সীগাহ جَمْع مُذَكَّر غَائِبْ বহছ مُضَارِعْ مَعْرُوْف বাব سَمِعَ মাসদার خَشْيَةٌ মূলবর্ণ (خ - ش - ى) জিনস نَاقِص يَائِىْ অথ- তারা ভয় করে।

تَلِيْنَ : সীগাহ وَاحِد مُؤَنَّث غَائِبْ বহছ مُضَارِعْ مَعْرُوْف বাব ضَرَبَ মাসদার لَيْنٌ মূলবর্ণ (ل - ى - ن) জিনস اَجْوَف يَائِىٌّ অর্থ- কোমল হয়ে পড়ে।

هَادٍ : সীগাহ وَاحِدْ مُذَكَّرْ বহছ اِسْم فَاعِلْ বাব ضَرَبَ মাসদার هِدَايَةٌ মূলবর্ণ (ه - د - ى) জিনস نَاقِص يَائِىٌّ অর্থ- পথপ্রদর্শক।

يَتَّقِىْ : সীগাহ وَاحِد مُذَكَّر غَائِبْ বহছ مُضَارِعْ مَعْرُوْف বাব اِفْتِعَالٌ মাসদার اِتِّقَاءٌ মূলবর্ণ (و - ق - ى) জিনস لَفِيْف مَفْرُوْق অর্থ- ঢাল বানাবে। রক্ষা করবে।

اَذَاقَ : সীগাহ وَاحِد مُذَكَّر غَائِبْ বহছ مَاضِى مَعْرُوف বাব اِفْعَالٌ মাসদার اِذَاقَةٌ মূলবর্ণ (ذ - و - ق) জিনস اَجْوَف وَاوِىٌّ অর্থ- আস্বাদন করিয়ে ছিলেন।

يَتَذَكَّرُوْنَ : সীগাহ جَمْع مُذَكَّر غَائِبْ বহছ مُضَارِعْ مَعْرُوْف বাব تَفَعُّلْ মাসদার تَذَكُّرٌ মূলবর্ণ (ذ - ك - ر) জিনস صَحِيْح অর্থ- যেন তারা উপদেশ গ্রহণ করে।

يَتَّقُوْنَ : সীগাহ جَمْع مُذَكَّر غَائِبْ বহছ مُضَارِعْ مَعْرُوْف বাব اِفْتِعَالْ মাসদার اَلْاِتِّقَاءَ মূলবর্ণ (و - ق - ى) জিনস لَفِيْف مَفْرُوْق অর্থ- যেন তারা ভীত হয়।

مُتَشَاكِسُوْنَ : সীগাহ جَمْع مُذَكَّرْ বহছ اِسْم فَاعِلْ বাব تَفَاعُلْ মাসদার اَلتَّشَاكُس মূলবর্ণ (س - ك - س) জিনস صَحِيْح অর্থ- পরস্পর বিরোধী।

تَخْتَصِمُوْنَ : সীগাহ جَمْع مُذَكَّر حَاضِرْ বহছ مُضَارِعْ مَعْرُوْف বাব اِفْتِعَالٌ মাসদার اَلْاِخْتِصَامَ মূলবর্ণ (خ - ص - م) জিনস صَحِيْح অর্থ- মকদ্দমা পেশ করবে।

বাক্য বিশ্লেষণ :

تَقْشَعِرُّ مِنْهُ جُلُوْدُ الَّذِيْنَ يَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ ثُمَّ تَلِيْنُ جُلُوْدُهُمْ وَقُلُوْبُهُمْ اِلٰى ذِكْرِ اللّٰهِ : এখানে تَقْشَعِرُّ বাক্য টি পূর্বোল্লিখিত كِتٰبًا -এর তৃতীয় সিফত হয়েছে। আর مِنْهُ টা تَقْشَعِرُّ -এর সাথে مُتَعَلِّقْ হয়েছে। আর جُلُوْدُ হলো ফায়েল اَلَّذِيْنَ ইসমে মাওসূল يَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ হলো সেলাহ। ثُمَّ হরফে আতফ যা تَرَاخِىْ -এর জন্য হয়েছে। تَلِيْنُ ফে'ল আর جُلُوْدُهُمْ ফায়েল। আর وَاوْ হরফে আতফএবং قُلُوْبُهُمْ টা جُلُوْدُهُمْ -এর উপর আতফ হয়েছে। আর اِلٰى ذِكْرِ اللّٰهِ টা تَلِيْنُ -এর সাথে مُتَعَلِّقْ হয়েছে। –[ই'রাবুল কুরআন ৬ষ্ঠ খণ্ড; পৃ. ৫০৬]

https://e-ilm.weebly.com/

পারা : ২৪

৩২. অনন্তর সে ব্যক্তি অপেক্ষা বড় জালেম আর কে হবে? যে আল্লাহর প্রতি মিথ্যারোপ করে? আর মিথ্যা সাব্যস্ত করে সত্যবাণী (কুরআন)-কে, যখন তা তাদের নিকট উপনীত হয়; এরূপ কাফেরদের আবাসস্থল কি জাহান্নাম হবে না?	فَمَنْ اَظْلَمُ مِمَّنْ كَذَبَ عَلَى اللّٰهِ وَكَذَّبَ بِالصِّدْقِ اِذْ جَآءَهٗ ؕ اَلَيْسَ فِىْ جَهَنَّمَ مَثْوًى لِّلْكٰفِرِيْنَ ﴿٣٢﴾
৩৩. আর যারা সত্যবাণী নিয়ে এসেছে এবং তাকে সত্য বলে বিশ্বাস করেছে, তারাই পরহেজগার।	وَالَّذِىْ جَآءَ بِالصِّدْقِ وَصَدَّقَ بِهٖۤ اُولٰٓئِكَ هُمُ الْمُتَّقُوْنَ ﴿٣٣﴾
৩৪. তারা যা কিছু চাইবে, তার সব কিছুই তাদের জন্য তাদের প্রতিপালকের নিকট রয়েছে; এটাই হচ্ছে নেককারদের প্রতিদান।	لَهُمْ مَّا يَشَآءُوْنَ عِنْدَ رَبِّهِمْ ؕ ذٰلِكَ جَزٰٓؤُا الْمُحْسِنِيْنَ ﴿٣٤﴾
৩৫. যেন আল্লাহ তা'আলা তাদের থেকে তাদের মন্দ কার্যসমূহ দূর করে দেন এবং তাদের নেক আমলের বিনিময়ে তাদেরকে তার ছওয়াব প্রদান করেন।	لِيُكَفِّرَ اللّٰهُ عَنْهُمْ اَسْوَاَ الَّذِىْ عَمِلُوْا وَيَجْزِيَهُمْ اَجْرَهُمْ بِاَحْسَنِ الَّذِىْ كَانُوْا يَعْمَلُوْنَ ﴿٣٥﴾
৩৬. আল্লাহ্ তা'আলা কি তার বান্দার (হেফাজতের) জন্য যথেষ্ট নন? আর তারা আপনাকে আল্লাহ্ ব্যতীত ঐ সকল (দেবতাগণ) হতে ভয় প্রদর্শন করছে; আর আল্লাহ্ যাকে পথভ্রষ্ট করেন, তার কোনো পথ-প্রদর্শক নেই।	اَلَيْسَ اللّٰهُ بِكَافٍ عَبْدَهٗ ؕ وَيُخَوِّفُوْنَكَ بِالَّذِيْنَ مِنْ دُوْنِهٖ ؕ وَمَنْ يُّضْلِلِ اللّٰهُ فَمَا لَهٗ مِنْ هَادٍ ﴿٣٦﴾

শাব্দিক অনুবাদ :

৩২. فَمَنْ اَظْلَمُ অনন্তর সে ব্যক্তি অপেক্ষা বড় জালেম আর কে হবে مِمَّنْ كَذَبَ عَلَى اللّٰهِ যে আল্লাহর প্রতি মিথ্যারোপ করে وَكَذَّبَ بِالصِّدْقِ আর মিথ্যা সাব্যস্ত করে সত্যবাণী (কুরআন) –কে اِذْ جَآءَهٗ যখন তা তাদের নিকট উপনীত হয় اَلَيْسَ فِىْ جَهَنَّمَ জাহান্নাম কি হবে না مَثْوًى لِّلْكٰفِرِيْنَ এরূপ কাফেরদের জন্য অবাসস্থল।

৩৩. وَالَّذِىْ جَآءَ بِالصِّدْقِ আর যারা সত্যবাণী নিয়ে এসেছে وَصَدَّقَ بِهٖ এবং তাকে সত্য বলে বিশ্বাস করেছে اُولٰٓئِكَ هُمُ الْمُتَّقُوْنَ তারাই পরহেজগার।

৩৪. لَهُمْ مَّا يَشَآءُوْنَ তারা যা কিছু চাইবে তার সব কিছুই তাদের জন্য রয়েছে عِنْدَ رَبِّهِمْ তাদের প্রতিপালকের নিকট ذٰلِكَ جَزٰٓؤُا الْمُحْسِنِيْنَ এটাই হচ্ছে নেককারদের প্রতিদান।

৩৫. لِيُكَفِّرَ اللّٰهُ عَنْهُمْ যেন আল্লাহ তা'আলা তাদের থেকে দূর করে দেন اَسْوَاَ الَّذِىْ عَمِلُوْا তাদের মন্দ কার্যসমূহ وَيَجْزِيَهُمْ اَجْرَهُمْ এবং তাদের কে তার ছওয়াব প্রদান করেন بِاَحْسَنِ الَّذِىْ كَانُوْا يَعْمَلُوْنَ তাদের নেক আমলের বিনিময়ে।

৩৬. اَلَيْسَ اللّٰهُ بِكَافٍ আল্লাহ তা'আলা কি যথেষ্ট নন عَبْدَهٗ তার বান্দার (হেফাজতের) জন্য وَيُخَوِّفُوْنَكَ আর তারা আপনাকে ভয় প্রদর্শন করছে بِالَّذِيْنَ مِنْ دُوْنِهٖ আল্লাহ ব্যতীত ঐ সকল (দেবতাদের) থেকে وَمَنْ يُّضْلِلِ اللّٰهُ আর আল্লাহ যাকে পথভ্রষ্ট করেন فَمَا لَهٗ مِنْ هَادٍ তার কোনো পথপ্রদর্শক নেই।

https://e-ilm.weebly.com/

وَمَنْ يَّهْدِ اللّٰهُ فَمَا لَهٗ مِنْ مُّضِلٍّ ؕ اَلَيْسَ اللّٰهُ بِعَزِيْزٍ ذِى انْتِقَامٍ ﴿۳۷﴾

৩৭. আর যাকে তিনি হেদায়েত দান করেন তাকে কেউই পথভ্রষ্টকারী নেই; আল্লাহ কি পরাক্রমশালী প্রতিশোধ গ্রহণকারী নন?

وَلَئِنْ سَاَلْتَهُمْ مَّنْ خَلَقَ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضَ لَيَقُوْلُنَّ اللّٰهُ ؕ قُلْ اَفَرَءَيْتُمْ مَّا تَدْعُوْنَ مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ اِنْ اَرَادَنِىَ اللّٰهُ بِضُرٍّ هَلْ هُنَّ كٰشِفٰتُ ضُرِّهٖۤ اَوْ اَرَادَنِىْ بِرَحْمَةٍ هَلْ هُنَّ مُمْسِكٰتُ رَحْمَتِهٖ ؕ قُلْ حَسْبِىَ اللّٰهُ ؕ عَلَيْهِ يَتَوَكَّلُ الْمُتَوَكِّلُوْنَ ﴿۳۸﴾

৩৮. আর যদি আপনি তাদেরকে জিজ্ঞাসা করেন যে, আসমানসমূহ ও জমিনকে কে সৃষ্টি করেছে? তবে তারা এটাই বলবে যে, আল্লাহ; আপনি বলুন, আচ্ছা! তবে বল তো, আল্লাহ্ ভিন্ন তোমরা যে সমস্ত মা'বূদের উপাসনা করছ, যদি আল্লাহ্ আমাকে কোনো কষ্ট দিতে চান, তবে কি এই মা'বূদরা তাঁর প্রদত্ত সে কষ্টকে দূর করতে পারবে? কিংবা যদি আল্লাহ্ আমার উপর অনুগ্রহ করতে চান, তবে কি এ মা'বূদরা তার সে অনুগ্রহ প্রতিরোধ করতে পারবে? আপনি বলুন, আল্লাহই আমার জন্য যথেষ্ট; নির্ভরকারীগণ তাঁরই উপর নির্ভর করে থাকে।

قُلْ يٰقَوْمِ اعْمَلُوْا عَلٰى مَكَانَتِكُمْ اِنِّىْ عَامِلٌ ۚ فَسَوْفَ تَعْلَمُوْنَ ﴿۳۹﴾

৩৯. আপনি বলুন, হে আমার সম্প্রদায়! তোমরা তোমাদের অবস্থায় কাজ করতে থাক, আমিও (আমার রীতি অনুযায়ী) কাজ করছি, অনন্তর অচিরেই তোমরা জানতে পারবে।

مَنْ يَّاْتِيْهِ عَذَابٌ يُّخْزِيْهِ وَيَحِلُّ عَلَيْهِ عَذَابٌ مُّقِيْمٌ ﴿۴۰﴾

৪০. সে কে? যার উপর এমন আজাব আগত প্রায়, যা তাকে লাঞ্ছিত করে দিবে এবং (মৃত্যুর পর) তার উপর স্থায়ী আজাব নিপতিত হবে।

শাব্দিক অনুবাদ :

৩৭. وَمَنْ يَّهْدِ اللّٰهُ আর যাকে আল্লাহ হেদায়েত করেন فَمَا لَهٗ مِنْ مُّضِلٍّ তাকে কেউই পথভ্রষ্টকারী নেই اَلَيْسَ اللّٰهُ بِعَزِيْزٍ ذِى انْتِقَامٍ আল্লাহ কি পরাক্রমশালী প্রতিশোধ গ্রহণকারী নন।

৩৮. وَلَئِنْ سَاَلْتَهُمْ আর যদি আপনি তাদেরকে জিজ্ঞাসা করেন مَّنْ خَلَقَ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضَ যে আসমানসমূহ ও জমিনকে কে সৃষ্টি করেছে لَيَقُوْلُنَّ اللّٰهُ তবে তারা এটাই বলবে যে, আল্লাহ قُلْ আপনি বলুন اَفَرَءَيْتُمْ আচ্ছা তবে বল তো مَّا تَدْعُوْنَ مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ আল্লাহ ভিন্ন তোমরা যে সমস্ত মা'বূদের উপাসনা করছ اِنْ اَرَادَنِىَ اللّٰهُ بِضُرٍّ যদি আল্লাহ আমাকে কোনো কষ্ট দিতে চান هَلْ هُنَّ كٰشِفٰتُ ضُرِّهٖ তবে কি এই মা'বূদরা তার প্রদত্ত কষ্টকে দূর করতে পারবে? اَوْ اَرَادَنِىْ بِرَحْمَةٍ কিংবা যদি আল্লাহ্ আমার উপর অনুগ্রহ করতে চান هَلْ هُنَّ مُمْسِكٰتُ رَحْمَتِهٖ তবে কি এই মা'বূদরা তার সেই অনুগ্রহ প্রতিরোধ করতে পারে? قُلْ আপনি বলুন حَسْبِىَ اللّٰهُ আল্লাহই আমার জন্য যথেষ্ট عَلَيْهِ يَتَوَكَّلُ الْمُتَوَكِّلُوْنَ নির্ভরকারীগণ তাঁরই উপর নির্ভর করে থাকে।

৩৯. قُلْ আপনি বলুন يٰقَوْمِ হে আমার সম্প্রদায়! اعْمَلُوْا عَلٰى مَكَانَتِكُمْ তোমরা তোমাদের অবস্থায় কাজ করতে থাক اِنِّىْ عَامِلٌ আমিও (আমার রীতি অনুযায়ী) কাজ করছি فَسَوْفَ تَعْلَمُوْنَ অনন্তর অচিরেই তোমরা জানতে পারবে।

৪০. مَنْ يَّاْتِيْهِ عَذَابٌ সে কে? যার উপর এমন আজাব আগতপ্রায় يُّخْزِيْهِ যা তাকে লাঞ্ছিত করে দেবে وَيَحِلُّ عَلَيْهِ عَذَابٌ مُّقِيْمٌ এবং (মৃত্যুর পর) তার উপর স্থায়ী আজাব নিপতিত হবে।

https://e-ilm.weebly.com/

https://e-ilm.weebly.com/

https://e-ilm.weebly.com/

৪১. আমি মানুষের (উপকারের) জন্য আপনার প্রতি এ কিতাব অবতীর্ণ করেছি, যা সত্যের বাহক, সুতরাং যে সুপথ অবলম্বন করবে, সে নিজেরই হিতের জন্য (করবে); আর যে বিপথে থাকবে তার বিপথ গমন তারই উপর বর্তাবে, আর আপনাকে তাদের উপর দায়গ্রস্ত অধিকারী বানানো হয়নি।	إِنَّآ أَنزَلْنَا عَلَيْكَ ٱلْكِتَٰبَ لِلنَّاسِ بِٱلْحَقِّ ۖ فَمَنِ ٱهْتَدَىٰ فَلِنَفْسِهِۦ ۖ وَمَن ضَلَّ فَإِنَّمَا يَضِلُّ عَلَيْهَا ۖ وَمَآ أَنتَ عَلَيْهِم بِوَكِيلٍ ﴿٤١﴾
৪২. আল্লাহ্ আত্মাসমূহকে কবজ করে থাকেন তাদের মৃত্যুকালে, আর সে আত্মাসমূহকেও যাদের মৃত্যুকাল আসেনি– তাদের নিদ্রিত অবস্থায়, অনন্তর সে আত্মাসমূহকে (দেহে ফিরিয়ে আসা হতে) নিবৃত্ত রাখেন– যাদের প্রতি মৃত্যুর আদেশ হয়েছে, আর অবশিষ্ট আত্মাগুলোকে অবকাশ দেন, এক নির্দিষ্ট কাল (অর্থাৎ আয়ুষ্কাল) পর্যন্ত; এতে বহু প্রমাণ রয়েছে চিন্তাশীল লোকদের জন্য।	ٱللَّهُ يَتَوَفَّى ٱلْأَنفُسَ حِينَ مَوْتِهَا وَٱلَّتِى لَمْ تَمُتْ فِى مَنَامِهَا ۖ فَيُمْسِكُ ٱلَّتِى قَضَىٰ عَلَيْهَا ٱلْمَوْتَ وَيُرْسِلُ ٱلْأُخْرَىٰٓ إِلَىٰٓ أَجَلٍ مُّسَمًّى ۚ إِنَّ فِى ذَٰلِكَ لَءَايَٰتٍ لِّقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿٤٢﴾
৪৩. হাঁ, (এতদসত্ত্বেও) তারা কি আল্লাহ ভিন্ন অন্যান্যকে (উপাস্য) সাব্যস্ত করে রেখেছে– যারা সুপারিশ করবে? আপনি বলে দিন, যদিও এরা (কল্পিত সুপারিশকারীরা) কোনো ক্ষমতা না রাখে এবং কোনো জ্ঞানই না রাখে, তবুও কি?	أَمِ ٱتَّخَذُوا۟ مِن دُونِ ٱللَّهِ شُفَعَآءَ ۚ قُلْ أَوَلَوْ كَانُوا۟ لَا يَمْلِكُونَ شَيْـًٔا وَلَا يَعْقِلُونَ ﴿٤٣﴾

শাব্দিক অনুবাদ :

৪১. إِنَّآ أَنزَلْنَآ إِلَيْكَ আমি আপনার প্রতি অবতীর্ণ করেছি ٱلْكِتَٰبَ এই কিতাব لِلنَّاسِ মানুষের (উপকারের) জন্য بِٱلْحَقِّ যা সত্যের বাহক فَمَنِ ٱهْتَدَىٰ সুতরাং যে সুপথ অবলম্বন করবে فَلِنَفْسِهِۦ সে নিজেরই হিতের জন্য (করবে) وَمَن ضَلَّ আর যে বিপথে থাকবে فَإِنَّمَا يَضِلُّ عَلَيْهَا তার বিপথ গমন তার উপরই বর্তাবে وَمَآ أَنتَ عَلَيْهِم بِوَكِيلٍ আর আপনাকে তাদের উপর দায়গ্রস্ত অধিকারী বানানো হয়নি।

৪২. ٱللَّهُ يَتَوَفَّى ٱلْأَنفُسَ আল্লাহ আত্মাসমূহকে কবজ করে থাকেন حِينَ مَوْتِهَا তাদের মৃত্যুকালে وَٱلَّتِى لَمْ تَمُتْ আর সেই আত্মাসমূকেও যাদের মৃত্যুকাল আসেনি فِى مَنَامِهَا তাদের নিদ্রিত অবস্থায় فَيُمْسِكُ ٱلَّتِى অনন্তর সেই আত্মাসমূহকে (দেহে ফিরে আসা থেকে) নিবৃত্ত রাখেন قَضَىٰ عَلَيْهَا ٱلْمَوْتَ যাদের প্রতি মৃত্যুর আদেশ হয়েছে وَيُرْسِلُ ٱلْأُخْرَىٰٓ আর অবশিষ্ট আত্মাগুলোকে অবকাশ দেন إِلَىٰٓ أَجَلٍ مُّسَمًّى এক নির্দিষ্ট কাল পর্যন্ত إِنَّ فِى ذَٰلِكَ لَءَايَٰتٍ এতে বহু প্রমাণ রয়েছে لِّقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ চিন্তাশীল লোকদের জন্য।

৪৩. أَمِ ٱتَّخَذُوا۟ مِن دُونِ ٱللَّهِ হ্যাঁ, (এতদসত্ত্বেও) তারা কি আল্লাহ ভিন্ন অন্যান্যকে (উপাস্য) সাব্যস্ত করে রেখেছে شُفَعَآءَ যারা সুপারিশ করবে قُلْ আপনি বলে দিন أَوَلَوْ كَانُوا۟ لَا يَمْلِكُونَ شَيْـًٔا যদিও এরা কোনোও ক্ষমতা না রাখে وَلَا يَعْقِلُونَ এবং কোনো জ্ঞানই না রাখে, তবুও কি?

https://e-ilm.weebly.com/

৪৪. আপনি বলে দিন যে, সুপারিশ করা তো সম্যকরূপে আল্লাহরই এখতিয়ারে; আসমানসমূহের ও জমিনের রাজত্ব তাঁরই জন্য; অনন্তর তোমরা তাঁরই দিকে ফিরে যাবে।	قُلْ لِّلّٰهِ الشَّفَاعَةُ جَمِيْعًا ۗ لَهٗ مُلْكُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ ۗ ثُمَّ اِلَيْهِ تُرْجَعُوْنَ ﴿٤٤﴾
৪৫. আর যখন এককভাবে আল্লাহর উল্লেখ করা হয় (যে, তিনিই একমাত্র মা'বূদ), তখন তাদের অন্তরগুলো সংকুচিত হয়ে পড়ে– যারা পরলোকের প্রতি বিশ্বাস রাখে না, আর যখন আল্লাহ ভিন্ন অন্যান্যদের উল্লেখ করা হয়, তখন অমনি তারা প্রফুল্ল হয়ে উঠে।	وَاِذَا ذُكِرَ اللّٰهُ وَحْدَهُ اشْمَاَزَّتْ قُلُوْبُ الَّذِيْنَ لَا يُؤْمِنُوْنَ بِالْاٰخِرَةِ ۚ وَاِذَا ذُكِرَ الَّذِيْنَ مِنْ دُوْنِهٖٓ اِذَا هُمْ يَسْتَبْشِرُوْنَ ﴿٤٥﴾
৪৬. আপনি বলুন, হে আল্লাহ্! আসমানসমূহ ও জমিনের সৃষ্টিকর্তা! প্রকাশ্য ও গুপ্তের জ্ঞাতা! আপনিই (কিয়ামত-দিবসে) নিজ বান্দাগণের মধ্যে সে সমস্ত বিষয়ের ফয়সালা করে দিবেন, যেগুলোতে তারা মতভেদ করত।	قُلِ اللّٰهُمَّ فَاطِرَ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ عٰلِمَ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ اَنْتَ تَحْكُمُ بَيْنَ عِبَادِكَ فِيْ مَا كَانُوْا فِيْهِ يَخْتَلِفُوْنَ ﴿٤٦﴾
৪৭. আর যদি অত্যাচারী (কাফের)-দের নিকট সমগ্র পৃথিবীর যাবতীয় বস্তুও বিদ্যমান থাকে এবং তার সাথে তৎপরিমাণ বস্তু আরও হয়, তবুও তারা (দ্বিধাহীনভাবে তা) প্রদান করতে প্রস্তুত হবে কিয়ামত-দিবসে কঠোর আজাব হতে পরিত্রাণ পাওয়ার উদ্দেশ্যে; আর আল্লাহর পক্ষ হতে তাদের সম্মুখে এমন ব্যাপার উপস্থিত হবে, যার ধারণাও তাদের ছিল না।	وَلَوْ اَنَّ لِلَّذِيْنَ ظَلَمُوْا مَا فِي الْاَرْضِ جَمِيْعًا وَّمِثْلَهٗ مَعَهٗ لَافْتَدَوْا بِهٖ مِنْ سُوْٓءِ الْعَذَابِ يَوْمَ الْقِيٰمَةِ ۗ وَبَدَا لَهُمْ مِّنَ اللّٰهِ مَا لَمْ يَكُوْنُوْا يَحْتَسِبُوْنَ ﴿٤٧﴾

শাব্দিক অনুবাদ :

৪৪. قُلْ আপনি বলে দিন যে لِّلّٰهِ الشَّفَاعَةُ جَمِيْعًا সুপারিশ করা তো সম্যকরূপে আল্লাহরই এখতিয়ারে لَهٗ مُلْكُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ আসমানসমূহের ও জমিনের রাজত্ব তাঁরই জন্য ثُمَّ اِلَيْهِ تُرْجَعُوْنَ অনন্তর তোমরা তাঁরই দিকে ফিরে যাবে।

৪৫. وَاِذَا ذُكِرَ اللّٰهُ وَحْدَهُ আর যখন এককভাবে আল্লাহর উল্লেখ করা হয় اشْمَاَزَّتْ قُلُوْبُ তখন তাদের অন্তরগুলো সংকুচিত হয়ে পড়ে الَّذِيْنَ لَا يُؤْمِنُوْنَ بِالْاٰخِرَةِ যারা পরকালের প্রতি বিশ্বাস রাখেনা وَاِذَا ذُكِرَ الَّذِيْنَ مِنْ دُوْنِهٖ আর যখন আল্লাহ ভিন্ন অন্যান্যদের কথা উল্লেখ করা হয় اِذَا هُمْ يَسْتَبْشِرُوْنَ তখন অমনি তারা প্রফুল্ল হয়ে উঠে।

৪৬. قُلْ আপনি বলুন اللّٰهُمَّ হে আল্লাহ فَاطِرَ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ আসমানসমূহ ও জমিনের সৃষ্টিকর্তা عٰلِمَ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ প্রকাশ্য ও গুপ্তের জ্ঞাতা اَنْتَ تَحْكُمُ আপনি সে সমস্ত বিষয়ের ফয়সালা করে দেন بَيْنَ عِبَادِكَ নিজ বান্দাগণের মধ্যে فِيْ مَا كَانُوْا فِيْهِ يَخْتَلِفُوْنَ যে গুলোতে তারা মতভেদ করত।

৪৭. وَلَوْ اَنَّ لِلَّذِيْنَ ظَلَمُوْا আর যদি অত্যাচারী (কাফের) দের নিকট বিদ্যমান থাকে مَا فِي الْاَرْضِ جَمِيْعًا সমগ্র পৃথিবীর যাবতীয় বস্তুও وَّمِثْلَهٗ مَعَهٗ এবং তার সাথে তৎপরিমাণ বস্তু আরও হয় لَافْتَدَوْا بِهٖ তবুও তারা (দ্বিধাহীনভাবে তা) প্রদান করতে প্রস্তুত হবে مِنْ سُوْٓءِ الْعَذَابِ কঠোর আজাব হতে পরিত্রাণ পাওয়ার উদ্দেশ্যে يَوْمَ الْقِيٰمَةِ কিয়ামত দিবসে وَبَدَا لَهُمْ مِّنَ اللّٰهِ আর আল্লাহর পক্ষ থেকে তাদের সম্মুখে এমন ব্যাপার উপস্থিত হবে مَا لَمْ يَكُوْنُوْا يَحْتَسِبُوْنَ যার ধারণাও তাদের ছিল না।

https://e-ilm.weebly.com/

https://e-ilm.weebly.com/

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

মৃত্যু ও নিদ্রাকালীন প্রাণ হরণের পার্থক্য : اَللّٰهُ يَتَوَفَّى الْاَنْفُسَ حِيْنَ مَوْتِهَا وَالَّتِيْ لَمْ تَمُتْ فِيْ مَنَامِهَا - تَوَفِّىْ এর শাব্দিক অর্থ নেওয়া ও করায়ত্ত করা। আলোচ্য আয়াতে আল্লাহ বলেন, প্রাণীদের প্রাণ সর্বাবস্থায় ও সর্বক্ষণই আল্লাহ তা'আলার আয়ত্তাধীন। তিনি যখন ইচ্ছা তা হরণ করতে ও ফিরিয়ে নিতে পারেন। আল্লাহ তা'আলার এ কুদরত প্রত্যেক প্রাণীই প্রত্যহ দেখে ও অনুভব করে। নিদ্রার সময় তার প্রাণ আল্লাহ তা'আলার এক প্রকার করায়ত্তে চলে যায় এবং জাগ্রত হওয়ার পর ফিরে পায়। অবশেষে এমন এক সময় আসবে, যখন তা সম্পূর্ণ করায়ত্ত হয়ে যাবে এবং ফিরে পাওয়া যাবে না।

তাফসীরে মাযহারীতে আছে, প্রাণ হরণ করার অর্থ তার সম্পর্ক দেহ থেকে বিচ্ছিন্ন করে দেওয়া। কখনও বাহ্যিক ও আভ্যন্তরীণ সবদিক দিয়ে বিচ্ছিন্ন করে দেওয়া হয়, এরই নাম মৃত্যু। আবার কখনও শুধু বাহ্যিকভাবে বিচ্ছিন্ন করা হয়। অভ্যন্তরীণভাবে যোগাযোগ থাকে। এর ফলে কেবল বাহ্যিকভাবে জীবনের লক্ষণ, চেতনা ও ইচ্ছাভিত্তিক নড়াচড়ার শক্তি বিচ্ছিন্ন করে দেওয়া হয় এবং অভ্যন্তরীণ দিক দিয়ে দেহের সাথে প্রাণের সম্পর্ক বাকি থাকে। ফলে সে শ্বাস গ্রহণ করে ও জীবিত থাকে। এটা এভাবে করা হয় যে, মানুষের প্রাণকে 'আলমে মিছাল' অধ্যয়নের দিকে নিবিষ্ট করে এ জগৎ থেকে বিমুখ ও নিষ্ক্রিয় করে দেওয়া হয়, যাতে মানুষ পরিপূর্ণ আরাম লাভ করতে পারে। যখন অভ্যন্তরীণ সম্পর্কও বিচ্ছিন্ন করে দেওয়া হয়, তখন দেহের জীবন সম্পূর্ণরূপে খতম হয়ে যায়।

আলোচ্য আয়াতে تَوَفِّىْ শব্দটি উপরিউক্ত উভয় প্রকার প্রাণ হরণের অর্থকেই অন্তর্ভুক্ত করে। মৃত্যু ও নিদ্রার উপরিউক্ত পার্থক্যের সমর্থন হযরত আলী (রা.)-এর এক উক্তি থেকেও পাওয়া যায়। তিনি বলেন, 'নিদ্রার সময় মানুষের প্রাণ তার দেহ থেকে বের হয়ে যায়, কিন্তু প্রাণের একটি রেশ দেহে বাকি থাকে। ফলে মানুষ জীবিত থাকে। এ রেশের মাধ্যমেই সে স্বপ্ন দেখে। এ স্বপ্ন আলমে মিছালের দিকে প্রাণের নিবিষ্ট থাকা অবস্থায় দেখা হলে তা সত্য স্বপ্ন হয় এবং সেদিক থেকে দেহের দিকে ফিরে আসার সময় দেখলে তাতে শয়তানের কারসাজি শামিল হয়ে যায়। ফলে সেটা সত্য স্বপ্ন থাকে না।' তিনি আরও বলেন, 'নিদ্রাবস্থায় প্রাণ দেহে থেকে বেরিয়ে যায়; কিন্তু জাগরণের সময় এক নিমেষের চেয়েও কম সময়ে দেহে ফিরে আসে।

قُلِ اللّٰهُمَّ فَاطِرَ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ –সহীহ মুসলিমের রেওয়ায়েতে হযরত আব্দুর রহমান ইবনে আওফ (রা.) বলেন, আমি হযরত আয়েশা (রা.)-কে জিজ্ঞেস করলাম, রাসূলুল্লাহ ﷺ তাহাজ্জুদের নামাজ কিসের দ্বারা শুরু করতেন? তিনি বললেন, তিনি যখন তাহাজ্জুদের জন্যে উঠতেন, তখন এ দোয়া পাঠ করতেন :

اَللّٰهُمَّ رَبَّ جِبْرِيْلَ وَمِيْكَائِيْلَ وَاِسْرَافِيْلَ فَاطِرَ السَّمَاوَاتِ وَالْاَرْضِ عَالِمَ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ اَنْتَ تَحْكُمُ بَيْنَ عِبَادِكَ فِيْمَا كَانُوْا فِيْهِ يَخْتَلِفُوْنَ اِهْدِنِيْ لِمَا اخْتُلِفَ فِيْهِ مِنَ الْحَقِّ بِاِذْنِكَ اِنَّكَ تَهْدِيْ مَنْ تَشَاءُ اِلٰى صِرَاطٍ مُّسْتَقِيْمٍ.

হযরত সায়ীদ ইবনে জুবায়ের (র.) বলেন, আমি কুরআন পাকের এমন এক আয়াত জানি যা পাঠ করে দোয়া করলে সে দোয়া কবুল হয়। অতঃপর তিনি এ আয়াত পাঠ করলেন : اَللّٰهُمَّ فَاطِرَ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ -[কুরতুবী]

وَبَدَا لَهُمْ مِّنَ اللّٰهِ مَالَمْ يَكُوْنُوْا يَحْتَسِبُوْنَ হযরত সুফিয়ান ছাওরী (র.) এ আয়াত পাঠ করে বললেন, ধ্বংস হোক লোক দেখানো ইবাদতকারীরা, ধ্বংস হোক লোক দেখানো ইবাদতকারীরা, এ আয়াত তাদের সম্পর্কেই, যারা দুনিয়াতে মানুষকে দেখানোর জন্যে সৎকর্ম করত এবং লোকেরাও তাদেরকে সৎ মনে করত। তারা ধোঁকায় ছিল যে, এসব সৎকর্ম পরকালে তাদের মুক্তির উপায় হবে; কিন্তু এগুলোতে যেহেতু নিষ্ঠা ছিল না, তাই আল্লাহর কাছে এরূপ সৎকর্মের কোনো পুরস্কার ও ছওয়াব নেই। ফলে পরকালে তাদের ধারণার বিপরীতে শাস্তি হতে থাকবে। -[কুরতুবী]

সাহাবায়ে কেরামের পরস্পরিক বাদানুবাদ সম্পর্কে একটি গুরুত্বপূর্ণ পথনির্দেশ : হযরত রবী ইবনে খাইসামকে কেউ হযরত হোসাইন (রা.)-এর শাহাদত সম্পর্কে প্রশ্ন করলে তিনি এক দীর্ঘশ্বাস ছেড়ে قُلِ اللّٰهُمَّ فَاطِرَ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ عَالِمَ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ اَنْتَ تَحْكُمُ بَيْنَ عِبَادِكَ আয়াতখানি তেলাওয়াত করলেন, অতঃপর বললেন : সাহাবায়ে কেরামের পারস্পরিক মতবিরোধ সম্পর্কে যখন তোমার মনে খট্‌কা দেখা দেয়, তখন এ আয়াত পাঠ করে নিও। – রূহুল মা'আনী এই ঘটনা বর্ণনা করে বলেন : এটি একটি বিরাট আদব ও শিক্ষা। এটা সদাসর্বদা মনে রাখা উচিত।

শব্দ বিশ্লেষণ :

اِهْتَدٰى : সীগাহ وَاحِدْ مُذَكَّر غَائِبْ বহছ مَاضِىْ مَعْرُوْف বাব اِفْتِعَالْ মাসদার اِهْتِدَاءٌ মূলবর্ণ (ه ـ د ـ ى) জিনস نَاقِص يَائِىْ অর্থ- সুপথ অবলম্বন করেছে।

يَتَوَفّٰى : সীগাহ وَاحِدْ مُذَكَّر غَائِبْ বহছ مُضَارِع مَعْرُوْف বাব تَفَعُّلْ মাসদার تَوَفِّىْ মূলবর্ণ (و ـ ف ـ ى) জিনস لَفِيْف مَفْرُوْق অর্থ- কবজ করে থাকেন।

اَنْفُسٌ : বহুবচন, একবচন نَفْسٌ অর্থ-আত্মাসমূহ।

حِيْنَ : একবচন, বহুবচন اَحْيَانٌ অর্থ- কাল; সময়; যুগ।

لَمْ تَمُتْ : সীগাহ وَاحِدْ مُؤَنَّث غَائِبْ বহছ مُضَارِع مَعْرُوْف বাব نَصَرَ মাসদার مَوْتٌ মূলবর্ণ (م ـ و ـ ت) জিনস اَجْوَف وَاوِىْ অর্থ- মৃত্যুকাল আসেনি।

مَنَامٌ : সীগাহ وَاحِدٌ বহছ اِسْم ظَرْف বাব سَمِعَ মাসদার نَوْمٌ. نِيَامٌ মূলবর্ণ (ن ـ و ـ م) জিনস اجوف واوى অর্থ- নিদ্রিত অবস্থায়।

اَجَلٌ : একবচন, বহুবচন اٰجَالٌ অর্থ- কাল।

اِتَّخَذُوْا : সীগাহ جَمْع مُذَكَّر غَائِبْ বহছ فِعْل مَاضِىْ مَعْرُوْف বাব اِفْتِعَالْ মাসদার اِتِّخَاذٌ মূলবর্ণ (أ ـ خ ـ ذ) জিনস مَهْمُوْز فَاء অর্থ- সাব্যস্ত করে রেখেছে।

لَايَعْقِلُوْنَ : সীগাহ جَمْع مُذَكَّر غَائِبْ বহছ مُضَارِع مَنْفِىْ مَعْرُوْف বাব ضَرَبَ মাসদার اَلْعَقْلُ মূলবর্ণ (ع ـ ق ـ ل) জিনস صَحِيْح অর্থ- তারা কোনো জ্ঞান রাখে না।

اِشْمَأَزَّتْ : সীগাহ وَاحِدْ مُؤَنَّث غَائِبْ বহছ فِعْل مَاضِىْ مَعْرُوْف বাব اِفْعِلَّالٌ মাসদার اِشْمِئْزَازٌ মূলবর্ণ (ش ـ م ـ ء ـ ز) জিনস مَهْمُوْز لَامْ অর্থ- সংকুচিত হয়ে পড়ে।

يَسْتَبْشِرُوْنَ : সীগাহ جَمْع مُذَكَّر غَائِبْ বহছ مُضَارِع مَعْرُوْف বাব اِسْتِفْعَالْ মাসদার اِسْتِبْشَارٌ মূলবর্ণ (ب ـ ش ـ ر) জিনস صَحِيْح অর্থ- তারা প্রফুল্ল হয়ে উঠবে।

فَاطِرٌ : সীগাহ وَاحِدْ مُذَكَّرٌ বহছ اِسْم فَاعِلْ বাব نَصَرَ মাসদার فَطْرٌ মূলবর্ণ (ف ـ ط ـ ر) জিনস صَحِيْح অর্থ- সৃষ্টিকর্তা।

اِفْتَدَوْا : সীগাহ جَمْع مُذَكَّر غَائِبْ বহছ مَاضِىْ مَعْرُوْف বাব اِفْتِعَالْ মাসদার اِفْتِدَاءٌ মূলবর্ণ (ف ـ د ـ ى) জিনস نَاقِص يَائِىْ অর্থ- তারা প্রদান করতে প্রস্তুত হবে।

বাক্য বিশ্লেষণ :

اَللّٰهُ يَتَوَفَّى الْاَنْفُسَ حِيْنَ مَوْتِهَا وَالَّتِىْ لَمْ تَمُتْ فِىْ مَنَامِهَا : বাক্যটি اَللّٰهُ হলো مُبْتَدَأ এবং يَتَوَفَّى الْاَنْفُسَ হলো خَبَرْ আর حِيْنَ مَوْتِهَا হলো يَتَوَفّٰى ফে'লের সাথে مُتَعَلِّقْ এবং وَاوْ হলো حَرْف عَطْف ও اَلَّتِىْ অব্যয়টি الْاَنْفُسَ শব্দের উপর مَعْطُوْف এবং لَمْ تَمُتْ فِىْ مَنَامِهَا বাক্যটি হলো صِلَة এবং فِىْ مَنَامِهَا হলো ظَرْف হয়ে يَتَوَفّٰى ক্রিয়ার সাথে مُتَعَلِّقْ। -(ই'রাবুল কুরআন : ৬ষ্ঠ খণ্ড; পৃ. ৫১৯)

https://e-ilm.weebly.com/

৪৮. এবং [তখন] তাদের মন্দ কার্যসমূহ প্রকাশ হয়ে পড়বে, আর যে [আজাব] সম্বন্ধে তারা বিদ্রূপ করত, তা এসে তাদেরকে ঘিরে ফেলবে।	وَبَدَا لَهُمْ سَيِّاٰتُ مَا كَسَبُوْا وَحَاقَ بِهِمْ مَّا كَانُوْا بِهٖ يَسْتَهْزِءُوْنَ ﴿٤٨﴾
৪৯. অতঃপর যখন সেই [মুশরিক] ব্যক্তির উপর কোনো বিপদ পতিত হয়, তখন সে আমাকে ডাকতে থাকে, অতঃপর যখন আমার পক্ষ হতে তাকে কোনো নিয়ামত প্রদান করি, তখন সে বলে তা তো আমি [আমারই] প্রচেষ্টা দ্বারা প্রাপ্ত হয়েছি; বরং সেটা একটি পরীক্ষা, কিন্তু অধিকাংশ মানুষই বুঝে না।	فَاِذَا مَسَّ الْاِنْسَانَ ضُرٌّ دَعَانَا ۫ ثُمَّ اِذَا خَوَّلْنٰهُ نِعْمَةً مِّنَّا ۙ قَالَ اِنَّمَاۤ اُوْتِيْتُهٗ عَلٰى عِلْمٍ ؕ بَلْ هِيَ فِتْنَةٌ وَّلٰكِنَّ اَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُوْنَ ﴿٤٩﴾
৫০. এরূপ কথা তারাও বলেছিল– যারা এদের পূর্বে অতীত হয়েছে, কিন্তু তাদের কৃত কার্যকলাপ তাদের কোনো কাজে আসেনি।	قَدْ قَالَهَا الَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِهِمْ فَمَاۤ اَغْنٰى عَنْهُمْ مَّا كَانُوْا يَكْسِبُوْنَ ﴿٥٠﴾
৫১. বস্তুত তাদের যাবতীয় কুকর্ম [-এর প্রতিফল] তাদের উপর আপতিত হলো; আর এদের [বর্তমানের কাফেরদের] মধ্যে যারা জালিম, তাদের উপরও তাদের অপকর্ম শীঘ্রই আপতিত হবে, আর এরা [আল্লাহকে] পরাভূত করতে পারবে না।	فَاَصَابَهُمْ سَيِّاٰتُ مَا كَسَبُوْا ؕ وَالَّذِيْنَ ظَلَمُوْا مِنْ هٰۤؤُلَآءِ سَيُصِيْبُهُمْ سَيِّاٰتُ مَا كَسَبُوْا ۙ وَمَا هُمْ بِمُعْجِزِيْنَ ﴿٥١﴾

শাব্দিক অনুবাদ :

৪৮. وَبَدَا لَهُمْ سَيِّاٰتُ مَا كَسَبُوْا এবং তাদের মন্দ কার্যসমূহ প্রকাশ হয়ে পড়বে وَحَاقَ بِهِمْ আর তা এসে তাদেরকে ঘিরে ফেলবে مَّا كَانُوْا بِهٖ يَسْتَهْزِءُوْنَ যে (আজাব) সম্বন্ধে তারা বিদ্রূপ করত।

৪৯. فَاِذَا مَسَّ الْاِنْسَانَ ضُرٌّ অতঃপর যখন সেই (মুশরিক) ব্যক্তির উপর কোনো বিপদ পতিত হয় دَعَانَا তখন সে আমাকে ডাকতে থাকে ثُمَّ اِذَا خَوَّلْنٰهُ نِعْمَةً مِّنَّا অতঃপর যখন আমার পক্ষ থেকে কোনো নিয়ামত প্রদান করি قَالَ তখন সে বলে اِنَّمَاۤ اُوْتِيْتُهٗ عَلٰى عِلْمٍ এটা তো আমি (আমারই) প্রচেষ্টা দ্বারা প্রাপ্ত হয়েছি بَلْ هِيَ فِتْنَةٌ বরং তা একটি পরীক্ষা وَّلٰكِنَّ اَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُوْنَ কিন্তু অধিকাংশ মানুষই বুঝে না।

৫০. قَدْ قَالَهَا الَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِهِمْ এরূপ কথা তারাও বলেছিল– যারা এদের পূর্বে অতীত হয়েছে فَمَاۤ اَغْنٰى عَنْهُمْ কিন্তু তাদের কোনো কাজে আসে নি مَّا كَانُوْا يَكْسِبُوْنَ তাদের কৃত কার্যকলাপ।

৫১. فَاَصَابَهُمْ سَيِّاٰتُ مَا كَسَبُوْا তাদের যাবতীয় কুকর্ম তাদের উপর আপতিত হলো وَالَّذِيْنَ ظَلَمُوْا مِنْ هٰۤؤُلَآءِ আর এদের মধ্যে যারা অনাচারী سَيُصِيْبُهُمْ سَيِّاٰتُ مَا كَسَبُوْا তাদের উপরও তাদের অপকর্ম শীঘ্রই আপতিত হবে وَمَا هُمْ بِمُعْجِزِيْنَ আর এরা আল্লাহকে পরাভূত করতে পারবে না।

https://e-ilm.weebly.com/

৫২. তারা কি জানতে পারেনি যে, আল্লাহই যাকে ইচ্ছা, প্রচুর রিজিক দিয়ে থাকেন এবং তিনিই [যাকে ইচ্ছা], সংকীর্ণও করে থাকেন; এতে মু'মিনদের জন্য নিদর্শনসমূহ রয়েছে।	اَوَلَمْ يَعْلَمُوْٓا اَنَّ اللّٰهَ يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَنْ يَّشَآءُ وَيَقْدِرُ ۭ اِنَّ فِيْ ذٰلِكَ لَاٰيٰتٍ لِّقَوْمٍ يُّؤْمِنُوْنَ ﴿٥٢﴾
৫৩. আপনি বলে দিন যে, [আল্লাহ বলেন,] হে আমার বান্দাগণ! যারা নিজেদের প্রতি অত্যাচার করেছে, তোমরা আল্লাহ্ তা'আলার রহমত হতে নিরাশ হয়ো না; নিঃসন্দেহে আল্লাহ্ [অতীতের] সমস্ত গুনাহ্ ক্ষমা করবেন; নিশ্চয় তিনি বড়ই ক্ষমাশীল, দয়ালু।	قُلْ يٰعِبَادِيَ الَّذِيْنَ اَسْرَفُوْا عَلٰٓي اَنْفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوْا مِنْ رَّحْمَةِ اللّٰهِ ۭ اِنَّ اللّٰهَ يَغْفِرُ الذُّنُوْبَ جَمِيْعًا ۭ اِنَّهٗ هُوَ الْغَفُوْرُ الرَّحِيْمُ ﴿٥٣﴾
৫৪. আর তোমরা স্বীয় প্রতিপালকের দিকে ফিরে আস এবং তাঁর আদেশ পালন কর এর পূর্বে যে, তোমাদের উপর আজাব এসে পড়ে, অতঃপর তোমরা [কারো নিকট হতে] কোনো সাহায্য না পাও।	وَاَنِيْبُوْٓا اِلٰى رَبِّكُمْ وَاَسْلِمُوْا لَهٗ مِنْ قَبْلِ اَنْ يَّاْتِيَكُمُ الْعَذَابُ ثُمَّ لَا تُنْصَرُوْنَ ﴿٥٤﴾
৫৫. আর তোমরা স্বীয় প্রতিপালকের পক্ষ হতে ভালো নির্দেশগুলোর অনুসরণ করে চল এর পূর্বে যে, অকস্মাৎ তোমাদের উপর আজাব এসে পড়ে, আর তোমরা অজ্ঞ থাক।	وَاتَّبِعُوْٓا اَحْسَنَ مَآ اُنْزِلَ اِلَيْكُمْ مِّنْ رَّبِّكُمْ مِّنْ قَبْلِ اَنْ يَّاْتِيَكُمُ الْعَذَابُ بَغْتَةً وَّاَنْتُمْ لَا تَشْعُرُوْنَ ﴿٥٥﴾
৫৬. [এ জন্য যে,] পরে কেউ বলবে যে, হায় আফসোস! [এটা] আমার সে ক্রটির জন্য– যা আমি আল্লাহর দরবারে করেছি, আর আমি তো [ঐ নির্দেশাবলিকে] ঠাট্টা-বিদ্রূপ করতাম।	اَنْ تَقُوْلَ نَفْسٌ يّٰحَسْرَتٰى عَلٰي مَا فَرَّطْتُّ فِيْ جَنْۢبِ اللّٰهِ وَاِنْ كُنْتُ لَمِنَ السّٰخِرِيْنَ ﴿٥٦﴾

শাব্দিক অনুবাদ :

৫২. اَوَلَمْ يَعْلَمُوْٓا তারা কি জানতে পারেনি اَنَّ اللّٰهَ يَبْسُطُ الرِّزْقَ আল্লাহই প্রচুর রিজিক দিয়ে থাকেন لِمَنْ يَّشَآءُ যাকে ইচ্ছা وَيَقْدِرُ এবং তিনিই সংকীর্ণ করে থাকেন اِنَّ فِيْ ذٰلِكَ لَاٰيٰتٍ এতে নিদর্শনসমূহ রয়েছে لِّقَوْمٍ يُّؤْمِنُوْنَ মুমিনদের জন্য।

৫৩. قُلْ আপনি বলে দিন يٰعِبَادِيَ হে আমার বান্দাগণ الَّذِيْنَ اَسْرَفُوْا عَلٰٓي اَنْفُسِهِمْ যারা নিজেদের প্রতি অত্যাচার করেছে لَا تَقْنَطُوْا مِنْ رَّحْمَةِ اللّٰهِ তোমরা আল্লাহ তা'আলার রহমত হতে নিরাশ হয়ো না اِنَّ اللّٰهَ يَغْفِرُ الذُّنُوْبَ جَمِيْعًا নিঃসন্দেহে আল্লাহ অতীতের সকল গুনাহ ক্ষমা করবেন اِنَّهٗ هُوَ الْغَفُوْرُ الرَّحِيْمُ নিশ্চয় তিনি বড়ই ক্ষমাশীল, দয়ালু।

৫৪. وَاَنِيْبُوْٓا اِلٰى رَبِّكُمْ আর তোমরা স্বীয় রবের দিকে ফিরে এসো وَاَسْلِمُوْا لَهٗ এবং তার আদেশ পালন কর مِنْ قَبْلِ এর পূর্বে যে اَنْ يَّاْتِيَكُمُ الْعَذَابُ তোমাদের উপর আজাব এসে পড়ে ثُمَّ لَا تُنْصَرُوْنَ অতঃপর তোমরা (কারো নিকট হতে) কোনো সাহায্য না পাও।

৫৫. وَاتَّبِعُوْٓا আর তোমরা অনুসরণ করে চল اَحْسَنَ مَآ اُنْزِلَ اِلَيْكُمْ مِّنْ رَّبِّكُمْ তোমাদের প্রতিপালকের পক্ষ থেকে ভালো নির্দেশগুলোর مِّنْ قَبْلِ এর পূর্বে যে اَنْ يَّاْتِيَكُمُ الْعَذَابُ بَغْتَةً অকস্মাৎ তোমাদের উপর আজাব এসে পড়ে وَّاَنْتُمْ لَا تَشْعُرُوْنَ আর তোমরা বেখবর থাক।

৫৬. اَنْ تَقُوْلَ نَفْسٌ পরে কেউ বলবে يّٰحَسْرَتٰى عَلٰي مَا فَرَّطْتُّ হায় আফসোস : আমার সেই ক্রটির জন্য যা আমি করেছি فِيْ جَنْۢبِ اللّٰهِ আল্লাহর দরবারে وَاِنْ كُنْتُ لَمِنَ السّٰخِرِيْنَ আর আমি তো (ঐ নির্দেশাবলিকে) ঠাট্টা বিদ্রূপ করতাম

https://e-ilm.weebly.com/

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِن رَّحْمَةِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعًا إِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ - وَأَنِيبُوا إِلَىٰ رَبِّكُمْ وَأَسْلِمُوا لَهُ مِن قَبْلِ أَن يَأْتِيَكُمُ الْعَذَابُ ثُمَّ لَا تُنصَرُونَ - وَاتَّبِعُوا أَحْسَنَ مَا أُنزِلَ إِلَيْكُم مِّن رَّبِّكُم مِّن قَبْلِ أَن يَأْتِيَكُمُ الْعَذَابُ بَغْتَةً وَأَنتُمْ لَا تَشْعُرُونَ [٥٣-٥٥]

শানে নুযূল : ১. ইবনে জারীর ও ইবনে মারদুভিয়া হযরত ইবনে আব্বাস (রা.)-এর উদ্ধৃতি দিয়ে বর্ণনা করেন, মক্কার লোকেরা বলত, হযরত মুহাম্মদ ﷺ-এর ধারণা হলো, যারা মূর্তি পূজা করে, আল্লাহ তা'আলার সাথে অন্য উপাস্যদের উপাসনা করে এবং আল্লাহ তা'আলা যাদের রক্ত হারাম করে দিয়েছেন তাদেরকে যারা হত্যা করে, তাকে ক্ষমা করা হবে না। তাহলে আমরা কিভাবে ইসলাম গ্রহণ করে হিজরত করে যাব। কারণ আমরা নিজেরা বহু উপাস্যের উপাসনা করে থাকি, অন্যায়ভাবে হত্যা করেছি, তদুপরি আমরা হচ্ছি আল্লাহর সাথে শরিক সাব্যস্তকারী। উভয় সংকট নিরসনকল্পে আল্লাহ তা'আলা আলোচ্য আয়াত নাজিল করেন।

শানে নুযূল : ২. ইবনে জারীর (রা.) হযরত ইবনে ওমর (রা.)-এর উদ্ধৃতি দিয়ে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন যে, আয়্যাশ ইবনে আবী রবি'আ, ওয়ালিদ ইবনে ওয়ালিদ এবং এক শ্রেণির মুসলমানদের সম্পর্কে আলোচ্য আয়াতসমূহ নাজিল করা হয়েছে, যারা ইসলাম গ্রহণ করত অতঃপর তাদেরকে শিরকে লিপ্ত করা হতো এবং শাস্তি দেওয়া হতো। ফলে তারা শিরকেই লিপ্ত থাকত। আমরা তখন তাদের উপর আগত শাস্তির ভয়ে তাদেরকে বলতাম যে, এ সকল মানুষের দান-অনুদান আল্লাহ কখনো কবুল করেন না, যারা ইসলাম গ্রহণ করে তা আবার ছেড়ে দেয়। সেই পরিপ্রেক্ষিতে আল্লাহ তা'আলা আলোচ্য আয়াত নাজিল করেন।

শানে নুযূল : ৩. ইবনে জারীর হযরত আত্বা ইবনে ইয়াসির এর উদ্ধৃতি দিয়ে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেন, আলোচ্য আয়াতসমূহ ওয়াহশী ও তদ্বীয় সহচরদের সম্পর্কে মদিনায় নাজিল হয়েছে। –[রূহুল মা'আনী-১৪-১৫/২৪/১২, কুরতুবী ২৩৫/১৫]

শানে নুযূল : ৪. সাঈদ ইবনে জুবাইর হযরত ইবনে আব্বাস (রা.)-এর উদ্ধৃতি দিয়ে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেন যে, মুশরিকদের একটি দল তারা অধিক হত্যাকাণ্ড করেছে। অধিক যেনা (ব্যভিচার) করেছে। সুতরাং তারা নবী করীম ﷺ-কে বলল যে, যার প্রতি দাওয়াত দেওয়া হচ্ছে তা অতি উত্তম তবে আমাদের তওবা কবুল হবে কিনা আমাদেরকে অবহিত করবেন। তখন আল্লাহ তা'আলা আলোচ্য আয়াত নাজিল করেন।

শানে নুযূল : ৫. হযরত ওমর (রা.)-এর বর্ণনানুযায়ী আলোচ্য ৫৩ নং আয়াত হতে ৬০ নং আয়াত পর্যন্ত আয়াতসমূহ হিশাম ইবনে আসী ইবনে ওয়ায়েল আসসাহামী সম্পর্কে নাজিল হয়েছে। সে ঘটনার বিবরণ হচ্ছে, তিনি বলেন যে, আমি হিশাম ইবনে আসী ইবনে ওয়ায়েল আস্‌সাহামী এবং আয়্যাশ ইবনে আবি রবী'আ ইবনে উৎবা আমরা হিজরত করার জন্যে ঐক্যবদ্ধ হয়েছিলাম। তখন আমরা বললাম যে, আমাদের একত্রিত হবার স্থান হলো বনু গিফারের কূপ। তবে আমাদের থেকে যে পিছনে রয়ে যাবে, সে বন্দি হয়ে যাবে। অতঃপর আমি ও আইয়াশ সকাল বেলায় চলে আসলাম তবে হিশামকে বন্দি করা হয়। পরবর্তীতে সে চাপের মুখে শিরকে লিপ্ত হয়। সুতরাং আমরা মদিনায় গিয়ে বললাম যে, যারা আল্লাহকে চিনেছে এবং তাঁর রাসূল ﷺ-এর প্রতি ঈমান আনে অতঃপর শাস্তির ভয়ে শিরকে লিপ্ত হয় তার তওবা কবুল হবে বলে আমরা মনে করিনা। তখন আল্লাহ তা'আলা আলোচ্য ৫৩-৬০ নং পর্যন্ত আয়াতসমূহ নাজিল করেন। –[কুরতুবী ২৩৪/২১৫]

قُلْ يٰعِبَادِيَ الَّذِيْنَ اَسْرَفُوْا হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) বলেন, কিছু লোক ছিল, যারা অন্যায় হত্যা করেছিল এবং অনেক করেছিল। আরও কিছু লোক ছিল, যারা ব্যভিচার করেছিল এবং অনেক করেছিল। তারা এসে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর কাছে আরজ করল, আপনি যে ধর্মের দাওয়াত দেন, তা তো খুবই উত্তম, কিন্তু চিন্তার বিষয় হলো এই যে, আমরা অনেক জঘন্য গোনাহ্ করে ফেলেছি। আমরা যদি ইসলাম গ্রহণ করি, তবে আমাদের তওবা কবুল হবে কি? এর পরিপ্রেক্ষিতেই আলোচ্য আয়াত অবতীর্ণ হয়। –[কুরতুবী]

তাই আয়াতের বিষয়বস্তুর সারমর্ম এই যে, মৃত্যুর পূর্বে প্রত্যেক বড় গোনাহ্ এমনকি শিরক ও কুফর থেকে তওবা করলেও তওবা কবুল হয়। সত্যিকার তওবা দ্বারা সবরকম গোনাহ্ই মাফ হতে পারে। তাই আল্লাহ্‌র রহমত থেকে কারও নিরাশ হওয়া উচিত নয়।

https://e-ilm.weebly.com/

হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে ওমর (রা.) বলেন, এই আয়াতটি গোনাহগারদের জন্য কুরআনের সর্বাধিক আশাব্যঞ্জক আয়াত কিন্তু হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) বলেন :
اِنَّ رَبَّكَ لَذُوْ مَغْفِرَةٍ لِّلنَّاسِ عَلٰى ظُلْمِهِمْ আয়াতই হলো সর্বাধিক আশার আয়াত।
وَاتَّبِعُوْا اَحْسَنَ مَا اُنْزِلَ اِلَيْكُمْ এখানে 'উত্তম অবতীর্ণ বিষয়' বলে কুরআনকে বুঝানো হয়েছে। সমগ্র কুরআনই উত্তম। একে এদিক দিয়েও উত্তম বলা যায় যে, আল্লাহর পক্ষ থেকে তাওরাত, ইঞ্জীল, যাবূর ইত্যাদি যত কিতাব অবতীর্ণ হয়েছে, তন্মধ্যে উত্তম ও পূর্ণতম কিতাব হচ্ছে কুরআন। –[কুরতুবী]

শব্দ বিশ্লেষণ :

حَاقَ : সীগাহ وَاحِدْ مُذَكَّر غَائِبْ বহছ فِعْل مَاضِىْ مَعْرُوْف বাব نَصَرَ ও ضَرَبَ মাসদার حوق ও حيق মূলবর্ণ (ح ـ ى ـ ق) জিনস اَجْوَف يَائِىْ অর্থ– তা এসে ঘিরে ফেলবে।

يَسْتَهْزِئُوْنَ : সীগাহ جَمْع مُذَكَّر غَائِبْ বহছ مُضَارِعْ مَعْرُوْف বাব اِسْتِفْعَالْ মাসদার اِسْتِهْزَاءٌ মূলবর্ণ (ه ـ ز ـ أ) জিনস مَهْمُوْز لَامْ অর্থ– তারা বিদ্রূপ করত।

خَوَّلْنَاهُ : সীগাহ جَمْع مُتَكَلِّمْ বহছ فِعْل مَاضِىْ مَعْرُوْف বাব تَفْعِيْل মাসদার تَخْوِيْلٌ মূলবর্ণ (خ ـ و ـ ل) জিনস اَجْوَف وَاوِىْ অর্থ– আমি তাকে দান করি।

اُوْتِيْتُهٗ : সীগাহ وَاحِدْ مُتَكَلِّمْ বহছ مَاضِىْ مَجْهُوْل বাব اِفْعَالٌ মাসদার اِيْتَاءٌ মূলবর্ণ (أ ـ ت ـ ى) জিনস মুরাক্কাব (نَاقِص يَائِىْ ও مَهْمُوْز فَاء) অর্থ– তা তো আমি প্রাপ্ত হয়েছি।

سَيِّاٰتٌ : সীগাহ এ শব্দটি اِسْم ও বহুবচন। এ শব্দের একবচন হলো سَيِّئَةٌ অর্থ– কুকর্ম, অন্যায়, অপরাধ ইত্যাদি।

يُصِيْبُهُمْ : সীগাহ وَاحِدْ مُذَكَّر غَائِبْ বহছ مُضَارِعْ مَعْرُوْف বাব اِفْعَالٌ মাসদার اِصَابَةٌ মূলবর্ণ (ص ـ و ـ ب) জিনস اَجْوَف وَاوِىْ অর্থ– তাদের উপরও আপতিত হবে।

مُعْجِزِيْنَ : সীগাহ جَمْع مُذَكَّرْ বহছ اِسْم فَاعِلْ বাব اِفْعَالٌ মাসদার اِعْجَازٌ মূলবর্ণ (ع ـ ج ـ ز) জিনস صَحِيْح অর্থ– পরাভূত করতে পারবে।

اَسْرَفُوْا : সীগাহ جَمْع مُذَكَّر غَائِبْ বহছ مَاضِىْ مَعْرُوْف বাব اِفْعَالٌ মাসদার اِسْرَافٌ মূলবর্ণ (س ـ ر ـ ف) জিনস صَحِيْح অর্থ– তারা অত্যাচার করেছে।

لَاتَقْنَطُوْا : সীগাহ جَمْع مُذَكَّر حَاضِرْ বহছ فِعْل نَهِىْ বাব سَمِعَ মাসদার قَنَطٌ মূলবর্ণ (ق ـ ن ـ ط) জিনস صَحِيْح অর্থ– তোমরা নিরাশ হয়ো না।

اَنِيْبُوْا : সীগাহ جَمْع مُذَكَّر حَاضِرْ বহছ اَمْر حَاضِرْ مَعْرُوْف বাব اِفْعَالٌ মাসদার اِنَابَةٌ মূলবর্ণ (ن ـ و ـ ب) জিনস اَجْوَف وَاوِىْ অর্থ– তোমরা ফিরে আস।

اِتَّبِعُوْا : সীগাহ جَمْع مُذَكَّر حَاضِرْ বহছ اَمْر حَاضِرْ مَعْرُوْف বাব اِفْتِعَالٌ মাসদার اِتِّبَاعٌ মূলবর্ণ (ت ـ ب ـ ع) জিনস صَحِيْح অর্থ– তোমরা অনুসরণ করে চল।

فَرَّطْتُ : সীগাহ وَاحِدْ مُتَكَلِّمْ বহছ فِعْل مَاضِىْ مَعْرُوْف বাব تَفْعِيْل মাসদার تَفْرِيْطٌ মূলবর্ণ (ف ـ ر ـ ط) জিনস صَحِيْح অর্থ– আমি করেছি।

سَاخِرِيْنَ : সীগাহ جَمْع مُذَكَّرْ বহছ اِسْم فَاعِلْ বাব سَمِعَ মাসদার سَخَرٌ ও مَسْخَرٌ মূলবর্ণ (س ـ خ ـ ر) জিনস صَحِيْح অর্থ– ঠাট্টা-বিদ্রূপকারীগণ।

বাক্য বিশ্লেষণ :

فَمَا اَغْنٰى عَنْهُمْ مَّا كَانُوْا يَكْسِبُوْنَ : এখানে فَاء হলো عَاطِفَة এবং مَا হলো نَافِيَة আর أَغْنٰى হলো فِعْل আর كَانُوْا বাক্যটি صِلَة এবং عَنْهُمْ হলো اَغْنٰى এর সাথে مُتَعَلِّقْ এবং مَا হলো اَغْنٰى -এর فَاعِلْ এবং مَاضِىْ كَانُوْا হলো فِعْل نَاقِصْ এবং তার যমীর হলো اِسْم এবং يَكْسِبُوْنَ তার خَبَرْ। –(ই'রাবুল কুরআন : ৬/৫২৫)

https://e-ilm.weebly.com/

৫৭. অথবা কেউ এরূপ বলবে, যদি আল্লাহ্ [পৃথিবীতে] আমাকে হেদায়েত করতেন, তবে আমিও মুত্তাকীদের অন্তর্ভুক্ত হতাম।	أَوْ تَقُولَ لَوْ أَنَّ اللَّهَ هَدَانِي لَكُنتُ مِنَ الْمُتَّقِينَ ﴿٥٧﴾
৫৮. অথবা কেউ আজাব দেখে এরূপ বলবে, হায়! যদি আমার পুনঃ প্রত্যাবর্তন হতো, তবে আমি নেককার বান্দাগণের অন্তর্ভুক্ত হতাম।	أَوْ تَقُولَ حِينَ تَرَى الْعَذَابَ لَوْ أَنَّ لِي كَرَّةً فَأَكُونَ مِنَ الْمُحْسِنِينَ ﴿٥٨﴾
৫৯. [আল্লাহ্ বলবেন,] হ্যাঁ, নিঃসন্দেহে তোমার নিকট আমার নিদর্শনসমূহ এসেছিল; কিন্তু তুমি তাকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করেছিলে এবং অহংকার করেছিলে, আর কাফেরদের অন্তর্ভুক্ত রয়েছিলে।	بَلَىٰ قَدْ جَاءَتْكَ آيَاتِي فَكَذَّبْتَ بِهَا وَاسْتَكْبَرْتَ وَكُنتَ مِنَ الْكَافِرِينَ ﴿٥٩﴾
৬০. আর আপনি কিয়ামত দিবসে সে লোকদের মুখমণ্ডল কালোবর্ণ দেখবেন, যারা আল্লাহর প্রতি মিথ্যা উক্তি করেছিল; এই অহংকারীদের বাসস্থান কি দোজখে নয়?	وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ تَرَى الَّذِينَ كَذَبُوا عَلَى اللَّهِ وُجُوهُهُم مُّسْوَدَّةٌ ۚ أَلَيْسَ فِي جَهَنَّمَ مَثْوًى لِّلْمُتَكَبِّرِينَ ﴿٦٠﴾
৬১. আর যারা [কুফর হতে] আত্মরক্ষা করত, আল্লাহ্ তাদেরকে সফলতার সাথে [দোজখ হতে] নাজাত দিবেন, তাদের কষ্টও হবে না আর তারা বিষণ্ণও হবে না।	وَيُنَجِّي اللَّهُ الَّذِينَ اتَّقَوْا بِمَفَازَتِهِمْ ز لَا يَمَسُّهُمُ السُّوءُ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ ﴿٦١﴾
৬২. আল্লাহ্ তা'আলাই সমস্ত বস্তুর স্রষ্টা এবং তিনিই প্রত্যেক বস্তুর রক্ষণাবেক্ষণকারী।	اللَّهُ خَالِقُ كُلِّ شَيْءٍ ز وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ وَكِيلٌ ﴿٦٢﴾

শাব্দিক অনুবাদ :

৫৭. أَوْ تَقُولَ অথবা কেউ এরূপ বলবে لَوْ أَنَّ اللَّهَ هَدَانِي যদি আল্লাহ (পৃথিবীতে) আমাকে হেদায়েত করতেন لَكُنتُ مِنَ الْمُتَّقِينَ তবে আমিও মুত্তাকীদের অন্তর্ভুক্ত হতাম।

৫৮. أَوْ تَقُولَ অথবা কেউ এরূপ বলবে حِينَ تَرَى الْعَذَابَ আজাব দেখে لَوْ أَنَّ لِي كَرَّةً হায় যদি আমার পুনঃ প্রত্যাবর্তন হতো فَأَكُونَ مِنَ الْمُحْسِنِينَ তবে আমি নেককার বান্দাগণের অন্তর্ভুক্ত হতাম।

৫৯. بَلَىٰ قَدْ جَاءَتْكَ آيَاتِي হ্যাঁ নিঃসন্দেহে তোমার নিকট আমার নিদর্শনসমূহ এসেছিল فَكَذَّبْتَ بِهَا কিন্তু তুমি তাকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করেছিলে وَاسْتَكْبَرْتَ এবং অহংকার করেছিলে وَكُنتَ مِنَ الْكَافِرِينَ আর কাফেরদের অন্তর্ভুক্ত রয়েছিলে।

৬০. وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ আর আপনি কিয়ামত দিবসে تَرَى الَّذِينَ সেই লোকদের দেখবেন كَذَبُوا عَلَى اللَّهِ যারা আল্লাহর প্রতি মিথ্যা উক্তি করেছিল وُجُوهُهُم مُّسْوَدَّةٌ মুখমণ্ডল কালোবর্ণ أَلَيْسَ فِي جَهَنَّمَ مَثْوًى لِّلْمُتَكَبِّرِينَ এই অহংকারীদের বাসস্থান কি দোজখে নয়।

৬১. وَيُنَجِّي اللَّهُ আর আল্লাহ তাদেরকে নাজাত দিবেন الَّذِينَ اتَّقَوْا যারা আত্মরক্ষা করত بِمَفَازَتِهِمْ সফলতার সাথে لَا يَمَسُّهُمُ السُّوءُ তাদের কষ্টও হবে না وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ আর তারা বিষণ্ন ও হবে না।

৬২. اللَّهُ خَالِقُ كُلِّ شَيْءٍ আল্লাহ তা'আলাই সমস্ত বস্তুর স্রষ্টা وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ وَكِيلٌ এবং তিনিই প্রত্যেক বস্তুর রক্ষণা-বেক্ষণকারী।

https://e-ilm.weebly.com/

৬৩. আর আসমান ও জমিনের কুঞ্জিসমূহ তাঁরই অধিকারে রয়েছে; আর এতদসত্ত্বেও যারা আল্লাহ্ তা'আলার আয়াতসমূহকে অমান্য করে, তারা বড়ই ক্ষতিগ্রস্ত হবে।	لَهٗ مَقَالِيْدُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ ؕ وَالَّذِيْنَ كَفَرُوْا بِاٰيٰتِ اللّٰهِ اُولٰٓئِكَ هُمُ الْخٰسِرُوْنَ ﴿٦٣﴾
৬৪. [আর তারা আপনাকেও তাদের ধর্ম গ্রহণের জন্য ফরমায়েশ করছে,] আপনি বলে দিন, হে মূর্খের দল! তবুও কি তোমরা আমাকে আল্লাহ ভিন্ন অন্যদের ইবাদত করতে হুকুম করছ?	قُلْ اَفَغَيْرَ اللّٰهِ تَاْمُرُوْٓنِّيْٓ اَعْبُدُ اَيُّهَا الْجٰهِلُوْنَ ﴿٦٤﴾
৬৫. আর আপনার প্রতিও এবং আপনার পূর্বে যে সকল পয়গাম্বর অতীত হয়েছেন তাঁদের প্রতিও এ ওহী প্রেরিত হয়েছিল যে, হে শ্রোতা! যদি তুমি শিরক্ কর, তবে তোমার সমস্ত কৃতকর্ম বিনষ্ট হয়ে যাবে এবং তুমি ক্ষতিগ্রস্তদের অন্তর্ভুক্ত হয়ে পড়বে।	وَلَقَدْ اُوْحِيَ اِلَيْكَ وَاِلَى الَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِكَ ۚ لَئِنْ اَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ وَلَتَكُوْنَنَّ مِنَ الْخٰسِرِيْنَ ﴿٦٥﴾
৬৬. বরং আল্লাহর ইবাদত কর এবং তাঁরই কৃতজ্ঞতা প্রকাশকারী হয়ে যাও।	بَلِ اللّٰهَ فَاعْبُدْ وَكُنْ مِّنَ الشّٰكِرِيْنَ ﴿٦٦﴾
৬৭. আর তারা আল্লাহর কিছুই মর্যাদা দেয়নি, যতটুকু দেওয়া কর্তব্য ছিল, আর কিয়ামত দিবসে সমগ্র জমিন তাঁর মুঠোর ভিতর থাকবে এবং আসমানসমূহ গুটানো থাকবে তাঁর দক্ষিণ হস্তে; তিনি পবিত্র এবং বহু উর্ধ্বে তাদের শিরকি কার্যকলাপ হতে।	وَمَا قَدَرُوا اللّٰهَ حَقَّ قَدْرِهٖ ۖ وَالْاَرْضُ جَمِيْعًا قَبْضَتُهٗ يَوْمَ الْقِيٰمَةِ وَالسَّمٰوٰتُ مَطْوِيّٰتٌۢ بِيَمِيْنِهٖ ؕ سُبْحٰنَهٗ وَتَعٰلٰى عَمَّا يُشْرِكُوْنَ ﴿٦٧﴾

শাব্দিক অনুবাদ :

৬৩. لَهٗ আর তারই অধিকারে রয়েছে مَقَالِيْدُ কুঞ্জিসমূহ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ আসমানের ও জমিনের وَالَّذِيْنَ كَفَرُوْا আর এতদসত্ত্বেও যারা আমন্য করে بِاٰيٰتِ اللّٰهِ আল্লাহ তা'আলার আয়াতসমূহকে اُولٰٓئِكَ هُمُ الْخٰسِرُوْنَ তারা বড়ই ক্ষতিগ্রস্ত হবে।

৬৪. قُلْ আপনি বলে দিন اَفَغَيْرَ اللّٰهِ تَاْمُرُوْٓنِّيْٓ اَعْبُدُ তবুও কি তোমরা আল্লাহ ভিন্ন অন্যদের ইবাদত করতে হুকুম করছ اَيُّهَا الْجٰهِلُوْنَ হে মূর্খের দল।

৬৫. وَلَقَدْ اُوْحِيَ আর এই ওহী প্রেরিত হয়েছিল যে, হে শ্রোতা اِلَيْكَ আপনার প্রতিও وَاِلَى الَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِكَ এবং আপনার পূর্বে যে সকল পয়গম্বর অতীত হয়েছেন তাঁদের প্রতিও لَئِنْ اَشْرَكْتَ যদি তুমি শিরক কর لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ তবে তোমার সমস্তকৃতকর্ম বিনষ্ট হয়ে যাবে وَلَتَكُوْنَنَّ مِنَ الْخٰسِرِيْنَ এবং তুমি ক্ষতিগ্রস্তদের অন্তর্ভুক্ত হয়ে পড়বে।

৬৬. بَلِ اللّٰهَ فَاعْبُدْ বরং আল্লাহর ইবাদত কর وَكُنْ مِّنَ الشّٰكِرِيْنَ এবং তারই কৃতজ্ঞতা প্রকাশকারী হয়ে যাও।

৬৭. وَمَا قَدَرُوا اللّٰهَ আর তারা আল্লাহর কিছুই মর্যাদা দেয়নি حَقَّ قَدْرِهٖ যতটুকু দেওয়া কর্তব্য ছিল وَالْاَرْضُ جَمِيْعًا আর সমস্ত জমিন قَبْضَتُهٗ তার মুঠোর ভিতর থাকবে يَوْمَ الْقِيٰمَةِ কিয়ামত দিবসে وَالسَّمٰوٰتُ مَطْوِيّٰتٌ এবং আসমানসমূহ গুটানো থাকবে بِيَمِيْنِهٖ তার দক্ষিণ হস্তে سُبْحٰنَهٗ তিনি পবিত্র وَتَعٰلٰى عَمَّا يُشْرِكُوْنَ এবং বহু উর্ধ্বে তাদের শিরকি কার্যকলাপ হতে।

https://e-ilm.weebly.com/

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

قُلْ أَفَغَيْرَ اللّٰهِ تَأْمُرُونِّي أَعْبُدُ أَيُّهَا الْجَاهِلُونَ [٦٤]

শানে নুযূল : আবূ হাতেম হযরত ইবনে আব্বাস (রা.)-এর উদ্ধৃতি দিয়ে বর্ণনা করেন যে, মক্কার মুশরিকেরা মূর্খতা ও বর্বরতার কারণে রাসূলে আকরাম ﷺ-কে তাদের উপাস্যদের ইবাদত করার জন্য দাওয়াত করত এবং তারাও তাঁর সাথে তদীয় মা'বূদের ইবাদত করবে বলে আভাস দিত। মুশরিকদের এ ধরনের দাওয়াতের পরিপ্রেক্ষিতে আল্লাহ তা'আলা আলোচ্য আয়াত নাজিল করেন। –[ইবনে কাছীর ৬১/৪]

وَمَا قَدَرُوا اللّٰهَ حَقَّ قَدْرِهِ وَالْأَرْضُ جَمِيعًا قَبْضَتُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَالسَّمَاوَاتُ مَطْوِيَّاتٌ بِيَمِينِهِ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى عَمَّا يُشْرِكُونَ [٦٧]

শানে নুযূল : আবূ মু'আবিয়া ও আ'মাশ প্রমুখ হযরত আব্দুল্লাহ (রা.)-এর উদ্ধৃতি দিয়ে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন যে, আহলে কিতাবের কোনো এক ব্যক্তি নবী করীম ﷺ-এর নিকট এসে বলল, হে আবুল কাসেম! আল্লাহ তা'আলা সকল মাখলুকাত (সৃষ্টি)-কে এক আঙ্গুলে বহন করেছেন, সপ্ত আকাশকে এক আঙ্গুলে বহন করেছেন, জমিনসমূহকে কে এক আঙ্গুলে বহন করেছেন, বৃক্ষরাজিকে এক আঙ্গুলে বহন করেছেন, এবং পানি কাঁদাসহ এক আঙ্গুলে বহন করেছেন, আপনি এ ব্যাপারে কিছু জানেন কি? বর্ণনাকারী বলেন যে, তখন রাসূল ﷺ হেসে পড়েন। তাতে রাসূল ﷺ-এর দাঁত মুবারক বের হয়ে পড়ে। আহলে কিতাবের এ জিজ্ঞাসার পরিপ্রেক্ষিতে আল্লাহ তা'আলা আলোচ্য আয়াত নাজিল করেন।

–[ইবনে কাছীর ৬২/৪, তাবারী ২৫/১১ রূহুল মা'আনী ২৬/২৪/১২]

أَنْ تَقُولَ نَفْسٌ يَا حَسْرَتَا ..... فَأَكُونَ مِنَ الْمُحْسِنِينَ : এই তিনটি আয়াতে সে বিষয়বস্তুরই ব্যাখ্যা ও তাকিদ করা হয়েছে, যা পূর্বেকার তিন আয়াতে বর্ণিত হয়েছে। তা এই যে, কোনো বৃহত্তম অপরাধী, কাফের, পাপাচারীরও আল্লাহর রহমত থেকে নিরাশ হওয়া উচিত নয়। তওবা করলে আল্লাহ তার সমস্ত অতীত গোনাহ্ মাফ করে দেন। কিন্তু একথা ভুলে গেলে চলবে না যে, তওবার সময় হলো মৃত্যুর পূর্বে। মৃত্যুর পরে কেয়ামতের দিন কেউ তওবা করলে অথবা অনুতপ্ত হলে তাতে কোনো উপকার হবে না।

কোনো কোনো কাফের ও পাপাচারী কেয়ামতের দিন বিভিন্ন বাসনা প্রকাশ করবে। কেউ অনুতাপ করে বলবে, হায়, আমি আল্লাহর আনুগত্যে কেন শৈথিল্য করেছিলাম! কেউ সেখানেও তাকদীরের উপর দোষ চাপিয়ে আত্মরক্ষা করতে চাইবে। সে বলবে, যদি আল্লাহ তা'আলা আমাকে পথপ্রদর্শন করতেন, তবে আমিও মুত্তাকীদের অন্তর্ভুক্ত থাকতাম। কিন্তু আল্লাহ পথপ্রদর্শন না করলে আমি কি করব? কেউ বাসনা করবে যে, আমাকে পুনরায় দুনিয়াতে পাঠিয়ে দিলে আমি পাকাপোক্ত মুসলমান হয়ে যাব এবং আল্লাহর বিধানাবলি পুরোপুরি মেনে চলব। কিন্তু তখনকার এসব অনুতাপ ও বাসনা কোনো কাজেই আসবে না।

উপরিউক্ত তিন রকম বাসনা তিন ধরনের লোকদেরও হতে পারে এবং একই দলের পক্ষ থেকেও হতে পারে। তারা একের পর এক করে তিন রকম বাসনাই ব্যক্ত করবে। কেননা সর্বশেষ বাসনা, যাতে পুনরায় দুনিয়াতে ফিরে আসার আশা প্রকাশ করা হয়েছে, এটা আজাব প্রত্যক্ষ করার পরেই হবে। এতে বাহ্যত জানা যায় যে, পূর্বোক্ত দু'টি বাসনা আজাব প্রত্যক্ষ করার পূর্বেকার। কেয়ামতের দিন শুরুতেই তারা নিজেদের কর্মের ত্রুটিবিচ্যুতি স্মরণ করে বলবে : يَا حَسْرَتَىٰ عَلَىٰ مَا فَرَّطْتُ فِي جَنْبِ اللّٰهِ -এরপর ওজর ও বাহানা করে বলবে, আল্লাহ হেদায়েত করলে আমরাও অনুগত মুত্তাকী হয়ে যেতাম। কাজেই আমাদের কি দোষ! এরপর আজাব প্রত্যক্ষ করে বাসনা করবে, আমাদেরকে যদি পুনরায় দুনিয়াতে পাঠিয়ে দেওয়া হতো! আল্লাহ তা'আলা আলোচ্য তিনটি আয়াতে বলে দিয়েছেন, আল্লাহর মাগফেরাত ও রহমত খুব বিস্তৃত; কিন্তু তা লাভ করতে হলে মৃত্যুর পূর্বে তওবা করতে হবে। আমি এখনই বলে দিচ্ছি– মৃত্যুর পরে যেন তোমরা পরিতাপ না কর এবং এ ধরনের অনর্থক বাসনা প্রকাশ না কর।

https://e-ilm.weebly.com/

بَلٰى قَدْ جَآءَتْكَ اٰيٰتِىْ فَكَذَّبْتَ بِهَا : আল্লাহ তা'আলা হেদায়েত করলে আমরা পরহেজগার হয়ে যেতাম- এখানে কাফেরদের এ উক্তির জওয়াব দেওয়া হয়েছে। এর সারকথা এই যে, আল্লাহ পুরোপুরিই হেদায়েত করেছিলেন এবং কিতাব ও আয়াত প্রেরণ করেছিলেন। তবে হেদায়েত করার পর কাউকে আনুগত্যে বাধ্য করেননি, বরং সত্য ও মিথ্যা যে কোনো পথ অবলম্বন করার ক্ষমতা দিয়েছিলেন। এটাই ছিল বান্দার পরীক্ষা। এর উপরই ছিল তার সাফল্য ও ব্যর্থতা নির্ভরশীল। সে স্বেচ্ছায় গোমরাহীর পথ অবলম্বন করেছে, এজন্য সে নিজেই দায়ী।

لَهٗ مَقَالِيْدُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ : مَقَالِيْدُ শব্দটি مِقْلَادٌ অথবা مِقْلِيْدٌ -এর বহুবচন। অর্থ– তালার চাবি। কেউ কেউ বলেন, শব্দটি আসলে ফারসি থেকে আরবিতে রূপান্তরিত করা হয়েছে। ফারসিতে চাবিতে كَلِيْد বলা হয়। আরবিতে রূপান্তর করে প্রথমে একে مَقَالِيْد করা হয়েছে। এরপর এর বহুবচন اِقْلِيْد ব্যবহৃত হয়েছে। -[রূহুল-মা'আনী] চাবি কারও হাতে থাকা তার মালিক ও নিয়ন্ত্রক হওয়ার লক্ষণ। তাই আয়াতের মর্মার্থ দাঁড়ায় এই যে, আকাশে ও পৃথিবীতে লুক্কায়িত সকল ভাণ্ডারের চাবি আল্লাহর হাতে। তিনিই এগুলোর রক্ষক, তিনিই নিয়ন্ত্রক, যখন ইচ্ছা যাকে ইচ্ছা, যে পরিমাণ ইচ্ছা দান করেন এবং যাকে ইচ্ছা দান করেন এবং যাকে ইচ্ছা দান করেন না। হাদীস শরীফে–

سُبْحَانَ اللّٰهِ وَالْحَمْدُ لِلّٰهِ وَلَآ اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَاللّٰهُ اَكْبَرُ وَلَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ اِلَّا بِاللّٰهِ الْعَلِيِّ الْعَظِيْمِ -এই কালেমাকে আকাশ ও পৃথিবীর চাবি বলা হয়েছে। এর সারমর্ম এই যে, যে ব্যক্তি সকাল-বিকাল এই কালেমা পাঠ করে, তাকে আল্লাহ তা'আলা আকাশ ও পৃথিবীর ভাণ্ডারসমূহের নিয়ামত দান করেন। ইবনে জাওযী এ ধরনের রেওয়ায়েতকে মনগড়া বলে উল্লেখ করেছেন। কিন্তু অন্যান্য হাদীসবিদগণ দুর্বল আখ্যা দিয়েছেন, যা আমলের ফজিলতের ক্ষেত্রে ধর্তব্য হতে পারে।

–[রূহুল-মা'আনী]

وَالْاَرْضُ جَمِيْعًا قَبْضَتُهٗ يَوْمَ الْقِيٰمَةِ وَالسَّمٰوٰتُ مَطْوِيّٰتٌۢ بِيَمِيْنِهٖ

কেয়ামতের দিন পৃথিবী আল্লাহর মুঠোতে থাকবে এবং আকাশ ভাঁজ করা অবস্থায় তার ডান হাতে থাকবে। পূর্ববর্তী আলেমগণের মতে আক্ষরিক অর্থেই এমনটি হবে। কিন্তু আয়াতের বিষয়বস্তু مُتَشَابِهَاتٌ -এর অন্তর্ভুক্ত, যার স্বরূপ আল্লাহ ব্যতীত অন্য কেউ জানে না। এর স্বরূপ জানার চেষ্টা করাও সাধারণ লোকের জন্য নিষিদ্ধ। বিশ্বাস করতে হবে যে, আল্লাহর যা উদ্দেশ্য তা সত্য ও বিশুদ্ধ। এ আয়াতের বাহ্যিক ভাষ্য থেকে জানা যায় যে, আল্লাহ তা'আলার 'মুঠি' ও 'ডান হাত' আছে। এগুলো দৈহিক অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ। অথচ আল্লাহ তা'আলা দেহ ও দেহত্ব থেকে পবিত্র ও মুক্ত। তাই আয়াতের উপসংহারে ইঙ্গিত করা হয়েছে যে, এগুলোকে নিজেদের অঙ্গ প্রত্যঙ্গের আলোকে বুঝাতে চেষ্টা করো না। আল্লাহ এগুলো থেকে পবিত্র سُبْحَانَهٗ وَتَعٰلٰى عَمَّا يُشْرِكُوْنَ

পরবর্তী আলেমগণ আলোচ্য আয়াতকে দৃষ্টান্ত ও রূপক সাব্যস্ত করে এর অর্থ করেছেন যে, 'এ বস্তু আমার মুঠিতে ও ডান হাতে, এরূপ বলে রূপক ভঙ্গিতে বোঝানো হয় যে, বস্তুটি পূর্ণরূপে আমার কারায়ত্ত ও নিয়ন্ত্রণাধীন। আয়াতে তাই বোঝানো হয়েছে।

শব্দ বিশ্লেষণ :

هَدَانِىْ : সীগাহ وَاحِدْ مُذَكَّر غَائِبْ বহছ فِعْل مَاضِىْ বাব ضَرَبَ মাসদার هَدْىٌ ও هِدَايَةٌ মূলবর্ণ (ه - د - ى) জিনস نَاقِص يَائِىْ অর্থ– আমাকে হেদায়েত করতেন।

اَلْمُتَّقِيْنَ : সীগাহ جَمع مُذَكَّرْ বহছ اِسْم فَاعِلْ বাব اِفْتِعَالٌ মাসদার اِتِّقَاءٌ মূলবর্ণ (و - ق - ى) জিনস لَفِيْف مَفْرُوْق অর্থ– মুত্তাকীদের, মুত্তাকীগণ।

مُسْوَدَّةٌ : সীগাহ وَاحِد مُؤَنَّثْ বহছ اِسْم مَفْعُول বাব اِفْعِلَالٌ মাসদার اِسْوِدَادٌ মূলবর্ণ (س - و - د) জিনস اجوف وَاوِىْ অর্থ– কালো বর্ণ।

يُنَجِّىْ : সীগাহ وَاحِدْ مُذَكَّر غَائِبْ বহছ مُضَارِعْ مَعْرُوْف বাব تَفْعِيْل মাসদার تَنْجِيَةٌ মূলবর্ণ (ن - ج - و) জিনস نَاقِص وَاوِىْ অর্থ– নাজাত দিবেন।

https://e-ilm.weebly.com/

https://e-ilm.weebly.com/

وَنُفِخَ فِي الصُّوْرِ فَصَعِقَ مَنْ فِي السَّمٰوٰتِ وَمَنْ فِي الْاَرْضِ اِلَّا مَنْ شَآءَ اللّٰهُ ۖ ثُمَّ نُفِخَ فِيْهِ اُخْرٰى فَاِذَا هُمْ قِيَامٌ يَّنْظُرُوْنَ ﴿٦٨﴾

৬৮. আর [কিয়ামত দিবসে] শিঙ্গায় ফুৎকার দেওয়া হবে, তখন আসমানসমূহ ও জমিনের অধিবাসীগণ হতজ্ঞান হয়ে পড়বে, কিন্তু আল্লাহ্ যাকে চান [সে তা হতে রক্ষা পাবে]; অতঃপর তাতে দ্বিতীয়বার ফুৎকার দেওয়া হবে, তখন অমনি সকলে দাঁড়িয়ে যাবে এবং চতুর্দিকে দেখতে থাকবে।

وَاَشْرَقَتِ الْاَرْضُ بِنُوْرِ رَبِّهَا وَوُضِعَ الْكِتٰبُ وَجِايْٓءَ بِالنَّبِيّٖنَ وَالشُّهَدَآءِ وَقُضِيَ بَيْنَهُمْ بِالْحَقِّ وَهُمْ لَا يُظْلَمُوْنَ ﴿٦٩﴾

৬৯. আর জমিন স্বীয় প্রভুর জ্যোতিতে উদ্ভাসিত হয়ে যাবে, আর আমলনামা [প্রত্যেকের সম্মুখে] রাখা হবে এবং নবীগণকে ও সাক্ষীদেরকে উপস্থিত করা হবে এবং সকলের মধ্যে ন্যায়ভাবে মীমাংসা করা হবে, আর তাদের প্রতি একটুও অবিচার করা হবে না।

وَوُفِّيَتْ كُلُّ نَفْسٍ مَّا عَمِلَتْ وَهُوَ اَعْلَمُ بِمَا يَفْعَلُوْنَ ﴿٧٠﴾

৭০. এবং প্রত্যেককে তার কৃতকর্মের পূর্ণ বিনিময় দেওয়া হবে, আর তিনি সকলের কার্যাবলি সম্বন্ধে পূর্ণ অবহিত আছেন।

وَسِيْقَ الَّذِيْنَ كَفَرُوْٓا اِلٰى جَهَنَّمَ زُمَرًا ۖ حَتّٰٓى اِذَا جَآءُوْهَا فُتِحَتْ اَبْوَابُهَا وَقَالَ لَهُمْ خَزَنَتُهَآ اَلَمْ يَاْتِكُمْ رُسُلٌ مِّنْكُمْ يَتْلُوْنَ عَلَيْكُمْ اٰيٰتِ رَبِّكُمْ وَيُنْذِرُوْنَكُمْ لِقَآءَ يَوْمِكُمْ هٰذَا ۖ

৭১. আর যারা কাফের, তাদেরকে দলে দলে দোজখের দিকে হাঁকিয়ে নেওয়া হবে; এমন কি, যখন তারা দোজখের নিকট পৌছবে, তখন তার দ্বারসমূহ খুলে দেওয়া হবে এবং দোজখের দ্বাররক্ষীগণ তাদেরকে বলবে, তোমাদের নিকট কি তোমাদেরই মধ্য হতে রাসূলগণ আগমন করেননি, যারা তোমাদের প্রভুর আয়াতসমূহ তোমাদেরকে পাঠ করে শুনাতেন এবং তোমাদেরকে তোমাদের এ দিবসের আগমন সম্বন্ধে ভয় প্রদর্শন করতেন?

শাব্দিক অনুবাদ :

৬৮. وَنُفِخَ فِي الصُّوْرِ আর শিঙ্গায় ফুৎকার দেওয়া হবে فَصَعِقَ তখন হতজ্ঞান হয়ে পড়বে مَنْ فِي السَّمٰوٰتِ وَمَنْ فِي الْاَرْضِ আসমানসমূহ ও জমিনের অধিবাসীগণ اِلَّا مَنْ شَآءَ اللّٰهُ কিন্তু আল্লাহ যাকে চান (সে তা হতে রক্ষা পাবে) ثُمَّ نُفِخَ فِيْهِ اُخْرٰى অতঃপর তাতে দ্বিতীয়বার ফুৎকার দেওয়া হবে فَاِذَا هُمْ قِيَامٌ يَّنْظُرُوْنَ তখন অমনি সকলে দাঁড়িয়ে যাবে এবং চতুর্দিকে দেখতে থাকবে।

৬৯. وَاَشْرَقَتِ الْاَرْضُ আর জমিন উদ্ভাসিত হয়ে যাবে بِنُوْرِ رَبِّهَا স্বীয় প্রভুর জ্যোতিতে وَوُضِعَ الْكِتٰبُ আর আমলনামা রাখা হবে وَجِايْٓءَ بِالنَّبِيّٖنَ وَالشُّهَدَآءِ এবং নবীগণকে ও সাক্ষীদেরকে উপস্থিত করা হবে وَقُضِيَ بَيْنَهُمْ بِالْحَقِّ এবং সকলের মধ্যে ন্যায়ভাবে মীমাংসা করা হবে وَهُمْ لَا يُظْلَمُوْنَ আর তাদের প্রতি একটুও অবিচার করা হবে না।

৭০. وَوُفِّيَتْ كُلُّ نَفْسٍ এবং প্রত্যেক কে পূর্ণ বিনিময় দেওয়া হবে مَّا عَمِلَتْ তার কৃতকর্মের وَهُوَ اَعْلَمُ بِمَا يَفْعَلُوْنَ আর তিনি সকলের কার্যাবলি সম্বন্ধে পূর্ণ অবহিত আছেন।

৭১. وَسِيْقَ الَّذِيْنَ كَفَرُوْٓا আর যারা কাফের তাদেরকে হাঁকিয়ে নেওয়া হবে اِلٰى جَهَنَّمَ দোজখের দিকে زُمَرًا দলে দলে حَتّٰٓى اِذَا جَآءُوْهَا এমনকি যখন তারা দোজখের নিকট পৌছবে فُتِحَتْ اَبْوَابُهَا তখন তার দ্বারসমূহ খুলে দেওয়া হবে وَقَالَ لَهُمْ خَزَنَتُهَآ, এবং দোজখের দ্বাররক্ষীগণ তাদেরকে বলবে اَلَمْ يَاْتِكُمْ তোমাদের নিকট কি আগমন করেননি رُسُلٌ مِّنْكُمْ তোমাদেরই মধ্য হতে রাসূলগণ يَتْلُوْنَ عَلَيْكُمْ যারা তোমাদেরকে পাঠ করে শুনাতেন اٰيٰتِ رَبِّكُمْ তোমাদের প্রভুর আয়াতসমূহ وَيُنْذِرُوْنَكُمْ, এবং তোমাদেরকে ভয় প্রদর্শন করতেন لِقَآءَ يَوْمِكُمْ هٰذَا তোমাদের এই দিবসের আগমন সম্বন্ধে

قَالُوْا بَلٰى وَلٰكِنْ حَقَّتْ كَلِمَةُ الْعَذَابِ عَلَى الْكٰفِرِيْنَ ﴿٧١﴾

** কাফেররা বলবে, হ্যাঁ [এসেছিলেন], কিন্তু [আমরা অমান্য করেছিলাম, ফলে] কাফেরদের জন্য আজাবের প্রতিশ্রুতি পূর্ণ হয়ে রইল।

قِيْلَ ادْخُلُوْٓا اَبْوَابَ جَهَنَّمَ خٰلِدِيْنَ فِيْهَا ۚ فَبِئْسَ مَثْوَى الْمُتَكَبِّرِيْنَ ﴿٧٢﴾

৭২. বলা হবে, জাহান্নামের দ্বারসমূহে প্রবেশ কর, [এবং] তাতে চিরকাল অবস্থান কর, মোটকথা, নিকৃষ্ট আবাস হচ্ছে অহংকারী লোকদের নিবাস।

وَسِيْقَ الَّذِيْنَ اتَّقَوْا رَبَّهُمْ اِلَى الْجَنَّةِ زُمَرًا ۭ حَتّٰٓى اِذَا جَآءُوْهَا وَفُتِحَتْ اَبْوَابُهَا وَقَالَ لَهُمْ خَزَنَتُهَا سَلٰمٌ عَلَيْكُمْ طِبْتُمْ فَادْخُلُوْهَا خٰلِدِيْنَ ﴿٧٣﴾

৭৩. আর যারা স্বীয় প্রভুকে ভয় করত, তাদেরকে দলে দলে বেহেশতের দিকে পরিচালিত করা হবে; এমনকি, যখন তারা এর নিকটে পৌছবে, আর এর দ্বারসমূহ উন্মুক্ত থাকবে এবং তথাকার দ্বাররক্ষীগণ তাদেরকে বলবে, السلام عليكم – তোমরা পরমানন্দে অবস্থান কর, অনন্তর তাতে প্রবেশ কর অনন্ত বাসের জন্য।

وَقَالُوا الْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِيْ صَدَقَنَا وَعْدَهٗ وَاَوْرَثَنَا الْاَرْضَ نَتَبَوَّاُ مِنَ الْجَنَّةِ حَيْثُ نَشَآءُ ۚ فَنِعْمَ اَجْرُ الْعٰمِلِيْنَ ﴿٧٤﴾

৭৪. এবং তারা বলবে, আল্লাহর [লাখ লাখ] শোকর, যিনি আমাদের সাথে তাঁর ওয়াদা সত্যে পরিণত করেছেন এবং আমাদেরকে এই ভূমির অধিকার করে দিয়েছেন যে, আমরা বেহেশতের মধ্যে যথেচ্ছা অবস্থান করতে পারি, ফলকথা, [সৎ-] কর্মশীলদের উত্তম প্রতিদান রয়েছে।

শাব্দিক অনুবাদ :

** قَالُوْا بَلٰى কাফেররা বলবে, হ্যাঁ وَلٰكِنْ حَقَّتْ কিন্তু পূর্ণ হয়ে রইল كَلِمَةُ الْعَذَابِ আজাবের প্রতিশ্রুতি عَلَى الْكٰفِرِيْنَ কাফেরদের জন্য।

৭২. قِيْلَ বলা হবে ادْخُلُوْٓا প্রবেশ কর اَبْوَابَ جَهَنَّمَ জাহান্নামের দ্বারসমূহ خٰلِدِيْنَ فِيْهَا তাতে চিরকাল অবস্থান কর فَبِئْسَ مَثْوَى الْمُتَكَبِّرِيْنَ মোটকথা নিকৃষ্ট আবাস হচ্ছে অহংকারী লোকদের নিবাস।

৭৩. وَسِيْقَ الَّذِيْنَ اتَّقَوْا رَبَّهُمْ যারা স্বীয় প্রভুকে ভয় করত তাদেরকে পরিচালিত করা হবে اِلَى الْجَنَّةِ বেহেশতের দিকে زُمَرًا দলে দলে حَتّٰٓى اِذَا جَآءُوْهَا এমন কি যখন তারা তার নিকটে পৌছবে وَفُتِحَتْ اَبْوَابُهَا আর তার দ্বারসমূহ উন্মুক্ত থাকবে وَقَالَ لَهُمْ خَزَنَتُهَا এবং তথাকার দ্বাররক্ষীগণ তাদেরকে বলবে سَلٰمٌ عَلَيْكُمْ আসসালামু আলাইকুম طِبْتُمْ তোমরা পরমানন্দে অবস্থান কর فَادْخُلُوْهَا خٰلِدِيْنَ অনন্তর তাতে প্রবেশ কর অনন্ত বাসের জন্য।

৭৪. وَقَالُوا এবং তারা বলবে الْحَمْدُ لِلّٰهِ আল্লাহর শোকর الَّذِيْ صَدَقَنَا وَعْدَهٗ যিনি আমাদের সাথে তাঁর ওয়াদা সত্যে পরিণত করেছেন وَاَوْرَثَنَا الْاَرْضَ এবং আমাদেরকে এই ভূমির অধিকার করে দিয়েছেন যে نَتَبَوَّاُ مِنَ الْجَنَّةِ আমরা বেহেশতের মধ্যে অবস্থান করতে পারি حَيْثُ نَشَآءُ যথেচ্ছা فَنِعْمَ اَجْرُ الْعٰمِلِيْنَ ফলকথা (সৎ-) কর্মশীলদের উত্তম প্রতিদান রয়েছে।

https://e-ilm.weebly.com/

৭৫. আর আপনি ফেরেশতাদেরকে দেখবেন, আরশের চতুর্দিকে চক্রাকারে অবস্থান করবে, স্বীয় প্রভুর পবিত্রতা ও প্রশংসা করতে থাকবে, আর সমস্ত বান্দার মধ্যে ন্যায়ভাবে ফয়সালা করে দেওয়া হবে, আর বলা হবে, সমস্ত প্রশংসা সারা জাহানের প্রতিপালক আল্লাহ্ তা'আলারই জন্য।

وَتَرَى الْمَلٰٓئِكَةَ حَآفِّيْنَ مِنْ حَوْلِ الْعَرْشِ يُسَبِّحُوْنَ بِحَمْدِ رَبِّهِمْ ۚ وَقُضِىَ بَيْنَهُمْ بِالْحَقِّ وَقِيْلَ الْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ ﴿٧٥﴾

শাব্দিক অনুবাদ :

৭৫. وَتَرَى الْمَلٰٓئِكَةَ আর আপনি ফেরেশতাদেরকে দেখবেন حَآفِّيْنَ مِنْ حَوْلِ الْعَرْشِ আরশের চতুর্দিকে চক্রাকারে অবস্থান করবে يُسَبِّحُوْنَ بِحَمْدِ رَبِّهِمْ স্বীয় রবের পবিত্রতা ও প্রশংসা করতে থাকবে وَقُضِىَ بَيْنَهُمْ بِالْحَقِّ আর সমস্ত বান্দার মধ্যে ন্যায়ভাবে ফয়সালা করে দেওয়া হবে وَقِيْلَ আর বলা হবে الْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ সমস্ত প্রশংসা সারা জাহানের প্রতিপালক আল্লাহ তা'আলারই জন্য।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

فَصَعِقَ مَنْ فِى السَّمٰوٰتِ وَمَنْ فِى الْاَرْضِ اِلَّا مَنْ شَآءَ اللّٰهُ : صَعِقَ -এর শাব্দিক অর্থ বেহুঁশ হওয়া। উদ্দেশ্য এই যে, প্রথমে বেহুঁশ হবে, অতঃপর মারা যাবে। যারা পূর্বেই মৃত, তাদের আত্মা বেহুঁশ হয়ে যাবে। -(বয়ানুল-কোরআন)

اِلَّا مَنْ شَآءَ اللّٰهُ -দুররে মানসূরের রেওয়ায়েত অনুযায়ী এই ব্যতিক্রমের মধ্যে চার ফেরেশতা-জিবরাঈল, মিকাঈল, ইসরাফীল ও আযরাঈল এবং কোনো কোনো রেওয়ায়েত অনুযায়ী আরশ বহনকারী ফেরেশতাগণও অন্তর্ভুক্ত। তাদের ব্যতিক্রমের অর্থ এই যে, শিঙ্গা ফুঁকের প্রভাবে তাদের মৃত্যু হবে না। কিন্তু পরে তারাও মারা যাবে। আল্লাহ ব্যতীত তখন কেউ জীবিত থাকবে না। ইবনে কাসীর এ ব্যাখ্যাই অবলম্বন করেছেন। তিনি বলেন, তাদের মধ্যেও সর্বশেষে আযরাঈলের মৃত্যু হবে। সূরা নামলেও এ ধরনের এক আয়াত বর্ণিত রয়েছে। সেখানে صَعِقَ -এর পরিবর্তে فَزِعَ শব্দ ব্যবহৃত হয়েছে। সেখানেও এর কিছু বিবরণ উল্লেখ করা হয়েছে।

وَجِيْٓءَ بِالنَّبِيّٖنَ وَالشُّهَدَآءِ অর্থাৎ হাশরের ময়দানে হিসাব-নিকাশের সময় সমস্ত পয়গম্বরগণও উপস্থিত থাকবেন এবং অন্যান্য সাক্ষীও উপস্থিত থাকবে। সাক্ষীগণের এ তালিকায় স্বয়ং পয়গম্বরগণও থাকবেন। যেমন, এক আয়াতে আছে– اِذَا جِئْنَا مِنْ كُلِّ اُمَّةٍۢ بِشَهِيْدٍ ফেরেশতাগণও থাকবে। যেমন, কুরআনে আছে– مَعَهَا سَآئِقٌ وَّشَهِيْدٌ - উম্মতে মোহাম্মদিও থাকবে। যেমন এক আয়াতে বলা হয়েছে, وَتَكُوْنُوْا شُهَدَآءَ عَلَى النَّاسِ এবং স্বয়ং মানুষের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গও থাকবে। যেমন কুরআনে বলা হয়েছে– وَتُكَلِّمُنَآ اَيْدِيْهِمْ وَتَشْهَدُ اَرْجُلُهُمْ : نَتَبَوَّاُ مِنَ الْجَنَّةِ حَيْثُ نَشَآءُ উদ্দেশ্য এই যে, জান্নাতীদের নিজেদের প্রাসাদ ও বাগ-বাগিচা তো থাকবেই, উপরন্তু তাদেরকে অন্য জান্নাতীদের কাছে সাক্ষাৎ ও বেড়ানোর জন্য গমন করার অনুমতিও দেওয়া হবে। (তাবারানী) আবূ নুআইম ও জারীর এক রেওয়ায়েতে হযরত আয়েশা (রা.) বলেন : এক ব্যক্তি রাসূলে কারীম ﷺ-এর কাছে উপস্থিত হয়ে আরজ করল, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আপনার প্রতি আমার ভালোবাসা এত সুগভীর যে, বাড়িতে গেলেও আপনাকেই স্মরণ করি এবং পুনরায় আপনার কাছে ফিরে না আসা পর্যন্ত আমি ধৈর্য ধরতে পারি না। কিন্তু যখন আমি আমার মৃত্যু ও আপনার ওফাতের কথা স্মরণ করি, তখন বিমর্ষ হয়ে পড়ি : কারণ মৃত্যুর পর আপনি তো জান্নাতে পয়গম্বরগণের সাথে উচ্চাসনে আসীন থাকবেন, আর আমি জান্নাতে গেলেও নিম্নস্তরেই স্থান পাব। কাজেই আমার চিন্তা এই যে, আপনাকে কিভাবে দেখব? রাসূলুল্লাহ ﷺ তার কথা শুনে কোনো জওয়াব দিলেন না। অবশেষে হযরত জিবরাঈল (আ.) নিম্নোক্ত আয়াত নিয়ে আগমন করলেন :

https://e-ilm.weebly.com/

https://e-ilm.weebly.com/

https://e-ilm.weebly.com/

৫. এদের পূর্বে নূহের সম্প্রদায় এবং তাঁর পরবর্তী অন্যান্য সম্প্রদায়ও [সত্যকে] অবিশ্বাস করেছিল, আর প্রত্যেক সম্প্রদায়ই তাদের রাসূলগণকে গ্রেফতার [করে হত্যা] করার সংকল্প করেছিল এবং অসার ঝগড়ার উদ্ভব করেছিল, যেন সে অন্যায় দ্বারা ন্যায়কে বাতিল করতে পারে, অতঃপর আমিই তাদেরকে পাকড়াও করলাম। সুতরাং আমার পক্ষ হতে শাস্তি কিরূপ হলো?	كَذَّبَتْ قَبْلَهُمْ قَوْمُ نُوحٍ وَالْأَحْزَابُ مِنْ بَعْدِهِمْ ۖ وَهَمَّتْ كُلُّ أُمَّةٍ بِرَسُولِهِمْ لِيَأْخُذُوهُ ۖ وَجَادَلُوا بِالْبَاطِلِ لِيُدْحِضُوا بِهِ الْحَقَّ فَأَخَذْتُهُمْ ۖ فَكَيْفَ كَانَ عِقَابِ ﴿٥﴾
৬. এবং অনুরূপ সমস্ত কাফেরের জন্য আপনার প্রভুর এ বাণী স্থিরীকৃত হয়ে রয়েছে যে, তারা দোজখী হবে।	وَكَذَٰلِكَ حَقَّتْ كَلِمَتُ رَبِّكَ عَلَى الَّذِينَ كَفَرُوا أَنَّهُمْ أَصْحَابُ النَّارِ ﴿٦﴾
৭. যে সমস্ত ফেরেশতা আরশ বহন করে আছে, আর যারা এর চতুর্দিকে রয়েছে, তারা স্বীয় প্রভুর পবিত্রতা ও প্রশংসা বর্ণনা করছে। আর তাঁর প্রতি ঈমান রাখে এবং ঈমানদারদের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করে, হে আমাদের প্রতিপালক! আপনার রহমত ও জ্ঞান সর্বব্যাপী, অতএব, তাদেরকে ক্ষমা করুন– যারা [কুফর হতে] তওবা করেছে এবং আপনার পথে চলছে, আর তাদেরকে দোজখের আজাব হতে রক্ষা করুন।	الَّذِينَ يَحْمِلُونَ الْعَرْشَ وَمَنْ حَوْلَهُ يُسَبِّحُونَ بِحَمْدِ رَبِّهِمْ وَيُؤْمِنُونَ بِهِ وَيَسْتَغْفِرُونَ لِلَّذِينَ آمَنُوا رَبَّنَا وَسِعْتَ كُلَّ شَيْءٍ رَحْمَةً وَعِلْمًا فَاغْفِرْ لِلَّذِينَ تَابُوا وَاتَّبَعُوا سَبِيلَكَ وَقِهِمْ عَذَابَ الْجَحِيمِ ﴿٧﴾

শাব্দিক অনুবাদ :

৫. كَذَّبَتْ অবিশ্বাস করেছিল قَبْلَهُمْ এদের পূর্বে قَوْمُ نُوحٍ নূহের সম্প্রদায় وَالْأَحْزَابُ مِنْ بَعْدِهِمْ এবং তার পরবর্তী অন্যান্য সম্প্রদায়ও وَهَمَّتْ আর সংকল্প করেছিল كُلُّ أُمَّةٍ প্রত্যেক সম্প্রদায়ই بِرَسُولِهِمْ তাদের রাসূলগণকে لِيَأْخُذُوهُ গ্রেফতার (করে হত্যা) করার وَجَادَلُوا بِالْبَاطِلِ এবং অসার ঝগড়ার উদ্ভব করেছিল لِيُدْحِضُوا بِهِ الْحَقَّ যেন সেই অন্যায় দ্বারা হককে বাতিল করতে পারে فَأَخَذْتُهُمْ অতঃপর আমিই তাদেরকে পাকড়াও করলাম فَكَيْفَ كَانَ عِقَابِ সুতরাং আমার পক্ষ হতে শাস্তি কিরূপ হলো।

৬. وَكَذَٰلِكَ এবং অনুরূপ حَقَّتْ স্থিরীকৃত হয়ে রয়েছে كَلِمَتُ رَبِّكَ আপনার প্রভুর এই বাণী عَلَى الَّذِينَ كَفَرُوا সমস্ত কাফেরদের জন্য أَنَّهُمْ أَصْحَابُ النَّارِ যে তারা দোজখী হবে।

৭. الَّذِينَ يَحْمِلُونَ الْعَرْشَ যে সমস্ত ফেরেশতা আরশ বহন করে আছে وَمَنْ حَوْلَهُ আর যারা তার চতুর্দিকে রয়েছে يُسَبِّحُونَ بِحَمْدِ رَبِّهِمْ তারা স্বীয় প্রভুর পবিত্রতা ও প্রশংসা বর্ণনা করছে وَيُؤْمِنُونَ بِهِ আর তাঁর প্রতি ঈমান রাখে وَيَسْتَغْفِرُونَ لِلَّذِينَ آمَنُوا এবং ঈমানদারদের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করে رَبَّنَا হে আমাদের পরওয়ারদেগার وَسِعْتَ كُلَّ شَيْءٍ رَحْمَةً وَعِلْمًا আপনার রহমত ও জ্ঞান সর্বব্যাপী فَاغْفِرْ অতএব তাদেরকে ক্ষমা করুন لِلَّذِينَ تَابُوا যারা তওবা করেছে (কুফর থেকে) وَاتَّبَعُوا سَبِيلَكَ এবং আপনার পথে চলছে وَقِهِمْ عَذَابَ الْجَحِيمِ আর তাদেরকে দোজখের আজাব হতে রক্ষা করুন

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

নামকরণের কারণ : উল্লিখিত সূরাটি اَلْمُؤْمِنُ [আল-মু'মিন] নামে প্রসিদ্ধ। তবে এর আর একটি প্রসিদ্ধ নামও রয়েছে তা হলো غَافِرْ (গাফির)। আলোচ্য সূরাটির আটাশ নম্বর আয়াত "وَقَالَ رَجُلٌ مُّؤْمِنٌ مِّنْ اٰلِ فِرْعَوْنَ" [ফেরাউনের বংশধরদের মধ্যে হতে এক ঈমানদার ব্যক্তি বলল]। উক্ত আয়াতস্থ مُؤْمِنٌ শব্দটির দ্বারাই আলোচ্য সূরাটির নাম اَلْمُؤْمِنُ রাখা হয়েছে। তাইতো এটি এমন একটি সূরা যাতে ঐ বিশেষ ঈমানদারের আলোচনা স্থান পেয়েছে যে সত্যের ধ্বজাধারী ও বাতিলের আতঙ্কের রূপ ধারণ পূর্বক পর্বতসম সৎসাহস ও দৃঢ় প্রত্যয়ের সাথে তৎকালীন স্বঘোষিত প্রভু ফেরাউন [লা'নাতুল্লাহি আ লাইহি]-এর সম্মুখে পয়গম্বর হযরত মূসা (আ.)-এর পক্ষ অবলম্বন করেন।

অপরদিকে সূরাটির তৃতীয় আয়াত غَافِرِ الذَّنْبِ হতে غَافِرْ শব্দ চয়নে নামকরণ করা হয়েছে غَافِرْ বলে। এতে বলা হয়েছে– আল্লাহ তা'আলা সে মহান সত্তা যিনি তওবাকারীদের তওবা কবুল করত তাদের পাপ মার্জনা করেন।

এতদুভয় ব্যতীত এ সূরাটিকে سُوْرَةُ اٰلِ حٰمٓ – سُوْرَةُ الطَّوْلِ এবং ذَاتُ حٰمٓ ও বলা হয়ে থাকে। উল্লেখ্য যে, কুরআনে হাকীমের সর্বমোট সাতটি সূরার প্রারম্ভে অনুরূপ حٰمٓ [হা-মীম] রয়েছে। এদেরকে একত্রে اَلْحَوَامِيْمُ বলা হয়।

সূরাটি কোথায় অবতীর্ণ হয় : ইমাম কুরতুবী (র.) লেখেছেন, এ সূরা সম্পূর্ণ মক্কা শরীফেই অবতীর্ণ হয়েছে। তাফসীরকার আতা ও ইকরামা (র.) ও এ মতই পোষণ করেছেন। আল্লামা সুয়ূতী (র.) বায়হাকীর সূত্রে হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা.)-এর কথার উদ্ধৃতি দিয়েছেন। তিনি বলেছেন, যে সাতটি সূরা 'হা-মীম' শব্দ দ্বারা শুরু করা হয়েছে এর প্রত্যেকটিই মক্কায় নাজিল হয়েছে।

পূর্ববর্তী সূরার সাথে যোগসূত্র : পূর্ববর্তী সূরা যুমারের প্রারম্ভে ওহীর সত্যতা তথা পবিত্র কুরআনের সত্যতার বর্ণনা ছিল। আর সূরা যুমারের পরিসমাপ্তিতে ঘোষণা করা হয়েছে যে, আল্লাহ তা'আলা কিয়ামত দিবসে তাঁর বান্দাদের মধ্যে ন্যায়বিচারের ভিত্তিতে ফয়সালা করবেন। এভাবে আল্লাহ তা'আলার শ্রেষ্ঠত্ব, মাহাত্ম্য এবং গুণাবলি পূর্ববর্তী সূরার শেষাংশে বর্ণিত হয়েছে, আর এ সূরাও মহান আল্লাহর এমনি গুণাবলির বর্ণনা দ্বারা শুরু করা হয়েছে। যেমন– তিনি عَزِيْزٌ [পরাক্রমশালী], তিনি عَلِيْمٌ [মহাজ্ঞানী], তিনি غَافِرُ الذَّنْبِ [গুনাহ মার্জনাকারী], তিনি قَابِلُ التَّوْبِ [তওবা কবুলকারী], তিনি شَدِيْدُ الْعِقَابِ [অবাধ্য বিদ্রোহীদের কঠোর শাস্তি প্রদানকারী], তিনি অনন্ত অসীম ক্ষমতাবান, তাঁর কোনো শরিক নেই, তিনি একমাত্র উপাস্য, সমগ্র মানব জাতিকে পরিশেষে তাঁর নিকটই প্রত্যাবর্তন করতে হবে।

সূরাটি নাজিল হওয়ার সময়কাল : সূরাটির বিষয়বস্তুর আলোকে বুঝা যায় যে, এটা ইসলামের উষালগ্নে অবতীর্ণ হয়। তাফসীর সম্রাট হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা.) ও যায়েদ (রা.)-এর অভিমত হলো সূরাটি সূরা যুমার-এরপর পরই নাজিল হয়েছে।

প্রকাশ থাকে যে, সূরা যুমার নাজিল হয়েছে মুসলমানদের আবিসিনিয়ায় হিজরতের পূর্বে। নাজিল হওয়ার বিন্যাস অনুযায়ী সূরাটি সূরাসমূহের ক্রমধারায় যথাস্থানে স্থাপিত রয়েছে।

সূরাটি নাজিল হওয়ার সময়কালে মক্কার সামাজিক অবস্থা : সূরাটির আলোচ্য বিষয় ও ভাবধারার বর্ণনায় তৎকালীন মক্কার সামাজিক অবস্থা অনেকটা ফুটে উঠে। মক্কার কাফের ও মুশরিকরা তখন নবী করীম ﷺ ও তাঁর আনীত দীন ইসলামকে ঘিরে দু ধরনের ষড়যন্ত্রে লিপ্ত ছিল।

১. মক্কার অধিবাসী। যারা ছোটবেলা হতেই মহানবী ﷺ-এক সত্যবাদী আল-আমীন উপাধিতে ভূষিত করেছিল। আজ তারাই হীনস্বার্থ চরিতার্থ করার মানসে জাগতিক চাহিদাকে প্রাধান্য দিয়ে নবী জন্মভূমি মক্কা তথা তার প্রত্যন্ত প্রান্তে বিশ্বনবীর আনীত দীনের ও তাঁর সর্বজনীন সংবিধান মহাগ্রন্থ আল-কুরআনের সত্যতা চ্যালেঞ্জে বিতর্ক জুড়ে দেয়। শুরু করে ঝগড়া-ফ্যাসাদ, নানান ধরনের অপ্রাসঙ্গিক উল্টা-পাল্টা প্রশ্নের উত্থাপন। নব নব ভিত্তিহীন অভিযোগের গণজাগরণে তখনকার আকাশ বাতাস ভারি ছিল। ইসলামের দাওয়াত, কুরআনের শিক্ষার এমনকি স্বয়ং নবী করীম ﷺ সম্পর্কে মানুষের মনে ক্রমাগত নানান সন্দেহ-সংশয়ের জাল বুনার গভীর ষড়যন্ত্রে ব্যাপ্ত ছিল গোটা বেদীন শক্তি; তা নিরসনে মহানবী ﷺ ও ঈমানদারগণ যেন শক্তিহীন ও দুর্বল হয়ে পড়েন। এরই ফল হলো নবীজির মদিনা হিজরত।

২. ইসলাম বিদ্বেষীরা মহানবী ﷺ-এর রক্ত পিপাসু হয়ে উঠে। নবী করীম ﷺ -কে শহীদ করার জন্য অনুকূল পরিবেশ সৃষ্টির প্রচেষ্টা চালায়। এহেন হীন উদ্দেশ্য চরিতার্থ করার দৃঢ়সংকল্পে তারা ষড়যন্ত্রের ক্রমধারা অব্যাহত রাখে। একবার তা বাস্তবায়ন করার কল্পে পদক্ষেপও গ্রহণ করেছিল। এ পরিসরে যে ঘটনাটি উল্লেখ করা যায়–

হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আমর ইবনে আস (রা.) হতে বর্ণিত আছে, একদা নবী করীম ﷺ হেরেম শরীফে নামাজরত ছিলেন, এমন সময় উকবাহ ইবনে আবী মুয়ায়িত অগ্রসর হয়ে মহানবী ﷺ-এর গলায় একটি কাপড় পেঁচিয়ে তাঁকে পাকাতে ও টানতে লাগল। মূলত গলায় ফাঁস লাগিয়ে নবী করীম ﷺ-কে হত্যা করাই ছিল তার উদ্দেশ্য। এ সময় হযরত আবূ বকর (রা.) তথায় উপস্থিত হলেন। তিনি সজোরে ধাক্কা মেরে উকবাকে দূরে সরিয়ে দিলেন। হযরত আব্দুল্লাহ (রা.) বলেন, হযরত আবূ বকর (রা.) হযরত উকবার সাথে ধস্তাধস্তির সময় বলছিলেন– "أَتَقْتُلُوْنَ رَجُلًا أَنْ يَّقُوْلَ رَبِّيَ اللّٰهُ" অর্থাৎ 'তোমরা এমন ব্যক্তিকে হত্যা করতে চাচ্ছ যে বলছেন আল্লাহ আমার প্রভু!'

সূরাটির বিষয়বস্তু : আলোচ্য সূরায় তিনটি বিষয়বস্তুর উপর আলোকপাত করা হয়েছে।

১. তাওহীদ তথা আল্লাহর একত্ববাদ সম্পর্কে। তিনি এক ও অদ্বিতীয় তাঁর কোনো শরিক নেই। এ তাওহীদের বর্ণনা কোথাও ইসতিদলালী তথা তা দলিল-প্রমাণ দ্বারা সাব্যস্ত করা হয়েছে আবার কোথাও কোথাও তার আদেশ প্রদান করা হয়েছে। এমনিভাবে কুফর হতে নিষেধাজ্ঞা, আবার কোথাও তাওহীদের ধারক-বাহকদের প্রশংসা আর সুসংবাদ।

২. বিবাদ সৃষ্টিকারী কাফের মুশরিকদেরকে ধমকি প্রদান। সত্যের ব্যাপারে এ বিবাদ সৃষ্টিকারীরা ব্যাপক। সুতরাং রাসূলকে অস্বীকারকারীরাও এর অন্তর্ভুক্ত। তাদের ইহকালীন লাঞ্ছনা ও পরকালীন কঠোর শাস্তির ধমক দেওয়া হয়েছে।

৩. মক্কার কাফের মুশরিক কর্তৃক মহানবী ﷺ-কে নানান লাঞ্ছনা-প্রবঞ্চনা, অত্যাচার, নির্যাতন, নিপীড়ন, অপপ্রচার এমনকি জীবন নাশের ব্যর্থ পরিকল্পনায় রাসূল ﷺ যখন বিচলিত, তখন মহান আল্লাহ তাঁর হাবীবের এ অসহায়তাবোধকে দূরীকরণে এবং স্বীয় মিশন পরিচালনায় প্রত্যয়ী থাকার জন্য সান্ত্বনা দেন। তাই এ পরিসরে বর্ণনায় বিস্তারিত স্থান পায় হযরত মূসা (আ.) ও মারদূদ ফেরাউনের মধ্যকার ঘটনায় হযরত মূসা (আ.)-এর বিজয়ের বাণী শুনানো। সাথেই অতীতের পয়গম্বরগণের প্রেরণ ও সমকালীন নির্যাতন ও বাধাবিপত্তির সংক্ষিপ্ত আলোচনা এ সূরার রৌনক।

উল্লেখ্য, সূরা মু'মিন হতে সূরা আহক্বাফ পর্যন্ত ধারাবাহিকভাবে সাতটি সূরা حٰمٓ (হা-মীম) দ্বারা শুরু হয় অথচ এ সবগুলোর প্রারম্ভিক আলোচ্য বিষয় এক ও অভিন্ন আর তা হলো কুরআন আল্লাহর ওহী।

সূরাটির সারসংক্ষেপ : পূর্বের আলোচনায় এসেছিল যে, আলোচ্য সূরাতে তিনটি বিষয়ে আলোকপাত করা হয়েছে, অর্থাৎ ক. تَوْحِيْد তথা আল্লাহকে এক বলে স্বীকার করে তাঁর প্রভুত্বে ও ইবাদতে কাউকে শরিক না মানা। খ. ইসলাম ও তার পয়গম্বরের বিরুদ্ধবাদীদেরকে ইহকালীন ও পরকালীন ভয়াবহ পরিণতির সংবাদ দান। গ. বিরুদ্ধবাদীদের হিংসা ও কার্যকলাপে বিচলিত না হতে আল্লাহ কর্তৃক তদীয় রাসূলকে সান্ত্বনা প্রদান ইত্যাদি। কুরআন তার নিজস্ব ভঙ্গিতে এগুলোর যথাস্থানে যথোপযোগী পরিসরে অত্যন্ত প্রাণবন্ত, প্রভাবশালী ও প্রশিক্ষণের ধারায় সুস্পষ্ট আলোচনা করেছেন। নিম্নে সংক্ষেপে তা প্রদত্ত হলো–

১. কাফেরদেরকে বলা হয়েছে আজ তোমরা মুহাম্মদ ﷺ ও তাঁর অনুসারীদের সাথে যে নৃশংস আচরণ করে আসছ ঠিক শত শত বৎসর পূর্বে ফেরাউন ও তার বাহিনী ক্ষমতার দম্ভে হযরত মূসা (আ.) ও তাঁর অনুগামীদের সাথে অনুরূপ করতে চেয়েছিল। সুতরাং তোমাদের জেনে রাখা চাই যে, ফেরাউন ও অনুগত বাহিনীর যে ভয়াবহ পরিণতি হয়েছে তোমাদেরকেও তার ভাগ্য বরণ করতে হবে।

২. হযরত মুহাম্মদ ﷺ এবং তাঁর অনুসারীদেরকে সান্ত্বনামূলক শিক্ষা দেওয়া হয়েছে যে, জালিমদের বাহ্যিক শক্তি-সামর্থ্যের মোকাবিলায় তোমরা নিজেদেরকে তুচ্ছ জ্ঞান কর না এবং হিম্মতহারা হয়ো না। তোমাদের বুকে এ অটুট বিশ্বাস বেঁধে নাও যে, তোমরা যে মহান সত্তার দীনকে প্রতিষ্ঠিত করার মানসে সম্মুখ সফর করছ তাঁর শক্তি ও ক্ষমতার সামনে সকল শক্তি ও ক্ষমতা তুচ্ছ। তোমরা একমাত্র আল্লাহ তা'আলার শরণাপন্ন হয়ে তাঁরই নিকট সাহায্য ও আশ্রয় প্রার্থনা কর।

জালিম তথা তাগুতের হুঙ্কার, অত্যাচার ও ধ্বংসাত্মক তাণ্ডবলীলার বিপরীতে একটি অন্যতম অস্ত্র হলো– إِنِّيْ عُذْتُ بِرَبِّيْ وَرَبِّكُمْ مِّنْ كُلِّ مُتَكَبِّرٍ لَّا يُؤْمِنُ بِيَوْمِ الْحِسَابِ 'আমি আশ্রয় প্রার্থনা করছি আমার ও তোমাদের রবের নিকট প্রত্যেক অহঙ্কারী হতে যে হিসাব-নিকাশের দিনের উপর বিশ্বাস রাখে না।

https://e-ilm.weebly.com/

একটি মন্তব্য : আল্লাহর উপর বিশ্বাস স্থাপনপূর্বক ভরসা করত সর্বপ্রকার ভয়-ভীতির উর্ধ্বে থেকে দীনের হিতে কাজ করলে শেষ পর্যন্ত আল্লাহর সাহায্য অবশ্যই আসবে, পেয়ে যাবে কাঙ্ক্ষিত সফলতা। এ কালের ফেরাউনরাও সে অবস্থার সম্মুখীন হবে যে অবস্থার সম্মুখীন হয়েছিল সে কালের ফেরাউনরা। সে সময়টা আসা পর্যন্ত অত্যাচার-নির্যাতনের স্টীম-রোলার যতই বেগবান হয়ে আসুকনা কেন তার সবটাই অপূর্ব ধৈর্য সহকারে মোকাবিলা করে দীনের মুজাহিদদেরকে সাহায্য করা উচিত।

৩. সত্য দীনের ব্যাপারে মক্কায় দিবারাত্র যে বিতর্ক চলছিল তা নিরসনকল্পে একদিকে যেমন দলিল ও যুক্তি দ্বারা তাওহীদ ও পরকালের বাস্তবতা প্রমাণ করে দেওয়া হলো। মক্কাবাসী কাফের মুশরিকরা কোনো প্রকার দলিল-প্রমাণ ব্যতীতই এ মহান সত্যনিষ্ঠ কথাগুলোর বিরুদ্ধে অযথাই কলহ-বিবাদে লিপ্ত তাও স্পষ্ট করে দেওয়া হলো। বাইরে তারা দেখাচ্ছিল যে, নবী করীম ﷺ-এর উপস্থাপিত শিক্ষা ও তাঁর নবুয়তের বিরুদ্ধেই তাদের মূল অভিযোগ-আপত্তি। এজন্যই তারা তা মেনে নিতে পারছিল না। বস্তুত তারা ক্ষমতার দ্বন্দ্বেই লিপ্ত ছিল। সুতরাং স্পষ্টভাবে তাদেরকে জানিয়ে দেওয়া হলো যে, তোমাদের মনের গভীরে লুক্কায়িত অহমিকা ও অহঙ্কারবোধই হলো বিশ্ব স্রষ্টার প্রেরিত শ্রেষ্ঠ সৃষ্টি হযরত মুহাম্মদ ﷺ-এর নেতৃত্ব স্বীকার না করাও আনুগত্য না করার মূল কারণ। তোমাদের কাপুরুষ ধারণা মতে হয়তো মানুষেরা হযরত মুহাম্মদ ﷺ-এর নবুয়ত মেনে ইসলামি দর্শনের উপর চললেই বুঝি তোমাদের নেতৃত্ব বিলীন হয়ে যাবে। এজন্যই তোমরা সর্বশক্তি নিয়োগ করে তাঁর বিরুদ্ধে উঠে-পড়ে লেগেছ।

অতএব, কাফেরদেরকে বুঝিয়ে দেওয়া হলো– তোমরা মুহাম্মদের বিরোধিতার ধ্বংসশীল প্রাচীর হতে বেরিয়ে তার সমর্থন ও আনুগত্য প্রকাশ করো। তা না হয় দুনিয়া ও আখেরাতে পীড়াদায়ক আজাব ও প্রবঞ্চনা তোমাদের জন্য অপেক্ষমাণ। সেদিন অতীতের সব ভুল স্মরণ পড়বে। দম্ভ আর গৌরবের কেল্লা মিসমার হয়ে যাবে। হাজারো আফসোস, অনুতাপ আর অনুনয়-বিনয় মহাপরাক্রমশালী আল্লাহ তা'আলার ক্রোধকে প্রশমিত করতে পারবে না। পরন্তু তোমাদের সামনে তওবারও সুযোগ থাকবে না।

مَا يُجَادِلُ فِيْ اٰيٰتِ اللّٰهِ اِلَّا الَّذِيْنَ كَفَرُوْا فَلَا يَغْرُرْكَ تَقَلُّبُهُمْ فِى الْبِلَادِ [٤]

শানে নুযূল : আবুল আলিয়া বলেন, কুরআনকে নিয়ে অনেক বিদ্রূপ কারীরাই ছিল। তাদের একজন নরাধম হারিছ ইবনে কাইস সালামীও ছিল। হারিছ ইবনে কাইস সালামী মতান্তরে সাহ্মী এর সম্পর্কে আলোচ্য আয়াত নাজিল করা হয়েছে। –[রুহুল মা'আনী ৪৩/২৪/১২, বাহরে মুহীত্ব ৪৩২/৭]

সূরার বৈশিষ্ট ও ফজিলত : এখান থেকে সূরা আহকাফ পর্যন্ত সাতটি সূরা 'হা-মীম' বর্ণযোগে শুরু হয়েছে। এগুলোকে আল-হা-মীম' অথবা 'হাওয়ামীম' বলা হয়।

১. মুসাইর ইবনে কেদাম বলেন, এগুলোকে عرائس অর্থাৎ নববধূ বলা হয়।

২. হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) বলেন, প্রত্যেক বস্তুর একটি নির্যাস থাকে, কুরআনের নির্যাস হলো আল-হা-মীম অথবা হাওয়ামীম। –[ফাযায়েলুল কুরআন]

৩. হযরত আব্দুল্লাহ (রা.) কুরআনের একটি দৃষ্টান্ত বর্ণনা প্রসঙ্গে বলেন, এক ব্যক্তি পরিবার-পরিজনের বসবাসের জন্যে জায়গার খোঁজে বের হলো। সে এক শস্য শ্যামল প্রান্তর দেখে খুব আনন্দিত হলো। সামনের দিকে এগিয়ে গিয়ে সে হঠাৎ উর্বর বাগ-বাগিচাও দেখতে পেল। এগুলো দেখে সে বলতে লাগল, আমি তো বৃষ্টির প্রথম শ্যামলা দেখেই বিস্ময় বোধ করছিলাম, এটা তো আরও বিস্ময়কর। এখন বুঝুন, প্রথম শ্যামলের উদাহরণ হলো সাধারণ কুরআন। আর উর্বর বাগ-বাগিচা হলো আল-হামীম। হযরত ইবনে মসউদ (রা.) এ কারণেই বলেন, আমি যখন কুরআন তেলাওয়াত করতে করতে আল-হামীমে পৌঁছি, তখন এতে আমার চিত্ত যেন বিনোদিত হয়ে উঠে।

৪. বায়হাকী প্রিয়নবী ﷺ-এর একখানি হাদীসের উদ্ধৃতি দিয়েছেন। তিনি ইরশাদ করেছেন, আল– হামীম (অর্থাৎ যে সমস্ত সূরা حٰمٓ [হা-মীম] শব্দ দ্বারা শুরু করা হয়েছে তা) হলো সাতটি, আর দোজখের দরজাও সাতটি, ১. জাহান্নাম, ২. হুতামাহ, ৩. লাযা, ৪. সাঈর, ৫. সাকার, ৬. হাবীয়াহ ও ৭. জাহীম। যারা এ হা-মীম বিশিষ্ট সূরা তেলাওয়াত করবে, এর প্রত্যেকটি দোজখের দরজা থেকে তাকে রক্ষাকারীর ভূমিকা পালন করবে। –[তাফসীরে মা'আরিফুল কুরআন, কৃত আল্লামা ইদরীস কান্ধলবী, ৬/১০৯]

৫. আল্লামা বগভী (র.) হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা.)-এর কথায় উদ্ধৃতি দিয়েছেন। তিনি বলেন, প্রত্যেক বস্তুরই মগজ থাকে, পবিত্র কুরআনের মগজ হলো হা-মীমবিশিষ্ট সূরাসমূহ।

https://e-ilm.weebly.com/

৬. হযরত ইবনে মাসউদ (রা.) বলেছেন, "آلُ حٰمٓ" কুরআন মাজীদের রেশমি বস্ত্র অর্থাৎ সৌন্দর্য। -[হাকিম]
৭. আল্লামা ইবনে কাছীর (র.) লেখেছেন, 'হা-মীম' আল্লাহ তা'আলার নামসমূহের অন্যতম। -[তাফসীরে ইবনে কাছীর, (উর্দূ) পারা-২৪, ৪-২৫]
৮. কোনো কোনো তাফসীরকার বলেছেন, এটি হলো পবিত্র কুরআনের অন্যতম নাম, ইমাম কাতাদা (র.) ও একথাই বলেছেন। -[তাফসীরে তাবারী, পারা-২৪, পৃষ্ঠা-২৫]
৯. **বিপদ-আপদ হতে হেফাজত :** হযরত আবূ হুরায়রা (রা.) হতে বর্ণিত আছে, নবী করীম ﷺ ইরশাদ করেন, দিনের শুরুতে যদি কেউ আয়াতুল কুরসী এবং সূরা মু'মিনের প্রথম তিন আয়াত [অর্থাৎ حٰمٓ হতে إِلَيْهِ الْمَصِيْرُ পর্যন্ত] তেলাওয়াত করে সে উক্ত দিবসে সর্বপ্রকার বিপদ-আপদ হতে মুক্ত থাকবে। -[তিরমিযী, মুসনাদে বাযযার]
১০. **শত্রুর অনিষ্ট হতে হেফাজত :** হযরত মুহাল্লাব ইবনে আবূ সুফরাহ (র.) নবী করীম ﷺ হতে বর্ণনা করেছেন, মহানবী ﷺ কোনো যুদ্ধে রাত্রিবেলা হেফাজতের জন্য বলেছেন- তোমাদের উপর যদি রাত্রে আক্রমণ করা হয়, তাহলে তোমরা لَا يُنْصَرُوْنَ ...... حٰمٓ পড়বে। এর সারকথা হলো حٰمٓ -এর সাথে এ দোয়া করবে যে, "আমাদের দুশমন সফল না হোক।" এটা হতে প্রতীয়মান হয় যে, حٰمٓ শত্রুর ত্রাস হতে নিরাপত্তা পাওয়ার সুরক্ষিত দুর্গ বিশেষ। -[আবূ দাউদ, তিরমিযী, ইবনে কাছীর]

একটি বিস্ময়কর ঘটনা : হযরত সাবেত বুনানী (র.) বলেন, দু'রাকাত নামাজ পড়ার জন্য আমি একটি বাগানে গেলাম এবং নামাজের পূর্বে সূরা মুমিনের إِلَيْهِ الْمَصِيْرُ পর্যন্ত তিন আয়াত পাঠ করলাম। হঠাৎ দেখি এক ব্যক্তি আমার পেছনে সাদা একটি খচ্চরে সওয়ার হয়ে দাঁড়িয়ে আছে। তার দেহে ছিল ইয়ামেনী পোশাক। লোকটি আমাকে বলল, যখন তুমি غَافِرِ الذَّنْبِ পড় তখন তার সাথে এই দোয়াও পাঠ করো يَا غَافِرَ الذَّنْبِ اغْفِرْ لِيْ অর্থাৎ হে পাপ ক্ষমাকারী আমাকে ক্ষমা করুন, যখন وَقَابِلِ التَّوْبِ পড়, তখন এর সাথে এই দোয়া পাঠ করো يَا قَابِلَ التَّوْبِ اقْبَلْ تَوْبَتِيْ অর্থাৎ হে তওবা কবুলকারী, আমার তওবা কবুল করুন, যখন شَدِيْدِ الْعِقَابِ পড়, তখন এর সাথে এই দোয়া পাঠ করো يَا شَدِيْدَ الْعِقَابِ لَا تُعَاقِبْنِيْ অর্থাৎ হে কঠোর শাস্তিদাতা, আমাকে শাস্তি দেবেন না এবং যখন ذى الطول পড়, তখন এর সাথে এ দোয়া পাঠ করো يَا ذُو الطَّوْلِ طُلْ عَلَيَّ بِخَيْرٍ অর্থাৎ হে অনুগ্রহকারী, আমার প্রতি অনুগ্রহ করুন।
সাবেত বুনানী বলেন, এ উপদেশ শোনার পর আমি সেদিকে তাকিয়ে তাকে দেখতে পেলাম না। আমি তার খোঁজে বাগানের দরজায় এসে লোকজনকে জিজ্ঞেস করলাম, কোনো ইয়ামেনী পোশাক পরিহিত ব্যক্তি এ পথে গিয়েছে কি? সবাই বলল, আমরা এমন কোনো লোক দেখিনি।

সমাজ সংস্কারে এসব আয়াতের প্রভাব এবং সংস্কারকদের জন্য হযরত ওমর ফারুকের এক মহান নির্দেশ : ইবনে কাসীর ইবনে আবী হাতেমের সনদে বর্ণনা করেন, সিরিয়ার জনৈক প্রভাবশালী শক্তিধর ব্যক্তি হযরত ওমর ফারুক (রা.)-এর নিকট আসা-যাওয়া করত। কিছুদিন পর্যন্ত তার আগমন বন্ধ থাকায় তিনি লোকদের কাছে তার অবস্থা জিজ্ঞেস করলেন। লোকেরা বলল, আমিরুল মুমিনীন, তার কথা বলবেন না, সে তো মদ্য পান করে বিভোর হয়ে থাকে। অতঃপর খলীফা তার সচিবকে ডেকে বললেন, তার কাছে এ চিঠি লিখ-

عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ (رضـ) إِلَى فُلَانِ بْنِ فُلَانٍ سَلَامٌ عَلَيْكَ فَإِنِّيْ أَحْمَدُ إِلَيْكَ اللّٰهَ الَّذِيْ لَا إِلٰهَ إِلَّا هُوَ غَافِرُ الذَّنْبِ وَقَابِلُ التَّوْبِ شَدِيْدُ الْعِقَابِ ذُو الطَّوْلِ لَا إِلٰهَ إِلَّا هُوَ إِلَيْهِ الْمَصِيْرُ.

"ওমর ইবনে খাত্তাবের পক্ষ থেকে অমুকের পুত্র অমুকের নামে তোমার প্রতি সালাম। অতঃপর আমি তোমার জন্য সে আল্লাহর প্রশংসা করি, যিনি ব্যতীত কোনো উপাস্য নেই। তিনি পাপ ক্ষমাকারী, তওবা কবুলকারী, কঠোর শাস্তিদাতা এবং বড় সামর্থ্যবান। তিনি ব্যতীত কোনো উপাস্য নেই। তাঁরই দিকে প্রত্যাবর্তন করতে হবে।"

অতঃপর তিনি মজলিসে উপস্থিত লোকদেরকে বললেন, সবাই মিলে তার জন্য দোয়া কর, যেন আল্লাহ তা'আলা তার মন ফিরিয়ে দেন এবং তার তাওবা কবুল হয়। তিনি দূতের হাতে চিঠি দিয়ে নির্দেশ দিলেন যে, লোকটির নেশার ঘোর না কাটা পর্যন্ত তার হাতে চিঠি দিও না এবং অন্য করো কাছেও দিও না। লোকটি খলীফার চিঠি পেয়ে তা পাঠ করল এবং চিন্তা করতে লাগল, এতে আমাকে শাস্তির ভয়ও দেখানো হয়েছে এবং ক্ষমা করারও প্রতিশ্রুতি দেওয়া হয়েছে। অতঃপর সে কান্না শুরু করল এবং এমন তওবা করল যে, জীবনে কখনও আর মদের কাছেও গেল না।

হযরত ওমর ফারুক (রা.) এই প্রতিক্রিয়ার সংবাদ পেয়ে বললেন, এ ধরনের ব্যাপারে তোমাদের এমনি করা উচিত। যখন কোনো মুসলমান ভাই ভ্রান্তিতে পতিত হয়, তখন তাকে ঠিক পথে আনার চিন্তা করো না, তাকে আল্লাহর রহমতের ভরসা

https://e-ilm.weebly.com/

দাও এবং আল্লাহর কাছে তার তওবার জন্য দোয়া কর। তোমরা তার বিপক্ষে শয়তানের সাহায্যকারী হয়ো না। অর্থাৎ তাকে গালমন্দ করে অথবা রাগান্বিত করে যদি দীন থেকে আরও দূরে সরিয়ে দাও, তবে তাই হবে শয়তানের সাহায্য। -[ইবনে কাসীর]

যারা সমাজ সংস্কার তথা তাবলীগ ও দাওয়াতের কাজ করে, তাদের জন্যে এ কাহিনীর মধ্যে মূল্যবান নির্দেশ এই যে, যে ব্যক্তিকে সংশোধন করা উদ্দেশ্য থাকে, তার জন্য নিজেও দোয়া কর, এরপর কৌশলে তাকে ঠিক পথে আন। তাকে উত্তেজিত করলে কোনো ফায়দা তো হবেই না; বরং শয়তানকে সাহায্য করা হবে। শয়তান তাকে আরও পথভ্রষ্টতায় লিপ্ত করে দিবে।

حٰمٓ : কোনো কোনো তাফসীরবিদ বলেন, এটা আল্লাহর নাম। কিন্তু পূর্ববর্তী ইমামগণের মতে এসব খণ্ডিত শব্দগুলোই مُتَشٰبِهَات যার অর্থ- একমাত্র আল্লাহ তা'আলাই জানেন; অথবা এগুলো আল্লাহ ও রাসূলের মধ্যকার কোনো গোপন সংকেত।

غَافِرِ الذَّنْبِ পাপ ক্ষমাকারী ও وَقَابِلِ التَّوْبِ তওবা কবুলকারী এ দু'টি শব্দ অর্থের দিক দিয়ে এক হলেও আলাদা আলাদা আনা হয়েছে। কারণ প্রথমোক্ত শব্দ দ্বারা ইঙ্গিত করা উদ্দেশ্য যে, আল্লাহ তা'আলা তওবা ব্যতিরেকেও বান্দার পাপ ক্ষমা করতে সক্ষম এবং তওবাকারীদেরকে ক্ষমা করা তাঁর একটি গুণ।

ذِى الطَّوْلِ -এর শাব্দিক অর্থ প্রশস্ততা ও ধনাঢ্যতা কিন্তু সামর্থ্য, কৃপা ও অনুগ্রহের অর্থেও ব্যবহৃত হয়। -[মাযহারী]

مَا يُجَادِلُ فِىٓ اٰيٰتِ اللّٰهِ اِلَّا الَّذِيْنَ كَفَرُوْا এই আয়াত কুরআন সম্পর্কে বিতর্ককে কুফর সাব্যস্ত করেছে। রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন, اِنَّ جِدَالًا فِى الْقُرْاٰنِ كُفْرٌ অর্থাৎ কুরআন সম্পর্কে কোনো কোনো বিতর্ক কুফর। -[মাযহারী]

এক হাদীসে আছে, একদিন রাসূলুল্লাহ ﷺ দু'ব্যক্তিকে কুরআনের কোনো এক আয়াত সম্পর্কে বাকবিতণ্ডা করতে শুনে ক্রোধান্বিত হয়ে বাইরে চলে আসেন। তখন তাঁর মুখমণ্ডলে ক্রোধের চিহ্ন পরিস্ফুট ছিল। তিনি বললেন, তোমাদের পূর্ববর্তী উম্মতরা এ কারণেই ধ্বংস হয়ে গেছে। তারা আল্লাহর কিতাব সম্পর্কে বাকবিতণ্ডা শুরু করে দিয়েছিল। -[মাযহারী]

উপরিউক্ত বিতর্কের অর্থ কুরআনের আয়াতে খুঁত বের করা, অনর্থক সন্দেহ সৃষ্টি করে তাতে বাকবিতণ্ডা করা অথবা কোনো আয়াতের এরূপ অর্থ করা, যা অন্য আয়াত ও সুন্নতের পরিপন্থি। এটা কুরআন বিকৃত করার নামান্তর। নতুবা কোনো অস্পষ্ট অথবা সংক্ষিপ্ত বাক্যের অর্থ খোঁজা, দুর্বোধ্য বাক্যের সমাধান অন্বেষণ করা অথবা কোনো আয়াত থেকে বিধানাবলি চয়ন করার কাজে পারস্পরিক আলোচনা গবেষণা করা উপরিউক্ত বিতর্কের অন্তর্ভুক্ত নয়; বরং এটা পুণ্য কাজ। -[বায়যাভী, কুরতুবী, মাযহারী]

فَلَا يَغْرُرْكَ تَقَلُّبُهُمْ فِى الْبِلَادِ কুরাইশরা শীতকালে ইয়ামানে এবং গ্রীষ্মকালে সিরিয়ায় বাণিজ্যিক সফরে যেত। বায়তুল্লাহর সেবক হওয়ার সুবাদে সমগ্র আরবে তাদের সম্মান ও সুখ্যাতি ছিল। ফলে তারা নিরাপদে সফর করত এবং অগাধ বাণিজ্যিক মুনাফা অর্জন করত। এর মাধ্যমেই তাদের ধনাঢ্যতা ও রাজনৈতিক প্রতিপত্তি প্রতিষ্ঠিত ছিল। ইসলাম ও রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর বিরোধিতা সত্ত্বেও তাদের এই সুখ্যাতি ও প্রভাব কায়েম থাকা তাদের জন্য গর্ভ ও অহংকারের বিষয় ছিল। তারা বলত, আমরা আল্লাহর কাছে অপরাধী হলে এসব নিয়ামত ও ধনৈশ্বর্য ছিনিয়ে নেওয়া হতো। এই পরিস্থিতির কারণে কিছুসংখ্যক মুসলমানের মাঝেও সন্দেহ সৃষ্টি হওয়ার সম্ভাবনা ছিল। তাই আলোচ্য আয়াতে বলা হয়েছে, আল্লাহ তা'আলা বিশেষ তাৎপর্য ও কল্যাণের ভিত্তিতে তাদেরকে সাময়িক অবকাশ দিয়ে দেখেছেন। এতে আপনি অথবা মুসলমানরা যেন ধোঁকায় না পড়েন। সাময়িক অবকাশের পর তারা আজাবে পতিত হবে এবং বর্তমান প্রভাব-প্রতিপত্তি ধ্বংস হয়ে যাবে। বস্তুত বদর যুদ্ধে এর সূচনা হয়ে মক্কা বিজয় পর্যন্ত ছয় বছরে কুরাইশদের প্রভাব-প্রতিপত্তি ও রাজনৈতিক কাঠামো সম্পূর্ণরূপে বিধ্বস্ত হয়ে যায়।

اَلَّذِيْنَ يَحْمِلُوْنَ الْعَرْشَ وَمَنْ حَوْلَهٗ : আরশ বহনকারী ফেরেশতা বর্তমানে চারজন এবং কেয়ামতের দিন আটজন হয়ে যাবে। আরশের চারপাশে কত ফেরেশতা আছে, তার সংখ্যা আল্লাহ তা'আলাই ভালো জানেন। কোনো কোনো রেওয়ায়েতে তাদের সারির সংখ্যা লক্ষ পর্যন্ত বর্ণিত আছে। তাদেরকে 'কাররুবী' বলা হয়। তারা সবাই আল্লাহ তা'আলার নৈকট্যশীল ফেরেশতা। তাই আলোচ্য আয়াতে বলা হয়েছে যে, এ ফেরেশতাগণ মুমিনদের জন্য বিশেষত যারা গোনাহ থেকে তওবা করে এবং শরিয়তের পথে চলে, তাদের জন্য বিভিন্ন দোয়া করেন। এটা হয় আল্লাহ তা'আলার আদেশের কারণে, না হয় তাদের স্বভাব ও অভ্যাসই আল্লাহর নেক বান্দদের জন্য দোয়ায় মশগুল থাকা। এ কারণেই হযরত মুতররিফ ইবনে আব্দুল্লাহ বলেন, আল্লাহর বান্দাদের মধ্যে মুমিনদের সর্বাধিক হিতাকাঙ্ক্ষী আল্লাহর ফেরেশতাগণ। মুমিনদের জন্য তাঁরা দোয়া করেন যে, তাদেরকে ক্ষমা করা হোক, জাহান্নাম থেকে রক্ষা করা হোক এবং চিরস্থায়ী জান্নাতে দাখিল করা হোক।

https://e-ilm.weebly.com/

শব্দ বিশ্লেষণ :

غَافِرٌ : সীগাহ وَاحِدْ مُذَكَّرْ বহছ اِسْم فَاعِلْ বাব ضَرَبَ মাসদার اَلْغُفْرَانُ মূলবর্ণ (غ - ف - ر) জিনস صَحِيْح
অর্থ– মার্জনাকারী।

قَابِلٌ : সীগাহ وَاحِدْ مُذَكَّرْ বহছ اِسْم فَاعِلْ বাব سَمِعَ মাসদার اَلْقُبُوْلُ মূলবর্ণ (ق - ب - ل) জিনস صَحِيْح
অর্থ– কবুলকারী।

مَصِيْرٌ : সীগাহ وَاحِدْ বহছ اِسْم ظَرْف বাব ضَرَبَ মাসদার صَيْرُوْرَةٌ মূলবর্ণ (ص - ى - ر) জিনস اَجْوَف يَائِى
অর্থ– প্রত্যাবর্তন স্থল। যেতে হবে।

لَايَغْرُرْكَ : সীগাহ وَاحِدْ مُذَكَّرْ غَائِبْ বহছ نَهْى غَائِبْ مَعْرُوْف বাব نَصَرَ মাসদার غُرُوْرٌ মূলবর্ণ (غ - ر - ر)
জিনস مُضَاعَف ثُلَاثِى অর্থ– আপনাকে যেন সন্দেহের মধ্যে না ফেলে।

هَمَّتْ : সীগাহ وَاحِدْ مُؤَنَّثْ غَائِبْ বহছ مَاضِى مَعْرُوْف বাব نَصَرَ মাসদার هَمٌّ ও مُهِمَّةٌ মূলবর্ণ (ه - م - م)
জিনস مُضَاعَف ثُلَاثِى অর্থ– সংকল্প করেছিল।

جَادَلُوْا : সীগাহ جَمْع مُذَكَّرْ غَائِبْ বহছ مَاضِى مَعْرُوْف বাব مُفَاعَلَة মাসদার مُجَادَلَةٌ মূলবর্ণ (ج - د - ل)
জিনস صَحِيْح অর্থ– ঝগড়ার উদ্ভব করেছিল।

لِيُدْحِضُوْا : সীগাহ جَمْع مُذَكَّرْ غَائِبْ বহছ اَمْر غَائِبْ مَعْرُوْف বাব اِفْعَالْ মাসদার اِدْحَاضٌ মূলবর্ণ (د - ح - ض)
জিনস صَحِيْح অর্থ– যেন বাতিল করতে পারে।

حَقَّتْ : সীগাহ وَاحِدْ مُؤَنَّثْ غَائِبْ বহছ مَاضِى مَعْرُوْف বাব نَصَرَ ও ضَرَبَ মাসদার حَقٌّ মূলবর্ণ (ح - ق - ق)
জিনস مُضَاعَف ثُلَاثِى অর্থ– স্থিরীকৃত হয়েছে।

يُسَبِّحُوْنَ : সীগাহ جَمْع مُذَكَّرْ غَائِبْ বহছ مُضَارِعْ مَعْرُوْف বাব تَفْعِيْل মাসদার تَسْبِيْحٌ মূলবর্ণ (س - ب - ح)
জিনস صَحِيْح অর্থ– পবিত্রতা বর্ণনা করছে।

وَسِعْتَ : সীগাহ وَاحِدْ مُذَكَّرْ حَاضِرْ বহছ مَاضِى مَعْرُوْف বাব سَمِعَ মাসদার سَعَةٌ মূলবর্ণ (و - س - ع) জিনস
مِثَال وَاوِى অর্থ– সর্বব্যাপী। প্রশস্ত হয়েছে।

تَابُوْا : সীগাহ جَمْع مُذَكَّرْ غَائِبْ বহছ مَاضِى مَعْرُوْف বাব نَصَرَ মাসদার تَوْبٌ মূলবর্ণ (ت - و - ب) জিনস
اَجْوَف وَاوِى অর্থ– তওবা করেছে।

اِتَّبَعُوْا : সীগাহ جَمْع مُذَكَّرْ غَائِبْ বহছ مَاضِى مَعْرُوْف বাব اِفْتِعَالْ মাসদার اِتِّبَاعٌ মূলবর্ণ (ت - ب - ع)
জিনস صَحِيْح অর্থ– চলেছে। অনুসরণ করেছে।

قِهِمْ : সীগাহ وَاحِدْ مُذَكَّرْ حَاضِرْ বহছ اَمْر حَاضِرْ مَعْرُوْف বাব ضَرَبَ মাসদার وَقْىٌ ও وِقَايَةٌ
মূলবর্ণ (و - ق - ى) জিনস لَفِيْف مَفْرُوْق অর্থ– তাদেরকে রক্ষা করুন।

বাক্য বিশ্লেষণ :

مَا يُجَادِلُ فِىْ اٰيٰتِ اللّٰهِ اِلَّا الَّذِيْنَ كَفَرُوْا : এখানে مَا হলো نَافِيَة আর يُجَادِلُ হলো فِعل مُضَارِعْ مَرْفُوْع এবং الَّذِيْنَ হলো فَاعِلْ আর اِلَّا হলো اِسْتِثْنَاء -এর অব্যয় এবং فِىْ اٰيٰتِ اللّٰهِ হলো يجادل ক্রিয়ার সাথে مُتَعَلِّقْ আর كَفَرُوْا হলো তার صِلَة। –(ই'রাবুল কুরআন : ৬ষ্ঠ খণ্ড; পৃ. ৫৪৬)

https://e-ilm.weebly.com/

رَبَّنَا وَاَدۡخِلۡهُمۡ جَنّٰتِ عَدۡنِ ۣ الَّتِیۡ وَعَدۡتَّهُمۡ وَمَنۡ صَلَحَ مِنۡ اٰبَآئِهِمۡ وَاَزۡوَاجِهِمۡ وَذُرِّیّٰتِهِمۡ ؕ اِنَّکَ اَنۡتَ الۡعَزِیۡزُ الۡحَکِیۡمُ ﴿۸﴾

৮. হে আমাদের প্রতিপালক! আর তাদেরকে অনন্তকাল অবস্থানের জান্নাতে দাখিল করুন যার প্রতিশ্রুতি আপনি তাদেরকে দিয়েছিলেন, আর তাদের পিতামাতা ও তাদের স্ত্রীগণ এবং তাদের সন্তান-সন্ততির মধ্যে যারা জান্নাতের উপযোগী তাদেরকেও; নিঃসন্দেহে আপনি পরাক্রমশালী, প্রজ্ঞাময়।

وَقِهِمُ السَّیِّاٰتِ ؕ وَمَنۡ تَقِ السَّیِّاٰتِ یَوۡمَئِذٍ فَقَدۡ رَحِمۡتَهٗ ؕ وَذٰلِکَ هُوَ الۡفَوۡزُ الۡعَظِیۡمُ ﴿۹﴾

৯. আর তাদেরকে কষ্ট হতে রক্ষা করুন; আর আপনি যাকে সেই দিনের কষ্ট হতে রক্ষা করলেন, তার প্রতি বিশেষ অনুগ্রহ করলেন; আর এটাই হচ্ছে মহা সফলতা।

اِنَّ الَّذِیۡنَ کَفَرُوۡا یُنَادَوۡنَ لَمَقۡتُ اللّٰهِ اَکۡبَرُ مِنۡ مَّقۡتِکُمۡ اَنۡفُسَکُمۡ اِذۡ تُدۡعَوۡنَ اِلَی الۡاِیۡمَانِ فَتَکۡفُرُوۡنَ ﴿۱۰﴾

১০. যারা কাফের, তাদেরকে ডেকে বলা হবে, নিজেদের প্রতি তোমাদের যেরূপ ঘৃণা হচ্ছে, আল্লাহ তোমাদেরকে তদপেক্ষা অধিক ঘৃণা করতেন, যখন তোমাদেরকে ঈমানের প্রতি আহ্বান করা হতো আর তোমরা তা অমান্য করতে।

قَالُوۡا رَبَّنَاۤ اَمَتَّنَا اثۡنَتَیۡنِ وَاَحۡیَیۡتَنَا اثۡنَتَیۡنِ فَاعۡتَرَفۡنَا بِذُنُوۡبِنَا فَهَلۡ اِلٰی خُرُوۡجٍ مِّنۡ سَبِیۡلٍ ﴿۱۱﴾

১১. তারা বলবে, হে আমাদের প্রতিপালক! আপনি আমাদেরকে দুবার মৃত রেখেছেন এবং দু'বার জীবন দান করেছেন। অতএব, আমরা আমাদের সমস্ত অপরাধ স্বীকার করলাম, সুতরাং বের হওয়ার কোনো উপায় আছে কি?

শাব্দিক অনুবাদ :

৮. رَبَّنَا হে আমাদের প্রতিপালক وَاَدۡخِلۡهُمۡ جَنّٰتِ عَدۡنٍ আর তাদেরকে অনন্তকাল অবস্থানের জান্নাতে দাখিল করুন الَّتِیۡ وَعَدۡتَّهُمۡ যার প্রতিশ্রুতি আপনি তাদেরকে দিয়েছিলেন وَمَنۡ صَلَحَ আর যারা জান্নাতের উপযোগী তাদেরকেও مِنۡ اٰبَآئِهِمۡ আর তাদের পিতামাতা وَاَزۡوَاجِهِمۡ ও তাদের স্ত্রীগণ وَذُرِّیّٰتِهِمۡ এবং তাদের সন্তান-সন্ততির মধ্যে اِنَّکَ اَنۡتَ الۡعَزِیۡزُ الۡحَکِیۡمُ নিঃসন্দেহে আপনি পরাক্রমশালী, প্রজ্ঞাময়।

৯. وَقِهِمُ السَّیِّاٰتِ আর তাদেরকে কষ্ট হতে রক্ষা করুন وَمَنۡ تَقِ السَّیِّاٰتِ یَوۡمَئِذٍ আর আপনি যাকে সেদিনের কষ্ট হতে রক্ষা করলেন فَقَدۡ رَحِمۡتَهٗ তার প্রতি বিশেষ অনুগ্রহ করলেন وَذٰلِکَ هُوَ الۡفَوۡزُ الۡعَظِیۡمُ আর এটাই হচ্ছে মহা সফলতা।

১০. اِنَّ الَّذِیۡنَ کَفَرُوۡا যারা কাফের یُنَادَوۡنَ তাদেরকে ডেকে বলা হবে لَمَقۡتُ اللّٰهِ اَکۡبَرُ আল্লাহ তোমাদেরকে এটা অপেক্ষা অধিক ঘৃণা করতেন مِنۡ مَّقۡتِکُمۡ اَنۡفُسَکُمۡ নিজেদের প্রতি তোমাদের যেরূপ ঘৃণা হচ্ছে اِذۡ تُدۡعَوۡنَ اِلَی الۡاِیۡمَانِ যখন তোমাদেরকে ঈমানের প্রতি আহ্বান করা হতো فَتَکۡفُرُوۡنَ আর তোমরা তা অমান্য করতে।

১১. قَالُوۡا তারা বলবে رَبَّنَاۤ হে আমাদের প্রতিপালক! اَمَتَّنَا اثۡنَتَیۡنِ আপনি আমাদেরকে দু'বার মৃত রেখেছেন وَاَحۡیَیۡتَنَا اثۡنَتَیۡنِ এবং দু'বার জীবন দান করেছেন فَاعۡتَرَفۡنَا অতএব, আমরা স্বীকার করলাম بِذُنُوۡبِنَا আমাদের সমস্ত অপরাধ فَهَلۡ اِلٰی خُرُوۡجٍ مِّنۡ سَبِیۡلٍ সুতরাং বের হওয়ার কোনো উপায় আছে কি?

https://e-ilm.weebly.com/

ذٰلِكُمْ بِاَنَّهٗٓ اِذَا دُعِیَ اللّٰهُ وَحْدَهٗ كَفَرْتُمْ ۚ وَاِنْ يُّشْرَكْ بِهٖ تُؤْمِنُوْا ؕ فَالْحُكْمُ لِلّٰهِ الْعَلِیِّ الْكَبِيْرِ ﴿۱۲﴾

১২. [না, উপায় নেই,] তার কারণ হচ্ছে, যখন এককভাবে আল্লাহর নাম নেওয়া হতো, [অর্থাৎ একত্ববাদের আলোচনা হতো] তখন তোমরা নাফরমানি করতে, আর যদি তাঁর সঙ্গে কাউকেও শরিক করে দেওয়া হতো, তখন তোমরা মেনে নিতে; সুতরাং এটা আল্লাহর মীমাংসা, যিনি মহামহিমান্বিত, শ্রেষ্ঠ মর্যাদাবান।

هُوَ الَّذِیْ يُرِيْكُمْ اٰيٰتِهٖ وَيُنَزِّلُ لَكُمْ مِّنَ السَّمَآءِ رِزْقًا ؕ وَمَا يَتَذَكَّرُ اِلَّا مَنْ يُّنِيْبُ ﴿۱۳﴾

১৩. তিনিই সে [প্রভু], যিনি তোমাদেরকে নিজ নিদর্শনাবলি প্রদর্শন করেন এবং আসমান হতে তোমাদের জন্য রিজিক প্রেরণ করে থাকেন; আর কেবল সে-ই নসিহত গ্রহণ করে থাকে, যে [আল্লাহর দিকে] ফিরে আসে।

فَادْعُوا اللّٰهَ مُخْلِصِيْنَ لَهُ الدِّيْنَ وَلَوْ كَرِهَ الْكٰفِرُوْنَ ﴿۱۴﴾

১৪. সুতরাং তোমরা আল্লাহ তা'আলাকে খাঁটি বিশ্বাসের সাথে ডাক, যদিও কাফেরদের অপ্রিয় হয়।

رَفِيْعُ الدَّرَجٰتِ ذُو الْعَرْشِ ۚ يُلْقِی الرُّوْحَ مِنْ اَمْرِهٖ عَلٰی مَنْ يَّشَآءُ مِنْ عِبَادِهٖ لِيُنْذِرَ يَوْمَ التَّلَاقِ ﴿۱۵﴾

১৫. তিনি উচ্চ মর্যাদাসম্পন্ন, আরশের অধিপতি, তিনি আপন বান্দাদের মধ্যে যার প্রতি ইচ্ছা, ওহী অর্থাৎ স্বীয় নির্দেশ প্রেরণ করেন, যেন তিনি সম্মিলন [কিয়ামত-] দিবসের ভয় প্রদর্শন করেন।

শাব্দিক অনুবাদ :

১২. ذٰلِكُمْ তার কারণ হচ্ছে بِاَنَّهٗ اِذَا دُعِیَ اللّٰهُ وَحْدَهٗ যখন এককভাবে আল্লাহর নাম নেওয়া হতো كَفَرْتُمْ তখন তোমরা নাফরমানি করতে وَاِنْ يُّشْرَكْ بِهٖ আর যদি তার সঙ্গে কাউকে শরিক করে দেওয়া হতো تُؤْمِنُوْا তখন তোমরা মেনে নিতে فَالْحُكْمُ لِلّٰهِ সুতরাং এটা আল্লাহর মীমাংসা الْعَلِیِّ যিনি মহামহিমান্বিত الْكَبِيْرِ শ্রেষ্ঠ মর্যাদাবান।

১৩. هُوَ الَّذِیْ তিনিই সে (প্রভু) يُرِيْكُمْ اٰيٰتِهٖ যিনি তোমাদেরকে নিজ নিদর্শনাবিল প্রদর্শন করেন وَيُنَزِّلُ لَكُمْ مِّنَ السَّمَآءِ رِزْقًا এবং আসমান হতে তোমদের জন্য রিজিক প্রেরণ করেন وَمَا يَتَذَكَّرُ اِلَّا مَنْ يُّنِيْبُ আর কেবল সে-ই নসিহত গ্রহণ করে থাকে যে (আল্লাহ দিকে) ফিরে আসে।

১৪. فَادْعُوا اللّٰهَ সুতরাং তোমরা আল্লাহ তা'আলাকে ডাক مُخْلِصِيْنَ لَهُ الدِّيْنَ খাঁটি বিশ্বাসের সাথে وَلَوْ كَرِهَ الْكٰفِرُوْنَ যদিও কাফেরদের অপ্রিয় হয়।

১৫. رَفِيْعُ الدَّرَجٰتِ তিনি উচ্চ মর্যাদাসম্পন্ন ذُو الْعَرْشِ আরশের অধিপতি يُلْقِی الرُّوْحَ مِنْ اَمْرِهٖ তিনি ওহী অর্থাৎ স্বীয় নির্দেশ প্রেরণ করেন عَلٰی مَنْ يَّشَآءُ যার প্রতি ইচ্ছা مِنْ عِبَادِهٖ স্বীয় বান্দাদের মধ্যে لِيُنْذِرَ يَوْمَ التَّلَاقِ যেন তিনি সম্মিলন (কিয়ামত) দিবসের ভয় প্রদর্শন করেন।

https://e-ilm.weebly.com/

১৬. যে দিন সকল মানুষ [আল্লাহর] সম্মুখে উপস্থিত হবে, তাদের কোনো বিষয় আল্লাহ্ তা'আলার নিকট গোপন থাকবে না; রাজত্ব আজ কার? একমাত্র আল্লাহরই, যিনি একক, প্রবল পরাক্রান্ত।	يَوْمَ هُمْ بٰرِزُوْنَ ۚ لَا يَخْفٰى عَلَى اللّٰهِ مِنْهُمْ شَيْءٌ ۗ لِمَنِ الْمُلْكُ الْيَوْمَ ۖ لِلّٰهِ الْوَاحِدِ الْقَهَّارِ ﴿١٦﴾

শাব্দিক অনুবাদ :

১৬. يَوْمَ هُمْ بٰرِزُوْنَ যেদিন সকল মানুষ (আল্লাহর) সম্মুখে উপস্থিত হবে لَا يَخْفٰى عَلَى اللّٰهِ আল্লাহ তা'আলার নিকট গোপন থাকবেনা مِنْهُمْ شَيْءٌ তাদের কোনো বিষয় لِمَنِ الْمُلْكُ الْيَوْمَ রাজত্ব আজ কার لِلّٰهِ الْوَاحِدِ الْقَهَّارِ একমাত্র আল্লাহরই, যিনি একক, প্রবল পরাক্রান্ত।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

এতদসঙ্গে তারা এ দোয়াও করেন– وَمَنْ صَلَحَ مِنْ اٰبَآئِهِمْ وَاَزْوَاجِهِمْ وَذُرِّيّٰتِهِمْ তাদের বাপ-দাদা, পতি-পত্নী ও সন্তান-সন্ততির মধ্যে যারা মাগফেরাতের যোগ্য, অর্থাৎ যারা ঈমান সহকারে মৃত্যুবরণ করেছে, তাদেরকেও এদের সাথে জান্নাতে দাখিল করুন।

এ থেকে জানা গেল যে, মুক্তির জন্য ঈমান শর্ত। ঈমানের পর অন্যান্য সৎকর্মে মুসলমানদের বাপ-দাদা, পতি-পত্নী ও সন্তানগণ নিম্নস্তরের হলেও আল্লাহ তা'আলা তাদের প্রতি সম্মান প্রদর্শনার্থে তাদের পূর্বপুরুষগণকেও জান্নাতে তাদের স্তরেই স্থান দিবেন, যাতে তাদের আনন্দ ও সন্তুষ্টি পূর্ণ হয়। কুরআন পাকের অন্য আয়াতে বলা হয়েছে– وَاَلْحَقْنَا بِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ হযরত সাঈদ ইবনে জোবায়ের (রা.) বলেন, মুমিন জান্নাতে পৌছে তার পিতা, পুত্র, ভাই প্রমুখ সম্পর্কে জিজ্ঞেস করবে যে, তারা কোথায়? তাকে বলা হবে, তারা তোমার মতো আমল করেনি। (তাই তারা এখানে পৌছতে পারবে না)। মু'মিন বলবে, আমি যে আমল করেছি, তা কেবল নিজের জন্যই করিনি-তাদের জন্যও করেছি। এরপর তাদেরকেও জান্নাতে দাখিল করার আদেশ হবে। –[ইবনে কাসীর]

এ রেওয়ায়েত উদ্ধৃত করে তাফসীরে মাযহারীতে বলা হয়েছে, এটা সাহাবীর উক্তি হলেও রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর উক্তির পর্যায়ভুক্ত। এ থেকে পরিষ্কার বোঝা যায় যে, আয়াতে যে صَلَاحِيَّةٌ তথা যোগ্যতার শর্ত আরোপ করা হয়েছে, তার অর্থ শুধু ঈমান আমলসহ ঈমান নয়।

رَفِيْعُ الدَّرَجٰتِ : কেউ কেউ دَرَجَاتٌ -এর অর্থ করেছেন গুণাবলি। অতএব رَفِيْعُ الدَّرَجٰتِ -এর অর্থ তাঁর পূর্ণত্বের গুণাবলি সর্বাধিক উচ্চ মর্যাদাসম্পন্ন। ইবনে কাসীর একে বাহ্যিক আঙ্গিকে রেখে বলেছেন যে, এর অর্থ 'তাঁর মহান আরশ সমুচ্চ'। আল্লাহর আরশ সমস্ত পৃথিবী ও আকাশসমূহে পরিব্যাপ্ত এবং সবার ছাদস্বরূপ উচ্চ। সূরা মা'আরেজে বলা হয়েছে- مِنَ اللّٰهِ ذِى الْمَعَارِجِ تَعْرُجُ الْمَلٰٓئِكَةُ وَالرُّوْحُ اِلَيْهِ فِىْ يَوْمٍ كَانَ مِقْدَارُهٗ خَمْسِيْنَ اَلْفَ سَنَةٍ

এ আয়াত সম্পর্কে ইবনে-কাসীরের গবেষণাপ্রসূত অভিমত এই যে, আয়াতে উল্লিখিত পঞ্চাশ হাজার বছরের পরিমাণ হলো সে দূরত্বের বিশ্লেষণ যা মাটির সপ্তম স্তর থেকে আরশ পর্যন্ত রয়েছে। তাঁর মতে এ ব্যাখ্যা বহু সংখ্যক পূর্ববর্তী ও পরবর্তী তাফসীরবিদদের কাছে অগ্রগণ্য। তিনি আরও বর্ণনা করেন যে, অনেক আলেমের মতে আল্লাহর আরশ একটি লাল ইয়াকুত প্রস্তর দ্বারা নির্মিত, যার ব্যাস পঞ্চাশ হাজার বছরের দূরত্বের সমান। এমনিভাবে তার উচ্চতা মাটির সপ্তম স্তর থেকে পঞ্চাশ হাজার বছরের দূরত্বের সমান। কোনো কোনো তাফসীরবিদ বলেন, رَفِيْعُ الدَّرَجٰتِ -এর অর্থ আল্লাহ তা'আলা মু'মিন-মুত্তাকীদের মর্যাদা বৃদ্ধিকারী। যেমন কুরআনের অন্যান্য আয়াতও এর সাক্ষ্য বহন করে। এক আয়াতে আছে,

https://e-ilm.weebly.com/

অন্য এক আয়াতে আছে نَرْفَعُ دَرَجَاتٍ مَّنْ نَّشَاءُ هُمْ دَرَجٰتٌ عِنْدَ اللّٰهِ - يَوْمَ هُمْ بَارِزُوْنَ لَا يَخْفٰى عَلَى اللّٰهِ
بَارِزُوْنَ এর মর্ম এই যে, হাশরের ময়দানকে যেহেতু একটি সমতল ভূমিতে পরিণত করে দেওয়া হবে, যাতে কোনো পাহাড়, গর্ত অথবা দালান-কোঠা ও বৃক্ষের আড়াল থাকবে না; তাই সবাই উন্মুক্ত ময়দানে দৃষ্টির সামনে থাকবে।

لِمَنِ الْمُلْكُ الْيَوْمَ : উল্লিখিত আয়াতসমূহে এ বাক্যটি يَوْمَ هُمْ بَارِزُوْنَ ও يَوْمَ التَّلَاقِ -এর পরে এসেছে। বলাবাহুল্য, يَوْمَ التَّلَاقِ তথা সাক্ষাৎ ও সমাবেশের দিন দ্বিতীয় ফুঁকের পরে হবে। এমনিভাবে يَوْمَ هُمْ بَارِزُوْنَ -এর ঘটনাও তখন হবে, যখন দ্বিতীয় ফুৎকারের পরে নতুন ভূপৃষ্ঠ সমতল করে দেওয়া হবে, যাতে কোনো আড়াল থাকবে না। এরপরে لِمَنِ الْمُلْكُ বাক্যটি আনার কারণে বাহ্যত বোঝা যায় যে, আল্লাহ তা'আলার এ বাণী দ্বিতীয় ফুঁকের মাধ্যমে সবকিছু পুনরুজ্জীবিত হওয়ার পরে বাস্তবায়িত হবে। কুরতুবী এর সমর্থনে হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদের একটি হাদীস পেশ করেছেন। হাদীসটি এই : সমস্ত মানুষ এমন এক পরিষ্কার ভূ-খণ্ডে একত্রিত হবে, যাতে কেউ কোনো গোনাহ্ করেনি। তখন আল্লাহর আদেশে এক ঘোষক ঘোষণা করবে, لِمَنِ الْمُلْكُ الْيَوْمَ (আজকের দিনে রাজত্ব কার?)

মুমিন-কাফের নির্বিশেষে সবাই এর জওয়াবে বলবে لِلّٰهِ الْوَاحِدِ الْقَهَّارِ মুমিনরা তো তাদের বিশ্বাস ও আকীদা অনুযায়ী আনন্দ ও হৃষ্টচিত্তে একথা বলবে। কিন্তু কাফেররা বাধ্য হয়ে দুঃখ সহকারে একথা স্বীকার করবে।

কিন্তু অন্য কোনো কোনো রেওয়ায়েত থেকে জানা যায় যে, আল্লাহ তা'আলা এ উক্তি তখন করবেন, যখন প্রথম ফুঁকের পর সমগ্র সৃষ্টি ধ্বংস হয়ে যাবে এবং জিবরাঈল, মীকাঈল, ইসরাফীল ও আজরাঈল প্রমুখ নৈকট্যশীল ফেরেশতাগণও মৃত্যুবরণ করবেন এবং এক আল্লাহর সত্তা ব্যতীত কোনো কিছুই অবশিষ্ট থাকবে না। এই পরিবেশে আল্লাহ বলবেন, 'আজকের দিনে রাজত্ব কার?' তখন যেহেতু কোনো জওয়াবদাতা থাকবে না, তাই আল্লাহ নিজেই জওয়াব দেবেনঃ 'প্রবল পরাক্রান্ত এক আল্লাহর!' হযরত হাসান বসরী (র.) বলেন, এতে আল্লাহ তা'আলাই প্রশ্নকারী এবং জওয়াবদাতাও তিনিই। মুহাম্মদ ইবনে কা'ব কুরাযীও তাই বলেন। হযরত আবূ হুরায়রা (রা.) ও ইবনে ওমর (রা.)-এর এ হাদীস থেকে এর সমর্থন পাওয়া যায়–কিয়ামতের দিন আল্লাহ তা'আলা সমগ্র পৃথিবীকে বাম হাতে এবং সমগ্র আসমানসমূহকে ডান হাকে গুটিয়ে বলবেন - أَنَا الْمَلِكُ أَيْنَ الْجَبَّارُوْنَ أَيْنَ الْمُتَكَبِّرُوْنَ অর্থাৎ আমিই বাদশাহ ও প্রভু, আজ প্রতাপশালী ও অহংকারীরা কোথায়? তাফসীরে দুররে মানসূরে উল্লেখিত দু'টি রেওয়ায়েত উদ্ধৃত করার পর বলা হয়েছে; এ প্রশ্নটি উপরিউক্ত একবার প্রথম ফুৎকারের সময় এবং আর একবার দ্বিতীয় ফুৎকারের সময় দু'বারই হয়তো উচ্চারিত হবে। বয়ানুল-কুরআনে বলা হয়েছে, দু'বার মেনে নেওয়ার উপরই কুরআন পাকের তাফসীর নির্ভরশীল নয়। বরং এটা সম্ভবপর যে, উল্লেখিত আয়াতে প্রথম ফুঁকের পরবর্তী ঘটনা উল্লেখ করা হয়েছে। তখন সবাইকে উপস্থিত ধরে নিয়ে এই কালেমা বলা হবে।

শব্দ বিশ্লেষণ :

يُنَادَوْنَ : সীগাহ جَمْع مُذَكَّر غَائِبْ বহছ مُضَارِعْ مَجْهُوْل বাব مُفَاعَلَة মাসদার مُنَادَاةٌ মূলবর্ণ (ن - د - و) জিনস نَاقِص وَاوِىْ অর্থ– ডেকে বলা হবে।

تُدْعَوْنَ : সীগাহ جَمْع مُذَكَّر حَاضِرْ বহছ مُضَارِعْ مَجْهُوْل বাব نَصَرَ মাসদার دُعَاءٌ মূলবর্ণ (د - ع - و) জিনস نَاقِص وَاوِىْ অর্থ– তোমাদেরকে আহ্বান করা হবে।

أَمَتَّنَا : সীগাহ وَاحِدْ مُذَكَّرْ حَاضِرْ বহছ مَاضِىْ مَعْرُوْف বাব اِفْعَالْ মাসদার اِمَاتَةٌ মূলবর্ণ (م - و - ت) জিনস اَجْوَف وَاوِىْ অর্থ– আমাদেরকে মৃত রেখেছেন।

أَحْيَيْتَنَا : সীগাহ وَاحِدْ مُذَكَّرْ حَاضِرْ বহছ مَاضِىْ مَعْرُوْف বাব اِفْعَالْ মাসদার (ح - ى - ى) জিনস لَفِيْف مَقْرُوْنْ অর্থ– জীবন দান করেছেন।

https://e-ilm.weebly.com/

اِعْتَرَفْنَا : সীগাহ جَمْع مُتَكَلِّمْ বহছ مَاضِىْ مَعْرُوْف বাব اِفْتِعَالْ মাসদার اِعْتِرَافٌ মূলবর্ণ (ع ـ ر ـ ف) জিনস صَحِيْح অর্থ– আমরা স্বীকার করলাম।

دُعِىَ : সীগাহ وَاحِد مُذَكَّر غَائِبٌ বহছ مَاضِىْ مَجْهُوْل বাব نَصَرَ মাসদার دُعَاءٌ মূলবর্ণ (د ـ ع ـ و) জিনস نَاقِص وَاوِىٌّ অর্থ– নেওয়া হতো। আহ্বান করা হতো।

يُرِيْكُمْ : সীগাহ وَاحِد مُذَكَّر غَائِبٌ বহছ مُضَارِع مَعْرُوْف বাব اِفْعَالْ মাসদার اِرَاءَةٌ মূলবর্ণ (ر ـ ء ـ ى) জিনস মুরাক্কাব مَهْمُوْز عَيْن এবং نَاقِص يَائِىْ অর্থ– তিনি তোমাদেরকে প্রদর্শন করবেন।

يُنِيْبُ : সীগাহ وَاحِد مُذَكَّر غَائِبٌ বহছ مُضَارِعْ مَعْرُوْف বাব اِفْعَالْ মাসদার اِنَابَةٌ মূলবর্ণ (ن ـ و ـ ب) জিনস اَجْوَف وَاوِىٌّ অর্থ– ফিরে আসে।

يُلْقِىْ : সীগাহ وَاحِدٌ مُذَكَّرٌ غَائِبٌ বহছ مُضَارِعْ مَعْرُوْف বাব اِفْعَالْ মাসদার اِلْقَاءٌ মূলবর্ণ (ل ـ ق ـ ى) জিনস نَاقِص يَائِىْ অর্থ– প্রেরণ করেন। নিক্ষেপ করেন।

بَارِزُوْنَ : সীগাহ جَمْع مُذَكَّرْ বহছ اِسْم فَاعِلْ বাব نَصَرَ মাসদার بُرُوْزٌ মূলবর্ণ (ب ـ ر ـ ز) জিনস صَحِيْح অর্থ– উপস্থিত হবে। প্রকাশ পাবে।

لَايَخْفٰى : সীগাহ وَاحِد مُذَكَّر غَائِبَ বহছ مُضَارِعْ مَنْفِىْ مَجْهُوْل বাব سَمِعَ মাসদার خَفَاءٌ মূলবর্ণ (خ ـ ف ـ ى) জিনস نَاقِص يَائِىْ অর্থ– গোপন থাকবেনা।

বাক্য বিশ্লেষণ :

وَقِهِمُ السَّيِّئَاتِ وَمَنْ تَقِ السَّيِّئَاتِ : وَاوْ হলো عَاطِفَة আর قِهِمْ হলো فِعْل اَمْر এবং أَنْتَ -এর ন্যায় যমীর তার فَاعِل আর هُمْ হলো مَفْعُول بِهٖ اَوَّلْ এবং اَلسَّيِّئَاتِ হলো مَفْعُول بِهٖ ثَانِىْ অতঃপর وَاوْ হলো عَاطِفَة এবং مَنْ হলো জযম প্রদানকারী শর্তের ইসম এবং এটা রফার স্থানে এসে مُبْتَدَأ হয়েছে। আর تَقِ হলো জযম বিশিষ্ট শর্তের فِعْل এবং এর جَزْم -এর عَلَامَةٌ হলো حَرْفُ الْعِلَّةِ বিলুপ্ত হওয়া আর اَلسَّيِّئَاتِ হলো مَفْعُول بِهٖ এবং يَوْمَئِذٍ হলো ظَرْف যা تَقِ -এর সাথে مُتَعَلِّقْ ; অতঃপর فَاء হলো رَابِطَة এবং قَدْ رَحِمْتَهٗ এ বাক্যটির تَرْكِيْب -এ কোনো স্থান নেই।

https://e-ilm.weebly.com/

١٧. অদ্য প্রত্যেককে তার কৃতকর্মের বিনিময় প্রদান করা হবে; [এবং কারো প্রতি] কোনো অবিচার করা হবে না; আল্লাহ্ তা'আলা অতি ত্বরিত হিসাব গ্রহণকারী।	اَلْيَوْمَ تُجْزٰى كُلُّ نَفْسٍۢ بِمَا كَسَبَتْ ؕ لَا ظُلْمَ الْيَوْمَ ؕ اِنَّ اللّٰهَ سَرِيْعُ الْحِسَابِ ﴿١٧﴾
১৮. আর আপনি তাদেরকে এক আসন্ন বিপদ দিবস হতে ভয় প্রদর্শন করুন, যখন হৃৎপিণ্ডসমূহ গলদেশে এসে পড়বে, [চিন্তায়] অধীর হয়ে যাবে; [সেদিন] জালিমদের [অর্থাৎ কাফেরদের] কোনো অন্তরঙ্গ বন্ধুও থাকবে না এবং কোনো সুপারিশকারীও থাকবে না যার কথা গ্রহণযোগ্য হয়।	وَاَنْذِرْهُمْ يَوْمَ الْاٰزِفَةِ اِذِ الْقُلُوْبُ لَدَى الْحَنَاجِرِ كٰظِمِيْنَ ؕ مَا لِلظّٰلِمِيْنَ مِنْ حَمِيْمٍ وَّلَا شَفِيْعٍ يُّطَاعُ ﴿١٨﴾
১৯. তিনি চক্ষুসমূহের গোপন চাহনিকেও জানেন এবং সেটাও [জানেন] যা অন্তরসমূহে লুক্কায়িত আছে।	يَعْلَمُ خَآئِنَةَ الْاَعْيُنِ وَمَا تُخْفِى الصُّدُوْرُ ﴿١٩﴾
২০. এবং আল্লাহ তা'আলা সঠিক মীমাংসা করে দিবেন; আর এরা আল্লাহ্ ভিন্ন যাদেরকে ডাকে, তারা কোনো প্রকার মীমাংসাই করতে সক্ষম নয়; আল্লাহই সব শুনেন, সব দেখেন।	وَاللّٰهُ يَقْضِىْ بِالْحَقِّ ؕ وَالَّذِيْنَ يَدْعُوْنَ مِنْ دُوْنِهٖ لَا يَقْضُوْنَ بِشَىْءٍ ؕ اِنَّ اللّٰهَ هُوَ السَّمِيْعُ الْبَصِيْرُ ﴿٢٠﴾
২১. তারা কি ভূপৃষ্ঠে পরিভ্রমণ করে দেখেনি যে, যারা এদের পূর্বে অতীত হয়েছে, [কুফরির কারণে] তাদের পরিণাম কিরূপ হয়েছে?	اَوَلَمْ يَسِيْرُوْا فِى الْاَرْضِ فَيَنْظُرُوْا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الَّذِيْنَ كَانُوْا مِنْ قَبْلِهِمْ ؕ

শাব্দিক অনুবাদ :

১৭. اَلْيَوْمَ অদ্য تُجْزٰى বিনিময় প্রদান করা হবে كُلُّ نَفْسٍ প্রত্যেককে بِمَا كَسَبَتْ তার কৃতকর্মের لَا ظُلْمَ الْيَوْمَ কোনো অবিচার করা হবে না اِنَّ اللّٰهَ سَرِيْعُ الْحِسَابِ আল্লাহ তা'আলা অতি ত্বরিত হিসাব গ্রহণকারী।

১৮. وَاَنْذِرْهُمْ আর আপনি তাদেরকে ভয় প্রদর্শন করুন يَوْمَ الْاٰزِفَةِ এক আসন্ন বিপদ দিবস হতে اِذِ الْقُلُوْبُ যখন হৃদপিণ্ডসমূহ لَدَى الْحَنَاجِرِ গলদেশে এসে পড়বে كٰظِمِيْنَ (চিন্তায়) অধীর হয়ে যাবে مَا لِلظّٰلِمِيْنَ مِنْ حَمِيْمٍ (সেদিন) জালিমদের কোনো অন্তরঙ্গ বন্ধুও থাকবে না وَلَا شَفِيْعٍ এবং কোনো সুপারিশকারীও থাকবে না يُّطَاعُ যার কথা গ্রহণযোগ্য হয়।

১৯. يَعْلَمُ তিনি জানেন خَآئِنَةَ الْاَعْيُنِ চক্ষুসমূহের গোপন চাহনিকেও وَمَا تُخْفِى الصُّدُوْرُ এবং তাও (জানেন) যা অন্তরসমূহে লুক্কায়িত আছে।

২০. وَاللّٰهُ يَقْضِىْ بِالْحَقِّ আল্লাহ তা'আলা সঠিক মীমাংসা করে দিবেন وَالَّذِيْنَ يَدْعُوْنَ مِنْ دُوْنِهٖ এরা আল্লাহ ভিন্ন যাদেরকে ডাকে لَا يَقْضُوْنَ بِشَىْءٍ তারা কোনো প্রকার মীমাংসাই করতে সক্ষম নয় اِنَّ اللّٰهَ هُوَ السَّمِيْعُ الْبَصِيْرُ আল্লাহই সব শুনেন, সব দেখেন।

২১. اَوَلَمْ يَسِيْرُوْا فِى الْاَرْضِ فَيَنْظُرُوْا তারা কি ভূপৃষ্ঠে পরিভ্রমণ করে দেখেনি যে كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ তাদের পরিণাম কিরূপ হয়েছে الَّذِيْنَ كَانُوْا مِنْ قَبْلِهِمْ যারা এদের পূর্বে অতীত হয়েছে

https://e-ilm.weebly.com/

كَانُوْا هُمْ اَشَدَّ مِنْهُمْ قُوَّةً وَّاٰثَارًا فِي الْاَرْضِ فَاَخَذَهُمُ اللّٰهُ بِذُنُوْبِهِمْ ؕ وَمَا كَانَ لَهُمْ مِّنَ اللّٰهِ مِنْ وَّاقٍ ﴿٢١﴾

** তারা এদের অপেক্ষা অধিক প্রবল ছিল শক্তিতে এবং সমস্ত কীর্তি-চিহ্নে, যা ভূপৃষ্ঠে ত্যাগ করে গেছে, অনন্তর আল্লাহ্ তাদের পাপের কারণে তাদেরকে পাকড়াও করেছেন; আর তাদের জন্য আল্লাহ্ হতে রক্ষাকারী কেউই ছিল না ।

ذٰلِكَ بِاَنَّهُمْ كَانَتْ تَّاْتِيْهِمْ رُسُلُهُمْ بِالْبَيِّنٰتِ فَكَفَرُوْا فَاَخَذَهُمُ اللّٰهُ ؕ اِنَّهٗ قَوِيٌّ شَدِيْدُ الْعِقَابِ ﴿٢٢﴾

২২. এটা এ জন্য যে, তাদের নিকট তাদের [প্রতি প্রেরিত] রাসূল স্পষ্ট প্রমাণসমূহ নিয়ে আগমন করেছিলেন, তথাপি তারা অমান্য করেছে, সুতরাং আল্লাহ্ তাদেরকে পাকড়াও করলেন; নিঃসন্দেহে তিনি অতিশয় শক্তিমান, কঠোর শাস্তিদাতা ।

وَلَقَدْ اَرْسَلْنَا مُوْسٰى بِاٰيٰتِنَا وَسُلْطٰنٍ مُّبِيْنٍ ﴿٢٣﴾

২৩. আর আমি মূসাকে আমার নিদর্শনাবলি ও প্রকাশ্য প্রমাণসহ প্রেরণ করেছিলাম ।

اِلٰى فِرْعَوْنَ وَهَامٰنَ وَقَارُوْنَ فَقَالُوْا سٰحِرٌ كَذَّابٌ ﴿٢٤﴾

২৪. ফেরাউন ও হামান এবং কারূনের প্রতি, তখন তারা বলল, এ ব্যক্তি জাদুকর [এবং] মিথ্যাবাদী ।

فَلَمَّا جَآءَهُمْ بِالْحَقِّ مِنْ عِنْدِنَا قَالُوا اقْتُلُوْٓا اَبْنَآءَ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا مَعَهٗ وَاسْتَحْيُوْا نِسَآءَهُمْ ؕ وَمَا كَيْدُ الْكٰفِرِيْنَ اِلَّا فِيْ ضَلٰلٍ ﴿٢٥﴾

২৫. অনন্তর যখন তিনি আমার পক্ষ হতে প্রদত্ত সত্য ধর্মসহ লোকদের নিকট আগমন করলেন, তখন সে লোকগুলো বলল, যারা তাঁর সঙ্গে ঈমান এনেছে, তাদের পুত্রদেরকে হত্যা করে ফেল, আর তাদের নারীদেরকে জীবিত থাকতে দাও; কিন্তু সেই কাফেরদের প্রচেষ্টা একেবারে নিষ্ফল হলো ।

শাব্দিক অনুবাদ :

** كَانُوْا هُمْ اَشَدَّ مِنْهُمْ তারা এদের অপেক্ষা অধিক প্রবল ছিল قُوَّةً وَّاٰثَارًا শক্তিতে এবং সমস্ত কীর্তি-চিহ্নে فِي الْاَرْضِ যা ভূপৃষ্ঠে ত্যাগ করে গেছে فَاَخَذَهُمُ اللّٰهُ অনন্তর আল্লাহ তাদেরকে পাকড়াও করেছিলেন بِذُنُوْبِهِمْ তাদের পাপের কারণে وَمَا كَانَ لَهُمْ مِّنَ اللّٰهِ مِنْ وَّاقٍ আর তাদের জন্য আল্লাহ হতে রক্ষাকারী কেউই ছিল না ।

২২. ذٰلِكَ এটা এজন্য যে بِاَنَّهُمْ كَانَتْ تَّاْتِيْهِمْ তাদের নিকট আগমন করেছিলেন رُسُلُهُمْ তাদের (প্রতি প্রেরিত) রাসূল بِالْبَيِّنٰتِ স্পষ্ট প্রমাণ সমূহ নিয়ে فَكَفَرُوْا তথাপি তারা আমান্য করেছে فَاَخَذَهُمُ اللّٰهُ সুতরাং আল্লাহ তাদেরকে পাকড়াও করলেন اِنَّهٗ قَوِيٌّ নিঃসন্দেহে তিনি আতিশয় শক্তিমান شَدِيْدُ الْعِقَابِ কঠোর শাস্তিদাতা ।

২৩. وَلَقَدْ اَرْسَلْنَا আর আমি প্রেরণ করেছিলাম مُوْسٰى মূসাকে بِاٰيٰتِنَا আমার নিদর্শনাবলি وَسُلْطٰنٍ مُّبِيْنٍ ও প্রকাশ্য প্রমাণসহ ।

২৪. اِلٰى فِرْعَوْنَ وَهَامٰنَ وَقَارُوْنَ ফেরাউন, হামান এবং কারূনের প্রতি فَقَالُوْا তখন তারা বলল سٰحِرٌ এ ব্যক্তি জাদুকর كَذَّابٌ (এবং) মিথ্যাবাদী ।

২৫. فَلَمَّا جَآءَهُمْ অনন্তর যখন তিনি লোকদের নিকট আগমন করলেন بِالْحَقِّ সত্য ধর্মসহ مِنْ عِنْدِنَا আমার পক্ষ হতে প্রদত্ত قَالُوْا তখন সেই লোকগুলো বলল اقْتُلُوْٓا হত্যা করে ফেল اَبْنَآءَ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا مَعَهٗ যারা তাদের সঙ্গে ঈমান এনেছে তাদের পুত্রদেরকে وَاسْتَحْيُوْا نِسَآءَهُمْ আর তাদের নারীদেরকে জীবিত থাকতে দাও وَمَا كَيْدُ الْكٰفِرِيْنَ اِلَّا فِيْ ضَلٰلٍ কিন্তু সেই কাফেরদের প্রচেষ্টা একেবারে নিষ্ফল হলো ।

https://e-ilm.weebly.com/

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

"اَلْيَوْمَ تُجْزٰى كُلُّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ" : ইতঃপূর্বে ইরশাদ ছিল, হাশরের মাঠে সর্বসময় ক্ষমতা ও একচ্ছত্র কর্তৃত্বের অধিকারী হবেন একমাত্র মহান আল্লাহ সুবহানুহুর। পরন্তু কর্তৃত্বের অধিকারী হয়েই যে আল্লাহ তা'আলা বান্দার সাথে যাচ্ছেতাই আচরণ করবেন তা নয়; বরং প্রতিটি প্রাণকে শুধু তার কর্মের প্রতিদান দেবেন। ভালো কর্মের প্রতি দান ভালো তথা আল্লাহর সন্তুষ্টি প্রাপ্তি। আর মন্দ ও অযাচিত কর্মের প্রতিদানও হবে মন্দ তথা ভয়াবহ পরিণতি।

فَمَنْ يَّعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَّرَهٗ ..... : আলোচ্য আয়াতে কয়েকটি দিক বিশেভাবে প্রানধানযোগ্য

ক. প্রত্যেককে তার কর্মফল ভোগ করতেই হবে : ইরশাদ হচ্ছে اَلْيَوْمَ تُجْزٰى كُلُّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ "আজকের দিনে প্রত্যেককেই তার কর্মফল প্রদান করা হবে।" অর্থাৎ কিয়ামত দিবসে প্রত্যেকেই তার কৃতকর্মের ফল ভোগ করবে। সেদিন কারো প্রতি কোনো প্রকার জুলুম হবে না, হবে না কোনো অবিচার আর অনাচার। কারো নেক আমলের ছওয়াব কম করা হবে না, আর কারো পাপ কার্যের শাস্তি অধিক পরিমাণে দেওয়া হবে না। আল্লাহ তা'আলা যেমন ওয়াদা করেছেন ঠিক তেমনিভাবে প্রত্যেককে তার কর্মের বিনিময় দেওয়া হবে। সেদিন ক্ষমতা থাকবে একমাত্র আল্লাহ তা'আলার, আর আল্লাহ তা'আলার ক্ষমতায় জুলুম সম্পূর্ণই অচিন্তনীয়।

মূলত ক্ষমতা নিঃসন্দেহে আজো আল্লাহ তা'আলারই অধিকারে, তবে দুনিয়াতে আল্লাহ জাল্লা শানুহু মানুষকে স্বাধীন ইচ্ছা শক্তি প্রদান করেছেন, মানুষ আল্লাহ তা'আলার খলিফা বা প্রতিনিধি হয়ে ক্ষমতা পরিচালনা করে, কিন্তু কিয়ামতের দিন নিরঙ্কুশ ক্ষমতা থাকবে একমাত্র আল্লাহর হাতেই। ইরশাদ হচ্ছে وَمَا اَنَا بِظَلَّامٍ لِّلْعَبِيْدِ 'আর আমি বান্দাদের জন্যে আদৌ জালিম নই।'

বস্তুত আল্লাহ তা'আলা অনন্ত-অসীম দয়াবান, তিনি পরম দয়ালু, তিনি কখনো কারো প্রতি জুলুম করেন না, তিনি এটাও ঘোষণা করেছেন– "غَلَبَتْ رَحْمَتِىْ عَلٰى غَضَبِىْ" অর্থাৎ 'আমার রহমত গজবের উপর প্রাধান্য বিস্তার করেছে।'

খ. যে কোনো কাজের প্রতিফল অনিবার্য : মানুষ ভালো মন্দ যা কিছুই করবে অবশ্যই তাকে তার প্রতিফল ভোগ করতে হবে। অন্যত্র ইরশাদ হচ্ছে– "لَهَا مَا كَسَبَتْ وَعَلَيْهَا مَا اكْتَسَبَتْ" যে ভালো কর্ম করবে সে তার কল্যাণ ভোগ করবে, আর যা কিছু মন্দ কর্ম করবে তার শাস্তিও সে ভোগ করবে। আরো ইরশাদ হচ্ছে– "فَمَنْ يَّعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَّرَهٗ وَمَنْ يَّعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَّرَهٗ" অর্থাৎ কেউ সামান্যতম ভালো কাজ করলে তার প্রতিদান পাবে আর সামান্যতম মন্দ কাজ করলেও তার প্রতিফল পাবে।

মোদ্দাকথা হলো, 'যেমন কর্ম তেমন ফল' এটাই এ বিষয়ে ইসলামের মূল নীতিমালা ও বিধান।

গ. মানুষের উপার্জনে সাব্যস্ত করা হয়েছে : মানুষ যদিও তার কাজকর্মের স্রষ্টা নয়। তথাপি সে তার كَاسِبْ বা উপার্জনকারী। এটাই আহলুস সুন্নাহ ওয়াল জামাতের আকীদা বা বিশ্বাস। অন্যভাবে বলা যায়– কোনো কাজ করা ও না করার ব্যাপারে মানুষের ইচ্ছার স্বাধীনতা রয়েছে। ভালো-মন্দ সব কাজেই মানুষ ইচ্ছা করলে তা করতে পারে আবার ইচ্ছা না হলে তা হতে বিরত থাকতে পারে। আর এর উপর বিচার করেই তাকে পুরস্কৃত করা হবে কিংবা আজাব দেওয়া হবে। মোদ্দাকথা, كَسْب -এর উপর ভিত্তি করেই মানুষের প্রতিফল নির্ধারণ করা হবে।

ঘ. মানুষের কর্মের প্রতিফল প্রাপ্তির উপযুক্ত স্থান হলো আখেরাত : মানুষের ভালো-মন্দ কর্মের প্রতিফল যদিও কম-বেশি বিভিন্নভাবে দুনিয়াতেও দেওয়া হয়ে থাকে তথাপি তার প্রকৃত প্রতিফল প্রাপ্তির উপযুক্ত স্থান হলো আখেরাত। শুধুমাত্র আখেরাতেই মানুষ তার কর্মের পরিপূর্ণ ন্যায়সঙ্গত প্রতিফল পেতে পারে। দুনিয়ার এ স্বল্প পরিসরে মানুষের ভালো কর্মের পরিপূর্ণ প্রতিদান প্রদান করা সম্ভব নয়; তেমনি সম্ভব নয় মন্দ কর্মের যথোচিত শাস্তি প্রদান করা।

https://e-ilm.weebly.com/

"لَا ظُلْمَ الْيَوْمَ" : ইরশাদ হচ্ছে, আজকের এ দিনে কারো প্রতি কোনো প্রকার জুলুম হবে না, যার যা প্রাপ্য সত্য ও ন্যায়সঙ্গতভাবে সে তাই পাবে। আবদ ইবনে হুমায়েদ হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা.)-এর কথার উদ্ধৃতি দিয়েছেন। তিনি বলেছেন, গুনাহ তিন প্রকার– ১. যে গুনাহ ক্ষমা করা হবে, ২. যে গুনাহ ক্ষমা করা হবে না ও ৩. যে গুনাহ থেকে কোনো কিছুই ছেড়ে দেওয়া হবে না। যে গুনাহ ক্ষমা করা হবে তা হলো এমন গুনাহ যা করার পর বান্দা আল্লাহ তা'আলার দরবারে তওবা ইস্তেগফার করে। আর যে গুনাহ ক্ষমা করা হবে না তা হলো শিরক। আর যে গুনাহ এতটুকুও ছেড়ে দেওয়া হবে না তা হলো মানুষের পরস্পরের প্রতি পরস্পরের জুলুম। হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) এর কথা বলার পর আলোচ্য আয়াত তেলাওয়াত করেন।

উল্লেখ্য যে, প্রতিফল প্রদানের ব্যাপারে কয়েক প্রকারের জুলুম হতে পারে।

১. কেউ পুরস্কার প্রাপ্তির যোগ্য ও অধিকারী হবে, কিন্তু তাকে তা দেওয়া হবে না।
২. যে লোক শাস্তি পাওয়ার যোগ্য তাকে শাস্তি না দেওয়া।
৩. একজন শাস্তি পাওয়ার মতো নয়, তথাপি তাকে শাস্তি দেওয়া।
৪. কম মাত্রায় শাস্তি পাওয়ার যোগ্য ব্যক্তিকে অধিক শাস্তি দেওয়া।
৫. একজন যতটা পুরস্কার পাওয়ার যোগ্য তাকে তা অপেক্ষা অনেক কম দেওয়া।
৬. একজনের অপরাধে অন্য জনকে দোষী সাব্যস্ত করা।

মোদ্দাকথা, এসবের কোনো জুলুমই আল্লাহ করবেন না।

মুসলিম শরীফে সংকলিত একখানি হাদীসে আছে, মহানবী ﷺ আল্লাহ তা'আলার মহান বাণীর উদ্ধৃতি দিয়েছেন যে, আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেছেন, হে আমার বান্দাগণ! আমি জুলুম করা আমার উপর হারাম করেছি, আর তোমাদের উপরও জুলুম করা হারাম করে দিয়েছি। অতএব তোমাদের মধ্য হতে কেউ যেন কারো উপর জুলুম না করে। আরো ইরশাদ করেছেন– হে আমার বান্দাগণ! এ হলো তোমাদের আমলসমূহ, আমি এ সবের বিনিময় অবশ্যই দান করব। অতএব যে কল্যাণ লাভ করে সে যেন আল্লাহ তা'আলার শোকর আদায় করে। আর যে এতদ্ব্যতীত অন্য কিছু পায় সে যে নিজেকেই তিরস্কার করে।

"إِنَّ اللّٰهَ سَرِيعُ الْحِسَابِ" : ইরশাদ হচ্ছে– "اِقْتَرَبَ لِلنَّاسِ حِسَابُهُمْ وَهُمْ فِيْ غَفْلَةٍ مُّعْرِضُوْنَ" "মানুষের নিকট তার হিসাব-নিকাশের সময় নিকটবর্তী হয়েছে, অথচ তারা গাফলতের আবর্তে নিপতিত এবং বিমুখ। এমনিভাবে "مَا خَلْقُكُمْ وَلَا بَعْثُكُمْ اِلَّا كَنَفْسٍ وَّاحِدَةٍ" অর্থাৎ তোমাদের সৃষ্টি করা এবং তোমাদের মৃত্যুর পর পুনর্জীবন দান করা আমার নিকট এক ব্যক্তিকে সৃষ্টি করে তাকে মৃত্যুর পর পুনর্জীবন দান করার মতোই। কেননা আল্লাহ তা'আলার হুকুম হওয়ার সাথে সাথেই অনতি বিলম্বে তা কার্যকরী হয়।

আল্লাহ তা'আলা অতি দ্রুততার সাথে হিসাব গ্রহণকারী। হাদীস শরীফে এসেছে হাশরের দিন আল্লাহ তা'আলা দুনিয়ার দিনের অর্ধ দিনের মধ্যেই সমস্ত সৃষ্টির হিসাব-নিকাশ সম্পাদন করে ফেলবেন।

হিসাব গ্রহণ করতে আল্লাহ তা'আলার এতটুকুও বিলম্ব হবে না। তিনি জগতের প্রত্যেকটি সৃষ্টজীবকে একই সময় রিজিক দান করেছেন এবং একজনকে রিজিক দান করার ব্যস্ততায় অপরকে রিজিক দিতে অপরাগ হন না। তিনি বিশ্বজগতের প্রতিটি জিনিসকে যেমন একই সময়ে দেখতে পান, সকল শব্দ একই সময় শুনতে পান, ছোট-বড় সকল বিষয়ে ব্যবস্থাপনা একই সময় করে থাকেন। কোনো একটি জিনিস তার লক্ষ্যকে এমনভাবে আকৃষ্ট করতে পারে না-যার ফলে তিনি অন্য জিনিসগুলোর প্রতি লক্ষ্য দিতে পারেন না। ঠিক তদ্রূপ প্রত্যেক ব্যক্তির হিসাব একই সময়ে গ্রহণ করবেন। তাঁর আদালতে মামলার ঘটনা পর্যবেক্ষণ ও সেই জন্য সাক্ষ্য প্রমাণ সংগ্রহ কঠিন হওয়ার কারণে বিচারকার্যে কোনোরূপ বিলম্ব হবে না। বিচারপতি সকল ব্যাপারে প্রকৃত ঘটনা সম্পর্কে নিজেই অবহিত, মামলার প্রতিপক্ষ তাঁর সম্মুখে উপস্থিত এবং ঘটনার স্পষ্ট সাক্ষ্য খুঁটি-নাটি বিষয়ের বিস্তারিত বিবরণসহ অনতিবিলম্বে তাঁর সামনে পেশ করা হয়ে যাবে। কাজেই প্রতিটি মামলার ফয়সালাও মুহূর্তেই সম্পন্ন হয়ে যাবে।

https://e-ilm.weebly.com/

মূলতঃ আল্লাহ তা'আলা তো বিশাল কুদরতের অধিকারী যে, সমগ্র সৃষ্টির হিসাব গ্রহণ করতে তাঁর মুহূর্ত কালেরও প্রয়োজন হয় না।

"وَاَنْذِرْهُمْ يَوْمَ الْاٰزِفَةِ" : আল্লাহ তা'আলা এখানে নবী করীম ﷺ -কে নির্দেশ দিয়েছেন, কাফেরদের বিশেষভাবে এবং সকলকে সাধারণভাবে কিয়ামত সম্পর্কে ভীতি প্রদর্শন করার জন্য। সুতরাং ইরশাদ হয়েছে– "হে হাবীব! আপনি তাদেরকে আসন্ন দিন তথা কিয়ামতের দিবস সম্পর্কে সতর্ক করে দিন। আল্লাহ তা'আলা কুরআন মাজীদে বারবার ঘোষণা করেছেন যে, কিয়ামতের দিন তাদের নিকট হতে বিন্দুমাত্র দূরে নয়। যে কোনো মুহূর্তেই কিয়ামত তাদের সামনে এসে উপস্থিত হতে পারে।

কোথাও বলা হয়েছে– "اَتٰى اَمْرُ اللّٰهِ فَلَا تَسْتَعْجِلُوْهُ" আল্লাহর নির্দেশ এসে গেছে। সুতরাং এর জন্য তোমরা তাড়াহুড়া করো না। অন্য এক আয়াতে ইরশাদ হয়েছে– "اَزِفَتِ الْاٰزِفَةُ لَيْسَ لَهَا مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ كَاشِفَةٌ" "কিয়ামত নিকটবর্তী, আল্লাহ ব্যতীত তা হতে কেউ রক্ষাকারী নেই।"।

মোকদ্দাকথা, উপরিউক্ত বক্তব্যসমূহ দ্বারা লোকদেরকে সাবধান করে দেওয়া হয়েছে যে, কিয়ামতকে দূরবর্তী মনে করে তারা যেন নির্ভীক ও বেপরোয়া হয়ে না পড়ে। সুতরাং আর এক মুহূর্তেও বিলম্ব না করে তারা যেন আত্মসংশোধন করে নেয়।

কেউ কেউ "يَوْمُ الْاٰزِفَةِ" -এর দ্বারা মৃত্যুর দিনকে বুঝিয়েছেন। কেননা "اِذَا مَاتَ الْاِنْسَانُ فَقَدْ قَامَتْ قِيَامَتُهُ" অর্থাৎ মানুষ মৃত্যুবরণ করতেই তার কিয়ামত আরম্ভ হয়ে যায়। কাফেরদের এ বিশ্বাস ছিল তাদের বাতিল উপাস্য আল্লাহ তা'আলার মহান দরবারে তাদের জন্যে সুপারিশ করবে; কিন্তু তাদের একথা সম্পূর্ণ ভিত্তিহীন। কাফেরদের পক্ষে সুপারিশ করার অধিকার কারোই থাকবে না। কাউকেই এর অনুমতি দেওয়া হবে না। অথচ অনুমতি ব্যতীত সেদিন কেউ কোনো কথা বলার সাহস পাবে না। প্রত্যেকেই নিজ নিজ ভবিষ্যৎ নিয়ে চিন্তিত, বিপদগ্রস্ত এবং ক্রন্দনরত থাকবে। যারা দুনিয়াতে নাফরমানি করে নিজেদের প্রতি চরম জুলুম করে তারা সেদিন সর্বাধিক অসহায় হবে। তাদের কোনো বন্ধুও থাকবে না এবং তাদের কোনো সুপারিশকারীও থাকবে না।

"مَا لِلظّٰلِمِيْنَ مِنْ حَمِيْمٍ وَّلَا شَفِيْعٍ يُّطَاعُ" উল্লিখিত আয়াতাংশ দ্বারা মু'তাযিলা ও অন্যান্য বাতিলপন্থিরা ধৃষ্টতা পোষণ করত প্রমাণ করার চেষ্টা করেছে যে, হাশরের দিন জালেম তথা কাফের ও ফাসেক কারো জন্যই কোনো সুপারিশকারী থাকবে না। আর থাকলেও তার সুপারিশ অগ্রাহ্য হবে।

পক্ষান্তরে আহলে সুন্নত ওয়ালা জামাতের আকীদা হলো যে সকল ঈমানদার তার বদ আমলের কারণে জাহান্নামী সাব্যস্ত হবে, সে সকল গুনাহগার মু'মিনদের সুপারিশ কবুল করবেন। কুরআন হাদীসের বহু বাণী দ্বারা এ বিষয়টি প্রমাণিত হচ্ছে। নিম্নে সে বাতিলপন্থিদের প্রামাণ্য এ দলিলের দাঁত ভাঙ্গা জবাব প্রদান করা হচ্ছে।

১. উক্ত আয়াতে ظَالِمِيْنَ দ্বারা কাফের ও মুশরিকদেরকে বুঝানো হয়েছে। কারণ অন্যত্র ইরশাদ হচ্ছে– "اِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيْمٌ" অর্থাৎ নিঃসন্দেহে শিরক মহা জুলুম। আর মুশরিক ও কাফেরদের পক্ষে এ সুপারিশ গ্রহণযোগ্য হবে না। এ বিষয়ে কেউ কোনো প্রকার দ্বিমত পোষণ করেনি। এর কারণ হলো সুপারিশ গ্রহণযোগ্য হওয়ার জন্য ঈমানদার হওয়া পূর্বশর্ত।

২. আর ظَالِمِيْنَ দ্বারা যদি ঈমানদার ফাসেক উদ্দেশ্য হয়, তবে "لَا شَفِيْعٌ يُطَاعُ" -এর অর্থ হবে তাদের জন্য এমন কোনো সুপারিশকারী হবে না যার সুপারিশ মেনে নিতে আল্লাহ তা'আলা বাধ্য হবেন। সুপারিশ গ্রহণ করা বা না করা আল্লাহ তা'আলার ইচ্ছাধীন হবে। আয়াতের "سِيَاق سَبَاق" তথা পূর্বাপর অবস্থার আলোকে প্রথমোক্ত দলিলই অপেক্ষাকৃত অধিক বিশুদ্ধ বলে মনে হয়। "وَيَعْلَمُ خَائِنَةَ الْاَعْيُنِ وَمَا تُخْفِى الصُّدُوْرُ"

কোনো কিছুই আল্লাহ পাকের অজানা নয় আলোচ্য আয়াতের তাফসীরে মুফাসসিরীনে কেরাম চক্ষুর খেয়ানত বলতে এর চুরিকে বুঝিয়েছেন।

রঈসুল মুফাসসিরীন হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা.) এ আয়াতের ব্যাখ্যায় উল্লেখ করেছেন, কোনো ব্যক্তি কারো বাড়িতে গমন করল অথবা অন্য কোথাও কোনো স্ত্রীলোকের প্রতি দৃষ্টিপাত করল যা তার জন্য হারাম, যাকে দেখল সে

https://e-ilm.weebly.com/

হয়তো তাকে দেখেনি আল্লাহ তা'আলা তা দেখেছেন, শুধু তাই নয়; বরং তখন তার মনে যে ভাবনার উদয় হয় সে গোপন বিষয় সম্পর্কেও মহান আল্লাহ জ্ঞাত। মোটকথা পৃথিবীর কোনো কিছুই আল্লাহ তা'আলার অজ্ঞান্তে নেই।

হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) হতে অন্য এক বর্ণনায় রয়েছে যে, চোখের চোর হলো সে ব্যক্তি যে বহু মানুষের সাথে বসা থাকা অবস্থায় তাদের পাশ দিয়ে যখন কোনো বেগানা [অপরিচিতা গায়রে মাহরাম] রমণী অতিবাহিত হয়, তখন অন্যদের আগোচরে এ মহিলার প্রতি কামভাবের সাথে দৃষ্টি নিক্ষেপ করে।

হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) আরো বলেছেন, সে ব্যক্তি হলো চোখের চোর যে বেগানা মহিলার প্রতি কামভাবের সাথে দৃষ্টি দেয়। আর লোকেরা তা দেখে নিলে দৃষ্টি সরিয়ে নেয়, এমনিভাবে বারংবার করতে থাকে।

আল্লামা মুফতি শফী (র.) স্ব-প্রণীত মা'আরিফুল কুরআন নামক তাফসীর গ্রন্থে উল্লেখ করেন, চক্ষু বা দৃষ্টির খেয়ানতের অর্থ হলো কোনো ব্যক্তি লোকদের অগোচরে এমন কোনো বস্তুর দিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ করে যার প্রতি দৃষ্টি দেওয়া তার জন্য হারাম। যেমন কোনো বেগানা মহিলার প্রতি কামভাবে দৃষ্টি দেওয়া। অতঃপর অন্য কাউকে দেখলে দৃষ্টি ফিরেয়ে নেওয়া। অথবা [আড় চোখে] এমনভাবে তাকাবে যে, কেউ দেখে তা বুঝতেই পারে না। অথচ আল্লাহর জ্ঞানে ও দৃষ্টিতে এর কোনোটাই গোপন নয়। বস্তুত আল্লাহ তা'আলা বিশ্ব চরাচরের সব কিছুই জানেন, সবই তাঁর আয়ত্বে। উম্মে মা'বাদ (র.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন প্রিয়নবী ﷺ-কে এ দোয়া করতে শুনেছি–

اَللّٰهُمَّ طَهِّرْ قَلْبِىْ مِنَ النِّفَاقِ وَعَمَلِىْ مِنَ الرِّيَاءِ وَلِسَانِىْ مِنَ الْكِذْبِ وَعَيْنِىْ مِنَ الْخِيَانَةِ فَاِنَّكَ تَعْلَمُ خِيَانَةَ الْاَعْيُنِ وَمَا تُخْفِى الصُّدُوْرُ.

'হে আল্লাহ! আমার অন্তরকে মুনাফেকী হতে পবিত্র রাখ এবং আমার আমলকে রিয়া থেকে এবং আমার রসনাকে মিথ্যাবাদী থেকে এবং আমার চক্ষুকে খেয়ানত থেকে, কেননা তুমি চক্ষুগুলোর খেয়ানতও জ্ঞাত এবং অন্তরসমূহে যেসব ভাবনা গোপন থাকে তাও তুমি জ্ঞাত। –[তাফসীরে আদদুররুল মানসূর-৫/৩৮৪]

"وَاللّٰهُ يَقْضِىْ بِالْحَقِّ ...... هُوَ السَّمِيْعُ الْبَصِيْرُ" : আলোচ্য আয়াতে বলা হয়েছে কিয়ামত দিবসের একমাত্র ন্যায়পরায়ণ মহাপ্রজ্ঞাময় বিচারক হবেন আল্লাহ তা'আলা, তাঁর সত্তা ব্যতীত অন্য কারো কল্পনাও করা যায় না। কেননা সঠিক জ্ঞান না থাকলে সঠিক বিচার করা যায় না, আর ক্ষমতা না থাকলে সঠিক বিচারে বাস্তবায়নও সম্ভব হয় না। আল্লাহ তা'আলা সর্বজ্ঞ, কোনো কিছুই তাঁর অবিদিত নয়; আর তিনি সর্বময় ক্ষমতার অধিকারী। অতএব, তাঁর বিচার কার্যকরি হতেও কোনো প্রকার বাধা থাকে না। তাই ইরশাদ হচ্ছে– وَاللّٰهُ يَقْضِىْ بِالْحَقِّ الخ আর আল্লাহ তা'আলা সঠিকভাবে বিচার কার্য সমাধা করেন। কেননা তিনি মহাজ্ঞানী, সর্বময় ক্ষমতার অধিকারী। তিনি গোপন ও প্রকাশ্য সব বিষয় সম্পর্কে সম্পূর্ণ অবগত আর এ জন্যেই তাঁর বিচার হয় সঠিক ও নির্ভুল, হেকমতপূর্ণ, তাৎপর্য মণ্ডিত। এবং এ আয়াতের মধ্যাংশে বলা হয়েছে যে, "আল্লাহ তা'আলার স্থলে কাফেররা যাদেরকে ডাকে তারা কোনো কিছুই ফয়সালা করতে পারে না।"

অর্থাৎ কাফেররা আল্লাহ তা'আলার স্থলে যাদেরকে ডাকে যেমন– মূর্তি, শয়তান প্রভৃতিকে তারা ডাকে, তারা কোনো বিষয়ে ফয়সালা দিতে পারে না। কেননা ফয়সালা করার শক্তিই তাদের মধ্যে নেই। সঠিক ফয়সালা করার জন্য যে ইলম প্রয়োজন তা তাদের নেই এবং ফয়সালা কার্যকর করতে যে শক্তির প্রয়োজন তাও তাদের মধ্যে নেই।

اِنَّ اللّٰهَ هُوَ السَّمِيْعُ الْعَلِيْمُ : নিশ্চয়ই আল্লাহ তা'আলা সর্বশ্রোতা, সর্বদ্রষ্টা। যেহেতু আল্লাহ তা'আলা সব কিছু দেখেন, সব কিছু শোনেন তাই কারো চক্ষুর চুরিও তাঁর অগোচরে থাকে না। এতে সতর্কবাণী উচ্চারিত হয়েছে সেসব লোকের উদ্দেশ্যে যারা আল্লাহ ব্যতীত অন্য কিছুকে উপাস্য মনে করে এবং ডাকে। আর তাদের সমালোচনাও হয়েছে এ মর্মে যে, যারা কিছু দেখেও না, শোনেও না এমন জড় পদার্থকে কাফেররা উপাস্য মনে করে, এর চেয়ে বড় নির্বুদ্ধিতা আর কিছুই হতে পারে না।

সর্বশ্রোতা, সর্বদ্রষ্টা, সর্বশক্তিমান আল্লাহ তা'আলাকে অমান্য করা এবং তাঁর স্থলে জড় পদার্থকে ঠাকুর দেবতা বানিয়ে তার সম্মুখে মাথা নত করা শুধু যে নির্বুদ্ধিতা তাই নয়; বরং মানবতার চরম অবমাননা চূড়ান্ত অধঃপতন।

https://e-ilm.weebly.com/

শব্দ বিশ্লেষণ :

تَجْزِىْ : সীগাহ وَاحِدْ مُؤَنَّثْ غَائِبْ বহছ مُضَارِعْ مَجْهُوْل বাব ضَرَبَ মাসদার جَزَاءٌ মূলবর্ণ (ج ـ ز ـ ى) জিনস نَاقِص يَائِىْ অর্থ– বিনিময় প্রদান করা হবে।

اَلْاٰزِفَةُ : সীগাহ وَاحِدْ مُؤَنَّثْ বহছ اِسْم فَاعِلْ বাব سَمِعَ মাসদার اَزْفٌ মূলবর্ণ (ا ـ ز ـ ف) জিনস مَهْمُوْز فَاء অর্থ– আসন্ন (বিপদ)।

حَنَاجِرُ : শব্দটি বহুবচন, একবচন حَنْجَرَةٌ অর্থ– গলদেশ। কণ্ঠনালী।

كَاظِمِيْنَ : সীগাহ جَمْع مُذَكَّرْ বহছ اِسْم فَاعِلْ বাব ضَرَبَ মাসদার كَظْمٌ মূলবর্ণ (ك ـ ظ ـ م) জিনস صَحِيْح অর্থ– চিন্তায় অধীর হয়ে যাবে।

يُطَاعُ : সীগাহ وَاحِدْ مُذَكَّرْ غَائِبٌ বহছ مُضَارِعْ مَجْهُوْل বাব اِفْعَالٌ মাসদার اِطَاعَةٌ মূলবর্ণ (ط ـ و ـ ع) জিনস اَجْوَف وَاوِىٌّ অর্থ– গ্রহণযোগ্য হয়। যার আনুগত্য করা হয়।

خَائِنَةٌ : সীগাহ وَاحِدْ مُؤَنَّثْ বহছ اِسْم فَاعِلْ বাব نَصَرَ মাসদার اَلْخِيَانَةُ মূলবর্ণ (خ ـ و ـ ن) জিনস اَجْوَف وَاوِىْ অর্থ– গোপন চাহনি, খেয়ানত কারিণী।

اٰثَارٌ : শব্দটি বহুবচন; একবচন اَثَرٌ অর্থ– কীর্তি চিহ্ন।

وَاقٍ : সীগাহ وَاحِدْ مُذَكَّرْ বহছ اِسْم فَاعِلْ বাব ضَرَبَ মাসদার وِقَايَةٌ মূলবর্ণ (و ـ ق ـ ى) জিনস لَفِيْف مَفْرُوْق অর্থ– রক্ষাকারী।

اِسْتَحْيُوْا : সীগাহ جَمْع مُذَكَّرْ حَاضِرْ বহছ اَمْر حَاضِرْ مَعْرُوْف বাব اِسْتِفْعَالٌ মাসদার اِسْتِحْيَاء মূলবর্ণ (ح ـ ى ـ ى) জিনস لَفِيْف مَقْرُوْن অর্থ– জীবিত থাকতে দাও।

বাক্য বিশ্লেষণ :

فَاَخَذَهُمُ اللّٰهُ بِذُنُوْبِهِمْ وَمَا كَانَ لَهُمْ مِّنَ اللّٰهِ مِنْ وَّاقٍ : এখানে فَاء টি আতফের অব্যয়। اَخَذَهُمُ اللّٰهُ হলো ফে'ল, ফায়েল ও মাফউলে বিহী। بِذُنُوْبِهِمْ শব্দটি اَخَذَهُمْ-এর সাথে مُتَعَلِّقْ এবং بَاء টি কারণ বাচক অব্যয়। وَاوْ টি আতফের অব্যয়। আর مَا টি নেতিবাচক অব্যয়। كَانَ শব্দটি فِعْل نَاقِصْ আর لَهُمْ হলো خَبَر مُقَدَّمْ এবং مِنَ اللّٰهِ হচ্ছে وَاقٍ-এর সাথে مُتَعَلِّقْ। مِنْ টি অতিরিক্ত হরফে জার। وَاقٍ শব্দটি لَفْظًا মাজরূর এবং مَحَلًّا মারফূ', কেননা এটি اِسْم كَانَ مُؤَخَّرْ। –(ই'রাবুল কুরআন ৬ষ্ঠ খণ্ড; পৃ. ৫৬১)

https://e-ilm.weebly.com/

وَقَالَ فِرْعَوْنُ ذَرُوْنِيْٓ اَقْتُلْ مُوْسٰى وَلْيَدْعُ رَبَّهٗ ۚ اِنِّيْٓ اَخَافُ اَنْ يُّبَدِّلَ دِيْنَكُمْ اَوْ اَنْ يُّظْهِرَ فِى الْاَرْضِ الْفَسَادَ ﴿٢٦﴾

২৬. আর ফেরাউন [তার সভাসদগণকে] বলল, আমাকে ছেড়ে দাও, আমি মূসাকে হত্যা করে ফেলব এবং সে [তার সাহায্যার্থে] তার প্রভুকে আহ্বান করুক, আমার আশঙ্কা হয় যে, সে তোমাদের ধর্মই পরিবর্তন করে ফেলবে, অথবা রাজ্যের মধ্যে কোনো বিপর্যয় ঘটিয়ে ফেলবে।

وَقَالَ مُوْسٰٓى اِنِّيْ عُذْتُ بِرَبِّيْ وَرَبِّكُمْ مِّنْ كُلِّ مُتَكَبِّرٍ لَّا يُؤْمِنُ بِيَوْمِ الْحِسَابِ ﴿٢٧﴾

২৭. এবং মূসা (আ.) বললেন, আমি আমার ও তোমাদের পরওয়ারদেগারের আশ্রয়গ্রহণ করছি প্রত্যেক উদ্ধত ব্যক্তি [-এর অনিষ্ট] হতে, যে হিসাব দিবসের প্রতি বিশ্বাস রাখে না।

وَقَالَ رَجُلٌ مُّؤْمِنٌ ۖ مِّنْ اٰلِ فِرْعَوْنَ يَكْتُمُ اِيْمَانَهٗٓ اَتَقْتُلُوْنَ رَجُلًا اَنْ يَّقُوْلَ رَبِّيَ اللّٰهُ وَقَدْ جَآءَكُمْ بِالْبَيِّنٰتِ مِنْ رَّبِّكُمْ ؕ وَاِنْ يَّكُ كَاذِبًا فَعَلَيْهِ كَذِبُهٗ ۚ وَاِنْ يَّكُ صَادِقًا يُّصِبْكُمْ بَعْضُ الَّذِيْ يَعِدُكُمْ ؕ اِنَّ اللّٰهَ لَا يَهْدِيْ مَنْ هُوَ مُسْرِفٌ كَذَّابٌ ﴿٢٨﴾

২৮. আর [পরামর্শ সভায়] ফেরাউনের বংশধরের মধ্যে এক মু'মিন ব্যক্তি ছিল, [এবং এ পর্যন্ত] সে নিজের ঈমানকে গোপন রেখে আসছিল, সে বলল, তোমরা কি একজন মানুষকে শুধু এ কথার জন্য হত্যা করতে চাচ্ছে যে, সে বলে, আল্লাহই আমার প্রতিপালক অথচ তিনি তোমাদের প্রভুর পক্ষ হতে নিদর্শনাবলিসহ এসেছেন; আর [মানলাম] যদি তিনি মিথ্যাবাদীই হন, তবে তাঁর মিথ্যা তাঁরই উপর বর্তাবে, আর যদি তিনি সত্যবাদী হন, তবে তিনি যে সমস্ত ভবিষ্যদ্বাণী করছেন, তা হতে কিছু তো তোমাদের উপর [অবশ্যই] পড়বে; আল্লাহ্ তা'আলা এমন ব্যক্তিকে গন্তব্যস্থান পর্যন্ত পৌছান না, যে সীমালঙ্ঘনকারী, অতিশয় মিথ্যাবাদী।

শাব্দিক অনুবাদ :

২৬. وَقَالَ فِرْعَوْنُ আর ফেরাউন বলল ذَرُوْنِيْٓ আমাকে ছেড়ে দাও اَقْتُلْ مُوْسٰى আমি মূসাকে হত্যা করে ফেলব وَلْيَدْعُ رَبَّهٗ এবং সে তার প্রভুকে আহ্বান করুক اِنِّيْٓ اَخَافُ আমার আশঙ্কা হয় যে اَنْ يُّبَدِّلَ دِيْنَكُمْ সে তোমাদের ধর্মই পরিবর্তন করে ফেলবে اَوْ اَنْ يُّظْهِرَ فِى الْاَرْضِ الْفَسَادَ অথবা রাজ্যের মধ্যে কোনো বিপর্যয় ঘটিয়ে ফেলবে।

২৭. وَقَالَ مُوْسٰى এবং মূসা (আ.) বললেন اِنِّيْ عُذْتُ আমি আশ্রয়গ্রহণ করছি بِرَبِّيْ وَرَبِّكُمْ আমার ও তোমাদের পরওয়ারদেগারের مِّنْ كُلِّ مُتَكَبِّرٍ প্রত্যেক উদ্ধত ব্যক্তি (-এর অনিষ্ট) হতে لَا يُؤْمِنُ بِيَوْمِ الْحِسَابِ যে হিসাব দিবসের প্রতি বিশ্বাস রাখে না।

২৮. وَقَالَ আর সে বলল رَجُلٌ مُّؤْمِنٌ এক মু'মিন ব্যক্তি ছিল مِّنْ اٰلِ فِرْعَوْنَ ফেরাউনের বংশধরের মধ্যে يَكْتُمُ اِيْمَانَهٗ সে নিজের ঈমানকে গোপন রেখে আসছিল اَتَقْتُلُوْنَ رَجُلًا। তোমরা কি একজন মানুষকে শুধু একথার জন্য হত্যা করতে চাচ্ছ যে اَنْ يَّقُوْلَ সে বলে رَبِّيَ اللّٰهُ আল্লাহই আমার প্রতিপালক وَقَدْ جَآءَكُمْ অথচ তিনি তোমাদের নিকট এসেছেন بِالْبَيِّنٰتِ নিদর্শনাবলিসহ مِنْ رَّبِّكُمْ তোমাদের প্রভুর পক্ষ হতে وَاِنْ يَّكُ كَاذِبًا আর যদি তিনি মিথ্যাবাদীই হন فَعَلَيْهِ كَذِبُهٗ তবে তার মিথ্যা তারই উপর বর্তাবে وَاِنْ يَّكُ صَادِقًا আর যদি তিনি সত্যবাদী হন يُّصِبْكُمْ তবে তোমাদের উপর পড়বে بَعْضُ الَّذِيْ তা হতে কিছু তো يَعِدُكُمْ তিনি যে ভবিষ্যদ্বাণী করছেন اِنَّ اللّٰهَ لَا يَهْدِيْ আল্লাহ এমন ব্যক্তিকে গন্তব্যস্থান পর্যন্ত পৌছান না مَنْ هُوَ مُسْرِفٌ যে সীমালঙ্ঘনকারী كَذَّابٌ অতিশয় মিথ্যাবাদী।

https://e-ilm.weebly.com/

২৯. হে আমার সম্প্রদায়! আজ রাজত্ব তোমাদের, তোমরা এ ভূপৃষ্ঠে শাসক, সুতরাং আল্লাহর আজাব হতে কে আমাদের সাহায্য করবে? যদি তা আমাদের উপর এসে পড়ে; [এ কথা শুনে] ফেরাউন বলল, আমি তো তোমাদেরকে তা-ই পরামর্শ দিব, যা আমি নিজে বুঝছি এবং তোমাদেরকে কেবল মঙ্গলের পথই নির্দেশ করছি।	يٰقَوْمِ لَكُمُ الْمُلْكُ الْيَوْمَ ظٰهِرِيْنَ فِي الْاَرْضِ ۫ فَمَنْ يَّنْصُرُنَا مِنْۢ بَاْسِ اللّٰهِ اِنْ جَآءَنَا ؕ قَالَ فِرْعَوْنُ مَآ اُرِيْكُمْ اِلَّا مَآ اَرٰى وَمَآ اَهْدِيْكُمْ اِلَّا سَبِيْلَ الرَّشَادِ ﴿۲۹﴾
৩০. এবং সেই মু'মিন ব্যক্তি বলল, হে আমার সম্প্রদায়! আমি তোমাদের প্রতি অন্যান্য সম্প্রদায়ের ন্যায় দুর্দিনের দিবসের আশঙ্কা করছি।	وَقَالَ الَّذِيْٓ اٰمَنَ يٰقَوْمِ اِنِّيْٓ اَخَافُ عَلَيْكُمْ مِّثْلَ يَوْمِ الْاَحْزَابِ ﴿۳۰﴾
৩১. যেমন নূহ-সম্প্রদায় এবং আ'দ ও ছামূদ-সম্প্রদায়ের, আর তাদের পরবর্তী লোকদের অবস্থা হয়েছিল; আর আল্লাহ্ তো বান্দাদের প্রতি কোনোরূপ অত্যাচার করতে চান না [কিন্তু তোমরা যখন কাজই এরূপ করবে, তখন অবশ্যই নিজেরাই শাস্তি পাবে]।	مِثْلَ دَاْبِ قَوْمِ نُوْحٍ وَّعَادٍ وَّثَمُوْدَ وَالَّذِيْنَ مِنْۢ بَعْدِهِمْ ؕ وَمَا اللّٰهُ يُرِيْدُ ظُلْمًا لِّلْعِبَادِ ﴿۳۱﴾
৩২. আর হে আমার সম্প্রদায়! আমি তোমাদের সম্বন্ধে সে দিবসের আশঙ্কা করছি, যে দিন [ভয়ঙ্কর ঘটনাসমূহ এবং] বহু হাঁকাহাঁকি-ডাকাডাকি হবে।	وَيٰقَوْمِ اِنِّيْٓ اَخَافُ عَلَيْكُمْ يَوْمَ التَّنَادِ ﴿۳۲﴾

শাব্দিক অনুবাদ :

২৯. يٰقَوْمِ হে আমার সম্প্রদায়! لَكُمُ الْمُلْكُ الْيَوْمَ আজ রাজত্ব তোমাদের ظٰهِرِيْنَ فِي الْاَرْضِ তোমরা এ ভূপৃষ্ঠে শাসক فَمَنْ يَّنْصُرُنَا সুতরাং কে আমাদের সাহায্য করবে مِنْۢ بَاْسِ اللّٰهِ আল্লাহর আজাব হতে اِنْ جَآءَنَا যদি তা আমাদের উপর এসে পড়ে قَالَ فِرْعَوْنُ ফেরাউন বলল مَآ اُرِيْكُمْ اِلَّا مَآ اَرٰى আমি তো তোমাদেরকে তাই পরামর্শ দেব যা আমি নিজে বুঝছি وَمَآ اَهْدِيْكُمْ اِلَّا سَبِيْلَ الرَّشَادِ এবং তোমাদেরকে কেবল মঙ্গলের পথই নির্দেশ করছি।

৩০. وَقَالَ الَّذِيْٓ اٰمَنَ এবং সেই মু'মিন ব্যক্তি বলল يٰقَوْمِ হে আমার সম্প্রদায়! اِنِّيْٓ اَخَافُ عَلَيْكُمْ আমি তোমাদের প্রতি আশঙ্কা করছি مِّثْلَ يَوْمِ الْاَحْزَابِ অন্যান্য সম্প্রদায়ের ন্যায় দুর্দিনের দিবসের।

৩১. مِثْلَ دَاْبِ قَوْمِ نُوْحٍ যেমন নূহ- সম্প্রদায়ের অবস্থা হয়েছিল وَّعَادٍ وَّثَمُوْدَ এবং আ'দ ও ছামূদ সম্প্রদায়ের وَالَّذِيْنَ مِنْۢ بَعْدِهِمْ আর তাদের পরবর্তী লোকদের وَمَا اللّٰهُ يُرِيْدُ আর আল্লাহ চান না ظُلْمًا لِّلْعِبَادِ বান্দাদের প্রতি কোনোরূপ অত্যাচার করতে :

৩২. وَيٰقَوْمِ আর হে আমার সম্প্রদায়! اِنِّيْٓ اَخَافُ عَلَيْكُمْ আমি তোমাদের সম্বন্ধে সেই দিবসের আশঙ্কা করছি يَوْمَ التَّنَادِ যেদিন (ভয়ঙ্কর ঘটনাসমূহ এবং) বহু হাঁকাহাঁকি-ডাকাডাকি হবে।

https://e-ilm.weebly.com/

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

ফেরাউন বংশীয় মু'মিন : উপরে স্থানে স্থানে তাওহীদ ও রিসালাত অস্বীকারকারীদের প্রতি শাস্তিবাণী উচ্চারণ প্রসঙ্গে কাফেরদের বিরোধিতা ও হঠকারিতা উল্লিখিত হয়েছে। এর ফলে স্বভাবগত কারণে রাসূলুল্লাহ ﷺ দুঃখিত ও চিন্তান্বিত হতেন। তাঁর সান্ত্বনার জন্য উপরিউক্ত প্রায় দু'রুকূতে হযরত মূসা (আ.) ও ফেরাউনের কাহিনী বর্ণিত হয়েছে। এতে ফেরাউন ও ফেরাউন গোত্রের সাথে একজন মহৎ ব্যক্তির দীর্ঘ কথোপকথন উক্ত হয়েছে, যিনি ফেরাউন গোত্রের একজন হওয়া সত্ত্বেও হযরত মূসা (আ.)-এর মু'জিযা দেখে ঈমান এনেছিলেন। কিন্তু উপযোগিতার পরিপ্রেক্ষিতে নিজের ঈমান তখন পর্যন্ত গোপন রেখেছিলেন। কথোপকথনের সময় তার ঈমানও জনসমক্ষে প্রকাশিত হয়ে পড়ে।

মোকাতিল, সুদ্দী, হাসান বসরী (র.) প্রমুখ তাফসীরবিদ বলেন, ইনি ফেরাউনের চাচাত ভাই ছিলেন। কিবতী হত্যার ঘটনায় যখন ফেরাউনের দরবারে হযরত মূসা (আ.)-কে পাল্টা হত্যা করার পরামর্শ চলছিল, তখন তিনিই শহরের এক প্রান্ত থেকে দৌড়ে এসে হযরত মূসা (আ.)-কে অবহিত করেছিলেন এবং মিশরের বাইরে চলে যাওয়ার পরামর্শ দিয়েছিলেন। সূরা কাসাসে এ ঘটনা বর্ণনা করে বলা হয়েছে : وَجَآءَ مِنْ اَقْصَى الْمَدِيْنَةِ رَجُلٌ يَّسْعٰى

এই মু'মিন ব্যক্তির নাম কেউ কেউ 'হাবীব' বলেছেন। প্রকৃতপক্ষে হাবীব সেই ব্যক্তির নাম, যার কাহিনী সূরা ইয়াসীনে ব্যক্ত হয়েছে। সুহায়লীর মতে, এই মু'মিন ব্যক্তির নাম 'শামআন'। কেউ কেউ তার নাম 'হিযকীল' বলেছেন। হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) থেকে তাই বর্ণিত আছে।

এক হাদীসে রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন, সিদ্দীক কয়েকজন মাত্র। একজন সূরা ইয়াসীনে বর্ণিত হাবীব নাজ্জার, দ্বিতীয় ফেরাউন বংশীয় মু'মিন ব্যক্তি এবং তৃতীয় হযরত আবূ বকর সিদ্দীক (রা.)। ইনি সবার শ্রেষ্ঠ। –[কুরতুবী]

يَكْتُمُ اِيْمَانَهٗ এ থেকে জানা গেল যে, কেউ জনসমক্ষে তার ঈমান প্রকাশ না করলে এবং অন্তরে পাকাপোক্ত বিশ্বাস পোষণ করলে সে মু'মিন বলে গণ্য হবে। কিন্তু কুরআন-হাদীস থেকে প্রমাণিত আছে যে, ঈমান মকবুল হওয়ার জন্য কেবল অন্তরের বিশ্বাসই যথেষ্ট নয়; বরং মুখে স্বীকার করা শর্ত। মৌখিক স্বীকারোক্তি না করা পর্যন্ত কেউ মু'মিন হবে না। তবে জনসমক্ষে ঘোষণা করা জরুরি নয়। এর প্রয়োজন কেবল এ জন্য যে, মানুষ যে পর্যন্ত তার ঈমান সম্বন্ধে জানতে না পারবে, সে পর্যন্ত তার সাথে মুসলমানসুলভ ব্যবহার করতে পারবে না। –[কুরতুবী]

ফেরাউন গোত্রের মু'মিন ব্যক্তি তার কথোপকথনে ফেরাউন ও ফেরাউন পরিবারকে বিভিন্ন ভঙ্গিতে সত্য ও ঈমানের দিকে দাওয়াত দেন এবং তাদেরকে মূসা-হত্যার প্রচেষ্টা থেকেও বিরত রাখেন।

وَيٰقَوْمِ اِنِّىْ اَخَافُ عَلَيْكُمْ يَوْمَ التَّنَادِ : تَنَادُ এটা تَنَادِىُ-এর সংক্ষিপ্ত। অর্থ একে অপরকে ডাক দেওয়া। কিয়ামতের দিন প্রচণ্ড ডাকাডাকি হবে বলে একে يَوْمَ التَّنَادِ বলা হয়েছে। হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে ওমর (রা.)-এর রেওয়ায়েতে রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন, কিয়ামতের দিন জনৈক ঘোষক ঘোষণা করবে, যারা আল্লাহ বিরোধী, তারা দণ্ডায়মান হোক। এতে তাকদীর অস্বীকারকারীদেরকে বুঝানো হবে। অতঃপর জান্নাতীরা জাহান্নামীদেরকে এবং জাহান্নামীরা জান্নাতী ও আ'রাফ-বাসীদেরকে ডেকে কথাবার্তা বলবে। তখন প্রত্যেক ভাগ্যবান ও হতভাগার নাম পিতার নামসহ ডেকে ফলাফল ঘোষণা করা হবে যে, অমুকের পুত্র অমুক ভাগ্যবান ও সফলকাম হয়েছে। এরপর সে কোনোদিন হতভাগা হবে না এবং অমুকের পুত্র অমুক হতভাগ্য হয়েছে, অতঃপর সে কখনো ভাগ্যবান হবে না। –(মাযহারী) মুসনাদে বায়হাকীতে বর্ণিত হযরত আনাস (রা.)-এর রেওয়ায়েত থেকে জানা যায় যে, সৌভাগ্য ও দুর্ভাগ্যের এই ঘোষণা আমল ওজনের পর হবে।

হযরত আবূ হাযেম আ'রাজ (রা.) নিজেকে সম্বোধন করে বলতেন, হে আ'রাজ, কিয়ামতের দিন ঘোষণা হবে অমুক প্রকার পাপী দণ্ডায়মান হোক-তুমি তাদের সাথে দণ্ডায়মান হবে। আবার ঘোষণা হবে অমুক প্রকার পাপী দণ্ডায়মান হোক-তুমি তাদের সাথেও দণ্ডায়মান হবে। আরো ঘোষণা হবে অমুক প্রকার পাপী দণ্ডায়মান হোক-তুমি তখনো দণ্ডায়মান হবে। আমি মনে করি, প্রত্যেক গোনাহের ঘোষণার সময় তোমাকে দণ্ডায়মান হতে হবে। কারণ তুমি সর্বপ্রকার গোনাহ্ই সঞ্চয় করে রেখেছ। –[মাযহারী]

https://e-ilm.weebly.com/

শব্দ বিশ্লেষণ :

ذَرُوْنِىْ : সীগাহ جَمْع مُذَكَّر حَاضِرْ বহছ أَمْر حَاضِرْ مَعْرُوْف বাব ضَرَبَ মাসদার وَذْرٌ মূলবর্ণ (و - ذ - ر) জিনস مِثَال وَاوِىْ অর্থ– আমাকে ছেড়ে দাও।

لِيَدْعُ : সীগাহ وَاحِدْ مُذَكَّر غَائِبْ বহছ أَمْر غَائِبْ مَعْرُوْف বাব نَصَرَ মাসদার اَلدَّعْوَةُ মূলবর্ণ (د - ع - و) জিনস نَاقِص وَاوِىْ অর্থ– সে আহ্বান করুক।

عُذْتُ : সীগাহ وَاحِد مُتَكَلِّمْ বহছ مَاضِى مَعْرُوْف বাব نَصَرَ মাসদার عَوْذٌ মূলবর্ণ (ع - و - ذ) জিনস اَجْوَف وَاوِىْ অর্থ– আমি আশ্রয় গ্রহণ করছি।

مُتَكَبِّرٌ : সীগাহ وَاحِد مُذَكَّرٌ বহছ اِسْم فَاعِلْ বাব تَفَعُّلٌ মাসদার تَكَبُّرٌ মূলবর্ণ (ك - ب - ر) জিনস صَحِيْح অর্থ– উদ্ধত ব্যক্তি।

يَكْتُمُ : সীগাহ وَاحِدْ مُذَكَّر غَائِبْ বহছ مُضَارِعْ مَعْرُوْف বাব نَصَرَ মাসদার كِتْمٌ মূলবর্ণ (ك - ت - م) জিনস صَحِيْح অর্থ– সে গোপন রেখেছে।

يُصِبْكُمْ : সীগাহ وَاحِدْ مُذَكَّر غَائِبْ বহছ مُضَارِعْ مَجْزُوْم বাব اِفْعَالٌ মাসদার اِصَابَةٌ মূলবর্ণ (ص - و - ب) জিনস اَجْوَف وَاوِىْ অর্থ– তোমাদের উপর পড়বে।

يَعِدُ : সীগাহ وَاحِدْ مُذَكَّر غَائِبْ বহছ مُضَارِعْ مَعْرُوْف বাব ضَرَبَ মাসদার وَعْدٌ মূলবর্ণ (و - ع - د) জিনস مِثَال وَاوِىْ অর্থ– তিনি যে সমস্ত ভবিষ্যদ্বাণী করেছেন। অঙ্গীকার করেছেন।

مُسْرِفٌ : সীগাহ وَاحِد مُذَكَّرٌ বহছ اِسْم فَاعِلْ বাব اِفْعَالٌ মাসদার اِسْرَافٌ মূলবর্ণ (س - ر - ف) জিনস صَحِيْح অর্থ– সীমালঙ্ঘনকারী।

ظَاهِرِيْنَ : সীগাহ جَمْع مُذَكَّر বহছ اِسْم فَاعِلْ বাব فَتَحَ মাসদার ظُهُوْرٌ মূলবর্ণ (ظ - ه - ر) জিনস صَحِيْح অর্থ– শাসক, বিজয়ী, পরাভূতকারী।

اُرِيْكُمْ : সীগাহ وَاحِدْ مُتَكَلِّمْ বহছ مُضَارِعْ مَعْرُوْف বাব اِفْعَالٌ মাসদার اراءة মূলবর্ণ (ر - ء - ى) জিনস মুরাক্কাব مَهْمُوْز عَيْن এবং نَاقِص يَائِىْ অর্থ– আমি তোমাদেরকে পরামর্শ দিব।

اَهْدِيْكُمْ : সীগাহ وَاحِدْ مُتَكَلِّمْ বহছ مُضَارِعْ مَعْرُوْف বাব ضَرَبَ মাসদার هِدَايَةٌ মূলবর্ণ (ه - د - ى) জিনস نَاقِص يَائِىْ অর্থ– তোমাদেরকে পথ নির্দেশ করছি।

বাক্য বিশ্লেষণ :

وَقَالَ مُوْسٰى اِنِّىْ عُذْتُ بِرَبِّىْ وَرَبِّكُمْ مِّنْ كُلِّ مُتَكَبِّرٍ لَّايُؤْمِنُ بِيَوْمِ الْحِسَابِ : এখানে وَاوْ টি আতফের অব্যয় مِنْ كُلِّ ফে'ল ও ফায়েল اِنِّىْ শব্দটি ইসমে ইন্না عُذْتُ শব্দটি তার খবর; পূর্ণ বাক্যটি مَقُوْل ও قَوْل এবং وَقَالَ مُوْسٰى يُؤْمِنُ হচ্ছে يَوْمِ الْحِسَابِ -এর সাথে مُتَعَلِّقْ এবং لَايُؤْمِنُ বাক্যটি مُتَكَبِّرٌ -এর সিফত আর শব্দটি عُذْتُ -এর সাথে مُتَكَبِّرٍ -এর সাথে مُتَعَلِّقْ । –(ই'রাবুল কুরআন : ৬ষ্ঠ খণ্ড; পৃ.৫৬৪)

https://e-ilm.weebly.com/

৩৩. যেদিন তোমরা পিঠ ফিরিয়ে [দোজখের দিকে] প্রত্যাবর্তন করবে, [তখন] তোমাদেরকে আল্লাহ্ তা'আলার [আজাব] হতে রক্ষাকারী কেউই হবে না, আর আল্লাহ্ যাকে পথভ্রষ্ট করেন, তার পথ প্রদর্শনকারী কেউই নেই।	يَوْمَ تُوَلُّوْنَ مُدْبِرِيْنَ ۚ مَا لَكُمْ مِّنَ اللّٰهِ مِنْ عَاصِمٍ ۚ وَمَنْ يُّضْلِلِ اللّٰهُ فَمَا لَهٗ مِنْ هَادٍ ﴿٣٣﴾
৩৪. আর তোমাদের নিকট এর পূর্বে ইউসুফ নিদর্শনাবলিসহ আগমন করেছিলেন, কিন্তু তোমরা সে সমস্ত বিষয়ে সর্বদাই সন্দেহ পোষণ করেছ যা তিনি তোমাদের নিকট নিয়ে এসেছিলেন; এমনকি যখন তাঁর ইন্তেকাল হলো, তখন তোমরা বলতে লাগলে যে, এখন আর আল্লাহ্ তা'আলা কোনো রাসূল পাঠাবেন না; এরূপেই আল্লাহ্ তা'আলা ঔদ্ধত্যে আত্মহারা এবং সংশয়ীদেরকে ভ্রান্তিতে ফেলে রাখেন।	وَلَقَدْ جَآءَكُمْ يُوْسُفُ مِنْ قَبْلُ بِالْبَيِّنٰتِ فَمَا زِلْتُمْ فِيْ شَكٍّ مِّمَّا جَآءَكُمْ بِهٖ ۖ حَتّٰۤى اِذَا هَلَكَ قُلْتُمْ لَنْ يَّبْعَثَ اللّٰهُ مِنْۢ بَعْدِهٖ رَسُوْلًا ۖ كَذٰلِكَ يُضِلُّ اللّٰهُ مَنْ هُوَ مُسْرِفٌ مُّرْتَابُ ۚ ﴿٣٤﴾
৩৫. নিজেদের নিকট কোনো প্রমাণ বিদ্যমান না থাকা সত্ত্বেও যারা আল্লাহর আয়াতসমূহে বিতর্ক করে; এটা [এই বিতর্ক] আল্লাহর নিকটও অতিশয় ঘৃণার বিষয় এবং মু'মিনদের নিকটও; এরূপেই আল্লাহ্ তা'আলা প্রত্যেক অহংকারী, উৎপীড়ক ব্যক্তির সমগ্র অন্তরের উপর মোহর মেরে দেন।	اَلَّذِيْنَ يُجَادِلُوْنَ فِيْۤ اٰيٰتِ اللّٰهِ بِغَيْرِ سُلْطٰنٍ اَتٰىهُمْ ۖ كَبُرَ مَقْتًا عِنْدَ اللّٰهِ وَعِنْدَ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا ۖ كَذٰلِكَ يَطْبَعُ اللّٰهُ عَلٰى كُلِّ قَلْبِ مُتَكَبِّرٍ جَبَّارٍ ﴿٣٥﴾

শাব্দিক অনুবাদ :

৩৩. يَوْمَ যেদিন تُوَلُّوْنَ তোমরা প্রত্যাবর্তন করবে مُدْبِرِيْنَ পিঠ ফিরিয়ে مَا لَكُمْ مِّنَ اللّٰهِ مِنْ عَاصِمٍ তোমাদেরকে আল্লাহ তা'আলার (আজাব) হতে রক্ষাকারী কেউ হবে না وَمَنْ يُّضْلِلِ اللّٰهُ আর আল্লাহ যাকে পথভ্রষ্ট করেন فَمَا لَهٗ مِنْ هَادٍ তার পথপ্রদর্শনকারী কেউই নেই।

৩৪. وَلَقَدْ جَآءَكُمْ আর তোমাদের নিকট আগমন করেছিলেন يُوْسُفُ مِنْ قَبْلُ -এর পূর্বে ইউসুফ بِالْبَيِّنٰتِ নিদর্শনাবলিসহ فَمَا زِلْتُمْ فِيْ شَكٍّ কিন্তু তোমরা সে সমস্ত বিষয়ে সর্বদাই সন্দেহ পোষণ করেছ مِّمَّا جَآءَكُمْ بِهٖ যা তিনি তোমাদের নিকট নিয়ে এসেছিলেন حَتّٰۤى اِذَا هَلَكَ এমন কি যখন তাঁর ইন্তেকাল হলো قُلْتُمْ তখন তোমরা বলতে লাগলে যে لَنْ يَّبْعَثَ اللّٰهُ مِنْۢ بَعْدِهٖ رَسُوْلًا এখন আর আল্লাহ তা'আলা কোনো রাসূল পাঠাবেন না كَذٰلِكَ এরূপেই يُضِلُّ اللّٰهُ আল্লাহ তা'আলা ভ্রান্তিতে ফেলে রাখেন مَنْ هُوَ مُسْرِفٌ مُّرْتَابٌ ঔদ্ধত্যে আত্মহারা এবং সংশয়ীদেরকে।

৩৫. اَلَّذِيْنَ يُجَادِلُوْنَ যারা বিতর্ক করে فِيْۤ اٰيٰتِ اللّٰهِ আল্লাহর আয়াত সমূহে بِغَيْرِ سُلْطٰنٍ اَتٰىهُمْ নিজেদের নিকট কোনো প্রমাণ বিদ্যমান না থাকা সত্ত্বেও كَبُرَ مَقْتًا عِنْدَ اللّٰهِ এটা আল্লাহর নিকটও অতিশয় ঘৃণার বিষয় وَعِنْدَ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا এবং মুমিনদের নিকটও كَذٰلِكَ এরূপেই يَطْبَعُ اللّٰهُ আল্লাহ তা'আলা মোহর মেরে দেন عَلٰى كُلِّ قَلْبِ مُتَكَبِّرٍ جَبَّارٍ প্রত্যেক অহংকারী, উৎপীড়ক ব্যক্তির সমগ্র অন্তরের উপর।

https://e-ilm.weebly.com/

৩৬. এবং ফেরাউন বলল, হে হামান! আমার জন্য একটি সুউচ্চ অট্টালিকা নির্মাণ কর, [এতে আরোহণ করে] সম্ভবত আমি সে পথ পর্যন্ত পৌছতে পারব।	وَقَالَ فِرْعَوْنُ يٰهَامٰنُ ابْنِ لِيْ صَرْحًا لَّعَلِّيْٓ اَبْلُغُ الْاَسْبَابَ ﴿٣٦﴾
৩৭. আসমানের উপর যাওয়ার পথে, অতঃপর মূসার আল্লাহর সন্ধান নিব, আর আমি তো তাঁকে মিথ্যাবাদীই মনে করি; আর এরূপেই ফেরাউনের অপকর্মসমূহ তার নিজের নিকট ভালো বলে বোধ হচ্ছিল এবং সে [সরল] পথ হতে প্রতিরুদ্ধ রইল; আর ফেরাউনের [প্রত্যেকটি] ষড়যন্ত্র ব্যর্থই রয়ে গেল।	اَسْبَابَ السَّمٰوٰتِ فَاَطَّلِعَ اِلٰٓى اِلٰهِ مُوْسٰى وَاِنِّيْ لَاَظُنُّهٗ كَاذِبًا ۭ وَكَذٰلِكَ زُيِّنَ لِفِرْعَوْنَ سُوْٓءُ عَمَلِهٖ وَصُدَّ عَنِ السَّبِيْلِ ۭ وَمَا كَيْدُ فِرْعَوْنَ اِلَّا فِيْ تَبَابٍ ﴿٣٧﴾
৩৮. আর সেই মু'মিন লোকটি বলল, হে আমার সম্প্রদায়! তোমরা আমার পথে চল, আমি তোমাদেরকে সঠিক পথ নির্দেশ করছি।	وَقَالَ الَّذِيْٓ اٰمَنَ يٰقَوْمِ اتَّبِعُوْنِ اَهْدِكُمْ سَبِيْلَ الرَّشَادِ ﴿٣٨﴾
৩৯. হে আমার সম্প্রদায়! এই পার্থিব জীবন শুধু অল্প কয়েক দিনের উপভোগ মাত্র, আর [প্রকৃত] অবস্থানাগার তো হচ্ছে পরলোক।	يٰقَوْمِ اِنَّمَا هٰذِهِ الْحَيٰوةُ الدُّنْيَا مَتَاعٌ ۡ وَّاِنَّ الْاٰخِرَةَ هِيَ دَارُ الْقَرَارِ ﴿٣٩﴾

শাব্দিক অনুবাদ :

৩৬. وَقَالَ فِرْعَوْنُ এবং ফেরাউন বলল يٰهَامٰنُ হে হামান! ابْنِ لِيْ صَرْحًا আমার জন্য একটি সুউচ্চ অট্টালিকা নির্মাণ কর لَعَلِّيْٓ اَبْلُغُ الْاَسْبَابَ সম্ভবতঃ আমি সেই পর্যন্ত পৌছতে পারব।

৩৭. اَسْبَابَ السَّمٰوٰتِ আসমানের উপর যাওয়ার পথে فَاَطَّلِعَ اِلٰٓى اِلٰهِ مُوْسٰى অতঃপর মূসার আল্লাহর সন্ধান নিব وَاِنِّيْ لَاَظُنُّهٗ كَاذِبًا আর আমি তো তাকে মিথ্যাবাদীই মনে করি وَكَذٰلِكَ আর এরূপেই زُيِّنَ ভালো বলে বোধ হচ্ছিল لِفِرْعَوْنَ سُوْٓءُ عَمَلِهٖ ফেরাউনের অপকর্মসমূহ তার নিজের নিকট وَصُدَّ عَنِ السَّبِيْلِ এবং সে সরল পথ হতে প্রতিরুদ্ধ রইল وَمَا كَيْدُ فِرْعَوْنَ اِلَّا فِيْ تَبَابٍ আর ফেরাউনের (প্রত্যেকটি) ষড়যন্ত্র ব্যর্থই রয়ে গেল।

৩৮. وَقَالَ الَّذِيْٓ اٰمَنَ, আর সেই মুমিন লোকটি বলল يٰقَوْمِ হে আমার সম্প্রদায়! اتَّبِعُوْنِ তেমরা আমার পথে চল اَهْدِكُمْ আমি তোমাদেরকে নির্দেশ করছি سَبِيْلَ الرَّشَادِ সঠিক পথ।

৩৯. يٰقَوْمِ হে আমার সম্প্রদায়! اِنَّمَا هٰذِهِ الْحَيٰوةُ الدُّنْيَا مَتَاعٌ এই পার্থিব জীবন শুধু অল্প কয়েকদিনের উপভোগ মাত্র وَّاِنَّ الْاٰخِرَةَ هِيَ دَارُ الْقَرَارِ আর (প্রকৃত) অবস্থানাগার তো হচ্ছে পরলোক।

https://e-ilm.weebly.com/

مَنْ عَمِلَ سَيِّئَةً فَلَا يُجْزٰٓى اِلَّا مِثْلَهَا ۚ وَمَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِّنْ ذَكَرٍ اَوْ اُنْثٰى وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَاُولٰٓئِكَ يَدْخُلُوْنَ الْجَنَّةَ يُرْزَقُوْنَ فِيْهَا بِغَيْرِ حِسَابٍ ﴿٤٠﴾

৪০. [তথায় বিনিময়প্রাপ্তির ধারা এই,] যে ব্যক্তি পাপকর্ম করে সে তো তদনুরূপ প্রতিফলই প্রাপ্ত হবে, আর যে ব্যক্তি নেককাজ করে সে পুরুষই হোক বা স্ত্রীলোকই হোক, সে যদি মু'মিন হয় তবে এরূপ লোকেরাই জান্নাতে যাবে, [এবং] সেখানে তারা অপরিমিত রিজিক প্রাপ্ত হবে।

শাব্দিক অনুবাদ :

৪০. مَنْ عَمِلَ سَيِّئَةً যে ব্যক্তি পাপকর্ম করে فَلَا يُجْزٰٓى اِلَّا مِثْلَهَا সে তদনুরূপ প্রতিফলই প্রাপ্ত হবে وَمَنْ عَمِلَ صَالِحًا আর যে ব্যক্তি নেককাজ করে مِّنْ ذَكَرٍ اَوْ اُنْثٰى সে পুরুষ হোক বা স্ত্রীলোকই হোক وَهُوَ مُؤْمِنٌ সে যদি মু'মিন হয় فَاُولٰٓئِكَ تবে এরূপ লোকেরাই يَدْخُلُوْنَ الْجَنَّةَ জান্নাতে যাবে يُرْزَقُوْنَ فِيْهَا بِغَيْرِ حِسَابٍ সেখানে তারা অপরিমিত রিজিক প্রাপ্ত হবে।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

يَوْمَ تُوَلُّوْنَ مُدْبِرِيْنَ : অর্থাৎ তোমরা যখন পিছনে ফিরে প্রত্যাবর্তন করবে। মারেফুল কুরআনের তাফসীরের সার-সংক্ষেপে বলা হয়েছে যে, অপরাধীদেরকে হিসাবের জায়গা থেকে যখন জাহান্নামের দিকে নিয়ে যাওয়া হবে, এটা তখনকার অবস্থার বর্ণনা। এর সারমর্ম এই যে, উপরে يَوْمَ التَّنَادِ -এর তাফসীরে উল্লিখিত ঘোষণাবলি সমাপ্ত হওয়ার পর তাদেরকে হিসাবের জায়গা থেকে জাহান্নামের দিকে নিয়ে যাওয়া হবে।

কোনো কোনো তাফসীরবিদের মতে এটা দুনিয়াতে প্রথম ফুঁকের সময়কার অবস্থা। যখন প্রথম ফুঁক দেওয়া হবে এবং পৃথিবী বিদারিত হবে, তখন মানুষ এদিক-ওদিক দৌড়ে পালাতে চাইবে, কিন্তু চতুর্দিকে ফেরেশতাদের পাহারা থাকবে, পলায়নের কোনো পথ থাকবে না। তাদের মতে يَوْمَ التَّنَادِ বলতে প্রথম ফুঁকের সময়কে বুঝানো হয়েছে। তখন চতুর্দিক থেকে আত্মচীৎকার শোনা যাবে। হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) ও যাহহাক থেকে বর্ণিত আয়াতের অপর কেরাত يَوْمَ التَّنَادِّ থেকে এর সমর্থন পাওয়া যায়। এটা نَدَّ ধাতু থেকে উদগত, যার অর্থ পলায়ন করা। এ তাফসীর অনুযায়ী يَوْمَ التَّنَادِ -এর অর্থও পলায়নের দিন এবং تُوَلُّوْنَ مُدْبِرِيْنَ -এরই ব্যাখ্যা।

তাফসীরে মাযহারীতে উদ্ধৃত হযরত আবূ হুরায়রা (রা.)-এর এক দীর্ঘ হাদীসে কিয়ামতের দিন তিন ফুঁকের উল্লেখ আছে। প্রথম ফুঁকের ফলে সমগ্র সৃষ্টির মাঝে ব্যস্ততা, অস্থিরতা ও ব্যাকুলতা দেখা দেবে। একে 'নফখায়ে ফাযা' বলা হয়। দ্বিতীয় ফুঁকের ফলে সবাই বেহুঁশ হয়ে মারা যাবে। একে 'নফখায়ে সা'ক' বলা হয়। তৃতীয় ফুঁকের ফলে সবাই পুনরুজ্জীবিত হবে। একে 'নফখায়ে নশর' বলা হয়। প্রথম ফুঁকই দীর্ঘায়িত হয়ে দ্বিতীয় ফুঁকে পরিণত হবে। কাজেই উভয়ের সমষ্টিকেই সাধারণভাবে প্রথম ফুঁক বলা হয়ে থাকে। এ হাদীসেও নফখায়ে ফাযা'র সময় লোকজনের এদিক-ওদিক পলায়নের কথা উল্লেখ করে বলা হয়েছে, وَهُوَ الَّذِىْ يَقُوْلُ اللّٰهُ يَوْمَ التَّنَادِ ফলে জানা গেল যে, আয়াতে يَوْمَ التَّنَادِ বলে প্রথম ফুঁকের সময় মানুষের এদিক-ওদিক ব্যাকুল ছুটাছুটি বুঝানো হয়েছে। وَاللّٰهُ اَعْلَمُ

كَذٰلِكَ يَطْبَعُ اللّٰهُ عَلٰى كُلِّ قَلْبِ مُتَكَبِّرٍ جَبَّارٍ : অর্থাৎ ফেরাউন ও হামানের অন্তর যেমন মূসা (আ.) ও মু'মিন ব্যক্তির উপদেশে প্রভাবান্বিত হয়নি, এমনিভাবে আল্লাহ তা'আলা প্রত্যেক ঔদ্ধত্য ও স্বৈরাচারীর অন্তরে মোহর এঁটে দেন। ফলে তাতে ঈমানের নূর প্রবেশ করে না এবং সে ভালো-মন্দের পার্থক্য করতে পারবে না। আয়াতে جَبَّارٌ ও مُتَكَبِّرٌ শব্দদ্বয়কে قَلْبٌ -এর বিশেষণ করা হয়েছে। কারণ সকল নৈতিকতা ও ক্রিয়াকর্মের উৎস হচ্ছে অন্তর। অন্তর থেকেই ভালো-মন্দ কর্ম জন্ম লাভ করে। এ কারণেই হাদীসে বলা হয়েছে, মানুষের দেহে একটি মাংসপিণ্ড (অর্থাৎ, অন্তর) এমন আছে, যা ঠিক থাকলে সমগ্র দেহ ঠিক থাকে এবং যা নষ্ট হলে সমগ্র দেহ নষ্ট হয়ে যায়। -[কুরতুবী]

https://e-ilm.weebly.com/

وَقَالَ فِرْعَوْنُ يٰهَامٰنُ ابْنِ لِىْ صَرْحًا -এর বাহ্যিক অর্থ এই যে, ফেরাউন তার মন্ত্রী হামানকে আদেশ দিল যে, একটি গগনচুম্বী সুউচ্চ প্রাসাদ নির্মাণ কর। আমি এতে আরোহণ করে আল্লাহকে দেখে নিতে চাই। বলাবাহুল্য, এরূপ বোকাসুলভ পরিকল্পনা কোনো স্বল্প বিবেকসম্পন্ন ব্যক্তিও করতে পারে না। মিসর সম্রাজ্যের অধিপতি ফেরাউন যদি বাস্তবিকই এরূপ পরিকল্পনা করে থাকে, তবে এটা তার চরম বোকামি ও নির্বুদ্ধিতার পরিচায়ক। মন্ত্রীবর যদি এই আদেশ পালন করে থাকে, তবে এটা 'হবু রাজার গবু মন্ত্রীরই' বাস্তব প্রতিচ্ছবি। কিন্তু কোনো রাজ্যাধিপতির তরফ থেকে এরূপ বোকাসুলভ পরিকল্পনা আশা করা যায় না। তাই কোনো কোনো তাফসীরবিদ বলেন, এটা ফেরাউনও জানত যে, যত উচ্চ প্রাসাদই নির্মাণ করা হোক না কেন, তা আকাশ পর্যন্ত পৌছতে পারে না। কিন্তু সে লোকজনকে বোকা বানানো ও দেখানোর জন্য এ কাণ্ড করেছিল। কোনো সহীহ ও শক্তিশালী রেওয়ায়েত থেকে প্রমাণ পাওয়া যায় না যে, এরূপ কোনো আকাশচুম্বী প্রাসাদ নির্মিত হয়েছিল। কুরতুবী বর্ণনা করেন যে, এই সুউচ্চ নির্মাণকাজ শুরু করা হয়েছিল। যা উচ্চতায় পৌছা মাত্রই বিধ্বস্ত হয়ে গিয়েছিল।

শব্দ বিশ্লেষণ :

تُوَلُّوْنَ : সীগাহ جَمْع مُذَكَّر حَاضِر বহছ مُضَارِعْ مَعْرُوْف বাব تَفْعِيْل মাসদার تَوْلِيَةٌ মূলবর্ণ (و - ل - ى) জিনস لَفِيْف مَفْرُوْق অর্থ– তোমরা প্রত্যাবর্তন করবে।

مُدْبِرِيْنَ : সীগাহ جَمْع مُذَكَّر বহছ اِسْم فَاعِلْ বাব اِفْعَالٌ মাসদার اَلْاِدْبَارُ মূলবর্ণ (د - ب - ر) জিনস صَحِيْح অর্থ– পিঠ ফিরিয়ে।

عَاصِمٌ : সীগাহ وَاحِد مُذَكَّر বহছ اِسْم فَاعِلْ বাব ضَرَبَ মাসদার اَلْعَصْمُ মূলবর্ণ (ع - ص - م) জিনস صَحِيْح অর্থ– রক্ষাকারী।

هَادٍ : সীগাহ وَاحِد مُذَكَّرْ বহছ اِسْم فَاعِلْ বাব ضَرَبَ মাসদার هِدَايَةٌ মূলবর্ণ (ه - د - ى) জিনস نَاقِص يَائِىٌّ অর্থ– পথ প্রদর্শনকারী।

زِلْتُمْ : সীগাহ جَمْع مُذَكَّر حَاضِر বহছ مَاضِى مَعْرُوْف বাব ضَرَبَ মাসদার اَلزَّيْلُ মূলবর্ণ (ز - ى - ل) জিনস اَجْوَف يَائِىٌّ অর্থ– তোমরা সর্বদাই।

مُرْتَابٌ : সীগাহ وَاحِد مُذَكَّرْ বহছ اِسْم فَاعِلْ বাব اِفْتِعَالْ মাসদার اِرْتِيَابٌ মূলবর্ণ (ر - ى - ب) জিনস اجوف يَائِىٌّ অর্থ– সংশয়ীদের।

يَطْبَعُ : সীগাহ وَاحِدْ مُذَكَّر غَائِبْ বহছ مُضَارِعْ مَعْرُوْف বাব فَتَحَ মাসদার طَبْعٌ মূলবর্ণ (ط - ب - ع) জিনস صَحِيْح অর্থ– মোহর মেরে দেন।

صَرْحًا : একবচন, বহুবচন صُرُوْحٌ অর্থ– অট্টালিকা।

اَطَّلِعُ : সীাহ وَاحِد مُتَكَلِّم বহছ مُضَارِعْ مَعْرُوْف বাব اِفْتِعَالْ মাসদার اِطِّلَاعٌ মূলবর্ণ (ط - ل - ع) জিনস صَحِيْح অর্থ– সন্ধান নিব। অবগত হব।

زُيِّنَ : সীগাহ وَاحِد مُذَكَّر غَائِبٌ বহছ مَاضِى مَجْهُوْل বাব تَفْعِيْل মাসদার تَزْيِيْنٌ মূলবর্ণ (ز - ى - ن) জিনস اَجْوَف يَائِىٌّ অর্থ– ভালো বোধ হচ্ছিল। শোভন করা হয়েছে।

صُدَّ : সীগাহ وَاحِد مُذَكَّر غَائِبٌ বহছ مَاضِى مَجْهُوْل বাব نَصَرَ মাসদার صَدٌّ মূলবর্ণ (ص - د - د) জিনস مُضَاعَف ثُلَاثِىْ অর্থ– প্রতিরুদ্ধ রইল। বন্ধ করে দেওয়া হলো।

يُرْزَقُوْنَ : সীগাহ جَمْع مُذَكَّر غَائِبْ বহছ مُضَارِعْ مَجْهُوْل বাব نَصَرَ মাসদার رِزْقٌ মূলবর্ণ (ر - ز - ق) জিনস صَحِيْح অর্থ– তারা রিজিক প্রাপ্ত হবে।

বাক্য বিশ্লেষণ :

فَمَا زِلْتُمْ فِىْ شَكٍّ مِّمَّا جَآئَكُمْ بِه : এখানে فَاء টি আতফের অব্যয় مَازِلْتُمْ শব্দটি فِعْل مَاضِى نَاقِصْ আর تَاء টি তার اِسْم এবং فِىْ شَكٍّ হলো তার خَبَرْ مِمَّا । شَكّ শব্দটি مِمَّا -এর সিফত। جَآئَكُمْ বাক্যটি صِلَة এবং بِه টি جَآئَكُمْ -এর সাথে مُتَعَلِّقْ হয়েছে। –(ই'রাবুল কুরআন ৬/৫৭০)

https://e-ilm.weebly.com/

৪১. হে আমার সম্প্রদায়! এটা কেমন কথা, আমি তো তোমাদেরকে মুক্তির [পথের] দিকে আহ্বান করছি, আর তোমরা আমাকে দোজখের দিকে ডাকছ।	وَيٰقَوْمِ مَا لِيٓ اَدْعُوْكُمْ اِلَى النَّجٰوةِ وَتَدْعُوْنَنِيْٓ اِلَى النَّارِ ۞٤١
৪২. [অর্থাৎ] তোমরা আমাকে এ কথার প্রতি ডাকছ যে, আমি আল্লাহর সাথে কুফরি করি, আর এমন বস্তুকে তাঁর অংশী স্থির করি, যার পক্ষে আমার নিকট কোনো প্রমাণ নেই, আর আমি তোমাদেরকে প্রবল পরাক্রান্ত, মহা ক্ষমাশীল আল্লাহ্ তা'আলার দিকে আহ্বান করছি।	تَدْعُوْنَنِيْ لِاَكْفُرَ بِاللّٰهِ وَاُشْرِكَ بِهٖ مَا لَيْسَ لِيْ بِهٖ عِلْمٌ ۫ وَّاَنَا اَدْعُوْكُمْ اِلَى الْعَزِيْزِ الْغَفَّارِ ۞٤٢
৪৩. সুনিশ্চিত কথা যে, তোমরা যে বস্তুর দিকে আমাকে ডাকছ, না তা দুনিয়াতে [কোনো প্রয়োজনে] আহূত হওয়ার যোগ্য আর না আখেরাতে, আর আমাদের সকলকে আল্লাহ্ তা'আলার সমীপে যেতে হবে, আর যারা [দাসত্বের] গণ্ডি হতে বের হয়ে যাচ্ছে, তারাই দোজখের অধিবাসী হবে।	لَا جَرَمَ اَنَّمَا تَدْعُوْنَنِيْٓ اِلَيْهِ لَيْسَ لَهٗ دَعْوَةٌ فِي الدُّنْيَا وَلَا فِي الْاٰخِرَةِ وَاَنَّ مَرَدَّنَآ اِلَى اللّٰهِ وَاَنَّ الْمُسْرِفِيْنَ هُمْ اَصْحٰبُ النَّارِ ۞٤٣
৪৪. অতএব, তোমরা ভবিষ্যতে আমার কথাটি স্মরণ করবে; [অতঃপর মু'মিন লোকটি হাবভাবে কাফেরদের পক্ষ হতে কিছু হুমকির আভাস পেয়ে বললেন,] আমি আমার বিষয় আল্লাহর হাতে সোপর্দ করছি; নিশ্চয় আল্লাহ্ বান্দাদের প্রতি বিশেষ দৃষ্টি রাখেন।	فَسَتَذْكُرُوْنَ مَآ اَقُوْلُ لَكُمْ ؕ وَاُفَوِّضُ اَمْرِيْٓ اِلَى اللّٰهِ ؕ اِنَّ اللّٰهَ بَصِيْرٌۢ بِالْعِبَادِ ۞٤٤

শাব্দিক অনুবাদ :

৪১. وَيٰقَوْمِ হে আমার সম্প্রদায়! مَا لِيْ এটা কেমন কথা اَدْعُوْكُمْ اِلَى النَّجٰوةِ আমি তো তোমাদেরকে মুক্তির [পথের] দিকে আহ্বান করছি وَتَدْعُوْنَنِيْٓ اِلَى النَّارِ, আর তোমরা আমাকে দোজখের দিকে ডাকছ।

৪২. تَدْعُوْنَنِيْ তোমরা আমাকে এ কথার প্রতি ডাকছ যে لِاَكْفُرَ بِاللّٰهِ আমি আল্লাহর সাথে কুফরি করি وَاُشْرِكَ بِهٖ আর এমন বস্তুকে তার অংশী স্থির করি مَا لَيْسَ لِيْ بِهٖ عِلْمٌ যার পক্ষে আমার নিকট কোনো প্রমাণ নেই وَّاَنَا اَدْعُوْكُمْ আর আমি তোমাদেরকে আহ্বান করছি اِلَى الْعَزِيْزِ الْغَفَّارِ প্রবল পরাক্রান্ত, মহাক্ষমাশীল আল্লাহ তা'আলার দিকে।

৪৩. لَا جَرَمَ সুনিশ্চিত কথা যে اَنَّمَا تَدْعُوْنَنِيْٓ اِلَيْهِ তোমরা যে বস্তুর দিকে আমাকে ডাকছ لَيْسَ لَهٗ دَعْوَةٌ فِي الدُّنْيَا না তা দুনিয়াতে আহূত হওয়ার যোগ্য وَلَا فِي الْاٰخِرَةِ আর না আখেরাতে وَاَنَّ مَرَدَّنَآ اِلَى اللّٰهِ আর আমাদের সকলকে আল্লাহ তা'আলার সমীপে যেতে হবে وَاَنَّ الْمُسْرِفِيْنَ আর যারা (দাসত্বের) গণ্ডি হতে বের হয়ে যাচ্ছে هُمْ اَصْحٰبُ النَّارِ তারাই দোজখের অধিবাসী হবে।

৪৪. فَسَتَذْكُرُوْنَ অতএব, তোমরা ভবিষ্যতে স্মরণ করবে مَآ اَقُوْلُ لَكُمْ আমার কথাটি وَاُفَوِّضُ আমি সোপর্দ করছি اَمْرِيْٓ আমার বিষয় اِلَى اللّٰهِ আল্লাহর হাতে اِنَّ اللّٰهَ بَصِيْرٌۢ بِالْعِبَادِ নিশ্চয় আল্লাহ বান্দাদের প্রতি বিশেষ দৃষ্টি রাখেন।

https://e-ilm.weebly.com/

https://e-ilm.weebly.com/

৪৫. অতঃপর আল্লাহ্ তাঁকে তাদের অনিষ্টকর ষড়যন্ত্র হতে সুরক্ষিত রাখলেন এবং ফেরাউনী লোকদের উপর কষ্টদায়ক আজাব নাজিল হলো।	فَوَقٰىهُ اللّٰهُ سَيِّاٰتِ مَا مَكَرُوْا وَحَاقَ بِاٰلِ فِرْعَوْنَ سُوْٓءُ الْعَذَابِ ﴿٤٥﴾
৪৬. তাদেরকে [প্রত্যহ] সকালে ও সন্ধ্যায় অগ্নির সম্মুখে উপস্থিত করা হবে, আর যেদিন কিয়ামত কায়েম হবে। [সেদিন আদেশ করা হবে যে,] ফেরাউনী লোকদেরকে কঠোরতর আজাবে দাখিল কর।	اَلنَّارُ يُعْرَضُوْنَ عَلَيْهَا غُدُوًّا وَّعَشِيًّا ۚ وَيَوْمَ تَقُوْمُ السَّاعَةُ ۗ اَدْخِلُوْٓا اٰلَ فِرْعَوْنَ اَشَدَّ الْعَذَابِ ﴿٤٦﴾
৪৭. আর যখন [মক্কার] কাফেররা দোজখে পরস্পর ঝগড়া করবে, তখন নিম্নস্তরের লোকেরা উচ্চস্তরের লোকদেরকে বলবে, আমরাতো তোমাদেরই অনুগামী ছিলাম, অতএব, তোমরা কি আমাদের হতে অগ্নির কিয়দংশ অপসারণ করতে পার?	وَاِذْ يَتَحَآجُّوْنَ فِى النَّارِ فَيَقُوْلُ الضُّعَفٰٓؤُا لِلَّذِيْنَ اسْتَكْبَرُوْٓا اِنَّا كُنَّا لَكُمْ تَبَعًا فَهَلْ اَنْتُمْ مُّغْنُوْنَ عَنَّا نَصِيْبًا مِّنَ النَّارِ ﴿٤٧﴾
৪৮. সে উচ্চস্তরের লোকগণ বলবে, আমরা তো সকলেই দোজখের মধ্যে [পড়ে] রয়েছি, আল্লাহ্ তা'আলা বান্দাগণের মধ্যে মীমাংসা করে দিয়েছেন।	قَالَ الَّذِيْنَ اسْتَكْبَرُوْٓا اِنَّا كُلٌّ فِيْهَآ ۙ اِنَّ اللّٰهَ قَدْ حَكَمَ بَيْنَ الْعِبَادِ ﴿٤٨﴾
৪৯. আর যত লোক দোজখে থাকবে, তারা সকলে দোজখের রক্ষক ফেরেশতাদেরকে বলবে, তোমরা তোমাদের প্রভুর সমীপে [আমাদের জন্য] প্রার্থনা কর, [অন্তত] যেন কোনো একটা দিন আমাদের হতে আজাব লঘু করে দেন।	وَقَالَ الَّذِيْنَ فِى النَّارِ لِخَزَنَةِ جَهَنَّمَ ادْعُوْا رَبَّكُمْ يُخَفِّفْ عَنَّا يَوْمًا مِّنَ الْعَذَابِ ﴿٤٩﴾

শাব্দিক অনুবাদ :

৪৫. فَوَقٰىهُ اللّٰهُ অতঃপর আল্লাহ তাঁকে সুরক্ষিত রাখলেন سَيِّاٰتِ مَا مَكَرُوْا তাদের অনিষ্টকর ষড়যন্ত্র হতে وَحَاقَ بِاٰلِ فِرْعَوْنَ এবং ফেরাউনী লোকদের উপর নাজিল হলো سُوْٓءُ الْعَذَابِ কষ্টদায়ক আজাব।

৪৬. اَلنَّارُ يُعْرَضُوْنَ عَلَيْهَا তাদেরকে অগ্নির সম্মুখে উপস্থিত করা হবে غُدُوًّا وَّعَشِيًّا সকালে ও সন্ধ্যায় وَيَوْمَ تَقُوْمُ السَّاعَةُ আর যেদিন কিয়ামত কায়েম হবে اَدْخِلُوْٓا দাখিল কর اٰلَ فِرْعَوْنَ ফেরাউনী লোকদেরকে اَشَدَّ الْعَذَابِ কঠোরতর আজাবে।

৪৭. وَاِذْ يَتَحَآجُّوْنَ فِى النَّارِ আর যখন (মক্কার) কাফেররা দোজখে পরস্পর ঝগড়া করবে فَيَقُوْلُ الضُّعَفٰٓؤُا তখন নিম্নস্তরের লোকেরা বলবে لِلَّذِيْنَ اسْتَكْبَرُوْٓا উচ্চস্তরের লোকদেরকে اِنَّا كُنَّا لَكُمْ تَبَعًا আমরাতো তোমাদেরই অনুগামী ছিলাম فَهَلْ اَنْتُمْ مُّغْنُوْنَ عَنَّا অতএব, তোমরা কি আমাদের থেকে অপসারণ করতে পার نَصِيْبًا مِّنَ النَّارِ অগ্নির কিয়দংশ।

৪৮. قَالَ الَّذِيْنَ اسْتَكْبَرُوْٓا সে উচ্চ স্তরের লোকগণ বলবে اِنَّا كُلٌّ فِيْهَآ আমরা তো সকলেই দোজখের মধ্যে (পড়ে) রয়েছি اِنَّ اللّٰهَ قَدْ حَكَمَ আল্লাহ তা'আলা মীমাংসা করে দিয়েছেন بَيْنَ الْعِبَادِ বান্দাগণের মধ্যে।

৪৯. وَقَالَ الَّذِيْنَ فِى النَّارِ আর যত লোক দোজখে থাকবে তারা সকলে বলবে لِخَزَنَةِ جَهَنَّمَ দোজখের রক্ষক ফেরেশতাদেরকে ادْعُوْا رَبَّكُمْ তোমরা তোমাদের প্রভুর সমীপে (আমাদের জন্য) প্রার্থনা কর يُخَفِّفْ عَنَّا يَوْمًا مِّنَ الْعَذَابِ (অন্ততঃ) যেন কোনো একটি দিন আমাদের থেকে আজাব লঘু করে দেন।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

فَسَتَذْكُرُوْنَ مَا اَقُوْلُ لَكُمْ وَاُفَوِّضُ اَمْرِىْ اِلَى اللّٰهِ اِنَّ اللّٰهَ بَصِيْرٌ بِالْعِبَادِ

এটা স্বগোত্রকে সত্যের দিকে আহ্বান করার উদ্দেশ্যে মুমিন ব্যক্তির সর্বশেষ বাক্য। এতে ব্যক্ত করা হয়েছে যে, আজ তোমরা আমার কথায় কর্ণপাত করছ না, কিন্তু আজাব যখন তোমাদেরকে গ্রাস করবে, তখন আমার কথা স্মরণ করবে। তবে সে স্মরণ নিষ্ফল হবে। এই দীর্ঘ কথোপকথন, উপদেশ ও দাওয়াতের ফলে যখন মুমিন ব্যক্তির ঈমান জনসমক্ষে প্রকাশ হয়ে পড়ল, তখন তিনি ভাবনায় পড়লেন যে, তারা তার প্রতি নির্যাতন চালানোর চেষ্টা করবে। তাই বললেন, আমি আমার ব্যাপার আল্লাহ্‌র কাছে সোপর্দ করেছি। তিনি তাঁর বান্দাদের রক্ষক। মোকাতেল বলেন, তাঁর ধারণা অনুযায়ী ফেরাউন গোত্রের লোকেরা তাঁর প্রতি নির্যাতনে তৎপর হলে তিনি পাহাড়ের দিকে পালিয়ে তাদের নাগালের বাইরে চলে যান। পরবর্তী আয়াতে তা এভাবে বর্ণনা করা হয়েছে :

فَوَقٰهُ اللّٰهُ سَيِّاٰتِ مَا مَكَرُوْا وَحَاقَ بِاٰلِ فِرْعَوْنَ سُوْٓءُ الْعَذَابِ : অর্থাৎ আল্লাহ তা'আলা তাকে ফেরাউন গোত্রের ষড়যন্ত্রের অনিষ্ট থেকে রক্ষা করলেন এবং খোদ ফেরাউন গোত্রকে কঠোর আজাব গ্রাস করে নিল। মুমিন ব্যক্তিকে রক্ষা করার বিশদ বিবরণ কুরআন পাকে উল্লিখিত হয়নি। কিন্তু ভাষাদৃষ্টে জানা যায় যে, ফেরাউন গোত্র তাকে হত্যা করার ও কষ্ট দেওয়ার জন্য অনেক ষড়যন্ত্র করেছিল। ফেরাউন গোত্র যখন সলিল সমাধি লাভ করল, তখন এই মুমিন বান্দাকে হযরত মূসা (আ.)-এর সাথে রক্ষা করা হয়, এরপর পরকালের মুক্তি তো বলাই বাহুল্য।

اَلنَّارُ يُعْرَضُوْنَ عَلَيْهَا غُدُوًّا وَّعَشِيًّا وَيَوْمَ تَقُوْمُ السَّاعَةُ اَدْخِلُوْٓا اٰلَ فِرْعَوْنَ اَشَدَّ الْعَذَابِ

এ আয়াতের তাফসীরে হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা.) বলেন, ফেরাউন গোত্রের আত্মাসমূহকে কালো পাখীর আকৃতিতে প্রত্যহ সকাল-সন্ধ্যা দুই বার জাহান্নামের সামনে হাজির করা হয় এবং জাহান্নামকে দেখিয়ে বলা হয়, এটা তোমাদের আবাসস্থল। –[মাযহারী]

বুখারী ও মুসলিমে বর্ণিত হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে ওমর (রা.)-এর রেওয়ায়েতে রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন, তোমাদের মধ্যে কেউ মারা গেলে তাকে কবর জগতে সকাল-সন্ধ্যা সে স্থান দেখানো হয়, যেখানে কিয়ামতের হিসাব-নিকাশের পর সে পৌছবে। সে স্থান দেখিয়ে প্রত্যহ তাকে বলা হয়, তুমি অবশেষে এখানে পৌছবে। কেউ জান্নাতী হলে তাকে জান্নাতের স্থান এবং জাহান্নামী হলে জাহান্নামের স্থান দেখানো হয়।

কবরের আজাব : কবরের আজাব যে সত্য, উপরিউক্ত আয়াত তার প্রমাণ। এছাড়া অনেক মুতাওয়াতের হাদীস এবং উম্মতের ইজমা এর পক্ষে সাক্ষ্য দেয়।

শব্দ বিশ্লেষণ :

اَدْعُوْكُمْ : সীগাহ واحد متكلم বহছ مضارع معروف বাব نَصَرَ মাসদার اَلدَّعْوَةُ মূলবর্ণ (د ـ ع ـ و) জিনস ناقص واوى অর্থ– আমি তোমাদেরকে ডাকছি। كُمْ যমীর منصوب متصل।

تَدْعُوْنَنِىْ : সীগাহ جمع مذكر حاضر বহছ مضارع معروف বাব نَصَرَ মাসদার اَلدَّعْوَةُ মূলবর্ণ (د ـ ع ـ و) জিনস ناقص واوى অর্থ– তোমরা আমাকে ডাকছ। শেষে نون وقاية -এর يائى متكلم যুক্ত হয়েছে।

أُفَوِّضُ : সীগাহ واحد متكلم বহছ مضارع معروف বাব تَفْعِيلٌ মাসদার اَلتَّفْوِيْضُ মূলবর্ণ (ف ـ و ـ ض) জিনস اجوف واوى অর্থ– আমি সমর্পণ করি।

وَقَٰهُ : সীগাহ واحد مذكر غائب বহছ ماضى معرف বাব ضَرَبَ মাসদার اَلْوِقَايَةُ মূলবর্ণ (و ـ ق ـ ى) জিনস لفيف مفروق অর্থ– সে তাকে বাঁচিয়েছে।

يُعْرَضُوْنَ : সীগাহ جمع مذكر غائب বহছ مضارع مجهول বাব ضَرَبَ মাসদার اَلْعَرْضُ মূলবর্ণ (ع ـ ر ـ ض) জিনস صحيح অর্থ– তাদেরকে সামনে আনা হবে।

اَدْخِلُوْا : সীগাহ جمع مذكر حاضر বহছ امر حاضر معروف বাব اِفْعَالٌ মাসদার اَلْاِدْخَالُ মূলবর্ণ (د ـ خ ـ ل) জিনস صحيح অর্থ– তোমরা প্রবেশ করাও।

يَتَحَاجُّوْنَ : সীগাহ جمع مذكر غائب বহছ مضارع معروف বাব تَفَاعُلٌ মাসদার اَلتَّحَاجُّ মূলবর্ণ (ح ـ ج ـ ج) জিনস مضاعف ثلاثى অর্থ– তারা পরস্পর ঝগড়া-বিবাদ করে।

مُغْنُوْنَ : সীগাহ جمع مذكر বহছ اسم فاعل বাব اِفْعَالٌ মাসদার : اِغْنَاءٌ মূলবর্ণ : (غ ـ ن ـ ى) জিনস : ناقص يائى অর্থ– সম্পদশালী।

خَزَنَةٌ : ইহা خَازِنٌ -এর বহুবচন। অর্থ– কোষাধ্যক্ষ। নিরাপত্তারক্ষি, চৌকিদার, দারোগা।

বাক্য বিশ্লেষণ :

فَسَتَذْكُرُوْنَ مَآ اَقُوْلُ لَكُمْ وَاُفَوِّضُ اَمْرِىْٓ اِلَى اللّٰهِ : এখানে فاء টি فصيحة ; আর سين হলো حرف استقبال আর تَذْكُرُوْنَ ফে'ল যমীর ফায়েল, আর مَا হলো مفعول به আর اَقُوْلُ বাক্যটি সেলাহ, আর لَكُمْ হলো اَقُوْلُ -এর সাথে متعلق আর اُفَوِّضُ টা عطف হয়েছে এবং اَمْرِىْ হলো مفعول به আর اِلَى اللّٰهِ টা افوض -এর সাথে متعلق হয়েছে অর্থাৎ اِذَا نَزَلَ بِكُمُ الْعَذَابُ –[ই'রাবুল কুরআ, ৬ষ্ঠ খণ্ড; পৃ. ৫৭৭]

https://e-ilm.weebly.com/

৫০. ফেরেশতাগণ বলবে, তোমাদের নিকট কি তোমাদের রাসূলগণ মু'জিযাসমূহ নিয়ে আগমন করতেন না? দোজখীরা বলবে, হ্যাঁ; ফেরেশতাগণ বলবে, তবে এখন তোমরাই প্রার্থনা কর, আর কাফেরদের প্রার্থনা তো [আখেরাতে] একেবারেই নিষ্ফল।	قَالُوْٓا اَوَلَمْ تَكُ تَاْتِيْكُمْ رُسُلُكُمْ بِالْبَيِّنٰتِ ؕ قَالُوْا بَلٰى ؕ قَالُوْا فَادْعُوْا ۚ وَمَا دُعٰٓؤُا الْكٰفِرِيْنَ اِلَّا فِىْ ضَلٰلٍ ﴿۵۰﴾
৫১. আমি আমার রাসূলগণকে এবং মু'মিনগণকে পার্থিব জীবনেও সাহায্য করে থাকি এবং সে দিবসেও যে দিন সাক্ষ্যদাতাগণ দণ্ডায়মান হবে।	اِنَّا لَنَنْصُرُ رُسُلَنَا وَالَّذِيْنَ اٰمَنُوْا فِى الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا وَيَوْمَ يَقُوْمُ الْاَشْهَادُ ﴿۵۱﴾
৫২. যেদিন জালিমদের ওজর-আপত্তি তাদের কোনো উপকারে আসবে না, আর তাদের প্রতি লা'নত হবে এবং তাদের জন্য সে জগতে খারাবি হবে।	يَوْمَ لَا يَنْفَعُ الظّٰلِمِيْنَ مَعْذِرَتُهُمْ وَلَهُمُ اللَّعْنَةُ وَلَهُمْ سُوْٓءُ الدَّارِ ﴿۵۲﴾
৫৩. আর আমি মূসাকে হেদায়েতনামা [তওরাত] প্রদান করেছিলাম এবং আমি বনী ইসরাঈল গোত্রের নিকট সে কিতাব পৌছিয়েছিলাম।	وَلَقَدْ اٰتَيْنَا مُوْسَى الْهُدٰى وَاَوْرَثْنَا بَنِيْٓ اِسْرَآءِيْلَ الْكِتٰبَ ﴿۵۳﴾
৫৪. তা হেদায়েত ও নসিহত ছিল জ্ঞানবান লোকদের জন্য।	هُدًى وَّذِكْرٰى لِاُولِى الْاَلْبَابِ ﴿۵۴﴾

শাব্দিক অনুবাদ :

৫০. قَالُوْٓا ফেরেশতাগণ বলবে اَوَلَمْ تَكُ تَاْتِيْكُمْ رُسُلُكُمْ তোমাদের নিকট কি তোমাদের রাসূলগণ আগমন করতেন না بِالْبَيِّنٰتِ মু'জিযাসমূহ নিয়ে قَالُوْا بَلٰى দোজখীরা বলবে, হ্যাঁ قَالُوْا ফেরেশতাগণ বলবে فَادْعُوْا তবে এখন তোমরাই প্রার্থনা কর وَمَا دُعٰٓؤُا الْكٰفِرِيْنَ اِلَّا فِىْ ضَلٰلٍ আর কাফেরদের প্রার্থনা তো একেবারেই নিষ্ফল।

৫১. اِنَّا لَنَنْصُرُ আমি সাহায্য করে থাকি رُسُلَنَا আমার রাসূলগণকে وَالَّذِيْنَ اٰمَنُوْا এবং মুমিনগণকে فِى الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا পার্থিব জীবনে وَيَوْمَ يَقُوْمُ الْاَشْهَادُ এবং সে দিবসেও যেদিন সাক্ষ্যদাতাগণ দণ্ডায়মান হবে।

৫২. يَوْمَ لَا يَنْفَعُ যেদিন কোনো উপকারে আসবে না الظّٰلِمِيْنَ مَعْذِرَتُهُمْ জালিমদের ওজর-আপত্তি وَلَهُمُ اللَّعْنَةُ আর তাদের প্রতি লা'নত হবে وَلَهُمْ سُوْٓءُ الدَّارِ এবং তাদের জন্য সে জগতে খারাবি হবে।

৫৩. وَلَقَدْ اٰتَيْنَا আর আমি প্রদান করেছিলাম مُوْسَى الْهُدٰى মূসাকে হেদায়েতনামা (তাওরাত) وَاَوْرَثْنَا بَنِيْٓ اِسْرَآءِيْلَ الْكِتٰبَ এবং বনী ইসরাঈল গোত্রের নিকট সে কিতাব পৌছিয়েছিলাম।

৫৪. هُدًى وَّذِكْرٰى তা হেদায়েত ও নসিহত ছিল لِاُولِى الْاَلْبَابِ জ্ঞানবান লোকদের জন্য।

https://e-ilm.weebly.com/

فَاصْبِرْ إِنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ وَاسْتَغْفِرْ لِذَنْبِكَ وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ بِالْعَشِيِّ وَالْإِبْكَارِ ﴿٥٥﴾

৫৫. সুতরাং আপনি ধৈর্য ধরুন, নিঃসন্দেহে আল্লাহ্ তা'আলার প্রতিশ্রুতি সত্য, আর [পূর্ণ ধৈর্যধারণে ত্রুটি হলে] নিজ অপরাধের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করুন, এবং সন্ধ্যায় ও সকালে নিজ প্রভুর পবিত্রতা ও প্রশংসা আবৃত্তি করতে থাকুন।

إِنَّ الَّذِينَ يُجَادِلُونَ فِي آيَاتِ اللَّهِ بِغَيْرِ سُلْطَانٍ أَتَاهُمْ ۙ إِنْ فِي صُدُورِهِمْ إِلَّا كِبْرٌ مَا هُمْ بِبَالِغِيهِ ۚ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ ۖ إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ ﴿٥٦﴾

৫৬. নিশ্চয় যারা কলহ সৃষ্টি করে আল্লাহর আয়াতসমূহে নিজেদের নিকট কোনো প্রমাণ বিদ্যমান না থাকা সত্ত্বেও, তাদের অন্তরসমূহে নিছক অহংকারই রয়েছে, তারা সে পর্যন্ত কখনো পৌছতে পারবে না, সুতরাং আপনি [কোনো আশঙ্কা না করে তাদের অনিষ্টকারিতা হতে] আল্লাহর আশ্রয় প্রার্থনা করতে থাকুন; নিশ্চয়, তিনি সবকিছু শ্রবণকারী, সবকিছু দর্শনকারী।

لَخَلْقُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ أَكْبَرُ مِنْ خَلْقِ النَّاسِ وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ ﴿٥٧﴾

৫৭. নিঃসন্দেহে আসমানসমূহ ও জমিন সৃষ্টি করা মানুষ [-কে দ্বিতীয়বার] সৃষ্টি করা অপেক্ষা বৃহত্তর ব্যাপার, কিন্তু অধিকাংশ মানুষই এটা বুঝে না।

وَمَا يَسْتَوِي الْأَعْمَىٰ وَالْبَصِيرُ ۙ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَلَا الْمُسِيءُ ۚ قَلِيلًا مَا تَتَذَكَّرُونَ ﴿٥٨﴾

৫৮. এবং অন্ধ ও চক্ষুষ্মান সমান হতে পারে না, আর যারা ঈমান এনেছে ও নেক কাজ করেছে, এবং [পক্ষান্তরে] যারা পাপাচারী তারা পরস্পর সমান হতে পারে না; তোমরা খুব কমই উপলব্ধি কর।

শাব্দিক অনুবাদ :

৫৫. فَاصْبِرْ সুতরাং আপনি ধৈর্য ধরুন إِنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ নিঃসন্দেহে আল্লাহ তা'আলার প্রতিশ্রুতি সত্য وَاسْتَغْفِرْ لِذَنْبِكَ আর নিজ অপরাধের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করুন وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ এবং নিজ প্রভুর পবিত্রতা ও প্রশংসা আবৃত্তি করতে থাকুন بِالْعَشِيِّ وَالْإِبْكَارِ সন্ধ্যায় ও সকালে।

৫৬. إِنَّ الَّذِينَ يُجَادِلُونَ নিশ্চয় যারা কলহ সৃষ্টি করে فِي آيَاتِ اللَّهِ আল্লাহর আয়াতসমূহে بِغَيْرِ سُلْطَانٍ أَتَاهُمْ নিজেদের নিকট কোনো প্রমাণ বিদ্যমান না থাকা সত্ত্বেও إِنْ فِي صُدُورِهِمْ إِلَّا كِبْرٌ তাদের অন্তর সমূহে নিছক অহংকারই রয়েছে مَا هُمْ بِبَالِغِيهِ তারা সে পর্যন্ত কখনো পৌছতে পারবে না فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ সুতরাং আপনি আল্লাহর আশ্রয় প্রার্থনা করতে থাকুন إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ নিশ্চয় তিনি সব কিছু শ্রবণকারী, সবকিছু দর্শনকারী।

৫৭. لَخَلْقُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ নিঃসন্দেহে আসমানসমূহ ও জমিন সৃষ্টি করা أَكْبَرُ مِنْ خَلْقِ النَّاسِ মানুষ সৃষ্টি করা অপেক্ষা বৃহত্তর ব্যাপার وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ কিন্তু অধিকাংশ মানুষই এটা বুঝে না।

৫৮. وَمَا يَسْتَوِي الْأَعْمَىٰ وَالْبَصِيرُ এবং অন্ধ ও চক্ষুষ্মান সমান হতে পারে না وَالَّذِينَ آمَنُوا আর যারা ঈমান এনেছে وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ ও নেক কাজ করেছে وَلَا الْمُسِيءُ এবং যারা পাপাচারী তারা পরস্পর সমান হতে পারে না قَلِيلًا مَا تَتَذَكَّرُونَ তোমরা খুব কমই উপলব্ধি কর।

https://e-ilm.weebly.com/

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

শানে নুযূল : মুকাতিল বলেন যে, আলোচ্য আয়াত যাদের শানে নাজিল হয়েছে, তারা হচ্ছে ইহুদি। ইহুদিরা দাজ্জাল আগমন বিষয়টিকে অত্যন্ত গর্ববোধ করত।

আবদ বিন হুমাইদ ও ইবনে আবী হাতেম মুকাতিল এর উদ্ধৃতি দিয়ে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন যে, ইহুদিরা রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর নিকট এসে গর্বিত হয়ে বলল যে, দাজ্জাল শেষ জমানায় আমাদের থেকেই জন্ম গ্রহণ করবে সে যা ইচ্ছা তাই করবে। তবে তাদের কাজ কর্মে গর্বিত হয়ে বলত যে, সে এ ধরনের কাজ করবে। সে বিষয়টি সম্পর্কে আল্লাহ তা'আলা. আলোচ্য আয়াত নাজিল করেন। –[রূহুল মা'আনী ৭৮/২৪/১২, দুররে মানছূর ৩৫৩/৫]

إِنَّا لَنَنْصُرُ رُسُلَنَا وَالَّذِينَ آمَنُوا فِي الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا -এ আয়াতে আল্লাহ তা'আলার ওয়াদা রয়েছে যে, তিনি তাঁর রাসূল ও মুমিনগণকে সাহায্য করেন ইহকালেও এবং পরকালেও। বলাবাহুল্য, এ সাহায্য কেবল শত্রুদের বিরুদ্ধেই সীমিত। অধিকাংশ পয়গম্বরের ক্ষেত্রে এর বাস্তবতা বর্ণনাসাপেক্ষ নয়। কিন্তু কোনো কোনো পয়গম্বর যেমন, ইয়াহইয়া, যাকারিয়া ও শোয়াইব (আ.)-কে শত্রুরা শহীদ করেছে এবং কতককে দেশান্তরিত করেছে। যেমন, ইবরাহীম ও খাতামুল আম্বিয়া হযরত মুহাম্মদ ﷺ। তাঁদের ক্ষেত্রে আয়াতে বর্ণিত সাহায্যের ব্যাপারে সন্দেহ হতে পারে।

ইবনে কাছীর ইবনে জারীরের বরাত দিয়ে এর জবাব দেন যে, আয়াতে বর্ণিত সাহায্যের অর্থ শত্রুর কাছ থেকে প্রতিশোধ গ্রহণ, তা পয়গম্বরগণের বর্তমানে তাঁদেরই হাতে হোক, কিংবা তাঁদের ওফাতের পরে হোক। এর অর্থ কোনোরূপ ব্যতিক্রম ছাড়াই সমস্ত পয়গম্বর ও মুমিনের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য। পয়গম্বর-হত্যাকারীদের আজাব ও দুর্দশার বর্ণনা দ্বারা ইতিহাসের পাতা পরিপূর্ণ। হযরত ইয়াহইয়া, যাকারিয়া ও শোয়াইব (আ.)-এর হত্যাকারীদের উপর বহিঃশত্রু চাপিয়ে দেওয়া হয়েছে, যারা তাদেরকে অপমানিত ও লাঞ্ছিত করে হত্যা করেছে। নমরূদকে আজাব দেওয়া হয়েছে। হযরত ঈসা (আ.)-এর শত্রুদের উপর আল্লাহ তা'আলা রোমকদের চাপিয়ে দেন। তারা তাদেরকে লাঞ্ছিত করেছে। কিয়ামতের প্রাক্কালে আল্লাহ তা'আলা তাঁকে শত্রুদের উপর প্রবল করবেন। রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর শত্রুদেরকে আল্লাহ তা'আলা মুসলমানদের হাতেই পরাভূত করেছেন। তাদের বড় বড় সরদার নিহত হয়েছে, কিছু বন্দী হয়েছে এবং অবশিষ্টরা মক্কা বিজয়ের দিন গ্রেফতার হয়েছে। অবশ্য রাসূলুল্লাহ ﷺ তাদেরকে মুক্ত করে দিয়েছেন। তাঁর ধর্মই জগতের সমস্ত ধর্মের উপর প্রাধান্য বিস্তার করেছে এবং তাঁর জীবদ্দশায়ই সমগ্র আরব উপদ্বীপে ইসলামি রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠিত হয়েছে।

وَيَوْمَ يَقُومُ الْأَشْهَادُ : যেদিন সাক্ষীরা দণ্ডায়মান হবে। অর্থাৎ কিয়ামতের দিন। সেখানে পয়গম্বর ও মুমিনগণের জন্য আল্লাহ তা'আলা সাহায্য বিশেষভাবে প্রকাশ লাভ করবে।

إِنْ فِي صُدُورِهِمْ إِلَّا كِبْرٌ مَّا هُمْ بِبَالِغِيهِ : অর্থাৎ তারা আল্লাহর আয়াত সম্পর্কে কোনো দলিল-প্রমাণ ব্যতিরেকে বিতর্ক করে। উদ্দেশ্য এ ধর্মকে অস্বীকার করা। এর কারণ এছাড়া কিছুই নয় যে, তাদের অন্তরে অহংকার রয়েছে। তারা বড়ত্ব চায় এবং নির্বুদ্ধিতাবশতঃ মনে করে যে, তাদের ধর্মে কায়েম থাকলে এ বড়ত্ব অর্জিত হতে পারে। এ ধর্ম ত্যাগ করে ইসলাম গ্রহণ করলে তাদের রাজনৈতিক ক্ষমতা ক্ষুণ্ন হবে। কুরআন পাক বলে দিয়েছে যে, ইসলাম গ্রহণ করা ব্যতীত তারা তাদের কল্পিত বড়ত্ব ও নেতৃত্ব লাভ করতে পারবে না। –[কুরতুবী]

https://e-ilm.weebly.com/

শব্দ বিশ্লেষণ :

لَنَنْصُرُ : সীগাহ جمع متكلم বহছ مضارع بلام تاكيد বাব نَصَرَ মাসদার اَلنَّصْرُ মূলবর্ণ (ن ـ ص ـ ر) জিনস صحيح অর্থ– অবশ্যই আমরা সাহায্য করব।

لَا يَنْفَعُ : সীগাহ واحد مذكر غائب বহছ مضارع منفى বাব فَتَحَ মাসদার اَلنَّفْعُ মূলবর্ণ (ن ـ ف ـ ع) জিনস صحيح অর্থ– কাজে আসবে না, উপকারে আসবে না।

اِسْتَغْفِرْ : সীগাহ واحد مذكر حاضر বহছ امر حاضر معروف বাব اِسْتِفْعَالٌ মাসদার اَلْاِسْتِغْفَارُ মূলবর্ণ (غ ـ ف ـ ر) জিনস صحيح অর্থ– তুমি ক্ষমা প্রার্থনা কর। মুক্তি কামনা কর।

سَبِّحْ : সীগাহ واحد مذكر حاضر বহছ امر حاضر معروف বাব تَفْعِيْلٌ মাসদার اَلتَّسْبِيْحُ মূলবর্ণ (س ـ ب ـ ح) জিনস صحيح অর্থ– আল্লাহর মহত্ত্ব, বড়ত্ব বর্ণনা করা ও সর্বপ্রকার মন্দ বস্তু থেকে তাঁকে পূতঃপবিত্র রাখা। কখনো تسبيح বলে নামাজ, জিকির, প্রশংসা ও বড়ত্ব বর্ণনা বুঝানো হয়।

اِسْتَعِذْ : সীগাহ واحد مذكر حاضر বহছ امر حاضر معروف বাব اِسْتِفْعَالٌ মাসদার اَلْاِسْتِعَاذَةُ মূলবর্ণ (ع ـ و ـ ذ) জিনস اجوف واوى অর্থ– তুমি আশ্রয় প্রার্থনা কর।

يَسْتَوِىْ : সীগাহ واحد مذكر غائب বহছ مضارع معروف বাব اِسْتِفْعَالٌ মাসদার اَلْاِسْتِوَاءُ মূলবর্ণ (س ـ و ـ ى) জিনস لفيف مقرون অর্থ– সে সমকক্ষ হয়।

اَلْمُسِيْئُ : সীগাহ واحد مذكر বহছ اسم فاعل বাব اِفْعَالٌ মাসদার اَلْاِسَاءَةُ মূলবর্ণ (س ـ و ـ ء) জিনস مركب (مهموز لام এবং اجوف واوى) অর্থ– অনিষ্টকারী, পাপী, অন্যায়কারী।

تَتَذَكَّرُوْنَ : সীগাহ جمع مذكر حاضر বহছ مضارع معروف বাব تَفَعُّلٌ মাসদার اَلتَّذَكُّرُ মূলবর্ণ (ذ ـ ك ـ ر) জিনস صحيح অর্থ– তোমরা উপদেশ গ্রহণ কর। তোমরা ধ্যান কর।

বাক্য বিশ্লেষণ :

فَاسْتَعِذْ بِاللّٰهِ اِنَّهٗ هُوَ السَّمِيْعُ الْبَصِيْرُ : এখানে فاء টি فصيحه আর اِسْتَعِذْ ফে'ল তন্মধ্যে উহ্য যমীর اَنْتَ ফায়েল بِاللّٰهِ টা اِسْتَعِذْ-এর সাথে متعلق হয়েছে। আর اِنَّهٗ-এর اِنَّ হলো হরফে মুশাব্বাহ বিল ফে'ল ه হলো اسم اِنَّ আর هُوَ হলো ضمير فصل অথবা مبتدا আর اَلسَّمِيْعُ الْبَصِيْرُ হলো خبر ان

[ই'রাবুল কুরআন ৬ষ্ঠ খণ্ড; পৃ. ৫৮৪]

https://e-ilm.weebly.com/

৫৯. কিয়ামত অবশ্যই আসবে, এতে কোনো প্রকার সন্দেহের অবকাশই নেই, কিন্তু অধিকাংশ মানুষই [চিন্তাশক্তির অভাবে] বিশ্বাস করে না।	إِنَّ السَّاعَةَ لَآتِيَةٌ لَّا رَيْبَ فِيهَا وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يُؤْمِنُونَ ﴿٥٩﴾
৬০. আর তোমাদের প্রতিপালক বলে দিয়েছেন যে, তোমরা আমাকে ডাক, আমি তোমাদের প্রার্থনা মঞ্জুর করব; যারা আমার ইবাদত হতে অহংকার করে [এবং অন্যান্য দেবতাদেরকে আহ্বান করে এবং তাদের উপাসনা করে], তারা অচিরেই লাঞ্ছিত হয়ে জাহান্নামে প্রবেশ করবে।	وَقَالَ رَبُّكُمُ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ ۚ إِنَّ الَّذِينَ يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِي سَيَدْخُلُونَ جَهَنَّمَ دَاخِرِينَ ﴿٦٠﴾
৬১. আল্লাহই হচ্ছেন [সেই সত্তা], যিনি তোমাদের জন্য রাত সৃষ্টি করেছেন, যেন তোমরা তাতে বিশ্রাম করতে পার, আর তিনিই দিবসকে [তোমাদের সবকিছু দেখার জন্য] আলোকিত করে দিয়েছেন; নিঃসন্দেহে মানুষের প্রতি আল্লাহ্ বড়ই অনুগ্রহকারী, কিন্তু অধিকাংশ মানুষ শোকরগুজারী করে না।	اللَّهُ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ اللَّيْلَ لِتَسْكُنُوا فِيهِ وَالنَّهَارَ مُبْصِرًا ۚ إِنَّ اللَّهَ لَذُو فَضْلٍ عَلَى النَّاسِ وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَشْكُرُونَ ﴿٦١﴾
৬২. এ আল্লাহই তোমাদের প্রতিপালক, তিনিই প্রত্যেক বস্তুর স্রষ্টা। তিনি ভিন্ন আর কেউই উপাস্য হওয়ার যোগ্য নেই, সুতরাং তোমরা কোথায় বিপরীত চলছ [বিভ্রান্ত হয়ে]?	ذَٰلِكُمُ اللَّهُ رَبُّكُمْ خَالِقُ كُلِّ شَيْءٍ لَّا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ ۖ فَأَنَّىٰ تُؤْفَكُونَ ﴿٦٢﴾
৬৩. এরূপে [পূর্বযুগের] সে লোকেরাও বিপরীত পথে চলত, যারা আল্লাহর নিদর্শনসমূহকে অস্বীকার করত।	كَذَٰلِكَ يُؤْفَكُ الَّذِينَ كَانُوا بِآيَاتِ اللَّهِ يَجْحَدُونَ ﴿٦٣﴾

শাব্দিক অনুবাদ :

৫৯. إِنَّ السَّاعَةَ لَآتِيَةٌ কিয়ামত অবশ্যই আসবে لَا رَيْبَ فِيهَا এতে কোনো প্রকারের সন্দেহের অবকাশ নেই وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ কিন্তু অধিকাংশ মানুষই لَا يُؤْمِنُونَ বিশ্বাস করে না।

৬০. وَقَالَ رَبُّكُمُ আর তোমাদের প্রতিপালক বলে দিয়েছেন ادْعُونِي তোমরা আমাকে ডাক أَسْتَجِبْ لَكُمْ আমি তোমাদের প্রার্থনা মঞ্জুর করব إِنَّ الَّذِينَ يَسْتَكْبِرُونَ যারা অহংকার করে عَنْ عِبَادَتِي আমার ইবাদত হতে سَيَدْخُلُونَ جَهَنَّمَ তারা অচিরেই জাহান্নামে প্রবেশ করবে دَاخِرِينَ লাঞ্ছিত হয়ে।

৬১. اللَّهُ الَّذِي আল্লাহই হচ্ছেন (সেই সত্তা) جَعَلَ لَكُمُ اللَّيْلَ যিনি তোমাদের জন্য রাত্রকে সৃষ্টি করেছেন لِتَسْكُنُوا فِيهِ যেন তোমরা তাতে বিশ্রাম করতে পার। وَالنَّهَارَ مُبْصِرًا আর তিনিই দিবসকে আলোকিত করে দিয়েছেন إِنَّ اللَّهَ لَذُو فَضْلٍ عَلَى النَّاسِ নিঃসন্দেহে মানুষের প্রতি আল্লাহ বড়ই অনুগ্রহকারী وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ, কিন্তু অধিকাংশ মানুষ لَا يَشْكُرُونَ শোকরগুজারী করে না।

৬২. ذَٰلِكُمُ اللَّهُ رَبُّكُمْ এ আল্লাহই তোমাদের প্রতিপালক خَالِقُ كُلِّ شَيْءٍ তিনিই প্রত্যেক বস্তুর স্রষ্টা لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ তিনি ভিন্ন আর কেউ উপাস্য হওয়ার যোগ্য নেই فَأَنَّىٰ تُؤْفَكُونَ সুতরাং তোমরা কোথায় বিপরীত চলছ।

৬৩. كَذَٰلِكَ يُؤْفَكُ এরূপে (পূর্ব যুগের) সে লোকেরাও বিপরীত পথে চলত الَّذِينَ كَانُوا بِآيَاتِ اللَّهِ يَجْحَدُونَ যারা আল্লাহর নিদর্শনসমূহকে অস্বীকার করত।

https://e-ilm.weebly.com/

اَللّٰهُ الَّذِیْ جَعَلَ لَكُمُ الْاَرْضَ قَرَارًا وَّالسَّمَآءَ بِنَآءً وَّصَوَّرَكُمْ فَاَحْسَنَ صُوَرَكُمْ وَرَزَقَكُمْ مِّنَ الطَّيِّبٰتِ ؕ ذٰلِكُمُ اللّٰهُ رَبُّكُمْ ۚۖ فَتَبٰرَكَ اللّٰهُ رَبُّ الْعٰلَمِيْنَ ﴿٦٤﴾

৬৪. আল্লাহ হচ্ছেন [সেই সত্তা], যিনি তোমাদের জন্য জমিনকে বাসস্থান আর আসমানকে ছাদস্বরূপ বানিয়ে দিয়েছেন, আর তোমাদের আকৃতি নির্মাণ করেছেন, অতঃপর তোমাদের আকৃতি সুন্দরতর করেছেন এবং তোমাদেরকে উত্তম উত্তম বস্তু খেতে দিয়েছেন; [সুতরাং] এই আল্লাহই তোমাদের প্রতিপালক অতএব, মহান মর্যাদার অধিকারী সে আল্লাহ্, যিনি সারা বিশ্বের প্রভু।

هُوَ الْحَیُّ لَآ اِلٰهَ اِلَّا هُوَ فَادْعُوْهُ مُخْلِصِيْنَ لَهُ الدِّيْنَ ؕ اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ ﴿٦٥﴾

৬৫. তিনিই চির জীবন্ত, তিনি ভিন্ন আর কেউই ইবাদতের যোগ্য নয়, অতএব, তোমরা খাঁটি বিশ্বাসের সাথে তাঁকেই ডাকতে থাক; সমস্ত প্রশংসা সে আল্লাহরই জন্য, যিনি সারা বিশ্বের প্রতিপালক।

قُلْ اِنِّیْ نُهِيْتُ اَنْ اَعْبُدَ الَّذِيْنَ تَدْعُوْنَ مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ لَمَّا جَآءَنِیَ الْبَيِّنٰتُ مِنْ رَّبِّیْ ۫ وَاُمِرْتُ اَنْ اُسْلِمَ لِرَبِّ الْعٰلَمِيْنَ ﴿٦٦﴾

৬৬. আপনি বলে দিন, আমাকে নিষেধ করা হয়েছে সেই দেবতাদের উপাসনা করতে তোমরা যাদের উপাসনা করছ– আল্লাহ্ তা'আলাকে ছেড়ে, যখন আমার নিকট আমার প্রভুর পক্ষ হতে নিদর্শনসমূহ এসে গেছে, আর আমাকে এ আদেশ করা হয়েছে যে, আমি সারা বিশ্বের প্রতিপালকের সামনে আত্মসমর্পণ করি।

শাব্দিক অনুবাদ :

৬৪. اَللّٰهُ الَّذِیْ আল্লাহ হচ্ছেন (সেই সত্তা) جَعَلَ لَكُمُ যিনি তোমাদের জন্য বানিয়েছেন الْاَرْضَ قَرَارًا জমিনকে বাসস্থান وَّالسَّمَآءَ بِنَآءً আর আসমানকে ছাদস্বরূপ وَّصَوَّرَكُمْ আর তোমাদের আকৃতি নির্মাণ করেছেন فَاَحْسَنَ صُوَرَكُمْ অতঃপর তোমাদের আকৃতি সুন্দর করেছেন وَرَزَقَكُمْ مِّنَ الطَّيِّبٰتِ এবং তোমাদেরকে উত্তম উত্তম বস্তু খেতে দিয়েছেন ذٰلِكُمُ اللّٰهُ رَبُّكُمْ (সুতরাং) এই আল্লাহই তোমাদের প্রতিপালক فَتَبٰرَكَ اللّٰهُ অতএব, মহান মর্যাদার অধিকারী সে আল্লাহ রَبُّ الْعٰلَمِيْنَ যিনি সারা বিশ্বের প্রভু।

৬৫. هُوَ الْحَیُّ তিনিই চির জীবন্ত لَآ اِلٰهَ اِلَّا هُوَ তিনি ভিন্ন আর কেউই ইবাদতের যোগ্য নয় فَادْعُوْهُ অতএব তোমরা তাকেই ডাকতে থাক مُخْلِصِيْنَ لَهُ الدِّيْنَ খাঁটি বিশ্বাসের সাথে اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ সমস্ত প্রশংসা সে আল্লাহরই জন্য رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ যিনি সারা বিশ্বের প্রতিপালক।

৬৬. قُلْ আপনি বলে দিন اِنِّیْ نُهِيْتُ আমাকে নিষেধ করা হয়েছে اَنْ اَعْبُدَ সেই দেবতাদের উপাসনা করতে الَّذِيْنَ تَدْعُوْنَ তোমরা যাদের উপাসনা করছ مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ আল্লাহ তা'আলাকে ছেড়ে لَمَّا جَآءَنِیَ যখন আমার নিকট এসেছে الْبَيِّنٰتُ নিদর্শনসমূহ مِنْ رَّبِّیْ আমার প্রভুর পক্ষ হতে وَاُمِرْتُ আর আমাকে এ আদেশ করা হয়েছে যে اَنْ اُسْلِمَ لِرَبِّ الْعٰلَمِيْنَ আমি সারা বিশ্বের প্রতিপালকের সামনে আত্মসমর্পণ করি।

https://e-ilm.weebly.com/

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

قُلْ إِنِّي نُهِيتُ أَنْ أَعْبُدَ الَّذِينَ تَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللّٰهِ لَمَّا جَاءَنِيَ الْبَيِّنَاتُ مِنْ رَبِّي وَأُمِرْتُ أَنْ أُسْلِمَ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ

শানে নুযূল : ইবনে জারীর হযরত ইবনে আব্বাস (রা.)-এর উদ্ধৃতি দিয়ে বর্ণনা করেন যে, ওয়ালীদ বিন মুগীরা ও শায়বা বিন রবীআ সম্পর্কে আলোচ্য আয়াত নাজিল হয়েছে। তারা দু'জন বলেছিল যে, হে মুহাম্মদ! আপনি যা বলছেন, তা হতে বিরত থাকুন। আপনার পিতৃ পুরুষের ধর্মের উপর আপনি দৃঢ়পদ থাকুন। তাদের এ দাওয়াতের পরিপ্রেক্ষিতে আল্লাহ তা'আলা আলোচ্য আয়াত নাজিল করেছেন। –[দুররে মানছূর ৩৫৭/৫]

وَقَالَ رَبُّكُمُ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ إِنَّ الَّذِينَ يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِي سَيَدْخُلُونَ جَهَنَّمَ دَاخِرِينَ

দোয়ার স্বরূপ : দোয়ার শাব্দিক অর্থ ডাকা, অধিকাংশ ক্ষেত্রে বিশেষ কোনো প্রয়োজনে ডাকার অর্থে ব্যবহৃত হয়। কখনো জিকিরকেও দোয়া বলা হয়। উম্মতে মুহাম্মদীয়ার বিশেষ সম্মানের কারণে এই আয়াতে তাদেরকে দোয়া করার আদেশ করা হয়েছে এবং তা কবুল করার ওয়াদা করা হয়েছে। যারা দোয়া করে না, তাদের জন্য শাস্তিবাণী উচ্চারণ করা হয়েছে। কা'বে আহবার থেকে বর্ণিত আছে, পূর্ব যুগে কেবল পয়গম্বরগণকেই বলা হতো, দোয়া করুন; আমি কবুল করব। এখন এই আদেশ সকলের জন্য ব্যাপক করে দেওয়া হয়েছে এবং এটা উম্মতে মুহাম্মদীরই বৈশিষ্ট্য। –[ইবনে কাছীর]

এ আয়াতের তাফসীরে নো'মান ইবনে বশীর বর্ণিত রেওয়ায়েতে রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন, إِنَّ الدُّعَاءَ هُوَ الْعِبَادَةُ অর্থাৎ দোয়াই ইবাদত। অতঃপর তিনি আলোচ্য আয়াত তেলাওয়াত করেন। –[ইবনে কাছীর]

তাফসীরে মাযহারীতে বলা হয়েছে, আরবি ব্যাকরণিক নিয়মে إِنَّ الدُّعَاءَ هُوَ الْعِبَادَةُ বাক্যের এক অর্থ এরূপ হতে পারে যে, ইবাদতেরই নাম দোয়া। অর্থাৎ প্রত্যেক দোয়াই ইবাদত। দ্বিতীয় অর্থ এরূপও হতে পারে যে, প্রত্যেক ইবাদতই দোয়া। এখানে অর্থ এই যে, শাব্দিক অর্থের দিক দিয়ে দোয়া ও ইবাদত যদিও পৃথক পৃথক, কিন্তু উভয়ের ভাবার্থ এক। অর্থাৎ প্রত্যেক দোয়াই ইবাদত এবং প্রত্যেক ইবাদতই দোয়া। কারণ এই যে, ইবাদত বলা হয় কারো সামনে চূড়ান্ত দীনতা অবলম্বন করাকে। বলাবাহুল্য, নিজেকে কারো মুখাপেক্ষী মনে করে তার সামনে সওয়ালের হস্ত প্রসারিত করা বড় দীনতা, যা ইবাদতের অর্থ। এমনিভাবে প্রত্যেক ইবাদতের সারমর্মও আল্লাহর কাছে মাগফেরাত ও জান্নাত তলব করা এবং ইহকাল ও পরকালের নিরাপত্তা প্রার্থনা করা। এ কারণেই এক হাদীসে কুদসীতে আল্লাহ তা'আলা বলেন, যে ব্যক্তি আমার হাম্দ ও প্রশংসায় এমন মশগুল হয় যে, নিজের প্রয়োজন চাওয়ারও অবসর পায় না, আমি তাকে যারা চায়, তাদের চেয়ে বেশি দেব। (অর্থাৎ তার অভাব পূরণ করে দেব।) তিরমিযী ও মুসলিমের রেওয়ায়েতে আছে :

مَنْ شَغَلَهُ الْقُرْآنُ عَنْ ذِكْرِي وَمَسْأَلَتِي أَعْطَيْتُهُ أَفْضَلَ مَا أُعْطِي السَّائِلِينَ.

অর্থাৎ যে ব্যক্তি কুরআন তেলাওয়াতে এমনিভাবে মশগুল হয় যে, আমার কাছে প্রয়োজন চাওয়ারও সময় পায় না, আমি তাকে যারা চায়, তাদের চেয়ে বেশি দেব। এ থেকে বুঝা গেল যে, প্রত্যেক ইবাদতই দোয়ার মতো ফায়দা দেয়।

আরাফাতের হাদীসে রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন, আরাফাতে আমার দোয়া ও পূর্ববর্তী পয়গম্বরগণের দোয়া এই কলেমা : لَا إِلٰهَ إِلَّا اللّٰهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ- এতে ইবাদত ও জিকিরকে দোয়া বলা হয়েছে। আলোচ্য আয়াতে দোয়া অর্থে ইবাদত বর্জনকারীকে জাহান্নামের শাস্তিবাণী শোনানো হয়েছে, যদি সে অহংকারবশতঃ বর্জন করে। কেননা অহংকারবশতঃ দোয়া বর্জন করা কুফরের লক্ষণ, তাই সে জাহান্নামের যোগ্য হয়ে যায়। নতুবা সাধারণ দোয়া ফরজ বা ওয়াজিব নয়। দোয়া না করলে গোনাহ্ হয় না। তবে দোয়া করা সমস্ত আলেমের মতে মোস্তাহাব ও উত্তম এবং হাদীস অনুযায়ী বরকত লাভের কারণ। –[মাযহারী]

দোয়ার ফজিলত : রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন, আল্লাহর কাছে দোয়া অপেক্ষা অধিক সম্মানিত কোনো বিষয় নেই। –[তিরমিযী]

তিনি আরো বলেন, اَلدُّعَاءُ مُخُّ الْعِبَادَةِ দোয়া ইবাদতের মগজ। –[তিরমিযী]

অন্য এক হাদীসে আছে, আল্লাহ তা'আলার কাছে অনুগ্রহ প্রার্থনা কর। কেননা আল্লাহ তা'আলা যাঞ্চা ও প্রার্থনা পছন্দ করেন। অভাব-অনটনের সময় সচ্ছলতার জন্য দোয়া করে রহমত প্রাপ্তির জন্য অপেক্ষা করা সর্ববৃহৎ ইবাদত। –[তিরমিযী]

অন্য এক হাদীসে রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন, যে ব্যক্তি আল্লাহর কাছে তার প্রয়োজন প্রার্থনা করে না, আল্লাহ তার প্রতি রুষ্ট হন। –[তিরমিযী]

https://e-ilm.weebly.com/

https://e-ilm.weebly.com/

শব্দ বিশ্লেষণ :

لَاتِيَةٌ : সীগাহ واحد مؤنث বহছ اسم فاعل বাব ضَرَبَ মাসদার اَلْاِتْيَانُ মূলবর্ণ (ا - ت - ى) জিনস মুরাক্কাব (ناقص يائى এবং مهموز فاء) অর্থ– অবশ্যই আসবে। নিশ্চয় আগত।

اَسْتَجِبْ : সীগাহ واحد متكلم বহছ مضارع معروف বাব اِفْتِعَالٌ মাসদার اَلْاِسْتِجَابَةُ মূলবর্ণ (ج - و - ب) জিনস اجوف واوى অর্থ– আমি গ্রহণ করব, আমি গ্রহণ করি।

يَسْتَكْبِرُوْنَ : সীগাহ جمع مذكر غائب বহছ مضارع معروف বাব اِسْتِفْعَالٌ মাসদার اَلْاِسْتِكْبَارُ মূলবর্ণ (ك - ب - ر) জিনস صحيح অর্থ– তারা অহংকার / গর্ব করে।

دَاخِرِيْنَ : সীগাহ جمع مذكر বহছ اسم فاعل বাব سَمِعَ মাসদার اَلدَّخْرُ মূলবর্ণ (د - خ - ر) জিনস صحيح অর্থ– আপমানিত হয়ে, অপমানজনক অবস্থায়।

لِتَسْكُنُوْا : সীগাহ جمع مذكر حاضر বহছ مضارع معروف বাব نَصَرَ মাসদার اَلسُّكُوْنُ মূলবর্ণ (س - ك - ن) জিনস صحيح অর্থ– যাতে তোমরা বসবাস কর, প্রশান্তি লাভ কর।

مُبْصِرًا : সীগাহ واحد مذكر বহছ اسم فاعل বাব اِفْعَالٌ মাসদার اَلْاِبْصَارُ মূলবর্ণ (ب - ص - ر) জিনস صحيح অর্থ– আলোকিত করে দিয়েছে।

تُؤْفَكُوْنَ : সীগাহ جمع مذكر حاضر বহছ مضارع مجهول বাব سَمِعَ মাসদার اَلْاِفْكُ মূলবর্ণ (ء - ف - ك) জিনস مهموز فاء অর্থ– তোমাদেরকে ফিরানো হচ্ছে। তোমাদেরকে পরিবর্তন করা হচ্ছে।

يَجْحَدُوْنَ : সীগাহ جمع مذكر غائب বহছ مضارع معروف বাব فَتَحَ মাসদার اَلْجُحُوْدُ - اَلْجَحْدُ মূলবর্ণ (ج - ح - د) জিনস صحيح অর্থ– তারা অস্বীকার করে।

صَوَّرَكُمْ : সীগাহ واحد مذكر غائب বহছ مضارع معروف বাব تَفْعِيْلٌ মাসদার اَلتَّصْوِيْرُ মূলবর্ণ (ص - و - ر) জিনস اجوف واوى অর্থ– সে তোমাদের ছবি উঠাল। তোমাদের আকৃতি তৈরি করল।

تَبٰرَكَ : সীগাহ واحد مذكر غائب বহছ ماضى معروف বাব تَفَاعُلٌ মাসদার اَلتَّبَارُكُ মূলবর্ণ (ب - ر - ك) জিনস صحيح অর্থ– সে অধিক বরকতময়।

نُهِيْتُ : সীগাহ واحد متكلم বহছ ماضى مجهول বাব ضَرَبَ মাসদার اَلنَّهْىُ মূলবর্ণ (ن - ه - ى) জিনস ناقص يائى অর্থ– আমাকে বারণ করা হয়েছে, আমাকে নিষিদ্ধ করা হয়েছে।

اُسْلِمَ : সীগাহ واحد متكلم বহছ مضارع معروف বাব اِفْعَالٌ মাসদার اَلْاِسْلَامُ মূলবর্ণ (س - ل - م) জিনস صحيح অর্থ– আমি আনুগত্যশীল হয়ে যাই।

বাক্য বিশ্লেষণ :

لَا اِلٰهَ اِلَّا هُوَ فَادْعُوْهُ مُخْلِصِيْنَ لَهُ الدِّيْنَ এখানে : هُوَ الْحَىُّ لَا اِلٰهَ اِلَّا هُوَ টি هُوَ مبتدأ আর اَلْحَىُّ হলো খবর আর لَا اِلٰهَ اِلَّا হলো দ্বিতীয় খবর। فَادْعُوْهُ -এর فاء টি হলো فصيحة আর اُدْعُوْ হলো ফে'ল তার যমীর হলো ফায়েল আর ه হলো مفعول به আর مُخْلِصِيْنَ হলো حال এবং لَهٗ টা مُخْلِصِيْنَ -এর সাথে متعلق হয়েছে। আর اَلدِّيْنَ হলো مُخْلِصِيْنَ -এর মাফউল। –[ই'রাবুল কুরআন ৬ষ্ঠ খণ্ড; পৃ. ৫৯৫]

https://e-ilm.weebly.com/

هُوَ الَّذِىْ خَلَقَكُمْ مِّنْ تُرَابٍ ثُمَّ مِنْ نُّطْفَةٍ ثُمَّ مِنْ عَلَقَةٍ ثُمَّ يُخْرِجُكُمْ طِفْلًا ثُمَّ لِتَبْلُغُوْٓا اَشُدَّكُمْ ثُمَّ لِتَكُوْنُوْا شُيُوْخًا ۚ وَمِنْكُمْ مَّنْ يُّتَوَفّٰى مِنْ قَبْلُ وَلِتَبْلُغُوْٓا اَجَلًا مُّسَمًّى وَّلَعَلَّكُمْ تَعْقِلُوْنَ ﴿٦٧﴾

৬৭. তিনিই সে সত্তা, যিনি তোমাদেরকে মাটি হতে সৃষ্টি করেছেন, অতঃপর শুক্রবিন্দু হতে, অতঃপর রক্ত-পিণ্ড হতে, তৎপর তোমাদেরকে শিশুরূপে বহির্গত করেন, অতঃপর [জীবিত রাখেন,] তোমরা যেন স্বীয় যৌবনে উপনীত হও, তৎপর যেন তোমরা বৃদ্ধ হও, আবার তোমাদের কেউ কেউ পূর্বেই মৃত্যুমুখে পতিত হয়, আর যেন তোমরা সকলে [নিজ নিজ] নির্ধারিত সময় পর্যন্ত পৌছে যাও, আর যেন তোমরা অনুধাবন করতে পার।

هُوَ الَّذِىْ يُحْىٖ وَيُمِيْتُ ۚ فَاِذَا قَضٰٓى اَمْرًا فَاِنَّمَا يَقُوْلُ لَهٗ كُنْ فَيَكُوْنُ ﴿٦٨﴾

৬৮. তিনিই সে সত্তা, যিনি জীবন দান করেন ও মৃত্যু ঘটান, অনন্তর যখন তিনি কোনো কাজ সমাধা করতে চান, তখন তার উদ্দেশ্যে কেবল বলে দেন যে, হয়ে যাও, অমনি তা হয়ে যায়।

اَلَمْ تَرَ اِلَى الَّذِيْنَ يُجَادِلُوْنَ فِىْٓ اٰيٰتِ اللّٰهِ ؕ اَنّٰى يُصْرَفُوْنَ ﴿٦٩﴾

৬৯. আপনি কি তাদের প্রতি লক্ষ্য করেননি, যারা কলহ সৃষ্টি করে আল্লাহ্ তা'আলার আয়াতসমূহে; তারা কোথায় ফিরে চলেছে?

اَلَّذِيْنَ كَذَّبُوْا بِالْكِتٰبِ وَبِمَآ اَرْسَلْنَا بِهٖ رُسُلَنَا ۛ فَسَوْفَ يَعْلَمُوْنَ ﴿٧٠﴾

৭০. যারা এ কিতাবকে অবিশ্বাস করেছে এবং সে বস্তুকেও যা দিয়ে আমি আমার রাসূলগণকে পাঠিয়েছিলাম। সুতরাং তারা সত্বরই জানতে পারবে।

শাব্দিক অনুবাদ :

৬৭. هُوَ الَّذِىْ তিনিই সেই সত্তা خَلَقَكُمْ مِّنْ تُرَابٍ যিনি তোমাদেরকে মাটি হতে সৃষ্টি করেছেন ثُمَّ مِنْ نُّطْفَةٍ অতঃপর শুক্রবিন্দু হতে ثُمَّ مِنْ عَلَقَةٍ অতঃপর রক্ত পিণ্ড হতে ثُمَّ يُخْرِجُكُمْ طِفْلًا তৎপর তোমাদেরকে শিশুরূপে বাহির্গত করেন ثُمَّ لِتَبْلُغُوْٓا اَشُدَّكُمْ অতঃপর (জীবিত রাখেন) তোমরা যেন স্বীয় যৌবনে উপনীত হও ثُمَّ لِتَكُوْنُوْا شُيُوْخًا তৎপর যেন তোমরা বৃদ্ধ হও وَمِنْكُمْ مَّنْ يُّتَوَفّٰى مِنْ قَبْلُ আবার তোমাদের কেউ কেউ পূর্বেই মৃত্যুমুখে পতিত হয় وَلِتَبْلُغُوْٓا اَجَلًا مُّسَمًّى আর যেন তোমরা সকলে নির্ধারিত সময় পর্যন্ত পৌছে যাও وَّلَعَلَّكُمْ تَعْقِلُوْنَ আর যেন তোমরা অনুধাবন করতে পার।

৬৮. هُوَ الَّذِىْ তিনিই সে সত্তা يُحْىٖ যিনি জীবন দান করেন وَيُمِيْتُ ও মৃত্যু ঘটান فَاِذَا قَضٰٓى اَمْرًا অনন্তর যখন তিনি কোনো কাজ সমাধা করতে চান فَاِنَّمَا يَقُوْلُ لَهٗ তখন তার উদ্দেশ্যে কেবল বলে দেন যে كُنْ হয়ে যাও فَيَكُوْنُ আনি তা হয়ে যায়।

৬৯. اَلَمْ تَرَ اِلَى الَّذِيْنَ আপনি কি তাদের প্রতি লক্ষ্য করেননি يُجَادِلُوْنَ যারা কলহ সৃষ্টি করে فِىْٓ اٰيٰتِ اللّٰهِ আল্লাহ তা'আলার আয়াতসমূহে اَنّٰى يُصْرَفُوْنَ তারা কোথায় ফিরে চলেছে?

৭০. اَلَّذِيْنَ كَذَّبُوْا بِالْكِتٰبِ যারা এ কিতাবকে অস্বীকার করেছে وَبِمَآ اَرْسَلْنَا بِهٖ رُسُلَنَا এবং সে বস্তুকেও যা দিয়ে আমি আমার রাসূলগণকে পঠিয়েছিলাম فَسَوْفَ يَعْلَمُوْنَ সুতরাং তারা সত্বরই জানতে পারবে।

https://e-ilm.weebly.com/

৭১. যখন তাদের গ্রীবাদেশে বেড়ি এবং শিকল লাগবে; তাদেরকে হেঁচড়িয়ে নেওয়া হবে।	إِذِ الْأَغْلَٰلُ فِي أَعْنَاقِهِمْ وَالسَّلَٰسِلُ ۖ يُسْحَبُونَ ﴿٧١﴾
৭২. ফুটন্ত পানির মধ্যে, অতঃপর তাদেরকে আগুনে বিদগ্ধ করা হবে।	فِي الْحَمِيمِ ۙ ثُمَّ فِي النَّارِ يُسْجَرُونَ ﴿٧٢﴾
৭৩. অতঃপর তাদেরকে জিজ্ঞাসা করা হবে, তারা কোথায়– যাদেরকে তোমরা শরিক সাব্যস্ত করতে।	ثُمَّ قِيلَ لَهُمْ أَيْنَ مَا كُنتُمْ تُشْرِكُونَ ﴿٧٣﴾
৭৪. আল্লাহ্ তা'আলাকে ছেড়ে; তারা বলবে, তারা সকলে আমাদের হতে গায়েব হয়ে গেছে, বরং [সত্য কথা এই যে,] আমরা তো ইতঃপূর্বে কারো পূজা করতাম না; এরূপেই আল্লাহ কাফেরদেরকে ভ্রান্তিতে লিপ্ত রাখেন।	مِن دُونِ اللَّهِ ۖ قَالُوا ضَلُّوا عَنَّا بَل لَّمْ نَكُن نَّدْعُوا مِن قَبْلُ شَيْئًا ۚ كَذَٰلِكَ يُضِلُّ اللَّهُ الْكَٰفِرِينَ ﴿٧٤﴾
৭৫. এটা [এই শাস্তি] তারই প্রতিফল যে, তোমরা দুনিয়াতে অযথা আনন্দ উপভোগ করতে, আর তার প্রতিফল যে, তোমরা আত্মগর্ব করতে।	ذَٰلِكُم بِمَا كُنتُمْ تَفْرَحُونَ فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ وَبِمَا كُنتُمْ تَمْرَحُونَ ﴿٧٥﴾
৭৬. দোজখের দ্বারসমূহে প্রবেশ কর, তন্মধ্যে সর্বদা অবস্থান কর, সুতরাং [আল্লাহর আয়াতসমূহের প্রতি] অহংকারীদের জন্য এটা নিকৃষ্ট বাসস্থান।	ادْخُلُوا أَبْوَٰبَ جَهَنَّمَ خَٰلِدِينَ فِيهَا ۖ فَبِئْسَ مَثْوَى الْمُتَكَبِّرِينَ ﴿٧٦﴾

শাব্দিক অনুবাদ :

৭১. إِذِ الْأَغْلَٰلُ যখন বেড়ি লাগাবে فِي أَعْنَاقِهِمْ তাদের গ্রীবাদেশে وَالسَّلَٰسِلُ এবং শিকল يُسْحَبُونَ তাদেরকে হেঁচড়িয়ে নেওয়া হবে।

৭২. فِي الْحَمِيمِ ফুটন্ত পনির মধ্যে ثُمَّ فِي النَّارِ অতঃপর আগুনে يُسْجَرُونَ তাদেরকে বিদগ্ধ করা হবে।

৭৩. ثُمَّ قِيلَ لَهُمْ অতঃপর তাদেরকে জিজ্ঞাসা করা হবে أَيْنَ তারা কোথায় مَا كُنتُمْ تُشْرِكُونَ যাদেরকে তোমরা শরিক সাব্যস্ত করতে।

৭৪. مِن دُونِ اللَّهِ আল্লাহ তা'আলাকে ছেড়ে قَالُوا তারা বলবে ضَلُّوا عَنَّا তারা সকলে আমাদের থেকে গায়েব হয়ে গেছে بَل لَّمْ نَكُن نَّدْعُوا مِن قَبْلُ شَيْئًا বরং আমরা তো ইতঃপূর্বে কারো পূজা করতাম না كَذَٰلِكَ يُضِلُّ اللَّهُ الْكَٰفِرِينَ এরূপেই আল্লাহ কাফেরদেরকে ভ্রান্তিতে লিপ্ত রাখেন।

৭৫. ذَٰلِكُم এটা তারই প্রতিফল যে بِمَا كُنتُمْ تَفْرَحُونَ فِي الْأَرْضِ তোমরা দুনিয়াতে আনন্দ উপভোগ করতে بِغَيْرِ الْحَقِّ অযথা وَبِمَا كُنتُمْ تَمْرَحُونَ আর তার প্রতিফল যে তোমরা আত্মগর্ব করতে।

৭৬. ادْخُلُوا أَبْوَٰبَ جَهَنَّمَ দোজখের দ্বারসমূহে প্রবেশ কর خَٰلِدِينَ فِيهَا তন্মধ্যে সর্বদা অবস্থান কর فَبِئْسَ مَثْوَى الْمُتَكَبِّرِينَ সুতরাং (আল্লাহর আয়াতসমূহের প্রতি) অহংকারীদের জন্য এটা নিকৃষ্ট বাসস্থান।

https://e-ilm.weebly.com/

৭৭. সুতরাং আপনি ধৈর্য ধরুন, নিঃসন্দেহে আল্লাহ্ তা'আলার প্রতিশ্রুতি সত্য, অতঃপর আমি তাদেরকে যার প্রতিশ্রুতি দিচ্ছি, তা হতে কিয়দংশ যদি আমি আপনাকে দেখাই অথবা [আজাবের পূর্বেই] যদি আপনাকে মৃত্যু দান করি, অবশেষে তাদেরকে আমার সমীপে আসতে হবে।

فَاصْبِرْ اِنَّ وَعْدَ اللّٰهِ حَقٌّ ۚ فَاِمَّا نُرِيَنَّكَ بَعْضَ الَّذِيْ نَعِدُهُمْ اَوْ نَتَوَفَّيَنَّكَ فَاِلَيْنَا يُرْجَعُوْنَ ﴿٧٧﴾

শাব্দিক অনুবাদ :

৭৭. فَاصْبِرْ সুতারাং আপনি ধৈর্য ধরুন اِنَّ وَعْدَ اللّٰهِ حَقٌّ নিঃসন্দেহে আল্লাহ তা'আলার প্রতিশ্রুতি সত্য فَاِمَّا نُرِيَنَّكَ অতঃপর আমি যদি আপনাকে দেখাই بَعْضَ الَّذِيْ نَعِدُهُمْ আমি তাদেরকে যার প্রতিশ্রুতি দিয়েছি তা হতে কিয়দংশ اَوْ نَتَوَفَّيَنَّكَ অথবা যদি আপনাকে মৃত্যু দান করি فَاِلَيْنَا يُرْجَعُوْنَ অবশেষে তাদেরকে আমার সমীপে অসতে হবে।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

يُسْحَبُوْنَ فِى الْحَمِيْمِ ثُمَّ فِى النَّارِ يُسْجَرُوْنَ : এ আয়াত থেকে জানা যায় যে, জাহান্নামীদেরকে প্রথমে حَمِيْم অর্থাৎ ফুটন্ত পানিতে ও পরে جَحِيْم অর্থাৎ জাহান্নামে নিক্ষেপ করা হবে। এ থেকে আরো জানা যায় যে, حَمِيْم জাহান্নামের বাইরের কোনো স্থান, যার ফুটন্ত পানি পান করানোর জন্য জাহান্নামীদেরকে সেখানে নিয়ে যাওয়া হবে। সূরা সাফফাতের আয়াত ثُمَّ اِنَّ مَرْجِعَهُمْ لَا اِلَى الْجَحِيْمِ থেকেও তাই জানা যায়। কোনো কোনো আয়াত থেকে জানা যায় যে, حَمِيْم ও جَحِيْم একই স্থান এবং حَمِيْم- এর মধ্যেই جَحِيْم অবস্থিত। আয়াতটি এই ঃ

هٰذِهِ جَهَنَّمُ الَّتِىْ يُكَذِّبُ بِهَا الْمُجْرِمُوْنَ يَطُوْفُوْنَ بَيْنَهَا وَبَيْنَ حَمِيْمٍ اٰنٍ

এতে পরিষ্কার বলা হয়েছে যে, হামীমও জাহান্নামের অভ্যন্তরে অবস্থিত। চিন্তা করলে জানা যায় যে, এতদুভয়ের মধ্যে কোনো বৈপরীত্য নেই। জাহান্নামেরই অনেক স্তরে বিভিন্ন প্রকার আজাব থাকবে। এর মধ্যে এক স্তর হামীম অর্থাৎ, ফুটন্ত পানিরও থাকবে। স্বতন্ত্র ও আলাদা হওয়ার কারণে একে জাহান্নামের বাইরেও বলা যায় এবং জাহান্নামেরই এক স্তরে হওয়ার কারণে একে জাহান্নামও বলা যায়। ইবনে কাছীর বলেন, জাহান্নামীদেরকে শৃঙ্খলিত অবস্থায় কখনো টেনে হামীমে এবং কখনো জাহীমে নিক্ষেপ করা হবে।

قَالُوْا ضَلُّوْا عَنَّا : অর্থাৎ জাহান্নামে পৌছে মুশরিকরা বলবে আমাদের উপাস্য প্রতিমা ও শয়তান আজ উধাও হয়ে গেছে। অর্থাৎ আমাদের দৃষ্টিগোচর হচ্ছে না, যদিও তারা জাহান্নামের কোনো কোণে পড়ে আছে। তারাও যে জাহান্নামেই থাকবে, এ সম্পর্কে অন্য এক আয়াতে বলা হয়েছে : اِنَّكُمْ وَمَا تَعْبُدُوْنَ مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ حَصَبُ جَهَنَّمَ

بِمَا كُنْتُمْ تَفْرَحُوْنَ فِى الْاَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ وَبِمَا كُنْتُمْ تَمْرَحُوْنَ : এখানে فَرَحٌ -এর অর্থ আনন্দিত ও উল্লসিত হওয়া এবং مَرَحٌ -এর অর্থ দম্ভ করা, অর্থ-সম্পদের অহংকারী হয়ে অপরের অধিকার খর্ব করা। مَرَحٌ সর্বাবস্থায় নিন্দনীয় ও হারাম। পক্ষান্তরে فَرَحٌ অর্থাৎ আনন্দ যদি ধন-সম্পদের নেশায় আল্লাহকে ভুলে গুনাহের কাজ দ্বারা হয় তবে হারাম ও না-জায়েজ। আলোচ্য আয়াতে এই আনন্দই বুঝানো হয়েছে। কারূনের কাহিনীতেও فَرَحٌ এ অর্থেই ব্যবহৃত হয়েছে। বলা হয়েছে– لَا تَفْرَحْ اِنَّ اللّٰهَ لَا يُحِبُّ الْفَرِحِيْنَ : অর্থাৎ আনন্দ-উল্লাস করো না। আল্লাহ তা'আলা আনন্দ-উল্লাসকারীদেরকে পছন্দ করেন না। আনন্দ-উল্লাসের আরেক স্তর হলো পার্থিব নিয়ামত ও সুখকে আল্লাহ তা'আলার অনুগ্রহ ও দান মনে করে তজ্জন্যে আনন্দ প্রকাশ করা। এটা জায়েজ, মোস্তাহাব বরং আদিষ্ট কর্তব্য। এ আনন্দ সম্পর্কে কুরআন বলে, فَبِذٰلِكَ فَلْيَفْرَحُوْا অর্থাৎ এ কারণে তাদের আনন্দিত হওয়া উচিত। আলোচ্য আয়াতে مَرَحٌ -কে সর্বাবস্থায় আজাবের কারণ বলা হয়েছে এবং فَرَحٌ -এর সাথে بِغَيْرِ الْحَقِّ কথাটি যুক্ত করে ব্যক্ত করা হয়েছে যে, অন্যায় ও অবৈধ ভোগের মাধ্যমে আনন্দ করা হারাম এবং ন্যায় ও বৈধ ভোগের কারণে কৃতজ্ঞতাস্বরূপ আনন্দিত হওয়া ইবাদত ও ছওয়াবের কাজ।

https://e-ilm.weebly.com/

فَاصْبِرْ اِنَّ وَعْدَ اللّٰهِ حَقٌّ فَاِمَّا نُرِيَنَّكَ : এ আয়াত থেকে জানা যায় যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ সানন্দে কাফেরদের আজাবের অপেক্ষা করছিলেন। তাই তাঁর সান্ত্বনার জন্য আয়াতে বলা হয়েছে, আপনি সবর করুন। আল্লাহ তা'আলা কাফেরদের আজাবের ব্যাপারে যে ওয়াদা করেছেন, তা অবশ্যই পূর্ণ হবে- আপনার জীবদ্দশায় অথবা ওফাতের পর। কাফেরদের আজাবের অপেক্ষা করা বাহ্যতঃ 'রহমাতুল্লিল আলামীন' (বিশ্বজগতের জন্য রহমত) গুণের পরিপন্থি। কিন্তু অপরাধীদেরকে শাস্তি দেওয়ার লক্ষ্য যদি নির্যাতিত-নিরপরাধ মুমিনদেরকে সান্ত্বনা দেওয়া হয়, তবে অপরাধীদেরকে সাজা দেওয়া দয়া ও অনুকম্পার পরিপন্থি নয়। কোনো অপরাধীকে শাস্তি দেওয়া কারো মতেই দয়ার পরিপন্থিরূপে গণ্য হয় না।

শব্দ বিশ্লেষণ :

يَتَوَفّٰى : সীগাহ واحد مذكر غائب বহছ مضارع معروف বাব تَفَعُّل মাসদার اَلتَّوَفِّىْ মূলবর্ণ (و - ف - ى) জিনস لفيف مفروق অর্থ– সে মরে যায় অর্থাৎ অপ্রাপ্ত বয়সেই মারা যায়।

مُسَمًّى : সীগাহ واحد مذكر বহছ اسم مفعول বাব تَفْعِيْل মাসদার اَلتَّسْمِيَةُ মূলবর্ণ (س - م - و) জিনস ناقص واوى অর্থ– নির্দিষ্ট, নির্ধারিত।

يُحْيِىْ : সীগাহ واحد مذكر غائب বহছ مضارع معروف বাব اِفْعَالٌ মাসদার اَلْاِحْيَاءُ মূলবর্ণ (ح - ى - ى) জিনস لفيف مقرون অর্থ– সে / তিনি জীবিত করেন, তিনি জীবন দান করেন।

يُمِيْتُ : সীগাহ واحد مذكر غائب বহছ مضارع معروف বাব اِفْعَالٌ মাসদার اَلْاِمَاتَةُ মূলবর্ণ (م - و - ت) জিনস اجوف واوى অর্থ– তিনি মৃত্যু দান করেন, তিনি জীবন কেড়ে নেন।

يُجَادِلُوْنَ : সীগাহ جمع مذكر غائب বহছ مضارع معروف বাব مُفَاعَلَةٌ মাসদার اَلْمُجَادَلَةُ মূলবর্ণ (ج - د - ل) জিনিস صحيح অর্থ– তারা পরস্পরে ঝগড়া-বিবাদ করে।

يُصْرَفُوْنَ : সীগাহ جمع مذكر غائب বহছ مضارع مجهول বাব ضَرَبَ মাসদার اَلصَّرْفُ মূলবর্ণ (ص - ر - ف) জিনস صحيح অর্থ– ফিরা, ঘুরাফেরা করা।

يُسْحَبُوْنَ : সীগাহ جمع مذكر غائب বহছ مضارع مجهول বাব فَتَحَ মাসদার اَلسَّحْبُ মূলবর্ণ (س - ح - ب) জিনস صحيح অর্থ– তাদের টানা হবে।

يُسْجَرُوْنَ : সীগাহ جمع مذكر غائب বহছ مضارع مجهول বাব نَصَرَ মাসদার اَلسَّجْرُ মূলবর্ণ (س - ج - ر) জিনস صحيح অর্থ– তাদের গরম করা হবে, উত্তপ্ত করা হবে।

قِيْلَ : সীগাহ واحد مذكر غائب বহছ ماضى مجهول বাব نَصَرَ মাসদার اَلْقَوْلُ মূলবর্ণ (ق - و - ل) জিনস اجوف واوى অর্থ– বলা হবে।

تَمْرَحُوْنَ : সীগাহ جمع مذكر حاضر বহছ مضارع معروف বাব فَتَحَ মাসদার اَلْمَرَحُ মূলবর্ণ (م - ر - ح) জিনস صحيح অর্থ– অধিক ফুসে উঠা / ফুসে উঠা।

نُرِيَنَّكَ : সীগাহ جمع متكلم বহছ مضارع معروف বাব اِفْعَالٌ মাসদার اَلْاِرَائَةُ মূলবর্ণ (ر - ء - ى) জিনস মুরাক্কাব (ناقص يائى এবং مهموز عين) অর্থ– অবশ্যই আমি তোমাকে দেখাব।

বাক্য বিশ্লেষণ :

ذٰلِكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَفْرَحُوْنَ فِى الْاَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ : এখানে ذٰلِكُمْ ইসমে ইশারা হলো مبتدأ আর بِمَا হলো خبر আর كُنْتُمْ বাক্যটি হলো সেলাহ। আর تَفْرَحُوْنَ বাক্যটি كُنْتُمْ-এর খবর। আর فِى الْاَرْضِ হলো تَفْرَحُوْنَ-এর সাথে متعلق আর بِغَيْرِ الْحَقِّ হলো حال –[ই'রাবুল কুরআন ৬ষ্ঠ খণ্ড; পৃ. ৫৯৯-৬০০]

https://e-ilm.weebly.com/

https://e-ilm.weebly.com/

৭৮. আর আমি আপনার পূর্বে বহু রাসূল প্রেরণ করেছি, তাদের মধ্যে কতক এরূপ– যাদের কাহিনী আপনার নিকট বর্ণনা করেছি এবং তাদের মধ্যে কতক এমন– যাদের কাহিনী আপনার নিকট বর্ণনা করিনি; আর কোনো রাসূলেরই এ সাধ্য ছিল না যে, আল্লাহর অনুমতি ব্যতীত কোনো মু'জিযা প্রকাশ করে, অনন্তর যখন আল্লাহর নির্দেশ আসবে, তখন সঠিক মীমাংসা হয়ে যাবে, আর ভ্রান্তপন্থিরা তখন ক্ষতিতে থেকে যাবে।	وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِّن قَبْلِكَ مِنْهُم مَّن قَصَصْنَا عَلَيْكَ وَمِنْهُم مَّن لَّمْ نَقْصُصْ عَلَيْكَ ۗ وَمَا كَانَ لِرَسُولٍ أَن يَأْتِيَ بِآيَةٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ ۚ فَإِذَا جَاءَ أَمْرُ اللَّهِ قُضِيَ بِالْحَقِّ وَخَسِرَ هُنَالِكَ الْمُبْطِلُونَ ﴿٧٨﴾
৭৯. আল্লাহই তোমাদের জন্য চতুষ্পদ পশুসমূহ সৃষ্টি করেছেন, যেন তোমরা এদের কতিপয়ে আরোহণ কর এবং তাদের কতিপয়কে খাও।	اللَّهُ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْأَنْعَامَ لِتَرْكَبُوا مِنْهَا وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ ﴿٧٩﴾
৮০. এবং তাতে তোমাদের জন্য আরো অনেক উপকার রয়েছে, আর যেন তোমরা তাতে [আরোহণ করে] নিজ অন্তরে নিহিত উদ্দেশ্য পর্যন্ত পৌছতে পার এবং এদের উপর ও নৌকাসমূহে সওয়ার হয়ে চলাফেরা কর।	وَلَكُمْ فِيهَا مَنَافِعُ وَلِتَبْلُغُوا عَلَيْهَا حَاجَةً فِي صُدُورِكُمْ وَعَلَيْهَا وَعَلَى الْفُلْكِ تُحْمَلُونَ ﴿٨٠﴾
৮১. আর তিনি তোমাদেরকে তাঁর বহু নির্দশন দেখিয়ে থাকেন, অতএব, তোমরা আল্লাহর নিদর্শনাবলির মধ্যে কোনটা অস্বীকার করবে?	وَيُرِيكُمْ آيَاتِهِ فَأَيَّ آيَاتِ اللَّهِ تُنكِرُونَ ﴿٨١﴾

শাব্দিক অনুবাদ :

৭৮. وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا আর আমি প্রেরণ করেছি رُسُلًا বহু রাসূল مِّن قَبْلِكَ আপনার পূর্বে مِنْهُم مَّن قَصَصْنَا عَلَيْكَ তাদের মধ্যে কতক এরূপ যাদের কাহিনী আপনার নিকট বর্ণনা করেছি وَمِنْهُم مَّن لَّمْ نَقْصُصْ عَلَيْكَ এবং তাদের মধ্যে কতক এমন যাদের কাহিনী আপনার নিকট বর্ণনা করিনি وَمَا كَانَ لِرَسُولٍ আর কোনো রাসূলেরই এ সাধ্য ছিল না যে أَن يَأْتِيَ بِآيَةٍ কোনো মু'জিযা প্রকাশ করে إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ আল্লাহর অনুমতি ব্যতীত فَإِذَا جَاءَ أَمْرُ اللَّهِ অনন্তর যখন আল্লাহর নির্দেশ আসবে قُضِيَ بِالْحَقِّ তখন সঠিক মীমাংসা হয়ে যাবে وَخَسِرَ هُنَالِكَ الْمُبْطِلُونَ আর ভ্রান্তপন্থিরা তখন ক্ষতিতে থেকে যাবে।

৭৯. اللَّهُ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْأَنْعَامَ আল্লাহই তোমাদের জন্য চতুষ্পদ পশুসমূহ সৃষ্টি করেছেন لِتَرْكَبُوا مِنْهَا যেন তোমরা এদের কতিপয়ে আরোহণ কর وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ এবং তাদের কতিপয়কে খাও।

৮০. وَلَكُمْ فِيهَا مَنَافِعُ এবং তাতে তোমাদের জন্য আরো অনেক উপকার রয়েছে وَلِتَبْلُغُوا عَلَيْهَا আর যেন তোমরা তাতে আরোহণ করে পৌছতে পার حَاجَةً فِي صُدُورِكُمْ নিজ অন্তরে নিহিত উদ্দেশ্য পর্যন্ত وَعَلَيْهَا وَعَلَى الْفُلْكِ تُحْمَلُونَ এবং এদের উপর ও নৌকা সমূহে সওয়ার হয়ে চলাফেরা কর।

৮১. وَيُرِيكُمْ آيَاتِهِ আর তিনি তোমাদেরকে তাঁর বহু নিদর্শন দেখিয়ে থাকেন فَأَيَّ آيَاتِ اللَّهِ تُنكِرُونَ অতএব তোমরা আল্লাহর নিদর্শনাবলির মধ্যে কোনটা অস্বীকার করবে।

৮২. তারা কি ভূপৃষ্ঠে পরিভ্রমণ করে দেখে নি যে, তাদের পূর্ববর্তীদের কিরূপ পরিণাম হয়েছিল? তারা এদের চেয়ে অধিক ছিল এবং শক্তি ও স্মৃতি-চিহ্নসমূহে উন্নততর ছিল, যা তারা ভূপৃষ্ঠে ত্যাগ করে গেছে, কিন্তু তাদের [এ সমস্ত] অর্জিত শক্তি ও সম্পদ তাদের কোনো কাজে আসেনি।	أَفَلَمْ يَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَيَنظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ ۚ كَانُوا أَكْثَرَ مِنْهُمْ وَأَشَدَّ قُوَّةً وَآثَارًا فِي الْأَرْضِ فَمَا أَغْنَىٰ عَنْهُم مَّا كَانُوا يَكْسِبُونَ ﴿٨٢﴾
৮৩. মোটকথা, যখন তাদের রাসূলগণ স্পষ্ট প্রমাণসমূহসহ তাদের নিকট পৌছলেন, তখন তারা তাদের নিকট [জীবিকার্জনের] যে জ্ঞান ছিল, তাতেই বড় গর্বিত হয়ে রইল এবং তাদের প্রতি সে আজাব এসে পড়ল, যা নিয়ে তারা বিদ্রূপ করত।	فَلَمَّا جَاءَتْهُمْ رُسُلُهُم بِالْبَيِّنَاتِ فَرِحُوا بِمَا عِندَهُم مِّنَ الْعِلْمِ وَحَاقَ بِهِم مَّا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ ﴿٨٣﴾
৮৪. অতঃপর যখন তারা আমার আজাব দেখল তখন বলতে লাগল, আমরা এক আল্লাহর প্রতি ঈমান আনলাম, আর ঐ সমস্তকে অবিশ্বাস করছি, যাদেরকে আমরা তাঁর শরিক সাব্যস্ত করতাম।	فَلَمَّا رَأَوْا بَأْسَنَا قَالُوا آمَنَّا بِاللَّهِ وَحْدَهُ وَكَفَرْنَا بِمَا كُنَّا بِهِ مُشْرِكِينَ ﴿٨٤﴾
৮৫. বস্তুত তাদের এ ঈমান আনয়ন করা তাদের জন্য হিতকর হয়নি, যখন তারা আমার আজাব প্রত্যক্ষ করল, আল্লাহ নিজের এ নীতিই নির্ধারণ করেছেন, যা তাঁর বান্দাগণের মধ্যে আবহমানকাল হতে চলে এসেছে, আর তখন কাফেররা ক্ষতির মধ্যে পড়ে রইল।	فَلَمْ يَكُ يَنفَعُهُمْ إِيمَانُهُمْ لَمَّا رَأَوْا بَأْسَنَا ۖ سُنَّتَ اللَّهِ الَّتِي قَدْ خَلَتْ فِي عِبَادِهِ ۖ وَخَسِرَ هُنَالِكَ الْكَافِرُونَ ﴿٨٥﴾

শাব্দিক অনুবাদ :

৮২. أَفَلَمْ يَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَيَنظُرُوا তারা কি ভূপৃষ্ঠে পরিভ্রণ করে দেখেনি যে كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ তাদের পূর্ববর্তীদের কিরূপ পরিণাম হয়েছিল كَانُوا أَكْثَرَ مِنْهُمْ তারা এদের চেয়ে অধিক ছিল وَأَشَدَّ قُوَّةً وَآثَارًا فِي الْأَرْضِ এবং শক্তি ও স্মৃতি-চিহ্নসমূহে উন্নততর ছিল, যা তারা ভূপৃষ্ঠে ত্যাগ করে গেছে فَمَا أَغْنَىٰ عَنْهُم مَّا كَانُوا يَكْسِبُونَ কিন্তু তাদের [এ সমস্ত] অর্জিত শক্তি ও সম্পদ তাদের কোনো কাজে আসেনি।

৮৩. فَلَمَّا جَاءَتْهُمْ মোটকথা যখন তাদের নিকট পৌছলেন رُسُلُهُم তাদের রাসূলগণ بِالْبَيِّنَاتِ স্পষ্ট প্রমাণসমূহসহ فَرِحُوا তখন তারা বড় গর্বিত হয়ে রইল بِمَا عِندَهُم مِّنَ الْعِلْمِ তাদের নিকট (জীবিকা অর্জনের) যে জ্ঞান ছিল তাতেই وَحَاقَ بِهِم, এবং তাদের প্রতি সে আজাব এসে পড়ল مَّا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ যা নিয়ে তারা বিদ্রূপ করত।

৮৪. فَلَمَّا رَأَوْا بَأْسَنَا অতঃপর যখন তারা আমার আজাব দেখল قَالُوا তখন বলতে লাগল آمَنَّا بِاللَّهِ وَحْدَهُ আমরা এক আল্লাহর প্রতি ঈমান আনলাম وَكَفَرْنَا, আর ঐ সমস্তকে অবিশ্বাস করছি بِمَا كُنَّا بِهِ مُشْرِكِينَ যাদেরকে আমরা তাঁর শরিক সাব্যস্ত করতাম।

৮৫. فَلَمْ يَكُ يَنفَعُهُمْ إِيمَانُهُمْ বস্তুত তাদের এ ঈমান আনয়ন করা তাদের জন্য হিতকর হয়নি لَمَّا رَأَوْا بَأْسَنَا যখন তারা আমার আজাব প্রত্যক্ষ করল سُنَّتَ اللَّهِ আল্লাহ নিজের এ নীতিই নির্ধারণ করেছেন الَّتِي قَدْ خَلَتْ فِي عِبَادِهِ যা তাঁর বান্দাগণের মধ্যে আবহমানকাল থেকে চলে এসেছে وَخَسِرَ هُنَالِكَ الْكَافِرُونَ, আর তখন কাফেররা ক্ষতির মধ্যে পড়ে রইল।

https://e-ilm.weebly.com/

https://e-ilm.weebly.com/

يُرِىْ : সীগাহ واحد مذكر غائب বহছ مضارع معروف বাব اِفْعَالٌ মাসদার اَلْاِرَاءَةُ মূলবর্ণ (ر ـ ء ـ ى) জিনস মুরাক্কাব (ناقص يائى এবং مهموز عين) অর্থ- দেখায় / তিনি দেখান।

لَمْ يَسِيْرُوْا : সীগাহ جمع مذكر غائب বহছ مضارع منفى بلم বাব ضَرَبَ মূলবর্ণ (س ـ ى ـ ر) জিনস اجوف يائى অর্থ- তারা ভ্রমণ করেনি।

اَغْنٰى : সীগাহ واحد مذكر غائب বহছ ماضى معروف বাব اِفْعَالٌ মাসদার الاغناء মূলবর্ণ (غ ـ ن ـ ى) জিনস ناقص يائى অর্থ- ইহা / সে কাজে এসেছে। সে বিত্তবান বানিয়ে দিয়েছে।

يَسْتَهْزِءُوْنَ : সীগাহ جمع مذكر غائب বহছ مضارع معروف বাব اِسْتِفْعَالٌ মাসদার اَلْاِسْتِهْزَاءُ মূলবর্ণ (ه ـ ز ـ ء) জিনস مهموز لام অর্থ- তারা ঠাট্টা-বিদ্রূপ করে। তুচ্ছ মনে করে উপহাস করে।

رَأَوْا : সীগাহ جمع مذكر غائب বহছ ماضى معروف বাব فَتَحَ মাসদার اَلرُّؤْيَةَ মূলবর্ণ (ر ـ ء ـ ى) জিনস মুরাক্কাব (ناقص يائى এবং مهموز عين) অর্থ- তারা দেখল।

سُنَّتَ : একবচন, বহুবচন سُنَنٌ অর্থ- পথ, পন্থা। রেওয়াজ, প্রচলন, নমুনা, প্রচলিত নিয়ম, আদর্শ।

خَلَتْ : সীগাহ واحد مؤنث غائب বহছ ماضى معروف বাব نَصَرَ মাসদার اَلْخُلُوُّ মূলবর্ণ (خ ـ ل ـ و) জিনস ناقص واوى অর্থ- সে অতিবাহিত হয়েছে। অতিক্রম করেছে।

বাক্য বিশ্লেষণ :

وَمَا كَانَ لِرَسُوْلٍ اَنْ يَّاْتِىَ بِاٰيَةٍ اِلَّا بِاِذْنِ اللّٰهِ : এখানে واو টি হলো عاطفة। আর مَا হলো نافية আর كَانَ হলো ফে'লে নাকেস আর لِرَسُوْلٍ হলো كَانَ-এর خبر مقدم আর اَنْ এবং اَنْ-এর অধীনে যা রয়েছে তা كَانَ-এর اسم موخر আর يَاتِى-এর সাথে متعلق হয়েছে। আর الا হলো اداة حصر আর بِاِذْنِ اللّٰهِ হলো استثناء টা بِاٰيَةٍ

-[ই'রাবুল কুরআন ৬ষ্ঠ খণ্ড: পৃ. ৬০২]

https://e-ilm.weebly.com/

سُوْرَةُ حٰمٓ السَّجْدَةِ مَكِّيَّةٌ

সূরা হা-মীম সাজদাহ্

মক্কায় অবতীর্ণ; আয়াত-৫৪, রুকূ'- ৬

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ○

পরম করুণাময়, দয়ালু আল্লাহর নামে শুরু করছি।

১. হা-মীম।	حٰمٓ ۝١
২. এ বাণী করুণাময়, দয়ালু [আল্লাহ]-এর পক্ষ হতে অবতারিত।	تَنْزِيْلٌ مِّنَ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ۝٢
৩. এটি একটি কিতাব, যার আয়াতগুলো বিশদভাবে বর্ণনা করা হয়েছে অর্থাৎ এমন কুরআন, যা আরবি, জ্ঞানী লোকদের জন্য [উপকারী]।	كِتٰبٌ فُصِّلَتْ اٰيٰتُهٗ قُرْاٰنًا عَرَبِيًّا لِّقَوْمٍ يَّعْلَمُوْنَ ۝٣
৪. [এটা] সুসংবাদদাতা, আর ভয়প্রদর্শক; কিন্তু অধিকাংশ মানুষই মুখ ফিরিয়ে নিল, সুতরাং তারা শুনেই না।	بَشِيْرًا وَّنَذِيْرًا ۚ فَاَعْرَضَ اَكْثَرُهُمْ فَهُمْ لَا يَسْمَعُوْنَ ۝٤
৫. এবং তারা বলে যে কথার প্রতি আপনি আমাদেরকে ডাকেন, আমাদের অন্তর তা হতে পর্দাবৃত এবং আমাদের কর্ণসমূহে ছিপি রয়েছে এবং আমাদের ও আপনার মধ্যে একটা পর্দা রয়েছে। অতএব, আপনি আপনার কাজ করুন, আমরা আমাদের কাজ করছি [আমরা আপনার কথা মানব এটা আশা করবেন না]।	وَقَالُوْا قُلُوْبُنَا فِيْٓ اَكِنَّةٍ مِّمَّا تَدْعُوْنَآ اِلَيْهِ وَفِيْٓ اٰذَانِنَا وَقْرٌ وَّمِنْۢ بَيْنِنَا وَبَيْنِكَ حِجَابٌ فَاعْمَلْ اِنَّنَا عٰمِلُوْنَ ۝٥

শব্দ বিশ্লেষণ :

১. حٰمٓ হা-মীম।

২. تَنْزِيْلٌ এ বাণী অবতারিত مِّنَ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ করুণাময় দয়ালু (আল্লাহ) এর পক্ষ থেকে।

৩. كِتٰبٌ এটি একটি কিতাব فُصِّلَتْ اٰيٰتُهٗ যার আয়াতগুলো বিশদভাবে বর্ণনা করা হয়েছে قُرْاٰنًا عَرَبِيًّا অর্থাৎ এমন কুরআন যা আরবি لِّقَوْمٍ يَّعْلَمُوْنَ জ্ঞানী লোকদের জন্য।

৪. بَشِيْرًا সুসংবাদদাতা وَّنَذِيْرًا আর ভয় প্রদর্শক فَاَعْرَضَ اَكْثَرُهُمْ কিন্তু অধিকাংশ মানুষই মুখ ফিরিয়ে নিল فَهُمْ لَا يَسْمَعُوْنَ সুতরাং তারা শুনেই না।

৫. وَقَالُوْا এবং তারা বলে قُلُوْبُنَا فِيْٓ اَكِنَّةٍ আমাদের অন্তর তা হতে পর্দাবৃত مِّمَّا تَدْعُوْنَآ اِلَيْهِ যে কথার প্রতি আপনি আমাদেরকে ডাকেন وَفِيْٓ اٰذَانِنَا وَقْرٌ আর আমাদের কর্ণসমূহে ছিপি রয়েছে وَّمِنْۢ بَيْنِنَا وَبَيْنِكَ حِجَابٌ এবং আমাদের ও আপনার মধ্যে একটা পর্দা রয়েছে فَاعْمَلْ অতএব আপনি আপনার কাজ করুন اِنَّنَا عٰمِلُوْنَ আমরা আমাদের কাজ করছি।

https://e-ilm.weebly.com/

قُلْ اِنَّمَآ اَنَا بَشَرٌ مِّثْلُكُمْ يُوْحٰٓى اِلَيَّ اَنَّمَآ اِلٰهُكُمْ اِلٰهٌ وَّاحِدٌ فَاسْتَقِيْمُوْٓا اِلَيْهِ وَاسْتَغْفِرُوْهُ ۗ وَوَيْلٌ لِّلْمُشْرِكِيْنَ ﴿٦﴾	৬. আপনি বলে দিন, আমিও তোমাদেরই ন্যায় একজন মানুষ, আমার প্রতি এ ওহী নাজিল হয় যে, তোমাদের মা'বূদ একই মা'বূদ, অতএব, তাঁরই প্রতি একাগ্র হয়ে যাও এবং তাঁরই নিকট ক্ষমা প্রার্থনা কর; আর এরূপ মুশরিকদের জন্য ভীষণ দুর্দশা।
الَّذِيْنَ لَا يُؤْتُوْنَ الزَّكٰوةَ وَهُمْ بِالْاٰخِرَةِ هُمْ كٰفِرُوْنَ ﴿٧﴾	৭. যারা জাকাত প্রদান করে না, আর তারা পরলোকের প্রতিও অবিশ্বাসী।
اِنَّ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَعَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ لَهُمْ اَجْرٌ غَيْرُ مَمْنُوْنٍ ﴿٨﴾	৮. [পক্ষান্তরে] যারা ঈমান এনেছে ও নেককাজ করেছে, তাদের জন্য এমন পুরস্কার রয়েছে যা [কখনো] শেষ হবার নয়।
قُلْ اَئِنَّكُمْ لَتَكْفُرُوْنَ بِالَّذِيْ خَلَقَ الْاَرْضَ فِيْ يَوْمَيْنِ وَتَجْعَلُوْنَ لَهٗٓ اَنْدَادًا ۗ ذٰلِكَ رَبُّ الْعٰلَمِيْنَ ﴿٩﴾	৯. আপনি বলে দিন, তোমরা কি এমন আল্লাহর প্রতি অবিশ্বাস করছ, যিনি জমিনকে দুই দিনে সৃষ্টি করেছেন, আর তোমরা তাঁর শরিক সাব্যস্ত করছ? তিনিই সারা বিশ্বের প্রতিপালক।

শাব্দিক অনুবাদ :

৬. قُلْ আপনি বলে দিন اَنَّمَآ اَنَا بَشَرٌ مِّثْلُكُمْ আমিও তোমাদেরই ন্যায় একজন মানুষ يُوْحٰٓى اِلَيَّ আমার প্রতি এ ওহী নাজিল হয় যে اَنَّمَآ اِلٰهُكُمْ اِلٰهٌ وَّاحِدٌ তোমাদের মা'বুদ একই মা'বুদ فَاسْتَقِيْمُوْٓا اِلَيْهِ অতএব তারই প্রতি একাগ্র হয়ে যাও وَاسْتَغْفِرُوْهُ এবং তারই নিকট ক্ষমা প্রার্থনা কর وَوَيْلٌ لِّلْمُشْرِكِيْنَ আর এরূপ মুশরিকদের জন্য ভীষণ দুর্দশা।

৭. الَّذِيْنَ যারা لَا يُؤْتُوْنَ الزَّكٰوةَ জাকাত প্রদান করে না وَهُمْ بِالْاٰخِرَةِ هُمْ كٰفِرُوْنَ আর তারা পরলোকের প্রতিও অবিশ্বাসী।

৮. اِنَّ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا (পক্ষান্তরে) যারা ঈমান এনেছে وَعَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ ও নেক কাজ করেছে لَهُمْ اَجْرٌ غَيْرُ مَمْنُوْنٍ তাদের জন্য এমন পুরস্কার রয়েছে যা (কখনো) শেষ হবার নয়।

৯. قُلْ আপনি বলে দিন اَئِنَّكُمْ لَتَكْفُرُوْنَ তোমরা কি এমন আল্লাহর প্রতি অবিশ্বাস করছ بِالَّذِيْ خَلَقَ الْاَرْضَ যিনি জমিনকে সৃষ্টি করেছেন فِيْ يَوْمَيْنِ দু'দিনে وَتَجْعَلُوْنَ لَهٗٓ اَنْدَادًا আর তোমরা তাঁর শরিক সাব্যস্ত করছ ذٰلِكَ رَبُّ الْعٰلَمِيْنَ তিনিই সারা বিশ্বের প্রতিপালক।

https://e-ilm.weebly.com/

১০. আর তিনি জমিনে, তার উপরিভাগে পর্বতমালা সৃষ্টি করেছেন এবং তাতে [অর্থাৎ জমিনে উদ্ভিদ, প্রাণী ও নানাবিধ] উপকারী পদার্থসমূহ স্থাপন করেছেন, আর তাতে এর অধিবাসীবৃন্দের খাদ্যসমূহের ব্যবস্থা করে দিয়েছেন চার দিনে [দুই দিনে জমিন, আর দুই দিনে পাহাড় ও অন্যান্য পদার্থ]; এটা জিজ্ঞাসুগণের জন্য পূর্ণ [বর্ণনা]।	وَجَعَلَ فِيهَا رَوَاسِيَ مِنْ فَوْقِهَا وَبٰرَكَ فِيهَا وَقَدَّرَ فِيهَآ اَقْوَاتَهَا فِيْٓ اَرْبَعَةِ اَيَّامٍ ؕ سَوَآءً لِّلسَّآئِلِيْنَ ﴿١٠﴾
১১. অতঃপর আসমানের [সৃষ্টির] প্রতি মনোনিবেশ করলেন আর তা [তখন] ধুম্রবৎ ছিল, অতঃপর তিনি তাকে এবং জমিনকে বললেন, তোমরা উভয়ে [আমার নির্দেশ শিরোধার্য করে নিতে] এসো স্বেচ্ছায় [হোক] বা অনিচ্ছায় [হোক]; উভয়ে বলল, আমরা সানন্দে [উক্ত আদেশাবলির জন্য] প্রস্তুত রয়েছি।	ثُمَّ اسْتَوٰٓى اِلَى السَّمَآءِ وَهِيَ دُخَانٌ فَقَالَ لَهَا وَلِلْاَرْضِ ائْتِيَا طَوْعًا اَوْ كَرْهًا ؕ قَالَتَآ اَتَيْنَا طَآئِعِيْنَ ﴿١١﴾

শাব্দিক অনুবাদ :

১০. وَجَعَلَ فِيهَا আর তিনি জমিনে সৃষ্টি করেছেন رَوَاسِيَ পর্বতমালা مِنْ فَوْقِهَا তার উপরিভাগে وَبٰرَكَ فِيهَا এবং তাতে উপকারী পদার্থসমূহ স্থাপন করেছেন وَقَدَّرَ فِيهَا اَقْوَاتَهَا আর তাতে এর অধিবাসীবৃন্দের খাদ্যসমূহের ব্যবস্থা করে দিয়েছেন فِيْ اَرْبَعَةِ اَيَّامٍ চার দিনে سَوَآءً لِّلسَّآئِلِيْنَ এটা জিজ্ঞাসুগণের জন্য পূর্ণ (বর্ণনা)।

১১. ثُمَّ اسْتَوٰى اِلَى السَّمَآءِ অতঃপর আসমানের প্রতি মনোনিবেশ করলেন وَهِيَ دُخَانٌ আর তা (তখন) ধুম্রবৎ ছিল فَقَالَ لَهَا وَلِلْاَرْضِ অতঃপর তিনি তাকে এবং জমিনকে বললেন ائْتِيَا আস طَوْعًا স্বেচ্ছায় (হোক) اَوْ كَرْهًا বা অনিচ্ছায় (হোক) قَالَتَا উভয়ে বলল اَتَيْنَا طَآئِعِيْنَ আমরা সানন্দে (উক্ত আদেশাবলির জন্য) প্রস্তুত রয়েছি।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

সূরা [ফুসসিলাত] হা-মীম সাজদা প্রসঙ্গে : এই সূরা মক্কায় অবতীর্ণ হয়েছে, এতে ৬টি রুকূ, ৫৪টি আয়াত রয়েছে। হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা.) থেকে বর্ণিত, এ সূরা মক্কায় অবতীর্ণ হয়েছে।

নামকরণ : এ সূরার নাম সূরাতুস সাজদা, সূরা হা-মীম সাজদা, সূরাতুল মাসাবীহ এবং এ সূরাকে সূরা ফুসসিলাতও বলা হয়।

এ সূরার ফজিলত : হযরত রাসূলে কারীম ﷺ প্রত্যেক রাত্রে এ সূরা এবং সূরা মূলক পাঠ না করে ঘুমাতেন না।

পূর্ববর্তী সূরার সাথে সম্পর্ক : পূর্ববর্তী সূরা আল মুমিনে তাওহীদ, আল্লাহ তা'আলার কুদরতের বিভিন্ন নিদর্শন এবং কিয়ামত সম্পর্কে ইরশাদ হয়েছে। আর এ সূরায় প্রিয়নবী ﷺ -এর রেসালাত সম্পর্কে বিস্তারিত বর্ণনা রয়েছে। এর পাশাপাশি মৃত্যুর পর যে জীবন আসবে, সে সম্পর্কেও আলোকপাত করা হয়েছে। এ প্রসঙ্গে যারা প্রিয়নবী ﷺ -এর প্রতি ঈমান আনয়নে অনীহা প্রকাশ করে এবং তার বিরোধিতা করে তাদের উদ্দেশ্যে কঠোর সতর্কবাণী উচ্চারিত হয়েছে।

قُلْ اِنَّمَآ اَنَا بَشَرٌ مِّثْلُكُمْ يُوْحٰٓى اِلَيَّ اَنَّمَآ اِلٰهُكُمْ اِلٰهٌ وَّاحِدٌ فَاسْتَقِيْمُوْٓا اِلَيْهِ وَاسْتَغْفِرُوْهُ وَوَيْلٌ لِّلْمُشْرِكِيْنَ - اَلَّذِيْنَ لَا يُؤْتُوْنَ الزَّكٰوةَ وَهُمْ بِالْاٰخِرَةِ هُمْ كٰفِرُوْنَ

শানে নুযূল : ফররা প্রমুখ বলেন যে, মক্কার মুশরিকরা দান-দাক্ষিণ্য করত, হাজীদের পানি পান করাত এবং তাদের খাবারও খাওয়াত। বস্তুত : যারা-ই মুহাম্মদ ﷺ -এর প্রতি ঈমান এনেছে, তাদের জন্য এগুলো করা অবৈধ করে দিয়েছিল। তাদের সম্পর্কে আল্লাহ তা'আলা আলোচ্য আয়াত নাজিল করেন। –[কুরতুবী ২৯৮/১৫]

https://e-ilm.weebly.com/

পারস্পরিক স্বতন্ত্র্যের জন্য 'আল-হা-মীম' অথবা 'হাওয়ামীম' নামক সাতটি সূরার নামের সাথে আরো কিছু শব্দ সংযোজন করা হয়। উদাহরণতঃ সূরা মু'মিনের হামীমকে 'হা-মীম' আল-মু'মিন' এবং আলোচ্য সূরার হা-মীমকে 'হা-মীম আস্‌সাজদাহ' অথবা হা-মীম 'ফুসসিলাত'ও বলা হয়। এ সূরার এ দুটি নাম সুবিদিত।

এ সূরার প্রথম সম্বোধনের পাত্র আরবের কুরাইশ গোত্র, তাদের সামনে কুরআন নাজিল হয়েছে এবং তাদের ভাষায় নাজিল হয়েছে। তারা কুরআনের অলৌকিকতা প্রত্যক্ষ করেছে এবং রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর অসংখ্য মু'জিযা দেখেছে। এতদসত্ত্বেও তারা কুরআন থেকে মুখ ফিরিয়ে নিয়েছে এবং হৃদয়ঙ্গম করা দূরের কথা, শ্রবণ করাও পছন্দ করেনি। রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর শুভেচ্ছামূলক উপদেশের জবাবে অবশেষে তারা বলে দিয়েছে, আপনার কথাবার্তা আমাদের বুঝে আসে না, আমাদের অন্তর এগুলো কবুল করে না এবং আমাদের কানও এগুলো শুনতে প্রস্তুত নয়। আপনার ও আমাদের মাঝখানে অন্তরাল আছে। সুতরাং এখন আপনি আপনার কাজ করুন এবং আমাদেরকে আমাদের অবস্থার উপর ছেড়ে দিন।

সূরার প্রথম পাঁচ আয়াতের ভাবার্থও তাই। এসব আয়াতে আল্লাহ তা'আলা বিশেষভাবে কুরাইশকে উদ্দেশ্য করে বলেছেন, কুরআন আরবি ভাষায় তোমাদের জন্য অবতীর্ণ হয়েছে, যাতে এর বিষয়বস্তু বুঝতে তোমাদের বেগ পেতে না হয়। এতদসঙ্গে কুরআনের তিনটি বিশেষণ উল্লেখ করা হয়েছে। প্রথম فُصِّلَتْ اٰيٰتُهٗ - تَفْصِيْل -এর আসল অর্থ বিষয়বস্তু পৃথক পৃথকভাবে বিবৃত করা, এখানে উদ্দেশ্য খুলে খুলে স্পষ্টভাবে বর্ণনা করা পৃথকভাবে হোক কিংবা একত্রে। কুরআন পাকের আয়াতসমূহে বিধানাবলি, কাহিনী, বিশ্বাস, মিথ্যাপন্থিদের খণ্ডন ইত্যাদি বিভিন্ন বিষয়বস্তু আলাদা আলাদাও বর্ণিত হয়েছে এবং প্রত্যেক বিষয়বস্তুকে উদাহরণ দ্বারা ফুটিয়ে তোলা হয়েছে। কুরআন পাকের দ্বিতীয় ও তৃতীয় বিশেষণ সুসংবাদদাতা ও সতর্ককারী। অর্থাৎ যারা মেনে চলে, তাদেরকে চিরস্থায়ী সুখের সুসংবাদ এবং যারা মেনে চলে না, তাদেরকে অনন্ত কালের আজাব সম্পর্কে সতর্ক করে।

এসব বিশেষণ বর্ণনা করে পরিশেষে لِقَوْمٍ يَّعْلَمُوْنَ বলা হয়েছে। অর্থাৎ কুরআন পাকের আরবি ভাষায় নাজিল হওয়া, স্পষ্ট ও পরিষ্কার হওয়া এবং সুসংবাদদাতা ও সতর্ককারী হওয়া- এসব বিষয় তাদের জন্য উপকারী হতে পারে, যারা চিন্তা-ভাবনা ও হৃদয়ঙ্গম করার ইচ্ছা করে। কিন্তু আরব কুরাইশরা এসব সত্ত্বেও কুরআন থেকে মুখ ফিরিয়ে নিয়েছে-হৃদয়ঙ্গম করা দূরের কথা, শোনাও পছন্দ করেনি। فَاَعْرَضَ اَكْثَرُهُمْ আয়াতে তাই উল্লিখিত হয়েছে।

রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সামনে কাফেরদের একটি প্রস্তাব : আলোচ্য সূরায় কুরাইশ কাফেরদের প্রত্যক্ষভাবে সম্বোধন করা হয়েছে। তারা কুরআন অবতীর্ণ হওয়ার পর প্রাথমিক যুগে বলপূর্বক ইসলামি আন্দোলনকে নস্যাৎ করার এবং রাসূলুল্লাহ ﷺ ও তাঁর প্রতি বিশ্বাসীদেরকে নানাভাবে নির্যাতনের মাধ্যমে ভীত-সন্ত্রস্ত করার প্রচেষ্টা চালিয়েছিল। কিন্তু ইসলাম তাদের মর্জির বিপরীতে দিন দিন সমৃদ্ধ ও শক্তিশালীই হয়েছে। প্রথমে ওমর ইবনে খাত্তাবের ন্যায় অসম সাহসী বীর পুরুষ ইসলামে দাখিল হন। অতঃপর সর্বজনস্বীকৃত কুরাইশ সরদার হামযা মুসলমান হয়ে যান। ফলে কুরাইশ কাফেররা ভীতি প্রদর্শনের পথ পরিত্যাগ করে প্রলোভন ও প্ররোচনার মাধ্যমে ইসলামের অগ্রযাত্রা ব্যাহত করার কৌশল চিন্তা করতে শুরু করে। এমনি ধরনের এক ঘটনা হাফেজ ইবনে কাছীর মুসনাদে বাযযার, আবূ ইয়া'লা ও বগভীর রেওয়ায়েত থেকে উদ্ধৃত করেছেন। এসব রেওয়ায়েতে কিছু কিছু পার্থক্য থাকায় ইবনে কাছীর বগভীর রেওয়ায়েতকে সর্বাধিক সামঞ্জস্যপূর্ণ ও বাস্তবের নিকটবর্তী সাব্যস্ত করেছেন। এ সবের পর মুহাম্মদ ইবনে ইসহাকের কিতাব 'আস-সীরত' থেকে ঘটনাটি উদ্ধৃত করে একে সব রেওয়ায়েতের উপর অগ্রাধিকার দিয়েছেন। তাই এস্থলে ঘটনাটি ইবনে ইসহাকের বর্ণনা অনুযায়ী উদ্ধৃত করা হচ্ছে।

ইবনে ইসহাকের বর্ণনামতে মোহাম্মদ ইবনে কা'ব কুরাযী (র.) বলেন, আমার কাছে রেওয়ায়েত পৌঁছেছে যে, কুরাইশ সরদার ওতবা ইবনে রবীয়া একদিন একদল কুরাইশসহ মসজিদে হারামে উপবিষ্ট ছিল। অপরদিকে রাসূলুল্লাহ ﷺ মসজিদের এক কোণে একাকী বসেছিলেন। ওতবা তার সঙ্গীদেরকে বলল, তোমরা যদি মত দাও, তবে আমি মুহাম্মদের সাথে কথাবার্তা বলি। আমি তার সামনে কিছু লোভনীয় বস্তু পেশ করব। যদি সে কবুল করে, তবে আমরা সেসব বস্তু তাকে দিয়ে দেব যাতে সে আমাদের ধর্মের বিরুদ্ধে প্রচারাভিযান থেকে নিবৃত হয়। এটা তখনকার ঘটনা, যখন হযরত হামযা (রা.) মুসলমান হয়ে গিয়েছিলেন এবং ইসলামের শক্তি দিন দিন বেড়ে চলছিল। ওতবার সঙ্গীরা সমস্বরে বলে উঠল, হে আবুল ওলীদ, (ওতবার ডাকনাম,) আপনি অবশ্যই তার সাথে আলাপ করুন।

https://e-ilm.weebly.com/

ওতবা সেখান থেকে উঠে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর কাছে গেল এবং কথাবার্তা শুরু করল : প্রিয় ভ্রাতুষ্পুত্র! আপনি জানেন, কুরাইশ বংশে আপনার অসাধারণ মর্যাদা ও সম্মান রয়েছে। আপনার বংশ সুদূর বিস্তৃত এবং আমরা সবাই আপনার কাছে সম্মানার্হ। কিন্তু আপনি জাতিকে এক গুরুতর সংকটে জড়িত করে দিয়েছেন। আপনার আনীত দাওয়াত জাতিকে বিভক্ত করে দিয়েছে, তাদেরকে বোকা ঠাওরিয়েছে, তাদের উপাস্য দেবতা ও ধর্মের গায়ে কলঙ্ক আরোপ করেছে এবং তাদের পূর্বপুরুষদেরকে কাফের আখ্যায়িত করেছে। এখন আপনি আমার কথা শুনুন। আমি কয়েকটি বিষয় আপনার সামনে পেশ করছি, যাতে আপনি কোনো একটি পছন্দ করে নেন। রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন, আবুল ওলীদ! বলুন, আপনি কি বলতে চান। আমি শুনব।

আবুল ওলীদ বলল : ভ্রাতুষ্পুত্র! যদি আপনার পরিচালিত আন্দোলনের উদ্দেশ্য ধন-সম্পদ অর্জন করা হয়, তবে আমরা ওয়াদা করছি, আপনাকে কুরাইশ গোত্রের সেরা বিত্তশালী করে দেব। আর যদি শাসনক্ষমতা অর্জন করা লক্ষ্য হয়, তবে আমরা আপনাকে কুরাইশের প্রধান সরদার মেনে নেব এবং আপনার আদেশ ব্যতীত কোনো কাজ করব না। আপনি রাজত্ব চাইলে আমরা আপনাকে রাজারূপেও স্বীকৃতি দেব। পক্ষান্তরে যদি কোনো জিন অথবা শয়তান আপনাকে দিয়ে এসব কাজ করায় বলে আপনি মনে করেন এবং আপনি সেটাকে বিতাড়িত করতে অক্ষম হয়ে থাকেন, তবে আমরা আপনার জন্য চিকিৎসক ডেকে আনব; সে আপনাকে এই কষ্ট থেকে উদ্ধার করবে। এর যাবতীয় ব্যয়ভার আমরাই বহন করব। কেননা আমরা জানি, মাঝে মাঝে জিন অথবা শয়তান মানুষকে কাবু করে ফেলে এবং চিকিৎসার ফলে তা সেরে যায়।

ওতবার এই দীর্ঘ বক্তৃতা শুনে রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন : আবুল ওলীদ! আপনার বক্তব্য শেষ হয়েছে কি? সে বলল, হ্যাঁ। তিনি বললেন, এবার আমার কথা শুনুন! সে বলল, অবশ্যই শুনব।

রাসূলুল্লাহ ﷺ নিজের পক্ষ থেকে কোনো জবাব দেওয়ার পরিবর্তে আলোচ্য সূরা "ফুসসিলাত' তেলাওয়াত করতে শুরু করে দিলেন। বাযযার ও বগভীর রেওয়ায়েতে আছে যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ তেলাওয়াত করতে করতে যখন فَاِنْ اَعْرَضُوْا فَقُلْ اَنْذَرْتُكُمْ صَاعِقَةً مِّثْلَ صَاعِقَةِ عَادٍ وَّثَمُوْدَ পর্যন্ত পৌছলেন, তখন ওতবা তাঁর মুখে হাত রেখে দিল এবং বংশ ও আত্মীয়তার কসম দিয়ে বলল, আমার প্রতি দয়া করুন, আর পাঠ করবেন না। ইবনে ইসহাকের রেওয়ায়েতে আছে, রাসূলুল্লাহ ﷺ তেলাওয়াত শুরু করলে ওতবা চুপচাপ শুনতে থাকে এবং হাতের পিঠ পিছনে লাগিয়ে গভীর মনোযোগ দিয়ে শুনে। রাসূলুল্লাহ ﷺ সেজদার আয়াতে পৌছে সেজদা করলেন এবং ওতবাকে বললেন: আবুল ওলীদ! আপনি যা শুনবার শুনলেন। এখন আপনি যা ইচ্ছা করতে পারেন। ওতবা সেখান থেকে উঠে তার লোকজনের দিকে চলল। তারা দূর থেকে ওতবাকে দেখে পরস্পর বলতে লাগল, আল্লাহর কসম! আবুল ওলীদের মুখমণ্ডল বিকৃত দেখা যাচ্ছে। সে যে মুখ নিয়ে এখান থেকে গিয়েছিল, সে মুখ আর নেই। ওতবা মজলিসে পৌছলে সবাই বলল, বলুন, কি খবর আনলেন। ওতবা বলল, খবর এই :

اِنِّىْ سَمِعْتُ قَوْلاً وَاللّٰهِ مَا سَمِعْتُ مِثْلَهٗ قَطُّ وَاللّٰهِ مَاهُوَ بِالسِّحْرِ وَلَا بِالشِّعْرِ وَلَا بِالْكَهَانَةِ يَا مَعْشَرَ قُرَيْشٍ اَطِيْعُوْنِىْ وَاجْعَلُوْهَا لِىْ خَلُوْا بَيْنَ الرَّجُلِ وَبَيْنَ مَاهُوَ فِيْهِ فَاعْتَزِلُوْهُ فَوَ اللّٰهِ لَيَكُوْنَنَّ لِقَوْلِهِ الَّذِىْ سَمِعْتُ بِنَبَاءٍ فَاِنْ تُصِبْهُ الْعَرَبُ فَقَدْ كَفَيْتُمُوْهُ بِغَيْرِكُمْ وَاِنْ يَظْهَرْ عَلَى الْعَرَبِ فَمُلْكُهٗ مُلْكُكُمْ وَعِزُّهٗ عِزُّكُمْ وَكُنْتُمْ اَسْعَدَ النَّاسِ بِهٖ۔

অর্থাৎ আল্লাহর কসম! আমি এমন কালাম শুনেছি, যা জীবনে কখনো শুনিনি। আল্লাহর কসম, সেটা জাদু নয়, কবিতা নয় এবং অতীন্দ্রিয়বাদীদের শয়তান থেকে অর্জিত কথাও নয়। হে কুরাইশ সম্প্রদায়! তোমরা আমার কথা মেনে নাও এবং ব্যাপারটি আমার কাছে সোপর্দ কর। আমার মতে তোমরা তার মোকাবিলা ও তাঁকে নির্যাতন করা থেকে সরে আস এবং তাঁকে তাঁর কাজ করতে দাও। কেননা তাঁর এই কালামের এক বিশেষ পরিণতি প্রকাশ পাবেই। তোমরা এখন অপেক্ষা কর। অবশিষ্ট আরবদের আচরণ দেখে যাও। যদি তারাই কুরাইশের সহযোগিতা ব্যতীত তাঁকে পরাভূত করে ফেলে, তবে বিনা শ্রমেই তোমাদের উদ্দেশ্য সিদ্ধ হয়ে যাবে। আর সে যদি সবার উপর প্রবল হয়ে যায়, তবে তার রাজত্ব হবে তোমাদেরই রাজত্ব; তার ইজ্জত হবে তোমাদেরই ইজ্জত। তখন তোমরাই হবে তার সফল্যের অংশীদার।

তার সঙ্গীরা তার একথা শুনে বলল, আবুল ওয়ালীদ! তোমাকে তো মুহাম্মদ কথা দিয়ে জাদু করেছে। ওতবা বলল, আমারও অভিমত তাই। এখন তোমাদের যা মন চায়, তাই কর।

https://e-ilm.weebly.com/

وَقَالُوْا قُلُوْبُنَا فِيْٓ اَكِنَّةٍ -এ ক্ষেত্রে কাফেরদের তিনটি উক্তি উদ্ধৃত হয়েছে। এক. আমাদের অন্তরে পর্দা পড়ে আছে ফলে আমরা আপনার কথা বুঝতে পারি না। **দুই.** আমাদের কান বধির, ফলে আপনার কথা আমাদের কর্ণকুহরে প্রবেশ করে না এবং তিন. আমাদের ও আপনার মাঝখানে অন্তরাল রয়েছে। কুরআন এসব উক্তি নিন্দার ছলে উদ্ধৃত করেছে। ফলে এসব উক্তি ভ্রান্ত মনে হয়। কিন্তু অন্যত্র কুরআন নিজেই তাদের এরূপ অবস্থা বর্ণনা করেছে। সূরা আন'আমের আয়াতে আছে– وَجَعَلْنَا عَلٰى قُلُوْبِهِمْ اَكِنَّةً اَنْ يَّفْقَهُوْهُ وَفِيْٓ اٰذَانِهِمْ وَقْرًا এমনি ধরনের আয়াত সূরা বনী-ইসরাঈল ও সূরা কাহফেও রয়েছে।

এর জবাব এই যে, কাফেরদের এরূপ বলার উদ্দেশ্য ছিল একথা বুঝানো যে, আমরা অক্ষম ও অপারগ, আমাদের অন্তরে আবরণ, কানে ছিপি এবং আপনার ও আমাদের মধ্যবর্তী অন্তরাল আছে। এমতাবস্থায় আমরা কিরূপে আপনার কথা শুনব ও মানব? কুরআন তাদের অবস্থা বর্ণনা করে তাদেরকে অক্ষম ও অপারগ সাব্যস্ত করেনি, বরং এর সারমর্ম এই যে, তাদের মধ্যে আল্লাহর আয়াতসমূহ শ্রবণ করার ও বুঝবার পূর্ণ যোগ্যতা ছিল, কিন্তু তারা যখন সেদিকে কর্ণপাত করল না এবং বুঝবার ইচ্ছাও করল না, তখন শাস্তিস্বরূপ তাদের উপর অমনোযোগিতা ও মূর্খতা চাপিয়ে দেওয়া হয়েছে, তাও ইচ্ছাশক্তি ছিনিয়ে নিয়ে নয়, বরং এখনো তারা ইচ্ছা করলে শোনার ও বুঝার যোগ্যতা ফিরে আসবে। –[বয়ানুল-কুরআন]

কাফেরদের অস্বীকার ও ঠাট্টা-বিদ্রূপের পয়গম্বরসুলভ জবাব : কাফেররা তাদের অন্তরের উপর আবরণ ও কানে ছিপি থাকার কথা স্বীকার করে একথা বুঝায়নি যে, তারা বাস্তবিকই নির্বোধ ও বধির, বরং এটা ছিল এক প্রকার ঠাট্টা। কিন্তু রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে এই পাশবিক ঠাট্টা-বিদ্রূপের এ জবাব শিক্ষা দেওয়া হয়েছে যে, আপনি তাদের মোকাবিলায় কোনো কঠোর কথা বলবেন না, বরং বিনয়ের সাথে বলুন, আমি আল্লাহ নই যে, যা ইচ্ছা তাই করতে পারব, বরং আমি তোমাদের মতোই একজন মানুষ। পার্থক্য এই যে, আল্লাহ ওহী প্রেরণ করে আমাকে সৎপথ প্রদর্শন করেছেন এবং ওহীর সমর্থনে বিভিন্ন মু'জিযা দান করেছেন। এর ফলে তোমাদের উচিত ছিল আমার প্রতি বিশ্বাসী হওয়া। এখন আমি তোমাদেরকে উপদেশ দিচ্ছি, তোমরা ইবাদত ও আনুগত্যে একমাত্র আল্লাহর অভিমুখী হয়ে যাও এবং অতীত গুনাহের জন্য তওবা করে নাও।

শেষ বাক্যে সুসংবাদ দান ও সতর্ককরণের মাধ্যমে উভয় দিক তাদের সামনে উপস্থাপন করে বলা হয়েছে, মুশরিকদের জন্য রয়েছে চরম দুর্ভোগ এবং মুমিনদের জন্য রয়েছে চিরস্থায়ী ছওয়াব। মুশরিকদের দুর্ভোগের কারণ এই উল্লেখ করা হয়েছে যে, لَا يُؤْتُوْنَ الزَّكٰوةَ অর্থাৎ তারা জাকাত প্রদান করে না। এতে কয়েকটি প্রশ্ন দেখা দেয়। প্রথম এই যে, আয়াতটি মক্কায় অবতীর্ণ, আর জাকাত ফরজ হওয়ার আদেশ মদিনায় অবতীর্ণ হয়েছে। অতএব, ফরজ হওয়ার পূর্বেই কাফেরদেরকে জাকাত প্রদান না করার অভিযোগে অভিযুক্ত করা কিরূপে সঙ্গত হয়েছে?

ইবনে কাছীর এর জবাবে বলেন যে, আসলে জাকাত প্রাথমিক যুগেই নামাজের সাথে ফরজ হয়ে গিয়েছিল। সূরা মুযযাম্মিলের আয়াতে এর উল্লেখ আছে। কিন্তু নেসাবের বিবরণ এবং আদায় করার ব্যবস্থাপনা মদিনায় অবতীর্ণ হয়েছে। কাজেই একথা বলা ঠিক নয় যে, মক্কায় জাকাত ফরজ ছিল না।

কাফেররা ইসলামের শাখাগত কর্মসমূহ পালনে আদিষ্ট কিনা? দ্বিতীয় প্রশ্ন এই যে, অনেক ফিকহবিদের মতে কাফেররা ইসলামের শাখাগত কর্মসমূহ পালনে আদিষ্ট নয়। অর্থাৎ নামাজ, রোজা, হজ ও জাকাতের বিধানাবলি তাদের প্রতি প্রযোজ্য হয় না। তাদের প্রতি আরোপিত আদেশ এই যে, তারা প্রথমে ঈমান গ্রহণ করবে। ঈমানের পরে ফরজ কর্মসমূহের বিধান আসবে। অতএব, তাদের উপর যখন জাকাতের আদেশ আরোপিত নয়, তখন এটা না করার কারণে তারা শাস্তির পাত্র হবে কেন?

জবাব এই যে, অনেক ফিকহবিদের মতে কাফেররাও শাখাগত কর্মসমূহ পালনে আদিষ্ট। তাঁদের মতে আয়াতে কোনো প্রশ্নই দেখা দেয় না। যারা কাফেরদেরকে আদিষ্ট বলে গণ্য করেন না, তারা বলতে পারেন যে, আয়াতে জাকাত না দেওয়ার কারণে নিন্দা করা হয়নি; বরং তাদের জাকাত না দেওয়ার ভিত্তি ছিল কুফর এবং জাকাত না দেওয়া কুফরেরই আলামত ছিল। তাই তাদেরকে শাসানোর সারমর্ম এই যে, তোমরা মুমিন হলে জাকাত প্রদান করতে। তোমাদের দোষ মুমিন না হওয়া। –[বয়ানুল কুরআন]

https://e-ilm.weebly.com/

তৃতীয় প্রশ্ন এই যে, ইসলামি বিধানাবলির মধ্যে নামাজ সর্বাগ্রে। এর উল্লেখ না করে বিশেষভাবে জাকাতের উল্লেখ করার রহস্য কি? কুরতুবী প্রমুখ এর জবাবে বলেন যে, কুরাইশ ছিল ধনাঢ্য সম্প্রদায়। দান-খয়রাত ও গরিবের সাহায্য করা তাদের বিশেষ গুণ ছিল। কিন্তু যারা মুসলমান হয়ে যেত, কুরাইশরা তাদেরকে পারিবারিক ও সামাজিক সাহায্য থেকেও বঞ্চিত করত। এর নিন্দা করার জন্যই বিশেষভাবে জাকাতের উল্লেখ করা হয়েছে।

لَهُمْ اَجْرٌ غَيْرُ مَمْنُوْنٍ - مَمْنُوْنٍ শব্দের অর্থ বিচ্ছিন্ন। উদ্দেশ্য এই যে, মুমিন ও সৎকর্মীদেরকে পরকালে স্থায়ী ও নিরবচ্ছিন্ন পুরস্কার দেওয়া হবে। কোনো কোনো তাফসীরবিদ এর অর্থ এই করেছেন যে, মুমিন ব্যক্তির অভ্যস্ত আমল কোনো সময় কোনো অসুস্থতা, সফর কিংবা অন্য কোনো ওজরবশতঃ তরক হয়ে গেলেও সে আমলের পুরস্কার ব্যাহত হয় না; বরং আল্লাহ তা'আলা ফেরেশতাগণকে আদেশ করেন, আমার বান্দা সুস্থ অবস্থায় অথবা অবসর সময়ে যে আমল নিয়মিত করত, তার ওজর অবস্থায় সে আমল না করা সত্ত্বেও তার আমলনামায় তা লিখে দাও। এ বিষয়বস্তুর হাদীস সহীহ্ বুখারীতে হযরত আবূ মূসা আশআরী থেকে শরহুস্সুন্নায় হযরত ইবনে ওমর ও আনাস (রা.) থেকে এবং রাযীনে আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা.) থেকে বর্ণিত আছে। –[মাযহারী]

قُلْ اَئِنَّكُمْ لَتَكْفُرُوْنَ بِالَّذِىْ خَلَقَ الْاَرْضَ فِىْ يَوْمَيْنِ وَتَجْعَلُوْنَ لَهٗ اَنْدَادًا۔

আলোচ্য আয়াতসমূহে মুশরিকদেরকে তাদের শিরক ও কুফরের কারণে এক সাবলীল ভঙ্গিতে হুঁশিয়ার করা উদ্দেশ্য। এতে আল্লাহ তা'আলার সৃষ্টিগুণ তথা বিরাটকায় আকাশ ও পৃথিবীকে অসংখ্য রহস্যের উপর ভিত্তিশীল করে সৃষ্টি করার বিশদ বিবরণ দিয়ে তাদেরকে এই বলে শাসানো হয়েছে যে তোমরা এমন নির্বোধ যে, মহান স্রষ্টা ও সর্বশক্তিমানের সাথেও অপরকে শরিক সাব্যস্ত কর? এমনি ধরনের হুঁশিয়ারি ও বিবরণ সূরা বাক্বারার তৃতীয় রুকূতে এভাবে উল্লেখিত হয়েছে–

كَيْفَ تَكْفُرُوْنَ بِاللّٰهِ وَكُنْتُمْ اَمْوَاتًا فَاَحْيَاكُمْ ثُمَّ يُمِيْتُكُمْ ثُمَّ يُحْيِيْكُمْ ثُمَّ اِلَيْهِ تُرْجَعُوْنَ هُوَ الَّذِىْ خَلَقَ لَكُمْ مَا فِى الْاَرْضِ جَمِيْعًا ثُمَّ اسْتَوٰى اِلَى السَّمَاۤءِ فَسَوّٰهُنَّ سَبْعَ سَمٰوٰتٍ وَهُوَ بِكُلِّ شَىْءٍ عَلِيْمٌ.

সূরা বাক্বারার এসব আয়াতে সৃষ্টির দিন নির্দিষ্ট করা হয়নি এবং বিবরণও দেওয়া হয়নি। আলোচ্য আয়াতসমূহে এগুলোও উল্লেখ করা হয়েছে।

আকাশ ও পৃথিবী কোন্‌টির পর কোন্‌টি এবং কোন কোন দিনে সৃজিত হয়েছে : বয়ানুল কুরআনে হযরত মাওলানা আশরাফ আলী থানভী (র.) বলেন, আকাশ ও পৃথিবী সৃষ্টির বিষয় এমনিতে কুরআন পাকে সংক্ষেপে ও বিস্তারিতভাবে বহু জায়গায় বিবৃত হয়েছে, কিন্তু কোন্‌টির পরে কোন্‌টি সৃজিত হয়েছে, এর উল্লেখ সম্ভবতঃ মাত্র তিন আয়াতে করা হয়েছে– (এক), হা-মীম সাজদার আলোচ্য আয়াত, (দুই)-সূরা বাক্বারায় উল্লিখিত আয়াত এবং (তিন)- সূরা নাযি'আতের নিম্নোক্ত আয়াত :

ءَاَنْتُمْ اَشَدُّ خَلْقًا اَمِ السَّمَاۤءُ بَنٰهَا رَفَعَ سَمْكَهَا فَسَوّٰهَا وَاَغْطَشَ لَيْلَهَا وَاَخْرَجَ ضُحٰهَا وَالْاَرْضَ بَعْدَ ذٰلِكَ دَحٰهَا اَخْرَجَ مِنْهَا مَاۤءَهَا وَمَرْعٰهَا وَالْجِبَالَ اَرْسٰهَا.

বাহ্যদৃষ্টিতে এসব বিষয়বস্তুর মধ্যে কিছু বিরোধও দেখা যায়। কেননা সূরা বাক্বারা ও সূরা হা-মীম সেজদার আয়াত থেকে জানা যায় যে, আকাশের পূর্বে পৃথিবী সৃজিত হয়েছে এবং সূরা নাযি'আতের আয়াত থেকে এর বিপরীতে জানা যায় যে, আকাশ সৃজিত হওয়ার পরে পৃথিবী সৃজিত হয়েছে। সবগুলো আয়াত নিয়ে চিন্তা-ভাবনা করলে আমার মনে হয় যে, প্রথমে পৃথিবীর উপকরণ সৃজিত হয়েছে। এমতাবস্থায়ই ধূম্রকুঞ্জের আকারে আকাশের উপকরণ নির্মিত হয়েছে। এরপর পৃথিবীকে বর্তমান আকারে বিস্তৃত করা হয়েছে এবং এতে পর্বতমালা, বৃক্ষ ইত্যাদি সৃষ্টি করা হয়েছে। এরপর আকাশের তরল ধূম্রকুঞ্জের উপকরণকে সপ্ত আকাশে পরিণত করা হয়েছে। আশা করি সবগুলো আয়াতই এই বক্তব্যের সাথে সমঞ্জস্যপূর্ণ হবে। বাকি প্রকৃত অবস্থা আল্লাহ তা'আলাই জানেন। –[বায়ানুল কুরআন-সূরা বাক্বারা]

সহীহ্ বুখারীতে এ আয়াতের অধীনে হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) থেকে কতিপয় প্রশ্ন ও উত্তর বর্ণিত হয়েছে। তাতে হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) এ আয়াতের যে ব্যাখ্যা করেছেন, তাই মাওলানা থানভী (র.) উপরে বর্ণনা করেছেন। ইবনে কাছীরে উদ্ধৃত এর ভাষা নিম্নরূপ :

فَسَوّٰهُنَّ فِىْ يَوْمَيْنِ اٰخَرَيْنِ ثُمَّ دَحَى الْاَرْضَ وَدَحْيُهَا اَنْ اَخْرَجَ مِنْهَا الْمَاۤءَ وَالْمَرْعٰى وَخَلَقَ الْجِبَالَ وَالرِّمَالَ وَالْجَمَادَ وَالْاٰكَامَ مَا بَيْنَهُمَا فِىْ يَوْمَيْنِ اٰخَرَيْنِ ۔ فَذٰلِكَ قَوْلُ اللّٰهِ تَعَالٰى دَحٰهَا ۔

https://e-ilm.weebly.com/

ইবনে কাছীর ইবনে জারীরের বরাত দিয়ে হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) থেকে এ রেওয়ায়েতও উদ্ধৃত করেছেন :
মদিনার ইহুদিরা রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর নিকট উপস্থিত হয়ে আকাশ ও পৃথিবীর সৃষ্টি সম্পর্কে প্রশ্ন করলে তিনি বললেন, আল্লাহ তা'আলা পৃথিবীকে রবিবার ও সোমবার দিন, পর্বতমালা ও খনিজ দ্রব্যাদি মঙ্গলবার দিন, উদ্ভিদ, ঝরনা, অন্যান্য বস্তুনিচয় ও জনশূন্য প্রান্তর বুধবার দিন সৃষ্টি করেন। এতে মোট চার দিন সময় লাগে। আলোচ্য سَوَاءً لِلسَّائِلِيْنَ পর্যন্ত আয়াতে তাই বলা হয়েছে। অতঃপর বললেন এবং বৃহস্পতিবার দিন আকাশ সৃষ্টি করেন। আর শুক্রবার তারকারাজি, সূর্য, চন্দ্র ও ফেরেশতা সৃজিত হয়। শুক্রবার দিনের তিন প্রহর বাকি থাকতে এসব কাজ সমাপ্ত হয়। এই প্রহরত্রয়ের দ্বিতীয় প্রহরে সম্ভাব্য বিপদাপদ সৃষ্টি করা হয় এবং তৃতীয় প্রহরে হযরত আদম (আ.)-কে সৃষ্টি করা হয়। তাঁকে জান্নাতে স্থান দেওয়া হয় এবং ইবলীসকে আদেশ করা হয় আদমের উদ্দেশ্যে সেজদা করতে। ইবলীস অস্বীকার করলে তাকে জান্নাত থেকে বহিষ্কার করা হয়। এসব কাজ তৃতীয় প্রহরের শেষ পর্যন্ত সমাপ্তি লাভ করে। –[ইবনে কাছীর]
ইবনে কাছীরের মতে হাদীসটি غَرِيْبٌ (অর্থাৎ, তুলনামূলকভাবে দুর্বল সূত্র পরম্পরায় বর্ণিত।)
সহীহ্ মুসলিমে বর্ণিত হযরত আবূ হুরায়রা (রা.)-এর বাচনিক এক রেওয়ায়েতে জগৎ সৃষ্টির শুরু শনিবার থেকে ব্যক্ত হয়েছে। এ হিসেব মতে আকাশ ও পৃথিবীর সৃষ্টি সাত দিনে হয়েছে বলে জানা যায়। কিন্তু কুরআনের আয়াত থেকে পরিষ্কারভাবে জানা যায় যে, এ সৃষ্টিকাজ ছয় দিনে হয়েছে। এক আয়াতে আছে :
وَلَقَدْ خَلَقْنَا السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا فِيْ سِتَّةِ اَيَّامٍ وَّمَا مَسَّنَا مِنْ لُّغُوْبٍ অর্থাৎ, আমি আকাশ, পৃথিবী ও এতদুভয়ের মধ্যবর্তী সবকিছু ছয় দিনে সৃষ্টি করেছি এবং আমাকে কোনো ক্লান্তি স্পর্শ করেনি। এ কারণে হাদীসবিদগণ উপরিউক্ত রেওয়ায়েতটি অগ্রাহ্য বলে সাব্যস্ত করেছেন। কেউ কেউ রেওয়ায়েতটিকে কা'বে আহবারের উক্তি বলেও অভিহিত করেছেন। –[ইবনে কাছীর]
হযরত ইবনে আব্বাস (রা.)-এর বাচনিক প্রথমোক্ত রেওয়ায়েতও ইবনে কাছীরের মতে অগ্রাহ্য। এর এক কারণ এই যে, এতে হযরত আদম (আ.)-এর সৃষ্টি আকাশ সৃষ্টির সাথে শুক্রবারের শেষ প্রহরে এবং একই প্রহরেই সেজদার আদেশ ও ইবলীসকে জান্নাত থেকে বহিষ্কারের বিষয় উল্লিখিত হয়েছে।
অথচ কুরআনের একাধিক আয়াতের পূর্বাপর বর্ণনা থেকে সুস্পষ্টরূপে জানা যায় যে, হযরত আদম (আ.) সৃষ্টির ঘটনা আকাশ ও পৃথিবী সৃষ্টির অনেক পরে হয়েছে। তখন পৃথিবীতে প্রয়োজনীয় দ্রব্যসামগ্রী পূর্ণমাত্রায় বিদ্যমান ছিল এবং জিন ও শয়তানরা সেখানে বসবাসরত ছিল। সে সময়েই বলা হয়েছিল اِنِّيْ جَاعِلٌ فِي الْاَرْضِ خَلِيْفَةً –[মাযহারী]
সারকথা এই যে, আকাশ ও পৃথিবী সৃষ্টির দিনকাল ও ক্রম সম্পর্কিত বর্ণনাসমূহের মধ্য থেকে কোনোটিকেই কুরআনের ন্যায় অকাট্য ও নিশ্চিত বলা যায় না। বরং এগুলো ইসরাঈলী রেওয়ায়েত হওয়ার সম্ভাবনাই প্রবল। ইবনে কাছীর মুসলিম ও নাসাঈর বর্ণনা সম্পর্কেও তাই বলেছেন। তাই কুরআনের আয়াতকেই মূলভিত্তি সাব্যস্ত করে উদ্দেশ্য নির্দিষ্ট করা উচিত। আয়াতসমূহকে একত্রিত করার ফলে নিশ্চিতরূপে জানা যায় যে, আকাশ, পৃথিবী ও এতদুভয়ের মধ্যবর্তী সবকিছু মাত্র ছয় দিনে সৃজিত হয়েছে। সূরা হা-মীম সাজদার আয়াত থেকে দ্বিতীয়তঃ জানা যায় যে, পৃথিবী, পর্বতমালা, বৃক্ষরাজি ইত্যাদি সৃষ্টিতে পূর্ণ চার দিন লেগেছে। তৃতীয়তঃ জানা যায় যে, আকাশমণ্ডলীর সৃজনে দু'দিন ব্যয়িত হয়েছে। এতে পূর্ণ দুই দিনের বর্ণনা নেই, বরং পরোপুরি দুই দিন না লাগারও কিছু ইঙ্গিত পাওয়া যায়। সর্বশেষ দিন শুক্রবারের কিছু অংশ বেঁচে গিয়েছিল। এসব আয়াতের বাহ্যিক অর্থ এই বুঝা যায় যে, ছয় দিনের মধ্য থেকে প্রথম চার দিন পৃথিবী সৃজনে এবং অবশিষ্ট দু'দিন আকাশ সৃজনে ব্যয়িত হয়েছে এবং পৃথিবী আকাশের পূর্বে সৃজিত হয়েছে। কিন্তু সূরা নাযি'আতের আয়াতে পরিষ্কার বলা হয়েছে যে, আকাশ সৃষ্টির পরে পৃথিবীকে বিস্তৃত ও সম্পূর্ণ করা হয়েছে। তাই বয়ানুল-কুরআনের বক্তব্য অবান্তর নয় যে, পৃথিবী সৃষ্টির কাজ দু'ভাগে বিভক্ত। প্রথম দুই দিনে পৃথিবী ও তার উপরিভাগের পর্বতমালা ইত্যাদির উপকরণ সৃষ্টি করা হয়েছে। এরপর দুই দিনে সপ্ত আকাশ সৃজিত হয়েছে। এরপর দু'দিনে পৃথিবীর বিস্তৃতি ও তৎমধ্যবর্তী পর্বতমালা, বৃক্ষরাজি, নদ-নদী, ঝরনা ইত্যাদির সৃষ্টি সম্পন্ন করা হয়েছে। এভাবে পৃথিবী সৃষ্টির চার দিন উপর্যুপরি রইল না। সূরা হা-মীম সাজদার আয়াতে প্রথমে خَلَقَ الْاَرْضَ فِيْ يَوْمَيْنِ দু'দিনে পৃথিবী সৃষ্টির কথা বলে মুশরিকদেরকে হুশিয়ার করা হয়েছে। অতঃপর আলাদা করে বলা হয়েছে– وَجَعَلَ فِيْهَا رَوَاسِيَ مِنْ فَوْقِهَا وَبٰرَكَ فِيْهَا وَقَدَّرَ فِيْهَا اَقْوَاتَهَا فِيْ اَرْبَعَةِ اَيَّامٍ -এতে তাফসীরবিদগণ একমত যে, এই চার দিন প্রথমোক্ত দুই দিনসহ; পৃথক চার দিন নয়। নতুবা সর্বমোট আট দিন হয়ে যাবে, যা কুরআনের বর্ণনা বিপরীত।

https://e-ilm.weebly.com/

এখন চিন্তা করলে জানা যায় যে, خَلَقَ الْاَرْضَ فِىْ يَوْمَيْنِ বলার পর যদি পর্বতমালা ইত্যাদির সৃষ্টিও দু'দিনে বলা হতো, তবে মোট চারদিন আপনা-আপনিই জানা যেত, কিন্তু কুরআন পাক পৃথিবী সৃষ্টির অবশিষ্টাংশ উল্লেখ করে বলেছে, এ হলো মোট চার দিন। এতে বাহ্যতঃ ইঙ্গিত পাওয়া যে, এই চার দিন উপর্যুপরি ছিল না; বরং দু'ভাগে বিভক্ত ছিল- দু'দিন আকাশ সৃষ্টির পূর্বে এবং দু'দিন তার পরে। আয়াতের وَخَلَقَ فِيْهَا رَوَاسِىَ مِنْ فَوْقِهَا বাক্যে আকাশ সৃষ্টির পরবর্তী অবস্থা বর্ণিত হয়েছে।

وَجَعَلَ فِيْهَا رَوَاسِىَ مِنْ فَوْقِهَا ভারসাম্য ঠিক রাখার জন্য পৃথিবীতে পর্বতমালা সৃজিত হয়েছে। কুরআনের একাধিক আয়াতে তাই বর্ণিত হয়েছে। এর জন্য পর্বতমালাকে পৃথিবীর উপরিভাগে সুউচ্চ করে স্থাপন করা জরুরি ছিল না; বরং ভুগর্ভেও স্থাপন করা যেত। কিন্তু পর্বতমালাকে ভূ-পৃষ্ঠের উপরে স্থাপন করা এবং মানুষ ও জীব-জন্তুর নাগালের বাইরে উচ্চ করার মধ্যে পৃথিবীবাসীর জন্য হাজারো বরং অসংখ্য উপকারিতা রয়েছে। তাই আয়াতে مِنْ فَوْقِهَا বলে এই নিয়ামতের দিকে ইঙ্গিত করা হয়েছে।

وَقَدَّرَ فِيْهَا اَقْوَاتَهَا فِىْ اَرْبَعَةِ اَيَّامٍ سَوَاءً لِّلسَّائِلِيْنَ : اَقْوَاتٌ শব্দটি قُوْتٌ-এর বহুবচন। অর্থ রিজিক, রুজি, খাদ্য। মানুষের প্রয়োজনীয় অন্যান্য সকল দ্রব্যসামগ্রীও এর অন্তর্ভুক্ত। –[যাদুল-মাসীর]

হযরত হাসান ও সুদ্দী এ আয়াতের তাফসীরে বলেন, আল্লাহ তা'আলা পৃথিবীর প্রতি অংশে তার অধিবাসীদের উপযোগী রিজিক ও রুজি নির্দিষ্ট করে দিয়েছেন। নির্দিষ্ট করার অর্থ এই যে, প্রত্যেক ভূ-খণ্ডে নির্দিষ্ট বস্তুসমূহ নির্দিষ্ট পরিমাণে উৎপন্ন হওয়ার নির্দেশ জারি করেছেন। এর ফলে প্রত্যেক ভূ-খণ্ডের কিছু কিছু বৈশিষ্ট্য হয়ে গেছে। প্রত্যেক ভূ-খণ্ডে তার অধিবাসীদের মেজায ও রুচি মোতাবেক বিভিন্ন প্রকার খনিজ দ্রব্য, বিভিন্ন প্রকার উদ্ভিদ, বৃক্ষ ও জন্তু-জানোয়ার সৃষ্টি করে দেওয়া হয়েছে।

এতে প্রত্যেক ভূ-খণ্ডের শিল্পজাত দ্রব্য ও পোশাক-পরিচ্ছদ বিভিন্নরূপ হয়েছে। কোনো ভূ-খণ্ডে গম, কোনো ভূ-খণ্ডে চাউল ও অন্যান্য খাদ্যশস্য রয়েছে। কোথাও তুলা, কোথাও পাট, কোথাও সেব, আঙ্গুর এবং কোথাও আম এবং কলা উৎপন্ন হতে দেখা যায়। ইকরিমা ও যাহ্হাকের উক্তি অনুযায়ী এতে এ উপকারও আছে যে, বিশ্বের সব দেশের মধ্যে পারস্পরিক বাণিজ্য ও সহযোগিতার পথ উন্মুক্ত হয়েছে। কোনো ভূ-খণ্ডই অন্য ভূ-খণ্ডের প্রতি অমুখাপেক্ষী নয়। পারস্পরিক স্বার্থের উপরই পারস্পরিক সহযোগিতার মজবুত প্রাচীর নির্মিত হতে পারে। ইকরিমা বলেন, কোনো কোনো ভূ-খণ্ডে লবণ স্বর্ণের ন্যায় ওজন করেও বিক্রয় করা হয়।

আল্লাহ তা'আলা পৃথিবীকে যেন তার অধিবাসীদের খাদ্য, বাসস্থান, পোশাক ইত্যাদি প্রয়োজনের একটি মহা-গুদামে পরিণত করে দিয়েছেন। এতে কিয়ামত পর্যন্ত আগমনকারী ও বাসবাসকারী কোটি কোটি মানুষ ও অসংখ্য জীব-জন্তুর প্রয়োজনীয় সব দ্রব্যসামগ্রী রেখে দিয়েছেন। পৃথিবীর গর্ভে এগুলো বৃদ্ধি পাবে এবং প্রয়োজন অনুযায়ী কিয়ামত পর্যন্ত নির্গত হতে থাকবে। মানুষের কাজ এই যে, সে এগুলো ভূ-গর্ভ থেকে বের করে প্রয়োজন অনুযায়ী ব্যবহার করবে। অতঃপর سَوَاءً لِّلسَّائِلِيْنَ বাক্যটি অধিকাংশ তফসীরবিদের মতে اَرْبَعَةِ اَيَّامٍ-এর সাথে সম্পৃক্ত। অর্থ এই যে, এসব মহান সৃষ্টি ঠিক চার দিনে সমাপ্ত হয়েছে। সাধারণের পরিভাষায় যাকে চার বলে দেওয়া হয়, তা কোনো সময় চার থেকে কম ও কোনো সময় চার থেকে কিছু বেশিও হয়ে থাকে। কিন্তু ভগ্নাংশ বাদ দিয়ে তাকে চারই বলে দেওয়া হয়। আয়াতে سَوَاءً শব্দ যোগ করে এই সম্ভাবনা নাকচ করে বলা হয়েছে যে, একাজ পূর্ণ চার দিনেই হয়েছে। لِلسَّائِلِيْنَ-এর অর্থ এই যে, যারা আকাশ ও পৃথিবীর সৃষ্টি সম্পর্কে আপনাকে জিজ্ঞেস করে, তাদের জন্য এই গণনা। ইবনে জারীর ও দুররে-মনছূরে বর্ণিত আছে যে, ইহুদিরা এই জিজ্ঞাসা করেছিল। তাদেরকে বলে দেওয়া হয়েছে যে, এসব সৃষ্টি ঠিক চার দিনে হয়েছে। –[ইবনে কাছীর, কুরতুবী, রূহুল-মা'আনী]

ইবনে যায়েদ প্রমুখ কোনো কোনো তফসীরবিদ لِلسَّائِلِيْنَ..... وَقَدَّرَ فِيْهَا اَقْوَاتَهَا-এর সাথে সম্পর্কযুক্ত করেছেন। তারা سَائِلِيْنَ-এর অর্থ নিয়েছেন, প্রত্যাশী ও অভাবী। এমতাবস্থায় আয়াতের অর্থ এই যে, পৃথিবীতে বিভিন্ন প্রকার খাদ্য ও প্রয়োজনীয় দ্রব্য-সামগ্রী তাদের উপকারার্থে সৃষ্টি করা হয়েছে। যারা এগুলোর প্রত্যাশী ও অভাবী। প্রত্যাশী ও অভাবী ব্যক্তি অভ্যাসগতভাবে অপরের কাছে সওয়ালের হাত বাড়ায়। তাই তাকে سَائِلِيْنَ বলে ব্যক্ত করা হয়েছে। –[বাহ্রে মুহীত]

https://e-ilm.weebly.com/

ইবনে কাছীর ও তাফসীর উদ্ধৃত করে বলেন, এটা কুরআনের এ আয়াতের অনুরূপ وَاٰتٰىكُمْ مِّنْ كُلِّ مَا سَاَلْتُمُوْهُ অর্থাৎ তোমরা যা চেয়েছ, তা সবই আল্লাহ তা'আলা তোমাদেরকে দিয়েছেন। এখানেও চাওয়ার অর্থ অভাবী হওয়া। চাওয়াই শর্ত নয়। কেননা আল্লাহ তা'আলা এসব বস্তু তাদেরকেও দিয়েছেন, যারা চায়নি।

فَقَالَ لَهَا وَلِلْاَرْضِ ائْتِيَا طَوْعًا اَوْ كَرْهًا قَالَتَا اَتَيْنَا طَائِعِيْنَ : কোনো কোনো তাফসীরবিদের মতে, আকাশ ও পৃথিবীকে এই আদেশ দেওয়া এবং প্রত্যুত্তরে তাদের আনুগত্য প্রকাশ করা আক্ষরিক অর্থে নয়; বরং রূপক অর্থে বুঝানো হয়েছে যে, আকাশ ও পৃথিবীকে আল্লাহ তা'আলার প্রত্যেক আদেশ পালনের জন্য প্রস্তুত দেখা গেছে। কিন্তু ইবনে আতিয়্যা ও অন্যান্য অনুসন্ধানী তাফসীরবিদ বলেন যে, এখানে কোনো রূপক অর্থ নেই; বরং আক্ষরিক অর্থেই বলা হয়েছে। আল্লাহ তা'আলা আকাশ ও পৃথিবীর মধ্যে সম্বোধন বুঝার চেতনা, অনুভূতিও সৃষ্টি করে দিয়েছিলেন এবং জবাব দেওয়ার জন্য তাদেরকে বাকশক্তিও দান করা হয়েছিল। তাফসীরে বাহরে মুহীতে এ তাফসীরকেই উত্তম বলা হয়েছে। ইবনে কাসীর এ তাফসীর উদ্ধৃত করে কারো কারো এ উক্তিও বর্ণনা করেছেন যে, পৃথিবীর পক্ষ থেকে এই জওয়াব সেই ভূ-খণ্ড দিয়েছিল, যার উপর বায়তুল্লাহ নির্মিত হয়েছে এবং আকাশের সেই অংশ জবাব দিয়েছিল, যা বায়তুল্লাহর বরাবরে অবস্থিত এবং যাকে "বায়তুল-মামূর" বলা হয়।

শব্দ বিশ্লেষণ :

فُصِّلَتْ : সীগাহ واحد مؤنث غائب বহছ ماضى مجهول বাব تَفْعِيْل মাসদার اَلتَّفْصِيْلُ মূলবর্ণ (ف - ص - ل) জিনস صحيح অর্থ- ইহা সুস্পষ্টভাবে বর্ণনা করা হয়েছে।

اَعْرَضَ : সীগাহ واحد مذكر غائب বহছ ماضى معروف বাব اِفْعَالٌ মাসদার اَلْاِعْرَاضُ মূলবর্ণ (ع - ر - ض) জিনস صحيح অর্থ- সে মুখ ফিরিয়ে নিয়েছে। সে অস্বীকার করেছে।

يُوْحٰى : সীগাহ واحد مذكر غائب বহছ مضارع مجهول বাব اِفْعَالٌ মাসদার اَلْاِيْحَاءُ মূলবর্ণ (و - ح - ى) জিনস لفيف مفروق অর্থ- ওহী করা হয়।

اِسْتَقِيْمُوْا : সীগাহ جمع مذكر حاضر বহছ امر حاضر معروف বাব اِسْتِفْعَالٌ মাসদার اَلْاِسْتِقَامَةُ মূলবর্ণ (ق - و - م) জিনস اجوف واوى অর্থ- তোমরা সুপ্রতিষ্ঠিত কর।

لَا يُؤْتُوْنَ : সীগাহ جمع مذكر غائب বহছ مضارع معروف বাব اِفْعَالٌ মাসদার اَلْاِيْتَاءَ মূলবর্ণ (أ - ت - ى) জিনস মুরাক্কাব (ناقص يائى এবং مهموز فاء) অর্থ- তারা দেয় না, প্রদান করে না।

مَمْنُوْنٌ : সীগাহ واحد مذكر বহছ اسم مفعول বাব نَصَرَ মাসদার اَلْمَنُّ মূলবর্ণ (م - ن - ن) জিনস مضاعف ثلاثى অর্থ- (তাদের প্রতিদান) না কমানো হবে, না কেটে নেওয়া হবে, না নিঃশেষ হয়ে যাবে।

رَوَاسِىَ : ইহা رَاسِيَةٌ-এর বহুবচন। অর্থ- বোঝা, পাহাড়। স্থির পাহাড় বুঝানোর জন্য رَوَاسِىَ ব্যবহৃত হয়ে থাকে।

سَائِلِيْنَ : সীগাহ جمع مذكر বহছ اسم فاعل বাব فَتَحَ মাসদার اَلسُّؤَالُ মূলবর্ণ (س - ء - ل) জিনস مهموز عين অর্থ- প্রশ্নকারীগণ।

اِسْتَوٰى : সীগাহ واحد مذكر غائب বহছ ماضى معروف বাব اِفْتِعَالٌ মাসদার اَلْاِسْتِوَاءَ মূলবর্ণ (س - و - ى) জিনস لفيف مقرون অর্থ- সে ইচ্ছা পোষণ করল। সে স্থায়িত্ব লাভ করল। সে দণ্ডায়মান হলো। সে আরোহণ করল। সে সোজা হয়ে বসল।

اِئْتِيَا : সীগাহ تثنيه مذكر حاضر বহছ امر حاضر معروف বাব ضَرَبَ মাসদার اَلْاِتْيَانُ মূলবর্ণ (ا - ت - ى) জিনস মুরাক্কাব (ناقص يائى এবং مهموز فاء) অর্থ- তোমরা আস।

বাক্য বিশ্লেষণ :

تَنْزِيْلٌ مِّنَ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ : حٰمٓ ـ تَنْزِيْلٌ এখানে حٰمٓ হলো উহ্য মুবতাদার খবর হয়েছে আর تَنْزِيْلٌ হলো উহ্য মুবতাদার খবর অর্থাৎ هُوَ تَنْزِيْلٌ আর مِنَ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ হলো تَنْزِيْلٌ-এর সাথে متعلق হয়েছে। ইমাম যুজাজ (র.) বলেন- تَنْزِيْلٌ হলো مبتدأ। আর আগত كِتٰبٌ الخ হলো خبر।

https://e-ilm.weebly.com/

১২. অতঃপর তিনি দুই দিনে এর [ধুম্রবৎ পদার্থের] সাত আসমান সৃষ্টি করলেন এবং তিনি [ফেরেশতাদের প্রতি] প্রত্যেক আসমানে তদুপযোগী স্বীয় নির্দেশ প্রেরণ করলেন; আর আমি এ নিকটবর্তী আসমানকে নক্ষত্ররাজি দ্বারা সুশোভিত করলাম এবং তাকে সুরক্ষিত করলাম; এটা মহাপরাক্রমশালী, মহাজ্ঞানীর ব্যবস্থাপনা।	فَقَضٰهُنَّ سَبْعَ سَمٰوٰتٍ فِيْ يَوْمَيْنِ وَاَوْحٰى فِيْ كُلِّ سَمَآءٍ اَمْرَهَا ۚ وَزَيَّنَّا السَّمَآءَ الدُّنْيَا بِمَصَابِيْحَ ۖ وَحِفْظًا ۚ ذٰلِكَ تَقْدِيْرُ الْعَزِيْزِ الْعَلِيْمِ ﴿١٢﴾
১৩. অনন্তর যদি তারা [তাওহীদ হতে] মুখ ফিরায়, তবে আপনি বলে দিন যে, আমি তোমাদেরকে এরূপ বিপদের ভয় প্রদর্শন করছি, যেরূপ বিপদ 'আদ ও ছামূদ কওমের উপর এসেছিল।	فَاِنْ اَعْرَضُوْا فَقُلْ اَنْذَرْتُكُمْ صٰعِقَةً مِّثْلَ صٰعِقَةِ عَادٍ وَّثَمُوْدَ ﴿١٣﴾
১৪. যখন তাদের নিকট রাসূলগণ আগমন করলেন তাদের সম্মুখের দিক হতে এবং তাদের পশ্চাৎ দিক হতেও, [অর্থাৎ, আপ্রাণ চেষ্টা করে বুঝিয়েছিলেন ও বলেছিলেন,] আল্লাহ ভিন্ন আর কারো উপাসনা করো না; তারা বলল, আমাদের প্রভু [রাসূলরূপে কাউকেও পাঠাতে] ইচ্ছা করলে ফেরেশতাগণকে পাঠাতেন, সুতরাং আমরা তা অবিশ্বাস করছি যা দিয়ে তোমাদেরকে পাঠানো হয়েছে।	اِذْ جَآءَتْهُمُ الرُّسُلُ مِنْۢ بَيْنِ اَيْدِيْهِمْ وَمِنْ خَلْفِهِمْ اَلَّا تَعْبُدُوْٓا اِلَّا اللّٰهَ ۚ قَالُوْا لَوْ شَآءَ رَبُّنَا لَاَنْزَلَ مَلٰٓئِكَةً فَاِنَّا بِمَآ اُرْسِلْتُمْ بِهٖ كٰفِرُوْنَ ﴿١٤﴾

শাব্দিক অনুবাদ :

১২. فَقَضٰهُنَّ অতঃপর তিনি সৃষ্টি করলেন سَبْعَ سَمٰوٰتٍ সাত আসমান فِيْ يَوْمَيْنِ দুই দিনে وَاَوْحٰى এবং তিনি প্রেরণ করলেন فِيْ كُلِّ سَمَآءٍ প্রত্যেক আসমানে اَمْرَهَا তদুপযোগী স্বীয় নির্দেশ وَزَيَّنَّا আর আমি সুশোভিত করলাম السَّمَآءَ الدُّنْيَا এ নিকটবর্তী আসমানকে بِمَصَابِيْحَ নক্ষত্ররাজি দ্বারা وَحِفْظًا এবং তাকে সুরক্ষিত করলাম ذٰلِكَ تَقْدِيْرُ الْعَزِيْزِ الْعَلِيْمِ এটা মহাপরাক্রমশালী মহা জ্ঞানীর ব্যবস্থাপনা।

১৩. فَاِنْ اَعْرَضُوْا অনন্তর যদি তারা মুখ ফিরিয়ে নেয় فَقُلْ তবে আপনি বলে দিন যে اَنْذَرْتُكُمْ صٰعِقَةً আমি তোমাদেরকে এরূপ বিপদের ভয় প্রদর্শন করছি مِّثْلَ صٰعِقَةِ عَادٍ وَّثَمُوْدَ যেরূপ বিপদ আদ ও ছামূদ কওমের উপর এসেছিল।

১৪. اِذْ جَآءَتْهُمُ الرُّسُلُ যখন তাদের নিকট রাসূলগণ আগমন করলেন مِنْۢ بَيْنِ اَيْدِيْهِمْ তাদের সম্মুখ দিক হতে وَمِنْ خَلْفِهِمْ এবং তাদের পশ্চাৎ দিক হতেও اَلَّا تَعْبُدُوْٓا اِلَّا اللّٰهَ আল্লাহ ভিন্ন আর কারো উপাসনা করো না। قَالُوْا তারা বলল لَوْ شَآءَ رَبُّنَا আমাদের প্রভু ইচ্ছা করলে لَاَنْزَلَ مَلٰٓئِكَةً ফেরেশতাগণকে পাঠাতেন فَاِنَّا بِمَآ اُرْسِلْتُمْ بِهٖ كٰفِرُوْنَ সুতরাং আমরা তা অবিশ্বাস করছি যা দিয়ে, তোমাদেরকে পাঠানো হয়েছে।

https://e-ilm.weebly.com/

فَأَمَّا عَادٌ فَاسْتَكْبَرُوا فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ وَقَالُوا مَنْ أَشَدُّ مِنَّا قُوَّةً ۖ أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّ اللَّهَ الَّذِي خَلَقَهُمْ هُوَ أَشَدُّ مِنْهُمْ قُوَّةً ۖ وَكَانُوا بِآيَاتِنَا يَجْحَدُونَ ﴿١٥﴾

১৫. ঐ যে 'আদ সম্প্রদায়ের লোক, তারা পৃথিবীতে অযথা অহংকার করতে লাগল এবং বলতে লাগল, সে ব্যক্তি কে– যে আমাদের চেয়ে অধিক শক্তিমান? [আল্লাহ বলেন,] তারা কি লক্ষ্য করেনি যে, যে আল্লাহ্ তাদেরকে সৃষ্টি করেছেন তিনি তাদের চেয়ে অধিক ক্ষমতাবান; আর তারা আমার নিদর্শনসমূহকে অস্বীকার করতেই থাকল।

فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ رِيحًا صَرْصَرًا فِي أَيَّامٍ نَحِسَاتٍ لِنُذِيقَهُمْ عَذَابَ الْخِزْيِ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا ۖ وَلَعَذَابُ الْآخِرَةِ أَخْزَىٰ ۖ وَهُمْ لَا يُنْصَرُونَ ﴿١٦﴾

১৬. সুতরাং আমি তাদের প্রতি এক প্রচণ্ড বায়ু এমন দিনে প্রেরণ করলাম যা অশুভ ছিল, যেন আমি তাদেরকে এ পার্থিব জীবনে অপমানকর আজাবের স্বাদ উপভোগ করিয়ে দেই; এবং পরলোকের আজাব আরো অধিক অবমাননাকর, আর [ঐ সময়] তারা কোনো সাহায্যই প্রাপ্ত হবে না।

وَأَمَّا ثَمُودُ فَهَدَيْنَاهُمْ فَاسْتَحَبُّوا الْعَمَىٰ عَلَى الْهُدَىٰ فَأَخَذَتْهُمْ صَاعِقَةُ الْعَذَابِ الْهُونِ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ ﴿١٧﴾

১৭. আর ঐ যে ছামূদ সম্প্রদায়! অনন্তর [অবস্থা এই যে,] আমি তাদেরকে পথ প্রদর্শন করেছিলাম, কিন্তু তারা সৎপথের পরিবর্তে বিপথকে পছন্দ করেছিল, অতঃপর তাদের অপকর্মের দরুন আপাদমস্তক অবমাননাকর আজাবের বিপদ তাদেরকে পাকড়াও করল।

শাব্দিক অনুবাদ :

১৫. فَأَمَّا عَادٌ ঐ যে'আদ সম্প্রদায়ের লোক فَاسْتَكْبَرُوا فِي الْأَرْضِ তারা পৃথিবীতে অহংকার করতে লাগল بِغَيْرِ الْحَقِّ
অযথা। وَقَالُوا এবং বলতে লাগল مَنْ أَشَدُّ مِنَّا قُوَّةً সে ব্যক্তি কে? যে আমাদের চেয়ে অধিক শক্তিমান। أَوَلَمْ يَرَوْا তারা
কি লক্ষ্য করেনি যে أَنَّ اللَّهَ الَّذِي خَلَقَهُمْ যে আল্লাহ তাদেরকে সৃষ্টি কেরেছেন هُوَ أَشَدُّ مِنْهُمْ قُوَّةً তিনি তাদের চেয়ে
অধিক ক্ষমতাবান وَكَانُوا بِآيَاتِنَا يَجْحَدُونَ আর তারা আমার নিদর্শনসমূহকে অস্বীকার করতেই থাকল।

১৬. فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ সুতরাং আমি তাদের প্রতি প্রেরণ করলাম رِيحًا صَرْصَرًا এক প্রচণ্ড বায়ু فِي أَيَّامٍ এমন দিনে نَحِسَاتٍ
যা অশুভ ছিল لِنُذِيقَهُمْ যেন আমি তাদেরকে উপভোগ করিয়ে দেই عَذَابَ الْخِزْيِ আপমানকর আজাবের স্বাদ فِي
الْحَيَاةِ الدُّنْيَا এই পার্থিব জীবনে وَلَعَذَابُ الْآخِرَةِ আর পরলোকের আজাব أَخْزَىٰ আরো অধিক আবমাননাকর وَهُمْ لَا
يُنْصَرُونَ আর (ঐ সময়) তারা কোনো সাহায্যই প্রাপ্ত হবে না।

১৭. وَأَمَّا ثَمُودُ আর ঐ যে ছামূদ সম্প্রদায় فَهَدَيْنَاهُمْ অনন্তর আমি তাদেরকে পথ প্রদর্শন করেছিলাম। فَاسْتَحَبُّوا
কিন্তু তারা পছন্দ করেছিল الْعَمَىٰ বিপথকে عَلَى الْهُدَىٰ সৎ পথের পরিবর্তে فَأَخَذَتْهُمْ অতঃপর আপাদমস্তক
তাদেরকে পাকড়াও করল صَاعِقَةُ الْعَذَابِ الْهُونِ আবমাননাকর আজাবের বিপদ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ তাদের অপকর্মের
দরুন।

https://e-ilm.weebly.com/

১৮. আর আমি ঐ সমস্ত লোককে অব্যাহতি দিলাম যারা ঈমান এনেছিল এবং [আমাকে] ভয় করেছিল।	وَنَجَّيْنَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَكَانُوْا يَتَّقُوْنَ ﴿١٨﴾
১৯. আর যেদিন আল্লাহর শত্রুদেরকে একত্র করে দোজখের দিকে আনয়ন করা হবে, অতঃপর [পথিমধ্যে সংখ্যাধিক্যতাবশত] তাদেরকে থামানো হবে।	وَيَوْمَ يُحْشَرُ اَعْدَآءُ اللّٰهِ اِلَى النَّارِ فَهُمْ يُوْزَعُوْنَ ﴿١٩﴾
২০. এমনকি যখন তারা এর নিকটবর্তী হবে, তখন তাদের কর্ণ ও চক্ষুসমূহ এবং চর্মসমূহ তাদের বিরুদ্ধে তাদের কার্যাবলির সাক্ষ্য প্রদান করবে।	حَتّٰۤى اِذَا مَا جَآءُوْهَا شَهِدَ عَلَيْهِمْ سَمْعُهُمْ وَاَبْصَارُهُمْ وَجُلُوْدُهُمْ بِمَا كَانُوْا يَعْمَلُوْنَ ﴿٢٠﴾

শাব্দিক অনুবাদ :

১৮. وَنَجَّيْنَا আর আমি ঐ সমস্ত লোককে অব্যাহতি দিলাম الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا যারা ঈমান এনেছিল وَكَانُوْا يَتَّقُوْنَ এবং (আমাকে) ভয় করেছিল।

১৯. وَيَوْمَ আর যেদিন يُحْشَرُ একত্র করে আনয়ন করা হবে اَعْدَآءُ اللّٰهِ আল্লাহর শত্রুদেরকে اِلَى النَّارِ দোজখের দিকে فَهُمْ يُوْزَعُوْنَ অতঃপর তাদেরকে থামানো হবে।

২০. حَتّٰۤى اِذَا مَا جَآءُوْهَا এমনকি যখন তারা এর নিকটবর্তী হবে شَهِدَ عَلَيْهِمْ তখন তাদের বিরুদ্ধে সাক্ষ্য প্রদান করবে سَمْعُهُمْ তাদের কর্ণ وَاَبْصَارُهُمْ ও চক্ষুসমূহ وَجُلُوْدُهُمْ এবং চর্মসমূহ بِمَا كَانُوْا يَعْمَلُوْنَ তাদের কার্যাবলির।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

فَاَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ رِيْحًا صَرْصَرًا : এটা صٰعِقَةً এরই ব্যাখ্যা, যা পূর্বের আয়াতে আদ ও ছামূদের صَاعِقَةً বলে বর্ণিত হয়েছে। صَاعِقَةً শব্দের আসল অর্থ অচেতন ও বেহুঁশকারী বস্তু। এ কারণেই বজ্রকেও صَاعِقَةً বলা হয়। আকস্মিক বিপদ অর্থেও শব্দটি ব্যবহৃত হয়। আদ সম্প্রদায়ের উপর চাপানো ঝড়ও একটি صَاعِقَةً ছিল। একেই رِيْحٌ صَرْصَرٌ নামে বর্ণনা করা হয়েছে। এর অর্থ ঝঞ্ঝাবায়ু, যাতে বিকট আওয়াজ থাকে। -[কুরতুবী]

যাহ্হাক বলেন, আল্লাহ তা'আলা তাদের উপর তিন বছর পর্যন্ত বৃষ্টিপাত সম্পূর্ণ বন্ধ রাখেন। কেবল প্রবল শুষ্ক বাতাস প্রবাহিত হতো। অবশেষে আট দিন ও সাত রাত্রি পর্যন্ত উপর্যুপরি তুফান চলতে থাকে। কোনো কোনো রেওয়ায়েতে আছে, এ ঘটনা শাওয়ালের শেষ দিকে এক বুধবার থেকে শুরু হয়ে পরবর্তী বুধবার পর্যন্ত অব্যাহত থাকে। বস্তুতঃ যে কোনো সম্প্রদায়ের উপর আজাব এসেছে, তা বুধবারেই এসেছে। -[কুরতুবী, মাযহারী]

হযরত জাবের ইবনে আব্দুল্লাহ (রা.) বলেন, আল্লাহ তা'আলা কোনো সম্প্রদায়ের মঙ্গল চাইলে তাদের উপর বৃষ্টি বর্ষণ করেন এবং প্রবল বাতাসকে তাদের থেকে নিবৃত্ত রাখেন। পক্ষান্তরে আল্লাহ কোনো জাতিকে বিপদগ্রস্ত করতে চাইলে তাদের উপর বৃষ্টিপাত বন্ধ করে দেন এবং প্রবল বাতাস প্রবাহিত হতে থাকে।

فِيْ اَيَّامٍ نَّحِسَاتٍ ইসলামের নীতি এবং রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর হাদীস দ্বারা প্রমাণিত আছে যে, কোনো দিন ও রাত্রি আপন সত্তার দিক দিয়ে অশুভ নয়। আদ সম্প্রদায়ের ঝঞ্ঝাবায়ুর দিনগুলোকে অশুভ বলার তাৎপর্য এই যে, এই দিনগুলো তাদের পক্ষে তাদের কুকর্মের কারণে অশুভ হয়ে গিয়েছিল। এতে সবার জন্য অশুভ হওয়া জরুরি হয় না। -[মাযহারী, বয়ানুল-কুরআন]

https://e-ilm.weebly.com/

فَهُمْ يُوزَعُونَ : এটা وَزْع থেকে উদ্ভূত। অর্থ বাধা দেওয়া, নিষেধ করা। অধিকাংশ তাফসীরবিদ এ অর্থই নিয়েছেন যে, বিপুল সংখ্যক জাহান্নামীকে হাশরের ময়দান ও হিসাবের জায়গার দিকে নিয়ে যাওয়ার সময় বিক্ষিপ্ততা এড়ানোর উদ্দেশ্যে অগ্রবর্তী অংশকে থামিয়ে দেওয়া হবে, যাতে যারা পিছনে পড়ে, তারাও তাদের সাথে এসে মিলিত হতে পারে. কেউ কেউ এর অনুবাদ করেছেন, তাদেরকে হিসাবের জায়গার দিকে হাঁকিয়ে, ধাক্কা দিয়ে নিয়ে যাওয়া হবে। –[কুরতুবী]

শব্দ বিশ্লেষণ :

زَيَّنَّا : সীগাহ جمع متكلم বহছ ماضى معروف বাব تَفْعِيْل মাসদার اَلتَّزْيِيْنُ মূলবর্ণ (ز - ى - ن) জিনস اجوف يائى অর্থ– আমরা সাজিয়েছি। আমরা সৌন্দর্যমণ্ডিত করেছি।

مَصَابِيْحُ : ইসমে আলাহ। مصباح -এর বহুবচন। অর্থ– প্রদীপ, বাতি।

اِسْتَكْبَرُوْا : সীগাহ جمع مذكر غائب বহছ ماضى معروف বাব اِسْتِفْعَال মাসদার اَلْاِسْتِكْبَارُ মূলবর্ণ (ك - ب - ر) জিনস صحيح অর্থ– তারা গর্ব করেছে, অহংকার করেছে।

نَحِسَاتٌ : এটা نَحْسَةٌ -এর বহুবচন। অর্থ– দুর্দিন বা প্রচণ্ড ঠাণ্ডাযুক্ত দুর্ভিক্ষের দিন। نَحْسٌ প্রত্যেক মাসের উনিশ বিশ ও একুশতম দিন।

لِنُذِيْقَهُمْ : সীগাহ جمع متكلم বহছ مضارع معروف বাব اِفْعَال মাসদার اَلْاِذَاقَةُ মূলবর্ণ (ذ - و - ق) জিনস اجوف واوى অর্থ– যাতে তাদেরকে আমি স্বাদ আস্বাদন করাই।

هَدَيْنَا : সীগাহ جمع متكلم বহছ ماضى معروف বাব ضَرَبَ মাসদার اَلْهِدَايَةُ মূলবর্ণ (ه - د - ى) জিনস ناقص يائى অর্থ– আমি হেদায়েত করেছি, পথ দেখিয়েছি।

اِسْتَحَبُّوا : সীগাহ جمع مذكر غائب বহছ ماضى معروف বাব اِسْتِفْعَال মাসদার اَلْاِسْتِحْبَابُ মূলবর্ণ (ح - ب - ب) জিনস مضاعف ثلاثى অর্থ– তারা পছন্দ করেছে। তারা বন্ধুত্ব রেখেছে।

نَجَّيْنَا : সীগাহ جمع متكلم বহছ ماضى معروف বাব تَفْعِيْل মাসদার اَلتَّنْجِيَةُ মূলবর্ণ (ن - ج - و) জিনস ناقص واوى অর্থ– আমরা মুক্তি দিলাম। আমরা রক্ষা করলাম।

يَتَّقُوْنَ : সীগাহ جمع مذكر غائب বহছ مضارع معروف বাব اِفْتِعَال মাসদার اَلْاِتِّقَاءُ মূলবর্ণ (و - ق - ى) জিনস لفيف مفروق অর্থ– তারা ভয় করে, তারা (কুফরি ও গুনাহ থেকে) বিরত থাকে।

يُحْشَرُ : সীগাহ واحد مذكر غائب বহছ مضارع مجهول বাব نَصَرَ মাসদার اَلْحَشْرُ মূলবর্ণ (ح - ش - ر) জিনস صحيح অর্থ– একত্রিত করা হবে। জমা করে নেওয়া হবে।

يُوْزَعُوْنَ : সীগাহ جمع مذكر غائب বহছ مضارع مجهول বাব اِفْعَال মাসদার اَلْاِيْزَاعُ মূলবর্ণ (و - ز - ع) জিনস مثال واوى অর্থ– তাদেরকে থামানো হবে।

বাক্য বিশ্লেষণ :

وَلَعَذَابُ الْاٰخِرَةِ اَخْزٰى وَهُمْ لَا يُنْصَرُوْنَ : এখানে واو টি استئنافيه আর لَعَذَابُ -এর লাম টি ابتداء -এর জন্য আর عَذَابُ الْاٰخِرَةِ হলো মুবতাদা এবং اَخْزٰى হলো خبر আর وَهُمْ -এর واو টি আতেফা, আর هُمْ হলো مبتدأ আর لَا يُنْصَرُوْنَ বাক্যটি হলো তার খবর। আর يُنْصَرُوْنَ হলো ফে'লে মাজহুল আর واو তথা তার যমীর হলো নায়েবে ফায়েল। –(ই'রাবুল কুরআন ৬ষ্ঠ খণ্ড; পৃ. ৬২০)

https://e-ilm.weebly.com/

২১. আর [তখন] তারা স্ব স্ব অঙ্গ-প্রত্যঙ্গসমূহকে বলবে, তোমরা আমাদের বিরুদ্ধে সাক্ষ্য কেন প্রদান করলে? তারা উত্তরে বলবে যে, আমাদেরকে সেই আল্লাহ তা'আলাই বাকশক্তি প্রদান করেছেন, যিনি প্রত্যেক [বাকশীল] পদার্থকে বাকশক্তি প্রদান করেছেন এবং তিনিই তোমাদেরকে প্রথমবার সৃষ্টি করেছেন, আর তাঁরই সমীপে তোমরা পুনরায় প্রত্যাবর্তিত হবে।	وَقَالُوا لِجُلُودِهِمْ لِمَ شَهِدْتُمْ عَلَيْنَا ۖ قَالُوا أَنطَقَنَا اللَّهُ الَّذِي أَنطَقَ كُلَّ شَيْءٍ وَهُوَ خَلَقَكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ ﴿٢١﴾
২২. আর তোমরা এটা থেকে আত্মগোপন করতে পারতে না যে, তোমাদের কর্ণ ও চক্ষুসমূহ এবং চর্মসমূহ তোমাদের বিরুদ্ধে সাক্ষ্য প্রদান করে; কিন্তু তোমরা এ ধারণা করে ছিলে যে, আল্লাহ্ তা'আলা তোমাদের বহু কার্য সম্বন্ধে অবগত নন।	وَمَا كُنتُمْ تَسْتَتِرُونَ أَن يَشْهَدَ عَلَيْكُمْ سَمْعُكُمْ وَلَا أَبْصَارُكُمْ وَلَا جُلُودُكُمْ وَلَٰكِن ظَنَنتُمْ أَنَّ اللَّهَ لَا يَعْلَمُ كَثِيرًا مِّمَّا تَعْمَلُونَ ﴿٢٢﴾
২৩. আর তোমাদের এ ধারণা, যা তোমরা স্বীয় প্রভুর সম্পর্কে করেছিলে, সেটাই তোমাদের সর্বনাশ করেছে, অনন্তর তোমরা ক্ষতির মধ্যে পড়েছ।	وَذَٰلِكُمْ ظَنُّكُمُ الَّذِي ظَنَنتُم بِرَبِّكُمْ أَرْدَاكُمْ فَأَصْبَحْتُم مِّنَ الْخَاسِرِينَ ﴿٢٣﴾
২৪. অতএব, [এমতাবস্থায়] যদি এরা [এ ক্ষতির উপর] ধৈর্যও ধরে [এবং অদৃষ্টের বিধান মনে করে যদি কোনো ওযর-আপত্তিও না করে], তথাপি দোজখই তাদের বাসস্থান, আর যদি তারা ওজর উত্থাপন করতে চায়, তথাপি তা গৃহীত হবে না।	فَإِن يَصْبِرُوا فَالنَّارُ مَثْوًى لَّهُمْ ۖ وَإِن يَسْتَعْتِبُوا فَمَا هُم مِّنَ الْمُعْتَبِينَ ﴿٢٤﴾

শাব্দিক অনুবাদ :

২১. وَقَالُوا لِجُلُودِهِمْ আর (তখন) তারা স্ব স্ব অঙ্গপ্রত্যঙ্গসমূহকে বলবে لِمَ شَهِدْتُمْ عَلَيْنَا তোমরা আমাদের বিরুদ্ধে সাক্ষ্য কেন প্রদান করলে? قَالُوا তারা উত্তরে বলবে যে أَنطَقَنَا اللَّهُ আমাদেরকে সেই আল্লাহ তা'আলাই বাক শক্তি প্রদান করেছেন الَّذِي أَنطَقَ كُلَّ شَيْءٍ যিনি প্রত্যেক [বাকশীল] পদার্থ কে বাক শক্তি প্রদান করেছেন وَهُوَ خَلَقَكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ এবং তিনিই তোমাদের কে প্রথমবার সৃষ্টি করেছেন وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ আর তাঁরই সমীপে তোমরা পুনরায় প্রত্যাবর্তিত হবে।

২২. وَمَا كُنتُمْ تَسْتَتِرُونَ আর তোমরা এটা হতে আত্মগোপন করতে পারতে না যে أَن يَشْهَدَ عَلَيْكُمْ তোমাদের বিরুদ্ধে সাক্ষ্য প্রদান করে سَمْعُكُمْ তোমাদের কর্ণসমূহ وَلَا أَبْصَارُكُمْ ও চক্ষুসমূহ وَلَا جُلُودُكُمْ এবং চর্মসমূহ وَلَٰكِن ظَنَنتُمْ কিন্তু তোমরা এ ধারণা করেছিলে أَنَّ اللَّهَ لَا يَعْلَمُ كَثِيرًا مِّمَّا تَعْمَلُونَ আল্লাহ তা'আলা তোমাদের বহু কার্য সম্বন্ধে অবগত নন।

২৩. وَذَٰلِكُمْ ظَنُّكُمُ আর তোমাদের এ ধারণা الَّذِي ظَنَنتُم بِرَبِّكُمْ যা তোমরা স্বীয় প্রভুর সম্বন্ধে করেছিলে أَرْدَاكُمْ সেটাই তোমাদের সর্বনাশ করেছে فَأَصْبَحْتُم مِّنَ الْخَاسِرِينَ অনন্তর তোমরা ক্ষতির মধ্যে পড়েছ।

২৪. فَإِن يَصْبِرُوا অতএব যদি এরা ধৈর্যও ধরে فَالنَّارُ مَثْوًى لَّهُمْ তথাপি দোজখই তাদের বাসস্থান وَإِن يَسْتَعْتِبُوا আর যদি তারা ওজর উত্থাপন করতে চায় فَمَا هُم مِّنَ الْمُعْتَبِينَ তথাপি তা গৃহীত হবে না।

https://e-ilm.weebly.com/

২৫. আর আমি [পৃথিবীতে] তাদের জন্য কিছু সংখ্যক [শয়তান] সহচর নির্ধারিত করে রেখেছিলাম, ফলে তারা তাদের পূর্বকৃত ও ভবিষ্যতের কার্যসমূহকে তাদের দৃষ্টিতে সুশোভন করে তুলেছিল এবং [এ কারণে] তাদের প্রতিও আল্লাহ্ তা'আলার [শাস্তির প্রতিশ্রুতি-] বাণী ঐ সমস্ত লোকের সাথে পূর্ণ হয়ে রইল, যারা তাদের পূর্বে মানুষ ও জিন জাতি হতে অতীত হয়েছে, নিশ্চয় তারাও ক্ষতির মধ্যে ছিল।	وَقَيَّضْنَا لَهُمْ قُرَنَاءَ فَزَيَّنُوا لَهُمْ مَّا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ وَحَقَّ عَلَيْهِمُ الْقَوْلُ فِي أُمَمٍ قَدْ خَلَتْ مِن قَبْلِهِم مِّنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ ۖ إِنَّهُمْ كَانُوا خَاسِرِينَ ﴿٢٥﴾
২৬. আর এ কাফেররা [পরস্পর] বলে যে, এ কুরআন শুনিও না, আর [শুনিতে আরম্ভ করলে] তাতে হট্টগোল বাঁধিয়ে দিও, খুব সম্ভব তোমরাই জয়ী থাকবে।	وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لَا تَسْمَعُوا لِهَٰذَا الْقُرْآنِ وَالْغَوْا فِيهِ لَعَلَّكُمْ تَغْلِبُونَ ﴿٢٦﴾
২৭. সুতরাং আমি সেই কাফেরদেরকে কঠিন শাস্তির স্বাদ উপভোগ করাব এবং তাদেরকে তাদের নিন্দনীয় কার্যসমূহের শাস্তি প্রদান করব।	فَلَنُذِيقَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا عَذَابًا شَدِيدًا وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَسْوَأَ الَّذِي كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴿٢٧﴾
২৮. এটাই আল্লাহর শত্রুদের শাস্তি অর্থাৎ দোজখ, তথায় তাদের জন্য স্থায়ী বাসস্থান হবে; তারই প্রতিফলে যে, তারা আমার আয়াতসমূহকে অস্বীকার করত।	ذَٰلِكَ جَزَاءُ أَعْدَاءِ اللَّهِ النَّارُ ۖ لَهُمْ فِيهَا دَارُ الْخُلْدِ ۖ جَزَاءً بِمَا كَانُوا بِآيَاتِنَا يَجْحَدُونَ ﴿٢٨﴾

শাব্দিক অনুবাদ :

২৫. وَقَيَّضْنَا لَهُمْ আর আমি তাদের জন্য নির্ধারিত করে রেখেছিলাম قُرَنَاءَ কিছু সংখ্যক (শয়তান) সহচর فَزَيَّنُوا لَهُمْ ফলে তারা তাদের দৃষ্টিতে সুশোভন করে তুলেছিল مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ তাদের পূর্বকৃত ও ভবিষ্যতের কার্যসমূহকে وَحَقَّ عَلَيْهِمُ الْقَوْلُ এবং তাদের প্রতিও আল্লাহ তা'আলার বাণী পূর্ণ হয়ে রইল فِي أُمَمٍ ঐ সমস্ত লোকের সাথে قَدْ خَلَتْ যারা অতীত হয়েছে مِن قَبْلِهِم তাদের পূর্বে مِّنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ মানুষ ও জিন জাতি হতে إِنَّهُمْ كَانُوا خَاسِرِينَ নিশ্চয় তারাও ক্ষতির মধ্যে ছিল।

২৬. وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا আর এ কাফেররা বলে যে لَا تَسْمَعُوا لِهَٰذَا الْقُرْآنِ এ কুরআন শুনিও না, وَالْغَوْا فِيهِ আর তাতে হট্টগোল বাঁধিয়ে দাও لَعَلَّكُمْ تَغْلِبُونَ খুব সম্ভব তোমরা জয়ী থাকবে।

২৭. فَلَنُذِيقَنَّ সুতরাং আমি উপভোগ করার الَّذِينَ كَفَرُوا সেই কাফেরদেরকে عَذَابًا شَدِيدًا কঠিন শাস্তির স্বাদ وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ এবং তাদেরকে প্রদান করব أَسْوَأَ الَّذِي كَانُوا يَعْمَلُونَ তাদের নিন্দনীয় কর্মসমূহের শাস্তি।

২৮. ذَٰلِكَ جَزَاءُ أَعْدَاءِ اللَّهِ এটাই আল্লাহর শত্রুদের শাস্তি النَّارُ অর্থাৎ দোজখ لَهُمْ فِيهَا دَارُ الْخُلْدِ তথায় তাদের জন্য স্থায়ী বাসস্থান হবে جَزَاءً তারই প্রতিফলে যে بِمَا كَانُوا بِآيَاتِنَا يَجْحَدُونَ তারা আমার আয়াত সমূহকে অস্বীকার করত।

https://e-ilm.weebly.com/

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

وَمَا كُنْتُمْ تَسْتَتِرُوْنَ أَنْ يَّشْهَدَ عَلَيْكُمْ سَمْعُكُمْ وَلَا أَبْصَارُكُمْ وَلَا جُلُوْدُكُمْ وَلٰكِنْ ظَنَنْتُمْ أَنَّ اللّٰهَ لَا يَعْلَمُ كَثِيْرًا مِّمَّا تَعْمَلُوْنَ

শানে নুযূল-১ : সহীহ মুসলীম, আবূ দাউদ ও কাইস প্রমুখ হযরত আব্দুল্লাহ বিন মাসউদ (র.) -এর উদ্ধৃতি দিয়ে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেন, আমি কা'বার গেলাফে লুকিয়ে ছিলাম। সে মুহূর্তে কা'বা গৃহে তিনজন মানুষ জামায়েত হয়। তাদের মধ্যে দু'জন ছকফী একজন কুরেশী অথবা দু'জন কুরেশী একজন ছকফী হবে। তারা ছিল মেদভুঁড়ি বিশিষ্ট লোকজন। তাদের মানসিক অনুভূতি ছিল কম সুতরাং তারা এমন বাক্যালাপ করল পরস্পরের মাঝে যা আমি বুঝতে পারিনি। অতঃপর তাদের হতে একজন বলল যে, আমরা যা বলছি তা আল্লাহ শুনতে পেয়েছেন কী বলতো? তখন দু'জন বলল, আমরা যদি উচ্চৈঃস্বরে কথা বলি তাহলে তিনি তা শুনতে পান, আর যদি উচ্চৈঃস্বরে কথা না বলি তাহলে তিনি তা শুনতে পান না। সুতরাং আমি রাসূল ﷺ -এর নিকট এসে তা আলোচনা করলাম তখন তাদের কথোপকথনের পরিপ্রেক্ষিতে আল্লাহ তা'আলা আলোচ্য আয়াত নাজিল করেন।

শানে নুযূল-২ : হযরত আব্দুল্লাহ বিন মাসউদ (রা.)-এর অপর এক বর্ণনায় রয়েছে, তিনি বলেন যে, আমি কা'বা গৃহের গেলাফে লুক্কায়িত ছিলাম এমন সময় তিনজন লোক আসে। একজন ছকফী আজুয়ালী এবং দু'জন হলো কুরেশী। বরীআ ও সাফওয়ান বিন উৎবা নামক তার দুই জামাতা। উভয়জনই মানসিকভাবে অনুভূতিহীন ও মেদভুঁড়ি বিশিষ্ট লোক ছিল। তারা পরস্পরে কথোপকথন করছে : প্রসঙ্গক্রমে তাদের একজন বলল যে, আমরা যা বলছি তাকি আল্লাহ তা'আলা শুনছেন। এ বিষয়ে তোমার অভিমত কি? অপর একজন বলল, আমরা উচ্চৈঃস্বরে কথা বললে তিনি তা শুনেন। গোপনে বললে শুনতে পান না। অপর একজন বলল, যে কোনো ধরনের কথা যদি আল্লাহ শুনতে পান তাহলে সবকিছুই তিনি শুনতে পাবেন। হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা.) বলেন যে, অতঃপর আমি রাসূল ﷺ -এর নিকট এসে এ প্রসঙ্গটি জনাব রাসূল ﷺ -এর সাথে আলোচনা করলাম, তখন এহেন কথোপকথনের প্রেক্ষাপটে আলোচ্য আয়াত নাজিল হয়।

-[তাবারী-১০১/১১, কুরতুবী-৩০৬-৭/১৫, রুহুল মা'আনী- ১১৭/২৪/১২, ইবনে কাছীর ৯৬/৪, দূররে মানছুর- ৩৬২/৫]

وَقَالَ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا لَا تَسْمَعُوْا لِهٰذَا الْقُرْاٰنِ وَالْغَوْا فِيْهِ لَعَلَّكُمْ تَغْلِبُوْنَ

শানে নুযূল : ইবনে আবী হাতেম হযরত ইবনে আব্বাস (রা.)-এর উদ্ধৃতি দিয়ে বলেন, হযরত রাসূল ﷺ মক্কায় অবস্থান কালে যখন তিনি উচ্চ কণ্ঠে কুরআন তেলাওয়াত করতেন, তখন মুশরিক সম্প্রদায় তেলাওয়াত শ্রবণ করা থেকে লোকজনকে ফিরিয়ে রাখত : তারা তাদেরকে বলত যে, তোমরা তা শ্রবণ না করে বরং তোমরা তাতে হট্টগোল সৃষ্টি কর, তাহলে তোমরাই জয়ী হবে। রাসূল ﷺ যদি চুপিসারে আবৃত্তি করেন, তাহলে যারা কুরআন শ্রবণ করার জন্য অধীর আগ্রহী হয়ে থাকে তারা শুনতে পায় না। তখন সে অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে আল্লাহ তা'আলা আলোচ্য আয়াত নাজিল করেন

-[দুররে মানছুর ৩৬২/৫]

وَمَا كُنْتُمْ تَسْتَتِرُوْنَ أَنْ يَّشْهَدَ عَلَيْكُمْ .... আয়াতের অর্থ এই যে, মানুষ গোপনে কোনো গুনাহ্ ও অপরাধ করতে চাইলে অপরের কাছে তা গোপন করতে পারে, কিন্তু নিজের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের কাছে গোপন করতে পারে না। যখন একথা জানা যায় যে, আমাদের কর্ণ, চক্ষু, হাত, পা ও দেহের ত্বক আসলে আমাদের নয়; বরং রাজসাক্ষী, তাদেরকে আমাদের কর্ম সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হলে তারা সত্য সাক্ষ্য দেবে, তখন গোপনে কোনো অপরাধ ও গুনাহ্ করার কোনো পথই উন্মুক্ত থাকে না। সুতরাং এই অপমান থেকে আত্মরক্ষার একমাত্র উপায় হচ্ছে অপরাধই না করা। কিন্তু তোমরা যারা তাওহীদ ও রিসালাত স্বীকার করো না, তোমাদের চিন্তাই এদিকে ধাবিত হয় না যে, তোমাদের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গও কথা বলতে শুরু করবে এবং তোমাদের বিরুদ্ধে আল্লাহর সামনে সাক্ষ্য দেবে। তবে এতটুকু বিষয় প্রত্যেক বুদ্ধিমান ব্যক্তিই বুঝতে সক্ষম যে, যিনি আমাদেরকে একটি নিকৃষ্ট বস্তু থেকে সৃষ্টি করে শ্রোতা ও চক্ষুষ্মান মানুষ করেছেন, লালন-পালন করে পরিণত বয়সে উপনীত করেছেন, তাঁর জ্ঞান কি আমাদের যাবতীয় কর্ম ও অবস্থাকে বেষ্টনকারী হবে না? কিন্তু তোমরা এই

https://e-ilm.weebly.com/

জাজ্বল্যমান বিষয়ের বিপরীতে এরূপ বিশ্বাস পোষণ করতে যে, আল্লাহ তা'আলা তোমাদের অনেক কাজ-কর্মের খবর রাখেন না। কাজেই তোমরা কুফর ও শিরক করতে সাহসী হয়েছিলে। বলাবাহুল্য, তোমাদের এ বিশ্বাসই তোমাদেরকে বরবাদ করেছে।

হাশরে মানুষের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের সাক্ষ্যদান : সহীহ মুসলিমে হযরত আনাস (রা.) থেকে বর্ণিত আছে যে, একদিন আমরা রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর সঙ্গে ছিলাম। অকস্মাৎ তিনি হেসে উঠলেন, অতঃপর বললেন, তোমরা জান, আমি কি কারণে হেসেছি? আমরা আরজ করলাম, আল্লাহ ও তাঁর রাসূলই জানেন। তিনি বললেন, আমি সে কথা স্মরণ করে হেসেছি, যা হাশরে হিসাবের জায়গায় বান্দা তার পালনকর্তাকে বলবে। সে বলবে, হে পরওয়ারদেগার! আপনি কি আমাকে জুলুম থেকে আশ্রয় দেননি? আল্লাহ বলবেন, অবশ্যই দিয়েছি। তখন বান্দা বলবে, তাহলে আমি আমার হিসাব নিকাশের ব্যাপারে অন্য কারো সাক্ষ্যে সন্তুষ্ট নই। আমার অস্তিত্বের মধ্য থেকেই কোনো সাক্ষী না দাঁড়ালে আমি সন্তুষ্ট হব না। আল্লাহ তা'আলা বলবেন, كَفٰى بِنَفْسِكَ الْيَوْمَ عَلَيْكَ حَسِيْبًا অর্থাৎ ভালো কথা, তুমি নিজেই তোমার হিসাব করে নাও। এরপর তার মুখে মোহর এঁটে দেওয়া হবে এবং তার অঙ্গ-প্রত্যঙ্গকে বলা হবে, তোমরা তার ক্রিয়া-কর্ম বর্ণনা কর। এতে প্রত্যেক অঙ্গ কথা বলতে শুরু করবে এবং সত্য সাক্ষ্য দেবে। এরপর তার মুখ খুলে দেওয়া হবে। তখন সে তার অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের প্রতি অসন্তুষ্ট হয়ে বলবে, بُعْدًا لَكُنَّ وَسُحْقًا فَعَنْكُنَّ اُفَاضِلُ অর্থাৎ, তোমরা ধ্বংস হও, আমি তো দুনিয়াতে যা কিছু করেছি, তোমাদেরই সুখের জন্য করেছি। এখন তোমরাই আমার বিরুদ্ধে সাক্ষ্য দিতে শুরু করলে।

হযরত আবূ হুরায়রা (রা.)-এর রেওয়ায়েতে আছে, এ ব্যক্তির মুখে মোহর এঁটে দেওয়া হবে এবং উরুকে বলা হবে, তুমি কথা বল এবং তার ক্রিয়াকর্ম বর্ণনা কর। তখন মানুষের উরু, মাংস, অস্থি সকলেই তার কর্মের সাক্ষ্য দিবে। –[মাযহারী]

হযরত মা'কাল ইবনে ইয়াসারের রেওয়ায়েতে রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন, অনাগত দিন মানুষকে ডেকে বলে, আমি নতুন দিন। তুমি যা কিছু আমার মধ্যে করবে, কিয়ামতের দিন আমি সে সম্পর্কে সাক্ষ্য দেব। তাই তোমার উচিত আমি শেষ হয়ে যাওয়ার আগেই কোনো পুণ্য কাজ করে নেওয়া, যাতে আমি এ সম্পর্কে সাক্ষ্য দিতে পারি। যদি আমি চলে যাই, তবে আমাকে আর কখনো পাবে না। এমনিভাবে প্রত্যেক রাত্রিও মানুষকে ডেকে একথা বলে। –[কুরতুবী]

وَقَالَ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا لَا تَسْمَعُوْا لِهٰذَا الْقُرْاٰنِ وَالْغَوْا فِيْهِ : কাফেররা কুরআনের মোকাবিলায় অক্ষম হয়ে এবং সমস্ত চেষ্টায় ব্যর্থ হয়ে এ দুষ্কর্মের আশ্রয় নিয়েছিল। হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) বলেন, আবূ জাহল অন্যদেরকে প্ররোচিত করল যে, মুহাম্মদ যখন কুরআন তেলাওয়াত করে, তখন তোমরা তার সামনে গিয়ে হৈ-হুল্লোড় করতে থাকবে, যাতে সে কি বলছে তা কেউ বুঝতে না পারে। কেউ কেউ বলেন, কাফেররা শিস দিয়ে, তালি বাজিয়ে এবং নানারূপ শব্দ করে কুরআন শ্রবণ থেকে মানুষকে বিরত রাখার প্রস্তুতি নিয়েছিল। –[কুরতুবী]

নীরবতার সাথে কুরআন শ্রবণ করা ওয়াজিব : হৈ-হুল্লোড় করা কাফেরদের অভ্যাস : আলোচ্য আয়াত থেকে জানা গেল, তেলাওয়াতে বিঘ্ন সৃষ্টির উদ্দেশ্যে গণ্ডগোল করা কুফরের আলামত। আরো জানা গেল যে, নীরবতার সাথে শ্রবণ করা ওয়াজিব এবং ঈমানের আলামত। আজকাল রেডিওতে কুরআন তেলাওয়াত করা হয় এবং প্রত্যেক হোটেল ও জনসমাবেশে রেডিও খুলে দেওয়া হয়। হোটেলের কর্মচারীরা তাদের কাজ-কর্মে এবং গ্রাহকরা খানাপিনায় মশগুল থাকে। ফলে দৃশ্যতঃ এমন পরিবেশ সৃষ্টি হয়ে যায় যা কাফেরদের আলামত ছিল। আল্লাহ তা'আলা মুসলমানদেরকে হেদায়েত করুন। এরূপ পরিবেশে কুরআন তেলাওয়াতের জন্য রেডিও খোলা উচিত নয়। যদি বরকত হাসিলের জন্য খোলাই হয়, তবে কয়েক মিনিট সব কাজক-কর্ম বন্ধ রেখে নিজেরাও মনোযোগ সহকারে শোনা উচিত এবং অপরকে শোনার সুযোগ দেওয়া বাঞ্ছনীয়।

শব্দ বিশ্লেষণ :

أَنْطَقَنَا : সীগাহ واحد مذكر غائب বহছ ماضى معروف বাব اِفْعَالٌ মাসদার اَلْاِنْطَاقُ মূলবর্ণ (ن - ط - ق) জিনস صحيح অর্থ– আমাদেরকে বাকশক্তি দান করেছেন। আমাদেরকে কথা বলিয়েছেন।

تُرْجَعُوْنَ : সীগাহ جمع مذكر حاضر বহছ مضارع مجهول বাব ضَرَبَ মাসদার اَلرُّجُوْعُ মূলবর্ণ (ر - ج - ع) জিনস صحيح অর্থ– তোমাদের ফিরিয়ে দেওয়া হবে।

https://e-ilm.weebly.com/

تَسْتَتِرُوْنَ : সীগাহ جمع مذكر حاضر مضارع معروف বহছ افتعال বাব اَلْاِسْتِتَارُ মাসদার (س - ت - ر) মূলবর্ণ صحيح জিনস অর্থ- তোমরা গোপন কর, তোমরা পর্দা কর।

اَرْدٰكُمْ : সীগাহ واحد مذكر غائب ماضى معروف বহছ افعال বাব اَلْاِرْدَاءُ মাসদার (ر - د - ى) মূলবর্ণ ناقص يائى জিনস অর্থ- সে তোমাদেরকে লুটপাট করেছে। সে তোমাদেরকে ধ্বংস করেছে।

يَسْتَعْتِبُوْا : সীগাহ جمع مذكر غائب مضارع مجزوم بحرف شرط বহছ اِسْتِفْعَالٌ বাব اَلْاِسْتِعْتَابُ মাসদার (ع - ت - ب) মূলবর্ণ صحيح জিনস অর্থ- তারা (আল্লাহর সন্তুষ্টির লক্ষ্যে) প্রার্থনা বা অনুরোধ করবে।

قَيَّضْنَا : সীগাহ جمع متكلم ماضى معروف বহছ تَفْعِيْلٌ বাব اَلتَّقْيِيْضُ মাসদার (ق - ى - ض) মূলবর্ণ اجوف يائى জিনস অর্থ- ডিমের উপরিভাগে সংযুক্ত খোসা।

اَلْغَوْا : সীগাহ جمع مذكر حاضر امر حاضر معروف বহছ نَصَرَ، سَمِعَ ও فَتَحَ বাব اَلْغَوْ মাসদার (ل - غ - و) মূলবর্ণ ناقص واوى জিনস অর্থ- হট্টগোল কর। বকবক কর।

نُذِيْقَنَّ : সীগাহ جمع متكلم مضارع معروف বহছ افعال বাব اَلْاِذَاقَةُ মাসদার (ذ - و - ق) মূলবর্ণ اجوف واوى জিনস অর্থ- আমরা অবশ্যই তাদেরকে স্বাদ আস্বাদন করাব।

نَجْزِيَنَّهُمْ : সীগাহ جمع متكلم مضارع بانون ثقيله বহছ ضَرَبَ বাব اَلْجَزَاءُ মাসদার (ج - ز - ى) মূলবর্ণ ناقص يائى জিনস অর্থ- অবশ্যই আমি তাদেরকে প্রতিদান দিব।

اَسْوَاَ : সীগাহ واحد مذكر اسم تفضيل বহছ فَتَحَ বাব اَلسُّوْءُ মাসদার (س - و - ء) মূলবর্ণ মুরাক্কাব [مهموز لام এবং اجوف واوى] জিনস অর্থ- সবচেয়ে নিকৃষ্ট, খারাপ।

يَجْحَدُوْنَ : সীগাহ جمع مذكر غائب مضارع معروف বহছ فَتَحَ বাব اَلْجَحْدُ মাসদার (ج - ح - د) মূলবর্ণ صحيح জিনস অর্থ- তারা অস্বীকার করে / করবে।

বাক্য বিশ্লেষণ :

وَلٰكِنْ ظَنَنْتُمْ اَنَّ اللّٰهَ لَا يَعْلَمُ كَثِيْرًا مِّمَّا تَعْمَلُوْنَ : এখানে واو টি عاطفة আর لكن হলো حرف استدراك আর ظَنَنْتُمْ ফে'ল ও ফায়েল। আর ان এবং তার অধীনে যা রয়েছে তা ظَنَنْتُمْ-এর দু'মাফউলের স্থলাভিষিক্ত হয়েছে। আর اَنَّ হলো হরফে মুশাব্বাহ বিল ফে'ল এবং اللّٰهُ শব্দটি اسم ان আর لَا يَعْلَمُ বাক্যটি خبر ان এবং كَثِيْرًا হলো مفعول به আর مِمَّا হলো كَثِيْرًا-এর সিফাত আর تَعْمَلُوْنَ বাক্যটি مَا মওসূলের সেলাহ। আর এর عائد উহ্য রয়েছে অর্থাৎ تَعْمَلُوْنَهُ : -[ই'রাবুল কুরআন ৬ষ্ঠ খণ্ড; পৃ. ৬২৪]

https://e-ilm.weebly.com/

وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا رَبَّنَا أَرِنَا الَّذَيْنِ أَضَلَّانَا مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ نَجْعَلْهُمَا تَحْتَ أَقْدَامِنَا لِيَكُونَا مِنَ الْأَسْفَلِينَ ﴿٢٩﴾

২৯. আর [আজাবে নিপতিত হলে] সেই কাফেররা বলবে, হে আমাদের প্রভু! আমাদেরকে সেই শয়তান ও মানুষ উভয়কে দেখিয়ে দিন, যারা আমাদেরকে বিপথগামী করেছিল, আমরা তাদেরকে আমাদের পদতলে দলিত করব, যেন তারা উভয়ে খুব অপদস্থ হয়।

إِنَّ الَّذِينَ قَالُوا رَبُّنَا اللَّهُ ثُمَّ اسْتَقَامُوا تَتَنَزَّلُ عَلَيْهِمُ الْمَلَائِكَةُ أَلَّا تَخَافُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَبْشِرُوا بِالْجَنَّةِ الَّتِي كُنتُمْ تُوعَدُونَ ﴿٣٠﴾

৩০. যারা স্বীকার করেছে যে, আমাদের প্রতিপালক [কেবল] আল্লাহ, অতঃপর তারা [তার উপর] অটল রয়েছে, তাদের প্রতি [শুভসংবাদ নিয়ে] ফেরেশতাগণ অবতীর্ণ হবে, [এবং বলল যে,] তোমরা [আখেরাতের বিপদসমূহের] ভয় করো না এবং [দুনিয়া ত্যাগের জন্য] দুঃখ করো না, আর তোমরা সে বেহেশতের প্রতি সন্তুষ্ট থাক, যার প্রতিশ্রুতি তোমাদেরকে প্রদান করা হতো।

نَحْنُ أَوْلِيَاؤُكُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَفِي الْآخِرَةِ ۖ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ ﴿٣١﴾

৩১. [আর] আমরা তোমাদের পার্থিব জীবনের সঙ্গি ছিলাম এবং পরলোকেও থাকব এবং যা কিছু তোমাদের বাসনা হবে তোমাদের জন্য তাতে তা বিদ্যমান আছে, আর যা কিছু তোমরা চাইবে তাও তোমাদের জন্য তাতে রয়েছে।

نُزُلًا مِّنْ غَفُورٍ رَّحِيمٍ ﴿٣٢﴾

৩২. এটা ক্ষমাশীল করুণাময়ের সন্নিধান হতে মেহমানদারী।

শাব্দিক অনুবাদ :

২৯. وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا আর সেই কাফেররা বলবে رَبَّنَا হে আমাদের প্রভু! أَرِنَا আমাদেরকে দেখিয়ে দেন الَّذَيْنِ أَضَلَّانَا যারা আমাদেরকে বিপথগামী করেছিল مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ সেই শয়তান ও মানুষ উভয়কে نَجْعَلْهُمَا تَحْتَ أَقْدَامِنَا আমরা তাদেরকে আমাদের পদতলে দলিত করব لِيَكُونَا مِنَ الْأَسْفَلِينَ যেন তারা উভয়ে খুব অপদস্থ হয়।

৩০. إِنَّ الَّذِينَ قَالُوا যারা স্বীকার করেছে যে رَبُّنَا اللَّهُ আমাদের প্রতিপালক [কেবল] আল্লাহ ثُمَّ اسْتَقَامُوا অতঃপর তারা (তার উপর) অটল রয়েছে تَتَنَزَّلُ عَلَيْهِمُ الْمَلَائِكَةُ তাদের প্রতি ফেরেশতাগণ অবতীর্ণ হবে أَلَّا تَخَافُوا তোমরা ভয় করো না وَلَا تَحْزَنُوا, এবং দুঃখও করো না وَأَبْشِرُوا بِالْجَنَّةِ, আর তোমরা সে বেহেশতের প্রতি সন্তুষ্ট থাক الَّتِي كُنتُمْ تُوعَدُونَ যার প্রতিশ্রুতি তোমাদেরকে প্রদান করা হতো।

৩১. نَحْنُ أَوْلِيَاؤُكُمْ আমরা তোমাদের সঙ্গি ছিলাম فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا পার্থিব জীবনেও وَفِي الْآخِرَةِ, এবং পরলোকেও থাকব وَلَكُمْ فِيهَا, এবং তোমাদের জন্য তাতে তা বিদ্যমান আছে مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ যা কিছু তোমাদের বাসনা হবে وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ আর যা কিছু তোমরা চাইবে তাও তোমাদের জন্য তাতে রয়েছে।

৩২. نُزُلًا এটা মেহমানদারী مِّنْ غَفُورٍ رَّحِيمٍ ক্ষমাশীল করুণাময়ের সন্নিধান হতে।

https://e-ilm.weebly.com/

وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّن دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ ﴿٣٣﴾

৩৩. আর সেই ব্যক্তি অপেক্ষা কার কথা অধিকতর উত্তম হতে পারে, যিনি আল্লাহর দিকে [মানুষকে] আহ্বান করেন এবং [নিজেও] নেক কাজ করেন, আর [বশ্যতা প্রকাশের উদ্দেশ্যে] বলেন, আমি আদেশানুবর্তীগণের অন্তর্ভুক্ত আছি।

وَلَا تَسْتَوِي الْحَسَنَةُ وَلَا السَّيِّئَةُ ۚ ادْفَعْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ ﴿٣٤﴾

৩৪. আর সৎকাজ ও অসৎকাজ সমান নয়; [অতএব,] আপনি সদ্ব্যবহার দ্বারা [অসদ্ব্যবহারকে] প্রতিরোধ করুন, অনন্তর অকস্মাৎ [দেখতে পাবেন যে,] আপনার সাথে যার শত্রুতা ছিল সে এমন হয়ে যাবে, যেন সে একজন অন্তরঙ্গ বন্ধু।

وَمَا يُلَقَّاهَا إِلَّا الَّذِينَ صَبَرُوا ۚ وَمَا يُلَقَّاهَا إِلَّا ذُو حَظٍّ عَظِيمٍ ﴿٣٥﴾

৩৫. আর এটা সেসব লোকের ভাগ্যেই ঘটে, যারা অতি অটল [চরিত্রবান], আর এটা সে ব্যক্তির ভাগ্যেই জোটে, যে মহা ভাগ্যবান।

وَإِمَّا يَنزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْغٌ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ ۖ إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ ﴿٣٦﴾

৩৬. আর যদি [এমন সময়] শয়তানের দিক হতে আপনার মনে কোনো প্রকার কুমন্ত্রণা উপস্থিত হয়, তবে আল্লাহ তা'আলার আশ্রয় প্রার্থনা করুন; নিঃসন্দেহে তিনি অতিশয় শ্রবণকারী, মহাজ্ঞানী।

শাব্দিক অনুবাদ :

৩৩. وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا আর সেই ব্যক্তি অপেক্ষা কার কথা অধিকতর উত্তম হতে পারে مِّمَّن دَعَا إِلَى اللَّهِ যিনি আল্লাহর দিকে (মানুষকে) আহ্বান করেন وَعَمِلَ صَالِحًا এবং (নিজেও) নেক কাজ করেন وَقَالَ আর বলেন إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ আমি আদেশানুবর্তীগণের অন্তর্ভুক্ত আছি।

৩৪. وَلَا تَسْتَوِي আর সমান নয় الْحَسَنَةُ وَلَا السَّيِّئَةُ সৎকাজ ও অসৎ কাজ ادْفَعْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ আপনি সদ্ব্যবহার দ্বারা প্রতিরোধ করুন فَإِذَا الَّذِي অনন্তর অকস্মাৎ সে এমন হয়ে যাবে بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ আপনার সাথে যার শত্রুতা ছিল كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ যেন সে একজন অন্তরঙ্গ বন্ধু।

৩৫. وَمَا يُلَقَّاهَا إِلَّا الَّذِينَ صَبَرُوا আর এটা সে সকল লোকের ভাগ্যেই ঘটে যারা অতি অটল (চরিত্রবান) وَمَا يُلَقَّاهَا إِلَّا ذُو حَظٍّ عَظِيمٍ আর এটা সে ব্যক্তির ভাগ্যেই জোটে যে, মহা ভাগ্যবান।

৩৬. وَإِمَّا يَنزَغَنَّكَ আর যদি আপনার মনে উপস্থিত হয় مِنَ الشَّيْطَانِ শয়তানের দিক হতে نَزْغٌ কোনো প্রকার কুমন্ত্রণা فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ তবে আল্লাহ তা'আলার আশ্রয় প্রার্থনা করুন إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ নিঃসন্দেহে তিনি অতিশয় শ্রবণকারী الْعَلِيمُ মহাজ্ঞানী।

https://e-ilm.weebly.com/

৩৭. আর তাঁর [মহিমা ও একত্বের] নিদর্শনাবলির মধ্যে রাত্র ও দিবস এবং সূর্য ও চন্দ্র সুতরাং তোমরা সূর্যকেও সেজদা করো না, আর চন্দ্রকেও না, বরং কেবল সে আল্লাহকেই সেজদা কর, যিনি এই নিদর্শনসমূহকে সৃষ্টি করেছেন, যদি তোমরা প্রকৃতই আল্লাহর ইবাদত করতে চাও।	وَمِنْ اٰيٰتِهِ الَّيْلُ وَالنَّهَارُ وَالشَّمْسُ وَالْقَمَرُ ۚ لَا تَسْجُدُوْا لِلشَّمْسِ وَلَا لِلْقَمَرِ وَاسْجُدُوْا لِلّٰهِ الَّذِيْ خَلَقَهُنَّ اِنْ كُنْتُمْ اِيَّاهُ تَعْبُدُوْنَ ﴿٣٧﴾
৩৮. অতঃপর যদি তারা [এক আল্লাহর ইবাদতে] অহংকার করে, তবে সেই ফেরেশেতাগণ যারা আপনার প্রভুর সান্নিধ্যপ্রাপ্ত, তারা রাত ও দিন তাঁর পবিত্রতা বর্ণনা করে থাকে এবং তারা [একটুও] ক্লান্ত হয় না [তবে তাদের লজ্জার কি কারণ থাকতে পারে?]	فَاِنِ اسْتَكْبَرُوْا فَالَّذِيْنَ عِنْدَ رَبِّكَ يُسَبِّحُوْنَ لَهٗ بِالَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَهُمْ لَا يَسْــَٔمُوْنَ ﴿٣٨﴾

শাব্দিক অনুবাদ :

৩৭. وَمِنْ اٰيٰتِهٖ আর তাঁর নির্দশনাবলির মধ্যে الَّيْلُ وَالنَّهَارُ রাত্র ও দিবস وَالشَّمْسُ وَالْقَمَرُ এবং সূর্য ও চন্দ্র لَا تَسْجُدُوْا তোমরা সেজদা করো না لِلشَّمْسِ সূর্যকেও وَلَا لِلْقَمَرِ আর চন্দ্রকেও না وَاسْجُدُوْا لِلّٰهِ বরং কেবল সেই আল্লাহকেই সেজদা কর الَّذِيْ خَلَقَهُنَّ যিনি এই নিদর্শনসমূহকে সৃষ্টি করেছেন اِنْ كُنْتُمْ اِيَّاهُ تَعْبُدُوْنَ যদি তোমরা প্রকৃতই আল্লাহর ইবাদত করতে চাও।

৩৮. فَاِنِ اسْتَكْبَرُوْا অতঃপর যদি তারা অহংকার করে فَالَّذِيْنَ عِنْدَ رَبِّكَ তবে সেই ফেরেশতাগণ যারা আপনার প্রভুর সন্নিধ্য প্রাপ্ত يُسَبِّحُوْنَ لَهٗ তারা তাঁর পবিত্রতা বর্ণনা করে থাকে بِالَّيْلِ وَالنَّهَارِ রাত ও দিন وَهُمْ لَا يَسْئَمُوْنَ এবং তারা ক্লান্ত হয় না।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

اِنَّ الَّذِيْنَ قَالُوْا رَبُّنَا اللّٰهُ ثُمَّ اسْتَقَامُوْا تَتَنَزَّلُ عَلَيْهِمُ الْمَلٰٓئِكَةُ اَلَّا تَخَافُوْا وَلَا تَحْزَنُوْا وَاَبْشِرُوْا بِالْجَنَّةِ الَّتِيْ كُنْتُمْ تُوْعَدُوْنَ.

শানে নুযূল : হযরত আতা হযরত ইবনে আব্বাস (রা.)-এর উদ্ধৃতি দিয়ে বর্ণনা করেন যে, আলোচ্য আয়াত হযরত আবূ বকর সিদ্দীক (রা.) সম্পর্কে নাজিল হয়েছে। সে ঘটনা প্রবাহ হচ্ছে যে, মক্কার মুশরিক সম্প্রদায় বলত যে, আল্লাহ আমাদের রব! ফেরেশতাগণ আল্লাহর কন্যা সন্তান। আল্লাহর নিকট তারা আমাদের জন্য সুপারিশকারী হবে। পক্ষান্তরে তারা আল্লাহকে রব বলে দৃঢ় ও অটল থাকতে পরেনি। হযরত আবূ বকর (রা.) বললেন যে, আল্লাহ তা'আলা আমাদের একক রব' তাঁর কোনো শরিক নেই। হযরত মুহাম্মদ মুস্তফা ﷺ হচ্ছেন আল্লাহ তা'আলার বান্দা ও রাসূল। অতঃপর এতে তিনি অটল ও দৃঢ় পদে রয়েছেন। তাঁর সেই অটলতার বর্ণনা দিতে গিয়ে আল্লাহ তা'আলা আলোচ্য আয়াত নাজিল করেছেন

-[কুরতুবী ৩১১/১৫]

وَمَنْ اَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَآ اِلَى اللّٰهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَّقَالَ اِنَّنِيْ مِنَ الْمُسْلِمِيْنَ

শানে নুযূল : ইবনে সিরীন, সুদ্দী, ইবনে যায়েদ ও হাসান (র.) বলেন, আলোচ্য আয়াত হযরত রাসূল আকরাম ﷺ সম্পর্কে নাজিল হয়েছে। হযরত আয়েশা (রা.), ইকরিমা, কাইস বিন আবী হাযেম ও মুজাহিদ (র.) বলেন, আলোচ্য আয়াত সকল মুয়াজ্জিনের মর্যাদা বর্ণনা করা সম্পর্কে নাজিল হয়েছে। হাসান (র.) -এর অপর এক বর্ণনা মতে যে সকল লোকেরা মানুষদেরকে সত্য পথে আহ্বান করে তাদের সম্পর্কে আলোচ্য আয়াত নাজিল হয়েছে। কাইস বিন আবী হাতেম (র.) -এর অপর এক বর্ণনা মতে আলোচ্য আয়াত সকল ঈমানদারদের সম্পর্কে নাজিল হয়েছে।

-[কুরতুবী ৩১৩-১৪/১৫, রূহুল মা'আনী ১২২/২৪/১২]

https://e-ilm.weebly.com/

وَلَا تَسْتَوِى الْحَسَنَةُ وَلَا السَّيِّئَةُ اِدْفَعْ بِالَّتِىْ هِىَ اَحْسَنُ فَاِذَا الَّذِىْ بَيْنَكَ وَبَيْنَهٗ عَدَاوَةٌ كَاَنَّهٗ وَلِىٌّ حَمِيْمٌ ـ

শানে নুযূল : মুকাতিল বলেন, আলোচ্য আয়াত হযরত আবূ সুফিয়ান বিন হারব (রা.) সম্পর্কে অবতীর্ণ হয়েছে। ঘটনা প্রবাহ হচ্ছে, আবূ সুফিয়ান ইসলাম গ্রহণ করার পূর্বে হযরত নবী করীম ﷺ-কে নিষ্ঠুরতমভাবে কষ্ট দিচ্ছিল। কিন্তু ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করার পর এবং আত্মীয়তার সূত্র ধরে তিনি অতি নিকটতম পরম বন্ধুতে পরিণত হয়ে গেলেন। মতান্তরে আলোচ্য আয়াত আবূ জাহল বিন হিশাম সম্পর্কে নাজিল হয়েছে। সে রাসূল ﷺ-কে কষ্ট দেওয়ার মতো জঘন্যতম কাজেই সদা নিমগ্ন থাকত। তখন আল্লাহ তা'আলা তাঁকে সবর ও ধৈর্য ধারণ করার হুকুম দেন। এ হচ্ছে আল্লামা মাওয়াদী (র.)-এর অভিমত। –[কুরতুবী ৩১৫/১৫, রূহুল মা'আনী ২৩/২৪/১২]

اِنَّ الَّذِيْنَ قَالُوْا رَبُّنَا اللّٰهُ ثُمَّ اسْتَقَامُوْا تَتَنَزَّلُ عَلَيْهِمُ الْمَلٰٓئِكَةُ الخ

সূরার শুরু থেকে এ পর্যন্ত কুরআন, রিসালাত ও তাওহীদ অস্বীকারকারীদেরকে সম্বোধন করা হয়েছে। আল্লাহর কুদরতের নিদর্শনাবলি তাদের দৃষ্টির সামনে উপস্থিত করে তাওহীদের দাওয়াত ও অস্বীকারকারীদের পরিণাম এবং পরকালের আজাব তথা জাহান্নামের বিস্তারিত বর্ণনা দেওয়া হয়েছে। এখান থেকে মুমিন ও কামেলদের অবস্থা, ইহকাল ও পরকালে তাদের সম্মান এবং তাদের জন্য বিশেষ পথনির্দেশ উল্লিখিত হয়েছে। মুমিন ও কামেল তারাই, যারা কর্মে ও চরিত্রে অবিচল, পুরোপুরিভাবে শরিয়তের অনুসারী এবং যারা অপরকেও আল্লাহর দিকে দাওয়াত দেয় এবং তাদের সংশোধনের চেষ্টা করে। এ প্রসঙ্গেই যারা ইসলামের দাওয়াত দেয়, তাদের জন্য সবর এবং মন্দের জবাবে ভালো ব্যবহার করার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।

اِسْتِقَامَتْ-এর অর্থ : اِنَّ الَّذِيْنَ قَالُوْا رَبُّنَا اللّٰهُ ثُمَّ اسْتَقَامُوْا অর্থাৎ যারা খাঁটি মনে আল্লাহকে পালনকর্তারূপে বিশ্বাস করে ও তা স্বীকারও করে (এটা হলো মূল ঈমান) অতঃপর তাতে অবিচলও থাকে (এটা হলো সৎকর্ম।)। এভাবে তারা ঈমান ও সৎকর্ম উভয় গুণে গুণান্বিত হয়ে যায়। اِسْتِقَامَتْ শব্দের অর্থ ঈমান ও তাওহীদে কায়েম থাকা, তারা তা পরিত্যাগ করে না। এ তাফসীর হযরত আবূ বকর সিদ্দীক (রা.) থেকে বর্ণিত আছে। হযরত ওসমান (রা.) থেকেও প্রায় তাই বর্ণিত রয়েছে। তিনি اِسْتِقَامَتْ-এর অর্থ করেছেন, খাঁটি আমল করা। হযরত ওমর (রা.) বলেন- اَلْاِسْتِقَامَةُ اَنْ تَسْتَقِيْمَ عَلَى الْاَمْرِ وَالنَّهْىِ وَلَا تَرُوْغَ رَوْغَانَ الثَّعَالِبِ আল্লাহ তা'আলার যাবতীয় বিধি তথা আদেশ ও নিষেধের উপর অবিচলিত থাকা এবং তা থেকে শৃগালের ন্যায় এদিক-ওদিক পলায়নের পথ বের না করার নাম اِسْتِقَامَتْ –[মাযহারী]

তাই আলেমগণ বলেন, اِسْتِقَامَتْ সংক্ষিপ্ত হলেও এতে শরিয়তের যাবতীয় বিধি-বিধান পালন এবং হারাম ও মাকরূহ বিষয়াদি থেকে সার্বক্ষণিক বেঁচে থাকা শামিল রয়েছে। তাফসীরে-কাশশাফে আছে, আমাদের পালনকর্তা আল্লাহ তা'আলা একথাটি বলা তখনই শুদ্ধ হতে পারে, যখন অন্তরে বিশ্বাস করা হয় যে, আমি প্রত্যেক অবস্থায় প্রত্যেক পদক্ষেপেই আল্লাহ তা'আলার প্রশিক্ষণাধীন, তাঁর রহমত ব্যতিরেকে আমি একটি শ্বাসও ছাড়তে পারি না। এর দাবি এই যে, মানুষ ইবাদতে অটল-অবিচল থাকবে এবং তার আত্মা ও দেহ কেশাগ্র পরিমাণও আল্লাহর দাসত্ব থেকে বিচ্যুত হবে না।

হযরত সুফিয়ান ইবনে আব্দুল্লাহ ছাকাফী (রা.) একবার রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর কাছে আরজ করলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ ﷺ! আমাকে এমন এক পূর্ণাঙ্গ বিষয় বলে দিন যা শোনার পর অন্য কারো কাছে জিজ্ঞেস করার প্রয়োজন থাকবে না। রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন, قُلْ اٰمَنْتُ بِاللّٰهِ ثُمَّ اسْتَقِمْ অর্থাৎ তুমি আল্লাহর প্রতি বিশ্বাস স্থাপনের স্বীকারোক্তি কর; অতঃপর তাতে অবিচল থাক। –(মুসলিম)-এর বাহ্যিক অর্থ এই যে, ঈমান ও তার দাবি অনুযায়ী সৎকর্মেও অবিচলিত থাক।

এ কারণেই হযরত আলী ও ইবনে আব্বাস (রা.) اِسْتِقَامَتْ-এর সংজ্ঞা দিয়েছেন : ফরজ কর্মসমূহ আদায় করা। হযরত হাসান বসরী (র.) বলেন, اِسْتِقَامَتْ এই যে, যাবতীয় কাজে আল্লাহর আনুগত্য কর এবং গুনাহ্ থেকে বেঁচে থাক। এ থেকে জানা গেল যে, اِسْتِقَامَتْ-এর পূর্ণাঙ্গ সংজ্ঞা তাই, যা উপরে হযরত ওমর (রা.) থেকে উদ্ধৃত করা হয়েছে। জাসসাস ও ইবনে জারীর (র.) এই তাফসীর আবুল আলিয়া থেকে উদ্ধৃত করে তাই গ্রহণ করেছেন।

https://e-ilm.weebly.com/

تَتَنَزَّلُ عَلَيْهِمُ الْمَلٰئِكَةُ ফেরেশতাগণের এই অবতরণ ও সম্বোধন হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) -এর উক্তি অনুযায়ী মৃত্যুর সময় হবে। কাতাদাহ বলেন– হাশরে কবর থেকে বের হওয়ার সময় হবে এবং ওকী' ইবনে জাররাহ্ বলেন- তিন সময়ে হবে- প্রথম মৃত্যুর সময়, অতঃপর কবরের অভ্যন্তরে, অতঃপর হাশরে কবর থেকে উত্থিত হওয়ার সময়। বাহরে-মুহীতে আবূ হাইয়্যান বলেন- আমি তো বলি যে, মুমিনদের কাছে ফেরেশতাগণের অবতরণ প্রত্যহ হয় এবং এর প্রতিক্রিয়া ও বরকত তাদের কাজকর্মে পাওয়া যায়। তবে চাক্ষুষ দেখা ও তাদের শোনা উপরিউক্ত সময়েই হবে।

হযরত সাবেত বানানী (র.) থেকে বর্ণিত। তিনি সূরা হা-মীম সাজদা তেলাওয়াত করতঃ আলোচ্য আয়াত পর্যন্ত পৌঁছে বললেন, আমি এই হাদীস প্রাপ্ত হয়েছি যে, মুমিন যখন কবর থেকে উত্থিত হবে, তখন দুনিয়াতে যেসব ফেরেশতা তার সাথে থাকত তারা এসে বলবে, তুমি ভীত ও চিন্তিত হয়ো না; বরং প্রতিশ্রুত জান্নাতের সুসংবাদ শোন। তাদের কথা শুনে মুমিন ব্যক্তি আশ্বস্ত হয়ে যাবে। –[মাযহারী]

وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِيٓ أَنفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ نُزُلًا مِّنْ غَفُورٍ رَّحِيمٍ

ফেরেশতাগণ মুমিনদেরকে বলবে, তোমরা জান্নাতে মনে যা চাইবে তাই পাবে এবং যা দাবি করবে তাই সরবরাহ করা হবে। এর সারমর্ম এই যে, তোমাদের প্রতিটি বাসনা পূর্ণ করা হবে- তোমরা চাও বা না চাও। অতঃপর نُزُلًا তথা আপ্যায়নের কথা বলে ইঙ্গিত করা হয়েছে যে, এমন অনেক নিয়ামতও পাবে, যার আকাঙ্ক্ষাও তোমাদের অন্তরে সৃষ্টি হবে না। যেমন মেহমানের সামনে এমন অনেক বস্তুও আসে যার কল্পনাও পূর্বে করা হয় না, বিশেষতঃ যখন কোনো বড় লোকের মেহমান হয়। –[মাযহারী]

হাদীসে রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন, জান্নাতে কোনো পাখী উড়তে দেখে তোমাদের মনে তার মাংস খাওয়ার বাসনা সৃষ্টি হবে। তৎক্ষণাৎ তা ভাজা করা অবস্থায় সামনে আনীত হবে। কতক রেওয়ায়েতে আছে, তাকে আগুন ও ধোঁয়া কোনো কিছুই স্পর্শ করবে না। আপনা-আপনি রান্না হয়ে সামনে এসে যাবে। –[মাযহারী]

অন্য এক হাদীসে রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন, যদি জান্নাতী ব্যক্তি নিজ গৃহে সন্তান জন্মের বাসনা করে, তবে গর্ভধারণ, প্রসব, শিশুর দুধ ছাড়ানো এবং যৌবনে পদার্পণ সব এক মুহূর্তের মধ্যে হয়ে যাবে। –[মাযহারী]

وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّن دَعَآ إِلَى اللّٰهِ এটা মুমিনদের দ্বিতীয় অবস্থা। অর্থাৎ তারা কেবল নিজেদের ঈমান ও আমল নিয়েই সন্তুষ্ট থাকে না; বরং অপরকেও দাওয়াত দেয়। বলা হয়েছে, যে ব্যক্তি মানুষকে আল্লাহর দিকে ডাকে, তার চেয়ে উত্তম কথা আর কার হতে পারে? এ থেকে বুঝা গেল যে, মানুষের সেই কথাই সর্বোত্তম ও সর্বোৎকৃষ্ট যাতে অপরকে সত্যের দাওয়াত দেওয়া হয়। এতে মুখে, কলমে, অন্য কোনোভাবে ইত্যাদি সর্বপ্রকার দাওয়াতই শামিল রয়েছে। আজানদাতাও এতে দাখিল আছে। কেননা সে মানুষকে নামাজের দিকে আহ্বান করে। এ কারণেই হযরত আয়েশা (রা.) বলেন, আলোচ্য আয়াত মুয়াজ্জিন সম্পর্কে অবতীর্ণ হয়েছে এবং دَعَآ إِلَى اللّٰهِ বাক্যের পর وَعَمِلَ صَالِحًا বলে আজান-একামতের মধ্যস্থলে দু'রাকাত নামাজ বুঝানো হয়েছে।

রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন, আজান ও একামতের মাঝখানে যে দোয়া করা হয়, তা প্রত্যাখ্যাত হয় না। –[মাযহারী]

হাদীসে আজান ও আজানের জবাব দেওয়ার অনেক ফজিলত ও বরকত বর্ণিত রয়েছে। যদি বেতন ও পারিশ্রমিকের দিকে লক্ষ্য না করে খাঁটিভাবে আল্লাহর ওয়াস্তে আজান দেওয়া হয়। –[মাযহারী]

وَلَا تَسْتَوِى الْحَسَنَةُ وَلَا السَّيِّئَةُ এখান থেকে আল্লাহর পথে দাওয়াতকারীদেরকে বিশেষ পথনির্দেশ দেওয়া হয়েছে। অর্থাৎ তারা মন্দের জবাবে ভালো ব্যবহার করবে এবং সবর ও অনুগ্রহ করবে। اِدْفَعْ بِالَّتِىْ هِىَ اَحْسَنُ অর্থাৎ দাওয়াতকারীরা অতি উত্তম পন্থায় মন্দকে প্রতিহত করবে। এটাই তাদের অভ্যস্ত গুণ হওয়া উচিত যে, মন্দের জবাবে মন্দ না করে বরং ক্ষমা করা উত্তম কাজ। অতি উত্তম কাজ এই যে, যে ব্যক্তি তোমাদের সাথে মন্দ ব্যবহার করে তুমি তাকে ক্ষমাও করবে, অধিকন্তু তার সাথে সদ্ব্যবহার করবে। হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) বলেন– এই আয়াতের নির্দেশ এই যে,

https://e-ilm.weebly.com/

যে ব্যক্তি তোমার প্রতি ক্রোধ প্রকাশ করে, তার মোকাবিলায় তুমি সবর কর, যে তোমার প্রতি মূর্খতা প্রকাশ করে, তুমি তার প্রতি সহনশীলতা প্রদর্শন কর এবং যে তোমাকে জ্বালাতন করে, তুমি তাকে ক্ষমা কর। -[মাযহারী]

রেওয়ায়েতে আছে, হযরত আবূ বকর সিদ্দীক (রা.)-কে জনৈক ব্যক্তি গালি দিল অথবা মন্দ বলল। তিনি জবাবে বললেন, যদি তুমি সত্যবাদী হও এবং আমি অপরাধী ও মন্দ হই, তবে আল্লাহ তা'আলা যেন আমাকে ক্ষমা করেন। পক্ষান্তরে যদি তুমি মিথ্যা বলে থাক, তবে আল্লাহ তা'আলা যেন তোমাকে ক্ষমা করেন। -[কুরতুবী]

আল্লাহ ব্যতীত কাউকে সেজদা করা জায়েজ নয় : لَا تَسْجُدُوْا لِلشَّمْسِ وَلَا لِلْقَمَرِ وَاسْجُدُوْا لِلّٰهِ الَّذِىْ خَلَقَهُنَّ -এ আয়াত থেকে প্রমাণিত হয় যে, সেজদা একমাত্র জগৎস্রষ্টা আল্লাহরই প্রাপ্য। তিনি ব্যতীত কোনো নক্ষত্র অথবা মানব ইত্যাদিকে সেজদা করা হারাম। এই সেজদা ইবাদতের নিয়তে হোক অথবা নিছক সম্মান প্রদর্শনের উদ্দেশ্যে হোক, সর্বাবস্থায় উম্মতের ইজমাবলে এটি হারাম। পার্থক্য এই যে, কেউ ইবাদতের নিয়তে সেজদা করলে সে কাফের হয়ে যাবে এবং কেউ নিছক সম্মান প্রদর্শনের উদ্দেশ্যে সেজদা করলে তাকে কাফের বলা হবে না, কিন্তু হারামকারী ও ফাসেক বলা হবে। ইবাদতের উদ্দেশ্যে আল্লাহ ব্যতীত অপরকে সেজদা করা কোনো উম্মত ও শরিয়তে হালাল ছিল না। কেননা এটা শিরক এবং প্রত্যেক পয়গম্বরের শরিয়তেই শিরক ছিল হারাম। তবে সম্মান প্রদর্শনের উদ্দেশ্যে সেজদা করা পূর্ববর্তী শরিয়তসমূহে বৈধ ছিল। পৃথিবীতে আগমনের পূর্বে হযরত আদম (আ.) কে সেজদা করার আদেশ সমস্ত ফেরেশতাকে দেওয়া হয়েছিল। হযরত ইউসুফ (আ.)-কে তাঁর পিতা ও ভ্রাতাগণ সেজদা করেছিল। কুরআনে এর উল্লেখ আছে। কিন্তু ফিকহবিদগণ এ বিষয়ে একমত যে, ইসলামে এই আদেশ রহিত করা হয়েছে এবং আল্লাহ তা'আলা ব্যতীত অপরকে সেজদা করা সর্বাবস্থায় হারাম করা হয়েছে।

وَهُمْ لَا يَسْئَمُوْنَ -এ বিষয়ে ফিকহ্‌বিদগণ একমত যে, এ সূরাতে তেলাওয়াতের সেজদা ওয়াজিব, কিন্তু কোন্ আয়াতে ওয়াজিব এতে মতভেদ রয়েছে। কাযী আবূ বকর (র.) আহ্‌কামুল কুরআনে লিখেন, হযরত আলী ও ইবনে মাসঊদ (রা.) প্রথম আয়াত অর্থাৎ, اِنْ كُنْتُمْ اِيَّاهُ تَعْبُدُوْنَ -এর শেষে সেজদা করতেন। ইমাম মালেক (র.)ও তাই অবলম্বন করেছেন। হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) দ্বিতীয় আয়াত অর্থাৎ, لَا يَسْئَمُوْنَ -এর শেষে সেজদা করতেন। হযরত ইবনে ওমর (রা.)ও তাই বলেছেন। এ কারণে মাসরূক, অবূ আবদুর রহমান, ইবরাহীম নখয়ী, ইবনে সিরীন, কাতাদাহ প্রমুখ ফিকহ্‌বিদগণ দ্বিতীয় আয়াত শেষেই সেজদা করতেন। আহ্‌কামুল কুরআনে আরো বলা হয়েছে, হানাফী মযহাবের আলেমগণও তাই বলেন। এ মতভেদের কারণে দ্বিতীয় আয়াত শেষে সেজদা করাই সবধানতার প্রতীক। কেননা আসলে প্রথম আয়াতে সেজদা ওয়াজিব হলে তখন তাও আদায় হয়ে যাবে এবং দ্বিতীয়টিতে ওয়াজিব হলেও আদায় হয়ে যাবে।

শব্দ বিশ্লেষণ :

اَرِنَا : সীগাহ واحد مذكر حاضر বহছ امر حاضر معروف বাব اِفْعَالٌ মাসদার اِرَاءَةٌ মূলবর্ণ (ر - ء - ى) জিনস মুরাক্কাব (ناقص يائى এবং مهموز عين) অর্থ- আমাদেরকে দেখিয়ে দিন। نا হলো ضمير منصوب متصل

اَسْفَلِيْنَ : সীগাহ جمع مذكر বহছ اسم تفضيل বাব كَرُمَ মাসদার اَلسُّفُوْلُ মূলবর্ণ (س - ف - ل) জিনস صحيح অর্থ- সর্বনিম্নে, সবার নিচে।

اِسْتَقَامُوْا : সীগাহ جمع مذكر غائب বহছ ماضى معروف বাব اِسْتِفْعَالٌ মাসদার اَلْاِسْتِقَامَةُ মূলবর্ণ (ق - و - م) জিনস اجوف واوى অর্থ- তারা সোজা থাকবে। তারা কায়েম থাকবে।

اَبْشِرُوْا : সীগাহ جمع مذكر حاضر বহছ امر حاضر معروف বাব اِفْعَالٌ মাসদার اَلْاِبْشَارُ মূলবর্ণ (ب - ش - ر) জিনস صحيح অর্থ- তোমরা সুসংবাদ দাও।

https://e-ilm.weebly.com/

تُوْعَدُوْنَ : সীগাহ جمع مذكر حاضر বহছ مضارع مجهول বাব ضَرَبَ মসাদার اَلْوَعْدُ মূলবর্ণ (و - ع - د) জিনস مثال واوى অর্থ- তোমাদের সাথে ওয়াদা বা প্রতিজ্ঞা করা হবে।

تَشْتَهِىْ : সীগাহ واحد مؤنث غائب বহছ مضارع معروف বাব اِفْتِعَالٌ মাসদার اَلْاِشْتِهَاءُ মূলবর্ণ (ش - ه - و) জিনস ناقص واوى অর্থ- সে কামনা করে। আকাঙ্ক্ষা করে।

يُلَقّٰى : সীগাহ واحد مذكر غائب বহছ مضارع مجهول বাব تَفْعِيْل মাসদার اَلتَّلْقِيَةُ মূলবর্ণ (ل - ق - ى) জিনস ناقص يائى অর্থ- দান করা হবে।

حَظٌّ : একবচন, বহুবচন حظوظ ও احظظ। অর্থ- অংশ, ভাগ্য, নির্ধারিত অংশকে حَظٌّ বলে।

يَنْزَغَنَّكَ : সীগাহ واحد مذكر غائب বহছ مضارع بانون ثقيله বাব فَتَحَ মাসদার اَلنَّزْغُ মূলবর্ণ (ن - ز - غ) জিনস صحيح অর্থ- আপনার (মনে) উপস্থিত হয়।

اِسْتَعِذْ : সীগাহ واحد مذكر حاضر বহছ امر حاضر معروف বাব اِفْتِعَالٌ মাসদার اَلْاِسْتِعَاذَةُ মূলবর্ণ (ع - و - ذ) জিনস اجوف واوى অর্থ- তুমি আশ্রয় প্রার্থনা কর।

اُسْجُدُوْا : সীগাহ واحد مذكر حاضر বহছ امر حاضر معروف বাব نَصَرَ মাসদার اَلسُّجُوْدُ মূলবর্ণ (س - ج - د) জিনস صحيح অর্থ- তুমি সেজদা কর।

لَا يَسْئَمُوْنَ : সীগাহ جمع مذكر غائب বহছ مضارع منفى معروف বাব سَمِعَ মাসদার اَلسَّئْمُ، اَلسَّامُ، اَلسَّآمَةُ মূলবর্ণ (س - ء - م) জিনস مهموز عين অর্থ- তারা হয়রান হয় না, তারা নিরানন্দ হয় না, বিরক্ত হয় না।

বাক্য বিশ্লেষণ :

اِنَّ الَّذِيْنَ قَالُوْا رَبُّنَا اللّٰهُ ثُمَّ اسْتَقَامُوْا تَتَنَزَّلُ عَلَيْهِمُ الْمَلٰۤئِكَةُ : এখানে اِنَّ হরফে মুশাব্বাবাহ বিল ফে'ল اَلَّذِيْنَ হলো اسم ان এবং قَالُوْا বাক্যটি হলো সেলাহ আর رَبُّنَا হলো مبتدأ আর الله শব্দটি خبر। আর বাক্যটি قول এবং تَتَنَزَّلُ عَلَيْهِمُ الْمَلٰۤئِكَةُ হয়েছে। আর ثُمَّ হলো হরফে আতফ। اِسْتَقَامُوْا ফে'ল তার যমীর ফায়েল। আর مقول বাক্যটি خبر ان -[ই'রাবুল কুরআন ৬ষ্ঠ খণ্ড; পৃ. ৬৩৩-৩৪]

https://e-ilm.weebly.com/

وَمِنْ اٰيٰتِهٖٓ اَنَّكَ تَرَى الْاَرْضَ خَاشِعَةً فَاِذَآ اَنْزَلْنَا عَلَيْهَا الْمَآءَ اهْتَزَّتْ وَرَبَتْ ؕ اِنَّ الَّذِيْٓ اَحْيَاهَا لَمُحْيِ الْمَوْتٰى ؕ اِنَّهٗ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ ﴿٣٩﴾	৩৯. আর তাঁর [কুদরতের] নিদর্শনাবলির মধ্যে একটি এও যে, তুমি জমিনকে দেখতে পাচ্ছ যে, তা সঙ্কোচিত [ও মৃতবৎ] রয়েছে, অতঃপর যখন আমি তাতে বৃষ্টি বর্ষণ করি, তখন তা স্পন্দিত ও স্ফীত হয়ে উঠে; যিনি এ জমিনকে সজীব করে দিলেন তিনিই মৃতদেরকে [পুনরায়] জীবিত করবেন; নিঃসন্দেহে তিনি প্রত্যেক বস্তুর উপর ক্ষমতাবান।
اِنَّ الَّذِيْنَ يُلْحِدُوْنَ فِيْٓ اٰيٰتِنَا لَا يَخْفَوْنَ عَلَيْنَا ؕ اَفَمَنْ يُّلْقٰى فِي النَّارِ خَيْرٌ اَمْ مَّنْ يَّاْتِيْٓ اٰمِنًا يَّوْمَ الْقِيٰمَةِ ؕ اِعْمَلُوْا مَا شِئْتُمْ ۙ اِنَّهٗ بِمَا تَعْمَلُوْنَ بَصِيْرٌ ﴿٤٠﴾	৪০. নিঃসন্দেহে যারা আমার আয়াতগুলো সম্পর্কে বক্রতা অবলম্বন করে, তারা আমার থেকে লুক্কায়িত নয় [আমি তাদেরকে অগ্নির শাস্তি দিব] আচ্ছা বল তো, যে ব্যক্তি দোজখে নিক্ষিপ্ত হবে, সে ব্যক্তিই উত্তম নাকি ঐব্যক্তি. যে কিয়ামত দিবসে নিরাপদ অবস্থায় উপস্থিত হবে? তোমাদের যা ইচ্ছা করে নাও, তিনি তোমাদের সমস্ত কার্যকলাপ প্রত্যক্ষ করছেন।
اِنَّ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا بِالذِّكْرِ لَمَّا جَآءَهُمْ ۚ وَاِنَّهٗ لَكِتٰبٌ عَزِيْزٌ ﴿٤١﴾	৪১. যারা এ কুরআনকে অস্বীকার করে, যখন তা তাদের নিকট পৌছে এবং এটা অতিশয় সম্মানী কিতাব।
لَّا يَاْتِيْهِ الْبَاطِلُ مِنْۢ بَيْنِ يَدَيْهِ وَلَا مِنْ خَلْفِهٖ ؕ تَنْزِيْلٌ مِّنْ حَكِيْمٍ حَمِيْدٍ ﴿٤٢﴾	৪২. যাতে কোনো অবাস্তব উক্তি না তার সম্মুখের দিক হতে আসতে পারে আর না তার পশ্চাৎ দিক হতে; এটা প্রজ্ঞাময় প্রশংসিত আল্লাহর সন্নিধান হতে নাজিল করা হয়েছে।

শাব্দিক অনুবাদ :

৩৯. وَمِنْ اٰيٰتِهٖ আর তাঁর নিদর্শনাবলির মধ্যে একটি এটাও যে اَنَّكَ تَرَى الْاَرْضَ তুমি জমিনকে দেখতে পাচ্ছ خَاشِعَةً যে তা সঙ্কোচিত فَاِذَآ اَنْزَلْنَا عَلَيْهَا الْمَآءَ অতঃপর যখন আমি তাতে বৃষ্টি বর্ষণ করি اهْتَزَّتْ وَرَبَتْ তখন তা স্পন্দিত ও স্ফীত হয়ে উঠে اِنَّ الَّذِيْٓ اَحْيَاهَا যিনি এ জমিনকে সজীব করে দিলেন لَمُحْيِ الْمَوْتٰى তিনিই মৃতদেরকে (পুনরায়) জীবিত করবেন اِنَّهٗ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ নিঃসন্দেহে তিনি প্রত্যেক বস্তুর উপর ক্ষমতাবান।

৪০. اِنَّ الَّذِيْنَ يُلْحِدُوْنَ নিঃসন্দেহে যারা বক্রতা অবলম্বন করে فِيْٓ اٰيٰتِنَا আমার আয়াত গুলো সম্পর্কে لَا يَخْفَوْنَ عَلَيْنَا তারা আমার থেকে লুক্কায়িত নয় اَفَمَنْ يُّلْقٰى فِي النَّارِ আচ্ছা বলতো যে ব্যক্তি দেজখে নিক্ষিপ্ত হবে خَيْرٌ সে ব্যক্তিই উত্তম اَمْ مَّنْ না ঐ ব্যক্তি يَّاْتِيْٓ اٰمِنًا যে নিরাপদ অবস্থায় উপস্থিত হবে يَّوْمَ الْقِيٰمَةِ কিয়ামত দিবসে اِعْمَلُوْا مَا شِئْتُمْ তোমাদের যা ইচ্ছা করে নাও اِنَّهٗ بِمَا تَعْمَلُوْنَ بَصِيْرٌ তিনি তোমাদের সমস্ত কার্যকলাপ প্রত্যক্ষ করছেন।

৪১. اِنَّ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا بِالذِّكْرِ যারা এ কুরআনকে অস্বীকার করে لَمَّا جَآءَهُمْ যখন তা তাদের নিকট পৌছে وَاِنَّهٗ لَكِتٰبٌ عَزِيْزٌ এবং এটা অতিশয় সম্মানী কিতাব।

৪২. لَا يَاْتِيْهِ الْبَاطِلُ যাতে কোনো অবাস্তব উক্তি না অসতে পারে مِنْۢ بَيْنِ يَدَيْهِ তার সম্মুখের দিক হতে وَلَا مِنْ خَلْفِهٖ আর না তার পশ্চাৎ দিক হতে تَنْزِيْلٌ এটা নাজিল করা হয়েছে مِّنْ حَكِيْمٍ حَمِيْدٍ প্রজ্ঞাময় প্রশংসিত আল্লাহর সন্নিধান হতে।

https://e-ilm.weebly.com/

مَا يُقَالُ لَكَ اِلَّا مَا قَدْ قِيْلَ لِلرُّسُلِ مِنْ قَبْلِكَ ۚ اِنَّ رَبَّكَ لَذُوْ مَغْفِرَةٍ وَّذُوْ عِقَابٍ اَلِيْمٍ ﴿٤٣﴾

৪৩. আপনার সম্পর্কে সেসব কথাই বলা হয় যা আপনার পূর্ববর্তী রাসূলগণকে বলা হয়েছে আপনার প্রভু বড়ই ক্ষমাশীল এবং যন্ত্রণাময় শাস্তিদাতা (অতএব, আপনি পেরেশান হবেন না)।

وَلَوْ جَعَلْنٰهُ قُرْاٰنًا اَعْجَمِيًّا لَّقَالُوْا لَوْلَا فُصِّلَتْ اٰيٰتُهٗ ؕ ءَاَعْجَمِيٌّ وَّعَرَبِيٌّ ؕ قُلْ هُوَ لِلَّذِيْنَ اٰمَنُوْا هُدًى وَّشِفَآءٌ ؕ وَالَّذِيْنَ لَا يُؤْمِنُوْنَ فِيْٓ اٰذَانِهِمْ وَقْرٌ وَّهُوَ عَلَيْهِمْ عَمًى ؕ اُولٰٓئِكَ يُنَادَوْنَ مِنْ مَّكَانٍۭ بَعِيْدٍ ﴿٤٤﴾

৪৪. আর যদি আমি এটাকে আনারবি কুরআন করতাম, তবে তারা এরূপ বলত যে, এর আয়াতসমূহ পরিষ্কাররূপে কেন বর্ণিত হয়নি? এটা কেমন কথা যে, অনারবি কিতাব, আর আরবি রাসূল ; আপনি বলে দিন, এ কুরআন ঈমানদারগণের জন্য তো পথপ্রদর্শক ও শেফা (নিরাময়কারী); আর যারা ঈমান আনে না, তাদের কর্ণে ছিপি রয়েছে এবং কুরআন তাদের জন্য অন্ধতার কারণ; তাদেরকে যেন কোনো দূরবর্তী স্থান হতে আহ্বান করা হচ্ছে (ফলে আওয়াজ শুনে, কিন্তু বুঝে না)।

وَلَقَدْ اٰتَيْنَا مُوْسَى الْكِتٰبَ فَاخْتُلِفَ فِيْهِ ؕ وَلَوْلَا كَلِمَةٌ سَبَقَتْ مِنْ رَّبِّكَ لَقُضِيَ بَيْنَهُمْ ؕ وَاِنَّهُمْ لَفِيْ شَكٍّ مِّنْهُ مُرِيْبٍ ﴿٤٥﴾

৪৫. আর আমি মূসাকেও কিতাব প্রদান করেছিলাম, তখন তারা তাতেও মতবিরোধ করেছিল; আর যদি আপনার প্রভুর পক্ষ থেকে একটি বাক্য পূর্ব হতে নির্ধারিত না থাকত, তবে তাদের চরম মীমাংসা (পৃথিবীতেই) হয়ে যেত; আর তারা এখন পর্যন্ত এ সম্বন্ধে সন্দেহে দোদুল্যমান রয়েছে।

শাব্দিক অনুবাদ :

৪৩. مَا يُقَالُ لَكَ اِلَّا আপনার সম্পর্কে সেসব কথাই বলা হয় مَا قَدْ قِيْلَ لِلرُّسُلِ যা রাসূলগণকে বলা হয়েছে مِنْ قَبْلِكَ আপনার পূর্ববর্তী اِنَّ رَبَّكَ আপনার প্রভু لَذُوْ مَغْفِرَةٍ বড়ই ক্ষমাশীল وَّذُوْ عِقَابٍ اَلِيْمٍ এবং যন্ত্রণাময় শাস্তি দাতা।

৪৪. وَلَوْ جَعَلْنٰهُ আর যদি আমি এটাকে করতাম قُرْاٰنًا اَعْجَمِيًّا অনারবি কুরআন لَّقَالُوْا তবে তারা এরূপ বলত যে لَوْلَا فُصِّلَتْ اٰيٰتُهٗ এর আয়াতসমূহ পরিষ্কাররূপে কেন বর্ণিত হয়নি ءَاَعْجَمِيٌّ এটা কেমন কথা যে আনারবি কিতাব وَّعَرَبِيٌّ আর আরবি রাসূল قُلْ আপনি বলে দিন هُوَ لِلَّذِيْنَ اٰمَنُوْا এ কুরআন ঈমানদারগণের জন্য তো هُدًى পথপ্রদর্শক وَّشِفَآءٌ ও শেফা (নিরাময়কারী) وَالَّذِيْنَ لَا يُؤْمِنُوْنَ আর যারা ঈমান আনে না فِيْٓ اٰذَانِهِمْ وَقْرٌ তাদের কর্ণে ছিপি রয়েছে وَّهُوَ عَلَيْهِمْ عَمًى এবং কুরআন তাদের জন্য অন্ধতার কারণ اُولٰٓئِكَ يُنَادَوْنَ তাদেরকে যেন আহ্বান করা হচ্ছে مِنْ مَّكَانٍۭ بَعِيْدٍ কোনো দূরবর্তী স্থান হতে।

৪৫. وَلَقَدْ اٰتَيْنَا مُوْسَى الْكِتٰبَ আর আমি মূসাকেও কিতাব প্রদান করেছিলাম فَاخْتُلِفَ فِيْهِ তখন তারা তাতেও মতবিরোধ করেছিল وَلَوْلَا كَلِمَةٌ سَبَقَتْ আর যদি একটি বাক্য পূর্ব হতে নির্ধারিত না থাকত مِنْ رَّبِّكَ আপনার প্রভুর পক্ষ থেকে لَقُضِيَ بَيْنَهُمْ তবে তাদের চরম মীমাংসা (পৃথিবীতেই) হয়ে যেত وَاِنَّهُمْ لَفِيْ شَكٍّ مِّنْهُ مُرِيْبٍ আর এরা এখন পর্যন্ত এ সম্বন্ধে দোদুল্যমান রয়েছে।

https://e-ilm.weebly.com/

৪৬. যে ব্যক্তি নেককাজ করে, তবে তা তার নিজের হিতের জন্যই, আর যে মন্দ কাজ করবে, তবে তার আপদ তার নিজের উপরই পতিত হবে; আর আপনার প্রভু বান্দাদের প্রতি জুলুম করেন না।

مَنْ عَمِلَ صَالِحًا فَلِنَفْسِهٖ وَمَنْ اَسَآءَ فَعَلَيْهَا ۭ وَمَا رَبُّكَ بِظَلَّامٍ لِّلْعَبِيْدِ ﴿٤٦﴾

শাব্দিক অনুবাদ :

৪৬. مَنْ عَمِلَ صَالِحًا যে ব্যক্তি নেক কাজ করে فَلِنَفْسِهٖ তবে তা তার নিজের হিতের জন্যই وَمَنْ اَسَآءَ, আর যে মন্দ কাজ করবে فَعَلَيْهَا তবে তার আপদ তার নিজের উপরই পতিত হবে وَمَا رَبُّكَ بِظَلَّامٍ لِّلْعَبِيْدِ, আর আপনার প্রভু বান্দাদের প্রতি জুলুম করেন না।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

إِنَّ الَّذِيْنَ يُلْحِدُوْنَ فِيْٓ اٰيٰتِنَا لَا يَخْفَوْنَ عَلَيْنَا اَفَمَنْ يُّلْقٰى فِى النَّارِ خَيْرٌ اَمْ مَّنْ يَّاْتِيْٓ اٰمِنًا يَّوْمَ الْقِيٰمَةِ اِعْمَلُوْا مَا شِئْتُمْ اِنَّهٗ بِمَا تَعْمَلُوْنَ بَصِيْرٌ

শানে নুযূল–১ : আবদ ইবনে হুমাইদ ও ইবনে মুনযির প্রমুখ বশীর বিন তামীম (রা.) -এর উদ্ধৃতি দিয়ে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন, আলোচ্য আয়াত আবূ জাহল এবং আম্মার বিন ইয়াসির সম্পর্কে নাজিল হয়েছে।

শানে নুযূল–২ : আসাকির হযরত ইকরিমা (রা.)-এর উদ্ধৃতি দিয়ে বর্ণনা করেন যে, আলোচ্য আয়াতের মধ্যাংশ অর্থাৎ فَمَنْ يُّلْقٰى فِى অংশটি হযরত আম্মার বিন ইয়াসির (রা.) ও পাপিষ্ঠ আবূ জাহল সম্পর্কে অবতীর্ণ হয়েছে। -[দুররে মানছুর ৩৬৬/৫, কুরতুবী ৩১৯/১৫, রূহুল মা'আনী ১২৭/২৪/১২]

শানে নুযূল–৩ : মুকাতিল এর বর্ণনা মতে আলোচ্য আয়াত আবূ জাহল ও হযরত উসমান বিন আফফান (রা.) সম্পর্কে অবতীর্ণ হয়েছে। –[রূহুল মা'আনী ১২৭/২৪/১২]

وَلَوْ جَعَلْنٰهُ قُرْاٰنًا اَعْجَمِيًّا لَّقَالُوْا لَوْلَا فُصِّلَتْ اٰيٰتُهٗ ءَاَعْجَمِيٌّ وَّعَرَبِيٌّ قُلْ هُوَ لِلَّذِيْنَ اٰمَنُوْا هُدًى وَّشِفَآءٌ وَالَّذِيْنَ لَا يُؤْمِنُوْنَ فِيْٓ اٰذَانِهِمْ وَقْرٌ وَّهُوَ عَلَيْهِمْ عَمًى اُولٰٓئِكَ يُنَادَوْنَ مِنْ مَّكَانٍ بَعِيْدٍ

শানে নুযূল : হযরত সাইদ বিন জুবাইর (রা.) বলেন যে, কুরাইশের লোকজন বলতে ছিল যে, কুরআন যদি আল্লাহর দেওয়া গ্রন্থ হতো, তাহলে তা আরবি ও অনারবি ভাষায় অবতরণ করা হলোনা কেন? তাহলে তো তার কোনো অংশ অনারবি আবার কোনো অংশ আরবি হতো। তাদের এহেন মন্তব্য করার পরিপ্রেক্ষিতে আলোচ্য আয়াত নাজিল হয়েছে।
–[কুরতুবী ৩২১/১৫]

কুফরের বিশেষ প্রকার 'এলহাদ'-এর সংজ্ঞা ও বিধান : اِنَّ الَّذِيْنَ يُلْحِدُوْنَ فِيْٓ اٰيٰتِنَا -এর পূর্বের আয়াতে যারা রিসালাত ও তাওহীদকে খোলাখুলি অস্বীকার করত, তাদেরকে শাসানো হয়েছিল এবং তাদের আজাব বর্ণনা করা হয়েছিল। এখান থেকে অস্বীকারের এক বিশেষ প্রকার এলহাদ সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে। اِلْحَادٌ ও لَحْدٌ -এর আভিধানিক অর্থ একদিকে ঝুঁকে পড়া। এক পার্শ্বে খনন করা, কবরকেও এ কারণেই لَحْدٌ বলা হয়। কুরআন ও হাদীসের পরিভাষায় কুরআনি আয়াত থেকে পাশ কাটিয়ে যাওয়াকে এলহাদ বলা হয়। খোলাখুলি পাস কাটিয়ে যাওয়া, আভিধানিক অর্থের দিক দিয়ে উভয়টিকে এলহাদ বলা হয়ে থাকে। কিন্তু সাধারণভাবে এলহাদ হচ্ছে কুরআন ও তার আয়াতসমূহের প্রতি বাহ্যতঃ ঈমান দাবি করা, কিন্তু নিজের পক্ষ থেকে কুরআন, সুন্নাহ্ ও অধিকাংশ উম্মতের বিপরীত অর্থ বর্ণনা করা, যা দ্বারা কুরআনের উদ্দেশ্যই পণ্ড হয়ে যায়। আলোচ্য আয়াতের তাফসীর প্রসঙ্গে হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) থেকেও এলহাদের

https://e-ilm.weebly.com/

অর্থ তাই বর্ণিত রয়েছে। তিনি বলেন, اَلْاِلْحَادُ هُوَ وَضْعُ الْكَلَامِ عَلٰى غَيْرِ مَوْضِعِه আয়াতের لَا يَخْفَوْنَ عَلَيْنَا বাক্যটিও এ অর্থের ইঙ্গিত বহন করে। এ থেকে বুঝা যায় যে, এলহাদ এমন একটি কুফর, যাকে তারা গোপন করতে চাইত। তাই আল্লাহ তা'আলা বলেছেন যে, তারা আমার কাছে তাদের কুফর গোপন করতে পারে না।

আলোচ্য আয়াত স্পষ্ট ব্যক্ত করছে যে, কুরআনের আয়াতকে প্রকাশ্য ভাষায় অস্বীকার করা অথবা অসত্য অর্থ বর্ণনা করে কুরআনের বিধানাবলিকে বিকৃত করার চেষ্টা করা সবই কুফর ও গোমারাহী।

সারকথা এই যে, এলহাদ এক প্রকার কপটতামূলক কুফর। অর্থাৎ, মুখে কুরআন ও কুরআনের আয়াতসমূহ মেনে নেওয়ার দাবি ও স্বীকারোক্তি করা, কিন্তু আয়াতসমূহের এমন মনগড়া অর্থ বর্ণনা করা, যা কুরআন ও সুন্নাহর অন্যান্য বর্ণনা ও ইসলামি মূলনীতির পরিপন্থি। ইমাম আবূ ইউসুফ (র.) কিতাবুল খেরাজে বলেন, كَذٰلِكَ الزَّنَادِقَةُ الَّذِيْنَ يُلْحِدُوْنَ وَقَدْ كَانُوْا يُظْهِرُوْنَ الْاِسْلَامَ সে যিন্দিকরাও তেমনি, যারা এলহাদ করে এবং মুখে মুসলমানিত্বের দাবি করে।

এ থেকে জানা যায় যে, মুলহিদ ও যিন্দীক সম-অর্থে এমন কাফেরকে বলা হয়, যে মুখে ইসলাম দাবি করলেও প্রকৃতপক্ষে আয়াতসমূহের কুরআন, সুন্নাহ ও ইজমা বিরোধী মনগড়া অর্থ বর্ণনা করার অজুহাতে ইসলামের বিধানাবলিকে পাশ কাটিয়ে চলে।

একটি বিভ্রান্তির অবসান : আকায়েদের কিতাবসমূহে এ নিয়ম বর্ণিত হয়েছে যে, যে ব্যক্তি কোনো অর্থ উদ্ভাবনের মাধ্যমে ভ্রান্ত বিশ্বাস ও কুফরি বাক্য অবলম্বন করে, সে কাফের নয়। এখন এ নীতিটি যদি ব্যাপক অর্থে নেওয়া হয় যে, যে কোনো অকাট্য ও নিশ্চিত বিধানে অর্থ উদ্ভাবন করলেও এবং যে কোনো ধরনের অসত্য অর্থ উদ্ভাবন করলেও কাফের হবে না, তবে দুনিয়াতে মুশরিক, প্রতিমা পূজারী ও ইহুদি খ্রিস্টানদের মধ্যে কাউকেই কাফের বলা যায় না। কেননা প্রতিমা পূজারী মুশরিকদের অর্থ উদ্ভাবন তো কুরআনে উল্লিখিত আছে যে, مَا نَعْبُدُهُمْ اِلَّا لِيُقَرِّبُوْنَاۤ اِلَى اللّٰهِ زُلْفٰى অর্থাৎ আমরা প্রকৃতপক্ষে প্রতিমাদের পূজা এজন্য করি যাতে তারা সুপারিশ করে আমাদেরকে আল্লাহর নৈকট্যশীল করে দেয়। অতএব, প্রকৃতপক্ষে আমরা আল্লাহরই ইবাদত করি। কিন্তু কুরআন তাদের উদ্ভাবিত এ অর্থ বর্ণনা সত্ত্বেও তাদেরকে কাফেরই বলেছে। ইহুদি ও খ্রিস্টানদের অর্থ বর্ণনা প্রসিদ্ধ ও সুবিদিত, কিন্তু কুরআন ও সুন্নাহর বর্ণনায় এতদসত্ত্বেও তাদেরকে কাফের বলা হয়েছে। সুতরাং বুঝা গেল যে, অর্থ উদ্ভাবনকারীকে কাফের না বলার ভাবার্থ ব্যাপক নয়।

এ কারণেই আলেম ও ফিকহবিদগণ বলেন যে, অর্থ উদ্ভাবনের কারণে কাউকে কাফের বলা যায় না, তার জন্য শর্ত এই যে, তা ধর্মের জরুরি বিষয়াদিতে অকাট্য অর্থের বিপরীতে না হওয়া চাই। ধর্মের জরুরি বিষয়াদির শানে ইসলাম ও মুসলমানদের মধ্যে ব্যক্তি পরম্পরায় প্রসিদ্ধ ও সুবিদিত বিষয়াদি, যেগুলো সম্পর্কে অশিক্ষিত মূর্খ মহলও ওয়াকিফহাল, যেমন পাঞ্জেগানা নামাজ ফরজ হওয়া, ফজরের দু'রাকাত ও জোহরের চার রাকাত ফরজ হওয়া, রমজানের রোজা ফরজ হওয়া; সুদ, মদ ও শূকর হারাম হওয়া ইত্যাদি। যদি কোনো ব্যক্তি এসব বিষয় সম্পর্কে কুরআনের আয়াতে এমন কোনো অর্থ উদ্ভাবন করে, যা দ্বারা মুসলমানদের মধ্যে ব্যক্তি পরম্পরায় প্রসিদ্ধ ও সুবিদিত অর্থ পাল্টে যায়, তবে সে নিশ্চিতরূপেও সর্বসম্মতভাবে কাফের হয়ে যাবে। কেননা এটা প্রকৃত-প্রস্তাবে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর শিক্ষাকে অস্বীকার করার নামান্তর। অধিকাংশ আলেমের মতে ঈমানের সংজ্ঞাই এই যে, تَصْدِيْقُ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِيْمَا عُلِمَ مَجِيْئُهٗ بِه ضَرُوْرَةً অর্থাৎ এমন সব বিষয়ে নবী করীম ﷺ-এর সত্যায়ন করা, যেগুলোর বর্ণনা ও আদেশ জাজ্বল্যমানরূপে তাঁর কাছ থেকে প্রমাণিত রয়েছে। অর্থাৎ আলেমগণ তো জানেনই- সর্বসাধারণও জানে।

কাজেই এর বিপরীতে কুফরের সংজ্ঞা এই যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ নিশ্চিত ও জাজ্বল্যমানরূপে যেসব বিষয় নিয়ে আগমন করেছেন, সেগুলোর মধ্য থেকে কোনোটিকে অস্বীকার করা।

অতএব, যে ব্যক্তি ধর্মের জরুরি বিষয়াদিতে অর্থ উদ্ভাবনের মাধ্যমে বিধান পরিবর্তন করে, সে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর আনীত শিক্ষাকেই অস্বীকার করে।

https://e-ilm.weebly.com/

বর্তমান যুগে কুফর ও এলহাদের ব্যাপকতা : বর্তমান যুগে একদিকে ইসলাম ও ইসলামের বিধানাবলি সম্পর্কে মূর্খতা ও উদাসীনতা চরমে পৌঁছেছে। নব্যশিক্ষিত মুসলমানগণ অনেক প্রয়োজনীয় বিষয় সম্পর্কেও অজ্ঞ। অপরদিকে আধুনিক আল্লাহ বিহীন, বস্তুনিষ্ঠ শিক্ষার প্রভাবে এবং ইউরোপের প্রাচ্য শিক্ষাবিশারদ পণ্ডিতদের প্রচারিত ইসলাম বিরোধী সন্দেহ ও সংশয়ের প্রভাবে প্রভাবান্বিত হয়ে অনেকেই ইসলাম ও ইসলামি মূলনীতি সম্পর্কে বিতর্ক ও আলোচনা শুরু করে দিয়েছে; অথচ ইসলামের মূলনীতি ও শাখা এবং কুরআন ও হাদীস সম্পর্কে তাদের জ্ঞান শূন্যের কোটায়। তারা ইসলাম সম্পর্কে কিছু অর্জন করে থাকলেও তা ইসলাম বিদ্বেষী ইউরোপীয় লেখকদের লেখা পাঠ করেই অর্জন করেছে। তারা কুরআন ও হাদীসের অকাট্য ও জাজ্বল্যমান বর্ণনায় নানাবিধ অসত্য অর্থ সংযোজন করে শরিয়তের সর্বসম্মত ও চূড়ান্ত বিধানাবলির পরিবর্তন করাকে ইসলামের খেদমত মনে করে নিয়েছে। যখন তাদেরকে বলা হয়, এটা প্রকাশ্য কুফর, তখন তারা উপরিউক্ত প্রসিদ্ধ নীতির শরণাপন্ন হয়ে বলে, আমরা বিধানটিকে অস্বীকার করি না, বরং এতে অর্থ সংযোজন করি মাত্র। কাজেই আমাদের প্রতি কুফরের অভিযোগ আরোপিত হয় না।

হযরত শাহ্ আব্দুল আজীজ (র.) বলেন, যে অসত্য অর্থ বিয়োজনকে কুরআনের আয়াতে এলহাদ নামে অভিহিত করা হয়েছে, তা দু'প্রকার। এক. যে অর্থ কুরআন হাদীসের অকাট্য ও মুতাওয়াতির বর্ণনা এবং অটাক্য ইজমার পরিপন্থি, এটা নিঃসন্দেহে কুফর এবং দুই. যা কুরআন ও হাদীসের ধারণাপ্রসূত কিন্তু নিশ্চয়তার নিকটবর্তী বর্ণনার অথবা প্রচলিত ইজমার পরিপন্থি। এটা গোমরাহী ও পাপাচার (ফিসক) -কুফর নয়। এ দু'প্রকার অসত্য অর্থ বিয়োজন ছাড়া কুরআন ও হাদীসের ভাষায় বিভিন্ন সম্ভাবনার ভিত্তিতে যেসব অর্থ বর্ণনা করা হয়, সেগুলো সাধারণ ফিকহ্‌বিদগণের ইজতিহাদের ময়দান, যা হাদীসের বর্ণনা অনুযায়ী সর্বাবস্থায় পুরস্কার ও ছওয়াবের কাজ।

إِنَّ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا بِالذِّكْرِ لَمَّا جَاۤءَهُمْ وَاِنَّهٗ لَكِتٰبٌ عَزِيْزٌ : অধিকাংশ তাফসীরবিদ বলেন, এ আয়াতে ذِكْرٌ বলে কুরআনকে বুঝানো হয়েছে। ব্যাকরণের দিক দিয়ে اِنَّ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا বাক্যটি পূর্ববর্তী اِنَّ الَّذِيْنَ يُلْحِدُوْنَ বাক্য থেকে بَدَل হয়েছে। কাজেই উভয় বাক্যের একই বিধান হবে এবং সারমর্ম হবে এই যে, তারা আমার কাছে গোপন থাকতে পর না বিধায় আজাব থেকেও বাঁচতে পারবে না।

لَا يَاْتِيْهِ الْبَاطِلُ مِنْۢ بَيْنِ يَدَيْهِ وَلَا مِنْ خَلْفِهٖ : এতে বর্ণিত হয়েছে যে, কুরআন আল্লাহর পক্ষ থেকে সংরক্ষিত। কাতাদাহ ও সুদ্দী বলেন, আয়াতে بَاطِلْ বলে শয়তানকে বোঝানো হয়েছে এবং সম্মুখ দিক ও পশ্চাৎ দিক বলে সমস্ত দিক বুঝানো হয়েছে। উদ্দেশ্য এই যে, শয়তান কোনোদিক থেকেই এ কিতাবে হস্তক্ষেপ করতে পারে না এবং এতে কোনোরূপ পরিবর্তন করতে সক্ষম হয় না।

তাফসীরে মাযহারীতে বলা হয়েছে, জিন অথবা মানব কোনো প্রকার শয়তানই কুরআনে পরিবর্তন ও পরিবর্ধন করতে সক্ষম নয়। রাফেযী সম্প্রদায়ের কেউ কেউ কুরআনে দশটি পারা এবং কেউ কেউ বিশেষ আয়াত সংযোজন করতে চেয়েছিল, কিন্তু তাদের সে প্রচেষ্টা ব্যর্থতায় পর্যবসিত হয়েছে।

আবূ হাইয়্যান বলেন, বাতিল শব্দটি কেবলমাত্র শয়তানের জন্যেই প্রযোজ্য নয়; বরং শয়তানের পক্ষ থেকে হোক অথবা অন্য কারো পক্ষ থেকে হোক, যে কোনো বাতিল কুরআনে প্রবিষ্ট হতে পারে না। অতঃপর তিনি তাবারীর বরাত দিয়ে আয়াতের অর্থ এই বর্ণনা করেছেন যে, কোনা বাতিলপন্থির সাধ্য নেই যে, সামনে এসে এ কিতাবে কোনোরূপ পরিবর্তন বা পরিবর্ধন করে। এমনিভাবে পেছন দিক থেকে গোপনে এসে এর অর্থ বিকৃত করার ও এলহাদ করার সাধ্যও কারো নেই। তাবারীর তাফসীর এ স্থানের সাথে খুবই সামঞ্জস্যপূর্ণ। কেননা কুরআনে এলহাদ ও পরিবর্তনের পথ দু'টিই। এক. খোলাখুলিভাবে কুরআনে কোনো পরিবর্তন করার চেষ্টা করা। একে مِنْۢ بَيْنِ يَدَيْهِ বলে ব্যক্ত করা হয়েছে। দুই বাহ্যতঃ ঈমান দাবি করা, কিন্তু গা ঢাকা দিয়ে অসত্য অর্থ সংযোজনের মাধ্যমে কুরআনের অর্থে পরিবর্তন সাধন করা। একে وَلَا مِنْ خَلْفِهٖ বলে বর্ণনা করা হয়েছে। সারকথা এই যে, এ কিতাব আল্লাহর কাছে সম্মানিত ও সম্ভ্রান্ত। এর ভাষায় পরিবর্তন বা পরিবর্ধন করার শক্তি যেমন কারো নেই, তেমনি এর অর্থ সম্ভার বিকৃত করে বিধানাবলির পরিবর্তন করার সাধ্যও কারো

https://e-ilm.weebly.com/

নেই। যখনই কোনো হতভাগা এরূপ করার ইচ্ছা করেছে, তখনই সে লাঞ্ছিত ও প্রত্যাখ্যাত হয়েছে এবং কুরআন তার নাপাক কৌশল থেকে পাক-পবিত্র রয়েছে। কুরআনের ভাষায় যে পরিবর্তন করার উপায় নেই, তা প্রত্যেকে দেখে এবং বুঝে। কুরআন চৌদ্দশ' বছর অবধি সারা বিশ্বে পঠিত হচ্ছে এবং লাখো মানুষের বুকে সংরক্ষিত আছে। কেউ একটি যের ও যবরে ভুল করলেও বৃদ্ধ থেকে নিয়ে বালক পর্যন্ত এবং আলেম থেকে নিয়ে জাহেল পর্যন্ত লাখো মুসলমান তার ভুল ধরার জন্য দাঁড়িয়ে যায়। مِنْ خَلْفِهٖ বলে ইঙ্গিত করা হয়েছে যে, وَاِنَّا لَهٗ لَحٰفِظُوْنَ বলে আল্লাহ তা'আলা কেবল কুরআনের ভাষা সংরক্ষণের দায়িত্বই নেননি; বরং এর অর্থ-সম্ভারের হেফাজত করাও আল্লাহ তা'আলারই দায়িত্ব। তিনি আপন রাসূল ও তাঁর প্রত্যক্ষ শাগরেদ অর্থাৎ সাহাবায়ে কেরামের মাধ্যমে কুরআনের অর্থ-সম্ভার এমন সংরক্ষিত করে দিয়েছেন যে, কোনো বেদ্বীন-মুলহিদ অসত্য অর্থ বর্ণনার মাধ্যমে এতে পরিবর্তন সাধন করতে চাইলে সর্বত্র সর্বযুগে হাজারো আলেম তা খণ্ডনে প্রবৃত্ত হয়ে যান। ফলে সে ব্যর্থ ও অপমানিত হয়। সত্য বলতে কি, وَاِنَّا لَهٗ لَحٰفِظُوْنَ বাক্যে لَهٗ -এর সর্বনাম দ্বারা কুরআন বুঝানো হয়েছে এবং কুরআন কেবল ভাষার নাম নয়; বরং ভাষা ও অর্থসম্ভার উভয়ের সমষ্টিকে কুরআন বলা হয়।

আলোচ্য আয়াতসমূহের মোটামুটি বিষয়বস্তু এই যে, যারা বাহ্যতঃ মুসলমান তারা খোলাখুলিভাবে অস্বীকার করতে পারে না। কিন্তু আয়াতসমূহে অসত্য অর্থ বর্ণনার মাধ্যমে কুরআন ও রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর অকাট্য বর্ণনার বিপরীত উদ্দেশ্য ব্যক্ত করে। তাদের এ ধরনের পরিবর্তন থেকেও আল্লাহ তা'আলা তাঁর কিতাবের হেফাজত করেছেন। ফলে কারো মনগড়া অর্থ প্রসার লাভ করতে পারে না। কুরআন ও হাদীসের অন্যান্য বর্ণনা এবং আলেমগণ তার মুখোশ উন্মোচিত করে দেন। সহীহ হাদীসসমূহের বর্ণনা অনুযায়ী কিয়ামত পর্যন্ত মুসলমানদের মধ্যে এমন দল থাকবে, যারা পরিবর্তনকারীদের পরিবর্তনের মুখোশ উন্মোচিত করে কুরআনের সঠিক অর্থ জনসমক্ষে ফুটিয়ে তুলবে। তারা মানুষের কাছে নিজেদের কুফর যতই গোপন করুক, আল্লাহর কাছে গোপন করতে পারবে না। তাই আল্লাহ তা'আলা যখন তাদের চক্রান্ত সম্পর্কে সতর্ক, তখন তাদের এ অপকর্মের শাস্তি ভোগ করাও অপরিহার্য।

ءَاَعْجَمِىٌّ وَّعَرَبِىٌّ : আরব ব্যতীত দুনিয়ার অপর জাতিসমূহকে 'আজম' বলা হয়। যদি শব্দটির প্রথমে আলিফ যোগ করে اَعْجَمْ বলা হয়, তবে এর অর্থ হয় অপ্রাঞ্জল বাক্য। তাই যে ব্যক্তি আরবি নয়, তাকে আজমী বলা হবে, যদিও সে প্রাঞ্জল ভাষা বলে। বস্তুতঃ اَعْجَمْ বলা হবে তাকেই, যে ব্যক্তি প্রাঞ্জল ভাষা বলতে পারে না। –[কুরতুবী]

আয়াতের মর্মার্থ এই যে, আমি যদি আরবি ভাষা ব্যতীত অপর কোনো ভাষায় কুরআন নাজিল করতাম, তবে কুরাইশরা অভিযোগ করত যে, এ কিতাব আমরা বুঝি না। তারা আশ্চর্যান্বিত হয়ে বলত, রাসূল তো আরবি আর কিতাব হলো কিনা আনারব, অপ্রাঞ্জল ভাষায়।

قُلْ هُوَ لِلَّذِيْنَ اٰمَنُوْا هُدًى وَّشِفَاۤءٌ : এখানে কুরআনের দু'টি গুণ ব্যক্ত হয়েছে (এক) কুরআন হেদায়েত, জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে মানুষকে কল্যাণের পথ প্রদর্শন করে। (দুই) কুরআন আরোগ্যদানকারী। কুফর, শিরক, অহংকার, হিংসা, লোভ-লালসা ইত্যাদি আত্মিক রোগ যে কুরআনের মাধ্যমে নিরাময় হয়, তা বলাই বাহুল্য। কুরআন বাহ্যিক ও দৈহিক রোগেরও প্রতিকার। অনেক দৈহিক রোগের চিকিৎসা কুরআনি দোয়া দ্বারা হয় এবং সফলও হয়।

اُولٰۤئِكَ يُنَادَوْنَ مِنْ مَّكَانٍۢ بَعِيْدٍ : এটা একটা দৃষ্টান্ত। যে ব্যক্তি কথা বুঝে, অনারবরা তাকে বলে اَنْتَ تَسْمَعُ مِنْ قَرِيْبٍ অর্থাৎ তুমি নিকটবর্তী স্থান থেকে শুনছ। আর যে কথা বুঝে না, তাকে বলে اَنْتَ تُنَادٰى مِنْ بَعِيْدٍ অর্থাৎ তোমাকে দূর থেকে ডাকা হচ্ছে। –[কুরতুবী]

উদ্দেশ্য এই যে, তারা যেহেতু কুরআনের নির্দেশাবলি শোনার ও বুঝার ইচ্ছা রাখে না, তাই তাদের কান যেন বধির এবং চক্ষু অন্ধ। তাদেরকে হেদায়েত করা এমন, যেমন কাউকে অনেক দূর থেকে ডাক দেওয়া, ফলে তার কানে আওয়াজ পৌঁছে না এবং সে সাড়া দিতে পারে না।

https://e-ilm.weebly.com/

শব্দ বিশ্লেষণ :

اِهْتَزَّتْ : সীগাহ واحد مؤنث غائب বহছ ماضى معروف বাব اِفْتِعَالٌ মাসদার اَلْاِهْتِزَازُ মূলবর্ণ (ه ـ ز ـ ز) জিনস مضاعف ثلاثى অর্থ– সে স্পন্দিত হয়ে উঠে, সে অক্লান্তভাবে নড়াচড়া করেছে।

رَبَتْ : সীগাহ واحد مؤنث غائب বহছ ماضى معروف বাব نَصَرَ মাসদার اَلرُّبُوُّ মূলবর্ণ (ر ـ ب ـ و) জিনস ناقص واوى অর্থ– সে স্ফীত হয়ে উঠে, সে বেড়েছে। ইহা বৃদ্ধি পেয়েছে।

يُلْحِدُوْنَ : সীগাহ جمع مذكر غائب বহছ مضارع معروف বাব اِفْعَالٌ মাসদার اَلْاِلْحَادُ মূলবর্ণ (ل ـ ح ـ د) জিনস صحيح অর্থ– তরোবক্রতা অবলম্বন করে, তারা ভুল সম্বন্ধ করে।

يُلْقٰى : সীগাহ واحد مذكر غائب বহছ مضارع مجهول বাব اِفْعَالٌ মাসদার اَلْاِلْقَاءُ মূলবর্ণ (ل ـ ق ـ ى) জিনস ناقص يائى অর্থ– যে নিক্ষিপ্ত হবে, তাকে নিক্ষেপ করা হবে।

فُصِّلَتْ : সীগাহ واحد مؤنث غائب বহছ ماضى مجهول বাব تَفْعِيْلٌ মাসদার اَلتَّفْصِيْلُ মূলবর্ণ (ف ـ ص ـ ل) জিনস صحيح অর্থ– ইহা সুস্পষ্টভাবে বর্ণনা করা হয়েছে। বিস্তারিতভাবে বর্ণনা করা হয়েছে।

يُنَادَوْنَ : সীগাহ جمع مذكر غائب বহছ مضارع مجهول বাব مُفَاعَلَةٌ মাসদার اَلْمُنَادَاةُ মূলবর্ণ (ن ـ د ـ و) জিনস ناقص واوى অর্থ– তাদেরকে ডাকা হবে। তারা আহূত হবে।

سَبَقَتْ : সীগাহ واحد مؤنث غائب বহছ ماضى معروف বাব ضَرَبَ মাসদার اَلسَّبْقُ মূলবর্ণ (س ـ ب ـ ق) জিনস صحيح অর্থ– সে অগ্রগামী হয়েছে।

مُرِيْبٌ : সীগাহ واحد مذكر বহছ اسم فاعل বাব اِفْعَالٌ মাসদার اَلْاِرَابَةُ মূলবর্ণ (ر ـ ى ـ ب) জিনস اجوف يائى অর্থ– দোদুল্যমান, সন্দেহ পোষণকারী।

اَسَاءَ : সীগাহ واحد مذكر غائب বহছ ماضى معروف বাব اِفْعَالٌ মাসদার اَلْاِسَاءَةُ মূলবর্ণ (س ـ و ـ ء) জিনস মুরাক্কাব [مهموز لام এবং اجوف واوى] অর্থ– সে মন্দ কাজ করেছে। সে খারাপ করেছে।

বাক্য বিশ্লেষণ :

اِعْمَلُوْا مَا شِئْتُمْ اِنَّهٗ بِمَا تَعْمَلُوْنَ بَصِيْرٌ : এখানে اِعْمَلُوْا হলো ফে'লে আমর আর তার যমীর হলো ফায়েল। আর مَا হলো مفعول به এবং شِئْتُمْ বাক্যটি মওসূলের সেলাহ হয়েছে। আর اِنَّهٗ এর اِنَّ হলো হরফে মুশাব্বাহ বিল ফে'ল আর ه হলো اسم ان আর بِمَا تَعْمَلُوْنَ টা بَصِيْرٌ-এর সাথে متعلق হয়েছে। আর بَصِيْرٌ হলো خبر ان।

–[ই'রাবুল কুরআন ৬ষ্ঠ খণ্ড : পৃ. ৬৪২]

https://e-ilm.weebly.com/

https://e-ilm.weebly.com/

** আর যদিও আমাকে আমার প্রতিপালকের সমীপে উপস্থিত করা [ও] হয়, তবুও তাঁর সমীপে আমার জন্য মঙ্গলই রয়েছে, অনন্তর [শীঘ্রই] আমি এ অবিশ্বাসীদেরকে তাদের সমস্ত কার্য অবশ্যই জানিয়ে দেব এবং তাদেরকে কঠিন শাস্তি আস্বাদন করাব।	وَلَئِنْ رُّجِعْتُ اِلٰى رَبِّيْٓ اِنَّ لِيْ عِنْدَهٗ لَلْحُسْنٰى ۚ فَلَنُنَبِّئَنَّ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا بِمَا عَمِلُوْا ۫ وَلَنُذِيْقَنَّهُمْ مِّنْ عَذَابٍ غَلِيْظٍ ﴿٥٠﴾
৫১. আর যখন আমি মানুষের প্রতি নিয়ামত দান করি, তখন সে [আমা হতে] মুখ ফিরিয়ে নেয় এবং পার্শ্ব ফিরিয়ে নেয়, আর যখন কোনো বিপদ তাকে স্পর্শ করে, তখন সে খুব লম্বা-চওড়া প্রার্থনা করতে থাকে।	وَاِذَآ اَنْعَمْنَا عَلَى الْاِنْسَانِ اَعْرَضَ وَنَاٰ بِجَانِبِهٖ ۚ وَاِذَا مَسَّهُ الشَّرُّ فَذُوْ دُعَآءٍ عَرِيْضٍ ﴿٥١﴾
৫২. আপনি বলে দিন, আচ্ছা বলো তো, যদি এ কুরআন আল্লাহর নিকট হতে এসে থাকে, অতঃপর তোমরা তাকে অবিশ্বাস কর, তবে এমন ব্যক্তি অপেক্ষা কে অধিক ভ্রান্তির মধ্যে হবে, যে দূরদূরান্তের বিরোধিতার মধ্যে রয়েছে?	قُلْ اَرَءَيْتُمْ اِنْ كَانَ مِنْ عِنْدِ اللّٰهِ ثُمَّ كَفَرْتُمْ بِهٖ مَنْ اَضَلُّ مِمَّنْ هُوَ فِيْ شِقَاقٍۭ بَعِيْدٍ ﴿٥٢﴾
৫৩. আমি অচিরেই তাদেরকে আমার [কুদরতের] নিদর্শনসমূহ তাদের আশেপাশেও দেখিয়ে দেব এবং তাদের নিজেদের মধ্যেও, এমনকি তাদের নিকট সুস্পষ্ট হয়ে যাবে যে, এ কুরআন সত্য; আপনার প্রতিপালকের এ বাণী কি যথেষ্ট নয় যে, তিনি প্রত্যেক বিষয়ে সাক্ষী রয়েছেন?	سَنُرِيْهِمْ اٰيٰتِنَا فِي الْاٰفَاقِ وَفِيْٓ اَنْفُسِهِمْ حَتّٰى يَتَبَيَّنَ لَهُمْ اَنَّهُ الْحَقُّ ۗ اَوَلَمْ يَكْفِ بِرَبِّكَ اَنَّهٗ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيْدٌ ﴿٥٣﴾

শাব্দিক অনুবাদ :

** وَلَئِنْ رُّجِعْتُ اِلٰى رَبِّيْ আর যদিও আমাকে আমার প্রতিপালকের সমীপে উপস্থিত (ও) করা হয় اِنَّ لِيْ عِنْدَهٗ لَلْحُسْنٰى তবুও তাঁর সমীপে আমার জন্য মঙ্গলই রয়েছে فَلَنُنَبِّئَنَّ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا بِمَا عَمِلُوْا অনন্তর (শীঘ্রই) আমি এই অবিশ্বাসীদেরকে তাদের সমস্ত কার্য অবশ্য জানিয়ে দিব وَلَنُذِيْقَنَّهُمْ এবং তাদেরকে আস্বাদন করাব مِّنْ عَذَابٍ غَلِيْظٍ কঠিন শাস্তি।

৫১. وَاِذَآ اَنْعَمْنَا عَلَى الْاِنْسَانِ আর যখন আমি মানুষের প্রতি নিয়ামত দান করি اَعْرَضَ তখন সে (আমা হতে) মুখ ফিরিয়ে নেয় وَنَاٰ بِجَانِبِهٖ এবং পার্শ্ব ফিরিয়ে নেয় وَاِذَا مَسَّهُ الشَّرُّ আর যখন কোনো বিপদ তাকে স্পর্শ করে فَذُوْ دُعَآءٍ عَرِيْضٍ তখন সে খুব লম্বা -চওড়া প্রার্থনা করতে থাকে।

৫২. قُلْ আপনি বলে দিন اَرَءَيْتُمْ আচ্ছা বল তো اِنْ كَانَ مِنْ عِنْدِ اللّٰهِ যদি এই কুরআন আল্লাহর নিকট হতে এসে থাকে ثُمَّ كَفَرْتُمْ بِهٖ অতঃপর তোমরা তাকে অবিশ্বাস করো مَنْ اَضَلُّ مِمَّنْ তবে এমন ব্যক্তি অপেক্ষা কে অধিক ভ্রান্তির মধ্যে হবে هُوَ فِيْ شِقَاقٍۭ بَعِيْدٍ যে দূর দূরান্তের বিরোধিতার মধ্যে রয়েছে

৫৩. سَنُرِيْهِمْ আমি অচিরেই তাদেরকে দেখিয়ে দিব اٰيٰتِنَا আমার (কুদরতের) নিদর্শনসমূহ فِي الْاٰفَاقِ তাদের আশেপাশেও وَفِيْٓ اَنْفُسِهِمْ এবং তাদের নিজেদের মধ্যে حَتّٰى يَتَبَيَّنَ لَهُمْ এমনকি তাদের নিকট সুস্পষ্ট হয়ে যাবে اَنَّهُ الْحَقُّ এই কুরআন সত্য اَوَلَمْ يَكْفِ بِرَبِّكَ আপনার প্রতিপালকের এই বাণী কি যথেষ্ট নয় যে اَنَّهٗ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيْدٌ তিনি প্রত্যেক বিষয়ে সাক্ষী রয়েছেন।

https://e-ilm.weebly.com/

৫৪. স্মরণ রেখ, তারা তাদের প্রতিপালকের সম্মুখে উপস্থিত হওয়া সম্বন্ধে সন্দিহান; [আরও] স্মরণ রেখ, তিনি প্রত্যেক বস্তুকে বেষ্টন করে আছেন।	اَلَآ اِنَّهُمْ فِىْ مِرْيَةٍ مِّنْ لِّقَآءِ رَبِّهِمْ ؕ اَلَآ اِنَّهٗ بِكُلِّ شَىْءٍ مُّحِيْطٌ ۝ ع

শাব্দিক অনুবাদ :

৫৪. اَلَآ স্মরণ রেখ اِنَّهُمْ فِىْ مِرْيَةٍ তারা সন্দিহান مِّنْ لِّقَآءِ رَبِّهِمْ তাদের প্রতিপালকের সম্মুখে উপস্থিত হওয়া সম্বন্ধে আরো স্মরণ রেখ اِنَّهٗ بِكُلِّ شَيْءٍ مُّحِيْطٌ তিনি প্রত্যেক বস্তুকে বেষ্টন করে আছেন।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

اِلَيْهِ يُرَدُّ عِلْمُ السَّاعَةِ وَمَا تَخْرُجُ مِنْ ثَمَرَاتٍ مِّنْ اَكْمَامِهَا وَمَا تَحْمِلُ مِنْ اُنْثٰى وَلَا تَضَعُ اِلَّا بِعِلْمِهٖ وَيَوْمَ يُنَادِيْهِمْ اَيْنَ شُرَكَآئِىْ قَالُوْا اٰذَنّٰكَ مَا مِنَّا مِنْ شَهِيْدٍ

শানে নুযূল : মক্কার মুশরিকরা বলত যে, হে মুহাম্মদ! আপনি যদি নবী হয়ে থাকেন, তাহলে কিয়ামত কখন হবে, সে সম্পর্কে আপনি আমাদের অবহিত করুন। তাদের সে আবেদনের পরিপ্রেক্ষিতে আল্লাহ তা'আলা আলোচ্য আয়াত নাজিল করেছেন। -[কুরতুবী ৩২২/১৫]

فَذُوْ دُعَآءٍ عَرِيْضٍ অর্থাৎ কাফের লোকদের অভ্যাস এই যে, আল্লাহ তা'আলা তাকে কোনো নিয়ামত, ধনসম্পদ, ইজ্জতও নিরাপত্তা দিলে সে তাতে মগ্ন ও বিভোর হয়ে তা আল্লাহ তা'আলার কাছ থেকে আরও দূরে চলে যায় এবং তার অহংকার উদাসীনতা আরও বেড়ে যায়। পক্ষান্তরে সে কোনো বিপদের সম্মুখীন হলে আল্লাহর কাছে সুদীর্ঘ দোয়া করতে থাকে। সুদীর্ঘ দোয়াকে এস্থলে عَرِيْضٍ অর্থাৎ, প্রশস্ত দোয়া বলা হয়েছে। এতে আতিশয্য প্রকাশ পেয়েছে। কেননা যে বস্তু প্রশস্ত ও বড়, তা যে দৈর্ঘ্যেও বড় হবে, তা আপনাআপনিই বোঝা যায়। এ কারণেই জান্নাতের বিস্তৃতি বর্ণনা করার ক্ষেত্রেও আল্লাহ তা'আলা عَرْضُهَا السَّمٰوٰتُ وَالْاَرْضُ বলেছেন। অর্থাৎ জান্নাত এত বিস্তৃত যে, তার প্রস্থের মধ্যে সমস্ত আকাশও পৃথিবীর সংকুলান হয়ে যায়।

সহীহ হাদীস থেকে জানা যায় যে, দোয়ার মধ্যে কাকুতি, মিনতি, কান্নাকাটি ও বার বার বলা উত্তম। -[বুখারী, মুসলিম] সে মতে দীর্ঘ দোয়া করা প্রশংসনীয় কাজ। কিন্তু এস্থলে কাফেরদের নিন্দা দীর্ঘ দোয়ার কারণে হয়নি ; বরং তার এ সামগ্রিক অভ্যাসের কারণে করা হয়েছে যে, আল্লাহর নিয়ামত পেলে সে অহংকারে মেতে উঠে এবং বিপদের সম্মুখীন হলেই দুঃখ বর্ণনা করে ফিরে। এতে তার উদ্দেশ্য দোয়া নয়; বরং হা-হুতাশ করা ও মানুষের কাছে তা গেয়ে ফেরা।

سَنُرِيْهِمْ اٰيٰتِنَا فِى الْاٰفَاقِ وَفِىْٓ اَنْفُسِهِمْ অর্থাৎ, আমি আমার কুদরত শব্দটি ও তাওহীদের নিদর্শনাবলি তদেরকে দেখাই বিশ্বজগতেও এবং তাদের নিজেদের সত্তার মধ্যেও। اُفُقٌ اٰفَاقٌ -এর বহুবচন, অর্থ দিগন্ত। আয়াতের উদ্দেশ্য এই যে, বিশ্বজগতের ছোট-বড় সৃষ্টি তথা আকাশ, পৃথিবী ও এতদুভয়ের মধ্যবর্তী যে কোনো বস্তুর প্রতি দৃষ্টিপাত করলে তা আল্লাহর অস্তিত্ব, তাঁর সর্বব্যাপী জ্ঞান ও কুদরত এবং তাঁর একত্বের সাক্ষ্য দেয়। এর চাইতে আরও নিকটবর্তী বস্তু স্বয়ং মানুষের প্রাণ ও দেহ। তার এক একটি অঙ্গ এবং তাতে কর্মরত ও নাজুক যন্ত্রপাতির মধ্যে তার আরাম ও সুখের বিস্ময়কর ব্যবস্থা রাখা হয়েছে। এসব যন্ত্রপাতিকে এমন মজবুত করা হয়েছে যে, সত্তর-আশি বছর পর্যন্তও ক্ষয়প্রাপ্ত হয় না। মানুষের গ্রন্থিসমূহে যে স্প্রিংও ক্ষয়প্রাপ্ত হয়ে খতম হয়ে যেত। মানুষের হাতে চামড়া এবং তাতে অঙ্কিত রেখাও সারা জীবনে ক্ষয়প্রাপ্ত হয় না। এসব ব্যাপারে যদি সামান্য জ্ঞানবুদ্ধিসম্পন্ন ব্যক্তিও চিন্তাভাবনা করে, তবে সে এ বিশ্বাসে উপনীত হতে বাধ্য হবে যে, তার অবশ্যই একজন স্রষ্টা ও প্রতিষ্ঠাতা আছেন, যাঁর জ্ঞান ও কুদরত অসীম এবং যাঁর কোনো সমকক্ষ হতে পারে না। فَتَبَارَكَ اللّٰهُ اَحْسَنُ الْخَالِقِيْنَ

https://e-ilm.weebly.com/

শব্দ বিশ্লেষণ :

يُرَدُّ : সীগাহ واحد مذكر غائب বহছ مضارع مجهول বাব نَصَرَ মাসদার رَدٌّ মূলবর্ণ (ر - د - د) জিনস مضاعف ثلاثى অর্থ- তাকে ফিরানো হবে।

تَضَعُ : সীগাহ واحد مؤنث غائب বহছ مضارع معروف বাব فَتَحَ মাসদার وَضْعٌ মূলবর্ণ (و - ض - ع) জিনস مثال واوى অর্থ- সে রাখবে, সে ঢেলে দেয়, সে প্রসব করে।

اٰذَنّٰكَ : সীগাহ جمع متكلم বহছ ماضى معروف বাব اِفْعَالٌ মাসদার اِيْذَانٌ মূলবর্ণ (ء - ذ - ن) জিনস مهموز فاء অর্থ- আমরা তোমাকে বলে দিলাম। আদেশ করলাম।

ظَنُّوْا : সীগাহ جمع مذكر غائب বহছ ماضى معروف বাব نَصَرَ মাসদার ظَنٌّ মূলবর্ণ (ظ - ن - ن) জিনস مضاعف ثلاثى অর্থ- তারা জেনেছে। তারা বিশ্বাস করেছে।

اَذَقْنٰهُ : সীগাহ جمع متكلم বহছ ماضى معروف বাব اِفْعَالٌ মাসদার اِذَاقَةٌ মূলবর্ণ (ذ - و - ق) জিনস اجوف واوى অর্থ- আমরা তাকে স্বাদ গ্রহণ করাব।

رُجِعْتُ : সীগাহ واحد متكلم বহছ ماضى مجهول বাব ضَرَبَ মাসদার رَجْعٌ মূলবর্ণ (ر - ج - ع) জিনস صحيح অর্থ- আমাকে ফিরানো হয়েছে।

نُرِيْهِمْ : সীগাহ جمع متكلم বহছ مضارع معروف বাব اِفْعَالٌ মাসদার اِرَاءَةٌ মূলবর্ণ (ر - ء - ى) জিনস মুরাক্কাব مهموز عين এবং ناقص يائى অর্থ- আমরা তাদেরকে দেখাব।

اٰفَاقٌ : এটি اُفُقٌ -এর বহুবচন। অর্থ- আকাশের প্রান্ত। মূলত : اُفُقٌ আকাশের ঐ প্রান্তকে বলে, যেখানে আকাশ-মাটি একাকার দেখা যায়।

يَتَبَيَّنَ : সীগাহ واحد مذكر غائب বহছ مضارع معروف বাব تَفَعُّلٌ মাসদার تَبَيُّنٌ মূলবর্ণ (ب - ى - ن) জিনস اجوف يائى অর্থ- প্রকাশ হওয়া।

لَمْ يَكْفِ : সীগাহ واحد مذكر غائب বহছ مضارع منفى بلم বাব ضَرَبَ মাসদার كِفَايَةٌ মূলবর্ণ (ك - ف - ى) জিনস ناقص يائى অর্থ- যথেষ্ট নয়।

مُحِيْطٌ : সীগাহ واحد مذكر বহছ اسم فاعل বাব اِفْعَالٌ মাসদার اِحَاطَةٌ মূলবর্ণ (ح - و - ط) জিনস اجوف واوى অর্থ- সবদিক থেকে বেষ্টনকারী।

বাক্য বিশ্লেষণ :

فَلَنُنَبِّئَنَّ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا بِمَا عَمِلُوْا وَلَنُذِيْقَنَّهُمْ مِّنْ عَذَابٍ غَلِيْظٍ : এখানে فاء টি فصيحة কেননা এটা কাফেরদের উক্তি وَلَئِنْ رُّجِعْتُ -এর জবাব হয়েছে। আর لَنُنَبِّئَنَّ -এর لام টি কসমের জন্য আর نُنَبِّئَنَّ হলো ফে'ল যা نون تاكيد ثقيله মিলিত হওয়ায় مبنى على الفتح হয়েছে। আর وَالَّذِيْنَ হলো مفعول به আর كَفَرُوْا বাক্যটি হলো সেলাহ। আর بِمَا হলো نصب -এর স্থলে نُنَبِّئَنَّ ফেলের দ্বিতীয় মাফউল। আর مَا টা মাওসূলাহও হতে পারে আবার مصدرية ও হতে পারে। আর وَلَنُذِيْقَنَّهُمْ টা فَلَنُنَبِّئَنَّ -এর উপর আতফ হয়েছে। আর مِنْ عَذَابٍ টা দ্বিতীয় মাফউলের স্থানে হয়েছে আর غَلِيْظٍ টা عَذَابٍ -এর সিফত হয়েছে। -[ই'রাবুল কুরআন ৭ম খণ্ড ; পৃ. ১১]

https://e-ilm.weebly.com/

سُوْرَةُ الشُّوْرٰی مَكِّيَّةٌ

সূরা শূরা

মক্কায় অবতীর্ণ; আয়াত– ৫৩, রুকূ'– ৫

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

পরম করুণাময়, দয়ালু আল্লাহর নামে শুরু করছি।

১. হা-মীম।	حٰمٓ ﴿۱﴾
২. 'আইন-সীন-ক্বাফ।	عٓسٓقٓ ﴿۲﴾
৩. এরূপে আপনার প্রতি এবং আপনার পূর্বে যারা [যে সকল রাসূল] অতীত হয়েছেন তাঁদের প্রতিও মহাপরাক্রান্ত, প্রজ্ঞাময় আল্লাহ ওহী পাঠিয়ে আসছেন।	كَذٰلِكَ يُوْحِيْٓ اِلَيْكَ وَاِلَى الَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِكَ ۙ اللّٰهُ الْعَزِيْزُ الْحَكِيْمُ ﴿۳﴾
৪. [এবং তাঁর মহিমা এরূপ যে,] যা কিছু আসমানসমূহে ও যা কিছু জমিনে রয়েছে, সবই তাঁরই জন্য; আর তিনিই হচ্ছেন সমুন্নত, সুমহান।	لَهٗ مَا فِي السَّمٰوٰتِ وَمَا فِي الْاَرْضِ ۭ وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيْمُ ﴿۴﴾
৫. হয়তো অচিরেই আসমানসমূহ তার উপর দিক হতে ফেটে পড়ে, আর [ঐ] ফেরেশতাগণ স্বীয় প্রতিপালকের পবিত্রতা ও প্রশংসা আবৃত্তি করছে আর পৃথিবীবাসীদের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করছে; জেনে রাখ, আল্লাহ তা'আলাই ক্ষমাশীল, অনুগ্রহশীল।	تَكَادُ السَّمٰوٰتُ يَتَفَطَّرْنَ مِنْ فَوْقِهِنَّ وَالْمَلٰٓئِكَةُ يُسَبِّحُوْنَ بِحَمْدِ رَبِّهِمْ وَيَسْتَغْفِرُوْنَ لِمَنْ فِي الْاَرْضِ ۭ اَلَآ اِنَّ اللّٰهَ هُوَ الْغَفُوْرُ الرَّحِيْمُ ﴿۵﴾

শাব্দিক অনুবাদ :

১. حٰمٓ হা-মীম।

২. عٓسٓقٓ আইন-সীন-ক্বাফ।

৩. كَذٰلِكَ এরূপে يُوْحِيْٓ ওহী পাঠিয়ে আসছেন اِلَيْكَ আপনার প্রতি وَاِلَى الَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِكَ এবং আপনার পূর্বে যারা অতীত হয়েছেন তাদের প্রতিও اللّٰهُ الْعَزِيْزُ الْحَكِيْمُ মহাপরাক্রান্ত, প্রজ্ঞাময় আল্লাহ।

৪. لَهٗ مَا فِي السَّمٰوٰتِ وَمَا فِي الْاَرْضِ যা কিছু আসমানসমূহে ও জমিনে রয়েছে সবই তাঁরই জন্য وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيْمُ আর তিনিই হচ্ছেন সমুন্নত, সুমহান।

৫. تَكَادُ السَّمٰوٰتُ হয়তো অচিরেই আসমানসমূহ يَتَفَطَّرْنَ مِنْ فَوْقِهِنَّ উপর দিক হতে ফেটে পড়ে وَالْمَلٰٓئِكَةُ يُسَبِّحُوْنَ بِحَمْدِ رَبِّهِمْ আর ফেরেশতাগণ স্বীয় প্রতিপালকের পবিত্রতা ও প্রশংসা আবৃত্তি করছে وَيَسْتَغْفِرُوْنَ আর ক্ষমা প্রার্থনা করছে لِمَنْ فِي الْاَرْضِ পৃথিবী বাসীদের জন্য اَلَآ اِنَّ اللّٰهَ هُوَ الْغَفُوْرُ الرَّحِيْمُ জেনে রাখ! আল্লাহ তা'আলাই ক্ষমাশীল, অনুগ্রহশীল।

https://e-ilm.weebly.com/

وَالَّذِيْنَ اتَّخَذُوْا مِنْ دُوْنِهٖۤ اَوْلِيَآءَ اللّٰهُ حَفِيْظٌ عَلَيْهِمْ ۫ۖ وَمَاۤ اَنْتَ عَلَيْهِمْ بِوَكِيْلٍ ﴿٦﴾

৬. আর যারা আল্লাহ ভিন্ন অন্য কার্যনির্বাহক নিরূপণ করে রেখেছে, আল্লাহ তা'আলা তাদেরকে [তাদের কার্যসমূহকে] পর্যবেক্ষণ করছেন এবং আপনাকে তাদের উপর [যখন চান আজাব নাজিল করান, এমন] কোনো অধিকার দেওয়া হয়নি।

وَكَذٰلِكَ اَوْحَيْنَاۤ اِلَيْكَ قُرْاٰنًا عَرَبِيًّا لِّتُنْذِرَ اُمَّ الْقُرٰى وَمَنْ حَوْلَهَا وَتُنْذِرَ يَوْمَ الْجَمْعِ لَا رَيْبَ فِيْهِ ؕ فَرِيْقٌ فِي الْجَنَّةِ وَفَرِيْقٌ فِي السَّعِيْرِ ﴿٧﴾

৭. আর আমি এরূপে আপনার প্রতি আরবি কুরআনকে ওহীর মাধ্যমে নাজিল করেছি, যেন আপনি ভয় প্রদর্শন করেন মক্কার অধিবাসীদেরকে, আর যারা তার আশেপাশে আছে তাদেরকে, আর ভয় প্রদর্শন করেন একত্রিত হওয়ার দিবসের, যাতে একটুও সন্দেহ নেই; [সেদিন] একদল বেহেশতে প্রবেশ করবে আর একদল দোজখে প্রবেশ করবে।

وَلَوْ شَآءَ اللّٰهُ لَجَعَلَهُمْ اُمَّةً وَّاحِدَةً وَّلٰكِنْ يُّدْخِلُ مَنْ يَّشَآءُ فِيْ رَحْمَتِهٖ ؕ وَالظّٰلِمُوْنَ مَا لَهُمْ مِّنْ وَّلِيٍّ وَّلَا نَصِيْرٍ ﴿٨﴾

৮. আর যদি আল্লাহ চাইতেন, তবে তাদের সকলকে একই পন্থি করে দিতেন, কিন্তু তিনি যাকে ইচ্ছা নিজ অনুগ্রহের অধিকারী করেন; আর জালেমদের কোনো ওলীও নেই এবং কোনো সাহায্যকারীও নেই।

اَمِ اتَّخَذُوْا مِنْ دُوْنِهٖۤ اَوْلِيَآءَ ۚ فَاللّٰهُ هُوَ الْوَلِيُّ وَهُوَ يُحْيِ الْمَوْتٰى ؗ وَهُوَ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ ﴿٩﴾ ع

৯. তারা কি আল্লাহ ভিন্ন অন্যকে কার্যনির্বাহক নির্ধারণ করে রেখেছে? বস্তুত আল্লাহ তা'আলাই হচ্ছেন কার্যনির্বাহক এবং তিনিই মৃতদেরকে জীবিত করবেন, আর তিনিই সকল বস্তুর উপর ক্ষমতাবান।

শাব্দিক অনুবাদ :

৬. وَالَّذِيْنَ اتَّخَذُوْا আর যারা নিরূপণ করে রেখেছে مِنْ دُوْنِهٖۤ اَوْلِيَآءَ আল্লাহ ভিন্ন অন্য কার্যনির্বাহক اللّٰهُ حَفِيْظٌ عَلَيْهِمْ আল্লাহ তা'আলা তাদেরকে পর্যবেক্ষণ করেছেন وَمَاۤ اَنْتَ عَلَيْهِمْ بِوَكِيْلٍ এবং আপনাকে তাদের উপর কোনো অধিকার দেওয়া হয়নি।

৭. وَكَذٰلِكَ اَوْحَيْنَاۤ اِلَيْكَ আর এরূপে আপনার প্রতি ওহীর মাধ্যমে নাজিল করেছি قُرْاٰنًا عَرَبِيًّا আরবি কুরআনকে لِّتُنْذِرَ যেন আপনি ভয় প্রদর্শন করেন اُمَّ الْقُرٰى মক্কার অধিবাসীদেরকে وَمَنْ حَوْلَهَا আর যারা তার আশে পাশে আছে তাদেরকে وَتُنْذِرَ আর ভয়প্রদর্শন করেন يَوْمَ الْجَمْعِ একত্রিত হওয়ার দিবসের لَا رَيْبَ فِيْهِ যাতে একটুও সন্দেহ নেই فَرِيْقٌ فِي الْجَنَّةِ একদল জান্নাতে দাখিল হবে وَفَرِيْقٌ فِي السَّعِيْرِ আর একদল দোজখে দাখিল হবে।

৮. وَلَوْ شَآءَ اللّٰهُ আর যদি আল্লাহ চাইতেন لَجَعَلَهُمْ اُمَّةً وَّاحِدَةً তবে তাদের সকলকে একই পন্থি করে দিতেন وَّلٰكِنْ يُّدْخِلُ مَنْ يَّشَآءُ فِيْ رَحْمَتِهٖ কিন্তু তিনি যাকে ইচ্ছা নিজ অনুগ্রহের অধিকারী করে নেন وَالظّٰلِمُوْنَ আর জালিমদের مَا لَهُمْ مِّنْ وَّلِيٍّ কোনো ওলীও নেই وَّلَا نَصِيْرٍ এবং কোনো সাহায্যকারীও নেই।

৯. اَمِ اتَّخَذُوْا তারা কি নির্ধারণ করে রেখেছে مِنْ دُوْنِهٖۤ اَوْلِيَآءَ আল্লাহ ভিন্ন অন্য কাউকেও কার্যনির্বাহক فَاللّٰهُ هُوَ الْوَلِيُّ বস্তুত: আল্লাহ তা'আলাই হচ্ছেন কার্যনির্বাহক وَهُوَ يُحْيِ الْمَوْتٰى তিনিই মৃতদেরকে জীবিত করবেন وَهُوَ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ আর তিনিই সকল বস্তুর উপর ক্ষমতাবান।

https://e-ilm.weebly.com/

https://e-ilm.weebly.com/

অন্য একটি বর্ণনায় রয়েছে, খলীফাতুল মুসলিমীন হযরত ওমর (রা.) মসজিদে নববীর মিম্বরে উপবিষ্ট লোকদেরকে জিজ্ঞাসা করলেন, তোমাদের মধ্যে এমন কে আছ যে, হযরত রাসূলে কারীম ﷺ-এর নিকট এ অক্ষরগুলোর অর্থ শ্রবণ করেছ? তখন হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা.) হ্যাঁ-সূচক জবাব দিলেন এবং বললেন, আমি শুনেছি। 'হা-মীম' আল্লাহ পাকের নামসমূহের অন্যতম। 'আইন'-এর তাৎপর্য হলো, বদর যুদ্ধের দিন পৃষ্ঠ প্রদর্শনকারী কাফেররা আজাবের স্বাদ ভোগ করছে। আর সীন -এর তাৎপর্য হলো– জালিমরা অদূর ভবিষ্যতে জানতে পারবে তাদের পরিণতি কত ভয়াবহ হবে। আর 'ক্বাফ' -এর তাৎপর্য তিনি বলতে পারেননি। তখন হযরত আবূ যর (রা.) দণ্ডায়মান হলেন এবং হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা.) যেভাবে ব্যাখ্যা করেছেন, তিনিও সেভাবে ব্যাখ্যা করে বললেন, আর ক্বাফ-এর তাৎপর্য হলো গজব আসন্ন যা তাদেরকে সর্বস্বান্ত করবে। –[তাফসীরে তাবারী খ. ২৫, পৃ. ৫; তাফসীরে দুররুল মুনসূর খ. ৬,পৃ. ২৩,তাফসীর ইবনে কাছীর [উর্দু], পারা ২৫ পৃ. ৫]

মূলত হা-মীম আইন সীন ক্বাফ এবং এমনি অন্যান্য মুকাত্তাআত অক্ষরগুলোর প্রকৃত অর্থ সম্পর্কে শুধু আল্লাহ পাকই অবগত রয়েছেন, একথা বলাই উত্তম। –[তাফসীরে কাবীর খ, ২৭ পৃ. ১৪১]

يَتَفَطَّرْنَ-এতে হাদীসের বরাত দিয়ে উপরে বর্ণিত হয়েছে যে, ফেরেশতাদের বোঝার চাপে আকাশে এমন আওয়াজ সৃষ্টি হয়, যেমন কোনো বস্তুর উপর ভারি বোঝা পতিত হলে সৃষ্টি হয়। এতে বোঝা গেল যে, ফেরেশতাদের ওজন আছে এবং তা ভারি। এটা অবান্তরও নয়। কেননা এটা স্বীকৃত যে, ফেরেশতাগণও দেহবিশিষ্ট যদিও তা খুব সূক্ষ্ম। বহুসংখ্যক সূক্ষ্ম দেহও একত্রিত হলে ভারি হওয়া অসম্ভব নয়।–[বয়ানুল-কুরআন]

لِتُنْذِرَ أُمَّ الْقُرٰى -أُمَّ الْقُرٰى এর অর্থ– সকল জনপদ ও শহরের মূল ও ভিত্তি। এখানে মক্কা মোকাররমা বোঝানো হয়েছে। এই নামকরণের হেতু এই যে, এ শহরটি সমগ্র বিশ্বের শহর-জনপদ এমনকি ভূপৃষ্ঠ অপেক্ষা আল্লাহ তা'আলার কাছে অধিক সম্মানিত ও শ্রেষ্ঠ। মুসনাদে আহমদের রেওয়ায়েতে আদী ইবনে হামরা যুহরী বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ মক্কা থেকে হিজরত করছিলেন এবং হাযুরা নামক স্থানে ছিলেন তখন আমি শুনেছি তিনি মক্কাকে সম্বোধন করে বলেছিলেন :

إِنَّكِ لَخَيْرُ أَرْضٍ وَأَحَبُّ أَرْضِ اللّٰهِ إِلَيَّ وَلَوْلَا أَنِّيْ أُخْرِجْتُ مِنْكِ لَمَا خَرَجْتُ -তুমি আমার কাছে আল্লাহ তা'আলার সমগ্র পৃথিবী থেকে শ্রেষ্ঠ এবং সমগ্র পৃথিবী অপেক্ষা অধিক প্রিয়। যদি আমাকে তোমার থেকে বহিষ্কার করা না হতো, তবে আমি কখনও স্বেচ্ছায় তোমাকে ত্যাগ করতাম না।

وَمَنْ حَوْلَهَا -অর্থাৎ, মক্কা মোকাররমার আশপাশ। এর অর্থ আশপাশের আরব দেশসমূহও হতে পারে এবং পূর্ব-পশ্চিম সমগ্র বিশ্বও হতে পারে।

وَمَا اخْتَلَفْتُمْ فِيْهِ مِنْ شَيْءٍ فَحُكْمُهُ إِلَى اللّٰهِ -অর্থাৎ, যে ব্যাপারে ও যে কাজে তোমাদের পারস্পরিক মতভেদ হয়, তার ফয়সালা আল্লাহর কাছেই সমর্পিত রয়েছে। কেননা আল্লাহর ফয়সালাই আসল ফয়সালা। অন্য আয়াতে বলা হয়েছে إِنِ الْحُكْمُ إِلَّا لِلّٰهِ-অন্যান্য অধিকাংশ আয়াতে রাসূলের এবং কোনো কোনো আয়াতে শাসকবর্গের আনুগত্যের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। সেসব আয়াত এর পরিপন্থি নয়। কেননা রাসূল ও শাসকবর্গের ফয়সালা একদিক দিয়ে আল্লাহ তা'আলারই ফয়সালা হয়ে থাকে। তাঁরা ওহীর মাধ্যমে কিতাব ও সুন্নাহ অনুযায়ী ফয়সালা করলে তা আল্লাহর ফয়সালা হওয়া সুস্পষ্ট। আর যদি তাঁরা ইজতিহাদ দ্বারা ফয়সালা করেন তবে ইজতিহাদের ভিত্তিও কুরআন ও সুন্নাহ হয়ে থাকে। তাই এ ফয়সালাও প্রকারান্তরে আল্লাহ তা'আলারই ফয়সালা। মুজতাহিদগণের ইজতিহাদও এদিক দিয়ে আল্লাহর বিধানাবলির অন্তর্ভুক্ত। এ কারণেই আলেমগণ বলেন, কুরআন ও সুন্নাহ বোঝার যোগ্যতা রাখে না, এমন সাধারণ ব্যক্তির পক্ষে মুফতির ফতোয়াই শরিয়তের বিধান।

https://e-ilm.weebly.com/

শব্দ বিশ্লেষণ :

يُوحِيْ : সীগাহ واحد مذكر غائب বহছ مضارع معروف বাব اِفْعَالْ মাসদার اِيْحَاءٌ মূলবর্ণ (و - ح - ى) জিনস لفيف مفروق অর্থ- তিনি ওহী অবতীর্ণ করেন।

تَكَادُ : সীগাহ واحد مؤنث غائب বহছ مضارع معروف বাব كَادَ يَكَادُ মাসদার كَوْدٌ মূলবর্ণ (ك - و - د) জিনস اجوف واوى অর্থ- নিকটে হওয়া, কোনো কাজের নিকটবর্তী হওয়া।

يَتَفَطَّرْنَ : সীগাহ جمع مؤنث غائب বহছ مضارع معروف বাব تَفَعُّلْ মাসদার تَفَطُّرٌ মূলবর্ণ (ف - ط - ر) জিনস صحيح অর্থ– ফেঁটে যাবে, টুকরা টুকরা হয়ে যাবে।

يُسَبِّحُوْنَ : সীগাহ جمع مذكر غائب বহছ مضارع বাব تَفْعِيْل মাসদার تَسْبِيْحٌ মূলবর্ণ (س - ب - ح) জিনস صحيح অর্থ- তারা পবিত্রতা বর্ণনা করে, তারা তাসবীহ পাঠ করে।

يَسْتَغْفِرُوْنَ : সীগাহ جمع مذكر غائب বহছ مضارع معروف বাব اِسْتِفْعَالْ মাসদার اِسْتِغْفَارٌ মূলবর্ণ (غ - ف - ر) জিনস صحيح অর্থ- তারা ক্ষমা প্রার্থনা করে।

لِتُنْذِرَ : সীগাহ واحد مذكر حاضر বহছ مضارع معروف لام كى বাব اِفْعَالْ মাসদার اِنْذَارٌ মূলবর্ণ (ن - ذ - ر) জিনস صحيح অর্থ-যাতে তুমি ভীতিপ্রদর্শন কর, ভয় দেখাও।

فَرِيْقٌ : অর্থ– মানুষের দল, গ্রুফ, জামাত। فِرْقَةٌ কেও গ্রুপ বলে। কিন্তু فِرْقَةٌ অপেক্ষা فَرِيْقٌ বড় দলের উপর প্রয়োগ হয়।

يَشَآءُ : সীগাহ واحد مذكر غائب বহছ مضارع معروف বাব فَتَحَ মাসদার مَشِيْئَةٌ মূলবর্ণ (ش - ى - ء) জিনস মুরাক্কাব اجوف يائى এবং مهموز لام অর্থ-সে চায়।

اِتَّخَذُوْا : সীগাহ جمع مذكر غائب বহছ ماضى বাব اِفْتِعَالٌ মাসদার اِتِّخَاذٌ মূলবর্ণ (ء - خ - ذ) জিনস مهموز فاء অর্থ- তারা ধরে নিয়েছে, তারা বানিয়েছে, তারা গ্রহণ করেছে।

تَوَكَّلْتُ : সীগাহ واحد متكلم বহছ ماضى معروف বাব تَفَعُّلْ মাসদার تَوَكُّلٌ মূলবর্ণ (و - ك - ل) জিনস مثال واوى অর্থ- আমি ভরসা করলাম।

اُنِيْبُ : সীগাহ واحد متكلم বহছ مضارع معروف বাব اِفْعَالٌ মাসদার اِنَابَةٌ মূলবর্ণ (ن - و - ب) জিনস اجوف واوى অর্থ-খাঁটি মনে তওবা করা। এবং অন্তর থেকে আল্লাহর দিকে ধাবিত হওয়া ও তওবা করা।

বাক্য বিশ্লেষণ :

وَالَّذِيْنَ اتَّخَذُوْا مِنْ دُوْنِهٖٓ اَوْلِيَآءَ اللّٰهُ حَفِيْظٌ عَلَيْهِمْ وَمَآ اَنْتَ عَلَيْهِمْ بِوَكِيْلٍ : এখানে وَالَّذِيْنَ মুবতাদা اتَّخَذُوْا বাক্যটি সেলাহ। আর اَوْلِيَآءَ হলো اِتَّخَذُوْا-এর প্রথম মাফউল। আর مِنْ دُوْنِهٖٓ দ্বিতীয় মাফউলের স্থানে, আর اللّٰهُ শব্দটি মুবতাদা حَفِيْظٌ হলো খবর। আর عَلَيْهِمْ হলো حَفِيْظٌ-এর সাথে متعلق আর مَا হলো نافية حجازية আর হলো তার اسم এবং عَلَيْهِمْ টা وَكِيْل-এর সাথে متعلق হয়েছে। আর بِوَكِيْلٍ-এর باء হলো হরফে জার অতিরিক্ত। আর وَكِيْلٍ শব্দগতভাবে مجرور কিন্তু স্থানগতভাবে منصوب হয়েছে مَا এর খবর হওয়ার কারণে। আর اللّٰهُ حَفِيْظٌ عَلَيْهِمْ হলো اَلَّذِيْنَ-এর খবর। –[ই'রাবুল কুরআন ৭ম খণ্ড : পৃ. ১৬]

https://e-ilm.weebly.com/

১১. তিনি আসমানসমূহ ও জমিনের স্রষ্টা; তিনি তোমাদের জন্য তোমাদেরই হতে জোড়া সৃষ্টি করেছেন এবং চতুষ্পদ জন্তুগুলোর জোড়া সৃষ্টি করেছেন, [আর] তাঁর সাহায্যে তোমাদের বংশ বৃদ্ধি করেছেন; কোনো কিছুই তাঁর অনুরূপ নেই, আর তিনিই সর্ববিষয়ে সর্বশ্রোতা, সর্বদ্রষ্টা।	فَاطِرُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ ؕ جَعَلَ لَكُمْ مِّنْ اَنْفُسِكُمْ اَزْوَاجًا وَّمِنَ الْاَنْعَامِ اَزْوَاجًا ۚ يَذْرَؤُكُمْ فِيْهِ ؕ لَيْسَ كَمِثْلِهٖ شَيْءٌ ۚ وَهُوَ السَّمِيْعُ الْبَصِيْرُ ﴿۱۱﴾
১২. আসমানসমূহ ও জমিনের চাবিগুলো তাঁরই আয়ত্তে রয়েছে, যাকে ইচ্ছা জীবিকা প্রচুর করে দেন, আর [যাকে ইচ্ছা] কম করে দেন; নিঃসন্দেহে তিনি সর্ববিষয়ে সবিশেষ অবহিত।	لَهٗ مَقَالِيْدُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ ۚ يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَنْ يَّشَآءُ وَيَقْدِرُ ؕ اِنَّهٗ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيْمٌ ﴿۱۲﴾
১৩. আল্লাহ তা'আলা তোমাদের জন্য সেই ধর্ম নির্ধারিত করেছেন, নূহকে তিনি যার নির্দেশ দিয়েছিলেন এবং যা আমি আপনার প্রতি ওহীর মাধ্যমে প্রেরণ করেছি, আর আমি ইবরাহীম ও মূসা এবং ঈসাকে যার নির্দেশ দিয়েছিলাম যে, এ ধর্মকে কায়েম রেখ এবং এতে কোনো বিভেদ সৃষ্টি করো না; মুশরিকদের নিকট সে [তাওহীদের] বিষয়টি বড়ই গুরুভার মনে হয়– যার প্রতি আপনি তাদেরকে আহ্বান করছেন; আল্লাহ তা'আলা যাকে ইচ্ছা নিজের দিকে আকৃষ্ট করে নেন। [অর্থাৎ তাকে সত্য ধর্ম গ্রহণের তৌফিক দান করেন] এবং যে আল্লাহর দিকে রুজু হয়, তাকে তিনি নিজ [দরবার] পর্যন্ত পৌঁছার সামর্থ্য দান করেন।	شَرَعَ لَكُمْ مِّنَ الدِّيْنِ مَا وَصّٰى بِهٖ نُوْحًا وَّالَّذِيْٓ اَوْحَيْنَآ اِلَيْكَ وَمَا وَصَّيْنَا بِهٖٓ اِبْرٰهِيْمَ وَمُوْسٰى وَعِيْسٰٓى اَنْ اَقِيْمُوا الدِّيْنَ وَلَا تَتَفَرَّقُوْا فِيْهِ ؕ كَبُرَ عَلَى الْمُشْرِكِيْنَ مَا تَدْعُوْهُمْ اِلَيْهِ ؕ اَللّٰهُ يَجْتَبِيْٓ اِلَيْهِ مَنْ يَّشَآءُ وَيَهْدِيْٓ اِلَيْهِ مَنْ يُّنِيْبُ ﴿۱۳﴾

শাব্দিক অনুবাদ :

১১. فَاطِرُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ তিনি আসমানসমূহ ও জমিনের স্রষ্টা جَعَلَ لَكُمْ তিনি তোমাদের জন্য সৃষ্টি করেছেন مِنْ اَنْفُسِكُمْ তোমাদেরই হতে জোড়া اَزْوَاجًا وَّمِنَ الْاَنْعَامِ اَزْوَاجًا এবং চতুষ্পদ জন্তু গুলোর জোড়া সৃষ্টি করেছেন يَذْرَؤُكُمْ فِيْهِ তার সাহায্যে তোমাদের বংশ বৃদ্ধি করেছেন لَيْسَ كَمِثْلِهٖ شَيْءٌ কোনো কিছু তাঁর অনুরূপ নেই وَهُوَ السَّمِيْعُ الْبَصِيْرُ আর তিনিই সর্ববিষয়ে শ্রবণকারী দর্শনকারী।

১২. لَهٗ مَقَالِيْدُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ আসমানসমূহে ও জমিনের চাবিগুলো তারই আয়ত্তে রয়েছে يَبْسُطُ الرِّزْقَ জীবিকা প্রচুর করে দেন لِمَنْ يَّشَآءُ যাকে ইচ্ছা وَيَقْدِرُ আর (যাকে ইচ্ছা) কম করে দেন اِنَّهٗ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيْمٌ নিঃসন্দেহে তিনি সর্ববিষয়ে সবিশেস অবহিত।

১৩. شَرَعَ لَكُمْ مِّنَ الدِّيْنِ আল্লাহ তা'আলা তোমাদের জন্য সে ধর্মই নির্ধারিত করে দিয়েছে مَا وَصّٰى بِهٖ نُوْحًا নূহকে তিনি যার নির্দেশ দিয়েছেন وَّالَّذِيْٓ اَوْحَيْنَآ اِلَيْكَ এবং যা আমি আপনার প্রতি ওহীর মাধ্যমে প্রেরণ করেছি وَمَا وَصَّيْنَا بِهٖ আর আমি যার নির্দেশ দিয়েছিলাম اِبْرٰهِيْمَ وَمُوْسٰى وَعِيْسٰٓى ইবরাহীম ও মূসা এবং ঈসাকে اَنْ اَقِيْمُوا الدِّيْنَ এই ধর্মকে কায়েম রেখ وَلَا تَتَفَرَّقُوْا فِيْهِ এবং এতে কোনো বিভেদ সৃষ্টি করো না كَبُرَ عَلَى الْمُشْرِكِيْنَ মুশরিকদের নিকট সেই (তাওহীদের) বিষয়টি বড়ই গুরুভার মনে হয় مَا تَدْعُوْهُمْ اِلَيْهِ যার প্রতি আপনি তাদেরকে আহ্বান করেছেন اَللّٰهُ يَجْتَبِيْٓ اِلَيْهِ আল্লাহ নিজের দিকে আকৃষ্ট করে নেন مَنْ يَّشَآءُ যাকে ইচ্ছা وَيَهْدِيْٓ اِلَيْهِ এবং তাকে তিনি নিজ (দরবার) পর্যন্ত পৌছবার সামর্থ্য দান করেন مَنْ يُّنِيْبُ যে আল্লাহর দিকে রুজু হয়।

https://e-ilm.weebly.com/

وَمَا تَفَرَّقُوٓا اِلَّا مِنۢ بَعْدِ مَا جَآءَهُمُ الْعِلْمُ بَغْيًۢا بَيْنَهُمْ ؕ وَلَوْلَا كَلِمَةٌ سَبَقَتْ مِنْ رَّبِّكَ اِلٰٓى اَجَلٍ مُّسَمًّى لَّقُضِىَ بَيْنَهُمْ ؕ وَاِنَّ الَّذِيْنَ اُوْرِثُوا الْكِتٰبَ مِنۢ بَعْدِهِمْ لَفِىْ شَكٍّ مِّنْهُ مُرِيْبٍ ﴿١٤﴾

১৪. এবং তারা নিজেদের নিকট জ্ঞান আসার পর শুধু পারস্পরিক বিদ্বেষবশত বিচ্ছিন্ন হয়ে গিয়েছে; আর যদি আপনার প্রতিপালকের পক্ষ হতে একটা নির্দিষ্ট কাল পর্যন্ত একটি বাক্য পূর্ব হতে নির্ধারিত হয়ে না থাকত, তবে [পৃথিবীতেই] তাদের মীমাংসা হয়ে যেত; আর যাদেরকে তাদের পর [আসমানি] কিতাব দেওয়া হয়েছে তারা ঐ কিতাব সম্পর্কে এমন সন্দেহের মধ্যে পড়ে আছে, যা [তাদেরকে] দ্বিধা-দ্বন্দ্বে ফেলে রেখেছে।

فَلِذٰلِكَ فَادْعُ ۚ وَاسْتَقِمْ كَمَآ اُمِرْتَ ۚ وَلَا تَتَّبِعْ اَهْوَآءَهُمْ ۚ وَقُلْ اٰمَنْتُ بِمَآ اَنْزَلَ اللّٰهُ مِنْ كِتٰبٍ ۚ وَاُمِرْتُ لِاَعْدِلَ بَيْنَكُمْ ؕ اَللّٰهُ رَبُّنَا وَرَبُّكُمْ ؕ لَنَآ اَعْمَالُنَا وَلَكُمْ اَعْمَالُكُمْ ؕ لَا حُجَّةَ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ ؕ اَللّٰهُ يَجْمَعُ بَيْنَنَا ۚ وَاِلَيْهِ الْمَصِيْرُ ﴿١٥﴾

১৫. অতএব, আপনি সেদিকেই ডাকতে থাকুন এবং আপনাকে যেরূপ নির্দেশ দেওয়া হয়েছে [তাতে] দৃঢ় থাকুন, আর তাদের প্রবৃত্তির অনুসরণ করবেন না, আর বলে দিন, আল্লাহ যত কিতাব নাজিল করেছেন, আমি তাতে ঈমান এনেছি, আর আমি আদিষ্ট হয়েছি যে, তোমাদের মধ্যে ন্যায় প্রতিষ্ঠিত রাখি; আল্লাহ আমাদেরও মালিক এবং তোমাদেরও মালিক; আমাদের আমল আমাদের জন্য এবং তোমাদের আমল তোমাদের জন্য; আমাদের ও তোমাদের মধ্যে কোনো বিবাদ-বিসম্বাদ নেই; আল্লাহ আমাদের সকলকে একত্র করবেন এবং তাঁর সমীপেই যেতে হবে।

শাব্দিক অনুবাদ :

১৪. وَمَا تَفَرَّقُوٓا اِلَّا এবং তারা বিচ্ছিন্ন হয়ে গেছে مِنْ بَعْدِ مَا جَآءَهُمُ الْعِلْمُ নিজেদের নিকট জ্ঞান আসবার পর بَغْيًا
بَيْنَهُمْ শুধু পারস্পরিক একগুয়েমির কারণে وَلَوْلَا كَلِمَةٌ سَبَقَتْ আর যদি একটি বাক্য পূর্ব হতে নির্ধারিত না থাকত
مِنْ رَّبِّكَ আপনার প্রতিপালকের পক্ষ থেকে اِلٰٓى اَجَلٍ مُّسَمًّى একটা নির্দিষ্টকাল পর্যন্ত لَّقُضِىَ بَيْنَهُمْ তবে তাদের
মীমাংসা হয়ে যেত وَاِنَّ الَّذِيْنَ اُوْرِثُوا الْكِتٰبَ আর যাদেরকে কিতাব দেওয়া হয়েছে مِنْ بَعْدِهِمْ তাদের পর لَفِىْ شَكٍّ
مِّنْهُ তারা ঐ কিতাব সম্পর্কে এমন সন্দেহের মধ্যে পড়ে আছে مُرِيْبٍ যা (তাদেরকে) দ্বিধা-দ্বন্দ্বে ফেলে রেখেছেন।
১৫. فَلِذٰلِكَ فَادْعُ সুতরাং আপনি সে দিকেই ডাকতে থাকুন وَاسْتَقِمْ এবং দৃঢ় থাকুন كَمَآ اُمِرْتَ আপনাকে যেরূপ নির্দেশ
দেওয়া হয়েছে وَلَا تَتَّبِعْ اَهْوَآءَهُمْ আর তাদের প্রবৃত্তির অনুসরণ করবেন না وَقُلْ আর বলে দিন اٰمَنْتُ আমি তাতে
ঈমান আনছি بِمَآ اَنْزَلَ اللّٰهُ مِنْ كِتٰبٍ আল্লাহ যত কিতাব নাজিল করেছেন وَاُمِرْتُ আর আমি আদিষ্ট হয়েছি لِاَعْدِلَ
بَيْنَكُمْ তোমাদের মধ্যে ন্যায় প্রতিষ্ঠিত রাখি اَللّٰهُ رَبُّنَا আল্লাহ আমাদেরও মালিক وَرَبُّكُمْ এবং তোমাদেরও মালিক
لَنَآ اَعْمَالُنَا আমাদের আমল আমাদের জন্য وَلَكُمْ اَعْمَالُكُمْ এবং তোমাদের আমল তোমাদের জন্য لَا حُجَّةَ بَيْنَنَا
وَبَيْنَكُمْ আমাদের ও তোমাদের মধ্যে কোনো বিবাদ-বিসম্বাদ নেই اَللّٰهُ يَجْمَعُ بَيْنَنَا আল্লাহ আমাদের সকলকে
একত্র করবেন وَاِلَيْهِ الْمَصِيْرُ এবং তাঁর সমীপেই যেতে হবে।

https://e-ilm.weebly.com/

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

فَلِذَٰلِكَ فَادْعُ وَاسْتَقِمْ كَمَا أُمِرْتَ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ وَقُلْ آمَنْتُ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ مِنْ كِتَابٍ وَأُمِرْتُ لِأَعْدِلَ بَيْنَكُمُ
اللَّهُ رَبُّنَا وَرَبُّكُمْ لَنَا أَعْمَالُنَا وَلَكُمْ أَعْمَالُكُمْ لَا حُجَّةَ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمُ اللَّهُ يَجْمَعُ بَيْنَنَا وَإِلَيْهِ الْمَصِيرُ

শানে নুযূল : আলোচ্য আয়াত ওয়ালীদ বিন মুগীরা ও শাইবা বিন রবিআ সম্পর্কে নাজিল হয়েছে। ঘটনা প্রবাহ হচ্ছে যে, তারা দু'জন রাসূল ﷺ -এর নিকট এসে দাবি জানাল যে, তিনি যেন তাঁর দাওয়াতি কাজও নিজ আনীত ধর্ম ছেড়ে কুরাইশ ধর্মে ফিরে যান। তিনি যদি এমন করেন, তাহলে ওয়ালীদ তার বিশাল সম্পদ হতে অর্ধেক সম্পদ তাঁকে দিয়ে দিবে এবং শাইবা নিজ রূপবতী কন্যাকে তাঁর নিকট বিয়ে দেবে। -[কুরতুবী ১৫/১৬]

شَرَعَ لَكُمْ مِنَ الدِّينِ مَا وَصَّىٰ بِهِ نُوحًا – পূর্ববর্তী আয়াতসমূহে আল্লাহ তা'আলা প্রদত্ত বাহ্যিক ও দৈহিক নিয়ামত উল্লিখিত হয়েছিল। এখান থেকে আধ্যাত্মিক নিয়ামতসমূহের বর্ণনা শুরু হচ্ছে। তা এই যে, আল্লাহ তা'আলা তোমাদেরকে এক মজবুত ও সুদৃঢ় ধর্ম দান করেছে, যা সমস্ত পয়গম্বরেরই অভিন্ন ও সর্বসম্মত ধর্ম। আয়াতে পাঁচ জন পয়গম্বরের উল্লেখ রয়েছে। সর্বপ্রথম হযরত নূহ (আ.) ও সর্বশেষ আমাদের নবী হযরত মুহাম্মদ মোস্তফা ﷺ এবং মাঝখানে পয়গম্বরগণের পিতা হযরত ইবরাহীম (আ.)-এর নাম উল্লেখ রয়েছে। কুফর ও শিরক সত্ত্বেও আরবের লোকেরা হযরত ইবরাহীম (আ.)-এর নবুয়ত স্বীকার করত। কুরআন অবতরণের সময় হযরত মূসা ও ঈসা (আ.)-এর ভক্ত ইহুদি ও খ্রিস্টান সম্প্রদায় বিদ্যমান ছিল। তাই হযরত ইবরাহীম (আ.)-এর পরে এ দু'জন পয়গম্বরের নাম উল্লেখ করা হয়েছে। সূরা আহযাবেও পয়গম্বরগণের অঙ্গীকার গ্রহণ প্রসঙ্গে এ পাঁচ পয়গম্বরেরই নাম উল্লেখিত হয়েছে। বলা হয়েছে :

وَإِذْ أَخَذْنَا مِنَ النَّبِيِّينَ مِيثَاقَهُمْ وَمِنْكَ وَمِنْ نُوحٍ وَإِبْرَاهِيمَ وَمُوسَىٰ وَعِيسَى ابْنِ مَرْيَمَ - পার্থক্য এই যে, সূরা আহযাবে শেষ নবী ﷺ-এর নাম প্রথমে এবং হযরত নূহ (আ.)-এর নাম শেষে রয়েছে। এতে সম্ভবত : ইঙ্গিত রয়েছে যে, খাতামুল আম্বিয়া ﷺ যদিও আর্ভিবাবের দিক দিয়ে সবার শেষে এসেছেন কিন্তু নবুয়ত বন্টনে সবার অগ্রে। এক হাদীসে বলা হয়েছে, আমি সৃষ্টি ক্ষেত্রে সকল পয়গম্বরের অগ্রবর্তী এবং আবির্ভাবে শেষে। -[ইবনে মাজা, দারেমী]

এখন প্রশ্ন হয় যে, হযরত আদম (আ.) সর্বপ্রথম পয়গম্বর। তাঁর নাম উল্লেখের দ্বারা পয়গম্বরগণের আলোচনা শুরু করা হলো না কেন? জওয়াব এই যে, দুনিয়াতে আগমণকারী সর্বপ্রথম পয়গম্বর ছিলেন হযরত আদম (আ.)। মৌলিক বিশ্বাস ও ধর্মের প্রধান বিষয়াদিতে তিনিও অভিন্ন ছিলেন, কিন্তু তাঁর আমলে মানুষের মধ্যে কুফর ও শিরক ছিল না। কুফর ও শিরকের সাথে দ্বন্দ্ব হযরত নূহ (আ.)-এর আমল থেকে শুরু হয়েছে। কাজেই এ ধরনের গুরুতর পরিস্থিতির সম্মুখীন হওয়ার দিক দিয়ে হযরত নূহ (আ.)-ই প্রথম পয়গম্বর। তাই তাঁর মাধ্যমেই পয়গম্বরগণের আলোচনা শুরু করা হয়েছে।

أَنْ أَقِيمُوا الدِّينَ وَلَا تَتَفَرَّقُوا فِيهِ -এটা পূর্ববর্তী বাক্যেরই ব্যাখ্যা। অর্থাৎ, যে দ্বীন বা ধর্ম মতে পয়গম্বরগণ সকলেই অভিন্ন ও এক, সে ধর্মকে প্রতিষ্ঠিত রাখ তাতে বিভেদ ও অনৈক্য বৈধ নয়; বরং ধ্বংসের কারণ।

ধর্ম প্রতিষ্ঠিত রাখা ফরজ এবং বিভেদ সৃষ্টি করা হারাম : এ আয়াতে ধর্ম প্রতিষ্ঠিত করা এবং তাতে সৃষ্টির নিষেধাজ্ঞা বর্ণিত হয়েছে। ধর্ম বলে সকল পয়গম্বরের অভিন্ন ধর্মকে বোঝানো হয়েছে। অর্থাৎ, মৌলিক বিশ্বাস-যেমন তাওহীদ, রেসালত, পরকালে বিশ্বাস এবং মৌলিক ইবাদত। যেমন নামাজ, রোজা, হজ ও জাকাতের বিধান মেনে চলা। এ ছাড়া চুরি, ডাকাতি, ব্যভিচার, মিথ্যা, প্রতারণা অপরকে বিনা কারণে নিপীড়ন করা, প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ করার মতো অনাচারসমূহে নিষিদ্ধতা। এগুলো সমস্ত ঐশী ধর্মেরই অভিন্ন সর্বসম্মত বিষয়। শাখা বিধানসমূহে পয়গম্বরগণের শরিয়তে আংশিক বিভিন্নতাও রয়েছে। কুরআনে এ সম্পর্কে বলা হয়েছে : لِكُلٍّ جَعَلْنَا مِنْكُمْ شِرْعَةً وَمِنْهَاجًا -এতএব পয়গম্বরগণের অভিন্ন বিধানাবলিতে বিভেদ সৃষ্টি করা হারাম এবং ধ্বংসের কারণ।

https://e-ilm.weebly.com/

হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা.) বলেন, একদিন রাসূলুল্লাহ ﷺ আমাদের সামনে একটি সরল রেখা টানলেন। অতঃপর এর ডানে ও বাঁয়ে আরও কয়েকটি রেখা টেনে বললেন, ডান-বামের রেখা শয়তানের আবিষ্কৃত পথ। এর প্রত্যেকটিতে একটি করে শয়তান নিয়োজিত রয়েছে। সে মানুষকে সে পথেই চলার উপদেশ দেয়। অতঃপর তিনি মধ্যবর্তী সরল রেখার দিকে ইশারা করে বললেন : وَاَنَّ هٰذَا صِرَاطِىْ مُسْتَقِيْمًا فَاتَّبِعُوْهُ- এটা আমার সরল পথ। তোমরা এরই অনুসরণ কর।-[মাযহারী]

এ দৃষ্টান্তে সরল পথ বলে পয়গম্বরগণের অভিন্ন ধর্মের পথই বোঝানো হয়েছে। এতে শাখা-প্রশাখা বের করা ও বিভেদ সৃষ্টি করা হারাম ও শয়তানের কাজ। এসম্পর্কে কঠোর নিষেধাজ্ঞা বর্ণিত হয়েছে। রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন :

مَنْ فَارَقَ الْجَمَاعَةَ شِبْرًا فَقَدْ خَلَعَ رِبْقَةَ الْاِسْلَامِ عَنْ عُنُقِهٖ অর্থাৎ, যে ব্যক্তি মুসলমানদের জামাত থেকে অর্ধ হাত পরিমাণও দূরে সরে পড়ে, সে-ই ইসলামের বন্ধনী তার কাঁধ থেকে সরিয়ে দিল। তিনি আরও বলেন, يَدُ اللّٰهِ عَلَى الْجَمَاعَةِ- অর্থাৎ জামাতের উপর আল্লাহর রহমতের হাত রয়েছে। হযরত মু'আয ইবনে জাবাল (রা.)-এর রেওয়ায়েতে রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন, শয়তান মানুষের জন্য ব্যাঘ্রস্বরূপ। বাঘ ছাগলের পেছনে লাগে অতঃপর যে ছাগল পালের পেছনে অথবা এদিক ওদিক বিচ্ছিন্ন হয়ে থাকে, সেটির উপরই পতিত হয়। তাই তোমাদের উচিত দলের সঙ্গে থাকা পৃথক না থাকা।-[মাযহারী]

সারকথা এই এ আয়াতে সকল পয়গম্বর অনুসৃত অভিন্ন ধর্মকে প্রতিষ্ঠিত রাখার আদেশ রয়েছে। এতে মতভেদকে تَفَرُّقٌ শব্দ দ্বারা ব্যক্ত করে নিষিদ্ধ করা হয়েছে। হাদীসে এ মতভেদকেই ঈমানের জন্যে বিপদজ্জনক ও ধ্বংসের কারণ বলা হয়েছে।

মুজতাহিদ ইমামগণের শাখাগত মতভেদ এতে দাখিল নয় : শাখাগত মাসআলার ব্যাপারে যে ক্ষেত্রে কুরআন ও হাদীসে কোনো স্পষ্ট বিধান নেই, অথবা কোনো বাহ্যিক বৈপরীত্য আছে, সেখানে মুজতাহিদ ইমামগণ নিজ নিজ ইজতিহাদ দ্বারা বিধান বর্ণনা করেছেন এবং এতে মতাদর্শের বিভিন্নতার কারণে পরস্পরের মধ্যে মতভেদও হয়েছে। আয়াতে নিষিদ্ধ মতভেদের সাথে এই মতভেদের কোনো সম্পর্ক নেই। এ ধরনের মতভেদ রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর আমল থেকে সাহাবায়ে-কেরামের মধ্যে হয়ে আসছে এবং এটা যে উম্মতের জন্যে রহমতস্বরূপ, এ বিষয়ে ফিকহবিদগণ একমত।

كَبُرَ عَلَى الْمُشْرِكِيْنَ مَا تَدْعُوْهُمْ اِلَيْهِ- অর্থাৎ, তাওহীদ প্রমাণিত হওয়া সত্ত্বেও তাহীদের দাওয়াত মুশরিকদের কাছে কঠিন ঠেকে। এর কারণ খেয়ালখুশি ও শয়তানি শিক্ষার অনুসরণ এবং সরলপথ বর্জন। এরপর বলা হয়েছে-

اَللّٰهُ يَجْتَبِىْۤ اِلَيْهِ مَنْ يَّشَآءُ وَيَهْدِىْۤ اِلَيْهِ مَنْ يُّنِيْبُ- অর্থাৎ সরলপথ প্রাপ্তির দু'টিই উপায়। (এক) আল্লাহ তা'আলা স্বয়ং কাউকে সরলপথের জন্যে মনোনীত করে তার স্বভাব ও মজ্জাকে তার উপযোগী করে দিলেন। যেমন, পয়গম্বর ওলীগণকে দেওয়া হয়েছিল। তাদের সম্পর্কে কুরআন বলে :

اِنَّاۤ اَخْلَصْنٰهُمْ بِخَالِصَةٍ ذِكْرَى الدَّارِ- অর্থাৎ, আমি তাদেরকে বিশেষ কাজের জন্যে খাঁটিভাবে তৈরি করে নিয়েছি। বিশেষ বিশেষ পয়গম্বর সম্পর্কে কুরআনে مُخْلَصٌ (অর্থাৎ, মনোনীত) শব্দ ব্যবহৃত হয়েছে। আলোচ্য আয়াতের অর্থও তাই। এ ধরনের হেদায়েত খুবই সীমিত। সরলপথ প্রাপ্তির দ্বিতীয় উপায় হচ্ছে- যে ব্যক্তি আল্লাহর অভিমুখী হয় এবং তাঁর দীন মেনে চলার ইচ্ছা করে, আল্লাহ তাকে সত্য ধর্মের হেদায়েত দান করেন। وَيَهْدِىْۤ اِلَيْهِ مَنْ يُّنِيْبُ- বাক্যের অর্থ তাই। এ উপায়ের পরিধি ব্যাপক ও বিস্তৃত। অতএব, মুশরিকদের কাছে তাওহীদের দাওয়াত কঠিন ঠেকার কারণ এই যে, তারা ধর্মকে বোঝার এবং তা মনে চলার ইচ্ছাও করে না।

وَمَا تَفَرَّقُوْۤا اِلَّا مِنْۢ بَعْدِ مَا جَآءَهُمُ الْعِلْمُ- হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) বলেন, এখানে কুরাইশ কাফেরদের অবস্থা বর্ণনা করে বলা হয়েছে, সত্যধর্ম ও সরল পথের প্রতি তাদের বিমুখতা এমনিতেও নির্বুদ্ধিতা প্রসূত ছিল, তদুপরি আল্লাহর পক্ষ থেকে জ্ঞান এসে যাওয়ার পর তারা এরূপ করেছে। জ্ঞান এসে যাওয়ার অর্থ হযরত ইবনে আব্বাস (রা.)-এর মতে, যাবতীয় জ্ঞান-গরিমার উৎস রাসূলে কারীম ﷺ-এর আগমন। কেউ কেউ এই অর্থ বর্ণনা করেন যে, পূর্ববর্তী উম্মতরা

https://e-ilm.weebly.com/

নিজেদের পয়গম্বরগণের ধর্ম থেকে আলাদা ও বিচ্ছিন্ন রয়েছে, অথচ তাদের কাছে পয়গম্বরগণের মাধ্যমে সরলপথের সঠিক জ্ঞান এসে গিয়েছিল। পূর্ববর্তী উম্মতদের কথা বলা হোক অথবা কুরাইশ কাফেরদের কথা বলা হোক-উভয় অবস্থায় তারা নিজেরাতো পথভ্রষ্টতায় লিপ্ত ছিলই রাসূলগণকেও তাদের পথে চালানোর প্রয়াসী ছিল। তাই অতঃপর রাসূলুল্লাহ ﷺ -কে সম্বোধন করে, বলা হয়েছে :

فَلِذٰلِكَ فَادْعُ وَاسْتَقِمْ كَمَآ اُمِرْتَ وَلَا تَتَّبِعْ اَهْوَآءَهُمْ وَقُلْ اٰمَنْتُ بِمَآ اَنْزَلَ اللّٰهُ مِنْ كِتٰبٍ وَاُمِرْتُ لِاَعْدِلَ بَيْنَكُمْ اَللّٰهُ رَبُّنَا وَرَبُّكُمْ لَنَآ اَعْمَالُنَا وَلَكُمْ اَعْمَالُكُمْ لَا حُجَّةَ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ اَللّٰهُ يَجْمَعُ بَيْنَنَا وَاِلَيْهِ الْمَصِيْرُ

হাফেজ ইবনে-কাসীর (র.) বলেন, দশটি বাক্য সম্বলিত এই আয়াতের প্রত্যেকটি বাক্যে বিশেষ বিশেষ বিধান বর্ণিত হয়েছে। সমগ্র কুরআনে আয়াতুল কুরসীই এর একমাত্র নজির। তাতেও দশটি বিধান বিধৃত হয়েছে। আলোচ্য আয়াতের **প্রথম বিধান হচ্ছে** فَلِذٰلِكَ فَادْعُ -অর্থাৎ যদিও মুশরিকদের কাছে আপনার তাওহীদী দাওয়াত কঠিন মনে হয়, তথাপি আপনি এ দাওয়াত ত্যাগ করবেন না এবং উপর্যপুরি দাওয়াতের কাজ অব্যাহত রাখুন। **দ্বিতীয় বিধান–** وَاسْتَقِمْ كَمَآ اُمِرْتَ **অর্থাৎ** আপনি এ ধর্মে নিজে অবিচল থাকুন, যেমন আপনাকে আদেশ করা হয়েছে। **অর্থাৎ** যাবতীয় বিশ্বাস, কর্ম, চরিত্র, অভ্যাস ও সামাজিকতায় যথাযথ সমতা ও ভারসাম্য কায়েম রাখুন। কোনো দিকেই যেন কোনোরূপ বাড়াবাড়ি না হয়। বলাবাহুল্য, এরূপ দৃঢ়তা সহজসাধ্য নয়। একারণেই কোনো কোনো সাহাবী রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর কাছে তাদের চুলে পাক ধরে যাওয়ার ব্যাপারে জিজ্ঞেস করলে তিনি বললেন : شَيَّبَتْنِىْ هُوْدٌ অর্থাৎ সূরা হূদ আমাকে বৃদ্ধ করে দিয়েছে। সূরা হূদেও এই আদেশ এ ভাষায়ই ব্যক্ত হয়েছে। চতুর্থ খণ্ডে এ সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে। **তৃতীয় বিধান-** وَلَا تَتَّبِعْ اَهْوَآءَهُمْ অর্থাৎ প্রচারের দায়িত্ব পালনে আপনি কারও বিরোধিতা পরওয়া করবেন না। **চতুর্থ বিধান** وَقُلْ اٰمَنْتُ بِمَآ اَنْزَلَ اللّٰهُ مِنْ كِتٰبٍ -অর্থাৎ আপনি ঘোষণা করুন : আল্লাহ তা'আলা যত কিতাব নাজিল করেছেন, সবগুলোর প্রতি আমি বিশ্বাসী। **পঞ্চম বিধান-** وَاُمِرْتُ لِاَعْدِلَ بَيْنَكُمْ -এর বাহ্যিক অর্থ এই যে, পারস্পরিক বিবাদ-বিসংবাদের কোনো কোনো মোকদ্দমা আমার কাছে আসলে তাতে ন্যায়বিচার করার নির্দেশ আমাকে দেওয়া হয়েছে। কেউ কেউ এখানে عَدْل -এর অর্থ করেছেন সাম্য। তারা এ আয়াতের অর্থ করেছেন, আমি আদিষ্ট হয়েছি যে, ধর্মের যাবতীয় বিধি-বিধান তোমাদের মধ্যে সমান সমান রাখি, প্রত্যেক নবী ও প্রত্যেক কিতাবে বিশ্বাস স্থাপন করি এবং সব বিধান পালন করি-এরূপ নয় যে, কোনো বিধান মানবো কোনোটি অমান্য করব। অথবা কোনোটির প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করব ও কোনোটির প্রতি করব না। **ষষ্ঠ বিধান-** اَللّٰهُ رَبُّنَا অর্থাৎ আল্লাহ আমাদের সকলের পালনকর্তা। **সপ্তম বিধান-** لَنَآ اَعْمَالُنَا وَلَكُمْ اَعْمَالُكُمْ -অর্থাৎ আমাদের কর্ম আমাদের কাজে আসবে। তোমাদের তাতে কোনো লাভ-লোকসান হবে না এবং তোমাদের কর্ম তোমাদের কাজে আসবে। আমার তাতে কোনো লাভ ও ক্ষতি নেই। কেউ কেউ বলেন, মক্কায় যখন কাফেরদের বিরুদ্ধে জেহাদ করার আদেশ অবতীর্ণ হয়নি, তখন এ আয়াত নাজিল হয়েছিল। পরে জিহাদের আদেশ অবতীর্ণ হওয়ার এই বিধান রহিত হয়ে যায়। কেননা জিহাদের সারমর্ম এই যে, যারা উপদেশও অনুরোধে প্রভাবিত হয় না, যুদ্ধের মাধ্যমে তাদেরকে পরাভূত করতে হবে। তাদেরকে তাদের অবস্থার উপর ছেড়ে দিলে চলবে না। কেউ কেউ বলেন, আয়াতটি রহিত হয়নি এবং উদ্দেশ্য এই যে, দলিলের মাধ্যমে সত্য প্রমাণিত হওয়ার পর তোমাদের না মানা কেবল শত্রুতা ও হঠকারিতা বশতঃই হতে পারে। শত্রুতা সৃষ্টি হয়ে যাওয়ার পর এখন প্রমাণাদির আলোচনা অর্থহীন। তোমাদের কর্ম তোমাদের সামনে এবং আমার কর্ম আমার সামনে থাকবে।-[কুরতুবী]

অষ্টম বিধান- لَا حُجَّةَ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ অর্থাৎ সত্য স্পষ্ট প্রমাণিত হওয়ার পরও যদিও তোমরা শত্রুতাকে কাজে লাগাও তবে তর্ক-বিতর্কের কোনো অর্থ নেই। কাজেই আমাদের ও তোমাদের মধ্যে এমন কোনো বিতর্ক নেই। **নবম বিধান-** اَللّٰهُ يَجْمَعُ بَيْنَنَا -অর্থাৎ কিয়ামতের দিন আল্লাহ তা'আলা আমাদের সকলকে একত্রিত করবেন এবং প্রত্যেকের কর্মের প্রতিদান দেবেন। দশম বিধান- وَاِلَيْهِ الْمَصِيْرُ অর্থাৎ, আমরা সকলেই তাঁর দিকে প্রত্যাবর্তন করব।

https://e-ilm.weebly.com/

শব্দ বিশ্লেষণ :

فَاطِرٌ : সীগাহ واحد مذكر اسم فاعل বহছ ضَرَبَ বাব فَطْرٌ মাসদার (ف – ط – ر) মূলবর্ণ صحيح জিনস অর্থ- সৃষ্টিকারী।

يَذْرَؤُ : সীগাহ واحد مذكر غائب বহছ مضارع معروف বাব فَتَحَ মাসদার ذَرْءً মূলবর্ণ (ذ - ر - ء) জিনস مهموز لام অর্থ- জমিনে বীজ বপন করা।

مَقَالِيْدُ : جمع منتهى الجموع ; একবচনে مِقْلِيْدٌ ও مِقْلَادٌ আসে অর্থ- চাবিসমূহ , গুদামসমূহ, ঐ শক্তি যা সারা বিশ্বকে বেষ্টন করে রাখে।

يَبْسُطُ : সীগাহ واحد مذكر غائب বহছ مضارع معروف বাব نَصَرَ মাসদার بَسْطٌ মূলবর্ণ (ب – س – ط) জিনস صحيح অর্থ- তিনি প্রশস্ত / বিস্তীর্ণ করেন। প্রসার করেন।

اَقِيْمُوْا : সীগাহ جمع مذكر حاضر বহছ امر حاضر معروف বাব اِفْعَالٌ মাসদার اِقَامَةٌ মূলবর্ণ (ق – و – م) জিনস اجوف واوى অর্থ- অবস্থান করা। প্রতিষ্ঠিত করা। ঠিক করা।

لَا تَتَفَرَّقُوْا : সীগাহ جمع مذكر حاضر বহছ نهى حاضر معروف বাব تَفَعُّلٌ মাসদার تَفَرُّقٌ মূলবর্ণ (ف – ر – ق) জিনস صحيح অর্থ- ফাটল সৃষ্টি করো না। বিভেদ সৃষ্টি করো না।

تَدْعُوْهُمْ : সীগাহ واحد مذكر حاضر বহছ مضارع معروف বাব نَصَرَ মাসদার دُعَاءٌ মূলবর্ণ (د – ع – و) জিনস ناقص واوى অর্থ– তুমি তাদেরকে আহবান কর।

يَجْتَبِىْ : সীগাহ واحد مذكر غائب বহছ مضارع معروف বাব اِفْتِعَالٌ মাসদার اِجْتِبَاءٌ মূলবর্ণ (ج – ب – و) জিনস ناقص واوى অর্থ- তিনি বেছে নেন। তিনি নির্বাচন করেন। পছন্দ করে নেন।

يَهْدِىْ : সীগাহ واحد مذكر غائب বহছ مضارع معروف বাব ضَرَبَ মাসদার هِدَايَةٌ মূলবর্ণ (ه – د – ى) জিনস ناقص يائى অর্থ- তিনি পথ প্রদর্শন করেন।

يُنِيْبُ : সীগাহ واحد مذكر غائب বহছ مضارع معروف বাব اِفْعَالٌ মাসদার اِنَابَةٌ মূলবর্ণ (ن – و – ب) জিনস اجوف واوى অর্থ- সে প্রত্যাবর্তন করে। ফিরে আসে।

اُوْرِثُوْا : সীগাহ جمع مذكر غائب বহছ ماضى مجهول বাব اِفْعَالٌ মাসদার اِيْرَاثٌ মূলবর্ণ (و – ر– ث) জিনস مثال واوى অর্থ- তাদের উত্তরাধিকার বানানো হলো। প্রতিনিধি বানানো হলো।

مُرِيْبٌ : সীগাহ واحد مذكر اسم فاعل বহছ اِفْعَالٌ বাব اِرَابَةٌ মাসদার (ر – ى – ب) মূলবর্ণ اجوف জিনস يائى অর্থ-সংশয়কারী। সন্দেহ সৃষ্টিকারী। অশান্তকারী।

اُدْعُ : সীগাহ واحد مذكر حاضر বহছ امر حاضر معروف বাব نَصَرَ মাসদার دَعْوَةٌ মূলবর্ণ (د – ع – و) জিনস ناقص واوى অর্থ- আহবান কর। দোয়া কর। প্রার্থনা কর।

اُمِرْتَ : সীগাহ واحد مذكر حاضر বহছ ماضى مجهول বাব نَصَرَ মাসদার اَمْرٌ মূলবর্ণ (ء – م – ر) জিনস مهموز فاء অর্থ-আদেশ দেওয়া।

বাক্য বিশ্লেষণ :

شَرَعَ لَكُمْ مِنَ الدِّيْنِ مَا وَصّٰى بِهٖ نُوْحًا وَّالَّذِىْٓ اَوْحَيْنَآ اِلَيْكَ : এখানে شَرَعَ ফে'ল তার উহ্য যমীর هو হলো কয়েল, আর لَكُمْ টা شَرَعَ -এর সাথে متعلق হয়েছে। আর مِنَ الدِّيْنِ হলো حال আর مَا হলো مفعول به আর الَّذِىْ টা وَصّٰى বাক্যটি হলো সেলাহ। بِهٖ টা وَصّٰى -এর সাথে متعلق হয়েছে। আর نُوْحًا হলো مفعول به : আর وَصّٰى -এর উপর আতফ হয়েছে। আর اَوْحَيْنَا বাক্যটি الَّذِىْ মাওসূলের সেলাহ হয়েছে। আর اِلَيْكَ টা اَوْحَيْنَا -এর সাথে متعلق হয়েছে। –[ই'রাবুল কুরআন ৭ম খণ্ড : পৃ. ২৪]

https://e-ilm.weebly.com/

১৬. আর যারা আল্লাহ সম্বন্ধে বিতর্ক করে– তাঁকে মেনে নেওয়ার পর, তাদের বিতর্ক তাদের প্রতিপালকের দরবারে বাতিল এবং তাদের উপর গজব রয়েছে এবং তাদের জন্য কঠোর আজাব রয়েছে।	وَالَّذِيْنَ يُحَآجُّوْنَ فِي اللّٰهِ مِنْۢ بَعْدِ مَا اسْتُجِيْبَ لَهٗ حُجَّتُهُمْ دَاحِضَةٌ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَعَلَيْهِمْ غَضَبٌ وَّلَهُمْ عَذَابٌ شَدِيْدٌ ﴿١٦﴾
১৭. আল্লাহ হচ্ছেন– যিনি কিতাব ও ইনসাফ নাজিল করেছেন; আর আপনি কি জানেন, হয়তো কিয়ামত নিকটবর্তী।	اَللّٰهُ الَّذِيْۤ اَنْزَلَ الْكِتٰبَ بِالْحَقِّ وَالْمِيْزَانَ ؕ وَمَا يُدْرِيْكَ لَعَلَّ السَّاعَةَ قَرِيْبٌ ﴿١٧﴾
১৮. যারা তা বিশ্বাস করে না, তারা [অবিশ্বাসের ভঙ্গিতে] তা তাড়াতাড়ি চাচ্ছে, আর যারা দৃঢ় বিশ্বাসী তারা তাকে ভয় করে, [এবং] তারা অটল বিশ্বাস রাখে যে, তা সত্য; স্মরণ রেখো! যারা কিয়ামত সম্বন্ধে ঝগড়া করে, তারা ঘোর বিভ্রান্তির মধ্যে রয়েছে।	يَسْتَعْجِلُ بِهَا الَّذِيْنَ لَا يُؤْمِنُوْنَ بِهَا ۚ وَالَّذِيْنَ اٰمَنُوْا مُشْفِقُوْنَ مِنْهَا ۙ وَيَعْلَمُوْنَ اَنَّهَا الْحَقُّ ؕ اَلَاۤ اِنَّ الَّذِيْنَ يُمَارُوْنَ فِي السَّاعَةِ لَفِيْ ضَلٰلٍۭ بَعِيْدٍ ﴿١٨﴾
১৯. আল্লাহ তা'আলা নিজ বান্দাগণের উপর করুণাশীল, যাকে ইচ্ছা রিজিক প্রদান করেন, আর তিনি শক্তিমান, মহাপরাক্রান্ত।	اَللّٰهُ لَطِيْفٌۢ بِعِبَادِهٖ يَرْزُقُ مَنْ يَّشَآءُ ۚ وَهُوَ الْقَوِيُّ الْعَزِيْزُ ﴿١٩﴾ ع ٢

শাব্দিক অনুবাদ :

১৬. وَالَّذِيْنَ يُحَآجُّوْنَ فِي اللّٰهِ আর যারা আল্লাহ সম্বন্ধে বিতর্ক করে مِنْۢ بَعْدِ مَا اسْتُجِيْبَ لَهٗ তাঁকে মেনে নেওয়ার পর حُجَّتُهُمْ دَاحِضَةٌ তাদের বিতর্ক বাতিল عِنْدَ رَبِّهِمْ তাদের প্রতিপালকের দরবারে وَعَلَيْهِمْ غَضَبٌ এবং তাদের উপর গজব রয়েছে وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيْمٌ এবং তাদের জন্য কঠোর আজাব রয়েছে।

১৭. اَللّٰهُ الَّذِيْ আল্লাহ হচ্ছেন اَنْزَلَ যিনি নাজিল করেছেন الْكِتٰبَ بِالْحَقِّ وَالْمِيْزَانَ কিতাব ও ইনসাফ وَمَا يُدْرِيْكَ আপনি কি জানেন لَعَلَّ السَّاعَةَ قَرِيْبٌ হয়তো কিয়ামত নিকটবর্তী।

১৮. يَسْتَعْجِلُ بِهَا তারা তা তাড়াতাড়ি চাচ্ছে الَّذِيْنَ لَا يُؤْمِنُوْنَ بِهَا যারা তা বিশ্বাস করে না وَالَّذِيْنَ اٰمَنُوْا আর যারা দৃঢ় বিশ্বাসী مُشْفِقُوْنَ مِنْهَا তারা তাকে ভয় করে وَيَعْلَمُوْنَ আর তারা অটল বিশ্বাস রাখে যে, اَنَّهُ الْحَقُّ তা সত্য اَلَا স্মরণ রেখ اِنَّ الَّذِيْنَ يُمَارُوْنَ যারা ঝগড়া করে فِي السَّاعَةِ কিয়ামত সম্বন্ধে لَفِيْ ضَلٰلٍ بَعِيْدٍ তারা সুদূর ভ্রান্তির মধ্যে রয়েছে।

১৯. اَللّٰهُ لَطِيْفٌ بِعِبَادِهٖ আল্লাহ তা'আলা নিজ বান্দাদের উপর করুণাশীল يَرْزُقُ مَنْ يَّشَآءُ যাকে ইচ্ছা রিজিক প্রদান করেন وَهُوَ الْقَوِيُّ الْعَزِيْزُ আর তিনি শক্তিমান, মহাপরাক্রান্ত।

https://e-ilm.weebly.com/

مَنْ كَانَ يُرِيْدُ حَرْثَ الْاٰخِرَةِ نَزِدْ لَهٗ فِيْ حَرْثِهٖ ۚ وَمَنْ كَانَ يُرِيْدُ حَرْثَ الدُّنْيَا نُؤْتِهٖ مِنْهَا وَمَا لَهٗ فِي الْاٰخِرَةِ مِنْ نَّصِيْبٍ ﴿٢٠﴾

২০. যে পরলোকের ক্ষেত্রে [পুণ্যফল] কামনা করে, আমি তাকে তার ক্ষেত্রে উন্নতি প্রদান করব, আর যে পার্থিব ক্ষেত্র কামনা করে, [শুধু পার্থিব সম্পদেরই চেষ্টা করে, আখেরাতের কোনো চেষ্টা করে না] আমি [ইচ্ছা করলে] তাকে দুনিয়ার কিছু অংশ প্রদান করব এবং পরলোকে তার জন্য কোনো অংশ নেই।

اَمْ لَهُمْ شُرَكٰٓؤُا شَرَعُوْا لَهُمْ مِّنَ الدِّيْنِ مَا لَمْ يَاْذَنْۢ بِهِ اللّٰهُ ۚ وَلَوْلَا كَلِمَةُ الْفَصْلِ لَقُضِيَ بَيْنَهُمْ ۚ وَاِنَّ الظّٰلِمِيْنَ لَهُمْ عَذَابٌ اَلِيْمٌ ﴿٢١﴾

২১. তাদের কি কিছুসংখ্যক এরূপ [খোদায়ী] অংশীদার [উপাস্য দেবতা] আছে, যারা তাদের জন্য এমন একটি ধর্ম নিরূপণ করে দিয়েছে– আল্লাহ তা'আলা যার অনুমতি দেননি? আর যদি একটি মীমাংসাকারী বাণী [সাব্যস্ত হয়ে] না থাকত, তবে [পৃথিবীতেই] তাদের মীমাংসা হয়ে যেত; আর [আখেরাতে] সেই অনাচারীদের অবশ্যই যন্ত্রণাময় শাস্তি হবে।

تَرَى الظّٰلِمِيْنَ مُشْفِقِيْنَ مِمَّا كَسَبُوْا وَهُوَ وَاقِعٌۢ بِهِمْ ۚ وَالَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَعَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ فِيْ رَوْضٰتِ الْجَنّٰتِ ۚ لَهُمْ مَّا يَشَآءُوْنَ عِنْدَ رَبِّهِمْ ۚ ذٰلِكَ هُوَ الْفَضْلُ الْكَبِيْرُ ﴿٢٢﴾

২২. আপনি সেই জালিমদেরকে দেখবেন যে, তারা নিজেদের কার্যাবলির দরুন ভীত রয়েছে, আর তা তাদের উপর [অবশ্যই] পতিত হবে; আর যারা ঈমান এনেছে এবং নেক কাজ করেছে, তারা বেহেশতের উদ্যানসমূহে থাকবে, তারা যারা কামনা করবে, তারা নিজেদের প্রতিপালকের নিকট তা পাবে; এটাই বিরাট পুরস্কার।

শাব্দিক অনুবাদ :

২০. مَنْ كَانَ يُرِيْدُ যে কামনা করে حَرْثَ الْاٰخِرَةِ পরলোকের ক্ষেত্র (পুণ্য ফল) نَزِدْ لَهٗ فِيْ حَرْثِهٖ আমি তাকে তার ক্ষেত্রে উন্নতি প্রদান করব وَمَنْ كَانَ يُرِيْدُ আর যে কামনা করে حَرْثَ الدُّنْيَا পার্থিব ক্ষেত্র نُؤْتِهٖ مِنْهَا আমি তাকে দুনিয়ার কিছু অংশ প্রদান করব وَمَا لَهٗ فِي الْاٰخِرَةِ مِنْ نَّصِيْبٍ এবং পরলোকে তার জন্য কোনো অংশ নেই।

২১. اَمْ لَهُمْ شُرَكٰٓؤُا তাদের কি কিছু সংখ্যক এরূপ অংশীদার আছে شَرَعُوْا لَهُمْ مِّنَ الدِّيْنِ যারা তাদের জন্য এমন একটি ধর্ম নিরূপণ করে দিয়েছে مَا لَمْ يَاْذَنْ بِهِ اللّٰهُ আল্লাহ তা'আলা যার অনুমতি দেননি وَلَوْلَا كَلِمَةُ الْفَصْلِ আর যদি একটি মীমাংসাকারী বাণী (সাব্যস্ত হয়ে) না থাকত لَقُضِيَ بَيْنَهُمْ তবে (পৃথিবীতেই) তাদের মীমাংসা হয়ে যেত وَاِنَّ الظّٰلِمِيْنَ لَهُمْ আর (আখেরাতে) সেই অনাচারীদের অবশ্যই হবে عَذَابٌ اَلِيْمٌ যন্ত্রণাময় শাস্তি।

২২. تَرَى الظّٰلِمِيْنَ আপনি সেই অনাচারীদেরকে দেখবেন مُشْفِقِيْنَ তারা ভীত রয়েছে مِمَّا كَسَبُوْا নিজেদের কার্যাবলির দরুন وَهُوَ وَاقِعٌ بِهِمْ আর তা তাদের উপর (অবশ্যই) পতিত হবে وَالَّذِيْنَ اٰمَنُوْا আর যারা ঈমান এনেছে وَعَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ এবং নেক কাজ করেছে فِيْ رَوْضٰتِ الْجَنّٰتِ তারা জান্নাতের উদ্যানসমূহে থাকবে لَهُمْ مَّا يَشَآءُوْنَ যা কামনা করবে তারা তা পাবে عِنْدَ رَبِّهِمْ নিজেদের প্রতিপালকের নিকট ذٰلِكَ هُوَ الْفَضْلُ الْكَبِيْرُ এটাই বিরাট পুরস্কার।

https://e-ilm.weebly.com/

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

وَالَّذِيْنَ يُحَاجُّوْنَ فِى اللّٰهِ مِنْۢ بَعْدِ مَا اسْتُجِيْبَ لَهٗ حُجَّتُهُمْ دَاحِضَةٌ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَعَلَيْهِمْ غَضَبٌ وَّلَهُمْ عَذَابٌ شَدِيْدٌ (١٦)

শানে নুযূল–১ : আবদ বিন হুমাইদ হযরত হাসান (রা.) এর উদ্ধৃতি দিয়ে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন যে, আহলে কিতাবগণ সাহাবায়ে কেরামে সাথে একদা বলল যে, তোমাদের অপেক্ষা আমরা আল্লাহ তা'আলার অতি নিকটতম লোক। তাদের এ দাবির প্রেক্ষিতে আল্লাহ্ তা'আলা আলোচ্য আয়াত নাজিল করেন।

শানে নুযূল–২ : হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) ও মুজাহিদ (র.) বলেন যে, বনী ইসরাঈল হতে একদল লোক ইসলাম গ্রহণ করার পথে বাধা হয়ে দাড়াত এবং লোকজনকে বিভ্রান্ত করতে লেগে থাকত। সুতরাং তারা বলত যে, আমাদের কিতাব হচ্ছে তোমাদের কিতাবের পূর্ববর্তী কিতাব, আমাদের নবী হলেন তোমাদের নবীর পূর্ববর্তী নবী। সেই সুবাদে আমাদের ধর্ম তোমাদের ধর্ম অপেক্ষা উত্তম। সুতরাং আমরা নিজেরাও তোমাদের অপেক্ষা আল্লাহর অতি নিকটতম লোকজন। তাদের সম্পর্কে আল্লাহ্ তা'আলা আলোচ্য আয়াত নাজিল করেছেন।

শানে নুযূল–৩ : হযরত ইবনে মুনযির হযরত ইকরিমা (রা.) এর উদ্ধৃতি দিয়ে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেন إِذَا جَاءَ نَصْرُ اللّٰهِ وَالْفَتْحُ যখন নাজিল হলো, তখন মুশরিকরা মক্কার মধ্যে যে সকল ঈমানদারগণ রয়ে গিয়েছিলেন তাদেরকে বলতে লাগল যে, মানুষেরা দলে দলে ইসলাম গ্রহণ করছে। সুতরাং তোমরা আমাদের মধ্য হতে বের হয়ে যাও এবং ইসলামকে ছেড়ে দাও। সে পরিপ্রেক্ষিতে আল্লাহ তা'আলা আলোচ্য আয়াত নাজিল করেছেন। -[রূহুল মা'আনী ২৫/২৫/১৩; দুররে মানসূর ৪/৫ : বাহরে মুহীত্ব ৪৯১/৭]

مَنْ كَانَ يُرِيْدُ حَرْثَ الْاٰخِرَةِ نَزِدْ لَهٗ فِىْ حَرْثِهٖ وَمَنْ كَانَ يُرِيْدُ حَرْثَ الدُّنْيَا نُؤْتِهٖ مِنْهَا وَمَا لَهٗ فِى الْاٰخِرَةِ مِنْ نَّصِيْبٍ (٢٠)

শানে নুযূল : কাতাদা হযরত আনাস (রা.) এর উদ্ধৃতি দিয়ে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেন যে, আলোচ্য আয়াত আল্লাহ তা'আলা ইহুদিদের সম্পর্কে নাজিল করেছেন। -[দুররে মানছুর ৫/৬]

পূর্বের আয়াতসমূহের পয়গম্বরগণের সর্বসম্মত ধর্মের প্রতি বিশ্বাসীকে দাওয়াত এবং তাতে প্রতিষ্ঠিত ও অবিচলিত থাকার উপদেশ দেওয়া হয়েছিল। কিন্তু যেসব কাফের শুনতে ও মানতেই রাজি নয়, তারা এরপরেও মুসলমানদের সাথে বাকবিতণ্ডা শুরু করে দেয়। রেওয়ায়েতে আছে যে কিছুসংখ্যক ইহুদি ও খ্রিস্টান এ বিতর্ক উপস্থিত করল যে, আমাদে নবী তোমাদের নবীর পূর্বে এসেছেন এবং আমাদের কিতাব তোমাদের কিতাবের পূর্বে অবতীর্ণ হয়েছে। তাই আমাদের ধর্ম তোমাদের ধর্ম অপেক্ষা উত্তম ও শ্রেষ্ঠ। কোনো কোনো রেওয়ায়েতে এই বিষয়টি কোরাইশ কাফেরদের উত্থাপিত বলে বর্ণিত রয়েছে। কেননা তারা নিজেদেরকে প্রাচীন ধর্মের অনুসারী বলে আখ্যায়িত করত।

কুরআন পাক উল্লিখিত আয়াতসমূহে বর্ণনা করেছে যে, ইসলামও কুরআনের আবেদন মানুষের মধ্যে সাড়া জাগিয়েছে এবং স্বয়ং তোমাদের জ্ঞানী-গুণী ও ন্যায়পন্থি ব্যক্তিবর্গও মুসলমান হয়ে গেছে। সুতরাং এখন তোমাদের বাকবিতণ্ডা আসার ও পথভ্রষ্টতা বৈ নয়। তোমরা না মানলে গজব তোমাদের উপরই পড়বে। অতঃপর উল্লেখ করা হয়েছে যে, কুরআন আল্লাহর পক্ষ থেকে অবতীর্ণ এবং এতে আল্লাহর হক ও বান্দার হকের জন্যে পূর্ণাঙ্গ আইন-কানুন রয়েছে। اَنْزَلَ الْكِتٰبَ بِالْحَقِّ وَالْمِيْزَانَ এখানে 'কিতাব' বলে কুরআনসহ সমস্ত ঐশীগ্রন্থকে বোঝানো হয়েছে এবং 'হক' বলে পূর্বোক্ত সত্য ধর্মকে বোঝানো হয়েছে। مِيْزَانٌ-এর শাব্দিক অর্থ দাঁড়ি-পাল্লা। এটা যেহেতু ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠা করার এবং অধিকার পূর্ণ মাত্রায় দেওয়ার একটি মানদণ্ড তাই হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) -এর তাফসীর করেছেন ন্যায়বিচার। মুজাহিদ বলেন মানুষ যে দাঁড়ি-পাল্লা ব্যবহার করে, এখানে তাই বোঝানো হয়েছে। সুতরাং হক শব্দের মধ্যে আল্লাহর যাবতীয় হক এবং مِيْزَانٌ শব্দের মধ্যে বান্দার যাবতীয় হকের প্রতি ইঙ্গিত রয়েছে।

'মুমিনরা কিয়ামতকে ভয় করে -এর অর্থ কিয়ামতের ভয়াবহতাজনিত বিশ্বাসগত ভয়। পরন্তু নিজেদের কর্মগত ত্রুটি-বিচ্যুতির প্রতি লক্ষ্য করলে এ ভয় অপরিহার্যরূপে দেখা দেয়। কিন্তু মাঝে মাঝে কোনো মুমিনের মধ্যে আল্লাহর সাথে সাক্ষাতের আগ্রহ প্রবল হয়ে তা এ ভয়কে ছাপিয়ে যায়-তা আয়াতের পরিপন্থি নয়। যেমন মৃত্যুর পর কবরে কোনো কোনো মৃতের যথাশীঘ্র কিয়ামতের আগমন কামনার বিষয় প্রমাণিত রয়েছে। কারণ কবরে ফেরেশতাদের কাছে থেকে রহমত ও মাগফেরাতের সুসংবাদ শুনে কিয়ামতের ভয় স্তিমিত হয়ে যাবে।

https://e-ilm.weebly.com/

https://e-ilm.weebly.com/

২৩. এটাই তা– যার সুসংবাদ আল্লাহ তা'আলা তাঁর সেই বান্দাগণকে প্রদান করেছেন, যারা ঈমান এনেছে এবং নেক কার্যসমূহ করেছে; আপনি বলুন, আমি তোমাদের নিকট কিছুই চাই না আত্মীয়তার সৌহার্দ্য ব্যতীত; আর যে ব্যক্তি কোনো নেকী করবে, আমি তার মধ্যে আরও সৌন্দর্য বৃদ্ধি করে দেব; [অর্থাৎ সেই নেকীর প্রাপ্য ছওয়াবের উপর আরো অধিক ছওয়াব প্রদান করব] নিঃসন্দেহে, আল্লাহ বড়ই ক্ষমাশীল, বড় গুণগ্রাহী।

ذٰلِكَ الَّذِىْ يُبَشِّرُ اللّٰهُ عِبَادَهُ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَعَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ ؕ قُلْ لَّاۤ اَسْـَٔلُكُمْ عَلَيْهِ اَجْرًا اِلَّا الْمَوَدَّةَ فِى الْقُرْبٰى ؕ وَمَنْ يَّقْتَرِفْ حَسَنَةً نَّزِدْ لَهٗ فِيْهَا حُسْنًا ؕ اِنَّ اللّٰهَ غَفُوْرٌ شَكُوْرٌ ﴿٢٣﴾

২৪. এরা কি এরূপ বলে যে, তিনি [রাসূল] আল্লাহ সম্বন্ধে মিথ্যা রচনা করেছেন; পরন্তু আল্লাহ যদি ইচ্ছা করেন; তবে আপনার মনের উপর মোহর মেরে দিতেন, আর আল্লাহ তা'আলা বাতিলকে বিলুপ্ত করেন এবং সত্যকে স্বীয় নির্দেশাবলির মাধ্যমে প্রতিষ্ঠিত করে থাকেন; নিশ্চয়, তিনি অন্তরের কথাসমূহ অবগত আছেন।

اَمْ يَقُوْلُوْنَ افْتَرٰى عَلَى اللّٰهِ كَذِبًا ۚ فَاِنْ يَّشَاِ اللّٰهُ يَخْتِمْ عَلٰى قَلْبِكَ ؕ وَيَمْحُ اللّٰهُ الْبَاطِلَ وَيُحِقُّ الْحَقَّ بِكَلِمٰتِهٖ ؕ اِنَّهٗ عَلِيْمٌۢ بِذَاتِ الصُّدُوْرِ ﴿٢٤﴾

২৫. আর তিনি এমন যে, স্বীয় বান্দাগণের তওবা কবুল করে থাকেন এবং তিনি গুনাহসমূহ ক্ষমা করে দেন, আর তোমরা যা কিছু কর, তিনি তা অবগত আছেন।

وَهُوَ الَّذِىْ يَقْبَلُ التَّوْبَةَ عَنْ عِبَادِهٖ وَيَعْفُوْا عَنِ السَّيِّاٰتِ وَيَعْلَمُ مَا تَفْعَلُوْنَ ۙ ﴿٢٥﴾

শাব্দিক অনুবাদ :

২৩. ذٰلِكَ الَّذِىْ এটাই তা يُبَشِّرُ اللّٰهُ عِبَادَهُ যার সুসংবাদ আল্লাহ তা'আলা তার সেই বান্দাগণকে প্রদান করছেন الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا যারা ঈমান এনেছে وَعَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ এবং নেককার্যসমূহ করেছে قُلْ আপনি বলুন لَّاۤ اَسْـَٔلُكُمْ عَلَيْهِ اَجْرًا আমি তোমাদের নিকট কিছুই চাইনা اِلَّا الْمَوَدَّةَ فِى الْقُرْبٰى আত্মীয়তার সৌহার্দ্য ব্যতীত وَمَنْ يَّقْتَرِفْ حَسَنَةً আর যে ব্যক্তি কোনো নেকী করবে نَّزِدْ لَهٗ فِيْهَا حُسْنًا আমি তার আরও সৌন্দর্য বৃদ্ধি করব اِنَّ اللّٰهَ غَفُوْرٌ شَكُوْرٌ নিঃসন্দেহে আল্লাহ বড়ই ক্ষমাশীল, বড় গুণগ্রাহী।

২৪. اَمْ يَقُوْلُوْنَ এরা কি এরূপ বলে যে افْتَرٰى عَلَى اللّٰهِ كَذِبًا তিনি আল্লাহ সম্বন্ধে মিথ্যা রচনা করেছেন فَاِنْ يَّشَاِ اللّٰهُ পরন্তু আল্লাহ যদি ইচ্ছা করেন يَخْتِمْ عَلٰى قَلْبِكَ তবে আপনার মনের উপর মোহর মেরে দিতেন وَيَمْحُ اللّٰهُ الْبَاطِلَ আর আল্লাহ তা'আলা বাতিলকে বিলুপ্ত করেন وَيُحِقُّ الْحَقَّ এবং সত্যকে প্রতিষ্ঠিত করে থাকেন بِكَلِمٰتِهٖ স্বীয় নির্দেশাবলির মাধ্যমে اِنَّهٗ عَلِيْمٌۢ بِذَاتِ الصُّدُوْرِ নিশ্চয় তিনি অন্তরের কথাসমূহ অবগত আছেন।

২৫. وَهُوَ الَّذِىْ আর তিনি এমন যে يَقْبَلُ التَّوْبَةَ তওবা কবুল করে থাকেন عَنْ عِبَادِهٖ স্বীয় বান্দাগণের وَيَعْفُوْا عَنِ السَّيِّاٰتِ এবং তিনি গুনাহসমূহ ক্ষমা করে দেন وَيَعْلَمُ আর তিনি অবগত আছেন مَا تَفْعَلُوْنَ তোমরা যা কিছু কর।

https://e-ilm.weebly.com/

২৬. আর তিনি সে সমস্ত লোকের ইবাদত কবুল করে থাকেন যারা ঈমান এনেছে এবং তারা নেক কাজ করেছে এবং তাদেরকে নিজের অনুগ্রহে আরো অধিক প্রদান করে থাকেন; আর যারা কুফরি করছে তাদের জন্য কঠিন আজাব রয়েছে।	وَيَسْتَجِيبُ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَيَزِيدُهُم مِّن فَضْلِهِ ۚ وَالْكَافِرُونَ لَهُمْ عَذَابٌ شَدِيدٌ ﴿٢٦﴾
২৭. আর যদি আল্লাহ তা'আলা নিজের সমস্ত বান্দার জীবিকা সচ্ছল করে দেন, তবে তারা পৃথিবীতে অবশ্যই বিপর্যয় সৃষ্টি করত, কিন্তু তিনি যে পরিমাণ জীবিকা ইচ্ছা করেন, সে পরিমাণে নাজিল করে থাকেন; তিনি নিজ বান্দাগণ সম্বন্ধে ওয়াকেফহাল, পর্যবেক্ষক।	وَلَوْ بَسَطَ اللَّهُ الرِّزْقَ لِعِبَادِهِ لَبَغَوْا فِي الْأَرْضِ وَلَٰكِن يُنَزِّلُ بِقَدَرٍ مَّا يَشَاءُ ۚ إِنَّهُ بِعِبَادِهِ خَبِيرٌ بَصِيرٌ ﴿٢٧﴾
২৮. এবং তিনি এমন [দয়ালু] যে, মানুষের নিরাশ হওয়ার পর বৃষ্টি বর্ষণ করেন এবং স্বীয় রহমত [-এর লক্ষণসমূহ] বিস্তৃত করে দেন; এবং তিনি [সকলের] কার্যনির্বাহক [ও] প্রশংসার যোগ্য।	وَهُوَ الَّذِي يُنَزِّلُ الْغَيْثَ مِن بَعْدِ مَا قَنَطُوا وَيَنشُرُ رَحْمَتَهُ ۚ وَهُوَ الْوَلِيُّ الْحَمِيدُ ﴿٢٨﴾
২৯. আর তাঁর [কুদরতের] নিদর্শনসমূহের মধ্যে আসমানসমূহকে ও জমিনকে সৃষ্টি করা এবং সে সমস্ত প্রাণীকে, যাদেরকে তিনি জমিনে ও আসামনে ছড়িয়ে রেখেছেন এবং তিনি তাদেরকে যখন ইচ্ছা একত্রিত করতেও সক্ষম।	وَمِنْ آيَاتِهِ خَلْقُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَثَّ فِيهِمَا مِن دَابَّةٍ ۚ وَهُوَ عَلَىٰ جَمْعِهِمْ إِذَا يَشَاءُ قَدِيرٌ ﴿٢٩﴾

শাব্দিক অনুবাদ :

২৬. وَيَسْتَجِيبُ আর তিনি সে সমস্ত লোকের ইবাদত কবুল করে থাকেন الَّذِينَ آمَنُوا যারা ঈমান এনেছে وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ এবং তারা নেক কাজ করেছে وَيَزِيدُهُم مِّن فَضْلِهِ এবং তাদেরকে নিজের অনুগ্রহে আরও অধিক প্রদান করে থাকেন وَالْكَافِرُونَ لَهُمْ عَذَابٌ شَدِيدٌ আর যারা কুফরি করছে তাদের জন্য কঠিন আজাব রয়েছে।

২৭. وَلَوْ بَسَطَ اللَّهُ الرِّزْقَ আর যদি আল্লাহ তা'আলা জীবিকা সচ্ছল করে দেন لِعِبَادِهِ নিজের সমস্ত বান্দার لَبَغَوْا فِي الْأَرْضِ তবে তারা পৃথিবীতে অবশ্যই বিপর্যয় সৃষ্টি করত وَلَٰكِن يُنَزِّلُ بِقَدَرٍ مَّا يَشَاءُ কিন্তু তিনি যে পরিমাণ জীবিকা ইচ্ছা করেন সে পরিমাণে নাজিল করে থাকেন إِنَّهُ بِعِبَادِهِ خَبِيرٌ بَصِيرٌ তিনি নিজ বান্দাগণ সম্পর্কে ওয়াকেফহাল, পর্যবেক্ষক।

২৮. وَهُوَ الَّذِي এবং তিনি এমন (দয়ালু) যে يُنَزِّلُ الْغَيْثَ বৃষ্টি বর্ষণ করেন مِن بَعْدِ مَا قَنَطُوا মানুষের নিরাশ হওয়ার পর وَيَنشُرُ رَحْمَتَهُ এবং স্বীয় রহমত বিস্তৃত করে দেন وَهُوَ الْوَلِيُّ এবং তিনি কার্যনির্বাহক الْحَمِيدُ প্রশংসার যোগ্য

২৯. وَمِنْ آيَاتِهِ আর তাঁর নিদর্শনসমূহের মধ্যে خَلْقُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ আসমানসমূহকে ও জমিনকে সৃষ্টি করা وَمَا بَثَّ فِيهِمَا مِن دَابَّةٍ এবং সমস্ত প্রাণীকে যাদেরকে তিনি জমিনে ও আসমানে ছড়িয়ে রেখেছেন وَهُوَ عَلَىٰ جَمْعِهِمْ এবং তিনি তাদেরকে একত্রিত করতেও إِذَا يَشَاءُ যখন ইচ্ছা قَدِيرٌ সক্ষম।

https://e-ilm.weebly.com/

৩০. আর তোমাদের উপর যে কোনো বিপদ আপতিত হয়, তা তোমাদেরই হস্তের অর্জিত কার্যসমূহের দরুন এবং বহু বিষয় তো তিনি ক্ষমা করে দেন।	وَمَآ اَصَابَكُمْ مِّنْ مُّصِيْبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ اَيْدِيْكُمْ وَيَعْفُوْا عَنْ كَثِيْرٍ ﴿٣٠﴾
৩১. এবং তোমরা ভূপৃষ্ঠে [আত্মগোপন করে তাঁকে] অক্ষম করতে পারবে না, আর [এমতাবস্থায়] আল্লাহ ব্যতীত তোমাদের কেউই সহায়কও নেই এবং সাহায্যকারীও নেই।	وَمَآ اَنْتُمْ بِمُعْجِزِيْنَ فِى الْاَرْضِ ۚ وَمَا لَكُمْ مِّنْ دُوْنِ اللّٰهِ مِنْ وَّلِيٍّ وَّلَا نَصِيْرٍ ﴿٣١﴾

শাব্দিক অনুবাদ :

৩০. وَمَآ اَصَابَكُمْ আর তোমাদের উপর আপতিত হয় مِنْ مُّصِيْبَةٍ যে কোনো বিপদ فَبِمَا كَسَبَتْ اَيْدِيْكُمْ তা তোমাদেরই হস্তের অর্জিত কার্যসমূহের দরুন وَيَعْفُوْا عَنْ كَثِيْرٍ এবং বহু বিষয় তো তিনি ক্ষমা করে দেন।

৩১. وَمَآ اَنْتُمْ بِمُعْجِزِيْنَ فِى الْاَرْضِ এবং তোমরা ভূপৃষ্ঠে [আত্মগোপন করে তাকে] অক্ষম করতে পারবে না وَمَا لَكُمْ مِّنْ دُوْنِ اللّٰهِ আর এমতাবস্থায় আল্লাহ ব্যতীত তোমাদের কেউই নেই مِنْ وَّلِيٍّ সহায়কও وَّلَا نَصِيْرٍ এবং সাহায্যকারীও নেই।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

ذٰلِكَ الَّذِىْ يُبَشِّرُ اللّٰهُ عِبَادَهُ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَعَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ قُلْ لَّآ اَسْاَلُكُمْ عَلَيْهِ اَجْرًا اِلَّا الْمَوَدَّةَ فِى الْقُرْبٰى وَمَنْ يَّقْتَرِفْ حَسَنَةً نَّزِدْ لَهٗ فِيْهَا حُسْنًا اِنَّ اللّٰهَ غَفُوْرٌ شَكُوْرٌ

শানে নুযূল–১ : আলোচ্য আয়াতের শানে নুযূল সম্পর্কে মতানৈক্য রয়েছে। হযরত আব্বাস (রা.) বলেন, নবী করীম ﷺ যখন মদীনায় তশরিফ আনয়ন করেন, তখন তাঁর সামর্থ্যের বাইরে অনেক প্রয়োজনাদি দেখা দেয়। এহেন পরিস্থিতিতে আনসাররা পরস্পরে বললেন যে, এ মহামানবের মাধ্যমে আল্লাহ তা'আলা তোমাদেরকে হেদায়েত দান করেছেন। পক্ষান্তরে তিনি তোমাদের ভ্রাতুষ্পুত্র; তাঁর শক্তি সামর্থ্যের বাইরে প্রয়োজনাদি দেখা দিয়েছে। সুতরাং চলো আমরা সকলে মিলে তা সমাধান করে দেই। পরক্ষণে তারা তা সমাধা করার জন্যে তাঁর নিকট গমন করে। সেই প্রেক্ষিতে উক্ত আয়াত অবতীর্ণ হয়।

শানে নুযূল–২ : হাসান বলেন, আনসার ও মুহাজিরগণ পরস্পরের মাঝে যখন তারা গর্ব প্রকাশ করছিল। আনসারগণ বলছিল যে, আমরা অমুক কাজটি করে দিয়েছি। মুহাজিররা রাসূল ﷺ এর নিকটতম ও নিকটাত্মীয় হবার বার্তা প্রকাশ করছিল। সেই অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে আলোচ্য আয়াত নাজিল করা হয়। -[কুরতুবী ২৩/২৬]

শানে নুযূল– ৩ : হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) কর্তৃক বর্ণিত রয়েছে, তিনি বলেন, আনসাররা বলছিল আমরা এমন এমন কাজ করেছি। যেমন না কি তারা গর্ববোধ করছিল, তখন হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) ও বলেছিলেন যে, তোমাদের উপর আমাদের শ্রেষ্ঠত্ব রয়েছে। হযরত রাসূলে আকরাম ﷺ এ সংবাদ পেয়ে তাদের বৈঠকে উপস্থিত হয়ে বললেন, হে আনসারগণ! তোমরা কি লাঞ্ছিত ও অবহেলিত ছিলে না? অতঃপর আমার মাধ্যমে আল্লাহ তোমাদেরকে সম্মান দেননি? তারা বলল, জী হ্যাঁ, হে আল্লাহর রাসূল! রাসূল ﷺ জিজ্ঞেস করলেন তোমরা কি ভ্রষ্ট ছিলে না, অতঃপর আল্লাহ আমার মাধ্যমে তোমাদের হেদায়েত দান করেননি? তারা বলল, হে আল্লাহর রাসূল জী হ্যাঁ! রাসূল ﷺ আবারও জিজ্ঞেস করলেন, তোমরা কি আমার জবাব দেবেনা? তখন তারা বলল, হে আল্লাহর রাসূল! আমরা কিছুই বলিনি, কি বলতে পারি ? রাসূল ﷺ বললেন, তোমরা কি এমন বলনি যে তোমার সম্প্রদায় তোমাকে বহিষ্কার করে দিয়েছে আমরা তোমাকে আশ্রয় দিয়েছি, তোমার জাতি তোমাকে অবিশ্বাস কি করেনি তখন আমরা তোমাকে সমর্থন করে বিশ্বাস করেছি, তারা কি তোমার উপর নির্যাতন করেনি, তখন আমরা তোমার সাহায্য করেছি। রাসূল ﷺ এমনভাবে বলেই যেতে লাগলেন। অবশেষে তারা নতজানু হয়ে বসে পরে বলল, আমাদের ধন-সম্পদ আমাদের হাতে রয়েছে, সব কিছু আল্লাহও তদ্বীয় রাসূলের জন্যে। সে অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে আলোচ্য আয়াত নাজিল হয়েছে। -[ইবনে কাছীর ১১২/৪]

https://e-ilm.weebly.com/

وَهُوَ الَّذِىْ يَقْبَلُ التَّوْبَةَ عَنْ عِبَادِهٖ وَيَعْفُوْ عَنِ السَّيِّئَاتِ وَيَعْلَمُ مَا تَفْعَلُوْنَ (٢٥)

শানে নুযূল :- হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) বলেন যে, قُلْ لَّاۤ اَسْئَلُكُمْ عَلَيْهِ اَجْرًا اِلَّا الْمَوَدَّةَ فِى الْقُرْبٰى আয়াত যখন নাজিল হয়, তখন একশ্রেণির লোক মনে করেছিল যে, এতে কেবল মাত্র বন্ধুত্বতা স্থাপন করার প্রতিই উৎসাহিত করা হচ্ছে। হযরত জিবরাইল (আ) এসে সংবাদ দিলেন যে, তারা তাঁর প্রতি অপবাদ রটনা করেছে, তখন اَمْ يَقُوْلُوْنَ افْتَرٰى عَلَى اللّٰهِ كَذِبًا আয়াত নাজিল হয়। অতঃপর মানুষেরা বলল যে, হে আল্লাহর রাসূল ! আমরা তো সাক্ষী দিচ্ছি যে, আপনি আল্লাহর সত্য রাসূল এবং আমরা তওবা করছি, তখন সে পরিপ্রেক্ষিতে আলোচ্য আয়াত নাজিল করা হয়েছে। -[কুরতুবী ২৫/১৬]

وَلَوْ بَسَطَ اللّٰهُ الرِّزْقَ لِعِبَادِهٖ لَبَغَوْا فِى الْاَرْضِ وَلٰكِنْ يُّنَزِّلُ بِقَدَرٍ مَّا يَشَآءُ اِنَّهٗ بِعِبَادِهٖ خَبِيْرٌۢ بَصِيْرٌ (٢٧)

শানে নুযূল : আমর বিন হারিছ বলেন, সুফফায় যারা ছিলেন, তারা রাসূল ﷺ-এর নিকট আবেদন করেছিলেন যে, আল্লাহ তা'আলা যেন ধনাঢ্যতা দান করেন এবং ধন-সম্পদের প্রাচুর্যতা ও যেন আল্লাহ তা'আলার তাদেরকে দান করেন, হযরত খাব্বাব বিন আরত (রা.) বলেন যে, আলোচ্য আয়াত আমাদের সম্পর্কে নাজিল হয়েছে। আমরা যখন বনূ নযীর, বনূ কুরাইযা ও বনূ কায়নুকা গোত্রসমূহের ধন-সম্পদের আকড় দেখে অনুরূপ ধন-সম্পদের আকড়ের অধিকারী হবার কামনা করতেছিলাম। ধন-সম্পদ লাভের আবেদন করার পরিপ্রেক্ষিতে আল্লাহ তা'আলা আলোচ্য নাজিল করেন। -[রূহুল মা'আনী ৩৫৭/২৫১৩, কুরতুবী ২৬/১৬, বাহরে মহীত্ব ৪৯৫/৭ দুররে মনছুর ৮/৬]

وَهُوَ الَّذِىْ يُنَزِّلُ الْغَيْثَ مِنْ بَعْدِ مَا قَنَطُوْا وَيَنْشُرُ رَحْمَتَهٗ وَهُوَ الْوَلِىُّ الْحَمِيْدُ (٢٨)

শানে নুযূল : মুকাতিল বলেন যে, মক্কা বাসীদের উপর সাত বছর পর্যন্ত বৃষ্টি হওয়া বন্ধ হয়ে গিয়েছিল। দীর্ঘ সময় বৃষ্টিপাত না হওয়াতে তারা সম্পূর্ণ নিরাশ হয়ে পড়েছিল। অতঃপর আল্লাহ তা'আলা আলোচ্য আয়াত নাজিল করেন। -[কুরতুবী ২৮/১৬]

قُلْ لَّاۤ اَسْئَلُكُمْ عَلَيْهِ اِلَّا الْمَوَدَّةَ فِى الْقُرْبٰى -সার সংক্ষেপে বর্ণিত এ আয়াতের তাফসীর অধিকাংশ তাফসীরবিদ থেকেই বর্ণিত রয়েছে। এর সারমর্ম এই যে, তোমাদের সবার কাছে আমার আসল হক এই যে, তোমরা আমার রেসালতকে স্বীকৃতি দাও এবং নিজেদের সৌভাগ্য ও সাফল্যের জন্যে আমার আনুগত্য কর। তোমরা এটা না করলে আমার বলার কিছুই নেই। কিন্তু আমার একটি মানবিক ও পারিবারিক হকও রয়েছে, যা তোমরা অস্বীকার করতে পার না। তোমাদের অধিকাংশ গোত্রে আমার আত্মীয়তা রয়েছে। আত্মীয়তার অধিকার ও আত্মীয় বাৎসল্যের প্রয়োজন তোমরা অস্বীকার কর না। অতএব, আমি তোমাদের শিক্ষা, প্রচার ও কর্ম সংশোধনের যে দায়িত্ব পালন করি, এর কোনো পারিশ্রমিক তোমাদের কাছে চাই না। তবে এতটুকু দাবি যে, তোমরা আত্মীয়তার অধিকারের প্রতি লক্ষ্য রাখ। মানা না মানা তোমাদের ইচ্ছা। কিন্তু শত্রুতা প্রদর্শনে তো কমপক্ষে আত্মীয়তার সম্পর্কে প্রতিবন্ধক হওয়া উচিত।

বলাবাহুল্য, আত্মীয়তার অধিকারের প্রতি লক্ষ্য রাখা স্বয়ং তাদেরই কর্তব্য ছিল। একে কোনো শিক্ষা ও প্রচারকার্যের পারিশ্রমিক বলে অবিহিত করা যায় না। আয়াতে একে রূপক অর্থে পারিশ্রমিক বলা হয়েছে। অর্থাৎ আমি তোমাদের কাছে এটাই চাই। এটা প্রকৃতপক্ষে কোনো পারিশ্রমিক নয়। তোমরা একে পারিশ্রমিক মনে করলে ভুল হবে। এ বাক্যের নজির দুনিয়ার প্রত্যেক ভাষাতেই বিদ্যমান রয়েছে। কবি মুতানাব্বী বলেন : وَلَا عَيْبَ فِيْهِمْ غَيْرَ اَنَّ سُيُوْفَهُمْ • فُلُوْلٌ مِنْ قِرَاعِ الْكَتَائِبِ অর্থাৎ, কোনো এক গোত্রের বীরত্ব প্রসঙ্গে বলা হয়েছে যে, তাদের মধ্যে এছাড়া কোনো দোষ নেই যে অহরহ যুদ্ধ ও মারামারির কারণে তাদের তরবারিতে দাঁত সৃষ্টি হয়ে গেছে। বলাবহুল্য, বীরের জন্যে এটা কোনো দোষ নয় : বরং নৈপুণ্য।

জনৈক উর্দু কবি বলেন : مجھ میں ایک عیب بڑا ہے ٥ کہ وفادار ہوں میں

এতে কবি তার বিশ্বস্ততার গুণকে দোষরূপে ব্যক্ত করে করে নিজের নির্দোষতাকে বড় করে দেখিয়েছেন।

সারকথা এই যে, আত্মীয় বাৎসল্য বাস্তবে পারিশ্রমিক নয়। কাজেই আমি এছাড়া তোমাদের কাছে আর কিছুই চাই না বুখারী ও মুসলিমে আলোচ্য আয়াতের এ তাফসীরই হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) থেকে বর্ণিত রয়েছে যুগে যুগে পয়গম্বরগণ নিজ নিজ সম্প্রদায়কে পরিষ্কার ভাষায় বলে দিয়েছেন, আমি তোমাদের মঙ্গলার্থে যে প্রচেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছি, তার কোনো বিনিময় তোমাদের কাছে চাই না। আমার প্রাপ্য আল্লাহ তা'আলাই দেবেন। অতএব, রাসূলুল্লাহ ﷺ সকলের সেরা পয়গম্বর সেরা পয়গম্বর হয়ে স্বজাতির কাছে কেমন করে বিনিময়ে চাইবেন?

https://e-ilm.weebly.com/

https://e-ilm.weebly.com/

اَمْ يَقُوْلُوْنَ افْتَرٰى عَلَى اللّٰهِ كَذِبًا فَاِنْ يَّشَاِ يَخْتِمْ عَلٰى قَلْبِكَ الخ

আলোচ্য আয়াতসমূহের প্রথম আয়াতে আল্লাহ রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর নবুয়ত, রেসালত ও কুরআনকে ভ্রান্ত ও আল্লাহর বিরুদ্ধে অপপ্রচার আখ্যাদানকারীদেরকে একটি সাধারণ নীতি বর্ণনা করে জওয়াব দিয়েছেন। নীতিটি এই যে, পয়গম্বরের মু'জিযা ও জাদুকরের জাদু-এ দুই এই এর মধ্যে কোনোটিই আল্লাহর ইচ্ছা ব্যতিরেকে কিছু করতে পারে না। আল্লাহ তা'আলাই স্বীয় অনুগ্রহে পয়গম্বরগণের নবুয়ত সপ্রমাণ করার উদ্দেশ্য তাদেরকে মু'জিযা দান করেন। এতে পয়গম্বরের কোনো এখতিয়ার থাকে না।

এমনিভাবে আল্লাহ তা'আলা জাদুকরদের জাদুকেও পরীক্ষার ভিত্তিতে চালু হতে দেন। কিন্তু জাদু ও মু'জিযার মধ্যে এবং জাদুকর ও পয়গম্বরের মধ্যে পার্থক্য করার জন্য তিনি এই নীতি নির্ধারণ করেছেন যে, যে ব্যক্তি মিছামিছি নবুয়ত দাবি করে, তার হাতে কোনো জাদু ও সফল হতে দেন না; নবুয়ত দাবি করার পূর্ব পর্যন্তই তার জাদু কার্যকর হয়ে থাকে।

পক্ষান্তরে আল্লাহ যাকে নবুয়ত দান করেন, তাঁকে মু'জিযা দেন এবং সমুজ্জ্বল করেন। এভাবে স্বাভাবিক গতিতেই তাঁর নবুয়ত সপ্রমাণ করে দেন। এছাড়া স্বীয় কালামের আয়াতের সত্যায়নও নাজিল করেন।

কুরআন পাকও এক মুজিযা। সারা বিশ্বের জিন ও মানব এর এক আয়াতের নমুনাও রচনা করতে অক্ষম। তাদের এই অক্ষমতা নবী করীম ﷺ -এর আমলেই সপ্রমাণ হয়ে গেছে। এবং আজ পর্যন্ত সপ্রমাণ আছে। এমন সুস্পষ্ট মুজিযা উপরিউক্ত নীতি অনুযায়ী কোনো মিথ্যা নবীর পক্ষ থেকে প্রকাশ পেতে পারে না। অতএব, রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর ওহী ও রেসালত সম্পর্কিত বলে তারা নিজেরাই বিভ্রান্তিও অপপ্রচারে লিপ্ত ।

দ্বিতীয় আয়াতে কাফেরদেরকে উপদেশ দেওয়া হয়েছে যে, এখনও কুফর থেকে বিরত হও এবং তওবা কর। আল্লাহ তা'আলা পরম দয়ালু। তিনি তওবাকারীদের তওবা কুবল করেন এবং তাদের পাপ মার্জনা করেন।

তওবার স্বরূপ : তওবার শাব্দিক অর্থ ফিরে আসা। শরিয়তের পরিভাষায় কোনো গোনাহ্ থেকে ফিরে আসাকে তওবা বলা হয়। তওবা বিশুদ্ধ ও ধর্তব্য হওয়ার জন্য তিনটি শর্ত রয়েছে।

(এক)-বর্তমানে যে গোনাহ লিপ্ত রয়েছে, তা অবিলম্বে বর্জন করতে হবে, (দুই)-অতীতের গোনাহের জন্য অনুতপ্ত হতে হবে এবং (তিন) ভবিষ্যতে সে গোনাহ্ না করার দৃঢ় সংকল্প গ্রহণ করতে হবে এবং কোনো ফরজ কাজ ছেড়ে থাকলে তা আদায় অথবা কাজা করতে হবে। গোনাহ্ যদি বান্দার বৈষয়িক হক সম্পর্কিত হয়, তবে শর্ত এই যে, প্রাপক জীবিত থাকলে তাকে সে ধন-সম্পদ ফেরত দেবে অথবা মাফ করিয়ে নেবে। প্রাপক জীবিত না থাকলে তার ওয়ারিশদেরকে ফেরত দেবে। কোনো ওয়ারিশ না থাকলে বায়তুল মালে জমা দেবে। যদি বায়তুল মাল না থাকে অথবা তার ব্যবস্থাপনা সঠিক না হয় তবে প্রাপকের পক্ষ থেকে সদকা করে দেবে। বৈষয়িক নয়, এমন কোনো হক হলে যেমন কাউকে অন্যায়ভাবে জ্বালাতন করলে, গালি দিলে, অথবা কারও গিবত করলে যেভাবেই সম্ভবপর হয় তাকে সন্তুষ্ট করে ক্ষমা নিতে হবে।

সকল তওবার জন্যেই আল্লাহর ওয়াস্তে গোনাহ্ বর্জন করতে হবে, শারীরিক দুর্বলতা ও অক্ষমতার কারণে গোনাহ বর্জন করলে তওবা হবে না। যাবতীয় গোনাহ থেকে তওবা করাই শরিয়তের কাম্য। কিন্তু কোনো বিশেষ গোনাহ থেকে তওবা করলেও আহলে সুন্নতের মতানুযায়ী সে গোনাহ মাফ হবে, কিন্তু অন্যান্য গোনাহ বহাল থাকবে।

وَلَوْ بَسَطَ اللّٰهُ الرِّزْقَ لِعِبَادِهٖ لَبَغَوْا فِى الْاَرْضِ وَلٰكِنْ يُّنَزِّلُ بِقَدَرٍ مَّا يَشَآءُ

পূর্বাপর সম্পর্ক ও শানে নুযূল : আলোচ্য আয়াতসমূহ আল্লাহ তা'আলা তাওহীদ সপ্রমাণ করার জন্য তাঁর অসাধারণ প্রজ্ঞার উল্লেখ করেছেন, যার মাধ্যমে তিনি বিশ্বজগতকে এক মজবুত ও অটল ব্যবস্থাপনার সূত্রে গ্রথিত করে রেখেছেন। উদ্দেশ্য এই যে, বিশ্বজগতের এই অটল ব্যবস্থাপনা এ বিষয়ের দলিল যে, একজন প্রজ্ঞাময়, সর্বজ্ঞ সত্তা একে পরিচালনা করেছেন।

পৃথিবীতে জারিকৃত একটি অর্থনৈতিক ব্যবস্থপনার দিকে ইঙ্গিত করে আল্লাহ তা'আলা এই বিষয়বস্তুর সূচনা করেছেন। পূর্ববর্তী আয়াতসমূহের সাথে এই বিষয়টির সম্পর্ক এই যে, পূর্বের আয়াতসমূহে বিবৃত হয়েছিল, আল্লাহ তা'আলা মু'মিনদের ইবাদত ও দোয়া কবুল করেন। এতে প্রশ্ন দেখা দিতে পারত যে, মুসলমানরা অনেক সময় পার্থিব উদ্দেশ্য হাসিলের জন্যে দোয়া করে, কিন্তু তাদের সে উদ্দেশ্য হাসিল হয় না। এরূপ ঘটনা বিরল নয়; বরং প্রায়ই সংঘটিত হতে দেখা যায়। খটকার জওয়াব উল্লিখিত আয়াতসমূহের প্রথম আয়াতে দেওয়া হয়েছে। এর সারমর্ম এই যে, মানুষের প্রত্যেকটি বাসনা পূর্ণ হওয়া মাঝে মাঝে স্বয়ং মানুষের ব্যক্তিগত ও সমষ্টিগত উপযোগিতার পরিপন্থি হয়ে থাকে। কাজেই

https://e-ilm.weebly.com/

https://e-ilm.weebly.com/

জান্নাতে তো নিয়ামতসমূহের ব্যাপক বৃষ্টি বর্ষিত হবে, কিন্তু লোভ-লালসা ও অবাধ্যতার প্রেরণা নিশ্চিহ্ন করে দেওয়া হবে। ফলে কোনোরূপ বিপর্যয় দেখা দেবে না। তাফসীরের সার-সংক্ষেপে মাওলানা আশরাফআলী থানভী (র.) 'বর্তমান অবস্থায়' কথাটি সংযুক্ত করে এদিকেই ইঙ্গিত করেছেন। -[বয়ানুল কুরআন]

দুনিয়াতে ধন-সম্পদের প্রাচুর্যের মাধ্যমে লোভ-লালসার প্রেরণা নিশ্চিহ্ন করে দেওয়া হলো না কেন? এখন এই আপত্তির উত্থাপন করা নিশ্চিতই অর্থহীন। কেননা দুনিয়া সৃষ্টির ভালো ও মন্দের সমন্বিত একটি বিশ্ব রচনা করা এটা ব্যতীত জগৎ সৃষ্টির মূল রহস্য-মানুষকে পরীক্ষা করা কিছুতেই সম্ভবপর নয়। সুতরাং দুনিয়াতে মানুষের এসব প্রেরণা নিশ্চিহ্ন করে দেওয়া হলে দুনিয়ার সৃষ্টির আসল লক্ষ্যই অর্জিত হতো না। পক্ষান্তরে জান্নাতে কেবল কল্যাণই থাকবে-মন্দের কোনো অস্তিত্বই থাকবে না। তাই সেখানে এসে প্রেরণা খতম করে দেওয়া হবে।

وَهُوَ الَّذِىْ يُنَزِّلُ الْغَيْثَ مِنْۢ بَعْدِ مَا قَنَطُوْا (মানুষ নিরাশ হয়ে গেলে তিনিই বৃষ্টি বর্ষণ করেন।) ভূ-পৃষ্ঠে পানির তীব্র প্রয়োজন দেখা দিলে বৃষ্টি বর্ষণ করাই আল্লাহর সাধারণ নিয়ম। কিন্তু এখানে "নিরাশ হওয়ার পর" বলে ইঙ্গিত করা হয়েছে যে, মাঝে মাঝে আল্লাহ তা'আলা সাধারণ নিয়মের বিপরীতে বৃষ্টি বর্ষণে বিলম্বও করেন। ফলে নিরাশ ও হতাশাগ্রস্ত হতে থাকে। এতে পরীক্ষা ছাড়া যে বিষয় হুঁশিয়ার করারও উদ্দেশ্য থাকে যে, বৃষ্টি ও অনাবৃষ্টি সবই আল্লাহ তা'আলার নিয়ন্ত্রণাধীন। তিনি যখন ইচ্ছা মানুষের পাপাচারের কারণে বৃষ্টি করে দেন, যাতে মানুষ তাঁর রহমতের প্রতি মনোনিবেশ করে তাঁর কাকুতি-মিনতি প্রকাশ করে। নতুবা বৃষ্টির জন্য এমন ধরাবাঁধা নির্ধারিত থাকলে যার চুল পরিমাণ ব্যতিক্রম হয় না, তবে মানুষ একে বাহ্যিক কারণের অনুগামী মনে করে আল্লাহর কুদরতের প্রতি বিমুখ হয়ে পড়ত। এখানে 'নিরাশ' বলে নিজেদের তকদির থেকে নিরাশ হওয়া বোঝানো। নতুবা আল্লাহর রহমত থেকে নিরাশ হওয়া বোঝানো হয়েছে। নতুবা আল্লাহর রহমত থেকে নৈরাশ্য কুফর।

وَمَا بَثَّ فِيْهِمَا مِنْ دَآبَّةٍ -অভিধানে নিজ ক্ষমতা বলে চলাফেরা ও নড়াচড়া করতে সক্ষম প্রত্যেক বস্তুকে دَآبَّةٌ বলা হয়। পরে শব্দটি কেবল জীব-জন্তু অর্থে ব্যবহৃত হতে শুরু করে। আয়াতে বলা হয়েছে যে, আল্লাহ তা'আলা আকাশ ও পৃথিবীতে অনেক চলমান বস্তু সৃষ্টি করেছেন। পৃথিবীতে চলমান সৃষ্টবস্তু সম্পর্কে সবাই অবগত। আকাশে চলমান সৃষ্ট বস্তুর অর্থ ফেরেশতাও হতে পারে এবং জীবজন্তুও হতে পারে যা এখনও মানুষের কাছে আবিষ্কৃত হয়নি।

উদ্দেশ্য এই যে, যদিও বিশ্বব্যবস্থার উপযোগিতা বশতঃ আল্লাহ তা'আলা সব মানুষকে ধনাঢ্যতা দান করেননি; কিন্তু বিশ্বজগতের ব্যাপক উপকারী বস্তু দ্বারা সব মানুষকেই উপকৃত করেছেন। বৃষ্টি, মেঘ, ভূ-পৃষ্ঠ, আকাশ এবং এগুলোর যাবতীয় সৃষ্টবস্তু মানুষের উপকারার্থে সৃজিত হয়েছে। এগুলো সবাই আল্লাহর তাওহীদ ব্যক্ত করে। এরপর কারও কোনো কষ্ট হলে তা তার কৃতকর্মের ফলেই হয়। সুতরাং কষ্টে পতিত হয়ে আল্লাহ তা'আলাকে ভর্ৎসনা করার পরিবর্তে তার উচিত নিজের দোষত্রুটি দেখা।

وَمَآ اَصَابَكُمْ مِّنْ مُّصِيْبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ اَيْدِيْكُمْ وَيَعْفُوْا عَنْ كَثِيْرٍ : বাক্যের অর্থ তাই। হযরত হাসান (রা.) থেকে বর্ণিত আছে- এ আয়াত অবতীর্ণ হলে রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন, সে সত্তার কসম, যাঁর নিয়ন্ত্রণে আমার প্রাণ, যে ব্যক্তির গায়ে কোনো কাঠের আঁচড় লাগে, অথবা কোনো শিরা ধড়ফড় করে অথবা পা পিছলে যায় তা সবই তার গোনাহর কারণে হয়ে থাকে। আল্লাহ তা'আলা প্রত্যেক গোনাহর শাস্তি দেন না; বরং যেসব গোনাহর শাস্তি দেন না সেগুলোর সংখ্যাই বেশি। হযরত আশরাফুল-মাশায়েখ বলেন, দৈহিক পীড়া ও কষ্ট যেমন গোনাহর কারণে হয়, তেমনি আত্মিক ব্যাধিও কোনো গোনাহের ফলশ্রুতিতে হয়ে থাকে। এক গোনাহ হয়ে গেলে তা অন্য গোনাহে লিপ্ত হওয়ার কারণ হয়ে যায়। হাফেজ ইবনে কাইয়্যেম 'দাওয়ায়ে-শাফী গ্রন্থে লিখেন, গোনাহর এক নগদ শাস্তি এই যে, এর পরেই মানুষ অন্য গুনাহে লিপ্ত হয়ে যায়। এমনিভাবে সৎকর্মের এক নগদ প্রতিদান এই যে, সৎকর্ম অন্য সৎকর্মের দিকে আকর্ষণ করে।

বায়যাভী প্রমুখ বলেন, এ আয়াত বিশেষভাবে তাদের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য, যাদের দ্বারা গোনাহ সংঘটিত হতে পারে। পয়গম্বরগণ নিষ্পাপ হয়ে থাকেন। অপ্রাপ্ত বয়স্ক বালক-বালিকা ও উন্মাদ ব্যক্তি দ্বারা কোনো গোনাহ হতে পারে না; তারা যদি কোনো কষ্ট ও বিপদে পড়ে, তবে তারা এ আয়াতের অন্তর্ভুক্ত নয়। তাদের কষ্টের অন্যান্য কারণ ও রহস্য থাকতে পারে। যেমন মর্যাদা উন্নীত করা ইত্যাদি। প্রকৃতপক্ষে এসব রহস্য ও মানুষ পূর্ণরূপে জানতে পারে না।

কোনো কোনো রেওয়ায়েত দ্বারা প্রমাণিত রয়েছে যে, যেসব গোনাহের শাস্তি দুনিয়াতে হয়ে যায়, মু'মিন ব্যক্তি সেগুলো থেকে পরকালে অব্যাহতি লাভ করবে। হাকেম ও বগভী হযরত আলী (রা.)-এর রেওয়ায়েতে রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর এ উক্তি উদ্ধৃত করেছেন। -[মাযহারী]

https://e-ilm.weebly.com/

শব্দ বিশ্লেষণ :

يُبَشِّرُ : সীগাহ واحد مذكر غائب বহছ مضارع معروف বাব تَفْعِيْل মাসদার تَبْشِيْرٌ মূলবর্ণ (ب - ش - ر) জিনস صحيح অর্থ-তিনি সুসংবাদ প্রদান করেন।

يَقْتَرِفُ : সীগাহ واحد مذكر غائب বহছ مضارع معروف বাব اِفْتِعَالٌ মাসদার اِقْتِرَافٌ মূলবর্ণ (ق - ر - ف) জিনস صحيح অর্থ- সে অর্জন করে নিবে।

نَزِدْ : সীগাহ جمع متكلم বহছ مضارع معروف বাব ضَرَبَ মাসদার زِيَادَةٌ মূলবর্ণ (ز - ى - د) জিনস اجوف يائى অর্থ-আমরা বাড়িয়ে দেব।

اِفْتَرٰى : সীগাহ واحد مذكر غائب বহছ ماضى معروف বাব اِفْتِعَالٌ মাসদার اِفْتِرَاءٌ মূলবর্ণ (ف - ر - ى) জিনস ناقص يائى অর্থ- অপবাদ দিল, মিথ্যা অভিযোগ করল।

يَخْتِمُ : সীগাহ واحد مذكر غائب বহছ مضارع معروف বাব ضَرَبَ মাসদার اَلْخَتْمُ মূলবর্ণ (خ - ت - م) জিনস صحيح অর্থ- সীল দেয়। মোহর লাগায়।

يَمْحُ : সীগাহ واحد مذكر غائب বহছ مضارع معروف বাব نَصَرَ মাসদার مَحْوٌ মূলবর্ণ (م - ح - و) জিনস ناقص واوى অর্থ-তিনি মিটিয়ে দেন।

يُحِقُّ : সীগাহ واحد مذكر غائب বহছ مضارع معروف বাব اِفْعَالٌ মূলবর্ণ (ح - ق - ق) জিনস مضاعف ثلاثى অর্থ-সত্য প্রকাশ করে দিবেন। প্রমাণিত করে দিবেন।

يَعْفُوْا : সীগাহ واحد مذكر غائب বহছ مضارع معروف বাব نَصَرَ মাসদার عَفْوٌ মূলবর্ণ (ع - ف - و) জিনস ناقص واوى অর্থ-তিনি ক্ষমা করে দিবেন।

بَغَوْا : সীগাহ جمع مذكر غائب বহছ ماضى معروف বাব ضَرَبَ মাসদার بَغْىٌ মূলবর্ণ (ب - غ - ى) জিনস ناقص يائى অর্থ- বেশি অবাধ্যতা। জিদ।

قَنَطُوْا : সীগাহ جمع مذكر غائب বহছ ماضى معروف বাব كَرُمَ মাসদার قُنُوْطٌ মূলবর্ণ (ق - ن - ط) জিনস صحيح অর্থ-সে নিরাশ হয়ে গেছে।

دَآبَّةٌ : শব্দটি একবচন, বহুবচনে دَوَابٌّ আসে। অর্থ– যে চলে।জতুষ্পদ জন্তু। হামাগুড়ি দিয়ে চলে যে। আনফাল : ২২ দেখুন।

مُعْجِزِيْنَ : সীগাহ جمع مذكر বহছ اسم فاعل বাব اِفْعَالٌ মাসদার اِعْجَازٌ মূলবর্ণ (ع - ج - ز) জিনস صحيح অর্থ- পরাভূতকারী, যে অপারগ করে দেয়।

বাক্য বিশ্লেষণ :

يَقُوْلُوْنَ اَمْ يَقُوْلُوْنَ افْتَرٰى عَلَى اللّٰهِ كَذِبًا হলো এখানে اَمْ হরফে আতফ। আর এটা منقطعة যা بَلْ অর্থে হয়েছে ফে'লে মুযারে' মারফূ হয়েছে। আর اِفْتَرٰى বাক্যটি হলো قول -এর مقول আর عَلَى اللّٰهِ টা اِفْتَرٰى -এর সাথে متعلق হয়েছে। আর كَذِبًا হলো مفعول به –[ই'রাবুল কুরআন ৭ম খণ্ড ; পৃ. ৩৪]

https://e-ilm.weebly.com/

৩২. আর তাঁর নিদর্শনসমূহের মধ্যে সমুদ্রের মধ্যে পর্বতাকার জাহাজসমূহও ।	وَمِنْ اٰيٰتِهِ الْجَوَارِ فِى الْبَحْرِ كَالْاَعْلَامِ ۝٣٢
৩৩. যদি তিনি ইচ্ছা করেন বায়ুকে স্থির করে দিতে পারেন, তখন ঐ [জাহাজ] গুলো সমুদ্রের উপরিভাগে অচল হয়ে থাকবে; নিঃসন্দেহে এতে নিদর্শনসমূহ রয়েছে প্রত্যেক ধৈর্যশীল, কৃতজ্ঞ ব্যক্তির জন্য ।	اِنْ يَّشَاْ يُسْكِنِ الرِّيْحَ فَيَظْلَلْنَ رَوَاكِدَ عَلٰى ظَهْرِهٖ ؕ اِنَّ فِىْ ذٰلِكَ لَاٰيٰتٍ لِّكُلِّ صَبَّارٍ شَكُوْرٍ ۝٣٣
৩৪. অথবা [প্রবল বায়ু বইয়ে] ঐগুলোকে ধ্বংস করে দিতে পারেন তাদের কৃতকর্মের দরুন, আর অনেককে ক্ষমাও করে দেন,	اَوْ يُوْبِقْهُنَّ بِمَا كَسَبُوْا وَيَعْفُ عَنْ كَثِيْرٍ ۝٣٤
৩৫. এবং যারা আমার নিদর্শনসমূহে ঝগড়া উদ্ভাবন করে, তারা জানতে পারবে যে, কোথাও তাদের বাঁচার স্থান নেই ।	وَّيَعْلَمَ الَّذِيْنَ يُجَادِلُوْنَ فِىْۤ اٰيٰتِنَا ؕ مَا لَهُمْ مِّنْ مَّحِيْصٍ ۝٣٥
৩৬. বস্তুত যা কিছু তোমাদেরকে প্রদান করা হয়েছে, তা কেবল পার্থিব জীবনে উপভোগের জন্য, আর যা কিছু আল্লাহর নিকট আছে, তা এটা অপেক্ষা বহুগুণে শ্রেয় এবং অধিকতর স্থায়ী, তা ঐ লোকদের জন্য যারা ঈমান এনেছে এবং স্বীয় প্রতিপালকের উপর নির্ভর করে ।	فَمَاۤ اُوْتِيْتُمْ مِّنْ شَىْءٍ فَمَتَاعُ الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا ۚ وَمَا عِنْدَ اللّٰهِ خَيْرٌ وَّاَبْقٰى لِلَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَعَلٰى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُوْنَ ۝٣٦

শাব্দিক অনুবাদ :

৩২. وَمِنْ اٰيٰتِهٖ আর তাঁর নিদর্শনসমূহের মধ্যে الْجَوَارِ জাহাজসমূহ فِى الْبَحْرِ সমুদ্রের মধ্যে كَالْاَعْلَامِ পর্বতাকার ।

৩৩. اِنْ يَّشَاْ যদি তিনি ইচ্ছা করেন يُسْكِنِ الرِّيْحَ বায়ুকে স্থির করে দিতে পারেন فَيَظْلَلْنَ رَوَاكِدَ عَلٰى ظَهْرِهٖ তখন ঐ (জাহাজ) গুলো সমুদ্রের উপরিভাগে অচল হয়ে থাকবে اِنَّ فِىْ ذٰلِكَ لَاٰيٰتٍ নিঃসন্দেহে তাতে নিদর্শনসমূহ রয়েছে لِّكُلِّ صَبَّارٍ شَكُوْرٍ প্রত্যেক ধৈর্যশীল কৃতজ্ঞ ব্যক্তির জন্য ।

৩৪. اَوْ يُوْبِقْهُنَّ অথবা ঐগুলো ধ্বংস করে দিতে পারেন بِمَا كَسَبُوْا তাদের কৃতকর্মের দরুন وَيَعْفُ عَنْ كَثِيْرٍ আর অনেককে ক্ষমাও করে দেন ।

৩৫. وَيَعْلَمَ তারা জানতে পারবে الَّذِيْنَ يُجَادِلُوْنَ فِىْ اٰيٰتِنَا যারা আমার নিদর্শনসমূহে ঝগড়া উদ্ভাবন করে مَا لَهُمْ مِّنْ مَّحِيْصٍ কোথাও বাঁচার স্থান নেই ।

৩৬. فَمَاۤ اُوْتِيْتُمْ مِّنْ شَىْءٍ বস্তুত যা কিছু তোমাদেরকে প্রদান করা হয়েছে فَمَتَاعُ الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا তা কেবল পার্থিব জীবনের উপভোগের জন্য وَمَا عِنْدَ اللّٰهِ আর যা কিছু আল্লাহর নিকট আছে خَيْرٌ وَّاَبْقٰى তা এটা অপেক্ষা বহু গুণে শ্রেয় এবং অধিকতর স্থায়ী لِلَّذِيْنَ اٰمَنُوْا ঐ সকল লোকদের জন্য যারা ঈমান এনেছে وَعَلٰى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُوْنَ এবং স্বীয় রবের উপর নির্ভর করে ।

https://e-ilm.weebly.com/

৩৭. আর যারা কবীরা গুনাহসমূহ হতে এবং [তন্মধ্যে বিশেষ করে] অশ্লীল বিষয়সমূহ হতে বেঁচে থাকে, আর যখন তাদের ক্রোধের উদ্ভব হয়, তখন তারা ক্ষমা করে।	وَالَّذِيْنَ يَجْتَنِبُوْنَ كَبٰٓئِرَ الْاِثْمِ وَالْفَوَاحِشَ وَاِذَا مَا غَضِبُوْا هُمْ يَغْفِرُوْنَ ﴿٣٧﴾
৩৮. আর যারা স্বীয় প্রতিপালকের নির্দেশ মেনেছে এবং নামাজের পাবন্দ রয়েছে, আর তাদের প্রত্যেক কাজ সম্পাদিত হয় পারস্পরিক পরামর্শে এবং আমি যা কিছু তাদেরকে দান করেছি, তারা তা হতে ব্যয় করে।	وَالَّذِيْنَ اسْتَجَابُوْا لِرَبِّهِمْ وَاَقَامُوا الصَّلٰوةَ ۪ وَاَمْرُهُمْ شُوْرٰى بَيْنَهُمْ ۪ وَمِمَّا رَزَقْنٰهُمْ يُنْفِقُوْنَ ﴿٣٨﴾
৩৯. এবং যারা এরূপ যে, যখন তাদের প্রতি [কারো পক্ষ হতে] কোনো উৎপীড়ন পৌঁছে, তখন [তারা প্রতিশোধ গ্রহণে] সমান প্রতিশোধ নেয়।	وَالَّذِيْنَ اِذَآ اَصَابَهُمُ الْبَغْيُ هُمْ يَنْتَصِرُوْنَ ﴿٣٩﴾
৪০. আর মন্দের প্রতিশোধ অনুরূপ, অতঃপর যে ব্যক্তি ক্ষমা করে এবং [পারস্পরিক বিষয়াদির] সংশোধন করে নেয়, তবে তার প্রতিদান আল্লাহর দায়িত্বে রয়েছে, নিঃসন্দেহে আল্লাহ তা'আলা জালিমদেরকে পছন্দ করেন না।	وَجَزٰٓؤُا سَيِّئَةٍ سَيِّئَةٌ مِّثْلُهَا ۚ فَمَنْ عَفَا وَاَصْلَحَ فَاَجْرُهٗ عَلَى اللّٰهِ ؕ اِنَّهٗ لَا يُحِبُّ الظّٰلِمِيْنَ ﴿٤٠﴾
৪১. এবং যারা নিজেদের উপর উৎপীড়ন হওয়ার পর সমান প্রতিশোধ গ্রহণ করে, তবে এমন লোকদের উপর কোনোই দোষারোপ নেই।	وَلَمَنِ انْتَصَرَ بَعْدَ ظُلْمِهٖ فَاُولٰٓئِكَ مَا عَلَيْهِمْ مِّنْ سَبِيْلٍ ﴿٤١﴾

শাব্দিক অনুবাদ :

৩৭. وَالَّذِيْنَ يَجْتَنِبُوْنَ আর যারা বেঁচে থাকে كَبٰٓئِرَ الْاِثْمِ কবিরা গুনাহসমূহ হতে وَالْفَوَاحِشَ এবং অশ্লীল বিষয়সমূহ হতে وَاِذَا مَا غَضِبُوْا আর যখন তাদের ক্রোধের উদ্ভব হয় هُمْ يَغْفِرُوْنَ তখন তারা ক্ষমা করে।

৩৮. وَالَّذِيْنَ اسْتَجَابُوْا لِرَبِّهِمْ আর যারা স্বীয় প্রতিপালকের নির্দেশ মেনেছে وَاَقَامُوا الصَّلٰوةَ এবং নামাজের পাবন্দ রয়েছে وَاَمْرُهُمْ شُوْرٰى بَيْنَهُمْ আর তাদের প্রত্যেক কাজ সম্পাদিত হয় পারস্পরিক পরামর্শে وَمِمَّا رَزَقْنٰهُمْ يُنْفِقُوْنَ এবং আমি যা কিছু তাদেরকে দান করেছি তারা তা হতে ব্যয় করে।

৩৯. وَالَّذِيْنَ এবং যারা এরূপ যে, اِذَآ اَصَابَهُمُ الْبَغْيُ যখন তাদের প্রতি কোনো পক্ষ থেকে কোনো উৎপীড়ন পৌঁছে هُمْ يَنْتَصِرُوْنَ তখন সমান প্রতিশোধ নেয়।

৪০. وَجَزٰٓؤُا سَيِّئَةٍ سَيِّئَةٌ مِّثْلُهَا আর মন্দের প্রতিশোধ অনুরূপ فَمَنْ عَفَا অতঃপর যে ব্যক্তি ক্ষমা করে وَاَصْلَحَ এবং (পারস্পারিক বিষয়াদির) সংশোধন করে নেয় فَاَجْرُهٗ عَلَى اللّٰهِ তবে তার প্রতিদান আল্লাহর দায়িত্বে রয়েছে اِنَّهٗ لَا يُحِبُّ الظّٰلِمِيْنَ নিঃসন্দেহে আল্লাহ তা'আলা জালিমদেরকে পছন্দ করেন না।

৪১. وَلَمَنِ انْتَصَرَ এবং যারা সমান প্রতিশোধ গ্রহণ করে بَعْدَ ظُلْمِهٖ নিজেদের উপর উৎপীড়ন হওয়ার পর فَاُولٰٓئِكَ مَا عَلَيْهِمْ مِّنْ سَبِيْلٍ তবে এমন লোকদের উপর কোনোই দোষারোপ নেই।

https://e-ilm.weebly.com/

৪২. দোষারোপ শুধু তাদের উপর– যারা মানুষকে উৎপীড়ন করে এবং পৃথিবীতে অন্যায়ভাবে অশান্তি সৃষ্টি করে; তাদের জন্য যন্ত্রণাময় শাস্তি রয়েছে।	إِنَّمَا السَّبِيلُ عَلَى الَّذِينَ يَظْلِمُونَ النَّاسَ وَيَبْغُونَ فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ ۚ أُولَٰئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ ﴿٤٢﴾
৪৩. আর যে ধৈর্যধারণ এবং ক্ষমা করে দেয়, এটা অবশ্য সাহসিকতাপূর্ণ কার্যাবলির অন্তর্গত।	وَلَمَن صَبَرَ وَغَفَرَ إِنَّ ذَٰلِكَ لَمِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ ﴿٤٣﴾

শাব্দিক অনুবাদ :

৪২. إِنَّمَا السَّبِيلُ عَلَى الَّذِينَ দোষারোপ শুধু তাদের উপর يَظْلِمُونَ النَّاسَ যারা মানুষের উপর উৎপীড়ন করে وَيَبْغُونَ فِي الْأَرْضِ এবং পৃথিবীতে অশান্তি সৃষ্টি করে بِغَيْرِ الْحَقِّ অন্যায়ভাবে أُولَٰئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ তাদের জন্য যন্ত্রণাময় শাস্তি রয়েছে।

৪৩. وَلَمَن صَبَرَ আর যে ধৈর্য ধারণ وَغَفَرَ ক্ষমা করে দেয় إِنَّ ذَٰلِكَ لَمِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ এটা অবশ্য সাহসিকতাপূর্ণ কার্যাবলির অন্তর্গত।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

فَمَا أُوتِيتُم مِّن شَيْءٍ فَمَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَمَا عِندَ اللَّهِ خَيْرٌ وَأَبْقَىٰ لِلَّذِينَ آمَنُوا وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ (٣٦)

শানে নুযূল : হযরত আবূ বকর সিদ্দীক (রা.) যখন তার সমুদয় ধন-সম্পদ আল্লাহর পথে ব্যয় করে দিলেন তখন মুনাফিকরা তাকে তিরস্কার ও সমালোচনা করে। মুনাফিকদের সমালোচনার পরিপ্রেক্ষিতে আলোচ্য আয়াত অবতীর্ণ হয়েছে। উল্লেখ্য তিনি ৮০ হাজার মুদ্রা দান করেছিল। -[কুরতুবী ৩২/১৬, বাহরে মুহীত্ব ৪৯৯/৭]

وَالَّذِينَ يَجْتَنِبُونَ كَبَائِرَ الْإِثْمِ وَالْفَوَاحِشَ وَإِذَا مَا غَضِبُوا هُمْ يَغْفِرُونَ - (٣٧)

শানে নুযূল : মক্কায় হযরত ওমর (রা.) কে যখন তিরস্কার ও গাল মন্দ করা হলো, তখন আলোচ্য আয়াত নাজিল হয়। মতান্তরে হযরত আবূ বকর সিদ্দীক (রা.) যখন তাঁর সমুদয় মাল আল্লাহর রাস্তায় ব্যয় করে দিলেন তখন মানুষ তাঁকে তিরস্কার ও ভর্ৎসনা করেছে। এতে তিনি অত্যন্ত সহনশীলতা প্রদর্শন করেছেন। সে পরিপ্রেক্ষিতে আল্লাহ তা'আলা আলোচ্য আয়াত নাজিল করেন।

হযরত আলী (রা.) হতে বর্ণিত তিনি বলেন, একদা হযরত আবূ বকর (রা.) অধিক মাল সম্পদের অধিকারী হন, তখন আল্লাহর পথে সমুদয় মাল সদকা করে দেন। সুতরাং মুসলমানেরা তাঁকে তিরস্কার করে এবং কাফেররা তাকে ভর্ৎসনা করে। সেই পরিপ্রেক্ষিতে আল্লাহ তা'আলা

فَمَا أُوتِيتُم مِّن شَيْءٍ فَمَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَمَا عِندَ اللَّهِ خَيْرٌ وَأَبْقَىٰ لِلَّذِينَ آمَنُوا وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ
وَالَّذِينَ يَجْتَنِبُونَ كَبَائِرَ الْإِثْمِ وَالْفَوَاحِشَ وَإِذَا مَا غَضِبُوا هُمْ يَغْفِرُونَ (٣٦-٣٧)

দু'খানা আয়াত নাজিল করেন। -[কুরতুবী ৩৩/১৬]

وَالَّذِينَ اسْتَجَابُوا لِرَبِّهِمْ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ - (٣٨)

শানে নুযূল : আলোচ্য আয়াত আনসারদের সম্পর্কে নাজিল হয়েছে। আল্লাহ তা'আলা তাদেরকে রাসূল ﷺ-এর ভাষায় ঈমান এবং আনুগত্য করার জন্য আহবান করেন, তখন আনসারগণ রাসূল ﷺ-এর ডাকে সাড়া দেন। সে পরিপ্রেক্ষিতে আলোচ্য আয়াত নাজিল করা হয়। -[রূহুল মা'আনী ৪৬/২৫/২৩ বাহরে মুহীত্ব ৪৯৯/৭]

وَلَمَن صَبَرَ وَغَفَرَ إِنَّ ذَٰلِكَ لَمِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ - (٤٣)

শানে নুযূল :- আল্লামা কালবী ও ফাররা বর্ণনা করেন যে, আলোচ্য আয়াত হযরত আবূ বকর (রা.) সম্পর্কে নাজিল হয়েছে। কোনো এক আনসারী হযরত আবূ বকর (রা.) কে গালমন্দ করেছিল অতঃপর তিনি তার জবাব দিয়ে থেকে যান। সে পরিপ্রেক্ষিতে পূর্ববর্তী তিন আয়াতসহ আলোচ্য আয়াত নাজিল হয়েছে। -[কুরতুবী ৪০/১৬]

https://e-ilm.weebly.com/

আলোচ্য আয়াতসমূহে বর্ণিত হয়েছে যে, দুনিয়ার নিয়ামতসমূহ অসম্পূর্ণ ও ধ্বংসশীল এবং পরকালের নিয়ামতসমূহ পরিপূর্ণ ও চিরন্তন। পরকালের নিয়ামতসমূহ অর্জনের সর্বপ্রধান শর্ত ঈমান। ঈমান ব্যতিরেকে সেখানে এসব নিয়ামত কেউ লাভ করতে পারবে না। কিন্তু ঈমানের সাথে যদি সৎকর্মও পুরোপুরি সম্পাদন করা হয়, তবে পরকালের নিয়ামত শুরুতেই অর্জিত হয়ে যাবে। নতুবা গোনাহ ও ত্রুটির শাস্তি ভোগ করার পর অর্জিত হবে। তাই আলোচ্য আয়াতসমূহে সর্বপ্রথম শর্ত لِلَّذِيْنَ اٰمَنُوْا বর্ণিত হয়েছে এরপর বিশেষ বিশেষ কর্মের উল্লেখ করা হয়েছে। এগুলো ব্যতীত আইন অনুযায়ী পরকালের নিয়ামতসমূহ শুরুতেই পাওয়া যাবে না ; বরং গোনাহের শাস্তি ভোগ করার পর পাওয়া যাবে। 'আইন অনুযায়ী' বলার কারণ এই যে, আল্লাহ তা'আলা করলে সমস্ত গোনাহ মাফ করে শুরুতেই পরকালের নিয়ামতসমূহ মহাপাপীকেও দিতে পারেন। তিনি কোনো আইনের অধীন নন। এখন এখানে গুরুত্ব সহকারে উল্লেখিত কর্ম ও গুণাবলি লক্ষ্য করুন :

প্রথম গুণ- وَعَلٰى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُوْنَ -অর্থাৎ সর্বকাজে ও সর্বাবস্থায় পালনকর্তার উপর ভরসা রাখে। তিনি ব্যতীত অপরকে সত্যিকার কার্যনির্বাহী মনে করে না। **দ্বিতীয় গুণ-** وَالَّذِيْنَ يَجْتَنِبُوْنَ كَبٰٓئِرَ الْاِثْمِ وَالْفَوَاحِشَ অর্থাৎ যারা মহাপাপ বিশেষত : অশ্লীল কার্যকলাপ থেকে বেঁচে থাকে। মহাপাপ তথা কবীরা গোনাহ কি, তার বিশদ বিবরণ সূরা নিসায় বর্ণিত হয়েছে। কবীরা গোনাহসমূহের মধ্যে সমস্ত গোনাহই অন্তর্ভুক্ত। তবে অশ্লীল গোনাহকে আলাদা করে বর্ণনা করার তাৎপর্য এই যে, অশ্লীল গোনাহ সাধারণ কবীরা গোনাহ অপেক্ষা তীব্রতর ও সংক্রামক ব্যাধির ন্যায় হয়ে থাকে। এর দ্বারা অন্যরাও প্রভাবিত হয়। নির্লজ্জ কাজকর্ম বোঝানোর জন্য فَوَاحِش শব্দ ব্যবহৃত হয়। যেমন, ব্যভিচার ও তার ভূমিকাসমূহ। এছাড়া যেসব কুকর্ম ধৃষ্টতা সহকারে প্রকাশ্যে করা হয়, সেগুলোকেও فَوَاحِش তথা অশ্লীল বলা হয়। কেননা এগুলো কুপ্রভাব যথেষ্ট তীব্র এবং গোটা মানব সমাজকে কলুষিত করে।

তৃতীয় গুণ- وَاِذَا مَا غَضِبُوْا هُمْ يَغْفِرُوْنَ - অর্থাৎ তারা রাগান্বিত হয়েও ক্ষমা করে। এটা স্বচ্চরিত্রতার উত্তম নমুনা। কেননা কারও ভালোবাসা অথবা কারও প্রতি ক্রোধ যখন প্রবল আকার ধারণ করে, তখন সুস্থ, বিবেকবান ও বুদ্ধিমান মানুষকেও অন্ধ ও বধির করে দেয়। সে বৈধ-অবৈধ, সত্য মিথ্যা ও আপন কর্মের পরিণতি সম্পর্কে চিন্তা-ভাবনা করার যোগ্যতাও হারিয়ে ফেলে। কারও প্রতি ক্রোধ হলে সে সাধ্যমতো ঝাল মেটানোর চেষ্টা করে। আল্লাহ তা'আলা মু'মিন ও সৎকর্মীদের এ গুণ বর্ণনা করেছেন যে, তারা ক্রোধের সময় কেবল বৈধ- অবৈধের সীমায় অবস্থান করেই ক্ষান্ত হয় না বরং অধিকার সত্ত্বেও ক্ষমা প্রদর্শন করে।

চতুর্থ গুণ- وَالَّذِيْنَ اسْتَجَابُوْا لِرَبِّهِمْ وَاَقَامُوا الصَّلٰوةَ -এর অর্থ আল্লাহর পক্ষ থেকে কোনো আদেশ পাওয়া মাত্রই বিনা দ্বিধায় তা কবুল করতে ও পালন করতে প্রস্তুত হয়ে যাওয়া। যে আদেশ মনের অনুকূলে হোক অথবা প্রতিকূল। এতে ইসলামের সকল ফরজ কর্ম পালন এবং হারাম ও মাকরূহ কর্ম থেকে বেঁচে থাকা দাখিল রয়েছে। ফরজ কর্মসমূহের মধ্যে নামাজ সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ। এর বৈশিষ্ট্যও এই যে, এটা পালন করলে অন্যান্য ফরজ কর্ম পালন এবং নিষিদ্ধ বিষয়াদি থেকে বেঁচে থাকারও তাওফীক হয়ে যায়। তাই এর উল্লেখ স্বতন্ত্রভাবে করা হয়েছে। বলা হয়েছে وَاَقَامُوا الصَّلٰوةَ অর্থাৎ তারা সকল ওয়াজিব ও আদবসহ বিশুদ্ধরূপে নামাজ পড়ে।

পঞ্চম গুণ وَاَمْرُهُمْ شُوْرٰى بَيْنَهُمْ -অর্থাৎ তাদের কাজকর্ম পারস্পরিক পরামর্শক্রমে স্থিরীকৃত হয়। অর্থাৎ যেসব গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে শরিয়ত কোনো বিশেষ বিধান নির্দিষ্ট করেনি, সেগুলো মীমাংসার কাজে তারা পরস্পর পরামর্শ করে। এখানে اَمْرٌ শব্দের অনুবাদ 'গুরুত্বপূর্ণ বিষয়' করা হয়েছে। কেননা সাধারণের পরিভাষায় اَمْرٌ শব্দ গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে অর্থে ব্যবহৃত হয়। সূরা আলে ইমরানের وَشَاوِرْهُمْ فِى الْاَمْرِ আয়াতের তাফসীরে এ সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে এবং একথাও স্পষ্ট বিষয়াদি সবই আয়াতের অন্তর্ভুক্ত। ইবনে কাসীর (র.) বলেন, রাষ্ট্রীয় গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপারাদিতে পরামর্শ গ্রহণ করা ওয়াজিব। ইসলামে রাষ্ট্র প্রধান নির্বাচনও পরামর্শের উপর নির্ভরশীল করে মূর্খতাযুগের রাজতন্ত্র উৎখাত করা হয়েছে। সে যুগের ক্ষমতাসীনরা উত্তরাধিকারসূত্রে একের পর এক রাজত্ব লাভ করত। ইসলাম সর্বপ্রথম একে উৎখাত করে শাসন-ব্যবস্থায় গণতন্ত্রের ভিত্তি স্থাপন করেছে। কিন্তু পশ্চিমা গণতন্ত্রের ন্যায় জনগণকে চালাও ইখতিয়ার না দিয়ে পরামর্শ-পরিষদের উপর কিছু বিধি-নিষেধ আরোপ করেছে। ফলে ইসলামের রাষ্ট্র-ব্যবস্থা ব্যক্তিগত রাজতন্ত্র ও পশ্চিমা গণতন্ত্র থেকে আলাদা একটি সুষম রাষ্ট্রব্যবস্থার রূপ নিয়েছে।

ইমাম জাসসাস আহকামুল কুরআন এ আয়াত থেকে পরামর্শের গুরুত্ব ফুটে উঠেছে। এতে আমাদের প্রতি পরামর্শসাপেক্ষ কাজে তাড়াহুড়া না করার, নিজস্ব মতকেই প্রাধান্য দিয়ে কাজ না করার এবং জ্ঞানী ও সুধীবর্গের কাছ থেকে পরামর্শ নিয়ে গ্রহণের নির্দেশ রয়েছে।

https://e-ilm.weebly.com/

পরামর্শের গুরুত্ব ও পন্থা : খতীব বাগদাদী হযরত আলী মুর্তজা থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেছেন, আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ -কে জিজ্ঞেস করলাম, আপনার অবর্তমানে আমরা যদি এমন কোনো ব্যাপারের সম্মুখীন হই, যাতে কুরআনের কোনো ফয়সালা নেই এবং আপনার পক্ষ থেকেও কোনো ফয়সালা না পাই, তবে আমরা সে ব্যাপারে কি করব ? রাসূলুল্লাহ ﷺ জওয়াবে বললেন- اَجْمِعُوْا لَهُ الْعَابِدِيْنَ مِنْ اُمَّتِىْ وَاجْعَلُوْهُ بَيْنَكُمْ شُوْرٰى وَلَا تَقْضُوْهُ بِرَاىٍ وَاحِدٍ –এর জন্যে আমার উম্মতের ইবাদতকারীদেরকে একত্র করবে এবং পারস্পরিক পরামর্শের ভিত্তিতে কর্তব্য স্থির করবে ; কারও একক মতে ফয়সালা করো না।

এ রেওয়ায়েতের কোনো কোনো ভাষায় فُقَهَاءَ ও عَابِدِيْنَ শব্দ ব্যবহৃত হয়েছে। এ থেকে জানা যায় যে, এমন লোকদের কাছ থেকে পরামর্শ নেওয়া দরকার, যারা ফিকহবিদ অর্থাৎ ধর্মীয় জ্ঞানে জ্ঞানী এবং তৎসঙ্গে ইবাদতকারীও।

রূহুল মা'আনীর গ্রন্থকার বলেন, যে পরামর্শ এভাবে না নিয়ে বে-ইলম ও বে-দ্বীন লোকদের কাছ থেকে নেওয়া হয়, তার সুফলের চেয়ে কুফলই বেশি হবে।

বায়হাকী বর্ণিত হযরত ইবনে ওমর (রা.)-এর রেওয়ায়েতে রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন, যে ব্যক্তি কোনো কাজের ইচ্ছা করে তাতে পরামর্শ গ্রহণ করে, আল্লাহ তা'আলা তাকে সঠিক বিষয়ের দিকে হেদায়েত করবেন। অর্থাৎ, যে কাজের পরিণতি তার জন্য মঙ্গলজনক ও উত্তম, সে কাজের দিকে তার মনের গতি ফিরিয়ে দেবেন। এমনি ধরনের এক হাদীসে ইমাম বুখারী আল-আদাবুল মুফরাদে হযরত হাসান থেকে বর্ণনা করেছেন। তাতে তিনি উল্লিখিত আয়াত তেলাওয়াত করে বলেন : مَا تَشَاوَرَ قَوْمٌ قَطُّ اِلَّا هُدُوْا لِاَرْشَدِ اَمْرِهِمْ -যখন কোনো সম্প্রদায় পরামর্শক্রমে কাজ করে তখন তাদেরকে অবশ্যই সঠিক পথনির্দেশ দান করা হয়।

এক হাদীসে রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন, যতদিন পর্যন্ত তোমাদের শাসকবর্গ তোমাদের মধ্যে শ্রেষ্ঠতম ব্যক্তি হবে, তোমাদের বিত্তশালীরা দানশীল হবে এবং তোমাদের কাজকর্ম পারস্পরিক পরামর্শক্রমে সম্পন্ন হবে, ততদিন ভূ-পৃষ্ঠে তোমাদের বসবাস করা অর্থাৎ জীবিত থাকা ভালো হবে। পক্ষান্তরে যখন তোমাদের শাসকবর্গ তোমাদের মন্দ ব্যক্তি হবে তোমাদের বিত্তশালীরা কৃপণ হবে এবং তোমাদের কাজকর্ম নারীদের হাতে ন্যস্ত হবে -তারা যেভাবে ইচ্ছা কাজ করবে, তখন তোমাদের বসবাসের জন্যে ভূ-পৃষ্ঠে অপেক্ষা ভূগর্ভই শ্রেয়: হবে। অর্থাৎ বেঁচে থাকার চেয়ে মরে যওয়াই উত্তম হবে। -[রূহুল মা'আনী]

ষষ্ঠ গুণ- وَمِمَّا رَزَقْنٰهُمْ يُنْفِقُوْنَ - অর্থাৎ তারা আল্লাহ প্রদত্ত রিজিক থেকে সৎকাজে ব্যয় করে। ফরজ জাকাত, নফল দান-খয়রাত সবই এর অন্তর্ভুক্ত। কুরআনের সাধারণ বর্ণনাপদ্ধতি অনুযায়ী নামাজের সাথে জাকাত ও সদকার উল্লেখ থাকা উচিত ছিল। এখানে নামাজের আলোচনার পরে পরামর্শের বিষয় বর্ণনা করে জাকাতের উল্লেখ করা হয়েছে। এতে সম্ভবত : ইঙ্গিত রয়েছে যে, নামাজের জন্যে মসজিদসমূহে দৈনিক পাঁচবার লোকজন সমবেত হয়। পরামর্শসাপেক্ষ বিষয়াদিতে পরামর্শ নেওয়ার কাজেও এ সমাবেশকে ব্যবহার করা যায়। -[রূহুল মা'আনী]

সপ্তম গুণ- وَالَّذِيْنَ اِذَاۤ اَصَابَهُمُ الْبَغْىُ هُمْ يَنْتَصِرُوْنَ -অর্থাৎ, তারা অত্যাচারিত হয়ে সমান সমান প্রতিশোধ গ্রহণ করে এবং এতে সীমালঙ্ঘন করে না। এটা প্রকৃতপক্ষে তৃতীয় গুণের ব্যাখ্যা ও বিবরণ : তৃতীয় গুণ ছিল এই যে, তারা শত্রুকে ক্ষমা করে। কিন্তু বিশেষ বিশেষ পরিস্থিতিতে ক্ষমা করলে অত্যাচার আরও বেড়ে যায়। তখন প্রতিশোধ গ্রহণই উত্তম বিবেচিত হয়। আয়াতে এরই বিধান বর্ণিত হয়েছে যে, কোথাও প্রতিশোধ গ্রহণ শ্রেয়ঃ বিবেচিত হলে সেখানে সাম্যের সীমালঙ্ঘন না করার প্রতি লক্ষ্য রাখা জরুরি। সীমালঙ্ঘিত হলে প্রতিশোধ গ্রহণও অত্যাচারে পর্যবসিত হবে। এ কারণেই বলা হয়েছে- وَجَزٰٓؤُا سَيِّئَةٍ سَيِّئَةٌ مِّثْلُهَا -অর্থাৎ মন্দের প্রতিফল অনুরূপ মন্দই হয়ে থাকে। তোমার যতটুকু আর্থিক অথবা শারিরীক ক্ষতি কেউ করে, তুমি ঠিক তকটুকু ক্ষতিই তার কর। তবে শর্ত এই যে, তোমার মন্দ কাজটি যেন পাপকর্ম না হয়। উদাহরণতঃ কেউ তোমাকে বলপূর্বক মদ পান করিয়ে দিলে তোমার জন্যে তাকেও বলপূর্বক মদ পান করিয়ে দেওয়া জায়েজ হবে না।

আয়াতে যদিও সমান সমান প্রতিশোধ নেওয়ার অনুমতি দেওয়া হয়েছে, কিন্তু পরে একথাও বলে দেওয়া হয়েছে যে, فَمَنْ عَفَا وَاَصْلَحَ فَاَجْرُهٗ عَلَى اللّٰهِ -অর্থাৎ যে ব্যক্তি ক্ষমা করে এবং আপোষ-নিষ্পত্তি করে, তার পুরস্কার আল্লাহর দায়িত্ব রয়েছে। এতে নির্দেশ রয়েছে যে, ক্ষমা করাই উত্তম। পরবর্তী দু'আয়াতে এরই আরও বিবরণ দেওয়া হয়েছে।

ক্ষমা ও প্রতিশোধ গ্রহণে সুষম ফয়সালা : হযরত ইবরাহীম নাখয়ী (র.) বলেন, পূর্ববর্তী মনীষীগণ এটা পছন্দ এটা করতেন না যে, মু'মিনগণ পাপাচারী লোকদের সামনে নিজেদেরকে হেয় প্রতিপন্ন করবেন। ফলে তাদের ধৃষ্টতা আরও বেড়ে যাবে। তাই যেক্ষেত্রে ক্ষমা করার ফলে পাপাচারীদের ধৃষ্টতা বেড়ে যাওয়ার আশঙ্কা থাকে, সেক্ষেত্রে প্রতিশোধ নেওয়াই উত্তম। ক্ষমা করা তখন উত্তম, যখন অত্যাচারী ব্যক্তি অনুতপ্ত হয় এবং তার পক্ষ থেকে অত্যাচার বেড়ে যাওয়ার

https://e-ilm.weebly.com/

আশঙ্কা না থাকে। কাজী আবূ বকর ইবনে আরাবি ও কুরতুবী এ নীতিই পছন্দ করেছেন। তারা বলেন, ক্ষমা ও প্রতিশোধ দু'টিই অবস্থা ভেদে উত্তম। যে ব্যক্তি অনাচার করার পর লজ্জিত হয়, তাকে ক্ষমা করা উত্তম এবং যে ব্যক্তি জেদ ও অত্যাচারে অটল থাকে, তার ক্ষেত্রে প্রতিশোধ নেওয়াই উত্তম।

বয়ানুল-কুরআনে বলা হয়েছে যে, আল্লাহ তা'আলা আলোচ্য দু'আয়াতে মু'মিন ও সৎকর্মীদের দু'টি বৈশিষ্ট্য উল্লেখ করেছেন। هُمْ يَغْفِرُوْنَ -এ বাক্যে বলা হয়েছে যে, তারা ক্রোধের সময় নিজেদেরকে হারিয়ে ফেলে না ; বরং তখনও অনুকম্পা তাদের মধ্যে প্রবল থাকে। ফলে ক্ষমা করে দেয়। পক্ষান্তরে هُمْ يَنْتَصِرُوْنَ বাক্যে বলা হয়েছে যে, কোনো সময় অত্যাচারের প্রতিশোধ গ্রহণের প্রেরণা তাদের মধ্যে জাগ্রত হলেও তারা তাতে ন্যায়ের সীমালঙ্ঘন করে না, যদিও ক্ষমা করে দেওয়া উত্তম।

শব্দ বিশ্লেষণ :

اٰيٰتٌ : এটি اٰيَةٌ এর বহুবচন। অর্থ- নিদর্শনসমূহ, চিহ্নসমূহ।

جَوَارِ : ইহা جَارِيَةٌ এর বহুবচন। অর্থ- নৌকাগুলো, জাহাজ

يُسْكِنْ : সীগাহ واحد مذكر غائب বহছ مضارع معروف বাব اِفْعَالٌ মাসদার اِسْكَانٌ মূলবর্ণ (س – ك – ن) জিনস صحيح অর্থ- সে ফিরিয়ে দেয়।

يُوْبِقْهُنَّ : সীগাহ واحد مذكر غائب বহছ مضارع مجزوم বাব اِفْعَالٌ মাসদার اِيْبَاقٌ মূলবর্ণ (و – ب – ق) জিনস مثال واوى অর্থ- তাদেরকে ধ্বংস করে দিবে।

اَبْقٰى : সীগাহ واحد مذكر বহছ اسم تفضيل বাব ضَرَبَ মাসদার بَقَاءٌ মূলবর্ণ (ب – ق – ى) জিনস ناقص يائى অর্থ- চিরস্থায়ী বেশি দীর্ঘস্থায়ী, অধিকতর স্থায়ী।

يَجْتَنِبُوْنَ : সীগাহ جمع مذكر غائب বহছ مضارع معروف বাব اِفْتِعَالٌ মাসদার اَلْاِجْتِنَابُ মূলবর্ণ (ج – ن – ب) জিনস صحيح অর্থ- তারা বিরত থাকে।

اِثْمٌ : একবচন; বহুবচনে اٰثَامٌ অর্থ- গুনাহ, পাপ।

فَوَاحِشَ : ইহা فاحشة -এর বহুবচন। অর্থ- মন্দ কাজ, প্রকাশ্য পাপ।

اِسْتَجَابُوْا : সীগাহ جمع مذكر غائب বহছ ماضى معروف বাব اِسْتِفْعَالٌ মাসদার اِسْتِجَابَةٌ মূলবর্ণ (ج – و – ب) জিনস اجوف واوى অর্থ- তারা গ্রহণ করল। তারা মানল।

اَقَامُوْا : সীগাহ جمع مذكر غائب বহছ ماضى معروف বাব اِفْعَالٌ মাসদার اِقَامَةٌ মূলবর্ণ (ق - و - م) জিনস اجوف واوى অর্থ-তারা সঠিক করল। স্থায়ী রাখল। অধিকার পূর্ণ করল।

اَصَابَ : সীগাহ واحد مذكر غائب বহছ ماضى معروف বাব اِفْعَالٌ মাসদার اِصَابَةٌ মূলবর্ণ (ص – و – ب) জিনস اجوف واوى অর্থ- সে পৌছেছে। সে এসে পড়েছে। সে পেয়েছে।

اِنْتَصَرَ : সীগাহ واحد مذكر غائب বহছ ماضى معروف বাব اِفْتِعَالٌ মাসদার اِنْتِصَارٌ মূলবর্ণ (ن – ص – ر) জিনস صحيح অর্থ-সে প্রতিশোধ নিয়েছে। সে সাহায্য প্রার্থনা করেছে।

يَبْغُوْنَ : সীগাহ جمع مذكر غائب বহছ مضارع معروف বাব ضَرَبَ মাসদার بَغْىٌ মূলবর্ণ (ب – غ – ى) জিনস ناقص واوى অর্থ- সে বাড়াবাড়ি করে। সে সীমালঙ্ঘন করে।

বাক্য বিশ্লেষণ :

فَمَنْ عَفَا وَاَصْلَحَ فَاَجْرُهٗ عَلَى اللّٰهِ اِنَّهٗ لَا يُحِبُّ الظّٰلِمِيْنَ : এখানে فا টি تفريعية আর مَنْ হলো মুবতাদা যা اسم شرط جازم আর عَفَا হলো ফে'লে মাযী যা ফেলে শর্ত হয়ে جزم -এর স্থানে হয়েছে। আর اَصْلَحَ টা عَفَا -এর উপর আতফ হয়েছে। আর فَاَجْرُهٗ -এর فاء রাবেতা, আর اَجْرُهٗ মুবদাতা। আর عَلَى اللّٰهِ হলো খবর আর জুমলায়ে ইসমিয়া টা جواب شرط হয়ে جزم -এর স্থানে হয়েছে। আর ফেলে শর্ত এবং তার جواب মিলে مَنْ মুবতাদার খবর হয়েছে। আর اِنَّهٗ لَا يُحِبُّ الظّٰلِمِيْنَ বাক্যটি تعليل হয়েছে। اِنَّهٗ এর ان হরফে মুশাব্বাহ বিল ফেল। আর ه হলো اسم ان আর لَا يُحِبُّ الظّٰلِمِيْنَ বাক্য টি হলো خبر ان –[ই'রাবুল কুরআন ৭ম খণ্ড; পৃ. ৪৬]

৪৪. আর যাকে আল্লাহ গোমরাহ করেন, এরপর [সুপথে আনায়] তার কোনো সহায়ক নেই [যে, তাকে সুপথে আনে]; এবং [পরলোকে] আপনি সে অনাচারীদেরকে দেখতে পাবেন যে, যখন তারা আজাব স্বচক্ষে দেখবে, তখন তারা বলতে থাকবে, [পৃথিবীতে] ফিরে যাওয়া কোনো উপায় আছে কি?	وَمَنْ يُّضْلِلِ اللّٰهُ فَمَا لَهٗ مِنْ وَّلِيٍّ مِّنْۢ بَعْدِهٖ ؕ وَتَرَى الظّٰلِمِيْنَ لَمَّا رَاَوُا الْعَذَابَ يَقُوْلُوْنَ هَلْ اِلٰى مَرَدٍّ مِّنْ سَبِيْلٍ ﴿٤٤﴾
৪৫. [এতদ্ভিন্ন] আপনি তাদেরকে দেখবেন যে, তাদেরকে দোজখের সম্মুখে উপস্থিত করা হবে, [এ অবস্থায় যে,] তারা অবমাননায় নমিত থাকবে এবং ভীত ব্যক্তির ন্যায় নিমীলিত নয়নে তাকাতে থাকবে; আর [তখন] মুমিনগণ বলবে, পূর্ণ ক্ষতিগ্রস্ত তারা, যারা কিয়ামত দিবসে ক্ষতিতে পড়েছে নিজেরা এবং নিজেদের সংশ্লিষ্টদেরসহ; স্মরণ রাখ, অনাচারীরা অবশ্যই ভোগ করবে স্থায়ী শাস্তি।	وَتَرٰىهُمْ يُعْرَضُوْنَ عَلَيْهَا خٰشِعِيْنَ مِنَ الذُّلِّ يَنْظُرُوْنَ مِنْ طَرْفٍ خَفِيٍّ ؕ وَقَالَ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْۤا اِنَّ الْخٰسِرِيْنَ الَّذِيْنَ خَسِرُوْۤا اَنْفُسَهُمْ وَاَهْلِيْهِمْ يَوْمَ الْقِيٰمَةِ ؕ اَلَاۤ اِنَّ الظّٰلِمِيْنَ فِيْ عَذَابٍ مُّقِيْمٍ ﴿٤٥﴾
৪৬. আর তাদের জন্য কেউই সহায়ক হবে না, যারা আল্লাহ হতে পৃথক হয়ে তাদের সাহায্য করবে; আর আল্লাহ যাকে পথভ্রষ্ট করেন তার জন্য কোনো উপায় নেই;	وَمَا كَانَ لَهُمْ مِّنْ اَوْلِيَآءَ يَنْصُرُوْنَهُمْ مِّنْ دُوْنِ اللّٰهِ ؕ وَمَنْ يُّضْلِلِ اللّٰهُ فَمَا لَهٗ مِنْ سَبِيْلٍ ﴿٤٦﴾

শাব্দিক অনুবাদ :

৪৪. مَنْ يُّضْلِلِ اللّٰهُ আর যাকে আল্লাহ গোমরাহ করেন فَمَا لَهٗ مِنْ وَّلِيٍّ مِّنْۢ بَعْدِهٖ এরপর তার কোনো সহায়ক নেই وَتَرَى الظّٰلِمِيْنَ এবং আপনি সেই অনাচারীদেরকে দেখতে পাবেন لَمَّا رَاَوُا الْعَذَابَ যখন তারা আজাব স্বচক্ষে দেখবে يَقُوْلُوْنَ তখন তারা বলতে থাকবে هَلْ اِلٰى مَرَدٍّ مِّنْ سَبِيْلٍ (পৃথিবীতে) ফিরে যাওয়ার কোনো উপায় আছে কি।

৪৫. وَتَرٰىهُمْ আপনি তাদেরকে দেখবেন يُعْرَضُوْنَ عَلَيْهَا তাদেরকে দোজখের সম্মুখে উপস্থিত করা হবে خٰشِعِيْنَ مِنَ الذُّلِّ তারা অবমাননায় নমিত থাকবে يَنْظُرُوْنَ مِنْ طَرْفٍ خَفِيٍّ এবং ভীত ব্যক্তির ন্যায় নিমীলিত নয়নে তাকাতে থাকবে وَقَالَ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا, আর (তখন) মু'মিনগণ বলবে اِنَّ الْخٰسِرِيْنَ পূর্ণ ক্ষতিগ্রস্ত তারা الَّذِيْنَ خَسِرُوْا যারা ক্ষতিতে পড়েছে اَنْفُسَهُمْ وَاَهْلِيْهِمْ নিজের সংশ্লিষ্টদেরসহ يَوْمَ الْقِيٰمَةِ কিয়ামত দিবসে اَلَا স্মরণ রাখ اِنَّ الظّٰلِمِيْنَ অবশ্যই অনাচারীরা فِيْ عَذَابٍ مُّقِيْمٍ ভোগ করবে স্থায়ী শাস্তি।

৪৬. مَا كَانَ لَهُمْ مِّنْ اَوْلِيَآءَ আর তাদের জন্য কেউই সহায়ক হবে না يَنْصُرُوْنَهُمْ যারা তাদের সাহায্য করবে مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ আল্লাহ হতে পৃথক হয়ে وَمَنْ يُّضْلِلِ اللّٰهُ, আর আল্লাহ যাকে পথভ্রষ্ট করেন فَمَا لَهٗ مِنْ سَبِيْلٍ তার জন্য কোনো উপায় নেই।

https://e-ilm.weebly.com/

৪৭. [হে মানবগণ!] তোমরা নিজ প্রতিপালকের নির্দেশ মেনে নাও, সেদিন আসবার পূর্বে, আল্লাহর পক্ষ হতে যার অপসারণ করা হবে না [অর্থাৎ, পৃথিবীর ন্যায় আর অবকাশ দেওয়া হবে না]; তোমরা সেদিন কোনো আশ্রয়ও পাবে না এবং তোমাদের ব্যাপারে কেউ আল্লাহকে নিবৃত্তকারীও হবে না।	اِسْتَجِيْبُوْا لِرَبِّكُمْ مِّنْ قَبْلِ اَنْ يَّاْتِيَ يَوْمٌ لَّا مَرَدَّ لَهٗ مِنَ اللّٰهِ ۗ مَا لَكُمْ مِّنْ مَّلْجَاٍ يَّوْمَئِذٍ وَّمَا لَكُمْ مِّنْ نَّكِيْرٍ ﴿٤٧﴾
৪৮. অতঃপর যদি তারা (ঈমান আনয়নে) বিরত থাকে, তবে (আপনি চিন্তিত হবেন না, কেননা) আমি আপনাকে তাদের রক্ষকরূপে প্রেরণ করিনি; (বরং) আপনার দায়িত্ব তো শুধু নির্দেশ পৌছে দেওয়া; আর যখন আমি মানুষকে নিজের কোনো অনুগ্রহ আস্বাদন করাই, তখন সে তাতে আনন্দিত হয়, আর যদি তাদের প্রতি কোনো বিপদ উপনীত হয় তাদের সেই (মন্দ) কার্যগুলোর দরুন, যা তারা পূর্বে স্বহস্তে করেছে, তবে মানুষ না-শোকরি করতে আরম্ভ করে।	فَاِنْ اَعْرَضُوْا فَمَآ اَرْسَلْنٰكَ عَلَيْهِمْ حَفِيْظًا ؕ اِنْ عَلَيْكَ اِلَّا الْبَلٰغُ ؕ وَاِنَّآ اِذَآ اَذَقْنَا الْاِنْسَانَ مِنَّا رَحْمَةً فَرِحَ بِهَا ۚ وَاِنْ تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌۢ بِمَا قَدَّمَتْ اَيْدِيْهِمْ فَاِنَّ الْاِنْسَانَ كَفُوْرٌ ﴿٤٨﴾
৪৯. আল্লাহর জন্য রয়েছে সমস্ত আসমান ও জমিনের আধিপত্য; তিনি যা ইচ্ছা সৃষ্টি করেন; যাকে ইচ্ছা কন্যাসমূহ দান করেন এবং যাকে ইচ্ছা পুত্রসমূহ দান করেন।	لِلّٰهِ مُلْكُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ ؕ يَخْلُقُ مَا يَشَآءُ ؕ يَهَبُ لِمَنْ يَّشَآءُ اِنَاثًا وَّيَهَبُ لِمَنْ يَّشَآءُ الذُّكُوْرَ ﴿٤٩﴾

শাব্দিক অনুবাদ :

৪৭. اِسْتَجِيْبُوْا لِرَبِّكُمْ তোমরা নিজ প্রতিপালকের নির্দেশ মেনে নাও مِّنْ قَبْلِ اَنْ يَّاْتِيَ সেই দিন আসার পূর্বে لَا مَرَدَّ لَهٗ مِنَ اللّٰهِ আল্লাহর পক্ষ থেকে যার অপসারণ করা হবে না مَا لَكُمْ مِّنْ مَّلْجَاٍ يَّوْمَئِذٍ তোমরা সেদিন কোনো আশ্রয় পাবে না وَّمَا لَكُمْ مِّنْ نَّكِيْرٍ এবং তোমাদের ব্যাপারে কেউ আল্লাহকে নিবৃত্তকারীও হবে না।

৪৮. فَاِنْ اَعْرَضُوْا অতঃপর যদি তারা (ঈমান আনয়নে) বিরত থাকে فَمَآ اَرْسَلْنٰكَ عَلَيْهِمْ حَفِيْظًا তবে আপনাকে তাদের রক্ষক রূপে প্রেরণ করিনি اِنْ عَلَيْكَ اِلَّا الْبَلٰغُ আপনার দায়িত্ব তো শুধু নির্দেশ পৌছিয়ে দেওয়া وَاِنَّآ اِذَآ اَذَقْنَا الْاِنْسَانَ আর যখন আমি মানুষকে আস্বাদন করাই مِنَّا رَحْمَةً নিজের কোনো অনুগ্রহ فَرِحَ بِهَا তখন সে তাতে আনন্দিত হয় وَاِنْ تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ আর যদি তাদের প্রতি কোনো বিপদ উপনীত হয় بِمَا قَدَّمَتْ اَيْدِيْهِمْ তাদের সেই (মন্দ) কার্যগুলোর দরুন যা পূর্বে স্বহস্তে করেছে فَاِنَّ الْاِنْسَانَ كَفُوْرٌ তবে মানুষ না-শোকরি করতে আরম্ভ করে।

৪৯. لِلّٰهِ مُلْكُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ আল্লাহরই জন্য রয়েছে সমস্ত আসমানও জমিনের আধিপত্য يَخْلُقُ مَا يَشَآءُ তিনি ইচ্ছা সৃষ্টি করেন يَهَبُ لِمَنْ يَّشَآءُ اِنَاثًا তিনি যাকে ইচ্ছা কন্যাসমূহ দান করেন وَّيَهَبُ لِمَنْ يَّشَآءُ الذُّكُوْرَ এর যাকে ইচ্ছা পুত্রসমূহ দান করেন।

https://e-ilm.weebly.com/

أَوْ يُزَوِّجُهُمْ ذُكْرَانًا وَإِنَاثًا ۖ وَيَجْعَلُ مَنْ يَشَاءُ عَقِيمًا ۚ إِنَّهُ عَلِيمٌ قَدِيرٌ ﴿٥٠﴾

৫০. অথবা যার জন্য চান, তাদেরকে মিশ্রিত করে দেন– পুত্রসমূহ ও কন্যাসমূহ এবং যাকে ইচ্ছা নিঃসন্তান রাখেন; নিঃসন্দেহে তিনি সর্বজ্ঞ, সর্বশক্তিমান।

وَمَا كَانَ لِبَشَرٍ أَنْ يُكَلِّمَهُ اللَّهُ إِلَّا وَحْيًا أَوْ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ أَوْ يُرْسِلَ رَسُولًا فَيُوحِيَ بِإِذْنِهِ مَا يَشَاءُ ۚ إِنَّهُ عَلِيٌّ حَكِيمٌ ﴿٥١﴾

৫১. কোনো মানুষেরই অবস্থা এরূপ নয় যে, আল্লাহ তার সঙ্গে কথা বলেন, কিন্তু ইলহামের মাধ্যমে কিংবা পর্দার অন্তরাল হতে অথবা তিনি কোনো ফেরেশতাকে প্রেরণ করেন যে, সে আল্লাহর আদেশে তাঁরই ইচ্ছানুরূপ বাণী পৌঁছিয়ে দেয়; তিনি অতি উচ্চ মর্যাদাবান, মহাপ্রজ্ঞাময়।

وَكَذَٰلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ رُوحًا مِنْ أَمْرِنَا ۚ مَا كُنْتَ تَدْرِي مَا الْكِتَابُ وَلَا الْإِيمَانُ وَلَٰكِنْ جَعَلْنَاهُ نُورًا نَهْدِي بِهِ مَنْ نَشَاءُ مِنْ عِبَادِنَا ۚ وَإِنَّكَ لَتَهْدِي إِلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ ﴿٥٢﴾

৫২. এবং এরূপেই আমি আপনার নিকট ওহী অর্থাৎ আমার আদেশ প্রেরণ করেছি; আপনার না এটা জানা ছিল যে, কিতাব কি? আর না এটা জানা ছিল যে, ঈমান কি? কিন্তু আমি এ কুরআনকে একটি নূরস্বরূপ বানিয়েছি, যার মাধ্যমে আমি আমার বান্দাগণের মধ্যে যাকে ইচ্ছা হেদায়েত করে থাকি; আর এতে কোনো সন্দেহ নেই যে, আপনি এক সরল পথের হেদায়েত করছেন।

صِرَاطِ اللَّهِ الَّذِي لَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ ۗ أَلَا إِلَى اللَّهِ تَصِيرُ الْأُمُورُ ﴿٥٣﴾

৫৩. অর্থাৎ সেই আল্লাহর পথ– যিনি আসমানসমূহ ও জমিনের মধ্যস্থিত সবকিছুরই মালিক; স্মরণ রাখ;, সমস্ত বিষয় সেই আল্লাহরই সমীপে প্রত্যাবর্তিত হবে।

শাব্দিক অনুবাদ :

৫০. أَوْ يُزَوِّجُهُمْ অথবা যার জন্য চান তাদেরকে মিশ্রিত করে দেন ذُكْرَانًا وَإِنَاثًا পুত্রসমূহ ও কন্যাসমূহ وَيَجْعَلُ مَنْ يَشَاءُ عَقِيمًا এবং যাকে ইচ্ছা নিঃসন্তান রাখেন إِنَّهُ عَلِيمٌ قَدِيرٌ নিঃসন্দেহে তিনি সর্বজ্ঞ, সর্ব শক্তিমান।

৫১. وَمَا كَانَ لِبَشَرٍ, কোনো মানুষেরই অবস্থা এরূপ নয় যে أَنْ يُكَلِّمَهُ اللَّهُ আল্লাহ তার সঙ্গে কথা বলেন إِلَّا وَحْيًا কিন্তু ইলহামের মাধ্যমে أَوْ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ কিংবা পর্দার অন্তরাল হতে أَوْ يُرْسِلَ رَسُولًا অথবা তিনি কোনো ফেরেশতা প্রেরণ করেন فَيُوحِيَ بِإِذْنِهِ مَا يَشَاءُ যে আল্লাহর আদেশে তাঁরই ইচ্ছানুরূপ বাণী পৌঁছিয়ে দেয় إِنَّهُ عَلِيٌّ حَكِيمٌ তিনি অতি উচ্চ মর্যাদাবান মহাপ্রজ্ঞাময়।

৫২. وَكَذَٰلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ, এবং এরূপই আমি আপনার নিকট ওহী প্রেরণ করেছি رُوحًا مِنْ أَمْرِنَا অর্থাৎ আমার আদেশ مَا كُنْتَ تَدْرِي আপনার না এটা জানা ছিল যে مَا الْكِتَابُ কিতাব কি? وَلَا الْإِيمَانُ, আর না জানা ছিল যে, ঈমান কি? وَلَٰكِنْ جَعَلْنَاهُ نُورًا, কিন্তু আমি এই কুরআনকে একটি নূরস্বরূপ বানিয়েছি نَهْدِي بِهِ مَنْ نَشَاءُ যার মাধ্যমে আমি যাকে ইচ্ছা হেদায়েত করে থাকি مِنْ عِبَادِنَا আমার বান্দাগণের মধ্যে وَإِنَّكَ لَتَهْدِي, আর এতে কোনো সন্দেহ নেই যে, আপনি হেদায়েত করছেন إِلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ এক সরল পথের।

৫৩. صِرَاطِ اللَّهِ অর্থাৎ, সেই আল্লাহর পথ الَّذِي لَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ যিনি আসমানসমূহ ও জমিনের মধ্যে সব কিছুর মালিক أَلَا স্মরণ রাখ إِلَى اللَّهِ تَصِيرُ الْأُمُورُ সমস্ত বিষয় সেই আল্লাহর সমীপে প্রত্যাবর্তিত হবে।

https://e-ilm.weebly.com/

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

أَوْ يُزَوِّجُهُمْ ذُكْرَانًا وَّإِنَاثًا - (৫০)

শানে নুযূল : আলোচ্য আয়াত নবীগণ সম্পর্কে অবতীর্ণ হয়েছে। আল্লাহ তা'আলা হযরত শুআয়ব (আ.) ও লূত (আ.) কে কন্যা সন্তান দিয়েছেন। হযরত ইবরাহীম (আ.)-কে আল্লাহ তা'আলা পুত্র সন্তান দিয়েছেন। রাসূল ﷺ -কে আল্লাহ তা'আলা পুত্র সন্তান ও কন্যা সন্তান উভয়ই দিয়েছেন। হযরত ঈসা (আ.) ও ইয়াহইয়া (আ.) কে আল্লাহ তা'আলা কোনো সন্তানই দেন নি। সুতরাং নবীগণের বংশ বিস্তারের ক্ষেত্রে খোদায়ী এ বিধানের প্রতি ইঙ্গিত করে আল্লাহ তা'আলা আলোচ্য আয়াত নাজিল করেন।-[রূহুল মা'আনী ৫৪/২৫/১৩, বাহরে মুহীত্ব ৫০২/৭ কুরতুবী ৪৪/১৬)

وَمَا كَانَ لِبَشَرٍ أَنْ يُكَلِّمَهُ اللّٰهُ - (৫১)

শানে নুযূল : একদা ইহুদিরা রাসূল ﷺ কে বলল যে, আপনি যদি নবী হয়ে থাকেন, তাহলে হযরত মূসা (আ.) যেরূপভাবে আল্লাহর সাথে কথা বলেছেন এবং আল্লাহকে দেখেছেন, অনুরূপভাবে আপনিও আল্লাহর সাথে কথা বলেছেন না কেন এবং আল্লাহকে দেখেননি কেন? জবাবে মহানবী ﷺ বললেন যে, হযরত মূসা (আ.) আল্লাহ তা'আলাকে দেখেননি তো! রাসূল ﷺ -এর এ কথার সমর্থনে আল্লাহ তা'আলা আলোচ্য আয়াত নাজিল করেন।

-[কুরতুবী ৪৮/১০ রূহুল মা'আনী ৫৭/২৫/১৩]

বাহরে মুহীতের বর্ণনা অনুসারে মক্কার কুরাইশ কাফেররাও হুবহু অনুরূপ দাবি উত্থাপন করেছিল। সে পরিপ্রেক্ষিতে আলোচ্য আয়াত নাজিল করা হয়েছে।-[বাহরে মুহীত্ব ৫০৩/৭]

আলোচ্য প্রাথমিক আয়াতসমূহে তাদের পরিণতি উল্লেখ করা হয়েছে, যারা মু'মিন সৎকর্মীদের বিপরীতে কেবল দুনিয়ার আরাম-আয়েশ ও সুখ-শান্তি কামনা করে। এরপর اِسْتَجِيْبُوْا لِرَبِّكُمْ -বাক্যে তাদেরকে কিয়ামতের আজাব আসার পূর্বে তওবা করার উপদেশ দেওয়া হয়েছে। অতঃপর রাসূলুল্লাহ ﷺ -কে সান্ত্বনা ও প্রবোধ দেওয়া হয়েছে যে, আপনার বারংবার প্রচার ও প্রচেষ্টা যদি তাদের চৈতন্য ফিরে না আসে, তবে আপনি দুঃখিত হবেন না। فَاِنْ اَعْرَضُوْا فَمَآ اَرْسَلْنٰكَ عَلَيْهِمْ حَفِيْظًا -বাক্যের মর্ম তাই।

لِلّٰهِ مُلْكُ السَّمٰوٰتِ...................... থেকে শেষ পর্যন্ত আয়াতসমূহে আল্লাহ তা'আলার সর্বময় ক্ষমতা ও প্রজ্ঞা বর্ণনা করে তাওহীদের দাওয়াত দেওয়া হয়েছে। এ প্রসঙ্গে আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীর সৃষ্টির আলোচনার পর يَخْلُقُ مَا يَشَآءُ বলে কুদরতের একটি বিধি বর্ণনা করা হয়েছে। অর্থাৎ তিনি প্রত্যেক ছোট বড় বস্তু সৃষ্টি করার পূর্ণ ক্ষমতা রাখেন এবং যখন ইচ্ছা, যা ইচ্ছা সৃষ্টি করেন। এ প্রসঙ্গে মানব সৃষ্টির উল্লেখ করে বলা হয়েছে-

يَهَبُ لِمَنْ يَّشَآءُ اِنَاثًا وَّيَهَبُ لِمَنْ يَّشَآءُ الذُّكُوْرَ اَوْ يُزَوِّجُهُمْ ذُكْرَانًا وَّاِنَاثًا وَّيَجْعَلُ مَنْ يَّشَآءُ عَقِيْمًا اِنَّهٗ عَلِيْمٌ قَدِيْرٌ

অর্থাৎ, মানব সৃষ্টিতে কারও ইচ্ছা, ক্ষমতা এমনকি, জ্ঞানেরও কোনো দখল নেই। পিতা-মাতা মানবসৃষ্টির বাহ্যিক মাধ্যম হয়ে থাকে মাত্র। সন্তান প্রজননে তাদের ইচ্ছা ও ক্ষমতারও কোনো দখল নেই। দখল থাকা তো দূরের কথা, সন্তান জন্মগ্রহণের পূর্বে মাতাও জানে না যে, তার গর্ভে কি আছে এবং কিভাবে গঠিত হচ্ছে। আল্লাহ তা'আলাই কাউকে কন্যা-সন্তান, কাউকে পুত্র সন্তান, কাউকে পুত্র-কন্যা উভয়ই দান করেন এবং কাউকে সম্পূর্ণ বন্ধ্যা করে রাখেন-তার কোনো সন্তানই হয় না।

এসব আয়াতে সন্তানের প্রকার বর্ণনা প্রসঙ্গে আল্লাহ তা'আলা সর্বপ্রথম কন্যা সন্তানের উল্লেখ করেছেন, আর পুত্র সন্তানের উল্লেখ করেছেন পরে। এ ইঙ্গিতদৃষ্টে হযরত ওয়াছেলা ইবনে আসকা' বলেন, যে নারীর গর্ভ থেকে প্রথমে কন্যা সন্তান জন্মগ্রহণ করে, সে পুণ্যময়ী। -[কুরতুবী]

আলোচ্য আয়াতসমূহের প্রথম আয়াত ইহুদিদের এক হঠকারিতামূলক দাবির জওয়াবে অবতীর্ণ হয়েছে! বগভী ও কুরতুবী প্রমুখ লিখেছেন, ইহুদিরা রাসূলুল্লাহ ﷺ -কে বলল, আমরা আপনার প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করতে পারি না। কেননা, আপনি হযরত মূসা (আ.)-এর ন্যায় আল্লাহ তা'আলাকে দেখেন না এবং তাঁর সাথে সামনাসামনি কথাবার্তাও বলেন না।

https://e-ilm.weebly.com/

রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন, একথা সত্য নয় যে, মূসা (আ.) আল্লাহ তা'আলাকে দেখেছিলেন। এরই প্রেক্ষিতে আয়াতটি অবতীর্ণ হয়। এর সারমর্ম এই যে, এ দুনিয়াতে আল্লাহ তা'আলার সাথে সরাসরি ও সামনাসামনি কথা বলা কোনো মানুষের পক্ষেই সম্ভব নয়। স্বয়ং হযরত মূসা (আ.)-ও সামনাসামনি কথা শুনেন নি, বরং জবনিকার অন্তরাল থেকে আওয়াজ শুনেছেন মাত্র।

এ আয়াতে আরও বলা হয়েছে যে, কোনো মানুষের সাথে আল্লাহ তা'আলার কথা বলার তিনটি মাত্র উপায় রয়েছে। এক– وَحْيًا –অর্থাৎ কোনো বিষয় অন্তরে জাগ্রত করে দেওয়া। এটা জাগ্রত অবস্থায়ও হতে পারে এবং নিদ্রাবস্থায় স্বপ্নের আকারেও হতে পারে। অনেক হাদীসে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ اَلْقَى فِىْ رَوْعِىْ বলতেন। অর্থাৎ এ বিষয়টি আমার অন্তরে জাগ্রত করা হয়েছে। পয়গম্বরগণের স্বপ্নও ওহী হয়ে থাকে। এতে শয়তানের কারসাজি থাকতে পারে না। এমতাবস্থায় সাধারণত আল্লাহ তা'আলার পক্ষ থেকে শব্দ অবতীর্ণ হয় না; কেবল বিষয়বস্তু অন্তরে জাগ্রত হয়, যা পয়গম্বর নিজের ভাষায় ব্যক্ত করেন।

দ্বিতীয় উপায়– اَوْ مِنْ وَّرَاۤءِ حِجَابٍ –অর্থাৎ জাগ্রত অবস্থায় জবনিকার অন্তরাল থেকে কোনো কথা শোনা। হযরত মূসা (আ.) তূর পর্বতে এভাবেই আল্লাহ তা'আলার কথা শুনেছিলেন। কিন্তু তিনি আল্লাহ তা'আলার সাক্ষাৎ লাভ করেন নি। তাই رَبِّ اَرِنِىْٓ اَنْظُرْ اِلَيْكَ বলে সাক্ষাতের আবেদন জানান, যার নেতিবাচক জওয়াব لَنْ تَرٰىنِىْ বলে দেওয়া হয়। দুনিয়াতে আল্লাহ তা'আলার সাক্ষাতের অন্তরায় জবনিকাটি এমন কোনো বস্তু নয়, যা আল্লাহ তা'আলাকে ঢেকে রাখতে পারে। কেননা তাঁর সর্বব্যাপী নূরকে কোনো বস্তুই ঢাকতে পারে না। বরং মানুষের দৃষ্টিশক্তির দুর্বলতাই এ সাক্ষাতের পথে অন্তরায় হয়ে থাকে। জান্নাতে মানুষের দৃষ্টিশক্তি প্রখর করে দেওয়া হবে। ফলে সেখানে প্রত্যেক জান্নাতী আল্লাহ তা'আলার দর্শন লাভে ধন্য হবে। সহীহ হাদীসসমূহের বর্ণনা অনুযায়ী আহলে সুন্নত ওয়াল জামাতের মাজহাবও তাই।

আলোচ্য আয়াতে বর্ণিত এ নীতি দুনিয়ার ক্ষেত্রে প্রযোজ্য। দুনিয়াতে কোনো মানুষ আল্লাহ তা'আলার সাথে সামনা-সামনি কথা বলতে পারে না। আলোচ্য আয়াত যেহেতু মানুষ সম্পর্কে, তাই আয়াতে বিশেষভাবে মানুষের উল্লেখ করা হয়েছে। নতুবা বাহ্যত ফেরেশতাগণের সাথেও আল্লাহ তা'আলার সামনা-সামনি কথা হয় না। তিরমিযীর রেওয়ায়েতে হযরত জিবরাঈল (আ.)-এর উক্তি বর্ণিত আছে যে, আমি অনেক কাছাকাছি চলে গিয়েছিলাম, তবুও আমার এবং আল্লাহ তা'আলার মধ্যে সত্তর হাজার পর্দা রয়ে গিয়েছিল। কোনো কোনো আলেমের উক্তি অনুযায়ী যদি মে'রাজ-রজনীতে আল্লাহ তা'আলার সাথে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর মুখোমুখি কথাবার্তা প্রমাণিত হয়, তবে তা উপরিউক্ত নীতির পরিপন্থি নয়। কেননা সে কথাবার্তা এ জগতে নয়–আরশে হয়েছিল।

তৃতীয় উপায়– اَوْ يُرْسِلَ رَسُوْلًا –অর্থাৎ জিবরাঈল প্রমুখ কোনো ফেরেশতাকে কালাম দিয়ে প্রেরণ করা এবং পয়গম্বরকে তার বিষয় পাঠ করে শোনানো। এটাই ছিল সাধারণ পন্থা। কুরআন পাক সম্পূর্ণই এ উপায়ে ফেরেশতার মাধ্যমে অবতীর্ণ হয়েছে। উপরিউক্ত বিবরণে وَحْىٌ শব্দটিকে অন্তরে নিক্ষেপ করার অর্থে নেওয়া হয়েছে। কিন্তু শব্দটি অধিকাংশ ক্ষেত্রেই আল্লাহর সব ধরনের কালামের অর্থে ব্যবহৃত হয়। বুখারীর এক দীর্ঘ হাদীসে ফেরেশতার মাধ্যমে কথাবার্তাকেও ওহীর একটি প্রকার গণ্য করা হয়েয়ে। তাতে আরও বলা হয়েছে যে, ফেরেশতার মাধ্যমে আগত ওহীও দু'রকম। কখনও ফেরেশতা আসল আকৃতিতে আসেন এবং কখনও মানুষের আকৃতিতে।

مَا كُنْتَ تَدْرِىْ مَا الْكِتٰبُ وَلَا الْاِيْمَانُ –এ আয়াতটি প্রথম আয়াতে বর্ণিত বিষয়বস্তুরই পরিশিষ্ট। এর সারমর্ম এই যে, দুনিয়াতে মুখোমুখি কথাবার্তা তো কারও সাথে হয়নি- হতে পারেও না। তবে আল্লাহ তা'আলা বিশেষ বান্দাদের প্রতি যে ওহী প্রেরণ করেন, তার তিনটি উপায় প্রথম আয়াতে বিবৃত হয়েছে। এই নিয়ম অনুযায়ী আপনার প্রতিও ওহী প্রেরণ করা হয়। আপনি আল্লাহ তা'আলার সাথে সামনা-সামনি কথা বলুন– ইহুদিদের এ দাবি মূর্খতাপ্রসূত ও হঠকারিতামূলক। তাই বলা হয়েছে, কোনো মানুষ এমনকি কোনো রাসূল যে জ্ঞান লাভ করেন, তা আল্লাহ তা'আলারই দান। যতক্ষণ আল্লাহ তা'আলা ওহীর মাধ্যমে তা ব্যক্ত না করেন, ততক্ষণ পর্যন্ত রাসূলগণ কোনো কিতাব সম্পর্কেও জানতে পারেন না এবং ঈমানের বিশদ বিবরণ সম্পর্কেও ওয়াকিফহাল হতে পারেন না। কিতাব সম্পর্কে না জানার বিষয়টি বর্ণনাসাপেক্ষ নয়। ঈমান সম্পর্কে ওয়াকিফহাল না হওয়ার অর্থ এই যে, ঈমানের বিবরণ, ঈমানের শর্তাবলি এবং ঈমানের সর্বোচ্চ স্তর সম্পর্কে ওহীর পূর্বে জ্ঞান থাকে না। নতুবা এ বিষয়ে আলিমগণের ইজমা তথা ঐকমত্য রয়েছে যে, আল্লাহ তা'আলা যাকে রাসূল ও নবী করেন, তাকে শুরু থেকেই ঈমানের উপর পয়দা করেন। তাঁর মনমানসিকতা ঈমানের উপর ভিত্তিশীল থাকে। নবুয়ত দান ও ওহী অবতরণের পূর্বেও তিনি পাকাপোক্ত মু'মিন হয়ে থাকেন। ঈমান তাঁর মজ্জা ও চরিত্রে পরিণত

https://e-ilm.weebly.com/

হয়। এ কারণেই যুগে যুগে বিভিন্ন সম্প্রদায়। পয়গম্বরগণের বিরোধিতা করে তাদের প্রতি নানা রকম দোষারোপ করেছে, কিন্তু কোনো পয়গম্বরকে বিরোধীরা এই দোষ দেয়নি যে, আপনিও তো নবুয়ত দাবির পূর্বে আমাদের মতই প্রতিমা পূজা করতেন। কুরতুবী তাঁর তাফসীরে এবং কাযী আয়ায 'শেফা' গ্রন্থে এ বিষয়টি বিশ্লেষণ করেছেন।

শব্দ বিশ্লেষণ :

يُضْلِلْ : সীগাহ واحد مذكر غائب বহছ مضارع معروف বাব اِفْعَالٌ মাসদার اِضْلَالٌ মূলবর্ণ (ض - ل - ل) জিনস مضاعف ثلاثى অর্থ- (যাকে তিনি) পথভ্রষ্ট করেন। পরিত্যাগ করেন।

رَأَوْا : সীগাহ جمع مذكر غائب বহছ ماضى معروف বাব فَتَحَ মাসদার رُؤْيَةٌ মূলবর্ণ (ر - ء - ى) জিনস মুরাক্কাব مهموز عين এবং ناقص يائى অর্থ-তারা দেখেছে।

يَنْظُرُوْنَ : সীগাহ جمع مذكر غائب বহছ مضارع معروف বাব نَصَرَ মাসদার اَلنَّظْرُ মূলবর্ণ (ن - ظ - ر) জিনস صحيح অর্থ-তারা প্রত্যক্ষ করছে।

اَعْرَضُوا : সীগাহ جمع مذكر غائب বহছ ماضى معروف বাব اِفْعَالٌ মাসদার اِعْرَاضٌ মূলবর্ণ (ع - ر - ض) জিনস صحيح অর্থ-তারা মুখ ফিরিয়ে নিয়েছে।

اَذَقْنَا : সীগাহ جمع متكلم বহছ ماضى معروف বাব اِفْعَالٌ মাসদার اِذَاقَةٌ মূলবর্ণ (ذ - و - ق) জিনস اجوف واوى অর্থ- আমরা আস্বাদন করিয়েছি।

اَوْحَيْنَا : সীগাহ جمع متكلم বহছ ماضى معروف বাব اِفْعَالٌ মাসদার اِيْحَاءٌ মূলবর্ণ (و - ح - ى) জিনস لفيف مفروق অর্থ-আমরা নির্দেশ পাঠিয়েছি। আমরা ওহী পাঠিয়েছি।

تَدْرِىْ : সীগাহ واحد مذكر غائب বহছ مضارع معروف বাব ضَرَبَ মাসদার دِرَايَةٌ মূলবর্ণ (د - ر - ى) জিনস ناقص يائى অর্থ- তুমি জানছ বা জানবে।

جَعَلْنٰهُ : সীগাহ جمع متكلم বহছ ماضى معروف বাব فَتَحَ মাসদার جَعْلٌ মূলবর্ণ (ج - ع - ل) জিনস صحيح অর্থ-আমরা এটাকে করেছি। আমরা এটাকে বানিয়েছি। আমরা এটাকে নির্ধারণ করেছি।

نَهْدِىْ : সীগাহ جمع متكلم বহছ مضارع معروف বাব ضَرَبَ মাসদার هِدَايَةٌ মূলবর্ণ (ه - د - ى) জিনস ناقص يائى অর্থ- হেদায়েত করা। রাস্তা দেখানো। পথপ্রদর্শন করা।

مُسْتَقِيْمٌ : সীগাহ واحد مذكر বহছ اسم فاعل বাব اِسْتِفْعَالٌ মাসদার اِسْتِقَامَةٌ মূলবর্ণ (ق - و - م) জিনস اجوف واوى অর্থ- সোজা সঠিক।

تَصِيْرُ : সীগাহ واحد مؤنث غائب বহছ مضارع معروف বাব ضَرَبَ মাসদার صَيْرٌ মূলবর্ণ (ص - ى - ر) জিনস اجوف يائى অর্থ- এই পর্যন্ত পৌছা এবং শেষ হওয়া।

বাক্য বিশ্লেষণ :

وَمَنْ يُّضْلِلِ اللّٰهُ فَمَا لَهٗ مِنْ سَبِيْلٍ : এখানে واو টি হলো আতেফা, আর مَنْ হলো শর্তিয়া نصب -এর স্থানে যা فاء -এর মাফউলে মুকাদ্দাম হয়েছে। আর يَضْلِلْ হলো ফে'লে শর্ত اللّٰهُ শব্দটি হলো ফয়েল। আর فَمَا -এর- يُضْلِلْ টি হলো জাবাবে শর্তের রাবেতা। আর مَا হলো نافية আর لَهٗ হলো خبر مقدم আর مِنْ হলো হরফে জার যা অতিরিক্ত হয়েছে। আর سَبِيْلٍ টা مِنْ দ্বারা শব্দিকভাবে মাজরূর হয়েছে। তবে স্থান হিসেবে رفع -এর স্থানে হয়েছে। এখানে سَبِيْلٌ দ্বারা উদ্দেশ্য হলো اَلطَّرِيْقُ الْمُوْصِلُ اِلَى الْحَقِّ فِى الدُّنْيَا اَوْ اِلَى الْجَنَّةِ فِى الْاٰخِرَةِ

–[ই'রাবুল কুরআন ৭ম খণ্ড; পৃ. ৫০]

https://e-ilm.weebly.com/

سُوْرَةُ الزُّخْرُفِ مَكِّيَّةٌ

সূরা যুখরুফ

মক্কায় অবতীর্ণ; আয়াত– ৮৯, রুকূ'– ৭

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ○

পরম করুণাময়, দয়ালু আল্লাহর নামে শুরু করছি।

১. হা-মীম।	حٰمٓ ۚ﴿١﴾
২. সেই সুস্পষ্ট কিতাবের শপথ।	وَالْكِتٰبِ الْمُبِيْنِ ۚ﴿٢﴾
৩. আমি তাকে অবতীর্ণ করেছি আরবি ভাষার কুরআন, যেন তোমরা বুঝে নাও।	اِنَّا جَعَلْنٰهُ قُرْءٰنًا عَرَبِيًّا لَّعَلَّكُمْ تَعْقِلُوْنَ ۚ﴿٣﴾
৪. এবং তা রয়েছে আমার সন্নিকটে লওহে-মাহফূযে অতি উচ্চ মর্যাদাসম্পন্ন [ও] হেকমপূর্ণ কিতাব।	وَاِنَّهٗ فِيْٓ اُمِّ الْكِتٰبِ لَدَيْنَا لَعَلِيٌّ حَكِيْمٌ ۭ﴿٤﴾
৫. আমি কি তোমাদের হতে এ উপদেশ প্রত্যাহার করে নেব এজন্য যে, তোমরা সীমালঙ্ঘন করছ?	اَفَنَضْرِبُ عَنْكُمُ الذِّكْرَ صَفْحًا اَنْ كُنْتُمْ قَوْمًا مُّسْرِفِيْنَ ﴿٥﴾
৬. আর আমি পূর্বকালের লোকদের মধ্যে বহু নবী প্রেরণ করে থাকি।	وَكَمْ اَرْسَلْنَا مِنْ نَّبِيٍّ فِي الْاَوَّلِيْنَ ﴿٦﴾

শাব্দিক অনুবাদ :

১. حٰمٓ হা-মীম।

২. وَالْكِتٰبِ, সেই কিতাব শপথ الْمُبِيْنِ সুস্পষ্ট।

৩. اِنَّا جَعَلْنٰهُ আমি করেছি قُرْءٰنًا عَرَبِيًّا আরবি কুরআন لَّعَلَّكُمْ تَعْقِلُوْنَ যেন তোমরা বুঝে নাও।

৪. وَاِنَّهٗ فِيْٓ اُمِّ الْكِتٰبِ, এবং তা লওহে মাহফূযে لَدَيْنَا আমার সন্নিকটে لَعَلِيٌّ حَكِيْمٌ অতি উচ্চ মর্যাদা সম্পন্ন হেকমতপূর্ণ কিতাব।

৫. اَفَنَضْرِبُ عَنْكُمُ الذِّكْرَ صَفْحًا আমি তোমাদের থেকে এই উপদেশ প্রত্যাহার করে নিব اَنْ كُنْتُمْ مُّسْرِفِيْنَ এ জন্য যে, তোমরা সীমালঙ্ঘন করছ।

৬. وَكَمْ اَرْسَلْنَا, আর আমি প্রেরণ করতে থাকি مِنْ نَّبِيٍّ বহু নবী فِي الْاَوَّلِيْنَ পূর্বকালের লোকদের মধ্যে :

https://e-ilm.weebly.com/

৭. আর তাদের নিকট এমন কোনো নবী আগমন করেননি; যাঁর সাথে তারা বিদ্রূপ না করেছে।	وَمَا يَأْتِيهِم مِّن نَّبِيٍّ إِلَّا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِءُونَ ﴿٧﴾
৮. অতঃপর আমি তাদেরকে- যারা এদের অপেক্ষা অধিক শক্তিশালী ছিল- ধ্বংস করে ফেলেছি, আর পূর্বকালের লোকদের এ অবস্থাই হয়েছিল।	فَأَهْلَكْنَا أَشَدَّ مِنْهُم بَطْشًا وَمَضَىٰ مَثَلُ الْأَوَّلِينَ ﴿٨﴾
৯. আর যদি আপনি এদেরকে জিজ্ঞাসা করেন, আসমানসমূহ ও জমিন কে সৃষ্টি করেছে? তবে তারা অবশ্যই এটাই বলবে যে, প্রবল পরাক্রান্ত, মহাজ্ঞানী [আল্লাহ]-ই ঐগুলোকে সৃষ্টি করেছেন।	وَلَئِن سَأَلْتَهُم مَّنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ لَيَقُولُنَّ خَلَقَهُنَّ الْعَزِيزُ الْعَلِيمُ ﴿٩﴾
১০. যিনি তোমাদের জন্য জমিনকে বিছানাস্বরূপ করেছেন এবং [তাতে] তোমাদের জন্য পথসমূহ সৃষ্টি করেছেন- যেন তোমরা গন্তব্য স্থানে পৌঁছতে পার।	الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ مَهْدًا وَجَعَلَ لَكُمْ فِيهَا سُبُلًا لَّعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ ﴿١٠﴾
১১. আর যিনি আসমান হতে একটা (নির্দিষ্ট) পরিমাণ পানি বর্ষণ করেছেন, অতঃপর আমি তা দ্বারা শুষ্ক জমিনকে সজীব করেছি, এরূপেই তোমাদেরকে [কবর হতে] বের করা হবে।	وَالَّذِي نَزَّلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً بِقَدَرٍ فَأَنشَرْنَا بِهِ بَلْدَةً مَّيْتًا ۚ كَذَٰلِكَ تُخْرَجُونَ ﴿١١﴾

শাব্দিক অনুবাদ :

৭. وَمَا يَأْتِيهِم مِّن نَّبِيٍّ আর তাদের নিকট এমন কোনো নবী আগমন করেননি إِلَّا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِءُونَ যার তারা বিদ্রূপ না করেছে।

৮. فَأَهْلَكْنَا অতঃপর আমি তাদেরকে ধ্বংস করে ফেলেছি أَشَدَّ مِنْهُم بَطْشًا যারা এদের অপেক্ষা অধিক শক্তিশালী ছিল وَمَضَىٰ مَثَلُ الْأَوَّلِينَ আর পূর্বকালের লোকদের এ অবস্থাই হয়েছিল।

৯. وَلَئِن سَأَلْتَهُم আর যদি আপনি এদেরকে জিজ্ঞাসা করেন مَّنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ আসমানসমূহ ও জমিন কে সৃষ্টি করেছে لَيَقُولُنَّ তবে তারা অবশ্য এটাই বলবে যে خَلَقَهُنَّ الْعَزِيزُ الْعَلِيمُ প্রবল পরাক্রান্ত, মহাজ্ঞানী (আল্লাহ)-ই ঐ গুলোকে সৃষ্টি করেছেন।

১০. الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ مَهْدًا যিনি তোমাদের জন্য জমিনকে বিছানাস্বরূপ করেছেন وَجَعَلَ لَكُمْ فِيهَا سُبُلًا এবং তাতে তোমাদের জন্য পথসমূহ সৃষ্টি করেছেন لَّعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ যেন তোমরা গন্তব্য স্থানে পৌছতে পার।

১১. وَالَّذِي نَزَّلَ আর যিনি বর্ষণ করেছেন مِنَ السَّمَاءِ আসমান হতে مَاءً পানি بِقَدَرٍ একটা (নির্দিষ্ট) পরিমাণ فَأَنشَرْنَا بِهِ অতঃপর আমি তা দ্বারা সজীব করেছি بَلْدَةً مَّيْتًا শুষ্ক জমিনকে كَذَٰلِكَ تُخْرَجُونَ এরূপেই তোমাদেরকে (কবর হতে) বের করা হবে।

https://e-ilm.weebly.com/

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

সূরা যুখরুফ প্রসঙ্গে জ্ঞাতব্য : এ সূরা মক্কা অবতীর্ণ তবে মুকাতিল (র.) বলেন, وَاسْئَلْ مَنْ اَرْسَلْنَا আয়াতটি মদিনায় অবতীর্ণ। কেউ কেউ বলেন, সূরাটি মি'রাজের সময় আকাশে অবতীর্ণ হয়েছে। -[রূহুল মা'আনী] এতে ৮৯ আয়াত, ৮৩৩ বাক্য ৩,৪০০ অক্ষর রয়েছে।

ইবনে মারদূভিয়া হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা.)-এর কথার উদ্ধৃতি দিয়ে বলেছেন, সূরা যুখরুফ মক্কা মোয়াজ্জমায় নাজিল হয়েছে।

পূর্ববর্তী সূরার সাথে সম্পর্ক : পূর্ববর্তী সূরার প্রারম্ভে ওহীর কথা বলা হয়েছে, আর ওহী কিভাবে নাজিল হতো তার বিবরণ স্থান পেয়েছে সূরার পরিসমাপ্তিতে। আলোচ্য সূরা শুরু করা হয়েছে ওহী তথা পবিত্র কুরআনের শ্রেষ্ঠত্ব ও মাহাত্মের বর্ণনা দ্বারা। হাকীমুল উম্মত হযরত মাওলানা আশরাফ আলী থানভী (র.) লিখেছেন, এ সূরার প্রারম্ভে পবিত্র কুরআন আল্লাহ পাকের তরফ থেকে অবতীর্ণ ঘোষণা দ্বারা রাসূল ﷺ-এর নবুয়তের প্রমাণ উপস্থাপন করা হয়েছে, আর যারা তাঁকে বা পবিত্র কুরআনকেও অস্বীকার করে, তাদের উদ্দেশ্য রয়েছে সতর্কবাণী।

আ'মালুল কুরআন : সূরা যুখরুফ লিপিবদ্ধ করে বৃষ্টির পানি দিয়ে ধৌত করে পান করলে কফ কাশি দূরীভূত হয়। -[তাফসীরে দুররুল নাজম]

স্বপ্নের তাবির : যে ব্যক্তি স্বপ্নে দেখবে সে সূরা যুখরুফ তেলাওয়াত করছে, তার অর্থ হবে ঐ ব্যক্তি দুনিয়ার জীবনে সফল হবে, আর আখেরাতেও সে লাভ করবে উচ্চ মরতবা।

قَوْلُهُ وَالْكِتٰبِ الْمُبِيْنِ : এতে কুরআনকে বুঝানো হয়েছে। আল্লাহ তা'আলা যে বস্তুর কসম করেন, তা সাধারণত পরবর্তী দাবির দলিল হয়ে থাকে। এখানে কুরআনের কসম করে ইঙ্গিত করা হয়েছে। যে, কুরআন স্বয়ং তার আলৌকিকতার কারণে নিজের সততার দলিল হয়ে থাকে। কুরআনকে সুস্পষ্ট বলার অর্থ এই যে, এর উপদেশপূর্ণ বিষয়বস্তু স্বয়ং তার অলৌকিকতার কারণে নিজরে সত্যতার দলিল। কুরআনকে সুস্পষ্ট বলার অর্থ এই যে, এর উপদেশপূর্ণ বিষয়বস্তু সহজেই বোঝা যায়। কিন্তু এ থেকে শরিয়তের বিধিবিধান চয়ন করা নিঃসন্দেহে এক দুরূহ কাজ। ইজতিহাদের পূর্ণ যোগ্যতা ব্যতিরেকে এ কাজ করা যায় না। সেমতে অন্যত্র একথা স্পষ্ট করে দেওয়া হয়েছে। বলা হয়েছে- وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْاٰنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِنْ مُّدَّكِرٍ [নিঃসন্দেহে আমি কুরআনকে উপদেশ হাসিলের জন্য সহজ করে দিয়েছি। অতএব কোনো উপদেশ গ্রহণকারী আছে কি?]

এতে বলা হয়েছে যে, কুরআন উপদেশ গ্রহণের জন্য সহজ। এ থেকে ইজতিহাদ ও বিধান চয়ন সহজ হওয়া জরুরি হয় না; বরং অন্যভাবে প্রমাণিত রয়েছে যে, এ কাজের জন্য সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন শাস্ত্রে দক্ষতা অর্জন করা শর্ত।

প্রচারকের পক্ষে নিরাশ হয়ে বসে থাকা উচিত নয় : اَفَنَضْرِبُ عَنْكُمُ الذِّكْرَ صَفْحًا اِنْ كُنْتُمْ قَوْمًا مُّسْرِفِيْنَ [আমি কি তোমাদের কাছ থেকে এ উপদেশগ্রন্থ প্রত্যাহার করে নেব এ কারণে যে, তোমরা সীমাতিক্রমকারী সম্প্রদায়?] উদ্দেশ্য এই যে, তোমরা অবাধ্যতায় যত সীমা অতিক্রম করো না কেন, আমি তোমাদেরকে কুরআনের মাধ্যমে উপদেশ দান পরিত্যাগ করব না। এ থেকে জানা গেল যে, যে ব্যক্তি দাওয়াত ও তাবলীগের কাজ করে, তার উচিত প্রত্যেকের কাছে পয়গাম নিয়ে যাওয়া এবং কোনো দলের কাছে তাবলীগ শুধু এ কারণে পরিত্যাগ করা উচিত নয় যে, তারা চরম পর্যায়ের মুলহিদ, বে-দীন অথবা পাপাচারী।

কুরআন সৃষ্ট নয়, বরং قَدِيْمٌ তথা চিরন্তন-শাশ্বত : আহলে সুন্নত ওয়াল জামাতের বিশুদ্ধ আকীদা হলো কুরআন সৃষ্ট নয়; বরং তা قَدِيْمٌ তথা চিরন্তন ও শাশ্বত। কেনা কুরআন আল্লাহর কালাম ও বাণী আর আল্লাহর ন্যায় আল্লাহর বাণী কুরআনও قَدِيْمٌ ও চিরন্তন। কিন্তু বাতিলপন্থি মু'তাযিলা সম্প্রদায় বলে, কুরআন মাখলুক ও সৃষ্ট। তারা দলিল দিতে গিয়ে বলে যে, আল্লাহ পাক স্বয়ং কুরআনে বলেন - اِنَّا جَعَلْنٰهُ قُرْاٰنًا عَرَبِيًّا উক্ত আয়াতে আল্লাহ তা'আলা বলেন, আমি কুরআনকে বানিয়েছি আরবি ভাষায়। এতে তিনি কুরআনকে مَجْعُوْلٌ বলেছেন। مَجْعُوْلٌ একমাত্র مَخْلُوْقٌ হয়ে থাকে। আর সকল মাখলুক নতুন ও حَادِثٌ তাই কুরআনকে তারা حَادِثٌ বলে দাবি করে থাকে।

https://e-ilm.weebly.com/

তাদের জবাবে ইমাম রাযী (র.) বলেন, আল্লাহর কালাম বাস্তবিক ও প্রকৃতগত [نَفْسِيْ] হিসেবে কাদীম ও চিরন্তন। অতএব আল্লাহর বাণীকে অন্যান্য শাব্দিক ও জাহেরী কথাবার্তা সাথে সমতুল্য করা যাবে না। আল্লামা আলূসী (র.) বলেন, উক্ত আয়াতে جَعَلَ-এর অর্থ خَلَقَ ও صَيَّرَ -এর অর্থে নয়। অতএব তাদের উত্থাপিত প্রশ্ন সঠিক নয়।

বর্ণিত আছে যে, হযরত ইবনে আব্বাস (রা.)-এর নিকট حَضْرَمَوْتْ শহরের এক বাসিন্দা এসে বললেন, আপনি আমাকে বলুন, কুরআন আল্লাহর বাণীসমূহের একটি বাণী- وَاِنْ اَحَدٌ مِّنَ الْمُشْرِكِيْنَ اسْتَجَارَكَ فَاَجِرْهُ حَتّٰى يَسْمَعَ كَلَامَ اللّٰهِ ؟ অতঃপর حَضْرَمَوْتِيْ লোকটি বললেন, আপনি কি আল্লাহর বাণী- اِنَّا جَعَلْنٰهُ قُرْاٰنًا عَرَبِيًّا -এর মধ্যে চিন্তা করেননি ? হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) তার উত্তরে বললেন, এখানে جَعَلْنٰهُ অর্থ كَتَبَهُ اللّٰهُ فِى اللَّوْحِ الْمَحْفُوْظِ অর্থাৎ, আল্লাহ এটা লওহে মাহফূযে আরবিতে লিখেছেন।-[তাফসীরে রূহুল মা'আনী]

جَعَلَ لَكُمُ الْاَرْضَ مَهْدًا (তোমাদের জন্যে পৃথিবীকে বিছানা করেছেন) উদ্দেশ্য এই যে, পৃথিবীর বাহ্যিক আকার বিছানার মতো এক এতে বিছানার অনুরূপ আরাম পাওয়া যায়। সুতরাং এটা গোলাকার হওয়ার পরিপন্থি নয়।

শব্দ বিশ্লেষণ :

تَعْقِلُوْنَ : সীগাহ جمع مذكر حاضر বহছ مضارع معروف বাব ضَرَبَ মাসদার عَقْلٌ মূলবর্ণ (ع - ق - ل) জিনস صحيح অর্থ- তোমরা বুঝে নাও।

اَلْمُسْرِفُوْنَ : সীগাহ جمع مذكر বহছ اسم فاعل বাব اِفْعَالٌ মাসদার اَلْاِسْرَافُ মূলবর্ণ (س - ر - ف) জিনস صحيح অর্থ- নির্ধারিত সীমারেখা অতিক্রমকারীগণ।

يَسْتَهْزِءُوْنَ : সীগাহ جمع مذكر غائب বহছ مضارع معروف বাব اِسْتِفْعَالٌ মাসদার اَلْاِسْتِهْزَاءُ মূলবর্ণ (ه - ز - ء) জিনস مهموز لام অর্থ-তারা হালকা মনে করে উপহাস করে। ঠাট্টা করে।

اَهْلَكْنَا : সীগাহ جمع متكلم বহছ ماضى معروف বাব اِفْعَالٌ মাসদার اَلْاِهْلَاكُ মূলবর্ণ (ه - ل - ك) জিনস صحيح অর্থ- আমরা ধ্বংস করেছি। আমরা শাস্তি দিয়েছি।

مَضٰى : সীগাহ واحد مذكر غائب বহছ ماضى معروف বাব ضَرَبَ মাসদার مُضِيٌّ মূলবর্ণ (م - ض - ى) জিনস ناقص يائى অর্থ-অতিক্রম করা, চলে যাওয়া।

سُبُلًا : سَبِيْلٌ এর বহুবচন। অর্থ- রাস্তাসমূহ।

تَهْتَدُوْنَ : সীগাহ جمع مذكر غائب বহছ مضارع معروف বাব اِفْتِعَالٌ মাসদার اَلْاِهْتِدَاءُ মূলবর্ণ (ه - د - ى) জিনস ناقص يائى অর্থ- তোমরা পথ পেয়ে যাও। তোমরা পথ পেয়ে যাচ্ছ।

اَنْشَرْنَا : সীগাহ جمع متكلم বহছ ماضى معروف বাব اِفْعَالٌ মাসদার اَلْاِنْشَارُ মূলবর্ণ (ن - ش - ر) জিনস صحيح অর্থ- আমরা সঞ্জীব করেছি।

تُخْرَجُوْنَ : সীগাহ جمع مذكر غائب বহছ مضارع مجهول বাব اِفْعَالٌ মাসদার اَلْاِخْرَاجُ মূলবর্ণ (خ - ر - ج) জিনস صحيح অর্থ-তোমাদেরকে বের করা হয়েছে।

বাক্য বিশ্লেষণ :

وَمَا يَاْتِيْهِمْ مِّنْ نَّبِيٍّ اِلَّا كَانُوْا بِهٖ يَسْتَهْزِءُوْنَ : এখানে واو টি আতেফা, আর مَا হলো نافية আর ياتيهم ফে'ল। আর هُمْ হলো مفعول به مقدم আর مِنْ হলো হরফে জার যা অতিরিক্ত হয়েছে আর نَبِيٍّ হলো শাব্দিকভাবে মাজরূর তবে স্থানগতভাবে مرفوع যেহেতু তা ফায়েল হয়েছে আর اِلَّا হলো اداة حصر আর كَانُوْا হলো ফে'লে নাকেস এবং তার যমীর হলো اسم ناقص আর بِهٖ টা يَسْتَهْزِءُوْنَ এর সাথে متعلق হয়েছে। আর يَسْتَهْزِءُوْنَ বাক্যটি হলো خبر ناقص -[ই'রাবুল কুরআন ৭ম খণ্ড; পৃ. ৬২]

https://e-ilm.weebly.com/

https://e-ilm.weebly.com/

وَاِذَا بُشِّرَ اَحَدُهُمْ بِمَا ضَرَبَ لِلرَّحْمٰنِ مَثَلًا ظَلَّ وَجْهُهٗ مُسْوَدًّا وَّهُوَ كَظِيْمٌ ﴿١٧﴾

১৭. অথচ যখন তাদের কাউকেও তার [কন্যাসন্তান জন্মের] সংবাদ দেওয়া হয়, দয়াময় [আল্লাহ] -এর জন্য যার নমুনা তোমরা নির্ধারিত করে রেখেছ, তবে তার মুখমণ্ডল মলিন হয়ে থাকে এবং সে মনে মনে ক্ষুণ্ন হতে থাকে।

اَوَمَنْ يُّنَشَّؤُا فِي الْحِلْيَةِ وَهُوَ فِي الْخِصَامِ غَيْرُ مُبِيْنٍ ﴿١٨﴾

১৮. তবে কি [আল্লাহ নিজের জন্য কন্যাদেরকে পছন্দ করলেন,] যারা সাজসজ্জায় প্রতিপালিত, আর বাক-তর্কে বর্ণনাশক্তি [-ও] রাখে না।

وَجَعَلُوا الْمَلٰٓئِكَةَ الَّذِيْنَ هُمْ عِبٰدُ الرَّحْمٰنِ اِنَاثًا ۚ اَشَهِدُوْا خَلْقَهُمْ ۚ سَتُكْتَبُ شَهَادَتُهُمْ وَيُسْئَلُوْنَ ﴿١٩﴾

১৯. আর এরা ফেরেশতাগণকে— যারা আল্লাহর বান্দা, নারী সাব্যস্ত করে রেখেছে; এরা কি ফেরেশতাদের সৃষ্টিকালে উপস্থিত ছিল? অচিরেই এদের এ দাবি লিপিবদ্ধ করে নেওয়া হবে এবং তাদেরকে জিজ্ঞাসাবাদ করা হবে।

وَقَالُوْا لَوْ شَآءَ الرَّحْمٰنُ مَا عَبَدْنٰهُمْ ۗ مَا لَهُمْ بِذٰلِكَ مِنْ عِلْمٍ ۚ اِنْ هُمْ اِلَّا يَخْرُصُوْنَ ﴿٢٠﴾

২০. এবং তারা বলে, আল্লাহ যদি ইচ্ছা করতেন, তবে আমরা তাদের উপাসনা করতাম না; [আর] ঐ সম্পর্কে তাদের কোনো জ্ঞান নেই, তারা কেবল অনুমানে বলছে।

اَمْ اٰتَيْنٰهُمْ كِتٰبًا مِّنْ قَبْلِهٖ فَهُمْ بِهٖ مُسْتَمْسِكُوْنَ ﴿٢١﴾

২১. আমি কি তাদেরকে এর পূর্বে কোনো কিতাব দিয়ে রেখেছি যে, তারা তা হতে প্রমাণ করছে?

শাব্দিক অনুবাদ :

১৭. وَاِذَا بُشِّرَ اَحَدُهُمْ অথচ যখন তাদের কাউকেও তার (কন্যা সন্তান জন্মের) সংবাদ দেওয়া হয় بِمَا ضَرَبَ لِلرَّحْمٰنِ مَثَلًا দয়াময় (আল্লাহ)-এর জন্য যার নমুনা তোমরা নির্ধারিত করে রেখেছ ظَلَّ وَجْهُهٗ مُسْوَدًّا তবে তার মুখমণ্ডল মলিন হয়ে থাকে وَهُوَ كَظِيْمٌ আর সে মনে মনে ক্ষুণ্ন হতে থাকে।

১৮. اَوَمَنْ يُّنَشَّؤُا فِي الْحِلْيَةِ তবে কি সাজ সজ্জায় প্রতিপালিত وَهُوَ فِي الْخِصَامِ আর বাক-তর্কে غَيْرُ مُبِيْنٍ বর্ণনা শক্তি (-ও) রাখে না।

১৯. وَجَعَلُوا, আর এরা সাব্যস্ত করে রেখেছে الْمَلٰٓئِكَةَ ফেরেশতাগণকে الَّذِيْنَ هُمْ عِبٰدُ الرَّحْمٰنِ যারা আল্লাহর বান্দা اِنَاثًا নারী اَشَهِدُوْا خَلْقَهُمْ এরা কি ফেরেশতাদের সৃষ্টিকালে উপস্থিত ছিল سَتُكْتَبُ شَهَادَتُهُمْ অচিরেই এদের এ দাবি লিপিবদ্ধ করে নেওয়া হবে وَيُسْئَلُوْنَ এবং তাদেরকে জিজ্ঞাসাবাদ করা হবে।

২০. وَقَالُوْا, এবং তারা বলে لَوْ شَآءَ الرَّحْمٰنُ আল্লাহ যদি ইচ্ছা করতেন مَا عَبَدْنٰهُمْ তবে আমরা তাদের উপাসনা করতাম না مَا لَهُمْ بِذٰلِكَ مِنْ عِلْمٍ ঐ সম্বন্ধে তাদের কোনো জ্ঞান নেই اِنْ هُمْ اِلَّا يَخْرُصُوْنَ তারা কেবল অনুমানে বলছে।

২১. اَمْ اٰتَيْنٰهُمْ আমি কি তাদেরকে দিয়ে রেখেছি كِتٰبًا কোনো কিতাব مِّنْ قَبْلِهٖ এর পূর্বে فَهُمْ بِهٖ مُسْتَمْسِكُوْنَ যে তারা তা হতে প্রমাণ করছে।

https://e-ilm.weebly.com/

২২. বরং তারা বলে যে, আমরা আমাদের পিতৃপুরুষদেরকে এক মতাদর্শের উপর পেয়েছি এবং আমরাও তাদের পদাঙ্ক অনুসরণ করে চলছি।	بَلْ قَالُوْٓا اِنَّا وَجَدْنَآ اٰبَآءَنَا عَلٰٓى اُمَّةٍ وَّاِنَّا عَلٰٓى اٰثٰرِهِمْ مُّهْتَدُوْنَ ﴿٢٢﴾
২৩. আর এরূপে আমি আপনার পূর্বে যখনই কোনো জনপদে কোনো নবী প্রেরণ করেছি, তখনই তথাকার অবস্থাপন্ন লোকেরা এটাই বলত যে, আমরা আমাদের পিতৃপুরুষগণকে এক মতাদর্শের অনুসারী পেয়েছি এবং আমরাও তাদের পদাঙ্ক অনুসরণ করে চলছি।	وَكَذٰلِكَ مَآ اَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ فِيْ قَرْيَةٍ مِّنْ نَّذِيْرٍ اِلَّا قَالَ مُتْرَفُوْهَآ ۙ اِنَّا وَجَدْنَآ اٰبَآءَنَا عَلٰٓى اُمَّةٍ وَّاِنَّا عَلٰٓى اٰثٰرِهِمْ مُّقْتَدُوْنَ ﴿٢٣﴾

শাব্দিক অনুবাদ :

২২. بَلْ قَالُوْٓا বরং তারা বলে اِنَّا وَجَدْنَآ اٰبَآءَنَا আমরা আমাদের পিতৃপুরুষদেরকে পেয়েছি عَلٰٓى اُمَّةٍ এক মতাদর্শের উপর وَّاِنَّا عَلٰٓى اٰثٰرِهِمْ مُّهْتَدُوْنَ এবং আমরাও তাদের পদাঙ্ক অনুসরণ করে চলছি।

২৩. وَكَذٰلِكَ আর এরূপে مَآ اَرْسَلْنَا যখনই প্রেরণ করেছি مِنْ قَبْلِكَ আপনার পূর্বে فِيْ قَرْيَةٍ কোনো জনপদে مِّنْ نَّذِيْرٍ নবী اِلَّا قَالَ مُتْرَفُوْهَآ তখনই তথাকার অবস্থাপন্ন লোকেরা এটাই বলত যে اِنَّا وَجَدْنَآ اٰبَآءَنَا عَلٰٓى اُمَّةٍ আমরা আমাদের পিতৃপুরুষগণকে এক মতাদর্শের অনুসারী পেয়েছি وَّاِنَّا عَلٰٓى اٰثٰرِهِمْ مُّقْتَدُوْنَ এবং আমরাও তাদের পদাঙ্ক অনুসরণ করে চলছি।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

وَجَعَلَ لَكُمْ مِّنَ الْفُلْكِ وَالْاَنْعَامِ مَا تَرْكَبُوْنَ (তোমাদের জন্য নৌকা ও চতুষ্পদ জন্তু সৃষ্টি করেছেন, যাতে তোমরা আরোহণ কর।) মানুষের যানবাহন দু'প্রকার। (এক) যা মানুষ নিজের শিল্পকৌশল দ্বারা নিজেই তৈরি করে; (দুই) যার সৃষ্টিতে মানুষের শিল্পকৌশলের কোনো দখল নেই। নৌকা বলে প্রথম প্রকার যানবাহন এবং চতুষ্পদ জন্তু বলে দ্বিতীয় প্রকার যানবাহন বোঝানো হয়েছে। সর্বাবস্থায় উদ্দেশ্য এই যে, মানুষের ব্যবহারের যাবতীয় যানবাহন আল্লাহ তা'আলার মহা অবদান। চতুষ্পদ জন্তুর যে অবদান, তা বর্ণনা সাপেক্ষ নয়। এগুলো মানুষের চেয়ে কয়েক গুণ বেশি শক্তিশালী হয়ে থাকে। কিন্তু আল্লাহ তা'আলা এগুলোকে মানুষের এমন বশীভূত করে দিয়েছেন যে, একজন বালকও ওদের মুখে লাগাম অথবা নাকে রশি লাগিয়ে যথা ইচ্ছা নিয়ে যেতে পারে। এমনিভাবে যেসব যানবাহন তৈরিতে মানুষের শিল্পকৌশলের দখল আছে, সেগুলোও আল্লাহ তা'আলারই অবদান। উড়োজাহাজ থেকে শুরু করে মামুলী সাইকেল পর্যন্ত যদিও বাহ্যত: মানুষ নির্মাণ করে, কিন্তু এগুলো নির্মাণের কৌশল আল্লাহ তা'আলা ব্যতীত কে শিক্ষা দিয়েছে? সর্বশক্তিমান আল্লাহ তা'আলাই মানুষের মস্তিষ্কে এমন শক্তি দান করেছেন যে, লোহাকেও মোমে পরিণত করে ছাড়ে। এছাড়া এগুলোর নির্মাণে যে কাঁচামাল ব্যবহৃত হয়, তা এবং তার বৈশিষ্ট্য ও ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়া সরাসরি আল্লাহর সৃষ্টি।

ثُمَّ تَذْكُرُوْا نِعْمَةَ رَبِّكُمْ –(এবং যাতে তোমরা তোমাদের পালনকর্তার অবদান স্মরণ কর)। এতে ইঙ্গিত করা হয়েছে যে, একজন বুদ্ধিমান ও সচেতন মানুষের কর্তব্য হলো সত্যিকার দাতা আল্লাহ তা'আলার নিয়ামতসমূহ ব্যবহার করার সময় অমনোযোগিতা ও উদাসীনতা প্রদর্শন করার পরিবর্তে এ বিষয়ের ধ্যান করা যে, এগুলো আমার প্রতি আল্লাহর দান; কাজেই তাঁর কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করা ও তাঁর উদ্দেশ্যে বিনয় ও অসহায়ত্ব ব্যক্ত করা আমার উপর ওয়াজিব। সৃষ্ট জগতের নিয়ামতসমূহ মু'মিন ও কাফের উভয়েই ব্যবহার করে, কিন্তু প্রকৃতপক্ষে মু'মিন ও কাফেরের মধ্যে পার্থক্য এই যে, কাফের চরম উদাসীনতা ও বেপরওয়া মনোভাব নিয়ে ব্যবহার করে আর মু'মিন আল্লাহর নিয়ামতসমূহকে চিন্তায় উপস্থিত রেখে

https://e-ilm.weebly.com/

তাঁর সামনে বিনয়াবনত হয়। এ লক্ষ্যেই কুরআন ও হাদীসে বিভিন্ন কাজ আনজাম দেওয়ার সময় সবর ও শোকরের বিষয়বস্তু সম্বলিত বিভিন্ন দোয়া শিক্ষা দেওয়া হয়েছে। মানুষ যদি দৈনন্দিন জীবনে উঠাবসা ও চলা-ফেরায় এসব দোয়া নিয়মিত পাঠ করে তবে তার প্রত্যেক বৈধ কাজই ইবাদত হয়ে যেতে পারে। এসব দোয়া আল্লামা জযরীর কিতাব 'হিসনে হাসীনে এবং মাওলানা আশরাফ আলী থানভী (র.)-এর কিতাব 'মোনাজাতে মকবুল' দ্রষ্টব্য।

সফরের দোয়া : سُبْحٰنَ الَّذِیْ سَخَّرَ لَنَا هٰذَا (পবিত্র তিনি, যিনি একে আমাদের বশীভূত করে দিয়েছেন)। এটা যানবাহনে বসে পাঠ করার দোয়া। রাসূলুল্লাহ ﷺ থেকে একাধিক রেওয়ায়েতে প্রমাণিত আছে যে, তিনি সওয়ারীর জন্তুর উপর বসার সময় এই দোয়া পাঠ করতেন। আরোহণ করার মোস্তাহাব পদ্ধতি হযরত আলী (রা.) থেকে এরূপ বর্ণিত আছে যে, সওয়ারীতে পা রাখার সময় 'বিসমিল্লাহ বলবে, অতঃপর সওয়ার হওয়ার পরে ' আলহামদুলিল্লাহ' পাঠ করে سُبْحٰنَ الَّذِیْ سَخَّرَ لَنَا هٰذَا وَمَا كُنَّا لَهٗ مُقْرِنِیْنَ وَاِنَّاۤ اِلٰی رَبِّنَا لَمُنْقَلِبُوْنَ পর্যন্ত পাঠ করবে।-[কুরতুবী] আরও বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ সফরে রওয়ানা হয়ে উপরিউক্ত দোয়ার পর নিম্নোক্ত দোয়াও পাঠ করতেন :

اَللّٰهُمَّ اَنْتَ الصَّاحِبُ فِي السَّفَرِ وَالْخَلِيْفَةُ فِی الْاَهْلِ وَالْمَالِ - اَللّٰهُمَّ اِنِّیْۤ اَعُوْذُبِكَ مِنْ وَعْثَاۤءِ السَّفَرِ وَكَاٰبَةِ الْمُنْقَلَبِ وَالْحُوْرِ بَعْدَ الْكَوْرِ وَسُوْءِ الْمَنْظَرِ فِی الْاَهْلِ وَالْمَالِ.

এক রেওয়ায়েতে এ বাক্যও বর্ণিত আছে :

اَللّٰهُمَّ لَاۤ اِلٰهَ اِلَّاۤ اَنْتَ ظَلَمْتُ نَفْسِیْ فَاغْفِرْلِیْ اِنَّهٗ لَا يَغْفِرُ الذُّنُوْبَ اِلَّاۤ اَنْتَ –[কুরতুবী]

وَمَا كُنَّا لَهٗ مُقْرِنِیْنَ –(আমরা এমন ছিলাম না যে, একে বশীভূত করব)। এটা যান্ত্রিক সৃষ্টি যানবাহনের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য। কেননা আল্লাহ তা'আলা মৌলিক উপাদান সৃষ্টি না করলে অথবা তাতে প্রয়োজনীয় বৈশিষ্ট্য ও প্রতিক্রিয়া না রাখলে অথবা মানুষের মস্তিষ্কে যেসব বৈশিষ্ট্য আবিষ্কারের শক্তিদান না করলে সমগ্র সৃষ্টি একত্রিত হয়েও এমন যানবাহন সৃষ্টি করতে সক্ষম হতো না।

وَاِنَّاۤ اِلٰی رَبِّنَا لَمُنْقَلِبُوْنَ –(নিঃসন্দেহে আমরা আমাদের পালনকর্তার দিকেই ফিরে যাব। এ বাক্যে শিক্ষা দেওয়া হয়েছে যে, মানুষের উচিত পার্থিব সফরের সময় পরকালের কঠিন সফরের কথা স্মরণ করা, যা সর্বাবস্থায় সংঘটিত হবে। সে সফর সহজে অতিক্রম করার জন্য সৎকর্ম ব্যতীত কোনো সওয়ারী কাজে আসবে না।

وَجَعَلُوْا لَهٗ مِنْ عِبَادِهٖ جُزْءًا –(তারা আল্লাহর বান্দাদের মধ্য থেকে আল্লাহর অংশ স্থির করেছে।) এখানে অংশ বলে সন্তান বোঝানো হয়েছে। মুশরিকরা ফেরেশতাগণকে 'আল্লাহর কন্যা-সন্তান' আখ্যা দিত। 'সন্তান' না বলে 'অংশ বলে মুশরিকদের এই বাতিল দাবির যুক্তিভিত্তিক খণ্ডনের দিকে ইঙ্গিত করা হয়েছে। সংক্ষেপে তা এভাবে যে, আল্লাহ তা'আলার কোনো সন্তান থাকলে সে আল্লাহ তা'আলার অংশ হবে। কেননা পুত্র পিতার অংশ হয়ে থাকে। যুক্তিসঙ্গত নিয়ম এই যে, প্রত্যেক বস্তু স্বীয় অস্তিত্বের জন্য তার অংশসমূহের প্রতি মুখাপেক্ষী। এ থেকে জরুরি হয়ে পড়ে যে, আল্লাহ তা'আলাও তাঁর সন্তানের প্রতি মুখাপেক্ষী হবেন। বলাবাহুল্য যে কোনো প্রকার মুখাপেক্ষিতা আল্লাহর মর্যাদার সম্পূর্ণ পরিপন্থি।

اَوَمَنْ يُّنَشَّؤُا فِی الْحِلْيَةِ –(যে অলংকার ও সাজ সজ্জায় লালিত- পালিত হয়) এ থেকে জানা গেল যে, নারীর জন্যে অলংকার ব্যবহার এবং শরিয়ত সম্মত সাজ-সজ্জা অবলম্বন করা জায়েজ । এ বিষয়ে ইজমাও আছে। কিন্তু বর্ণনাপদ্ধতি থেকে বোঝা যাচ্ছে যে, সারা দিন সাজ সজ্জা ও প্রসাধনে ডুবে এটা বিবেক-বুদ্ধির দুর্বলতার লক্ষণ ও কারণ।

وَهُوَ فِی الْخِصَامِ غَيْرُ مُبِيْنٍ –(এবং সে বিতর্কে কথা বলতেও অক্ষম।) উদ্দেশ্য এই যে, অধিকাংশ নারী মনের ভাব জোরোশোরে ও স্পষ্টভাবে বর্ণনা করতে পুরুষদের সমান সক্ষম নয়। এ কারণেই বিতর্কে নিজেদের দাবি প্রমাণ করা ও প্রতিপক্ষের দাবি প্রমাণ সহকারে খণ্ডন করা তাদের পক্ষে কঠিন হয়ে পড়ে। কিন্তু এটা অধিকাংশের দিকে লক্ষ্য করে বলা হয়েছে। কাজেই কোনো কোনো নারী যদি বাকপটুতায় পুরুষদেরকেও হারিয়ে দেয়, তবে সেটা এ আয়াতের পরিপন্থি হবে না। কেননা অধিকাংশের লক্ষ্যেই সাধারণত নীতি বর্ণনা করা হয়। নারীদের অধিকাংশ এরূপই বটে।

https://e-ilm.weebly.com/

শব্দ বিশ্লেষণ :

لِتَسْتَوُا : সীগাহ جمع مذكر حاضر বহছ مضارع معروف বাব اِفْتِعَالٌ মাসদার اَلْاِسْتِوَاءُ মূলবর্ণ (س - و - ى) জিনস لفيف مقرون অর্থ- যেন তোমরা চড়ে বস। যেন ভালোভাবে তোমরা আরোহণ করো।

اِسْتَوَيْتُمْ : সীগাহ جمع مذكر غائب বহছ ماضى معروف বাব اِفْتِعَالٌ মাসদার اَلْاِسْتِوَاءُ মূলবর্ণ (س - و - ى) জিনস لفيف مقرون অর্থ- তোমরা বসেছ, তোমরা আরোহণ করেছ।

مُقْرِنِيْنَ : সীগাহ جمع مذكر বহছ اسم فاعل বাব اِفْعَالٌ মাসদার اَلْاِقْرَانُ মূলবর্ণ (ق - ر - ن) জিনস صحيح অর্থ- আনয়নকারীগণ। অধীনস্থ কারীগণ।

مُنْقَلِبُوْنَ : সীগাহ جمع مذكر বহছ اسم فاعل বাব اِنْفِعَالٌ মাসদার اِنْقِلَابٌ মূলবর্ণ (ق - ل - ب) জিনস صحيح অর্থ- প্রত্যাবর্তনকারীগণ।

مُسْوَدًّا : সীগাহ واحد مذكر বহছ اسم مفعول বাব اِفْعِلَالٌ মাসদার اِسْوِدَادٌ মূলবর্ণ (س - و - د) জিনস اجوف واوى অর্থ- কালো। চিন্তায় রং বিকৃত।

يُنَشَّؤُ : সীগাহ واحد مذكر غائب বহছ مضارع مجهول বাব تَفْعِيْل মাসদার تَنْشِئَةٌ মূলবর্ণ (ن - ش - ء) জিনস مهموز لام অর্থ- তারা লালিত-পালিত হয়।

يُسْئَلُوْنَ : সীগাহ جمع مذكر غائب বহছ مضارع مجهول বাব فَتَحَ মাসদার اَلسُّؤَالُ মূলবণ (س - ء - ل) জিনস مهموز عين অর্থ- তারা জিজ্ঞাসিত হবে।

يَخْرُصُوْنَ : সীগাহ جمع مذكر غائب বহছ مضارع معروف বাব نَصَرَ মাসদার اَلْخَرْصُ মূলবর্ণ (خ - ر - ص) জিনস صحيح অর্থ- তারা অনুমানে বলে।

مُسْتَمْسِكُوْنَ : সীগাহ جمع مذكر বহছ اسم فاعل বাব اِسْتِفْعَالٌ মাসদার اَلْاِ سْتِمْسَاكُ মূলবর্ণ (م - س - ك) জিনস صحيح অর্থ- মজবুতভাবে ধারণকারীগণ।

مُهْتَدُوْنَ : সীগাহ جمع مذكر বহছ اسم مفعول বাব اِفْتِعَالٌ মাসদার اِهْتِدَاءٌ মূলবর্ণ (ه - د - ى) জিনস ناقص يائى অর্থ- হেদায়েত প্রাপ্তগণ।

مُتْرَفُوْا : সীগাহ جمع مذكر বহছ اسم فاعل বাব اِفْعَالٌ মাসদার اِتْرَافٌ মূলবর্ণ (ت - ر - ف) জিনস صحيح অর্থ- আরাম আয়েশে জীবন যাপন কারীগণ।

مُقْتَدُوْنَ : সীগাহ جمع مذكر বহছ اسم مفعول বাব اِفْتِعَالٌ মাসদার اِقْتِدَاءٌ মূলবর্ণ (ق - د - و) জিনস ناقص واوى অর্থ-ইমাম, অনুসৃত।

বাক্য বিশ্লেষণ :

اِنَّ الْاِنْسَانَ لَكَفُوْرٌ مُّبِيْنٌ : এখানে اِنَّ হলো حرف مشبه بالفعل আর اَلْاِنْسَانَ হলো اسم ان আর لَكَفُوْرٌ -এর লাম টি হলো اللام المزحلقة আর كَفُوْرٌ হলো خبر ان আর مُبِيْنٌ হলো كَفُوْرٌ -এর সিফাত অর্থাৎ مُظْهِرٌ لِكُفْرِهٖ

–[ই'রাবুল কুরআন ৭ম খণ্ড; পৃ. ৭২]

https://e-ilm.weebly.com/

২৪. তাদের রাসূল বলেছিলেন, যদিও আমি তদপেক্ষা উত্তম পন্থা যা গন্তব্য স্থানে পৌঁছিয়ে দেয়– তোমাদের নিকট এনেছি, যদুপরি তোমরা তোমাদের পিতৃপুরুষদেরকে প্রাপ্ত হয়েছ, তবুও কি? তারা বলতে লাগল, আমরা তো তা মানি না যা সহ তোমরা প্রেরিত হয়েছ।	قٰلَ اَوَلَوْ جِئْتُكُمْ بِاَهْدٰى مِمَّا وَجَدْتُّمْ عَلَيْهِ اٰبَآءَكُمْ ؕ قَالُوْٓا اِنَّا بِمَآ اُرْسِلْتُمْ بِهٖ كٰفِرُوْنَ ﴿٢٤﴾
২৫. অতএব, আমি তাদের থেকে প্রতিশোধ নিলাম, সুতরাং দেখুন, অবিশ্বাসীদের পরিণাম কিরূপ হয়েছে।	فَانْتَقَمْنَا مِنْهُمْ فَانْظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُكَذِّبِيْنَ ﴿٢٥﴾ ع ٢ ٨
২৬. আর যখন ইবরাহীম নিজ পিতাকে এবং নিজ সম্প্রদায়কে বললেন, আমি তাদের সাথে সম্পর্কহীন, তোমরা যাদের উপাসনা করছ,	وَاِذْ قَالَ اِبْرٰهِيْمُ لِاَبِيْهِ وَقَوْمِهٖٓ اِنَّنِيْ بَرَآءٌ مِّمَّا تَعْبُدُوْنَ ﴿٢٦﴾
২৭. কিন্তু [আমার সম্পর্ক তাঁরই সাথে] যিনি আমাকে সৃষ্টি করেছেন, অতঃপর তিনিই আমাকে পথ দেখান।	اِلَّا الَّذِيْ فَطَرَنِيْ فَاِنَّهٗ سَيَهْدِيْنِ ﴿٢٧﴾
২৮. আর তিনি এটা স্বীয় সন্তানবর্গের মধ্যে একটি স্থায়ী বাণীস্বরূপ রেখে গিয়েছেন যেন মানুষ রুজু করতে থাকে।	وَجَعَلَهَا كَلِمَةًۢ بَاقِيَةً فِيْ عَقِبِهٖ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُوْنَ ﴿٢٨﴾

শাব্দিক অনুবাদ :

২৪. قٰلَ তাদের রাসূল বলেছিলেন اَوَلَوْ جِئْتُكُمْ যদিও আমি তোমাদের নিকট আনয়ন করেছি بِاَهْدٰى তদপেক্ষা উত্তম পন্থা যা গন্তব্য স্থানে পৌঁছিয়ে দেয় مِمَّا وَجَدْتُّمْ عَلَيْهِ اٰبَآءَكُمْ যদুপরি তোমরা তোমাদের পিতৃপুরুষদেরকে প্রাপ্ত হয়েছ তবুও কি? قَالُوْٓا তারা বলতে লাগল اِنَّا بِمَآ اُرْسِلْتُمْ بِهٖ كٰفِرُوْنَ আমরা তো তা মানিই না যা সহ তোমরা প্রেরিত হয়েছ।

২৫. فَانْتَقَمْنَا مِنْهُمْ অতএব আমি তাদের থেকে প্রতিশোধ নিলাম فَانْظُرْ সুতরাং দেখুন كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُكَذِّبِيْنَ অবিশ্বাসীদের পরিণাম কিরূপ হয়েছে।

২৬. وَاِذْ قَالَ اِبْرٰهِيْمُ আর যখন ইবরাহীম বললেন لِاَبِيْهِ وَقَوْمِهٖ নিজ পিতা কে এবং নিজ সম্প্রদায়কে اِنَّنِيْ بَرَآءٌ আমি তাদের সাথে সম্পর্কহীন مِّمَّا تَعْبُدُوْنَ তোমরা যাদের উপাসনা করছ।

২৭. اِلَّا الَّذِيْ فَطَرَنِيْ কিন্তু যিনি আমাকে সৃষ্টি করেছেন فَاِنَّهٗ سَيَهْدِيْنِ অতঃপর তিনিই আমাকে পথ দেখান।

২৮. وَجَعَلَهَا আর তিনি এটা রেখে গেছেন كَلِمَةًۢ بَاقِيَةً একটি স্থায়ীবাণী স্বরূপ فِيْ عَقِبِهٖ সন্তানবর্গের মধ্যে لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُوْنَ যেন মানুষ রুজু করতে থাকে।

https://e-ilm.weebly.com/

২৯. বরং আমি তাদেরকে এবং তাদের পূর্বপুরুষদেরকে প্রচুর সম্পদ দিয়েছি, এমনকি তাদের নিকট সত্য কুরআন এবং স্পষ্ট বর্ণনাকারী রাসূল এসেছেন।	بَلْ مَتَّعْتُ هٰٓؤُلَآءِ وَاٰبَآءَهُمْ حَتّٰى جَآءَهُمُ الْحَقُّ وَرَسُوْلٌ مُّبِيْنٌ ﴿٢٩﴾
৩০. আর যখন তাদের নিকট এ সত্য কুরআন পৌছল, তখন তারা বলতে লাগল, এটা তো জাদু এবং আমরা তা মানি না।	وَلَمَّا جَآءَهُمُ الْحَقُّ قَالُوْا هٰذَا سِحْرٌ وَّاِنَّا بِهٖ كٰفِرُوْنَ ﴿٣٠﴾
৩১. আর তারা বলতে লাগল, এ কুরআন উভয় জনপদের [মক্কা ও তায়েফের] মধ্য হতে কোনো প্রধান ব্যক্তির উপর কেন নাজিল করা হয়নি?	وَقَالُوْا لَوْلَا نُزِّلَ هٰذَا الْقُرْاٰنُ عَلٰى رَجُلٍ مِّنَ الْقَرْيَتَيْنِ عَظِيْمٍ ﴿٣١﴾
৩২. এরা কি আপনার প্রতিপালকের রহমতকে [স্বীয় মতানুযায়ী] বণ্টন করতে চাচ্ছে? পার্থিব জীবনে তো তাদের জীবিকা আমিই বণ্টন করে রেখেছি অথচ [সে বণ্টনের ব্যাপারে] আমি তাদের একজনকে অন্যজনের উপর শ্রেষ্ঠত্ব দিয়ে রেখেছি, যাতে একে অন্য দ্বারা কাজ উদ্ধার করতে পারে; আর আপনার প্রতিপালকের রহমত তদপেক্ষা বহু গুণে শ্রেয় যা এরা সঞ্চয় করছে।	اَهُمْ يَقْسِمُوْنَ رَحْمَتَ رَبِّكَ ۗ نَحْنُ قَسَمْنَا بَيْنَهُمْ مَّعِيْشَتَهُمْ فِى الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا وَرَفَعْنَا بَعْضَهُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجٰتٍ لِّيَتَّخِذَ بَعْضُهُمْ بَعْضًا سُخْرِيًّا ۗ وَرَحْمَتُ رَبِّكَ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُوْنَ ﴿٣٢﴾

https://e-ilm.weebly.com/

শাব্দিক অনুবাদ :

২৯. بَلْ مَتَّعْتُ বরং আমি প্রচুর সম্পদ দিয়েছি هٰٓؤُلَآءِ তাদেরকে وَاٰبَآءَهُمْ এবং তাদের পূর্বে পুরুষদেরকে حَتّٰى جَآءَهُمْ এমনকি তাদেরকে নিকট এসেছেন الْحَقُّ সত্য কুরআন وَرَسُوْلٌ مُّبِيْنٌ এবং স্পষ্ট বর্ণনাকারী রাসূল।

৩০. وَلَمَّا جَآءَهُمْ আর যখন তাদের নিকট পৌছল الْحَقُّ এই সত্য কুরআন। قَالُوْا তখন তারা বলতে লাগল هٰذَا سِحْرٌ এটা তো জাদু وَّاِنَّا بِهٖ كٰفِرُوْنَ এবং আমরা তা মানি না।

৩১. وَقَالُوْا আর তারা বলতে লাগল لَوْلَا نُزِّلَ কেন নাজিল করা হয়নি هٰذَا الْقُرْاٰنُ এই কুরআন عَلٰى رَجُلٍ مِّنَ الْقَرْيَتَيْنِ عَظِيْمٍ উভয় জনপদের মধ্য হতে কোনো প্রধান ব্যক্তির উপর।

৩২. اَهُمْ يَقْسِمُوْنَ এরা কি বন্টন কতে চায় رَحْمَتَ رَبِّكَ আপনার প্রতিপালকের রহমতকে نَحْنُ قَسَمْنَا بَيْنَهُمْ আমিই বন্টন করে রেখেছি مَّعِيْشَتَهُمْ তাদের জীবিকা فِى الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا পার্থিব জীবনে وَرَفَعْنَا بَعْضَهُمْ فَوْقَ بَعْضٍ অথচ তাদের একজনকে অন্য জনের উপর দিয়ে রেখেছি دَرَجٰتٍ শ্রেষ্ঠত্ব لِّيَتَّخِذَ بَعْضُهُمْ بَعْضًا سُخْرِيًّا যাতে একে অন্যের দ্বারা কাজ উদ্ধার করতে পারে وَرَحْمَتُ رَبِّكَ আর আপনার প্রতিপালকের রহমত خَيْرٌ তদপেক্ষা বহুগুণে শ্রেয় مِّمَّا يَجْمَعُوْنَ যা এরা সঞ্চয় করছে।

https://e-ilm.weebly.com/

https://e-ilm.weebly.com/

করেননি ; বরং একাজ নিজের হাতেই রেখেছেন। অতএব যখন নিম্নস্তরের এ কাজ তোমাদেরকে সোপর্দ করা যায় না, তখন নবুয়ত বন্টনের মতো মহান কাজ কিরূপে তোমাদের হাতে সোপর্দ করা যাবে। আয়াতসমূহের উদ্দেশ্য তো এতটুকুই, কিন্তু মুশরিকদেরকে জওয়াব দান প্রসঙ্গে আল্লাহ তা'আল্লাহ বিশ্বের অর্থনৈতিক ব্যবস্থা সম্পর্কে যেসব ইঙ্গিত দিয়েছেন। সেগুলো থেকে কতিপয় অর্থনৈতিক মূলনীতি চয়ন করা যায়। এখানে এগুলোর সংক্ষিপ্ত ব্যাখ্যা জরুরি।

জীবিকা বন্টনের প্রাকৃতিক ব্যবস্থা : نَحْنُ قَسَمْنَا بَيْنَهُمْ مَعِيْشَتَهُمْ –আমি তাদের মধ্যে জীবিকা বন্টন করেছি। উদ্দেশ্য এই যে, আমি আমার অপার প্রজ্ঞার সাহায্যে বিশ্বের জীবনব্যবস্থা এমন করেছি যে, এখানে প্রত্যেক ব্যক্তি প্রয়োজনাদি মিটানোর ক্ষেত্রে অপরের সাহায্যের মুখাপেক্ষী এবং সকল মানুষ এই পারস্পরিক মুখাপেক্ষিতার সূত্রে গ্রথিত হয়ে সমগ্র সমাজের প্রয়োজনাদি মিটিয়ে যাচ্ছে। আলোচ্য আয়াতটি খোলাখুলি ব্যক্ত করেছে যে, আল্লাহ তা'আলা জীবিকা বন্টনের কাজ (সোশ্যালিজমের ন্যায়) কোনো ক্ষমতাশালী মানবিক প্রতিষ্ঠানের কাছে সোপর্দ করেননি, যে পরিকল্পনার মাধ্যমে স্থির করবে যে, সমাজের প্রয়োজনাদি কি কি, সেগুলো কিভাবে মটানো হবে, উৎপাদিত সম্পদকে কি হারে কি কি কাজে লাগানো হবে এবং এগুলোর মধ্যে আয়ের বন্টন কিসের ভিত্তিতে করা হবে? এর পরিবর্তে এ সমস্ত কাজ আল্লাহ তা'আলা নিজের হাতে রেখেছেন। নিজের হাতে রাখার অর্থ এটাই যে, তিনি প্রত্যেককে অপরের মুখাপেক্ষী করে বিশ্বব্যবস্থা এমনভাবে সাজিয়েছেন যে, এতে অস্বাভাবকি ইজারাদারী ইত্যাদির মাধ্যমে বাধা সৃষ্টি না করা হলে এ ব্যবস্থাটি আপনা -আপনি সমস্যার সমাধান করে দেয়। পারস্পরিক মুখাপেক্ষিতার এই ব্যবস্থাকে বর্তমান অর্থনৈতিক পরিভাষায় 'আমদানি-রফতানি, ব্যবস্থা বলা হয়। আমদানি-রফতানির স্বাভাবিক নিয়ম এই যে, যে বস্তুর আমদানি কম অথচ চাহিদা বেশি, তার মূল্য বৃদ্ধি পায়। কাজেই উৎপাদন যন্ত্রগুলো সেই বস্তু উৎপাদনে অধিক মুনাফা দেখে সে দিকেই ঝুঁকে পড়ে। অতঃপর যখন আমদানি রফতানির তুলনায় বেড়ে যায়, তখন মূল্য হ্রাস পায়। ফলে সে বস্তুর অধিক উৎপাদন লাভজনক থাকে না এবং উৎপাদন যন্ত্রগুলো এর পরিবর্তে অন্য কাজে ব্যাপৃত হয়ে যায়, যার প্রয়োজন বেশি। ইসলাম আমদানি ও রফতানির এসব শক্তির মাধ্যমেই সম্পদ উৎপাদন ও বন্টনের কাজ নিয়েছে এবং সাধারণ অবস্থায় জীবিকা বন্টনের কাজ কোনো মানবিক প্রতিষ্ঠানের হাতে সোপর্দ করেনি। এর কারণ এই যে, পরিকল্পনা প্রণয়নের যত উন্নত পদ্ধতিই আবিষ্কৃত হোক না কেন, এর মাধ্যমে বিষয়াদি সাধারণত : স্বাভাবিক ব্যবস্থার অধীনেই পরিচালিত হয়। জীবনের অধিকাংশ সামাজিক সমস্যা এমনিভাবে স্বাভাবিক পন্থায় আপনা-আপনি সমাধান প্রাপ্ত হয়। এগুলোকে রাষ্ট্রের পরিকল্পনা প্রণয়নের সোপর্দ করা জীবনে কৃত্রিম সংকট সৃষ্টি করা ছাড়া কিছু নয়। উদাহরণতঃ দিন কাজের জন্যে এবং রাত্র নিদ্রার জন্য। এ বিষয়টি কোনো চুক্তি অথবা মানবিক পরিকল্পনা প্রণয়নের অধীনে স্থিরীকৃত হয়নি ; বরং প্রকৃতির স্বয়ংক্রিয় ব্যবস্থা আপনা-আপনি এ ফয়সালা করে দিয়েছে। এমনিভাবে কে কাকে বিয়ে করবে এ বিষয়টি স্বাভাবিক ও প্রকৃতিগত ব্যবস্থার অধীনে আপনা থেকেই সম্পন্ন হয় এবং একে পরিকল্পনা প্রণয়নের মাধ্যমে সমাধান করার কল্পনা কারও মধ্যে জাগ্রত হয়নি। উদাহরণতঃ কে জ্ঞান ও কারিগরির কোনো বিভাগকে নিজের কার্যক্ষেত্র রূপে বেছে নিবে, এ বিষয়টি মানসিক আগ্রহ অনুরাগের পরিবর্তে সরকারের পরিকল্পনা প্রণয়নের উপর সোপর্দ করা একটা অযথা জবরদস্তি মাত্র। এতে প্রাকৃতিক নিয়মে বিপর্যয় দেখা দিতে পারে। এমনিভাবে জীবিকা ব্যবস্থাও আল্লাহ তা'আলা নিজের হাতে রেখে প্রত্যেকের মনে সেই কাজের প্রেরণা সৃষ্টি করে দিয়েছেন, যা তার জন্যে অধিক উপযুক্ত এবং যা সে সুষ্ঠুভাবে আনজাম দিতে পারে। সেমতে প্রত্যেক ব্যক্তি এমনকি একজন ঝাড়ুদারও নিজের কাজ নিয়ে আনন্দিত ও গর্বিত থাকে- كُلُّ حِزْبٍ بِمَا لَدَيْهِمْ فَرِحُوْنَ তবে পুঁজিবাদী ব্যবস্থার ন্যায় প্রত্যেক ব্যক্তিকে বৈধ ও অবৈধ উপায়ে সম্পদ একত্রিত করে অপরের জন্য রিজিকের দ্বার বন্ধ করে দেওয়ার স্বাধীনতা দেয়নি; বরং আমদানির উপায়সমূহের মধ্যে হালাল ও হারামের পার্থক্য করে সুদ, ফটকাবাজি, জুয়া, মজুদদারি ইত্যাদিকে নিষিদ্ধ করে দিয়েছে। এরপর বৈধ আমদানিতেও জাকাত, ওশর ইত্যাদি কর আরোপ করে সেসব অনিষ্টের মূলোৎপাটন করেছে, যা বর্তমান পূজিবাদীব্যবস্থায় পাওয়া যায়। এতদসত্ত্বেও কখনো ইজারাদারী প্রতিষ্ঠিত হয়ে গেলে তা ভেঙ্গে দেওয়ার জন্য সরকারের হস্তক্ষেপ বৈধ রেখেছে।

সাম্যের তাৎপর্য : وَرَفَعْنَا بَعْضَهُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَاتٍ –আমি একেকে অপরের উপর মর্যাদায় উন্নীত করেছি। এ থেকে জানা গেল যে, পৃথিবীর প্রত্যেকটি মানুষের আয় সম্পূর্ণভাবে সমান হোক-অর্থে সামাজিক সাম্য নয় এবং সম্ভবপরও নয়। আল্লাহ তা'আলা সৃষ্ট জগতের প্রত্যেক মানুষের দায়িত্বে কিছু কর্তব্য আরোপ করেছেন এবং কিছু অধিকার দিয়েছেন আর এতদুভয়ের মধ্যে স্বীয় প্রজ্ঞার ভিত্তিতে এ গড় নির্বাচন করে দিয়েছেন যে, যার কর্তব্য যত বেশি তার অধিকারও তত বেশি। মানুষ ব্যতীত অন্যান্য সৃষ্ট জীবের দায়িত্ব-কর্তব্য খুব কম আরোপ করা হয়েছে। তারা হালাল ও হারাম, জায়েজ ও

https://e-ilm.weebly.com/

নাজায়েজের আওতাধীন নয়। তাই তাদের অধিকার সবচেয়ে কম, সেমতে তাদের ব্যাপারে মানুষকে স্বাধীনতা দেওয়া হয়েছে। মানুষ নামে মাত্র কিছু বিধি-নিষেধ পালন করে যেভাবে ইচ্ছা, তাদের দ্বারা উপকৃত হতে পারে। সেমতে কোনো কোনো জীবকে মানুষ ভক্ষণ করে, কোনো কোনোটির পিঠে সওয়ার হয় এবং কোনোটিকে পদতলে পিষ্ট করে, কিন্তু একে এসব জীবের অধিকার হরণ বলে গণ্য করা হয় না। কারণ তাদের কর্তব্য কম বিধায় তাদের অধিকারও কম। সৃষ্ট জগতের মধ্যে সর্বাধিক কর্তব্য মানুষ ও জিনের দায়িত্বে আরোপ করা হয়েছে। তারা প্রত্যেকটি কথা ও কর্ম এবং উঠা ও বসার ব্যাপারে আল্লাহ তা'আলার কাছে কৈফিয়ত দিতে বাধ্য। তারা তাদের দায়িত্ব পালন না করলে পরকালে কঠোর শাস্তির যোগ্য হবে। তাই আল্লাহ তা'আলা মানুষ ও জিনকে অধিকার ও সবচেয়ে বেশি দিয়েছেন। পরস্পরভাবে মানুষের ক্ষেত্রেও লক্ষ্য রাখা হয়েছে যে, যার দায়িত্ব ও কর্তব্য অপরের তুলনায় বেশি, তার অধিকারও বেশি। মনুষ্যকুলের মধ্যে সর্বাধিক দায়িত্ব পয়গম্বরগণের উপর আরোপিত হয়েছে তাই তাঁদেরকে অধিকারও অন্যদের তুলনায় বেশি দেওয়া হয়েছে।

আর্থ-সামাজিক ব্যবস্থায়ও আল্লাহ তা'আলা মাপকাঠির প্রতি লক্ষ্য রেখেছেন প্রত্যেক ব্যক্তি যতটুকু দায়িত্ব বহন করে, তাকে ততটুকু অসুবিধা প্রদান করার ব্যবস্থা রাখা হয়েছে। বলা বাহুল্য, মানুষের কর্তব্যে সমতা আনয়ন করা একেবারে অসম্ভব এবং তাতে তফাৎ হওয়া অপরিহার্য। এটা কিছুতেই হতে পারে না যে, প্রত্যেকের নৈতিক দায়িত্ব ও কর্তব্য সম্পূর্ণ অপরের সমান হবে। আর্থ-সামাজিক দায়িত্ব ও কর্তব্য মানুষের সৃষ্টিগত যোগ্যতা ও প্রতিভার উপর নির্ভরশীল। এর মধ্যে দৈহিক শক্তি, স্বাস্থ্য, বিবেক, বয়স, দক্ষতা, কর্মতৎপরতা ইত্যাদি সবই অন্তর্ভুক্ত। প্রত্যেকেই খোলা চোখে অবলোকন করতে পারে যে, এসব গুণের দিক দিয়ে সকল মানুষের মধ্যে সমতা সৃষ্টি করার সাধ্য সর্বাধিক উন্নত সমাজতান্ত্রিক সরকারেরও নেই। মানুষের যোগ্যতা ও প্রতিভার মধ্যে যখন পার্থক্য অপরিহার্য, তখন তাদের কর্তব্যেও পার্থক্য হওয়া অবশ্যম্ভাবী হবে। অর্থনৈতিক অধিকারও কর্তব্যের উপরই নিভরশীল বিধায় আমদানিতেও পার্থক্য হওয়া অপরিহার্য। কেননা কর্তব্যে পার্থক্য রেখে যদি সকলের আমদানি সমান করে দেওয়া হয়, তবে এর মাধ্যমে কখনও ন্যায় ও সুবিচার প্রতিষ্ঠিত হতে পারবে না। এমতাবস্থায় কিছু লোকের আমদানি তাদের কর্তব্যের তুলনায় বেশি এবং কিছু লোকের কম হবে, যা সুস্পষ্ট অবিচার। এ থেকে স্পষ্ট হয়ে উঠল যে, আমদানিতে পূর্ণ সাম্য কোনো যুগেই ইনসাফভিত্তিক হতে পারে না। সুতরাং সমাজতন্ত্র তার চরম উন্নতির যুগে (পূর্ণ মাত্রায় সাম্যবাদের যুগে) যে সাম্যের দাবি করে, তা কোনো অবস্থাতেই গ্রহণীয় ও ইনসাফভিত্তিক নয়। তবে কার কর্তব্য বেশি, কার কম এবং এ হারে কার কতটুকু অধিকার হওয়া উচিত, এটা নির্ধারণ করা নিঃসন্দেহে অত্যন্ত দুরূহ ও কঠিন কাজ। এটা সঠিকভাবে নির্ধারণের জন্যে মানুষের কাছে কোনো মাপকাঠি নেই। মাঝে মাঝে দেখা যায় একজন দক্ষ ও অভিজ্ঞ ইঞ্জিনিয়ার এক ঘন্টায় এত টাকা আয় করে যা একজন অদক্ষ শ্রমিক সারাদিন অনেক মণ মাটি বয়েও আয় করতে পারে না। কিন্তু ইনসাফের দৃষ্টিতে দেখেতে এক তো শ্রমিকের সারাদিনের স্বাধীন পরিশ্রম ইঞ্জিনিয়ারকে প্রদত্ত গুরু দায়িত্বের সমান হতে পারে না, এছাড়া ইঞ্জিনিয়ারের আমদানি কেবল এক ঘন্টার পরিশ্রমের প্রতিদান নয়; বরং এতে বছরের পর বছর মস্তিষ্ক ক্ষয় ও অধ্যবসায়ের প্রতিদানেরও অংশ আছে, যা সে ইঞ্জিনিয়ারিং শিক্ষা অর্জনের ও প্রশিক্ষণ গ্রহণ এবং তাতে অভিজ্ঞতা ও দক্ষতা অর্জনে সহ্য করেছে। সমাজতন্ত্র তার প্রাথমিক স্তরে আয়ের এই পার্থক্য স্বীকার করে নিয়েছে। সেমতে সকল সমাজতান্ত্রিক দেশে জনসংখ্যার মধ্যে বেতনের বিরাট পার্থক্য দেখা যায়। কিন্তু এ ব্যাপারেই তাদের পদস্খলন ঘটেছে যে, উৎপাদনের সকল উৎস সরকারের তহবিলে দিয়ে জনগণের কর্তব্য নির্ধারণ ও তদনুযায়ী আমদানি বন্টনের কাজও সরকারের কাছে ন্যস্ত করেছে। অথচ উপরে বর্ণিত রয়েছে যে, কর্তব্য ও অধিকারের মধ্যে অনুপাত কায়েম রাখার জন্যে মানুষের কাছে কোনো মাপকাঠি নেই। সমাজতন্ত্রের কর্মপদ্ধতি অনুযায়ী সারা দেশের মানুষের জীবিকা নির্ধারণের কাজ সরকারের কতিপয় কর্মীর হাতে এসে গেছে। তারা যাকে যতটুকু ইচ্ছা, দেওয়ার এবং যতটুকু ইচ্ছা, না দেওয়ার ক্ষমতা লাভ করেছে। প্রথমত এতে দুর্নীতি ও স্বজনপ্রীতির জন্যে প্রশস্ত ময়দান খোলা রয়েছে, যার সিঁড়ি বেয়ে আমলাতন্ত্র ফুলে ফলে সমৃদ্ধ হয়। দ্বিতীয়তঃ যদি সরকারের সকল কর্মীকে ফেরেশতাও ধরে নেওয়া হয় এবং তারা বাস্তবিকই ন্যায় ও সুবিচারের ভিত্তিতে দেশে আমদানি বন্টন করতে আগ্রহী হয়, তবে তাদের কাছে এমন কোনো মাপকাঠি আছে কি যা দ্বারা তারা একজন ইঞ্জিনিয়ার ও একজন শ্রমিকের কর্তব্যের পার্থক্য এবং তদনুপাতে তাদের আমদানির ইনসাফভিত্তিক পার্থক্য সম্পর্কে ফয়সালা দিতে পারে?

বাস্তব ঘটনা এই যে, এ বিষয়ের ফয়সালা মানব বুদ্ধির অনুভূতির উর্ধ্বে। তাই সর্বশক্তিমান আল্লাহ একে নিজের হাতে রেখেছেন। আলোচ্য وَرَفَعْنَا بَعْضَهُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجٰتٍ আয়াতে আল্লাহ তা'আলা ইঙ্গিতে করেছেন যে, এই পার্থক্য নির্ধারণের কাজ আমি মানুষকে সোপর্দ করার পরিবর্তে নিজের হাতে রেখেছি। এর অর্থ এখানে তাই যে, দুনিয়াতে

https://e-ilm.weebly.com/

প্রত্যেকের প্রয়োজন অপরের সাথে জড়িত করে দেওয়া হয়েছে। ফলে প্রত্যেকেই নিজের প্রয়োজন মেটানোর জন্য অপরকে ততটুকু দিতে বাধ্য, যতটুকুর সে যোগ্য। এখানেও পারস্পরিক মুখাপেক্ষিতার উপর ভিত্তিশীল আমদানি ও রফতানির ব্যবস্থা প্রত্যেকের আমদানি নির্ধারণ করে। অর্থাৎ, প্রত্যেকেই নিজে ফয়সালা করে যে, যতটুকু কর্তব্য সে নিজ দায়িত্বে নিয়েছে, তার কতটুকু বিনিময় তার জন্য যথেষ্ট। এর কম পাওয়া গেলে সে সেই কাজ করতে সম্মত হয় না এবং এবং বেশি চাইলে প্রতিপক্ষ তাকে কাজে নিয়োজিত করে না। لِيَتَّخِذَ بَعْضُهُمْ بَعْضًا سُخْرِيًّا বাক্যের অর্থ তাই যে, আমি আমদানিতে পার্থক্য এ কারণে রেখেছি, যাতে একজন অপরের দ্বারা কাজ করিয়ে নেয়। নতুবা সকলের আমদানিতে সমান হলে কেউ কারও কোনো কাজে আসত না।

তবে কতক অস্বাভাবিক পরিস্থিতিতেই বড় বড় পুঁজিপতিরা আমদানি ও রফতানির এই প্রাকৃতিক ব্যবস্থা থেকে অবৈধ ফায়দা লুটতে পারে তারা গরিবদেরকে তাদের প্রকৃত প্রাপ্য অপেক্ষা কম মজুরিতে কাজ করতে বাধ্য করতে পারে। ইসলাম প্রথমতঃ হালাল-হারাম ও জায়েজ-নাজায়েজের সুদূরপ্রসারী বিধি-বিধানের সাহায্যে এবং দ্বিতীয়তঃ নৈতিক আচরণাবলিও পরকাল চিন্তার মাধ্যমে এহেন পরিস্থিতি সৃষ্টি হওয়ার পথে বাধার প্রাচীর গড়ে তুলেছে। যদি কখনও কোনো স্থানে এই পরিস্থিতি উদ্ভব হয়ে যায়, তবে ইসলাম রাষ্ট্রকে অস্বাভাবিক পরিস্থিতির সীমা পর্যন্ত মজুরি নির্ধারণের ক্ষমতা দান করেছে। বলা বাহুল্য, এটা কেবল অস্বাভাবিক পরিস্থিতি পর্যন্ত সীমিত বিধায় এর জন্যে উৎপাদনের সকল উৎস সরকারের হাতে সমপর্ণ করার কোনো প্রয়োজন নেই। কেননা এর ক্ষতি উপকারে তুলনায় অনেক বেশি।

ইসলামি সাম্যের অর্থ : উল্লিখিত ইঙ্গিতসমূহ থেকে একথা স্পষ্টরূপে ফুটে উঠেছে যে, আমদানিতে পুরোপুরি সাম্য ও ন্যায় সুবিচারের দাবি নয়। এ সাম্য কার্যতঃ কোথাও কায়েম হয়নি এবং হতে পারে না। এটা ইসলামেরও কাম্য নয়। তবে ইসলাম আইন, সামাজিকতা ও অধিকার আদায়ের ক্ষেত্রে সাম্য প্রতিষ্ঠা করেছে। এর অর্থ এই যে, উল্লিখিত প্রাকৃতিক কর্মপদ্ধতি অনুসারে যার যতটুকু নির্দিষ্ট হয়ে যায়, তা অর্জন করার আইনগত ও সমাজগত অধিকারে সকলেই সমান এ বিষয়ের কোনো অর্থ হয় না যে, একজন ধনী, প্রভাব-প্রতিপত্তিশালী ও পদাধিকারী ব্যক্তি তার অধিকার সম্মানের অর্জনের দ্বারে দ্বারে ধাক্কা খেয়ে ফিরবে এবং লাঞ্ছিত ও অপমানিত হবে, আইন ধনীর অধিকার সংরক্ষণ করবে আর গরিবদের বেলায় আইনের বাণী নিভৃতে কাঁদবে। এ বিষয়টি হযরত আবূ বকর সিদ্দীক (রা.) খলীফা হওয়ার পর ভাষণে তুলে ধরেছিলেন : وَاللّٰهِ مَا عِنْدِى اَقْوٰى مِنَ الضَّعِيْفِ حَتّٰى اٰخُذَ الْحَقَّ لَهُ وَلَا عِنْدِى اَضْعَفُ مِنَ الْقَوِىِّ حَتّٰى اٰخُذَ الْحَقَّ مِنْهُ। –অর্থাৎ আমি যে পর্যন্ত দুর্বলের অধিকার আদায় করে না দেই, সে পর্যন্ত আমার কাছে দুর্বল অপেক্ষা শক্তিশালী কেউ নেই এবং আমি যে পর্যন্ত সবলের কাছ থেকে অধিকার আদায় না করি, সে পর্যন্ত সবল অপেক্ষা দুর্বল আমার কাছে কেউ নেই।

এমনিভাবে নির্ভেজাল অর্থনৈতিক দৃষ্টিকোণ ইসলামি সাম্যের অর্থ এই যে, ইসলামের দৃষ্টিতে প্রত্যেকেই উপার্জনের সমান সুযোগ-সুবিধা লাভ করবে। ইসলাম এটা পছন্দ করে না যে, কয়েকজন বড় বড় ধনপতি ধন-সম্পদের উৎসমুখ দখল করে নিজেদের ইজারাদারী প্রতিষ্ঠিত করে নেবে এবং ক্ষুদ্র ব্যবসায়ীদের জন্য বাজারে বসাও দুরূহ করে তুলবে। সেমতে সুদ, ফটকাবাজী, জুয়া মজুদদারী এবং ইজরাদারী ভিত্তিক বাণিজ্যিক চুক্তি নিষিদ্ধ ঘোষণা করে। এছাড়া জাকাত, ওশর, খারাজ, ভরণ-পোষণের ব্যয়, দান-খয়রাত ও অন্যান্য কর আরোপ করে এমন পরিবেশ গড়ে তোলা হয়েছে, যাতে প্রত্যেক মানুষ তার ব্যক্তিগত যোগ্যতা, শ্রম ও পূঁজি অনুপাতে উপার্জনে উপযুক্ত সুযোগ-সুবিধা লাভ করতে সক্ষম হয় এবং এর ফলশ্রুতিতে একটি সুখী সমাজ গড়ে উঠতে পারে। এত সবের পরেও আমদানিতে যে পার্থক্য থেকে যাবে, তা প্রকৃতপক্ষে অপরিহার্য। মনুষ্যকুলের মধ্যে যেমন রূপ, সৌন্দর্য, শক্তি, স্বাস্থ্য, জ্ঞানবুদ্ধি, মেধা, সন্তান-সন্ততির বিদ্যমান পার্থক্য মেটানো সম্ভবপর নয়, তেমনি এ পার্থক্য বিলোপ হওয়ার নয়।

ধনদৌলতে প্রাচুর্য শ্রেষ্ঠত্বের কারণ নয় : কাফেররা বলেছিল, মক্কা ও তায়েফের কোনো বড় ধনাঢ্য ব্যক্তিকে পয়গম্বর করা হলো না কেন? আলোচ্য আয়াতসমূহে এর দ্বিতীয় জওয়াব দেওয়া হয়েছে। এর সারমর্ম এই যে, নিঃসন্দেহে নবুয়তের জন্যে কিছু যোগ্যতা ও শর্ত থাকা জরুরি। কিন্তু ধন-দৌলতের প্রাচুর্যের ভিত্তিতে নবুয়ত দেওয়া যায় না। কেননা ধন দৌলত আমার দৃষ্টিতে এত নিকৃষ্ট ও হেয় যে, সব মানুষের কাফের হয়ে যাওয়ার আশঙ্কা না থাকলে আমি সব কাফেরের উপর স্বর্ণ-রৌপ্যের বৃষ্টি বর্ষণ করতাম। তিরমিযীর এক হাদীসে রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন, لَوْ كَانَتِ الدُّنْيَا تَعْدِلُ عِنْدَ اللّٰهِ جَنَاحَ بَعُوضَةٍ مَا سَقٰى كَافِرًا مِّنْهَا شَرْبَةَ مَاءٍ অর্থাৎ দুনিয়া যদি আল্লাহর কাছে মশার এক পাখার সমানও মর্যাদা রাখত, তবে আল্লাহ তা'আলা কোনো কাফেরকে দুনিয়া থেকে এক ঢোক পানিও দিতেন না। এ থেকে জানা গেল যে, ধন-

https://e-ilm.weebly.com/

সম্পদের প্রাচুর্যও কোনো শ্রেষ্ঠত্বের কারণ নয় এবং এর অভাবও মানুষের মর্যাদাহীন হওয়ার আলামত নয়। তবে নবুয়তের জন্য কতিপয় উচ্চস্তরের গুণ থাকা আবশ্যক। সেগুলো হযরত মুহাম্মদ ﷺ-এর মধ্যে পূর্ণমাত্রায় বিদ্যমান রয়েছে। কাজেই কাফেরদের আপত্তি অসার ও বাতিল।

আয়াতে "সব মানুষ কাফের হয়ে যেত" এর অর্থ বিরাট সংখ্যাগরিষ্ঠ মানুষ কাফের হয়ে যেত। নতুবা আল্লাহর কিছু বান্দা আজও আছে, যারা বিশ্বাস করে যে, কুফরি অবলম্বন করে তারা ধন-দৌলতে স্নাত হয়ে যেতে পারে। কিন্তু তারা ধন-দৌলতের খাতিরে কুফরি অবলম্বন করে না। এরূপ কিছু লোক সম্ভবত : তখনও ঈমানকে আকড়ে থাকত। কিন্তু তাদের সংখ্যা হতো আটার মধ্যে লবণের তুল্য।

শব্দ বিশ্লেষণ :

جِئْتُكُمْ : সীগাহ وَاحِدْ مُذَكَّرْ বহছ مَاضِىْ مَعْرُوْف বাব ضَرَبَ মাসদার اَلْمَجِيْئُ মূলবর্ণ (ج - ى - ء) জিনস মুরাক্কাব (مَهْمُوْز لَامْ ও اَجْوَف يَائِىْ) অর্থ- আমি তোমাদের কাছে নিয়ে এসেছি।

اَهْدٰى : সীগাহ وَاحِدْ مُذَكَّرْ বহছ اِسْم تَفْضِيْل বাব ضَرَبَ মাসদার هِدَايَةٌ মূলবর্ণ (ه - د - ى) জিনস نَاقِص يَائِىْ অর্থ- অধিক হেদায়েত প্রাপ্ত।

اِنْتَقَمْنَا : সীগাহ جَمْع مُتَكَلِّمْ বহছ مَاضِىْ مَعْرُوْف বাব اِفْتِعَالْ মাসদার اَلْاِنْتِقَامُ মূলবর্ণ (ن - ق - م) জিনস صَحِيْح অর্থ- আমরা শাস্তি দিয়েছি। প্রতিশোধ নিয়েছি।

اُنْظُرْ : সীগাহ وَاحِدْ مُذَكَّرْ حَاضِرْ বহছ اَمْر حَاضِرْ مَعْرُوْف বাব نَصَرَ মাসদার نَظَرٌ মূলবর্ণ (ن - ظ - ر) জিনস صَحِيْح অর্থ- তুমি দেখ, তুমি চিন্তা কর।

مُكَذِّبِيْنَ : সীগাহ جَمْع مُذَكَّرْ বহছ اِسْم فَاعِلْ বাব تَفْعِيْل মাসদার تَكْذِيْبٌ মূলবর্ণ (ك - ذ - ب) জিনস صَحِيْح অর্থ-মিথ্যাবাদীগণ, মিথ্যাপ্রতিপন্নকারীগণ।

يَهْدِيْنِ : সীগাহ وَاحِدْ مُذَكَّر غَائِبْ বহছ مُضَارِعْ مَعْرُوْف বাব ضَرَبَ মাসদার هِدَايَةٌ মূলবর্ণ (ه - د - ى) জিনস نَاقِص يَائِىْ অর্থ- হেদায়েত করে দিবেন।

مَتَّعْتُ : সীগাহ وَاحِدْ مُتَكَلِّمْ বহছ مَاضِىْ مَعْرُوْف বাব تَفْعِيْل মাসদার تَمْتِيْعٌ মূলবর্ণ (م - ت - ع) জিনস صَحِيْح অর্থ- আমি প্রচুর সম্পদ দিয়েছি।

نُزِّلَ : সীগাহ وَاحِدْ مُذَكَّر غَائِبْ বহছ مَاضِىْ مَعْرُوْف বাব تَفْعِيْل মাসদার تَنْزِيْلٌ মূলবর্ণ (ن - ز - ل) জিনস صَحِيْح অর্থ- অবতীর্ণ করা হয়েছে।

قَسَمْنَا : সীগাহ جَمْع مُتَكَلِّمْ বহছ مَاضِىْ مَعْرُوْف বাব ضَرَبَ মাসদার قَسْمٌ মূলবর্ণ (ق - س - م) জিনস صَحِيْح অর্থ-আমরা বন্টন করেছি, আমরা অংশ দিয়েছি।

مَعَارِجُ : বহুবচন; একবচনে مِعْرَاجٌ সীগাহ وَاحِدْ كُبْرٰى বহছ اِسْم اٰلَه বাব نَصَرَ মাসদার اَلْعُرُوْجُ মূলবর্ণ (ع - ر - ج) জিনস صَحِيْح অর্থ- সোপান। সিঁড়িগুলো।

يَتَّكِئُوْنَ : সীগাহ جَمْع مُذَكَّر غَائِبْ বহছ مُضَارِعْ مَعْرُوْف বাব اِفْتِعَالْ মাসদার اِتِّكَاءٌ মূলবর্ণ (و - ك - ء) জিনস মুরাক্কাব مَهْمُوْز لَامْ এবং مِثَال وَاوِىْ অর্থ- তারা হেলান দেয়।

বাক্য বিশ্লেষণ :

وَجَعَلَهَا كَلِمَةً بَاقِيَةً فِىْ عَقِبِهٖ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُوْنَ : এখানে وَاوْ হলো হরফে আতফ جَعَلَهَا হলো ফে'ল উহ্য যমীর هُوَ হলো তার ফায়েল। আর هَا হলো প্রথম মাফউলে বিহী। আর যমীর টা اِبْرَاهِيْم -এর দিকে ফিরেছে। আর كَلِمَةً হলো দ্বিতীয় মাফউলে বিহী। আর بَاقِيَةً হলো كَلِمَةً -এর সিফাত। আর فِىْ عَقِبِهٖ টা بَاقِيَةً -এর সাথে مُتَعَلِّقْ হয়েছে। আর لَعَلَّهُمْ -এর لَعَلَّ হলো হরফে মুশাব্বাহ বিল ফে'ল আর هُمْ হলো اِسْم لَعَلَّ এবং يَرْجِعُوْنَ হলো خَبَر لَعَلَّ; –[ই'রাবুল কুরআন ৭ম খণ্ড : পৃ. ৮০]

https://e-ilm.weebly.com/

৩৬. এবং যে ব্যক্তি আল্লাহর নসিহত হতে অন্ধ সাজে, আমি তার উপর একটি শয়তান বলবৎ করে দেই, সুতরাং সে তার সঙ্গী হয়ে থাকে।	وَمَنْ يَعْشُ عَنْ ذِكْرِ الرَّحْمٰنِ نُقَيِّضْ لَهٗ شَيْطٰنًا فَهُوَ لَهٗ قَرِيْنٌ ﴿٣٦﴾
৩৭. আর শয়তানগুলো তাদেরকে পথ হতে নিবৃত্ত করে রাখে অথচ এ লোকেরা ধারণা করে যে, তারা সঠিক পথেই রয়েছে।	وَاِنَّهُمْ لَيَصُدُّوْنَهُمْ عَنِ السَّبِيْلِ وَيَحْسَبُوْنَ اَنَّهُمْ مُّهْتَدُوْنَ ﴿٣٧﴾
৩৮. এমনকি যখন এরূপ ব্যক্তি আমার নিকটে আসবে, তখন সে [সঙ্গীকে] বলবে, কি ভালো হতো, যদি তোমার ও আমার মধ্যে পূর্ব এবং পশ্চিম প্রান্ত পরিমাণ ব্যবধান হতো, কেননা [তুমি তো] নিকৃষ্ট সাথি ছিলে।	حَتّٰٓى اِذَا جَآءَنَا قَالَ يٰلَيْتَ بَيْنِيْ وَبَيْنَكَ بُعْدَ الْمَشْرِقَيْنِ فَبِئْسَ الْقَرِيْنُ ﴿٣٨﴾
৩৯. আর যখন তোমরা কুফরি করেছ, তখন আজ এ কথা কোনো কাজে আসবে না, যেহেতু তোমরা সকলে আজাবের মধ্যে শরিক রয়েছ।	وَلَنْ يَّنْفَعَكُمُ الْيَوْمَ اِذْ ظَّلَمْتُمْ اَنَّكُمْ فِي الْعَذَابِ مُشْتَرِكُوْنَ ﴿٣٩﴾
৪০. সুতরাং আপনি কি বধিরদেরকে শুনাতে পারেন, না পথে আনতে পারেন অন্ধদেরকে এবং ঐ সমস্ত লোককে যারা প্রকাশ্য ভ্রান্তিতে রয়েছে– পথে আনতে পারেন?	اَفَاَنْتَ تُسْمِعُ الصُّمَّ اَوْ تَهْدِي الْعُمْيَ وَمَنْ كَانَ فِيْ ضَلٰلٍ مُّبِيْنٍ ﴿٤٠﴾

শাব্দিক অনুবাদ :

৩৬. وَمَنْ يَّعْشُ এবং যে ব্যক্তি অন্ধ সাজে عَنْ ذِكْرِ الرَّحْمٰنِ আল্লাহর নসিহত হতে نُقَيِّضْ لَهٗ شَيْطٰنًا আমি তার উপর একটি শয়তান বলবৎ করে দেই فَهُوَ لَهٗ قَرِيْنٌ সুতরাং সে তার সঙ্গী হয়ে থাকে।

৩৭. وَاِنَّهُمْ لَيَصُدُّوْنَهُمْ আর শয়তানগুলো তাদেরকে নিবৃত্ত করে রাখে عَنِ السَّبِيْلِ পথ হতে وَيَحْسَبُوْنَ অথচ এ লোকেরা ধারণা করে اَنَّهُمْ مُّهْتَدُوْنَ যে, তারা সঠিক পথেই রয়েছে।

৩৮. حَتّٰٓى اِذَا جَآءَنَا এমনকি যখন এরূপ ব্যক্তি আমার নিকটে আসবে قَالَ তখন সে বলবে يٰلَيْتَ কি ভালো হতো بَيْنِيْ وَبَيْنَكَ بُعْدَ الْمَشْرِقَيْنِ যদি তোমার ও আমার মধ্যে পূর্ব এবং পশ্চিম প্রান্ত পরিমাণ ব্যবধান হতো فَبِئْسَ الْقَرِيْنُ কেননা (তুমি তো) নিকৃষ্ট সাথি ছিলে।

৩৯. وَلَنْ يَّنْفَعَكُمُ الْيَوْمَ আর তখন আজ একথা কোনো কাজে আসবে না اِذْ ظَّلَمْتُمْ যখন তোমরা কুফরি করেছ اَنَّكُمْ فِي الْعَذَابِ مُشْتَرِكُوْنَ যেহেতু তোমরা সকলে আজাবের মধ্যে শরিক রয়েছ।

৪০. اَفَاَنْتَ সুতরাং আপনি কি تُسْمِعُ الصُّمَّ বধিরদেরকে শুনাতে পারেন اَوْ تَهْدِي না পথে আনতে পারেন الْعُمْيَ অন্ধদেরকে وَمَنْ كَانَ فِيْ ضَلٰلٍ مُّبِيْنٍ এবং ঐ সমস্ত লোককে যারা প্রকাশ্য ভ্রান্তিতে রয়েছে।

https://e-ilm.weebly.com/

৪১. অনন্তর যদি আমি আপনাকে তুলে নেই, তবুও আমি তাদের হতে প্রতিশোধ নিব।	فَاِمَّا نَذْهَبَنَّ بِكَ فَاِنَّا مِنْهُمْ مُّنْتَقِمُوْنَ ﴿٤١﴾
৪২. কিংবা আমি তাদেরকে যে আজাবের ওয়াদা দিয়েছি, যদি আমি তা আপনাকে দেখাই, তবু তাদের উপর আমার পূর্ণ ক্ষমতা রয়েছে।	اَوْ نُرِيَنَّكَ الَّذِىْ وَعَدْنٰهُمْ فَاِنَّا عَلَيْهِمْ مُّقْتَدِرُوْنَ ﴿٤٢﴾
৪৩. অতএব, আপনি তার উপর অবিচল থাকুন, যা আপনার প্রতি ওহীর মাধ্যমে নাজিল করা হয়েছে, নিঃসন্দেহে আপনি সরল পথে আছেন।	فَاسْتَمْسِكْ بِالَّذِىْۤ اُوْحِىَ اِلَيْكَ ۚ اِنَّكَ عَلٰى صِرَاطٍ مُّسْتَقِيْمٍ ﴿٤٣﴾
৪৪. আর এ কুরআন আপনার জন্য এবং আপনার সম্প্রদায়ের জন্য বড়ই সম্মানের বস্তু এবং অচিরেই তোমরা সকলে জিজ্ঞাসিত হবে।	وَاِنَّهٗ لَذِكْرٌ لَّكَ وَلِقَوْمِكَ ۚ وَسَوْفَ تُسْـَٔلُوْنَ ﴿٤٤﴾
৪৫. আর আপনি ঐ সকল রাসূলকে জিজ্ঞাসা করুন, যাদেরকে আমি আপনার পূর্বে প্রেরণ করেছি, আমি কি রহমান আল্লাহ ভিন্ন অন্য কোনো উপাস্য নির্ধারণ করে দিয়েছিলাম? যাদের ইবাদত করা যায়।	وَسْـَٔلْ مَنْ اَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رُّسُلِنَاۤ اَجَعَلْنَا مِنْ دُوْنِ الرَّحْمٰنِ اٰلِهَةً يُّعْبَدُوْنَ ﴿٤٥﴾ ع
৪৬. আর আমি মূসাকে আমার নিদর্শনাবলিসহ প্রেরণ করেছিলাম ফেরাউন ও তার প্রধানবর্গের নিকট, সুতরাং তিনি [তাদেরকে] বললেন, আমি সারা বিশ্বের প্রতিপালকের পক্ষ হতে [প্রেরিত] রাসূল।	وَلَقَدْ اَرْسَلْنَا مُوْسٰى بِاٰيٰتِنَاۤ اِلٰى فِرْعَوْنَ وَمَلَا۟ئِهٖ فَقَالَ اِنِّىْ رَسُوْلُ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ ﴿٤٦﴾

শাব্দিক অনুবাদ :

৪১. فَاِمَّا نَذْهَبَنَّ بِكَ অনন্তর যদি আমি আপনাকে তুলে নেই فَاِنَّا مِنْهُمْ مُّنْتَقِمُوْنَ তবুও আমি তাদের থেকে প্রতিশোধ নিব।

৪২. اَوْ نُرِيَنَّكَ কিংবা যদি আমি তা আপনাকে দেখাই الَّذِىْ وَعَدْنٰهُمْ আমি তাদেরকে যে আজাবের ওয়াদা দিয়েছি فَاِنَّا عَلَيْهِمْ مُّقْتَدِرُوْنَ তবু তাদের উপর আমার পূর্ণ ক্ষমতা রয়েছে।

৪৩. فَاسْتَمْسِكْ অতএব আপনি তার উপর অবিচল থাকুন بِالَّذِىْۤ اُوْحِىَ اِلَيْكَ যা আপনার প্রতি ওহীর মাধ্যমে নাজিল করা হয়েছে اِنَّكَ عَلٰى صِرَاطٍ مُّسْتَقِيْمٍ নিঃসন্দেহে আপনি সরল পথে আছেন।

৪৪. وَاِنَّهٗ لَذِكْرٌ আর এ কুরআন বড়ই সম্মানের বস্তু لَّكَ আপনার জন্য وَلِقَوْمِكَ এবং আপনার সম্প্রদায়ের জন্য وَسَوْفَ تُسْـَٔلُوْنَ এবং অচিরেই তোমরা সকলে জিজ্ঞাসিত হবে।

৪৫. وَسْـَٔلْ আর আপনি জিজ্ঞাসা করুন مَنْ اَرْسَلْنَا যাদেরকে আমি প্রেরণ করেছি مِنْ قَبْلِكَ আপনার পূর্বে مِنْ رُّسُلِنَاۤ ঐ সকল রাসূলকে اَجَعَلْنَا আমি কি নির্ধারণ করে দিয়েছিলাম مِنْ دُوْنِ الرَّحْمٰنِ রহমান আল্লাহ ভিন্ন اٰلِهَةً অন্য কোনো উপাস্য يُّعْبَدُوْنَ যাদের ইবাদত করা যায়

৪৬. وَلَقَدْ اَرْسَلْنَا مُوْسٰى আর আমি মূসাকে প্রেরণ করেছিলাম بِاٰيٰتِنَاۤ আমার নিদর্শনাবলিসহ اِلٰى فِرْعَوْنَ وَمَلَا۟ئِهٖ ফেরাউন ও তার প্রধানবর্গের নিকট فَقَالَ সুতরাং তিনি বললেন اِنِّىْ رَسُوْلُ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ আমি সারা বিশ্বের প্রতিপালকের পক্ষ থেকে (প্রেরিত) রাসূল।

https://e-ilm.weebly.com/

৪৭. যখন মূসা তাদের নিকট আমার নিদর্শনাবলিসহ আগমন করলেন, তৎক্ষণাৎ তারা সেগুলো সম্বন্ধে হাসি-ঠাট্টা করতে লাগল	فَلَمَّا جَآءَهُمْ بِاٰيٰتِنَآ اِذَا هُمْ مِّنْهَا يَضْحَكُوْنَ ﴿٤٧﴾
৪৮. এবং আমি তাদেরকে যে নিদর্শন দেখাচ্ছিলাম, তা অন্যান্য নিদর্শনসমূহ অপেক্ষা শ্রেষ্ঠতর ছিল, আর আমি তাদেরকে আজাবে পাকড়াও করেছিলাম, যেন তারা ফিরে আসে।	وَمَا نُرِيْهِمْ مِّنْ اٰيَةٍ اِلَّا هِيَ اَكْبَرُ مِنْ اُخْتِهَا ۫ وَاَخَذْنٰهُمْ بِالْعَذَابِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُوْنَ ﴿٤٨﴾
৪৯. এবং তারা [মূসাকে] বলেছিল, হে জাদুকর! আমাদের জন্য আপনার প্রতিপালকের সমীপে সে বিষয়ে প্রার্থনা করুন, যার ওয়াদা তিনি আপনার সাথে করে রেখেছেন, আমরা অবশ্যই [সৎ] পথে এসে পড়ব।	وَقَالُوْا يٰۤاَيُّهَ السّٰحِرُ ادْعُ لَنَا رَبَّكَ بِمَا عَهِدَ عِنْدَكَ ۚ اِنَّنَا لَمُهْتَدُوْنَ ﴿٤٩﴾

শাব্দিক অনুবাদ :

৪৭. فَلَمَّا جَآءَهُمْ যখন মূসা তাদের নিকট আগমন করলেন بِاٰيٰتِنَا আমার নিদর্শনাবলিসহ اِذَا هُمْ مِّنْهَا يَضْحَكُوْنَ তৎক্ষণাৎ তারা সেগুলো সম্বন্ধে হাসি ঠাট্টা করতে লাগল।

৪৮. وَمَا نُرِيْهِمْ مِّنْ اٰيَةٍ এবং আমি তাদেরকে যে নিদর্শন দেখাচ্ছিলাম اِلَّا هِيَ اَكْبَرُ مِنْ اُخْتِهَا তা অন্যান্য নিদর্শনসমূহ অপেক্ষা শ্রেষ্ঠতর ছিল وَاَخَذْنٰهُمْ بِالْعَذَابِ আর আমি তাদের কে পাকড়াও করেছিলাম لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُوْنَ যেন তারা ফিরে আসে।

৪৯. وَقَالُوْا এবং তারা বলেছিল يٰۤاَيُّهَ السّٰحِرُ হে জাদুকর! اُدْعُ لَنَا رَبَّكَ আমাদের জন্য আপনার প্রতিপালকের সমীপে প্রার্থনা করুন بِمَا عَهِدَ عِنْدَكَ সে বিষয়ে যার ওয়াদা তিনি আপনার সাথে করে রেখেছেন اِنَّنَا لَمُهْتَدُوْنَ আমরা অবশ্যই (সৎ) পথে এসে পড়ব।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

وَمَنْ يَّعْشُ عَنْ ذِكْرِ الرَّحْمٰنِ نُقَيِّضْ لَهٗ شَيْطَانًا فَهُوَ لَهٗ قَرِيْنٌ

শানে নুযূল : ইবনে আবী হাতেম মুহাম্মদ বিন উসমান মাখযূমী-এর উদ্ধৃতি দিয়ে বর্ণনা করেন যে, কুরাইশরা বলল যে, তোমরা মুহাম্মদ এর সকল সঙ্গীদের জন্যই একজন করে লোক নিয়োজিত করে দাও সে যেন তাকে আক্রান্ত করতে সক্ষম হয়। সুতরাং হযরত আবূ বকর সিদ্দীক (রা.) এর জন্য ত্বালহা বিন উবায়দুল্লাহ কে নিয়োজিত করে দেওয়া হয়। ফলে ত্বালহা তার গোত্রীয় লোকজনসহ হযরত আবূ বকর (রা.) এর নিকট আসে। হযরত আবূ বকর (রা) তাকে জিজ্ঞেস করলেন যে, তোমরা আমাকে কিসের প্রতি আহবান করছ? ত্বালহা বলল, তোমাকে লাত উযযার ইবাদত করার জন্য আহবান করছি। হযরত আবূ বকর সিদ্দীক (রা.) বললেন লাত কি বস্তু? ত্বালহা বলল, আমাদের রব! তিনি বললেন, তাহলে উযযা কি বস্তু? সে বলল আল্লাহর কন্যা। এবার হযরত আবূ বকর সিদ্দীক (রা.) বললেন, তাহলে তাদের মাতা কে? ত্বালহা নির্বাক হয়ে গেল। আর কোনো জবাব দিতে সক্ষম হলো না। ত্বালহা তার গোত্রীয় লোকজনকে বলল যে, এলোকটির উত্তর দাও! তারাও নিশ্চুপ হয়ে গেল তখন ত্বালহা বলল, হে আবূ বকর! দাড়ান আপনি সাক্ষী আমি পাঠ করছি, اَشْهَدُ اَنْ لَّآ اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَاَشْهَدُ اَنَّ مُحَمَّدًا رَّسُوْلُ اللّٰهِ তখন সে পরিপ্রেক্ষিতে আল্লাহ তা'আলা আলোচ্য আয়াত নাজিল করেন। –[দুররে মানছূর ১৭/৬, ফতহুল কাদীর ৫৫৭/৪]

https://e-ilm.weebly.com/

اَفَاَنْتَ تُسْمِعُ الصُّمَّ اَوْ تَهْدِى الْعُمْىَ وَ مَنْ كَانَ فِىْ ضَلَالٍ مُّبِيْنٍ.

শানে নুযূল : হযরত রাসূল আকরাম ﷺ অক্লান্ত ও নিরলসভাবে নিজ গোত্রবাসীকে দাওয়াত দিচ্ছিলেন। কিন্তু তাদের মাঝে অন্ধত্ব ও ভ্রষ্টতাই বৃদ্ধি হচ্ছে। নবুয়তের দালায়েল এবং কুরআনের সুস্পষ্ট বর্ণনাসমূহ যথাযথভাবে না শুনে তার দ্বারা বধিরতা ও অন্ধত্বতা প্রদর্শন করছিল। সে পরিপ্রেক্ষিতে আল্লাহ তা'আলা আলোচ্য আয়াত নাজিল করেন।

–[রুহুল মা'আনী ৮৪/২৫২৩]

فَاِمَّا نَذْهَبَنَّ بِكَ فَاِنَّا مِنْهُمْ مُّنْتَقِمُوْنَ

শানে নুযূল : ইবনে মারদুভীয়া হযরত জাবের বিন আব্দুল্লাহ (রা.)-এর উদ্ধৃতি দিয়ে বর্ণনা করেন, রাসূল ﷺ আলোচ্য আয়াত প্রসঙ্গে ইরশাদ করেন যে, আলোচ্য আয়াত আলী বিন আবী তালিব (রা.) সম্পর্কে নাজিল হয়েছে। কারণ আমার পরে চুক্তি লঙ্ঘনকারী এবং অন্যায়কারী ও অন্যের অধিকার হরণকারীদের প্রতিশোধ সে গ্রহণ করবে।

–(দুররে মানছূর ১৮/৬)

فَاسْتَمْسِكْ بِالَّذِىْٓ اُوْحِىَ اِلَيْكَ اِنَّكَ عَلٰى صِرَاطٍ مُّسْتَقِيْمٍ

শানে নুযূল : আলোচ্য আয়াত আল্লাহ তা'আলা রাসূল ﷺ কে সান্ত্বনা প্রদান করার জন্য নাজিল করেন এবং রাসূল ﷺ ও তদ্বীয় উম্মতকে কুরআন ও তদানুযায়ী আমল করতে এবং তার উপর অটল থাকার আদেশ করেছেন।

–[রুহুল মা'আনী ৮৪/২৫/১৩]

وَاِنَّهٗ لَذِكْرٌ لَّكَ وَلِقَوْمِكَ وَسَوْفَ تُسْئَلُوْنَ ....الاية

শানে নুযূল : ইবনে আদী ও ইবনে মারদুভিয়া হযরত আলী (রা.) ও হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) উভয়জনের উদ্ধৃতি দিয়ে বর্ণনা করেন যে, যখন রাসূল ﷺ আরব গোত্রগুলোর সামনে উপস্থিত হতেন, তখন তারা রাসূল ﷺ কে বলত যে, আপনার পরে রাজত্বের অধিকারী কে হবে? রাসূল ﷺ আল্লাহ তা'আলার পক্ষ হতে এ সম্পর্কে কোনো সমাধান না আসার কারণে তিনি উত্তর না দিয়ে নীরবতা অবলম্বন করেন। সে পরিপ্রেক্ষিতে আলোচ্য আয়াত নাজিল হয়েছে।

-[ফতহুল কাদীর ৫৫৮/৪, রূহুল মা'আনী ৮৫/২৫/১৩]

আল্লাহর স্মরণ থেকে বিমুখতা কুসংসর্গের কারণ : وَمَنْ يَّعْشُ عَنْ ذِكْرِ الرَّحْمٰنِ উদ্দেশ্য এই যে, যে ব্যক্তি আল্লাহর উপদেশ অর্থাৎ, কুরআন ও ওহী থেকে জেনে শুনে বিমুখ হয়, আমি তার জন্য এক শয়তান নিয়োজিত করে দেই। সে দুনিয়াতেও তার সহচর হয়ে থাকে এবং তাকে সৎসর্গ থেকে নিবৃত্ত করে, কুকর্মে উৎসাহিত করে এবং পরকালেও যখন সে কবর থেকে উত্থিত হবে, তখন তার সঙ্গে থাকবে। অবশেষে উভয়ে জাহান্নামে প্রবেশ করবে। –(কুরতুবী)

এ থেকে জানা গেল যে, আল্লাহর স্মরণ থেকে বিমুখতার এতটুকু শাস্তি দুনিয়াতেই পাওয়া যায় যে, তার সংসর্গ খারাপ হয়ে যায় এবং মানুষ শয়তান অথবা জিন শয়তান তাকে সৎকর্ম থেকে দূরে সরিয়ে অসৎকর্মের নিকটবর্তী করে দেয়। সে পথভ্রষ্টতার যাবতীয় কাজ করে, অথচ মনে করে যে, খুব ভালো কাজ করছে। (কুরতুবী) এখানে যে শয়তানকে নিয়োজিত করার কথা বলা হয়েছে, সে সেই শয়তান থেকে ভিন্ন, যে প্রত্যেক মুমিন ও কাফেরদের সাথে নিয়োজিত রয়েছে। কেননা সেই শয়তান মুমিনের নিকট থেকে বিশেষ বিশেষ সময়ে সরেও যায়, কিন্তু এ শয়তান সদাসর্বদা জোঁকের মতো লেগেই থাকে। –(বয়ানুল কুরআন)

وَلَنْ يَّنْفَعَكُمُ الْيَوْمَ .... -এ আয়াতের দু'রকম তাফসীর হতে পারে। এক. যখন তোমাদের কুফর ও শিরক প্রমাণিত হয়ে গেছে, তখন পরকালে তোমাদের এ পরিতাপ কোনো কাজে আসবে না যে, হায়, এ শয়তান যদি আমা থেকে দূরে থাকত। কেননা তখন তোমরা সবাই আজাবে শরিক থাকবে।

দ্বিতীয় সম্ভাব্য তাফসীর এই যে, সেখানে পৌঁছার পর তোমাদের ও শয়তানদের আজাবে শরিক হওয়া তোমাদের জন্য মোটেই উপকারী হবে না। দুনিয়াতে অবশ্য এরূপ হয় যে, একই বিপদে কয়েকজন শরিক হলে প্রত্যেকের দুঃখ কিছুটা হালকা হয় বটে, কিন্তু পরকালে যেহেতু প্রত্যেকেই নিজেকে নিয়ে ব্যাপৃত থাকবে এবং কেউ কারো দুঃখ হটাতে পারবে না, তাই আজাবে শরিক হওয়া কোনো উপকার দিবে না। এমতাবস্থায় اَنَّكُمْ হবে يَنْفَعَ ক্রিয়ার কর্তা।

https://e-ilm.weebly.com/

সুখ্যাতি ও ধর্মে পছন্দনীয় : وَإِنَّهُ لَذِكْرٌ لَكَ وَلِقَوْمِكَ (এ কুরআন আপনার ও আপনার সম্প্রদায়ের জন্য খুবই সম্মানের বস্তু ।) ذِكْرٌ -এর অর্থ এখানে সুখ্যাতি। উদ্দেশ্য এই যে, কুরআন পাক আপনার ও আপনার সম্প্রদায়ের জন্য মহাসম্মান ও সুখ্যাতির কারণ। ইমাম রাযী (র.) বলেন, এ আয়াত থেকে জানা গেল যে, সুখ্যাতি একটি কাম্য বিষয়। তাই আল্লাহ তা'আলা এখানে একে অনুগ্রহস্বরূপ উল্লেখ করেছেন এবং এ কারণেই হযরত ইবরাহীম (আ.) এই দোয়া করেছিলেন- وَاجْعَلْ لِّي لِسَانَ صِدْقٍ فِي الْاٰخِرِيْنَ- (তাফসীরে কাবীর) কিন্তু মনে রাখা দরকার যে, সুখ্যাতি তখনই উত্তম, যখন তা জীবনের লক্ষ্য না হয়ে সৎকর্মের দৌলতে আপনা-আপনি অর্জিত হয়। পক্ষান্তরে মানুষ যদি সুখ্যাতির লক্ষ্যেই সৎকর্ম করে, তবে এটা রিয়া, যা সৎকর্মের যাবতীয় উপকারিতা বিনষ্ট করে দেয় এবং পাপের বোঝা বড় হয়। আয়াতে "আপনার সম্প্রদায়" বলে কারো কারো মতে কুরাইশ গোত্রকে বুঝানো হয়েছে। কিন্তু আল্লামা কুরতুবী বলেন, এতে সমগ্র উম্মতকে বুঝানো হয়েছে। কুরআন পাক সকলের জন্যই সম্মানও সুখ্যাতির কারণ।

وَاسْئَلْ مَنْ اَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رُّسُلِنَا (আপনার পূর্বে আমি যে সব পয়গম্বর প্রেরণ করেছি, আপনি তাদেরকে জিজ্ঞেস করুন) এখানে প্রশ্ন হয় যে, পূর্ববর্তী পয়গম্বরগণ তো ইন্তেকাল করে গেছেন। তাঁদেরকে জিজ্ঞেস করার আদেশ কিরূপে দেওয়া হলো? কোনো কোনো তাফসীরবিদ এর জবাবে বলেন যে, আয়াতের উদ্দেশ্য হলো আল্লাহ তা'আলা যদি মু'জিযাস্বরূপ পূর্ববর্তী পয়গম্বরগণকে আপনার সাথে সাক্ষাৎ করিয়ে দেন, তবে তাদেরকে একথা জিজ্ঞেস করুন। সেমতে মে'রাজ রজনীতে রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর সকল পয়গম্বরের সাথে সাক্ষাৎ ঘটেছিল। কুরতুবী বর্ণিত কোনো কোনো রেওয়ায়েত থেকে জানা যায়, রাসূলুল্লাহ ﷺ পয়গম্বরগণের ইমামত শেষে তাঁদেরকে এ বিষয়ে জিজ্ঞেস করেছিলেন। কিন্তু এসব রেওয়ায়েতের সনদ জানা যায়নি। অধিকাংশ তাফসীরবিদের মতে আয়াতের অর্থ এই যে, পয়গম্বরগণের প্রতি অবতীর্ণ কিতাব ও সহীফায় খুঁজে দেখুন এবং তাদের উম্মতের আলেমগণকে জিজ্ঞেস করুন। সেমতে বনী-ইসরাঈলের পয়গম্বরগণের সহীফাসমূহে বিকৃতি সত্ত্বেও তাওহীদের শিক্ষা ও শিরকের সাথে সম্পর্কচ্ছেদের শিক্ষা আজ পর্যন্তও বিদ্যমান রয়েছে। উদাহরণত বর্তমান বাইবেলের কিছু বাক্য উদ্ধৃত করা হলো।

বর্তমান তাওরাতে আছে : যাতে তুমি জান যে, খোদাওয়ান্দই খোদা, তিনি ব্যতীত কেউই নেই।-[এস্তেছনা-৩৫-৪] শোন হে ইসরাঈল! খোদাওয়ান্দ আমাদেরই এক খোদা।-এস্তেছনা (৪-৬) হযরত আশিইয়া (আ.)-এর ছহীফায় আছে :

আমিই খোদাওয়ান্দ, অন্য কেউ নয়। আমাকে ছাড়া কোনো খোদা নেই, যাতে পূর্ব থেকে পশ্চিম পর্যন্ত লোকেরা জানে যে, আমাকে ছাড়া কেউ নেই, আমিই খোদাওয়ান্দ, আমাকে ছাড়া অন্য কেউ নেই। -[ইয়াহিয়া ৬-৫ : ৪৫]

হযরত ঈসা (আ.)-এর এ উক্তিও বর্তমান বাইবেলে রয়েছে :

'হে ইসরাঈল! শোন, খোদাওয়ান্দ আমাদের খোদা একই খোদাওয়ান্দ। তুমি খোদাওয়ান্দ তোমার খোদাকে সমস্ত মনে সমস্ত প্রাণে এবং প্রিয় বিবেকও সমগ্র শক্তি দ্বারা ভালোবাস। -[মরকাস ১২-২৯ মাত্তা ২২-৩৬]

বর্ণিত আছে যে, তিনি একবার মোনাজাতে বলেছিলেন :

এবং চিরন্তন জীবন এই যে, তারা তুমি একক ও সত্য আল্লাহকে এবং ঈসা মসিহ কে -যাকে তুমি প্রেরণ করেছ -চিনবে (ইউহান্না ৩-১৭)

হযরত মূসা (আ.)-এর ঘটনা পূর্বে বার বার উল্লিখিত হয়েছে। আলোচ্য আয়াতসমূহে বর্ণিত ঘটনা বিস্তারিতভাবে সূরা আ'রাফে বিবৃত হয়েছে। এখানে তাঁর ঘটনা স্মরণ করানোর উদ্দেশ্য এই যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ ধনাঢ্য ছিলেন না বলে কাফেররা তাঁর নবুয়তে যে সন্দেহ করত, তা কোনো নতুন নয়, বরং ফেরাউন ও তার সভাসদরা এমন সন্দেহ হযরত মূসা (আ.)-এর নবুয়তেও করেছিল। ফেরাউনের বক্তব্য ছিল এই যে, আমি মিসর সাম্রাজ্যের অধিপতি, আমার প্রাসাদসমূহের পাদদেশে নদ-নদী প্রবাহিত, ফলে আমি হযরত মূসা (আ.) থেকে শ্রেষ্ঠ। কাজেই আমাকে বাদ দিয়ে সে কিরূপে নবুয়ত লাভ করতে পারে? কিন্তু তার এই সন্দেহ যেমন তার কোনো কাজে আসল না, সে সম্প্রদায়সহ নিমজ্জিত হলো, তেমনি মক্কার কাফেরদের আপত্তিও তাদেরকে ইহকাল ও পরকালের শাস্তি থেকে পরিত্রাণ দিবে না।

https://e-ilm.weebly.com/

শব্দ বিশ্লেষণ :

يَعْشُ : সীগাহ وَاحِدْ مُذَكَّر غَائِبْ বহছ مُضَارِعْ مَعْرُوْف বাব نَصَرَ মাসদার اَلْعَشْوُ মূলবর্ণ (ع-ش-و) জিনস نَاقِص وَاوِىْ অর্থ- সে অন্ধ সাজে, প্রত্যাখ্যান করা।

نُقَيِّضْ : সীগাহ جَمْع مُتَكَلِّمْ বহছ مُضَارِعْ مَعْرُوْف বাব تَفْعِيْل মাসদার اَلتَّقْيِيْضُ মূলবর্ণ (ق - ى - ض) জিনস اَجْوَف يَائِىْ অর্থ- আমি বলবৎ করে দেই। বলবৎ করা। নির্দিষ্ট করা।

لَيَصُدُّوْنَ : সীগাহ جَمْع مُذَكَّر غَائِبْ বহছ مُضَارِعْ مَعْرُوْف বাব نَصَرَ মাসদার اَلصُّدُوْدُ মূলবর্ণ (ص - د - د) জিনস مُضَاعَف ثُلَاثِىْ অর্থ- নিবৃত্ত করে রাখে। বিরত রাখা। বাধা দেওয়া ।

قَرِيْنٌ : একবচন। বহুবচন قُرَنَاءُ অর্থ- সঙ্গী, সাথি, অনুচর, শয়তান।

لَنْ يَّنْفَعَ : সীগাহ وَاحِدْ مُذَكَّر غَائِبْ বহছ نَفِىْ جَحْد بَلَنْ دَرْ فِعْل مُسْتَقْبِلْ مَعْرُوْف বাব فَتَحَ মাসদার اَلنَّفْعُ মূলবর্ণ (ن - ف - ع) জিনস صَحِيْح অর্থ- উপকার করা। কাজে আসা।

تَهْدِىْ : সীগাহ وَاحِدْ مُذَكَّر حَاضِرْ বহছ مُضَارِعْ مَعْرُوْف বাব ضَرَبَ মাসদার اَلْهِدَايَةُ মূলবর্ণ (ه - د - ى) জিনস نَاقِص يَائِىْ অর্থ- পথে আনতে পারেন। হেদায়েত করা। পথ দেখানো।

نَذْهَبَنَّ : সীগাহ جَمْع مُتَكَلِّمْ বহছ مُضَارِعْ مَعْرُوْف بَانُوْن ثَقِيْلَه বাব فَتَحَ মাসদার اَلذَّهَابُ মূলবর্ণ (ذ-ه-ب) জিনস صَحِيْح অর্থ- তুলে নেই। যাওয়া। গমন করা।

مُنْتَقِمُوْنَ : সীগাহ جَمْع مُذَكَّرْ বহছ اِسْم فَاعِلْ বাব اِفْتِعَالْ মাসদার اَلْاِنْتِقَامُ মূলবর্ণ (ن - ق - م) জিনস صَحِيْح অর্থ- আজাব, শাস্তি, প্রতিশোধ।

نُرِيَنَّكَ : সীগাহ جَمْع مُتَكَلِّمْ বহছ مُضَارِعْ مَعْرُوْف بَانُوْن ثَقِيْلَه বাব اِفْعَالْ মাসদার اَلْاِرَاءَةُ মূলবর্ণ (ر - أ - ى) জিনস مُرَكَّبْ (نَاقِص يَائِىْ ও مَهْمُوْز عَيْن) অর্থ- আমি আপনাকে দেখাই, দেখানো।

مُقْتَدِرُوْنَ : সীগাহ جَمْع مُذَكَّرْ বহছ اِسْم فَاعِلْ বাব اِفْتِعَالْ মাসদার اَلْاِقْتِدَارُ মূলবর্ণ (ق - د - ر) জিনস صَحِيْح অর্থ- পূর্ণ ক্ষমতা রয়েছে। শক্তি। ক্ষমতা।

مَا نُرِيْهِمْ : সীগাহ جَمْع مُتَكَلِّمْ বহছ مُضَارِعْ مَنْفِىْ مَعْرُوْف বাব اِفْعَالْ মাসদার اَلْاِرَاءَةُ মূলবর্ণ (ر - أ - ى) জিনস مُرَكَّبْ (نَاقِص يَائِىْ ও مَهْمُوْز عَيْن) অর্থ- আমি তাদেরকে দেখাচ্ছিলাম, দেখানো।

اَكْبَرُ : সীগাহ وَاحِدْ مُذَكَّرْ বহছ اِسْم تَفْضِيْل বাব نَصَرَ ، سَمِعَ ও كَرُمَ মাসদার اَلْكِبْرُ মূলবর্ণ (ك - ب - ر) জিনস صَحِيْح অর্থ- শ্রেষ্ঠতর, বড় হওয়া, বয়স্ক হওয়া, মহান হওয়া।

اُدْعُ : সীগাহ وَاحِدْ مُذَكَّر حَاضِرْ বহছ اَمْر حَاضِرْ مَعْرُوْف বাব نَصَرَ মাসদার اَلدَّعْوَةُ মূলবর্ণ (د - ع - و) জিনস نَاقِص وَاوِىْ অর্থ- প্রার্থনা করুন। ডাকা। চাওয়া। প্রার্থনা করা।

বাক্য বিশ্লেষণ :

وَمَنْ كَانَ فِىْ ضَلٰلٍ مُّبِيْنٍ : এখানে واو টি আতফের অব্যয় এবং مَنْ টি اِسْم مَوْصُوْل হয়ে اَلْعُمْىُ-এর উপর আতফ হয়েছে। كَانَ فِىْ ضَلٰلٍ পূর্ণ বাক্যটি من-এর صِلَةْ। আর اِسْم كَانَ হচ্ছে উহ্য যমীর, যার উহ্য রূপ হলো هُوَ ; فِىْ ضَلٰلٍ হলো خَبَر كَانَ এবং مُبِيْنٍ হচ্ছে সিফত। –[ই'রাবুল কুরআন, খণ্ড, ৭, পৃ. ৮৮]

https://e-ilm.weebly.com/

৫০. অনন্তর যখন [-ই] আমি তাদের হতে আজাব উঠিয়ে দিলাম, অমনি তারা প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ করে ফেলল।	فَلَمَّا كَشَفْنَا عَنْهُمُ الْعَذَابَ إِذَا هُمْ يَنْكُثُونَ ﴿٥٠﴾
৫১. আর ফেরাউন তার সম্প্রদায়ের মধ্যে প্রচার করে বলল, হে আমার সম্প্রদায়! মিসরের রাজত্ব কি আমার নয়! এবং এ নদীগুলো আমার [প্রাসাদের] তলদেশ দিয়ে বইছে, তোমরা কি দেখছ না?	وَنَادَىٰ فِرْعَوْنُ فِي قَوْمِهِ قَالَ يٰقَوْمِ أَلَيْسَ لِي مُلْكُ مِصْرَ وَهٰذِهِ الْأَنْهٰرُ تَجْرِي مِنْ تَحْتِي ۚ أَفَلَا تُبْصِرُونَ ﴿٥١﴾
৫২. বরং আমি এ ব্যক্তি অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ, যে নিতান্ত নীচ লোক এবং স্পষ্ট বর্ণনা করতেও সক্ষম নয়।	أَمْ أَنَا خَيْرٌ مِّنْ هٰذَا الَّذِي هُوَ مَهِينٌ ۙ وَلَا يَكَادُ يُبِينُ ﴿٥٢﴾
৫৩. [যদি সে নবী হয়], তবে তাকে স্বর্ণের বালা কেন পরানো হয়নি? অথবা তার সঙ্গে কেন আসল না ফেরেশতাগণ সারিবদ্ধভাবে।	فَلَوْلَا أُلْقِيَ عَلَيْهِ أَسْوِرَةٌ مِّنْ ذَهَبٍ أَوْ جَاءَ مَعَهُ الْمَلٰٓئِكَةُ مُقْتَرِنِينَ ﴿٥٣﴾
৫৪. ফলকথা, সে স্বীয় সম্প্রদায়কে প্রভাবিত করে ফেলল এবং তারা তার অনুগত হয়ে পড়ল; তারা তো ছিল এক সত্যত্যাগী সম্প্রদায়।	فَاسْتَخَفَّ قَوْمَهُ فَأَطَاعُوهُ ۚ إِنَّهُمْ كَانُوا قَوْمًا فٰسِقِينَ ﴿٥٤﴾
৫৫. অনন্তর যখন তারা আমাকে রাগান্বিত করল, তখন আমি তাদের হতে প্রতিশোধ নিলাম এবং তাদের সকলকে নিমজ্জিত করলাম।	فَلَمَّا آسَفُونَا انْتَقَمْنَا مِنْهُمْ فَأَغْرَقْنٰهُمْ أَجْمَعِينَ ﴿٥٥﴾

শাব্দিক অনুবাদ :

৫০. فَلَمَّا كَشَفْنَا অনন্তর যখন আমি উঠিয়ে দিলাম الْعَذَابَ عَنْهُمُ তাদের থেকে আজাব إِذَا هُمْ يَنْكُثُونَ অমনি তারা প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ করে ফেলল।

৫১. وَنَادَىٰ فِرْعَوْنُ আর ফেরাউন প্রচার করে فِي قَوْمِهِ তার সম্প্রদায়ের মধ্যে قَالَ বলল يٰقَوْمِ হে আমার সম্প্রদায়! أَلَيْسَ لِي مُلْكُ مِصْرَ মিসরের রাজত্ব কি আমার নয় وَهٰذِهِ الْأَنْهٰرُ এবং এ নদীগুলো تَجْرِي مِنْ تَحْتِي আমার (প্রাসাদের) তলদেশ দিয়ে বইছে أَفَلَا تُبْصِرُونَ তোমরা কি দেখছ না?

৫২. أَمْ أَنَا خَيْرٌ مِّنْ هٰذَا বরং আমি এ ব্যক্তি অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ الَّذِي هُوَ مَهِينٌ যে নিতান্ত নীচ লোক وَلَا يَكَادُ يُبِينُ এবং স্পষ্ট বর্ণনা করতে ও সক্ষম নয়।

৫৩. فَلَوْلَا أُلْقِيَ عَلَيْهِ (যদি সে নবী হয়) তবে তাকে কেন পরানো হয়নি أَسْوِرَةٌ مِّنْ ذَهَبٍ স্বর্ণের বালা أَوْ جَاءَ مَعَهُ অথবা তার সঙ্গে কেন আসল না الْمَلٰٓئِكَةُ ফেরেশতাগণ مُقْتَرِنِينَ সারিবদ্ধভাবে।

৫৪. فَاسْتَخَفَّ قَوْمَهُ ফলকথা, সে স্বীয় সম্প্রদায়কে প্রভাবিত করে ফেলল فَأَطَاعُوهُ এবং তারা তার অনুগত হয়ে পড়ল إِنَّهُمْ كَانُوا قَوْمًا فٰسِقِينَ তারা তো ছিল এক সত্যত্যাগী সম্প্রদায়।

৫৫. فَلَمَّا آسَفُونَا অনন্তর যখন তারা আমাকে রাগান্বিত করল انْتَقَمْنَا مِنْهُمْ তখন আমি তাদের থেকে প্রতিশোধ নিলাম فَأَغْرَقْنٰهُمْ أَجْمَعِينَ এবং তাদের সকলকে নিমজ্জিত করলাম।

https://e-ilm.weebly.com/

৫৬. এবং আমি পরবর্তীদের জন্য তাদেরকে বিশেষ ধরনের পূর্ববর্তী ও নমুনা করে দিলাম।	فَجَعَلْنٰهُمْ سَلَفًا وَّمَثَلًا لِّلْاٰخِرِيْنَ ۝٥٦
৫৭. আর যখন [ঈসা] ইবনে মারইয়াম সম্বন্ধে এক বিস্ময়কর কথা বর্ণিত হলো, তখন অকস্মাৎ আপনার সম্প্রদায়ের লোকেরা তাতে [আনন্দে] চীৎকার করতে লাগল।	وَلَمَّا ضُرِبَ ابْنُ مَرْيَمَ مَثَلًا اِذَا قَوْمُكَ مِنْهُ يَصِدُّوْنَ ۝٥٧
৫৮. এবং তারা বলতে লাগল, আমাদের দেবতারা উত্তম, না ঈসা? তারা যে আপনার নিকট তা বর্ণনা করেছে, তা নিছক ঝগড়ার উদ্দেশ্যে; বরং এরা তো কলহপরায়ণ জাতি।	وَقَالُوْٓا ءَاٰلِهَتُنَا خَيْرٌ اَمْ هُوَ ؕ مَا ضَرَبُوْهُ لَكَ اِلَّا جَدَلًا ؕ بَلْ هُمْ قَوْمٌ خَصِمُوْنَ ۝٥٨
৫৯. ঈসা তো কেবল এমন একজন বান্দা, যার প্রতি আমি অনুগ্রহ করেছিলাম এবং আমি তাকে বনী ইসরাঈলদের জন্য [স্বীয় কুদরতের] একটা দৃষ্টান্ত করেছিলাম।	اِنْ هُوَ اِلَّا عَبْدٌ اَنْعَمْنَا عَلَيْهِ وَجَعَلْنٰهُ مَثَلًا لِّبَنِيْٓ اِسْرَآءِيْلَ ۝٥٩
৬০. আর আমি চাইলে তোমাদের হতেই ফেরেশতাদেরকে সৃষ্টি করতাম– তারা জমিনের উপর পর্যায়ক্রমে বসবাস করত।	وَلَوْ نَشَآءُ لَجَعَلْنَا مِنْكُمْ مَّلٰٓئِكَةً فِي الْاَرْضِ يَخْلُفُوْنَ ۝٦٠
৬১. আর তিনি [ঈসা] কিয়ামতের প্রতি বিশ্বাস স্থাপনের উপকরণ, অতএব, তোমরা তাতে সন্দেহ করো না এবং আমারই আনুগত্য কর; এটাই সরল পথ।	وَاِنَّهٗ لَعِلْمٌ لِّلسَّاعَةِ فَلَا تَمْتَرُنَّ بِهَا وَاتَّبِعُوْنِ ؕ هٰذَا صِرَاطٌ مُّسْتَقِيْمٌ ۝٦١

শাব্দিক অনুবাদ :

৫৬. فَجَعَلْنٰهُمْ এবং আমি তাদেরকে করে দিলাম سَلَفًا বিশেষ ধরনের পূর্ববর্তী وَّمَثَلًا ও নমুনা لِّلْاٰخِرِيْنَ পরবর্তীদের জন্য।
৫৭. وَلَمَّا ضُرِبَ ابْنُ مَرْيَمَ مَثَلًا আর যখন (ঈসা) ইবনে মারইয়াম সম্বন্ধে এক বিস্ময়কর কথা বর্ণিত হলো اِذَا قَوْمُكَ مِنْهُ
তখন আকস্মাৎ আপনার সম্প্রদায়ের লোকেরা তাতে (আনন্দে) يَصِدُّوْنَ চীৎকার করতে লাগল।
৫৮. وَقَالُوْٓا এবং তারা বলতে লাগল ءَاٰلِهَتُنَا خَيْرٌ আমাদের দেবতারা উত্তম اَمْ هُوَ না ঈসা مَا ضَرَبُوْهُ لَكَ اِلَّا جَدَلًا তারা যে,
আপনার নিকট এটা বর্ণনা করেছে, তা নিছক ঝগড়ার উদ্দেশ্য بَلْ هُمْ قَوْمٌ خَصِمُوْنَ বরং এরা তো কলহপরায়ণ জাতি।
৫৯. اِنْ هُوَ اِلَّا عَبْدٌ ঈসা তো কেবল এমন একজন বান্দা اَنْعَمْنَا عَلَيْهِ যার প্রতি আমি অনুগ্রহ করেছিলাম وَجَعَلْنٰهُ مَثَلًا
এবং আমি তাকে করে ছিলাম একটি দৃষ্টান্ত لِّبَنِيْٓ اِسْرَآءِيْلَ বনী ইসরাঈলদের জন্য।
৬০. وَلَوْ نَشَآءُ আর আমি চাইলে لَجَعَلْنَا مِنْكُمْ مَّلٰٓئِكَةً তোমাদের থেকেই ফেরেশতাদেরকে সৃষ্টি করতাম فِي الْاَرْضِ
يَخْلُفُوْنَ তারা জমিনের উপর পর্যায়ক্রমে বসবাস করত।
৬১. وَاِنَّهٗ لَعِلْمٌ لِّلسَّاعَةِ আর তিনি কিয়ামতের প্রতি বিশ্বাস স্থাপনের উপকরণ فَلَا تَمْتَرُنَّ بِهَا অতএব, তোমরা তাতে
সন্দেহ করো না وَاتَّبِعُوْنِ এবং আমারই আনুগত্য কর هٰذَا صِرَاطٌ مُّسْتَقِيْمٌ এটাই সরল পথ।

https://e-ilm.weebly.com/

৬২. আর শয়তান যেন তোমাদেরকে বারণ করতে না পারে, নিঃসন্দেহে সে তোমাদের স্পষ্ট শত্রু।	وَلَا يَصُدَّنَّكُمُ الشَّيْطٰنُ ۚ اِنَّهٗ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِيْنٌ ﴿٦٢﴾
৬৩. আর যখন ঈসা মু'জিযাসমূহ নিয়ে আগমন করলেন, তখন তিনি বললেন, আমি তোমাদের নিকট জ্ঞানগর্ভ বাণী নিয়ে এসেছি, আর যেন তোমাদের মতভেদযুক্ত কতক বিষয় তোমাদের নিকট বর্ণনা করি, অতএব, তোমরা আল্লাহকে ভয় কর এবং আমার কথা মান।	وَلَمَّا جَآءَ عِيْسٰى بِالْبَيِّنٰتِ قَالَ قَدْ جِئْتُكُمْ بِالْحِكْمَةِ وَلِاُبَيِّنَ لَكُمْ بَعْضَ الَّذِىْ تَخْتَلِفُوْنَ فِيْهِ ۚ فَاتَّقُوا اللّٰهَ وَاَطِيْعُوْنِ ﴿٦٣﴾

শাব্দিক অনুবাদ :

৬২. وَلَا يَصُدَّنَّكُمُ الشَّيْطٰنُ আর শয়তান যেন তোমাদেরকে বারণ করতে না পারে اِنَّهٗ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِيْنٌ নিঃসন্দেহে সে তোমাদের স্পষ্ট শত্রু।

৬৩. وَلَمَّا جَآءَ عِيْسٰى بِالْبَيِّنٰتِ আর যখন ঈসা মু'জিযাসমূহ নিয়ে আগমন করলেন قَالَ তখন তিনি বললেন قَدْ جِئْتُكُمْ بِالْحِكْمَةِ আমি তোমাদের নিকট জ্ঞানগর্ভ বাণী নিয়ে এসেছি وَلِاُبَيِّنَ لَكُمْ আর যেন তোমাদের নিকট বর্ণনা করি بَعْضَ الَّذِىْ تَخْتَلِفُوْنَ فِيْهِ তোমাদের মতভেদযুক্ত কতক বিষয় فَاتَّقُوا اللّٰهَ অতএব, তোমরা আল্লাহকে ভয় কর وَاَطِيْعُوْنِ এবং আমার কথা মান।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

وَلَمَّا ضُرِبَ ابْنُ مَرْيَمَ مَثَلًا اِذَا قَوْمُكَ مِنْهُ يَصِدُّوْنَ

শানে নুযূল-১ : আহমদ ও আবূ হাতেম প্রমুখ হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) এর উদ্ধৃতি দিয়ে বর্ণনা করেন, রাসূল ﷺ কুরাইশকে লক্ষ্য করে বললেন যে, আল্লাহ ছাড়া অন্যদের উপাসনা যে কেউই করবে, তাতে কোনো কল্যাণ নেই। তখন তারা বলল, আমাদের ধারণা মতে ঈসা কি নবী নন এবং আল্লাহর নেক বান্দাদের মধ্যে এক বান্দা নন? তখন খ্রিস্টানেরা তো তার পূঁজা ও উপাসনা করছে। তিনি তাদের উপাস্যতুল্যই, আপনি যদি সত্য নবী হয়ে থাকেন, আপনার বিষয়টি কি হবে। তাদের এহেন অভিযোগের পরিপ্রেক্ষিতে আল্লাহ তা'আলা আলোচ্য আয়াত নাজিল করেন।

[দুররে মানছূর ২০/৬, রুহুল মা'আনী ৯৪/২৫/১৩]

শানে নুযূল-২ : মুজাহিদ বলেন, কুরাইশরা বলল, খ্রিস্টানরা যেভাবে ঈসাকে পূঁজা করে মুহাম্মদও চায় আমরা যেন অনুরূপভাবে তার উপাসনা করি। সে পরিপ্রেক্ষিতে আল্লাহ তা'আলা আলোচ্য আয়াত নাজিল করেন। [কুরতুবী ৮৯/১৬]

اِنْ هُوَ اِلَّا عَبْدٌ اَنْعَمْنَا عَلَيْهِ وَجَعَلْنٰهُ مَثَلًا لِّبَنِىْٓ اِسْرَآءِيْلَ

শানে নুযূল : ইবনে মারদুভীয়া হযরত ইবনে আব্বাস (রা.)-এর উদ্ধৃতি দিয়ে বর্ণনা করেন। তিনি বলেন, যে, মুশরিকেরা রাসূল ﷺ এর নিকট এসে বলল, আল্লাহ ছাড়া অন্য যাদের উপাসনা করা হয়, আপনার মতে তারা কোথায় যাবে? রাসূল ﷺ বললেন, তারা জাহান্নামে যাবে। তারা জিজ্ঞেস করল সূর্য ও চন্দ্র? রাসূল ﷺ বললেন সূর্য ও চন্দ্র ও! অতঃপর তারা বলল, ঈসা বিন মারইয়াম? তখন আল্লাহ তা'আলা আলোচ্য আয়াত নাজিল করেন।

وَلَا يَكَادُ يُبِيْنُ -(এবং সে কথারও শক্তি রাখে না) যদিও হযরত মূসা (আ.)-এর দোয়ার ফলে আল্লাহ তা'আলা তাঁর মুখের তোতলামী দূর করে দিয়েছেন কিন্তু তাঁর পূর্বাবস্থাই ফেরাউনের মনে ছিল। তাই সে হযরত মূসা (আ.)-এর প্রতি এই দোষ আরোপ করল। এখানে 'কথা বলার শক্তি' বলে প্রমাণাদির সাবলীলতা ও প্রাঞ্জলতাও বুঝানো যেতে পারে। ফেরাউনের উদ্দেশ্য ছিল এই যে, আমাকে সন্তুষ্ট করার মতো পর্যাপ্ত-প্রমাণ হযরত মূসা (আ.)-এর কাছে নেই। অথচ এটা ছিল ফেরাউনের নিছক অপবাদ। নতুবা হযরত মূসা (আ.) দলিল প্রমাণের সাহায্যে ফেরাউনকে চূড়ান্তরূপে লা জওয়াব করে দিয়েছেন। -(তাফসীরে কবীর, রুহুল মা'আনী)

https://e-ilm.weebly.com/

فَاسْتَخَفَّ قَوْمَهُ -এর দু'রকম অনুবাদ হতে পারে। (এক) ফেরাউন তার সম্প্রদায়কে সহজেই তার অনুগত করে নিল- وَجَدَهُمْ خَفِيْفَةَ اَحْلَامِهِمْ (দুই) সে তার সম্প্রদায়কে বেওকুফ পেল طَلَبَ مِنْهُمُ الْخِفَّةَ فِىْ مُطَاوَعَتِهٖ –(রূহুল মা'আনী)

فَلَمَّآ اٰسَفُوْنَا -এটা اَسَفٌ থেকে উদ্ভূত। আভিধানিক অর্থ অনুতাপ। কাজেই বাক্যের শাব্দিক অর্থ, 'অতঃপর যখন তারা আমাকে অনুতপ্ত করল। অনুতাপ ক্রোধের অর্থেও ব্যবহৃত হয়। তাই এর পারিভাষিক অনুবাদ সাধারণতঃ এভাবে করা হয়- যখন তারা আমাকে ক্রোধান্বিত করল। আল্লাহ তা'আলা অনুতাপ ও ক্রোধের প্রতিক্রিয়ামূলক অবস্থা থেকে পবিত্র। তাই এর অর্থ হবে, তারা এমন কাজ করল যদ্দরুন আমি তাদেরকে শাস্তিদানের সংকল্প গ্রহণ করলাম।-(রূহুল মা'আনী)।

وَلَمَّا ضُرِبَ ابْنُ مَرْيَمَ مَثَلًا اِذَا قَوْمُكَ مِنْهُ يَصِدُّوْنَ -এসব আয়াতের শানে নুযূলে তাফসীরবিদগণ তিন প্রকার রেওয়ায়েত বর্ণনা করেছেন। প্রথম এই যে, একবার রাসূলুল্লাহ ﷺ কুরাইশদেরকে সম্বোধন করে বললেন, يَامَعْشَرَ قُرَيْشٍ لَا خَيْرَ فِىْ اَحَدٍ يُعْبَدُ مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ -অর্থাৎ, হে কুরাইশগণ! আল্লাহ ব্যতীত যারই ইবাদত করা হয়, তার মধ্যে কোনো মঙ্গল নেই। কুরাইশরা বলল, খ্রিস্টানরা হযরত ঈসা (আ.)-এর ইবাদত করে; কিন্তু আপনি নিজেই বলেন যে, তিনি আল্লাহ তা'আলার সৎকর্মপরায়ণ বান্দা ও নবী ছিলেন। তাদের এই আপত্তির জবাবে আলোচ্য আয়াতসমূহ অবতীর্ণ হয়েছে। –[কুরতুবী]

দ্বিতীয় রেওয়ায়েত এই যে, কুরআন পাকের আয়াত- اِنَّكُمْ وَمَا تَعْبُدُوْنَ مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ حَصَبُ جَهَنَّمَ অর্থাৎ, তোমরা নিজেরা এবং তোমরা যেসব প্রতিমার পূজা কর, তারা জাহান্নামের ইন্ধন হবে। আয়াতটি অবতীর্ণ হলে, আবদুল্লাহ ইবনুয যিবা'রা (যে তখনো কাফের ছিল) বলল, আমার কাছে এ আয়াতের চমৎকার জবাব রয়েছে। তা এই যে, খ্রিস্টানরা হযরত ঈসা (আ.)-এর ইবাদত করে এবং ইহুদিরা হযরত ওযায়ের (আ.) -এর পূজা করে। অতএব, তারা উভয়েই কি জাহান্নামের ইন্ধন হবে? একথা শুনে মুশরিক কুরাইশরা খুবই আনন্দিত হলো। এর জবাবে আল্লাহ তা'আলা اِنَّ الَّذِيْنَ سَبَقَتْ لَهُمْ مِّنَّا الْحُسْنٰى اُولٰٓئِكَ عَنْهَا مُبْعَدُوْنَ আয়াত এবং সূরা যুখরুফের আলোচ্য আয়াত নাজিল করলেন। –[ইবনে কাছীর]

তৃতীয় রেওয়ায়েত এই যে, একবার মক্কার মুশরিকরা মিছামিছিই প্রচার করতে লাগল যে, মুহাম্মদ ﷺ খোদায়ী দাবি করার ইচ্ছা রাখেন। তাঁর বাসনা এই যে, খ্রিস্টানরা যেমন হযরত ঈসা (আ.)-এর পূজা করে, এমনিভাবে আমরাও তাঁর পূজা করি। এর পরিপ্রেক্ষিতে আলোচ্য আয়াতসমূহ অবতীর্ণ হয়। প্রকৃতপক্ষে রেওয়ায়েত তিনটির মধ্যে কোনো বৈপরীত্য নেই। কাফেররা সবগুলো কথাই বলে থাকবে, যার জবাবে আল্লাহ তা'আলা এমন আয়াত নাজিল করেন, যাতে তিন আপত্তির জবাব হয়ে যায়। আয়াতসমূহে সর্বশেষ আপত্তির জবাব সুস্পষ্ট। কেননা যারা হযরত ঈসা (আ.) -এর ইবাদত শুরু করেছে, তারা তা আল্লাহর কোনো আদেশ বলে করেনি এবং হযরত ঈসা (আ.) এরও এরূপ বাসনা ছিল না, কুরআনও তাদের সমর্থন করে না। পিতা ব্যতীত জন্মগ্রহণের কারণে তারা হযরত ঈসা (আ.) সম্পর্কে এ বিভ্রান্তিতে পতিত হয়েছে। কুরআন এ বিভ্রান্তি প্রবলভাবে খণ্ডন করে। এমতাবস্থায় এটা কেমন করে সম্ভবপর যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ খ্রিস্টানদের দেখাদেখি নিজেও খোদায়ী দাবি করে বসবেন?

প্রথম ও দ্বিতীয় রেওয়ায়েতে কাফেরদের আপত্তির সারমর্ম প্রায় এক। আলোচ্য আয়াত থেকে এর জবাব এভাবে বের হয়, যারা জাহান্নামের ইন্ধন হবে এবং যাদের মধ্যে কোনো মঙ্গল নেই, তারা হয় নিষ্প্রাণ উপাস্য, যেমন পাথরের মূর্তি না হয় প্রাণী; কিন্তু নিজেই নিজের ইবাদতের আদেশ দেয় কিংবা তা পছন্দ করে যেমন শয়তান, ফেরাউন, নমরূদ প্রভৃতি। হযরত ঈসা (আ.) তাদের অন্তর্ভুক্ত নন। কেননা তিনি কোনো পর্যায়ে নিজের ইবাদত পছন্দ করতেন না। খ্রিস্টানরা তাঁর কোনো নির্দেশের কারণে তাঁর ইবাদত করে না, বরং তাঁকে আমি আমার কুদরতের এক নিদর্শন করে পিতা ব্যতীত সৃষ্টি করে ছিলাম। যাতে মানুষ জানে যে, আল্লাহ তা'আলা কোনো মাধ্যম ব্যতীরেকেও সৃষ্টি করতে সক্ষম। কিন্তু খ্রিস্টানরা এর ভুল অর্থ নিয়ে তাকে উপাস্য বানিয়ে নিয়েছে। অথচ এটা স্বয়ং হযরত ঈসা (আ.) এর দাওয়াতের পরিপন্থি ছিল। তিনি সর্বদা তাওহীদ শিক্ষা দিয়েছেন। মোটকথা ইবাদতে তাঁর অসন্তুষ্টির কারণে তাঁকে অন্যান্য উপাস্যের কাতারে শামিল করা যায় না।

https://e-ilm.weebly.com/

এতে কাফেরদের আরো একটি আপত্তির জবাব হয়ে গেছে। তা এই যে, আপনি নিজে যাকে শ্রেষ্ঠ বলেন, (অর্থাৎ, ঈসা (আ.) তাঁরও তো ইবাদত হয়েছে। সুতরাং আল্লাহ ব্যতীত অপরের ইবাদত মন্দ নয়। আয়াতে এর জবাব সুস্পষ্ট যে, হযরত ঈসা (আ.) -এর ইবাদত আল্লাহ তা'আলার ইচ্ছারও বিরুদ্ধে ছিল এবং স্বয়ং হযরত ঈসা (আ.)-এর দাওয়াতেরও পরিপন্থি ছিল। কাজেই এর মাধ্যমে শিরকের বিশুদ্ধতা প্রমাণ করা যায় না।

وَلَوْنَشَاءُ لَجَعَلْنَا مِنْكُمْ مَلٰٓئِكَةً فِى الْاَرْضِ يَخْلُفُوْنَ এটা খ্রিস্টানদের সে বিভ্রান্তির জবাব, যার ভিত্তিতে তারা হযরত ঈসা (আ.)-কে উপাস্য স্থির করেছিল। পিতা ব্যতীত জন্ম গ্রহণের বিষয়টিকে তারা তাঁর খোদায়ীর প্রমাণস্বরূপ পেশ করেছিল। আল্লাহ তা'আলা এর খণ্ডনে বলেন, এটা তো নিছক আমার কুদরতের এক প্রদর্শনী ছিল। আমি স্বভাবাতীত কাজ করারও ক্ষমতা রাখি। পিতা ব্যতীত জন্মগ্রহণ করা খুব বেশি স্বভাবাতীত কাজ নয়। কেননা, হযরত আদমকে পিতা-মাতা ব্যতীত সৃষ্টি করা হয়েছে। আমি ইচ্ছা করলে এমন কাজও করতে পারি, যার নজির এ পর্যন্ত কায়েম হয়নি। অর্থাৎ, মানুষের ঔরসে ফেরেশতাও সৃষ্টি করতে পারি।

وَاِنَّهٗ لَعِلْمٌ لِّلسَّاعَةِ (এবং নিঃসন্দেহে হযরত ঈসা (আ.) কিয়ামতে বিশ্বাস স্থাপন করার একটি উপায়।) এর দু'রকম তাফসীর করা হয়েছে।

প্রথম তাফসীর এই যে, হযরত ঈসা (আ.) অভ্যাসের বিপরীতে পিতা ব্যতীত জন্মগ্রহণ করেছেন, এটা এ বিষয়ের দলিল যে, আল্লাহ তা'আলা বাহ্যিক কারণ ব্যতিরেকেও মানুষ সৃষ্টি করতে পারেন। এ থেকে প্রমাণিত হয় যে, মৃতদেরকে পুনরুজ্জীবন দান করা তাঁর জন্য মোটেই কঠিন কিছু নয়। কিন্তু অধিকাংশ তাফসীরবিদের মতে আয়াতের উদ্দেশ্য এই যে, হযরত ঈসা (আ.)-এর পুনরায়- আকাশ থেকে অবতরণ কিয়ামতের আলামত। সেমতে শেষ যুগে তাঁর পুনরাগমন ও দাজ্জাল হত্যা মুতাওয়াতির হাদীস দ্বারা প্রমাণিত রয়েছে। সূরা মায়েদায় এ সম্পর্কে আরো বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে।

وَلِاُبَيِّنَ لَكُمْ بَعْضَ الَّذِىْ تَخْتَلِفُوْنَ فِيْهِ -(এবং যাতে আমি তোমাদের কোনো কোনো বিরোধপূর্ণ বিষয় বর্ণনা করে দেই।) বনী ইসরাঈলের মধ্যে হঠকারিতা প্রবল আকার ধারণ করেছিল। তাই তারা কোনো কোনো বিধি-বিধান বিকৃত করে দিয়েছিল। হযরত ঈসা (আ.) সেগুলোর স্বরূপ তুলে ধরেন। "কোনো কোনো" বলার কারণ এই যে, কোনো কোনো বিষয় একান্তই পার্থিব ছিল। তাই তিনি সেগুলোর মতভেদ দূর করার প্রয়োজন মনে করেননি।-[বয়ানুল কুরআন]

শব্দ বিশ্লেষণ :

يَنْكُثُوْنَ : সীগাহ جَمْع مُذَكَّر غَائِبٌ বহছ مُضَارِعٌ مَعْرُوْف বাব ضَرَبَ ও نَصَرَ মাসদার اَلنَّكْثُ মূলবর্ণ (ن-ك-ث) জিনস صَحِيْح অর্থ- তারা ভঙ্গ করে ফেলল, ভেঙ্গে দেওয়া।

تَجْرِىْ : সীগাহ وَاحِدْ مُؤَنَّث غَائِبٌ বহছ مُضَارِعٌ مَعْرُوْف বাব ضَرَبَ মাসদার اَلْجَرْىُ ও اَلْجِرْيَانُ মূলবর্ণ (ج - ر - ى) জিনস نَاقِص يَائِىْ অর্থ- সে বইছে। দ্রুত অতিক্রম করা। পানির ন্যায় প্রবাহিত হওয়া।

مَهِيْنٌ : সীগাহ وَاحِدْ مُذَكَّرْ বহছ اِسْم مَفْعُوْل বাব نَصَرَ মাসদার اَلْهَوْنُ মূলবর্ণ (ه - و - ن) জিনস اَجْوَف وَاوِىْ অর্থ- নিতান্ত নীচ লোক। লাঞ্ছিত। অপদস্থ।

اُلْقِىَ : সীগাহ وَاحِدْ مُذَكَّرْ غَائِبٌ বহছ مَاضِىْ مَجْهُوْل বাব اِفْعَالٌ মাসদার اَلْاِلْقَاءُ মূলবর্ণ (ل - ق - ى) জিনস نَاقِص يَائِىْ অর্থ- তাকে পরানো হয়। দান করা। অর্পন করা। প্রদান করা।

اَسْوِرَةٌ : বহুবচন, একবচন سَوَارٌ। অর্থ- বালা, চুড়ি।

مُقْتَرِنِيْنَ : সীগাহ جَمْع مُذَكَّرْ বহছ اِسْم فَاعِلْ বাব اِفْتِعَالٌ মাসদার اَلْاِقْتِرَانُ মূলবর্ণ (ق - ر - ن) জিনস صَحِيْح অর্থ- সারি বদ্ধভাবে। মিলত হওয়া। সংযুক্ত হওয়া।

https://e-ilm.weebly.com/

اِسْتَخَفَّ : সীগাহ وَاحِدْ مُذَكَّرْ غَائِبْ বহছ مَاضِىْ مَعْرُوْف বাব اِسْتِفْعَالْ মাসদার اَلْاِسْتِخْفَافُ মূলবর্ণ (خ - ف - ف) জিনস مُضَاعَف ثُلَاثِىْ অর্থ- সে প্রভাবিত করে ফেলল। হালকামনে করা। অবজ্ঞা করা। গুরুত্বহীন মনে করা।

اَطَاعُوْهُ : সীগাহ جَمْع مُذَكَّرْ غَائِبْ বহছ مَاضِىْ مَعْرُوْف বাব اِفْعَالْ মাসদার اَلْاِطَاعَةُ মূলবর্ণ (ط - و - ع) জিনস اَجْوَف وَاوِىْ অর্থ- তারা তার অনুগত হয়ে পড়ল। মান্য করা। আনুগত্য করা।

اٰسَفُوْنَا : সীগাহ جَمْع مُذَكَّرْ غَائِبْ বহছ مَاضِىْ مَعْرُوْف বাব اِفْعَالْ মাসদার اَلْاِيْسَافُ মূলবর্ণ (ا - س - ف) জিনস مَهْمُوْز فَاء অর্থ- তারা আমাকে রাগান্বিত করল। অসন্তুষ্ট করা। ক্রোধান্বিত করা।

اِنْتَقَمْنَا : সীগাহ جَمْع مُتَكَلِّمْ বহছ مَاضِىْ مَعْرُوْف বাব اِفْتِعَالْ মাসদার اَلْاِنْتِقَامُ মূলবর্ণ (ن - ق - م) জিনস صَحِيْح অর্থ- আমি প্রতিশোধ নিলাম। শাস্তি দেওয়া। বদলা নেওয়া।

اَغْرَقْنَا : সীগাহ جَمْع مُتَكَلِّمْ বহছ مَاضِىْ مَعْرُوْف বাব اِفْعَالْ মাসদার اَلْاِغْرَاقُ মূলবর্ণ (غ - ر - ق) জিনস صَحِيْح অর্থ- আমি নিমজ্জিত করলাম। ডুবিয়ে দেওয়া। নিমজ্জিত করা।

لَا تَمْتَرُنَّ : সীগাহ جَمْع مُذَكَّرْ حَاضِرْ বহছ نَهِى حَاضِر بَانُوْن ثَقِيْلَه বাব اِفْتِعَالْ মাসদার اَلْاِمْتِرَاءُ মূলবর্ণ (م - ر - ى) জিনস نَاقِص يَائِىْ অর্থ- তোমরা সন্দেহ করো না, ঝগড়া করা, তর্ক করা, বিরোধিতা করা।

لَا يَصُدَّنَّكُمْ : সীগাহ وَاحِدْ مُذَكَّرْ غَائِبْ বহছ نَهِى غَائِب مَعْرُوْف بَانُوْن تَاكِيْد ثَقِيْلَه বাব نَصَرَ মাসদার اَلصَّدُّ মূলবর্ণ (ص - د - د) জিনস مُضَاعَف ثُلَاثِىْ অর্থ- সে যেন তোমাদেরকে বারণ করতে না পারে। বাধা প্রদান করা।

قَدْ جِئْتُكُمْ : সীগাহ وَاحِدْ مُتَكَلِّمْ বহছ مَاضِىْ قَرِيْب مَعْرُوْف বাব ضَرَبَ মাসদার اَلْمَجِيْئُ মূলবর্ণ (ج - ى - ء) জিনস (اَجْوَف يَائِىْ ও مَهْمُوْز لَام) مُرَكَّبْ অর্থ- আমি তোমাদের নিকট এসেছি। আসা। আগমন করা।

لِاُبَيِّنَ : সীগাহ وَاحِدْ مُتَكَلِّمْ বহছ مُضَارِعْ مَنْصُوْب بِلَام كَىْ বাব تَفْعِيْل মাসদার اَلتَّبْيِيْنُ মূলবর্ণ (ب - ى - ن) জিনস اَجْوَف يَائِىْ অর্থ- যেন বর্ণনা করি। বর্ণনা করা।

اِتَّقُوْا : সীগাহ جَمْع مُذَكَّرْ حَاضِرْ বহছ اَمَر حَاضِرْ مَعْرُوْف বাব اِفْتِعَالْ মাসদার اَلْاِتِّقَاءُ মূলবর্ণ (و - ق - ى) জিনস لَفِيْف مَفْرُوْق অর্থ- তোমরা ভয় কর। ভয় করা। আল্লাহভীতি অর্জন করা।

اَطِيْعُوْنِ : সীগাহ جَمْع مُذَكَّرْ حَاضِرْ বহছ اَمَر حَاضِرْ مَعْرُوْف বাব اِفْعَالْ মাসদার اَلْاِطَاعَةُ মূলবর্ণ (ط - و - ع) জিনস اَجْوَف وَاوِىْ অর্থ- আমার কথা মান। আনুগত্য করা।

বাক্য বিশ্লেষণ :

اَوْ جَاءَ مَعَهُ الْمَلٰئِكَةُ مُقْتَرِنِيْنَ– এখানে اَوْ টি আতফের অব্যয়। جَاءَ টি فِعْل مَاضِىْ এবং مَعَهُ শব্দটি ظَرْف হয়ে جَاءَ -এর সাথে مُتَعَلِّقْ আর الْمَلٰئِكَةُ শব্দটি فَاعِلْ এবং مُقْتَرِنِيْنَ শব্দটি حَالْ অর্থাৎ তারা তাঁর সততার ব্যাপারে একের পর এক ধারাবাহিকভাবে সাক্ষী দিবে। –[ই'রাবুল কুরআন, খণ্ড ৭, পৃ. ৯৩]

https://e-ilm.weebly.com/

৬৪. নিঃসন্দেহে আল্লাহ আমারও প্রতিপালক এবং তোমাদেরও প্রতিপালক, অতএব, তাঁরই ইবাদত কর এবং এটাই সরল পথ।	إِنَّ اللّٰهَ هُوَ رَبِّيْ وَرَبُّكُمْ فَاعْبُدُوْهُ ۭ هٰذَا صِرَاطٌ مُّسْتَقِيْمٌ ﴿٦٤﴾
৬৫. পরন্তু বিভিন্ন দল পরস্পর মতভেদ সৃষ্টি করে নিল। অতএব, এ অনাচারীদের জন্য সর্বনাশ রয়েছে এক যন্ত্রণাময় দিবসের আজাবের দরুন।	فَاخْتَلَفَ الْاَحْزَابُ مِنْۢ بَيْنِهِمْ ۚ فَوَيْلٌ لِّلَّذِيْنَ ظَلَمُوْا مِنْ عَذَابِ يَوْمٍ اَلِيْمٍ ﴿٦٥﴾
৬৬. এরা শুধু কিয়ামত দিবসের অপেক্ষা করছে, যেন তা তাদের উপর অকস্মাৎ এসে পড়ে এবং তারা জানতেও না পারে।	هَلْ يَنْظُرُوْنَ اِلَّا السَّاعَةَ اَنْ تَاْتِيَهُمْ بَغْتَةً وَّهُمْ لَا يَشْعُرُوْنَ ﴿٦٦﴾
৬৭. সমস্ত বন্ধু-বান্ধব সেদিন একে অন্যের শত্রু হয়ে যাবে, কেবল মুত্তাকীগণ ব্যতীত।	اَلْاَخِلَّاۗءُ يَوْمَىِٕذٍۢ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ اِلَّا الْمُتَّقِيْنَ ﴿٦٧﴾ ع ٧ ١٢
৬৮. হে আমার বান্দাগণ! আজ তোমাদের কোনো ভয় নেই এবং তোমরা চিন্তান্বিতও হবে না।	يٰعِبَادِ لَا خَوْفٌ عَلَيْكُمُ الْيَوْمَ وَلَاۤ اَنْتُمْ تَحْزَنُوْنَ ﴿٦٨﴾
৬৯. অর্থাৎ যে সমস্ত লোক আমার নিদর্শনসমূহের প্রতি ঈমান এনেছিল এবং আমার অনুগত ছিল।	اَلَّذِيْنَ اٰمَنُوْا بِاٰيٰتِنَا وَكَانُوْا مُسْلِمِيْنَ ﴿٦٩﴾

শাব্দিক অনুবাদ :

৬৪. اِنَّ اللّٰهَ নিঃসন্দেহে আল্লাহ هُوَ رَبِّيْ وَرَبُّكُمْ আমারও প্রতিপালক এবং তোমাদেরও প্রতিপালক فَاعْبُدُوْهُ অতএব, তারই ইবাদত কর هٰذَا صِرَاطٌ مُّسْتَقِيْمٌ এবং এটাই সরল পথ।

৬৫. فَاخْتَلَفَ পরন্তু মতভেদ সৃষ্টি করে নিল اَلْاَحْزَابُ বিভিন্ন দল مِنْۢ بَيْنِهِمْ পরস্পর فَوَيْلٌ অতএব, সর্বনাশ রয়েছে لِّلَّذِيْنَ ظَلَمُوْا এ অনাচারীদের জন্য مِنْ عَذَابِ يَوْمٍ اَلِيْمٍ এক যন্ত্রণাময় দিবসের আজাবের দরুন।

৬৬. هَلْ يَنْظُرُوْنَ اِلَّا السَّاعَةَ এরা শুধু কিয়ামত দিবসের অপেক্ষা করছে اَنْ تَاْتِيَهُمْ بَغْتَةً যেন তা তাদের উপর আকস্মাৎ এসে পড়ে وَّهُمْ لَا يَشْعُرُوْنَ এবং তারা জানতেও না পারে।

৬৭. اَلْاَخِلَّاۗءُ সমস্ত বন্ধু-বান্ধব يَوْمَىِٕذٍۢ সেদিন بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ একে অন্যের শত্রু হয়ে যাবে اِلَّا الْمُتَّقِيْنَ কেবল মুত্তাকীগণ ব্যতীত।

৬৮. يٰعِبَادِ হে আমার বান্দাগণ! لَا خَوْفٌ عَلَيْكُمُ তোমাদের কোনো ভয় নেই الْيَوْمَ আজ وَلَاۤ اَنْتُمْ تَحْزَنُوْنَ এবং তোমরা চিন্তান্বিতও হবে না।

৬৯. اَلَّذِيْنَ اٰمَنُوْا অর্থাৎ যে সমস্ত লোক ঈমান এনেছিল بِاٰيٰتِنَا আমার নিদর্শনসমূহের প্রতি وَكَانُوْا مُسْلِمِيْنَ এবং আমার অনুগত ছিল।

https://e-ilm.weebly.com/

৭০. তোমরা এবং তোমাদের [ঈমানদার] পত্নীগণ আনন্দিত মনে বেহেশতে প্রবেশ কর ।	ادْخُلُوا الْجَنَّةَ أَنْتُمْ وَأَزْوَاجُكُمْ تُحْبَرُونَ ﴿٧٠﴾
৭১. [এবং সেখানে] তাদের সামনে স্বর্ণনির্মিত ভোজন-পাত্রসমূহ ও পান-পাত্রসমূহ পরিবেশন করা হবে এবং সেখানে তাদের অন্তরসমূহ যা কামনা করবে এবং তাদের চক্ষুসমূহ যাতে পরিতৃপ্ত হবে, তাই তারা প্রাপ্ত হবে, আর তোমরা সেখানে সর্বদা অবস্থান করবে ।	يُطَافُ عَلَيْهِمْ بِصِحَافٍ مِّنْ ذَهَبٍ وَّأَكْوَابٍ ۚ وَفِيهَا مَا تَشْتَهِيهِ الْأَنْفُسُ وَتَلَذُّ الْأَعْيُنُ ۚ وَأَنْتُمْ فِيهَا خٰلِدُونَ ﴿٧١﴾
৭২. আর এটা সে বেহেশত যার মালিক তোমাদেরকে করে দেওয়া হয়েছে তোমাদের কার্যসমূহের বিনিময়ে ।	وَتِلْكَ الْجَنَّةُ الَّتِيٓ أُورِثْتُمُوهَا بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ ﴿٧٢﴾
৭৩. তোমাদের জন্য তাতে বহু ফলসমূহ রয়েছে, যা হতে তোমরা খাচ্ছ ।	لَكُمْ فِيهَا فَاكِهَةٌ كَثِيرَةٌ مِّنْهَا تَأْكُلُونَ ﴿٧٣﴾
৭৪. নিঃসন্দেহে অবাধ্য লোকেরা দোজখের আজাবে সর্বদা অবস্থান করবে ।	إِنَّ الْمُجْرِمِينَ فِي عَذَابِ جَهَنَّمَ خٰلِدُونَ ﴿٧٤﴾
৭৫. [এবং তা] তাদের হতে লঘু করা হবে না এবং তারা তাতে নিরাশভাবে পড়ে থাকবে ।	لَا يُفَتَّرُ عَنْهُمْ وَهُمْ فِيهِ مُبْلِسُونَ ﴿٧٥﴾
৭৬. আমি তাদের প্রতি অবিচার করিনি, কিন্তু তারা নিজেরাই জালিম ছিল ।	وَمَا ظَلَمْنٰهُمْ وَلٰكِنْ كَانُوا هُمُ الظّٰلِمِينَ ﴿٧٦﴾

শাব্দিক অনুবাদ :

৭০. ادْخُلُوا প্রবেশ কর الْجَنَّةَ বেহেশতে أَنْتُمْ وَأَزْوَاجُكُمْ তোমরা এবং তোমাদের পত্নীগণ تُحْبَرُونَ আনন্দিত মনে ।

৭১. يُطَافُ عَلَيْهِمْ তাদের সামনে পরিবেশন করা হবে بِصِحَافٍ مِّنْ ذَهَبٍ وَّأَكْوَابٍ স্বর্ণ নির্মিত ভোজন পাত্রসমূহ ও পান-পাত্রসমূহ وَفِيهَا এবং সেখানে তারা তাই প্রাপ্ত হবে مَا تَشْتَهِيهِ الْأَنْفُسُ তাদের অন্তরসমূহ যা কামনা করবে وَتَلَذُّ الْأَعْيُنُ এবং তাদের চক্ষুসমূহ যাতে পরিতৃপ্ত হবে وَأَنْتُمْ فِيهَا خٰلِدُونَ আর তোমরা সেখানে সর্বদা অবস্থান করবে ।

৭২. وَتِلْكَ الْجَنَّةُ আর এটা সে বেহেশত الَّتِيٓ أُورِثْتُمُوهَا যার মালিক তোমাদেরকে করে দেওয়া হয়েছে بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ তোমাদের কার্যসমূহের বিনিময়ে ।

৭৩. لَكُمْ فِيهَا তোমাদের জন্য তাতে রয়েছে فَاكِهَةٌ كَثِيرَةٌ বহু ফলসমূহ مِّنْهَا تَأْكُلُونَ যা হতে তোমরা খাচ্ছ ।

৭৪. إِنَّ الْمُجْرِمِينَ নিঃসন্দেহে আবাধ্য লোকেরা فِي عَذَابِ جَهَنَّمَ দোজখের আজাবে خٰلِدُونَ সর্বদা অবস্থান করবে ।

৭৫. لَا يُفَتَّرُ عَنْهُمْ তাদের থেকে লঘু করা হবে না وَهُمْ فِيهِ مُبْلِسُونَ এবং তারা তাতে নিরাশভাবে পড়ে থাকবে ।

৭৬. وَمَا ظَلَمْنٰهُمْ আমি তাদের প্রতি অবিচার করিনি وَلٰكِنْ كَانُوا هُمُ الظّٰلِمِينَ কিন্তু তারা নিজেরাই জালিম ছিল ।

https://e-ilm.weebly.com/

৭৭. আর তারা [মালেক নামক ফেরেশতাকে] ডেকে বলবে, হে মালেক! তোমার প্রতিপালক [মৃত্যু ঘটিয়ে] যেন আমাদের কর্ম শেষ করে দেন; সে বলবে, তোমরা সর্বদা এ অবস্থায়-ই থাকবে।	وَنَادَوْا يٰمٰلِكُ لِيَقْضِ عَلَيْنَا رَبُّكَ ۖ قَالَ اِنَّكُمْ مّٰكِثُوْنَ ﴿٧٧﴾
৭৮. আমি সত্য ধর্ম তোমাদেরকে পৌঁছিয়েছি, কিন্তু তোমাদের অধিকাংশই সত্য ধর্মের প্রতি ঘৃণাপরায়ণ।	لَقَدْ جِئْنٰكُمْ بِالْحَقِّ وَلٰكِنَّ اَكْثَرَكُمْ لِلْحَقِّ كٰرِهُوْنَ ﴿٧٨﴾
৭৯. আচ্ছা, তারা কি কোনো ব্যবস্থা ঠিক করে রেখেছে? তবে আমিও এক ব্যবস্থা ঠিক করে রেখেছি।	اَمْ اَبْرَمُوْٓا اَمْرًا فَاِنَّا مُبْرِمُوْنَ ﴿٧٩﴾

শাব্দিক অনুবাদ :

৭৭. وَنَادَوْا আর তারা ডেকে বলবে يٰمٰلِكُ হে মালেক! لِيَقْضِ عَلَيْنَا رَبُّكَ তোমার প্রতিপালক যেন আমাদের কর্ম শেষ করে দেন قَالَ সে বলবে اِنَّكُمْ مّٰكِثُوْنَ তোমরা সর্বদা এ অবস্থায়-ই থাকবে।

৭৮. لَقَدْ جِئْنٰكُمْ আমি তোমাদেরকে পৌঁছিয়েছি بِالْحَقِّ সত্য ধর্ম وَلٰكِنَّ কিন্তু اَكْثَرَكُمْ তোমাদের অধিকাংশই لِلْحَقِّ كٰرِهُوْنَ সত্য ধর্মের প্রতি ঘৃণাপরায়ণ।

৭৯. اَمْ اَبْرَمُوْٓا اَمْرًا আচ্ছা, তারা কি কোনো ব্যবস্থা ঠিক করে রেখেছে? فَاِنَّا مُبْرِمُوْنَ তবে আমিও এক ব্যবস্থা ঠিক করে রেখেছি।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

اَلْاَخِلَّآءُ يَوْمَئِذٍۭ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ اِلَّا الْمُتَّقِيْنَ

শানে নুযূল : নাক্কাশ বর্ণনা করেন যে, আলোচ্য আয়াত উমাইয়্যা বিন খালফ জুমাহী ও উকবা বিন আবী মুঈত্ব সম্পর্কে নাজিল হয়েছে। ঘটনা প্রবাহ হচ্ছে তারা দু'জনের মাঝে বন্ধুত্ব ছিল। উকবা হযরত নবী কারীম ﷺ এর সাথে সময়ে সময়ে বসত। সে কারণে কুরাইশরা বলত যে, উকবা বিন আবী মুঈত্ব সা-বিয়ীনদের অন্তরর্ভুক্ত হয়ে গেছে। সুতরাং উমাইয়্যা তাকে বলল যে, তুমি যদি মুহাম্মদের সাথে সাক্ষাৎ কর আর তাঁর চেহারায় থুথু না নিক্ষেপ কর, তাহলে তোমার সাথে আমার দেখা করা হারাম হবে। সে নরাধম এমনটিই করেছে। পরবর্তীতে বদর দিনে তাকে বন্দী করা হয়। فَقُتِلَ يَوْمَ بَدْرٍ এবং উমাইয়্যাকে বদরের দিন যুদ্ধের ময়দানে হত্যা করা হয়। তাদের সম্পর্কে আল্লাহ তা'আলা আলোচ্য আয়াত নাজিল করেন। -[কুরতুবী ৯৫/১৬]

اَمْ اَبْرَمُوْٓا اَمْرًا فَاِنَّا مُبْرِمُوْنَ

শানে নুযূল : ইতিহাসের এক কালো অধ্যায় তথা মক্কার দারুন্ নদওয়ায় কাফের কুরাইশদের হীন চক্রান্ত ও ষড়যন্ত্র সম্পর্কে আল্লাহ তা'আলা আলোচ্য আয়াত নাজিল করেন। ঘটনা প্রবাহ হচ্ছে যে, কুরাইশের কাফের নেতৃবর্গ পাপিষ্ঠ আবূ জাহেলের নেতৃত্বে রাসূল ﷺ-এর বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র আটানোর জন্য তাদের পার্লামেন্ট দারুন্ নদওয়া এক পরামর্শ সভা ডাকে। সে অধিবেশনে আবূ জাহলের উসকানিতে এ সিদ্ধান্ত গৃহীত হয় যে, সকল গোত্র হতেই একজন করে গোত্রপতি

https://e-ilm.weebly.com/

জমায়েত হয়ে মুহাম্মদকে হত্যা করার কাজে অংশ গ্রহণ করবে। তাহলে তাকে হত্যা করার অপরাধের প্রতিশোধ গ্রহণ করার দাবি দুর্বল হয়ে যাবে। তাদের সেই ষড়যন্ত্র মূলক সভা ও সিদ্ধান্ত সম্পর্কে আল্লাহ তা'আলা আলোচ্য আয়াত নাজিল করেন। -[কুরতুবী : ১০৩/১৬]

প্রকৃত বন্ধুত্ব তাই, যা আল্লাহর ওয়াস্তে হয়: اَلْاَخِلَّاۗءُ يَوْمَئِذٍۢ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ اِلَّا الْمُتَّقِيْنَ অর্থাৎ, আল্লাহভীরুদের ছাড়া সকল বন্ধুবর্গই সেদিন একে অপরের শত্রু হয়ে যাবে। এ আয়াত পরিষ্কার ব্যক্ত করেছে। যে, মানুষ যে বন্ধত্বপূর্ণ সম্পর্ক নিয়ে দুনিয়াতে গর্ব করে এবং যার জন্য হালাল ও হারাম এক করে দেয়, কিয়ামতের দিন সে সম্পর্ক কেবল নিষ্ফলই হবে না ; বরং শত্রুতায় পর্যবসিত হবে। হাফেজ ইবনে কাছীর (র.) এ আয়াতের তাফসীরে হযরত আলী (রা.)-এর উক্তি উদ্ধৃত করেছেন যে, দুই মুমিন বন্ধু ছিল এবং দুই কাফের বন্ধু। মুমিন বন্ধুদ্বয়ের মধ্যে একজনের ইন্তেকাল হলে তাকে জান্নাতের সুসংবাদ শুনানো হলো। তখন তার আজীবন বন্ধুর কথা মনে পড়লে সে দোয়া করল, ইয়া আল্লাহ আমার অমুক বন্ধু আমাকে আপনার ও আপনার রাসূলের আনুগত্য করার আদেশ দিত, সৎকাজে উৎসাহ দিত, অসৎ কাজ থেকে নিষেধ করত এবং আপনার সাথে সাক্ষাতের বিষয় স্মরণ করিয়ে দিত। কাজেই হে আল্লাহ! আমার পরে তাকে পথভ্রষ্ট করবেন না, যাতে সেও জান্নাতের দৃশ্য দেখতে পারে, যা আপনি আমাকে দেখিয়েছেন। আপনি আমার প্রতি যেমন সন্তুষ্ট, তার প্রতিও তেমন সন্তুষ্ট হোন। এই দোয়ার জবাবে তাকে বলা হবে যাও, তোমার বন্ধুর জন্য আমি যে পুরস্কার ও ছওয়াব রেখেছি, তা যদি তুমি জানতে পার, তবে কাঁদবে কম, হাসবে বেশি। এরপর অপর বন্ধুর ইন্তেকাল হয়ে গেলে উভয়ের রূহ একত্রিত হবে। আল্লাহ তা'আলা তাদেরকে বলবেন, তোমরা একে অপরের প্রশংসা কর। তখন তাদের প্রত্যেকেই অপরের সম্পর্কে বলবে, সে শ্রেষ্ঠ ভাই, শ্রেষ্ঠ সঙ্গী ও শ্রেষ্ঠ বন্ধু।

এর বিপরীতে কাফের বন্ধুদ্বয়ের মধ্যে একজন মারা গেলে তাকে জাহান্নামের ঠিকানা জানোনো হবে। তখন তার বন্ধুর কথা মনে পড়বে এবং সে দোয়া করবে, ইয়া আল্লাহ! আমার অমুক বন্ধু আমাকে আপনার ও আপনার রাসূলের অবাধ্যতা করার আদেশ দিত, মন্দ কাজে উৎসাহ দিত এবং ভালো কাজে বাধা দিত। সে আমাকে বলত যে, আমি কখনো আপনার কাছে হাজির হবো না। কাজেই হে আল্লাহ! আমার পরে তাকে হেদায়েত দিবেন না যাতে সেও জাহান্নামের দৃশ্য দেখে, যা আপনি আমাকে দেখিয়েছেন। আপনি আমার প্রতি যেমন অসন্তুষ্ট, তেমনি তার প্রতিও অসন্তুষ্ট থাকুন। এরপর অপর বন্ধুরও মৃত্যু হয়ে যাবে এবং উভয়ের রূহ একত্রিত হবে। তাদেরকে বলা হবে, তোমরা একে অপরের সম্পর্কে মন্তব্য কর। তখন তাদের প্রত্যেকেই পম্পরের সম্পর্কে বলবে, সে নিকৃষ্ট ভাই, নিকৃষ্ট সঙ্গী এবং নিকৃষ্ট বন্ধু। এ কারণেই ইহকাল ও পরকাল এ উভয় দিক বিচারে উৎকৃষ্ট বন্ধুত্ব তাই, যা আল্লাহর ওয়াস্তে হয়। যে দু'জন মুসলমানের মধ্যে আল্লাহর ওয়াস্তে বন্ধুত্ব হয়, তাদের ফজিলত ও মহত্ত্ব অনেক হাদীসে বর্ণিত আছে। তন্মধ্যে একটি এই যে, হাশরের ময়দানে তারা আল্লাহর আরশের ছায়াতলে থাকবে। 'আল্লাহর ওয়াস্তে' বন্ধুত্বের অর্থ অপরের সাথে কেবল সত্যিকার ধর্মপরায়ণতার ভিত্তিতে সম্পর্ক স্থাপন করা। সেমতে ধর্মীয় শিক্ষার ওস্তাদ, শায়েখ, মুর্শিদ, আলেম ও আল্লাহভক্তদের প্রতি এবং সারা মুসলিম বিশ্বের মুসলমানদের প্রতি নিঃস্বার্থ মহব্বত করা এর অন্তর্ভুক্ত।

শব্দ বিশ্লেষণ :

تَأْتِيَهُمْ : সীগাহ وَاحِدْ مُؤَنَّثْ غَائِبْ বহছ مُضَارِعْ مَعْرُوْف বাব ضَرَبَ মাসদার اَلْاِتْيَانُ মূলবর্ণ (ا - ت - ى) জিনস مُرَكَّبْ (مَهْمُوْز فَاء ও نَاقِص يَائِيْ) অর্থ- তা তাদের উপর এসে পড়ে। আসা। আপতিত হওয়া।

لَايَشْعُرُوْنَ : সীগাহ جَمْع مُذَكَّر غَائِبْ বহছ مُضَارِعْ مَنْفِيْ مَعْرُوْف বাব نَصَرَ মাসদার اَلشُّعُوْرُ মূলবর্ণ (ش - ع - ر) জিনস صَحِيْح অর্থ- তারা জানতে পারে না। বুঝা। অনুধাবন করা।

https://e-ilm.weebly.com/

مُسْلِمِيْنَ : সীগাহ جَمْع مُذَكَّر বহছ اِسْم فَاعِل বাব اِفْعَال মাসদার اَلْاِسْلَامُ মূলবর্ণ (س - ل - م) জিনস صَحِيْح অর্থ- অনুগত। মুসলমান হওয়া।

اُدْخُلُوْا : সীগাহ جَمْع مُذَكَّر حَاضِر বহছ اَمْر حَاضِر مَعْرُوْف বাব نَصَرَ মাসদার اَلدُّخُوْلُ মূলবর্ণ (د - خ - ل) জিনস صَحِيْح অর্থ- প্রবেশ কর।

تُحْبَرُوْنَ : সীগাহ جَمْع مُذَكَّر حَاضِر বহছ مُضَارِعْ مَجْهُوْل বাব نَصَرَ মাসদার اَلْحِبْرُ মূলবর্ণ (ح - ب - ر) জিনস صَحِيْح অর্থ- আনন্দিত মনে। খুশি করা। সুখি করা। উৎফুল্ল করা।

يُطَافُ : সীগাহ وَاحِد مُذَكَّر غَائِبْ বহছ مُضَارِعْ مَجْهُوْل বাব اِفْعَال মাসদার اَلْاِطَافَةُ মূলবর্ণ (ط - و - ف) জিনস اَجْوَف وَاوِىْ অর্থ- পরিবেশন করা হবে। কোনো বস্তুকে বেষ্টন করে নেওয়া। নিকটবর্তী হয়ে যাওয়া।

اَكْوَابٌ : বহুবচন, একবচন كُوْبٌ অর্থ- পান পাত্রসমূহ। পিয়ালাগুলো। পানি রাখার পাত্রগুলো।

تَشْتَهِيْهِ : সীগাহ وَاحِدْ مُؤَنَّثْ غَائِبْ বহছ مُضَارِعْ مَعْرُوْف বাব اِفْتِعَالْ মাসদার اَلْاِشْتِهَاءُ মূলবর্ণ (ش - ه - و) জিনস نَاقِص وَاوِىّ অর্থ- অন্তর সমূহ যা কামনা করে। কামনা করা। আকাঙ্ক্ষা করা।

اَبْرَمُوْا : সীগাহ جَمْع مُذَكَّر غَائِبْ বহছ مَاضِىْ مَعْرُوْف বাব اِفْعَالْ মাসদার اَلْاِبْرَامُ মূলবর্ণ (ب - ر - م) জিনস صَحِيْح অর্থ-তারা ঠিক করেছে। কোনো কাজ দৃঢ় করা।

مُبْرِمُوْنَ : সীগাহ جَمْع مُذَكَّر বহছ اِسْم فَاعِلْ বাব اِفْعَالْ মাসদার اَلْاِبْرَامُ মূলবর্ণ (ب - ر - م) জিনস صَحِيْح অর্থ- কোনো কাজ দৃঢ়করণ।

বাক্য বিশ্লেষণ :

اُدْخُلُوا الْجَنَّةَ اَنْتُمْ وَاَزْوَاجُكُمْ تُحْبَرُوْنَ : এখানে اُدْخُلُوْا শব্দটি فِعْل اَمْر নূন বিলুপ্তির উপর مَبْنِىّ হয়েছে। وَاو টি فَاعِل এবং اَلْجَنَّةَ শব্দটি مَفْعُوْل بِه আর اَنْتُمْ শব্দটি مُبْتَدَأ এবং اَزْوَاجُكُمْ শব্দটি اَنْتُمْ-এর উপর عَطْف হয়েছে। تُحْبَرُوْنَ শব্দটি جُمْلَة হয়ে اَنْتُمْ-এর خَبَرْ হয়েছে। –[ই'রাবুল কুরআন, খণ্ড. ৭, পৃ. ১০২]

https://e-ilm.weebly.com/

৮০. তবে কি তাদের এ ধারণা যে, আমি তাদের গোপন কথা এবং তাদের পরামর্শ শুনি না? আমি অবশ্যই শুনি এবং আমার ফেরেশতাগণ তাদের নিকট রয়েছে [এবং] লিপিবদ্ধ করছে।	اَمْ یَحْسَبُوْنَ اَنَّا لَا نَسْمَعُ سِرَّهُمْ وَنَجْوٰىهُمْ ؕ بَلٰى وَرُسُلُنَا لَدَیْهِمْ یَكْتُبُوْنَ ﴿۸۰﴾
৮১. আপনি বলে দিন, যদি দয়াময় আল্লাহর সন্তান হয়, তবে আমিই তাঁর সর্বপ্রথম ইবাদতকারী।	قُلْ اِنْ كَانَ لِلرَّحْمٰنِ وَلَدٌ ۖۗ فَاَنَا اَوَّلُ الْعٰبِدِیْنَ ﴿۸۱﴾
৮২. যিনি আসমান ও জমিনের মালিক, আরশেরও মালিক, তিনি পবিত্র ঐ সমস্ত উক্তি হতে যা তারা বলছে।	سُبْحٰنَ رَبِّ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ رَبِّ الْعَرْشِ عَمَّا یَصِفُوْنَ ﴿۸۲﴾
৮৩. অতএব, আপনি তাদেরকে [লিপ্ত হয়ে] থাকতে দিন, তাদের বাক-বিতণ্ডতায় ও প্রমোদে তাদেরকে সেই দিনের সম্মুখীন হওয়া পর্যন্ত– যে দিনের প্রতিশ্রুতি তাদেরকে দেওয়া হচ্ছে।	فَذَرْهُمْ یَخُوْضُوْا وَیَلْعَبُوْا حَتّٰى یُلٰقُوْا یَوْمَهُمُ الَّذِیْ یُوْعَدُوْنَ ﴿۸۳﴾
৮৪. আর তিনিই ঐ সত্তা, যিনি আসমানেও ইবাদতের যোগ্য এবং জমিনেও ইবাদতের যোগ্য; আর তিনিই প্রজ্ঞাময়, মহাজ্ঞানী।	وَهُوَ الَّذِیْ فِی السَّمَآءِ اِلٰهٌ وَّفِی الْاَرْضِ اِلٰهٌ ؕ وَهُوَ الْحَكِیْمُ الْعَلِیْمُ ﴿۸۴﴾

শাব্দিক অনুবাদ :

৮০. اَمْ یَحْسَبُوْنَ তবে কি তাদের এ ধারণা যে اَنَّا لَا نَسْمَعُ আমি শুনিনা سِرَّهُمْ وَنَجْوٰىهُمْ তাদের গোপন কথা এবং তাদের পরামর্শ بَلٰى আমি অবশ্যই শুনি وَرُسُلُنَا لَدَیْهِمْ এবং আমার ফেরেশতাগণ তাদের নিকট রয়েছে یَكْتُبُوْنَ লিপিবদ্ধ করছে।

৮১. قُلْ আপনি বলে দিন اِنْ كَانَ لِلرَّحْمٰنِ وَلَدٌ যদি দয়াময় আল্লাহর সন্তান হয় فَاَنَا اَوَّلُ الْعٰبِدِیْنَ তবে আমিই তাঁর সর্বপ্রথম ইবাদতকারী।

৮২. سُبْحٰنَ তিনি পবিত্র ঐ সমস্ত উক্তি হতে رَبِّ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ যিনি আসমান ও জমিনের মালিক رَبِّ الْعَرْشِ আরশেরও মালিক عَمَّا یَصِفُوْنَ যা তারা বলছে।

৮৩. فَذَرْهُمْ অতএব, আপনি তাদেরকে (লিপ্ত হয়ে) থাকতে দিন। یَخُوْضُوْا وَیَلْعَبُوْا তাদের বাক-বিতণ্ডতায় ও প্রমোদে یَوْمَهُمْ। حَتّٰى یُلٰقُوْا তাদেরকে সেই দিনের সম্মুখীন হওয়া পর্যন্ত الَّذِیْ یُوْعَدُوْنَ যে দিনের প্রতিশ্রুতি তাদেরকে দেওয়া হচ্ছে।

৮৪. وَهُوَ الَّذِیْ আর তিনিই ঐ সত্তা فِی السَّمَآءِ اِلٰهٌ যিনি আসমানেও ইবাদতের যোগ্য وَفِی الْاَرْضِ اِلٰهٌ এবং জমিনেও ইবাদতের যোগ্য وَهُوَ الْحَكِیْمُ الْعَلِیْمُ আর তিনিই প্রজ্ঞাময় মহাজ্ঞানী।

https://e-ilm.weebly.com/

৮৫. আর সে সত্তা অতিশয় উচ্চ মর্যাদাবান যাঁর জন্য আসমান ও জমিনের এবং এতদুভয়ের মধ্যে যা আছে, সমস্তের আধিপত্য রয়েছে এবং তাঁরই নিকট কিয়ামতের জ্ঞান রয়েছে, আর তোমরা তাঁরই সমীপে ফিরে যাবে।	وَتَبٰرَكَ الَّذِیْ لَهٗ مُلْكُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ وَمَا بَیْنَهُمَا ۚ وَعِنْدَهٗ عِلْمُ السَّاعَةِ ۚ وَاِلَیْهِ تُرْجَعُوْنَ ﴿٨٥﴾
৮৬. আর তারা আল্লাহ ভিন্ন যে উপাস্যদেরকে ডাকে, তারা কেউই সুপারিশ করার অধিকারী হবে না, কিন্তু যারা সত্য কথা স্বীকার করেছিল এবং বিশ্বাসও করত।	وَلَا یَمْلِكُ الَّذِیْنَ یَدْعُوْنَ مِنْ دُوْنِهِ الشَّفَاعَةَ اِلَّا مَنْ شَهِدَ بِالْحَقِّ وَهُمْ یَعْلَمُوْنَ ﴿٨٦﴾
৮৭. আর যদি ঐ কাফেরদেরকে জিজ্ঞাসা করেন কে তাদেরকে সৃষ্টি করেছে, তবে এটাই বলবে, আল্লাহ। সুতরাং তারা উল্টা কোন দিকে চলছে?	وَلَئِنْ سَاَلْتَهُمْ مَّنْ خَلَقَهُمْ لَیَقُوْلُنَّ اللّٰهُ فَاَنّٰی یُؤْفَكُوْنَ ﴿٨٧﴾
৮৮. আর তিনি রাসূলের এ উক্তি সম্বন্ধেও অবহিত আছেন যে, হে আমার প্রতিপালক! এরা এমন লোক যে, ঈমান আনছে না।	وَقِیْلِهٖ یٰرَبِّ اِنَّ هٰۤؤُلَآءِ قَوْمٌ لَّا یُؤْمِنُوْنَ ﴿٨٨﴾
৮৯. অতএব, আপনি তাদের হতে বিমুখ থাকুন এবং বলুন, তোমাদেরকে সালাম করছি; অতঃপর তারা সত্বরই জানতে পারবে।	فَاصْفَحْ عَنْهُمْ وَقُلْ سَلٰمٌ ۗ فَسَوْفَ یَعْلَمُوْنَ ﴿٨٩﴾ ع ٧ ١٢

শাব্দিক অনুবাদ :

৮৫. وَتَبٰرَكَ الَّذِیْ আর সে সত্তা অতিশয় উচ্চ মর্যাদাবান لَهٗ যার জন্য রয়েছে مُلْكُ আধিপত্য السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ আসমান ও জমিনের وَمَا بَیْنَهُمَا এবং এতদুভয়ের মধ্যে যা আছে সমস্তের وَعِنْدَهٗ এবং তাঁরই নিকট রয়েছে عِلْمُ السَّاعَةِ কিয়ামতের জ্ঞান وَاِلَیْهِ تُرْجَعُوْنَ আর তোমরা তাঁরই সমীপে ফিরে যাবে।

৮৬. وَلَا یَمْلِكُ আর অধিকারী হবে না الَّذِیْنَ یَدْعُوْنَ مِنْ دُوْنِهٖ তারা আল্লাহ ভিন্ন যে উপাস্যদেরকে ডাকে الشَّفَاعَةَ তারা কেউ সুপারিশ করার اِلَّا مَنْ شَهِدَ بِالْحَقِّ কিন্তু যারা সত্য কথা স্বীকার করেছিল وَهُمْ یَعْلَمُوْنَ এবং বিশ্বাসও করত।

৮৭. وَلَئِنْ سَاَلْتَهُمْ আর যদি ঐ কাফেরদেরকে জিজ্ঞাসা করেন مَّنْ خَلَقَهُمْ কে তাদেরকে সৃষ্টি করেছে لَیَقُوْلُنَّ اللّٰهُ তবে এটাই বলবে আল্লাহ فَاَنّٰی یُؤْفَكُوْنَ সুতরাং তারা উল্টা কোন দিকে চলছে।

৮৮. وَقِیْلِهٖ আর তিনি রাসূলের এ উক্তি সম্বন্ধেও অবহিত আছেন যে یٰرَبِّ হে আমার প্রতিপালক! اِنَّ هٰۤؤُلَآءِ قَوْمٌ এরা এমন লোক যে لَا یُؤْمِنُوْنَ ঈমান আনছে না।

৮৯. فَاصْفَحْ عَنْهُمْ অতএব আপনি তাদের থেকে বিমুখ থাকুন وَقُلْ এবং বলুন سَلٰمٌ তোমাদেরকে সালাম করছি فَسَوْفَ یَعْلَمُوْنَ অতঃপর তারা সত্বরই জানতে পারবে।

https://e-ilm.weebly.com/

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

أَمْ يَحْسَبُوْنَ اَنَّا لَا نَسْمَعُ سِرَّهُمْ وَنَجْوَاهُمْ بَلٰى وَرُسُلُنَا لَدَيْهِمْ يَكْتُبُوْنَ

শানে নুযূল : আলোচ্য আয়াত তিন ব্যক্তির পারস্পরিক সংলাপ সম্পর্কে অবতীর্ণ হয়েছে। তারা তিনজন মানুষ কা'বাগৃহের গিলাফে আত্মগোপন করেছিল। তাদের হতে একজন বলল যে, আল্লাহ তা'আলা আমাদের কথা কি শুনেন, এতে তোমাদের মতামত কি? দ্বিতীয়জন বলল যে, তোমরা যখন উচ্চৈঃস্বরে কথা বল তা তিনি শুনতে পান আর যা তোমরা গোপনে বাক্যালাপ কর তা তিনি শুনতে পান না। তৃতীয় ব্যক্তি বলল যে, তোমরা উচ্চৈঃস্বরে যা বল তা যদি তিনি শুনেন, গোপনে বললেও তিনি তা শুনতে পারেন। তাদের সেই কথোপকথনের পরিপ্রেক্ষিতে আল্লাহ তা'আলা আলোচ্য আয়াত নাজিল করেন। -[কুরতুবী ১০৩/১৬]

وَلَا يَمْلِكُ الَّذِيْنَ يَدْعُوْنَ مِنْ دُوْنِهِ الشَّفَاعَةَ اِلَّا مَنْ شَهِدَ بِالْحَقِّ وَهُمْ يَعْلَمُوْنَ

শানে নুযূল : নযরবিন হারিছ এবং কুরাইশের এক শ্রেণির লোকেরা বলেছিল যে, মুহাম্মদ যা কিছু বলেছে তা যদি সত্য হয়ে থাকে, তাহলে আমরা ফেরেশতাদেরকে জামিনদার বানিয়ে নেব। কারণ ফেরেশতারা তার অপেক্ষা আমাদের জন্য অধিক সুপারিশকারী হবে। তাদের এহেন ভ্রান্ত ধারণার পরিপ্রেক্ষিতে আল্লাহ তা'আলা আলোচ্য আয়াত নাজিল করেন।–[কুরতুবী : ১০৬/১৬]

اِنْ كَانَ لِلرَّحْمٰنِ وَلَدٌ فَاَنَا اَوَّلُ الْعَابِدِيْنَ –(যদি রহমান আল্লাহর কোনো সন্তান থাকত, তবে আমিই সর্বপ্রথম তার ইবাদত করতাম।) এর অর্থ এই নয় যে, আল্লাহর সন্তান হওয়া কোনো পর্যায়ে সম্ভব। বরং উদ্দেশ্য একথা ব্যক্ত করা যে, আমি কোনো শত্রুতা ও হঠকারিতাবশত তোমাদরে বিশ্বাস অস্বীকার করছি না; বরং প্রমাণাদির আলোকেই করছি। বিশুদ্ধ প্রমাণাদি দ্বারা আল্লাহর সন্তান থাকা প্রমাণিত হলে আমি অবশ্যই তা মেনে নিতাম। কিন্তু সর্বপ্রকার দলিল এর বিপক্ষে। কাজেই মেনে নেওয়ার প্রশ্নই উঠে না। এ থেকে জানা গেল যে, মিথ্যাপন্থিদের সাথে বিতর্কের সময় নিজের সত্যপ্রিয়তা ফুটানোর উদ্দেশ্যে একথা বলা জায়েজ ও সমীচীন যে, তোমার দাবি সত্য প্রমাণতি হলে আমি মেনে নিতাম। কেননা মাঝে মাঝে এ ধরনের কথায় প্রতিপক্ষের মনে নম্রতা সৃষ্টি হয়, যা তাকে সত্য গ্রহণে উৎসাহিত করে।

وَقِيْلِهٖ يٰرَبِّ اِنَّ هٰٓؤُلَاۤءِ قَوْمٌ لَّا يُؤْمِنُوْنَ –এ বাক্যটি অবতারণার উদ্দেশ্য কাফেরদের উপর গজব নাজিল হওয়ার যে বহুবিধ গুরুতর কারণ বিদ্যমান রয়েছে, তা ব্যক্ত করা। একদিকে তাদের অপরাধ এমনিতেই গুরুতর, অপরদিকে "রাহমতুল্লিল-আলামীন" ও "শাফীউল মূযনিবীন" রূপে প্রেরিত রাসূল ﷺ স্বয়ং তাদের বিরুদ্ধে অভিযোগ দায়ের করেছেন এবং বলেছেন যে, তারা বারবার বলা সত্ত্বেও বিশ্বাস স্থাপন করে না। এখন অনুমান করা যায় যে, তারা রাসূল ﷺ-এর উপর কি পরিমাণ নির্যাতন চালিয়েছে। মামুলী কষ্ট পেয়ে রাহমাতুল্লিল আলামীন ﷺ আল্লাহ তা'আলার কাছে এমন বেদনামিশ্রিত অভিযোগ করতেন না। এ তাফসীর অনুযায়ী وَقِيْلِهٖ-এর এক আয়াত পূর্বে اَلسَّاعَةُ শব্দের উপর مَعْطُوْف হয়েছে। এ আয়াতের আরো কয়েকটি তাফসীর করা হয়েছে। উদাহরণত وَاوْ অক্ষরটি কসমের অর্থ বুঝায় এবং اِنَّ هٰٓؤُلَاۤءِ কসমের জবাব। এসব তাফসীর রূহুল মা'আনীতে দ্রষ্টব্য।

وقل سلام –পরিশেষে শিক্ষা দেওয়া হয়েছে যে, বিরোধীদের দলিল ও আপত্তির জবাব দিন, কিন্তু তারা অজ্ঞতা ও মুর্খতা প্রদর্শনে কিংবা দুর্নাম রটনায় প্রবৃত্ত হলে তার জবাব তাদের ভাষায় না দিয়ে নিশ্চুপ থাকুন। "সালাম বলুন"-এর অর্থ আসসালামু আলাইকুম বলা নয়। কেননা কোনো অমুসলিমকে এই ভাষায় সালাম করা বৈধ নয়। বরং এটা এক বাকপদ্ধতি। কারও সাথে সম্পর্কচ্ছেদ করতে হলে বলা হয়, "আমার পক্ষ থেকে সালাম" অথবা "তোমাকে সালাম করি।" এতে সত্যিকারভাবে সালাম উদ্দেশ্য থাকে না, বরং উদ্দেশ্য এই যে, আমি সুন্দরভাবে তোমার সাথে সম্পর্ক ছিন্ন করতে চাই। কাজেই এ আয়াত দ্বারা কাফেরদেরকে اَلسَّلَامُ عَلَيْكُمْ বলা অথবা سَلَامٌ বলা বৈধ প্রতিপন্ন করা অসঙ্গত।

–[রূহুল মা'আনী]

https://e-ilm.weebly.com/

শব্দ বিশ্লেষণ :

قُلْ : সীগাহ وَاحِدْ مُذَكَّرْ حَاضِرْ বহছ اَمْر حَاضِرْ مَعْرُوْف বাব نَصَرَ মাসদার اَلْقَوْلُ মূলবর্ণ (ق – و – ل) জিনস اَجْوَف وَاوِىْ অর্থ- আপনি বলে দিন। বলা। কথা বলা।

يَصِفُوْنَ : সীগাহ جَمْع مُذَكَّرْ غَائِبْ বহছ مُضَارِعْ مَعْرُوْف বাব ضَرَبَ মাসদার اَلْوَصْفُ মূলবর্ণ (و – ص – ف) জিনস مِثَال وَاوِىْ অর্থ- এরা বলছে। বিবরণ দেওয়া। বর্ণনা করা।

ذَرْهُمْ : সীগাহ وَاحِدْ مُذَكَّرْ حَاضِرْ বহছ اَمْر حَاضِرْ مَعْرُوْف বাব ضَرَبَ মাসদার اَلْوَذْرُ মূলবর্ণ (و – ذ – ر) জিনস مِثَال وَاوِىْ অর্থ- আপনি তাদেরকে থাকতে দিন। পরিত্যাগ করা।

يَخُوْضُوْا : সীগাহ جَمْع مُذَكَّرْ غَائِبْ বহছ مُضَارِعْ مَعْرُوْف বাব نَصَرَ মাসদার اَلْخَوْضُ মূলবর্ণ (خ – و – ض) জিনস اَجْوَف وَاوِىْ অর্থ- তাদের এ কাজে। বাকবিতণ্ড করা। অহেতুক সমালোচনা করা।

يَلْعَبُوْا : সীগাহ جَمْع مُذَكَّرْ غَائِبْ বহছ مُضَارِعْ مَعْرُوْف বাব سَمِعَ মাসদার اَللَّعْبُ মূলবর্ণ (ل – ع – ب) জিনস صَحِيْح অর্থ- তাদের প্রমোদে। খেলা। খেলাধুলা করা।

يُلٰقُوْا : সীগাহ جَمْع مُذَكَّرْ غَائِبْ বহছ مُضَارِعْ مَعْرُوْف বাব مُفَاعَلَه মাসদার اَلْمُلَاقَةُ মূলবর্ণ (ل – ق – ى) জিনস نَاقِص يَائِىْ অর্থ- সম্মুখীন হওয়া। মিলিত হওয়া। সাক্ষাৎ করা। সাক্ষাৎ পাওয়া।

تُرْجَعُوْنَ : সীগাহ جَمْع مُذَكَّرْ حَاضِرْ বহছ مُضَارِعْ مَجْهُوْل বাব ضَرَبَ মাসদার اَلرَّجْعُ ও اَلرُّجُوْعُ মূলবর্ণ (ر – ج – ع) জিনস صَحِيْح অর্থ- তোমরা ফিরে যাবে। প্রত্যাবর্তিত হওয়া। ফিরে আসা।

لَيَقُوْلُنَّ : সীগাহ جَمْع مُذَكَّرْ غَائِبْ বহছ لَامْ تَاكِيْد بَانُوْن تَاكِيْد ثَقِيْلَه دَرْ فِعْل مُسْتَقْبِلْ مَعْرُوْف বাব نَصَرَ মাসদার اَلْقَوْلُ মূলবর্ণ (ق – و – ل) জিনস اَجْوَف وَاوِىْ অর্থ– তবে তারা এটাই বলবে। বলা।

يُؤْفَكُوْنَ : সীগাহ جَمْع مُذَكَّرْ غَائِبْ বহছ مُضَارِعْ مجهول বাব ضَرَبَ ও سَمِعَ মাসদার اَلْاِفْكُ মূলবর্ণ (ا – ف – ك) জিনস مَهْمُوْز فَاء অর্থ- তারা উল্টা চলছে। তাদেরকে ফিরানো হবে।

اِصْفَحْ : সীগাহ وَاحِدْ مُذَكَّرْ حَاضِرْ বহছ اَمْر حَاضِرْ مَعْرُوْف বাব فَتَحَ মাসদার اَلصَّفْحُ মূলবর্ণ (ص – ف – ح) জিনস صَحِيْح অথ–আপনি বিমুখ থাকুন। প্রত্যাখ্যান করা। ক্ষমা করা। মার্জনা করা।

বাক্য বিশ্লেষণ :

سُبْحٰنَ رَبِّ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ رَبِّ الْعَرْشِ عَمَّا يَصِفُوْنَ : এখানে سُبْحٰنَ শব্দটি উহ্য ফে'লের مَفْعُوْل مُطْلَقْ - سُبْحَانَ শব্দটি রَبِّ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ এবং عَمَّا এবং بَدْل থেকে رَبِّ প্রথম رَبِّ الْعَرْشِ আর مُضَافْ اِلَيْه হচ্ছে এর সাথে مُتَعَلِّقْ আর يَصِفُوْنَ টি مَا مَوْصُوْلَة- এর صِلَة –[ই'রাবুল কুরআন, খণ্ড : ৭. পৃ. ১০৮]

https://e-ilm.weebly.com/

سُوْرَةُ الدُّخَانِ مَكِّيَّةٌ
সূরা দুখান

মক্কায় অবতীর্ণ; আয়াত– ৫৯, রুকূ'– ৩

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ○

পরম করুণাময়, দয়ালু আল্লাহর নামে শুরু করছি।

১. হা-মীম।	حٰمٓ ﴿١﴾
২. শপথ সেই স্পষ্ট কিতাবের।	وَالْكِتٰبِ الْمُبِيْنِ ﴿٢﴾
৩. আমি একে এক বরকতময় রাত্রিতে অবতীর্ণ করেছি, আমি সতর্ককারী ছিলাম।	اِنَّآ اَنْزَلْنٰهُ فِيْ لَيْلَةٍ مُّبٰرَكَةٍ اِنَّا كُنَّا مُنْذِرِيْنَ ﴿٣﴾
৪. ঐ রাত্রিতে প্রত্যেক হেকমতপূর্ণ বিষয়ের সিদ্ধান্ত করা হয়ে থাকে।	فِيْهَا يُفْرَقُ كُلُّ اَمْرٍ حَكِيْمٍ ﴿٤﴾
৫. আমার পক্ষ হতে [প্রদত্ত] নির্দেশক্রমে; আমি আপনাকে [রাসূলরূপে] প্রেরণকারী ছিলাম।	اَمْرًا مِّنْ عِنْدِنَا ؕ اِنَّا كُنَّا مُرْسِلِيْنَ ﴿٥﴾
৬. অনুগ্রহ হেতু– যা আপনার প্রতিপালকের পক্ষ হতে হয়ে থাকে; নিঃসন্দেহে তিনি অত্যন্ত শ্রবণকারী, মহাজ্ঞানী।	رَحْمَةً مِّنْ رَّبِّكَ ؕ اِنَّهٗ هُوَ السَّمِيْعُ الْعَلِيْمُ ﴿٦﴾

শাব্দিক অনুবাদ :

১. حٰمٓ হা-মীম।

২. وَالْكِتٰبِ শপথ সেই কিতাবের الْمُبِيْنِ স্পষ্ট।

৩. اِنَّآ اَنْزَلْنٰهُ আমি একে অবতীর্ণ করেছি فِيْ لَيْلَةٍ مُّبٰرَكَةٍ এক বরকতময় রাত্রিতে اِنَّا كُنَّا مُنْذِرِيْنَ আমি সতর্ককারী ছিলাম।

৪. فِيْهَا يُفْرَقُ ঐ রাত্রিতে সিদ্ধান্ত করা হয়ে থাকে كُلُّ اَمْرٍ حَكِيْمٍ প্রত্যেক হেকমতপূর্ণ বিষয়ের।

৫. اَمْرًا مِّنْ عِنْدِنَا আমার পক্ষ হতে (প্রদত্ত) নির্দেশক্রমে اِنَّا كُنَّا مُرْسِلِيْنَ আমি আপনাকে (রাসূলরূপে) প্রেরণকারী ছিলাম।

৬. رَحْمَةً مِّنْ رَّبِّكَ অনুগ্রহ হেতু যা আপনার প্রতিপালকের পক্ষ থেকে হয়ে থাকে اِنَّهٗ هُوَ السَّمِيْعُ الْعَلِيْمُ নিঃসন্দেহে তিনি অত্যন্ত শ্রবণকারী, মহাজ্ঞানী।

https://e-ilm.weebly.com/

https://e-ilm.weebly.com/

১৪. তথাপি তারা তাঁকে অমান্য করল এবং এটাই বলতে লাগল যে, [এ ব্যক্তি অন্য হতে] শিক্ষাপ্রাপ্ত, উন্মাদ।	ثُمَّ تَوَلَّوْا عَنْهُ وَقَالُوا مُعَلَّمٌ مَّجْنُونٌ ﴿١٤﴾
১৫. আমি কিছুকালের জন্য এ বিপদ দূর করে দেব, তোমরা তোমাদের সেই পূর্ব অবস্থায় ফিরে যাবে।	إِنَّا كَاشِفُو الْعَذَابِ قَلِيلًا ۚ إِنَّكُمْ عَائِدُونَ ﴿١٥﴾
১৬. যেদিন আমি অত্যন্ত কঠিনভাবে ধৃত করব, [সেদিন] আমি পূর্ণ প্রতিশোধ নিব।	يَوْمَ نَبْطِشُ الْبَطْشَةَ الْكُبْرَىٰ ۚ إِنَّا مُنتَقِمُونَ ﴿١٦﴾
১৭. আর আমি তাদের পূর্বে ফেরাউনের কওমকে পরীক্ষা করেছিলাম এবং তাদের নিকট একজন সম্মানিত রাসূল [মূসা] এসেছিলেন।	وَلَقَدْ فَتَنَّا قَبْلَهُمْ قَوْمَ فِرْعَوْنَ وَجَاءَهُمْ رَسُولٌ كَرِيمٌ ﴿١٧﴾
১৮. [বলেছিলেন], আল্লাহর বান্দাদেরকে আমার নিকট সোপর্দ করে দাও; আমি তোমাদের প্রতি প্রেরিত বিশ্বস্ত [রাসূল]।	أَنْ أَدُّوا إِلَيَّ عِبَادَ اللَّهِ ۖ إِنِّي لَكُمْ رَسُولٌ أَمِينٌ ﴿١٨﴾
১৯. এবং এটাও যে, তোমরা আল্লাহর অবাধ্যতা করো না, আমি তোমাদের সম্মুখে এক স্পষ্ট প্রমাণ পেশ করছি।	وَأَن لَّا تَعْلُوا عَلَى اللَّهِ ۖ إِنِّي آتِيكُم بِسُلْطَانٍ مُّبِينٍ ﴿١٩﴾
২০. আর তোমরা যে আমাকে প্রস্তরাঘাতে হত্যা করবে সে সম্বন্ধে আমি আমার প্রতিপালকের ও তোমাদের প্রতিপালকের আশ্রয় গ্রহণ করছি।	وَإِنِّي عُذْتُ بِرَبِّي وَرَبِّكُمْ أَن تَرْجُمُونِ ﴿٢٠﴾

শাব্দিক অনুবাদ :

১৪. ثُمَّ تَوَلَّوْا عَنْهُ তথাপি তারা তাঁকে অমান্য করল وَقَالُوا, এবং এটাই বলতে লাগল যে مُعَلَّمٌ শিক্ষা প্রাপ্ত مَّجْنُونٌ উন্মাদ।

১৫. إِنَّا كَاشِفُوا الْعَذَابِ আমি এ বিপদ দূর করে দিব قَلِيلًا কিছু কালের জন্য إِنَّكُمْ عَائِدُونَ তোমরা তোমাদের সেই পূর্ব অবস্থায় ফিরে যাবে।

১৬. يَوْمَ যেদিন نَبْطِشُ আমি ধৃত করব الْبَطْشَةَ الْكُبْرَىٰ অত্যন্ত কঠিনভাবে إِنَّا مُنتَقِمُونَ আমি পূর্ণ প্রতিশোধ নিব।

১৭. وَلَقَدْ فَتَنَّا, আর আমি পরীক্ষা করেছিলাম قَبْلَهُمْ তাদের পূর্বে قَوْمَ فِرْعَوْنَ ফেরাউনের কওম কে وَجَاءَهُمْ رَسُولٌ كَرِيمٌ এবং তাদের নিকট একজন সম্মানিত রাসূল এসেছিলেন।

১৮. أَنْ أَدُّوا إِلَيَّ আমার নিকট সোপর্দ করে দাও عِبَادَ اللَّهِ আল্লাহর বান্দাদেরকে إِنِّي لَكُمْ رَسُولٌ أَمِينٌ আমি তোমাদের প্রতি প্রেরিত বিশ্বস্ত (রাসূল)।

১৯. وَأَن لَّا تَعْلُوا عَلَى اللَّهِ এবং এটা ও যে, তোমরা আল্লাহর অবাধ্যতা করো না إِنِّي آتِيكُم আমি তোমাদের সম্মুখে পেশ করছি بِسُلْطَانٍ مُّبِينٍ এক স্পষ্ট প্রমাণ।

২০. وَإِنِّي عُذْتُ আর আমি আশ্রয় গ্রহণ করছি بِرَبِّي وَرَبِّكُمْ আমার প্রতিপালকের ও তোমাদের প্রতিপালকের أَن تَرْجُمُونِ তোমরা যে আমাকে প্রস্তরাঘাতে হত্যা করবে সে সম্বন্ধে।

https://e-ilm.weebly.com/

২১. আর যদি তোমরা আমার প্রতি ঈমান না আন, তবে আমা হতে দূরে থাক।	وَاِنْ لَّمْ تُؤْمِنُوْا لِيْ فَاعْتَزِلُوْنِ ﴿٢١﴾
২২. অতঃপর মূসা স্বীয় প্রতিপালকের সমীপে প্রার্থনা করলেন, এরা তো গুরুতর অপরাধপরায়ণ লোক।	فَدَعَا رَبَّهٗٓ اَنَّ هٰٓؤُلَآءِ قَوْمٌ مُّجْرِمُوْنَ ﴿٢٢﴾
২৩. [আল্লাহ বললেন], এখন তুমি আমার বান্দাগণসহ রাতারাতি চলে যাও, তোমাদের পশ্চাদ্ধাবন করা হবে।	فَاَسْرِ بِعِبَادِيْ لَيْلًا اِنَّكُمْ مُّتَّبَعُوْنَ ﴿٢٣﴾
২৪. আর তোমরা সেই সমুদ্রকে শান্ত [শুষ্ক] অবস্থায় ছেড়ে দাও; তাদের পূর্ণ বাহিনীকে নিমজ্জিত করে দেওয়া হবে।	وَاتْرُكِ الْبَحْرَ رَهْوًا ؕ اِنَّهُمْ جُنْدٌ مُّغْرَقُوْنَ ﴿٢٤﴾
২৫. তারা ছেড়ে গিয়েছিল কত উদ্যান ও ঝরনাসমূহ।	كَمْ تَرَكُوْا مِنْ جَنّٰتٍ وَّعُيُوْنٍ ﴿٢٥﴾
২৬. এবং কত শস্যক্ষেত্র ও উত্তম বাসস্থানসমূহ।	وَّزُرُوْعٍ وَّمَقَامٍ كَرِيْمٍ ﴿٢٦﴾

শাব্দিক অনুবাদ :

২১. وَاِنْ لَّمْ تُؤْمِنُوْا لِيْ আর যদি তোমরা আমার প্রতি ঈমান না আন فَاعْتَزِلُوْنِ তবে আমা হতে দূরে থাক।

২২. فَدَعَا رَبَّهٗ অতঃপর মূসা স্বীয় প্রতিপালকের সমীপে প্রার্থনা করলেন اَنَّ هٰٓؤُلَآءِ قَوْمٌ مُّجْرِمُوْنَ এরা তো গুরুতর অপরাধপরায়ণ লোক।

২৩. فَاَسْرِ بِعِبَادِيْ لَيْلًا এখন তুমি আমার বান্দাগণসহ রাতারাতি চলে যাও اِنَّكُمْ مُّتَّبَعُوْنَ তোমাদের পশ্চাদ্ধাবন করা হবে।

২৪. وَاتْرُكِ الْبَحْرَ আর তোমরা সেই সমুদ্রকে ছেড়ে দাও رَهْوًا শান্ত অবস্থায় اِنَّهُمْ جُنْدٌ مُّغْرَقُوْنَ তাদের পূর্ণ বাহিনী কে নিমজ্জিত করে দেওয়া হবে।

২৫. كَمْ কত تَرَكُوْا তারা ছেড়ে গিয়েছিল مِنْ جَنّٰتٍ উদ্যান وَّعُيُوْنٍ ও ঝরনাসমূহ।

২৬. وَّزُرُوْعٍ এবং কত শস্যক্ষেত্র وَّمَقَامٍ كَرِيْمٍ ও উত্তম বাসস্থানসমূহ।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

সূরা দুখান প্রসঙ্গে জ্ঞাতব্য : মক্কায় অবতীর্ণ এ সূরায় ৩ রুকূ' ৫৯ আয়াত রয়েছে। এ সূরার বাক্য সংখ্যা ৩৪৬ এবং এতে অক্ষর হলো ১, ৪৩১ টি।

এ সূরার ফজিলত : ইবনে মারদুবিয়া হযরত আবূ উমামা বাহেলী (রা.) -এর সূত্রে বর্ণনা করেছেন, যে ব্যক্তি জুমা রাতে অথবা জুমার দিনে সূরা আদদুখান তেলাওয়াত করে, আল্লাহ পাক তার জন্য জান্নাতে একটি মহল তৈরি করেন।

বায়হাকী অন্য একখানি হাদীস সংকলন করেছেন, যে ব্যক্তি জুমার রাতে হামিম আদ দুখান এবং সূরা ইয়াসীন তেলাওয়াত করে সকালে সে এমন অবস্থায় জাগ্রত হবে যে, তার সকল গুনাহ মাফ করে দেওয়া হয়েছে।

ইমাম তিরমিযী এবং বায়হাকী (র.) হযরত আবূ হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত হাদীস সংকলন করেছেন, মহানবী ﷺ ইরশাদ করেছেন, যে ব্যক্তি সূরা হামিম আদদুখান রাত্রিকালে তেলাওয়াত করবে, সকাল পর্যন্ত তার জন্য সত্তর হাজার ফেরেশতা মাগফেরাতের দোয়া করতে থাকবে। [তাফসীরে রূহুল মা'আনী-খ . ২৫ পৃ. ১১০ তাফসীরে দুররুল মানসূর খ.৬, পৃ. ২৭ তাফসীরে মা'আরিফুল কুরআন কৃত আল্লামা কান্ধলভী (র.) খ-৬, পৃ. ২৮৯]

https://e-ilm.weebly.com/

https://e-ilm.weebly.com/

করেছেন এবং কাযী আবূ বকর ইবনে আরাবী (র.) সংশ্লিষ্ট বর্ণনাগুলো নির্ভরযোগ্য নয় বলে মন্তব্য করেছেন। ইবনে আরাবী (র.) শবে বরাতের ফজিলত স্বীকার করেন না। তবে কোনো কোনো মাশায়েখ দুর্বল হলেও হাদীসগুলোকে কবুল করেছেন। কেননা ফজিলত সম্পর্কিত দুর্বল রেওয়ায়েত কবুল করার অবকাশ রয়েছে।

فَارْتَقِبْ يَوْمَ تَأْتِى السَّمَاءُ بِدُخَانٍ مُّبِيْنٍ يَّغْشَى النَّاسَ هٰذَا عَذَابٌ اَلِيْمٌ

শানে নুযূল : বুখারী, মুসলিম ও তিরমিযী, ইয়াহইয়া ও আবূ মু'আবিয়া এর উদ্ধৃতি দিয়ে হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা.) কর্তৃক বর্ণিত এক রেওয়ায়েত বর্ণনা করেন যে, কুরাইশরা যখন রাসূল ﷺ-এর কঠোর বিরোধিতা ও নাফরমানিতে লেগে গেল, তখন রাসূল ﷺ তাদের জন্য হযরত ইউসুফ (আ.) এর সময় যেরূপ দুর্ভিক্ষ ছিল, অনুরূপ দুর্ভিক্ষের জন্য বদদোয়া করেন। ফলে তাদেরকে দুর্ভিক্ষ আক্রান্ত করে। তারা অনেক কষ্ট পোহাল এমনকি তারা মৃত জন্তুর হাড় পর্যন্ত কুড়িয়ে খেয়ে জীবন রক্ষা করেছে। দুর্ভিক্ষের প্রচণ্ডতার কারণে কোনো মানুষ আকাশের দিকে তাকালে আকাশে শুধু ধোয়া আর ধোয়াই দৃষ্টিগোচর হতো। সে পরিপ্রেক্ষিতে আল্লাহ তা'আলা আলোচ্য আয়াত নাজিল করেন।

অতঃপর রাসূল ﷺ -এর নিকট যখন আবেদন করা হলো যে, হে আল্লাহর রাসূল! আপনি বৃষ্টিপাতের জন্য দোয়া করুন। তারা তো ধ্বংসের কবলে নিপতিত। রাসূল ﷺ বললেন যে, মুদার গোত্রের জন্য দোয়া করব তুমি তো বড় দুঃসাহসিক ব্যক্তি। সুতরাং মুদার গোত্রের জন্যও বৃষ্টিপাতের দোয়া করা হয় ফলে বৃষ্টিপাত হয়। তখন اِنَّكُمْ عَائِدُوْنَ আয়াতটি নাজিল হয়। পরবর্তীতে তারা যখন স্বনির্ভর হয়ে যায় তখন আবারও তারা পূর্ব অবস্থায় ফিরে যায়। তখন আল্লাহ তা'আলা يَوْمَ نَبْطِشُ الْبَطْشَةَ الْكُبْرٰى اِنَّا مُنْتَقِمُوْنَ আয়াতটি নাজিল করেন।

-[কুরতুবী ১১৫/১৬, বাহরে মুহীত্ব ৩৩৪/৮, রূহুল মা'আনী ১১৭/২৫, ফতহুল কাদীর ৫৭২, ইবনে কাছীর ১৩৮/৪]

আলোচ্য আয়াতসমূহে উল্লিখিত ধোয়া সম্পর্কে সাহাবী ও তাবেয়ীগণের তিন প্রকার উক্তি বর্ণিত আছে। প্রথম উক্তি এই যে, এটা কিয়ামতের অন্যতম আলামত যা কিয়ামতের সন্নিকটবর্তী সময়ে সংঘটিত হবে এই উক্তি হযরত আলী, ইবনে আব্বাস, ইবনে ওমর, আবূ হুরায়রা (রা.), হাসান বসরী (র.) প্রমুখ থেকে বর্ণিত আছে। দ্বিতীয় উক্তি এই যে, এ ভবিষ্যদ্বাণী অতীতে পূর্ণ হয়ে গেছে এবং এতে মক্কার সে দুর্ভিক্ষ বুঝানো হয়েছে, যা রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর বদদোয়ার ফলে মক্কাবাসীদের উপর অর্পিত হয়েছিল। তারা ক্ষুধার্ত অবস্থায় মৃত্যুবরণ করেছিল এবং মৃত জন্তু পর্যন্ত খেতে বাধ্য হয়েছিল। আকাশে বৃষ্টি ও মেঘের পরিবর্তে ধুম্র দৃষ্টিগোচর হতো। এ উক্তি হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা.) প্রমুখের। তৃতীয় উক্তি এই যে, এখানে মক্কা বিজয়ের দিন মক্কার আকাশে উত্থিত ধুলিকণাকে ধুম্র বলা হয়েছে। এ উক্তি আব্দুর রহমান আরাজ প্রমুখের।-[কুরতুবী] প্রথমোক্ত উক্তিদ্বয়ই প্রসিদ্ধ। তৃতীয় উক্তি ইবনে কাছীরের মতে অগ্রাহ্য। সহীহ হাদীসসমূহে দ্বিতীয় উক্তিই অবলম্বিত হয়েছে। প্রথমোক্ত উক্তিদ্বয়ের রেওয়ায়েত নিম্নরূপ :

সহীহ মুসলিমের রেওয়ায়েতে হুযায়ফা ইবনে উসায়েদ (র.) বলেন, একবার রাসূলুল্লাহ ﷺ উপর তলার কক্ষ থেকে আমাদের প্রতি দৃষ্টিপাত করলেন। আমরা তখন পরস্পর কিয়ামতের আলামত সম্পর্কে আলোচনা করছিলাম। তিনি বললেন, যত দিন তোমরা দশটি আলামত না দেখ, ততদিন কিয়ামত হবে না-(১) পশ্চিম দিক থেকে সূর্যোদয়, (২) দুখান তথা ধুম্র, (৩) দাব্বাতুল আরদ, (৪) ইয়াজুজ-মাজুজের আবির্ভাব, (৫) হযরত ঈসা (আ.)-এর অবতরণ (৬) দাজ্জলের আর্বিভাব, (৭) পূর্বে ভূমিধস (৮) পশ্চিমে ভূমিধস (৯) আরব উপদ্বীপে ভূমিধস, (১০) আদন থেকে এক অগ্নি বের হবে এবং মানুষকে হাঁকিয়ে নিয়ে যাবে। মানুষ যেখানে রাত্রিযাপন করতে আসবে, অগ্নিও থেমে যাবে, যেখানে দুপুরে বিশ্রামের জন্য আসবে, সেখানে অগ্নিও থেমে যাবে।-[ইবনে কাছীর]

আবূ মালেক আশ' আরী (র.) থেকে বর্ণিত রেওয়ায়েতে রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন, আমি তোমাদেরকে তিন বিষয়ে সতর্ক করছি-(এক) ধুম্র, যা মুমিনগণকে কেবল এক প্রকার সর্দিতে আক্রান্ত করে দেবে এবং কাফেরের দেহে প্রবেশ করে প্রতিটি রন্ধ্রপথে বের হতে থাকবে। (দুই) দাব্বা (ভূগর্ভ থেকে নির্গত অদ্ভুত জানোয়ার) এবং (তিন) দাজ্জাল। ইবনে কাছীর এমনি ধরনের আরো কয়েকটি রেওয়ায়েত উদ্ধৃত করে লিখেন :

هٰذَا اِسْنَادٌ صَحِيْحٌ اِلَى ابْنِ عَبَّاسٍ خَيْرِ الْاُمَّةِ وَتَرْجَمَانِ الْقُرْاٰنِ وَهٰكَذَا قَوْلُ مَنْ وَافَقَهٗ مِنَ الصَّحَابَةِ وَالتَّابِعِيْنَ مَعَ الْاَحَادِيْثِ الْمَرْفُوْعَةِ مِنَ الصِّحَاحِ وَالْحِسَانِ وَغَيْرِهِمَا الَّتِىْ اَوْرَدُوْهَا مِمَّا فِيْهِ مُقْنَعٌ وَدَلَالَةٌ ظَاهِرَةٌ عَلٰى اَنَّ الدُّخَانَ مِنَ الْاٰيَاتِ الْمُنْتَظَرَةِ مَعَ اَنَّهٗ ظَاهِرُ الْقُرْاٰنِ فَارْتَقِبْ يَوْمَ تَأْتِى السَّمَاءُ بِدُخَانٍ مُّبِيْنٍ - وَعَلٰى مَا فَسَّرَهُ ابْنُ مَسْعُوْدٍ اِنَّمَا هُوَ خَيَالٌ رَاَوْهُ فِىْ اَعْيُنِهِمْ مِنْ شِدَّةِ الْجُوْعِ وَالْجُهْدِ وَهٰكَذَا قَوْلُهٗ

تَعَالٰى يَغْشَى النَّاسَ اَىْ يَتَغَشَّاهُمْ وَيَعُمُّهُمْ وَلَوْ كَانَ اَمْرًا خِيَالِيًّا يَخُصُّ اَهْلَ مَكَّةَ لِمُشْرِكِيْنَ لِمَا قِيْلَ فِيْهِ يَغْشَى النَّاسَ.

কুরআনের তাফসীরকার হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) পর্যন্ত এই সনদ বিশুদ্ধ। অন্যান্য সাহাবী ও তাবেয়ীর উক্তিও তাই, তারা হযরত ইবনে আব্বাস (রা.)-এর সঙ্গে একমত হয়েছেন। এছাড়া কিছু সহীহ ও হাসান হাদীসও একথা প্রমাণ করে যে, দুখান বা ধূম্র, কিয়ামতের ভবিষ্যৎ আলামতসমূহের অন্যতম। কুরআনের বাহ্যিক ভাষাও এর সাক্ষ্য দেয়। হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদের তাফসীরে উল্লিখিত ধূম্র একটি কাল্পনিক ধূম্র ছিল, যা ক্ষুধার তীব্রতার কারণে তাদের চোখে প্রতিভাত হয়েছিল। এর জন্য 'মানুষকে ঘিরে নিবে, কথাটি অবান্তর মনে হয়। কেননা এই কাল্পনিক ধূম্র মক্কাবাসীদের মধ্যেই সীমিত ছিল। অথচ يَغْشَى النَّاسَ থেকে বুঝা যায় যে, এটা সব মানুষকে ব্যাপকভাবে ঘিরে ফেলবে।' -[ইবনে কাছীর]

হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা.)-এর উক্তির রেওয়ায়েত বুখারী, মুসলিম, তিরমিযী ইত্যাদি কিতাবে হযরত মাসরুকের বাচনিক বর্ণিত হয়েছে। তিনি বলেন, একদিন আমরা আবওয়াবে কেন্দার নিকটবর্তী কূফার মসজিদে প্রবেশ করে দেখলাম, জনৈক ওয়ায়েজ ওয়াজ করছেন। তিনি يَوْمَ تَأْتِى السَّمَآءُ بِدُخَانٍ مُّبِيْنٍ -আয়াত সম্পর্কে শ্রোতাদেরকে প্রশ্ন করলেন, এই দুখানের কি অর্থ, আপনারা জানেন কী? অতঃপর নিজেই বললেন, এটা এক ধূম্র, যা কিয়ামতের দিন নির্গত হবে এবং মুনাফিকদের কর্ণ ও চক্ষু নষ্ট করে দেবে। পক্ষান্তরে মুমিনদের মধ্যে এর কারণে কেবলমাত্র সর্দির উপসর্গ সৃষ্টি হবে।

মাসরুক বলেন, ওয়ায়েযের একথা শুনে আমরা হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা.)-এর কাছে গেলাম। তিনি শায়িত ছিলেন–ব্যস্ত সমস্ত হয়ে উঠে বসলেন এবং বলেন, আল্লাহ তা'আলা আমাদের নবী করীম ﷺ-কে এই পথনির্দেশ দিয়েছেন- مَا اَسْئَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ اَجْرٍ وَّمَا اَنَا مِنَ الْمُتَكَلِّفِيْنَ অর্থাৎ আমি তোমাদের কাছে আমার সেবা কর্মের কোনো বিনিময় চাই না এবং আমি কোনো কথা বানিয়ে বলি না। কাজেই যে আলিম হবে, সে যা জানেন, তা পরিষ্কার বলে দিবে আমি জানিনা; আল্লাহ তা'আলাই ভালো জানেন, নিজে কোনো কথা বানিয়ে বলা উচিত নয়। অতঃপর তিনি বললেন এখন আমি তোমাদেরকে এ আয়াতের তাফসীর সম্পর্কিত ঘটনা শুনাই। কাফেররা যখন রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর দাওয়াত কবুল করতে অস্বীকার করল এবং কুফরিতেই আঁকড়ে রইল, তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ তাদের জন্য বদদোয়া করলেন, যে হে আল্লাহ! এদের উপর ইউসুফ (আ.)-এর আমলের দুর্ভিক্ষের ন্যায় দুর্ভিক্ষ চাপিয়ে দিন। ফলে কাফেররা ভয়ংকর দুর্ভিক্ষে পতিত হলো। এমনকি, তারা অস্থি এবং মৃত জন্তুও ভক্ষণ করতে লাগল। তারা আকাশের দিকে তাকালে ধূম্র ব্যতীত কিছুই দৃষ্টিগোচর হতো না। এক রেওয়ায়েতে আছে, তাদের কেউ আকাশের দিকে তাকালে ক্ষুধার তীব্রতায় সে কেবল ধূম্রের মতো দেখত। অতঃপর হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা.) তাঁর বক্তব্যের প্রমাণস্বরূপ فَارْتَقِبْ يَوْمَ تَأْتِى السَّمَآءُ بِدُخَانٍ مُّبِيْنٍ - আয়াতখানি তেলাওয়াত করলেন। দুর্ভিক্ষ প্রপীড়িত জনগণ রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর কাছে আবেদন করল, আপনি আপনার মুযার গোত্রের জন্য আল্লাহর কাছে বৃষ্টির দোয়া করুন। নতুবা আমরা সবাই ধ্বংস হয়ে যাব। রাসূলুল্লাহ ﷺ দোয়া করলে বৃষ্টি হলো। তখন اِنَّا كَاشِفُوا الْعَذَابِ قَلِيْلًا اِنَّكُمْ عَائِدُوْنَ আয়াত নাজিল হলো। অর্থাৎ, আমি কিছু দিনের জন্য তোমাদের থেকে আজাব প্রত্যাহার করে নিচ্ছি। কিন্তু তোমরা বিপদমুক্ত হয়ে গেলে আবার কুফরের দিকে ফিরে যাবে। বাস্তবে তাই হলো, তারা তাদের পূর্বাবস্থায় ফিরে গেল। তখন আল্লাহ তা'আলা يَوْمَ نَبْطِشُ الْبَطْشَةَ الْكُبْرٰى اِنَّا مُنْتَقِمُوْنَ - আয়াত টি নাজিল করলেন। অর্থাৎ যেদিন আমি প্রবলভাবে পাকড়াও করব, সেদিনের ভয় কর। অতঃপর হযরত ইবনে মাসউদ (রা.) বললেন, এই প্রবল পাকড়াও বদরযুদ্ধে হয়ে গেছে। এই ঘটনা বর্ণনা করার পর তিনি আরো বললেন, পাচঁটি বিষয় অতিক্রান্ত হয়ে গেছে। অর্থাৎ দুখান তথা ধূম্র, রোম, চাঁদ, পাকড়াও ও লেযাম। (ইবনে কাছীর) দুখান অর্থ মক্কার দুর্ভিক্ষ। রোম অর্থ সেই ভবিষ্যদ্বাণী যা সূরা রুমে রোমকদের বিষয় সম্পর্কে বর্ণিত আছে وَهُمْ مِنْ بَعْدِ غَلَبِهِمْ سَيَغْلِبُوْنَ -চন্দ্র অর্থ চন্দ্র দ্বিখণ্ডিত হওয়া, যা اِقْتَرَبَتِ السَّاعَةُ وَانْشَقَّ الْقَمَرُ আয়াতে ব্যক্ত হয়েছে। পাকড়াও অর্থ বদর যুদ্ধে কুরাইশ কাফেরদের পরিণতি। লেযাম অর্থ فَسَوْفَ يَكُوْنُ لِزَامًا আয়াতের দিকে ইঙ্গিত করা হয়েছে।

আলোচ্য আয়াতসমূহে গভীরভাবে লক্ষ্য করলে কয়েকটি ভবিষ্যদ্বাণী দেখতে পাওয়া যায়– (১) আকাশে ধূম্র দেখা দিবে এবং সবাইকে আচ্ছন্ন করবে, (২) মুশরিকরা আজাবে অতিষ্ঠ হয়ে ঈমানের ওয়াদা করত: আল্লাহর কাছে দোয়া করবে, (৩) তাদের ওয়াদা মিথ্যা প্রমাণিত হবে এবং পরে তারা বে-ঈমানী করবে, (৪) তাদের মিথ্যা ওয়াদা সত্ত্বেও আল্লাহ তা'আলা

তাদেরকে জব্দ করার উদ্দেশ্যে কিছু দিনের জন্য আজাব প্রত্যাহার করবেন এবং বলে দিবেন, তোমরা ওয়াদায় কায়েম থাকবে না এবং (৫) আল্লাহ তা'আলা পুনরায় তাদেরকে প্রবলভাবে পাকড়াও করবেন। হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা.)-এর তাফসীর অনুযায়ী সবগুলো ভবিষ্যদ্বাণীই পূর্ণ হয়ে গেছে। প্রথমোক্ত চারটি মক্কাবাসীদের উপর দুর্ভিক্ষ আপতিত হওয়া এবং তা দূর হওয়ার অন্তবর্তী সময়েই পূর্ণ হয়েছে এবং পঞ্চম ভবিষ্যদ্বাণীটি বদর যুদ্ধে পূর্ণতা লাভ করেছে। কিন্তু এই তাফসীর কুরআনের বাহ্যিক ভাষার সাথে সঙ্গতি রাখে না। কুরআনের ভাষা থেকে বুঝা যায় যে, আকাশ প্রকাশ্য ধোয়া দ্বারা আচ্ছাদিত হবে এবং সমস্ত মানুষ এই ধূম্র দ্বারা প্রভাবান্বিত হবে। কিন্তু তাফসীর থেকে এগুলো কিছুই প্রমাণিত হয় না। বরং জানা যায় যে, এই ধূম্র তাদের বিপদের তীব্রতার ফলশ্রুতি। এ কারণেই ইবনে কাছীর কুরআনের বাহ্যিক ভাষা দৃষ্টে এ বিষয়কে অগ্রাধিকার দিয়েছেন যে, এ ধূম্র কিয়ামতের অন্যতম আলামত। একে অগ্রাধিকার দেওয়ার আরো কারণ এই যে, এটা রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর উক্তি দ্বারা প্রমাণিত। পক্ষান্তরে হযরত ইবনে মাসউদ (রা.)-এর তাফসীর তাঁর নিজস্ব ধারণাপ্রসূত। কিন্তু ইবনে কাছীরের অগ্রাধিকার দেওয়া তাফসীর বাহ্যত খটকা আছে। তা এই যে, আয়াতে আছে إِنَّا كَاشِفُوا الْعَذَابِ قَلِيلًا إِنَّكُمْ عَائِدُونَ -অথচ কিয়ামতে কাফেরদের থেকে কোনো সময় আজাব প্রত্যাহার করা হবে না। সুতরাং কিছু দিনের জন্য আজাব প্রত্যাহারের বিষয়টি কিরূপে শুদ্ধ হবে? ইবনে কাছীর বলেন, এ আয়াতের দু'টি অর্থ হতে পারে (এক) উদ্দেশ্য এই যে, আমি যদি তোমাদের কথা অনুযায়ী আজাব প্রত্যাহার করি এবং তোমাদের পৃথিবীতে ফিরিয়ে দেই, তবে তোমরা পূর্ববৎ কুফরিই করতে থাকবে।

কুরআনের অন্য আয়াতে এ বিষয়বস্তু এভাবে বর্ণিত হয়েছে- وَلَوْ رَحِمْنٰهُمْ وَكَشَفْنَا مَا بِهِمْ مِّنْ ضُرٍّ لَّلَجُّوْا فِىْ طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُوْنَ -অন্য এক আয়াতে আছে وَلَوْ رُدُّوْا لَعَادُوْا لِمَا نُهُوْا عَنْهُ দ্বিতীয় অর্থ এই যে, كَشْفَ عَذَابٌ - এর মানে যদিও আজাবের কারণ সম্পূর্ণ হয়ে গেছে এবং আজাব তোমাদের নিকটে এসে গেছে, কিন্তু কিছু দিন আমি তা পিছিয়ে দেব। হযরত ইউসুফ (আ.) -এর কওমের ব্যাপারেও এমনিভাবে إِنَّا كَشَفْنَا عَنْهُمُ الْعَذَابَ বলা হয়েছে। অথচ তাদের উপর আজাবের লক্ষণাদি প্রকাশ পেয়েছিল মাত্র। আজাব আসার তখনো বিলম্ব ছিল। একেই كَشْف عَذَابٌ বলে ব্যক্ত করা হয়েছে। সারকথা এই যে, ধূম্রের ভবিষ্যদ্বাণীকে কিয়ামতের আলামত গণ্য করা হলে كَاشِفُوا الْعَذَابِ আয়াত দ্বারা কোনো খটকা দেখা দেয় না এবং এ তাফসীর অনুযায়ী نَبْطِشُ الْبَطْشَةَ الْكُبْرٰى -এর অর্থ হবে কিয়ামত দিবসের পাকড়াও। আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদের তাফসীরকে বদর যুদ্ধের পাকড়াও বলা হয়েছে। এটাও স্বস্থানে শুদ্ধ। কারণ এটাও প্রবল পাকড়াও ছিল। কিন্তু এতে জরুরি হয় না যে, কিয়ামতে আরো প্রবল পাকড়াও হবে না। এটাও অবান্তর মনে হয় না যে, কুরআন পাক কাফেরদেরকে আলোচ্য আয়াতসমূহে এক ভাবী আজাব সম্পর্কে সতর্ক করেছে। এরপর তাদের উপর যে কোনো আজাব এসেছে, তাকেই তাঁরা এ আয়াতের প্রতীক মনে করে আয়াতসমূহ উল্লেখ করেছেন। ফলে এটা যে কিয়ামতের আলামত, তা অস্বীকার করা যায় না। যেমন স্বয়ং আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা.) থেকে বর্ণিত আছে–

هُمَا دُخَانَانِ مَضٰى وَاحِدٌ وَالَّذِىْ بَقِىَ يَمْلَأُ مَا بَيْنَ السَّمَاءِ وَالْاَرْضِ وَلَا يُصِيْبُ الْمُؤْمِنَ اِلَّا بِالزُّكْمَةِ وَاَمَّا الْكَافِرُ فَيَشُقُّ مَسَامِعَهُ فَيَبْعَثُ اللّٰهُ عِنْدَ ذٰلِكَ الرِّيْحَ الْجُنُوْبَ مِنَ الْيَمَنِ فَتَقْبِضُ رُوْحَ كُلِّ مُؤْمِنٍ وَيَبْقٰى شِرَارُ النَّاسِ.

ধূম্র দুটি। একটি অতিক্রান্ত হয়ে গেছে। (অর্থাৎ মক্কার দুর্ভিক্ষের সময়।) আর যেটি বাকি আছে, সেটি আকাশ ও পৃথিবীর মধ্যবর্তী শূন্যমণ্ডলকে ভরে দেবে। এতে মুমিনের মধ্যে কেবল সর্দির অবস্থা সৃষ্টি হবে এবং কাফেরের দেহের সমস্ত রন্ধ্র ছিন্ন করে দিবে। তখন আল্লাহ তা'আলা ইয়ামানের দিক থেকে দক্ষিণা বায়ু প্রবাহিত করবেন, যা প্রত্যেক মুমিনের প্রাণ হরণ করবে এবং কেবল দুষ্ট প্রকৃতির কাফেরকুল অবশিষ্ট থাকবে। -[রূহুল মা'আনী]

রূহুল মা'আনীর গ্রন্থকার এই রেওয়ায়েতের সত্যতায় সন্দেহ প্রকাশ করেছেন, কিন্তু এটা প্রমাণিত হলেও কুরআন ও হাদীসের সাথে তাঁর অবলম্বিত তাফসীরের কোনো বৈপরীত্য থাকে না।

وَاِنِّىْ عُذْتُ بِرَبِّىْ وَرَبِّكُمْ اَنْ تَرْجُمُوْنِ -[তোমরা যাতে আমাকে প্রস্তর বর্ষণে হত্যা না কর, তজ্জন্যে আমি আমার পালনকর্তা ও তোমাদের পালনকর্তার শরণাপন্ন হচ্ছি।] رَجْمٌ শব্দের অর্থ প্রস্তর বর্ষণে হত্যা করা। এর অপর অর্থ কাউকে গালি দেওয়াও হয়। এখানে উভয় অর্থই হতে পারে, কিন্তু প্রথম অর্থ নেওয়াই অধিক সঙ্গত। কেননা ফেরাউনের সম্প্রদায় হযরত মূসা (আ.)-কে হত্যার হুমকি দিচ্ছিল।

https://e-ilm.weebly.com/

وَاتْرُكِ الْبَحْرَ رَهْوًا -[সমুদ্রকে শান্ত ও অচল অবস্থায় থাকতে দাও।]

হযরত মূসা (আ.) সঙ্গীগণসহ সমুদ্র পার হওয়ার পর স্বাভাবিকভাবে কামনা করবেন যে, সমুদ্র পুনরায় আসল অবস্থায় ফিরে যাক, যাতে ফেরাউনের বাহিনী পার হতে না পারে। তাই আল্লাহ তা'আলা তাঁকে বলে দিলেন তোমরা পার হওয়ার পর সমুদ্রকে শান্ত ও অচল অবস্থায় থাকতে দাও এবং পুনরায় পানি চলমান হওয়ার চিন্তা করো না-যাতে ফেরাউন তদ্ধ ও তৈরি পথ দেখে সমুদ্রের মধ্যস্থলে প্রবেশ করে। তখন আমি সমুদ্রকে চলমান করে দেব এবং তাতে তারা নিমজ্জিত হবে।
-[ইবনে কাছীর]

শব্দ বিশ্লেষণ :

اَلْمُبِيْنُ : সীগাহ وَاحِدْ مُذَكَّرْ বহছ اِسْم فَاعِلْ বাব اِفْعَالٌ মাসদার اَلْاِبَانَةُ মূলবর্ণ (ب - ى - ن) জিনস اَجْوَف يَائِيْ অর্থ- স্পষ্ট, বয়ান করা। বর্ণনা করা। প্রকাশ করা।

يُفْرَقُ : সীগাহ وَاحِدْ مُذَكَّرْ غَائِبْ বহছ مُضَارِعْ مَجْهُوْل বাব نَصَرَ মাসদার اَلْفَرْقُ মূলবর্ণ (ف - ر - ق) জিনস صَحِيْح অর্থ-সিদ্ধান্ত হয়ে থাকে। পৃথক করা।

مُرْسِلِيْنَ : সীগাহ جَمْع مُذَكَّرْ বহছ اِسْم فَاعِلْ বাব اِفْعَالٌ মাসদার اَلْاِرْسَالُ মূলবর্ণ (ر - س - ل) জিনস صَحِيْح অর্থ প্রেরণকারী। প্রেরণ করা।

اِرْتَقِبْ : সীগাহ وَاحِدْ مُذَكَّرْ حَاضِرْ বহছ اَمْر حَاضِرْ مَعْرُوْف বাব اِفْتِعَالٌ মাসদার اَلْاِرْتِقَابُ মূলবর্ণ (ر - ق - ب) জিনস صَحِيْح অর্থ- আপনি প্রতীক্ষা করুন। প্রত্যাশা করা। আক্ষেপ করা।

تَوَلَّوْا : সীগাহ جَمْع مُذَكَّرْ غَائِبْ বহছ مَاضِىْ مَعْرُوْف বাব تَفَعُّلٌ মাসদার اَلتَّوَلِّىْ মূলবর্ণ (و - ل - ى) জিনস لَفِيْف مَفْرُوْق অর্থ- তারা পরাঙ্মুখ রইল। পরিহার বা পত্যাখ্যান করা। ফিরে যাওয়া।

نَبْطِشُ : সীগাহ جَمْع مُتَكَلِّمْ বহছ مُضَارِعْ مَعْرُوْف বাব نَصَرَ ও ضَرَبَ মাসদার اَلْبَطْشُ মূলবর্ণ (ب - ط - ش) জিনস صَحِيْح অর্থ- আমি ধৃত করব। ধরা। পাকড়াও করা।

اَدُّوْا : সীগাহ جَمْع مُذَكَّرْ حَاضِرْ বহছ اَمْر حَاضِرْ مَعْرُوْف বাব تَفْعِيْل মাসদার اَلتَّادِيَةُ মূলবর্ণ (ا - د - ى) জিনস مُرَكَّبْ (نَاقِص يَائِيْ ও مَهْمُوْز فَاء) অর্থ- সোপর্দ করে দাও। আদায় করা। ভার দেওয়া।

عُذْتُ : সীগাহ وَاحِدْ مُتَكَلِّمْ বহছ مَاضِىْ مَعْرُوْف বাব نَصَرَ মাসদার اَلْعَوْذُ মূলবর্ণ (ع - و - ذ) জিনস اَجْوَف وَاوِىْ অর্থ- আমি আশ্রয় গ্রহণ করছি। আশ্রয় নেওয়া। আশ্রয় গ্রহণ করা।

تَرْجُمُوْنِ : সীগাহ جَمْع مُذَكَّرْ حَاضِرْ বহছ مُضَارِعْ مَعْرُوْف বাব نَصَرَ মাসদার اَلرَّجْمُ মূলবর্ণ (ر - ج - م) জিনস صَحِيْح অর্থ– তোমরা প্রস্তরাঘাতে হত্যা করবে। প্রস্তর নিক্ষেপ করা। পাথর মারা।

اَسْرِ : সীগাহ وَاحِدْ مُذَكَّرْ حَاضِرْ বহছ اَمْر حَاضِرْ مَعْرُوْف বাব اِفْعَالٌ মাসদার اَلْاِسْرَاءُ মূলবর্ণ (س - ر - ى) জিনস نَاقِص يَائِيْ অর্থ- তুমি রাতারাতি চলে যাও। ভ্রমণ। নৈশ ভ্রমণ।

مُتَّبَعُوْنَ : সীগাহ جَمْع مُذَكَّرْ বহছ اِسْم مَفْعُوْل বাব اِفْتِعَالٌ মাসদার اَلْاِتِّبَاعُ মূলবর্ণ (ت - ب - ع) জিনস صَحِيْح অর্থ- তোমাদের পশ্চাদ্ধাবন করা হবে। পিছনে পিছনে চলা। অনুগামী হওয়া। অনুসরণকারী।

বাক্য বিশ্লেষণ :

وَاتْرُكِ الْبَحْرَ رَهْوًا اِنَّهُمْ جُنْدٌ مُغْرَقُوْنَ : এখানে وَاوْ টি আতফের অব্যয়। اُتْرُكْ শব্দটি فِعْل اَمْر আর তার فَاعِلْ হচ্ছে উহ্য যমীর اَنْتَ এবং رَهْوًا শব্দটি حَالٌ অথবা اُتْرُكْ শব্দের দ্বিতীয় مَفْعُوْل بِهٖ [ই'রাবুল কুরআন, খ : ৭. পৃ. ১২১]

২৭. আর কত সুখ-সম্পদ, যাতে তারা আনন্দে উৎফুল্ল হয়ে থাকত।	وَّنَعْمَةٍ كَانُوْا فِيْهَا فٰكِهِيْنَ ﴿٢٧﴾
২৮. [ঘটনা] এরূপই হয়ে গেল এবং আমি আরো একটি সম্প্রদায়কে এগুলোর উত্তরাধিকারী করে দিলাম।	كَذٰلِكَ وَاَوْرَثْنٰهَا قَوْمًا اٰخَرِيْنَ ﴿٢٨﴾
২৯. বস্তুত তাদের জন্য না আসমান ও জমিনের কান্না আসল আর না তাদেরকে অবকাশ দেওয়া হলো।	فَمَا بَكَتْ عَلَيْهِمُ السَّمَآءُ وَالْاَرْضُ وَمَا كَانُوْا مُنْظَرِيْنَ ﴿٢٩﴾
৩০. আর আমি বনী ইসরাঈলকে নাজাত দিলাম, নিতান্ত অপমানজনক আজাব হতে।	وَلَقَدْ نَجَّيْنَا بَنِيْٓ اِسْرَآءِيْلَ مِنَ الْعَذَابِ الْمُهِيْنِ ﴿٣٠﴾
৩১. অর্থাৎ ফেরাউন হতে; নিশ্চয় সে বড়ই উদ্ধত, সীমালঙ্ঘনকারীদের অন্তর্ভুক্ত ছিল।	مِنْ فِرْعَوْنَ اِنَّهٗ كَانَ عَالِيًا مِّنَ الْمُسْرِفِيْنَ ﴿٣١﴾
৩২. আর [এটা ব্যতীত] আমি বনী ইসরাঈলকে সজ্ঞানে সমগ্র জগদ্বাসীর উপর শ্রেষ্ঠত্ব দান করেছি।	وَلَقَدِ اخْتَرْنٰهُمْ عَلٰى عِلْمٍ عَلَى الْعٰلَمِيْنَ ﴿٣٢﴾
৩৩. আর আমি তাদেরকে এমন নিদর্শনসমূহ দিয়েছি যাতে সুস্পষ্ট নিয়ামতসমূহ ছিল।	وَاٰتَيْنٰهُمْ مِّنَ الْاٰيٰتِ مَا فِيْهِ بَلٰٓؤٌا مُّبِيْنٌ ﴿٣٣﴾
৩৪. এরা [কিয়ামতকে অস্বীকার করে] বলে।	اِنَّ هٰٓؤُلَآءِ لَيَقُوْلُوْنَ ﴿٣٤﴾
৩৫. এ পৃথিবীর মৃত্যুই আমাদের শেষ অবস্থা এবং আমরা পুনরায় আর জীবিত হবো না।	اِنْ هِيَ اِلَّا مَوْتَتُنَا الْاُوْلٰى وَمَا نَحْنُ بِمُنْشَرِيْنَ ﴿٣٥﴾

শাব্দিক অনুবাদ :

২৭. وَّنَعْمَةٍ আর কত সুখ সম্পদ كَانُوْا فِيْهَا فٰكِهِيْنَ যাতে তারা আনন্দে উৎফুল্ল হয়ে থাকত।

২৮. كَذٰلِكَ এরূপই হয়ে গেল وَاَوْرَثْنٰهَا এবং আমি এগুলোর উত্তরাধিকারী করে দিলাম قَوْمًا اٰخَرِيْنَ আরো একটি কওমকে।

২৯. فَمَا بَكَتْ عَلَيْهِمُ বস্তুত তাদের জন্য না কান্না আসল السَّمَآءُ وَالْاَرْضُ আসমান ও জমিনের وَمَا كَانُوْا مُنْظَرِيْنَ আর না তাদেরকে অবকাশ দেওয়া হলো।

৩০. وَلَقَدْ نَجَّيْنَا আর আমি নাজাত দিলাম بَنِيْٓ اِسْرَآءِيْلَ বনী ইসরাঈলকে مِنَ الْعَذَابِ الْمُهِيْنِ নিতান্ত অপমানজনক আজাব হতে।

৩১. مِنْ فِرْعَوْنَ অর্থাৎ ফেরাউন হতে اِنَّهٗ كَانَ নিশ্চয় সে ছিল عَالِيًا বড়ই উদ্ধত مِّنَ الْمُسْرِفِيْنَ সীমালঙ্ঘনকারীদের অন্তর্ভুক্ত।

৩২. وَلَقَدِ اخْتَرْنٰهُمْ আর আমি বনী ইসরাঈলকে শ্রেষ্ঠত্ব দান করেছি عَلٰى عِلْمٍ সজ্ঞানে عَلَى الْعٰلَمِيْنَ সমগ্র জগদ্বাসীর উপর।

৩৩. وَاٰتَيْنٰهُمْ مِّنَ الْاٰيٰتِ আর আমি তাদেরকে এমন নিদর্শনসমূহ দিয়েছি مَا فِيْهِ بَلٰٓؤٌا مُّبِيْنٌ যাতে সুস্পষ্ট নিয়ামতসমূহ ছিল।

৩৪. اِنَّ هٰٓؤُلَآءِ এরা (কিয়ামতকে অস্বীকার করে) لَيَقُوْلُوْنَ বলে।

৩৫. اِنْ هِيَ اِلَّا مَوْتَتُنَا الْاُوْلٰى এ পৃথিবীর মৃত্যুই আমাদের শেষ অবস্থা وَمَا نَحْنُ بِمُنْشَرِيْنَ এবং আমরা পুনরায় আর জীবিত হবো না।

https://e-ilm.weebly.com/

৩৬. [হে মুমিনগণ!] যদি তোমরা [স্বীয় দাবিতে] সত্যবাদী হও, তবে আমাদের পূর্বপুরুষদেরকে [জীবিত করে] উপস্থিত কর।	فَأْتُوا بِآبَائِنَا إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ ۝٣٦
৩৭. আল্লাহ বলেন, এরা [শক্তিতে] শ্রেষ্ঠতর, না তুব্বা' সম্প্রদায় আর যারা তাদের পূর্বে অতীত হয়েছে? আমি তাদেরকেও ধ্বংস করে দিয়েছি, [কারণ] তারা অপরাধপরায়ণ ছিল।	أَهُمْ خَيْرٌ أَمْ قَوْمُ تُبَّعٍ وَالَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ أَهْلَكْنَاهُمْ إِنَّهُمْ كَانُوا مُجْرِمِينَ ۝٣٧
৩৮. আর আমি আসমানসমূহ জমিনকে এবং এতদুভয়ের মধ্যে যা কিছু আছে, তা অনর্থক সৃষ্টি করিনি।	وَمَا خَلَقْنَا السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا لَاعِبِينَ ۝٣٨
৩৯. আমি এতদুভয়কে কোনো হেকমত হেতুই সৃষ্টি করেছি। কিন্তু অধিকাংশ লোকই বুঝে না।	مَا خَلَقْنَاهُمَا إِلَّا بِالْحَقِّ وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ ۝٣٩
৪০. নিঃসন্দেহে মীমাংসার দিনই তাদের সকলের [পুনরুত্থানের ও বিনিময় প্রাপ্তির] নির্ধারিত সময়।	إِنَّ يَوْمَ الْفَصْلِ مِيقَاتُهُمْ أَجْمَعِينَ ۝٤٠
৪১. যেদিন এক বন্ধু অন্য বন্ধুর কোনো কাজে আসবে না এবং তাদের কোনো সাহায্যও করা হবে না।	يَوْمَ لَا يُغْنِي مَوْلًى عَنْ مَوْلًى شَيْئًا وَلَا هُمْ يُنْصَرُونَ ۝٤١
৪২. কিন্তু যার প্রতি আল্লাহ অনুগ্রহ করেন; নিশ্চয় তিনি মহাপরাক্রান্ত; পরম করুণাময়।	إِلَّا مَنْ رَحِمَ اللَّهُ ۚ إِنَّهُ هُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ ۝٤٢

শাব্দিক অনুবাদ :

৩৬. فَأْتُوا بِآبَائِنَا তবে আমাদের পূর্বপুরুষদেরকে উপস্থিত কর إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ যদি তোমরা সত্যবাদী হও।

৩৭. أَهُمْ خَيْرٌ আল্লাহ বলেন, এরা শ্রেষ্ঠতর أَمْ قَوْمُ تُبَّعٍ না তুব্বা' সম্প্রদায় وَالَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ আর যারা তাদের পূর্বে অতীত হয়েছে أَهْلَكْنَاهُمْ আমি তাদেরকেও ধ্বংস করে দিয়েছি إِنَّهُمْ كَانُوا مُجْرِمِينَ (কারণ) তারা অপরাধপরায়ণ ছিল।

৩৮. وَمَا خَلَقْنَا, আর আমি সৃষ্টি করিনি السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ আসমানসমূহ ও জমিনকে وَمَا بَيْنَهُمَا, এবং এতদুভয়ের মাঝে যা কিছু আছে لَاعِبِينَ তা অনর্থক।

৩৯. مَا خَلَقْنَاهُمَا إِلَّا بِالْحَقِّ আমি এতদুভয়কে কোনো হেকমত হেতুই সৃষ্টি করেছি وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ, কিন্তু অধিকাংশ লোকই বুঝে না।

৪০. إِنَّ يَوْمَ الْفَصْلِ নিঃসন্দেহে মীমাংসার দিনই مِيقَاتُهُمْ أَجْمَعِينَ তাদের সকলের নির্ধারিত সময়।

৪১. يَوْمَ যেদিন لَا يُغْنِي مَوْلًى عَنْ مَوْلًى شَيْئًا এক বন্ধু অন্য বন্দুর কোনো কাজে আসবে না وَلَا هُمْ يُنْصَرُونَ, এবং তাদের কোনো সাহায্যও করা হবে না।

৪২. إِلَّا مَنْ رَحِمَ اللَّهُ কিন্তু যার প্রতি আল্লাহ অনুগ্রহ করেন إِنَّهُ هُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ নিশ্চয় তিনি মহাপরাক্রান্ত পরম করুণাময়।

https://e-ilm.weebly.com/

৪৩. নিঃসন্দেহে যাক্কুম বৃক্ষই ।	إِنَّ شَجَرَتَ الزَّقُّومِ ﴿٤٣﴾
৪৪. গুরুতর অপরাধী লোকের খাদ্য হবে ।	طَعَامُ الْأَثِيمِ ﴿٤٤﴾
৪৫. যা তৈলের গাদের ন্যায় কুৎসিত হবে [আর] তা উদরের মধ্যে ফুটতে থাকবে ।	كَالْمُهْلِ ۚ يَغْلِي فِي الْبُطُونِ ﴿٤٥﴾
৪৬. যেরূপ উত্তপ্ত পানি ফুটতে থাকে ।	كَغَلْيِ الْحَمِيمِ ﴿٤٦﴾
৪৭. [তখন ফেরেশতাদের প্রতি আদেশ হবে যে,] তাকে ধর, তৎপর দোজখের মধ্যস্থলে টেনে হেঁচড়িয়ে নিয়ে যাও ।	خُذُوهُ فَاعْتِلُوهُ إِلَىٰ سَوَاءِ الْجَحِيمِ ﴿٤٧﴾
৪৮. অতঃপর তার মাথার উপর যন্ত্রণাদায়ক উত্তপ্ত পানি ঢাল ।	ثُمَّ صُبُّوا فَوْقَ رَأْسِهِ مِنْ عَذَابِ الْحَمِيمِ ﴿٤٨﴾
৪৯. [তাকে বিদ্রূপ করা হবে যে,] আস্বাদন কর, তুমি তো মহাপরাক্রান্ত, সম্মানিত ব্যক্তি ।	ذُقْ إِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْكَرِيمُ ﴿٤٩﴾
৫০. এটা হচ্ছে সেই বস্তু যা সম্বন্ধে তোমরা সন্দেহ [এবং অবিশ্বাস] করতে ।	إِنَّ هَٰذَا مَا كُنْتُمْ بِهِ تَمْتَرُونَ ﴿٥٠﴾
৫১. নিঃসন্দেহে মুত্তাকীগণ নিরাপদ স্থানে থাকবে ।	إِنَّ الْمُتَّقِينَ فِي مَقَامٍ أَمِينٍ ﴿٥١﴾
৫২. অর্থাৎ উদ্যানসমূহ ও নহরসমূহের মধ্যে [থাকবে] ।	فِي جَنَّاتٍ وَعُيُونٍ ﴿٥٢﴾

শাব্দিক অনুবাদ :

৪৩. إِنَّ নিঃসন্দেহে شَجَرَتَ الزَّقُّومِ যাক্কুম বৃক্ষই ।

৪৪. طَعَامُ খাদ্য হবে الْأَثِيمِ গুরুতর অপরাধী লোকের ।

৪৫. كَالْمُهْلِ যা তৈলের গাদের ন্যায় কুৎসিত হবে يَغْلِي তা ফুটতে থাকবে فِي الْبُطُونِ উদরের মধ্যে ।

৪৬. كَغَلْيِ যেরূপ ফুটতে থাকে الْحَمِيمِ উত্তপ্ত পানি ।

৪৭. خُذُوهُ তাকে ধর فَاعْتِلُوهُ তৎপর টেনে হেঁচড়িয়ে নিয়ে যাও إِلَىٰ سَوَاءِ الْجَحِيمِ দোজখের মধ্যস্থলে ।

৪৮. ثُمَّ صُبُّوا অতঃপর ঢাল فَوْقَ رَأْسِهِ তার মাথার উপর مِنْ عَذَابِ الْحَمِيمِ যন্ত্রণাদায়ক উত্তপ্ত পানি ।

৪৯. ذُقْ আস্বাদন কর إِنَّكَ أَنْتَ তুমি তো الْعَزِيزُ الْكَرِيمُ মহাপরাক্রান্ত, সম্মানিত ব্যক্তি ।

৫০. إِنَّ هَٰذَا এটা হচ্ছে সেই বস্তু مَا كُنْتُمْ بِهِ تَمْتَرُونَ যা সম্বন্ধে তোমরা সন্দেহ করতে ।

৫১. إِنَّ الْمُتَّقِينَ নিঃসন্দেহে মুত্তাকীগণ فِي مَقَامٍ أَمِينٍ নিরাপদ স্থানে থাকবে ।

৫২. فِي جَنَّاتٍ অর্থাৎ উদ্যানসমূহ وَعُيُونٍ ও নহরসমূহের মধ্যে থাকবে ।

https://e-ilm.weebly.com/

৫৩. তারা পাতলা ও পুরু রেশমের পোশাক পরিধান করবে, [এবং] সামনাসামনি উপবিষ্ট হবে।	يَلْبَسُوْنَ مِنْ سُنْدُسٍ وَّاِسْتَبْرَقٍ مُّتَقٰبِلِيْنَ ۝٥٣
৫৪. এটা হবেও এরূপই এবং আমি তাদেরকে বিবাহ করিয়ে দিব। বড় বড় চক্ষুবিশিষ্টা সুন্দরীদের সাথে;	كَذٰلِكَ وَزَوَّجْنٰهُمْ بِحُوْرٍ عِيْنٍ ۝٥٤
৫৫. তথায় তারা শান্তচিত্তে প্রত্যেক প্রকারের ফল চেয়ে নিবে।	يَدْعُوْنَ فِيْهَا بِكُلِّ فَاكِهَةٍ اٰمِنِيْنَ ۝٥٥
৫৬. [এবং] সেখানে তারা সেই মৃত্যু ব্যতীত যা পৃথিবীতে হয়েছিল, আর কোনো মৃত্যু আস্বাদন করবে না, [অর্থাৎ, তারা আর মরবে না,] আর আল্লাহ তাদেরকে দোজখের আজাব হতে রক্ষা করবেন।	لَا يَذُوْقُوْنَ فِيْهَا الْمَوْتَ اِلَّا الْمَوْتَةَ الْاُوْلٰى ۚ وَوَقٰهُمْ عَذَابَ الْجَحِيْمِ ۝٥٦
৫৭. এ সমস্তই আপনার রবের অনুগ্রহ; এটাই হচ্ছে মহান সফলতা।	فَضْلًا مِّنْ رَّبِّكَ ۚ ذٰلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيْمُ ۝٥٧
৫৮. বস্তুত আমি এ কুরআন আপনার [আরবি] ভাষায় সহজ করে দিয়েছি, যেন এরা নসিহত গ্রহণ করে।	فَاِنَّمَا يَسَّرْنٰهُ بِلِسَانِكَ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُوْنَ ۝٥٨
৫৯. সুতরাং আপনি প্রতীক্ষায় থাকুন, তারাও প্রতীক্ষায় রয়েছে।	فَارْتَقِبْ اِنَّهُمْ مُّرْتَقِبُوْنَ ۝٥٩

শাব্দিক অনুবাদ :

৫৩. يَلْبَسُوْنَ তারা পরিধান করবে مِنْ سُنْدُسٍ وَّاِسْتَبْرَقٍ পাতলা ও পুরু রেশমের পোশাক مُّتَقٰبِلِيْنَ সামনা সামনি উপবিষ্ট হবে।

৫৪. كَذٰلِكَ এটা হবেও এরূপই وَزَوَّجْنٰهُمْ এবং আমি তাদেরকে বিবাহ করিয়ে দিব بِحُوْرٍ عِيْنٍ বড় বড় চক্ষু বিশিষ্টা সুন্দরীদের সাথে।

৫৫. يَدْعُوْنَ فِيْهَا তথায় তারা চেয়ে নিবে بِكُلِّ فَاكِهَةٍ প্রত্যেক প্রকারের ফল اٰمِنِيْنَ শান্তচিত্তে।

৫৬. لَا يَذُوْقُوْنَ فِيْهَا সেখানে তারা আস্বাদন করবে না الْمَوْتَ আর কোনো মৃত্যু اِلَّا الْمَوْتَةَ الْاُوْلٰى সেই মৃত্যু ব্যতীত যা পৃথিবীতে হয়েছিল وَوَقٰهُمْ আর আল্লাহ তাদেরকে রক্ষা করবেন عَذَابَ الْجَحِيْمِ দোজখের আজাব হতে।

৫৭. فَضْلًا مِّنْ رَّبِّكَ এ সমস্তই আপনার রবের অনুগ্রহ ذٰلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيْمُ এটাই হচ্ছে মহান সফলতা।

৫৮. فَاِنَّمَا يَسَّرْنٰهُ বস্তুত আমি এ কুরআন সহজ করে দিয়েছি بِلِسَانِكَ আপনার (আরবি) ভাষায় لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُوْنَ যেন এরা নসিহত গ্রহণ করে।

৫৯. فَارْتَقِبْ সুতরাং আপনি প্রতীক্ষায় থাকুন اِنَّهُمْ مُّرْتَقِبُوْنَ তারাও প্রতীক্ষায় রয়েছে।

https://e-ilm.weebly.com/

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

إِنَّ شَجَرَتَ الزَّقُّومِ ۝ طَعَامُ الْأَثِيمِ

শানে নুযূল : সাঈদ বিন মানছূর হযরত আবূ মালেকের উদ্ধৃতি দিয়ে বর্ণনা করেন যে, আবূ জাহল খেজুর ও যাবাদ ফল নিয়ে লোক সমাজে উপস্থিত হয়ে বলত যে, তোমরা এ ফল গুলোকে চিহ্নিত করে রেখ। কারণ মুহাম্মদ ﷺ যে, যাক্কুম ফলের প্রতিশ্রুতি তোমাদেরকে দিয়েছেন এ গুলোই হচ্ছে সেই যাক্কুম ফল। প্রতারক আবূ জাহলের সেই লোকজনের সাথে এহেন প্রতারণা করার পরিপ্রেক্ষিতে আল্লাহ তা'আলা আলোচ্য আয়াত নাজিল করেন। [রূহুল মা'আনী ১৩২/২৫]

ذُقْ إِنَّكَ أَنتَ الْعَزِيزُ الْكَرِيمُ.

শানে নুযূল : মুফাস্সিরে কুরআন আল্লামা কাতাদা (র.) বলেন যে, আলোচ্য আয়াত আবূ জাহল সম্পর্কে অবতীর্ণ হয়েছে। অভিসপ্ত আবূ জাহেল দাবি করত যে, এই ভূ-খণ্ডে আমার অপেক্ষা অধিক শক্তিধর ও অতি সম্মানিত ব্যক্তি আর অন্য কেউ নেই। মুফাসসিরে কুরআন ইকরিমা বলেন যে, হযরত মুহাম্মদ ﷺ ও আবূ জাহল পরস্পরে সাক্ষাৎ হলে রাসূল ﷺ আবূ জাহলকে বলেন যে, আল্লাহ তা'আলা আমাকে তোমার সম্পর্কে أَوْلَىٰ لَكَ فَأَوْلَىٰ বলতে আদেশ করেছেন। তখন সেই নরাধম বলল যে, তুমি আমাকে কিসের ভীতি প্রদর্শন করছ! আল্লাহর কসম তুমি ও তোমার প্রতিপালক কেউই আমাকে কিছুই করতে সক্ষম হবে না। কারণ আমি হচ্ছি এ ভূ-খণ্ডে সর্বাপেক্ষা শক্তিধর ও সম্মানিত ব্যক্তি। পরবর্তীতে আল্লাহ তা'আলা ঐতিহাসিক বদর অভিযানে তাকে হত্যা করিয়ে চির অপমানিত ও ধিকৃত করে দিলেন এবং আলোচ্য আয়াতও নাজিল করেন। [কুরতুবী ১৩১/১৬]

إِنَّ شَجَرَتَ الزَّقُّومِ ـ الخ

শানে নুযূল : আব্দুর রাজ্জাক প্রমুখ কাতাদা এর উদ্ধৃতি দিয়ে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেন পরবর্তী আয়াত خُذُوهُ فَاعْتِلُوهُ إِلَىٰ سَوَاءِ الْجَحِيمِ যখন নাজিল হয়। তখন আবূ জাহেল বলল যে, এ দুই পাহাড়ের মধ্যে আমার অপেক্ষা অধিক শক্তিধর ও সম্মানিত ব্যক্তি আর অন্য কেউ নেই। সে পরিপ্রেক্ষিতে আল্লাহ তা'আলা আলোচ্য আয়াত নাজিল করেন। অপর এক বর্ণনায় বর্ণিত রয়েছে যে, অভিশপ্ত আবূ জাহল একদা কুরাইশের লোকজনকে লক্ষ্য করে বলল যে, হে কুরাইশের লোকজন! আমার নাম কি তোমরা বলত? তখন তার তিনটি নাম উল্লেখ করা হয়েছিল। ১. ওমর ২. জালাল ও ৩. আবুল হেকাম। অতঃপর সে বলল, তোমরা তো আমার সঠিক নামটি বলনি আমি কি তোমাদেরকে সেই সঠিক নামটি জানিয়ে দেব না? উপস্থিত যারা ছিল, তারা সকলেই বলল, হ্যাঁ বলুন! সে নরাধম বলল আমার নাম হচ্ছে اَلْعَزِيزُ الْكَرِيمُ অর্থাৎ শক্তিধর ও সর্বাধিক সম্মানিত। সে নরাধমের এহেন দাবির পরিপ্রেক্ষিতে আল্লাহ তা'আলা --- إِنَّ شَجَرَتَ الزَّقُّومِ الْعَزِيزُ الْكَرِيمُ - পর্যন্ত আয়াতসমূহ নাজিল করেন। -[রূহুল মা'আনী ১৩৪/২৫-১৩]

وَأَوْرَثْنَاهَا قَوْمًا آخَرِينَ -(আমি এক ভিন্ন জাতিকে সেসবের উত্তরাধিকারী করে দিলাম।) সূরা শু'আরায় বলা হয়েছে যে, এই 'ভিন্ন জাতি' হচ্ছে বনী ইসরাঈল। অবশ্য বনী ইসরাঈল পুনরায় মিসরে আগমন করেছিল বলে ইতিহাসে প্রমাণ পাওয়া যায় না। সূরা শু'আরার তাফসীরে এর জবাবও দেওয়া হয়েছে।

আকাশ ও পৃথিবীর ক্রন্দন : فَمَا بَكَتْ عَلَيْهِمُ السَّمَاءُ وَالْأَرْضُ (অতঃপর তাদের জন্য আকাশ ও পৃথিবী ক্রন্দন করেনি। উদ্দেশ্য এই যে, তারা পৃথিবীতে কোনো সৎকর্ম করেনি যে, তাদের মৃত্যুতে পৃথিবী ক্রন্দন করবে এবং তাদের কোনো সৎকর্ম আকাশেও পৌছায়নি যে, তাদের জন্য আকাশ অশ্রুপাত করবে। একাধিক রেওয়ায়েত দ্বারা প্রমাণিত রয়েছে যে, কোনো সৎকর্মপরায়ণ বান্দার মৃত্যু হলে আকাশ ও পৃথিবী ক্রন্দন করে। হযরত আনাস (রা.)-এর রেওয়ায়েতে রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন, আকাশে প্রত্যেক বান্দার জন্য দু'টি দ্বার নির্দিষ্ট রয়েছে। এক দ্বার দিয়ে তার রিজিক অবতীর্ণ হয় এবং অন্য দ্বার দিয়ে তার কর্ম ও কথাবার্তা উপরে পৌছে। এই বান্দার মৃত্যু হলে উভয় দ্বার তাকে স্মরণ করে ক্রন্দন করে। এরপর তিনি প্রমাণস্বরূপ فَمَا بَكَتْ عَلَيْهِمُ السَّمَاءُ وَالْأَرْضُ আয়াতখানি তেলাওয়াত করেন। হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) থেকেও এমনি ধরনের হাদীস বর্ণিত রয়েছে। -(ইবনে কাছীর) শোরায়াহ্ ইবনে ওবায়দ (রা.)-এর অন্য

https://e-ilm.weebly.com/

এক হাদীসে রসূলুল্লাহ ﷺ বলেন, প্রবাসে মৃত্যুবরণ করার দরুন, যে মুমিন ব্যক্তির জন্য কোনো ক্রন্দনকারী থাকে না, তার জন্য আকাশ ও পৃথিবী ক্রন্দন করে। এর সাথেও তিনি আলোচ্য আয়াত তেলাওয়াত করেন এবং বলেন, পৃথিবী ও আকাশ কোনো কাফেরের জন্য ক্রন্দন করে না। [ইবনে জরীর] হযরত আলী (রা.) ও সৎলোকের মৃত্যুতে আকাশ ও পৃথিবীর ক্রন্দনের কথা উল্লেখ করেছেন।- [ইবনে কাছীর]

কেউ কেউ এ আয়াতকে রূপক অর্থে ধরে নিয়ে বলেন, এতে আকাশ ও পৃথিবীর প্রকৃত ক্রন্দন বুঝানো হয়নি; বরং উদ্দেশ্য এই যে, তাদের অস্তিত্ব এমন অনুল্লেখযোগ্য ছিল যে, তার অবসানে কেউ দুঃখিত ও পরিতপ্ত হয়নি। কিন্তু উল্লিখিত রেওয়ায়েত দৃষ্টে এটাই অধিক সঙ্গত মনে হয় যে, আয়াতে আক্ষরিক অর্থেই ক্রন্দন বুঝানো হয়েছে। কেননা এটা সম্ভবপর এবং রেওয়ায়েত দ্বারা সমর্থিত। কাজেই অহেতুক রূপক অর্থ নেওয়ার প্রয়োজন নেই। এখন প্রশ্ন এই যে, আকাশ ও পৃথিবীতে চেতনা কোথায়? তারা ক্রন্দন করবে কেমন করে? জবাব এই যে, জগতের প্রত্যেকটি সৃষ্ট বস্তুতেই কিছু না কিছু চেতনা অবশ্যই বিদ্যমান রয়েছে। এক আয়াতে বলা হয়েছে وَإِنْ مِّنْ شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ -আধুনিক বিজ্ঞান ক্রমান্বয়ে এ সিদ্ধান্তে উপনীত হচ্ছে। তবে আকাশ ও পৃথিবীর ক্রন্দন মানুষের ক্রন্দনের অনুরূপ হওয়া জরুরি নয়। তারা অবশ্যই অন্যভাবে ক্রন্দন করে, যার স্বরূপ আমাদের জানা নেই।

وَلَقَدِ اخْتَرْنٰهُمْ عَلٰى عِلْمٍ عَلَى الْعٰلَمِيْنَ -(আমি বনী ইসরাঈলকে জেনেশুনে বিশ্ববাসীর উপর শ্রেষ্ঠত্ব দিয়েছি।) এতে উম্মতে মুহাম্মদী অপেক্ষা অধিক শ্রেষ্ঠত্ব জরুরি হয় না। কেননা এখানে তৎকালীন বিশ্ববাসী বুঝানো হয়েছে। তখন তারা নিশ্চিতই জগতের শ্রেষ্ঠতম জাতি ছিল। এরই অনুরূপ কুরআনে হযরত মরিয়মকে বিশ্বের নারীদের উপর শ্রেষ্ঠত্ব দানের কথা বলা হয়েছে। এটাও সম্ভবপর যে, বিশেষ কোনো বিষয়ে বনী ইসরাঈলকে সর্বকালের সর্বলোকের উপর শ্রেষ্ঠত্ব দেওয়া হয়েছে, কিন্তু সমষ্টিগতভাবে উম্মতে মুহাম্মদীই শ্রেষ্ঠ। عَلٰى عِلْمٍ (জেনেশুনে)-এর উদ্দেশ্য এই যে, আমার প্রত্যেক কাজ প্রজ্ঞাভিত্তিক হয়ে থাকে। কাজেই প্রজ্ঞার দাবি অনুযায়ীই আমি শ্রেষ্ঠত্ব দিয়েছি।

وَاٰتَيْنٰهُمْ مِّنَ الْاٰيٰتِ مَا فِيْهِ بَلٰٓؤٌا مُّبِيْنٌ)- (আর আমি তাদেরকে এমন নিদর্শনাবলি দিয়েছি, যাতে প্রকৃত পুরস্কার ছিল।) এখানে লাঠি, দীপ্তিময় শুভ্র হাত ইত্যাদি মো'জিযা বুঝানো হয়েছে। عَلٰى عِلْمٍ শব্দের দু'অর্থ-পুরস্কার ও পরীক্ষা। এখানে উভয় অর্থ অনায়াসে সম্ভবপর। – (কুরতুবী)

فَأْتُوْا بِاٰبَآئِنَآ اِنْ كُنْتُمْ صٰدِقِيْنَ : (তোমরা সত্যবাদী হলে আমাদের পূর্বপুরুষদেরকে উপস্থিত কর)। এই আপত্তির জবাব সুস্পষ্ট বিধায় কুরআন পাক এর কোনো জবাব দেয়নি। পরকালে মানুষ পুনরুজ্জীবিত হবে বলে দাবি করা হয়েছে। দুনিয়াতে জন্ম-মৃত্যু আল্লাহ তা'আলার বিশেষ আইন ও উপযোগিতার অধীন। কাজেই আল্লাহ তা'আলা কাউকে দুনিয়াতে পুনরুজ্জীবন দান না করলে পরকালেও দান করতে পারবেন না, এটা কেমন করে বুঝা যায়? –[বয়ানুল কুরআন]

তুব্বার সম্প্রদায়ের ঘটনা : اَهُمْ خَيْرٌ اَمْ قَوْمُ تُبَّعٍ -(তারা শৌর্য -বীর্যে শ্রেষ্ঠত্ব না তুব্বার সম্প্রদায়?) কুরআনে দু'জায়গায় তুব্বার উল্লেখ রয়েছে। এখানে এবং সূরা ক্বাফে। কিন্তু উভয় জায়গায় কেবল নামই উল্লেখ করা হয়েছে-কোনো বিস্তারিত ঘটনা বিবৃত হয়নি। তাই এ সম্পর্কে তাফসীরবিদগণ দীর্ঘ আলোচনা করেছেন যে, এরা কোন জনগোষ্ঠী? বাস্তবে তুব্বা কোনো নির্দিষ্ট ব্যক্তির নাম নয়, বরং এটা ইয়েমেনের হিমইয়ারী সম্রাটদের উপাধিবিশেষ। তারা দীর্ঘকাল পর্যন্ত ইয়েমেনের পশ্চিমাংশকে রাজধানী করে আরব, শাম, ইরাক ও আফ্রিকার কিছু অংশ শাসন করেছে। এ কারণেই تُبَّعٌ শব্দের বহুবচন, تَبَابِعَةٌ ব্যবহৃত হয় এবং এই সম্রাটগণকে 'তাবাবেয়ায়ে-ইয়েমেন বলা হয়। এখানে কোন সম্রাটকে বুঝানো হয়েছে, এ সম্পর্কে হাফেজ ইবনে কাছীরের বক্তব্য অধিক সঙ্গত মনে হয়। তিনি বলেন, এখানে মধ্যবর্তী সম্রাটকে বুঝানো হয়েছে, যার নাম 'আস'আদ আবূ কুরায়েব ইবনে মালফিকারেব'। যে রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর নবুয়ত লাভের কমপক্ষে সাতশ' বছর পূর্বে অতিক্রান্ত হয়েছে। হিমইয়ারী সম্রাটদের মধ্যে তার রাজত্বকাল সর্বাধিক ছিল। সে তার শাসনামলে অনেক দেশ জয় করে সমরকন্দ পর্যন্ত পৌঁছে যায়। মুহাম্মদ ইবনে ইসহাক বর্ণনা করেন, এই দিগ্বিজয়কালে একবার সে মদিনা মুনাওয়ারার জনপদ অতিক্রম করে এবং তা করায়ত্ত করার ইচ্ছা করে। মদিনাবাসীরা দিনের বেলায় তার বিরুদ্ধে যুদ্ধ করত এবং রাত্রিতে তার আতিথেয়তা করত। ফলে সে লজ্জিত হয়ে মদিনা জয়ের ইচ্ছা পরিত্যাগ করে। এ সময়েই মদিনার দু'জন ইহুদি আলেম তাকে হুশিয়ার করে দেয় যে, এই শহর সে করায়ত্ত করতে পারবে না; কারণ এটা শেষ পয়গম্বরের হিজরতভূমি। সম্রাট ইহুদি আলেমদ্বয়কে সাথে নিয়ে ইয়েমেন প্রত্যাবর্তন করে এবং তাদের শিক্ষা ও প্রচারে মুগ্ধ হয়ে ইহুদি ধর্ম গ্রহণ করে। বলাবাহুল্য, তখন ইহুদি ধর্মই সত্য ধর্ম ছিল অতঃপর তার সম্প্রদায়ও সত্য ধর্মে

https://e-ilm.weebly.com/

দীক্ষিত হয়ে যায়। কিন্তু তার মৃত্যুর পর তারা আবার মূর্তিপূজা ও অগ্নিপূজা শুরু করে দেয়। ফলে তাদের উপর আল্লাহর গজব নাজিল হয়। সূরা সাবায় এ সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা রয়েছে। -[ইবনে কাছীর] এ থেকে জানা যায় যে, তুব্বার সম্প্রদায় ইসলাম গ্রহণ করেছিল, কিন্তু পরে পথভ্রষ্ট হয়ে আল্লাহর গজবে পতিত হয়েছিল। এ কারণেই কুরআনের উভয় জায়গায় 'তুব্বার সম্প্রদায়' উল্লেখ করা হয়েছে, শুধু তুব্বা উল্লিখিত হয়নি। হযরত সাহল ইবনে সা'দ ও ইবনে আব্বাসের রেওয়ায়েতেও এর সমর্থন পাওয়া যায়। রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন لَا تَسُبُّوْا تُبَّعًا فَاِنَّهُ اَسْلَمَ তোমরা তুব্বাকে মন্দ বলো না; কারণ সে ইসলাম গ্রহণ করেছিল।

مَا خَلَقْنٰهُمَآ اِلَّا بِالْحَقِّ وَلٰكِنَّ اَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُوْنَ -(আমি আকাশ ও পৃথিবী যথাযথ উদ্দেশ্যেই সৃষ্টি করেছি, কিন্তু অধিকাংশ মানুষ তা বুঝে না।) উদ্দেশ্য এই যে, বোধশক্তি ও চিন্তাশক্তি থাকলে আকাশ-পৃথিবী ও এতদুভয়ের মধ্যবর্তী সৃষ্টিসমূহ অনেক সত্য উদঘাটন করে। উদাহরণত এগুলোর মাধ্যমে আল্লাহ তা'আলার অপার কুদরত ও পরকালের সম্ভাব্যতা বুঝা যায়। কারণ যে সত্তা এসব মহাসৃষ্টিকে অনস্তিত্ব থেকে অস্তিত্বে আনয়ন করেছেন, তিনি নিশ্চিতই এগুলোকে একবার ধ্বংস করে পুনরায় সৃষ্টি করতে সক্ষম। তৃতীয়ত এগুলোর মাধ্যমে শাস্তি ও প্রতিদানের প্রয়োজনীয়াতও বুঝা যায়। কারণ পরকালের প্রতিদান ও শাস্তি না থাকলে সৃষ্টির সমগ্র কাণ্ডকারখানাই ভণ্ডুল হয়ে যায়। পৃথিবী সৃষ্টির রহস্যই তো একে পরীক্ষাগার করা এবং এর পর পরকালের শাস্তি ও প্রতিদান দেওয়া। নতুবা সৎ ও অসৎ উভয়ের পরিণতি এক হওয়া জরুরি হয়ে পড়ে। এটা আল্লাহর মাহাত্ম্যের পরিপন্থি।

চতুর্থত সৃষ্টিজগত চিন্তাশীলদেরকে আল্লাহ তা'আলার আনুগত্যে উদ্বুদ্ধও করে। কেননা সমগ্র সৃষ্টিই তাঁর বিরাট অবদান। কাজেই এ অবদানের কৃতজ্ঞতা স্রষ্টার আনুগত্যের মাধ্যমে প্রকাশ করা বান্দার উপর অব্যশ্য কর্তব্য।

আলোচ্য আয়াতসমূহে পরকালের কতিপয় অবস্থা বিধৃত হয়েছে এবং নিয়ম অনুযায়ী কুরআন পাক জান্নাত ও জাহান্নাম উভয়ের অবস্থা একের পর এক বর্ণনা করেছে।

اِنَّ شَجَرَةَ الزَّقُّوْمِ -যাক্কুমের স্বরূপ সম্পর্কে সূরা সাফফাতে কিছু জরুরি বিষয় বর্ণনা করা হয়েছে। এখানে উল্লেখযোগ্য বিষয় এই যে, কুরআনের আয়াত থেকে বাহ্যত জানা যায়, যাক্কুম কাফেরদেরকে জাহান্নামে প্রবেশ করার আগেই খাওয়ানো হবে। কেননা এখানে যাক্কুম খাওয়ানোর পর জাহান্নামের মধ্যস্থলে টেনে নিয়ে যাওয়ার আদেশ উল্লেখ করা হয়েছে। এছাড়া সূরা ওয়াকেয়ার আয়াত هٰذَا نُزُلُهُمْ يَوْمَ الدِّيْنِ থেকেও কেউ কেউ তাই বুঝেছেন। কেননা দাওয়াতের পূর্বে মেহমানদের যে আদর আপ্যায়ন করা হয়, তাদের মতে তাকেই نُزُلٌ বলা হয়। পরবর্তী খাদ্যকে ضِيَافَةٌ অথবা مَادَبَةٌ বলা হয়। কুরআনের ভাষায় জাহান্নামে প্রবেশের পরে যাক্কুম খাওয়ানোর সম্ভাবনা রয়েছে। আলোচ্য আয়াতে পরে টেনে নেওয়ার আদেশের অর্থ এই হবে যে, তারা পূর্বেই জাহান্নামে ছিল, কিন্তু যাক্কুম খাওয়ানোর পর তাদেরকে আরো লাঞ্ছিত ও কষ্টদানের জন্য জাহান্নামের মধ্যস্থলে নিয়ে যাওয়া হবে।-[বয়ানুল কুরআন]

اِنَّ الْمُتَّقِيْنَ فِىْ مَقَامٍ اَمِيْنٍ –এসব আয়াতে জান্নাতের চিরন্তন নিয়ামত-সমূহের প্রতি ইঙ্গিত রয়েছে এবং প্রায় সকল প্রকার নিয়ামতই এখানে সন্নিবেশিত করা হয়েছে। কেননা মানুষের প্রয়োজনীয় বস্তু সাধারণত ছয়টি– ১. উত্তম বাসগৃহ ২. উত্তম পোশাক, ৩. আকর্ষণীয় জীবনসঙ্গিনী ৪. সুস্বাদু খাদ্য ৫. এসব নিয়ামতের স্থায়িত্বের নিশ্চয়তা এবং ৬. দুঃখ-কষ্ট থেকে পূর্ণরূপে নিরাপদ থাকার আশ্বাস। এখন এ ছয়টি বস্তুই জান্নাতীদের জন্য প্রমাণিত করে দেওয়া হয়েছে। এখানে বাসস্থানকে 'নিরাপদ' বলে ইঙ্গিত করা হয়েছে যে, বিপদমুক্ত হওয়াই মানুষের বাসস্থানের প্রধান গুণ।

سُنْدُسٍ وَّاِسْتَبْرَقٍ -এর অর্থ যথাক্রমে চিকন ও মোটা রেশমীবস্ত্র।

زَوَّجْنٰهُمْ بِحُوْرٍ عِيْنٍ - تَزْوِيْج -এর অর্থ একককে অন্যের যুগল করে দেওয়া। পরে শব্দটি বিবাহ করানোর অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। এ অর্থের প্রেক্ষিতে এখানে উদ্দেশ্য এই যে, জান্নাতী পুরুষদের বিয়ে সুন্দরী আনতলোচনা রমণীদের সাথে যথা নিয়মে সম্পন্ন করা হবে। জান্নাতে পার্থিব বিধি-বিধানের বাধ্যবাধকতা থাকবে না; কিন্তু সম্মানার্থে এসব বিয়ে সম্পন্ন হবে। প্রথম অর্থের দিক দিয়ে উদ্দেশ্য এই যে, সুন্দরী আনতলোচনা রমণীদেরকে জান্নাতী পুরুষদের যুগল করে দেওয়া হবে এবং দান হিসেবে দেওয়া হবে। এর জন্য দুনিয়ার ন্যায় বিবাহ বন্ধনের প্রয়োজন নেই। لَا يَذُوْقُوْنَ فِيْهَا الْمَوْتَ اِلَّا الْمَوْتَةَ الْاُوْلٰى –অর্থাৎ একবার মৃত্যুর পর আর কোনো মৃত্যু হবে না। এ নিয়ম জাহান্নামীদের জন্যও। কিন্তু সেটা তাদের জন্য অধিক কঠোর এবং জান্নাতীদের জন্য অধিক আনন্দ ও সুখের বিষয় হবে। কারণ যত বড় নিয়ামতই হোক, তা বিলুপ্ত হওয়ার কল্পনা নিশ্চিতরূপেই মনে বিপদের রেখাপাত করে। জান্নাতীরা যখন কল্পনা করবে যে, এসব নিয়ামত তাদের কাছ থেকে কখনো ছিনিয়ে নেওয়া হবে না, তখন এটা তাদের আনন্দকে আরো বৃদ্ধি করে দিবে।

https://e-ilm.weebly.com/

শব্দ বিশ্লেষণ :

فَكِهِيْنَ : সীগাহ جمع مذكر বহছ اسم فاعل বাব سَمِعَ মাসদার اَلْفَكْهُ মূলবর্ণ (ف - ك - ه) জিনস صحيح অর্থ- আনন্দে উৎফুল্লিত হয়ে থাকত, মজা করা, কৌতুক করা, রসিকতা করা।

مَابَكَتْ : সীগাহ واحد مؤنث غائب বহছ نفى فعل ماضى معروف বাব ضَرَبَ মাসদার اَلْبُكَاءُ মূলবর্ণ (ب - ك - ى) জিনস ناقص يائى অর্থ- না কান্না আসল, কাঁদা, ক্রন্দন করা।

مُهِيْنٌ : সীগাহ واحد مذكر বহছ اسم فاعل বাব اِفْعَالٌ মাসদার اَلْاِهَانَةُ মূলবর্ণ (ه - و - ن) জিনস اجوف واوى অর্থ- নিতান্ত অপমানজনক, হেয় করা, লাঞ্ছিত করা, অপমান করা।

مُسْرِفِيْنَ : সীগাহ جمع مذكر বহছ اسم فاعل বাব اِفْعَالٌ মাসদার اَلْاِسْرَافُ মূলবর্ণ (س - ر - ف) জিনস صحيح অর্থ- সীমালঙ্ঘনকারী, অপচয় করা, অপব্যয় করা।

اِخْتَرْنَا : সীগাহ جمع متكلم বহছ ماضى معروف বাব اِفْتِعَالٌ মাসদার اَلْاِخْتِيَارُ মূলবর্ণ (خ - ى - ر) জিনস اجوف يائى অর্থ- আমি শ্রেষ্ঠত্ব দান করেছি, পছন্দ করে নেওয়া, চয়ন করা, বাছাই করা।

مُنْشَرِيْنَ : সীগাহ جمع مذكر বহছ اسم مفعول বাব اِفْعَالٌ মাসদার اَلْاِنْشَارُ মূলবর্ণ (ن - ش - ر) জিনস صحيح অর্থ- জীবিত হবো না, উঠানো, জীবিত করা। দাঁড় করানো।

يَغْلِىْ : সীগাহ واحد مذكر غائب বহছ مضارع معروف বাব ضَرَبَ মাসদার اَلْغَلْىُ মূলবর্ণ (غ - ل - ى) জিনস ناقص يائى অর্থ- ফুটতে থাকবে, টগবগ করে ফোটা, উথলানো।

اِعْتِلُوْهُ : সীগাহ جمع مذكر حاضر বহছ امر حاضر معروف বাব ضَرَبَ ও نَصَرَ মাসদার اَلْعَتْلُ মূলবর্ণ (ع - ت - ل) জিনস صحيح অর্থ- তাকে টেনে নিয়ে যাও, ধাক্কিয়ে নিয়ে যাওয়া, উপরে তোলা, বহন করা।

صُبُّوْا : সীগাহ جمع مذكر حاضر বহছ امر حاضر معروف বাব نَصَرَ মাসদার اَلصَّبُّ মূলবর্ণ (ص - ب - ب) জিনস مضاعف ثلاثى অর্থ- তোমরা ঢাল, ঢেলে দেওয়া, গড়িয়ে দেওয়া।

ذُقْ : সীগাহ واحد مذكر বহছ امر حاضر معروف বাব نَصَرَ মাসদার اَلذَّوْقُ মূলবর্ণ (ذ - و - ق) জিনস اجوف واوى অর্থ- আস্বাদন কর।

مُتَقٰبِلِيْنَ : সীগাহ جمع مذكر বহছ اسم فاعل বাব تَفَاعُلٌ মাসদার اَلتَّقَابُلُ মূলবর্ণ (ق - ب - ل) জিনস صحيح অর্থ-সামনাসামনি উপবিষ্ট হবে, মুখোমুখি।

وَقٰى : সীগাহ واحد مذكر غائب বহছ ماضى معروف বাব ضَرَبَ মাসদার اَلْوِقَايَةُ মূলবর্ণ (و - ق - ى) জিনস لفيف مفروق অর্থ- রক্ষা করবেন, হেফাজত করা, সতর্ক করা।

يَسَّرْنَا : সীগাহ جمع متكلم বহছ ماضى معروف বাব تَفْعِيْل মাসদার اَلتَّيْسِيْرُ মূলবর্ণ (ى - س - ر) জিনস مثال يائى অর্থ-আমি সহজ করে দিয়েছি, সহজ করা, হালকা করা।

বাক্য বিশ্লেষণ :

اِنْ هِىَ اِلَّا مَوْتَتُنَا الْاُوْلٰى وَمَا نَحْنُ بِمُنْشَرِيْنَ : এখানে اِنْ টি نَافِيَة এবং هِىَ টি مُبْتَدَأ আর اِلَّا টি সীমাবদ্ধতার অব্যয়। مَوْتَتُنَا শব্দটি هِىَ-এর خَبَرْ؛ الْاُوْلٰى শব্দটি সিফত। وَاوْ টি আতফের অব্যয় এবং مَا টি نَافِيَة حِجَازِيَّة আর نَحْنُ শব্দটি তার اِسْم এবং بِمُنْشَرِيْنَ-এর باء টি অতিরিক্ত حَرْف جَرّ এবং مُنْشَرِيْنَ শব্দটি তার خَبَر যা مَحَلًّا মানসূব এবং لَفْظًا মাজরূর –[ই'রাবুল কুরআন, খ : ৭. পৃ. ১২৭]

سُوْرَةُ الْجَاثِيَةِ مَكِّيَّةٌ
সূরা জাছিয়াহ

মক্কায় অবতীর্ণ; আয়াত– ৩৭, রুকূ'– ৪

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ○

পরম করুণাময়, দয়ালু আল্লাহর নামে শুরু করছি।

১.	হা-মীম।	حٰمٓ ﴿١﴾
২.	এটা মহাপরাক্রান্ত, প্রজ্ঞাময় আল্লাহর সন্নিধান হতে অবতারিত কিতাব।	تَنْزِيْلُ الْكِتٰبِ مِنَ اللهِ الْعَزِيْزِ الْحَكِيْمِ ﴿٢﴾
৩.	নিশ্চয় আসমানসমূহ ও ভূপৃষ্ঠে ঈমানদারদের জন্য বহু প্রমাণ রয়েছে।	اِنَّ فِى السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ لَاٰيٰتٍ لِّلْمُؤْمِنِيْنَ ﴿٣﴾
৪.	আর স্বয়ং তোমাদের এবং সে সমস্ত জীবজন্তুর সৃষ্টির মধ্যে যাদেরকে [ভূপৃষ্ঠে] ছড়িয়ে রেখেছেন– ঐ সমস্ত লোকদের জন্য বহু প্রমাণ রয়ছে যারা বিশ্বাস করে।	وَفِىْ خَلْقِكُمْ وَمَا يَبُثُّ مِنْ دَآبَّةٍ اٰيٰتٌ لِّقَوْمٍ يُّوْقِنُوْنَ ﴿٤﴾
৫.	আর রাত্রি ও দিবসের আবর্তনে এবং সেই রিজিকের মধ্যে যা আল্লাহ তা'আলা আসমান হতে নাজিল করেছেন, অতঃপর তা [বৃষ্টির পানি] দ্বারা জমিনকে সজীব করেছেন– তা শুষ্ক হওয়ার পর এবং বায়ুরাশির পরিবর্তনে জ্ঞানবান লোকদের জন্য বহু নিদর্শন রয়েছে।	وَاخْتِلَافِ الَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَمَآ اَنْزَلَ اللهُ مِنَ السَّمَآءِ مِنْ رِّزْقٍ فَاَحْيَا بِهِ الْاَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا وَتَصْرِيْفِ الرِّيٰحِ اٰيٰتٌ لِّقَوْمٍ يَّعْقِلُوْنَ ﴿٥﴾

শাব্দিক অনুবাদ :

১. حٰمٓ হা-মীম।

২. تَنْزِيْلُ الْكِتٰبِ এটা অবতারিত কিতাব مِنَ اللهِ আল্লাহর সন্নিধান হতে الْعَزِيْزِ الْحَكِيْمِ মহাপরাক্রান্ত, প্রজ্ঞাময়।

৩. اِنَّ فِى السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ নিশ্চয় আসমানসমূহ ও ভূপৃষ্ঠে لَاٰيٰتٍ বহু প্রমাণ রয়েছে لِّلْمُؤْمِنِيْنَ ঈমানদারদের জন্য।

৪. وَفِىْ خَلْقِكُمْ আর স্বয়ং তোমাদের সৃষ্টির মধ্যে وَمَا يَبُثُّ مِنْ دَآبَّةٍ এবং সে সমস্ত জীবজন্তু যাদেরকে (ভূপৃষ্ঠে) ছড়িয়ে রেখেছেন لِّقَوْمٍ اٰيٰتٌ ঐ সমস্ত লোকদের জন্য বহু প্রমাণ রয়েছে يُّوْقِنُوْنَ যারা বিশ্বাস করে।

৫. وَاخْتِلَافِ الَّيْلِ وَالنَّهَارِ আর রাত্রি ও দিবসের আবর্তনে وَمَآ اَنْزَلَ اللهُ এবং যা আল্লাহ তা'আলা নাজিল করেছেন مِنَ السَّمَآءِ আসমান হতে مِنْ رِّزْقٍ সেই রিজিকের মধ্যে فَاَحْيَا بِهِ الْاَرْضَ অতঃপর তা দ্বারা জমিনকে সজীব করেছেন بَعْدَ مَوْتِهَا তা শুষ্ক হওয়ার পর وَتَصْرِيْفِ الرِّيٰحِ এবং বায়ু রাশির পরিবর্তনে اٰيٰتٌ বহু নিদর্শন রয়েছে لِّقَوْمٍ يَّعْقِلُوْنَ জ্ঞানবান লোকদের জন্য।

https://e-ilm.weebly.com/

৬. এ সমস্ত আল্লাহর আয়াত, ঠিকভাবে আপনাকে পড়ে শুনাচ্ছি, অতঃপর তারা আল্লাহ ও তাঁর নিদর্শনাবলির পরে [তদপেক্ষা শ্রেষ্ঠ] কোন কথার প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করবে?	تِلْكَ اٰيٰتُ اللّٰهِ نَتْلُوْهَا عَلَيْكَ بِالْحَقِّ ۚ فَبِاَيِّ حَدِيْثٍۭ بَعْدَ اللّٰهِ وَاٰيٰتِهٖ يُؤْمِنُوْنَ ﴿٦﴾
৭. বড়ই সর্বনাশ! প্রত্যেক সেই ব্যক্তির জন্য যে মিথ্যা [আকিদা] পোষণকারী, অবাধ্য।	وَيْلٌ لِّكُلِّ اَفَّاكٍ اَثِيْمٍ ﴿٧﴾
৮. যে আল্লাহর আয়াতসমূহ শ্রবণ করে যখন তার সম্মুখে পঠিত হয়, তবুও সে অহংকারবশতঃ এমনভাবে হঠকারিতা পোষণ করে থাকে, যেন সে শুনেনি; সুতরাং এরূপ ব্যক্তিকে এক যন্ত্রণাময় শাস্তির সংবাদ শুনিয়ে দিন।	يَّسْمَعُ اٰيٰتِ اللّٰهِ تُتْلٰى عَلَيْهِ ثُمَّ يُصِرُّ مُسْتَكْبِرًا كَاَنْ لَّمْ يَسْمَعْهَا ۚ فَبَشِّرْهُ بِعَذَابٍ اَلِيْمٍ ﴿٨﴾
৯. আর যখন সে আমার আয়াতসমূহ হতে কোনো আয়াতের সংবাদ জানতে পায়, তখন তা নিয়ে বিদ্রূপ করতে থাকে; এরূপ লোকদের জন্য অবমাননাকর আজাব রয়েছে।	وَاِذَا عَلِمَ مِنْ اٰيٰتِنَا شَيْـًٔا ۨاتَّخَذَهَا هُزُوًا ؕ اُولٰٓئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ مُّهِيْنٌ ﴿٩﴾
১০. তাদের সম্মুখে জাহান্নাম রয়েছে এবং তাদের সে সমস্ত বস্তুও কোনো কাজে আসবে না, যা তারা অর্জন করে গিয়েছিল, আর তারাও না, আল্লাহ ভিন্ন যাদেরকে তারা কার্যনির্বাহক সাব্যস্ত করেছিল, আর তাদের ভীষণ আজাব হবে।	مِنْ وَّرَآئِهِمْ جَهَنَّمُ ۚ وَلَا يُغْنِيْ عَنْهُمْ مَّا كَسَبُوْا شَيْـًٔا وَّلَا مَا اتَّخَذُوْا مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ اَوْلِيَآءَ ۚ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيْمٌ ﴿١٠﴾

শাব্দিক অনুবাদ :

৬. تِلْكَ اٰيٰتُ اللّٰهِ এ সমস্ত আল্লাহর আয়াত نَتْلُوْهَا عَلَيْكَ আপনাকে পড়ে শুনাচ্ছি بِالْحَقِّ ঠিকভাবে فَبِاَيِّ حَدِيْثٍ
অতঃপর তারা কোন কথার প্রতি بَعْدَ اللّٰهِ وَاٰيٰتِهٖ আল্লাহ ও তাঁর নিদর্শনাবলির পরে يُؤْمِنُوْنَ বিশ্বাস স্থাপন করবে?

৭. وَيْلٌ বড়ই সর্বনাশ! لِّكُلِّ প্রত্যেক সেই ব্যক্তির জন্য اَفَّاكٍ যে মিথ্যা (আকীদা) পোষণকারী اَثِيْمٍ অবাধ্য।

৮. يَسْمَعُ اٰيٰتِ اللّٰهِ যে আল্লাহর আয়াতসমূহ শ্রবণ করে تُتْلٰى عَلَيْهِ যখন তার সম্মুখে পঠিত হয়। ثُمَّ يُصِرُّ مُسْتَكْبِرًا
তবুও সে অহংকারবশতঃ এমনভাবে হঠকারিতা পোষণ করে থাকে كَاَنْ لَّمْ يَسْمَعْهَا যেন সে শুনেনি فَبَشِّرْهُ সুতরাং
এরূপ ব্যক্তিকে সুসংবাদ শুনিয়ে দিন بِعَذَابٍ اَلِيْمٍ যন্ত্রণাময় শাস্তির।

৯. وَاِذَا عَلِمَ আর যখন সে জানতে পায় مِنْ اٰيٰتِنَا شَيْـًٔا আমার আয়াতসমূহ হতে কোনো আয়াতের সংবাদ। اتَّخَذَهَا هُزُوًا
তখন তা নিয়ে বিদ্রূপ করতে থাকে اُولٰٓئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ مُّهِيْنٌ এরূপ লোকদের জন্য অবমাননাকর আজাব রয়েছে।

১০. مِنْ وَّرَآئِهِمْ جَهَنَّمُ তাদের সম্মুখে জাহান্নাম রয়েছে وَلَا يُغْنِيْ عَنْهُمْ مَّا كَسَبُوْا شَيْـًٔا এবং তাদের সে সমস্ত বস্তুও
কোনো কাজে আসবে না, যা তারা অর্জন করে গিয়েছিল। وَّلَا مَا اتَّخَذُوْا আর তারাও না যাদেরকে তারা সাব্যস্ত
করেছিল مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ আল্লাহ ভিন্ন اَوْلِيَآءَ কার্যনির্বাহক وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيْمٌ আর তাদের ভীষণ আজাব হবে।

https://e-ilm.weebly.com/

১১. এ কুরআন আদ্যোপান্ত পথ-প্রদর্শক, আর যারা নিজ প্রতিপালকের আয়াতসমূহকে অমান্য করে, তাদের কঠোর ক্লেশদায়ক আজাব হবে।	هٰذَا هُدًى ۚ وَالَّذِيْنَ كَفَرُوْا بِاٰيٰتِ رَبِّهِمْ لَهُمْ عَذَابٌ مِّنْ رِّجْزٍ اَلِيْمٌ ﴿١١﴾
১২. আল্লাহই সেই সত্তা যিনি তোমাদের জন্য সমুদ্রকে আয়ত্তাধীন করেছেন, যেন তাঁর আদেশে তাতে নৌকাসমূহ চলাচল করতে পারে এবং তোমরা তাঁর [প্রদত্ত] রিজিক অন্বেষণ কর, আর যেন তোমরা কৃতজ্ঞতা প্রকাশ কর।	اَللّٰهُ الَّذِيْ سَخَّرَ لَكُمُ الْبَحْرَ لِتَجْرِيَ الْفُلْكُ فِيْهِ بِاَمْرِهٖ وَلِتَبْتَغُوْا مِنْ فَضْلِهٖ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُوْنَ ﴿١٢﴾
১৩. আর আসমানসমূহে এবং পৃথিবীতে যে সমস্ত বস্তু আছে সে সমস্তকে তোমাদের জন্য আয়ত্তাধীন করেছেন নিজের পক্ষ হতে; নিঃসন্দেহে এগুলোর মধ্যে প্রমাণসমূহ রয়েছে সেই লোকদের জন্য যারা চিন্তা করে।	وَسَخَّرَ لَكُمْ مَّا فِي السَّمٰوٰتِ وَمَا فِي الْاَرْضِ جَمِيْعًا مِّنْهُ ؕ اِنَّ فِيْ ذٰلِكَ لَاٰيٰتٍ لِّقَوْمٍ يَّتَفَكَّرُوْنَ ﴿١٣﴾
১৪. আপনি মু'মিনদেরকে বলে দিন, সে সমস্ত লোকদেরকে যেন ক্ষমা করে, যারা আল্লাহর মো'আমালায় বিশ্বাস রাখে না, যেন তিনি এক কাওমকে [মু'মিনকে] প্রতিদান করেন। তাদের অর্জিত কার্যের বিনিময়ে।	قُلْ لِّلَّذِيْنَ اٰمَنُوْا يَغْفِرُوْا لِلَّذِيْنَ لَا يَرْجُوْنَ اَيَّامَ اللّٰهِ لِيَجْزِيَ قَوْمًاۢ بِمَا كَانُوْا يَكْسِبُوْنَ ﴿١٤﴾

শাব্দিক অনুবাদ :

১১. هٰذَا هُدًى এ কুরআন আদ্যোপান্ত পথ প্রদর্শক وَالَّذِيْنَ كَفَرُوْا আর যারা অমান্য করে بِاٰيٰتِ رَبِّهِمْ নিজ প্রতিপালকের আয়াতসমূহকে لَهُمْ عَذَابٌ مِّنْ رِّجْزٍ اَلِيْمٌ তাদের কঠোর ক্লেশদায়ক আজাব হবে।

১২. اَللّٰهُ الَّذِيْ আল্লাহই সেই সত্তা سَخَّرَ لَكُمُ الْبَحْرَ যিনি তোমাদের জন্য সমুদ্রকে আয়ত্তাধীন করেছেন لِتَجْرِيَ الْفُلْكُ فِيْهِ بِاَمْرِهٖ যেন তার আদেশে তাতে নৌকাসমূহ চলাচল করতে পারে وَلِتَبْتَغُوْا مِنْ فَضْلِهٖ এবং তোমরা তাঁর (প্রদত্ত) রিজিক অন্বেষণ কর وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُوْنَ আর যেন তোমরা কৃতজ্ঞতা প্রকাশ কর।

১৩. وَسَخَّرَ لَكُمْ আর তোমাদের জন্য আয়ত্তাধীন করেছেন مَّا فِي السَّمٰوٰتِ وَمَا فِي الْاَرْضِ আসমানসমূহে ও ভূপৃষ্ঠে যে সমস্ত বস্তু আছে جَمِيْعًا সে সমস্তকে مِّنْهُ নিজের পক্ষ হতে اِنَّ فِيْ ذٰلِكَ لَاٰيٰتٍ নিঃসন্দেহে এগুলোর মধ্যে প্রমাণসরমূহ রয়েছে لِّقَوْمٍ يَّتَفَكَّرُوْنَ সেই লোকদের জন্য যারা চিন্তা করে।

১৪. قُلْ لِّلَّذِيْنَ اٰمَنُوْا আপনি মুমিনদেরকে বলে দিন يَغْفِرُوْا لِلَّذِيْنَ সে সমস্ত লোকদেরকে যেন ক্ষমা করে لَا يَرْجُوْنَ اَيَّامَ اللّٰهِ যারা আল্লাহর মো'আমালায় বিশ্বাস রাখে না لِيَجْزِيَ قَوْمًاۢ যেন তিনি এক কওমকে প্রতিদান প্রদান করেন بِمَا كَانُوْا يَكْسِبُوْنَ তাদের অর্জিত কার্যের বিনিময়ে।

https://e-ilm.weebly.com/

১৫. যে নেক কাজ করে, তা নিজেরই হিতের জন্য [করে], আর যে মন্দ কাজ করে, তার শাস্তি তারই উপর পতিত হয়, অতঃপর তোমাদেরকে নিজ প্রতিপালকের নিকট ফিরে যেতে হবে।	مَنْ عَمِلَ صَالِحًا فَلِنَفْسِهٖ ۚ وَمَنْ اَسَآءَ فَعَلَيْهَا ۫ ثُمَّ اِلٰى رَبِّكُمْ تُرْجَعُوْنَ ﴿١٥﴾
১৬. আর আমি বনী ইসরাঈলকে কিতাব, হেকমত ও নবুয়ত দান করেছিলাম এবং আমি তাদেরকে খাওয়ার জন্য উত্তম বস্তুসমূহ দিয়েছিলাম এবং তাদেরকে সমগ্র বিশ্ববাসীর উপর শ্রেষ্ঠত্ব দান করলাম,	وَلَقَدْ اٰتَيْنَا بَنِيْٓ اِسْرَآءِيْلَ الْكِتٰبَ وَالْحُكْمَ وَالنُّبُوَّةَ وَرَزَقْنٰهُمْ مِّنَ الطَّيِّبٰتِ وَفَضَّلْنٰهُمْ عَلَى الْعٰلَمِيْنَ ﴿١٦﴾
১৭. এবং আমি ধর্মীয় ব্যাপারে তাদেরকে স্পষ্ট প্রমাণাদি দিয়েছিলাম, কিন্তু তাদের নিকট জ্ঞান আসার পর তারা পরস্পর মতবিরোধ করল, নিজেদের হঠকারিতার ফলে; আপনার প্রতিপালক কিয়ামতের দিন তাদের পরস্পরের মধ্যে সে সমস্ত বিষয়ের মীমাংসা করে দিবেন যাতে তারা মতভেদ করত।	وَاٰتَيْنٰهُمْ بَيِّنٰتٍ مِّنَ الْاَمْرِ ۚ فَمَا اخْتَلَفُوْٓا اِلَّا مِنْۢ بَعْدِ مَا جَآءَهُمُ الْعِلْمُ ۙ بَغْيًۢا بَيْنَهُمْ ؕ اِنَّ رَبَّكَ يَقْضِيْ بَيْنَهُمْ يَوْمَ الْقِيٰمَةِ فِيْمَا كَانُوْا فِيْهِ يَخْتَلِفُوْنَ ﴿١٧﴾

শাব্দিক অনুবাদ :

১৫. مَنْ عَمِلَ صَالِحًا যে লোক নেক কাজ করে فَلِنَفْسِهٖ তা নিজেরই হিতের জন্য করে وَمَنْ اَسَآءَ আর যে মন্দ কাজ করে
فَعَلَيْهَا তার শাস্তি তারই উপর পতিত হয় ثُمَّ اِلٰى رَبِّكُمْ অতঃপর নিজ প্রতিপালকের নিকট تُرْجَعُوْنَ তোমাদেরকে
ফিরে যেতে হবে।

১৬. وَلَقَدْ اٰتَيْنَا আর আমি দান করেছিলাম بَنِيْٓ اِسْرَآءِيْلَ বনী ইসরাঈলকে الْكِتٰبَ কিতাব وَالْحُكْمَ ও হেকমত وَالنُّبُوَّةَ
এবং নবুয়ত وَرَزَقْنٰهُمْ مِّنَ الطَّيِّبٰتِ এবং আমি তাদেরকে খাওয়ার জন্য উত্তম বস্তুসমূহ দিয়েছিলাম وَفَضَّلْنٰهُمْ عَلَى
الْعٰلَمِيْنَ এবং আমি তাদেরকে সমগ্র বিশ্ববাসীর উপর শ্রেষ্ঠত্ব দিয়েছিলাম।

১৭. وَاٰتَيْنٰهُمْ بَيِّنٰتٍ مِّنَ الْاَمْرِ এবং আমি ধর্মীয় ব্যাপারে তাদেরকে স্পষ্ট প্রমাণাদি দিয়েছিলাম فَمَا اخْتَلَفُوْٓا اِلَّا مِنْۢ بَعْدِ مَا
جَآءَهُمُ الْعِلْمُ কিন্তু তাদের নিকট জ্ঞান আসার পর তারা পরস্পর মতবিরোধ করল بَغْيًۢا بَيْنَهُمْ নিজেদের
হঠকারিতার ফলে اِنَّ رَبَّكَ يَقْضِيْ بَيْنَهُمْ আপনার প্রতিপালক তাদের পরস্পরের মধ্যে সে সমস্ত বিষয়ের মীমাংসা
করে দিবেন يَوْمَ الْقِيٰمَةِ কিয়ামতের দিন فِيْمَا كَانُوْا فِيْهِ يَخْتَلِفُوْنَ যাতে তারা মতভেদ করত।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

সূরা জাছিয়াহ প্রসঙ্গে জ্ঞাতব্য : একটি আয়াত ব্যতীত এ সূরা মক্কায় অবতীর্ণ। এতে ৩৭ টি আয়াত,৪ টি রুকূ ৬৪৪ টি বাক্য ও ২৬০০ টি অক্ষর রয়েছে। সমগ্র সূরাটি মক্কায় অবতীর্ণ। এক উক্তি এই যে- قُلْ لِّلَّذِيْنَ اٰمَنُوْا يَغْفِرُوْا لِلَّذِيْنَ لَا يَرْجُوْنَ اَيَّامَ اللّٰهِ আয়াতখানি শুধু মদিনায় অবতীর্ণ। মক্কায় অবতীর্ণ অন্য সূরাসমূহের ন্যায় এর মৌলিক বিষয়বস্তু হলো বিশ্বাস সংশোধন। সেমতে এতে তাওহীদ, রিসালাত ও পরকাল সম্পর্কিত বিশ্বাসসমূহকেই বিভিন্নভাবে সপ্রমাণ করা হয়েছে। বিশেষভাবে পরকাল প্রমাণের দলিলাদি, কাফেরদের সন্দেহ ও বেদীনদের দাবির খণ্ডন এতে বিশদভাবে বর্ণিত হয়েছে।

https://e-ilm.weebly.com/

সূরার নামকরণ : এ সূরাকে সূরাতুশ শরীয়া'ও বলা হয়। ইবনে মারদুবিয়া হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা.)-এর কথার উদ্ধৃতি দিয়েছেন যে, সূরা জাছিয়াহ মক্কায় অবতীর্ণ হয়েছে। ইবনে মারদুবিয়াহ হযরত জোবায়ের (রা.) থেকে বর্ণনা করেছেন যে, সূরাতুশ শরিয়া মক্কায় অবতীর্ণ হয়েছে, এর দ্বারা প্রমাণিত হয়, এ সূরাকে 'সূরাতুশ শরিয়া'ও বলা হয়। –[তাফসীরে দুররুল মানছূর,খ.৬, পৃ. ৩৮]

সূরা জাছিয়ার আমল : সন্তান ভূমিষ্ঠ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে 'সূরা জাছিয়া' লিপিবদ্ধ করে যদি তার দেহে বেঁধে রাখা হয়, তবে সর্বপ্রকার কষ্টদায়ক বস্তু থেকে নবজাতক শিশু হেফাজতে থাকে।

স্বপ্নের তাবীর : যে ব্যক্তি এ সূরাকে স্বপ্নে পাঠ করতে দেখে, তার মধ্যে দুনিয়া-ত্যাগীভাব সৃষ্টি হবে এবং সে পরহেজগার হবে।

পূর্ববর্তী সূরার সাথে সম্পর্ক : পূর্ববর্তী সূরার শেষে এমন গুণাবলির উল্লেখ রয়েছে যা মানবজীবনের সাফল্যের কারণ হয়। এরপর একথা ঘোষণা করা হয় যে, কুরআনে কারীমকে আরবি ভাষায় সহজ করে নাজিল করা হয়েছে, যাতে করে মানুষ উপদেশ গ্রহণ করতে পারে এরপরও যদি কেউ হেদায়েত কবুল না করে তবে তা সে ব্যক্তির দুর্ভাগ্য ব্যতীত আর কিছুই নয়। আর এ প্রেক্ষিতেই সূরা জাছিয়ার প্রারম্ভে পবিত্র কুরআনের শ্রেষ্ঠত্ব ও মাহাত্ম্য বর্ণিত হয়েছে। এর পাশাপাশি সৃষ্টিজগতে বিশ্বপ্রতিপালক আল্লাহ পাকের যেসব বিস্ময়কর নিদর্শন ছড়িয়ে রয়েছে, তার প্রতি লক্ষ্য করে ঈমান আনয়নের আহবান জানানো হয়েছে।

قُلْ لِّلَّذِيْنَ اٰمَنُوْا يَغْفِرُوْا لِلَّذِيْنَ لَا يَرْجُوْنَ اَيَّامَ اللّٰهِ لِيَجْزِيَ قَوْمًا ۢبِمَا كَانُوْا يَكْسِبُوْنَ

শানে নুযূল : আল্লামা নাহাস মারদুভীয়া প্রমূখ হযরত ইবনে আব্বাস (রা.)-এর উদ্ধৃতি দিয়ে বর্ণনা করেন যে, আলোচ্য আয়াত হযরত ওমর ইবনে খাত্তাব (রা.) সম্পর্কে অবতীর্ণ হয়েছে। ঘটনা প্রবাহ হচ্ছে যে, হিজরতের পূর্বে কুরাইশী মুশরিক এক লোক হযরত ওমর ইবনুল খাত্তাব (রা.)-কে গালমন্দ করেছিল। সে জন্য হযরত ওমর (রা.) তাকে চপেটাঘাত করতে ইচ্ছা করেছিলেন। সে পরিপ্রেক্ষিতে আল্লাহ তা'আলা আলোচ্য আয়াত নাজিল করেছেন। আল্লামা ওয়াহেদী ও কুশাইরী প্রমূখ হযরত ইবনে আব্বাস (রা.)-এর উদ্ধৃতি দিয়ে বর্ণনা করেন যে, হযরত ওমর ইবনুল খাত্তাব (রা.) নরাধম আব্দুল্লাহ বিন উবাইয়ের সাথে সংঘটিত এক ঘটনার প্রেক্ষিতে আলোচ্য আয়াতটি নাজিল হয়। সে ঘটনা প্রবাহ হচ্ছে যে, গাযওয়ায়ে বনী মুস্তালিক অভিযানে মুসলিম বাহিনী মুরাইসিয়া' নাকম কূপের নিকট অবস্থান গ্রহণ করেছিল। অপর দিকে আবদুল্লাহ বিন উবাই নিজ গোলামকে পানি সংগ্রহ করার জন্য প্রেরণ করেছিল। তবে তাতে তার বিলম্বিত হয়ে গেল। সুতরাং সে তার গোলাম কে জিজ্ঞেস করল যে, তোমাকে বিলম্বিত করল কে? জবাবে বলল, ওমর ইবনুল খাত্তাবের গোলাম। সে কূপের মোহনায় বসে রয়েছে। কাউকে পানি সংগ্রহ করার সুযোগ দিচ্ছে না। যতক্ষণ না পর্যন্ত নবী আলাইহিস সালামের মশক এবং হযরত আবূ বকর ও তদ্বীয় মনীব ওমরের পানির মশক পানিতে পূর্ণ ভাবে ভরে যাবে। তখন আবদুল্লাহ বিন উবাই বলল যে, আমাদের ও তাদের দৃষ্টান্ত হচ্ছে একমাত্র বলা যায় যে, سَمِّنْ كَلْبَكَ يَأْكُلْكَ অর্থাৎ তোমার কুকুরকে মোটা কর সে তোমাকে ধ্বংস করবে এর ন্যায়। অতঃপর এসংবাদ যখন হযরত ওমর (রা.) এর নিকট গিয়ে পৌছল, তখন তিনি তলোয়ার হাতে এ মুনাফিককে হত্যা করার সংকল্প গ্রহণ করেন। সে পরিস্থিতে ওমর (রা.) কে তা হতে বিরত রাখার জন্য আল্লাহ তা'আলা আলোচ্য আয়াত নাজিল করেন। মাইমুন বিন মিহ্‌রান হতে বর্ণিত রয়েছে, তিনি বলেন যে, مَنْ ذَا الَّذِيْ يُقْرِضُ اللّٰهَ قَرْضًا حَسَنًا আয়াত যখন নাজিল হয়, তখন ফিনহাস ইহুদি বলেছিল যে, মুহাম্মদ ﷺ-এর রব দরিদ্র হয়ে গিয়েছে। হযরত ওমর (রা.) যখন এ কথা শুনতে পেলেন, তখন তিনি অসি হাতে নিয়ে বের হয়ে পরেন। হযরত নবী আলাইহিস্ সালাম কাউকে পাঠিয়ে তাঁকে ফিরিয়ে নিয়ে আসেন। সে সময় আয়াতের শেষাংশ لِيَجْزِيَ قَوْمًا ۢبِمَا كَانُوْا يَكْسِبُوْنَ নাজিল হয়। (রুহুল মা'আনী ১৪৭/২৫/১৩ কুরতুবী ১৩৭/১৬, বাহরে মুহীত্ব ৪২/৮)

সমস্ত সূরাটি মক্কায় অবতীর্ণ। এক উক্তি এই যে, قُلْ لِّلَّذِيْنَ اٰمَنُوْا يَغْفِرُوْا لِلَّذِيْنَ لَا يَرْجُوْنَ اَيَّامَ اللّٰهِ আয়াতখানি শুধু মদিনায় অবতীর্ণ। মক্কায় অবতীর্ণ অন্যান্য সূরাসমূহের ন্যায় এর মৌলিক বিষয়বস্তু হলো বিশ্বাস সংশোধন। সেমতে এতে তাওহীদ, রিসালাত ও পরকাল সম্পর্কিত বিশ্বাসমূহকেই বিভিন্নভাবে সপ্রমাণ করা হয়েছে। বিশেষভাবে পরকাল প্রমাণের দলিলাদি, কাফেরদের সন্দেহ ও বেদীনদের দাবি খণ্ডন এতে বিশদভাবে বর্ণিত হয়েছে।

https://e-ilm.weebly.com/

إِنَّ فِى السَّمٰوٰتِ وَالْأَرْضِ لَاٰيٰتٍ لِّلْمُؤْمِنِيْنَ এসব আয়াতের উদ্দেশ্য তাওহীদ সপ্রমাণ করা। অনুরূপ আয়াত দ্বিতীয় পারায় বর্ণিত হয়েছে। উভয় জায়গায় শব্দ ও ভাষার সামান্য পার্থক্য সম্পর্কিত তাত্ত্বিক আলোচনা বিদ্যান, পাঠকবর্গ ইমাম রাযী (র.)-এর 'তাফসীরে কবীরে দেখতে পারেন। এখানে উল্লেখযোগ্য বিষয় এই যে, এখানে সৃষ্টিজগতের বিভিন্ন নিদর্শন বর্ণনা করে এক জায়গায় বলা হয়েছে, এতে মুমিনদের জন্য নিদর্শনাবলি রয়েছে, দ্বিতীয় জায়গায় বলা হয়েছে, বিশ্বাসীদের জন্য নিদর্শনাবলি রয়েছে এবং তৃতীয় জায়গায় বলা হয়েছে, বিবেকবানদের জন্য নিদর্শনাবলি রয়েছে। এতে বর্ণনা পদ্ধতির রকমফের ছাড়াও ইঙ্গিত রয়েছে যে, এসব নিদর্শন দ্বারা পূর্ণ উপকার তারাই লাভ করতে পারে, যারা ঈমান আনে, দ্বিতীয় পর্যায়ে তাদের জন্য উপকারী যারা তৎক্ষণাৎ ঈমান না আনলেও অন্তরে বিশ্বাস সৃষ্টি হয়ে যায় যে, এগুলো তাওহীদের দলিল। এই বিশ্বাস কোনো না কোনো দিন ঈমানের কারণ হতে পারে। তৃতীয় পর্যায়ে তাদের জন্য উপকারী, যারা বর্তমানে মুমিন ও বিশ্বাসী না হলেও সুস্থ বিবেক-বুদ্ধির অধিকারী। কারণ সুস্থ বুদ্ধিসহকারে এসব নিদর্শন সম্পর্কে চিন্তা - ভাবনা করলে অবশেষে ঈমান ও বিশ্বাস অবশ্যই সৃষ্টি হবে। তবে যারা সুস্থ বিবেক রাখে না অথবা এসব ব্যাপার বিবেক খাটানোর প্রয়োজনীয়তা অনুভব করে না, তাদের সামনে হাজারো দলিল পেশ করলেও যথেষ্ট হবে না।

وَيْلٌ لِّكُلِّ اَفَّاكٍ اَثِيْمٍ -(প্রত্যেক মিথ্যাবাদী ও পাপাচারীর জন্য ভীষণ দুর্ভোগ) কোনো কোনো রেওয়ায়েত থেকে জানা যায় যে, এই আয়াত নসর ইবনে হারেছ সম্পর্কে অবতীর্ণ হয়েছে, কোনো রেওয়ায়েত থেকে হারেছ ইবনে কালদাহ সম্পর্কে এবং কোনো রেওয়ায়েত থেকে আবূ জাহেল ও তার সঙ্গীদের সম্পর্কে অবতীর্ণ হওয়ার কথা জানা যায়। –[কুরতুবী] আয়াতের উদ্দেশ্য ব্যাখ্যা করার জন্য প্রকৃতপক্ষে কোনো ব্যক্তি বিশেষকে নির্দিষ্ট করার প্রয়োজন নেই। كُلٌّ শব্দ ব্যক্ত করছে যে, যে কেউ এসব বিশেষণে বিশেষিত, তার জন্যই দুর্ভোগ-একজন হোক অথবা তিন জন।

مِنْ وَّرَائِهِمْ جَهَنَّمُ শব্দটি আরবিতে 'পশ্চাৎ' অর্থে বেশি এবং 'সামনে' অর্থে কম ব্যবহৃত হয়। অনেকেই এখানে 'সামনে' অর্থ নিয়েছেন। যারা পিছনে অর্থ নিয়েছেন, তাদের মতে উদ্দেশ্য এই যে, দুনিয়াতে তারা যেভাবে অহংকারী হয়ে জীবন যাপন করছে, এর পিছনে অর্থাৎ, পরে জাহান্নাম আসছে।-(কুরতুবী)

اَللّٰهُ الَّذِىْ سَخَّرَ لَكُمُ الْبَحْرَ.........وَلِتَبْتَغُوْا مِنْ فَضْلِهٖ : কুরআন পাকে অনুগ্রহ তালাশ করার অর্থ সাধারণত জীবিকা উপার্জনের চেষ্টা-প্রচেষ্টা হয়ে থাকে। এখানে এরূপ অর্থও হতে পারে যে, তোমাদেরকে সমুদ্রে জাহাজ চালনার শক্তি দেওয়া হয়েছে, যাতে তোমরা ব্যবসা-বাণিজ্য করতে পার। এরূপ অর্থও সম্ভবপর যে, সমুদ্রে আমি অনেক উপকারী বস্তু সৃষ্টি করে সমুদ্রকে তোমাদের অধীন করে দিয়েছি, যাতে তোমরা সেগুলোকে খোঁজ করে উপকৃত হও। আধুনিক বিজ্ঞানের আলোকে জানা গেছে যে, সমুদ্রে এত অধিক খনিজসম্পদ এবং ধনদৌলত লুক্কায়িত আছে, যা স্থলেও নেই।

قُلْ لِّلَّذِيْنَ اٰمَنُوْا يَغْفِرُوْا لِلَّذِيْنَ لَا يَرْجُوْنَ اَيَّامَ اللّٰهِ (আপনি মুমিনদের কে বলুন, তারা যেন তাদেরকে ক্ষমা করে, যারা আল্লহর সে দিনগুলো সম্পর্কে বিশ্বাস রাখে না।) এক রেওয়ায়েত অনুযায়ী আয়াতের শানে নুযূল এই যে, মক্কায় জনৈক মুশরিক হযরত ওমর (রা.)-এর বিরুদ্ধে দুর্নাম রটনা করেছিল। হযরত ওমর (রা.) এর বিনিময়ে তাকে শাস্তি দেওয়ার সংকল্প করেন। তখন এই আয়াতটি নাজিল হয়। এই রেওয়ায়েত অনুযায়ী আয়াতটি মক্কায় অবতীর্ণ। অপর এক রেওয়ায়েত অনুযায়ী বনী মুস্তালিক যুদ্ধে রাসূলুল্লাহ ﷺ সাহাবীগণসহ মুরাইসী নামক এক কূপের ধারে শিবির স্থাপন করেন। মুনাফিক সরদার আবদুল্লাহ ইবনে উবাই ও মুসলিম বাহিনীতে শামিল ছিল। সে তার গোলামকে কূপ থেকে পানি উঠানোর জন্য প্রেরণ করলে তার ফিরে আসতে বিলম্ব হয়ে গেল। আবদুল্লাহ এর কারণ জিজ্ঞাসা করলে সে বলল, হযরত ওমরের এক গোলাম কূপের কিনারায় বসা ছিল। সে রাসূলুল্লাহও হযরত আবূ বকরের মশক ভর্তি না হওয়া পর্যন্ত কাউকে পানি উঠানোর অনুমতি দিল না। আবদুল্লাহ বলল, আমাদের মধ্যে ও তাদের মধ্যে এই প্রবাদ বাক্যই চমৎকার খাটে যে, কুকুরকে মোটা তাজা করলে সে তোমাকেই খেয়ে ফেলবে। হযরত ওমর (রা.) এ বিষয় অবগত হয়ে তরবারি হস্তে আবদুল্লাহর দিকে রওয়ানা হলেন। এর পরিপ্রেক্ষিতে আলোচ্য আয়াত অবতীর্ণ হয়। এই রেওয়ায়েত অনুযায়ী আয়াতটি মদিনায় অবতীর্ণ।-(কুরতুবী, রূহুল-মা'আনী) সনদ খোজাখুজির পর যদি উভয় রেওয়ায়েত সহীহ প্রমাণিত হয়। তবে উভয়ের মধ্যে সমন্বয় এভাবে হতে পারে যে, আয়াতটি আসলে মক্কায় নাজিল হয়েছিল, অতঃপর বনী মুস্তালিক যুদ্ধে একই-ধরনের ঘটনা সংঘটিত হওয়ায় রাসূলুল্লাহ ﷺ আয়াতটি সেখানেও তেলাওয়াত করে ঘটনার সাথে খাপ খাইয়ে দেন। শানে নুযূল সম্পর্কিত রেওয়ায়েতসমূহে প্রায়ই এ ধরনের ব্যাপার ঘটেছে। এটাও সম্ভবপর যে, হযরত জিবরাঈল (আ.) স্মরণ করিয়ে দেওয়ার জন্য পুনরায় একই আয়াত বনী মুস্তালিক যুদ্ধের সময় নিয়ে আগমন করেন। উসূলে তাফসীরের পরিভাষায় একে শানে নুযূলে মুকাররার (বার বার অবতরণ) বলা হয়। অধিকাংশ তাফসীরবিদের মতে

https://e-ilm.weebly.com/

আয়াতে أَيَّامَ اللّٰهِ শব্দের অর্থ পরকালে প্রতিদান ও শাস্তি সম্পর্কিত আল্লাহ তা'আলার ব্যাপারাদি। أَيَّام শব্দটি ঘটনাবলি ও ব্যাপারাদির অর্থে আরবিতে বহুল প্রচলিত।

এখানে দ্বিতীয় অনুধাবনযোগ্য বিষয় এই যে, আয়াতে 'মুশরিকদেরকে বলে দিন' না বলে 'যারা আল্লাহর ব্যাপারাদির প্রতি বিশ্বাস রাখে না, তাদেরকে বলে দিন' বলা হয়েছে। এতে সম্ভবত ইঙ্গিত আছে যে, তাদেরকে আসল শাস্তি পরকালে দেওয়া হবে। যেহেতু তারা পরকাল বিশ্বাস করে না, তাই এ শাস্তি তাদের জন্য অপ্রত্যাশিত হবে। অপ্রত্যাশিত কষ্ট অনেক বেশি হয়ে থাকে। ফলে তাদের ভবিষ্যৎ আজাব খুব কঠোর হবে এবং এর মাধ্যমে তাদের সকল কুকর্মের পুরোপুরি প্রতিশোধ নেওয়া হবে। কাজেই দুনিয়াতে ছোটখাট ধরপাকড় করার চিন্তা আপনি করবেন না।

কেউ কেউ বলেন, এ আয়াতের আদেশ জিহাদের বিধান অবতীর্ণ হওয়ার পর রহিত হয়ে গেছে। কিন্তু অধিকাংশের বক্তব্য এই যে, জিহাদের বিধানের সাথে এ আয়াতের কোনো সম্পর্ক নেই। এতে সাধারণ সামাজিক কাজ কারবারে ছোটখাটো বিষয়ের প্রতিশোধ গ্রহণ না করার শিক্ষা রয়েছে , যা প্রতি যুগে প্রযোজ্য। আজও এ শিক্ষা কার্যকর রয়েছে। অতএব, একে রহিত বলা ঠিক নয়। বিশেষত এর শানে নুযূল যদি বনী মুস্তালিকের যুদ্ধকালীন ঘটনা হয়, তবে জিহাদের আয়াত একে রহিত করতে পারে না। কারণ জিহাদের আয়াত এর অনেক আগেই অবতীর্ণ হয়েছিল।

আলোচ্য আয়াতসমূহের বিষয়বস্তু রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর রিসালাত সপ্রমাণ করা। এ প্রসঙ্গে কাফেরদের উৎপীড়নের মুখে তাঁকে সান্ত্বনাও দেওয়া হয়েছে। إِنَّ رَبَّكَ يَقْضِي بَيْنَهُمْ এ পর্যন্ত আয়াতসমূহ থেকে দু'টি বিষয় জানা যায়। (এক) বনী ইসরাঈলকে কিতাব ও নবুয়ত দিয়ে রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর সমর্থন এবং (দুই) তাঁকে সান্ত্বনা দেওয়া যে, বনী ইসরাঈল যে কারণে মতভেদ করেছিল, আপনার সম্প্রদায়ও সে কারণেই মতভেদ করছে, অর্থাৎ দুনিয়াপ্রীতি ও পারস্পরিক বিদ্বেষ। কারণ এটা নয় যে, আপনার প্রমাণাদিতে কোনো প্রকার ত্রুটি আছে। কাজেই আপনি চিন্তিত হবেন না। -[বয়ানুল কুরআন]

শব্দ বিশ্লেষণ :

يَبُثُّ : সীগাহ وَاحِدْ مُذَكَّر غَائِبٌ বহছ مُضَارِعْ مَعْرُوْف বাব نَصَرَ মাসদার اَلْبَثُّ মূলবর্ণ (ب - ث - ث) জিনস مُضَاعَف ثُلَاثِىْ অর্থ-ছড়িয়ে রেখেছেন, বিক্ষিপ্ত করা, প্রচার করা।

نَتْلُوا : সীগাহ جَمْع مُتَكَلِّم বহছ مُضَارِعْ مَعْرُوْف বাব نَصَرَ মাসদার اَلتِّلَاوَةُ মূলবর্ণ (ت - ل - و) জিনস نَاقِص وَاوِىْ অর্থ- পড়ে শুনাচ্ছি, তেলাওয়াত করা, পাঠ করা ।

يُصِرُّ : সীগাহ وَاحِدْ مُذَكَّر غَائِبٌ বহছ مُضَارِعْ مَعْرُوْف বাব اِفْعَالٌ মাসদার اَلْاِصْرَارُ মূলবর্ণ (ص - ر - ر) জিনস مُضَاعَف ثُلَاثِىْ অর্থ- হঠকারিতা করে, পীড়াপীড়ি করা, জেদ ধরা।

مُسْتَكْبِرًا : সীগাহ وَاحِدْ مُذَكَّرْ বহছ اِسْم فَاعِلْ বাব اِسْتِفْعَالٌ মাসদার اَلْاِسْتِكْبَارُ মূলবর্ণ (ك - ب - ر) জিনস صَحِيْح অর্থ- অহংকার বশত, নিজেকে বড় মনে করা, গর্ব করা, অহংকার করা।

سَخَّرَ : সীগাহ وَاحِدْ مُذَكَّر غَائِبٌ বহছ مَاضِى مَعْرُوْف বাব تَفْعِيْل মাসদার اَلتَّسْخِيْرُ মূলবর্ণ (س - خ - ر) জিনস صحيح অর্থ- আয়ত্তাধীন করেছেন, অধীন করা, অনুগত করা, কাজে লাগানো।

বাক্য বিশ্লেষণ :

إِنَّ فِى ذٰلِكَ لَاٰيٰتٍ لِّقَوْمٍ يَّتَفَكَّرُوْنَ : এখানে إِنَّ টি حَرْف مُشَبَّه بِالْفِعِل আর فِى ذٰلِكَ তার خَبَر مُقَدَّمْ এবং লাম টি তাকিদের জন্য। আর اٰيٰتٍ শব্দটি হলো اِسْم إِنَّ مُؤَخَّرْ আর لِقَوْمٍ শব্দটি اٰيٰتٍ -এর সিফত। يَتَفَكَّرُوْنَ শব্দটি لِقَوْمٍ -এর সিফত। –[ই'রাবুল কুরআন, খ. ৭. পৃ. ১৪২]

https://e-ilm.weebly.com/

ثُمَّ جَعَلْنٰكَ عَلٰى شَرِيْعَةٍ مِّنَ الْاَمْرِ فَاتَّبِعْهَا وَلَا تَتَّبِعْ اَهْوَآءَ الَّذِيْنَ لَا يَعْلَمُوْنَ ﴿١٨﴾

১৮. অনন্তর আমি আপনাকে ধর্মের এক বিশেষ পন্থার উপর প্রতিষ্ঠিত করেছি, সুতরাং আপনি সে পন্থার উপরই চলতে থাকুন এবং ঐ মূর্খদের প্রবৃত্তি অনুযায়ী চলবেন না।

اِنَّهُمْ لَنْ يُّغْنُوْا عَنْكَ مِنَ اللّٰهِ شَيْئًا ؕ وَاِنَّ الظّٰلِمِيْنَ بَعْضُهُمْ اَوْلِيَآءُ بَعْضٍ ۚ وَاللّٰهُ وَلِيُّ الْمُتَّقِيْنَ ﴿١٩﴾

১৯. আল্লাহর বিরুদ্ধে তারা আপনার কোনো কাজে আসতে পারে না এবং জালিমরা একে অন্যের বন্ধু হয়ে থাকে, পক্ষান্তরে আল্লাহ তা'আলা হচ্ছেন মুত্তাকীদের বন্ধু।

هٰذَا بَصَآئِرُ لِلنَّاسِ وَهُدًى وَّرَحْمَةٌ لِّقَوْمٍ يُّوْقِنُوْنَ ﴿٢٠﴾

২০. এ কুরআন মানবমণ্ডলীর জন্য জ্ঞানবত্তার কারণ ও হেদায়েতের উপকরণ এবং বিশ্বাসীদের জন্য বিরাট রহমত।

اَمْ حَسِبَ الَّذِيْنَ اجْتَرَحُوا السَّيِّاٰتِ اَنْ نَّجْعَلَهُمْ كَالَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَعَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ ۙ سَوَآءً مَّحْيَاهُمْ وَمَمَاتُهُمْ ؕ سَآءَ مَا يَحْكُمُوْنَ ﴿٢١﴾ ع ٢ ١٨

২১. এ সকল লোক কি মনে করে, যারা দুষ্কার্য করছে আমি তাদের সে সমস্ত লোকের সমতুল্য রাখব যারা ঈমান এনেছে ও নেক কাজ করেছে? যার ফলে তাদের জীবব ও মরণ সমান হয়ে যাবে; এরা মন্দ সিদ্ধান্ত করছে।

শাব্দিক অনুবাদ :

১৮. ثُمَّ جَعَلْنٰكَ অনন্তর আমি আপনাকে প্রতিষ্ঠিত করেছি عَلٰى شَرِيْعَةٍ مِّنَ الْاَمْرِ ধর্মের এক বিশেষ পন্থার উপর فَاتَّبِعْهَا সুতরাং আপনি সে পন্থার উপরই চলতে থাকুন وَلَا تَتَّبِعْ اَهْوَآءَ الَّذِيْنَ لَا يَعْلَمُوْنَ এবং ঐ মূর্খদের প্রবৃত্তি অনুযায়ী চলবেন না।

১৯. اِنَّهُمْ لَنْ يُّغْنُوْا عَنْكَ مِنَ اللّٰهِ شَيْئًا আল্লাহর বিরুদ্ধে তারা আপনার কোনো কাজে আসতে পারে না وَاِنَّ الظّٰلِمِيْنَ এবং জালিমরা بَعْضُهُمْ اَوْلِيَآءُ بَعْضٍ একে অন্যের বন্ধু হয়ে থাকে وَاللّٰهُ وَلِيُّ الْمُتَّقِيْنَ, পক্ষান্তরে আল্লাহ তা'আলা হচ্ছেন মুত্তাকীদের বন্ধু।

২০. هٰذَا এ কুরআন بَصَآئِرُ لِلنَّاسِ মানবমণ্ডলীর জন্য জ্ঞানবত্তার কারণ وَهُدًى ও হেদায়েতের উপকরণ وَّرَحْمَةٌ এবং বিরাট রহমত لِّقَوْمٍ يُّوْقِنُوْنَ বিশ্বাসীদের জন্য।

২১. اَمْ حَسِبَ الَّذِيْنَ এ সকল লোক কি মনে করে اجْتَرَحُوا السَّيِّاٰتِ যারা দুষ্কার্য করছে اَنْ نَّجْعَلَهُمْ كَالَّذِيْنَ اٰمَنُوْا আমি তাদেরকে সে সমস্ত লোকের সমতুল্য রাখব যারা ঈমান এনেছে وَعَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ ও নেক কাজ করেছে سَوَآءً مَّحْيَاهُمْ وَمَمَاتُهُمْ যার ফলে তাদের জীবন ও মরণ সমান হয়ে যাবে سَآءَ مَا يَحْكُمُوْنَ এরা মন্দ সিদ্ধান্ত করছে।

https://e-ilm.weebly.com/

وَخَلَقَ اللّٰهُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضَ بِالْحَقِّ وَلِتُجْزٰى كُلُّ نَفْسٍۢ بِمَا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُوْنَ ﴿٢٢﴾

২২. আর আল্লাহ আসমান ও জমিনকে হেকমতের সাথে সৃষ্টি করেছেন এবং যেন প্রত্যেককে তার কৃতকর্মের বিনিময় প্রদান করা হয়, আর তাদের প্রতি একটুও অবিচার করা হবে না।

اَفَرَءَيْتَ مَنِ اتَّخَذَ اِلٰهَهٗ هَوٰىهُ وَاَضَلَّهُ اللّٰهُ عَلٰى عِلْمٍ وَّخَتَمَ عَلٰى سَمْعِهٖ وَقَلْبِهٖ وَجَعَلَ عَلٰى بَصَرِهٖ غِشٰوَةً ؕ فَمَنْ يَّهْدِيْهِ مِنْۢ بَعْدِ اللّٰهِ ؕ اَفَلَا تَذَكَّرُوْنَ ﴿٢٣﴾

২৩. অতএব, আপনি কি সে ব্যক্তির অবস্থা দেখেছেন– যে ব্যক্তি নিজের প্রবৃত্তিকে আপন মা'বূদ সাব্যস্ত করেছে, আর আল্লাহ তাকে [সত্য উপলব্ধির] জ্ঞান থাকা সত্ত্বেও পথভ্রষ্ট করে দিয়েছেন এবং কর্ণ ও অন্তরের উপর মোহর মেরে দিয়েছেন, আর তার চক্ষুর উপর পর্দা ফেলে দিয়েছেন; সুতরাং আল্লাহ [গোমরাহ করা]-র পর কে এরূপ ব্যক্তিকে হেদায়েত করবে; তোমরা কি তবুও বুঝ না?

وَقَالُوْا مَا هِيَ اِلَّا حَيَاتُنَا الدُّنْيَا نَمُوْتُ وَنَحْيَا وَمَا يُهْلِكُنَاۤ اِلَّا الدَّهْرُ ۚ وَمَا لَهُمْ بِذٰلِكَ مِنْ عِلْمٍ ۚ اِنْ هُمْ اِلَّا يَظُنُّوْنَ ﴿٢٤﴾

২৪. আর তারা এরূপ বলে থাকে যে, আমাদের এ পার্থিব জীবন ব্যতীত আর কোনো জীবন নেই, আর আমরা [এ এক মরণই] মরি এবং [এ এক বাঁচাই] বেঁচে থাকি, আমাদের মৃত্যু তো কেবল কালের প্রবাহেই ঘটে থাকে, অথচ তাদের নিকট এর কোনো প্রমাণ নেই, তারা কেবল অনুমানই করে চলছে।

শাব্দিক অনুবাদ :

২২. وَخَلَقَ اللّٰهُ আর আল্লাহ সৃষ্টি করেছেন السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضَ আসমান ও জমিনকে بِالْحَقِّ হেকমতের সাথে وَلِتُجْزٰى এবং যেন বিনিময় প্রদান করা হয় كُلُّ نَفْسٍ প্রত্যেককে بِمَا كَسَبَتْ তার কৃতকর্মের وَهُمْ لَا يُظْلَمُوْنَ আর তাদের প্রতি একটুও অবিচার করা হবে না।

২৩. اَفَرَءَيْتَ অতএব আপনি কি সে ব্যক্তির অবস্থা দেখেছেন مَنِ اتَّخَذَ اِلٰهَهٗ هَوٰىهُ যে ব্যক্তি নিজের প্রবৃত্তিকে আপন মা'বূদ সাব্যস্ত করেছে وَاَضَلَّهُ اللّٰهُ আর আল্লাহ তাকে পথভ্রষ্ট করে দিয়েছেন عَلٰى عِلْمٍ জ্ঞান থাকা সত্ত্বেও وَخَتَمَ এবং মোহর মেরে দিয়েছেন عَلٰى سَمْعِهٖ وَقَلْبِهٖ কর্ণ ও অন্তরের উপর وَجَعَلَ عَلٰى بَصَرِهٖ غِشٰوَةً আর তার চক্ষুর উপর পর্দা ফেলে দিয়েছেন فَمَنْ يَّهْدِيْهِ সুতরাং কে এরূপ ব্যক্তিকে হেদায়েত করবে مِنْۢ بَعْدِ اللّٰهِ আল্লাহ (গোমরাহ করা)র পর اَفَلَا تَذَكَّرُوْنَ তোমরা কি তবুও বুঝ না।

২৪. وَقَالُوْا আর তারা এরূপ বলে থাকে যে مَا هِيَ اِلَّا حَيَاتُنَا الدُّنْيَا আমাদের এ পার্থিব জীবন ব্যতীত আর কোনো জীবন নেই نَمُوْتُ আমরা মরি وَنَحْيَا এবং বেঁচে থাকি وَمَا يُهْلِكُنَاۤ اِلَّا الدَّهْرُ আমাদের মত্যু তো কেবল কালের প্রবাহেই ঘটে থাকে وَمَا لَهُمْ بِذٰلِكَ مِنْ عِلْمٍ অথচ তাদের নিকট এর কোনো প্রমাণ নেই اِنْ هُمْ اِلَّا يَظُنُّوْنَ তারা কেবল অনুমানই করে চলছে।

https://e-ilm.weebly.com/

وَاِذَا تُتْلٰى عَلَيْهِمْ اٰيٰتُنَا بَيِّنٰتٍ مَّا كَانَ حُجَّتَهُمْ اِلَّآ اَنْ قَالُوا ائْتُوْا بِاٰبَآئِنَآ اِنْ كُنْتُمْ صٰدِقِيْنَ ﴿٢٥﴾

২৫. আর যখন তাদের সম্মুখে আমার সুস্পষ্ট আয়াতগুলো পাঠ করা হয়, তখন তাদের এটা ব্যতীত আর কোনো উত্তরই থাকে না যে, তারা বলে, আমাদের পিতৃপুরুষদেরকে আনয়ন কর, যদি তোমরা সত্যবাদী হও।

قُلِ اللّٰهُ يُحْيِيْكُمْ ثُمَّ يُمِيْتُكُمْ ثُمَّ يَجْمَعُكُمْ اِلٰى يَوْمِ الْقِيٰمَةِ لَا رَيْبَ فِيْهِ وَلٰكِنَّ اَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُوْنَ ﴿٢٦﴾

২৬. আপনি বলে দিন যে, আল্লাহই তোমাদেরকে জীবিত রাখেন, অতঃপর তিনিই তোমাদের মৃত্যু ঘটাবেন, আবার তিনিই তোমাদেরকে কিয়ামতের দিন একত্র করবেন, তাতে বিন্দুমাত্র সন্দেহ নেই কিন্তু অধিকাংশ লোকেই বুঝে না।

শাব্দিক অনুবাদ :

২৫ وَاِذَا تُتْلٰى عَلَيْهِمْ اٰيٰتُنَا بَيِّنٰتٍ আর যখন তাদের সম্মুখে আমার সুস্পষ্ট আয়াতগুলো পাঠ করা হয়। مَا كَانَ حُجَّتَهُمْ اِلَّآ اَنْ قَالُوا তখন তাদের এটা ব্যতীত আর কোনো উত্তরই থাকে না যে, তারা বলে ائْتُوْا بِاٰبَآئِنَآ আমাদের পিতৃপুরুষদেরকে আনয়ন কর اِنْ كُنْتُمْ صٰدِقِيْنَ যদি তোমরা সত্যবাদী হও।

২৬. قُلِ আপনি বলে দিন যে اللّٰهُ يُحْيِيْكُمْ আল্লাহই তোমাদেরকে জীবিত রাখেন ثُمَّ يُمِيْتُكُمْ অতঃপর তিনিই তোমাদের মৃত্যু ঘটাবেন ثُمَّ يَجْمَعُكُمْ আবার তিনিই তোমাদেরকে একত্র করবেন اِلٰى يَوْمِ الْقِيٰمَةِ কিয়ামতের দিন لَا رَيْبَ فِيْهِ তাতে বিন্দুমাত্র সন্দেহ নেই وَلٰكِنَّ اَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُوْنَ কিন্তু অধিকাংশ লোকেই বুঝে না।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

ثُمَّ جَعَلْنٰكَ عَلٰى شَرِيْعَةٍ مِّنَ الْاَمْرِ فَاتَّبِعْهَا وَلَا تَتَّبِعْ اَهْوَآءَ الَّذِيْنَ لَا يَعْلَمُوْنَ

শানে নুযূল : হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, মক্কার কুরাইশ মুশরিক সম্প্রদায় রাসূল ﷺ কে তাঁর পিতৃ ধর্মে ফিরে যাওয়ার জন্য আহ্বান করতে ছিল। তাদের ভ্রান্তির দিকে দাওয়াত দেওয়ার পরিপ্রেক্ষিতে তাদের অনুসরণ না করার জন্য আল্লাহ তা'আলা আলোচ্য আয়াত নাজিল করেন।

–(রূহুল মা'আনী ১৪৯/২৫-১৩, বাহরে মুহীত্ব ৪৭/৮, কুরতুবী ১৪২/১৬)

اَمْ حَسِبَ الَّذِيْنَ اجْتَرَحُوا السَّيِّاٰتِ اَنْ نَّجْعَلَهُمْ كَالَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَعَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ سَوَآءً مَّحْيَاهُمْ وَمَمَاتُهُمْ سَآءَ مَا يَحْكُمُوْنَ

শানে নুযূল–১ : আল্লামা কালবী (র.) বলেন, আলোচ্য আয়াত হযরত আলী (রা.), হযরত হামযা (রা.) ও হযরত উবায়দা বিন হারেছ (রা.) এবং রবীআর দু পুত্র উৎবা শাইবা ও ওয়ালীদ বিন উৎবা সম্পর্কে নাজিল করা হয়েছে। ঘটনা প্রবাহ হচ্ছে, এ সকল নরাধমেরা মুমিন এক জনকে লক্ষ্য করে বলেছিল যে, আল্লাহর কসম! তোমরা তো মূলত কোনো কিছুর উপর প্রতিষ্ঠিত নও। তোমরা পরজগত সম্পর্কে যা কিছু বলছ, তা যদি সত্যই হয়ে থাকে, তাহলে জাগতিক জীবনে তোমাদের অপেক্ষা আমরা যেরূপভাবে সুখী -সমৃদ্ধশালী রয়েছি, অনুরূপভাবে পর জগতেও অপেক্ষাকৃতভাবে তোমাদের থেকে আমাদের অবস্থা ভালো হবে। এতে কোনো সন্দেহের অবকাশ নেই। এ হচ্ছে বাহরে মুহিতের বর্ণনা অনুপাতে।

শানে নুযূল–২ : কুরতুবীর বর্ণনা মতে কালবী কর্তৃক অপর এক রেওয়ায়েতে বর্ণিত রয়েছে যে, রবীআর দু'পুত্র উৎবা শাইবা ও ওয়ালিদ বিন উতবা এবং ঈমানদারগণ হতে হযরত আলী (রা.), হযরত হামযা (রা.) ও উবায়দা বিন হারেছ (রা.) সম্পর্কে আলোচ্য আয়াত নাজিল হয়েছে। ঘটনা প্রবাহ হচ্ছে বদর অভিযানে আলোচ্য তিন ঈমানদার উক্ত তিন কাফেরের মোকাবিলায় বের হয়ে তাদেরকে হত্যা করেন। সে সম্পর্কে আল্লাহ তা'আলা আলোচ্য আয়াত নাজিল করেন :

–(বাহরে মুহীত্ব ৪৮/৭, কুরতুবী ১৪৩/১৬, রূহুল মা'আনী ১৫১/২৫/১৩)

https://e-ilm.weebly.com/

أَفَرَأَيْتَ مَنِ اتَّخَذَ إِلٰهَهُ هَوَاهُ وَأَضَلَّهُ اللّٰهُ عَلٰى عِلْمٍ وَّخَتَمَ عَلٰى سَمْعِهٖ وَقَلْبِهٖ وَجَعَلَ عَلٰى بَصَرِهٖ غِشَاوَةً فَمَنْ يَّهْدِيْهِ مِنْ بَعْدِ اللّٰهِ اَفَلَا تَذَكَّرُوْنَ.

শানে নুযূল– ১ : মুকাতিল বলেন, আলোচ্য আয়াত হারেছ বিন কাইস আস্‌সাহামী সম্পর্কে নাজিল হয়েছে। ইসলাম ও মুসলমান সম্পর্কে যে সকল নরাধমেরা বিদ্রূপ করছিল, তাদের মধ্যে সেও একজন ছিল। সে নিজের মনের বাসনা অনুযায়ী যে বস্তুটি তার পছন্দ সই হতো, সে বস্তুরই উপাসনা সে করত। সে নরাধমের চারিত্রিক অবস্থা বর্ণনা দিয়ে আল্লাহ তা'আলা আলোচ্য আয়াত নাজিল করেন। [কুরতুবী ১৪৪/১৬, বাহরে মুহীত ৪৮/৮, রুহুল মা'আনী ১৫২/২৫/১৩]

শানে নুযূল–২ : ইবনে জুরাইজ বর্ণনা করেন যে, আলোচ্য আয়াত হারেছ বিন কাইস কুরাইশী গাইতালা অধিবাসীদের একজন সম্পর্কে নাজিল হয়েছে। নাক্কাশ বলেন যে, আলোচ্য আয়াত হারেছ বিন নওফল বিন আব্দে মানাফ সম্পর্কে নাজিল হয়েছে। মুকাতিলের অপর এক বর্ণনা মতে আলোচ্য আয়াত আবূ জাহল সম্পর্কে নাজিল হয়েছে। ঘটনা প্রবাহ হচ্ছে যে, আবূ জাহল একদা রাত্রি বেলায় ওয়ালিদ বিন মুগিরার সাথে কা'বা গৃহ তওয়াফ করে হযরত রাসূল ﷺ সম্পর্কে পরস্পরে আলোচনা করল। আবূ জাহল বলল, আল্লাহর শপথ! আমি নিশ্চিতভাবে জানি যে, এ লোকটি সত্যবাদী! ওয়ালীদ বিন মুগিরা বলল, থাম! এ বিষয়ে তোমাকে কিসে অবহিত করল? আবূ জাহেল বলল, হে আবূ আব্দে শামস! শুন তার বাল্যকালে আমরা তাকে اَلصَّادِقُ الْاَمِيْنُ সত্যবাদী ও বিশ্বস্ত নামে ভূষিত করেছি। অতঃপর যখন তার বুদ্ধিমত্তা পরিপূর্ণতা লাভ করল এবং নবুয়ত লাভ করল, তখন আমরা তার নাম রেখেছি اَلْكَذَّابُ الْخَائِنُ "মিথ্যাবাদী ও প্রতারক করে"। আল্লাহর কসম আমি মনে প্রাণে একথা স্বীকার করি যে, লোকটি সত্যবাদী। ওয়ালীদ বিন মুগীরা বলল, তার পরও সে লোকটির প্রতি সমর্থন দিতে এবং তাঁর প্রতি ঈমান আনতে তোমার বাধা কোথায়? সে বলল, আমার ব্যাপারে কুরাইশ মহিলারা কথোপকথন করছে যে, আমি পরাজিত হয়ে আবূ তালিবের এতিমের অনুসরণ করে চলছি। লা'ত ও উয্‌যা দেবতাদের অনুসরণ আমি কখনো করব না। তাদের সে ধারণা করার জন্যই আমি তাঁর প্রতি ঈমান গ্রহণ করি না। সেই পরিপ্রেক্ষিতে আল্লাহ তা'আলা আলোচ্য আয়াত নাজিল করেন। -[কুরতুবী ১৪৭/১৬]

وَقَالُوْا مَا هِيَ إِلَّا حَيَاتُنَا الدُّنْيَا نَمُوْتُ وَنَحْيَا وَمَا يُهْلِكُنَآ إِلَّا الدَّهْرُ وَمَا لَهُمْ بِذٰلِكَ مِنْ عِلْمٍ إِنْ هُمْ إِلَّا يَظُنُّوْنَ

শানে নুযূল : ইবনে উয়াইনা বলেন, জাহেলী যুগে লোকেরা বলত যে, দহর তথা প্রাকৃতিক কাল মূলত তাকেই বলা হয়, যে বস্তুটি আমাদের ধ্বংস করে এবং জীবন ও মৃত্যু দান করে। তাদের এ দাবি মূলত কোনো প্রমাণ ভিত্তিক ছিল না। তা ছিল কেবল মাত্র তাদের কল্পনা প্রসূত। সে অবান্তর কল্পনার মুখোশ উন্মোচন করার জন্য আল্লাহ তা'আলা আলোচ্য আয়াত নাজিল করেন। –[কুরতুবী ১৪৭/১৬]

ثُمَّ جَعَلْنٰكَ عَلٰى شَرِيْعَةٍ مِّنَ الْاَمْرِ (এরপর আমি আপনাকে ধর্মের এক বিশেষ তরিকার উপর রেখেছি।) এখানে স্মর্তব্য যে, ইসলাম ধর্মের কিছু মৌলিক বিশ্বাস রয়েছে, যেমন– তাওহীদ, পরকাল ইত্যাদি এবং কিছু কর্মজীবন সম্পর্কিত বিধি-বিধান রয়েছে। মৌলিক বিশ্বাস প্রত্যেক নবীর উম্মতের জন্যই এক ও অভিন্ন। এতে কোনোরূপ পরিবর্তন পরিবর্ধন সম্ভবপর নয়। কিন্তু কর্মগত বিভিন্ন পয়গম্বরের শরিয়তে যুগের চাহিদা অনুসারে পরিবর্তিত হয়েছে। উপরিউক্ত আয়াতে এসব কর্মগত বিধানকেই 'ধর্মের এক বিশেষ তরিকা' বলে ব্যক্ত করা হয়েছে। এ কারণেই ফিকহবিদগণ এ আয়াত থেকে সিদ্ধান্ত নিয়েছেন যে, উম্মতে মুহাম্মদীর জন্য কেবল শরিয়তে মুহাম্মদীর বিধানাবলিই অবশ্য পালনীয়। পূর্ববর্তী উম্মতদের প্রাপ্ত বিধানাবলি কুরআন ও সুন্নাহ দ্বারা সমর্থিত না হওয়া পর্যন্ত আমাদের জন্য অবশ্য পালনীয় নয়। সমর্থনের এক প্রকার এই যে, কুরআন অথবা হাদীসে স্পষ্ট বলা হবে যে, অমুক নবীর উম্মতের এ বিধান তোমাদের জন্যও অবশ্য পালনীয়, আর দ্বিতীয় প্রকার এই যে, কুরআন পাক অথবা রাসূলুল্লাহ ﷺ পূর্ববর্তী কোনো উম্মতের কোনো বিধান প্রশংসাচ্ছলে বর্ণনা করবেন এবং বিধানটি আমাদের যুগে রহিত হয়ে গেছে, এরূপ বলা থেকে বিরত থাকবেন। এতেও বুঝা যায় যে, বিধানটি আমাদের শরিয়তে অব্যাহত রয়েছে। এমতাবস্থায় এই বিধান শরিয়তে মুহাম্মদীর অংশ হিসেবেই অবশ্য পালনীয় হবে।

পরজগৎ এবং তাতে প্রতিদান ও শাস্তি যুক্তির আলোকেই অপরিহার্য : উল্লিখিত ২১-২২ নং আয়াতদ্বয়ের প্রথম আয়াতে প্রতিদান ও শাস্তি অপরিহার্য হওয়ার একটি যুক্তি বর্ণিত হয়েছে। যুক্তিটি এই যে, এটা প্রত্যক্ষ ও অনস্বীকার্য সত্য যে, দুনিয়াতে ভালো বা মন্দ কাজের পূর্ণ প্রতিফল পাওয়া যায় না, বরং সাধারণভাবে কাফের ও পাপাচারীরা অঢেল ধন-সম্পদের ও ভোগ-বিলাসে জীবন যাপন করে। পক্ষান্তরে আল্লাহ তা'আলার আনুগত্যশীল বান্দাগণ উপবাস, দারিদ্র্য, ও বিপদাপদে জড়িত থাকে। প্রথমত দুনিয়াতে দুশ্চরিত্র অপরাধীদের অপরাধ অধিকাংশ সময়ই জানা যায় না, জানা গেলেও

https://e-ilm.weebly.com/

অধিকাংশ সময় তারা ধরা পড়ে না। আবার ধরা পড়লেও হালাল-হারাম ও সত্য-মিথ্যার পরওয়া না করে তারা শাস্তির কবল থেকে আত্মরক্ষার পথ খুঁজে নেয়। শত শত অপরাধীর মধ্যে কেউ যদি শাস্তি পায়ও তবে তাও তার অপরাধের পূর্ণ শাস্তি হয় না। এভাবে খোদাদ্রোহী ও খেয়ালখুশির অনুসারীরা ইহজীবনে সদম্ভে প্রকাশ্য ঘুরে বেড়ায়। আর ঈমানদারগণ শরিয়তের অনুসরণ করে অনেক টাকা-পয়সা ও ভোগ-বিলাসকে হারাম মনে করে ত্যাগ করে এবং বিপদাপদ থেকে আত্মরক্ষার জন্য কেবল বৈধপন্থা অবলম্বন করে। অতএব, যদি ইহজগতের পর পরজগৎ ও পুনরুজ্জীবন এবং প্রতিদান ও শাস্তির ব্যবস্থা না থাকে, তবে ইহজগতে কোনো চুরি-ডাকাতি, ব্যভিচার, হত্যা ইত্যাদিকে অপরাধ বলা নির্বুদ্ধিতা বৈ কিছুই নয়। এ ধরনের অপরাধীরা দুনিয়াতে প্রায়ই সফল জীবন-যাপন করে। চোর ও ডাকাত, এক রাত্রিতে এত ধন-সম্পদ উপার্জন করে নেয়, যা একজন গ্রাজুয়েট সারা বছর চাকরি ও পরিশ্রম করে উপার্জন করতে পারে না। এখন পরকাল ও হিসাব-নিকাশ না থাকলে এই চোর-ডাকাতকে এই ভদ্র-গ্রাজুয়েট অপেক্ষা উত্তম ও শ্রেষ্ঠ বলতে হবে। অথচ এটা কোনো বিবেকবান ব্যক্তি বলতে পারে না। তবে ইহজগতে এদের বিরুদ্ধে প্রত্যেক রাষ্ট্রেই কঠোর শাস্তি নির্ধারিত রয়েছে। কিন্তু অভিজ্ঞতার আলোকে দেখা যায় যে, কেবলমাত্র সেই অপরাধীই ধরা পড়ে, যে নির্বোধ। চালাক, চতুর ও পেশাদার অপরাধীদের জন্য শাস্তির কবল থেকে আত্মরক্ষার পথ উন্মুক্ত রয়েছে। এ ঘুষের চোরা দরজাই তাদের সাজা এড়ানোর জন্য যথেষ্ট। মোটকথা স্বীকার করে নিন যে, দুনিয়াতে ভালো, মন্দ, সাধুতা ও অসাধুতা বলতে কিছু নেই-যেভাবে পার উদ্দেশ্য হাসিল করে নাও ; কিন্তু দুনিয়াতে এর কোনো প্রবক্তা নেই। কেউ এটা স্বীকার করে না। অতএব, সাধুতা ও অসাধুতার পার্থক্য স্বীকার করার পর একথাও স্বীকার করতে হবে যে, উভয়ের পরিণাম একরকম হতে পারে না। উভয়ের পরিণাম একরকম হলে এর চেয়ে বড় জুলুম আর কিছুই হবে না। আলোচ্য আয়াতে তাই বলা হয়েছে যে, তোমরা কি চাও, অপরাধী ও নির্দোষ ব্যক্তিকে ইহকালে ও পরকালে সমান করে দেওয়া হোক ? এটা খুবই নির্বোধ ফয়সালা। দুনিয়াতে যখন ভালো মন্দের প্রতিদান ও শাস্তি পূর্ণরূপে পাওয়া যায় না, তখন এর জন্য পরকালের জীবন অপরিহার্য। দ্বিতীয় আয়াতেও এ বিষয়বস্তুকেই পূর্ণতা দানের উদ্দেশ্যে বলা হয়েছে وَلِتُجْزٰى كُلُّ نَفْسٍۢ بِمَا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُوْنَ আল্লাহ তা'আলা দুনিয়াকে কর্মক্ষেত্র ও পরীক্ষা ক্ষেত্র করেছেন-প্রতিদান ক্ষেত্র নয়। তাই প্রত্যেক কর্মের ভালো ও মন্দের প্রতিদানও এ দুনিয়াতেই দেওয়ার ব্যবস্থা করা হয়নি।

مَنِ اتَّخَذَ اِلٰهَهٗ هَوٰهُ-অর্থাৎ, যে ব্যক্তি তার খেয়ালখুশিকে স্বীয় উপাস্য স্থির করে-বলাবাহুল্য কোনো কাফের ও তার খেয়ালখুশিকে স্বীয় প্রভু অথবা উপাস্য বলে না, কিন্তু কুরআন পাকের এ আয়াত ব্যক্ত করেছে যে, ইবাদত ও উপাসনা প্রকৃতপক্ষে আনুগত্যেরই নাম। যে ব্যক্তি আল্লাহ তা'আলার আনুগত্যের মোকাবিলায় অন্য কারো আনুগত্য অবলম্বন করে, তাকেই তার উপাস্য বলা হবে। অতএব, যে ব্যক্তি হালাল-হারাম ও জায়েজ- নাজায়েজের পরওয়া করে না। আল্লাহ যে কাজকে হারাম বলেছেন, সে তাতে আল্লাহর আদেশের পরিবর্তে নিজের খেয়ালখুশির অনুকরণ করে, সে মুখে খেয়ালখুশিকে উপাস্য না বললেও প্রকৃতপক্ষে খেয়ালখুশিই তার উপাস্য। জনৈক সাধক কবি নিম্নোক্ত কবিতায় এই বিষয়টিই বর্ণনা করেছেন : سود گشت از سجده راه بتاں پیشانیم * چند بر خود تہمت دین مسلمانی نہم

এতে খেয়ালখুশিকে প্রতিমা বলা হয়েছে। যে ব্যক্তি খেয়ালখুশিকে স্বীয় ইমাম ও অনুসৃত করে নেয়, তার সে খেয়ালখুশিই যেন তার প্রতিমা। হযরত আবূ ওমামা (র.) বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে বলতে শুনেছি যে, আকাশের নিচে দুনিয়াতে যত উপাস্যের উপাসনা করা হয়েছে, তন্মধ্যে আল্লাহর কাছে সর্বাধিক গর্হিত উপাস্য হচ্ছে খেয়ালখুশি। হযরত শাদ্দাদ ইবনে আওস (রা.) এর রেওয়ায়েতে রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন, সে ব্যক্তিই বুদ্ধিমান, যে তার খেয়ালখুশিকে বশে রেখে পরকালের জন্য কাজ করে। আর সে ব্যক্তিই পাপাচারী যে তার মনকে খেয়ালখুশির পিছনে ছেড়ে দেয় এবং তারপরেও আল্লাহর কাছে পরকালের মঙ্গল কামনা করে। হযরত সহল ইবনে আবদুল্লাহ তস্তরী (র) বলেন খেয়ালখুশিই তোমাদের রোগ। তবে যদি খেয়ালখুশির বিরোধিতা কর, তবে এ রোগই তোমাদের প্রতিষেধক। -(কুরতুবী)

وَمَا يُهْلِكُنَآ اِلَّا الدَّهْرُ - دَهْر শব্দের অর্থ আসলে মহাকাল, অর্থাৎ জগতের শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত সময়ের সমষ্টি ; কখনো দীর্ঘ সময়কালকে دَهْر বলা হয়। কাফেররা দলিলস্বরূপ বলেছে যে, আল্লাহর আদেশ ও ইচ্ছার সাথে জীবন ও মৃত্যুর কোনো সম্পর্ক নেই, বরং এগুলো প্রাকৃতিক কারণেই অধীন। মৃত্যু সম্পর্কে তো সকলেই প্রত্যক্ষ করে যে, মানুষের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ ও শক্তি-সামর্থ্য ব্যবহারের কারণে ক্ষয়প্রাপ্ত হতে থাকে এবং দীর্ঘকাল অতিবাহিত হওয়ার পর সম্পূর্ণ নিষ্ক্রিয় হয়ে পড়ে। এরই নাম মৃত্যু। জীবনও তদ্রূপ, আল্লাহ তা'আলার কোনো আদেশ নয়, ; বরং উপকরণের প্রাকৃতিক গতিশীলতার মাধ্যমেই তা অর্জিত হয়।

https://e-ilm.weebly.com/

দাহর তথা মহাকালকে মন্দ বলা ঠিক নয় : কাফের ও মুশরিকরা মহাকালের চক্রকেই সৃষ্টিজগত ও তার সমস্ত অবস্থার কারণ সাব্যস্ত করত এবং সবকিছু তারই কারকতা বলে অভিহিত করত। অথচ এগুলো সব প্রকৃতপক্ষে সর্বশক্তিমান আল্লাহর কুদরত ও ইচ্ছায় সম্পূর্ণ হয়ে থাকে। তাই সহীহ হাদীসসমূহে দহর তথা মহাকালকে মন্দ বলতে নিষেধ করা হয়েছে। কেননা কাফেররা যে শক্তিকে দাহর শব্দ দ্বারা ব্যক্ত করে, প্রকৃতপক্ষে সেই কুদরত ও শক্তি আল্লাহ তা'আলারই। তাই দাহর কে মন্দ বলার ফল প্রকৃতপক্ষে আল্লাহ পর্যন্ত পৌছে। রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন, মহাকালকে গালি দিও না, কেননা প্রকৃতপক্ষে আল্লাহই মহাকাল। উদ্দেশ্য এই যে, মূর্খরা যে কাজকে মহাকালের কাজ বলে, সেটা আসলে আল্লাহর শক্তি ও কুদরতেরই কাজ। মহাকাল কোনো কিছু নয়। এতে জরুরি হয় না যে, দাহর আল্লাহ তা'আলার কোনো নাম হবে। কেননা হাদীসে রূপক অর্থে আল্লাহ তা'আলাকে দাহর বলা হয়েছে।

শব্দ বিশ্লেষণ :

لَنْ يُّغْنُوْا : সীগাহ جَمْع مُذَكَّر غَائِبْ বহছ نَفِىْ جَحْد بَلَنْ دَرْ فِعْل مُسْتَقْبِلْ مَعْرُوْف বাব اِفْعَالْ মাসদার اَلْاِغْنَاءُ মূলবর্ণ (غ - ن - ى) জিনস نَاقِص يَائِىْ অর্থ- কোনো কাজে আসতে পারে না। অভাবমুক্ত করা, অমুখাপেক্ষী করা।

بَصَائِرُ : বহুবচন, একবচন بَصِيْرَةٌ অর্থ- স্পষ্ট প্রমাণসমূহ, খোলা উপদেশাবলি।

اِجْتَرَحُوْا : সীগাহ جَمْع مُذَكَّر غَائِبْ বহছ مَاضِىْ مَعْرُوْف বাব اِفْتِعَالْ মাসদার اِجْتِرَاحٌ মূলবর্ণ (ج - ر - ح) জিনস صَحِيْح অর্থ- গোনাহ কামাই করা। অর্জন করা। সম্পাদন করা।

اَضَلَّهُ : সীগাহ وَاحِدْ مُذَكَّر غَائِبْ বহছ مَاضِىْ مَعْرُوْف বাব اِفْعَالْ মাসদার اَلْاِضْلَالُ মূলবর্ণ (ض - ل - ل) জিনস مُضَاعَف ثُلَاثِىْ অর্থ- আল্লাহ তাকে পথভ্রষ্ট করে দিয়েছেন পথভ্রষ্টকরণ, বিভ্রান্তকরণ।

خَتَمَ : সীগাহ وَاحِدْ مُذَكَّر غَائِبْ বহছ مَاضِىْ مَعْرُوْف বাব ضَرَبَ মাসদার اَلْخَتْمُ মূলবর্ণ (خ - ت - م) জিনস صَحِيْح অর্থ- মোহর মেরে দিয়েছেন। মোহর লাগানো, শোষ করা, সমাপ্ত করা।

نَحْيَا : সীগাহ جَمْع مُتَكَلِّم বহছ مُضَارِعْ مَعْرُوْف বাব سَمِعَ মাসদার اَلْحَىُّ মূলবর্ণ (ح - ى - ى) জিনস لَفِيْف مَقْرُوْن অর্থ– বেঁচে থাকি। জীবিত করণ। জীবন দান।

مَايُهْلِكُنَا : সীগাহ وَاحِدْ مُذَكَّر غَائِبْ বহছ مُضَارِعْ مَنْفِىْ বাব اِفْعَالْ মাসদার اَلْاِهْلَاكُ মূলবর্ণ (ه - ل - ك) জিনস صَحِيْح অর্থ- ধ্বংস করা, নষ্ট করা।

اِئْتُوْا : সীগাহ جَمْع مُذَكَّر حَاضِرْ বহছ اَمَر حَاضِرْ مَعْرُوْف বাব ضَرَبَ মাসদার اَلْاِتْيَانُ মূলবর্ণ (ا - ت - ى) জিনস مُرَكَّبْ (مَهْمُوز فَاء ও نَاقِص يَائِىْ) অর্থ- আনয়ন কর, আসা, আপতিত হওয়া।

বাক্য বিশ্লেষণ :

وَمَا لَهُمْ بِذَالِكَ مِنْ عِلْمٍ اِنْ هُمْ اِلَّا يَظُنُّوْنَ : এখানে وَاو টি حَالْ এবং مَا টি نَافِيَه আর لَهُمْ টি خَبَر مُقَدَّمْ। بِذَالِكَ শব্দটি مَحَلًّا মারফূ' এবং মাজরূর لَفْظًا টি عِلْم এবং حَرْف جَرّ زَائِدْ টি مِنْ এবং مُتَعَلِّقْ -এর সাথে عِلْم এই ভিত্তিতে যে, এটা مُبْتَدَا مُؤَخَّر আর اِن টি نَافِيَة এবং هُمْ টি مُبْتَدَاْ আর اِلَّا টি সীমাবদ্ধতার অব্যয়; يَظُنُّوْنَ শব্দটি خَبَرٌ –[ই'রাবুল কুরআন, খ : ৭, পৃ. ১৪৯]

https://e-ilm.weebly.com/

وَلِلّٰهِ مُلْكُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ ؕ وَيَوْمَ تَقُوْمُ السَّاعَةُ يَوْمَئِذٍ يَّخْسَرُ الْمُبْطِلُوْنَ ﴿٢٧﴾

২৭. আর আল্লাহ তা'আলারই রাজত্ব রয়েছে– আসমানসমূহে ও জমিনে; এবং যেদিন কিয়ামত কায়েম হবে, সেদিন বাতিলপন্থিরা ক্ষতিতে নিপতিত হবে।

وَتَرٰى كُلَّ اُمَّةٍ جَاثِيَةً ۫ كُلُّ اُمَّةٍ تُدْعٰٓى اِلٰى كِتٰبِهَا ؕ اَلْيَوْمَ تُجْزَوْنَ مَا كُنْتُمْ تَعْمَلُوْنَ ﴿٢٨﴾

২৮. আর [সেদিন] আপনি প্রত্যেক দলকে দেখতে পাবেন যে, তারা [ভয়ে] জানুর উপর পতিত হবে। প্রত্যেক দলকে তাদের আমলনামার দিকে আহ্বান করা হবে; [এবং বলা হবে] আজ তোমরা তোমাদের কৃতকর্মের বিনিময় প্রাপ্ত হবে।

هٰذَا كِتٰبُنَا يَنْطِقُ عَلَيْكُمْ بِالْحَقِّ ؕ اِنَّا كُنَّا نَسْتَنْسِخُ مَا كُنْتُمْ تَعْمَلُوْنَ ﴿٢٩﴾

২৯. এটা [এ আমলনামা] আমার দফতর– যা তোমাদের সম্মুখে ঠিক ঠিক বলছে; আমি [পৃথিবীতে ফেরেশতাদের দ্বারা] তোমাদের কার্যাবলি লিপিবদ্ধ করিয়ে রাখতাম [এটা তারই সমষ্টি]।

فَاَمَّا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَعَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ فَيُدْخِلُهُمْ رَبُّهُمْ فِيْ رَحْمَتِهٖ ؕ ذٰلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْمُبِيْنُ ﴿٣٠﴾

৩০. অতএব, যারা ঈমান এনেছিল ও নেক কাজ করেছিল, ফলত তাদেরকে তাদের প্রতিপালক স্বীয় রহমতে দাখিল করবেন; এটাই স্পষ্ট সফলতা।

শাব্দিক অনুবাদ :

২৭. وَلِلّٰهِ مُلْكُ আর আল্লাহ তা'আলারই রাজত্ব রয়েছে السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ আসমান সমূহে ও জমিনে وَيَوْمَ تَقُوْمُ السَّاعَةُ এবং যেদিন কিয়ামত কায়েম হবে يَوْمَئِذٍ يَّخْسَرُ الْمُبْطِلُوْنَ সেদিন বাতিলপন্থিরা ক্ষতিতে নিপতিত হবে।

২৮. وَتَرٰى كُلَّ اُمَّةٍ আর আপনি প্রত্যেক দলকে দেখতে পাবেন যে جَاثِيَةً তারা (ভয়ে) জানুর উপর পতিত হবে كُلُّ اُمَّةٍ প্রত্যেক দলকে تُدْعٰى আহবান করা হবে اِلٰى كِتٰبِهَا তাদের আমলনামার দিকে اَلْيَوْمَ আজ تُجْزَوْنَ তোমরা বিনিময় প্রাপ্ত হবে مَا كُنْتُمْ تَعْمَلُوْنَ তোমাদের কৃতকর্মের।

২৯. هٰذَا كِتٰبُنَا এটা আমার দফতর يَنْطِقُ عَلَيْكُمْ بِالْحَقِّ যা তোমাদের সম্মুখে ঠিক ঠিক বলছে اِنَّا كُنَّا نَسْتَنْسِخُ আমি লিপিবদ্ধ করিয়ে রাখতাম مَا كُنْتُمْ تَعْمَلُوْنَ তোমাদের কার্যাবলি।

৩০. فَاَمَّا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا অতএব, যারা ঈমান এনেছিল وَعَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ ও নেক কাজ করেছিল فَيُدْخِلُهُمْ ফলত তাদেরকে দাখিল করবেন رَبُّهُمْ তাদের রব فِيْ رَحْمَتِهٖ স্বীয় রহমতে ذٰلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْمُبِيْنُ এটাই স্পষ্ট সফলতা।

https://e-ilm.weebly.com/

৩১. আর যারা কাফের ছিল, [তাদেরকে বলা হবে যে,] তোমাদেরকে কি আমার আয়াতসমূহ পাঠ করে শুনানো হতো না; কিন্তু তোমরা অহংকার করেছিলে এবং তোমরা বড়ই অপরাধপরায়ণ ছিলে।	وَاَمَّا الَّذِيْنَ كَفَرُوْا ۗ اَفَلَمْ تَكُنْ اٰيٰتِيْ تُتْلٰى عَلَيْكُمْ فَاسْتَكْبَرْتُمْ وَكُنْتُمْ قَوْمًا مُّجْرِمِيْنَ ﴿٣١﴾
৩২. আর যখন বলা হতো যে, আল্লাহ তা'আলার ওয়াদা সত্য এবং কিয়ামত সম্বন্ধে কোনো সন্দেহ নেই, তখন তোমরা বলতে, কিয়ামত কি তা আমরা জানি না? কেবল কল্পনাবৎ ধারণা তো আমাদেরও হয়, কিন্তু আমাদের বিশ্বাস হয় না।	وَاِذَا قِيْلَ اِنَّ وَعْدَ اللّٰهِ حَقٌّ وَّالسَّاعَةُ لَا رَيْبَ فِيْهَا قُلْتُمْ مَّا نَدْرِيْ مَا السَّاعَةُ ۙ اِنْ نَّظُنُّ اِلَّا ظَنًّا وَّمَا نَحْنُ بِمُسْتَيْقِنِيْنَ ﴿٣٢﴾
৩৩. এবং তাদের নিকট তাদের সমস্ত মন্দকাজ প্রকাশ হয়ে পড়বে, আর যে [আজাব] সম্বন্ধে তারা উপহাস করত, তা এসে তাদেরকে ঘিরে ফেলবে।	وَبَدَا لَهُمْ سَيِّاٰتُ مَا عَمِلُوْا وَحَاقَ بِهِمْ مَّا كَانُوْا بِهٖ يَسْتَهْزِءُوْنَ ﴿٣٣﴾
৩৪. এবং বলা হবে, আজ তোমাদেরকে ভুলেছি [রহমত হতে বঞ্চিত করেছি] যেমন, তোমরা তোমাদের এ দিবসের আগমনকে ভুলে গিয়েছিলে, আর জাহান্নামই তোমাদের আবাসস্থল এবং কেউই তোমাদের সাহায্যকারী নেই।	وَقِيْلَ الْيَوْمَ نَنْسٰىكُمْ كَمَا نَسِيْتُمْ لِقَآءَ يَوْمِكُمْ هٰذَا وَمَاْوٰىكُمُ النَّارُ وَمَا لَكُمْ مِّنْ نّٰصِرِيْنَ ﴿٣٤﴾

শাব্দিক অনুবাদ :

৩১. وَاَمَّا الَّذِيْنَ كَفَرُوْا আর যারা কাফের ছিল اَفَلَمْ تَكُنْ اٰيٰتِيْ تُتْلٰى عَلَيْكُمْ তোমাদের কি আমার আয়াতসমূহ পাঠ করে শুনানো হতো না فَاسْتَكْبَرْتُمْ কিন্তু তোমরা অহংকার করেছিলে وَكُنْتُمْ قَوْمًا مُّجْرِمِيْنَ এবং তোমরা বড়ই অপরাধ পরায়ণ ছিলে।

৩২. وَاِذَا قِيْلَ আর যখন বলা হতো যে اِنَّ وَعْدَ اللّٰهِ حَقٌّ আল্লাহ তা'আলার ওয়াদা সত্য وَّالسَّاعَةُ لَا رَيْبَ فِيْهَا এবং কিয়ামত সম্বন্ধে কোনো সন্দেহ নেই قُلْتُمْ তখন তোমরা বলতে مَّا نَدْرِيْ আমরা জানিনা مَا السَّاعَةُ কিয়ামত কি? اِنْ نَّظُنُّ اِلَّا ظَنًّا কেবল কল্পনাবৎ তো ধারণা তো আমাদেরও হয় وَّمَا نَحْنُ بِمُسْتَيْقِنِيْنَ কিন্তু আমাদের বিশ্বাস হয় না।

৩৩. وَبَدَا لَهُمْ এবং তাদের নিকট প্রকাশ হয়ে পড়বে سَيِّاٰتُ مَا عَمِلُوْا তাদের সমস্ত মন্দ কাজ وَحَاقَ بِهِمْ আর তা এসে তাদেরকে ঘিরে ফেলবে مَّا كَانُوْا بِهٖ يَسْتَهْزِءُوْنَ যে (আজাব) সম্বন্ধে তারা উপহাস করত।

৩৪. وَقِيْلَ এবং বলা হবে الْيَوْمَ نَنْسٰىكُمْ আজ তোমাদেরকে ভুলেছি كَمَا نَسِيْتُمْ যেমন তোমরা ভুলে গিয়েছিলে لِقَآءَ يَوْمِكُمْ هٰذَا তোমাদের এ দিবসের আগমন কে وَمَاْوٰىكُمُ النَّارُ আর জাহান্নামই তোমাদের আবাসস্থল وَمَا لَكُمْ مِّنْ نّٰصِرِيْنَ এবং কেউই তোমাদের সাহায্যকারী নেই।

https://e-ilm.weebly.com/

৩৫. এটা [এ শাস্তি] এজন্য যে, তোমরা আল্লাহ তা'আলার আয়াতসমূহ নিয়ে বিদ্রূপ করতে, আর পার্থিব জীবন তোমাদেরকে ধোঁকায় ফেলে রেখেছিল, [ফলে তোমরা আখেরাতের প্রতি অবিশ্বাসী হয়েছিলে,] অতএব, আজ তাদেরকে না দোজখ হতে বহির্গমন করা হবে, আর না তাদের হতে আল্লাহর ক্রোধ প্রশমনের উপায় চাওয়া যাবে।	ذٰلِكُمْ بِاَنَّكُمُ اتَّخَذْتُمْ اٰيٰتِ اللّٰهِ هُزُوًا وَّغَرَّتْكُمُ الْحَيٰوةُ الدُّنْيَا ۚ فَالْيَوْمَ لَا يُخْرَجُوْنَ مِنْهَا وَلَا هُمْ يُسْتَعْتَبُوْنَ ﴿٣٥﴾
৩৬. বস্তুত সমস্ত প্রশংসা একমাত্র আল্লাহ তা'আলারই জন্য যিনি নভোমণ্ডলের প্রতিপালক এবং ভূমণ্ডলের প্রতিপালক [এবং] সমগ্র জগতের প্রতিপালক।	فَلِلّٰهِ الْحَمْدُ رَبِّ السَّمٰوٰتِ وَرَبِّ الْاَرْضِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ ﴿٣٦﴾
৩৭. আর তাঁরই শ্রেষ্ঠত্ব বিরাজমান রয়েছে আসমানসমূহে ও জমিনে এবং তিনিই মহাপরাক্রান্ত, প্রজ্ঞাময়।	وَلَهُ الْكِبْرِيَآءُ فِى السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ ۪ وَهُوَ الْعَزِيْزُ الْحَكِيْمُ ﴿٣٧﴾

শাব্দিক অনুবাদ :

৩৫. ذٰلِكُمْ এটা এজন্য যে بِاَنَّكُمُ اتَّخَذْتُمْ তোমরা করতে اٰيٰتِ اللّٰهِ আল্লাহ তা'আলার আয়াতসমূহ নিয়ে هُزُوًا বিদ্রূপ وَّغَرَّتْكُمُ আর তোমাদেরকে ধোঁকায় ফেলে রেখেছিল الْحَيٰوةُ الدُّنْيَا পার্থিব জীবন فَالْيَوْمَ অতএব, আজ لَا يُخْرَجُوْنَ مِنْهَا তাদেরকে না দোজখ হতে বহির্গমন করা হবে وَلَا هُمْ يُسْتَعْتَبُوْنَ আর না তাদের থেকে আল্লাহর ক্রোধ প্রশমনের উপায় চাওয়া যাবে।

৩৬. فَلِلّٰهِ الْحَمْدُ বস্তুত সমস্ত প্রশংসা একমাত্র আল্লাহ তা'আলারই জন্য رَبِّ السَّمٰوٰتِ যিনি নভোমণ্ডলের প্রতিপালক وَرَبِّ الْاَرْضِ এবং ভূমণ্ডলের প্রতিপালক رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ সমগ্র জগতের প্রতিপালক।

৩৭. وَلَهُ الْكِبْرِيَآءُ আর তারই শ্রেষ্ঠত্ব বিরাজমান রয়েছে فِى السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ আসমানসমূহে ও জমিনে وَهُوَ الْعَزِيْزُ الْحَكِيْمُ এবং তিনিই মহা পরাক্রান্ত প্রজ্ঞাময়।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

وَتَرٰى كُلَّ اُمَّةٍ جَاثِيَةً - جُثُوٌّ এর অর্থ নতজানু হয়ে বসা। ভয়ের কারণে এভাবে বসবে। كُلَّ اُمَّةٍ (প্রত্যেক দল) শব্দ থেকে বাহ্যত বুঝা যায় যে, মুমিন, কাফের, সৎ ও অসৎ নির্বিশেষে সকলেই হাশরের ময়দানে ভয়ে নতজানু হয়ে বসবে। কোনো কোনো আয়াত ও রেওয়ায়েতে রয়েছে যে, হাশরের ময়দানে পয়গম্বর ও সৎকর্মপরায়ণ ব্যক্তিগণ ভীত হবেন না। এটা আলোচ্য আয়াতের পরিপন্থি নয়; কেননা অল্প কিছুক্ষণের জন্য এই ভয় ও ত্রাস পয়গম্বর ও সৎলোকদের মধ্যেও দেখা দেওয়া সম্ভবপর। কিন্তু যেহেতু খুব অল্প সময়ের জন্য এই ভয় দেখা দেবে, তাই একে না হওয়ার পর্যায়ে রেখে দেওয়া হয়েছে। এটা ও সম্ভবপর যে, 'প্রত্যেক দল' বলে অধিকাংশ হাশরবাসী বুঝানো হয়েছে। كُلَّ শব্দটি মাঝে মাঝে অধিকাংশের অর্থেও ব্যবহৃত হয়। কেউ কেউ جَاثِيَةً এর অর্থ করেছেন নামাজে বসার ন্যায় বসা; এমতাবস্থায় কোনো খটকা থাকে না। কেননা এটা আদবের বসা-ভয়ের নয়।

https://e-ilm.weebly.com/

كُلُّ أُمَّةٍ تُدْعَى إِلَى كِتٰبِهَا : অধিকাংশ তাফসীরবিদের মতে কিতাব অর্থ দুনিয়াতে ফেরেশতাগণের লিখিত আমলনামা। হাশরের ময়দানে এসব আমলনামা উড়িয়ে দেওয়া হবে এবং প্রত্যেকের আমলনামা তার হাতে পৌছে যাবে। তাকে বলা হবে, إِقْرَأْ كِتٰبَكَ كَفٰى بِنَفْسِكَ الْيَوْمَ عَلَيْكَ حَسِيْبًا অর্থাৎ, তুমি তোমার আমলনামা পাঠ কর এবং নিজেই হিসাব কর কি প্রতিফল তোমার পাওয়া উচিত। আমলনামার দিকে আহবান করার অর্থ আমলের হিসাবের দিকে আহবান করা।

শব্দ বিশ্লেষণ :

تُدْعٰى : সীগাহ وَاحِدْ مُؤَنَّثْ غَائِبْ বহছ مُضَارِعْ مَجْهُوْل বাব نَصَرَ মাসদার اَلدُّعَاءُ মূলবর্ণ (د – ع – و) জিনস نَاقِص وَاوِى অর্থ- আহ্বান করা হবে। ডাকা, আহবান করা।

يَنْطِقُ : সীগাহ وَاحِدْ مُذَكَّرْ غَائِبْ বহছ مُضَارِعْ مَعْرُوْف বাব ضَرَبَ মাসদার اَلْمَنْطِقُ মূলবর্ণ (ن – ط – ق) জিনস صَحِيْح অর্থ- বলছে। কথা বলা।

نَظُنُّ : সীগাহ جَمْع مُتَكَلِّمْ বহছ مُضَارِعْ مَعْرُوْف বাব نَصَرَ মাসদার اَلظَّنُّ মূলবর্ণ (ظ - ن - ن) জিনস مُضَاعَف ثُلَاثِىْ অর্থ– ধারণাতো আমাদেরও হয়।

غَرَّتْكُمْ : সীগাহ وَاحِدْ مُؤَنَّثْ غَائِبْ বহছ مَاضِىْ مَعْرُوْف বাব نَصَرَ মাসদার اَلْغُرُوْرُ মূলবর্ণ (غ - ر - ر) জিনস مُضَاعَف ثُلَاثِىْ অর্থ– তোমাদেরকে ধোঁকায় ফেলে রেখেছিল।

نَسْتَنْسِخُ : সীগাহ جَمْع مُتَكَلِّمْ বহছ مُضَارِعْ مَعْرُوْف বাব اِسْتِفْعَالْ মাসদার اَلْاِسْتِنْسَاخُ মূলবর্ণ (ن – س – خ) জিনস صَحِيْح অর্থ- লিপিবদ্ধ করিয়ে রাখতাম। অনুলিপি করা, লিপিবদ্ধ করা।

مُسْتَيْقِنِيْنَ : সীগাহ جَمْع مُذَكَّرْ বহছ اِسْم فَاعِلْ বাব اِسْتِفْعَالْ মাসদার اَلْاِسْتِيْقَانُ মূলবর্ণ (ى – ق – ن) জিনস مِثَال يَائِىْ অর্থ- আমাদের বিশ্বাস হয় না। বিশ্বাস করা, নিশ্চিত হওয়া।

نَنْسَاكُمْ : সীগাহ جَمْع مُتَكَلِّمْ বহছ مُضَارِعْ مَعْرُوْف বাব سَمِعَ মাসদার اَلنِّسْيَانُ মূলবর্ণ (ن – س – ى) জিনস نَاقِص يَائِىْ অর্থ- ভুলে যাওয়া, বিস্মৃত হওয়া।

يُسْتَعْتَبُوْنَ : সীগাহ جَمْع مُذَكَّرْ غَائِبْ বহছ مُضَارِعْ مَجْهُوْل বাব اِسْتِفْعَالْ মাসদার اَلْاِسْتِعْتَابُ মূলবর্ণ (ع – ت - ب) জিনস صَحِيْح অর্থ- সন্তুষ্ট করা, অনুগ্রহ কামনা করা

বাক্য বিশ্লেষণ :

اَلْيَوْمَ تُجْزَوْنَ مَا كُنْتُمْ تَعْمَلُوْنَ : এখানে اَلْيَوْمَ টি ظَرْف হয়ে تُجْزَوْنَ- এর সাথে مُتَعَلِّقْ হয়েছে। تُجْزَوْنَ শব্দটি فِعَل مُضَارِع مَجْهُوْل বহুবচনের واو টি نَائِب فَاعِلْ এবং مَا টি تُجْزَوْنَ- এর দ্বিতীয় مَفْعُول بِه ; আর পূর্ণ বাক্যটি مَقُوْل এবং قَوْل টি উহ্য। অর্থাৎ উহ্য ইবারত হচ্ছে– يُقَالُ لَهُمْ اَلْيَوْمَ تُجْزَوْنَ : كَانَ এবং তার تَعْمَلُوْنَ শব্দটি তার خَبَرْ আর পূর্ণ বাক্যটি مَا اسم مَوْصُوْلَه- এর صِلَة –[ই'রাবুল কুরআন, খ : ৭. পৃ. ১৫২] اِسْم

https://e-ilm.weebly.com/

https://e-ilm.weebly.com/

اِيْتُوْنِىْ بِكِتٰبٍ مِّنْ قَبْلِ هٰذَآ اَوْ اَثٰرَةٍ مِّنْ عِلْمٍ اِنْ كُنْتُمْ صٰدِقِيْنَ ﴿٤﴾	** (এতে প্রমাণিত হলো যে, কোনো যৌক্তিক প্রমাণই নেই। আর যদি কোনো কিতাবী প্রমাণ থাকে, তবে) আমার সম্মুখে উপস্থিত কর এই কুরআনের পূর্ববর্তী কোনো গ্রন্থ অথবা অপর কোনো নির্ভরযোগ্য মৌখিক বর্ণিত বাণী (যা গ্রন্থাকারে সঙ্কলিত হয়নি) যদি তোমরা সত্যবাদী হও।
وَمَنْ اَضَلُّ مِمَّنْ يَّدْعُوْا مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ مَنْ لَّا يَسْتَجِيْبُ لَهٗٓ اِلٰى يَوْمِ الْقِيٰمَةِ وَهُمْ عَنْ دُعَآئِهِمْ غٰفِلُوْنَ ﴿٥﴾	৫. আর (এটা স্পষ্ট যে, এরূপ প্রমাণ কেউ দিতে পারেনি। অতএব,) সেই ব্যক্তি অপেক্ষা কে অধিক পথভ্রষ্ট, যে আল্লাহকে ছেড়ে এমন মা'বূদকে ডাকে- যে কিয়ামত পর্যন্তও তার ডাকে সাড়া দেবে না? অধিকন্তু তারা তাদের ডাকের খবরও রাখে না।
وَاِذَا حُشِرَ النَّاسُ كَانُوْا لَهُمْ اَعْدَآءً وَّكَانُوْا بِعِبَادَتِهِمْ كٰفِرِيْنَ ﴿٦﴾	৬. আর যখন সমস্ত মানুষকে সমবেত করা হবে, তখন তারা (ঐ উপাস্যগণ) তাদের (উপাসকদের) শত্রু হয়ে দাঁড়াবে এবং তাদের উপাসনা করার বিষয়টি অস্বীকার করে বসবে।
وَاِذَا تُتْلٰى عَلَيْهِمْ اٰيٰتُنَا بَيِّنٰتٍ قَالَ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا لِلْحَقِّ لَمَّا جَآءَهُمْ ۙ هٰذَا سِحْرٌ مُّبِيْنٌ ﴿٧﴾	৭. আর যখন আমার সুস্পষ্ট আয়াতগুলো তাদের সম্মুখে পঠিত হয়, তখন এ অবিশ্বাসীরা এ সত্য বাণী সম্বন্ধে যখন তা তাদের নিকট পৌঁছে এরূপ বলে যে, এটা তো সুস্পষ্ট জাদু।

শাব্দিক অনুবাদ :

** اِيْتُوْنِىْ আমার সম্মুখে উপস্থিত কর بِكِتٰبٍ مِّنْ قَبْلِ هٰذَآ এই কুরআনের পূর্ববর্তী কোনো গ্রন্থ اَوْ اَثٰرَةٍ مِّنْ عِلْمٍ অথবা অপর কোনো নির্ভরযোগ্য মৌখিক বর্ণিত বাণী اِنْ كُنْتُمْ صٰدِقِيْنَ যদি তোমরা সত্যবাদী হও।

৫. وَمَنْ اَضَلُّ আর কে অধিক পথভ্রষ্ট مِمَّنْ يَّدْعُوْا مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ সেই ব্যক্তি অপেক্ষা যে আল্লাহকে ছেড়ে এমন মা'বূদকে ডাকে مَنْ لَّا يَسْتَجِيْبُ لَهٗٓ اِلٰى يَوْمِ الْقِيٰمَةِ যে কিয়ামত পর্যন্তও তার ডাকে সাড়া দেবে না وَهُمْ عَنْ دُعَآئِهِمْ غٰفِلُوْنَ অধিকন্তু তারা তাদের ডাকের খবরও রাখে না।

৬. وَاِذَا حُشِرَ النَّاسُ আর যখন সমস্ত মানুষকে সমবেত করা হবে كَانُوْا لَهُمْ اَعْدَآءً তখন তারা তাদের শত্রু হয়ে দাঁড়াবে وَّكَانُوْا بِعِبَادَتِهِمْ كٰفِرِيْنَ এবং তাদের উপাসনা করার বিষয়টি অস্বীকার করবে।

৭. وَاِذَا تُتْلٰى عَلَيْهِمْ আর যখন তাদের সম্মুখে পঠিত হয় اٰيٰتُنَا بَيِّنٰتٍ আমার সুস্পষ্ট আয়াতগুলো قَالَ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا তখন এ অবিশ্বাসীরা এরূপ বলে যে لِلْحَقِّ এই সত্য বাণী সম্বন্ধে لَمَّا جَآءَهُمْ যখন তা তাদের নিকট পৌঁছে هٰذَا سِحْرٌ مُّبِيْنٌ এটা তো সুস্পষ্ট জাদু।

https://e-ilm.weebly.com/

৮. নাকি তারা এরূপ বলে যে, এ ব্যক্তি নিজেই এটা রচনা করে নিয়েছে; আপনি বলে দিন, যদি আমি এটা নিজেই রচনা করে থাকি, তবে তো তোমরা আমাকে আল্লাহ (-এর আজাব) হতে মোটেও রক্ষা করতে পারবে না; কুরআন সম্বন্ধে তোমরা যে যে উক্তি করছ, তিনি তা খুব অবগত আছেন; আমার ও তোমাদের মধ্যে তিনিই যথেষ্ট সাক্ষী; আর তিনি বড়ই ক্ষমাশীল, করুণাময়।	اَمْ يَقُوْلُوْنَ افْتَرٰىهُ ؕ قُلْ اِنِ افْتَرَيْتُهٗ فَلَا تَمْلِكُوْنَ لِيْ مِنَ اللّٰهِ شَيْـًٔا ؕ هُوَ اَعْلَمُ بِمَا تُفِيْضُوْنَ فِيْهِ ؕ كَفٰى بِهٖ شَهِيْدًاۢ بَيْنِيْ وَبَيْنَكُمْ ؕ وَهُوَ الْغَفُوْرُ الرَّحِيْمُ ﴿٨﴾

শাব্দিক অনুবাদ :

৮. اَمْ يَقُوْلُوْنَ নাকি তারা এরূপ বলে যে افْتَرٰىهُ এ ব্যক্তি নিজেই এটা রচনা করে নিয়েছে قُلْ আপনি বলে দিন اِنِ افْتَرَيْتُهٗ যদি আমি এটা নিজেই রচনা করে থাকি فَلَا تَمْلِكُوْنَ لِيْ مِنَ اللّٰهِ شَيْـًٔا তবে তো তোমরা আমাকে আল্লাহ (-এর আজাব) হতে মোটেও রক্ষা করতে পারবে না هُوَ اَعْلَمُ তিনি তা খুব অবগত আছেন بِمَا تُفِيْضُوْنَ فِيْهِ কুরআন সম্বন্ধে তোমরা যে উক্তি করছ كَفٰى بِهٖ شَهِيْدًاۢ بَيْنِيْ وَبَيْنَكُمْ আমার ও তোমাদের মধ্যে তিনিই যথেষ্ট সাক্ষী وَهُوَ الْغَفُوْرُ الرَّحِيْمُ আর তিনি বড়ই ক্ষমাশীল, করুণাময়।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

সূরা আহকাফ -এর সংক্ষিপ্ত পরিচয় : এ সূরা মক্কায় অবতীর্ণ। ইবনে মারদূবিয়্যা হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা.)-এর কথার উদ্ধৃতি দিয়েছেন যে, সূরা আহকাফ মক্কা মোওয়াজ্জমায় অবতীর্ণ হয়েছে। ইবনে মারদূবিয়া হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে জোবায়ের (রা.) থেকেও অনুরূপ বর্ণনার উদ্ধৃতি দিয়েছেন। এ সূরায় ৪ রু'কূ, ৩৫ আয়াত, ৬৪৪ টি বাক্য এবং ২,৬০০ অক্ষর রয়েছে।

নামকরণ : 'আহকাফ' ইয়েমেনের অন্তর্গত একটি স্থানের নাম, যেখানে আদ জাতির বসবাস ছিল। 'আহকাফ' শব্দটি 'হকফ' -এর বহুবচন, এর আভিধানিক অর্থ হলো বালুর স্তূপ। আলোচ্য সূরায় আদ জাতির নাফরমানির শাস্তি স্বরূপ তাদের ধ্বংসের বিবরণ স্থান পেয়েছে, যেন পৃথিবীর অন্যত্র অবস্থানকারী নাফরমানদের জন্যে তা শিক্ষণীয় হয়। এজন্য এ সূরার নামকরণ করা হয়েছে 'আহকাফ'।

সূরার মূল আলোচ্য বিষয় :

১. প্রিয়নবী ﷺ -এর নবুয়ত প্রমাণিত করা, কেননা যতক্ষণ তাঁকে আল্লাহ পাকের নবী হিসেবে কেউ মেনে নেবে না, ততক্ষণ পবিত্র কুরআনের সত্যতায় বিশ্বাস করবে না। এজন্য সর্বপ্রথম এ বিষয়টির উপর আলোকপাত করা হয়েছে, তাই ইরশাদ হয়েছে– تَنْزِيْلُ الْكِتٰبِ مِنَ اللّٰهِ الْعَزِيْزِ الْحَكِيْمِ অর্থাৎ সর্বশক্তিমান, বিজ্ঞানময় আল্লাহ পাকের তরফ থেকে [হে রাসূল!] আপনার প্রতি মহান গ্রন্থ পবিত্র কুরআন নাজিল হয়েছে। আর আল্লাহ পাকের নিকট থেকে প্রিয়নবী ﷺ -এর প্রতি কিতাব নাজিল হওয়াই তাঁর রিসালাতের প্রকৃষ্ট প্রমাণ।

২. স্রষ্টা ও পালনকর্তা আল্লাহ পাকের একত্ববাদের প্রমাণ। ইরশাদ হচ্ছে– مَا خَلَقْنَا السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَآ اِلَّا بِالْحَقِّ অর্থাৎ একমাত্র আল্লাহ পাকই আসমান জমিন সৃষ্টি করেছেন। তিনিই স্রষ্টা। তিনিই পালনকর্তা। তিনি এক, অদ্বিতীয়; আর তিনিই উপাস্য। কেননা পৃথিবীর কোনো কিছুই আপনা আপনি অস্তিত্ব লাভ করেনি, আল্লাহ পাকই তাঁর "কুন" আদেশ দ্বারা সবকিছুকে যথাযথভাবে একটি নির্দিষ্ট মেয়াদ অনুযায়ী সৃষ্টি করেছেন। অতএব, এক আল্লাহ পাকের প্রতি বিশ্বাস করাই হলো বোধশক্তিসম্পন্ন মানুষের কর্তব্য। –[তানভীরুল মিকবাস মিন তাফসীরে ইবনে আব্বাস পৃ. ৪২৩]

https://e-ilm.weebly.com/

এ সূরার আমল : সূরা আহকাফ লিপিবদ্ধ করে সঙ্গে রাখলে জিন ও মানুষের ক্ষতিসাধন থেকে হেফাজত করা হয়।

স্বপ্নের তা'বীর : যে ব্যক্তি স্বপ্নে এ সূরা পাঠ করতে দেখবে, তার মৃত্যুর সময় মালাকুল মওত হযরত আজরাঈল (আ.) অতি উত্তম আকৃতি ধারণ করে তার নিকট আসবেন।

পূর্ববর্তী সূরার সাথে সম্পর্ক : পূর্ববর্তী সূরার পরিসমাপ্তিতে কিয়ামতের দিনের সত্যতার ঘোষণা রয়েছে। আর এ সূরার সূচনাতেই পবিত্র কুরআনের সত্যতা এবং কিয়ামতের আলোচনা রয়েছে। কুরআনে কারীমে এ দুটি বিষয়ের আলোচনা প্রায়শ কাছাকাছিই থাকে, আর এটিই উভয় সূরার যোগসূত্র। –[বয়ানুল কুরআন পৃ. ৯৬৭]

قُلْ اَرَءَيْتُمْ مَّا تَدْعُوْنَ مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ –এসব আয়াতে মুশরিকদের দাবি বাতিল করার জন্যে তাদের দাবির স্বপক্ষে দলিল চাওয়া হয়েছে। কেননা, সাক্ষ্য-প্রমাণ ব্যতীত কোনো দাবি গ্রহণীয় হয় না। দলিলের যত প্রকার রয়েছে, সবগুলো আয়াতে উল্লেখ করে প্রমাণ করা হয়েছে যে, মুশরিকদের দাবির পক্ষে কোনো প্রকার দলিল নেই। তাই এহেন দলিলবিহীন দাবিতে অটল থাকা নিরেট পথভ্রষ্টতা। আয়াতে দলিলকে তিন ভাগে ভাগ করা হয়েছে। (এক) যুক্তিভিত্তিক দলিল। এর খণ্ডনে বলা হয়েছে اَرُوْنِىْ مَاذَا خَلَقُوْا مِنَ الْاَرْضِ اَمْ لَهُمْ شِرْكٌ فِى السَّمٰوٰتِ দ্বিতীয় প্রকার ইতিহাস ভিত্তিক দলিল। বলা বাহুল্য, আল্লাহর ব্যাপারে কেবল সেই ইতিহাসভিত্তিক দলিলই গ্রহণীয় হতে পারে, যা স্বয়ং আল্লাহর পক্ষ থেকে আসে। যেমন, তাওরাত, ইঞ্জীল, কুরআন ইত্যাদি ঐশী কিতাব অথবা আল্লাহর মনোনীত নবী ও রাসূলগণের উক্তি। এই দুই প্রকারের মধ্যে প্রথম প্রকারের খণ্ডনে বলা হয়েছে اِيْتُوْنِىْ بِكِتٰبٍ مِّنْ قَبْلِ هٰذَا অর্থাৎ, তোমাদের মূর্তি পূজার কোনো দলিল থাকলে কোনো ঐশী কিতাব পেশ কর, যাতে মূর্তি পূজার অনুমতি দেওয়া হয়েছে। দ্বিতীয় প্রকার অর্থাৎ, রাসূলগণের উক্তি খণ্ডন করতে বলা হয়েছে, اَوْ اَثٰرَةٍ مِّنْ عِلْمٍ অর্থাৎ, কিতাব আনতে না পারলে কমপক্ষে রাসূলগণের পরম্পরাগত কোনো উক্তি পেশ কর। তাও পেশ করতে না পারলে তোমাদের কথা ও কাজ পথভ্রষ্টতা বৈ কিছুই নয়।

اَثَارَةٌ শব্দটি شَجَاعَةٌ - سَمَاحَةٌ -এর ওজনে একটি ধাতু। অর্থ নকল, রেওয়ায়েত। এ কারণে ইকরিমা ও মুকাতিল-এর তাফসীরে 'পয়গম্বরগণ থেকে রেওয়ায়েত' বলেছেন। (কুরতুবী) সারকথা এই যে, দু'রকম ইতিহাসভিত্তিক দলিল গ্রহণযোগ্য– কোনো পয়গম্বরের প্রতি অবতীর্ণ কিতাব এবং লোক পরম্পরায় প্রমাণিত পয়গম্বরের উক্তি। আয়াতে اَوْ اَثٰرَةٍ مِّنْ عِلْمٍ বলে তাই বোঝানো হয়েছে। কেউ কেউ অন্যান্য আরো কিছু তাফসীর করেছেন, যা কুরআনের ভাষার সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ নয়।

শব্দ বিশ্লেষণ :

خَلَقْنَا : সীগাহ جمع متكلم বহছ ماضى معروف বাব نَصَرَ মাসদার اَلْخَلْقُ মূলবর্ণ (خ - ل - ق) জিনস صحيح অর্থ– আমি সৃষ্টি করেছি।

كَفَرُوْا : সীগাহ جمع مذكر غائب বহছ ماضى معروف বাব نَصَرَ মাসদার اَلْكُفْرُ মূলবর্ণ (ك - ف - ر) জিনস صحيح অর্থ– কাফের। সত্যপ্রত্যাখ্যান করেছে।

اُنْذِرُوْا : সীগাহ جمع مذكر غائب বহছ ماضى مجهول বাব اِفْعَالٌ মাসদার اِنْذَارٌ মূলবর্ণ (ن - ذ - ر) জিনস صحيح অর্থ– তাদেরকে ভয় দেখানো হয়েছে।

اِيْتُوْنِىْ : সীগাহ جمع مذكر حاضر বহছ امر حاضر معروف বাব ضَرَبَ মাসদার اِتْيَانٌ মূলবর্ণ (ا - ت - ى) জিনস মুরাক্কাব (ناقص يائى এবং مهموز فاء) অর্থ– আমার নিকট নিয়ে এসো।

تُتْلٰى : সীগাহ واحد مؤنث غائب বহছ مضارع مجهول বাব نَصَرَ মাসদার تِلَاوَةٌ মূলবার্ণ (ت - ل - و) জিনস ناقص واوى অর্থ– পঠিত হয়।

يَقُوْلُوْنَ : সীগাহ جمع مذكر غائب বাব مضارع معروف বাব نَصَرَ মাসদার اَلْقَوْلُ মূলবর্ণ (ق - و - ل) জিনস اجوف واوى অর্থ– তারা বলে।

https://e-ilm.weebly.com/

تَدْعُوْنَ : সীগাহ جمع مذكر حاضر বহছ مضارع معروف বাব نَصَرَ মাসদার اَلدَّعْوَةُ মূলবর্ণ (د - ع - و) জিনস ناقص واوى অর্থ– তোমরা উপাসন করছ। আহ্বান করছ।

صٰدِقِيْنَ : সীগাহ جمع مذكر বহছ اسم فاعل বাব نَصَرَ মাসদার اَلصِّدْقُ মূলবর্ণ (ص - د - ق) জিনস صحيح অর্থ– সত্যবাদি।

اَضَلُّ : সীগাহ واحد مذكر বহছ اسم تفضيل বাব ضَرَبَ মাসদার اَلضَّلَالَةُ মূলবর্ণ (ض - ل - ل) জিনস مضاعف ثلاثى অর্থ– অধিক পথভ্রষ্ট।

اَعْدَاءٌ : শব্দটি বহুবচন; একবচন عَدُوٌّ অর্থ– শত্রু।

بَيِّنٰتٌ : শব্দটি বহুবচন; একবচন بَيِّنَةٌ অর্থ– স্পষ্ট। দলিল। প্রমান,

اِفْتَرَيْتُهٗ : সীগাহ واحد متكلم বহছ ماضى معروف বাব اِفْتِعَالٌ মাসদার اِفْتِرَاءٌ মূলবর্ণ (ف - ر - ى) জিনস ناقص يائى অর্থ– আমি এটা নিজেই রচনা করে থাকি।

বাক্য বিশ্লেষণ :

وَمَنْ اَضَلُّ مِمَّنْ يَّدْعُوْ مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ مَنْ لَّا يَسْتَجِيْبُ لَهٗٓ اِلٰى يَوْمِ الْقِيٰمَةِ : এখানে واو টি استئنافية আর مَنْ হলো মুবতাদা, আর اَضَلُّ বাক্যটি হলো খবর। আর مِمَّنْ টা اَضَلُّ-এর সাথে متعلق হয়েছে আর يَدْعُوْا বাক্যটি সেলাহ। আর مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ হলো حال আর مَنْ হলো يَدْعُوْ ফে'লের মাফউল। আর لَا يَسْتَجِيْبُ لَهٗ বাক্যটি - مَنْ এর সেলাহ হয়েছে। আর اِلٰى يَوْمِ الْقِيَامَةِ বাক্যটি حال হয়েছে। –[ই'রাবুল কুরআন ৭ম খণ্ড; পৃ.১৬১]

https://e-ilm.weebly.com/

৯. আপনি বলে দিন, আমি তো কোনো অভিনব নবী নই, আর না আমি (এটা) অবগত আছি যে, আমার সাথে কী আচরণ করা হবে, আর না (এটা অবগত আছি যে,) তোমাদের সাথে (কী আচরণ করা হবে); আমি তো কেবল তারই অনুসরণ করি– যা ওহীর মাধ্যমে আমার নিকট পৌঁছে এবং আমি তো শুধু স্পষ্ট ভয় প্রদর্শনকারী।	قُلْ مَا كُنْتُ بِدْعًا مِّنَ الرُّسُلِ وَمَآ اَدْرِىْ مَا يُفْعَلُ بِىْ وَلَا بِكُمْ ۗ اِنْ اَتَّبِعُ اِلَّا مَا يُوْحٰٓى اِلَىَّ وَمَآ اَنَا اِلَّا نَذِيْرٌ مُّبِيْنٌ ﴿٩﴾
১০. আপনি বলুন, তোমরা বল তো, যদি এ কুরআন আল্লাহর নিকট হতেই [অবতীর্ণ] হয়ে থাকে, আর তোমরা তাকে অবিশ্বাস কর এবং বনী ইসরাঈল হতে কোনো সাক্ষী তদনুরূপ কিতাব হওয়ার পক্ষে সাক্ষ্য দেয় এবং ঈমান আনে, আর তোমরা অহংকারই করতে থাক; নিশ্চয় আল্লাহ জালিমদেরকে হেদায়েত করেন না।	قُلْ اَرَءَيْتُمْ اِنْ كَانَ مِنْ عِنْدِ اللّٰهِ وَكَفَرْتُمْ بِهٖ وَشَهِدَ شَاهِدٌ مِّنْۢ بَنِىْٓ اِسْرَآءِيْلَ عَلٰى مِثْلِهٖ فَاٰمَنَ وَاسْتَكْبَرْتُمْ ۗ اِنَّ اللّٰهَ لَا يَهْدِى الْقَوْمَ الظّٰلِمِيْنَ ﴿١٠﴾ ع
১১. আর এ কাফেররা মু'মিনদের সম্বন্ধে এরূপ বলে যে, যদি এ কুরআন উত্তম হতো তবে এ সমস্ত (নিম্ন শ্রেণির) লোক তার প্রতি (ঈমান আনয়নে) আমাদের অগ্রবর্তী হতে পারত না; আর যখন তারা কুরআন দ্বারা হেদায়েত প্রাপ্ত হয়নি, তখন এটাই বলবে যে, এটাও একটা পুরাকালীন মিথ্যা।	وَقَالَ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا لِلَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَوْ كَانَ خَيْرًا مَّا سَبَقُوْنَآ اِلَيْهِ ۗ وَاِذْ لَمْ يَهْتَدُوْا بِهٖ فَسَيَقُوْلُوْنَ هٰذَآ اِفْكٌ قَدِيْمٌ ﴿١١﴾

শাব্দিক অনুবাদ :

৯. قُلْ আপনি বলে দিন مَا كُنْتُ بِدْعًا مِّنَ الرُّسُلِ আমি তো কোনো অভিনব নবী নই وَمَآ اَدْرِىْ আর না আমি অবগত আছি যে مَا يُفْعَلُ بِىْ وَلَا بِكُمْ আমার সাথে কি আচরণ করা হবে আর না তোমাদের সাথে اِنْ اَتَّبِعُ اِلَّا مَا يُوْحٰٓى اِلَىَّ আমি তো কেবল তারই অনুসরণ করি যা ওহীর মাধ্যমে আমার নিকট পৌঁছে وَمَآ اَنَا اِلَّا نَذِيْرٌ مُّبِيْنٌ এবং আমি তো শুধু স্পষ্ট ভয় প্রদর্শনকারী।

১০. قُلْ আপনি বলুন اَرَءَيْتُمْ তোমরা বল তো اِنْ كَانَ مِنْ عِنْدِ اللّٰهِ যদি এ কুরআন আল্লাহর নিকট হতে হয়ে থাকে وَكَفَرْتُمْ بِهٖ আর তোমরা তাকে অবিশ্বাস কর وَشَهِدَ شَاهِدٌ مِّنْ بَنِىْٓ اِسْرَآءِيْلَ এবং বনী ইসরাঈল হতে কোনো সাক্ষী সাক্ষ্য দেয় عَلٰى مِثْلِهٖ তদনুরূপ কিতাব হওয়ার পক্ষে فَاٰمَنَ এবং ঈমান আনে وَاسْتَكْبَرْتُمْ আর তোমরা অহংকারই করতে থাক اِنَّ اللّٰهَ لَا يَهْدِى الْقَوْمَ الظّٰلِمِيْنَ নিশ্চয় আল্লাহ জালিমদেরকে হেদায়েত করেন না।

১১. وَقَالَ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا لِلَّذِيْنَ اٰمَنُوْا আর এ কাফেরারা মুমিনদের সম্বন্ধে এরূপ বলে যে لَوْ كَانَ خَيْرًا যদি এ কুরআন উত্তম হতো مَا سَبَقُوْنَآ اِلَيْهِ তবে এ সমস্ত লোক তার প্রতি আমাদের অগ্রবর্তী হতে পারত না وَاِذْ لَمْ يَهْتَدُوْا بِهٖ আর যখন তারা কুরআন দ্বারা হেদায়েত প্রাপ্ত হয়নি فَسَيَقُوْلُوْنَ তখন এটাই বলবে هٰذَآ اِفْكٌ قَدِيْمٌ এটাও একটা পুরাকালীন মিথ্যা।

https://e-ilm.weebly.com/

وَمِنْ قَبْلِهٖ كِتٰبُ مُوْسٰٓى اِمَامًا وَّرَحْمَةً ۭ وَهٰذَا كِتٰبٌ مُّصَدِّقٌ لِّسَانًا عَرَبِيًّا لِّيُنْذِرَ الَّذِيْنَ ظَلَمُوْا ۖ وَبُشْرٰى لِلْمُحْسِنِيْنَ ﴿١٢﴾

১২. আর এর (কুরআনের) পূর্বে মূসার কিতাব, যা পথপ্রদর্শক ও রহমত ছিল; আর এটা (এমন) একটি গ্রন্থ, যা তার (তাওরাতের) সত্যতা প্রমাণ করে (এবং) আরবি ভাষায় (অবতারিত,) যেন তা অনাচারীদেরকে ভীতি প্রদর্শন করে, আর নেককার লোকদেরকে সুসংবাদ প্রদান করে।

اِنَّ الَّذِيْنَ قَالُوْا رَبُّنَا اللّٰهُ ثُمَّ اسْتَقَامُوْا فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُوْنَ ﴿١٣﴾

১৩. যারা বলেছে, আমাদের রব আল্লাহ, অতঃপর (তাতে) অটল রয়েছে, সুতরাং (পরলোকে) তাদের কোনো ভয় নেই এবং তারা চিন্তান্বিতও হবে না।

اُولٰٓئِكَ اَصْحٰبُ الْجَنَّةِ خٰلِدِيْنَ فِيْهَا ۚ جَزَآءًۢ بِمَا كَانُوْا يَعْمَلُوْنَ ﴿١٤﴾

১৪. এরাই বেহেশতের অধিবাসী– তাতে তারা সর্বদা অবস্থান করবে, সেই কার্যসমূহের বিনিময়ে যা তারা করত।

وَوَصَّيْنَا الْاِنْسَانَ بِوَالِدَيْهِ اِحْسَانًا ۭ حَمَلَتْهُ اُمُّهٗ كُرْهًا وَّوَضَعَتْهُ كُرْهًا ۭ وَحَمْلُهٗ وَفِصٰلُهٗ ثَلٰثُوْنَ شَهْرًا ۭ حَتّٰٓى اِذَا بَلَغَ اَشُدَّهٗ وَبَلَغَ اَرْبَعِيْنَ سَنَةً ۙ

১৫. আর আমি মানুষকে তার পিতামাতার সাথে সদ্ব্যবহার করতে নির্দেশ দিয়েছি; তার মাতা তাকে বড় কষ্টসহ গর্ভে ধারণ করেছে এবং অতি কষ্টে তাকে প্রসব করেছে। আর তাকে গর্ভে ধারণ করা ও দুধ ছাড়ানো ত্রিশ মাস; এমনকি যখন সে স্বীয় যৌবনে উপনীত হয় এবং চল্লিশ বৎসরে পৌঁছে,

শাব্দিক অনুবাদ :

১২. وَمِنْ قَبْلِهٖ كِتٰبُ مُوْسٰٓى আর এর পূর্বে মূসার কিতাব اِمَامًا وَّرَحْمَةً যা পথপ্রদর্শক ও রহমত ছিল وَهٰذَا كِتٰبٌ, আর এটা একটা গ্রন্থ مُّصَدِّقٌ যা তার সত্যতা প্রমাণ করে لِّسَانًا عَرَبِيًّا আরবি ভাষায় لِّيُنْذِرَ الَّذِيْنَ ظَلَمُوْا যেন তা অনাচারীদেরকে ভীতি প্রদর্শন করে وَبُشْرٰى لِلْمُحْسِنِيْنَ, আর নেককার লোকদেরকে সুসংবাদ প্রদান করে।

১৩. اِنَّ الَّذِيْنَ قَالُوْا যারা বলেছে رَبُّنَا اللّٰهُ আমাদের রব আল্লাহ ثُمَّ اسْتَقَامُوْا অতঃপর (তাতে) অটল রয়েছে فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ সুতরাং তাদের কোনো ভয় নেই وَلَا هُمْ يَحْزَنُوْنَ, এবং তারা চিন্তান্বিতও হবে না।

১৪. اُولٰٓئِكَ اَصْحٰبُ الْجَنَّةِ এরাই জান্নাতের অধিবাসী خٰلِدِيْنَ فِيْهَا তাতে তারা সর্বদা অবস্থান করবে جَزَآءًۢ بِمَا كَانُوْا يَعْمَلُوْنَ সেই কার্যসমূহের বিনিময়ে যা তারা করত।

১৫. وَوَصَّيْنَا الْاِنْسَانَ আর আমি মানুষকে নির্দেশ দিয়েছি بِوَالِدَيْهِ اِحْسَانًا তার পিতামাতার সাথে সদ্ব্যবহার করতে حَمَلَتْهُ اُمُّهٗ كُرْهًا তার মাতা তাকে বড় কষ্টসহ গর্ভে ধারণ করেছে وَّوَضَعَتْهُ كُرْهًا এবং অতি কষ্টে প্রসব করেছে وَحَمْلُهٗ, আর তাকে গর্ভ ধারণ করা وَفِصٰلُهٗ ও দুধ ছাড়ানো। ثَلٰثُوْنَ شَهْرًا ত্রিশ মাস حَتّٰٓى اِذَا بَلَغَ اَشُدَّهٗ এমনকি যখন সে স্বীয় যৌবনে উপনীত হয় وَبَلَغَ اَرْبَعِيْنَ سَنَةً, এবং চল্লিশ বৎসরে পৌঁছে

https://e-ilm.weebly.com/

قَالَ رَبِّ اَوْزِعْنِیْۤ اَنْ اَشْكُرَ نِعْمَتَكَ الَّتِیْۤ اَنْعَمْتَ عَلَیَّ وَعَلٰی وَالِدَیَّ وَاَنْ اَعْمَلَ صَالِحًا تَرْضٰىهُ وَاَصْلِحْ لِیْ فِیْ ذُرِّیَّتِیْ ؕۚ اِنِّیْ تُبْتُ اِلَیْكَ وَاِنِّیْ مِنَ الْمُسْلِمِیْنَ ﴿۱۵﴾

** তখন সে বলতে থাকে, হে আমার প্রতিপালক! আমাকে এর উপর স্থায়িত্ব দান করুন, যেন আমি আপনার সেই নিয়ামতসমূহের শুকরিয়া আদায় করি, যা আপনি আমাকে ও আমার পিতামাতাকে দান করেছেন, আর যেন আমি নেক কাজ করি, যাতে আপনি সন্তুষ্ট হন এবং আমার (কল্যাণের) জন্য আমার সন্তান-সন্ততির মধ্যেও যোগ্যতা দান করুন; আমি আপনার দরবারে তওবা করছি এবং নিশ্চয় আমি (আপনার) অনুগতদের অন্তর্ভুক্ত।

শাব্দিক অনুবাদ :

** قَالَ তখন সে বলতে থাকে رَبِّ اَوْزِعْنِیْۤ হে আমার প্রতিপালক! আমাকে এর উপর স্থায়িত্ব দান করুন اَنْ اَشْكُرَ نِعْمَتَكَ যেন আমি আপনার সেই নিয়ামতসমূহের শুকরিয়া আদায় করি الَّتِیْۤ اَنْعَمْتَ عَلَیَّ যা আপনি আমাকে দান করেছেন وَعَلٰی وَالِدَیَّ ও আমার পিতামাতাকে وَاَنْ اَعْمَلَ صَالِحًا আর যেন আমি নেক কাজ করি تَرْضٰىهُ যাতে আপনি সন্তুষ্ট হন وَاَصْلِحْ لِیْ فِیْ ذُرِّیَّتِیْ এবং আমার জন্য আমার সন্তান-সন্ততির মধ্যেও যোগ্যতা দান করুন اِنِّیْ تُبْتُ اِلَیْكَ আমি আপনার দরবারে তওবা করছি وَاِنِّیْ مِنَ الْمُسْلِمِیْنَ এবং নিশ্চয় আমি অনুগতদের অন্তর্ভুক্ত।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

قَالَ مَا كُنْتُ بِدْعًا مِّنَ الرُّسُلِ وَمَاۤ اَدْرِیْ مَا یُفْعَلُ بِیْ وَلَا بِكُمْ اِنْ اَتَّبِعُ اِلَّا مَا یُوْحٰۤی اِلَیَّ وَمَاۤ اَنَا اِلَّا نَذِیْرٌ مُّبِیْنٌ.

শানে নুযূল–১ : আলোচ্য আয়াত যখন নাজিল হয়, তখন মুশরিক, ইহুদি ও মুনাফিকেরা আনন্দিত হয়ে বলতে লাগল যে, আমরা এমন একজন নবীকে কিরূপভাবে অনুসরণ করতে পারি, যিনি তার সাথে এবং আমাদের সাথে কি আচরণ করা হবে সে সম্পর্কে কিছুই জানেন না, আমাদের উপর তার কোনো শ্রেষ্ঠত্ব নেই। তাদের এমন্তব্যের পরিপ্রেক্ষিতে আল্লাহ তা'আলা সূরা ফাতহের ২নং আয়াত لِیَغْفِرَ لَكَ اللّٰهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْۢبِكَ وَمَا تَاَخَّرَ নাজিল করেন। আল্লাহ তা'আলা আলোচ্য আয়াতের হুকুম রহিত করে কাফের সম্প্রদায়কে অপমানিত ও তিরস্কার করেন। সে মুহূর্তে উপস্থিত সাহাবায়ে কেরাম যারা ছিলেন, তারা বললেন, হে আল্লাহর রাসূল ﷺ! আপনার সম্পর্কে কি আচারণ করা হবে সে সম্পর্কে আল্লাহ তা'আলা বর্ণনা করেছেন। অনন্তর আমাদের সাথে আল্লাহ কি আচরণ করবেন সে সম্পর্কে আমাদের অনুমান হলে আমাদের জন্যে কতইনা মঙ্গল হতো? তখন সূরায়ে ফাতহের ৫নং আয়াত لِیُدْخِلَ الْمُؤْمِنِیْنَ وَالْمُؤْمِنٰتِ جَنّٰتٍ تَجْرِیْ مِنْ تَحْتِهَا الْاَنْهٰرُ নাজিল হয়। এরই সাথে সূরায়ে আহযাবের ৪৭ নং আয়াত وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِیْنَ بِاَنَّ لَهُمْ مِّنَ اللّٰهِ فَضْلًا كَبِیْرًا নাজিল হয়। –[কুরতুবী ১৬০/১৬]

শানে নুযূল–২ : আবূ সালেহ হযরত ইবনে আব্বাস (রা.)-এর উদ্ধৃতি দিয়ে বর্ণনা করেন যে, রাসূল ﷺ -এর সাহাবীগণের উপর যখন বিপদাপদ প্রচণ্ডাকার ধারণ করল, তখন রাসূল ﷺ স্বপ্নে দেখলেন যে, তিনি এমন এক অঞ্চলে হিজরত করে যাচ্ছেন, যেখানে খেজুর বৃক্ষরাজী ও পানির সমাহার রয়েছে। তখন রাসূল ﷺ সে ঘটনা বর্ণনা করেন। ফলে তারাও এর দ্বারা সুসংবাদ গ্রহণ করল। পক্ষান্তরে তারা তাতে মুশরিকদের নির্যাতন থেকে পরিত্রাণ পাওয়ার পন্থা পেল। অতঃপর তারা কিছু কাল সেখানে অবস্থান করে সে সুসংবাদের বাস্তবতা কিছুই দেখতে পেলনা। সুতরাং তারা বললেন, হে আল্লাহর রাসূল! আপনি যে, ভূমি স্বপ্নে দেখেছিলেন সে দিকে কখন আমরা হিজরত করব? এতে রাসূল ﷺ নীরবতা অবলম্বন করেন, সে সময় আল্লাহ তা'আলা আলোচ্য আয়াতের مَاۤ اَدْرِیْ مَا یُفْعَلُ بِیْ وَلَا بِكُمْ অংশটুকু নাজিল করেন। –[কুরতুবী]

https://e-ilm.weebly.com/

قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ كَانَ مِنْ عِنْدِ اللّٰهِ وَكَفَرْتُمْ بِهِ وَشَهِدَ شَاهِدٌ مِّنْ بَنِيْٓ إِسْرَآئِيْلَ عَلٰى مِثْلِهِ فَاٰمَنَ وَاسْتَكْبَرْتُمْ إِنَّ اللّٰهَ لَا يَهْدِى الْقَوْمَ الظّٰلِمِيْنَ [১০]

শানে নুযূল : ১. আবূ ইয়ালা, তাবারানী ও হাতেম বিশুদ্ধতম সনদ দ্বারা হযরত আউফ বিন মালেক আশজায়ী (রা.)-এর উদ্ধৃতি দিয়ে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেন, হযরত নবী করীম ﷺ হাঁটতে হাঁটতে ইহুদিদের উৎসবের দিনে তাদের উপাসনালয়ে গিয়ে প্রবেশ করেন আমিও তাঁর সাথে ছিলাম। আমরা তাদের নিকট যে গমন করলাম তা তাদের নিকট অত্যন্ত অপছন্দনীয় ও অনাকাঙ্ক্ষিত বলে মনে হলো। রাসূল ﷺ তখন তাদেরকে বললেন যে, তোমাদের মধ্য হতে এমন বার জন মানুষ দেখাও তো যারা এ সাক্ষ্য প্রদান করবে যে, আল্লাহ তা'আলা ছাড়া আর অন্য কোনো মা'বুদ নেই, এবং হযরত মুহাম্মদ ﷺ আল্লাহ তা'আলার রাসূল। তাহলে আল্লাহ তা'আলা সকল ইহুদিদের উপর থেকে তার ক্রোধ উঠিয়ে নিবেন। তখন তাদের সকলেই নীরব হয়ে পড়ল। কেউ কোনো প্রকারের জবাব দেয়নি। তিনি তাদেরকে এরূপভাবে তিনবার জিজ্ঞেস করলেন। তাদের কেউই তাঁর জবাব দেয়নি। অতঃপর রাসূল ﷺ বললেন, তোমরা অস্বীকার করলে! আল্লাহ তা'আলার কসম আমি হচ্ছি اَلْعَاقِبُ اَلْحَاشِرُ ও اَلْمُقَفّٰى তোমরা বিশ্বাস কর আর বিশ্বাস না কর। অতঃপর রাসূল ﷺ ও আমি বের হয়ে পড়লাম। আমরা যখন বের হয়ে পড়ছিলাম তখন তাঁর পিছু হতে একজন মানুষ সামনে এগিয়ে এসে বলল, হে ইহুদি সম্প্রদায়! তোমাদের মধ্যে কে আমার সম্পর্কে জান? তারা বলল, আল্লাহর শপথ আমাদের মধ্যে আপনি এবং আপনার পিতা ও দাদা অপেক্ষা আল্লাহর কিতাব সম্পর্কে অধিক জ্ঞানী ও বুদ্ধিমান অন্য কেউ আছে বলে আমাদের জানা নেই। তখন সে লোকটি বলল, আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, আল্লাহ এক এবং তোমরা তাওরাত ও ইঞ্জিল গ্রন্থে যা পেয়েছ, সে অনুপাতে তিনি হচ্ছেন নবী। এ প্রসঙ্গে তারা বলল যে, তুমি মিথ্যুক মিথ্যা বলছ। তারা আরো মন্দ মন্তব্য করল। তখন রাসূল ﷺ আমি ও ইবনে সালাম আমরা দাঁড়ালাম। রাসূল ﷺ-এর দেওয়া দাওয়াতকে একজন গ্রহণ করল ও বাকি যারা ছিল তারা প্রত্যাখ্যান করল। সে পরিপ্রেক্ষিতে আল্লাহ তা'আলা আলোচ্য আয়াত নাজিল করেছেন।

শানে নুযূল–২ : আব্দ বিন হুমাইদ হযরত সাঈদ বিন জুবায়ের (রা.) -এর উদ্ধৃতি দিয়ে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন, হযরত রাসূল ﷺ-এর খেদমতে মদীনার ইহুদি দলপতি মাইমূন বিন ইয়ামীন এসে ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করেন। অতঃপর তিনি বললেন যে, হে আল্লাহর রাসূল ﷺ! আপনি ইহুদি এবং আপনার মধ্যে সমঝোতা করার জন্যে এক জন লোক নির্ধারণ করুন। তারা তাদের পক্ষ হতে অবশ্যই আমাকে সমর্থন দেবে। সুতরাং রাসূল ﷺ কাউকে প্রেরণ করলেন। অতঃপর তারা এসে বিরক্তি ভরে রাসূল ﷺ-এর সাথে আলোচনা করে। রাসূল ﷺ তাদেরকে বললেন যে, সমঝোতা করার জন্যে একজন লোক নিযুক্ত কর। তারা বলল যে, মাইমুন বিন ইয়ামিনকে আমরা সমর্থন করি। রাসূল ﷺ তখন তাকে তাদের সামনে বের করে দিলেন। মাইমুন তাদেরকে লক্ষ্য করে বলল, আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, তিনি হচ্ছেন আল্লাহর রাসূল এবং তিনি হলেন সত্যবাদী। তারা সমর্থন করতে অস্বীকার করল। তখন সেই পরিপ্রেক্ষিতে আল্লাহ তা'আলা আলোচ্য আয়াত নাজিল করেন। –[রূহুল মা'আনী ১৩/২৬/১৩, ফতহুল কাদীর ১০/৫]

শানে নুযূল–৩ : হযরত ইবনে আব্বাস, হাসান, ইকরিমা, কাতাদা ও মুজাহিদ সম্পর্কে আলোচ্য আয়াতের وَشَهِدَ شَاهِدٌ مِّنْ بَنِيْٓ إِسْرَآئِيْلَ عَلٰى مِثْلِهِ (الاية) অংশটুকু নাজিল হয়েছে। ঘটনা প্রবাহ হচ্ছে যে, হযরত আব্দুল্লাহ বিন সালাম (রা.) তিনি তাওরাতের বড় আলেম ছিলেন। তিনি ইহুদিদের সামনে একথার সাক্ষ্য দিয়েছিলেন যে, তাওরাতে আল্লাহর যে রাসূলের কথা উল্লিখিত রয়েছে, তিনিই হচ্ছেন আল্লাহর মনোনীত সেই রাসূল। সেই অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে আলোচ্য অংশটুকু নাজিল করা হয়েছে। তিরমিযির বর্ণনা মতে হযরত আব্দুল্লাহ বিন সালাম (রা.) কতৃক বর্ণিত রয়েছে। তিনি বলেন যে, আমার সম্পর্কে আলোচ্য আয়াত নাজিল হয়েছে। –[কুরতুবী ১৬২/১৬, ফতহুল কাদীর ১৯/৫]

ইবনে জারীর ইবনে আবী হাতেম আমের বিন সাঈদ এর উদ্ধিৃতি দিয়ে বর্ণনা করেন যে, তাঁর পিতা বর্ণনা করে তিনি বলেন যে, আমি আব্দুল্লাহ বিন সালাম ছাড়া আর কারো বেলায় আল্লাহ তা'আলা এ সুসংবাদ প্রদান করেননি যে, ভূপৃষ্টে অমুক লোকটি বেহেশতী এবং তার সম্পর্কেই আলোচ্য আয়াতের وَشَهِدَ شَاهِدٌ (الاية) অংশটুকু অবতীর্ণ হয়েছে। –[ইবনে কাছীর ১৫৬/৪]

وَقَالَ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا لِلَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَوْ كَانَ خَيْرًا مَّا سَبَقُوْنَآ إِلَيْهِ وَإِذْ لَمْ يَهْتَدُوْا بِهِ فَسَيَقُوْلُوْنَ هٰذَآ إِفْكٌ قَدِيْمٌ [১১]

শানে নুযূল : ইবনে মুনযির হযরত আউন বিন আবি শাদাদ (রা.)-এর উদ্ধৃতি দিয়ে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেন, হযরত ওমর বিন খাত্তাব (রা.)-এর যিন্নীরা নামী এক বাদী ছিল। সে বাদী হযরত ওমর (রা.)-এর পূর্বেই ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করার

https://e-ilm.weebly.com/

কারণে তিনি তাকে প্রহার করতেন। সে সময় কাফের কুরাইশরা বলত যে, ইসলাম যদি কল্যাণকরই হতো, তাহলে যিন্নিরা আমাদের আগে তা গ্রহণ করত না। আল্লাহ তা'আলা সে বাদীর শানে আলোচ্য আয়াত নাজিল করেন।

–[রূহুল মা'আনী ১৪/২৬/১৩, বাহরে মুহীত ৫৭/৮, দুররে মানছুর ৪০/৬, ফতহুল কাদীর ১৯/৫]

আল্লামা আবূ আব্দুল্লাহ মুহাম্মদ কুরতুবী (র.) আলোচ্য আয়াতের শানে নুযূল সম্পর্কে একাধিক রেওয়ায়েত বর্ণনা করেছেন। শিক্ষার্থী ও পাঠক সমাজের উপকারার্থে সেই রেওয়াত গুলোও উল্লেখ করে দেওয়া হলো।

১. হযরত নবী করীম ﷺ মক্কায় অবস্থান কালে হযরত আবূ যর গিফারী (রা.) কে ইসলামের দা'ওয়াত দেন। আবূ যর দাওয়াত গ্রহণ করেন। নিজ কওমের নিকট আশ্রয় প্রার্থনা করেন। তখন তাদের পক্ষ থেকে একজন উকিল তার নিকট এসে ইসলাম গ্রহণ করেন। এ সংবাদ কুরাইশের নিকট পৌছলে তারা মন্তব্য করল যে, ইসলাম বরকতময় হলে তারা আমাদের পূর্বে ইসলাম গ্রহণ করত না। তাদের এহেন মন্তব্য এবং তাদের ইসলাম গ্রহণ করা সম্পর্কে আলোচ্য আয়াত নাজিল হয়েছে।

২. হযরত উরওয়া বিন যুবায়ের বলেন যে, যিন্নীরা নামী এক মহিলা ইসলাম গ্রহণ করার পর তার দৃষ্টি শক্তি বিলুপ্ত হয়ে যায়। তখন মক্কার কাফেররা বলতে লাগল যে, লাত ঔজ্জা তাকে বিমার দ্বারা আক্রান্ত করেছে। অতঃপর আল্লাহ তার দৃষ্টি শক্তি ফিরিয়ে দিলেন। অপর দিকে কুরাইশ নেতৃবর্গরা বলতে লাগল যে, মুহাম্মদ যে ধর্ম নিয়ে এসেছেন তা যদি কল্যাণ কর হতো, তাহলে যিন্নীরা বাদি আমাদের আগে ইসলাম ধর্মে দিক্ষীত হতো না। তখন এ আয়াত নাজিল হয়।

৩. আল্লামা কুশাইরী হযরত ইবনে আব্বাস (রা.)-এর উদ্ধৃতি দিয়ে বর্ণনা করেন যে, মক্কার প্রসিদ্ধ গোত্র গুলো যথা বনূ আমের, গাতফান, তামীম, আসাদ, হান্‌যালা ও আশজা এর কাফেররা গিফার, আসলাম, জুহাইনা, মুযাইনা, ও খুযাআ গোত্র সমূহ হতে যারাই ইসলাম গ্রহণ করত, তাদেরকে বলত, মুহাম্মদ ﷺ-এর আনীত ধর্ম যদি মঙ্গলজনক হতো, তাহলে আমাদের ন্যায় সম্মানিত ব্যক্তিদের আগে রাখালেরা তা গ্রহণ করত না। সে পরিপ্রেক্ষিতে আলোচ্য আয়াত নাজিল করা হয়।

৪. হযরত কাতাদা (রা.) বলেন যে, কুরাইশের মুশরিকরা বলত যে, মুহাম্মদ ﷺ যে ধর্মের প্রতি আমাদেরকে আহ্বান জানাচ্ছেন, তা যদি মুক্তিকামী হতো, তাহলে বেলাল, সুহাইব, আম্মার এবং অমুক ব্যক্তি অমুক ব্যক্তি আমাদের আগে তা গ্রহণ করত না। সে প্ররিপ্রেক্ষিতে আলোচ্য আয়াত নাজিল করা হয়।

৫. ইহুদি কাফেররা ঈমানদার তথা হযরত আব্দুল্লাহ বিন সালাম ও তার সঙ্গি সাথিদেরকে বলত যে, মুহাম্মদের আনীত ধর্ম যদি সত্য হতো, তাহলে তারা আমাদের আগে তা গ্রহণ করতে পারত না। সে পরিপ্রেক্ষিতে আলোচ্য আয়াত নাজিল করা হয়।

৬. মাসরূক বলেন যে, কাফেররা বলতে ছিল যে, এ ধর্মমত যদি মুক্তিকামী হতো,তাহলে ইহুদিরা আমাদের পূর্বে তা গ্রহণ করত। সে পরিপ্রেক্ষিতে আল্লাহ তা'আলা আলোচ্য আয়াত নাজিল করেন। –[কুরতুবী ১২৫-২৬/১৬]

وَوَصَّيْنَا الْإِنْسَانَ بِوَالِدَيْهِ إِحْسَانًا حَمَلَتْهُ أُمُّهُ كُرْهًا وَوَضَعَتْهُ كُرْهًا وَحَمْلُهُ وَفِصَالُهُ ثَلَاثُونَ شَهْرًا حَتَّى إِذَا بَلَغَ أَشُدَّهُ وَبَلَغَ أَرْبَعِينَ سَنَةً قَالَ رَبِّ أَوْزِعْنِي أَنْ أَشْكُرَ نِعْمَتَكَ الَّتِي أَنْعَمْتَ عَلَيَّ وَعَلَى وَالِدَيَّ وَأَنْ أَعْمَلَ صَالِحًا تَرْضَاهُ وَأَصْلِحْ لِي فِي ذُرِّيَّتِي إِنِّي تُبْتُ إِلَيْكَ وَإِنِّي مِنَ الْمُسْلِمِينَ.

শানে নুযূল : ইবনে মাজাহ ছাড়া মুসলিম শরীফ সহ অন্যান্য সিহাহের ইমামগণ হযরত সা'দ (রা.)-এর উদ্ধৃতি দিয়ে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেন, সা'দ (রা.)-এর মাতা সা'দ (রা.) ইসলাম গ্রহণ করার পর বলেছিল, আল্লাহ কি মাতা-পিতার সাথে সদাচরণ করার আদেশ করেন নি! তুমি আল্লাহর সাথে কুফরি না করা পর্যন্ত আমি খাদ্য ও পানীয় কিছুই গ্রহণ করব না। সুতরাং সে মহিলা খাদ্য ও পানীয় থেকে সম্পূর্ণ বিরত হয়ে যায়। ফলে মানুষেরা লাঠি দ্বারা তার মুখ খুলে আহার করাত। সে পরিপ্রেক্ষিতে আল্লাহ তা'আলা আলোচ্য আয়াতের এ অংশটুকু নাজিল করেন। –[ইবনে কাছীর ১৫/৭/৪]

হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) কর্তৃক এ রেওয়ায়াত বর্ণিত রয়েছে যে, আলোচ্য অংশটুকু হযরত আবূ বকর সিদ্দীক (রা.)-এর সম্পর্কে নাজিল হয়েছে। –[দুররে মানছুর ৪০/৬]

https://e-ilm.weebly.com/

قَالَ رَبِّ أَوْزِعْنِىٓ أَنْ أَشْكُرَ نِعْمَتَكَ الَّتِىٓ أَنْعَمْتَ عَلَىَّ وَعَلٰى وَالِدَىَّ وَأَنْ أَعْمَلَ صَالِحًا تَرْضٰىهُ وَأَصْلِحْ لِىْ فِىْ ذُرِّيَّتِىٓ إِنِّىْ تُبْتُ إِلَيْكَ وَإِنِّىْ مِنَ الْمُسْلِمِيْنَ.

শানে নুযূল : হযরত আলী (রা.) বলেন যে, আলোচ্য আয়াতাংশ হযরত আবূ বকর (রা.) সম্পর্কে নাজিল হয়েছে। হযরত আবূ বকর (রা.) মাতা-পিতা সহ ইসলাম গ্রহণ করেননি। সে জন্যে আল্লাহ তা'আলা তার মাতা-পিতার সাথে সদাচারণ করার নির্দেশ করেন এবং তাঁর মাতা হলেন উম্মে খায়ের, নাম হলো সালমা বিনতে সাখার বিন আমের বিন কা'আব বিন সা'দ। –[কুরতুবী ১৬৮/১৬, রূহুল মা'আনী ১৭/২৬/১৩]

وَمَآ اَدْرِىْ مَا يُفْعَلُ بِىْ وَلَا بِكُمْ اِنْ اَتَّبِعُ اِلَّا مَا يُوْحٰٓى اِلَىَّ -এ আয়াতে اِنْ اَتَّبِعُ বাক্যটি ব্যতিক্রম নির্দেশ করে। অর্থ এই যে, আমার প্রতি যা ওহী করা হয়, তা ব্যতীত আমি জানি না। এর ভিত্তিতে তাফসীরবিদ যাহ্হাক এ আয়াতের যে তাফসীর করেছেন, তার সারমর্ম এই যে, আমি একমাত্র ওহীর মাধ্যমে অদৃশ্য বিষয়াদির জ্ঞান লাভ করতে পারি। ওহীর মাধ্যমে আমাকে যে বিষয় জানানো হয় না, তা আমার ব্যক্তিগত বিষয় হোক অথবা উম্মতের মু'মিন ও কাফেরের বিষয় হোক অথবা ইহকালের বিষয় হোক কিংবা পরকালের বিষয় হোক তা আমি জানি না। অদৃশ্য বিষয়াদি সম্পর্কে আমি যা কিছু বলি, তা সবই ওহীর আলোকে বলে থাকি। কুরআন পাকে উল্লিখিত আছে যে, আল্লাহ তা'আলা রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে অনেক অদৃশ্য বিষয়ের জ্ঞান দান করেছিলেন। এক আয়াতে আছে تِلْكَ مِنْ اَنْبَآءِ الْغَيْبِ نُوْحِيْهَآ اِلَيْكَ জাহান্নাম, জান্নাত, হিসাব, নিকাশ, শাস্তি, প্রতিদান ইত্যাদি পারলৌকিক বিষয়ের বিবরণ তো স্বয়ং কুরআন পাকে অনেক রয়েছে। ইহকালের ভবিষ্যৎ ঘটনাবলির অনেক বিবরণও পরম্পরাগত সহীহ হাদীসসমূহে রাসূলুল্লাহ ﷺ থেকে বর্ণিত আছে। এতে প্রমাণিত হয় যে, উল্লিখিত আয়াতের সারমর্ম এতটুকু যে, আমি অদৃশ্য বিষয়াদির জ্ঞানে আল্লাহ তা'আলার মতো নই এবং জ্ঞানে স্বেচ্ছাধীনও নই; বরং ওহীর মাধ্যমে আমাকে যতটুকু বলে দেওয়া হয়, আমি ততটকুই বর্ণনা করি।

তাফসীরে রূহুল মা'আনীতে এ উক্তি উদ্ধৃত করে বলা হয়েছে যে, আমার বিশ্বাস, রাসূলুল্লাহ ﷺ ততদিন পর্যন্ত দুনিয়া থেকে বিদায় নেননি, যতদিন আল্লাহর সত্তা, গুণাবলি এবং পরকালের ও ইহকালের গুরুত্বপূর্ণ বিষয়াদি সম্পর্কে তাঁকে ওহীর মাধ্যমে অবহিত করা হয়নি। তবে যায়েদ আগামীকাল কি করবে, তার পরিণাম কি হবে ইত্যাদি ব্যক্তি বিশেষের খুঁটিনাটি অদৃশ্য বিষয়ের জ্ঞান থাকা কোনো উৎকর্ষের বিষয় নয় এবং এগুলো না জানলেও নবুয়তের উৎকর্ষ হ্রাস পায় না।

রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর অদৃশ্য জ্ঞান সম্পর্কিত আদব : এ ব্যাপারে আদব এই যে, তিনি অদৃশ্যের জ্ঞান রাখেন না, এরূপ বলা সঙ্গত নয়। বরং এভাবে বলা দরকার যে, আল্লাহ তা'আলা তাঁকে অদৃশ্য বিষয়াদির অনেক জ্ঞান দান করেছিলেন যা অন্য কোনো পয়গম্বরকে দেননি। কেউ কেউ বলেন, এ আয়াতে পার্থিব অদৃশ্য বিষয়াদি সম্পর্কে 'আমি জানি না' বলা হয়েছে– পারলৌকিক অদৃশ্য বিষয়াদি সম্পর্কে নয়। কেননা পারলৌকিক বিষয়ে তিনি খোলাখুলি বলে দিয়েছেন যে, মু'মিন জান্নাতে যাবে এবং কাফের জাহান্নামে যাবে।

وَشَهِدَ شَاهِدٌ مِّنْ بَنِىٓ اِسْرَآئِيْلَ عَلٰى مِثْلِهٖ فَاٰمَنَ وَاسْتَكْبَرْتُمْ وَلَمْ يَكُنْ لَّهُمْ اٰيَةً اَنْ يَّعْلَمَهٗ عُلَمٰٓؤُا بَنِىٓ اِسْرَآئِيْلَ -এ আয়াতের এবং সূরা শু'আরার আয়াতের অর্থ একই রকম। সারমর্ম এই যে, যেসব ইহুদি ও খ্রিস্টান রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর রিসালাত ও কুরআন অমান্য করে, তারা স্বয়ং তাদের কিতাব সম্পর্কেও অজ্ঞ। কেননা বনী ইসরাঈলের অনেক আলেম তাদের কিতাবে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর নবুয়ত ও নিদর্শন প্রত্যক্ষ করে তার প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করেছেন। সে আলেমগণের সাক্ষ্যও কি এই মূর্খদের জন্যে যথেষ্ট নয়? এ আয়াতে বলা হয়েছে যে, তোমরা আমার নবুয়ত দাবিকে ভ্রান্ত এবং কুরআনকে আমার রচনা বল। এর এক জবাবে পূর্বেই উল্লেখ করা হয়েছে যে, কেউ বাস্তবে নবী না হয়ে নিজেকে নবী বলে মিথ্যা দাবি করলে তার দুনিয়াতেই নিপাত হয়ে যাওয়া জরুরি, যাতে জনসাধারণ প্রতারিত না হয়। এ জবাবই যথেষ্ট, কিন্তু তোমরা যদি না মান তবে এ সম্ভাবনার প্রতিও লক্ষ্য কর যে, আমার দাবি যদি সত্য হয় এবং কুরআন আল্লাহর কিতাব হয় আর তোমরা একে অমান্য করেই যাও, তবে তোমাদের পরিণতি কি হবে, বিশেষতঃ যখন তোমাদের বনী-ইসরাঈলেরই কোনো মান্যবর ব্যক্তি সাক্ষ্য দেয় যে, এটা আল্লাহর কিতাব, অতঃপর সে নিজেও মুসলমান হয়ে যায়? এ জ্ঞান লাভের পরও যদি তোমরা জেদ ও অহংকারে অটল থাক, তবে তোমরা গুরুতর শাস্তির যোগ্য হয়ে যাবে।

আয়াতে বনী ইসরাঈলের কোনো বিশেষ আলেমের নাম উল্লেখ করা হয়নি এবং এটাও নির্দিষ্ট করা হয়নি যে, এ সাক্ষ্য আয়াত অবতরণের পূর্বেই জনসমক্ষে এসে গেছে, না ভবিষ্যতে আসবে। তাই বনী ইসরাঈলের কোনো ব্যক্তিকে নির্দিষ্ট করার উপর আয়াতের অর্থ নির্ভরশীল নয়। খ্যাতনামা ইহুদি আলেম হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে সালাম (রা.) সহ যত ইহুদি ও

https://e-ilm.weebly.com/

খ্রিস্টান ইসলামে দীক্ষিত হয়েছেন, তারা সবাই এ আয়াতের অন্তর্ভুক্ত। যদিও আব্দুল্লাহ ইবনে সালাম (রা.) এই আয়াত নাজিল হওয়ার পরে মদীনায় ইসলাম গ্রহণ করেন। এ আয়াতটি মক্কায় নাজিল হয়েছিল।

হযরত সা'দ (রা.) থেকে বর্ণিত আছে যে, এ আয়াত হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে সালাম সম্পর্কে অবতীর্ণ হয়েছে। হযরত ইবনে আব্বাস, মুজাহিদ, যাহ্হাক প্রমুখ তাফসীরবিদগণ তাই বলেছেন। এ আয়াতটি মক্কায় অবতীর্ণ হওয়ার পরিপন্থি নয়। এমতাবস্থায় আয়াতটি ভবিষ্যতবাণী হিসেবে গণ্য হবে। -[ইবনে কাছীর]

لَوْ كَانَ خَيْرًا مَّا سَبَقُوْنَا اِلَيْهِ অহংকার ও গর্ব মানুষের জ্ঞানবুদ্ধিকেও বিকৃত করে দেয়। অহংকারী ব্যক্তি নিজের বুদ্ধিকেই ভালোমন্দের মাপকাঠি বলে মনে করতে থাকে। সে যা পছন্দ করে না, অন্যেরা তা পছন্দ করলে সে সবাইকে বোকা মনে করে, অথচ বাস্তবে নিজেই বোকা। কাফেরদের এ ধরনের অহংকার ও গর্বই আলোচ্য আয়াতে বিবৃত হয়েছে। ইসলাম ও ঈমান তাদের পছন্দীয় ছিল না। তাই অন্যান্য ঈমান-প্রেমিকদের সম্পর্কে তারা বলত, ঈমান যদি ভালোই হতো, তবে সর্বাগ্রে তা আমাদের পছন্দনীয় হতো। এই হতচ্ছাড়াদের পছন্দের কি মূল্য।

ইবনে মুনযির প্রমুখ এক রেওয়ায়েতে বর্ণনা করেছেন যে, হযরত ওমর (রা.) যখন মুসলমান ছিলেন না, তখন তাঁর রানীন নামী এক বাঁদি ইসলাম গ্রহণ করেছিল। এই অপরাধে তিনি বাঁদিকে প্রচুর মারধর করতেন, যাতে সে ইসলাম ত্যাগ করে। তখন কুরাইশ কাফেররা বলত, ইসলাম ভালো হলে রানীনের মতো নীচ বাঁদি আমাদেরকে পিছনে ফেলে যেতে পারত না। এর পরিপ্রেক্ষিতেই আলোচ্য আয়াত অবতীর্ণ হয়। –[মাযহারী]

وَمِنْ قَبْلِهِ كِتٰبُ مُوْسٰى اِمَامًا وَّرَحْمَةً –এ আয়াত থেকে প্রথমতঃ প্রমাণ পাওয়া গেল যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ কোনো অভিনব রাসূল এবং কুরআন কোনো অভিনব কিতাব নয় যে, এতে বিশ্বাস স্থাপনে আপত্তি হবে। বরং এর আগে হযরত মূসা (আ.) রাসূলরূপে আগমন করেছেন এবং তাঁর প্রতি তাওরাত নাজিল হয়েছিল। ইহুদি ও খ্রিস্টান কাফেররাও তা স্বীকার করে। দ্বিতীয়তঃ এতে وَشَهِدَ شَاهِدٌ বাক্যেরও সমর্থন আছে। কেননা হযরত মূসা (আ.) ও তাওরাত রাসূলুল্লাহ ﷺ ও কুরআনের সত্যতার সাক্ষ্যদাতা।

পূর্বোক্ত আয়াতসমূহে জালেমদের জন্যে শাস্তিবাণী এবং মুমিনদের জন্যে সাফল্যের সুসংবাদ ছিল। আলোচ্য ১৩ ও ১৪ নং আয়াত তারই পরিশিষ্ট। প্রথম অর্থাৎ اِنَّ الَّذِيْنَ قَالُوْا رَبُّنَا اللّٰهُ ثُمَّ اسْتَقَامُوْا আয়াতে অত্যন্ত অলংকারপূর্ণ ভঙ্গিতে সমগ্র ইসলাম, ঈমান ও সৎকর্মসমূহকে সন্নিবেশিত করা হয়েছে। رَبُّنَا اللّٰه বাক্যে সমগ্র ঈমান এবং اِسْتِقَامَةٌ শব্দের মধ্যে মৃত্যু পর্যন্ত ঈমানের উপর অবিচল থাকা ও তদনুযায়ী পূর্ণমাত্রায় আমল করা দাখিল রয়েছে। اِسْتِقَامَةٌ -এর গুরুত্বের ব্যাখ্যা সূরা হা-মীম সেজদায় বর্ণিত হয়েছে। আলোচ্য আয়াতে ঈমান ও ঈমানে অবিচল থাকার কারণে ওয়াদা করা হয়েছে যে, তাদের ভবিষ্যতে কোনো দুঃখ কষ্টের ভয় নেই এবং অতীত কষ্টের কারণেও তারা পরিতাপ করবে না। পরের আয়াতে সুসংবাদ দেওয়া হয়েছে যে, তাদের এই সুখ চিরন্তন ও স্থায়ী হবে। পরবর্তী ১৫-১৮ নং আয়াতে মানুষকে পিতা-মাতার সাথে সদ্ব্যবহারের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে এবং এর বিপরীত কর্মের নিন্দা করা হয়েছে। প্রসঙ্গক্রমে মানুষের প্রতি পিতা-মাতার অনুগ্রহ সন্তানের জন্যে শ্রম ও কষ্ট স্বীকার এবং পরিণত বয়সে পৌঁছার পর মানুষকে আল্লাহর প্রতি মনোনিবেশ করার বিশেষ শিক্ষা দেওয়া হয়েছে। ইবনে কাছীরের ভাষায় পূর্ববর্তী আয়াতের সাথে এর সম্পর্ক ও যোগসূত্র এই যে, কুরআন পাক সাধারণভাবে যেখানে মানুষকে আল্লাহর আনুগত্য ও ইবাদতের দিকে দাওয়াত দেয়, সেখানে সাথে সাথে পিতা-মাতার সঙ্গে সদ্ব্যবহার, তাদের সেবা-যত্ন ও আনুগত্যের নির্দেশও দান করে। বিভিন্ন সূরার অনেক আয়াত এর পক্ষে সাক্ষ্য দেয়। এই পদ্ধতি অনুযায়ী এখানেও আল্লাহর তাওহীদের প্রতি দাওয়াতের সাথে সাথে পিতামাতার সাথে সদ্ব্যবহারের কথাও উল্লেখ করা হয়েছে। কুরতুবীতে বর্ণিত যোগসূত্র এই যে, এতে রাসূলুল্লাহ ﷺ -কে এক প্রকার সান্ত্বনা দেওয়া হয়েছে যে, আপনি ঈমান ও তাওহীদের দাওয়াত অব্যাহত রাখুন। কেউ কবুল করবে এবং কেউ করবে না। এতে আপনি দুঃখিত হবেন না। কেননা মানুষ তাদের পিতা-মাতার ক্ষেত্রেও সবাই সমান নয়। কেউ পিতা-মাতার সাথে সদ্ব্যবহার করে এবং কেউ সদ্ব্যবহার করে না।

মোটকথা, এ আয়াত চতুষ্টয়ের আসল বিষয়বস্তু হলো পিতা-মাতার সাথে সদ্ব্যবহার শিক্ষা দেওয়া। অবশ্য এতে প্রসঙ্গক্রমে অন্যান্য শিক্ষাও এসে গেছে। কোনো কোনো রেওয়ায়েত থেকে জানা যায় যে, এসব আয়াত হযরত আবূ বকর (রা.) সম্পর্কে অবতীর্ণ হয়েছে। এর ভিত্তিতেই তাফসীরে মাযহারীতে وَوَصَّيْنَا الْاِنْسَانَ বাক্যে اِنْسَانٌ -এর অর্থ নেওয়া হয়েছে, হযরত আবূ বকর (রা.)। বলাবাহুল্য কুরআনের কোনো আয়াত অবতরণের কারণ কোনো বিশেষ ব্যক্তি অথবা ঘটনা হলেও আয়াতের নির্দেশ সবার জন্যেই ব্যাপক হয়ে থাকে। এখানেও যদি আয়াতটির অবতরণের কারণ

https://e-ilm.weebly.com/

হযরত আবূ বকর (রা.) হয়ে থাকেন এবং আয়াতে উল্লিখিত বিশেষ গুণাবলি তাঁরই গুণাবলি হয়ে থাকে, তবুও আয়াতসমূহের উদ্দেশ্য ব্যাপকভাবে সবাইকে শিক্ষা দান করা। আসল আয়াতকে ব্যাপক রাখা হলে হযরত আবূ বকর (রা.) আয়াতে বর্ণিত শিক্ষার প্রথম প্রতীক হবেন এবং যৌবনে পদার্পণ ও চল্লিশ বছর বয়সে উপনীত হওয়া সম্পর্কিত বিশেষ গুণাবলি হবে দৃষ্টান্তস্বরূপ। এখন আয়াতসমূহের বিশেষ বিশেষ শব্দের ব্যাখ্যা দেখুন :

وَوَصَّيْنَا الْاِنْسَانَ بِوَالِدَيْهِ اِحْسَانًا - وَصِّيَةٌ শব্দের অর্থ তাকীদপূর্ণ নির্দেশ এবং اِحْسَانٌ -এর অর্থ সদ্ব্যবহার। এতে সেবা-যত্ন, আনুগত্য, সম্মান ও সম্ভ্রম প্রদর্শনও অন্তর্ভুক্ত।

حَمَلَتْهُ اُمُّهٗ كُرْهًا وَّوَضَعَتْهُ كُرْهًا - كُرْهٌ শব্দের অর্থ সে কষ্ট, যা মানুষ কোনো কারণবশতঃ সহ্য করে থাকে এবং كَرْهٌ -এর অর্থ সে কষ্ট, যা সহ্য করতে অন্য কেউ বাধ্য করে। এ থেকেই اِكْرَاهٌ শব্দের উৎপত্তি। এ বাক্যটি প্রথম বাক্যেরই তাকীদ। অর্থাৎ, পিতা-মাতার সেবা-যত্ন ও আনুগত্য জরুরি হওয়ার এক কারণ এই যে, তারা তোমাদের জন্যে অনেক কষ্টই সহ্য করেন। বিশেষতঃ মাতার কষ্ট অনেক বেশি হয়ে থাকে। তাই এখানে কেবল মাতার কষ্ট উল্লেখ করা হয়েছে। মাতা দীর্ঘ নয় মাস তোমাদেরকে গর্ভে ধারণ করে। এ ছাড়াও এসময়ে তাকে অনেক দুঃখ কষ্ট সহ্য করতে হয়। এরপর প্রসবকালে অসহনীয় প্রসব বেদনার পর তোমরা ভূমিষ্ঠ হও।

মাতার হক পিতা অপেক্ষা বেশি : আয়াতের শুরুতে পিতা-মাতা উভয়ের সাথে সদ্ব্যবহারের কথা উল্লেখ করা হয়েছে, কিন্তু এ স্থলে কেবল মাতার কষ্টের কথা উল্লেখ করার তাৎপর্য এই যে, মাতার পরিশ্রম ও কষ্ট অপরিহার্য ও জরুরি। গর্ভধারণের সময়ে কষ্ট, প্রসব বেদনার কষ্ট সর্বাবস্থায় ও সব সন্তানের ক্ষেত্রে মাতাকেই সহ্য করতে হয়। পিতার জন্যে লালন-পালনের কষ্ট সহ্য করা সর্ববস্থায় জরুরি হয় না। পিতা ধনাঢ্য হলে এবং তার চাকর-বাকর থাকলে অপরের মাধ্যমে সন্তানের দেখাশুনা করতে পারে, কিংবা বিদেশে অবস্থান করে ভরণ-পোষণের অর্থ প্রেরণ করতে পারে। এ কারণেই রাসূলুল্লাহ ﷺ সন্তানের উপর মাতার হক বেশি রেখেছেন। এক হাদীসে তিনি বলেন– صِلْ اُمَّكَ ثُمَّ اُمَّكَ ثُمَّ اُمَّكَ ثُمَّ اَبَاكَ ثُمَّ اَدْنَاكَ فَاَدْنَاكَ অর্থাৎ, মাতার সাথে সদ্ব্যবহার কর, অতঃপর মাতার সাথে, অতঃপর মাতার সাথে, অতঃপর পিতার সাথে, অতঃপর নিকট আত্মীয়ের সাথে।

وَحَمْلُهٗ وَفِصٰلُهٗ ثَلٰثُوْنَ شَهْرًا –এ বাক্যেও মাতার কষ্ট বর্ণিত হয়েছে যে, সন্তানকে গর্ভে ধারণ ও প্রসবের কষ্টের পরও মাতা রেহাই পায় না। এর পরে সন্তানের খাদ্যও আল্লাহ তা'আলা মাতার স্তনে রেখে দিয়েছেন। মাতা তাকে স্তন্যদান করেন। আয়াতে বলা হয়েছে যে, সন্তানকে গর্ভে ধারণ এবং স্তন্য ছাড়ানো ত্রিশ মাসে হয়। হযরত আলী (রা.) এই আয়াতদৃষ্টে বলেন যে, গর্ভ ধারণের সর্বনিম্ন সময়কাল ছয় মাস। কেননা وَالْوَالِدٰتُ يُرْضِعْنَ اَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ আয়াতে স্তন্যদানের সর্বোচ্চ সময়কাল পূর্ণ দুই বছর নির্দিষ্ট করা হয়েছে এবং এখানে গর্ভধারণ ও স্তন্যদান উভয়ের সময়কাল বর্ণিত হয়েছে ত্রিশ মাস। এতএব, স্তন্যদানের দু'বছর অর্থাৎ, চব্বিশ মাস বাদ দিলে গর্ভধারণের জন্যে ছয় মাসই অবশিষ্ট থাকে। সুতরাং এটাই হবে গর্ভধারণের সর্বনিম্ন সময়কাল। রেওয়ায়েতে বর্ণিত আছে যে, হযরত ওসমান গনী (রা.)-এর খেলাফতকালে জনৈক মহিলার গর্ভ থেকে ছয় মাসে সন্তান ভূমিষ্ট হয়ে গেলে তিনি একে অবৈধ গর্ভ সাব্যস্ত করে শাস্তির আদেশ জারি করেন। কেননা সাধারণ নিয়ম ছিল নয় এবং সর্বনিম্ন সাত মাসে সন্তান ভূমিষ্ট হওয়া। হযরত আলী (রা.) এই সংবাদ অবগত হয়ে খলীফাকে শাস্তি কার্যকর করতে বারণ করলেন এবং আলোচ্য আয়াত দ্বারা প্রমাণ করে দিলেন যে, গর্ভধারণের সর্বনিম্ন সময়কাল ছয় মাস। খলীফা তার যুক্তিপ্রমাণ কবুল করে শাস্তির আদেশ প্রত্যাহার করে নেন। –[কুরতুবী]

এ কারণেই সমস্ত আলেমগণ একমত যে, গর্ভধারণের সর্বনিম্ন সময়কাল ছয় মাস হওয়া সম্ভবপর। এখন সর্বোচ্চ সময়কাল কি, এ সম্পর্কে বিভিন্ন উক্তি রয়েছে। আর কুরআন এ সম্পর্কে কোনো ফয়সালা দেয়নি।

আয়াতে ইঙ্গিত রয়েছে যে, গর্ভধারণের সর্বনিম্ন সময়কাল ছয় মাস নির্ধারিত। এর কম সময়ে সন্তান সুস্থ ও পূর্ণাঙ্গ জন্মগ্রহণ করতে পারে না। তবে সর্বোচ্চ কতদিন সন্তান গর্ভে থাকতে পারে, এ সম্পর্কে অভ্যাস বিভিন্নরূপ। এমনিভাবে স্তন্যদানের সর্বোচ্চ সময়কাল দু'বছর নির্ধারিত। বিশেষ প্রয়োজন ক্ষেত্রে আরো ছয়মাস সময় বাড়ানো যেতে পরে। কিন্তু সর্বনিম্ন সময়কাল নির্দিষ্ট নেই। কোনো কোনো নারীর দুধই হয় না এবং কারো কারো দুধ কয়েক মাসেই শুকিয়ে যায়। কতক শিশু মায়ের দুধ পান করে না অথবা মায়ের দুধ শিশুর পক্ষে ক্ষতিকর হয়। ফলে অন্য দুধ পান করাতে হয়।

গর্ভ ধারণের ও স্তন্যদানের সর্বোচ্চ সময়কালের ব্যাপারে ফিকহবিদদের মতভেদ : ইমাম আবূ হানীফা (র.)-এর মতে গর্ভ ধারণের সর্বোচ্চ সময়কাল দু'বছর। ইমাম মালেক থেকে চার বছর, পাঁচ বছর, সাত বছর ইত্যাদি বিভিন্ন রেওয়ায়েত বর্ণিত আছে। ইমাম শাফেয়ীর ও ইমাম আহমদের মতে চার বছর। (মাযহারী) স্তন্যদানের সর্বোচ্চ সময়কালের সাথে

https://e-ilm.weebly.com/

স্তন্যদান হারাম হওয়ার বিধানও সম্পৃক্ত। অধিকাংশ ফিকাহবিদের মতে এই সময়কাল দু'বছর। একমাত্র ইমাম আবূ হানীফা (র.)-এর মতে আড়াই বছর পর্যন্ত শিশুকে স্তন্যদান করা যায়। এর অর্থ এই যে, শিশু দুর্বল হলে, স্তনের দুধ ব্যতীত অন্য কোনো খাদ্য গ্রহণ না করলে অতিরিক্ত ছ'মাস স্তন্যদানের অনুমতি রয়েছে। কারণ, এ বিষয়ে সবাই একমত যে, স্তনদানের দু'বছরের সময়কাল অতিবাহিত হয়ে গেলে মায়ের দুধ শিশুকে পান করানো হারাম।

حَتّٰى اِذَا بَلَغَ اَشُدَّهٗ وَبَلَغَ اَرْبَعِيْنَ سَنَةً - اَشُدَّ -এর শাব্দিক অর্থ শক্তি সামর্থ্য। সূরা আনআমে এর তাফসীর করা হয়েছে' প্রাপ্তবয়স' বলে। এ আয়াতেও কেউ কেউ এ অর্থ নিয়েছেন। অতঃপর وَبَلَغَ اَرْبَعِيْنَ سَنَةً -কে বয়সের অপর একটি স্তর সাব্যস্ত করেছেন। হাসান বসরী (র.)-এর মতে بَلَغَ اَشُدَّهٗ ও وَبَلَغَ اَرْبَعِيْنَ سَنَةً উভয়টি সমার্থবোধক। আয়াতে প্রথমে সন্তানের গর্ভধারণ, অতঃপর স্তন্যপানের সময়কাল বর্ণনা করার পর حَتّٰى اِذَا بَلَغَ বলার অর্থ এই যে, এরপর সে প্রাপ্তবয়স্ক ও শক্তিশালী হলো এবং জ্ঞানবুদ্ধি পূর্ণতা লাভ করল। এ সময় সে স্রষ্টা ও পালনকর্তার অভিমুখী হওয়ার তাওফীক লাভ করল। ফলে এই বলে দোয়া করতে লাগল رَبِّ اَوْزِعْنِىْٓ اَنْ اَشْكُرَ نِعْمَتَكَ الَّتِىْٓ اَنْعَمْتَ عَلَىَّ وَعَلٰى وَالِدَىَّ وَاَنْ اَعْمَلَ صَالِحًا تَرْضٰىهُ وَاَصْلِحْ لِىْ فِىْ ذُرِّيَّتِىْ اِنِّىْ تُبْتُ اِلَيْكَ وَاِنِّىْ مِنَ الْمُسْلِمِيْنَ অর্থাৎ, হে আমার পালনকর্তা, আমাকে শক্তি দিন, যাতে আমি আপনার নিয়ামতের শোকর আদায় করি, যা আপনি আমাকে ও আমার পিতা-মাতাকে দান করেছেন এবং যাতে আমি আপনার পছন্দনীয় সৎকর্ম করি, আমার পিতা-মাতাকেও সৎকর্ম পরায়ণ করুন। আমি আপনারই অভিমুখী হলাম এবং আমি আপনার একজন আজ্ঞাবহ। এখানে সবগুলো ক্রিয়ার অতীত পদবাচ্য ব্যবহৃত হয়েছে। এ থেকে বাহ্যতঃ বোঝা যায় যে, এটা কোনো বিশেষ ঘটনা ও বিশেষ ব্যক্তির বর্ণনা, যা আয়াত নাজিল হওয়ার পূর্বে সংঘটিত হয়ে থাকবে। একারণেই তাফসীরে মাযহারীতে বলা হয়েছে যে, এগুলো সব হযরত আবূ বকর (রা.)-এর অবস্থা। এগুলোই ব্যাপক ভাষায় বর্ণনা করা হয়েছে, যাতে অন্য মুসলমানগণও এতে উদ্বুদ্ধ হয় এবং এরূপ করে। কুরতুবীতে বর্ণিত হযরত ইবনে আব্বাস (রা.)-এর রেওয়ায়েতের দলিল। এ রেওয়ায়েতে বলা হয়েছে, রাসূলুল্লাহ ﷺ যখন বিশ বছর বয়সে হযরত খাদীজা (রা.)-এর অর্থকড়ি নিয়ে ব্যবসায়ের উদ্দেশ্যে সিরিয়া সফরে যান, তখন হযরত আবূ বকর (রা.) সে সফরে তাঁর সঙ্গি ছিলেন। সে সময় তাঁর বয়স ছিল আঠারো বছর। এ বয়সকেই بَلَغَ اَشُدَّهٗ বলা হয়েছে। এ সফরে তিনি রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর অসাধারণ অবস্থা অবলোকন করে তার একান্ত ভক্ত হয়ে যান। সফর থেকে ফিরে এসে তিনি অধিকাংশ সময় রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর সাহচর্যে অতিবাহিত করতেন। অতঃপর রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর বয়স চল্লিশ বছর পূর্ণ হলে আল্লাহ তা'আলা তাঁকে নবুয়ত দান করলেন। তখন হযরত আবূ বকর (রা.)-এর বয়স ছিল আটত্রিশ বছর। পুরুষদের মধ্যে সর্বপ্রথম তিনিই ইসলাম গ্রহণ করেন। অতঃপর তাঁর বয়স যখন চল্লিশ বছর হয়ে গেল তখন তিনি উল্লেখিত দোয়া করলেন। আয়াতে وَبَلَغَ اَرْبَعِيْنَ سَنَةً বলে তাই বোঝানো হয়েছে। আল্লাহ তা'আলা তাঁর وَاَنْ اَعْمَلَ صَالِحًا تَرْضٰىهُ দোয়াও কবুল করেন এবং নয় জন মুসলমান ও কাফেরদের হাতে নির্যাতিত গোলাম ক্রয় করে মুক্ত করার তাওফীক দান করেন। এমনিভাবে তাঁর দোয়া وَاَصْلِحْ لِىْ فِىْ ذُرِّيَّتِىْ কবুল হয়। বস্তুত : তাঁর সন্তানদের মধ্যে এমন কেউ ছিল না, যে ইসলাম গ্রহণ করেনি। আল্লাহ তা'আলা সাহাবায়ে কেরামের মধ্যে হযরত আবূ বকর (রা.) কেই এই বৈশিষ্ট্য দান করেন যে, তিনি নিজেও মুসলমান হন এবং পিতা-মাতা ও সন্তান-সন্ততি সবাই মুসলমান হয়ে যায়। তাঁরা সবাই রাসূলে কারীম ﷺ -এর পবিত্র সংসর্গও লাভ করেন। তাফসীরে রুহুল মা'আনীতেও একথা বর্ণিত রয়েছে। এখন প্রশ্ন হয় যে, তাঁর পিতা আবূ কোহাফা মক্কা বিজয়ের পর মুসলমান হয়েছিলেন, আর এ আয়াত মক্কায় অবতীর্ণ হয়েছে। কাজেই তখন পিতা-মতার প্রতি নিয়ামত দেওয়ার কথা কেমন করে উল্লেখ করা হলো? জবাব এই যে, কেউ কেউ আয়াতটিকে মদীনায় অবতীর্ণ বলে উল্লেখ করেছেন। এরূপ হলে কোনো প্রশ্ন দেখা দেয় না। আর যদি মক্কায় অবতীর্ণ হয়, তবে অর্থ হবে ইসলামের নিয়ামত দ্বারা গৌরবান্বিত হওয়ার দোয়া। (রূহুল মা'আনী) এই তাফসীর দৃষ্টে যদিও সবগুলো অবস্থা হযরত আবূ বকর (রা.)-এর জন্য বর্ণিত হয়েছে; কিন্তু আয়াতের বিধান সবার জন্যেই প্রযোজ্য। আয়াতের উদ্দেশ্য সমস্ত মুসলমানকে নির্দেশ দেওয়া যে, মানুষের বয়স চল্লিশ বছরের নিকটবর্তী হয়ে গেলে তার মধ্যে পরকাল চিন্তা প্রবল হওয়া উচিত। অতীত গোনাহ থেকে তওবা করে ভবিষ্যতে সেগুলো থেকে আত্মরক্ষার পুরোপুরি যত্নবান হওয়া দরকার। কেননা অভিজ্ঞতার আলোকে দেখা গেছে, চল্লিশ বছর বয়সে যে অভ্যাস ও চরিত্র গড়ে উঠে, তা পরিবর্তন করা কঠিন হয়ে থাকে।

হযরত ওসমান (রা.) বর্ণিত রেওয়ায়েতে রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন, মুমিন বান্দা যখন চল্লিশ বছর বয়সে উপনীত হয়, তখন আল্লাহ তা'আলা হিসাব সহজ করে দেন, ষাট বছর বয়সে পৌঁছালে সে আল্লাহর দিকে রুজু হওয়ার তাওফীক লাভ করে, সত্তর বছর বয়সে পৌঁছালে আকাশের অধিবাসীরা তাকে ভালোবাসতে শুরু করে, আশি বছর বয়সে পৌঁছালে আল্লাহ

https://e-ilm.weebly.com/

তা'আলা তার সৎকর্মসমূহ সুপ্রতিষ্ঠিত করেন এবং মন্দ কর্মগুলোকে মিটিয়ে দেন এবং যখন সে নব্বই বছর বয়সে পৌঁছে, তখন আল্লাহ তা'আলা তার সমস্ত অতীত গোনাহ মাফ করে দেন, তাকে তার পরিবারের লোকজনের জন্যে সুপারিশ করার অধিকার দেন এবং আকাশে তার নামের সাথে أَسِيْرُ اللّٰهِ فِى الْأَرْضِ লিখে দেন। অর্থাৎ, সে পৃথিবীতে আল্লাহ তা'আলা কয়েদী। (ইবনে কাছীর) বলাবাহুল্য, হাদীসে সে মু'মিন বান্দাকে বোঝানো হয়েছে, যে শরিয়তের বিধি-বিধানের অনুসারী হয়ে আল্লাহভীতি সহকারে জীবন অতিবাহিত করে।

শব্দ বিশ্লেষণ :

بِدْعًا : নিত্যনতুন। صفت مشبه ; اسم فاعل ও اسم مفعول উভয় অর্থে আসে। তাই কেউ কেউ প্রথম অর্থে مُبْدِعٌ অর্থ নিয়েছেন তথা নতুন কথা বলে যে। কেউ কেউ দ্বিতীয় অর্থে مُبْدَعٌ অর্থ নিয়েছেন। অর্থাৎ নতুন প্রেরিত, যার পূর্বে কোনো বার্তাবাহক (পয়গম্বর) আসেনি।

أَدْرِىْ : সীগাহ واحد متكلم বহছ مضارع معروف বাব ضَرَبَ মাসদার دِرَايَةٌ মূলবর্ণ (د - ر - ى) জিনস ناقص يائى অর্থ– আমি অবগত আছি।

أَوْزِعْنِىْ : সীগাহ واحد مذكر حاضر বহছ امر حاضر معروف বাব اِفْعَالٌ মাসদার اِيْزَاعٌ মূলবর্ণ (و - ز - ع) জিনস مثال واوى অর্থ– কোনো বস্তুর উপর দৃঢ় করা। ইলহাম করা।

أَصْلِحْ : সীগাহ واحد مذكر حاضر বহছ امر حاضر معروف বাব اِفْعَالٌ মাসদার اِصْلَاحٌ মূলবর্ণ (ص - ل - ح) জিনস صحيح অর্থ– তুমি সৎ বানিয়ে দাও। তুমি সংশোধন করে দাও।

أَتَّبِعُ : সীগাহ واحد متكلم বহছ مضارع معروف বাব اِفْتِعَالٌ মাসদার اَلْاِتِّبَاعُ মূলবর্ণ (ت - ب - ع) জিনস صحيح অর্থ– আমি অনুসরণ করি।

شَاهِدٌ : সীগাহ واحد مذكر বহছ اسم فاعل বাব سَمِعَ মাসদার اَلشَّهَادَةُ মূলবর্ণ (ش - ه - د) জিনস صحيح অর্থ– সাক্ষী।

اَلظّٰلِمِيْنَ : সীগাহ جمع مذكر বহছ اسم فاعل বাব ضَرَبَ মাসদার اَلظُّلْمُ মূলবর্ণ (ظ - ل - م) জিনস صحيح অর্থ– জালিম।

مَا سَبَقُوْنَا : সীগাহ جمع مذكر غائب বহছ نفى فعل ماضى معروف বাব ضَرَبَ মাসদার اَلسَّبْقُ মূলবর্ণ (س - ب - ق) জিনস صحيح অর্থ– তারা আমাদের অগ্রবর্তী হতে পারত না।

اَلْمُحْسِنِيْنَ : সীগাহ جمع مذكر বহছ اسم فاعل বাব اِفْعَالٌ মাসদার اَلْاِحْسَانُ মূলবর্ণ (ح - س - ن) জিনস صحيح অর্থ– নেককার লোক।

اِسْتَقَامُوْا : সীগাহ جمع مذكر غائب বহছ ماضى معروف বাব اِسْتِفْعَالٌ মাসদার اَلْاِسْتِقَامَةُ মূলবর্ণ (ق - و - م) জিনস اجوف واوى অর্থ– অটল রয়েছে।

حَمَلَتْ : সীগাহ واحد مؤنث غائب বহছ ماضى معروف বাব ضَرَبَ মাসদার اَلْحَمْلُ মূলবর্ণ (ح - م - ل) জিনস صحيح অর্থ– গর্ভধারণ করেছে।

বাক্য বিশ্লেষণ :

فَاٰمَنَ وَاسْتَكْبَرْتُمْ اِنَّ اللّٰهَ لَا يَهْدِى الْقَوْمَ الظّٰلِمِيْنَ : এখানে فَاء টি আতেফা, আর اٰمَنَ ফে'ল তন্মধ্যস্থ উহ্য যমীর هُوَ হলো ফায়েল অর্থাৎ اَلشَّاهِدُ আর اِسْتَكْبَرْتُمْ টা اٰمَنَ -এর উপর আতফ হয়েছে। আর اِنَّ হলো হরফে মুশাব্বাহ বিল ফে'ল اللّٰهَ শব্দটি اِسْمِ اِنَّ এবং لَا يَهْدِى الْقَوْمَ الظّٰلِمِيْنَ হলো خَبَرِ اِنَّ –[ই'রাবুল কুরআন ৭ম খণ্ড; পৃ. ১৬৫]

১৬. তারা সেই সমস্ত লোক– যাদের নেক কাজসমূহ আমি কবুল করব এবং তাদের পাপসমূহ মার্জনা করে দেব, এভাবে যে, তারা বেহেশতীদের অন্তর্ভুক্ত হবে; সেই সত্য প্রতিশ্রুতির কারণে যা তাদেরকে দেওয়া হতো।	أُولَٰئِكَ الَّذِينَ نَتَقَبَّلُ عَنْهُمْ أَحْسَنَ مَا عَمِلُوا وَنَتَجَاوَزُ عَن سَيِّئَاتِهِمْ فِي أَصْحَابِ الْجَنَّةِ ۖ وَعْدَ الصِّدْقِ الَّذِي كَانُوا يُوعَدُونَ ﴿١٦﴾
১৭. আর যে ব্যক্তি নিজ পিতামাতাকে বলে যে, তোমাদের প্রতি ধিক্কার, তোমরা কি আমাকে এ প্রতিশ্রুতি দিচ্ছ যে, আমি কবর হতে বের হবো? অথচ আমার পূর্বে বহু সম্প্রদায় অতীত হয়েছে (কেউ পুনর্জীবিত হয়নি।) আর তারা (পিতামাতা) উভয়ে আল্লাহর সমীপে ফরিয়াদ করছে, (এবং বলছে যে,) আরে তোর সর্বনাশ হোক! ঈমান আন, নিঃসন্দেহে আল্লাহর ওয়াদা সত্য, তখন সে বলে, এটা ভিত্তিহীন কথা মাত্র, যা প্রাচীনদের হতে বর্ণিত হয়ে আসছে।	وَالَّذِي قَالَ لِوَالِدَيْهِ أُفٍّ لَّكُمَا أَتَعِدَانِنِي أَنْ أُخْرَجَ وَقَدْ خَلَتِ الْقُرُونُ مِن قَبْلِي وَهُمَا يَسْتَغِيثَانِ اللَّهَ وَيْلَكَ آمِنْ إِنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ فَيَقُولُ مَا هَٰذَا إِلَّا أَسَاطِيرُ الْأَوَّلِينَ ﴿١٧﴾
১৮. এরা ঐ সমস্ত লোক যে, তাদের সম্বন্ধেও আল্লাহর (আজাবের) বাণী সাব্যস্ত হয়ে আছে ঐ লোকদের সাথে যারা এদের পূর্বে অতীত হয়েছে– জিন ও মানুষের মধ্য হতে; নিশ্চয় এরা ক্ষতিতে রইল।	أُولَٰئِكَ الَّذِينَ حَقَّ عَلَيْهِمُ الْقَوْلُ فِي أُمَمٍ قَدْ خَلَتْ مِن قَبْلِهِم مِّنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ ۖ إِنَّهُمْ كَانُوا خَاسِرِينَ ﴿١٨﴾
১৯. আর প্রত্যেকে তাদের কর্মের দরুন ভিন্ন ভিন্ন শ্রেণি পাবে, আর যেন আল্লাহ প্রত্যেককে তাদের আমল (-এর প্রতিদান) পূর্ণ করে দেন এবং তাদের প্রতি অবিচার করা হবে না।	وَلِكُلٍّ دَرَجَاتٌ مِّمَّا عَمِلُوا ۖ وَلِيُوَفِّيَهُمْ أَعْمَالَهُمْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ ﴿١٩﴾

শাব্দিক অনুবাদ :

১৬. أُولَٰئِكَ তারা সেই সমস্ত লোক الَّذِينَ نَتَقَبَّلُ عَنْهُمْ أَحْسَنَ مَا عَمِلُوا যাদের নেক কাজসমূহ আমি কবুল করব وَنَتَجَاوَزُ عَن سَيِّئَاتِهِمْ এবং তাদের পাপসমূহ মার্জনা করে দেব فِي أَصْحَابِ الْجَنَّةِ এভাবে যে, তারা বেহেশতীদের অন্তর্ভুক্ত হবে وَعْدَ الصِّدْقِ সেই সত্য প্রতিশ্রুতির কারণে الَّذِي كَانُوا يُوعَدُونَ যা তাদেরকে দেওয়া হতো।

১৭. وَالَّذِي قَالَ আর যে ব্যক্তি বলে যে لِوَالِدَيْهِ নিজ পিতামাতাকে أُفٍّ لَّكُمَا তোমাদের প্রতি ধিক্কার أَتَعِدَانِنِي তোমরা কি এই প্রতিশ্রুতি দিচ্ছ যে أَنْ أُخْرَجَ আমি কবর হতে বের হবো وَقَدْ خَلَتِ الْقُرُونُ مِن قَبْلِي অথচ আমার পূর্বে বহু সম্প্রদায় অতীত হয়েছে وَهُمَا يَسْتَغِيثَانِ اللَّهَ আর তারা উভয়ে আল্লাহর সমীপে ফরিয়াদ করছে وَيْلَكَ آمِنْ আরে তোর সর্বনাশ হোক! ঈমান আন إِنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ নিঃসন্দেহে আল্লাহর ওয়াদা সত্য فَيَقُولُ তখন সে বলে مَا هَٰذَا إِلَّا أَسَاطِيرُ الْأَوَّلِينَ এটা ভিত্তিহীন কথামাত্র যা প্রাচীনদের হতে বর্ণিত হয়ে আসছে।

১৮. أُولَٰئِكَ الَّذِينَ এরা ঐ সমস্ত লোক যে حَقَّ عَلَيْهِمُ الْقَوْلُ তাদের সম্বন্ধেও আল্লাহর (আজাবের) বাণী সাব্যস্ত হয়ে আছে فِي أُمَمٍ قَدْ خَلَتْ مِن قَبْلِهِم ঐ লোকদের সাথে যারা এদের পূর্বে অতীত হয়েছে مِّنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ জিন ও মানুষের মধ্য হতে إِنَّهُمْ كَانُوا خَاسِرِينَ নিশ্চয় এরা ক্ষতিতে রইল।

১৯. وَلِكُلٍّ دَرَجَاتٌ مِّمَّا عَمِلُوا আর প্রত্যেকে তাদের কর্মের দরুন ভিন্ন ভিন্ন শ্রেণি পাবে وَلِيُوَفِّيَهُمْ أَعْمَالَهُمْ আর যেন আল্লাহ প্রত্যেককে তাদের আমল (-এর প্রতিদান) পূর্ণ করে দেন وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ এবং তাদের প্রতি অবিচার করা হবে না।

https://e-ilm.weebly.com/

২০. আর যেদিন কাফেদেরকে অগ্নির সম্মুখে আনা হবে; (বলা হবে যে,) তোমরা তোমাদের পার্থিব জীবনেই তোমাদের উপভোগের সামগ্রী ভোগ করেছ এবং তা খুব উপভোগ করেছ, সুতরাং আজ তোমাদেরকে অবমাননাকর শাস্তি দেওয়া হবে, কারণ তোমরা ভূপৃষ্ঠে অযথা অহংকার করতে, আর এ কারণে যে, তোমরা অবাধ্যতা করতে।	وَيَوْمَ يُعْرَضُ الَّذِينَ كَفَرُوا عَلَى النَّارِ ط أَذْهَبْتُمْ طَيِّبَاتِكُمْ فِي حَيَاتِكُمُ الدُّنْيَا وَاسْتَمْتَعْتُمْ بِهَا ج فَالْيَوْمَ تُجْزَوْنَ عَذَابَ الْهُونِ بِمَا كُنْتُمْ تَسْتَكْبِرُونَ فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ وَبِمَا كُنْتُمْ تَفْسُقُونَ ﴿٢٠﴾
২১. আর আপনি 'আদ গোত্রের ভ্রাতা (হূদ) -কে স্মরণ করুন; যখন তিনি আঁকাবাঁকা দীর্ঘ বালুকা স্তূপবিশিষ্ট স্থলে বসবাসকারী নিজ সম্প্রদায়কে ভয় প্রদর্শন করলেন, আর তাঁর পূর্বে ও তাঁর পরে বহু ভয় প্রদর্শনকারী অতীত হয়েছেন যে, তোমরা আল্লাহ ভিন্ন অন্য কারো ইবাদত করো না; আমি তোমাদের উপর এক ভীষণ দিবসের আজাবের আশঙ্কা করছি।	وَاذْكُرْ أَخَا عَادٍ ط إِذْ أَنْذَرَ قَوْمَهُ بِالْأَحْقَافِ وَقَدْ خَلَتِ النُّذُرُ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِنْ خَلْفِهِ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا اللَّهَ ط إِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيمٍ ﴿٢١﴾
২২. তারা বলতে লাগল, তুমি কি এ উদ্দেশ্যে আমাদের নিকট এসেছ যে, আমাদেরকে আমাদের উপাস্যগণ হতে ফিরিয়ে দেবে? সুতরাং যদি তুমি সত্যবাদী হও, তবে তুমি আমাদেরকে যে প্রতিশ্রুতি দিচ্ছ তা আমাদের উপর পতিত কর।	قَالُوا أَجِئْتَنَا لِتَأْفِكَنَا عَنْ آلِهَتِنَا ج فَأْتِنَا بِمَا تَعِدُنَا إِنْ كُنْتَ مِنَ الصَّادِقِينَ ﴿٢٢﴾

শাব্দিক অনুবাদ :

২০. وَيَوْمَ يُعْرَضُ الَّذِينَ كَفَرُوا عَلَى النَّارِ আর যেদিন কাফেরদেরকে অগ্নির সম্মুখে আনা হবে أَذْهَبْتُمْ طَيِّبَاتِكُمْ তোমরা তোমাদের উপভোগের সামগ্রী ভোগ করেছ فِي حَيَاتِكُمُ الدُّنْيَا তোমাদের পার্থিব জীবনেই وَاسْتَمْتَعْتُمْ بِهَا এবং তা খুব উপভোগ করেছ فَالْيَوْمَ تُجْزَوْنَ عَذَابَ الْهُونِ সুতরাং তোমাদেরকে অবমাননাকর শাস্তি দেওয়া হবে بِمَا كُنْتُمْ تَسْتَكْبِرُونَ فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ কারণ তোমরা ভূপৃষ্ঠে অযথা অহংকার করতে وَبِمَا كُنْتُمْ تَفْسُقُونَ আর এ কারণে যে, তোমরা অবাধ্যতা করতে।

২১. وَاذْكُرْ أَخَا عَادٍ আর আপনি 'আদ গোত্রের ভ্রাতা (হূদ)-কে স্মরণ করুন إِذْ أَنْذَرَ قَوْمَهُ بِالْأَحْقَافِ যখন তিনি আঁকাবাঁকা দীর্ঘ বালুকা স্তূপবিশিষ্ট স্থলে বসবাসকারী নিজ সম্প্রদায়কে ভয় প্রদর্শন করলেন وَقَدْ خَلَتِ النُّذُرُ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِنْ خَلْفِهِ আর তাঁর পূর্বে ও তাঁর পরে বহু ভয় প্রদর্শনকারী অতীত হয়েছেন যে أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا اللَّهَ তোমরা আল্লাহ ভিন্ন অন্য কারো ইবাদত করো না إِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيمٍ আমি তোমাদের উপর এক ভীষণ দিবসের আজাবের আশঙ্কা করছি।

২২. قَالُوا তারা বলতে লাগল أَجِئْتَنَا তুমি কি এ উদ্দেশ্যে আমাদের নিকট এসেছ যে لِتَأْفِكَنَا عَنْ آلِهَتِنَا আমাদেরকে আমাদের উপাস্যগণ হতে ফিরিয়ে দেবে فَأْتِنَا بِمَا تَعِدُنَا সুতরাং যদি তুমি আমাদেরকে যে প্রতিশ্রুতি দিচ্ছ তা আমাদের উপর পতিত কর إِنْ كُنْتَ مِنَ الصَّادِقِينَ যদি তুমি সত্যবাদী হও।

https://e-ilm.weebly.com/

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

وَالَّذِىْ قَالَ لِوَالِدَيْهِ اُفٍّ لَّكُمَآ اَتَعِدَانِنِىْٓ اَنْ اُخْرَجَ وَقَدْ خَلَتِ الْقُرُوْنُ مِنْ قَبْلِىْ وَهُمَا يَسْتَغِيْثَانِ اللّٰهَ وَيْلَكَ اٰمِنْ اِنَّ وَعْدَ اللّٰهِ حَقٌّ فَيَقُوْلُ مَا هٰذَآ اِلَّآ اَسَاطِيْرُ الْاَوَّلِيْنَ [١٧]

শানে নুযূল–১ : আলোচ্য আয়াত মাতাপিতার অবাধ্য সন্তানদের সম্পর্কে অবতীর্ণ হয়েছে। মারওয়ান বিন হিকামের ধারণা ও মন্তব্য হচ্ছে যে, আলোচ্য আয়াত আব্দুর রহমান বিন আবূ বকর সিদ্দীক (রা.) সম্পর্কে নাজিল হয়েছে।

শানে নুযূল–২ : হযরত ইবনে আব্বাস (রা.), সুদ্দী, আবুল আলিয়া ও মুজাহিদের অভিমত হচ্ছে, আলোচ্য আয়াত আব্দুল্লাহ বিন আবূ বকর (রা.) সম্পর্কে নাজিল হয়েছে। তাকে তার মাতাপিতা উভয় জন ইসলামের দাওয়াত প্রদান করেন। তখন তিনি তাদের দাওয়াত কবুল করেননি। সেই পরিপ্রেক্ষিতে আল্লাহ তা'আলা আলোচ্য আয়াত নাজিল করেন।

শানে নুযূল–৩ : কাতাদাহ ও সুদ্দীর এক বর্ণনায় বলেন যে, আলোচ্য আয়াত আব্দুর রহমান বিন আবূ বকর (রা.) সম্পর্কে নাজিল হয়েছে তিনি ইসলাম গ্রহণ করার পূর্বে তার পিতা ও মাতা উম্মে রুমান ইসলামের দাওয়াত দিচ্ছিলেন। এবং পুনরুত্থানের প্রতিশ্রুতি ব্যক্ত করছিলেন। তিনি প্রাথমিক পর্যায়ে তা গ্রহণ করছিলেন না। সে পরিপ্রেক্ষিতে আলোচ্য আয়াত অবতীর্ণ হয়। তবে হযরত আয়েশা সিদ্দীকা (রা.) তা সম্পূর্ণ ভাবেই অস্বীকার করেন এবং মারওয়ানের দাবির জবাবে পর্দার আড়াল হতে হযরত আয়েশা সিদ্দীকা (রা.) বলেন যে, আমাদের সম্পর্কে আমার ওজর ও আমার সাফাই বর্ণনা করা ছাড়া অন্য কোনো আয়াত নাজিল হয়নি। বিশুদ্ধতম মতামত হচ্ছে যে, মাতাপিতার অবাধ্য কাফের সন্তানের সম্পর্কে আলোচ্য আয়াত নাজিল হয়েছে। –[২০/২৬/১৩, কুরতুবী ১৬৯/১৬, দুররে মানছূর ৪১/৬, ইবনে কাছীর ১৫৯/৪]

اُولٰٓئِكَ الَّذِيْنَ نَتَقَبَّلُ عَنْهُمْ اَحْسَنَ مَا عَمِلُوْا وَنَتَجَاوَزُ عَنْ سَيِّاٰتِهِمْ.

অর্থাৎ, উপরিউক্ত গোনাহসমূহ ক্ষমা করে দেওয়া হয়। এটাও ব্যাপক বিধান। তবে হযরত আবূ বকরের ক্ষেত্রে এটা সর্বপ্রথম প্রযোজ্য। হযরত আলী (রা.)-এর নিম্নোক্ত উক্তি থেকেও আয়াতের ব্যাপকতা বোঝা যায়। মুহাম্মদ ইবনে হাতেম বর্ণনা করেন, একবার আমি আমীরুল মুমিনীন হযরত আলী (রা.) -এর নিকট উপস্থিত ছিলাম। তখন তাঁর কাছে আরও কিছু লোক উপস্থিত ছিল। তারা হযরত ওসমান (রা.)-এর চরিত্রে কিছু দোষ আরোপ করলে তিনি বললেন :

كَانَ عُثْمَانُ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ مِنَ الَّذِيْنَ قَالَ اللّٰهُ تَعَالٰى فِيْهِمْ : اُولٰٓئِكَ الَّذِيْنَ نَتَقَبَّلُ عَنْهُمْ اَحْسَنَ مَا عَمِلُوْا وَنَتَجَاوَزُ عَنْ سَيِّاٰتِهِمْ فِىْٓ اَصْحٰبِ الْجَنَّةِ وَعْدَ الصِّدْقِ الَّذِىْ كَانُوْا يُوْعَدُوْنَ قَالَ وَاللّٰهِ عُثْمَانُ وَاَصْحَابُ عُثْمَانَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُمْ قَالَهَا ثَلَاثًا.

অর্থাৎ, হযরত ওসমান (রা.) সে লোকদের অন্যতম ছিলেন, যাঁদের কথা আল্লাহ তা'আলা اُولٰٓئِكَ الَّذِيْنَ نَتَقَبَّلُ আয়াতে ব্যক্ত করেছেন। আল্লাহর কসম! ওসমান ও তাঁর সঙ্গিদের ক্ষেত্রেই এই আয়াত প্রযোজ্য। এ বাক্যটি তিনি তিনবার বললেন। –[ইবনে কাছীর]

وَالَّذِىْ قَالَ لِوَالِدَيْهِ اُفٍّ لَّكُمَا –পূর্বের আয়াতসমূহে মাতাপিতার সেবাযত্ন ও আনুগত্য সম্পর্কিত নির্দেশ ব্যক্ত হয়েছিল। এ আয়াতে সে ব্যক্তির আজাব ও শাস্তি উল্লিখিত হয়েছে, যে পিতামাতার সাথে অসদ্ব্যবহার ও কটূক্তি করে। বিশেষতঃ পিতামাতা যখন তাকে ইসলাম ও সৎকর্মের দিকে দাওয়াত দেয়, তখন তাদের কথা অমান্য করা দ্বিগুণ পাপ। ইবনে কাছীর বলেন, যে কোনো লোক পিতামাতার সাথে অসদ্ব্যবহার করবে, তার ক্ষেত্রেই এ আয়াত প্রযোজ্য হবে।

মারওয়ান এক ভাষণে বলেছিল, এ আয়াত হযরত আবূ বকর (রা.)-এর ক্ষেত্রে প্রযোজ্য। সহীহ বুখারীর রেওয়ায়েতে আছে যে, হযরত আয়েশা (রা.) মারওয়ানের এই দাবি মিথ্যা প্রতিপন্ন করেছিলেন। কোনো সহীহ রেওয়ায়েতে আয়াতটি কোনো বিশেষ ব্যক্তির ক্ষেত্রে প্রযোজ্য বলে বর্ণিত নেই।

وَيَوْمَ يُعْرَضُ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا عَلَى النَّارِ اَذْهَبْتُمْ طَيِّبٰتِكُمْ فِىْ حَيَاتِكُمُ الدُّنْيَا অর্থাৎ, কাফেরদেরকে বলা হবে, তোমরা কিছু ভালো কাজ দুনিয়াতে করে থাকলে তার প্রতিদানও তোমাদেরকে পার্থিব আরাম-আয়েশ ও ভোগ-বিলাসের আকারে দেওয়া হয়েছে। এখন পরকালে তোমাদের কোনো প্রাপ্য নেই। এ থেকে জানা যায় যে, কাফেরদের যেসব সৎকাজ ঈমানের অনুপস্থিতিতে আল্লাহর কাছে গ্রহণীয় নয়; পরকালে সেগুলো মূল্যহীন; কিন্তু দুনিয়াতে আল্লাহ তা'আলা

https://e-ilm.weebly.com/

https://e-ilm.weebly.com/

قَالَ اِنَّمَا الْعِلْمُ عِنْدَ اللّٰهِ ۖ وَاُبَلِّغُكُمْ مَّاۤ
اُرْسِلْتُ بِهٖ وَلٰكِنِّيْۤ اَرٰىكُمْ قَوْمًا تَجْهَلُوْنَ ﴿٢٣﴾

২৩. তিনি বললেন, (তার) পূর্ণ অবগতি তো আল্লাহরই আছে, আর আমি যা নিয়ে প্রেরিত হয়েছি, তাই তোমাদেরকে পৌঁছাচ্ছি; কিন্তু আমি দেখছি যে, তোমরা নিরেট মূর্খতার কথাবার্তা বলছ।

فَلَمَّا رَاَوْهُ عَارِضًا مُّسْتَقْبِلَ اَوْدِيَتِهِمْ ۙ قَالُوْا
هٰذَا عَارِضٌ مُّمْطِرُنَا ؕ بَلْ هُوَ مَا اسْتَعْجَلْتُمْ
بِهٖ ؕ رِيْحٌ فِيْهَا عَذَابٌ اَلِيْمٌ ﴿٢٤﴾

২৪. অতঃপর যখন তারা সেই মেঘরাশিকে নিজেদের প্রান্তর ভূমির দিকে অগ্রসর হতে দেখল, তখন বলতে লাগল, এটা তো মেঘ- যা আমাদের উপর বর্ষিত হবে; (আল্লাহ বললেন) না, বরং এটা তা যার জন্য তোমরা তাড়াহুড়া করছিলে; (এটা) এক প্রচণ্ড বায়ু যাতে যন্ত্রণাময় আজাব রয়েছে,

تُدَمِّرُ كُلَّ شَيْءٍۭ بِاَمْرِ رَبِّهَا فَاَصْبَحُوْا لَا
يُرٰۤى اِلَّا مَسٰكِنُهُمْ ؕ كَذٰلِكَ نَجْزِي الْقَوْمَ
الْمُجْرِمِيْنَ ﴿٢٥﴾

২৫. এটা প্রত্যেক বস্তুকে নিজ প্রতিপালকের আদেশে ধ্বংস করে ফেলবে, ফলত তারা এরূপ হয়ে গেল যে, তাদের বাসস্থানগুলো ব্যতীত আর কিছুই দেখা যাচ্ছিল না; আমি এরূপেই অপরাধী লোকদেরকে শাস্তি দিয়ে থাকি।

وَلَقَدْ مَكَّنّٰهُمْ فِيْمَاۤ اِنْ مَّكَّنّٰكُمْ فِيْهِ وَجَعَلْنَا
لَهُمْ سَمْعًا وَّاَبْصَارًا وَّاَفْـِٕدَةً ۖ فَمَاۤ اَغْنٰى
عَنْهُمْ سَمْعُهُمْ وَلَاۤ اَبْصَارُهُمْ وَلَاۤ اَفْـِٕدَتُهُمْ
مِّنْ شَيْءٍ اِذْ كَانُوْا يَجْحَدُوْنَ ۙ بِاٰيٰتِ اللّٰهِ
وَحَاقَ بِهِمْ مَّا كَانُوْا بِهٖ يَسْتَهْزِءُوْنَ ﴿٢٦﴾

২৬. আর আমি তাদেরকে ঐ সমস্ত বিষয়ে ক্ষমতা দিয়েছিলাম যে, যেসব বিষয়ে তোমাদেরকে ক্ষমতা দান করিনি এবং আমি তাদেরকে কর্ণ ও চক্ষু এবং অন্তর (সবকিছুই) দিয়েছিলাম, অনন্তর না কর্ণ তাদের কোনো কাজে আসল, আর না তাদের চক্ষু, আর না অন্তর, কেননা তারা আল্লাহ তা'আলার নিদর্শনাবলিকে অস্বীকার করত, আর তা-ই এসে তাদেরকে ঘিরে ফেলল যা নিয়ে তারা ঠাট্টা করত।

শাব্দিক অনুবাদ :

২৩. قَالَ اِنَّمَا الْعِلْمُ عِنْدَ اللّٰهِ তিনি বললেন (তার) পূর্ণ অবগতি তো আল্লাহরই আছে وَاُبَلِّغُكُمْ مَّاۤ اُرْسِلْتُ بِهٖ আর আমি যা নিয়ে প্রেরিত হয়েছি তাই তোমাদের কে পৌঁছাচ্ছি وَلٰكِنِّيْۤ اَرٰىكُمْ কিন্তু আমি দেখছি قَوْمًا تَجْهَلُوْنَ তোমরা নিরেট মূর্খতার কথাবার্তা বলছ।

২৪. فَلَمَّا رَاَوْهُ عَارِضًا অতঃপর যখন তারা সেই মেঘরাশিকে অগ্রসর হতে দেখল مُّسْتَقْبِلَ اَوْدِيَتِهِمْ নিজেদের প্রান্তর ভূমির দিকে। قَالُوْا তখন বলতে লাগল هٰذَا عَارِضٌ এটা তো মেঘ مُّمْطِرُنَا যা আমাদের উপর বর্ষিত হবে بَلْ هُوَ مَا اسْتَعْجَلْتُمْ بِهٖ না, বরং এটা তা যার জন্য তোমরা তাড়াহুড়া করছিলে رِيْحٌ এক প্রচণ্ড বায়ু فِيْهَا عَذَابٌ اَلِيْمٌ যাতে যন্ত্রণাময় আজাব রয়েছে।

২৫. تُدَمِّرُ كُلَّ شَيْءٍ এটা প্রত্যেক বস্তুকে ধ্বংস করে ফেলবে بِاَمْرِ رَبِّهَا নিজ প্রতিপালকের আদেশে। فَاَصْبَحُوْا ফলত তারা এরূপ হয়ে গেল যে لَا يُرٰۤى اِلَّا مَسٰكِنُهُمْ তাদের বাসস্থান গুলো ব্যতীত আর কিছুই দেখা যাচ্ছিল না كَذٰلِكَ نَجْزِي الْقَوْمَ الْمُجْرِمِيْنَ আমি এরূপেই অপরাধী লোকদেরকে শাস্তি দিয়ে থাকি।

২৬. وَلَقَدْ مَكَّنّٰهُمْ আর আমি তাদেরকে ঐ সমস্ত বিষয়ে ক্ষমতা দিয়েছিলাম যে فِيْمَاۤ اِنْ مَّكَّنّٰكُمْ فِيْهِ যে সব বিষয়ে তোমাদেরকে ক্ষমতা দান করিনি وَجَعَلْنَا لَهُمْ এবং তাদেরকে দিয়েছিলাম سَمْعًا وَّاَبْصَارًا وَّاَفْـِٕدَةً কর্ণ, চক্ষু ও অন্তর فَمَاۤ اَغْنٰى عَنْهُمْ سَمْعُهُمْ অনন্তর না কর্ণ তাদের কোনো কাজে আসল وَلَاۤ اَبْصَارُهُمْ আর না তাদের চক্ষু وَلَاۤ اَفْـِٕدَتُهُمْ مِّنْ شَيْءٍ আর না অন্তর اِذْ كَانُوْا يَجْحَدُوْنَ بِاٰيٰتِ اللّٰهِ কেননা তারা আল্লাহর নিদর্শনাবলিকে অস্বীকার করত وَحَاقَ بِهِمْ مَّا كَانُوْا بِهٖ يَسْتَهْزِءُوْنَ আর তাই এসে তাদেরকে ঘিরে ফেলল যা নিয়ে তারা ঠাট্টা করত।

https://e-ilm.weebly.com/

وَلَقَدْ اَهْلَكْنَا مَا حَوْلَكُمْ مِّنَ الْقُرٰى وَصَرَّفْنَا الْاٰيٰتِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُوْنَ ﴿٢٧﴾

২৭. আর আমি তোমাদের আশেপাশের অন্যান্য জনপদগুলোকেও ধ্বংস করেছি এবং আমি পুনঃপুন আমার নিদর্শনাবলি বর্ণনা করেছিলাম, যেন তারা ফিরে আসে।

فَلَوْلَا نَصَرَهُمُ الَّذِيْنَ اتَّخَذُوْا مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ قُرْبَانًا اٰلِهَةً ۚ بَلْ ضَلُّوْا عَنْهُمْ ۚ وَذٰلِكَ اِفْكُهُمْ وَمَا كَانُوْا يَفْتَرُوْنَ ﴿٢٨﴾

২৮. অনন্তর তারা আল্লাহর নৈকট্য লাভের জন্য আল্লাহ ভিন্ন যাদেরকে স্বীয় উপাস্য সাব্যস্ত করে রেখেছিল, তারা কেন এদেরকে সাহায্য করল না? বরং তারা তাদের থেকে উধাও হয়ে গেল, বস্তুত এটা তাদের নিছক রচিত ও মনগড়া উক্তি।

وَاِذْ صَرَفْنَآ اِلَيْكَ نَفَرًا مِّنَ الْجِنِّ يَسْتَمِعُوْنَ الْقُرْاٰنَ ۚ فَلَمَّا حَضَرُوْهُ قَالُوْٓا اَنْصِتُوْا ۚ فَلَمَّا قُضِيَ وَلَّوْا اِلٰى قَوْمِهِمْ مُّنْذِرِيْنَ ﴿٢٩﴾

২৯. আর যখন আমি জিনদের একটি দলকে আপনার নিকট উপনীত করলাম, যারা কুরআন শ্রবণ করছিল মোটকথা, যখন তারা কুরআনের নিকট উপস্থিত হলো, (তখন) পরস্পর বলল, নীরব হও, অনন্তর যখন কুরআন পাঠ সমাপ্ত হলো তখন তারা (ঈমান আনল এবং) স্বীয় সম্প্রদায়ের নিকট (তার) সংবাদ পৌঁছানোর জন্য প্রত্যাগমন করল।

শাব্দিক অনুবাদ :

২৭. وَلَقَدْ اَهْلَكْنَا আর আমি ধ্বংস করেছি مَا حَوْلَكُمْ مِّنَ الْقُرٰى তোমাদের আশে পাশের অন্যান্য জনপদগুলোকেও وَصَرَّفْنَا الْاٰيٰتِ এবং আমি পুনঃপুনঃ আমার নিদর্শনাবলি বর্ণনা করেছিলাম لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُوْنَ যেন তারা ফিরে আসে।

২৮. فَلَوْلَا نَصَرَهُمُ অনন্তর তারা কেন এদেরকে সাহায্য করল না الَّذِيْنَ اتَّخَذُوْا مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ তারা আল্লাহ ভিন্ন যাদেরকে স্বীয় উপাস্য সাব্যস্ত করে রেখেছিল قُرْبَانًا اٰلِهَةً আল্লাহর নৈকট্য লাভের জন্য بَلْ ضَلُّوْا عَنْهُمْ বরং তারা তাদের থেকে উধাও হয়ে গেল وَذٰلِكَ اِفْكُهُمْ وَمَا كَانُوْا يَفْتَرُوْنَ বস্তুতঃ এটা তাদের নিছক রচিত ও মনগড়া উক্তি।

২৯. وَاِذْ صَرَفْنَآ اِلَيْكَ আর যখন আমি আপনার নিকট উপনীত করলাম نَفَرًا مِّنَ الْجِنِّ জিনদের একটি দলকে يَسْتَمِعُوْنَ الْقُرْاٰنَ যারা কুরআন শ্রবণ করছিল فَلَمَّا حَضَرُوْهُ মোটকথা যখন তারা কুরআনের নিকট উপস্থিত হলো قَالُوْٓا اَنْصِتُوْا (তখন) পরস্পর বলল, নীরব হও فَلَمَّا قُضِيَ অনন্তর যখন কুরআন পাঠ সমাপ্ত হলো وَلَّوْا اِلٰى قَوْمِهِمْ مُّنْذِرِيْنَ তখন তারা (ঈমান আনল এবং) স্বীয় সম্প্রদায়ের নিকট (তার) সংবাদ পৌঁছানোর জন্য প্রত্যাগমন করল।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

وَاِذْ صَرَفْنَآ اِلَيْكَ نَفَرًا مِّنَ الْجِنِّ يَسْتَمِعُوْنَ الْقُرْاٰنَ فَلَمَّا حَضَرُوْهُ قَالُوْٓا اَنْصِتُوْا فَلَمَّا قُضِيَ وَلَّوْا اِلٰى قَوْمِهِمْ مُّنْذِرِيْنَ.

শানে নুযূল : ইবনে আবী শাইবা, ইবনে মারদুভিয়া ও বায়হাকী প্রমুখ হযরত ইবনে মাসউদ (রা.)-এর উদ্ধৃতি দিয়ে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেন, হযরত নবী করীম ﷺ একদা বতনে নাখলা নামক স্থানে ফজরের নামাজে কুরআন তেলাওয়াত করছিলেন তখন নয় সদস্যের একটি জিন্নাতের দল সেখানে অবতরণ করে এটা শুনতে পেয়ে তারা একে অপরকে বলল,

https://e-ilm.weebly.com/

চুপ থাক ও শ্রবণ কর। সে নয় জনের মধ্যে একজনের নাম ছিল যোবাআ। জিন জাতিদের আকস্মিক এ অবতরণ এবং কুরআন শ্রবণ করা সম্পর্কে আল্লাহ তা'আলা আলোচ্য আয়াত নাজিল করেন।

–[রূহুল মা'আনী ৩১/২৬/১৩, কুরতুবী ১৫৮/১৬, দুররে, মানছুর ৪৪/৬, ফতহুল কাদীর ২৭/৫, ইবনে কাছীর ১৬৩/৪]

আয়াতসমূহের যোগসূত্র : (উপরে 'আদ সম্প্রদায়ের কাহিনী বিস্তারিত উল্লেখ করা হয়েছিল। এখন তাদেরই মতো অন্যান্য সম্প্রদায়ের উল্লেখ করা হয়েছে, যাদেরকে কুফর ও পয়গম্বরগণের বিরোধিতার কারণে বিভিন্ন আজাবের মাধ্যমে ধ্বংস করা হয়েছিল। তাদের জনপদের ধ্বংসাবশেষ মক্কাবাসীদের সফরের পথে অবস্থিত ছিল। এসব ধ্বংসাবশেষ থেকে শিক্ষা গ্রহণের জন্যে সংক্ষেপে তাদের অবস্থা বর্ণিত হয়েছে।)

আমি তোমাদের আশপাশের আরও জনপদ (কুফর ও শিরকের কারণে) ধ্বংস করে দিয়েছি। (যেমন, সামূদ ও লূতের সম্প্রদায়। মক্কাবাসীরা সিরিয়া সফরে এসব জনপদ অতিক্রম করত। মক্কার এক দিকে ইয়ামন ও অপরদিকে সিরিয়া অবিস্থিত ছিল। তাই مَا حَوْلَكُمْ বলা হয়েছে।) এবং আমি (ধ্বংস করার পূর্বে তাদের উপদেশের জন্যে) বার বার নিদর্শনসমূহ দেখিয়েছি, যাতে তারা (কুফর ও শিরক থেকে) বিরত হয়। (কিন্তু তারা বিরত হলো না এবং ধ্বংস হয়ে গেল।) অতঃপর আল্লাহর পরিবর্তে তারা যাদেরকে নৈকট্য লাভের জন্যে উপাস্যরূপে গ্রহণ করেছিল (ধ্বংস ও আজাবের সময়) তারা তাদেরকে সাহায্য করল না কেন? বরং তারা তাদের কাছ থেকে উধাও হয়ে গেল। এটা (অর্থাৎ, তাদেরকে উপাস্য ও সুপারিশকারী মনে করা) ছিল তাদের মিথ্যা ও মনগড়া বিষয়। (বাস্তবে তারা উপাস্য ছিল না।)

وَإِذْ صَرَفْنَآ إِلَيْكَ نَفَرًا مِّنَ الْجِنِّ يَسْتَمِعُونَ الْقُرْاٰنَ

মক্কার কাফেরদেরকে শোনানোর জন্যে পূর্বেকার আয়াতসমূহে কুফর ও অহংকারের নিন্দা ও ধ্বংসকারিতা বর্ণিত হয়েছে। আলোচ্য আয়াতসমূহে তাদেরকে লজ্জা দেওয়ার উদ্দেশ্যে জিনদের ইসলাম গ্রহণের ঘটনা বর্ণনা করা হয়েছে। উদ্দেশ্য এই যে, জিনরা অহংকার ও গর্বে তোমাদের চেয়েও বেশি, কিন্তু কুরআন শুনে তাদের অন্তরও বিগলিত হয়ে গেছে এবং ইসলাম গ্রহণ করেছে। তোমাদেরকে আল্লাহ তা'আলা জিনদের চেয়ে বেশি জ্ঞান-বুদ্ধি ও চেতনা দান করেছেন; কিন্তু তোমরা ইসলাম গ্রহণ করছ না! (জিনদের কুরআন শ্রবণ ও ইসলাম গ্রহণের ঘটনা সহীহ্ হাদীসসমূহে এভাবে বর্ণিত হয়েছে–

রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর নবুয়ত লাভের পর থেকে জিন জাতিকে আকাশের সংবাদ সংগ্রহ থেকে নিবৃত্ত রাখা হয়। সেমতে তাদের কেউ সংবাদ শোনার মানসে উপরে গেলে তাকে উল্কাপিণ্ড নিক্ষেপ করে বিতাড়িত করা হতো। জিনরা এই নতুন পরিস্থিতির কারণ উদঘাটনে সচেষ্ট হলো এবং তাদের বিভিন্ন দল কারণ অনুসন্ধানে পৃথিবীর বিভিন্ন ভূখণ্ডে ছড়িয়ে পড়ল। একদল হেজাযেও পৌঁছল। সেদিন রাসূলুল্লাহ ﷺ কয়েকজন সাহাবীসহ 'বাতনে নাখলা' নামক স্থানে অবস্থান করছিলেন। তাঁরা 'ওকায' বাজারে যাওয়ার ইচ্ছা ছিল। আরবরা আমাদের যুগের প্রদর্শনীর মতো বিভিন্ন জায়গায় বিশেষ বিশেষ দিনে মেলার আয়োজন করত। এসব মেলায় বহুলোক উপস্থিত থাকত, দোকান খোলা হতো এবং সভা-সমাবেশ অনুষ্ঠিত হতো। ওকায নামক স্থানে প্রতি বছর এমনি ধরনের এক মেলা বসত। রাসূলুল্লাহ ﷺ সম্ভবতঃ ইসলাম প্রচারের উদ্দেশ্যে সেখানে গমন করছিলেন। বাতনে নাখলা নামক স্থানে তিনি যখন ফজরের নামাজের কুরআন পাঠ করছিলেন, তখন জিনদের অনুসন্ধানী দলটি সেখানে গিয়ে পৌঁছল। তারা কুরআন পাঠ শুনে বলতে লাগল, এই সে নতুন ঘটনা, যার কারণে আমাদেরকে আকাশের সংবাদ সংগ্রহে নিবৃত্ত করা হয়েছে। –[বুখারী, মুসলিম, তিরমিযী, নাসায়ী]

অন্য এক রেওয়ায়েতে আছে যে, জিনরা সেখানে পৌঁছে পরস্পর বলতে লাগল, চুপ করে কুরআন শুন। রাসূলুল্লাহ ﷺ নামাজ শেষ করলে জিনরা ইসলামের সত্যতায় বিশ্বাস স্থাপন করে তাদের সম্প্রদায়ের কাছে ফিরে গেল এবং তদন্তকার্যের রিপোর্ট পেশ করে একথাও বলল, আমরা মুসলমান হয়ে গেছি। তোমাদেরও ইসলাম গ্রহণ করা উচিত। কিন্তু রাসূলুল্লাহ ﷺ সূরা জিন অবতীর্ণ না হওয়া পর্যন্ত এই জিনদের গমনাগমন এবং তাদের কুরআন পাঠ শুনে ইসলাম গ্রহণের বিষয় কিছুই জানতেন না। সূরা জিনে আল্লাহ তা'আলা তাঁকে এ বিষয়ে অবহিত করেন। –[ইবনুল মুনযির]

আরো এক রেওয়ায়েতে আছে, নসীবাঈন নামক স্থানের অধিবাসী এই জিনদের সংখ্যা ছিল নয় অথবা সাত। তাদের প্রচারের ফলে পরবর্তীকালে আরও তিন শত জিন ইসলাম গ্রহণের জন্যে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর কাছে উপস্থিত হয়। -(রূহুল-মা'আনী) অন্যান্য হাদীসে জিনদের আগমনের ঘটনা অন্যভাবেও ব্যক্ত হয়েছে। কিন্তু বাস্তবে একাধিক ঘটনা বিভিন্ন সময়ে সংঘটিত হওয়ার কারণে এসব বর্ণনায় কোনো বৈপরীত্য নেই। হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) থেকে বর্ণিত আছে যে, জিনরা রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর কাছে বার বার আগমন করেছে।

খাফফাযী বলেন, সবগুলো হাদীস একত্রিত করলে দেখা যায় যে, জিনদের আগমনের ঘটনা ছয় বার সংঘটিত হয়েছে। –[বয়ানুল কুরআন] জিনদের আগমনের ঘটনাই উপরিউক্ত আয়াত সমূহে বিধৃত হয়েছে।

https://e-ilm.weebly.com/

শব্দ বিশ্লেষণ :

أُبَلِّغُكُمْ : সীগাহ واحد متكلم বহছ مضارع معروف বাব تَفْعِيل মাসদার اَلتَّبْلِيْغُ মূলবর্ণ (ب - ل - غ) জিনস صحيح অর্থ– আমি তোমাদেরকে পৌঁছাচ্ছি।

تَجْهَلُوْنَ : সীগাহ جمع مذكر حاضر বহছ مضارع معروف বাব سَمِعَ মাসদার اَلْجَهْلُ মূলবর্ণ (ج - ه - ل) জিনস صحيح অর্থ– তোমরা নিরেট মূর্খতার কথাবার্তা বলছ।

أَوْدِيَةً : শব্দটি وادي -এর বহুবচন। অর্থ– নালা, উপত্যকা। মূলতঃ وادى বলা হয়, যে স্থানে পানি প্রবাহিত হয়। استعارة হিসাবে প্রত্যেক পদ্ধতি ও প্রত্যেক রাস্তাকেও وادى বলা হয়।

مُمْطِرُنَا : সীগাহ واحد مذكر বহছ اسم فاعل বাব اِفْعَالٌ মাসদার اِمْطَارٌ মূলবর্ণ (م - ط - ر) জিনস صحيح অর্থ– যা আমাদের উপর বর্ষিত হবে।

تُدَمِّرُ : সীগাহ واحد مؤنث غائب বহছ مضارع معروف বাব تَفْعِيْل মাসদার تَدْمِيْر মূলবর্ণ (د - م - ر) জিনস صحيح অর্থ– ধ্বংস করে ফেলবে।

لَا يُرٰى : সীগাহ واحد مذكر غائب বহছ مضارع مجهول বাব فَتَحَ মাসদার رُؤْيَةٌ মূলবর্ণ (ر - ء - ى) জিনস মুরাক্কাব (ناقص يائى এবং مهموز عين) অর্থ– দেখা যাচ্ছিল না।

حَاقَ : সীগাহ واحد مذكر غائب বহছ ماضى معروف বাব ضَرَبَ মাসদার حَوْقًا - حَيْقًا মূলবর্ণ (ح - ى - ق) জিনস اجوف يائى অর্থ– ঘিরে ফেলল।

نَفَرًا : اسم جمع ; মানসূব। অর্থ– জামাত। কায়েকজনের একটি দল। জান্নাতের জামাত, পরিবার/গোষ্ঠী। বংশধর।

وَلَّوْا : সীগাহ جمع مذكر غائب বহছ ماضى معروف বাব تَفْعِيْل মাসদার تَوْلِيَةٌ মূলবর্ণ (و - ل - ى) জিনস لفيف مفروق অর্থ– তারা প্রত্যাগমন করল।

اَلْمُجْرِمِيْنَ : সীগাহ جمع مذكر বহছ اسم فاعل বাব اِفْعَالٌ মাসদার اَلْاِجْرَامُ মূলবর্ণ (ج - ر - م) জিনস صحيح অর্থ– অপরাধী লোকজন।

صَرَّفْنَا : সীগাহ جمع متكلم বহছ ماضى معروف বাব تَفْعِيْل মাসদার اَلتَّصْرِيْفُ মূলবর্ণ (ص - ر - ف) জিনস صحيح অর্থ– আমি বর্ণনা করেছিলাম।

يَسْتَمِعُوْنَ : সীগাহ جمع مذكر غائب বহছ مضارع معروف বাব اِسْتِفْعَالٌ মাসদার اَلْاِسْتِمَاعُ মূলবর্ণ (س - م - ع) জিনস صحيح অর্থ– তারা শ্রবণ করছিল।

বাক্য বিশ্লেষণ :

وَلَقَدْ اَهْلَكْنَا مَا حَوْلَكُمْ مِّنَ الْقُرٰى وَصَرَّفْنَا الْاٰيٰتِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُوْنَ : এটা كلام مستانف আর لَقَدْ -এর লাম قسم -এর জন্য আর قَدْ হলো حرف تحقيق আর اَهْلَكْنَا ফে'ল ও ফায়েল, আর مَا হলো مفعول به আর টি উহ্য হলো উহ্যের সাথে ظرف যার اعراب -এর কোনো স্থান নেই। কেননা এটা মওসূলের সেলাহ হয়েছে। আর حَوْلَكُمْ টা উহ্য ফে'লের সাথে متعلق হয়ে حال হয়েছে। আর صَرَّفْنَا টা اَهْلَكْنَا -এর উপর আতফ হয়েছে مِنَ الْقُرٰى হলো مفعول به আর لَعَلَّهُمْ -এর لَعَلَّ হলো حرف مشبه بالفعل আর هُمْ তার ইসম এবং يَرْجِعُوْنَ الْاٰيٰتِ হলো তার খবর। –[ই'রাবুল কুরআন ৭ম খণ্ড; পৃ. ১৮১]

https://e-ilm.weebly.com/

قَالُوْا يٰقَوْمَنَآ اِنَّا سَمِعْنَا كِتٰبًا اُنْزِلَ مِنْۢ
بَعْدِ مُوْسٰى مُصَدِّقًا لِّمَا بَيْنَ يَدَيْهِ يَهْدِيْٓ
اِلَى الْحَقِّ وَاِلٰى طَرِيْقٍ مُّسْتَقِيْمٍ ﴿٣٠﴾

৩০. (এবং) বলল, হে আমাদের ভ্রাতাগণ! আমরা মূসার পরে অবতারিত এমন এক কিতাব শুনে আসছি, যা তার পূর্ববর্তী কিতাবগুলোর সত্যতা প্রতিপাদন করছে, (এবং) সত্যের দিকে ও সরল পথের দিকে পথ প্রদর্শন করছে।

يٰقَوْمَنَآ اَجِيْبُوْا دَاعِيَ اللّٰهِ وَاٰمِنُوْا بِهٖ يَغْفِرْ
لَكُمْ مِّنْ ذُنُوْبِكُمْ وَيُجِرْكُمْ مِّنْ عَذَابٍ
اَلِيْمٍ ﴿٣١﴾

৩১. হে ভাইগণ! তোমরা আল্লাহর দিকে আহ্বানকারীর ডাকে সাড়া দাও এবং তাঁর উপর ঈমান আন, আল্লাহ তোমাদের গুনাহসমূহ মার্জনা করবেন এবং তোমাদেরকে যন্ত্রণাময় আজাব হতে রক্ষা করবেন।

وَمَنْ لَّا يُجِبْ دَاعِيَ اللّٰهِ فَلَيْسَ بِمُعْجِزٍ فِي
الْاَرْضِ وَلَيْسَ لَهٗ مِنْ دُوْنِهٖٓ اَوْلِيَآءُ ؕ اُولٰٓئِكَ
فِيْ ضَلٰلٍ مُّبِيْنٍ ﴿٣٢﴾

৩২. আর যে ব্যক্তি আল্লাহর দিকে আহ্বানকারীর কথা না মানবে, তবে সে ভূপৃষ্ঠে (কোথায়ও পলায়ন করে আল্লাহকে) পরাভূত করতে পারবে না, আর আল্লাহ ভিন্ন অপর কেউ তার সহায়কও হবে না; এরাই স্পষ্ট ভ্রান্তিতে রয়েছে।

اَوَلَمْ يَرَوْا اَنَّ اللّٰهَ الَّذِيْ خَلَقَ السَّمٰوٰتِ
وَالْاَرْضَ وَلَمْ يَعْيَ بِخَلْقِهِنَّ بِقٰدِرٍ عَلٰٓى اَنْ
يُّحْيِيَ الْمَوْتٰى ؕ بَلٰٓى اِنَّهٗ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ ﴿٣٣﴾

৩৩. তারা কি এটা জানতে পারেনি যে, যে আল্লাহ আসমান ও জমিন সৃষ্টি করেছেন এবং এতদুভয় সৃষ্টি করতে একটুও ক্লান্ত হননি, তিনি এতে সক্ষম যে, মৃতকে জীবিত করেন; কেন সক্ষম হবেন না? নিঃসন্দেহে তিনি সর্ববিষয়োপরি ক্ষমতাবান।

শাব্দিক অনুবাদ :

৩০. قَالُوْا يٰقَوْمَنَآ বলল, হে আমাদের ভ্রাতাগণ اِنَّا سَمِعْنَا كِتٰبًا اُنْزِلَ مِنْۢ بَعْدِ مُوْسٰى আমরা মূসার পরে অবতারিত এমন এক কিতাব শুনে আসছি مُصَدِّقًا لِّمَا بَيْنَ يَدَيْهِ যা তার পূর্ববর্তী কিতাব গুলোর সত্যতা প্রতিপাদন করছে يَهْدِيْٓ اِلَى الْحَقِّ وَاِلٰى طَرِيْقٍ مُّسْتَقِيْمٍ সত্যের দিকে ও সরল পথের দিকে পথ প্রদর্শন করছে।

৩১. يٰقَوْمَنَآ হে ভাইগণ اَجِيْبُوْا دَاعِيَ اللّٰهِ তোমরা আল্লাহর দিকে আহ্বানকারীর ডাকে সাড়া দাও وَاٰمِنُوْا بِهٖ এবং তাঁর উপর ঈমান আন يَغْفِرْ لَكُمْ مِّنْ ذُنُوْبِكُمْ আল্লাহ তোমাদের গুনাহসমূহ মার্জনা করবেন وَيُجِرْكُمْ مِّنْ عَذَابٍ اَلِيْمٍ এবং তোমাদেরকে যন্ত্রণাময় আজাব হতে রক্ষা করবেন।

৩২. وَمَنْ لَّا يُجِبْ دَاعِيَ اللّٰهِ আর যে ব্যক্তি আল্লাহর দিকে আহ্বানকারীর কথা না মানবে فَلَيْسَ بِمُعْجِزٍ فِي الْاَرْضِ তবে সে ভূপৃষ্ঠে (কোথায়ও পলায়ন করে আল্লাহকে) পরাভূত করতে পারবে না وَلَيْسَ لَهٗ مِنْ دُوْنِهٖٓ اَوْلِيَآءُ আর আল্লাহ ভিন্ন অপর কেউ তার সহায়কও হবে না اُولٰٓئِكَ فِيْ ضَلٰلٍ مُّبِيْنٍ এরাই স্পষ্ট ভ্রান্তিতে রয়েছে।

৩৩. اَوَلَمْ يَرَوْا তারা কি এটা জানতে পারেনি যে اَنَّ اللّٰهَ خَلَقَ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضَ যে আল্লাহ আসমান ও জমিন সৃষ্টি করেছেন وَلَمْ يَعْيَ بِخَلْقِهِنَّ এবং এতদুভয় সৃষ্টি করতে তিনি একটুও ক্লান্ত হননি بِقٰدِرٍ তিনি এতে সক্ষম যে عَلٰٓى اَنْ يُّحْيِيَ الْمَوْتٰى মৃতকে জীবিত করেন بَلٰى কেন সক্ষম হবেন না اِنَّهٗ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ নিঃসন্দেহে তিনি সর্বোবিষয়োপরি ক্ষমতাবান।

https://e-ilm.weebly.com/

وَيَوْمَ يُعْرَضُ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا عَلَى النَّارِ ؕ اَلَيْسَ هٰذَا بِالْحَقِّ ؕ قَالُوْا بَلٰى وَرَبِّنَا ؕ قَالَ فَذُوْقُوا الْعَذَابَ بِمَا كُنْتُمْ تَكْفُرُوْنَ ﴿٣٤﴾

৩৪. আর যেদিন কাফেদেরকে দোজখের সম্মুখে উপস্থিত করা হবে; (তখন তাদেরকে জিজ্ঞাসা করা হবে) এ দোজখ কি বাস্তব ব্যাপার নয়? তারা বলবে, আমাদের প্রতিপালকের শপথ, অবশ্যই এটা বাস্তব ব্যাপার; আল্লাহ বলবেন, তবে নিজেদের কুফরের বিনিময়ে এ আজাব আস্বাদন কর।

فَاصْبِرْ كَمَا صَبَرَ اُولُو الْعَزْمِ مِنَ الرُّسُلِ وَلَا تَسْتَعْجِلْ لَّهُمْ ؕ كَاَنَّهُمْ يَوْمَ يَرَوْنَ مَا يُوْعَدُوْنَ ۙ لَمْ يَلْبَثُوْٓا اِلَّا سَاعَةً مِّنْ نَّهَارٍ ؕ بَلٰغٌ ۚ فَهَلْ يُهْلَكُ اِلَّا الْقَوْمُ الْفٰسِقُوْنَ ﴿٣٥﴾

৩৫. সুতরাং আপনি ধৈর্য ধরুন, যেমন অন্যান্য দৃঢ়সঙ্কল্পে রাসূলগণ ধৈর্যধারণ করেছিলেন, আর তাদের জন্য তাড়াহুড়া করবেন না; যেদিন তারা তা দেখবে– যার ওয়াদা তাদেরকে দেওয়া হচ্ছে, (তখন মনে করবে) যেন তারা দিবসের এক মুহূর্ত মাত্র অবস্থান করেছে; এটা (আল্লাহর পক্ষ হতে) পৌঁছে দেওয়া, অতএব, তারাই ধ্বংস হবে যারা নাফরমানি করবে।

শাব্দিক অনুবাদ :

৩৪. وَيَوْمَ আর যেদিন يُعْرَضُ উপস্থিত করা হবে الَّذِيْنَ كَفَرُوْا কাফেরদেরকে عَلَى النَّارِ দোজখের সম্মুখে اَلَيْسَ هٰذَا بِالْحَقِّ এ দোজখ কি বাস্তব ব্যাপার নয়? قَالُوْا তারা বলবে بَلٰى وَرَبِّنَا আমাদের প্রতিপালকের শপথ অবশ্যই قَالَ আল্লাহ বলবেন فَذُوْقُوا الْعَذَابَ তবে এ আজাব আস্বাদন কর بِمَا كُنْتُمْ تَكْفُرُوْنَ নিজেদের কুফরের বিনিময়ে।

৩৫. فَاصْبِرْ সুতরাং আপনি ধৈর্য ধারণ করুণ كَمَا صَبَرَ اُولُوا الْعَزْمِ مِنَ الرُّسُلِ যেমন অন্যান্য দৃঢ়সঙ্কল্পে রাসূলগণ ধৈর্যধারণ করেছিলেন وَلَا تَسْتَعْجِلْ لَّهُمْ আর তাদের জন্য তাড়াহুড়া করবেন না كَاَنَّهُمْ يَوْمَ يَرَوْنَ مَا يُوْعَدُوْنَ যেদিন তারা দেখবে যার ওয়াদা তাদেরকে দেওয়া হচ্ছে, لَمْ يَلْبَثُوْٓا اِلَّا سَاعَةً مِّنْ نَّهَارٍ (তখন মনে করবে) যেন তারা দিবসের এক মুহূর্ত মাত্র অবস্থান করেছে بَلٰغٌ এটা (আল্লাহর পক্ষ হতে) পৌঁছে দেওয়া فَهَلْ يُهْلَكُ اِلَّا الْقَوْمُ الْفٰسِقُوْنَ অতএব, তারাই ধ্বংস হবে যারা নাফরমানি করবে।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

كِتٰبًا اُنْزِلَ مِنْ بَعْدِ مُوْسٰى –'মূসার পরে' বলার কারণে কোনো কোনো তাফসীরবিদ বলেন যে, আগন্তুক জিনরা ইহুদি ধর্মাবলম্বী ছিল। কেননা হযরত মূসা (আ.)-এর পর হযরত ঈসা (আ.)-এর প্রতি যে ইঞ্জীল অবতীর্ণ হয়েছিল তাদের উক্তিতে তার উল্লেখ নেই, কিন্তু ইঞ্জীলের উল্লেখ না করাই তাদের ইহুদি হওয়ার যথেষ্ট প্রমাণ নয়। কেননা ইঞ্জীলের উল্লেখ না করার এক কারণ এও হতে পারে যে, ইঞ্জিলের অধিকাংশ বিধি-বিধান তাওরাতেরই অনুসারী। কিন্তু কুরআন তাওরাতের মতো একটি স্বতন্ত্র কিতাব। এর বিধি-বিধান ও শরিয়ত তাওরাত থেকে অনেক ভিন্নতর। তাই একথা ব্যক্ত করা উদ্দেশ্য হতে পারে যে, কুরআনই তাওরাতের অনুরূপ স্বতন্ত্র কিতাব।

يَغْفِرْ لَكُمْ مِّنْ ذُنُوْبِكُمْ - مِنْ অব্যয়টি আসলে 'কোনো কোনো' -এর অর্থ নির্দেশ করে। এখানে এই অর্থ নেওয়া হলে বাক্যের' ফায়দা এই হবে যে, ইসলাম গ্রহণ করলে কোনো কোনো গোনাহ্ মাফ হবে, অর্থাৎ, আল্লাহর হক মাফ হবে- বান্দার হক মাফ হবে না। কেউ কেউ مِنْ অব্যয়টিকে অতিরিক্ত সাব্যস্ত করেছেন। এমতাবস্থায় এ ব্যাখ্যা নিষ্প্রয়োজন।

https://e-ilm.weebly.com/

শব্দ বিশ্লেষণ :

أُنْزِلَ : সীগাহ واحد مذكر غائب বহছ ماضى مجهول বাব اِفْعَالٌ মাসদার اَلْاِنْزَالُ মূলবর্ণ (ن - ز - ل) জিনস صحيح অর্থ– অবতারিত। অবতীর্ণ করা হয়েছে।

مُصَدِّقًا : সীগাহ واحد مذكر বহছ اسم فاعل বাব تَفْعِيْل মাসদার اَلتَّصْدِيْقُ মূলবর্ণ (ص - د - ق) জিনস صحيح অর্থ– সত্যতা প্রতিপাদন করছে। সত্যায়ন করছে।

يَهْدِىْ : সীগাহ واحد مذكر غائب বহছ مضارع معروف বাব ضَرَبَ মাসদার اَلْهِدَايَةُ মূলবর্ণ (ه - د - ى) জিনস ناقص يائى অর্থ– পথ প্রদর্শন করছে।

مُسْتَقِيْمٌ : সীগাহ واحد مذكر বহছ اسم فاعل বাব اِسْتِفْعَالٌ মাসদার اَلْاِسْتِقَامَةُ মূলবর্ণ (ق - و - م) জিনস اجوف واوى অর্থ– সরল পথ। সোজা পথ।

اَجِيْبُوْا : সীগাহ جمع مذكر حاضر বহছ امر حاضر معروف বাব اِفْعَالٌ মাসদার اِجَابَةٌ মূলবর্ণ (ج - و - ب) জিনস اجوف واوى অর্থ– তোমরা সাড়া দাও।

دَاعِىَ : সীগাহ واحد مذكر বহছ اسم فاعل বাব نَصَرَ মাসদার دُعَاءٌ মূলবর্ণ (د - ع - و) জিনস– ناقص واوى অর্থ– আহ্বান কারী। আহবায়ক। দায়ী।

يُجِرْ : সীগাহ واحد مذكر غائب বহছ مضارع معروف বাব اِفْعَالٌ মাসদার اِجَارَةٌ মূলবর্ণ (ج - و - ر) জিনস اجوف واوى অর্থ– রক্ষা করতেন, পরিত্রাণ দিবেন।

لَا يُجِبْ : সীগাহ واحد مذكر غائب বহছ نفى فعل مضارع معروف বাব اِفْعَالٌ মাসদার اِجَابَةٌ মূলবর্ণ (ج - و - ب) জিনস اجوف واوى অর্থ– কথা মানবে না, সাড়া দিবে না।

وَلَمْ يَعْىَ : সীগাহ واحد مذكر غائب বহছ مضارع مجزوم بلم বাব سَمِعَ মাসদার اَلْعَىُّ মূলবর্ণ (ع - ى - ى) জিনস لفيف مقرون অর্থ– ক্লান্ত হন নি। অক্ষম হননি।

يُعْرَضُ : সীগাহ واحد مذكر غائب বহছ مضارع مجهول বাব ضَرَبَ মাসদার عَرْضٌ মূলবর্ণ (ع - ر - ض) জিনস صحيح অর্থ– উপস্থিত করা হবে।

فَذُوْقُوْا : সীগাহ جمع مذكر حاضر বহছ امر حاضر معروفا বাব نَصَرَ মাসদার اَلذَّوْقُ মূলবর্ণ (ذ - و - ق) জিনস اجوف واوى অর্থ– তোমরা আস্বাদন কর।

اَلرُّسُلُ : শব্দটি বহুবচন; একবচনে الرسول অর্থ– রাসূলগণ।

لَا تَسْتَعْجِلْ : সীগাহ واحد مذكر حاضر বহছ نهى حاضر معروف বাব اِسْتِفْعَالٌ মাসদার اَلْاِسْتِعْجَالُ মূলবর্ণ (ع - ج - ل) জিনস صحيح অর্থ– তাড়াহুড়া করবেন না।

يُهْلَكُ : সীগাহ واحد مذكر غائب বহছ مضارع مجهول বাব ضَرَبَ মাসদার اَلْهَلَاكَةُ মূলবর্ণ (ه - ل - ك) জিনস صحيح অর্থ– তারাই ধ্বংস হবে।

বাক্য বিশ্লেষণ :

قَالُوْا يٰقَوْمَنَآ اِنَّا سَمِعْنَا كِتَابًا اُنْزِلَ مِنْۢ بَعْدِ مُوْسٰى مُصَدِّقًا لِّمَا بَيْنَ يَدَيْهِ : এখানে قَالُوْا হলো ফে'ল ও ফায়েল اِنَّا হলো হরফে মুশাব্বাহ বিল ফে'ল ও তার ইসম, আর سَمِعْنَا বাক্যটি خَبَرِ اِنَّ আর كِتَابًا হলো مفعول به আর اُنْزِلَ বাক্যটি كِتَابًا -এর সিফত; اُنْزِلَ হলো فعل مجهول তন্মধ্যস্থ উহ্য যমীর هو হলো নায়েবে ফায়েল আর مِنْ بَعْدِ টা اُنْزِلَ-এর সাথে متعلق হয়েছে আর مُوْسٰى হলো মুযাফ ইলাইহি। আর مُصَدِّقًا টা كِتَابًا -এর সিফত হয়েছে। আর لِمَا টা مُصَدِّقًا -এর সাথে متعلق হয়েছে; আর بَيْنَ টা উভয়ের সাথে ظرف متعلق হয়েছে। আর তা موصول -এর সেলাহ হয়েছে; আর يَدَيْهِ হলো মুযাফ ইলাইহি। –[ই'রাবুল কুরআন ৭ম খণ্ড; পৃ. ১৮৩]

https://e-ilm.weebly.com/

سُوْرَةُ مُحَمَّدٍ مَدَنِيَّةٌ

সূরা মুহাম্মদ

মদিনায় অবতীর্ণ; আয়াত– ৩৮, রুকূ'– ৪

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ○

পরম করুণাময়, দয়ালু আল্লাহর নামে শুরু করছি।

১. যারা কাফের হয়েছে এবং (অন্যকেও) আল্লাহর পথ হতে বিরত রেখেছে, আল্লাহ তাদের আমল ব্যর্থ করে দিয়েছেন।	اَلَّذِيْنَ كَفَرُوْا وَصَدُّوْا عَنْ سَبِيْلِ اللّٰهِ اَضَلَّ اَعْمَالَهُمْ ﴿١﴾
২. আর যারা ঈমান এনেছে ও নেক কাজ করেছে এবং তার উপর ঈমান এনেছে, যা মুহাম্মদের প্রতি নাজিল করা হয়েছে, অথচ তা তাদের প্রতিপালকের নিকট হতে বাস্তব বিষয়, আল্লাহ তাদের গুনাহ মাফ করবেন এবং তাদের অবস্থা ঠিক রাখবেন।	وَالَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَعَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ وَاٰمَنُوْا بِمَا نُزِّلَ عَلٰى مُحَمَّدٍ وَّهُوَ الْحَقُّ مِنْ رَّبِّهِمْ ۙ كَفَّرَ عَنْهُمْ سَيِّاٰتِهِمْ وَاَصْلَحَ بَالَهُمْ ﴿٢﴾
৩. এটা এজন্য যে, কাফেররা তো ভুল পথের অনুসরণ করেছে, আর যারা মু'মিন তারা তাদের প্রতিপালকের নিকট হতে (আগত) ঠিক পথে চলেছে; এভাবেই আল্লাহ মানবগণের জন্য তাদের অবস্থা বর্ণনা করে থাকেন।	ذٰلِكَ بِاَنَّ الَّذِيْنَ كَفَرُوا اتَّبَعُوا الْبَاطِلَ وَاَنَّ الَّذِيْنَ اٰمَنُوا اتَّبَعُوا الْحَقَّ مِنْ رَّبِّهِمْ ۚ كَذٰلِكَ يَضْرِبُ اللّٰهُ لِلنَّاسِ اَمْثَالَهُمْ ﴿٣﴾

শাব্দিক অনুবাদ :

১. اَلَّذِيْنَ كَفَرُوْا যারা কাফের হয়েছে وَصَدُّوْا عَنْ سَبِيْلِ اللّٰهِ এবং (অন্যকেও) আল্লাহর পথ হতে বিরত রেখেছে اَضَلَّ اَعْمَالَهُمْ আল্লাহ তাদের আমল ব্যর্থ করে দিয়েছেন।

২. وَالَّذِيْنَ اٰمَنُوْا আর যারা ঈমান এনেছে وَعَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ ও নেক কাজ করেছে وَاٰمَنُوْا بِمَا نُزِّلَ عَلٰى مُحَمَّدٍ এবং তার উপর ঈমান এনেছে যা মুহাম্মদের প্রতি নাজিল করা হয়েছে وَّهُوَ الْحَقُّ مِنْ رَّبِّهِمْ অথচ তা তাদের প্রতিপালকের নিকট হতে বাস্তব বিষয় كَفَّرَ عَنْهُمْ سَيِّاٰتِهِمْ আল্লাহ তাদের গুনাহ মাফ করবেন وَاَصْلَحَ بَالَهُمْ এবং তাদের অবস্থা ঠিক রাখবেন।

৩. ذٰلِكَ بِاَنَّ الَّذِيْنَ كَفَرُوا এটা এ জন্য যে, কাফেররা তো اتَّبَعُوا الْبَاطِلَ ভুল পথের অনুসরণ করেছে وَاَنَّ الَّذِيْنَ اٰمَنُوا আর যারা মু'মিন اتَّبَعُوا الْحَقَّ مِنْ رَّبِّهِمْ তারা তাদের প্রতিপালকের নিকট হতে (আগত) ঠিক পথে চলেছে كَذٰلِكَ يَضْرِبُ اللّٰهُ لِلنَّاسِ اَمْثَالَهُمْ এভাবেই আল্লাহ মানবগণের জন্য তাদের অবস্থা বর্ণনা করে থাকেন।

https://e-ilm.weebly.com/

বাংলা অনুবাদ	আয়াত
৪. অনন্তর যখন তোমরা কাফেরদের সম্মুখীন হও, তখন তোমরা তাদের গর্দানে আঘাত করতে (তাদেরকে হত্যা করতে) থাক; এমনকি যখন তাদের রক্তস্রোত বইয়ে দেবে, তখন তাদেরকে (বন্দি করে) দৃঢ়রূপে বেঁধে ফেল, অতঃপর হয়তো কোনো মুক্তিপণ ব্যতীতই তাদেরকে ছেড়ে দাও কিংবা মুক্তিপণ নিয়ে ছেড়ে দাও, যে পর্যন্ত না তারা তাদের অস্ত্র পরিত্যাগ করে। এ হুকুম পালন করো; আর যদি আল্লাহ চাইতেন, তবে তাদের থেকে প্রতিশোধ নিতেন, কিন্তু (এজন্য) যেন তিনি তোমাদের একের দ্বারা অন্যের পরীক্ষা করেন; আর যারা আল্লাহর রাস্তায় নিহত হয়, আল্লাহ তাদের আমল কখনো বিনষ্ট করবেন না।	فَإِذَا لَقِيتُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا فَضَرْبَ الرِّقَابِ حَتَّىٰ إِذَا أَثْخَنتُمُوهُمْ فَشُدُّوا الْوَثَاقَ فَإِمَّا مَنًّا بَعْدُ وَإِمَّا فِدَاءً حَتَّىٰ تَضَعَ الْحَرْبُ أَوْزَارَهَا ذَٰلِكَ وَلَوْ يَشَاءُ اللَّهُ لَانتَصَرَ مِنْهُمْ وَلَٰكِن لِّيَبْلُوَ بَعْضَكُم بِبَعْضٍ وَالَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَلَن يُضِلَّ أَعْمَالَهُمْ ﴿٤﴾
৫. আল্লাহ তাদেরকে মকসূদ পর্যন্ত পৌঁছে দিবেন এবং তাদের অবস্থা ঠিক রাখবেন,	سَيَهْدِيهِمْ وَيُصْلِحُ بَالَهُمْ ﴿٥﴾
৬. এবং তাদেরকে বেহেশতে প্রবেশ করাবেন; যার কথা তিনি তাদেরকে জানিয়ে ছিলেন।	وَيُدْخِلُهُمُ الْجَنَّةَ عَرَّفَهَا لَهُمْ ﴿٦﴾
৭. হে মু'মিনগণ! যদি তোমরা আল্লাহর সাহায্য কর, তবে তিনিও তোমাদের সাহায্য করবেন এবং তোমাদের পা অটল রাখবেন।	يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِن تَنصُرُوا اللَّهَ يَنصُرْكُمْ وَيُثَبِّتْ أَقْدَامَكُمْ ﴿٧﴾
৮. আর কাফেরদের জন্য সর্বনাশ রয়েছে এবং আল্লাহ তাদের আমল ব্যর্থ করবেন।	وَالَّذِينَ كَفَرُوا فَتَعْسًا لَّهُمْ وَأَضَلَّ أَعْمَالَهُمْ ﴿٨﴾

শাব্দিক অনুবাদ :

৪. فَإِذَا لَقِيتُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا অনন্তর যখন তোমরা কাফেরদের সম্মুখীন হও فَضَرْبَ الرِّقَابِ তখন তোমরা তাদের গর্দানে আঘাত করতে থাক حَتَّىٰ إِذَا أَثْخَنتُمُوهُمْ এমনকি যখন তাদের রক্তস্রোত বইয়ে দিবে فَشُدُّوا الْوَثَاقَ তখন তাদেরকে (বন্দী করে) দৃঢ়রূপে বেধে ফেল فَإِمَّا مَنًّا بَعْدُ অতঃপর হয়তো কোনো মুক্তিপণ ব্যতিরেকেই তাদেরকে ছেড়ে দাও وَإِمَّا فِدَاءً কিংবা মুক্তিপণ নিয়ে ছেড়ে দাও حَتَّىٰ تَضَعَ الْحَرْبُ أَوْزَارَهَا যে পর্যন্ত না তারা তাদের অস্ত্র পরিত্যাগ করে ذَٰلِكَ এ হুকুম পালন করো وَلَوْ يَشَاءُ اللَّهُ আর যদি আল্লাহ চাইতেন لَانتَصَرَ مِنْهُمْ তবে তাদের থেকে প্রতিশোধ নিতেন وَلَٰكِن لِّيَبْلُوَ بَعْضَكُم بِبَعْضٍ কিন্তু (এজন্য) যেন তিনি তোমাদের একের দ্বারা অন্যের পরীক্ষা করেন; وَالَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ আর যারা আল্লাহর রাস্তায় নিহত হয় فَلَن يُضِلَّ أَعْمَالَهُمْ আল্লাহ তাদের আমল কখনো বিনষ্ট করবেন না।

৫. سَيَهْدِيهِمْ আল্লাহ তাদেরকে মাকসূদ পর্যন্ত পৌঁছে দিবেন وَيُصْلِحُ بَالَهُمْ এবং তাদের অবস্থা ঠিক রাখবেন।

৬. وَيُدْخِلُهُمُ الْجَنَّةَ এবং তাদেরকে বেহেশতে প্রবেশ করাবেন عَرَّفَهَا لَهُمْ যার কথা তিনি তাদেরকে জানিয়ে ছিলেন।

৭. يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا হে মুমিনগণ إِن تَنصُرُوا اللَّهَ যদি তোমরা আল্লাহর সাহায্য কর يَنصُرْكُمْ তবে তিনিও তোমাদের সাহায্য করবেন وَيُثَبِّتْ أَقْدَامَكُمْ এবং তোমাদের পা অটল রাখবেন।

৮. وَالَّذِينَ كَفَرُوا فَتَعْسًا لَّهُمْ আর কাফেরদের জন্য সর্বনাশ রয়েছে وَأَضَلَّ أَعْمَالَهُمْ এবং আল্লাহ তাদের আমল ব্যর্থ করবেন।

https://e-ilm.weebly.com/

৯. এটা এজন্য যে, তারা আল্লাহর অবতারিত নির্দেশাবলিকে না পছন্দ করেছে, অতএব, তিনি তাদের কৃতকর্ম-বিফল করেছেন।	ذٰلِكَ بِاَنَّهُمْ كَرِهُوْا مَاۤ اَنْزَلَ اللّٰهُ فَاَحْبَطَ اَعْمَالَهُمْ ﴿٩﴾
১০. তারা কি ভূপৃষ্ঠে চলাফেরা করে না এবং দেখে না যে, তাদের পূর্ববর্তীদের পরিণাম কিরূপ হয়েছিল? আল্লাহ তাদের উপর কেমন ধ্বংস নিপতিত করেছেন, আর এ কাফেরদের জন্যও অনুরূপ ব্যবহারই হবে।	اَفَلَمْ يَسِيْرُوْا فِي الْاَرْضِ فَيَنْظُرُوْا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِهِمْ ؕ دَمَّرَ اللّٰهُ عَلَيْهِمْ ۫ وَلِلْكٰفِرِيْنَ اَمْثَالُهَا ﴿١٠﴾
১১. এটা এ কারণে যে, আল্লাহ তা'আলাই মুসলমানদের কার্যনির্বাহক, আর কাফেরদের জন্য কোনোই কার্যনির্বাহক নেই।	ذٰلِكَ بِاَنَّ اللّٰهَ مَوْلَى الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَاَنَّ الْكٰفِرِيْنَ لَا مَوْلٰى لَهُمْ ﴿١١﴾ ع

শাব্দিক অনুবাদ :

৯. ذٰلِكَ এটা এজন্য যে بِاَنَّهُمْ كَرِهُوْا তারা না পছন্দ করেছে مَاۤ اَنْزَلَ اللّٰهُ আল্লাহর অবতারিত নির্দেশাবলিকে فَاَحْبَطَ اَعْمَالَهُمْ অতএব, তিনি তাদের কৃতকর্ম বিফল করেছেন।

১০. اَفَلَمْ يَسِيْرُوْا فِي الْاَرْضِ তারা কি ভূপৃষ্ঠে চলাফেরা করে না فَيَنْظُرُوْا এবং দেখে না যে كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِهِمْ তাদের পূর্ববর্তীদের পরিণাম কিরূপ হয়েছিল دَمَّرَ اللّٰهُ عَلَيْهِمْ আল্লাহ তাদের উপর কেমন ধ্বংস নিপতিত করেছেন وَلِلْكٰفِرِيْنَ اَمْثَالُهَا আর এ কাফেরদের জন্যও অনুরূপ ব্যবহারই হবে।

১১. ذٰلِكَ এটা এ কারণে যে بِاَنَّ اللّٰهَ مَوْلَى الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا আল্লাহ তা'আলাই মুসলমানদের কার্যনির্বাহক وَاَنَّ الْكٰفِرِيْنَ لَا مَوْلٰى لَهُمْ আর কাফেরদের জন্য কোনো কার্যনির্বাহক নেই।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

সূরা মুহাম্মদ প্রসঙ্গে জ্ঞাতব্য : এই সূরা মদীনা মোনাওয়ারায় অবতীর্ণ, এতে ৪ রুকূ' ও ৩৮ আয়াত রয়েছে।

নামকরণ : এই সূরাকে 'সূরা কিতাল' -ও বলা হয়। কেননা এতে জিহাদের বিবরণ রয়েছে। হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা.) এবং কাতাদা (র.) বলেছেন, একটি আয়াত ব্যতীত সম্পূর্ণ সূরাটিই মদীনা মোনাওয়ারায় নাজিল হয়েছে। আর সে আয়াতটি হলো– وَكَاَيِّنْ مِّنْ قَرْيَةٍ هِيَ اَشَدُّ قُوَّةً ..... فَلَا نَاصِرَ لَهُمْ

প্রিয়নবী ﷺ হিজরতের সফরে যখন মক্কা শরীফ থেকে রওয়ানা হন, তখন বারংবার মক্কা নগরীর দিকে তাকিয়ে বলেছিলেন, "হে মক্কা! আল্লাহ পাকের দরবারে তুমি প্রিয় শহর, আর আমার নিকটও তুমি অত্যন্ত প্রিয় শহর, যদি মক্কাবাসী আমাকে বাধ্য না করতো তবে আমি কখনো এই শহর থেকে হিজরত করতাম না।" তখন আলোচ্য আয়াতখানি নাজিল হয়।

যেহেতু আয়াতখানি হিজরতের সফরে মক্কার অদূরে মদীনা মোনাওয়ারায় পৌছার পূর্বে নাজিল হয়, তাই এ আয়াতকে হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা.) মক্কায় অবতীর্ণ বলেছেন, সূরার অবশিষ্ট সকল আয়াতই মদীনা মোনাওয়ারায় অবতীর্ণ হয়েছে।

পূর্ববর্তী সূরার সাথে সম্পর্ক : পূর্ববর্তী সূরার সর্বশেষ আয়াতে ঘোষণা করা হয়েছে, যারা আল্লাহর নাফরমানি করে, যারা পাপিষ্ঠ, তাদের ধ্বংস অনিবার্য। এ কথার উপর কেউ প্রশ্ন করতে পারে যে, কুফরি ও নাফরমানি সত্ত্বেও যারা গরিব দুঃখীকে সাহায্য করে, দুর্গত মানবতার সেবায় এগিয়ে যায়, তারাও কি ধ্বংস হয়ে যাবে? এরই জবাবে আল্লাহ পাক সূরার প্রথম আয়াতে সুস্পষ্ট ভাষায় ঘোষণা করেছেন– اَلَّذِيْنَ كَفَرُوْا وَصَدُّوْا عَنْ سَبِيْلِ اللّٰهِ اَضَلَّ اَعْمَالَهُمْ

https://e-ilm.weebly.com/

অর্থাৎ যারা হযরত রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর নবুয়তকে অস্বীকার করে এবং পবিত্র কুরআনের সত্যতাকেও মানে না, তদুপরি মানুষকে আল্লাহর পথ থেকে বিরত রাখে, তাদের যাবতীয় সৎ কাজ বরবাদ হয়ে যায়; কেননা ঈমান ও ইখলাস ব্যতীত আল্লাহ পাকের দরবারে কোনো নেক আমলই কবুল হয় না।

সূরার মূল বক্তব্য : এ সূরায় সুস্পষ্ট ভাষায় ঘোষণা করা হয়েছে, যারা কাফের, তারা আল্লাহ পাক ও তাঁর রাসূল ﷺ-এর দুশমন, তারা মানুষকে আল্লাহর পথ থেকে বিরত রাখে, প্রিয়নবী ﷺ-এর সত্য-সাধনায় বাধা দেয়, তাদের যাবতীয় সৎকাজ ব্যর্থ। এরপর জিহাদের আদেশ দেওয়া হয়েছে এবং মুসলমানদের বিজয়ের সুসংবাদ দেওয়া হয়েছে। আর একথাও ঘোষণা করা হয়েছে যে, মুসলিম জাতি কখন আল্লাহ পাকের সাহায্য লাভের যোগ্য বিবেচিত হয়। এরপর মক্কার কাফেরদের ধ্বংসের কথাও বর্ণিত হয়েছে। এ পর্যায়ে মদীনা মোনাওয়ারায় মুনাফিকদের ইসলামের বিরুদ্ধে চক্রান্তের উল্লেখ করা হয়েছে এবং এ সূরার পরিসমাপ্তিতে মুসলিম জাতিকে আল্লাহর রাহে জিহাদের আহ্বান জানানো হয়েছে। কেননা জিহাদের মাধ্যমেই মুসলিম জাতি পৃথিবীতে বিজয় এবং সাফল্য লাভ করতে পারে।

সূরার আমল : যে ব্যক্তি এ সূরা লিপিবদ্ধ করে আবে জমজম দ্বারা ধৌত করে পান করে, সে মানুষের দৃষ্টিতে অত্যন্ত প্রিয় হয়। আর যে ঐ পানি দ্বারা গোসল করে, সে অনেক রোগ থেকে বিশেষত চর্ম রোগ থেকে আরোগ্য লাভ করে।

স্বপ্নের তাবীর : যে ব্যক্তি স্বপ্নে এ সূরা পাঠ করতে দেখে, তার নিকট হযরত আজরাঈল (আ.) অতি উত্তম আকৃতি ধারণ করে আসবেন এবং তার হাশর হবে হযরত রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সঙ্গে।

শানে নুযূল : হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা.) বলেছেন, এ সূরার প্রথম আয়াত নাজিল হয়েছে, মক্কার কাফেরদের সম্পর্কে। পূর্ববর্তী সূরার সর্বশেষ আয়াতে উল্লিখিত হয়েছে– فَهَلْ يُهْلَكُ اِلَّا الْقَوْمُ الْفَاسِقُوْنَ অর্থাৎ পাপিষ্ঠরাই ধ্বংস হবে। এ কথার উপর এ প্রশ্ন উত্থিত হতে পারে, যারা নিরন্নকে খাবার দেয়, যারা আত্মীয়-স্বজনের খোঁজ-খবর নেয়, সেলায়ে রেহমী করে তাদের সকল সৎকাজই বিনষ্ট হয়ে যাবে? অথচ কুরআনে কারীমের অন্য আয়াতে আল্লাহ পাক ঘোষণা করেছেন– فَمَنْ يَّعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَّرَهٗ 'যে সামান্যতম সৎকাজও করবে সে তার শুভ পরিণতি অবশ্যই দেখতে পাবে।"

এ প্রশ্নের জবাবই আলোচ্য আয়াতে দেওয়া হয়েছে এবং এ সম্পর্কে সুস্পষ্ট ভাষায় ঘোষণা করা হয়েছে-

اَلَّذِيْنَ كَفَرُوْا وَصَدُّوْا عَنْ سَبِيْلِ اللّٰهِ.

অর্থাৎ যারা অস্বীকার করেছে প্রিয়নবী ﷺ-এর নবুয়তকে এবং পবিত্র কুরআনের সত্যতাকে, শুধু তাই নয়; বরং তারা মানুষকে আল্লাহ পাকের পথ থেকে বিরত রেখেছে আল্লাহ পাক তাদের সকল আমলকে বাতিল করে দিয়েছেন। কেননা কোনো সৎকাজ আল্লাহ পাকের দরবারে কবুল হওয়ার জন্যে পূর্বশর্ত হলো ঈমান। যেহেতু তারা কাফের ও বিদ্রোহী এবং জনসাধারণকে আল্লাহ পাকের পথ থেকে বিরত রাখার জন্যে তারা সর্বদা অপচেষ্টায় লিপ্ত থাকতো, তাই তাদের কোনো সৎকর্মই আল্লাহ পাকের দরবারে গ্রহণযোগ্য নয়।

যে কর্মের উদ্দেশ্য আল্লাহ পাকের সন্তুষ্টি লাভ করা না হয়, তা আল্লাহ পাকের দরবারে গ্রহণযোগ্য হয় না। তবে দুনিয়াতে তাদের এসব কল্যাণকর কাজের জন্যে সুনাম হতে পারে।

তাফসীরকার যাহহাক (র.) আলোচ্য আয়াতে اَضَلَّ اَعْمَالَهُمْ বাক্যটির অর্থ করেছেন এভাবে– আল্লাহ পাক কাফেরদের গোপন চক্রান্তগুলোকে ব্যর্থ করে দিয়েছেন এবং প্রিয়নবী ﷺ-এর বিরুদ্ধে, তাদের সকল ষড়যন্ত্রকে বানচাল করেছেন। মানুষকে ইসলাম থেকে বিরত রাখার এটিই অনিবার্য শাস্তি।

ইমাম রাযী (র.) লিখেছেন, আলোচ্য আয়াতের وَصَدُّوْا عَنْ سَبِيْلِ اللّٰهِ-এর দুটি অর্থ হতে পারে। ১. তারা নিজেদেরকে সত্য গ্রহণ থেকে বিরত রাখে। ২. অথবা এর অর্থ হলো তারা অন্যদেরকে ইসলাম গ্রহণে বিরত রাখে।

বস্তুত অমুসলিমরা যেসব কাজকে সৎকাজ এবং মানবতার জন্যে কল্যাণকর কাজ বলে মনে করে, কিয়ামতের দিন সে কাজগুলোর কোনোটিরই গুরুত্ব হবে না, ঈমান ব্যতীত কোনো সৎকাজই যে গ্রহণযোগ্য হয় না, সেদিন তারা এ সত্য মর্মে মর্মে উপলব্ধি করবে।

তত্ত্বজ্ঞানীগণ বলেছেন, কারো সৎকাজ ব্যর্থ হওয়ার জন্যে তথা গ্রহণযোগ্য না হওয়ার জন্য তার কুফরি ও নাফরমানিই যথেষ্ট; অন্যদেরকে ঈমান আনয়নে বাধা দান এর শর্ত নয়, তবে মক্কার কাফেরদের অবস্থা এই ছিল যে, তারা শুধু কুফরি

https://e-ilm.weebly.com/

ও নাফরমানিতেই যে লিপ্ত ছিল তাই নয়; বরং তারা মানুষকে ঈমান আনয়নেও বাধা দিত এবং কুফরি ও নাফরমানিতে লিপ্ত থাকতে প্ররোচিত করতো।

তাবারানী (র.) হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে ওমর (রা.) বর্ণিত হাদীস সংকলন করেছেন যে, হযরত রাসূলুল্লাহ ﷺ কোনো কোনো সময় মাগরিবের নামাজে এ সূরার প্রথম আয়াতসমূহ তেলাওয়াত করতেন।

اَلَّذِيْنَ كَفَرُوْا وَصَدُّوْا عَنْ سَبِيْلِ اللّٰهِ اَضَلَّ اَعْمَالَهُمْ [١]

শানে নুযূল : হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) বলেন, মক্কার কাফের যারা আল্লাহ তা'আলার একত্ববাদে বিশ্বাসী। নিজেকে এবং অন্যদেরকে আল্লাহর দ্বীন তথা ইসলাম গ্রহণ করা থেকে বিরত রেখেছে। সে সকল নরাধম সম্পর্কে আলোচ্য আয়াত নাজিল হয়েছে। সে সকল নেতৃস্থানীয় হতভাগারা হচ্ছে ১২ জন। তারা বদর অভিযানের দিনে কাফের বাহিনীর খানা পিনার ব্যবস্থা করেছিল। যাতে করে কাফের বাহিনীর কোনো সদস্য বিশ্বাস ঘাতকতা না করে। ১২ জন হচ্ছে ১. আবূ জাহেল ২. হারেছ বিন হিশাম, (রাবিয়ার দুই পুত্র) ৩. উতবা বিন রাবিআ ৪. শাইবা বিন রাবিআ, খালাফ এর দুই পুত্র ৫. উবাই বিন খালফ ৬. উমায়্যা বিন খলফ, হাজ্জাজের দুই পুত্র ৭. মুনাব্বিহ বিন হাজ্জাজ ৮. নুবাইহ বিন হাজ্জাজ ৯. আবুল বাখতারী বিন হিশাম ১০. যুমাআ বিন আসওয়াদ ১১. হাকিম বিন হাযাম ১২ হারেছ বিন আমের বিন নাওফল।

–[কুরতুবী ১৯১/১৬, রূহুল মা'আনী পৃ. ৩২ পারা ২৬ খণ্ড ১৩]

وَالَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَعَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ وَاٰمَنُوْا بِمَا نُزِّلَ عَلٰى مُحَمَّدٍ وَّهُوَ الْحَقُّ مِنْ رَّبِّهِمْ كَفَّرَ عَنْهُمْ سَيِّاٰتِهِمْ وَاَصْلَحَ بَالَهُمْ [٢]

শানে নুযূল–১ : হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন যে, মদীনার আনসারগণ ইসলাম গ্রহণ করার পর, মক্কা হতে আগত মুহাজিরগণকে তাদের স্থাবর অস্থাবর সকল মাল সম্পর্কে সমান অধিকার প্রদান করে সাম্যতার এক বিরল দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছিলেন। তাদের সম্পর্কে আল্লাহ তা'আলা আলোচ্য আয়াত নাজিল করেছেন।

শানে নুযূল–২ : মুকাতিল বলেন, মক্কার এক শ্রেণির কুরাইশিরা ইসলাম গ্রহণ করার অপরাধে রাসূল ﷺ সহ তাদেরকে মক্কা হতে বহিষ্কৃত হতে হয়েছে। বিশেষ করে একমাত্র তাদের শানে আল্লাহ তা'আলা আলোচ্য আয়াত নাজিল করেছেন।

–[কুরতুবী ১৯/১৬]

وَالَّذِيْنَ قُتِلُوْا فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ فَلَنْ يُّضِلَّ اَعْمَالَهُمْ (٤)

শানে নুযূল : ওহুদ যুদ্ধে রাসূলুল্লাহ ﷺ যখন যুদ্ধরত ছিলেন এবং মুসলমানরা আঘাত ও হত্যায় ক্লান্ত ছিলেন এই সময় এই আয়াত অবতীর্ণ হয়। ঐ সময় মুশরিকরা উচ্চ ধ্বনিতে বলতে লাগল যে, হুবলই সর্বোচ্চ। আর মুসলমানরা বলতে লাগল আল্লাহই সর্বোচ্চ এবং সম্মানিত। আর মুশরিকরা একথা বলতে লাগল যে, আজকের দিন বদরের দিনের পরিবর্তে আর উভয় দিনের যুদ্ধ সমান সমান। তখন নবী করীম ﷺ মুসলমানদের বলতে লাগলেন তোমরা বল না উভয় দিন সমান না। বরং আমাদের শহীদরা আল্লাহর কাছে থেকে রিজিক প্রাপ্ত হচ্ছে আর তোমাদের মৃতদেরকে অগ্নিতে পুরানো হচ্ছে। এর প্রতি উত্তরে তারা বলতে লাগল আমাদের তো উযযা আছে তোমাদের তো কোনো উযযা নাই। এর উত্তরে মুসলমানরা বলল, আল্লাহ আমাদের মাওলা, তোমাদের কোনো মাওলা নেই।

ذٰلِكَ بِاَنَّ اللّٰهَ مَوْلَى الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَاَنَّ الْكٰفِرِيْنَ لَا مَوْلٰى لَهُمْ [١١]

শানে নুযূল : আলোচ্য আয়াতও হুদের দিনে নাজিল হয়েছে। ঘটনা প্রবাহ হচ্ছে যে, রাসূল ﷺ পাহাড় শৃঙ্গে ছিলেন। মুসলিম বাহিনীর মাঝে হতাহতের সংখ্যা বেড়ে যেতে লাগল, তখন মুশরিকরা চিৎকার করে বলতে লাগল اُعْلُ هُبَلُ মুসলমানরা বলতে লাগল, اَللّٰهُ اَعْلٰى وَاَجَلُّ মুশরিকরা বলতে লাগল, আজকে বদরের প্রতিশোধ গ্রহণ করার দিন। যুদ্ধ সমান সমান। তখন রাসূল ﷺ বললেন, তোমরা বল, সমান নয় আমাদের যারা নিহত হচ্ছে, তারা জীবিত, আল্লাহর নিকট তারা রিজিক প্রাপ্ত। পক্ষান্তরে তোমাদের পক্ষে যারা নিহত হচ্ছে, তারা জাহান্নামে শাস্তি প্রাপ্ত হবে। তখন মুশরিকেরা বলেছিল, আমাদের তো উযযা রয়েছে, তোমাদের কিন্তু উযযা নেই। তখন মুসলমানগণ বলেছিলেন যে, আল্লাহ আমাদের সহায়ক তোমাদের কোনো সহায়ক নেই। কাফেরদের বিপক্ষে মুসলমানদের দাবির সত্যায়নে আল্লাহ তা'আলা আলোচ্য আয়াত নাজিল করেন। –[কুরতুবী ১৯৬/১৬]

https://e-ilm.weebly.com/

أَضَلَّ أَعْمَالَهُمْ বলে কাফেরদের ঐ সকল কর্ম বুঝানো হয়েছে যা প্রকৃতপক্ষে সৎ কর্ম, যেমন ফকির-মিসকিনকে সাহায্য ও সহায়তা করা, প্রতিবেশীর সমর্থন ও হেফাজত করা, দানশীলতা, দান-খয়রাত ইত্যাদি। এসব কর্ম যদিও প্রকৃতপক্ষে সৎকর্ম, কিন্তু ঈমানসহ হলেই পরকালে এগুলো দ্বারা উপকার পাওয়া যাবে। কাফেরদের এ ধরনের সৎ কর্ম পরকালে তাদের জন্য মোটেই উপকারী হবে না। তবে তাদের সৎকর্মের বিনিময়ে ইহকালেই তাদেরকে আরাম ও সুখ দান করা হয়। صَدُّوا عَنْ سَبِيلِ اللّٰهِ -এখানে سَبِيلِ اللّٰهِ (আল্লাহর পথ) বলে ইসলামকে বুঝানো হয়েছে।

وَآمَنُوا بِمَا نُزِّلَ عَلٰى مُحَمَّدٍ –যদিও পূর্ববর্তী বাক্যেও ঈমান ও সৎকর্মের কথা উল্লেখ করা হয়েছে, যাতে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর রিসালাত ও তাঁর প্রতি অবতীর্ণ ওহীও শামিল রয়েছে, কিন্তু এই দ্বিতীয় বাক্যে একথা স্পষ্টভাবে পুনরুল্লেখ করার উদ্দেশ্য এই সত্য ব্যক্ত করা যে, শেষ নবী হযরত মুহাম্মদ ﷺ -এর সমস্ত শিক্ষা সর্বান্তকরণে গ্রহণ করার উপরই ঈমানের আসল ভিত্তি প্রতিষ্ঠিত রয়েছে।

وَأَصْلَحَ بَالَهُمْ - بَالٌ শব্দটি কখনো অবস্থার অর্থে এবং কখনো অন্তরের অর্থে ব্যবহৃত হয়। এখানে উভয় অর্থ নেওয়া যায়। প্রথম অর্থে আয়াতের মর্ম এই যে, আল্লাহ তা'আলা তাদের অবস্থাকে অর্থাৎ, ইহকাল ও পরকালের সমস্ত কর্মকে ভালো করে দেন। দ্বিতীয় অর্থে উদ্দেশ্য এই যে, আল্লাহ তা'আলা তাদের অন্তরকে ঠিক করে দেন। এর সারমর্মও সমস্ত কাজকর্ম ঠিক করে দেওয়া। কেননা কাজকর্ম ঠিক করে দেওয়া অন্তর ঠিক করে দেওয়ার সাথে ওতপ্রোতভাবে জড়িত।

فَإِذَا لَقِيتُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا فَضَرْبَ الرِّقَابِ حَتّٰى إِذَا أَثْخَنْتُمُوهُمْ الخ

আলোচ্য আয়াত থেকে দুটি বিষয় প্রমাণিত হয়। (এক) যুদ্ধের মাধ্যমে কাফেরদের শৌর্য-বীর্য নিঃশেষ হয়ে গেলে তাদেরকে হত্যার পরিবর্তে বন্দি করতে হবে। (দুই) অতঃপর এই যুদ্ধবন্দিদের সম্পর্কে মুসলমানদের দুই রকম ক্ষমতা দেওয়া হয়েছে। প্রথমতঃ কৃপাবশতঃ তাদেরকে কোনো রকম মুক্তিপণ ও বিনিময় ব্যতিরেকেই মুক্ত করে দেওয়া। দ্বিতীয়তঃ মুক্তিপণ নিয়ে ছেড়ে দেওয়া। মুক্তিপণ এরূপও হতে পরে যে, আমাদের কিছুসংখ্যক মুসলমান তাদের হাতে বন্দি থাকলে তাদের বিনিময়ে কাফের বন্দিদেরকে মুক্ত করা এবং এরূপও হতে পরে যে, কিছু অর্থকড়ি নিয়ে ছেড়ে দেওয়া। এই বিধান পূর্ববর্ণিত সূরা আনফালের বিধানের বাহ্যতঃ খেলাফ। সূরা আনফালে বদর যুদ্ধের বন্দিদেরকে মুক্তিপণ নিয়ে ছেড়ে দেওয়ার সিদ্ধান্তের কারণে আল্লাহ তা'আলার পক্ষ থেকে সতর্কবাণী অবতীর্ণ হয়েছিল এবং রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছিলেন : আমাদের এই সিদ্ধান্তের কারণে আল্লাহ তা'আলার আজাব নিকটবর্তী হয়ে গিয়েছিল। যদি এই আজাব আসত, তবে ওমর ইবনে খাত্তাব ও সা'দ ইবনে মুয়ায (রা.) ব্যতীত কেউ তা থেকে রক্ষা পেত না। কেননা তাঁরা মুক্তিপণ নিয়ে ছেড়ে দেওয়ার বিপক্ষে ছিলেন। এই ঘটনার পূর্ণ বিবরণ পূর্বে বর্ণিত হয়েছে। সারকথা এই যে, সূরা আনফালের আয়াত বদরের বন্দিদেরকে মুক্তিপণ নিয়ে ছেড়ে দেওয়াও নিষিদ্ধ ছিল। সূরা মুহাম্মদের আলোচ্য আয়াত এই উভয় বিষয়কে সিদ্ধ সাব্যস্ত করেছে। এ কারণেই অধিকাংশ সাহাবী ও ফিকহবিদ বলেন যে, সূরা মুহাম্মদের আলোচ্য আয়াত সূরা আনফালের আয়াতকে রহিত করে দিয়েছে। তাফসীরে মাযহারীতে আছে, হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে ওমর (রা.), হাসান, আতা (র.), প্রমুখ অধিকাংশ সাহাবী ও ফিকহবিদের উক্তি তাই। ছাওরী, শাফেয়ী, আহমদ, ইসহাক (র.) প্রমুখ ফিকহবিদ ইমামগণের মাযহাবও তাই। হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) বলেন, বদর যুদ্ধের সময় মুসলমানদের সংখ্যা কম ছিল। তখন কৃপা করা ও মুক্তিপণ নেওয়া নিষিদ্ধ ছিল। পরে যখন মুসলমানদের শৌর্য-বীর্য ও সংখ্যা বেড়ে যায়, তখন সূরা মুহাম্মদে কৃপা করা ও মুক্তিপণ নেওয়ার অনুমতি প্রদান করা হয়। তাফসীরে মাযহরীতে কাযী সানাউল্লাহ (র.) একথাটি উদ্ধৃত করার পর বলেন, এ উক্তিই বিশুদ্ধ ও পছন্দনীয়। কেননা স্বয়ং রাসূলুল্লাহ ﷺ একে কার্যে পরিণত করেছেন এবং খোলাফায়ে রাশেদীনও একে কার্যে পরিণত করে দেখিয়েছেন। তাই এই আয়াত সূরা আনফালের আয়াতকে রহিত করে দিয়েছে। কারণ এই যে, সূরা আনফালের আয়াত বদর যুদ্ধের সময় অবতীর্ণ হয়। বদর যুদ্ধ হিজরতের দ্বিতীয় সালে সংঘটিত হয়েছিল। আর রাসূলুল্লাহ ﷺ ষষ্ঠ হিজরিতে হুদায়বিয়ার ঘটনার সময় সূরা মুহাম্মদের আলোচ্য আয়াত অনুযায়ী বন্দিদেরকে মুক্তিপণ ব্যতিরেকে মুক্তি দিয়েছিলেন।

সহীহ মুসলিমে হযরত আনাস (রা.) থেকে বর্ণিত আছে যে, একবার মক্কার আশি জন কাফের রাসূলুল্লাহ ﷺ -কে অতর্কিতে হত্যা করার ইচ্ছা নিয়ে তানয়ীম পাহাড় থেকে নীচে অবতরণ করে। রাসূলুল্লাহ ﷺ তাদেরকে জীবিত গ্রেফতার করেন এবং মুক্তিপণ ব্যতিরেকেই মুক্ত করে দেন। এরই পরিপ্রেক্ষিতে সূরা ফাতহের নিম্নোক্ত আয়াত অবতীর্ণ হয় : وَهُوَ الَّذِي كَفَّ أَيْدِيَهُمْ عَنْكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ عَنْهُمْ بِبَطْنِ مَكَّةَ مِنْ بَعْدِ أَنْ أَظْفَرَكُمْ عَلَيْهِمْ

https://e-ilm.weebly.com/

এক রেওয়ায়েত অনুযায়ী ইমাম আযম আবূ হানীফা (র.)-এর সিদ্ধান্ত এই যে, যুদ্ধবন্দিদেরকে মুক্তিপণ ব্যতিরেকে অথবা মুক্তিপণ নিয়ে মুক্ত করে দেওয়া জায়েজ নয়। এ কারণেই হানাফী আলেমগণ সূরা মুহাম্মদের আলোচ্য আয়াতকে ইমাম আযম (র.) -এর মতে রহিত ও সূরা আনফালের আয়াতকে রহিতকারী সাব্যস্ত করেছেন। কিন্তু তাফসীরে মাযহারী সুস্পষ্টভাবে বর্ণনা করেছে যে, সূরা আনফালের আয়াত পূর্বে এবং সূরা মুহাম্মদেরে আয়াত পরে অবতীর্ণ হয়েছে। তাই সূরা মুহাম্মদের আয়াতই রহিতকারী এবং সূরা আনফালের আয়াত রহিত। ইমাম আযমের পছন্দনীয় মাযহাবও অধিকাংশ সাহাবী ও ফিকহবিদের অনুরূপ অর্থাৎ, মুক্তি করা জায়েজ বলে তাফসীরে মাযহারীতে বর্ণনা করেছে। যদি এতেই মুসলমানদের উপকারিতা নিহিত থাকে। তাফসীরে মাযহারীর মতে এটাই বিশুদ্ধ ও পছন্দনীয় মাযহাব। হানাফী আলেমগণের মধ্যে আল্লামা ইবনে হুমাম (র.) ফতহুল কাদীর গ্রন্থে এই অভিমতকেই অগ্রাধিকার দিয়েছেন। তিনি লিখেন : কুদূরী ও হেদায়ার বর্ণনা অনুযায়ী ইমাম আযমের মতে বন্দীদেরকে মুক্তিপণ নিয়ে মুক্ত করা যায় না। এটা ইমাম আযম (র.) থেকে বর্ণিত এক রেওয়ায়েত। কিন্তু তাঁর কাছ থেকেই অপর এক রেওয়ায়েত 'সিয়ারে-কাবীরে' জমহুরের উক্তির অনুরূপ বর্ণিত আছে যে, মুক্ত করা জায়েজ। উভয় রেওয়ায়েতের মধ্যে শেষোক্ত রেওয়ায়েতই অধিক স্পষ্ট। ইমাম তাহাভী (র.) "মা' আনিউল-আসারে" একেই ইমাম আযম (র.) -এর মাযহাব সাব্যস্ত করেছেন।

সারকথা এই যে, সূরা মুহাম্মদ ও সূরা আনফালের উভয় আয়াত অধিকাংশ সাহাবী ও ফিকহবিদের মতে রহিত নয়। মুসলমানদের অবস্থা ও প্রয়োজন অনুযায়ী মুসলমানদের শাসনকর্তা এতদুভয়ের মধ্যে যে কোনো একটিকে উপযুক্ত মনে করবে, সেটিই প্রয়োগ করতে পারবে। কুরতুবী রাসূলুল্লাহ ﷺ ও খোলাফায়ে রাশেদীনের গৃহীত কর্মপন্থা দ্বারা প্রমাণিত করেছেন যে, যুদ্ধবন্দীদেরকে কখনও হত্যা করা হয়েছে, কখনও গোলাম করা হয়েছে, কখনও মুক্তিপণ নিয়ে ছেড়ে দেওয়া হয়েছে এবং কখনও মুক্তিপণ ব্যতিরেকেই মুক্ত করে দেওয়া হয়েছে। যুদ্ধবন্দীদের বিনিময়ে মুসলমান বন্দিদেরকে মুক্ত করানো এবং কিছু অর্থকড়ি নিয়ে ছেড়ে দেওয়া এই উভয় ব্যবস্থাই মুক্তিপণ নেওয়ার অন্তর্ভুক্ত এবং রাসূলুল্লাহ ﷺ -ও খোলাফায়ে রাশেদীনের গৃহীত কর্মপন্থা দ্বারা উভয় ব্যবস্থাই প্রমাণিত আছে। এই বক্তব্য পেশ করার পর ইমাম কুরতুবী (র.) বলেন, এ থেকে জানা যায় যে, এ ব্যাপারে যেসব আয়াতকে রহিতকারী ও রহিত বলা হয়েছে, প্রকৃতপক্ষে সেগুলো তদ্রূপ নয়; বরং সবগুলো অকাট্য আয়াত। কোনো আয়াতই রহিত নয়। কেননা কাফেররা যখন বন্দি হয়ে আমাদের হাতে আসবে, তখন মুসলিম শাসনকর্তা চারটি ধারার মধ্য থেকে যে কোনোটি প্রয়োগ করতে পারবেন। তিনি উপযুক্ত মনে করলে বন্দিদেরকে হত্যা করবেন, উপযুক্ত বিবেচনা করলে তাদেরকে গোলাম ও বাঁদী করে নেবেন, মুক্তিপণ নেওয়া উপযুক্ত মনে করলে অর্থকড়ি নিয়ে অথবা মুসলমান বন্দিদের বিনিময়ে ছেড়ে দেবেন। অথবা কোনোরূপ মুক্তিপণ ছাড়াই মুক্ত করে দেবেন। এরপর কুরতুবী লিখেন :

وَهٰذَا الْقَوْلُ يُرْوٰى مِنْ اَهْلِ الْمَدِيْنَةِ وَالشَّافِعِيِّ وَاَبِىْ عُبَيْدٍ وَحَكَاهُ الطَّحَاوِىُّ مَذْهَبًا عَنْ اَبِىْ حَنِيْفَةَ وَالْمَشْهُوْرُ مَا قَدَّمْنَاهُ.

মদীনার আলেমগণ তাই বলেন এবং এটাই ইমাম শাফেয়ী ও আবূ ওবায়েদ (র.)-এর উক্তি। ইমাম তাহাভী, ইমাম আবূ হানীফা (র.) -এর এই উক্তি বর্ণনা করেছেন। তবে তাঁর প্রসিদ্ধ মত সেটিই যা পূর্বে উল্লেখ করা হয়েছে।

যুদ্ধবন্দিদের সম্পর্কে মুসলিম শাসনকর্তার চারটি ক্ষমতা : উপরিউক্ত বক্তব্য থেকে স্পষ্ট হয়ে উঠেছে যে, মুসলিম শাসনকর্তা যুদ্ধবন্দিদেরকে হত্যা করতে পারবেন এবং তাদেরকেও গোলাম বানাতে পারবেন। এই প্রশ্নে উম্মতের সবাই একমত। মুক্তিপণ নিয়ে অথবা মুক্তিপণ ব্যতিরেকেই ছেড়ে দেওয়ার ব্যাপারে যদিও কিছু মতভেদ আছে, কিন্তু অধিকাংশের মতে এই উভয় ব্যবস্থাই বৈধ।

ইসলামে দাসত্বের আলোচনা : এখানে একটি প্রশ্ন দেখা দেয় যে, যুদ্ধবন্দিদের মুক্ত করে দেওয়ার ব্যাপারে তো ফিকহবিদগণের মধ্যে কিছু না কিছু মতভেদ আছে। কিন্তু হত্যা করা ও গোলাম বানানোর বৈধতার ব্যাপারে কোনো মতভেদ নেই। এ ক্ষেত্রে সবাই একমত যে, হত্যা করা ও দাসে পরিণত করা উভয় ব্যবস্থাই জায়েজ। এমতাবস্থায় কুরআন পাকে এই ব্যবস্থাদ্বয়ের উল্লেখ করা হয়নি কেন? শুধু মুক্ত করে দেওয়ার দুই ব্যবস্থাই কেন উল্লেখ করা হলো? ইমাম রাযী (র.) তাফসীরে কাবীরে এ প্রশ্নের উত্তরে বলেন, এখানে কেবল এমন দুটি ব্যবস্থার কথা আলোচনা করা হয়েছে যা সর্বত্র ও সর্বদা বৈধ। দাসে পরিণত করার কথা উল্লেখ না করার কারণ এই যে, আরবের যুদ্ধবন্দীদেরকে দাসে পরিণত করার অনুমতি নেই এবং পঙ্গু ইত্যাদি লোকের হত্যাও জায়েজ নয়। এতদ্ব্যতীত হত্যার কথা পূর্বে উল্লেখও করা হয়েছে। -[তাফসীরে-কাবীর, ৭ম খণ্ড, ৫০৮ পৃ.]

https://e-ilm.weebly.com/

দ্বিতীয় কথা এই যে, হত্যা করা ও দাসে পরিণত করার বৈধতা সুবিদিত ও সুপরিজ্ঞাত ছিল। সবাই জানত যে, এই উভয় ব্যবস্থাই বৈধ। এর বিপরীতে মুক্ত করে দেওয়ার বিষয়টি বদর যুদ্ধের সময় রহিত করে দেওয়া হয়েছিল। এখন এস্থলে মুক্ত ছেড়ে দেওয়ার অনুমতি দান করাই উদ্দেশ্য ছিল! তাই এরই দুই প্রকার উল্লেখ করা হয়েছে। অর্থাৎ, মুক্তিপণ বতিরেকে ছেড়ে দেওয়া এবং মুক্তিপণ নিয়ে ছেড়ে দেওয়া। যেসব ব্যবস্থা পূর্ব থেকেই বৈধ ছিল সেগুলোকে এস্থলে বর্ণনা করার প্রয়োজন ছিল না। তাই আলোচ্য আয়াতসমূহে সে সম্পর্কে কিছু বলা হয়নি। কাজেই এসব আয়াতদৃষ্টে একথা বলা কিছুতেই ঠিক নয় যে, এসব আয়াত অবতীর্ণ হওয়ার পর হত্যা অথবা দাসে পরিণত করার বিধান রহিত হয়ে গেছে। যদি দাসে পরিণত করার বিধান রহিতই হয়ে যেত, তবে কুরআন ও হাদীসের এক না এক জায়গায় এর নিষেধাজ্ঞা উল্লেখিত হতো। যদি আলোচ্য আয়াতই নিষেধাজ্ঞার স্থলাভিষিক্ত হতো তবে রাসূলুল্লাহ ﷺ ও তাঁর পর কোরআন ও হাদীসের অকৃত্রিম অনুসারী সাহাবায়ে কেরাম অসংখ্য যুদ্ধবন্দীদের কেন দাসে পরিণত করেছেন? হাদীস ও ইতিহাসে দাসে পরিণত করার কথা এত অধিক পরিমাণে ও পরম্পরা সহকারে বর্ণিত হয়েছে যে, তা অস্বীকার করা ধৃষ্টতা বৈ কিছুই নয়।

এখন প্রশ্ন থেকে যায় যে, ইসলাম মানবাধিকারের সর্ববৃহৎ সংরক্ষক হয়ে দাসত্বের অনুমতি কিরূপে দিল? প্রকৃতপক্ষ ইসলামের বৈধকৃত দাসত্বকে জগতে অন্যান্য ধর্ম ও জাতির দাসত্বের অনুরূপ মনে করে নেওয়ার কারণেই এই প্রশ্ন দেখা দিয়েছে। অথচ ইসলাম দাসদেরকে যেসব অধিকার দান করেছে এবং সমাজে তাদেরকে যে মর্যাদা দিয়েছে এরপর তারা কেবল নামেই দাস রয়ে গেছে। নতুবা তারা প্রকৃতপক্ষে ভ্রাতৃত্ব বন্ধনে আবদ্ধ হয়ে গেছে। বিষয়টির প্রকৃত স্বরূপ দৃষ্টির সামনে তুলে ধরলে দেখা যায় যে, অনেক অবস্থায় যুদ্ধবন্দিদের সাথে এর চাইতে উত্তম ব্যবহার সম্ভবপর নয়। পাশ্চাত্যের খ্যাতনামা প্রাচ্য শিক্ষাবিশারদ মসিও গোস্তাও লিবান তদীয় "আরবের তমদ্দুন" গ্রন্থে লিখেন :

"বিগত ত্রিশ বছর সময়ের মধ্যে লিখিত আমেরিকার বই-পুস্তক পাঠে অভ্যস্ত কোনো ইউরোপীয় ব্যক্তির সামনে যদি 'দাস' শব্দটি উচ্চারণ করা হয় তবে তার মানসপটে এমন অসহায় একদল মানুষের চিত্র ভেসে উঠে যাদেরকে শিকল দ্বারা আষ্টেপৃষ্ঠে বেঁধে রাখা হয়েছে, গলায় বেড়ি পরানো হয়েছে এবং বেত মেরে মেরে হাঁকানো হচ্ছে। তাদের খোরাক প্রাণটা কোনোরূপে দেহে আটকে রাখার জন্যেও যথেষ্ট নয়। বসবাসের জন্য অন্ধকারময় কক্ষ ছাড়া তারা আর কিছুই পায় না। আমি এখানে এ সম্পর্কে কিছু বলতে চাই না যে, এই চিত্র কতটুকু সঠিক এবং ইংরেজরা বিগত বছরগুলোতে আমেরিকায় যা কিছু করেছে তা এই চিত্রের অনুরূপ কি না। ..... কিন্তু এটা নিশ্চিত সত্য যে, মুসলমানদের কাছে দাসের যে, চিত্র তা খ্রিস্টানদের চিত্র থেকে সম্পূর্ণ ভিন্ন। –[ফরীদ ওয়াজদী প্রণীত দায়েরাতুল-মা'আরেফ থেকে উদ্ধৃত। ৪র্থ খণ্ড, ১৭৯ পৃ]

প্রকৃত সত্য এই যে, অনেক অবস্থায় বন্দীদেরকে দাসে পরিণত করার চাইতে উত্তম কোনো পথ থাকে না। কেননা দাসে পরিণত না করা হলে যৌক্তিক দিক দিয়ে তিন অবস্থাই সম্ভবপর– হয় হত্যা করা হবে, না হয় মুক্ত ছেড়ে দেওয়া হবে, না হয় যাবজ্জীবন বন্দী করে রাখা হবে। প্রায়ই এই তিন অবস্থা উপযোগিতার পরিপন্থি হয়। কোনো কোনো বন্দী উন্নত প্রতিভার অধিকারী হয়ে থাকে, এ কারণে হত্যা করা সমীচীন হয় না। মুক্ত ছেড়ে দিলে অনেক ক্ষেত্রেই এমন আশঙ্কা থাকে যে, স্বদেশে পৌঁছে সে মুসলমানদের জন্য পুনরায় বিপদ হয়ে দাঁড়াবে। এখন এই দুই অবস্থাই অবশিষ্ট থাকে- হয় তাকে যাবজ্জীবন বন্দী রেখে আজকালকার মতো কোনো বিচ্ছিন্ন দ্বীপে আটক রাখা, না হয় তাকে দাসে পরিণত করে তার প্রতিভাকে কাজে লাগানো এবং তার মানবিক অধিকারগুলোও পুরোপুরি প্রদান করা। চিন্তা করলে প্রত্যেকেই বুঝতে পারে যে, এতদুভয়ের মধ্যে উত্তম ব্যবস্থা কোনটি? বিশেষতঃ দাসদের সম্পর্কে ইসলামের যে দৃষ্টিভঙ্গি তার পরিপ্রেক্ষিতে এটা বোঝা আরও সহজ। দাসদের সম্পর্কে ইসলামের দৃষ্টিভঙ্গি রাসূলে কারীম ﷺ নিম্নরূপ ভাষায় ব্যক্ত করেছেন :

اِخْوَانُكُمْ جَعَلَهُمُ اللّٰهُ تَحْتَ اَيْدِيْكُمْ فَمَنْ كَانَ اَخُوْهُ تَحْتَ يَدَيْهِ فَلْيُطْعِمْهُ مَايَاْكُلُ وَلْيُلْبِسْهُ مِمَّا يَلْبَسُ وَلَا يُكَلِّفُهُ مَا يَغْلِبُهُ فَاِنْ كَلَّفَهُ يَغْلِبُهُ فَلْيُعِنْهُ ـ

তোমাদের দাসেরা তোমাদের ভাই। আল্লাহ তাদেরকে তোমাদের অধীনস্থ করে দিয়েছেন। অতএব, যার ভাই তার অধীনস্থ হয়, সে যেন তাকে তাই খাওয়ায় যা সে নিজে খায়, তাই পরিধান করায় যা সে নিজে পরিধান করে এবং তাকে যেন এমন কাজের ভার না দেয় যা তার জন্য অসহনীয় হয়। যদি এমন কাজের ভার দিতেই হয়, তবে যেন সে নিজেও তাকে সাহায্য করে। –[বুখারী, মুসলিম, আবূ দাউদ]

https://e-ilm.weebly.com/

সামাজিক ও সাংস্কৃতিক অধিকারের দিক দিয়ে ইসলাম দাসদেরকে যে মর্যাদা দান করেছে তা স্বাধীন ও মুক্ত মানুষের মর্যাদার প্রায় কাছাকাছি। সেমতে অন্যান্য জাতির বিপরীতে ইসলাম দাসদেরকে শুধু বিবাহ করার অনুমতিই দেয়নি; বরং মালিকদেরকে وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنْكُمْ আয়াতের মাধ্যমে জোর তাগিদও করেছে। এমনকি তারা স্বাধীন মুক্ত নারীদেরকেও বিবাহ করতে পারে। তারা জেহাদেও অংশগ্রহণ করতে পারে এবং যুদ্ধলব্ধ সম্পদে তাদের অংশ স্বাধীন মুজাহিদদের সমান। শত্রুকে যে কোনো ধরনের নিরাপত্তা দানের ব্যাপারে তাদের উক্তিও তেমনি ধর্তব্য যেমন স্বাধীন ব্যক্তিবর্গের উক্তি।

কুরআন ও হাদীস তাদের সাথে সদ্ব্যবহারের নির্দেশাবলি এত অধিক বর্ণিত হয়েছে যে, সেগুলোকে একত্রে সন্নিবেশিত করলে একটি স্বতন্ত্র পুস্তক হয়ে যেতে পারে। হযরত আলী (রা.) বলেন, দু'জাহানের সরদার হযরত রাসূলে মকবূল ﷺ -এর পবিত্র মুখে যে কথাগুলো জীবনের শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত উচ্চারিত হচ্ছিল এবং যারপর তিনি পরম প্রভুর সান্নিধ্যে চলে যান তা ছিল এই: اَلصَّلٰوةَ اَلصَّلٰوةَ اِتَّقُوا اللّٰهَ فِيمَا مَلَكَتْ اَيْمَانُكُمْ অর্থাৎ, নামাজের প্রতি লক্ষ্য রাখ, নামাজের প্রতি লক্ষ্য রাখ। তোমাদের অধীনস্থ দাসদের ব্যাপারে আল্লাহকে ভয় কর। –[আবূ দাউদ]

ইসলাম দাসদেরকে শিক্ষাদীক্ষা অর্জনেরও যথেষ্ট সুযোগ-সুবিধা প্রদান করেছে। খলীফা আব্দুল মালেক ইবনে মারওয়ানের আমলে ইসলামি সম্রাজ্যের প্রায় সকল প্রদেশের জ্ঞান-গরিমায় যারা সর্বশ্রেষ্ঠ ছিলেন তাঁদের অধিকাংশই দাসদের অন্তর্ভুক্ত ছিলেন। এ প্রথাটি ক্রমে বিলীন করা অথবা হ্রাস করার জন্যে দাসদেরকে মুক্ত করার ফজিলত কুরআন ও হাদীসে ভূরি ভূরি বর্ণিত হয়েছে, যাতে মনে হয় যেন অন্য কোনো সৎকর্ম এর সমকক্ষ হতে পারে না। ফিকহের বিভিন্ন বিধি-বিধানে দাসদেরকে মুক্ত করার জন্যে বাহানা তালাশ করা হয়েছে। রোজার কাফ্ফারা, হত্যার কাফ্ফারা, যেহারের কাফ্ফারা ও কসমের কাফ্ফরার মধ্যে দাস মুক্ত করাকে সর্বপ্রথম বিধান রাখা হয়েছে। এমনকি হাদীসে একথাও বলা হয়েছে যে, কেউ যদি দাসকে অন্যায়ভাবে চপেটাঘাত করে, তবে এর কাফ্ফারা হচ্ছে দাসকে মুক্ত করে দেওয়া। –(মুসলিম) সাহাবায়ে কেরামের অভ্যাস ছিল তাঁরা অকাতরে প্রচুর সংখ্যক দাস মুক্ত করতেন। "আন্নাজমুল ওয়াহ্হাজ" -এর গ্রন্থকার কোনো কোনো সাহাবীর মুক্ত করা দাসদের সংখ্যা নিম্নরূপ বর্ণনা করেছেন :

হযরত আয়েশা (রা.) - ৬৯, হযরত হাকীম ইবনে হেযাম (রা.) ১০০, হযরত ওসমান গণী (রা.) - ২০, হযরত আব্বাস (রা.) - ৭০, হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে ওমর (রা.)- ১০০০, হযরত যূল কা'লা হিমাইয়ারী (রা.)- ৮০০০ (মাত্র একদিনে), হযরত আব্দুর রহমান ইবনে আউফ (র.)- ৩০, ০০০ (ফতহুল আল্লাম, টীকা বুলুগুল মারাম নবাব সিদ্দীক হাসান খান প্রণীত, ২য় খণ্ড, ২৩২ পৃ.) এ থেকে জানা যায় যে, মাত্র সাতজন সাহাবী, ৩৯, ২৫৯ জন দাসকে মুক্ত করেছেন। বলাবাহুল্য, অন্য আরও হাজারো সাহাবীর মুক্ত করা দাসদের সংখ্যা এর চাইতে অনেক বেশি হবে। মোটকথা, ইসলাম দাসত্বের ব্যবস্থায় সর্বব্যাপী সংস্কার সাধন করেছে। যে ব্যক্তি এগুলোকে ইনসাফের দৃষ্টিতে দেখবে সে এই সিদ্ধান্তে উপনীত হতে বাধ্য হবে যে, ইসলামের দাসত্বকে অন্যান্য জাতির দাসত্বের অনুরূপ মনে করা সম্পূর্ণ ভ্রান্ত। এসব সংস্কার সাধনের পর যুদ্ধবন্দীদেরকে দাসে পরিণত করার অনুমতি তাদের প্রতি একটি বিরাট অনুগ্রহের রূপ পরিগ্রহ করেছে।

এখানে একথাও স্মরণ রাখা দরকার যে, যুদ্ধবন্দীদেরকে দাসে পরিণত করার বিধান কেবল বৈধতা পর্যন্ত সীমিত। অর্থাৎ, ইসলামি রাষ্ট্র যদি উপযুক্ত বিবেচনা করে, তবে তাদেরকে দাসে পরিণত করতে পারে। এরূপ করা মোস্তাহাব অথবা ওয়াজিব নয়। বরং কোরআন ও হাদীসের সমষ্টিগত বাণী থেকে মুক্ত করাই উত্তম বোঝা যায়। দাসে পরিণত করার এই অনুমতিও ততক্ষণ, যতক্ষণ শত্রুপক্ষের সাথে এর বিপরীত কোনো চুক্তি না থাকে। যদি শত্রুপক্ষের সাথে চুক্তি হয়ে যায় যে, তারা আমাদের বন্দীদেরকে দাসে পরিণত করবে না এবং আমরাও তাদের বন্দীদেরকে দাসে পরিণত করব না, তবে এই চুক্তি মেনে চলা অপরিহার্য হবে। বর্তমান যুগে বিশ্বের অনেক দেশ এরূপ চুক্তিতে আবদ্ধ আছে। কাজেই যেসব মুসলিম দেশ এই চুক্তিতে স্বাক্ষর করেছে তাদের জন্যে চুক্তি বিদ্যমান থাকা পর্যন্ত কোনো বন্দীকে দাসে পরিণত করা বৈধ হবে না।

জেহাদ সিদ্ধ হওয়ার একটি রহস্য : وَلَوْ يَشَاءُ اللّٰهُ لَانْتَصَرَ مِنْهُمْ –এ আয়াতে আল্লাহ তা'আলা বলেছেন যে, মুসলিম সম্প্রদায়ের মধ্যে জেহাদের সিদ্ধতা প্রকৃতপক্ষে একটি রহমত। কেননা জেহাদকে আসমানি আজাবের স্থলাভিষিক্ত করা হয়েছে। কারণ কুফর, শিরক ও খোদাদ্রোহিতার শাস্তি পূর্ববর্তী উম্মতদেরকে আসমান ও জমিনের

https://e-ilm.weebly.com/

https://e-ilm.weebly.com/

শব্দ বিশ্লেষণ :

اَثْخَنْتُمُوْهُمْ : সীগাহ جمع مذكر حاضر বহছ ماضى معروف বাব اِفْعَالٌ মাসদার اِثْخَانٌ মূলবর্ণ (ث ـ خ ـ ن) জিনস صحيح অর্থ– রক্ত স্রোত বইয়ে দিবে।

شُدُّوْا : সীগাহ جمع مذكر حاضر বহছ امر حاضر معروف বাব نَصَرَ মাসদার شَدٌّ মূলবর্ণ (ش ـ د ـ د) জিনস مضاعف ثلاثى অর্থ– দৃঢ়রূপে বেঁধে ফেল।

اَوْزَارَهَا : এটা وِزْرٌ-এর বহুবচন। অর্থ– তাদের অস্ত্র। তাদের বোঝা।

دَمَّرَ : সীগাহ واحد مذكر غائب বহছ ماضى معروف বাব تَفْعِيْل মাসদার تَدْمِيْرٌ মূলবর্ণ (د ـ م ـ ر) জিনস صحيح অর্থ– ধ্বংস নিপতিত করেছেন।

لَقِيْتُمْ : সীগাহ جمع مذكر حاضر বহছ ماضى معروف বাব سَمِعَ মাসদার اَللِّقَاءُ মূলবর্ণ (ل ـ ق ـ ى) জিনস ناقص يائى অর্থ– তোমরা সম্মুখীন হও, সাক্ষাৎ কর।

يَشَاءُ : সীগাহ واحد مذكر غائب বহছ مضارع معروف বাব فَتَحَ মাসদার اَلْمَشِيْئَةُ মূলবর্ণ (ش ـ ى ـ ء) জিনস মুরাক্কাব اجوف يائى এবং مهموز لام অর্থ– চাইতেন। ইচ্ছা করতেন।

قُتِلُوْا : সীগাহ جمع مذكر غائب বহছ ماضى مجهول বাব نَصَرَ মাসদার اَلْقَتْلُ মূলবর্ণ (ق ـ ت ـ ل) জিনস صحيح অর্থ– নিহত হয়।

يُصْلِحُ : সীগাহ واحد مذكر غائب বহছ مضارع معروف বাব اِفْعَالٌ মাসদার اَلْاِصْلَاحُ মূলবর্ণ (ص ـ ل ـ ح) জিনস صحيح অর্থ– ঠিক রাখবেন।

عَرَّفَهَا : সীগাহ واحد مذكر غائب বহছ ماضى معروف বাব تَفْعِيْل মাসদার اَلتَّعْرِيْفُ মূলবর্ণ (ع ـ ر ـ ف) জিনস صحيح অর্থ– জানিয়ে ছিলেন।

اٰمَنُوْا : সীগাহ جمع مذكر غائب বহছ ماضى معروف বাব اِفْعَالٌ মাসদার اَلْاِيْمَانُ মূলবর্ণ (ء ـ م ـ ن) জিনস مهموز فاء অর্থ– ঈমান এনেছে।

يُثَبِّتُ : সীগাহ واحد مذكر غائب বহছ مضارع معروف বাব تَفْعِيْل মাসদার تَثْبِيْتٌ মূলবর্ণ (ث ـ ب ـ ت) জিনস صحيح অর্থ– অটল রাখবেন।

اَعْمَالَهُمْ : শব্দটি বহুবচন; একবচনে عَمَلٌ অর্থ– আমল।

اَحْبَطَ : সীগাহ واحد مذكر غائب বহছ ماضى معروف বাব اِفْعَالٌ মাসদার اَلْاِحْبَاطُ মূলবর্ণ (ح ـ ب ـ ط) জিনস صحيح অর্থ– বিফল করেছেন।

বাক্য বিশ্লেষণ :

اَلَّذِيْنَ كَفَرُوْا وَصَدُّوْا عَنْ سَبِيْلِ اللّٰهِ اَضَلَّ اَعْمَالَهُمْ : এখানে اَلَّذِيْنَ হলো মুবতাদা আর كَفَرُوْا বাক্যটি হলো সেলাহ। আর صَدُّوْا টা كَفَرُوْا-এর উপর আতফ হয়েছে। আর عَنْ سَبِيْلِ اللّٰهِ টা صَدُّوْا-এর সাথে متعلق হয়েছে। আর اَضَلَّ হলো ফে'ল তার মধ্যস্থ উহ্য যমীর هُوَ ফায়েল যা اللّٰهِ-এর দিকে ফিরেছে। আর اَعْمَالَهُمْ হলো মাফউলে বিহী। আর পূর্ণ বাক্যটি اَلَّذِيْنَ মুবতাদার খবর হয়েছে।

https://e-ilm.weebly.com/

إِنَّ اللَّهَ يُدْخِلُ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ ۖ وَالَّذِينَ كَفَرُوا يَتَمَتَّعُونَ وَيَأْكُلُونَ كَمَا تَأْكُلُ الْأَنْعَامُ وَالنَّارُ مَثْوًى لَهُمْ ﴿١٢﴾

১২. নিঃসন্দেহে আল্লাহ তাদেরকে যারা ঈমান এনেছে এবং নেক কাজ করেছে, এমন উদ্যানসমূহে দাখিল করবেন, যার নিম্নদেশ দিয়ে নহরসমূহ বইতে থাকবে; আর যারা কাফের তারা (পৃথিবীতে শুধু) সুখ-সম্পদ উপভোগ করছে এবং এমনভাবে খাচ্ছে যেমন চতুষ্পদ জন্তুগুলো খায়, বস্তুত দোজখই তাদের আবাসস্থল।

وَكَأَيِّنْ مِنْ قَرْيَةٍ هِيَ أَشَدُّ قُوَّةً مِنْ قَرْيَتِكَ الَّتِي أَخْرَجَتْكَ ۚ أَهْلَكْنَاهُمْ فَلَا نَاصِرَ لَهُمْ ﴿١٣﴾

১৩. আর বহু জনপদ এমন ছিল, যা শক্তিতে আপনার এ জনপদ অপেক্ষা অধিকতর ছিল, যার অধিবাসীরা আপনাকে দেশ হতে বহির্গত করে দিয়েছে, আমি তাদেরকেও (ঐ প্রাচীন কাফেরদেরকেও) ধ্বংস করে দিয়েছি, তখন কেউ তাদের সহায় হয়নি।

أَفَمَنْ كَانَ عَلَىٰ بَيِّنَةٍ مِنْ رَبِّهِ كَمَنْ زُيِّنَ لَهُ سُوءُ عَمَلِهِ وَاتَّبَعُوا أَهْوَاءَهُمْ ﴿١٤﴾

১৪. অনন্তর যে নিজ প্রতিপালকের উজ্জ্বল পথে রয়েছে সে কি তার সমতুল্য হতে পারে, যার নিকট নিজের অপকর্মসমূহ উত্তম বলে মনে হয় এবং যারা স্বীয় প্রবৃত্তির অনুসরণ করে চলে?

مَثَلُ الْجَنَّةِ الَّتِي وُعِدَ الْمُتَّقُونَ ۖ فِيهَا أَنْهَارٌ مِنْ مَاءٍ غَيْرِ آسِنٍ وَأَنْهَارٌ مِنْ لَبَنٍ لَمْ يَتَغَيَّرْ طَعْمُهُ وَأَنْهَارٌ مِنْ خَمْرٍ لَذَّةٍ لِلشَّارِبِينَ ۚ

১৫. মুত্তাকীগণকে যে বেহেশতের অঙ্গীকার করা হয়েছে তার অবস্থা এই- তাতে এমন পানির নহরসমূহ রয়েছে যা অপরিবর্তনীয় এবং দুগ্ধের নহরসমূহ রয়েছে যার স্বাদ একটুও পরিবর্তিত হবে না, আর শরাবের বহু নহর রয়েছে যা পানকারীদের নিকট বড় সুস্বাদু বোধ হবে

শাব্দিক অনুবাদ :

১২. إِنَّ اللَّهَ يُدْخِلُ নিঃসন্দেহে আল্লাহ তাদেরকে দাখিল করবেন الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ যারা ঈমান এনেছে এবং নেক কাজ করেছে جَنَّاتٍ এমন উদ্যানসমূহে تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ যার নিম্নদেশ দিয়ে নহরসমূহ বইতে থাকবে; وَالَّذِينَ كَفَرُوا আর যারা কাফের يَتَمَتَّعُونَ তারা (পৃথিবীতে শুধু) সুখ-সম্পদ উপভোগ করছে وَيَأْكُلُونَ كَمَا تَأْكُلُ الْأَنْعَامُ এবং এমনভাবে খাচ্ছে যেমন চতুষ্পদ জন্তুগুলো খায় وَالنَّارُ مَثْوًى لَهُمْ বস্তুতঃ দোজখই তাদের আবাস স্থল।

১৩. وَكَأَيِّنْ مِنْ قَرْيَةٍ আর বহু জনপদ এমন ছিল هِيَ أَشَدُّ قُوَّةً مِنْ قَرْيَتِكَ যা শক্তিতে আপনার এ জনপদ অপেক্ষা অধিকতর ছিল الَّتِي أَخْرَجَتْكَ যার অধিবাসীরা আপনাকে দেশ হতে বহির্গত করে দিয়েছে أَهْلَكْنَاهُمْ আমি তাদেরকেও ধ্বংস করে দিয়েছি فَلَا نَاصِرَ لَهُمْ তখন কেউই তাদের সহায় হয়নি।

১৪. أَفَمَنْ كَانَ عَلَىٰ بَيِّنَةٍ مِنْ رَبِّهِ অনন্তর যে নিজ প্রতিপালকের উজ্জ্বল পথে রয়েছে সে কি তার সমতুল্য হতে পারে كَمَنْ زُيِّنَ لَهُ سُوءُ عَمَلِهِ যার নিকট নিজের অপকর্মসমূহ উত্তম বলে মনে হয় وَاتَّبَعُوا أَهْوَاءَهُمْ এবং যারা স্বীয় প্রবৃত্তির অনুসরণ করে চলে;

১৫. مَثَلُ الْجَنَّةِ الَّتِي وُعِدَ الْمُتَّقُونَ মুত্তাকীগণকে যে বেহেশতের অঙ্গীকার করা হয়েছে তার অবস্থা এই فِيهَا أَنْهَارٌ مِنْ مَاءٍ তাতে এমন পানির নহরসমূহ রয়েছে غَيْرِ آسِنٍ যা অপরিবর্তনীয় وَأَنْهَارٌ مِنْ لَبَنٍ এবং দুগ্ধের নহরসমূহ রয়েছে لَمْ يَتَغَيَّرْ طَعْمُهُ যার স্বাদ একটুও পরিবর্তিত হবে না وَأَنْهَارٌ مِنْ خَمْرٍ আর শরাবের বহু নহর রয়েছে لَذَّةٍ لِلشَّارِبِينَ যা পানকারীদের নিকট বড় সুস্বাদু বোধ হবে

https://e-ilm.weebly.com/

وَأَنْهٰرٌ مِّنْ عَسَلٍ مُّصَفًّى ۗ وَلَهُمْ فِيهَا مِن كُلِّ الثَّمَرٰتِ وَمَغْفِرَةٌ مِّن رَّبِّهِمْ ۖ كَمَنْ هُوَ خَالِدٌ فِي النَّارِ وَسُقُوا مَآءً حَمِيمًا فَقَطَّعَ أَمْعَآءَهُمْ ﴿١٥﴾

** এবং মধুর বহু নহর রয়েছে যা সম্পূর্ণরূপে পরিষ্কার; এবং সেখানে তাদের জন্য সকল প্রকারের ফল থাকবে, আর তাদের প্রতিপালকের পক্ষ হতে ক্ষমা রয়েছে; এরা কি তাদের ন্যায় হতে পারে যারা সর্বদা দোজখে থাকবে, আর তাদেরকে ফুটন্ত পানি পান করানো হবে, ফলে তা তাদের নাড়িভুঁড়িগুলোকে খণ্ডবিখণ্ড করে ফেলবে।

وَمِنْهُم مَّن يَسْتَمِعُ إِلَيْكَ ۖ حَتّٰىٓ إِذَا خَرَجُوا مِنْ عِندِكَ قَالُوا لِلَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ مَاذَا قَالَ ءَانِفًا ۚ أُولٰٓئِكَ الَّذِينَ طَبَعَ اللَّهُ عَلٰى قُلُوبِهِمْ وَاتَّبَعُوٓا أَهْوَآءَهُمْ ﴿١٦﴾

১৬. আর কতিপয় লাক এমন আছে যারা আপনার কথার প্রতি কর্ণপাত করে, এমনকি যখন তারা আপনার নিকট হতে বের হয়ে যায়, তখন অন্যান্য জ্ঞানবান সাহাবীদেরকে বলে, তিনি এখন কি কথা বলেছিলেন? এরাই ঐ লোক যাদের অন্তরসমূহে আল্লাহ মোহর মেরে দিয়েছেন, আর তারা নিজেদের প্রবৃত্তির অনুসরণ করে চলে।

وَالَّذِينَ اهْتَدَوْا زَادَهُمْ هُدًى وَءَاتٰىهُمْ تَقْوٰىهُمْ ﴿١٧﴾

১৭. আর যারা সৎ পথে রয়েছে, আল্লাহ তাদেরকে আরও অধিক হেদায়েত দান করেন এবং তাদেরকে তাদের পরহেজগারীর তাওফীক দান করে থাকেন।

فَهَلْ يَنظُرُونَ إِلَّا السَّاعَةَ أَن تَأْتِيَهُم بَغْتَةً ۖ فَقَدْ جَآءَ أَشْرَاطُهَا ۚ فَأَنّٰى لَهُمْ إِذَا جَآءَتْهُمْ ذِكْرٰىهُمْ ﴿١٨﴾

১৮. অতএব, এরা কেবল কিয়ামতের প্রতীক্ষা করছে, যেন তা তাদের উপর অকস্মাৎ এসে পড়ে, সুতরাং তার লক্ষণগুলো তো এসে গেছে, অতএব, যেদিন কিয়ামত তাদের সম্মুখে এসে পড়বে, তখন তাদের বুঝার সুযোগ থাকবে কোথায়?

শাব্দিক অনুবাদ :

** وَأَنْهٰرٌ مِّنْ عَسَلٍ مُّصَفًّى এবং মধুর বহু নহর রয়েছে যা সম্পূর্ণরূপে পরিষ্কার وَلَهُمْ فِيهَا مِن كُلِّ الثَّمَرٰتِ এবং সেখানে তাদের জন্য সর্বপ্রকার ফল থাকবে وَمَغْفِرَةٌ مِّن رَّبِّهِمْ আর তাদের রবের পক্ষ থেকে ক্ষমা রয়েছে كَمَنْ هُوَ خَالِدٌ فِي النَّارِ এরা কি তাদের ন্যায় হতে পারে যারা সর্বদা দোজখে থাকবে وَسُقُوا مَآءً حَمِيمًا আর তাদেরকে ফুটন্ত পানি পান করানো হবে فَقَطَّعَ أَمْعَآءَهُمْ ফলে তা তাদের নাড়িভুড়ি গুলোকে খণ্ড-বিখণ্ড করে ফেলবে।

১৬. وَمِنْهُم مَّن يَسْتَمِعُ إِلَيْكَ আর কতিপয় লোক এমন আছে যারা আপনার কথার প্রতি কর্ণপাত করে حَتّٰىٓ إِذَا خَرَجُوا مِنْ عِندِكَ এমন কি যখন তারা আপনার নিকট হতে বের হয়ে যায় قَالُوا لِلَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ তখন অন্যান্য জ্ঞানবান সাহাবীদেরকে বলে مَاذَا قَالَ ءَانِفًا তিনি এখন কি কথা বলে ছিলেন أُولٰٓئِكَ الَّذِينَ طَبَعَ اللَّهُ عَلٰى قُلُوبِهِمْ এরাই ঐ লোক যাদের অন্তরসমূহে আল্লাহ মোহর মেরে দিয়েছেন وَاتَّبَعُوٓا أَهْوَآءَهُمْ আর তারা নিজেদের প্রবৃত্তির অনুসরণ করে চলে।

১৭. وَالَّذِينَ اهْتَدَوْا আর যারা সৎ পথে রয়েছে زَادَهُمْ هُدًى আল্লাহ তাদেরকে আরো অধিক হেদায়েত দান করেন وَءَاتٰىهُمْ تَقْوٰىهُمْ এবং তাদেরকে তাদের পরহেজগারীর তৌফিক দান করে থাকেন।

১৮. فَهَلْ يَنظُرُونَ إِلَّا السَّاعَةَ অতএব, এরা কেবল কিয়ামতের প্রতীক্ষা করছে أَن تَأْتِيَهُم بَغْتَةً যেন তা তাদের উপর অকস্মাৎ এসে পড়ে فَقَدْ جَآءَ أَشْرَاطُهَا সুতরাং তার লক্ষণগুলো তো এসে গেছে فَأَنّٰى لَهُمْ অতএব, তখন তাদের বুঝার সুযোগ থাকবে কোথায় إِذَا جَآءَتْهُمْ ذِكْرٰىهُمْ যেদিন কিয়ামত তাদের সম্মুখে এসে পড়বে।

https://e-ilm.weebly.com/

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

وَكَأَيِّنْ مِّنْ قَرْيَةٍ هِيَ أَشَدُّ قُوَّةً مِّنْ قَرْيَتِكَ الَّتِي أَخْرَجَتْكَ أَهْلَكْنَاهُمْ فَلَا نَاصِرَ لَهُمْ [١٣]

শানে নুযূল : হযরত কাতাদাহ ও ইবনে আব্বাস (রা.) বলেন যে, হযরত নবী করীম ﷺ যখন হিজরত করার উদ্দেশ্যে মক্কা থেকে সাউর গুহার দিকে বের হয়ে গেলেন, তখন মক্কার দিকে রুখ করে বললেন اَللّٰهُمَّ اَنْتَ اَحَبُّ الْبِلَادِ اِلَى اللّٰهِ وَاَنْتَ اَحَبُّ الْبِلَادِ اِلَيَّ وَلَوْلَا الْمُشْرِكُوْنَ اَهْلُكَ اَخْرَجُوْنِيْ لَمَا خَرَجْتُ مِنْكَ আল্লাহর কসম মক্কা নগরী, তুমি আল্লাহর নিকট অতি প্রিয়তম নগরী, তুমি আমার নিকটও অত্যন্ত প্রিয়তম নগরী, তোমার অধিবাসী মুশরিকরা আমাকে যদি বহিষ্কার না করত তাহলে আমি তোমাদের থেকে কখনও বের হতাম না । হযরত রাসূল ﷺ -এর সে আবেগ ভরা হৃদয়ের ব্যাকুলতা প্রকাশ করার পরিপ্রেক্ষিতে সান্ত্বনা দান স্বরূপ আল্লাহ তা'আলা আলোচ্য আয়াত নাজিল করেন। –[কুরতুবী ২০০/১৬, রূহুল মা'আনী ৪৭/২৬/১৩, ইবনে কাছীর ১৭৫/৪, ফতহুল কাদীর ৩৬/৫]

وَمِنْهُمْ مَّنْ يَّسْتَمِعُ اِلَيْكَ حَتّٰى اِذَا خَرَجُوْا مِنْ عِنْدِكَ قَالُوْا لِلَّذِيْنَ اُوْتُوا الْعِلْمَ مَاذَا قَالَ اٰنِفًا اُولٰٓئِكَ الَّذِيْنَ طَبَعَ اللّٰهُ عَلٰى قُلُوْبِهِمْ وَاتَّبَعُوْٓا اَهْوَآءَهُمْ [١٦]

শানে নুযূল : ইবনে মুনযির হযরত ইবনে জুরাইজ (রা.)-এর উদ্ধৃতি দিয়ে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন, নবী করীম ﷺ -এর খেদমতে বসে ঈমানদার ও মুনাফিক সম্প্রদায়ের লোকজনেরা সমানভাবে ওয়াজ নছিহত শ্রবণ করত। সুতরাং যারা ঈমানদার ছিল তারা মনে প্রাণে ওয়াজ শ্রবণ করত এবং রাসূল ﷺ যে, সম্পর্কে আদেশ করতেন তার উপর তারা সহযোগিতা করত। মুনাফিকরাও ওয়াজ নাসিহত শুনত কিন্তু তারা তা শুনে রাসূল ﷺ -এর প্রতি কোনো প্রকারের সহযোগিতা করত না। বরং যখন তারা বের হতো, তখন ঈমানদারদেরকে তারা উপহাস রূপে বলত তিনি এ মুহূর্তে কি বলেছেন? তাদের এহেন হঠকারিতা মূলক আচরণের বাস্তব প্রতিকৃতির মুখোশ উন্মোচন করে আল্লাহ তা'আলা আলোচ্য আয়াত নাজিল করেছেন। –[দুররে মানছূর ৪৯/৬]

مَثَلُ الْجَنَّةِ الَّتِيْ وُعِدَ الْمُتَّقُوْنَ - فِيْهَآ اَنْهٰرٌ مِّنْ مَّآءٍ غَيْرِ اٰسِنٍ الخ-

দুনিয়ার পানির রং গন্ধ ও স্বাদ কোনো কোনো সময় পরিবর্তিত হয়ে যায়। দুনিয়ার দুধও তেমনি বাসি হয়ে যায়। দুনিয়ার শরাব বিস্বাদ ও তিক্ত হয়ে থাকে। তবে সাময়িক নেশার কারণে তা পান করা হয়; যেমন তামাক কড়া হওয়া সত্ত্বেও সেবন করা হয় এবং খেতে অভ্যাস হয়ে যায়। জান্নাতের পানি, দুধ ও শরাব সম্পর্কে বলা হয়েছে যে, এগুলো সবই পরিবর্তন ও বিস্বাদ থেকে মুক্ত। জান্নাত অন্যান্য অনিষ্ট ও ক্ষতিকর বস্তু থেকেও মুক্ত, একথা সূরা সাফফাতের আয়াতে বর্ণিত হয়েছে। বলা হয়েছে : لَا فِيْهَا غَوْلٌ وَّلَا هُمْ عَنْهَا يُنْزَفُوْنَ এমনিভাবে দুনিয়ার মধুর মধ্যে মোম ও আবর্জনা মিশ্রিত থাকে। এর বিপরীতে বলা হয়েছে যে, জান্নাতের মধু পরিশোধিত হবে। বিশুদ্ধ উক্তি এই যে, জান্নাতে আক্ষরিক অর্থেই পানি, দুধ, শরাব ও মধুর চারি প্রকার নহর রয়েছে। এখানে রূপক অর্থ নেওয়ার কোনো প্রয়োজন নেই। তবে এটা পরিষ্কার যে, জান্নাতের বস্তুসমূহকে দুনিয়ার বস্তুসমূহের অনুরূপ মনে করা যায় না। সেখানকার প্রত্যেক বস্তুর স্বাদ ও আনন্দ ভিন্নরূপ হবে, যার নজির পৃথিবীতে নেই।

فَهَلْ يَنْظُرُوْنَ اِلَّا السَّاعَةَ اَنْ تَاْتِيَهُمْ بَغْتَةً فَقَدْ جَآءَ اَشْرَاطُهَا -

اَشْرَاطُ শব্দের অর্থ আলামত বা লক্ষণ। খাতামুন্নাবিয়ীন ﷺ -এর আবির্ভাবই কেয়ামতের প্রাথমিক একটি আলামত। কেননা খতমে-নবুয়তও কেয়ামত নিকটবর্তী হওয়ার আলামত। এমনিভাবে চন্দ্র দ্বিখণ্ডিত করার মু'জিযাকে কুরআনে اِقْتَرَبَتِ السَّاعَةُ বাক্য দ্বারা ব্যক্ত করে ইঙ্গিত করা হয়েছে যে, এটাও কেয়ামতের অন্যতম লক্ষণ। এসব প্রাথমিক আলামত কুরআন অবতরণের সময় প্রকাশ পেয়েছিল। অন্যান্য আলামত সহীহ হাদীসসমূহে উল্লিখিত হয়েছে। তন্মধ্যে একটি হাদীস হযরত আনাস (রা.) থেকে বর্ণিত আছে যে, তিনি রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর কাছে শুনেছেন- নিম্নোক্ত বিষয়গুলো কিয়ামতের সুস্পষ্ট আলামত : জ্ঞানচর্চা উঠে যাবে। অজ্ঞানতা বেড়ে যাবে। ব্যভিচারের প্রসার হবে। মদ্যপান বেড়ে যাবে। পুরুষের সংখ্যা কমে যাবে এবং নারীর সংখ্যা বেড়ে যাবে; এমন কি, পঞ্চাশ জন নারীর ভরণ-পোষণ একজন পুরুষে করবে। এক রেওয়ায়েতে আছে, ইলম হ্রাস পাবে এবং মূর্খতা ছড়িয়ে পড়বে। –[বোখারী, মুসলিম]

হযরত আবূ হুরায়রা (রা.) -এর রেওয়ায়েতে রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন : যখন যুদ্ধলব্ধ মালকে ব্যক্তিগত সম্পদ মনে করা হবে এবং আমানতকে যুদ্ধলব্ধ মাল সাব্যস্ত করা হবে (অর্থাৎ, হালাল মনে করে খেয়ে ফেলবে।) জাকাতকে জরিমানা মনে করা

https://e-ilm.weebly.com/

হবে (অর্থাৎ, আদায় করতে কুণ্ঠিত হবে।) ইলমে-দ্বীন পার্থিব স্বার্থের জন্যে অর্জন করা হবে, পুরুষ তার স্ত্রীর আনুগত্য ও জননীর অবাধ্যতা করতে শুরু করবে এবং বন্ধুকে নিকটে রাখবে ও পিতাকে দূরে সরিয়ে দেবে, মসজিদসমূহে হট্টগোল শুরু হবে, পাপাচারী ব্যক্তি কওমের নেতা হয়ে যাবে; হীনতম ব্যক্তি জাতির প্রতিনিধিত্ব করবে, অত্যাচারের ভয়ে দুষ্ট লোকদের সম্মান করা হবে, গায়িকা নারীদের গান-বাদ্য ব্যাপক হয়ে যাবে, বাদ্যযন্ত্রের প্রসার ঘটবে, মদ্যপান করা হবে এবং উম্মতের সর্বশেষ লোকেরা তাদের পূর্ববর্তীদের প্রতি অভিসম্পাত করতে থাকবে, তখন তোমরা নিম্নোক্ত বিষয়গুলোর অপেক্ষা করো : একটি রক্তিম ঝড়ের, ভূমিকম্পের, মানুষের মাটিতে প্রোথিক হয়ে যাওয়ার, আকার-আকৃতি বিকৃতি হয়ে যাওয়ার, আকাশ থেকে প্রস্তর বর্ষণের এবং কিয়ামতের অন্যান্য আলামতের, যেগুলো একের পর এক এভাবে প্রকাশ পাবে, যেমন মুতির মালা ছিঁড়ে গেলে দানাগুলো একটি একটি করে মাটিতে খসে পড়ে।

শব্দ বিশ্লেষণ :

يُدْخِلُ : সীগাহ واحد مذكر غائب বহছ مضارع معروف বাব اِفْعَال মাসদার اَلْاِدْخَالُ মূলবর্ণ (د - خ - ل) জিনস صحيح অর্থ– দাখিল করবেন।

يَتَمَتَّعُوْنَ : সীগাহ جمع مذكر غائب বহছ مضارع معروف বাব تَفَعُّلْ মাসদার اَلتَّمَتُّعُ মূলবর্ণ (م - ت - ع) জিনস صحيح অর্থ– তারা সুখ সম্পদ উপভোগ করছে।

اَخْرَجَتْكَ : সীগাহ واحد مؤنث غائب বহছ ماضى معروف বাব اِفْعَال মাসদার اَلْاِخْرَاجُ মূলবর্ণ (خ - ر - ج) জিনস صحيح অর্থ– আপনাকে বহির্গত করে দিয়েছে।

اٰسِنٍ : সীগাহ واحد مذكر বহছ اسم فاعل বাব ضَرَبَ - سَمِعَ মাসদার أَسَنٌ মূলবর্ণ (ء - س - ن) জিনস مهموز فاء অর্থ– পচনশীল।

مُصَفًّى : সীগাহ واحد مذكر বহছ اسم مفعول বাব تَفْعِيْل মাসদার تَصْفِيَةٌ মূলবর্ণ (ص - ف - و) জিনস ناقص واوى অর্থ– আলোকিত করা। নির্মল। খাঁটি।

سُقُوْا : সীগাহ جمع مذكر غائب বহছ ماضى مجهول বাব ضَرَبَ মাসদার اَلسَّقْىُ মূলবর্ণ (س - ق - ى) জিনস ناقص يائى অর্থ– তাদেরকে পান করানো হবে।

اَمْعَاءَهُمْ : এটা مِعًى -এর বহুবচন। অর্থ– নাড়ী-ভূড়ি, পাকস্থলী। তাদের নাড়ী-ভূড়ি।

قَالُوْا : সীগাহ جمع مذكر غائب বহছ ماضى معروف বাব نَصَرَ মাসদার اَلْقَوْلُ মূলবর্ণ (ق - و - ل) জিনস اجوف واوى অর্থ– তারা বলল।

قُلُوْبُهُمْ : শব্দটি বহুবচন; একবচনে قَلْبٌ অর্থ– অন্তরসমূহ।

زَادَهُمْ : সীগাহ واحد مذكر غائب বহছ ماضى معروف বাব ضَرَبَ মাসদার اَلزِّيَادَةُ মূলবর্ণ (ز - ى - د) জিনস اجوف يائى অর্থ– আরো অধিক।

يَنْظُرُوْنَ : সীগাহ جمع مذكر غائب বহছ مضارع معروف বাব نَصَرَ মাসদার اَلنَّظَرُ মূলবর্ণ (ن - ظ - ر) জিনস صحيح অর্থ– তারা প্রতীক্ষা করছে।

বাক্য বিশ্লেষণ :

وَاَنْهٰرٌ مِّنْ عَسَلٍ مُّصَفًّى وَلَهُمْ فِيْهَا مِنْ كُلِّ الثَّمَرٰتِ وَمَغْفِرَةٌ مِّنْ رَّبِّهِمْ : এখানে وَاَنْهٰرٌ টা পূর্ববর্তী اَنْهٰرٌ -এর উপর আতফ হয়েছে। আর مِّنْ عَسَلٍ হলো সিফত। আর مُّصَفًّى হলো عَسَلٍ -এর সিফত। আর واو হলো হরফে আতফ। আর لَهُمْ হলো خبر مقدم আর فِيْهَا টা مُسْتَقَرٌّ উহ্য শিবহে ফে'লের সাথে متعلق আর মুবতাদা উহ্য রয়েছে। তথা اَصْنَافٌ আর مِنْ كُلِّ الثَّمَرَاتِ টা উহ্য মুবতাদার সিফত হয়েছে। আর مَغْفِرَةٌ টা اَصْنَافٌ -এর উপর আতফ হয়েছে। অথবা এটা মুবতাদা এবং তার খবর উহ্য রয়েছে অর্থাৎ لَهُمْ مَغْفِرَةٌ আর مِنْ رَّبِّهِمْ টা مَغْفِرَةٌ -এর সিফত হয়েছে। –[ই'রাবুল কুরআন : ৭ম খণ্ড: পৃ. ১৯৮]

https://e-ilm.weebly.com/

فَاعْلَمْ اَنَّهٗ لَآ اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَاسْتَغْفِرْ لِذَنْۢبِكَ وَلِلْمُؤْمِنِيْنَ وَالْمُؤْمِنٰتِ ؕ وَاللّٰهُ يَعْلَمُ مُتَقَلَّبَكُمْ وَمَثْوٰىكُمْ ﴿١٩﴾

১৯. সুতরাং আপনি বিশ্বাস রাখুন যে, আল্লাহ ব্যতীত আর কেউ ইবাদতের যোগ্য নেই, আর আপনি স্বীয় ক্রটির জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করতে থাকুন এবং সমস্ত মু'মিন পুরুষ ও মু'মিন নারীদের জন্যও; আর আল্লাহ তোমাদের গতিবিধি ও অবস্থান সম্বন্ধে খুব অবহিত আছেন।

وَيَقُوْلُ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَوْلَا نُزِّلَتْ سُوْرَةٌ ۚ فَاِذَآ اُنْزِلَتْ سُوْرَةٌ مُّحْكَمَةٌ وَّذُكِرَ فِيْهَا الْقِتَالُ ۙ رَاَيْتَ الَّذِيْنَ فِيْ قُلُوْبِهِمْ مَّرَضٌ يَّنْظُرُوْنَ اِلَيْكَ نَظَرَ الْمَغْشِيِّ عَلَيْهِ مِنَ الْمَوْتِ ؕ فَاَوْلٰى لَهُمْ ﴿٢٠﴾

২০. এবং মু'মিনগণ বলে থাকে যে, কোনো সূরা কেন নাজিল হলো না, অতঃপর যখন কোনো স্পষ্ট (বিষয়ের) সূরা নাজিল হয় এবং তাতে জেহাদেরও উল্লেখ থাকে, তখন যাদের অন্তরে ব্যাধি আছে, তাদেরকে আপনি দেখবেন যে, তারা আপনার দিকে এমনভাবে তাকায়, যেমন কেউ মৃত্যুকালে অচেতন অবস্থায় তাকায়; সুতরাং তাদের দুর্ভাগ্য শীঘ্রই আগমন করবে,

طَاعَةٌ وَّقَوْلٌ مَّعْرُوْفٌ ۫ فَاِذَا عَزَمَ الْاَمْرُ ۫ فَلَوْ صَدَقُوا اللّٰهَ لَكَانَ خَيْرًا لَّهُمْ ﴿٢١﴾

২১. তাদের আনুগত্য ও কথাবার্তা জানা আছে। অনন্তর যখন সমুদয় কাজ প্রস্তুত হয়ে যায়, তখন যদি এরা (ঈমানের দাবিতে) আল্লাহর নিকট সত্যবাদী থাকত, তবে তাদের পক্ষে অতি উত্তম হতো।

فَهَلْ عَسَيْتُمْ اِنْ تَوَلَّيْتُمْ اَنْ تُفْسِدُوْا فِي الْاَرْضِ وَتُقَطِّعُوْٓا اَرْحَامَكُمْ ﴿٢٢﴾

২২. সুতরাং যদি তোমরা (যুদ্ধ হতে) সরে থাক, তবে কি তোমাদের এ সম্ভাবনা আছে যে, তোমরা ভূপৃষ্ঠে বিসম্বাদ সৃষ্টি কর এবং পরস্পর আত্মীয়তা বিচ্ছিন্ন করে ফেল?

শাব্দিক অনুবাদ :

১৯. فَاعْلَمْ সুতরাং আপনি বিশ্বাস রাখুন যে اَنَّهٗ لَآ اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ আল্লাহ ব্যতীত আর কেউ ইবাদতের যোগ্য নেই وَاسْتَغْفِرْ لِذَنْۢبِكَ আর আপনি স্বীয় ক্রটির জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করতে থাকুন وَلِلْمُؤْمِنِيْنَ وَالْمُؤْمِنٰتِ এবং সমস্ত মু'মিন পুরুষ ও মু'মিন নারীদের জন্য وَاللّٰهُ يَعْلَمُ আর আল্লাহ খুব অবহিত আছেন مُتَقَلَّبَكُمْ وَمَثْوٰىكُمْ তোমাদের গতিবিধি ও অবস্থান সম্বন্ধে।

২০. وَيَقُوْلُ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا এবং মুমিনগণ বলে থাকে যে لَوْلَا نُزِّلَتْ سُوْرَةٌ কোনো সূরা কেন নাজিল হলো না فَاِذَآ اُنْزِلَتْ سُوْرَةٌ مُّحْكَمَةٌ অতঃপর যখন কোনো স্পষ্ট (বিষয়ের) সূরা নাজিল হয় وَّذُكِرَ فِيْهَا الْقِتَالُ এবং তাতে জিহাদেরও উল্লেখ থাকে رَاَيْتَ الَّذِيْنَ فِيْ قُلُوْبِهِمْ مَّرَضٌ তখন যাদের অন্তরে ব্যাধি আছে, তাদেরকে আপনি দেখবেন যে يَّنْظُرُوْنَ اِلَيْكَ তারা আপনার দিকে এমনভাবে তাকায় نَظَرَ الْمَغْشِيِّ عَلَيْهِ مِنَ الْمَوْتِ যেমন কেউ মৃত্যুকালে অচেতন অবস্থায় তাকায় فَاَوْلٰى لَهُمْ সুতরাং তাদের দুর্ভাগ্য শীঘ্রই আগমন করবে।

২১. طَاعَةٌ وَّقَوْلٌ مَّعْرُوْفٌ তাদের আনুগত্য ও কথাবার্তা জানা আছে فَاِذَا عَزَمَ الْاَمْرُ অনন্তর যখন সমুদয় কাজ প্রস্তুত হয়ে যায় فَلَوْ صَدَقُوا اللّٰهَ তখন যদি এরা (ঈমানের দাবিতে) আল্লাহর নিকট সত্যবাদী থাকত لَكَانَ خَيْرًا لَّهُمْ তবে তাদের পক্ষে অতি উত্তম হতো।

২২. فَهَلْ عَسَيْتُمْ সুতরাং তবে কি তোমাদের এই সম্ভাবনা আছে যে اِنْ تَوَلَّيْتُمْ যদি তোমরা (যুদ্ধ হতে) সরে থাক اَنْ تُفْسِدُوْا فِي الْاَرْضِ তোমরা ভূপৃষ্ঠে বিসম্বাদ সৃষ্টি কর وَتُقَطِّعُوْٓا اَرْحَامَكُمْ এবং পরস্পর আত্মীয়তা বিচ্ছিন্ন করে ফেল।

https://e-ilm.weebly.com/

২৩. এরাই ঐ সমস্ত লোক যাদেরকে আল্লাহ নিজ রহমত হতে বিদূরিত করেছেন, অনন্তর তাদেরকে বধির করে দিয়েছেন এবং তাদের চক্ষুসমূহ অন্ধ করে দিয়েছেন।	أُولَٰئِكَ الَّذِينَ لَعَنَهُمُ اللَّهُ فَأَصَمَّهُمْ وَأَعْمَىٰ أَبْصَارَهُمْ ﴿٢٣﴾
২৪. তবে কি এরা কুরআনে গভীর চিন্তা করে না, নাকি অন্তরসমূহর উপর তালা লেগে রয়েছে?	أَفَلَا يَتَدَبَّرُونَ الْقُرْآنَ أَمْ عَلَىٰ قُلُوبٍ أَقْفَالُهَا ﴿٢٤﴾
২৫. যারা পৃষ্ঠ-প্রদর্শনপূর্বক সরে পড়েছে, সৎপথকে পরিষ্কারভাবে জেনে নেওয়ার পর, শয়তান তাদেরকে প্রতারিত করেছে এবং তাদেরকে শিথিল করেছে।	إِنَّ الَّذِينَ ارْتَدُّوا عَلَىٰ أَدْبَارِهِمْ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُمُ الْهُدَى ۙ الشَّيْطَانُ سَوَّلَ لَهُمْ ۖ وَأَمْلَىٰ لَهُمْ ﴿٢٥﴾
২৬. এটা এ কারণে যে, এরা ঐ লোকদেরকে যারা আল্লাহর অবতারিত নির্দেশাবলিকে অপছন্দ করছে, বলল যে, কোনো কোনো বিষয়ে আমরা তোমাদের অনুগত থাকব, আর আল্লাহ তা'আলা তাদের গোপন আলোচনা সম্বন্ধে খুব অবহিত আছেন।	ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا لِلَّذِينَ كَرِهُوا مَا نَزَّلَ اللَّهُ سَنُطِيعُكُمْ فِي بَعْضِ الْأَمْرِ ۖ وَاللَّهُ يَعْلَمُ إِسْرَارَهُمْ ﴿٢٦﴾
২৭. তবে তাদের কী অবস্থা হবে, যখন ফেরেশতাগণ তাদের জান কবজ করবেন (আর) মুখমণ্ডলে ও পৃষ্ঠদেশে আঘাত করতে থাকবেন?	فَكَيْفَ إِذَا تَوَفَّتْهُمُ الْمَلَائِكَةُ يَضْرِبُونَ وُجُوهَهُمْ وَأَدْبَارَهُمْ ﴿٢٧﴾

শাব্দিক অনুবাদ :

২৩. أُولَٰئِكَ الَّذِينَ لَعَنَهُمُ اللَّهُ এরাই ঐ সমস্ত লোক যাদেরকে আল্লাহ নিজ রহমত হতে বিদূরিত করেছেন فَأَصَمَّهُمْ অনন্তর তাদেরকে বধির করে দিয়েছেন وَأَعْمَىٰ أَبْصَارَهُمْ এবং তাদের চক্ষুসমূহ অন্ধ করে দিয়েছেন।

২৪. أَفَلَا يَتَدَبَّرُونَ الْقُرْآنَ তবে কি এরা কুরআনে গভীর চিন্তা করে না أَمْ عَلَىٰ قُلُوبٍ أَقْفَالُهَا নাকি অন্তরসমূহের উপর তালা লেগে রয়েছে।

২৫. إِنَّ الَّذِينَ ارْتَدُّوا عَلَىٰ أَدْبَارِهِمْ যারা পৃষ্ঠ-প্রদর্শনপূর্বক সরে পড়েছে مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُمُ الْهُدَى সৎ পথকে পরিষ্কারভাবে জেনে নেওয়ার পর الشَّيْطَانُ سَوَّلَ لَهُمْ শয়তান তাদেরকে প্রতারিত করেছে وَأَمْلَىٰ لَهُمْ এবং তাদেরকে শিথিল করেছে।

২৬. ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا এটা এ কারণে যে, এরা ঐ লোকদেরকে বলল যে لِلَّذِينَ كَرِهُوا مَا نَزَّلَ اللَّهُ যারা আল্লাহর অবতারিত নিদর্শনাবলিকে অপছন্দ করছে سَنُطِيعُكُمْ فِي بَعْضِ الْأَمْرِ কোনো কোনো বিষয়ে আমরা তোমাদের অনুগত থাকব وَاللَّهُ يَعْلَمُ إِسْرَارَهُمْ আর আল্লাহ তা'আলা তাদের গোপন আলোচনা সম্বন্ধে খুব অবহিত আছেন।

২৭. فَكَيْفَ তবে তাদের কি অবস্থা হবে إِذَا تَوَفَّتْهُمُ الْمَلَائِكَةُ যখন ফেরেশতাগণ তাদের জান কবজ করবেন يَضْرِبُونَ وُجُوهَهُمْ وَأَدْبَارَهُمْ (আর) মুখমণ্ডলে ও পৃষ্ঠদেশে আঘাত করতে থাকবেন।

https://e-ilm.weebly.com/

২৮. এটা এ কারণে যে, আল্লাহ যে বিষয়ে অসন্তুষ্ট, এরা তারই অনুসরণ করে চলছে এবং তাঁর সন্তুষ্টিতে বীতশ্রদ্ধ রয়েছে, সুতরাং আল্লাহ তাদের আমলসমূহ ব্যর্থ করে দিয়েছেন।	ذٰلِكَ بِاَنَّهُمُ اتَّبَعُوْا مَاۤ اَسْخَطَ اللّٰهَ وَكَرِهُوْا رِضْوَانَهٗ فَاَحْبَطَ اَعْمَالَهُمْ ﴿٢٨﴾
২৯. তারা কি ধারণা করে– যাদের অন্তরে ব্যাধি আছে– আল্লাহ তাদের অন্তরের শত্রুতাকে কখনো প্রকাশ করবেন না?	اَمْ حَسِبَ الَّذِيْنَ فِيْ قُلُوْبِهِمْ مَّرَضٌ اَنْ لَّنْ يُّخْرِجَ اللّٰهُ اَضْغَانَهُمْ ﴿٢٩﴾

শাব্দিক অনুবাদ :

২৮. ذٰلِكَ এটা এ কারণে بِاَنَّهُمُ اتَّبَعُوْا এরা তারই অনুসরণ করে চলছে مَاۤ اَسْخَطَ اللّٰهَ আল্লাহ যে বিষয়ে অসন্তুষ্ট وَكَرِهُوْا এবং বীতশ্রদ্ধ রয়েছে رِضْوَانَهٗ তাঁর সন্তুষ্টিতে فَاَحْبَطَ اَعْمَالَهُمْ সুতরাং আল্লাহ তাদের আমলসমূহ ব্যর্থ করে দিয়েছেন।

২৯. اَمْ حَسِبَ তারা কি ধারণা করে الَّذِيْنَ فِيْ قُلُوْبِهِمْ مَّرَضٌ যাদের অন্তরে ব্যাধি আছে اَنْ لَّنْ يُّخْرِجَ اللّٰهُ আল্লাহ কখনো প্রকাশ করবেন না اَضْغَانَهُمْ তাদের অন্তরের শত্রুতাকে।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

فَاعْلَمْ اَنَّهٗ لَاۤ اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَاسْتَغْفِرْ لِذَنْۢبِكَ وَلِلْمُؤْمِنِيْنَ وَالْمُؤْمِنٰتِ وَاللّٰهُ يَعْلَمُ مُتَقَلَّبَكُمْ وَمَثْوٰىكُمْ- [١٩]

শানে নুযূল : বর্ণিত রয়েছে যে, হযরত রাসূল আকরাম ﷺ কাফের গোষ্ঠীর কুফরি, মুনাফিক সম্প্রদায়ের গোপন ষড়যন্ত্র ও চক্রান্তে মানসিকভাবে সংকীর্ণতায় ভুগছিলেন। তখন সে অশান্ত অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে আল্লাহ তা'আলা আলোচ্য আয়াত নাজিল করেন। –[কুরতুবী ২০৬/১৬]

(وَاسْتَغْفِرْ لِذَنْۢبِكَ) ١. اِسْتَغْفِرِ اللّٰهَ لِيَعْصِمَكَ الذُّنُوْبَ.
٢. اِسْتَغْفِرِ اللّٰهَ اَنْ يَقَعَ مِنْكَ ذَنْبٌ.
٣. ثَبَاتٌ عَلَى التَّوْحِيْدِ وَالْاِخْلَاصِ.
٤. خِطَابٌ لَهٗ وَالْمُرَادُ بِهِ الْاُمَّةُ اَيِ اسْتَغْفِرْ لِجَمِيْعِ الْمُسْلِمِيْنَ.
٥. اُمِرَ بِالْاِسْتِغْفَارِ لِتَقْتَدِيَ الْاُمَّةُ تَعْلِيْمًا لِلْاُمَّةِ.
(قُرْطُبِي ٢٠٢-١٢-١٠)

অনুবাদ :

১. আল্লাহর নিকট ইস্তেগফার কর, আল্লাহ যেন তোমাকে গুনাহ থেকে মুক্ত রাখেন।
২. আল্লাহর নিকট ইস্তেগফার কর তোমার থেকে গুনাহ প্রকাশ হওয়া হতে।
৩. একত্ববাদ একনিষ্ঠতার উপর অটল থাকার প্রার্থনা কর।
৪. সকল উম্মতকে উদ্দেশ্য করে রাসূল ﷺ কে সম্বোধন করা হয়েছে। অর্থাৎ সকল মুসলমানের জন্যে আপনি ক্ষমা প্রার্থনা করুন।
৫. উম্মতকে তা'লীম ও শিক্ষা দেওয়ার জন্যে রাসূল ﷺ কে ইস্তেগফার নির্দেশ করা হচ্ছে আমরা যেন তার অনুসরণ করি।

শায়খুল মাকুল ওয়াল মানকূল আল্লামা শাহ আহমদ শফী সাহেব (দাঃ বাঃ) اِسْتَغْفِرْ لِذَنْۢبِكَ -এর ব্যাখ্যা দান করে বলেন যে, মূলত غَفْرٌ ক্রিয়ামূল হতে এর উৎপত্তি, যার অর্থ হচ্ছে ঢাকনা। অর্থাৎ আল্লাহ তা'আলা রাসূল ﷺ-কে আদেশ করেন যে, তার সিনা মুবারক সাক বা বক্ষ বিদীর্ণ করে অন্তর রাজ্য নিষ্কলুষ করা হয়েছে, সে অন্তরে যেন শয়তানি ওয়াসওয়াসা ও সন্দেহ-সংশয় স্থান না পেতে পারে সে জন্যে আল্লাহ তা'আলার নিকট আশ্রয় চাওয়ার নির্দেশ দেওয়া হচ্ছে। নিজ গুনাহের জন্য নয়। নবী করীম ﷺ-এর কোনো গুনাহই ছিল না। অথচ জনৈক নামধারী ইসলামি চিন্তাবিদ মেধাগত ভ্রান্ততার শিকার হয়ে বলেছে যে, আল্লাহ তাঁর রাসূলকে নিজ দাওয়াত ও তাবলীগে ভুল-ভ্রান্তি ও ত্রুটি বিচ্যুতির জন্যে ক্ষমা চাওয়ার নির্দেশ দেন।

https://e-ilm.weebly.com/

আলোচ্য আয়াতে রাসূলুল্লাহ ﷺ -কে সম্বোধন করে বলা হয়েছে : আপনি জেনে রাখুন, আল্লাহ ব্যতীত অন্য কেউ ইবাদতের যোগ্য নয়। বলাবাহুল্য, প্রত্যেক মুমিন-মুসলমানও একথা জানে, পয়গম্বরকুল শিরোমণি একথা জানবেন না কেন? এমতাবস্থায় এই জ্ঞান অর্জনের নির্দেশ দানের অর্থ হয় এর উপর দৃঢ় ও অটল থাকা, না হয় তদনুযায়ী আমল করা। কুরতুবী বর্ণনা করেন, সুফিয়ান ইবনে উয়াইনাকে ইলমের শ্রেষ্ঠত্ব সম্পর্কে প্রশ্ন করলে তিনি উত্তরে বললেন : তুমি কি কুরআনের এই বাণী শ্রবণ করনি– فَاعْلَمْ اَنَّهُ لَآ اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَاسْتَغْفِرْ لِذَنْۢبِكَ এতে ইলমের পর আমলের নির্দেশ রয়েছে। অন্যত্র আছে سَابِقُوْٓا اِلٰى مَغْفِرَةٍ مِّنْ رَّبِّكُمْ : আরও বলা হয়েছে اِعْلَمُوْٓا اَنَّمَا الْحَيٰوةُ الدُّنْيَا لَعِبٌ وَّلَهْوٌ অন্য এক জায়গায় বলা হয়েছে : فَاحْذَرُوْهُمْ -এরপর বলা হয়েছে وَاعْلَمُوْٓا اَنَّمَآ اَمْوَالُكُمْ وَاَوْلَادُكُمْ فِتْنَةٌ এসব জায়গায় প্রথমে ইলম অতঃপর তদনুযায়ী আমল করার শিক্ষা রয়েছে। আলোচ্য আয়াতেও রাসূলুল্লাহ ﷺ যদিও পূর্ব থেকে একথা জানতেন, কিন্তু উদ্দেশ্য তদনুযায়ী আমল করা। এ কারণেই এরপর وَاسْتَغْفِرْ অর্থাৎ, এস্তেগফারের আদেশ দান করা হয়েছে। পয়গম্বরসুলভ পবিত্রতার কারণে রাসূলুল্লাহ ﷺ থেকে যদিও এর বিপরীত হওয়ার সম্ভাবনা ছিল না, কিন্তু পয়গম্বরগণ গোনাহ্ থেকে পবিত্র হওয়া সত্ত্বেও স্থলাবিশেষে ইজতিহাদী ভুল হয়ে যাওয়া বিচিত্র নয়। শরিয়তের আইনে ইজতিহাদী ভুল গোনাহ নয়; বরং এই ভুলেরও ছওয়াব পাওয়া যায়। কিন্তু পয়গম্বরগণকে এই ভুল সম্পর্কে অবশ্যই অবহিত করে দেওয়া হয় এবং তাঁদের উচ্চমর্যাদার পরিপ্রেক্ষিতে এই ভুলকে, ذَنْبٌ তথা গোনাহ্ শব্দের মাধ্যমেও ব্যক্ত করা হয়; যেমন সূরা আবাসায় রাসূলুল্লাহ ﷺ -কে লক্ষ্য করে অবতীর্ণ কঠোর সতর্কবাণী এই ইজতিহাদী ভুলেরই একটি দৃষ্টান্ত। সূরা আবাসায় এর বিস্তারিত বিবরণ আসবে যে, সেই ইজতিহাদী ভুল যদিও গোনাহ ছিল না; বরং এরও এক ছওয়াব পাওয়ার ওয়াদা ছিল; কিন্তু রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর উচ্চ মর্যাদার পরিপ্রেক্ষিতে সেই ভুলকে পছন্দ করা হয়নি। আলোচ্য আয়াতে এমনি ধরনের গোনাহ বোঝা যেতে পারে।

জ্ঞাতব্য : হযরত আবূ বকর সিদ্দীক (রা.)-এর রেওয়ায়েতে আছে : রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন : তোমরা বেশি পরিমাণে 'লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ্' পাঠ কর এবং এস্তেগফার তথা ক্ষমাপ্রার্থনা কর। ইবলীস বলে : আমি মানুষকে গোনাহে লিপ্ত করে ধ্বংস করেছি, প্রত্যুত্তরে তারা আমাকে কলেমা "লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহু" পাঠ করে ধ্বংস করেছে। এই অবস্থা দেখে আমি তাদেরকে এমন অসার কল্পনার অনুসারী করে দিয়েছি, যা তারা সৎকাজ মনে করে সম্পন্ন করে (যেমন সাধারণ বেদআতসমূহের অবস্থা তদ্রূপই।) এতে করে তাদের তওবা করারও তওফীক হয় না।

مُتَقَلَّبَكُمْ وَمَثْوٰىكُمْ - مُتَقَلَّبٌ -এর শাব্দিক অর্থ ওলট-পলট হওয়া এবং مَثْوٰى শব্দের অর্থ অবস্থানস্থল। তফসীরবিদগণ এই শব্দদ্বয়ের বিভিন্ন অর্থ বর্ণনা করেছেন। প্রকৃতপক্ষে সবগুলো অর্থই এখানে উদ্দিষ্ট। কেননা প্রত্যেক মানুষের উপর দ্বিবিধ অবস্থা আসে। (এক) যে অবস্থার সাথে সে সাময়িক ও অস্থায়ীভাবে জড়িত হয় এবং (দুই) যে অবস্থাকে সে স্থায়ী বৃত্তি মনে করে। এমনিভাবে কোনো কোনো গৃহে মানুষ অস্থায়ীভাবে অবস্থান করে এবং কোনো কোনো গৃহে স্থায়ীভাবে। আয়াতে অস্থায়ীকে مُتَقَلَّبٌ শব্দ দ্বারা এবং স্থায়ীকে مَثْوٰى শব্দ দ্বারা ব্যক্ত করা হয়েছে। এভাবে আয়াতে বোঝানো হয়েছে যে, আল্লাহ মানুষের যাবতীয় অবস্থার খবর রাখেন।

سُوْرَةٌ مُّحْكَمَةٌ - مُحْكَمَةٌ -এর শাব্দিক অর্থ মজবুত ও অনড়। এই আভিধানিক অর্থে কুরআনের প্রত্যেক সূরাই مُحْكَمَةٌ কিন্তু শরিয়তের পরিভাষায় مُحْكَمٌ শব্দটি مَنْسُوْخٌ তথা রহিতের বিপরীতে ব্যবহৃত হয়। এখানে সূরার সাথে "মাহকামাহ" সংযুক্ত করার তাৎপর্য এই যে, সূরা মনসূখ ও রহিত না হলেই আমলের সাধ পূর্ণ হতে পারে। কাতাদাহ (র.) বলেন : যেসব সূরায় যুদ্ধ ও জেহাদের বিধানাবলি বিধৃত হয়েছে, সেগুলো সব "মুহকামাহ" তথা অরহিত। এখানে আসল উদ্দেশ্য জেহাদের নির্দেশ ও তা বাস্তবায়ন। তাই সূরার সাথে মুহ্কামাহ্ শব্দ যুক্ত করে জেহাদের আলোচনার প্রতি ইঙ্গিত করা হয়েছে। পরবর্তী আয়াতসমূহে এর সুস্পষ্ট উল্লেখ আসছে। –[কুরতুবী]

فَاَوْلٰى لَهُمْ আসমায়ীর উক্তি অনুযায়ী এর অর্থ قَارَبَهُ مَا يُهْلِكُهُ অর্থাৎ, তার ধ্বংসের কারণসমূহ আসন্ন। –[কুরতুবী]

فَهَلْ عَسَيْتُمْ اِنْ تَوَلَّيْتُمْ اَنْ تُفْسِدُوْا فِى الْاَرْضِ وَتُقَطِّعُوْٓا اَرْحَامَكُمْ

আভিধানিক দিক দিয়ে تَوَلّٰى শব্দের দুই অর্থ সম্ভবপর। (এক) মুখ ফিরিয়ে নেওয়া ও (দুই) কোনো দলের উপর শাসন ক্ষমতা লাভ করা। আলোচ্য আয়াতে কেউ কেউ প্রথম অর্থ নিয়েছেন। আবূ হাইয়ান (র.) বাহরে-মুহীতে এই অর্থকেই অগ্রাধিকার দান করেছেন। এই অর্থের দিক দিয়ে আয়াতের উদ্দেশ্য এই যে, যদি তোমরা শরিয়তের বিধানাবলি থেকে মুখ ফিরিয়ে নাও- (জেহাদের বিধানও এর অন্তর্ভুক্ত), তবে এর প্রতিক্রিয়া হবে এই যে, তোমরা মূর্খতা যুগের প্রাচীন পদ্ধতির

https://e-ilm.weebly.com/

https://e-ilm.weebly.com/

اَلشَّيْطٰنُ سَوَّلَ لَهُمْ وَاَمْلٰى لَهُمْ –এতে শয়তানকে দু'টি কাজের কর্তা বলা হয়েছে। (এক) تَسْوِيْل -এর সুশোভিত করা; অর্থাৎ, মন্দ বিষয় অথবা মন্দ কর্মকে কারও দৃষ্টিতে সুন্দর ও সুশোভিত করে দেওয়া। (দুই) اِمْلَاءٌ -এর অর্থ অবকাশ দেওয়া। উদ্দেশ্য এই যে, শয়তান প্রথমে তো তাদের মন্দকর্মসমূহকে তাদের দৃষ্টিতে ভালো ও শোভন করে দেখিয়েছে, এরপর তাদেরকে এমন দীর্ঘ আশায় জড়িত করে দিয়েছে, যা পূর্ণ হওয়ার নয়।

اَمْ حَسِبَ الَّذِيْنَ فِيْ قُلُوْبِهِمْ مَّرَضٌ اَنْ لَّنْ يُّخْرِجَ اللّٰهُ اَضْغَانَهُمْ . اَضْغَانٌ শব্দটি ضِغْنٌ -এর বহুবচন। এর অর্থ গোপন শত্রুতা ও বিদ্বেষ। মুনাফিকরা নিজেদেরকে মুসলমান দাবি করত এবং বাহ্যতঃ রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর প্রতি মহব্বত প্রকাশ করত, কিন্তু অন্তরে শত্রুতা ও বিদ্বেষ পোষণ করত। আলোচ্য আয়াতে তাদের সম্পর্কে বলা হয়েছে যে, তারা আল্লাহ রাব্বুল আলামীনকে আলেমুল গায়েব জানা সত্ত্বেও এ ব্যাপারে কেন নিশ্চিন্ত যে, আল্লাহ তা'আলা তাদের অন্তরের গোপন ভেদ ও বিদ্বেষকে মানুষের সামনে প্রকাশ করে দেবেন? ইবনে কাছীর (র.) বলেন, আল্লাহ তা'আলা সূরা বারাআতে তাদের ক্রিয়াকর্মের পরিচয় বলে দিয়েছেন, যা দ্বারা বোঝা যায় যে, কারা মুনাফিক। এ কারণেই সূরা বারাআতকে সূরা ফাযিহা অর্থাৎ, অপমানকারী সূরাও বলা হয়। কেননা এই সূরা মুনাফিকদের বিশেষ বিশেষ আলামত প্রকাশ করে দিয়েছে।

শব্দ বিশ্লেষণ :

فَاعْلَمْ : সীগাহ امر حاضر معروف বহছ واحد مذكر حاضر বাব سَمِعَ মাসদার اَلْعِلْمُ মূলবর্ণ (ع - ل - م) জিনস صحيح অর্থ– আপনি বিশ্বাস রাখুন।

اَلْمَغْشِيِّ : সীগাহ اسم مفعول বহছ واحد مذكر বাব سَمِعَ মাসদার اَلْغَشْىُ মূলবর্ণ (غ - ش - ى) জিনস ناقص يائى অর্থ– আবৃত। আচ্ছাদিত।

اَوْلٰى : অর্থ– অধিক উপযুক্ত। অধিক যোগ্য। খুবই দরিদ্র। وَلِىٌّ থেকে উৎপত্তি। اسم تفضيل -এর সীগাহ।

اَصَمَّهُمْ : সীগাহ ماضى معروف বহছ واحد مذكر غائب বাব اِفْعَالٌ মাসদার اِصْمَامٌ মূলবর্ণ (ص - م - م) জিনস مضاعف ثلاثى অর্থ– তাদেরকে বধির করে দেন।

اَعْمٰى : সীগাহ ماضى معروف বহছ واحد مذكر غائب বাব اِفْعَالٌ মাসাদর اِعْمَاءٌ মূলবর্ণ (ع - م - ى) জিনস ناقص يائى অর্থ– অন্ধ করে দিয়েছে।

اِرْتَدُّوْا : সীগাহ ماضى معروف বহছ جمع مذكر غائب বাব اِفْتِعَالٌ মাসদার اِرْتِدَادٌ মূলবর্ণ (ر - د - د) জিনস مضاعف ثلاثى অর্থ– সরে পড়েছে। মুরতাদ হয়েছে।

سَوَّلَ : সীগাহ ماضى معروف বহছ واحد مذكر غائب বাব تَفْعِيْل মাসদার تَسْوِيْلٌ মূলবর্ণ (س - و - ل) জিনস اجوف واوى অর্থ– প্রতারিত করেছে।

تَوَفَّتْهُمْ : সীগাহ ماضى معروف বহছ واحد مؤنث غائب বাব تَفَعُّلٌ মাসদার اَلتَّوَفِّىُ মূলবর্ণ (و - ف - ى) জিনস لفيف مفروق অর্থ– তাদের জান কবজ করবেন।

تُقَطِّعُوْا : সীগাহ مضارع معروف বহছ جمع مذكر حاضر বাব تَفْعِيْل মাসদার اَلتَّقْطِيْعُ মূলবর্ণ (ق - ط - ع) জিনস صحيح অর্থ– তোমরা বিচ্ছিন্ন করে ফেল।

يَتَدَبَّرُوْنَ : সীগাহ مضارع معروف বহছ جمع مذكر غائب বাব تَفَعُّل মাসদার اَلتَّدَبُّرُ মূলবর্ণ (د - ب - ر) জিনস صحيح অর্থ– তারা গভীর চিন্তা করে।

اِسْرَارَهُمْ : শব্দটি বহুবচন; একবচনে سِرٌّ অর্থ– তাদের গোপন আলোচনা।

বাক্য বিশ্লেষণ :

اُولٰٓئِكَ الَّذِيْنَ لَعَنَهُمُ اللّٰهُ فَاَصَمَّهُمْ وَاَعْمٰى اَبْصَارَهُمْ : এখানে اُولٰٓئِكَ মুবতাদা, আর اَلَّذِيْنَ হলো তার খবর هُمْ বাক্যটি সেলাহ। আর فاء টি হলো আতেফা وَاَصَمَّهُمْ হলো ফে'ল, যমীর উহ্য هُوَ হলো ফায়েল আর لَعَنَهُمُ اللّٰهُ হলো مفعول به আর اَعْمٰى اَبْصَارَهُمْ হলো فَاَصَمَّهُمْ -এর উপর আতফ। –[ই'রাবুল কুরআন ৭ম খণ্ড; পৃ. ২০৯]

https://e-ilm.weebly.com/

৩০. আর আমি যদি ইচ্ছা করতাম, তবে আপনাকে তাদের পূর্ণ পরিচয় বলে দিতাম, তখন আপনি তাদেরকে তাদের আকৃতি দ্বারাই চিনতে পারতেন; আর আপনি তাদেরকে কথার ধরনের মাধ্যমে অবশ্যই চিনে নিতে পারবেন; আর আল্লাহ তোমাদের সকলের কার্যাবলি অবগত আছেন।	وَلَوْ نَشَآءُ لَاَرَيْنٰكَهُمْ فَلَعَرَفْتَهُمْ بِسِيْمٰهُمْ ط وَلَتَعْرِفَنَّهُمْ فِيْ لَحْنِ الْقَوْلِ ط وَاللّٰهُ يَعْلَمُ اَعْمَالَكُمْ ﴿٣٠﴾
৩১. আর অবশ্যই আমি তোমাদের সকলকে পরীক্ষা করব, তাদেরকে জেনে নেওয়ার জন্য, যারা তোমাদের মধ্যে জেহাদকারী ও দৃঢ়পদ রয়েছে, আর তোমাদের অবস্থাও যেন যাচাই করে নেই।	وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ حَتّٰى نَعْلَمَ الْمُجٰهِدِيْنَ مِنْكُمْ وَالصّٰبِرِيْنَ لا وَنَبْلُوَا اَخْبَارَكُمْ ﴿٣١﴾
৩২. যারা কাফের হয়েছে এবং আল্লাহর পথ হতে বিরত রয়েছে এবং রাসূলের বিরোধিতা করেছে এরপর যে, তাদের নিকট সত্য পথ প্রকাশ হয়েছিল, তারা আল্লাহর কিছুমাত্র ক্ষতি করতে পারবে না; আর আল্লাহ তাদের প্রচেষ্টাসমূহকে বিনষ্ট করে দিবেন।	اِنَّ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا وَصَدُّوْا عَنْ سَبِيْلِ اللّٰهِ وَشَآقُّوا الرَّسُوْلَ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُمُ الْهُدٰى لا لَنْ يَّضُرُّوا اللّٰهَ شَيْـًٔا ط وَسَيُحْبِطُ اَعْمَالَهُمْ ﴿٣٢﴾
৩৩. হে মু'মিনগণ! আল্লাহর অনুগত হও এবং রাসূলের অনুসরণ করে চল এবং নিজেদের আমলসমূহ বিনষ্ট করো না।	يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْۤا اَطِيْعُوا اللّٰهَ وَاَطِيْعُوا الرَّسُوْلَ وَلَا تُبْطِلُوْۤا اَعْمَالَكُمْ ﴿٣٣﴾

শাব্দিক অনুবাদ :

৩০. وَلَوْ نَشَآءُ আর আমি যদি ইচ্ছা করতাম لَاَرَيْنٰكَهُمْ তবে আপনাকে তাদের পূর্ণ পরিচয় বলে দিতাম فَلَعَرَفْتَهُمْ بِسِيْمٰهُمْ তখন আপনি তাদেরকে তাদের আকৃতি দ্বারাই চিনতে পারতেন وَلَتَعْرِفَنَّهُمْ فِيْ لَحْنِ الْقَوْلِ আর আপনি তাদেরকে কথার ধরনের মাধ্যমে অবশ্যই চিনে নিতে পারবেন وَاللّٰهُ يَعْلَمُ اَعْمَالَكُمْ আর আল্লাহ তোমাদের সকলের কার্যাবলি অবগত আছেন।

৩১. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ আর অবশ্যই আমি তোমাদের সকলকে পরীক্ষা করব حَتّٰى نَعْلَمَ তাদেরকে জেনে নেওয়ার জন্য الْمُجٰهِدِيْنَ مِنْكُمْ وَالصّٰبِرِيْنَ যারা তোমাদের মধ্যে জিহাদকারী ও দৃঢ়পদ রয়েছে وَنَبْلُوَا اَخْبَارَكُمْ আর তোমাদের অবস্থাও যেন যাচাই করে নেই।

৩২. اِنَّ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا যারা কাফের হয়েছে وَصَدُّوْا عَنْ سَبِيْلِ اللّٰهِ এবং আল্লাহর পথ হতে বিরত রয়েছে وَشَآقُّوا الرَّسُوْلَ এবং রাসূলের বিরোধিতা করেছে مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُمُ الْهُدٰى এরপর যে, তাদের নিকট সত্য পথ প্রকাশ হয়েছিল لَنْ يَّضُرُّوا اللّٰهَ شَيْـًٔا তারা আল্লাহর কিছুমাত্র ক্ষতি করতে পারবে না; وَسَيُحْبِطُ اَعْمَالَهُمْ আর আল্লাহ তাদের প্রচেষ্টা সমূহকে বিনষ্ট করে দিবেন।

৩৩. يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْۤا হে মু'মিনগণ! اَطِيْعُوا اللّٰهَ আল্লাহর অনুগত হও وَاَطِيْعُوا الرَّسُوْلَ এবং রাসূলের অনুসরণ করে চল وَلَا تُبْطِلُوْۤا اَعْمَالَكُمْ এবং নিজেদের আমলসমূহ বিনষ্ট করো না।

https://e-ilm.weebly.com/

৩৪. নিশ্চয় যারা কাফের হয়েছে এবং অপরকেও আল্লাহর পথ হতে বিরত রেখেছে অতঃপর সে কাফের অবস্থায়ই মৃত্যুমুখে পতিত হয়েছে, তবে আল্লাহ কখনই তাদেরকে ক্ষমা করবেন না।	إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا وَصَدُّوا عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ ثُمَّ مَاتُوا وَهُمْ كُفَّارٌ فَلَنْ يَغْفِرَ اللَّهُ لَهُمْ ﴿٣٤﴾
৩৫. সুতরাং তোমরা সাহস হারিয়ো না এবং সন্ধির প্রতি আহ্বান করো না এবং তোমরাই জয়ী হবে, আর আল্লাহ তা'আলা তোমাদের সঙ্গে আছেন এবং তোমাদের আমলসমূহ কখনও কম করবেন না।	فَلَا تَهِنُوا وَتَدْعُوا إِلَى السَّلْمِ ۖ وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ ۖ وَاللَّهُ مَعَكُمْ وَلَنْ يَتِرَكُمْ أَعْمَالَكُمْ ﴿٣٥﴾
৩৬. এ পার্থিব জীবন তো কেবল খেলা ও তামাশা মাত্র; আর যদি তোমরা ঈমান আন ও পরহেজগারি অবলম্বন করে চল, তবে তিনি তোমাদেরকে তোমাদের প্রতিদান প্রদান করবেন, আর তোমাদের নিকট তোমাদের ধনসম্পদ চাইবেন না।	إِنَّمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا لَعِبٌ وَلَهْوٌ ۚ وَإِنْ تُؤْمِنُوا وَتَتَّقُوا يُؤْتِكُمْ أُجُورَكُمْ وَلَا يَسْأَلْكُمْ أَمْوَالَكُمْ ﴿٣٦﴾
৩৭. যদি তিনি তোমাদের নিকট ধনসম্পদ চান, তারপর তোমাদের নিকট চরম পর্যায়ে চাইতে থাকেন, তখন তোমরা কৃপণতা করতে থাকবে, আর আল্লাহ তোমাদের অনিচ্ছাভাব প্রকাশ করে দিবেন।	إِنْ يَسْأَلْكُمُوهَا فَيُحْفِكُمْ تَبْخَلُوا وَيُخْرِجْ أَضْغَانَكُمْ ﴿٣٧﴾

শাব্দিক অনুবাদ :

৩৪. إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا নিশ্চয় যারা কাফের হয়েছে وَصَدُّوا عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ এবং অপরকেও আল্লাহর পথ হতে বিরত রেখেছে ثُمَّ مَاتُوا وَهُمْ كُفَّارٌ অতঃপর সে কাফের অবস্থায়ই মৃত্যুমুখে পতিত হয়েছে فَلَنْ يَغْفِرَ اللَّهُ لَهُمْ তবে আল্লাহ কখনই তাদেরকে ক্ষমা করবেন না।

৩৫. فَلَا تَهِنُوا সুতরাং তেমরা সাহস হারিয়ো না وَتَدْعُوا إِلَى السَّلْمِ এবং সন্ধির প্রতি আহ্বান করো না وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ এবং তোমরাই জয়ী হবে وَاللَّهُ مَعَكُمْ, আর আল্লাহ তা'আলা তোমাদের সঙ্গে আছেন وَلَنْ يَتِرَكُمْ أَعْمَالَكُمْ এবং তোমাদের আমলসমূহ কখনো কম করবেন না।

৩৬. إِنَّمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا لَعِبٌ وَلَهْوٌ এ পার্থিব জীবন তো কেবল খেলা ও তামাশা মাত্র; وَإِنْ تُؤْمِنُوا আর যদি তোমরা ঈমান আন। وَتَتَّقُوا ও পরহেজগারী অবলম্বন করে চল يُؤْتِكُمْ أُجُورَكُمْ তবে তিনি তোমাদেরকে তোমাদের প্রতিদান প্রদান করবেন وَلَا يَسْأَلْكُمْ أَمْوَالَكُمْ আর তোমাদের নিকট তোমাদের ধন সম্পদ চাইবেন না।

৩৭. إِنْ يَسْأَلْكُمُوهَا যদি তিনি তোমাদের নিকট ধন সম্পদ চান فَيُحْفِكُمْ তৎপর তোমাদের নিকট চরম পর্যায়ে চাইতে থাকেন। تَبْخَلُوا তখন তোমরা কৃপণতা করতে থাকবে وَيُخْرِجْ أَضْغَانَكُمْ আর আল্লাহ তোমাদের অনিচ্ছাভাব প্রকাশ করে দিবেন।

https://e-ilm.weebly.com/

৩৮. অবশ্য তোমরা এরূপ যে, তোমাদেরকে আল্লাহর রাস্তায় ব্যয় করার জন্য আহ্বান করা হলে তোমাদের মধ্যে কেউ কেউ কৃপণতা করে, আর যে কৃপণতা করে বস্তুত সে স্বয়ং নিজ হতে কৃপণতা করে; আর আল্লাহ কারো মুখাপেক্ষী নন, বরং তোমরা সকলে (তাঁর) মুখাপেক্ষী, আর যদি তোমরা বিমুখ হয়ে থাক, তবে আল্লাহ তোমাদের স্থলে অপর এক সম্প্রদায়কে সৃষ্টি করবেন, তৎপর তারা তোমাদের অনুরূপ হবে না।	هَٰٓأَنتُمْ هَٰٓؤُلَآءِ تُدْعَوْنَ لِتُنفِقُوا۟ فِى سَبِيلِ ٱللَّهِ فَمِنكُم مَّن يَبْخَلُ ۖ وَمَن يَبْخَلْ فَإِنَّمَا يَبْخَلُ عَن نَّفْسِهِۦ ۚ وَٱللَّهُ ٱلْغَنِىُّ وَأَنتُمُ ٱلْفُقَرَآءُ ۚ وَإِن تَتَوَلَّوْا۟ يَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ ثُمَّ لَا يَكُونُوٓا۟ أَمْثَٰلَكُم ﴿٣٨﴾

শাব্দিক অনুবাদ :

৩৮. هَٰٓأَنتُمْ هَٰٓؤُلَآءِ تُدْعَوْنَ অবশ্য তোমরা এরূপ যে, তোমাদেরকে আহ্বান করা হলে لِتُنفِقُوا۟ فِى سَبِيلِ ٱللَّهِ আল্লাহর রাস্তায় ব্যয় করার জন্য فَمِنكُم مَّن يَبْخَلُ তোমাদের মধ্যে কেউ কেউ কৃপণতা করে وَمَن يَبْخَلْ আর যে কৃপণতা করে فَإِنَّمَا يَبْخَلُ عَن نَّفْسِهِۦ বস্তুতঃ সে স্বয়ং নিজ হতে কৃপণতা করে وَٱللَّهُ ٱلْغَنِىُّ আর আল্লাহ করো মুখাপেক্ষী নন وَأَنتُمُ ٱلْفُقَرَآءُ বরং তোমরা সকলে তাঁর মুখাপেক্ষী وَإِن تَتَوَلَّوْا۟ আর যদি তোমরা বিমুখ হয়ে থাক يَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ তবে আল্লাহ তোমাদের স্থলে অপর এক সম্প্রদায়কে সৃষ্টি করবেন ثُمَّ لَا يَكُونُوٓا۟ أَمْثَٰلَكُم তৎপর তারা তোমাদের অনুরূপ হবে না।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓا۟ أَطِيعُوا۟ ٱللَّهَ وَأَطِيعُوا۟ ٱلرَّسُولَ وَلَا تُبْطِلُوٓا۟ أَعْمَٰلَكُمْ -[٣٣]

শানে নুযূল–১ : বনূ আসাদ গোত্রের লোকজন ইসলাম গ্রহণ করে হযরত রাসূলে আকরাম ﷺ-কে বলেছিল যে, আমরা নিজেরা আপনার অনুসরণ করেছি, আমরা নিজেরা আপনার নিকট উপস্থিত হয়েছি। পক্ষান্তরে আমাদের পরিবারের লোকজন তার প্রতি সমর্থন জানিয়েছে। তাদের এহনে মন্তব্যের প্রেক্ষিতে আলোচ্য আয়াত এবং يَمُنُّونَ عَلَيْكَ أَنْ أَسْلَمُوا۟ আয়াত তাদের সম্পর্কে অবতীর্ণ হয়।

শানে নুযূল–২ : আবদ ইবন হুমাইদ ও মুহাম্মদ বিন নসর আল-মারওয়াযী এবং ইবনে হাতেম আবুল আলিয়া এর উদ্ধৃতি দিয়ে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন, রাসূল ﷺ-এর সাহাবীগণের ধারণা ছিল যে, لَآ إِلَٰهَ إِلَّا ٱللَّهُ বললে অর্থাৎ তাওহীদের স্বীকৃতি দেওয়া হলে কোনো পাপই ক্ষতিকর নয়। শিরকের সাথে কোনো নেক কাজ যে ভাবে কোনো প্রকারের উপকার জনক হয় না। সাহাবায়ে কেরামের সে ধারণার পরিপ্রেক্ষিতে আলোচ্য আয়াত অবতীর্ণ হয়েছে।

শানে নুযূল–৩ : ইবনে জারীর হযরত ইবনে ওমর (রা.)-এর উদ্ধৃতি দিয়ে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন, আমরা রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সাহাবীগণের ধারণা ছিল যে, সকল নেক কাজ কবুল হয়ে থাকে। এর পরিপ্রেক্ষিতে আলোচ্য আয়াত নাজিল করা হয়েছে। –[রূহুল মা'আনী ৭৯/২৬/১৩, ইবনে কাছীর ১৮১/৪]

وَلَوْ نَشَآءُ لَأَرَيْنَٰكَهُمْ فَلَعَرَفْتَهُم بِسِيمَٰهُمْ অর্থাৎ, আমি ইচ্ছা করলে আপনাকে নির্দিষ্ট করে মুনাফিকদের দেখিয়ে দিতে পারি এবং তাদের এমন আকার-আকৃতি বলে দিতে পারি, যা দ্বারা আপনি প্রত্যেক মুনাফিককে ব্যক্তিগতভাবে চিনতে পারতেন। এখানে لو অব্যয়ের মাধ্যমে বিষয়বস্তুটি বর্ণিত হয়েছে। এতে ব্যাকরণিক নিয়ম অনুযায়ী আয়াতের অর্থ এই দাঁড়ায় যে, আমি ইচ্ছা করলে প্রত্যেক মুনাফিককে ব্যক্তিগতভাবে চিহ্নিত করে আপনাকে বলে দিতাম : কিন্তু রহস্য ও উপযোগিতাবশতঃ আমার সহনশীলতা গুণের কারণে তাদেরকে এভাবে লাঞ্ছিত করা পছন্দ করিনি, যাতে এই বিধি প্রতিষ্ঠিত থাকে যে, প্রত্যেক বিষয়কে বাহ্যিক অর্থে বুঝতে হবে এবং অন্তরগত অবস্থা ও গোপন বিষয়াদিকে আল্লাহ তা'আলার নিকট সোপর্দ করতে হবে। তবে আমি আপনাকে এমন অন্তর্দৃষ্টি দিয়েছি যে, আপনি মুনাফিকদেরকে তাদের কথাবার্তার ভঙ্গি দ্বারা চিনে নিতে পারবেন। –[ইবনে কাছীর]

https://e-ilm.weebly.com/

হযরত ওসমান গনী (রা.) বলেন : যে ব্যক্তি কোনো বিষয় অন্তরে গোপন করে, আল্লাহ তা'আলা তার চেহারা ও অনিচ্ছাপ্রসূত কথা দ্বারা তা প্রকাশ করে দেন। অর্থাৎ, কথাবার্তার সময় তার মুখ থেকে এমন বাক্য বের হয়ে যায়, যার ফলে তার মনের ভেদ প্রকাশ হয়ে পড়ে। এমনি এক হাদীসে বলা হয়েছে, যে ব্যক্তি অন্তরে কোনো বিষয় গোপন করে, আল্লাহ তা'আলা তার সত্তার উপর সেই বিষয়ের চাদর ফেলে দেন। বিষয়টি ভালো হলে তা প্রকাশ না হয়ে পারে না এবং মন্দ হলেও প্রকাশ না হয়ে পারে না। কোনো কোনো হাদীসে আরও বলা হয়েছে যে, একদল মুনাফিকের ব্যক্তিগত পরিচয়ও রাসূলুল্লাহ ﷺ -কে দেওয়া হয়েছিল। মুসনাদে-আহমদে ওকবা ইবনে আমের (রা.)-এর হাদীসে আছে যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ একবার এক খোতবায় ছয়ত্রিশ জন মুনাফিকের নাম বলে তাদেরকে মজলিস থেকে উঠিয়ে দেন। হাদীসে তাদের নাম গণনা করা হয়েছে। –[ইবনে কাছীর]

حَتّٰى نَعْلَمَ الْمُجٰهِدِيْنَ مِنْكُمْ –আল্লাহ তা'আলা তো সৃষ্টির আদিকাল থেকে প্রত্যেক ব্যক্তির ক্রিয়াকর্ম সম্পর্কে সর্বব্যাপী জ্ঞান রাখেন। এখানে জানার অর্থ প্রকাশ হওয়া। অর্থাৎ, যে বিষয়টি আল্লাহর জ্ঞানে পূর্ব থেকেই ছিল, তার বাস্তবভিত্তিক ও ঘটনাভিত্তিক জ্ঞান হয়ে যাওয়া। –[ইবনে কাছীর]

اِنَّ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا وَصَدُّوْا عَنْ سَبِيْلِ اللّٰهِ –আলোচ্য আয়াতও মুনাফিক এবং ইহুদি বনী-কোরায়যা ও বনী-নুযায়ের সম্পর্কে অবতীর্ণ হয়েছে। হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) বলেন : এই আয়াত সেসব মুনাফিকদের সম্পর্কে নাজিল হয়েছে, যারা বদর যুদ্ধের সময় কোরাইশ কাফেরদেরকে সাহায্য করেছে এবং তাদের বার জন লোক সমগ্র কোরাইশ বাহিনীর পানাহারের দায়িত্ব গ্রহণ করেছে। প্রত্যহ একজন লোক গোটা কাফের বাহিনীর পানাহারের ব্যবস্থা করত।

وَسَيُحْبِطُ اَعْمَالَهُمْ –এখানে "কর্ম বিনষ্ট" করার অর্থ এরূপ হতে পারে যে, ইসলামের বিরুদ্ধে তাদের প্রচেষ্টাকে সফল হতে দেবেন না; বরং ব্যর্থ করে দেবেন। এরূপ অর্থও হতে পারে যে, কুফর ও নিফাকের কারণে তাদের সৎকর্মসমূহ যেমন সদকা, খয়রাত ইত্যাদি সব নিষ্ফল হয়ে যাবে-গ্রহণযোগ্য হবে না।

وَلَا تُبْطِلُوْٓا اَعْمَالَكُمْ –কুরআন পাক এ স্থলে حَبْط -এর পরিবর্তে اِبْطَالٌ উল্লেখ করেছে। এর অর্থ অত্যন্ত ব্যাপক। কেননা বাতিল করা এক প্রকার কুফরের কারণে প্রকাশ পায়, যা উপরের আয়াতে حَبْط শব্দ দ্বারা ব্যক্ত করা হয়েছে। আসল কাফেরের কোনো আমল কুফরের কারণে গ্রহণযোগ্যই হয় না। ইসলাম গ্রহণ করার পর যে ব্যক্তি ইসলামকে ত্যাগ করে মুরতাদ তথা কাফের হয়ে যায়, তার ইসলামকালীন সৎকর্ম যদিও গ্রহণযোগ্য ছিল; কিন্তু তার কুফর ও ধর্মত্যাগ সেসব কর্মকেও নিষ্ফল করে দেয়।

আমল বাতিল করার দ্বিতীয় প্রকার এই যে, কোনো কোনো সৎকর্মের জন্যে অন্য সৎকর্ম করা শর্ত। যে ব্যক্তি এই শর্ত পূরণ করে না, সে তার সৎকর্মও বিনষ্ট করে দেয়। উদাহরণতঃ প্রত্যেক সৎকর্ম কবুল হওয়ার শর্ত এই যে, তা খাঁটিভাবে আল্লাহর জন্যে হতে হবে, তাতে রিয়া তথা লোক দেখানো ভাব এবং নাম যশের উদ্দেশ্য থাকতে পারবে না। কুরআন পাকে বলা হয়েছে : وَمَآ اُمِرُوْٓا اِلَّا لِيَعْبُدُوا اللّٰهَ مُخْلِصِيْنَ لَهُ الدِّيْنَ অন্যত্র বলা হয়েছে : اَلَا لِلّٰهِ الدِّيْنُ الْخَالِصُ অতএব, যে সৎকর্ম রিয়া ও নাম যশের উদ্দেশ্যে করা হয়, তা আল্লাহর কাছে বাতিল হয়ে যাবে। এমনিভাবে সদকা-খয়রাত সম্পর্কে কুরআন পাকে বলা হয়েছে :

لَا تُبْطِلُوْا صَدَقٰتِكُمْ بِالْمَنِّ وَالْاَذٰى –অর্থাৎ, অনুগ্রহের বড়াই করে অথবা গরিবকে কষ্ট দিয়ে তোমাদের সদকা খয়রাতকে বাতিল করো না। এতে বোঝা গেল যে, অনুগ্রহের বড়াই করলে অথবা গরিবকে কষ্ট দিলে সদকা বাতিল হয়ে যায়। হযরত হাসান বসরী (র.)-এর উক্তির অর্থ তাই হতে পারে, যা তিনি এই আয়াতের তাফসীরে বলেছেন যে, তোমরা তোমাদের সৎকর্মসমূহকে গোনাহের মাধ্যমে বাতিল করো না। যেমন ইবনে জুরায়েজ বলেন : بِالرِّيَاءِ وَالسُّمْعَةِ মুকাতিল প্রমুখ বলেন : بِالْمَنِّ কেননা আহলে সুন্নত দলের ঐকমত্যে, কুফর ও শিরক ছাড়া কোনো কবীরা গোনাহও এমন নেই, যা মুমিনদের সৎকর্ম বাতিল করে দেয়। উদাহরণতঃ কেউ চুরি করল এবং সে নিয়মিত নামাজি ও রোজাদার। এমতাবস্থায় তাকে বলা হবে না যে, তোমার নামাজ-রোজা বাতিল হয়ে গেছে– এগুলোর কাযা কর। অতএব, সেসব গোনাহ দ্বারাই সৎকর্ম বাতিল হয়, যেগুলো না করা সৎকর্ম কবুল হওয়ার জন্যে শর্ত; যেমন রিয়া ও নাম-যশের উদ্দেশ্যে করা। এরূপ উদ্দেশ্যে না করা প্রত্যেক সৎকর্ম কবুল হওয়ার জন্যে শর্ত। এটাও সম্ভবপর যে, হযরত হাসান বসরী (র)-এর উক্তির অর্থ সৎকর্মের বরকত থেকে বঞ্চিত হওয়া হবে এবং স্বয়ং সৎকর্ম বিনষ্ট হওয়া হবে না। এমতাবস্থায় এটা সকল গোনাহের ক্ষেত্রেই শর্ত হবে। যার আমলে গোনাহের প্রাধান্য থাকবে তার অল্প সৎকর্মেও আজাব থেকে রক্ষা করার মতো বরকত থাকবে না; বরং সে নিয়মানুযায়ী গোনাহের শাস্তি ভোগ করবে; কিন্তু পরিণামে ঈমানের বরকতে শাস্তি ভোগার পর মুক্তি পাবে।

https://e-ilm.weebly.com/

আমল বাতিল করার তৃতীয় প্রকার এই যে, কোনো সৎ কর্ম শুরু করার পর ইচ্ছাকৃতভাবে তা ফাসেদ করে দেওয়া। উদাহরণত নফল নামাজ অথবা রোজা শুরু করে বিনা ওযরে ইচ্ছাকৃতভাবে তা ফাসেদ করে দেওয়া। এটাও আলোচ্য আয়াতের নিষেধাজ্ঞার আওতাভুক্ত এবং নাজায়েজ। ইমাম আবূ হানীফা (র.)-এর মাযহাব তাই। তিনি বলেন : যে সৎ কর্ম প্রথমে ফরজ অথবা ওয়াজিব ছিল না; কিন্তু কেউ তা শুরু করে দিলে সেই সৎকর্ম পূর্ণ করা আলোচ্য আয়াতদৃষ্টে ফরজ হয়ে যাবে। কেউ এরূপ আমল শুরু করে বিনা ওজরে ছেড়ে দিলে অথবা ইচ্ছাকৃতভাবে ফাসেদ করে দিলে সে গুনাহগার হবে এবং কাযা করাও ওয়াজিব হবে। ইমাম শাফেয়ী (র.)-এর মতে গুনাহগারও হবে না এবং কাযাও করতে হবে না। কারণ প্রথমে যখন এই আমল ফরজ অথবা ওয়াজিব ছিল না, তখন পরেও ফরজ ওয়াজিব হবে না। কিন্তু হানাফীদের মতে আয়াতের ভাষা ব্যাপক। এতে ফরজ, ওয়াজিব, নফল ইত্যাদি সব আমল বিদ্যমান। তাফসীরে মাযহারীতে এ স্থানে অনেক হাদীস বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে।

اِنَّ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا وَصَدُّوْا عَنْ سَبِيْلِ اللّٰهِ ثُمَّ مَاتُوْا وَهُمْ كُفَّارٌ

এমন শব্দের মাধ্যমেই একটি নির্দেশ ইতিপূর্বে বর্ণিত হয়েছে। পুনরুল্লেখের এক কারণ এই যে, প্রথম আয়াতে কাফেরদের পার্থিব ক্ষতি বর্ণিত হয়েছে এবং এই আয়াতে পারলৌকিক ক্ষতি বর্ণনা করা উদ্দেশ্য। দ্বিতীয় কারণ এরূপও হতে পারে যে, প্রথম আয়াতে সাধারণ কাফেরদের বর্ণনা ছিল, যাদের মধ্যে তারাও শামিল ছিল, যারা পরে মুসলমান হয়ে গিয়েছিল। তাদের সম্পর্কে বলা হয়েছিল যে, তারা কাফের অবস্থায় যেমন সৎকর্ম করেছিল, তা সবই নিষ্ফল হয়েছে। মুসলমান হওয়ার পরও সেগুলোর ছওয়াব পাবে না। আলোচ্য আয়াতে বিশেষভাবে এমন কাফেরদের সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে, যারা মৃত্যু পর্যন্ত কুফর ও শিরককে আঁকড়ে রেখেছিল। তাদের বিধান এই যে, পরকালে কিছুতেই তাদেরকে ক্ষমা করা হবে না।

فَلَا تَهِنُوْا وَتَدْعُوْآ اِلَى السَّلْمِ –এ আয়াতে কাফেরদেরকে সন্ধির আহ্বান জানাতে নিষেধ করা হয়েছে। কুরআনের অন্যত্র বলা হয়েছে وَاِنْ جَنَحُوْا لِلسَّلْمِ فَاجْنَحْ لَهَا অর্থাৎ, কাফেররা যদি সন্ধির দিকে ঝুঁকে পড়ে, তবে তোমরাও ঝুঁকে পড়। এ থেকে সন্ধি করার অনুমতি বোঝা যায়। এ কারণে কেউ কেউ বলেন যে, অনুমতির আয়াতের অর্থ এই যে, কাফেরদের পক্ষ থেকে সন্ধির প্রস্তাব হলে তোমরা সন্ধি করতে পার। পক্ষান্তরে এই আয়াতে মুসলমানদের পক্ষ থেকে সন্ধির প্রস্তাব করতে নিষেধ করা হয়েছে। অতএব, উভয় আয়াতের মধ্যে কোনো বিরোধ নেই। কিন্তু খাঁটি কথা এই যে, মুসলমানদের পক্ষ থেকে প্রথমে সন্ধির প্রস্তাব করাও জায়েজ, যদি এতে মুসলমানদের উপযোগিতা দেখা যায় এবং কাপুরুষতা ও বিলাসপ্রিয়তা এর কারণ না হয়। এ আয়াতের শুরুতে فَلَا تَهِنُوْا বলে ইঙ্গিত করা হয়েছে যে, কাপুরুষতা ও জেহাদ থেকে পলায়নের মনোভাব নিয়ে যে সন্ধি করা হয়, তাই নিষিদ্ধ। কাজেই এতেও কোনো বিরোধ নেই। করণ وَاِنْ جَنَحُوْا আয়াতের বিধানও তখনই হবে, যখন অলসতা ও কাপুরুষতার কারণে সন্ধি করা না হয়, বরং মুসলমানদের উপযোগিতার প্রতি লক্ষ্য করে করা হয়।

وَلَنْ يَّتِرَكُمْ اَعْمَالَكُمْ –আর্থাৎ, আল্লাহ তা'আলা তোমাদের কর্মসমূহের প্রতিদান হ্রাস করবেন না। এতে ইঙ্গিত করা হয়েছে যে, দুনিয়াতে যে কোনো কষ্ট ভোগ কর, তার বিরাট প্রতিদান পরকালে পাবে। অতএব, কষ্ট করলেও মুমিন অকৃতকার্য নয়।

اِنَّمَا الْحَيٰوةُ الدُّنْيَا –সংসার আসক্তিই মানুষের জেহাদের বাধাদানকারী হতে পারে। এতে নিজের জীবনের প্রতি অসক্তি; পরিবার- পরিজনের আসক্তি এবং টাকা কড়ির আসক্তি সবই দাখিল। এই আয়াতে বলা হয়েছে যে, এসব বস্তু সর্বাবস্থায় নিঃশেষ ও ধ্বংসপ্রাপ্ত হবে। এগুলোকে আপাততঃ বাঁচিয়ে রাখলেও অন্য সময় এগুলো হাতছাড়া হয়ে যাবে। তাই এসব ধ্বংসশীল ও অস্থায়ী বস্তুর মহব্বতকে পরকালের স্থায়ী অক্ষয় নিয়ামতের মহব্বতের উপর প্রাধান্য দিও না।

وَلَا يَسْئَلْكُمْ اَمْوَالَكُمْ –আয়াতের বাহ্যিক অর্থ এই যে, আল্লাহ তা'আলা তোমাদের কাছে তোমাদের ধনসম্পদ চান না। কিন্তু সমগ্র কুরআনেই জাকাত ও সদকার বিধান এবং আল্লাহর পথে ব্যয় করার অসংখ্য বর্ণনা এসেছে। স্বয়ং এই আয়াতের পরবর্তী আয়াতেই আল্লাহর পথে ব্যয় করার তাকিদ বর্ণিত হচ্ছে। তাই বাহ্যতঃ উভয় আয়াতের মধ্যে বৈপরীত্য রয়েছে বলে মনে হয়। এ কারণে কেউ কেউ বলেন : وَلَا يَسْئَلْكُمْ -এর অর্থ হচ্ছে আল্লাহ তোমাদের ধনসম্পদ তোমাদের কাছ থেকে নিজের কোনো উপকারের জন্য চান না; বরং তোমাদেরই উপকারের জন্য চান। এ আয়াতেও يُؤْتِكُمْ اُجُوْرَكُمْ শব্দ দ্বারা এ উপকারের উল্লেখ করা হয়েছে। অর্থাৎ, তোমাদেরকে আল্লাহর পথে ব্যয় করার জন্য বলার কারণ এই যে, পরকালে তোমরা ছওয়াবের প্রতি সর্বাধিক মুখাপেক্ষী হবে। তখন এই ব্যয় তোমাদেরই কাজে লাগবে এবং

https://e-ilm.weebly.com/

https://e-ilm.weebly.com/

শায়খ জালালুদ্দীন সুয়ূতী (র.) ইমাম আবূ হানীফার প্রশংসায় লিখিত গ্রন্থে বলেন, আলোচ্য আয়াতে ইমাম আবূ হানীফা (র.) ও তাঁর সহচরদেরকে বোঝানো হয়েছে। কেননা তাঁরা পারস্য সন্তান। কোনো দলই জ্ঞানের সেই স্তরে পৌঁছেনি, যেখানে ইমাম আবূ হানীফা (র.) ও তাঁর সহচরগণ পৌঁছেছেন। –[তাফসীরে-মাযহারীর প্রান্ত-টীকা]

শব্দ বিশ্লেষণ :

نَشَاءُ : সীগাহ جمع متكلم বহছ مضارع معروف বাব فَتَحَ মাসদার اَلْمَشِيْئَةُ মূলবর্ণ (ش - ى - ء) জিনস মুরাক্কাব (مهموز لام ও اجوف يائى) অর্থ– আমি ইচ্ছা করতাম/করব।

لَتَعْرِفَنَّهُمْ : সীগাহ واحد مذكر حاضر বহছ لام تاكيد بانون تاكيد ثقيلة درفعل مستقبل معروف বাব ضَرَبَ মাসদার اَلْمَعْرِفَةُ মূলবর্ণ (ع - ر - ف) জিনস صحيح অর্থ– আপনি অবশ্যই চিনে নিতে পারবেন।

لَنَبْلُوَنَّكُمْ : সীগাহ جمع متكلم বহছ لام تاكيد بانون تاكيد ثقيله در فعل مستقبل معروف বাব نَصَرَ মাসদার اَلْبَلَاءُ মূলবর্ণ (ب - ل - و) জিনস ناقص واوى অর্থ– অবশ্যই আমি তোমাদের সকলকে পরীক্ষা করব।

اَرَيْنَاكَ : সীগাহ واحد متكلم বহছ ماضى معروف বাব اِفْعَالٌ মাসাদর اِرَاءَةٌ মূলবর্ণ (ر - ء - ى) জিনস মুরাক্কাব (ناقص يائى এবং مهموز عين) অর্থ– আপনাকে দেখাতাম/বলে দিতাম।

لَحْنٌ : اسم مفرد একবচন; বহুবচন لُحُوْنٌ ও اَلْحَانٌ আসে। অর্থ– কণ্ঠস্বর, বাচনভঙ্গি, পরিমাণ, আওয়াজে শ্রুতিমধুরতা।

شَاقُّوْا : সীগাহ جمع مذكر غائب বহছ ماضى معروف বাব مُفَاعَلَةٌ মাসদার مُشَاقَّةٌ মূলবর্ণ (ش - ق - ق) জিনস مضاعف ثلاثى অর্থ– তারা বিরোধিতা করেছে।

لَنْ يَتِرَكُمْ : সীগাহ واحد مذكر غائب বহছ مضارع معروف بلن বাব ضَرَبَ মাসদার وَتْرٌ মূলবর্ণ (و - ت - ر) জিনস مثال واوى অর্থ– তিনি তোমাদের কম করবেন না।

يُحْفِكُمْ : সীগাহ واحد مذكر غائب বহছ مضارع معروف বাব اِفْعَالٌ মাসদার اِحْفَاءٌ মূলবর্ণ (ح - ف - ى) জিনস ناقص يائى অর্থ– তোমাদের কাছে চরম পর্যায়ে চাইতে থাকেন।

لَنْ يَضُرُّوْا : সীগাহ جمع مذكر غائب বহছ نفى تاكيد بلن درفعل مستقبل معروف বাব نَصَرَ মাসদার اَلضُّرُّ মূলবর্ণ (ض - ر - ر) জিনস مضاعف ثلاثى অর্থ– তারা কিছুমাত্র ক্ষতি করতে পারবে না।

اَطِيْعُوْا : সীগাহ جمع مذكر حاضر বহছ امر حاضر معروف বাব اِفْعَالٌ মাসদার اَلْاِطَاعَةُ মূলবর্ণ (ط - و - ع) জিনস اجوف واوى অর্থ– অনুগত হও।

فَلَا تَهِنُوْا : সীগাহ جمع مذكر حاضر বহছ نهى حاضر معروف বাব ضَرَبَ মাসদার اَلْوَهْنُ মূলবর্ণ (و - ه - ن) জিনস مثال واوى অর্থ– তোমরা সাহস হারিয়ো না।

يَبْخَلُ : সীগাহ واحد مذكر غائب বহছ مضارع معروف বাব سَمِعَ মাসদার اَلْبُخْلُ মূলবর্ণ (ب - خ - ل) জিনস صحيح অর্থ– সে কৃপণতা করে।

বাক্য বিশ্লেষণ :

اِنَّ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا وَصَدُّوْا عَنْ سَبِيْلِ اللّٰهِ ثُمَّ مَاتُوْا وَهُمْ كُفَّارٌ فَلَنْ يَغْفِرَ اللّٰهُ لَهُمْ : এখানে اِنَّ হলো হরফে মুশাব্বাহ বিল ফে'ল। আর الذين হলো তার ইসম, আর كَفَرُوْا বাক্যটি হলো সেলাহ। আর صَدُّوْا টা كَفَرُوْا -এর উপর আতফ। আর عَنْ سَبِيْلِ اللّٰهِ টা صَدُّوْا -এর সাথে متعلق হয়েছে। ثُمَّ হলো হরফে আতফ। আর مَاتُوْا ফে'ল এবং যমীর ফায়েল। আর فَلَنْ يَغْفِرَ اللّٰهُ لَهُمْ হলো خبر اِنَّ; –[ই'রাবুল কুরআন : ৭ম খণ্ড; পৃ. ২১৫]

https://e-ilm.weebly.com/

سُوْرَةُ الْفَتْحِ مَدَنِيَّةٌ

সূরা ফাতহ

মদিনায় অবতীর্ণ; আয়াত– ২৯, রুকূ'– ৪

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ○

পরম করুণাময়, দয়ালু আল্লাহর নামে শুরু করছি।

১. নিঃসন্দেহে (হুদায়বিয়ার সন্ধির মাধ্যমে) আমি আপনাকে এক প্রকাশ্য বিজয় প্রদান করেছি,	اِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحًا مُّبِيْنًا ﴿١﴾
২. যেন আল্লাহ আপনার পূর্ববর্তী ও পরবর্তী সকল ত্রুটি ক্ষমা করে দেন এবং আপনার প্রতি নিজ অনুগ্রহ পূর্ণ করে দেন, আর আপনাকে সরল পথে পরিচালিত করেন,	لِّيَغْفِرَ لَكَ اللّٰهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْۢبِكَ وَمَا تَاَخَّرَ وَيُتِمَّ نِعْمَتَهٗ عَلَيْكَ وَيَهْدِيَكَ صِرَاطًا مُّسْتَقِيْمًا ﴿٢﴾
৩. আর আল্লাহ আপনাকে এমন বিজয় দান করবেন যাতে কেবল সম্মানই সম্মান হয়।	وَّيَنْصُرَكَ اللّٰهُ نَصْرًا عَزِيْزًا ﴿٣﴾
৪. সেই আল্লাহ এমন, যিনি মুসলমানদের অন্তরে সহিষ্ণুতা সৃষ্টি করেছেন, যাতে তাদের ঈমান পূর্ববর্তী ঈমানের সাথে আরো বর্ধিত হয়; আর আসমান ও জমিনের সমস্ত সৈন্যদল আল্লাহরই জন্য; আর আল্লাহ মহাজ্ঞানী, প্রজ্ঞাময়।	هُوَ الَّذِيْٓ اَنْزَلَ السَّكِيْنَةَ فِيْ قُلُوْبِ الْمُؤْمِنِيْنَ لِيَزْدَادُوْٓا اِيْمَانًا مَّعَ اِيْمَانِهِمْ ؕ وَلِلّٰهِ جُنُوْدُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ ؕ وَكَانَ اللّٰهُ عَلِيْمًا حَكِيْمًا ﴿٤﴾

শাব্দিক অনুবাদ :

১. اِنَّا فَتَحْنَا لَكَ নিঃসন্দেহে আমি আপনাকে প্রদান করেছি فَتْحًا مُّبِيْنًا এক প্রকাশ্য বিজয়।

২. لِّيَغْفِرَ لَكَ اللّٰهُ যেন আল্লাহ ক্ষমা করে দেন مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْۢبِكَ وَمَا تَاَخَّرَ আপনার পূর্ববর্তী ও পরবর্তী সকল ত্রুটি وَيُتِمَّ نِعْمَتَهٗ عَلَيْكَ এবং আপনার প্রতি নিজ অনুগ্রহ পূর্ণ করে দেন وَيَهْدِيَكَ صِرَاطًا مُّسْتَقِيْمًا আর আপনাকে সরল পথে পরিচালিত করেন।

৩. وَّيَنْصُرَكَ اللّٰهُ আর আল্লাহ আপনাকে এমন বিজয় দান করবেন। نَصْرًا عَزِيْزًا যাতে কেবল সম্মানই সম্মান হয়।

৪. هُوَ الَّذِيْٓ اَنْزَلَ السَّكِيْنَةَ সেই আল্লাহ এমন যিনি সহিষ্ণুতা সৃষ্টি করেছেন فِيْ قُلُوْبِ الْمُؤْمِنِيْنَ মুসলমানদের অন্তরে لِيَزْدَادُوْٓا اِيْمَانًا مَّعَ اِيْمَانِهِمْ যাতে তাদের ঈমান পূর্ববর্তী ঈমানের সাথে আরো বর্ধিত হয়; وَلِلّٰهِ جُنُوْدُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ আর আসমান ও জমিনের সমস্ত সৈন্যদল আল্লাহরই জন্য; وَكَانَ اللّٰهُ عَلِيْمًا حَكِيْمًا, আর আল্লাহ মহাজ্ঞানী, প্রজ্ঞাময়।

https://e-ilm.weebly.com/

৫. (আর) যেন আল্লাহ মু'মিন পুরুষ ও মু'মিন নারীদেরকে প্রবেশ করান এমন বেহেশতসমূহে যার নিম্নদেশ দিয়ে নহরসমূহ বইতে থাকবে, তাতে তারা সর্বদা অবস্থান করবে, আর যেন তাদের পাপসমূহ মোচন করে দেন; আর এটা আল্লাহর নিকট বিরাট সফলতা।	لِّيُدْخِلَ الْمُؤْمِنِيْنَ وَالْمُؤْمِنٰتِ جَنّٰتٍ تَجْرِىْ مِنْ تَحْتِهَا الْاَنْهٰرُ خٰلِدِيْنَ فِيْهَا وَيُكَفِّرَ عَنْهُمْ سَيِّاٰتِهِمْ ؕ وَكَانَ ذٰلِكَ عِنْدَ اللّٰهِ فَوْزًا عَظِيْمًا ﴿٥﴾
৬. আর যেন আল্লাহ আজাব প্রদান করেন মুনাফিক পুরুষ ও মুনাফিক নারীদেরকে এবং মুশরিক পুরুষ ও মুশরিক নারীদরকে, যারা আল্লাহর সম্বন্ধে কুধারণা রাখে; তাদের উপর শোচনীয় সময় আসন্ন, আর আল্লাহ তাদের প্রতি ক্রোধান্বিত হবেন এবং তাদেরকে রহমত হতে দূরীভূত করে দেবেন এবং তাদের জন্য তিনি দোজখ প্রস্তুত করে রেখেছেন; আর তা বড়ই নিকৃষ্ট আবাসস্থল।	وَّيُعَذِّبَ الْمُنٰفِقِيْنَ وَالْمُنٰفِقٰتِ وَالْمُشْرِكِيْنَ وَالْمُشْرِكٰتِ الظَّآنِّيْنَ بِاللّٰهِ ظَنَّ السَّوْءِ ؕ عَلَيْهِمْ دَآئِرَةُ السَّوْءِ ۚ وَغَضِبَ اللّٰهُ عَلَيْهِمْ وَلَعَنَهُمْ وَاَعَدَّ لَهُمْ جَهَنَّمَ ؕ وَسَآءَتْ مَصِيْرًا ﴿٦﴾
৭. এবং আসমানসমূহ ও জমিনের সমস্ত সৈন্যদল আল্লাহরই জন্য; আর আল্লাহ মহাপরাক্রান্ত, প্রজ্ঞাময়।	وَلِلّٰهِ جُنُوْدُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ ؕ وَكَانَ اللّٰهُ عَزِيْزًا حَكِيْمًا ﴿٧﴾

শাব্দিক অনুবাদ :

৫. لِيُدْخِلَ الْمُؤْمِنِيْنَ وَالْمُؤْمِنَاتِ যেন আল্লাহ মু'মিন পুরুষ ও মু'মিন নারীদেরকে প্রবেশ করান جَنّٰتٍ এমন জান্নাতে تَجْرِىْ مِنْ تَحْتِهَا الْاَنْهٰرُ যার নিম্নদেশ দিয়ে নহরসমূহ বইতে থাকবে خٰلِدِيْنَ فِيْهَا তাতে তারা সর্বদা অবস্থান করবে وَيُكَفِّرَ عَنْهُمْ سَيِّاٰتِهِمْ আর যেন তাদের পাপসমূহ মোচন করে দেন وَكَانَ ذٰلِكَ عِنْدَ اللّٰهِ فَوْزًا عَظِيْمًا আর এটা আল্লাহর নিকট বিরাট সফলতা।

৬. وَيُعَذِّبَ যেন আল্লাহ আজাব প্রদান করেন الْمُنٰفِقِيْنَ وَالْمُنٰفِقٰتِ মুনাফিক পুরুষ ও মুনাফিক নারীদেরকে وَالْمُشْرِكِيْنَ وَالْمُشْرِكٰتِ এবং মুশরিক পুরুষ ও মুশরিক নারীদেরকে الظَّآنِّيْنَ بِاللّٰهِ ظَنَّ السَّوْءِ যারা আল্লাহর সম্বন্ধে কুধারণা রাখে عَلَيْهِمْ دَآئِرَةُ السَّوْءِ তাদের উপর শোচনীয় সময় আসন্ন وَغَضِبَ اللّٰهُ عَلَيْهِمْ, আর আল্লাহ তাদের প্রতি ক্রোধান্বিত হবেন وَلَعَنَهُمْ, এবং তাদেরকে রহমত হতে দূরীভূত করে দিবেন وَاَعَدَّ لَهُمْ جَهَنَّمَ, এবং তাদের জন্য তিনি দোজখ প্রস্তুত করে রেখেছেন। وَسَآءَتْ مَصِيْرًا আর তা বড়ই নিকৃষ্ট আবাসস্থল।

৭. وَلِلّٰهِ جُنُوْدُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ এবং আসমানসমূহ ও জমিনের সমস্ত সৈন্যদল আল্লাহরই জন্য; وَكَانَ اللّٰهُ عَزِيْزًا حَكِيْمًا আর আল্লাহ মহা পরাক্রান্ত, প্রজ্ঞাময়।

https://e-ilm.weebly.com/

৮. আমি আপনাকে সাক্ষ্য প্রদানকারী ও সুসংবাদদাতা এবং ভয়প্রদর্শকরূপে প্রেরণ করেছি,	إِنَّآ أَرْسَلْنَٰكَ شَٰهِدًا وَمُبَشِّرًا وَنَذِيرًا ﴿٨﴾
৯. যেন তোমরা আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের প্রতি ঈমান আনয়ন কর ও তাঁকে সাহায্য কর এবং তাঁকে সম্মান কর; আর তোমরা প্রভাতে ও সন্ধ্যায় তাঁরই তাসবীহ পাঠ করতে থাক।	لِّتُؤْمِنُوا۟ بِٱللَّهِ وَرَسُولِهِۦ وَتُعَزِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ وَتُسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا ﴿٩﴾

শাব্দিক অনুবাদ :

৮. إِنَّآ أَرْسَلْنَٰكَ আমি আপনাকে প্রেরণ করেছি। شَٰهِدًا সাক্ষ্য প্রদানকারী। وَمُبَشِّرًا ও সুসংবাদদাতা। وَنَذِيرًا এবং ভয় প্রদর্শকরূপে।

৯. لِّتُؤْمِنُوا۟ যেন তোমরা ঈমান আনয়ন কর بِٱللَّهِ وَرَسُولِهِۦ আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের প্রতি وَتُعَزِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ ও তাঁকে সাহায্য কর এবং তাকে সম্মান কর وَتُسَبِّحُوهُ, আর তোমরা তারই তাসবীহ পাঠ করতে থাক بُكْرَةً وَأَصِيلًا প্রভাতে ও সন্ধ্যায়।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

সূরার নামকরণের কারণ : কুরআন মাজিদের ৪৮ নং সূরার নাম হলো সূরা ফাতহ। فَتْح [ফাত্হ] শব্দের অর্থ হলো উন্মুক্ত করা ও বিজয়। আলোচ্য সূরার প্রথম আয়াত "إِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحًا مُّبِينًا" [নিশ্চয় আমি আপনাকে প্রকাশ্য বিজয় দান করেছি] এর মধ্যস্থ "فَتْحًا" [ফাতহান] অর্থ– বিজয়। আল্লাহ তা'আলা অত্র আয়াতে স্বীয় নবী হযরত মুহাম্মদ ﷺ-এর জন্য সুস্পষ্ট বিজয়ের ঘোষণা দিয়েছেন। আল্লাহ তা'আলা হুদায়বিয়ার সন্ধির মাধ্যমে নবী করীম ﷺ ও মুসলমানদেরকে এ বিজয় দান করেছেন। উক্ত সূরায় বিরাট অংশ জুড়ে হুদায়বিয়ার সন্ধির উপর আলোকপাত করেছেন। যেহেতু এ আলোচনার মাধ্যে اَلْفَتْح [বিজয়] শব্দটি রয়েছে সেহেতু সূরাটির নামকরণ اَلْفَتْح দ্বারা করা হয়েছে। যদিও সূরাটির অংশ বিশেষ দ্বারা এর নামকরণ করা হয়েছে, তথাপি এ সূরায় আলোচিত বিষয়াদির জন্য এটা যথার্থ শিরোনাম হওয়ার দাবিদার।

সূরাটির ফজিলত ও আমল : আলোচ্য সূরাটির বহু ফজিলত রয়েছে, তন্মধ্য হতে কয়েকটি উল্লেখ করা হলো–

১. হুদায়বিয়া নামক স্থানে মহানবী ﷺ মক্কার কুরাইশ কর্তৃক বাধার সম্মুখীন হলে হযরত সুহাইল ইবনে আমরের মধ্যস্থতায় সন্ধি করত মদীনায় প্রত্যাবর্তনকালে আলোচ্য সূরা ফাত্হ অবতীর্ণ হয়। সূরাটি রজনীতে নাজিল হয়। প্রভাতে মহানবী ﷺ সাহাবায়ে কেরামের উদ্দেশ্যে ইরশাদ করেন–
অদ্যকার রজনীতে আমার উপর এমন একটি সূরা অবতীর্ণ হয়েছে– أَفْضَلُ مِنَ الدُّنْيَا وَمَا فِيهَا [যা দুনিয়া ও তন্মধ্যস্থিত সকলবস্তু হতে উত্তম ও পছন্দনীয়।] আর তা হলো– "إِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحًا مُّبِينًا" [নিশ্চয় আমি আপনাকে সুস্পষ্ট বিজয় দান করেছি।]

২. তর্ক-বিতর্ক, ঝগড়া-বিবাদ ও যুদ্ধের সময় এ সূরাটি লিখে নিজের কাছে সংরক্ষিত রাখলে নিরাপদে থাকা যায় এবং বিজয় সহজসাধ্য হয়।

৩. নৌকায় আরোহণ করার সময় এ সূরা তেলাওয়াতে সমুদ্রে নিমজ্জিত হওয়া থেকে নিরাপত্তা লাভ হয়ে থাকে।

৪. রমজান শরীফের চাঁদ দেখার সময় তিনবার এ সূরাটি তেলাওয়াত করলে গোটা বছর যাবত রুজি-রোজগার সুপ্রশস্ত ও সুপ্রসন্ন হয়ে থাকে।

স্বপ্নের তাবীর : যে ব্যক্তি স্বপ্নে সূরা ফাত্হ পাঠ করতে দেখে, আল্লাহ পাক তাকে আর্থিক স্বচ্ছলতা দান করবেন। দুনিয়া-আখেরাত উভয় জাহানের সাফল্য দান করবেন।

সূরাটি নাজিল হওয়ার সময় : বিভিন্ন সহীহ হাদীস দ্বারা প্রমাণিত যে, হুদায়বিয়ার সন্ধি সমাপ্তির পর নবী করীম ﷺ হযরত সাহাবায়ে কেরামকে সঙ্গে করে মদীনায় প্রত্যাবর্তন করছিলেন, পথিমধ্যে রজনীকালে সূরাটি নাজিল হয়। সূরাটির প্রথম হতে শেষ পর্যন্ত হুদায়বিয়ার সন্ধির বিভিন্ন দিক সম্পর্কে আলোকপাত করা হয়েছে।

https://e-ilm.weebly.com/

হিজরি ষষ্ঠ সনের যিলকাদ মাসে রাসূল ﷺ স্বপ্নযোগে দেখতে পেলেন যে, তিনি ওমরা পালন করছেন। স্বপ্নের বিষয়টি শ্রবণ করে সাহাবায়ে কেরাম ওমরা পালনার্থে অধীর হয়ে উঠলেন। সুতরাং প্রায় দেড় সহস্র সাহাবীদের সঙ্গে করে ওমরা ব্রত পালানার্থে নবী করীম ﷺ মক্কাভিমুখে রওয়ানা হলেন। মহানবী ﷺ অবগত হলেন যে, মক্কার কুরাইশরা মক্কায় প্রবেশে বাধা দান করবে, কাজেই নবী করীম ﷺ সাহবায়ে কেরামদের সঙ্গে করে 'যুলহুলায়ফা' নামক স্থানে অবস্থান করলেন। মক্কার মুশরিকদেরকে ব্যাপারটি বুঝানো পূর্বক তাদের সাথে সমঝোতা করার জন্য নবী করীম ﷺ হযরত ওসমান (রা.)-কে মক্কায় প্রেরণ করলেন। কিন্তু তিনি বিফল হয়ে প্রত্যাবর্তন করেন।

এরপর কুরাইশদের পক্ষ হতে একাধিক দূত এসেও ব্যাপারটির সূরাহা করতে পারেনি। সমস্যা জিইয়ে থাকল। পরিশেষে সুহাইল ইবনে আমরের মাধ্যমে সন্ধি স্থাপিত হয়। কিন্তু সন্ধির অধিকাংশ শর্তাবলিই বাহ্যিক দৃষ্টিতে মুসলমানদের স্বার্থের বিপরীত ছিল। বাহ্যত মনে হচ্ছিল নবী করীম ﷺ অনেকটা নতি স্বীকার করেই মুশরিকদের সাথে এক অসম চুক্তিতে আবদ্ধ হলেন।

সাহাবায়ে কেরাম– যাঁরা জীবনবাজি রেখে যুদ্ধ করার জন্য স্বেচ্ছায় স্বতঃস্ফূর্তভাবে যুলহুলাইফার বাবলা গাছের নিচে নবী করীম ﷺ-এর হাতে হাত রেখে বায়'আত করে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ হয়েছিলেন, তাঁরা ক্ষোভে অভিমানে জ্বলছিলেন। এভাবে নতজানু হয়ে সন্ধি করা অপেক্ষা যুলহুলাইফার ময়দানে জীবন বিসর্জন দেওয়া যেন তাদের নিকট শ্রেয় মনে হয়েছিল। হযরত ওমর (রা.)-এর ন্যায় দু একজন তেজস্বী ও প্রতিভাবান সাহাবী নবী করীম ﷺ-এর সাথে এ নিয়ে তর্কে লিপ্ত হয়েছিলেন। কিন্তু এতে যে, কি হিকমত লুক্কায়িত ছিল, বাহ্যিক পরাজয়ের অভ্যন্তরে যে এক মহাবিজয় নিহিত ছিল, তা আল্লাহ ও তদীয় রাসূল ﷺ-এরই ভালো জানা ছিল। কাজেই সাহাবীগণের সকল মান-অভিমানকে উপেক্ষা করে আল্লাহর রাসূল আল্লাহর ইঙ্গিতে অনুরূপ শর্তাবলি মেনে নিয়েই সন্ধি করতে সম্মত হলেন।

সে বছর আর ওমরা পালন করা সম্ভব হলো না। সন্ধির শর্তানুযায়ী নবী করীম ﷺ যুলহুলায়ফাতেই সাহাবীগণসহ ইহরাম ভেঙ্গে ফেলেন। হাদীর পশুগুলোকে সেখানেই জবাই করেন। ক্ষোভে-অভিমানে হতাশ মর্মাহত সাহাবীদেরেক নিয়ে তিনি মদীনার উদ্দেশ্যে রওয়ানা হন। পথিমধ্যে মক্কা ও মদীনার মধ্যবর্তী 'কুরাউল গাইম' নামক এলাকার আসফান নামক স্থানে রজনীকালে আলোচ্য সূরাটি সম্পূর্ণ নাজিল হয়। নবী করীম ﷺ ইরশাদ করলেন– "অদ্য রজনীতে এমন একটি সূরা আমার উপর নাজিল হয়েছে যেটা সূর্য যাতে উদিত হয়েছে, তা অপেক্ষা আমার নিকট অধিকতর প্রিয়। অতঃপর তিনি সূরাটি তেলাওয়াত করে সাহাবীগণকে শুনালেন। অপর এক বর্ণনায় রয়েছে যে, নবী করীম ﷺ ইরশাদ করেছেন– "আমার উপর অদ্য রজনীতে এমন একটি সূরা নাজিল হয়েছে, যা আমার নিকট দুনিয়া ও তন্মধ্যস্থিত সবকিছু হতে প্রিয়।" এরপর তিনি সূরা ফাত্হ -এর শুরু হতে পড়া আরম্ভ করলেন।

ঐতিহাসিক পটভূমি : আলোচ্য সূরাটি যে মহান ঘটনাটিকে কেন্দ্র করে নাজিল হয়েছিল তা ইতিহাসে হুদায়বিয়ার সন্ধি নামে খ্যাত। হিজরি ষষ্ঠ সনে মক্কার অদূরে নবী করীম ﷺ ও কাফেরদের মধ্যে এ ঐতিহাসিক চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়। এ মহান ঐতিহাসিক সন্ধির শর্তাবলি যদিও অসম ছিল এবং আপাতঃদৃষ্টিতে কুরাইশদেরই পক্ষে তথাপি মূলত এর দ্বারাই মুসলমানদের বিশ্ব বিজয়ের ভিত্তি স্থাপিত হয়েছিল।

মহানবী ﷺ ও মুহাজির সাহাবীগণ (রা.) মক্কা হতে হিজরত করে মদিনায় আসার পর দেখতে না দেখতে প্রায় ছয়টি বৎসর অতিবাহিত হয়ে গেল। এ দীর্ঘ সময়ের মধ্যে তাঁরা এমনকি আনসারী সাহাবীগণও মক্কায় বায়তুল্লাহর জিয়ারতে গমন করতে পারেননি। ষষ্ঠ হিজরির জুলকা'দাহ মাসে মহানবী ﷺ স্বপ্নযোগে দেখলেন যে, তিনি সাহাবীগণসহ মক্কা মুয়াজ্জামায় গিয়ে বায়তুল্লাহর জিয়ারত করছেন। নবীর স্বপ্ন ওহী হিসেবে বিবেচিত হয়ে থাকে। কাজেই নবী করীম ﷺ -এর এ স্বপ্নও নিছক কোনো স্বপ্ন ছিল না বরং এটা ছিল ওহীর নামান্তর। মূলত আল্লাহ তা'আলারই ইঙ্গিত।

প্রিয়নবী ﷺ-এর পক্ষে এ ইঙ্গিত বাস্তবায়িত করা কোনোক্রমেই সম্ভবপর বলে মনে হচ্ছিল না। কুরাইশ মুশরিকরা দীর্ঘ ছয়টি বৎসর যাবৎ মুসলমানদের জন্য আল্লাহর ঘরের পথ রুদ্ধ করে রেখেছিল। এই দীর্ঘ সময়ে তারা মুসলমানদেরকে হজ্জ বা ওমরাহ পালনের জন্য মক্কায় যেতে দেয়নি। এখানে তারা স্বয়ং রাসূলে কারীম ﷺ-কে সাহাবীদের দলবলসহ মক্কা শরীফে প্রবেশ করার অনুমতি দেবে, তা কি করে আমা করা যেতে পারে? ওমরার নিয়ত করে এবং ইহরাম বেঁধে সামরিক সাজ-সরঞ্জাম সহকারে বের হওয়া তো যুদ্ধের ঘোষণা দেওয়ারই নামান্তর ছিল। আর নিতান্ত নিরস্ত্র অবস্থায় যাওয়া তো নিজের ও সঙ্গি-সাথিদের প্রাণের জন্য কঠিন বিপদ টেনে আনা ছাড়া অন্য কোনো পরিণতি হতে পারে বলে মনে করা যায় না। এহেন অবস্থায় আল্লাহ তা'আলার এ ইঙ্গিত কি করে বাস্তবায়িত করা সম্ভব হতে পারে তা কারো বোধগম্য হচ্ছিল না।

https://e-ilm.weebly.com/

কিন্তু পয়গম্বরের পদ ছিল অত্যন্ত দায়িত্বপূর্ণ। আল্লাহ তাঁকে যে নির্দেশই দেবেন, কোনো রূপ দ্বিধা-সংকোচ ব্যতীতই তা যথার্থরূপে পালন করাই তাঁর একান্ত কর্তব্য। এ কারণে নবী করীম ﷺ নিঃসঙ্কোচে অকপটে তাঁর স্বপ্নের বিবরণ তাঁর সাহাবীগণকে শুনালেন এবং সফরে যাত্রার প্রস্তুতি গ্রহণ শুরু করে দিলেন। আশে-পাশের গোত্রসমূহেও সাধারণভাবে ঘোষণা করে দিলেন– "ওমরার উদ্দেশ্যে মক্কায় যাচ্ছি যারাই আমাদের সঙ্গে যেতে ইচ্ছা করবে, তারা যেন আমাদের কাফেলায় শামিল হয়ে যায়।" এতে যাদের দৃষ্টি বাহ্যিক উপায়-উপকরণের উপর নিবদ্ধ ছিল তারা স্পষ্ট মনে করে নিল যে, এ লোকগুলো তো অযথাই মৃত্যুর গহ্বরে ঝাঁপ দিতে যাচ্ছে। তাদের কেউই রাসূলে কারীম ﷺ-এর সঙ্গি হতে প্রস্তুত ছিল না। অপরদিকে আল্লাহর ও তদীয় রাসূলের ﷺ প্রতি যাদের সত্যিকার ঈমান ডানা পেতে ছিল তাদের এ যাত্রার পরিণতি কি হবে? তারা তা নিয়ে মাথা ঘামাতে রাজি হলো না। এটা আল্লাহর সংকেত এবং তাঁরই রাসূল ﷺ এ সংকেত কার্যকর করার উদ্যোগ গ্রহণ করেছেন, এটাই ছিল তাদের সান্ত্বনা লাভের একমাত্র অবলম্বন। অতঃপর রাসূলে কারীম ﷺ -এর সঙ্গি হতে তাদেরকে বাধা দিতে পারে এমন কিছু ছিল না।

চৌদ্দশত সাহাবী রাসূলে কারীম ﷺ-এর নেতৃত্বে এ কঠিন শঙ্কাময় বিপদ সংকুল সফরে যাওয়ার জন্য প্রস্তুত হলেন। ষষ্ঠ হিজরির জুলকা'দাহ মাসের শুরুতে এ কাফেলা মদীনা হতে যাত্রা করল। যুলহুলাইফা নামক স্থানে পৌঁছে সকলেই ওমরার ইহরাম বাঁধলেন। কুরবানি করার উদ্দেশ্যে সত্তরটি উঁট সঙ্গে নিলেন। উটগুলোর গলায় شِعَارُ قُرْبَانِيْ তথা "কুরবানির জন্য নির্দিষ্ট জন্তু" হওয়ার চিহ্ন স্বরূপ রশি বেঁধে দেওয়া হলো। জিনিসপত্রের মধ্যে এক একখানি তরবারিও সঙ্গে নেওয়া হলো। এটা কোনো বেআইনী কাজ ছিল না; বরং তখনকার সময় আরবের প্রচলিত নিয়মে বায়তুল্লাহ জিয়ারতকারীদের জন্য এটাও এটার পুরোপুরি অনুমতি ছিল। এটা ছাড়া অন্য কোনো সমরাস্ত্র সঙ্গে নেওয়া হয়নি। অতঃপর এ কাফেলা 'লাব্বাইকা' ধ্বনি উচ্চারণ করতে করতে বায়তুল্লাহর দিকে যাত্রা শুরু করল।

এ সময় ও মদীনার মধ্যে যে ধরনের ও যে রূপের সম্পর্ক ছিল, তা আরবের প্রতিটি ব্যাক্তিই জানত। বিগত বৎসরই পঞ্চম হিজরির শাওয়াল মাসে- আরবের সমগ্র গোত্র-সম্প্রদায়গুলো সম্মিলিত শক্তি নিয়ে মদীনার উপর আক্রমণ করেছিল। যার ফলশ্রুতিতে 'আহযাব' যুদ্ধ সংঘটিত হয়েছিল। এ কারণে নবী করীম ﷺ যখন জনতার এতবড় একটি কাফেলা নিয়ে তাঁদের সকলেরই রক্ত-পিপাসু দুশমনদের ঘরের দিকে রওয়ানা হলেন, তখন এ আশ্চর্য ধরনের অভিযাত্রার দিকে আরবের সকলের দৃষ্টি নিবদ্ধ হলো। অবশ্য লোকেরা এটাও লক্ষ্য করল যে, এ কাফেলা লড়াই করার জন্য নয়; বরং হারাম মাসে ইহরাম বেঁধে কুরবানির উট সঙ্গে নিয়ে সম্পূর্ণ নিরস্ত্র হয়ে আল্লাহর ঘরের দিকে অগ্রসর হচ্ছে।

নবী করীম ﷺ-এর এ অগ্রযাত্রায় কুরাইশরা ভীষণভাবে উদ্বিগ্ন হয়ে পড়ল। জিলক্বদ মাস ছিল হারাম মাসসমূহের একটি। যুগ যুগ ধরে আরবের লোকেরা এ মাসগুলোকে হজ ও জিয়ারত করার জন্য সংরক্ষিত এবং অত্যন্ত সম্মানিত মাস মনে করে আসছে। এ মাসসমূহে যে কোনো কাফেলাই ইহরাম বেঁধে হজ বা ওমরাহ পালন করার উদ্দেশ্যে যাত্রা করেছে, এর প্রতিরোধ করার অধিকার কারো ছিল না। এমনকি কোনো গোত্রের সাথে কোনো কাফেলার লোকদের প্রাণের দুশমনি থাকলেও আরবের সর্বসমর্থিত বিধান অনুযায়ী তার এলাকা দিয়ে তাদেরকে অতিক্রম করতে বাধা দান করতে পারে না। এ কারণে কুরাইশ বংশের লোকেরা বিশেষ দুর্ভাবনার শিকার হলো। তারা মনে করল, মদীনার এ কাফেলার উপর আক্রমণ চালিয়ে তাদের মক্কা শরীফে প্রবেশ করতে না দিলে সমগ্র আরব জুড়ে সে জন্য কঠিন প্রতিবাদের ঝড় উঠবে। আরবের প্রত্যেকটি লোকই এ ঘরের একচ্ছত্র মালিক হতে চায়। প্রত্যেক গোত্রই চিন্তা করবে- ভবিষ্যতে কোনো গোত্রকে হজ ও ওমরা পালন করতে দেওয়া না দেওয়া বুঝি আমাদের ইচ্ছার উপর নির্ভর করবে। আমরা যার উপর বিরাগভাজন হবো, তাকে বায়তুল্লাহর জিয়ারত করতে তেমনি বাধা প্রদান করব, যেমন- আজ এ জিয়ারত ইচ্ছুক লোকদেরকে বাধা দেব। এটা তো একটি বড় ভ্রান্ত পদক্ষেপ হবে। সমস্ত আরব জনতা আমাদের প্রতি বীতশ্রদ্ধ ও বিমুখ হয়ে পড়বে। কিন্তু আমরা যদি মুহাম্মদকে এতবড় একটা কাফেলা সমভিব্যাহারে বিনা বাধায় আমাদের শহরে প্রবেশ করার সুযোগ দেই তা হলে সারা দেশে আমাদের আর কোনো প্রভাব-প্রতিপত্তি এবং আধিপত্য অবশিষ্ট থাকবে না। লোকেরা মনে করবে, আমরা মুহাম্মদের ব্যাপারে ভীত সন্ত্রস্ত হয়ে পড়েছি। মূলত এটা ছিল কুরাইশদের জন্য মস্তবড় সমস্যা। তারা এতে কিংকর্তব্যবিমূঢ় হয়ে পড়েছিল। শেষ পর্যন্ত তাদের জাহেলিয়্যাতের আত্মসম্মানবোধ ও বিদ্বেষই বিজয়ী হয়ে পড়ল। তারা নিজেরদের নাক উঁচু রাখার জন্যই সিদ্ধান্ত গ্রহণ করল যে, কোনোক্রমেই এ কাফেলাকে তারা তাদের শহরে প্রবশে করতে দেবে না।

নবী করীম ﷺ বনূ কা'আবের এক ব্যক্তিকে পূর্বেই সংবাদদাতা হিসেবে প্রেরণ করেছিলেন। কুরাইশদের মনোভাব, ইচ্ছা, তৎপরতা ও গতিবিধি সম্পর্কে জেনে রাসূলে কারীম ﷺ-কে আগাম অবহিত করানোই ছিল তাঁর দায়িত্ব। নবী করীম ﷺ

https://e-ilm.weebly.com/

যখন উসফান, [মক্কা মদীনার মধ্যবর্তী একটি স্থান, মদীনা হতে উটের গাড়িতে দু'দিনের পথ] পৌঁছলেন, তখন সেই লোকটি এসে সংবাদ দিল যে, কুরাইশদের লোকেরা পূর্ণ প্রস্তুতি নিয়ে [মক্কার বাইরে উসফানের পথে] 'যী তাওয়া' নামক স্থানে এসে পৌঁছে গেছে। আর খালেদ ইবনে ওয়ালিদকে সৈন্যে সুসজ্জিত দুই শত উটের গাড়িসহ [উসফান হতে মক্কা দিকে আট মাইল দূরত্বে অবস্থিত] 'কুরাউল গাইম' নামক স্থানের দিকে পূর্বেই পাঠিয়ে দিয়েছে। নবী করীম ﷺ-এর অগ্রযাত্রা রোধ করার উদ্দেশ্যে রাসূলে কারীম ﷺ-এর কাফেলার সাথে গায়ে পড়ে তর্ক-বিতর্কের পরিবেশ সৃষ্টি করে তাদেরকে উত্তেজিত করে তোলাই ছিল তাদের উদ্দেশ্য। আর যুদ্ধ সংঘটিত হলে যেন সারা দেশে রটিয়ে দেওয়া যায় যে, এ লোকেরা আসলেই লড়াই করার উদ্দেশ্যে এসেছিল। যদিও ওমরা করার বাহানা করেছিল। ধোঁকা দেওয়ার উদ্দেশ্যেই মূলত তারা ইহরাম বেঁধে রেখেছিল।

প্রাপ্ত সংবাদের ভিত্তিতে নবী করীম ﷺ সফরের পথ পরিবর্তন করে দিলেন। সাহাবীগণসহ তিনি অত্যন্ত অসমতল উঁচু নিচু দূরতিক্রম্য পথ পাড়ি দিয়ে বিশেষ কষ্ট স্বীকার করে হুদায়বিয়া নামক স্থানে উপস্থিত হলেন। এ স্থানটি হারামের বিস্তীর্ণ এলাকার সীমান্তে অবস্থিত।

এ স্থানে বনূ খুজাআ গোত্রের সরদার বুদায়েল ইবনে ওয়ারাকাহ তাঁর গোত্রের কয়েকজন সঙ্গীসহ নবী করীম ﷺ -এর নিকট উপস্থিত হলেন। তিনি নবী করীম ﷺ -কে জিজ্ঞেস করলেন, কি উদ্দেশ্যে আপনি এসেছেন? নবী করীম ﷺ উত্তর দিলেন, আমরা কারো সাথে যুদ্ধ করার উদ্দেশ্যে আসিনি। বায়তুল্লাহর জিয়ারত ও তার তওয়াফ করাই একমাত্র আমাদের উদ্দেশ্য। তারা এ কথাগুলো কুরাইশ সর্দারদের নিকট পৌঁছে দিল এবং হারাম শরীফের জেয়ারত করতে ইচ্ছুক এ কাফেলাকে বাধা না দেওয়ার জন্য পরামর্শ দিল। কিন্তু কুরাইশ সর্দাররা তাদের একগুঁয়েমী জেদ ও সিদ্ধান্ত পরিবর্তন করতে রাজি হলো না। তারা কুরাইশদের মিত্র গোত্র সমষ্টি আহবীশ সর্দার হুলাইছ ইবনে আলকামাহকে নবী করীম ﷺ -এর নিকট পাঠাল; যাতে সে নবী করীম ﷺ -কে মদীনায় ফিরে যেতে প্রস্তুত করে। কুরাইশ সর্দারদের উদ্দেশ্য এই ছিল যে, মুহাম্মদ ﷺ তার কথা না মানলে সে তার প্রতি অসন্তুষ্ট হয়ে ফিরে আসবে এবং অতঃপর আহবীশের সমস্ত শক্তি আমাদের পথে নিয়োজিত ও ব্যবহৃত হবে। কিন্তু হুলাইস যখন এসে প্রত্যক্ষ করল যে, সমস্ত কাফেলা ও কাফেলার সব লোকই ইহরাম বাঁধা অবস্থায় রয়েছে, কুরবানির জন্তুগুলোর গলায় চিহ্ন ব্যবহৃত রয়েছে এবং সম্মুখে দাঁড়িয়ে রয়েছে আর এরা যুদ্ধ করার উদ্দেশ্যে নয়; বরং বায়তুল্লাহর তওয়াফ করার জন্যই এসেছে, তখন সে নবী করীম ﷺ-এর সাথে কোনো প্রকার বাক্য ব্যয় ব্যতীতই মক্কায় ফিরে গেল। কুরাইশ সর্দারদের নিকট স্পষ্ট ভাষায় বলে দিল- এই লোকেরা বায়তুল্লাহর মাহাত্ম্য মেনেই তার জেয়ারতের উদ্দেশ্যে এসেছে। তোমরা যদি তাদেরকে বাধা দাও তাহলে আহবীশ এ কার্যে তোমাদের কোনোই সহযোগিতা করবে না। তোমরা কা'বার মর্যাদা ও মাহাত্ম্য পদদলিত করবে, আর সেই কাজে আমরা তোমাদের সাহায্য করব- এই উদ্দেশ্যে আমরা তোমাদের মিত্র হইনি।

তারপর কুরাইশদের পক্ষ হতে দূত হিসেবে ওরওয়াহ ইবনে মাসউদ সাকাফী আসল। সে নিজস্বভাবে বিভিন্ন কথা বুঝিয়ে নবী করীম ﷺ-কে মক্কায় প্রবেশ করার ইচ্ছা হতে বিরত থাকার জন্য প্রস্তুত করতে চেষ্টা করল। কিন্তু নবী করীম ﷺ বললেন, আমরা যুদ্ধ করার উদ্দেশ্যে আসিনি। তিনি বললেন, আমরা তো আল্লাহর ঘরের মাহাত্ম্য মেনে নিয়ে একটি দ্বীনি কর্তব্য পালনের উদ্দেশ্যেই এখানে এসেছি। ওরওয়া ফিরে গিয়ে কুরাইশদেরকে বললেন, আমি কায়সার, কেসরা ও নাজ্জাসীর দরবারেও গিয়েছি। কিন্তু খোদার শপথ! আমি মুহাম্মদের ﷺ সাথি-সঙ্গিদেরকে তাঁর জন্য যতখানি উৎসর্গকৃত দেখতে পেয়েছি, এমন দৃশ্য কোনো বড় বড় বাদশাহর দরবারেও দেখতে পাইনি। এ লোকগুলোর অবস্থা এমন যে, মুহাম্মদ ﷺ অজু করেন, আর তার অনুসারীরা পানির একটি ফোঁটাও মাটিতে পড়তে দেন না, তাঁরা সবাই নিজেদের দেহে ও কাপড়ে মেখে নেন। এরূপ অবস্থায় তোমরা তোমাদের প্রতিপক্ষকে ভালো করে অনুধাবন করে নাও।

দূতদের পরস্পর আসা-যাওয়া এবং মতবিনিময়ের এ ধারাবাহিকতা চলতে থাকল। এ সময়ে কুরাইশরা চুপে চুপে নবী করীম ﷺ-এর ক্যাম্পের উপর আক্রমণ চালিয়ে সাহাবীগণকে উত্তেজিত করে তুলত। কোনো না কোনোভাবে এমন কোনো কাজ করতে তাদেরকে বাধ্য করতে চেষ্টা করতে থাকে, যাতে লড়াই বাধানোর পরিস্থিতি ঘটে। তারা এ ষড়যন্ত্রের ধারাবাহিকতা বহাল রাখে; কিন্তু প্রতিবারই সাহাবীগণের ধৈর্য এবং নবী করীম ﷺ-এর বুদ্ধিমত্তা, কৌশল তাদের সমস্ত কলাকৌশল ও ষড়যন্ত্রমূলক কার্যক্রম ব্যর্থ করে দিল। একবার তাদের চল্লিশ-পঞ্চাশ জন লোক রাত্রিবেলায় এসে মুসলমানদের তাবুর উপর প্রস্তর বর্ষণ করতে শুরু করল। সাহাবীগণ তাদেরকে গ্রেফতার করে নবী করীম ﷺ -এর খেদমতে উপস্থিত করলেন। নবী করীম ﷺ তাদেরকে মুক্ত করে দিলেন। অন্য এক সময় 'তানয়ীম' [মক্কার হারাম

https://e-ilm.weebly.com/

সীমার বাইরে অবস্থিত একটি স্থান] দিক হতে আশি জন লোক এসে ঠিক ফজরের সময় মুসলমানদের উপর অতর্কিত আক্রমণ করে বসল। তারাও সাহাবীগণের হাতে বন্দী হলো। কিন্তু নবী করীম ﷺ তাদেরকেও মুক্ত করে দিলেন। কুরাইশদের সব কয়টি ষড়যন্ত্রই এভাবে ভেঙ্গে গেল।

অবশেষে নবী করীম ﷺ স্বয়ং হযরত ওসমান (রা.)-কে দূত বানিয়ে মক্কায় পাঠালেন। তাঁর মাধ্যমে কুরাইশ সর্দারদেরকে বলে দিলেন যে, আমি যুদ্ধ করার উদ্দেশ্যে আসিনি। জেয়ারত ও তওয়াফের উদ্দেশ্যে কুরবানির জন্তুসহ এসেছি। আমরা তওয়াফ ও কুরবানি সম্পাদন করে ফিরে যাব। কিন্তু তারা এতে সম্মত হলো না। উপরন্তু তারা হযরত ওসমান (রা.)-কে আটক করে রাখল।

এ সময় মুসলমানদের মধ্যে গুজব ছড়িয়ে পড়ল যে, হযরত ওসমান (রা.) শহীদ হয়েছেন। তিনি প্রত্যাবর্তন না করায় মুসলমানরা এটাকে সত্য বলে বিশ্বাস করলেন। বস্তুত এটা ছিল একটি কঠিন সংকটময় মুহূর্ত। অধিক সহ্য করার এবং চুপচাপ বসে থাকার সময় ছিল না। [মক্কায় প্রবেশ করার ব্যাপারটি ছিল সম্পূর্ণ ভিন্নতর]। এর জন্য শক্তি প্রয়োগ প্রার্থিত ছিল না। কিন্তু বিষয়টি যখন দূত হত্যা পর্যন্ত গড়িয়েছে তখন মুসলিম জনতার যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হওয়া ছাড়া উপায়ন্তর ছিল না। এ জন্য নবী করীম ﷺ তাঁর সমস্ত সাহাবীদের একত্র করে তাঁদের নিকট হতে এ কথার উপর বায়'আত গ্রহণ করলেন যে, "অতঃপর আমরা এ স্থান হতে মৃত্যু পর্যন্তও পশ্চাদপদ হবো না। অবস্থার নাজুকতা লক্ষ্য করলে সহজেই বুঝতে পারা যায় যে, এটা কোনো নগণ্য ধরনের বায়'আত ছিল না। মুসলমান ছিল মাত্র চৌদ্দশত জন, সঙ্গে যুদ্ধের সাজ-সরঞ্জাম বা অস্ত্র-শস্ত্র কিছুই ছিল না। এ সময় তারা নিজেদের আবাসস্থল হতে আড়াইশত মাইল দূরে মক্কার উপকণ্ঠে উপস্থিত ছিলেন। যেখানে শত্রুপক্ষ পূর্ণ শক্তিতে তাঁদের উপর অতি সহজেই আক্রমণ করতে পারে। আর আশ-পাশ হতে নিজেদের মিত্র ও সমর্থক গোত্রসমূহকে সঙ্গে নিয়ে তাদেরকে পরিবেষ্টন করে ফেলতেও কোনো অসুবিধা ছিল না। এতদসত্ত্বেও মাত্র একজন ব্যক্তি ছাড়া সমস্ত কাফেলা-ই নবী করীম ﷺ-এর হাতে মরতে প্রস্তুত থাকার জন্য বায়'আত গ্রহণ করতে এক বিন্দুও কুণ্ঠিত হলো না। তাঁদের ঈমানী নিষ্ঠা ও ঐকান্তিকতা এবং আল্লাহর পথে আত্মদান করতে প্রস্তুত থাকার অধিক স্পষ্ট ও অকাট্য প্রমাণ এটা অপেক্ষা আর কি হতে পারে? বস্তুত এ বায়'আত 'বাইয়াতে রেদওয়ান' তথা আল্লাহর সন্তোষ লাভের উদ্দেশ্যে আত্মদানমূলক শপথ ও অঙ্গীকার নামে ইসলামের ইতিহাসে স্বর্ণাক্ষরে লিপিবদ্ধ রয়েছে। এবং তা চিরদিনই ইতিহাসে চির ভাস্বর হয়ে থাকবে।

পরবর্তীতে জানা গেল যে, হযরত ওসমান (রা.)-এর শহীদ হওয়ার সংবাদ ভুল ছিল। তিনি নিজেই স্ব-শরীরে ফিরে আসলেন। এদিকে কুরাইশদের পক্ষ হতে সুহাইল ইবনে আমরের নেতৃত্বে একটি প্রতিনিধি দল সন্ধির ব্যাপারে আলোচনার জন্য নবী করীম ﷺ-এর ক্যাম্পে উপস্থিত হলো। নবী করীম ﷺ ও তাঁর সঙ্গি-সাথিদেরকে মক্কায় প্রবেশ করতেই দেওয়া হবে না-এরূপ জেদ ও একগুঁয়েমী মনোভাব তারা পরিত্যাগ করেছিল। অবশ্য নিজেদের নাক উঁচু রাখার জন্য তারা বারংবার শুধু বলতে লাগল, আপনি এ বৎসর ফিরে যান। আগামী বৎসর আসতে পারেন। দীর্ঘ আলাপ-আলোচনার পর নিম্নলিখিত শর্তাবলির ভিত্তিতে সন্ধি চুক্তি স্থাপিত হলো–

১. দশ বৎসর যাবৎ উভয়ের মধ্যে যুদ্ধবিগ্রহ বন্ধ থাকবে। একদল অপর দলের বিরুদ্ধে গোপনে বা প্রকাশ্যে কোনো প্রকার তৎপরতা চালাবে না।
২. এ সময়ের মধ্যে কুরাইশদের কোনো ব্যক্তি নেতার অনুমতি ব্যতীত পালিয়ে গিয়ে হযরত মুহাম্মদ ﷺ -এর নিকট উপস্থিত হলে তিনি তাকে ফিরিয়ে দেবেন। অপরদিকে নবী করীম ﷺ -এর সঙ্গি-সাথিদের মধ্য হতে কেউ কুরাইশদের নিকট পালিয়ে চলে গেলে তাকে ফেরত দেওয়া হবে না।
৩. আরবের গোত্রসমূহ উপরিউক্ত পক্ষদ্বয়ের যে কোনো একটির সাথে মিত্রতা স্থাপন করতে পারবে।
৪. মুহাম্মদ ﷺ এ বৎসর ফিরে যাবেন এবং আগামী বৎসর ওমরা পালন করার উদ্দেশ্যে আগমন করে তিন দিন মক্কায় অবস্থান করতে পারবেন। তবে অস্ত্র-শস্ত্রের মধ্যে মাত্র একখানা করে তরবারি নিয়ে আসতে পারবেন। এতদ্ব্যতীত অন্য কোনো যুদ্ধ-সরঞ্জাম সঙ্গে আনতে পারবেন না। এ তিন দিনের জন্য মক্কাবাসীরা তাদের জন্য শহর খালি করে দেবে। যেন কোনোরূপ সংঘাত হওয়ার আশঙ্কা না থাকে। কিন্তু তারা এখান হতে ফিরে যাওয়ার সময় কোনো এক ব্যক্তিকেও সঙ্গে করে নিয়ে যেতে পারবেন না।

যে সময় এ সন্ধি চুক্তির শর্তসমূহ ঠিক করা হচ্ছিল, তখন মুসলমানদের সমগ্র বাহিনী উদ্বিগ্ন ও অস্থির হয়ে পড়েছিল। যে সব কল্যাণকর দিকের উপর দৃষ্টি রেখে নবী করীম ﷺ এ শর্তসমূহ মেনে নিয়েছিলেন, অন্য কারো দৃষ্টি সেই সুদূরপ্রসারী

https://e-ilm.weebly.com/

লক্ষ্যের উপর নিবদ্ধ ছিল না। ফলে এই সন্ধির পরিণতিতে যে মহান কল্যাণ সাধিত হতে যাচ্ছিল; তা কেউই অনুধাবন করতে পারছিলেন না। কাফের কুরাইশগণ এ শর্তসমূহকে নিজেদের সাফল্য মনে করে আত্মপ্রশান্তি লাভ করেছিল। কিন্তু মুসলমানদের মনে প্রশ্ন জেগেছিল- আমরা দুর্বল দেখে এই অপমানকর শর্তসমূহ মেনে নেব কেন? হযরত ওমর ফারূক (রা.)-এর ন্যায় একজন সূক্ষ্মদর্শী ও দূরদৃষ্টি সম্পন্ন জননেতার অবস্থাও সীমাহীন উদ্বেগজনক ছিল। তিনি বলতে লাগলেন, ইসলাম কবুল করার পর আমার দিলে কখনো কোনোরূপ সংশয় মাথাচাড়া দেয়নি। কিন্তু এ সময় আমিও তা হতে রক্ষা পেলাম না। তিনি অস্থির হয়ে হযরত আবূ বকর (রা.)-এর নিকট উপস্থিত হয়ে বললেন, নবী করীম ﷺ কি প্রকৃতই আল্লাহর রাসূল নন? আমরা কি মুসলমান নই? তারা কি মুশরিক নয়? তা হলে আমরা আমাদের দীনের ব্যাপারে এ অপমান ও লাঞ্ছনা মাথা পেতে নেব কেন? হযরত আবূ বকর (রা.) বললেন, হে ওমর! তিনি সত্যিই আল্লাহর রাসূল। আল্লাহ কখনো তাঁকে বিপথগামী করবেন না। এটা শুনে তিনি আর ধৈর্য ধারণ করতে পারলেন না। তিনি নবী করীম ﷺ -এর নিকট গিয়ে তাঁকে ঠিক এ প্রশ্নগুলো করলেন। তিনিও তাঁকে ঠিক সেই জবাবই দিলেন- যা দিয়েছিলেন হযরত আবূ বকর (রা.)।

আলোচ্য সন্ধি চুক্তির দুটি বিষয় লোকদের মনে সর্বাধিক ব্যাকুলতার সৃষ্টি করেছিল। এর একটি হলো দুই নম্বর শর্ত। লোকদের মতে এটা সুস্পষ্টরূপে সমতা ভঙ্গকারী শর্ত। মক্কা হতে পালিয়ে আসা লোককে যদি আমরা ফিরিয়ে দিতে বাধ্য হই তা হলে মদীনা হতে পালিয়ে আসা লোককে তারা ফিরিয়ে দেবে না কেন? নবী করীম ﷺ এ বিষয়ে বললেন, আমাদের নিকট হতে যারা পালিয়ে তাদের নিকট চলে যাবে, তারা কি আমাদের কোনো কাজে আসবে? আল্লাহ তা'আলা তাদেরকে আমাদের হতে দূরে রাখুন, এতেই তো মঙ্গল। আর তাদের নিকট হতে যারা পালিয়ে আমাদের নিকট আসবে, আমরা যদি তাদেরকে ফিরিয়ে দেই তা হলে আল্লাহ তা'আলা তাদের মুক্তি ও নিষ্কৃতির বিকল্প কোনো পথ সৃষ্টি করে দেবেন।

তা ছাড়া চতুর্থ শর্তটিও লোকেরা সন্তুষ্ট চিত্তে মেনে নিতে পারেনি। মুসলমানরা মনে করছিলেন যে, এই শর্তটি মেনে নেওয়ার অর্থ হলো আমরা সমস্ত আরবদের সম্মুখে ব্যর্থ মনোরথ হয়ে ফিরে যাচ্ছি। এতদ্ব্যতীত আরো একটি প্রশ্ন তীব্রভাবে দেখা দিয়েছিল। নবী করীম ﷺ স্বপ্নে দেখেছিলেন যে, আমরা মক্কায় তওয়াফ করছি। অথচ বাস্তবে আমরা তওয়াফ না করে ফিরে যাওয়ার শর্ত মেনে নিচ্ছি। নবী করীম ﷺ লোকদেরকে বুঝালেন, এ বৎসরই তওয়াফ করা হবে। স্বপ্নে তা তো স্পষ্ট করে দেখানো হয়নি। সন্ধির শর্তানুযায়ী এ বৎসর না হলেও আগামী বৎসর তো ইনশাআল্লাহ তওয়াফ করা হবেই।

এ সময় একটি ঘটনা সংঘটিত হয়। এ ঘটনাটি বলা যেতে পারে আগুনে ঘৃত ঢালার কাজ করছে। সন্ধির চুক্তি পত্র লিপিবদ্ধ করা হচ্ছিল, এ মুহূর্তেই সুহাইল ইবনে আমরের পুত্র আবূ জান্দাল যিনি ইতঃপূর্বে মুসলমান হয়ে গিয়েছিলেন এবং মক্কার কাফেররা তাকে বন্দী করে রেখেছিল- কোনো না কোনোক্রমে পালিয়ে এসে নবী করীম ﷺ -এর ক্যাম্পে শামিল হয়ে গেছেন। তাঁর পায়ে বেড়ী লাগানো ছিল, তাঁর সমগ্র দেহের উপর অত্যাচার নির্যাতনের স্পষ্ট চিহ্ন অঙ্কিত ছিল। তিনি নবী করীম ﷺ -এর নিকট ফরিয়াদ করলেন, "আমাকে এ অন্যায়-অকারণ বন্দীদশা হতে মুক্তি দান করুন।" এ মর্মান্তিক অবস্থা সহ্য করে নেওয়া উপস্থিত জনতার জন্য অসম্ভব হয়ে পড়ল। কিন্তু সুহাইল ইবনে আমর বলল, সন্ধিপত্র লেখা সম্পূর্ণ না হলেও এর শর্তাবলি আমাদের পরস্পরে মাঝে চূড়ান্তরূপে গৃহীত হয়েছে। সুতরাং শর্তানুযায়ী আমার এ পুত্রকে আমার নিকট ফিরিয়ে দিতে আপনি বাধ্য। নবী করীম ﷺ তার যুক্তি মেনে নিলেন। আবূ জান্দালকে এ জালেমদের নিকটই সোপর্দ করা হলো।

সন্ধি চুক্তি স্বাক্ষরিত হওয়ার পর নবী করীম ﷺ সমবেত সাহাবীগণকে বললেন, এখনই কুরবানি করে মাথা মুণ্ডন করে ফেল এবং ইহরাম খুলে ফেল। কিন্তু একজনও নিজ স্থান হতে নড়লেন না। নবী করীম ﷺ পরপর তিনবার এ নির্দেশ প্রদান করলেন। কিন্তু সাহাবায়ে কেরাম (রা.) এ সময় যে দুঃখ-বেদনা, হতাশা ও অন্তর্জ্বালার সুগভীর সমুদ্রে নিমজ্জিত হয়েছিলেন, তাতে একজন লোকের পক্ষেও স্বীয় স্থান হতে এতটুকু নড়াচড়া করাও সম্ভপর হলো না। অথচ নবী করীম ﷺ সাহাবীগণকে কোনো কাজের নির্দেশ দিয়েছিলেন আর তারা তা পালন করার জন্য সঙ্গে সঙ্গেই সক্রিয় হয়ে উঠেননি, এমনটি রাসূলে কারীম ﷺ-এর সমগ্র রিসালাতের জীবনে এটাই সর্বপ্রথম ও সর্বশেষ ঘটনা। এ দীর্ঘ সময়ের মধ্যে এরূপ বিস্ময়কর ঘটনার আর কখনো উদ্রেক হয়নি। এতদ দর্শনে নবী করীম ﷺ খুবই মর্মাহত হলেন। হযরত উম্মে সালামা (রা.) নিবেদন করলেন, আপনি নিজে গিয়ে চুপ চাপ আপনার উটটি জবাই করে ফেলুন এবং ক্ষৌরকার ডেকে আপনার মাথা মুণ্ডন করে ফেলুন। এরপর সাহাবীগণ নিজেরাই অগ্রসর হয়ে আপনার পদাঙ্ক অনুসরণ করবেন। তাঁরা বুঝে নেবে যে, যা কিছু ফয়সালা হয়ে গেছে তা আর পরিবর্তিত হওয়ার মতো নয়। কার্যত হলোও তা-ই। রাসূলে কারীম ﷺ-এর আমল দেখে লোকেরা কুরবানি করল এবং মাথা মুণ্ডন করল, চুল কর্তন করাল এবং ইহরাম ভেঙ্গে ফেলল; কিন্তু এতদসত্ত্বেও তাদের হৃদয় যেন চূর্ণবিচূর্ণ হয়েছিল, হতাশা ও দুঃখ-ক্ষোভে তাদের কলিজাটা যেন ফেটে গিয়েছিল।

https://e-ilm.weebly.com/

অতঃপর এ কাফেলা হুদায়বিয়ার সন্ধিকে নিজেদের ব্যর্থতা ও অপমান-লাঞ্ছনার চূড়ান্ত প্রতীক মনে করে মদীনার দিকে প্রত্যাবর্তন করেছিল তখন মক্কা হতে প্রায় পঁচিশ মাইল দূরত্বে অবস্থিত যাজনান নামক স্থানে [মতান্তরে কুরাউল গাইম নামক স্থানে] এ সূরাটি নাজিল হলো। এতে মুসলমান জনতাকে বলা হয়েছে যে, তোমরা এ সন্ধিকে নিজের পরাজয় মনে করলেও আসলে এটাই তোমাদের মহাবিজয়। এ সূরা নাজিল হওয়ার পর নবী করীম ﷺ সমস্ত মুসলিম জনতাকে একত্র করেন এবং বললেন, আজ আমার উপর এমন একটা জিনিস অবতীর্ণ হয়েছে যা আমার নিকট সমগ্র দুনিয়া ও তন্মধ্যস্থ সবকিছুর তুলনায় অধিক মূল্যবান। এরপর তিনি তেলাওয়াত করে শুনিয়ে দিলেন এবং বিশেষ করে হযরত ওমর (রা.)-কে ডেকে তা শুনালেন। কেননা হুদায়বিয়ার সন্ধির কারণে তিনিই সর্বাধিক দুঃখিত ও মর্মাহত হয়েছিলেন।

ঈমানদারগণ আল্লাহ তা'আলার এ মহাবাণী শুনে সন্তুষ্ট হয়েছিলেন। পরবর্তীতে অল্পকালের মধ্যেই যখন এ সন্ধির কল্যাণ এক একটা করে প্রকাশ হতে শুরু করল তখন এ সন্ধি যে বাস্তবিকই ইসলাম ও মুসলিমদের জন্য এক মহাবিজয় ছিল তাতে কারো বিন্দুমাত্র সন্দেহ থাকল না। এ সন্ধির কতিপয় কল্যাণকর বিষয়গুলো নিম্নে উদ্ধৃত হলো-

১. এ সন্ধির ফলে আরবদেশে সর্বপ্রথম ইসলামি রাষ্ট্রের অবস্থিতিকে যথারীতি স্বীকৃতি দেওয়া হলো। এর পূর্ব পর্যন্ত মুহাম্মদ ﷺ ও তাঁর অনুসারীদের মর্যাদা এরূপ ছিল যে, আরবদের দৃষ্টিতে তারা ছিলেন কুরাইশ ও আরবের অন্যান্য গোত্রের বিরুদ্ধে বিদ্রোহকারী একটি দল বা গোষ্ঠী মাত্র। তারা এদেরকে তাদের ভ্রাতৃগোষ্ঠী বহির্ভূত মনে করত। অথচ সেই কুরাইশরা নবী করীম ﷺ-এর সাথে সন্ধি চুক্তি করে ইসলামি রাষ্ট্র অধিকৃত অঞ্চলের উপর এর স্বাধীন সার্বভৌমত্ব কর্তৃত্ব মেনে নিল। আরবদের অন্যান্য গোত্রসমূহের জন্য এ দুটি রাজনৈতিক শক্তির মধ্যে যে কোনো একটির সাথে ইচ্ছা, মিত্রতার সন্ধি চুক্তি করার দ্বার উন্মুক্ত করে দিল।

২. মুসলমানদের জন্য আল্লাহর ঘর জিয়ারতের অধিকার মেনে নিয়ে কুরাইশরা যেন আপনা আপনি এটাও স্বীকার করে নিল যে, ইসলাম ধর্ম বহির্ভূত কোনো ব্যবস্থার নাম নয়। তখনও পর্যন্ত যদিও তারা এটাই মনে করে আসছিল; বরং তা আরবে অবস্থিত ও প্রচলিত ধর্মসমূহের মধ্যে একটি এবং অন্যান্য ধর্মপরায়ণদের ন্যায় হজ ও ওমরা অনুষ্ঠানাদি পালন করার অধিকার মুসলমানদেরও রয়েছে। কুরাইশদের এ যাবতকালীন মিথ্যা প্রচারণার ফলে আরববাসীদের মনে ইসলামের বিরুদ্ধে যেই ঘৃণা ও বিদ্বেষ জেগে উঠেছিল এ সন্ধি চুক্তির ফলে তা হ্রাসপ্রাপ্ত হলো।

৩. কুরাইশদের পক্ষ হতে যুদ্ধ বন্ধ হওয়ার পর নবী করীম ﷺ ইসলাম অধিকৃত ও প্রভাবাধীন অঞ্চলে ইসলামি রাষ্ট্রকে দৃঢ়ভাবে প্রতিষ্ঠিত করার এবং ইসলামি আইন-বিধান চালু করে ইসলামি শাসনতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত করে মুসলিম সমাজকে একটি পূর্ণাঙ্গ সভ্যতা ও সংস্কৃতির মর্যাদায় উন্নীত করার অবাধ সুযোগ লাভ করেন। বস্তুত এটা ছিল আল্লাহ তা'আলার দেওয়া একটি বড় নিয়ামত। সূরা মায়েদার তৃতীয় আয়াতে এ নিয়ামত সম্পর্কেই আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেছেন-আজ আমি তোমাদের দীনকে তোমাদের জন্য পরিপূর্ণ করে দিলাম। আমার নিয়ামত তোমাদের প্রতি সম্পূর্ণ করে দিলাম এবং ইসলামকে তোমাদের দীন হিসেবে মনোনীত করে নিলাম।

৪. সুদীর্ঘ দশ বৎসরকাল যুদ্ধ বন্ধ হওয়ার চুক্তি হওয়ায় মুসলমানরা পূর্ণ নিরাপত্তা ও নিশ্চয়তা লাভ করলেন। এর ফলে তাঁরা আরবের সর্বাধিক ও সর্বাঞ্চলে বিস্তৃতি লাভ করত অবাধে ইসলাম প্রচার করার সুযোগ পেলেন। হুদায়বিয়ার সন্ধি চুক্তি স্বাক্ষরিত হওয়ার পূর্বে উনিশ বৎসরে যত সংখ্যক লোক ইসলাম গ্রহণ করেছিল, এরপর মাত্র দু বৎসরে তার অনেক বেশি সংখ্যক লোক ইসলামের সুশীতল ছায়াতলে আশ্রয় গ্রহণ করে। হুদায়বিয়ার সন্ধিকালে নবী করীম ﷺ-এর সঙ্গি ছিলেন মাত্র চৌদ্দশত জন মুসলমান। আর এর মাত্র দুই বৎসর পরই কুরাইশদের চুক্তিভঙ্গের ফলে নবী করীম ﷺ যখন মক্কার উপর চড়াও হলেন, তখন দশ হাজার লোক তাঁর অনুগত বাহিনীর অন্তর্ভুক্ত ছিল। হুদায়বিয়ার সন্ধির ফলেই এটা সম্ভবপর হয়েছিল।

৫. কুরাইশদের সাথে সন্ধি হয়ে যাওয়ায় মদীনায় ইসলামি রাষ্ট্র দক্ষিণ দিক [মক্কা] হতে সম্পূর্ণ নিশ্চিন্ততা লাভ করল। এতে বড় একটি ফায়দা সাধিত হলো যে, মুসলিমগণ উত্তর আরব ও মধ্য আরবের সমস্ত বিরোধী গোত্রগুলোকে অতি সহজেই অধীন করে নিতে সক্ষম হলো। হুদায়বিয়ার সন্ধি চুক্তি স্বাক্ষরিত হওয়ার পর মাত্র তিনটি মাসই অতিবাহিত হয়েছিল। এর মধ্যেই ইহুদিদের শক্তিকেন্দ্র খায়বর জয় হয়ে গেল। অতৎপর ফাদাক, ওয়াদীউল কুরা, তাইমা ও তাবুকের ইহুদি জনবসতিসমূহ ইসলামি রাষ্ট্রের অধীনে এসে গেল। এ ছাড়া মধ্য আরবের যেসব গোত্র ইহুদি ও কুরাইশদের সাথে জোটবদ্ধ হয়েছিল তারাও একে একে মুসলমানদের অধীনতার পাশে বন্দী হয়ে গেল মাত্র দুটি বৎসরের মধ্যেই সমগ্র আরবের শক্তির ভারসাম্য এমনভাবে বদলিয়ে দিল যে, কুরাইশ ও মুশরিকদের শক্তি চাপা পড়ে গেল এবং ইসলামের সর্বাত্মক বিজয় অবধারিত হয়ে পড়ল।

https://e-ilm.weebly.com/

মূলত মুসলমানরা যে সন্ধিকে নিজেদের ব্যর্থতা এবং অপমানজনক মনে করত এবং কুরাইশরা নিজেদের চরম সাফল্য ও সম্মান মনে করত তার বিপুল কল্যাণময় অবদানসমূহ উল্লিখিতভাবে ছিল। উক্ত সন্ধিতে যে বিষয়টি সর্বাধিক দুঃসহ ও বেদনাদায়ক ছিল এবং যেটাকে কুরাইশরা স্বীয় মর্যাদা ও বিজয়ের হেতু বলে ধারণা পোষণ করত তাহলো মক্কা হতে প্রাণে বেঁচে মদীনায় পলায়নকারী লোকদেরকে কুরাইশদের হাতে সোপর্দ করার এবং মক্কায় যাওয়া লোকদেরকে ফিরিয়ে না দেওয়ার শর্ত।

কিন্তু মূলত বিষয়টি ছিল- মানুষ ভাবে একটা, আর হয় তার বিপরীতটার মতো অর্থাৎ স্বল্পকালের মধ্যেই এ অসম শর্তটি কুরাইশদের সম্পূর্ণ স্বার্থবিরোধী প্রমাণিত হলো। সন্ধির অল্প কিছুদিন পরই মক্কা হতে আবূ বসীর নামক একজন মুসলমান কুরাইশদের বন্দীশালা হতে মুক্ত হয়ে পালিয়ে মদিনায় উপস্থিত হন। নবী করীম ﷺ সন্ধির শর্তানুযায়ী তাঁকে কুরাইশদের হাতে তুলে দিলেন। হযরত আবূ বসীর (রা.)-কে মক্কায় ফিরিয়ে নেওয়ার জন্য যেসব লোক এসেছিল মক্কায় যাওয়ার পথে তিনি তাদের একজনকে হত্যাপূর্বক পালিয়ে লোহিত সাগরে মরু অঞ্চলে গিয়ে গোপন আস্তানা গাড়লেন। তাঁর অবস্থানস্থলের পাশ দিয়ে কুরাইশদের ব্যবাসয়ী কাফেলা সিরিয়া যাতায়াত করত। পরবর্তীতে যে কোনো মুসলামনই কুরাইশদের ছোবল হতে পালিয়ে যেতে সক্ষম হতো সে-ই হযরত আবূ বাসীরের আস্তানায় গিয়ে ভিড়ত। ধীরে ধীরে তাদের সংখ্যা সত্তরে গিয়ে পৌঁছল। তাঁরা সুযোগমতো কুরাইশদের ব্যবসায়ী কাফেলার উপর আক্রমণ চালিয়ে লুটপাট করতে শুরু করল। তাঁরা যেহেতু মদিনার ইসলামি সরকার হতে বিচ্ছিন্ন ছিলেন সেহেতু নবী করীম ﷺ-এর উপর এর দায়-দায়িত্ব বর্তালো না। এ বিপদের মোকাবিলা করতে না পেরে পরিশেষে কুরাইশরা নিজেরাই নবী করীম ﷺ-এর নিকট শর্তটি বাতিলের অনুরোধ জানাল। অবশেষে হযরত আবূ বাসীর (রা.) এবং তাঁর সহযোগীরা দস্যুবৃত্তি পরিহার করে মদিনায় চলে আসলেন। এরূপেই এ অসম চুক্তির চির অবসান হয়।

পূর্ববর্তী সূরার সাথে সম্পর্ক : পূর্ববর্তী সূরায় কাফেরদের বিরুদ্ধে জিহাদের কথা ছিল, জিহাদের প্রেক্ষিতে মুনাফিকরা মুসলমানদের বিরুদ্ধে যে ষড়যন্ত্রে লিপ্ত ছিল, প্রসঙ্গক্রমে তারও উল্লেখ করা হয়েছে, অবশেষে তাদের ব্যর্থতার কথাও ঘোষণা করা হয়েছে। আর আলোচ্য সূরায় মুসলমানদের বিজয়ের সুসংবাদ রয়েছে। প্রকৃত মুমিনদের গুণাবলি উল্লেখ রয়েছে। মুমিনদের ইখলাস, ত্যাগ-তিতিক্ষা, ধৈর্য ও সহনশীলতা, আল্লাহ তা'আলার প্রতি আনুগত্য এবং প্রিয়নবী ﷺ-এর প্রতি মহব্বত, অকৃত্রিম ভালোবাসা এবং তাঁর প্রতি পরিপূর্ণ আনুগত্য প্রভৃতি গুণাবলির কারণে আল্লাহ তা'আলা মুমিনদেরকে যে সুস্পষ্ট এবং মহান বিজয় দান করেছেন, তার উল্লেখ রয়েছে। একখানি হাদীসে রয়েছে, হযরত জিবরাঈল (আ.) যখন এ সূরা নিয়ে অবতরণ করেন, তখন তিনি হযরত রাসূলে কারীম ﷺ-কে বিজয়ের জন্য মোবারকবাদ জানান। আর প্রিয়নবী ﷺ -এরপর উপস্থিত মুসলমানগণকে বিজয়ের সুসংবাদের জন্যে মোবারকবাদ দান করেন।

যেহেতু কাফেরদের সঙ্গে মক্কার অদূরে অবস্থিত হুদায়বিয়া নামক স্থানে শান্তি-চুক্তি সম্পাদিত হয়, আল্লাহ তা'আলা এ শান্তি চুক্তিকেই প্রকাশ্য বিজয়' বলে অভিহিত করেছেন। আর এ সূরায় সে ঐতিহাসিক মহান বিজয়ের সুসংবাদ রয়েছে, তাই এর নামকরণ করা হয়েছে- 'সূরাতুল ফাত্হ'। 'ফাত্হ' শব্দের অর্থই হলো বিজয়।

এখানে আরো একটি বিষয় বিশেষভাবে প্রণিধানযোগ্য, যদিও মক্কা বিজয় হয় এ ঘটনার দু'বছর পর, কিন্তু কাফেরদের সঙ্গে যে শান্তি-চুক্তি হয়েছিল, তা-ই মক্কা বিজয়ের কারণ হয়েছে। আর এজন্যেই আলোচ্য সূরায় হুদায়বিয়ার সন্ধিকে সুস্পষ্ট বিজয় বলে আখ্যায়িত করা হয়েছে। দ্বিতীয়ত সাহাবায়ে কেরাম প্রিয়নবী ﷺ-এর প্রতি যে মহব্বত এবং আনুগত্যের পরিচয় দিয়েছেন এবং আল্লাহর রাহে প্রাণপণ জিহাদের শপথ গ্রহণ করেছেন, তজ্জন্যে আল্লাহ তা'আলা সাহাবায়ে কেরামের প্রতি তাঁর সন্তুষ্টির কথাও ঘোষণা করেছেন এ সূরায়।

উপরোল্লিখিত ৪ টি আয়াতের শানে নুযূল : হযরত কাতাদা (র.) বলেন, হযরত আনাস (রা.) তাঁদের নিকট বর্ণনা করেছেন যে, নবী করীম ﷺ যখন হুদায়বিয়ার সন্ধিচুক্তি সমাপন করার পর মদিনায় ফিরে যাচ্ছিলেন তখন إِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحًا হতে فَوْزًا عَظِيمًا পর্যন্ত নাজিল হয়েছিল। বাহ্যিক দৃষ্টিতে অসম চুক্তিতে সম্মত হওয়ার কারণে নবী করীম ﷺ-এর সাথে সাহাবীগণ যথেষ্ট মান-অভিমান ও ক্ষোভ প্রকাশ করেছিলেন। যদিও নবী করীম ﷺ -এর প্রতি আনুগত্য প্রকাশ করে শেষ পর্যন্ত সাহাবীগণও হুদায়বিয়াতেই ইহরাম ভেঙ্গেছিলেন এবং কুরবানি করেছিলেন। তথাপি তাদের অন্তর্জ্বালা এতটুকু প্রশমিত হয়নি। সুতরাং আয়াতসমূহ নাজিল হওয়ার পরে নবী করীম ﷺ সাহাবীগণকে একত্র করে শুনিয়ে দিলেন- যাতে তারা মানসিক শান্তি লাভ করল- তাদের অন্তরের ক্ষোভ ও দুঃখ মুছে গেল।

https://e-ilm.weebly.com/

হযরত মুকাতিল ইবনে সুলায়মান (র.) হতে বর্ণিত আছে যে, যখন আল্লাহর বাণী– وَمَا أَدْرِي مَا يُفْعَلُ بِي وَلَا بِكُمْ নাজিল হলো তখন মুনাফিক ও মুশরিকরা খুব আনন্দিত হলো। তারা কটুক্তি করে বলতে শুরু করল, যে লোক তার নিজের এবং তার সাহাবীদের ব্যাপারে কি আচরণ করা হবে, তার কোনো হদীস দিতে পারে না, আমরা কিভাবে তার অনুসরণ করতে পারি? এ সময় নবী করীম ﷺ হুদায়বিয়া হতে প্রত্যাবর্তনকালে নাজিল হয়- إِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحًا مُّبِينًا الخ -[ফাতহুল কাদীর, কুরতুবী]

হযরত আতা (রা.) বলেন, হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) বর্ণনা করেছেন যে, যখন আয়াতে কারীমা- "وَمَا أَدْرِي مَا يُفْعَلُ بِي وَلَا بِكُمْ" [হে হাবীব! আপনি তাদেরকে বলুন! আমি জানি না আমার সাথে কিরূপ ব্যবহার করা হবে। আর তোমাদের সাথেই বা কিরূপ আচরণ করা হবে।] নাজিল হওয়ার পর ইহুদিরা নবী করীম ﷺ ও সাহাবীগণকে ভর্ৎসনা করে বলেছিল, যে নিজের সম্পর্কে পর্যন্ত কিছু জানে না, আমরা কিভাবে তার আনুগত্য করতে পারি? এতে নবী করীম ﷺ যারপর নাই দুঃখিত হয়েছিলেন। তখন আল্লাহ তা'আলা উক্ত আয়াত নাজিল করলেন- إِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحًا مُّبِينًا لِّيَغْفِرَ لَكَ اللَّهُ مَا تَقَدَّمَ مِن ذَنبِكَ وَمَا تَأَخَّرَ অর্থাৎ "নিশ্চয় আমি আপনাকে সুস্পষ্ট বিজয় দান করেছি। যাতে আল্লাহ তা'আলা আপনার অতীত ও ভবিষ্যতের ভুল-ত্রুটি ক্ষমা করে দিতে পারেন।"

لِيُدْخِلَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا وَيُكَفِّرَ عَنْهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ وَكَانَ ذَٰلِكَ عِندَ اللَّهِ فَوْزًا عَظِيمًا [৫]

শানে নুযূল : ইবনে জারীর প্রমুখ হযরত আনাস (রা.) এর উদ্ধৃতি দিয়ে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেন, হুদাইবিয়া হতে ফিরে আসার পথে لِّيَغْفِرَ لَكَ اللَّهُ مَا تَقَدَّمَ مِن ذَنبِكَ وَمَا تَأَخَّرَ আয়াত নাজিল হয়। সুতরাং রাসূল ﷺ বললেন যে, আমার প্রতি একটি আয়াত নাজিল হয়েছে, যা আমার নিকট ভু-পৃষ্ঠে যা রয়েছে তন্মধ্যে সর্বাধিক প্রিয়তম বস্তু। অতঃপর সাহাবায়ে কেরামের নিকট তা তেলাওয়াত করেন। তখন তারা বললেন يَا رَسُولَ اللَّهِ هَنِيئًا مَّرِيئًا আল্লাহ আপনার সাথে কি আচরণ করবেন তার বর্ণনা দিয়েছেন, তিনি আমাদের সাথে কি ব্যবহার করবেন? সাহাবায়ে কেরামের এ আবেদনের পরিপ্রেক্ষিতে আলোচ্য আয়াত আল্লাহ তা'আলা নাজিল করেন। -[রূহুল মা'আনী ৯৩/২৬/১৩, কুরতুবী ২২৬/১৬, দুররে মানছূর ৭১/৫]

অধিকাংশ সাহাবী, তাবেয়ী ও তাফসীরবিদের মতে সূরা ফাত্হ ষষ্ঠ হিজরিতে অবতীর্ণ হয়, যখন রাসূলুল্লাহ ﷺ ওমরার উদ্দেশ্যে সাহাবায়ে কেরামকে সাথে নিয়ে মক্কা মোকাররমা তশরিফ নিয়ে যান এবং হেরেমের সন্নিকটে হুদায়বিয়া নামক স্থানে পৌঁছে অবস্থান গ্রহণ করেন। মক্কার কাফেররা তাঁকে মক্কা প্রবেশে বাধা দান করে। অতঃপর তারা এই শর্তে সন্ধি করতে সম্মত হয় যে, এ বছর তিনি মদীনায় ফিরে যাবেন এবং পরবর্তী বছর এই ওমরার কাযা করবেন। সাহাবায়ে কেরামের মধ্যে অনেকেই বিশেষতঃ হযরত ওমর (রা.) এ ধরনের সন্ধি করতে অসম্মত ছিলেন। কিন্তু রাসূলুল্লাহ ﷺ খোদায়ী ইঙ্গিতে এই সন্ধিকে পরিণামে মুসলমানদের জন্যে সাফল্যের উপায় মনে করে গ্রহণ করে নেন। রাসূলুল্লাহ ﷺ ওমরার এহরাম খুলে হুদায়বিয়া থেকে ফেরত রওয়ানা হলেন, তখন পথিমধ্যে এই পূর্ণ সূরা অবতীর্ণ হয়। এতে বলা হয়েছে যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর স্বপ্ন সত্য এবং অবশ্যই বাস্তবরূপ লাভ করবে। কিন্তু তার সময় এখনও হয়নি। পরে মক্কা বিজয়ের সময় এই স্বপ্ন বাস্তবরূপ লাভ করে। এই সন্ধি প্রকৃতপক্ষে মক্কা বিজয়ের কারণ হয়েছিল। তাই একে "প্রকাশ্য বিজয়" বলে ব্যক্ত করা হয়েছে। হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা.) ও অপর কয়েকজন সাহাবী বলেন : তোমরা মক্কা বিজয়কে বিজয় বলে থাক; কিন্তু আমরা হুদায়বিয়ার সন্ধিকে বিজয় মনে করি। হযরত জাবের (রা.) বলেন : আমি হুদায়বিয়ার সন্ধিকেই বিজয় মনে করি। হযরত বারা ইবনে আযেব (রা.) বলেন : তোমরা মক্কা বিজয়কেই বিজয় মনে কর এবং নিঃসন্দেহে তা বিজয়; কিন্তু আমরা হুদায়বিয়ার ঘটনায় 'ব'আয়তে-রিজওয়ান' কেই আসল বিজয় মনে করি। এতে রাসূলুল্লাহ ﷺ একটি বৃক্ষের নীচে উপস্থিত চৌদ্দশত সাহাবীর কাছ থেকে জেহাদের শপথ নিয়েছিলেন। এ সূরায় বয়াতের আলোচনাও করা হয়েছে। (ইবনে কাছীর)

যখন জানা গেল যে, আলোচ্য সূরাটি হুদায়বিয়ার ঘটনা সম্পর্কে অবতীর্ণ হয়েছে এবং এই ঘটনার অনেক অংশ এই সূরায় উল্লিখিতও হয়েছে, তখন প্রথমে সম্পূর্ণ ঘটনাটি উল্লেখ করা সমীচীন মনে হয়। তাফসীরে ইবনে কাছীরে এর বিস্তারিত বিবরণ রয়েছে। তাফসীরে মাযহারীতে আরো বেশি বিবরণ লিপিবদ্ধ করা হয়েছে এবং চৌদ্দ নং পৃষ্ঠায় এই কাহিনী আদ্যোপান্ত নির্ভরযোগ্য হাদীসসমূহের বরাত দিয়ে বর্ণনা করা হয়েছে। এই কাহিনীতে অনেক মু'জিযা, উপদেশ, শিক্ষণীয়, ধর্মীয় ও রাজনৈতিক বিষয় বিধৃত হয়েছে। এখানে কাহিনীর কেবল সেসব অংশ লিখিত হচ্ছে, যেগুলো সূরায় উল্লেখ করা হয়েছে। অথবা যেগুলোর সাথে সূরার গভীর সম্পর্ক রয়েছে। এর ফলে এই কাহিনী সম্পর্কিত আয়াতসমূহের তাফসীর বুঝা খুবই সহজ হয়ে যাবে।

https://e-ilm.weebly.com/

হুদায়বিয়া ঃ হুদায়বিয়া মক্কার বাইরে হেরেমের সীমানার সন্নিকটে অবস্থিত একটি স্থানের নাম। আজকাল এই স্থানটিকে "শমীসা" বলা হয়। ঘটনাটি এই স্থানেই ঘটে ।

প্রথম অংশ রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর স্বপ্ন : আবদ ইবনে হুমায়দ, ইবনে জারীর, বায়হাকী প্রমুখের বর্ণনা অনুযায়ী এই ঘটনার এক অংশ এই যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ মদিনায় স্বপ্ন দেখলেন তিনি সাহাবায়ে কেরামসহ মক্কায় নির্ভয়ে ও নির্বিঘ্নে প্রবেশ করছেন এবং ইহরামের কাজ সমাপ্ত করে কেউ কেউ নিয়মানুযায়ী মাথা মুণ্ডন করেছেন, কেউ কেউ চুল কাটিয়েছেন এবং তিনি বায়তুল্লায় প্রবেশ করেছেন ও বায়তুল্লাহর চাবি তাঁর হস্তগত হয়েছে। এটা সূরায় বর্ণিত ঘটনার একটা অংশ। পয়গম্বরগণের স্বপ্ন ওহী হয়ে থাকে। তাই স্বপ্নটি যে বাস্তবরূপ লাভ করবে, তা নিশ্চিত ছিল। কিন্তু স্বপ্নে এই ঘটনার কোনো সন, তারিখ বা মাস নির্দিষ্ট করা হয়নি। প্রকৃতপক্ষে স্বপ্নটি মক্কা বিজয়ের সময় প্রতিফলিত হওয়ার ছিল। কিন্তু রাসূলুল্লাহ ﷺ যখন সাহাবায়ে কেরামকে স্বপ্নের বৃত্তান্ত শুনালেন, তখন তাঁরা সবাই পরম আগ্রহের সাথে মক্কা যাওয়ার প্রস্তুতি শুরু করে দিলেন। সাহাবায়ে কেরামের প্রস্তুতি দেখে রাসূলুল্লাহ ﷺ-ও ইচ্ছা করে ফেললেন। কেননা স্বপ্নে কোনো বিশেষ সাল অথবা মাস নির্দিষ্ট ছিল না। কাজেই এই মুহূর্তেই উদ্দেশ্যে সিদ্ধ হওয়ার সম্ভাবনাও ছিল। –[বয়ানুল কোরআন]

দ্বিতীয় অংশ রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর সাহাবায়ে কেরাম ও মরুবাসী মুসলমানদের সাথে চলার জন্য ডাকা এবং কারো কারো অস্বীকার করা : ইবনে সা'দ প্রমুখ বর্ণনা করেন, যখন রাসূলুল্লাহ ﷺ ও সাহাবায়ে কেরাম ওমরা পালনের ইচ্ছা করলেন, তখন আশঙ্কা দেখা দেখা দিল যে, মক্কার কুরাইশরা সম্ভবত বাধা দিতে পারে এবং প্রতিরক্ষার্থে যুদ্ধ বেধে যেতে পারে। তাই তিনি মদিনার নিকটবর্তী গ্রামবাসীদেরকে সাথে চলার জন্য দাওয়াত দিলেন। অনেক গ্রামবাসী সাথে চলতে অস্বীকৃতি জ্ঞাপন করল এবং বলল : মুহাম্মদ ﷺ ও তাঁর সহচরগণ আমাদেরকে শক্তিশালী কুরাইশদের সাথে সংঘর্ষে লিপ্ত করতে চায়। তাদের পরিণাম এটাই হবে যে, তারা এই সফর থেকে জীবিত ফিরে আসতে পারবে না। –(মাযহারী)

তৃতীয় অংশ মক্কাভিমুখে যাত্রা : ইমাম আহমদ, বুখারী, আবূ দাউদ, নাসায়ী প্রমুখের বর্ণনা অনুযায়ী রাসূলুল্লাহ ﷺ রওয়ানা হওয়ার পূর্বে গোসল করে নতুন পোশাক পরিধান করলেন এবং স্বীয় উষ্ট্রী কাসওয়ার পৃষ্ঠে সওয়ার হলেন। তিনি উম্মুল মু'মিনীন হযরত উম্মে সালমাকে সঙ্গে নিলেন এবং তাঁর সাথে মুহাজির, আনসার ও গ্রামবাসী মুসলমানদের একটি বিরাট দল রওয়ানা হলো। অধিকাংশ রেওয়ায়েতে তাদের সংখ্যা চৌদ্দশ বর্ণনা করা হয়েছে। রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর স্বপ্নের কারণে এই মুহূর্তেই মক্কা বিজিত হয়ে যাওয়ার ব্যাপারে তাদের কারো মনে কোনোরূপ সন্দেহ ছিল না। অথচ তরবারি ব্যতীত তাদের কাছে অন্য কোনো অস্ত্র ছিল না। তিনি সাহাবায়ে কেরামসহ জিলক্বদ মাসের শুরুতে সোমবার দিন রওয়ানা হন এবং যুলহুলায়ফায় পৌঁছে ইহরাম বাঁধেন। –(মাযহারী)

চতুর্থ অংশ মক্কাবাসীদের মোকাবেলার প্রস্তুতি : রাসূলুল্লাহ ﷺ একটি বড় দল নিয়ে মক্কা রওয়ানা হয়ে গেছেন এই খবর যখন মক্কাবাসীদের কাছে পৌঁছল, তখন তারা পরামর্শ সভায় একত্রিত হলো এবং বলল, মুহাম্মদ ﷺ সহচরগণসহ ওমরার জন্য আগমন করেছেন। যদি আমরা তাকে নির্বিঘ্নে মক্কায় প্রবেশ করতে দেই, তবে সমগ্র আরবে এ কথা ছড়িয়ে পড়বে যে, সে আমাদেরকে পরাজিত করে মক্কায় পৌঁছে গেছে। অথচ আমাদের ও তার মধ্যে একাধিক যুদ্ধ হয়ে গেছে। অতঃপর তারা শপথ করে বলল, আমরা কখনো এরূপ হতে দেব না। সেমতে রাসূলুল্লাহ ﷺ -কে বাধা দেওয়ার জন্য খালিদ ইবনে ওয়ালীদের নেতৃত্বে একটি দল মক্কার বাইরে 'কুরাউল-গামীর' নামক স্থানে প্রেরণ করা হলো। তারা আশেপাশের গ্রামবাসীদেরকেও দলে ভিড়িয়ে নিল এবং তায়েফের বনী সাকীফ গোত্রও তাদের সহযোগী হয়ে গেল। তারা বালদাহ নামক স্থানে শিবির স্থাপন করল। অতঃপর তারা সবাই পরস্পরে রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে মক্কা প্রবেশে বাধা দেওয়ার এবং তাঁর মোকাবেলায় যুদ্ধ করার শপথ করল।

সংবাদ পৌঁছানোর একটি অভাবনীয় সরল পদ্ধতি : তারা রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর অবস্থা সম্পর্কে অবহিত থাকার জন্য এই ব্যবস্থা গ্রহণ করে যে, বালদাহ থেকে নিয়ে রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর পৌঁছার স্থান পর্যন্ত প্রত্যেকটি পাহাড়ের শৃঙ্গে কিছু লোক মোতায়েন করে দেয় যাতে মুসলমানদের সম্পূর্ণ গতিবিধি পর্যবেক্ষণ করে তাদের নিকটবর্তী পাহাড়ওয়ালা উচ্চৈঃস্বরে দ্বিতীয় পাহাড়ওয়ালা পর্যন্ত, সে তৃতীয় পর্যন্ত এবং সে চতুর্থ পর্যন্ত সংবাদ পৌঁছিয়ে দেয়। এভাবে কয়েক মিনিটের মধ্যে রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর গতিবিধি সম্পর্কে বালদাহে অবস্থানকারীরা অবহিত হয়ে যেত।

রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর সংবাদ প্রেরণ : মক্কাবাসীদের অবস্থা গোপনে পর্যবেক্ষণ করে সংবাদ প্রেরণের জন্য রাসূলুল্লাহ ﷺ বিশর ইবনে সুফিয়ানকে আগেই মক্কা পাঠিয়ে দিয়েছিলেন। তিনি মক্কা থেকে ফিরে এসে মক্কাবাসীদের উপরিউক্ত সামরিক প্রস্তুতি ও পূর্ণ শক্তিতে বাধা দানের সংকল্পের কথা অবহিত করলেন। রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন, কুরাইশদের জন্য আক্ষেপ,

https://e-ilm.weebly.com/

কয়েকটি যুদ্ধে ক্ষতবিক্ষত হওয়া সত্ত্বেও তাদের রণোন্মাদনা এতটুকু দমেনি। আমাকে ও আরবের অন্যান্য গোত্রকে স্বাধীন ছেড়ে দিয়ে তারা নিজেরা সরে বসে থাকলেই পারত। যদি আরব গোত্রসমূহ আমার বিরুদ্ধে যুদ্ধে বিজয়ী হয়ে যেত তবে তাদের মনোবাঞ্ছা ঘরে বসেই হাসিল হয়ে যেত। পক্ষান্তরে যদি আমি বিজয়ী হতাম, তবে হয় তারাও মুসলমান হয়ে যেত, না হয় যুদ্ধ করার ইচ্ছা থাকলেও তখন সবল ও সতেজ অবস্থায় আমার বিরুদ্ধে যুদ্ধে অবতীর্ণ হতে পারত। জানি না, কুরাইশরা কি মনে করছে। আল্লাহর কসম, তিনি আমাকে যে নির্দেশসহ প্রেরণ করেছেন, তার জন্য আমি একাকী হলেও চিরকাল ওদের বিরুদ্ধে জিহাদ করতে থাকব।

পঞ্চম অংশ : রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর উষ্ট্রীর পথিমধ্যে বসে যাওয়া : অতঃপর রাসূলুল্লাহ ﷺ সবাইকে একত্র করে ভাষণ দিলেন এবং পরামর্শ চাইলেন যে, এখন আমাদেরকে এখান থেকেই তাদের বিরুদ্ধে জিহাদ শুরু করে দেওয়া উচিত, না আমরা বায়তুল্লাহর দিকে অগ্রসর হব এবং কেউ বাধা দিলে তার সাথে যুদ্ধ করব? হযরত আবূ বকর সিদ্দীক (রা.) ও অন্যান্য সাহাবী বললেন, আপনি বায়তুল্লাহর উদ্দেশ্য রওয়ানা হয়েছেন, কারো সাথে যুদ্ধ করার জন্য বের হন নি। কাজেই আপনি উদ্দেশ্যে অটল থাকুন। হ্যাঁ, যদি কেউ আমাদেরকে মক্কা গমনে বাধা দেয়, তবে আমরা তার সাথে যুদ্ধ করব। এরপর হযরত মেকদাদ ইবনে আসওয়াদ দাঁড়িয়ে বললেন, ইয়া রাসূলুল্লাহ! আমরা বনী ইসরাঈলের মতো নই যে, আপনাকে বলে দিব : فَاذْهَبْ اَنْتَ وَرَبُّكَ فَقَاتِلَا اِنَّا هٰهُنَا قَاعِدُوْنَ (আপনি ও আপনার পালনকর্তা যান এবং যুদ্ধ করুন। আমরা তো এখানেই বসলাম)। বরং আমরা সর্বাবস্থায় আপনার সঙ্গে থেকে যুদ্ধ করব। রাসূলুল্লাহ ﷺ একথা শুনে বললেন, ব্যস, এখন আল্লাহর নাম নিয়ে মক্কাভিমুখে রওয়ানা হও। যখন তিনি মক্কার নিকট পৌঁছলেন এবং খালিদ ইবনে ওয়ালীদ ও তাঁর সঙ্গীরা তাঁকে মক্কার দিকে অগ্রসর হতে দেখল, তখন তিনি সৈন্যদেরকে কেবলামুখী সারিবদ্ধ করে দাঁড় করিয়ে দিলেন। রাসূলুল্লাহ ﷺ ওব্বাদ ইবনে বিশরকে একদল সৈন্যের আমীর নিযুক্ত করে সম্মুখে প্রেরণ করলেন। তিনি খালিদ ইবনে ওয়ালীদের বাহিনীর বিপরীত দিকে সৈন্য সমাবেশ করলেন। এমতাবস্থায় যোহরের নামাজের সময় হয়ে গেল। হযরত বেলাল (রা.) আজান দিলেন এবং রাসূলুল্লাহ ﷺ সকলকে নিয়ে নামাজ আদায় করলেন। খালিদ ইবনে ওয়ালীদ ও তার সিপাহীরা এই দৃশ্য দেখতে লাগল। পরে খালিদ ইবনে ওয়ালীদ বলল, আমরা চমৎকার সুযোগ নষ্ট করে দিয়েছি। তারা যখন নামাজরত ছিল, তখনই তাদের উপর ঝাঁপিয়ে পড়া উচিত ছিল। যাক, অপেক্ষা কর তাদের আরো নামাজ আসবে। কিন্তু ইতিমধ্যে জিবরাঈল (আ.) 'সালাতুল-খওফ' তথা আপদকালীন নামাজের বিধান নিয়ে উপস্থিত হলেন এবং রাসূলুল্লাহ ﷺ -কে শত্রুদের দুরভিসন্ধি সম্পর্কে জ্ঞাত করিয়ে নামাজের সময় সৈন্যদেরকে দুইভাগে ভাগ করার পদ্ধতি বলে দিলেন। ফলে তাঁরা শত্রু পক্ষের অনিষ্ট থেকে নিরাপদ হয়ে যান।

ষষ্ঠ অংশ : হুদায়বিয়ায় একটি মু'জিযা : রাসূলুল্লাহ ﷺ যখন হুদায়বিয়ার নিকটবর্তী হন, তখন তাঁর উষ্ট্রীর সামনের পা পিছলে যায় এবং উষ্ট্রী বসে পড়ে। সাহাবায়ে কেরাম চেষ্টা করেও উষ্ট্রীকে উঠাতে পারলেন না। তখন সবাই বলতে লাগলেন : কাসওয়া অবাধ্য হয়ে গেছে। রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন, কাসওয়ার কোনো কসুর নেই। তাঁর এরূপ অভ্যাস কখনো ছিল না। তাকে তো সেই আল্লাহ বাধা দিচ্ছেন, যিনি 'আসহাবে-ফীল' তথা হস্তী বাহিনীকে বাধা দিয়েছিলেন। [রাসূলুল্লাহ ﷺ সম্ভবত তখন বুঝতে পেরেছিলেন যে, স্বপ্নে দেখা ঘটনা বাস্তবায়িত হওয়ার সময় এটা নয়]। তিনি বললেন, যার হাতে মুহাম্মদ ﷺ -এর প্রাণ, সেই সত্তার কসম, আজকের দিনে আল্লাহর নিদর্শনাবলীর প্রতি সম্মান প্রদর্শনমূলক যে কোনো কথা কুরাইশরা আমাকে বলবে, আমি অবশ্যই তা মেনে নিব। এরপর তিনি উষ্ট্রীকে একটি আওয়াজ দিতেই উষ্ট্রী উঠে দাঁড়াল। রাসূলুল্লাহ ﷺ খালিদ ইবনে ওয়ালীদের দিক থেকে সরে গিয়ে হুদায়বিয়ার অপর প্রান্তে অবস্থান গ্রহণ করলেন। সেখানে পানি খুবই কম ছিল। পানির জায়গা খালিদ ইবনে ওয়ালীদ করায়ত্ত করে নিয়েছিল। মুসলমানদের অংশে একটি মাত্র কূপ ছিল, যাতে অল্প অল্প পানি চুয়ে চুয়ে কূপে পড়ত। সেমতে এই কূপের মধ্যে রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর একটি মু'জিযা প্রকাশ পেল, তিনি কূপের মধ্যে কুলি করলেন এবং একটি তীর কূপের ভিতরে গেড়ে দিতে বললেন। ফলে কূপের পানি ফুলে ফেঁপে কূপের প্রাচীর পর্যন্ত পৌঁছে গেল। অতঃপর পানির কোনো অভাব রইল না।

সপ্তম অংশ : প্রতিনিধিদলের মধ্যস্থতায় মক্কাবাসীদের সাথে আলাপ-আলোচনা : অতঃপর প্রতিনিধিদলের মাধ্যমে মক্কাবাসীদের সাথে আলাপ-আলোচনা শুরু হলো। প্রথমে বুদায়েল ইবনে ওয়ারাকা সঙ্গীগণসহ আগমন করল এবং রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে শুভেচ্ছার ভঙ্গিতে বলল, কুরাইশরা পূর্ণ শক্তি সহকারে মোকাবেলা করার জন্য এসে গেছে এবং পানির জায়গা দখল করে নিয়েছে। তারা কিছুতেই আপনাকে মক্কায় প্রবেশ করতে দিবে না। রাসূলে কারীম ﷺ বললেন, আমরা কারো সাথে যুদ্ধ করতে আসিনি। তবে কেউ যদি আমাদেরকে ওমরা পালন করতে বাধা দেয়, তবে আমরা যুদ্ধ

https://e-ilm.weebly.com/

করব। অতঃপর তিনি ইতঃপূর্বে বিশরকে যা বলেছিলেন, তারই পুনরাবৃত্তি করে বললেন, কুরাইশদেরকে কয়েকটি যুদ্ধ দুর্বল করে দিয়েছে। তারা ইচ্ছা করলে নির্দিষ্ট মেয়াদের জন্য আমাদের সাথে সন্ধি করে নিতে পারে, যাতে তারা নির্বিঘ্নে প্রস্তুতি গ্রহণের সুযোগ পায়। এরপর আমাদেরকে অবশিষ্ট আরবদের মোকাবেলায় ছেড়ে দিতে পারে। যদি তারা বিজয়ী হয়, তবে কুরাইশদের মনোবাঞ্ছা ঘরে বসেই পূর্ণ হয়ে যাবে। পক্ষান্তরে যদি আমরা বিজয়ী হই, তবে তারা হয় মুসলমান হয়ে যাবে, না হয় আমাদের বিরুদ্ধে নব বলে যুদ্ধ করবে। কুরাইশরা যদি এতে সম্মত না হয়, তবে আল্লাহর কসম, আমি একাকী হলেও ইসলামের ব্যাপারে তাদের বিরুদ্ধে জিহাদ করে যাব। কুরাইশদেরকে এই পয়গাম পৌঁছানোর উদ্দেশ্যে বুদায়েল ফিরে গেল। সেখানে পৌঁছার পর কিছু লোক তার কথা শুনতেই চাইল না। তারা যুদ্ধের নেশায় মত্ত হয়ে রইল। অতঃপর গোত্র-সরদার ওরওয়া কুরাইশ সরদারদেরকে বলল, মুহাম্মদ যা প্রস্তাব দিয়েছে, তা সঠিক। এটা মেনে নাও এবং আমাকে তার সাথে কথা বলার অনুমতি দাও। সেমতে দ্বিতীয়বার ওরওয়া ইবনে মাসউদ আলাপ-আলোচনার জন্য উপস্থিত হয়ে রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর কাছে আরজ করল : আপনি যদি স্বগোত্র কুরাইশকে নিশ্চিহ্নই করে দেন, তবে এটা কি করে ভালো কথা হবে? দুনিয়াতে আপনি কি কখনো শুনেছেন যে, কোনো ব্যক্তি তার স্বজাতিকে ধ্বংস করে দিয়েছে? অতঃপর সাহাবায়ে কেরামের সাথে তার নরম গরম কথাবার্তা হতে থাকে। ইতঃমধ্যেই সে সাহাবায়ে কেরামের এই আত্মোসর্গমূলক অবস্থা প্রত্যক্ষ করল যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ থুথু ফেললে তারা তা হাতে নিয়ে নিজ নিজ মুখ-মণ্ডলে মালিশ করে। তিনি অজু করলে সাহাবায়ে কেরাম অজুর পানির উপর ঝাঁপিয়ে পড়ে এবং মুখমণ্ডলে মালিশ করে। তিনি কথা বললে সবাই নিশ্চুপ হয়ে যায় ওরা ফিরে গিয়ে কুরাইশ সরদারদের কাছে বর্ণনা করল : আমি কায়সার ও কিসরার ন্যায় বড় বড় রাজকীয় দরবারে গমন করেছি এবং নাজ্জাশীর কাছে গিয়েছি কিন্তু আল্লাহর কসম, আমি এমন কোনো রাজা-বাদশাহ দেখিনি, যার জাতি তার প্রতি এতটুকু আত্মোৎসর্গকারী, যতটুকু মুহাম্মদের প্রতি তাঁর সহচরগণ আত্মোৎসর্গকারী। মুহাম্মদের কথা সঠিক। আমার অভিমত এই যে, তোমরা তার প্রস্তাব মেনে নাও। কিন্তু কুরাইশরা বলে দিল, আমরা তার প্রস্তাব মেনে নিতে পারি না। তাকে এ বছর ফিরে যেতে হবে এবং পরবর্তী বছর এসে ওমরা পালন করতে পারবে। আমরা এছাড়া অন্য কিছু মানি না। যখন ওরওয়ার কথায় কর্ণপাত করা হলো না, তখন সে তার দল নিয়ে চলে গেল। এরপর জনৈক গ্রাম্য সরদার জলীম ইবনে আলকামা রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর কাছে আগমন করল। সাহাবায়ে কেরামকে ইহরাম অবস্থায় কুরবানীর জন্তুসহ দেখে সে-ও ফিরে গিয়ে স্বজাতিকে বুঝাতে চাইল যে, তারা বায়তুল্লায় ওমরা পালন করতে এসেছে। তাদেরকে বাধা দেওয়া উচিত নয়। যখন কেউ তার কথা শুনল না, তখন সে-ও তার দল নিয়ে চলে গেল। অতঃপর একজন চতুর্থ ব্যক্তি আলাপ-আলোচনার জন্য আগমন করল। রাসূলুল্লাহ ﷺ তাকেও সেই কথাই বললেন, যা ইতঃপূর্বে বুদায়েল ও ওরওয়াকে বলেছিলেন। সে ফিরে গিয়ে রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর জবাব কুরাইশদেরকে শুনিয়ে দিল।

অষ্টম অংশ : হযরত ওসমান (রা.)-কে পয়গম্বরসহ প্রেরণ করা : ইমাম বায়হাকী হযরত ওরওয়া (রা.) থেকে বর্ণনা করেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ যখন হুদায়বিয়ায় পৌঁছে অবস্থান গ্রহণ করলেন, তখন কুরাইশরা ঘাবড়ে গেল। রাসূলুল্লাহ ﷺ তাদের কাছে নিজের কোনো লোক পাঠিয়ে এ কথা বলে দিতে চাইলেন যে, আমরা যুদ্ধ করতে নয়, ওমরাহ পালন করতে এসেছি। অতএব আমাদের বাধা দিও না। এ কাজের জন্য তিনি হযরত ওমর (রা.)-কে ডাকলেন। তিনি বললেন, কুরাইশরা আমার ঘোর শত্রু। কারণ, তারা আমার কঠোরতার বিষয়ে অবগত আছে। এছাড়া আমার গোত্রের এমন কোনো লোক মক্কায় নেই, যে আমাকে সাহায্য করতে পারে। তাই আমি আপনার কাছে এমন একজন লোকের নাম প্রস্তাব করছি, যিনি মক্কায় গোত্রগত কারণে বিশেষ শক্তি ও মর্যাদার অধিকারী। তিনি হলেন হযরত ওসমান ইবনে আফফান (রা.)। রাসূলুল্লাহ ﷺ হযরত ওসমান (রা.)-কে এ কাজের আদেশ দিয়ে পাঠিয়ে দিলেন। তাঁকে আরো বলে দিলেন যে, যেসব মুসলমান দুর্বল পুরুষ ও নারী মক্কা থেকে হিজরত করতে সক্ষম হয়নি এবং বাধা-বিপত্তির সম্মুখীন আছে, তাদের কাছে যেয়ে সান্ত্বনা দিবে যে, তোমরা অস্থির হয়ো না। ইনশাআল্লাহ মক্কা বিজিত হয়ে তোমাদের বিপদাপদ দূর হওয়ার সময় নিকটবর্তী। হযরত ওসমান (রা.) প্রথমে বালদাহে অবস্থানকারী কুরাইশ বাহিনীর কাছে পৌঁছলেন এবং তাদেরকে সেই পয়গাম শুনিয়ে দিলেন, যা ইতঃপূর্বে বুদায়েল ও ওরওয়া ইবনে মাসউদকে শুনানো হয়েছিল। তারা বলল, আমরা পয়গাম শুনলাম। আপনি ফিরে গিয়ে বলে দিন যে, এটা কিছুতেই সম্ভবপর নয়। তাদের জবাব শুনে হযরত ওসমান (রা.) যখন মক্কার দিকে রওয়ানা হলেন, তখন পথিমধ্যে আবান ইবনে সাঈদের সাথে দেখা হলো আবান তাঁকে পেয়ে খুবই আনন্দিত হলো এবং নিজ আশ্রয়ে নিয়ে বলল, আপনি মক্কায় পয়গাম নিয়ে যেখানে ইচ্ছা যেতে পারেন। এ ব্যাপারে আপনি মোটেও চিন্তা করবেন না। অতঃপর নিজের অশ্বে হযরত ওসমান (রা.)-কে আরোহণ করিয়ে মক্কায় প্রবেশ করল। আবানের গোত্র

https://e-ilm.weebly.com/

বনূ সাঈদ মক্কায় অসাধারণ প্রভাব-প্রতিপত্তির অধিকারী ছিল। হযরত ওসমান (রা.) এক একজন সরদারের কাছে পৌঁছলেন এবং রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর পয়গাম পৌঁছালেন। কিন্তু সবাই তা প্রত্যাখ্যান করল। অতঃপর হযরত ওসমান (রা.) দুর্বল ও অক্ষম মুসলমানদের সাথে সাক্ষাৎ করলেন এবং তাদের কাছে রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর পয়গাম পৌঁছালেন। তারা খুবই আনন্দিত হলো এবং রাসূলুল্লাহ ﷺ -কে সালাম বলল। পয়গাম পৌঁছানোর কাজ সমাপ্ত হলে মক্কাবাসীরা হযরত ওসমান (রা.) -কে বলল, আপনি ইচ্ছা করলে তওয়াফ করতে পারেন। হযরত ওসমান (রা.) বললেন, আমি তওয়াফ করতে পারি না, যে পর্যন্ত রাসূলুল্লাহ ﷺ তওয়াফ না করেন। হযরত ওসমান (রা.) মক্কায় তিনদিন অবস্থান করেন এবং কুরাইশদের রাযী করাবার প্রচেষ্টা চালান।

নবম অংশ : মক্কাবাসী ও মুসলমানদের মধ্যে সংঘর্ষ এবং মক্কাবাসীদের সত্তর জনের গ্রেফতারী : ইতঃমধ্যে কুরাইশরা তাদের পঞ্চাশজন লোককে রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর নিকটে পৌঁছে সুযোগ বুঝে তাঁকে হত্যা করার জন্য নিযুক্ত করল। তারা সুযোগের অপেক্ষায়ই ছিল, এমতাবস্থায় রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর হেফাজত ও দেখাশুনায় নিযুক্ত হযরত মুহাম্মদ ইবনে মাসলামা (রা.) তাদের সবাইকে গ্রেফতার করে রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর সামনে উপস্থিত করলেন। অপরদিকে হযরত ওসমান (রা.) মক্কায় ছিলেন এবং তাঁর সাথে আরো প্রায় দশজন মুসলমান মক্কায় পৌঁছেছিলেন। কুরাইশরা তাদের পঞ্চাশজনের গ্রেফতারীর সংবাদ শুনে হযরত ওসমানসহ সব মুসলমানকে আটক করল। এতদ্ব্যতীত কুরাইশদের একদল সৈন্য মুসলমান সৈন্যবাহিনীর দিকে অগ্রসর হয়ে তাদের প্রতি তীর ও প্রস্তর নিক্ষেপ করল। এতে একজন সাহাবী ইবনে যনীম (রা.) শহীদ হলেন। মুসলমানরা কুরাইশদের দশজন অশ্বারোহীকে গ্রেফতার করে নিল। অপরপক্ষে হযরত ওসমান (রা.)-কে হত্যা করা হয়েছে বলেও গুজব ছড়িয়ে পড়ল।

দশম অংশ : বায়'আতে রিজওয়ানের ঘটনা : হযরত ওসমান (রা.)-এর হত্যাকাণ্ডের সংবাদ শুনে রাসূলুল্লাহ ﷺ সাহাবায়ে কেরামকে একটি বৃক্ষের নীচে একত্র করলেন, যাতে সবাই জিহাদের জন্য রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর হাতে বায়'আত করেন। সকলেই তাঁর হাতে বায়'আত করলেন। এই সূরায় বায়'আতের কথা উল্লেখ করা হয়েছে। সহীহ্ হাদীসসমূহে এই বায়'আতে অংশগ্রহণকারীদের অসাধারণ ফজিলত বর্ণিত হয়েছে। হযরত ওসমান (রা.) রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর নির্দেশে মক্কা গমন করেছিলেন। তাই তাঁর পক্ষ থেকে রাসূলুল্লাহ ﷺ নিজের এক হাতের উপর অপর হাত রেখে বললেন, এটা ওসমানের বায়'আত। তিনি নিজের হাতকেই ওসমানের হাত গণ্য করে বায়'আত করলেন। এই বিশেষ ফজিলত হযরত ওসমানেরই বৈশিষ্ট্য।

একাদশ অংশ : হুদায়বিয়ার ঘটনা : অপরদিকে মক্কাবাসীদের মনে আল্লাহ তা'আলা মুসলমানদের প্রতি ভয়ভীতি সঞ্চার করে দিলেন। তারা স্বয়ং সন্ধি স্থাপনে উদ্যোগী হয়ে সোহায়েল ইবনে আমর, হোয়ায়তাব ইবনে আবদুল ওযযা ও মুকরিম ইবনে হিফসকে ওযর পেশ করার জন্য রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর নিকট প্রেরণ করল। তাদের মধ্যে প্রথমোক্ত দুইজন পরে মুসলমান হয়েছিল। সোহায়েল ইবনে আমর এসে আরজ করল, ইয়া রাসূলাল্লাহ! হযরত ওসমান ও তাঁর সঙ্গীদের হত্যা সম্পর্কিত যে সংবাদ আপনার কাছে পৌঁছেছে, তা সম্পূর্ণ মিথ্যা। আপনি আমাদের বন্দীদেরকে মুক্ত করে দিন। আমরাও তাদের আপনার কাছে পাঠিয়ে দিব। রাসূলুল্লাহ ﷺ কাফের বন্দীদেরকে মুক্ত করে দিলেন। মুসনাদে আহমদ ও মুসলিমে হযরত আনাস (রা.) থেকে বর্ণিত আছে যে, এই সূরার هُوَ الَّذِىْ كَفَّ اَيْدِيَهُمْ عَنْكُمْ আয়াতটি এই ঘটনা সম্পর্কেই অবতীর্ণ হয়েছে। অতঃপর সোহায়েল ও তার সঙ্গীরা ফিরে গিয়ে বায়'আতে রিজওয়ানে সাহাবায়ে কেরামের প্রাণচাঞ্চল্য ও আত্মনিবেদনের অভূতপূর্ব অবস্থা কুরাইশদের সামনে বর্ণনা করল। দূতদের মুখে এসব অবস্থা শুনে শীর্ষস্থানীয় কুরাইশ নেতৃবৃন্দ পরস্পরে বলল, এখন মুহাম্মদের সাথে এই শর্তে সন্ধি করে নেওয়াই আমাদের পক্ষে উত্তম যে, তিনি এ বছর ফিরে যাবেন, যাতে সমগ্র আরবে একথা খ্যাত না হয়ে পড়ে যে, আমাদের বাধাদান সত্ত্বেও তারা জোরপূর্বক মক্কায় প্রবেশ করেছে এবং পরবর্তী বছর ওমরা করার জন্য আগমন করবেন ও তিন দিন মক্কায় অবস্থান করবেন। সেমতে এই সোহায়েল ইবনে আমরই এই পয়গাম নিয়ে পুনরায় রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর দরবারে উপস্থিত হলো। তিনি সোহায়েলকে দেখা মাত্রই বললেন, মনে হয় মক্কাবাসীরা সন্ধি স্থাপনে সম্মত হয়েছে। তাই সোহায়েলকে আবার প্রেরণ করেছে। রাসূলুল্লাহ ﷺ বসে গেলেন এবং ওব্বাদ ইবনে বিশর ও মাসলামা অস্ত্রসজ্জিত হয়ে তাঁর কাছে দাঁড়িয়ে গেলেন। সোহায়েল উপস্থিত হয়ে সসম্ভ্রমে তাঁর সামনে বসে গেল এবং কুরাইশদের পয়গাম পৌঁছে দিল। সাহাবায়ে কেরাম তখন ওমরা না করে ইহরাম খুলে ফেলতে সম্মত ছিলেন না। তাঁরা সোহায়েলের সাথে কঠোর ভাষায় কথাবার্তা বললেন। সোহায়েলের স্বর কখনো উচ্চ এবং কখনো নম্র হলো। ওব্বাদ সোহায়েলকে শাসিয়ে বললেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর সামনে

https://e-ilm.weebly.com/

উচ্চৈঃস্বরেকথা বলো না। দীর্ঘ আলাপ-আলোচনার পর রাসূলুল্লাহ ﷺ কুরাইশদের শর্ত মেনে সন্ধি করতে সম্মত হলেন। সোহায়েল বলল, আসুন, আমি নিজের ও আপনার মধ্যকার সন্ধিপত্র লিপিবদ্ধ করি। রাসূলুল্লাহ ﷺ হযরত আলী (রা.)-কে ডাকলেন এবং বললেন, লিখ বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহীম। সোহায়েল এখান থেকেই বিতর্ক শুরু করে বলল, 'রাহমান' ও 'রাহীম' শব্দ আমাদের বাকপদ্ধতিতে নেই। আপনি এখানে সেই শব্দই লিখেন, যা পূর্বে লিখতেন; অর্থাৎ 'বিইসমিকা আল্লাহুমা'। রাসূলুল্লাহ ﷺ তাও মেনে নিলেন এবং হযরত আলীকে তদ্রূপই লিখতে বললেন। এরপর তিনি হযরত আলী (রা.)-কে বললেন, লিখ এই অঙ্গীকারণামা মুহাম্মদ রাসূলুল্লাহ ﷺ সম্পাদন করছেন। সোহায়েল এতেও আপত্তি জানিয়ে বলল, যদি আমরা আপনাকে আল্লাহর রাসূল স্বীকারই করতাম, তবে কখনোও বায়তুল্লাহ থেকে বাধা দান করতাম না। সন্ধিপত্রে কোনো এক পক্ষের বিশ্বাসের বিপরীত কোনো শব্দ থাকা উচিত নয়। আপনি শুধু মুহাম্মদ ইবনে আব্দুল্লাহ লিপিবদ্ধ করান। রাসূলুল্লাহ ﷺ তাও মেনে নিয়ে হযরত আলী (রা.)-কে বললেন, যা লিখেছ, তা কেটে ফেল এবং মুহাম্মদ ইবনে আব্দুল্লাহ লিখ। হযরত আলী আনুগত্যের মূর্ত প্রতীক হওয়া সত্ত্বেও আরজ করলেন, আমি আপনার নাম কেটে দিতে পারব না। উপস্থিত সাহাবীদের মধ্যে উসায়দ ইবনে হুযায়র ও সাদ ইবনে ওবাদা দৌড়ে এসে হযরত আলী (রা.)-এর হাত ধরে ফেললেন এবং বললেন, কাটবে না এবং মুহাম্মদ রাসূলুল্লাহ ﷺ ব্যতীত আর কিছুই লিখবে না। যদি তারা না মানে, তবে আমাদের ও তাদের মধ্যে তরবারিই ফয়সালা করবে। চতুর্দিক থেকে আরো কিছু আওয়াজ উচ্চারিত হলো। তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ সন্ধিপত্রটি নিজের হাতে নিয়ে নিলেন এবং নিরক্ষর হওয়া ও লেখার অভ্যাস না থাকা সত্ত্বেও স্বহস্তে এ কথাগুলো লিখে দিলেন :

هٰذَا مَاقَضٰى مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ وَسُهَيْلُ بْنُ عَمْرٍو اَهْلُهُمَا عَلٰى وَضْعِ الْحَرْبِ عَنِ النَّاسِ عَشْرَ سِنِيْنَ يَأْمَنُ فِيْهِ النَّاسُ وَيَكُفُّ بَعْضُهُمْ

অর্থাৎ এই চুক্তি মুহাম্মদ ইবনে আব্দুল্লাহ ও সোহায়েল ইবনে আমর দশ বছর পর্যন্ত 'যুদ্ধ নয়' সম্পর্কে সম্পাদন করছেন। এই সময়ের মধ্যে সবাই নিরাপদ থাকবে এবং একে অপরের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করা থেকে বিরত থাকবে।

অতঃপর রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন, আমাদের একটি শর্ত এই যে, আপাতত আমাদেরকে তওয়াফ করতে দিতে হবে। সোহায়েল বলল, আল্লাহর কসম, এটা হতে পারে না। শেষ পর্যন্ত রাসূলুল্লাহ ﷺ তাও মেনে নিলেন। এরপর সোহায়েল নিজের একটি শর্ত এই মর্মে লিপিবদ্ধ করল যে, মক্কাবাসীদের মধ্য থেকে যে ব্যক্তি তার অভিভাবকের অনুমতি ব্যতিরেকে আপনার কাছে আগমন করবে, তাকে আপনি ফেরত দিবেন যদিও সে আপনার ধর্মাবলম্বী হয়। এতে সাধারণ মুসলমানদের পক্ষ থেকে প্রতিবাদের ধ্বনি উত্থিত হলো। তারা বলল, সোবহানাল্লাহ! আমরা আমাদের মুসলমান ভাইকে মুশরিকদের হাতে ফিরিয়ে দিব এটা কিরূপে সম্ভবপর? কিন্তু রাসূলুল্লাহ ﷺ এই শর্তও মেনে নিলেন এবং বললেন, আমাদের কোনো ব্যক্তি যদি তাদের কাছে যায়, তবে তাকে আল্লাহ তা'আলাই আমাদের কাছ থেকে দূরে সরিয়ে দেন। তার জন্য আমরা চিন্তা করব কেন? তাদের কোনো ব্যক্তি আমাদের কাছে আগমন করলে আমরা যদি তাকে ফিরিয়েও দেই, তবে আল্লাহ তা'আলা তার জন্য সহজ পথ বের করে দিবেন। হযরত বারা (রা.) এই সন্ধির সারমর্মে তিনটি শর্ত বর্ণনা করেছেন : এক. তাদের কোনো লোক আমাদের কাছে আসলে আমরা তাকে ফিরিয়ে দেব। দুই.আমাদের কোনো লোক তাদের কাছে চলে গেলে তারা ফেরত দিবে না। এবং তিন. আমরা আগামী বছর ওমরার জন্য আগমন করব, তিনদিন মক্কায় অবস্থান করব এবং অধিক অস্ত্র নিয়ে আসব না। পরিশেষে লেখা হলো এই অঙ্গীকারণামা মক্কাবাসী ও মুহাম্মদ ইবনে আব্দুল্লাহর মধ্যে একটি সংরক্ষিত দলিল। কেউ এর বিরুদ্ধাচরণ করবে না। অবশিষ্ট আরববাসিগণ স্বাধীন। যার মনে চাইবে মুহাম্মদের অঙ্গীকারে দাখিল হবে এবং যার মনে চাইবে কুরাইশদের অঙ্গীকারে দাখিল হবে। একথা শুনে খুজায়া গোত্র লাফিয়ে উঠল এবং বলল, আমরা মুহাম্মদের অঙ্গীকারে দাখিল হচ্ছি, আর বনূ বকর সামনে অগ্রসর হয়ে বলল, আমরা কুরাইশদের অঙ্গীকারে দাখিল হচ্ছি।

সন্ধির শর্তাবলির কারণে সাহাবায়ে কেরামের অসন্তুষ্টি ও মর্মবেদনা : যখন সন্ধির উপরিউক্ত শর্তাবলি চূড়ান্ত হয়ে গেল, তখন হযরত ওমর (রা.) স্থির থাকতে পারলেন না। তিনি আরজ কররেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আপনি কি আল্লাহর সত্য নবী নন? তিনি বললেন, অবশ্যই আমি সত্য নবী। হযরত ওমর (রা.) বললেন, আমরা কি সত্যের উপর প্রতিষ্ঠিত এবং তারা কি মিথ্যায় পতিত নয়? তিনি বললেন, অবশ্যই। হযরত ওমর (রা.) আরজ করলেন, আমাদের নিহত ব্যক্তিগণ জান্নাতে এবং তাদের নিহত ব্যক্তিগণ জাহান্নামে নয় কি? তিনি বললেন, অবশ্যই। এরপর হযরত ওমর (রা.) বললেন, তবে আমরা

https://e-ilm.weebly.com/

কেন ওমরা না করে ফিরে যাবার অপমানকে কবুল করে নেব? রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন, আমি আল্লাহর বান্দা এবং রাসূল হয়ে কখনো তাঁর আদেশের বিরুদ্ধে কাজ করব না। আল্লাহ আমাকে বিপথগামী করবেন না। তিনি আমার সাহায্যকারী। হযরত ওমর (রা.) আরজ করলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আপনি কি একথা বলেন নি যে, আমরা বায়তুল্লাহর কাছে যাব এবং তাওয়াফ করব? তিনি বললেন, নিঃসন্দেহে একথা বলেছিলাম; কিন্তু আমি কি একথাও বলেছিলাম যে, এ কাজ এ বছরই হবে? হযরত ওমর (রা.) বললেন, না, আপনি এরূপ বলেন নি। তিনি বললেন, মনে রেখ, আমি যা বলেছি, তা অবশ্যই হবে। তুমি বায়তুল্লাহর কাছে যাবে এবং তাওয়াফ করবে।

হযরত ওমর (রা.) চুপ হয়ে গেলেন, কিন্তু মনের ক্ষোভ দমিত হচ্ছিল না। তিনি হযরত আবূ বকর (রা.)-এর কাছে গেলেন এবং রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর সাথে যেসব কথাবার্তা হয়েছিল তার পুনরাবৃত্তি করলেন। হযরত আবূ বকর (রা.) বললেন, আরে ভাই, মুহাম্মদ ﷺ আল্লাহর রাসূল, তিনি আল্লাহর নির্দেশের বিরুদ্ধে কোনো কাজ করবেন না। আল্লাহ তাঁর সাহায্যকারী। কাজেই তুমি মৃত্যু পর্যন্ত তাঁকে আঁকড়ে থাক। আল্লাহর কসম, তিনি সত্যের উপর আছেন। মোটকথা, সন্ধির শর্তাবলীর কারণে হযরত ফারূকে-আজমের দুঃখ ও মর্মবেদনার অন্ত ছিল না। তিনি নিজে বলেন, আল্লাহর কসম, ইসলাম গ্রহণের পর থেকে এই একটি মাত্র ঘটনা ছাড়া আমার মনে কোনো সময় সন্দেহ দেখা দেয়নি। (বুখারী) হযরত আবূ ওবায়দা (রা.) তাকে বুঝালেন এবং বললেন, শয়তানের অনিষ্ট থেকে আশ্রয় প্রার্থনা করুন। ফারূকে আজম (রা.) বললেন, আমি শয়তান থেকে আল্লাহর আশ্রয় প্রার্থনা করছি। হযরত ওমর (রা.) বলেন, আমি যখন নিজের ভুল বুঝতে পারলাম, তখন থেকে সর্বদা সদকা-খয়রাত করেছি, রোজা রেখেছি এবং ক্রীতদাস মুক্ত করেছি, যাতে আমার এই ত্রুটি মাফ হয়ে যায়।

আরো একটি দুর্ঘটনা : চুক্তি পালনে রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর অপূর্ব কর্মতৎপরতা : যে সময়ে সন্ধির শর্তাবলী চূড়ান্ত হয়েছিল এবং সাহাবায়ে কেরামের অসন্তুষ্টি প্রকাশ অব্যাহত ছিল ঠিক সেই মুহূর্তে কুরাইশ পক্ষের স্বাক্ষরকারী সোহায়েল ইবনে আমরের পুত্র আবূ জান্দাল হঠাৎ সেখানে এসে উপস্থিত হলো। সে ইতঃপূর্বে মুসলমান হয়ে গিয়েছিল এবং পিতা সোহায়েল তাকে মক্কায় বন্দী করে রেখেছিল। শুধু তাই নয়, তার উপর অকথ্য নির্যাতনও চালানো হতো। সে কোনোরূপে পলায়ন করে রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর কাছে পৌঁছে গেল এবং তাঁর কাছে আশ্রয় প্রার্থনা করল। কয়েকজন মুসলমান অগ্রসর হয়ে তাকে নিজেদের আশ্রয়ে নিয়ে নিল। কিন্তু সোহায়েল এই বলে চিৎকার করে উঠল যে, এটাই চুক্তির প্রথম বরখেলাফ কাজ হচ্ছে। আবূ জান্দালকে প্রত্যর্পণ করা না হলে আমি চুক্তির কোনো শর্ত মেনে নিতে রাযী নই। রাসূলুল্লাহ ﷺ চুক্তিসূত্রে অঙ্গীকারে আবদ্ধ হয়ে গিয়েছিলেন। তাই আবূ জান্দালকে ডেকে বললেন, আবূ জান্দাল, তুমি আরো কিছুদিন সবর কর। আল্লাহ তা'আলা তোমার জন্য এবং অন্যান্য অক্ষম মুসলমানের জন্য শীঘ্রই মুক্তি ও নিষ্কৃতির কোনো ব্যবস্থা করে দিবেন। আবূ জান্দালের এই ঘটনা মুসলমানদের আহত অন্তরে আরো বেশি নিমক ছিটিয়ে দিল। তারা তো এই বিশ্বাস নিয়ে এসেছিল যে, মক্কা এই মুহূর্তেই বিজিত হয়ে যাবে। কিন্তু এখানকার অবস্থা দেখে তাদের দুঃখ ও মর্মবেদনার সীমা রইল না। তারা ধ্বংসের কাছাকাছি পৌঁছে গিয়েছিল। কিন্তু সন্ধিপত্র চূড়ান্ত হয়ে গিয়েছিল। সন্ধিপত্রে মুসলমানদের পক্ষ থেকে হযরত আবূ বকর (রা.), হযরত ওমর, হযরত আবদুর রহমান ইবনে আওফ, আব্দুল্লাহ ইবনে সোহায়েল ইবনে ওমর, সাদ ইবনে আবী ওয়াক্কাস, মুহাম্মদ ইবনে মাসলামা, আলী ইবনে আবী তালেব প্রমুখ স্বাক্ষর করলেন এবং কুরাইশদের পক্ষ থেকে সোহায়েল ও তার সঙ্গীরা স্বাক্ষর করল।

ইহরাম খোলা ও কুরবানি করা : চুক্তি সম্পাদন সমাপ্ত হলে রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন, সন্ধির শর্ত অনুযায়ী এখন আমাদেরকে ফিরে যেতে হবে। কাজেই সঙ্গে কুরবানীর যেসব জন্তু আছে, সেগুলো কুরবানি করে ফেল এবং মাথা মুণ্ডিয়ে ইহরাম খুলে ফেল। উপর্যুপরি দুঃখ ও বেদনার কারণে সাহাবায়ে কেরাম যেন সম্বিৎ হারিয়ে ফেলেছিলেন। এই আদেশ সত্ত্বেও তারা স্ব-স্ব স্থান ত্যাগ করলেন না। ফলে রাসূলুল্লাহ ﷺ দুঃখিত হলেন এবং উম্মুল মু'মিনীন হযরত উম্মে সালমার কাছে পৌঁছে এই দুঃখ প্রকাশ করলেন। উম্মুল মু'মিনীন তাকে অত্যন্ত সময়োপযোগী পরামর্শ দিয়ে বললেন, আপনি সহচরদেরকে কিছু বলবেন না। সন্ধির এক তরফা শর্তাবলী এবং ওমরা ব্যতীত ফিরে যাওয়ার কারণে এই মুহূর্তে তাঁরা ভীষণ মর্মবেদনা অনুভব করছে। আপনি সবার সামনে নাপিত ডেকে মাথা মুণ্ডান এবং নিজের জন্তু কুরবানি করুন। পরামর্শ অনুযায়ী রাসূলুল্লাহ ﷺ তাই করলেন। এই দৃশ্য দেখে সাহাবায়ে কেরাম সবাই নিজ নিজ স্থান থেকে উঠলেন এবং একে অপরের মাথা মুণ্ডালেন ও কুরবানি করলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ সবার জন্য দোয়া করলেন।

https://e-ilm.weebly.com/

রাসূলুল্লাহ ﷺ হুদায়বিয়ায় উনিশ দিন এবং কোনো কোনো রেওয়ায়েত মতে কুড়ি দিন অবস্থান করেছিলেন। সাহাবায়ে কেরামের সমভিব্যাহারে প্রত্যাবর্তনের পথে তিনি প্রথমে মাররে যাহরান অতঃপর আসকানে পৌঁছেন। এখানে পৌঁছার পর সব মুসলমানের পাথেয় প্রায় নিঃশেষ হয়ে গেল। আহার্য বস্তু সামান্যই অবশিষ্ট ছিল। রাসূলুল্লাহ ﷺ একটি দস্তরখান বিছালেন এবং সবাইকে আদেশ দিলেন–যার কাছে যা আছে এখানে রেখে দাও। ফলে অবশিষ্ট সমস্ত আহার্য বস্তু দস্তরখানে একত্র হয়ে গেল। চৌদ্দশ লোকের সমাবেশ ছিল। রাসূলুল্লাহ ﷺ দোয়া করলেন এবং সবাইকে খাওয়া শুরু করার আদেশ দিলেন। সাহাবায়ে কেরাম বর্ণনা করেন চৌদ্দশ লোক এই খাদ্য খুব পেট ভরে আহার করল এবং নিজ নিজ পাত্রে ভরে নিল। এরপরও পূর্বের ন্যায় আহার্য বস্তু অবশিষ্ট ছিল। এই সফরের এটা ছিল দ্বিতীয় মু'জিযা। রাসূলুল্লাহ ﷺ এই দৃশ্য দেখে খুবই প্রীত হলেন।

সাহাবায়ে কেরামের ঈমান ও আনুগত্যের আরও একটি পরীক্ষা : পূর্বেই বলা হয়েছে, সন্ধির শর্তাবলি এবং ওমরা ব্যতিরেকে মদিনায় প্রত্যাবর্তন সাহাবায়ে কেরামের পক্ষে দুঃসহ ছিল। অনন্য ও অসাধারণ ঈমানের বলেই তাঁরা এসব প্রতিকূল পরিস্থিতির মধ্যে রাসূলুল্লাহ ﷺ আনুগত্যে অটল ও অনড় থাকতে পেরেছিলেন। হুদায়বিয়া থেকে প্রত্যাবর্তনের পথে যখন রাসূলুল্লাহ ﷺ -কু'রা গামীম' নামক স্থানে পৌঁছেন, তখন আলোচ্য 'সূরা ফাত্হ' অবতীর্ণ হয়। তিনি সাহাবায়ে কেরামকে সূরাটি পাঠ করে শুনালেন। তাদের অন্তর পূর্বেই আহত ছিল। এমতাবস্থায় সূরায় একে প্রকাশ্য বিজয় আখ্যা দেওয়ায় হযরত ওমর (রা.) আবার প্রশ্ন করে বসলেন : ইয়া রাসূলাল্লাহ। এটা কি বিজয়? তিনি বললেন :" যার হাতে আমার প্রাণ সে সত্তার কসম, এটা প্রকাশ্য বিজয়। এই ভাষ্যের সামনেও সাহাবায়ে কেরাম মাথা নত করে নিলেন এবং গোটা পরিস্থিতিকে প্রকাশ্য বিজয় মেনে নিলেন।

হুদায়বিয়া সন্ধির ফলাফল ও কল্যাণের বিকাশ : এ ব্যাপারে সর্বপ্রথম প্রতিক্রিয়া এই প্রকাশ পায় যে, কোরাইশ ও তাদের অনেক অনুসারীদের সামনে তাদের অন্যায় জেদ ও হঠকারিতা ফুটে উঠে এবং তাদের মধ্যে অনৈক্য দেখা দেয়। বুদায়েল ইবনে ওয়ারাকা এবং ওরওয়া ইবনে মাসউদ আপন আপন দল নিয়ে পৃথক হয়ে যায়। দ্বিতীয়ত : সাহাবায়ে কেরামের নজীরবিহীন আত্মনিবেদন ও রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর প্রতি তাদের অনুপম অনুরাগ, সম্ভ্রম ও আনুগত্য দেখে কোরাইশরা ভীত হয়ে যায় এবং সন্ধি করতে সম্মত হয়। অথচ তাদের জন্য মুসলমানদেরকে নিশ্চিহ্ন করে দেওয়ার এ চাইতে উত্তম সুযোগ আর ছিল না। কেননা তারা নিজেদের বাড়ি-ঘরে ছিল এবং মুসলমানগণ ছিলেন প্রবাসী। পানির জায়গাগুলো তাদের অধিকারে ছিল। মুসলমানগণ ছিলেন ঘাস পানিবিহীন প্রান্তরে। তাদের পূর্ণ রণশক্তি ছিল। মুসলমানদের কাছে তেমন অস্ত্র-শস্ত্রও ছিল না। কিন্তু আল্লাহ তা'আলা তাদের অন্তরে ভীতি সঞ্চার করে দেন। তাদের দলের অনেক লোক রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর সাথে সাক্ষাত ও মেলামেশার সুযোগ পায়। ফলে অনেকের অন্তরে ইসলাম ও ঈমান আসন করে নেয় এবং তারা মুসলমান হয়ে যায়। তৃতীয়ত : সন্ধি ও শান্তি স্থাপনের কারণে পথঘাট নিরাপদ হয়ে যায় এবং ইসলাম প্রচারের ক্ষেত্রে সকল বাধা অপসারিত হয়। আরব গোত্রসমূহের বিভিন্ন প্রতিনিধি দল রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর খেদমতে উপস্থিত হওয়ার সুযোগ পায়। রাসূলুল্লাহ ﷺ ও সাহাবায়ে কেরাম আরবের কোণে কোণে ইসলামের দাওয়াত পৌঁছিয়ে দেন। বিভিন্ন রাজা-বাদশাহর নামে ইসলামের দাওয়াতনামা প্রেরণ করা হয়। তাদের মধ্যে কয়েকজন বড় বড় বাদশাহ ইসলাম গ্রহণ করেন। এসব কার্যক্রমের ফল এই দাঁড়ায় যে, হুদায়বিয়ার ঘটনায় রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর ব্যাপক দাওয়াত ও ওমরার জন্যে বের হওয়ার তাকীদ সত্ত্বেও যেখানে দেড় হাজারের বেশি মুসলমান সঙ্গে ছিল না, সেখানে হুদায়বিয়ার সন্ধির পর দলে দলে লোক ইসলামে প্রবেশ করতে থাকে। এই সময়েই সপ্তম হিজরিতে খায়বর বিজিত হয়, যার ফলে বিপুল পরিমাণে সমরোপকরণ হস্তগত হয় এবং মুসলমানদের সমরশক্তি সুসংহত হয়। সন্ধির পর দুই বছর অতিক্রান্ত না হতেই মুসলমানদের সংখ্যা এত বেড়ে যায়, যা অতীতের সকল রেকর্ড ভঙ্গ করে। এরই ফলস্বরূপ কেরাইশদের পক্ষ থেকে চুক্তিভঙ্গের দরুন যখন রাসূলুল্লাহ ﷺ গোপনে মক্কা বিজয়ের প্রস্তুতি শুরু করেন, তখন সন্ধির মাত্র বিশ একুশ মাস পরে তাঁর সাথে মক্কাগমনকারী আত্মনিবেদিত মুসলমান সিপাহীদের সংখ্যা ছিল দশ হাজার। সংবাদ পেয়ে কেরাইশরা উদ্বিগ্ন হয়ে চুক্তি নবায়নের জন্যে তড়িঘড়ি আবূ সুফিয়ানকে মদীনায় প্রেরণ করল। রাসূলুল্লাহ ﷺ চুক্তি নবায়ন করলেন না এবং অবেশেষে আল্লাহর দশ হাজার লশকর সাথে নিয়ে মক্কাভিমুখে রওয়ানা হলেন। কোরাইশরা এত ভীত-সন্ত্রস্ত হয়ে পড়েছিল যে, মক্কায় তেমন কোনো যুদ্ধের প্রয়োজনই হয়নি। রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর দূরদর্শী রাজনীতিও কিছুটা যুদ্ধ না হওয়ার পক্ষে সহায়তা করেছিল। তিনি মক্কায় ঘোষণা করে দেন যে, যে ব্যক্তি গৃহের দরজা বন্ধ করে রাখবে, সে নিরাপদ, যে ব্যক্তি মসজিদে প্রবেশ করবে, সে নিরাপদ এবং যে ব্যক্তি আবূ সুফিয়ানের গৃহে প্রবেশ করবে, সে

https://e-ilm.weebly.com/

নিরাপদ। এভাবে সব মানুষ নিজ নিজ চিন্তায় ব্যাপৃত হয়ে পড়ে এবং যুদ্ধের তেমন প্রয়োজন দেখা দেয়নি। এ কারণেই মক্কা সন্ধির মাধ্যমে বিজিত হয়েছে, না যুদ্ধের মাধ্যমে - এ বিষয়ে ফিকহ্শাস্ত্রবিদদের মধ্যে মতভেদ রয়েছে। মোটকথা, অতি সহজেই মক্কা বিজিত হয়ে যায়। রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর স্বপ্ন বাস্তব ঘটনা হয়ে দেখা দেয়। সাহাবায়ে কেরাম নিশ্চিন্তে বায়তুল্লাহর তওয়াফ, মাথা মুণ্ডানো ও চুল কাটেন। রাসূলুল্লাহ ﷺ সাহাবীদেরকে নিয়ে বায়তুল্লায় প্রবেশ করেন। বায়তুল্লাহর চাবি তাঁর হস্তগত হয়। এ সময় তিনি বিশেষভাবে হযরত ওমর ইবনে খাত্তাব (রা.) কে এবং সাধারণভাবে সকল সাহাবীকে সম্বোধন করে বলেন : এই ঘটনাই আমি তোমাদেরকে বলেছিলাম। এরপর বিদায় হজের সময় রাসূলুল্লাহ ﷺ হযরত ওমর (রা.)-কে বলেন : এই ঘটনাই আমি তোমাকে বলেছিলাম। হযরত ওমর (রা.) বলেন, নিঃসন্দেহে কোনো বিজয় হুদায়বিয়ার সন্ধির চাইতে উত্তম ও মহান নয়। হযরত আবূ বকর সিদ্দীক (রা.) তো পূর্ব থেকেই একথা বলতেন। কিন্তু সাধারণ মানুষের চিন্তা ও অন্তর্দৃষ্টি আল্লাহ ও রাসূল ﷺ-এর মধ্যকার এই মীমাংসিত সত্য পর্যন্ত পৌঁছতে পারেনি। তারা স্বপ্নের দ্রুত বাস্তবায়ন কামনা করত। কিন্তু আল্লাহ তা'আলা বান্দাদের দ্রুততা দ্বারা প্রভাবান্বিত হয়ে দ্রুততা অবলম্বন করেন না, বরং তাঁর প্রত্যেক কাজ যথার্থ সময়েই সম্পন্ন হয়। তাই 'সূরা ফাতহে' আল্লাহ তা'আলা হুদায়বিয়ার ঘটনাকে প্রকাশ্য বিজয় আখ্যা দিয়েছেন। হুদায়বিয়ার সন্ধির এসব গুরুত্বপূর্ণ অংশ জানার পর পরবর্তী আয়াতসমূহ বোঝা সহজ হবে। এখন আয়াতসমূহের তাফসীরে দেখুন।

لِيَغْفِرَ لَكَ اللّٰهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِكَ وَمَا تَأَخَّرَ এখানে প্রথমোক্ত لَامْ কে কারণ বর্ণনার জন্যে ধরা হলে এর সারমর্ম এই হবে যে, আয়াতে বর্ণিত তিনটি অবস্থা অর্জিত হওয়ার জন্য আপনাকে প্রকাশ্য বিজয় দান করা হয়েছে। তিনটি অবস্থা এই : (এক) আপনার অতীত ও ভবিষ্যৎ গোনাহ্ মাফ করা। সূরা মুহাম্মদে প্রথমে বর্ণিত হয়েছে যে, পয়গম্বরগণ গোনাহ্ থেকে পবিত্র। তাঁদের বেলায় কুরআনে যেখানে সেখানে ذَنْبٌ অথবা عِصْيَانٌ (গোনাহ্) শব্দ প্রয়োগ করা হয়েছে, তা তাঁদের উচ্চমর্যাদার পরিপ্রেক্ষিতে উত্তমের বিপরীত কাজ করার জন্যে প্রয়োগ করা হয়েছে। নবুয়তের উচ্চ মর্যাদার দিক দিয়ে অনুত্তম কাজ করাও একটি ত্রুটি যাকে কুরআনে শাসানোর ভঙ্গিতে ذَنْبٌ তথা গোনাহ্ শব্দ দ্বারা ব্যক্ত করা হয়েছে। مَا تَقَدَّمَ বলে নবুয়তের পূর্ববর্তী ত্রুটি এবং مَا تَأَخَّرَ বলে নবুয়ত লাভের পরবর্তী ত্রুটি বোঝানো হয়েছে, –(মাযহারী)। প্রকাশ্য বিজয় এই ক্ষমার কারণ এজন্যে যে, এক প্রকাশ্য বিজয়ের ফলে দলে দলে লোক ইসলামে দাখিল হবে। ইসলামি দাওয়াতের ব্যাপক আকার লাভ করা রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর জীবনের মহান লক্ষ্যকে সমুন্নত করবে এবং তাঁর ছওয়াব ও প্রতিদানকে বহুলাংশে বাড়িয়ে দেয়। বলাবাহুল্য, ছওয়াব ও প্রতিদান বেড়ে যাওয়া ত্রুটি মার্জনার কারণ হয়ে থাকে। –[বয়ানুল কুরআন]

وَيَهْدِيَكَ صِرَاطًا مُّسْتَقِيمًا –এটা প্রকাশ্য বিজয়ের দ্বিতীয় কল্যাণ। এখানে প্রশ্ন হয় যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ তো পূর্ব থেকেই 'সিরাতে-মুস্তাকীম' তথা সরল পথে ছিলেন এবং শুধু তিনিই নন বরং বিশ্ববাসীকে এই সরল পথের দাওয়াত দেওয়াই ছিল তাঁর জীবনের মহান ব্রত। অতএব, হিজরতের ষষ্ঠবর্ষে প্রকাশ্য বিজয়ের মাধ্যমে সরল পথ পরিচালনা করার মানে কি? এই প্রশ্নের জওয়াব সূরা ফাতেহার তাফসীরে হেদায়াত শব্দের ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে বর্ণিত হয়েছে। অর্থাৎ, হেদায়েত একটি ব্যাপক শব্দ। এর অসংখ্য স্তর আছে। কারণ হেদায়েতের অর্থ অভীষ্ট মনজিলের পথ দেখানো অথবা সেখানে পৌঁছানো। প্রত্যেক মানুষের আসল মনজিল হচ্ছে আল্লাহ তা'আলার নৈকট্য ও সন্তুষ্টি অর্জন করা। এই নৈকট্য ও সন্তুষ্টির অসংখ্য ও অগণিত স্তর আছে। এক স্তর অর্জিত হওয়ার পর দ্বিতীয় ও তৃতীয় স্তর অর্জনের আবশ্যকতা বাকি থাকে। কোনো বৃহত্তম ওলী এমনকি নবী-রাসূলও এই আবশ্যকতা থেকে মুক্ত হতে পারেন না। এ কারণেই নামাজের প্রত্যেক রাকাতে اِهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ বলে দোয়া করার শিক্ষা যেমন উম্মতকে দেওয়া হয়েছে, তেমনি স্বয়ং রাসূলুল্লাহ ﷺ -কেও দেওয়া হয়েছে। এর সারমর্ম হচ্ছে সিরাতে মুস্তাকীমের হেদায়েত তথা আল্লাহ তা'আলার নৈকট্য ও সন্তুষ্টির স্তরসমূহে উন্নতি লাভ করা। এই প্রকাশ্য বিজয়ের কারণে আল্লাহ তা'আলা এই নৈকট্য ও সন্তুষ্টিরই একটি অত্যুচ্চ স্তর রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে দান করেছেন, যাকে يَهْدِيَكَ শব্দের মাধ্যমে ব্যক্ত করা হয়েছে।

وَيَنْصُرَكَ اللّٰهُ نَصْرًا عَزِيزًا –এটা প্রকাশ্য বিজয়ের তৃতীয় নিয়ামত। অর্থাৎ, আল্লাহ তা'আলার যে সাহায্য ও সমর্থন আপনি চিরকাল লাভ করে এসেছেন, এই প্রকাশ্য বিজয়ের ফলস্বরূপ তা একটি মহান স্তর আপনাকে দান করা হয়েছে।

هُوَ الَّذِىٓ اَنْزَلَ السَّكِيْنَةَ فِىْ قُلُوْبِ الْمُؤْمِنِيْنَ لِيَزْدَادُوْٓا اِيْمَانًا الخ

সূরার প্রথম তিন আয়াতে এই প্রকাশ্য বিজয়ের ক্ষেত্রে রাসূলুল্লাহ ﷺ -কে প্রদত্ত বিশেষ নিয়ামতসমূহ বর্ণিত হয়েছে। হুদায়বিয়ার সফর সঙ্গি কয়েকজন সাহাবী আরজ করলেন : ইয়া রাসূলাল্লাহ! এসব নিয়ামত তো আপনার জন্যে। এগুলো

https://e-ilm.weebly.com/

আপনার জন্যে মোবারক হক; কিন্তু আমাদের জন্যে কি? এরই পরিপ্রেক্ষিতে আলোচ্য আয়াতসমূহ অবতীর্ণ হয়। এসব আয়াতে সরাসরি হুদায়বিয়ায় উপস্থিত সাহাবায়ে কেরামকে প্রদত্ত নিয়ামতসমূহ বর্ণনা করা হয়েছে। এসব নিয়ামত যেহেতু ঈমান ও রাসূলের ﷺ আনুগত্যের কারণ হয়েছে, তাই এগুলোতে সব মুমিনও শামিল। কারণ যে কেউ ঈমান ও আনুগত্যের পূর্ণতা লাভ করবে, সে-ই এসব নিয়ামতের যোগ্য পাত্র হবে।

إِنَّا أَرْسَلْنٰكَ شَاهِدًا وَّمُبَشِّرًا وَّنَذِيْرًا

পূর্ববর্তী আয়াতসমূহে রাসূলুল্লাহ ﷺ ও তাঁর উম্মতকে বিশেষ করে বায়াতে রিজওয়ানে অংশ গ্রহণকারীদেরকে প্রদত্ত নিয়ামতসমূহ বর্ণিত হয়েছে। এসব নিয়ামত দানকারী ছিলেন আল্লাহ এবং দানের মাধ্যম ছিলেন রাসূলুল্লাহ ﷺ। তাই এর সাথে মিল রেখে আলোচ্য আয়াতসমূহে আল্লাহ ও রাসূলের হক এবং তাঁদের প্রতি সম্মান ও সম্ভ্রম প্রদর্শনের কথা বলা হচ্ছে। প্রথমে রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে সম্বোধন করে তাঁর তিনটি গুণ উল্লেখ করা হয়েছে– مُبَشِّرٌ، شَاهِدٌ ও نَذِيْرٌ
شَاهِدٌ শব্দের অর্থ সাক্ষী। এর উদ্দেশ্য তাই যা সূরা নেসার فَكَيْفَ اِذَا جِئْنَا مِنْ كُلِّ اُمَّةٍۭ بِشَهِيْدٍ وَّجِئْنَا بِكَ عَلٰى هٰٓؤُلَآءِ شَهِيْدًا আয়াতের তাফসীরে দ্বিতীয় খণ্ডে বর্ণিত হয়েছে। অর্থাৎ, প্রত্যেক নবী তাঁর উম্মত সম্পর্কে সাক্ষ্য দিবেন যে, তিনি আল্লাহর পয়গাম তাদের কাছে পৌঁছে দিয়েছেন। এরপর কেউ আনুগত্য করেছে এবং কেউ নাফরমানি করেছে। এমনিভাবে নবী করীম ﷺ ও তাঁর উম্মতের ব্যাপারে সাক্ষ্য দিবেন। সূরা নিসার আয়াতের তাফসীরে ইমাম কুরতুবী (র.) লিখেন : পয়গম্বরগণের এই সাক্ষ্য নিজ নিজ জামানার লোকদের সম্পর্কে হবে যে, তাঁদের দাওয়াত কে কবুল করেছে এবং কে বিরোধিতা করেছে। এমনিভাবে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সাক্ষ্য তাঁর আমলের লোকদের সম্পর্কে হবে। কেউ কেউ বলেন, এই সাক্ষ্য সমস্ত উম্মতের পুণ্য ও পাপকাজ সম্পর্কে হবে। কেননা কোনো কোনো রেওয়ায়েত থেকে জানা যায় যে, উম্মতের ক্রিয়াকর্ম সকাল-সন্ধ্যায় রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সামনে পেশ করা হয়। কাজেই তিনি সমস্ত উম্মতের ক্রিয়াকর্ম সম্পর্কে অবহিত হবেন। –[কুরতুবী]

بَشِيْرٌ শব্দের অর্থ সুসংবাদদাতা এবং نَذِيْرٌ শব্দের অর্থ সতর্ককারী। উদ্দেশ্য এই যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ উম্মতের আনুগত্যশীল মুমিনদেরকে জান্নাতের সুসংবাদ দিবেন এবং কাফের পাপাচারীদেরকে আজাবের ব্যাপারে সতর্ক করবেন। অতঃপর রাসূল প্রেরণের লক্ষ্য এই বর্ণনা করা হয়েছে যে, তোমরা আল্লাহ ও তদীয় রাসূলের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন কর। ঈমানের সাথে আরো তিনটি গুণ উল্লেখ করা হয়েছে, যা ঈমানদারদের মধ্যে থাকা বিধেয়– تُوَقِّرُوْهُ - تُعَزِّرُوْهُ এবং تُسَبِّحُوْهُ

تُعَزِّرُوْهُ : শব্দটি تَعْزِيْرٌ ধাতু থেকে উদ্ভূত। এর অর্থ সাহায্য করা। দণ্ডকেও এ কারণে تَعْزِيْرٌ বলা হয় যে, অপরাধীকে দণ্ড দিলে প্রকৃতপক্ষে তাকে সাহায্য করা হয়। –[মুফরাদাতুল কুরআন]

تُوَقِّرُوْهُ শব্দটি تَوْقِيْرٌ ধাতু থেকে উদ্ভূত। এর অর্থ সম্মান করা। تُسَبِّحُوْهُ শব্দটি تَسْبِيْحٌ ধাতু থেকে উদ্ভূত। এর অর্থ পবিত্রতা বর্ণনা করা। সর্বশেষ শব্দটি নিশ্চিতরূপে আল্লাহর জন্যেই হতে পারে। তাই এর সর্বনাম দ্বারা আল্লাহ ছাড়া অন্য কাউকে বুঝানোর সম্ভাবনা নেই। এ কারণেই অধিকাংশ তাফসীরবিদ প্রথমোক্ত দুই বাক্যের সর্বনাম দ্বারাও আল্লাহকেই বুঝিয়েছেন। অর্থ এই যে, বিশ্বাস স্থাপন কর এবং আল্লাহকে অর্থাৎ, তাঁর দীনকে ও রাসূলকে সাহায্য কর, তাঁর প্রতি সম্মান প্রদর্শন কর ও তাঁর পবিত্রতা বর্ণনা কর। কেউ কেউ প্রথমোক্ত দুই বাক্যের সর্বনাম দ্বারা রাসূলকে বুঝিয়ে এরূপ অর্থ করেন যে, রাসূলকে সাহায্য কর, তাঁর প্রতি সম্মান প্রদর্শন কর এবং আল্লাহর পবিত্রতা বর্ণনা কর। কিন্তু কেউ কেউ মন্তব্য করেছেন যে, এতে সর্বনামসমূহের বিভিন্নতা জরুরি হয়ে পড়ে, যা অলংকার শাস্ত্রের নীতি বিরুদ্ধ। এরপর হুদায়বিয়ার ঘটনার দশম অংশে বর্ণিত বায়আতের কথা উল্লেখ করা হয়েছে। আল্লাহ বলেন ঃ যারা রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর হাতে বায়আত করেছে, তারা যেন স্বয়ং আল্লাহর হাতে বায়আত করেছে। কারণ এই বায়আতের উদ্দেশ্য আল্লাহর আদেশ পালন করা ও তাঁর সন্তুষ্টি অর্জন। কাজেই তারা যখন রাসূলের হাতে হাত রেখে বায়আত করল, তখন যেন আল্লাহর হাতেই বায়আত করল। আল্লাহর হাতের স্বরূপ কারও জানা নেই এবং জানার চেষ্টা করাও দুরস্ত নয়।

বায়আতের আসল অর্থ কোনো বিশেষ কাজের জন্যে শপথ গ্রহণ করা। একজন অপরজনের হাতের উপর হাত রেখে শপথবাণী উচ্চারণ করা বায়আতের প্রাচীন ও মাসনূন তরিকা। তবে হাতের উপর হাত রাখা শর্ত বা জরুরি নয়। যে কাজের অঙ্গীকার করা হয়, তা পূর্ণ করা আইনতঃ ওয়াজিব এবং বিরুদ্ধাচরণ করা হারাম। তাই বলা হয়েছে যে, যে ব্যক্তি বায়আতের অঙ্গীকার ভঙ্গ করবে, সে নিজেরই ক্ষতি করবে। এতে আল্লাহ ও রাসূলের কোনো ক্ষতি হয় না। পক্ষান্তরে যে ব্যক্তি এই অঙ্গীকার পূর্ণ করবে, আল্লাহ তাকে মহা পুরস্কার দান করবেন।

https://e-ilm.weebly.com/

শব্দ বিশ্লেষণ :

فَتَحْنَا : সীগাহ جمع متكلم বহছ ماضى معروف বাব فَتَحَ মাসদার اَلْفَتْحُ মূলবর্ণ (ف ـ ت ـ ح) জিনস صحيح অর্থ আমরা খুললাম। উন্মুক্ত করলাম।

لِيَغْفِرَ : সীগাহ واحد مذكر غائب বহছ مضارع معروف বাব ضَرَبَ মাসদার اَلْغُفْرَانُ মূলবর্ণ (غ ـ ف ـ ر) জিনস صحيح অর্থ– যেন ক্ষমা করে দেন।

مُسْتَقِيْمًا : সীগাহ واحد مذكر বহছ اسم فاعل বাব اِسْتِفْعَالٌ মাসদার اَلْاِسْتِقَامَةُ মূলবর্ণ (ق ـ و ـ م) জিনস اجوف واوى অর্থ– সরল পথ। সোজা রাস্তা। হেদায়েতের পথ।

قُلُوْبُ : শব্দটি বহুবচন; একবচনে قَلْبٌ অর্থ– অন্তর।

لِيَزْدَادُوْا : সীগাহ جمع مذكر غائب বহছ مضارع معروف বাব اِفْتِعَالٌ মাসদার اَلْاِزْدِيَادُ মূলবর্ণ (ز ـ ى ـ د) জিনস اجوف يائى অর্থ– যাতে আরো বর্ধিত হয়।

ظَانِّيْنَ : সীগাহ جمع مذكر বহছ اسم فاعل বাব نَصَرَ মাসদার ظَنٌّ মূলবর্ণ (ظ ـ ن ـ ن) জিনস مضاعف ثلاثى অর্থ ধারণাকারীগণ।

دَائِرَةُ : সীগাহ واحد مؤنث বহছ اسم فاعل বাব نَصَرَ মাসদার اَلدَّوْرُ মূলবর্ণ (د ـ و ـ ر) জিনস اجوف واوى অর্থ আসন্ন।

تُعَزِّرُوْهُ : সীগাহ جمع مذكر حاضر বহছ امر حاضر معروف বাব تَفْعِيْل মাসদার تَعْزِيْر মূলবর্ণ (ع ـ ز ـ ر) জিনস صحيح অর্থ তাকে সাহায্য কর।

تُوَقِّرُوْهُ : সীগাহ جمع مذكر حاضر বহছ امر حاضر معروف বাব تَفْعِيْل মাসদার تَوْقِيْرٌ মূলবর্ণ (و ـ ق ـ ر) জিনস مثال واوى অর্থ তাকে সম্মান কর।

جُنُوْدُ : শব্দটি বহুবচন; একবচনে, جُنْدٌ – সমস্ত সৈন্যদল।

مُبَشِّرًا : সীগাহ واحد مذكر বহছ اسم فاعل বাব تفعيل মাসদার اَلتَّبْشِيْرُ মূলবর্ণ (ب ـ ش ـ ر) জিনস صحيح অর্থ– সুসংবাদ দাতা।

لِتُؤْمِنُوْا : সীগাহ جمع مذكر حاضر বহছ مضارع معروف বাব اِفْعَالٌ মাসদার اَلْاِيْمَانُ মূলবর্ণ (ء ـ م ـ ن) জিনস مهموز فاء অর্থ– যেন তোমরা ঈমান আনয়ন কর।

تُسَبِّحُوْهُ : সীগাহ جمع مذكر حاضر বহছ مضارع معروف বাব تَفْعِيْل মাসদার اَلتَّسْبِيْحُ মূলবর্ণ (س ـ ب ـ ح) জিনস صحيح অর্থ– তোমরা তাসবীহ পাঠ করতে থাক।

বাক্য বিশ্লেষণ :

اِنَّا فَتَحْنَالَكَ فَتْحًا مُّبِيْنًا : এখানে اِنَّا -এর اِنَّ হলো হরফে মুশাব্বাহ বিল ফে'ল, আর نَا হলো ইসমে ইন্না। আর فَتَحْنَا বাক্যটি হলো خبر ان আর لَكَ টা فَتَحْنَا -এর সাথে متعلق হয়েছে। আর فَتْحًا হলো মাফউলে মুতলাক এবং مُبِيْنًا হলো فَتْحًا -এর সিফত। –[ই'রাবুল কুরআন ৭ম খণ্ড : পৃ. ২১৮-২১৯]

https://e-ilm.weebly.com/

إِنَّ الَّذِينَ يُبَايِعُونَكَ إِنَّمَا يُبَايِعُونَ اللَّهَ ۚ يَدُ اللَّهِ فَوْقَ أَيْدِيهِمْ ۚ فَمَن نَّكَثَ فَإِنَّمَا يَنكُثُ عَلَىٰ نَفْسِهِ ۖ وَمَنْ أَوْفَىٰ بِمَا عَاهَدَ عَلَيْهُ اللَّهَ فَسَيُؤْتِيهِ أَجْرًا عَظِيمًا ﴿١٠﴾

১০. যারা (হুদায়বিয়াতে) আপনার সাথে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হচ্ছে, তারা (প্রকৃতপক্ষে) আল্লাহরই সঙ্গে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হচ্ছে; আল্লাহর হাত তাদের হাতের উপর রয়েছে, অতঃপর যে অঙ্গীকার ভঙ্গ করবে, তবে তার অঙ্গীকার ভঙ্গের শাস্তি তারই উপর বর্তাবে, আর আল্লাহর সাথে তার যে অঙ্গীকার হয়েছে তা যে ব্যক্তি পূর্ণ করবে, বস্তুত আল্লাহ সত্বরই তাকে বিরাট প্রতিদান প্রদান করবেন।

سَيَقُولُ لَكَ الْمُخَلَّفُونَ مِنَ الْأَعْرَابِ شَغَلَتْنَا أَمْوَالُنَا وَأَهْلُونَا فَاسْتَغْفِرْ لَنَا ۚ يَقُولُونَ بِأَلْسِنَتِهِم مَّا لَيْسَ فِي قُلُوبِهِمْ ۚ قُلْ فَمَن يَمْلِكُ لَكُم مِّنَ اللَّهِ شَيْئًا إِنْ أَرَادَ بِكُمْ ضَرًّا أَوْ أَرَادَ بِكُمْ نَفْعًا ۚ بَلْ كَانَ اللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا ﴿١١﴾

১১. যেসব গ্রামবাসী পশ্চাৎপদ হয়ে রয়েছে, তারা অচিরেই আপনাকে বলবে যে, আমাদের ধনসম্পদ ও পরিবারবর্গ আমাদেরকে অবসর দেয়নি, সুতরাং আমাদের জন্য মার্জনা প্রার্থনা করুন, এরা নিজেদের মুখে সেই সমস্ত কথা বলছে, যা তাদের অন্তরে নেই; আপনি বলে দিন, আচ্ছা, (বল তো) এমন ব্যক্তি কে আছে, যে আল্লাহর সম্মুখে তোমাদের জন্য কোনো বিষয়ের আধিপত্য রাখে? যদি তিনি তোমাদের কোনো অপকার করতে চান অথবা কোনো উপকার করতে চান; বরং আল্লাহ তা'আলা তোমাদের সমস্ত কার্যাবলি অবহিত আছেন।

بَلْ ظَنَنتُمْ أَن لَّن يَنقَلِبَ الرَّسُولُ وَالْمُؤْمِنُونَ إِلَىٰ أَهْلِيهِمْ أَبَدًا

১২. বরং তোমরা মনে করেছ যে, রাসূল ও মু'মিনগণ তাদের পরিবারবর্গের নিকট কখনো ফিরে আসবে না,

শাব্দিক অনুবাদ :

১০. إِنَّ الَّذِينَ يُبَايِعُونَكَ যারা আপনার সাথে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হচ্ছে إِنَّمَا يُبَايِعُونَ اللَّهَ তারা (প্রকৃত পক্ষে) আল্লাহরই সঙ্গে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হচ্ছে يَدُ اللَّهِ فَوْقَ أَيْدِيهِمْ আল্লাহর হাত তাদের হাতের উপর রয়েছে فَمَنْ نَكَثَ অতঃপর যে অঙ্গীকার ভঙ্গ করবে فَإِنَّمَا يَنْكُثُ عَلَىٰ نَفْسِهِ তবে তার অঙ্গীকার ভঙ্গের শাস্তি তারই উপর বর্তাবে وَمَنْ أَوْفَىٰ আর যে পূর্ণ করবে بِمَا عَاهَدَ عَلَيْهُ اللَّهَ আল্লাহর সাথে তার যে অঙ্গীকার হয়েছে তা فَسَيُؤْتِيهِ أَجْرًا عَظِيمًا বস্তুত আল্লাহ সত্বরই তাকে বিরাট প্রতিদান প্রদান করবেন।

১১. سَيَقُولُ لَكَ তারা অচিরেই আপনাকে বলবে الْمُخَلَّفُونَ مِنَ الْأَعْرَابِ যে সব গ্রামবাসী পশ্চাৎপদ হয়ে রয়েছে شَغَلَتْنَا أَمْوَالُنَا আমাদের ধনসম্পদ ও পরিবারবর্গ আমাদেরকে অবসর দেয়নি فَاسْتَغْفِرْ لَنَا সুতরাং আমাদের জন্য মার্জনা প্রার্থনা করুন يَقُولُونَ بِأَلْسِنَتِهِمْ এরা নিজেদের মুখে সেই সমস্ত কথা বলছে مَا لَيْسَ فِي قُلُوبِهِمْ যা তাদের অন্তরে নেই قُلْ আপনি বলে দিন فَمَنْ يَمْلِكُ لَكُمْ مِنَ اللَّهِ شَيْئًا আচ্ছা; (বল তো) এমন ব্যক্তি কে আছে যে, আল্লাহর সম্মুখে তোমাদের জন্য কোনো বিষয়ের অধিপত্য রাখে? إِنْ أَرَادَ بِكُمْ ضَرًّا যদি তিনি তোমাদের কোনো অপকার করতে চান أَوْ أَرَادَ بِكُمْ نَفْعًا অথবা কোনো উপকার করতে চান। بَلْ كَانَ اللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا বরং আল্লাহ তা'আলা তোমাদের সমস্ত কার্যাবলি অবহিত আছেন।

১২. بَلْ ظَنَنْتُمْ বরং তোমরা মনে করেছ যে أَنْ لَنْ يَنْقَلِبَ কখনো ফিরে আসবে না الرَّسُولُ وَالْمُؤْمِنُونَ রাসূল ও মু'মিনগণ إِلَىٰ أَهْلِيهِمْ তাদের পরিবারবর্গের নিকট أَبَدًا কখনো।

https://e-ilm.weebly.com/

https://e-ilm.weebly.com/

وَزُيِّنَ ذٰلِكَ فِيْ قُلُوْبِكُمْ وَظَنَنْتُمْ ظَنَّ السَّوْءِ ۖ
وَكُنْتُمْ قَوْمًا بُوْرًا ﴿١٢﴾

** আর এটা তোমাদের অন্তরে ভালোও লাগছিল এবং তোমরা নানা প্রকার কুধারণা করছিলে, আর (এ কারণে) তোমরা ধ্বংসশীল সম্প্রদায় হয়েছ।

وَمَنْ لَّمْ يُؤْمِنْ بِاللّٰهِ وَرَسُوْلِهٖ فَاِنَّاۤ اَعْتَدْنَا
لِلْكٰفِرِيْنَ سَعِيْرًا ﴿١٣﴾

১৩. আর যারা আল্লাহর প্রতি ও তাঁর রাসূলের প্রতি ঈমান আনবে না, ফলত আমি কাফেরদের জন্য দোজখ প্রস্তুত করে রেখেছি।

وَلِلّٰهِ مُلْكُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ ۭ يَغْفِرُ لِمَنْ يَّشَاۤءُ
وَيُعَذِّبُ مَنْ يَّشَاۤءُ ۭ وَكَانَ اللّٰهُ غَفُوْرًا رَّحِيْمًا ﴿١٤﴾

১৪. এবং সমগ্র আসমানসমূহ ও জমিনের রাজত্ব আল্লাহরই; তিনি যাকে ইচ্ছা ক্ষমা করবেন, আর যাকে ইচ্ছা শাস্তি প্রদান করবেন; আর আল্লাহ বড়ই ক্ষমাশীল, দয়াময়।

سَيَقُوْلُ الْمُخَلَّفُوْنَ اِذَا انْطَلَقْتُمْ اِلٰى مَغَانِمَ
لِتَاْخُذُوْهَا ذَرُوْنَا نَتَّبِعْكُمْ ۚ يُرِيْدُوْنَ اَنْ يُّبَدِّلُوْا
كَلٰمَ اللّٰهِ ۭ قُلْ لَّنْ تَتَّبِعُوْنَا كَذٰلِكُمْ قَالَ اللّٰهُ
مِنْ قَبْلُ ۚ فَسَيَقُوْلُوْنَ بَلْ تَحْسُدُوْنَنَا ۭ
بَلْ كَانُوْا لَا يَفْقَهُوْنَ اِلَّا قَلِيْلًا ﴿١٥﴾

১৫. যারা পশ্চাতে রয়েছিল, অচিরেই তারা বলবে, যখন তোমরা (খায়বারের) গনিমতের মাল আহরণ করতে রওয়ানা হবে, তখন আমাদেরকেও তোমাদের সঙ্গে যাবার অনুমতি দিও, তারা (মুনাফিকরা) এটা চায় যে, আল্লাহর নির্দেশকে পরিবর্তন করে ফেলে আপনি বলে দিন, তোমরা কখনো আমাদের সঙ্গে যেতে পারবে না– আল্লাহ পূর্বেই এটা বলে দিয়েছেন, তখন তারা বলবে, বরং তোমরা আমাদেরকে হিংসা করছো; (অথচ মুসলমানদের মনে হিংসার নাম-গন্ধও নেই,) বরং তারা খুব কমই বুঝে থাকে।

শাব্দিক অনুবাদ :

** وَزُيِّنَ ذٰلِكَ فِيْ قُلُوْبِكُمْ আর এটা তোমাদের অন্তরে ভালোও লাগছিল وَظَنَنْتُمْ ظَنَّ السَّوْءِ এবং তোমরা নানা প্রকার কুধারণা করছিলে وَكُنْتُمْ قَوْمًا بُوْرًا আর (এ কারণে) তোমরা ধ্বংসশীল সম্প্রদায় হয়েছ।

১৩. وَمَنْ لَّمْ يُؤْمِنْ بِاللّٰهِ وَرَسُوْلِهٖ আর যারা আল্লাহর প্রতি ও তাঁর রাসূলের প্রতি ঈমান আনবে না فَاِنَّاۤ اَعْتَدْنَا لِلْكٰفِرِيْنَ سَعِيْرًا ফলত আমি কাফেরদের জন্য দোজখ প্রস্তুত করে রেখেছি।

১৪. وَلِلّٰهِ مُلْكُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ এবং সমগ্র আসমানসমূহ ও জমিনের রাজত্ব আল্লাহরই يَغْفِرُ لِمَنْ يَّشَاۤءُ তিনি যাকে ইচ্ছা ক্ষমা করবেন وَيُعَذِّبُ مَنْ يَّشَاۤءُ আর যাকে ইচ্ছা শাস্তি প্রদান করবেন وَكَانَ اللّٰهُ غَفُوْرًا رَّحِيْمًا আর আল্লাহ বড়ই ক্ষমাশীল, দয়াময়।

১৫. سَيَقُوْلُ الْمُخَلَّفُوْنَ যারা পশ্চাতে রয়েছিল অচিরেই তারা বলবে اِذَا انْطَلَقْتُمْ اِلٰى مَغَانِمَ لِتَاْخُذُوْهَا যখন তোমরা (খায়বারের) গনিমতের মাল আহরণ করতে রওয়ানা হবে ذَرُوْنَا نَتَّبِعْكُمْ তখন আমাদেরকেও তোমাদের সঙ্গে যাবার অনুমতি দিও يُرِيْدُوْنَ তারা (মুনাফেকরা) এটা চায় যে اَنْ يُّبَدِّلُوْا كَلٰمَ اللّٰهِ আল্লাহর নির্দেশকে পরিবর্তন করে ফেলে قُلْ لَّنْ تَتَّبِعُوْنَا তোমরা কখনো আমাদের সঙ্গে যেতে পারবে না كَذٰلِكُمْ قَالَ اللّٰهُ مِنْ قَبْلُ আল্লাহ পূর্বেই এটা বলে দিয়েছেন فَسَيَقُوْلُوْنَ তখন তারা বলবে بَلْ تَحْسُدُوْنَنَا বরং তোমরা আমাদেরকে হিংসা করছ بَلْ كَانُوْا لَا يَفْقَهُوْنَ اِلَّا قَلِيْلًا বরং তারা খুব কমই বুঝে থাকে।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

উল্লিখিত বিষয়বস্তু সেসব মরুবাসীর সাথে সম্পৃক্ত, যাদেরকে রাসূলুল্লাহ ﷺ হুদায়বিয়ার সফরে সঙ্গে চলার আদেশ দিয়েছিলেন; কিন্তু তারা নানা তাল-বাহানার আশ্রয় নেয়। হুদায়বিয়ার ঘটনার প্রথম অংশে একথা বর্ণিত হয়েছে। কোনো কোনো রেওয়ায়েত থেকে জানা যায় যে, তাদের কেউ কেউ পরবর্তীকালে তওবা করে এবং খাঁটি ঈমানদার হয়ে যায়।

سَيَقُوْلُ الْمُخَلَّفُوْنَ اِذَا انْطَلَقْتُمْ اِلٰى مَغَانِمَ لِتَأْخُذُوْهَا ذَرُوْنَا الخ

আলোচ্য আয়াতসমূহে হুদায়বিয়া থেকে প্রত্যাবর্তনের পর সপ্তম হিজরিতে সংঘটিত ঘটনা সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে। এসময় রাসূলুল্লাহ ﷺ যখন খায়বর যুদ্ধে গমন করার ইচ্ছা করলেন, তখন শুধু তাদেরকে সঙ্গে নিলেন, যারা হুদায়বিয়ার সফর ও বয়আতে-রিজওয়ানে অংশগ্রহণ করেছিলেন। আল্লাহ তা'আলা তাঁর রসূল ﷺ -কে খায়বর বিজয় ও সেখানে প্রভূত গনিমতের মাল লাভের ওয়াদা দিয়েছিলেন। তখন যেসব মরুবাসী ইতঃপূর্বে হুদায়বিয়ার সফরে আহুত হওয়া সত্ত্বেও ওজর পেশ করে অংশগ্রহণে বিরত ছিল, তারাও খয়বর যুদ্ধে অংশগ্রহণের ইচ্ছা প্রকাশ করল; হয় এ কারণে যে, তারা লক্ষণাদি দৃষ্টে জানতে পেরেছিল যে, খায়বর বিজিত হবে এবং অনেক যুদ্ধলব্ধ সম্পদ অর্জিত হবে। না হয় এ কারণে যে, মুসলমানদের সাথে আল্লাহর ব্যবহার ও হুদায়বিয়ার সন্ধির বিভিন্ন কল্যাণ দেখে জেহাদের অংশ গ্রহণ না করার কারণে তারা অনুতপ্ত হয়েছিল এবং এখন জেহাদে শরিক হওয়ার ইচ্ছা জাগ্রত হয়েছিল। মোটকথা, তাদের জবাবে কুরআন বলেছে يُرِيْدُوْنَ اَنْ يُّبَدِّلُوْا كَلٰمَ اللّٰهِ তারা আল্লাহর কালাম অর্থাৎ, তাঁর আদেশ পরিবর্তন করতে চায়। এই আদেশের অর্থ : খায়বর যুদ্ধ ও যুদ্ধলব্ধ সম্পদ বিশেষ করে হুদায়বিয়ায় অংশগ্রহণকারীদের প্রাপ্য। এরপর كَذٰلِكُمْ قَالَ اللّٰهُ مِنْ قَبْلُ বাক্যেও হুদায়বিয়ায় অংশগ্রহণকারীদের এই বিশেষত্বের উল্লেখ আছে। কিন্তু এখানে প্রশ্ন হয় যে, কুরআন পাকের কোথাও এই বিশেষত্বের উল্লেখ নেই। এমতাবস্থায় এই বিশেষত্বের ওয়াদাকে 'আল্লাহর কালাম' ও "আল্লাহ বলে দিয়েছেন" বলা কিরূপে শুদ্ধ হতে পারে?

ওহী শুধু কুরআনে সীমাবদ্ধ নয়, কুরআন ছাড়াও ওহীর মাধ্যমে আদেশ এসেছে এবং রাসূলের হাদীসও আল্লাহর কালামের হুকুম রাখে ঃ আলেমগণ বলেন : হুদায়বিয়ায় অংশগ্রহণকারীর বিশেষত্ব সম্পর্কিত উল্লিখিত ওয়াদা কুরআন পাকের কোথাও স্পষ্টভাবে উল্লেখ করা হয়নি; বরং এই বিশেষত্বের ওয়াদা আল্লাহ তা'আলা "ওহী গায়র-মতলু" অর্থাৎ, অপঠিত ওহীর মাধ্যমে হুদায়বিয়ার সফরে রাসূলুল্লাহ ﷺ -কে দিয়েছিলেন। এ স্থলে একেই 'আল্লাহর কালাম' ও আল্লাহ্ ইতঃপূর্বে বলে দিয়েছেন' বাক্য দ্বারা ব্যক্ত করা হয়েছে। এ থেকে জানা গেল যে, কুরআনের বিধানাবলি ছাড়া যেসব বিধান সহীহ্ হাদীসসমূহে বর্ণিত হয়েছে, সেগুলোও এই আয়াত অনুযায়ী 'আল্লাহর উক্তির মধ্যে দাখিল। যেসব ধর্মভ্রষ্ট লোক রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর হাদীসকে দ্বীনের ক্ষেত্রে প্রমাণ বলেই স্বীকার করে না, এসব আয়াত তাদের ধর্মভ্রষ্টতা ফাঁস করে দেওয়ার জন্যে যথেষ্ট। এখানে আরো একটি আলোচনাসাপেক্ষ বিষয় এই যে, হুদায়বিয়া সফরের শুরুতে অবতীর্ণ এই সূরার অন্য এক আয়াতে বলা হয়েছে যে, وَاَثَابَهُمْ فَتْحًا قَرِيْبًا তাফসীর-বিদগণের ঐকমত্যে এখানে "নিকটবর্তী বিজয়" বলে খায়বর বিজয় বোঝানো হয়েছে। এভাবে কুরআনে খায়বর বিজয় ও তার যুদ্ধলব্ধ সম্পদ হুদায়বিয়ায় অংশগ্রহণকারীদের পাওয়ার কথা এসে গেছে। এটাই "আল্লাহর কালাম" ও "আল্লাহর উক্তির" অর্থ হতে পারে। কিন্তু বাস্তব সত্য এই যে, এই আয়াতে যুদ্ধলব্ধ সম্পদের ওয়াদা তো আছে; কিন্তু একথা কোথাও বলা হয়নি যে, এই যুদ্ধলব্ধ সম্পদ হোদায়বিয়ায় অংশগ্রহণকারীরাই বিশেষভাবে পাবে, অন্যেরা পাবে না। এই বৈশিষ্ট্যের কথা নিঃসন্দেহে হাদীস দ্বারাই জানা গেছে। অতএব, "আল্লাহর কালাম' ও আল্লাহর উক্তি বলে এখানে হাদীসই বুঝানো হয়েছে। কেউ কেউ বলেন যে, "আল্লাহর কালাম" বলে সূরা তওবার এই আয়াতকে বুঝানো হয়েছে–

فَاسْتَاْذَنُوْكَ لِلْخُرُوْجِ فَقُلْ لَّنْ تَخْرُجُوْا مَعِىَ اَبَدًا وَّلَنْ تُقَاتِلُوْا مَعِىَ عَدُوًّا اِنَّكُمْ رَضِيْتُمْ بِالْقُعُوْدِ اَوَّلَ مَرَّةٍ

তাদের এই উক্তি শুদ্ধ নয়। কারণ এই আয়াতগুলো তাবুক যুদ্ধ সম্পর্কে অবতীর্ণ হয়েছে, যার সময়কাল খায়বর যুদ্ধের পর নবম হিজরি। –(কুরতুবী)

قُلْ لَّنْ تَتَّبِعُوْنَا -এতে হুদায়বিয়া থেকে পশ্চাতে অবস্থানকারীদের কে তাকীদ সহকারে বলা হয়েছেঃ তোমরা কিছুতেই আমাদের সঙ্গে যেতে পারবে না। এই উক্তি বিশেষভাবে খায়বর যুদ্ধের সাথেই সম্পর্কযুক্ত। ভবিষ্যতে অন্য কোনো জেহাদেও শরিক হতে পারবে না- আয়াত থেকে এটা মনে করা জরুরি নয়। এ কারণেই পশ্চাতে অবস্থানকারীদের মধ্যে থেকে মুযায়না ও জোহায়না গোত্রদ্বয় পরবর্তীকালে রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর সঙ্গি হয়ে বিভিন্ন যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেছেন। –[রূহুল-মা'আনী]

https://e-ilm.weebly.com/

শব্দ বিশ্লেষণ :

يُبَايِعُوْنَ : সীগাহ جمع مذكر غائب বহছ مضارع معروف বাব مُفَاعَلَةْ মাসদার مُبَايَعَةٌ মূলবর্ণ (ب ـ ى ـ ع) জিনস اجوف يائى অর্থ– তারা প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হচ্ছে।

نَكَثَ : সীগাহ واحد مذكر غائب বহছ ماضى معروف বাব نَصَرَ মাসদার اَلنَّكْثُ মূলবর্ণ (ن ـ ك ـ ث) জিনস صحيح অর্থ– অঙ্গিকার ভঙ্গ করবে।

عَاهَدَ : সীগাহ واحد مذكر غائب বহছ ماضى معروف বাব مُفَاعَلَةْ মাসদার اَلْمُعَاهَدَةُ মূলবর্ণ (ع ـ ه ـ د) জিনস صحيح অর্থ– অঙ্গীকার করেছে।

اَوْفٰى : সীগাহ واحد مذكر غائب বহছ ماضى معروف বাব اِفْعَالْ মাসদার اِيْفَاءٌ মূলবর্ণ (و ـ ف ـ ى) জিনস لفيف مفروق অর্থ– পূর্ণ করেছে।

زُيِّنَ : সীগাহ واحد مذكر غائب বহছ ماضى مجهول বাব تَفْعِيْل মাসদার تَزْيِيْنٌ মূলবর্ণ (ز ـ ى ـ ن) জিনস اجوف يائى অর্থ– ভালো লাগছিল, সুসজ্জিত করা হয়েছে।

بُوْرًا : এটা بَائِرٌ-এর বহুবচন। যার অর্থ ধ্বংস হওয়া। ধ্বংসশীল।

مَغَانِمَ : বহুবচন। مَغْنَمٌ একবচন। অর্থ– এমন বস্তু যা ফ্রি অর্জন করা হয়। চাই শত্রু থেকে হোক কিংবা অন্য কারো থেকে।

ذَرُوْنَا : সীগাহ جمع مذكر حاضر বহছ امر حاضر معروف বাব سَمِعَ মাসদার اَلْوَذْرُ মূলবর্ণ (و ـ ذ ـ ر) জিনস مثال واوى অর্থ– আমাদেরকে অনুমতি দাও, ছেড়ে দাও।

اَلْمُخَلَّفُوْنَ : সীগাহ جمع مذكر বহছ اسم مفعول বাব تَفْعِيْل মাসদার اَلتَّخْلِيْفُ মূলবর্ণ (خ ـ ل ـ ف) জিনস صحيح অর্থ– পশ্চাৎপদ।

اَلْسِنَتُهُمْ : শব্দটি বহুবচন; একবচনে لِسَانٌ অর্থ– নিজেদের মুখে।

اَرَادَ : সীগাহ واحد مذكر غائب বহছ ماضى معروف বাব اِفْعَالْ মাসদার اَلْاِرَادَةُ মূলবর্ণ (ر ـ و ـ د) জিনস اجوف واوى অর্থ– তিনি চান।

لَنْ يَّنْقَلِبَ : সীগাহ واحد مذكر غائب বহছ نفى تاكيد بلن در فعل مستقبل معروف বাব اِنْفِعَالْ মাসদার اَلْاِنْقِلَابُ মূলবর্ণ (ق ـ ل ـ ب) জিনস صحيح অর্থ– কখনো ফিরে আসবে না।

اَعْتَدْنَا : সীগাহ جمع متكلم বহছ ماضى معروف বাব اِفْعَالْ মাসদার اَلْاِعْتَادُ মূলবর্ণ (ع ـ ت ـ د) জিনস صحيح অর্থ– আমি প্রস্তুত করে রেখেছি।

تَحْسُدُوْنَنَا : সীগাহ جمع مذكر حاضر বহছ مضارع معروف বাব نَصَرَ মাসদার اَلْحَسَدُ মূলবর্ণ (ح ـ س ـ د) জিনস صحيح অর্থ– তোমরা আমাদেরকে হিংসা করছ।

বাক্য বিশ্লেষণ :

يَدُ اللّٰهِ فَوْقَ اَيْدِيْهِمْ فَمَنْ نَّكَثَ فَاِنَّمَا يَنْكُثُ عَلٰى نَفْسِهٖ : এখানে يَدُ اللّٰهِ মুবতাদা فَوْقَ اَيْدِيْهِمْ টা উহ্য ফে'লের সাথে متعلق ظرف হয়ে খবর। আর فَمَنْ نَّكَثَ الخ বাক্যটি দ্বিতীয় খবর। আবার এটা يُبَايِعُوْنَكَ-এর ফায়েলের যমীর থেকে حال হওয়াও বৈধ। আবার এটা جمله مستانفة ও হতে পারে। فَمَنْ-এর فاء টি استنافيه আর مَنْ হলো ইসমে শর্ত জযম প্রদানকারী মুবতাদা نَكَثَ ফে'লে শর্ত। আর فَاءْ হলো রাবেতা। اِنَّمَا হলো كافة এবং مكفوفه আর يَنْكُثُ ফে'লে মুযারে' তার মধ্যস্থ উহ্য যমীর هُوَ ফায়েল, আর عَلٰى نَفْسِهٖ টা يَنْكُثُ-এর সাথে متعلق হয়েছে। আর বাক্যটি হলো جواب شرط –[ই'রাবুল কুরআন ৭ম খণ্ড: পৃ. ২২৩]

https://e-ilm.weebly.com/

قُلْ لِّلْمُخَلَّفِيْنَ مِنَ الْاَعْرَابِ سَتُدْعَوْنَ اِلٰى قَوْمٍ اُولِىْ بَاْسٍ شَدِيْدٍ تُقَاتِلُوْنَهُمْ اَوْ يُسْلِمُوْنَ ۚ فَاِنْ تُطِيْعُوْا يُؤْتِكُمُ اللّٰهُ اَجْرًا حَسَنًا ۚ وَاِنْ تَتَوَلَّوْا كَمَا تَوَلَّيْتُمْ مِّنْ قَبْلُ يُعَذِّبْكُمْ عَذَابًا اَلِيْمًا ﴿١٦﴾

১৬. আপনি সেই পশ্চাতে অবস্থানকারী গ্রামবাসীদেরকে বলে দিন, অচিরেই তোমরা এরূপ লোকদের প্রতি আহূত হবে যারা দুর্ধর্ষ যোদ্ধা, হয়তো তাদের সাথে যুদ্ধ করবে অথবা তারা আত্মসমর্পণ করবে, তখন যদি তোমরা তা মান্য কর, তবে আল্লাহ তোমাদেরকে উত্তম বিনিময় প্রদান করবেন, আর যদি (তখনও) তোমরা অবাধ্য হও যেমন ইতঃপূর্বে অবাধ্য হয়েছিলে, তবে তিনি তোমাদেরকে যন্ত্রণাময় আজাব প্রদান করবেন।

لَيْسَ عَلَى الْاَعْمٰى حَرَجٌ وَّلَا عَلَى الْاَعْرَجِ حَرَجٌ وَّلَا عَلَى الْمَرِيْضِ حَرَجٌ ؕ وَمَنْ يُّطِعِ اللّٰهَ وَرَسُوْلَهٗ يُدْخِلْهُ جَنّٰتٍ تَجْرِىْ مِنْ تَحْتِهَا الْاَنْهٰرُ ۚ وَمَنْ يَّتَوَلَّ يُعَذِّبْهُ عَذَابًا اَلِيْمًا ﴿١٧﴾

১৭. (অবশ্য জেহাদে শরিক না হওয়ার দরুন) অন্ধের কোনো গুনাহ হবে না, আর না খঞ্জের কোনো গুনাহ হবে, আর না পীড়িতের কোনো গুনাহ হবে; আর যে আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের নির্দেশ মান্য করবে, তাকে দাখিল করবেন এমন বেহেশতসমূহে যার নিম্নদেশ দিয়ে নহরসমূহ বইতে থাকবে, আর যে অবাধ্যাচরণ করবে, তাকে যন্ত্রণাময় আজাবের এ শাস্তি দেবেন।

لَقَدْ رَضِىَ اللّٰهُ عَنِ الْمُؤْمِنِيْنَ اِذْ يُبَايِعُوْنَكَ تَحْتَ الشَّجَرَةِ فَعَلِمَ مَا فِىْ قُلُوْبِهِمْ فَاَنْزَلَ السَّكِيْنَةَ عَلَيْهِمْ وَاَثَابَهُمْ فَتْحًا قَرِيْبًا ﴿١٨﴾

১৮. নিঃসন্দেহে আল্লাহ ঐ মু'মিনদের প্রতি সন্তুষ্ট হয়েছেন, যখন তারা বৃক্ষতলে আপনার সাথে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হচ্ছিল, আর তাদের অন্তরে যা ছিল, আল্লাহ তাও জানতেন, অনন্তর আল্লাহ তাদের মধ্যে স্বস্তি সৃষ্টি করলেন, আর তাদেরকে একটি আশু বিজয় দান করলেন।

শাব্দিক অনুবাদ :

১৬. قُلْ لِّلْمُخَلَّفِيْنَ مِنَ الْاَعْرَابِ আপনি সেই পশ্চাতে আবস্থানকারী গ্রামবাসীদেরকে বলে দিন سَتُدْعَوْنَ اِلٰى قَوْمٍ অচিরেই তোমরা এরূপ লোকদের প্রতি আহূত হবে اُولِىْ بَاْسٍ شَدِيْدٍ যারা দুর্ধর্ষ যোদ্ধা تُقَاتِلُوْنَهُمْ হয়তো তাদের সাথে যুদ্ধ করবে اَوْ يُسْلِمُوْنَ অথবা তারা আত্মসমপর্ণ করবে فَاِنْ تُطِيْعُوْا তখন যদি তোমরা তা মান্য কর يُؤْتِكُمُ اللّٰهُ اَجْرًا حَسَنًا তবে আল্লাহ তোমাদেরকে উত্তম বিনিময় প্রদান করবেন وَاِنْ تَتَوَلَّوْا আর যদি তোমরা অবাধ্য হও كَمَا تَوَلَّيْتُمْ مِّنْ قَبْلُ যেমন ইতঃপূর্বে অবাধ্য হয়েছিলে يُعَذِّبْكُمْ عَذَابًا اَلِيْمًا তবে তিনি তোমাদেরকে যন্ত্রণাময় শাস্তি প্রদান করবেন।

১৭. لَيْسَ عَلَى الْاَعْمٰى حَرَجٌ (অবশ্য জেহাদে শরিক না হওয়ার দরুন) অন্ধের কোনো গুনাহ হবে না وَلَا عَلَى الْاَعْرَجِ حَرَجٌ আর না খঞ্জের কোনো গুনাহ হবে وَلَا عَلَى الْمَرِيْضِ حَرَجٌ, আর না পীড়িতের কোনো গুনাহ হবে وَمَنْ يُّطِعِ اللّٰهَ وَرَسُوْلَهٗ আর যে আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের নির্দেশ মান্য করবে يُدْخِلْهُ جَنّٰتٍ তাকে দাখিল করবেন এমন বেহেশতসমূহে تَجْرِىْ مِنْ تَحْتِهَا الْاَنْهٰرُ যার নিম্নদেশ দিয়ে নহরসমূহ বইতে থাকবে وَمَنْ يَّتَوَلَّ, আর যে অবাধ্যাচারণ করবে يُعَذِّبْهُ عَذَابًا اَلِيْمًا তাকে যন্ত্রণাময় আজাবের শাস্তি দিবেন।

১৮. لَقَدْ رَضِىَ اللّٰهُ عَنِ الْمُؤْمِنِيْنَ নিঃসন্দেহে আল্লাহ ঐ মু'মিনদের প্রতি সন্তুষ্ট হয়েছে اِذْ يُبَايِعُوْنَكَ تَحْتَ الشَّجَرَةِ যখন তারা বৃক্ষতলে আপনার সাথে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হচ্ছিল فَعَلِمَ আর আল্লাহ তাও জানতেন مَا فِىْ قُلُوْبِهِمْ তাদের অন্তরে যা ছিল فَاَنْزَلَ السَّكِيْنَةَ عَلَيْهِمْ অনন্তর আল্লাহ তাদের মধ্যে স্বস্তি সৃষ্টি করলেন وَاَثَابَهُمْ فَتْحًا قَرِيْبًا, আর তাদেরকে একটি আশু বিজয় দান করলেন।

https://e-ilm.weebly.com/

১৯. এবং প্রচুর গনিমতের মালও (দান করেছেন,) যা তারা গ্রহণ করছে; আর আল্লাহ মহাপরাক্রান্ত, প্রজ্ঞাময়।	وَّمَغَانِمَ كَثِيْرَةً يَّاْخُذُوْنَهَا ؕ وَكَانَ اللّٰهُ عَزِيْزًا حَكِيْمًا ﴿١٩﴾
২০. আল্লাহ তা'আলা তোমাদেরকে (আরো) বহু গনিমতের প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন, যা তোমরা গ্রহণ করবে, সুতরাং এক্ষণে তোমাদেরকে এটা প্রদান করলেন এবং (এজন্য বিপক্ষ) লোকদের হস্ত তোমাদের হতে প্রতিরুদ্ধ করে দিলেন, আর যেন এটা ঈমানদারদের জন্য একটা নিদর্শন হয়, আর যেন তোমাদেরকে সরল পথে পরিচালিত করেন।	وَعَدَكُمُ اللّٰهُ مَغَانِمَ كَثِيْرَةً تَاْخُذُوْنَهَا فَعَجَّلَ لَكُمْ هٰذِهٖ وَكَفَّ اَيْدِيَ النَّاسِ عَنْكُمْ ۚ وَلِتَكُوْنَ اٰيَةً لِّلْمُؤْمِنِيْنَ وَيَهْدِيَكُمْ صِرَاطًا مُّسْتَقِيْمًا ﴿٢٠﴾
২১. এবং একটি বিজয় আরো রয়েছে, যা তোমাদের আয়ত্তে আসেনি, আল্লাহ তাকে (নিজ ক্ষমতাধীনে) পরিবেষ্টন করে আছেন; আর আল্লাহ সর্ববিষয়োপরি ক্ষমতাবান।	وَّاُخْرٰى لَمْ تَقْدِرُوْا عَلَيْهَا قَدْ اَحَاطَ اللّٰهُ بِهَا ؕ وَكَانَ اللّٰهُ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرًا ﴿٢١﴾
২২. আর যদি এই কাফেররা তোমাদের সাথে যুদ্ধ করত, তবে তারা অবশ্যই পৃষ্ঠ প্রদর্শনপূর্বক পলায়ন করত, তখন তারা না কোনো বন্ধু পেত, আর না কোনো সাহায্যকারী।	وَلَوْ قٰتَلَكُمُ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا لَوَلَّوُا الْاَدْبَارَ ثُمَّ لَا يَجِدُوْنَ وَلِيًّا وَّلَا نَصِيْرًا ﴿٢٢﴾
২৩. আল্লাহ এ নিয়মই করে রেখেছেন, যা পূর্ব হতে চলে আসছে, আর আপনি আল্লাহর নিয়মে কোনোই পরিবর্তন পাবেন না।	سُنَّةَ اللّٰهِ الَّتِيْ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلُ ۖۚ وَلَنْ تَجِدَ لِسُنَّةِ اللّٰهِ تَبْدِيْلًا ﴿٢٣﴾

শাব্দিক অনুবাদ :

১৯. وَمَغَانِمَ كَثِيْرَةً এবং প্রচুর গনিমতের মালও (দান করেছেন) يَّاْخُذُوْنَهَا যা তারা গ্রহণ করছে; وَكَانَ اللّٰهُ عَزِيْزًا حَكِيْمًا আর আল্লাহ মহাপরাক্রান্ত, প্রজ্ঞাময়।

২০. وَعَدَكُمُ اللّٰهُ আল্লাহ তা'আলা তোমাদেরকে (আরো) প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন مَغَانِمَ كَثِيْرَةً বহু গনিমতের تَاْخُذُوْنَهَا যা তোমরা গ্রহণ করবে فَعَجَّلَ لَكُمْ هٰذِهٖ সুতরাং এক্ষণে তোমাদেরকে এটা প্রদান করলেন وَكَفَّ اَيْدِيَ النَّاسِ عَنْكُمْ এ(জন্য বিপক্ষ) লোকদের হস্ত তোমাদের থেকে প্রতিরুদ্ধ করে দিলেন وَلِتَكُوْنَ اٰيَةً لِّلْمُؤْمِنِيْنَ আর যেন এটা ঈমানদারদের জন্য একটা নিদর্শন হয় وَيَهْدِيَكُمْ صِرَاطًا مُّسْتَقِيْمًا আর যেন তোমাদেরকে সরল পথে পরিচালিত করেন।

২১. وَاُخْرٰى এবং একটা বিজয় আরো রয়েছে لَمْ تَقْدِرُوْا عَلَيْهَا যা তোমাদের আয়ত্তে আসেনি قَدْ اَحَاطَ اللّٰهُ بِهَا আল্লাহ তাকে পরিবেষ্টন করে আছেন। وَكَانَ اللّٰهُ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرًا আর আল্লাহ সর্ববিষয়োপরি ক্ষমতাবান।

২২. وَلَوْ قٰتَلَكُمُ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا আর যদি এই কাফেররা তোমাদের সাথে যুদ্ধ করত لَوَلَّوُا الْاَدْبَارَ তবে তারা অবশ্যই পৃষ্ঠ প্রদর্শনপূর্বক পলায়ন করত। ثُمَّ لَا يَجِدُوْنَ وَلِيًّا وَّلَا نَصِيْرًا তখন তারা না কোনো বন্ধু পেত, আর না কোনো সাহায্যকারী।

২৩. سُنَّةَ اللّٰهِ الَّتِيْ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلُ আল্লাহ এ নিয়মই করে রেখেছেন যা পূর্ব হতে চলে আসছে وَلَنْ تَجِدَ আর আপনি পাবেন না لِسُنَّةِ اللّٰهِ আল্লাহর নিয়মে تَبْدِيْلًا কোনোই পরিবর্তন।

https://e-ilm.weebly.com/

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

لَيْسَ عَلَى الْأَعْمٰى حَرَجٌ وَّلَا عَلَى الْأَعْرَجِ حَرَجٌ وَّلَا عَلَى الْمَرِيْضِ حَرَجٌ وَّمَنْ يُّطِعِ اللّٰهَ وَرَسُوْلَهٗ يُدْخِلْهُ جَنّٰتٍ تَجْرِىْ مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهٰرُ وَمَنْ يَّتَوَلَّ يُعَذِّبْهُ عَذَابًا أَلِيْمًا [١٧]

শানে নুযূল–১ : হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) বলেন وَاِنْ تَتَوَلَّوْا كَمَا تَوَلَّيْتُمْ مِنْ قَبْلُ يُعَذِّبْكُمْ عَذَابًا أَلِيْمًا আয়াতাংশ যখন নাজিল হয়, তখন তৎকালীন সাহাবায়ে কেরাম বললেন, আমাদের অবস্থা কেমন হবে হে আল্লাহর রাসূল ﷺ? সাহাবায়ে কেরামের সে জিজ্ঞাসার পরিপ্রেক্ষিতে আলোচ্য আয়াত নাজিল করা হয়েছে। –[কুরতুবী ২৩২/১৬]

শানে নুযূল–২ : হযরত যায়েদ বিন ছাবেত (রা.)-এর উদ্ধৃতি দিয়ে তাবারানী বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেন, একদা রাসূল ﷺ যা বলেন, তা আমি লিখতে ছিলাম। আর আমার কলমকে আমার কানে রেখে বসে ছিলাম। জিহাদের হুকুম নাজিল হবার কারণেই তৎমুহূর্তে একজন অন্ধ লোক উপস্থিত হয়ে বলল, আমার জন্যে বিধান কি হবে? আমি তো একজন অন্ধ লোক। অন্ধ সাহাবীর এ আবেদনের পরিপ্রেক্ষিতে আলোচ্য আয়াত নাজিল করা হয়েছে। –[ফতহুল কাদীর ৫২/৫]

لَقَدْ رَضِىَ اللّٰهُ عَنِ الْمُؤْمِنِيْنَ إِذْ يُبَايِعُوْنَكَ تَحْتَ الشَّجَرَةِ فَعَلِمَ مَا فِىْ قُلُوْبِهِمْ فَأَنْزَلَ السَّكِيْنَةَ عَلَيْهِمْ وَأَثَابَهُمْ فَتْحًا قَرِيْبًا [١٨]

শানে নুযূল : ইবনে জারীর, ইবনে আবী হাতেম ও ইবনে মারদুভিয়া, প্রমুখ হযরত সালমা বিন আকওয়া (রা.) এর উদ্ধৃতি দিয়ে বর্ণনা করেন। তিনি বলেন, আমরা একদা দুপুরের সময় বিশ্রাম করতে ছিলাম, এমন সময়েই রাসূল ﷺ -এর পক্ষ হতে একজন ঘোষণাকারী ঘোষণা করছিল যে, হে লোক সকল! বয়াত গ্রহণ কর। রূহুল কুদুস অবতীর্ণ হয়েছে। তখন আমরা সকলেই রাসূল ﷺ -এর নিকট সমবেত হলাম। সে সময়ে তিনি ঝাউ বৃক্ষের নিচে অবস্থান গ্রহণ করছিলেন। সেখানেই আমরা বয়আত গ্রহণ করেছি। সুতরাং সে বয়আত এবং সেই বয়আতে অংশ গ্রহণকারী ঈমানদারদের প্রতি আল্লাহ তা'আলার সন্তুষ্টিতা সুসংবাদ বহন করেই আলোচ্য আয়াতের অবতারণা হয়েছে। –[ইবনে কাছীর ১৯১/৪, ফতহুল কাদীর ৫২/৫, দুররে মানছূর ৭৩/৫]

হুদায়বিয়ার সফর থেকে পশ্চাতে অবস্থানকারীদের কেউ কেউ পরে তওবা করে খাঁটি মুসলমান হয়ে গিয়েছিল : হুদায়বিয়ার সফর থেকে যারা পশ্চাতে রয়ে গিয়েছিল, তাদের সবাইকে খায়বরের জেহাদে অংশগ্রহণ থেকে বিরত রাখা হয়েছিল অথচ তাদের মধ্যে সবাই মুনাফিক ছিল না। কেউ কেউ মুসলমানও ছিল। কেউ কেউ যদিও তখন মুনাফিক ছিল, কিন্তু পরবর্তীকালে তারা পরিপূর্ণ ঈমানদার হওয়ার সৌভাগ্য লাভ করেছিল। তাই এ ধরনের লোকদের সন্তুষ্টির জন্যে পরবর্তী আয়াতসমূহ অবতীর্ণ হয়েছে। এসব আয়াতে তাদেরকে সান্ত্বনা দেওয়া হয়েছে যে, আল্লাহর ওয়াদা অনুযায়ী খায়বর যুদ্ধ হুদায়বিয়ায় অংশগ্রহণকারীদের জন্যেই বিশেষভাবে নির্দিষ্ট করে দেওয়া হয়েছে। কিন্তু যারা খাঁটি মুসলমান এবং মনে-প্রাণে জেহাদে অংশগ্রহণ করতে ইচ্ছুক, তাদের জন্যেও ভবিষ্যতে আরও সুযোগ-সুবিধা আসবে। এসব সুযোগের কথা কুরআন পাক একটি বিশেষ ভবিষ্যদ্বাণীর আকারে বর্ণনা করেছে, যা রাসূলে কারীম ﷺ-এর ইন্তেকালের পর প্রকাশ পেয়েছে। এরশাদ হয়েছে سَتُدْعَوْنَ اِلٰى قَوْمٍ اُولِىْ بَأْسٍ شَدِيْدٍ অর্থাৎ, এক সময় আসবে, যখন তোমাদেরকে জিহাদের দাওয়াত দেওয়া হবে। এই জিহাদ একটি শক্তিশালী যোদ্ধাজাতির সাথে হবে। ইতিহাস সাক্ষ্য দেয় যে, এই জিহাদ রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর জীবদ্দশায় সংঘটিত হয়নি। কেননা প্রথমতঃ এরপর তিনি কোনো যুদ্ধে মরুবাসীদেরকে দাওয়াত দিয়েছেন বলে প্রমাণ নেই; দ্বিতীয়তঃ এরপর এমন কোনো বীর যোদ্ধা জাতির সাথে মোকাবিলাও হয়নি, যাদের বীরত্বের উল্লেখ কুরআন পাক করেছে। তাবুক যুদ্ধে যদিও যোদ্ধাজাতির সাথে মোকাবিলা ছিল; কিন্তু এই যুদ্ধে মরুবাসীদেরকে দাওয়াত দেওয়ার প্রমাণ নেই এবং এতে কোনো যুদ্ধও সংঘটিত হয়নি। আল্লাহ তা'আলা প্রতিপক্ষের অন্তরে ভীতি সঞ্চার করে দেন। ফলে তারা সম্মুখ সমরে অবতীর্ণই হয়নি। রাসূলুল্লাহ ﷺ ও সাহাবায়ে কেরাম বিনা যুদ্ধে তাবুক থেকে ফিরে আসেন। হুনায়ন যুদ্ধেও মরুবাসীদেরকে দাওয়াত দেওয়ার প্রমাণ নেই এবং তখন কোনো সশস্ত্র ও বীর যোদ্ধা জাতির বিরুদ্ধে মোকাবিলাও ছিল না। তাই কোনো কোনো তাফসীরবিদ বলেন যে, আয়াতে পারস্য ও রোম অর্থাৎ কেসরা ও কায়সারের জাতিসমূহ বোঝানো হয়েছে, যাদের বিরুদ্ধে হযরত ওমর ফারুক (রা.)-এর আমলে জিহাদ হয়েছে। -[কুরতুবী]

https://e-ilm.weebly.com/

হযরত রাফে ইবনে খাদীজ (রা.) বলেন : আমরা কুরআনের এই আয়াত পাঠ করতাম : কিন্তু আমাদের জানা ছিল না যে, এখানে কোন জাতিকে বোঝানো হয়েছে। অবশেষে রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর ইন্তেকালের পর হযরত আবূ বকর সিদ্দীকের (রা.) -এর খেলাফতকালে তিনি আমাদেরকে বনী-হুনায়ফা ও মোসায়লামাতুল কাযযাবের সম্প্রদায়ের বিরুদ্ধে জিহাদ করার দাওয়াত দেন। তখন আমরা বুঝতে পারলাম যে, উক্ত আয়াতে এই জাতিকেই বুঝানো হয়েছে। কিন্তু এই দু'টি উক্তির মধ্যে কোনো বিরোধ ও বৈপরীত্য নেই। পরবর্তীকালের শক্তিশালী সকল প্রতিপক্ষই এর অন্তর্ভুক্ত থাকতে পারে।

ইমাম কুরতুবী (র.) এই রেওয়ায়েতে উদ্ধৃত করার পর বলেন : হযরত সিদ্দীকে আকবর ও ফারুকে আজমের (রা.)-এর খেলাফত যে সত্যের অনুকূলে ছিল, এ আয়াত তার প্রমাণ। আলোচ্য আয়াতে স্বয়ং কুরআন তাঁদের দাওয়াতের কথা উল্লেখ করেছে।

تُقَاتِلُوْنَهُمْ اَوْ يُسْلِمُوْنَ হযরত উবাই -এর কেরাতে حَتّٰى يُسْلِمُوْا বলা হয়েছে। তদনুযায়ী কুরতুবী او। অব্যয়কে حَتّٰى -এর অর্থে ধরেছেন। অর্থাৎ, সেই জাতির সাথে যুদ্ধ অব্যাহত থাকবে, যে পর্যন্ত না তারা আনুগত্যশীল হয়ে যায়, ইসলাম গ্রহণ করে অথবা ইসলামি রাষ্ট্রের বশ্যতা স্বীকার করে।

لَيْسَ عَلَى الْاَعْمٰى حَرَجٌ -হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) বলেন, উপরের আয়াতে যখন জিহাদে অংশগ্রহণে পশ্চাৎপদের জন্যে শাস্তির কথা উচ্চারিত হয়েছে, তখন সাহাবায়ে কেরামের মধ্যে কতক বিকলাঙ্গ লোক চিন্তাগ্রস্ত হয়ে পড়েন যে, তাঁরা জিহাদে অংশগ্রহণ করার যোগ্য নয়। ফলে তারাও নাকি এই শাস্তির অন্তর্ভুক্ত হয়ে পড়ে। এই পরিপ্রেক্ষিতে আলোচ্য আয়াত অবতীর্ণ হয়। এতে অন্ধ, খঞ্জ ও রুগ্‌ণকে জিহাদের আদেশের আওতাবহির্ভূত করে দেওয়া হয়েছে। -[কুরতুবী]

لَقَدْ رَضِيَ اللّٰهُ عَنِ الْمُؤْمِنِيْنَ اِذْ يُبَايِعُوْنَكَ تَحْتَ الشَّجَرَةِ -এখানে হুদায়বিয়ার শপথ বোঝানো হয়েছে। ইতঃপূর্বেও اِنَّ الَّذِيْنَ يُبَايِعُوْنَكَ আয়াতে এর উল্লেখ করা হয়েছে। এই আয়াতও তারই তাকিদ। এই আয়াতে আল্লাহ তা'আলা এই শপথে অংশগ্রহণকারীদের প্রতি স্বীয় সন্তুষ্টি ঘোষণা করেছেন। এ কারণেই একে "বয়াতে-রিযওয়ান" তথা সন্তুষ্টির শপথও বলা হয়। এর উদ্দেশ্য শপথে অংশগ্রহণকারীদের প্রশংসা করা এবং তাদেরকে অঙ্গীকার পূর্ণ করার প্রতি জোর তাকিদ করা। বোখারী ও মুসলিমে হযরত জাবের (রা.) বর্ণনা করেন, হুদায়বিয়ার দিনে আমাদের সংখ্যা ছিল চৌদ্দশত। রাসূলুল্লাহ ﷺ আমাদেরকে উদ্দেশ্য করে বলেছিলেন- اَنْتُمْ خَيْرُ اَهْلِ الْاَرْضِ অর্থাৎ, তোমরা ভূপৃষ্ঠের অধিবাসীদের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ। সহীহ মুসলিমে উম্মে বাশার থেকে বর্ণিত আছে لَا يَدْخُلُ النَّارَ اَحَدٌ مِمَّنْ بَايَعَ تَحْتَ الشَّجَرَةِ। অর্থাৎ, যারা এই বৃক্ষের নীচে শপথ গ্রহণ করেছে, তাদের কেউ জাহান্নামে প্রবেশ করবে না। -(মাযহারী) তাই এই শপথে অংশগ্রহণকারীদের অবস্থা বদর যুদ্ধে অংশগ্রহণকারীদের অনুরূপ হয়ে গেছে। তাঁদের সম্পর্কে যেমন কুরআন ও হাদীসে আল্লাহর সন্তুষ্টি ও জান্নাতের সুসংবাদ বর্ণিত রয়েছে, তেমনি হুদায়বিয়ার শপথে অংশগ্রহণকারীদের জন্যেও এরূপ সুসংবাদ উল্লিখিত আছে।

এসব সুসংবাদ সাক্ষ্য দেয় যে, তাঁদের সবার খাতেমা অর্থাৎ, জীবনাবসান ঈমান ও পছন্দনীয় সৎকর্মের উপরে হবে। কেননা আল্লাহর সন্তুষ্টির এই ঘোষণা এ বিষয়েরই নিশ্চয়তা দেয়।

সাহাবায়ে কেরামের প্রতি দোষারোপ এবং তাঁদের ভুল-ভ্রান্তি নিয়ে আলোচনা ও বিতর্ক করা এই আয়াতের পরিপন্থি ঃ তাফসীরে মাযহারীতে বলা হয়েছেঃ আলোচ্য আয়াতে আল্লাহ তা'আলা যেসব সম্মানিত ব্যক্তি সম্পর্কে ক্ষমা ও মাগফেরাতের ঘোষণা দিয়েছেন, যদি তাঁদের তরফ থেকে কোনো ভুল-ত্রুটি অথবা গোনাহ্ হয়েও যায়, তবে এই আয়াত তাঁদের ক্ষমা ঘোষণা করছে। এমতাবস্থায় তাঁদের যেসব কর্মকাণ্ড প্রশংসনীয় ও উত্তম নয়, সেগুলোকে আলোচনা ও বিতর্কের লক্ষ্যবস্তুতে পরিণত করা দুর্ভাগ্যজনক এবং এই আয়াতের পরিপন্থি। রাফেযী সম্প্রদায় হযরত আবূ বকর, ওমর ও অন্যান্য সাহাবীর প্রতি কুফর-নেফাকের দোষ আরোপ করে। আলোচ্য আয়াত ওদের সেসব ধৃষ্টতাপূর্ণ উক্তি সুস্পষ্টভাবে খণ্ডন করে।

রিযওয়ান বৃক্ষ : আয়াতে যে বৃক্ষের উল্লেখ আছে, সেটা ছিল একটা বাবলা বৃক্ষ। কথিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর ওফাতের পর কিছু লোক সেখানে গমন করত এবং এই বৃক্ষের নীচে নামাজ আদায় করত। হযরত ফারুকে আযম (রা.) দেখলেন যে, ভবিষ্যতে অজ্ঞ লোকেরা পূর্ববর্তী উম্মতের ন্যায় এই বৃক্ষের পূজা শুরু করে দিতে পারে। এই আশঙ্কায় তিনি বৃক্ষটি কেটে ফেলেন। কিন্তু বোখারী ও মুসলিমের রেওয়ায়েতে হযরত তারেক ইবনে আব্দুর রহমান বলেন : আমি একবার হজে যাওয়ার পথে এক জায়গায় কিছু সংখ্যক লোককে একত্রিত হয়ে নামাজ পড়তে দেখলাম। তাদেরকে জিজ্ঞেস করলামঃ এটা কোন মসজিদ? তারা বলল : এটা সেই বৃক্ষ, যার নীচে রাসূলুল্লাহ ﷺ রিযওয়ানের শপথ গ্রহণ

https://e-ilm.weebly.com/

করেছিলেন। আমি অতঃপর সায়ীদ ইবনে মুসাইয়্যিবের কাছে উপস্থিত হয়ে এই ঘটনা বিবৃত করলাম। তিনি বললেন : আমার পিতা বয়াতে-রিযওয়ানে অংশগ্রহণকারীদের অন্যতম ছিলেন। তিনি আমাকে বলেছেন, আমরা যখন পরবর্তী বছর মক্কায় উপস্থিত হই, তখন অনেক খোঁজাখুজির পরও বৃক্ষটির সন্ধান পাইনি। অতঃপর সায়ীদ ইবনে মুসাইয়্যিব বললেন : রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর যেসব সাহাবী এই বয়াতে শরিক ছিলেন, তাঁরা তো এই বৃক্ষের সন্ধান পাননি, আর তুমি জেনে ফেলেছ। আশ্চর্যের বিষয় বটে। তুমি কি তাঁদের চাইতে অধিক জ্ঞাত? -[রূহুল-মা'আনী]

এ থেকে জানা গেল যে, পরবর্তীকালে লোকেরা নিছক অনুমানের মাধ্যমে কোনো একটি বৃক্ষ নির্দিষ্ট করে নিয়েছিল এবং তার নীচে জড়ো হয়ে নামাজ পড়া শুরু করেছিল। হযরত ফারূকে আযম (রা.) এ কথাও জানতেন যে, এটা সেই বৃক্ষ নয়। তাই অবান্তর নয় যে, তিনি শিরকের আশঙ্কাবোধ করে সেই বৃক্ষটিও কর্তন করে ফেলেন।

খায়বর বিজয় : খায়বর প্রকৃতপক্ষে বহু জনপদ, দূর্গ ও বাগ-বাগিচা সমন্বিত একটি বিশেষ এলাকার নাম। –[মাযহারী]

وَاَثَابَهُمْ فَتْحًا قَرِيْبًا –এই আসন্ন বিজয়ের অর্থ সর্বসম্মতভাবে খায়বর বিজয়। হুদায়বিয়া থেকে প্রত্যাবর্তনের পর এই বিজয় বাস্তবরূপ লাভ করে। এক রেওয়ায়েত অনুযায়ী হুদায়বিয়া থেকে ফিরে আসার পর রাসূলুল্লাহ ﷺ মদিনায় দশ দিন এবং অন্য এক রেওয়ায়েত অনুযায়ী বিশ দিন অবস্থান করেন। এরপর খায়বরের উদ্দেশ্যে রওয়ানা হয়ে যান। ইবনে ইসহাকের রেওয়ায়েত অনুযায়ী তিনি যিলহজ মাসে মদিনায় প্রত্যাবর্তন করেন এবং সপ্তম হিজরির মহররম মাসে খায়বর গমন করেন। সফর মাসে খায়বর বিজিত হয়। ওয়াকেদীর মাগাযী অধ্যায়ে তাই বর্ণিত হয়েছে। হাফেজ ইবনে হাজারের মতে এ অভিমতই অধিকতর গ্রহণযোগ্য। –[মাযহারী]

মোটকথা, প্রমাণিত হলো যে, খায়বর বিজয়ের ঘটনা হুদায়বিয়ার সফরের বেশ কিছুদিন পরে সংঘটিত হয়। সূরা ফাত্‌হ যে হুদায়বিয়ার সফরকালে অবতীর্ণ হয়েছে এ বিষয়ে কারও দ্বিমত নেই। হ্যাঁ, এ বিষয়ের মতভেদ রয়েছে যে, সম্পূর্ণ সূরা তখনই নাজিল হয়েছিল, না কিছুসংখ্যক আয়াত পরে নাজিল হয়েছে। প্রথমোক্ত অবস্থা সাব্যস্ত হলে আলোচ্য আয়াতসমূহে খায়বরের আলোচনা ভবিষ্যদ্বাণী হিসেবে হয়েছে এবং ঘটনাটি যে আকাট্য ও নিশ্চিত একথা প্রকাশ করার উদ্দেশ্যেই অতীত পদবাচ্য ব্যবহার করা হয়েছে। পক্ষান্তরে শেষোক্ত অবস্থা সাব্যস্ত হলে আলোচ্য আয়াতসমূহ পরে অবতীর্ণ হওয়ার সম্ভাবনা আছে।

وَمَغَانِمَ كَثِيْرَةً يَّاْخُذُوْنَهَا –এতে খায়বরের যুদ্ধলব্ধ সম্পদ বোঝানো হয়েছে, যা দ্বারা মুসলমানদের আরাম ও স্বাচ্ছন্দ্য অর্জিত হয়।

وَعَدَكُمُ اللّٰهُ مَغَانِمَ كَثِيْرَةً تَاْخُذُوْنَهَا فَعَجَّلَ لَكُمْ هٰذِهٖ –এখানে কিয়ামত পর্যন্ত যেসব ইসলামি বিজয় ও যুদ্ধলব্ধ সম্পদ অর্জিত হবে, সেগুলো বোঝানো হয়েছে। প্রথমোক্ত সম্পদ আল্লাহর নির্দেশে হুদায়বিয়ায় অংশগ্রহণকারীদের জন্যে দেওয়া হয়েছিল এবং এই আয়াতে বর্ণিত সম্পদ সবার জন্যে ব্যাপক। এ থেকেই জানা যায় যে, বিশেষত্বের আদেশ এসব আয়াতে উল্লেখ করা হয়নি; বরং তা পৃথক ওহীর মাধ্যমে রাসূলুল্লাহ ﷺ -কে বলে দেওয়া হয়েছিল। তিনি তা কর্মে পরিণত করেন এবং সাহাবায়ে কেরামের কাছে ব্যক্ত করেন।

وَكَفَّ اَيْدِيَ النَّاسِ عَنْكُمْ –আয়াতে খায়বরবাসী কাফের সম্প্রদায়কে বোঝানো হয়েছে। আল্লাহ তা'আলা তাদেরকে এই জেহাদের অধিক শক্তি প্রদর্শনের সুযোগ দেননি। ইমাম বগভী (র.) বলেন : গাতফান গোত্র খায়বরের ইহুদিদের সাহায্যার্থে অস্ত্র-শস্ত্রে সজ্জিত হয়ে রওয়ানা হলো। কিন্তু আল্লাহ তা'আলা তাদের অন্তরে ভীতি সঞ্চার করে দিলেন। তারা চিন্তা করতে লাগল, যদি আমরা খায়বরে চলে যাই, তবে মুসলমানদের কোনো লশকর আমাদের অনুপস্থিতিতে আমাদের বাড়ি-ঘরে চড়াও হতে পারে। এই ভেবে তাদের উৎসাহ স্তিমিত হয়ে গেল। –[মাযহারী]

وَيَهْدِيَكُمْ صِرَاطًا مُّسْتَقِيْمًا –সরল পথের আমল এবং হেদায়েত তো তাঁদের পূর্বে থেকেই অর্জিত ছিল। কিন্তু পূর্বেও বলা হয়েছে যে, হেদায়েতের বিভিন্ন স্তর রয়েছে। এখানে সেই স্তর বোঝানো হয়েছে, যা অর্জিত ছিল না। অর্থাৎ, আল্লাহর উপর একান্ত নির্ভরশীলতা এবং ঈমানী শক্তির বৃদ্ধি।

وَاُخْرٰى لَمْ تَقْدِرُوْا عَلَيْهَا قَدْ اَحَاطَ اللّٰهُ بِهَا অর্থাৎ, আল্লাহ তা'আলা মুসলমানদেরকে আরও অনেক বিজয়ের প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন, যা এখনো তাদের ক্ষমতাসীন নয়। এসব বিজয়ের মধ্যে সর্বপ্রথম মক্কা বিজয় রয়েছে দেখে কোনো কোনো তাফসীরবিদ আয়াতে মক্কা বিজয়কেই বুঝাতে চেয়েছেন। কিন্তু ভাষা ব্যাপক হেতু কিয়ামত পর্যন্ত আগত সব বিজয়ই এর অন্তর্ভুক্ত।

https://e-ilm.weebly.com/

শব্দ বিশ্লেষণ :

تُدْعَوْنَ : সীগাহ جمع مذكر حاضر বহছ مضارع مجهول বাব نَصَرَ মাসদার دُعَاءٌ মূলবর্ণ (د ـ ع ـ و) জিনস ناقص واوى অর্থ তোমাদেরকে আহ্বান করা হবে।

تُقَاتِلُوْنَهُمْ : সীগাহ جمع مذكر حاضر বহছ مضارع معروف বাব مُفَاعَلَةٌ মাসদার اَلْمُقَاتَلَةُ মূলবর্ণ (ق ـ ت ـ ل) জিনস صحيح অর্থ– তোমরা যুদ্ধ করবে।

تُطِيْعُوْا : সীগাহ جمع مذكر حاضر বহছ مضارع معروف বাব اِفْعَالٌ মাসদার اَلْاِطَاعَةُ মূলবর্ণ (ط ـ و ـ ع) জিনস اجوف واوى অর্থ– তোমরা মান্য কর।

يَتَوَلَّ : সীগাহ واحد مذكر غائب বহছ مضارع معروف বাব تَفَعُّلٌ মাসদার اَلتَّوَلِّىْ মূলবর্ণ (و ـ ل ـ ى) জিনস لفيف مفروق অর্থ– অবাধ্যাচরণ করবে।

اَثَابَهُمْ : সীগাহ واحد مذكر غائب বহছ ماضى معروف বাব اِفْعَالٌ মূলবর্ণ (ث ـ و ـ ب) জিনস اجوف واوى অর্থ তাদেরকে দান করলেন।

اَحَاطَ : সীগাহ واحد مذكر غائب বহছ ماضى معروف বাব اِفْعَالٌ মাসদার اِحَاطَةٌ মূলবর্ণ (ح ـ و ـ ط) জিনস اجوف واوى অর্থ পরিবেষ্টন কর আছেন।

وَعَدَ : সীগাহ واحد مذكر غائب বহছ ماضى معروف বাব ضَرَبَ মাসদার وَعْدٌ ـ عِدَةٌ মূলবর্ণ (و ـ ع ـ د) জিনস مثال واوى অর্থ– তোমাদের প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন।

عَجَّلَ : সীগাহ واحد مذكر غائب বহছ ماضى معروف বাব تَفْعِيْل মাসদার اَلتَّعْجِيْلُ মূলবর্ণ (ع ـ ج ـ ل) জিনস صحيح অর্থ– এক্ষণে করলেন।

كَفَّ : সীগাহ واحد مذكر غائب বহছ ماضى معروف বাব نَصَرَ মাসদার اَلْكَفُّ মূলবর্ণ (ك ـ ف ـ ف) জিনস مضاعف ثلاثى অর্থ– প্রতিরুদ্ধ করে দিলেন।

لَمْ تَقْدِرُوْا : সীগাহ جمع مذكر حاضر বহছ نفى جحد بلم در فعل مستقبل معروف বাব ضَرَبَ মাসদার اَلْقَدْرُ মূলবর্ণ (ق ـ د ـ ر) জিনস صحيح অর্থ– তোমাদের আয়ত্তে আসেনি।

قَاتَلَكُمْ : সীগাহ واحد مذكر غائب বহছ ماضى معروف বাব مُفَاعَلَةٌ মাসদার اَلْمُقَاتَلَةُ মূলবর্ণ (ق ـ ت ـ ل) জিনস صحيح অর্থ– তোমাদের সাথে যুদ্ধ করত।

خَلَتْ : সীগাহ واحد مؤنث غائب বহছ ماضى معروف বাব نَصَرَ মাসদার خُلُوٌّ মূলবর্ণ (خ ـ ل ـ و) জিনস ناقص واوى অর্থ অতিবাহিত হয়েছে। পূর্ব হতে চলে আসছে।

বাক্য বিশ্লেষণ :

فَعَلِمَ مَافِىْ قُلُوْبِهِمْ فَاَنْزَلَ السَّكِيْنَةَ عَلَيْهِمْ وَاَثَابَهُمْ فَتْحًا قَرِيْبًا : এখানে فاء টি আতেফা আর عَلِمَ ফে'ল, তন্মধ্যস্থ উহ্য যমীর هو ফায়েল (যা আল্লাহর দিকে ফিরেছে) আর বাক্যটি পূর্ব বর্ণিত يُبَايِعُوْنَكَ এর উপর আতফ হয়েছে। আর মওসূল مَا টা হলো مفعول به এবং فِىْ قُلُوْبِهِمْ টা উহ্য ফে'লের সাথে متعلق হয়ে সেলাহ হয়েছে। فَاَنْزَلَ টা فَعَلِمَ-এর উপর আতফ হয়েছে। اَلسَّكِيْنَةَ হলো مفعول به আর عَلَيْهِمْ টা اَنْزَلَ-এর সাথে متعلق আর قَرِيْبًا টাও আতফ হয়েছে এবং هُمْ হলো مفعول به আর فَتْحًا হলো দ্বিতীয় مفعول به এবং اَثَابَهُمْ হলো فَتْحًا-এর সিফত। –[ই'রাবুল কুরআন ৭ম খণ্ড; পৃ. ২৩০]

https://e-ilm.weebly.com/

وَهُوَ الَّذِيْ كَفَّ اَيْدِيَهُمْ عَنْكُمْ وَاَيْدِيَكُمْ عَنْهُمْ بِبَطْنِ مَكَّةَ مِنْ بَعْدِ اَنْ اَظْفَرَكُمْ عَلَيْهِمْ ؕ وَكَانَ اللّٰهُ بِمَا تَعْمَلُوْنَ بَصِيْرًا ﴿۲۴﴾

২৪. আর তিনি এমন যে, তিনি তাদের হস্ত তোমাদের হতে আর তোমাদের হস্ত তাদের হতে প্রতিরুদ্ধ করে দিয়েছেন মক্কার সরেজমিনে তাদেরকে তোমাদের আয়ত্তে এনে দেওয়ার পর; আর আল্লাহ তোমাদের কার্যাবলি দেখছিলেন।

هُمُ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا وَصَدُّوْكُمْ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَالْهَدْيَ مَعْكُوْفًا اَنْ يَّبْلُغَ مَحِلَّهٗ ؕ وَلَوْلَا رِجَالٌ مُّؤْمِنُوْنَ وَنِسَآءٌ مُّؤْمِنٰتٌ لَّمْ تَعْلَمُوْهُمْ اَنْ تَطَـُٔوْهُمْ فَتُصِيْبَكُمْ مِّنْهُمْ مَّعَرَّةٌۢ بِغَيْرِ عِلْمٍ ۚ لِيُدْخِلَ اللّٰهُ فِيْ رَحْمَتِهٖ مَنْ يَّشَآءُ ۚ لَوْ تَزَيَّلُوْا لَعَذَّبْنَا الَّذِيْنَ كَفَرُوْا مِنْهُمْ عَذَابًا اَلِيْمًا ﴿۲۵﴾

২৫. এরা ঐ সমস্ত লোক যারা কুফরি করেছে এবং তোমাদেরকে মসজিদে হারাম হতে প্রতিরোধ করেছে এবং প্রতিরুদ্ধ কুরবানির জন্তুগুলো তাদের নির্দিষ্ট স্থানে উপস্থিত করা হতে বাধা দান করেছে; আর যদি বহু মু'মিন পুরুষ ও মু'মিন নারী না থাকত, যাদের সম্বন্ধে তোমরা কিছুই জানতে না, অর্থাৎ তাদের নিষ্পেষিত হওয়ার আশঙ্কা না থাকত, যদ্দরুন তাদের কারণে অজ্ঞাতসারে তোমরাও ক্ষতিগ্রস্ত হতে, তবে সমস্ত ব্যাপারই চুকিয়ে দেওয়া হতো কিন্তু তা এজন্য করা হয়নি, যেন আল্লাহ যাকে ইচ্ছা নিজ রহমতে দাখিল করেন, যদি তারা (ঐ মুসলমানগণ মক্কা হতে) সরে পড়ত, তবে আমি তাদের মধ্যকার কাফেরদেরকে যন্ত্রণাময় আজাব প্রদান করতাম।

শাব্দিক অনুবাদ :

২৪. وَهُوَ الَّذِيْ كَفَّ আর তিনি এমন যে, যিনি প্রতিরুদ্ধ করে দিয়েছেন اَيْدِيَهُمْ عَنْكُمْ তাদের হস্ত তোমাদের থেকে وَاَيْدِيَكُمْ عَنْهُمْ তোমাদের হস্ত তাদের থেকে بِبَطْنِ مَكَّةَ মক্কার সরেজমিনে مِنْ بَعْدِ اَنْ اَظْفَرَكُمْ عَلَيْهِمْ তাদেরকে তোমাদের আয়ত্তে এনে দেওয়ার পর। وَكَانَ اللّٰهُ بِمَا تَعْمَلُوْنَ بَصِيْرًا আর আল্লাহ তোমাদের কার্যাবলি দেখছিলেন।

২৫. هُمُ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا এরা ঐ সমস্ত লোক যারা কুফরি করেছে وَصَدُّوْكُمْ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ এবং তোমাদেরকে মসজিদে হারাম হতে প্রতিরোধ করেছে وَالْهَدْيَ مَعْكُوْفًا اَنْ يَّبْلُغَ مَحِلَّهٗ এবং প্রতিরুদ্ধ কুরবানির জন্তুগুলো তাদের নির্দিষ্ট স্থানে উপস্থিত করা হতে বাধা দান করেছে وَلَوْلَا رِجَالٌ مُّؤْمِنُوْنَ وَنِسَآءٌ مُّؤْمِنٰتٌ আর যদি বহু মু'মিন পুরুষ ও মু'মিন নারী না থাকত لَّمْ تَعْلَمُوْهُمْ যাদের সম্বন্ধে তোমরা কিছুই জানতে না اَنْ تَطَـُٔوْهُمْ অর্থাৎ তাদের নিষ্পেষিত হওয়ার আশঙ্কা না থাকত فَتُصِيْبَكُمْ مِّنْهُمْ مَّعَرَّةٌ যদ্দরুন তাদের কারণে তোমরাও ক্ষতিগ্রস্ত হতে بِغَيْرِ عِلْمٍ অজ্ঞাতসারে তবে সমস্ত ব্যাপারই চুকিয়ে দেওয়া হতো কিন্তু তা এ জন্য করা হয়নি لِيُدْخِلَ اللّٰهُ فِيْ رَحْمَتِهٖ مَنْ يَّشَآءُ যেন আল্লাহ যাকে ইচ্ছা নিজ রহমতে দাখিল করেন لَوْ تَزَيَّلُوْا যদি তারা সরে পড়ত لَعَذَّبْنَا الَّذِيْنَ كَفَرُوْا مِنْهُمْ তবে আমি তাদের মধ্যকার কাফেরদেরকে প্রদান করতাম عَذَابًا اَلِيْمًا যন্ত্রণাময় আজাব।

https://e-ilm.weebly.com/

https://e-ilm.weebly.com/

إِذْ جَعَلَ الَّذِينَ كَفَرُوا فِي قُلُوبِهِمُ الْحَمِيَّةَ
حَمِيَّةَ الْجَاهِلِيَّةِ فَأَنْزَلَ اللَّهُ سَكِينَتَهُ عَلَىٰ
رَسُولِهِ وَعَلَى الْمُؤْمِنِينَ وَأَلْزَمَهُمْ كَلِمَةَ
التَّقْوَىٰ وَكَانُوا أَحَقَّ بِهَا وَأَهْلَهَا ۚ وَكَانَ اللَّهُ
بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا ﴿٢٦﴾ ع ١١

২৬. যখন ঐ কাফেররা নিজেদের অন্তরে অভিমানকে স্থান দিয়েছিল, আর অভিমানও ছিল বর্বরতাসুলভ; অনন্তর আল্লাহ আপন রাসূলকে এবং মু'মিনদেরকে নিজের পক্ষ হতে ধৈর্যশক্তি প্রদান করলেন, আর আল্লাহ মু'মিনদেরকে পরহেজগারির বাক্যের উপর অটল রাখলেন এবং তারাই এর অধিক উপযোগী ও যোগ্য ছিল; আর আল্লাহ সর্ববিষয়ে মহাজ্ঞানী।

لَقَدْ صَدَقَ اللَّهُ رَسُولَهُ الرُّؤْيَا بِالْحَقِّ ۖ
لَتَدْخُلُنَّ الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ إِنْ شَاءَ اللَّهُ
آمِنِينَ لا مُحَلِّقِينَ رُءُوسَكُمْ وَمُقَصِّرِينَ لا لَا
تَخَافُونَ ۖ فَعَلِمَ مَا لَمْ تَعْلَمُوا فَجَعَلَ مِنْ
دُونِ ذَٰلِكَ فَتْحًا قَرِيبًا ﴿٢٧﴾

২৭. নিঃসন্দেহে আল্লাহ স্বীয় রাসূলকে সত্য স্বপ্ন দেখিয়েছেন, যা বাস্তবানুরূপই (ছিল) যে, তোমরা ইনশাআল্লাহ মসজিদে হারামে (অর্থাৎ, মক্কা নগরীতে) অবশ্যই নিরাপদে প্রবেশ করবে, তখন তোমাদের মধ্যে কেউ মাথা মুড়াতে থাকবে, আর কেউ চুল কাটতে থাকবে, তোমাদের কোনো প্রকার ভয় থাকবে না; পরন্তু আল্লাহ ঐ সমস্ত বিষয় অবগত আছেন যা তোমরা জান না, অনন্তর তিনি এর (অর্থাৎ এ স্বপ্ন বিবরণ সত্যে পরিণত হওয়ার) পূর্বে এক আশু বিজয় প্রদান করেছেন।

هُوَ الَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَىٰ وَدِينِ
الْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ ۚ وَكَفَىٰ بِاللَّهِ
شَهِيدًا ﴿٢٨﴾

২৮. তিনি (আল্লাহ) এমন যে, তিনি আপন রাসূলকে হেদায়েত ও সত্য ধর্ম দিয়ে পাঠিয়েছেন, যেন তাকে সমস্ত ধর্মের উপর প্রাধান্য দান করেন; আর আল্লাহই যথেষ্ট সাক্ষী।

শাব্দিক অনুবাদ :

২৬. إِذْ جَعَلَ الَّذِينَ كَفَرُوا فِي قُلُوبِهِمُ الْحَمِيَّةَ যখন ঐ কাফেররা নিজেদের অন্তরে অভিমানকে স্থান দিয়েছিল حَمِيَّةَ الْجَاهِلِيَّةِ আর অভিমানও ছিল বর্বরতা সুলভ فَأَنْزَلَ اللَّهُ سَكِينَتَهُ অনন্তর আল্লাহ নিজের পক্ষ থেকে ধৈর্যশক্তি প্রদান করলেন عَلَىٰ رَسُولِهِ وَعَلَى الْمُؤْمِنِينَ আপন রাসূলকে এবং মু'মিনদেরকে وَأَلْزَمَهُمْ كَلِمَةَ التَّقْوَىٰ আর আল্লাহ মু'মিনদেরকে পরহেজগারীর বাক্যের উপর অটল রাখলেন وَكَانُوا أَحَقَّ بِهَا وَأَهْلَهَا এবং তারাই এর অধিক উপযোগী ও যোগ্য ছিল وَكَانَ اللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا আর আল্লাহ সর্ব বিষয়ে মহাজ্ঞানী।

২৭. لَقَدْ صَدَقَ اللَّهُ رَسُولَهُ الرُّؤْيَا নিঃসন্দেহে আল্লাহ স্বীয় রাসূলকে সত্য স্বপ্ন দেখিয়েছেন بِالْحَقِّ যা বাস্তবানুরূপই ছিল যে, لَتَدْخُلُنَّ الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ তোমরা মসজিদে হারামে অবশ্যই প্রবেশ করবে إِنْ شَاءَ اللَّهُ ইনশাআল্লাহ آمِنِينَ নিরাপদে مُحَلِّقِينَ رُءُوسَكُمْ তখন তোমাদের কেউ মাথা মুড়াতে থাকবে وَمُقَصِّرِينَ আর কেউ চুল কাটতে থাকবে لَا تَخَافُونَ তোমাদের কোনো প্রকার ভয় থাকবে না فَعَلِمَ مَا لَمْ تَعْلَمُوا পরন্তু আল্লাহ ঐ সমস্ত বিষয় অবগত আছেন যা তোমরা জান না فَجَعَلَ مِنْ دُونِ ذَٰلِكَ অনন্তর তিনি এর পূর্বে প্রদান করেছেন فَتْحًا قَرِيبًا এক আশু বিজয়।

২৮. هُوَ الَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ তিনি (আল্লাহ) এমন যে, তিনি আপন রাসূলকে পাঠিয়েছেন بِالْهُدَىٰ وَدِينِ الْحَقِّ হেদায়েত ও সত্য ধর্ম দিয়ে لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ যেন তাকে সমস্ত ধর্মের উপর প্রাধান্য দান করেন وَكَفَىٰ بِاللَّهِ شَهِيدًا আর আল্লাহই যথেষ্ট সাক্ষী।

২৯. মুহাম্মদ ﷺ আল্লাহর রাসূল; আর যারা তাঁর সাহচার্যপ্রাপ্ত হয়েছে, তারা কাফেরদের বিরুদ্ধে কঠোরতর, (কিন্তু) নিজেদের মধ্যে সদয়, হে শ্রোতা! তুমি তাদেরকে দেখতে পাবে– কখনো রুকূ' করছে, কখনো সেজদা করছে, (আর) আল্লাহর অনুগ্রহ ও সন্তুষ্টি কামনায় লিপ্ত রয়েছে, তাদের (বন্দেগির) চিহ্ন তাদের মুখমণ্ডলের উপর সেজদার কারণে পরিস্ফুট হয়ে আছে; এটা তাদের গুণাবলি তাওরাতে রয়েছে, আর ইঞ্জীলে তাদের দৃষ্টান্ত এরূপ যেমন শস্য– সে (প্রথমে) স্বীয় অংকুর বের করল অতঃপর (জমি হতে খাদ্য আহরণ করে) তাকে শক্তিশালী করল, অতঃপর হৃষ্টপুষ্ট হলো, তৎপর তা নিজ কাণ্ডের উপর দাঁড়িয়ে গেল, ফলে তা কৃষককে আনন্দ দিতে লাগল, যেন তাদের (এ উন্নতির) দ্বারা কাফেদেরকে (হিংসার আগুনে) পুড়িয়ে দেয়; যারা ঈমান এনেছে এবং নেক কাজ করছে, আল্লাহ তাদেরকে ক্ষমা এবং বড় প্রতিদানের প্রতিশ্রুতি দিয়ে রেখেছেন।

مُحَمَّدٌ رَّسُوْلُ اللّٰهِ ؕ وَالَّذِيْنَ مَعَهٗۤ اَشِدَّآءُ عَلَى الْكُفَّارِ رُحَمَآءُ بَيْنَهُمْ تَرٰىهُمْ رُكَّعًا سُجَّدًا يَّبْتَغُوْنَ فَضْلًا مِّنَ اللّٰهِ وَرِضْوَانًا ۫ سِيْمَاهُمْ فِيْ وُجُوْهِهِمْ مِّنْ اَثَرِ السُّجُوْدِ ؕ ذٰلِكَ مَثَلُهُمْ فِي التَّوْرٰىةِ ۚۖ وَمَثَلُهُمْ فِي الْاِنْجِيْلِ ۚ كَزَرْعٍ اَخْرَجَ شَطْـَٔهٗ فَاٰزَرَهٗ فَاسْتَغْلَظَ فَاسْتَوٰى عَلٰى سُوْقِهٖ يُعْجِبُ الزُّرَّاعَ لِيَغِيْظَ بِهِمُ الْكُفَّارَ ؕ وَعَدَ اللّٰهُ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَعَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ مِنْهُمْ مَّغْفِرَةً وَّاَجْرًا عَظِيْمًا ﴿٢٩﴾

শাব্দিক অনুবাদ :

২৯. مُحَمَّدٌ رَّسُوْلُ اللّٰهِ মুহাম্মদ ﷺ আল্লাহর রাসূল وَالَّذِيْنَ مَعَهٗ আর যারা তাঁর সহচার্যপ্রাপ্ত হয়েছে اَشِدَّآءُ عَلَى الْكُفَّارِ তারা কাফেরদের বিরুদ্ধে কঠোরতর رُحَمَآءُ بَيْنَهُمْ (কিন্তু) নিজেদের মধ্যে সদয় تَرٰىهُمْ رُكَّعًا سُجَّدًا হে শ্রোতা! তুমি তাদেরকে দেখতে পাবে কখনো রুকূ করছে, কখনো সেজদা করছে يَّبْتَغُوْنَ فَضْلًا مِّنَ اللّٰهِ وَرِضْوَانًا আল্লাহর অনুগ্রহ ও সন্তুষ্টি কামনায় লিপ্ত রয়েছে سِيْمَاهُمْ فِيْ وُجُوْهِهِمْ তাদের চিহ্ন তাদের মুখমণ্ডলে পরিস্ফুট হয়ে আছে مِّنْ اَثَرِ السُّجُوْدِ সেজদার কারণে ذٰلِكَ مَثَلُهُمْ فِي التَّوْرٰىةِ এটা তাদের গুণাবলি তাওরাতে রয়েছে وَمَثَلُهُمْ فِي الْاِنْجِيْلِ আর ইঞ্জীলে তাদের দৃষ্টান্ত এরূপ كَزَرْعٍ اَخْرَجَ شَطْـَٔهٗ যেমন শস্য সে (প্রথমে) স্বীয় অঙ্কুর বের করল فَاٰزَرَهٗ অতঃপর তাকে শক্তিশালী করল فَاسْتَغْلَظَ অতঃপর হৃষ্টপুষ্ট হলো فَاسْتَوٰى عَلٰى سُوْقِهٖ তৎপর তা নিজ কাণ্ডের উপর দাঁড়িয়ে গেল يُعْجِبُ الزُّرَّاعَ ফলে তা কৃষককে আনন্দ দিতে লাগল لِيَغِيْظَ بِهِمُ الْكُفَّارَ যেন তাদের দ্বারা কাফেরদেরকে পুড়িয়ে দেয় وَعَدَ اللّٰهُ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَعَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ مِنْهُمْ যারা ঈমান এনেছে এবং নেক কাজ করেছে, আল্লাহ তাদেরকে প্রতিশ্রুতি দিয়ে রেখেছেন مَّغْفِرَةً وَّاَجْرًا عَظِيْمًا ক্ষমা এবং বড় প্রতিদানের।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

وَهُوَ الَّذِيْ كَفَّ اَيْدِيَهُمْ عَنْكُمْ وَاَيْدِيَكُمْ عَنْهُمْ بِبَطْنِ مَكَّةَ مِنْ بَعْدِ اَنْ اَظْفَرَكُمْ عَلَيْهِمْ وَكَانَ اللّٰهُ بِمَا تَعْمَلُوْنَ بَصِيْرًا [٢٤]

শানে নুযূল–১ : ইমাম মুসলিম, আবূ দাউদ, তিরমিযী ও নাসায়ী হযরত আনাস (রা.)-এর উদ্ধৃতি দিয়ে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেন, হুদায়বিয়া অভিযান কালে মক্কাবাসীদের স্বশস্ত্র আশি জন মানুষ জাবালে তানঈমের উপর আক্রমণ করার জন্যে যখন অবতরণ করল, যাদের লক্ষ্য ছিল একমাত্র রাসূল ﷺ -এর ঘোড়াটি। তখন রাসূল ﷺ তাদের মোকাবিলা করার জন্যে আহবান করলেন। ফলে সাহাবায়ে কেরাম তাদের সবাইকে ধরে ফেলেন। তবে রাসূল ﷺ তাদেরকে ক্ষমা করে ছেড়ে দিলেন। ক্ষমার এমন অপূর্ব দৃষ্টান্ত স্থাপনের পরিপ্রেক্ষিতে আল্লাহ তা'আলা আলোচ্য আয়াত নাজিল করেন।

https://e-ilm.weebly.com/

https://e-ilm.weebly.com/

فَتُصِيبَكُم مِّنْهُم مَّعَرَّةٌ بِغَيْرِ عِلْمٍ - مَعَرَّة শব্দের অর্থ কেউ কেউ গোনাহ্ বর্ণনা করেছেন, কেউ সাধারণ ক্ষতি এবং কেউ দোষ বর্ণনা করেছেন। এ স্থলে শেষোক্ত অর্থই বাহ্যতঃ সঙ্গত। কারণ যদি যুদ্ধ শুরু হয়ে যেত এবং অজ্ঞাতসারে মুসলমানদের হাতে মক্কায় আটক মুসলমানগণ নিহত হতো, তবে এটা একটা দোষ ও লজ্জাকর ব্যাপার হতো। কাফেররা মুসলমানদেরকে লজ্জা দিত যে, তোমরা তোমাদের দ্বীনি ভাইদেরকে হত্যা করেছ। এছাড়া এটা ক্ষতিকর ব্যাপারও ছিল। নিহত মুসলমানদের ক্ষতি বর্ণনা সাপেক্ষ নয়। হত্যাকারী মুসলমানগণও অনুতাপ ও আক্ষেপের অনলে দগ্ধ হতো।

সাহাবায়ে কেরামকে দোষত্রুটি থেকে বাঁচিয়ে রাখার প্রাকৃতিক ব্যবস্থা : ইমাম কুরতুবী বলেন : অজ্ঞাতসারে এক মুসলমানের হাতে অন্য মুসলমান মারা যাওয়া গোনাহ্ তো নয়; কিন্তু দোষ, লজ্জা, অনুতাপ ও আক্ষেপের কারণ অবশ্যই; ভুলবশতঃ হত্যার কারণে রক্তপণ ইত্যাদি দেওয়ারও বিধান আছে। আল্লাহ তা'আলা তাঁর রাসূলের সাহাবীদেরকে এ থেকেও নিরাপদ রেখেছেন। এ থেকে বোঝা যায় যে, সাহাবায়েকেরাম যদিও পয়গম্বরগণের ন্যায় নিষ্পাপ নন, কিন্তু সাধারণভাবে তাঁদেরকে ভুলভ্রান্তি ও দোষ থেকে বাঁচিয়ে রাখার প্রাকৃতির ব্যবস্থা হয়ে যায়। এটাই তাঁদের সাথে আল্লাহর ব্যবহার।

لِيُدْخِلَ اللّٰهُ فِي رَحْمَتِهِ مَنْ يَّشَاءُ অর্থাৎ, আল্লাহ তা'আলা এই ক্ষেত্রে মুসলমানদের অন্তরে সংযম সৃষ্টি করে যুদ্ধ না হওয়ার ব্যবস্থা করেছেন। কারণ আল্লাহ তা'আলা জানতেন যে, ভবিষ্যতে তাদের মধ্যে অনেকেই ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করবে। তাদের প্রতি এবং মক্কায় আটক মুসলমানদের প্রতি রহমত করার জন্যে এসব আয়োজন করা হয়েছে।

لَوْ تَزَيَّلُوا - تَزَيُّلٌ শব্দের আসল অর্থ বিচ্ছিন্ন হওয়া। উদ্দেশ্যে এই যে, মক্কায় আটক মুসলমানগণ যদি কাফেরদের থেকে পৃথক ও বিচ্ছিন্ন হতো এবং মুসলমানগণ তাদেরকে চিনে বিপদ থেকে উদ্ধার করে নিতে পারত, তবে এই মুহূর্তেই কাফেরদেরকে মুসলমানদের হাতে শাস্তি প্রদান করা হতো। কিন্তু মুশকিল এই যে, আটক দুর্বল মুসলমান পুরুষ ও নারী কাফেরদের মধ্যেই মিশ্রিত ছিল। যুদ্ধ হলে তাদেরকে বাঁচানোর উপায় ছিল না। তাই আল্লাহ তা'আলা যুদ্ধই মওকুফ করে দিলেন।

وَأَلْزَمَهُمْ كَلِمَةَ التَّقْوٰى وَكَانُوا أَحَقَّ بِهَا وَأَهْلَهَا -"কালেমায়ে- তাকওয়া" বলে তাকওয়া অবলম্বনকারী কালেমা বোঝানো হয়েছে। অর্থাৎ, তাওহীদ ও রিসালাতের কালেমা। এই কালেমাই তাকওয়ার ভিত্তি। তাই একে কালেমায়ে-তাকওয়া বলা হয়েছে। সাহাবায়ে কেরামকে এই কালেমার অধিক যোগ্য ও উপযুক্ত আখ্যা দিয়ে আল্লাহ তা'আলা সেসব লোকের লাঞ্ছনা প্রকাশ করে দিয়েছেন, যা তাঁদের প্রতি কুফর ও নিফাকের দোষ আরোপ করে। আল্লাহ তো তাঁদেরকে কালেমায়ে ইসলামের অধিক যোগ্য বলেন, আর এই হতভাগারা তাঁদেরকে দোষী সাব্যস্ত করে।

لَقَدْ صَدَقَ اللّٰهُ رَسُولَهُ الرُّؤْيَا بِالْحَقِّ لَتَدْخُلُنَّ الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ

হুদায়বিয়ার সন্ধি চূড়ান্ত হয়ে গেলে একথা স্থির হয়ে যায় যে, এখন মক্কায় প্রবেশ এবং ওমরা পালন ব্যতিরেকেই মদিনায় ফিরে যেতে হবে। বলাবাহুল্য, সাহাবায়ে কেরাম ওমরা পালনের সংকল্প রসূলুল্লাহ ﷺ -এর একটি স্বপ্নের ভিত্তিতে করেছিলেন, যা এক প্রকার ওহী ছিল। এখন বাহ্যতঃ এর বিপরীত হতে দেখে কারো কারো অন্তরে এই সন্দেহ মাথাচাড়া দিয়ে উঠতে লাগল যে, (নাউযুবিল্লাহ) রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর স্বপ্ন সত্য হলো না। অপরদিকে কাফের-মুনাফিকরা মুসলমানদেরকে বিদ্রূপ করল যে, তোমাদের রাসূলের স্বপ্ন সত্য নয়। এর পরিপ্রেক্ষিতে আলোচ্য لَقَدْ صَدَقَ اللّٰهُ رَسُولَهُ আয়াতটি অবতীর্ণ হয়। -[বায়হাকী]

لَقَدْ صَدَقَ اللّٰهُ رَسُولَهُ الرُّؤْيَا بِالْحَقِّ - صِدْقٌ শব্দটি كِذْبٌ -এর বিপরীতে কথাবার্তায় ব্যবহৃত হয়। যে কথা বাস্তবের অনুরূপ, তাকে صِدْقٌ এবং যে কথা অনুরূপ নয়, তাকে كِذْبٌ বলা হয়। মাঝে মাঝে কাজকর্মের জন্যেও এই শব্দ ব্যবহার করা হয়। তখন এর অর্থ হয় কোনো কাজকে বাস্তবায়িত করা; যেমন কুরআনে আছে- رِجَالٌ صَدَقُوا مَا عَاهَدُوا اللّٰهَ অর্থাৎ, তারা তাদের অঙ্গীকার বাস্তবায়িত করে দেখিয়েছে। এ সময় صِدْقٌ শব্দের দু'টি مَفْعُولٌ থাকে, যেমন আলোচ্য আয়াতে প্রথম مَفْعُولٌ হচ্ছে رَسُولَهُ এবং দ্বিতীয় مَفْعُولٌ হচ্ছে رُؤْيَا আয়াতের অর্থ এই যে, আল্লাহ তাঁর রাসূলকে স্বপ্নের ব্যাপারে সাচ্চা-সত্য দেখিয়েছেন। -(বায়যাভী) যদিও এই সাচ্চা দেখানো ঘটনা ভবিষ্যতে সংঘটিত হওয়ার ছিল; কিন্তু একে অতীত পদ বাচ্য ব্যক্ত করে এর নিশ্চিত ও অকাট্য হওয়ার প্রতি ইঙ্গিত করা হয়েছে। সেমতে পরবর্তী বাক্যে ভবিষ্যৎ পদবাচ্য ব্যবহার করে বলা হয়েছে- لَتَدْخُلُنَّ الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ অর্থাৎ, মসজিদে হারামে প্রবেশ সংক্রান্ত আপনার স্বপ্ন অবশ্যই বাস্তবায়িত হবে; কিন্তু এ বছর নয়- এ বছরের পরে। স্বপ্নে মসজিদে-হারামে প্রবেশের সময় নির্দিষ্ট ছিল না। পরম ঔৎসুক্যবশতঃ সাহাবায়ে কেরাম এ বছরই সফরের সংকল্প করে ফেললেন এবং রসূলুল্লাহ ﷺ ও

https://e-ilm.weebly.com/

তাঁদের সাথে যোগ দিলেন। এতে আল্লাহ তা'আলার বিরাট রহস্য নিহিত ছিল, যা হুদায়বিয়ার সন্ধির মাধ্যমে বিকাশ লাভ করে। সেমতে হযরত সিদ্দীকে আকবর (রা.) প্রথমেই হযরত ওমর (রা.)-এর জবাবে বলেছিলেনঃ আপনার সন্দেহ করা উচিত নয়, রসূলুল্লাহ ﷺ -এর স্বপ্নে কোনো সময় ও বছর নির্দিষ্ট ছিল না। এখন না হলে পরে অবশ্যই হবে। -[কুরতুবী]

ভবিষ্যৎ কাজের জন্যে "ইনশাআল্লাহ" বলার তাকীদ : এই আয়াতে আল্লাহ তা'আলা মসজিদে হারামে প্রবেশের সাথে যা ভবিষ্যতে হওয়ার ছিল– 'ইনশাআল্লাহ' শব্দ ব্যবহার করেছেন। অথচ আল্লাহ নিজের চাওয়া সম্পর্কে নিজেই জ্ঞাত। তাঁর এরূপ বলার প্রয়োজন ছিল না। কিন্তু স্বীয় রাসূল ﷺ ও বান্দাদেরকে শিক্ষা দেওয়ার জন্যে এস্থানে আল্লাহ তা'আলাও 'ইনশাআল্লাহ' শব্দ ব্যবহার করেছেন। –(কুরতুবী)

مُحَلِّقِيْنَ رُءُوْسَكُمْ وَمُقَصِّرِيْنَ –সহীহ্ বোখারীতে আছে, পরবর্তী বছর কাযা ওমরায় হযরত মুয়াবিয়া (রা.) রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর পবিত্র কেশ কাঁচি দ্বারা কর্তন করেছিলেন। এটা কাযা ওমরারই ঘটনা। কেননা বিদায় হজে রাসূলুল্লাহ ﷺ মস্তক মুণ্ডিত করেছিলেন। –[কুরতুবী]

فَعَلِمَ مَالَمْ تَعْلَمُوْا –অর্থাৎ, এ বছরই তোমাদেরকে মসজিদে হারামে প্রবেশ এবং ওমরাহ করিয়ে দিতে আল্লাহ তা'আলা সক্ষম ছিলেন। পরবর্তী বছর পর্যন্ত বিলম্বিত করার মধ্যে বড় বড় রহস্য নিহিত ছিল, যা আল্লাহ তা'আলা জানতেন- তোমরা জানতে না। তন্মধ্যে এক রহস্য এটাও ছিল যে, আল্লাহর ইচ্ছা ছিল খায়বর বিজিত হয়ে মুসলমানদের শক্তি ও সাজ-সরঞ্জাম বর্ধিত হোক এবং তারা পূর্ণ স্বাচ্ছন্দ্য ও প্রশান্তি সহকারে ওমরা পালন করুক। এ কারণেই বলা হয়েছে : فَجَعَلَ مِنْ دُوْنِ ذٰلِكَ فَتْحًا قَرِيْبًا অর্থাৎ, স্বপ্ন বাস্তবরূপ লাভ করার আগে খায়বরে আসন্ন বিজয় মুসলমানগণ লাভ করুক। কেউ কেউ বলেন, এই আসন্ন বিজয় বলে খোদ হুদায়বিয়ার সন্ধি বোঝানো হয়েছে। কারণ এটা মক্কা বিজয় ও অন্যান্য সব বিজয়ের ভূমিকা ছিল। পরবর্তীকালে সকল সাহাবীই একে বৃহত্তম বিজয় আখ্যা দিয়েছেন। এমতাবস্থায় আয়াতের উদ্দেশ্য এই যে, এ বছর তোমাদের সফরের সংকল্প করার পর ওমরা পালনে ব্যর্থতা ও সন্ধি সম্পাদনের মধ্যে যেসব রহস্য লুক্কায়িত ছিল, তা তোমাদের জানা ছিল না কিন্তু আল্লাহ তা'আলা সব জানতেন। তাঁর ইচ্ছা ছিল যে, এই স্বপ্নের ঘটনার আগে হুদায়বিয়ার সন্ধির মাধ্যমে তোমাদেরকে একটা আসন্ন বিজয় দান করবেন। এই আসন্ন বিজয়ের ফলাফল সবাই প্রত্যক্ষ করেছে যে, হুদায়বিয়ার সফরে মুসলমানদের সংখ্যা দেড় হাজারের বেশি ছিল না। সন্ধির পর তাদের সংখ্যা দশ হাজারে উন্নীত হয়ে গেল। –[কুরতুবী]

هُوَ الَّذِىْٓ اَرْسَلَ رَسُوْلَهٗ بِالْهُدٰى وَدِيْنِ الْحَقِّ – পূর্ববর্তী আয়াতসমূহে বিজয়, যুদ্ধলব্ধ সম্পদের ওয়াদা এবং বিশেষভাবে হুদায়বিয়ায় অংশগ্রহণকারী সাহাবী ও সাধারণভাবে সকল সাহাবীর গুণাবলি ও সুসংবাদ উল্লেখিত হয়েছে। এখন সূরার উপসংহারে সেসব বিষয়বস্তুর সারমর্ম বর্ণনা করা হচ্ছে। এসব নিয়ামত ও সুসংবাদ রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর আনুগত্য ও সত্যায়নের কারণেই প্রদত্ত হয়েছে। তাই এই সত্যায়ন ও আনুগত্যের উপর জোর দেওয়ার জন্যে, রিসালাত অস্বীকারকারীদের যুক্তি খণ্ডন করার লক্ষ্যে এবং হুদায়বিয়ার সন্ধির সময় মুসলমানদের অন্তরে যেসব সন্দেহ পুঞ্জীভূত হয়েছিল, সেগুলো দূরীকরণের জন্যে আলোচ্য আয়াতসমূহে রিসালাত সপ্রমাণ করা হয়েছে এবং জগতের সব ধর্মের উপর রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর দীনকে জয়যুক্ত করার সুসংবাদ দেওয়া হয়েছে।

مُحَمَّدٌ رَّسُوْلُ اللّٰهِ –সমগ্র কুরআনে শেষনবী ﷺ -এর নাম উল্লেখ করার পরিবর্তে সাধারণতঃ গুণাবলি ও পদবীর মাধ্যমে তাঁর সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে : আহ্বানের স্থলে- يٰٓاَيُّهَا النَّبِىُّ - يٰٓاَيُّهَا الرَّسُوْلُ - يٰٓاَيُّهَا الْمُزَّمِّلُ ইত্যাদি বলা হয়েছে। এর বিপরীতে অপরাপর পয়গম্বরকে নাম সহকারে আহ্বান করা হয়েছে; যেমন– يٰمُوْسٰى - يٰعِيْسٰى - يٰٓاِبْرٰهِيْمُ - সমগ্র কুরআনে মাত্র চার জায়গায় তাঁর নাম 'মুহাম্মদ' উল্লেখ করা হয়েছে। এসব স্থানে তাঁর নাম উল্লেখ করার মধ্যে উপযোগিতা এই যে, হুদায়বিয়ার সন্ধিপত্রে হযরত আলী (রা.) যখন তাঁর নাম "মুহাম্মদুর-রাসূলুল্লাহ" লিপিবদ্ধ করেন, তখন কাফেররা এটা মিটিয়ে "মুহাম্মদ ইবনে আব্দুল্লাহ" লিপিবদ্ধ করতে পীড়াপীড়ি করে। রাসূলুল্লাহ ﷺ আল্লাহর আদেশে তাই মেনে নেন। পরিবর্তে আল্লাহ তা'আলা এ স্থলে বিশেষভাবে তাঁর নামের সাথে "রাসূলুল্লাহ" শব্দ কুরআনে উল্লেখ করে একে চিরস্থায়ী করে দিলেন, যা কেয়ামত পর্যন্ত লিখিত ও পঠিত হবে।

وَالَّذِيْنَ مَعَهٗ এখান থেকে সাহাবায়ে কেরামের গুণাবলী বর্ণিত হচ্ছে। যদিও এতে সর্বপ্রথম হুদায়বিয়া ও বয়াতে-রিযওয়ানে অংশগ্রহণকারী সাহাবীদেরকে সম্বোধন করা হয়েছে; কিন্তু ভাষায় ব্যাপকতার দরুন সকল সাহাবীই এতে দাখিল আছেন। কেননা সবাই তাঁর সহচর ও সঙ্গী ছিলেন।

https://e-ilm.weebly.com/

সাহাবায়ে কেরামের গুণাবলি শ্রেষ্ঠত্ব ও বিশেষ লক্ষণাদি : এস্থলে আল্লাহ তা'আলা রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর রেসালত ও তাঁর দীনকে সকল ধর্মের উপর জয়যুক্ত করার কথা বর্ণনা করে সাহাবায়ে কেরামের গুণাবলি, শ্রেষ্ঠত্ব ও বিশেষ লক্ষণাদি বিস্তারিতভাবে উল্লেখ করেছেন। এতে একদিকে হুদায়বিয়ার সন্ধির সময় গৃহীত তাঁদের কঠোর পরীক্ষার পুরস্কার আছে। কেননা অন্তরগত বিশ্বাস ও প্রেরণার বিরুদ্ধে সন্ধি সম্পাদিত হওয়ার ফলে ওমরা পালনে ব্যর্থতা সত্ত্বেও তাঁদের এতটুকু পদস্খলন হয়নি; বরং তাঁরা নজিরবিহীন আনুগত্য ও ঈমানী শক্তির পরিচয় দেন। এছাড়া সাহাবায়ে কেরামের গুণাবলি ও লক্ষণাদি বিস্তারিত বর্ণনা করার মধ্যে এ রহস্য নিহিত থাকাও বিচিত্র নয় যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর পর দুনিয়াতে আর কোনো নবী-রসূল প্রেরিত হবেন না। তিনি উম্মতের জন্যে কুরআনের সাথে সাহাবীদেরকে নমুনা হিসেবে ছেড়ে যাবেন এবং তাঁদের অনুসরণ করার আদেশ দেবেন। তাই কুরআনও তাঁদের গুণাবলি ও লক্ষণাদি বর্ণনা করে মুসলমানদেরকে তাঁদের অনুসরণে উদ্বুদ্ধ করেছে। এ স্থলে সাহাবায়ে কেরামের সর্বপ্রথম যে গুণ উল্লেখ করা হয়েছে, তা এই যে, তাঁরা কাফেরদের মোকাবেলায় তাঁদের কঠোরতা সর্বক্ষেত্রেই প্রমাণিত হয়েছে। তাঁরা ইসলামের জন্যে বংশগত সম্পর্ক বিসর্জন দিয়েছেন। হুদায়বিয়ার ঘটনায় বিশেষভাবে এর বিকাশ ঘটেছে। সাহাবায়ে কেরামের পারস্পরিক সহানুভূতি ও আত্মত্যাগের উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত তখন প্রকাশ পেয়েছে, যখন মুহাজির ও আনসারদের মধ্যে ভ্রাতৃত্ব বন্ধন প্রতিষ্ঠিত হয় এবং আনসাররা তাঁদের সবকিছুতে মুহাজিরদেরকে অংশীদার করার আহ্বান জানায়। কুরআন সাহাবায়ে কেরামের এই গুণটি সর্বপ্রথম বর্ণনা করেছে। কেননা এর সারমর্ম এই যে, তাঁদের বন্ধুত্ব ও শত্রুতা, ভালোবাসা অথবা হিংসাপরায়ণতা কোনো কিছুই নিজের জন্যে নয়; বরং সব আল্লাহ তা'আলা ও তাঁর রাসূলের জন্যে হয়ে থাকে। এটাই পূর্ণ ঈমানের সর্বোচ্চ স্তর। সহীহ্ বুখারী ও অন্যান্য হাদীস গ্রন্থে আছে مَنْ اَحَبَّ لِلّٰهِ وَاَبْغَضَ لِلّٰهِ فَقَدْ اِسْتَكْمَلَ اِيْمَانَهٗ অর্থাৎ, যে ব্যক্তি তার ভালোবাসা ও শত্রুতা উভয়কে আল্লাহর ইচ্ছার অনুগামী করে দেয়, সে তার ঈমানকে পূর্ণতা দান করে। এ থেকেই আরো প্রমাণিত হয় যে, সাহাবায়ে কেরাম কাফেরদের মোকাবিলায় কঠোর ছিলেন- একথার অর্থ এরূপ নয় যে, তাঁরা কোনো সময় কোনো কাফেরের প্রতি দয়া করেন না; বরং অর্থ এই যে, যে স্থলে আল্লাহ ও রাসূলের পক্ষ থেকে কাফেরদের প্রতি কঠোরতা করার আদেশ হয়, সেই স্থলে আত্মীয়তা, বন্ধুত্ব ইত্যাদি সম্পর্ক একাজে অন্তরায় হয় না। পক্ষান্তরে দয়া-দাক্ষিণ্যের ব্যাপারে তো স্বয়ং কুরআনের ফয়সালা এই যে,

لَا يَنْهٰكُمُ اللّٰهُ ...... اَنْ تَبَرُّوْهُمْ وَتُقْسِطُوْا اِلَيْهِمْ অর্থাৎ, যেসব কাফের মুসলমানদের বিপক্ষে কার্যতঃ যুদ্ধরত নয়, তাদের প্রতি অনুকম্পা প্রদর্শন করতে আল্লাহ তা'আলা নিষেধ করেন না। রাসূলে কারীম ﷺ ও সাহাবায়ে-কেরামের অসংখ্য ঘটনা এমন পাওয়া যায়, সেগুলোতে দুর্বল, অক্ষম অথবা অভাবগ্রস্ত কাফেরদের সাথে দয়া-দাক্ষিণ্যমূলক ব্যবহার করা হয়েছে। তাদের ব্যাপারে ন্যায় ও সুবিচারের মানদণ্ডও প্রতিষ্ঠিত রাখার ব্যাপক আদেশ রয়েছে। এমনকি, রণাঙ্গনের ন্যায় ও ইনসাফের পরিপন্থি কোনো কার্যক্রম ইসলামে বৈধ নয়।

সাহাবায়ে কেরামের দ্বিতীয় গুণ এই বর্ণিত হয়েছে যে, তাঁরা সাধারণতঃ রুকু-সেজদা ও নামাজে মশগুল থাকেন। তাঁদেরকে অধিকাংশ সময় এ কাজেই লিপ্ত পাওয়া যায়। প্রথম গুণটি পূর্ণ ঈমানের আলামত এবং দ্বিতীয় গুণটি পূর্ণ আমলের পরিচায়ক। কারণ আমলসমূহের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ হচ্ছে নামাজ سِيْمَاهُمْ فِيْ وُجُوْهِهِمْ مِنْ اَثَرِ السُّجُوْدِ অর্থাৎ, নামাজ তাঁদের জীবনের এমন ব্রত হয়ে গেছে যে, নামাজ ও সেজদার বিশেষ চিহ্ন তাঁদের মুখমণ্ডলে উদ্ভাসিত হয়। এখানে "সেজদার চিহ্ন" বলে সেই নূরের আভা বোঝানো হয়েছে, যা দাসত্ব এবং বিনয় ও নম্রতার প্রভাবে প্রত্যেক ইবাদতকারীর মুখমণ্ডলে প্রত্যক্ষ করা হয়। কপালে সেজদার কালো দাগ বোঝানো হয়নি। বিশেষতঃ তাহাজ্জুদ নামাজের ফলে উপরিউক্ত চিহ্ন খুব বেশি ফুটে উঠে। ইবনে মাজার এক রেওয়ায়েতে রাসূলুল্লাহ ﷺ مَنْ كَثُرَ صَلٰوتُهٗ بِاللَّيْلِ حَسُنَ وَجْهُهٗ بِالنَّهَارِ অর্থাৎ, যে ব্যক্তি রাত্রে বেশি নামাজ পড়ে, দিনের বেলায় তার চেহারা সুন্দর আলোকোজ্জ্বল হয়। হযরত হাসান বসরী (র.) বলেন : এর অর্থ নামাজিদের মুখমণ্ডলের সেই নূর, যা কিয়ামতের দিন প্রকাশ পাবে।

ذٰلِكَ مَثَلُهُمْ فِي التَّوْرٰىةِ وَمَثَلُهُمْ فِي الْاِنْجِيْلِ كَزَرْعٍ اَخْرَجَ شَطْاَهٗ

উপরে সাহাবায়ে কেরামের সেজদা ও নামাজের যে আলামত বর্ণনা করা হয়েছে, আলোচ্য আয়াতে বলা হয়েছে যে, তাঁদের এই দৃষ্টান্তও তওরাতে বর্ণনা করা হয়েছে, এরপর বলা হয়েছে যে, ইঞ্জিলে তাঁদের আরো একটি দৃষ্টান্ত উল্লেখিত হয়েছে। তা এই যে, তাঁরা এমন যেমন কোনো কৃষক মাটিতে বীজ বপন করে। প্রথমে এই বীজ একটি ক্ষুদ্র সূঁচের আকারে নির্গত হয়। এরপর তা থেকে ডালপালা অঙ্কুরিত হয়। অতঃপর তা আরও মজবুত ও শক্ত হয় এবং অবশেষে শক্ত কাণ্ড হয়ে

https://e-ilm.weebly.com/

যায়। এমনিভাবে নবী করীম ﷺ-এর সাহাবীগণ শুরুতে খুবই নগণ্যসংখ্যক ছিলেন। এক সময়ে রাসূলুল্লাহ ﷺ ব্যতীত মাত্র তিন জন মুসলমান ছিলেন- পুরুষদের মধ্যে হযরত আবূ বকর (রা.) নারীদের মধ্যে হযরত খাদীজা (রা.) ও বালকদের মধ্যে হযরত আলী (রা.)। এরপর আস্তে আস্তে তাঁদের সংখ্যা বাড়তে থাকে। এমনকি, বিদায় হজের সময় রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর সাথে হজে অংশগ্রহণকারী সাহাবীগণের সংখ্যা দেড় লক্ষের কাছাকাছি বর্ণনা করা হয়।

আলোচ্য আয়াতে তিনটি সম্ভাবনা রয়েছে : (এক) فِى التَّوْرٰىةِ পাঠ-বিরতি করা এবং মুখমণ্ডলে নূরের দৃষ্টান্ত তওরাতের বরাত দিয়ে বর্ণনা করা। এরপর وَمَثَلُهُمْ فِى الْاِنْجِيْلِ এ পাঠবিরতি না করা। তখন অর্থ এই হবে যে, সহাবায়ে কেরামের দৃষ্টান্ত সেই চারা গাছের ন্যায়, যা শুরুতে খুবই দুর্বল হয়। এরপর আস্তে আস্তে শক্তকাণ্ড বিশিষ্ট হয়ে যায়। (দুই) فِى التَّوْرٰىةِ এ পাঠবিরতি না করা বরং فِى الْاِنْجِيْلِ এ পাঠবিরতি করা। অর্থ এই হবে যে, মুখমণ্ডলের নূরের দৃষ্টান্ত তাওরাতেও রয়েছে, ইঞ্জীলেও রয়েছে। অতঃপর كَزَرْعٍ কে একটি আলাদা দৃষ্টান্ত সাব্যস্ত করা। (তিন) فِى التَّوْرٰىةِ এ বাক্য না করা এবং فِى الْاِنْجِيْلِ এও শেষ না করা। অতঃপর ذلك কে পূর্ববর্তী দৃষ্টান্তের দিকে ইঙ্গিত সাব্যস্ত করা। এর অর্থ এই যে, তাওরাত ও ইঞ্জীল আসল আকারে বিদ্যমান থাকলে সেগুলো দেখলেই কুরআনের উদ্দেশ্য নির্দিষ্ট হয়ে যেত। কিন্তু দুঃখের বিষয়, এগুলোতে বহু বিকৃতি সাধন করা হয়েছে। তাই কোনো নিশ্চিত ফয়সালা সম্ভবপর নয়। কিন্তু অধিকাংশ তাফসীরবিদ প্রথম সম্ভাবনাকেই অগ্রাধিকার দান করেছেন, যা থেকে জানা যায় যে প্রথম দৃষ্টান্ত তাওরাতে এবং দ্বিতীয় দৃষ্টান্ত ইঞ্জীলে আছে। ইমাম বগভী (র.) বলেন ঃ ইঞ্জীলে সাহাবায়ে কেরামের এই দৃষ্টান্ত আছে যে, তাঁরা শুরুতে নগণ্য সংখ্যক হবেন, এরপর তাঁদের সংখ্যা বৃদ্ধি পাবে এবং শক্তি অর্জিত হবে। হযরত কাতাদাহ (র.) বলেন ঃ সাহাবায়ে কেরামের এই দৃষ্টান্ত ইঞ্জীলে লিখিত আছে যে, এমন একটি জাতির অভ্যুদয় হবে, যারা চারা গাছের অনুরূপ বেড়ে যাবে। তারা সৎ কাজের আদেশ এবং অসৎ কাজে বাধা প্রদান করবে। –(মাযহারী) বর্তমান যুগের তওরাত ও ইঞ্জীলেও অসংখ্য পরিবর্তন সত্ত্বেও নিম্নরূপ ভবিষ্যদ্বাণী বিদ্যমান রয়েছে :

খোদাওন্দ সিনা থেকে আগমন করলেন এবং শায়ীর থেকে তাদের কাছে যাহির হলেন। তিনি ফারান পর্বত থেকে আত্মপ্রকাশ করলেন এবং দশ হাজার পবিত্র লোক তাঁর সাথে আসলেন। তাঁর হাতে তাদের জন্যে একটি অগ্নিদীপ্ত শরিয়ত ছিল তিনি নিজের লোকদেরকে খুব ভালোবাসতেন। তাঁর সব পবিত্র লোক তোমার হাতে আছে এবং তোমার চরণের কাছে উপবিষ্ট আছে। তারা তোমার কথা মানবে। "-[তাওরাত ঃ বাবে এস্তেস্না]

পূর্বেই বলা হয়েছে যে, মক্কা বিজয়ের সময় সাহাবায়ে কেরামের সংখ্যা ছিল দশ হাজার। তাঁরা ফারান থেকে উদিত দীপ্তিময় মহাপুরুষের সাথে 'খলীলুল্লাহ' শহরে প্রবেশ করেছিলেন। তাঁর হাতে অগ্নিদীপ্ত শরিয়ত থাকবে বলে اَشِدَّاۤءُ عَلَى الْكُفَّارِ -এর প্রতি ইঙ্গিত বোঝা যায়। তিনি নিজের লোকদেরকে ভালোবাসবেন– কথা থেকে رُحَمَاۤءُ بَيْنَهُمْ -এর বিষয়বস্তু পাওয়া যায়। এযহারুল-হক, তৃতীয় খণ্ড, অষ্টম অধ্যায়ে এর পূর্ণ বিবরণ লিপিবদ্ধ রয়েছে। এই গ্রন্থটি মওলানা রহমতুল্লাহ্ কিরানভী (র.) খ্রিস্টান মতবাদের স্বরূপ উদঘাটন করার জন্যে ফিল্ডার নামক পাদ্রীর জওয়াবে লিখেছিলেন। এই গ্রন্থে ইঞ্জীলে বর্ণিত দৃষ্টান্ত এভাবে উল্লেখ করা হয়েছেঃ সে তাদের সামনে আরও একটি দৃষ্টান্ত পেশ করে বলল, আকাশের রাজত্ব সরিষার দানার মতো, যাকে কেউ ক্ষেতে বপন করে। এটা ক্ষুদ্রতম বীজ হলেও যখন বেড়ে যায়, তখন সব সব্জীর চাইতে বড় এমন এক বৃক্ষ হয়ে যায়, যার ডালে পাখী এসে বাসা বাঁধে। (ইঞ্জীল ঃ মাত্তা) ইঞ্জীল মরকাসের ভাষা কুরআনের ভাষার অধিক নিকটবর্তী। তাতে আছে : সে বলল, খোদার রাজত্ব এমন, যেমন কোনো ব্যক্তি মাটিতে বীজ বপন করে এবং রাত্রিতে নিদ্রা যায় ও দিনে জাগ্রত থাকে। বীজটি এমনভাবে অঙ্কুরিত হয় ও বেড়ে যায় যে, মনে হয় মাটি নিজেই বুঝি ফলদান করে। প্রথমে পাতা, এপর শীষ, এরপর শীষে তৈরি দানা। অবশেষে যখন শস্য পেকে যায়, তখন সে অনতিবিলম্বে কাঁচি লাগায়। কেননা কাটার সময় এসে গেছে। –(এযহারুল-হক, ৩য় খণ্ড, ৩১০ পৃষ্ঠা) আকাশের রাজত্ব বলে যে শেষ নবীর অভ্যুদয় বোঝানো হয়েছে, তা তওরাতের একাধিক জায়গা থেকে বোঝা যায়।

لِيَغِيْظَ بِهِمُ الْكُفَّارَ অর্থাৎ, আল্লাহ তা'আলা সাহাবায়ে কেরামকে উল্লেখিত গুণে গুণান্বিত করেছেন এবং তাঁদেরকে দুর্বলতার পর শক্তি এবং সংখ্যাল্পতার পর সংখ্যাধিক্য দান করেছেন, যাতে এগুলো দেখে কাফেরদের অন্তর্জ্বালা হয় এবং তারা হিংসার অনলে দগ্ধ হয়। হযরত আবূ ওরওয়া যুবায়রী (র.) বলেন : একবার আমরা ইমাম মালেক (র.)-এর মজলিসে উপস্থিত ছিলাম। জনৈক ব্যক্তি কোনো একজন সাহাবীকে হেয় প্রতিপন্ন করার উদ্দেশ্য কিছু বক্তব্য রাখল। তখন ইমাম মালেক (র.) উপরিউক্ত আয়াতটি পূর্ণ তেলাওয়াত করতঃ যখন لِيَغِيْظَ بِهِمُ الْكُفَّارَ পর্যন্ত পৌঁছলেন, তখন

https://e-ilm.weebly.com/

https://e-ilm.weebly.com/

اَللّٰهَ اللّٰهَ فِيْ اَصْحَابِيْ لَاتَتَّخِذُوْهُمْ غَرَضًا مِنْ بَعْدِيْ فَمَنْ اَحَبَّهُمْ فَبِحُبِّيْ اَحَبَّهُمْ وَمَنْ اَبْغَضَهُمْ فَبِبُغْضِيْ اَبْغَضَهُمْ وَمَنْ اٰذَاهُمْ فَقَدْ اٰذَانِيْ وَمَنْ اٰذَانِيْ فَقَدْ اٰذَى اللّٰهَ وَمَنْ اٰذَى اللّٰهَ فَيُوْشِكُ اَنْ يَّاْخُذَهٗ۔

আমার সাহাবীগণের সম্পর্কে আল্লাহকে ভয় কর, আল্লাহকে ভয় কর। আমার পর তাঁদেরকে নিন্দা ও দোষারোপের লক্ষ্যবস্তুতে পরিণত করো না। কেননা যে ব্যক্তি তাঁদেরকে ভালোবাসে, সে আমার ভালোবাসার কারণে তাঁদেরকে ভালোবাসে এবং যে তাঁদের প্রতি বিদ্বেষ রাখে, সে আমার প্রতি বিদ্বেষের কারণে তাঁদের প্রতি বিদ্বেষ রাখে। যে তাঁদেরকে কষ্ট দেয়, সে আমাকে কষ্ট দেয় এবং যে আমাকে কষ্ট দেয়, সে আল্লাহকে কষ্ট দেয়। আর যে আল্লাহকে কষ্ট দেয়, তাকে অচিরেই আল্লাহ আজাবে গ্রেফতার করবেন। –[তিরমিযী]

শব্দ বিশ্লেষণ :

تَطَئُوْهُمْ : সীগাহ جمع مذكر حاضر বহছ مضارع معروف বাব سَمِعَ মাসদার وَطْأً মূলবর্ণ (و - ط - ء) জিনস মুরাক্কাব (مهموز لام এবং مثال واوى) অর্থ– তাদের নিষ্পেষিত হওয়া।

مُحَلِّقِيْنَ : সীগাহ جمع مذكر বহছ اسم فاعل বাব تَفْعِيْل মাসদার تَحْلِيْقٌ মূলবর্ণ (ح - ل - ق) জিনস صحيح অর্থ– মুণ্ডনকারীগণ।

مُقَصِّرِيْنَ : ইসমে ফা'য়েল। সীগাহ جمع مذكر। বহছ اسم فاعل বাব تَفْعِيْل মাসদার تَقْصِيْرٌ মূলবর্ণ (ق - ص - ر) জিনস صحيح অর্থ– চুল ছাটাইকারী, কমকারী।

اَشِدَّاءُ : شَدِيْدٌ -এর বহুবচন। অর্থ– কঠিন শক্ত, শক্তিশালী/ক্ষমতাবান। যেমন, حَبِيْبٌ -এর বহুবচন اَحِبَّاءُ

شَطْئَهٗ : ইহার অংকুর, ইহার আগা, ইহার পাতা। شَطْئٌ অর্থ, তৃণের অংকুর। এর বহুবচন شُطُوْءٌ এবং شَطَاءٌ আসে।

اِسْتَغْلَظَ : সীগাহ واحد مذكر غائب বহছ ماضى معروف বাব اِسْتِفْعَالٌ মাসদার اِسْتِغْلَاظٌ মূলবর্ণ (غ - ل - ظ) জিনস صحيح অর্থ– হৃষ্টপুষ্ট হলো।

اِسْتَوٰى : সীগাহ واحد مذكر غائب বহছ ماضى معروف বাব اِسْتِفْعَالٌ মাসদার اِسْتِوَاءٌ মূলবর্ণ (س - و - ى) জিনস لفيف مقرون অর্থ– দাঁড়িয়ে গেল।

سُوْقٌ : একবচন, বহুবচন اَسْوَاقٌ অর্থ– কাণ্ড।

يُعْجِبُ : সীগাহ واحد مذكر غائب বহছ مضارع معروف বাব اِفْعَالٌ মাসদার اَلْاِعْجَابُ মূলবর্ণ (ع - ج - ب) জিনস صحيح অর্থ– আনন্দদায়ক।

يَغِيْظُ : সীগাহ واحد مذكر غائب বহছ مضارع معروف বাব اِفْعَالٌ মাসদার اَلْاِغَاظَةُ মূলবর্ণ (غ - ى - ظ) জিনস اجوف يائى অর্থ– অন্তর্জ্বালা সৃষ্টি করেন, রাগান্বিত হন।

وَعَدَ : সীগাহ واحد مذكر غائب বহছ ماضى معروف বাব ضَرَبَ মাসদার اَلْوَعْدُ মূলবর্ণ (و - ع - د) জিনস مثال واوى অর্থ– প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন।

عَمِلُوْا : সীগাহ جمع مذكر غائب বহছ ماضى معروف বাব سَمِعَ মাসদার اَلْعَمَلُ মূলবর্ণ (ع - م - ل) জিনস صحيح অর্থ– কর্ম করে।

বাক্য বিশ্লেষণ :

مُحَمَّدٌ رَّسُوْلُ اللّٰهِ وَالَّذِيْنَ مَعَهٗ اَشِدَّاءُ عَلَى الْكُفَّارِ رُحَمَاءُ بَيْنَهُمْ : এখানে مُحَمَّدٌ হলো মুবতাদা আর رَسُوْلُ اللّٰهِ হলো তার খবর। وَالَّذِيْنَ মুবতাদা مَعَهٗ টা উহ্য ফে'লের সাথে متعلق ظرف হয়ে সেলাহ। اَشِدَّاءُ হলো খবর। আর رُحَمَاءُ হলো দ্বিতীয় খবর। আর بَيْنَهُمْ -এর সাথে اَشِدَّاءُ টা عَلَى الْكُفَّارِ -এর সাথে متعلق হয়েছে। আর ظرف متعلق হয়েছে। –[ই'রাবুল কুরআন ৭ম খণ্ড; পৃ. ২৩৯]

https://e-ilm.weebly.com/

سُوْرَةُ الْحُجُرٰتِ مَدَنِيَّةٌ

সূরা হুজুরাত

মদিনায় অবতীর্ণ; আয়াত– ১৮, রুকূ'– ২

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ○

পরম করুণাময়, দয়ালু আল্লাহর নামে শুরু করছি।

يٰاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَا تُقَدِّمُوْا بَيْنَ يَدَيِ اللّٰهِ وَرَسُوْلِهٖ وَاتَّقُوا اللّٰهَ ؕ اِنَّ اللّٰهَ سَمِيْعٌ عَلِيْمٌ ۝۱

১. হে মু'মিনগণ! আল্লাহ এবং তাঁর রাসূলের (অনুমতির) আগে তোমরা (কোনো বিষয়ে) অগ্রণী হয়ো না, আর আল্লাহকে ভয় কর; নিঃসন্দেহে আল্লাহ তা'আলা শ্রবণকারী, মহাজ্ঞানী।

يٰاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَا تَرْفَعُوْٓا اَصْوَاتَكُمْ فَوْقَ صَوْتِ النَّبِيِّ وَلَا تَجْهَرُوْا لَهٗ بِالْقَوْلِ كَجَهْرِ بَعْضِكُمْ لِبَعْضٍ اَنْ تَحْبَطَ اَعْمَالُكُمْ وَاَنْتُمْ لَا تَشْعُرُوْنَ ۝۲

২. হে মু'মিনগণ! তোমরা নিজেদের স্বর নবীর স্বর অপেক্ষা উচ্চ করো না এবং তাঁর সাথে এত উচ্চৈঃস্বরে কথা বলো না, যেমন তোমরা পরস্পর একে অন্যের সাথে উচ্চৈঃস্বরে বলে থাক, অন্যথায় তোমাদের আমলগুলো বিনষ্ট হয়ে যাবে অথচ তোমরা টেরও পাবে না।

اِنَّ الَّذِيْنَ يَغُضُّوْنَ اَصْوَاتَهُمْ عِنْدَ رَسُوْلِ اللّٰهِ اُولٰٓئِكَ الَّذِيْنَ امْتَحَنَ اللّٰهُ قُلُوْبَهُمْ لِلتَّقْوٰى ؕ لَهُمْ مَّغْفِرَةٌ وَّاَجْرٌ عَظِيْمٌ ۝۳

৩. নিঃসন্দেহে যারা নিজেদের স্বর রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সম্মুখে অনুচ্চ রাখে, তারা সেই সমস্ত লোক যাদের অন্তরকে আল্লাহ তা'আলা তাকওয়া (পরহেজগারী)-এর জন্য বিশুদ্ধ করেছেন; তাদের জন্য মার্জনা ও মহান পুরস্কার রয়েছে।

শাব্দিক অনুবাদ :

১. يٰاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا হে মুমিনগণ لَا تُقَدِّمُوْا তোমরা অগ্রণী হয়ো না بَيْنَ يَدَيِ اللّٰهِ وَرَسُوْلِهٖ আল্লাহ এবং তাঁর রাসূলের (অনুমতির) আগে وَاتَّقُوا اللّٰهَ, আর আল্লাহকে ভয় কর اِنَّ اللّٰهَ سَمِيْعٌ عَلِيْمٌ নিঃসন্দেহে আল্লাহ তা'আলা শ্রবণকারী, মহাজ্ঞানী।

২. يٰاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا হে মু'মিনগণ! لَا تَرْفَعُوْٓا اَصْوَاتَكُمْ তোমরা নিজেদের স্বর উচ্চ করো না فَوْقَ صَوْتِ النَّبِيِّ নবীর স্বর অপেক্ষা وَلَا تَجْهَرُوْا لَهٗ بِالْقَوْلِ এবং তার সাথে এত উচ্চৈঃস্বরে কথা বলো না كَجَهْرِ بَعْضِكُمْ لِبَعْضٍ যেমন তোমরা পরস্পর একে অন্যের সাথে উচ্চৈঃস্বরে বলে থাক اَنْ تَحْبَطَ اَعْمَالُكُمْ অন্যথায় তোমাদের আমলগুলো বিনষ্ট হয়ে যাবে وَاَنْتُمْ لَا تَشْعُرُوْنَ, অথচ তোমরা টেরও পাবে না।

৩. اِنَّ الَّذِيْنَ يَغُضُّوْنَ اَصْوَاتَهُمْ নিঃসন্দেহে যারা নিজেদের স্বর অনুচ্চ রাখে عِنْدَ رَسُوْلِ اللّٰهِ রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর সম্মুখে اُولٰٓئِكَ الَّذِيْنَ امْتَحَنَ اللّٰهُ قُلُوْبَهُمْ তারা সে সমস্ত লোক যাদের অন্তরকে আল্লাহ তা'আলা বিশুদ্ধ করেছেন لِلتَّقْوٰى তাকওয়া (পরহেজগারী)-এর জন্য لَهُمْ مَّغْفِرَةٌ وَّاَجْرٌ عَظِيْمٌ তাদের জন্য মার্জনা ও মহান পুরস্কার রয়েছে।

https://e-ilm.weebly.com/

إِنَّ الَّذِينَ يُنَادُونَكَ مِن وَرَاءِ الْحُجُرَاتِ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْقِلُونَ ﴿٤﴾

৪. নিশ্চয়, যারা হুজরার বাহির হতে আপনাকে ডাকে, তাদের অধিকাংশই নির্বোধ (নতুবা তারা এমন দুঃসাহস করত না)।

وَلَوْ أَنَّهُمْ صَبَرُوا حَتَّىٰ تَخْرُجَ إِلَيْهِمْ لَكَانَ خَيْرًا لَّهُمْ ۚ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴿٥﴾

৫. আর যদি তারা (একটু) ধৈর্যধারণ করত এ পর্যন্ত যে, আপনি স্বয়ং তাদের নিকট বের হয়ে আসেন, তবে তা তাদের জন্য উত্তম হতো; আর আল্লাহ তা'আলা বড়ই ক্ষমাশীল, দয়াবান।

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِن جَاءَكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَإٍ فَتَبَيَّنُوا أَن تُصِيبُوا قَوْمًا بِجَهَالَةٍ فَتُصْبِحُوا عَلَىٰ مَا فَعَلْتُمْ نَادِمِينَ ﴿٦﴾

৬. হে মু'মিনগণ! যদি কোনো দুষ্কার্যকারী তোমাদের নিকট কোনো সংবাদ নিয়ে আসে, তবে খুব অনুসন্ধান করে নাও, যেন অজ্ঞতাবশত কোনো সম্প্রদায়ের ক্ষতি করে না ফেল, অতঃপর নিজেদের কৃতকর্মের জন্য অনুতপ্ত হতে হয়।

وَاعْلَمُوا أَنَّ فِيكُمْ رَسُولَ اللَّهِ ۚ لَوْ يُطِيعُكُمْ فِي كَثِيرٍ مِّنَ الْأَمْرِ لَعَنِتُّمْ وَلَٰكِنَّ اللَّهَ حَبَّبَ إِلَيْكُمُ الْإِيمَانَ وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ وَكَرَّهَ إِلَيْكُمُ الْكُفْرَ وَالْفُسُوقَ وَالْعِصْيَانَ ۚ أُولَٰئِكَ هُمُ الرَّاشِدُونَ ﴿٧﴾

৭. আর জেনে রাখ যে, তোমাদের মধ্যে রাসূলুল্লাহ রয়েছেন; অনেক বিষয় এমনও আছে যে, যদি তিনি তাতে তোমাদের মতানুসারে করেন, তবে তোমাদের বিশেষ ক্ষতি হবে; কিন্তু আল্লাহ তা'আলা তোমাদেরকে ঈমানের অনুরাগী করেছেন এবং তোমাদের অন্তরসমূহে তা বাঞ্ছনীয় করে দিয়েছেন এবং কুফর ও দুষ্কার্য এবং অবাধ্যতার প্রতি তোমাদের মনে ঘৃণা জন্মিয়ে দিয়েছেন; এ সমস্ত লোকই সরল পথে রয়েছে,

فَضْلًا مِّنَ اللَّهِ وَنِعْمَةً ۚ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ﴿٨﴾

৮. আল্লাহর করুণা ও অনুগ্রহে; আর আল্লাহ মহাজ্ঞানী, প্রজ্ঞাময়।

শাব্দিক অনুবাদ :

৪. إِنَّ الَّذِينَ يُنَادُونَكَ নিশ্চয় যারা আপনাকে ডাকে مِنْ وَرَاءِ الْحُجُرَاتِ হুজরার বাহির থেকে أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْقِلُونَ তাদের অধিকাংশই নির্বোধ।

৫. وَلَوْ أَنَّهُمْ صَبَرُوا আর যদি তারা (একটু) ধৈর্য ধারণ করত এ পর্যন্ত যে حَتَّىٰ تَخْرُجَ إِلَيْهِمْ আপনি স্বয়ং তাদের নিকট বের হয়ে আসেন لَكَانَ خَيْرًا لَّهُمْ তবে তা তাদের জন্য উত্তম হতো وَاللَّهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ আর আল্লাহ তা'আলা বড়ই ক্ষমাশীল দয়াবান।

৬. يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا হে মুমিনগণ إِنْ جَاءَكُمْ যদি তোমাদের নিকট আসে فَاسِقٌ কোনো দুষ্কার্যকারী بِنَبَإٍ কোনো সংবাদ নিয়ে فَتَبَيَّنُوا তবে খুব অনুসন্ধান করে নাও أَنْ تُصِيبُوا قَوْمًا بِجَهَالَةٍ যেন অজ্ঞতাবশতঃ কোনো সম্প্রদায়ের ক্ষতি করে না ফেল فَتُصْبِحُوا عَلَىٰ مَا فَعَلْتُمْ نَادِمِينَ অতঃপর নিজেদের কৃতকর্মের জন্য অনুতপ্ত হতে হয়।

৭. وَاعْلَمُوا আর জেনে রাখ যে أَنَّ فِيكُمْ رَسُولَ اللَّهِ তোমাদের মধ্যে রাসূলুল্লাহ ﷺ রয়েছেন لَوْ يُطِيعُكُمْ فِي كَثِيرٍ مِّنَ الْأَمْرِ অনেক বিষয় এমনও আছে যে, যদি তিনি তাতে তোমাদের মতানুসরণ করেন لَعَنِتُّمْ তবে তোমাদের বিশেষ ক্ষতি হবে وَلَٰكِنَّ اللَّهَ حَبَّبَ إِلَيْكُمُ الْإِيمَانَ কিন্তু আল্লাহ তা'আলা তোমাদেরকে ঈমানের অনুরাগী করেছেন وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ এবং তোমাদের অন্তরসমূহে তা বাঞ্ছনীয় করে দিয়েছেন وَكَرَّهَ إِلَيْكُمُ এবং তোমাদের মনে ঘৃণা জন্মিয়ে দিয়েছেন الْكُفْرَ وَالْفُسُوقَ وَالْعِصْيَانَ কুফর ও দুষ্কার্য এবং অবাধ্যতার প্রতি أُولَٰئِكَ هُمُ الرَّاشِدُونَ এ সমস্ত লোকই সরল পথে রয়েছে।

৮. فَضْلًا مِّنَ اللَّهِ وَنِعْمَةً আল্লাহর করুণা ও অনুগ্রহে وَاللَّهُ আর আল্লাহ عَلِيمٌ حَكِيمٌ মহাজ্ঞানী, প্রজ্ঞাময়।

https://e-ilm.weebly.com/

وَاِنْ طَآئِفَتٰنِ مِنَ الْمُؤْمِنِيْنَ اقْتَتَلُوْا فَاَصْلِحُوْا بَيْنَهُمَا ۚ فَاِنْۢ بَغَتْ اِحْدٰىهُمَا عَلَى الْاُخْرٰى فَقَاتِلُوا الَّتِىْ تَبْغِىْ حَتّٰى تَفِىْٓءَ اِلٰٓى اَمْرِ اللّٰهِ ۚ فَاِنْ فَآءَتْ فَاَصْلِحُوْا بَيْنَهُمَا بِالْعَدْلِ وَاَقْسِطُوْا ؕ اِنَّ اللّٰهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِيْنَ ﴿۹﴾

৯. আর যদি মুসলমানদের দুই দল পরস্পর যুদ্ধে লিপ্ত হয়ে পড়ে, তবে তাদের মধ্যে নিষ্পত্তি করে দাও, অনন্তর যদি তাদের এক দল অন্য দলের উপর বাড়াবাড়ি করে, তবে সেই দলের বিরুদ্ধে যুদ্ধ কর- যেই দল বাড়াবাড়ি করে, যে পর্যন্ত না তারা আল্লাহর আদেশের দিকে ফিরে আসে, অতঃপর যদি তারা প্রত্যাবর্তিত হয়, তবে উভয়ের মধ্যে ন্যায়ের সাথে সন্ধি করে দাও, আর সুবিচারের প্রতি লক্ষ্য রেখ; নিশ্চয় আল্লাহ ন্যায়পরায়ণ বান্দাদেরকে পছন্দ করেন।

اِنَّمَا الْمُؤْمِنُوْنَ اِخْوَةٌ فَاَصْلِحُوْا بَيْنَ اَخَوَيْكُمْ وَاتَّقُوا اللّٰهَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُوْنَ ﴿۱۰﴾

১০. মু'মিনগণ তো সকলেই (পরস্পর) ভাই, সুতরাং তোমাদের ভ্রাতৃদ্বয়ের মধ্যে সন্ধি করে দাও এবং আল্লাহকে ভয় কর, যেন তোমাদের প্রতি দয়া বর্ষিত হয়।

يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَا يَسْخَرْ قَوْمٌ مِّنْ قَوْمٍ عَسٰٓى اَنْ يَّكُوْنُوْا خَيْرًا مِّنْهُمْ وَلَا نِسَآءٌ مِّنْ نِّسَآءٍ عَسٰٓى اَنْ يَّكُنَّ خَيْرًا مِّنْهُنَّ ۚ وَلَا تَلْمِزُوْٓا اَنْفُسَكُمْ وَلَا تَنَابَزُوْا بِالْاَلْقَابِ ؕ بِئْسَ الِاسْمُ الْفُسُوْقُ بَعْدَ الْاِيْمَانِ ۚ وَمَنْ لَّمْ يَتُبْ فَاُولٰٓئِكَ هُمُ الظّٰلِمُوْنَ ﴿۱۱﴾

১১. হে মু'মিনগণ! না পুরুষগণ পুরুষদের প্রতি উপহাস করা উচিত, বিচিত্র কি যে, তারা (আল্লাহর নিকট) তাদের চেয়ে শ্রেষ্ঠতর হবে, আর না নারীগণ নারীদের প্রতি উপহাস করা উচিত, বিচিত্র কি যে, তারাও তাদের চেয়ে শ্রেষ্ঠতর হবে, আর তোমরা একে অন্যকে খোঁটা দিও না এবং একে অন্যকে কলঙ্কযুক্ত উপাধিতে সম্বোধন করো না; ঈমান আনয়নের পর গুনাহর নাম যুক্ত হওয়া দূষণীয়, আর যারা (এরূপ কাজ হতে) প্রত্যাবর্তিত না হবে, ফলত তারাই জালিম।

শাব্দিক অনুবাদ :

৯. وَاِنْ طَآئِفَتٰنِ مِنَ الْمُؤْمِنِيْنَ আর যদি মুসলমানদের দুই দল اقْتَتَلُوْا পরস্পর যুদ্ধে লিপ্ত হয়ে পড়ে فَاَصْلِحُوْا بَيْنَهُمَا তবে তাদের মধ্যে নিষ্পত্তি করে দাও فَاِنْ بَغَتْ اِحْدٰىهُمَا عَلَى الْاُخْرٰى অনন্তর যদি তাদের একদল অন্য দলের উপর বাড়াবাড়ি করে فَقَاتِلُوا الَّتِىْ تَبْغِىْ তবে সেই দলের বিরুদ্ধে যুদ্ধ কর যে দল বাড়াবাড়ি করে حَتّٰى تَفِىْٓءَ اِلٰٓى اَمْرِ اللّٰهِ যে পর্যন্ত না তারা আল্লাহর আদেশের দিকে ফিরে আসে فَاِنْ فَآءَتْ অতঃপর যদি তারা প্রত্যাবর্তিত হয় فَاَصْلِحُوْا بَيْنَهُمَا بِالْعَدْلِ তবে উভয়ের মধ্যে ন্যায়ের সাথে সন্ধি করে দাও وَاَقْسِطُوْا, আর সুবিচারের প্রতি লক্ষ্য রেখ اِنَّ اللّٰهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِيْنَ নিশ্চয় আল্লাহ ন্যায়বানদেরকে পছন্দ করেন।

১০. اِنَّمَا الْمُؤْمِنُوْنَ اِخْوَةٌ মু'মিনগণ তো সকলেই পরস্পর ভাই فَاَصْلِحُوْا بَيْنَ اَخَوَيْكُمْ সুতরাং তোমাদের ভ্রাতৃদ্বয়ের মধ্যে সন্ধি করে দাও وَاتَّقُوا اللّٰهَ, এবং আল্লাহকে ভয় কর لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُوْنَ যেন তোমাদের প্রতি দয়া বর্ষিত হয়।

১১. يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا হে মু'মিনগণ لَا يَسْخَرْ قَوْمٌ مِّنْ قَوْمٍ না পুরুষগণ পুরুষদের প্রতি উপহাস করা উচিত عَسٰٓى اَنْ يَّكُوْنُوْا خَيْرًا مِّنْهُمْ বিচিত্র কি যে, তারা (আল্লাহর নিকট) তাদের চেয়ে শ্রেষ্ঠতর হবে وَلَا نِسَآءٌ مِّنْ نِّسَآءٍ, আর না নারীগণ নারীদের প্রতি উপহাস করা উচিত عَسٰٓى اَنْ يَّكُنَّ خَيْرًا مِّنْهُنَّ বিচিত্র কি যে, তারাও তাদের চেয়ে শ্রেষ্ঠতর হবে وَلَا تَلْمِزُوْٓا اَنْفُسَكُمْ আর তোমরা একে অন্যকে খোঁটা দিও না وَلَا تَنَابَزُوْا بِالْاَلْقَابِ, এবং একে অন্যকে কলঙ্কযুক্ত উপাধিতে সম্বোধন করো না بِئْسَ الِاسْمُ الْفُسُوْقُ গুনাহের নাম যুক্ত হওয়া দূষণীয় بَعْدَ الْاِيْمَانِ ঈমান আনয়নের পর وَمَنْ لَّمْ يَتُبْ, আর যারা (এরূপ কাজ হতে) প্রত্যাবর্তিত না হবে فَاُولٰٓئِكَ هُمُ الظّٰلِمُوْنَ ফলত তারাই জালিম।

https://e-ilm.weebly.com/

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

يَاَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تُقَدِّمُوا بَيْنَ يَدَيِ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ [١]

শানে নুযূল–১ : বুখারী, ইবনুল মুনযির ও ইবনে মারদুভিয়া প্রমুখ হযরত আব্দুল্লাহ বিন যুবাইর (রা.)-এর উদ্ধৃতি দিয়ে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেন, বনূ তামীম গোত্রের একদল অশ্বারোহী এসে নবী করীম ﷺ এর খেদমতে উপস্থিত হয়, তখন হযরত আবূ বকর সিদ্দীক (রা.) বললেন যে, কা'কা' বিন মা'বাদকে আমীর বানানো হোক। হযরত ওমর (রা.) বললেন, আকরা বিন হাবেসকে আমীর বানানো হোক। এ প্রেক্ষিতে হযরত আবূ বকর (রা.) বললেন যে, তুমি তো আমার বিরোধিতা করলে। হযরত ওমর (রা.) বললেন, আমি তো আপনার বিরোধিতা করিনি। সুতরাং তাঁরা দু'য়ের মাঝে কথা কাটা-কাটি করার ফলে উভয়ের আওয়াজ বড় হয়ে উঠল। সে অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে আল্লাহ তা'আলা আলোচ্য আয়াত নাজিল করেন।

শানে নুযূল–২ : আবদ বিন হুমাইদ, ইবনে জারীর ও ইবনুল মুনযির প্রমুখ হযরত হাসান (রা.) -এর উদ্ধৃতি দিয়ে বলেন যে, একদা কিছু সংখ্যক সাহাবী রাসূল ﷺ -এর আগেই ঈদুল আযহার সময়ে কুরবানি করে নেন। মতান্তরে ঈদের নামাজের পূর্বেই কুরবানি করেন। সুতরাং রাসূল ﷺ পুনরায় কুরবানি করার জন্যে তাদেরকে আদেশ করেন। সে পরিপ্রেক্ষিতে আল্লাহ তা'আলা আলোচ্য আয়াত নাজিল করেন।

শানে নুযূল–৩ : আল্লামা মাওয়ার্দী (র.) যাহহাক এর সনদে হযরত ইবনে আব্বাস (রা.)-এর উদ্ধৃতি দিয়ে বর্ণনা করেন যে, নবী করীম ﷺ ২৪ জন সাহাবীর সমন্বিত একটি ক্ষুদ্র প্লাটুন বনূ আমেরের প্রতি প্রেরণ করেন, তারা ৩ জন ছাড়া বাকি সকলকেই হত্যা করে দেয়। উক্ত ৩ জন সেখান থেকে পালিয়ে নিরাপদে এসে পৌঁছে এবং তারা মদিনার পথ অবলম্বন করেন। পথিমধ্যে বনু সুলাইম গোত্রের ২ জন লোকের সাথে তাদের সাক্ষাত হলে কোন গোত্রের সাথে তাদের মিত্রতা রয়েছে তা জিজ্ঞেস করলেন। তারা জবাবে বলল, বনু আমেরের সাথে। কারণ তারা ছিল বনু সুলাইম অপেক্ষা অতি প্রভাবশালী ও সম্পাদিত। সুতরাং তারা সুলাইম বাসীদেরকে হত্যা করেন। অতঃপর বনু সুলাইম হতে এক প্রতিনীধি দল রাসূল ﷺ -এর সাথে সাক্ষাত করে বলল, আপনার ও আমাদের মাঝে তো মৈত্রী চুক্তি রয়েছে অথচ আমাদের থেকে ২ জন লোককে হত্যা করা হয়েছে। সে প্রেক্ষিতে রাসূল ﷺ এ দু'জনের ফেদিয়া বা রক্তপণ স্বরূপ একশত উট তাদেরকে দান করেন। সে অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে আল্লাহ তা'আলা আলোচ্য আয়াত নাজিল করেন।

শানে নুযূল–৪ : তাবারানী আওসাত্ব গ্রন্থে ইবনে মারদুভিয়া হযরত আয়েশা সিদ্দীকা (রা.)-এর উদ্ধৃতি দিয়ে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন, কিছু সংখ্যক লোক রমজান মাস আসার পূর্ব থেকে রাসূল ﷺ -এর আগে রোজা রাখতে থাকে। রাসূল ﷺ -এর আগে আগে রোজা রাখার বিষয়টির পরিপ্রেক্ষিতে আলোচ্য আয়াত নাজিল করা হয়। –[রূহুল মা'আনী ১৩৩-৩৪/২৬/১৩, কুরতুবী ২৫৫-৫৬/১৬, ইবনে কাছীর ২০৫/৪, ফতহুল কাদীর ১৬১/৫, বাহরে মুহীত্ব ১০৫/৮, দুররে মানছুর ৮৪/৬]

يَاَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَرْفَعُوا أَصْوَاتَكُمْ فَوْقَ صَوْتِ النَّبِيِّ وَلَا تَجْهَرُوا لَهُ بِالْقَوْلِ كَجَهْرِ بَعْضِكُمْ لِبَعْضٍ أَنْ تَحْبَطَ أَعْمَالُكُمْ وَأَنْتُمْ لَا تَشْعُرُونَ [٢]

শানে নুযূল–১ : ইমাম বুখারী ও তিরমিযী ইবনে আবী মুলাইকা এর সনদে হযরত আব্দুল্লাহ বিন যুবাইর -এর উদ্ধৃতি দিয়ে বর্ণনা করেন, একদা হযরত আকরা বিন হাবেস (রা.) নবী করীম ﷺ -এর খেদমতে উপস্থিত হয়। হযরত আবূ বকর সিদ্দীক (রা.) তখন বললেন, হে আল্লাহর রাসূল! তাকে নিজ গোত্রের দলপতি নিয়োগ করা হোক। হযরত ওমর (রা.) বললেন, হে আল্লাহর রাসূল ﷺ ! তাকে নয়। ফলে এদু'জনের মধ্যে কথা কাটা-কাটি করতে গিয়ে আওয়াজ বড় হয়ে উঠল। এক পর্যায়ে হযরত আবূ বকর (রা.) বললেন, তুমি আমার কেবল বিরোধিতা করছ। হযরত ওমর (রা.) বললেন যে, আমিতো আপনার বিরোধিতা করিনি। রাসূল ﷺ -এর সামনে এমনভাবে উচ্চ আওয়াজ করার পরিপ্রেক্ষিতে আলোচ্য আয়াত অবতীর্ণ করা হয়। –[কুরতুবী ২০৬/১৬, দুররে মানছুর ৮৪/৬]

শানে নুযূল : ২. ইবনে মারদুভিয়া, হযরত ইবনে মাসউদ (রা.)-এর উদ্ধৃতি দিয়ে বর্ণনা করেন যে, আলোচ্য আয়াত হযরত ছাবেত বিন কাইস বিন শাম্মাস সম্পর্কে নাজিল হয়েছে। ঘটনা প্রবাহ হচ্ছে ছাবেত বিন কায়েস বিন শাম্মাস তিনি ছিলেন উচ্চ আওয়াজ ও উচ্চ কণ্ঠের অধিকারী একজন লোক। সে আওয়াজ ছিল রাসূল ﷺ -এর আওয়াজ অপেক্ষা বড় আওয়াজ। সে প্রেক্ষিতে আলোচ্য আয়াত নাজিল করা হয়েছে। –[ফাতহুল কাদীর ৬১/৫]

https://e-ilm.weebly.com/

إِنَّ الَّذِيْنَ يَغُضُّوْنَ أَصْوَاتَهُمْ عِنْدَ رَسُوْلِ اللّٰهِ أُولٰٓئِكَ الَّذِيْنَ امْتَحَنَ اللّٰهُ قُلُوْبَهُمْ لِلتَّقْوٰى لَهُمْ مَّغْفِرَةٌ وَّأَجْرٌ عَظِيْمٌ [٣]

শানে নুযূল : হযরত আবূ হুরায়রা (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, لَا تَرْفَعُوْٓا أَصْوَاتَكُمْ (অর্থাৎ, তোমাদের আওয়াজ বড় করো না) আয়াত যখন নাজিল হয়, তখন হযরত আবূ বকর সিদ্দীক (রা.) বলেন, আল্লাহর কসম আমি একমাত্র আস্তেই কথা বলব উচ্চৈঃস্বরে কথা বলব না। হযরত আবূ সালমা (রা.) এর বর্ণনা অনুসারে لَا تُقَدِّمُوْا بَيْنَ يَدَيِ اللّٰهِ وَرَسُوْلِهٖ আয়াত যখন নাজিল হয়, তখন হযরত আবূ বকর সিদ্দীক (রা.) বলেন, আপনাকে যিনি সত্য সহ প্রেরণ করেছেন সেই আল্লাহর শপথ! এখন থেকে আমি আপনার সাথে গোপনে আলাপ কারীর ন্যায় কথা বলব। হযরত আব্দুল্লাহ বিন যুবাইর (রা.) বলেন, لَا تَرْفَعُوْٓا أَصْوَاتَكُمْ যখন নাজিল হয়, তখন হতে হযরত ওমর (রা.) রাসূল ﷺ-এর নিকট অত্যন্ত ছোট আওয়াজে কথা বলতেন যা বুঝার জন্যে দ্বিতীয় বার জিজ্ঞেস করা হতো। বুঝতে পারা যায় না এমন ক্ষীণ আওয়াজে কথা বলাতে নিষেধ করার পরিপ্রেক্ষিতে আল্লাহ তা'আলা আলোচ্য আয়াত নাজিল করেন। −[কুরতুবী ২৬২/১৬]

إِنَّ الَّذِيْنَ يُنَادُوْنَكَ مِنْ وَّرَآءِ الْحُجُرَاتِ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْقِلُوْنَ [٤]

শানে নুযূল−১ : মুজাহিদ বলেন, বনূ তামীম গোত্রের বেদুঈনদের সম্পর্কে আলোচ্য আয়াত নাজিল করা হয়েছে। তাদেরই একটি প্রতিনিধি দল রাসূল ﷺ -এর নিকট উপস্থিত হয়ে মসজিদে গমন করে হুজরার বাইরে থেকে হযরত নবী করীম ﷺ-কে এভাবে ডাকতে থাকে যে, আপনি আমাদের নিকট বের হয়ে আসেন। কারণ আমরা যদি প্রশংসা করি তাহলে তা শোভা হবে আর আমরা যদি সমালোচনা করি, তাহলে তা হবে অবমাননাকর। তারা ছিল সত্তর জন লোক। রাসূল ﷺ-এর দুপুরের বিশ্রামের সময় এসেছিল। বাহির থেকে রাসূল ﷺ-কে এভাবে ডাক দিতে নিষেধ করে আল্লাহ তা'আলা আলোচ্য আয়াত নাজিল করেন।

শানে নুযূল−২ : আহমদ, ইবনে জারীর ও ইবনে মারদুভিয়া প্রমুখ বিশুদ্ধতম সনদ দ্বারা আকরা বিন হাবেস (রা.)-এর উদ্ধৃতি দিয়ে বর্ণনা করেন যে, তিনি রাসূল ﷺ -এর খেদমতে গিয়ে এভাবে ডাকতে আরম্ভ করেন যে, হে মুহাম্মদ! আমাদের উদ্যেশ্যে বের হয়ে আসুন। এতে তিনি কোনো জবাব দেন নি। অতঃপর সে বলল, হে মুহাম্মদ! আমার প্রশংসা সম্মান জনক আর আমার সমালোচনা দূর ভাগ্যতা। রাসূল ﷺ জবাবে বললেন, ভাল ও মন্দ সব কিছুই আল্লাহর পক্ষ হতে। সে পরিপ্রেক্ষিতে আল্লাহ তা'আলা আলোচ্য আয়াত নাজিল করেন।

শানে নুযূল−৩ : যায়েদ বিন আরকাম বলেন যে, কিছু সংখ্যক মানুষ রাসূল ﷺ-এর খেদমতে আসেন। তারা পরস্পরের মাঝে একে অপরকে বলল যে, আমাদের সাথে অমুক ব্যক্তির নিকট চলো। তিনি যদি নবী হন, তাহলে সৌভাগ্যবান আর যদি তিনি কোনো বাদশাহ হন, তাহলে আমরা তার পাশেই থেকে যাব। সুতরাং তারা নবী করীম ﷺ-এর নিকট এসে হুজরার (কক্ষের) বাইরে থেকে তাঁকে তারা ডাকল, হে মুহাম্মদ! হে মুহাম্মদ! রাসূল ﷺ-কে এরূপভাবে ডাকা সঙ্গত নয় বিধায় তাদের এরূপ ভাবে ডাক দেওয়ার পরিপ্রেক্ষিতে আল্লাহ তা'আলা আলোচ্য আয়াত নাজিল করেন।

يٰٓأَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْٓا إِنْ جَآءَكُمْ فَاسِقٌۢ بِنَبَإٍ فَتَبَيَّنُوْٓا أَنْ تُصِيْبُوْا قَوْمًاۢ بِجَهَالَةٍ فَتُصْبِحُوْا عَلٰى مَا فَعَلْتُمْ نٰدِمِيْنَ [٦]

শানে নুযূল : ১. আলোচ্য আয়াত ওয়ালিদ বিন উকবা বিন আবী মুঈত সম্পর্কে নাজিল হয়েছে। সাঈদ কাতাদাহ এর উদ্ধৃতি দিয়ে যা বর্ণনা করেছেন যে, হযরত নবী করীম ﷺ ওয়ালিদ বিন উকবাকে সদকাহ ও জাকাত উসুল করার জন্যে বনূ মোস্তালিক গোত্রে প্রেরণ করেন। বনূ মোস্তালিক গোত্রের লোকজন তাকে দেখতে পেয়ে, তাকে স্বাগত ও সাদর সম্ভাষণ জানিয়ে নেওয়ার জন্যে দলবদ্ধভাবে এগিয়ে এলো। তাদের এগিয়ে আসা দেখে সে পালিয়ে রাসূল ﷺ-এর নিকট ফিরে গিয়ে বলল যে, তারাতো ইসলাম ত্যাগী হয়ে গেল। সুতরাং ঘটনার সততা তদন্ত করার জন্যে হযরত নবী করীম ﷺ খালেদ বিন ওয়ালিদ (রা.)-কে প্রেরণ করে বললেন, তাড়াহুড়া করবে না। স্থিতিশীলতার সাথে কাজ করে যাবে। সুতরাং হযরত খালেদ (রা.) রাতে এসে নিকটতম স্থানে অবস্থান গ্রহণ করেন। অতঃপর গোয়েন্দা ও গুপ্তচর প্রেরণ করেন। তারা ঘুরে এসে জানালো যে, তারাতো ইসলামের উপর অটল ও অনড় রয়েছে। তারা তাদের আজান ও নামাজ শুনতে পেয়েছে। রাত যখন প্রভাত হলো তিনি তাদের নিকট এসে তাদের বর্ণনা সম্পূর্ণভাবেই বাস্তব যথাযথ পেয়েছেন। তখন রাসূল ﷺ-এর নিকট ফিরে এসে বাস্তব সংবাদ জানালেন। তখন সে পরিপ্রেক্ষিতে আলোচ্য আয়াত নাজিল করা হয়।

শানে নুযূল−২ : আবদ বিন হুমাইদ হাসান এর উদ্ধৃতি দিয়ে বর্ণনা করেন যে, একদা কোনো এক ব্যক্তি নবী করীম ﷺ-এর নিকট এসে বলল, হে আল্লাহর রাসূল ﷺ! অমুক গোত্রটি আরবের একটি গোত্র। তারা সবে মাত্র নতুন ভাবে ইসলাম

https://e-ilm.weebly.com/

গ্রহণ করেছে। তারা নাকি নামাজ ছেড়ে দিয়েছে এবং ধর্ম ত্যাগী হয়ে কুফরি করছে। রাসূল ﷺ এদের ব্যাপারে তৎক্ষণাৎ কোনো ব্যবস্থা নেন নি। বরং সঠিকভাবে তথ্যানুসন্ধানের জন্যে তিনি খালেদ বিন ওয়ালিদকে প্রেরণ করেন এবং বললেন যে, নামাজের সময় পর্যন্ত তাদেরকে অবকাশ দেবে ও অবস্থা পর্যবেক্ষণ করবে। কোনো প্রকারের তাড়াহুড়া করবে না। সে গোত্রবাসীরা যদি নামাজ ছেড়েই দেয়, তাহলে তাদের ব্যাপারে তোমার সিদ্ধান্তই চূড়ান্ত। তা ছাড়া কোনো প্রকারের তাড়াতাড়ি করবে না। সুতরাং সূর্য অস্ত যাওয়ার সময় তিনি সে গোত্রের নিকট পৌছেন, যাতে করে তাদের আজান ও নামাজ শুনতে পান। সূর্য অস্তমিত হওয়ার সাথে সাথেই মোয়াজ্জিন দাঁড়িয়ে আজান দিল এবং মাগরিবের নামাজ আদায় করল। তখন হযরত খালেদ বিন ওয়ালিদ ভাবলেন যে, এরা হয়তো এ নামাজ ব্যাতীত অন্য নামাজ ছেড়ে দিয়েছে। অতঃপর রাত যখন পশ্চিম আকাশের লাল আভা ডুবে গিয়ে রাত আধার হলো, মুয়াজ্জিন আজান দিল এবং তারা এশার নামাজ আদায় করল। হযরত খালেদ বিন ওয়ালিদ (রা.) তখন ভাবলেন এরা হয়তো অন্য কোনো নামাজ ছেড়ে দিয়েছে। অতঃপর রাত যখন গভীর হলো, তখন তিনি তার অশ্বগুলোকে নিয়ে নগরীর নিকটে গিয়ে অবস্থান করেন। সেখানে তিনি দেখতে পেলেন, সে নগরবাসী যারাই কিছু কুরআন পাঠ করা জানত তারা তাহাজ্জুদ নামাজে দাঁড়িয়ে গেল এবং কুরআন তেলাওয়াতে মগ্ন হলো। পরক্ষণেই যখন সুবহে সাদিক বা প্রভাত হলো মুয়াজ্জিন আজান ও একামত দিল নগরের সকলেই ফজরের নামাজ জামাতে আদায় করল। অতঃপর যখন নামাজ আদায় করে ফিরে এলো এবং চার দিক উজ্জ্বল হয়ে উঠল, তখন তারা নগরীর সন্নিকটে অশ্ব দেখতে পেয়ে বলল যে, এগুলো কি? তারা বললেন যে, খালিদ বিন ওয়ালিদ। নগর বাসী বলল, হে খালিদ! উদ্দেশ্য কি আপনার? তিনি বললেন, নবী করীম ﷺ-কে তথ্য দেওয়া হচ্ছে যে, তোমরা নাকি নামাজ ছেড়ে দিয়ে কুফরিতে লিপ্ত হয়েছ! তৎক্ষণাৎ তারা কান্নায় ভেঙ্গে পড়েন এবং বলেন আল্লাহর কসম আমরা কুফরিতে লিপ্ত হইনি কখনো। তখন অশ্ববাহিনী তাদের নিকট থেকে বিদায় হয়ে রাসূল ﷺ-এর নিকট পৌঁছে সংবাদ জানালেন। পরিবেশিত অসত্য সংবাদ এর পরিপ্রেক্ষিতে আল্লাহ তা'আলা আলোচ্য আয়াত নাজিল করেন।

শানে নুযূল–৩ : অপর এক বর্ণনানুসারে ঘটনার বিবরণ এরূপভাবে রয়েছে যে, বনূ মোস্তালিকের লোকজন ইসলাম গ্রহণ করার পর রাসূল ﷺ তাদের কাছ থেকে সদকাহ ও জাকাতের মাল উসূল করার জন্যে যখন ওয়ালিদ বিন উকবাকে প্রেরণ করেন। তখন তারা জানতে পেরে তাকে স্বাগত জানিয়ে নেওয়ার জন্যে বের হলো। তাদের আগমন সম্পর্কে জানতে পেরে ভয়ে সে পালিয়ে গেল এবং রাসূল ﷺ-কে খবর দিল যে, তারাতো তাকে হত্যা করতে ইচ্ছা পোষণ করে ছিল। তারা তাদের সদকা দিতেও অস্বীকার করল। সুতরাং রাসূল ﷺ তাদের মোকাবিলায় সৈন্যাভিযান চালানোর সংকল্প গ্রহণ করলেন। এরই মধ্যে তাদের থেকে এক প্রতিনিধি দল রাসূল ﷺ-এর নিকট এসে বলল, হে আল্লাহর রাসূল! আপনার দূত যাবার সংবাদ পেয়ে তাকে সম্মান জানানোর জন্যে আমরা বের হলাম, আমাদের পক্ষ থেকে তার নিকট সদকা ও জাকাতের মাল সোপর্দ করার জন্যে ঘোষণাও করে দিলাম। এমতাবস্থায় সে ব্যক্তি চলে আসল। আমাদের নিকট এ সংবাদ পৌঁছেছে যে, সে নাকি ধারণা করছে আমরা তাকে হত্যা করে ফেলব। আল্লাহর শপথ! আমরা কখনোও এ উদ্দেশ্য নিয়ে বের হইনি। সে অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে আল্লাহ তা'আলা আলোচ্য আয়াত নাজিল করেন। –[কুরতুবী ২৬৪/৯, রূহুল মা'আনী ১৪৫/২৬/১৩, ইবনে কাছীর ২০৯/৪, দুররে মানছূর ৮৮/৬, তাবারী ৩৮৩/১১, বাহরে মুহীত্ব ১০৯/৮, ফতহুল কাদীর ৬২/৫]

وَإِنْ طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا فَإِنْ بَغَتْ إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَى فَقَاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي حَتَّى تَفِيءَ إِلَى أَمْرِ اللَّهِ فَإِنْ فَاءَتْ فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا بِالْعَدْلِ وَأَقْسِطُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ [৯]

শানে নুযূল–১ : বুখারী, মুসলিম, আহমদ, ইবনে জারীর ও ইবনুল মুনযির প্রমুখ হযরত আনাস বিন মালেক (রা.)-এর উদ্ধৃতি দিয়ে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেন, রাসূল ﷺ যখন হযরত সাআদ বিন উবাদার শয্যাশায়ী অবস্থায় তাঁকে দেখার জন্যে পথ ধরে চললেন। পথিমধ্যে রাসূল ﷺ -এর নিকট কেউ বলল, হে আল্লাহর নবী আব্দুল্লাহ বিন উবাই এর নিকটও যাবেন নাকি? সুতরাং রাসূল ﷺ তার উদ্দেশ্যে গাধায় আরোহণ করেন। মুসলমানরাও পায়ে হেঁটে চলল। নবী করীম ﷺ যখন তার নিকট পৌঁছলেন, তখন সে বলল, আমার নিকট থেকে দূরে থাক। আল্লাহর কসম আপনার গাধার দুর্গন্ধ আমাকে কষ্ট দিচ্ছে। তখন একজন আনসারী বললেন, আল্লাহর কসম নরাধম তোর অপেক্ষা রাসূল ﷺ -এর গাধার শরীর অত্যন্ত পবিত্র ও সুগন্ধময়। সে পরিপ্রেক্ষিতে আব্দুল্লাহ বিন উবাই এবং আনসারীর মাঝে কথা কাটাকাটি হয়ে আনসারী ও আব্দুল্লাহ বিন উবাই এর গোত্রদ্বয়ের মাঝে ঝগড়া বেঁধে যায়। ফলে উভয় দলের মাঝে হাতাহাতি ও জুতা পেটা শুরু হয়ে যায়। তখন আল্লাহ তা'আলা তাদের সম্পর্কে আলোচ্য আয়াত নাজিল করেন।

https://e-ilm.weebly.com/

শানে নুযূল–২ : মুজাহিদ বলেন, আলোচ্য আয়াত আউস ও খাজরাজ গোত্রদ্বয় সম্পর্কে নাজিল হয়েছে। তারা গোত্রদ্বয়ের মাঝে রাসূল ﷺ -এর সময়ে ঝগড়া লেগেই ছিল। সেই সংগঠিত বিবাদ-বিসংবাদ সম্পর্কে আল্লাহ তা'আলা আলোচ্য আয়াত নাজিল করেন।

শানে নুযূল–৩ : কাতাদাহ বলেন, আলোচ্য আয়াত আনসারী দু'ব্যক্তি সম্পর্কে নাজিল হয়েছে। ঘটনা প্রবাহ হচ্ছে যে, দু'জন আনসারীর মাঝে পারস্পরিকভাবে মৈত্রিতা ছিল। সুতরাং দু'জনের মধ্যে একজন বলল, আমার অধিকার আমার ক্ষমতা বলে আদায় করে নেব। কারণ তার লোকজন ছিল বেশি। অপরজন রাসূল ﷺ -এর নিকট বিচার নিয়ে যাওয়ার জন্যে বলল। তখন সে তাতে অসম্মতি জানালো, বিষয় শেষ পর্যন্ত বড় হয়ে একটি ঝগড়ার রূপ ধারণ করে। ফলে হাতা-হাতি, জুতা পেটা ও তরবারি সহ এক যুদ্ধে পরিণত হয়ে যায়। উদ্ভূত এ পরিস্থিতির পরিপ্রেক্ষিতে আল্লাহ তা'আলা আলোচ্য আয়াত নাজিল করেন।

শানে নুযূল : ৪ আল্লামা কালবী বলেন, আলোচ্য আয়াত সুমাইরা ও হাতেব পরস্পরের মাঝে সংঘটিত ঝগড়া সম্পর্কে অবতীর্ণ হয়েছে। সুমাইরা হাতেবকে হত্যা করেছিল। ফলে আউস ও খাজরাজের মধ্যে এক রক্তক্ষয়ী ঝগড়া বেধে যায়। অবশেষে নবী করীম ﷺ তাদের নিকট উপস্থিত হলেন। সে পরিপ্রেক্ষিতে আলোচ্য আয়াত নাজিল হয়। এতে আল্লাহ তদীয় নবী ও ঈমানদারদেরকে পরস্পরের মাঝে মীমাংসা করে নেওয়ার নির্দেশ দেন।

শানে নুযূল : ৫ আল্লামা সুদ্দী (র.) বলেন, আনসারীদের মধ্যে উম্মে যায়েদ মতান্তরে উম্মে বদর নাম্নী এক মহিলা ছিল। তার স্বামী ছিল একজন মুহাজির। সে মহিলা তার স্বামীর সাথে ঝগড়ায় লেগে যায়। যার কারণ ছিল সে মহিলা তার পিত্রালয়ে যেতে চেয়েছিল, তবে স্বামী তাকে যেতে দেয়নি। স্বামী তাকে এমন গৃহে আবদ্ধ করে রাখে, যেখানে মহিলার পিত্রালয়ের কোনো মানুষ যেতে পারে না। মহিলা তার পিত্রালয়ে সংবাদ পাঠালে তারা তাকে উদ্ধার করার জন্যে চলে আসে। এদিকে স্বামীর ডাকে স্বগোত্রীয় লোকেরাও সে মহিলা ও তার পিত্রালয়ের লোকজনের মধ্যে প্রতিবন্ধক হয়ে দাড়ায়। এতে করে তাদের মাঝে জুতা নিয়ে মার-ধর হয়ে যায়। সে পরিপ্রেক্ষিতে আল্লাহ তা'আলা আলোচ্য আয়াত নাজিল করেন। –[কুরতুবী ২৬৭-৬৮/১৩, রূহুল মা'আনী ১৫১/১৩-২৬, ইবনে কাছীর ২১১/৪, বাহরে মুহীত্ব ১১১/৮, দুররে মানছূর ৯০/৬, ফতহুল কাদীর ৬৫/৫, তাবারী ৩৮৭/১১]

يَاأَيُّهَا الَّذِيْنَ آمَنُوْا لَا يَسْخَرْ قَوْمٌ مِّنْ قَوْمٍ عَسَى أَنْ يَّكُوْنُوْا خَيْرًا مِّنْهُمْ وَلَا نِسَاءٌ مِّنْ نِّسَاءٍ عَسَى أَنْ يَّكُنَّ خَيْرًا مِّنْهُنَّ وَلَا تَلْمِزُوْا أَنْفُسَكُمْ وَلَا تَنَابَزُوْا بِالْأَلْقَابِ بِئْسَ الْاِسْمُ الْفُسُوْقُ بَعْدَ الْإِيْمَانِ وَمَنْ لَّمْ يَتُبْ فَأُولٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُوْنَ [١١]

শানে নুযূল : ১. হযরত মুকাতিল হতে বর্ণিত আলোচ্য আয়াত বনূ তামীম গোত্র সম্পর্কে নাজিল হয়েছে। বনূ তামীমের লোক হযরত বেলাল (রা.) হযরত সালমান (রা.) হযরত আম্মার (রা.) হযরত খাব্বাব (রা.) হযরত সুহাইব (রা.) হযরত ইবনে নুহাইরা (রা.) ও হযরত সালেহ মাওলা আবী হুযাইফা (রা.) সম্পর্কে তারা বিদ্রূপ করত। সে পরিপ্রেক্ষিতে আল্লাহ তা'আলা উক্ত আয়াতংশটি নাজিল করেন।

শানে নুযূল : ২. অপর এক বর্ণনানুসারে হযরত আয়েশা সিদ্দীকা (রা.) ও হযরত হাফসা (রা.) দু'জনে হযরত উম্মে সালমা (রা.)-কে সাদা কাপড় দ্বারা তার কোমরকে বাঁধা দেখলেন এবং কাপড়ের অপর পার্শ্বটি পিছনের দিকে ঝুলিয়ে ফেলা দেখতে পেলেন। তখন হযরত আয়েশা সিদ্দীকা (রা.) ও হযরত হাফসা (রা.) তাঁর প্রতি ইঙ্গিত করে বললেন, সে ঝুলন্ত কাপড়টি কুকুরের লেজের ন্যায় দেখাচ্ছে। তখন আলোচ্য আয়াতাংশটি নাজিল করা হয়েছে।

শানে নুযূল : ৩. হযরত আয়েশা সিদ্দীকা (রা.) হতে বর্ণিত রয়েছে যে, তিনি হযরত যয়নব বিনতে খুজাইমা হেল্লালিয়া (রা.)-কে নিয়ে রসিকতা ও বিদ্রূপ করতেন। কারণ তিনি আকৃতিগত দিক থেকে কিছু খাটো ছিলেন। সেই প্রেক্ষিতে আলোচ্য আয়াতংশটি নাজিল করা হয়েছে।

শানে নুযূল : ৪. কারো কারো মতে আলোচ্য আয়াতাংশটি হযরত ইকরিমা বিন আবী জাহল সম্পর্কে নাজিল করা হয়েছে। ঘটনা প্রবাহ হচ্ছে যে, তিনি মদিনায় চলাফেরা করলে কাতিপয় লোক তাঁকে বলত যে, ইনি হচ্ছেন এ উম্মতের ফেরাউন পুত্র। তিনি এটাকে অত্যন্ত খারাপ মনে করে সে সম্পর্কে রাসূল ﷺ -এর নিকট অভিযোগ করে। তখন হযরত ইকরিমা (রা.) বিন আবী জাহলকে উপহাস করার পরিপ্রেক্ষিতে আলোচ্য আয়াতাংশটি নাজিল করা হয়। এ ছাড়া আরোও বিভিন্ন মতামত রয়েছে। –[কুরতুবী ২৬৭/১৩, রূহুল মা'আনী ১৫২/১৩/২৬, ইবনে কাছীর ২১১/৪, বহরে মুহীত্ব ১১১/৮, দুররে মানছূর ৯১/৬, ফতহুল কাদীর ৬৬/৫]

https://e-ilm.weebly.com/

وَلَا نِسَاءٌ مِّنْ نِّسَاءٍ عَسٰى أَنْ يَّكُنَّ خَيْرًا مِّنْهُنَّ وَلَا تَلْمِزُوْا أَنْفُسَكُمْ وَلَا تَنَابَزُوْا بِالْأَلْقَابِ بِئْسَ الْإِسْمُ الْفُسُوْقُ بَعْدَ الْإِيْمَانِ وَمَنْ لَّمْ يَتُبْ فَأُولٰئِكَ هُمُ الظّٰلِمُوْنَ

শানে নুযূল : এক বর্ণনায় আলোচ্য আয়াতাংশটি হযরত ইকরিমা হযরত আব্বাস (রা.)-এর উদ্ধৃতি দিয়ে বর্ণনা করেন যে, সুফিয়া বিনতে হুয়াই বিন আখতাব রাসূলে কারীম ﷺ -এর নিকট এসে বললেন যে, হে আল্লাহর রাসূল! মহিলারা আমাকে লজ্জা দিচ্ছে এবং আমাকে বলছে যে, হে ইহুদির কন্যা ইহুদি! তখন রাসূল ﷺ বললেন, তুমি কেন এ কথা বলছ না যে, আমার পিতা হলেন হারুন, চাচা হলেন মূসা এবং স্বামী হলেন হযরত মুহাম্মদ ﷺ ! তখন আল্লাহ তা'আলা আলোচ্য আয়াতাংশটি নাজিল করেন। –[কুরতুবী ২৭৭/১৬, বাহরে মুহীত্ব ১১৩/৮]

وَلَا تَلْمِزُوْا أَنْفُسَكُمْ وَلَا تَنَابَزُوْا بِالْأَلْقَابِ بِئْسَ الْإِسْمُ الْفُسُوْقُ بَعْدَ الْإِيْمَانِ

শানে নুযূল–১ : বর্ণিত রয়েছে, আলোচ্য আয়াতাংশটি সাবিত বিন কাইস সম্পর্কে নাজিল হয়েছে। ঘটনা প্রবাহ হচ্ছে যে, সে ছিল প্রভাবশালী একজন কাফের সুতরাং রাসূল ﷺ -এর বৈঠকে তাঁর জন্যে জায়গার প্রশস্ততা করা হতো, যাতে করে সে রাসূল ﷺ -এর বাণী শুনতে পায়। সেই সুবাধে সে একদা রাসূল ﷺ -এর দরবারে এসে বলল, প্রশস্ত করে দাও, এভাবে সে রাসূলে আকরাম ﷺ পর্যন্ত এসে পৌঁছে যায়। অতঃপর সে একজনকে লক্ষ্য করে বলল, তুমি একটু সরে বস, তবে তিনি তা করেন নি। ফলে সে নরাধম বলল, সে কে? তখন ঐ ব্যক্তি বলল আমি অমুক। সে বলে উঠল তুমি হলে অমুক মহিলার পুত্র। এ কথার দ্বারা সে তাকে হেয় প্রতিপন্ন করাই ছিল তার মূল উদ্দেশ্য। এতে করে সে ব্যক্তি লজ্জিত হলো। লোক সমক্ষে কাউকে এমনভাবে অপমানিত করার পরিপ্রেক্ষিতে আলোচ্য আয়াতাংশটি নাজিল করা হয়েছে।

শানে নুযূল–২ : বুখারী, আবূ দাউদ, তিরমিযী, নাসায়ী ও ইবনে মাজাহ প্রমুখ ইবনে জুবাইর বিন যাহহাকের উদ্ধৃতি দিয়ে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেন, আমরা বনী সালামা গোত্রবাসী সম্পর্কে আল্লাহ তা'আলা আলোচ্য আয়াতটি নাজিল করেন। ঘটনা প্রবাহ হচ্ছে রাসূল ﷺ যখন মদিনায় আগমন করেন, তখন আমাদের মধ্যে সকলের একাধিক নাম ছিল। সুতরাং তাদের সে নামগুলো হতে কোনো একটি নাম নিয়ে যখন তাদেরকে ডাকতেন, তারা বলত, হে আল্লাহর রাসূল! ﷺ সে এ নামটিকে পছন্দ করে না। সেই পরিপ্রেক্ষিতে আলোচ্য আয়াতটি নাজিল করা হয়।

শানে নুযূল–৩ : অপর এক বর্ণনা মতে আলোচ্য আয়াত উম্মুল মোমিনীন হযরত সুফিয়া বিনতে হুয়াই (রা.) সম্পর্কে অবতীর্ণ হয়েছে। তিনি একদা নবী করীম ﷺ -এর নিকট এসে বললেন যে, মহিলারা আমাকে ইহুদির মেয়ে ইহুদি বলে। জবাবে নবী করীম ﷺ বললেন যে, তুমি কেন এ কথা বল না যে, আমার পিতা হযরত হারুন, চাচা হযরত মূসা ও স্বামী হলেন হযরত মুহাম্মদ ﷺ । তখন সে পরিপ্রেক্ষিতে আলোচ্য আয়াতাংশটি নাজিল করা হয়। –[কুরতুবী ২৮০/১৬, রূহুল মা'আনী ১৫৪/১৩/২৬, ইবনে কাছীর ১১২/৪, বাহরে মুহীত্ব ১১১/৮, দুররে মানছূর ৯১/৬, ফতহুল কাদীর ৬৫/৫, তাবারী ৩৯১/১১]

সূরার যোগসূত্র ও শানে নুযূল ঃ পূর্ববর্তী দুই সূরায় জেহাদের বিধান ছিল, যা দ্বারা বিশ্বজগতের সংশোধন উদ্দেশ্য। আলোচ্য সূরায় আত্মসংশোধনের বিধান ও শিষ্টাচারনীতি ব্যক্ত হয়েছে। বিশেষতঃ সামাজিকতা সম্পর্কিত বিধি-বিধান উল্লেখিত হয়েছে।

আলোচ্য আয়াতসমূহের অবতরণ সম্পর্কে কুরতুবীর ভাষ্য অনুযায়ী ছয়টি ঘটনা বর্ণিত আছে। কাযী আবূ বকর ইবনে আরাবী (র.) বলেন : সব ঘটনা নির্ভুল। কেননা, সবগুলোই আয়াতের ব্যাপকতার অন্তর্ভুক্ত।

يٰٓأَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَا تُقَدِّمُوْا بَيْنَ يَدَيِ اللّٰهِ وَرَسُوْلِهٖ -এর আসল অর্থ بَيْنَ يَدَى দুই হাতের মধ্যস্থল। এর উদ্দেশ্য সামনের দিক। অর্থ এই যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর সামনে অগ্রবর্তী হয়ো না। কি বিষয়ে অগ্রণী হতে নিষেধ করা হয়েছে কুরআন পাক তা উল্লেখ করেনি। এতে ব্যাপকতার প্রতি ইঙ্গিত রয়েছে। অর্থাৎ, যে কোনো কথায় অথবা কাজে রাসূলুল্লাহ ﷺ থেকে অগ্রণী হয়ো না। বরং তাঁর জবাবের অপেক্ষা কর। তবে তিনি যদি কাউকে জবাব দানের আদেশ করেন, তবে সে জবাব দিতে পারে। এমনিভাবে যদি তিনি পথ চলেন তবে কেউ যেন তাঁর অগ্রে না চলে। খাওয়ার মজলিসে কেউ যেন তাঁর আগে খাওয়া শুরু না করে। তবে তাঁর পক্ষ থেকে সুস্পষ্ট বর্ণনা অথবা শক্তিশালী ইঙ্গিত দ্বারা যদি প্রমাণিত হয় যে, তিনি কাউকে অগ্রে প্রেরণ করতে চান তবে তা ভিন্ন কথা; যেমন সফর ও যুদ্ধের বেলায় কিছুসংখ্যক লোককে অগ্রে যেতে আদেশ করা হতো।

https://e-ilm.weebly.com/

আলেম ও ধর্মীয় নেতাদের সাথেও এই আদবের প্রতি লক্ষ্য রাখা উচিত : কেউ কেউ বলেন, ধর্মের আলেম ও মাশায়েখের বেলায়ও এই বিধান কার্যকর। কেননা তাঁরা পয়গম্বরগণের উত্তরাধিকারী। নিম্নোক্ত ঘটনা এর প্রমাণ। একদিন রাসূলুল্লাহ ﷺ হযরত আবুদ্দারদা (রা.)-কে হযরত আবূ বকর (রা.)-এর অগ্রে অগ্রে চলতে দেখে সতর্ক করলেন এবং বললেন : তুমি কি এমন ব্যক্তির অগ্রে চল, যিনি ইহকাল ও পরকালে তোমার অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ? তিনি আরও বললেন : দুনিয়াতে এমন কোনো ব্যক্তির উপর সূর্যোদয় ও সূর্যাস্ত হয়নি যে পয়গম্বরগণের পর হযরত আবূ বকর (রা.) থেকে উত্তম ও শ্রেষ্ঠ। -(রূহুল বয়ান) তাই আলেমগণ বলেন যে, ওস্তাদ ও পীরের সাথে একই ধরনের আদবের প্রতি লক্ষ্য রাখা উচিত।

لَا تَرْفَعُوٓا اَصْوَاتَكُمْ فَوْقَ صَوْتِ النَّبِيِّ নবী করীম ﷺ -এর মজলিসের এটা দ্বিতীয় আদব। অর্থাৎ, রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর সামনে কণ্ঠস্বরকে তাঁর কণ্ঠস্বরের চাইতে অধিক উঁচু করা অথবা তাঁর সাথে উচ্চৈঃস্বরে কথা বলা-যেমন, পরস্পরে বিনা দ্বিধায় করা হয়, এক প্রকার বেআদবী ও ধৃষ্টতা। সেমতে এই আয়াত অবতরণের পর সাহাবায়ে কেরামের অবস্থা পাল্টে যায়। হযরত আবূ বকর (রা.) আরজ করেন : ইয়া রাসূলাল্লাহ ﷺ আল্লাহর কসম! এখন মৃত্যু পর্যন্ত আপনার সাথে কানাকানির অনুরূপ কথাবার্তা বলব। -(বায়হাকী) হযরত ওমর (রা.) এরপর থেকে এত আস্তে কথা বলতেন যে, প্রায়ই পুনরায় জিজ্ঞাসা করতে হতো। -(সেহাহ্) হযরত সাবেত ইবনে কায়সের কণ্ঠস্বর স্বভাবগতভাবেই উঁচু ছিল। এই আয়াত শুনে তিনি ভয়ে সংযত হলেন এবং কণ্ঠস্বর নীচু করলেন। -[দুররে মানছূর]

রওজা মোবারকের সামনেও বেশি উচুঁস্বরে সালাম ও কালাম করা নিষিদ্ধ : কাযী আবূ বকর ইবনে আরাবী (র.) বলেন : রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সম্মান ও আদব তাঁর ওফাতের পরও জীবদ্দশার ন্যায় ওয়াজিব। তাই কোনো কোনো আলেম বলেন : তাঁর পবিত্র কবরের সামনেও বেশি উঁচুস্বরে সালাম ও কালাম করা আদবের খেলাফ। অনুরূপ যে মজলিসে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর হাদীস পাঠ অথবা বর্ণনা করা হয়, তাতেও হট্টগোল করা বেআদবী। কেননা তাঁর কথা যখন তাঁর পবিত্র মুখ থেকে উচ্চারিত হতো তখন সবার জন্যে চুপ করে শোনা ওয়াজিব ও জরুরি ছিল। এমনিভাবে ওফাতের পর যে মজলিসে সেসব বাক্যাবলি শুনানো হয়, সেখানে হট্টগোল করাও বেআদবী।

মাসআলা : পয়গম্বরগণের উত্তরাধিকারী হওয়ার কারণে পয়গম্বরের আগে হাঁটা সম্পর্কিত নিষেধাজ্ঞার আওতায় যেমন আলেমগণও অন্তর্ভুক্ত রয়েছেন, তেমনিভাবে আওয়াজ উঁচু করারও বিধান তাই। আলেমগণের মজলিসে এত উঁচুস্বরে কথা বলবে না, যাতে তাঁদের আওয়াজ চাপা পড়ে যায়। -(কুরতুবী)

اَنْ تَحْبَطَ اَعْمَالُكُمْ وَاَنْتُمْ لَا تَشْعُرُوْنَ অর্থাৎ, তোমাদের কণ্ঠস্বরকে নবীর কণ্ঠস্বর থেকে উঁচু করো না এই আশঙ্কার কারণে যে, কোথাও তোমাদের সমস্ত আমল নিষ্ফল হয়ে যায় এবং তোমরা টেরও পাও না। এস্থলে শরিয়তের স্বীকৃত মূলনীতির দিক দিয়ে কয়েকটি প্রশ্ন দেখা দেয় (এক) আহলে সুন্নত ওয়াল জমাতের ঐকমত্যে একমাত্র কুফরিই সৎকর্মসমূহ বিনষ্ট করে দেয়। কোনো গোনাহের কারণে কোনো সৎকর্ম বিনষ্ট হয় না। এখানে মুমিন তথা সাহাবায়ে কেরামকে সম্বোধন করা হয়েছে এবং يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا শব্দযোগে সম্বোধন করা হয়েছে। এতে বোঝা যায় যে, কাজটি কুফরি নয়। অতএব, আমলসমূহ বিনষ্ট হবে কিরূপে? (দুই) ঈমান একটি ইচ্ছাধীন কাজ। যে পর্যন্ত কেউ স্বেচ্ছায় ঈমান গ্রহণ না করে, মুমিন হয় না। এমনিভাবে কুফরও একটি ইচ্ছাধীন কাজ। স্বেচ্ছায় কুফরি অবলম্বন না করা পর্যন্ত কেউ কাফের হতে পারে না। এখানে আয়াতের শেষাংশে স্পষ্টতঃ وَاَنْتُمْ لَا تَشْعُرُوْنَ বলা হয়েছে। অর্থাৎ, তোমরা টেরও পাবে না। অতএব, এখানে খাঁটি কুফরির শাস্তি সমস্ত নেক আমল নিষ্ফল হওয়া কিরূপে প্রযোজ্য হতে পারে।

মাওলানা আশরাফ আলী থানভী (র.) বয়ানুল কুরআনে এর এমন ব্যাখ্যা দিয়েছেন, যা দ্বারা সব প্রশ্ন দূর হয়ে যায়। তিনি বলেছেন, আয়াতের অর্থ এই যে, হে মুসলমানগণ! তোমরা রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর কণ্ঠস্বর থেকে নিজেদের কণ্ঠস্বরকে উঁচু করা এবং উচ্চৈঃস্বরে কথা বলা থেকে বিরত থেকো। কারণ এতে তোমাদের সমস্ত আমল বিনষ্ট ও নিষ্ফল হয়ে যাওয়ার আশঙ্কা আছে। আশঙ্কার কারণ এই যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ থেকে অগ্রণী হওয়া অথবা তাঁর কণ্ঠস্বরের উপর নিজেদের কণ্ঠস্বর উঁচু করার মধ্যে তাঁর শানে ধৃষ্টতা ও বেআদবী হওয়ারও সম্ভাবনা আছে, যা রাসূলকে কষ্টদানের কারণ। রাসূলের কষ্টের কারণ হয়, এরূপ কোনো কাজ সাহাবায়ে কেরাম ইচ্ছাকৃতভাবে করবেন, যদিও এরূপ কল্পনা করা যায় না, কিন্তু অগ্রণী হওয়া ও কণ্ঠস্বর উঁচু করার মতো কাজ কষ্টদানের ইচ্ছায় না হলেও তা দ্বারা কষ্ট পাওয়ার সম্ভাবনা আছে। তাই এই জাতীয় কাজ সর্বাবস্থায় নিষিদ্ধ ও গোনাহ সাব্যস্ত করা হয়েছে। কোনো গোনাহর বৈশিষ্ট্য এই যে, যারা এই গোনাহ করে, তাদের থেকে তওবা ও সৎ কর্মের তাওফীক ছিনিয়ে নেওয়া হয়। ফলে তারা গোনাহে অহর্নিশি মগ্ন হয়ে পরিণামে কুফরি পর্যন্ত

https://e-ilm.weebly.com/

পৌঁছে যায় যা সমস্ত নেক আমল নিষ্ফল হওয়ার কারণ। ধর্মীয় নেতা, ওস্তাদ অথবা পীরকে কষ্ট দেওয়া এমনি গোনাহ্ যা দ্বারা তাওফীক ছিনেয়ে নেওয়ার আশঙ্কা আছে। এভাবে নবীর সামনে অগ্রণী হওয়া এবং কণ্ঠস্বর উঁচু করা দ্বারাও তাওফীক ছিনিয়ে নেওয়ার এবং অবশেষে কুফরি পর্যন্ত পৌঁছে যাওয়ার আশংকা থাকে। ফলে সমস্ত সৎকর্ম নিষ্ফল হয়ে যেতে পারে। যারা এহেন কাজ করে, তারা যেহেতু কষ্ট দেওয়ার ইচ্ছা করে না, তাই সে টেরও পাবে না যে, এই ঈমান ও সৎকর্ম নিষ্ফল হওয়ার আসল কারণ কি ছিল। কোনো কোনো আলেম বলেন : বুযুর্গ পীরের সাথে ধৃষ্টতা ও বেআদবীও মাঝে মাঝে তাওফীক ছিনিয়ে নেওয়ার কারণ হয়ে যায়, যা পরিণামে ঈমানের মতো সম্পদও বিনষ্ট করে দেয়।

إِنَّ الَّذِيْنَ يُنَادُوْنَكَ مِنْ وَّرَآءِ الْحُجُرٰتِ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْقِلُوْنَ

-এই আয়াতে নবী করীম ﷺ-এর প্রতি তৃতীয় আদব শেখানো হয়েছে। অর্থাৎ, তিনি যখন নিজ বাসগৃহে তশরিফ রাখেন, তখন বাইরে দাঁড়িয়ে তাঁকে ডাকা, বিশেষতঃ গোঁয়ার্তুমি সহকারে নাম নিয়ে আহ্বান করা বেআদবী। এটা বুদ্ধিমানের কাজ নয়। حجرات শব্দটি حجرة -এর বহুবচন। অভিধানে প্রাচীর চতুষ্টয় দ্বারা বেষ্টিত স্থানকে حجرة বলা হয়, যাতে কিছু বারান্দা ও ছাদ থাকে। নবী করীম ﷺ-এর নয় জন বিবি ছিলেন। তাঁদের প্রত্যেকের জন্যে পৃথক পৃথক হুজরা তথা কক্ষ ছিল। তিনি পালাক্রমে এসব হুজরায় তশরিফ রাখতেন।

ইবনে সা'দ আতা খোরাসানীর রেওয়ায়েতক্রমে লিখেন : এসব হুজরা খর্জুর শাখা দ্বারা নির্মিত ছিল এবং দরজায় মোটা কালো পশমী পর্দা ঝুলানো থাকত। ইমাম বোখারী (র.) 'আদাবুল-মুফরাদ' গ্রন্থে এবং বায়হাকী দাউদ ইবনে কায়েসের উক্তি বর্ণনা করেন, তিনি বলেন : আমি এসব হুজরার জেয়ারত করেছি। আমার ধারণা এই যে হুজরার দরজা থেকে ছাদবিশিষ্ট কক্ষ পর্যন্ত ছয় সাত হাতের ব্যবধান ছিল। কক্ষ দশ হাত এবং ছাদের উচ্চতা সাত-আট হাত ছিল। ওলীদ ইবনে আব্দুল মালেক রাজত্বকালে তাঁরই নির্দেশে এসব হুজরা মসজিদে নব্বীর অন্তর্ভুক্ত করে দেওয়া হয়। মদিনার লোকগণ সেদিন অশ্রু রোধ করতে পারেননি।

সাহাবী ও তাবেয়ীগণ তাঁদের আলেম ও মাশায়েখের সাথেও এই আদব ব্যবহার করেছেন। সহীহ্ বোখারী ও অন্যান্য কিতাবে হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) থেকে বর্ণিত আছে– আমি যখন কোনো আলেম সাহাবীর কাছ থেকে কোনো হাদীস লাভ করতে চাইতাম, তখন তাঁর গৃহে পৌঁছে ডাকাডাকি অথবা দরজার কড়া নাড়া থেকে বিরত থাকতাম এবং দরজার বাইরে বসে অপেক্ষা করতাম। তিনি যখন নিজেই বাইরে আগমন করতেন, তখন আমি তাঁর কাছে হাদীস জিজ্ঞেস করতাম। তিনি আমাকে দেখে বলতেন : হে রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর চাচাত ভাই! আপনি দরজার কড়া নেড়ে আমাকে সংবাদ দিলেন না কেন? হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) উত্তরে বলতেন : আলেম কোনো জাতির জন্যে পয়গম্বর সদৃশ। আল্লাহ্ তা'আলা পয়গম্বর সম্পর্কে আদেশ দিয়েছেন যে, তাঁর বাইরে আসা পর্যন্ত অপেক্ষা কর।

হযরত আবূ ওবায়দা (র.) বলেন : আমি কোনো দিন কোনো আলেমের দরজায় যেয়ে কড়া নাড়া দেইনি; বরং অপেক্ষা করেছি যে, তিনি নিজেই বাইরে আসলে সাক্ষাত করব। –[রূহুল-মা'আনী]

মাসআলা : আলোচ্য আয়াতে إِلَيْهِمْ কথাটি যুক্ত হওয়ায় প্রমাণিত হয় যে, ততক্ষণ সবর ও অপেক্ষা করতে হবে, যতক্ষণ তিনি আগন্তুকদের সাথে কথাবার্তা বলার জন্য বাইরে আসেন। যদি অন্য কোনো প্রয়োজনে তিনি বাইরে আসেন, তখনও নিজের মতলব সম্পর্কে কথা বলা সমীচীন নয়; বরং তিনি নিজে যখন আগন্তুকদের প্রতি মনোনিবেশ করেন, তখন বলতে হবে।

এই আয়াত থেকে প্রমাণিত হয় যে, কোনো দুষ্ট ও পাপাচারী ব্যক্তি যদি কোনো লোক কিংবা সম্প্রদায়ের বিরুদ্ধে অভিযোগ আনয়ন করে, তবে যথোপযুক্ত তদন্ত ব্যতিরেকে তার সংবাদ অথবা সাক্ষ্য অনুযায়ী ব্যবস্থা গ্রহণ করা জায়েজ নয়।

আয়াত সম্পর্কিত বিধান ও মাসআলা : ইমাম জাসসাস আহকামুল-কুরআনে বলেন : এই আয়াত থেকে প্রমাণিত হয় যে, কোনো ফাসেক ও পাপাচারীর খবর কবুল করা এবং তদনুযায়ী ব্যবস্থা গ্রহণ করা জায়েজ নয়, যে পর্যন্ত না অন্যান্য উপায়ে তদন্ত করে তার সত্যতা প্রমাণিত হয়ে যায়। কেননা এই আয়াতে এক কেরাত হচ্ছে فَتَثَبَّتُوْا অর্থাৎ, তদনুযায়ী ব্যবস্থা গ্রহণ করতে তড়িঘড়ি করোনা; বরং অন্য উপায়ে এর সত্যতা প্রমাণিত না হওয়া পর্যন্ত দৃঢ়পদ থাক। ফাসেকের খবর কবুল করা যখন না জায়েজ তখন সাক্ষ্য কবুল করা আরও উত্তমরূপে নাজায়েজ হবে। কেননা সাক্ষ্য এমন একটি খবর, যাকে শপথ ও কসম দ্বারা জোরালো করা হয়। একারণেই অধিকাংশ আলেমের মতে ফাসেকের খবর অথবা সাক্ষ্য শরিয়তে

https://e-ilm.weebly.com/

গ্রহণযোগ্য নয়। তবে কোনো কোনো ব্যাপারে ফাসেকের খবর ও সাক্ষ্য গ্রহণ করা হয়। সেটা এই বিধানের ব্যতিক্রম ; কেননা আয়াতে এই বিধানের একটি বিশেষ কারণ أَنْ تُصِيبُوا قَوْمًا بِجَهَالَةٍ বর্ণনা করা হয়েছে। অতএব, যেসব ব্যাপারে এই কারণ অনুপস্থিত, সেগুলো আয়াতের বিধানে দাখিল নয়, অথবা এর ব্যতিক্রম। উদাহরণতঃ কোনো ফাসেক বরং কাফেরও যদি কোনো বস্তু এনে বলে যে, অমুক ব্যক্তি আপনাকে এটা হাদিয়া দিয়েছে, তবে তার এই খবর সত্য বলে মেনে নেওয়া জায়েজ। ফিকাহ্ গ্রন্থে এর আরো বিবরণ পাওয়া যাবে।

সাহাবীদের আদালত সম্পর্কে একটি গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন ও জবাব : বিভিন্ন সহীহ্ হাদীস দ্বারা প্রমাণিত আছে যে, এই আয়াতটি ওলীদ ইবনে ওকবা (রা.) সম্পর্কে নাজিল হয়েছে। আয়াতে তাকে ফাসেক বলা হয়েছে। এ থেকে বাহ্যত : জানা যায় যে, সাহাবীগণের মধ্যে কেউ ফাসেকও হতে পারে। এটা اَلصَّحَابَةُ كُلُّهُمْ عُدُولٌ এই স্বীকৃত ও সর্বসম্মত মূলনীতির পরিপন্থি। অর্থাৎ, সকল সাহাবীই সিকাহ্ তথা নির্ভরযোগ্য। তাদের কোনো খবর ও সাক্ষ্য অগ্রহণযোগ্য নয়। আল্লামা আলুসী (র.) রূহুল মা'আনীতে বলেন : অধিকাংশ আলেম এ সম্পর্কে যে সুস্পষ্ট অভিমত পোষণ করেন তাই সত্য ও নির্ভুল। তাঁরা বলেন : সাহাবায়ে কেরাম নিষ্পাপ নয়, তাঁদের দ্বারা কবীরা গোনাহ্ সংঘটিত হতে পারে, যা ফিসক তথা পাপাচার। এরূপ গোনাহ্ হলে তাঁদের বেলায় শরিয়তসম্মত শাস্তি প্রযোজ্য হবে এবং মিথ্যা সাব্যস্ত হলে তাঁদের খবর এবং সাক্ষ্যও প্রত্যাখ্যান করা হবে। কিন্তু কুরআন ও সুন্নাহ বর্ণনাদৃষ্টে আহলে-সুন্নত ওয়াল-জমাতের আকীদা এই যে, সাহাবী গোনাহ্ করতে পারেন, কিন্তু এমন কোনো সাহাবী নেই, যিনি গোনাহ্ থেকে তওবা করে পবিত্র হননি।

কুরআন পাক رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ বলে সর্বাবস্থায় তাঁদের সম্পর্কে আল্লাহ তা'আলার সন্তুষ্টি ঘোষণা করেছে। গোনাহ্ ক্ষমা করা ব্যতীত আল্লাহ তা'আলার সন্তুষ্টি হয় না। কাযী আবূ ইয়ালা (র.) বলেন : সন্তুষ্টি আল্লাহ তা'আলার একটি চিরাগত গুণ। তিনি সেসব লোকের জন্যেই সন্তুষ্টি ঘোষণা করেন, যাদের সম্পর্কে জানেন যে, সন্তুষ্টির কারণাদির উপরই তাদের ওফাত হবে।

সারকথা এই যে, সাহাবায়ে কেরামের বিরাট দলের মধ্য থেকে গুণাগুণতি কয়েকজন দ্বারা কখনো কোনো গোনাহ্ হয়ে থাকলেও তাঁরা তাৎক্ষণিক তওবা করার সৌভাগ্যপ্রাপ্ত হয়েছেন। রাসূলে কারীম ﷺ -এর সংসর্গের বরকতে শরিয়ত তাঁদের স্বভাবে পরিণত হয়েছিল। শরিয়ত বিরোধী কোনো কাজ অথবা গোনাহ্ তাঁদের পক্ষ থেকে খুবই দুর্বল ছিল। তাঁদের অসংখ্য সৎকর্ম ছিল। নবী করীম ﷺ ও ইসলামের জন্যে তাঁরা জীবন উৎসর্গ করেছিলেন। প্রত্যেক কাজে আল্লাহ ও রাসূলের অনুসরণকে তাঁরা জীবনের ব্রত হিসেবে গ্রহণ করেছিলেন এবং এ জন্যে এমন সাধনা করেছিলেন, যার নজীর অতীত ইতিহাসে খুঁজে পাওয়া দুষ্কর। এসব গুণ ও শ্রেষ্ঠত্বের মোকাবিলায় সারাজীবনে কোনো গোনাহ্ হয়ে গেলেও তা স্বভাবতই ধর্তব্য নয়। এছাড়া আল্লাহ তা'আলা ও তাঁর রাসূল ﷺ -এর মাহাত্ম্য ও মহব্বতে তাঁদের অন্তর ছিল পরিপূর্ণ। সামান্য গোনাহ্ হয়ে গেলেও তাঁরা আল্লাহর ভয়ে ভীত হয়ে পড়তেন এবং তাৎক্ষণিক তওবা করতেন; বরং নিজেকে শাস্তির জন্যে নিজেই পেশ করে দিতেন। কোথাও নিজেই নিজেকে মসজিদের স্তম্ভের সাথে বেঁধে দিতেন। এসব ঘটনা হাদীসে প্রসিদ্ধ ও সুবিদিত। হাদীস থেকে জানা যায় যে, যে ব্যক্তি গোনাহ্ থেকে তওবা করে, সে এমন হয়ে যায় যেন গোনাহ্ করেনি। তৃতীয়তঃ কুরআনের বর্ণনা অনুযায়ী পুণ্যকাজ নিজের গোনাহের কাফফারা হয়ে যায়। বলা হয়েছে : إِنَّ الْحَسَنَاتِ يُذْهِبْنَ السَّيِّئَاتِ। বিশেষতঃ সাহাবায়ে কেরামের পুণ্যকাজ গুনাহের কাফফারা হবেই। কারণ তাঁদের পুণ্যকাজ সাধারণ লোকদের মতো ছিল না। তাঁদের অবস্থা আবূ দাউদ ও তিরমিযী হযরত সায়ীদ ইবনে যায়েদ (রা.) থেকে বর্ণনা করেন-

وَاللّٰهِ لَمَشْهَدُ رَجُلٍ مِنْهُمْ مَعَ النَّبِيِّ ﷺ يُغَبِّرُ فِيْهِ وَجْهَهُ خَيْرٌ مِنْ عَمَلِ أَحَدِكُمْ. وَلَوْ عُمِّرَ عُمْرَ نُوْحٍ.

"আল্লাহর কসম তাঁদের মধ্যে থেকে কোনো ব্যক্তির নবী করীম ﷺ -এর সাথে জেহাদে শরিক হওয়া- যাতে তাঁর মুখমণ্ডল ধূলি ধূসরিত হয়ে যায়-তোমাদের সারা জীবনের ইবাদত থেকে উত্তম, যদিও তোমাদেরকে হযরত নূহ (আ.)-এর আয়ুষ্কাল দান করা হয়।" অতএব, গোনাহ্ হয়ে গেলে যদিও তাঁদেরকে নির্ধারিত শাস্তিই দেওয়া হয়, কিন্তু এতদসত্ত্বেও কোনো পরবর্তী ব্যক্তির জন্যে তাঁদের কাউকে ফাসেক সাব্যস্ত করা জায়েজ নয়। তাই রসূলুল্লাহ ﷺ -এর যুগে কোনো সাহাবী দ্বারা ফিসক হওয়ার কারণে তাঁকে ফাসেক বলা হলেও এর কারণে তাঁকে (নাউযুবিল্লাহ) পরবর্তীকালেও সর্বদা ফাসেক বলা বৈধ নয়। –[রূহুল মা'আনী]

https://e-ilm.weebly.com/

আলোচ্য আয়াত অবতরণের কারণ ওলীদ ইবনে ওকবা (রা.)-এর ঘটনা হলেও আয়াতে তাঁকে ফাসেক বলা হয়েছে- একথা অকাট্যরূপে জরুরি নয়। কারণ এই ঘটনার পূর্বে ফাসেক বলার মতো কোনো কাজ তিনি করেননি। এই ঘটনাও নিজ ধারণা অনুযায়ী সত্য মনে করেই তিনি মোস্তালিক গোত্র সম্পর্কে একটি বাস্তবে ভ্রান্ত সংবাদ দিয়েছিলেন। তাই আলোচ্য আয়াতের মর্মার্থ অনায়াসেই তা হতে পারে, যা উপরে তাফসীরের সার-সংক্ষেপে বর্ণিত হয়েছে। অর্থাৎ এই আয়াত ফাসেকের খবর অগ্রহণীয় হওয়া সম্পর্কে একটি সামগ্রিক নীতি বর্ণনা করেছে এবং সংশ্লিষ্ট ঘটনার প্রেক্ষাপটে এ আয়াত অবতরণের ফলে বিষয়টি এভাবে আরও জোরদার হয়েছে যে, ওলীদ ইবনে ওকবা (রা.) ফাসেক না হলেও তাঁর খবর শক্তিশালী ইঙ্গিত দ্বারা অগ্রহণীয় মনে হয়েছে। তাই রাসূলুল্লাহ ﷺ কেবল তাঁর খবরের ভিত্তেতেই ব্যবস্থা গ্রহণ না করে খালেদ ইবনে ওলীদ (রা.)-কে তদন্তের আদেশ দেন। সুতরাং একজন সৎ ও নির্ভরযোগ্য ব্যক্তির খবরের ইঙ্গিতের ভিত্তিতে সন্দেহ হওয়ার কারণে যখন তদন্ত না করে ব্যবস্থা গ্রহণ করা হলো না, তখন ফাসেকের খবর কবুল না করা এবং তদনুযায়ী ব্যবস্থা গ্রহণ না করা আরও সুস্পষ্ট। সাহাবীগণের 'আদালত' সম্পর্কিত আলোচনার কিছু অংশ পরবর্তী وَإِنْ طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ আয়াতেও বর্ণিত হবে।

وَاعْلَمُوا أَنَّ فِيكُمْ رَسُولَ اللَّهِ لَوْ يُطِيعُكُمْ فِي كَثِيرٍ مِنَ الْأَمْرِ الخ

এর আগের আয়াত ওলীদ ইবনে ওকবা মোস্তালিক গোত্র সম্পর্কে খবর দিয়েছিল যে, তারা মুরতাদ (ধর্মত্যাগী) হয়ে গেছে এবং জাকাত দিতে অস্বীকার করেছে। এতে সাহাবায়ে কেরামের মধ্যেও উত্তেজনা দেখা দেয়। তাঁদের মত ছিল যে, মোস্তালিক গোত্রের বিপক্ষে যুদ্ধাভিযান করা হোক। কিন্তু রাসূলুল্লাহ ﷺ ওলীদ ইবনে ওকবার খবরকে শক্তিশালী ইঙ্গিতের খেলাফ মনে করে কবুল করেননি এবং তদন্তের জন্যে খালেদ ইবনে ওলীদকে আদেশ করেন। আগের আয়াতে কুরআন এ বিষয়কে আইনের রূপ দান করেছে যে, যে ব্যক্তির খবরে শক্তিশালী ইঙ্গিতের মাধ্যমে সন্দেহ দেখা দেয়, তদন্তের পূর্বে তার খবর অনুযায়ী ব্যবস্থা গ্রহণ করা বৈধ নয়। আলোচ্য আয়াতে সাহাবায়ে কেরামকে আরও একটি নির্দেশ দেওয়া হয়েছে যে, যদিও বনী-মোস্তালিক সম্পর্কিত খবর শুনে তোমাদের উত্তেজনা ধর্মীয় মর্যাদাবোধের কারণে ছিল; কিন্তু তোমাদের মতামত নির্ভুল ছিল না। রাসূলের অবলম্বিত পন্থাই উত্তম ছিল। -(মাযহারী) উদ্দেশ্য এই যে, পরামর্শ সাপেক্ষ ব্যাপারাদিতে কোনো মত পেশ করা তো দুরস্ত; কিন্তু এরূপ চেষ্টা করা যে, রাসূল ﷺ এই মত অনুযায়ীই কাজ করুন, এটা দুরস্ত নয়। কেননা সাংসারিক ব্যাপারাদিতে যদিও খুব কমই রাসূলের মতামত উপযোগিতার বিপরীত হওয়ার সম্ভাবনা আছে, যা নবুয়তের পরিপন্থি নয়, কিন্তু আল্লাহ তা'আলা তাঁর রাসূলকে যে দূরদৃষ্টি ও বুদ্ধিমত্তা দান করেছেন, তা তোমাদের নেই। তাই রাসূল ﷺ যদি তোমাদের মতামত মেনে চলেন, তবে অনেক ব্যাপারে তোমাদের কষ্ট ও বিপদ হবে। যদি কুত্রাপি কোথাও তোমাদের মতামতের মধ্যেই উপযোগিতা নিহিত থাকে এবং তোমরা রাসূলের আনুগত্যের খাতিরে নিজেদের মতামত পরিত্যাগ কর, যাতে তোমাদের সাংসারিক ক্ষতিও হয়ে যায়, তবে তাতে ততটুকু ক্ষতি নেই, যতটুকু তোমাদের মতামত মেনে চলার মধ্যে আছে। কেননা এমতাবস্থায় কিছু সাংসারিক ক্ষতি হয়ে গেলেও রাসূলের আনুগত্যের পুরস্কার ও ছওয়াব এর চমৎকার বিকল্প বিদ্যমান আছে। عَنِتُّمْ শব্দটি عَنَتٌ থেকে উদ্ভূত। এর অর্থ গোনাহও হয় এবং কোনো বিপদে পতিত হওয়ারও হয়। এখানে উভয় অর্থের সম্ভাবনা আছে। -[কুরতুবী]

وَإِنْ طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا

পূর্বাপর সম্পর্ক : পূর্ববর্তী আয়াতসমূহে রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর হক, আদব এবং তাঁর পক্ষে কষ্টদায়ক কাজকর্ম থেকে বিরত থাকার কথা বর্ণিত হয়েছিল। আলোচ্য আয়াত সমূহে সাধারণ দলগত ও ব্যক্তিগত রীতিনীতি এবং পারস্পরিক অধিকারসমূহ বর্ণনা করা হচ্ছে। অপরকে কষ্ট প্রদান থেকে বিরত থাকাই আলোচ্য আয়াতগুলোর মূল প্রতিপাদ্য।

শানে-নুযূল : এসব আয়াতের শানে-নুযূল সম্পর্কে তাফসীরবিদগণ একাধিক ঘটনা বর্ণনা করেছে। এসব ঘটনায় খোদ মুসলমানদের দুই দলের মধ্যে সংঘর্ষের বিষয়বস্তু আছে। এখন সকল ঘটনার সমষ্টি আয়াতসমূহ অবতরণের কারণ হতে পারে অথবা কোনো একটি ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে আয়াত অবতীর্ণ হয়েছে এবং অন্য ঘটনাগুলোকে অনুরূপ দেখে সেগুলোকেও অবতরণের কারণের মধ্যে শরিক করে দেওয়া হয়েছে। এই আয়াতে আসলে যুদ্ধ ও জেহাদের সরঞ্জাম ও

https://e-ilm.weebly.com/

উপকরণের অধিকারী রাজন্যবর্গকে সম্বোধন করা হয়েছে। –(বাহর, রূহুল মা'আনী) পরোক্ষভাবে সকল মুসলমানকেও সম্বোধন করা হয়েছে যে, তারা এ ব্যাপারে রাজন্যবর্গের সাথে সহযোগিতা করবে। যেখানে কোনো ইমাম, আমীর, সরদার, অথবা বাদশাহ নেই, সেখানে যতদূর সম্ভব বিবাদমান উভয়পক্ষকে উপদেশ দিয়ে যুদ্ধ বিরতিতে সম্মত করতে হবে। যদি উভয়ই সম্মত না হয়, তবে তাদের থেকে পৃথক থাকতে হবে। কারো বিরোধিতা এবং কারো পক্ষ অবলম্বন করা যাবে না।

–[বয়ানুল কুরআন]

মাসআলা : মুসলমানদের দুই দলের যুদ্ধ কয়েক প্রকার হতে পারে। এক. বিবাদমান উভয় দল ইমামের শাসনাধীন হবে কিংবা উভয়দল শাসনাধীন হবে না কিংবা একদল শাসনাধীন হবে কিংবা উভয় দল শাসনাধীন হবে এবং অন্যদল শাসন বহির্ভূত হবে। প্রথমোক্ত অবস্থায় সাধারণ মুসলমানদের কর্তব্য হবে উপদেশের মাধ্যমে উভয়দলকে যুদ্ধ থেকে বিরত রাখা। যদি উপদেশে বিরত না হয়, তবে ইমামের পক্ষ থেকে মীমাংসা করা ওয়াজিব। যদি ইসলামি সরকারের হস্তক্ষেপের ফলে উভয়পক্ষ যুদ্ধ বন্ধ করে, তবে কেসাস ও রক্তবিনিময়ের বিধান প্রযোজ্য হবে। অন্যথায় উভয়পক্ষের সাথে বিদ্রোহীর ন্যায় ব্যবহার করা হবে। এক পক্ষ যুদ্ধ থেকে বিরত হলে এবং অপর পক্ষ জুলুম ও নির্যাতন অব্যাহত রাখলে দ্বিতীয় পক্ষকে বিদ্রোহী মনে করা হবে এবং প্রথম পক্ষকে আদেল বলা হবে। বিদ্রোহীদের প্রতি প্রযোজ্য বিস্তারিত বিধান ফিকহ গ্রন্থে দ্রষ্টব্য। সংক্ষেপে বিধান এই যে, যুদ্ধের আগে তাদের অস্ত্র ছিনিয়ে নেওয়া হবে এবং তাদেরকে গ্রেফতার করে তওবা না করা পর্যন্ত বন্দী রাখা হবে। যুদ্ধরত অবস্থায় কিংবা যুদ্ধের পর তাদের সন্তান-সন্ততিকে গোলাম অথবা বাঁদি করা হবে না এবং তাদের ধন-সম্পদ যুদ্ধলব্ধ ধনসম্পদ বলে গণ্য হবে না। তবে তওবা না করা পর্যন্ত ধনসম্পদ আটক রাখা হবে। তওবার পর প্রত্যার্পণ করা হবে। আয়াতে বলা হয়েছে : فَإِنْ فَاءَتْ فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا بِالْعَدْلِ وَأَقْسِطُوا অর্থাৎ, যদি বিদ্রোহী দল বিদ্রোহ ও যুদ্ধ থেকে বিরত হয় তবে শুধু যুদ্ধ বিরতিই যথেষ্ট হবে না; বরং যুদ্ধের কারণ ও পারস্পরিক অভিযোগ দূর করার চেষ্টা কর, যাতে কোনো পক্ষের মনে বিদ্বেষ ও শত্রুতা অবশিষ্ট না থাকে এবং স্থায়ী ভ্রাতৃত্বের পরিবেশ সৃষ্টি হয়। তারা যেহেতু ইমামের বিরুদ্ধেও যুদ্ধ করেছে, তাই তাদের ব্যাপারে পুরোপুরি ইনসাফ না হওয়ার সম্ভাবনা ছিল। তাই কুরআন পাক উভয় পক্ষের অধিকারের ব্যাপারে ইনসাফের তাকীদ করেছে। –[বয়ানুল-কুরআন]

মাসআলা : যদি মুসলমানদের কোনো শক্তিশালী দল ইমামের বশ্যতা অস্বীকার করে, তবে ইমামের কর্তব্য হবে সর্বপ্রথম তাদের অভিযোগ শ্রবণ করা, তাদের কোনো সন্দেহ কিংবা ভুল বোঝাবুঝি থাকলে তা দূর করা। তারা যদি তাদের বিরোধিতার শরিয়তসম্মত বৈধ কারণ উপস্থিত করে, যা দ্বারা খোদ ইমামের অন্যায়-অত্যাচার ও নিপীড়ন প্রমাণিত হয় তবে সাধারণ মুসলমানদের কর্তব্য হবে এই দলের সাহায্য ও সমর্থন করা, যাতে ইমাম জুলুম থেকে বিরত হয়। এক্ষেত্রে ইমামের জুলুম নিশ্চিত ও সন্দেহাতীতরূপে প্রমাণিত হওয়া শর্ত। –[মাযহারী]

পক্ষান্তরে যদি তারা তাদের বিদ্রোহ ও আনুগত্য বর্জনের পক্ষে কোনো সুস্পষ্ট ও সঙ্গত কারণ পেশ করতে না পারে এবং ইমামের বিপক্ষে যুদ্ধ করতে উদ্যত হয়, তবে তাদের বিরুদ্ধে সাধারণ মুসলমানদের যুদ্ধে লিপ্ত হওয়া হালাল। ইমাম শাফেয়ী (র.) বলেন, তারা যুদ্ধ শুরু না করা পর্যন্ত মুসলমানদের পক্ষ থেকে যুদ্ধ শুরু করা জায়েজ হবে না। –[মাযহারী]

এই বিধান তখন, যখন এই দেশের বিদ্রোহী ও অত্যাচারী হওয়া নিশ্চিতরূপে জানা যায়। যদি উভয় পক্ষ কোনো শরিয়তসম্মত প্রমাণ রাখে এবং কে বিদ্রোহী ও কে আদেল, তা নির্দিষ্ট করা কঠিন হয়, তবে প্রত্যেক মুসলমানই নিজের প্রবল ধারণা অনুযায়ী যে পক্ষকে আদেল মনে করবে সেই পক্ষকে সাহায্য ও সমর্থন করতে পারে। যার এরূপ কোনো প্রবল ধারণা নেই, সে নিরপেক্ষ থাকবে, যেমন জামাল ও সিফফীন যুদ্ধে এরূপ পরিস্থিতির উদ্ভব হয়েছিল।

সাহাবায়ে কেরামের পারস্পরিক বাদানুবাদ : ইমাম আবূ বকর ইবনে আরাবী (র.) বলেন : এই আয়াত মুসলমানদের পারস্পরিক দ্বন্দ্ব-কলহের যাবতীয় প্রকারের ব্যাপারে নির্দেশ দিয়েছে। সেসব দ্বন্দ্ব-কলহও এই আয়াতের মধ্যে দাখিল, যাতে উভয় পক্ষ কোনো শরিয়তসম্মত প্রমাণের ভিত্তিতে যুদ্ধের জন্যে প্রস্তুত হয়ে যায়। সাহাবায়ে কেরামের বাদানুবাদ এই প্রকারের মধ্যে পড়ে। কুরতুবী ইবনে আরাবীর এই উক্তি উদ্ধৃতি করে এ স্থলে সাহাবায়ে-কেরামের পারস্পরিক বাদানুবাদ তথা জঙ্গে-জামাল ও সিফফীনের আসল স্বরূপ বর্ণনা করেছেন এবং এ সম্পর্কে পরবর্তী যুগের মুসলমানদের কর্মপন্থার প্রতি অঙ্গুলি নির্দেশ করেছেন। এখানে কুরতুবীর বক্তব্যের সংক্ষিপ্তসার উল্লেখ করা হচ্ছে :

https://e-ilm.weebly.com/

কোনো সাহাবীকে অকাট্য ও নিশ্চিতরূপে ভ্রান্ত বলা জায়েজ নয়। কারণ তাঁরা সবাই ইজতিহাদের মাধ্যমেই নিজ নিজ কর্মপন্থা নির্ধারণ করেছিলেন। সবার উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য ছিল আল্লাহ তা'আলার সন্তুষ্টি লাভ। তাঁরা সবাই আমাদের নেতা। আমাদের প্রতি নির্দেশ এই যে, আমরা যেন তাঁদের পারস্পরিক বিরোধ সম্পর্কে মন্তব্য করা থেকে বিরত থাকি এবং সর্বদা উত্তম পন্থায় তাঁদের ব্যাপারে আলোচনা করি। কেননা সাহাবী হওয়া বড়ই সম্মানের বিষয়। নবী করীম ﷺ তাঁদেরকে মন্দ বলতে নিষেধ করেছেন। তিনি বলেছেন যে, আল্লাহ তা'আলা তাঁদেরকে ক্ষমা করেছেন এবং তাঁদের প্রতি সন্তুষ্ট আছেন। এছাড়া বিভিন্ন সনদে এই হাদীস প্রমাণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ হযরত তালহা (রা.) সম্পর্কে বলেছেনঃ إِنَّ طَلْحَةَ شَهِيْدٌ يَمْشِيْ عَلَى وَجْهِ الْأَرْضِ -অর্থাৎ, তালহা ভূপৃষ্ঠে চলাফেরাকারী শহীদ।

এখন হযরত আলী (রা.)-এর বিরুদ্ধে হযরত তালহার যুদ্ধের জন্যে বের হওয়া প্রকাশ্য গোনাহ্ ও নাফরমানি হলে এ যুদ্ধে শহীদ হয়ে তিনি কিছুতেই শাহাদতের মর্যাদা লাভ করতে পারতেন না। এমনিভাবে হযরত তালহার এই কাজকে ভ্রান্ত এবং কর্তব্য পালনে ত্রুটি সাব্যস্ত করা সম্ভব হলেও তাঁর জন্যে শাহাদাতের মর্তবা অর্জিত হতো না। কারণ শাহাদাত একমাত্র তখনই অর্জিত হয়, যখন কেউ আল্লাহ তা'আলার আনুগত্যে প্রাণ বিসর্জন দেয় কাজেই তাঁদের ব্যাপারে পূর্ববর্ণিত বিশ্বাস পোষণ করাই জরুরি।

এ ব্যাপারে খোদ হযরত আলী (রা.) থেকে বর্ণিত সহীহ্ ও মশহুর হাদীস দ্বিতীয় প্রমাণ। তাতে রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন যুবায়রের হত্যাকারী জাহান্নামে আছে।

হযরত আলী (রা.) বলেন : আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে একথা বলতে শুনেছি, সফিয়্যা-তনয়ের হত্যাকারীকে জাহান্নামের খবর দিয়ে দাও। অতএব, প্রমাণিত হলো যে, হযরত তালহা ও হযরত যুবায়র (রা.) এই যুদ্ধের কারণে পাপী ও গোনাহ্গার ছিলেন না। এরূপ হলে রাসূলুল্লাহ ﷺ হযরত তালহাকে শহীদ বলতেন না এবং যুবায়রের হত্যাকারী সম্পর্কে জাহান্নামের ভবিষ্যদ্বাণী করতেন না। এছাড়া তিনি ছিলেন জান্নাতের সুসংবাদ প্রাপ্ত দশ জন সাহাবীর অন্যতম। তাঁদের জান্নাতী হওয়ার সাক্ষ্য প্রায় সর্ববাদিসম্মত।

এমনিভাবে সাহাবীদের মধ্যে যাঁরা এসব যুদ্ধে নিরপেক্ষ ছিলেন, তাঁদেরকেও ভ্রান্ত বলা যায় না। আল্লাহ তা'আলা তাঁদেরকে ইজতিহাদের মাধ্যমে এ মতের উপরই কায়েম রেখেছেন-এদিক দিয়ে তাঁদের কর্মপন্থাও সঠিক ছিল। সুতরাং এ কারণে তাঁদেরকে ভর্ৎসনা করা, তাঁদের ফজিলত, সাধনা ও মহান ধর্মীয় মর্যাদা অস্বীকার করা কিছুতেই দুরস্ত নয়। জনৈক আলেমকে জিজ্ঞাসা করা হয় : সাহাবায়ে-কেরামের পারস্পরিক বাদানুবাদের ফলস্বরূপ যে রক্ত প্রবাহিত হয়েছে, সে সম্পর্কে আপনার মতামত কি? তিনি জবাবে এই আয়াত তেলাওয়াত করলেন :

تِلْكَ أُمَّةٌ قَدْ خَلَتْ لَهَا مَا كَسَبَتْ وَلَكُمْ مَا كَسَبْتُمْ وَلَا تُسْئَلُونَ عَمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ.

অর্থাৎ, সেই উম্মত অতিক্রান্ত হয়ে গেছে। তাদের কাজকর্ম তাদের জন্যে এবং তোমাদের কাজকর্ম তোমাদের জন্যে। তারা কি করত না করত, সে সম্পর্কে তোমরা জিজ্ঞাসিত হবে না।

একই প্রশ্নের জওয়াবে অন্য একজন বুযুর্গ বলেন : এটা এমন রক্ত যে, আল্লাহ এর দ্বারা আমার হাতকে রঞ্জিত করেননি। এখন আমি আমার জিহ্বাকে এর সাথে জড়িত করতে চাই না। উদ্দেশ্য এই যে, আমি কোনো এক পক্ষকে কোনো ব্যাপারে নিশ্চিত ভ্রান্ত সাব্যস্ত করার ভুলে লিপ্ত হতে চাই না।

আল্লামা ইবনে ফওর বলেন : আমাদের একজন সহযোগী বলেছেন যে, সাহাবায়ে কেরামের মধ্যবর্তী বাদানুবাদ হযরত ইউসুফ (আ.) ও তাঁর ভ্রাতাদের মধ্যে সংঘটিত ঘটনাবলির অনুরূপ। তাঁরা পারস্পরিক বিরোধ সত্ত্বেও বেলায়েত ও নবুয়তের গণ্ডি থেকে খারিজ হয়ে যাননি। সাহাবায়ে কেরামের পারস্পরিক ঘটনাবলির ব্যাপারটিও হুবহু তাই।

হযরত মুহাসেবী (র.) বলেন : সাহাবায়ে কেরামের পারস্পরিক রক্তপাতের ব্যাপারে আমার পক্ষ থেকে কিছু মন্তব্য করা সুকঠিন। কেননা এ ব্যাপারে খোদ সাহাবীদের মধ্যে মতভেদ ছিল। হযরত হাসান বসরী সাহাবীদের পারস্পরিক যুদ্ধ সম্পর্কে জিজ্ঞাসিত হয়ে বলেন : এসব যুদ্ধে সাহাবীগণ উপস্থিত ছিলেন এবং আমরা অনুপস্থিত। তাঁরা সম্পূর্ণ অবস্থা জানতেন। আমরা জানি না। যে ব্যাপারে সব সাহাবী একমত আমরা তাতে তাঁদের অনুসরণ করব এবং যে ব্যাপারে তাঁদের মধ্যে মতবিরোধ আছে, সেই ব্যাপারে আমরা নিশ্চুপ থাকব।

https://e-ilm.weebly.com/

হযরত মুহাসেবী (র.) বলেন : আমিও তাই বলি, যা হযরত হাসান বসরী (র.) বলেছেন। আমি জানি তাঁরা যে ব্যাপারে হস্তক্ষেপ করেছেন, সে ব্যাপারে তাঁরা আমাদের চাইতেও অধিক জ্ঞাত ছিলেন। তাই তাঁদের সর্বসম্মত বিষয়ে তাঁদের অনুসরণ করা এবং বিরোধপূর্ণ বিষয়ে নিশ্চুপ থাকাই আমাদের কাজ। আমাদের তরফ থেকে নতুন কোনো পথ আবিষ্কার করা অনুচিত। আমার দৃঢ় বিশ্বাস, তাঁরা সবাই ইজতিহাদের মাধ্যমে কাজ করেছিলেন এবং আল্লাহ তা'আলার সন্তুষ্টি কামনা করেছিলেন। তাই ধর্মীয় ব্যাপারে তাঁরা সবাই সন্দেহ ও সংশয়ের উর্ধ্বে।

يَآيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَا يَسْخَرْ قَوْمٌ مِّنْ قَوْمٍ عَسٰٓى اَنْ يَّكُوْنُوْا خَيْرًا مِّنْهُمْ الخ

সূরা হুজুরাতের শুরুতে নবী করীম ﷺ-এর হক ও আদব, অতঃপর সাধারণ মুসলমানদের পারস্পরিক হক ও সামাজিক রীতি-নীতি বর্ণিত হয়েছে। এর পূর্ববর্তী দুই আয়াতে মুসলমানদের দলগত সংশোধনের বিধান উল্লিখিত হয়েছে। আলোচ্য আয়াতে ব্যক্তিবর্গের পারস্পরিক হক, আদব ও সামাজিক রীতি-নীতি বিবৃত হয়েছে। এ প্রসঙ্গে তিনটি বিষয় নিষিদ্ধ করা হয়েছে। (এক) কোনো মুসলমানকে ঠাট্টা ও উপহাস করা, (দুই) কাউকে দোষারোপ করা এবং (তিন) কাউকে অপমান করা অথবা পীড়াদায়ক নামে ডাকা।

কুরতুবী বলেন : কোনো ব্যক্তিকে হেয় ও অপমান করার জন্যে তার কোনো দোষ এমনভাবে উল্লেখ করা, যাতে শ্রোতারা হাসতে থাকে, তাকে سُخْرِيَةٌ - تَمَسْخُرٌ ও اِسْتِهْزَاءٌ বলা হয়। এটা যেমন মুখে সম্পন্ন হয়, তেমনি হস্তপদ ইত্যাদি দ্বারা ব্যঙ্গ অথবা ইঙ্গিতের মাধ্যমেও সম্পন্ন হয়ে থাকে। কারও কথা শুনে অপমানের ভঙ্গিতে বিদ্রূপ করার মাধ্যমেও হতে পারে। কেউ কেউ বলেন : শ্রোতাদের হাসির উদ্রেক করে, এমনভাবে কারও সম্পর্কে আলোচনা করাকে سُخْرِيَةٌ ও تَمَسْخُرٌ বলা হয়। কুরআনের বর্ণনা মতে এগুলো সব হারাম।

কুরআন পাক এত গুরুত্ব সহকারে سُخْرِيَةٌ তথা উপহাস নিষিদ্ধ করেছে যে, এক্ষেত্রে পুরুষ ও নারী জাতিকে পৃথকভাবে সম্বোধন করা হয়েছে। পুরুষদের জন্যে কওম শব্দ ব্যবহার করা হয়েছে। কারণ অভিধানে এ শব্দটি পুরুষদের জন্যেই নির্ধারিত, যদিও রূপকভঙ্গিতে নারীদেরকেও শামিল করা হয়ে থাকে। কুরআন পাক সাধারণতঃ পুরুষ ও নারী উভয়ের জন্যে কওম শব্দ ব্যবহার করেছে। কিন্তু কুরআন এখানে কওম শব্দটি বিশেষভাবে পুরুষদের জন্য ব্যবহার করেছে এবং এর বিপরীতে نِسَاءٌ শব্দের মাধ্যমে নারীদের কথা উল্লেখ করেছে। উভয়কে বলা হয়েছে যে, যে পুরুষ অপর পুরুষকে উপহাস করে, সে আল্লাহর কাছে উপসাহকারী অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ হতে পারে। এমনিভাবে যে নারী অপর নারীকে উপহাস করে, সে আল্লাহর কাছে উপহাসকারিণী অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ হতে পারে। কুরআনে পুরুষ পুরুষকে এবং নারী নারীকে উপহাস করা ও তা হারাম হওয়ার কথা উল্লেখ করা হয়েছে; অথচ কোনো পুরুষ নারীকে এবং কোনো নারী পুরুষকে উপহাস করলে তাও হারাম। কিন্তু একথা উল্লেখ না করে এদিকে ইঙ্গিত করা হয়েছে যে, নারী ও পুরুষের মেলামেশাই শরিয়তে নিষিদ্ধ ও নিন্দনীয়। মেলামেশা না হলে উপহাসের প্রশ্নই উঠে না। আয়াতের সারমর্ম এই যে, কোনো ব্যক্তির দেহে, আকার-আকৃতিতে অথবা গঠনপ্রকৃতিতে কোনো দোষ দৃষ্টিগোচর হলে তা নিয়ে কারো হাসাহাসি অথবা উপহাস করা উচিত নয়। কেননা তার জানা নেই যে, সম্ভবতঃ এই ব্যক্তি সততা, আন্তরিকতা ইত্যাদির কারণে আল্লাহর কাছে তার চাইতে উত্তম ও শ্রেষ্ঠ। এ আয়াতে পূর্ববর্তী বুযুর্গ ও মনীষীদের অন্তরে অসাধারণ প্রভাব বিস্তার করেছিল। আমর ইবনে শোরাহবিল (রা.) বলেন ঃ কোনো ব্যক্তিকে বকরির স্তনে মুখ লাগিয়ে দুধ পান করতে দেখে যদি আমার হাসির উদ্রেক হয়, তবে আমি আশঙ্কা করতে থাকি যে, কোথাও আমিও এরূপই না হয়ে যাই। হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা.) বলেন : কোনো কুকুরকেও উপহাস করতে আমার ভয় লাগে, আমিও নাকি কুকুর হয়ে যাই। –[কুরতুবী]

সহীহ্ মুসলিমে হযরত আবূ হুরায়রা (রা.)-এর রেওয়ায়েতক্রমে রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন : আল্লাহ তা'আলা মুসলমানদের আকার-আকৃতি ও ধন-দৌলতের প্রতি দৃষ্টিপাত করেন না; বরং তাদের অন্তর ও কাজকর্ম দেখেন। কুরতুবী (র.) বলেন : এই হাদীস থেকে এই বিধি ও মূলনীতি জানা যায় যে, কোনো ব্যক্তি বাহ্যিক অবস্থা দেখে তাকে নিশ্চিতরূপে ভালো অথবা মন্দ বলে দেওয়া জায়েজ নয়। কারণ যে ব্যক্তির বাহ্যিক ক্রিয়াকর্মকে আমরা খুব ভালো মনে করছি, সে আল্লাহর কাছে নিন্দনীয় হতে পারে। কেননা আল্লাহ তার অভ্যন্তরীণ অবস্থা ও অন্তরগত গুণাগুণ সম্পর্কে সম্যক জ্ঞাত আছেন। পক্ষান্তরে যে ব্যক্তির বাহ্যিক অবস্থা ও ক্রিয়াকর্ম মন্দ, তার অভ্যন্তরীণ অবস্থা ও অন্তরগত গুণাগুণ তার কুকর্মের কাফফারা হয়ে যেতে পারে। তাই যে ব্যক্তিকে মন্দ অবস্থা ও কুকর্মে লিপ্ত দেখ, তার এই অবস্থাকে মন্দ মনে কর; কিন্তু তাকে হেয় ও

https://e-ilm.weebly.com/

লাঞ্ছিত মনে করার অনুমতি নেই। আয়াতে দ্বিতীয় নিষিদ্ধ বিষয় হচ্ছে لَمْزٌ -এর অর্থ কারো দোষ বের করা, দোষ প্রকাশ করা এবং দোষের কারণে ভর্ৎসনা করা, ইরশাদ হয়েছে- وَلَا تَلْمِزُوْا اَنْفُسَكُمْ অর্থাৎ, তোমরা নিজেদের দোষ বের করো না। এই বাক্যটি وَلَا تَقْتُلُوْا اَنْفُسَكُمْ -এর মতোই, যার অর্থ তোমরা পরস্পরে একে অন্যকে হত্যা করো না এবং নিজেদের দোষ বের করার অর্থ এই যে, একে অন্যের দোষ বের করো না। এরূপ ভঙ্গিতে দোষ ব্যক্ত করার রহস্য একথা বলা যে, অপরকে হত্যা করা একদিক দিয়ে নিজেকেই হত্যা করার শামিল। কেননা প্রায়ই তো এরূপ হয়েই যায় যে, একজন অন্যজনকে হত্যা করলে নিহত ব্যক্তির সমর্থকরা তাকেও হত্যা করে। এটা না হলেও প্রকৃত সত্য এই যে, মুসলমান সব ভাই ভাই। ভাইকে হত্যা করা যেন নিজেকে হত্যা করা এবং হস্তপদ বিহীন করে দেওয়া- وَلَا تَلْمِزُوْا اَنْفُسَكُمْ -এর অর্থও তাই। অর্থাৎ, তোমরা অন্যের দোষ বের করলে, সেও তোমাদের দোষ বের করবে। কারণ দোষ থেকে কোনো মানুষ মুক্ত নয়। জনৈক আলেম বলেন : وَفِيْكَ عُيُوْبٌ وَلِلنَّاسِ اَعْيُنٌ অর্থাৎ, তোমার মধ্যেও দোষ আছে এবং মানুষের চক্ষু আছে। তারা দোষ দেখে। তুমি কারো দোষ বের করলে সেও তোমার দোষ বের করবে। যদি সে সবর করে, তবে সে কথাই বলতে হবে যে, মুসলমান ভাইয়ের দুর্নাম নিজেরই দুর্নাম।

আলেমগণ বলেন, নিজের দোষের প্রতি দৃষ্টি রেখে তা সংশোধনের চেষ্টায় ব্যাপৃত থাকার মধ্যেই মানুষের সৌভাগ্য নিহিত। যে এরূপ করে, সে অপরের দোষ বের করা ও বর্ণনা করার অবসরই পায় না। হিন্দুস্তানের সর্বশেষ মুসলমান বাদশাহ, যুফর চমৎকার বলেছেন : نہ تھی حال کی جب ہمیں اپنی خبر ٭ رہے دیکھتے لوگوں کے عیب و ہنر

پڑی اپنی برائیوں پر جو نظر ٭ تو جہاں میں کوئی برا نہ رہا

আয়াতে নিষিদ্ধ তৃতীয় বিষয় হচ্ছে, অপরকে মন্দ নামে ডাকা, যদ্দরুন সে অসন্তুষ্ট হয়। উদাহরণতঃ কাউকে খঞ্জ, খোঁড়া অথবা অন্ধ বলে ডাকা অথবা অপমানজনক নামে সম্বোধন করা। হযরত আবূ জুবায়ের আনসারী (রা.) বলেন : এই আয়াত আমাদের সম্পর্কে অবতীর্ণ হয়েছে রাসূলুল্লাহ ﷺ যখন মদীনায় আগমন করেন, তখন আমাদের অধিকাংশ লোকের দুই তিনটি করে নাম খ্যাত ছিল। তন্মধ্যে কোনো কোনো নাম সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিকে লজ্জা দেওয়া ও লাঞ্ছিত করার জন্য লোকেরা খ্যাত করেছিল। রাসূলুল্লাহ ﷺ তা জানতেন না। তাই মাঝে মাঝে সেই মন্দ নাম ধরে তিনিও সম্বোধন করতেন। তখন সাহাবায়ে কেরাম বলতেন : ইয়া রসূলুল্লাহ সে এই নাম শুনলে অসন্তুষ্ট হয়। এই ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে আলোচ্য আয়াত অবতীর্ণ হয়।

হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) বলেন : وَلَا تَنَابَزُوْا بِالْاَلْقَابِ -এর অর্থ হচ্ছে কেউ কোনো গোনাহ্ অথবা মন্দকাজ করে তওবা করার পরও তাকে সেই মন্দকাজের নামে ডাকা। উদাহরণতঃ চোর, ব্যভিচারী অথবা শরাবী বলে সম্বোধন করা। যে ব্যক্তি চুরি, যেনা, শরাব ইত্যাদি থেকে তওবা করে নেয়, তাকে অতীত কুকর্ম দ্বারা লজ্জা দেওয়া ও হেয় করা হারাম। রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন : যে ব্যক্তি কোনো মুসলমানকে এমন গোনাহ্ দ্বারা লজ্জা দেয়, যা থেকে সে তওবা করেছে, তাকে সেই গোনাহে লিপ্ত করে ইহকাল ও পরকালে লাঞ্ছিত করার দায়িত্ব আল্লাহ তা'আলা গ্রহণ করেন। –[কুরতুবী]

কোনো কোনো নাম-এর ব্যতিক্রম : কোনো কোনো লোকের এমন নাম খ্যাত হয়ে যায়, যা আসলে মন্দ, কিন্তু এ নাম ব্যতীত কেউ তাকে চেনে না। এমতাবস্থায় সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিকে হেয় লাঞ্ছিত করার ইচ্ছা না থাকলে তাকে এ নামে ডাকা জায়েজ। এ ব্যাপারে আলেমগণ একমত। যেমন, কোনো কোনো মুহাদ্দিসের নামের সাথে اَحْدَبُ - اَعْرَجُ ইত্যাদি খ্যাত আছে। খোদ রসূলুল্লাহ ﷺ জনৈক অপেক্ষাকৃত লম্বা হাতবিশিষ্ট সাহাবীকে ذُو الْيَدَيْنِ নামে পরিচিত করেছেন। হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে মোবারক (র.)-কে জিজ্ঞাসা করা হয় : হাদীসের সনদে কতক নামের সাথে কিছু পদবী যুক্ত হয়: যেমন مَرْوَانُ الْاَخْضَرُ - سُلَيْمَانُ الْاَعْمَشُ - حُمَيْدُ الطَّوِيْلُ ইত্যাদি এসব পদবী সহকারে নাম উল্লেখ করা জায়েজ কি না? তিনি বললেন : দোষ বর্ণনা করার ইচ্ছা না থাকলে এবং পরিচয় পূর্ণ করার ইচ্ছা থাকলে জায়েজ। -[কুরতুবী]

ভালো নামে ডাকা সুন্নত : রসূলুল্লাহ ﷺ বলেন : মুমিনের হক অপর মুমিনের উপর এই যে, তাকে অধিক পছন্দনীয় নাম ও পদবী সহকারে ডাকবে। একারণেই আরবে ডাকনামের প্রচলন ছিল। রাসূলুল্লাহ ﷺ ও তা পছন্দ করেছিলেন। তিনি বিশেষ বিশেষ সাহাবীকে কিছু পদবী দিয়েছিলেন যেমন– হযরত আবূ বকর সিদ্দীক (রা.)-কে আতীক, হযরত ওমর (রা.)-কে ফারূক, হযরত হামযা (রা.)-কে আসাদুল্লাহ এবং খালেদ ইবনে ওলীদ (রা.)-কে সাইফুল্লাহ পদবী দান করেছিলেন।

https://e-ilm.weebly.com/

https://e-ilm.weebly.com/

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اجْتَنِبُوا كَثِيرًا مِّنَ الظَّنِّ إِنَّ بَعْضَ الظَّنِّ إِثْمٌ وَلَا تَجَسَّسُوا وَلَا يَغْتَب بَّعْضُكُم بَعْضًا أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَن يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا فَكَرِهْتُمُوهُ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ تَوَّابٌ رَّحِيمٌ ﴿١٢﴾

১২. হে মু'মিনগণ! অনেক অনুমান হতে বেঁচে থাক, কেননা কোনো কোনো অনুমান পাপজনক হয়ে থাকে এবং (কারো দোষ) অনুসন্ধান করো না, আর একে অন্যের গিবত (অগোচরে দুর্নাম)-ও করো না; তোমাদের মধ্যে কেউ কি স্বীয় মৃত ভ্রাতার গোশ্ত খেতে পছন্দ করবে? তা তো তোমরা অবশ্যই ঘৃণা করে থাক; আর আল্লাহকে ভয় কর; নিঃসন্দেহে আল্লাহ বড় তওবা কবুলকারী, দয়ালু।

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُم مِّن ذَكَرٍ وَأُنثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِندَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ ﴿١٣﴾

১৩. হে মানবগণ! আমি তোমাদের একজন পুরুষ ও একজন নারী হতে সৃষ্টি করেছি এবং তোমাদেরকে বিভিন্ন সম্প্রদায় এবং বিভিন্ন গোত্রে বিভক্ত করেছি, যেন তোমরা একে অন্যকে চিনতে পার; তোমাদের মধ্যকার যে অধিক পরহেজগার, সে আল্লাহর নিকট অধিক সম্ভ্রান্ত; আল্লাহ্ সম্যক জ্ঞাতা, সর্ববিদিত।

قَالَتِ الْأَعْرَابُ آمَنَّا قُل لَّمْ تُؤْمِنُوا وَلَٰكِن قُولُوا أَسْلَمْنَا وَلَمَّا يَدْخُلِ الْإِيمَانُ فِي قُلُوبِكُمْ وَإِن تُطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ لَا يَلِتْكُم مِّنْ أَعْمَالِكُمْ شَيْئًا إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴿١٤﴾

১৪. এই গ্রাম্য লোকেরা বলে যে, আমরা ঈমান এনেছি; আপনি বলে দিন, তোমরা ঈমান তো আননি, বরং এরূপ বল যে, আমরা আনুগত্য স্বীকার করেছি এবং এখন পর্যন্ত তোমাদের অন্তরে ঈমান প্রবেশ করেনি; আর যদি তোমরা আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের নির্দেশ মান্য কর, তবে আল্লাহ তোমাদের আমলসমূহ হতে কিছুমাত্র হ্রাস করবেন না; নিঃসন্দেহে আল্লাহ বড় ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু।

শাব্দিক অনুবাদ :

১২. يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا হে মু'মিনগণ اجْتَنِبُوا كَثِيرًا مِّنَ الظَّنِّ অনেক অনুমান হতে বেঁচে থাক إِنَّ بَعْضَ الظَّنِّ إِثْمٌ কেননা কোনো কোনো অনুমান পাপজনক হয়ে থাকে وَلَا تَجَسَّسُوا এবং (কারো দোষ) অনুসন্ধান করো না وَلَا يَغْتَب بَّعْضُكُم بَعْضًا আর একে অন্যের গিবত (অগোচরে দুর্নাম)-ও করো না; أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ তোমাদের মধ্যে কেউ কি পছন্দ করবে أَن يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا স্বীয় মৃত ভ্রাতার গোশ্ত খেতে فَكَرِهْتُمُوهُ তা তো তোমরা অবশ্যই ঘৃণা করে থাক وَاتَّقُوا اللَّهَ আর আল্লাহ কে ভয় কর إِنَّ اللَّهَ تَوَّابٌ رَّحِيمٌ নিঃসন্দেহে আল্লাহ বড় তওবা কবুলকারী, দয়ালু।

১৩. يَا أَيُّهَا النَّاسُ হে মানবগণ! إِنَّا خَلَقْنَاكُم مِّن ذَكَرٍ وَأُنثَىٰ আমি তোমাদেরকে একজন পুরুষ ও একজন নারী হতে সৃষ্টি করেছি وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ এবং তোমাদেরকে বিভিন্ন সম্প্রদায় এবং বিভিন্ন গোত্রে বিভক্ত করেছি لِتَعَارَفُوا যেন তোমরা একে অন্যকে চিনতে পার إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِندَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ তোমাদের মধ্যে যে অধিক পরহেজগার, সে আল্লাহর নিকট অধিক সম্ভ্রান্ত إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ আল্লাহ সম্যক জ্ঞাতা, সর্ববিদিত।

১৪. قَالَتِ الْأَعْرَابُ এই গ্রাম্য লোকেরা বলে যে آمَنَّا আমরা ঈমান এনেছি قُل আপনি বলে দিন لَّمْ تُؤْمِنُوا তোমরা ঈমান তো আন নি وَلَٰكِن قُولُوا বরং এরূপ বল যে أَسْلَمْنَا আমরা আনুগত্য স্বীকার করেছি وَلَمَّا يَدْخُلِ الْإِيمَانُ فِي قُلُوبِكُمْ এবং এখন পর্যন্ত তোমাদের অন্তরে ঈমান প্রবেশ করেনি وَإِن تُطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ আর যদি তোমরা আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের নির্দেশ মান্য কর لَا يَلِتْكُم مِّنْ أَعْمَالِكُمْ شَيْئًا তবে আল্লাহ তোমাদের আমলসমূহ হতে কিছু মাত্র হ্রাস করবেন না; إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ নিঃসন্দেহে আল্লাহ বড় ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু।

https://e-ilm.weebly.com/

إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ ثُمَّ لَمْ يَرْتَابُوا وَجَاهَدُوا بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنفُسِهِمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ۚ أُولَٰئِكَ هُمُ الصَّادِقُونَ ﴿١٥﴾

১৫. পূর্ণ মু'মিন তো তারাই যারা আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের উপর ঈমান এনেছে, অতঃপর তাতে সন্দেহ করেনি, অধিকন্তু স্বীয় ধন-সম্পদ ও প্রাণ দ্বারা আল্লাহর পথে (ধর্মের জন্য) শ্রম স্বীকার করেছে; এরাই সত্যবাদী।

قُلْ أَتُعَلِّمُونَ اللَّهَ بِدِينِكُمْ ۚ وَاللَّهُ يَعْلَمُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ ۚ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ﴿١٦﴾

১৬. আপনি তাদেরকে বলে দিন, তোমরা কি আল্লাহকে তোমাদের ধর্ম (গ্রহণ) -এর সংবাদ দিচ্ছো? অথচ আল্লাহ সমগ্র আসমান ও জমিনে যা কিছু আছে প্রত্যেক বিষয়ে পরিজ্ঞাত আছেন এবং আল্লাহ সর্ববিষয়ে মহাজ্ঞানী।

يَمُنُّونَ عَلَيْكَ أَنْ أَسْلَمُوا ۖ قُل لَّا تَمُنُّوا عَلَيَّ إِسْلَامَكُم ۖ بَلِ اللَّهُ يَمُنُّ عَلَيْكُمْ أَنْ هَدَاكُمْ لِلْإِيمَانِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ ﴿١٧﴾

১৭. আর তারা নিজেদের ইসলাম গ্রহণকে আপনার প্রতি অনুগ্রহ করা বলে প্রকাশ করছে; আপনি বলে দিন, তোমাদের ইসলাম গ্রহণ দ্বারা আমার প্রতি অনুগ্রহ করেছ বলে মনে করো না; বরং আল্লাহ তোমাদের প্রতি অনুগ্রহ করেছেন যে, তিনি তোমাদেরকে ঈমানের প্রতি পথ প্রদর্শন করেছেন। যদি তোমরা সত্যবাদী হও।

إِنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ غَيْبَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ ۚ وَاللَّهُ بَصِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ ﴿١٨﴾

১৮. আল্লাহ আসমান ও জমিনের সমস্ত গোপনীয় বিষয় জানেন এবং তোমাদের সমস্ত কার্যকলাপও জানেন।

শাব্দিক অনুবাদ :

১৫. إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ পূর্ণ মু'মিন তো তারাই الَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ যারা আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের উপর ঈমান এনেছে
لَمْ يَرْتَابُوا অতঃপর তাতে সন্দেহ করেনি। وَجَاهَدُوا অধিকন্তু (ধর্মের জন্য) শ্রম স্বীকার করেছে ـوَالِهِمْ وَأَنفُسِهِمْ
স্বীয় ধন-সম্পদ ও প্রাণ দ্বারা فِي سَبِيلِ اللَّهِ আল্লাহর পথে أُولَٰئِكَ هُمُ الصَّادِقُونَ এরাই সত্যবাদী।
১৬. قُلْ আপনি তাদেরকে বলে দিন أَتُعَلِّمُونَ اللَّهَ بِدِينِكُمْ তোমরা কি আল্লাহকে তোমাদের ধর্ম (গ্রহণ)-এর সংব
দিচ্ছো وَاللَّهُ يَعْلَمُ, অথচ আল্লাহ পরিজ্ঞাত আছেন مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ সমগ্র আসমান ও জমিনে যা বি
আছে প্রত্যেক বিষয় وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ, এবং আল্লাহ সর্ব বিষয়ে মহাজ্ঞানী।
১৭. يَمُنُّونَ عَلَيْكَ আর তারা আপনার প্রতি অনুগ্রহ করা বলে প্রকাশ করছে أَنْ أَسْلَمُوا নিজেদের ইসলাম গ্রহণ কে
আপনি বলে দিন لَّا تَمُنُّوا عَلَيَّ إِسْلَامَكُم তোমাদের ইসলাম গ্রহণ দ্বারা আমার প্রতি অনুগ্রহ করেছ বলে মনে ক
না بَلِ اللَّهُ يَمُنُّ عَلَيْكُمْ বরং আল্লাহ তোমাদের প্রতি অনুগ্রহ করেছেন যে أَنْ هَدَاكُمْ لِلْإِيمَانِ তিনি তোমাদের
ঈমানের প্রতি পথ প্রদর্শন করেছেন إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ যদি তোমরা সত্যবাদী হও।
১৮. إِنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ আল্লাহ জানেন غَيْبَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ আসমান ও জমিনের সমস্ত গোপন বিষয় وَاللَّهُ بَصِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ
এবং তোমাদের সমস্ত কার্যকলাপও জানেন।

https://e-ilm.weebly.com/

https://e-ilm.weebly.com/

প্রতি নামাজের সময়ে তাকে দেখেন। ঘটনা চক্রে একদা তাকে না দেখতে পেয়ে তার মনিবকে জিজ্ঞেস করলেন সে দাস সম্পর্কে। উত্তরে বলল, সে তো জ্বরে আক্রান্ত রাসূল ﷺ তাকে দেখতে যান। অতঃপর কতক দিন পর তাকে সে গোলামটি সম্পর্কে জিজ্ঞেস করেন। সে বলল, গোলামটি মারা গেছে। অতঃপর রাসূল ﷺ দায়িত্ব গ্রহণ করে তাকে গোসল করিয়ে দাফন করেন। এ কাজটি মুহাজির ও আনসার সকলের অন্তরেই রেখাপাত করে। সে পরিপ্রেক্ষিতে আল্লাহ তা'আলা আলোচ্য আয়াত নাজিল করেন। –[রূহুল মা'আনী ১৬৩/১৩/২৬, দুররে মানছূর ৯৭/৯৮/৬, ফতহুল কাদীর ৬৯/৫, কুরতুবী ২৯২/১৬]

قَالَتِ الْأَعْرَابُ اٰمَنَّا قُلْ لَّمْ تُؤْمِنُوْا وَلٰكِنْ قُوْلُوْٓا اَسْلَمْنَا وَلَمَّا يَدْخُلِ الْاِيْمَانُ فِيْ قُلُوْبِكُمْ وَاِنْ تُطِيْعُوا اللّٰهَ وَرَسُوْلَهٗ لَا يَلِتْكُمْ مِّنْ اَعْمَالِكُمْ شَيْـًٔا اِنَّ اللّٰهَ غَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ [١٤]

শানে নুযূল : মুজাহিদ (র.) বলেন যে, আলোচ্য আয়াত বনূ আসাদ বিন খুযাইমা সম্পর্কে নাজিল হয়েছে। কাতাদা বলেন, আলোচ্য আয়াত এমন সম্প্রদায় সম্পর্কে নাজিল করা হয়েছে, যারা তাদের ঈমান গ্রহণ করার বিষয়টি নিয়ে রাসূল ﷺ-এর নিকট তাদের অনুকম্পার কথা শুনাত।

মুজাহিদ যে মতপোষণ করেছেন, তার বিবরণ হচ্ছে এই যে, বনূ আসাদ বিন খুযাইমার লোকেরা মদীনা অতিক্রম করে যাচ্ছিল, এমতাবস্থায় তারা ইসলাম প্রকাশ করল অথচ তাদের অন্তর রয়েছিল কলুষিত। একমাত্র গনিমতের মাল ও জাগতিক ভোগ সম্ভারই তাদের কামনা ছিল।

অপর এক বর্ণনায় রয়েছে যে, দুর্ভিক্ষের বৎসরে তারা মদীনায় এসে ইসলাম প্রকাশ করে রাসূল ﷺ -কে লক্ষ্য করে বলছিল যে, আমরা আপনাদের সাথে। আমরা এবং আমাদের পরিবার পরিজন ও ধন-সম্পদ সহ আপনার নিকট এসেছি। আমরা আপনার সাথে মোকাবিলা করিনি এবং অমুক গোত্রবাসীদের ন্যায় আমরা আপনার মোকাবিলা করবও না। বেদুঈনদের এ কথোপকথনের পরিপ্রেক্ষিতে আল্লাহ তা'আলা আলোচ্য আয়াত নাজিল করেন।

–[ইবনে কাছীর ২১৯/৪, কুরতুবী ২৯৯/১৬, রূহুল মা'আনী ১৬৮/১৩/২৬, দুররে মানছূর ১০০/৬]

يَمُنُّوْنَ عَلَيْكَ اَنْ اَسْلَمُوْا قُلْ لَّا تَمُنُّوْا عَلَيَّ اِسْلَامَكُمْ بَلِ اللّٰهُ يَمُنُّ عَلَيْكُمْ اَنْ هَدٰىكُمْ لِلْاِيْمَانِ اِنْ كُنْتُمْ صٰدِقِيْنَ

শানে নুযূল–১ : হযরত নবী করীম ﷺ হুনাইনের যুদ্ধের দিনে আনসারদেরকে বললেন, হে আনসারগণ আমি তোমাদেরকে পথভ্রষ্ট কি পাইনি অতঃপর আমার রব আল্লাহ তোমাদেরকে পথ প্রদর্শন কি করেননি? তোমরা বহুধা দলে বিভক্ত কি ছিলে না? অতঃপর আল্লাহ আমার মাধ্যমে তোমাদেরকে ঐক্যবদ্ধ করে কী দেননি? তোমরা কী দরিদ্র ছিলে না? আল্লাহ আমার মাধ্যমে তোমাদেরকে ধনাঢ্য করে কী দেননি? রাসূল ﷺ যা কিছুই বলেছেন, উত্তরে তারা বলেছেন যে, আল্লাহ ও রাসূল অনুগ্রহ করেছেন।

সাইদ বিন যুবাইর (রা.) হযরত ইবনে আব্বাস (রা.)-এর উদ্ধৃতি দিয়ে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেন, বনূ আসাদের লোকেরা রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর খেদমতে এসে বলল, হে আল্লাহর রাসূল ﷺ! আমরা ইসলাম গ্রহণ করেছি এবং আরবের মোকাবিলায় যুদ্ধ করেছি, আপনার মোকাবিলায় যুদ্ধ করিনি, অতঃপর রাসূল ﷺ বললেন যে, এদের বুঝ কম তবে শয়তান এদের ভাষ্যে কথা বলছে। এ পরিপ্রেক্ষিতে আলোচ্য আয়াত নাজিল করা হয়েছে। –[ইবনে কাছীর ২১৯/৪]

শানে নুযূল–২ : ইবনে মুনযির ও ইবনে মারদূভিয়া প্রমুখ হযরত আব্দুল্লাহ বিন আবী আউফা (রা.) -এর উদ্ধৃতি দিয়ে বর্ণনা করেন, তিন বলেন যে, আরবে কোনো এক গোত্রের লোকেরা রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর খেদমতে এসে বলল, হে আল্লাহর রাসূল ﷺ! আমরা ইসলাম গ্রহণ করেছি, আপনার মোকাবিলায় যুদ্ধ করিনি, যেরূপভাবে অমুক গোত্রের লোকেরা আপনার মোকাবিলায় যুদ্ধ করেছে। তখন সে বাকপটুতার প্রেক্ষিতে আল্লাহ তা'আলা আলোচ্য আয়াত নাজিল করেন। নাসাই ও বাযযার প্রমুখ উলামায়ে কেরাম অনুরূপ এক বর্ণনা হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) এর উদ্ধৃতি দিয়ে বর্ণনা করেন।–[ফতহুল কাদীর ৬৯/৫, দুররে মানছূর]

يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوا اجْتَنِبُوْا كَثِيْرًا مِّنَ الظَّنِّ اِنَّ بَعْضَ الظَّنِّ اِثْمٌ وَّلَا تَجَسَّسُوْا الخ

এই আয়াতেও পারস্পরিক হক ও সামাজিক রীতিনীতি ব্যক্ত হয়েছে এবং এতেও তিনটি বিষয় হারাম করা হয়েছে। (এক) ظَنٌّ তথা ধারণা, (দুই) تَجَسُّسٌ অর্থাৎ, কোনো গোপন দোষ সন্ধান করা এবং (তিন) গিবত অর্থাৎ, কোনো অনুপস্থিত ব্যক্তি সম্পর্কে এমন কথা বলা যা সে শুনলেও অসহনীয় মনে করত। প্রথম বিষয় ظَنٌّ –এর অর্থ প্রবল ধারণা। এ সম্পর্কে কুরআন প্রথমতঃ বলেছে যে, অনেক ধারণা থেকে বেঁচে থাক। এরপর কারণস্বরূপ বলা হয়েছে, কতক ধারণা পাপ। এ থেকে জানা গেল যে, প্রত্যেক ধারণাই পাপ নয়। অতএব, কোন ধারণা পাপ, তা জেনে নেওয়া ওয়াজিব হবে, যাতে তা থেকে আত্মরক্ষা করা যায় এবং জায়েজ না জানা পর্যন্ত তার কাছেও না যায়। আলেম ও ফিকহবিদগণ এর বিস্তারিত বর্ণনা

https://e-ilm.weebly.com/

দিয়েছেন। কুরতুবী বলেন : ধারণা বলে এস্থলে অপবাদ বোঝানো হয়েছে; অর্থাৎ, কোনো ব্যক্তির প্রতি শক্তিশালী প্রমাণ ব্যতিরেকে কেনো দোষ অথবা গোনাহ্ আরোপ করা। ইমাম আবূ বকর জাসসাস (র.) আহকামুল কুরআন গ্রন্থে এর পূর্ণাঙ্গ বিবরণ লিপিবদ্ধ করেছেন যে, ধারণা চার প্রকার। তন্মধ্যে এক প্রকার হারাম, দ্বিতীয় প্রকার ওয়াজিব, তৃতীয় প্রকার মোস্তাহাব এবং চতুর্থ প্রকার জায়েজ। হারাম ধারণা এই যে, আল্লাহর প্রতি কুধারণা রাখা যে, তিনি আমাকে শাস্তিই দেবেন অথবা বিপদেই রাখবেন। এটা যেন আল্লাহর মাগফেরাত ও রহমত থেকে নৈরাশ্য। হযরত জাবের (রা.)-এর রেওয়ায়েতে রসূলুল্লাহ ﷺ বলেন : لَا يَمُوْتَنَّ اَحَدُكُمْ اِلَّا وَهُوَ يُحْسِنُ الظَّنَّ بِاللّٰهِ তোমাদের কারও আল্লাহর প্রতি সুধারণা পোষণ ব্যতীত মৃত্যুবরণ করা উচিত নয়। অন্য এক হাদীসে আছে اَنَا عِنْدَ ظَنِّ عَبْدِيْ -অর্থাৎ, আমি আমার বান্দার সাথে তেমনি ব্যবহার করি, যেমন সে আমার সম্বন্ধে ধারণা রাখে। এখন তার আমার প্রতি যা ইচ্ছা ধারণা রাখুক। এ থেকে জানা যায় যে আল্লাহর প্রতি ভালো ধারণা পোষণ করা ফরজ এবং কুধারণা পোষণ করা হারাম। এমনিভাবে যেসব মুসলমান বাহ্যিক অবস্থার দিক দিয়ে সৎকর্মপরায়ণ দৃষ্টিগোচর হয়, তাদের সম্পর্কে প্রমাণ ব্যতিরেকে কুধারণা পোষণ করা হারাম। হযরত আবূ হুরায়রা (রা.)-এর রেওয়ায়েতে রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন : اِيَّاكُمْ وَالظَّنَّ فَاِنَّ الظَّنَّ اَكْذَبُ الْحَدِيْثِ অর্থাৎ, ধারণা থেকে বেঁচে থাক। কেননা ধারণা মিথ্যা কথার নামান্তর। এখানে সবার মতেই ধারণা বলে প্রমাণ ব্যতিরেকে মুসলমানের প্রতি কুধারণা বোঝানো হয়েছে। যেসব কাজের কোনো এক দিককে আমলে আনা আইনত : জরুরি এবং সে সম্পর্কে কুরআন ও হাদীসে কোনো সুস্পষ্ট প্রমাণ নেই; সেখানে প্রবল ধারণা অনুযায়ী আমল করা ওয়াজিব; যেমন পারস্পরিক বিবাদ-বিসংবাদ ও মোকদ্দমার ফয়সালায় নির্ভরযোগ্য সাক্ষীদের সাক্ষ্য অনুযায়ী ফয়সালা দেওয়া। কারণ যে বিচারকের আদালতে মোকদ্দমা দায়ের করা হয়, তার জন্যে ফয়সালা দেওয়া জরুরি ও ওয়াজিব এবং এই বিশেষ ব্যাপারে কুরআন ও হাদীসে কোনো বর্ণনা নেই। এমতাবস্থায় নির্ভরযোগ্য ব্যক্তিদের সাক্ষ্য অনুযায়ী আমল করা বিচারকের জন্যে জরুরি। এক্ষেত্রে নির্ভরযোগ্য ব্যক্তিরও মিথ্যা বলার সম্ভাবনা থাকে। তার সত্যবাদিতা নিছক একটা প্রবল ধারণা মাত্র। সেমতে এই ধারণা অনুযায়ী আমল করাই ওয়াজিব। এমনিভাবে যে জায়গায় কেবলার দিক অজ্ঞাত থাকে এবং জেনে নেওয়ার মতো কোনো লোকও না থাকে, সেখানে নিজের প্রবল ধারণা অনুযায়ী আমল করা ওয়াজিব। কোনো ব্যক্তির উপর কোনো বস্তুর ক্ষতিপূরণ দেওয়া ওয়াজিব হলে সেই বস্তুর মূল্য নির্ধারণের ব্যাপারেও প্রবল ধারণা অনুযায়ী আমল করা ওয়াজিব। জায়েজ ধারণা এমন, যেমন নামাজের রাকাত সম্পর্কে সন্দেহ হলো যে, তিন রাকাত পড়া হয়েছে, না চার রাকাত। এমতাবস্থায় প্রবল ধারণা অনুযায়ী আমল করা জায়েজ। যদি সে প্রবল ধারণা বাদ দিয়ে নিশ্চিত বিষয় অর্থাৎ, তিন রাকাত সাব্যস্ত করে চতুর্থ রাকাত পড়ে নেয়, তবে তাও জায়েজ। প্রত্যেক মুসলমানের প্রতি সুধারণা পোষণ করা মোস্তাহাব। এর জন্যে ছওয়াবও পাওয়া যায়। –[জাসসাস]

কুরতুবী বলেন : কুরআনে বলা হয়েছে :

لَوْلَآ اِذْ سَمِعْتُمُوْهُ ظَنَّ الْمُؤْمِنُوْنَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بِاَنْفُسِهِمْ خَيْرًا -এতে মুমিনদের প্রতি সুধারণা পোষণ করার তাকিদ আছে। অপর পক্ষে একটি সুবিদিত বাক্য আছে اِنَّ مِنَ الْحَزْمِ سُوْءَ الظَّنِّ অর্থাৎ, প্রত্যেকের প্রতি কুধারণা পোষণ করাই সাবধানতা। এর উদ্দেশ্য এই যে, কুধারণার বশবর্তী হয়ে যেরূপ ব্যবহার করা হয়, প্রত্যেকের সাথে সেরূপ ব্যবহার করবে। অর্থাৎ, আস্থা ব্যতিরেকে নিজের জিনিস কাউকে সোপর্দ করবে না। এর অর্থ এরূপ নয় যে, অপরকে চোর মনে করে লাঞ্ছিত করবে। মোটকথা, কোনো ব্যক্তিকে চোর অথবা বিশ্বাসঘাতক মনে না করে নিজের ব্যাপারে সতর্ক হবে। শেখ সাদী (র.)-এর নিম্নোক্ত উক্তির অর্থও তাই। نگہ دارد آں شوخ در کیسہ در * کہ داند ہمہ خلق را کیسہ بر

আয়াতে দ্বিতীয় নিষিদ্ধ বিষয় হচ্ছে تَجَسُّسْ অর্থাৎ, কারো দোষ সন্ধান করা। এ শব্দে দু'টি কেরাত আছে। (এক) لَا تَجَسَّسُوْا জীম সহকারে এবং (দুই) لَا تَحَسَّسُوْا হা সহকারে। হযরত আবূ হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত বোখারী ও মুসলিমের এক হাদীসে এই দুটি শব্দ ব্যবহৃত হয়েছে لَا تَجَسَّسُوْا وَلَا تَحَسَّسُوْا উভয় শব্দের অর্থ কাছাকাছি। আখফাশ উভয়ের মধ্যে এই পার্থক্য বর্ণনা করেছেন যে, জীম সহকারে تَجَسُّسْ -এর অর্থ কোনো গোপন বিষয় সন্ধান করা এবং হা-সহকারে تَحَسُّسْ -এর অর্থ সাধারণ সন্ধান করা। সূরা ইউসুফে فَتَحَسَّسُوْا مِنْ يُوْسُفَ وَاَخِيْهِ আয়াতে এই অর্থেই ব্যবহৃত হয়েছে। আয়াতের উদ্দেশ্য এই যে, যে দোষ তোমার সামনে আছে, তা ধরতে পার, কিন্তু কোনো মুসলমানের যে দোষ প্রকাশ্য নয়, তা সন্ধান করা জায়েজ নয়। এক হাদীসে রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন : لَا تَغْتَابُوا الْمُسْلِمِيْنَ وَلَا تَتَّبِعُوْا عَوْرَاتِهِمْ فَاِنَّ مَنِ اتَّبَعَ عَوْرَاتِهِمْ يَتَّبِعِ اللّٰهُ عَوْرَتَهُ وَمَنْ يَّتَّبِعِ اللّٰهُ عَوْرَتَهُ يَفْضَحْهُ فِيْ بَيْتِهِ অর্থ– মুসলমানদের গিবত করো না এবং তাদের দোষ অনুসন্ধান করো না। কেননা যে ব্যক্তি মুসলমানদের দোষ অনুসন্ধান করে, আল্লাহ তার দোষ অনুসন্ধান করেন। আল্লাহ যার দোষ অনুসন্ধান করেন, তাকে স্বগৃহেও লাঞ্ছিত করে দেন। –[কুরতুবী]

https://e-ilm.weebly.com/

বয়ানুল-কুরআনে আছে, গোপনে অথবা নিদ্রার ভান করে কারো কথাবার্তা শোনাও নিষিদ্ধ, تَجَسُّسْ এর অন্তর্ভুক্ত। তবে যদি ক্ষতির আশঙ্কা থাকে কিংবা নিজের অথবা অন্য মুসলমানের হেফাজতের উদ্দেশ্য থাকে, তবে ক্ষতিকারীর গোপন ষড়যন্ত্র ও দুরভিসন্ধি অনুসন্ধান জায়েজ। আয়াতে নিষিদ্ধ তৃতীয় বিষয় হচ্ছে গিবত। অর্থাৎ, কারো অনুপস্থিতিতে তার সম্পর্কে কষ্টকর কথাবার্তা বলা, যদিও তা সত্যকথা হয়। কেননা মিথ্যা হলে সেটা অপবাদ, যা কুরআনের অন্য আয়াত দ্বারা হারাম। এখানে "অনুপস্থিতিতে" কথা থেকে এরূপ বোঝা সঙ্গত নয় যে, উপস্থিতিতে কষ্টকর কথা বলা জায়েজ হবে। কেননা এটা গিবত নয়, কিন্তু لَمْز তথা দোষ বের করারও অন্তর্ভুক্ত। পূর্ববর্তী আয়াতে এর নিষিদ্ধতা বর্ণিত হয়েছে।

اَيُحِبُّ اَحَدُكُمْ اَنْ يَّاكُلَ لَحْمَ اَخِيْهِ مَيْتًا -এই আয়াত কোনো মুসলমানের বেইজ্জতী অপমানকে তার গোশ্‌ত খাওয়ার সমতুল্য সাব্যস্ত করেছে। সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি সামনে উপস্থিত থাকলে এই বেইজ্জতী জীবিত মানুষের গোশ্‌ত টেনে ভক্ষণ করার সমতুল্য হবে। لَمْز শব্দের মাধ্যমে কুরআন একে হারাম সাব্যস্ত করেছে; যেমন বলা হয়েছে, وَلَا تَلْمِزُوْٓا اَنْفُسَكُمْ এবং আরও পরে এক আয়াত আসবে وَيْلٌ لِّكُلِّ هُمَزَةٍ لُّمَزَةٍ -সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি সামনে উপস্থিত না থাকলে তার পশ্চাতে কষ্টদায়ক কথাবার্তা বলা মৃত মানুষের মাংস ভক্ষণের সমতুল্য। মৃত মানুষের গোশ্‌ত ভক্ষণ করলে যেমন তার কোনো কষ্ট হয় না, তেমনি অনুপস্থিত ব্যক্তি যে পর্যন্ত গিবতের কথা না জানে, তারও কোনো কষ্ট হয় না। কিন্তু কোনো মৃত মুসলমানের গোশ্‌ত খাওয়া যেমন হারাম ও চূড়ান্ত নীচতা, তেমনি গিবত করাও হারাম এবং নীচতা। কারণ অসাক্ষাতে কাউকে মন্দ বলা কোনো বীরত্বের কাজ নয়।

এই আয়াতে তিনটি বিষয় নিষিদ্ধ করতে গিয়ে গিবতের নিষিদ্ধতাকে অধিক গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে এবং একে মৃত মুসলমানের মাংস ভক্ষণের সমতুল্য প্রকাশ করে এর নিষিদ্ধতা ও নীচতা ফুটিয়ে তোলা হয়েছে। এর রহস্য এই যে, কারও উপস্থিতিতে তার দোষ প্রকাশ করা পীড়াদানের কারণে হারাম, কিন্তু তার প্রতিরোধ সে নিজেও করতে পারে। প্রতিরোধের আশঙ্কায় প্রত্যেকেরই এরূপ দোষ প্রকাশ করার সাহসও হয় না এবং এটা স্বভাবতঃই বেশিক্ষণ স্থায়ী হয় না। পক্ষান্তরে গিবতের মধ্যে কোনো প্রতিরোধকারী থাকে না। নীচ থেকে নীচতর ব্যক্তি কোনো উচ্চতর ব্যক্তির গিবত অনায়াসে করতে পারে। প্রতিরোধ না থাকার কারণে এর ধারা সাধারণতঃ দীর্ঘ হয়ে থাকে এবং এতে মানুষ লিপ্তও হয় বেশি। এসব কারণে গিবতের নিষিদ্ধতার উপর অধিক জোর দেওয়া হয়েছে। সাধারণ মুসলমানদের জন্যে অপরিহার্য করা হয়েছে যে, কেউ গিবত শুনলে তার অনুপস্থিত ভাইয়ের পক্ষ থেকে সাধ্যানুযায়ী প্রতিরোধ করবে। প্রতিরোধের শক্তি না থাকলে কমপক্ষে তা শ্রবণ থেকে বিরত থাকবে। কেননা ইচ্ছাকৃতভাবে গিবত শোনাও নিজে গিবত করার মতোই।

হযরত মায়মুন (রা.) বলেন : একদিন আমি স্বপ্নে দেখলাম, জনৈক সঙ্গি ব্যক্তির মৃতদেহ পড়ে আছে এবং একব্যক্তি আমাকে বলছে একে ভক্ষণ কর। আমি বললাম, আমি একে কেন ভক্ষণ করব? সে বলল : কারণ, তুমি অমুক ব্যক্তির সঙ্গি গোলামের গিবত করেছ। আমি বললাম : আল্লাহর কসম! আমি তো তার সম্পর্কে কখনো কোনো ভালোমন্দ কথা বলিনি। সে বলল : হ্যাঁ, একথা ঠিক, কিন্তু তুমি তার গিবত শুনেছ এবং এতে সম্মত রয়েছ। এই ঘটনার পর হযরত মায়মূন (রা.) নিজে কখনো কারো গিবত করেননি এবং তাঁর মজলিসে কারো গিবত করতে দেননি।

হযরত হাসান ইবনে মালেক (রা.) বর্ণিত শবে মে'রাজের হাদীসে রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন : আমাকে নিয়ে যাওয়া হলে আমি এমন এক সম্প্রদায়ের কাছ দিয়ে গেলাম যাদের নখ ছিল তামার। তারা তাদের মুখমণ্ডল ও দেহের মাংস আঁচড়াচ্ছিল। আমি হযরত জিবরাঈল (আ.)-কে জিজ্ঞাসা করলাম এরা কারা? তিনি বললেন : এরা তাদের ভাইয়ের গিবত করত এবং তাদের ইজ্জতহানি করত। –[মাযহারী]

হযরত আবূ সায়ীদ (রা.) ও জাবের (রা.)-এর রেওয়ায়েতে রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন, اَلْغِيْبَةُ اَشَدُّ مِنَ الزِّنَا অর্থাৎ, গিবত ব্যভিচারের চাইতেও মারাত্মক গোনাহ। সাহাবায়ে কেরাম আরজ করলেন, এটা কিরূপে? তিনি বললেন, একব্যক্তি ব্যভিচার করার পর তওবা করলে তার গোনাহ্ মাফ হয়ে যায়, কিন্তু যে গিবত করে, তার গোনাহ্ প্রতিপক্ষের মাফ না করা পর্যন্ত মাফ হয় না। –[মাযহারী]

এ হাদীস থেকে প্রমাণিত হয় যে, গিবতের মাধ্যমে আল্লাহর হক ও বান্দার হক উভয়ই নষ্ট করা হয়। তাই যার গিবত করা হয়, তার কাছ থেকে মাফ নেওয়া জরুরি। কোনো কোনো আলেম বলেন : যার গিবত করা হয়, গিবতের সংবাদ তার কাছে না পৌঁছা পর্যন্ত বান্দার হক হয় না। তাই তার কাছ থেকে ক্ষমা নেওয়া জরুরি নয়। –(রূহুল মা'আনী) কিন্তু বয়ানুল-কুরআনে একথা উদ্ধৃত করে বলা হয়েছে : এমতাবস্থায় যদিও তার কাছে ক্ষমা চাওয়া জরুরি নয়, কিন্তু যার সামনে গিবত করা হয়, তার সামনে নিজেকে মিথ্যাবাদী বলা এবং নিজ গোনাহ্ স্বীকার করা জরুরি। যদি সেই ব্যক্তি মারা যায়, কিংবা

https://e-ilm.weebly.com/

লাপাত্তা হয়ে যায়, তবে তার কাফ্‌ফারা এই যে, যার গিবত করা হয়েছে, তার জন্যে আল্লাহর কাছে মাগফেরাতের দোয়া করবে এবং এরূপ বলবে : হে আল্লাহ, আমার ও তার গোনাহ্ মাফ কর। হযরত আনাস (রা.) বর্ণিত হাদীসে রাসূলুল্লাহ ﷺ তাই বলেছেন।

মাসআলা ঃ শিশু, উন্মাদ এবং কাফের জিম্মির গিবতও হারাম। কেননা তাদেরকে পীড়া দেওয়াও হারাম। হরবী কাফেরকে পীড়া দেওয়া হারাম না হলেও নিজের সময় নষ্ট করার কারণে তার গিবতও মাকরূহ।

মাসআলা ঃ গিবত যেমন কথা দ্বারা হয়, তেমনি কর্ম ও ইশারা দ্বারাও হয়। উদাহরণতঃ খঞ্জকে হেয় করার উদ্দেশ্যে তার মতো হেঁটে দেখানো।

মাসআলা ঃ কোনো কোনো রেওয়ায়েত থেকে প্রমাণিত হয় যে, আয়াতে সব গিবতকেই হারাম করা হয়নি এবং কতক গিবতের অনুমতি আছে। উদাহরণতঃ কোনো প্রয়োজন ও উপযোগিতার কারণে কারও দোষ বর্ণনা করা জরুরি হলে তা গিবতের মধ্যে দাখিল নয়, তবে প্রয়োজন ও উপকারিতাটি শরিয়তসম্মত হতে হবে। উদাহরণতঃ কোনো অত্যাচারীর অত্যাচার কাহিনী এমন ব্যক্তির সামনে বর্ণনা করা, যে তার অত্যাচার দূর করতে সক্ষম। কারো সন্তান ও স্ত্রীর বিরুদ্ধে তার পিতা ও স্বামীর কাছে অভিযোগ করা, কোনো ঘটনা সম্পর্কে ফতওয়া গ্রহণ করার জন্যে ঘটনার বিবরণ দান করা, মুসলমানদেরকে কোনো ব্যক্তির সাংসারিক অথবা পারলৌকিক অনিষ্ট থেকে বাঁচানোর জন্যে তার অবস্থা বর্ণনা করা, কোনো ব্যাপারে পরামর্শ নেওয়ার জন্যে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তির অবস্থা বর্ণনা করা। যে ব্যক্তি প্রকাশ্যে গোনাহ করে এবং নিজের পাপাচারকে নিজেই প্রকাশ করে, তার কুকর্ম আলোচনা করাও গিবতের মধ্যে দাখিল নয়, কিন্তু বিনা প্রয়োজনে নিজের সময় নষ্ট করার কারণে মাকরূহ।–(বয়ানুল-কুরআন, রূহুল মা'আনী) এসব মাসআলায় অভিন্ন বিষয় এই যে, কারো দোষ আলোচনা করার উদ্দেশ্যে তাকে হেয় করা না হওয়া চাই; বরং প্রয়োজনবশতঃই আলোচনা চাই।

يَاَيُّهَا النَّاسُ اِنَّا خَلَقْنٰكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَّاُنْثٰى وَجَعَلْنٰكُمْ شُعُوْبًا وَّقَبَآئِلَ لِتَعَارَفُوْا

উপরের আয়াতসমূহে মানবিক ও ইসলামি অধিকার এবং সামাজিক রীতিনীতি শিক্ষা দেওয়ার ক্ষেত্রে ছয়টি বিষয়কে হারাম ও নিষিদ্ধ করা হয়েছে। এগুলো পারস্পরিক ঘৃণা ও বিদ্বেষের কারণ হয়ে থাকে। আলোচ্য আয়াতে মানবিক সাম্যের একটি পূর্ণাঙ্গ শিক্ষা রয়েছে যে, কোনো মানুষ অপর মানুষকে যেন নীচ ও ঘৃণা মনে না করে বরং নিজের বংশগত মর্যাদা, পরিবার, অথবা ধন-সম্পদ ইত্যাদির ভিত্তিতে গর্ব না করে। কেননা এগুলো প্রকৃতপক্ষে গর্বের বিষয় নয়। এই গর্বের কারণে পারস্পরিক ঘৃণা ও বিদ্বেষের ভিত্তি স্থাপিত হয়। তাই বলা হয়েছে : সব মানুষ একই পিতা-মাতার সন্তান হওয়ার দিক দিয়ে ভাই ভাই এবং পরিবার, গোত্র, অথবা ধন-দৌলতের দিক দিয়ে যে প্রভেদ আল্লাহ তা'আলা রেখেছেন, তা গর্বের জন্যে নয়, পারস্পরিক পরিচয়ের জন্যে।

শানে নুযূল : এই আয়াত মক্কা বিজয়ের সময় তখন নাজিল হয়, যখন রাসূলুল্লাহ ﷺ হযরত বেলাল হাবশী (রা.)-কে মুয়াজ্জিন নিযুক্ত করেন। এতে মক্কার অমুসলমান কুরাইশদের একজন বলল : আল্লাহকে ধন্যবাদ যে, আমার পিতা পূর্বেই মারা গেছেন। তাকে এই কু-দিন দেখতে হয়নি। হারেস ইবনে হেশাম বলল : মুহাম্মদ ﷺ মসজিদে হারামে আজান দেওয়ার জন্যে এক কালো কাক ব্যতীত অন্য কোনো মানুষ পেলেন না? আবূ সুফিয়ান বলল : আমি কিছুই বলব না; কারণ আমার আশঙ্কা হয় যে, আমি কিছু বললেই আকাশের মালিক তার (মুহাম্মদের) কাছে তা পৌঁছিয়ে দেবেন। এসব কথাবার্তার পর হযরত জিবরাঈল (আ.) আগমন করলেন এবং রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে তাদের সব কথাবার্তা বলে দিলেন। তিনি তাদেরকে ডেকে জিজ্ঞাসা করলেন : তোমরা কি বলেছিলে? অগত্যা তাদেরকে স্বীকার করতে হলো। এর পরিপ্রেক্ষিতে আলোচ্য আয়াত অবতীর্ণ হয়েছে। এতে বলা হয়েছে যে, গর্ব ও ইজ্জতের বিষয় প্রকৃতপক্ষে ঈমান ও তাকওয়া, যা তোমাদের মধ্যে নেই এবং হযরত বেলাল (রা.)-এর মধ্যে আছে। তাই তিনি তোমাদের চাইতে উত্তম ও সম্ভ্রান্ত।–(মাযহারী) হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে ওমর (রা.) বর্ণনা করেন, মক্কা বিজয়ের দিন রাসূলুল্লাহ ﷺ স্বীয় উষ্ট্রীর পিঠে সওয়ার হয়ে তওয়াফ করেন। (যাতে সবাই তাঁকে দেখতে পারে।) তওয়াফ শেষে তিনি এই ভাষণ দেন :

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِىْ اَذْهَبَ عَنْكُمْ عُبِّيَّةَ الْجَاهِلِيَّةِ وَتَكَبُّرَهَا ـ النَّاسُ رَجُلَانِ بَرٌّ تَقِيٌّ كَرِيْمٌ عَلَى اللّٰهِ وَفَاجِرٌ شَقِيٌّ هَيِّنٌ عَلَى اللّٰهِ ثُمَّ تَلَا يَاَيُّهَا النَّاسُ اِنَّا خَلَقْنَاكُمْ الاية ـ

সমস্ত প্রশংসা আল্লাহর, যিনি অন্ধকার যুগের গর্ব ও অহংকার তোমাদের থেকে দূর করে দিয়েছেন। এখন সব মানুষ মাত্র দুই ভাগে বিভক্ত : (এক) সৎ, পরহেজগার ও আল্লাহর কাছে সম্ভ্রান্ত, (দুই) পাপাচারী, হতভাগা ও আল্লাহর কাছে লাঞ্ছিত ও অপমানিত। অতঃপর তিনি আলোচ্য আয়াত يَاَيُّهَا النَّاسُ اِنَّا خَلَقْنَاكُمْ তেলাওয়াত করেন।–[তিরমিযী]

https://e-ilm.weebly.com/

হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) বলেন : দুনিয়ার মানুষের কাছে ইজ্জত হচ্ছে ধনসম্পদের নাম এবং আল্লাহর কাছে ইজ্জত পরহেজগারীর নাম।

شُعُوْبًا وَّقَبَائِلَ - شُعُوْبٌ শব্দটি شَعْبٌ-এর বহুবচন। এর অর্থ এক মূল থেকে উদ্ভূত বিরাট দল, যার মধ্যে বিভিন্ন গোত্র ও পরিবার থাকে। বড় পরিবার এবং তার বিভিন্ন অংশের জন্যেও আলাদা আলাদা নাম আছে। সর্ববৃহৎ অংশকে شَعْبٌ এবং ক্ষুদ্রতম অংশকে عَشِيْرَةٌ বলা হয়। আবূ রওয়াফ বলেন : অনারব জাতিসমূহের বংশ পরিচয় সংরক্ষিত নেই। তাদেরকে شَعْبٌ বলা হয় এবং আরব জাতিসমূহের বংশ পরিচয় সংরক্ষিত আছে, তাদেরকে قَبَائِلُ বলা হয়। اَسْبَاطٌ শব্দটি বনী ইসরাঈলের জন্যে ব্যবহৃত হয়।

বংশগত, দেশগত, অথবা ভাষাগত পার্থক্যের তাৎপর্য পারস্পরিক পরিচয় : কুরআন পাক আলোচ্য আয়াতে ফুটিয়ে তুলেছে যে, যদিও আল্লাহ তা'আলা সব মানুষকে একই পিতামাতা থেকে সৃষ্টি করে ভাই ভাই করে দিয়েছেন, কিন্তু তিনিই তাদেরকে বিভিন্ন জাতি ও গোত্রে বিভক্ত করে দিয়েছেন, যাতে মানুষের পরিচিতি ও সনাক্তকরণ সহজ হয়। উদাহরণতঃ একনামের দুই ব্যক্তি থাকলে পরিবারের পার্থক্য দ্বারা তাদের মধ্যে পার্থক্য হতে পারে। মোটকথা, বংশগত পার্থক্যকে পরিচিতির জন্যে ব্যবহার করা- গর্ব নয়।

قَالَتِ الْاَعْرَابُ اٰمَنَّا قُلْ لَّمْ تُؤْمِنُوْا وَلٰكِنْ قُوْلُوْٓا اَسْلَمْنَا الخ

পূর্ববর্তী আয়াতসমূহে বলা হয়েছে যে, আল্লাহ তা'আলার কাছে সম্মান ও আভিজাত্যের মাপকাঠি হচ্ছে পরহেজগারী। এই পরহেজগারী একটি অপ্রকাশ্য বিষয় যা আল্লাহ তা'আলাই জানেন। কোনো ব্যক্তির পক্ষেই নিজের পবিত্রতার দাবি করা বৈধ নয়। আলোচ্য আয়াতসমূহে একটি বিশেষ ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে বলা হয়েছে যে, ঈমানের আসল ভিত্তি হচ্ছে আন্তরিক বিশ্বাস। অন্তরে বিশ্বাস না থাকলে শুধু মুখে নিজেকে মুমিন বলা ঠিক নয়। সমগ্র সূরার প্রথমে নবী করীম ﷺ-এর হক, অতঃপর পারস্পরিক হক ও সামাজিক রীতিনীতি বর্ণিত হয়েছে উপসংহারে বলা হচ্ছে যে, আন্তরিক বিশ্বাস এবং আল্লাহ ও রাসূলের আনুগত্যের উপরই পরকালে সৎকর্ম গ্রহণীয় হওয়ার ভিত্তি স্থাপিত।

শানে-নুযূল : ইমাম বগভীর (র.)-এর বর্ণনা অনুযায়ী আয়াতটি অবতরণের ঘটনা এই যে, বনূ-আসাদের কতিপয় ব্যক্তি নিদারুণ দুর্ভিক্ষের সময় মদীনায় রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর খেদমতে উপস্থিত হয়। তারা অন্তরগতভাবে মুমিন ছিল না। শুধু সদকা-খয়রাত লাভের জন্যে ইসলাম গ্রহণের কথা প্রকাশ করছিল। বাস্তবে মুমিন না হওয়ার কারণে ইসলামি বিধি-বিধান ও রীতিনীতি সম্পর্কে তারা অজ্ঞ ও বেখবর ছিল। মদিনার পথে-ঘাটে তারা মলমূত্র ও আবর্জনা ছড়িয়ে দিল এবং বাজারে নিত্য প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদির মূল্য বাড়িয়ে দিল। তারা রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে ধন্য করেছে বলে প্রকাশ করল। তারা বলল : অনান্য লোক দীর্ঘকাল পর্যন্ত আপনার সাথে সংঘর্ষে লিপ্ত রয়েছে, অনেক যুদ্ধ করেছে, এরপর মুসলমান হয়েছে। কিন্তু আমরা কোনোরূপ যুদ্ধ ছাড়াই আপনার কাছে উপস্থিত হয়ে মুসলমান হয়েছি। কাজেই আমাদের সদিচ্ছাকে মূল্য দেওয়া দরকার। এটা ছিল রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর শানে এক প্রকার ধৃষ্টতা। কারণ এই মুসলমান হওয়ার কথা প্রকাশ করার পেছনে মুসলমানের সদকা-খয়রাত আকর্ষণ করা ছাড়া অন্য কোনো উদ্দেশ্য ছিল না। যদি তারা বাস্তবিকই খাঁটি মুসলমান হয়ে যেত, তবে এতে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর নয়– স্বয়ং তাদেরই উপকার ছিল। এর পরিপ্রেক্ষিতে আলোচ্য আয়াতসমূহ নাজিল হয় এবং তাদের মিথ্যা দাবি ও অনুগ্রহ প্রকাশের মুখোশ উম্মোচন করা হয়।

وَلٰكِنْ قُوْلُوْٓا اَسْلَمْنَا -তাদের অন্তরে ঈমান ছিল না, শুধু বাহ্যিক অবস্থার ভিত্তিতে তারা মিথ্যা দাবি করছিল। তাই কুরআন তাদের ঈমান না থাকা এবং ঈমানের দাবি মিথ্যা হওয়ার কথা বর্ণনা করে বলেছে : তোমাদের "ঈমান এনেছি" বলা মিথ্যা। তোমরা বড় জোর اَسْلَمْنَا "ইসলাম কবুল করেছি" বলতে পার। কেননা ইসলামের শাব্দিক অর্থ বাহ্যিক কাজেকর্মে আনুগত্য করা। তারা তাদের ঈমানের দাবি সত্য প্রতিপন্ন করার জন্যে কিছু কাজকর্ম মুসলমানদের মতো করতে শুরু করেছিল। তাই আক্ষরিক দিক দিয়ে এক প্রকার আনুগত্য হয়ে গিয়েছিল। অতএব, আভিধানিক অর্থে اَسْلَمْنَا বলা শুদ্ধ ছিল।

ইসলাম ও ঈমানের মধ্যে সম্পর্ক : উপরের বক্তব্য থেকে জানা গেল যে, আয়াতে ইসলামের আভিধানিক অর্থ বোঝানো হয়েছে পারিভাষিক অর্থ বোঝানো হয়নি। তাই আয়াতে এ বিষয়ের প্রমাণ হতে পার না যে, ইসলাম ও ঈমানের মধ্যে পরিভাষাগত পার্থক্য আছে। পারিভাষিক ঈমান ও পারিভাষিক ইসলাম অর্থের দিক দিয়ে আলাদা আলাদা। শরিয়তের পরিভাষায় অন্তরগত বিশ্বাসকে ঈমান বলা হয়, অর্থাৎ, অন্তর দ্বারা আল্লাহর একত্ব ও রাসূলের রিসালাতকে সত্য জানা; পক্ষান্তরে বাহ্যিক কাজকর্ম আল্লাহ ও রাসূলের আনুগত্যকে ইসলাম বলা হয়। কিন্তু শরিয়তে অন্তরগত বিশ্বাস ততক্ষণ ধর্তব্য নয়, যতক্ষণ তার প্রভাব অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের কাজকর্মে প্রতিফলিত না হয়। এর সর্বনিম্ন স্তর হচ্ছে মুখে কালেমার

https://e-ilm.weebly.com/

স্বীকারোক্তি করা। এমনিভাবে ইসলাম বাহ্যিক কাজ-কর্মের নাম হলেও শরিয়তে ততক্ষণ ধর্তব্য নয়, যতক্ষণ অন্তরে বিশ্বাস সৃষ্টি না হয়। অন্তরে বিশ্বাস না থাকলে সেটা হবে' নেফাক' তথা মুনাফেকী। এভাবে ইসলাম ও ঈমান সূচনা ও শেষ প্রান্তের দিক দিয়ে আলাদা আলাদা। ঈমান অন্তর থেকে শুরু হয়ে বাহ্যিক কাজকর্ম পর্যন্ত পৌঁছে এবং ইসলাম বাহ্যিক কাজকর্ম থেকে শুরু হয়ে অন্তরের বিশ্বাস পর্যন্ত পৌঁছে। কিন্তু মূল উদ্দেশ্যের দিক দিয়ে ইসলামের ও ঈমান একটি অপরটি সাথে ওতপ্রোতভাবে জড়িত। ঈমান ইসলাম ব্যতীত ধর্তব্য নয় এবং ইসলামও ঈমান ব্যতীত শরিয়তে গ্রহণযোগ্য নয়। শরিয়তে এটা অসম্ভব যে, এক ব্যক্তি মুসলিম হবে মুমিন হবে না এবং মুমিন হবে-মুসলিম হবে না। এটা পারিভাষিক ইসলামের ও ঈমানের বেলায়ই প্রযোজ্য। আভিধানিক অর্থের দিক দিয়ে এটা সম্ভব যে, এক ব্যক্তি মুসলিম হবে - মুমিন হবে না; যেমন মুনাফিকদের অবস্থা তাই ছিল। বাহ্যিক আনুগত্যের কারণে তাদেরকে মুসলিম বলা হতো, কিন্তু অন্তরে ঈমান না থাকার কারণে তারা মুমিন ছিল না।

শব্দ বিশ্লেষণ :

اِجْتَنِبُوْا : সীগাহ جمع مذكر حاضر امر حاضر معروف বহছ افتِعَالٌ বাব اِفْتِعَالٌ মাসদার اَلْاِجْتِنَابُ মূলবর্ণ (ج - ن - ب) জিনস صحيح অর্থ– বেঁচে থাক।

لَا يَغْتَبْ : সীগাহ واحد مذكر غائب نهى غائب معروف বহছ افتِعَالٌ বাব اِفْتِعَالٌ মাসদার اَلْاِغْتِيَابُ মূলবর্ণ (غ - ى - ب) জিনস اجوف يائى অর্থ– গিবত যেন না করে।

شُعُوْبًا : শব্দটি شعب -এর বহুবহচন। জাতিসমূহ। গোত্রগুলো। অর্থ– গোত্রের ঐ প্রবীণ ব্যক্তি যেখানে পৌঁছে গোত্র মিলে যায় অথবা এমন ভ্রাতৃত্ব যা বংশানুক্রমে ছড়িয়ে পড়েছে।

قَالَتْ : সীগাহ واحد مؤنث غائب ماضى معروف বহছ نَصَرَ বাব اَلْقَوْلُ মাসদার মূলবর্ণ (ق - و - ل) জিনস اجوف واوى অর্থ– বলে।

اَعْرَابٌ : বহুবচন, একবচন اَعْرَابِىْ অর্থ– বেদুঈনরা।

اٰمَنَّا : সীগাহ جمع متكلم ماضى معروف বহছ اِفْعَالٌ বাব اَلْاِيْمَانُ মাসদার মূলবর্ণ (أ - م - ن) জিনস مهموز فاء অর্থ– আমরা ঈমান আনলাম।

اَسْلَمْنَا : সীগাহ جمع متكلم ماضى معروف বহছ اِفْعَالٌ বাব اَلْاِسْلَامُ মাসদার মূলবর্ণ (س - ل - م) জিনস صحيح অর্থ– আমরা আত্ম-সমর্পণ করেছি।

يَدْخُلُ : সীগাহ واحد مذكر غائب مضارع معروف বহছ نَصَرَ বাব اَلدُّخُوْلُ মাসদার মূলবর্ণ (د - خ - ل) জিনস صحيح অর্থ– প্রবেশ করে।

تُطِيْعُوْا : সীগাহ جمع مذكر حاضر مضارع مجزوم বহছ اِفْعَالٌ বাব اِطَاعَةٌ মাসদার মূলবর্ণ (ط - و - ع) জিনস اجوف واوى অর্থ– তোমরা মান্য করো।

لَا يَلِتْكُمْ : সীগাহ واحد مذكر غائب مضارع منفى معروف বহছ ضَرَبَ বাব اَلَّيْتُ মাসদার মূলবর্ণ (ل - ى - ت) জিনস اجوف يائى অর্থ–হ্রাস করবেন না।

يَمُنُّوْنَ : সীগাহ جمع مذكر غائب مضارع معروف বহছ نَصَرَ বাব اَلْمَنُّ মাসদার মূলবর্ণ (م - ن - ن) জিনস مضاعف ثلاثى অর্থ– তারা অনুগ্রহ প্রকাশ করছে।

বাক্য বিশ্লেষণ :

يَمُنُّوْنَ عَلَيْكَ اَنْ اَسْلَمُوْا قُلْ لَّاتَمُنُّوْا عَلَىَّ اِسْلَامَكُمْ : এখানে يَمُنُّوْنَ ফে'ল, যমীর ফায়েল আর عَلَيْكَ টা قُلْ -এর সাথে متعلق হয়েছে এবং اَنْ ও তার অধীনে যা রয়েছে তা مَنْصُوْبٌ بِنَزْعِ الْخَافِضِ হয়েছে। আর يَمُنُّوْنَ হলো ফে'ল। তার যমীর انت ফায়েল। আর لَا تَمُنُّوْنَ বাক্যটি قول -এর مقول হয়েছে আর عَلَىَّ টা لَا تَمُنُّوْا -এর সাথে متعلق হয়েছে। আর اِسْلَامَكُمْ টা مَنْصُوْبٌ بِنَزْعِ الْخَافِضِ হয়েছে। –[ই'রাবুল কুরআন ৭ম খণ্ড; পৃ. ২৬১]

https://e-ilm.weebly.com/

سُوْرَةُ قٓ مَكِّيَّةٌ

সূরা ক্বাফ

মক্কায় অবতীর্ণ; আয়াত– ৪৫, রুকূ'– ৩

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ○

পরম করুণাময়, দয়ালু আল্লাহর নামে শুরু করছি ।

১.	ক্বাফ । মহিমান্বিত কুরআনের শপথ ।	قٓ ۚ وَالْقُرْاٰنِ الْمَجِيْدِ ۝١
২.	বরং তারা এতে বিস্মিত হয়েছে যে, তাদের প্রতি তাদেরই মধ্য হতে একজন ভয় প্রদর্শনকারী এসেছেন, অতঃপর কাফেররা বলতে লাগল, এটা বিস্ময়কর ব্যাপার ।	بَلْ عَجِبُوْٓا اَنْ جَآءَهُمْ مُّنْذِرٌ مِّنْهُمْ فَقَالَ الْكٰفِرُوْنَ هٰذَا شَىْءٌ عَجِيْبٌ ۝٢
৩.	আমরা যখন মরে যাব এবং মাটি হয়ে যাব, তখন কি পুনরায় জীবিত হবো? এটা সুদূরপরাহত ।	ءَاِذَا مِتْنَا وَكُنَّا تُرَابًا ۚ ذٰلِكَ رَجْعٌۢ بَعِيْدٌ ۝٣
৪.	(আল্লাহ বলেন,) আমি তাদের ঐ অংশগুলো যা মাটি কম করে দেয়, তা অবগত আছি, আর আমার নিকট কিতাব (লওহে মাহফূজে) সুরক্ষিত আছে ।	قَدْ عَلِمْنَا مَا تَنْقُصُ الْاَرْضُ مِنْهُمْ ۚ وَعِنْدَنَا كِتٰبٌ حَفِيْظٌ ۝٤
৫.	বরং তারা সত্যকে অবিশ্বাস করে যখন তা তাদের নিকট পৌছে, ফলকথা, তারা এক দোদুল্যমান অবস্থায় রয়েছে ।	بَلْ كَذَّبُوْا بِالْحَقِّ لَمَّا جَآءَهُمْ فَهُمْ فِىْٓ اَمْرٍ مَّرِيْجٍ ۝٥

শাব্দিক অনুবাদ :

১. قٓ ক্বাফ وَالْقُرْاٰنِ الْمَجِيْدِ, মহিমান্বিত কুরআনের শপথ ।

২. بَلْ عَجِبُوْٓا বরং তারা এতে বিস্মিত হয়েছে যে اَنْ جَآءَهُمْ مُّنْذِرٌ مِّنْهُمْ তাদের প্রতি তাদেরই মধ্য হতে একজন ভয় প্রদর্শনকারী এসেছেন فَقَالَ الْكٰفِرُوْنَ অতঃপর কাফেররা বলতে লাগল هٰذَا شَىْءٌ عَجِيْبٌ এটা বিস্ময়কর ব্যাপার ।

৩. ءَاِذَا مِتْنَا আমরা যখন মরে যাব وَكُنَّا تُرَابًا, এবং মাটি হয়ে যাব তখন কি পুনরায় জীবিত হবো? ذٰلِكَ رَجْعٌ بَعِيْدٌ এটা সুদূরপরাহত ।

৪. قَدْ عَلِمْنَا مَا تَنْقُصُ الْاَرْضُ مِنْهُمْ (আল্লাহ বলেন) আমি তাদের ঐ অংশগুলো যা মাটি কম করে দেয়, তা অবগত আছি وَعِنْدَنَا كِتٰبٌ حَفِيْظٌ, আর আমার নিকট কিতাব (লওহে মাহফূজে) সুরক্ষিত আছে ।

৫. بَلْ كَذَّبُوْا بِالْحَقِّ বরং তারা সত্যকে অবিশ্বাস করে لَمَّا جَآءَهُمْ যখন তা তাদের নিকট পৌছে فَهُمْ فِىْٓ اَمْرٍ مَّرِيْجٍ ফলকথা তারা এক দোদুল্যমান অবস্থায় রয়েছে ।

https://e-ilm.weebly.com/

أَفَلَمْ يَنظُرُوٓا۟ إِلَى ٱلسَّمَآءِ فَوْقَهُمْ كَيْفَ بَنَيْنَٰهَا وَزَيَّنَّٰهَا وَمَا لَهَا مِن فُرُوجٍ ﴿٦﴾

৬. তারা কি তাদের উপরে আসমানকে দেখে না যে, আমি তাকে কিরূপে নির্মাণ করেছি? এবং তাকে সজ্জিত করেছি এবং তাতে কোনো ছিদ্র পর্যন্ত নেই ।

وَٱلْأَرْضَ مَدَدْنَٰهَا وَأَلْقَيْنَا فِيهَا رَوَٰسِىَ وَأَنۢبَتْنَا فِيهَا مِن كُلِّ زَوْجٍۭ بَهِيجٍ ﴿٧﴾

৭. আর আমি জমিনকে সম্প্রসারিত করেছি এবং তাতে পর্বতমালা সংস্থাপিত করেছি, এবং তাতে সর্বপ্রকার সদৃশ্য বস্তুসমূহ জন্মিয়েছি ।

تَبْصِرَةً وَذِكْرَىٰ لِكُلِّ عَبْدٍ مُّنِيبٍ ﴿٨﴾

৮. যা প্রত্যেক মনোনিবেশকারী বান্দার জন্য জ্ঞান দর্শনের ও উপদেশ গ্রহণের উপকরণ ।

وَنَزَّلْنَا مِنَ ٱلسَّمَآءِ مَآءً مُّبَٰرَكًا فَأَنۢبَتْنَا بِهِۦ جَنَّٰتٍ وَحَبَّ ٱلْحَصِيدِ ﴿٩﴾

৯. আর আমি আসমান হতে পানি বর্ষণ করেছি, বরকতময় পানি, অতঃপর আমি তা দ্বারা বাগ-বাগিচা ও কৃষিজাত শস্য উৎপন্ন করেছি ।

وَٱلنَّخْلَ بَاسِقَٰتٍ لَّهَا طَلْعٌ نَّضِيدٌ ﴿١٠﴾

১০. এবং দীর্ঘকায় খেজুর বৃক্ষগুলো যার গুচ্ছসমূহ ঘন সন্নিবেশিত,

رِّزْقًا لِّلْعِبَادِ ۖ وَأَحْيَيْنَا بِهِۦ بَلْدَةً مَّيْتًا ۚ كَذَٰلِكَ ٱلْخُرُوجُ ﴿١١﴾

১১. বান্দাগণের উপজীবিকার জন্য, আর আমি তা দ্বারা মৃত জমিনকে সজীব করেছি; এরূপেই (মৃতদের) জমিন হতে বের হতে হবে ।

كَذَّبَتْ قَبْلَهُمْ قَوْمُ نُوحٍ وَأَصْحَٰبُ ٱلرَّسِّ وَثَمُودُ ﴿١٢﴾

১২. (এই কাফেরদের ন্যায়) এদের পূর্বে অসত্যারোপ করেছিল নূহ-সম্প্রদায় ও রস্‌স অধিবাসীগণ এবং ছামূদ ।

শাব্দিক অনুবাদ :

৬. أَفَلَمْ يَنظُرُوٓا إِلَى ٱلسَّمَآءِ فَوْقَهُمْ তারা কি তাদের উপরে আসমানকে দেখেনা যে كَيْفَ بَنَيْنَٰهَا আমি তাকে কিরূপে নির্মাণ করেছি وَزَيَّنَّٰهَا এবং তাকে সজ্জিত করেছি وَمَا لَهَا مِن فُرُوجٍ এবং তাতে কোনো ছিদ্র পর্যন্ত নেই ।

৭. وَٱلْأَرْضَ مَدَدْنَٰهَا আর আমি জমিনকে সম্প্রসারিত করেছি وَأَلْقَيْنَا فِيهَا رَوَٰسِىَ এবং তাতে পর্বতমালা সংস্থাপিত করেছি وَأَنۢبَتْنَا فِيهَا এবং তাতে জন্মিয়েছি مِن كُلِّ زَوْجٍ بَهِيجٍ সর্বপ্রকার সদৃশ্য বস্তুসমূহ ।

৮. تَبْصِرَةً যা জ্ঞান দর্শনের وَذِكْرَىٰ ও উপদেশ গ্রহণের উপকরণ لِكُلِّ عَبْدٍ مُّنِيبٍ প্রত্যেক মনোনিবেশকারী বান্দার জন্য ।

৯. وَنَزَّلْنَا مِنَ ٱلسَّمَآءِ আর আমি আসমান হতে পানি বর্ষণ করেছি مَآءً مُّبَٰرَكًا বরকতময় পানি فَأَنۢبَتْنَا بِهِۦ অতঃপর আমি তা দ্বারা উৎপন্ন করেছি جَنَّٰتٍ বাগ-বাগিচা وَحَبَّ ٱلْحَصِيدِ ও কৃষিজাত শস্য ।

১০. وَٱلنَّخْلَ بَاسِقَٰتٍ এবং দীর্ঘকায় খেজুর বৃক্ষ গুলো لَّهَا طَلْعٌ نَّضِيدٌ যার গুচ্ছসমূহ ঘন সন্নিবেশিত ।

১১. رِّزْقًا لِّلْعِبَادِ আর বান্দগণের উপজীবিকার জন্য وَأَحْيَيْنَا بِهِۦ আমি তা দ্বারা সজীব করেছি بَلْدَةً مَّيْتًا মৃত জমিনকে كَذَٰلِكَ ٱلْخُرُوجُ এরূপেই (মৃতদের) জমিন হতে বের হতে হবে ।

১২. كَذَّبَتْ قَبْلَهُمْ এদের পূর্বে অসত্যারোপ করেছিল قَوْمُ نُوحٍ নূহ সম্প্রদায় وَأَصْحَٰبُ ٱلرَّسِّ ও রস্‌স অধিবাসীগণ وَثَمُودُ এবং ছামূদ ।

https://e-ilm.weebly.com/

https://e-ilm.weebly.com/

১৩. আর 'আদ ও ফেরাউন এবং লূত-সম্প্রদায়।	وَعَادٌ وَّفِرْعَوْنُ وَاِخْوَانُ لُوْطٍ ﴿١٣﴾
১৪. আর আইকা (বন)–বাসীগণ এবং তুব্বা; সকলেই (নিজ নিজ) রাসূলগণকে অবিশ্বাস করেছিল, সুতরাং আমার প্রতিশ্রুত শাস্তি (তাদের উপর) কার্যকরী হয়ে গেল।	وَّاَصْحٰبُ الْاَيْكَةِ وَقَوْمُ تُبَّعٍ ؕ كُلٌّ كَذَّبَ الرُّسُلَ فَحَقَّ وَعِيْدِ ﴿١٤﴾
১৫. তবে কি আমি প্রথমবারের সৃষ্টিতে পরিশ্রান্ত হয়েছি? বরং তারা নুতনভাবে সৃষ্টি করা সম্বন্ধে সন্দেহে রয়েছে।	اَفَعَيِيْنَا بِالْخَلْقِ الْاَوَّلِ ؕ بَلْ هُمْ فِيْ لَبْسٍ مِّنْ خَلْقٍ جَدِيْدٍ ﴿١٥﴾

শাব্দিক অনুবাদ :

১৩. وَعَادٌ আর 'আদ وَفِرْعَوْنُ ও ফেরাউন وَاِخْوَانُ لُوْطٍ এবং লূত সম্প্রদায়।

১৪. وَاَصْحٰبُ الْاَيْكَةِ আর আইকা (বন) বাসীগণ وَقَوْمُ تُبَّعٍ এবং তুব্বা; كُلٌّ كَذَّبَ الرُّسُلَ সকলেই (নিজ নিজ) রাসূলগণকে অবিশ্বাস করেছিল فَحَقَّ وَعِيْدِ সুতরাং আমার প্রতিশ্রুত শাস্তি (তাদের উপর) কার্যকরী হয়ে গেল।

১৫. اَفَعَيِيْنَا তবে কি আমি পরিশ্রান্ত হয়েছি? بِالْخَلْقِ الْاَوَّلِ প্রথম বারের সৃষ্টিতে بَلْ هُمْ فِيْ لَبْسٍ বরং তারা সন্দেহে রয়েছে مِّنْ خَلْقٍ جَدِيْدٍ নতুনভাবে সৃষ্টি করা সম্বন্ধে।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

সূরাটির নামকরণের কারণ : এ সূরাটির প্রথম অক্ষর হলো- قٓ আর এর দ্বারাই এ সূরার নাম সূরা ক্বাফ রাখা হয়েছে। এখানে تَسْمِيَةُ الْكُلِّ بِاسْمِ الْجُزْءِ -এর নীতির অনুসরণ করা হয়েছে। যেমনটি পবিত্র কুরআনের বিভিন্ন সূরায় করা হয়েছে। আর ق টি حُرُوْف مُقَطَّعَاتٌ -এর অন্তর্ভুক্ত। এর অর্থ আল্লাহ তা'আলাই ভালো জানেন।

এ সূরাটি পবিত্র নগরী মক্কায় অবতীর্ণ হয়েছে। এতে তিনটি রুকূ', ৪৫ টি আয়াত, ৩৯৫ টি বাক্য এবং ১৪৯০ টি অক্ষর রয়েছে। -[তানভীরুল মিকবাস মিন তাফসীরে ইবনে আব্বাস]

ইবনে মারদূভিয়া এবং বায়হাকী হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা.)-এর কথার উদ্ধৃতি দিয়েছেন, তিনি বলেছেন, সূরা ক্বাফ মক্কা মুয়াজ্জমায় অবতীর্ণ হয়েছে। ইবনে মারদূভিয়া হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে জোবায়ের (রা.) হতেও অনুরূপ বর্ণনার উদ্ধৃতি দিয়েছেন।

সূরার আলোচ্য বিষয় : সূরা ক্বাফে অধিকাংশ বিষয়বস্তু পরকাল, কিয়ামত, মৃতদের পুনরুজ্জীবন ও হিসাব-নিকাশ সম্পর্কে বর্ণিত হয়েছে।

সূরার ফজিলত : হযরত উম্মে হিশাম বিনতে হারিসা (রা.) বলেন, রাসূল ﷺ-এর গৃহের সন্নিকটেই আমার গৃহ ছিল। প্রায় দু'বছর পর্যন্ত আমাদের ও রাসূল ﷺ-এর রুটি পাকানোর চুল্লিও ছিল অভিন্ন, তিনি প্রতি শুক্রবার জুমার খুতবায় সূরা ক্বাফ তেলাওয়াত করতেন। এতেই সূরাটি আমার মুখস্থ হয়ে যায়। -[মুসলিম, কুরতুবী]

হযরত ওমর ইবনে খাত্তাব (রা.) আবূ ওয়াকেদ লাইসী (রা.)-কে জিজ্ঞাসা করেন, রাসূল ﷺ উভয় ঈদের নামাজে কোন সূরা পাঠ করতেন? তিনি বললেন– قٓ - وَالْقُرْاٰنِ الْمَجِيْدِ এবং اِقْتَرَبَتِ السَّاعَةُ

হযরত জাবের (রা.) হতে বর্ণিত আছে যে, রাসূল ﷺ ফজরের নামাজে অধিকাংশ সময় সূরা ক্বাফ তেলাওয়াত করতেন। সূরাটি বেশ বড়; কিন্তু এতদসত্ত্বেও নামাজ হালকা মনে হতো। -[কুরতুবী] রাসূলুল্লাহ ও তাঁর তেলাওয়াতের বিশেষ প্রভাব ও বরকতেই বৃহত্তম এবং দীর্ঘতম নামাজ ও মুসল্লিদের কাছে হালকা মনে হতো।

মুসলিম শরীফে সংকলিত হযরত জাবের ইবনে সামুরা (রা.) থেকে বর্ণিত আছে যে, রাসূলে কারীম ﷺ এ সূরাটি ফজরের নামাজের প্রথম রাকাতে তেলাওয়াত করতেন।

ইবনে মাজাহ, তিরমিযী ও নাসায়ী শরীফে সংকলিত হাদীসে রয়েছে যে, রাসূল ﷺ সূরাটি ঈদের নামাজেও তেলাওয়াত করতেন।

আবুল আ'লা থেকে বর্ণিত ইবনে মারদূভিয়া সংকলিত হাদীসে রয়েছে যে, রাসূল ﷺ আদেশ দিয়েছেন যে, তোমরা সূরা ক্বাফ শিক্ষা কর।

আল্লামা আলূসী (র.) লিখেছেন যে, এ সমস্ত হাদীস দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, এ সূরার গুরুত্ব এবং বরকত অনেক বেশি।

এ সূরার আমল : বর্ণিত আছে যে গৃহে সূরা ক্বাফ পাঠ করা হয়, সে গৃহে সর্বদা আর্থিক স্বচ্ছলতা থাকে।

এ সূরার শুরু থেকে كَذٰلِكَ الْخُرُوْجُ পর্যন্ত লিপিবদ্ধ করে বৃষ্টির পানিতে ধৌত করে পান করলে দাঁতের এবং পেটের ব্যথা দূর হয়। আর যে শিশুর দাঁত উঠে না তাকে ঐ পানি পান করানো হলে সহজে দাঁত উঠে।

স্বপ্নের তা'বীর : যে ব্যক্তি স্বপ্নে দেখবে যে, সে সূরা ক্বাফ তেলাওয়াত করছে, সে এমন ইলম অর্জন করবে যা মানুষের জন্য উপকারী হবে এবং সে কল্যাণকর কাজে শরিক হওয়ার তৌফিক পাবে।

সূরাটি নাজিল হওয়ার সময় : এ সূরাটি ঠিক কখন নাজিল হয়েছিল তা কোনো নির্ভরযোগ্য বর্ণনা হতে জানা যায়নি। তবে সূরাটির বিষয়বস্তু সম্পর্কে চিন্তা-ভাবনা করলে মনে হয় যে, এর নাজিল হওয়ার সময় নবুয়তের তৃতীয় বর্ষ হতে শুরু করে পঞ্চম বর্ষের মধ্যে। এটা মক্কী জীবনের দ্বিতীয় পর্যায়। সূরাটির বৈশিষ্ট্যের প্রতি নজর করলে স্পষ্টই প্রতীয়মান হয় যে, এটা নবুয়তের পঞ্চম বর্ষে নাজিল হয়েছে। তখন কাফেরদের বিরোধিতা ও শত্রুতা তীব্র আকার ধারণ করেছিল। অবশ্য প্রকাশ্য নির্যাতন তখনো শুরু হয়নি।

সূরার মূল বক্তব্য : এ সূরায় বিশ্ব সৃষ্টির প্রথম অবস্থা, মৃত্যুর পর পুনর্জীবন, আল্লাহ তা'আলার মহান দরবারে দণ্ডায়মান হওয়ার বিষয়, হিসাব-নিকাশের কথা, জান্নাতের ছওয়াব এবং দোজখের আজাব সম্পর্কে ইরশাদ হয়েছে এবং পরিশেষে জান্নাতের জন্য অনুপ্রাণিত করে দোজখের প্রতি ভীতি প্রদর্শন করা হয়েছে।

এখানে আরো একটি বিষয় বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য যে, পবিত্র কুরআনের যে সূরাসমূহকে 'মুফাসসাল' বলা হয়, তন্মধ্যে এটি সর্বপ্রথম সূরা।

মুসলিম শরীফে সংকলিত হাদীসে রয়েছে, হযরত উম্মে হিশাম বিনতে হারিছা (রা.) বর্ণনা করেন, আমি রাসূল ﷺ-এর নিকট শুনে শুনেই এ সূরা কণ্ঠস্থ করেছি। কেননা তিনি প্রত্যেক জুমার খুতবার সময় এ সূরাটি পাঠ করতেন। সকল বড় বড় মজলিসে তিনি এ সূরা পাঠ করতেন। যেমন ঈদের দিনেও তিনি এ সূরা পাঠ করতেন, কেননা এ সূরায় সৃষ্টির প্রথম দিন থেকে নিয়ে কিয়ামত পর্যন্ত এমনকি জান্নাত ও দোজখের কথাও বর্ণিত হয়েছে।

নির্ভরযোগ্য বর্ণনা মতে নবী করীম ﷺ দুই ঈদের নামাজে এ সূরাটি প্রায় পাঠ করতেন। উম্মে হিশাম নামের এক মহিলা নবী করীম ﷺ-এর প্রতিবেশিনী ছিলেন। তিনি বলেন, জুমার খুতবাসমূহে আমি নবী করীম ﷺ-এর মুখে এ সূরাটি প্রায় শুনতে পেতাম। এভাবে শুনতে শুনতেই এটা আমার মুখস্থ হয়ে গিয়েছিল। অন্যান্য বর্ণনা হতেও প্রমাণিত হয় যে, নবী করীম ﷺ নামাজেও এ সূরাটি প্রায় পাঠ করতেন। এটা হতে সাব্যস্ত হয় যে, সূরাটি নবী করীম ﷺ-এর দৃষ্টিতে বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ ছিল। সে জন্য তিনি বেশি বেশি পাঠের মাধ্যমে এর বিষয়বস্তু অধিক সংখ্যক লোকদের নিকট পৌঁছে দেওয়ার চেষ্টা করেছেন। সূরাটি গভীর দৃষ্টিতে অধ্যায়ন করলে অতি সহজেই এই গুরুত্বের কারণ অনুধাবন করা যায়। সমগ্র সূরার বিষয়বস্তু ও মূল বক্তব্য হচ্ছে পরকাল। নবী করীম ﷺ মক্কা শরীফে যখন তাঁর দীনি দাওয়াত ও আন্দোলনের সূচনা করলেন, তখন তাঁর যে কথাটা শুনে লোকেরা বেশি স্তম্ভিত হয়েছিল তা হলো মৃত্যুর পর মানুষের পুনরুত্থিত হওয়া এবং যাবতীয় কাজ-কর্মের হিসাব দেওয়া। লোকেরা বলত, এটা সম্পূর্ণ নতুন কথা। এটাকে কোনো বিবেক-বুদ্ধি মেনে নিতে পারে না। আমাদের দেহের বিন্দু যখন বিক্ষিপ্ত ও বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়বে, তখন এ বিচ্ছিন্ন ও বিক্ষিপ্ত দেহাংশ হাজার হাজার

https://e-ilm.weebly.com/

বৎসর অতিবাহিত হওয়ার পর পুনরায় একত্র হয়ে আমাদের এ দেহাবয়ব সম্পূর্ণ নতুনভাবে অস্তিত্ব লাভ করবে এবং আমরা পুনরুজ্জীবিত হয়ে উঠে দাঁড়াব- এটা কি করে সম্ভবপর হতে পারে? এর জবাব স্বরূপ আল্লাহ তা'আলার পক্ষ হতে এ ভাষণটি নাজিল হয়েছে। এ সূরাতে খুব সংক্ষিপ্তভাবে ছোট ছোট বাক্যে একদিকে পরকালের সম্ভাব্যতা এবং এটা সংঘটিত হওয়ার প্রমাণাদি পেশ করা হয়েছে। অপরদিকে লোকদেরকে এই বলে সতর্ক করে দেওয়া হয়েছে যে, তোমরা বিস্মিত হও, স্তম্ভিত হও বা এটাকে বিবেক-বুদ্ধি বহির্ভূত মনে কর অথবা এটাকে মিথ্যা মনে করে উড়িয়ে দাও তাতে প্রকৃত সত্য কখনো পরিবর্তিত হয়ে যাবে না। প্রকৃত ও চূড়ান্ত সত্য হলো- তোমাদের দেহের একেকটি অণু মাটিতে বিক্ষিপ্ত হয়ে মিলে-মিশে একাকার হয়ে যায় বটে; কিন্তু তা কি অবস্থায় পড়ে আছে তা আল্লাহ তা'আলা স্পষ্টভাবে জানেন। এ সমস্ত বিক্ষিপ্ত ও মাটির সাথে মিলে-মিশে যাওয়া অণু পুনরায় একত্র করে তোমাদের দেহাবয়বকে আবার দাঁড় করে দেওয়ার জন্য আল্লাহ তা'আলার একটু ইঙ্গিতই যথেষ্ট।

তোমরা মনে করে নিয়েছ যে, তোমাকে এখানে সম্পূর্ণ উন্মুক্ত, বাধা-বন্ধনহীন ও লাগাম ছাড়া করে দেওয়া হয়েছে এবং কারো নিকট তোমাদেরকে জবাবদিহি করতে হবে না। এটা নিছক ভুল ধারণা ছাড়া আর কিছুই নয়। বস্তুত আল্লাহ নিজে সরাসরিভাবে তোমাদের প্রতিটি কথা ও কাজ সম্পর্কে অবগত আছেন। শুধু তাই নয়; তোমাদের মনে আবর্তনশীল চিন্তা-কল্পনা সম্পর্কে পুরোপুরি অবহিত। তাঁর নিয়োজিত ফেরেশতাগণও তোমাদের প্রত্যেকের সঙ্গে ছায়ার মতো থেকে তোমাদের প্রত্যেকটি গতিবিধি রেকর্ড ও সংরক্ষণ করছেন। যখন সময় হবে তখন একটি ডাকে ঠিক তেমনিভাবে তোমরা সকলে মাথা তুলে দাঁড়াবে, যেমন করে বৃষ্টির এক পশলা পড়তেই মাটির বুক বিদীর্ণ করে উদ্ভিদের অঙ্কুর মাথা তুলে দাঁড়ায়। বর্তমানে এ দুনিয়ার জীবনে তোমাদের বিবেক-বুদ্ধির উপর যে আবরণ পড়ে আছে তা সম্পূর্ণ দূরীভূত হবে, তোমাদের জ্ঞানের আলো দিবালোকের মতোই উদ্ভাসিত হয়ে উঠবে এবং আজ যেই মহাসত্যকে তোমরা মেনে নিতে পারছ না বলে অস্বীকার করছ, তখন তোমরা নিজেদের চোখেই তা প্রত্যক্ষ করতে পারবে। তখন তোমরা তাও জানতে পারব যে, দুনিয়ায় তোমরা কিছুমাত্র দায়িত্বহীন ও শৃগাল কুকুরের ন্যায় বাধামুক্ত ছিলে না। বাস্তবিকই তোমরা দায়িত্বশীল ছিলে। তোমাদের উপর বিশেষ দায়িত্ব অর্পিত ছিল। কর্মফল ভালো বা মন্দ, পুরস্কার-শাস্তি, আজাব ও ছওয়াব, জান্নাত ও দোজখ ইত্যাদিকে আজ তোমরা বিস্ময় উদ্দীপক গল্প কাহিনী বলে মনে করছ; কিন্তু সেদিন এসব তোমাদের প্রত্যক্ষ গোচরীভূত হয়ে মহাসত্যরূপে প্রতিভাত হয়ে উঠবে। সত্যের সাথে শত্রুতা পোষণের শাস্তি স্বরূপ তোমাদেরকেই সেই জাহান্নামেই নিক্ষেপ করা হবে যাকে তোমরা অবাস্তব ও অবোধগম্য বলে মনে করছ। অপরদিকে মহান আল্লাহকে ভয় করে সত্যের দিকে প্রত্যাবর্তনকারী লোকেরা তোমাদের চোখের সামনে সে জান্নাতেই প্রবেশ করবে যার কথা শুনে আজ তোমরা আশ্চর্যান্বিত হচ্ছো।

মক্কী সূরাসমূহে সাধারণত তাওহীদ, রিসালাত ও আখেরাত সম্পর্কে আলোচনা করা হয়ে থাকে। এ সূরায় আখেরাত সম্পর্কেই সবিশেষ আলোচনা করা হয়েছে।

সূরাটির যোগসূত্র : পূর্বোক্ত সূরা হুজুরাতের শেষ আয়াত হলো- وَاللّٰهُ بَصِيْرٌ بِمَا تَعْمَلُوْنَ [আল্লাহ তোমাদের কাজ-কর্ম প্রত্যক্ষ করছেন] এর দ্বারা আমলের জাযা বা প্রতিদানের প্রতি ইঙ্গিত করা হয়েছিল। আর এ সূরা ক্বাফ-এর সম্পূর্ণ অংশ জুড়েই রয়েছে কিয়ামত ও আমলের প্রতিদানের সম্ভাব্যতা ও বাস্তবতা সম্পর্কে আলোচনা।

قوله قٓ وَالْقُرْاٰنِ الْمَجِيْدِ الخ : শানে নুযূল : নবী করীম ﷺ মক্কার লোকদের নিকট যেসব বিষয়াদি পেশ করেছেন তন্মধ্যে তাওহীদের ন্যায় পুনরুত্থানের বিষয়টিও তাদের নিকট অবিশ্বাস্য মনে হয়েছিল। তাওহীদের কথা শুনে যেমন তারা বলত যে, হাজার হাজার খোদা যখন দুনিয়াটাকে সামাল দিতে পারছে না, তখন এক খোদা কি করে তা পারবে? نَعُوْذُ بِاللّٰهِ তেমনটি পুনরুত্থানের ব্যাপারে তারা বলত যে, আমরা মৃত্যুবরণ করে যখন মাটির সাথে মিশে যাব, তখন আমাদেরকে কিভাবে জীবিত করা হবে- এটা কি করে সম্ভবপর হতে পারে? তাদের উক্ত ভ্রান্ত ধারণাকে নিরসন করার জন্য আল্লাহ তা'আলা এ আয়তগুলো নাজিল করেন।

https://e-ilm.weebly.com/

সূরা ক্বা-ফের বৈশিষ্ট্য : সূরা ক্বা-ফে অধিকাংশ বিষয়বস্তু পরকাল, কিয়ামত, মৃতদের পুনরুজ্জীবন ও হিসাব-নিকাশ সম্পর্কে বর্ণিত হয়েছে। পূর্ববর্তী সূরা হুজুরাতের উপসংহারেও এমনি বিষয়বস্তুও উল্লেখ ছিল। এটাই সূরাদ্বয়ের যোগসূত্র।

আকাশ দৃষ্টিগোচর হয় কি? أَفَلَمْ يَنْظُرُوا إِلَى السَّمَاءِ বাক্য থেকে বাহ্যতঃ জানা যায় যে, আকাশ দৃষ্টিগোচর হয়। কিন্তু একথাই সুবিদিত যে, উপরে যে নীলাভা রঙ দৃষ্টিগোচর হয়, তা শূন্যমণ্ডলের রঙ। কিন্তু আকাশের রঙও যে তাই হবে- একথা অস্বীকার করার কোনো প্রমাণ নেই। এ ছাড়া আয়াতে نَظَرٌ শব্দের অর্থ চর্মচক্ষে দেখা না হয়ে অন্তর চক্ষে দেখা অর্থাৎ, চিন্তা-ভাবনা করাও হতে পারে। –[বয়ানুল-কুরআন]

মৃত্যুর পর পুনরুত্থান সম্পর্কিত একটি বহুল উত্থাপিত প্রশ্নের জওয়াব : قَدْ عَلِمْنَا مَا تَنْقُصُ الْاَرْضُ مِنْهُمْ কাফের ও মুশরিকরা কেয়ামতে মৃতদের পুনরুজ্জীবন অস্বীকার করে। তাদের সর্ববৃহৎ প্রমাণ এই বিস্ময় যে, মৃত্যুর পর মানুষের দেহের অধিকাংশ অংশ মৃত্তিকায় পরিণত হয়ে দিকবিদিক বিক্ষিপ্ত হয়ে ছড়িয়ে পড়ে। পানি ও বায়ু মানবদেহের প্রতিটি কণাকে কোথা থেকে কোথায় পৌঁছে দেয়। কেয়ামতে পুনরুজ্জীবন দান করার জন্যে এই বিক্ষিপ্ত কণাসমূহের অবস্থানস্থল জানা এবং প্রত্যেকটি কণাকে আলাদাভাবে একত্রিত করার সাধ্য কার আছে? কুরআন পাকের ভাষায় এই প্রশ্নের জওয়াব এই যে, মানুষ তার সসীম জ্ঞানের মাপকাঠিতে আল্লাহ তা'আলার অসীম জ্ঞানকে পরিমাপ করার কারণেই এই পথভ্রষ্টতায় পতিত হয়। আল্লাহ তা'আলার জ্ঞান এতই বিস্তৃত ও সুদূরপ্রসারী যে, মৃত্যুর পর মানব দেহের প্রতিটি অংশ তাঁর দৃষ্টিতে উপস্থিত থাকে। তিনি জানেন মৃতের কোন কোন অংশ মৃত্তিকা গ্রাস করেছে। মানব দেহের কিছু কিছু অস্থি আল্লাহ তা'আলা এমন তৈরি করেছেন যে, এগুলোকে মৃত্তিকা গ্রাস করতে পারে না। অবশিষ্ট যেসব অংশ মৃত্তিকায় পরিণত হয়ে বিভিন্ন স্থানে পৌঁছে যায়, সেগুলো সবই আল্লাহর দৃষ্টিতে থাকে। তিনি যখন ইচ্ছা করবেন, সবগুলোকে এক জায়গায় একত্রিত করবেন। সামান্য চিন্তা করলে বুঝা যাবে যে, এখন প্রত্যেক মানুষের দেহ যেসব উপাদান দ্বারা গঠিত, তাতেও সারা বিশ্বের বিভিন্ন অঞ্চলের উপাদান সন্নিবেশিত রয়েছে; কোনোটি খাদ্যের আকারে এবং কোনোটি ওষুধের আকারে সন্নিবেশিত হয়ে বর্তমান মানবদেহ গঠিত হয়েছে। এমতাবস্থায় পুনর্বার এসব উপাদানকে বিশ্বে ছড়িয়ে দেওয়ার পর আবার এক জায়গায় একত্রিত করা আল্লাহর পক্ষে কঠিন হবে কি? মৃতুর পর এবং মৃত্তিকায় পরিণত হওয়ার পর আল্লাহ তা'আলা মানবদেহের এসব উপাদান সম্বন্ধে জ্ঞাত আছেন, শুধু তাই নয়, বরং মানব-সৃষ্টির পূর্বেই তার জীবনের প্রতিটি মুহূর্ত, প্রতিটি পরিবর্তন এবং মৃত্যু-পরবর্তী প্রতিটি অবস্থা আল্লাহ তা'আলার কাছে 'লওহে-মাহফুজে' লিখিত আকারে বিদ্যমান আছে।

অতএব, এমন সর্বজ্ঞানী, সর্বদ্রষ্টা ও সর্বশক্তিমান আল্লাহ সম্পর্কে উপরিউক্ত বিস্ময় প্রকাশ করা স্বয়ং বিস্ময়কর ব্যাপার বটে। مَا تَنْقُصُ الْاَرْضُ আয়াতের এই তাফসীর হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) ও অধিকাংশ তাফসীরবিদ থেকে বর্ণিত আছে। –[বাহরে মুহীত]

فِىْ اَمْرٍ مَّرِيْجٍ অভিধানে مَرِيْج শব্দের অর্থ মিশ্র, যাতে বিভিন্ন প্রকার বস্তুর মিশ্রণ থাকে এবং যার প্রকৃত স্বরূপ অনুধাবন করা সম্ভব হয় না। এরূপ বস্তু সাধারণতঃ ফাসেদ ও দূষিত হয়ে থাকে। এ কারণেই হযরত আবূ হুরায়রা (রা.) مَرِيْج শব্দের অনুবাদ করেছেন ফাসেদ ও দুষ্ট। যাহহাক, কাতাদাহ, হাসান বসরী (র.) প্রমুখ এর অনুবাদ করেছেন মিশ্র ও জটিল। উদ্দেশ্য এই যে, কাফেররা নবুয়ত অস্বীকার করার ব্যাপারেও এক কথার উপর অটল থাকে না। রাসূলকে কখনো জাদুকর, কখনো কবি, কখনো অতীন্দ্রিয়বাদী এবং কখনো জ্যোতিষী বলে। তাদের কথাবার্তা স্বয়ং মিশ্র ও দুষ্ট। অতএব, কোন কথার জওয়াব দেওয়া যায়।

এরপর নভোমণ্ডল, ভূমণ্ডল ও এতদুভয়ের মধ্যবর্তী বিশালকায় বস্তুসমূহ সৃষ্টির মাধ্যমে আল্লাহ তা'আলার সর্বময় শক্তি বিধৃত করা হয়েছে। নভোমণ্ডল সম্পর্কে বলা হয়েছে : وَمَا لَهَا مِنْ فُرُوْجٍ – فُرُوْجٌ শব্দটি فَرْجٌ –এর বহুবচন। এর অর্থ ফাটল। উদ্দেশ্য এই যে, আল্লাহ তা'আলা আকাশের এই বিশালকায় গোলক সৃষ্টি করেছেন। এটি মানুষের হাতে নির্মিত হলে এতে হাজারো জোড়াতালি ও ফাটলের চিহ্ন পরিদৃষ্ট হতো। কিন্তু তোমরা আকাশের দিকে চেয়ে দেখ, এতে না কোনো তালি আছে এবং না কোথাও ভগ্নাংশ বা সেলাইয়ের চিহ্ন আছে। আকাশগাত্রে নির্মিত দরজা এর পরিপন্থি নয়। কারণ, দরজাকে ফাটল বলা হয় না।

https://e-ilm.weebly.com/

كَذَّبَتْ قَبْلَهُمْ قَوْمُ نُوحٍ পূর্ববর্তী আয়াতসমূহে কাফেরদের রেসালত ও পরকাল প্রত্যাখ্যানের বিষয় বর্ণিত হয়েছিল। এটা যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর জন্যে মর্মপীড়ার কারণ ছিল, তা বলাই বাহুল্য। এই আয়াতে আল্লাহ তা'আলা তাঁর সান্ত্বনার জন্যে অতীত যুগের পয়গম্বর ও তাঁদের উম্মতের অবস্থা বর্ণনা করে বলেছেন : প্রত্যেক পয়গম্বরের সাথেই কাফেররা পীড়াদায়ক আচরণ করেছে। এটা পয়গম্বরগণের চিরন্তন প্রাপ্য। এতে আপনি মনক্ষুণ্ন হবেন না। হযরত নূহ (আ.)-এর সম্প্রদায়ের কাহিনী কুরআনে বার বার বর্ণিত হয়েছে। তিনি সাড়ে নয়শ বছর পর্যন্ত তাদের হেদায়েতের জন্য প্রচেষ্টা চালান। কিন্তু তারা শুধু তাঁকে প্রত্যাখ্যানই করেনি; বরং নানাভাবে উৎপীড়নও করেছে।

وَأَصْحَابُ الرَّسِّ কারা? : رَسّ শব্দটি আরবি ভাষায় বিভিন্ন অর্থে ব্যবহৃত হয়। প্রসিদ্ধ অর্থে ইট, পাথর ইত্যাদি দ্বারা পাকা করা হয় না এরূপ কাঁচা কূপকে رَسّ বলা হয়। وَأَصْحَابُ الرَّسِّ বলে আজাবের পর ছামূদ গোত্রের অবশিষ্ট লোকদেরকে বুঝানো হয়। যাহহাক (র.) প্রমুখ তাফসীরকারকের ভাষ্য অনুযায়ী তাদের কাহিনী এই যে, হযরত সালেহ্ ﷺ -এর সম্প্রদায়ের উপর যখন আজাব নাজিল হয়, তখন তাদের মধ্য থেকে চার হাজার ঈমানদার ব্যক্তি এই আজাব থেকে নিরাপদ থাকে। আজাবের পর তারা এই স্থান ত্যাগ করে হাযরা মাউতে বসতি স্থাপন করে। হযরত সালেহ্ (আ.)- ও তাদের সাথে ছিলেন। তারা একটি কূপের আশেপাশে বসবাস করতে থাকে। অতঃপর হযরত সালেহ্ (আ.) মৃত্যুমুখে পতিত হন। এ কারণেই এই স্থানের নাম حَضَرَ مَوْتُ (হাযারা-মাউত অর্থাৎ, মৃত্যু হাজির হলো) হয়ে যায়। তারা এখানেই থেকে যায় এবং পরবর্তীকালে তাদের বংশধরদের মধ্যে মূর্তিপূজার প্রচলন হয়। তাদের হেদায়েতের জন্য আল্লাহ তা'আলা একজন পয়গম্বর প্রেরণ করেন। তারা তাঁকে হত্যা করে। ফলে আজাবে পতিত হয় এবং তাদের জীবিকার প্রধান অবলম্বন কূপটি অকেজো হয়ে যায় ও দালান-কোঠা শ্মশানে পরিণত হয়। কুরআনের নিম্নোক্ত আয়াতে একথাই উল্লেখিত হয়েছে : وَبِئْرٍ مُّعَطَّلَةٍ وَّقَصْرٍ مَّشِيدٍ অর্থাৎ, তাদের অকেজো কুয়া এবং মজবুত জনশূন্য দালান-কোঠা শিক্ষা গ্রহণের জন্যে যথেষ্ট।

ثَمُودُ হযরত সালেহ (আ.)-এর উম্মত। তাদের কাহিনী কুরআনে বার বার উল্লেখিত হয়েছে।

عَادٌ –বিশাল বপু এবং শক্তি ও বীরত্বে আদ জাতি প্রবাদ বাক্যের ন্যায় খ্যাত ছিল। হযরত হূদ (আ.) তাদরে প্রতি প্রেরিত হন। তারা নাফরমানি করে এবং তাঁর উপর নির্যাতন চালায়। অবশেষে ঝঞ্ঝার আজাবে সব ফানা হয়ে যায়।

وَإِخْوَانُ لُوطٍ -হযরত লূত (আ.)-এর সম্প্রদায়। তাদের কাহিনী পূর্বে কয়েকবার বর্ণিত হয়েছে।

وَأَصْحٰبُ الْأَيْكَةِ -ঘন জঙ্গল ও বনকে اَيْكَةٌ বলা হয়। তারা এরূপ জায়গাতেই বসবাস করত। হযরত শোয়ায়েব (আ.) তাদের প্রতি প্রেরিত হয়েছিলেন । তারা অবাধ্যতা করে এবং আজাবে পতিত হয়ে নাস্তানাবুদ হয়ে যায়।

وَقَوْمُ تُبَّعٍ ইয়ামেনের জনৈক সম্রাটের উপাধি ছিল তোব্বা। সূরা দোখানে এ সম্পর্কে প্রয়োজনীয় আলোচনা করা হয়েছে।

وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ وَنَعْلَمُ مَا تُوَسْوِسُ بِهِ نَفْسُهُ الخ

যারা হাশর ও নশর অস্বীকার করত এবং মৃতদের জীবিত হওয়াকে অবিশ্বাস্য যুক্তিবহির্ভূত বলত, পূর্ববর্তী আয়াতসমূহে তাদের সন্দেহ এভাবে নিরসন করা হয়েছিল যে, তোমরা আল্লাহ্ তা'আলার জ্ঞানকে নিজেদের জ্ঞানের মাপকাঠিতে পরিমাপ করে রেখেছ; তাই এই খটকা দেখা দিয়েছে যে, মৃতের দেহ-উপাদান মৃত্তিকায় পরিণত হয়ে বিশ্বে ছড়িয়ে পড়ার পর এগুলোকে কিভাবে একত্রিত করা সম্ভব হবে? কিন্তু আল্লাহ তা'আলা বলেছেন : সৃষ্টজগতের প্রতিটি অনু-পরমাণু আমার জ্ঞানের আওতায় রয়েছে। এগুলোকে যখন ইচ্ছা একত্রিত করে দেওয়া আমার জন্যে মোটেই কঠিন নয়। আলোচ্য আয়াতসমূহেও আল্লাহর জ্ঞানের বিস্তৃতি ও সর্বব্যাপকতা বর্ণিত হয়েছে। বলা হয়েছে : মানুষের বিক্ষিপ্ত দেহ-উপাদান সম্পর্কে জ্ঞানী হওয়ার চাইতে বড় বিষয় এই যে, আমি প্রত্যেক মানুষের মনের নিভৃতে জাগরিত কল্পনা সমূহকেও সর্বদা ও সর্বাবস্থা জানি। দ্বিতীয় আয়াতে এর কারণ বর্ণনা হয়েছে যে, আমি গ্রীবাস্থিত ধমনী অপেক্ষাও মানুষের অধিক নিকটবর্তী। যে ধমনীর উপর মানুষের জীবন নির্ভরশীল, তাও তার এতটুকু নিকটবর্তী নয়, যতটুকু আমি নিকটবর্তী। তাই তার হাল-অবস্থা সম্বন্ধে তার চাইতে আমি বেশি জানি।

https://e-ilm.weebly.com/

https://e-ilm.weebly.com/

১৬. আর আমি মানুষকে সৃষ্টি করেছি, আর তার অন্তরে যে কল্পনার উদয় হয় তা আমি অবগত আছি, আর আমি মানুষের এত নিকটে রয়েছি যে, তার স্কন্ধ-শিরা অপেক্ষায়ও অধিকতর।	وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْاِنْسَانَ وَنَعْلَمُ مَا تُوَسْوِسُ بِهٖ نَفْسُهٗ ۚ وَنَحْنُ اَقْرَبُ اِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيْدِ ﴿١٦﴾
১৭. যখন গ্রহণকারী ফেরেশতাদ্বয় (মানুষের কার্যাবলি) গ্রহণ করতে থাকে, যারা ডানে ও বামে উপবিষ্ট আছে।	اِذْ يَتَلَقَّى الْمُتَلَقِّيٰنِ عَنِ الْيَمِيْنِ وَعَنِ الشِّمَالِ قَعِيْدٌ ﴿١٧﴾
১৮. সে কোনো বাক্য মুখ হতে বের করে মাত্র তার নিকটেই একজন নেগাহবান (ফেরেশতা) প্রস্তুত রয়েছে (সে লিপিবদ্ধ করে)	مَا يَلْفِظُ مِنْ قَوْلٍ اِلَّا لَدَيْهِ رَقِيْبٌ عَتِيْدٌ ﴿١٨﴾
১৯. আর মৃত্যু-কষ্ট প্রকৃতপক্ষে এসে পৌঁছেছে; এটা সেই বস্তু, যা হতে তুমি এড়িয়ে চলতে।	وَجَآءَتْ سَكْرَةُ الْمَوْتِ بِالْحَقِّ ؕ ذٰلِكَ مَا كُنْتَ مِنْهُ تَحِيْدُ ﴿١٩﴾
২০. আর (দ্বিতীয়বার) শিঙ্গায় ফুৎকার দেওয়া হবে (ফলে সকলে জীবিত হবে); এটাই (আজাবের) প্রতিশ্রুত দিবস।	وَنُفِخَ فِى الصُّوْرِ ؕ ذٰلِكَ يَوْمُ الْوَعِيْدِ ﴿٢٠﴾
২১. আর (সেদিন) প্রত্যেক ব্যক্তি (কিয়ামতের মাঠে) এরূপে আগমন করবে যে, তার সঙ্গে একজন (ফেরেশতা) পরিচালক, আর একজন সাক্ষী হবে।	وَجَآءَتْ كُلُّ نَفْسٍ مَّعَهَا سَآئِقٌ وَّشَهِيْدٌ ﴿٢١﴾

শাব্দিক অনুবাদ :

১৬. وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْاِنْسَانَ আর আমি মানুষকে সৃষ্টি করেছি وَنَعْلَمُ আর আমি অবগত আছি مَا تُوَسْوِسُ بِهٖ نَفْسُهٗ তার অন্তরে যে কল্পনার উদয় হয় তা وَنَحْنُ اَقْرَبُ اِلَيْهِ আর আমি মানুষের এত নিকটে রয়েছি যে مِنْ حَبْلِ الْوَرِيْدِ তার স্কন্ধ-শিরা অপেক্ষাও অধিকতর।

১৭. اِذْ يَتَلَقَّى যখন গ্রহণ করতে থাকে الْمُتَلَقِّيٰنِ গ্রহণকারী ফেরেশতাদ্বয় عَنِ الْيَمِيْنِ وَعَنِ الشِّمَالِ قَعِيْدٌ যারা ডানে ও বামে উপবিষ্ট আছে।

১৮. مَا يَلْفِظُ مِنْ قَوْلٍ সে কোনো বাক্য মুখ হতে বের করা মাত্র اِلَّا لَدَيْهِ رَقِيْبٌ عَتِيْدٌ তার নিকটেই একজন নেগাহবান (ফেরেশতা) প্রস্তুত রয়েছে।

১৯. وَجَآءَتْ আর এসে পৌঁছেছে سَكْرَةُ الْمَوْتِ মৃত্যু-কষ্ট بِالْحَقِّ প্রকৃতপক্ষে ذٰلِكَ এটা সেই বস্তু مَا كُنْتَ مِنْهُ تَحِيْدُ যা হতে তুমি এড়িয়ে চলতে।

২০. وَنُفِخَ আর ফুৎকার দেওয়া হবে فِى الصُّوْرِ শিঙ্গায় ذٰلِكَ يَوْمُ الْوَعِيْدِ এটাই (আজাবের) প্রতিশ্রুত দিবস।

২১. وَجَآءَتْ كُلُّ نَفْسٍ আর প্রত্যেক ব্যক্তি এরূপে আগমন করবে যে مَّعَهَا তার সঙ্গে হবে سَآئِقٌ একজন পরিচালক وَّشَهِيْدٌ আর একজন সাক্ষী।

https://e-ilm.weebly.com/

২২. (কাফেরদেরকে বলা হবে,) তুমি এ দিবস সম্বন্ধে উদাসীন ছিলে সুতরাং এখন আমি তোমার হতে তোমার আবরণ সরিয়ে ফেলেছি, অতএব আজ তোমার দৃষ্টি অতি তীক্ষ্ণ ।	لَقَدْ كُنْتَ فِيْ غَفْلَةٍ مِّنْ هٰذَا فَكَشَفْنَا عَنْكَ غِطَآءَكَ فَبَصَرُكَ الْيَوْمَ حَدِيْدٌ ﴿٢٢﴾
২৩. আর তার সঙ্গীয় ফেরেশতা বলবে, এটা তাই যা আমার নিকট প্রস্তুত রয়েছে ।	وَقَالَ قَرِيْنُهٗ هٰذَا مَا لَدَيَّ عَتِيْدٌ ﴿٢٣﴾
২৪. (নির্দেশ হবে) এরূপ প্রত্যেক ব্যক্তিকে দোজখে নিক্ষেপ কর– যারা কাফের হঠকারী ছিল ।	اَلْقِيَا فِيْ جَهَنَّمَ كُلَّ كَفَّارٍ عَنِيْدٍ ﴿٢٤﴾
২৫. (এবং) নেক কাজে প্রতিরোধকারী, সীমালঙ্ঘনকারী (এবং ধর্মে) সন্দেহ সৃষ্টিকারী ছিল,	مَّنَّاعٍ لِّلْخَيْرِ مُعْتَدٍ مُّرِيْبِ ﴿٢٥﴾
২৬. (আর) যে আল্লাহর সাথে অন্য উপাস্য সাব্যস্ত করেছে, সুতরাং এরূপ ব্যক্তিকে কঠোর আজাবে নিক্ষেপ কর ।	الَّذِيْ جَعَلَ مَعَ اللّٰهِ اِلٰهًا اٰخَرَ فَاَلْقِيٰهُ فِي الْعَذَابِ الشَّدِيْدِ ﴿٢٦﴾
২৭. তার সঙ্গীয় শয়তান বলবে, হে আমার প্রতিপালক! আমি তাকে ভ্রান্ত করিনি, কিন্তু সে নিজেই সুদূর ভ্রান্তির মধ্যে পতিত ছিল ।	قَالَ قَرِيْنُهٗ رَبَّنَا مَاۤ اَطْغَيْتُهٗ وَلٰكِنْ كَانَ فِيْ ضَلٰلٍۭ بَعِيْدٍ ﴿٢٧﴾
২৮. আল্লাহ বলবেন, আমার সম্মুখে বিতর্ক করো না, আমি তো পূর্বেই তোমাদের নিকট আজাবের প্রতিশ্রুতি প্রেরণ করেছিলাম ।	قَالَ لَا تَخْتَصِمُوْا لَدَيَّ وَقَدْ قَدَّمْتُ اِلَيْكُمْ بِالْوَعِيْدِ ﴿٢٨﴾

শাব্দিক অনুবাদ :

২২. لَقَدْ كُنْتَ তুমি ছিলে فِيْ غَفْلَةٍ উদাসীন مِّنْ هٰذَا এ দিবস সম্বন্ধে فَكَشَفْنَا সুতরাং এখন আমি সরিয়ে ফেলেছি عَنْكَ তোমাহতে غِطَآءَكَ তোমার আবরণ فَبَصَرُكَ الْيَوْمَ حَدِيْدٌ অতএব আজ তোমার দৃষ্টি অতি তীক্ষ্ণ ।

২৩. وَقَالَ قَرِيْنُهٗ, আর তার সঙ্গীয় ফেরেশতা বলবে। هٰذَا এটা তাই مَا لَدَيَّ عَتِيْدٌ যা আমার নিকট প্রস্তুত রয়েছে ।

২৪. اَلْقِيَا এরূপ প্রত্যেক ব্যক্তিকে নিক্ষেপ কর فِيْ جَهَنَّمَ দোজখে كُلَّ كَفَّارٍ عَنِيْدٍ যারা কাফের হঠকারী ছিল ।

২৫. مَّنَّاعٍ لِّلْخَيْرِ নেক কাজে প্রতিরোধকারী مُعْتَدٍ সীমালঙ্ঘনকারী مُّرِيْبٍ (এবং ধর্মে) সন্দেহ সৃষ্টিকারী ছিল ।

২৬. الَّذِيْ جَعَلَ مَعَ اللّٰهِ اِلٰهًا اٰخَرَ যে আল্লাহর সাথে অন্য উপাস্য সাব্যস্ত করেছে فَاَلْقِيٰهُ সুতরাং এরূপ ব্যক্তিকে নিক্ষেপ কর فِي الْعَذَابِ الشَّدِيْدِ কঠোর আজাবে ।

২৭. قَالَ قَرِيْنُهٗ তার সঙ্গীয় শয়তান বলবে رَبَّنَا হে আমার প্রতিপালক مَاۤ اَطْغَيْتُهٗ আমি তাকে ভ্রান্ত করিনি وَلٰكِنْ كَانَ, কিন্তু সে নিজেই ছিল فِيْ ضَلٰلٍۭ بَعِيْدٍ সুদূর ভ্রান্তির মধ্যে পতিত ।

২৮. قَالَ আল্লাহ বলবেন لَا تَخْتَصِمُوْا لَدَيَّ আমার সম্মুখে বিতর্ক করো না وَقَدْ قَدَّمْتُ اِلَيْكُمْ, আমি তো পূর্বেই তোমাদের নিকট প্রেরণ করে ছিলাম بِالْوَعِيْدِ আজাবের প্রতিশ্রুতি ।

https://e-ilm.weebly.com/

২৯. (অতএব) আমার দরবারে কথা পরিবর্তিত হবে না, আর আমি বান্দাগণের প্রতি অবিচারকও নই।	مَا يُبَدَّلُ الْقَوْلُ لَدَيَّ وَمَآ اَنَا بِظَلَّامٍ لِّلْعَبِيْدِ ۝٢٩
৩০. যেদিন আমি দোজখকে বলব যে, তুমি কি পরিপূর্ণ হয়েছ? এবং সে বলবে, আরো কিছু আছে কি?	يَوْمَ نَقُوْلُ لِجَهَنَّمَ هَلِ امْتَلَـْٔتِ وَتَقُوْلُ هَلْ مِنْ مَّزِيْدٍ ۝٣٠
৩১. আর বেহেশতকে মুত্তাকীগণের নিকট আনা হবে, একটুকুও দূরে থাকবে না।	وَاُزْلِفَتِ الْجَنَّةُ لِلْمُتَّقِيْنَ غَيْرَ بَعِيْدٍ ۝٣١
৩২. (এবং বলা হবে,) এটা সেই বস্তু, যার প্রতিশ্রুতি তোমাদেরকে দেওয়া হতো যে, তা প্রত্যেক এমন ব্যক্তির জন্য রয়েছে, যে (আল্লাহর প্রতি) আকৃষ্ট (এবং ইবাদতে) পাবন্দ থাকে।	هٰذَا مَا تُوْعَدُوْنَ لِكُلِّ اَوَّابٍ حَفِيْظٍ ۝٣٢
৩৩. (আর) অদৃশ্যভাবে আল্লাহকে ভয় করে এবং (আল্লাহর প্রতি) মনোনিবেশকারী অন্তরসহ উপস্থিত হবে,	مَنْ خَشِيَ الرَّحْمٰنَ بِالْغَيْبِ وَجَآءَ بِقَلْبٍ مُّنِيْبِ ۝٣٣
৩৪. (আরও বলা হবে যে,) তোমরা নিরাপদে এ বেহেশতে প্রবেশ কর; এ দিন হচ্ছে সর্বদা অবস্থানের (নির্দেশ হওয়ার দিন)।	ادْخُلُوْهَا بِسَلٰمٍ ؕ ذٰلِكَ يَوْمُ الْخُلُوْدِ ۝٣٤

শাব্দিক অনুবাদ :

২৯. مَا يُبَدَّلُ الْقَوْلُ لَدَيَّ আমার দরবারে কথা পরিবর্তিত হবে না وَمَآ اَنَا بِظَلَّامٍ আর আমি অবিচারকও নই لِّلْعَبِيْدِ বান্দাগণের প্রতি।

৩০. يَوْمَ نَقُوْلُ যেদিন আমি বলব لِجَهَنَّمَ দোজখকে هَلِ امْتَلَأْتِ তুমি কি পরিপূর্ণ হয়েছ? وَتَقُوْلُ এবং সে বলবে هَلْ مِنْ مَّزِيْدٍ আরো কিছু আছে কি?

৩১. وَاُزْلِفَتِ আর নিকটে আনা হবে الْجَنَّةُ বেহেশতকে لِلْمُتَّقِيْنَ মুত্তাকীগণের غَيْرَ بَعِيْدٍ একটুকুও দূরে থাকবে না।

৩২. هٰذَا এটা সেই বস্তু مَا تُوْعَدُوْنَ যার প্রতিশ্রুতি তোমাদেরকে দেওয়া হতো যে لِكُلِّ اَوَّابٍ حَفِيْظٍ তা প্রত্যেক এমন ব্যক্তির জন্য রয়েছে যে, (আল্লাহর প্রতি) আকৃষ্ট (এবং ইবাদতে) পাবন্দ থাকে।

৩৩. مَنْ خَشِيَ الرَّحْمٰنَ আল্লাহকে ভয় করে بِالْغَيْبِ অদৃশ্যভাবে وَجَآءَ بِقَلْبٍ مُّنِيْبٍ এবং মনোনিবেশকারী অন্তরসহ উপস্থিত হবে।

৩৪. اُدْخُلُوْهَا بِسَلٰمٍ তোমরা নিরাপদে এ জান্নাতে প্রবেশ কর ذٰلِكَ يَوْمُ الْخُلُوْدِ এ দিন হচ্ছে সর্বদা অবস্থানের।

https://e-ilm.weebly.com/

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

مَنَّاعٍ لِّلْخَيْرِ مُعْتَدٍ مُّرِيبٍ [٢٥]

শানে নুযূল : আলোচ্য আয়াত ওয়ালীদ বিন মুগীরা সম্পর্কে অবতীর্ণ হয়েছে। সে তার গোত্রীয় লোকজনকে বলত যে, তোমাদের মধ্য হতে যে কেউই ইসলাম গ্রহণ করবে আমি তার জাগতিক জীবনে কোনো উপকার করব না। সে নরাধম কর্তৃক মানুষদেরকে ইসলাম থেকে ফিরিয়ে রাখার ছল-চাতুরী সম্পর্কে আল্লাহ তা'আলা আলোচ্য আয়াত নাজিল করেন।

আল্লাহ গ্রীবাস্থিত ধমনীর চাইতেও অধিক নিকটবর্তী– একথার তাৎপর্য : وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ - অধিকাংশ তাফসীরবিদের মতে এই আয়াতে জ্ঞানগত নৈকট্য বুঝানো হয়েছে, স্থানগত নৈকট্য উদ্দেশ্য নয়।

আরবি ভাষায় وَرِيْد শব্দের অর্থ প্রত্যেক প্রাণীর সেই সমস্ত শিরা-উপশিরা যেগুলো দিয়ে সারাদেহে রক্ত সঞ্চালিত হয়। চিকিৎসাশাস্ত্রে এ জাতীয় শিরা-উপশিরাকে দুই ভাগে বিভক্ত করা হয়। (এক) যা কলিজা থেকে উদ্ভূত হয়ে সারা দেহে খাঁটি রক্ত পৌঁছে দেয়। চিকিৎসাশাস্ত্রে এই প্রকার শিরাকেই وَرِيْد বলা হয়। (দুই) যা হৃৎপিণ্ড থেকে উদ্ভূত হয়ে রক্তের সূক্ষ্ম বাষ্প সারা দেহে ছড়িয়ে দেয়। চিকিৎসাশাস্ত্রে রক্তের এই সূক্ষ্ম বাষ্পকে রূহ বলা হয়। প্রথম প্রকার শিরা মোটা এবং দ্বিতীয় প্রকার শিরা চিকন হয়ে থাকে।

আলোচ্য আয়াতে চিকিৎসাশাস্ত্রের পরিভাষা অনুযায়ী وَرِيْد শব্দটি কলিজা থেকে উদ্ভূত শিরার অর্থে নেওয়াই জরুরি নয়। বরং হৃৎপিণ্ড থেকে উদ্ভূত ধমনীকেও আভিধানিক দিক দিয়ে وَرِيْد বলা যায়। কেননা এতেও এক প্রকার রক্তই সঞ্চালিত হয়। এস্থলে আয়াতের উদ্দেশ্য মানুষের হৃদয়গত অবস্থা ও চিন্তাধারা অবগত হওয়া। তাই এ অর্থই অধিক উপযুক্ত। মোটকথা, উল্লেখিত দুই অর্থের মধ্যে যে কোনো অর্থই নেওয়া হোক সর্বাবস্থায় প্রাণীর জীবন এর উপর নির্ভরশীল। এসব শিরা কেটে দিলে প্রাণীর আত্মা বের হয়ে যায়। অতএব, সারকথা এই দাঁড়াল যে, যে ধমনীর উপর মানবজীবন নির্ভরশীল, আমি সে ধমনীর চাইতেও তার অধিক নিকটবর্তী। অর্থাৎ, তার সবকিছুই আমি জানি।

সূফী বুযুর্গগণের মতে আয়াতে কেবল জ্ঞানগত নৈকট্যই উদ্দেশ্য নয়; বরং এখানে বিশেষ এক ধরনের সংলগ্নতা বুঝানো হয়েছে, যার স্বরূপ ও গুণাগুণ তো কারো জানা নেই, কিন্তু এই সংলগ্নতার অস্তিত্ব অবশ্যই বিদ্যমান আছে। কুরআন পাকের একাধিক আয়াত এবং অনেক সহীহ্ হাদীস এ তথ্যের সাক্ষ্য দেয়। আল্লাহ তা'আলা বলেন : وَاسْجُدْ وَاقْتَرِبْ অর্থাৎ, সেজদা কর এবং আমার নৈকট্যশীল হয়ে যাও। হিজরতের ঘটনায় রসূলুল্লাহ ﷺ হযরত আবূ বকর (রা.)-কে বলেছিলেন : إِنَّ اللّٰهَ مَعَنَا অর্থাৎ, নিশ্চয় আল্লাহ আমাদের সঙ্গে আছেন। হযরত মূসা (আ.) বনী ইসরাঈলকে বলেছিলেন : إِنَّ مَعِيَ رَبِّيْ অর্থাৎ, আমার পালনকর্তা আমার সঙ্গে আছেন। হাদীসে আছে, মানুষ আল্লাহ তা'আলার সর্বাধিক নিকটবর্তী তখন হয়, যখন সে সেজদায় থাকে। হাদীসে আরো আছে, আল্লাহ বলেন : আমার বান্দা নফল ইবাদত দ্বারা আমার নৈকট্য অর্জন করে।

ইবাদতের মাধমে এবং মানুষের নিজের কর্মফলস্বরূপ অর্জিত এই নৈকট্য বিশেষভাবে মু'মিনের জন্যে নির্দিষ্ট। এরূপ মু'মিন "আল্লাহর ওলী" বলে অভিহিত হন। এই নৈকট্য সেই নৈকট্য নয়, যা প্রত্যেক মু'মিন ও কাফেরের প্রাণের সাথে আল্লাহ তা'আলা সমভাবে রয়েছে। মোটকথা, উল্লিখিত আয়াত ও হাদীস সাক্ষ্য দেয় যে, স্রষ্টা ও মালিক আল্লাহ তা'আলার সাথে মানুষের এক বিশেষ প্রকার সংলগ্নতা আছে, যদিও আমরা এর স্বরূপ ও গুণাগুণ উপলব্ধি করতে সক্ষম নই। মাওলানা রূমী (র) তাই বলেন, اتصالے بے مثال وبے قیاس ٭ هست رَبَّ النَّاسْ را باجان ناس

অর্থাৎ মানবাত্মার সাথে তার পালনকর্তার এমন একটা গভীর নৈকট্য বিদ্যমান, যার কোনো স্বরূপ বা তুলনা বর্ণনা করা যায় না।

এই নৈকট্য ও সংলগ্নতা চোখে দেখা যায় না; বরং ঈমানী দূরদর্শিতা দ্বারা জানা যায়। তাফসীরে মাযহারীতে এই নৈকট্য ও সংলগ্নতাকেই আয়াতের মর্ম সাব্যস্ত করা হয়েছে। অধিকাংশ তাফসীরবিদের উক্তি পূর্বেই উল্লেখ করা হয়েছে যে, এখানে জ্ঞানগত সংলগ্নতা বোঝানো হয়েছে। ইবনে কাছীর এই দুই অর্থ থেকে আলাদা এক তৃতীয় তাফসীর এই বর্ণনা করেছেন যে, আয়াতে نَحْنُ শব্দ দ্বারা আল্লাহ তা'আলার সত্তা বুঝানো হয়নি। বরং তাঁর ফেরেশতা বুঝানো হয়েছে। ফেরেশতাগণ সদাসর্বদা মানুষের সাথে সাথে থাকে। তারা মানুষের প্রাণ সম্বন্ধে এতটুকু ওয়াকিফহাল, যতটুকু খোদ মানুষ তার প্রাণ সম্বন্ধে ওয়াকিফহাল নয়।

https://e-ilm.weebly.com/

প্রত্যেক মানুষের সাথে দুজন ফেরেশতা আছে تَلَقّى - اِذْ يَتَلَقَّى الْمُتَلَقِّيٰنِ শব্দের আভিধানিক অর্থ গ্রহণ করা, নেওয়া এবং অর্জন করে নেওয়া। فَتَلَقّٰى اٰدَمُ مِنْ رَّبِّهٖ كَلِمٰتٍ অর্থাৎ, নিয়ে নিলেন আদম তাঁর পালনকর্তার কাছ থেকে কয়েকটি বাক্য। আলোচ্য আয়াতে مُتَلَقِّيَانِ বলে দুই জন ফেরেশতা বুঝানো হয়েছে, যারা প্রত্যেক মানুষের সাথে সদাসর্বদা থাকে এবং তার ক্রিয়াকর্ম লিপিবদ্ধ করে। عَنِ الْيَمِيْنِ وَعَنِ الشِّمَالِ قَعِيْدٌ অর্থাৎ, তাদের একজন ডান দিকে থাকে এবং সৎকর্ম লিপিবদ্ধ করে। অপরজন বাম দিকে থাকে এবং অসৎকর্ম লিপিবদ্ধ করে। قَاعِدٌ قَعِيْدٌ শব্দটি (উপবিষ্ট) অর্থে একবচন ও বহুবচন উভয় ক্ষেত্রে ব্যবহৃত হয়। قَعِيْدٌ-এর অর্থ قَاعِدٌ হলেও উভয়ের মধ্যে পার্থক্য এই যে, قَاعِدٌ শুধু উপবিষ্ট অবস্থায় ব্যবহৃত হয়। কিন্তু قَعِيْدٌ শব্দটি ব্যাপক। যে ব্যক্তি কারো সংঙ্গে থাকে, তাকে قَعِيْدٌ বলা হয়-উপবিষ্ট হোক, দণ্ডায়মান হোক অথবা চলাফেরা রত হোক। উপরিউক্ত ফেরেশতাদ্বয়ের অবস্থাও তাই। তারা সর্বদা-সর্বাবস্থায় মানুষের সঙ্গে থাকে- সে উপবিষ্ট হোক, দণ্ডায়মান হোক, চলাফেরা রত হোক অথবা নিদ্রিত হোক। কেবল প্রস্রাব-পায়খানা অথবা স্ত্রী সহবাসের প্রয়োজনে যখন সে গুপ্তাঙ্গ খোলে তখন ফেরেশতাদ্বয় সরে যায়। কিন্তু তদবস্থায়ও সে কোনো গোনাহ্ করলে আল্লাহ প্রদত্ত শক্তি বলে তারা তা জানতে পারে।

ইবনে কাছীর আহনাফ ইবনে কায়স (র.) -এর বর্ণনা উদ্ধৃত করে লিখেছেন : এই ফেরেশতাদ্বয়ের মধ্যে ডানদিকের ফেরেশতা নেক আমল লিপিবদ্ধ করে এবং বাম দিকের ফেরেশতারও দেখা-শুনা করে। মানুষ যদি কোনো গোনাহ্ করে, তবে ডানদিকের ফেরেশতা বামদিকের ফেরেশতাকে বলে : এখনি এটা আমলনামায় লিপিবদ্ধ করো না। তাকে সময় দাও। যদি সে তওবা করে তবে লিপিবদ্ধ করার প্রয়োজন নেই। অন্যথায় আমলনামায় লিপিবদ্ধ কর।–[ইবনে আবী হাতেম]

আমলনামা লিপিবদ্ধকারী ফেরেশতা : হযরত হাসান বসরী (র.) عَنِ الْيَمِيْنِ وَعَنِ الشِّمَالِ قَعِيْدٌ আয়াত তেলাওয়াত করে বলেন :

হে আদম সন্তানগণ। তোমাদের জন্য আমলনামা বিছানো হয়েছে এবং দুজন সম্মানিত ফেরেশতা নিযুক্ত করা হয়েছে। একজন তোমার ডানদিকে, অপরজন বাম-দিকে। ডান দিকের ফেরেশতা তোমার নেক আমল লিখে এবং বামদিকের ফেরেশতা গুনাহ্ ও কুকর্ম লিপিবদ্ধ করে। এখন এই সত্য সামনে রেখে তোমার মনে যা চায়, তাই কর এবং কম আমল কর কিংবা বেশি কর। অবশেষে যখন তুমি মৃত্যুমুখে পতিত হবে, তখন এই আমলনামা বন্ধ করে তোমার গ্রীবায় রেখে দেওয়া হবে। এটা কবরে তোমার সাথে যাবে এবং থাকবে। অবশেষে তুমি কিয়ামতের দিন যখন কবর থেকে উত্থিত হবে, তখন আল্লাহ তা'আলা বলবেন :

وَكُلَّ اِنْسَانٍ اَلْزَمْنٰهُ طٰٓئِرَهٗ فِىْ عُنُقِهٖ وَنُخْرِجُ لَهٗ يَوْمَ الْقِيٰمَةِ كِتٰبًا يَّلْقٰهُ مَنْشُوْرًا - اِقْرَاْ كِتٰبَكَ كَفٰى بِنَفْسِكَ الْيَوْمَ عَلَيْكَ حَسِيْبًا -

অর্থাৎ আমি প্রত্যেক মানুষের আমলনামা তার ঘাড়ের সঙ্গে সংযুক্ত করে দিয়েছি। কিয়ামতের দিন সে তা খোলা অবস্থায় পাবে। এখন নিজের আমলনামা নিজেই পাঠ কর। তুমি নিজেই তোমার হিসাব করার জন্য যথেষ্ট।

হযরত হাসান বসরী (র.) আরো বলেন, আল্লাহর কসম, তিনি বড়ই ন্যায় ও সুবিচার করেছেন, যিনি স্বয়ং তোমাকেই তোমার ক্রিয়াকর্মে হিসাবকারী করেছেন। (ইবনে কাছীর) বলা বাহুল্য, আমলনামা কোনো পার্থিব কাগজ নয় যে, এর কবরে সঙ্গে যাওয়া এবং কিয়ামত পর্যন্ত বাকি থাকার ব্যাপারে খটকা হতে পারে। এটা এমন একটা অর্থগত বস্তু যার স্বরূপ আল্লাহ তা'আলাই জানেন। তাই এর প্রত্যেক মানুষের কণ্ঠহার হওয়া এবং কিয়ামত পর্যন্ত বাকি থাকা কোনো আশ্চর্যের বিষয় নয়।

মানুষের প্রত্যেকটি কথা লিপিবদ্ধ করা হয় : مَا يَلْفِظُ مِنْ قَوْلٍ اِلَّا لَدَيْهِ رَقِيْبٌ عَتِيْدٌ অর্থাৎ, মানুষ যে কথাই উচ্চারণ করে, তাই পরিদর্শক ফেরেশতা রেকর্ড করে নেয়। হযরত হাসান বসরী (র.) ও কাতাদাহ (র.) বলেন : এই ফেরেশতা মানুষের প্রতিটি বাক্য রেকর্ড করে। তাতে কোনো গোনাহ্ অথবা ছওয়াব থাকুক বা না থাকুক। হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) বলেন : কেবল সেসব বাক্য লিখিত হয়, যেগুলো ছওয়াব অথবা শাস্তিযোগ্য। ইবনে কাছীর (র.) উভয় উক্তি উদ্ধৃত করার পর বলেন : আয়াতের ব্যাপকতাদৃষ্টে প্রথমোক্ত উক্তি অগ্রগণ্য মনে হয়। এরপর তিনি হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) থেকেই আলী ইবনে আবী তালহা (রা.)-এর এক রেওয়ায়েত উদ্ধৃত করেছেন, যা দ্বারা উভয় উক্তির মধ্যে সমন্বয় সাধিত হয়। এই রেওয়ায়েতে আছে, প্রথমে তো প্রতিটি কথাই লিপিবদ্ধ করা হয়, তাতে কোনো গোনাহ্ অথবা ছওয়াব থাকুক বা না থাকুক। কিন্তু সপ্তাহের বৃহস্পতিবার দিনে ফেরেশতা লিখিত বিষয়গুলো পুনর্বিবেচনা করে এবং যেসব উক্তি ছওয়াব অথবা শাস্তিযোগ্য এবং ভালো অথবা মন্দ সেগুলো রেখে বাকিগুলো মিটিয়ে দেয়। অপর এক আয়াতে আছে : يَمْحُوا اللّٰهُ مَا يَشَآءُ وَيُثْبِتُ وَعِنْدَهٗٓ اُمُّ الْكِتٰبِ -এর অর্থ তাই।

https://e-ilm.weebly.com/

ইমাম আহমদ (র.) হযরত বিলাল ইবনে হারিস মুযানী (রা) থেকে যে রেওয়ায়েত বর্ণনা লিপিবদ্ধ করেছেন, তাতে রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন :

মানুষ মাঝে মাঝে কোনো ভালো কথা বলে। এতে আল্লাহ তা'আলা সন্তুষ্ট হন। কিন্তু সে মামুলি বিষয় মনে করেই কথাটি বলে এবং টেরও পায় না যে, এর ছওয়াব এতই সুদূর-প্রসারী যে, আল্লাহ তা'আলা তার জন্য কিয়ামত পর্যন্ত স্থায়ী সন্তুষ্টি লিখে দেন। এমনিভাবে মানুষ আল্লাহর অসন্তুষ্টির কোনো বাক্য মামুলি মনে করে উচ্চারণ করে। সে ধারণাও করতে পারে না যে, এর গুনাহ্ ও শাস্তি কতদূর পরিব্যাপ্ত হবে। এই বাক্যের কারণে আল্লাহ তা'আলা তার জন্য কিয়ামত পর্যন্ত স্থায়ী অসন্তুষ্টি লিখে দেন। –(ইবনে কাছীর)

হযরত আলকামাহ্ (র.) এই হাদীস উদ্ধৃত করার পর বলেন : এই হাদীস আমাকে অনেক কথা মুখে উচ্চারণ করা থেকে বিরত রেখেছে। –(ইবনে কাছীর)

মৃত্যু যন্ত্রণা : وَجَاءَتْ سَكْرَةُ الْمَوْتِ بِالْحَقِّ ذٰلِكَ مَا كُنْتَ مِنْهُ تَحِيْدُ

سَكْرَةُ الْمَوْتِ-এর অর্থ মৃত্যু-যন্ত্রণা এবং মৃত্যুর সময় মূর্ছা যাওয়া। আবূ বকর ইবনে আম্বারী (র.) হযরত মাসরূক (র.) থেকে বর্ণনা করেন, হযরত সিদ্দীকে আকবর (রা.)-এর মধ্যে যখন মৃত্যুর ক্রিয়া শুরু হয়, তখন তিনি হযরত আয়েশা (রা.)-কে কাছে ডাকলেন। পিতার অবস্থা দেখে স্বতঃস্ফূর্তভাবে তাঁর মুখ থেকে এই কবিতাংশ উচ্চারিত হয়ে যায় : إِذَا حَشْرَجَتْ يَوْمًا وَضَاقَ بِهَا الصَّدْرُ অর্থাৎ, আত্মা একদিন অস্থির হবে এবং বক্ষ সংকুচিত হয়ে যাবে। হযরত আবূ বকর (রা.) শুনে বললেন : তুমি বৃথাই এই কবিতা পাঠ করেছ। এর পরিবর্তে এই আয়াত পাঠ করলে না কেন? وَجَاءَتْ سَكْرَةُ الْمَوْتِ بِالْحَقِّ ذٰلِكَ مَاكُنْتَ مِنْهُ تَحِيْدُ

ওফাতের সময় রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর মধ্যে এই অবস্থা দেখা দিলে তিনি হাত ভিজিয়ে মুখমণ্ডলে মালিশ করতেন এবং বলতেন : لَآ إِلٰهَ إِلَّا اللّٰهُ إِنَّ لِلْمَوْتِ سَكَرَاتٌ অর্থাৎ, কালেমা তাইয়েবা পাঠ করে বলতেন : মৃত্যুযন্ত্রণা বড় সাংঘাতিক। بِالْحَقِّ-এখানে بَاءٌ অব্যয়টি تَعْدِيَة অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। অর্থ এই যে, মৃত্যুযন্ত্রণা সত্য বিষয়কে নিয়ে এলো। অর্থাৎ মৃত্যুযন্ত্রণা এমন বিষয়কে সামনে উপস্থিত করেছে, যা সত্য ও প্রতিষ্ঠিত এবং যা থেকে পলায়নের অবকাশ নেই। –[মাযহারী]

ذٰلِكَ مَا كُنْتَ مِنْهُ تَحِيْدُ - تَحِيْدُ শব্দটি حَيْد থেকে উদ্ভূত। অর্থ সরে যাওয়া, পলায়ন করা। আয়াতের অর্থ এই যে, এই মৃত্যু থেকেই তুমি পলায়ন করতে।

বাহ্যতঃ সাধারণ মানুষকে এ সম্বোধন করা হয়েছে। মৃত্যু থেকে পলায়নী মনোবৃত্তি স্বভাবগতভাবে সমগ্র মানবগোষ্ঠীর মধ্যে পাওয়া যায়। প্রত্যেকেই জীবনকে কাম্য এবং মৃত্যুকে আপদ মনে করে এ থেকে বেঁচে থাকতে সচেষ্ট হয়। এটা শরিয়তের দৃষ্টিতে গোনাহ্ নয়। কিন্তু আয়াতের উদ্দেশ্য এই যে, মানুষের এই স্বভাব ও প্রকৃতিগত বাসনা পুরোপুরিভাবে কিছুতেই পূর্ণ হতে পারে না। একদিন না একদিন মৃত্যু আসবেই; তুমি যতই পলায়ন কর না কেন।

মানুষকে হাশরের ময়দানে উপস্থিতকারী ফেরেশতাদ্বয় : وَجَاءَتْ كُلُّ نَفْسٍ مَّعَهَا سَآئِقٌ وَّشَهِيْدٌ-এ আয়াতের পূর্বে কিয়ামত কায়েম হওয়ার কথা আছে। আলোচ্য আয়াতে হাশরের ময়দানে মানুষের হাজির হওয়ার একটি বিশেষ অবস্থা বর্ণিত হয়েছে। হাশরের ময়দানে প্রত্যেক মানুষের সাথে একজন سَآئِقٌ থাকবে। سَآئِقٌ সেই ব্যক্তিকে বলা হয়, যে জন্তুদের অথবা কোনো দলের পেছনে থেকে তাকে কোনো বিশেষ জায়গায় পৌঁছে দেয়। شَهِيْدٌ -এর অর্থ সাক্ষী। سَآئِقٌ যে ফেরেশতা হবে এব্যাপারে সব রেওয়ায়েতই একমত। شَهِيْدٌ সম্পর্কে তাফসীরবিদগণের উক্তি বিভিন্নরূপ। কারো কারো মতে সেও একজন ফেরেশতাই হবে। এভাবে প্রত্যেকের সাথে দুই জন ফেরেশতা থাকবে। একজন তাকে হাশরের ময়দানে পৌঁছাবে এবং অপরজন তার কর্মের ব্যাপারে সাক্ষ্য দেবে। এই ফেরেশতাদ্বয় ডান ও বামে বসে আমল লিপিবদ্ধকারী কিরামুন-কাতেবীন ফেরেশতাও হতে পারে এবং অন্য দুই ফেরেশতাও হতে পারে।

وَّشَهِيْدٌ সম্পর্কে কেউ বলেন : সে হবে মানুষের আমল এবং কেউ খোদ মানুষকেই وَّشَهِيْدٌ বলেছেন। ইবনে কাছীর (র.) বলেন : ফেরেশতা হওয়াই আয়াতের বাহ্যিক অর্থ বুঝা যায়। হযরত ওসমান গনী (রা.) খোতবায় এই আয়াত তেলাওয়াত করে এই তাফসীরই করেছেন। হযরত মুজাহিদ, কাতাদাহ্ ও ইবনে যায়েদ (রা.) থেকেও তাই বর্ণিত আছে।

মৃত্যুর পর মানুষ এমন সবকিছু দেখবে, যা জীবিতাবস্থায় দেখতে পেত না : فَكَشَفْنَا عَنْكَ غِطَآءَكَ فَبَصَرُكَ الْيَوْمَ حَدِيْدٌ -অর্থাৎ, আমি তোমাদের সামনে থেকে যবনিকা সরিয়ে দিয়েছি। ফলে আজ তোমাদের দৃষ্টি সুতীক্ষ্ণ। এখানে কাকে সম্বোধন করা হয়েছে, এ সম্পর্কেও তাফসীরবিদদের উক্তি বিভিন্নরূপ। ইবনে জারীর (র.) ইবনে-কাসীর

https://e-ilm.weebly.com/

প্রমুখের মতে মু'মিন, কাফের, মুত্তাকী ও ফাসেক ও নির্বিশেষে সবাইকে সম্বোধন করা হয়েছে। আয়াতের উদ্দেশ্য এই যে, দুনিয়া স্বপ্নজগত সদৃশ এবং পরকাল জাগরণ সদৃশ। স্বপ্নে যেমন মানুষের চক্ষুদ্বয় বন্ধ থাকে এবং কিছুই দেখে না, এমনিভাবে পরজগত সম্পর্কিত বিষয়াবলি দুনিয়াতে চর্মচক্ষে দেখে না। কিন্তু এই চর্মচক্ষু বন্ধ হওয়া মাত্রই স্বপ্নজগত খতম হয়ে জাগরণের জগত শুরু হয়ে যায়। এ জগতে পরকাল সম্পর্কিত যাবতীয় বিষয় সামনে এসে যায়। এ কারণেই কোনো কোনো আলেম বলেন : اَلنَّاسُ نِيَامٌ فَاِذَا مَاتُوا انْتَبَهُوْا অর্থাৎ, আজিকার পার্থিব জীবনে সব মানুষ নিদ্রিত। যখন তারা মরে যাবে, তখন জাগ্রত হবে।

وَقَالَ قَرِيْنُهُ هٰذَا مَا لَدَىَّ عَتِيْدٌ –এখানে সঙ্গী অর্থ সেই ফেরেশতা, যে ক্রিয়াকর্ম লিপিবদ্ধ করার জন্যে মানুষের সাথে থাকত। পূর্বেই জানা গেছে যে, ক্রিয়াকর্ম লিপিবদ্ধকারী ফেরেশতা দুজন। কিন্তু কিয়ামতে উপস্থিত হওয়ার সময় একজনকে চালক ও অপরজনকে সাক্ষী এর আগের আয়াতে বলা হয়েছে। তাই পূর্বাপর বর্ণনা থেকে বুঝা যায় যে, ক্রিয়াকর্ম লিপিবদ্ধকারী ফেরেশতাদ্বয়কে হাশরের ময়দানে উপস্থিতির সময় দু'টি কাজ সোপর্দ করা হয়েছে। একজনকে পশ্চাতে থেকে সংশ্লিষ্ট সকল ব্যক্তিকে হাশরের ময়দানে পৌঁছানার দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে। আয়াতে তাকেই سَائِقٌ তথা চালক বলা হয়েছে। অপরজনের দায়িত্বে তার আমলনামা দেওয়া হয়েছে। তাকে شَهِيْدٌ তথা সাক্ষী নামে ব্যক্ত করা হয়েছে। হাশরের ময়দানে পৌঁছার পর আমলনামার ফেরেশতা আরজ করবে : هٰذَا مَا لَدَىَّ عَتِيْدٌ অর্থাৎ, তাঁর লিখিত আমলনামা আমার কাছে বিদ্যমান রয়েছে। ইবনে জারীর (র.) বলেন : এখানে قَرِيْنٌ শব্দটি দ্বারা উভয় ফেরেশতাকে বুঝানো হয়েছে।

اَلْقِيَا فِىْ جَهَنَّمَ كُلَّ كَفَّارٍ عَنِيْدٍ - اَلْقِيَا শব্দটি দ্বিবাচক পদ। আয়াতে কোন ফেরেশতাদ্বয়কে সম্বোধন করা হয়েছে? বাহ্যতঃ পূর্বোক্ত চালক ও সাক্ষী ফেরেশতাদ্বয়কে সম্বোধন করা হয়েছে। কোনো কোনো তাফসীরবিদ অন্য কথাও বলেছেন। –[ইবনে কাছীর]

قَالَ قَرِيْنُهُ رَبَّنَا مَا اَطْغَيْتُهُ - قَرِيْنٌ শব্দের দ্বারা আসলে সে ব্যক্তিকে বুঝায় যে অন্তরঙ্গভাবে সঙ্গে থাকে। এই অর্থের দিক দিয়ে আগের আয়াতে এর দ্বারা আমল লিবিদ্ধকারী ফেরেশতা বোঝানো হয়েছিল। উপরিউক্ত ফেরেশতাদ্বয় যেমন মানুষের সঙ্গি হয়ে থাকে, তেমনি শয়তানও মানুষের সাথে অন্তরঙ্গ হয়ে অবস্থান করে এবং মানুষকে পথভ্রষ্টতা ও পাপের দিকে প্ররোচিত করে। আলোচ্য আয়াতে قَرِيْنٌ বলে এই শয়তানই বুঝানো হয়েছে। সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিকে যখন জাহান্নামে নিক্ষেপ করার আদেশ হয়ে যাবে; তখন এই শয়তান বলবে : পরওয়ারদেগার, আমি তাকে পথভ্রষ্ট করিনি; বরং সে নিজেই পথভ্রষ্টতা অবলম্বন করত এবং সদুপদেশে কর্ণপাত করত না। বাহ্যতঃ বুঝা যায় যে, এর আগে জাহান্নামী ব্যক্তি নিজেই এর অজুহাত পেশ করবে যে, আমাকে এই শয়তান বিভ্রান্ত করেছিল। নতুবা আমি সৎকাজ করতাম। এর জবাবে শয়তান পূর্বোক্ত কথা বলবে। উভয়ের বাকবিতণ্ডার জবাবে আল্লাহ্ তা'আলা বলবেন :

قَالَ لَاتَخْتَصِمُوْا لَدَىَّ وَقَدْ قَدَّمْتُ اِلَيْكُمْ بِالْوَعِيْدِ অর্থাৎ, আমার সামনে বাকবিতণ্ডা করো না। আমি তো পূর্বেই পয়গম্বরগণের মাধ্যমে তোমাদের অসার ওজরের জবাব দিয়েছি এবং ঐশীগ্রন্থের মাধ্যমে প্রমাণাদি সুস্পষ্ট করে দিয়েছি। আজ এই অনর্থক তর্কবিতর্ক কোনো উপকারে আসবে না।

مَا يُبَدَّلُ الْقَوْلُ لَدَىَّ وَمَآ اَنَا بِظَلَّامٍ لِّلْعَبِيْدِ –আমার কথা রদবদল হয় না। যা ফয়সালা করেছি, তা কার্যকর হবেই। আমি কারো প্রতি জুলুম করিনি। ইনসাফের ফয়সালা করেছি।

لِكُلِّ اَوَّابٍ حَفِيْظٍ : **কারা** اَوَّابٌ -অর্থাৎ জান্নাতের প্রতিশ্রুতি প্রত্যেক اَوَّابٌ ও حَفِيْظٌ -এর জন্যে রয়েছে। اَوَّابٌ -এর অর্থ অনুরাগী। অথাৎ, যে ব্যক্তি গোনাহ্ থেকে সরে গিয়ে আল্লাহ তা'আলার প্রতি অনুরক্ত হয়।

হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ, শা'বী, মুজাহিদ (রা.) বলেন : যে ব্যক্তি নির্জনতায় গোনাহ্ স্মরণ ও ক্ষমা প্রার্থনা করে, সেই اَوَّابٌ হযরত ওবায়দ ইবনে ওমর বলেন : اَوَّابٌ এমন ব্যক্তি যে প্রত্যেক উঠাবসায় আল্লাহ তা'আলার কাছে গোনাহের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করে। তিনি আরো বলেন : আমাকে বলা হয়েছে যে, اَوَّابٌ ও حَفِيْظٌ এমন ব্যক্তি, যে প্রত্যেক মজলিস থেকে উঠার সময় এই দোয়া পাঠ করে :

سُبْحَانَ اللّٰهِ وَبِحَمْدِهٖ اَللّٰهُمَّ اِنِّىْ اَسْتَغْفِرُكَ مِمَّآ اَصَبْتُ مِنْ مَجْلِسِىْ هٰذَا অর্থ– আল্লাহ তা'আলা পবিত্র ও তাঁরই প্রশংসা। হে আল্লাহ আমি এই মজলিসে যেসব গোনাহ্ আমার উপর এসে আপতিত হয়েছে, সেগুলো থেকে তোমার কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করছি।

https://e-ilm.weebly.com/

রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন : যে ব্যক্তি মজলিস থেকে উঠার সময় এই দোয়া পাঠ করে, আল্লাহ তা'আলা তার এই মজলিসে কৃত সব গোনাহ্ মাফ করে দেন। দোয়া এই :
سُبْحَانَكَ اللّٰهُمَّ وَبِحَمْدِكَ لَآ اِلٰهَ اِلاَّ اَنْتَ اَسْتَغْفِرُكَ وَاَتُوْبُ اِلَيْكَ অর্থাৎ, হে আল্লাহ! তুমি পবিত্র এবং প্রশংসা তোমারই। তোমা ব্যতীত অন্য কোনো উপাস্য নেই। আমি তোমার কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করছি এবং তওবা করছি।
হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) বলেন : حَفِيْظ এমন ব্যক্তি যে নিজ গোনাহসমূহ স্মরণ রাখে, যাতে সেগুলো মোচন করিয়ে নেয়। হযরত ইবনে আব্বাস (রা.)-এর অন্য এক রেওয়ায়েতে আছে حَفِيْظ এমন ব্যক্তি, যে আল্লাহ তা'আলার বিবিধ-বিধান স্মরণ রাখে। হযরত আবূ হুরায়রা (রা.) বর্ণিত হাদীসে রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন : যে ব্যক্তি দিনের শুরুতে (এশরাকের) চার রাকাত নামাজ পড়ে, সে اَوَّابٌ ও حَفِيْظ –[কুরতুবী]
وَجَاءَ بِقَلْبٍ مُنِيْبٍ –আবূ বকর ওয়াররাক (র.) বলেন : مُنِيْبٌ (বিনীত) -এর আলামত এই যে, সে আল্লাহ তা'আলার আদবকে সর্বদা চিন্তায় উপস্থিত রাখবে, তাঁর সামনে বিনীত ও নম্র হয়ে থাকবে এবং মনের কুবাসনা পরিত্যাগ করবে।

শব্দ বিশ্লেষণ :

تُوَسْوِسُ : সীগাহ واحد مؤنث غائب বহছ مضارع معروف বাব فَعْلَلَةٌ মাসদার وَسْوَسَةٌ মূলবর্ণ (و - س - و - س) জিনস مضاعف رباعي অর্থ– কল্পনার উদয় হয়।

تَحِيْدُ : সীগাহ واحد مذكر حاضر বহছ مضارع معروف বাব ضَرَبَ মাসদার حَيْدٌ মূলবর্ণ (ح - ى - د) জিনস اجوف يائى অর্থ– তুমি এড়িয়ে চলতে।

سَآئِقٌ : সীগাহ واحد مذكر বহছ اسم فاعل বাব نَصَرَ মাসদার سَوْقٌ মূলবর্ণ (س - و - ق) জিনন اجوف واوى অর্থ– একজন পরিচালক।

مُعْتَدٍ : সীগাহ واحد مذكر বহছ اسم فاعل বাব اِفْتِعَالٌ মাসদার اِعْتِدَاءٌ মূলবর্ণ (ع - د - و) জিনস ناقص واوى অর্থ– সীমালঙ্ঘনকারী।

مَزِيْدٌ : اسم مصدر - اسم مفعول অর্থ– অতিরিক্ত, বর্ধিত করা, বর্ধিত হওয়া, অধিক করা, অধিক হওয়া। বাব ضَرَبَ ; اِزْدِيَادٌ বাব افتعال অধিক হওয়া। تَزَايُدٌ ও تَزِيْدٌ অধিক হওয়া, কষ্ট বৃদ্ধি করা।

اُزْلِفَتْ : সীগাহ واحد مؤنث غائب বহছ ماضى مجهول বাব اِفْعَالٌ মাসদার اِزْلَافٌ মূলবর্ণ (ز - ل - ف) জিনস صحيح অর্থ– নিকটে আনা হবে।

تُوْعَدُوْنَ : সীগাহ جمع مذكر حاضر বহছ مضارع مجهول বাব ضَرَبَ মাসদার اَلْوَعْدُ মূলবর্ণ (و - ع - د) জিনস مثال واوى অর্থ– তোমাদেরকে প্রতিশ্রুতি দেওয়া হয়েছে।

خَشِىَ : সীগাহ واحد مذكر غائب বহছ ماضى معروف বাব سَمِعَ মাসদার اَلْخَشْىُ মূলবর্ণ (خ - ش - ى) জিনস ناقص يائى অর্থ– ভয় করে।

جَآءَ : সীগাহ واحد مذكر غائب বহছ ماضى معروف বাব ضَرَبَ মাসদার اَلْمَجِئُ মূলবর্ণ (ج - ى - أ) জিনস মুরাক্কাব (اجوف يائى ও مهموز لام) অর্থ– উপস্থিত হয়।

اُدْخُلُوْ : সীগাহ جمع مذكر حاضر বহছ امر حاضر معروف বাব نَصَرَ মাসদার اَلدُّخُوْلُ মূলবর্ণ (د - خ - ل) জিনস صحيح অর্থ– তোমরা প্রবেশকর।

বাক্য বিশ্লেষণ :

وَجَآءَتْ كُلُّ نَفْسٍ مَّعَهَا سَآئِقٌ وَّشَهِيْدٌ : এখানে واو টি আতেফা; আর جَآءَتْ ফে'ল এবং كُلُّ نَفْسٍ হলো ফায়েল। আর مَعَهَا হলো ظرف مكان যা উহ্য ফে'লের সাথে متعلق হয়ে خبر مقدم আর سَآئِقٌ হলো مبتدا موخر আর شَهِيْدٌ শব্দটি سَآئِقٌ -এর উপর আতফ হয়েছে। আর جمله اسمية টা رفع -এর স্থানে হয়ে كُلٌّ -এর সিফত হয়েছে। অথবা نصب -এর স্থলে হয়ে هَا -এর সিফত হয়েছে অর্থাৎ مَعَهَا مَنْ يَسُوْقُهَا وَيَشْهَدُ عَلَيْهَا আর এটাকে حال ও বলা যেতে পারে। –[ই'রাবুল কুরআন ৭ম খণ্ড; পৃ. ২৭১]

https://e-ilm.weebly.com/

৩৫. তারা বেহেশতে যা চাবে, তা সমস্তই প্রাপ্ত হবে, আর আমার নিকটে আরো অধিক রয়েছে।	لَهُمْ مَّا يَشَآءُوْنَ فِيْهَا وَلَدَيْنَا مَزِيْدٌ ﴿٣٥﴾
৩৬. আর আমি এদের পূর্বে বহু সম্প্রদায়কে (কুফরের দরুন) ধ্বংস করেছি, যারা এদের চেয়েও শক্তিতে অধিকতর ছিল এবং নগরসমূহে ঘুরে বেড়াত; কোথাও তারা পলায়নের স্থান পায়নি।	وَكَمْ اَهْلَكْنَا قَبْلَهُمْ مِّنْ قَرْنٍ هُمْ اَشَدُّ مِنْهُمْ بَطْشًا فَنَقَّبُوْا فِي الْبِلَادِ ؕ هَلْ مِنْ مَّحِيْصٍ ﴿٣٦﴾
৩৭. এতে সেই ব্যক্তির জন্য বিশেষ উপদেশ রয়েছে, যার অন্তর আছে অথবা সে মনোনিবেশ সহকারে কর্ণপাত করে।	اِنَّ فِيْ ذٰلِكَ لَذِكْرٰى لِمَنْ كَانَ لَهٗ قَلْبٌ اَوْ اَلْقَى السَّمْعَ وَهُوَ شَهِيْدٌ ﴿٣٧﴾
৩৮. আর আমি আসমানসমূহ ও জমিনকে এবং এতদুভয়ের মধ্যস্থিত সমস্ত বস্তুকে ছয় দিনে সৃষ্টি করেছি, অথচ ক্লান্তি আমাকে স্পর্শও করেনি।	وَلَقَدْ خَلَقْنَا السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا فِيْ سِتَّةِ اَيَّامٍ ۖۗ وَّمَا مَسَّنَا مِنْ لُّغُوْبٍ ﴿٣٨﴾
৩৯. অতএব, আপনি তাদের (এ সমস্ত) উক্তিতে ধৈর্য দরুন, আর নিজ প্রতিপালকের পবিত্রতা ও প্রশংসা বর্ণনা করতে থাকুন, (নামাজও এর অন্তর্ভুক্ত) সূর্য উদয়ের পূর্বে (ফজর) এবং তা অস্তমিত হওয়ার পূর্বে (জোহর ও আসরের সময়)।	فَاصْبِرْ عَلٰى مَا يَقُوْلُوْنَ وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ قَبْلَ طُلُوْعِ الشَّمْسِ وَقَبْلَ الْغُرُوْبِ ﴿٣٩﴾
৪০. আর রাত্রিকালেও (মাগরিব ও এশার সময়) তাঁর পবিত্রতা বর্ণনা করুন, আর ফরজ নামাজের পরেও।	وَمِنَ الَّيْلِ فَسَبِّحْهُ وَاَدْبَارَ السُّجُوْدِ ﴿٤٠﴾

শাব্দিক অনুবাদ :

৩৫. لَهُمْ সমস্তই প্রাপ্ত হবে مَا يَشَآءُوْنَ فِيْهَا তারা জান্নাতে যা চাবে তা وَلَدَيْنَا مَزِيْدٌ আর আমার নিকট আরো অধিক রয়েছে।

৩৬. وَكَمْ اَهْلَكْنَا আর আমি ধ্বংস করেছি قَبْلَهُمْ এদের পূর্বে مِنْ قَرْنٍ বহু সম্প্রদায়কে هُمْ اَشَدُّ مِنْهُمْ بَطْشًا যারা এদের চেয়েও শক্তিতে অধিকতর ছিল فَنَقَّبُوْا فِى الْبِلَادِ এবং নগরসমূহে ঘুরে বেড়াত هَلْ مِنْ مَّحِيْصٍ কোথাও তারা পলায়নের স্থান পায়নি।

৩৭. اِنَّ فِىْ ذٰلِكَ لَذِكْرٰى এতে সেই ব্যক্তির জন্য বিশেষ উপদেশ রয়েছে لِمَنْ كَانَ لَهٗ قَلْبٌ যার অন্তর আছে اَوْ اَلْقَى السَّمْعَ وَهُوَ شَهِيْدٌ অথবা সে মনোনিবেশ সহকারে কর্ণপাত করে।

৩৮. وَلَقَدْ خَلَقْنَا আর আমি সৃষ্টি করেছি السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضَ আসমানসমূহ ও জমিনকে وَمَا بَيْنَهُمَا এবং এতদুভয়ের মধ্যস্থিত সমস্ত বস্তুকে فِىْ سِتَّةِ اَيَّامٍ ছয় দিনে وَّمَا مَسَّنَا مِنْ لُّغُوْبٍ অথচ ক্লান্তি আমাকে স্পর্শও করেনি।

৩৯. فَاصْبِرْ অতএব আপনি ধৈর্য ধরুন عَلٰى مَا يَقُوْلُوْنَ তাদের উক্তিতে وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ আর নিজ প্রতিপালকের পবিত্রতা ও প্রশংসা বর্ণনা করতে থাকুন قَبْلَ طُلُوْعِ الشَّمْسِ সূর্য উদয়ের পূর্বে وَقَبْلَ الْغُرُوْبِ এবং তা অস্তমিত হওয়ার পূর্বে।

৪০. وَمِنَ الَّيْلِ আর রাত্রিকালেও فَسَبِّحْهُ তাঁর পবিত্রতা বর্ণনা করুন وَاَدْبَارَ السُّجُوْدِ আর ফরজ নামাজের পরেও।

https://e-ilm.weebly.com/

৪১. এবং শুনে রাখ! যেদিন এক আহ্বানকারী আহ্বান করবে নিকটবর্তী স্থান হতে।	وَاسْتَمِعْ يَوْمَ يُنَادِ الْمُنَادِ مِنْ مَّكَانٍ قَرِيْبٍ ﴿٤١﴾
৪২. যেদিন ঐ হুঙ্কারকে নিশ্চিতরূপে সকলে শ্রবণ করবে; এটা হবে বহির্গত হওয়ার দিন।	يَّوْمَ يَسْمَعُوْنَ الصَّيْحَةَ بِالْحَقِّ ؕ ذٰلِكَ يَوْمُ الْخُرُوْجِ ﴿٤٢﴾
৪৩. আমিই জীবন দান করি এবং আমিই মৃত্যু ঘটিয়ে থাকি এবং আমারই দিকে ফিরে আসতে হবে,	اِنَّا نَحْنُ نُحْيٖ وَنُمِيْتُ وَاِلَيْنَا الْمَصِيْرُ ﴿٤٣﴾
৪৪. যেদিন জমিন তাদের (মৃতদের) উপর হতে বিদীর্ণ হয়ে যাবে, যখন তারা (ময়দানের) দিকে দৌড়াতে থাকবে; এটা আমার পক্ষে এক সহজ একত্রীকরণ।	يَوْمَ تَشَقَّقُ الْاَرْضُ عَنْهُمْ سِرَاعًا ؕ ذٰلِكَ حَشْرٌ عَلَيْنَا يَسِيْرٌ ﴿٤٤﴾
৪৫. এরা যা কিছু বলছে, আমি খুব অবগত আছি আর আপনি তাদের উপর বল প্রয়োগকারী নন। অতএব, আপনি কুরআনের মাধ্যমে সে লোকদেরকে নসিহত করতে থাকুন, যারা আমার সতর্কবাণীকে ভয় করে চলে।	نَحْنُ اَعْلَمُ بِمَا يَقُوْلُوْنَ وَمَاۤ اَنْتَ عَلَيْهِمْ بِجَبَّارٍ ۫ فَذَكِّرْ بِالْقُرْاٰنِ مَنْ يَّخَافُ وَعِيْدِ ﴿٤٥﴾ ع ٢ ١٧

শাব্দিক অনুবাদ :

৪১. وَاسْتَمِعْ এবং শুনে রেখ يَوْمَ يُنَادِى الْمُنَادِ যেদিন এক আহ্বানকারী আহ্বান করবে مِنْ مَّكَانٍ قَرِيْبٍ নিকটবর্তী স্থান হতে।

৪২. يَوْمَ যেদিন يَسْمَعُوْنَ الصَّيْحَةَ ঐ হুঙ্কারকে সকলে শ্রবণ করবে بِالْحَقِّ নিশ্চিতরূপে ذٰلِكَ يَوْمُ الْخُرُوْجِ এটা হবে বাহির্গত হওয়ার দিন।

৪৩. اِنَّا نَحْنُ نُحْيٖ আমিই জীবন দান করি وَنُمِيْتُ এবং আমিই মৃত্যু ঘটিয়ে থাকি وَاِلَيْنَا الْمَصِيْرُ এবং আমারই দিকে ফিরে আসতে হবে।

৪৪. يَوْمَ تَشَقَّقُ الْاَرْضُ যেদিন জমিন বিদীর্ণ হয়ে যাবে عَنْهُمْ তাদের (মৃতদের) উপর হতে سِرَاعًا যখন তারা (ময়দানের) দিকে দৌড়াতে থাকবে ذٰلِكَ حَشْرٌ عَلَيْنَا يَسِيْرٌ এটা আমার পক্ষে এক সহজ একত্রীকরণ।

৪৫. نَحْنُ اَعْلَمُ আমি খুব অবগত আছি بِمَا يَقُوْلُوْنَ এরা যা কিছু বলছে وَمَاۤ اَنْتَ عَلَيْهِمْ بِجَبَّارٍ আর আপনি তাদের উপর বল প্রয়োগকারী নন فَذَكِّرْ অতএব আপনি সেই লোকদেরকে নসিহত করতে থাকুন بِالْقُرْاٰنِ কুরআনের মাধ্যমে مَنْ يَّخَافُ وَعِيْدِ যারা আমার সতর্ক বাণীকে ভয় করে চলে।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

وَلَقَدْ خَلَقْنَا السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا فِىْ سِتَّةِ اَيَّامٍ وَّمَا مَسَّنَا مِنْ لُّغُوْبٍ [٣٨]

শানে নুযূল–১ : ইবনে মুনযির যাহ্হাকের উদ্ধৃতি দিয়ে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেন, ইহুদিরা বলে থাকে আল্লাহ তা'আলা রবিবার, সোমবার, মঙ্গলবার, বুধবার, বৃহস্পতিবার ও শুক্রবার সৃষ্টি জগতের সৃষ্টি করেন এবং শনিবার দিন আল্লাহ তা'আলা বিশ্রাম গ্রহণ করেন। তাদের এহেন অশোভনীয় মন্তব্য করার পরিপ্রেক্ষিতে আল্লাহ তা'আলা আলোচ্য আয়াত নাজিল করেন।

https://e-ilm.weebly.com/

শানে নুযূল–২ : খতীব তদীয় ইতিহাস গ্রন্থে আওয়াম বিন হাওশাব এর উদ্ধৃতি দিয়ে বলেন, তিনি বলেন, আমি আবূ মিযলাজকে কোনো ব্যক্তি সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলাম যে, সে এক "পা" কে অপর পায়ের উপর রেখে বসে কেন? আবূ মিযলাজ বলল, এতে কোনো দূষণীয়তা নেই। ইহুদিরা এরূপভাবে বসাকে অপছন্দ মনে করে। তাদের ধারণা হচ্ছে আল্লাহ তা'আলা আসমানসমূহ জমিনকে ছয় দিনের সৃষ্টি করেছেন। অতঃপর শনিবার দিন আল্লাহ বিশ্রাম গ্রহণ করেছেন। সে সময়ে আল্লাহ অনুরূপভাবে বসেছিলেন। সে পরিপ্রেক্ষিতে আল্লাহ তা'আলা আলোচ্য আয়াত নাজিল করেন। –[দুররে মানছূর ১১০/৬]

نَحْنُ أَعْلَمُ بِمَا يَقُولُونَ وَمَآ أَنتَ عَلَيْهِم بِجَبَّارٍ فَذَكِّرْ بِالْقُرْآنِ مَن يَخَافُ وَعِيدِ [٤٥]

শানে নুযূল : ইবনে জারীর হযরত ইবনে আব্বাস (রা.)-এর উদ্ধৃতি দিয়ে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন, কতিপয় সাহাবায়ে কেরাম রাসূল ﷺ -কে বলেছিলেন, হে আল্লাহর রাসূল ﷺ ! আপনি আমাদেরকে সতর্ক ও ভীতি প্রদর্শন করুন। এ পরিপ্রেক্ষিতে আলোচ্য আয়াতাংশ নাজিল করা হয়েছে।

–[দুররে মানছূর ১১১/৬, ফতহুল কাদীর ৮২/৫, কুরতুবী ২৯/১৭, রূহুল মা'আনী ১৯৫/১৩/২৬]

لَهُمْ مَّا يَشَآءُونَ فِيهَا -অর্থাৎ, জান্নাতীরা যা চাইবে, তা-ই পাবে। অর্থাৎ চাওয়া মাত্রই তা সামনে উপস্থিত দেখতে পাবে। বিলম্ব ও অপেক্ষার বিড়ম্বনা সইতে হবে না। হযরত আবূ সায়ীদ খুদরী (রা.)-এর বাচনিক রেওয়ায়েতে রসূলুল্লাহ ﷺ বলেন : জান্নাতে কারো সন্তানের বাসনা হলে গর্ভধারণ, প্রসব ও সন্তানের কায়িক বৃদ্ধি এগুলো সব এক মূহূর্তের মধ্যে নিষ্পন্ন হয়ে যাবে। –[ইবনে কাছীর]

وَلَدَيْنَا مَزِيدٌ অর্থাৎ, আমার কাছে এমন নিয়ামতও আছে, যার কল্পনাও মানুষ করতে পারে না। ফলে তারা এগুলোর আকাঙ্ক্ষাও করতে পারবে না। হযরত আনাস ও জাবের (রা.) বলেন : এই বাড়তি নিয়ামত হচ্ছে আল্লাহ তা'আলার দীদার তথা সাক্ষাত, যা জান্নাতীরা লাভ করবে। لِلَّذِينَ أَحْسَنُوا الْحُسْنَى وَزِيَادَةٌ আয়াতের তাফসীরে এই বিষয়বস্তু সম্পর্কিত বিভিন্ন হাদীস পূর্বে বর্ণিত হয়েছে। কোনো কোনো রেওয়ায়েতে আছে, জান্নাতীরা প্রতি শুক্রবার আল্লাহ তা'আলার সাক্ষাত লাভ করবে। –[কুরতুবী]

فَنَقَّبُوا فِي الْبِلَادِ هَلْ مِن مَّحِيصٍ - نَقَّبُوا শব্দটি تَنْقِيبٌ থেকে উদ্ভূত। এর আসল অর্থ ছিদ্র করা, বিদীর্ণ করা। বাক-পদ্ধতিতে দেশ-বিদেশে ভ্রমণ করার অর্থে ব্যবহৃত হয়।

مَحِيصٍ -এর অর্থ আশ্রয়স্থল। আয়াতের অর্থ এই যে, আল্লাহ তা'আলা তোমাদের পূর্বে বহু মানবগোষ্ঠীকে ধ্বংস করে দিয়েছেন, যারা তোমাদের অপেক্ষা শক্তিতে প্রবল ছিল এবং যারা ব্যবসা-বাণিজ্যের উদ্দেশ্যে দেশে-বিদেশে ভ্রমণ করে ফিরত। কিন্তু দেখ পরিণামে তারা ধ্বংস হয়ে গেছে। কোনো ভূখণ্ড অথবা গৃহ তাদেরকে ধ্বংসের কবল থেকে আশ্রয় দিতে পারল না।

জ্ঞানার্জনের দুই পন্থা : لِمَنْ كَانَ لَهُ قَلْبٌ হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) বলেন : এখানে কলব বলে বোধশক্তি বোঝানো হয়েছে। বোধশক্তির কেন্দ্রস্থল হচ্ছে কলব তথা অন্তঃকরণ। তাই একে কলব বলে ব্যক্ত করা হয়েছে। কোনো কোনো তফসীরবিদ বলেন : এখানে কলব বলে হায়াত তথা জীবন বোঝানো হয়েছে। কারণ কলবের উপরই হায়াত ভিত্তিশীল। আয়াতের অর্থ এই যে, এই সূরায় বর্ণিত বিষয়বস্তু দ্বারা সেই ব্যক্তিই উপদেশ ও শিক্ষার উপকার লাভ করতে পারে, যার বোধশক্তি অথবা হায়াত আছে। বোধশক্তিহীন অথবা মৃত ব্যক্তি এর দ্বারা উপকৃত হতে পারে না।

أَوْ أَلْقَى السَّمْعَ وَهُوَ شَهِيدٌ - إِلْقَاءُ سَمْعٍ -এর অর্থ কোনো কথা কান লাগিয়ে শোনা এবং شَهِيدٌ -এর অর্থ উপস্থিত। উদ্দেশ্য এই যে, দুই ব্যক্তি উল্লেখিত আয়াতসমূহের দ্বারা উপকার লাভ করে। (এক) যে স্বীয় বোধশক্তি দ্বারা সব বিষয়বস্তুকে সত্য মনে করে (দুই) অথবা সে আয়াতসমূহকে নিবিষ্ট মনে শ্রবণ করে ; অন্তরকে অনুপস্থিত রেখে শুধু কানে শুনে না। তাফসীরে-মাযহারীতে বলা হয়েছে : কামেল বুযুর্গগণ প্রথমোক্ত প্রকারের মধ্যে এবং তাঁদের অনুসারী ও মুরিদগণ দ্বিতীয় প্রকারের মধ্যে দাখিল।

وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ وَقَبْلَ الْغُرُوبِ - سَبِّحْ শব্দটি تَسْبِيحٌ থেকে উদ্ভূত। অর্থ আল্লাহ তা'আলার তাসবীহ্‌ (পবিত্রতা বর্ণনা) করা। মুখে হোক কিংবা নামাজের মাধ্যমে হোক। এ কারণেই কেউ কেউ বলেন : সূর্যোদয়ের পূর্বে তাসবীহ্‌ করার অর্থ ফজরের নামাজ এবং সূর্যাস্তের পূর্বে তাসবীহ্‌ করার অর্থ আসরের নামাজ। হযরত জারীর ইবনে আব্দুল্লাহ (রা.)-এর বর্ণিত এক দীর্ঘ হাদীসে রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন :

إِنِ اسْتَطَعْتُمْ أَنْ لَّاتُغْلَبُوا عَلَى صَلٰوةٍ قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ وَقَبْلَ غُرُوبِهَا يَعْنِيَ الْعَصْرَ وَالْفَجْرَ ثُمَّ قَرَأَ جَرِيرٌ وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ وَقَبْلَ الْغُرُوبِ.

https://e-ilm.weebly.com/

চেষ্টা কর, যাতে তোমরা সূর্যোদয়ের পূর্বের এবং সূর্যাস্তের পূর্বের নামাজগুলো ফওত না হয়ে যায়, অর্থাৎ, ফজর ও আসরের নামাজ। এর প্রমাণ হিসেবে জরীর উপরিউক্ত আয়াত তেলাওয়াত করেন।–[কুরতুবী]।

সেসব তাসবীহ্ আয়াতের অন্তর্ভুক্ত, যেগুলো সকাল-বিকাল পাঠ করার প্রতি সহীহ্ হাদীসসমূহে উৎসাহ প্রদান করা হয়েছে। বুখারী ও মুসলিমে হযরত আবূ হুরায়রা (রা.) বর্ণিত রেওয়ায়েতে রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন : যে ব্যক্তি সকালে ও বিকালে একশত বার করে 'সুবহানাল্লাহি ওয়া বিহামদিহী' পাঠ করে, তার গোনাহ্ ক্ষমা করা হবে, যদিও তা সমুদ্রের তরঙ্গ অপেক্ষাও বেশি হয়। –[মাযহারী]

وَاَدْبَارَ السُّجُوْدِ –হযরত মুজাহিদ (র.) বলেন : سُجُوْد বলে ফরজ নামাজ বোঝানো হয়েছে, এবং পশ্চাতে বলে সেইসব তাসবীহ বোঝানো হয়েছে, যেগুলোর ফজিলত প্রত্যেক ফরজ নামাজের পর হাদীসে বর্ণিত আছে। হযরত আবূ হুরায়রা (রা.)-এর রেওয়ায়েত; রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন : যে ব্যক্তি প্রত্যেক ফরজ নামাজের পর ৩৩ বার সুবহানাল্লাহ ৩৩ বার আলহামদুলিল্লাহ্, ৩৩ বার আল্লাহু আকবার এবং এক বার লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহু ওয়াহদাহু লা শারীকা লাহু লাহুল মুলকু ওয়া লাহুল হামদু ওয়া হুয়া 'আলা কুল্লি শাইয়িন কাদীর' পাঠ করবে, তার গোনাহ্ মাফ করা হবে যদিও তা সমুদ্রের ডেউয়ের সমান হয়। –(বোখারী-মুসলিম) ফরজ নামাজের পরে যেসব সুন্নত নামাজ পড়ার কথা সহীহ্ হাদীসমূহে বর্ণিত আছে, وَاَدْبَارَ السُّجُوْدِ বলে সেগুলোও বোঝানো যেতে পারে। –[মাযহারী]।

يَوْمَ يُنَادِ الْمُنَادِ مِنْ مَّكَانٍ قَرِيْبٍ অর্থাৎ, যেদিন আহ্বানকারী ফেরেশতা নিকট থেকেই আহ্বান করবে। ইবনে-আসাকির জায়েদ ইবনে-জাবের থেকে বর্ণনা করেন, এই ফেরেশতা আর কেউ নয়-স্বয়ং হযরত ইসরাফীল (আ.)। তিনি বায়তুল-মোকাদ্দাসের সখরায় দাঁড়িয়ে সারা বিশ্বের মৃতদেরকে এই বলে সম্বোধন করবে : হে পচাগলা চামড়াসমূহ, চূর্ণ-বিচূর্ণ অস্থিসমূহ এবং বিক্ষিপ্ত কেশসমূহ! শোন, আল্লাহ তা'আলা তোমাদেরকে হিসাবের জন্যে সমবেত হওয়ার আদেশ দিচ্ছেন। –[মাযহারী]।

আয়াতে কেয়ামতের দ্বিতীয় ফুঁৎকার বর্ণিত হয়েছে, যা দ্বারা বিশ্বজগতকে পুনরুজ্জীবিত করা হবে। নিকটবর্তী স্থানের অর্থ এই যে, তখন এই আওয়াজটি নিকটের ও দূরের সবাই এমনভাবে শুনবে, যেন কানের কাছে থেকেই বলা হচ্ছে। হযরত ইকরিমা (রা.) বলেন : আওয়াজটি এমনভাবে শোনা যাবে, যেন কেউ আমাদের কানেই বলে যাচ্ছে। কেউ কেউ বলেন : নিকটবর্তী স্থানের অর্থ বায়তুল মোকাদ্দাসের সখরা। এটাই পৃথিবীর মধ্যস্থল। চতুর্দিক থেকে এর দূরত্ব সমান। –[কুরতুবী]।

يَوْمَ تَشَقَّقُ الْاَرْضُ عَنْهُمْ سِرَاعًا –অর্থাৎ যখন পৃথিবী বিদীর্ণ হয়ে সব মৃত বের হয়ে আসবে এবং ছুটাছুটি করবে। হাদীস থেকে জানা যায়, সবাই শাম দেশের দিকে দৌড়াতে থাকবে। সেখানে বায়তুল মোকাদ্দাসের সখরায় ইসরাফীল (আ.) সবাইকে আহ্বান করবেন।

তিরমিযীতে মুয়াবিয়া ইবনে হায়দা (রা.) বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ শাম দেশের দিকে ইশারা করে বলেন :

مِنْ هٰهُنَا اِلٰى هٰهُنَا تُحْشَرُوْنَ رُكْبَانًا وَمُشَاةً وَتُجَرُّوْنَ عَلٰى وُجُوْهِكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ.

এখান থেকে সেই পর্যন্ত তোমরা উত্থিত হবে। কেউ সওয়ার হয়ে, কেউ পদব্রজে এবং কেউ উপুড় হয়ে কিয়ামতের ময়দানে নীত হবে।

فَذَكِّرْ بِالْقُرْاٰنِ مَنْ يَّخَافُ وَعِيْدِ অর্থাৎ, "যে ব্যক্তি আমার শাস্তিকে ভয় করে, তাকে আপনি কুরআনের মাধ্যমে উপদেশ দিন।" উদ্দেশ্য এই যে, আপনার প্রচারকার্য ব্যাপক হলেও একমাত্র তারাই এর দ্বারা প্রভাবান্বিত হবে, যারা আমার শাস্তিকে ভয় করে।

হযরত কাতাদাহ (রা.) এই আয়াত পাঠ করে নিম্নোক্ত দোয়া পড়তেন :

اَللّٰهُمَّ اجْعَلْنَا مِمَّنْ يَّخَافُ وَعِيْدَكَ وَيَرْجُوْ مَوْعُوْدَكَ يَا بَارُّ يَا رَحِيْمُ

হে আল্লাহ, আমাদেরকে তাদের অন্তর্ভুক্ত করুন, যারা আপনার শাস্তিকে ভয় করে এবং আপনার ওয়াদার আশা করে। হে ওয়াদাপূরণকারী, হে দয়াময়!

https://e-ilm.weebly.com/

শব্দ বিশ্লেষণ :

نَقَّبُوْا : সীগাহ جمع مذكر غائب বহছ ماضى معروف বাব تَفْعِيْلٌ মাসদার تَنْقِيْبٌ মূলবর্ণ (ن - ق - ب) জিনস صحيح অর্থ– তারা ঘুরে বেড়াত।

اِسْتَمِعْ : সীগাহ واحد مذكر حاضر বহছ امر حاضر معروف বাব اِفْتِعَالٌ মাসদার اِسْتِمَاعٌ মূলবর্ণ (س - م - ع) জিনস صحيح অর্থ– শুনে রাখ। মনোযোগ দিয়ে (শুন)

اَلْمُنَادِىْ : সীগাহ واحد مذكر বহছ اسم فاعل বাব مُفَاعَلَةٌ মাসদার مُنَادَاةً মূলবর্ণ (ن - د - ى) জিনস ناقص يائى অর্থ– আহ্বানকারী।

تَشَقَّقُ : সীগাহ واحد مؤنث غائب বহছ مضارع معروف বাব تَفَعُّلٌ মাসদার تَشَقُّقٌ মূলবর্ণ (ش - ق - ق) জিনস مضاعف ثلاثى অর্থ– বিদীর্ণ হয়ে যাবে।

يَسْمَعُوْنَ : সীগাহ جمع مذكر غائب বহছ مضارع معروف বাব سَمِعَ মাসদার اَلسَّمْعُ মূলবর্ণ (س - م - ع) জিনস صحيح অর্থ– সকলে শ্রবণ করবে।

اَلْخُرُوْجُ : মাসদার। বাব نَصَرَ মূলবর্ণ (خ - ر - ج) জিনস صحيح অর্থ– বহির্গত হওয়া।

نُحْيِ : সীগাহ جمع متكلم বহছ مضارع معروف বাব اِفْعَالٌ মাসদার اَلْاِحْيَاءُ মূলবর্ণ (ح - ى - ى) জিনস لفيف مقرون অর্থ– আমিই জীবনদান করি।

حَشْرٌ : মাসদার। বাব نَصَرَ মূলবর্ণ (ح - ش - ر) জিনস صحيح অর্থ– একত্রিকরণ।

اَعْلَمُ : সীগাহ واحد متكلم বহছ مضارع معروف বাব سَمِعَ মাসদার اَلْعِلْمُ মূলবর্ণ (ع - ل - م) জিনস صحيح অর্থ– আমি অবগত আছি।

يَقُوْلُوْنَ : সীগাহ جمع مذكر غائب বহছ مضارع معروف বাব نَصَرَ মাসদার اَلْقَوْلُ মূলবর্ণ (ق - و - ل) জিনস اجوف واوى অর্থ– তারা যা কিছু বলছে।

ذَكِّرْ : সীগাহ واحد مذكر حاضر বহছ امر حاضر معروف বাব تَفْعِيْل মাসাদার اَلتَّذْكِيْرُ মূলবর্ণ (ذ- ك - ر) জিনস صحيح অর্থ– নসিহত করতে থাকুন।

لُغُوْبٌ : ইহা ইসমে মাসদার, বাব كَرُمَ - فَتَحَ - سَمِعَ থেকে মাসদার لُغُوْبًا ও لَغْبًا মূলবর্ণ (ل - غ - ب) জিনস صحيح অর্থ– ক্লান্তি।

يُنَادِ : সীগাহ واحد مذكر غائب বহছ مضارع معروف বাব مُفَاعَلَةٌ মাসদার اَلْمُنَادَاةُ মূলবর্ণ (ن - د- و) জিনস ناقص واوى অর্থ– সে আহ্বান করবে।

اَلصَّيْحَةُ : মাসদার ও حاصل مصدر বাব ضَرَبَ মূলবর্ণ (ص - ى - ح) জিনস اجوف يائى অর্থ– হুঙ্কার।

سِرَاعًا : سَرِيْعٌ -এর বহুবচন, যেমন كِرَامٌ টা كَرِيْمٌ -এর বহুবচন মূলবর্ণ (س - ر - ع) জিনস صحيح অর্থ– দৌড়াতে।

বাক্য বিশ্লেষণ :

فَاصْبِرْ عَلٰى مَايَقُوْلُوْنَ وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ قَبْلَ طُلُوْعِ الشَّمْسِ وَقَبْلَ الْغُرُوْبِ : এখানে فَاء টা হলো فصيحة আর اِصْبِرْ ফে'লে আমর তার উহ্য যমীর اَنْتَ হলো ফায়েল, আর عَلٰى مَا يَقُوْلُوْنَ হলো اِصْبِرْ -এর সাথে متعلق; আর سَبِّحْ হলো ফে'লে আমর। তার উহ্য যমীর ফায়েল। আর بِحَمْدِ رَبِّكَ হলো سَبِّحْ -এর ফায়েল থেকে حال অর্থাৎ صَلِّ حَامِدًا; আর قَبْلَ طُلُوْعِ الشَّمْسِ টা سَبِّحْ -এর সাথে ظرف متعلق হয়েছে। আর قَبْلَ الْغُرُوْبِ টা ظرف -এর উপর আতফ হয়েছে। –[ই'রাবুল কুরআন ৭ম খণ্ড; পৃ. ২৮০]

https://e-ilm.weebly.com/

سُوْرَةُ الذّٰرِيٰتِ مَكِّيَّةٌ

সূরা যারিয়াত

মক্কায় অবতীর্ণ; আয়াত– ৬০, রুকূ'– ৩

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ○

পরম করুণাময়, দয়ালু আল্লাহর নামে শুরু করছি।

১. সে বায়ুর শপথ, যা ধুলাবালিকে উড়িয়ে থাকে।	وَالذّٰرِيٰتِ ذَرْوًا ﴿١﴾
২. অনন্তর শপথ সেই মেঘমালার– যা বোঝা বহন করে।	فَالْحٰمِلٰتِ وِقْرًا ﴿٢﴾
৩. অতঃপর শপথ সেই নৌকাসমূহের– যা ধীরভাবে চলে।	فَالْجٰرِيٰتِ يُسْرًا ﴿٣﴾
৪. শপথ সেই ফেরেশতাগণের– যারা বস্তুসমূহ বণ্টন করে।	فَالْمُقَسِّمٰتِ اَمْرًا ﴿٤﴾
৫. তোমাদেরকে যার প্রতিশ্রুতি দেওয়া হচ্ছে তা নিশ্চিত সত্য।	اِنَّمَا تُوْعَدُوْنَ لَصَادِقٌ ﴿٥﴾
৬. আর (কার্যাবলির) প্রতিদান অবশ্যই ঘটবে।	وَّاِنَّ الدِّيْنَ لَوَاقِعٌ ﴿٦﴾
৭. আসমানের শপথ– যাতে (চলার) পথসমূহ রয়েছে।	وَالسَّمَآءِ ذَاتِ الْحُبُكِ ﴿٧﴾
৮. তোমরা (কিয়ামত সম্বন্ধে) বিভিন্ন মত পোষণ করে থাক।	اِنَّكُمْ لَفِيْ قَوْلٍ مُّخْتَلِفٍ ﴿٨﴾

শাব্দিক অনুবাদ :

১. وَالذّٰرِيٰتِ সে বায়ুর শপথ ذَرْوًا যা ধুলা-বালিকে উড়িয়ে থাকে।

২. فَالْحٰمِلٰتِ অনন্তর শপথ সেই মেঘমালার وِقْرًا যা বোঝা বহন করে।

৩. فَالْجٰرِيٰتِ অতঃপর শপথ সেই নৌকাসমূহের يُسْرًا যা ধীরভাবে চলে।

৪. فَالْمُقَسِّمٰتِ অতঃপর শপথ সেই ফেরেশতাদের যারা বণ্টন করে اَمْرًا বস্তুসমূহ।

৫. اِنَّمَا تُوْعَدُوْنَ তোমাদেরকে যার প্রতিশ্রুতি দেওয়া হয়েছে لَصَادِقٌ তা নিশ্চিত সত্য।

৬. وَّاِنَّ الدِّيْنَ আর কার্যাবলির প্রতিদান لَوَاقِعٌ অবশ্যই ঘটবে।

৭. وَالسَّمَآءِ আসমানের শপথ ذَاتِ الْحُبُكِ যাতে (চলার) পথসমূহ রয়েছে।

৮. اِنَّكُمْ তোমরা لَفِيْ قَوْلٍ مُّخْتَلِفٍ (কিয়ামত সম্বন্ধে) বিভিন্ন মত পোষণ করে থাক।

https://e-ilm.weebly.com/

৯. তা (-র সমর্থন) হতে সেই ব্যক্তিই নিরস্ত থাকে, যে (সম্পূর্ণরূপে মঙ্গল হতে) বিরত থাকতে চায়।	يُؤْفَكُ عَنْهُ مَنْ أُفِكَ ﴿٩﴾
১০. ভিত্তিহীন উক্তিকারীরা ধ্বংস হোক।	قُتِلَ الْخَرّٰصُوْنَ ﴿١٠﴾
১১. যারা (কিয়ামতকে অবিশ্বাস করে এবং) মূর্খতার মধ্যে বিভ্রান্ত হয়ে আছে।	الَّذِيْنَ هُمْ فِيْ غَمْرَةٍ سَاهُوْنَ ﴿١١﴾
১২. তারা (বিদ্রূপচ্ছলে) জিজ্ঞাসা করে– সেই প্রতিফল দিবস কখন আসবে?	يَسْـَٔلُوْنَ اَيَّانَ يَوْمُ الدِّيْنِ ﴿١٢﴾
১৩. (আল্লাহ বলেন,) যেদিন তাদেরকে আগুনে তাপানো হবে [আগুন দ্বারা শাস্তি দেওয়া হবে]।	يَوْمَ هُمْ عَلَى النَّارِ يُفْتَنُوْنَ ﴿١٣﴾
১৪. (এবং বলা হবে যে,) নিজেদের সে শাস্তির স্বাদ উপভোগ কর; এটা তাই যার জন্য তোমরা তাড়াহুড়া করতে।	ذُوْقُوْا فِتْنَتَكُمْ ط هٰذَا الَّذِيْ كُنْتُمْ بِهٖ تَسْتَعْجِلُوْنَ ﴿١٤﴾
১৫. নিঃসন্দেহে মুত্তাকীগণ উদ্যানসমূহ ও নহরসমূহের মধ্যে থাকবে।	اِنَّ الْمُتَّقِيْنَ فِيْ جَنّٰتٍ وَّعُيُوْنٍ ﴿١٥﴾
১৬. তাদের প্রতিপালক তাদেরকে যা প্রদান করবেন, তারা তা (আনন্দচিত্তে) গ্রহণ করতে থাকবে; (যেহেতু) তারা এর পূর্বে (পৃথিবীতে) নেককার ছিল।	اٰخِذِيْنَ مَآ اٰتٰهُمْ رَبُّهُمْ ط اِنَّهُمْ كَانُوْا قَبْلَ ذٰلِكَ مُحْسِنِيْنَ ﴿١٦﴾
১৭. তারা (ইবাদত রত থাকার দরুন) রাত্রিকালে কমই ঘুমাত।	كَانُوْا قَلِيْلًا مِّنَ الَّيْلِ مَا يَهْجَعُوْنَ ﴿١٧﴾

শাব্দিক অনুবাদ :

৯. يُؤْفَكُ عَنْهُ তা (-র সমর্থন) হতে সেই ব্যক্তিই নিরস্ত থাকে مَنْ أُفِكَ যে (সম্পূর্ণ রূপে মঙ্গল হতে) বিরত থাকতে চায়।

১০. قُتِلَ ধ্বংস হোক الْخَرّٰصُوْنَ ভিত্তিহীন উক্তিকারীরা।

১১. الَّذِيْنَ هُمْ فِيْ غَمْرَةٍ যারা মুর্খতার মধ্যে سَاهُوْنَ বিভ্রান্ত হয়ে আছে।

১২. يَسْـَٔلُوْنَ তারা (বিদ্রূপচ্ছলে) জিজ্ঞাসা করে اَيَّانَ কখন আসবে يَوْمُ الدِّيْنِ সেই প্রতি ফল দিবস।

১৩. يَوْمَ هُمْ যেদিন তাদেরকে عَلَى النَّارِ আগুনে يُفْتَنُوْنَ তাপানো হবে।

১৪. ذُوْقُوْا স্বাদ উপভোগ কর فِتْنَتَكُمْ নিজেদের সেই শাস্তির هٰذَا الَّذِيْ এটা তাই كُنْتُمْ بِهٖ تَسْتَعْجِلُوْنَ যার জন্য তেমরা তাড়াহুড়া করতে।

১৫. اِنَّ الْمُتَّقِيْنَ নিঃসন্দেহে মুত্তাকীগণ فِيْ جَنّٰتٍ وَّعُيُوْنٍ উদ্যানসমূহ ও নহরসমূহের মধ্যে থাকবে।

১৬. اٰخِذِيْنَ তারা তা অনন্দ চিত্তে গ্রহণ করবে مَآ اٰتٰهُمْ رَبُّهُمْ তাদের প্রতিপালক তাদেরকে যা প্রদান করবেন اِنَّهُمْ তার كَانُوْا ছিল قَبْلَ ذٰلِكَ এর পূর্বে مُحْسِنِيْنَ নেককার।

১৭. كَانُوْا قَلِيْلًا مِّنَ الَّيْلِ مَا يَهْجَعُوْنَ তারা রাত্রিকালে কমই ঘুমাত।

https://e-ilm.weebly.com/

১৮. এবং শেষ রাত্রে ক্ষমা প্রার্থনা করত।	وَبِالْاَسْحَارِ هُمْ يَسْتَغْفِرُوْنَ ﴿١٨﴾
১৯. আর (তাদের আর্থিক ইবাদত এরূপ ছিল যে,) তাদের ধনসম্পদের মধ্যে প্রার্থী এবং অপ্রার্থী (নির্বিশেষে) সবারই অংশ ছিল।	وَفِيْٓ اَمْوَالِهِمْ حَقٌّ لِّلسَّآئِلِ وَالْمَحْرُوْمِ ﴿١٩﴾
২০. আর ঈমানদার লোকদের জন্য ভূপৃষ্ঠে বহু নিদর্শন রয়েছে।	وَفِى الْاَرْضِ اٰيٰتٌ لِّلْمُوْقِنِيْنَ ﴿٢٠﴾
২১. এবং তোমাদের নিজেদের মধ্যেও; তবুও কি তোমাদের দৃষ্টিগোচর হয় না?	وَفِيْٓ اَنْفُسِكُمْ ؕ اَفَلَا تُبْصِرُوْنَ ﴿٢١﴾
২২. তোমাদের রিজিক, আর তোমাদেরকে যে (কিয়ামতের) প্রতিশ্রুতি দেওয়া হচ্ছে এসব (-এর নির্দিষ্ট সময়) আসমানে (অর্থাৎ লওহে-মাহফূযে লিপিবদ্ধ) রয়েছে।	وَفِى السَّمَآءِ رِزْقُكُمْ وَمَا تُوْعَدُوْنَ ﴿٢٢﴾
২৩. অতএব, আসমান ও জমিনের প্রতিপালকের শপথ! তা (কিয়ামত) এমন সত্য, যেমন তোমাদের পরস্পরের কথাবার্তা বলা।	فَوَرَبِّ السَّمَآءِ وَالْاَرْضِ اِنَّهٗ لَحَقٌّ مِّثْلَ مَآ اَنَّكُمْ تَنْطِقُوْنَ ﴿٢٣﴾
২৪. (হে মুহাম্মদ!) ইবরাহীমের সম্মানিত অতিথিদের ঘটনা আপনার নিকট পৌঁছেছে কি?	هَلْ اَتٰىكَ حَدِيْثُ ضَيْفِ اِبْرٰهِيْمَ الْمُكْرَمِيْنَ ﴿٢٤﴾
২৫. যখন তাঁরা তাঁর নিকট আসলেন, অতঃপর তাঁকে সালাম করলেন; ইবরাহীমও (উত্তরে) বললেন, সালাম, (এবং বলতে লাগলেন) অপরিচিত লোক (বলে মনে হচ্ছে)।	اِذْ دَخَلُوْا عَلَيْهِ فَقَالُوْا سَلٰمًا ؕ قَالَ سَلٰمٌ ۚ قَوْمٌ مُّنْكَرُوْنَ ﴿٢٥﴾

শাব্দিক অনুবাদ :

১৮. وَبِالْاَسْحَارِ এবং শেষ রাত্রে هُمْ يَسْتَغْفِرُوْنَ ক্ষমা প্রার্থনা করত।

১৯. وَفِيْٓ اَمْوَالِهِمْ আর তাদের ধন-সম্পদের মধ্যে حَقٌّ অংশ ছিল لِّلسَّآئِلِ প্রার্থী وَالْمَحْرُوْمِ এবং অপ্রার্থী সকলেরই।

২০. وَفِى الْاَرْضِ আর ভূপৃষ্ঠে রয়েছে اٰيٰتٌ বহু নিদর্শন لِّلْمُوْقِنِيْنَ ঈমানদার লোকদের জন্য।

২১. وَفِيْٓ اَنْفُسِكُمْ এবং তোমাদের নিজেদের মধ্যেও اَفَلَا تُبْصِرُوْنَ তবুও কি তোমাদের দৃষ্টিগোচর হয় না।

২২. وَفِى السَّمَآءِ আসমানে রয়েছে رِزْقُكُمْ তোমাদের রিজিক وَمَا تُوْعَدُوْنَ আর তোমাদের কে যে প্রতিশ্রুতি দেওয়া হচ্ছে।

২৩. فَوَرَبِّ السَّمَآءِ وَالْاَرْضِ অতএব, আসমান ও জমিনের প্রতিপালকের শপথ اِنَّهٗ لَحَقٌّ তা (কিয়ামত এমন) সত্য مِّثْلَ مَآ اَنَّكُمْ تَنْطِقُوْنَ যেমন তোমাদের পরস্পরের কথাবার্তা বলা।

২৪. هَلْ اَتٰىكَ আপনার নিকট পৌঁছেছে কি حَدِيْثُ ঘটনা ضَيْفِ اِبْرٰهِيْمَ الْمُكْرَمِيْنَ ইবরাহীম এর সম্মানিত অতিথিদের।

২৫. اِذْ دَخَلُوْا عَلَيْهِ যখন তাঁরা তাঁর নিকট আসলেন فَقَالُوْا سَلٰمًا অতঃপর তাঁকে সালাম করলেন قَالَ سَلٰمٌ ইবরাহীমও বললেন সালাম قَوْمٌ مُّنْكَرُوْنَ অপরিচিত লোক।

https://e-ilm.weebly.com/

https://e-ilm.weebly.com/

২৬. অতঃপর তিনি নিজ গৃহের দিকে চলে গেলেন এবং একটি হৃষ্টপুষ্ট (ভাজা) গো-বাছুর আনয়ন করলেন।	فَرَاغَ اِلٰٓى اَهْلِهٖ فَجَآءَ بِعِجْلٍ سَمِيْنٍ ۙ (٢٦)
২৭. এবং তা তাদের সম্মুখে রাখলেন, (কিন্তু তাঁরা স্পর্শও করলেন না,) ইবরাহীম বললেন, আপনারা খাচ্ছেন না কেন?	فَقَرَّبَهٗٓ اِلَيْهِمْ قَالَ اَلَا تَاْكُلُوْنَ (٢٧)
২৮. (তথাপি যখন তাঁরা খেলেন না,) তখন তিনি তাঁদের সম্বন্ধে মনে মনে ভীত হয়ে পড়লেন, তাঁরা বললেন, আপনি ভয় করবেন না (আমরা ফেরেশতা) এবং তাঁকে একটি সন্তানের সুসংবাদ দিলেন, যে বড় আলেম হবে।	فَاَوْجَسَ مِنْهُمْ خِيْفَةً ؕ قَالُوْا لَا تَخَفْ ؕ وَبَشَّرُوْهُ بِغُلٰمٍ عَلِيْمٍ (٢٨)
২৯. ইতোমধ্যে তাঁর স্ত্রী (হযরত সারা) চিৎকার করতে করতে আসলেন, অতঃপর স্বীয় গাল চাপড়ে বললেন, (আমি তো) বৃদ্ধা ও বন্ধ্যা (কিরূপে আমার সন্তান হবে)!	فَاَقْبَلَتِ امْرَاَتُهٗ فِيْ صَرَّةٍ فَصَكَّتْ وَجْهَهَا وَقَالَتْ عَجُوْزٌ عَقِيْمٌ (٢٩)
৩০. ফেরেশতাগণ বললেন, তোমার রব এরূপই বলেছেন; নিঃসন্দেহে তিনি বড়ই প্রজ্ঞাময়, মহাজ্ঞানী।	قَالُوْا كَذٰلِكِ ۙ قَالَ رَبُّكِ ؕ اِنَّهٗ هُوَ الْحَكِيْمُ الْعَلِيْمُ (٣٠)

শাব্দিক অনুবাদ :

২৬. فَرَاغَ اِلٰٓى اَهْلِهٖ অতঃপর তিনি নিজ গৃহের দিকে চলে গেলেন فَجَآءَ এবং অনয়ন করলেন بِعِجْلٍ سَمِيْنٍ একটি হৃষ্টপুষ্ট (ভাজা) গো-বাছুর।

২৭. فَقَرَّبَهٗٓ اِلَيْهِمْ এবং তা তাদের সম্মুখে রাখলেন قَالَ ইবরাহীম বললেন اَلَا تَاْكُلُوْنَ আপনারা খাচ্ছেন না কেন?

২৮. فَاَوْجَسَ مِنْهُمْ خِيْفَةً তখন তিনি তাঁদের সম্বন্ধে মনে মনে ভীত হয়ে পড়লেন قَالُوْا তারা বললেন لَا تَخَفْ আপনি ভয় করবেন না وَبَشَّرُوْهُ بِغُلٰمٍ عَلِيْمٍ এবং তাকে একটি সন্তানের সুসংবাদ দিলেন, যে বড় আলেম হবে।

২৯. فَاَقْبَلَتِ امْرَاَتُهٗ ইতোমধ্যে তাঁর বিবি (হযরত সারা) আসলেন فِيْ صَرَّةٍ চিৎকার করতে করতে فَصَكَّتْ وَجْهَهَا অতঃপর স্বীয় গাল চাপড়ে وَقَالَتْ এবং বললেন عَجُوْزٌ عَقِيْمٌ (আমি তো) বৃদ্ধা ও বন্ধ্যা (কিরূপে আমার সন্তান হবে!)।

৩০. قَالُوْا ফেরেশতাগণ বললেবন كَذٰلِكِ قَالَ رَبُّكِ তোমার রব এরূপই বলেছেন اِنَّهٗ هُوَ নিঃসন্দেহে তিনি اَلْحَكِيْمُ বড়ই প্রজ্ঞাময় اَلْعَلِيْمُ মহাজ্ঞানী।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

সূরা যারিয়াত প্রসঙ্গে জ্ঞাতব্য : সূরা যারিয়াত মক্কায় অবতীর্ণ হয়েছে। ইবনে মারদূবিয়া এবং বায়হাকী হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা.)-এর কথার উদ্ধৃতি দিয়েছেন যে, সূরা যারিয়াত মক্কায় অবতীর্ণ হয়েছে। ইবনে জোবায়ের (রা.) থেকেও অনুরূপ কথার উদ্ধৃতি দিয়েছেন। এ সূরায় তিনটি রুকূ', ষাট আয়াত, ৩৬০টি বাক্য ১২৮৭ টি অক্ষর রয়েছে।

এ সূরার আমল : রুগ্ণ ব্যক্তির নিকট এ সূরা পাঠ করলে রোগের প্রকোপ হ্রাস পায়।

স্বপ্নের তা'বীর : যে ব্যক্তি স্বপ্নে এ সূরা পাঠ করতে দেখবে, তার সকল বন্ধু তার অনুগত থাকবে এবং তার রিজিক বৃদ্ধি পাবে

পূর্ববর্তী সূরার সাথে সম্পর্ক : পূববর্তী সূরা ক্বাফে হাশরের কথা বলা হয়েছে এবং দলিল দ্বারা হাশরের বিষয়টি প্রমাণ করা হয়েছে। আর এ সূরায়ও হাশর, তাওহীদ এবং নবুয়তের আলোচনা স্থান পেয়েছে। সূরা ক্বাফের পরিসমাপ্তিতে হাশরের কথা বিশেষভাবে উল্লেখ করা হয়েছে। আর এ সূরার শুরুতেই শপথ করে ঘোষণা করা হয়েছে যে, তোমাদেরকে যে হাশরের প্রতিশ্রুতি দেওয়া হচ্ছে তা অবশ্যই ঘটবে।

সূরা যারিয়াতের বর্ণনা-ভঙ্গি : সূরা ক্বাফে হাশরের সত্যতার দলিল প্রমাণ উপস্থাপনা করা হয়েছে, কিন্তু সমাজে এমন কিছু লোক থাকে, যারা দলিল প্রমাণের ব্যাপারে চিন্তা করে না। তাদেরকে যে পন্থায় বুঝানো হলে বিশ্বাস দৃঢ় হয়। সেই পন্থাই আলোচ্য সূরায় অবলম্বন করা হয়েছে। তদানীন্তন আরব জাতির মধ্যে অনেক দোষ থাকলেও একটি বিরাট গুণ ছিল, তার মিথ্যাবাদিতাকে অপছন্দ করতো, বিশেষত শপথ করে মিথ্যা বলাকে তারা ভীষণ অন্যায় মনে করতো। তাদের নিশ্চিত বিশ্বাস ছিল, যে শপথ করে মিথ্যা বলে, সে ধ্বংস হয়ে যায়, এজন্যে কোনো ব্যক্তি যদি শপথ করে কোনো কথা বলতো, তবে তার সত্যতায় তারা পূর্ণ বিশ্বাস করতো।

মূলত এ কারণেই আলোচ্য সূরার শুরুতে কয়েকটি জিনিসের শপথ করে কিয়ামতের কথা ঘোষণা করা হয়েছে। আর এমন বস্তুসমূহের শপথ করা হয়েছে, যা কিয়ামতের সত্যতার প্রকৃষ্ট প্রমাণ।

সূরা যারিয়াতেও পূর্বেকার সূরা ক্বাফ-এর ন্যায় বেশির ভাগ বিষয়বস্তু পরকাল, কিয়ামত, মৃতদের পুনরুজ্জীবন, হিসাব-নিকাশ এবং ছওয়াব ও আজাব সম্পর্কে উল্লিখিত হয়েছে।

প্রথমোক্ত কয়েকটি আয়াতে আল্লাহ তা'আলা কতিপয় বস্তুর কসম খেয়ে বলেছেন যে, তোমাদেরকে প্রদত্ত কিয়ামত সম্পর্কিত প্রতিশ্রুতি সত্য। মোট চারটি বস্তুর কসম খাওয়া হয়েছে। যথা-১. اَلذّٰرِيٰتِ ذَرْوًا ২. اَلْحٰمِلٰتِ وِقْرًا ৩. اَلْجٰرِيٰتِ يُسْرًا এবং ৪. اَلْمُقَسِّمٰتِ اَمْرًا

আল্লামা ইবনে কাসীরের মতে অগ্রাহ্য একটি হাদীস এবং হযরত ওমর ফারূক (রা.) ও আলী মুর্তাজা (রা.)-এর উক্তিতে এই বস্তু চতুষ্টয়ের তাফসীর এরূপ বর্ণিত হয়েছে–

ذٰرِيٰتِ বলে ধূলিকণা বিশিষ্ট ঝঞ্ঝাবায়ু বোঝানো হয়েছে। حٰمِلٰتِ وِقْرًا -এর শাব্দিক অর্থ- বোঝাবাহী। অর্থাৎ যে মেঘমালা বৃষ্টির বোঝা বহন করে। اَلْجٰرِيٰتِ يُسْرًا বলে পানিতে সচ্ছল গতিতে চলমান জলযান বুঝানো হয়েছে। مُقَسِّمٰتِ اَمْرًا -এর অর্থ- সেই সব ফেরেশতা, যারা আল্লাহ তা'আলার পক্ষ থেকে সৃষ্টজীবের মধ্যে বিধিলিপি অনুযায়ী রিজিক, বৃষ্টির পানি এবং কষ্ট ও সুখ বন্টন করে। –[ইবনে কাছীর, কুরতুবী, দুররে মানছূর]

كَانُوْا قَلِيْلًا مِّنَ الَّيْلِ مَا يَهْجَعُوْنَ [١٨]

শানে নুযূল ঃ- ইবনে ওহাব ও মুজাহিদ বলেন, আলোচ্য আয়াত আনসারগণ সম্পর্কে নাজিল হয়েছে। আনসাররা রাসূল ﷺ-এর সাথে মসজিদে নববীতে মাগরিব ও এশার নামাজ আদায় করতেন । অতঃপর তারা কুবা যেতেন। মুহাম্মদ বিন আলী বিন হাসান বলেন যে, তারা রাতের এক তৃতীয়াংশে নামাজ আদায় করেই ঘুমাতেন। তাদের স্বল্প ঘুম যাওয়ার পরিপ্রেক্ষিতে আলোচ্য আয়াত নাজিল করা হয়েছে। –[কুরতুবী ৩৫/১৭]

وَفِيْٓ اَمْوَالِهِمْ حَقٌّ لِّلسَّآئِلِ وَالْمَحْرُوْمِ [١٩]

শানে নুযূল–১ : বর্ণিত রয়েছে, নবী করীম ﷺ কোনো এক অভিযানে একটি ক্ষুদ্র দল প্রেরণ করেন। তারা আক্রমণ করে বিজয়ী হলেন এবং গনিমতের সম্পদও অর্জন করেন। অতঃপর কিছু লোকজন আসে। তখন সেই প্রেক্ষিতে আলোচ্য আয়াত নাজিল করা হয়েছে। –[কুরতুবী ৩৮/১৭]

শানে নুযূল–২ : ছাওরী হাসান বিন মুহাম্মদ (রা.) এর উদ্ধৃতি দিয়ে বর্ণনা করেন, রাসূল ﷺ কোনো এক অভিযানে একটি ক্ষুদ্রদল বা ছোট বাহিনী প্রেরণ করেন। তারা গনিমত অর্জন করেন। অতঃপর রাসূল ﷺ-এর নিকট কিছু লোকজন আসে যারা যুদ্ধে উপস্থিত ছিল না। তখন সে পরিপ্রেক্ষিতে আলোচ্য আয়াত নাজিল করা হয়।–[ইবনে কাছীর ২৩৫/৪]

সূরা যারিয়াতেও পূর্বেকার সূরা ক্বাফ-এর ন্যায় বেশির ভাগ বিষয়বস্তু পরকাল, কিয়ামত, মৃতদের পুনরুজ্জীবন, হিসাব-নিকাশ এবং ছওয়াব ও আজাব সম্পর্কে উল্লেখিত হয়েছে।

https://e-ilm.weebly.com/

وَالسَّمَاءِ ذَاتِ الْحُبُكِ إِنَّكُمْ لَفِي قَوْلٍ مُّخْتَلِفٍ - حُبُكٌ শব্দটি حَبِيْكَةٌ -এর বহুবচন। এর অর্থ কাপড় বয়নে উদ্ভূত পাড়। এটা পথসদৃশ হয় বলে পথকেও حُبُكٌ বলা হয়। অনেক তাফসীরবিদের মতে এস্থলে এই অর্থই উদ্দেশ্য। অর্থাৎ, পথবিশিষ্ট আকাশের কসম। পথ বলে এখানে ফেরেশতাদের যাতায়াতের পথ এবং তারকা ও নক্ষত্রের কক্ষপথ উভয়ই বুঝানো যেতে পারে।

বয়নে উদ্ভূত পাড় কাপড়ের শোভা ও সৌন্দর্যও হয়ে থাকে। তাই কোনো কোনো তাফসীরবিদ এখানে حُبُكٌ এর অর্থ নিয়েছেন শোভা ও সৌন্দর্য। আয়াতের অর্থ এই যে, শোভা ও সৌন্দর্যমণ্ডিত আকাশের কসম। যে বিষয়বস্তুকে জোরদার করার জন্যে এখানে কসম খাওয়া হয়েছে, তা এই إِنَّكُمْ لَفِي قَوْلٍ مُّخْتَلِفٍ -বাহ্যতঃ এতে মুশরিকদেরকে সম্বোধন করা হয়েছে। কারণ তারা রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর ব্যাপারে বিভিন্নরূপ উক্তি করত এবং কখনো উন্মাদ, কখনো জাদুকর, কখনো কবি ইত্যাদি বাজে পদবী সংযুক্ত করত। মুসলিম ও কাফের নির্বিশেষে সকল স্তরের মানুষকে এখানে সম্বোধন করার সম্ভাবনাও আছে; তখন বিভিন্ন রূপ উক্তির অর্থ হবে এই যে, তাদের মধ্যে কেউ তো রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর প্রতি ঈমান আনে এবং তাঁকে সত্যবাদী মনে করে এবং কেউ অস্বীকার ও বিরুদ্ধাচরণ করে। –[মাযহারী]

يُؤْفَكُ عَنْهُ مَنْ أُفِكَ - أُفِكَ -এর শাব্দিক অর্থ মুখ ফেরানো। عَنْهُ -এর সর্বনামের দু'টি আলাদা আলাদা সম্ভাবনা আছে। (এক) এই সর্বনাম দ্বারা কুরআন ও রাসূলকে বোঝানো হয়েছে। অর্থ এই যে, কুরআন ও রাসূল থেকে সেই হতভাগাই মুখ ফেরায়, যার জন্যে বঞ্চনা অবধারিত হয়ে গেছে।

(দুই) এই সর্বনাম দ্বারা قَوْلٍ مُّخْتَلِفٍ (বিভিন্ন উক্তি) বোঝানো হয়েছে। অর্থ এই যে, তোমাদের বিভিন্নরূপ ও পরস্পর বিরোধী উক্তির কারণে সেই ব্যক্তি কুরআন ও রাসূলুল্লাহ ﷺ থেকে মুখ ফেরায়, যে কেবল হতভাগ্য ও বঞ্চিত।

قُتِلَ الْخَرَّاصُونَ - خَرَّاصٌ -এর অর্থ অনুমানকারী, যে ব্যক্তি অনুমানের উপর ভিত্তি করে কথা বলে। এখানে সেই কাফের ও অবিশ্বাসীদেরকে বুঝানো হয়েছে, যারা কোনো প্রমাণ ও কারণ ব্যতিরেকেই রাসূলুল্লাহ ﷺ সম্পর্কে পরস্পর বিরোধী উক্তি করত। কাজেই এর অনুবাদে মিথ্যাবাদীর দল বললেও অযৌক্তিক হবে না। এই বাক্যে তাদের জন্য অভিশাপের অর্থে বদদোয়া রয়েছে। –(মাযহারী) কাফেরদের আলোচনার পর কয়েক আয়াতেই মুমিন ও পরহেজগারদের আলোচনা করা হয়েছে।

ইবাদতে রাত্রি জাগরণ ও তার বিবরণ : كَانُوا قَلِيلًا مِّنَ اللَّيْلِ مَا يَهْجَعُونَ - يَهْجَعُونَ শব্দটি هُجُوعٌ থেকে উদ্ভূত। এর অর্থ রাত্রিতে নিদ্রা যাওয়া। এখানে মুমিন পরহেজগারদের এই গুণ বর্ণনা করা হয়েছে যে, তারা আল্লাহ তা'আলার ইবাদতে রাত্রি অতিবাহিত করে, কম নিদ্রা যায় এবং অধিক জাগ্রত থাকে। ইবনে জারীর এই তাফসীর করেছেন। হযরত হাসান বসরী (র.) থেকে তাই বর্ণিত আছে যে, পরহেজগারগণ রাত্রিতে জাগরণ ও ইবাদতের ক্লেশ স্বীকার করে এবং খুব কম নিদ্রা যায়। হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) কাতাদাহ, মুজাহিদ (র.) প্রমুখ তাফসীরবিদ বলেন : এখানে مَا শব্দটি 'না' বোধক অর্থ দেয় এবং আয়াতের অর্থ এই যে, তারা রাত্রির অল্প অংশে নিদ্রা যায় না এবং সেই অল্প অংশে নামাজ ইত্যাদি ইবাদতে অতিবাহিত করে। এই অর্থের দিক দিয়ে যে ব্যক্তি রাত্রির শুরুতে অথবা শেষে অথবা মধ্যস্থলে যে কোনো অংশে ইবাদত করে নেয় সে এই আয়াতের অন্তর্ভুক্ত। এ কারণেই যে ব্যক্তি মাগরিব ও এশার মধ্যবর্তী সময়ে নামাজ পড়ে, হযরত আনাস ও আবুল আলিয়া (রা.)-এর মতে সেও এই আয়াতের অন্তর্ভুক্ত। ইমাম আবূ জাফর বাকের (র.) বলেন : যে ব্যক্তি এশার নামাজের পূর্বে নিদ্রা যায় না, আয়াতে তাকেও বোঝানো হয়েছে।–[ইবনে কাছীর]।

হযরত হাসান বসরী (র.)-এর বর্ণনামতে আহনাফ ইবনে কায়সের উক্তি এই : আমি আমার ক্রিয়াকর্ম জান্নাতবাসীদের ক্রিয়াকর্মের সাথে তুলনা করে দেখলাম যে, তারা আমার চাইতে অনেক উচ্চে, উর্ধ্বে ও স্বতন্ত্র। আমার ক্রিয়াকর্ম তাদের মর্তবা পর্যন্ত পৌঁছে না। কারণ, তারা রাত্রিতে কম নিদ্রা যায় এবং ইবাদত বেশি করে। এরপর আমি আমার ক্রিয়াকর্ম জাহান্নামবাসীদের ক্রিয়াকর্মের সাথে তুলনা করে দেখলাম যে, তারা আল্লাহ ও রাসূলকে মিথ্যাবাদী বলে এবং কিয়ামত অস্বীকার করে। আল্লাহর রহমতে আমি এগুলো থেকে মুক্ত। তাই তুলনা করার সময় আমার ক্রিয়াকর্ম না জান্নাতবাসীদের সীমা পর্যন্ত পৌঁছে এবং না আল্লাহর রহমতে জাহান্নামবাসীদের সাথে খাপ খায়। অতএব, জানা গেল ক্রিয়াকর্মের দিক দিয়ে আমার মর্তবা তাই, যা কুরআন পাক নিম্নোক্ত ভাষায় ব্যক্ত করেছে :

https://e-ilm.weebly.com/

خَلَطُوْا عَمَلًا صَالِحًا وَّاٰخَرَ سَيِّئًا –অর্থাৎ যারা ভালোমন্দ ক্রিয়াকর্ম মিশ্রিত করে রেখেছে। অতএব, আমাদের মধ্যে সেই উত্তম, যে কমপক্ষে এই সীমার মধ্যে থাকে। আবদুর রহমান ইবনে যায়েদ (র.) বলেন, বনী তামীমের জনৈক ব্যক্তি আমার পিতাকে বলল : হে আবূ উসামা, আল্লাহ তা'আলা পরহেজগারদের জন্য যেসব গুণ বর্ণনা করেছেন (অর্থাৎ كَانُوْا قَلِيْلًا مِّنَ اللَّيْلِ مَا يَهْجَعُوْنَ) আমরা নিজেদের মধ্যে তা পাই না। কারণ, আমরা রাত্রি বেলায় খুব কম জাগ্রত থাকি ও ইবাদত করি। আমার পিতা এর জবাবে বললেন :

طُوْبٰى لِمَنْ رَقَدَ اِذَا نَعِسَ وَاتَّقَى اللّٰهَ اِذَا اسْتَيْقَظَ তার জন্য সুসংবাদ, যে নিদ্রা আসলে নিদ্রিত হয়ে যায়। কিন্তু যখন জাগ্রত থাকে, তখন তাকওয়া অবলম্বন করে অর্থাৎ শরিয়তবিরোধী কোনো কাজ করে না। –(ইবনে কাছীর)

উদ্দেশ্য এই যে, কেবল রাত্রিবেলায় অধিক জাগ্রত থাকলেই আল্লাহ তা'আলার প্রিয়পাত্র হওয়া যায় না; বরং যে ব্যক্তি নিদ্রা যেতে বাধ্য হয় এবং রাত্রিতে অধিক জাগ্রত থাকে না, কিন্তু জাগ্রত অবস্থায় গুনাহ ও অবাধ্যতা থেকে বেঁচে থাকে, সে-ও ধন্যবাদের পাত্র।

এক হাদীসে রাসূলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেন :

يَا اَيُّهَا النَّاسُ اَطْعِمُوا الطَّعَامَ وَصِلُوا الْاَرْحَامَ وَاَفْشُوا السَّلَامَ وَصَلُّوْا بِاللَّيْلِ وَالنَّاسُ نِيَامٌ تَدْخُلُوا الْجَنَّةَ بِسَلَامٍ.

লোক সকল! তোমরা মানুষকে আহার করাও, আত্মীয়দের সাথে সুসম্পর্ক বজায় রাখ, প্রত্যেক মুসলমানকে সালাম কর এবং রাত্রিবেলায় তখন নামাজ পড়, যখন মানুষ নিদ্রামগ্ন থাকে। এভাবে তোমরা নিরাপদে জান্নাতে প্রবেশ করবে। –(ইবনে কাছীর)

রাত্রির শেষ প্রহরে ক্ষমা প্রার্থনার বরকত ও ফযিলত : وَبِالْاَسْحَارِ هُمْ يَسْتَغْفِرُوْنَ –অর্থাৎ, মুমিন পরহেজগারগণ রাত্রি শেষপ্রহরে গোনাহের কারণে ক্ষমাপ্রার্থনা করে। اَسْحَارٌ শব্দটি سَحَرٌ-এর বহুবচন। এর অর্থ রাত্রির ষষ্ঠপ্রহর। এই প্রহরে ক্ষমাপ্রার্থনা করার ফজিলত অন্য এক আয়াতেও বর্ণিত হয়েছে : وَالْمُسْتَغْفِرِيْنَ بِالْاَسْحَارِ –সহীহ্ হাদীসের সব কয়টি কিতাবেই এই হাদীস বর্ণিত আছে যে, আল্লাহ তা'আলা প্রত্যেক রাত্রির শেষ তৃতীয়াংশে দুনিয়ার আকাশে বিরাজমান হন। (কিন্তু কিভাবে বিরাজমান হন, তার স্বরূপ কেউ জানে না।) তিনি ঘোষণা করেন : কোনো তওবাকারী আছে কি, যার তওবা আমি কবুল করব? কোনো ক্ষমাপ্রার্থনাকারী আছে কি, যাকে আমি ক্ষমা করব? –[ইবনে কাছীর]

এখানে প্রণিধানযোগ্য বিষয় এই যে, শেষপ্রহরে ক্ষমাপ্রার্থনার আয়াতে সেইসব পরহেজগারের কথা বর্ণনা করা হচ্ছে, যাদের অবস্থা পূর্ববর্তী আয়াতে বিবৃত করা হয়েছে যে, তারা রাত্রিতে আল্লাহ তা'আলার ইবাদতে মশগুল থাকে এবং খুব কম নিদ্রা যায়। এমতাবস্থায় ক্ষমাপ্রার্থনা করার বাহ্যতঃ কোনো মিল খুঁজে পাওয়া যায় না। কারণ গোনাহের কারণে ক্ষমাপ্রার্থনা করা হয়। যারা সমগ্র রাত্রি ইবাদতে অতিবাহিত করে, তারা শেষ রাত্রে কোনো গোনাহের কারণে ক্ষমাপ্রার্থনা করে।

জবাব এই যে, তাঁরা আল্লাহ তা'আলা আধ্যাত্ম জ্ঞানে জ্ঞানী এবং আল্লাহ তা'আলার মাহাত্ম্য সম্পর্কে সম্যক অবগত। তাঁরা তাঁদের ইবাদতে আল্লাহ তা'আলার মাহাত্ম্যের পক্ষে যথোপযুক্ত মনে করেন না। তাই এই ত্রুটি ও অবহেলার কারণে ক্ষমাপ্রার্থনা করেন। –[মাযহারী]

সদকা-খয়রাতকারীদের প্রতি বিশেষ নির্দেশ : وَفِيْٓ اَمْوَالِهِمْ حَقٌّ لِّلسَّآئِلِ وَالْمَحْرُوْمِ বলে এমন দরিদ্র অভাবগ্রস্তকে বুঝানো হয়েছে, যে নিঃস্ব ও অভাবগ্রস্ত হওয়া সত্ত্বেও ব্যক্তিগত সম্মান রক্ষার্থে নিজের অভাব কারো কাছে প্রকাশ করে না। ফলে মানুষের সাহায্য থেকে বঞ্চিত থাকে। আয়াতে মুমিন-মুত্তাকীদের এই গুণ ব্যক্ত করা হয়েছে যে, তারা আল্লাহ তা'আলার পথে ব্যয় করার সময় কেবল ভিক্ষুক অর্থাৎ, স্বীয় অভাব প্রকাশকারীদেরকেই দান করে না; বরং যারা স্বীয় অভাব কারো কাছে প্রকাশ করে না, তাদের প্রতিও দৃষ্টি রাখে এবং তাদের খোঁজ-খবর নেয়।

বলাবাহুল্য, আয়াতের উদ্দেশ্য এই যে, মুমিন-মুত্তাকীগণ কেবল দৈহিক ইবাদত তথা নামাজ ও রাত্রি জাগরণ করেই ক্ষান্ত হয় না; বরং আর্থিক ইবাদতেও অগ্রণী ভূমিকা নেয়। ভিক্ষুকদের ছাড়া তারা এমন লোকদের প্রতিও দৃষ্টি রাখে, যারা ভদ্রতা রক্ষার্থে নিজেদের অভাব কাউকে জানায় না। কিন্তু কুরআন পাক এই আর্থিক ইবাদত وَفِيْٓ اَمْوَالِهِمْ حَقٌّ বলে উল্লেখ করেছে। অর্থাৎ, তারা যেসব ফকির ও মিসকিনকে দান করে, তাদের কাছে নিজেদের অনুগ্রহ প্রকাশ করে বেড়ায় না; বরং এরূপ মনে করে দান করে যে, তাদের ধন-সম্পদে এই ফকিরদেরও অংশ ও হক আছে এবং হকদারকে তার হক দেওয়া কোনো অনুগ্রহ হতে পারে না; বরং এতে স্বীয় দায়িত্ব থেকে অব্যাহতি লাভ করার সুখ রয়েছে।

https://e-ilm.weebly.com/

বিশ্বচরাচর ও ব্যক্তিসত্তা উভয়ের মধ্যে কুদরতের নিদর্শনাবলি রয়েছে : وَفِى الْاَرْضِ اٰيٰتٌ لِّلْمُوْقِنِيْنَ –অর্থাৎ, বিশ্বাসকারীদের জন্যে পৃথিবীতে কুদরতের অনেক নিদর্শন আছে। (পূর্ববর্তী আয়াতসমূহে প্রথমে কাফেরদের অবস্থা ও অশুভ পরিণাম উল্লেখ করা হয়েছে।) অতঃপর মুমিন পরহেজগারদের অবস্থা, গুণাবলি ও উচ্চ মর্তবা বর্ণনা করা হয়েছে। এখন আবার কাফের ও কিয়ামত অবিশ্বাসকারীদের অবস্থা সম্পর্কে চিন্তা ভাবনা করার এবং আল্লাহ তা'আলার কুদরতের নিদর্শনাবলি তাদের দৃষ্টিতে উপস্থিত করে অস্বীকারে বিরত হওয়ার নির্দেশ দান করা হচ্ছে। অতএব, এই বাক্যের সম্পর্ক পূর্বোল্লিখিত اِنَّكُمْ لَفِىْ قَوْلٍ مُّخْتَلِفٍ বাক্যের সাথে রয়েছে, যাতে কুরআন ও রাসূলকে অস্বীকার করার কথা বর্ণিত হয়েছে। তাফসীরে মাযহারীতে একেও মুমিন-মুত্তাকীদেরই গুণাবলির অন্তর্ভুক্ত রাখা হয়েছে এবং مُوْقِنِيْنَ -এর অর্থ আগের مُتَّقِيْنَ-ই করা হয়েছে। এতে তাদের এই অবস্থা বর্ণনা করা হয়েছে যে, তারা পৃথিবী ও আকাশের দিগন্তে বিস্তৃত আল্লাহ তা'আলার নিদর্শনাবলিতে চিন্তা-ভাবনা করে। ফলে তাদের ঈমান ও বিশ্বাস বৃদ্ধি পায়; যেমন অন্য এক আয়াতে বলা হয়েছে : وَيَتَفَكَّرُوْنَ فِىْ خَلْقِ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ

পৃথিবীতে কুদরতের অসংখ্য নিদর্শন রয়েছে। উদ্ভিদ, বৃক্ষ ও বাগ-বাগিচাই দেখুন, এদের বিভিন্ন প্রকারের বর্ণ ও গন্ধ, এক একটি পত্রের নিখুঁত সৌন্দর্য এবং প্রত্যেকটির বৈশিষ্ট্য ও ক্রিয়ার হাজারো বৈচিত্র্য রয়েছে। এমনিভাবে ভূপৃষ্ঠে নদীনালা কূপ ও অন্যান্য জলাশয় রয়েছে। ভূ-পৃষ্ঠে সুউচ্চ পাহাড় ও গিরিগুহা রয়েছে। মৃত্তিকায় জন্মগ্রহণকারী অসংখ্য প্রকার জীবজন্তু ও তাদের বিভিন্ন উপকারিতা রয়েছে। ভূপৃষ্ঠের মানবমণ্ডলীর বিভিন্ন গোত্র, জাতি এবং বিভিন্ন ভূখণ্ডের মানুষের মধ্যে বর্ণ ও ভাষার স্বাতন্ত্র্য, চরিত্র ও অভ্যাসের পার্থক্য ইত্যাদি বিষয়ে চিন্তা করলে প্রত্যেকটির মধ্যে আল্লাহ তা'আলার কুদরত ও হেকমতের এত বিকাশ দৃষ্টিগোচর হবে, যা গণনা করাও সুকঠিন।

وَفِىْٓ اَنْفُسِكُمْ اَفَلَا تُبْصِرُوْنَ –এস্থলে নিদর্শনাবলির বর্ণনায় আকাশ ও শূন্য জগতের সৃষ্টবস্তুর কথা বাদ দিয়ে কেবল ভূপৃষ্ঠের কথা উল্লেখ করা হয়েছে। এটা মানুষের খুব নিকটবর্তী এবং মানুষ এর উপর বসবাস ও চলাফেরা করে। আলোচ্য আয়াতে এর চাইতেও অধিক নিকটবর্তী খোদ মানুষের ব্যক্তিসত্তার প্রতি দৃষ্টি আকৃষ্ট করা হয়েছে এবং বলা হয়েছে : ভূ-পৃষ্ঠ ও ভূপৃষ্ঠের সৃষ্টবস্তুও বাদ দাও, খোদ তোমাদের অস্তিত্ব, তোমাদের দেহ ও অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের মধ্যেই চিন্তা-ভাবনা করলে এক একটি অঙ্গকে আল্লাহ তা'আলার কুদরতের এক একটি পুস্তক দেখতে পাবে। তোমরা হৃদয়ঙ্গম করতে সক্ষম হবে যে, সমগ্র বিশ্বে কুদরতের যেসব নিদর্শন রয়েছে, সেসবই যেন মানুষের ক্ষুদ্র অস্তিত্বের মধ্যে সংকুচিত হয়ে বিদ্যমান হয়েছে। একারণেই মানুষের অস্তিত্বকে ক্ষুদ্র জগৎ বলা হয়। সমগ্র বিশ্বের দৃষ্টান্ত মানুষের অস্তিত্বের মধ্যে স্থান লাভ করেছে। মানুষ যদি তার জন্মলগ্ন থেকে মৃত্যু পর্যন্ত অবস্থা পর্যালোচনা করে, তবে আল্লাহ তা'আলাকে যেন সে দৃষ্টির সামনে উপস্থিত দেখতে পাবে।

কিভাবে একফোঁটা বীর্য বিভিন্ন ভূখণ্ডের খাদ্য ও বিশ্বময় ছড়ানো সূক্ষ্ম উপাদানের নির্যাস হয়ে গর্ভাশয়ে স্থিতিশীল হয়? অতঃপর কিভাবে বীর্য থেকে একটি জমাট রক্ত তৈরি হয় এবং জমাট রক্ত থেকে মাংসপিণ্ড প্রস্তুত হয়? এরপর কিভাবে তাতে অস্থি তৈরি করা হয় এবং অস্থিকে মাংস পরানো হয়? অতঃপর কিভাবে এই নিষ্প্রাণ পুতুলের মধ্যে প্রাণ সঞ্চার করা হয় এবং পূর্ণাঙ্গরূপে সৃষ্টি করে তাকে দুনিয়ার আলো বাতাসে আনয়ন করা হয়? এরপর কিভাবে ক্রমোন্নতির মাধ্যমে এই জ্ঞানহীন ও চেতনাহীন শিশুকে একজন সুধী ও কর্মঠ মানুষে পরিণত করা হয় এবং কিভাবে মানুষের আকার-আকৃতিকে বিভিন্নরূপ দান করা হয়েছে যে, কোটি কোটি মানুষের মধ্যে একজনের চেহারা অন্যজনের চেহারা থেকে ভিন্ন ও স্বাতন্ত্র্য দৃষ্টিগোচর হয়? এই কয়েক ইঞ্চির পরিধির মধ্যে এমন এমন স্বাতন্ত্র্য রাখার সাধ্য আর কার আছে? এরপর মানুষের মন ও মেজাজের বিভিন্নতা সত্ত্বেও তাদের একত্ব সেই আল্লাহ তা'আলারই কুদরতের লীলা, যিনি অদ্বিতীয় ও অনুপম। فَتَبٰرَكَ اللّٰهُ اَحْسَنُ الْخٰلِقِيْنَ।

এসব বিষয় প্রত্যেক মানুষ বাইরে ও দূরে নয়-স্বয়ং তার অস্তিত্বের মধ্যেই দিবারাত্র প্রত্যক্ষ করে। এরপরও যদি সে আল্লাহ তা'আলাকে সর্বশক্তিমান স্বীকার না করে তবে, তাকে অন্ধ ও অজ্ঞান বলা ছাড়া উপায় নেই। একারণেই আয়াতের শেষে বলা হয়েছে اَفَلَا تُبْصِرُوْنَ অর্থাৎ, তোমরা কি দেখ না? এতে ইঙ্গিত আছে যে, এ ব্যাপারে তেমন বেশি জ্ঞানবুদ্ধি দরকার হয় না, দৃষ্টিশক্তি ঠিক থাকলেই এ সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া যায়।

https://e-ilm.weebly.com/

وَفِى السَّمَاءِ رِزْقُكُمْ وَمَا تُوعَدُونَ –অর্থাৎ, আকাশে তোমাদের রিজিক ও প্রতিশ্রুত বিষয় রয়েছে। এর নির্মল ও সরাসরি তাফসীর এরূপ বর্ণিত হয়েছে যে, আকাশে থাকার অর্থ "লাওহে-মাহফুযে" লিপিবদ্ধ থাকা। বলাবাহুল্য প্রত্যেক মানুষের রিজিক, প্রতিশ্রুত বিষয় এবং পরিণাম সবই লওহে-মাহফূজে লিপিবদ্ধ আছে।

হযরত আবূ সাঈদ খুদরী (রা.)-এর রেওয়ায়েতে রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন, যদি কোনো ব্যক্তি তার নির্ধারিত রিজিক থেকে বেঁচে থাকার ও পলায়ন করারও চেষ্টা করে তবে রিজিক তার পশ্চাতে পশ্চাতে দৌড় দিবে। মানুষ মৃত্যুর কবল থেকে যেমন আত্মরক্ষা করতে পারে না, তেমনি রিজিক থেকেও পলায়ন সম্ভবপর নয়। –(কুরতুবী)

কোনো কোনো তাফসীরবিদ বলেন : এখানে রিজিক অর্থ বৃষ্টি এবং আকাশ বলে শূন্য জগৎসহ উর্ধ্বজগৎ বুঝানো হয়েছে। ফলে মেঘমালা থেকে বর্ষিত বৃষ্টিকেও আকাশের বস্তু বলা যায়। مَا تُوعَدُونَ বলে জান্নাত ও তার নিয়ামতরাজি বুঝানো হয়েছে।

إِنَّهُ لَحَقٌّ مِثْلَ مَا أَنَّكُمْ تَنْطِقُونَ –অর্থাৎ, তোমরা যেমন নিজেদের কথাবার্তা বলার মাধ্যমে কোনো সন্দেহ করো না, কিয়ামতের আগমনও তেমনি সুস্পষ্ট ও সন্দেহমুক্ত এতে সন্দেহ ও সংশয়ের কোনো অবকাশ নেই। দেখাশোনা, আস্বাদন করা, স্পর্শ করা ও ঘ্রাণ লওয়ার সাথে সম্পর্কযুক্ত অনুভূত বিষয়সমূহের মধ্য থেকে এখানে বিশেষভাবে কথা বলাকে মনোনীত করার কারণ সম্ভবত এই যে, উপরিউক্ত অনুভূত বিষয়সমূহের মধ্যে মাঝে মাঝে রোগব্যাধি ইত্যাদির কারণে ধোঁকা হয়ে যায়। দেখা ও শোনার মধ্যে পার্থক্য হওয়া সুবিদিত। অসুস্থ অবস্থায় মাঝে মাঝে মুখের স্বাদ নষ্ট হয়ে মিষ্ট বস্তুও তিক্ত লাগে, কিন্তু বাকশক্তিতে কখনো কোনো ধোঁকা ও ব্যতিক্রম হওয়ার সম্ভাবনা নেই। –[কুরতুবী]

هَلْ أَتٰكَ حَدِيثُ ضَيْفِ إِبْرٰهِيمَ الْمُكْرَمِينَ আলোচ্য আয়াত থেকে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সান্ত্বনার জন্যে অতীত যুগের কয়েকজন পয়গম্বরের ঘটনা বর্ণনা করা হয়েছে।

فَقَالُوا سَلٰمًا قَالَ سَلٰمٌ –ফেরেশতাগণ বলেছিল سَلٰمًا হযরত ইবরাহীম (আ.) জওয়াবে বললেন سَلٰمٌ কেননা এতে সার্বক্ষণিক শান্তির অর্থ নিহিত রয়েছে। কুরআন পাকে নির্দেশ আছে, সালামের জওয়াব সালামকারী ভাষা অপেক্ষা উত্তম ভাষায় দাও। হযরত ইবরাহীম (আ.) এভাবে সেই নির্দেশ পালন করলেন।

مُنْكَرٌ - قَوْمٌ مُّنْكَرُونَ শব্দের অর্থ অপরিচিত। ইসলামে গোনাহের কাজও অপরিচিত হয়ে থাকে। তাই গোনাহকেও مُنْكَرٌ বলে দেওয়া হয়। বাক্যের অর্থ এই যে, ফেরেশতাগণ মানব আকৃতিতে আগমন করেছিল। হযরত ইবরাহীম (আ.) তাদেরকে চিনতে পারেননি। তাই মনে মনে বললেন : এরা তো অপরিচিত লোক। এটাও সম্ভবপর যে, জিজ্ঞাসার ভঙ্গিতে মেহমানদেরকে শুনিয়েই একথা বলেছিলেন। উদ্দেশ্য ছিল তাদের পরিচয় জিজ্ঞাসা করা।

فَرَاغَ إِلٰى أَهْلِهِ - رَاغَ শব্দটি رَوْغٌ থেকে উদ্ভূত। অর্থ গোপনে চলে যাওয়া। উদ্দেশ্য এই যে, হযরত ইবরাহীম (আ.) মেহমানদের খানাপিনার ব্যবস্থা করার জন্যে এভাবে গৃহে চলে গেলেন যে, মেহমানরা তা টের পায়নি। নতুবা তারা একাজে বাধা দিত।

মেহমানদারির উত্তম রীতিনীতি : ইবনে কাছীর বলেন, এই আয়াতে মেহমানদারির কতিপয় উত্তম রীতিনীতি শিক্ষা দেওয়া হয়েছে। প্রথম এই যে, তিনি প্রথমে মেহমানদেরকে আহার্য আনার কথা জিজ্ঞাসা করেন নি; বরং চুপিসারে গৃহে চলে গেলেন। অতঃপর অতিথি আপ্যায়নের জন্য তাঁর কাছে যে উত্তম বস্তু অর্থাৎ গোবৎস ছিল, তাই জবেহ করলেন এবং ভাজা করে নিয়ে এলেন। দ্বিতীয়ত, আনার পর তা খাওয়ার জন্য মেহমানদেরকে ডাকলেন না; বরং তারা যেখানে উপবিষ্ট ছিল, সেখানে এনে সামনে রেখে দিলেন। তৃতীয়ত, আহার্য বস্তু পেশ করার সময় কথাবার্তার ভঙ্গিতে খাওয়ার জন্য পীড়াপীড়ি ছিল না। বরং বলেছেন أَلَا تَأْكُلُونَ -অর্থাৎ তোমরা কি খাবে না এতে ইঙ্গিত ছিল যে, খাওয়ার প্রয়োজন না থাকলেও আমার খাতিরে কিছু খাও।

فَأَوْجَسَ مِنْهُمْ –অর্থাৎ, হযরত ইবরাহীম (আ.) তাদের না খাওয়ার কারণে তাদের ব্যাপারে শঙ্কাবোধ করতে লাগলেন। কেননা তখন ভদ্র সমাজে এই রীতি প্রচলিত ছিল যে, আহার্য পেশ করলে মেহমান কিছু না, কিছু আহার্য গ্রহণ করত। কোনো মেহমান এরূপ না করলে তাকে ক্ষতি করার উদ্দেশ্যে আগমনকারী শত্রু বলে আশঙ্কা করা হতো। সেই যুগের চোর-ডাকাতদেরও এতটুকু ভদ্রতা জ্ঞান ছিল যে, তারা যার বাড়িতে কিছু খানা খেত, তার ক্ষতিসাধন করত না। তাই না খাওয়া বিপদাশঙ্কার কারণ ছিল।

https://e-ilm.weebly.com/

صَرَّةٌ - فَاَقْبَلَتِ امْرَاَتُهٗ فِىْ صَرَّةٍ -এর অর্থ অসাধারণ আওয়াজ। কলসের শব্দকে صَرِيْرٌ বলা হয়। হযরত সারা যখন শুনলেন যে, ফেরেশতারা হযরত ইবরাহীম (আ.)-কে পুত্র-সন্তান জন্মের সুসংবাদ দিচ্ছে, আর একথা বলাই বাহুল্য যে, সন্তান-স্ত্রীর গর্ভ থেকে জন্মগ্রহণ করে; তখন তিনি বুঝলেন যে, এই সুসংবাদ আমরা স্বামী-স্ত্রী উভয়ের জন্য। ফলে অনিচ্ছাকৃতভাবেই তাঁর মুখ থেকে কিছু আশ্চর্য ও বিস্ময়ের বাক্য উচ্চারিত হয়ে গেল। তিনি বললেন : عَجُوْزٌ عَقِيْمٌ অর্থাৎ, প্রথমতঃ আমি বৃদ্ধা, এরপর বন্ধ্যা। যৌবনেও আমি সন্তান ধারণের যোগ্য ছিলাম না। এখন বার্ধক্যে এটা কিরূপে সম্ভব হবে? জবাবে ফেরেশতাগণ বললেন : كَذٰلِكَ অর্থাৎ, আল্লাহ তা'আলা সবকিছু করতে পারেন। এ কাজও এমনিভাবেই হবে। এই সুসংবাদ অনুযায়ী যখন হযরত ইসহাক (আ.) জন্মগ্রহণ করেন, তখন হযরত সারার বয়স নিরানব্বই বছর এবং হযরত ইরাহীম (আ.)-এর বয়স একশত বছর ছিল।–[কুরতুবী]

শব্দ বিশ্লেষণ :

اَلذّٰرِيٰتِ : সীগাহ جمع مؤنث বহছ اسم فاعل বাব نَصَرَ মাসদার ذَرْوًا মূলবর্ণ (ذ - ر - و) জিনস ناقص يائى অর্থ প্রবল বাতাস। ঝঞ্ঝাবায়ু।

اَلْجَارِيَاتُ : সীগাহ جمع مؤنث বহছ اسم فاعل বাব ضَرَبَ মাসদার جَرْىٌ মূলবর্ণ (ج - ر - ى) জিনস ناقص يائى অর্থ নৌকাসমূহ।

تُوْعَدُوْنَ : সীগাহ جمع مذكر حاضر বহছ مضارع مجهول বাব ضَرَبَ মাসদার اَلْوَعْدُ মূলবর্ণ (و - ع - د) জিনস مثال واوى অর্থ– তোমাদের প্রতি শ্রুতি দেওয়া হচ্ছে।

اَلْحُبُكُ : বহুবহচন। হয়ত حَبِيْكَةٌ -এর বহুবচন। যেমন, طَرِيْقَةٌ -এর বহুবচন طُرُقٌ আসে অথবা حُبَاكٌ - এর বহুবচন حُبُكٌ ; যেমন, مثال -এর বহুবহন مثل আসে। উভয়ের অর্থ, নক্ষত্রের রাস্তা। (গ্রহের কক্ষপথ)।

يُؤْفَكُ : সীগাহ واحد مذكر غائب বহছ مضارع مجهول বাব ضَرَبَ মাসদার اِفْكٌ মূলবর্ণ (ا - ف - ك) জিনস مهموز فاء অর্থ নিরস্ত থাকে।

سَاهُوْنَ : সীগাহ جمع مذكر বহছ اسم فاعل বাব نَصَرَ মাসদার سَهْوٌ মূলবর্ণ (س - ه - و) জিনস ناقص واوى অর্থ বিভ্রান্ত হয়ে আছে।

يُفْتَنُوْنَ : সীগাহ جمع مذكر غائب বহছ مضارع مجهول বাব ضَرَبَ মাসদার فِتْنٌ মূলবর্ণ (ف - ت - ن) জিনস صحيح অর্থ তাপানো হবে।

يَهْجَعُوْنَ : সীগাহ جمع مذكر غائب বহছ مضارع معروف বাব فَتَحَ মাসদার هُجُوْعٌ মূলবর্ণ (ه - ج - ع) জিনস صحيح অর্থ ঘুমাতো, নিদ্রা মগ্ন থাকত।

قَرَّبَهٗ : সীগাহ واحد مذكر غائب বহছ ماضى معروف বাব تَفْعِيْل মাসদার تَقْرِيْبٌ মূলবর্ণ (ق - ر - ب) জিনস صحيح অর্থ সম্মুখে রাখলেন। নিকটবর্তী করলেন।

لَا تَخَفْ : সীগাহ واحد مذكر حاضر বহছ نهى حاضر معروف বাব سَمِعَ মাসদার خَوْفٌ মূলবর্ণ (خ - و - ف) জিনস اجوف واوى অর্থ আপনি ভয় করবেন না।

صَكَّتْ : সীগাহ واحد مؤنث غائب বহছ ماضى معروف বাব نَصَرَ মাসদার صَكٌّ মূলবর্ণ (ص - ك - ك) জিনস مضاعف ثلاثى অর্থ হাত মারলেন।

اَلْحٰمِلٰتِ : সীগাহ جمع مؤنث বহছ اسم فاعل বাব ضَرَبَ মাসদার اَلْحَمْلُ মূলবর্ণ (ح - م - ل) জিনস صحيح অর্থ– বহনকারী।

https://e-ilm.weebly.com/

اَلْمُقَسِّمٰتِ : সীগাহ جمع مؤنث اسم فاعل বহছ বাব تَفْعِيْل মাসদার اَلتَّقْسِيْم মূলবর্ণ (ق ـ س ـ م) জিনস صحيح অর্থ– বণ্টনকারী এখানে উদ্দেশ্য সেই সকল ফেরেশতাগণ যারা (বস্তু সমূহ) বণ্টন করে।

اُفِكَ : সীগাহ واحد مذكر غائب ماضى مجهول বহছ বাব ضَرَبَ মাসদার اِفْكٌ মূলবর্ণ (ا ـ ف ـ ك) জিনস مهموز فاء অর্থ– বিরত থাকতে চায়।

خَرّٰصُوْنَ : اسم مبالغه ـ خَرَّاصٌ -এর বহুবচন, বাব ضَرَبَ ও نَصَرَ মাসদার خَرْصًا মূলবর্ণ (خ ـ ر ـ ص) জিনস صحيح অর্থ– ভিত্তিহীন উক্তিকারীর।

ذُوْقُوْا : সীগাহ جمع مذكر حاضر امر حاضر معروف বহছ বাব نَصَرَ মাসদার اَلذَّوْقُ মূলবর্ণ (ذ ـ و ـ ق) জিনস اجوف واوى অর্থ– স্বাদ উপভোগ কর।

تَسْتَعْجِلُوْنَ : সীগাহ جمع مذكر حاضر مضارع معروف বহছ বাব اِسْتِفْعَالٌ মাসদার اَلْاِسْتِعْجَالُ মূলবর্ণ (ع ـ ج ـ ل) জিনস صحيح অর্থ– তোমরা তাড়া হুড়া করতে।

تَنْطِقُوْنَ : সীগাহ جمع مذكر حاضر مضارع معروف বহছ বাব ضَرَبَ মাসদার اَلنُّطْقُ মূলবর্ণ (ن ـ ط ـ ق) জিনস صحيح অর্থ– তোমাদের কথা বার্তা বলা।

اَلْمُكْرَمِيْنَ : সীগাহ جمع مذكر اسم مفعول বহছ বাব اِفْعَالٌ মাসদার اَلْاِكْرَامُ মূলবর্ণ (ك ـ ر ـ م) জিনস صحيح অর্থ– সম্মানিত।

رَاغَ : সীগাহ واحد مذكر غائب ماضى معروف বহছ বাব نَصَرَ মাসদার رَوْغٌ ـ رَوْغَانٌ মূলবর্ণ (ر ـ و ـ غ) জিনস اجوف واوى অর্থ– তিনি চলে গেলেন।

اَوْجَسَ : সীগাহ واحد مذكر غائب ماضى معروف বহছ বাব اِفْعَالٌ মাসদার اِيْجَاسٌ মূলবর্ণ (و ـ ج ـ س) জিনস مثال واوى অর্থ– ভীত হয়ে পড়লেন, শংকিত হওয়া।

بَشَّرُوْا : সীগাহ جمع مذكر غائب ماضى معروف বহছ বাব تَفْعِيْل মাসদার اَلتَّبْشِيْرُ মূলবর্ণ (ب ـ ش ـ ر) জিনস صحيح অর্থ– তাঁরা সুসংবাদ দিলেন।

اَقْبَلَتْ : সীগাহ واحد مؤنث غائب ماضى معروف বহছ বাব اِفْعَالٌ মাসদার اَلْاِقْبَالُ মূলবর্ণ (ق ـ ب ـ ل) জিনস صحيح অর্থ– তিনি আসলেন।

বাক্য বিশ্লেষণ :

وَالذّٰرِيٰتِ ذَرْوًا : এখানে واو টি হরফে জার যা কসমের জন্য হয়েছে। اَلذّٰرِيٰتِ হলো মাজরূর। জার ও মাজরূর মিলে উহ্য ফে'লের সাথে মুতাআল্লিক হয়েছে। আর তা হলো اُقْسِمُ আর ذَرْوًا হলো مفعول مطلق এবং এর আমেল হলো اسم فاعل আর মাফউলে বিহী উহ্য রয়েছে। –[ই'রাবুল কুরআন ৭ম খণ্ড; পৃ. ২৮৪]

https://e-ilm.weebly.com/

পারা : ২৭

৩১. ইবরাহীম বলতে লাগলেন, হে ফেরেশতাগণ! তবে তোমাদের মুখ্য উদ্দেশ্য কি?	قَالَ فَمَا خَطْبُكُمْ اَيُّهَا الْمُرْسَلُوْنَ ﴿٣١﴾
৩২. ফেরেশতাগণ বললেন, আমরা একটি অপরাধী [লূত] সম্প্রদায়ের প্রতি প্রেরিত হয়েছি।	قَالُوْٓا اِنَّآ اُرْسِلْنَآ اِلٰى قَوْمٍ مُّجْرِمِيْنَ ﴿٣٢﴾
৩৩. যেন আমরা তাদের উপর মাটির শক্ত ঢেলা বর্ষণ করি।	لِنُرْسِلَ عَلَيْهِمْ حِجَارَةً مِّنْ طِيْنٍ ﴿٣٣﴾
৩৪. যার উপর সীমালঙ্ঘনকারীদের জন্য আপনার প্রতিপালকের পক্ষ হতে নির্দিষ্ট চিহ্নও রয়েছে।	مُّسَوَّمَةً عِنْدَ رَبِّكَ لِلْمُسْرِفِيْنَ ﴿٣٤﴾
৩৫. তখন আমি সেখান থেকে সমস্ত মুমিনদেরকে সরিয়ে দিলাম।	فَاَخْرَجْنَا مَنْ كَانَ فِيْهَا مِنَ الْمُؤْمِنِيْنَ ﴿٣٥﴾
৩৬. ফলতঃ আমি সেখানে মুসলমানদের একটি গৃহ ব্যতীত অন্য কোনো গৃহ পাইনি।	فَمَا وَجَدْنَا فِيْهَا غَيْرَ بَيْتٍ مِّنَ الْمُسْلِمِيْنَ ﴿٣٦﴾
৩৭. আর আমি এ ঘটনার মধ্যে একটি উপদেশ রেখেছি, সেই লোকদের জন্য যারা যন্ত্রণাময় আজাবকে ভয় করে।	وَتَرَكْنَا فِيْهَآ اٰيَةً لِّلَّذِيْنَ يَخَافُوْنَ الْعَذَابَ الْاَلِيْمَ ﴿٣٧﴾
৩৮. আর মূসার কাহিনীর মধ্যেও উপদেশ রয়েছে, যখন আমি তাকে ফেরাউনের নিকট একটি প্রকাশ্য প্রমাণ দিয়ে পাঠালাম।	وَفِيْ مُوْسٰٓى اِذْ اَرْسَلْنٰهُ اِلٰى فِرْعَوْنَ بِسُلْطٰنٍ مُّبِيْنٍ ﴿٣٨﴾

শাব্দিক অনুবাদ :

৩১. قَالَ ইবরাহীম বলতে লাগলেন فَمَا خَطْبُكُمْ তোমাদের মুখ্য উদ্দেশ্য কি اَيُّهَا الْمُرْسَلُوْنَ হে ফেরেশতাগণ!

৩২. قَالُوْٓا ফেরেশতাগণ বললেন اِنَّآ اُرْسِلْنَآ আমরা প্রেরিত হয়েছি اِلٰى قَوْمٍ مُّجْرِمِيْنَ একটি অপরাধী (লূত) সম্প্রদায়ের প্রতি।

৩৩. لِنُرْسِلَ যেন আমরা বর্ষণ করি عَلَيْهِمْ তাদের উপর حِجَارَةً مِّنْ طِيْنٍ মাটির শক্ত ঢেলা।

৩৪. مُّسَوَّمَةً যার উপর নির্দিষ্ট চিহ্নও রয়েছে عِنْدَ رَبِّكَ আপনার প্রতিপালকের পক্ষ হতে لِلْمُسْرِفِيْنَ সীমালঙ্ঘনকারীদের জন্য।

৩৫. فَاَخْرَجْنَا তখন আমি সরিয়ে দিলাম مَنْ كَانَ فِيْهَا সেখান থেকে مِنَ الْمُؤْمِنِيْنَ সমস্ত মুমিনদেরকে।

৩৬. فَمَا وَجَدْنَا ফলতঃ আমি পাইনি فِيْهَا সেখানে غَيْرَ بَيْتٍ একটি গৃহ ব্যতীত অন্য কোনো গৃহ مِّنَ الْمُسْلِمِيْنَ মুসলমানদের।

৩৭. وَتَرَكْنَا فِيْهَآ আর আমি এ ঘটনার মধ্যে রেখেছি اٰيَةً একটি উপদেশ لِّلَّذِيْنَ يَخَافُوْنَ সেই লোকদের জন্য যারা ভয় করে الْعَذَابَ الْاَلِيْمَ যন্ত্রণাময় আজাবকে।

৩৮. وَفِيْ مُوْسٰٓى আর মূসার কাহিনীর মধ্যেও উপদেশ রয়েছে। اِذْ اَرْسَلْنٰهُ যখন আমি তাঁকে পাঠালাম اِلٰى فِرْعَوْنَ ফেরাউনের নিকট بِسُلْطٰنٍ مُّبِيْنٍ একটি প্রকাশ্য প্রমাণ দিয়ে।

https://e-ilm.weebly.com/

৩৯. তখন সে তার সভাসদবৃন্দ সহকারে অবাধ্যতা প্রদর্শন করল এবং বলতে লাগল, এ ব্যক্তি জাদুকর অথবা পাগল।	فَتَوَلّٰى بِرُكْنِهٖ وَقَالَ سٰحِرٌ اَوْ مَجْنُوْنٌ ﴿٣٩﴾
৪০. ফলে আমি তাকেও তার সৈন্য সামন্তকে ধরে নদীগর্ভে নিক্ষেপ করলাম, আর সে কাজই করেছিল তিরস্কারের।	فَاَخَذْنٰهُ وَجُنُوْدَهٗ فَنَبَذْنٰهُمْ فِى الْيَمِّ وَهُوَ مُلِيْمٌ ﴿٤٠﴾
৪১. আর আ'দ সম্প্রদায়ের ঘটনার মধ্যেও উপদেশ রয়েছে, যখন আমি তাদের উপর অশুভ ঝঞ্ঝাবায়ু প্রেরণ করলাম।	وَفِىْ عَادٍ اِذْ اَرْسَلْنَا عَلَيْهِمُ الرِّيْحَ الْعَقِيْمَ ﴿٤١﴾
৪২. তা যার উপর দিয়ে প্রবাহিত হতো তাকে এমন করে ছাড়ত, যেমন কোনো বস্তু চূর্ণ বিচূর্ণ হয়ে যায়।	مَا تَذَرُ مِنْ شَىْءٍ اَتَتْ عَلَيْهِ اِلَّا جَعَلَتْهُ كَالرَّمِيْمِ ﴿٤٢﴾
৪৩. আর ছামূদ সম্প্রদায়ের ঘটনার মধ্যেও উপদেশ রয়েছে, যখন [সালেহ (আ.) কর্তৃক] তাদেরকে বলা হলো যে, আরো কিছুদিন উপভোগ করে নাও।	وَفِىْ ثَمُوْدَ اِذْ قِيْلَ لَهُمْ تَمَتَّعُوْا حَتّٰى حِيْنٍ ﴿٤٣﴾
৪৪. তথাপি তারা স্বীয় প্রতিপালকের নির্দেশ অমান্য করল, ফলে আজাব তাদেরকে পাকড়াও করল এবং তারা [তা] দেখছিল।	فَعَتَوْا عَنْ اَمْرِ رَبِّهِمْ فَاَخَذَتْهُمُ الصّٰعِقَةُ وَهُمْ يَنْظُرُوْنَ ﴿٤٤﴾
৪৫. অনন্তর তারা দাঁড়াতেও সক্ষম হলো না এবং প্রতিরোধ করতেও পারল না।	فَمَا اسْتَطَاعُوْا مِنْ قِيَامٍ وَّمَا كَانُوْا مُنْتَصِرِيْنَ ﴿٤٥﴾

শাব্দিক অনুবাদ :

৩৯. فَتَوَلّٰى بِرُكْنِهٖ তখন সে তার সভাসদবৃন্দ সহকারে অবাধ্যতা প্রকাশ করল وَقَالَ এবং বলতে লাগল سٰحِرٌ اَوْ مَجْنُوْنٌ এই ব্যক্তি জাদুকর অথবা পাগল।

৪০. فَاَخَذْنٰهُ وَجُنُوْدَهٗ ফলে আমি তাকে ও তার সৈন্য সামন্তকে ধরে فَنَبَذْنٰهُمْ فِى الْيَمِّ নদীগর্ভে নিক্ষেপ করলাম وَهُوَ مُلِيْمٌ আর সে কাজই করেছিল তিরস্কারের।

৪১. وَفِىْ عَادٍ আর আদ সম্প্রদায়ের ঘটনার মধ্যেও উপদেশ রয়েছে اِذْ اَرْسَلْنَا عَلَيْهِمُ যখন আমি তাদের উপর প্রেরণ করলাম الرِّيْحَ الْعَقِيْمَ অশুভ ঝঞ্ঝা বায়ু।

৪২. مَا تَذَرُ مِنْ شَىْءٍ اَتَتْ عَلَيْهِ اِلَّا جَعَلَتْهُ তা যার উপর দিয়ে প্রবাহিত হতো তাকে এমন করে ছাড়ত كَالرَّمِيْمِ যেমন কোনো বস্তু চূর্ণ-বিচূর্ণ হয়ে যায়।

৪৩. وَفِىْ ثَمُوْدَ আর ছামূদ সম্প্রদায়ের ঘটনার মধ্যেও উপদেশ রয়েছে اِذْ قِيْلَ لَهُمْ যখন তাদেরকে বলা হলো تَمَتَّعُوْا حَتّٰى حِيْنٍ আরো কিছুদিন উপভোগ করে নাও।

৪৪. فَعَتَوْا عَنْ اَمْرِ رَبِّهِمْ তথাপি তারা স্বীয় প্রতিপালকের নির্দেশ অমান্য করল فَاَخَذَتْهُمُ الصّٰعِقَةُ ফলে আজাব তাদেরকে পাকড়াও করল وَهُمْ يَنْظُرُوْنَ এবং তারা (তা) দেখছিল।

৪৫. فَمَا اسْتَطَاعُوْا مِنْ قِيَامٍ অনন্তর তারা দাড়াতেও সক্ষম হলো না وَّمَا كَانُوْا مُنْتَصِرِيْنَ এবং প্রতিশোধ নিতেও পারল না।

https://e-ilm.weebly.com/

৪৬. আর তাদের পূর্বে নূহ সম্প্রদায়ের এরূপ অবস্থাই হয়েছিল। তারা বড়ই অবাধ্য সম্প্রদায় ছিল।	وَقَوْمَ نُوحٍ مِّن قَبْلُ ۖ إِنَّهُمْ كَانُوا قَوْمًا فَاسِقِينَ ﴿٤٦﴾
৪৭. আর আমি আসমানকে [নিজ] কুদরতে সৃষ্টি করেছি, আর আমিই বিশাল ক্ষমতাশালী।	وَالسَّمَاءَ بَنَيْنَاهَا بِأَيْدٍ وَإِنَّا لَمُوسِعُونَ ﴿٤٧﴾
৪৮. আর আমি জমিনকে বিছানা [স্বরূপ] বানিয়েছি, ফলতঃ আমি [কেমন] উত্তম বিস্তারকারী।	وَالْأَرْضَ فَرَشْنَاهَا فَنِعْمَ الْمَاهِدُونَ ﴿٤٨﴾
৪৯. আর আমি প্রত্যেক বস্তু দুই দুই প্রকারের সৃষ্টি করেছি। যেন তোমরা উপলব্ধি করতে পার।	وَمِن كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ ﴿٤٩﴾
৫০. সুতরাং [তাদেরকে বলে দিন] তোমরা আল্লাহরই দিকে ধাবিত হও; আমি তোমাদের জন্য আল্লাহ্ তা'আলার পক্ষ হতে প্রকাশ্য ভয় প্রদর্শনকারী।	فَفِرُّوا إِلَى اللَّهِ ۖ إِنِّي لَكُم مِّنْهُ نَذِيرٌ مُّبِينٌ ﴿٥٠﴾
৫১. আর আল্লাহর সাথে অন্য কোনো উপাস্য স্থির করো না; আমি তোমাদের জন্য আল্লাহর পক্ষ থেকে প্রকাশ্য ভয় প্রদর্শনকারী।	وَلَا تَجْعَلُوا مَعَ اللَّهِ إِلَٰهًا آخَرَ ۖ إِنِّي لَكُم مِّنْهُ نَذِيرٌ مُّبِينٌ ﴿٥١﴾
৫২. এরূপভাবেই যারা এদের পূর্বে অতীত হয়েছে তাদের নিকট এমন কোনো রাসূল আগমন করেননি, যাকে তারা জাদুকর অথবা উন্মাদ বলেনি।	كَذَٰلِكَ مَا أَتَى الَّذِينَ مِن قَبْلِهِم مِّن رَّسُولٍ إِلَّا قَالُوا سَاحِرٌ أَوْ مَجْنُونٌ ﴿٥٢﴾

শাব্দিক অনুবাদ :

৪৬. وَقَوْمَ نُوحٍ مِّن قَبْلُ আর তাদের পূর্বে নূহ সম্প্রদায়ের এরূপ অবস্থাই হয়েছিল إِنَّهُمْ كَانُوا قَوْمًا فَاسِقِينَ তারা বড়ই অবাধ্য সম্প্রদায় ছিল।

৪৭. وَالسَّمَاءَ بَنَيْنَاهَا بِأَيْدٍ আর আমি আসমানকে নিজ কুদরতে সৃষ্টি করেছি وَإِنَّا لَمُوسِعُونَ আর আমিই বিশাল ক্ষমতাশালী।

৪৮. وَالْأَرْضَ فَرَشْنَاهَا আর আমি জমিনকে বিছানা (স্বরূপ) বানিয়েছি فَنِعْمَ الْمَاهِدُونَ ফলত: আমি (কেমন) উত্তম বিস্তারকারী।

৪৯. وَمِن كُلِّ شَيْءٍ আর প্রত্যেক বস্তু خَلَقْنَا আমি সৃষ্টি করেছি زَوْجَيْنِ দুই দুই প্রকারের لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ যেন তোমরা উপলব্ধি করতে পার।

৫০. فَفِرُّوا إِلَى اللَّهِ সুতরাং (তাদেরকে বলে দিন) তোমরা আল্লাহরই দিকে ধাবিত হও إِنِّي لَكُم আমি তোমাদের জন্য مِّنْهُ আল্লাহ তা'আলার তরফ হতে نَذِيرٌ مُّبِينٌ প্রকাশ্য ভয় প্রদর্শনকারী।

৫১. وَلَا تَجْعَلُوا আর স্থির করো না مَعَ اللَّهِ আল্লাহর সাথে إِلَٰهًا آخَرَ অন্য উপাস্য إِنِّي لَكُم مِّنْهُ نَذِيرٌ مُّبِينٌ আমি তোমাদের জন্য আল্লাহর পক্ষ হতে প্রকাশ্য ভয় প্রদর্শনকারী।

৫২. كَذَٰلِكَ এরূপভাবেই مَا أَتَى আগমন করেননি الَّذِينَ مِن قَبْلِهِم এদের পূর্বে যারা অতীত হয়েছে مِّن رَّسُولٍ তাদের নিকট এমন কোনো রাসূল إِلَّا قَالُوا سَاحِرٌ أَوْ مَجْنُونٌ যাকে তারা জাদুকর বা উন্মাদ বলেনি।

https://e-ilm.weebly.com/

৫৩. তারা কি একে অন্যকে তারই অসিয়ত করে আসছিল? বরং তারা সকলেই অবাধ্যপরায়ণ লোক।	أَتَوَاصَوْا بِهِ ۚ بَلْ هُمْ قَوْمٌ طَاغُونَ ﴿٥٣﴾
৫৪. অতএব, আপনি তাদের দিকে ভ্রুক্ষেপ করবেন না, এতে আপনার প্রতি কোনো প্রকার অনুযোগ নেই।	فَتَوَلَّ عَنْهُمْ فَمَا أَنتَ بِمَلُومٍ ﴿٥٤﴾
৫৫. আপনি উপদেশ দিতে থাকুন, কারণ উপদেশ দেওয়া মুমিনগণকে সুফ প্রদান করে।	وَذَكِّرْ فَإِنَّ الذِّكْرَىٰ تَنفَعُ الْمُؤْمِنِينَ ﴿٥٥﴾
৫৬. আর আমি জিন ও মানুষকে এ জন্য সৃষ্টি করেছি, যেন তারা আমারই ইবাদত করে।	وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ ﴿٥٦﴾
৫৭. আমি তাদের নিকট [অন্যান্য সৃষ্টজীবকে] রিজিক দেওয়ার আবেদনও করি না, আর তাও ইচ্ছা করি না যে, তারা আমাকে খাওয়াবে।	مَا أُرِيدُ مِنْهُم مِّن رِّزْقٍ وَمَا أُرِيدُ أَن يُطْعِمُونِ ﴿٥٧﴾
৫৮. আল্লাহ নিজেই সকলের রিজিকদাতা [এবং তিনি] শক্তিশালী, অত্যন্ত ক্ষমতাবান।	إِنَّ اللَّهَ هُوَ الرَّزَّاقُ ذُو الْقُوَّةِ الْمَتِينُ ﴿٥٨﴾
৫৯. অতএব, [এ কাফেররা শুনে রাখুক যে,] এ জালিমদেরও [শাস্তির] পালা রয়েছে, যেমন তাদের [পূর্ববর্তী] সহধর্মীদের পালা ছিল, সুতরাং তারা যেন আমা হতে [আজাবের ব্যাপারে] তাড়াহুড়া না করে।	فَإِنَّ لِلَّذِينَ ظَلَمُوا ذَنُوبًا مِّثْلَ ذَنُوبِ أَصْحَابِهِمْ فَلَا يَسْتَعْجِلُونِ ﴿٥٩﴾
৬০. মোটকথা, সেই দিনের আগমনে এ কাফেরদের বড়ই সর্বনাশ হবে, যার প্রতিশ্রুতি তাদেরকে দেওয়া হচ্ছে।	فَوَيْلٌ لِّلَّذِينَ كَفَرُوا مِن يَوْمِهِمُ الَّذِي يُوعَدُونَ ﴿٦٠﴾

শাব্দিক অনুবাদ :

৫৩. أَتَوَاصَوْا بِهِ তারা কি একে অন্যকে তারই অসিয়ত করে আসছিল بَلْ هُمْ বরং তারা সকলেই قَوْمٌ طَاغُونَ অবাধ্যপরায়ণ লোক।

৫৪. فَتَوَلَّ عَنْهُمْ অতএব, আপনি তাদের দিকে ভ্রুক্ষেপ করবেন না فَمَا أَنتَ بِمَلُومٍ কেননা আপনার প্রতি কোনো প্রকার অনুযোগ নেই।

৫৫. وَذَكِّرْ আর আপনি উপদেশ দিতে থাকুন فَإِنَّ الذِّكْرَىٰ যেহেতু আপনার উপদেশ দেওয়া تَنفَعُ الْمُؤْمِنِينَ ঈমানদারগণকে সুফল প্রদান করবে।

৫৬. وَمَا خَلَقْتُ আর আমি এজন্য সৃষ্টি করেছি الْجِنَّ وَالْإِنسَ জিন ও মানুষকে إِلَّا لِيَعْبُدُونِ যেন তারা আমারই ইবাদত করে।

৫৭. مَا أُرِيدُ مِنْهُم مِّن رِّزْقٍ আমি তোমাদের নিকট রিজিক দেওয়ার আবেদনও করি না وَمَا أُرِيدُ أَن يُطْعِمُونِ আর ইচ্ছাও করি না যে, তারা আমাকে খাওয়াবে।

৫৮. إِنَّ اللَّهَ هُوَ الرَّزَّاقُ আল্লাহ নিজেই সকলের রিজিকদাতা ذُو الْقُوَّةِ الْمَتِينُ শক্তিশালী, অত্যন্ত ক্ষমতাবান।

৫৯. فَإِنَّ لِلَّذِينَ ظَلَمُوا এই জালিমদেরও রয়েছে ذَنُوبًا (শাস্তির) পালা مِّثْلَ ذَنُوبِ أَصْحَابِهِمْ যেমন তাদের (পূর্ববর্তী) সহধর্মীদের পালা ছিল فَلَا يَسْتَعْجِلُونِ সুতরাং তারা যেন আমা হতে (আজাবের ব্যাপারে) তাড়াহুড়া না করে।

৬০. فَوَيْلٌ মোটকথা বড়ই সর্বনাশ হবে لِّلَّذِينَ كَفَرُوا এই কাফেরদের জন্য مِن يَوْمِهِمُ সেই দিনের আগমনে الَّذِي يُوعَدُونَ যার প্রতিশ্রুতি তাদেরকে দেওয়া হচ্ছে।

https://e-ilm.weebly.com/

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

وَذَكِّرْ فَإِنَّ الذِّكْرٰى تَنْفَعُ الْمُؤْمِنِيْنَ (৫৫)

শানে নুযূল ঃ ইবনে জারীর ও ইবনে আবী হাতেম (র.) প্রমুখ হযরত আলী কাররামাল্লাহু ওজহাহু এর উদ্ধৃতি দিয়ে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন– فَتَوَلَّ عَنْهُمْ فَمَا اَنْتَ بِمَلُوْمٍ আয়াত যখন নাজিল হয়, তখন আমাদের সকলেরই ধ্বংস অনিবার্য বলে দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করে নিয়েছি, হঠাৎ করে নবী করীম ﷺ আদেশপ্রাপ্ত হলেন, তিনি আমাদের হতে বিমুখ হয়ে যাওয়ার জন্যে। তখন আলোচ্য আয়াত নাজিল করা হয়। কাতাদা (র.) বলেন, সাহাবায়ে কেরাম ধারণা করেছিলেন যে, ওহী নিশ্চিতভাবেই বন্ধ হয়ে গিয়েছে। আর আজাব ও অবশ্যই অত্যাসন্ন বা সন্নিকটে হয়ে পড়েছে। তখন আলোচ্য আয়াত নাজিল হয়। জিহাদের আয়াত দ্বারা আলোচ্য আয়াতের আদেশ রহিত করা হয়েছে।–(রূহুল মা'আনী ২০/১৪/২৭)

এই কথোপকথনের মধ্যে হযরত ইবরাহীম (আ.) জানতে পারলেন যে, আগন্তুক মেহমানগণ আল্লাহর ফেরেশতা। অতএব, তিনি জিজ্ঞাসা করলেন, আপনারা কি অভিযানে আগমন করেছেন? তারা হযরত লূত (আ.)-এর সম্প্রদায়ের উপর প্রস্তর বর্ষণের আজাব নাজিল করার কথা বলল। এই প্রস্তর বর্ষণ বড় বড় পাথর দ্বারা নয়–মাটি নির্মিত কংকর দ্বারা হবে। مُسَوَّمَةً عِنْدَ رَبِّكَ অর্থাৎ, কংকরগুলো আল্লাহর পক্ষ থেকে বিশেষ চিহ্নযুক্ত হবে। কোনো কোনো তাফসীরবিদ বলেন, প্রত্যেক কংকরের গায়ে সেই ব্যক্তির নাম লিখিত ছিল, যাকে ধ্বংস করার জন্যে কংকরটি প্রেরিত হয়েছিল। সে যেদিকে পলায়ন করেছে, কংকরও তার পশ্চাদ্ধাবন করেছে। অন্যান্য আয়াতে কওমে–লূতের উপর আপতিত আজাবের বর্ণনা প্রসঙ্গে বলা হয়েছে যে, হযরত জিবরাঈল (আ.) গোটা জনপদকে উপরে তুলে উল্টিয়ে দেন। অর্থাৎ প্রথমে তাদের উপর প্রস্তর বর্ষণ করা হয়েছিল এবং পরে সমগ্র ভূখণ্ড উল্টিয়ে দেওয়া হয়েছিল।

কওমে লূতের পর হযরত মূসা (আ.)-এর সম্প্রদায়, ফেরাউন এবং তার অনুসারীদের প্রসঙ্গ উল্লেখ করা হয়েছে। ফেরাউনকে যখন হযরত মূসা (আ.) সত্যের পয়গাম দেন, তখন বলা হয়েছে ঃ فَتَوَلّٰى بِرُكْنِهٖ অর্থাৎ, ফেরাউন হযরত হযরত মূসা (আ.)-এর দিক থেকে মুখ ফিরিয়ে স্বীয় শক্তি, সেনাবাহিনী ও পারিষদবর্গের উপর ভরসা করে। رُكْن-এর শাব্দিক অর্থ শক্তি। হযরত লূত (আ.) -এর বাক্যে اَوْ اٰوِىْ اِلٰى رُكْنٍ شَدِيْدٍ এই অর্থেই ব্যবহৃত হয়েছে।

وَالسَّمَاۤءَ بَنَيْنٰهَا بِاَيْدٍ وَّاِنَّا لَمُوْسِعُوْنَ :

পূর্ববর্তী আয়াতসমূহে কেয়ামত ও পরকালের বর্ণনা এবং অস্বীকারকারীদের শাস্তির কথা আলোচিত হয়েছিল। আলোচ্য আয়াতসমূহে আল্লাহ তা'আলার সর্বময় শক্তি বর্ণিত হয়েছে। এতে করে কেয়ামত ও কেয়ামতে মৃতদের পুনরুজ্জীবনের ব্যাপারে অবিশ্বাসীদের পক্ষ থেকে যে বিস্ময় প্রকাশ করা হয়, তার নিরসন হয়ে যায়। এছাড়া আয়াতসমূহে তাওহীদ সপ্রমাণ করা হয়েছে এবং রেসালতে বিশ্বাস স্থাপনের তাকীদ হয়েছে।

بَنَيْنٰهَا بِاَيْدٍ وَّاِنَّا لَمُوْسِعُوْنَ : اَيْد শব্দের অর্থ– শক্তি ও সামর্থ্য। এ স্থলে হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) এ তাফসীরই করেছেন। فَفِرُّوْا اِلَى اللّٰهِ অর্থাৎ, আল্লাহর দিকে ধাবিত হও। হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) বলেন ঃ উদ্দেশ্য এই যে, তওবা করে গোনাহ থেকে ছুটে পালাও। আবূ বকর ওয়াররাক ও জুনায়েদ বাগদাদী (র.) বলেন ঃ প্রবৃত্তি ও শয়তান মানুষকে গোনাহের দিকে দাওয়াত ও প্ররোচনা দেয়। তোমরা এগুলো থেকে ছুটে আল্লাহর শরণাপন্ন হও। তিনি তোমাদেরকে এদের অনিষ্ট থেকে বাঁচিয়ে রাখবেন।–(কুরতুবী)

জিন ও মানব সৃষ্টির উদ্দেশ্য ঃ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْاِنْسَ اِلَّا لِيَعْبُدُوْنِ অর্থাৎ, আমি জিন ও মানবকে ইবাদত ব্যতীত অন্য কোনো কাজের জন্য সৃষ্টি করিনি। এখানে বাহ্যদৃষ্টিতে দু'টি প্রশ্ন দেখা দেয়। যথা– ১. যাকে আল্লাহ তা'আলা বিশেষ কাজের জন্যে সৃষ্টি করেছেন, তার জন্যে সেই কাজ থেকে বিরত থাকা যুক্তিগতভাবে অসম্ভব, অপ্রকৃত। কেননা আল্লাহ তা'আলার ইচ্ছা ও অভিপ্রায়ের বিপরীতে কোনো কাজ করা অসম্ভব। ২. আলোচ্য আয়াতে জিন ও মানব সৃষ্টিকে কেবল ইবাদতে সীমাবদ্ধ করে দেওয়া হয়েছে। অথচ তাদের সৃষ্টিতে ইবাদত ব্যতীত আরও অনেক উপকারিতা ও রহস্য বিদ্যমান আছে।

প্রথম প্রশ্নের জবাবে কোনো কোনো তাফসীরবিদ বলেন যে, এই বিষয়বস্তু শুধু মুমিনদের সাথে সম্পৃক্ত। অর্থাৎ আমি মুমিন জিন ও মুমিন মানবকে ইবাদত ব্যতীত অন্য কাজের জন্যে সৃষ্টি করিনি। বলাবাহুল্য যারা মুমিন, তারা কমবেশি ইবাদত করে থাকে। যাহহাক, সুফিয়ান (র.) প্রমুখ তাফসীরবিদ এই উক্তি করেছেন। হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) বর্ণিত এই আয়াতে এক কেরাতে مُؤْمِنِيْنَ শব্দও উল্লেখ করা হয়েছে এবং আয়াত এভাবে পাঠ করা হয়েছে– وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْاِنْسَ مِنَ الْمُؤْمِنِيْنَ اِلَّا لِيَعْبُدُوْنِ ; এই কেরাত থেকে উপরিউক্ত তাফসীরের পক্ষে সমর্থন পাওয়া যায়। এই প্রশ্নের

জবাবে বলা হয়েছে যে, আয়াতে জবরদস্তিমূলক ইচ্ছা বোঝানো হয়নি, যার বিপরীত হওয়া অসম্ভব; বরং আইনগত ইচ্ছা বুঝানো হয়েছে। অর্থাৎ আমি তাদেরকে কেবল এজন্যে সৃষ্টি করেছি, যাতে তাদেরকে ইবাদত করার আদেশ দেই। আল্লাহর আদেশকে মানুষের ইচ্ছার সাথে শর্তযুক্ত রাখা হয়েছে। তাই আদেশের বিপরীত হওয়া অসম্ভব নয়। অর্থাৎ, আল্লাহ সবাইকে ইবাদত করার আদেশ দিয়েছেন; কিন্তু সাথে সাথে ইচ্ছা-অনিচ্ছার ক্ষমতাও দিয়েছেন। তাই কোনো কোনো লোক আল্লাহপ্রদত্ত ইচ্ছা যথার্থ ব্যয় করে ইবাদতে আত্মনিয়োগ করেছে এবং কেউ এই ইচ্ছার অসদ্ব্যবহার করে ইবাদত থেকে মুখ ফিরিয়ে নিয়েছে। এই উক্তি ইমাম বগভী (র.) হযরত আলী (রা.) থেকে বর্ণনা করেছেন। তাফসীরে মাযহারীতে এর সরল তাফসীর এই বর্ণিত হয়েছে যে, জিন ও মানবকে সৃষ্টি করার সময় তাদের মধ্যে ইবাদত করার যোগ্যতা ও প্রতিভা নিহিত করা হয়েছে। সেমতে প্রত্যেক জিন ও মানবের মধ্যে এই প্রতিভা প্রকৃতিগতভাবে বিদ্যমান থাকে। এরপর কেউ এই প্রতিভাকে সঠিক পথে ব্যয় করে কৃতকার্য হয় এবং কেউ একে গোনাহ ও কুপ্রবৃত্তিতে বিনষ্ট করে দেয়। দৃষ্টান্তস্বরূপ এই হাদীসে রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন– كُلُّ مَوْلُوْدٍ يُوْلَدُ عَلَى الْفِطْرَةِ فَأَبَوَاهُ يُهَوِّدَانِهِ أَوْ يُنَصِّرَانِهِ أَوْ يُمَجِّسَانِهِ অর্থাৎ, প্রত্যেক সন্তান প্রকৃতির উপর জন্মগ্রহণ করে। এরপর তার পিতা-মাতা তাকে প্রকৃতি থেকে সরিয়ে নিয়ে ইহুদি অথবা, নাসারা বা অগ্নিপূজারীতে পরিণত করে। অধিকাংশ আলেমের মতে "প্রকৃতির উপর জন্মগ্রহণ" করার অর্থ ইসলাম ধর্মের উপর জন্মগ্রহণ করা। অতএব এই হাদীসে বলা হয়েছে যে, প্রত্যেক মানুষের মধ্যে প্রকৃতিগত ও সৃষ্টিগতভাবে ইসলাম ও ঈমানের যোগ্যতা ও প্রতিভা নিহিত করা হয়েছে। এরপর তার পিতা-মাতা এই প্রতিভাকে বিনষ্ট করে কুফরের পথে পরিচালিত করে। এই হাদীসের অনুরূপ আলোচ্য আয়াতেরও এরূপ অর্থ হতে পারে যে, প্রত্যেক জিন ও মানবের মধ্যে আল্লাহ তা'আলা ইবাদত করার গোত্যতা ও প্রতিভা রেখেছেন।

দ্বিতীয় প্রশ্নের জবাব এই যে, ইবাদতের জন্যে কাউকে সৃষ্টি করা তার কাছ থেকে অন্যান্য উপকারিতা অর্জিত হওয়ার পরিপন্থি নয়। مَا أُرِيْدُ مِنْهُمْ مِنْ رِزْقٍ অর্থাৎ, আমি জিন ও মানবকে সৃষ্টি করে সাধারণ মানুষের অভ্যাস অনুযায়ী কোনো উপকার চাই না যে, তারা রিজিক সৃষ্টি করবে আমার জন্যে অথবা নিজেদের জন্যে অথবা আমার অন্যান্য সৃষ্টজীবের জন্যে। আমি এটাও চাই না যে, তারা আমাকে আহার্য যোগাবে। মানুষের সাধারণ অভ্যাস অনুযায়ী এই কথাগুলো বলা হয়েছে। কেননা যত বড়লোকই হোক না কেন– কেউ যদি কোনো গোলাম ক্রয় করে এবং তার পিছনে অর্থ-কড়ি ব্যয় করে, তবে তার উদ্দেশ্য এটাই থাকে যে, গোলাম তার কাজকর্মের প্রয়োজন মেটাবে এবং রুজি–রোজগার করে মালিকের হাতে সমর্পণ করবে। আল্লাহ তা'আলা এসব উদ্দেশ্য থেকে পবিত্র ও উর্ধ্বে। তাই বলেছেন যে, জিন ও মানবকে সৃষ্টি করার পশ্চাতে আমার কোনো উপকার উদ্দেশ্য নয়।

ذَنُوْبًا শব্দের আসল অর্থ– কূয়া থেকে পানি তোলার বড় বালতি। জনগণের সুবিধার্থে জনপদের সাধারণ কূয়াগুলোতে পানি তোলার পালা নির্ধারণ করা হয়। প্রত্যেকেই নিজ নিজ পালা অনুযায়ী পানি তোলে। তাই এখানে ذَنُوْبٌ শব্দের অর্থ করা হয়েছে পালা ও প্রাপ্য অংশ। উদ্দেশ্য এই যে, পূর্ববর্তী উম্মতদেরকে নিজ নিজ সময়ে আমল করার সুযোগ ও পালা দেওয়া হয়েছে। যারা নিজেদের পালায় কাজ করেনি, তারা ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়েছে। এমনিভাবে বর্তমান মুশরিকদের জন্যেও পালা ও সময় নির্ধারিত আছে। যদি তারা এ সময়ের মধ্যে কুফর থেকে বিরত না হয়, তবে আল্লাহর আজাব তাদেরকে দুনিয়াতে না হয় পরকালে অবশ্যই পাকড়াও করবে। তাই তাদেরকে বলে দিন, তারা যেন ত্বরিত আজাব চাওয়া থেকে বিরত থাকে। অর্থাৎ কাফেররা অস্বীকারের ভঙ্গিতে বলে থাকে যে, আমরা বাস্তবিকই অপরাধী হলে আপনার কথা অনুযায়ী আমাদের উপর আজাব আসে না কেন? এর জবাব এই যে, আজাব নির্দিষ্ট সময় ও পালা অনুযায়ী আগমন করবে। তোমাদের পালাও এসে যাবে!। কাজেই তাড়াহুড়া করো না।

শব্দ বিশ্লেষণ :

اَلْمُرْسَلُوْنَ : সীগাহ جمع مذكر বহছ اسم مفعول বাব اِفْعَالٌ মাসদার اَلْإِرْسَالُ মূলবর্ণ (ر - س - ل) জিনস صحيح অর্থ– প্রেরিতগণ। ফেরেশতাগণ।

مُجْرِمِيْنَ : সীগাহ جمع مذكر বহছ اسم فاعل বাব اِفْعَالٌ মাসদার اَلْإِجْرَامُ মূলবর্ণ (ج - ر - م) জিনস صحيح অর্থ– অপরাধীগণ।

مُسَوَّمَةً : সীগাহ واحد مؤنث বহছ اسم مفعول বাব تَفْعِيْل মাসদার اَلتَّسْوِيْمُ মূলবর্ণ (س - و - م) জিনস اجوف واوى। অর্থ– নির্দিষ্ট চিহ্ন। কোনো বস্তুর সন্ধানে যাওয়া।

https://e-ilm.weebly.com/

مَا وَجَدْنَا : সীগাহ جمع متكلم বহছ ماضى منفى معروف বাব ضَرَبَ মাসদার اَلْوِجْدَانُ মূলবর্ণ (و - ج - د) জিনস مثال واوى অর্থ– পাইনি।

مُبِيْنٌ : সীগাহ واحد مذكر বহছ اسم فاعل বাব اِفْعَالٌ মাসদার اَلْإِبَانَةُ মূলবর্ণ (ب - ى - ن) জিনস اجوف يائى অর্থ– প্রকাশ্য।

مَجْنُوْنٌ : সীগাহ واحد مذكر বহছ اسم مفعول বাব نَصَرَ মাসদার اَلْجُنُوْنُ - اَلْجَنُّ মূলবর্ণ (ج - ن - ن) জিনস مضاعف ثلاثى অর্থ– পাগল।

اَلرَّمِيْمُ : صفت مشبه . رمة থেকে নির্গত। رِمَامٌ ও اَرْمَامٌ -এর একবচন বাব ضَرَبَ অর্থ– চূর্ণ-বিচূর্ণ হয়ে যাওয়া বস্তু।

تَمَتَّعُوْا : সীগাহ جمع مذكر حاضر বহছ امر حاضر معروف বাব تَفَعُّلٌ মাসদার اَلتَّمَتُّعُ মূলবর্ণ (م - ت - ع) জিনস صحيح অর্থ– তোমরা উপভোগ করে নাও।

مُنْتَصِرِيْنَ : সীগাহ جمع مذكر বহছ اسم فاعل বাব اِفْتِعَالٌ মাসদার اَلْاِنْتِصَارُ মূলবর্ণ (ن - ص - ر) জিনস صحيح অর্থ– প্রতিরোধকারীগণ।

بَنَيْنَا : সীগাহ جمع متكلم বহছ ماضى معروف বাব ضَرَبَ - نَصَرَ মাসদার بِنَاءً মূলবর্ণ (ب - ن - ى) জিনস ناقص يائى অর্থ– আমরা সৃষ্টি করেছি।

مُوْسِعُوْنَ : সীগাহ جمع مذكر বহছ اسم فاعل বাব اِفْعَالٌ মাসদার اَلْاِيْسَاعُ মূলবর্ণ (و - س - ع) জিনস مثال واوى অর্থ– ক্ষমতাশালীগণ।

مَاهِدُوْنَ : সীগাহ جمع مذكر বহছ اسم فاعل বাব فَتَحَ মাসদার اَلْمَهْدُ মূলবর্ণ (م - ه - د) জিনস صحيح অর্থ– বিস্তারকারীগণ।

تَوَاصَوْا : সীগাহ جمع مذكر غائب বহছ ماضى معروف বাব تَفَاعُلٌ মাসদার تَوَاصِىً মূলবর্ণ (و - ص - ى) জিনস মুরাক্কাব (مثال واوى ও ناقص يائى) অর্থ– তারা একে অন্যকে অসিয়ত করে আসছিল।

طَاغُوْنَ : সীগাহ جمع مذكر বহছ اسم فاعل মূলত: طَاغِيُوْنَ ছিল। বাব فَتَحَ মাসদার اَلطُّغْيَانُ মূলবর্ণ (ط - غ - ى) জিনস ناقص يائى অর্থ– অবাধ্যপরায়ণ।

يُوْعَدُوْنَ : সীগাহ جمع مذكر غائب বহছ مضارع مجهول বাব ضَرَبَ মাসদার اَلْوَعْدُ মূলবর্ণ (و - ع - د) জিনস مثال واوى অর্থ– তাদের প্রতিশ্রুতি দেওয়া হচ্ছে।

مُلِيْمٌ : সীগাহ واحد مذكر বহছ اسم فاعل বা اِفْعَالٌ মাসদার اَلْاَمَّةُ মূলবর্ণ (ا - ل - م) জিনস مهموز فاء অর্থ– তিরস্কারকারী, ভর্ৎসনাকারী।

عَتَوْا : সীগাহ جمع مذكر غائب বহছ ماضى معروف বাব نَصَرَ মাসদার اَلْعُتُوُّ মূলবর্ণ (ع - ت - و) জিনস ناقص واوى অর্থ– অবাধ্যতা করেছে, ঔদ্ধত্য করেছে, অহংকার করেছে, সীমা অতিক্রম করেছে।

اِسْتَطَاعُوْا : সীগাহ جمع مذكر غائب বহছ ماضى معروف বাব اِسْتِفْعَالٌ মাসদার اَلْاِسْتِطَاعَةُ মূলবর্ণ (ط - و - ع) জিনস اجوف واوى অর্থ– অক্ষম হলো না।

فَرَشْنَا : সীগাহ جمع متكلم বহছ ماضى معروف বাব ضَرَبَ মাসদার اَلْفَرْشُ মূলবর্ণ (ف - ر - ش) জিনস صحيح অর্থ– আমি বিছানা বানিয়েছি।

يُوْعَدُوْنَ সীগাহ جمع مذكر غائب বহছ مضارع مجهول বাব ضَرَبَ মাসদার اَلْوَعْدُ মূলবর্ণ (و - ع - د) জিনস مثال واوى অর্থ– প্রতিশ্রুতি দেওয়া হয়েছে।

বাক্য বিশ্লেষণ :

فَتَوَلّٰى بِرُكْنِهٖ وَقَالَ سَاحِرٌ اَوْ مَجْنُوْنٌ : এখানে فاء টি হরফে আতফ, تَوَلّٰى ফে'লে মাযী তার উহ্য যমীর ফায়েল যা ফেরাউনের দিকে ফিরেছে। আর بِرُكْنِهٖ টা ফায়েলের যমীর থেকে حال হয়েছে। আর قَالَ টা تَوَلّٰى-এর উপর আতফ হয়েছে। আর سَاحِرٌ হলো উহ্য মুবতাদার খবর। অর্থাৎ هُوَ سَاحِرٌ আর او হলো হরফে আতফ এবং مَجْنُوْنٌ টা سَاحِرٌ-এর উপর আতফ হয়েছে। –[ই'রাবুল কুরআন ৭ম খণ্ড; পৃ. ২৯২]

سُوْرَةُ الطُّوْرِ مَكِّيَّةٌ

সূরা তূর

মক্কায় অবতীর্ণ; আয়াত– ৪৯, রুকূ'– ২

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ۝

পরম করুণাময়, দয়ালু আল্লাহর নামে শুরু করছি।

১. শপথ তূর পর্বতের।	وَالطُّوْرِ ۝١
২. আর সেই লিখিত কিতাবের।	وَكِتٰبٍ مَّسْطُوْرٍ ۝٢
৩. যা খোলা কাগজে রয়েছে [অর্থাৎ আমলনামার]	فِىْ رَقٍّ مَّنْشُوْرٍ ۝٣
৪. আর বায়তুল মা'মূরের।	وَّالْبَيْتِ الْمَعْمُوْرِ ۝٤
৫. আর সুউচ্চ ছাদের [অর্থাৎ আসমানের]।	وَالسَّقْفِ الْمَرْفُوْعِ ۝٥
৬. আর লবণাক্ত সমুদ্রের যা [পানিতে] পরিপূর্ণ।	وَالْبَحْرِ الْمَسْجُوْرِ ۝٦
৭. নিঃসন্দেহে আপনার প্রতিপালকের আজাব অবশ্যই সংঘটিত হবে।	اِنَّ عَذَابَ رَبِّكَ لَوَاقِعٌ ۝٧
৮. তাকে কেউ প্রতিরোধ করতে পারবে না।	مَّا لَهٗ مِنْ دَافِعٍ ۝٨
৯. যেদিন আসমান প্রবলভাবে থর থর করতে থাকবে।	يَّوْمَ تَمُوْرُ السَّمَآءُ مَوْرًا ۝٩

শাব্দিক অনুবাদ :

১. وَالطُّوْرِ শপথ তূর পর্বতের।
২. وَكِتٰبٍ আর সেই কিতাবের مَّسْطُوْرٍ যা লিখিত।
৩. فِىْ رَقٍّ যা আছে কাগজে مَّنْشُوْرٍ খোলা।
৪. وَّالْبَيْتِ الْمَعْمُوْرِ আর বায়তুল মা'মূরের।
৫. وَالسَّقْفِ, আর ছাদের الْمَرْفُوْعِ সুউচ্চ (আসমানের)
৬. وَالْبَحْرِ, আর লবণাক্ত সমুদ্রের الْمَسْجُوْرِ যা পানিতে পরিপূর্ণ।
৭. اِنَّ عَذَابَ رَبِّكَ নিঃসন্দেহে আপনার প্রতিপালকের আজাব لَوَاقِعٌ অবশ্যই সংঘটিত হবে।
৮. مَّا لَهٗ তাকে কেউই مِنْ دَافِعٍ টলাতে পারবে না।
৯. يَّوْمَ যেদিন تَمُوْرُ السَّمَآءُ مَوْرًا আসমান থরথর করতে থাকবে।

https://e-ilm.weebly.com/

১০. আর পর্বতসমূহ দ্রুত স্থানচ্যুত হবে [কিয়ামত হবে]।	وَّتَسِيْرُ الْجِبَالُ سَيْرًا ﴿١٠﴾
১১. অনন্তর সেদিন তাদের বড় দুর্ভাগ্য হবে, যারা অবিশ্বাসী ছিল।	فَوَيْلٌ يَّوْمَئِذٍ لِّلْمُكَذِّبِيْنَ ﴿١١﴾
১২. যারা [মিথ্যা প্রতিপন্ন করার] কাজে অনর্থকভাবে লিপ্ত রয়েছে।	الَّذِيْنَ هُمْ فِيْ خَوْضٍ يَّلْعَبُوْنَ ﴿١٢﴾
১৩. যেদিন তাদেরকে ঠেলে ঠেলে দোজখের আগুনের দিকে আনা হবে।	يَوْمَ يُدَعُّوْنَ اِلٰى نَارِ جَهَنَّمَ دَعًّا ﴿١٣﴾
১৪. [এবং বলা হবে] এটা সে দোজখ যাকে তোমরা অবিশ্বাস করতে।	هٰذِهِ النَّارُ الَّتِيْ كُنْتُمْ بِهَا تُكَذِّبُوْنَ ﴿١٤﴾
১৫. তবে এটা [-ও] কি জাদু? [স্বচক্ষে দর্শন করে বল,] অথবা [এখনো] তোমরা দেখতে পাচ্ছ না।	اَفَسِحْرٌ هٰذَآ اَمْ اَنْتُمْ لَا تُبْصِرُوْنَ ﴿١٥﴾
১৬. [আচ্ছা, তবে এখন] তাতে প্রবেশ কর, অতঃপর চাই তোমরা সহ্য কর অথবা সহ্য না কর, উভয়ই তোমাদের পক্ষে সমান; যেমন তোমরা করতে তেমনই প্রতিফল তোমাদেরকে দেওয়া হবে।	اِصْلَوْهَا فَاصْبِرُوْٓا اَوْ لَا تَصْبِرُوْا ۚ سَوَآءٌ عَلَيْكُمْ ۭ اِنَّمَا تُجْزَوْنَ مَا كُنْتُمْ تَعْمَلُوْنَ ﴿١٦﴾
১৭. [আর] মুত্তাকীগণ নিঃসন্দেহে জান্নাতের উদ্যানসমূহ ও সুখ-সম্পদের মধ্যে থাকবে।	اِنَّ الْمُتَّقِيْنَ فِيْ جَنّٰتٍ وَّنَعِيْمٍ ﴿١٧﴾
১৮. [এবং] তাদের প্রভু তাদেরকে যে সমস্ত বস্তু দান করবেন, তারা তাতে আনন্দিত হবে এবং তাদের প্রভু তাদেরকে দোজখের আজাব হতে রক্ষা করবেন।	فٰكِهِيْنَ بِمَآ اٰتٰىهُمْ رَبُّهُمْ ۚ وَوَقٰىهُمْ رَبُّهُمْ عَذَابَ الْجَحِيْمِ ﴿١٨﴾

শাব্দিক অনুবাদ :

১০. وَّتَسِيْرُ الْجِبَالُ سَيْرًا আর পর্বতসমূহ দ্রুত স্থানচ্যুত হবে।

১১. فَوَيْلٌ অনন্তর বড় দুর্ভাগ্য হবে তাদের يَّوْمَئِذٍ সেদিন لِّلْمُكَذِّبِيْنَ যারা অবিশ্বাসী ছিল।

১২. الَّذِيْنَ هُمْ যারা فِيْ خَوْضٍ (মিথ্যা প্রতিপন্ন করার) কাজে লিপ্ত আছে يَّلْعَبُوْنَ অনর্থকভাবে।

১৩. يَوْمَ যেদিন يُدَعُّوْنَ তাদেরকে আনা হবে اِلٰى نَارِ جَهَنَّمَ দোজখের আগুনের দিকে دَعًّا ঠেলে ঠেলে।

১৪. هٰذِهِ النَّارُ (এবং বলা হবে) এটা সেই দোজখ الَّتِيْ كُنْتُمْ بِهَا تُكَذِّبُوْنَ যাকে তোমরা অবিশ্বাস করতে।

১৫. اَفَسِحْرٌ هٰذَآ তবে এটা কি জাদু اَمْ اَنْتُمْ لَا تُبْصِرُوْنَ অথবা তোমরা দেখতে পাচ্ছ না।

১৬. اِصْلَوْهَا (তবে এখন) তাতে প্রবেশ কর فَاصْبِرُوْٓا اَوْ لَا تَصْبِرُوْا অতঃপর তোমরা চাই সহ্য কর অথবা সহ্য না কর سَوَآءٌ عَلَيْكُمْ
উভয়ই তোমাদের পক্ষে সমান اِنَّمَا تُجْزَوْنَ مَا كُنْتُمْ تَعْمَلُوْنَ যেমন তোমরা করতে তেমনই প্রতিফল তোমাদেরকে দেওয়া হবে।

১৭. اِنَّ الْمُتَّقِيْنَ আর নিঃসন্দেহে মুত্তাকীগণ থাকবে فِيْ جَنّٰتٍ জান্নাতের উদ্যানসমূহে وَّنَعِيْمٍ ও সুখ-সম্পদের মধ্যে।

১৮. فٰكِهِيْنَ তারা তাতে আনন্দিত হবে بِمَآ اٰتٰىهُمْ رَبُّهُمْ তাদের প্রভু তাদেরকে যে সমস্ত বস্তু দান করবেন وَوَقٰىهُمْ رَبُّهُمْ
এবং তাদের প্রভু তাদেরকে রক্ষা করবেন عَذَابَ الْجَحِيْمِ দোজখের আজাব হতে।

https://e-ilm.weebly.com/

كُلُوْا وَاشْرَبُوْا هَنِيْٓـًٔا بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُوْنَ ﴿۱۹﴾

১৯. খুব মজার সাথে খাও এবং পান কর, তোমাদের [কৃত] আমলসমূহের বিনিময়ে।

مُتَّكِـِٕيْنَ عَلٰى سُرُرٍ مَّصْفُوْفَةٍ ۚ وَزَوَّجْنٰهُمْ بِحُوْرٍ عِيْنٍ ﴿۲۰﴾

২০. সারি সারি সাজানো আসনসমূহের উপর হেলান দিয়ে, আর আমি তাদেরকে ডাগর নয়ন বিশিষ্ট সুন্দরীগণের সাথে বিবাহ করিয়ে দিব।

وَالَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَاتَّبَعَتْهُمْ ذُرِّيَّتُهُمْ بِاِيْمَانٍ اَلْحَقْنَا بِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَمَآ اَلَتْنٰهُمْ مِّنْ عَمَلِهِمْ مِّنْ شَيْءٍ ۭ كُلُّ امْرِئٍۢ بِمَا كَسَبَ رَهِيْنٌ ﴿۲۱﴾

২১. আর যারা ঈমান এনেছে এবং যাদের সন্তান সন্ততিগণও ঈমান আনায় তাদের সঙ্গী হয়েছে, আমি তাদের সন্তান-সন্ততিদেরকেও [মর্যাদায়] তাদের সাথে শামিল করে দিব, আর [এ জন্য] আমি তাদের আমলসমূহ হতে কিছুমাত্রও কম করব না; [কাফেরদের] প্রত্যেক ব্যক্তি নিজ আমলের দরুন [দোজখে] আবদ্ধ থাকবে।

وَاَمْدَدْنٰهُمْ بِفَاكِهَةٍ وَّلَحْمٍ مِّمَّا يَشْتَهُوْنَ ﴿۲۲﴾

২২. আর আমি তাদেরকে [বেহেশতবাসীদেরকে] ফল ও গোশত দৈনন্দিন বাড়িয়ে দিব, যেরূপ তাদের অভিরুচি হয়।

يَتَنَازَعُوْنَ فِيْهَا كَاْسًا لَّا لَغْوٌ فِيْهَا وَلَا تَاْثِيْمٌ ﴿۲۳﴾

২৩. [আর] তথায় তারা পরস্পর [কৌতুক করে] শরাব পাত্র নিয়ে কাড়াকাড়িও করবে, তাতে না প্রলাপ হবে আর না অন্য কোনো বেহুদা কথা হবে।

https://e-ilm.weebly.com/

শাব্দিক অনুবাদ :

১৯. كُلُوْا খাও وَاشْرَبُوْا এবং পান কর بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُوْنَ তোমাদের আমলসমূহের বিনিময়।

২০. مُتَّكِـِٕيْنَ হেলান দিয়ে عَلٰى سُرُرٍ مَّصْفُوْفَةٍ সারি সারি সাজানো আসনসমূহের উপর وَزَوَّجْنٰهُمْ আমি তাদেরকে বিবাহ করিয়ে দিব بِحُوْرٍ عِيْنٍ ডাগর নয়ন বিশিষ্ট সুন্দরীগণের সাথে।

২১. وَالَّذِيْنَ اٰمَنُوْا আর যারা ঈমান এনেছে وَاتَّبَعَتْهُمْ ذُرِّيَّتُهُمْ এবং যাদের সন্তান-সন্ততিগণও তাদের সঙ্গী হয়েছে بِاِيْمَانٍ ঈমান আনয়নে اَلْحَقْنَا بِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ আমি তাদের সন্তান-সন্ততিকেও তাদের সাথে শামিল করে দিব وَمَآ اَلَتْنٰهُمْ مِّنْ عَمَلِهِمْ مِّنْ شَيْءٍ আর (এই জন্য) আমি তার আমলসমূহ হতে কিছু মাত্র কম করব না كُلُّ امْرِئٍۢ بِمَا كَسَبَ رَهِيْنٌ (কাফেরদের) প্রত্যেক ব্যক্তি নিজ আমলের দরুন (দোজখে) আবদ্ধ থাকবে।

২২. وَاَمْدَدْنٰهُمْ আর আমি তাদেরকে (বেহেশতবাসীদেরকে) দৈনন্দিন বাড়িয়ে দিব بِفَاكِهَةٍ ফল وَّلَحْمٍ ও গোশত مِّمَّا يَشْتَهُوْنَ যেরূপ তাদের অভিরুচি হয়।

২৩. يَتَنَازَعُوْنَ فِيْهَا তথায় তারা পরস্পর (কৌতুক করে) কাড়া-কাড়ি করবে كَاْسًا শরাবপাত্র নিয়ে لَّا لَغْوٌ فِيْهَا তাতে না প্রলাপ হবে وَلَا تَاْثِيْمٌ আর না অন্য কোনো বেহুদা কথা হবে।

২৪. আর তাদের নিকট এমন বালকগণ ঘুরে বেড়াবে যারা বিশেষভাবে তাদেরই [সেবার] জন্য থাকবে, যেন তারা সুরক্ষিত মুক্তা।	وَيَطُوفُ عَلَيْهِمْ غِلْمَانٌ لَّهُمْ كَأَنَّهُمْ لُؤْلُؤٌ مَّكْنُونٌ ﴿٢٤﴾
২৫. আর তারা একে অন্যের দিকে মুখোমুখি হয়ে কথাবার্তা বলবে।	وَأَقْبَلَ بَعْضُهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ يَتَسَاءَلُونَ ﴿٢٥﴾
২৬. তাও বলবে যে, আমরা তো ইতঃপূর্বে স্বীয় গৃহে [দুনিয়াতে পরিণাম সম্বন্ধে] বড় ভীত থাকতাম।	قَالُوا إِنَّا كُنَّا قَبْلُ فِي أَهْلِنَا مُشْفِقِينَ ﴿٢٦﴾
২৭. বস্তুত আল্লাহ তা'আলা আমাদের উপর বড় অনুগ্রহ করেছেন এবং আমাদেরকে দোজখের আজাব হতে রক্ষা করেছেন।	فَمَنَّ اللَّهُ عَلَيْنَا وَوَقَانَا عَذَابَ السَّمُومِ ﴿٢٧﴾
২৮. আমরা ইতঃপূর্বে [পৃথিবীতে] তার নিকট প্রার্থনা করতাম; বস্তুত তিনি বড়ই অনুগ্রহশীল, দয়ালু।	إِنَّا كُنَّا مِن قَبْلُ نَدْعُوهُ ۖ إِنَّهُ هُوَ الْبَرُّ الرَّحِيمُ ﴿٢٨﴾ ع
২৯. অতএব, আপনি মানুষকে বুঝাতে থাকুন। কেননা আপনি আল্লাহর অনুগ্রহে গণকও নন এবং উন্মাদও নন।	فَذَكِّرْ فَمَا أَنتَ بِنِعْمَتِ رَبِّكَ بِكَاهِنٍ وَلَا مَجْنُونٍ ﴿٢٩﴾ ط
৩০. তবে কি তারা এরূপ বলে যে, এই ব্যক্তি কবি, [এবং] আমরা তার সম্বন্ধে মৃত্যু সংঘটনের প্রতীক্ষা করছি।	أَمْ يَقُولُونَ شَاعِرٌ نَّتَرَبَّصُ بِهِ رَيْبَ الْمَنُونِ ﴿٣٠﴾
৩১. আপনি বলে দিন, [আচ্ছা] তোমরা প্রতীক্ষা কর, আমিও তোমাদের সাথে প্রতীক্ষাকারী হিসেবে রইলাম।	قُلْ تَرَبَّصُوا فَإِنِّي مَعَكُم مِّنَ الْمُتَرَبِّصِينَ ﴿٣١﴾ ط

শাব্দিক অনুবাদ :

২৪. وَيَطُوفُ عَلَيْهِمْ غِلْمَانٌ আর তাদের নিকট এমন বালকগণ ঘুরে বেড়াবে لَّهُمْ যারা বিশেষভাবে তাদেরই (সেবার) জন্য থাকবে كَأَنَّهُمْ لُؤْلُؤٌ مَّكْنُونٌ যেন তারা সুরক্ষিত মুক্তা।

২৫. وَأَقْبَلَ بَعْضُهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ আর তারা একে অন্যের দিকে মুখোমুখি হয়ে يَتَسَاءَلُونَ কথাবার্তা বলবে।

২৬. قَالُوا এটাও বলবে যে, إِنَّا كُنَّا قَبْلُ আমরা তো ইতঃপূর্বে থাকতাম فِي أَهْلِنَا স্বীয় গৃহে مُشْفِقِينَ বড় ভীত।

২৭. فَمَنَّ اللَّهُ عَلَيْنَا বস্তুত আল্লাহ আমাদের উপর বড় অনুগ্রহ করেছেন وَوَقَانَا এবং আমাদেরকে রক্ষা করেছেন عَذَابَ السَّمُومِ দোজখের আজাব হতে।

২৮. إِنَّا كُنَّا مِن قَبْلُ نَدْعُوهُ আমরা ইতঃপূর্বে (পৃথিবীতে) তাঁর নিকট প্রার্থনা করতাম إِنَّهُ هُوَ الْبَرُّ বস্তুত তিনি বড়ই অনুগ্রহশীল الرَّحِيمُ দয়ালু।

২৯. فَذَكِّرْ অতএব আপনি মানুষকে বুঝাতে থাকুন فَمَا أَنتَ بِنِعْمَتِ رَبِّكَ بِكَاهِنٍ কেননা আপনি আল্লাহর অনুগ্রহে গণকও নন وَلَا مَجْنُونٍ এবং উন্মাদও নন।

৩০. أَمْ يَقُولُونَ তবে কি এরা এরূপ বলে যে, شَاعِرٌ এই ব্যক্তি কবি نَّتَرَبَّصُ بِهِ তার সম্বন্ধে প্রতীক্ষা করছি رَيْبَ الْمَنُونِ মৃত্যু সংঘটনের।

৩১. قُلْ আপনি বলে দিন تَرَبَّصُوا তোমরা প্রতীক্ষা কর فَإِنِّي مَعَكُم مِّنَ الْمُتَرَبِّصِينَ আমিও তোমাদের সাথে প্রতীক্ষাকারী হিসেবে রইলাম।

https://e-ilm.weebly.com/

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

فَذَكِّرْ فَمَا اَنْتَ بِنِعْمَتِ رَبِّكَ بِكَاهِنٍ وَّلَا مَجْنُوْنٍ ২৯

শানে নুযূল ঃ আল্লাহ তা'আলার সত্য ধর্ম ইসলাম যখন দিন দিন প্রচার প্রসার লাভ করতে লাগল। তখন মক্কার মুশরিকরা হাজীদের আসার পথে অবস্থান নিয়ে হজে আগমনকারীদেরকে বলত, মক্কার যে লোকটি নবুয়তের দাবি করছে সে একজন গণক ও পাগল। এর দ্বারা উদ্দেশ্য ছিল যাতে অচেনা লোকেরা রাসূলের সংশ্রবে না আসে। তাদের এ ধরনের নির্লজ্জ আচরণে রাসূলুল্লাহ ﷺ চিন্তিত ও ব্যথিত হতেন। তাই আল্লাহ পাক রাসূলে করীম ﷺ -কে সান্ত্বনা দেওয়ার জন্য এই আয়াত নাজিল করেন।

اَمْ يَقُوْلُوْنَ شَاعِرٌ نَّتَرَبَّصُ بِهٖ رَيْبَ الْمَنُوْنِ ৩০

শানে নুযূল ঃ রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর ব্যাপারে পরামর্শ করার জন্য যখন কুরাইশরা দারুন নদওয়াতে একত্রিত হলো, তন্মধ্যে একজন মত প্রকাশ করল যে, তোমরা (মুহাম্মদ ﷺ -এর পায়ে বেড়ি পরিয়ে জেলে আটকে দাও, অতঃপর সময়ের পরিবর্তনের অপেক্ষা করতে থাক। সে যেন জেলেই জুহাইর এবং নাবেগা করিব মতো ধ্বংস হয়ে যায়। সে তো তাদের মতো একজন কবি বৈ কিছুই নয়। অর্থাৎ তাদের মতো একজন কবিই তো। তখন আল্লাহ উক্ত আয়াত নাজিল করেন। –(মুখতাছার ইবনে কাসীর ৩/৩৯২, কানযুল নুকূল ঃ ৯৫)

وَالطُّوْرِ : হিব্রু ভাষায় এর অর্থ পাহাড়, যাতে লতাপাতা ও বৃক্ষ উদগত হয়। এখানে তূর বলে মাদইয়ানে অবস্থিত তূরে সিনীন বুঝানো হয়েছে। এই পাহাড়ের উপর হযরত মূসা (আ.) আল্লাহ তা'আলার সাথে বাক্যালাপ করেছিলেন। এক হাদীসে আছে, দুনিয়াতে জান্নাতের চারটি পাহাড় আছে। তন্মধ্যে তূর একটি– (কুরতুবী) তূরের কসম খাওয়ার মধ্যে উপরিউক্ত বিশেষ সম্মান ও সম্ভ্রমের প্রতি ইঙ্গিত রয়েছে। আরও ইঙ্গিত রয়েছে যে, আল্লাহ তা'আলার পক্ষ থেকে বান্দাদের জন্যে কিছু কালাম ও আহকাম করেছে। এগুলো মেনে চলা ফরজ।

وَكِتٰبٍ مَّسْطُوْرٍ فِىْ رَقٍّ مَّنْشُوْرٍ - رَقٌّ –শব্দের আসল অর্থ লেখার জন্যে কাগজের স্থলে ব্যবহৃত পাতলা চামড়া। তাই এর অনুবাদ করা হয় পত্র। লিখিত কিতাব বলে মানুষের আমলনামা বোঝানো হয়েছে, না হয় কোনো কোনো তাফসীরবিদের মতে কুরআন পাক বুঝানো হয়েছে।

وَالْبَيْتِ الْمَعْمُوْرِ –আকাশস্থিত ফেরেশতাদের কা'বাকে বায়তুল মামূর বলা হয়। এটা দুনিয়ার কা'বার ঠিক উপরে অবস্থিত। বুখারী ও মুসলিমে বর্ণিত হাদীসে প্রমাণিত আছে যে, মেরাজের রাত্রিতে রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে বায়তুল মামূরে নিয়ে যাওয়া হয়েছিল। এতে প্রত্যহ সত্তর হাজার ফেরেশতা ইবাদতের জন্যে প্রবেশ করে। এরপর তাদের পুনরায় এতে প্রবেশ করার পালা আসে না। প্রত্যহ নতুন ফেরেশতাদের নম্বর আসে। –(ইবনে কাসীর)

সপ্তম আকাশে বসবাসকারী ফেরেশতাদের কা'বা হচ্ছে বায়তুল মামূর। এ কারণেই মেরাজের রাত্রিতে রাসূলুল্লাহ ﷺ এখানে পৌঁছে হযরত ইবরাহীম (আ.)–কে বায়তুল মামূরের প্রাচীরে হেলান দিয়ে উপবিষ্ট অবস্থায় দেখতে পান। তিনি ছিলেন দুনিয়ার কা'বার প্রতিষ্ঠাতা। আল্লাহ তা'আলা এর প্রতিদানে আকাশের কা'বার সাথেও তাঁর বিশেষ সম্পর্ক স্থাপন করে দেন। –(ইবনে কাসীর)

وَالْبَحْرِ الْمَسْجُوْرِ : مَسْجُوْرٌ শব্দটি سَجْرٌ থেকে উদ্ভূত। এটা একাধিক অর্থে ব্যবহৃত হয়। এক অর্থ অগ্নি প্রজ্বলিত করা। কোনো কোনো তাফসীরবিদের মতে এখানে এই অর্থেই ব্যবহৃত হয়েছে। আয়াতের অর্থ এই ঃ সমুদ্রের কসম, যাকে অগ্নিতে পরিণত করা হবে। এ থেকে ইঙ্গিত পাওয়া যায় যে, কিয়ামতের দিন সকল সমুদ্র অগ্নিতে পরিণত হবে। অন্য এক আয়াতে আছে-

وَاِذَا الْبِحَارُ سُجِّرَتْ : অর্থাৎ চতুর্দিকের সমুদ্রে অগ্নি হয়ে হাশরের ময়দানে একত্র মানুষকে ঘিরে রাখবে। এই তাফসীরই হযরত সাঈদ ইবনে মুসাইয়াব, আলী, ইবনে আব্বাস (রা.), মুজাহিদ ও ওবায়দুল্লাহ, ইবনে উমায়ের (রা.) থেকে বর্ণিত আছে। –(ইবনে কাসীর)

হযরত আলী (রা.)-কে জনৈক ইহুদি প্রশ্ন করল ঃ জাহান্নাম কোথায়? তিনি বললেন ঃ সমুদ্রেই জাহান্নাম। পূর্ববর্তী ঐশীগ্রন্থে অভিজ্ঞ ইহুদি এই উত্তর সমর্থন করল। –(কুরতুবী) হযরত কাতাদা (র.) প্রমুখ مَسْجُوْرٌ –এর অর্থ করেছেন পানিতে পরিপূর্ণ। ইবনে জরীর (র.) এই অর্থই পছন্দ করেছেন। –(ইবনে কাসীর)

https://e-ilm.weebly.com/

إِنَّ عَذَابَ رَبِّكَ لَوَاقِعٌ مَّا لَهُ مِن دَافِعٍ : আপনার পালনকর্তার আজাব অবশ্যম্ভাবী। একে কেউ প্রতিরোধ করতে পারবে না। এটা পূর্বোল্লেখিত কসমসমূহের জবাব।

একবার হযরত ওমর (রা.) সূরা তূর পাঠ করে যখন এই আয়াতে পৌঁছেন, তখন একটি দীর্ঘ নিঃশ্বাস ছেড়ে বিশ দিন পর্যন্ত অসুস্থ থাকেন। তাঁর রোগ নির্ণয় করার ক্ষমতা কারও ছিল না। –(ইবনে কাসীর)

হযরত জুবায়ের ইবনে মুতইম (রা.) বলেন ঃ মুসলমান হওয়ার পূর্বে আমি একবার বদরের যুদ্ধে বন্দিদের সম্পর্কে আলাপ-আলোচনার উদ্দেশ্যে মদীনা পৌঁছেছিলাম। রাসূলুল্লাহ ﷺ তখন মাগরিবের নামাজে সূরা তূর পাঠ করছিলেন। মসজিদের বাইরে থেকে আওয়াজ শোনা যাচ্ছিল। তিনি যখন إِنَّ عَذَابَ رَبِّكَ لَوَاقِعٌ مَّا لَهُ مِن دَافِعٍ পাঠ করলেন, তখন হঠাৎ আমার মনে হলো যেন অন্তর ভয়ে বিদীর্ণ হয়ে যাবে। আমি তৎক্ষণাৎ ইসলাম গ্রহণ করলাম। তখন আমার মনে হচ্ছিল যেন এই স্থান ত্যাগ করার পূর্বেই আমি আজাবে গ্রেফতার হয়ে যাব। –(কুরতুবী)

يَوْمَ تَمُورُ السَّمَاءُ مَوْرًا : অভিধানে অস্থির নড়াচড়াকে مَوْرٌ বলা হয়। এখানে বর্ণনা করা হয়েছে যে, কেয়ামতের দিন আকাশ অস্থিরভাবে নড়াচড়া করবে।

ঈমান থাকলে বুযুর্গদের সাথে বংশগত সম্পর্ক পরকালেও উপকারে আসবে ঃ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَاتَّبَعَتْهُمْ ذُرِّيَّتُهُم بِإِيمَانٍ أَلْحَقْنَا بِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ –অর্থাৎ, যারা ঈমানদার এবং তাদের সন্তানগণও ঈমানে তাদের অনুগামী, আমি তাদের সন্তানদেরকে জান্নাতে তাদের সাথে মিলিত করে দেব। হযরত ইবনে আব্বাস (রা.)-এর রেওয়ায়েতে রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন– আল্লাহ তা'আলা সৎকর্মপরায়ণ মুমিনদের সন্তান-সন্ততিকেও তাদের বুযুর্গ পিতৃপুরুষদের মর্তবায় পৌঁছিয়ে দেবেন, যদিও তারা কর্মের দিক দিয়ে সেই মর্তবার যোগ্য না হয়–যাতে বুযুর্গদের চক্ষু শীতল হয়। –(মাযহারী)

সাঈদ ইবনে জুবায়ের (র.) বলেন ঃ হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) সম্ভবতঃ রাসূলুল্লাহ ﷺ এরই উক্তি বর্ণনা করেছেন যে, জান্নাতী ব্যক্তি জান্নাতে প্রবেশ করে তার পিতামাতা, স্ত্রী ও সন্তানদের সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করবে যে, তারা কোথায় আছে? জবাবে বলা হবে যে, তারা তোমার মর্তবা পর্যন্ত পৌঁছতে পারেনি। তাই তারা জান্নাতে আলাদা জায়গায় আছে। এই ব্যক্তি আরজ করবে ঃ পরওয়ারদেগার, দুনিয়াতে নিজের জন্যে ও তাদের সবার জন্যে আমল করেছিলাম। তখন আল্লাহ তা'আলার পক্ষ থেকে আদেশ হবেঃ তাদেরকেও জান্নাতের এই স্তরে একসাথে রাখা হোক। –(ইবনে কাসীর)

ইবনে কাসীর (র.) এসব রেওয়ায়েত উদ্ধৃত করে বলেন ঃ এসব রেওয়ায়েত থেকে প্রমাণিত হয় যে, পরকালে সৎকর্মপরায়ণ পিতৃপুরুষ দ্বারা তাদের সন্তানরা উপকৃত হবে এবং আমলে তাদের মর্তবা কম হওয়া সত্ত্বেও তাদেরকে পিতৃপুরুষদের মর্তবায় পৌঁছিয়ে দেওয়া হবে। অপরদিকে সৎকর্মপরায়ণ সন্তান-সন্ততি দ্বারা তাদের পিতা-মাতার উপকৃত হওয়াও হাদীসে প্রমাণিত আছে। মুসনাদে-আহমদে বর্ণিত হযরত আবূ হুরায়রা (রা.) -এর রেওয়ায়েতে রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন– আল্লাহ তা'আলা কোনো কোনো নেক বান্দার মর্তবা তার আমলের তুলনায় অনেক উচ্চ করে দেবেন। সে প্রশ্ন করবে ঃ পরওয়ারদেগার, আমাকে এই মর্তবা কিরূপে দেওয়া হলো? আমার আমল তো এই পর্যায়ের ছিল না। উত্তর হবে ঃ তোমার সন্তান-সন্ততি তোমার জন্যে ক্ষমাপ্রার্থনা ও দোয়া করেছে। এটা তারই ফল।

وَمَا أَلَتْنَاهُم مِّنْ عَمَلِهِم مِّن شَيْءٍ : أَلَتَ ও إِيلَاتٌ এর শাব্দিক অর্থ হ্রাস করা। –(কুরতুবী) আয়াতের অর্থ এই ঃ সন্তান-সন্ততিকে তাদের বুযুর্গ পিতৃপুরুষদের সাথে মিলিত করার জন্য এই পন্থা অবলম্বন করা হবে না যে, বুজুর্গদের আমল কিছু হ্রাস করে সন্তানদের আমল পূর্ণ করা হবে; বরং আল্লাহ তা'আলা নিজ কৃপায় তাদেরকে সমান করে দেবেন।

كُلُّ امْرِئٍ بِمَا كَسَبَ رَهِينٌ : অর্থাৎ, প্রত্যেক ব্যক্তি তার আমলের জন্যে দায়ী হবে। অপরের গোনাহের বোঝা তার মাথায় চাপানো হবে না। অর্থাৎ পূর্ববর্তী আয়াতে নেককর্মের বেলায় সৎকর্মশীল পিতৃপুরুষদের খাতিরে সন্তান-সন্ততির আমল বাড়িয়ে দেওয়ার কথা আছে। কিন্তু গোনাহের বেলায় এরূপ করা হবে না। একের গোনাহের প্রতিক্রিয়া অপরের উপর প্রতিফলিত হবে না। –(ইবনে কাসীর)

শব্দ বিশ্লেষণ :

مَسْطُورٌ সীগাহ واحد مذكر বহছ اسم مفعول বাব نَصَرَ মাসদার سَطْرٌ মূলবর্ণ (س ـ ط ـ ر) জিনস صحيح অর্থ– লিখিত।

مَنْشُورٌ সীগাহ واحد مذكر বহছ اسم مفعول বাব نَصَرَ মাসদার نَشْرٌ মূলবর্ণ (ن ـ ش ـ ر) জিনস صحيح অর্থ– খোলা।

مَسْجُورٌ সীগাহ واحد مذكر বহছ اسم مفعول বাব نَصَرَ মাসদার اَلسُّجُوْرُ মূলবর্ণ (س – ج – ر) জিনস صحيح অর্থ– পরিপূর্ণ, উত্তপ্ত, স্ফীত, উত্তাল।

https://e-ilm.weebly.com/

تَمُوْرُ : সীগাহ واحد مؤنث غائب বহছ مضارع معروف বাব نَصَرَ মাসদার مَوْرٌ মূলবর্ণ (م - و - ر) জিনস اجوف واوى অর্থ–থরথর করতে থাকবে।

يَلْعَبُوْنَ : সীগাহ جمع مذكر غائب বহছ مضارع معروف বাব سَمِعَ মাসদার اَللَّعْبُ মূলবর্ণ (ل - ع - ب) জিনস صحيح অর্থ– অনর্থকভাবে লিপ্ত রয়েছে। খেলাধুলায় মত্ত রয়েছে।

مَصْفُوْفَةً : সীগাহ واحد مؤنث বহছ اسم مفعول বাব نَصَرَ মাসদার اَلصَّفُّ মূলবর্ণ (ص - ف - ف) জিনস مضاعف ثلاثى অর্থ– সারি সারি সাজানো।

يَتَنَازَعُوْنَ : সীগাহ جمع مذكر غائب বহছ مضارع معروف বাব تَفَاعُلٌ মাসদার اَلتَّنَازُعُ মূলবর্ণ (ن - ز - ع) জিনস صحيح অর্থ– তারা পরস্পর কাড়াকাড়ি করবে।

مَكْنُوْنٌ : সীগাহ واحد مذكر বহছ اسم مفعول বাব نَصَرَ মাসদার اَلْكُنُوْنُ ـ اَلْكَنُّ মূলবর্ণ (ك - ن - ن) জিনস مضاعف ثلاثى অর্থ– সুরক্ষিত।

اِصْلَوْهَا : সীগাহ جمع مذكر حاضر বহছ امر حاضر معروف বাব سَمِعَ মাসদার صَلْىٌ মূলবর্ণ (ص - ل - ى) জিনস ناقص يائى অর্থ– তাতে প্রবেশ কর।

مُتَّكِئِيْنَ : সীগাহ جمع مذكر বহছ اسم فاعل বাব اِفْتِعَالٌ মাসদার اِتِّكَاءٌ মূলবর্ণ (و - ك - ى) জিনস لفيف مفروق অর্থ– হেলান দেওয়া, টেক লাগানো।

كَاهِنٌ : সীগাহ واحد مذكر বহছ اسم فاعل বাব نَصَرَ - فَتَحَ মাসদার كَهَانَةٌ মূলবর্ণ (ك - ه - ن) জিনস صحيح অর্থ– অদৃশ্য জ্ঞানের দাবিদার, অন্যের কাজের অভিভাবক ও চেষ্টাকারী।

فَمَنَّ : সীগাহ واحد مذكر غائب বহছ ماضى معروف বাব نَصَرَ মাসদার اَلْمَنُّ মূলবর্ণ (م - ن - ن) জিনস مضاعف ثلاثى অর্থ– অনুগ্রহ করেছেন।

تَرَبَّصُوْا : সীগাহ جمع مذكر حاضر বহছ امر حاضر معروف বাব تَفَعُّلٌ মাসদার اَلتَّرَبُّصُ মূলবর্ণ (ر - ب - ص) জিনস صحيح অর্থ– তোমরা প্রতীক্ষা কর।

تَسِيْرُ : সীগাহ واحد مؤنث غائب বহছ مضارع معروف বাব ضَرَبَ মাসদার اَلسَّيْرُ মূলবর্ণ (س - ى - ر) জিনস اجوف يائى অর্থ– স্থানচ্যুত হবে।

يُدَعُّوْنَ : সীগাহ جمع مذكر غائب বহছ مضارع مجهول বাব نَصَرَ মাসদার دَعٌّ মূলবর্ণ (د - ع - ع) জিনস مضاعف ثلاثى অর্থ– তাদেরকে ঠেলে ঠেলে আনা হবে।

هَنِيْئًا : صفت مشبة বাব نَصَرَ ـ فَتَحَ ـ ضَرَبَ মাসদার هَنَاءٌ মূলবর্ণ (ه - ن - أ) জিনস مهموز لام অর্থ– মজার সাথে।

يَشْتَهُوْنَ : সীগাহ جمع مذكر غائب বহছ مضارع معروف বাব اِفْتِعَالٌ মাসদার اَلْاِشْتِهَاءُ মূলবর্ণ (ش - ه - و) জিনস ناقص واوى অর্থ– তাদের অভিরুচি হয়।

مُشْفِقِيْنَ : সীগাহ جمع مذكر বহছ اسم فاعل বাব اِفْعَالٌ মাসদার اَلْاِشْفَاقُ মূলবর্ণ (ش - ف - ق) জিনস صحيح অর্থ– ভীতুগণ।

نَتَرَبَّصُ : সীগাহ جمع متكلم বহছ مضارع معروف বাব تَفَعُّلٌ মাসদার اَلتَّرَبُّصُ মূলবর্ণ (ر - ب - ص) জিনস صحيح অর্থ– আমরা প্রতীক্ষা করছি।

বাক্য বিশ্লেষণ :

اِنَّ الْمُتَّقِيْنَ فِىْ جَنّٰتٍ وَّعُيُوْنٍ : এখানে اِنَّ হলো حرف مشبه بالفعل আর الْمُتَّقِيْنَ হলো اسم اِنَّ আর فِىْ جَنّٰتٍ হলো خبر اِنَّ আর وَّعُيُوْنٍ টা جَنّٰتٍ-এর উপর আতফ হয়েছে। –[ই'রাবুল কুরআন ৭ম খণ্ড : পৃ. ৩১০]

৩২. তবে কি তাদের বিবেক তাদেরকে তা শিখাচ্ছে, নাকি তারা সীমালঙ্ঘনকারী সম্প্রদায়?	أَمْ تَأْمُرُهُمْ أَحْلَامُهُم بِهَٰذَا ۚ أَمْ هُمْ قَوْمٌ طَاغُونَ ﴿٣٢﴾
৩৩. আচ্ছা, তারা কি এটা [-ও] বলে যে, তিনি এটা নিজে রচনা করেছেন; বরং তারা বিশ্বাস করে না।	أَمْ يَقُولُونَ تَقَوَّلَهُ ۚ بَل لَّا يُؤْمِنُونَ ﴿٣٣﴾
৩৪. তবে তারা [রচনা করে] এটার অনুরূপ কোনো বাণী উপস্থিত করুক, যদি তারা সত্যবাদী হয়।	فَلْيَأْتُوا بِحَدِيثٍ مِّثْلِهِ إِن كَانُوا صَادِقِينَ ﴿٣٤﴾
৩৫. তারা কি কোনো স্রষ্টা ব্যতীতই সৃষ্টি হয়েছে, নাকি তারা নিজেরাই নিজেদের স্রষ্টা।	أَمْ خُلِقُوا مِنْ غَيْرِ شَيْءٍ أَمْ هُمُ الْخَالِقُونَ ﴿٣٥﴾
৩৬. অথবা তারা কি আসমান ও জমিন সৃষ্টি করেছে? বরং তারা বিশ্বাস করে না।	أَمْ خَلَقُوا السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ ۚ بَل لَّا يُوقِنُونَ ﴿٣٦﴾
৩৭. তাদের নিকট কি আপনার প্রভুর ভাণ্ডারসমূহ রয়েছে, নাকি তারা এগুলোর মালিক?	أَمْ عِندَهُمْ خَزَائِنُ رَبِّكَ أَمْ هُمُ الْمُصَيْطِرُونَ ﴿٣٧﴾
৩৮. তাদের নিকট কি কোনো সিঁড়ি আছে তাতে [আরোহণ করে] তারা কথাবার্তা শ্রবণ করে? তবে তাদের মধ্যে যে শুনে আসে, সে কোনো স্পষ্ট প্রমাণ উপস্থিত করুক।	أَمْ لَهُمْ سُلَّمٌ يَسْتَمِعُونَ فِيهِ ۖ فَلْيَأْتِ مُسْتَمِعُهُم بِسُلْطَانٍ مُّبِينٍ ﴿٣٨﴾
৩৯. আল্লাহর জন্য কি কন্যাগণ, আর তোমাদের জন্য [বুঝি] পুত্রগণ?	أَمْ لَهُ الْبَنَاتُ وَلَكُمُ الْبَنُونَ ﴿٣٩﴾

শাব্দিক অনুবাদ :

৩২. أَمْ تَأْمُرُهُمْ তবে কি তাদের শিখাচ্ছে أَحْلَامُهُم بِهَٰذَا তাদের বিবেক এটা أَمْ هُمْ قَوْمٌ طَاغُونَ নাকি তারা দুষ্ট লোক।

৩৩. أَمْ يَقُولُونَ আচ্ছা তারা কি এটা (ও) বলে যে تَقَوَّلَهُ তিনি নিজে এটা রচনা করেছেন بَل لَّا يُؤْمِنُونَ বরং তারা বিশ্বাস করে না।

৩৪. فَلْيَأْتُوا তবে তারা আনয়ন করুক بِحَدِيثٍ مِّثْلِهِ অনুরূপ কোনো বাণী إِن كَانُوا صَادِقِينَ যদি তারা সত্যবাদী হয়।

৩৫. أَمْ خُلِقُوا مِنْ غَيْرِ شَيْءٍ তারা কি কোনো স্রষ্টা ব্যতীতই সৃষ্টি হয়েছে। أَمْ هُمُ الْخَالِقُونَ নাকি তারা নিজেরাই নিজেদের স্রষ্টা।

৩৬. أَمْ خَلَقُوا السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ অথবা তারা কি আসমান ও জমিন সৃষ্টি করেছে بَل لَّا يُوقِنُونَ বরং তারা বিশ্বাস করে না।

৩৭. أَمْ عِندَهُمْ তাদের নিকট কি রয়েছে خَزَائِنُ رَبِّكَ আপনার প্রভুর ভাণ্ডারসমূহ أَمْ هُمُ الْمُصَيْطِرُونَ নাকি তারা মালিক।

৩৮. أَمْ لَهُمْ سُلَّمٌ তাদের নিকট কি কোনো সিঁড়ি আছে يَسْتَمِعُونَ فِيهِ তাতে (আরোহণ করে) তারা কথাবার্তা শ্রবণ করে فَلْيَأْتِ তবে সে উপস্থিত করুক مُسْتَمِعُهُم তাদের মধ্যে যে শুনে আসে بِسُلْطَانٍ مُّبِينٍ কোনো স্পষ্ট প্রমাণ।

৩৯. أَمْ لَهُ الْبَنَاتُ আল্লাহর জন্য কি কন্যাগণ وَلَكُمُ الْبَنُونَ আর তোমাদের জন্য পুত্রগণ।

https://e-ilm.weebly.com/

৪০. আপনি কি তাদের নিকট কোনো বিনিময় চাচ্ছেন যে, সে খেসারত তাদের নিকট ভারি মনে হচ্ছে?	أَمْ تَسْـَٔلُهُمْ أَجْرًا فَهُم مِّن مَّغْرَمٍ مُّثْقَلُونَ ﴿٤٠﴾
৪১. অথবা তাদের নিকট কি কোনো গায়বি ইলম আছে যে, তারা [তা] লিপিবদ্ধ করে রাখে?	أَمْ عِندَهُمُ الْغَيْبُ فَهُمْ يَكْتُبُونَ ﴿٤١﴾
৪২. তারা কি কোনো চক্রান্ত করতে ইচ্ছা করে? অনন্তর এই কাফেররা নিজেরাই [সে] চক্রান্তে ফেঁসে পড়বে।	أَمْ يُرِيدُونَ كَيْدًا ۖ فَالَّذِينَ كَفَرُوا هُمُ الْمَكِيدُونَ ﴿٤٢﴾
৪৩. তাদের কি আল্লাহ ব্যতীত অপর কোনো উপাস্য আছে? আল্লাহ তাদের শিরক হতে পবিত্র।	أَمْ لَهُمْ إِلَٰهٌ غَيْرُ اللَّهِ ۚ سُبْحَانَ اللَّهِ عَمَّا يُشْرِكُونَ ﴿٤٣﴾
৪৪. আর যদি তারা আসমানের কোনো খণ্ডকে দেখতে পায় যে, [তাদের] উপর পতিত হচ্ছে, তবুও এরূপই বলবে যে, এটা তো স্তরে স্তরে পুঞ্জীকৃত মেঘমাত্র।	وَإِن يَرَوْا كِسْفًا مِّنَ السَّمَاءِ سَاقِطًا يَقُولُوا سَحَابٌ مَّرْكُومٌ ﴿٤٤﴾
৪৫. সুতরাং তাদেরকে [তাদের অবস্থায়] থাকতে দিন, যে পর্যন্ত না তারা সেদিনের সম্মুখীন হয়, যেদিন তারা অচৈতন্য হয়ে পড়বে।	فَذَرْهُمْ حَتَّىٰ يُلَاقُوا يَوْمَهُمُ الَّذِي فِيهِ يُصْعَقُونَ ﴿٤٥﴾
৪৬. যে দিন তাদের চক্রান্ত [যা ইসলামের বিরোধিতায় করত] তাদের কিছুমাত্র কাজে আসবে না, আর তারা কোনো সাহায্যও পাবে না।	يَوْمَ لَا يُغْنِي عَنْهُمْ كَيْدُهُمْ شَيْئًا وَلَا هُمْ يُنصَرُونَ ﴿٤٦﴾

শাব্দিক অনুবাদ :

৪০. أَمْ تَسْأَلُهُمْ أَجْرًا আপনি কি তাদের নিকট কোনো বিনিময় চাচ্ছেন যে, فَهُمْ مِنْ مَغْرَمٍ مُثْقَلُونَ সেই খেসারত তাদের নিকট ভারি মনে হচ্ছে।

৪১. أَمْ عِنْدَهُمُ الْغَيْبُ অথবা তাদের নিকট কি কোনো গায়বি ইলম আছে যে, فَهُمْ يَكْتُبُونَ তারা তা লিপিবদ্ধ করে রাখে।

৪২. أَمْ يُرِيدُونَ كَيْدًا এরা কি কোনো চক্রান্ত করতে ইচ্ছা করে। فَالَّذِينَ كَفَرُوا অনন্তর এই কাফেররা هُمُ الْمَكِيدُونَ নিজেরাই সেই চক্রান্তে ফেঁসে পড়বে।

৪৩. أَمْ لَهُمْ إِلَٰهٌ তাদের কি কোনো উপাস্য আছে غَيْرُ اللَّهِ আল্লাহ ব্যতীত سُبْحَانَ اللَّهِ عَمَّا يُشْرِكُونَ আল্লাহ তাদের শিরক হতে পবিত্র।

৪৪. وَإِنْ يَرَوْا আর যদি তারা দেখতে পায় كِسْفًا مِنَ السَّمَاءِ আসমানের কোনো খণ্ডকে যে, سَاقِطًا (তাদের উপর) পতিত হচ্ছে يَقُولُوا এরূপই বলবে سَحَابٌ مَرْكُومٌ এটাতো স্তরে স্তরে পুঞ্জীকৃত মেঘমাত্র।

৪৫. فَذَرْهُمْ সুতরাং তাদেরকে থাকতে দিন। حَتَّىٰ يُلَاقُوا যে পর্যন্ত না তারা সম্মুখীন হয় يَوْمَهُمُ সেই দিনের الَّذِي فِيهِ يُصْعَقُونَ যেদিন তারা অচৈতন্য হয়ে পড়বে।

৪৬. يَوْمَ সেদিন لَا يُغْنِي عَنْهُمْ তাদের কাজে আসবে না كَيْدُهُمْ তাদের চক্রান্ত شَيْئًا কিছুমাত্র وَلَا هُمْ يُنْصَرُونَ আর তারা কোনো সাহায্যও পাবে না।

https://e-ilm.weebly.com/

৪৭. আর ঐ জালিমদের জন্য তার পূর্বে [পৃথিবীতে] -ও শাস্তি রয়েছে; কিন্তু তাদের অধিকাংশই অবগত নয়।	وَاِنَّ لِلَّذِيْنَ ظَلَمُوْا عَذَابًا دُوْنَ ذٰلِكَ وَلٰكِنَّ اَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُوْنَ ﴿٤٧﴾
৪৮. আর আপনি আপনার প্রভুর এ ব্যবস্থার উপর ধৈর্য ধরে থাকুন। কেননা আপনি আমার হেফাজতে আছেন, আর আপনি [নিদ্রা হতে] উঠবার সময় নিজ প্রভুর পবিত্রতা ও প্রশংসা বর্ণনা করুন।	وَاصْبِرْ لِحُكْمِ رَبِّكَ فَاِنَّكَ بِاَعْيُنِنَا وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ حِيْنَ تَقُوْمُ ﴿٤٨﴾
৪৯. এবং রাত্রিতেও তার পবিত্রতা বর্ণনা করুন, আর নক্ষত্ররাজি অস্তগমনের পরও।	وَمِنَ الَّيْلِ فَسَبِّحْهُ وَاِدْبَارَ النُّجُوْمِ ﴿٤٩﴾

শাব্দিক অনুবাদ :

৪৭. وَاِنَّ لِلَّذِيْنَ ظَلَمُوْا আর ঐ অনাচারীদের জন্য রয়েছে عَذَابًا শাস্তি دُوْنَ ذٰلِكَ তার পূর্বেও (পৃথিবীতে) وَلٰكِنَّ اَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُوْنَ কিন্তু তাদের অধিকাংশই অবগত নয়।

৪৮. اصْبِرْ, আপনি ধৈর্য ধরে থাকুন لِحُكْمِ رَبِّكَ আপনার প্রভুর এই অবস্থার উপর فَاِنَّكَ بِاَعْيُنِنَا কেননা আপনি আমার হেফাজতে রয়েছেন وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ, আর আপনি নিজ প্রভুর পবিত্রতাও প্রশংসা বর্ণনা করুন حِيْنَ تَقُوْمُ (নিদ্রা হতে) উঠবার সময়।

৪৯. وَمِنَ الَّيْلِ এবং রাত্রিতেও فَسَبِّحْهُ তাঁর পবিত্রতা বর্ণনা করুন وَاِدْبَارَ النُّجُوْمِ আর নক্ষত্র রাজি অস্তগমনের পরও।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

فَاِنَّكَ بِاَعْيُنِنَا –শত্রুদের শত্রুতা–বিরোধিতার পরিপ্রেক্ষিতে রাসূলুল্লাহ ﷺ -কে সান্ত্বনা দেওয়ার জন্যে উক্ত সূরার উপসংহারে প্রথমে বলা হয়েছে যে, আপনি আমার দৃষ্টিতে আছেন। অর্থাৎ, আমার হেফাজতে আছেন। আমি আপনাকে তাদের প্রত্যেক অনিষ্ট থেকে বাঁচিয়ে রাখব। আপনি তাদের পরওয়া করবেন না। অন্য এক আয়াতে আছে- وَاللّٰهُ يَعْصِمُكَ مِنَ النَّاسِ অর্থাৎ, আল্লাহ তা'আলা মানুষের অনিষ্ট থেকে আপনার হেফাজত করবেন।

এরপর আল্লাহ তা'আলার প্রশংসা ও পবিত্রতা ঘোষণায় আত্মনিয়োগ করার আদেশ দেওয়া হয়েছে, যা মানবজীবনের আসল লক্ষ্য এবং প্রত্যেক বিপদ থেকে বেঁচে থাকার প্রতিকারও। বলা হয়েছে ঃ وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ حِيْنَ تَقُوْمُ অর্থাৎ, আল্লাহ তা'আলার প্রশংস পবিত্রতা ঘোষণা করুন যখন আপনি দণ্ডায়মান হন। এর এক অর্থ- নিদ্রা থেকে গাত্রোত্থান করা। ইবনে জারীর (রহ.) তাই বলেন। এক হাদীস থেকে এর সমর্থন পাওয়া যায়। রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন ঃ যে ব্যক্তি রাতে জাগ্রত হয়ে এই বাক্যগুলো পাঠ করে, সে যে দোয়াই করে, তাই কবুল হয়। বাক্যগুলো এই ঃ

لَا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَحْدَهٗ لَا شَرِيْكَ لَهٗ لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ۔ سُبْحَانَ اللّٰهِ وَالْحَمْدُ لِلّٰهِ وَلَا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَاللّٰهُ اَكْبَرُ وَلَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ اِلَّا بِاللّٰهِ

এরপর যদি সে অজু করে নামাজ পড়ে, তবে তার নামাজ কবুল করা হবে। -(ইবনে কাসীর)

মজলিসের কাফ্ফারা ঃ মুজাহিদ ও আবুল আহওয়াস (র.) প্রমুখ তাফসীরবিদ বলেন, "যখন দণ্ডায়মান হন" –এর অর্থ এই যে, যখন কেউ মজলিস থেকে ওঠে, তখন এই বাক্য পাঠ করবে– سُبْحَانَكَ اللّٰهُمَّ وَبِحَمْدِكَ –এই আয়াতের তাফসীর প্রসঙ্গে আতা ইবনে আবী রাবাহ (র.) বলেন ঃ তুমি যখন মজলিস থেকে ওঠ, তখন তাসবীহ্ ও তাহমীদ কর। তুমি এই

https://e-ilm.weebly.com/

মজলিসে কোনো সৎকাজ করে থাকলে তার পুণ্য অনেক বেড়ে যাবে। পক্ষান্তরে কোনো পাপ কাজ করে থাকলে এই বাক্য তার কাফ্ফারা হয়ে যাবে।

হযরত আবূ হুরায়রা (রা.) বর্ণিত এক রেওয়ায়েতে রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন ঃ যে ব্যক্তি এমন মজলিসে বসে, যেখানে ভালো-মন্দ কথা-বার্তা হয় সে যদি মজলিস ত্যাগ করার পূর্বে এই বাক্যগুলো পাঠ করে, তবে আল্লাহ্ তা'আলা এই মজলিসের যেসব গোনাহ হয়েছে, সেগুলো ক্ষমা করেন। বাক্যগুলো এই ঃ

سُبْحَانَكَ اللّٰهُمَّ وَبِحَمْدِكَ اَشْهَدُ اَنْ لَّآ اِلٰهَ اِلَّآ اَنْتَ اَسْتَغْفِرُكَ وَاَتُوْبُ اِلَيْكَ -

-(তিরমিযী, ইবনে কাসীর)

وَمِنَ الَّيْلِ فَسَبِّحْهُ : অর্থাৎ, রাত্রে পবিত্রতা ঘোষণা করুন। মাগরিব ও এশার নামাজ এবং সাধারণ তাসবীহ পাঠ সবই এর অন্তর্ভুক্ত। وَاِدْبَارَ النُّجُوْمِ অর্থাৎ, তারকা অস্তমিত হওয়ার পর। এখানে ফজরের নামাজ ও তখনকার তাসবীহ্ পাঠ বুঝানো হয়েছে। -(ইবনে কাসীর)

শব্দ বিশ্লেষণ :

تَأْمُرُ : সীগাহ واحد مؤنث غائب বহছ مضارع معروف বাব نَصَرَ মাসদার اَلْاَمْرُ মূলবর্ণ (ء - م - ر) জিনস مهموز فاء অর্থ- শিখাচ্ছে, নির্দেশ দিচ্ছে।

صٰدِقِيْنَ : সীগাহ جمع مزكر বহছ اسم فاعل বাব نَصَرَ মাসদার اَلصِّدْقُ মূলবর্ণ (ص - د - ق) জিনস صحيح অর্থ- সত্যবাদীগণ।

خُلِقُوْا : সীগাহ جمع مزكر غائب বহছ ماضى معروف বাব نَصَرَ মাসদার اَلْخَلْقُ মূলবর্ণ (خ - ل - ق) জিনস صحيح অর্থ- তারা সৃষ্টি হয়েছে।

خَزَائِنُ : শব্দটি বহুবচন : একবচনে خزينة অর্থ- ভাণ্ডারসমূহ।

مُصَيْطِرُوْنَ : সীগাহ جمع مذكر বহছ اسم فاعل বাব فَعْلَلَة মাসদার اَلسَّيْطَرَةُ মূলবর্ণ (س - ط - ر - ة) জিনস صحيح অর্থ– সালিক।

سُلَّمٌ : শব্দটি একবচন; বহুবচনে سَلَالِيْمُ ، سَلَالِمُ অর্থ- সিঁড়ি, ধাপ, স্তর।

مَكِيْدُوْنَ : সীগাহ جمع مذكر বহছ اسم فاعل বাব ضَرَبَ মাসদার اَلْكَوْدُ মূলবর্ণ (ك - و - د) জিনস اجوف واوى অর্থ– চক্রান্তে ফেঁসে পড়বে।

يُصْعَقُوْنَ : সীগাহ جمع مذكر غائب বহছ مضارع مجهول বাব سَمِعَ মাসদার اَلصَّعْقُ মূলবর্ণ (ص - ع - ق) জিনস صحيح অর্থ– তারা অচৈতন্য হয়ে পড়বে।

مُثْقَلُوْنَ : সীগাহ جمع مذكر বহছ اسم مفعول বাব اِفْعَالٌ মাসদার اِثْقَالٌ মূলবর্ণ (ث - ق - ل) জিনস صحيح অর্থ– ভারি।

سَاقِطًا : সীগাহ واحد مذكر বহছ اسم فاعل বাব نَصَرَ মাসদার اَلسُّقُوْطُ মূলবর্ণ (س - ق - ط) জিনস صحيح অর্থ– পতিত হওয়া।

سَبِّحْ : সীগাহ واحد مذكر حاضر বহছ امر حاضر معروف বাব تَفْعِيْل মাসদার اَلتَّسْبِيْحُ মূলবর্ণ (س - ب - ح) জিনস صحيح অর্থ– আপনি পবিত্রতা বর্ণনা করুন।

বাক্য বিশ্লেষণ :

اَمْ لَهُ الْبَنٰتُ وَلَكُمُ الْبَنُوْنَ : এখানে اَمْ হলো হরফে আতফ لَهُ হলো خبر مقدم এবং اَلْبَنٰتُ হলো مبتدأ موخر আর وَلَكُمُ الْبَنُوْنَ টা لَهُ الْبَنٰتُ -এর উপর আতফ হয়েছে। -[ই'রাবুল কুরআন ৭ম খণ্ড : পৃ. ৩১৭]

https://e-ilm.weebly.com/

سُوْرَةُ النَّجْمِ مَكِّيَّةٌ

সূরা নাজম

মক্কায় অবতীর্ণ; আয়াত- ৬২, রুকূ'- ৩

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ○

পরম করুণাময়, দয়ালু আল্লাহর নামে শুরু করছি।

১. নক্ষত্রের শপথ যখন তা অস্ত যেতে থাকে।	وَالنَّجْمِ اِذَا هَوٰى ﴿١﴾
২. তোমাদের সঙ্গে অবস্থানকারী [এই রাসূল] পথভ্রষ্টও হননি এবং বিপথগামীও হননি।	مَا ضَلَّ صَاحِبُكُمْ وَمَا غَوٰى ﴿٢﴾
৩. আর তিনি নিজ প্রবৃত্তি হতে কিছুই রচনা করেন না।	وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوٰى ﴿٣﴾
৪. তাঁর উক্তি কেবল ওহী, যা তাঁর প্রতি প্রেরিত হয়।	اِنْ هُوَ اِلَّا وَحْيٌ يُّوْحٰى ﴿٤﴾
৫. তাঁকে মহাশক্তিশালী এক ফেরেশতা শিক্ষা দেয়।	عَلَّمَهٗ شَدِيْدُ الْقُوٰى ﴿٥﴾
৬. সৃষ্টিগত শক্তিশালী; অনন্তর সে আসল আকৃতিতে দৃশ্যমান হয়েছিল।	ذُوْ مِرَّةٍ فَاسْتَوٰى ﴿٦﴾
৭. এভাবে যে, সে উচ্চপ্রান্তে ছিল।	وَهُوَ بِالْاُفُقِ الْاَعْلٰى ﴿٧﴾
৮. তৎপর সে নিকটে আসল, আরো নিকটে আসল।	ثُمَّ دَنَا فَتَدَلّٰى ﴿٨﴾

শাব্দিক অনুবাদ :

১. وَالنَّجْمِ নক্ষত্রের কসম اِذَا هَوٰى যখন তা অস্ত যেতে থাকে।

২. مَا ضَلَّ পথভ্রষ্টও হননি صَاحِبُكُمْ তোমাদের সঙ্গে অবস্থানকারী (এই রাসূল) وَمَا غَوٰى এবং বিপথগামীও হননি।

৩. وَمَا يَنْطِقُ আর তিনি কিছুই রচনা করেন না عَنِ الْهَوٰى নিজ প্রবৃত্তি হতে।

৪. اِنْ هُوَ اِلَّا وَحْيٌ তাঁর উক্তি কেবল ওহী يُّوْحٰى যা তাঁর প্রতি প্রেরিত হয়।

৫. عَلَّمَهٗ তাকে শিক্ষা দেয় شَدِيْدُ الْقُوٰى মহাশক্তিশালী এক ফেরেশতা।

৬. ذُوْ مِرَّةٍ সৃষ্টিগত শক্তিশালী فَاسْتَوٰى অনন্তর সে আসল আকৃতিতে দৃশ্যমান হয়েছিল।

৭. وَهُوَ এভাবে যে, সে ছিল بِالْاُفُقِ الْاَعْلٰى উচ্চপ্রান্তে।

৮. ثُمَّ دَنَا তৎপর সে নিকটে আসল فَتَدَلّٰى আরো নিকটে আসল।

https://e-ilm.weebly.com/

৯. এমন কি [উভয়ের মধ্যে] দুই ধনুক পরিমাণ দূরত্ব রইল; বরং আরো কম।	فَكَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ اَوْ اَدْنٰى ﴿٩﴾
১০. অতঃপর আল্লাহ তা'আলা নিজ বান্দার প্রতি ওহী নাজিল করলেন যা নাজিল করবার ছিল।	فَاَوْحٰۤى اِلٰى عَبْدِهٖ مَاۤ اَوْحٰى ﴿١٠﴾
১১. যা সে দেখেছে সে সম্পর্কে [তাঁর] অন্তর কোনো ভুল করেনি।	مَا كَذَبَ الْفُؤَادُ مَا رَاٰى ﴿١١﴾
১২. তবুও কি তোমরা তাঁর দৃষ্টবস্তু সম্বন্ধে তাঁর সাথে ঝগড়া করছ?	اَفَتُمٰرُوْنَهٗ عَلٰى مَا يَرٰى ﴿١٢﴾
১৩. নিশ্চয় তিনি সে ফেরেশতাকে আরো একবার দেখেছেন।	وَلَقَدْ رَاٰهُ نَزْلَةً اُخْرٰى ﴿١٣﴾
১৪. সিদরাতুল মুনতাহা (প্রান্তবর্তী বৃক্ষ)-এর নিকট।	عِنْدَ سِدْرَةِ الْمُنْتَهٰى ﴿١٤﴾
১৫. তার নিকটেই জান্নাতুল মাওয়া রয়েছে।	عِنْدَهَا جَنَّةُ الْمَاْوٰى ﴿١٥﴾
১৬. যখন বৃক্ষটি যা দ্বারা আচ্ছাদিত হওয়ার তা দ্বারা আচ্ছাদিত হচ্ছিল।	اِذْ يَغْشَى السِّدْرَةَ مَا يَغْشٰى ﴿١٦﴾
১৭. দৃষ্টি বিভ্রম হয়নি এবং লক্ষ্যচ্যুত হয়নি।	مَا زَاغَ الْبَصَرُ وَمَا طَغٰى ﴿١٧﴾
১৮. তিনি নিজ প্রতিপালকের বিরাট বিরাট আশ্চর্য নিদর্শন দর্শন করেছেন।	لَقَدْ رَاٰى مِنْ اٰيٰتِ رَبِّهِ الْكُبْرٰى ﴿١٨﴾

শাব্দিক অনুবাদ :

৯. فَكَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ এমনকি দুই ধনুক পরিমণ দূরত্ব রইল اَوْ اَدْنٰى বরং আরও কম।

১০. فَاَوْحٰى অতঃপর আল্লাহ ওহী নাজিল করলেন اِلٰى عَبْدِهٖ নিজ বান্দার প্রতি مَاۤ اَوْحٰى যা নাজিল করার ছিল।

১১. مَا كَذَبَ الْفُؤَادُ (তাঁর) অন্তর কোনো ভুল করেনি مَا رَاٰى যা সে দেখেছে সে সম্পর্কে।

১২. اَفَتُمٰرُوْنَهٗ তবুও কি তোমরা তাঁর সাথে ঝগড়া করছ عَلٰى مَا يَرٰى তাঁর দৃষ্টবস্তু সম্বন্ধে।

১৩. وَلَقَدْ رَاٰهُ আর তিনি সেই ফেরেশতাকে দেখেছেন نَزْلَةً اُخْرٰى আরো একবার।

১৪. عِنْدَ নিকট سِدْرَةِ الْمُنْتَهٰى সিদরাতুল মুন্তাহার (প্রান্তবর্তী বৃক্ষের)।

১৫. عِنْدَهَا তার নিকটেই রয়েছে جَنَّةُ الْمَاْوٰى জান্নাতুল মাওয়া।

১৬. اِذْ يَغْشَى السِّدْرَةَ যখন বৃক্ষটি আচ্ছাদিত হচ্ছিল তা দ্বারা مَا يَغْشٰى যা দ্বারা আচ্ছাদিত হওয়ার।

১৭. مَا زَاغَ الْبَصَرُ দৃষ্টি বিভ্রম হয়নি وَمَا طَغٰى এবং লক্ষ্যচ্যুত হয়নি।

১৮. وَلَقَدْ رَاٰى আর তিনি দর্শন করেছেন مِنْ اٰيٰتِ رَبِّهِ الْكُبْرٰى নিজ প্রতিপালকের বিরাট বিরাট আশ্চর্য নিদর্শন।

https://e-ilm.weebly.com/

১৯. আচ্ছা, তোমরা কি লাত ও উযযা সম্পর্কে ভেবে দেখেছ?	اَفَرَاَيْتُمُ اللّٰتَ وَالْعُزّٰى ﴿١٩﴾
২০. এবং তৃতীয় একটি মানাতের অবস্থার প্রতিও লক্ষ্য করেছ?	وَمَنٰوةَ الثَّالِثَةَ الْاُخْرٰى ﴿٢٠﴾
২১. তোমাদের জন্য তো পুত্রসন্তান আর আল্লাহর জন্য [বুঝি] কন্যাসন্তান?	اَلَكُمُ الذَّكَرُ وَلَهُ الْاُنْثٰى ﴿٢١﴾
২২. এমতাবস্থায় তো তা বড় অশোভনীয় বন্টন হলো।	تِلْكَ اِذًا قِسْمَةٌ ضِيْزٰى ﴿٢٢﴾
২৩. এগুলো তো নির্জলা নামমাত্র, যা তোমরা ও তোমাদের পূর্বপুরুষরা সাব্যস্ত করে নিয়েছে, আল্লাহ তো তার কোনো প্রমাণ প্রেরণ করেননি, এরা শুধু ভিত্তিহীন কল্পনা এবং স্বীয় প্রবৃত্তির আকাঙ্ক্ষার উপর চলছে, অথচ তাদের নিকট তাদের প্রভুর পক্ষ হতে হেদায়েত এসেছে।	اِنْ هِيَ اِلَّآ اَسْمَآءٌ سَمَّيْتُمُوْهَآ اَنْتُمْ وَاٰبَآؤُكُمْ مَّآ اَنْزَلَ اللّٰهُ بِهَا مِنْ سُلْطٰنٍ ؕ اِنْ يَّتَّبِعُوْنَ اِلَّا الظَّنَّ وَمَا تَهْوَى الْاَنْفُسُ ۚ وَلَقَدْ جَآءَهُمْ مِّنْ رَّبِّهِمُ الْهُدٰى ﴿٢٣﴾
২৪. মানুষ কি তার প্রত্যেক কাঙ্ক্ষিত বস্তু পায়?	اَمْ لِلْاِنْسَانِ مَا تَمَنّٰى ﴿٢٤﴾
২৫. পরন্তু আল্লাহরই আয়ত্তাধীনে আছে পরলোক ও ইহলোক।	فَلِلّٰهِ الْاٰخِرَةُ وَالْاُوْلٰى ﴿٢٥﴾ ع

শাব্দিক অনুবাদ :

১৯. اَفَرَاَيْتُمُ আচ্ছা তোমরা কি ভেবে দেখেছ اللّٰتَ وَالْعُزّٰى লাত ও উযযা সম্পর্কে।

২০. مَنٰوةَ الثَّالِثَةَ الْاُخْرٰى এবং তৃতীয় একটি মানাতের অবস্থার প্রতিও লক্ষ্য করেছ।

২১. اَلَكُمُ الذَّكَرُ তোমাদের জন্য তো পুত্রসন্তান وَلَهُ الْاُنْثٰى আর আল্লাহর জন্য (বুঝি) কন্যাসন্তান।

২২. تِلْكَ اِذًا এমতাবস্থায় তো তা قِسْمَةٌ ضِيْزٰى বড় অশোভনীয় বন্টন হলো।

২৩. اِنْ هِيَ اِلَّآ اَسْمَآءٌ এগুলো তো নির্জলা নামমাত্র سَمَّيْتُمُوْهَآ اَنْتُمْ وَاٰبَآؤُكُمْ তোমরা ও তোমাদের পূর্বপুরুষরা সাব্যস্ত করে নিয়েছ مَّآ اَنْزَلَ اللّٰهُ بِهَا مِنْ سُلْطٰنٍ আল্লাহ তো তার কোনো প্রমাণ প্রেরণ করেননি اِنْ يَّتَّبِعُوْنَ এরা শুধু চলছে اِلَّا الظَّنَّ ভিত্তিহীন কল্পনা وَمَا تَهْوَى الْاَنْفُسُ এবং স্বীয় প্রবৃত্তির আকাঙ্ক্ষার উপর وَلَقَدْ جَآءَهُمْ مِّنْ رَّبِّهِمُ الْهُدٰى অথচ তাদের নিকট তাদের প্রভুর পক্ষ থেকে হেদায়েত এসেছে।

২৪. اَمْ لِلْاِنْسَانِ মানুষ কি পায় مَا تَمَنّٰى তার প্রত্যেক কাঙ্ক্ষিত বস্তু!

২৫. فَلِلّٰهِ পরন্তু আল্লাহরই আয়ত্তাধীনে আছে الْاٰخِرَةُ পরলোক وَالْاُوْلٰى ও ইহলোক।

https://e-ilm.weebly.com/

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

সূরা নাজমের বৈশিষ্ট্য ঃ সূরা নাজম প্রথম সূরা, যা রাসূলুল্লাহ ﷺ মক্কায় ঘোষণা করেন। –(কুরতুবী) এই সূরাতেই সর্বপ্রথম সেজদার আয়াত অবতীর্ণ হয় এবং রাসূলুল্লাহ ﷺ তেলাওয়াতের সেজদা করেন। মুসলমান ও কাফের সবাই এই সেজদায় শরিক হয়েছিল। আশ্চর্যের বিষয় মজলিসে যত কাফের ও মুশরিক উপস্থিত ছিল, সবাই রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সাথে সেজদায় আভূমি নত হয়ে যায়। কেবল এক অহংকারী ব্যক্তি যার নাম সম্বন্ধে মতভেদ রয়েছে, সে সেজদা করেনি। কিন্তু সে এক মুষ্টি মাটি তুলে কপালে লাগিয়ে বলল ঃ ব্যস এতটুকুই যথেষ্ট। হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা.) বলেন ঃ আমি সেই ব্যক্তিকে কাফের অবস্থায় মৃত্যুবরণ করতে দেখেছি। –(ইবনে কাসীর)

শানে নুযূল ঃ আল্লাহ তা'আলা যখন হযরত মুহাম্মদ মুস্তফা ﷺ -কে রাসূল বানিয়ে পাঠানোর ইচ্ছা করেন, তখন তার জন্মের পূর্বে অধিকহারে তারকার ছুটা-ছুটি করতে দেখতে পেয়ে আরবের লোকেরা ভীত সন্ত্রস্ত হয়ে পড়ে। তাদের মাঝে জারীর নামক এক জ্যোতিষীর নিকট তাদের এ শঙ্কার কথা ব্যক্ত করল। সে তারকার গতিবিধির মাধ্যমে তাদেরকে অনেক দুর্ঘটনা সম্পর্কেই অবগত করত। সুতরাং সে তাদেরকে বলল যে, তোমরা বারটি কক্ষ পথকে লক্ষ্য রাখবে সেই বারটি কক্ষ পথ হতে কোনো একটি তারকা যদি ছুটে পড়ে, তাহলে দুনিয়াতে কোনো তাৎপর্যবহ কোনো ঘটনা ঘটবে। তার প্রতি তোমরা খুব সতর্ক দৃষ্টি রাখবে। রাসূল ﷺ যখন নবী হিসেবে প্রেরিত হলেন, তখনই তারা সে তাৎপর্যবহ ঘটনা সম্পর্কে অনুভব করতে পারল। তখন আল্লাহ তা'আলা আলোচ্য আয়াত নাজিল করেন। –(কুরতুবী ৭৪/১৭)

এই সূরার শুরুতে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সত্য নবী হওয়া এবং তাঁর প্রতি অবতীর্ণ হওয়ার সন্দেহ ও সংশয়ের অবকাশ না থাকার কথা বর্ণিত হয়েছে।

وَالنَّجْمِ اِذَا هَوٰى : নক্ষত্রমাত্রকেই نَجْمٌ বলা হয় এবং এর বহুবচন نُجُوْمٌ ; কখনও এই শব্দটি কয়েকটি নক্ষত্রের সমষ্টি সপ্তর্ষিমণ্ডলের অর্থেও ব্যবহৃত হয়। এই আয়াতেও কেউ কেউ নজমের তাফসীর "সুরাইয়া" অর্থাৎ, সপ্তর্ষিমণ্ডল দ্বারা করেছেন। ফাররা ও হযরত হাসান বসরী (রহ.) প্রথম তাফসীরকে অগ্রাধিকার দিয়েছেন। –(কুরতুবী)। هَوٰى শব্দটি পতিত হওয়ার অর্থে ব্যবহৃত হয়। নক্ষত্রের পতিত হওয়ার মানে অস্তমিত হওয়া। এই আয়াতে আল্লাহ তা'আলা নক্ষত্রের কসম খেয়ে বর্ণনা করেছেন যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর ওহী সত্য, বিশুদ্ধ ও সন্দেহ-সংশয়ের ঊর্ধ্বে। সূরা সাফফাতে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে যে, বিশেষ উপযোগিতা ও তাৎপর্যের কারণে আল্লাহ তা'আলা তাঁর বিশেষ বিশেষ সৃষ্টবস্তুর কসম খেতে পারেন। কিন্তু অন্য কারও জন্যে আল্লাহ ব্যতীত অন্য কোনো বস্তুর কসম খাওয়ার অনুমতি নেই। এখানে নক্ষত্রের কসম খাওয়ার এক তাৎপর্য এই যে, অন্ধকার রাত্রে দিক ও রাস্তা নির্ণয়ের কাজে নক্ষত্র ব্যবহৃত হয়, তেমনি রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর মাধ্যমেও আল্লাহর পথের দিকে হেদায়েত অর্জিত হয়।

مَا ضَلَّ صَاحِبُكُمْ وَمَا غَوٰى : এই বিষয়বস্তুর কারণেই কসম খাওয়া হয়েছে। এর অর্থ এই যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ যে পথের দিকে মানুষকে দাওয়াত দেন; তাই আল্লাহ তা'আলার সন্তুষ্টি লাভের বিশুদ্ধ পথ। তিনি পথ ভুলে যাননি এবং বিপথগামীও হননি।

রাসূলের পরিবর্তে সঙ্গী বলার রহস্য ঃ এ স্থলে রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর নাম অথবা নবী শব্দ ব্যবহার করার পরিবর্তে 'তোমাদের সঙ্গী' বলে ব্যক্ত করার মধ্যে ইঙ্গিত রয়েছে যে, হযরত মুহাম্মদ মোস্তফা ﷺ বাইরে থেকে আগত কোনো অপরিচিত ব্যক্তি নন, যার সত্যবাদিতায় তোমরা সন্দিগ্ধ হবে; বরং তিনি তোমাদের সার্বক্ষণিক সঙ্গী। তোমাদের দেশে জন্মগ্রহণ করেছেন। এখানেই শৈশব অতিবাহিত করে যৌবনে পদার্পণ করেছেন। তাঁর জীবনের কোনো দিক তোমাদের কাছে গোপন নয়। তোমরা পরীক্ষা করে দেখেছ যে, তিনি কখনও মিথ্যা বলেন না। তোমরা তাঁকে শৈশবেও কোনো মন্দকাজে লিপ্ত দেখনি। তাঁর চরিত্র, অভ্যাস, সততা ও বিশ্বস্ততার প্রতি তোমাদের এতটুকু আস্থা ছিল যে, সমগ্র মক্কাবাসী তাঁকে 'আল-আমীন' বলে সম্বোধন করত। এখন নবুয়ত দাবি করায় তোমরা তাঁকে মিথ্যাবাদী বলতে শুরু করেছ। সর্বনাশের কথা এই যে, যিনি মানুষের ব্যাপারে কখনও মিথ্যা বলেননি, তিনি আল্লাহ তা'আলার ব্যাপারে মিথ্যা বলছেন বলে তোমরা তাঁকে অভিযুক্ত করছ। তাই অতঃপর বলা হয়েছেঃ

وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوٰى اِنْ هُوَ اِلَّا وَحْىٌ يُّوْحٰى : অর্থাৎ, রাসূলুল্লাহ ﷺ নিজের পক্ষ থেকে কথা তৈরি করে আল্লাহ তা'আলার দিকে সম্বন্ধযুক্ত করেন না। এর কোনো সম্ভাবনাই নেই; বরং তিনি যা কিছু বলেন, তা সবই আল্লাহ তা'আলার কাছ থেকে প্রত্যাদেশ হয়। বোখারীর বিভিন্ন হাদীসে ওহীর অনেক প্রকার বর্ণিত আছে। তন্মধ্যে যথা– ১. যার অর্থ ও ভাষা উভয়ই আল্লাহ তা'আলার পক্ষ থেকে অবতীর্ণ হয়, এর নাম কুরআন। ২. যার কেবল অর্থ আল্লাহ তা'আলার তরফ

https://e-ilm.weebly.com/

থেকে অবতীর্ণ হয়। রাসূলুল্লাহ ﷺ এই অর্থ নিজের ভাষায় ব্যক্ত করেন, এর নাম হাদীস ও সুন্নাহ। এরপর হাদীসে আল্লাহ তা'আলার পক্ষ থেকে যে বিষয়বস্তু বিধৃত হয়, কখনও তা কোনো ব্যাপারে সুস্পষ্ট ও দ্ব্যর্থহীন ফয়সালা তথা বিধান হয়ে থাকে এবং কখনও কেবল সামগ্রিক নীতি বর্ণনা করা হয়। এই নীতির মাধ্যমে রাসূলুল্লাহ ﷺ ইজতিহাদ করে বিধানাবলি বের করেন। এই ইজতিহাদে ভ্রান্তি হওয়ারও সম্ভাবনা থাকে। কিন্তু রাসূলুল্লাহ ﷺ তথা পয়গাম্বরকুলের বৈশিষ্ট্য এই যে, তাঁরা ইজতিহাদের মাধ্যমে যেসব বিধান বর্ণনা করেন, সেগুলোতে ভুল হয়ে গেলে তা আল্লাহ তা'আলার পক্ষ থেকে ওহীর সাহায্যে শুধরিয়ে দেওয়া হয়। তাঁরা ভ্রান্তির উপর প্রতিষ্ঠিত থাকতে পারেন না। কিন্তু অন্যান্য মুজতাহিদ আলেম ইজতিহাদে ভুল করলে তারা তার উপর কায়েম থাকতে পারেন। তাদের এই ভুলও আল্লাহ তা'আলার কাছে কেবল ক্ষমাই নয়; বরং ধর্মীয় বিধান হৃদয়ঙ্গম করার ক্ষেত্রে তাঁরা যে সর্বশক্তি নিয়োগ করেন, তজ্জন্যে তাঁরা কিঞ্চিৎ ছওয়াবেরও অধিকারী হন।

এই বক্তব্য দ্বারা আলোচ্য আয়াত সম্পর্কিত একটি প্রশ্নের জবাব হয়ে গেছে। প্রশ্ন এই যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সব কথাই যখন আল্লাহ তা'আলার পক্ষ থেকে ওহী হয়ে থাকেন, তখন জরুরি হয়ে পড়ে যে, তিনি নিজ মতামত ও ইজতিহাদ দ্বারা কোনো কিছু বলেন না। অথচ সহীহ্ হাদীসমূহের একাধিক ঘটনা এমন বর্ণিত আছে যে, প্রথমে তিনি এক নির্দেশ দেন, অতঃপর ওহীর আলোকে সেই নির্দেশ পরিবর্তন করেন। এতে বোঝা যায় যে, প্রথম নির্দেশটি আল্লাহ তা'আলার পক্ষ থেকে ছিল না; বরং তিনি স্বীয় মতামত ও ইজতিহাদের মাধ্যমে ব্যক্ত করেছিলেন। এর জবাব পূর্বেই বর্ণনা করা হয়েছে যে, ওহী কখনও সামগ্রিক নীতির আকারে হয়, যা দ্বারা রাসূলুল্লাহ ﷺ ইজতিহাদ করে বিধানাবলি বের করেন। এই ইজতিহাদের ভুল হওয়ারও সম্ভাবনা থাকে।

عَلَّمَهٗ شَدِيْدُ الْقُوٰى : এখান থেকে অষ্টাদশতম আয়াত لَقَدْ رَاٰى مِنْ اٰيٰتِ رَبِّهِ الْكُبْرٰى পর্যন্ত সব আয়াতে বর্ণিত হয়েছে যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর ওহীতে কোনো প্রকার সন্দেহ ও সংশয়ের অবকাশ নেই। আল্লাহর কালাম তাঁকে এভাবে দান করা হয়েছে যে, এতে কোনোরূপ ভুল-ভ্রান্তির সম্ভাবনা থাকতে পারে না।

এই আয়াতসমূহের তাফসীরে তাফসীরবিদদের মতভেদ ঃ এসব আয়াতের ব্যাপারে দু'প্রকার তাফসীর বর্ণিত রয়েছে। ১. হযরত আনাস ও ইবনে আব্বাস (রা.) থেকে বর্ণিত তাফসীরের সারমর্ম এই যে, এসব আয়াতে মে'রাজের ঘটনা বর্ণনা করা হয়েছে এবং আল্লাহ তা'আলার কাছ থেকে প্রত্যক্ষভাবে শিক্ষালাভ ও আল্লাহর দর্শন ও নৈকট্যলাভের কথা আলোচিত হয়েছে। মহাশক্তিশালী, সহজাত শক্তিসম্পন্ন, دَنٰى فَتَدَلّٰى এবং فَاسْتَوٰى এগুলো সব আল্লাহ তা'আলার বিশেষণ ও কর্ম। তাফসীরে মাযহারীতে এই তাফসীর অবলম্বিত হয়েছে। ২. অন্যান্য অনেক সাহাবী, তাবেয়ী ও তাফসীরবিদের মতে, এসব আয়াতে হযরত জিবরাঈল (আ.)-কে আসল আকৃতিতে দেখার বিষয় বর্ণনা করা হয়েছে এবং মহাশক্তিশালী ইত্যাদি শব্দ হযরত জিবরাঈল (আ.)-এর বিশেষণ। এই তাফসীরের পক্ষে অনেক সঙ্গত কারণ রয়েছে। ঐতিহাসিক দিক দিয়েও সূরা নজম সম্পূর্ণ প্রাথমিক সূরাসমূহের অন্যতম। হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা.)-এর বর্ণনা অনুযায়ী রাসূলুল্লাহ ﷺ মক্কায় সর্বপ্রথম যে সূরা প্রকাশ্যে পাঠ করেন তা সূরা নজম। বাহ্যতঃ মে'রাজের ঘটনা এরপরে সংঘটিত হয়েছে। কিন্তু এ বিষয়টি তর্কাতীত নয়। আসল কারণ এই যে, হাদীসে স্বয়ং রাসূলুল্লাহ ﷺ এসব আয়াতের যে তাফসীর করেছেন, তাতে জিবরাঈলকে দেখার কথা উল্লেখিত আছে। মুসনাদে-আহমদে বর্ণিত হাদীসের বক্তব্য এরূপ ঃ

عَنِ الشَّعْبِيِّ عَنْ مَسْرُوْقٍ قَالَ كُنْتُ عِنْدَ عَائِشَةَ فَقُلْتُ اَلَيْسَ اللّٰهُ يَقُوْلُ وَلَقَدْ رَاٰهُ بِالْاُفُقِ الْمُبِيْنِ - وَلَقَدْ رَاٰهُ نَزْلَةً اُخْرٰى فَقَالَتْ اَنَا اَوَّلُ هٰذِهِ الْاُمَّةِ سَاَلْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْهَا فَقَالَ اِنَّمَا ذَاكَ جِبْرَائِيْلُ لَمْ يَرَهُ فِىْ صُوْرَتِهِ الَّتِىْ خُلِقَ عَلَيْهَا اِلَّا مَرَّتَيْنِ رَاٰهُ مُنْهَبِطًا مِنَ السَّمَاءِ اِلَى الْاَرْضِ سَادًّا عَظَمُ خَلْقِهٖ مَا بَيْنَ السَّمَاءِ وَالْاَرْضِ -

শা'বী হযরত মাসরূক থেকে বর্ণনা করেন– তিনি একদিন হযরত আয়েশা (রা.)-এর কাছে ছিলেন এবং আল্লাহ তা'আলাকে দেখা সম্পর্কে আলোচনা চলছিল। মাসরূক বলেন ঃ আমি বললাম, আল্লাহ তা'আলা বলেছেন وَلَقَدْ رَاٰهُ نَزْلَةً اُخْرٰى - وَلَقَدْ رَاٰهُ بِالْاُفُقِ الْمُبِيْنِ হযরত আয়েশা (রা.) বললেন ঃ মুসলমানদের মধ্যে সর্বপ্রথম আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে এই আয়াত সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করেছি। তিনি উত্তরে বলেছেন ঃ আয়াতে যাকে দেখার কথা বলা হয়েছে, সে হযরত জিবরাঈল (আ.)। রাসূলুল্লাহ ﷺ তাকে মাত্র দু'বার আসল আকৃতিতে দেখেছেন। আয়াতে বর্ণিত দেখার অর্থ এই যে, তিনি হযরত জিবরাঈল (আ.)-কে আকাশ থেকে ভূমির দিকে অবতরণ করতে দেখেছেন। তার দেহাকৃতি আসমান ও জমিনের মধ্যবর্তী শূন্যমণ্ডলকে পরিপূর্ণ করে দিয়েছিল। –(ইবনে কাসীর)।

https://e-ilm.weebly.com/

সহীহ মুসলিমেও এই রেওয়ায়েত প্রায় একই ভাষায় বর্ণিত আছে। হাফেজ ইবনে হাজার (র.) ফতহুল বারী গ্রন্থেই ইবনে মারদুবিয়াহ (রহ.) থেকে এই রেওয়ায়েত একই সনদে উদ্ধৃত করেছেন। তাতে হযরত আয়েশার (রা.)-এর বক্তব্য এরূপঃ

أَنَا أَوَّلُ مَنْ سَأَلَ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ عَنْ هٰذَا فَقُلْتُ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ هَلْ رَأَيْتَ رَبَّكَ فَقَالَ لَا إِنَّمَا رَأَيْتُ جِبْرَائِيْلَ مُنْهَبِطًا -

হযরত আয়েশা (রা.) বলেন ঃ এই আয়াত সম্পর্কে সর্বপ্রথম আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে জিজ্ঞাসা করেছি যে, আপনি কি আপনার পালনকর্তাকে দেখেছেন? তিনি বললেন ঃ না, বরং আমি জিবরাঈলকে নীচে অবতরণ করতে দেখেছি।

–(ফতহুল বারী ৮ম খণ্ড, পৃ. ৪৯৩)

সহীহ বোখারীতে শায়বানী (র.) বর্ণনা করেন যে, তিনি হযরত আবূ যরকে এই আয়াতের অর্থ জিজ্ঞাসা করেন ঃ فَكَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ أَوْ أَدْنٰى فَأَوْحٰى إِلٰى عَبْدِهٖ مَا أَوْحٰى তিনি জবাবে বলেন ঃ হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা.) আমার কাছে বর্ণনা করেছেন যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ জিবরাঈলকে ছয়শত বাহুবিশিষ্ট দেখেছেন। ইবনে জারীর (রহ.) আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা.) থেকে مَا كَذَبَ الْفُؤَادُ مَا رَاٰى আয়াতের তাফসীর প্রসঙ্গে বর্ণনা করেছেন যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ হযরত জিবরাঈল (আ.)-কে রফরফের পোশাক পরিহিত অবস্থায় দেখেছেন। তাঁর অস্তিত্ব আসমান ও জমিনের মধ্যবর্তী শূন্যমণ্ডলকে ভরে রেখেছিল।

আল্লামা ইবনে কাসীর (র.)-এর বক্তব্য ঃ ইবনে কাসীর স্বীয় তাফসীরে এসব রেওয়ায়েত উদ্ধৃত করার পর বলেন, সূরা নজমের উল্লিখিত আয়াতসমূহে দেখা ও নিকটবর্তী হওয়া বলে হযরত জিবরাঈল (আ.)-কে দেখা ও নিকটবর্তী হওয়া বুঝানো হয়েছে। হযরত আয়েশা, আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ, আবূ যর গেফারী, আবূ হোরায়রা (রা.) প্রমুখ সাহাবীর এই উক্তি। তাই ইবনে কাসীর আয়াতসমূহের তাফসীরে বলেন ঃ

আয়াতসমূহে উল্লিখিত দেখা ও নিকটবর্তী হওয়ার অর্থ জিবরাঈলকে দেখা ও জিবরাঈলের নিকটবর্তী হওয়া। রাসূলুল্লাহ ﷺ তাঁকে প্রথমবার আসল আকৃতিতে দেখেছিলেন। প্রথমবারে দেখা নবুয়তের সম্পূর্ণ প্রাথমিক জমানায় হয়েছিল। তখন হযরত জিবরাঈল (আ.) সূরা ইকরার প্রাথমিক আয়াতসমূহের প্রত্যাদেশ নিয়ে প্রথমবার আগমন করেছিলেন। এরপর ওহীতে বিরতি ঘটে, যদ্দরুন রাসূলুল্লাহ ﷺ নিদারুণ উৎকণ্ঠা ও দুর্ভাবনার মধ্যে দিন অতিবাহিত করেন। পাহাড় থেকে পড়ে আত্মহত্যা করার ধারণা বারবার তাঁর মনে জাগ্রত হতে থাকে। কিন্তু যখনই এরূপ পরিস্থিতির উদ্ভব হতো, তখনই হযরত জিবরাঈল (আ.) দৃষ্টির অন্তরালে থেকে আওয়াজ দিতেনঃ হে মুহাম্মদ! আপনি আল্লাহ তা'আলার সত্য নবী, আর আমি জিবরাঈল। এই আওয়াজ শুনে তাঁর মনের ব্যাকুলতা দূর হয়ে যেত। যখনই মনে বিরূপ কল্পনা দেখা দিত, তখনই হযরত জিবরাঈল (আ.) অদৃশ্য থেকে এই আওয়াজের মাধ্যমে তাঁকে সান্ত্বনা দিতেন। অবশেষে একদিন হযরত জিবরাঈল (আ.) মক্কার উন্মুক্ত ময়দানে তাঁর আসল আকৃতিতে আত্মপ্রকাশ করলেন। তাঁর ছয়শত বাহু ছিল এবং তিনি গোটা দিগন্তকে ঘিরে রেখেছিলেন। এরপর তিনি রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর নিকট আসেন এবং তাঁকে ওহী পৌঁছান। তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর কাছে জিবরাঈলের মাহাত্ম্য এবং আল্লাহ তা'আলার দরবারে তাঁর সুউচ্চ মর্যাদার স্বরূপ ফুটে উঠে।

–(ইবনে কাসীর)

সারকথা এই যে, ইমাম ইবনে কাসীরের মতে উল্লিখিত আয়াতসমূহের তাফসীর তাই যা উপরে বর্ণনা করা হলো। এই প্রথম দেখা এ জগতেই মক্কার দিগন্তে হয়েছিল। কোনো কোনো রেওয়ায়েতে আরও বলা হয়েছে যে, জিবরাঈলকে প্রথমবার আসল আকৃতিতে দেখে রাসূলুল্লাহ ﷺ অজ্ঞান হয়ে পড়েন। অতঃপর হযরত জিবরাঈল (আ) মানুষের আকৃতি ধারণ করে তাঁর নিকটে আসেন এবং খুবই নিকটে আসেন।

দ্বিতীয়বার দেখার কথা وَلَقَدْ رَاٰهُ نَزْلَةً أُخْرٰى আয়াতে ব্যক্ত হয়েছে। মে'রাজের রাত্রিতে এই দেখা হয়। উল্লিখিত কারণসমূহের ভিত্তিতে অধিকাংশ তাফসীরবিদ এই তাফসীরকেই গ্রহণ করেছেন। ইবনে কাসীর, কুরতুবী, আবু হাইয়ান, ইমাম রাযী (র.) প্রমুখ এই তাফসীরকেই অগ্রাধিকার দিয়েছেন। তাফসীরের সার সংক্ষেপে মাওলানা আশরাফ আলী থানভী (র.) ও এই তাফসীর অবলম্বন করেছেন। এর সারমর্ম এই যে, সূরা নজমের শুরুভাগের আয়াতসমূহে আল্লাহ তা'আলাকে দেখার কথা আলোচিত হয়নি; বরং জিবরাঈলকে দেখার কথা উল্লেখ করা হয়েছে। ইমাম নববী (র.) মুসলিম শরীফের টীকায় এবং হাফেয ইবনে হাজার আসকালানী (র.) ফতহুল বারী গ্রন্থেও এই তাফসীর অবলম্বন করেছেন।

ذُوْ مِرَّةٍ فَاسْتَوٰى وَهُوَ بِالْأُفُقِ الْأَعْلٰى : مِرَّةٍ শব্দের অর্থ– শক্তি। হযরত জিবরাঈল (আ)-এর অধিক শক্তি বর্ণনা করার জন্যে এটাও তাঁরই বিশেষণ। এতে করে এই ধারণার অবকাশ থাকে না, ওহী নিয়ে আগমনকারী ফেরেশতার কাজে কোনো শয়তান প্রভাব বিস্তার করতে পারে। কারণ হযরত জিবরাঈল (আ.) এতই শক্তিশালী যে, শয়তান তাঁর কাছেও ঘেঁষতে

https://e-ilm.weebly.com/

পারে না। فَاسْتَوٰى -এর অর্থ– সোজা হয়ে গেলেন। উদ্দেশ্য এই যে, জিবরাঈলকে যখন প্রথম দেখেন, তখন তিনি আকাশ থেকে নীচে অবতরণ করছিলেন। অবতরণের পর তিনি ঊর্ধ্ব দিগন্তে সোজা হয়ে বসে যান। দিগন্তের সাথে ঊর্ধ্ব সংযুক্ত করার রহস্য এই যে, ভূমির সাথে মিলিত যে দিগন্ত তা সাধারণতঃ দৃষ্টিগোচর হয় না। তাই জিবরাঈলকে ঊর্ধ্ব দিগন্তে দেখানো হয়েছে।

ثُمَّ دَنٰى فَتَدَلّٰى : دَنٰى শব্দের অর্থ– নিকটবর্তী হলো এবং تَدَلّٰى শব্দের অর্থ– ঝুলে গেল। অর্থাৎ, ঝুঁকে পড়ে নিকটবর্তী হলো। فَكَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ اَوْ اَدْنٰى : ধনুকের কাঠ এবং এর বিপরীতে ধনুকের সুতার মধ্যবর্তী ব্যবধানকে قَابَ বলা হয়। এই ব্যবধান আনুমানিক এক হাত হয়ে থাকে। قَابَ قَوْسَيْنِ তথা দুই ধনুকের মধ্যবর্তী ব্যবধান বলার কারণ আরবদের একটি বিশেষ অভ্যাস। দুই ব্যক্তি পরস্পরে শান্তিচুক্তি ও সখ্যতা স্থাপন করতে চাইলে এর এক প্রসিদ্ধ ও সুবিদিত আলামত ছিল হাতের উপর হাত মারা। অপর একটি আলামত ছিল এই যে, উভয়েই আপন আপন ধনুকের কাঠ নিজের দিকে এবং ধনুকের সূতা অপরের দিকে রাখত। এভাবে উভয় ধনুকের সূতা পরস্পরে মিলিত হয়ে যাওয়াকে সম্প্রীতি ও সখ্যতার ঘোষণা মনে করা হতো। এ সময় উভয় ব্যক্তির মাঝখানে দুই ধনুকের 'কাবের' ব্যবধান থেকে যেত অর্থাৎ প্রায় দুই হাত বা একগজ। এপর اَوْ اَدْنٰى বলে আরও ইঙ্গিত করা হয়েছে যে, এই মিলন সাধারণত প্রথাগত মিলনের অনুরূপ ছিল না; বরং এর চেয়েও গভীর ছিল।

আলোচ্য আয়াতসমূহে হযরত জিবরাঈল (আ)-এর অধিকতর নিকটবর্তী হওয়ার বিষয়টি বর্ণনা করার কারণ এদিকে ইঙ্গিত করা যে, তিনি যে ওহী পৌঁছিয়েছেন তা শ্রবণে কোনো সন্দেহ ও সংশয়ের অবকাশ নেই। এই নৈকট্য ও মিলনের কারণে জিবরাঈল (আ)-কে না চেনা এবং শয়তানের হস্তক্ষেপ করার আশঙ্কাও বাতিল হয়ে যায়।

فَاَوْحٰى اِلٰى عَبْدِهٖ مَاۤ اَوْحٰى –এখানে اَوْحٰى ক্রিয়াপদের কর্তা স্বয়ং আল্লাহ তা'আলা এবং عَبْدِهٖ – এর সর্বনাম দ্বারা তাঁকেই বুঝানো হয়েছে। অর্থাৎ, হযরত জিবরাঈল (আ.)-কে শিক্ষক হিসেবে রাসূলুল্লাহ ﷺ –এর সন্নিকটে প্রেরণ করে আল্লাহ তা'আলা তাঁর প্রতি ওহী নাজিল করলেন।

একটি শিক্ষাগত খটকা ও তার জবাব : এখানে বাহ্যত একটি খটকা দেখা দেয় যে, উপরোল্লিখিত আয়াতসমূহে সব সর্বনাম দ্বারা অধিকাংশ তাফসীরবিদের মতে হযরত জিবরাঈল (আ)-কে বুঝানো হয়েছে। এমতাবস্থায় শুধু فَاَوْحٰى اِلٰى عَبْدِهٖ আয়াতে সর্বনাম দ্বারা আল্লাহকে বুঝানো পূর্বাপর বর্ণনার বিপরীত এবং اِنْتِشَار ضَمَائِرْ তথা সর্বনামসমূহের বিক্ষিপ্ততার কারণ।

মাওলানা সাইয়্যেদ আনওয়ার শাহ কাশ্মিরী (র) এর জবাবে বলেন : এখানে পূর্বাপর বর্ণনায় কোনো ত্রুটি নেই এবং সর্বনামসমূহের বিক্ষিপ্ততাও নেই; বরং সত্য এই যে, সূরার শুরুতে اِنْ هُوَ اِلَّا وَحْيٌ يُّوْحٰى বলে যে, বিষয়বস্তুর অবতারণা করা হয়েছিল, তারই ধারাবাহিক বর্ণনা এভাবে করা হয়েছে যে, ওহী প্রেরণকারী স্পষ্টত আল্লাহ ব্যতীত কেউ নয়। কিন্তু এই ওহী পৌছানোর ক্ষেত্রে জিবরাঈল (আ) ছিলেন মাধ্যম। কয়েকটি আয়াতে এই মাধ্যমের পূর্ণ সত্যায়ন করার পর পুনরায় اَوْحٰى اِلٰى عَبْدِهٖ করা হয়েছে। সুতরাং এটা প্রথম বাক্যেরই পরিশিষ্ট। একে সর্বনামের বিক্ষিপ্ততা বলা যায় না। কারণ, اَوْحٰى এবং عَبْدِهٖ এসবের সর্বনাম দ্বারা আল্লাহকে বুঝানো ছাড়া অন্য কোনো সম্ভাবনাই যে নেই, এটা স্বতঃসিদ্ধ। مَاۤ اَوْحٰى অর্থাৎ যা ওহী করার ছিল। এখানে মূল প্রতিপাদ্য বিষয়টা অস্পষ্ট রেখে এর মাহাত্ম্যের দিকে ইঙ্গিত করা হয়েছে। সহীহ বুখারীর হাদীস থেকে জানা যায় যে, তখন সূরা মুদ্দাসসিরের শুরু ভাগের কতিপয় আয়াত ওহী করা হয়েছিল।

উপরিউক্ত আয়াতসমূহ থেকে প্রমাণিত হয় যে, কুরআন বাস্তবিকই সত্য কালাম। হাদীসবিদগণ যেমন হাদীসের সনদ রাসূলুল্লাহ ﷺ পর্যন্ত পুরোপুরি বর্ণনা করেন, তেমনি স্বয়ং আল্লাহ তায়ালা এবং রাসূলুল্লাহ ﷺ পর্যন্ত পৌছানোর মাধ্যম হচ্ছেন জিবরাঈল (আ)। আয়াতসমূহে হযরত জিবরাঈল (আ)-এর উচ্চমর্যাদা ও শক্তিসম্পন্ন হওয়ার যে বর্ণনা দেওয়া হয়েছে, তা যেন সনদের মাধ্যমে ন্যায়ানুগ সত্যায়ন।

مَا كَذَبَ الْفُؤَادُ مَا رَاٰى : فُؤَادُ শব্দের অর্থ– অন্তঃকরণ। উদ্দেশ্য এই যে, চক্ষু যা কিছু দেখেছে, অন্তঃকরণও তা যথাযথ উপলব্ধি করতে কোনো ভুল করেনি। এই ভুল ও ত্রুটিকেই আয়াতে كَذَبَ শব্দ দ্বারা ব্যক্ত করা হয়েছে; অর্থাৎ, দেখা বস্তু উপলব্ধি করার ব্যাপারে অন্তঃকরণ মিথ্যা বলেনি। مَا رَاٰى শব্দের অর্থ– যা কিছু দেখেছে। কি দেখেছে, কুরআনে তা নির্দিষ্ট করে বলা হয়নি। এ ব্যাপারে সাহাবী, তাবেয়ী ও তাফসীরবিদগণের উক্তি দ্বিবিধ। কারও কারও মতে স্বয়ং আল্লাহ

https://e-ilm.weebly.com/

তা'আলাকে দেখেছে এবং কারও কারও মতে হযরত জিবরাঈল (আ.)-কে আসল আকৃতিতে দেখেছে। এই তাফসীর অনুযায়ী رای শব্দটি আক্ষরিক অর্থে (চর্মচক্ষে দেখার অর্থে) ব্যবহৃত হয়েছে। কাজেই এখানে অন্তশ্চক্ষু দ্বারা দেখার অর্থ নেওয়ার প্রয়োজন নেই।

আয়াতে অন্তঃকরণকে উপলব্ধি করার কর্তা করা হয়েছে। অথচ খ্যাতনামা দার্শনিকদের মতে উপলব্ধি করা বোধশক্তির কাজ। এই প্রশ্নের জবাব এই যে, কুরআন পাকের অনেক আয়াত দ্বারা জানা যায় যে, উপলব্ধির আসল কেন্দ্র অন্তঃকরণ। তাই কখনও বোধশক্তিকেও কলব (অন্তঃকরণ) শব্দ দ্বারা ব্যক্ত করে দেওয়া হয়; যেমন لِمَنْ كَانَ لَهُ قَلْبٌ আয়াতে কলব বলে বিবেক ও বোধশক্তি বোঝানো হয়েছে। কুরআন পাকের لَهُمْ قُلُوبٌ لَا يَفْقَهُونَ بِهَا ইত্যাদি আয়াত এর পক্ষে সাক্ষ্য দেয়।

وَلَقَدْ رَاٰهُ نَزْلَةً اُخْرٰى عِنْدَ سِدْرَةِ الْمُنْتَهٰى : نَزْلَةً اُخْرٰى-এর অর্থ– দ্বিতীয়বারের অবতরণ। এই অবতরণও হযরত জিবরাঈল (আ.)-কে প্রথম দেখার স্থান যেমন মক্কার উর্ধ্ব দিগন্ত বলা হয়েছিল, তেমনি দ্বিতীয়বার দেখার স্থান সপ্তম আকাশের 'সিদরাতুল-মুন্তাহা' বলা হয়েছে।

বলাবাহুল্য, মে'রাজের রাত্রিতেই রাসূলুল্লাহ ﷺ সপ্তম আকাশে গমন করেছিলেন এতে করে দ্বিতীয়বার দেখার সময়ও মোটামুটিভাবে নির্দিষ্ট হয়ে যায়। অভিধানে 'সিদরাহ' শব্দের অর্থ– বদরিকা বৃক্ষ। মুন্তাতাহা শব্দের অর্থ– শেষপ্রান্ত। সপ্তম আকাশে আরশের নীচে এই বদরিকা বৃক্ষ অবস্থিত। মুসলিমের রেওয়ায়েতে একে ষষ্ঠ আকাশে বলা হয়েছে। উভয় রেওয়ায়েতের সমন্বয় এভাবে হতে পারে যে, এই বৃক্ষের মূল শিকড় ষষ্ঠ আকাশে এবং শাখা প্রশাখা সপ্তম আকাশ পর্যন্ত বিস্তৃত রয়েছে। –(কুরতুবী) সাধারণ ফেরেশতাগণের গমনাগমনের এটাই শেষ সীমা। তাই একে মুন্তাহা বলা হয়। কোনো কোনো রেওয়ায়েতে আছে, আল্লাহ তা'আলার বিধানবলি প্রথমে 'সিদরাতুল-মুন্তহায়' নাজিল হয় এবং এখান থেকে সংশ্লিষ্ট ফেরেশতাগণের কাছে সোপর্দ করা হয়। পৃথিবী থেকে আকাশগামী আমলনামা ইত্যাদিও ফেরেশতাগণ এখানে পৌঁছায় এবং এখান থেকে অন্য কোনো পন্থায় আল্লাহ তা'আলার দরবারে পেশ করা হয়। মুসনাদে আহমদে হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা.) থেকে একথা বর্ণিত আছে।–(ইবনে-কাসীর)।

عِنْدَهَا جَنَّةُ الْمَاْوٰى - مَاْوٰى শব্দের অর্থ– ঠিকানা, বিশ্রামস্থল। জান্নাতকে مَاْوٰى বলার কারণ এই যে, এটাই মানুষের আসল ঠিকানা। হযরত আদম (আ.) এখানেই সৃজিত হন, এখান থেকেই তাঁকে পৃথিবীতে নামানো হয় এবং এখানেই জান্নাতীরা বসবাস করবে।

জান্নাত ও জাহান্নামের বর্তমান অবস্থান ঃ এই আয়াত থেকে আরও জানা যায় যে, জান্নাত এখনও বিদ্যমান রয়েছে। অধিকাংশ উম্মতের বিশ্বাস তাই যে, জান্নাত ও জাহান্নাম কেয়ামতের পর সৃজিত হবে না। এখনও এগুলো বিদ্যমান রয়েছে। এই আয়াত থেকে একথাও জানা গেল যে, জান্নাত সপ্তম আকাশের উপর আরশের নীচে অবস্থিত। সপ্তম আকাশ যেমন জান্নাতের ভূমি এবং আরশ তার ছাদ। কুরআনের কোনো আয়াতে অথবা হাদীসের কোনো রেওয়ায়েতে জাহান্নামের অবস্থানস্থল পরিষ্কারভাবে বর্ণিত হয়নি। সূরা তূরের আয়াত وَالْبَحْرِ الْمَسْجُوْرِ থেকে কোনো কোনো তাফসীরবিদ এই তথ্য উদ্ধার করেছেন যে, জাহান্নাম সমুদ্রের নিম্নদেশে পৃথিবীর অর্ন্তল গভীরে অবস্থিত। বর্তমানে তার উপর কোনো ভারি ও শক্ত আচ্ছাদন রেখে দেওয়া হয়েছে। কেয়ামতের দিন এই আচ্ছাদন বিদীর্ণ হয়ে যাবে এবং জাহান্নামের অগ্নি বিস্তৃত হয়ে সমুদ্রকে অগ্নিতে রূপান্তরিত করে দিবে। বর্তমান যুগে পাশ্চাত্যের অনেক বিশেষজ্ঞ মৃত্তিকা খনন করে ভূগর্ভের অপর প্রান্তে যাওয়ার প্রচেষ্টা বছরের পর বছর ধরে অব্যাহত রেখেছে। তারা বিপুলায়তন যন্ত্রপাতি এ কাজের জন্যে আবিষ্কার করেছে। যে দল একাজে সর্বাধিক সাফল্য অর্জন করেছে, তারা মেশিনের সাহায্যে ভূগর্ভের অভ্যন্তরে ছয় মাইল গভীর পর্যন্ত পৌঁছতে সক্ষম হয়েছে। এরপর শক্ত পাথরের এমন একটা স্তর বাধা হয়ে দাঁড়িয়েছে যার কারণে তাদের খননকার্য এগুতে পারেনি। তারা অন্য জায়গায় খনন আরম্ভ করেছে, কিন্তু এখানেও ছয় মাইলের পর তারা শক্ত পাথরের সম্মুখীন হয়েছে। এভাবে একাধিক জায়গায় পরীক্ষা-নিরীক্ষার পর তারা এই সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছে যে, ছয় মাইলের পর সমগ্র ভূগর্ভের উপর এমন একটি কঠিন শীলার আবরণ রয়েছে, যাতে কোনো মেশিন কাজ করতে সক্ষম নয়। বলাবাহুল্য, পৃথিবীর ব্যাস হাজার হাজার মাইল। তন্মধ্যে এই বৈজ্ঞানিক উন্নতির যুগে বিজ্ঞান মাত্র ছয় মাইল পর্যন্ত আবিষ্কার করতে সক্ষম হয়েছে। এরপর প্রস্তরাবরণের অস্তিত্ব স্বীকার করে প্রচেষ্টা ত্যাগ করতে হয়েছে। এ থেকেও এ বিষয়ের সমর্থন পাওয়া যায় যে, সমগ্র ভূগর্ভকে কোনো প্রস্তরাবরণ দ্বারা ঢেকে রাখা হয়েছে। যদি কোনো সহীহ্ রেওয়ায়েত দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, জাহান্নাম এই প্রস্তরাবরণের নীচে অবস্থিত, তবে তা মোটেই অসম্ভব বলে বিবেচিত হবে না।

https://e-ilm.weebly.com/

إِذْ يَغْشَى السِّدْرَةَ مَا يَغْشَى : অর্থাৎ যখন বদরিকা বৃক্ষকে আচ্ছন্ন করে রেখেছিল আচ্ছন্নকারী বস্তু । মুসলিমে হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা.) থেকে বর্ণিত আছে, তখন বদরিকা বৃক্ষের উপর স্বর্ণ নির্মিত প্রজাপতি চতুর্দিক থেকে এসে পতিত হচ্ছিল মনে হয়, আগন্তুক মেহমান রাসূলে কারীম ﷺ-এর সম্মানার্থে সেদিন বদরিকা বৃক্ষকে বিশেষভাবে সজ্জিত করা হয়েছিল ।

مَازَاغَ الْبَصَرُ وَ مَاطَغٰى - زَاغَ শব্দটি زَيْغٌ থেকে উদ্ভূত । এর অর্থ বক্র হওয়া, বিপদগামী হওয়া । طَغٰى শব্দটি طُغْيَانٌ থেকে উদ্ভূত । এর অর্থ– সীমালঙ্ঘন করা । উদ্দেশ্য এই যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ যা কিছু দেখেছেন, তাতে দৃষ্টি বিভ্রম হয়নি । এতে সন্দেহের জবাব দেওয়া হয়েছে যে, মাঝে মাঝে মানুষেরও দৃষ্টিবিভ্রম করে বিশেষ করে যখন সে কোনো বিস্ময়কর অসাধারণ বস্তু দেখে । এর জবাবে কুরআন দু'টি শব্দ ব্যবহার করেছে । কেননা দুই কারণে দৃষ্টিবিভ্রম হতে পারে– ১. দৃষ্টি দেখার বস্তু থেকে সরে গিয়ে অন্যদিকে নিবদ্ধ হয়ে গেলে مَا زَاغَ বলে এর জবাব দেওয়া হয়েছে যে, রাসূলের দৃষ্টি অন্য বস্তুর উপর নয়; বরং যা তিনি দেখতে চেয়েছিলেন, তার উপরই পতিত হয়েছে । ২. দৃষ্টি উদ্দিষ্ট বস্তুর উপর পতিত হয়; কিন্তু সাথে সাথে এদিক-সেদিক অন্য বস্তুও দেখতে থাকে । এতেও মাঝে মাঝে বিভ্রম হওয়ার আশঙ্কা থাকে । এ ধরনের দৃষ্টিবিভ্রমের জবাবে وَمَاطَغٰى বলা হয়েছে ।

যারা উল্লিখিত আয়াতসমূহের তাফসীরে হযরত জিবরাঈল (আ.)-কে দেখার কথা বলেন, তাদের মতে এই আয়াতেরও অর্থ এই যে, হযরত জিবরাঈল (আ.)-কে দেখার ব্যাপারে দৃষ্টি ভুল করেনি । এই বর্ণনার প্রয়োজন এজন্যে দেখা দিয়েছে যে, জিবরাঈল (আ.) হলেন ওহীর মাধ্যমে । রাসূলুল্লাহ ﷺ যদি তাঁকে উত্তমরূপে না দেখেন এবং না চেনেন, তবে ওহী সন্দেহমুক্ত থাকে না । পক্ষান্তরে যারা উল্লিখিত আয়াতসমূহের তাফসীরে আল্লাহ তা'আলাকে দেখার কথা বলেন, তারা এখানেও বলেন যে, আল্লাহর দীদারে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর দৃষ্টি কোনো ভুল করেনি; বরং ঠিক ঠিক দেখেছে । তবে এই আয়াত চর্মচক্ষে দেখার বিষয়টিকে আরও অধিক ফুটিয়ে তুলেছে ।

উপরিউক্ত আয়াতসমূহের তাফসীরে আরও একটি বক্তব্য ঃ সূরা নাজমের আয়াতসমূহে সাহাবী, তাবেয়ী, মুজতাহিদ ইমাম, হাদীসবিদ ও তাফসীরবিদগণের বিভিন্ন উক্তি ও শিক্ষাগত খট্‌কা প্রসিদ্ধ ও সুবিদিত । 'মুশকিলাতুল কুরআন' গ্রন্থে মাওলানা আনওয়ার শাহ্ কাশ্মিরী (র.) এসব আয়াতের তাফসীর এভাবে করেছেন যে, উপরিউক্ত বিভিন্ন রূপ উক্তির মধ্যে সমন্বয় সাধিত হয়ে যায় । এই তাফসীরে দেখার পূর্বে কতিপয় সর্ববাদীসম্মত বিষয় দৃষ্টির সামনে থাকা উচিত ।

এক. রাসূলুল্লাহ ﷺ জিবরাঈল (আ)-কে আসল আকৃতিতে দু'বার দেখেছেন । এই উভয়বার দেখার কথা সূরা নজমের আয়াতসমূহে বর্ণিত আছে । দ্বিতীয়বার দেখার বিষয়টি আয়াত থেকেই নির্দিষ্ট হয়ে যায় যে, এই দেখা সপ্তম আকাশে 'সিদরাতুল-মুন্তাহার' নিকটে হয়েছে । বলা বাহুল্য, মি'রাজের রাত্রিতেই রাসূলুল্লাহ ﷺ সপ্তম আকাশে গমন করেছিলেন । এভাবে দেখার স্থান ও সময়কাল উভয়ই নির্দিষ্ট হয়ে যায় । প্রথম দেখার স্থান ও সময়কাল আয়াত দ্বারা নির্দিষ্ট হয় না । কিন্তু সহীহ বুখারীতে বর্ণিত জাবের ইবনে আব্দুল্লাহ (রা)-এর নিম্নোক্ত হাদীস থেকে এই দু'টি বিষয় নির্দিষ্টরূপে জানা যায় ।

قَالَ وَهُوَ يُحَدِّثُ عَنْ فَتْرَةِ الْوَحْيِ فَقَالَ فِيْ حَدِيْثِهِ بَيْنَ اَنَا اَمْشِيْ اِذْ سَمِعْتُ صَوْتًا مِنَ السَّمَاءِ فَرَفَعْتُ بَصَرِيْ فَاِذَا الْمَلَكُ الَّذِيْ جَاءَنِيْ بِحِرَاءَ جَالِسٌ عَلٰى كُرْسِيٍّ بَيْنَ السَّمَاءِ وَالْاَرْضِ فَرُعِبْتُ مِنْهُ فَرَجَعْتُ فَقُلْتُ زَمِّلُوْنِيْ فَاَنْزَلَ اللّٰهُ تَعَالٰى يَا اَيُّهَا الْمُدَّثِّرُ قُمْ فَاَنْذِرْ اِلٰى قَوْلِهٖ وَالرُّجْزَ فَاهْجُرْ فَحَمِيَ الْوَحْيُ وَتَتَابَعَ -

রাসূলুল্লাহ ﷺ ওহীর বিরতি সম্পর্কে আলোচনা প্রসঙ্গে বলেন ঃ একদিন আমি যখন পথে চলমান ছিলাম, হঠাৎ আকাশের দিক থেকে একটি আওয়াজ শুনতে পেলাম । আমি উপরের দিকে দৃষ্টি তুলতেই দেখি যে, ফেরেশতা হেরা গিরিগুহায় আমার কাছে এসেছিলেন, তিনি আকাশ ও পৃথিবীর মাঝখানে ঝুলন্ত একটি কুরসীতে উপবিষ্ট রয়েছেন । এই দৃশ্য দেখার পর আমি ভীত হয়ে গৃহে ফিরে এলাম এবং বললাম ঃ আমাকে চাদর দ্বারা আবৃত করে দাও । তখন আল্লাহ তা'য়ালা সূরা মুদ্দাসসিরের আয়াত وَالرُّجْزَ فَاهْجُرْ পর্যন্ত নাযিল করলেন এবং এরপর অবিরাম ওহীর আগমন অব্যাহত থাকে ।

এই হাদীস থেকে জানা যায় যে, জিবরাঈল (আ)-কে আসল আকৃতিতে দেখার প্রথম ঘটনা ওহীর বিরতিকালে মক্কায় তখন সংঘটিত হয়, যখন রাসূলুল্লাহ ﷺ মক্কা শহরে কোথাও গমনরত ছিলেন । কাজেই প্রথম ঘটনা মেরাজের পূর্বে মক্কায় এবং দ্বিতীয় ঘটনা মেরাজের রাত্রিতে সপ্তম আকাশে ঘটে ।

দুই. এ বিষয়টিও সর্ববাদীসম্মত যে, সূরা নাজমের প্রাথমিক আয়াতসমূহ (কমপক্ষে وَلَقَدْ رَاٰهُ نَزْلَةً اُخْرٰى থেকে لَقَدْ رَاٰى مِنْ اٰيَاتِ رَبِّهِ الْكُبْرٰى পর্যন্ত) মে'রাজের ঘটনা সম্পর্কে অবতীর্ণ হয়েছে ।

উপরিউক্ত বিষয়সমূহের পরিপ্রেক্ষিতে মাওলানা সাইয়্যেদ আনওয়ার শাহ কাশ্মিরী (র) সূরা নজমের প্রাথমিক আয়াতসমূহের তাফসীর এভাবে করেছেন । ঃ

https://e-ilm.weebly.com/

কুরআন পাক সাধারণ রীতি অনুযায়ী সূরা নাজমের প্রাথমিক আয়াতসমূহে দু'টি ঘটনা উল্লেখ করেছে। যথা–

১. জিবরাঈল (আ)-কে আসল আকৃতিতেই তখন দেখা, যখন রাসূলুল্লাহ ﷺ ওহীর বিরতিকালে মক্কায় কোথাও গমনরত ছিলেন। এটা মে'রাজের পূর্ববর্তী ঘটনা।

২. মে'রাজের ঘটনা। এতে জিবরাঈল (আ)-কে আসল আকৃতিতে দ্বিতীয়বার দেখার চেয়ে আল্লাহর অত্যাশ্চর্য বস্তুসমূহ এবং মহান নির্দশনাবলি দেখার কথা অধিক বিধৃত হয়েছে। এসব নির্দশনের মধ্যে স্বয়ং আল্লাহর জেয়ারত ও দীদার অন্তর্ভুক্ত হওয়ার সম্ভাবনা আছে।

রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর রেসালাত ও তাঁর ওহীর ব্যাপারে সন্দেহকারীদের জবাব দেওয়াই সূরা নাজমের প্রাথমিক আয়াতসমূহের আসল উদ্দেশ্য। নক্ষত্রের কসম খেয়ে আল্লাহ বলেছেন : রাসূলুল্লাহ ﷺ উম্মতকে যা কিছু বলেন এতে কোনো ইচ্ছাকৃত ও অনিচ্ছাকৃত ভ্রান্তির আশঙ্কা নেই। তিনি নিজের প্রবৃত্তির তাড়নায় কোনো কিছু বলেন না; বরং তাঁর কথা সবই আল্লাহ তা'আলার পক্ষ থেকে প্রত্যাদেশ হয়ে থাকে। অত:পর এই ওহী যেহেতু জিবরাঈল (আ)-এর মাধ্যমে প্রেরিত হয় তিনি গুরু ও প্রচারক হিসেবে ওহী পৌছান তাই জিবরাঈল (আ)-এর গুণাবলি ও মাহাত্ম্য কয়েক আয়াতে উল্লেখ করা হয়েছে। এ বিষয়ের বিবরণ অধিক মাত্রায় বর্ণনা করার কারণ সম্ভবত এই যে, মক্কার কাফেররা ইসরাফিল ও মিকাঈল ফেরেশতা সম্পর্কে অবগত ছিল, জিবরাঈল (আ) সম্পর্কে ওয়াকিফহাল ছিল না। মোটকথা, জিবরাঈল (আ)-এর গুণাবলি উল্লেখ করার পর পুনরায় আসল বিষয়বস্তু ওহীর কথা বর্ণনা করা হয়েছে– فَاَوْحٰٓى اِلٰى عَبْدِهٖ مَآ اَوْحٰى এ পর্যন্ত এগারটি আয়াতে ওহী ও রেসালত সপ্রমাণ করার প্রসঙ্গে জিবরাঈল (আ.)-এর গুণাবলি উল্লেখ করা হয়েছে। চিন্তা করলে দেখা যায় যে, এসব গুণ জিবরাঈল (আ.)-এর জন্যই স্বাভাবিকভাবে প্রযোজ্য। কোনো কোনো তাফসীরবিদের অনুরূপ এগুলোকে যদি আল্লাহ তা'আলার গুণ সাব্যস্ত করা হয়, তবে দ্ব্যর্থতার আশ্রয় নেওয়া ছাড়া গতি নেই। উদাহরণত دَنٰى فَكَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ اَوْ اَدْنٰى এবং فَتَدَلّٰى - ذُوْ مِرَّةٍ - شَدِيْدُ الْقُوٰى ইত্যাদি বিশ্লেষণকে ব্যাখ্যা সাপেক্ষে তো আল্লাহ তায়ালার জন্য প্রয়োগ করা যায়, কিন্তু স্বাভাবিকভাবে এগুলো জিবরাঈল (আ.)-এর জন্যই প্রযোজ্য হতে পারে। তাই আলোচ্য আয়াতসমূহে বর্ণিত দেখা, নিকটবর্তী হওয়া ইত্যাদি সব জিবরাঈল (আ.)-কে দেখার সাথে সম্পৃক্ত করাই অধিক সঙ্গত ও নিরাপদ মনে হয়।

তবে এরপর দ্বাদশতম আয়াত مَا كَذَبَ الْفُؤَادُ مَا رَاٰى থেকে لَقَدْ رَاٰى مِنْ اٰيٰتِ رَبِّهِ الْكُبْرٰى পর্যন্ত আয়াতসমূহে জিবরাঈল (আ.)-কে দ্বিতীয়বার আসল আকৃতিতে দেখার বিষয় বর্ণিত হলেও তা অন্য নিদর্শনাবলি বর্ণনায় দিক দিয়ে প্রাসঙ্গিক। এর এসব নিদর্শনের মধ্যে আল্লাহর দীদার অন্তর্ভুক্ত হওয়ার সম্ভাবনাও উপেক্ষণীয় নয়। সমর্থনে সহীহ হাদীস এবং সাহাবী ও তাবেয়ীগণের উক্ত রয়েছে। তাই مَا كَذَبَ الْفُؤَادُ مَا رَاٰى আয়াতের তাফসীর এই যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ চর্মচক্ষে যা দেখেছেন, তাঁর অন্তঃকরণ তার সত্যায়ন করেছে যে, ঠিকই দেখেছেন। এই সত্যায়নে অন্তঃকরণ কোনো ভুল করেনি। এখানে "যা কিছু দেখেছেন" –এই ভাষ্যের মধ্যে জিবরাঈল (আ.)-কে দেখাও শামিল আছে এবং মি'রাজের রাত্রিতে যা যা দেখেছেন সবই অন্তর্ভুক্ত আছে। তন্মধ্যে সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণবিষয় হচ্ছে আল্লাহ দীদার জিয়ারত। পরবর্তী আয়াত দ্বারাও এর সমর্থন হয়। ইরশাদ হয়েছে ঃ اَفَتُمٰرُوْنَهٗ عَلٰى مَا يَرٰى -এতে কাফেরদেরকে বলা হয়েছে, পয়গাম্বর যা কিছু দেখেছেন এবং ভবিষ্যতে দেখবেন, তা সন্দেহ ও বিতর্কের বিষয়বস্তু নয়-চাক্ষুষ সত্য। আয়াতে مَا يَرٰى -এর পরিবর্তে مَا رَاٰى হয়নি। এতে মে'রাজের রাত্রিতে অনুষ্ঠিতব্য পরবর্তী দেখার প্রতি ইঙ্গিত রয়েছে এবং পরবর্তী وَلَقَدْ رَاٰهُ نَزْلَةً اُخْرٰى আয়াতে এর পরিষ্কার বর্ণনা রয়েছে। এই আয়াতেও জিবরাঈল (আ)-কে দেখা এবং আল্লাহকে দেখা-এই উভয় উদ্দেশ্য হতে পারে। জিবরাঈল (আ.)-কে দেখার বিষয়টি বর্ণনাসাপেক্ষ নয়। আল্লাহকে দেখার প্রতি এভাবে ইঙ্গিত পাওয়া যায় যে, দেখার জন্য নৈকট্য স্বভাবতই জরুরি। হাদীসে বর্ণিত আছে যে, আল্লাহ তা'আলা শেষ রাত্রিতে দুনিয়ার আকাশে অবতরণ করেন। আয়াতের অর্থ এই যে, যখন রাসূলুল্লাহ ﷺ আল্লাহর নৈকট্যের স্থান 'সিদরাতুল-মুন্তাহার' কাছে ছিলেন, তখন দেখেছেন। এতে আল্লাহর জেয়ারতও উদ্দেশ্য হওয়ার পক্ষে এই হাদীস সাক্ষ্য দেয় ঃ

وَاَتَيْتُ سِدْرَةَ الْمُنْتَهٰى فَغَشِيَتْنِىْ ضَبَابَةٌ خَرَرْتُ لَهَا سَاجِدًا وَهٰذِهِ الضَّبَابَةُ فِى الظُّلَلِ مِنَ الْغَمَامِ الَّتِىْ يَاْتِىْ فِيْهَا اللّٰهُ وَيَتَجَلّٰى -

রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন ঃ আমি 'সিদরাতুল মুন্তাহা'র নিকটে পৌছলে মেঘমালার ন্যায় এক প্রকার বস্তু আমাকে ঘিরে ফেলল। আমি এর পরিপ্রেক্ষিতে সেজদাবনত হয়ে গেলাম। কুরআন পাকের এক আয়াতে উল্লিখিত আছে যে, কিয়ামতের দিন হাশরের ময়দানে আল্লাহ তা'আলা এমনভিাবে আত্মপ্রকাশ করবেন। মেঘমালার ছায়ার ন্যায় এক প্রকার বস্তুতে আল্লাহ তা'আলা অবতরণ করবেন।

https://e-ilm.weebly.com/

এমনিভাবে পরবর্তী আয়াতে مَا زَاغَ الْبَصَرُ وَمَا طَغٰى -এর অর্থেও উভয় দেখা শামিল রয়েছে। এ থেকে আরও প্রমাণিত হয় যে, এই দেখা জাগ্রত অবস্থায় চর্মচক্ষে হয়েছে। সারকথা এই যে, মে'রাজের বর্ণনা সম্বলিত আয়াতসমূহে দেখা সম্পর্কে যেসব বাক্য ব্যবহৃত হয়েছে, সবগুলোতে জিবরাঈল (আ) -কে দেখা ও আল্লাহ তা'আলাকে দেখা- উভয় অর্থের সম্ভাবনা রয়েছে। কেউ কেউ এসব আয়াতের তাফসীরে আল্লাহকে দেখার কথা বলেছেন এবং কুরআনের ভাষায় এরূপ অর্থ গ্রহণ করার অবকাশ রয়েছে।

আল্লাহর দীদার ঃ সকল সাহাবী, তাবেয়ী এবং অধিকাংশ আলেম এ বিষয়ে একমত যে, পরকালে জান্নাতীগণ তথা সর্বশ্রেণির মুমিনগণ আল্লাহ তা'আলার দীদার লাভ করবেন। সহীহ হাদীসসমূহ এর পক্ষে সাক্ষ্য দেয়। এ থেকে বুঝা যায় যে, আল্লাহর দীদার কোনো অসম্ভব ও অকল্পনীয় ব্যাপার নয়। তবে দুনিয়াতে এই দীদারকে সহ্য করার মতো শক্তি মানুষের দৃষ্টিতে নেই। তাই দুনিয়াতে কেউ এই দীদার লাভ করতে পারে না। পরকালের ব্যাপারে খোদ কুরআন বলে ঃ فَكَشَفْنَا عَنْكَ غِطَاءَكَ فَبَصَرُكَ الْيَوْمَ حَدِيدٌ অর্থাৎ, পরকালে মানুষের দৃষ্টি সুতীক্ষ্ণ ও শক্তিশালী করে দেওয়া হবে এবং যবনিকা সরিয়ে নেওয়া হবে। কেননা, মানুষের দৃষ্টি ধ্বংসশীল এবং আল্লাহ তা'আলা অক্ষয়। পরকালে যখন মানুষকে অক্ষয় দৃষ্টি দান করা হবে, তখন আল্লাহর দীদারে কোনো প্রতিবন্ধকতা থাকবে না। কাযী আয়ায (রহ.) থেকেও প্রায় এমনি ধরনের বিষয়বস্তু বর্ণিত আছে এবং সহীহ মুসলিমের এক হাদীসে একথা প্রায় পরিষ্কার করেই বলা হয়েছে। হাদীসের ভাষা এরূপ ঃ وَاعْلَمُوا أَنَّكُمْ لَنْ تَرَوْا رَبَّكُمْ حَتّٰى تَمُوتُوا ; এ থেকে এ বিষয়ের সম্ভাবনাও বুঝা যায় যে, দুনিয়াতেও কোনো সময় রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর দৃষ্টিতে বিশেষভাবে সেই শক্তি দান করা যেতে পারে, যা দ্বারা তিনি আল্লাহ তা'আলার দীদার লাভ করতে সক্ষম হবেন। কিন্তু মে'রাজের রাত্রিতে যখন সপ্ত আকাশ, জান্নাত, জাহান্নাম ও আল্লাহর বিশেষ নিদর্শনাবলি অবলোকন করার জন্যই তিনি স্বতন্ত্রভাবে আমন্ত্রিত হয়েছিলেন, তখন আল্লাহ তা'আলার দীদারের ব্যাপারটি দুনিয়ার সাধারণ বিধি থেকেও ব্যতিক্রম ছিল। কারণ, তখন তিনি দুনিয়াতে ছিলেন না। সম্ভাবনাময় প্রমাণিত হওয়ার পর প্রশ্ন থেকে যায় যে, দীদার বাস্তবে হয়েছে কি না? এ ব্যাপারে হাদীসের রেওয়ায়েত বিভিন্নরূপ এবং কুরআনের আয়াত সম্ভাবনা ও অবকাশযুক্ত। এ কারণেই এ বিষয়ে সাহাবী, তাবেয়ী ও মুজতাহিদ ইমামগণের পূর্বাপর মতভেদ চলে আসছে। ইবনে কাছীর (র.) এসব আয়াতের তাফসীরে বলেন হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা.)-এর মতে রাসূলুল্লাহ ﷺ আল্লাহ তা'আলার দীদার লাভ করেছেন। কিন্তু সাহাবী ও তাবেয়ীগণের একটি বিরাট দল এ ব্যাপারে ভিন্নমত পোষণ করেন। ইবনে কাছীর (র.) অতঃপর উভয় দলের প্রমাণাদি বর্ণনা করেছেন।

হাফেজ ইবনে হাজার আসকালানী (রহ.) ফতহুল বারী গ্রন্থে সাহাবী ও তাবেয়ীগণের এই মতবিরোধ উল্লেখ করার পর কিছু উক্তি এমনও উদ্ধৃত করেছেন, যা দ্বারা উপরিউক্ত বিরোধের নিষ্পত্তি হতে পারে। তিনি আরো বলেছেন কুরতুবীর মতে এ ব্যাপারে কোনো ফয়সালা না করা এবং নীরব থাকাই শ্রেয়। কেননা, এ বিষয়টির সঙ্গে কোনো 'আমল' জড়িত নয়; বরং এটা বিশ্বাসগত প্রশ্ন। এতে অকাট্য প্রমাণাদির অনুপস্থিতিতে কোনো সিদ্ধান্তে পৌঁছা সম্ভবপর নয়। কোনো বিষয় অকাট্যরূপ না জানানো পর্যন্ত সে সম্পর্কে নিশ্চুপ থাকাই বিধান। আমার মতে এটাই নিরাপদ ও সাবধানতার পথ। তাই এ প্রশ্নের দ্বি-পাক্ষিক যুক্তি-প্রমাণ উল্লেখ করা হলো না।

পূর্ববর্তী আয়াতসমূহে রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর নবুয়ত, রেসালাত ও তাঁর ওহী সংরক্ষিত হওয়ার প্রমাণাদি বিস্তারিতরূপে বর্ণিত হয়েছে। এর বিপরীতে আলোচ্য আয়াতসমূহে মুশরিকদের নিন্দা করা হয়েছে যে, তারা কোনো দলিল ব্যতিরেকেই বিভিন্ন প্রতিমাকে উপাস্য ও কার্যনির্বাহী সাব্যস্ত করে রয়েছে এবং ফেরেশতাকুলকে আল্লাহর কন্যা আখ্যায়িত করেছে। কোনো কোনো রেওয়ায়েতে আছে যে, তারা প্রতিমাদেরকেও আল্লাহর কন্যা বলত।

আরবের মুশরিকরা অসংখ্য প্রতিমার পূজা করত। তন্মধ্যে তিনটি প্রতিমা ছিল সমধিক প্রসিদ্ধ। আরবের বড় বড় গোত্র এগুলোর ইবাদতে আত্মনিয়োগ করেছিল। প্রতিমাত্রয়ের নাম ছিল লাত, ওযযা ও মানাত। লাত তায়েফের অধিবাসী সকীফ গোত্রের, ওযযা কুরাইশ গোত্রের এবং মানাত বনী হেলালের প্রতিমা ছিল। এসব প্রতিমার অবস্থানস্থলে মুশরিকরা বড় বড় জাঁকজমকপূর্ণ গৃহ নির্মাণ করে রেখেছিল। এসব গৃহকে কা'বার অনুরূপ মর্যাদা দান করা হতো। মক্কা বিজয়ের পর রাসূলুল্লাহ ﷺ এসব গৃহ ভূমিসাৎ করে দেন। -(কুরতুবী)

قِسْمَةٌ ضِيزٰى . ضِيزٰى শব্দটি ضَوْزٌ থেকে উদ্ভূত। এর অর্থ- জুলুম করা, অধিকার খর্ব করা। এ কারণেই হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) قِسْمَةٌ ضِيزٰى -এর অর্থ করেছেন নিপীড়নমূলক বণ্টন।

https://e-ilm.weebly.com/

শব্দ বিশ্লেষণ :

هَوٰى : সীগাহ واحد مذكر غائب বহছ ماضى معروف বাব ضَرَبَ মাসদার اَلْهَوِىُّ মূলবর্ণ (ه - و - ى) জিনস لفيف مقرون অর্থ– তা অস্ত যেতে থাকে, নিচে নেমে পড়ে।

مَا غَوٰى : সীগাহ واحد مذكر غائب বহছ ماضى منفى معروف বাব سَمِعَ মাসদার اَلْغَوَايَةُ ও اَلْغَىُّ মূলবর্ণ (غ – و – ى) জিনস لفيف مقرون অর্থ– তিনি বিপথগামী হননি, বিভ্রান্ত হননি।

تَدَلّٰى : সীগাহ واحد مذكر غائب বহছ ماضى معروف বাব تَفَعُّلٌ মাসদার اَلتَّدَلِّىْ মূলবর্ণ (د - ل - ى) জিনস ناقص يائ অর্থ– সে নিকটবর্তী হলো।

اَدْنٰى : সীগাহ واحد مذكر غائب বহছ اسم تفضيل বাব نَصَرَ মাসদার اَلدُّنُوُّ মূলবর্ণ (د – ن – و) জিনস ناقص واوى অর্থ– সে আরো নিকট হলো।

اَوْحٰى : সীগাহ واحد مزكرغائب বহছ ماضى معروف বাব اِفْعَالٌ মাসদার اَلْاِيْحَاءُ মূলবর্ণ(و – ح – ى) জিনস لفيف مفروق অর্থ- আল্লাহ ওহী নাজিল করলেন।

مَا كَذَبَ : সীগাহ واحد مذكر غائب বহছ ماضى منفى معروف বাব ضَرَبَ মাসদার اَلْكِذْبُ মূলবর্ণ (ك – ذ –ب) জিনস صحيح অর্থ- সে কোনো ভুল করেনি।

تُمَارُوْنَهٗ : সীগাহ جمع مؤنث حاضر বহছ مضارع معروف বাব مُفَاعَلَةٌ মাসদার اَلْمُمَارَةُ মূলবর্ণ (م - ر - ة) জিনস صحيح; ه যমীরে واحد مذكر غائب মাফউলে বিহী; অর্থ– তোমরা ঝগড়া করছ, বিতর্ক করছ কোনো বিষয়ে সন্দেহ করা।

تَهْوٰى : সীগাহ واحد مذكر غائب বহছ مضارع معروف বাব سَمِعَ মাসদার اَلْهَوٰى মূলবর্ণ (ه - و - ى) জিনস لفيف مقرون অর্থ– স্বীয় প্রবৃত্তির আকাঙ্ক্ষার উপর আসক্ত হয়।

قَوْسَيْنِ : قَوْسٌ -এর দ্বিবচন, অর্থ– দুই ধনুক قَوْسٌ যদিও جَامِدٌ ; কিন্তু এর থেকে মাসদার এবং মাসদার থেকে اِفْعَالٌ বানানো হয়েছে, বাবে تَفْعِيْلٌ এবং تَفَعُّلٌ থেকে সাধারণত এর বিভিন্ন ইসমে ফে'ল আসে। এ ثلاثى مجرد ঝুঁকে যাওয়া, দাঁড়িয়ে যাওয়া। قَوَّسَ الشَّيْخُ وَتَقَوَّسَ বৃদ্ধ দাঁড়িয়ে গেছে। تَقَوَّسَ এর ব্যবহার বাবে سَمِعَ থেকে হয়েছে। মূলবর্ণ (ق - و - س) জিনস اَجْوَفْ وَاوِى

مَا زَاغَ : সীগাহ واحد مذكر غائب বহছ ماضى معروف বাব ضَرَبَ মাসদার اَلزَّيْغُ মূলবর্ণ (ز - ى - غ) জিনস اجوف يائى অর্থ– সে বিভ্রম হয়নি।

ضِيْزٰى : صِفَتٌ বাব ضَرَبٌ . فَتَحَ মাসদার اَلضُّئُوْزُ মূলবর্ণ (ض - ى - ز) জিনস اجوف يائى অর্থ– অশোভনীয়।

تَمَنّٰى : সীগাহ واحد مذكر غائب বহছ ماضى معروف বাব تَفَعُّلٌ মাসদার تَمَنِّىْ মূলবর্ণ (م - ن - ى) জিনস ناقص يائى অর্থ– সে কাঙ্ক্ষিত বস্তু পেয়েছে।

বাক্য বিশ্লেষণ :

وَمَا طَغٰى فاعل টি اَلْبَصَرُ আর ফে'লে মাজি এবং زاغ শব্দে زَاغَ الْبَصَرُ এবং نافيه টি ما এখানে : مَا زَاغَ الْبَصَرُ وَمَا طَغٰى হচ্ছে مَا زَاغَ -এর উপর عطف অর্থাৎ مَا مَالَ بَصَرُهٗ عَنْ مَرْئِيِّهٖ. وَلَاجَاوَزَهٗ تِلْكَ اللَّيْلَةَ - (ই'রাবুল কুরআন খ. ৭, পৃ. ৩২৬)

https://e-ilm.weebly.com/

وَكَمْ مِّنْ مَّلَكٍ فِي السَّمٰوٰتِ لَا تُغْنِيْ شَفَاعَتُهُمْ شَيْـًٔا اِلَّا مِنْۢ بَعْدِ اَنْ يَّاْذَنَ اللّٰهُ لِمَنْ يَّشَآءُ وَيَرْضٰى ﴿٢٦﴾

২৬. আর আসমানসমূহে অসংখ্য ফেরেশতা আছে, তাদের সুপারিশ কিছু কাজে আসবে না, কিন্তু তার পর যে, আল্লাহ যার জন্য চান অনুমতি প্রদান করেন এবং [তার সুপারিশে] সন্তুষ্ট হন।

اِنَّ الَّذِيْنَ لَا يُؤْمِنُوْنَ بِالْاٰخِرَةِ لَيُسَمُّوْنَ الْمَلٰٓئِكَةَ تَسْمِيَةَ الْاُنْثٰى ﴿٢٧﴾

২৭. যারা আখেরাতে অবিশ্বাসী, তারাই ফেরেশতাগণকে নামকরণ করে 'কন্যা' নামে।

وَمَا لَهُمْ بِهٖ مِنْ عِلْمٍ ؕ اِنْ يَّتَّبِعُوْنَ اِلَّا الظَّنَّ ۚ وَاِنَّ الظَّنَّ لَا يُغْنِيْ مِنَ الْحَقِّ شَيْـًٔا ﴿٢٨﴾

২৮. অথচ তাদের নিকট তার কোনো প্রমাণ নেই। শুধু ভিত্তিহীন কল্পনার উপর চলছে, আর নিঃসন্দেহে ভিত্তিহীন কল্পনা সত্য বিষয় প্রতিপাদনে একটুও ফলপ্রদ হয় না।

فَاَعْرِضْ عَنْ مَّنْ تَوَلّٰى ۙ عَنْ ذِكْرِنَا وَلَمْ يُرِدْ اِلَّا الْحَيٰوةَ الدُّنْيَا ﴿٢٩﴾

২৯. সুতরাং আপনি এরূপ ব্যক্তি হতে নিজের খেয়াল ফিরিয়ে নিন যে আমার নসিহতের প্রতি লক্ষ্য করে না এবং পার্থিব জীবন ব্যতীত তার অন্য কোনো উদ্দেশ্য না হয়।

ذٰلِكَ مَبْلَغُهُمْ مِّنَ الْعِلْمِ ؕ اِنَّ رَبَّكَ هُوَ اَعْلَمُ بِمَنْ ضَلَّ عَنْ سَبِيْلِهٖ وَهُوَ اَعْلَمُ بِمَنِ اهْتَدٰى ﴿٣٠﴾

৩০. তাদের জ্ঞানের দৌড় এই [পার্থিব জীবন] পর্যন্তই; আপনার প্রভু খুব জ্ঞাত আছেন কে তাঁর পথ হতে ভ্রষ্ট হয়ে পড়েছে, আর তিনি তাকেও খুব জানেন যে সৎপথে রয়েছে।

শাব্দিক অনুবাদ :

২৬. وَكَمْ مِّنْ مَّلَكٍ فِي السَّمٰوٰتِ আর আসমানসমূহে অসংখ্য ফেরেশতা আছে لَا تُغْنِيْ شَفَاعَتُهُمْ شَيْـًٔا তাদের সুপারিশ কিছু কাজে আসবে না اِلَّا مِنْۢ بَعْدِ কিন্তু তার পর যে, اَنْ يَّاْذَنَ اللّٰهُ আল্লাহ অনুমতি প্রদান করেন لِمَنْ يَّشَآءُ যার জন্য চান وَيَرْضٰى এবং সন্তুষ্ট হন।

২৭. اِنَّ الَّذِيْنَ لَا يُؤْمِنُوْنَ بِالْاٰخِرَةِ যারা আখেরাতে অবিশ্বাসী لَيُسَمُّوْنَ الْمَلٰٓئِكَةَ তারাই ফেরেশতাগণকে নামকরণ করেন تَسْمِيَةَ الْاُنْثٰى কন্যা নামে।

২৮. وَمَا لَهُمْ بِهٖ مِنْ عِلْمٍ অথচ তাদের নিকট এর কোনো প্রমাণ নেই اِنْ يَّتَّبِعُوْنَ اِلَّا الظَّنَّ শুধু ভিত্তিহীন কল্পনার উপর চলছে وَاِنَّ الظَّنَّ لَا يُغْنِيْ مِنَ الْحَقِّ شَيْـًٔا আর নিঃসন্দেহে ভিত্তিহীন কল্পনা সত্য বিষয়ে (প্রতিপাদনে) একটুও ফলপ্রদ হয় না।

২৯. فَاَعْرِضْ عَنْ مَّنْ تَوَلّٰى সুতরাং আপনি এরূপ ব্যক্তি হতে নিজের খেয়াল ফিরিয়ে নিন عَنْ ذِكْرِنَا যে আমার নসিহতের প্রতি লক্ষ্য করে না وَلَمْ يُرِدْ اِلَّا الْحَيٰوةَ الدُّنْيَا এবং পার্থিব জীবন ব্যতীত তার অন্য কোনো উদ্দেশ্য না হয়।

৩০. ذٰلِكَ مَبْلَغُهُمْ مِّنَ الْعِلْمِ তাদের জ্ঞানের দৌড় এ পর্যন্তই اِنَّ رَبَّكَ هُوَ اَعْلَمُ আপনার প্রভু খুব জ্ঞাত আছেন بِمَنْ ضَلَّ عَنْ سَبِيْلِهٖ কে তাঁর পথ হতে ভ্রষ্ট হয়ে পড়েছে وَهُوَ اَعْلَمُ আর তিনি তাকেও জানেন بِمَنِ اهْتَدٰى যে সৎপথে রয়েছে।

https://e-ilm.weebly.com/

৩১. আর যা কিছু আসমানসমূহ ও জমিনে আছে, তা আল্লাহরই ক্ষমতাধীন, পরিণামে যারা মন্দ কাজ করেছে, তিনি তাদেরকে তাদের কর্মের বিনিময়ে প্রতিফল প্রদান করবেন, আর যারা ভালো কাজ করেছে, তাদেরকে তাদের নেক কাজের বিনিময়ে প্রতিদান দিবেন।	وَلِلّٰهِ مَا فِي السَّمٰوٰتِ وَمَا فِي الْاَرْضِ ۙ لِيَجْزِيَ الَّذِيْنَ اَسَآءُوْا بِمَا عَمِلُوْا وَيَجْزِيَ الَّذِيْنَ اَحْسَنُوْا بِالْحُسْنٰى ﴿٣١﴾
৩২. তারা কবিরা গুনাহসমূহ হতে এবং নির্লজ্জতার বিষয়সমূহ হতে বেঁচে থাকে, ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পাপ ব্যতীত; নিঃসন্দেহে আপনার প্রভুর ক্ষমা বড়ই ব্যাপক; তিনি তোমাদেরকে খুব জানেন যখন তোমাদেরকে মাটি দ্বারা সৃষ্টি করেছিলেন, আর যখন তোমরা তোমাদের মাতৃগর্ভে ভ্রূণরূপে ছিলে, অতএব, তোমরা নিজেদেরকে পবিত্র মনে করো না; পরহেজগারদেরকে তিনিই খুব জানেন।	اَلَّذِيْنَ يَجْتَنِبُوْنَ كَبٰٓئِرَ الْاِثْمِ وَالْفَوَاحِشَ اِلَّا اللَّمَمَ ؕ اِنَّ رَبَّكَ وَاسِعُ الْمَغْفِرَةِ ؕ هُوَ اَعْلَمُ بِكُمْ اِذْ اَنْشَاَكُمْ مِّنَ الْاَرْضِ وَاِذْ اَنْتُمْ اَجِنَّةٌ فِيْ بُطُوْنِ اُمَّهٰتِكُمْ ۚ فَلَا تُزَكُّوْٓا اَنْفُسَكُمْ ؕ هُوَ اَعْلَمُ بِمَنِ اتَّقٰى ﴿٣٢﴾
৩৩. আচ্ছা, আপনি কি এমন লোককে দেখেছেন? যে [সত্য পথ হতে] মুখ ফিরিয়ে নেয়।	اَفَرَءَيْتَ الَّذِيْ تَوَلّٰى ۙ﴿٣٣﴾
৩৪. আর [নিজ স্বার্থে] সামান্য অর্থ দান করে এবং বন্ধ করে দেয়।	وَاَعْطٰى قَلِيْلًا وَّاَكْدٰى ﴿٣٤﴾
৩৫. এ ব্যক্তির নিকট কি কোনো গায়বি জ্ঞান আছে যে, তা দেখছে [যে অমুক ব্যক্তি তার পক্ষ হতে আজাব ভোগ করবে]?	اَعِنْدَهٗ عِلْمُ الْغَيْبِ فَهُوَ يَرٰى ﴿٣٥﴾

শাব্দিক অনুবাদ :

৩১. وَلِلّٰهِ مَا فِي السَّمٰوٰتِ وَمَا فِي الْاَرْضِ আর যা কিছু আসমানসমূহ ও জমিনে আছে তা আল্লাহরই ক্ষমতাধীন لِيَجْزِيَ পরিণামে তিনি প্রতিফল প্রদান করবেন الَّذِيْنَ اَسَآءُوْا যারা মন্দ কাজ করেছে তাদেরকে بِمَا عَمِلُوْا তাদের কর্মের বিনিময়ে وَيَجْزِيَ الَّذِيْنَ اَحْسَنُوْا بِالْحُسْنٰى আর যারা ভালো কাজ করেছে তাদেরকে তাদের নেক কাজের বিনিময়ে প্রতিদান দিবেন।

৩২. اَلَّذِيْنَ يَجْتَنِبُوْنَ তারা বেঁচে থাকে كَبٰٓئِرَ الْاِثْمِ কবিরা গুনাহসমূহ হতে وَالْفَوَاحِشَ এবং নির্লজ্জতার বিষয়সমূহ হতে اِلَّا اللَّمَمَ ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পাপ ব্যতীত اِنَّ رَبَّكَ وَاسِعُ الْمَغْفِرَةِ নিঃসন্দেহে আপনার প্রভুর ক্ষমা বড়ই ব্যাপক هُوَ اَعْلَمُ بِكُمْ তিনি তোমাদেরকে খুব জানেন اِذْ اَنْشَاَكُمْ مِّنَ الْاَرْضِ যখন তোমাদেরকে মাটি দ্বারা সৃষ্টি করেছিলেন وَاِذْ اَنْتُمْ اَجِنَّةٌ فِيْ بُطُوْنِ اُمَّهٰتِكُمْ আর যখন তোমরা তোমাদের মাতৃগর্ভে ভ্রূণরূপে ছিলে فَلَا تُزَكُّوْٓا اَنْفُسَكُمْ অতএব তোমরা নিজেদেরকে পবিত্র মনে করো না هُوَ اَعْلَمُ بِمَنِ اتَّقٰى পরহেজগারদেরকে তিনিই খুব জানেন।

৩৩. اَفَرَءَيْتَ আচ্ছা, আপনি কি এমন লোককে দেখেছেন الَّذِيْ تَوَلّٰى যে (সত্য পথ হতে) মুখ ফিরিয়ে নেয়।

৩৪. وَاَعْطٰى قَلِيْلًا আর (নিজ স্বার্থে) সামান্য অর্থ দান করে وَّاَكْدٰى এবং বন্ধ করে দেয়।

৩৫. اَعِنْدَهٗ عِلْمُ الْغَيْبِ এ ব্যক্তির নিকট কি কোনো গায়বি জ্ঞান আছে যে, فَهُوَ يَرٰى তা দেখছে।

https://e-ilm.weebly.com/

৩৬. তার নিকট কি এর সংবাদ পৌঁছেনি? যা মূসার সহীফাগুলোতে রয়েছে।	اَمْ لَمْ يُنَبَّاْ بِمَا فِيْ صُحُفِ مُوْسٰى ﴿٣٦﴾
৩৭. এবং ইবরাহীমের [সহীফাগুলোতে]-ও যিনি নির্দেশাবলি পুরাপুরি পালন করেছেন।	وَاِبْرٰهِيْمَ الَّذِيْ وَفّٰى ﴿٣٧﴾
৩৮. [সে বিষয়টি] এই যে, কেউ কারো গুনাহ নিজের উপর নিতে পারে না।	اَلَّا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِّزْرَ اُخْرٰى ﴿٣٨﴾
৩৯. আর মানুষ শুধু নিজের অর্জিত বস্তুই প্রাপ্ত হবে।	وَاَنْ لَّيْسَ لِلْاِنْسَانِ اِلَّا مَا سَعٰى ﴿٣٩﴾
৪০. আর এটাও যে, মানুষের চেষ্টা অচিরেই দেখা যাবে।	وَاَنَّ سَعْيَهٗ سَوْفَ يُرٰى ﴿٤٠﴾
৪১. অতঃপর তাকে পূর্ণ বিনিময় দেওয়া হবে।	ثُمَّ يُجْزٰىهُ الْجَزَآءَ الْاَوْفٰى ﴿٤١﴾
৪২. আর এটাও যে, [সকলকে] আপনার প্রভুর নিকটেই পৌঁছতে হবে।	وَاَنَّ اِلٰى رَبِّكَ الْمُنْتَهٰى ﴿٤٢﴾
৪৩. আর এটাও যে, তিনিই হাসান এবং কাঁদান।	وَاَنَّهٗ هُوَ اَضْحَكَ وَاَبْكٰى ﴿٤٣﴾
৪৪. আর তিনিই মারেন এবং তিনিই বাঁচান।	وَاَنَّهٗ هُوَ اَمَاتَ وَاَحْيَا ﴿٤٤﴾
৪৫. আর এটাও যে, তিনিই উভয় প্রকার সৃষ্টি করেন। অর্থাৎ নর ও নারীকে সৃষ্টি করেন–	وَاَنَّهٗ خَلَقَ الزَّوْجَيْنِ الذَّكَرَ وَالْاُنْثٰى ﴿٤٥﴾
৪৬. শুক্র দ্বারা, যখন তা [মাতৃগর্ভে] নিক্ষেপ করা হয়।	مِنْ نُّطْفَةٍ اِذَا تُمْنٰى ﴿٤٦﴾

শাব্দিক অনুবাদ

৩৬. اَمْ لَمْ يُنَبَّاْ তার নিকট কি এর সংবাদ পৌঁছেনি? بِمَا فِيْ صُحُفِ مُوْسٰى যা মূসার সহীফাগুলোতে রয়েছে।

৩৭. وَاِبْرٰهِيْمَ এবং ইবরাহীমেরও الَّذِيْ وَفّٰى যিনি নির্দেশাবলি পুরাপুরি পালন করেছেন।

৩৮. اَلَّا تَزِرُ وَازِرَةٌ (সে বিষয়টি) এই যে, কেউ নিজের উপর নিতে পারে না وِّزْرَ اُخْرٰى কারো গুনাহ।

৩৯. وَاَنْ لَّيْسَ لِلْاِنْسَانِ আর মানুষ শুধু প্রাপ্ত হবে اِلَّا مَا سَعٰى নিজের অর্জিত বস্তুই।

৪০. وَاَنَّ سَعْيَهٗ আর এটাও যে, মানুষের চেষ্টা سَوْفَ يُرٰى অচিরেই দেখা যাবে।

৪১. ثُمَّ يُجْزٰىهُ অতঃপর তাকে দেওয়া হবে الْجَزَآءَ الْاَوْفٰى পূর্ণ বিনিময়।

৪২. وَاَنَّ اِلٰى رَبِّكَ আর এটাও যে, (সকলকে) আপনার প্রভুর নিকটেই الْمُنْتَهٰى পৌঁছতে হবে।

৪৩. وَاَنَّهٗ আর এটাও যে, هُوَ اَضْحَكَ তিনিই হাসান وَاَبْكٰى এবং কাঁদান।

৪৪. وَاَنَّهٗ هُوَ اَمَاتَ আর তিনিই মারেন وَاَحْيَا এবং তিনিই বাঁচান।

৪৫. وَاَنَّهٗ আর এটাও যে خَلَقَ তিনিই সৃষ্টি করেন الزَّوْجَيْنِ উভয় প্রকার الذَّكَرَ وَالْاُنْثٰى অর্থাৎ নর ও নারীকে।

৪৬. مِنْ نُّطْفَةٍ শুক্র দ্বারা اِذَا تُمْنٰى যখন তা (মাতৃগর্ভে) নিক্ষেপ করা হয়।

https://e-ilm.weebly.com/

৪৭. এবং পুনরায় সৃষ্টি করা তাঁরই জিম্মায়।	وَأَنَّ عَلَيْهِ النَّشْأَةَ الْأُخْرَىٰ ﴿٤٧﴾
৪৮. আর তিনিই সম্পদশালী করেন এবং পুঁজি স্থায়ী রাখেন।	وَأَنَّهُ هُوَ أَغْنَىٰ وَأَقْنَىٰ ﴿٤٨﴾
৪৯. আর তিনিই শে'রা নক্ষত্রেরও মালিক।	وَأَنَّهُ هُوَ رَبُّ الشِّعْرَىٰ ﴿٤٩﴾
৫০. আর তিনিই [কুফরির কারণে] প্রাচীন আ'দ সম্প্রদায়কে ধ্বংস করেছেন।	وَأَنَّهُ أَهْلَكَ عَادًا الْأُولَىٰ ﴿٥٠﴾
৫১. এবং সামূদ সম্প্রদায়কেও এমনভাবে যে, [তাদের] কাউকেও অবশিষ্ট রাখেননি।	وَثَمُودَا فَمَا أَبْقَىٰ ﴿٥١﴾
৫২. আর তাদের পূর্বে নূহের সম্প্রদায়কেও [ধ্বংস করেছেন]। নিঃসন্দেহে তারা সর্বাপেক্ষা অধিক জালিম ও দুষ্ট প্রকৃতির লোক ছিল।	وَقَوْمَ نُوحٍ مِّن قَبْلُ ۖ إِنَّهُمْ كَانُوا هُمْ أَظْلَمَ وَأَطْغَىٰ ﴿٥٢﴾
৫৩. আর [লূত সম্প্রদায়ের] উল্টানো জনপদগুলোকেও সজোরে নিক্ষেপ করেছিলেন।	وَالْمُؤْتَفِكَةَ أَهْوَىٰ ﴿٥٣﴾
৫৪. অতঃপর ঐ জনপদগুলোকে আচ্ছন্ন করেছিল যা আচ্ছন্ন করেছিল।	فَغَشَّاهَا مَا غَشَّىٰ ﴿٥٤﴾
৫৫. হে মানব! তবে তুমি নিজ প্রভুর কোনো কোনো নিয়ামত সম্বন্ধে সন্দেহ করতে থাকবে?	فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكَ تَتَمَارَىٰ ﴿٥٥﴾
৫৬. তিনিও পূর্ববর্তী সতর্ককারীগণের ন্যায় একজন সতর্ককারী নবী।	هَٰذَا نَذِيرٌ مِّنَ النُّذُرِ الْأُولَىٰ ﴿٥٦﴾

শাব্দিক অনুবাদ :

৪৭. وَأَنَّ عَلَيْهِ এবং তারই জিম্মায় النَّشْأَةَ الْأُخْرَىٰ পুনরায় সৃষ্টি করা।

৪৮. وَأَنَّهُ هُوَ আর তিনিই أَغْنَىٰ সম্পদশালী করেন, وَأَقْنَىٰ এবং পুঁজি স্থায়ী রাখেন।

৪৯. وَأَنَّهُ هُوَ আর তিনিই رَبُّ الشِّعْرَىٰ শে'রা নক্ষত্রেরও মালিক।

৫০. وَأَنَّهُ أَهْلَكَ আর তিনিই (কুফরির কারণে) ধ্বংস করেছেন عَادًا الْأُولَىٰ প্রাচীন আ'দ সম্প্রদায়কে।

৫১. وَثَمُودَا এবং সামূদ সম্প্রদায়কেও فَمَا أَبْقَىٰ এমনভাবে যে, (তাদের) কাউকেও অবশিষ্ট রাখেননি।

৫২. وَقَوْمَ نُوحٍ আর নূহ সম্প্রদায়কেও مِّن قَبْلُ তাদের পূর্বে। إِنَّهُمْ كَانُوا নিঃসন্দেহে তারা ছিল هُمْ أَظْلَمَ وَأَطْغَىٰ সর্বাপেক্ষা অধিক জালিম ও দুষ্ট প্রকৃতির লোক।

৫৩. وَالْمُؤْتَفِكَةَ আর (লূত সম্প্রদায়ের) উল্টানো জনপদ গুলোকেও أَهْوَىٰ সজোরে নিক্ষেপ করেছিলেন।

৫৪. فَغَشَّاهَا অতঃপর ঐ জনপদগুলোকে আচ্ছন্ন করেছিল مَا غَشَّىٰ যা আচ্ছন্ন করেছিল।

৫৫. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكَ হে মানব! তবে তুমি নিজ প্রভুর কোনো কোনো নিয়ামত সম্বন্ধে تَتَمَارَىٰ সন্দেহ করতে থাকবে।

৫৬. هَٰذَا نَذِيرٌ তিনিও একজন সতর্ককারী নবী مِّنَ النُّذُرِ الْأُولَىٰ পূর্ববর্তী সতর্ককারী নবীগণের ন্যায়।

https://e-ilm.weebly.com/

৫৭. সে আসন্ন ব্যাপার [কিয়ামত] নিকটে এসে পৌছেছে।	اَزِفَتِ الْاٰزِفَةُ ﴿٥٧﴾
৫৮. আল্লাহ ব্যতীত কেউই তার অপসারণকারী নেই।	لَيْسَ لَهَا مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ كَاشِفَةٌ ﴿٥٨﴾
৫৯. তবে কি তোমরা এ কথায় বিস্মিত হচ্ছ।	اَفَمِنْ هٰذَا الْحَدِيْثِ تَعْجَبُوْنَ ﴿٥٩﴾
৬০. এবং হাসছ আর কাঁদছ না।	وَتَضْحَكُوْنَ وَلَا تَبْكُوْنَ ﴿٦٠﴾
৬১. আর তোমরা অহংকারী।	وَاَنْتُمْ سٰمِدُوْنَ ﴿٦١﴾
৬২. অতএব, আল্লাহর অনুগত হও, আর ইবাদত কর।	فَاسْجُدُوْا لِلّٰهِ وَاعْبُدُوْا ﴿٦٢﴾

শাব্দিক অনুবাদ :

৫৭. اَزِفَتِ নিকটে এসে পৌছেছে الْاٰزِفَةُ সে আসন্ন ব্যাপার।
৫৮. لَيْسَ لَهَا কেউই তার নেই مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ আল্লাহ ব্যতীত كَاشِفَةٌ অপসারণকারী।
৫৯. اَفَمِنْ هٰذَا الْحَدِيْثِ তবে কি এ কথায় تَعْجَبُوْنَ তোমরা বিস্মিত হচ্ছ।
৬০. وَتَضْحَكُوْنَ এবং হাসছ وَلَا تَبْكُوْنَ আর কাঁদছ না।
৬১. وَاَنْتُمْ আর তোমরা سٰمِدُوْنَ অহংকারী।
৬২. فَاسْجُدُوْا لِلّٰهِ অতএব আল্লাহর অনুগত হও وَاعْبُدُوْا আর ইবাদত কর।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

اَلَّذِيْنَ يَجْتَنِبُوْنَ كَبٰٓئِرَ الْاِثْمِ وَالْفَوَاحِشَ اِلَّا اللَّمَمَ اِنَّ رَبَّكَ وَاسِعُ الْمَغْفِرَةِ هُوَ اَعْلَمُ بِكُمْ اِذْ اَنْشَاَكُمْ مِّنَ الْاَرْضِ وَاِذْ اَنْتُمْ اَجِنَّةٌ فِيْ بُطُوْنِ اُمَّهٰتِكُمْ فَلَا تُزَكُّوْٓا اَنْفُسَكُمْ هُوَ اَعْلَمُ بِمَنِ اتَّقٰى

শানে নুযুল : ১. মুকাতিল বিন সুলাইমান (র.) বর্ণনা করেন, আলোচ্য আয়াত নাবহান নামক একজন খেজুর ব্যবসায়ী সম্পর্কে অবতীর্ণ হয়েছে। তার একটি খেজুরের দোকান ছিল। তার নিকট একদা খেজুর ক্রয় করার উদ্দেশ্যে এক মহিলা আসে। সুতরাং সে মহিলাটিকে বলল যে, ঘরের ভিতরে তদাপেক্ষা উন্নত খেজুর রয়েছে। অত:পর মহিলাটি যখন ভিতরে প্রবেশ করে, তখন সে তার কাম-বাসনা চরিতার্থ করার জন্য তাকে ফুসলিয়ে রাজি করাতে চেয়েছে, কিন্তু মহিলাটি রাজি হয়নি বরং সে ফিরে চলে আসে। এতে করে সে অত্যন্ত লজ্জিত হয়। পরক্ষণে রাসূল ﷺ -এর নিকট এসে বলল যে, হে আল্লাহর রাসূল ﷺ একমাত্র মিলন ছাড়া একটি মানুষ মহিলার সাথে যা কিছু করে আমি তো সব কিছুই করেছি, রাসূল ﷺ বললেন, তার স্বামী হয়তো গাজী হবে। তখন আলোচ্য আয়াত নাজিল করা হয়। (কুরতুবী : ৯৪/১৭)

শানে নুযুল : ২. ইবনে লাহী'আ (র.) হযরত ছাবেত বিন হারেছ আনসারী (র.) -এর উদ্ধৃতি দিয়ে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেন, তাদের ছোট ছোট সন্তানেরা যখন মারা যেত, তখন তারা বলত যে, সে হচ্ছে সিদ্দীক। সে সংবাদ রাসূল ﷺ -এর নিকট পৌছলে তিনি বলেন, ইহুদিরা মিথ্যা বলেছে। আল্লাহ তা'আলা মাতৃগর্ভে যা কিছু সৃষ্টি করেছেন সে মাতৃগর্ভেই সৌভাগ্যবান বা হতভাগা। সে সময়ে আল্লাহ তা'আলা আলোচ্য আয়াতের وَاَعْلَمُ بِكُمْ اِذْ اَنْشَاَكُمْ مِّنَ الْاَرْضِ আয়াতাংশটি নাজিল করেন। –(দুররে মানছূর : ১২৮/৬, কুরতুবী : ৯৮/১৭, রূহুল মা'আনী : ৬৪/১৪/২৭)

https://e-ilm.weebly.com/

শানে নুযূল : ৩. এক বর্ণনা মতে আলোচ্য আয়াতের هُوَ أَعْلَمُ بِمَنِ اتَّقٰى অংশটুকু ঈমানদারদের সম্পর্কে নাজিল করা হয়েছে, যারা সৎকাজ করছিল এবং বলত যে, আমাদের নামাজ, রোজা, হজ যখন গর্ব ও লোকদেখানোর জন্য হয়ে থাকে তা সম্পূর্ণভাবেই নিষিদ্ধ এমন না হলে কোনো ধরনের সমস্যা নেই। এমন না হলে কোনো দূষণীয় নয়। সেই পরিপ্রেক্ষিতে আলোচ্য অংশটুকু আল্লাহ তা'আলা নাজিল করেছেন। -(রূহুল মা'আনী : ৬৪/১৪২৭)

أَفَرَأَيْتَ الَّذِىْ تَوَلّٰى - وَأَعْطٰى قَلِيْلًا وَّأَكْدٰى

শানে নুযূল : ১. মুজাহিদ, ইবনে যায়েদ ও মুকাতিল (র.) প্রমুখ বলেন, আলোচ্য আয়াত ওয়ালীদ বিন মুগীরা (রা.) সম্পর্কে নাজিল করা হয়েছে। সে ধর্মগত দিক দিয়ে রাসূল ﷺ -এর অনুসরণ করেছিল। অতঃপর কোনো এক মুশরিক তাকে মন্দাচারী করে বলল, পৈত্রিক ধর্ম ছেড়ে দিলে কেন এবং তাদেরকে ভ্রান্ত মনে করে জাহান্নামী বলে বিশ্বাস করলে কেন? সে বলল, আমি তো আল্লাহর আজাবকে ভয় করি। তখন সেই নরাধম মুশরিক তাকে কিছু মাল দেওয়ার শর্তে তার সমুদয় পাপ-পংঙ্কিলতা বহন করে নেবে বলে দায়-দায়িত্ব গ্রহণ করে নেয়। অতঃপর ওয়ালীদ সেই নরাধম আল্লাহর আজাব বহন করে নেয়ার শর্তে এ হতভাগা আবার মুশরিক হয়ে যায়। পরবর্তীতে ভর্ৎসনাকারী মুশরিক নরাধমকে যা কিছু দেওয়ার প্রতিশ্রুতি ছিল তার আংশিক দেওয়া হয়েছিল অবশিষ্টটুকু আর দেয়নি। তখন আল্লাহ তা'আলা আলোচ্য আয়াত নাজিল করেন। মুকাতিল (র.) বলেন, ওয়ালীদ কুরআনের প্রশংসাকারী ছিল। অতঃপর সে তা থেকে সরে দাঁড়াল। সে পরিপ্রেক্ষিতে আল্লাহ তা'আলা আলোচ্য আয়াত নাজিল করেন। মুকাতিল হতে অপর এক বর্ণনা রয়েছে যে, সে রাসূল ﷺ -কে ঈমান গ্রহণ করার প্রতিশ্রুতি দিয়েছিল। অতঃপর তা প্রত্যাখ্যান করে নিল।

শানে নুযূল : ২. হযরত ইবনে আব্বাস, সুদ্দী, কালবী ও মুসাইয়্যিব বিন শরীফ বলেন, আলোচ্য আয়াত হযরত উসমান বিন আফফান (রা.) সম্পর্কে নাজিল হয়েছে। এর কারণ ছিল তিনি বেশি দান খয়রাত করতেন। সে জন্য তার দুধভাই আব্দুল্লাহ বিন আবূ সুরাহ বললেন, তুমি এ গুলো কি করছ? আশঙ্কা হচ্ছে এমনভাবে তো কিছুই আর অবশিষ্ট থাকবে না। তখন হযরত উছমান (রা.) বললেন, আমার অনেক পাপ-পঙ্কিলতা ও ভুল-ভ্রান্তি রয়েছে। আমি যা করছি, তা দ্বারা আল্লাহর সন্তুষ্টিতা অর্জন করাই কাম্য। তখন আব্দুল্লাহ বিন আবূ সুরাহ বলল, তোমার আরোহণের উটটি আমাকে দিয়ে দাও। তোমার সমুদয় পাপ-পঙ্কিলতা আমি বহন করে নেব। সুতরাং তিনি তা তাকে দিয়ে দিলেন এবং সাক্ষী রাখলেন। পরন্তু সদকা খয়রাত যা করতেন তা কিছু কমিয়ে নিলেন। সে পরিপ্রেক্ষিতে আল্লাহ তা'আলা আলোচ্য আয়াত নাজিল করেন। ইবনে আতীয়া (র.)-এর মতে এ মতামত ভ্রান্ত এর কোনো সঠিক তথ্য নেই।

শানে নুযূল : ৩. সুদ্দী (র.)-এর অপর এক বর্ণনা অনুপাতে আলোচ্য আয়াত আস বিন ওয়ায়েল আসসাহামী সম্পর্কে নাজিল করা হয়েছে। এর কারণ ছিল সে কোনো কোনো সময় রাসূল ﷺ -এর সাথে ঐক্যতা পোষণ করত।

শানে নুযূল : ৪. মুহাম্মদ বিন কা'আব আল কারাযী (র.) বলেন, আলোচ্য আয়াত আবূ জাহল বিন হিশাম সম্পর্কে অবতীর্ণ হয়েছে। সে বলত যে, মুহাম্মদ একমাত্র সৎচরিত্র সম্পর্কে হুকুম করে থাকেন। সে পরিপ্রেক্ষিতে আল্লাহ তা'আলা وَأَعْطٰى قَلِيْلًا وَّأَكْدٰى আয়াত নাজিল করেন।

–(কুরতুবী : ৯৮-৯৯/১৭, রূহুল মা'আনী : ৬৪-৬৫/১৪/১৭, দুররে মানছূর : ১২৯/৬, বহরে মুহীত্ব : ১৬৩/৮)

وَأَنَّهُ هُوَ رَبُّ الشِّعْرٰى -

শানে নুযূল : ১. আব্দুর রাজ্জাক ও ইবনে মুনযির প্রমুখ হযরত কাতাদা (র.)-এর উদ্ধৃতি দিয়ে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেন, জাহেলী যুগে মানুষেরা শে'রা নামক তারকাটির ইবাদত করত। নক্ষত্র পূঁজা করার পরিপ্রেক্ষিতে আলোচ্য আয়াত নাজিল করা হয়েছে।

শানে নুযূল : ২. ফাকেহী হযরত ইবনে আব্বাস (রা.)-এর উদ্ধৃতি দিয়ে বর্ণনা করেন যে, আলোচ্য আয়াত খুযা'আ বাসীদের সম্পর্কে নাজিল করা হয়েছে। তারা শে'রা নক্ষত্রের ইবাদত করছিল, সে পরিপ্রেক্ষিতে আলোচ্য আয়াত নাজিল করা হয়। -(দুররে মানছূর : ১৩১/৬)

وَأَنْتُمْ سٰمِدُوْنَ .... اَلْاٰيَة

শানে নুযূল : রাসূল ﷺ যখন নামাজ পড়তেন তখন লোকেরা তার সামনে দিয়ে অহংকারের সাথে যাতায়াত করত। এ প্রসঙ্গে উক্ত আয়াত অবতীর্ণ হয়। -(কানযুন নুকূল : ৯৬, লুবাবুন নুকূল)

https://e-ilm.weebly.com/

ধারণার বিভিন্ন প্রকার ও বিধান : ظَنٌّ আরবি ভাষায় ظن শব্দটি বিভিন্ন অর্থে ব্যবহৃত হয়। (এক) অমূলক ও ভিত্তিহীন কল্পনা। আয়াতে এই অর্থই বোঝানো হয়েছে। এটাই মুশরিকদের প্রতিমা পূজার কারণ ছিল। (দুই) এমন ধারণা যা দৃঢ় বিশ্বাসের বিপরীতে আসে। "একীন" তথা দৃঢ়বিশ্বাস সেই বাস্তবসম্মত অকাট্য জ্ঞানকে বলা হয়, যাতে কোনো সন্দেহ ও সংশয়ের অবকাশ নেই; যেমন কুরআন পাক অথবা হাদীসে মুতাওয়াতির থেকে অর্জিত জ্ঞান। এর বিপরীতে ظَنّ তথা ধারণা সেই জ্ঞানকে বলা হয়, যা ভিত্তিহীন কল্পনা তো নয়, বরং দলিলের ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত। তবে এই দলিল অকাট্য নয়, যাতে অন্য কোনো সম্ভাবনাই না থাকে; যেমন সাধারণ হাদীস দ্বারা প্রমাণিত বিধি-বিধান। প্রথম প্রকারকে "একিনিয়্যাত" তথা দৃঢ়বিশ্বাসপ্রসূত বিধানাবলি এবং দ্বিতীয় প্রকারকে 'যন্নীয়্যাত' তথা ধারণাপ্রসূত বিধানাবলি বলা হয়ে থাকে। এই প্রকার ধারণা শরিয়তে ধর্তব্য। এর পক্ষে কুরআন ও হাদীসে সাক্ষ্য-প্রমাণ বিদ্যমান রয়েছে। এই ধারণাপ্রসূত বিধান অনুযায়ী আমল করা ওয়াজিব। এ বিষয়ে সবাই একমত। আলোচ্য আয়াতে যে ধারণাকে নাকচ করা হয়েছে, তার অর্থ অমূলক ও ভিত্তিহীন কল্পনা। তাই কোনো খটকা নেই।

فَاَعْرِضْ عَمَّنْ تَوَلّٰى …….. مَبْلَغُهُمْ مِّنَ الْعِلْمِ অর্থাৎ, যারা আল্লাহর স্মরণে বিমুখ এবং একমাত্র পার্থিব জীবনই কামনা করে, আপনি তাদের দিক থেকে মুখ ফিরিয়ে নিন। তাদের জ্ঞানের দৌড় পার্থিব জীবন পর্যন্তই। কুরআন পাক পরকালে ও কিয়ামতে অবিশ্বাসীদের এই অবস্থা বর্ণনা করেছে। পরিতাপের বিষয়, ধর্মীয় জ্ঞানের সাথে সম্পর্কহীন শিক্ষা এবং পার্থিব লোভ–লালসা আজকাল মুসলমানদের অবস্থা তাই করে দিয়েছে। আজকাল আমাদের সকল জ্ঞান-গরিমা ও শিক্ষাগত উন্নতির প্রচেষ্টা কেবল অর্থনীতিকেই কেন্দ্র করে [illegible] পরকালীন বিষয়াদির প্রতি লক্ষ্য করি না। আমরা রাসূলে পাক ﷺ -এর নাম উচ্চারণ করি এবং তাঁর সুপারিশ আশা করি কিন্তু আমাদের অবস্থা এই যে, আল্লাহ তা'আলা তাঁর রাসূলকে এহেন অবস্থাসম্পন্নদের দিক থেকে মুখ ফিরিয়ে নেওয়ার আদেশ দেন। (নাউযুবিল্লাহি মিনহা।)

اَلَّذِيْنَ يَجْتَنِبُوْنَ كَبٰۤئِرَ الْاِثْمِ وَالْفَوَاحِشَ اِلَّا اللَّمَمَ : এ আয়াতে আল্লাহ তা'আলার নির্দেশ পালনকারী সৎকর্মীদের প্রশংসাসূচক আলোচনা করে তাদের পরিচয় এই বর্ণনা করা হয়েছে যে, তারা সাধারণভাবে কবিরা তথা বড় বড় গোনাহ থেকে এবং বিশেষভাবে নির্লজ্জ কাজকর্ম থেকে দূরে থাকে। এতে لَمَمٌ শব্দের মাধ্যমে ব্যতিক্রম প্রকাশ করা হয়েছে। এই ব্যতিক্রমের সারমর্ম উপরে তাফসীরের সারসংক্ষেপে লিখিত হয়েছে যে, ছোটখাট গোনাহে লিপ্ত হওয়া তাদেরকে সৎকর্মীর উপাধি থেকে বঞ্চিত করে না।

لَمَمٌ শব্দের তাফসীর প্রসঙ্গে সাহাবী ও তাবেয়ীগণের কাছ থেকে দু'রকম উক্তি বর্ণিত আছে। যথা– ১. এর অর্থ সগীরা অর্থাৎ, ছোটখাট গোনাহ। সূরা নিসার আয়াতে একে سَيِّئَاتٌ বলা হয়েছে। اِنْ تَجْتَنِبُوْا كَبَآئِرَ مَا تُنْهَوْنَ عَنْهُ نُكَفِّرْ عَنْكُمْ سَيِّاٰتِكُمْ এই উক্তিটি হযরত ইবনে আব্বাস ও আবূ হুরায়রা (রা.) থেকে ইবনে কাছীর (র.) বর্ণনা করেছেন।
২. এর অর্থ সেসব গোনাহ, যা কদাচিৎ সংঘটিত হয়, অতঃপর তা থেকে তওবা করত: চিরতরে বর্জন করা হয়। এই উক্তিও ইবনে কাছীর (র.) প্রথমে হযরত মুজাহিদ থেকে এবং পরে হযরত ইবনে আব্বাস ও আবূ হোরায়রা (রা.) থেকেও বর্ণনা করেছেন। এর সারমর্মও এই যে, কোনো সৎলোক দ্বারা ঘটনাচক্রে কবীরা গোনাহ হয়ে গেলে যদি সে তওবা করে, তবে সে-ও সৎকর্মী ও মুত্তাকীদের তালিকা থেকে বাদ পড়বে না।
সূরা আলে ইমরানের এক আয়াতে মুত্তাকীদের গুণাবলি বর্ণনা প্রসঙ্গে এই বিষয়বস্তু সুস্পষ্টভাবে বর্ণিত হয়েছে। আয়াত এই :

وَالَّذِيْنَ اِذَا فَعَلُوْا فَاحِشَةً اَوْ ظَلَمُوْۤا اَنْفُسَهُمْ ذَكَرُوا اللّٰهَ فَاسْتَغْفَرُوْا لِذُنُوْبِهِمْ وَمَنْ يَّغْفِرُ الذُّنُوْبَ اِلَّا اللّٰهُ وَلَمْ يُصِرُّوْا عَلٰى مَا فَعَلُوْا وَهُمْ يَعْلَمُوْنَ –

অর্থাৎ তারাও মুত্তাকীদের তালিকাভুক্ত, যাদের দ্বারা কোনো অশ্লীল কার্য ও কবীরা গোনাহ হয়ে যায় অথবা গোনাহ করে নিজেদের উপর জুলুম করে বসলে তৎক্ষণাৎ আল্লাহকে স্মরণ করে ও গোনাহ থেকে ক্ষমা প্রার্থনা করে। আল্লাহ ব্যতীত কে গোনাহ ক্ষমা করতে পারে? যা গোনাহ হয়ে যায়, তার উপর অটল থাকে না। অধিকাংশ আলেম এ বিষয়ে একমত যে, সগীরা তথা ছোটখাট গোনাহ বারবার করা হলে এবং অভ্যাস করে নিলে তা কবীরা হয়ে যায়। لَمَمٌ হচ্ছে এমন গুনাহ যা বারবার করা হয় না।

সগীরা ও কবীরা গোনাহের সংজ্ঞা সূরা নিসার اِنْ تَجْتَنِبُوْا كَبَآئِرَ مَا تُنْهَوْنَ আয়াতের তাফসীরে বিস্তারিত উল্লেখ করা হয়েছে।

https://e-ilm.weebly.com/

هُوَ أَعْلَمُ بِكُمْ إِذْ أَنشَأَكُم مِّنَ الْأَرْضِ وَإِذْ أَنتُمْ أَجِنَّةٌ فِي بُطُونِ أُمَّهَاتِكُمْ : أَجِنَّةٌ শব্দটি جَنِينٌ -এর বহুবচন। এর অর্থ– গর্ভস্থিত ভ্রূণ। আয়াতে আল্লাহ তা'আলা বলেছেন যে, মানুষ তার নিজের সম্পর্কে ততটুকু জ্ঞান রাখে না, যতটুকু তার স্রষ্টা রাখেন। কেননা, মাতৃগর্ভে সৃষ্টির বিভিন্ন স্তর অতিক্রম করার সময় তার কোনো জ্ঞান ও চেতনা থাকে না, কিন্তু তার স্রষ্টা বিজ্ঞসুলভ সৃষ্টিকুশলতায় তাকে গড়ে তোলেন। আয়াতে মানুষের অক্ষমতা ও অজ্ঞানতা ব্যক্ত করে বলা হয়েছে যে, মানুষ যে কোনো ভাল ও সৎকাজ করে, সেটা তার ব্যক্তিগত পরাকাষ্ঠা নয়; বরং আল্লাহপ্রদত্ত অনুগ্রহ। কারণ, কাজ করার জন্য অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ তিনিই তৈরি করেছেন। অঙ্গ-প্রত্যঙ্গকে তিনিই গতিশীল করেছেন। অন্তরে সৎকাজের প্রেরণা ও সংকল্প তাঁরই তৌফিক দ্বারা হয়। অতএব, মানুষ যতবড় সৎকর্মী, মুত্তাকী ও পরহেজগারই হোক না কেন, নিজ কর্মের জন্যে গর্ব করার অধিকার তার নেই। এছাড়া ভালো-মন্দ সব সমাপ্তি ও পরিণামের উপর নির্ভরশীল। সমাপ্তি ভালো হবে কি মন্দ হবে, তা এখনো জানা নেই। অতএব, গর্ব ও অহংকার কিসের উপর? পরবর্তী আয়াতে এ কথাটি এভাবে বর্ণনা করা হয়েছে :

فَلَا تُزَكُّوا أَنفُسَكُمْ هُوَ أَعْلَمُ بِمَنِ اتَّقَىٰ –অর্থাৎ, তোমরা নিজেদের পবিত্রতা দাবি করো না। কারণ, আল্লাহ তা'আলাই ভালো জানেন কে কতটুকু পানির মাছ। শ্রেষ্ঠত্ব আল্লাহভীতির উপর নির্ভরশীল– বাহ্যিক কাজ-কর্মের উপর নয়। আল্লাহভীতিও তা-ই ধর্তব্য, যা মৃত্যু পর্যন্ত কায়েম থাকে।

হযরত যয়নব বিনতে আবূ সালামা (রা.)-এর পিতামাতা তাঁর নাম রেখেছিলেন 'বাররা' যার অর্থ সৎকর্মপরায়ণ। রাসূলুল্লাহ ﷺ আলোচ্য فَلَا تُزَكُّوا أَنفُسَكُمْ আয়াত তেলাওয়াত করত: এই নাম রাখতে নিষেধ করেন। কারণ, এতে সৎ হওয়ার দাবি রয়েছে। অতঃপর তাঁর নাম পরিবর্তন করে যয়নব রাখা হয়। –(ইবনে কাছীর)

ইমাম আহমদ (র.) আব্দুর রহমান ইবনে আবূ বকর (রা.) থেকে বর্ণনা করেন, জনৈক ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর সামনে অন্য এক ব্যক্তির প্রশংসা করলে তিনি নিষেধ করে বললেন : তুমি যদি কারো প্রশংসা করতেই চাও, তবে একথা বলে করো যে, আমার জানা মতে এই ব্যক্তি সৎ, আল্লাহভীরু। সে আল্লাহর কাছেও পাক পবিত্র কিনা আমি জানি না।

أَفَرَأَيْتَ الَّذِي تَوَلَّىٰ : تَوَلَّىٰ –এর শাব্দিক অর্থ– মুখ ফেরানো। উদ্দেশ্য আল্লাহ তা'আলার আনুগত্য থেকে মুখ ফেরানো। أَكْدَىٰ শব্দটি كُدْيَةٌ থেকে উদ্ভূত। এর অর্থ– সেই প্রস্তরখণ্ড, যা কূপ অথবা ভিত্তি খনন করার সময় মৃত্তিকা গর্ভ থেকে বের হয় এবং খননকার্যে বাধা সৃষ্টি করে। তাই এখানে أَكْدَىٰ -এর অর্থ এই যে, প্রথমে কিছু দিল, এরপর হাত গুটিয়ে নিল। উপরে আয়াতের শানে-নুযূলে যে ঘটনা বর্ণনা করা হয়েছে, তার পরিপ্রেক্ষিতে বাক্যের অর্থ সুস্পষ্ট। পক্ষান্তরে যদি ঘটনা থেকে দৃষ্টি ফিরিয়ে নেওয়া হয়, তবে আয়াতের অর্থ এই হবে, যে ব্যক্তি আল্লাহর পথে কিছু ব্যয় করে অতঃপর তা পরিত্যাগ করে অথবা শুরুতে আল্লাহর আনুগত্যের দিকে কিছু আকৃষ্ট হয়, অতঃপর আনুগত্য বর্জন করে বসে। এই তাফসীর হযরত মুজাহিদ, সাঈদ ইবনে জুবায়ের, ইকরিমা, কাতাদাহ প্রমুখ থেকে বর্ণিত আছে। –(ইবনে কাছীর)

أَعِندَهُ عِلْمُ الْغَيْبِ فَهُوَ يَرَىٰ : শানে নুযূলের ঘটনা অনুযায়ী আয়াতের উদ্দেশ্য এই যে, যে ব্যক্তি কোনো এক বন্ধুর এই কথায় ইসলাম ত্যাগ করল যে, তোমার পরকালীন আজাব আমি মাথা পেতে নেব, সেই নির্বোধ লোকটি বন্ধুর এই কথায় কীরূপে বিশ্বাস স্থাপন করল? তার কাছে কি অদৃশ্যের কোনো জ্ঞান আছে, যা দ্বারা সে দেখতে পাচ্ছে যে, এই বন্ধু তার শাস্তি মাথা পেতে নেবে এবং তাকে বাঁচিয়ে দেবে? বলাবাহুল্য, এটা নিরেট প্রতারণা। তার কাছে কোনো অদৃশ্যের জ্ঞান নেই এবং অন্য কেউ তার পরকালীন শাস্তি নিজে ভোগ করে তাকে বাঁচাতে পারে না। পক্ষান্তরে যদি শানে নুযূলের ঘটনা থেকে দৃষ্টি ফিরিয়ে নেওয়া হয়, তবে আয়াতের অর্থ এই হবে যে, দানকার্য শুরু করে তা বন্ধ করে দেওয়ার কারণ এই হতে পারে যে, উপস্থিত সম্পদ ব্যয় করে দিলে আবার কোথা থেকে আসবে? এই ধারণা খণ্ডন করার জন্য বলা [illegible] তার কাছে কি অদৃশ্যের জ্ঞান আছে, যা দ্বারা সে যেমন দেখতে পাচ্ছে যে, এই সম্পদ খতম হয়ে যাবে এবং [illegible] অন্য সম্পদ সে লাভ করতে পারবে না? এটা ভুল। তার কাছে অদৃশ্যের জ্ঞান নেই এবং তার এই ধারণাও সঠিক নয়। [illegible], কুরআন পাকে আল্লাহ তা'আলা বলেন :

مَا أَنفَقْتُم مِّن شَيْءٍ فَهُوَ يُخْلِفُهُ وَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ : অর্থাৎ তোমরা যা ব্যয় কর, আল্লাহ তা'আলা তোমাদেরকে [illegible] দান করেন। তিনি সর্বোত্তম রিযিকদাতা। চিন্তা করলে দেখা যায়, কুরআনের এই বাণীর সত্যতা কেবল টাকা-[illegible] সীমাবদ্ধ নয়; বরং মানুষ দুনিয়াতে যে কোনো শক্তি ও সামর্থ্য ব্যয় করে, আল্লাহ তা'আলা তার দেহে তার [illegible] সৃষ্টি করতে থাকেন। নতুবা মানবদেহের প্রতিটি অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ যদি ইস্পাত নির্মিতও হত, তবে ষাট-সত্তর বছর

ব্যবহার করার দরুন তা ক্ষয় হয়ে যেত। পরিশ্রমের ফলে মানুষের সমগ্র অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ যতটুকু ক্ষয় হয়, আল্লাহ তা'আলা স্বয়ংক্রিয় মেশিনের ন্যায় তার বিকল্প ভিতর থেকেই সৃষ্টি করে দেন। অর্থ-সম্পদের ব্যাপারেও তদ্রূপ। মানুষ ব্যয় করতে থাকে আর তার বিকল্প আগমন করতে থাকে।

রাসূলুল্লাহ ﷺ হযরত বেলাল (রা.)-কে বলেন : اَنْفِقْ يَا بِلَالُ وَلَا تَخْشَ مِنْ ذِى الْعَرْشِ اَقْلَالًا অর্থাৎ হে বেলাল! আল্লাহর পথে ব্যয় করতে থাক এবং আশঙ্কা করো না যে, আরশের অধিপতি আল্লাহ তোমাকে নি:স্ব করে দেবেন।- (ইবনে কাছীর)

اَمْ لَمْ يُنَبَّأْ بِمَا فِىْ صُحُفِ مُوْسٰى وَاِبْرَاهِيْمَ الَّذِىْ وَفّٰى –এই আয়াতে হযরত ইবরাহীম (আ.)-এর একটি বিশেষ গুণ বর্ণনা প্রসঙ্গে وَفّٰى বলা হয়েছে। وَفَاء শব্দের অর্থ ওয়াদা ও অঙ্গীকার পূর্ণ করা।

ইবরাহীম (আ.)-এর বিশেষ গুণ, অঙ্গীকার পূরণের কিঞ্চিৎ বিবরণ : উদ্দেশ্য এই যে, হযরত ইবরাহীম (আ.) আল্লাহ তা'আলার কাছে অঙ্গীকার করেছিলেন যে, তিনি আল্লাহর আনুগত্য করবেন এবং মানুষের কাছে তাঁর পয়গাম পৌঁছিয়ে দেবেন। তিনি এই অঙ্গীকার সকল দিক দিয়েই পূর্ণ করে দেখিয়েছেন। এতে তাঁকে অনেক অগ্নিপরীক্ষায়ও অবতীর্ণ হতে হয়েছে وَفّٰى শব্দের এই তাফসীর ইবনে কাছীর, ইবনে জারীর (র.) প্রমুখের মতে।

কোনো কোনো হাদীসে হযরত হযরত ইবরাহীম (আ.)-এর বিশেষ বিশেষ কর্মকাণ্ড বুঝানোর জন্য وَفّٰى শব্দ ব্যবহৃত হয়েছে বলে বর্ণনা করা হয়েছে। এটা উপরিউক্ত তাফসীরের পরিপন্থি নয়। কেননা, অঙ্গীকার পালন শব্দটি আসলে ব্যাপক। এতে নিজস্ব কর্মকাণ্ডসহ আল্লাহর বিধানাবলি প্রতিপালন এবং আল্লাহর আনুগত্যও অন্তর্ভুক্ত আছে। এছাড়া রেসালাতের কর্তব্য পালনের মাধ্যমে সাধারণ মানুষের সংশোধনও এর পর্যায়ভুক্ত। হাদীসে বর্ণিত কর্মকাণ্ডও এগুলোর অন্তর্ভুক্ত।

উদাহরণত: আবূ উসামা (রা.)–এর রেওয়ায়েতে আছে যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ وَاِبْرَاهِيْمَ الَّذِىْ وَفّٰى আয়াত তেলাওয়াত করে তাঁকে বললেন : তুমি জান এর মর্মার্থ কী? আবূ উসামা (রা) আরজ করলেন : আল্লাহও তাঁর রাসূল ﷺ -ই ভালো জানেন। রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন: অর্থ এই যে, وَفّٰى عَمَلَ يَوْمِهٖ بِاَرْبَعِ رَكَعَاتٍ فِىْ اَوَّلِ النَّهَارِ অর্থাৎ, তিনি দিনের কাজ এভাবে পূর্ণ করে দেন যে, দিনের শুরুতে (এশরাকের) চার রাকাত নামাজ পড়ে নেন। –(ইবনে কাছীর)

তিরমিযীতে আবূ যর (রা.) বর্ণিত এক হাদীস দ্বারাও এর সমর্থন পাওয়া যায়। রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন :

اِبْنَ اٰدَمَ اِرْكَعْ لِىْ اَرْبَعَ رَكَعَاتٍ مِنْ اَوَّلِ النَّهَارِ اَكْفِكَ اٰخِرَهٗ۔

অর্থাৎ, আল্লাহ তা'আলা বলেন : হে বনী আদম, দিনের শুরুতে আমার জন্য চার রাকাত নামাজ পড়, আমি দিনের শেষ পর্যন্ত তোমার সব কাজের জন্য যথেষ্ট হয়ে যাব।

হযরত মুয়ায ইবনে আনাস (রা.) এর রেওয়ায়েতে রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন: আমি তোমাদেরকে বলছি, আল্লাহ তা'আলা ইবরাহীম (আ.)-কে اَلَّذِىْ وَفّٰى খেতাব কেন দিলেন। কারণ এই যে, তিনি প্রত্যহ সকাল-বিকাল এ আয়াত পাঠ করতেন :

فَسُبْحٰنَ اللّٰهِ حِيْنَ تُمْسُوْنَ وَحِيْنَ تُصْبِحُوْنَ وَلَهُ الْحَمْدُ فِى السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ وَعَشِيًّا وَّحِيْنَ تُظْهِرُوْنَ –(ইবনে কাছীর)

হযরত মূসা ও হযরত ইবরাহীম (আ.)-এর সহীফার বিশেষ নির্দেশ ও শিক্ষা :

কুরআন পাক পূর্ববর্তী কোনো পয়গাম্বরের উক্তি অথবা শিক্ষা উদ্ধৃত করার অর্থ এই হয় যে, এই উম্মতের জন্যও সেটা অবশ্য পালনীয়। তবে এর বিপক্ষে কোনো আয়াত অথবা হাদীস থাকলে সেটা ভিন্ন কথা। পরবর্তী আঠারো আয়াতে সেই সব বিশেষ শিক্ষা উল্লেখ করা হয়েছে, যেগুলো হযরত মূসা ও হযরত ইবরাহীম (আ.)-এর সহীফায় ছিল। তন্মধ্যে পূর্ববর্তী আয়াতসমূহের সাথে সম্পর্কযুক্ত কর্মগত বিধান মাত্র দুটি। অবশিষ্টগুলো শিক্ষা, উপদেশ ও আল্লাহর কুদরতের নিদর্শনাবলির সাথে সম্পৃক্ত। কর্মগত বিধানদ্বয় এই : اَلَّا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِّزْرَ اُخْرٰى এবং وَاَنْ لَّيْسَ لِلْاِنْسَانِ اِلَّا مَا سَعٰى -وِزْرَ শব্দের আসল অর্থ– বোঝা। প্রথম আয়াতের অর্থ এই যে, কোনো বোঝা বহনকারী নিজের ছাড়া অপরের বোঝা বহন করবে না। এখানে বোঝা অর্থ হচ্ছে পাপ ও শাস্তির বোঝা। উদ্দেশ্য এই যে, কিয়ামতের দিন এক ব্যক্তির শাস্তি অপরের ঘাড়ে চাপানো হবে না এবং অপরের শাস্তি নিজে বরণ করার ক্ষমতাও কারো হবে না।

অন্য এক আয়াতে বলা হয়েছে : وَاِنْ تَدْعُ مُثْقَلَةٌ اِلٰى حِمْلِهَا لَا يُحْمَلْ مِنْهُ شَىْءٌ অর্থাৎ, কোনো শক্তি যদি পাপের বোঝায় ভারাক্রান্ত হয়ে অপরকে অনুরোধ করে যে, আমার কিছু বোঝা তুমি বহন কর, তবে তার বোঝার কিয়দংশও বহন করার সাধ্য কারো হবে না।

https://e-ilm.weebly.com/

একের গোনাহে অপরকে ধৃত করা হবে না : এ আয়াতের শানে নুযূলে বর্ণিত ব্যক্তির ধারণাও অসার প্রমাণিত হয়েছে। সে ইসলাম গ্রহণ করেছিল অথবা ইসলাম গ্রহণে ইচ্ছুক ছিল। তার বন্ধু তাকে তিরস্কার করল এবং নিশ্চয়তা দিল যে, কিয়ামতে কোনো আজাব হলে সে নিজে তা গ্রহণ করে তাকে বাঁচিয়ে দেবে। আয়াত থেকে জানা গেল যে, আল্লাহর তা'আলার দরবারে একজনের গোনাহের কারণে অপরকে ধৃত করার কোনো সম্ভাবনা নেই।

এক হাদীসে বর্ণিত হয়েছে যে, কোনো মৃত ব্যক্তির জন্য তার পরিবারের লোকজন অবৈধ বিলাপ ও ক্রন্দন করলে তাদের এই কর্মের কারণে মৃতের আজাব হয়। এটা সেই ব্যক্তির ব্যাপারে, যে নিজেও মৃতের জন্য বিলাপ ও আহাজারিতে অভ্যস্ত হয় অথবা যে ওয়ারিসদেরকে ওসিয়ত করে যে, তার মৃত্যুর পর যেন বিলাপ ও ক্রন্দনের ব্যবস্থা করা হয়। -(মাযহারী) এমতাবস্থায় তার আজাব তার নিজের কারণে হয়, অন্যের কর্মের কারণে নয়।

দ্বিতীয় বিধান হচ্ছে وَاَنْ لَيْسَ لِلْاِنْسَانِ اِلَّا مَا سَعٰى ; এর সারমর্ম এই যে, অপরের আজাব যেমন কেউ নিজে গ্রহণ করতে পারে না, তেমনি অপরের কাজ নিজে করার অধিকারও কারো নেই। এতে করে সে অপরকে কাজের দায়িত্ব থেকে মুক্ত করতে পারে না। উদাহরণত: এক ব্যক্তি অপরের পক্ষ থেকে ফরজ নামাজ আদায় করতে পারে না এবং ফরজ রোজা রাখতে পারে না। এভাবে যে, অপর ব্যক্তি এই ফরজ নামাজ ও রোজা থেকে মুক্ত হয়ে যায়। অথবা এক ব্যক্তি অপরের পক্ষ থেকে ঈমান কবুল করতে পারে না, যার ফলে অপরকে মুমিন সাব্যস্ত করা যায়।

আলোচ্য আয়াতের এই তাফসীরে কোনো আইনগত খট্‌কা ও সন্দেহ নেই। কেননা হজ্জ ও জাকাতের প্রশ্নে বেশির বেশি এই সন্দেহ হতে পারে যে, প্রয়োজন দেখা দিলে আইনত এক ব্যক্তি অপরের পক্ষ থেকে বদলী হজ্জ করতে পারে অথবা অপরের যাকাত তার অনুমতিক্রমে দিতে পারে। কিন্তু চিন্তা করলে দেখা যায় যে, এই সন্দেহ ঠিক নয়। কারণ, কাউকে নিজের স্থলে বদলী হজ্জের জন্য প্রেরণ করা এবং তার ব্যয়ভার নিজে বহন করা অথবা কাউকে নিজের তরফ থেকে জাকাত আদায় করার আদেশ দেওয়াও প্রকৃতপক্ষে সেই ব্যক্তির নিজের কাজ ও চেষ্টারই অংশ বিশেষ। তাই এটা আয়াতের পরিপন্থি নয়।

'ঈসালে সওয়াব' তথা মৃতকে সওয়াব পৌঁছানো : উপরে আয়াতের অর্থ এই জানা গেল যে, এক ব্যক্তি অপরের ফরজ ঈমান, ফরজ নামাজ ও ফরজ রোজা আদায় করে তাকে ফরজ থেকে অব্যাহতি দিতে পারে না। এতে জরুরি হয় না যে, এক ব্যক্তির নফল ইবাদতের উপকারিতা ও ছওয়াব অন্য ব্যক্তি পেতে পারে না; বরং এক ব্যক্তির দোয়া ও দান-খয়রাতের ছওয়াব অপর ব্যক্তি পেতে পারে। এটা কুরআন ও হাদীস দ্বারা প্রমাণিত এবং আলেমগণের সর্বসম্মত ব্যাপারে। –(ইবনে কাছীর) কেবল কুরআন তেলাওয়াতের ছওয়াব অপরকে দান করা ও পৌঁছানোর জায়েজ কিনা, এ ব্যাপারে ইমাম শাফেয়ী (র.) মতভেদ করেন। তাঁর মতে এটা জায়েজ নয়। আলোচ্য আয়াতের ব্যাপক অর্থদৃষ্টে তিনি এই মত ব্যক্ত করেছেন। অধিকাংশ ইমাম ও ইমাম আবূ হানীফা (র.)-এর মতে দোয়া ও দান-খয়রাতের ছওয়ার যেমন অপরকে পৌঁছানো যায়, তেমনি কুরআন তেলাওয়াত ও প্রত্যেক নফল ইবাদতের ছওয়াব অপরকে পৌঁছানো জায়েজ। এরূপ ছওয়াব পৌঁছালে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি তা পাবে। কুরতুবী বলেন : অনেক হাদীস সাক্ষ্য দেয় যে, মুমিন ব্যক্তি অপরের সৎ কর্মের ছওয়াব পায়। তাফসীরে মাযহারীতে এ স্থলে এসব হাদীস বিস্তারিত উল্লেখ করা হয়েছে।

উপরে হযরত মূসা ও হযরত ইবরাহীম (আ.)-এর সহীফার বরাত দিয়ে যে দু'টি বিধান বর্ণিত হলো, এগুলো অন্যান্য পয়গম্বরের শরিয়তেও বিদ্যমান ছিল। কিন্তু বিশেষভাবে হযরত মূসা ও হযরত ইবরাহীম (আ.)-এর সহীফার কথা উল্লেখ করার কারণ এই যে, তাদের আমলে এই মূর্খতাসুলভ প্রথা ব্যাপক প্রসার লাভ করেছিল যে, পিতার পরিবর্তে পুত্রকে এবং পুত্রের পরিবর্তে পিতাকে অথবা ভ্রাতা-ভগ্নীকে হত্যা করা হতো। তাঁদের শরিয়ত এই কুপ্রথা বিলীন করেছিল।

وَاَنَّ سَعْيَهٗ سَوْفَ يُرٰى : অর্থাৎ, কেবল বাহ্যিক প্রচেষ্টাই যথেষ্ট নয়। আল্লাহ তা'আলার দরবারে প্রত্যেকের প্রচেষ্টার আসল স্বরূপও দেখা হবে যে, তা একান্তভাবে আল্লাহর জন্যে করা হয়েছে, না অন্যান্য জাগতিক স্বার্থও এতে শামিল আছে? রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন : اِنَّمَا الْاَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ অর্থাৎ, কেবল দৃশ্যত: কর্মই যথেষ্ট নয়। কর্মে আল্লাহ তা'আলার সন্তুষ্টি ও আদেশ পালনের খাঁটি নিয়ত থাকা জরুরি।

وَاَنَّ اِلٰى رَبِّكَ الْمُنْتَهٰى –উদ্দেশ্য এই যে, অবশেষে সবাইকে আল্লাহ তা'আলার দিকেই ফিরে যেতে হবে এবং কর্মের হিসাব-নিকাশ দিতে হবে।

https://e-ilm.weebly.com/

কোন কোনো তাফসীরবিদ এই বাক্যের অর্থ এরূপ সাব্যস্ত করেছেন যে, মানুষের চিন্তা-ভাবনার গতিধারা আল্লাহ তা'আলার সত্তায় পৌঁছে নিঃশেষ হয়ে যায়। তাঁর সত্তা ও গুণাবলির স্বরূপ চিন্তা-ভাবনার মাধ্যমে অর্জন করা যায় না এবং এ সম্পর্কে চিন্তা-ভাবনার অনুমতিও নেই; যেমন কোনো কোনো রেওয়ায়েতে আছে, আল্লাহ তা'আলার অবদান সম্পর্কে চিন্তা-ভাবনা কর তাঁর সত্তা সম্পর্কে চিন্তা-ভাবনা করো না। এটা তোমাদের সাধ্যাতীত ব্যাপার। কাজেই বিষয়টিকে আল্লাহর জ্ঞানে সোপর্দ কর।

وَاَنَّهٗ هُوَ اَضْحَكَ وَاَبْكٰى –অর্থাৎ, মানবজাতির মধ্যে আনন্দ ও শোক এবং এর পরিণতিতে হাসি ও কান্না প্রত্যেকেই প্রত্যক্ষ করে এবং এতদুভয়কে তাদের বাহ্যিক কারণাদির সাথে সম্পৃক্ত করে ব্যাপার শেষ করে দেয়। অথচ ব্যাপারটি চিন্তা-ভাবনা সাপেক্ষ। গভীর দৃষ্টিতে দেখলে বুঝা যায় যে, কারো আনন্দ অথবা শোক এবং হাসি ও কান্না স্বয়ং তার কিংবা অন্য কারো করায়ত্ত নয়। এগুলো আল্লাহ তা'আলার পক্ষ থেকে আসে। তিনিই কারণ সৃষ্টি করেন এবং তিনিই কারণ দিকে ক্রিয়াশক্তি দান করেন। তিনি ইচ্ছা করলে মুহূর্তের মধ্যে ক্রন্দনকারীদের মুখে হাসি ফোটাতে পারেন এবং হাস্যরতদেরকে এক মিনিটের মধ্যে কাঁদিয়ে দিতে পারেন।

কবি চমৎকার বলেছেন : بگوش گل چہ سخن گفتۂ کہ خنداں ست * بعندلیب چہ فرمودۂ کہ نالاں ست

وَاَنَّهٗ هُوَ اَغْنٰى وَاَقْنٰى : غناء শব্দের অর্থ ধনাঢ্যতা এবং اغناء শব্দে অর্থ অপরকে ধনাঢ্য করা। اَقْنٰى শব্দটি قِنْيَةٌ থেকে উদ্ভূত। এর অর্থ– সংরক্ষিত ও রিজার্ভ সম্পদ। আয়াতের উদ্দেশ্য এই যে, আল্লাহ তা'আলাই মানুষকে ধনবান ও অভাবমুক্ত করেন এবং তিনিই যাকে ইচ্ছা সম্পদ দান করেন যাতে সে তা সংরক্ষিত করে।

وَاَنَّهٗ هُوَ رَبُّ الشِّعْرٰى : شِعْرٰى একটি নক্ষত্রের নাম। আরবের কোনো কোনো সম্প্রদায় এই নক্ষত্রের পূঁজা করত। তাই বিশেষভাবে এর নাম উল্লেখ করে বলা হয়েছে যে, এই নক্ষত্রের মালিক ও পালনকর্তা আল্লাহ তা'আলাই; যদিও সমস্ত নক্ষত্র, নভোমণ্ডল ও ভূমণ্ডলের স্রষ্টা, মালিক ও পালনকর্তা তিনি।

وَاَنَّهٗ اَهْلَكَ عَادَنِ الْاُوْلٰى وَثَمُوْدَا فَمَا اَبْقٰى –'আদ জাতি ছিল পৃথিবীর শক্তিশালী দুর্ধর্ষতম জাতি। তাদের দু'টি শাখা পর পর প্রথম ও দ্বিতীয় নামে পরিচিত। তাদের প্রতি হযরত হুদ (আ.)-কে রাসূলরূপে প্রেরণ করা হয়। অবাধ্যতার কারণে ঝঞ্চা বায়ুর আজাব আসে। ফলে সমগ্র জাতি নাস্তানাবুদ হয়ে যায়। কওমে নূহের পর তারাই সর্বপ্রথম আজাব দ্বারা ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়। –(মাযহারী) ছামূদ সম্প্রদায়ও তাদের অপর শাখা। তাদের প্রতি হযরত সালেহ (আ.)-কে প্রেরণ করা হয়। যারা অবাধ্যতা করে, তাদের প্রতি বজ্রনিনাদের আজাব আসে। ফলে তাদের হৃদপিণ্ড বিদীর্ণ হয়ে মৃত্যুমুখে পতিত হয়।

وَالْمُؤْتَفِكَةَ اَهْوٰى : مُؤْتَفِكَة-এর শাব্দিক অর্থ সংলগ্ন। এখানে কয়েকটি জনপদ ও শহর একত্রে সংলগ্ন ছিল। হযরত লূত (আ.) তাদের প্রতি প্রেরিত হন। অবাধ্যতা ও নির্লজ্জতার শাস্তিস্বরূপ জিবরাঈল (আ.) তাদের জনপদসমূহ উল্টে দেন।

فَغَشّٰهَا مَا غَشّٰى : অর্থাৎ, আচ্ছন্ন করে নিল জনপদগুলোকে উল্টে দেওয়ার পর। তাদের উপর প্রস্তর বর্ষণ করা হয়েছিল। এখানে তাই বুঝানো হয়েছে। এ পর্যন্ত হযরত মূসা (আ.) ও হযরত ইবরাহীম (আ.)-এর কিতাবের বরাত দিয়ে বর্ণিত 'শিক্ষা' সমাপ্ত হলো।

فَبِاَيِّ اٰلَاۤءِ رَبِّكَ تَتَمَارٰى : تَمَر শব্দের অর্থ বিবাদ ও বিরোধিতা করা। হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) বলেন : এখানে প্রত্যেক মানুষকে সম্বোধন করে বলা হয়েছে যে, পূর্ববর্তী আয়াত এবং হযরত মূসা ও হযরত ইবরাহীম (আ.)-এর সহীফায় বর্ণিত আয়াত সম্পর্কে সামান্য চিন্তা-ভাবনা করলে রাসূলুল্লাহ ﷺ ও তাঁর শিক্ষার সত্যতায় বিন্দুমাত্রও সন্দেহের অবকাশ থাকে না এবং পূর্ববর্তী জাতিসমূহের ধ্বংস ও আজাবের ঘটনাবলি শুনে বিরোধিতা বর্জন করার চমৎকার সুযোগ পাওয়া যায়। এটা আল্লাহ তা'আলার একটা নিয়ামত। এতদসত্ত্বেও তোমরা আল্লাহ তা'আলার কোনো কোনো নিয়ামত সম্পর্কে বিবাদ ও বিরোধিতা করতে থাকবে।

هٰذَا نَذِيْرٌ مِّنَ النُّذُرِ الْاُوْلٰى - هٰذَا শব্দ দ্বারা রাসূলুল্লাহ ﷺ অথবা কুরআনের প্রতি ইশারা করা হয়েছে। অর্থাৎ, ইনিও অথবা এই কুরআনও পূর্ববর্তী পয়গাম্বর অথবা কিতাবসমূহের ন্যায় আল্লাহর পক্ষ থেকে সতর্ককারীরূপে প্রেরিত। ইনি সরল পথ এবং দীন ও দুনিয়ার সাফল্য সম্বলিত নির্দেশাবলি নিয়ে আগমন করেছেন এবং বিরুদ্ধাচরণকারীদেরকে আল্লাহর শাস্তির ভয় দেখান।

اَزِفَتِ الْاٰزِفَةُ لَيْسَ لَهَا مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ كَاشِفَةٌ : অর্থাৎ, নিকটে আগমনকারী বস্তু নিকটে এসে গেছে। আল্লাহ তা'আলা ব্যতীত কেউ এর গতিরোধ করতে পারবে না। এখানে কিয়ামত বুঝানো হয়েছে। সমগ্র বিশ্বের বয়সের দিক দিয়ে কিয়ামত নিকটে এসে গেছে। কারণ, উম্মতে মুহাম্মদী বিশ্বের সর্বশেষ ও কিয়ামতের নিকটবর্তী উম্মত।

أَفَمِنْ هٰذَا الْحَدِيثِ تَعْجَبُونَ وَتَضْحَكُونَ وَلَا تَبْكُونَ : الْحَدِيثِ هٰذَا বলে কুরআন বুঝানো হয়েছে। অর্থ এই যে, কুরআন স্বয়ং একটি মু'জিযা। এটা তোমাদের সামনে এসে গেছে। এ জন্যও কি তোমরা আশ্চর্যবোধ করছ, উপহাসের ছলে হাস্য রহস্য করছ এবং গোনাহ ও ত্রুটির কারণে ক্রন্দন করছ না?

وَأَنْتُمْ سٰمِدُونَ : سُمُودٌ-এর আভিধানিক অর্থ– গাফলতি ও নিশ্চিন্ততা। এর অপর অর্থ– গানবাজনা করা। এ স্থলে এই অর্থও হতে পারে।

فَاسْجُدُوا لِلّٰهِ وَاعْبُدُوا : অর্থাৎ, পূর্ববর্তী আয়াতসমূহ চিন্তাশীল মানুষকে শিক্ষা ও উপদেশের সবক দেয়। এসব আয়াতের দাবী এই যে, তোমরা সবাই আল্লাহর সামনে বিনয় ও নম্রতা সহকারে নত হও এবং সেজদা কর ও একমাত্র তাঁরই ইবাদত কর।

সহীহ্ বোখারীতে হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) থেকে বর্ণিত আছে যে, সূরা নাজমের এ আয়াত পাঠ করে রাসূলুল্লাহ ﷺ সেজদা করলেন এবং তাঁর সাথে সব মুসলমান, মুশরিক, জিন ও মানব সেজদা করল। বোখারী ও মুসলিমের অপর এক হাদীসে হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা.) বর্ণনা করেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ সূরা নাজম পাঠ করত তেলাওয়াতের সেজদা আদায় করলে তাঁর সাথে উপস্থিত সকল মুমিন ও মুশরিক সেজদা করল, একজন কুরায়শি বৃদ্ধ ব্যতীত। সে একমুষ্টি মাটি তুলে নিয়ে কপালে স্পর্শ করে বলল : আমার জন্য এটাই যথেষ্ট। আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা.) বলেন : এ ঘটনার পর আমি বৃদ্ধকে কাফের অবস্থায় নিহত হতে দেখেছি। এতে ইঙ্গিত আছে যে, তখন যেসব মুশরিক মজলিসে উপস্থিত ছিল, আল্লাহ তা'আলার অদৃশ্য ইঙ্গিতে তারাও সেজদা করতে বাধ্য হয়েছিল। অবশ্য কুফরের কারণে তখন এই সেজদার কোনো ছওয়াব ছিল না। কিন্তু এই সেজদার ভাবে পরবর্তীকালে তাদের সবারই ইসলাম ও ঈমান গ্রহণ করার তওফীক হয়ে যায়। যে বৃদ্ধ সেজদা থেকে বিরত ছিল, একমাত্র সে-ই কাফের অবস্থায় মৃত্যুবরণ করেছিল।

বুখারী ও মুসলিমের এক হাদীসে হযরত যায়েদ ইবনে সাবেত (রা) বর্ণনা করেন যে, তিনি রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সামনে সূরা নাজম আদ্যোপান্ত পাঠ করেন, কিন্তু তিনি সেজদা করেননি। এই হাদীস দৃষ্টে জরুরি হয় না যে, সেজদা ওয়াজিব ও অপরিহার্য নয়। কেননা এতে সম্ভাবনা আছে যে, তখন তাঁর অজু ছিল না অথবা সেজদার পরিপন্থি অন্য কোনো ওযর বিদ্যমান ছিল। এমতাবস্থায় তাৎক্ষণিক সিজদা জরুরী হয় না, পরেও করা যায়।

শব্দ বিশ্লেষণ :

لَا تُغْنِىْ : সীগাহ واحد مؤنث غائب বহছ مضارع معروف বাব اِفْعَالٌ মাসদার اَلْاِغْنَاءُ মূলবর্ণ (غ - ن - ى) জিনস ناقص يائى অর্থ– কাজে আসবে না।

يَأْذَنُ : সীগাহ واحد مذكر বহছ مضارع معروف বাব سَمِعَ মাসদার اَلْاِذْنُ মূলবর্ন (أ - ذ - ن) জিনস مهموز فاء অর্থ– অনুমতি প্রদান করেন।

يَشَاءُ : সীগাহ واحد مذكر غائب বহছ مضارع معروف বাব فَتَحَ মাসদার اَلْمَشِيْئَةُ মূলবর্ণ (ش - ى - ء) জিনস মুরাক্কাব (اجوف يائى এবং مهموز لام) অর্থ– তিনি চান।

اَسَاءُوْا : সীগাহ جمع مذكر غائب বহছ ماضى معروف বাব اِفْعَالٌ মাসদার اِسَاءَةٌ মূলবর্ণ (س - و - أ) জিনস মুরাক্কাব (مهموز لام ও اجوف واوى) অর্থ– (যারা) মন্দকাজ করেছে।

يَجْتَنِبُوْنَ : সীগাহ جمع مذكر غائب বহছ مضارع معروف বাব اِفْتِعَالٌ মাসদার اَلْاِجْتِنَابُ মূলবর্ণ (ج - ن - ب) জিনস صحيح অর্থ– তারা বেঁচে থাকে।

كَبَائِرَ : صفت مشبه - كَبِيْرَةٌ-এর বহুবচন অর্থ– কবিরা গুনাহসমূহ।

لَمَمَ : ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পাপ,

اَجِنَّةٌ : جَنِيْنٌ-এর বহুবচন অর্থ– ভ্রূণ, যতদিন পর্যন্ত শিশু মাতৃগর্ভে থাকে তাকে جَنِيْنٌ বলা হয়।

لَا تُزَكُّوْا : সীগাহ جمع مذكر حاضر বহছ نهى حاضر معروف বাব تَفْعِيْل মাসদার تَزْكِيَةٌ মূলবর্ণ (ز - ك - و) জিনস ناقص واوى অর্থ– তোমরা পবিত্র মনে করো না।

https://e-ilm.weebly.com/

أَضْحَكَ : সীগাহ واحد مذكر غائب বহছ ماضى معروف বাব إِفْعَالٌ মাসদার إِضْحَاكٌ মূলবর্ণ (ض ـ ح ـ ك) জিনস صحيح অর্থ– তিনি হাসান।

أَبْكَى : সীগাহ واحد مذكر غائب বহছ ماضى معروف বাব إِفْعَالٌ মাসদার إِبْكَاءٌ মূলবর্ণ (ب ـ ك ـ ى) জিনস ناقص يائى অর্থ– তিনি কাঁদান।

تُمْنَى : সীগাহ واحد مؤنث غائب বহছ مضارع مجهول বাব ضَرَبَ মাসদার مَنْيٌ মূলবর্ণ (م ـ ن ـ ى) জিনস ناقص يائى অর্থ– নিক্ষেপ করা হয়।

شِعْرَى : শে'রা নক্ষত্রের নাম, বিশেষভাবে একে উল্লেখ করার কারণ হলো, আরবের একগোত্র 'কবীলায়ে বনু খুযাআ' এ নক্ষত্রের উপাসনা করত। شِعْرَى মা'বূদ হিসেবে মানত।

يُسَمُّوْنَ : সীগাহ جمع مذكر غائب বহছ مضارع معروف বাব تَفْعِيْل মাসদার اَلتَّسْمِيَةُ মূলবর্ণ (ق – ن – و) জিনস ناقص واوى অর্থ- তারা নামকরণ করেন, অভিহিত করেন।

أَكْدَى : সীগাহ واحد مذكر غائب বহছ ماضى معروف বাব إِفْعَالٌ মাসদার اَلْإِكْدَاءُ মূলবর্ণ (ك ـ د ـ ى) জিনস ناقص يائى অর্থ– বন্ধ করেছিল, বিরতি ছিল।

أَقْنَى : সীগাহ واحد مذكر غائب বহছ ماضى معروف বাব إِفْعَالٌ মাসদার اَلْإِقْنَاءُ মূলবর্ণ (ق – ن – و) জিনস ناقص يائى অর্থ– পূঁজি স্থায়ী রাখেন, সম্পদশালী করেন।

اَلْمُؤْتَفِكَةُ : সীগাহ واحد مؤنث বহছ اسم فاعل বাব إِفْتِعَالٌ মাসদার اَلْاِئْتِفَاكُ মূলবর্ণ (ا – ف – ك) জিনস مهموز فاء অর্থ– উল্টানো জনপদ।

اَلْآءُ : বহুবচন, একবচনে الى অর্থ– নিয়ামতসমূহ, অনুগ্রহসমূহ।

أَزِفَتْ : সীগাহ واحد مؤنث غائب বহছ ماضى معروف বাব سَمِعَ মাসদার اَلْأَزَفُ মূলবর্ণ (ا ـ ز ـ ف) জিনস مهموز فاء অর্থ– নিকটে এসে পৌছেছে।

سَامِدُوْنَ : সীগাহ جمع مذكر বহছ اسم فاعل বাব نَصَرَ মাসদার اَلسُّمُوْدُ মূলবর্ণ (س – م – د) জিনস صحيح অর্থ– অহংকার করছ।

فَاسْجُدُوْا : সীগাহ جمع مذكر حاضر বহছ امر حاضر معروف বাব نَصَرَ মাসদার اَلسُّجُوْدُ মূলবর্ণ (س – ج – و) জিনস صحيح অর্থ- অনুগত হও, সেজদা কর।

وَاعْبُدُوْا : সীগাহ جمع مذكر حاضر বহছ امر حاضر معروف বাব نَصَرَ মাসদার اَلْعِبَادَةُ মূলবর্ণ (ع – ب – د) জিনস صحيح অর্থ- ইবাদত কর, দাসত্ব কর।

বাক্য বিশ্লেষণ :

إِنْ يَّتَّبِعُوْنَ إِلَّا الظَّنَّ وَإِنَّ الظَّنَّ لَا يُغْنِىْ مِنَ الْحَقِّ شَيْئًا : এখানে إِنْ টি نافيه আর يَتَّبِعُوْنَ হলো فعل مضارع مرفوع এবং واو টি فاعل আর إِلَّا হচ্ছে اداة حصر ; الظَّنَّ হলো مفعول به এবং واو টি حال -এর জন্য। إِنَّ হলো حرف مشبه بالفعل এবং الظَّنَّ হলো তার اسم এবং لَا يُغْنِىْ হলো তার خبر আর مِنَ الْحَقِّ হলো متعلق হয়েছে يُغْنِىْ -এর সাথে এবং شَيْئًا হচ্ছে مفعول به অথবা مفعول مطلق।

–[ই'রাবুল কুরআন খ: ৭, পৃ. ৩৩৩]

https://e-ilm.weebly.com/

سُوْرَةُ الْقَمَرِ مَكِّيَّةٌ

সূরা ক্বামার

মক্কায় অবতীর্ণ; আয়াত– ৫৫, রুকূ‘– ৩

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ۝

পরম করুণাময়, দয়ালু আল্লাহর নামে শুরু করছি।

১. কিয়ামত নিকটে এসে পড়েছে এবং চন্দ্র দ্বিখণ্ডিত হয়ে গেছে।	اِقْتَرَبَتِ السَّاعَةُ وَانْشَقَّ الْقَمَرُ ۝١
২. আর যদি তারা কোনো মু'জিযা দেখে, তবে টালবাহানা করে এবং বলে– "এতো জাদু এখনই এর অবসান ঘটবে।"	وَاِنْ يَّرَوْا اٰيَةً يُّعْرِضُوْا وَيَقُوْلُوْا سِحْرٌ مُّسْتَمِرٌّ ۝٢
৩. আর তারা [সত্যকে] অবিশ্বাস করেছে এবং নিজেদের প্রবৃত্তির অনুসরণ করেছে, আর প্রত্যেক বস্তু [কিয়ৎকাল পর স্বীয় প্রকৃত স্বরূপে] স্থিতিশীল হয়ে যায়।	وَكَذَّبُوْا وَاتَّبَعُوْٓا اَهْوَآءَهُمْ وَكُلُّ اَمْرٍ مُّسْتَقِرٌّ ۝٣
৪. আর তাদের নিকট এ পরিমাণ সংবাদসমূহ পৌঁছেছে, যাতে সাবধানবাণী রয়েছে।	وَلَقَدْ جَآءَهُمْ مِّنَ الْاَنْۢبَآءِ مَا فِيْهِ مُزْدَجَرٌ ۝٤
৫. অর্থাৎ উচ্চস্তরের [জ্ঞান অর্জনের] উপাদান রয়েছে, বস্তুতঃ ভীতি সঞ্চারক বস্তুসমূহ তাদের কোনো উপকারে আসে না।	حِكْمَةٌۢ بَالِغَةٌ فَمَا تُغْنِ النُّذُرُ ۝٥

শাব্দিক অনুবাদ :

১. اِقْتَرَبَتِ নিকটে এসে পড়েছে السَّاعَةُ কিয়ামত وَانْشَقَّ الْقَمَرُ এবং চন্দ্র দ্বিখণ্ডিত হয়ে গেছে।

২. وَاِنْ يَّرَوْا আর যদি তারা দেখে اٰيَةً কোনো মু'জিযা يُّعْرِضُوْا তবে এতো টালবাহানা করে وَيَقُوْلُوْا এবং বলে سِحْرٌ مُّسْتَمِرٌّ জাদু, এখনই এর অবসান ঘটবে।

৩. وَكَذَّبُوْا আর তারা অবিশ্বাস করেছে وَاتَّبَعُوْٓا اَهْوَآءَهُمْ এবং নিজেদের প্রবৃত্তির অনুসরণ করেছে وَكُلُّ اَمْرٍ مُّسْتَقِرٌّ আর প্রত্যেক বস্তু স্থিতিশীল হয়ে যায়।

৪. وَلَقَدْ جَآءَهُمْ আর তাদের নিকট পৌঁছেছে مِّنَ الْاَنْۢبَآءِ এ পরিমাণ সংবাদ مَا فِيْهِ مُزْدَجَرٌ যাতে সাবধানবাণী রয়েছে।

৫. حِكْمَةٌۢ بَالِغَةٌ অর্থাৎ উচ্চস্তরের (জ্ঞান অর্জনের) উপাদান রয়েছে فَمَا تُغْنِ النُّذُرُ বস্তুতঃ ভীতি সঞ্চারক বস্তুসমূহ তাদের কোনো উপকারে আসে না।

https://e-ilm.weebly.com/

৬. সুতরাং আপনি তাদের সম্পর্কে কোনো চিন্তা করবেন না। যেদিন এক আহ্বানকারী ফেরেশতা এক অপ্রীতিকর বস্তুর দিকে ডাকবে।	فَتَوَلَّ عَنْهُمْ ۘ يَوْمَ يَدْعُ الدَّاعِ إِلَىٰ شَيْءٍ نُّكُرٍ ﴿٦﴾
৭. [আর] তাদের নয়নসমূহ [অপমানে] অবনমিত হবে, কবরসমূহ হতে এরূপে বের হতে থাকবে, যেমন পঙ্গপাল ছড়িয়ে পড়ে।	خُشَّعًا أَبْصَارُهُمْ يَخْرُجُونَ مِنَ الْأَجْدَاثِ كَأَنَّهُمْ جَرَادٌ مُّنتَشِرٌ ﴿٧﴾
৮. [অতঃপর] আহ্বানকারীর দিকে দৌড়ে যেতে থাকবে ভীত-বিহ্বল হয়ে; কাফেররা বলবে যে, এ দিনটি বড় কঠিন।	مُّهْطِعِينَ إِلَى الدَّاعِ ۖ يَقُولُ الْكَافِرُونَ هَٰذَا يَوْمٌ عَسِرٌ ﴿٨﴾
৯. তাদের পূর্বে নূহ সম্প্রদায় অবিশ্বাস করেছিল, অর্থাৎ তারা আমার বান্দা [নূহ]-কে অবিশ্বাস করেছিল এবং বলেছিল যে, এই ব্যক্তি পাগল এবং তাকে হুমকি দেওয়া হয়েছিল।	كَذَّبَتْ قَبْلَهُمْ قَوْمُ نُوحٍ فَكَذَّبُوا عَبْدَنَا وَقَالُوا مَجْنُونٌ وَازْدُجِرَ ﴿٩﴾
১০. তখন নূহ নিজ প্রভুর নিকট দোয়া করলেন, আমি পরাভূত, অতএব, আপনি প্রতিশোধ গ্রহণ করুন।	فَدَعَا رَبَّهُ أَنِّي مَغْلُوبٌ فَانتَصِرْ ﴿١٠﴾
১১. অতঃপর আমি অধিক বর্ষণশীল পানি দ্বারা আসমানের দ্বারসমূহ খুলে দিলাম।	فَفَتَحْنَا أَبْوَابَ السَّمَاءِ بِمَاءٍ مُّنْهَمِرٍ ﴿١١﴾
১২. এবং জমিন হতে ফোয়ারাসমূহ জারি করে দিলাম, অতঃপর [উভয়] পানি অবধারিত কাজের জন্য সম্মিলিত হলো।	وَفَجَّرْنَا الْأَرْضَ عُيُونًا فَالْتَقَى الْمَاءُ عَلَىٰ أَمْرٍ قَدْ قُدِرَ ﴿١٢﴾

শাব্দিক অনুবাদ :

৬. فَتَوَلَّ عَنْهُمْ সুতরাং আপনি তাদের সম্পর্কে কোনো চিন্তা করবেন না يَوْمَ يَدْعُ الدَّاعِ যেদিন এক আহ্বানকারী ফেরেশতা ডাকবে إِلَىٰ شَيْءٍ نُّكُرٍ এক অপ্রীতিকর বস্তুর দিকে।

৭. خُشَّعًا أَبْصَارُهُمْ (আর) তাদের নয়নসমূহ অবনমিত হবে يَخْرُجُونَ এরূপে বের হতে থাকবে مِنَ الْأَجْدَاثِ কবরসমূহ হতে كَأَنَّهُمْ جَرَادٌ مُّنتَشِرٌ যেমন পঙ্গপাল ছড়িয়ে পড়ে।

৮. مُّهْطِعِينَ إِلَى الدَّاعِ আহ্বানকারীর দিকে দৌড়ে যেতে থাকবে ভীত-বিহ্বল হয়ে يَقُولُ الْكَافِرُونَ কাফেররা বলবে যে هَٰذَا يَوْمٌ عَسِرٌ এ দিনটি বড় কঠিন।

৯. كَذَّبَتْ قَبْلَهُمْ তাদের পূর্বে অবিশ্বাস করেছিল قَوْمُ نُوحٍ নূহ সম্প্রদায় فَكَذَّبُوا عَبْدَنَا অর্থাৎ আমার বান্দা (নূহ) কে অবিশ্বাস করেছিল। وَقَالُوا, এবং বলেছিল مَجْنُونٌ এই ব্যক্তি পাগল وَازْدُجِرَ এবং তাঁকে হুমকি দেওয়া হয়েছিল।

১০. فَدَعَا رَبَّهُ তখন নূহ নিজের প্রভুর নিকট দোয়া করলেন أَنِّي مَغْلُوبٌ আমি পরাভূত فَانتَصِرْ অতএব আপনি প্রতিশোধ গ্রহণ করুন।

১১. فَفَتَحْنَا অতঃপর আমি খুলে দিলাম أَبْوَابَ السَّمَاءِ আসমানের দ্বারসমূহ بِمَاءٍ مُّنْهَمِرٍ অধিক বর্ষণশীল পানি দ্বারা।

১২. وَفَجَّرْنَا الْأَرْضَ عُيُونًا এবং জমিন হতে ফোয়ারাসমূহ জারি করে দিলাম فَالْتَقَى الْمَاءُ অতঃপর [উভয়] পানি সম্মিলিত হলো عَلَىٰ أَمْرٍ قَدْ قُدِرَ অবধারিত কাজের জন্য।

https://e-ilm.weebly.com/

১৩. আর আমি নূহকে তক্তা ও পেরেকযুক্ত নৌকাতে আরোহণ করালাম।	وَحَمَلْنٰهُ عَلٰى ذَاتِ اَلْوَاحٍ وَّدُسُرٍ ﴿١٣﴾
১৪. যা আমার তত্ত্বাবধানে চলছিল, এ সবকিছু তার প্রতিশোধ গ্রহণের জন্য করেছিলাম, যার অমর্যাদা করা হয়েছিল।	تَجْرِىْ بِاَعْيُنِنَا ۚ جَزَآءً لِّمَنْ كَانَ كُفِرَ ﴿١٤﴾
১৫. আর আমি তাকে উপদেশ গ্রহণের জন্য থাকতে দিলাম, অতএব, কোনো উপদেশ গ্রহণকারী আছে কি?	وَلَقَدْ تَّرَكْنٰهَآ اٰيَةً فَهَلْ مِنْ مُّدَّكِرٍ ﴿١٥﴾
১৬. অনন্তর আমার আজাব ও ভীতি প্রদর্শন কীরূপ হলো?	فَكَيْفَ كَانَ عَذَابِىْ وَنُذُرِ ﴿١٦﴾
১৭. আর আমি কুরআনকে উপদেশ গ্রহণের জন্য সহজ করে দিলাম, আচ্ছা কোনো উপদেশ গ্রহণকারী আছে কি?	وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْاٰنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِنْ مُّدَّكِرٍ ﴿١٧﴾
১৮. 'আদ সম্প্রদায় অবিশ্বাস করেছিল, সুতরাং আমার আজাব ও ভীতি প্রর্শন কীরূপ হলো?	كَذَّبَتْ عَادٌ فَكَيْفَ كَانَ عَذَابِىْ وَنُذُرِ ﴿١٨﴾
১৯. আমি তাদের প্রতি এক প্রবল ঝঞ্ঝাবায়ু পাঠালাম এক চির অশুভ দিনে।	اِنَّآ اَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ رِيْحًا صَرْصَرًا فِىْ يَوْمِ نَحْسٍ مُّسْتَمِرٍّ ﴿١٩﴾
২০. তা মানুষকে এমনভাবে উপড়ে ফেলেছিল, যেন তারা উৎপাটিত খর্জুর বৃক্ষ।	تَنْزِعُ النَّاسَ ۙ كَاَنَّهُمْ اَعْجَازُ نَخْلٍ مُّنْقَعِرٍ ﴿٢٠﴾

শাব্দিক অনুবাদ :

১৩. وَحَمَلْنٰهُ আর আমি নূহকে আরোহণ করালাম عَلٰى ذَاتِ اَلْوَاحٍ وَّدُسُرٍ তক্তা ও পেরেকযুক্ত নৌকাতে।

১৪. تَجْرِىْ بِاَعْيُنِنَا যা আমার তত্ত্বাবধানে চলছিল جَزَآءً এ সবকিছু তার প্রতিশোধ গ্রহণের জন্য করেছিলাম لِّمَنْ كَانَ كُفِرَ যার অমর্যাদা করা হয়েছিল।

১৫. وَلَقَدْ تَّرَكْنٰهَآ আর আমি তাকে থাকতে দিলাম اٰيَةً উপদেশ গ্রহণের জন্য فَهَلْ مِنْ مُّدَّكِرٍ অতএব কোনো উপদেশ গ্রহণকারী আছে কি?

১৬. فَكَيْفَ كَانَ অনন্তর কীরূপ হলো عَذَابِىْ আমার আজাব وَنُذُرِ ও ভীতি প্রদর্শন।

১৭. وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْاٰنَ আর আমি কুরআনকে সহজ করে দিলাম لِلذِّكْرِ উপদেশ গ্রহণের জন্য فَهَلْ مِنْ مُّدَّكِرٍ আচ্ছা, কোনো উপদেশ গ্রহণকারী আছে কি?

১৮. كَذَّبَتْ عَادٌ আদ সম্প্রদায় অবিশ্বাস করেছিল فَكَيْفَ كَانَ সুতরাং কীরূপ হলো عَذَابِىْ আমার আজাব وَنُذُرِ ও ভীতি প্রদর্শন।

১৯. اِنَّآ اَرْسَلْنَا আমি পাঠালাম عَلَيْهِمْ তাদের প্রতি رِيْحًا صَرْصَرًا এক প্রবল ঝঞ্ঝাবায়ু فِىْ يَوْمِ نَحْسٍ مُّسْتَمِرٍّ এক চির অশুভ দিনে।

২০. تَنْزِعُ النَّاسَ তা মানুষকে এমনভাবে উপড়ে ফেলেছিল كَاَنَّهُمْ যেন তারা اَعْجَازُ نَخْلٍ مُّنْقَعِرٍ যেন তারা উৎপাটিত খর্জুর বৃক্ষ।

https://e-ilm.weebly.com/

২১. অনন্তর আমার আজাব ও ভীতি প্রদর্শন কেমন হলো?	فَكَيْفَ كَانَ عَذَابِيْ وَنُذُرِ ﴿٢١﴾
২২. আর আমি কুরআনকে উপদেশ গ্রহণের জন্য সহজ করে দিয়েছি, অতএব, কেউ উপদেশ গ্রহণকারী আছে কি?	وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْاٰنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِنْ مُّدَّكِرٍ ﴿٢٢﴾
২৩. ছামূদ সম্প্রদায় [-ও] রাসূলগণকে অবিশ্বাস করল।	كَذَّبَتْ ثَمُوْدُ بِالنُّذُرِ ﴿٢٣﴾
২৪. আর বলল, আমরা কি এমন ব্যক্তির অনুসরণ করব, যে আমাদের মতো মানুষ এবং একা? তবে এমতাবস্থায় আমরা মহা ভুল ও পাগলামির মধ্যে পড়ে যাব।	فَقَالُوْٓا اَبَشَرًا مِّنَّا وَاحِدًا نَّتَّبِعُهٗٓ ۙ اِنَّآ اِذًا لَّفِيْ ضَلٰلٍ وَّسُعُرٍ ﴿٢٤﴾

শাব্দিক অনুবাদ :

২১. فَكَيْفَ كَانَ অনন্তর কেমন হলো عَذَابِيْ আমার আজাব وَنُذُرِ ও ভীতি প্রদর্শন।

২২. وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْاٰنَ আর আমি কুরআনকে সহজ করে দিয়েছি لِلذِّكْرِ উপদেশ গ্রহণের জন্য فَهَلْ مِنْ مُّدَّكِرٍ অতএব কেউ উপদেশ গ্রহণকারী আছে কি?

২৩. كَذَّبَتْ ثَمُوْدُ ছামূদ সম্প্রদায় অবিশ্বাস করল بِالنُّذُرِ রাসূলগণকে।

২৪. فَقَالُوْٓا আর বলল اَبَشَرًا مِّنَّا وَاحِدًا نَّتَّبِعُهٗٓ আমরা কি এমন ব্যক্তির অনুসরণ করব যে আমাদের মতো মানুষ এবং একা اِنَّآ اِذًا لَّفِيْ ضَلٰلٍ وَّسُعُرٍ তবে এমতাবস্থায় আমরা মহাভুল ও পাগলামির মধ্যে পড়ে যাব।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

اِقْتَرَبَتِ السَّاعَةُ وَانْشَقَّ الْقَمَرُ –

শানে নুযূল ঃ ১. আবূ নু'আঈম (র.) আত্বা এর সনদে হযরত ইবনে আব্বাস (রা.)-এর উদ্ধৃতি দিয়ে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেন একদা মক্কার লোকেরা রাসূল ﷺ-এর নিকট এসে জড়ো হয়ে বলল, এমন কোনো নির্দশন আছে কি যার দ্বারা আপনি যে আল্লাহ তা'আলার রাসূল, সে সম্পর্কে আমরা পরিচয় পাব? এ মুহূর্তেই হযরত জিবরাঈল (আ.) উপস্থিত হয়ে বললেন, হে মুহাম্মদ! মক্কাবাসীকে বলে দিন এ রাতেই যেন তারা একত্র হয়, তাহলে তারা নিদর্শন দেখতে পাবে। জিবরাঈল (আ.)-এর নিয়ে আসা সংবাদ সম্পর্কে রাসূল ﷺ তাদেরকে অবহিত করলেন। সে রাতটি ছিল চাঁদের চৌদ্দ তারিখ তথা পূর্ণিমার রাত্র। সুতরাং তারা চাঁদের চৌদ্দ তারিখ রাতে বের হয়ে জড়ো হলো। সে সময় তারা চাঁদকে দু'টুকরো হতে দেখতে পেল। অর্ধাংশ সাফা পর্বতে এবং অপর অর্ধাংশ মারওয়া পর্বতের উপর। তখন তারা তা দেখে চক্ষু বুঝে মুছে নিল। আবারো দৃষ্টি নিবদ্ধ করে দেখে চক্ষু বুঝে মুছে নেয়। অতঃপর দৃষ্টি নিবদ্ধ করে দু'টুকরো চাঁদ দেখতে পেয়ে বলল, এতো জাদুর প্রভাব বৈ অন্য কিছু নয়। মক্কার মুশরিক কাফের সম্প্রদায় বাস্তব সত্যকে অস্বীকার করার পরিপ্রেক্ষিতে আল্লাহ তা'আলা আলোচ্য আয়াত নাজিল করেন।–(রূহুল মা'আনী : ৭৫/২৭/১৪, দুররে মানছুর : ১৩৩/৬)

শানে নুযূল ঃ ২. কুরাইশের মুশরিকরা রাসূল ﷺ কে লক্ষ্য করে বলল যে, আপনি যদি সত্য নবী হয়ে থাকেন, তাহলে আপনি আমাদেরকে চাঁদ দ্বি-খণ্ডিত করে দেখান। এমন করতে পারলে, তারা ঈমান আনবে বলেও প্রতিশ্রুতি ব্যক্ত করল। সে রাতটি ছিল পূর্ণিমার রাত। সুতরাং রাসূল ﷺ তাঁর রবের নিকট প্রার্থনা করলেন। ফলে চাঁদ দ্বিখণ্ডিত হয়ে গেল। অর্ধেক সাফা পর্বতে আর অর্ধেক কাইকুআন পর্বতে। তখন অর্ধেক মক্কাবাসীরা বলল যে, এতো হচ্ছে আকাশমণ্ডলীর কাজ। সেখানে জাদু কোনো প্রভাব ফেলবে না। আবূ জাহল বলল, একটু ধৈর্য ধারণ কর। আমাদের নিকট গ্রামের

https://e-ilm.weebly.com/

মানুষেরা আসুক। তারা যদি এর সত্যতা স্বীকার করে, তাহলে তা সত্য ও সঠিক হবে। নতুবা বুঝা যাবে যে, মুহাম্মদ আমাদের দৃষ্টিশক্তির উপর ভেল্কিবাজী জাদু করেছে। অতঃপর গ্রামের লোকেরাও তখন এ সংবাদের সত্যতা ব্যক্ত করল; তখন আবূ জাহল বিমুখতা অবলম্বন করে বলল, তাতো গতানুগতিক জাদু। আবূ জাহল কর্তৃক সত্যকে অস্বীকৃতি জ্ঞাপন করার পরিপ্রেক্ষিতে আল্লাহ তা'আলা আলোচ্য আয়াত নাজিল করেন। –(বাহরে মুহীত্ব : ১৭০/৮ কুরতুবী : ১১২/১৭)

পূর্ববর্তী সূরা নাজম أَزِفَتِ الْآزِفَةُ বলে সমাপ্ত করা হয়েছে, যাতে কিয়ামত নিকটবর্তী হওয়ার কথা উল্লেখ রয়েছে। আলোচ্য সূরাকে এই বিষয়বস্তু দ্বারাই অর্থাৎ, اِقْتَرَبَتِ السَّاعَةُ বলেই শুরু করা হয়েছে। এরপর কিয়ামত নিকটবর্তী হওয়ার একটি দলিল চন্দ্র বিদীর্ণ হওয়ার মু'জিযা আলোচিত হয়েছে। কেননা, কিয়ামতের বিপুল সংখ্যক আলামতের মধ্যে সর্ববৃহৎ আলামত হচ্ছে খোদ শেষ নবী হযরত মুহাম্মদ ﷺ -এর নবুয়ত। এক হাদীসে তিনি বলেন : আমার আগমন ও কিয়ামত হাতের দুই আঙ্গুলির ন্যায় অঙ্গাঅঙ্গিভাবে জড়িত। আরো কতিপয় হাদীসে এই নৈকট্যের বিষয়বস্তু বর্ণিত হয়েছে। এমনিভাবে রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর মু'জিযা হিসেবে চন্দ্র দ্বিখণ্ডিত হয়ে আলাদা হয়ে যাওয়াও কিয়ামতের একটি বড় আলামত। এছাড়া এ মু'জিযাটি আরো এক দিক দিয়ে কিয়ামতের আলামত। তা এই যে, চন্দ্র যেমন আল্লাহর কুদরতে দুই খণ্ডে বিভক্ত হয়ে পড়েছিল, তেমনিভাবে কিয়ামতে সমগ্র গ্রহ-উপগ্রহের খণ্ড-বিখণ্ড হয়ে যাওয়া কোনো অসম্ভব ব্যাপার নয়।

চন্দ্র বিদীর্ণ হওয়ার মু'জিযা : মক্কার কাফেররা রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর কাছে তার রিসালাতের স্বপক্ষে কোনো নিদর্শন চাইলে আল্লাহ তা'আলা তাঁর সত্যতার প্রমাণ হিসেবে চন্দ্র বিদীর্ণ হওয়ার মু'জিযা প্রকাশ করেন। এই মু'জিযার প্রমাণ কুরআন পাকের وَانْشَقَّ الْقَمَرُ আয়াতে আছে এবং অনেক সহীহ হাদীসেও আছে। এসব হাদীস সাহাবায়ে কেরামের একটি বিরাট দলের রেওয়ায়েতক্রমে বর্ণিত আছে। তাঁদের মধ্যে রয়েছেন হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ, আব্দুল্লাহ ইবনে ওমর, জুবায়ের ইবনে মুত'ইম, ইবনে আব্বাস ও আনাস ইবনে মালেক (রা.) প্রমুখ। হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ একথাও বর্ণনা করেন যে, তিনি তখন অকুস্থলে উপস্থিত ছিলেন এবং মু'জিযা স্বচক্ষে প্রত্যক্ষ করেছেন। ইমাম তাহাভী (রহ.) ও ইবনে কাছীর এই মু'জিযা সম্পর্কিত সকল রেওয়ায়েতকে 'মুতাওয়াতির' বলেছেন। তাই এই মু'জিযার বাস্তবতা অকাট্য রূপে প্রমাণিত।

ঘটনার সার-সংক্ষেপ এই যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ মক্কার মিনা নামক স্থানে উপস্থিত ছিলেন। তখন মুশরিকরা তার কাছে নবুয়তের নিদর্শন চাইল। তখন ছিল চন্দ্রোজ্জ্বল রাত্রি। আল্লাহ তা'আলা এই সুস্পষ্ট অলৌকিক ঘটনা দেখিয়ে দিলেন যে, চন্দ্র দ্বিখণ্ডিত হয়ে একখণ্ড পূর্বদিকে ও অপরখণ্ড পশ্চিমদিকে চলে গেল এবং উভয় খণ্ডের মাঝখানে পাহাড় অন্তরাল হয়ে গেল। রাসূলুল্লাহ ﷺ উপস্থিত সবাইকে বললেন ঃ দেখ এবং সাক্ষ্য দাও। সবাই যখন পরিষ্কাররূপে এই মু'জিযা দেখে নিল, তখন চন্দ্রের উভয় খণ্ড পুনরায় একত্র হয়ে গেল। কোনো চক্ষুষ্মান ব্যক্তির পক্ষে এই সুস্পষ্ট মু'জিযা অস্বীকার করা সম্ভবপর ছিল না, কিন্তু মুশরিকরা বলতে লাগল : মুহাম্মদ সারা বিশ্বের মানুষকে জাদু করতে পারবে না। অতএব, বিভিন্ন স্থান থেকে আগত লোকদের জন্য অপেক্ষা কর। তারা কী বলে? শুনে নাও। এরপর বিভিন্ন স্থান থেকে আগন্তুক মুশরিকদেরকে তারা জিজ্ঞাসাবাদ করল। তারা সবাই চন্দ্রকে দ্বিখণ্ডিত অবস্থায় দেখেছে বলে স্বীকার করল।

কোনো কোনো রেওয়ায়েতে আছে, মক্কায় এই মু'জিযা দুইবার সংঘটিত হয়। কিন্তু সহীহ্ রেওয়ায়েতসমূহে একবারেরই প্রমাণ পাওয়া যায়। –(বয়ানুল কুরআন)

এ সম্পর্কিত কয়েকটি রেওয়ায়েত তাফসীরে ইবনে কাছীর থেকে নিম্নে উদ্ধৃত করা হলো :

হযরত আনাস ইবনে মালেক (রা.) বর্ণনা করেন :

إِنَّ أَهْلَ مَكَّةَ سَأَلُوْا رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ أَنْ يُرِيَهُمْ آيَةً فَأَرَاهُمُ الْقَمَرَ شِقَّيْنِ حَتّٰى الْحِرَاءَ بَيْنَهُمَا -

মক্কাবাসীরা রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর কাছে নবুয়তের কোনো নিদর্শন দেখতে চাইলে আল্লাহ তা'আলা চন্দ্রকে দ্বিখণ্ডিত অবস্থায় দেখিয়ে দিলেন। তারা হেরা পর্বত গুহাকে উভয় খণ্ডের মাঝখানে দেখতে পেল। –(বুখারী ও মুসলিম)

হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা.) বর্ণনা করেন :

إِنْشَقَّ الْقَمَرُ عَلٰى عَهْدِ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ شِقَّيْنِ حَتّٰى نَظَرُوْا إِلَيْهِ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ.

রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর আমলে চন্দ্র বিদীর্ণ হয়ে দুই খণ্ড হয়ে গেল। সবাই এই ঘটনা অবলোকন করল এবং রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন– তোমরা সাক্ষ্য দাও।

ইবনে জারীর (রহ.)ও নিজ সনদে এই হাদীস উদ্ধৃত করেছেন। তাতে আরও উল্লিখিত আছে :

كُنَّا مَعَ رَسُوْلِ للّٰهِ ﷺ بِمِنًى فَانْشَقَّ الْقَمَرُ فَأَخَذَتْ فِرْقَةٌ خَلْفَ الْجَبَلِ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ -

https://e-ilm.weebly.com/

হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা.) বলেন, আমি মিনায় রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর সাথে ছিলাম। হঠাৎ চন্দ্র দ্বিখণ্ডিত হয়ে গেল এবং একখণ্ড পাহাড়ের পশ্চাতে চলে গেল। রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন : সাক্ষ্য দাও, সাক্ষ্য দাও।

আবূ দাউদ ও বায়হাকীর রেওয়াতে আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা.) বলেন ঃ

اِنْشَقَّ الْقَمَرُ بِمَكَّةَ حَتّٰى صَارَ فِرْقَتَيْنِ فَقَالَ كُفَّارُ قُرَيْشٍ اَهْلُ مَكَّةَ هٰذَا سِحْرٌ سَحَرَكُمْ بِهٖ ابْنُ اَبِىْ كَبْشَةَ اُنْظُرُوا السُّفَّارَ فَاِنْ كَانُوْا رَاَوْا مَا رَاَيْتُمْ فَقَدْ صَدَقَ - وَاِنْ كَانُوْا لَمْ يَرَوْا مِثْلَ مَا رَاَيْتُمْ فَهُوَ سِحْرٌ سَحَرَكُمْ بِهٖ فَسُئِلَ السُّفَّارُ قَالَ وَقَدِمُوْا مِنْ كُلِّ جِهَةٍ فَقَالُوْا رَاَيْنَا -

মক্কায় (অবস্থানকালে) চন্দ্র বিদীর্ণ হয়ে দুই খণ্ড হয়ে যায়। কুরাইশ কাফেররা বলতে থাকে, এটা জাদু, মুহাম্মদ তোমাদেরকে জাদু করেছে। অতএব, তোমরা বহির্দেশ থেকে আগমনকারী মুসাফিরদের অপেক্ষা কর। যদি তারাও চন্দ্রকে দ্বিখণ্ডিত অবস্থায় দেখে থাকে, তবে মুহাম্মদের দাবি সত্য। পক্ষান্তরে তারা এরূপ দেখে না থাকলে এটা জাদু আর ব্যতীত কিছু নয়। এরপর বহির্দেশ থেকে আগত মুসাফিরদেরকে জিজ্ঞাসাবাদ করায় তারা সবাই চন্দ্রকে দ্বিখণ্ডিত অবস্থায় দেখেছে বলে স্বীকার করে। –(ইবনে কাছীর)

চন্দ্র বিদীর্ণ হওয়ার ঘটনা সম্পর্কে কয়েকটি প্রশ্ন ও জবাব :

গ্রীক দর্শনের নীতি এই যে, আকাশ ও গ্রহ-উপগ্রহের পক্ষে বিদীর্ণ হওয়া ও সংযুক্ত হওয়া সম্ভবপর নয়। সুতরাং এই নীতির ভিত্তিতে চন্দ্র বিদীর্ণ হওয়া অসম্ভব। জবাব এই যে, দার্শনিকদের এই নীতি নিছক একটি দাবি মাত্র। এর পক্ষে যত প্রমাণ পেশ করা হয়েছে, সবগুলো অসার ও ভিত্তিহীন। আজ পর্যন্ত কোনো যুক্তিভিত্তিক প্রমাণ দ্বারা চন্দ্র বিদীর্ণ হওয়া অসম্ভব বলে প্রমাণ করা যায়নি। তবে অজ্ঞ জনসাধারণ প্রত্যেক সুকঠিন বিষয়কে অসম্ভব বলে ধারণা করে থাকে। বলাবাহুল্য, মু'জিযা বলাই হয় এমন কাজকে, যা সাধারণ অভ্যাসবিরুদ্ধ ও সাধারণের সাধ্যাতীত এবং বিস্ময়কর হয়ে থাকে। সচরাচর ঘটে এরূপ মামুলী ঘটনাকে তো কেউ মু'জিযা বলবে না।

দ্বিতীয় প্রশ্ন এই যে, এরূপ বিরাট ঘটনা ঘটে থাকলে বিশ্বের ইতিহাসে তা স্থান পেত। কিন্তু এখানে চিন্তার বিষয় এই যে, ঘটনাটি মক্কায় রাত্রিকালে ঘটেছিল। তখন বিশ্বের অনেক দেশে দিন ছিল। সুতরাং সেসব দেশে এই ঘটনা দেখার প্রশ্নই উঠে না। কোনো কোনো দেশে অর্ধ রাত্রি এবং কোনো কোনো দেশে শেষ রাত্রি ছিল। তখন সাধারণত সবাই নিদ্রামগ্ন থাকে। যারা জাগ্রত থাকে, তারাও তো সর্বক্ষণ চন্দ্রের দিকে তাকিয়ে থাকে না। চন্দ্র দ্বিখণ্ডিত হয়ে গেলে তার আলোকরশ্মিতে তেমন কোনো প্রভেদ হয় না যে, এই প্রভেদ দেখে মানুষ চন্দ্রের দিকে আকৃষ্ট হবে। এছাড়া এটা ছিল স্বল্পক্ষণের ঘটনা। আজকাল দেখা যায় যে, কোনো দেশে চন্দ্রগ্রহণ হলে পূর্বেই পত্র-পত্রিকা ও বেতারযন্ত্রের মাধ্যমে ঘোষণা করে দেওয়া হয়। এতদসত্ত্বেও হাজারো লাখো মানুষ চন্দ্রগ্রহণের কোনো খবর রাখে না। তারা টেরই পায় না। জিজ্ঞাসা করি, এটা কি চন্দ্রগ্রহণ আদৌ না হওয়ার প্রমাণ হতে পারে? অতএব, পৃথিবীর সাধারণ ইতিহাসে উল্লিখিত না হওয়ার কারণে এই ঘটনাকে মিথ্যা বলা যায় না।

এতদ্ব্যতীত ভারতের সুপ্রসিদ্ধ ও নির্ভরযোগ্য 'তারীখে ফেরেশতা' গ্রন্থে এই ঘটনা উলিখিত হয়েছে। মালবারের জনৈক মহারাজা এই ঘটনা স্বচক্ষে দেখেছিলেন এবং তার রোজ-নামচায় তা লিপিবদ্ধও করেছিলেন। এই ঘটনাই তাঁর ইসলাম গ্রহণের কারণ হয়েছিল। উপরে আবূ দাউদ ও বায়হাকীর রেওয়ায়েত দ্বারা প্রমাণিত হয়েছে যে, মক্কার মুশরিকরা বহিরাগত লোকদেরকে এ সম্পর্কে জিজ্ঞাসাবাদ করলে তারাও ঘটনা প্রত্যক্ষ করার কথা স্বীকার করে।

وَاِنْ يَّرَوْا اٰيَةً يُّعْرِضُوْا وَيَقُوْلُوْا سِحْرٌ مُّسْتَمِرٌّ : مُّسْتَمِرٌّ শব্দের প্রচলিত অর্থ– দীর্ঘস্থায়ী। কিন্তু আরবি ভাষায় কোনো সময়ে مَرَّ ও اِسْتَمَرَّ চলে যাওয়া ও নিঃশেষ হয়ে যাওয়ার অর্থেও আসে। তাফসীরবিদ মুজাহিদ ও কাতাদা (রহ.) এ স্থলে এই অর্থই নিয়েছেন। আয়াতের অর্থ এই যে, এটা স্বল্পক্ষণ স্থায়ী জাদুর প্রতিক্রিয়া, যা আপনা আপনি নিঃশেষ হয়ে যাবে। مُسْتَمِرٌّ শব্দের এক অর্থ শক্ত ও কঠোর হয়। আবুল আলীয়া ও যাহহাক (রা.) এই তাফসীরই করেছেন। অর্থাৎ, এটা বড় শক্ত জাদু। মক্কাবাসীরা যখন চাক্ষুষ দেখাকে মিথ্যা বলতে পারল না, তখন জাদু ও শক্ত জাদু বলে নিজেদেরকে প্রবোধ দিল।

وَكُلُّ اَمْرٍ مُّسْتَقِرٌّ : اِسْتِقْرَارٌ -এর শাব্দিক অর্থ– স্থির হওয়া। আয়াতের অর্থ এই যে, প্রত্যেক কাজ চূড়ান্ত পর্যায়ে পৌঁছে পরিষ্কার হয়ে যায়। সত্যের উপর জালিয়াতির যে পর্দা ফেলে রাখা হয়, তা পরিণামে উন্মুক্ত হয়েই যায় এবং সত্য সত্যরূপে এবং মিথ্যা মিথ্যারূপে প্রতিভাত হয়ে যায়।

مُّهْطِعِيْنَ اِلَى الدَّاعِ : اَلْاِهْطَاعُ -এর শাব্দিক অর্থ মাথা তোলা। আয়াতের অর্থ এই যে, আহ্বানকারীর প্রতি তাকিয়ে হাশরের ময়দানের দিকে ছুটতে থাকবে। আগের আয়াতে দৃষ্টি অবনমিত থাকার কথা বলা হয়েছে। উভয় বক্তব্যে মিল এভাবে যে, হাশরে বিভিন্ন স্থান হবে। কোনো কোনো স্থানে মস্তক অবনমিতও থাকবে।

https://e-ilm.weebly.com/

مَجْنُوْنٌ وَّازْدُجِرَ : اُزْدُجِرَ -এর শাব্দিক অর্থ– হুমকি প্রদর্শন করা হলো। উদ্দেশ্য এই যে, তারা হযরত নূহ (আ.)-কে পাগলও বলল এবং তাঁকে হুমকি প্রদর্শন করে রিসালাতের কর্তব্য পালন থেকে বিরতও রাখতে চাইল। অন্য এক আয়াতে আছে যে, তারা হযরত নূহ (আ.)-কে হুমকি প্রদর্শন করে বলল : যদি আপনি প্রচার ও দাওয়াতের কাজ থেকে বিরত না হন তবে আমরা আপনাকে প্রস্তর বর্ষণ করে মেরে ফেলব।

আবদ ইবনে হুমায়েদ (রহ.) মুজাহিদ (রহ.) থেকে বর্ণনা করেন, হযরত নূহ (আ.)-এর সম্প্রদায়ের কিছু লোক তাঁকে পথে-ঘাটে কোথাও পেলে গলা টিপে ধরত। ফলে তিনি বেহুঁশ হয়ে যেতেন এরপর হুঁশ ফিরে এলে তিনি আল্লাহর দরবারে দোয়া করতেন : আল্লাহ আমার সম্প্রদায়কে ক্ষমা করুন। তারা অজ্ঞ। সাড়ে নয়শ' বছর পর্যন্ত সম্প্রদায়ের এহেন নির্যাতনের জবাব দোয়ার মাধ্যমে দিয়ে অবশেষে নিরূপায় হয়ে তিনি বদদোয়া করেন, যার ফলে সমগ্র জাতি মহাপ্লাবনে নিমজ্জিত হয়।

فَالْتَقَى الْمَاءُ عَلٰى اَمْرٍ قَدْ قُدِرَ : অর্থাৎ, ভূমি থেকে স্ফীত পানি এবং আকাশ থেকে বর্ষিত পানি এভাবে পরস্পরে মিলিত হয়ে গেল যে, সমগ্র জাতিকে ডুবিয়ে মারার যে পরিকল্পনা আল্লাহ তা'আলা করেছিলেন, তা বাস্তবায়িত হয়ে গেল। ফলে পাহাড়ের চূড়ায়ও কেউ আশ্রয় পেলো না।

ذَاتِ اَلْوَاحٍ وَّدُسُرٍ : اَلْوَاحٌ শব্দটি لَوْحٌ-এর বহুবচন। অর্থ– কাঠের তক্তা। دُسُرٌ শব্দটি دِسَارٌ-এর বহুবচন। অর্থ– পেরেক, কীলক, যার সাহায্যে তক্তাকে সংযুক্ত করা হয়। উদ্দেশ্য নৌকা।

وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْاٰنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِنْ مُّدَّكِرٍ : ذِكْرٌ-এর অর্থ দ্বিবিধ : ১. মুখস্থ করা এবং ২. উপদেশ ও শিক্ষা অর্জন করা। এখানে উভয় অর্থ বুঝানো যেতে পারে। আল্লাহ তা'আলা কুরআনকে মুখস্থ করার জন্য সহজ করে দিয়েছেন। ইতঃপূর্বে অন্য কোনো ঐশীগ্রন্থ এরূপ ছিল না। তাওরাত, ইঞ্জিল ও যাবূর মানুষের মুখস্থ ছিল না। আল্লাহ তা'আলার পক্ষ থেকে সহজকরণের ফলশ্রুতিতেই কোটি কোটি বালক বালিকারাও সমগ্র কুরআন মুখস্থ করে ফেলতে সক্ষম হয় এবং তাতে একটি যের যবরের পার্থক্যও হয় না। চৌদ্দশ' বছর ধরে প্রতি স্তরে প্রতি ভূখণ্ডে হাজারো লাখো হাফেজের বুকে আল্লাহর কিতাব কুরআন সংরক্ষিত আছে এবং কিয়ামত পর্যন্ত থাকবে।–ইনশাআল্লাহ।

এ ছাড়া কুরআন পাক তার উপদেশ ও শিক্ষার বিষয়বস্তুকে খুবই সহজ করে বর্ণনা করেছে। ফলে বড় বড় আলেম, বিশেষজ্ঞ ও দার্শনিক যেমন এর দ্বারা উপকৃত হয়, তেমনি গণ্ডমূর্খ ব্যক্তিরাও এর শিক্ষা ও উপদেশমূলক বিষয়বস্তু দ্বারা প্রভাবান্বিত হয়।

ইজতিহাদ তথা বিধানাবলি চয়ন করার জন্য কুরআনকে সহজ করা হয়নি : আলোচ্য আয়াতে يَسَّرْنَا-এর সাথে لِلذِّكْرِ সংযুক্ত করে আরো বলা হয়েছে যে, মুখস্থ করা ও উপদেশ গ্রহণ করার সীমা পর্যন্ত কুরআনকে সহজ করা হয়েছে। ফলে প্রত্যেক আলেম ও জাহেল, ছোট ও বড় সমভাবে এর দ্বারা উপকৃত হতে পারে। এতে জরুরি হয় না যে, কুরআন পাক থেকে বিধানাবলি চয়ন করাও তেমনি সহজ হবে। বলাবাহুল্য, এটা একটা স্বতন্ত্র ও কঠিন শাস্ত্র। যেসব প্রগাঢ় জ্ঞানী আলেম এই শাস্ত্রের গবেষণায় জীবনপাত করেন, কেবল তারাই এই শাস্ত্রে ব্যুৎপত্তি অর্জন করতে পারেন। এটা প্রত্যেকের বিচরণক্ষেত্র নয়।

কোনো কোনো মুসলমান উপরিউক্ত আয়াতকে সম্বল করে কুরআনের মূলনীতি ও ধারাসমূহ পূর্ণরূপে আয়ত্ত না করেই মুজতাহিদ হতে চায় এবং বিধানাবলি চয়ন করতে চায়। উপরিউক্ত বক্তব্য দ্বারা তাদের ভ্রান্তি ফুটে উঠেছে। বলাবাহুল্য, এটা পরিষ্কার পথভ্রষ্টতা।

কয়েকটি শব্দার্থের ব্যাখ্যা ঃ سُعُرٌ শব্দটি দুই জায়গায় ব্যবহৃত হয়েছে। প্রথমে ছামূদ গোত্রের আলোচনায় তাদেরই উক্তিতে। এখানে এর অর্থ পাগলামি দ্বিতীয় فِيْ ضَلٰلٍ وَّسُعُرٍ বাক্যাংশে। এখানে سُعُرٌ-এর অর্থ– জাহান্নামের অগ্নি। অভিধানে এই শব্দটি উভয় অর্থে ব্যবহৃত হয়।

শব্দ বিশ্লেষণ :

اِقْتَرَبَ : সীগাহ واحد مذكر غائب বহছ ماضى معروف বাব اِفْتِعَالٌ মাসদার اَلْاِقْتِرَابُ মূলবর্ণ (ق - ر - ب) জিনস صحيح অর্থ– নিকটে এসে পড়েছে।

اِقْتَرَبَ : সীগাহ واحد مذكر غائب বহছ ماضى معروف বাব اِفْتِعَالٌ মাসদার اَلْاِقْتِرَابُ মূলবর্ণ (ق - ر - ب) জিনস صحيح অর্থ– নিকটে এসে পড়েছে।

اِنْشَقَّ : সীগাহ واحد مذكر غائب বহছ ماضى معروف বাব اِنْفِعَالٌ মাসদার اَلْاِنْشِقَاقُ মূলবর্ণ (ش - ق - ق) জিনস مضاعف ثلاثى অর্থ– দ্বিখণ্ডিত হয়ে গেছে।

https://e-ilm.weebly.com/

يَرَوْا : সীগাহ جمع مذكر غائب বহছ مضارع معروف বাব فَتَحَ মাসদার اَلرُّؤْيَةُ মূলবর্ণ (ر ـ أ ـ ى) জিনস মুরাক্কাব (مهموز عين এবং ناقص يائى) অর্থ– তারা দেখে।

يُعْرِضُوا : সীগাহ جمع مذكر غائب বহছ مضارع معروف বাব اِفْعَالٌ মাসদার اَلْاِعْرَاضُ মূলবর্ণ (ع ـ ر ـ ض) জিনস صحيح অর্থ– তারা টালবাহানা করে, মুখ ফিরিয়ে নেয়।

يَقُوْلُوْا : সীগাহ جمع مذكر غائب বহছ مضارع معروف বাব نَصَرَ মাসদার اَلْقَوْلُ মূলবর্ণ (ق ـ و ـ ل) জিনস اجوف واوى অর্থ– তারা বলে।

مُسْتَمِرٌّ : সীগাহ واحد مذكر বহছ اسم فاعل বাব اِسْتِفْعَالٌ মাসদার اَلْاِسْتِمْرَارُ মূলবর্ণ (م ـ ر ـ ر) জিনস مضاعف ثلاثى অর্থ– অবসান ঘটবে।

مُسْتَقِرٌّ : সীগাহ واحد مذكر বহছ اسم فاعل বাব اِسْتِفْعَالٌ মাসদার اَلْاِسْتِقْرَارُ মূলবর্ণ (ق ـ ر ـ ر) জিনস مضاعف ثلاثى অর্থ– স্থিতিশীল হয়ে যায়, স্থির হয়ে যায়।

مُزْدَجَرٌ : সীগাহ واحد বহছ ظرف مكان বাব اِفْتِعَالٌ মাসদার اَلْاِزْدِجَارُ মূলবর্ণ (ز ـ ج ـ ر) জিনস صحيح অর্থ– উপদেশ, সতর্কীকরণ।

مُهْطِعِيْنَ : সীগাহ جمع مذكر বহছ اسم فاعل বাব اِفْعَالٌ মাসদার اَلْاِهْطَاعُ মূলবর্ণ (ه ـ ط ـ ع) জিনস صحيح অর্থ– দৌড়াতে থাকবে, মাথা ঝুঁকিয়ে দ্রুত বেগে দৌড়ায় যারা।

مُنْهَمِرٌ : সীগাহ واحد مذكر বহছ اسم فاعل বাব اِنْفِعَالٌ মাসদার اَلْاِنْهِمَارُ মূলবর্ণ (ه ـ م ـ ر) জিনস صحيح অর্থ– অধিক বর্ষণশীল, বর্ষণকারী।

مُنْقَعِرٌ : সীগাহ واحد مذكر বহছ اسم فاعل বাব اِنْفِعَالٌ মাসদার اَلْاِنْقِعَارُ মূলবর্ণ (ق ـ ع ـ ر) জিনস صحيح অর্থ– উৎপাটিত, মূলোৎপাটিত।

يَسَّرْنَا : সীগাহ جمع متكلم বহছ ماضى معروف বাব تَفْعِيْل মাসদার اَلتَّيْسِيْرُ মূলবর্ণ (ى – س – ر) জিনস مثال يائى অর্থ- আমি সহজ করে দিলাম।

اَلنُّذُرُ : اَلنَّذِيْرُ -এর বহুবচন, অর্থ– ভীতি সঞ্চারক বস্তুসমূহ।

اَلْاَجْدَاثُ : جَدَثٌ -এর বহুবচন, অর্থ– কবরসমূহ।

عَسِرٌ : صفت مشبه অর্থ– বড় কঠিন।

دُسُرٌ : دِسَارٌ -এর বহুবচন; অর্থ– পেরেক।

مُدَّكِرٌ : সীগাহ واحد مذكر বহছ اسم فاعل বাব اِفْتِعَالٌ মাসদার اِذْتِكَارٌ মূলবর্ণ (ذ ـ ك ـ ر) জিনস صحيح অর্থ– উপদেশ গ্রহণকারী।

صَرْصَرٌ : صَرَاصِرٌ -এর একবচন অর্থ– প্রবল ঝঞ্ঝা (বায়ু)।

تَنْزِعُ : সীগাহ واحد مؤنث غائب বহছ مضارع معروف বাব ضَرَبَ মাসদার اَلنَّزْعُ মূলবর্ণ (ن ـ ز ـ ع) জিনস صحيح অর্থ– উপড়ে ফেলেছিল।

বাক্য বিশ্লেষণ :

كَذَّبَتْ قَبْلَهُمْ قَوْمُ نُوْحٍ فَكَذَّبُوْا عَبْدَنَا وَقَالُوْا مَجْنُوْنٌ وَّازْدُجِرَ এখানে كَذَّبَتْ শব্দটি فعل ماضى এবং ت টি مؤنث-এর জন্য। قَبْلَهُمْ শব্দটি ظرف زمان منصوب আর قَوْمُ نُوْحٍ শব্দটি كَذَّبَتْ -এর فاعل এবং فَكَذَّبُوْا-এর فاء টি عاطفة আর كَذَّبُوْا শব্দটি فعل ও فاعل এবং عَبْدَنَا হলো مفعول به ; قَالُوْا শব্দটি كَذَّبُوْا-এর উপর عطف হয়েছে। مَجْنُوْنٌ শব্দটি উহ্য مبتدأ -এর خبر অর্থাৎ هُوَ مَجْنُوْنٌ [ই'রাবুল কুরআন, খ: ৭, পৃ. ৩৫০]

https://e-ilm.weebly.com/

২৫. তবে কি আমাদের সকলের মধ্যে কেবল তাঁরই উপর ওহী নাজিল হলো? বরং এ ব্যক্তি বড় মিথ্যাবাদী ও অহংকারী।	ءَاُلْقِيَ الذِّكْرُ عَلَيْهِ مِنْۢ بَيْنِنَا بَلْ هُوَ كَذَّابٌ اَشِرٌ ﴿٢٥﴾
২৬. তারা শীঘ্রই জানবে যে, কে মিথ্যাবাদী, অহংকারী ছিল?	سَيَعْلَمُوْنَ غَدًا مَّنِ الْكَذَّابُ الْاَشِرُ ﴿٢٦﴾
২৭. আমি তাদের পরীক্ষার জন্য উট বের করেছি, অতএব আপনি তাদেরকে লক্ষ্য করতে থাকুন এবং ধৈর্য ধরে থাকুন।	اِنَّا مُرْسِلُوا النَّاقَةِ فِتْنَةً لَّهُمْ فَارْتَقِبْهُمْ وَاصْطَبِرْ ﴿٢٧﴾
২৮. আর তাদেরকে বলে দিন যে, [কূপের] পানি তাদের মধ্যে ভাগ করে দেওয়া হয়েছে, প্রত্যেকেই নিজ নিজ পালাক্রমে [পান করতে] উপস্থিত হবে।	وَنَبِّئْهُمْ اَنَّ الْمَآءَ قِسْمَةٌۢ بَيْنَهُمْ ۚ كُلُّ شِرْبٍ مُّحْتَضَرٌ ﴿٢٨﴾
২৯. পরন্তু তারা তাদের বন্ধু [কেদার] কে ডাকল, অনন্তর সে আঘাত করল এবং মেরে ফেলল।	فَنَادَوْا صَاحِبَهُمْ فَتَعَاطٰى فَعَقَرَ ﴿٢٩﴾
৩০. অতএব, আমার আজাবও ভয় প্রদর্শন কেমন হলো?	فَكَيْفَ كَانَ عَذَابِيْ وَنُذُرِ ﴿٣٠﴾
৩১. আমি তাদের উপর একটিমাত্র ধ্বনি পাঠালাম, ফলে তারা এমন হয়ে গেল যেমন কাঁটার বেড়া নির্মাণকারীর [বেড়ার শুষ্ক] চূর্ণসমূহ।	اِنَّآ اَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ صَيْحَةً وَّاحِدَةً فَكَانُوْا كَهَشِيْمِ الْمُحْتَظِرِ ﴿٣١﴾

শাব্দিক অনুবাদ :

২৫. ءَاُلْقِيَ الذِّكْرُ عَلَيْهِ তবে কি কেবল তাঁরই উপর ওহী নাজিল হলো مِنْۢ بَيْنِنَا আমাদের সকলের মধ্যে بَلْ هُوَ বরং এ ব্যক্তি كَذَّابٌ اَشِرٌ বড় মিথ্যাবাদী ও অহংকারী।

২৬. سَيَعْلَمُوْنَ غَدًا তারা শীঘ্রই জানবে যে مَّنِ الْكَذَّابُ الْاَشِرُ কে মিথ্যাবাদী, অহংকারী ছিল।

২৭. اِنَّا مُرْسِلُوا النَّاقَةِ আমি উট বের করেছি فِتْنَةً لَّهُمْ তাদের পরীক্ষার জন্য فَارْتَقِبْهُمْ অতএব, আপনি তাদেরকে লক্ষ্য করতে থাকুন وَاصْطَبِرْ এবং ধৈর্য ধরে থাকুন।

২৮. وَنَبِّئْهُمْ আর তাদেরকে বলে দিন যে اَنَّ الْمَآءَ (কূপের) পানি قِسْمَةٌۢ بَيْنَهُمْ তাদের মধ্যে ভাগ করে দেওয়া হয়েছে كُلُّ شِرْبٍ مُّحْتَضَرٌ প্রত্যেকেই নিজ নিজ পালাক্রমে উপস্থিত হবে।

২৯. فَنَادَوْا صَاحِبَهُمْ পরন্তু তারা তাদের বন্ধু (কেদার) কে ডাকল فَتَعَاطٰى فَعَقَرَ অনন্তর সে আঘাত করল এবং মেরে ফেলল।

৩০. فَكَيْفَ كَانَ অতএব কেমন হলো عَذَابِيْ আমার আজাব وَنُذُرِ ও ভয় প্রদর্শন।

৩১. اِنَّآ اَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ আমি তাদের উপর পাঠালাম صَيْحَةً وَّاحِدَةً একটিমাত্র ধ্বনি فَكَانُوْا كَهَشِيْمِ الْمُحْتَظِرِ ফলে তারা এমন হয়ে গেল যেমন কাঁটার বেড়া নির্মাণকারীর (বেড়ার শুষ্ক) চূর্ণসমূহ।

https://e-ilm.weebly.com/

হযরত আবূ হুরায়রা (রা.) বর্ণিত হাদীসে হূরদের সৌন্দর্যের বর্ণনা রয়েছে যে, হূরগণ চৌদ্দ তারিখের চন্দ্রের ন্যায় দীপ্তিময় হবে। তারা থুথু ফেলবে না, তাদের নাক থেকে কোনো প্রকার ময়লা বের হবে না, তাদের মলমূত্র ত্যাগেরও কোনো প্রয়োজন হবে না। অন্য একটি বর্ণনায় রয়েছে, তারা কখনো অসুস্থ হবে না। তাদের তৈজষপত্র, তাদের চিরুনি প্রভৃতি স্বর্ণ ও রৌপ্যের হবে। তাদের দেহের ঘাম হবে কস্তুরী, প্রত্যেকের এমনি দু'জন স্ত্রী থাকবে। তারা হবে অপূর্ব সৌন্দর্যের অধিকারী। জান্নাতে কোনো প্রকার মতভেদ, হিংসা-বিদ্বেষ থাকবে না। তারা এক মনের অধিকারী হবে। সকাল-সন্ধ্যায় তারা আল্লাহপাকের পবিত্রতা বর্ণনায় মশগুল থাকবে।

তিরমিযী এবং বায়হাকী হযরত আবূ সাঈদ খুদরী (রা.)-এর বর্ণনার উদ্ধৃতি দিয়েছেন। হযরত রাসূলে কারীম ﷺ ইরশাদ করেছেন, জান্নাতে যে দলটি সর্বপ্রথম প্রবেশ করবে তারা চৌদ্দ তারিখের চন্দ্রের ন্যায় সুন্দর হবে। আর দ্বিতীয় দলও আসমানের সুন্দরতম নক্ষত্রের ন্যায় হবে, তাদের প্রত্যেকের জন্য দু'জন জীবন-সঙ্গিনী হবে।

ইমাম আহমদ (র.) ইবনে হিব্বান (র.) এবং বায়হাকী (র.) প্রমুখ হযরত আবূ সাঈদ খুদরী (রা.) বর্ণিত হাদীসের উদ্ধৃতি দিয়েছেন। হযরত রাসূলে কারীম ﷺ ইরশাদ করেছেন– আলোচ্য আয়াতের অর্থ হলো হূরদের চেহারা এত সুন্দর হবে যে, পর্দার আড়াল থেকেও আয়নার ন্যায় পরিচ্ছন্ন দেখা যাবে। আর তারা যে মুক্তা পরিধান করবে, তা প্রাচ্য থেকে প্রতীচ্য পর্যন্ত আলোকময় করে তুলবে। হযরত রাসূলে কারীম ﷺ আলোচ্য আয়াত তেলাওয়াত করে ইরশাদ করেছেন– দেখ, ইয়াকূত একটি পাথর, আল্লাহপাক তার মধ্যে এমনি পরিচ্ছন্নতা রেখেছেন যে, তার মধ্যখান দিয়ে যদি কোনো সূতা ব্যবহার হয়, তবে তার বাইরে থেকে তা দেখা যাবে। –[ইবনে আবী হাতিম]

তিরমিযী শরীফেও এ বিবরণ সংকলিত হয়েছে।

هَلْ جَزَآءُ الْاِحْسَانِ اِلَّا الْاِحْسَانُ (٦٠) فَبِاَيِّ اٰلَآءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبٰنِ (٦١)

'উত্তম কাজের জন্য উত্তম পুরস্কার ব্যতীত আর কী হতে পারে? অতএব, হে জিন ও মানবজাতি! তোমরা তোমাদের প্রতিপালকের কোন নিয়ামতকে অস্বীকার করবে?

তাফসীরকারগণ এ আয়াতের ব্যাখ্যা করেছেন যে, এভাবে দুনিয়াতে যারা ঈমান আনবে এবং নেক আমল করবে, আখেরাতে তারা অবশ্যই এর শুভ পরিণতি লাভ করবে।

আল্লামা বগভী (র.) হযরত আনাস (রা.) বর্ণিত হাদীসের উদ্ধৃতি দিয়েছেন। তিনি বলেছেন, হযরত রাসূলে কারীম ﷺ আলোচ্য আয়াত هَلْ جَزَآءُ الْاِحْسَانِ তেলাওয়াত করে ইরশাদ করেন, তোমরা কি জান যে, তোমাদের প্রতিপালক কি ইরশাদ করেছেন? সাহাবায়ে কেরাম আরজ করলেন, আল্লাহপাক ও তাঁর রাসূলই ভালো জানেন। তখন তিনি বললেন, আল্লাহপাক ইরশাদ করেছেন, যাকে আমি তাওহীদের নিয়ামত দান করেছি, তার বদলা জান্নাত ব্যতীত আর কিছুই নয়।

এ আয়াতের ব্যাখ্যায় হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা.) বলেছেন, যে ব্যক্তি কালেমায়ে তৈয়্যিবা পাঠ করে তার মর্মের অঙ্গীকার করবে এবং হযরত রাসূলে কারীম ﷺ যে জীবন-বিধান নিয়ে এসেছেন, তার উপর আমল করবে, তার বদলা জান্নাত ব্যতীত আর কিছুই নয়।

অতএব, হে জিন ও মানবজাতি! তোমরা তোমাদের প্রতিপালকের কোন নিয়ামতকে অস্বীকার করবে?

وَمِنْ دُوْنِهِمَا جَنَّتٰنِ (٦٢) فَبِاَيِّ اٰلَآءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبٰنِ (٦٣)

'ঐ দু'টি বাগান ব্যতীত আরো দু'টি বাগান রয়েছে। অতএব, হে জিন ও মানবজাতি! তোমরা তোমাদের প্রতিপালকের কোন নিয়ামতকে অস্বীকার করবে?

অর্থাৎ যে ব্যক্তি আল্লাহপাকের দরবারে হাজির হওয়ার কথা স্মরণ রাখবে এবং পরকালীন চিরস্থায়ী জিন্দেগীর জন্য সম্বল সংগ্রহ করবে, তার জন্য চারটি জান্নাত থাকবে, দু'টির কথা ইতঃপূর্বে উল্লেখ করা হয়েছে। অবশিষ্ট দু'টির কথা আলোচ্য আয়াতে ইরশাদ করা হয়েছে। হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা.) বলেছেন, ইতঃপূর্বে জান্নাতের যে দু'টি বাগানের কথা বলা হয়েছে, তা মর্যাদার দিক থেকে এ আয়াতে উল্লিখিত বাগান দু'টি থেকেও উচ্চতর।

ইবনে যায়েদ (র.) বলেছেন, আলোচ্য আয়াতে উল্লিখিত বাগান দু'টি পূর্বে বর্ণিত বাগানগুলো থেকে কম মর্যাদার।

হযরত আবূ মূসা আশ'আরী (রা.) বলেছেন, ইতঃপূর্বে যে দু'টি বাগানের কথা বলা হয়েছে সেগুলো স্বর্ণের আর সে বাগানগুলো তাদের জন্য, যারা সর্বপ্রথম ইসলাম গ্রহণ করেছেন, । আর আলোচ্য আয়াতে যে দু'টি বাগানের কথা বলা হয়েছে, তা সেসব লোকদের জন্য, যারা পূর্ববর্তী লোকদের অনুসরণ করেছে, আর এ বাগান দু'টি হবে রৌপ্যের।

https://e-ilm.weebly.com/

৩৯. [এবং বলা হলো যে,] বস, আমার আজাব এবং ভয় প্রদর্শনের স্বাদ গ্রহণ কর।	فَذُوْقُوْا عَذَابِيْ وَنُذُرِ ﴿٣٩﴾
৪০. আর আমি কুরআনকে উপদেশ গ্রহণের নিমিত্তে সহজ করে দিয়েছি, সুতরাং কোনো উপদেশ গ্রহণকারী আছে কি?	وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْاٰنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِنْ مُّدَّكِرٍ ﴿٤٠﴾
৪১. আর ফেরাউন বংশীয়গণের নিকটও ভয় প্রদর্শনের বহু বিষয় এসেছিল।	وَلَقَدْ جَآءَ اٰلَ فِرْعَوْنَ النُّذُرُ ﴿٤١﴾
৪২. তারা আমার সমস্ত নিদর্শনকে অবিশ্বাস করল, অতএব, আমি তাদেরকে পরাক্রান্ত শক্তিমানের মতো পাকড়াও করলাম।	كَذَّبُوْا بِاٰيٰتِنَا كُلِّهَا فَاَخَذْنٰهُمْ اَخْذَ عَزِيْزٍ مُّقْتَدِرٍ ﴿٤٢﴾
৪৩. তোমাদের মধ্যে যারা কাফের তাদের মধ্যে কি এদের অপেক্ষা অধিক কোনো শ্রেষ্ঠত্ব আছে, নাকি তোমাদের জন্য [আসমানি] কিতাবসমূহে কোনো অব্যাহতি রয়েছে।	اَكُفَّارُكُمْ خَيْرٌ مِّنْ اُولٰٓئِكُمْ اَمْ لَكُمْ بَرَآءَةٌ فِي الزُّبُرِ ﴿٤٣﴾
৪৪. নাকি তারা বলে যে, আমাদের এমন দল রয়েছে যারা বিজয়ী থাকবে?	اَمْ يَقُوْلُوْنَ نَحْنُ جَمِيْعٌ مُّنْتَصِرٌ ﴿٤٤﴾
৪৫. অচিরেই এ দল পরাজিত হবে এবং পৃষ্ঠপ্রদর্শনপূর্বক পলায়ন করবে।	سَيُهْزَمُ الْجَمْعُ وَيُوَلُّوْنَ الدُّبُرَ ﴿٤٥﴾
৪৬. বরং কিয়ামত তাদের জন্য প্রতিশ্রুত রয়েছে, আর কিয়ামত বড় কঠোর ও তিক্তকর।	بَلِ السَّاعَةُ مَوْعِدُهُمْ وَالسَّاعَةُ اَدْهٰى وَاَمَرُّ ﴿٤٦﴾

শাব্দিক অনুবাদ :

৩৯. فَذُوْقُوْا স্বাদ গ্রহণ কর عَذَابِيْ আমার আজাব وَنُذُرِ এবং ভয় প্রদর্শনের।

৪০. وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْاٰنَ আর আমি কুরআনকে সহজ করে দিয়েছি لِلذِّكْرِ উপদেশ গ্রহণের নিমিত্তে فَهَلْ مِنْ مُّدَّكِرٍ সুতরাং কোনো উপদেশ গ্রহণকারী আছে কি?

৪১. وَلَقَدْ جَآءَ আর এসেছিল اٰلَ فِرْعَوْنَ ফেরাউন বংশীয়গণের নিকটও النُّذُرُ ভয় প্রদর্শনের বহু বিষয়।

৪২. كَذَّبُوْا بِاٰيٰتِنَا كُلِّهَا তারা আমার সমস্ত নিদর্শনকে অবিশ্বাস করল فَاَخَذْنٰهُمْ অতএব আমি তাদেরকে পাকড়াও করলাম اَخْذَ عَزِيْزٍ مُّقْتَدِرٍ পরাক্রান্ত শক্তিমানের মতো।

৪৩. اَكُفَّارُكُمْ خَيْرٌ مِّنْ اُولٰٓئِكُمْ তোমাদের মধ্যে যারা কাফের তাদের মধ্যে কি এদের অপেক্ষা অধিক কোনো শ্রেষ্ঠত্ব আছে اَمْ لَكُمْ بَرَآءَةٌ فِي الزُّبُرِ নাকি তোমাদের জন্য (আসমানি) কিতাবসমূহে কোনো অব্যাহতি রয়েছে।

৪৪. اَمْ يَقُوْلُوْنَ নাকি তারা বলে যে نَحْنُ جَمِيْعٌ مُّنْتَصِرٌ আমাদের এমন দল রয়েছে যারা বিজয়ী থাকবে।

৪৫. سَيُهْزَمُ الْجَمْعُ অচিরেই এ দল পরাজিত হবে وَيُوَلُّوْنَ الدُّبُرَ এবং পৃষ্ঠপ্রদর্শনপূর্বক পলায়ন করবে।

৪৬. بَلِ السَّاعَةُ বরং কিয়ামত مَوْعِدُهُمْ তাদের জন্য প্রতিশ্রুত রয়েছে। وَالسَّاعَةُ اَدْهٰى وَاَمَرُّ আর কিয়ামত বড় কঠোর ও তিক্তকর।

https://e-ilm.weebly.com/

৪৭. এ অপরাধীরা ভ্রান্তি ও নির্বুদ্ধিতার মধ্যে রয়েছে।	اِنَّ الْمُجْرِمِيْنَ فِيْ ضَلٰلٍ وَّسُعُرٍ ﴿٤٧﴾
৪৮. যেদিন তাদেরকে তাদের মুখমণ্ডলের উপর ভর করিয়ে দোজখের মধ্যে টেনে নিয়ে যাওয়া হবে; তখন তাদেরকে বলা হবে, দোজখের স্পর্শ আস্বাদন কর।	يَوْمَ يُسْحَبُوْنَ فِي النَّارِ عَلٰى وُجُوْهِهِمْ ؕ ذُوْقُوْا مَسَّ سَقَرَ ﴿٤٨﴾
৪৯. আমি প্রত্যেক বস্তুকে [এক নির্দিষ্ট] পরিমাণ দিয়ে সৃষ্টি করেছি।	اِنَّا كُلَّ شَيْءٍ خَلَقْنٰهُ بِقَدَرٍ ﴿٤٩﴾
৫০. আমার হুকুম এমন যে, একবারেই হয়ে যাবে, যেমন চক্ষুর পলক।	وَمَاۤ اَمْرُنَاۤ اِلَّا وَاحِدَةٌ كَلَمْحٍ بِالْبَصَرِ ﴿٥٠﴾
৫১. আর আমি তোমাদের সপন্থিদেরকে ধ্বংস করে ফেলেছি, আচ্ছা, উপদেশ গ্রহণকারী কেউ আছে কি?	وَلَقَدْ اَهْلَكْنَاۤ اَشْيَاعَكُمْ فَهَلْ مِنْ مُّدَّكِرٍ ﴿٥١﴾
৫২. আর এরা যা কিছুই করে থাকে সবই আমলনামাসমূহে [লিপিবদ্ধ] রয়েছে।	وَكُلُّ شَيْءٍ فَعَلُوْهُ فِي الزُّبُرِ ﴿٥٢﴾
৫৩. আর প্রত্যেক ক্ষুদ্র ও বৃহৎ বিষয় লিখিত হয়ে আছে।	وَكُلُّ صَغِيْرٍ وَّكَبِيْرٍ مُّسْتَطَرٌ ﴿٥٣﴾
৫৪. মুত্তাকীগণ [বেহেশতের] উদ্যানসমূহ ও নহরসমূহের মধ্যে থাকবে।	اِنَّ الْمُتَّقِيْنَ فِيْ جَنّٰتٍ وَّنَهَرٍ ﴿٥٤﴾
৫৫. এক উত্তম স্থানে সর্বশক্তিমান বাদশাহের সান্নিধ্যে অবস্থান করবে।	فِيْ مَقْعَدِ صِدْقٍ عِنْدَ مَلِيْكٍ مُّقْتَدِرٍ ﴿٥٥﴾ ع

শাব্দিক অনুবাদ :

৪৭. اِنَّ الْمُجْرِمِيْنَ এ অপরাধীরা فِيْ ضَلٰلٍ وَّسُعُرٍ ভ্রান্তি ও নির্বুদ্ধিতার মধ্যে রয়েছে।

৪৮. يَوْمَ يُسْحَبُوْنَ যেদিন তাদেরকে টেনে নিয়ে যাওয়া হবে فِي النَّارِ দোজখের মধ্যে عَلٰى وُجُوْهِهِمْ তাদের মুখমণ্ডলের উপর ভর করিয়ে ذُوْقُوْا مَسَّ سَقَرَ তখন তাদেরকে বলা হবে দোজখের স্পর্শ আস্বাদন কর।

৪৯. اِنَّا كُلَّ شَيْءٍ আমি প্রত্যেক বস্তুকে خَلَقْنٰهُ সৃষ্টি করেছি بِقَدَرٍ পরিমাণ দিয়ে।

৫০. وَمَاۤ اَمْرُنَاۤ اِلَّا وَاحِدَةٌ আমার হুকুম এমন একবারেই হয়ে যাবে كَلَمْحٍ بِالْبَصَرِ যেমন চক্ষুর পলক।

৫১. وَلَقَدْ اَهْلَكْنَا আর আমি ধ্বংস করে ফেলেছি اَشْيَاعَكُمْ তোমাদের সপন্থিদেরকে فَهَلْ مِنْ مُّدَّكِرٍ আচ্ছা উপদেশ গ্রহণকারী কেউ আছে কি?

৫২. وَكُلُّ شَيْءٍ فَعَلُوْهُ আর এরা যা কিছুই করে থাকে فِي الزُّبُرِ সবই আমলনামাসমূহে [লিপিবদ্ধ] রয়েছে।

৫৩. وَكُلُّ صَغِيْرٍ وَّكَبِيْرٍ আর প্রত্যেক ক্ষুদ্র ও বৃহৎ বিষয় مُّسْتَطَرٌ লিখিত হয়ে আছে।

৫৪. اِنَّ الْمُتَّقِيْنَ মুত্তাকীগণ فِيْ جَنّٰتٍ وَّنَهَرٍ উদ্যানসমূহ ও নহরসমূহের মধ্যে থাকবে।

৫৫. فِيْ مَقْعَدِ صِدْقٍ এক উত্তম স্থানে عِنْدَ مَلِيْكٍ مُّقْتَدِرٍ সর্বশক্তিমান বাদশাহের সান্নিধ্যে অবস্থান করবে।

https://e-ilm.weebly.com/

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

سَيُهْزَمُ الْجَمْعُ وَيُوَلُّونَ الدُّبُرَ-أَمْ يَقُولُونَ نَحْنُ جَمِيعٌ مُّنْتَصِرٌ

শানে নুযূল : হযরত মুকাতিল (র.) বলেন, বদর যুদ্ধের দিন আবূ জাহল তার ঘোড়াকে চাবুক মেরে সামনে অগ্রসর হয়ে বলল, আজকের সংঘটিত যুদ্ধে আমাদের মাঝে ও মুহাম্মদ ও তদ্বীয় অনুসারীদের মধ্যে আমরাই সাহায্যপ্রাপ্ত দল হব। তখন সে পরিপ্রেক্ষিতে আল্লাহ তা'আলা আলোচ্য আয়াত নাজিল করেন। (কুরতুবী : ১২৭/৭)

إِنَّ الْمُجْرِمِينَ فِي ضَلَٰلٍ وَسُعُرٍ -

শানে নুযূল : ইবনে মারদূভিয়া হযরত ইবনে আব্বাস (রা.)-এর উদ্ধৃতি দিয়ে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন, রাসূলে আকরাম ﷺ ইরশাদ করেন, আমার উম্মতের মধ্যে এমন দু'টি দল রয়েছে, ইসলামের সাথে যাদের কোনো প্রকারের সম্পর্ক নেই। তারা হচ্ছে মুরজিয়া ও কাদরিয়া। তাদের সম্পর্কে আল্লাহ তা'আলা আলোচ্য আয়াত নাজিল করেছেন।

–(দুররে মানছূর : ১৩৮/৬, রূহুল মা'আনী : ৯৪/২৭/১৪)

يَوْمَ يُسْحَبُونَ فِي النَّارِ عَلَىٰ وُجُوهِهِمْ ذُوقُوا مَسَّ سَقَرَ - إِنَّا كُلَّ شَيْءٍ خَلَقْنَاهُ بِقَدَرٍ .

শানে নুযূল : ইমাম মুসলিম, তিরমিযী ও ইবনে মাজাহ প্রমূখ হযরত আবূ হুরায়রা (রা.) এর উদ্ধৃতি দিয়ে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেন, একদা কুরাইশের মুশরিকেরা এসে রাসূল ﷺ এর সাথে তকদীর বা ভাগ্য সংক্রান্ত বিষয় নিয়ে বির্তক করে। তাদের সেই বির্তক সম্পর্কেই আল্লাহ তা'আলা আলোচ্য আয়াত নাজিল করেন।

–(কুরতুবী : ১২৮/১৭, রূহুল মা'আনী : ৯৩/২৭/১৪)

وَلَقَدْ رَاوَدُوهُ عَنْ ضَيْفِهِ : مُرَاوَدَةً শব্দের অর্থ– কাম প্রবৃত্তি চরিতার্থ করার জন্য কাউকে ফুসলানো। কওমে লূত বালকদের সাথে অপকর্মে অভ্যস্ত ছিল। আল্লাহ তা'আলা তাদের পরীক্ষার জন্যই কয়েকজন ফেরেশতাকে সুশ্রী বালকের বেশে প্রেরণ করেন। দুর্বৃত্তরা তাদের সাথে অপকর্মে লিপ্ত হওয়ার জন্য হযরত লূত (আ.)-এর গৃহে উপস্থিত হয়। হযরত লূত (আ.) দরজা বন্ধ করে দেন। কিন্তু তারা দরজা ভেঙ্গে অথবা প্রাচীর টপকিয়ে ভিতরে আসতে থাকে। হযরত লূত (আ.) বিব্রতবোধ করলে ফেরেশতাগণ তাদের পরিচয় প্রকাশ করে বললেন, আপনি চিন্তিত হবেন না। এরা আমাদের কিছুই করতে পারবে না। আমরা তাদেরকে শাস্তি দেওয়ার জন্যই আগমন করেছি।

সূরা ক্বামার কিয়ামত নিকটবর্তী হওয়ার আলোচনা দ্বারা শুরু করা হয়েছে, যাতে দুনিয়ার লোভ-লালসায় পতিত এবং পরকাল বিমুখ কাফেরদের চৈতন্য ফিরে আসে। প্রথমে কিয়ামতের আজাব বর্ণনা করা হয়েছে। এরপর তাদের পার্থিব মন্দ পরিণাম ব্যক্ত করার জন্য বিশ্ববিশ্রুত পাঁচটি সম্প্রদায়ের অবস্থা, পয়গাম্বরগণের বিরোধিতার কারণে তাদের অশুভ পরিণতি এবং ইহকালেও নানা আজাবে পতিত হওয়ার কথা বিধৃত হয়েছে।

সর্বপ্রথম হযরত নূহ (আ.)-এর সম্প্রদায়ের অবস্থা আলোচনা করা হয়েছে। কারণ, তারাই বিশ্বের সর্বপ্রথম জাতি, যাদেরকে আল্লাহর আজাব ধ্বংস করে দেয়। এই কাহিনী পূর্বে বর্ণিত হয়েছে। আলোচ্য আয়াতসমূহে 'আদ' ছামূদ, কওমে-লূত ও কওমে ফেরাউন এই চার সম্প্রদায়ের আলোচনা রয়েছে। তাদের ঘটনাবলি কুরআন পাকের কয়েক জায়গায় বর্ণিত হয়েছে। এখানে সংক্ষেপে উল্লেখ করা হলো।

এই পাঁচটি জাতি ছিল বিশ্বের শক্তিশালী ও প্রবল পরাক্রান্ত জনগোষ্ঠী। কোনো শক্তির কাছে তারা মাথা নত করত না। আলোচ্য আয়াতসমূহে তাদের উপর আল্লাহর আজাব আগমনের চিত্র অঙ্কন করা হয়েছে। প্রত্যেক জাতির বর্ণনা শেষে কুরআন পাক এই বাক্যের পুনরাবৃত্তি করেছে :

فَكَيْفَ كَانَ عَذَابِي وَنُذُرِ অর্থাৎ, এত শক্তিশালী ও জনবহুল জাতির উপর যখন আল্লাহর আজাব নেমে এল, তখন দেখ, তারা কীভাবে মশা-মাছির ন্যায় নিপাত হয়ে গেল। এতদসঙ্গে মুমিন ও কাফেরদের উপদেশের জন্য এই বাক্যটিও বার বার উল্লেখ করা হয়েছে :

https://e-ilm.weebly.com/

وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْاٰنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِنْ مُّدَّكِرٍ –অর্থাৎ, আল্লাহর এই মহা শাস্তির কবল থেকে আত্মরক্ষার একমাত্র পথ হচ্ছে মহাগ্রন্থ আল কুরআন। উপদেশ ও শিক্ষা গ্রহণের সীমা পর্যন্ত আমি কুরআনকে সহজ করে দিয়েছি। কাজেই সেই ব্যক্তি চরম হতভাগা ও বঞ্চিত, যে কুরআন দ্বারা উপকৃত হয় না। পরে উল্লিখিত আয়াতসমূহে রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর আমলে বিদ্যমান লোকদেরকে বলা হয়েছে যে, তোমাদের যুগের কাফেররা ধন-সম্পদ, জনসংখ্যা এবং শক্তি ও সাহসে 'আদ, ছামূদ ও ফেরাউন সম্প্রদায়ের চেয়ে বেশি নয়। এমতাবস্থায় তারা কীরূপে নিশ্চিন্তে বসে রয়েছে।

কয়েকটি শব্দার্থের ব্যাখ্যা : زُبُرٌ শব্দটি زَبُوْرٌ -এর বহুবচন। অভিধানে প্রত্যেক লিখিত কিতাবকে زَبُوْرٌ বলা হয়। হযরত দাউদ (আ.)-এর প্রতি অবতীর্ণ বিশেষ আসমানি কিতাবের নামও যবুর। اَدْهٰى -এর অর্থ– অত্যধিক ভয়াবহ এবং وَاَمَرُّ শব্দের অর্থ– তিক্ততর। এটা مُرٌّ থেকে উদ্ভূত। কঠোর ও কষ্টকর বিষয়কেও اَمَرُّ ও مُرٌّ বলা হয়। سُعُرٌ শব্দের অর্থ এখানে জাহান্নামের অগ্নি। اَشْيَاعٌ শব্দটি شِيْعَةٌ-এর বহুবচন। এর অর্থ অনুসারী; অর্থাৎ যারা তাদের অনুসারী ও সমমনা مَقْعَدٌ এর অর্থ মজলিস, বসার জায়গা এবং صِدْقٍ -এর অর্থ– সত্য। উদ্দেশ্য এই যে, এই মজলিস মহতী হবে। এতে কোনো অসার ও বাজে কথাবার্তা হবে না।

اِنَّا كُلَّ شَيْءٍ خَلَقْنٰهُ بِقَدَرٍ : قَدَرٌ শব্দের আভিধানিক অর্থ পরিমাপ করা, কোনো বস্তু উপযোগিতা অনুসারে পরিমিতরূপে তৈরি করা। আয়াতে এ অর্থও উদ্দেশ্য হতে পারে। অর্থাৎ, আল্লাহ তা'আলা বিশ্ব জাহানের সকল শ্রেণির বস্তু বিজ্ঞসুলভ পরিমাপ সহকারে ছোট বড় ও বিভিন্ন আকার-আকৃতিতে তৈরি করেছেন। অঙ্গুলিসমূহ একই রূপ তৈরি করেননি দৈর্ঘ্যে পার্থক্য রেখেছেন। হাত পায়ে দৈর্ঘ্য প্রস্থ রেখেছেন। খোলা, বন্ধ হওয়া এবং সংকোচন ও সম্প্রসারণের জন্য স্প্রিং সংযোজিত করেছেন। এক এক অঙ্গের প্রতি লক্ষ্য করলে আল্লাহর কুদরত ও হিকমতের বিস্ময়কর দ্বার উন্মোচিত হতে দেখা যাবে। শরিয়তের পরিভাষায় 'কদর শব্দটি আল্লাহর তাকদীর তথা বিধিলিপির অর্থেও ব্যবহৃত হয়। অধিকাংশ তাফসীরবিদ কোনো কোনো হাদীসের ভিত্তিতে আলোচ্য আয়াতে এই অর্থই নিয়েছেন।

মুসনাদে আহমদ, মুসলিম ও তিরমিযীর রেওয়ায়েতে হযরত আবূ হুরায়রা (রা.) বর্ণনা করেন, কুরাইশ কাফেররা একবার রাসূলুল্লাহ ﷺ –এর সাথে তাকদীর সম্পর্কে বিতর্ক শুরু করলে আলোচ্য আয়াত অবতীর্ণ হয়। এই অর্থের দিক দিয়ে আয়াতের উদ্দেশ্য এই যে, আমি বিশ্বের প্রত্যেকটি বস্তু তাকদীর অনুযায়ী সৃষ্টি করেছি। অর্থাৎ, আদিকালে সৃজিত বস্তু, তার পরিমাণ, সময়কাল, হ্রাস-বৃদ্ধির পরিমাপ বিশ্ব অস্তিত্ব লাভের পূর্বেই লিখে দেওয়া হয়েছিল। এখন বিশ্বে যা কিছু সৃষ্টি লাভ করে, তা এই আদিকালীন তাকদীর অনুযায়ীই সৃষ্টি লাভ করে।

তাকদীর ইসলামের একটি অকাট্য ধর্মবিশ্বাস। যে একে সরাসরি অস্বীকার করে, সে কাফের। আর যারা দ্ব্যর্থতার আশ্রয় নিয়ে অস্বীকার করে, তারা ফাসেক। আহমদ, আবূ দাউদ ও তাবারানী বর্ণিত হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে ওমর (রা.)-এর বর্ণনায় : রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন : প্রত্যেক উম্মতে কিছুলোক মজূসী (অগ্নিপূজারী কাফের) থাকে। আমার উম্মতের মজূসী তারা, যারা তাকদীর মানে না। এরা অসুস্থ হলে এদের খবর নিও না এবং মরে গেলে কাফন-দাফনে অংশগ্রহণ করো না।
–(রূহুল মা'আনী)

শব্দ বিশ্লেষণ :

مُحْتَضَرٌ : সীগাহ واحد مذكر বহছ اسم مفعول বাব اِفْتِعَالٌ মাসদার اَلْاِحْتِضَارُ মূলবর্ণ (ح ـ ض ـ ر) জিনস صحيح অর্থ– উপস্থিত হবে।

هَشِيْمٍ : সিফাতে মুশাব্বাহ اسم مفعول -এর অর্থে– চূর্ণসমূহ।

مُحْتَظِرٍ : সীগাহ واحد مذكر বহছ اسم فاعل বাব اِفْتِعَالٌ মাসদার اَلْاِحْتِظَارُ মূলবর্ণ (ح ـ ظ ـ ر) জিনস صحيح অর্থ– কাঁটার বেড়া নির্মাণকারী।

رَاوَدُوْهُ সীগাহ جمع مذكر غائب বহছ ماضى معروف বাব مُفَاعَلَةٌ মাসদার اَلْمُرَاوَدَةُ মূলবর্ণ (ر ـ و ـ د) জিনস اجوف واوى : ه যমীরে واحد مذكر غائب মাফউলে বিহী অর্থ– তারা অসৎ উদ্দেশ্যে লূত (আ.) হতে নিয়ে যেতে চেয়েছিল, ফুসলিয়ে ছিল।

https://e-ilm.weebly.com/

سَيُهْزَمُ : সীগাহ واحد مذكر غائب বহছ مضارع مجهول বাব ضَرَبَ মাসদার اَلْهَزِيْمَةُ মূলবর্ণ (ه ـ ز ـ م) জিনস صحيح অর্থ– অচিরেই পরাজিত হবে।

اَدْهٰى : সীগাহ واحد مذكر বহছ اسم تفضيل বাব سَمِعَ মাসদার اَلدَّهَاءُ মূলবর্ণ (د – ه – ى) জিনস صحيح অর্থ– বড় কঠোর, বড় বিপদ।

مُسْتَطَرٌ : সীগাহ واحد مذكر বহছ اسم مفعول বাব اِفْتِعَالٌ মাসদার اَلْاِسْتِطَارُ মূলবর্ণ (س ـ ط ـ ر) জিনস صحيح অর্থ– লিখিত হয়ে আছে।

مَقْعَدٌ : সীগাহ واحد বহছ اسم ظرف বাব نَصَرَ মাসদার اَلْقَعْدُ মূলবর্ণ (ق ـ ع ـ د) জিনস صحيح অর্থ– এক স্থানে, বসার স্থান, আসন।

مُقْتَدِرٌ : সীগাহ واحد مذكر বহছ اسم فاعل বাব اِفْتِعَالٌ মাসদার اَلْاِقْتِدَارُ মূলবর্ণ (ق – د – ر) জিনস صحيح অর্থ- সর্বশক্তিমান, মহাশক্তিধর।

تَعَاطٰى : সীগাহ واحد مذكر غائب বহছ ماضى معروف বাব تَفَاعُلٌ মাসদার اَلتَّعَاطِىُّ মূলবর্ণ (ع ـ ط ـ و) জিনস ناقص واوى অর্থ– সে আঘাত করল।

عَقَرَ : সীগাহ واحد مذكر غائب বহছ ماضى معروف বাব ضَرَبَ মাসদার اَلْعَقْرُ মূলবর্ণ (ع ـ ق ـ ر) জিনস صحيح অর্থ– সে সেরে ফেলল।

حَاصِبًا : সীগাহ واحد مذكر বহছ اسم فاعل বাব نَصَرَ ও ضَرَبَ মাসদার اَلْحَصْبُ মূলবর্ণ (ح ـ ص ـ ب) জিনস صحيح অর্থ– প্রস্তর বৃষ্টি।

صَبَّحَهُمْ : সীগাহ واحد مذكر غائب বহছ ماضى معروف এখানে هم যমীর مفعول বাব تَفْعِيْلٌ মাসদার اَلتَّصْبِيْحُ মূলবর্ণ (ص ـ ب ـ ح) জিনস صحيح অর্থ– তাদের উপর এসে পৌঁছল।

بَرَاءَةٌ : মাসদার অর্থ– অব্যাহতি।

يُسْحَبُوْنَ : সীগাহ جمع مذكر غائب বহছ مضارع مجهول বাব فَتَحَ মাসদার اَلسَّحْبُ মূলবর্ণ (س ـ ح ـ ب) জিনস صحيح অর্থ– তাদেরকে টেনে নিয়ে যাওয়া হবে।

বাক্য বিশ্লেষণ :

وَلَقَدْ رَاوَدُوْهُ عَنْ ضَيْفِهٖ فَطَمَسْنَآ اَعْيُنَهُمْ فَذُوْقُوْا عَذَابِىْ وَنُذُرِ : এখানে পূর্ণ বাক্যটি পূর্বের বাক্যের উপর عطف হয়েছে। عَنْ ضَيْفِهٖ শব্দটি رَاوَدُوْهُ-এর সাথে متعلق হয়েছে। فَطَمَسْنَا শব্দটি رَاوَدُوْهُ -এর উপর عطف হয়েছে। اَعْيُنَهُمْ শব্দটি مفعول به আর فاء টি حرف عاطفة এবং তার معطوف উহ্য। অর্থাৎ فَقُلْنَا لَهُمْ আর ذُوْقُوْا বাক্যটি উহ্য قول-এর مقول এবং عَذَابِىْ হচ্ছে ذُوْقُوْا-এর مفعول আর نُذُرِ শব্দটি عَذَابِىْ -এর উপর عطف হয়েছে এবং ياء متكلم -কে বিলুপ্ত করা হয়েছে। [ই'রাবুল কুরআন, খ: ৭, পৃ. ৩৬৩]

https://e-ilm.weebly.com/

سُوْرَةُ الرَّحْمٰنِ مَكِّيَّةٌ

সূরা রাহমান

মক্কায় অবতীর্ণ; আয়াত– ৭৮, রুকূ'– ৩

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ○

পরম করুণাময়, দয়ালু আল্লাহর নামে শুরু করছি।

১. অনন্ত দয়াময় [আল্লাহ]।	اَلرَّحْمٰنُ ﴿١﴾
২. তিনি কুরআন শিক্ষা দিয়েছেন।	عَلَّمَ الْقُرْاٰنَ ﴿٢﴾
৩. তিনি মানুষকে সৃষ্টি করেছেন।	خَلَقَ الْاِنْسَانَ ﴿٣﴾
৪. [অতঃপর] তাকে কথা বলতে শিখিয়েছেন।	عَلَّمَهُ الْبَيَانَ ﴿٤﴾
৫. সূর্য ও চন্দ্র হিসাবের সাথে [চলমান] রয়েছে।	اَلشَّمْسُ وَالْقَمَرُ بِحُسْبَانٍ ﴿٥﴾
৬. আর কাণ্ডবিহীন গাছ ও কাণ্ড বিশিষ্ট বৃক্ষ উভয়ই [আল্লাহর] অনুগত রয়েছে।	وَّالنَّجْمُ وَالشَّجَرُ يَسْجُدٰنِ ﴿٦﴾
৭. আর তিনিই আসমানকে সুউচ্চ করেছেন এবং তিনিই [ভূপৃষ্ঠে] মানদণ্ড স্থাপন করেছেন।	وَالسَّمَآءَ رَفَعَهَا وَوَضَعَ الْمِيْزَانَ ﴿٧﴾

শাব্দিক অনুবাদ :

১. اَلرَّحْمٰنُ অনন্ত দয়াময় (আল্লাহ)

২. عَلَّمَ তিনি শিক্ষা দিয়েছেন اَلْقُرْاٰنَ কুরআন।

৩. خَلَقَ তিনি সৃষ্টি করেছেন اَلْاِنْسَانَ মানুষকে।

৪. عَلَّمَهُ তাকে শিখিয়েছেন اَلْبَيَانَ কথা বলতে।

৫ اَلشَّمْسُ, وَالْقَمَرُ সূর্য ও চন্দ্র بِحُسْبَانٍ হিসাবের সাথে [চলমান] রয়েছে।

৬. وَالنَّجْمُ, আর কাণ্ডবিহীন গাছ وَالشَّجَرُ, ও কাণ্ডবিশিষ্ট গাছ يَسْجُدٰنِ উভয়ই (আল্লাহর) অনুগত রয়েছে।

৭ وَالسَّمَآءَ رَفَعَهَا, তিনিই আসমানকে সুউচ্চ করেছেন وَوَضَعَ الْمِيْزَانَ, এবং তিনিই (ভূপৃষ্ঠে) মানদণ্ড স্থাপন করেছেন।

https://e-ilm.weebly.com/

৮. যেন তোমরা পরিমাপে সীমালঙ্ঘন না কর।	أَلَّا تَطْغَوْا فِي الْمِيزَانِ ﴿٨﴾
৯. আর ন্যায় পরায়ণতার সাথে ওজন ঠিক রেখো এবং পরিমাপে কম করো না।	وَأَقِيمُوا الْوَزْنَ بِالْقِسْطِ وَلَا تُخْسِرُوا الْمِيزَانَ ﴿٩﴾
১০. আর তিনিই সৃষ্টজীবের জন্য জমিনকে স্থাপন করেছেন।	وَالْأَرْضَ وَضَعَهَا لِلْأَنَامِ ﴿١٠﴾
১১. তাতে ফল এবং খোসাযুক্ত খর্জুর বৃক্ষ রয়েছে।	فِيهَا فَاكِهَةٌ وَالنَّخْلُ ذَاتُ الْأَكْمَامِ ﴿١١﴾
১২. আর তাতে তুষযুক্ত শস্য ও সুগন্ধযুক্ত ফুল [-ও] রয়েছে।	وَالْحَبُّ ذُو الْعَصْفِ وَالرَّيْحَانُ ﴿١٢﴾
১৩. অতএব, হে জিন ও মানব! [এত অফুরন্ত নিয়ামত দেওয়া সত্ত্বেও] তোমরা স্বীয় প্রভুর কোন কোন নিয়ামতকে অস্বীকার করবে?	فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ ﴿١٣﴾
১৪. তিনি মানুষকে পোড়া মাটির মতো শুষ্ক মৃত্তিকা হতে সৃষ্টি করেছেন।	خَلَقَ الْإِنْسَانَ مِنْ صَلْصَالٍ كَالْفَخَّارِ ﴿١٤﴾
১৫. আর জিনকে খাঁটি আগুন দ্বারা সৃষ্টি করেছেন।	وَخَلَقَ الْجَانَّ مِنْ مَارِجٍ مِنْ نَارٍ ﴿١٥﴾
১৬. অতএব, হে জিন ও মানব! তোমরা তোমাদের প্রভুর কোন কোন নিয়ামতকে অস্বীকার করবে?	فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ ﴿١٦﴾
১৭. তিনিই উভয় উদয়াচল এবং উভয় অস্তাচলের মালিক।	رَبُّ الْمَشْرِقَيْنِ وَرَبُّ الْمَغْرِبَيْنِ ﴿١٧﴾

শাব্দিক অনুবাদ :

৮. أَلَّا تَطْغَوْا যেন তোমরা সীমালঙ্ঘন না কর فِي الْمِيزَانِ পরিমাপে।

৯. وَأَقِيمُوا الْوَزْنَ আর ওজন ঠিক রেখ بِالْقِسْطِ ন্যায় পরায়ণতার সাথে। وَلَا تُخْسِرُوا এবং কম করো না الْمِيزَانَ পরিমাপে।

১০. وَالْأَرْضَ আর জমিনকে وَضَعَهَا তিনিই স্থাপন করেছেন لِلْأَنَامِ সৃষ্টজীবের জন্য।

১১. فِيهَا فَاكِهَةٌ তাতে রয়েছে ফল وَالنَّخْلُ এবং খর্জুর বৃক্ষ ذَاتُ الْأَكْمَامِ খোসাযুক্ত।

১২. وَالْحَبُّ আর তাতে শস্য রয়েছে ذُو الْعَصْفِ তুষযুক্ত وَالرَّيْحَانُ ও সুগন্ধযুক্ত ফুল।

১৩. فَبِأَيِّ آلَاءِ অতএব, হে জিন ও মানব কোন কোন নিয়ামতকে رَبِّكُمَا স্বীয় প্রভুর تُكَذِّبَانِ তোমরা অস্বীকার করবে।

১৪. خَلَقَ الْإِنْسَانَ তিনি মানুষকে সৃষ্টি করেছেন مِنْ صَلْصَالٍ শুষ্ক মৃত্তিকা হতে كَالْفَخَّارِ পোড়ামাটির মতো।

১৫. وَخَلَقَ الْجَانَّ আর জিনকে সৃষ্টি করেছেন مِنْ مَارِجٍ مِنْ نَارٍ খাঁটি আগুন দ্বারা।

১৬. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا অতএব, হে জিন ও মানব তোমাদের প্রভুর কোন কোন নিয়ামতকে تُكَذِّبَانِ তোমরা অস্বীকার করবে।

১৭. رَبُّ الْمَشْرِقَيْنِ তিনিই উভয় উদয়াচলের মালিক وَرَبُّ الْمَغْرِبَيْنِ এবং উভয় অস্তাচলের মালিক।

https://e-ilm.weebly.com/

১৮. অতএব, হে জিন ও মানব! তোমরা তোমাদের প্রভুর কোন কোন নিয়ামতকে অস্বীকার করবে?	فَبِاَيِّ اٰلَآءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبٰنِ ﴿١٨﴾
১৯. তিনি দুটি সমুদ্রকে সম্মিলিত করেছেন, ফলে পরস্পরে মিলিত হয়ে আছে।	مَرَجَ الْبَحْرَيْنِ يَلْتَقِيٰنِ ﴿١٩﴾
২০. এতদুভয়ের মধ্যে একটি অনতিক্রমণীয় অন্তরায় রয়েছে।	بَيْنَهُمَا بَرْزَخٌ لَّا يَبْغِيٰنِ ﴿٢٠﴾
২১. অতএব, হে জিন ও মানব! তোমরা তোমাদের প্রভুর কোন কোন নিয়ামতকে অস্বীকার করবে?	فَبِاَيِّ اٰلَآءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبٰنِ ﴿٢١﴾
২২. এতদুভয়ের মধ্য হতে মুক্তা ও প্রবাল রত্নসমূহ বের হয়ে থাকে।	يَخْرُجُ مِنْهُمَا اللُّؤْلُؤُ وَالْمَرْجَانُ ﴿٢٢﴾
২৩. অতএব, হে জিন ও মানব! তোমরা তোমাদের প্রভুর কোন কোন নিয়ামতকে অস্বীকার করবে?	فَبِاَيِّ اٰلَآءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبٰنِ ﴿٢٣﴾
২৪. আর তাঁরই [আয়ত্তে] রয়েছে নৌযানসমূহ যা সমুদ্রের মধ্যে পর্বতমালার ন্যায় সুউচ্চ দাঁড়িয়ে আছে।	وَلَهُ الْجَوَارِ الْمُنْشَئٰتُ فِى الْبَحْرِ كَالْاَعْلَامِ ﴿٢٤﴾
২৫. অতএব, হে জিন ও মানব! তোমরা তোমাদের প্রভুর কোন কোন নিয়ামতকে অস্বীকার করবে?	فَبِاَيِّ اٰلَآءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبٰنِ ﴿٢٥﴾
২৬. ভূপৃষ্ঠের উপর অবস্থিত সমস্ত বস্তুই ধ্বংস হবে।	كُلُّ مَنْ عَلَيْهَا فَانٍ ﴿٢٦﴾

শাব্দিক অনুবাদ :

১৮. فَبِاَيِّ اٰلَآءِ رَبِّكُمَا অতএব, হে জিন ও মানব তোমাদের প্রভুর কোনো কোনো নিয়ামতকে تُكَذِّبٰنِ তোমরা অস্বীকার করবে।

১৯. مَرَجَ الْبَحْرَيْنِ তিনি দুটি সমুদ্রকে সম্মিলিত করেছেন يَلْتَقِيٰنِ ফলে পরস্পরে মিলিত হয়ে আছে।

২০. بَيْنَهُمَا بَرْزَخٌ এতদুভয়ের মধ্যে একটি অন্তরায় রয়েছে لَّا يَبْغِيٰنِ অনতিক্রমণীয়।

২১. فَبِاَيِّ اٰلَآءِ رَبِّكُمَا অতএব, হে জিন ও মানব তোমাদের প্রভুর কোন কোন নিয়ামতকে تُكَذِّبٰنِ তোমরা অস্বীকার করবে।

২২. يَخْرُجُ বের হয়ে থাকে مِنْهُمَا এতদুভয়ের মধ্য হতে اللُّؤْلُؤُ وَالْمَرْجَانُ মুক্তা ও প্রবাল রত্নসমূহ।

২৩. فَبِاَيِّ اٰلَآءِ رَبِّكُمَا অতএব, হে জিন ও মানব তোমাদের প্রভুর কোন কোন নিয়ামতকে تُكَذِّبٰنِ তোমরা অস্বীকার করবে।

২৪. وَلَهُ الْجَوَارِ আর তাঁরই (আয়ত্তে) রয়েছে নৌযানসমূহ الْمُنْشَئٰتُ فِى الْبَحْرِ যা সমুদ্রের মধ্যে সুউচ্চ দাঁড়িয়ে আছে كَالْاَعْلَامِ পর্বত মালার ন্যায়।

২৫. فَبِاَيِّ اٰلَآءِ رَبِّكُمَا অতএব, হে জিন ও মানব; তোমরা তোমাদের প্রভুর কোন কোন নিয়ামতকে تُكَذِّبٰنِ তোমরা অস্বীকার করবে।

২৬. كُلُّ مَنْ সমস্ত বস্তুই عَلَيْهَا ভূ-পৃষ্ঠের উপর অবস্থিত فَانٍ ধ্বংস হবে।

https://e-ilm.weebly.com/

২৭. আর আপনার প্রভুর সত্তাই অবশিষ্ট থাকবে। যিনি মহত্ত্ব এবং দয়ার অধিপতি।	وَّيَبْقٰى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلٰلِ وَالْاِكْرَامِ ﴿٢٧﴾
২৮. অতএব, হে জিন ও মানব! তোমরা তোমাদের প্রভুর কোন কোন নিয়ামতকে অস্বীকার করবে?	فَبِاَيِّ اٰلَآءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبٰنِ ﴿٢٨﴾
২৯. আসমানসমূহ ও জমিনের অধিবাসীগণ সবাই তারই সমীপে প্রার্থী হয়; তিনি সর্বদা কোনো না কোনো কাজে রত থাকেন।	يَسْئَلُهٗ مَنْ فِي السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ ؕ كُلَّ يَوْمٍ هُوَ فِيْ شَاْنٍ ﴿٢٩﴾
৩০. অতএব, হে জিন ও মানব! তোমরা তোমাদের প্রভুর কোন কোন নিয়ামতকে অস্বীকার করবে?	فَبِاَيِّ اٰلَآءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبٰنِ ﴿٣٠﴾
৩১. হে জিন ও মানব! আমি তোমাদের [হিসাব গ্রহণের] নিমিত্ত শীঘ্রই অবসর গ্রহণ করব।	سَنَفْرُغُ لَكُمْ اَيُّهَ الثَّقَلٰنِ ﴿٣١﴾
৩২. অতএব, হে জিন ও মানব! তোমরা তোমাদের প্রভুর কোন কোন নিয়ামতকে অস্বীকার করবে?	فَبِاَيِّ اٰلَآءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبٰنِ ﴿٣٢﴾
৩৩. হে জিন ও মানব দল! যদি তোমাদের এ ক্ষমতা থাকে, যে তোমরা আসমান ও জমিনের সীমা হতে কোথাও বের হয়ে যেতে পার, তবে বের হয়ে যাও; [কিন্তু] সামর্থ্য ব্যতীত বের হতে পারবে না।	يٰمَعْشَرَ الْجِنِّ وَالْاِنْسِ اِنِ اسْتَطَعْتُمْ اَنْ تَنْفُذُوْا مِنْ اَقْطَارِ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ فَانْفُذُوْا ؕ لَا تَنْفُذُوْنَ اِلَّا بِسُلْطٰنٍ ﴿٣٣﴾

শাব্দিক অনুবাদ :

২৭. وَيَبْقٰى আর অবশিষ্ট থাকবে وَجْهُ رَبِّكَ আপনার প্রভুর সত্তাই ذُو الْجَلٰلِ وَالْاِكْرَامِ যিনি মহত্ত্ব ও দয়ার অধিপতি।

২৮. فَبِاَيِّ اٰلَآءِ رَبِّكُمَا অতএব, হে জিন ও মানব তোমাদের প্রভুর কোন কোন নিয়ামতকে تُكَذِّبٰنِ তোমরা অস্বীকার করবে।

২৯. يَسْئَلُهٗ তারই সমীপে প্রার্থী হয় مَنْ فِي السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ আসমানসমূহ ও জমিনের অধিবাসীগণ كُلَّ يَوْمٍ সর্বদা هُوَ فِيْ شَاْنٍ তিনি কোনো না কোনো কাজে রত থাকেন।

৩০. فَبِاَيِّ اٰلَآءِ رَبِّكُمَا অতএব, হে জিন ও মানব তোমাদের প্রভুর কোন কোন নিয়ামতকে تُكَذِّبٰنِ তোমরা অস্বীকার করবে।

৩১. سَنَفْرُغُ لَكُمْ আমি তোমাদের নিমিত্ত শীঘ্রই অবসর গ্রহণ করব اَيُّهَ الثَّقَلٰنِ হে জিন ও মানব!

৩২. فَبِاَيِّ اٰلَآءِ رَبِّكُمَا অতএব, হে জিন ও মানব তোমাদের প্রভুর কোন কোন নিয়ামতকে تُكَذِّبٰنِ তোমরা অস্বীকার করবে।

৩৩. يٰمَعْشَرَ الْجِنِّ وَالْاِنْسِ হে জিন ও মানবদল! اِنِ اسْتَطَعْتُمْ যদি তোমাদের এ ক্ষমতা থাকে اَنْ تَنْفُذُوْا যে তোমরা কোথাও বের হয়ে যেতে পার مِنْ اَقْطَارِ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ আসমান ও জমিনের সীমা হতে فَانْفُذُوْا তবে বের হয়ে যাও لَا تَنْفُذُوْنَ اِلَّا بِسُلْطٰنٍ (কিন্তু) সামর্থ্য ব্যতীত বের হতে পারবে না।

https://e-ilm.weebly.com/

৩৪. অতএব, হে জিন ও মানব! তোমরা তোমাদের প্রভুর কোন কোন নিয়ামতকে অস্বীকার করবে?	فَبِاَیِّ اٰلَآءِ رَبِّکُمَا تُکَذِّبٰنِ ﴿۳۴﴾
৩৫. তোমাদের উভয়ের উপর অগ্নিশিখা ও ধূম্র নিক্ষেপ করা হবে, তখন তোমরা [তা] অপসারণ করতে পারবে না।	یُرۡسَلُ عَلَیۡکُمَا شُوَاظٌ مِّنۡ نَّارٍ ۬ۙ وَّ نُحَاسٌ فَلَا تَنۡتَصِرٰنِ ﴿۳۵﴾
৩৬. অতএব, হে জিন ও মানব! তোমরা তোমাদের প্রভুর কোন কোন নিয়ামতকে অস্বীকার করবে?	فَبِاَیِّ اٰلَآءِ رَبِّکُمَا تُکَذِّبٰنِ ﴿۳۶﴾
৩৭. মোটকথা, যখন আসমান বিদীর্ণ হবে এবং লাল বর্ণ হয়ে যাবে যেমন লাল রঙ্গে রঞ্জিত চর্ম।	فَاِذَا انۡشَقَّتِ السَّمَآءُ فَکَانَتۡ وَرۡدَۃً کَالدِّہَانِ ﴿۳۷﴾
৩৮. অতএব, হে জিন ও মানব! তোমরা তোমাদের প্রভুর কোন কোন নিয়ামতকে অস্বীকার করবে?	فَبِاَیِّ اٰلَآءِ رَبِّکُمَا تُکَذِّبٰنِ ﴿۳۸﴾
৩৯. অনন্তর সেদিন না কোনো মানবকে তার অপরাধ সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা করা হবে, আর না কোনো জিনকে।	فَیَوۡمَئِذٍ لَّا یُسۡـَٔلُ عَنۡ ذَنۡۢبِہٖۤ اِنۡسٌ وَّ لَا جَآنٌّ ﴿۳۹﴾
৪০. অতএব, হে জিন ও মানব! তোমরা তোমাদের প্রভুর কোন কোন নিয়ামতকে অস্বীকার করবে?	فَبِاَیِّ اٰلَآءِ رَبِّکُمَا تُکَذِّبٰنِ ﴿۴۰﴾
৪১. অপরাধীরা তাদের মুখাকৃতি দ্বারা চিনা যাবে, অতএব, [তাদের] মাথার চুল ও পা-সমূহ ধরে নিয়ে যাওয়া হবে।	یُعۡرَفُ الۡمُجۡرِمُوۡنَ بِسِیۡمٰہُمۡ فَیُؤۡخَذُ بِالنَّوَاصِیۡ وَ الۡاَقۡدَامِ ﴿۴۱﴾

শাব্দিক অনুবাদ :

৩৪. فَبِاَیِّ اٰلَآءِ رَبِّکُمَا অতএব, হে জিন ও মানব তোমাদের প্রভুর কোন কোন নিয়ামতকে تُکَذِّبٰنِ তোমরা অস্বীকার করবে।

৩৫. یُرۡسَلُ عَلَیۡکُمَا তোমাদের উভয়ের উপর নিক্ষেপ করা হবে شُوَاظٌ مِّنۡ نَّارٍ অগ্নি শিখা وَّ نُحَاسٌ ও ধূম্র فَلَا تَنۡتَصِرٰنِ তখন তোমরা (তা) অপসারণ করতে পারবে না।

৩৬. فَبِاَیِّ اٰلَآءِ رَبِّکُمَا অতএব, হে জিন ও মানব তোমাদের প্রভুর কোন কোন নিয়ামতকে تُکَذِّبٰنِ তোমরা অস্বীকার করবে।

৩৭. فَاِذَا انۡشَقَّتِ السَّمَآءُ মোটকথা যখন আসমান বিদীর্ণ হবে فَکَانَتۡ وَرۡدَۃً এবং লালবর্ণ হয়ে যাবে کَالدِّہَانِ যেমন লাল রঙ্গে রঞ্জিত চর্ম।

৩৮. فَبِاَیِّ اٰلَآءِ رَبِّکُمَا অতএব, হে জিন ও মানব তোমাদের প্রভুর কোন কোন নিয়ামতকে تُکَذِّبٰنِ তোমরা অস্বীকার করবে।

৩৯. فَیَوۡمَئِذٍ অনন্তর সেদিন لَّا یُسۡـَٔلُ না জিজ্ঞাসা করা হবে عَنۡ ذَنۡۢبِہٖۤ তার অপরাধ সম্পর্কে اِنۡسٌ وَّ لَا جَآنٌّ কোনো মানবকে আর না কোনো জিনকে।

৪০. فَبِاَیِّ اٰلَآءِ رَبِّکُمَا অতএব, হে জিন ও মানব তোমাদের প্রভুর কোন কোন নিয়ামতকে تُکَذِّبٰنِ তোমরা অস্বীকার করবে।

৪১. یُعۡرَفُ الۡمُجۡرِمُوۡنَ অপরাধীদের চেনা যাবে بِسِیۡمٰہُمۡ তাদের মুখাকৃতি দ্বারা فَیُؤۡخَذُ অতএব নিয়ে যাওয়া হবে بِالنَّوَاصِیۡ মাথার চুল وَ الۡاَقۡدَامِ ও পা-সমূহ ধরে।

https://e-ilm.weebly.com/

https://e-ilm.weebly.com/

৫১. অতএব, হে জিন ও মানব! তোমরা তোমাদের প্রভুর কোন কোন নিয়ামতকে অস্বীকার করবে?	فَبِاَيِّ اٰلَآءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبٰنِ ﴿٥١﴾
৫২. ঐ উদ্যান দুটির মধ্যে প্রত্যেক ফলের দু দু প্রকার হবে?	فِيْهِمَا مِنْ كُلِّ فَاكِهَةٍ زَوْجٰنِ ﴿٥٢﴾
৫৩. অতএব, হে জিন ও মানব! তোমরা তোমাদের প্রভুর কোন কোন নিয়ামতকে অস্বীকার করবে?	فَبِاَيِّ اٰلَآءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبٰنِ ﴿٥٣﴾
৫৪. তারা এমন বিছানার উপর হেলান দিয়ে বসবে যার অভ্যন্তরীণ আবরণ পুরু রেশমের হবে; আর সে উদ্যান দুটির ফল অতি নিকটে হবে।	مُتَّكِـِٔيْنَ عَلٰى فُرُشٍۢ بَطَآئِنُهَا مِنْ اِسْتَبْرَقٍ ؕ وَجَنَا الْجَنَّتَيْنِ دَانٍ ﴿٥٤﴾
৫৫. অতএব, হে জিন ও মানব! তোমরা তোমাদের প্রভুর কোন কোন নিয়ামতকে অস্বীকার করবে?	فَبِاَيِّ اٰلَآءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبٰنِ ﴿٥٥﴾
৫৬. তাদের মধ্যে আনত দৃষ্টিসম্পন্না [হূর] গণ থাকবে যে, তাদেরকে তাদের পূর্বে না কোনো মানুষ স্পর্শ করেছে, আর না কোনো জিন।	فِيْهِنَّ قٰصِرٰتُ الطَّرْفِ ۙ لَمْ يَطْمِثْهُنَّ اِنْسٌ قَبْلَهُمْ وَلَا جَآنٌّ ﴿٥٦﴾
৫৭. অতএব, হে জিন ও মানব! তোমরা তোমাদের প্রভুর কোন কোন নিয়ামতকে অস্বীকার করবে?	فَبِاَيِّ اٰلَآءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبٰنِ ﴿٥٧﴾
৫৮. তারা যেন ইয়াকূত ও প্রবাল রত্ন।	كَاَنَّهُنَّ الْيَاقُوْتُ وَالْمَرْجَانُ ﴿٥٨﴾

শাব্দিক অনুবাদ :

৫১. فَبِاَيِّ اٰلَآءِ رَبِّكُمَا অতএব, হে জিন ও মানব! তোমাদের প্রভুর কোন কোন নিয়ামতকে تُكَذِّبٰنِ তোমরা অস্বীকার করবে।

৫২. فِيْهِمَا ঐ উদ্যান দুটির মধ্যে مِنْ كُلِّ فَاكِهَةٍ প্রত্যেক ফলের زَوْجٰنِ দু দু প্রকার হবে।

৫৩. فَبِاَيِّ اٰلَآءِ رَبِّكُمَا অতএব, হে জিন ও মানব! তোমাদের প্রভুর কোন কোন নিয়ামতকে تُكَذِّبٰنِ তোমরা অস্বীকার করবে।

৫৪. مُتَّكِـِٔيْنَ عَلٰى فُرُشٍ তারা এমন বিছানার উপর হেলান দিয়ে বসবে بَطَآئِنُهَا যার অভ্যন্তরীণ আবরণ হবে مِنْ اِسْتَبْرَقٍ পুরু রেশমের وَجَنَا الْجَنَّتَيْنِ دَانٍ আর সে উদ্যান দুটির ফল অতি নিকটে হবে।

৫৫. فَبِاَيِّ اٰلَآءِ رَبِّكُمَا অতএব, হে জিন ও মানব! তোমাদের প্রভুর কোন কোন নিয়ামতকে تُكَذِّبٰنِ তোমরা অস্বীকার করবে।

৫৬. فِيْهِنَّ قٰصِرٰتُ الطَّرْفِ তাদের মধ্যে আনত দৃষ্টিসম্পন্না (হূর)-গণ থাকবে لَمْ يَطْمِثْهُنَّ اِنْسٌ قَبْلَهُمْ তাদেরকে তাদের পূর্বে না কোনো মানুষ স্পর্শ করেছে وَلَا جَآنٌّ আর না কোনো জিন।

৫৭. فَبِاَيِّ اٰلَآءِ رَبِّكُمَا অতএব, হে জিন ও মানব! তোমাদের প্রভুর কোন কোন নিয়ামতকে تُكَذِّبٰنِ তোমরা অস্বীকার করবে।

৫৮. كَاَنَّهُنَّ الْيَاقُوْتُ তারা যেন ইয়াকূত وَالْمَرْجَانُ ও প্রবাল রত্ন।

https://e-ilm.weebly.com/

৫৯. অতএব, হে জিন ও মানব! তোমরা তোমাদের প্রভুর কোন কোন নিয়ামতকে অস্বীকার করবে?	فَبِاَیِّ اٰلَآءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبٰنِ ﴿٥٩﴾
৬০. আচ্ছা, উত্তম কাজের প্রতিদান উত্তম পুরস্কার ব্যতীত অন্যকিছু কি হতে পারে?	هَلْ جَزَآءُ الْاِحْسَانِ اِلَّا الْاِحْسَانُ ﴿٦٠﴾
৬১. অতএব, হে জিন ও মানব! তোমরা তোমাদের প্রভুর কোন কোন নিয়ামতকে অস্বীকার করবে?	فَبِاَیِّ اٰلَآءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبٰنِ ﴿٦١﴾
৬২. আর সে উদ্যান দুটি অপেক্ষা নিম্নস্তরের আরো দুটি উদ্যান রয়েছে।	وَمِنْ دُوْنِهِمَا جَنَّتٰنِ ﴿٦٢﴾
৬৩. অতএব, হে জিন ও মানব! তোমরা তোমাদের প্রভুর কোন কোন নিয়ামতকে অস্বীকার করবে?	فَبِاَیِّ اٰلَآءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبٰنِ ﴿٦٣﴾
৬৪. সে উদ্যান দুটি গাঢ় সবুজ বর্ণের।	مُدْهَآمَّتٰنِ ﴿٦٤﴾
৬৫. অতএব, হে জিন ও মানব! তোমরা তোমাদের প্রভুর কোন কোন নিয়ামতকে অস্বীকার করবে?	فَبِاَیِّ اٰلَآءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبٰنِ ﴿٦٥﴾
৬৬. সে উদ্যানদ্বয়ের মধ্যে দুটি ঝরনা উথলিত হতে থাকবে।	فِيْهِمَا عَيْنٰنِ نَضَّاخَتٰنِ ﴿٦٦﴾
৬৭. অতএব, হে জিন ও মানব! তোমরা তোমাদের প্রভুর কোন কোন নিয়ামতকে অস্বীকার করবে?	فَبِاَیِّ اٰلَآءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبٰنِ ﴿٦٧﴾
৬৮. সে উদ্যান দুটিতে নানাবিধ ফল এবং খেজুর ও ডালিম থাকবে।	فِيْهِمَا فَاكِهَةٌ وَّنَخْلٌ وَّرُمَّانٌ ﴿٦٨﴾

শাব্দিক অনুবাদ :

৫৯. فَبِاَیِّ اٰلَآءِ رَبِّكُمَا অতএব, হে জিন ও মানব! তোমাদের প্রভুর কোন কোন নিয়ামতকে تُكَذِّبٰنِ তোমরা অস্বীকার করবে।
৬০. هَلْ جَزَآءُ الْاِحْسَانِ আচ্ছা, উত্তম কাজের প্রতিদান অন্য কিছু কি হতে পারে? اِلَّا الْاِحْسَانُ উত্তম পুরস্কার ব্যতীত।
৬১. فَبِاَیِّ اٰلَآءِ رَبِّكُمَا অতএব, হে জিন ও মানব! তোমাদের প্রভুর কোন কোন নিয়ামতকে تُكَذِّبٰنِ তোমরা অস্বীকার করবে।
৬২. وَمِنْ دُوْنِهِمَا আর সে উদ্যান দুটি অপেক্ষা নিম্নস্তরের جَنَّتٰنِ আরো দুটি উদ্যান রয়েছে।
৬৩. فَبِاَیِّ اٰلَآءِ رَبِّكُمَا অতএব, হে জিন ও মানব! তোমাদের প্রভুর কোন কোন নিয়ামতকে تُكَذِّبٰنِ তোমরা অস্বীকার করবে।
৬৪. مُدْهَآمَّتٰنِ সে উদ্যান দুটি গাঢ় সবুজ বর্ণের।
৬৫. فَبِاَیِّ اٰلَآءِ رَبِّكُمَا অতএব, হে জিন ও মানব! তোমাদের প্রভুর কোন কোন নিয়ামতকে تُكَذِّبٰنِ তোমরা অস্বীকার করবে।
৬৬. فِيْهِمَا সে উদ্যানদ্বয়ের মধ্যে عَيْنٰنِ দুটি ঝরনা نَضَّاخَتٰنِ উথলিত হতে থাকবে।
৬৭. فَبِاَیِّ اٰلَآءِ رَبِّكُمَا অতএব, হে জিন ও মানব! তোমাদের প্রভুর কোন কোন নিয়ামতকে تُكَذِّبٰنِ তোমরা অস্বীকার করবে।
৬৮. فِيْهِمَا সে উদ্যান দুটিতে থাকবে فَاكِهَةٌ নানাবিধ ফল وَّنَخْلٌ এবং খেজুর وَّرُمَّانٌ ও আনার।

https://e-ilm.weebly.com/

৬৯. অতএব, হে জিন ও মানব! তোমরা তোমাদের প্রভুর কোন কোন নিয়ামতকে অস্বীকার করবে?	فَبِاَيِّ اٰلَآءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبٰنِ ۝٦٩
৭০. তন্মধ্যে উত্তম স্বভাবসম্পন্না রূপসীগণ থাকবে।	فِيْهِنَّ خَيْرٰتٌ حِسَانٌ ۝٧٠
৭১. অতএব, হে জিন ও মানব! তোমরা তোমাদের প্রভুর কোন কোন নিয়ামতকে অস্বীকার করবে?	فَبِاَيِّ اٰلَآءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبٰنِ ۝٧١
৭২. সেই নারীগণ গৌর বর্ণের হবে, [এবং] খীমাসমূহের মধ্যে সুরক্ষিত থাকবে।	حُوْرٌ مَّقْصُوْرٰتٌ فِى الْخِيَامِ ۝٧٢
৭৩. অতএব, হে জিন ও মানব! তোমরা তোমাদের প্রভুর কোন কোন নিয়ামতকে অস্বীকার করবে?	فَبِاَيِّ اٰلَآءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبٰنِ ۝٧٣
৭৪. তাদের পূর্বে এদেরকে না কোনো মানুষ স্পর্শ করেছে, আর না কোনো জিন।	لَمْ يَطْمِثْهُنَّ اِنْسٌ قَبْلَهُمْ وَلَا جَآنٌّ ۝٧٤
৭৫. অতএব, হে জিন ও মানব! তোমরা তোমাদের প্রভুর কোন কোন নিয়ামতকে অস্বীকার করবে?	فَبِاَيِّ اٰلَآءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبٰنِ ۝٧٥
৭৬. তারা সবুজ নকশীদার এবং অতি সুন্দর কাপড়ের [বিছানার] উপর হেলান দিয়ে বসবে।	مُتَّكِـِٕيْنَ عَلٰى رَفْرَفٍ خُضْرٍ وَّعَبْقَرِيٍّ حِسَانٍ ۝٧٦
৭৭. অতএব, হে জিন ও মানব! তোমরা তোমাদের প্রভুর কোন কোন নিয়ামতকে অস্বীকার করবে?	فَبِاَيِّ اٰلَآءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبٰنِ ۝٧٧
৭৮. বড় বরকতপূর্ণ নাম আপনার প্রভুর, যিনি মর্যাদাবান ও দয়ালু।	تَبٰرَكَ اسْمُ رَبِّكَ ذِى الْجَلٰلِ وَالْاِكْرَامِ ۝٧٨

শাব্দিক অনুবাদ :

৬৯. فَبِاَيِّ اٰلَآءِ رَبِّكُمَا অতএব, হে জিন ও মানব! তোমাদের প্রভুর কোন কোন নিয়ামতকে تُكَذِّبٰنِ তোমরা অস্বীকার করবে।
৭০. فِيْهِنَّ তন্মধ্যে থাকবে خَيْرٰتٌ حِسَانٌ উত্তম স্বভাব সম্পন্না রূপসীগণ।
৭১. فَبِاَيِّ اٰلَآءِ رَبِّكُمَا অতএব, হে জিন ও মানব! তোমাদের প্রভুর কোন কোন নিয়ামতকে تُكَذِّبٰنِ তোমরা অস্বীকার করবে।
৭২. حُوْرٌ সে নারীগণ গৌর বর্ণের হবে مَّقْصُوْرٰتٌ সুরক্ষিত থাকবে فِى الْخِيَامِ খীমাসমূহের মধ্যে।
৭৩. فَبِاَيِّ اٰلَآءِ رَبِّكُمَا অতএব, হে জিন ও মানব! তোমাদের প্রভুর কোন কোন নিয়ামতকে تُكَذِّبٰنِ তোমরা অস্বীকার করবে।
৭৪. لَمْ يَطْمِثْهُنَّ اِنْسٌ এদেরকে না কোনো মানুষ স্পর্শ করেছে قَبْلَهُمْ তাদের পূর্বে وَلَا جَآنٌّ আর না কোনো জিন।
৭৫. فَبِاَيِّ اٰلَآءِ رَبِّكُمَا অতএব, হে জিন ও মানব! স্বীয় প্রভুর কোন কোন নিয়ামতকে تُكَذِّبٰنِ তোমরা অস্বীকার করবে।
৭৬. مُتَّكِـِٕيْنَ তারা হেলান দিয়ে বসবে عَلٰى رَفْرَفٍ خُضْرٍ সবুজ নকশীদার কাপড়ের (বিছানার) উপর وَّعَبْقَرِيٍّ حِسَانٍ এবং অতি সুন্দর।
৭৭. فَبِاَيِّ اٰلَآءِ رَبِّكُمَا অতএব, হে জিন ও মানব! তোমাদের প্রভুর কোন কোন নিয়ামতকে تُكَذِّبٰنِ তোমরা অস্বীকার করবে।
৭৮. تَبٰرَكَ اسْمُ رَبِّكَ বড় বরকতপূর্ণ নাম আপনার প্রভুর ذِى الْجَلٰلِ وَالْاِكْرَامِ যিনি মর্যাদাবান ও দয়ালু।

https://e-ilm.weebly.com/

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

শানে নুযূল ঃ ১. মুকাতিল (র.) এর বর্ণনা মতে সূরা ফুরকানের ৬০ তম আয়াত إِذَا قِيلَ لَهُمُ اسْجُدُوا لِلرَّحْمَٰنِ যখন নাজিল হয়, মুশরিকেরা বলেছিল যে, আমরাতো রহমান বলতে কাউকে চিনি না। মুশরিকদের এহেন মন্তব্যের পরিপ্রেক্ষিতে আলোচ্য আয়াত আল্লাহ তা'আলা নাজিল করেছেন। –(বাহরে মুহীত্ব : ১৮৬/৮)

শানে নুযূল ঃ ২. মক্কাবাসীরা বলেছিল যে, কুরআন নামে মুহাম্মদ যা বলছে তা মানুষই তাকে শিক্ষা দিচ্ছে। সে মানুষটি হলো রহমানুল ইমামা অর্থাৎ মুসাইয়াতুল কায্যাব। তখন আল্লাহ তা'আলা তাদের জবাবে আলোচ্য আয়াত নাজিল করেন। –(কুরতুবী ১৩৪/১৭, ফতহুল কাদীর : ১৩১/৫)

وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ

শানে নুযূল ঃ ১. ইবনে শোআয়ব ও আত্বা খোরাসানী বলেন যে, আলোচ্য আয়াত হযরত আবূ বকর সিদ্দীক (রা.) সম্পর্কে নাজিল হয়েছে। ইবনে আবী হাতেম, আত্বীয়া বিন কায়েস এর উদ্ধৃতি দিয়ে বর্ণনা করেন যে, এক ব্যক্তি বলেছিল, আমি মারা গেলে আমাকে আগুন দিয়ে জ্বালিয়ে দেবে। আল্লাহ হয়তো আমাকে ভুলেও যেতে পারেন। অতঃপর সে লোকটি একদা এক রাতভর আল্লাহর নিকট তওবা করে। সুতরাং আল্লাহ তা'আলা তার তওবা গ্রহণ করে তাকে বেহেশেতে দাখিল করে দেন। সে ব্যক্তি সম্পর্কে আল্লাহ তা'আলা আলোচ্য আয়াত নাজিল করেছেন।

শানে নুযূল ঃ ২. ইবনে আবী হাতেম ও আবুশ শায়খ আত্বা (র.)-এর উদ্ধৃতি দিয়ে বর্ণনা করেন যে, হযরত আবূ বকর সিদ্দীক (রা.) একদিন কিয়ামত, মীযান, জান্নাত, দোজখ ও ফেরেশতাগণ সম্পর্কে আলোচনা করেন। অতঃপর মানুষ কি উদ্দেশ্যে সৃষ্টি হয়েছে, নাফরমানী করার জন্য? ফলে তাদের জন্য দুঃখ-দুদর্শা ও শাস্তি প্রস্তুত রয়েছে তা স্মরণ করে ভীত সন্ত্রস্ত হয়ে পড়েন এবং অবস্থার ভয়াবহতার এমন রূপ দাঁড়াল যে, তিনি বলতে লাগলেন, হায় আমি যদি বৃক্ষরাজি হয়ে যেতাম, তাহলে তো চতুস্পদ প্রাণীরা আমাকে গ্রাসের বস্তু বানিয়ে নিত! সে মুহূর্তে আল্লাহ তা'আলা তাঁর হৃদয়কে ক্ষমা পাওয়ার প্রত্যাশা দান করে আলোচ্য আয়াত নাজিল করেন। –(ইবনে কাছীর : ২৮৬/২৭/১৪, রূহুল মা'আনী : ১১৭/১৪-২৭)

নামকরণ : সূরা রাহমানের অন্য একটি নাম হলো 'উরুসুল কুরআন'। হযরত রাসূলে কারীম ﷺ ইরশাদ করেছেন– "প্রত্যেকটি জিনিসেরই একটি সৌন্দর্য আছে, এ সৌন্দর্যের কারণে সে জিনিসটি দুলহানের ন্যায় হয়, আর কুরআনে কারীমের সৌন্দর্য হলো সূরা রাহমান। সূরা রাহমানের আয়াত সংখ্যা ৭৮, বাক্য সংখ্যা ৩৫১ আর অক্ষর হলো ১,৬৩৬। আল্লামা আলূসী (রহ.) তাঁর তাফসীরে রূহুল মা'আনীতে লিখেছেন, অধিকাংশ তত্ত্বজ্ঞানীগণ এ মত পোষণ করেন যে, সূরা রাহমান মক্কায় অবতীর্ণ হয়েছে।

ইবনে মারদূভিয়া (র.) হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে জোবায়ের (রা.) এবং হযরত আয়েশা (রা.)-এর এ মতের উদ্ধৃতি দিয়েছেন এবং ইবনুন নুহাস (র.) হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা.)-এর এ মতের উদ্ধৃতি দিয়েছেন যে, এ সূরা মক্কায় অবতীর্ণ হয়েছে। বায়হাকী (র.) 'দালায়েলে' লিখেছেন যে, এ সূরা মদীনা মুনাওয়ারায় নাজিল হয়েছে।

তাফসীরকার মোকাতেল (র.)-এ মতই পোষণ করতেন।

আল্লামা সুয়ূতী (র.) তাঁর 'তাফসীরে আদদুররুল মানসূরে' উভয় মতের উল্লেখ করেছেন।

এ সূরার তাফসীরে হযরত হাসান বসরী (র.), ওরওয়া (র.), ইকরিমা (র.), হযরত জাবের (রা.) এবং হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা.)-এর মত হলো, এ সূরা মক্কায় নাজিল হয়েছে।

পূর্ববর্তী সূরার সাথে সম্পর্ক : পূর্ববর্তী সূরা ক্বামারে নবুয়তের সত্যতার দলিল হিসেবে প্রিয়নবী হযরত মুহাম্মদ ﷺ -এর মু'জিযার কথা উল্লেখ রয়েছে। এরপর অতীতের বিভিন্ন জাতির নাফরমানীর উল্লেখ করে তাদের উপর যে আজাব এসেছে, তার বিবরণ স্থান পেয়েছে। আর আলোচ্য সূরায় দুনিয়া ও আখেরাত উভয় জাহানে আল্লাহ পাকের অনন্ত অসীম নিয়ামতের বর্ণনা রয়েছে।

এ সূরার বৈশিষ্ট্য : সূরা রাহমান আপন বৈশিষ্ট্য এবং মহিমায় সমুজ্জ্বল। এ সূরার ভাব ও ভাষা অত্যন্ত মর্মস্পর্শী এবং হৃদয়গ্রাহী। এ সূরার মিষ্টি মধুর শব্দচয়ন এবং আশাব্যঞ্জক ভাব মানুষমাত্রকে আকৃষ্ট করে। আল্লাহ পাকের অসীম রহমতের আশীষে মানুষ আশান্বিত হয়। মানব-মন কৃতজ্ঞ হয়। এ সূরাটির ছন্দের মাধুর্য, সুর লহরী এবং ভাষার অলংকারে মুগ্ধ হয়ে পৌত্তলিকরা পর্যন্ত সৎকাজে অনুপ্রাণিত হতো।

https://e-ilm.weebly.com/

ইমাম তিরমিযী (র.) হযরত জাবের (রা.) থেকে বর্ণিত হাদীস সংকলন করেছেন। একদিন হযরত রাসূলুল্লাহ ﷺ সাহাবায়ে কেরামের মজলিসে আগমন করেন এবং এ সূরার শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত তেলাওয়াত করেন। সাহাবায়ে কেরাম নীরব থেকে মনযোগ সহকারে তা শ্রবণ করতে থাকেন। এরপর হুজুর ﷺ ইরশাদ করেন, হে লোকসকল! আমি এ সূরা জিনদেরকে শুনিয়েছি, আমি যখনই এ আয়াত فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ তেলাওয়াত করেছি, তখন জিনেরা এই বলে জবাব দিয়েছে, হে পরওয়ারদেগার! আমরা তোমার কোনো নিয়ামতকে অস্বীকার করি না, তোমারই জন্য রয়েছে সকল প্রশংসা। এরপর প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেছেন, কিন্তু তোমরা এ সূরা শ্রবণ করে নীরব রইলে। তত্ত্বজ্ঞানীগণ বলেছেন, এ সূরা নামাজ ব্যতীত অন্য সময় যদি তেলাওয়াত বা শ্রবণ করা হয়, তবে সুন্নত হলো উল্লিখিত আয়াতের পর জবাব প্রদান করা। আর নামাজের অবস্থায় জবাব দেওয়া যাবে না, তবে বিষয়টি চিন্তায় আসতে পারে।

স্বপ্নের তা'বীর : যে ব্যক্তি স্বপ্নে দেখবে যে, সে সূরা আর রাহমান পাঠ করছে, সে মক্কায়ে মোয়াজ্জমা অথবা বায়তুল মোকাদ্দাসের প্রতিবেশী হবে।

এ সূরার আমল : যে কেউ এ সূরা পাঠ করবে, সে দুনিয়াও আখেরাত উভয় জাহানের অশেষ কল্যাণ লাভ করবে। যে ব্যক্তি সূরা রাহমান এগারো বার পাঠ করবে, আল্লাহ পাকের রহমতে তার মকছুদ হাসিল হবে। নিয়মিতভাবে যে ব্যক্তি এ সূরা পাঠ করে, কিয়ামতের দিন তার চেহারা পূর্ণিমার চাঁদের ন্যায় উজ্জ্বল হবে। চক্ষু রোগীর জন্যও এ সূরার আমল উপকারী হয়।

শানে নুযূল : যখন قُلِ ادْعُوا اللّٰهَ أَوِ ادْعُوا الرَّحْمٰنَ এ আয়াত নাজিল হয়, তখন মক্কার কাফেরদের মধ্যে আবূ জাহল, ওয়ালীদ, ওতবা, শায়বা গং বলতে লাগল, রহমান কে? আমরা তা জানি না, তখন সূরা রাহমান নাজিল হলো এবং দয়াময় আল্লাহ পাকের অনেক গুণাবলি বর্ণিত হলো। তাঁর শ্রেষ্ঠত্ব ও মাহাত্ম্যের কথা এবং সৃষ্টির প্রতি তাঁর অনন্ত অসীম নিয়ামতসমূহের কথা উল্লেখ করা হলো।

বস্তুত মানুষের প্রতি আল্লাহ পাকের দানের কোনো সীমা নেই, শেষও নেই। মানুষের অস্তিত্ব, জীবন, যৌবন, জীবনের যাবতীয় উপকরণ এক কথায় সব কিছুই আল্লাহ পাকের মহান দান। এই অসীম দানের মধ্যে মাত্র কয়েকটির উল্লেখ করা হয়েছে আলোচ্য সূরায় এবং জিজ্ঞাসা করা হয়েছে, তোমরা তোমাদের পরওয়ারদেগারের কোনো কোনো নিয়ামতকে অস্বীকার করবে?

اَلرَّحْمٰنُ 'আর রহমান' শব্দটি মোবালাগা, অর্থাৎ এতে রহমতের আধিক্য বুঝায়। আল্লাহ পাক মুমিন, কাফের, ভালো-মন্দ সকলের প্রতি অতীব দয়াবান। প্রত্যেকটি নিয়ামত তিনিই দান করেন। রহমান শব্দটি শুধু আল্লাহ পাকের জন্যই ব্যবহৃত হয়, আর কারো জন্য নয়।

পক্ষান্তরে রাহীম শব্দটি অন্যের জন্যও ব্যবহার করা যেতে পারে।

হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা.) বলেছেন, বিশ্ববাসীর প্রতি যিনি দয়া করেন তাঁকে রহমান বলা হয়। 'রহমান' ও 'রাহীম' উভয় শব্দই পরম করুণাময় অসীম দয়ালু অর্থে ব্যবহৃত হয়, তবে এ দু'য়ের মধ্যে পার্থক্য অত্যন্ত সূক্ষ্ম।

তত্ত্বজ্ঞানীগণ বলেছেন, 'রহমান' তিনি, যাঁর নিকট কিছু চাওয়া হলে তিনি তা প্রদান করেন, আর 'রাহীম' তিনি, যাঁর নিকট কিছু চাওয়া না হলে তিনি রাগান্বিত হন।

'রাহমান' তিনি, যিনি মানুষের দুঃখ কষ্ট দূর করেন, যিনি মানুষকে সরল সঠিক পথ প্রদর্শন করেন, যিনি দুনিয়ার জীবনের সকল বিপদাপদ দূর করেন।

اَلرَّحْمٰنُ عَلَّمَ الْقُرْاٰنَ **: দয়াময়ের সর্বশ্রেষ্ঠ দান :** পরম করুণাময় আল্লাহ পাক মানুষকে তাঁর কালাম পবিত্র কুরআন শিক্ষা দিয়েছেন যা সর্বশেষ ও সর্বশ্রেষ্ঠ আসমানি গ্রন্থ, যা মহান এবং সর্বশ্রেষ্ঠ নিয়ামত, যা তিনি দয়া করে মানবজাতিকে দান করেছেন। দয়াবান আল্লাহ পাকই মানুষকে সৃষ্টি করেছেন এবং তাকে তার মনোভাব প্রকাশ করার শক্তি দান করেছেন। মানুষের অস্তিত্ব, তার জীবন-যৌবন সবই আল্লাহ পাকের দান, তবে সর্বশ্রেষ্ঠ দান হলো পবিত্র কুরআন, আর মানব জাতির সৃষ্টির উদ্দেশ্য সফল হয় পবিত্র কুরআনের শিক্ষা গ্রহণের মাধ্যমে। মানুষকে সৃষ্টি করার কথা ঘোষণা করার কথায়ও পবিত্র কুরআন দানের উল্লেখ করা হয়েছে। এর দ্বারা এ বিষয়ে ইঙ্গিত করা হয়েছে যে, ইহকালীন ও পরকালীন যাবতীয় নিয়ামতের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ নিয়ামত হলো পবিত্র কুরআন। যাবতীয় কল্যাণ সম্পৃক্ত রয়েছে পবিত্র কুরআনের সাথে। যাবতীয় জ্ঞানের উৎস হলো পবিত্র কুরআন। সমস্ত আসমানি গ্রন্থের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ হলো পবিত্র কুরআন। মানব-অন্তরের যাবতীয় রোগের অব্যর্থ মহৌষধ হলো পবিত্র কুরআন। আধ্যাত্মিক উন্নতি লাভের পন্থা হলো পবিত্র কুরআন। মহান আল্লাহ পাকের নৈকট্য লাভের মাধ্যম হলো পবিত্র কুরআন।

https://e-ilm.weebly.com/

ইবনে জারীর এবং ইবনে আবী হাতেম হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা.)-এর কথার উদ্ধৃতি দিয়েছেন। তিনি বলেছেন, আল্লাহ পাক সবকিছুর ইলম পবিত্র কুরআনেই দান করেছেন। আমাদের জন্য পবিত্র কুরআন সবকিছু বর্ণনা করেছে। পূর্বের এবং পরবর্তী কালের সকল জ্ঞান পবিত্র কুরআনেই একত্র করা হয়েছে। আর সে জ্ঞান পবিত্র কুরআনের মাধ্যমে আল্লাহ পাকের পক্ষ থেকে হযরত রাসূলে কারীম ﷺ-এর নিকট অবতীর্ণ হয়েছে। তাঁর নিকট থেকে সাহাবায়ে কেরাম তা হাসিল করেছেন। এ পর্যায়ে খোলাফায়ে রাশেদীন তাঁদের উপর ফজিলত অর্জন করেছেন। সাহাবায়ে কেরামের পর তাঁদের নিকট থেকে তাবেয়ীগণ সে ইলম হাসিল করেছেন। জ্ঞানের এ সাধনা আজও অব্যাহত রয়েছে এবং কিয়ামত পর্যন্ত তা অব্যাহত থাকবে। তবে যুগের আবর্তন-বিবর্তনে জ্ঞানের অনুসন্ধিৎসা হ্রাস পাচ্ছে, অথচ কুরআনে কারীমের জ্ঞান-ভাণ্ডার রয়েছে পরিপূর্ণ, এটি নিঃসন্দেহে দয়াময় আল্লাহ পাকের মহান দান। এ দান লাভের জন্য যারা সাধনায় রত হয়, আল্লাহ পাক দয়া করে তাদেরকে তা দান করেন। কিন্তু যারা গাফলতি করে, তারা এ দান থেকে বঞ্চিত হয়। সারা বিশ্বে যে যখন ঈমান নিয়ে, আন্তরিক ভক্তি নিয়ে, একনিষ্ঠভাবে পবিত্র কুরআনের জ্ঞান-ভাণ্ডার থেকে জ্ঞান লাভ করতে প্রয়াসী হয়েছে, আল্লাহ পাক তার জন্য পবিত্র কুরআনের জ্ঞান-ভাণ্ডারের দ্বার তখনই উন্মুক্ত করে দিয়েছেন। মানব-জীবনে এমন কোনো সমস্যা নেই, যার সমাধান পবিত্র কুরআনে নেই। বর্তমান অশান্ত পৃথিবীতে শান্তিকে সুরক্ষিত করতে হলে পবিত্র কুরআনের মহান শিক্ষার বাস্তবায়ন ব্যতীত কোনো গত্যন্তর নেই। তাই নিখিল বিশ্বের শান্তির শ্রেষ্ঠতম উপায় হলো পবিত্র কুরআনের শিক্ষা গ্রহণ এবং যাঁর প্রতি পবিত্র কুরআন নাজিল হয়েছে তথা শান্তি-দূত হযরত রাসূলে কারীম ﷺ-এর অনিন্দ্য-সুন্দর আদর্শের অনুসরণ। যারা এ উপায় গ্রহণ করে, তাদের এ জীবন ও পরজীবন সার্থক ও সুন্দর হয়।

পক্ষান্তরে, যারা পবিত্র কুরআনের শিক্ষা ও প্রিয়নবী ﷺ-এর অনুসরণ থেকে বিমুখ হয়, তাদের জীবন-সাধনা হয় ব্যর্থ। কাফেররা আল্লাহ পাকের সাথে শিরক করতো, আল্লাহ পাক ব্যতীত অন্য অনেক কিছুর পূজা করতো, আল্লাহ পাকের অগণিত নিয়ামত ভোগ করা সত্ত্বেও তাঁর প্রতি অকৃতজ্ঞ থাকতো, এমনকি তারা 'রহমান কে? আমরা তা জানি না' এমন ঔদ্ধত্যপূর্ণ মন্তব্য করতেও দ্বিধাবোধ করতো না। তাদের উদ্দেশ্যেই ঘোষণা করা হয়েছে, 'রহমান তিনিই, যিনি তোমাদের হেদায়েতের জন্য সার্বিক কল্যাণের প্রতীক পবিত্র কুরআন শিক্ষা দিয়েছেন।' আর এ সূরায় ৩১ বার আল্লাহর নিয়ামত স্মরণ করিয়ে দেওয়া হয়েছে।

خَلَقَ الْإِنسَانَ : দয়াময় আল্লাহ পাক হেদায়েতের মূল উৎস পবিত্র কুরআন শিক্ষা দিয়েছেন, এ মহা সত্য যদি উপলব্ধি করতে না পার, তবে হে আত্মবিস্মৃত মানবজাতি! তোমার অস্তিত্বের প্রতি লক্ষ্য কর, তোমার নিজের দিকে নজর দাও, তোমাকে সেই দয়াময় আল্লাহ পাকই সৃষ্টি করেছেন, তুমি ইতঃপূর্বে এ পৃথিবীতে ছিলে না, তোমাকে তিনিই সৃষ্টি করেছেন, তিনিই লালন-পালন করছেন, তিনিই তোমাকে শক্তি সামর্থ্য দান করছেন, তোমার যাবতীয় গুণাবলি তাঁরই দান, তোমার দেহ মন, তোমার অস্তিত্ব একমাত্র আল্লাহ পাকেরই দান। সত্য উপলব্ধির জন্য, সত্য পথ লাভের জন্য তোমাকে আল্লাহ পাক পবিত্র কুরআন দান করেছেন। পবিত্র কুরআনই বলবে, তোমার জীবনের উদ্দেশ্য কী? তোমার জীবন চলার পথ কী? পাথেয় কী?

عَلَّمَهُ الْبَيَانَ : আর দয়াময় আল্লাহ পাকই তোমাকে দান করেছেন তোমার মনের ভাব প্রকাশ করার শক্তি। পবিত্র কুরআন পাঠ করতে হলে এর প্রয়োজন অনেক বেশি। বাকশক্তির মাধ্যমেই প্রকাশ পায় মনের অভিব্যক্তি। এসব কিছুই মানুষের প্রতি দয়াময় আল্লাহ পাকের মহান দান। তবে এসব দানের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ হলো পবিত্র কুরআন, এমনকি মানুষের জীবনের চেয়েও শ্রেষ্ঠ। কেননা পবিত্র কুরআনের শিক্ষা ব্যতীত জীবন শুধু ব্যর্থ নয়, বিপজ্জনকও, পরকালীন চিরস্থায়ী জীবনে ভোগ করতে হবে দোজখের কঠিন শাস্তি। বুখারী শরীফে সংকলিত হাদীসে রয়েছে, হযরত রাসূলে কারীম ﷺ ইরশাদ করেছেন, 'কিয়ামতের ময়দানে আদম সন্তান একটু নড়াচড়াও করতে পারবে না, যে পর্যন্ত না সে পাঁচটি প্রশ্নের সন্তোষজনক জবাব দেয়। সে প্রশ্ন পাঁচটি হলো–

১. আল্লাহ পাকের প্রদত্ত জীবন কি কাজে ব্যয় করেছ?
২. যৌবন কিভাবে অতিবাহিত করেছ?
৩. অর্থ-সম্পদ কি কি পন্থায় রোজগার করেছ?
৪. আর তা কি কি কাজে ব্যয় করেছ?
৫. যা তুমি জানতে পেরেছিলে, তার উপর কতখানি আমল করেছ?

যারা এসব প্রশ্নের জবাব দিতে পারবে, তারাই সাফল্যমণ্ডিত হবে। পক্ষান্তরে যারা এর জবাব দিতে পারবে না, তারাই হবে বিপদগ্রস্ত। অতএব, দয়াময় আল্লাহ পাকের দয়ামায়া ভোগ করে তাঁর প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করা এবং তাঁর মহান বাণী পবিত্র কুরআনের শিক্ষা গ্রহণ করা কল্যাণকামী বাস্তববাদী মানুষের একান্ত কর্তব্য।

https://e-ilm.weebly.com/

خَلَقَ الْاِنْسَانَ : হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা.)-এর মতে, আলোচ্য আয়াতের اَلْاِنْسَانَ শব্দ দ্বারা হযরত আদম (আ.)-কে উদ্দেশ্য করা হয়েছে, আল্লাহ পাক হযরত আদম (আ.)-কে পৃথিবীর সব কিছুর নাম ও গুণাগুণ শিক্ষা দিয়েছিলেন। হযরত আদম (আ.)-কে আল্লাহ পাক সাত লক্ষ ভাষার জ্ঞান দান করেছিলেন।

তাফসীরকার আবুল আলীয়া এবং হযরত হাসান বসরী (র.) বলেছেন , আলোচ্য আয়াতে اَلْاِنْسَانَ শব্দ দ্বারা শুধু হযরত আদম (আ.) নয়; বরং সমগ্র মানবজাতিকে উদ্দেশ্য করা হয়েছে। আল্লাহ পাক মানুষকে সৃষ্টি করেছেন এবং তাকে কথা বলার, লিখার, বুঝার এবং বুঝাবার ক্ষমতা দিয়েছেন। এভাবে মানুষ অন্যান্য প্রাণী থেকে বৈশিষ্ট্যমণ্ডিত হয়েছে এবং আল্লাহ পাকের পক্ষ থেকে অবতীর্ণ প্রত্যাদেশ গ্রহণ করার এবং কুরআনের বাহক হওয়ার যোগ্য হয়েছে।

তাফসীরকার সুদ্দী (র.) বলেছেন, আল্লাহ পাক প্রত্যেক জাতিকে তার ভাষা শিক্ষা দিয়েছেন। কোনো কোনো তাফসীরকার বলেছেন– اَلْاِنْسَانَ শব্দ দ্বারা হযরত রাসূলুল্লাহ ﷺ -কে উদ্দেশ্য করা হয়েছে, আর اَلْبَيَانَ দ্বারা কুরআনে কারীমকে উদ্দেশ্য করা হয়েছে। পবিত্র কুরআন সমগ্র মানবজাতির জন্য পথ-প্রদর্শক এবং হযরত রাসূলে কারীম রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর নবুয়তের প্রকৃত প্রমাণ। এতে সৃষ্টির শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত যা কিছু হবে, তার বিবরণ সন্নিবেশিত হয়েছে। ইতঃপূর্বে নবী রাসূলগণ এ সম্পর্কে যা কিছু বর্ণনা দিয়েছেন, পবিত্র কুরআনের বর্ণনা তারই অনুরূপ।

عَلَّمَهُ الْبَيَانَ : [তিনিই তাকে কথাবার্তা বলাও শিখিয়েছেন]।

আলোচ্য আয়াতের البيان শব্দটির ব্যাখ্যায় তাফসীরকারগণ একাধিক মত প্রকাশ করেছেন। ইমাম কাতাদা (র) বলেছেন, আল্লাহ পাক দুনিয়া ও আখেরাতের বর্ণনা দিয়েছেন এবং হালাল হারামে বিস্তারিত বিবরণ তিনি শিক্ষা দিয়েছেন।

কাতাদা (র.)-এর আরেকটি মত হলো, আল্লাহ পাক ভালো-মন্দ সুস্পষ্টভাবে বর্ণনা করেছেন এবং যা করণীয় এবং যা বর্জনীয় তারও শিক্ষা দিয়েছেন।

আর ইবনে জায়েদ (র.) বলেছেন, এর অর্থ হলো- মানুষকে আল্লাহ পাক তার মনের কথা প্রকাশ করার শক্তি দান করেছেন। আর কোনো কোনো তাফসীরকার বলেছেন, আল্লাহ পাক মানুষকে বাকশক্তি দান করেছেন, যেন সে আল্লাহ পাকের কালাম পবিত্র কুরআন পাঠ করতে পারে, শিখতে পারে, তেলাওয়াত করতে পারে, কেননা বাকশক্তি না থাকলে পবিত্র কুরআন পাঠ করা সম্ভব হতো না। আর এ বাকশক্তির মাধ্যমেই মানুষ অন্য লোকদের নিকট পবিত্র কুরআনের ব্যাখ্যা করতে পারে, সত্যের দিকে আহবান জানাতে পারে এবং মন্দ ও নিন্দনীয় কাজ থেকে বিরত রাখতে পারে।

হযরত হাসান বসরী (র.) এ ব্যাখ্যা করেছেন যে, বাকশক্তির কারণেই মানুষ পবিত্র কুরআন তেলাওয়াত করতে পারে এটিও নিঃসন্দেহে মানুষের প্রতি পরম করুণাময় আল্লাহ পাকের মহান দান। আল্লামা আলুসী (র.) লিখেছেন, কাতাদা (র.) বলেছেন, এর অর্থ আল্লাহ পাক মানুষকে দুনিয়া ও আখেরাতের ইলম দান করেছেন।

আর যাহহাক (র.) বলেছেন, আল্লাহ পাক মানুষকে ভালো-মন্দের ইলম দান করেছেন।

কোনো কোনো তাফসীরকার বলেছেন, আল্লাহ পাক হযরত আদম (আ.)-কে পৃথিবীর সবকিছুর নাম এবং গুণাবলি শিক্ষা দিয়েছেন। আর কোনো কোনো তাফসীরকার বলেছেন, এর অর্থ হলো- আল্লাহ পাক মানুষকে বিভিন্ন ভাষায় কথা বলার শক্তি দান করেছেন। আর ইমাম জাফর সাদেক (র.) বলেছেন, এর অর্থ হলো- আল্লাহ পাক মানুষকে ইসমে আজম শিক্ষা দিয়েছেন, যার মাধ্যমে সব কছু পাওয়া যায়।

اَلشَّمْسُ وَالْقَمَرُ بِحُسْبَانٍ [সূর্য ও চন্দ্রের জন্য একটি নির্দিষ্ট হিসাব রয়েছে। ঐ হিসাব মোতাবেকই তারা চলমান থাকে] :

অর্থাৎ চন্দ্র ও সূর্যের জন্য গতিবেগ সুনির্দিষ্ট রয়েছে। সে হিসেব অনুযায়ীই তারা পরিক্রমণ করে, আর ঐ হিসেব মোতাবেকই পৃথিবীর যাবতীয় ব্যবস্থাপনা নির্ধারিত রয়েছে। মাস ও বছর তা দিয়েই নির্ধারিত হয়। নামাজ, রোজা, হজ, জাকাত প্রভৃতি কাজের সময় ঐ হিসেব মোতাবেকই নির্ধারিত হয়ে থাকে।

وَّالنَّجْمُ وَالشَّجَرُ يَسْجُدٰنِ [কাণ্ডবিহীন বৃক্ষ এবং কাণ্ড বিশিষ্ট বৃক্ষ উভয়ই আল্লাহ পাকের অনুগত রয়েছে]।

অর্থাৎ উভয়ই আল্লাহপাকের হুকুমের তাবেদার, যেভাবে মানুষ সেজদা করার মাধ্যমে আল্লাহ পাকের প্রতি আনুগত্য প্রকাশ করে, ঠিক সেভাবে বৃক্ষ-তরুলতাও আল্লাহপাকের প্রতি অনুগত থাকে।

কোনো কোনো তাফসীরকার বলেছেন, বৃক্ষের ছায়া আল্লাহপাকের মহান দরবারে সেজদারত হয়।

একথা সর্বজনবিদিত, চন্দ্র, সূর্য, নক্ষত্রপুঞ্জ প্রভৃতিকে আল্লাহপাক মানব জাতির প্রয়োজনের আয়োজনেই সৃষ্টি করেছেন। চন্দ্র সূর্যের উদয়-অস্ত আল্লাহপাকের নিয়ন্ত্রণাধীন রয়েছে। এক আল্লাহপাকের নির্দেশক্রমে সৃষ্টির প্রথম দিন থেকেই চন্দ্র-সূর্য তাদের নিজ নিজ কক্ষপথে পরিক্রমণ করে চলেছে। তাই তো সূরা ইয়াসীনে আল্লাহপাক ইরশাদ করেছেন–

https://e-ilm.weebly.com/

وَالشَّمْسُ تَجْرِىْ لِمُسْتَقَرٍّلَّهَا ذٰلِكَ تَقْدِيْرُ الْعَزِيْزِ الْعَلِيْمِ [আর সূর্য পরিভ্রমণ করে তার নির্দিষ্ট গন্তব্যের দিকে। এটি পরাক্রমশালী, মহাজ্ঞানী আল্লাহ পাকের নিয়ন্ত্রণ]।

যেভাবে উর্ধ্বলোকে সবকিছু আল্লাহ পাকের নিয়ন্ত্রণাধীন রয়েছে, ঠিক তেমনিভাবে অধঃলোকে তথা পৃথিবীর সব কিছু আল্লাহপাকের কর্তৃত্বাধীন রয়েছে। আল্লাহপাক সমগ্র সৃষ্টিজগৎকে আশরাফুল মাখলুকাত তথা মানুষের কল্যাণ সাধনে নিয়োজিত রেখেছেন। মানুষ যখন বিশাল সৃষ্টির কোনো কিছুকে ব্যবহার করতে চায়, তখন তা মানুষের প্রতিও আনুগত্য প্রকাশ করে, কেননা আল্লাহ পাক তাদেরকে এর আদেশ দিয়েছেন।

وَالسَّمَاءَ رَفَعَهَا وَوَضَعَ الْمِيْزَانَ (٧) اَلَّا تَطْغَوْا فِى الْمِيْزَانِ (٨) [এবং আকাশকে তিনিই করেছেন সুউচ্চ এবং তিনিই স্থাপন করেছেন দাড়িপাল্লা, যেন তোমরা পরিমাণে কম বেশি না কর]। অর্থাৎ আকাশমণ্ডলী আল্লাহপাকই সৃষ্টি করেছেন, আর তাঁরই নির্দেশক্রমে আসমানকে সুউচ্চে রাখা হয়েছে। তিনি স্থাপন করেছেন (দুনিয়াতে) দাড়িপাল্লা।

তাফসীরকার মুজাহিদ (র.) বলেছেন, আলোচ্য আয়াতে ميزان শব্দের অর্থ যদিও দাড়িপাল্লা হয়, কিন্তু এর তাৎপর্য হলো ন্যায়বিচার করা। আল্লাহ পাক ন্যায়বিচার কায়েম করার আদেশ দিয়েছেন এবং প্রত্যেককে ন্যায়বিচার কায়েম করার ব্যাপারে দায়িত্ব অর্পণ করেছেন। আর এভাবেই সমগ্র বিশ্ব সৃষ্টির ব্যবস্থাপনা সঠিক হয়েছে।

কাতাদা এবং যাহহাক (র.) বলেছেন, এ আয়াতে ميزان শব্দ দ্বারা কোনো কিছুর পরিমাণ জানার বাহনকে উদ্দেশ্য করা হয়েছে। আর ওজন করার আভিধানিক অর্থ হলো আন্দাজ করা।

اَلَّا تَطْغَوْا فِى الْمِيْزَانِ [যেন তোমরা পরিমাপে কম বেশি না কর] অর্থাৎ আল্লাহপাক দাড়িপাল্লা এ জন্য রেখেছেন, যেন তোমরা সীমালঙ্ঘন না কর, কারো হক বিনষ্ট না কর। ন্যায়বিচার বা ইনসাফ কায়েম করা প্রত্যেকটি মানুষের কর্তব্য, আর ইনসাফ কায়েমের প্রশ্ন জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রেই উত্থিত হয়। দুনিয়াতে মানুষকে ন্যায়বিচার কায়েম করার জন্য সর্বাত্মক চেষ্টা করা উচিত। আখেরাতে ন্যায় বিচারের ভিত্তিতেই মানুষকে পুরস্কার বা শাস্তি দেওয়া হবে। আর এ জন্যই দুনিয়াতে ন্যায়বিচারের ভিত্তিতে ওজন করার তাগিদ করে ইরশাদ হয়েছে।

وَاَقِيْمُوا الْوَزْنَ بِالْقِسْطِ وَلَا تُخْسِرُوا الْمِيْزَانَ (٧) : অর্থাৎ ন্যায্যভাবে ওজনের মান ঠিক রেখ এবং ওজনে কম দিও না। সঠিক ওজন দেওয়ার এবং কারো প্রতি অবিচার না করার এবং মানুষের হক বিনষ্ট না করার তাগিদ রয়েছে এ আয়াতে। আলোচ্য আয়াতের এ কথাটি অত্যন্ত তাৎপর্যবহ। কথা বলার সময় হক কথা বলা থেকে নিজেকে বিরত না রাখা, হক বা সত্যের উপর আমল করা, বান্দার হক থেকে আল্লাহ পাকের হক পর্যন্ত যথানিয়মে আদায় করা, চলাফেরা, উঠা-বসা এক কথায় জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে ন্যায়বিচার কায়েম করা মানুষ মাত্রেরই কর্তব্য।

এ কর্তব্য যথাযথভাবে পালনের বিশেষ তাগিদ রয়েছে আলোচ্য আয়াতে। এরপর ইরশাদ হয়েছে-

وَلَا تُخْسِرُوا الْمِيْزَانَ [তোমার ওজনে কম দিও না]।

এ সম্পর্কে পুনরায় তাগিদ করে ইরশাদ হয়েছে যে, কখনো কোনো অবস্থাতেই ওজনে কম দিও না। যদি তা কর তবে কিয়ামতের দিন তোমাদের আমল যখন পাল্লায় পরিমাপ করা হবে, তখন তোমরা চরমভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হবে।

وَالْاَرْضَ وَضَعَهَا لِلْاَنَامِ (١٠) فِيْهَا فَاكِهَةٌ وَّالنَّخْلُ ذَاتُ الْاَكْمَامِ (١١) وَالْحَبُّ ذُوالْعَصْفِ وَالرَّيْحَانُ (١٢)

সৃষ্টজীবের জন্য আল্লাহপাক জমিনকে বিছিয়ে রেখেছেন। তাতে ফলমূল, খেজুর বৃক্ষ রয়েছে, যার ফল আবৃত থাকে। আর তাতে রয়েছে ভুষিযুক্ত তরিতরকারি এবং সুগন্ধি পুষ্পও'।

পরম করুণাময় আল্লাহ পাক রাব্বুল আলামীন সৃষ্টজীবের বসবাসের জন্য জমিনকে বিছিয়ে রেখেছেন এবং তাতে রেখেছেন রকমারি ফল ফুলারী, তরি তরকারি এবং সুগন্ধি ফুলের বিপুল সমারোহ। আর এসব মানুষের উপকারার্থেই আল্লাহ পাক সৃষ্টি করেছেন যেমন অন্য আয়াতে আল্লাহপাক ইরশাদ করেছেন– هُوَ الَّذِىْ خَلَقَ لَكُمْ مَّا فِى الْاَرْضِ جَمِيْعًا

তিনিই সেই আল্লাহ পাক, যিনি সৃষ্টি করেছেন তোমাদের উপকারার্থে পৃথিবীর সবকিছু'।

এজন্য মানুষের একান্ত কর্তব্য হলো আল্লাহপাকের মহান দরবারে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করা।

فَبِاَىِّ اٰلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبٰنِ (١٣) অতএব, (হে জিন ও মানবজাতি! এত অফুরন্ত নেয়ামত লাভ করা সত্ত্বেও) স্বীয় পরওয়ারদেগারের কোন কোন নিয়ামতকে তোমরা অস্বীকার করবে?

বস্তুত আল্লাহ পাকের কোনো নিয়ামতকেই অস্বীকার করা যায় না, আমরা তাঁর নিয়ামতকে অস্বীকার করি না, তিনি মহান দাতা, সকল প্রশংসা শুধু তাঁরই।

https://e-ilm.weebly.com/

خَلَقَ الْاِنْسَانَ مِنْ صَلْصَالٍ كَالْفَخَّارِ (١٤) وَخَلَقَ الْجَانَّ مِنْ مَّارِجٍ مِّنْ نَّارٍ (١٥)

পূর্ববর্তী আয়াতসমূহে আল্লাহ পাকের অনেক নেয়ামতের উল্লেখ রয়েছে, এরপর মানুষ ও জিন জাতিকে সম্বোধন করে এ প্রশ্ন করা হয়েছে, হে জিন ও মানবজাতি! তোমরা আল্লাহ পাকের কোনো নিয়ামতকে অস্বীকার করতে পার? অর্থাৎ কোনো নিয়ামত অস্বীকার করা তোমাদের পক্ষে সম্ভব নয়। আলোচ্য সূরায় বিভিন্ন নিয়ামতের উল্লেখ করে একত্রিশ বার এ প্রশ্ন করা হয়েছে। এর দ্বারা মহান দাতা আল্লাহপাক রাব্বুল আলামীনের অগণিত নিয়ামতের কথা স্মরণ করিয়ে দেওয়া হয়েছে এবং তাঁর শোকরগুজার হওয়ার জন্য অনুপ্রাণিত করা হয়েছে। লব্ধ নিয়ামতের হক্ব আদায়ের পন্থা হলো নিয়ামতদাতার বিধি-নিষেধ পালন করা, তাঁর বিধানের বাস্তবায়নে আত্মনিয়োগ করা এবং সর্বদা তাঁর প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করা।

আর আলোচ্য আয়াতে মানব ও জিনজাতির সৃষ্টির কথা ঘোষণা করা হয়েছে যে, মানুষকে আল্লাহ পাক পোড়ামাটির পাত্রের ন্যায় খনখনে মাটি থেকে সৃষ্টি করেছেন আর জিনজাতিকে সৃষ্টি করেছেন তিনি অগ্নি-শিখা থেকে। আর ফেরেশতাগণকে সৃষ্টি করেছেন নূর থেকে।

আল্লামা আবূ হাইয়ান লিখেছেন আলোচ্য আয়াতের اَلْاِنْسَانَ শব্দ দ্বারা হযরত আদম (আ.)-কে উদ্দেশ্য করা হয়েছে এবং جَانَّ শব্দ দ্বারা ইবলীসকে উদ্দেশ্য করা হয়েছে।

মাটি থেকে সৃষ্টি করা মানুষকে আল্লাহ পাক সৃষ্টির সেরা বা আশরাফুল মাখলুকাত বানিয়েছেন। তাকে দান করেছেন তাঁর অফুরন্ত নিয়ামত। আল্লাহপাক মানবজাতিকে তাঁর প্রতিনিধি করে পৃথিবীতে প্রেরণ করেছেন। সমগ্র সৃষ্টি জগৎকে মানুষের সেবায় নিয়োজিত করেছেন, আর মানুষকে আল্লাহপাক তাঁর বন্দেগীর জন্য নির্দিষ্ট করেছেন, তাই ইরশাদ হয়েছে– وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْاِنْسَ اِلَّا لِيَعْبُدُوْنِ অর্থাৎ আর আমি জিন ও মানুষকে শুধু আমার বন্দেগীর জন্যই সৃষ্টি করেছি যেন তারা আমার পরিচয় লাভ করে, আমার মারেফাত হাসিল করে এবং শুধু আমার বন্দেগীতে মশগুল হয়। অতএব, মানুষের কর্তব্য হলো আল্লাহ পাকের অনন্ত অসীম নেয়ামতের জন্য সর্বদা কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করা এবং তাঁর প্রবর্তিত বিধি-নিষেধ পালনে তৎপর হওয়া। এ মর্মে উক্ত সূরায় বারবার ইরশাদ হয়েছে–

فَبِاَيِّ اٰلَاۤءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبٰنِ অর্থাৎ হে জিন ও মানবজাতি! তোমরা তোমাদের প্রতিপালকের কোনো নিয়ামতকে অস্বীকার করবে?

رَبُّ الْمَشْرِقَيْنِ وَرَبُّ الْمَغْرِبَيْنِ (١٧) **[তিনি দু'মাশরিক (পূর্ব) এবং দু'মাগরিবেরই (পশ্চিম) মালিক] :**

দু'মাশরিক, দু'মাগরিব দ্বারা চন্দ্র-সূর্যের, শীত-গ্রীষ্মের উদয় ও অস্ত যাওয়ার দু'টি স্থানকে উদ্দশ্যে করা হয়েছে। শীত ও গ্রীষ্মকালে সূর্যের উদয় ও অস্তের স্থান পরিবর্তিত হয়। এ পরিবর্তনের মাধ্যমে বিশ্ব মানবের অনেক হিত সাধিত হয়, তাই এর পরিবর্তনও আল্লাহপাকের একটি নিয়ামত।

এ নিয়ামতের উপলব্ধি করে আল্লাহপাকের মহান দরবারে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করাও মানুষের কর্তব্য। অতএব, হে জিন ও মানবজাতি! তোমরা আল্লাহপাকের কোনো নিয়ামতকে অস্বীকার করবে?

مَرَجَ الْبَحْرَيْنِ يَلْتَقِيٰنِ (١٩) بَيْنَهُمَا بَرْزَخٌ لَّا يَبْغِيٰنِ (٢٠) : **তিনিই প্রবাহিত করেছেন দু'টি সাগরকে, যারা পরস্পর মিলিত হয়ে বয়ে চলে।**

আল্লাহপাকের বিস্ময়কর কুদরত হেকমতের এক জ্বলন্ত দৃষ্টান্ত এখানে লক্ষ্য করা যায় যে, প্রবহমান দু'টি সাগরের মাঝে একটি অদৃশ্য অন্তরাল রয়েছে, যা তারা অতিক্রম করতে পারে না। একটির পানি লবণাক্ত, আর অন্যটির পানি মিষ্ট। উভয়টিই পাশাপাশি মিলে মিশে থাকে, কিন্তু একটি আরেকটির মাঝে প্রবেশ করতে পারে না, একটি অন্যটির উপর প্রভাব বিস্তার করতে পারে না। একত্র হয়ে প্রবাহিত হওয়া সত্ত্বেও পানির বর্ণনা ও স্বাদে পার্থক্য বর্তমান থাকে। মহান আল্লাহ পাকের হুকুমের প্রতি উভয় সাগরই আনুগত্য প্রকাশ করে চলেছে।

فَبِاَيِّ اٰلَاۤءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبٰنِ অতএব, (হে জিন ও মানবজাতি!) এই সমুদ্রসমূহের সৃষ্টিতে তোমাদের যে বিশেষ এবং অনেক উপকার রয়েছে এবং আল্লাহপাকের বিস্ময়কর কুদরত ও হেকমতের যে বহিঃপ্রকাশ হচ্ছে, তার কোনটিকে তোমরা অস্বীকার করতে পার?

يَخْرُجُ مِنْهُمَا اللُّؤْلُؤُ وَالْمَرْجَانُ (٢٢) **উভয় সমুদ্র থেকে মণি-মুক্তা এবং মারজান নামক মূল্যবান পাথর বের হয় :**

সমুদ্র-গর্ভের মণি-মুক্তা এবং সমুদ্রের উপরে চলমান নৌযান আল্লাহপাকের দান স্বরূপই মানুষ লাভ করে। অতএব, হে জিন ও মানবজাতি! তোমরা আল্লাহপাকের কোনো নিয়ামতকে অস্বীকার করবে?

বছরের প্রথম বৃষ্টিপাত যখন হয়, তখন সমুদ্রের ঝিনুকগুলো তাদের মুখ খুলে রাখে, ঝিনুকের মুখে বৃষ্টির প্রথম ফোটাটি যদি পড়ে, তবে তা মুক্তায় রূপান্তরিত হয়।

https://e-ilm.weebly.com/

আলোচ্য আয়াতের اَللُّؤْلُؤُ وَالْمَرْجَانُ –এর ব্যাখ্যায় ইবনে জারীর (র.) লিখেছেন, হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা.)-এর মতে, لُؤْلُؤُ হলো বড় বড় মুক্তা, আর مَرْجَانٌ হলো ছোট মুক্তা।

তাফসীরকার মোকাতেল (র.) এবং মুজাহিদ (র.) বলেছেন, لُؤْلُؤُ হলো ছোট মুক্তা, আর مَرْجَانٌ হলো বড় মুক্তা।

ইবনে ওহাব (র.) বলেছেন– مَرْجَانٌ হলো বড় বড় মুক্তা।

وَلَهُ الْجَوَارِ الْمُنْشَئَاتُ فِى الْبَحْرِ كَالْاَعْلَامِ (٢٤) فَبِاَيِّ اٰلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبٰنِ (٢٥)

সমুদ্র বক্ষে পর্বতের ন্যায় উঁচু জাহাজগুলো তাঁরই। অতএব, তোমরা তোমাদের প্রতিপালকের কোনো নিয়ামতকে অস্বীকার করবে? এতে কোনো সন্দেহ নেই যে, সমুদ্রগামী জাহাজগুলো মানুষই তৈরি করে এবং সমুদ্রের বুক চিরে মানুষই দেশ থেকে দেশান্তরে গমন করে। কিন্তু জাহাজ নির্মাণের বুদ্ধি এবং জাহাজ পরিচালনার ক্ষমতা এবং সাহস নিঃসন্দেহে আল্লাহপাকের দান। তাই ইরশাদ হয়েছে–

وَلَهُ الْجَوَارِ الْمُنْشَئَاتُ فِى الْبَحْرِ كَالْاَعْلَامِ

সমুদ্র বক্ষের পর্বত-প্রমাণ উচু জাহাজগুলো তাঁরই, এমনিভাবে সমুদ্রের তলদেশে সংরক্ষিত বহু মূল্যবান মণিমুক্তোগুলোও তাঁরই দান। অতএব, হে জিন ও মানবজাতি! তোমরা তোমাদের প্রতিপালকের কোন নিয়ামতকে অস্বীকার করবে?

كُلُّ مَنْ عَلَيْهَا فَانٍ (٢٦) وَّيَبْقٰى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلٰلِ وَالْاِكْرَامِ (٢٧) : **ভূপৃষ্ঠে যা কিছু আছে সবই নশ্বর, আর অবিনশ্বর শুধু আপনার প্রতিপালকের মহান সত্তা।** অর্থাৎ পৃথিবীর সব কিছুই কেয়ামতের দিন ধ্বংস হবে। অথবা যখন আল্লাহপাকের ইচ্ছা হবে, তখন সবই ধ্বংসপ্রাপ্ত হবে। অথবা এর অর্থ হলো, পৃথিবী এবং পৃথিবীর সব কিছু তার সৃষ্টির দিক থেকে নশ্বর, ধ্বংসশীল, কারোই নিজস্ব কোনো অস্তিত্ব নেই। পৃথিবীতে যা কিছু রয়েছে সবই আল্লাহ পাকের দান, যা স্থায়ী নয়। চিরস্থায়ী বা অবিনশ্বর শুধুমাত্র আল্লাহ পাকের পবিত্র সত্তা, যিনি, চিরস্থায়ী, যিনি কারো মুখাপেক্ষী নন, যিনি সর্বসময় ক্ষমতার অধিকারী। কখনো যাঁর লয় নেই, ক্ষয় নেই, অথচ সৃষ্টি মাত্রেরই লয় আছে, ক্ষয় আছে। তিনি সর্বদা আছেন, সর্বদা থাকবেন , তিনি মৃত্যু বা লয় থেকে সম্পূর্ণ পবিত্র। আল্লাহপাক ব্যতীত সবকিছুই ধ্বংস প্রাপ্ত হবে।

ইমাম তিরমিযী (র.) হযরত আনাস (রা.) থেকে বর্ণিত হাদীস সংকলন করেছেন হযরত রাসূলে কারীম ﷺ ইরশাদ করেছেন, তোমরা "ইয়া জাল জালালি ওয়াল ইকরাম" সর্বদা পাঠ করতে থাক।

হিসনে হাসীন কিতাবে রয়েছে, এক ব্যক্তি "ইয়া জাল জালালি ওয়াল ইকরাম" আমল করছিল, হযরত রাসূলে কারীম ﷺ সেদিক দিয়ে অতিক্রম করার সময় তা শ্রবণ করলেন, তখন তিনি ইরশাদ করলেন, তোমার দোয়া কবুল হবে, তুমি যা কিছু চাওয়ার থাকে চেয়ে নাও।

বস্তুত মানুষ ও জিনজাতির প্রতি এটিও আল্লাহর একটি বিশেষ দান যে, তিনি তাঁর দিকে মনোনিবেশ করার তৌফিক দান করেন। এতদ্ব্যতীত, তাঁর আরেকটি দান হলো দুনিয়াতে যাদের অস্তিত্ব ক্ষণস্থায়ী, তিনি তাদেরকে তাঁর বিশেষ রহমতে আখেরাতে চিরস্থায়ী অস্তিত্ব দান করবেন। এ দুনিয়ার ক্ষণস্থায়ী জীবনের অবসান ঘটবে সত্য, কিন্তু আখেরাতে প্রত্যেককে তিনি চিরস্থায়ী জীবন দান করবেন। অতএব, হে জিন ও মানবজাতি! তোমরা তোমাদের প্রতিপালকের কোন নিয়ামতকে অস্বীকার করবে?

ইমাম শা'বী (র.) বলেছেন, যখন তুমি كُلُّ مَنْ عَلَيْهَا فَانٍ পাঠ কর, তখন সঙ্গে সঙ্গে وَيَبْقٰى وَجْهُ رَبِّكَ ذُوالْجَلَالِ وَالْاِكْرَامِ পাঠ করবে।

ইমাম কাতাদা (র.) বলেছেন, আল্লাহপাক প্রথমে বিশ্বসৃষ্টির অস্তিত্বের কথা ঘোষণা করেছেন, এরপর আলোচ্য আয়াতে সৃষ্টি জগতের লয়প্রাপ্ত হওয়ার কথা ঘোষণা করেছেন। এ পর্যায়ে হযরত রাসূলে কারীম ﷺ -এর একটি দোয়া উল্লেখযোগ্য, তিনি এভাবে দোয়া করতেন।

يَا حَيُّ يَا قَيُّوْمُ يَا بَدِيْعَ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ يَا ذَالْجَلَالِ وَالْاِكْرَامِ لَآ اِلٰهَ اِلَّا اَنْتَ بِرَحْمَتِكَ نَسْتَغِيْثُ اَصْلِحْ لَنَا شَأْنَنَا كُلَّهٗ وَلَا تَكِلْنَا اِلٰى اَنْفُسِنَا طَرْفَةَ عَيْنٍ وَّلَا اِلٰى اَحَدٍ مِّنْ خَلْقِكَ۔

يَسْئَلُهٗ مَنْ فِى السَّمٰوٰتِ ....

নভোমণ্ডল ও ভূমণ্ডলের এখানেই যা কিছু আছে, সকলেই আল্লাহপাকের মুখাপেক্ষী, তাঁর দানের মুখাপেক্ষী। জিন, মানুষ, ফেরেশতা, সকলেই তাঁর দুয়ারের ভিখারী, সকলের আবেদন এবং করজোড়ে বিনীত প্রার্থনা এক আল্লাহপাকের মহান

https://e-ilm.weebly.com/

দরবারেই, তাঁর দানে সকলেই ধন্য, তাঁর দয়ায় সকলেই মুগ্ধ, সমগ্র সৃষ্টিজগতই তাঁর রহমতের কাঙ্গাল। তাই ইরশাদ হয়েছে– يَسْئَلُهُ مَنْ فِى السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ আসমান জমিনের প্রত্যেকে তাঁর নিকটই প্রার্থনা করে থাকে। রহমত, মাগফেরাত, রিজিক, দৌলত, ইবাদত করার তৌফিকে কথায় সবকিছুর জন্যই আল্লাহপাকের মহান দরবারে সকলেই সর্বদা আরজি পেশ করতে থাকে।

(٢٩) كُلَّ يَوْمٍ هُوَ فِىْ شَاْنٍ **তিনি প্রত্যেক দিন নতুন নতুন কার্যে রত**। প্রত্যেকদিনই আল্লাহ পাকের স্বতন্ত্র কাজ, নতুন নতুন শান এবং নতুন নতুন সাজ। কাউকে তিনি সৃষ্টি করেন আর কারো মৃত্যু ঘটান। কোনো ব্যক্তি বা জাতিকে সম্মানিত করেন, আর কাউকে অপমানিত করেন। কোনো রিজিকপ্রার্থীকে রিজিক দান করেন, আর কাউকে অভাবগ্রস্ত করেন। কোনো অসুস্থ ব্যক্তিকে আরোগ্য দান করেন, আর কাউকে করেন অসুস্থ। কারো বিপদ দূর করে দেন, আর কাউকে করেন বিপদগ্রস্ত, দয়াপ্রার্থীকে দান করেন, মোমেনকে করেন ক্ষমা, আর কাফেরদেরকে দোজখের আদেশ প্রদান করেন। যারা আল্লাহপাকের মহান দরবারে হাজিরীর বিষয়কে ভয় করে, আল্লাহ পাক তাদেরকে সম্মানিত করেন এবং জান্নাতে প্রবেশাধিকার দান করেন। হযরত রাসূলে কারীম ﷺ ইরশাদ করেছেন, আল্লাহপাকের শান হলো এই যে, তিনি গুনাহ মাফ করে দেন, বিপদগ্রস্ত মানুষের বিপদ দূর করে দেন, কোনো জাতিকে উচ্চ মর্যাদায় অসীন করেন, আর কোনো জাতিকে অপমানিত করেন। –[ইবনে মাজাহ]

হোসাইন ইবনুল ফজল (র.) আলোচ্য আয়াতের ব্যাখ্যায় বলেছেন, আল্লাহ পাকের শান হলো এই যে, তিনি পৃথিবীর সব কিছু যা তাকদীরে লিপিবদ্ধ আছে, সঠিক সময়ে স্ব-স্ব স্থানে পৌঁছে দেন।

সুলায়মান ইবনে উয়াইনাহ (র.) বলেছেন, সময়কে দু'ভাগে ভাগ করা যায়। পৃথিবীর শুরু থেকে কিয়ামত পর্যন্ত সময়কে একদিন বলা যায়। আর দ্বিতীয় দিন হলো কিয়ামতের দিন। দুনিয়ার জীবনে আল্লাহপাক কোনো কাজ করার এবং কোনো কাজ না করার আদেশ দিয়ে থাকেন। তিনিই দান করেন জীবন, আর তিনিই মৃত্যুর মাধ্যমে জীবনের অবসান ঘটান। কোনো লোককে তিনি রিজিক বাড়িয়ে দেন আর কোনো লোকের রিজিক তিনি হ্রাস করে দেন। কিয়ামতের দিন আল্লাহপাকের শান হবে আমলের প্রতিদান দেওয়া হিসাব গ্রহণ করা এবং ছওয়াব বা আজাব দেওয়া।

কোনো কোনো তত্ত্বজ্ঞানী বলেছেন, আল্লাহপাকের শান হলো এই যে, আল্লাহপাক প্রত্যেক দিনই এক দল লোককে পৃথিবীতে পৌঁছে দেন, আরেক দল লোককে পৃথিবী থেকে বিদায় করে দেন। অবশেষে একদিন সকলকে আল্লাহপাকের দরবারে হাজির হতে হবে।

তাফসীরকার মোকাতিল (র.) বলেছেন, ইহুদিরা বলত, আল্লাহপাক শনিবার দিন কোনো সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন না, তাদের এ ভিত্তিহীন মন্তব্যের প্রতিবাদ স্বরূপই আলোচ্য আয়াতে ঘোষণা করা হয়েছে, আল্লাহপাক প্রত্যেক দিনই নতুন নতুন গুরুত্বপূর্ণ কাজে রত থাকেন এবং প্রত্যেক দিনই তার নতুন শান, নতুন সাজ, নতুন কাজ।

অতএব, হে জিন ও মানবজাতি! তোমরা তোমাদের প্রতিপালকের কোনো নিয়ামতকে অস্বীকার করবে?

(٣١) سَنَفْرُغُ لَكُمْ اَيُّهَ الثَّقَلٰنِ **'হে জিন ও মানব জাতি! অতি শীঘ্রই আমি তোমাদের প্রতি মনোনিবেশ করব। অতএব, তোমরা তোমাদের প্রতিপালকের কোন কোন নিয়ামতকে অস্বীকার করবে?**

অর্থাৎ অচিরেই দুনিয়ার সকল কর্মব্যস্ততার অবসান ঘটবে, আল্লাহপাক সমগ্র মানব ও জিন জাতির যাবতীয় হিসাব গ্রহণ করবেন। অবাধ্য কাফেররা কঠিন কঠোর শাস্তি ভোগ করবে এবং ঈমানদার ও নেককারগণ চিরশান্তির কেন্দ্র জান্নাত লাভ করবে।

আলোচ্য আয়াতের سَنَفْرُغُ শব্দটির ব্যাখ্যায় জুযাজ (র.) কেসায়ী (র.) ইবনুল আরাবী এবং আবূ আলী ফারসী (র.) বলেছেন, আলোচ্য বাক্যটিতে যে فَرَاغٌ কথাটি রয়েছে, তার অর্থ এই নয় যে, আল্লাহপাক কোনো কাজে বর্তমানে ব্যস্ত রয়েছেন, পরে অবসর পাবেন, বরং এতে এ মর্মে সতর্কবাণী রয়েছে যে, অচিরেই আমি তোমাদের জীবনে যাবতীয় কর্মকাণ্ডের হিসাব গ্রহণ করবো। তখন তোমাদের মধ্যে কে ভালো, কে মন্দ তার হিসাব হবে, কেননা আল্লাহপাকের একটি শান আরেকটি শানকে বাধা দিতে পারে না; তিনি যখন ইচ্ছা, যা ইচ্ছা করেন, যেহেতু মানব জাতি এবং জিনজাতির জন্য আল্লাহপাকের বিধি-বিধান, নিয়ম-কানুন রয়েছে, আল্লাহপাকের বিধি-নিষেধ পালনের মহান দায়িত্ব অর্পিত হয়েছে মানব ও জিনজাতির উপরে, প্রকৃতপক্ষেই এটি বিরাট বোঝা, বিশেষ আমানত, তাই জিন ও মানুষ সম্পর্কে ثَقَلٰنِ শব্দটি ব্যবহৃত হয়েছে।

https://e-ilm.weebly.com/

আল্লামা সানাউল্লাহ পানিপতী (র.) এ আয়াতের ব্যাখ্যায় লিখেছেন,

১. হে মানব ও জিন জাতি! তোমাদেরকে শাস্তি অথবা পুরস্কার দেওয়ার জন্য অদূর ভবিষ্যতে আমি তোমাদের প্রতি মনোনিবেশ করব।

২. এ কথাটি দ্বারা মানব ও জিনজাতিকে তাদের জীবনের সমস্ত কর্মকাণ্ডের হিসাব নিকাশের জন্য সতর্ক করা হয়েছে। হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা.) এবং যাহহাক (র.) ও এ ব্যাখ্যাই করেছেন।

৩. হে মানব ও জিনজাতি! বর্তমানে তোমাদেরকে যেভাবে অবকাশ দেওয়া হয়েছে, ভবিষ্যতে আর এ রকম অবকাশ দেওয়া হবে না। অচিরেই তোমাদের এ অবকাশের মেয়াদ শেষ হয়ে যাবে। তোমাদেরকে তোমাদের যাবতীয় হিসাব প্রদানের জন্য দাঁড়াতে হবে এবং অচিরেই আমি তোমাদের বিষয়ে ফয়সালা করে দেব।

৪. আল্লাহপাক ইতঃপূর্বে নেককারগণের পুরস্কারের প্রতিশ্রুতি দান করেছেন এবং অপরাধীদের শাস্তির কথা ঘোষণা করেছেন। আর আলোচ্য আয়াতে ইরশাদ করেছেন যে, আমার পুরস্কারের প্রতিশ্রুতি এবং শাস্তির ঘোষণা অবশ্যই কার্যকর হবে।

হযরত হাসান বসরী (র.) এবং কাতাদা (র.) ও এ ব্যাখ্যা করেছেন।

মানব ও জিনজাতির ব্যাপারে ثَقَلَيْنِ শব্দটি ব্যবহারের কারণ হলো, ثَقَلٌ শব্দটির অর্থ হলো বোঝা, মানুষ ও জিন জীবিত হোক কিংবা মৃত তারা জমিনের উপর একটি বোঝা স্বরূপ। ইমাম জাফর আস সাদেক (র.) বলেছেন, যেহেতু মানব ও জিনজাতি গুনাহের বোঝা নিয়ে চলে, তাই তাদেরকে ثَقَلَيْنِ বলা হয়েছে।

কোনো কোনো তত্ত্বজ্ঞানী বলেছেন যে, বিষয়টি অতীব গুরুত্বপূর্ণ, যার মর্তবা উচ্চে তাকে ثَقَلَيْنِ বলা হয়। যেমন হযরত রাসূলে কারীম ﷺ-এর হাদীসে রয়েছে– اِنِّىْ تَارِكٌ فِيْكُمْ ثَقَلَيْنِ كِتَابَ اللّٰهِ وَعِتْرَتِىْ

"আমি তোমাদের নিকট অতি গুরুত্বপূর্ণ দু'টি জিনিস ছেড়ে যাচ্ছি, একটি আল্লাহর কিতাব (পবিত্র কুরআন) এবং আর একটি আমার আহলে বায়ত"।

হযরত রাসূলুল্লাহ ﷺ দু'টি বিষয়ের গুরুত্ব ও শ্রেষ্ঠত্ব এবং উচ্চ মর্তবার কারণে এ পর্যায়ে ثَقَلَيْنِ শব্দটি ব্যবহার করেছেন। ثَقَلَيْنِ শব্দটির এ ব্যাখ্যা গ্রহণ করলে, আলোচ্য আয়াতের অর্থ হবে, অচিরেই তোমাদের বিষয়ে আমি মনোনিবেশ করব, তোমাদের হিসাব নিকাশ গ্রহণ করব। বর্ণিত আছে যে, হযরত আবূ যর (রা.) আরজ করেছিলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ ﷺ কিয়ামতের দিন আমরা কি কোনো আড়াল ব্যতীত মহান আল্লাহপাকের দিদার লাভ করতে পারব? তিনি জবাবে ইরশাদ করলেন, কেন নয়? তখন আমি আরজ করলাম, সৃষ্টি জগতে এর কোনো দৃষ্টান্ত আছে কি? হুজুর ﷺ ইরশাদ করলেন চৌদ্দ তারিখের চন্দ্রকে তোমরা বিনা বাধায় দেখতে পার না? আমি আরজ করলাম অবশ্যই। তখন তিনি ইরশাদ করলেন, চন্দ্র তো আল্লাহর একটি সৃষ্টি মাত্র, আল্লাহপাকের শান, মর্যাদা ও শ্রেষ্ঠত্ব সর্বোচ্চে। [আবূ দাউদ]

যেহেতু এ আয়াতে কিয়ামতের দিনের হিসাব-নিকাশের ব্যাপারে সতর্ক করা হয়েছে, আর বিপদ সম্পর্কে সতর্ক করাও একটি নিয়ামত, যাতে মানুষ পূর্ব প্রস্তুতি গ্রহণ করতে পারে, তাই পরবর্তী আয়াতে ইরশাদ হয়েছে, অতএব হে মানব ও জিনজাতি! তোমরা আল্লাহপাকের কোন নিয়ামতকে অস্বীকার করবে?

يٰمَعْشَرَ الْجِنِّ وَالْاِنْسِ اِنِ اسْتَطَعْتُمْ اَنْ تَنْفُذُوْا مِنْ اَقْطَارِ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ فَانْفُذُوْا لَا تَنْفُذُوْنَ اِلَّا بِسُلْطٰنٍ -

হে জিন ও মানবজাতি! যদি তোমরা আসমান ও জমিনের সীমা অতিক্রম করে বের হয়ে যেতে পার তবে বের হয়ে যাও, কিন্তু তোমরা তা পারবে না শক্তি ব্যতীত।

নভোমণ্ডল ও ভূমণ্ডলে এক আল্লাহপাকেরই আধিপত্য সুপ্রতিষ্ঠিত। নিখিল বিশ্বের এমন কিছুই নেই যা আল্লাহপাকের নিয়ন্ত্রণাধীন নয়, যদি আল্লাহপাকের বিধান অপছন্দনীয় হয় তবে আসমানের নীচ থেকে এবং জমিনের উপর থেকে তোমরা বের হয়ে যাও, কিন্তু আল্লাহর দুনিয়া থেকে বের হয়ে আত্মরক্ষার কোনো স্থান নেই।

কোনো কোনো তাফসীরকার বর্ণনা করেছেন, আসমান ও জমিনের প্রান্ত অতিক্রম করে যদি মৃত্যু থেকে আত্মরক্ষা করতে পার তবে বের হয়ে যাও। তবে মনে রেখ যেখানেই তোমরা থাক, মৃত্যু তোমাদের নিকট পৌঁছবেই। আর কোনো কোনো তত্ত্বজ্ঞানী বলেছেন, এ কথাগুলো কিয়ামতের দিন হবে।

ইবনে জারীর ও ইবনে মোবারক (র.) যাহহাক (র.) -এর কথার উদ্ধৃতি দিয়েছেন, বর্ণিত আছে যে মানব ও জিনজাতিকে কিয়ামতের দিন কথাটি বলা হবে, আল্লাহপাকের হুকুমে দুনিয়ার নিকটবর্তী আসমান ফেটে যাবে, ফেরেশতাগণ আসমানের প্রান্তসমূহে থাকবেন এবং আল্লাহপাকের হুকুমে তারা পৃথিবীতে অবতরণ করবেন। আর পৃথিবীর সমস্ত অধিবাসীদেরকে

https://e-ilm.weebly.com/

চতুর্দিক থেকে পরিবেষ্টন করে ফেলবেন। এরপর একের পর এক সাতটি আসমানের ফেরেশতাগণ কাতারবন্দী হয়ে যাবে (এবং পৃথিবীর সকল অধিবাসীদেরকে ঘেরাও করে ফেলবে) এরপর স্বয়ং মহান আল্লাহপাক রাব্বুল আলামীন আত্মপ্রকাশ করবেন, বাঁ দিকে দোজখ থাকবে, দোজখকে দেখে জমিনের অধিবাসীগণ পলায়নপর হবে, কিন্তু জমিনের যে প্রান্তেই পৌঁছবে সেখানেই দেখবে ফেরেশতাদের সাতটি দল তাদেরকে ঘেরাও করে আছে, তখন বাধ্য হয়ে যে যেখান থেকে পলায়ন করেছিল সেখানে ফিরে আসবে, আর এ কথাই কুরআনে কারীমের সূরা ওয়াল ফাজরে ইরশাদ হয়েছে– وَجَآءَ رَبُّكَ وَالْمَلَكُ صَفًّا صَفًّا - وَجِآىْءَ يَوْمَئِذٍ بِجَهَنَّمَ - يَوْمَئِذٍ يَّتَذَكَّرُ الْاِنْسَانُ وَاَنّٰى لَهُ الذِّكْرٰى -

"এবং (হে রাসূল!) যখন আপনার প্রতিপালকের শুভাগমন হবে এবং ফেরেশতাগণও সারিবদ্ধভাবে উপস্থিত থাকবে, আর সেদিন দোজখকে আনা হবে, সেদিন মানুষ সত্য উপলব্ধি করবে কিন্তু এ উপলব্ধি তার কি কাজে আসবে?

কিয়ামতের সেই কঠিন দিনেই মানব ও জিনজাতিকে সম্বোধন করে ঘোষণা করা হবে- يٰمَعْشَرَ الْجِنِّ وَالْاِنْسِ

"হে জিন ও মানবজাতি! যদি তোমরা পৃথিবীর সীমা অতিক্রম করে যেতে পার তবে বের হয়ে যাও, তবে বের হতে পারবে না শক্তি ব্যতীত"।

আর এ শক্তি সেদিন কারোরই হবে না, কেননা মানুষের যা শক্তি আছে তা-তো আল্লাহপাকেরই দান।

فَبِاَىِّ اٰلَاۤءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبٰنِ "অতএব, আল্লাহপাকের কোন নিয়ামতকে অস্বীকার করতে পার?

কুরআনে কারীমের মাধ্যমে এবং হযরত রাসূলে কারীম ﷺ-এর মাধ্যমে মানবজাতিকে কিয়ামতের কঠিন দিনের ব্যাপারে সতর্ক করা হচ্ছে, যেন সেই বিপদের দিনের জন্য যথাযথ প্রস্তুতি গ্রহণ করা হয়, নিঃসন্দেহে মানবজাতির জন্য এটিও আল্লাহপাকের রহমত, অতএব তোমরা আল্লাহপাকের কোনো নিয়ামতকে অস্বীকার করবে।

ইমাম রাজী (র.) আলোচ্য আয়াতের এ ব্যাখ্যা করেছেন যে, আলোচ্য আয়াতের এ কথাটি আখেরাতে বলা হবে। যখন দোজখের আজাব দেখে মানুষ পলায়নের চেষ্টা করবে এবং চতুর্দিকে অগণিত ফেরেশতার প্রহরা দেখবে তখন তারা বুঝবে, আল্লাহপাকের দরবার থেকে পলায়নের শক্তি কারো নেই।

আল্লামা আলুসী (র.) এ আয়াতের ব্যাখ্যায় বলেছেন, এ আয়াতের মর্ম দুনিয়ার ব্যাপারেও হতে পারে, আখেরাতের ব্যাপারেও হতে পারে, দুনিয়ার ব্যাপারে হলে আয়াতের ব্যাখ্যা হবে এভাবে– হে মানবজাতি! যদি মৃত্যু থেকে পালিয়ে যেতে পার, তবে পলায়ন কর, কিন্তু তা অসম্ভব, অচিন্তনীয়। যদি আয়াতের মর্ম আখেরাতের ব্যাপারে গ্রহণ করা হয় তবে এর অর্থ হবে এই যে, কিয়ামতের দিন অগণিত ফেরেশতাগণ বিশ্ববাসীকে ঘেরাও করে রাখবে, তাদের পলায়নের কোনো পথ থাকবে না।

তাফসীরকার হযরত যাহহাক (র.) বলেছেন, কিয়ামতের পূর্বক্ষণে লোকেরা যখন হাঁটে বাজারে ব্যবসায় বাণিজ্যে ব্যস্ত থাকবে, এমন সময় কিয়ামতের ঘোষণা হবে। ফেরেশতাগণ অবতরণ করবে, এমন অবস্থায় মানুষ পলায়নের কোনো পথই পাবে না।

يُرْسَلُ عَلَيْكُمَا شُوَاظٌ مِّنْ نَّارٍ وَّنُحَاسٌ فَلَا تَنْتَصِرٰنِ (٣٥) "তোমাদের প্রতি ছুঁড়ে মারা হবে অগ্নি-শিখা ও ধুম্রকুণ্ড, তোমরা তখন প্রতিরোধ করতে সক্ষম হবে না, অর্থাৎ হে জিন ও মানবজাতি! কিয়ামতের দিন তোমাদের প্রতি ছুঁড়ে মারা হবে অগ্নি-শিখা এবং নিক্ষেপ করা হবে ধুম্রকুণ্ড।

আলোচ্য আয়াতের شُوَاظٌ –এর অর্থ হলো এমন অগ্নি-শিখা যাতে ধুম্র না থাকে, অধিকাংশ তাফসীরকারগণ শব্দটির এ ব্যাখ্যা করেছেন।

তাফসীরকার মুজাহিদ (র.) বলেছেন, شُوَاظٌ বলা হয় সেই সবুজ অগ্নি-শিখাকে যা বন্ধ হওয়ার পর বের হয়ে আসে।

হযরত সাঈদ ইবনে যুবায়ের এবং কালবী (র.) نُحَاسٌ শব্দটির ব্যাখ্যা করেছেন 'ধুম্র'।

হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা.) থেকেও এ ব্যাখ্যার উদ্ধৃতি দেওয়া হয়েছে।

এ প্রেক্ষিতে আয়াতের ব্যাখ্যা হবে এই যে, কখনো তাদের প্রতি অগ্নি-শিখা নিক্ষেপ করা হবে আর কখনো ধুম্র ছুঁড়ে মারা হবে।

ইবনে জারীর (র.) লিখেছেন, অগ্নি-শিখা এবং ধুম্র একই সঙ্গে ছাড়া হবে, আর মুজাহিদ (র.) এবং কাতাদা (র.) বলেছেন, نُحَاسٌ হলো গলানো তামা, যা কাফেরদের মাথার উপর ঢালা হবে।

উফী (র.) এবং কাতাদা (র.) বলেছেন, نُحَاسٌ হলো গলানো তামা যা কাফেরদের মাথার উপর ঢালা হবে। উফী (র.) এর সূত্রে বর্ণিত আছে, হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা.) এ মতই পোষণ করতেন এবং হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা.) এ মত পোষণ করতেন, তখন তোমরা তা প্রতিরোধ করতে পারবে না বা এর অর্থ হলো– তোমরা তখন কোনো সাহায্যকারী পাবে না।

https://e-ilm.weebly.com/

তাফসীরকারগণ বলেছেন, কবর থেকে উত্থিত হওয়ার পর হাশরের ময়দানে গমনের সময় কাফেরদের প্রতি অগ্নি-শিখা নিক্ষেপ করা হবে। সে কঠিন বিপদের সময় তারা কোনো সাহায্যকারী পাবে না, যে তাদেরকে হাশরের ময়দানে নিয়ে যাওয়া থেকে রক্ষা করতে পারে।

যেসব কারণে কিয়ামতের দিন আজাব হবে সেগুলো সম্পর্কে সাবধান করা নিঃসন্দেহে রহমত আর এ রহমত লাভ করার পর ইচ্ছা করলে মানুষ আত্মরক্ষা করার পথ অবলম্বন করতে পারে। তাই পরবর্তী আয়াতে ইরশাদ হয়েছে– فَبِاَيِّ اٰلَاۤءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبٰنِ অতএব, হে জিন ও মানবজাতি! তোমরা তোমাদের পরওয়ারদেগারের কোনো কোনো নিয়ামতকে অস্বীকার করতে পার?

فَاِذَا انْشَقَّتِ السَّمَآءُ فَكَانَتْ وَرْدَةً كَالدِّهَانِ (৩৭) فَبِاَيِّ اٰلَاۤءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبٰنِ (৩৮)

[যেদিন আসমান বিদীর্ণ হয়ে রক্তে রঞ্জিত চর্মের রূপ ধারণ করবে। অতএব, তোমরা তোমাদের প্রতিপালকের কোন কোন নিয়ামতকে অস্বীকার করবে? যখন আসমান বিদীর্ণ হবে সেদিন আসমানের বর্ণ রক্তে রঞ্জিত লাল চামড়ার ন্যায় হবে। আসমান বিদীর্ণ হওয়ার মাধ্যমে ফেরেশতাগণের অবতরণের পথ হবে, এদিকে সমগ্র মানবজাতিকে কবর থেকে উঠানো হবে, সেদিন আল্লাহপাকের শ্রেষ্ঠত্ব, মাহাত্ম্য ও ভয়-ভীতি প্রকাশ পাবে। কিয়ামতের সে ভয়াবহ অবস্থার কারণেই আসমানের বর্ণ পরিবর্তন হয়ে যাবে।

হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা.) বলেছেন, তখন আসমানের বর্ণ হবে লাল চামড়ার ন্যায়।

কোনো কোনো ব্যাখ্যাকার বলেছেন, আসমানের বর্ণ গোলাপী হবে।

আবূ সালেহ (র.) বলেছেন, আসমানের বর্ণ প্রথমে গোলাপী হবে, এরপর লাল হয়ে যাবে।

আজকে আকাশের বর্ণ নীল আর সেদিন হয়ে যাবে লাল, এভাবে আল্লাহপাকের বিস্ময়কর কুদরত ও হেকমতের বহিঃপ্রকাশ পাবে।

অতএব, হে জিন ও মানবজাতি! তোমরা তোমাদের পরওয়ারদেগারের কোন নিয়ামতকে অস্বীকার করবে?

আলোচ্য আয়াতের وردة শব্দটির অর্থ সম্পর্কে ইমাম বায়হাকী (র.) হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ (র.)-এর কথার উদ্ধৃতি দিয়েছেন যে, তা হবে লাল গোলাপের ন্যায় বা লাল চামড়ার ন্যায়।

যাহহাক (র.) হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা.)-এর কথার উদ্ধৃতি দিয়ে বলেছেন, তা হলো লাল চামড়ার ন্যায়, কালবী (র.) ও এ অর্থই করেছেন।

কাতাদা (র.) বলেছেন, আসমানের বর্ণ এখন যা আছে কিয়ামতের দিন তা পরিবর্তন হয়ে যাবে, সেদিন তা লাল বর্ণের হবে।

যাহহাক (র.), মুজাহিদ (র.) ও কাতাদা (র.) সবাই এ ব্যাখ্যাই করেছেন।

আতা ইবনে আবিরুবাহ (র.) বলেছেন, আসমানের বর্ণ পরিবর্তন হতে থাকবে, আর তা যয়তুনের তেলের ন্যায় হয়ে যাবে।

আর ইবনে জোরায়েজ (র.) বলেছেন, আসমান যয়তুনের তৈলের ন্যায় হয়ে যাবে আর তা হবে দোজখের আগুনের প্রতিক্রিয়া।

يَوْمَئِذٍ لَّا يُسْئَلُ عَنْ ....

আলোচ্য আয়াত সমূহে কেয়ামতের দিনের অবস্থা বর্ণিত হয়েছে, ইরশাদ হয়েছে–

فَيَوْمَئِذٍ لَّا يُسْئَلُ عَنْ ذَنْبِهٖۤ اِنْسٌ وَّلَا جَآنٌّ (৩৬) [সেদিন কোনো জিন বা মানুষকে তার অপরাধ সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হবে না]।

অর্থাৎ একথা জিজ্ঞাসা করা হবে না, এ কাজটি কি তুমি করেছিলে? বা এ কাজটি তুমি করনি? কেননা এ সম্পর্কে আল্লাহপাক সম্পূর্ণ অবগত, কে কি করেছে আর কে কি করেনি?

দ্বিতীয়ত: প্রত্যেকের আমলনামায় তার কর্মজীবনের ছোট-বড় যাবতীয় কথা লিপিবদ্ধ থাকবে। ফেরেশতাগণ প্রত্যেকটি মানুষের সমগ্র জীবনের আমলের বিবরণ লিপিবদ্ধ করে রাখছেন।

তৃতীয়ত: যদি কোনো ব্যক্তি আমলনামায় লিপিবদ্ধ বিবরণকে অস্বীকার করে এবং বলে যে, আমি এ কাজ করিনি, তখন তার অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ তার বিরুদ্ধে সাক্ষ্য দেবে, যেমন সূরা ইয়াসীনে ইরশাদ হয়েছে–

اَلْيَوْمَ نَخْتِمُ عَلٰۤى اَفْوَاهِهِمْ وَتُكَلِّمُنَاۤ اَيْدِيْهِمْ وَتَشْهَدُ اَرْجُلُهُمْ بِمَا كَانُوْا يَكْسِبُوْنَ۔

আজকের দিনে আমি তাদের মুখে মোহর করে দেব, তাদের হাতগুলো আমার সাথে কথা বলবে, আর তাদের পা গুলো তাদের কৃতকর্মের ব্যাপারে সাক্ষ্য দেবে।

لَنَسْئَلَنَّهُمْ اَجْمَعِيْنَ عَمَّا كَانُوْا يَعْمَلُوْنَ۔ [আমি তাদেরকে তাদের কৃতকর্ম সম্পর্কে অবশ্যই জিজ্ঞাসা করব।]

https://e-ilm.weebly.com/

এ আয়াত পূর্ববর্তী আয়াতের মর্মের বিরোধী নয়, কেননা মানুষকে এ কথা জিজ্ঞাসা করা হবে না যে, এ কাজটি সে করেছে কিনা? বরং এ কথা জিজ্ঞাসা করা হবে, যখন তোমাদের জন্য এ কাজটি নিষিদ্ধ ছিল, তবু কেন তা তুমি করেছ? অথবা জিজ্ঞাসা করা হবে তোমাকে অমুক আদেশ দেওয়া হয়েছিল কেন তা পালন করনি?

ইকরিমা (র.) হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা.)-এর কথার উদ্ধৃতি দিয়ে বলেছেন, কিয়ামতের বিভিন্ন স্থানে বিভিন্ন অবস্থা হবে। কোনো স্থানে ধমক দিয়ে জিজ্ঞাসা করা হবে– কেন আল্লাহপাকের আদেশ অমান্য করেছ? সে স্থানের জন্যই ঘোষণা করা হয়েছে–

لَنَسْأَلَنَّهُمْ اَجْمَعِيْنَ عَمَّا كَانُوْا يَعْمَلُوْنَ - [আমি তাদেরকে তাদের কৃতকর্ম সম্পর্কে অবশ্যই জিজ্ঞাসা করব]

আর এমনও স্থান থাকবে যেখানে জিজ্ঞাসা করা হবে না, সে স্থানের অবস্থা বর্ণিত হয়েছে আলোচ্য আয়াতে।

তাফসীরকার আবুল আলীয়া বলেছেন, আলোচ্য আয়াতের অর্থ হলো, কোনো অপরাধী ব্যক্তির কর্মকাণ্ড সম্পর্কে অন্য ব্যক্তিকে জিজ্ঞাসা করা হবে না। এতদ্ব্যতীত ফেরেশতাগণ মানুষের চেহারা দেখেই চিনে ফেলবে কে ঈমানদার ও নেককার, আর কে বেঈমান ও পাপিষ্ঠ আর হাদীস শরীফে এ কথাও উল্লিখিত আছে, মানুষের সে সব অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ অজু করার সময় ধৌত করা হয়, সেগুলো কিয়ামতের দিন চাঁদের ন্যায় দীপ্তিময় হবে।

يُعْرَفُ الْمُجْرِمُوْنَ بِسِيْمٰهُمْ فَيُؤْخَذُ بِالنَّوَاصِىْ وَالْاَقْدَامِ (٤١) সেদিন পাপিষ্ঠদের পরিচয় পাওয়া যাবে তাদের চেহারাতে, তখন পাকড়াও করা হবে তাদেরকে তাদের পা এবং কপালের চুল ধরে।

পাপিষ্ঠদের পরিণতি : পূর্ববর্তী আয়াতে ইরশাদ হয়েছে, সেদিন মানুষ ও জিনকে তাদের পাপাচার সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হবে না। কারো মনে প্রশ্ন হতে পারে, কেন জিজ্ঞাসা করা হবে না? এর জবাবেই যেন এ আয়াতে ইরশাদ হয়েছে, কিয়ামতের দিন পাপিষ্ঠদের পরিচয় সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করার প্রয়োজনই হবে না কেননা তাদের চেহারা থেকেই তাদের পরিচয় পাওয়া যাবে। অপরাধের চিহ্ন থাকবে তাদের চেহারায়, যেমন কুরআন কারীমের অন্য আয়াতে আল্লাহপাক ইরশাদ করেছেন–

يَوْمَ تَبْيَضُّ وُجُوْهٌ وَّتَسْوَدُّ وُجُوْهٌ .... هُمْ فِيْهَا خٰلِدُوْنَ - [সূরা আলে ইমরান, আয়াত : ১০৬-০৭]

সেদিন কিছু মুখ উজ্জ্বল হবে, আর কিছু মুখ হবে কালো, যাদের মুখ কালো হবে তাদেরকে বলা হবে, তোমরা কি ঈমান আনয়নের পর সত্য প্রত্যাখ্যান করেছিলে? অতএব, তোমরা শাস্তি ভোগ কর, তোমাদের কুফরি ও নাফরমানির কারণে, আর যাদের মুখ উজ্জ্বল হবে, তারা আল্লাহপাকের রহমতের মধ্যে থাকবে, তারা সেখানে চিরদিন থাকবে।

যাহোক, কিয়ামতের দিন নাফরমানদের চেহারাতেই তাদের পরিচয় ফুটে উঠবে, তাদেরকে দেখলেই বুঝতে বাকি থাকবেনা যে, তারা অপরাধী। তখন তাদের পা এবং কপালের চুল একত্র করে বেঁধে ফেলা হবে।

আল্লামা ইবনে কাছীর (র.) লিখেছেন, পিঠের দিক থেকে জিঞ্জির দিয়ে ঘাড় এবং পা একত্র করে বেঁধে দেওয়া হবে এবং কোমর ভেঙ্গে দেওয়া হবে ও দোজখে নিক্ষেপ করা হবে।

হযরত রাসূলে কারীম ﷺ কিয়ামতের দিনের অবস্থা বর্ণনা করেছেন। হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা.) থেকে বর্ণিত হাদীসে রয়েছে, প্রিয়নবী ﷺ ইরশাদ করেছেন হযরত জিবরাঈল (আ.) আমাকে জানিয়েছেন আল্লাহপাক ইরশাদ করেছেন) মুসলমানের মৃত্যুর সময়, কবরে অবস্থানের সময় এবং কবর থেকে বের হওয়ার সময় কালেমায়ে তৈয়্যিবা লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ ভয়-ভীতি লাঘব হওয়ার কারণ হবে। হে মুহাম্মদ! (আপনি বিস্মিত হবেন) যখন দেখবেন যে, (কিয়ামতের দিন) লোকেরা মাথার মাটি ঝেড়ে কবর থেকে বের হচ্ছে এবং কেউ বলছে, লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু ওয়ালহামদুলিল্লাহ। দেখবেন, তার চেহারা উজ্জ্বল। আর অন্য একজন বলবে, হায়! আক্ষেপ! আল্লাহপাকের বিষয়ে আমি বড় অপরাধ করেছি, এসব লোকদের চেহারা হবে কৃষ্ণ বর্ণের।

আবূ ইয়া'লা (র.) বর্ণনা করেন, হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা.) اَلَّذِيْنَ يَاْكُلُوْنَ الرِّبٰوا –এর ব্যাখ্যায় বলেছেন, যারা সুদখোর, তারা কিয়ামতের দিন উন্মাদ অবস্থায় হাজির হবে। এর দ্বারাই প্রমাণিত হবে যে, তারা ছিল দুনিয়াতে সুদখোর।

ইবনে আবী শায়বা, ইবনে আবী হাতেম এবং আবূ ইয়া'লা হযরত আবূ হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত হাদীস সংকলন করেছেন যে, প্রিয়নবী ﷺ ইরশাদ করেছেন কিয়ামতের দিন কিছু লোক এমন অবস্থায় হাজির হবে যে, তাদের মুখ থেকে অগ্নি-শিখা বের হতে থাকবে। তখন আরজ করা হলো, ইয়া রাসূলাল্লাহ ﷺ এরা কারা? তিনি ইরশাদ করলেন, এরা সেসব লোক, যাদের সম্পর্কে আল্লাহপাক ইরশাদ করেছেন– اَلَّذِيْنَ يَاْكُلُوْنَ اَمْوَالَ الْيَتٰمٰى ظُلْمًا اِنَّمَا يَاْكُلُوْنَ فِىْ بُطُوْنِهِمْ نَارًا - যারা এতিমের অর্থ-সম্পদ জুলুম করে হজম করে তারা মূলত অগ্নি দ্বারা উদর পূর্ণ করে।

https://e-ilm.weebly.com/

হযরত আবূ হুরায়রা (রা.) এবং হযরত জাবের (রা.) থেকে বর্ণিত হাদীসে রয়েছে, কিয়ামতের দিন অহংকারী লোকদেরকে ক্ষুদ্র পিপীলিকার আকৃতি দিয়ে হাজির করা হবে।

হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা.) থেকে বর্ণিত হাদীসে রয়েছে, যে ব্যক্তি সামর্থ্য থাকা সত্ত্বেও মানুষের কাছে অর্থ-সম্পদ চেয়ে ফিরবে, কিয়ামতের দিন সে আহত অবস্থায় হাজির হবে, তার চেহারায় জখম থাকবে।

ইবনে মাজাহ শরীফে হযরত আবূ হুরায়রা (রা.) বর্ণিত হাদীস শরীফ সংকলিত হয়েছে। যে ব্যক্তি মুমিনের হত্যাকাণ্ডে অর্ধেক বাক্য উচ্চারণ করেও সাহায্য করবে, সে (কেয়ামতের দিন) এমন অবস্থায় আল্লাহপাকের দরবারে হাজির হবে যে, তার দু'চক্ষুর মাঝে লেখা থাকবে, "আল্লাহপাকের রহমত থেকে নিরাশ"।

আবূ নু'আঈম হযরত ওমর (রা.) থেকে এবং বায়হাকী হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে ওমর (রা.) থেকে বর্ণিত এমনি হাদীসের উদ্ধৃতি দিয়েছেন, যে ব্যক্তি (মসজিদের) কেবলার দিকের দেয়ালে তার নাকের ময়লা নিক্ষেপ করবে, কিয়ামতের দিন সে এমন অবস্থায় হাজির হবে যে, নাকের ঐ ময়লাটি তার চেহারায় লেগে থাকবে।

তাবারানী 'আলআওসাতে' হযরত সাদ ইবনে আবী ওয়াক্কাস (রা.) বর্ণিত হাদীস সংকলন করেছেন যে, দুনিয়াতে যে ব্যক্তি দ্বিমুখী নীতি অবলম্বন করে, সে কিয়ামতের দিন এমন অবস্থায় হাজির হবে যে, তার দু'টি আগুনের চেহারা থাকবে।

তাবারানী এবং ইবনে আবিদ্দুনিয়া হযরত আনাস (রা.) বর্ণিত হাদীসের উদ্ধৃতি দিয়ে বলেছেন, দুনিয়াতে যে দ্বিমুখী কথা বলে, আল্লাহপাক তাকে কিয়ামতের দিন দু'টি আগুনের জিহ্বা দিয়ে দিবেন।

হাকেম এবং ইবনে হাব্বান হযরত আবূ হুরায়রা (রা.) বর্ণিত হাদীসের উদ্ধৃতি দিয়েছেন। যে ব্যক্তির দু'স্ত্রী থাকবে এবং সে তাদের মাঝে সমান ব্যবহার করতে ব্যর্থ হবে, কিয়ামতের দিন সে এমন অবস্থায় হাজির হবে যে, তার একটি পাঁজর ঝুকে থাকবে।

অন্য একখানা হাদীসে রয়েছে, হযরত রাসূলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন– আমার উম্মতের হাশর দশটি দলের সঙ্গে হবে যাদের মধ্যে একদল বানরের আকৃতিতে হাজির হবে।

অন্য হাদীসে এ কথাও রয়েছে, যারা দুনিয়াতে কোনো মানুষের হক অন্যায়ভাবে নিয়ে যায়, কিয়ামতের দিন তা ঐ লোকদের ঘাড়ে চড়িয়ে দেওয়া হবে।

বোখারী শরীফ ও মুসলিম শরীফে সংকলিত হাদীসে রয়েছে, যারা যুদ্ধলব্ধ সম্পদ থেকে চুরি করবে, কিয়ামতের দিন ঐ চুরি করা বস্তু তার ঘাড়ের উপর চড়িয়ে দেওয়া হবে।

هٰذِهٖ جَهَنَّمُ الَّتِىْ يُكَذِّبُ بِهَا الْمُجْرِمُوْنَ (٤٣) يَطُوْفُوْنَ بَيْنَهَا وَبَيْنَ حَمِيْمٍ اٰنٍ (٤٤)

এটিই সেই জাহান্নাম, যাকে পাপিষ্ঠরা মিথ্যাজ্ঞান করতো, তারা অগ্নি এবং ফুটন্ত পানির মধ্যে ছুটাছুটি করবে।

পূর্ববর্তী আয়াতে ঘোষণা করা হয়েছে, কাফেরদেরকে কপালের চুল ধরে অত্যন্ত অপমানজনকভাবে পায়ের সঙ্গে বেধে এবং তাদের কোমর ভেঙ্গে দিয়ে দোজখে নিক্ষেপ করা হবে। আর এ আয়াতে ইরশাদ হয়েছে, তখন তাদেরকে বলা হবে, এটিই সেই জাহান্নাম যাকে তোমরা অবিশ্বাস করতে, নবী রাসূলগণ যখন তোমাদেরকে দুনিয়ার জীবনে এ সম্পর্কে ভয় প্রদর্শন করতেন, তখন তোমরা তাদের মিথ্যাজ্ঞান করতে, এখন সেই দোজখের আগুন ভোগ কর এবং ফুটন্ত পানির স্বাদ গ্রহণ কর।

আলোচ্য আয়াতের اٰنٍ শব্দের অর্থ হলো, অত্যন্ত গরম পানি।

হযরত আবুদ্দারদা (রা.) থেকে বর্ণিত, তিরমিযী এবং বায়হাকীতে সংকলিত হাদীসে রয়েছে, কিয়ামতের দিন কাফেররা জঠর জ্বালায় চিৎকার করবে এবং খাদ্যের জন্য ফরিয়াদ করতে থাকবে। তাদেরকে তখন এমন খাবার দেওয়া হবে, যাতে তাদের ক্ষুধা নিবারণ হবে না, তাদের দেহও পুষ্ট হবে না, আর সে খাদ্য তাদের গলায় আটকে যাবে, তখন তারা স্মরণ করবে দুনিয়াতে গলায় খাবার আটকে গেলে পানির সাহায্যে সে কষ্ট দূর করত, তাই তারা তখন পানির জন্যে ফরিয়াদ করবে, আর তখন তাদেরকে এত গরম পানি দেওয়া হবে যে, তাদের চেহারা ঝলসে যাবে এবং পেটের ভেতর যখন ঐ পানি পৌঁছবে তখন নাড়ি-ভুঁড়ি ফেটে বের হয়ে পড়বে।

হযরত কা'বে আহবার বলেছেন, اٰنٍ হলো দোজখের একটি উপত্যকা, যাতে দোজখীদের রক্ত, পূঁজ একত্র হবে এবং তাতে দোজখীদেরকে নিমজ্জিত করা হবে, পরিণামে তাদের দেহের প্রত্যেকটি জোড়া ছুটে যাবে, এরপর দোজখীদেরকে ঐ উপত্যকা থেকে বের করা হবে এবং তাদের দেহ নতুন করে সৃষ্টি করে দোজখে নিক্ষেপ করা হবে। আলোচ্য আয়াত يَطُوْفُوْنَ بَيْنَهَا وَبَيْنَ حَمِيْمٍ اٰنٍ –এর এটিই ব্যাখ্যা।

فَبِاَيِّ اٰلَاۤءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبٰنِ (٤٦) অতএব, তোমরা আল্লাহপাকের কোন কোন নিয়ামতকে অস্বীকার করবে? পূর্ববর্তী আয়াতসমূহে দোজখের শাস্তির বিবরণ স্থান পেয়েছে, যাতে করে মানুষ দুনিয়ার এ ক্ষণস্থায়ী জীবনে পরকালীন চিরস্থায়ী

https://e-ilm.weebly.com/

জীবনের সম্বল সংগ্রহের চেষ্টা করতে পারে এবং আল্লাহপাকের নাফরমানী থেকে বিরত থাকে। আল্লাহপাকের নাফরমানী থেকে আত্মরক্ষার মাধ্যমেই আখেরাতের আজাব থেকে রক্ষা পাওয়া সম্ভব হবে। তাই আলোচ্য আয়াতসমূহের সতর্কবাণীও আল্লাহপাকের বিশেষ নিয়ামত, আর এজন্যেই ইরশাদ হয়েছে, অতএব, তোমরা আল্লাহপাকের কোন নিয়ামতকে অস্বীকার করবে?

وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهٖ جَنَّتٰنِ (٤٦) فَبِاَىِّ اٰلَاۤءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبٰنِ (٣٧) আর যে কেউ তার প্রতিপালকের সম্মুখে দণ্ডায়মান হওয়ার ভয় রাখে, তার জন্য দু'টি বাগান রয়েছে। অতএব, হে জিন ও মানবজাতি! তোমরা তোমাদের প্রতিপালকের কোন কোন নিয়ামতকে অস্বীকার করবে?

শানে নুযূল : ইবনে আবী হাতেম এবং আবুশ শেখ হযরত আতা (র.)-এর সূত্রে বর্ণনা করেছেন, একদিন হযরত আবূ বকর (রা.) কিয়ামতের কঠিন দিন, হিসাব-নিকাশ এবং জান্নাত ও দোজখের চিন্তায় অত্যন্ত ভীত সন্ত্রস্ত হয়ে পড়েন এবং বলেন, হায় আক্ষেপ! যদি আমার জন্মই না হতো! হায়! যদি আমি ঘাস হয়ে জন্ম নিতাম, তবে কোনো চতুষ্পদ জন্তু আমাকে খেয়ে নিত। তখন আলোচ্য আয়াত নাজিল হয়। এ আয়াতে সুসংবাদ রয়েছে সেসব লোকদের জন্য, যারা আল্লাহপাককে ভয় করে জীবন যাপন করে, যারা আল্লাহপাকের বিধান যথাযথভাবে পালন করে। যারা কখনো আল্লাহপাকের অবাধ্য ও অকৃতজ্ঞ হয় না, যারা প্রবৃত্তির তাড়না থেকে নিজেকে রক্ষা করে চলে, যারা এ ক্ষণস্থায়ী জীবনের লোভে মোহে পরকালীন চিরস্থায়ী জিন্দেগীকে ভুলে যায় না, যারা দুনিয়ার চেয়ে আখেরাতের চিন্তা করে অধিক পরিমাণে, যারা আল্লাহপাকের নিষিদ্ধ কাজসমূহ থেকে নিজেকে বিরত রাখে, যারা অবশেষে আল্লাহপাকের মহান দরবারে হিসাব নিকাশের জন্য দণ্ডায়মান হতে হবে বলে চিন্তা করে এবং সে অবস্থাকে অত্যন্ত বেশি ভয় করে, তাদের জন্য জান্নাতে দু'টি বাগান রয়েছে।

তাফসীরকার মোকাতেল (র.) বলেছেন, এ দু'টির মধ্যে একটি হলো জান্নাতে আদন, আরেকটি হলো জান্নাতে নায়ীম। হাদীস শরীফে এ কথার উল্লেখ রয়েছে যে, দু'টি জান্নাত রৌপ্যের, আর দু'টি হবে স্বর্ণের, রৌপ্যের জান্নাতে যা কিছু থাকবে, তৈজষপত্র সহ সবই রৌপ্যের হবে। আর স্বর্ণের তৈরি জান্নাতের সবকিছুই স্বর্ণের হবে। জান্নাতবাসীগণ জান্নাতে আদনে আল্লাহপাকের দীদার লাভে ধন্য হবেন।

ذَوَاتَاۤ اَفْنَانٍ (٤٨) فَبِاَىِّ اٰلَاۤءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبٰنِ (٤٩)

"উভয় বাগানই বহু শাখা-প্রশাখা বিশিষ্ট বৃক্ষে পরিপূর্ণ। অতএব, হে জিন ও মানবজাতি! তোমরা তোমাদের প্রতিপালকের কোন নিয়ামতকে অস্বীকার করবে?

اَفْنَانٌ শব্দটি فَنَنٌ শব্দের বহুবচন। এর অর্থ হলো, বৃক্ষ-শাখা থেকে যে প্রশাখা বের হয়, যা দ্বারা বৃক্ষের ছায়া হয়। মুজাহিদ (র.) এবং কালবী (র.) افنان –এর এ ব্যাখ্যাই করেছেন।

তাফসীরকার হযরত ইকরিমা (র.) বলেছেন, فَنَنٌ বৃক্ষশাখার সে ছায়াকে বলা হয় যা বাগানের দেওয়ালে পড়ে। আর কোনো ব্যাখ্যাকার বলেছেন, এর অর্থ হলো ছায়াবিশিষ্ট বৃক্ষ। আর তাফসীরকার সাঈদ ইবনে জুবায়ের এবং যাহহাক (র.) বলেছেন, জান্নাতের এ বৃক্ষসমূহে বিভিন্ন আকৃতিরও স্বাদের রকমারি ফল থাকে। একটি বর্ণনায় রয়েছে, হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা.)-ও এ ব্যাখ্যা করেছেন।

অতএব, হে জিন ও মানবজাতি! তোমরা আল্লাহপাকের কোন নিয়ামতকে অস্বীকার করবে?

فِيْهِمَا عَيْنٰنِ تَجْرِيٰنِ (٥٠) فَبِاَىِّ اٰلَاۤءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبٰنِ (٥١) "উভয় বাগানের মধ্যেই দু'টি ঝর্ণা প্রবাহিত রয়েছে। অতএব, হে জিন ও মানবজাতি! তোমরা তোমাদের প্রতিপালকের কোন নিয়ামতকে অস্বীকার করবে?

অর্থাৎ জান্নাতে নহরসমূহ প্রবাহিত হবে। এ নহর পানিরও হবে, দুধেরও হবে এবং মধুর নহরও থাকবে। শারাবান তুহুরার নহরও থাকবে, পানির ফোয়ারাগুলোতে স্বচ্ছ নির্মল পানি থাকবে, যা কখনো শুষ্ক হবে না। তাতে কখনো ময়লা দেখা দেবে না। আল্লামা বগভী (র.) হযরত হাসান (র.)-এর বর্ণিত হাদীসের উদ্ধৃতি দিয়েছেন, হযরত রাসূলে কারীম ﷺ ইরশাদ করেছেন, জান্নাতে চারটি নহর থাকবে, তন্মধ্যে দু'টি আরশের নিচে থেকে প্রবাহিত হবে, আর দু'টি হলো সালসাবীল ও তাসনীম। একটিতে স্বচ্ছ পানি রয়েছে, আর একটিতে সুস্বাদু, নেশাবিহীন শরাব রয়েছে।

فِيْهِمَا مِنْ كُلِّ فَاكِهَةٍ زَوْجٰنِ (٥٢) فَبِاَىِّ اٰلَاۤءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبٰنِ (٥٣)

উভয় বাগানে রয়েছে প্রত্যেক ফল জোড়া জোড়া। ফলগুলো দেখতে মানুষের পরিচিত হবে, কিন্তু তার স্বাদ হবে বিস্ময়কর, যার কথা কেউ শোনেনি, দুনিয়াতে যা কেউ কল্পনাও করেনি। অতএব, হে মানব ও জিনজাতি! তোমরা তোমাদের প্রতিপালক আল্লাহপাকের কোনো নিয়ামতকে অস্বীকার করবে?

https://e-ilm.weebly.com/

আল্লামা বগভী (র.) লিখেছেন, হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা.) বলেছেন, দুনিয়াতে যত মিঠা কড়া ফল রয়েছে, সবই জান্নাতে থাকবে।

ইবনে জারীর ও বায়হাকী বলেছেন, হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা.) বলেছেন, জান্নাতের মধ্যে যা কিছু রয়েছে, দুনিয়াতে শুধু তার নামই রয়েছে, স্বাদ, অবস্থা প্রকৃতি জান্নাতে সম্পূর্ণ ভিন্ন হবে।

مُتَّكِـِٔيْنَ عَلٰى فُرُشٍۭ الـخ

পূর্ববর্তী আয়াতসমূহে জান্নাতবাসীগণের জন্য জান্নাতে যে অসংখ্য নিয়ামত রয়েছে, তার উল্লেখ করা হয়েছে। আর এ আয়াতসমূহেও জান্নাতের আরো অনেক নিয়ামতের বিবরণ স্থান পেয়েছে, ইরশাদ হয়েছে–

مُتَّكِـِٔيْنَ عَلٰى فُرُشٍۭ بَطَآئِنُهَا مِنْ اِسْتَبْرَقٍ ؕ وَجَنَا الْجَنَّتَيْنِ دَانٍ (٥٤)

'তারা জান্নাতের দু'বাগানে এমন বিছানায় হেলান দিয়ে বসবে, যার আস্তর রেশমের তৈরি এবং উক্ত দু'বাগানের ফল থাকবে তাদের নিকটবর্তী।

জান্নাতের কয়েকটি নিয়ামত : যারা আল্লাহপাককে ভয় করে জীবন যাপন করে, যারা এ কথায় বিশ্বাস করে যে, আল্লাহপাকের সম্মুখে একদিন দাঁড়াতে হবে, তারা জান্নাতে রেশমের আস্তর বিশিষ্ট বিছানায় পরম সুখে হেলান দিয়ে বসবে। ইবনে জারীর, ইবনে আবী হাতেম এবং বায়হাকী (র.) হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা.)-এর বর্ণনার উদ্ধৃতি দিয়ে বলেছেন, যারা দুনিয়ার এ ক্ষণস্থায়ী জীবনে আল্লাহপাককে ভয় করে জীবন যাপন করে, আল্লাহপাক তাদের জন্য রেখে দিয়েছেন রেশমের আস্তর বিশিষ্ট আরামদায়ক বিছানা, যাতে তারা হেলান দিয়ে মহা আনন্দে বসবে এবং জান্নাতের ফলমূল তাদের নিকটবর্তী হবে। হযরত ইবনে মাসউদ (রা.) আরো বলেছেন, আলোচ্য আয়াতে জান্নাতীদের বিছানার শুধু আস্তরের কথা বলা হয়েছে, অতঃপর বিছানার উপরের সৌন্দর্য কত বেশি হবে, তা সহজেই অনুমেয়।

হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা.) বর্ণনা করেন যে, আলোচ্য আয়াতে জান্নাতীদের বিছানার আস্তরের বৈশিষ্ট্য বর্ণিত হয়েছে যে, তা রেশমের কাপড় দ্বারা তৈরি হবে; কিন্তু বিছানা কেমন হবে তা বলা হয়নি; কেননা এ পৃথিবীতে সে মূল্যবান বিছানা সম্পর্কে কেউই অবগত নয় এবং তা কত সুন্দর হবে, তা মানুষের পক্ষে সম্পূর্ণ কল্পনাতীত।

আল্লামা বগভী (র.) হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা.) এবং হযরত আবূ হুরায়রা (রা.)-এর বর্ণনার উদ্ধৃতি দিয়েছেন যে, জান্নাতের বিছানা নূরের হবে।

আবূ নাঈম সাঈদ ইবনে জোবায়েরের পক্ষ থেকেও এ বিবরণেরই উদ্ধৃতি দিয়েছেন, আর জান্নাতীদের জন্য ফল নিকটবর্তী হবে, তারা দণ্ডায়মান থাকুক, অথবা উপবিষ্ট কিংবা শায়িত, সকল অবস্থায় তারা জান্নাতী ফল হাতের কাছেই পাবে অর্থাৎ কোনো অবস্থাতেই জান্নাতী ফল তাদের নাগালের বাইরে থাকবে না।

হযরত বারা ইবনে আজেব (রা.) বর্ণনা করেন যে, জান্নাতীগণ জান্নাতের ফল সর্বাবস্থায় স্বহস্তে ছিঁড়ে খাবে। হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা.) বলেছেন, ফলের বৃক্ষগুলো জান্নাতবাসীগণের এত নিকটবর্তী হবে যে, আল্লাহতা'আলার প্রিয় বান্দা যেভাবে ইচ্ছা সেভাবেই খেতে পারবে।

فِيْهِنَّ قٰصِرٰتُ الطَّرْفِ ۙ لَمْ يَطْمِثْهُنَّ اِنْسٌ قَبْلَهُمْ وَلَا جَآنٌّ (٥٦)

'তাদের মাঝে রয়েছে বহু আনত-নয়না রমণী, যাদেরকে পূর্বে কোনো মানুষ অথবা জিন স্পর্শ করেনি'।

আল্লামা ইবনে কাছীর (র.) লিখেছেন, ইতঃপূর্বে জান্নাতী বিছানার উল্লেখ রয়েছে, আর এ আয়াতে জান্নাতীদের পবিত্র সহধর্মিনীদের কথা উল্লেখ করা হয়েছে, তাঁদের একটি বৈশিষ্ট্য হলো, তারা হবে আনত-নয়না, স্বামী ব্যতীত অন্য কারো প্রতি তারা দৃষ্টিপাত করবে না, তারা তাদের স্বামীদেরকে বলবে, আলহামদু লিল্লাহ! সমস্ত প্রশংসা সে আল্লাহপাকের জন্য, যিনি আমাকে আপনার সহধর্মিনী করেছেন এবং আপনার খেদমতের সুযোগ দান করেছেন। তাদের আরেকটি বৈশিষ্ট্য হলো, ইতঃপূর্বে কেউ তাদেরকে স্পর্শ করবে না। কেননা আল্লাহপাক তার ঈমানদার ও নেককার বান্দাদের জন্য জান্নাতেই তাদেরকে সৃষ্টি করবেন। অতএব, হে জিন ও মানবজাতি! তোমরা তোমাদের প্রতিপালকের কোন নিয়ামতকে অস্বীকার করবে?

كَاَنَّهُنَّ الْيَاقُوْتُ وَالْمَرْجَانُ (٥٨) فَبِاَیِّ اٰلَآءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبٰنِ (٥٩)

'তারা যেন রক্তবর্ণ হীরক ও মুক্তা। অতএব, হে জিন ও মানবজাতি! তোমরা তোমাদের প্রতিপালকের কোন নিয়ামতকে অস্বীকার করবে?

সৌন্দর্যে, স্বচ্ছতায় জান্নাতের হূরগণ ইয়াকূত এবং মারজান পাথরের ন্যায়।

https://e-ilm.weebly.com/

হযরত আবূ হুরায়রা (রা.) বর্ণিত হাদীসে হুরদের সৌন্দর্যের বর্ণনা রয়েছে যে, হুরগণ চৌদ্দ তারিখের চন্দ্রের ন্যায় দীপ্তিময় হবে। তারা থুথু ফেলবে না, তাদের নাক থেকে কোনো প্রকার ময়লা বের হবে না, তাদের মলমূত্র ত্যাগেরও কোনো প্রয়োজন হবে না। অন্য একটি বর্ণনায় রয়েছে, তারা কখনো অসুস্থ হবে না। তাদের তৈজষপত্র, তাদের চিরুনি প্রভৃতি স্বর্ণ ও রৌপ্যের হবে। তাদের দেহের ঘাম হবে কস্তুরী, প্রত্যেকের এমনি দু'জন স্ত্রী থাকবে। তারা হবে অপূর্ব সৌন্দর্যের অধিকারী। জান্নাতে কোনো প্রকার মতভেদ, হিংসা-বিদ্বেষ থাকবে না। তারা এক মনের অধিকারী হবে। সকাল-সন্ধ্যায় তারা আল্লাহপাকের পবিত্রতা বর্ণনায় মশগুল থাকবে।

তিরমিযী এবং বায়হাকী হযরত আবূ সাঈদ খুদরী (রা.)-এর বর্ণনার উদ্ধৃতি দিয়েছেন। হযরত রাসূলে কারীম ﷺ ইরশাদ করেছেন, জান্নাতে যে দলটি সর্বপ্রথম প্রবেশ করবে তারা চৌদ্দ তারিখের চন্দ্রের ন্যায় সুন্দর হবে। আর দ্বিতীয় দলও আসমানের সুন্দরতম নক্ষত্রের ন্যায় হবে, তাদের প্রত্যেকের জন্য দু'জন জীবন-সঙ্গিনী হবে।

ইমাম আহমদ (র.) ইবনে হিব্বান (র.) এবং বায়হাকী (র.) প্রমুখ হযরত আবূ সাঈদ খুদরী (রা.) বর্ণিত হাদীসের উদ্ধৃতি দিয়েছেন। হযরত রাসূলে কারীম ﷺ ইরশাদ করেছেন– আলোচ্য আয়াতের অর্থ হলো হুরদের চেহারা এত সুন্দর হবে যে, পর্দার আড়াল থেকেও আয়নার ন্যায় পরিচ্ছন্ন দেখা যাবে। আর তারা যে মুক্তা পরিধান করবে, তা প্রাচ্য থেকে প্রতীচ্য পর্যন্ত আলোকময় করে তুলবে। হযরত রাসূলে কারীম ﷺ আলোচ্য আয়াত তেলাওয়াত করে ইরশাদ করেছেন– দেখ, ইয়াকূত একটি পাথর, আল্লাহপাক তার মধ্যে এমনি পরিচ্ছন্নতা রেখেছেন যে, তার মধ্যখান দিয়ে যদি কোনো সুতা ব্যবহার হয়, তবে তার বাইরে থেকে তা দেখা যাবে। –[ইবনে আবী হাতিম]

তিরমিযী শরীফেও এ বিবরণ সংকলিত হয়েছে।

هَلْ جَزَآءُ الْإِحْسَانِ إِلَّا الْإِحْسَانُ (٦٠) فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ (٦١)

'উত্তম কাজের জন্য উত্তম পুরস্কার ব্যতীত আর কী হতে পারে? অতএব, হে জিন ও মানবজাতি! তোমরা তোমাদের প্রতিপালকের কোন নিয়ামতকে অস্বীকার করবে?

তাফসীরকারগণ এ আয়াতের ব্যাখ্যা করেছেন যে, এভাবে দুনিয়াতে যারা ঈমান আনবে এবং নেক আমল করবে, আখেরাতে তারা অবশ্যই এর শুভ পরিণতি লাভ করবে।

আল্লামা বগভী (র.) হযরত আনাস (রা.) বর্ণিত হাদীসের উদ্ধৃতি দিয়েছেন। তিনি বলেছেন, হযরত রাসূলে কারীম ﷺ আলোচ্য আয়াত هَلْ جَزَآءُ الْإِحْسَانِ তেলাওয়াত করে ইরশাদ করেন, তোমরা কি জান যে, তোমাদের প্রতিপালক কি ইরশাদ করেছেন? সাহাবায়ে কেরাম আরজ করলেন, আল্লাহপাক ও তাঁর রাসূলই ভালো জানেন। তখন তিনি বলেন, আল্লাহপাক ইরশাদ করেছেন, যাকে আমি তাওহীদের নিয়ামত দান করেছি, তার বদলা জান্নাত ব্যতীত আর কিছুই নয়।

এ আয়াতের ব্যাখ্যায় হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা.) বলেছেন, যে ব্যক্তি কালেমায়ে তৈয়্যিবা পাঠ করে তার মর্মের অঙ্গীকার করবে এবং হযরত রাসূলে কারীম ﷺ যে জীবন-বিধান নিয়ে এসেছেন, তার উপর আমল করবে, তার বদলা জান্নাত ব্যতীত আর কিছুই নয়।

অতএব, হে জিন ও মানবজাতি! তোমরা তোমাদের প্রতিপালকের কোন নিয়ামতকে অস্বীকার করবে?

وَمِنْ دُونِهِمَا جَنَّتَانِ (٦٢) فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ (٦٣)

'ঐ দু'টি বাগান ব্যতীত আরো দু'টি বাগান রয়েছে। অতএব, হে জিন ও মানবজাতি! তোমরা তোমাদের প্রতিপালকের কোন নিয়ামতকে অস্বীকার করবে?

অর্থাৎ যে ব্যক্তি আল্লাহপাকের দরবারে হাজির হওয়ার কথা স্মরণ রাখবে এবং পরকালীন চিরস্থায়ী জিন্দেগীর জন্য সম্বল সংগ্রহ করবে, তার জন্য চারটি জান্নাত থাকবে, দু'টির কথা ইতঃপূর্বে উল্লেখ করা হয়েছে। অবশিষ্ট দু'টির কথা আলোচ্য আয়াতে ইরশাদ করা হয়েছে। হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা.) বলেছেন, ইতঃপূর্বে জান্নাতের যে দু'টি বাগানের কথা বলা হয়েছে, তা মর্যাদার দিক থেকে এ আয়াতে উল্লিখিত বাগান দু'টি থেকেও উচ্চতর।

ইবনে যায়েদ (র.) বলেছেন, আলোচ্য আয়াতে উল্লিখিত বাগান দু'টি পূর্বে বর্ণিত বাগানগুলো থেকে কম মর্যাদার।

হযরত আবূ মূসা আশ'আরী (রা.) বলেছেন, ইতঃপূর্বে যে দু'টি বাগানের কথা বলা হয়েছে সেগুলো স্বর্ণের আর সে বাগানগুলো তাদের জন্য, যারা সর্বপ্রথম ইসলাম গ্রহণ করেছেন,। আর আলোচ্য আয়াতে যে দু'টি বাগানের কথা বলা হয়েছে, তা সেসব লোকদের জন্য, যারা পূর্ববর্তী লোকদের অনুসরণ করেছে, আর এ বাগান দু'টি হবে রৌপ্যের।

https://e-ilm.weebly.com/

ইমাম বায়হাকী (র.) হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা.)-এর বর্ণনার উদ্ধৃতি দিয়ে বলেছেন যে, আল্লাহপাকের আরশ ছিল পানির উপর, এরপর আল্লাহপাক নিজের জন্য জান্নাত তৈরি করেছেন, এরপর তাতে দ্বিতীয় জান্নাত তৈরি করেছেন এবং এই জান্নাতকে একটি মুক্তা দ্বারা ঢেকে দিয়েছেন এবং ইরশাদ করেছেন–

وَمِنْ دُوْنِهِمَا جَنَّتٰنِ [এ দু'টি বাগান ব্যতীত আরো দু'টি বাগান রয়েছে]

ইমাম কেসায়ী (র.) مِنْ دُوْنِهِمَا শব্দের তরজমা করেছেন এভাবে "ঐ দু'টি বাগানের সম্মুখে দু'টি বাগান রয়েছে।

তাফসীরকার যাহহাক (র.) বলেছেন, দু'টি বাগান স্বর্ণের, আর দু'টি বাগান ইয়াকূত পাথরের। এতে এ কথা প্রমাণিত হয় যে, পূর্বোল্লিখিত বাগানগুলোর চেয়ে পরে উল্লিখিত বাগান দু'টির মর্তবা কম নয়; কেননা স্বর্ণ নির্মিত বাগানগুলোর চেয়ে ইয়াকূত পাথরের তৈরি বাগানের মর্তবা কম হতে পারে না।

مُدْهَآمَّتٰنِ (٦٤) فَبِاَيِّ اٰلَآءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبٰنِ (٦٥)

'গাঢ় সবুজ ঐ দু'টি বাগান। অতএব, হে জিন ও মানবজাতি! তোমরা তোমাদের প্রতিপালকের কোন নিয়ামতকে অস্বীকার করবে?

গাঢ় সবুজ হওয়ার কারণে বাগান দু'টির বর্ণ প্রায় কালো হয়ে গেছে।

আল্লামা সানাউল্লাহ পানিপতী (র.) লিখেছেন, পূর্বোল্লেখিত বাগানগুলোর মর্তবা পরে উল্লিখিত বাগানগুলো থেকে অধিকতর হবে।

فِيْهِمَا عَيْنٰنِ نَضَّاخَتٰنِ (٦٦) [ঐ দু'টি বাগানে রয়েছে দু'টি উচ্ছ্বাসিত ঝর্ণা]।

আল্লামা ইবনে কাছীর (র.) লিখেছেন, তাফসীরকার যাহহাক (র.) বলেছেন, ঐ ঝর্ণার পানি কখনো বন্ধ হয় না, সর্বদা প্রবাহিত হতে থাকে।

فَبِاَيِّ اٰلَآءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبٰنِ (٦٧) ....

পূর্ববর্তী আয়াতে ইরশাদ হয়েছে যে, জান্নাতে আরো দু'টি বাগান রয়েছে, তার বর্ণ হলো গাঢ় সবুজ, আর তাতে দু'টি উচ্ছ্বাসিত ঝর্ণা রয়েছে, যা সর্বদা প্রবাহিত হতে থাকে। আর এ আয়াতে ইরশাদ হয়েছে, অতএব, হে জিন ও মানবজাতি! তোমরা তোমাদের প্রতিপালকের কোনো নিয়ামতকে অস্বীকার করবে?

فِيْهِمَا فَاكِهَةٌ وَّنَخْلٌ وَّرُمَّانٌ (٦٨) [ঐ দু'বাগানে রয়েছে নানা প্রকার ফল এবং খেজুর ও আনার]।

জান্নাতের ফলের বিবরণ : তত্ত্বজ্ঞানীগণ বলেছেন فَاكِهَةٌ শব্দটি এমন ফল সম্পর্কে ব্যবহৃত হয়, যা শুধু স্বাদ লাভের জন্য খাওয়া হয়, আর খেজুর খাদ্য হিসেবে এবং আনার ঔষধ হিসেবে গ্রহণ করা হয়, এজন্য খেজুর এবং আনারের কথা আলাদাভাবে উল্লিখিত হয়েছে।

ইমাম আবূ হানীফা (র.) বলেছেন, যদি কেউ শপথ করে বলে, আমি فَاكِهَةٌ খাব না, এরপর খেজুর বা আনার খেয়ে নেয়, তবে তার শপথ বিনষ্ট হবে না, অবশ্য অন্যান্য ওলামায়ে কেরাম খেজুর এবং আনারকেও এর অন্তর্ভুক্ত মনে করেন।

فَاكِهَةٌ শব্দটি দ্বারা সাধারণত সকল ফলকেই বুঝানো হয়, তবে খেজুর এবং আনার হলো বিশেষ প্রকার ফল, যেমন হযরত জিবরাঈল (আ.) এবং হযরত মিকাঈল (আ.) নিঃসন্দেহে ফেরেশতাদের অন্তর্ভুক্ত, কিন্তু বিশেষ ফেরেশতা হিসেবে তাঁদের নাম আলাদাভাবে উল্লিখিত হয়।

আল্লামা বগভী (র.) লিখেছেন, এ আয়াতের ব্যাখ্যায় হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা.) লিখেছেন, জান্নাতের খেজুর বৃক্ষের শাখা-প্রশাখা সবুজ বর্ণের জমরজদ পাথরের, আর বৃক্ষগুলোর পাতা লাল বর্ণের হবে। দুধের চেয়ে ধবধবে সাদা, মধুর চেয়ে মিষ্ট এবং মাখনের চেয়ে নরম হবে। খেজুরগুলোতে দানা থাকবে না।

ইবনে আবিদ্দুনিয়া লিখেছেন, হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা.) বলেছেন, জান্নাতের একটি খেজুর লম্বা হবে বার হাত, আর তাতে কোনো দানা থাকবে না।

হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা.) এ কথাও বলেছেন যে, জান্নাতের একটি আনারের পার্শ্বে অনেক লোক একত্র হবে এবং তা খাবে। যদি খাওয়ার উদ্দেশ্যে কোনো জিনিসের কথা উল্লেখ করা হয় তবে সঙ্গে সঙ্গে তা সেখানে পাওয়া যাবে।

ইবনে আবী হাতেম হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা.)-এর কথার উদ্ধৃতি দিয়েছেন যে, হযরত রাসূলে কারীম ﷺ ইরশাদ করেছেন, আমি জান্নাতে এত বড় আনার দেখেছি যেমন একটি উষ্ট্র তার উপর হাওদা স্থাপন করা হয়েছে।

فَبِاَيِّ اٰلَآءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبٰنِ 'অতএব, হে জিনও মানবজাতি! তোমরা তোমাদের প্রতিপালকের কোনো নিয়ামতকে অস্বীকার করবে?

https://e-ilm.weebly.com/

فِيْهِنَّ خَيْرٰتٌ حِسَانٌ (٧٠) ঐ বাগান দু'টিতে সুশীলা সুন্দরী রমণীগণ থাকবে, অর্থাৎ হুরগণ থাকবে। একদা হযরত উম্মে সালামা (রা.) হুজুর পাক ﷺ-এর দরবারে এ আয়াতের ব্যাখ্যা জিজ্ঞাসা করেছিলেন। তিনি ইরশাদ করেছেন, হুরগণ উন্নত স্বভাবের অধিকারী এবং সুন্দরী হবে ।–(তাবারানী)

হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে মোবারক (র.) ইমাম আওজায়ী (র.)-এর কথার উদ্ধৃতি দিয়ে বলেছেন যে, হুরগণ সুন্দরী হবে, তবে অহংকারী হবে না এবং কোনো কষ্ট দেবে না।

فَبِاَيِّ اٰلَاۤءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبٰنِ 'অতএব, হে জিন ও মানবজাতি! তোমরা তোমাদের প্রতিপালকের কোনো নিয়ামতকে অস্বীকার করবে?

حُوْرٌ مَّقْصُوْرٰتٌ فِى الْخِيَامِ (٧٦) فَبِاَيِّ اٰلَاۤءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبٰنِ (٧٣) لَمْ يَطْمِثْهُنَّ اِنْسٌ قَبْلَهُمْ وَلَا جَآنٌّ (٧٤) فَبِاَيِّ اٰلَاۤءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبٰنِ (٧٥)

'তারা তাঁবুর মধ্যে অবস্থানকারী হুরগণ। অতএব, হে জিন ও মানবজাতি! তোমরা তোমাদের প্রতিপালকের কোনো নিয়ামতকে অস্বীকার করবে? ইতঃপূর্বে কোনো জিন ও মানুষ তাদেরকে স্পর্শ করেনি। অতএব, হে জিন ও মানবজাতি! তোমরা তোমাদের প্রতিপালকের কোনো নিয়ামতকে অস্বীকার করবে?

তাবারানী (র.) হযরত আবূ উমামা (রা.)-এর বর্ণনার উদ্ধৃতি দিয়েছেন যে, প্রিয়নবী ﷺ ইরশাদ করেছেন হুরদের দেহ জাফরান দ্বারা তৈরি করা হয়েছে। বায়হাকী (র.)ও এ হাদীসের উল্লেখ করেছেন।

হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা.) থেকেও এ মর্মের হাদীস সংকলিত হয়েছে।

হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে মোবারক (র.) বর্ণনা করেন যে, জায়েদ ইবনে আসলাম (র.) বলেছেন, আল্লাহপাক হুরদেরকে মাটি দ্বারা নয়; বরং কস্তুরী, কাফুর এবং জাফরান দ্বারা তৈরি করেছেন।

হযরত আনাস (রা.) বর্ণনা করেন, প্রিয়নবী ﷺ ইরশাদ করেছেন, জান্নাতের ভিতর এতখানি জায়গা, যাতে তোমাদের তীর কামানের অর্ধেক রাখা যায়, তা এই পৃথিবী এবং পৃথিবীর সবকিছু থেকে উত্তম। জান্নাতের কোনো হুর যদি একবার এ পৃথিবীর দিকে দৃষ্টিপাত করে, তবে আসমান জমিনের মধ্যস্থল আলোকিত হয়ে যাবে এবং সমগ্র পৃথিবী সুগন্ধে পরিপূর্ণ হয়ে যাবে, তার মাথার ওড়না পৃথিবী এবং পৃথিবীর সবকিছু থেকে উত্তম।–[বুখারী শরীফ]

ইবনে আবিদ্দুনিয়া কা'বে আহবারের কথার উদ্ধৃতি দিয়েছেন যে, যদি কোনো হুর তার একটি হাত আসমান থেকে নিচের দিকে ঝুলন্ত অবস্থায় রাখে, তবে সারা পৃথিবী এমনিভাবে আলোকিত হবে, যেমন সূর্য বিশ্ববাসীর জন্য আলোর উৎস হয়ে থাকে।

مَقْصُوْرٰتٌ فِى الْخِيَامِ আল্লামা বগভী (র.) مَقْصُوْرَةٌ শব্দটির ব্যাখ্যায় লিখেছেন এর অর্থ হলো হুরগণ তাদের স্বামীদের প্রতিই তাদের দৃষ্টি নিবদ্ধ রাখবে, তাদের স্বামী ব্যতীত অন্যদের দিকে চোখ তুলেও তাকাবে না।

ইমাম বায়হাকী ও মুজাহিদ (র.)-এর কথার উদ্ধৃতি দিয়েছেন। তিনি مَقْصُوْرَةٌ শব্দের ব্যাখ্যা করেছেন যে, হুরগণ তাদের তাঁবুতে সংরক্ষিত থাকবে, সেখানে ইমাম বায়হাকী হযরত আনাস (রা.) বর্ণিত হাদীসের উল্লেখ করেছেন যে, হযরত রাসূলে কারীম ﷺ ইরশাদ করেছেন, আমি শবে মেরাজে জান্নাতের একটি স্থানে পৌঁছি, তাকে 'বিদাহ' বলা হয়, সেখানে মুক্তা, সবুজ বর্ণের জবরযদ পাথর এবং লাল বর্ণের ইয়াকূত পাথর দ্বারা তাঁবু নির্মিত হয়ে আছে, ঐ তাঁবুগুলোর ভেতর থেকে হুরগণ বলল আসসালামু আলাইকা ﷺ! আমি বললাম, হে জিবরাঈল! এটি কার কথা, যাতে আমাকে সম্বোধন করা হয়েছে? হযরত জিবরাঈল (আ.) বললেন, এই তাঁবুগুলোর মধ্যে হুরগণ রয়েছে, তারা আল্লাহপাকের দরবারে আপনাকে সালাম দেওয়ার অনুমতি প্রার্থনা করেছে, আল্লাহপাক তাদেরকে এর অনুমতি প্রদান করেছেন। হুরগণ তখন বলল সর্বদা সন্তুষ্ট থাকব, কখনো অসন্তুষ্ট হবো না, আমরা এখানে সর্বদা থাকব, কখনো এখান থেকে যাব না। এরপর হুজুর পাক ﷺ আলোচ্য আয়াত তেলাওয়াত করেন।

আল্লামা বগভী (র.) হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে কায়েসের সূত্রে বর্ণিত হাদীসের উল্লেখ করেছেন যে, প্রিয়নবী ﷺ ইরশাদ করেছেন, জান্নাতে মুক্তা দ্বারা তৈরি একটি তাঁবু রয়েছে, যার প্রশস্ততা ষাট মাইল, যার এক প্রান্তের লোকেরা অন্য প্রান্তের লোকদের দেখবেন। ঐ বৃহদায়তন তাঁবুটি মুমিনগণের ব্যবহারে থাকবে। হযরত আবূ মূসা আশ'আরী (রা.) বর্ণিত এ মর্মের হাদীস বুখারী শরীফ ও মুসলিম শরীফে সংকলিত হয়েছে।

ইবনে আবিদ্দুনিয়া এবং বায়হাকী (র.) হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা.) বর্ণিত হাদীসের উল্লেখ করেছেন যে, মুক্তা নির্মিত এ তাঁবুটি প্রস্থে এক ফার্লং এবং দৈর্ঘে এক ফার্লং হবে। তাতে চার হাজার স্বর্ণ নির্মিত দ্বার থাকবে। মুজাহিদ এবং ইবনে আওয়াস (র.)-এর সূত্রেও এমন বিবরণ রয়েছে।

https://e-ilm.weebly.com/

ইবনে আবি হাতেম এবং ইবনে আবিদ্দুনিয়া (র.) হযরত ইবনে মেসওয়ারের কথার উদ্ধৃতি দিয়ে বলেছেন যে, প্রত্যেক মুসলমানের জন্য একটি পছন্দনীয় স্থান নির্দিষ্ট থাকবে। আর প্রত্যেক পছন্দনীয় স্থানে একটি তাঁবু থাকবে, প্রত্যেক তাঁবুর চারটি দ্বার থাকবে, প্রত্যেক দ্বার দিয়ে এমন একটি হাদিয়া প্রতিদিন প্রবেশ করবে, যা ইতঃপূর্বে কখনো আসেনি (অর্থাৎ প্রতিদিন নতুন হুরগণ আসবে) তারা অহংকারিণী হবেন না।

একটি প্রশ্ন ও তার জবাব : ইমাম বায়হাকী (র.) বর্ণনা করেন, হযরত উম্মে সালামা (রা.) বলেন, আমি হুজুর ﷺ -এর খেদমতে আরজ করেছিলাম, দুনিয়ার স্ত্রীলোকগণ উত্তম, নাকি হুরগণ? হযরত রাসূলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেন, দুনিয়ার স্ত্রী লোকগণ হুরগণ থেকে এমনই উত্তম যেমন কোনো পোষাকের উপরিভাগ উত্তম তার আস্তর থেকে। আমি আরজ করলাম, এর কারণ কি? তিনি ইরশাদ করলেন, তাদের নামাজ রোজার কারণে, আল্লাহপাক তাদের চেহারাকে নূরানী করে দেবেন, তাদের পোষাক হবে সবুজ এবং তাদের অলংকার হবে হলুদ, তারা বলবে, আমরা এখানে সর্বদা থাকব,কখনো আর আমাদের মৃত্যু আসবে না। আমরা আরামপ্রাপ্ত, আমরা কখনো দুঃখী হব না, আমরা এখানের স্থায়ী অধিবাসী, কখনো এখান থেকে যাব না, আমরা সর্বদা সন্তুষ্ট থাকব, কখনো অসন্তুষ্ট হব না, আনন্দ সে সব লোকদের জন্য, যাদের জন্য আমরা রয়েছি, আর যারা আমাদের জন্য রয়েছে।

হযরত উম্মে সালামা (রা.) আরেকটি প্রশ্ন করেছেন। তিনি আরজ করেছেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ ﷺ ! যদি কোনো স্ত্রীলোকের দু'তিন বা চার স্বামী হয়ে থাকে, এরপর তার মৃত্যু হয়ে যায় এবং সে জান্নাতবাসী হয়, আর তার সমস্ত স্বামীরাও জান্নাতী হয়, এমন অবস্থায় সে কোনো স্বামীর স্ত্রী হিসেবে থাকবে।

এ প্রশ্নের জবাবে হযরত রাসূলে কারীম ﷺ ইরশাদ করেছেন, তাকে এ অধিকার দেওয়া হবে, যাকে ইচ্ছা তাকে চিরস্থায়ী স্বামী রূপে বরণ করে নিতে। তখন সে স্বামীকেই সে বরণ করে নেবে দুনিয়াতে যার ব্যবহার ছিল মধুর।

হযরত উম্মে সালামা (রা.) বলেন, মধুর ব্যবহার, চরিত্র মাধুর্য, দুনিয়া ও আখেরাত উভয় জাহানের যাবতীয় কল্যাণের উপর প্রভাব বিস্তার করবে।

مُتَّكِئِيْنَ عَلٰى رَفْرَفٍ خُضْرٍ وَّعَبْقَرِيٍّ حِسَانٍ (٦٧) فَبِاَيِّ اٰلَاۤءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبٰنِ (٧٧)

'তারা সবুজ তাকিয়ায় ও সুন্দর গালিচায় হেলান দিয়ে উপবিষ্ট হবে। অতএব, হে জিন ও মানবজাতি! তোমরা তোমাদের প্রতিপালকের কোনো নিয়ামতকে অস্বীকার করবে?

জান্নাতবাসীগণ সবুজ তাকিয়ায় এবং অতি সুন্দর গালিচায় হেলান দিয়ে বসবে।

আরবি ভাষার সুবিখ্যাত অভিধান গ্রন্থ 'আলকামূসে' رَفْرَفْ শব্দটির অর্থ বলা হয়েছে, সবুজ কাপড়, যার দ্বারা বসার আসন কুশন তৈরি করা হয়।

হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা.) বলেছেন– رَفْرَفْ হলো এমন কাপড়, যা দ্বারা মজলিসে উপবিষ্ট হওয়ার কুশন তৈরি করা হয়।

হযরত কাতাদা (র.) বলেছেন, রফরফ হলো সেই কাপড়, যা মজলিসে বিছানার উপর ব্যবহৃত হয়।

عَبْقَرِيّ অভিধান গ্রন্থ 'আলকামূসে' লিপিবদ্ধ রয়েছে, 'আবকার' এমন একটি স্থান ছিল, যেখানে অধিক সংখ্যক জিনেরা থাকত, আর সেখানের কাপড়ও অত্যন্ত সুন্দর হতো। প্রত্যেক পরিপূর্ণ বস্তুকে عَبْقَرِيٍّ বলা হয়।

প্রত্যেক সমাজে নেতা এবং যার থেকে অধিক মর্যাদাসম্পন্ন কেউ না থাকে, তাকে عَبْقَرِيٍّ বলা হয়। আর এদিক থেকে প্রত্যেক বুজুর্গ, উত্তম ও মর্যাদাসম্পন্ন ব্যক্তিকে عَبْقَرِيٍّ বলা হয়।

فَبِاَيِّ اٰلَاۤءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبٰنِ 'অতএব, হে জিন ও মানবজাতি! তোমরা তোমাদের প্রতিপালকের কোন নিয়ামতকে অস্বীকার করবে?

تَبٰرَكَ اسْمُ رَبِّكَ ذِى الْجَلٰلِ وَالْاِكْرَامِ (٧٨)

'কত বরকতময় আপনার প্রতিপালকের নাম, যিনি মহান এবং মহিমাময়'।

ইতঃপূর্বে এ সূরার শানে নুযূলে বর্ণিত হয়েছে, কাফেররা বলেছিল, 'রহমান কে? আমরা তা জানি না, তাদের এ ঔদ্ধত্যপূর্ণ উক্তির জবাবেই সূরা আর রহমান নাজিল হয়েছে এবং সূরার প্রারম্ভেই ঘোষণা করা হয়েছে যে, পরম করুণাময় আল্লাহপাকই মানুষকে পবিত্র কুরআন শিক্ষা দিয়েছেন এবং তিনিই মানুষকে সৃষ্টি করেছেন, আর তিনিই মানুষকে বাকশক্তি দান করেছেন, অতএব, তাকে না জানা চরম মূর্খতা ব্যতীত আর কিছুই নয়। আর সূরার সর্বশেষ আয়াতে প্রিয়নবী ﷺ -কে সম্বোধন করা হয়েছে– تَبٰرَكَ اسْمُ رَبِّكَ

অর্থাৎ পরম করুণাময় আল্লাহপাকের পবিত্র নাম কত বরকতময়, যাঁর অপার রহমত, অগণিত নিয়ামত মানুষ অহরহ ভোগ করে, যিনি মহান, যিনি মহিমাময়, যাঁর মহিমা বর্ণনাতীত।

https://e-ilm.weebly.com/

আলোচ্য সূরায় বিভিন্ন নিয়ামতের উল্লেখ করে বারংবার জিজ্ঞাসা করা হয়েছে, অতএব, হে জিন ও মানবজাতি! তোমরা তোমাদের প্রতিপালকের কোন নিয়ামতকে অস্বীকার করবে? কোনো জিনিসের খবর দেওয়া এবং সে সম্পর্কে মানুষকে শুধু অবগত করানো একটি কাজ, এ উদ্দেশ্যে উক্ত বিষয়টি একবার উল্লেখ করাই যথেষ্ট। পক্ষান্তরে, কোনো বিষয়ে মানব মনকে প্রস্তুত করা, প্রশিক্ষণ দেওয়া যদি উদ্দেশ্য হয়, তবে এ বিষয়টি বার বার উল্লেখ করা একান্ত কর্তব্য হয়ে পড়ে। কুরআনে কারীমের প্রত্যেকটি কথা, প্রত্যেকটি আদেশ শুধু শুনিয়ে দেওয়া যথেষ্ট নয়; বরং মানুষ মাত্রকেই তা পালন করার জন্য প্রস্তুত করা একান্ত জরুরি, তাই সূরা রহমানে কোনো একটি নিয়ামতের উল্লেখ করে মানুষ ও জিনজাতিকে এ প্রশ্ন করা হয়েছে যে, তোমরা আল্লাহপাকের কোনো নিয়ামতকে অস্বীকার করবে? যাতে করে প্রত্যেকটি মানুষ এ নিয়ামতসমূহ সম্পর্কে চিন্তা করে এবং দুনিয়া ও আখেরাত উভয় জাহানে মানুষ আল্লাহপাকের অনন্ত অসীম নিয়ামত অহরহ ভোগ করছে, এ সত্য যেন মর্মে মর্মে সে উপলব্ধি করে। আর বর্ণনাশৈলীর এ বৈশিষ্ট্য আরবি ভাষায় নতুন কিছু নয়; বরং বক্তব্যকে মানব-মনে সুদৃঢ়ভাবে বদ্ধমূল করে দেওয়ার জন্য অত্যন্ত কার্যকর একটি পন্থা।

শব্দ বিশ্লেষণ :

لَا تَطْغَوْا : সীগাহ جمع مذكر حاضر বহছ نهى حاضر معروف বাব سَمِعَ মাসদার اَلطُّغْيَانُ মূলবর্ণ (ط - غ - ى) জিনস ناقص يائى অর্থ– তোমরা কম বেশি করো না, তোমরা সীমা লঙ্ঘন করো না।

تُكَذِّبَانِ : সীগাহ تثنيه مذكر حاضر বহছ مضارع معروف বাব تَفْعِيْل মাসদার اَلتَّكْذِيْبُ মূলবর্ণ (ك - ذ - ب) জিনস صحيح অর্থ– তোমরা অস্বীকার করবে, তোমরা মিথ্যা বলবে।

لَا يَبْغِيَانِ : সীগাহ تثنيه مذكر غائب বহছ مضارع معروف বাব ضَرَبَ মাসদার اَلْبَغْىُ মূলবর্ণ (ب - غ - ى) জিনস ناقص يائى অর্থ– অনতিক্রমণীয়, তারা সীমারেখা থেকে অগ্রসর হয় না।

مُنْشَآتُ : সীগাহ جمع مؤنث বহছ اسم مفعول বাব اِفْعَالٌ মাসদার اِنْشَاءٌ মূলবর্ণ (ن - ش - ء) জিনস مهموز لام অর্থ– দাঁড়িয়ে আছে, উঁচু জাহাজসমূহ।

فَانٍ : সীগাহ واحد مذكر বহছ اسم فاعل বাব سَمِعَ মাসদার اَلْفَنَاءُ মূলবর্ণ (ف – ن – ى) জিনস ناقص يائ অর্থ– ধ্বংস করে, ধ্বংসশীল।

نَفْرُغُ : সীগাহ جمع متكلم বহছ مضارع معروف মাসদার فَرَاغٌ বাব نَصَرَ আমরা ইচ্ছা করব। আমরা মনোযোগী হবে (হিসাবের প্রতি)।

ثَقَلَانِ : ثَقَلٌ -এর দ্বিবচন। দুটি ভারী বস্তু। দুটি কঠিন সৃষ্টি তথা মানব-দানব, মানুষ ও জিন।

تَنْفُذُوْا : সীগাহ جمع مذكر حاضر বহছ مضارع معروف মানসূব। তোমরা বের হও। তোমরা বাইরে চলে যাও। মাসদার نُفُوْذٌ বাব نَصَرَ

اَقْطَارٌ : ইসম। কিনারা, প্রান্ত। قُطْرٌ-এর বহুবচন। যার অর্থ- পার্শ্ব এবং প্রান্ত।

وَرْدَةً : اسم جنس অর্থ– গোলাপ ফুল, লাল, রক্তবর্ণ।

اَلدِّهَانِ : دُهْنٌ -এর বহুবচন। তেলের খাদ। মালিশের তৈল।

اَفْنَانٌ : হয়ত فَنٌّ-এর বহুবচন। যার অর্থ- পত্র-পল্লবিত। অথবা فَنَنٌ -এর বহুবচন। যার অর্থ- পাতলা, নরম ও চিকন ডাল। আল্লামা ইবনে জাওযী এমনই বর্ণনা করেছেন।

بَطَآئِنُهَا : এর আস্তর। بَطَائِنُ শব্দটি بَطَانَةٌ -এর বহুবচন অর্থ– আস্তর।

جَنَا : ফল। যে দামী বস্তু ফল-মূল, স্বর্ণ বা মধু ইত্যাদি থেকে লাভ হয়। এখানে উদ্দেশ্য ফল। বহুবচন اَجْنٌ ও اَجْنَاءٌ

دَانٍ : সীগাহ واحد مذكر বহছ اسم فاعل অর্থ– ধাবমান। নিকটবর্তী। دُنُوٌّ থেকে, নিকটবর্তী হওয়া, কাছে হওয়া।

https://e-ilm.weebly.com/

لَمْ يَطْمِثْهُنَّ : সীগাহ جمع مذكر غائب বহছ نفى جحد بلم فعل مضارع معروف - هُنَّ যমীরে মাফউল । তাদের সাথে সঙ্গম করা হয়নি । মাসদার طَمْثٌ বাব ضَرَبَ অর্থ– সঙ্গম করা । বাবে سَمِعَ - نَصَرَ থেকে মাসদার طَمْثٌ মুতা'আদ্দী আসে এবং طَمْثٌ, ضَرَبَ থেকে মুতা'আদ্দী আসে । অর্থ– কুমারিত্ব নষ্ট করা, ঘর্ষণ করা, স্পর্শ করা । অর্থাৎ তাদের সাথে মানুষ এবং জিন সঙ্গম করে নি ।

جَانٌّ : সাপ । جِنٌّ -এর বহুবচন । হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস থেকে বর্ণিত, যেভাবে আবুল বাশার (মানুষের পিতা)-এর নাম আদম, অনুরূপভাবে আবুল জিন (জিনদের পিতা)-এর নাম جَانٌّ

خَيْرَاتٌ : সীগাহ (بتشديد الياء) থেকে তাখফীফ করা হয়েছে । অর্থ- ঐ রমণীগণ যারা কল্যাণের সাথে খাস । কেউ কেউ বলেছেন, خَيْرَاتٌ হল خَيْرَةٌ-এর বহুবচন । অর্থ- সুন্দরী রমণীগণ । خَيْرَاتٌ حِسَانٌ ভালো সুন্দরী রমণীগণ ।

مَقْصُوْرَاتٌ : সীগাহ جمع مؤنث বহছ اسم مفعول পর্দানশীল নারীগণ । যাঁটি পর্দার ভিতর লুকায়িত (বগভী মা'লিম) অথবা ঐ সমস্ত নারী যারা তাদের দৃষ্টি নিজেদের স্বামীদের প্রতি নিবদ্ধ রেখেছে; আল্লামা মুজাহিদ (রহ)-এর এ উক্তি মতে مَقْصُوْرَاتٌ অর্থ قَاصِرَاتٌ হবে তথা اسم مفعول -এর শব্দ اسم فاعل -এর অর্থে ।

خِيَامٌ : তাঁবু । শিবির, শামিয়ানা এটি خَيْمَةٌ -এর বহুবচন ।

حِسَانٌ : চমৎকার সুশ্রী, দাসী, উৎকৃষ্ট । বহুবচন, এর একবচন حُسَيْنٌ - حُسْنٌ - حَسَنٌ এবং حَسْنَاءُ আসে ।

تَبٰرَكَ : সীগাহ واحد مذكر غائب বহছ ماضى معروف তিনি অত্যন্ত বরকতময় । পুণ্যময় । মাসদার تَبَارُكٌ বরকতময় হওয়া । এ ফেলের রূপান্তর হয় না । শুধু ماضى -এর এই একটি সীগাহ ব্যবহার হয় এবং শুধু আল্লাহ তা'আলার জন্য । তাই অনেকেই একে اسم فعل বলেছেন ।

اَلْاَكْمَامُ : كُمٌّ -এর বহুবচন, অর্থ– ফলের খোসা ।

اٰلَاءِ : اَلَى -এর বহুবচন, অর্থ– নিয়ামত ।

يَلْتَقِيَانِ : সীগাহ تثنيه مذكر غائب বহছ مضارع معروف বাব اِفْتِعَالٌ মাসদার اِلْتِقَاءٌ মূলবর্ণ (ل - ق - ى) জিনস ناقص يائى অর্থ– পরস্পরে মিলিত হয়ে আছে ।

اَللُّؤْلُؤُ : لَاٰلِئُ -এর একবচন, অর্থ– মুক্তা, মোতি ।

اَلْمَرْجَانُ : اسم جمع অর্থ– প্রবাল রত্ন, اَلْمَرْجَانَةُ মুফরাদ ।

اٰنٍ : সীগাহ واحد مذكر বহছ اسم فاعل বাব ضَرَبَ মাসদার اَنْىٌ মূলবর্ণ (ا - ن - ى) জিনস মুরাক্কাব (ناقص يائى ও مهموز فاء) অর্থ– ফুটন্ত পানি ।

مُدْهَآمَّتَانِ : সীগাহ تثنيه مؤنث বহছ اسم فاعل ও اسم مفعول বাব اِفْعِيْلَالٌ মাসদার اِدْهِيْمَامٌ মূলবর্ণ (د - ه - م) জিনস صحيح অর্থ– গাঢ় সবুজ ।

বাক্য বিশ্লেষণ :

خَلَقَ الْاِنْسَانَ عَلَّمَهُ الْبَيَانَ : এখানে خَلَقَ শব্দটি فعل ماضى এবং তার فاعل উহ্য রয়েছে; اَلْاِنْسَانَ শব্দটি مفعول به এবং عَلَّمَهُ الْبَيَانَ বাক্যটি فعل ماضى আর তার فاعل টি উহ্য । اَلْاِنْسَانَ শব্দে الف ولام টি جنس -এর জন্য ।

– [ই'রাবুল কুরআন খ. ৭, পৃ. ৩৬৮]

https://e-ilm.weebly.com/

https://e-ilm.weebly.com/

سُوْرَةُ الْوَاقِعَةِ مَكِّيَّةٌ

সূরা ওয়াকি‘আ

মক্কায় অবতীর্ণ; আয়াত– ৯৬, রুকূ‘– ৩

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ○

পরম করুণাময়, দয়ালু আল্লাহর নামে শুরু করছি।

১. যখন কিয়ামত সংঘটিত হবে।	إِذَا وَقَعَتِ الْوَاقِعَةُ ۝١
২. যা সংঘটিত হওয়াতে কোনো অস্বীকারকারী নেই।	لَيْسَ لِوَقْعَتِهَا كَاذِبَةٌ ۝٢
৩. তা [কতককে] অবনত করবে, আর [কতককে] সমুন্নত করবে।	خَافِضَةٌ رَّافِعَةٌ ۝٣
৪. যখন জমিন ভীষণ কম্পনে কম্পিত হবে।	إِذَا رُجَّتِ الْأَرْضُ رَجًّا ۝٤
৫. আর পর্বতসমূহ সম্পূর্ণরূপে চূর্ণ-বিচূর্ণ হয়ে যাবে।	وَّبُسَّتِ الْجِبَالُ بَسًّا ۝٥
৬. অতঃপর তা বিক্ষিপ্ত ধূলিকণা হয়ে যাবে।	فَكَانَتْ هَبَاءً مُّنْبَثًّا ۝٦
৭. আর তোমরা তিন শ্রেণিতে বিভক্ত হয়ে যাবে।	وَّكُنْتُمْ أَزْوَاجًا ثَلٰثَةً ۝٧
৮. অতঃপর যারা ডান দিকওয়ালা হবে, সে ডান দিকওয়ালাগণ কতইনা ভালো।	فَأَصْحٰبُ الْمَيْمَنَةِ مَا أَصْحٰبُ الْمَيْمَنَةِ ۝٨

শাব্দিক অনুবাদ :

১. اِذَا وَقَعَتِ যখন সংঘটিত হবে الْوَاقِعَةُ কিয়ামত।

২. لَيْسَ لِوَقْعَتِهَا যা সংঘটিত হওয়াতে নেই كَاذِبَةٌ কোনো অস্বীকারকারী।

৩. خَافِضَةٌ তা (কতককে) অবনত করবে رَّافِعَةٌ আর (কতককে) সমুন্নত করবে।

৪. اِذَا رُجَّتِ যখন কম্পিত হবে الْاَرْضُ জমিন رَجًّا ভীষণ কম্পনে।

৫. وَّبُسَّتِ আর চূর্ণ-বিচূর্ণ হয়ে যাবে الْجِبَالُ পর্বতসমূহ بَسًّا সম্পূর্ণরূপে।

৬. فَكَانَتْ অতঃপর তা হয়ে যাবে هَبَاءً مُّنْبَثًّا বিক্ষিপ্ত ধূলিকণা।

৭. وَّكُنْتُمْ আর তোমরা হয়ে যাবে اَزْوَاجًا ثَلٰثَةً তিন শ্রেণিতে বিভক্ত।

৮. فَاَصْحٰبُ الْمَيْمَنَةِ অতঃপর যারা ডান দিক ওয়ালা হবে مَا اَصْحٰبُ الْمَيْمَنَةِ সেই ডান দিক ওয়ালাগণ কতইনা ভালো!

৯. আর যারা বাম দিকওয়ালা হবে, সে বাম দিকওয়ালাগণ কতইনা মন্দ।	وَاَصْحٰبُ الْمَشْـَٔمَةِ ۬ۙ مَآ اَصْحٰبُ الْمَشْـَٔمَةِ ﴿٩﴾
১০. আর যারা অগ্রবর্তী, তারা অগ্রবর্তী হবে।	وَالسّٰبِقُوْنَ السّٰبِقُوْنَ ﴿١٠﴾
১১. এরাই বিশেষ নৈকট্যের অধিকারী।	اُولٰٓئِكَ الْمُقَرَّبُوْنَ ﴿١١﴾
১২. এরাই নিয়ামতপূর্ণ উদ্যানসমূহে থাকবে।	فِيْ جَنّٰتِ النَّعِيْمِ ﴿١٢﴾
১৩. তাদের এক বৃহৎ দল তো পূর্ববর্তীদের মধ্য হতে হবে।	ثُلَّةٌ مِّنَ الْاَوَّلِيْنَ ﴿١٣﴾
১৪. আর অল্প সংখ্যক পরবর্তীদের মধ্য হতে হবে।	وَقَلِيْلٌ مِّنَ الْاٰخِرِيْنَ ﴿١٤﴾
১৫. তারা থাকবে স্বর্ণের তার দ্বারা বুনানো আসনসমূহের উপর।	عَلٰى سُرُرٍ مَّوْضُوْنَةٍ ﴿١٥﴾
১৬. হেলান দিয়ে সামনাসামনি উপবিষ্ট থাকবে।	مُّتَّكِـِٕيْنَ عَلَيْهَا مُتَقٰبِلِيْنَ ﴿١٦﴾
১৭. তাদের আশেপাশে এমন বালকগণ যারা সর্বদা বালকই থাকবে– ঘুরে বেড়াবে।	يَطُوْفُ عَلَيْهِمْ وِلْدَانٌ مُّخَلَّدُوْنَ ﴿١٧﴾
১৮. আবখোরা ও পানপাত্র এবং বহমান শরাবে পরিপূর্ণ পেয়ালাসমূহ নিয়ে।	بِاَكْوَابٍ وَّاَبَارِيْقَ ۬ۙ وَكَاْسٍ مِّنْ مَّعِيْنٍ ﴿١٨﴾

শাব্দিক অনুবাদ :

৯. وَاَصْحٰبُ الْمَشْـَٔمَةِ আর যারা বাম দিকওয়ালা হবে مَآ اَصْحٰبُ الْمَشْـَٔمَةِ সেই বাম দিক ওয়ালাগণ কতইনা মন্দ।

১০. وَالسّٰبِقُوْنَ আর যারা অগ্রবর্তী السّٰبِقُوْنَ তারা অগ্রবর্তী হবে।

১১. اُولٰٓئِكَ এরাই الْمُقَرَّبُوْنَ বিশেষ নৈকট্যের অধিকারী।

১২. فِيْ جَنّٰتِ النَّعِيْمِ এরাই শান্তির উদ্যানসমূহে থাকবে।

১৩. ثُلَّةٌ তাদের এক বৃহৎ দল তো مِّنَ الْاَوَّلِيْنَ পূর্ববর্তীদের মধ্য হতে হবে।

১৪. وَقَلِيْلٌ আর অল্প সংখ্যক مِّنَ الْاٰخِرِيْنَ পরবর্তীদের মধ্য হতে হবে।

১৫. عَلٰى سُرُرٍ তারা থাকবে আসনসমূহের উপর مَّوْضُوْنَةٍ স্বর্ণের তার দ্বারা বুনানো।

১৬. مُّتَّكِـِٕيْنَ عَلَيْهَا হেলান দিয়ে উপবিষ্ট থাকবে مُتَقٰبِلِيْنَ সামনাসামনি।

১৭. يَطُوْفُ ঘুরে বেড়াবে عَلَيْهِمْ তাদের আশেপাশে وِلْدَانٌ এমন বালকগণ مُّخَلَّدُوْنَ যারা সর্বদা বালকই থাকবে।

১৮. بِاَكْوَابٍ وَّاَبَارِيْقَ আবখোরা ও পান পাত্র وَكَاْسٍ مِّنْ مَّعِيْنٍ এবং বহমান শরাবে পরিপূর্ণ পেয়ালাসমূহ নিয়ে।

https://e-ilm.weebly.com/

১৯. না তাতে তাদের মাথা ব্যথা হবে আর না এতে তাদের জ্ঞানে ত্রুটি আসবে।	لَا يُصَدَّعُوْنَ عَنْهَا وَلَا يُنْزِفُوْنَ ﴿١٩﴾
২০. আর ফলসমূহ যা তারা পছন্দ করবে।	وَفَاكِهَةٍ مِّمَّا يَتَخَيَّرُوْنَ ﴿٢٠﴾
২১. আর পাখীর গোশত যা তাদের রুচিসম্মত হবে।	وَلَحْمِ طَيْرٍ مِّمَّا يَشْتَهُوْنَ ﴿٢١﴾
২২. আর তাদের জন্য গৌরবর্ণের ডাগর ডাগর চক্ষুবিশিষ্টা নারীগণ থাকবে।	وَحُوْرٌ عِيْنٌ ﴿٢٢﴾
২৩. যেন তারা লুক্কায়িত মুক্তা।	كَاَمْثَالِ اللُّؤْلُؤِ الْمَكْنُوْنِ ﴿٢٣﴾
২৪. তারা এ সমস্ত নিজেদের কৃতকর্মের বিনিময়ে প্রাপ্ত হবে।	جَزَآءًۢ بِمَا كَانُوْا يَعْمَلُوْنَ ﴿٢٤﴾
২৫. সেখানে তারা না কোনো প্রলাপ শুনবে, আর না কোনো অনর্থক কথা।	لَا يَسْمَعُوْنَ فِيْهَا لَغْوًا وَّلَا تَأْثِيْمًا ﴿٢٥﴾
২৬. কেবল সালামই সালাম -এর আওয়াজ আসতে থাকবে।	اِلَّا قِيْلًا سَلٰمًا سَلٰمًا ﴿٢٦﴾
২৭. আর যারা ডান পার্শ্বওয়ালা, সে ডান পার্শ্বওয়ালাগণ কতইনা ভাগ্যবান।	وَاَصْحٰبُ الْيَمِيْنِ ۙ مَاۤ اَصْحٰبُ الْيَمِيْنِ ﴿٢٧﴾
২৮. তারা সে উদ্যানসমূহে অবস্থান করবে যেখানে কাটাবিহীন কুলবৃক্ষ থাকবে।	فِيْ سِدْرٍ مَّخْضُوْدٍ ﴿٢٨﴾

শাব্দিক অনুবাদ :

১৯. لَا يُصَدَّعُوْنَ عَنْهَا না তাতে তাদের মাথা ব্যথা হবে وَلَا يُنْزِفُوْنَ, আর না এতে তাদের জ্ঞানে ত্রুটি আসবে।

২০. وَفَاكِهَةٍ, আর ফলমূলসমূহ مِّمَّا يَتَخَيَّرُوْنَ যা তারা পছন্দ করবে।

২১. وَلَحْمِ طَيْرٍ, আর পাখির গোশত مِّمَّا يَشْتَهُوْنَ যা তাদের রুচিসম্মত হবে।

২২. وَحُوْرٌ আর তাদের জন্য থাকবে গৌরবর্ণের عِيْنٌ ডাগর ডাগর চক্ষু বিশিষ্ট নারীগণ।

২৩. كَاَمْثَالِ যেন তারা اللُّؤْلُؤِ الْمَكْنُوْنِ লুক্কায়িত মুক্তা।

২৪. جَزَآءً এই সমস্ত তারা প্রাপ্ত হবে بِمَا كَانُوْا يَعْمَلُوْنَ নিজেদের কৃতকর্মের বিনিময়।

২৫. لَا يَسْمَعُوْنَ فِيْهَا সেখানে তারা না শুনবে। لَغْوًا কোনো প্রলাপ وَلَا تَأْثِيْمًا, আর না কোনো অনর্থক কথা।

২৬. اِلَّا قِيْلًا কেবল আসতে থাকবে سَلٰمًا سَلٰمًا সালামই সালাম -এর আওয়াজ।

২৭. وَاَصْحٰبُ الْيَمِيْنِ, আর যারা ডান পার্শ্বওয়ালা مَاۤ اَصْحٰبُ الْيَمِيْنِ সেই ডান পার্শ্বওয়ালাগণ কতইনা ভাগ্যবান।

২৮. فِيْ سِدْرٍ তারা সেই উদ্যানসমূহে অবস্থান করবে যেখানে থাকবে কুলবৃক্ষ مَّخْضُوْدٍ কাটাবিহীন।

https://e-ilm.weebly.com/

২৯. এবং সারি সারি কলা [গাছ] থাকবে।	وَّطَلۡحٍ مَّنۡضُوۡدٍ ﴿۲۹﴾
৩০. এবং সুবিস্তৃত ছায়া থাকবে।	وَّظِلٍّ مَّمۡدُوۡدٍ ﴿۳۰﴾
৩১. আর প্রবহমান পানি থাকবে।	وَّمَآءٍ مَّسۡكُوۡبٍ ﴿۳۱﴾
৩২. এবং প্রচুর পরিমাণে ফলমূল থাকবে।	وَّفَاكِهَةٍ كَثِيۡرَةٍ ﴿۳۲﴾
৩৩. যা না নিঃশেষিত হবে, আর না তাতে কোনো বাধাবিঘ্ন থাকবে।	لَّا مَقۡطُوۡعَةٍ وَّلَا مَمۡنُوۡعَةٍ ﴿۳۳﴾
৩৪. আর উঁচু উঁচু বিছানা থাকবে।	وَّفُرُشٍ مَّرۡفُوۡعَةٍ ﴿۳۴﴾
৩৫. আমি ঐ নারীদেরকে বিশেষ ধরনে সৃষ্টি করেছি।	اِنَّاۤ اَنۡشَاۡنٰهُنَّ اِنۡشَآءً ﴿۳۵﴾
৩৬. অর্থাৎ আমি তাদেরকে এমনভাবে সৃষ্টি করেছি যে, তারা কুমারী।	فَجَعَلۡنٰهُنَّ اَبۡكَارًا ﴿۳۶﴾
৩৭. সোহাগিনী সমবয়স্কা হবে।	عُرُبًا اَتۡرَابًا ﴿۳۷﴾
৩৮. এ সবগুলোই ডানদিকওয়ালাদের জন্য।	لِّاَصۡحٰبِ الۡيَمِيۡنِ ﴿۳۸﴾ ع

শাব্দিক অনুবাদ :

২৯. وَّطَلۡحٍ এবং কলা (গাছ) থাকবে مَّنۡضُوۡدٍ সারি সারি।

৩০. وَّظِلٍّ এবং ছায়া থাকবে مَّمۡدُوۡدٍ সুবিস্তৃত।

৩১. وَّمَآءٍ আর পানি থাকবে مَّسۡكُوۡبٍ প্রবহমান।

৩২. وَّفَاكِهَةٍ এবং ফল থাকবে كَثِيۡرَةٍ প্রচুর পরিমাণে।

৩৩. لَّا مَقۡطُوۡعَةٍ যা না নিঃশেষিত হবে وَّلَا مَمۡنُوۡعَةٍ আর না তাতে কোনো বাধাবিঘ্ন থাকবে।

৩৪. وَّفُرُشٍ আর বিছানা থাকবে مَّرۡفُوۡعَةٍ উঁচু উঁচু।

৩৫. اِنَّاۤ اَنۡشَاۡنٰهُنَّ আমি ঐ নারীদেরকে সৃষ্টি করেছি اِنۡشَآءً বিশেষ ধরনে।

৩৬. فَجَعَلۡنٰهُنَّ আমি তাদেরকে এমনভাবে সৃষ্টি করেছি যে, اَبۡكَارًا তারা কুমারী।

৩৭. عُرُبًا সোহাগিনী اَتۡرَابًا সমবয়স্কা হবে।

৩৮. لِّاَصۡحٰبِ الۡيَمِيۡنِ এ সমস্তই ডানদিক ওয়ালাদের জন্য।

https://e-ilm.weebly.com/

৩৯. তাদের একটি বৃহৎদল পূর্ববর্তীদের মধ্য হতে হবে।	ثُلَّةٌ مِّنَ الْاَوَّلِيْنَ ﴿٣٩﴾
৪০. আর একটি বৃহৎ দল পরবর্তীদের মধ্য হতে হবে।	وَثُلَّةٌ مِّنَ الْاٰخِرِيْنَ ﴿٤٠﴾
৪১. আর যারা বাম দিকওয়ালা, সে বাম দিকওয়ালারা কতইনা হতভাগা।	وَاَصْحٰبُ الشِّمَالِ ۙ مَاۤ اَصْحٰبُ الشِّمَالِ ﴿٤١﴾
৪২. তারা অগ্নির মধ্যে এবং ফুটন্ত পানির মধ্যে থাকবে।	فِيْ سَمُوْمٍ وَّحَمِيْمٍ ﴿٤٢﴾
৪৩. আর কালো ধোঁয়ার ছায়াতে থাকবে।	وَّظِلٍّ مِّنْ يَّحْمُوْمٍ ﴿٤٣﴾
৪৪. যা ঠাণ্ডাও নয় এবং আরামদায়কও নয়।	لَّا بَارِدٍ وَّلَا كَرِيْمٍ ﴿٤٤﴾
৪৫. তারা এর পূর্বে অর্থাৎ দুনিয়াতে বড়ই সুখ সম্পদে মগ্ন থাকত।	اِنَّهُمْ كَانُوْا قَبْلَ ذٰلِكَ مُتْرَفِيْنَ ﴿٤٥﴾
৪৬. এবং তারা গুরুতর পাপকার্যে নিরত ছিল।	وَكَانُوْا يُصِرُّوْنَ عَلَى الْحِنْثِ الْعَظِيْمِ ﴿٤٦﴾
৪৭. এবং তারা এরূপ বলত যে, যখন আমরা মরে যাব এবং মাটি ও হাড় হয়ে যাব, তখন কি আমরা পুনরায় জীবিত হব?	وَكَانُوْا يَقُوْلُوْنَ ۙ اَئِذَا مِتْنَا وَكُنَّا تُرَابًا وَّعِظَامًا ءَاِنَّا لَمَبْعُوْثُوْنَ ﴿٤٧﴾

শাব্দিক অনুবাদ :

৩৯. ثُلَّةٌ তাদের বৃহৎ দল হবে مِّنَ الْاَوَّلِيْنَ পূর্ববর্তীদের মধ্য হতে।

৪০. وَثُلَّةٌ এবং একটি বৃহৎ দল হবে مِّنَ الْاٰخِرِيْنَ পরবর্তীদের মধ্য হতে।

৪১. وَاَصْحٰبُ الشِّمَالِ আর যারা বাম দিকওয়ালা مَاۤ اَصْحٰبُ الشِّمَالِ সেই বামদিকওয়ালা কতইনা হতভাগা।

৪২. فِيْ سَمُوْمٍ তারা অগ্নির মধ্যে وَّحَمِيْمٍ এবং ফুটন্ত পানির মধ্যে থাকবে।

৪৩. وَّظِلٍّ আর ছায়াতে থাকবে مِّنْ يَّحْمُوْمٍ কালো ধোঁয়ার।

৪৪. لَّا بَارِدٍ যা ঠাণ্ডাও নয় وَّلَا كَرِيْمٍ এবং আরামদায়কও নয়।

৪৫. اِنَّهُمْ كَانُوْا তারা থাকত قَبْلَ ذٰلِكَ এর পূর্বে مُتْرَفِيْنَ বড়ই সুখ-সম্পদে।

৪৬. وَكَانُوْا يُصِرُّوْنَ এবং তারা নিরত ছিল عَلَى الْحِنْثِ الْعَظِيْمِ গুরুতর পাপকার্যে।

৪৭. وَكَانُوْا يَقُوْلُوْنَ এবং তারা এরূপ বলত যে, اَئِذَا مِتْنَا যখন আমরা মরে যাব وَكُنَّا تُرَابًا وَّعِظَامًا এবং মাটি ও হাড় হয়ে যাব ءَاِنَّا لَمَبْعُوْثُوْنَ তখন কি আমরা পুনরায় জীবিত হব?

https://e-ilm.weebly.com/

৪৮. আর আমাদের পূর্ববর্তী পিতৃপুরুষগণও কি [পুনরায় জীবিত হবে]?	اَوَ اٰبَآؤُنَا الْاَوَّلُوْنَ ﴿٤٨﴾
৪৯. আপনি বলে দিন, অবশ্যই পূর্ববর্তী এবং পরবর্তীগণ।	قُلْ اِنَّ الْاَوَّلِيْنَ وَالْاٰخِرِيْنَ ﴿٤٩﴾
৫০. সকলকে সমবেত করা হবে, এক স্থিরীকৃত দিনের নির্দিষ্ট সময়ে।	لَمَجْمُوْعُوْنَ ۙ اِلٰى مِيْقَاتِ يَوْمٍ مَّعْلُوْمٍ ﴿٥٠﴾
৫১. অনন্তর [সমবেত হওয়ার পর] নিশ্চয় তোমাদেরকে হে বিভ্রান্ত অস্বীকারকারীরা।	ثُمَّ اِنَّكُمْ اَيُّهَا الضَّآلُّوْنَ الْمُكَذِّبُوْنَ ﴿٥١﴾
৫২. যাক্কুম বৃক্ষ হতে ভক্ষণ করতে হবে।	لَاٰكِلُوْنَ مِنْ شَجَرٍ مِّنْ زَقُّوْمٍ ﴿٥٢﴾
৫৩. অনন্তর তোমাদেরকে তা দ্বারা উদরসমূহ পূর্ণ করতে হবে।	فَمَالِـُٔوْنَ مِنْهَا الْبُطُوْنَ ﴿٥٣﴾
৫৪. অতঃপর তার উপরে ফুটন্ত পানি পান করতে হবে।	فَشٰرِبُوْنَ عَلَيْهِ مِنَ الْحَمِيْمِ ﴿٥٤﴾
৫৫. আবার পান করাও হবে পিপাসার্ত উটের ন্যায়।	فَشٰرِبُوْنَ شُرْبَ الْهِيْمِ ﴿٥٥﴾
৫৬. কিয়ামত দিবসে তাদের এই আতিথ্য হবে।	هٰذَا نُزُلُهُمْ يَوْمَ الدِّيْنِ ﴿٥٦﴾
৫৭. আমিই তোমাদেরকে প্রথমবার সৃষ্টি করেছি, [যা তোমরাও স্বীকার কর] তবে তোমরা কেন [তার] সত্যতা স্বীকার করছ না?	نَحْنُ خَلَقْنٰكُمْ فَلَوْلَا تُصَدِّقُوْنَ ﴿٥٧﴾

শাব্দিক অনুবাদ :

৪৮. اَوَ কি اٰبَآؤُنَا আমাদের পিতৃপুরুষগণও الْاَوَّلُوْنَ পূর্ববর্তী ।

৪৯. قُلْ আপনি বলে দিন اِنَّ الْاَوَّلِيْنَ অবশ্যই পূর্ববর্তীগণ وَالْاٰخِرِيْنَ এবং পরবর্তীগণ ।

৫০. لَمَجْمُوْعُوْنَ সকলকে সমবেত করা হবে اِلٰى مِيْقَاتِ يَوْمٍ مَّعْلُوْمٍ এক স্থিরীকৃত দিনের নির্দিষ্ট সময়ে ।

৫১. ثُمَّ অনন্তর اِنَّكُمْ নিশ্চয় তোমাদেরকে اَيُّهَا الضَّآلُّوْنَ হে বিভ্রান্তগণ الْمُكَذِّبُوْنَ অসত্যারোপকারীগণ ।

৫২. لَاٰكِلُوْنَ ভক্ষণ করতে হবে مِنْ شَجَرٍ مِّنْ زَقُّوْمٍ যাক্কুম বৃক্ষ হতে ।

৫৩. فَمَالِـُٔوْنَ অনন্তর তোমাদেরকে পূর্ণ করতে হবে مِنْهَا তা দ্বারা الْبُطُوْنَ উদরসমূহ ।

৫৪. فَشٰرِبُوْنَ অতঃপর পান করতে হবে عَلَيْهِ তার উপরে مِنَ الْحَمِيْمِ ফুটন্ত পানি ।

৫৫. فَشٰرِبُوْنَ আর পান করাও شُرْبَ الْهِيْمِ পিপাসার্ত উটের ন্যায় ।

৫৬. هٰذَا এটাই نُزُلُهُمْ তাদের আতিথ্য হবে يَوْمَ الدِّيْنِ কিয়ামত দিবসে ।

৫৭. نَحْنُ خَلَقْنٰكُمْ আমিই তোমাদেরকে প্রথমবার সৃষ্টি করেছি, فَلَوْلَا تُصَدِّقُوْنَ তবে তোমরা কেন (তার) সত্যতা স্বীকার করছ না

https://e-ilm.weebly.com/

৫৮. আচ্ছা, তবে বল তো, তোমরা [নারীর গর্ভে] যে শুক্রবিন্দু পৌঁছিয়ে থাক।	أَفَرَءَيْتُم مَّا تُمْنُونَ ﴿٥٨﴾
৫৯. তাকে তোমরাই মানুষ বানাও, নাকি আমিই সৃজনকারী?	ءَأَنتُمْ تَخْلُقُونَهُۥٓ أَمْ نَحْنُ ٱلْخَٰلِقُونَ ﴿٥٩﴾
৬০. [তা স্পষ্ট যে, আমিই সৃজন করি, এবং] আমিই তোমাদের মধ্যে মৃত্যু নির্ধারণ করে রেখেছি, আর আমি তাতে অসমর্থ নই যে,	نَحْنُ قَدَّرْنَا بَيْنَكُمُ ٱلْمَوْتَ وَمَا نَحْنُ بِمَسْبُوقِينَ ﴿٦٠﴾
৬১. তোমাদের স্থলে তোমাদের অনুরূপ অন্য [মানুষ] সৃষ্টি করি এবং তোমাদেরকে এমন আকৃতিতে গঠন করি যা তোমরা অবগতও নও।	عَلَىٰٓ أَن نُّبَدِّلَ أَمْثَٰلَكُمْ وَنُنشِئَكُمْ فِى مَا لَا تَعْلَمُونَ ﴿٦١﴾
৬২. আর তোমাদের প্রথম সৃষ্টি [সম্বন্ধে] জানা আছে [যে তা আমারই কুদরতে হয়েছে] তবে কেন তোমরা অনুধাবন করছ না?	وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ ٱلنَّشْأَةَ ٱلْأُولَىٰ فَلَوْلَا تَذَكَّرُونَ ﴿٦٢﴾
৬৩. আচ্ছা, তোমরা কি চিন্তা করেছ, তোমরা যা বপন করে থাক।	أَفَرَءَيْتُم مَّا تَحْرُثُونَ ﴿٦٣﴾
৬৪. তা কি তোমরাই অঙ্কুরিত কর, নাকি আমি অঙ্কুরণকারী?	ءَأَنتُمْ تَزْرَعُونَهُۥٓ أَمْ نَحْنُ ٱلزَّٰرِعُونَ ﴿٦٤﴾
৬৫. যদি আমি ইচ্ছা করি তবে তাকে [তার উৎপন্ন ফসলকে] চূর্ণ-বিচূর্ণ করে দিব, তখন তোমরা বিস্মিত হয়ে যাবে।	لَوْ نَشَآءُ لَجَعَلْنَٰهُ حُطَٰمًا فَظَلْتُمْ تَفَكَّهُونَ ﴿٦٥﴾
৬৬. যে, [এবার তো] আমাদের খেসারতই হয়ে গেল।	إِنَّا لَمُغْرَمُونَ ﴿٦٦﴾

শাব্দিক অনুবাদ :

৫৮. أَفَرَءَيْتُمْ আচ্ছা তবে বলতো مَّا تُمْنُونَ তোমরা (নারীর গর্ভে) যেই শুক্রবিন্দু পৌঁছিয়ে থাক।

৫৯. ءَأَنتُمْ تَخْلُقُونَهُ তাকে তোমরাই মানুষ বানাও أَمْ نَحْنُ الْخَالِقُونَ নাকি আমিই সৃজনকারী।

৬০. نَحْنُ قَدَّرْنَا আমিই নির্ধারণ করে রেখেছি بَيْنَكُمُ الْمَوْتَ তোমাদের মধ্যে মৃত্যু وَمَا نَحْنُ بِمَسْبُوقِينَ আর আমি তাতে অসমর্থ নই যে।

৬১. عَلَىٰ أَن نُّبَدِّلَ أَمْثَالَكُمْ তোমাদের স্থলে তোমাদের অনুরূপ অন্য (মানুষ) সৃষ্টি করি وَنُنشِئَكُمْ এবং তোমাদেরকে এমন আকৃতিতে গঠন করি فِي مَا لَا تَعْلَمُونَ যা তোমরা অবগত নও।

৬২. وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ আর তোমাদের জানা আছে النَّشْأَةَ الْأُولَىٰ প্রথম সৃষ্টি (সম্বন্ধে) فَلَوْلَا تَذَكَّرُونَ তবে কেন তোমরা অনুধাবন করছ না

৬৩. أَفَرَءَيْتُمْ আচ্ছা তোমরা কি চিন্তা করেছ مَّا تَحْرُثُونَ তোমরা যা বপন করে থাক।

৬৪. ءَأَنتُمْ تَزْرَعُونَهُ তা কি তোমরাই অঙ্কুরিত কর أَمْ نَحْنُ الزَّارِعُونَ নাকি আমি অঙ্কুরণকারী।

৬৫. لَوْ نَشَاءُ যদি আমি ইচ্ছা করি لَجَعَلْنَاهُ حُطَامًا তবে তাকে চূর্ণ-বিচূর্ণ করে দিব فَظَلْتُمْ تَفَكَّهُونَ তখন তোমরা বিস্মিত হয়ে যাবে

৬৬. إِنَّا لَمُغْرَمُونَ যে, আমাদের খেসারতই হয়ে গেল।

https://e-ilm.weebly.com/

৬৭. বরং আমরা সম্পূর্ণরূপে বঞ্চিত রয়ে গেলাম।	بَلْ نَحْنُ مَحْرُوْمُوْنَ ﴿٦٧﴾
৬৮. আচ্ছা তোমরা কি চিন্তা করেছ, যে পানি তোমরা পান করে থাক।	اَفَرَءَيْتُمُ الْمَآءَ الَّذِيْ تَشْرَبُوْنَ ﴿٦٨﴾
৬৯. তা কি তোমরা মেঘ হতে বর্ষণ কর, নাকি আমি বর্ষণকারী [আবার তা দ্বারা উপকৃত হওয়া, তাও আমারই হাতে]?	ءَاَنْتُمْ اَنْزَلْتُمُوْهُ مِنَ الْمُزْنِ اَمْ نَحْنُ الْمُنْزِلُوْنَ ﴿٦٩﴾
৭০. যদি আমি ইচ্ছা করি, তবে তাকে লবণাক্তও করে ফেলতে পারি, তবে কেন তোমরা কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করো না?	لَوْ نَشَآءُ جَعَلْنٰهُ اُجَاجًا فَلَوْلَا تَشْكُرُوْنَ ﴿٧٠﴾
৭১. আচ্ছা তোমরা কি চিন্তা করেছ, যে অগ্নি তোমরা প্রজ্বলিত করে থাক।	اَفَرَءَيْتُمُ النَّارَ الَّتِيْ تُوْرُوْنَ ﴿٧١﴾
৭২. তবে কি তোমরাই তার বৃক্ষকে সৃষ্টি করেছ, নাকি আমি সৃজনকারী?	ءَاَنْتُمْ اَنْشَاْتُمْ شَجَرَتَهَآ اَمْ نَحْنُ الْمُنْشِـُٔوْنَ ﴿٧٢﴾
৭৩. আমি তাকে [দোজখের আগুনের] নিদর্শন এবং পথিকদের জন্য হিতকর বস্তু করেছি।	نَحْنُ جَعَلْنٰهَا تَذْكِرَةً وَّمَتَاعًا لِّلْمُقْوِيْنَ ﴿٧٣﴾
৭৪. অতএব, আপনার সে মহা মহিমান্বিত প্রতিপালকের নামের পবিত্রতা বর্ণনা করুন।	فَسَبِّحْ بِاسْمِ رَبِّكَ الْعَظِيْمِ ﴿٧٤﴾
৭৫. অনন্তর আমি শপথ করছি নক্ষত্রসমূহের অস্ত গমনের।	فَلَآ اُقْسِمُ بِمَوٰقِعِ النُّجُوْمِ ﴿٧٥﴾
৭৬. আর যদি তোমরা জানতে, তবে এটা একটি বড় শপথ।	وَاِنَّهٗ لَقَسَمٌ لَّوْ تَعْلَمُوْنَ عَظِيْمٌ ﴿٧٦﴾

শাব্দিক অনুবাদ :

৬৭. بَلْ نَحْنُ বরং আমরা مَحْرُوْمُوْنَ সম্পূর্ণরূপে বঞ্চিত রয়ে গেলাম।
৬৮. اَفَرَءَيْتُمُ আচ্ছা তোমরা কি চিন্তা করেছ الْمَآءَ যে পানি الَّذِيْ تَشْرَبُوْنَ তোমরা পান করে থাক।
৬৯. ءَاَنْتُمْ اَنْزَلْتُمُوْهُ তা কি তোমরা বর্ষণ কর مِنَ الْمُزْنِ মেঘ হতে اَمْ نَحْنُ الْمُنْزِلُوْنَ নাকি আমি বর্ষণকারী।
৭০. لَوْ نَشَآءُ যদি আমি ইচ্ছা করি جَعَلْنٰهُ اُجَاجًا তবে তাকে লবণাক্তও করে ফেলতে পারি فَلَوْلَا تَشْكُرُوْنَ তবে কেন তোমরা কৃতজ্ঞতা প্রকাশ কর না।
৭১. اَفَرَءَيْتُمُ আচ্ছা তোমরা কি চিন্তা করেছ النَّارَ الَّتِيْ تُوْرُوْنَ যে অগ্নি তোমরা প্রজ্বলিত করে থাক–
৭২. ءَاَنْتُمْ اَنْشَاْتُمْ তবে কি তোমরা সৃষ্টি করেছ شَجَرَتَهَآ তার বৃক্ষকে اَمْ نَحْنُ الْمُنْشِـُٔوْنَ নাকি আমি সৃজনকারী।
৭৩. نَحْنُ جَعَلْنٰهَا আমি তাকে করেছি تَذْكِرَةً নিদর্শন وَّمَتَاعًا لِّلْمُقْوِيْنَ এবং পথিকদের জন্য হিতকর বস্তু।
৭৪. فَسَبِّحْ অতএব পবিত্রতা বর্ণনা করুন بِاسْمِ رَبِّكَ الْعَظِيْمِ আপনার সেই মহা মহিমান্বিত প্রতিপালকের নামের।
৭৫. فَلَآ اُقْسِمُ অনন্তর আমি শপথ করছি بِمَوٰقِعِ النُّجُوْمِ নক্ষত্রসমূহের অস্তগমনের।
৭৬. وَاِنَّهٗ لَقَسَمٌ আর এটা একটি শপথ لَّوْ تَعْلَمُوْنَ যদি তোমরা জানতে তবে عَظِيْمٌ বড়।

https://e-ilm.weebly.com/

৭৭. এটা এক মহা সম্মানিত কুরআন।	إِنَّهُ لَقُرْآنٌ كَرِيمٌ ﴿٧٧﴾
৭৮. যা এক সুরক্ষিত কিতাবে লিখিত রয়েছে।	فِي كِتَابٍ مَكْنُونٍ ﴿٧٨﴾
৭৯. তাকে নিষ্পাপ ফেরেশতাগণ ব্যতীত কেউ স্পর্শ করতে পারে না।	لَا يَمَسُّهُ إِلَّا الْمُطَهَّرُونَ ﴿٧٩﴾
৮০. তা বিশ্ব জগতের প্রতিপালকের পক্ষ হতে প্রেরিত।	تَنْزِيلٌ مِنْ رَبِّ الْعَالَمِينَ ﴿٨٠﴾
৮১. তবে কি তোমরা এ বাণীকে সাধারণ কথা মনে করছ?	أَفَبِهَٰذَا الْحَدِيثِ أَنْتُمْ مُدْهِنُونَ ﴿٨١﴾
৮২. আর এ অবিশ্বাস করাকে নিজেদের উপজীবিকা করে নিয়েছ?	وَتَجْعَلُونَ رِزْقَكُمْ أَنَّكُمْ تُكَذِّبُونَ ﴿٨٢﴾
৮৩. সুতরাং [যদি এটা সত্য হয়, তবে] যখন [কারো] প্রাণ কণ্ঠ পর্যন্ত এসে পৌছে।	فَلَوْلَا إِذَا بَلَغَتِ الْحُلْقُومَ ﴿٨٣﴾
৮৪. আর তোমরা তখন [বসে পরিতাপের দৃষ্টিতে] তাকাতে থাক।	وَأَنْتُمْ حِينَئِذٍ تَنْظُرُونَ ﴿٨٤﴾
৮৫. আর আমি তোমাদের অপেক্ষা তার অধিক নিকটবর্তী থাকি, কিন্তু তোমরা দেখতে পার না।	وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْكُمْ وَلَٰكِنْ لَا تُبْصِرُونَ ﴿٨٥﴾
৮৬. সুতরাং যদি তোমাদের হিসাব-নিকাশ না হবারই হয়।	فَلَوْلَا إِنْ كُنْتُمْ غَيْرَ مَدِينِينَ ﴿٨٦﴾

শাব্দিক অনুবাদ :

৭৭. إِنَّهُ এটা لَقُرْآنٌ كَرِيمٌ এক মহা সম্মানিত কুরআন

৭৮. فِي كِتَابٍ যা এক সুরক্ষিত কিতাবে مَكْنُونٍ লিখিত রয়েছে।

৭৯. لَا يَمَسُّهُ তাকে কেউ স্পর্শ করতে পারে না إِلَّا الْمُطَهَّرُونَ নিষ্পাপ ফেরেশতাগণ ব্যতীত।

৮০. تَنْزِيلٌ এটা প্রেরিত مِنْ رَبِّ الْعَالَمِينَ বিশ্ব জগতের প্রতিপালকের পক্ষ হতে।

৮১. أَفَبِهَٰذَا الْحَدِيثِ তবে কি এই বাণীকে أَنْتُمْ তোমরা مُدْهِنُونَ সাধারণ কথা মনে করছ।

৮২. وَتَجْعَلُونَ আর করে নিয়েছ رِزْقَكُمْ নিজেদের উপজীবিকা أَنَّكُمْ تُكَذِّبُونَ এই অবিশ্বাস করাকে।

৮৩. فَلَوْلَا إِذَا بَلَغَتِ সুতরাং যখন (কারো) প্রাণ এসে পৌছে الْحُلْقُومَ কণ্ঠ পর্যন্ত।

৮৪. وَأَنْتُمْ حِينَئِذٍ আর তোমরা তখন تَنْظُرُونَ তাকাতে থাক।

৮৫. وَنَحْنُ আর আমি أَقْرَبُ إِلَيْهِ তার অধিক নিকটবর্তী مِنْكُمْ তোমাদের অপেক্ষা وَلَٰكِنْ لَا تُبْصِرُونَ কিন্তু তোমরা বুঝতে পার না।

৮৬. فَلَوْلَا إِنْ كُنْتُمْ غَيْرَ مَدِينِينَ সুতরাং যদি তোমাদের হিসাব নিকাশ না হবার হয়।

https://e-ilm.weebly.com/

৮৭. তবে কেন তোমরা সে প্রাণকে ফিরিয়ে আননা? যদি তোমরা সত্যবাদী হও।	تَرْجِعُوْنَهَآ اِنْ كُنْتُمْ صٰدِقِيْنَ ﴿٨٧﴾
৮৮. অনন্তর যে ব্যক্তি সান্নিধ্যপ্রাপ্তদের অন্তর্ভুক্ত হবে।	فَاَمَّآ اِنْ كَانَ مِنَ الْمُقَرَّبِيْنَ ﴿٨٨﴾
৮৯. তার জন্য শান্তি রয়েছে, আর [নানাবিধ] খাদ্যসামগ্রী এবং আরামের বেহেশত রয়েছে।	فَرَوْحٌ وَّرَيْحَانٌ ۙ وَّجَنَّتُ نَعِيْمٍ ﴿٨٩﴾
৯০. আর যে ব্যক্তি ডান দিকওয়ালাদের অন্তর্ভুক্ত হবে।	وَاَمَّآ اِنْ كَانَ مِنْ اَصْحٰبِ الْيَمِيْنِ ﴿٩٠﴾
৯১. তবে তাকে বলা হবে যে, তোমার জন্য নিরাপত্তা রয়েছে, কেননা তুমি ডান দিকওয়ালাদের অন্তর্ভুক্ত।	فَسَلٰمٌ لَّكَ مِنْ اَصْحٰبِ الْيَمِيْنِ ﴿٩١﴾
৯২. আর যে অবিশ্বাসী, পথভ্রষ্টদের অন্তর্ভুক্ত হবে।	وَاَمَّآ اِنْ كَانَ مِنَ الْمُكَذِّبِيْنَ الضَّآلِّيْنَ ﴿٩٢﴾
৯৩. তবে ফুটন্ত পানি দ্বারা তার আতিথ্য করা হবে।	فَنُزُلٌ مِّنْ حَمِيْمٍ ﴿٩٣﴾
৯৪. এবং তাকে দোজখে প্রবেশ করতে হবে।	وَّتَصْلِيَةُ جَحِيْمٍ ﴿٩٤﴾
৯৫. নিঃসন্দেহে তা যথার্থ সুনিশ্চিত কথা।	اِنَّ هٰذَا لَهُوَ حَقُّ الْيَقِيْنِ ﴿٩٥﴾
৯৬. অতএব, সেই মহা মহিমান্বিত প্রভুর নামের পবিত্রতা বর্ণনা করুন।	فَسَبِّحْ بِاسْمِ رَبِّكَ الْعَظِيْمِ ﴿٩٦﴾

শাব্দিক অনুবাদ :

৮৭. تَرْجِعُوْنَهَآ তবে কেন তোমরা সেই প্রাণকে ফিরিয়ে আন না اِنْ كُنْتُمْ صٰدِقِيْنَ যদি তোমরা সত্যবাদী হও।

৮৮. فَاَمَّآ অনন্তর যে ব্যক্তি اِنْ كَانَ مِنَ الْمُقَرَّبِيْنَ সান্নিধ্যপ্রাপ্তদের অন্তর্ভুক্ত হবে।

৮৯. فَرَوْحٌ তার জন্য শান্তি রয়েছে وَّرَيْحَانٌ আর (নানাবিধ) খাদ্যসামগ্রী وَّجَنَّتُ نَعِيْمٍ এবং আরামের বেহেশত রয়েছে।

৯০. وَاَمَّآ আর যে ব্যক্তি اِنْ كَانَ مِنْ اَصْحٰبِ الْيَمِيْنِ ডান দিক ওয়ালাদের অন্তর্ভুক্ত হবে।

৯১. فَسَلٰمٌ لَّكَ তবে তাকে বলা হবে, তোমার জন্য নিরাপত্তা রয়েছে مِنْ اَصْحٰبِ الْيَمِيْنِ কেননা তুমি ডান দিকওয়ালাদের অন্তর্ভুক্ত।

৯২. وَاَمَّآ اِنْ كَانَ আর যে অন্তর্ভুক্ত হবে مِنَ الْمُكَذِّبِيْنَ الضَّآلِّيْنَ অবিশ্বাসী, পথভ্রষ্টদের ।

৯৩. فَنُزُلٌ তবে তার আতিথ্য করা হবে مِّنْ حَمِيْمٍ ফুটন্ত পানি দ্বারা।

৯৪. وَّتَصْلِيَةُ এবং তাকে প্রবেশ করতে হবে جَحِيْمٍ দোজখে।

৯৫. اِنَّ هٰذَا নিঃসন্দেহে এটা لَهُوَ حَقُّ الْيَقِيْنِ যথার্থ সুনিশ্চিত কথা।

৯৬. فَسَبِّحْ অতএব, পবিত্রতা বর্ণনা করুন بِاسْمِ رَبِّكَ الْعَظِيْمِ সেই মহা মহিমান্বিত প্রভুর নামে।

https://e-ilm.weebly.com/

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

وَالسَّابِقُوْنَ السَّابِقُوْنَ - ١٠

এ সূরার আয়াত– ৯৬, বাক্য– ৮৭৮, আর অক্ষর সংখ্যা হলো ১,৯০৩ টি।

নামকরণ : আল-ওয়াকি'আ কেয়ামতের নামসমূহের মধ্যে অন্যতম, যেহেতু এ সূরায় সুস্পষ্ট ভাষায় ঘোষণা করা হয়েছে, কেয়ামত অবশ্যই ঘটবে, এ ব্যাপারে বিন্দুমাত্রও সন্দেহের অবকাশ নেই, তাই আলোচ্য সূরার এ নামকরণ করা হয়েছে।

মূলবক্তব্য : এ সূরায় আল্লাহ পাকের অনন্ত অসীম শক্তি ও অপূর্ব মহিমার বিস্তারিত বিবরণ স্থান পেয়েছে। এতে এ কথা সুস্পষ্টভাবে ঘোষণা করা হয়েছে যে, কেয়ামতের দিন মানুষ মাত্রকে তার সমগ্র জীবনের কর্মকাণ্ডের পরিণতি অবশ্যই ভোগ করতে হবে।

জীবনের ন্যায় মৃত্যুও সত্য, আর মৃত্যুর ন্যায় হাশরের ময়দানের পুণরুত্থানও সত্য। এ ব্যাপারে সন্দেহের বিন্দুমাত্র অবকাশ নেই। আল্লাহপাকের অনন্ত অসীম কুদরতে কামেলার প্রতি প্রকৃত এবং পরিপূর্ণ বিশ্বাস স্থাপন করলে কেয়ামতের দিনের মহাবিচারের ঘটনার প্রতি বিশ্বাস করা আদৌ কঠিন নয়।

এতদ্ব্যতীত এ সূরায় বেহেশতের সৌন্দর্য এবং প্রাচুর্যের বিস্তারিত বিবরণ স্থান পেয়েছে তা যেমন বিস্ময়কর তেমনই মনোমুগ্ধকর।

এ সূরার ফজিলত : হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা.) থেকে বর্ণিত, হুজুর ﷺ ইরশাদ করেছেন, তোমরা সূরা ওয়াকি'আ পাঠ কর এবং তোমাদের সন্তান সন্ততিকেও তা শেখাও, এটি হলো "সূরাতুল গেনা"।

হযরত আনাস (রা.) থেকে এ মর্মের হাদীস বর্ণিত আছে। –[ইবনে আসাকের, দারামী]

সূরা ওয়াকি'আ আমল

১. তাফসীরে হাক্কানীতে আছে–
প্রিয়নবী হযরত রাসূলে কারীম ﷺ ইরশাদ করেছে, এটি প্রাচুর্যের সূরা যে ব্যক্তি প্রতিরাতে এ সূরা পাঠ করবে সে কখনও দারিদ্র্য ও অভাবে পতিত হবে না।

২. যদি কেউ নিজের আর্থিক অবস্থার স্বচ্ছলতা এবং রিজিকের প্রাচুর্য কামনা করে, তবে তাকে এক শুক্রবার থেকে আরেক শুক্রবার পর্যন্ত প্রত্যেক ফরজ নামাজের পর ২৫ বার এ সূরা পাঠ করতে হবে এবং পরবর্তী শুক্রবার রাতে মাগরিবের নামাজের পর ২৫ বার এ সূরা পাঠ করতে হবে এবং এশার নামাজের পর ২১ বার দরূদ শরীফ পাঠ করতে হবে। তারপর প্রতিদিন ফজরের নামাজের পর এবং মাগরিবের নামাজের পর ১ বার এ সূরা পাঠ করতে হবে। এ আমলের বরকতে এর পাঠক শীঘ্রই প্রচুর ধন-সম্পদের অধিকারী হবে।

৩. এ সূরা লিখে তাবিজ করে সঙ্গে রাখলে সকল প্রকার বালা মসিবত থেকে রক্ষা পাওয়া যাবে এবং প্রচুর রিজিকপ্রাপ্ত হওয়া যায়।

৪. হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) বর্ণনা করেছেন, আসন্ন সন্তান প্রসবা নারীর সঙ্গে এ সূরা বেঁধে দিলে অতি সহজে সন্তান ভূমিষ্ঠ হয়।
হাফেজ ইবনে আসাকির হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে মাসঊদ (রা.)-এর আলোচনায় আমর ইবনে রবীর সূত্রে বর্ণনা করেছেন, হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে মাসঊদ (রা.) যখন অসুস্থ হলেন, [আর এ রোগেই তাঁর মৃত্যু হয়], তখন হযরত ওসমান (রা.) তাঁর নিকট আগমন করেন এবং জিজ্ঞাসা করেন, আপনার কী কষ্ট? তিনি বললেন, আমার গুনাহ (অর্থাৎ গুনাহের চিন্তাই কষ্টের কারণ)। হযরত ওসমান (রা.) পুনরায় জিজ্ঞাসা করলেন, কোনো কিছুর আকাঙ্ক্ষা আছে কি? তিনি জবাব দিলেন, শুধু আমার প্রতিপালকের রহমতের। হযরত ওসমান (রা.) প্রশ্ন কররেন, আপনার জন্যে কোনো চিকিৎসকের ব্যবস্থা করব কি? তিনি জবাব দিলেন, চিকিৎসক নিজেই তো আমাকে অসুস্থ করেছেন। অর্থাৎ যাঁর হাতে রয়েছে স্বাস্থ্য-সুখ, যাঁর হুকুমে হয় জীবন ও মৃত্যু, তাঁরই হুকুমে আমি অসুস্থ হয়েছি। হযরত ওসমান (রা.) পুনরায় প্রশ্ন করলেন, আপনার জন্যে কিছু অর্থ-সম্পদের ব্যবস্থা করব? তিনি জবাব দিলেন, এর আমার কোনো প্রয়োজন নেই। হযরত ওসমান (রা.) বললেন, আপনার পরে অর্থ-সম্পদ আপনার কন্যাগণের কাজে লাগবে। তখন হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা.) বললেন, আপনি কি আমার কন্যাদের অভাবগ্রস্ত হওয়ার আশঙ্কা করেন, অথচ আমি তাদেরকে নির্দেশ দিয়ে রেখেছি, তারা যেন প্রত্যেক রাতে সূরা ওয়াকি'আ তেলাওয়াত করে। আমি হযরত রাসূলে কারীম ﷺ-এর নিকট শ্রবণ করেছি, যে ব্যক্তি প্রত্যেক রাতে সূরা ওয়াকি'আ তেলাওয়াত করে, সে কখনো অভাবগ্রস্ত হবে না।

যদি কোনো ব্যক্তি একই মজলিসে একচল্লিশবার সূরা ওয়াকি'আ পাঠ করে, তবে তার আর্থিক প্রয়োজন মিটে যাবে।

https://e-ilm.weebly.com/

স্বপ্নের তা'বীর : যে ব্যক্তি স্বপ্নে দেখবে যে, সে সূরা ওয়াকি'আ পাঠ করছে, তবে তার রিজিক বৃদ্ধি করা হবে এবং আসমানি জমিনি বালা-মসিবত থেকে তাকে হেফাজত করা হবে।

শানে নুযূল : ইবনে মারদূভিয়া (র.) হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) এর উদ্ধৃতি দিয়ে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেন, আলোচ্য আয়াত ফেরাউন বংশীয় ঈমানদার হযরত হিযকীল (আ.), হাবীব নাজ্জার, এবং এ উম্মতের হযরত আলী বিন আবী তালিব (রা.) -এ ধরনের আরও অন্যান্য সকলই তাঁরা পরবর্তীদের অপেক্ষা অধিক উত্তম, পরবর্তীদের উপর তাঁদের শ্রেষ্ঠত্ব বর্ণনা করার জন্যে আল্লাহ তা'আলা আলোচ্য আয়াত নাজিল করেন।–(রূহুল মা'আনী : ১৩২/২৭/২৪, ফতহুল কাদীর : ১৫১/৫)

وَأَصْحَابُ الْيَمِيْنِ مَا أَصْحَابُ الْيَمِيْنِ ـ فِيْ سِدْرٍ مَّخْضُوْدٍ . ٢٧ – ٢٨

শানে নুযূল : আবুল আলিয়া ও যাহহাক বলেন, একদা মুসলমানেরা তায়েফের কোনো এক সবুজে ঘেরা একটি জনপদে একটি বরই গাছ দেখে তারা অত্যন্ত মুগ্ধ হয়ে আক্ষেপ করে বলতে লাগল, হায় আফসোস আমাদের যদি এমন এমন বরই গাছ হতো! তাদের এহেন আক্ষেপ করার পরিপ্রেক্ষিতে আল্লাহ তা'আলা বরই গাছের সু-সংবাদ স্বরূপ আলোচ্য আয়াত নাজিল করেন। (কুরতুবী : ১৭৮/১৭, রূহুল মা'আনী : ১৪০/২৭/১৪)

ثُلَّةٌ مِّنَ الْاَوَّلِيْنَ وَثُلَّةٌ مِّنَ الْاٰخِرِيْنَ – (٢٩ – ٣٠)

শানে নুযূল : আহমদ, ইবনুল মুনযির ও ইবনে আবী হাতেম (র.) প্রমুখ হযরত আবূ হুরায়রা (রা.)-এর উদ্ধৃতি দিয়ে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেন, ثُلَّةٌ مِّنَ الْاَوَّلِيْنَ وَقَلِيْلٌ مِّنَ الْاٰخِرِيْنَ দু'টি আয়াত যখন নাজিল হয়,তখন তা সাহাবায়ে কেরামের নিকট অত্যন্ত কষ্টদায়ক হয়ে পড়ল। (কারণ উম্মতে মুহাম্মদী তুলনামূলক ভাবে কম হচ্ছে) তখন আল্লাহ তা'আলা আলোচ্য আয়াত নাজিল করেন। এ পরিপ্রেক্ষিতে রাসূল ﷺ বললেন, আমি আশা করেছিলাম যে, তোমরা (উম্মতে মুহাম্মদী) হবে জান্নাতবাসীর এক চতুর্থাংশ, এক তৃতীয়াংশ বরং তোমরা হবে জান্নাতবাসীদের অর্ধেক এবং দ্বিতীয় অর্ধেকেও তোমাদের ভাগ বা অংশ থাকবে। (ফতহুল কাদীর : ১৫১/৫, রূহুল মা'আনী : ১৩৪/২৭/১৪)

হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা.), ইবনে মারদূভিয়া এবং আব্দুল্লাহ ইবনে জোবায়ের (রা.) এ মতই পোষণ করতেন।

فَلَآ اُقْسِمُ بِمَوَاقِعِ النُّجُوْمِ .... الْاٰيَةَ – (٨٥ – ٨٢)

অর্থ : অতএব আমি তারকারাজির অস্তাচলের শপথ করে বলছি এবং একে মিথ্যা বলাকেই তোমরা তোমাদের ভূমিকায় পরিণত করবে? (আয়াত : ৭৫-৮২)

শানে নুযুল : নবী করীম ﷺ -এর সময়ে একদা বৃষ্টি হলে রাসূল ﷺ ইরশাদ করলেন, কিছু লোক আল্লাহপাকের নিয়ামতের শুকরিয়া আদায় করে থাকে আর কিছু লোক তার নিয়ামতের শুকরিয়া না করে থাকে। তখন কিছু লোক বলে বৃষ্টি হলো আল্লাহপাকের একটি বিশেষ রহমত। তিনি তার রহমতকে যার উপর ইচ্ছা বর্ষণ করে থাকেন। কিন্তু কিছু লোক বলে, এখন বৃষ্টি হওয়ার দ্বারা অমুক তারকার সত্যতা সম্পর্কে প্রমাণিত হয়ে গেল। সে প্রেক্ষিতেই অত্র আয়াতে কারীমা অবতীর্ণ হয়। -(কানুযুন নুকূল : ৯৭)

পূর্ববর্তী সূরার সাথে সম্পর্ক : সূরা রহমানের শুরুতে আল্লাহপাকের কুদরত হেকমত এবং শ্রেষ্ঠত্বের বর্ণনা রয়েছে, এরপর এ ক্ষণস্থায়ী জগতের উল্লেখ করে কিয়ামত কায়েম হওয়ার মাধ্যমে এ জগতের ধ্বংসের ঘোষণা রয়েছে। আর এ সূরার প্রারম্ভেই কেয়ামত কায়েম হওয়ার কথা ঘোষণা করা হয়েছে।

সূরা রহমানে আল্লাহপাকের নিয়ামতসমূহের উল্লেখ করে তাঁর প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশের আহ্বান জানানো হয়েছে। আর এ সূরায় কেয়ামতের ভয়াবহ অবস্থার বিবরণ দিয়ে সতর্কতা অবলম্বনের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। সূরা রহমানে আল্লাহপাকের অনন্ত অসীম রহমত এবং দানের কথা স্মরণ করিয়ে দেওয়া হয়েছে। আর এ সূরায় কেয়ামতের ভয়াবহতার উল্লেখ করে সে কঠিন দিনের জন্যে আখেরাতের সম্বল সংগ্রহের তাগিদ করা হয়েছে। এ সূরায় এ কথাও ঘোষণা করা হয়েছে যে, কেয়ামত এমনি এক মহা সত্য, যাকে অস্বীকার করা যায় না, যাকে মিথ্যাজ্ঞান করা যায় না, যাকে প্রতিরোধ করা যায় না। আর এ কথাও ঘোষণা হয়েছে যে, কেয়ামতের দিন একদল লোক সম্মানিত হবে, আরেকদল লোক অপমানিত হবে। যারা আল্লাহপাকের প্রতি ঈমান আনবে এবং তাঁর বিধান মোতাবেক জীবন যাপন করবে, তারা পরকালীন চিরস্থায়ী জীবনে চিরশান্তি লাভ করবে। পক্ষান্তরে, যারা আল্লাহপাকের প্রতি ঈমান আনে না এবং তাঁর বিধান অমান্য করে, তাদের শাস্তি হবে অত্যন্ত কঠিন কঠোর, ইরশাদ হয়েছে–

https://e-ilm.weebly.com/

إِذَا وَقَعَتِ الْوَاقِعَةُ (١) لَيْسَ لِوَقْعَتِهَا كَاذِبَةٌ (٢) خَافِضَةٌ رَّافِعَةٌ (٣)

যখন কেয়ামত ঘটবে, যার সংঘটনে এতটুকু মিথ্যা নেই, যা কিছু লোককে করবে অবনত আর কিছু লোককে করবে সমুন্নত।

সূরা আর রাহমানের সর্বশেষ আয়াতে ইরশাদ হয়েছে– تَبٰرَكَ اسْمُ رَبِّكَ ذِى الْجَلٰلِ وَالْاِكْرَامِ

[কত বরকতময় আপনার প্রতিপালকের, নাম, যিনি মহান এবং মহিমাময়]

আর এ সূরার শুরুতেই ঘোষণা করা হয়েছে, কখন প্রকাশিত হবে আল্লাহপাকের শ্রেষ্ঠত্ব এবং মহিমা। আল্লাহপাক ইরশাদ করেছেন– إِذَا وَقَعَتِ الْوَاقِعَةُ [কেয়ামত অবশ্যই ঘটবে]

যখন কেয়ামত ঘটবে, যা অবশ্যই ঘটবে, তখন আল্লাহপাকের মহিমা এবং শ্রেষ্ঠত্ব প্রকাশ পাবে। অথবা বলা যায়, সূরা আর-রহমানে আল্লাহপাক জান্নাতের অনন্ত অসীম নিয়ামতের উল্লেখ করেছেন। যারা হয় ঈমানদার ও নেককার, যারা সত্য-সাধনায় থাকে মশগুল, তাদের মনের গহীনে এ প্রশ্ন উত্থিত হয় যে, সূরা আর-রহমানে বর্ণিত এ নিয়ামতসমূহ কখন পাওয়া যাবে? তারই জবাবে ইরশাদ হয়েছে–

إِذَا وَقَعَتِ الْوَاقِعَةُ [যখন কেয়ামত ঘটবে]

যেহেতু কেয়ামত অবশ্যই ঘটবে, তাই তাকে "ওয়াকি'আ" বলা হয়েছে। لَيْسَ لِوَقْعَتِهَا كَاذِبَةٌ "যার সংঘটনে এতটুকু মিথ্যা নেই" অর্থাৎ কেয়ামত সম্পর্কীয় এ ঘোষণা সত্য নয়, এ কথা কেউ বলতে পারবে না।

অথবা কেয়ামত কায়েম হওয়ার কারণে আর কেউ মিথ্যাবাদী থাকে না।

অথবা যে ব্যক্তি কেয়ামতের ব্যাপারে খবর দেবে, সে সঠিক খবরই দেবে।

অথবা কেয়ামত সংঘটিত হওয়ার ভয়াবহ অবস্থাকে সহ্য করার সাহস কারোই হবে না।

অথবা কেয়ামত হওয়ার কথা মহা সত্য, এর সত্যে মিথ্যার লেশমাত্রও নেই। তাফসীরকার জুযাজ (র.) বলেছেন, এর অর্থ হলো কেয়ামতের ঘটনা হবে অপ্রতিরোধ্য, আর এ ব্যাখ্যাই করেছেন হযরত হাসান বসরী (র.) এবং কাতাদা (র.)।

خَافِضَةٌ رَّافِعَةٌ [যা কিছু লোককে করবে অবনত, আর কিছু লোককে করবে সমুন্নত]।

যারা দুনিয়ার মায়ায় মোহে মুগ্ধ থাকে, সর্বদা অর্থ-সম্পদের লোভে-লাভের সংগ্রহে মত্ত থাকে, এ জীবনকেই সব কিছু মনে করে এবং আখেরাতকে বিশ্বাস করে না, আল্লাহপাক ও তাঁর রাসূলের বিধি-নিষেধকে অমান্য করে, কেয়ামতের দিন তারা হবে অবনত, অপমানিত, লাঞ্ছিত, কোপগ্রস্ত এবং দোজখে নিক্ষিপ্ত। আল্লাহর দুশমনদেরকে অপমানিত করে দোজখে নিক্ষেপ করা হবে।

পক্ষান্তরে, যারা দুনিয়ার জীবনে ঈমানদার ও নেককার হবে, আল্লাহপাকের প্রতি পরিপূর্ণ আনুগত্য প্রকাশ করবে, তাঁর প্রিয়নবী ﷺ-এর পরিপূর্ণ অনুসরণ করবে এবং জীবনকে জীবনের মালিক আল্লাহপাকের সন্তুষ্টি লাভের সাধনায় অতিবাহিত করবে, কেয়ামতের দিন তাদের মর্যাদা উন্নীত হবে, জান্নাতে উচ্চাসনে তারা আসীন হবে।

নিরীহ নিরহংকার মুত্তাকী, পরহেজগার মুমিনগণ সেদিন লাভ করবে উচ্চাসন।

দুনিয়াতে যারা বিনয়ী ছিল, বিনীত হয়ে জীবন যাপন করেছে, তারাই সেদিন পাবে উচ্চ মর্তবা।

إِذَا رُجَّتِ الْأَرْضُ رَجًّا وَّبُسَّتِ الْجِبَالُ بَسًّا (٥) فَكَانَتْ هَبَاءً مُّنْبَثًّا (٦)

অর্থাৎ যখন পৃথিবী দারুণভাবে প্রকম্পিত হবে এবং পাহাড়-পর্বত ভেঙ্গে চূর্ণ বিচূর্ণ হয়ে যাবে এবং তা একেবারে বাতাসে উৎক্ষিপ্ত ধূলিকনার ন্যায় হয়ে যাবে, পাহাড় পর্বত সেদিন ধূলিস্মাত হয়ে যাবে, আকাশচুম্বি ইমারতগুলো নিশ্চিহ্ন হয়ে যাবে, সারা পৃথিবী দারুণ কম্পনে প্রকম্পিত হবে।

وَكُنْتُمْ أَزْوَاجًا ثَلٰثَةً [এবং তোমরা সকলের বিভক্ত হয়ে পড়বে তিন শ্রেণিতে]।

মানব জাতি তিনভাগে বিভক্ত হবে: : ঈমান ও আমলের নিরীখে দুনিয়ার মানুষ তখন তিনভাগে বিভক্ত হবে। একদল আল্লাহপাকের আরশের ডান দিকে থাকবে। সৃষ্টির প্রথম দিন যারা হযরত আদম (আ.)-এর ডান পাঁজর থেকে বের হয়েছিল, যাদের ডান হাতে আমলনামা দেওয়া হবে, তারা হবে জান্নাতবাসী, তাই ইরশাদ হয়েছে–

فَأَصْحٰبُ الْمَيْمَنَةِ مَا أَصْحٰبُ الْمَيْمَنَةِ (٨)

ডান দিকের দল, কত ভাগ্যবান ডান দিকের লোকেরা! কেননা তারা চিরশান্তির কেন্দ্র জান্নাতের অধিবাসী হবে। وَأَصْحٰبُ الْمَشْئَمَةِ مَا أَصْحٰبُ الْمَشْئَمَةِ (٩) [এবং বাম দিকের দল, কত ভাগ্যাহত বাম দিকের লোকেরা]।

কিয়ামতের দিন সমগ্র মানব জাতিকে তিনভাগে বিভক্ত করা হবে, প্রথম ভাগ যারা আরশের ডান দিকে থাকবে, তাদের আলোচনা ইতঃপূর্বে হয়েছে।

https://e-ilm.weebly.com/

আর আলোচ্য আয়াতে তাদের কথা ইরশাদ হয়েছে, যারা আরশের বাঁদিকে থাকবে, যাদের বাম হাতে আমলনামা দেওয়া হবে, তারা কত ভাগ্যাহত, কেননা তারা দুনিয়ার এ ক্ষণস্থায়ী জীবনে স্রষ্টা ও পালনকর্তা আল্লাহপাকের প্রতি বিশ্বাস করেনি, জীবনের মালিক আল্লাহপাকের বিধানকে অমান্য করেছে, তাদের অপকর্মের অবশ্যম্ভাবী পরিণতি স্বরূপ তাদেরকে দোজখে নিক্ষেপ করা হবে [আল্লাহপাক আমাদেরকে রক্ষা করুন]।

وَالسّٰبِقُوْنَ السّٰبِقُوْنَ (١٠) اُولٰٓئِكَ الْمُقَرَّبُوْنَ (١١) فِیْ جَنّٰتِ النَّعِیْمِ (١٢)

'আর যারা অগ্রবর্তী, তো অগ্রবর্তীই। তারাই বিশেষভাবে নৈকট্য-ধন্য, তারা নিয়ামতের উদ্যানসমূহে থাকবে'।

অগ্রবর্তী কারা? : আর তৃতীয় দল হলো, তারা যারা অগ্রবর্তী, তারা তো অগ্রবর্তীই। তারা বিশেষভাবে আল্লাহপাকের নৈকট্য-ধন্য হবে এবং তারা নিয়ামতের উদ্যানসমূহে অবস্থান করবে। তারাই জান্নাতবাসীদের নেতৃত্ব পাবেন। তাঁদের মধ্যে সর্বপ্রথম হযরত রাসূলে কারীম ﷺ এবং অন্যান্য আম্বিয়ায়ে কেরামের অনুসরারীগণ এবং আরো রয়েছেন সিদ্দীকগণ, শহীদগণ।

রবী এবং হাসান (র.) বলেছেন, اَصْحٰبُ الْمَيْمَنَةِ হলেন সে সব লোক, যাদের জীবন আল্লাহপাকের বন্দেগিতে অতিবাহিত হয়েছে। আর اَصْحٰبُ الْمَشْئَمَةِ হলো সে সব লোক, যারা দুনিয়াতে আল্লাহপাকের অবাধ্য হয়ে জীবন যাপন করেছে, তাদের বাম হাতে আমলনামা দেওয়া হবে। আর যারা 'সাবেকূন' বা অগ্রবর্তী তারা ইসলাম গ্রহণে, আল্লাহপাকের প্রতি আনুগত্য প্রকাশে এবং তাঁর নৈকট্য অর্জনে অগ্রবর্তী। তাঁদের মধ্যে সর্ব প্রথম রয়েছেন হযরত রাসূলে কারীম ﷺ এবং সমস্ত আম্বিয়ায়ে কেরামের অনুসারীগণ, যাঁরা সরাসরি তাঁদের সান্নিধ্য লাভে ধন্য হয়েছেন।

হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা.) বলেছেন, ইসলামের সূচনাকালে যখন মক্কা মোয়াজ্জমায় মুসলমানগণ অত্যন্ত নিপীড়িত ও উৎপীড়িত অবস্থায় ছিলেন, তখন যারা সত্য ও ন্যায়ের জন্যে আল্লাহপাকের সন্তুষ্টি লাভের উদ্দেশ্য হিজরত করেছেন, অর্থ-সম্পদ, আত্মীয়-স্বজন, আপনজন এমনকি ভিটা-মাটি ফেলে মক্কাশরীফ থেকে হিজরত করেছেন, তাঁরাই আখেরাতে "সাবেকূন" এর তথা অগ্রবর্তী লোকদের মর্তবা লাভ করবেন।

হযরত ইকরামা (র.) বলেছেন, সাবিকূন আউয়্যালুন তারা, যারা মুহাজির এবং আনসার, যারা উভয় কেবলার দিকে ফিরে নামাজ আদায় করেছেন।

রবী ইবনে আনাস (র.) বলেছেন, যাঁরা হযরত রাসূলে কারীম ﷺ-এর প্রতি ঈমান আনয়নে অগ্রবর্তী ছিলেন, তারাই সবার আগে জান্নাতে প্রবেশ করবেন।

এ পর্যায়ে হযরত আলী (রা.) বলেছেন, পাঁচ ওয়াক্ত নামাজের দিকে যারা অগ্রগামী হয়, সাবেকূন দ্বারা তাদেরকে উদ্দেশ্য করা হয়েছে।

আল্লামা সানাউল্লাহ পানিপতী (র.) লিখেছেন, এসব কথা একত্রিত করলে যা প্রমাণিত হয় তা হলো, সাহাবায়ে কেরামই হলেন সাবেকূনাল আউয়্যালুন। হযরত আলী (র.) বলেছেন, তোমাদের সকলের পূর্বে আমি ইসলামের দিকে অগ্রসর হয়েছি, যখন আমি কিশোর ছিলাম, যৌবনে পদার্পণও করিনি।

হযরত মুজাদ্দিদে আলফেসানী (র.) বলেছেন, সমস্ত সাহাবায়ে কেরাম নবুয়তের গুণাবলির মহাসমুদ্রে নিমজ্জমান ছিলেন। তাবেয়ীনদের মধ্যে অনেকে এবং তাবে তাবেয়ীনদের মধ্যে কিছু লোক এ মর্যাদা লাভ করেছেন, এরপর এক হাজার বছর যাবত নবুয়তের নূর কমতে থাকে, বেলায়েতের গুণাবলি প্রকাশিত হতে থাকে, বেলায়েতের নূর আউলিয়ায়ে কেরামের কারামতের মাধ্যমে প্রকাশিত হতে থাকে, এর এক হাজার বছর পর কোনো কোনো লোককে আল্লাহপাক নবুয়তের গুণাবলির অংশ বিশেষ দান করেছেন, তাঁরা নবীর সঠিক অনুসারী হয়েছেন, এজন্যে হযরত রাসূলে কারীম ﷺ ইরশাদ করেছেন আমার উম্মতের দৃষ্টান্ত বৃষ্টির ন্যায়, এ কথা জানা যায়না যে বৃষ্টির প্রথমাংশ অধিকতর উপকারী, না শেষ অংশ। তিরমিযী শরীফে হযরত আনাস (রা.) থেকে এই হাদীস বর্ণিত হয়েছে। আবুদদারদা (রা.) বর্ণনা করেন, প্রিয়নবী ﷺ ইরশাদ করেছেন, আমার উম্মতের উত্তম অংশ হলো এর প্রথম ও শেষ অংশ।

বস্তুতঃ সাবেকূন তারাই, যারা জান্নাতে সবার আগে প্রবেশ করবে, আর তাদের সম্পর্কে ইরশাদ হয়েছেন–

اُولٰٓئِكَ الْمُقَرَّبُوْنَ ـ فِیْ جَنّٰتِ النَّعِیْمِ ـ

তারাই হবে আল্লাহর পাকের নৈকট্য-ধন্য। তারা নিয়ামতের উদ্যানসমূহে থাকবে।

ثُلَّةٌ مِّنَ الْاَوَّلِیْنَ (١٣) وَقَلِیْلٌ مِّنَ الْاٰخِرِیْنَ (١٤)

তাদের বহু সংখ্যক লোক পূর্ববর্তীদের মধ্যে থেকে হবে, আর অল্প সংখ্যক লোক হবে পরবর্তীদের মধ্য থেকে তাফসীরকারগণ বলেছেন, এর অর্থ হলো আলোচ্য আয়াতে এ সুসংবাদ রয়েছে, সাহাবায়ে কেরাম, তাবেয়ীন এবং তাবে

https://e-ilm.weebly.com/

তাবেয়ীনদের উদ্দেশ্যে, কেননা হযরত রাসূলে কারীম ﷺ ইরশাদ করেছেন, আমার উম্মতের সর্বোত্তম যুগ হলো আমার যুগ, এতে যারা হযরত রাসূলে কারীম ﷺ -এর যুগ পেয়েছেন, অর্থাৎ সাহাবায়ে কেরাম তাঁরা অন্তর্ভুক্ত রয়েছেন। এরপর সে সব লোক, যারা আমার যুগের নিকবর্তী অর্থাৎ তাবেয়ীন, এরপর সে সব লোক, যারা তাদের যুগের নিকটবর্তী অর্থাৎ তাবে' তাবেয়ীন। এরপর এমন লোক আসবে, যারা সাক্ষ্য প্রদানের প্রয়োজন না থাকলেও সাক্ষ্য দেবে, খেয়ানত করবে, আমানতদার হবে না, মানত মানবে, কিন্তু মানত পূর্ণ করবে না।

এ হাদীস হযরত আবূ হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত হয়েছে এবং মুসলিম শরীফে সংকলিত হয়েছে।

বোখারী শরীফ ও মুসলিম শরীফে সংকলিত, হযরত আবূ সাঈদ খুদরী (রা.) থেকে বর্ণিত। হযরত রাসূলে কারীম ﷺ ইরশাদ করেছেন, আমার সাহাবীদেরকে মন্দ বলো না, যদি তোমাদের কেউ ওহুদ পাহাড়ের সমান স্বর্ণ আল্লাহর রাহে দান করে তবে আমার কোনো সাহাবীর এক সের বা আধা সের খেজুরে সমান হবে না। অধিকাংশ তাফসীরকারগণ এ ব্যাপারে একমত।

ثُلَّةٌ مِّنَ الْأَوَّلِينَ [তাদের বহু সংখ্যক পূর্ববর্তীদের মধ্য থেকে হবে] এর দ্বারা হযরত আদম (আ.) থেকে নিয়ে হুজুর ﷺ পর্যন্ত যত উম্মত এসেছে, সকলকে উদ্দেশ্য করা হয়েছে।

وَقَلِيلٌ مِّنَ الْآخِرِينَ [আর অল্প সংখ্যক হবে পরবর্তীদের মধ্য থেকে] এর দ্বারা উম্মতে মোহাম্মদীয়াকে উদ্দেশ্য করা হয়েছে ইমাম আহমদ এবং তাবারানী বর্ণনা করেছেন যে, হযরত জাবের (রা.) বলেছেন, আমি স্বয়ং হযরত রাসূলে কারীম ﷺ থেকে শ্রবণ করেছি, তিনি ইরশাদ করেছেন, আমি আশা করি যে জান্নাতবাসিদের মধ্যে আমার অনুসারী এক চতুর্থাংশ হবে। এ কথা শ্রবণ করে আমরা উচ্চৈঃস্বরে "আল্লাহু আকবার" বলি। এরপর হুজুর ﷺ ইরশাদ করেছেন, আমি আশা করি, সমস্ত জান্নাতবাসীদের মধ্য থেকে আমার উম্মত এক তৃতীয়াংশ হবে। আমরা পুনরায় তাকবীর বলি।

এরপর হযরত রাসূলে কারীম ﷺ ইরশাদ করেন, আমি আশা করি, সকল জান্নাতবাসীদের অর্ধেক হবে আমার উম্মত।

ইমাম বোখারী (র.) হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা.) বর্ণিত হাদীস সংকলন করেছেন, হুজুর ﷺ ইরশাদ করেন, তোমরা কি পছন্দ করবে যে জান্নাতবাসীদের এক চতুর্থাংশ তোমরা হও? আমরা বললাম জি-হ্যাঁ। এরপর তিনি ইরশাদ করলেন, শপথ সেই আল্লাহপাকের, যাঁর হাতে রয়েছে আমার প্রাণ, সমস্ত জান্নাতবাসীদের মধ্যে তোমরা হবে অর্ধেক।

ইমাম তিরমিযী, হাকেম ও বায়হাকী হযরত বোরায়দা (রা.) বর্ণিত হাদীস সংকলন করেছেন। প্রিয়নবী ﷺ ইরশাদ করেন, জান্নাতবাসীদের একশত বিশটি কাতার হবে, তন্মধ্যে আশিটি হবে তোমাদের, আর অবশিষ্ট চল্লিশ কাতার হবে অন্য উম্মতদের।

তাবারানী হযরত আবূ মূসা আশআরী (রা.), হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা.) এবং হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা.) থেকে এ বর্ণনার উদ্ধৃতি দিয়েছেন।

عَلَىٰ سُرُرٍ مَّوْضُونَةٍ ۔ مُّتَّكِئِينَ عَلَيْهَا مُتَقَابِلِينَ

'তারা স্বর্ণখচিত আসনসমূহের উপর থাকবে, তারা হেলান দিয়ে বসবে একে অন্যের মুখোমুখি হয়ে। অর্থাৎ যারা অগ্রবর্তী দলের অন্তর্ভুক্ত হবেন, তারা জান্নাতের মধ্যে স্বর্ণখচিত আসনে একে অন্যের মুখোমুখি হয়ে বসবেন।

مُتَقَابِلِينَ শব্দটির ব্যাখ্যায় মুজাহিদ (র.) বলেছেন, একে অন্যের সামনা সামনি মুখ করে তারা বসবেন, কাউকে পেছন দিয়ে তারা বসবেন না।

আল্লামা বগভী (র.) مُتَقَابِلِينَ শব্দটির এ অর্থই বর্ণনা করেছেন।

আল্লাহপাক এ শব্দটি দ্বারা জান্নাতবাসীগণের আন্তরিকতাপূর্ণ সম্পর্ক, বন্ধুত্ব এবং পারস্পরিক প্রীতি ভালোবাসার একটি নমুনা পেশ করেছেন। يَطُوفُ عَلَيْهِمْ وِلْدَانٌ .... الخ আলোচ্য আয়াতসমূহে বেহেশতবাসীগণের জন্যে সুরক্ষিত কিছু নিয়ামতের উল্লেখ রয়েছে।

يَطُوفُ عَلَيْهِمْ وِلْدَانٌ مُّخَلَّدُونَ (١٧) তাদের কাছে চির কিশোর বালকরা তাদের খেদমতের জন্যে ঘুরে বেড়াবে।

জান্নাতবাসীদের খাদেম : আলোচ্য আয়াতের مُّخَلَّدُونَ শব্দটির ব্যাখ্যা হলো, বেহেশতবাসীদের খাদেমের এই অবস্থা হবে যে, কখনও তারা বৃদ্ধ হবে না, সর্বদা তারা কিশোর থাকবে, আর তাদের মধ্যে কোনো পরিবর্তনও আসবে না। ইবনে কায়সান বলেছেন, তারা সর্বদা কিশোর থাকবে, তাদের অবস্থার পরিবর্তন হবে না।

সাঈদ ইবনে যুবায়ের (র.) مُّخَلَّدُونَ হলো সে সব কিশোর, যাদের কানে বালি পরানো হবে।

হাসান বসরী (র.) বলেছেন, এই কিশোর খাদেমগণ মানুষেরই সন্তান হবে, শৈশব ও কৈশোরে তাদের মৃত্যু হয়েছে, তারা কোনো ছওয়াবের কাজ করেনি যে জান্নাত পাবে, আর কোনো গুণাহও করেনি যে আজাব হবে, বরং তাদেরকে জান্নাতবাসীদের খাদেম বানিয়ে দেওয়া হবে।

https://e-ilm.weebly.com/

ইবনে মোবারক (র.) হান্নাদ (র.) ও বায়হাকী (র.) হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে ওমর (রা.)-এর কথার উদ্ধৃতি দিয়েছেন, তিনি বলেছেন, সবচেয়ে কম মর্তবার জান্নাতীর একটি কাজের জন্যে এক হাজার খাদেম দৌড়ে আসবে।

ইবনে আবিদ্দুনিয়া হযরত আনাস (রা.)-এর হাদীসের উদ্ধৃতি দিয়েছেন, সকল বেহেশতীদের মধ্যে সবচেয়ে কম মর্তবার বেহেশতীর খেদমতের জন্যে দশ হাজার খাদেম থাকবে।

হযরত আবূ হুরায়রা (রা.) বলেছেন, জান্নাতীদের মধ্যে যার মর্তবা সবচেয়ে কম, তার নিকট সকল-সন্ধ্যা পাঁচ হাজার খাদেম আসা যাওয়া করবে। আর প্রত্যেক খাদেমের নিকট রকমারি খাদ্য-দ্রব্য ও ফল ফলাদি থাকবে।

بِأَكْوَابٍ وَأَبَارِيقَ وَكَأْسٍ مِّن مَّعِينٍ (١٨) لَّا يُصَدَّعُونَ عَنْهَا وَلَا يُنزِفُونَ (١٩)

চির কিশোর খাদেমগণ পান-পাত্র ও প্রস্রবণ মিশ্রিত সূরা পূর্ণ পেয়ালা নিয়ে হাজির হবে, সেই সূরা পানে তাদের মাথা ব্যথা হবে না এবং নেশাও হবে না।

দুনিয়ার সূরা পানে মাথা ব্যয় হয়, নেশাগ্রস্ত হওয়ার কারণে মানুষ মাতাল হয়ে যায়, কিন্তু জান্নাতে যে সূরার ব্যবস্থা রয়েছে, তাতে মাথা ব্যথাও হবে না এবং কোনো প্রকার উম্মাদনাও আসবে না।

وَفَاكِهَةٍ مِّمَّا يَتَخَيَّرُونَ (٢٠) وَلَحْمِ طَيْرٍ مِّمَّا يَشْتَهُونَ (٢١)

এবং ফলের মধ্যে যা তারা পছন্দ করে এবং তাদের মনের মতো গোশত নিয়ে বেহেশেতের চির কিশোরগণ হাজির হবে। অর্থাৎ নানা প্রকার ফলমূল সর্বদা তাদের নিকট হাজির করা হবে, এমনিভাবে পরিচারকরা পাখির গোশত পেশ করবে।

জান্নাতের খাবার : আল্লামা বগভী (র.) লিখেছেন, হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা.) বলেছেন, যখনই কোনো জান্নাতী ব্যক্তি কোনো প্রকার পাখির কথা মনে করবে, তখন সঙ্গে সঙ্গে ঐ পাখিটি তার সম্মুখে উপস্থিত হবে।

ইবনে আবিদ্দুনিয়া ও বায়হাকী হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা.)-এর সূত্রে বর্ণনা করেছেন, হযরত রাসূলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন, জান্নাতের মধ্যে তোমরা যে পাখিকে দেখে তা খাওয়ার আকাঙ্ক্ষা করবে, সঙ্গে সঙ্গে তা ভুনা হয়ে তোমাদের সম্মুখে হাজির হবে।

ইবনে আবিদ্দুনিয়া হযরত আবূ উমামা (রা.)-এর বর্ণনার উদ্ধৃতি দিয়েছেন, জান্নাতের মধ্যে কোনো জান্নাতী ব্যক্তি যখন কোনো প্রকার পাখির গোশত খাওয়ার আকাঙ্ক্ষা করবে তখন সঙ্গে সঙ্গে ঐ পাখিটি, যা বখতী নামক উষ্ট্রের ন্যায় হবে, জান্নাতবাসীদের দস্তরখানে এসে পড়বে। অবস্থা এই হবে যে, কোনো প্রকার অগ্নি তাকে স্পর্শ করবে না, এমনকি কোনো প্রকার ধোঁয়াও তার কাছে যাবে না। জান্নাতীগণ সেই পাখির গোশত পেট ভরে, খাবে, এরপর তা উড়ে চলে যাবে।

বায়হাকী হযরত হুযায়ফা (রা.) বর্ণিত হাদীসের উল্লেখ করেছেন, হযরত রাসূলে কারীম ﷺ ইরশাদ করেছেন, জান্নাতের মধ্যে পাখিগুলো বখতী নামক উষ্ট্রের ন্যায় হৃষ্ট-পুষ্ট হবে, তখন হযরত আবূ বকর (রা.) আরজ করলেন, তাহলে তো ঐ পাখিগুলো অত্যন্ত আনন্দে থাকবে হযরত রাসূলে কারীম ﷺ ইরশাদ করেন, হ্যাঁ তাদের চেয়ে অধিকতর আনন্দে থাকবে সেসব লোক, যারা ঐ পাখিগুলোর (গোশত) খাবে। আর হে আবূ বকর! আপনিও ঐ গোশত ভক্ষণকারীদের অন্তর্ভুক্ত হবেন।

আহমদ, তিরমিযী এই হাদীস বর্ণনা করেছেন, প্রিয়নবী ﷺ ইরশাদ করেছেন– জান্নাতে কিছু পাখি বখতী নামক উষ্ট্রীর ন্যায় হবে এবং সেই পাখি জান্নাতীদের নিকট নিজেই চলে আসবে। জান্নাতবাসীগণ স্বীয় ইচ্ছা মাফিক ঐ পাখির গোশত খেয়ে নেবে। এরপর পাখিটি উড়ে যাবে, মনে হবে যে, তার দেহের কোনো অংশ কমেনি।

ইবনে আবিদ্দুনিয়া হযরত আবূ সাঈদ খুদরী (রা.)–এর উদ্ধৃতি দিয়ে বর্ণনা করেছেন, প্রিয়নবী ﷺ ইরশাদ করেছেন, জান্নাতের মধ্যে এমন পাখি থাকবে, যা সত্তর হাজার ডানা বিশিষ্ট হবে, সে নিজেই জান্নাতীদের খাবার পাত্রে এসে পড়বে, এরপর সে তার বাহু নাড়াচাড়া করবে, প্রত্যেক ডানা থেকে একটি রং বের হবে, যা বরফ থেকে সাদা হবে, মাখন থেকে নরম, মধু থেকে মিষ্ট হবে। এরপর সে পাখিটি উড়ে চলে যাবে।

মুগীস ইবনে সামহী বর্ণনা করেন, জান্নাতে "তুবা" নামক একটি বৃক্ষ রয়েছে, জান্নাতে এমন কোনো ইমারত নেই, যার উপর এ বৃক্ষের ছায়া পড়ে না। ঐ বৃক্ষে রকমারি ফল রয়েছে। বখতী নামক উষ্ট্রীর ন্যায় পাখিগুলো ঐ বৃক্ষের উপর অবতরণ করবে। জান্নাতবাসীগণ যখন ঐ পাখিটির আকাঙ্ক্ষা পোষণ করবে, তখন তাকে তারা ডাকবে এবং পাখিটি সঙ্গে সঙ্গে দস্তরখানে এসে পড়বে। জান্নাতবাসীগণ একদিক থেকে তার ভুনা গোশত খাবে, আর অন্যদিক থেকে যেমন ছিল তেমন হয়ে যাবে। এরপর তা উড়ে চলে যাবে।

وَحُورٌ عِينٌ (٢٢) كَأَمْثَالِ اللُّؤْلُؤِ الْمَكْنُونِ (٢٣) جَزَاءً بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ (٢٤)

আর তাদের জন্যে থাকবে ডাগর চোখা গৌরকর্ণের হুরগণ, যেন তারা সুরক্ষিত মুক্তা, এসব তাদের আমলেরই প্রতিদান।

https://e-ilm.weebly.com/

হুরদের বিবরণ :ইমাম বায়হাকী বর্ণনা করেন, উম্মুল মুমিনীন হযরত উম্মে সালমা (রা.) বলেছেন, আমি আরজ করেছি, হে আল্লাহর রাসূল ﷺ আমাকে حُوْرٌ عِيْنٌ-এর অর্থ বলে দিন। তখন প্রিয়নবী ﷺ ইরশাদ করেছেন, গৌরবর্ণ ডাগর আঁখি বিশিষ্ট হুরগণ, বেহেশতবাসীদের চিত্ত বিনোদনের জন্যে থাকবে। হযরত উম্মে সালমা (র.) বলেন, আমি আরজ করেছি, كَاَمْثَالِ اللُّؤْلُؤِ الْمَكْنُوْنِ

প্রিয়নবী ﷺ ইরশাদ করেছেন, যেভাবে ঝিনুকের মধ্যে মণি মুক্তা সযত্নে সুরক্ষিত থাকে, অত্যন্ত পরিচ্ছন্ন থাকে এবং কোনো প্রাণীর স্পর্শ থেকে মুক্ত থাকে; ঠিক তেমনি হুরগণ পরিচ্ছন্নতায় মণি-মুক্তার ন্যায় হবে এবং সমস্ত প্রাণীর স্পর্শ থেকে মুক্ত থাকবে।

আল্লামা বগভী (র.) লিখেছেন, বর্ণিত আছে যে, জান্নাতে একটি নূর চমকাবে, তখন লোকেরা বলবে, কোনো হুর তার স্বামীর সাথে হেসেছে, এটি তার অতি পরিচ্ছন্ন দাঁতের চমক।

لَا يَسْمَعُوْنَ فِيْهَا لَغْوًا وَّلَا تَاْثِيْمًا (٢٥)) اِلَّا قِيْلًا سَلٰمًا سَلٰمًا (٢٤)

তারা সেখানে বাজে কথা বা পাপের কথা শুনবে না, তারা শুনবে শুধুমাত্র শান্তি, শান্তি।

বেহেশতের পরিবেশ : বেহেশতের পরিবেশ হবে অত্যন্ত মনোরম ও শান্ত, যেখানে কোনো চিৎকার হাহাকার গোলমাল নেই, সেখানে কোনো গুনাহ্র কাজ নেই, কোনো গুনাহ্র কথাও নেই, পরস্পরের মধ্যে প্রীতি সম্ভাষণে "সালাম" শব্দটিই ব্যবহৃত হবে।

যেমন পবিত্র কুরআনে অন্য আয়াতে আল্লাহ তা'আলা ঘোষণা করেছেন– لَا يَسْمَعُوْنَ فِيْهَا لَغْوًا وَّلَا كِذّٰبًا

বেহেশতবাসীগণ বেহেশতে বাজে কথা শুনবে না এবং মিথ্যা কথাও শুনবে না। এমনিভাবে সূরা মুমিনূনে ইরশাদ হয়েছে– وَالَّذِيْنَ هُمْ عَنِ اللَّغْوِ مُعْرِضُوْنَ অর্থাৎ[সফলকাম হবে তাদের জীবন] যারা বাজে ও অহেতুক কথা থেকে বিরত তাকে। سَلٰمًا অর্থাৎ জান্নাতে পরস্পরের অভিবাদনে ব্যবহৃত "সালাম" শব্দটি শ্রুত হবে।

যারা বেহেশতে সর্ব প্রথম প্রবেশ করবে

হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে ওমর (রা.) থেকে বর্ণিত, প্রিয়নবী ﷺ ইরশাদ করেছেন, আল্লাহর সৃষ্টির মধ্যে জান্নাতে সর্বপ্রথম সে মুহাজিরগণ প্রবেশ করবে, যারা ইসলামের জন্যে, সত্যের জন্যে হিজরত করেছে, নিঃস্ব-হৃত-সর্বস্ব হয়েছে, যাদের দ্বারা ইসলামি রাষ্ট্রের সীমান্তের হেফাজত হয় এবং মন্দ কাজকে প্রতিরোধ করা হয় এতদসত্ত্বেও তাদের মনে অনেক আশা আকাঙ্ক্ষা নিয়ে তারা পৃথিবী থেকে বিদায় হয়, সে আশা আকাঙ্ক্ষা দুনিয়াতে পূরণ হয়না। আল্লাহপাক তাঁর ফেরেশতাদের মধ্যে যাকে ইচ্ছা তাকে হুকুম দেবেন, এ মুহাজিরদের নিকট যাও তাদেরকে সালাম কর। ফেরেশতাগণ বিনীতভাবে আরজ করবে, হে পরওয়ারদেগার! আমরা আসমানের অধিবাসী এবং তোমার সৃষ্টির মধ্যে উত্তম, এতদসত্ত্বেও তাদের নিকট যাওয়ার এবং তাদেরকে সালাম জানানোর আদেশ দিয়েছ? [অর্থাৎ তারা কত উচ্চ মর্তবার অধিকারী!] আল্লাহপাক ইরশাদ করবেন, তারা আমার বান্দা ছিল, শুধু আমারই ইবাদত করতো, আমার ইবাদতে কাউকে শরিক করতো না, তাদের দ্বারা মুসলমানদের সীমান্তের হেফাজত হতো এবং মন্দ কাজ প্রতিরোধ করা হতো, তাদের প্রয়োজনের কথা তারা অপূর্ণ অবস্থায় মনেই রেখে দিত এবং মৃত্যুবরণ করতো। তখন আল্লাহপাকের হুকুম মোতাবেক ফেরেশতাগণ মুহাজিরদের নিকট যাবে। বেশেতের প্রত্যেকটি দরজা দিয়ে তারা প্রবেশ করবে এবং মুহাজিরদেরকে বলবে,

তোমাদের উপর শান্তি বর্ষিত হোক, কেননা তোমরা ছবর অবলম্বন করেছো, তোমাদের উপর শান্তি বর্ষিত হোক, কেননা তোমরা ছবর অবলম্বন করেছো, তোমাদের চিরস্থায়ী আবাসস্থল কত উত্তম।

وَاَصْحٰبُ الْيَمِيْنِ مَآ اَصْحٰبُ الْيَمِيْنِ (٢٧) فِيْ سِدْرٍ مَّخْضُوْدٍ (٢٨) وَّطَلْحٍ مَّنْضُوْدٍ (٢٩) وَّظِلٍّ مَّمْدُوْدٍ (٣٠) وَّمَآءٍ مَّسْكُوْبٍ (٣١) وَّفَاكِهَةٍ كَثِيْرَةٍ (٣٢) لَّا مَقْطُوْعَةٍ وَّلَا مَمْنُوْعَةٍ (٣٣)

'আর ডান দিকের দল, কত ভাগ্যবান ডান দিকের দল! তারা থাকবে এক উদ্যানে, সেখানে রয়েছে কাঁটাবিহীন কুলবৃক্ষ এবং রয়েছে সারিবদ্ধ কলাগাছ, দীর্ঘায়তন ছায়া, প্রবাহিত ঝর্ণাধারা। অফুরন্ত ফল, যা কখনো শেষ হবে না এবং যা নিষিদ্ধ হবে না এবং তারা থাকবে উঁচু বিছানাসমূহে।

শানে নুযূল : সাঈদ ইবনে মানসূর "সুনানে" এবং বায়হাকী "আল বা' ছে' আতা (র.)-এর সূত্রে বর্ণনা করেছেন যে, মুজাহিদ (র.) বলেছেন, তায়েফবাসীদের দরখাস্ত অনুযায়ী যখন তায়েফের উৎপন্ন মধু সে এলাকার জন্যে সংরক্ষণ করা হয়, তায়েফের বাইরের জন্যে তা নিষিদ্ধ করা হয়, তখন কিছু লোক বলল, জান্নাতে তো অনেক নিয়ামত থাকবে, যদি জান্নাতে মধুর এমন প্রচুর ব্যবস্থা থাকতো, তবে কত ভালো হতো! তখন এ আয়াতসমূহ নাজিল হয়।

https://e-ilm.weebly.com/

যারা أَصْحٰبُ الْيَمِيْنِ বা ডান দিকের দলে থাকবে, তাদের জন্যে জান্নাতে যে সব নিয়ামত রয়েছে, তার কিছু বিবরণ আলোচ্য আয়াতসমূহে স্থান পেয়েছে। জান্নাতে রয়েছে কাঁটা বিহীন কুলবৃক্ষ, এ কুল হবে অত্যন্ত সুস্বাদু, এ বৃক্ষের ছায়া হবে সুদীর্ঘ।

দ্বিতীয়তঃ সেখানে শীতও নেই, গ্রীষ্মও নেই। অতি প্রত্যুষে সূর্যোদয়ের পূর্বে সময়টি যেমন মধুর হয়, ঠিক তেমনি পরিবেশ জান্নাতে সর্বদা বিরাজমান থাকবে। জান্নাতের ছায়া এত সুদীর্ঘ হবে যে, একটি দ্রুতগামী ঘোড়া যদি একশত বছরও দৌড়াতে থাকে, তবু তা অতিক্রম করতে পারবে না।

এতদ্ব্যতীত, জান্নাতে রয়েছে প্রচুর পরিমাণে ফলমূল, উঁচু বিছানা, এক কথায় অনন্ত অসীম নিয়ামত রয়েছে ঈমানদার ও নেককারদের সমগ্র জীবনের সাধনার পুরস্কার স্বরূপ।

আল্লামা ছানাউল্লাহ পানিপতী (র.) লিখেছেন, এসব পুরস্কার হলো– أَصْحٰبُ الْيَمِيْنِ বা ডান দিকে অবস্থানকারী মুমিনদের জন্যে, আর ডান দিকে অবস্থানকারী মুমিনগণ হবে সে মুত্তাকী পরহজেগারগণ, যাদের অন্তর থাকবে আলোকময়, যারা সারা জীবন আল্লাহপাকের সন্তুষ্টি ও নৈকট্য লাভের সাধনায় রত থাকবে। এরপর আখেরাতে গুনাহগার ঈমানদারদেরকে আম্বিয়ায়ে কেরামের সুপারিশক্রমে মাফ করা হবে এবং তাদেরকে জান্নাতে প্রবশাধিকার দেওয়া হবে।

বায়হাকী হযরত আবূ উমামা (রা.)-এর সূত্রে বর্ণনা করেছেন, একজন গ্রাম্য ব্যক্তি জিজ্ঞাসা করলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ ﷺ আল্লাহপাক কুরআনে কারীমে এমন বৃক্ষের আলোচনা করেছেন, যার কাঁটার কারণে মানুষের কষ্ট হয়, তিনি ইরশাদ করলেন সে কেমন বৃক্ষ? ঐ ব্যক্তি বলল, কুল বৃক্ষ, তাতে কাঁটা থাকে। তখন হযরত রাসূলে কারীম ﷺ ইরশাদ করেছেন, আল্লাহপাক فِيْ سِدْرٍ مَّخْضُوْدٍ বলেছেন, অর্থাৎ আল্লাহপাক কুল ভেঙ্গে দেবেন এবং প্রত্যেকটি কাঁটার স্থলে একটি ফল সৃষ্টি করবেন, আর প্রত্যেক ফল ফেটে গেলে তা থেকে বাহাত্তরটি বর্ণের খাদ্য-দ্রব্য বের হয়ে আসবে, একটি বর্ণ আরেকটি বর্ণের ন্যায় হবে না।

وَطَلْحٍ مَّنْضُوْدٍ অভিধান গ্রন্থ "কামূসে" রয়েছে, طَلْحٍ হলো বড় বৃক্ষ, আর مَنْضُوْدٍ হলো একের পর এক ফলে পরিপূর্ণ। হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে মোবারক (র.) হাম্মাদ (র.) এবং বায়হাকী (র.) লিখেছেন যে, তাফসীরকারক মাসরূক (র.) বলেছেন, জান্নাতে যে খুরমা বৃক্ষ রয়েছে। তা ফলে পরিপূর্ণ থাকবে, আর যখন একটি ফল ছেড়া হবে, সঙ্গে সঙ্গে ঐ স্থলে আরেকটি ফল সৃষ্টি হবে।

কা'বে আহবার বলেছেন, শপথ সেই আল্লাহপাকের, যিনি হযরত মূসা (আ.)-এর প্রতি তাওরাত এবং হযরত রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর প্রতি কুরআন নাজিল করেছেন। যদি কোনো ব্যক্তি পাঁচ বা চার বছর বয়স্ক কোনো উষ্ট্রীর উপর আরোহণ করে জান্নাতের এই কুল বৃক্ষের পার্শ্বে চলতে থাকে, তবে বৃদ্ধ হওয়া পর্যন্ত তার এ সফর শেষ হবে না। আল্লাহপাক তার দস্তে মোবারকে বৃক্ষটি রোপণ করেছেন। তার শাখা-প্রশাখাগুলো জান্নাতের বাইরেও ছড়িয়ে আছে। জান্নাতের মধ্যে যে সমুদ্র রয়েছে, তা এ বৃক্ষটির ভিত্তিমূল থেকেই প্রবাহিত হয়েছে।

لَا مَقْطُوْعَةٍ وَّلَا مَمْنُوْعَةٍ যা কখনো শেষ হবে না এবং যা নিষিদ্ধও হবে না, অর্থাৎ জান্নাতের ফল কখনও শেষ হবে না এবং কখনও নিষিদ্ধও হবে না।

আল্লামা বগভী (র.) লিখেছেন, হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা.) বলেছেন, কোনো বৃক্ষ থেকে ফল ছিঁড়ে নেওয়ার সঙ্গে সঙ্গে তার স্থলে অন্য ফল সৃষ্টি করা হবে, তাই ফল কখনো শেষ হবে না। আর যে ফল ছিড়তে চায়, তাকে বাধা দেওয়া হবে না।

এ হাদীসের মর্মের সমর্থনে হযরত ছাওবান (রা.) বর্ণিত হাদীস রয়েছে। হযরত রাসূলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন, কোনো জান্নাতী ব্যক্তি যখনই বৃক্ষ থেকে জান্নাতী ফল ছিড়বে, তখন সঙ্গে সঙ্গে আল্লাহপাক অন্য একটি ফল সৃষ্টি করে দেবেন।– [তাবারানী]

وَفُرُشٍ مَّرْفُوْعَةٍ এবং তারা থাকবে উঁচু বিছানাসমূহে।

আল্লামা বগভী (র.) লিখেছেন যে হযরত আলী (রা.) বলেছেন, জান্নাতবাসীদের বিছানা হবে সুউচ্চ।

ইবনে আবিদ্দুনিয়া হযরত আবূ উমামা (রা.)-এর সূত্রে বর্ণনা করেছেন, যদি সর্বোচ্চ স্থানে বিছানা সর্বনিম্নের বিছানার উপর ফেলা হয়, তবে চল্লিশ বছরেও তা পৌঁছতে পারবে না।

إِنَّا أَنْشَأْنٰهُنَّ إِنْشَاءً (٣٥) فَجَعَلْنٰهُنَّ أَبْكَارًا (٣٦) عُرُبًا أَتْرَابًا (٣٧) لِأَصْحٰبِ الْيَمِيْنِ (٣٨)

নিশ্চয় আমি সে সমস্ত রমণীদেরকে সৃষ্টি করেছি বিশেষভাবে। লাস্যময়ী সমবয়স্কা, আর তারা ডান দিকের লোকদের জন্যেই রয়েছে।

https://e-ilm.weebly.com/

আল্লামা বগভী (র.) হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা.)-এর কথার উদ্ধৃতি দিয়েছেন যে, এ আয়াতে যে রমণীগণের কথা বলা হয়েছে, তারা হলেন দুনয়ার সেই বৃদ্ধা নারীগণ, যাদের কিছু চুল সাদা হয়েছে এবং কিছু কালো ছিল, তাদেরকে জান্নাতে কুমারী করে হাজির করা হবে।

ইবনে জারীর এবং বায়হাকী (র.) বর্ণনা করেছেন যে, সাহাবায়ে কেরাম (রা.) হযরত রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর নিকট আলোচ্য আয়াতের ব্যাখ্যা জিজ্ঞাসা করেছিলেন । জবাবে তিনি ইরশাদ করেছেন, এর দ্বারা দুনিয়ার সে সব স্ত্রীলোকদের উদ্দেশ্য করা হয়েছে, যারা দুনিয়াতে বৃদ্ধা ছিল এবং কুমারীও ছিল।

বায়হাকী এবং ইবনুল মুনজির অন্য একখানি হাদীসের উদ্ধৃতি দিয়েছেন যে, প্রিয়নবী ﷺ ইরশাদ করেছেন, কোনো বৃদ্ধা মহিলা বেহেশতে প্রবেশ করবে না, এ কথা শ্রবণ করে এক বৃদ্ধা কাঁদতে লাগল, তখন হুজুর ﷺ ইরশাদ করেছেন, সেদিন সে বৃদ্ধা থাকবে না; বরং যৌবন লাভ করবে ইনশাআল্লাহ।

হযরত আয়েশা (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, হযরত রাসূলে কারীম ﷺ আমার নিকট তশরিফ আনেন, তখন আমার নিকট একজন বৃদ্ধা বসেছিলেন। হুজুর ﷺ জিজ্ঞাসা করলেন, ইনি কে? আমি আরজ করলাম, ইনি আমার একজন খালা। তখন তিনি ইরশাদ করলেন, জেনে রাখ, কোনো বৃদ্ধা বেহেশেতে যাবে না।

বৃদ্ধা এ কথা শুনে অত্যন্ত দুশ্চিন্তাগ্রস্ত হলো, তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ কুরআনে কারীমের এ আয়াত اِنَّا اَنْشَأْنَا خَلْقًا اُخَرَ তেলাওয়াত করলেন।

তাবারানী (র.) অন্য সূত্রে হযরত আয়েশা (রা.)-এর বর্ণনার উদ্ধৃতি দিয়েছেন। একজন বৃদ্ধা হযরত রাসূলে কারীমে ﷺ -এর খেদমতে হাজির হয়ে আরজ করল, ইয়া রাসূলাল্লাহ! দোয়া করুন যেন আল্লাহপাক আমাকে জান্নাত নসীব করেন। তিনি ইরশাদ করলেন, জান্নাতে কোনো বৃদ্ধা প্রবেশ করবে না। তখন হযরত আয়েশা (রা.) বলেন, আমি আরজ করলাম আপনার কথায় সে কষ্ট পেয়েছে, তিনি ইরশাদ করলেন, ইনশাআল্লাহ কথা এটিই হবে, যখন আল্লাহপাক তাকে জান্নাতে প্রবেশ করানোর ইচ্ছা করবেন তখন তাকে কুমারী করেই প্রবেশ করাবেন।

তাফসীরকার মোকাতিল (র.) বলেছেন, আলোচ্য আয়াত দ্বারা হুরদেরকে উদ্দেশ্য করা হয়েছে, দুনিয়ার স্ত্রী লোকদেরকে নয়, আল্লাহপাক তাদেরকে কুমারী করেই সৃষ্টি করেছেন।

অন্য একখানি হাদীসে রয়েছে, যারা জান্নাতে প্রবেশ করবে, কি পুরুষ কি নারী, তারা তেত্রিশ বছর বয়সের হবে। সকলেই হযরত আদম (আ.)-এর অবয়বের সমান হবে। হযরত আদম (আ.) দৈর্ঘ্যে ছিলেন ষাট হাত, আর প্রস্থে ছিলেন সাত হাত।

হযরত আবূ সাঈদ খুদরী (রা.) থেকে বর্ণিত হাদীসে প্রিয়নবী ﷺ ইরশাদ করেছেন– যে কেউ অল্প বয়সে মৃত্যুবরণ করুক, অথবা বৃদ্ধ অবস্থায় তাকে তেত্রিশ বছর বয়স্ক অবস্থায় জান্নাতে প্রবেশ করানো হবে। এর অধিক হবে না। দোজখীদের অবস্থাও তাই হবে।

হযরত আনাস (রা.) বর্ণিত হাদীসে রয়েছে, হুজুর ﷺ ইরশাদ করেছেন, যে কেউ জান্নাতে প্রবেশ করবে, সে দৈর্ঘ্যে ষাট হাত হবে এবং হযরত ইউসুফ (আ.)-এর সৌন্দর্য তাকে দান করা হবে এবং হযরত ঈসা (রা.)-এর বয়সের সমান তথা তেত্রিশ বছর বয়স্ক হবে। আর তার ভাষা হবে হযরত মুহাম্মদ ﷺ -এর ভাষা অর্থাৎ আরবি। নগ্ন দেহ এবং দাড়ি গোফহীন অবস্থায় থাকবে।

আলোচ্য আয়াতসমূহে যাদের কথা বলা হলো, তারা সব ডানদিকের লোকদের জন্যেই থাকবে।

ثُلَّةٌ مِّنَ الْاَوَّلِيْنَ (٣٩) وَثُلَّةٌ مِّنَ الْاٰخِرِيْنَ (٤٠) তাদের এক বিরাট দল পূর্ববর্তী লোকদের মধ্যে থেকে আর পরবর্তীদেরও একটি থাকবে।

অর্থাৎ এ উম্মতের পূর্ববর্তী লোকদের মধ্যে থেকে ডানদিকে এক বিরাট দল এবং পরবর্তীদেরও একটি দল থাকবে। আবুল আলীয়া, মুজাহিদ, আতা ইবনে আবীরাবাহ এবং যাহহাক (র.) প্রমুখ তাফসীরকারগণ আলোচ্য আয়াতের এ ব্যাখ্যাই করেছেন।

আল্লামা বগভী (র.) সাঈদ ইবনে জোবায়েরের (র.) সূত্রে হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা.)-এর কথার উদ্ধৃতি দিয়েছেন পূর্ববর্তী এবং পরবর্তী উভয় দলই আমার উম্মত থেকে হবে।

বোখারী ও মুসলিম শরীফে হযরত মুআবিয়া (রা.) বর্ণিত হাদীস সংকলিত হয়েছে। রাসূলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন, আমার উম্মতের মধ্যে সর্বদা এমন একদল লোক থাকবে, যারা আল্লাহপাকের হুকুমের উপর সুপ্রতিষ্ঠিত থাকবে, যারা তাদের সাহায্য করবে না এবং যারা তাদের বিরোধিতা করবে, তারা তাদের কোনো ক্ষতি করতে পারবে না এমন অবস্থায় আল্লাহপাকের হুকুম এসে পড়বে অর্থাৎ কেয়ামত কায়েম হবে।

https://e-ilm.weebly.com/

উম্মতে মোহাম্মদিয়ার বিশেষ মর্যাদা : আল্লাহ রাব্বুল আলামীন যেভাবে হযরত রাসূলে কারীম ﷺ-কে সর্বশেষ ও সর্বশ্রেষ্ঠ নবী ও রাসূল হিসেবে সর্বোচ্চ মর্যাদা দান করেছেন, তাঁকে নবুয়তের আকাশের সূর্য (সিরাজুম মুনীরা) বলে ঘোষণা করেছেন এবং হযরত আদম (আ.)-এর সৃষ্টির পূর্বে তিনি নবী ছিলেন বলে তিনি নিজেও ঘোষণা করেছেন, ঠিক তেমনিভাবে হুজুর ﷺ-এর উম্মতকেও সর্বোচ্চ মর্যাদা দান করেছেন এবং সর্বোত্তম উম্মত বলে ঘোষণা করেছেন। পবিত্র কুরআনের ভাষায়–

كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ - তোমরা হলে উত্তম, মানবজাতির উপকারার্থেই তোমাদেরকে সৃষ্টি করা হয়েছে। তোমরা মানুষকে। ভালো কাজের নির্দেশ দেবে, আর মন্দ কাজ থেকে বিরত রাখবে এবং আল্লাহপাকের প্রতি ঈমান আনবে।

আলোচ্য সূরার শুরুতে যখন ثُلَّةٌ مِّنَ الْأَوَّلِيْنَ وَقَلِيْلٌ مِّنَ الْاٰخِرِيْنَ [পূর্ববর্তীদের একদল এবং পরবর্তীদের কিছু সংখ্যক লোক] নাজিল হয়, তখন হযরত ওমর (রা.) কাঁদতে লাগলেন এবং বললেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ সাল্লাল্লাহু ﷺ পূর্ববর্তী উম্মত থেকে অনেক লোক জান্নাতগামীদের মধ্যে অগ্রবর্তী হবে, আর এ উম্মতের কিছু সংখ্যক লোক হবে, এর কিছুদিন পর আলোচ্য আয়াত ثُلَّةٌ مِّنَ الْأَوَّلِيْنَ وَثُلَّةٌ مِّنَ الْاٰخِرِيْنَ নাজিল হয়, তখন হুজুর ﷺ হযরত ওমর (রা.)-কে ডাক দিয়ে বললেন, আল্লাহপাকের ইরশাদ শ্রবণ কর, হযরত আদম (আ.) থেকে এ পর্যন্ত এক দল, আর শুধু আমার উম্মতই এক দল। এ উচ্চ মর্যাদাই এ উম্মতের বৈশিষ্ট্য।

অবশ্য আল্লামা আলুসী (র.), ইমাম কুরতবী (র.) এবং হাফেজ ইবনে কাসীর (র.) এ আয়াতের আরো একটি ব্যাখ্যা করেছেন। তাঁরা বলেছেন, আলোচ্য আয়াতের اَوَّلِيْنَ শব্দ দ্বারা এ উম্মতের প্রথমাংশকে বুঝানো হয়েছে, আর اٰخِرِيْنَ শব্দ দ্বারা শেষ অংশকে বুঝানো হয়েছে।

হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা.) এ মত পোষণ করতেন।

তাফসীরে ইবনে হাতেমে রয়েছে, হযরত রাসূলে কারীম ﷺ সাহাবায়ে কেরামকে লক্ষ্য করে ইরশাদ করলেন, আমার সম্মুখে পূর্ববর্তী নবীগণকে তাদের উম্মতসহ পেশ করা হয়, নবীগণ গমন করছিলেন এবং তাঁদের উম্মতও তাঁদের সঙ্গে ছিলেন, কোনো নবীর সঙ্গে মাত্র তিনজন লোক ছিলেন, হযরত মূসা ইবনে ইমরান (আ.) যখন গমন করছিলেন, তখন তাঁর সঙ্গে বনি ইসরাঈলের এক বিরাট দল ছিল, আমি আরজ করলাম, হে আল্লাহ! আমার উম্মত কোথায়? আল্লাহপাক ইরশাদ করলেন, নিজের ডানে নিচের দিকে লক্ষ্য কর, আমি দেখলাম এক বিরাট দল রয়েছে, এবং মানুষের চেহারা চমকাচ্ছিল, তখন আল্লাহপাক আমাকে জিজ্ঞাসা করলেন, এখন তো খুশি হয়েছ? আমি আরজ করলাম, জী-হ্যাঁ, হে পরওয়ারদেগার! এরপর আল্লাহপাক ইরশাদ করেন, এবার নিজের বাম দিকে লক্ষ্য কর, আমি দেখলাম সেখানেও অগণিত লোক রয়েছে। এরপর আল্লাহপাক ইরশাদ করলেন, এখন তো রাজি হয়েছ? আমি আরজ করলাম, হে পরওয়ারদেগার! আমি রাজি। এরপর আল্লাহপাক ইরশাদ করেন আরো শ্রবণ করে হযরত উক্কাশা (রা.) দাঁড়িয়ে গেলেন, তিনি কবীলায়ে বনূ আসাদের মোহসেন নামক ব্যক্তির পুত্র ছিলেন, তিনি বদরের যুদ্ধে শরিক হয়েছিলেন। তিনি আরজ করলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! দোয়া করুন, যেন আল্লাহপাক বিনা হিসাবে জান্নাতগামীদের মধ্যে আমাকে অন্তর্ভুক্ত করেন। হযরত রাসূলুল্লাহ ﷺ তাঁর জন্যে দোয়া করলেন। এরপর আরেক ব্যক্তি দাঁড়িয়ে আরজ করলেন, হে আল্লাহর নবী! আমার জন্যেও দোয়া করুন। তখন তিনি ইরশাদ করলেন, উক্কাশা (রা.) তোমার পূর্বেই সুযোগ গ্রহণ করে ফেলেছে। এরপর হযরত রাসূলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেন, হে লোক সকল! যে সত্তর হাজার লোক বিনা হিসাবে জান্নাতে যাবে, তোমরা তাদের অন্তর্ভুক্ত হওয়ার চেষ্টা কর। যদি তা না হয় তবে অন্তত: اَصْحٰبُ الْيَمِيْنِ বা ডান দিকের দলে শামিল হও, আর যদি তা-ও না হয় তবে অন্তত: যারা এর প্রান্তে থাকবে, তাদের অন্তর্ভুক্ত হও।

.... وَاَصْحٰبُ الشِّمَالِ পূর্ববর্তী আয়াতসমূহ ডান দিকের লোকদের জন্যে জান্নাতে যেসব নিয়ামত রয়েছে তার উল্লেখ রয়েছে, আর এ আয়াত থেকে যারা ভাগ্যহত, বদনসীব, যারা কাফের, মুশরিক ও পাপিষ্ঠ, যারা বাম দিকের দলে থাকবে, তাদের শাস্তির কথা ঘোষণা করা হয়েছে। ইরশাদ হয়েছে–

وَاَصْحٰبُ الشِّمَالِ مَآ اَصْحٰبُ الشِّمَالِ (٤١) فِىْ سَمُوْمٍ وَّحَمِيْمٍ (٤٢) وَّظِلٍّ مِّنْ يَّحْمُوْمٍ (٤٣) لَّا بَارِدٍ وَّلَا كَرِيْمٍ (٤٤)

আর বাম দিকের দল, কত ভাগ্যহত বাম দিকের লোকেরা। তারা থাকবে উত্তপ্ত বাতাস এবং ফুটন্ত পানিতে। তারা থাকবে ধোঁয়াচ্ছন্ন ছায়ায়। যা ঠাণ্ডা ও হবে না এবং আরামদায়কও হবে না। তাদের সুখও থাকবে না, শান্তিও থাকবে না, আর থাকবেনা তাদের মান সম্মান। অপমান এবং লাঞ্ছনা-গাঞ্জনা হবে তাদের জীবনসাথি। দুঃখ-দুর্দশায়, বিপদাপদে তারা থাকবে জর্জরিত, এর কারণ এই যে, তারা দুনিয়ার জীবনে ছিল আনন্দ উল্লাসে মত্ত, অন্যায় অনাচারে লিপ্ত, কুফরি ও

https://e-ilm.weebly.com/

https://e-ilm.weebly.com/

মূলত আলোচ্য আয়াতসমূহে দোজখের কঠিন শাস্তির কিছু বিবরণ স্থান পেয়েছে। কুরআনে কারীমের বহু আয়াতে দোজখের বিবরণ দেওয়া হয়েছে, যাতে করে মানুষ পরিণামদর্শী হয়, এবং পরকালীন জীবনের জন্যে প্রস্তুতি গ্রহণ করে, যেমন অন্য আয়াতে ইরশাদ করেছেন– لَا يَذُوقُونَ فِيهَا بَرْدًا وَلَا شَرَابًا إِلَّا حَمِيمًا وَغَسَّاقًا

তারা দোজখে গরম পানি এবং পুঁজ ব্যতীত কোনো পানীয়ের স্বাদ গ্রহণ করবে না।

আরো ইরশাদ হয়েছে– يُصَبُّ مِنْ فَوْقِ رُءُوسِهِمُ الْحَمِيمُ يُصْهَرُ مَا فِي بُطُونِهِمْ وَالْجُلُودُ

'তাদের মাথায় উত্তপ্ত পানি ঢালা হবে, পরিণামে তাদের উদরের সবকিছু এবং চামড়াসমূহ গলে বের হয়ে যাবে।

এমনি আরো বহু আয়াতে দোজখের শাস্তি বর্ণিত হয়েছে (আল্লাহপাক আমাদেরকে রক্ষা করুন)!

لَآكِلُونَ مِنْ شَجَرٍ ....

পূর্ববর্তী আয়াতে ইরশাদ হয়েছে, ثُمَّ إِنَّكُمْ أَيُّهَا الضَّالُّونَ الْمُكَذِّبُونَ [হে বিভ্রান্ত মিথ্যা আরোপকারীরা!]

ইমাম রাযী (র.) লিখেছেন, কোনো কোনো তাফসীরকার বলেছেন, এ আয়াত দ্বারা সম্বোধন করা হয়েছে মক্কার কাফেরদেরকে, তবে অধিকাংশ তাফসীরকারগণের মতে, পৃথিবীর সকল পথভ্রষ্ট মিথ্যা আরোপকারীদেরকে সম্বোধন করা হয়েছে। যারা মহাপাপে তথা শিরকে লিপ্ত থাকে, তারা আল্লাহপাকের পথ থেকে দূরে সরে পড়ে।

দ্বিতীয়ত তারা আল্লাহর রাসূল ﷺ -কে অবিশ্বাস করেছে, তাঁর মহান বাণীকে মিথ্যা জ্ঞান করেছে এবং তাঁর অনুসরণ করতে অস্বীকৃতি জানিয়েছে।

তৃতীয়ত তারা পরকালীন জীবনকেও মিথ্যাজ্ঞান করেছে, তারা বলে আমরা যখন মৃত্যুর পর মাটি হয়ে যাব, তখনও কি আবার জীবিত হবো? হে পথভ্রষ্ট মিথ্যা আরোপকারীর দল বলে তাদেরকে সম্বোধন করা হয়েছে। আর আলোচ্য আয়াতে তাদের শাস্তির কথা ঘোষণা করে ইরশাদ হয়েছে–

لَآكِلُونَ مِنْ شَجَرٍ مِّنْ زَقُّومٍ (٦٥) তোমরা অবশ্যই যাক্কুম বৃক্ষ থেকে ভক্ষণ করবে।

ইমাম রাযী (র.) লিখেছেন, যাক্কুম এমনি একটি বস্তু যা অত্যন্ত তিক্ত, অত্যধিক গরম এবং অত্যন্ত দুর্গন্ধময়, আর দেখতে অতীব কুৎসিত, যাকে খেতে দেওয়া হয় সে তা গিলতে পারবে না।

আর এ সম্পর্কে কুরআনে কারীমের অন্য আয়াতে আল্লাহপাক ইরশাদ করেছেন–

إِنَّهَا شَجَرَةٌ تَخْرُجُ فِي أَصْلِ الْجَحِيمِ طَلْعُهَا كَأَنَّهُ رُءُوسُ الشَّيَاطِينِ

অর্থাৎ নিশ্চয় যাক্কুম একটি বৃক্ষ, যা দোজখের তলদেশ থেকে উৎপন্ন হয়, তার ফল যেন সাপের ফনা।

فَمَالِئُونَ مِنْهَا الْبُطُونَ (٣٥)

অর্থাৎ জঠর-জ্বালায় তোমরা যাক্কুম বৃক্ষের অত্যন্ত দুগর্ন্ধময় বিস্বাদ ফল দ্বারা তোমাদের উদর পূর্ণ করবে।

فَشَارِبُونَ عَلَيْهِ مِنَ الْحَمِيمِ (٤٥) فَشَارِبُونَ شُرْبَ الْهِيمِ (٥٥)

তদুপরি তোমরা পান করবে ফুটন্ত পানি, পান করবে তোমরা তৃষ্ণার্ত উষ্ট্রীর ন্যায়।

هَٰذَا نُزُلُهُمْ يَوْمَ الدِّينِ (٥٢)

আর এই হবে কেয়ামতের দিন তোমাদের আপ্যায়ন।

نُزُلٌ শব্দটির অর্থ হলো আপ্যায়ন। তাফসীরকারগণ বলেছেন, কাফেরদের উদ্দেশ্যে বিদ্রূপ করেই এ শব্দটি ব্যবহৃত হয়েছে যেমন অন্যত্র ইরশাদ হয়েছে– فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ তাদেরকে যন্ত্রণাদায়ক শাস্তির সুসংবাদ দিন। শাস্তির সুসংবাদ হয় না কিন্তু বিদ্রূপার্থেই এ শব্দটি ব্যবহৃত হয়েছে।

نَحْنُ خَلَقْنَاكُمْ فَلَوْلَا تُصَدِّقُونَ (٧٥)

নিশ্চয় আমিই তোমাদেরকে সৃষ্টি করেছি, তবু কেন তোমরা বিশ্বাস কর না?

অর্থাৎ প্রথমবার আমিই তোমাদেরকে সৃষ্টি করেছি, এ কথাতো তোমরা স্বীকার কর, আমিই দ্বিতীয়বার সৃষ্টি করবো, এ কথা তোমরা কেন মান না?

কিয়ামতকে যারা অবিশ্বাস করে তাদেরকে লা-জবাব করার উদ্দেশ্যে আলোচ্য আয়াতে আল্লাহপাক ইরশাদ করেছেন– যখন তোমাদের অস্তিত্ব ছিল না, তখন আমিই তোমাদেরকে সৃষ্টি করেছি। এখন মৃত্যুর পর তোমাদেরকে দ্বিতীয়বার সৃষ্টি করা কি কঠিন কাজ হবে? যেমন কুরআনে কারীমের অন্যত্র আল্লাহপাক কথাটিকে এভাবে ইরশাদ করেছেন– وَهُوَ الَّذِي يَبْدَؤُ الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ وَهُوَ أَهْوَنُ عَلَيْهِ۔

https://e-ilm.weebly.com/

আল্লাহপাকই প্রথমবার তোমাদেরকে সৃষ্টি করেছেন, আর তিনিই দ্বিতীয়বারও সৃষ্টি করবেন। আর দ্বিতীয়বার সৃষ্টি করা অতি সহজ।

এ কথা সর্বজন স্বীকৃত যে, আল্লাহপাকই প্রথমবার সৃষ্টি করেছেন। অতএব, তাঁর দ্বিতীয়বার সৃষ্টি করাকে তোমরা কেন অস্বীকার কর? অথচ যিনি প্রথমবার সৃষ্টি করেছেন, তাঁর পক্ষে দ্বিতীয়বার সৃষ্টি করা আদৌ কঠিন নয়।

أَفَرَءَيْتُم مَّا تُمْنُونَ (٨٥) ءَأَنتُمْ تَخْلُقُونَهُۥٓ أَمْ نَحْنُ ٱلْخَـٰلِقُونَ (٩٥)

তোমরা কি ভেবে দেখেছ তোমাদের বীর্যপাত সম্বন্ধে? তোমরা কি তা সৃষ্টি কর? নাকি আমি সৃষ্টি করি?। অর্থাৎ মানুষ যদি তার সৃষ্টির ইতিকথা সম্পর্কে চিন্তা ও গবেষণা করে, তবে আল্লাহপাকের অনন্ত অসীম কুদরত হেকমতের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন না করে থাকতে পার না, আল্লাহপাকের অগণিত দানকে অস্বীকার করতে পারে না, তাই আলোচ্য আয়াতে আল্লাহপাক জিজ্ঞাসা করেছেন হে আত্মবিস্মৃত মানবজাতি! যে শুক্রবিন্দু দ্বারা মানুষকে সৃষ্টি করা হয়, তা কি তোমাদের তৈরি? আর মাতৃউদরে মানুষকে কি তোমরা সৃষ্টি কর? একটি শুক্রবিন্দু থেকে এমন সুন্দর উত্তম আকৃতিতে কে তোমাদেরকে সৃষ্টি করেন? তিনি আল্লাহপাক, যিনি তোমাদের সৃষ্টি করেন, আর তিনিই মাতৃউদরে তোমাদেরকে লালন পালন করেন।

যাহোক, এ কথা দিবালোকের ন্যায় সুস্পষ্ট যে, আল্লাহপাকই মানবজাতিকে সৃষ্টি করেন, কিন্তু তিনি কি তোমাদেরকে চির দিনের জন্যে পৃথিবীতে রেখে দেবেন? অবশ্যই নয়। মৃত্যুর অলঙ্ঘনীয় বিধানের মাধ্যমে প্রতিটি মানুষকে পৃথিবী থেকে বিদায় গ্রহণ করতে হয়, এরপর পুনরায় আল্লাহ মানবজাতিকে কিয়ামতের দিন হাজির করবেন। তাই পরবর্তী আয়াতে ইরশাদ হয়েছে–

نَحْنُ قَدَّرْنَا بَيْنَكُمُ ٱلْمَوْتَ وَمَا نَحْنُ بِمَسْبُوقِينَ (٢٠) عَلَىٰٓ أَن نُّبَدِّلَ أَمْثَـٰلَكُمْ وَنُنشِئَكُمْ فِى مَا لَا تَعْلَمُونَ (٢١)

অর্থ– আমি তোমাদের জন্যে মৃত্যু স্থির করে রেখেছি, এ বিষয়ে আমি অক্ষম নই। তোমাদের স্থলে তোমাদের ন্যায় অন্যকে আনয়ন করতে এবং তোমাদেরকে এমন আকৃতি দান করতে, যে সম্পর্কে তোমরা অবগত নও।

অর্থাৎ আমি তোমাদের জন্যে মৃত্যুর সময় নির্দিষ্ট করে রেখেছি, কারো বয়স বেশি, কারো কম কিন্তু প্রত্যেকের সময় নির্দিষ্ট রয়েছে, তাতে কোনো পরিবর্তন হয় না, হবে না, আর আল্লাহপাক তোমাদের স্থলে অন্যকে আনয়ন করতে অক্ষম নন, তাই অন্য আয়াতে ইরশাদ হয়েছে– إِن يَشَأْ يُذْهِبْكُمْ وَيَأْتِ بِخَلْقٍ جَدِيدٍ

অর্থাৎ যদি আল্লাহপাক ইচ্ছা করেন, তবে তোমাদেরকে বিদায় করে নতুন জাতি আনয়ন করেন।

وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ ٱلنَّشْأَةَ ٱلْأُولَىٰ فَلَوْلَا تَذَكَّرُونَ (٢٦)

'আর নিশ্চয় তোমরা প্রথম সৃষ্টি সম্বন্ধে অবগত হয়েছ, তবুও কেন সত্য অনুধাবন কর না?

বস্তুত পৃথিবীতে মানুষের আগমন, অবস্থান এবং পৃথিবী থেকে প্রস্তান সব কিছুই এক আল্লাহপাকের ইচ্ছা এবং মর্জিতেই হয়, মানুষের ইচ্ছা এর কোনো পর্যায়েই কার্যকর হয় না। এ সত্য প্রতিনিয়ত দেখা যায়, অতএব প্রতিটি মানুষের কর্তব্য হলো আল্লাহপাকের মহান দরবারে পূর্ণ আনুগত্য প্রকাশ করা, তাঁর বিধি-নিষেধ যথাযথভাবে পালন করা। আর এ কথা বিশ্বাস করা যে, অবশেষে পুনরায় আল্লাহপাকের মহান দরবারে হাজির হতে হবে, যিনি প্রথমবার সৃষ্টি করেছেন তাঁর পক্ষে দ্বিতীয়বার সৃষ্টি করা আদৌ কঠিন কিছুই নয়।

أَفَرَءَيْتُم مَّا تَحْرُثُونَ (٦٣) ءَأَنتُمْ تَزْرَعُونَهُۥٓ أَمْ نَحْنُ ٱلزَّٰرِعُونَ (٦٤) لَوْ نَشَآءُ لَجَعَلْنَـٰهُ حُطَـٰمًا فَظَلْتُمْ تَفَكَّهُونَ (٦٥) إِنَّا لَمُغْرَمُونَ (٦٦) بَلْ نَحْنُ مَحْرُومُونَ (٢٧)

'লক্ষ্য কর, তোমরা যা বপন করে থাক, সে সম্পর্কে তোমরা কি কিছু ভেবেছে? তোমরা কি তা অঙ্কুরিত কর, নাকি আমি অঙ্কুরিত করি? আমি ইচ্ছা করলে তাকে খড়কুটোয় পরিণত করতে পারি, তখন তোমরা হতবুদ্ধি হয়ে পড়বে, তোমরা তখন বলবে, আমাদের তো সর্বনাশ হয়ে গেল, আমরা রিজিক থেকে মাহরূম হয়ে গেলাম।

পূর্ববর্তী আয়াতসমূহে মানুষকে তার সৃষ্টি-রহস্যের উপর চিন্তা করার আহ্বান জানানো হয়েছে এবং মহান স্রষ্টা আল্লাহপাকের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করে তাঁর প্রতি পরিপূর্ণ আনুগত্য প্রকাশের তা'লীম দেওয়া হয়েছে।

আর এ আয়াতসমূহে মানুষের খাদ্য-দ্রব্যের ব্যাপারে তার অক্ষমতা বর্ণনা করে এ সত্য প্রকাশ করা হয়েছে যে, যদি আল্লাহপাক দয়া করে মানুষকে রিজিক দান না করেন, সে ক্ষেত্রে মানুষ শত চেষ্টা করেও রিজিক অর্জনে ব্যর্থ হবে, তাই ইরশাদ হয়েছে– أَفَرَءَيْتُم مَّا تَحْرُثُونَ 'তোমরা যা বপন করে থাক, সে সম্পর্কে তোমরা কি ভেবে দেখেছ? বীজ বপন পর্যন্তই তোমাদের কাজ শেষ, এরপর তোমাদের কি কোনো ক্ষমতা থাকে? মাটির বুক চিরে নরম মসৃণ চারা গাছটি কি

https://e-ilm.weebly.com/

তোমরা বের কর? ফসল কি তোমরা উৎপন্ন কর? নাকি আল্লাহপাক তা উৎপন্ন করেন? অবশ্যই আল্লাহপাকের ইচ্ছা এবং মর্জিতেই ফসলাদি উৎপন্ন হয়, তাঁর হুকুমে বৃষ্টিপাত হয়, তোমরা জমিনে বীজ বপন কর, এরপর আল্লাহপাকের নির্দেশেই জমিন তা গ্রহণ করে। যদি তোমাদের বপন করা বীজ জমিন থেকে ফেরত নিতে চাও, তবে অবশ্যই ব্যর্থ হবে, কেননা জমিন আল্লাহপাকের সম্পূর্ণ অনুগত, তাঁর নির্দেশের বিরোধিতা করা জমিনের পক্ষে সম্ভব নয়।

জমিনে বীজ বপন করার পর আল্লাহপাকের নির্দেশে সূর্যের আলোক রশ্মি তাতে তাপ পৌঁছায়, এরপর বাতাস এবং মৌসুমের উষ্ণতা আল্লাহপাকের আদেশেই একটি সামঞ্জস্য বিধান করে। পানির একটি নির্দিষ্ট পরিমাণ তাতে জীবনীশক্তি সঞ্চারিত করে, আর তা এক আল্লাহর নির্দেশক্রমেই করে থাকে, এসব একটি বিশেষ ওজন, আন্দাজ এবং নিয়মনীতি মাফিক হওয়া ফসল উৎপাদনের জন্যে একান্ত প্রয়োজনীয়। কথা এখানেই শেষ নয়; বরং বীজ গলে মাটির সাথে মিশে যাওয়া এবং চারার রূপ ধারণ করে আত্মপ্রকাশ করা, এরপর ক্রমশঃ তা বেড়ে উঠা এবং ডালা মেলা, অবশেষে ফলমূলের সৃষ্টি হওয়া, সবকিছুই মহান আল্লাহপাকের কুদরত হেকমত এবং মর্জিতেই হয়ে থাকে। জমিনের জন্যে আল্লাহপাকের নির্দিষ্ট নিয়ম-নীতি রয়েছে, এ নিয়ম-নীতির বরখেলাফ করা জমিনের পক্ষে কখনও সম্ভব নয়।

অতএব, ফল এবং ফসল উৎপন্ন করা এক আল্লাহপাকেরই কাজ, আর বান্দার কাজ হলো আল্লাহপাকের প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করা এবং নিয়ামতের ব্যবহারবিধি মেনে চলে তাঁর প্রতি আনুগত্য প্রকাশ করা।

لَوْ نَشَاءُ لَجَعَلْنَٰهُ حُطَٰمًا فَظَلْتُمْ تَفَكَّهُونَ

'আমি ইচ্ছা করলে তাকে খড়কুটোয় পরিণত করতে পারি, তখন তোমরা হতবুদ্ধি হয়ে পড়বে।'

অর্থাৎ ফল-ফসল উৎপন্ন করার পর আমি তা ধ্বংসও করে দিতে পারি, তখন তোমরা হতবুদ্ধি হয়ে পড়বে।

إِنَّا لَمُغْرَمُونَ - بَلْ نَحْنُ مَحْرُومُونَ : তখন তোমরা বলবে, আমাদের সর্বনাশ হয়ে গেল, আমরা যা কিছু ব্যয় করেছি, সবই শেষ হয়ে গেছে। مُغْرَمْ সে ব্যক্তিকে বলা হয়, যার অর্থ-সম্পদ বিনষ্ট হয়ে যায়।

এ ব্যাখ্যা করেছেন তাফসীরকার যাহহাক (র.) এবং ইবনে কিসান (র.)। আল্লামা বগভী (র.) লিখেছেন, হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা.) এবং কাতাদা (র.) বলেছেন, এর অর্থ হলো আমরা আজাবে গ্রেফতার হয়ে গেছি। আমরা আমাদের রিজিক থেকে বঞ্চিত হয়েছি, এখন জঠর জ্বালায় মৃত্যুমুখে পতিত হওয়ার আশঙ্কা দেখা দিয়েছে।

أَفَرَءَيْتُمُ الْمَاءَ الَّذِي .... : পূর্ববর্তী আয়াতে মানুষের খাদ্য সম্পর্কে চিন্তা করার আহ্বান জানানো হয়েছে, যাতে করে এ সত্য উপলব্ধি করা যায় যে, এ পৃথিবীতে মানুষের অস্তিত্ব যেমন আল্লাহপাকের দান, তেমনিভাবে মানুষের খাদ্যও তাঁর দান ব্যতীত আর কিছুই নয়, খাদ্যের জন্যে মানুষ বীজ বপন করতে পারে, কিন্তু খাদ্য উৎপন্ন করার ক্ষমতা মানুষের নেই। সে ক্ষমতা হলো একমাত্র আল্লাহপাকের, অতএব মানুষের কর্তব্য হলো আল্লাহপাকের দানের কথা উপলব্ধি করে তাঁর প্রতি কৃতজ্ঞ থাকা।

আর আলোচ্য আয়াতে ইরশাদ হয়েছে খাদ্যের ন্যায় পানিও আল্লাহপাকের বিশেষ দান। এ ব্যাপারেও মানুষের অক্ষমতা সুস্পষ্ট। পানির অপর নাম প্রাণ, পানি না থাকলে মানুষের জীবনযাত্রা অচল, পিপাসায় কাতর মানুষের প্রাণ ওষ্ঠাগত। আধুনিক যুগে যাবতীয় উন্নতি অগ্রগতি মূলতঃ বিদ্যুতের উপর নির্ভরশীল, কিন্তু বিদ্যুৎ তৈরি হয় পানির বদৌলতে। হে আত্মবিস্মৃত মানবজাতি! পানি কি মানুষ তৈরি করতে পারে? পানি কি মানুষ বর্ষণ করে? না কখনও নয়, মেঘমালা থেকে আল্লাহপাকই পানি বর্ষণ করেন। তাই ইরশাদ হয়েছে –

أَفَرَءَيْتُمُ الْمَاءَ الَّذِي تَشْرَبُونَ (٢٨) ءَأَنتُمْ أَنزَلْتُمُوهُ مِنَ الْمُزْنِ أَمْ نَحْنُ الْمُنزِلُونَ (٢٩)

'তোমরা যে পানি পান কর, সে সম্পর্কে তোমরা কি ভেবে দেখেছ? তোমরাই কি তা মেঘ থেকে নামিয়ে আন, নাকি আমি তা বর্ষণ করি?

বস্তুত আল্লাহপাক ইচ্ছা করলে বৃষ্টিপাত বন্ধ করে দিতে পারেন এবং সারা পৃথিবীকে শুকিয়ে দিতে পারেন। কখনও কখনও এমন অবস্থা হয়েছেও, এজন্যে ইসলামি শরিয়তে এস্তেস্কার নামাজের বিধান রয়েছে, অর্থাৎ পানি চেয়ে আল্লাহপাকের দরবারে দু'রাকাত নামাজ পড়ে কান্নাকাটি করা। কেননা আল্লাহপাক দয়া করে পানি না দিলে তা কেউ দিতে পারে না, শুধু তাই নয়; যদি আল্লাহপাক পানিকে লবণাক্ত করে দিতে ইচ্ছে করেন, অর্থাৎ পানিকে পানের অযোগ্য করে দেন, তবু কারো কিছুই করার নেই। তাই ইরশাদ হয়েছে–

https://e-ilm.weebly.com/

لَوْ نَشَآءُ جَعَلْنٰهُ اُجَاجًا فَلَوْلَا تَشْكُرُوْنَ (٧٠) 'আমি ইচ্ছা করলে এ পানিকে লবণাক্ত করে দিতে পারি, তবুও কেন তোমরা শোকরগুজার হও না।'

অর্থাৎ মানুষের অস্তিত্ব, খাদ্য ও পানীয় সবই আল্লাহপাকের দান, তাই মহান আল্লাহপাকের দরবারে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করা মানুষের একান্ত কর্তব্য।

اَفَرَءَيْتُمُ النَّارَ الَّتِىْ تُوْرُوْنَ (٧١) ءَاَنْتُمْ اَنْشَاْتُمْ شَجَرَتَهَآ اَمْ نَحْنُ الْمُنْشِـُٔوْنَ (٧٢)

'তোমরা যে অগ্নি প্রজ্বলিত করে থাক, সে সম্পর্কে কি ভেবে দেখেছো? তোমরাই কি ঐ অগ্নির বৃক্ষ সৃষ্টি কর, নাকি আমিই তা সৃষ্টি করি।'

খাদ্য ও পানীয়ের পর আলোচ্য আয়াতে অগ্নির উল্লেখ করা হয়েছে। কেননা মানুষের জীবন ধারণে অগ্নির প্রয়োজনীয়তা প্রতি মুহূর্তে হয়ে থাকে, প্রশ্ন হলো অগ্নি কার দান? তাই আলোচ্য আয়াতে আল্লাহপাক জিজ্ঞাসা করেছেন, ভেবে দেখেছ, হে মানবজাতি! কে সৃষ্টি করেছেন, অগ্নির বৃক্ষ? উত্তর একটিই যে, আল্লাহপাকই সৃষ্টি করেছেন অগ্নি। তিনিই মানুষের সকল প্রয়োজনের আয়োজন করেছেন। তাঁর দান ব্যতীত মানুষের কাছে কিছুই নেই। অতএব, এসব দানের জন্যে আল্লাহপাকের দরবারে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করা মানুষের কর্তব্য।

نَحْنُ جَعَلْنٰهَا تَذْكِرَةً وَّمَتَاعًا لِّلْمُقْوِيْنَ (٧٣) 'আমিই অগ্নিকে করেছি নিদর্শন এবং মরুচারীদের ব্যবহারের জন্যে প্রয়োজনীয় বস্তু। বস্তুত যারা পথচারী, মরুচারী অন্ধকারে আলো প্রজ্বলিত থাকলে তাদের পথ চলার সহায়ক হয়, এভাবে তারা জীবনের সংগ্রাম অব্যাহত রাখতে পারে।

দ্বিতীয়তঃ দুনিয়ার এ অগ্নি দোজখের অগ্নির একটি নমুনা। দুনিয়ার অগ্নির প্রতি লক্ষ্য করে দোজখের অগ্নির কথা মনে করা এবং তা থেকে আত্মরক্ষা করার জন্যে দুনিয়ার এ অগ্নি উপদেশ হিসেবেও কাজ করে। হযরত আবূ হুরায়রা (রা.) বর্ণনা করেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন তোমাদের এ অগ্নি দোজখের অগ্নির সত্তর ভাগের এক ভাগ মাত্র। তখন আরজ করা হলো, ইয়া রাসূলাল্লাহ ﷺ পোড়ানোর জন্যে এ অগ্নিইতো যথেষ্ট। তখন প্রিয়নবী ﷺ ইরশাদ করেন, দোজখের অগ্নি এ অগ্নি থেকে উনসত্তর (৬৯) গুণ বেশি, দোজখের অগ্নির সামান্যতম অংশ এই অগ্নির সমান। -[বোখারী ও মুসলিম]

وَ مَتَاعًا لِّلْمُقْوِيْنَ

مُقْوِيْنَ শব্দটির অনুবাদ করা হয়েছে, পথিক, মুসাফির অর্থাৎ যারা মরুচারী তারা এ অগ্নির সাহায্যে পথ দেখে। দ্বিতীয়ত হিংস্র জন্তু থেকে পথিক মুসাফিরকে আত্মরক্ষা করতে অগ্নি সহায়ক হয়। এতদ্ব্যতীত তুহিন শীতের সময় শীতের কষ্ট দূরীভূত করার জন্যে অগ্নির ব্যবহার হয়, তাই পথিক মুসাফিরের জন্যে অগ্নি উপকারী হয় বলে ঘোষণা করা হয়েছে।

তাফসীকার মুজাহিদ ও ইকরিমা (র.) এ শব্দটির ব্যাখ্যা বলেছেন, এর অর্থ হলো উপকার গ্রহণকারী, অর্থাৎ পথিক মুসাফির হোক, বা বাড়ি ঘরে অবস্থানকারী হোক, যে কোনো ব্যক্তির জন্যে অগ্নি হয় উপকারী। তাফসীরকার ইবনে জায়েদ (র.) বলেছেন, مُقْوِيْنَ শব্দটির অর্থ হলো ক্ষুধার্ত অর্থাৎ যে ক্ষুধার্ত তার জন্যে অগ্নি উপকারী হয়, কেননা খাদ্য প্রস্তুত করতে অগ্নির প্রয়োজনীয়তা অনস্বীকার্য। অতএব অগ্নি মানবজীবনের জন্যে শুধু উপকারীই নয়, অত্যন্ত প্রয়োজনীয়ও বটে, আর আল্লাহপাকের দান স্বরূপই মানুষ পেয়েছে এ উপকারী ও প্রয়োজনীয় বস্তুটি।

মানুষের কর্তব্য : অতএব মানুষের কর্তব্য হলো, আল্লাহপাকের পবিত্র নাম স্মরণ করা, তাঁর প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করা, তাঁর বিধি-নিষেধ যথাযথভাবে পালন করা।

তাই পরবর্তী আয়াতে ইরশাদ হয়েছে- فَسَبِّحْ بِاسْمِ رَبِّكَ الْعَظِيْمِ (٧٤) অতএব [হে রাসূল!] আপনি আপনার মহান প্রতিপালকের নামের পবিত্রতা বর্ণনা করুন এবং তাঁর মহিমা ঘোষণা করুন এবং তাঁর পবিত্র নামের তাসবীহ পাঠ করতে থাকুন।

অর্থাৎ যখন তোমরা এ সত্য উপলব্ধি করতে পারলে যে, মানুষের এ জীবন, তার খাদ্য ও পানীয় এবং যাবতীয় প্রয়োজনের আয়োজন এক আল্লাহপাকের তরফ থেকেই হয়, তখন মানুষের কর্তব্য হলো আল্লাহপাকের প্রতি কৃতজ্ঞ থাকা এবং তাঁর প্রতি পরিপূর্ণ আনুগত্য প্রকাশ করা।

দ্বিতীয়ত যারা আল্লাহপাকের একত্ববাদে বিশ্বাস করে না, অহরহ তাঁর অনন্ত অসীম নিয়ামত ভোগ করেও তাঁর প্রতি কৃতজ্ঞ হয় না, তাদের এ অন্যায় আচরণ নিতান্ত নিন্দনীয়। অতএব, তোমরা আল্লাহপাকের নামের পবিত্রতা বর্ণনা করতে থাক। অথবা এর অর্থ হলো, আল্লাহপাকের নিয়ামতসমূহের জন্যে কৃতজ্ঞতা স্বরূপ তাঁর পবিত্র নামের তাসবীহ পাঠ করতে থাক।

https://e-ilm.weebly.com/

https://e-ilm.weebly.com/

এ মহান গ্রন্থের গুরুত্ব ও মাহাত্ম্য, সম্মান এবং মর্যাদা বর্ণনাতীত। যেহেতু এটি মহান আল্লাহপাকের চিরন্তন বাণী, তাই পৃথিবীতে এর কোনো দৃষ্টান্ত নেই, যা আল্লাহপাকের দরবার থেকে তাঁর প্রিয় হাবীব হযরত রাসূলে কারীম ﷺ -এর নিকট অবতীর্ণ হয়েছে, মানবজাতির দুনিয়া ও আখেরাত উভয় জাহানের কল্যাণ এতে নিহিত রয়েছে। আর এ কুরআনে কারীম লওহে মাহফুজে রয়েছে সংরক্ষিত, যেভাবে সমগ্র বিশ্ব সৃষ্টির উপর স্বয়ং স্রষ্টা ও পালনকর্তা আল্লাহপাকের শ্রেষ্ঠত্ব ও মাহাত্ম্য সুপ্রতিষ্ঠিত, ঠিক তেমনিভাবে তাঁর মহান বাণীর শ্রেষ্ঠত্বও সর্বত্র সুপ্রতিষ্ঠিত। এতে বিন্দুমাত্রও সন্দেহের অবকাশ নেই। এর বর্ণনা-শৈলীর বৈশিষ্ট্য অদ্বিতীয়, এতে কখনো কোনো পরিবর্তন হয় না, অথচ সর্বকালের জন্যে পবিত্র কুরআনের মহান শিক্ষা সমভাবে প্রযোজ্য।

(৭৯) لَا يَمَسُّهُ إِلَّا الْمُطَهَّرُونَ 'পবিত্র কুরআন এমনি এক মহান গ্রন্থ, যা পবিত্র অবস্থা ব্যতীত স্পর্শ করা যায় না।

অজু ব্যতীত পবিত্র কুরআন স্পর্শ করা যায় না : ওলামায়ে কেরাম এ ব্যাপারে সম্পূর্ণ একমত যে, অপবিত্র এবং অজুহীন অবস্থায় পবিত্র কুরআনের স্পর্শ করা যায় না, তবে গেলাফে আবৃত অবস্থায় থাকলে তার উপর স্পর্শ করা এবং বহন করা বৈধ। ইমাম আবূ হানীফা (র.) এ মত পোষণ করেছেন। তবে পবিত্র কুরআন স্পর্শ করা ব্যতীত অজুহীন অবস্থায় তেলাওয়াত করা যেতে পারে। এ পর্যায়ে হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা.) বর্ণিত হাদীস উল্লেখ করা যেতে পারে। তিনি বর্ণনা করেন, আমি আমার খালা উম্মুল মুমিনীন হযরত মায়মূনা (রা.)-এর গৃহে এক রাত অতিবাহিত করি। রাসূলে কারীম ﷺ ঐ রাতে সেই গৃহে ছিলেন। অর্ধেক রাত অতিবাহিত হওয়ার পর হুজুর ﷺ জাগ্রত হলেন এবং উঠে বসলেন তিনি তাঁর চেহারা মোবারককে তাঁর দস্ত মোবারক ফিরিয়ে নিদ্রার ভাব দূর করে দিলেন, এরপর তিনি সূরা আল ইমরানের দশটি আয়াত তেলাওয়াত করলেন, এরপর তিনি দাঁড়িয়ে একটি ঝুলন্ত পানির মশক থেকে পানি নিয়ে অজু করলেন।

এ হাদীস দ্বারা এ কথা প্রমাণিত হয় যে, অজু ব্যতীত কুরআনের কারীমের আয়াত তেলাওয়াত করা বৈধ। আল্লামা বগভী (র.) লিখেছেন, তাফসীরকার কালবী (র.) বলেছেন, আলোচ্য আয়াতের مُطَهَّرُونَ শব্দটির অর্থ مُوَحِّدٌ অর্থাৎ যারা তৌহিদে বা আল্লাহপাকের একত্ববাদে বিশ্বাসী, তারা ব্যতীত কেউ পবিত্র কুরআন স্পর্শ করবে না। আর সুফী সাধকগণের মতে مُوَحِّدٌ শুধু সে ব্যক্তিকেই বলা হয়, যার জীবন-সাধনার একমাত্র উদ্দেশ্য হলো আল্লাহপাকের সন্তুষ্টি লাভ, এছাড়া আর কিছুই নয়। এ জন্যে রাসূলে কারীম ﷺ ইরশাদ করেছেন, যে পর্যন্ত কোনো লোকের আশা আকাঙ্ক্ষা আমার নিয়ে আসা দীনের অনুগত না হবে, সে পর্যন্ত সে প্রকৃত মুমিন হতে পারবে না।

তাফসীরকার ইকরিমা (র.) বলেছেন যে, হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা.) ইহুদি এবং খ্রিস্টানদেরকে পবিত্র কুরআন পাঠের অনুমতি দিতে বাধা দিতেন। হাদীস শরীফে এ কথাও বর্ণিত আছে যে, রাসূলে কারীম ﷺ দুশমনের দেশে কুরআনে কারীম নিয়ে যেতে নিষেধ করেছিলেন। এ সমস্ত বর্ণনা দ্বারা এ কথাই প্রমাণিত হচ্ছে যে, কুরআনে কারীমের আদব রক্ষা করা অবশ্য কর্তব্য।

ফাররা (র.) বলেছেন, আলোচ্য আয়াতের অর্থ হলো, কুরআনে কারীমের স্বাদ সেই ব্যক্তিই পাবে, যে এর উপর ঈমান আনবে, আর এ বক্তব্যের সমর্থনে হযরত মুজাদ্দিদে আলফেসানী (র.) বলেছেন, নিজের কুপ্রবৃত্তিকে বিনাশ করা এবং চারিত্রিক দুর্বলতা থেকে পবিত্রতা অর্জন ব্যতীত কুরআনে কারীমের বরকত হাসিল করা সম্ভব নয়। কু-প্রবৃত্তির তাড়না থেকে নিজেকে মুক্ত করার পরই কুরআনে কারীমের মাধ্যমে আল্লাহপাকের নৈকট্য-ধন্য হওয়ার পথ উন্মুক্ত হয়। দুনিয়া এবং আখেরাত, উভয় জাহানের জন্যেই এই নীতি প্রযোজ্য।

তিরমিযী, আবূ দাউদ এবং নাসায়ী শরীফে সংকলিত এবং হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে ওমর (রা.) বর্ণিত হাদীসে আছে, প্রিয়নবী ﷺ ইরশাদ করেছেন– (বেহেশতে প্রবেশ করার সময়) বলা হবে, কুরআন পাঠ কর এবং উপরের দিকে যেতে থাক এবং ধীরে ধীরে কুরআন পাঠ কর, যেখানে পৌঁছার পর তোমার কুরআন পাঠ করা শেষ হবে, সেখানেই তোমার মঞ্জিল।

(৮০) تَنْزِيلٌ مِّنْ رَّبِّ الْعٰلَمِيْنَ 'এই কিতাব বিশ্ব প্রতিপালকের পক্ষ থেকে অবতীর্ণ।

যিনি বিশ্ব স্রষ্টা ও পালনকর্তা, যিনি সর্বসময় ক্ষমতার অধিকারী, যিনি সর্বশ্রোতা, যিনি সর্বজ্ঞাত, তাঁরই মহান চিরন্তন বাণী হলো পবিত্র কুরআন, যা তিনি নাজিল করেছেন বিশ্বনবী হযরত রাসূলে কারীম ﷺ -এর প্রতি, যা বিশ্ব মানবের কল্যাণার্থে আল্লাহপাক সংরক্ষণ করে রেখেছেন।

(৮১) أَفَبِهٰذَا الْحَدِيْثِ أَنْتُمْ مُّدْهِنُوْنَ 'তবে কি তোমরা এ মহান বাণীকে সাধারণ কথা মনে করছ?

যে পবিত্র কুরআন এত সম্মানিত, এত মর্যাদাসম্পন্ন, তাকে কি তোমরা সাধারণ কথা মনে কর? কুরআনে কারীমের ন্যায় অমূল্য সম্পদের সাদর অভ্যর্থনার মাধ্যমেই মানবতার বিকাশ ও উন্মেষ ঘটে, যারা পবিত্র কুরআনের মহান শিক্ষা থেকে

https://e-ilm.weebly.com/

বঞ্চিত বা এ সম্পর্কে যারা উদাসীন, তাদের চেয়ে অধিকতর দুর্ভাগ্য আর কারোরই নেই। কেননা জাগতিক ও আধ্যাত্মিক জগতের উন্নতি, অগ্রগতি নির্ভুল করে পবিত্র কুরআনের মহান শিক্ষা গ্রহণ ও বাস্তবায়নের পর। তাই যারা পবিত্র কুরআনের মহান শিক্ষা গ্রহণে অস্বীকৃতি জানায় তারা নিশ্চয় ভাগ্যবিড়ম্বিত, চির বঞ্চিত।

আল্লামা বগভী (র.) লিখেছেন, হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা.) আলোচ্য আয়াতে مُدْهِنُوْنَ শব্দটির ব্যাখ্যা করেছেন, মিথ্যাজ্ঞানকারী। অর্থাৎ তোমরা কি পবিত্র কুরআনের মহান শিক্ষাকে মিথ্যাজ্ঞান কর? আর মোকাতেল ইবনে হাসান (র.) বলেছেন– مُدْهِنُوْنَ শব্দটির অর্থ হলো, পবিত্র কুরআনের মহান শিক্ষাকে অস্বীকারকারী। وَتَجْعَلُوْنَ رِزْقَكُمْ أَنَّكُمْ تُكَذِّبُوْنَ (৮২) "আর এই অবিশ্বাস করাকে তোমাদের উপজীবিকা স্বরূপ গ্রহণ করেছ?

কাফের মুশরিকদের কুরআন বিরোধী দৌরাত্ম্য দেখলে মনে হয় যে পবিত্র কুরআনের প্রচার প্রসারে বাধা দেওয়ার পবিত্র কুরআনকে মিথ্যা জ্ঞান করার এবং এর বিরোধিতাকে কাফেররা তাদের আহার্য বা উপজীবিকা হিসেবে গ্রহণ করেছে, পবিত্র কুরআনের বিরুদ্ধাচরণই যেন তাদের একমাত্র কাজ, আর এ কাজকে তারা তাদের ব্রত হিসেবে গ্রহণ করেছে।

فَلَوْلَا إِذَا بَلَغَتِ الْحُلْقُوْمَ (৮৩) وَأَنْتُمْ حِيْنَئِذٍ تَنْظُرُوْنَ (৮৪)

আলোচ্য আয়াতে আল্লাহপাক কাফের মুশরিকদের লক্ষ্য করে একটি প্রশ্ন করেছেন, যে তোমরা অসঙ্কোচে এবং নির্ভীক চিত্তে পবিত্র কুরআনকে মিথ্যা জ্ঞান করছ, তার বিরোধিতায় আত্মনিয়োগ করছ, তোমরা কি মনে কর যে, তোমরা কারোই অধীন নও? তাহলে যখন কোনো লোকের মৃত্যুর সময় ঘনিয়ে আসে, তার প্রাণ কণ্ঠাগত হয়, তখন তোমরা অসহায় অবস্থায় তার দিকে চেয়ে থাক, তখন তোমরা থাক বড়ই অসহায় নিরুপায়। তার কোনো উপকারই তোমরা করতে পার না, তাকে মৃত্যুর হাত থেকে কোনোভাবেই রক্ষা করতে পার না।

وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْكُمْ وَلٰكِنْ لَّا تُبْصِرُوْنَ (৮৫)

অথচ আমি তোমাদের চেয়ে মৃত্যুপথের ঐ যাত্রীর অনেক বেশি নিকটবর্তী থাকি, তার সত্যিকার অবস্থা সম্পর্কে আমিই সর্বাধিক অবগত থাকি, আর তোমরা তা দেখতেও পাও না।

فَلَوْلَا إِنْ كُنْتُمْ غَيْرَ مَدِيْنِيْنَ (৮৬) تَرْجِعُوْنَهَا إِنْ كُنْتُمْ صٰدِقِيْنَ (৮৭)

'যদি তোমরা কারো কর্তৃত্বাধীন না হয়ে থাক, তবে কেন তোমরা ঐ প্রাণকে ফিরিয়ে দাও না, যদি তোমরা সত্যবাদী হও'। অর্থাৎ যদি তোমরা কারো অধীন না হও, যদি তোমরা পুনর্জীবন ও পুনরুত্থানে বিশ্বাস না কর এবং কিয়ামতের ময়দানে তোমাদেরকে হাজির করা হবে– এ কথায়ও বিশ্বাস না হয়, তবে এই প্রাণকে তোমরা কেন যেতে দিলে? যদি তোমাদের শক্তি থাকতো, তবে তোমরা কণ্ঠাগত প্রাণকে স্ব-স্থানে ফিরিয়ে দিতে এবং মৃত্যুপথের যাত্রী পৃথিবী থেকে বিদায় হতো না; বরং তার বাড়ি ঘরেই ফিরে আসতো, কিন্তু তোমাদের পক্ষে তা কখনও সম্ভব হবে না, অতএব মনে রেখ যিনি তোমাদের দেহে প্রাণসঞ্চার করতে সক্ষম হয়েছেন, তিনিই তোমাদেরকে মৃত্যুমুখে পতিত করেন, আর তিনিই তোমাদের পুনর্জীবন দান করে হাশরের ময়দানে একত্র করবেন। অতএব, পরকালীন জীবন সম্পর্কে উদাসীন থাকা বোকামি ব্যতীত আর কিছুই নয়, আর পরকালীন জীবনকে অস্বীকার করা নিঃসন্দেহে অমার্জনীয় অপরাধ। যে এ পৃথিবীতে আগমন করে থাকে অবশ্যই তাকে এ পৃথিবী থেকে গমনও করতেই হবে, যিনি জীবন দান করেছেন, তিনিই জীবনের অবসান ঘটাবেন, আর তিনিই কেয়ামতের দিন হাশরের ময়দানে সকলকে একত্র করবেন, এতে সন্দেহের বিন্দুমাত্রও অবকাশ নেই। কেয়ামতের ময়দানে হাজির হওয়ার পর কি অবস্থা হবে, তা ঘোষণা করা হয়েছে পরবর্তী আয়াতে–

فَأَمَّا إِنْ كَانَ مِنَ الْمُقَرَّبِيْنَ (৮৮) فَرَوْحٌ وَّرَيْحَانٌ وَّجَنَّتُ نَعِيْمٍ (৮৯)

"অতঃপর যদি মৃত ব্যক্তি আল্লাহপাকের নৈকট্য ধন্যদের অন্তর্ভুক্ত হয়, তবে তার জন্যে রয়েছে শান্তি, উত্তম জীবিকা এবং রয়েছে নিয়ামতে পরিপূর্ণ জান্নাত।"

এ জীবনের পর কি হবে : এ সূরার শুরুতে সমগ্র মানবজাতিকে তিনভাগে বিভক্ত করার কথা ঘোষণা করা হয়েছে–

১. সেসব লোক যারা আল্লাহপাকের নৈকট্য ধন্য।

২. আসহাবুল ইয়ামীন তথা ডান দিকে অবস্থানকারীগণ।

৩. বাম দিকে অবস্থানকারীগণ।

আলোচ্য আয়াতসমূহে উল্লেখিত এই তিন শ্রেণির পরিণতি ঘোষণা করা হয়েছে।

https://e-ilm.weebly.com/

১. যারা আল্লাহপাকের নৈকট্য ধন্য হতে তাদের জন্যে চিরসুখ, চিরশান্তি, চির আনন্দ চির, আরাম, পবিত্র রিজিক এবং জান্নাতের অসংখ্য নিয়ামত রয়েছে। আলোচ্য আয়াতের رَوْحٌ শব্দটির অর্থ– আনন্দ এবং আরাম। এ ব্যাখ্যা করেছেন মুজাহিদ (র.) এবং সাঈদ ইবনে যুবায়ের (র.) আর যাহ্হাক (রা.) বলেছেন, এর অর্থ হলো মাগফেরাত এবং রহমত। আলোচ্য আয়াতের رَيْحَانٌ শব্দটির অর্থ হলো পবিত্র রিজিক। এ ব্যাখ্যা করেছেন হযরত মুজাহিদ (রা.), হযরত সাঈদ ইবনে যুবায়ের (রা.) এবং হযরত মোকাতেল (র.)।

অন্যান্য তাফসীরকারগণ লিখেছেন, রায়হান এমনি একটি সুগন্ধি যার ঘ্রাণ নেওয়া হয়।

তাফসীরকার আবূ ইয়ালা (র.) বলেছেন, যে ব্যক্তি আল্লাহপাকের নৈকট্য ধন্য হয় সে দুনিয়া থেকে বিদায় গ্রহণের পূর্বে জান্নাতের সুগন্ধ পায়, এরপর তার রূহ কবজ করা হয়।

হযরত আবূ বকর ওয়াররাক (র.) বলেছেন, আলোচ্য আয়াতের رَوْحٌ শব্দটির অর্থ হলো দোজখ থেকে জান্নাত লাভ করা, আর رَيْحَانٌ শব্দটি দ্বারা চিরশান্তির কেন্দ্র বেহেশতে প্রবেশ করাকে উদ্দেশ্য করা হয়েছে।

وَاَمَّآ اِنْ كَانَ مِنْ اَصْحٰبِ الْيَمِيْنِ (٩٠) فَسَلٰمٌ لَّكَ مِنْ اَصْحٰبِ الْيَمِيْنِ (٩١)

২. আর যদি সে ডান দিকের একজন হয় [তবে তাকে বলা হবে] তোমার জন্যে রয়েছে শান্তি ও নিরাপত্তা। আল্লামা বগভী (র.) লিখেছেন, বাক্যটির অর্থ হলো হে মুহাম্মদ ﷺ আপনার উম্মতের ডানদিকের লোকদের সম্পর্কে আপনি নিশ্চিন্ত থাকুন, তাদের সম্পর্কে আদৌ কোনো চিন্তা করবেন না, তারা আল্লাহপাকের আজাব থেকে নিরাপদ রয়েছে। এরপর হযরত রাসূলুল্লাহ ﷺ তাঁর উম্মতের অবস্থা দেখে সন্তুষ্ট হবেন।

তাফসীরকার মোকাতেল (র.) বলেছেন, আল্লাহপাক ডান দিকে অবস্থানকারী লোকদের গুনাহসমূহ মাফ করে দিবেন এবং তাদের নেক আমলসমূহ কবুল করবেন।

ফাররা (র.) বলেছেন, এর অর্থ হলো হে মুহাম্মদ ﷺ ডান দিকের লোকদের পক্ষ থেকে সালাম গ্রহণ করুন। অথবা এর অর্থ হলো, ডান দিকের লোকদের বলা হবে তোমাদের উপর শান্তি বর্ষিত হোক।

وَاَمَّآ اِنْ كَانَ مِنَ الْمُكَذِّبِيْنَ الضَّآلِّيْنَ (٩٢) فَنُزُلٌ مِّنْ حَمِيْمٍ (٩٣) وَّتَصْلِيَةُ جَحِيْمٍ (٩٤)

৩. আর যদি মৃত ব্যক্তি অবিশ্বাসী পথভ্রষ্টদের অন্তর্ভুক্ত হয়, তবে তাকে ফুটন্ত পানি দ্বারা আপ্যায়ন করা হবে এবং তাকে দোজখে প্রবেশ করতে হবে। যারা বেঈমান, পথভ্রষ্ট, দুরাত্মা, তাদের শান্তি অবধারিত; ফুটন্ত পানি এবং দোজখের ভয়ঙ্কর শাস্তিই তাদের পরিণতি।

اِنَّ هٰذَا لَهُوَ حَقُّ الْيَقِيْنِ (٩٥) فَسَبِّحْ بِاسْمِ رَبِّكَ الْعَظِيْمِ (٩٦)

নিশ্চয় এ সিদ্ধান্ত ধ্রুব সত্য, অতএব, [হে রাসূল!] আপনার মহা মহিমান্বিত প্রতিপালকের মোবারক নামের পবিত্রতা বর্ণনা করতে থাকুন, অর্থাৎ আপনার প্রতিপালকের স্মরণে তন্ময় থাকুন, তাঁর আদেশ মোতাবেক নামাজ আদায় করুন, তাঁর পবিত্র নামের তাসবীহ পাঠ করতে থাকুন।

শব্দ বিশ্লেষণ :

وَقَعَتْ : সীগাহ واحد مؤنث غائب বহছ ماضى معروف বাব فَتَحَ মাসদার اَلْوُقُوْعَ মূলবর্ণ (و - ق – ع) জিনস مثال واوى অর্থ– সংঘটিত হবে।

خَافِضَةً : সীগাহ واحد مؤنث বহছ اسم فاعل বাব ضَرَبَ মাসদার خَفْضٌ মূলবর্ণ (خ - ف - ض) জিনস صحيح অর্থ– অবনত করবে। অবনতকারী।

مَوْضُوْنَةً : সীগাহ واحد مؤنث বহছ اسم مفعول বাব ضَرَبَ মাসদার وَضْنٌ মূলবর্ণ (و - ض - ن) জিনস صحيح অর্থ– স্বর্ণের তার দ্বারা বুনানো।

مَعِيْنٌ : একবচন : বহুবচনে مُعُنٌ - مُعُنَاتٌ বাব فَتَحَ মাসদার مَعْنٌ মূলবর্ণ (م - ع - ن)জিনস صحيح অর্থ– ভূপৃষ্ঠে প্রবাহিত পানি, জান্নাতের শরাব, যা চোখের সামনে প্রবাহিত হবে, খাঁটি মদ, বিশুদ্ধ শরাব, স্বচ্ছ সুরা।

فَاكِهَةً : একবচন; বহুবচনে فَوَاكِهُ. فَاكِهَاتٌ অর্থ- ফল।

https://e-ilm.weebly.com/

لَحْمٌ : একবচন; বহুবচনে لُحُوْمٌ অর্থ- গোশত, মাংস।

طَيْرٌ : একবচন; বহুবচনে طُيُوْرٌ অর্থ- পাখি।

يَشْتَهُوْنَ : সীগাহ جمع مذكر غائب বহছ مضارع معروف বাব اِفْتِعَالٌ মাসদার اَلْاِشْتِهَاءُ মূলবর্ণ (ش – ه – ى) জিনস ناقص يائ অর্থ- তাদের রুচিসম্মত হবে, মন:পূত হবে।

مَكْنُوْنٌ : সীগাহ واحد مذكر বহছ اسم مفعول বাব نَصَرَ মাসদার كَنٌّ মূলবর্ণ (ك – ن – ن) জিনস مضاعف ثلاثى অর্থ– লুক্কায়িত।

اَبْكَارٌ : বহুবচন; একবচনে بِكْرٌ অর্থ– অবিবাহিতা, নারী, কুমারী, বালিকা, কন্যা, প্রথম, নতুন, জ্যেষ্ঠ সন্তান।

اَتْرَابٌ : বহুবচন; এক বচনের تِرْبٌ অর্থ– সমবয়স্কা, সঙ্গী, বন্ধু সমকক্ষ।

مُتْرَفِيْنَ : সীগাহ جمع مذكر বহছ اسم مفعول বাব اِفْعَالٌ মাসদার اِتْرَافٌ মূলবর্ণ (ت - ر - ف) জিনস صحيح অর্থ– সুখ-সম্পদ মগ্ন; আরাম ও ভোগ বিলাসে জীবন-যাপনকারী।

مَالِئُوْنَ : সীগাহ جمع مذكر বহছ اسم فاعل বাব فَتَحَ মাসদার مَلْأٌ মূলবর্ণ (م – ل – ء) জিনস مهموز لام অর্থ- ভরা।

تُمْنُوْنَ : সীগাহ جمع مذكر حاضر বহছ مضارع معروف বাব اِفْعَالٌ মাসদার اِمْنَاءٌ মূলবর্ণ (م - ن - ى) জিনস .... অর্থ– বীর্যপাত করে শুক্রবিন্দু পৌঁছিয়ে থাকো।

مُغْرَمُوْنَ : সীগাহ جمع مذكر বহছ اسم مفعول বাব اِفْعَالٌ মাসদার اِغْرَامٌ মূলবর্ণ (غ - ر - م) জিনস صحيح অর্থ– খেসারত, জরিমানা নেওয়া, লোভী হওয়া, ধ্বংস করা।

مَدِيْنِيْنَ : সীগাহ جمع مذكر বহছ اسم مفعول বাব ضَرَبَ মাসদার اَلدَّيْنُ মূলবর্ণ (د - ي - ن) জিনস اجوف يائى অর্থ– হিসাব-নিকাশ।

رُجَّتْ : সীগাহ واحد مؤنث غائب বহছ ماضى معروف বাব نَصَرَ মাসদার رَجٌّ মূলবর্ণ (ر - ج - ج) জিনস مضاعف ثلاثى অর্থ– কম্পিত হবে।

بُسَّتْ : সীগাহ واحد مؤنث غائب বহছ ماضى مجهول বাব نَصَرَ মাসদার بَسٌّ মূলবর্ণ (ب - س - س) জিনস مضاعف ثلاثى অর্থ– চূর্ণ-বিচূর্ণ হয়ে যাবে।

مَعِيْنٍ : صفت - صيغه - فعيل -এর ওজনে, বাব فَتَحَ মাসদার اَلْمَعْنُ মূলবর্ণ (م - ع - ن) জিনস صحيح অর্থ– বহমান, অর্থাৎ জান্নাতের শরাব, যা চোখের সামনে বহমান হবে।

لَا يُنْزِفُوْنَ : সীগাহ جمع مذكر غائب বহছ نفى فعل مضارع معروف বাব اِفْعَالٌ মাসদার اَلْاِنْزَافُ মূলবর্ণ (ن - ز - ف) জিনস صحيح অর্থ– তাদের জ্ঞানে ত্রুটি আসবে না।

يَتَخَيَّرُوْنَ : সীগাহ جمع مذكر غائب বহছ مضارع معروف বাব تَفَعُّلٌ মাসদার اَلتَّخَيُّرُ মূলবর্ণ (خ - ى - ر) জিনস اجوف يائى অর্থ– তারা পছন্দ করবে।

حُطَامًا : حَطْمٌ থেকে নির্গত, এটি বাব ضَرَبَ -এর মাসদার, মূলবর্ণ (ح - ط - م) জিনস صحيح অর্থ– চূর্ণ-বিচূর্ণ কর।

مُقْوِيْنَ : সীগাহ جمع مذكر বহছ اسم فاعل বাব اِفْعَالٌ মাসদার اَلْاِقْوَاءُ মূলবর্ণ (ق - و - ى) জিনস মুরাক্কাব (ناقص يائى ও اجوف واوى) অর্থ– পথিক।

বাক্য বিশ্লেষণ :

يَطُوْفُ عَلَيْهِمْ وِلْدَانٌ مُّخَلَّدُوْنَ بِاَكْوَابٍ وَّاَبَارِيْقَ وَكَاْسٍ مِّنْ مَّعِيْنٍ : এখানে يَطُوْفُ ফে'ল عَلَيْهِمْ টা يَطُوْفُ -এর সাথে متعلق আর وِلْدَانٌ হলো ফায়েল আর مُخَلَّدُوْنَ হলো وِلْدَانٌ-এর সিফত। আর بِاَكْوَابٍ টাও يَطُوْفُ -এর সাথে متعلق এবং এর পরবর্তী অংশ بِاَكْوَابٍ -এর উপর আতফ হয়েছে আর مِنْ مَّعِيْنٍ হলো كَاْسٍ-এর সিফত।

–[ই'রাবুল কুরআন ৭ম খণ্ড; পৃ.৩৯৬]

https://e-ilm.weebly.com/

https://e-ilm.weebly.com/

** তিনি সবই অবগত আছেন, যা জমিনের অভ্যন্তরে প্রবেশ করে, আর যা তা হতে বহির্গত হয় এবং যা আসমান হতে নাজিল হয় এবং যা তাতে আরোহণ করে; আর তিনি তোমাদের সঙ্গেই আছেন তোমরা যেখানেই থাক না কেন; এবং আল্লাহ তোমাদের সমস্ত কার্যকে দেখেন।	يَعْلَمُ مَا يَلِجُ فِي الْأَرْضِ وَمَا يَخْرُجُ مِنْهَا وَمَا يَنْزِلُ مِنَ السَّمَاءِ وَمَا يَعْرُجُ فِيهَا ۖ وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَ مَا كُنْتُمْ ۚ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ﴿٤﴾
৫. আসমানসমূহ ও জমিনের আধিপত্য তাঁরই রয়েছে; আর আল্লাহরই দিকে সমস্ত বিষয় ফিরে যাবে।	لَهُ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ ۚ وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ ﴿٥﴾
৬. তিনিই রাত্রিকে দিনের মধ্যে প্রবিষ্ট করেন এবং তিনিই দিনকে রাত্রির মধ্যে প্রবিষ্ট করেন। আর তিনি অন্তরের বিষয়সমূহ সম্পর্কে অবগত আছেন।	يُولِجُ اللَّيْلَ فِي النَّهَارِ وَيُولِجُ النَّهَارَ فِي اللَّيْلِ ۚ وَهُوَ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ ﴿٦﴾
৭. তোমরা আল্লাহর প্রতি এবং তার রাসূলের প্রতি ঈমান আন, আর যে সম্পদে তিনি তোমাদেরকে অন্যের স্থলাভিষিক্ত করেছেন তা হতে [আল্লাহর পথে] ব্যয় কর, তোমাদের মধ্যে যারা ঈমান আনে ও [আল্লাহর পথে] ব্যয় করে তাদের জন্য মহাপুরস্কার রয়েছে।	آمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَأَنْفِقُوا مِمَّا جَعَلَكُمْ مُسْتَخْلَفِينَ فِيهِ ۖ فَالَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَأَنْفَقُوا لَهُمْ أَجْرٌ كَبِيرٌ ﴿٧﴾

শাব্দিক অনুবাদ :

** يَعْلَمُ তিনি সবই অবগত আছেন مَا يَلِجُ فِي الْأَرْضِ যা জমিনের অভ্যন্তরে প্রবেশ করে وَمَا يَخْرُجُ مِنْهَا আর যা তা হতে বহির্গত হয় وَمَا يَنْزِلُ مِنَ السَّمَاءِ এবং যা আসমান হতে নাজিল হয় وَيَعْرُجُ فِيهَا এবং যা তাতে আরোহণ করে وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنْتُمْ আর তিনি তোমাদের সঙ্গেই আছেন তোমরা যেখানেই থাক না কেন وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ এবং তিনি তোমাদের সমস্ত কার্যকে দেখেন।

৫. لَهُ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ আসমানসমূহ ও জমিনের আধিপত্য তাঁরই রয়েছে وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ আর আল্লাহরই দিকে সমস্ত বিষয় ফিরে যাবে।

৬. يُولِجُ اللَّيْلَ فِي النَّهَارِ তিনিই রাত্রিকে দিনের মধ্যে প্রবিষ্ট করেন وَيُولِجُ النَّهَارَ فِي اللَّيْلِ এবং তিনিই দিবসকে রাত্রির মধ্যে প্রবিষ্ট করেন وَهُوَ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ আর তিনি অন্তরের বিষয়সমূহ অবগত আছেন।

৭. آمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ তোমরা আল্লাহর প্রতি এবং তার রাসূলের প্রতি ঈমান আনয়ন কর وَأَنْفِقُوا আর ব্যয় কর مِمَّا جَعَلَكُمْ مُسْتَخْلَفِينَ فِيهِ যে সম্পদে তিনি তোমাদেরকে অন্যের স্থলাভিষিক্ত করেছেন তা হতে فَالَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ সুতরাং তোমাদের মধ্যে যারা ঈমান আনবে وَأَنْفَقُوا এবং (আল্লাহর পথে) ব্যয় করবে لَهُمْ أَجْرٌ كَبِيرٌ তাদের মহা পুরস্কার রয়েছে।

https://e-ilm.weebly.com/

وَمَا لَكُمْ لَا تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ ۚ وَالرَّسُولُ يَدْعُوكُمْ لِتُؤْمِنُوا بِرَبِّكُمْ وَقَدْ أَخَذَ مِيثَاقَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ ﴿٨﴾

৮. তোমাদের জন্য এর কি কারণ আছে যে, তোমরা আল্লাহর উপর ঈমান আনছ না? অথচ রাসূল ﷺ তোমাদেরকে এর প্রতি আহ্বান করছেন যে, তোমরা স্বীয় প্রভুর প্রতি ঈমান আন, আর স্বয়ং আল্লাহ তোমাদের থেকে অঙ্গীকার গ্রহণ করেছেন। যদি তোমরা বিশ্বাসী হও [তবে এটাই যথেষ্ট]।

هُوَ الَّذِي يُنَزِّلُ عَلَىٰ عَبْدِهِ آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ لِيُخْرِجَكُمْ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ ۚ وَإِنَّ اللَّهَ بِكُمْ لَرَءُوفٌ رَحِيمٌ ﴿٩﴾

৯. তিনিই আপন বিশিষ্ট বান্দার উপর সুস্পষ্ট আয়াতসমূহ নাজিল করেন, যেন তিনি তোমাদেরকে অন্ধকার হতে আলোর দিকে আনেন; আর নিঃসন্দেহে আল্লাহ তোমাদের প্রতি বড় স্নেহশীল, করুণাময়।

وَمَا لَكُمْ أَلَّا تُنْفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلِلَّهِ مِيرَاثُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ ۚ لَا يَسْتَوِي مِنْكُمْ مَنْ أَنْفَقَ مِنْ قَبْلِ الْفَتْحِ وَقَاتَلَ ۚ أُولَٰئِكَ أَعْظَمُ دَرَجَةً مِنَ الَّذِينَ أَنْفَقُوا مِنْ بَعْدُ وَقَاتَلُوا ۚ وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَىٰ ۚ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ ﴿١٠﴾

১০. আর তোমাদের নিকট এটার কি কারণ রয়েছে যে, তোমরা আল্লাহর পথে ব্যয় করছ না? অথচ আসমানসমূহ ও জমিন অবশেষে আল্লাহরই রয়ে যাবে; যারা মক্কা বিজয়ের পূর্বে [আল্লাহর পথে] ব্যয় করেছে এবং জিহাদ করছে তারা সমান নয়; [বরং] তারা ঐ সমস্ত লোক অপেক্ষা মর্যাদায় শ্রেষ্ঠ, যারা [মক্কা বিজয়ের] পরে ব্যয় করেছে এবং জিহাদ করেছে; আর আল্লাহ সকলকে মঙ্গলের প্রতিশ্রুতি দিয়ে রেখেছেন; এবং আল্লাহ তা'আলা তোমাদের সমস্ত কার্যাবলির পূর্ণ খবর রাখেন।

শাব্দিক অনুবাদ :

৮. وَمَا لَكُمْ لَا تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ তোমাদের জন্য এর কি কারণ আছে যে, তোমরা আল্লাহর উপর ঈমান আনছ না وَالرَّسُولُ يَدْعُوكُمْ অথচ রাসূল তোমাদেরকে এর প্রতি আহ্বান করছেন لِتُؤْمِنُوا بِرَبِّكُمْ তোমরা স্বীয় প্রভুর প্রতি ঈমান আন وَقَدْ أَخَذَ مِيثَاقَكُمْ আর স্বয়ং আল্লাহ তোমাদের থেকে অঙ্গীকার গ্রহণ করেছেন إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ যদি তোমার বিশ্বাসী হও।

৯. هُوَ الَّذِي يُنَزِّلُ عَلَىٰ عَبْدِهِ তিনি আপন বিশিষ্ট বান্দার উপর নাজিল করেন آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ সুস্পষ্ট আয়াতসমূহ لِيُخْرِجَكُمْ যেন তিনি তোমাদেরকে আনেন مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ অন্ধকার হতে আলোর দিকে وَإِنَّ اللَّهَ بِكُمْ لَرَءُوفٌ رَحِيمٌ আর নিঃসন্দেহে আল্লাহ তোমাদের প্রতি বড় স্নেহশীল, করুণাময়।

১০. وَمَا لَكُمْ আর তোমাদের নিকট এর কি কারণ রয়েছে যে, أَلَّا تُنْفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ তোমরা আল্লাহর পথে ব্যয় করছ না وَلِلَّهِ مِيرَاثُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ অথচ আসমানসমূহ ও জমিন অবশেষে আল্লাহরই থেকে যাবে لَا يَسْتَوِي مِنْكُمْ তারা সমান নয় مَنْ أَنْفَقَ যারা ব্যয় করেছে مِنْ قَبْلِ الْفَتْحِ মক্কা বিজয়ের পূর্বে وَقَاتَلَ এবং জিহাদ করেছে أُولَٰئِكَ أَعْظَمُ دَرَجَةً তারা ঐ সমস্ত লোক অপেক্ষা মর্যাদায় শ্রেষ্ঠ مِنَ الَّذِينَ أَنْفَقُوا مِنْ بَعْدُ যারা পরে ব্যয় করেছে وَقَاتَلُوا এবং জিহাদ করেছে وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَىٰ আর আল্লাহ সকলকে মঙ্গলের প্রতিশ্রুতি দিয়ে রেখেছেন وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ এবং আল্লাহ তা'আলা তোমাদের সকল কার্যাবলির পূর্ণ খবর রাখেন।

https://e-ilm.weebly.com/

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

اٰمِنُوْا بِاللّٰهِ وَرَسُوْلِهٖ وَاَنْفِقُوْا مِمَّا جَعَلَكُمْ مُّسْتَخْلَفِيْنَ فِيْهِ الخ الاية (٧)

শানে নুযূল ঃ গযওয়ায়ে তাবুকের সময় যেহেতু অতি দূরের সফর ছিল তদুপরি মুসলমানদের নিকট জিহাদের আসবাব পত্রও রশদের স্বল্পতা ছিল তাই সে যুদ্ধকে গযওয়ায়ে উসরও বলা হয়। এই জন্যে ঐ জিহাদে মুসলমানদেরকে চাঁদা দান এবং মুসলিম বাহিনীকে সহযোগিতা করার প্রতি উৎসাহিত করতে উক্ত আয়াত নাজিল করেন। (কানযুল নুকুল : ৯৭)

لَا يَسْتَوِىْ مِنْكُمْ مَّنْ اَنْفَقَ مِنْ قَبْلِ الْفَتْحِ الاية (١٠)

শানে নুযূল ঃ এ আয়াত হযরত আবূ বকর সিদ্দীক (রা.) -এর শানে নাজিল হয়েছে। কারণ তিনিই সর্বপ্রথম ইসলাম গ্রহণ করেন এবং স্বীয় সম্পদ আল্লাহর পথে ব্যয় করেন। (কুরতুবী ঃ ১৭, কানযুন নুকুল ঃ ৯৭)

সূরা হাদীদের কতিপয় বৈশিষ্ট্য ঃ যে পাঁচটি সূরার শুরুতে سَبَّحَ অথবা يُسَبِّحُ আছে, সেগুলোকে হাদীসে مُسَبِّحَاتٌ তথা তাসবীহ্‌যুক্ত সূরা বলে ব্যক্ত করা হয়েছে। সূরা হাদীদ তন্মধ্যে প্রথম। দ্বিতীয় সূরা হাশর, তৃতীয় ছফ, চতুর্থ জুমুআ এবং পঞ্চম তাগাবুন। আবূ দাউদ, তিরমিযী ও নাসায়ীর রেওয়ায়েতে হযরত ইরবায় ইবনে সারিয়া (রা.) বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ রাত্রে নিদ্রা যাওয়ার পূর্বে এসব সূরা পাঠ করতেন। তিনি আরও বলেছেন যে, এসব সূরায় একটি আয়াত এমন আছে, যা হাজার আয়াত থেকে শ্রেষ্ঠ। ইবনে কাসীর (র.) বলেন, সেই শ্রেষ্ঠ আয়াতটি হচ্ছে সূরা হাদীদের এই আয়াত ঃ

هُوَ الْاَوَّلُ وَالْاٰخِرُ وَالظَّاهِرُ وَالْبَاطِنُ وَهُوَ بِكُلِّ شَىْءٍ عَلِيْمٌ

এই পাঁচটি সূরার মধ্য থেকে তিনটিতে অর্থাৎ, হাদীদ, হাশর ও ছফে سَبَّحَ অতীত পদবাচ্য সহকারে এবং সূরা জুমুআ ও তাগাবুনে يُسَبِّحُ ভবিষ্যত পদবাচ্য সহকারে বলা হয়েছে। এতে ইঙ্গিত থাকতে পারে যে, আল্লাহ তা'আলার তাসবীহ্ ও জিকির অতীত ভবিষ্যৎ ও বর্তমান সর্বকালেই অব্যাহত থাকা বিধেয়। -(মাযহারী)

শয়তানি কুমন্ত্রণার প্রতিকার ঃ হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) বলেন ঃ কোনো সময় তোমার অন্তরে আল্লাহ তা'আলা ও ইসলাম সম্পর্কে শয়তানি কুমন্ত্রণা দেখা দিলে هُوَ الْاَوَّلُ وَالْاٰخِرُ আয়াতখানি আস্তে পাঠ করে নাও। -(ইবনে কাসীর)

এই আয়াতের তাফসীর এবং আউয়াল, আখের, জাহের ও বাতেনের অর্থ সম্পর্কে তাফসীরবিদগণের দশটিরও অধিক উক্তি বর্ণিত আছে। এসব উক্তির মধ্যে কোনো বৈপরীত্য নেই– সবগুলোরই অবকাশ আছে। আউয়াল শব্দের অর্থ তো প্রায় নির্দিষ্ট; অর্থাৎ, অস্তিত্বের দিক দিয়ে সকল সৃষ্টজগতের অগ্রে ও আদি। কারণ তিনি ব্যতীত সবকিছু তাঁরই সৃজিত। তাই তিনি সবার আদি। কারো কারো মতে আখেরের অর্থ এই যে, সবকিছু বিলীন হয়ে যাওয়ার পরও তিনি বিদ্যমান থাকবেন। যেমন, كُلُّ شَىْءٍ هَالِكٌ اِلَّا وَجْهَهٗ আয়াতে এর পরিষ্কার উল্লেখ আছে। বিলীনতা দুই প্রকার। (এক) যা কার্যতঃ বিলীন হয়ে যায়; যেমন– কেয়ামতের দিন সবকিছু বিলীন হয়ে যাবে। (দুই) যা কার্যতঃ বিলীন হয় না, কিন্তু সত্তাগতভাবে বিলীন হওয়ার আশঙ্কা থেকে মুক্ত নয়। এরূপ বস্তুকে বিদ্যমান অবস্থায়ও ধ্বংসশীল বলা যায়। এর উদাহরণ জান্নাত ও দোজখ এবং এগুলোতে প্রবেশকারী ভালো-মন্দ মানুষ। তাদের অস্তিত্ব বিলীন হবে না; কিন্তু বিলীন হওয়ার আশঙ্কা থেকে মুক্তও হবে না। একমাত্র আল্লাহর সত্তাই এমন যে, পূর্বেও বিলীন ছিল না এবং ভবিষ্যতেও কখনও বিলীন হবে না। তাই তিনি সবার অন্ত।

ইমাম গাযালী (র) বলেন : আল্লাহ তা'আলার মারেফত সবার শেষে হয়। এই দিক দিয়ে তিনি আখের তথা অন্ত। মানুষ জ্ঞান ও মারেফতে ক্রমোন্নতি লাভ করতে থাকে। কিন্তু মানুষের অর্জিত এসব স্তর আল্লাহর পথের বিভিন্ন মনযিল বৈ কিছু নয়। এর চূড়ান্ত ও শেষ সীমা হচ্ছে আল্লাহর মারেফত। -(রূহুল মা'আনী)

'যাহের' বলে সেই সত্তা বোঝানো হয়েছে, যেমন্ত বস্তু অপেক্ষাকৃত অধিক প্রকাশমান। প্রকাশমান হওয়া অস্তিত্বের একটি শাখা। অতএব, আল্লাহ তা'আলার অস্তিত্ব যখন সবার উপরে ও অগ্রে, তখন তাঁর আত্মপ্রকাশও সবার উপরে হবে। জগতে তাঁর চেয়ে অধিক কোনো বস্তু প্রকাশমান নয়। তাঁর প্রজ্ঞা ও শক্তিসামর্থ্যের উজ্জ্বল নিদর্শন বিশ্বের প্রতিটি কণায় দেদীপ্যমান।

স্বীয় সত্তার স্বরূপের দিক দিয়ে আল্লাহ তা'আলা 'বাতেন' তথা অপ্রকাশমান। জ্ঞান-বুদ্ধি ও কল্পনা তাঁর স্বরূপ পর্যন্ত পৌছতে সক্ষম নয়। কবি বলেন :

اے برتر از قیاس وگمان خیال ووہم * وز ہر چہ دیدہ ایم وشنیدہ ایم وخواندہ ایم

اے برون از جملہ قال وقیل من * خاک بر فرق من وتمثیل من-

وَهُوَ مَعَكُمْ اَيْنَ مَا كُنْتُمْ : অর্থাৎ, আল্লাহ তোমাদের সঙ্গে আছেন তোমরা যেখানেই থাক না কেন। এই 'সঙ্গের' স্বরূপ ও প্রকৃত অবস্থা মানুষের জ্ঞানসীমার অতীত। কিন্তু এর অস্তিত্ব সুনিশ্চিত। এটা না হলে মানুষের টিকে থাকা এবং তার দ্বারা কোনো কাজ হওয়া সম্ভবপর নয়। আল্লাহর ইচ্ছা ও শক্তি বলেই সবকিছু হয়। তিনি সর্বাবস্থায় ও সর্বত্র মানুষের সঙ্গে আছেন।

وَقَدْ اَخَذَ مِيْثَاقَكُمْ –এর অর্থ আদিকালীন অঙ্গীকারও হতে পারে, যখন আল্লাহ তা'আলা মাখলুককে সৃষ্টি করার পূর্বেই ভবিষ্যতে আগমনকারী সব আত্মাকে একত্র করে তাদের কাছ থেকে তিনিই যে তাদের একমাত্র পালনকর্তা একথার স্বীকৃতি ও অঙ্গীকার নিয়েছিলেন। কুরআন পাকে اَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ قَالُوْا بَلٰى বলে এই অঙ্গীকারের বিষয় উল্লেখ করা হয়েছে। এর অর্থ সেই অঙ্গীকারও হতে পারে, যা পূর্ববর্তী পয়গাম্বরগণও তাদের উম্মতের কাছ থেকে শেষ নবী ﷺ -এর প্রতি বিশ্বাস স্থাপন ও তাঁকে সাহায্য করা সম্পর্কে নিয়েছিলেন।

কুরআন পাকের নিম্নোক্ত আয়াতে এই অঙ্গীকারের উল্লেখ আছে :

ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُوْلٌ مُّصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهٖ وَلَتَنْصُرُنَّهٗ قَالَ ءَاَقْرَرْتُمْ وَاَخَذْتُمْ عَلٰى ذٰلِكُمْ اِصْرِىْ – قَالُوْا اَقْرَرْنَا – قَالَ فَاشْهَدُوْا وَاَنَا مَعَكُمْ مِّنَ الشّٰهِدِيْنَ –

اِنْ كُنْتُمْ مُّؤْمِنِيْنَ : অর্থাৎ, যদি তোমরা মুমিন হও। এখানে প্রশ্ন হয় যে, এ কথাটি সেই কাফেরদেরকে বলা হয়েছে, যাদেরকে মুমিন না হওয়ার কারণে ইতঃপূর্বে وَمَا لَكُمْ لَا تُؤْمِنُوْنَ بِاللّٰهِ বলে সতর্ক করা হয়েছে। এমতাবস্থায় তাদেরকে 'তোমরা যদি মুমিন হও' বলা কিরূপে সঙ্গত হতে পারে?

জবাব এই যে, কাফের ও মুশরিকরাও আল্লাহর প্রতি ঈমানের দাবি করত। প্রতিমাদের ব্যাপারে তাদের বক্তব্য ছিল এই যে, مَا نَعْبُدُهُمْ اِلَّا لِيُقَرِّبُوْنَا اِلَى اللّٰهِ زُلْفٰى –অতএব, আয়াতের উদ্দেশ্য এই যে, আল্লাহর প্রতি ঈমানের দাবি যদি সত্য হয়, তবে তার বিশুদ্ধ ও ধর্তব্য পথ অবলম্বন কর। এটা আল্লাহর প্রতি বিশ্বাস স্থাপনের সাথে সাথে রাসূলের প্রতিও বিশ্বাস স্থাপনের মাধ্যমে হতে পারে।

وَلِلّٰهِ مِيْرَاثُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ : অভিধানে উত্তরাধিকার-সূত্রে প্রাপ্ত মালিকানাকে مِيْرَاثٌ বলা হয়ে থাকে। এই মালিকানা বাধ্যতামূলক– মৃত ব্যক্তি ইচ্ছা করুক বা না করুক, ওয়ারিশ ব্যক্তি আপনা-আপনি মালিক হয়ে যায়। এখানে নভোমণ্ডল ও ভূমণ্ডলের উপর আল্লাহ তা'আলার সার্বভৌম মালিকানাকে مِيْرَاثٌ শব্দ দ্বারা ব্যক্ত করার রহস্য এই যে, তোমরা ইচ্ছা কর বা না কর, তোমরা আজ যে যে জিনিসের মালিক বলে গণ্য হও, সেগুলো অবশেষে আল্লাহ তা'আলার বিশেষ মালিকানায় চলে যাবে। সবকিছুর প্রকৃত মালিক পূর্বেও আল্লাহ তা'আলাই ছিলেন, কিন্তু তিনি কৃপাবশত কিছু বস্তুর মালিকানা তোমাদের নামে করে দিয়েছিলেন। এখন তোমাদের সেই বাহ্যিক মালিকানাও অবশিষ্ট থাকবে না। সর্বতোভাবে আল্লাহরই মালিকানা প্রতিষ্ঠিত হয়ে যাবে। তাই এই মুহূর্তে যখন বাহ্যিক মালিকানা তোমাদের হাতে আছে, তখন এ থেকে আল্লাহর নামে যা ব্যয় করবে, তা পরকালে পেয়ে যাবে। এভাবে যেন আল্লাহর পথে ব্যয়কৃত বস্তুর মালিকানা তোমাদের জন্যে চিরস্থায়ী হয়ে যাবে।

তিরমিযীর রেওয়ায়েতে হযরত আয়েশা (রা.) বর্ণনা করেনঃ একদিন আমরা একটি ছাগল জবাই করে তার অধিকাংশ গোশত বন্টন করে দিলাম, শুধু একটি হাত নিজেদের জন্যে রাখলাম। রাসূলুল্লাহ ﷺ আমাকে জিজ্ঞাসা করলেন ঃ বন্টনের পর এই ছাগলের গোশত কতটুকু রয়ে গেছে? আমি আরজ করলাম ঃ শুধু একটি হাত রয়ে গেছে। তিনি বললেন ঃ গোটা ছাগলই রয়ে গেছে। তোমার ধারণা অনুযায়ী কেবল হাতই রয়ে যায়নি। কেননা গোটা ছাগলই আল্লাহর পথে ব্যয় হয়েছে। এটা আল্লাহর কাছে তোমার জন্যে থেকে যাবে। যে হাতটি নিজের খাওয়ার জন্যে রেখেছ, পরকালে এর কোনো প্রতিদান পাবে না। কেননা এটা এখানেই বিলীন হয়ে যাবে। –(মাযহারী)

আল্লাহর পথে ব্যয় করার প্রতি জোর দেওয়ার পর পরবর্তী আয়াতে বলা হয়েছে যে, আল্লাহর পথে যা কিছু যে কোনো সময় ব্যয় করবে ছওয়াব পাওয়া যাবে; কিন্তু ঈমান, আন্তরিকতা ও অগ্রগামিতার পার্থক্যবশত ছওয়াবেও পার্থক্য হবে : বলা হয়েছে ঃ لَا يَسْتَوِىْ مِنْكُمْ مَّنْ اَنْفَقَ مِنْ قَبْلِ الْفَتْحِ وَقَاتَلَ অর্থাৎ, যারা আল্লাহর পথে ধন-সম্পদ ব্যয় করে, তারা দুই শ্রেণিতে বিভক্ত। (এক) যারা মক্কা বিজয়ের পূর্বে বিশ্বাস স্থাপন করতঃ আল্লাহর পথে ব্যয় করেছে।

(দুই) যারা মক্কাবিজয়ের পর মুমিন হয়ে আল্লাহর পথে ব্যয় করেছে। এই দুই শ্রেণির লোক আল্লাহর কাছে সমান নয়; বরং মর্যাদায় এক শ্রেণি অপর শ্রেণি থেকে শ্রেষ্ঠ। মক্কাবিজয়ের পূর্বে বিশ্বাস স্থাপনকারী, জেহাদকারী ও ব্যয়কারীর মর্যাদা অপর শ্রেণি অপেক্ষা বেশী।

https://e-ilm.weebly.com/

মক্কা বিজয়কে সাহাবায়ে কেরামের মর্যাদাভেদের মাপকাঠি করার রহস্যঃ উল্লিখিত আয়াতসমূহে আল্লাহ তা'আলা সাহাবায়ে কেরামকে দুই শ্রেণিতে বিভক্ত করেছেন। (এক) যারা মক্কাবিজয়ের পূর্বে মুসলমান হয়ে ইসলামি কার্যকলাপে অংশ গ্রহণ করেছেন এবং (দুই) যারা মক্কাবিজয়ের পর এ কাজে শরিক হয়েছেন। আয়াতে ঘোষণা করা হয়েছে যে, প্রথমোক্ত সাহাবীগণের মর্যাদা আল্লাহ তা'আলার কাছে শেষোক্ত সাহাবীগণের তুলনায় বেশি।

মক্কা বিজয়কে উভয় শ্রেণির মর্যাদা নিরূপণের মাপকাঠি করার এক বড় রহস্য তো এই যে, মক্কা বিজয়ের পূর্ব পর্যন্ত রাজনৈতিক পরিস্থিতি, মুসলমানদের টিকে থাকা ও বিলীন হয়ে যাওয়া, ইসলামের প্রসার লাভ ও বিলোপ হয়ে যাওয়ার সম্ভাবনা বাহ্যদর্শীদের দৃষ্টিতে একই রূপ ছিল। যারা হুঁশিয়ার ও চালাক, তারা এমন কোনো দলে অথবা আন্দোলনে যোগদান করে না, যার পরাজিত হওয়ার অথবা নিশ্চিহ্ন হয়ে যাওয়ার আশঙ্কা সামনে থাকে। তারা পরিণামের অপেক্ষায় থাকে। যখন সাফল্যের সম্ভাবনা উজ্জ্বল হয়ে উঠে তখনই তারা তড়িঘড়ি করে তাতে যোগদান করে। কিছুসংখ্যক লোক আন্দোলনকে সত্য ও ন্যায়ানুগ বিশ্বাস করলেও বিপক্ষ দলের নির্যাতনের ভয়ে ও নিজেদের দুর্বলতার কারণে তাতে যোগদান করতে সাহাবী হয় না। অপরপক্ষে যারা অসীম সাহসী ও দৃঢ়চেতা, তারা কোন মতবাদ ও বিশ্বাসকে সত্য এবং বিশুদ্ধ মনে করলে জয় ও পরাজয় এবং দলের সংখ্যাল্পতা বা সংখ্যাগরিষ্ঠতার প্রতি ভ্রূক্ষেপ করে না এবং তাতে ঝাঁপিয়ে পড়ে।

মক্কা বিজয়ের পূর্বে যারা মুসলমান হয়েছিল, তাদের সামনে মুসলমানদের সংখ্যাল্পতা, শক্তিহীনতা ও মুশরিকদের নির্যাতনের এক জাজ্বল্যমান ইতিহাস ছিল। বিশেষতা ইসলামের প্রাথমিক যুগে ইসলাম ও ঈমান প্রকাশ করা জীবনের ঝুঁকি নেওয়া এবং বাস্তুভিটাকে ধ্বংসের মুখে ঠেলে দেওয়ার নামান্তর ছিল। বলা বাহুল্য, এহেন পরিস্থিতিতে যারা ইসলাম গ্রহণ করে নিজেদের জীবনকে বিপন্ন এবং রাসূলুল্লাহ ﷺ -কে সাহায্য এবং ইসলামের সেবায় জীবন ও ধন-সম্পদ উৎসর্গ করেছে তাদের ঈমানী শক্তি ও কর্তব্যনিষ্ঠার তুলনা চলে কি?

আস্তে আস্তে পরিস্থিতির পট পরিবর্তন হতে থাকে। অবশেষে মক্কা বিজিত হয়ে সমগ্র আরবের উপর ইসলামী পতাকা উড্ডীন হয়। তখন কুরআন পাকের ভাষায় দলে দলে লোকজন এসে ইসলামের দীক্ষিত হতে থাকে; ইরশাদ হচ্ছে– يَدْخُلُوْنَ فِىْ دِيْنِ اللّٰهِ اَفْوَاجًا কুরআন পাকের আলোচ্য আয়াত তাদের প্রতিও সম্মান প্রদর্শন করেছে এবং তাদেরকে কল্যাণ তথা ক্ষমা ও অনুকম্পার প্রতিশ্রুতি দিয়েছে। তবে একথা বলে দিয়েছে যে, তাদের মর্যাদা পূর্ববর্তীদের সমান হতে পারে না। কারণ তারা অসীম সাহসিকতা ও ঈমানী শক্তির কারণে বিরোধিতা ও নির্যাতন আশঙ্কার উর্ধ্বে উঠে ইসলাম ঘোষণা করেছে এবং বিপদমুহূর্তে ইসলামের পাশে এসে দাঁড়িয়েছে।

সারকথা এই যে, সাহসিকতা ও ঈমানী শক্তি পরিমাপ করার জন্য মক্কা বিজয়ের পূর্ববর্তী ও পরবর্তী পরিস্থিতির ব্যবধান একটি মাপকাঠির মর্যাদা রাখে। তাই আয়াতে বলা হয়েছে যে, এই উভয় শ্রেণি সমান হতে পারে না।

সকল সাহাবীর জন্যে মাগফেরাত ও রহমতের সুসংবাদ এবং অবিশিষ্ট উম্মত থেকে তাদের স্বাতন্ত্র্য ঃ উল্লিখিত আয়াতসমূহে সাহাবায়ে কেরামের মর্যাদার পারস্পরিক তারতম্য উল্লেখ করে শেষে বলা হয়েছে ঃ وَكُلًّا وَّعَدَ اللّٰهُ الْحُسْنٰى -অর্থাৎ, পারস্পরিক তারতম্য সত্ত্বেও আল্লাহ তা'আলা কল্যাণ অর্থাৎ, জান্নাত ও মাগফেরাতের ওয়াদা সবার জন্যেই করেছেন। এই ওয়াদা সাহাবায়ে কেরামের সেই শ্রেণিদ্বয়ের জন্যে, যারা মক্কাবিজয়ের পূর্বে ও পরে আল্লাহর পথে ব্যয় করেছেন এবং ইসলামের শত্রুদের মোকাবেলা করেছেন। এতে সাহাবায়ে কেরামের প্রায় সমগ্র দলই শামিল আছে। কেননা তাঁদের মধ্যে এরূপ ব্যক্তি খুবই দুর্লভ, যিনি মুসলমান হওয়া সত্ত্বেও আল্লাহর পথে কিছুই ব্যয় করেননি এবং ইসলামের শত্রুদের মোকাবিলায় অংশগ্রহণ করেননি। তাই মাগফেরাত ও রহমতের এই কুরআনি ঘোষণা প্রত্যেক সাহাবীকে শামিল করেছে।

ইবনে হাযম (র.) বলেন : এর সাথে সূরা আম্বিয়ার অপর একটি আয়াতকে মিলাও, যাতে বলা হয়েছে :

إِنَّ الَّذِيْنَ سَبَقَتْ لَهُمْ مِّنَّا الْحُسْنٰى أُولٰئِكَ عَنْهَا مُبْعَدُوْنَ - لَا يَسْمَعُوْنَ حَسِيْسَهَا وَهُمْ فِيْمَا اشْتَهَتْ أَنْفُسُهُمْ خَالِدُوْنَ -

অর্থাৎ যাদের জন্য আমি পূর্বেই কল্যাণ নির্ধারিত করে দিয়েছি তারা জাহান্নাম থেকে দূরে অবস্থান করবে। জাহান্নামের কষ্টদায়ক আওয়াজও তাদের কানে পৌঁছবে না। তারা পছন্দমত অবদানে চিরকাল বসবাস করবে।

আলোচ্য আয়াতে كُلًّا وَّعَدَ اللّٰهُ الْحُسْنٰى বলা হয়েছে এবং সূরা আম্বিয়ার এই আয়াতে যাদের জন্য কল্যাণের ওয়াদা করা হয়েছে, তাদের জাহান্নাম থেকে দূরে থাকার কথা ঘোষণা করা হয়েছে। এর সারমর্ম এই দাঁড়ায় যে, কুরআন পাক এই নিশ্চয়তা দেয় যে, পূর্ববর্তী ও পরবর্তী সাহাবায়ে কেরামের মধ্যে কেউ যদি সারা জীবনের কোনো মুহূর্তে কোনো

https://e-ilm.weebly.com/

গোনাহ করেও ফেলেন, তবে তিনি তার উপর কায়েম থাকবেন না– তওবা করে নেবেন। নতুবা রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সংসর্গ, সাহায্য, ধর্মের মহান সেবামূলক কার্যক্রম এবং তাঁর অসংখ্য পূণ্যের খাতিরে আল্লাহ তা'আলা তাঁকে ক্ষমা করে দেবেন। গোনাহ মাফ হয়ে পূত-পবিত্র হওয়া অথবা পার্থিব বিপদাপদ ও বেশির বেশি কষ্টের মাধ্যমে গোনাহের কাফফারা না হওয়া পর্যন্ত তাঁর মৃত্যু ঘটবে না।

কতক হাদীসে কোনো কোনো সাহাবীর মৃত্যুর পর আজাবের কথা উল্লেখ করা হয়েছে। বলা বাহুল্য, এই আজাব পরকাল ও জাহান্নামের আজাব নয়; বরং বরযখ তথা কবর-জগতের আজাব। এটা অসম্ভব নয় যে, কোনো সাহাবী কোনো গোনাহ করে ঘটনাচক্রে তওবা ব্যতীতই মৃত্যুবরণ করলে তাকে কবর-জগতের আজাব দ্বারা পবিত্র করে নেওয়া হবে, যাতে পরকালের আজাব ভোগ করতে না হয়।

সাহাবায়ে কেরামের মর্যাদা কুরআন ও হাদীস দ্বারা জানা যায়– ঐতিহাসিক বর্ণনা দ্বারা নয় : সারকথা এই যে, সাহাবায়ে-কেরাম সাধারণ উম্মতের ন্যায় নন। তাঁরা রাসূলুল্লাহ ﷺ ও উম্মতের মাঝখানে আল্লাহর তৈরি সেতু। তাঁদের মাধ্যম ব্যতীত উম্মতের কাছে কুরআন ও রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর শিক্ষা পৌঁছার কোনো পথ নেই। তাই ইসলামে তাঁদের বিশেষ একটি মর্যাদা রয়েছে। তাঁদের এই মর্যাদা ইতিহাসগ্রন্থের সত্য মিথ্যা বর্ণনা দ্বারা নয়; বরং কুরআন ও হাদীসের মাধ্যমে জানা যায়। তাঁদের দ্বারা কোনো পদস্খলন বা ভ্রান্তিমূলক কোনো কিছু হয়ে থাকলে তা ছিল অধিকাংশ ক্ষেত্রে ইজতিহাদী ভুল। যে কারণে সেগুলোকে গোনাহের মধ্যে গণ্য করা যায় না; বরং সহীহ হাদীসের বর্ণনা অনুযায়ী তা দ্বারা তাঁরা একটি ছওয়াব পাওয়ার অধিকারী। যদি বাস্তবে কোনো গোনাহ্ হয়েই যায়, তবে প্রথমত তা তাঁদের সারা জীবনের সৎকর্ম এবং রাসূলুল্লাহ ﷺ ও ইসলামের সাহায্য ও সেবার মোকাবিলায় শূন্যের কোঠায় থাকে। দ্বিতীয়তঃ তাঁরা ছিলেন অসাধারণ আল্লাহভীরু। সামান্য গোনাহের কারণেও তাঁদের অন্তরাত্মা কেঁপে উঠত। তাঁরা তাৎক্ষণিকভাবে তওবা করতেন এবং নিজের উপর গোনাহের শাস্তি প্রয়োগ করতে সচেষ্ট হতেন। কেউ নিজেকে মসজিদের স্তম্ভের সাথে বেঁধে দিতেন এবং তওবা কবুল হওয়ার নিশ্চিত বিশ্বাস অর্জিত না হওয়া পর্যন্ত তদবস্থায়ই দণ্ডায়মান থাকতেন। এছাড়া তাঁদের প্রত্যেকের পুণ্য এত অধিক ছিল যে, সেগুলোর দ্বারা গোনাহের কাফ্ফারা হয়ে যেতে পারে। সর্বোপরি আল্লাহ তা'আলা তাঁদের মাগফেরাতের ব্যাপক ঘোষণা আলোচ্য আয়াতে এবং অন্য আয়াতেও করে দিয়েছেন। শুধু মাগফেরাতই নয়; رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ বলে তাঁর সন্তুষ্টিরও নিশ্চিত আশ্বাস দান করেছেন। তাই তাঁদের পরস্পরে যেসব মতবিরোধ ও বাদানুবাদের ঘটনা ঘটেছে, সেগুলোর ভিত্তিতে তাঁদের মধ্যে কাউকে মন্দ বলা অথবা দোষারোপ করা নিশ্চিতরূপে হারাম, রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর উক্তি অনুযায়ী তা অভিশপ্ত হওয়ার কারণ এবং নিজের ঈমানকে বিপন্ন করার শামিল।

আজকাল ইতিহাসের সত্য-মিথ্যা ও গ্রাহ্য-অগ্রাহ্য বর্ণনার ভিত্তিতে কিছুসংখ্যক লোক সাহাবায়ে কেরামকে দোষারোপের শিকারে পরিণত করছে। প্রথম যেসব বর্ণনার ভিত্তিতে তাঁর এসব লিখেছেন, সেগুলোর ভিত্তিই অত্যন্ত দুর্বল। যদি কোনো পর্যায়ে তাদের যেসব ঐতিহাসিক রেওয়ায়েতকে বিশুদ্ধ মেনেও নেওয়া যায়, তবে কুরআন ও হাদীসের সুস্পষ্ট বর্ণনার মুকাবিলায় তার কোনো মর্যাদা নেই। কেননা, কুরআনের ভাষ্য অনুযায়ী সাহাবায়ে কেরাম সবাই ক্ষমাযোগ্য।

সাহাবায়ে কেরাম সম্পর্কে উম্মতের সর্বসম্মত বিশ্বাস : সাহাবায়ে কেরামের প্রতি সম্মান প্রদর্শন করা, অন্তরে ভালবাসা করা এবং তাঁদের প্রশংসা ও গুণকীর্তন করা ওয়াজিব। তাঁদের পরস্পরে যেসব মতবিরোধ ও বাদানুবাদের ঘটনা ঘটেছে, সে সম্পর্কে সীরব থাকা কোনো এবং পক্ষকেই দোষী সাব্যস্ত না করা জরুরি। আকায়েদের সকল কিতাবে এই সর্বসম্মত বিশ্বাসের বর্ণনা আছে। ইমাম আহমদের এক পুস্তিকায় বলা হয়েছে :

لَا يَجُوْزُ لِاَحَدٍ اَنْ يَّذْكُرَ شَيْئًا مِنْ مَسَاوِيْهِمْ وَلَا يَطْعَنَ عَلٰى اَحَدٍ مِّنْهُمْ بِعَيْبٍ وَلَا نَقْصٍ فَمَنْ فَعَلَ ذَالِكَ وَجَبَ تَادِيْبُهُ -

অর্থাৎ সাহাবায়ে কেরামের কোনো দোষ বর্ণনা করা অথবা তাঁদের কাউকে দোষী ও ক্রটিযুক্ত সাব্যস্ত করা কারও জন্য বৈধ নয়। কেউ এরূপ করলে তাকে শাস্তি দেওয়া ওয়াজিব। –(শরহু আকিদাতিল ওয়াসিতিয়্যা : ৩৮৯ পৃ.)

ইবনে তাইমিয়া (র.) 'ছারিমুল মসলূল' গ্রন্থে সাহাবায়ে কেরামের শ্রেষ্ঠত্ব ও বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে অনেক আয়াত ও হাদীস লিপিবদ্ধ করার পর বলেন :

وَهٰذَا مِمَّا لَا نَعْلَمُ فِيْهِ خِلَافًا بَيْنَ اَهْلِ الْفِقْهِ وَالْعِلْمِ مِنْ اَصْحَابِ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ وَالتَّابِعِيْنَ لَهُمْ بِاِحْسَانٍ وَسَائِرِ اَهْلِ السُّنَّةِ وَالْجَمَاعَةِ فَاِنَّهُمْ مُجْمِعُوْنَ عَلٰى اَنَّ الْوَاجِبَ الثَّنَاءُ عَلَيْهِمْ وَالْاِسْتِغْفَارُ لَهُمْ وَالتَّرَحُّمُ عَلَيْهِمْ وَالتَّرَاضِيْ عَنْهُمْ وَاعْتِقَادُ مَحَبَّتِهِمْ وَمُوَالَاتِهِمْ وَعُقُوْبَةِ مَنْ اَسَاءَ فِيْهِمُ الْقَوْلَ -

https://e-ilm.weebly.com/

অর্থাৎ আমাদের জানামতে এ ব্যাপারে আলেম, ফিকহবিদ, সাহাবী, তাবেয়ী ও আহলে সুন্নত ওয়াল জামাতের মধ্যে কোনো মতভেদ নেই। সবাই একমত যে, সাহাবায়ে কেরামের প্রশংসা ও গুণকীর্তন করা, তাঁদের জন্য আল্লাহর দরবারে ক্ষমা প্রার্থনা করা, আল্লাহর রহমত ও সন্তুষ্টিবাক্য উচ্চারণ সহকারে তাঁদের উল্লেখ করা এবং তাঁদের প্রতি মহব্বত ও সহায়তার মনোভাব পোষণ করা সকলের জন্য ওয়াজিব। তাঁদের ব্যাপারে কেউ ধৃষ্টতাপূর্ণ উক্তি করলে তাকে শাস্তি দিতে হবে।

আল্লামা ইবনে তাইমিয়া (র.) 'শরহে আকিদায়ে ওয়াসিতিয়্যা' গ্রন্থে সমগ্র উম্মত তথা আহলে সুন্নত ওয়াল জামাতের বিশ্বাস বর্ণনা করে সাহাবায়ে কেরামের পারস্পরিক বাদানুবাদ সম্পর্কে লিখেন :

وَيُمْسِكُوْنَ عَمَّا شَجَرَ بَيْنَ الصَّحَابَةِ وَيَقُوْلُوْنَ هٰذِهِ الْاٰثَارُ الْمَرْوِيَّةُ فِىْ مَسَاوِيْهِمْ مِنْهَا مَا هُوَ كَذِبٌ وَمِنْهَا
مَا زِيْدَ فِيْهَا وَنَقَصَ وَغُيِّرَ وَجْهُهُ وَالصَّحِيْحُ مِنْهُ هُمْ فِيْهِ مَعْذُوْرُوْنَ اَمَّا مُجْتَهِدُوْنَ مُصِيْبُوْنَ وَاَمَّا
مُجْتَهِدُوْنَ مُخْطِئُوْنَ - وَهُمْ مَعَ ذَالِكَ لَا يَعْتَقِدُوْنَ اَنَّ كُلَّ وَاحِدٍ مِّنَ الصَّحَابَةِ مَعْصُوْمٌ مِنْ كَبَائِرِ الْاِثْمِ
وَصَغَائِرِهِ بَلْ يَجُوْزُ عَلَيْهِمُ الذُّنُوْبُ فِى الْجُمْلَةِ وَلَهُمْ مِنَ الْفَضَائِلِ وَالسَّوَابِقِ مَا يُوْجِبُ مَغْفِرَةَ مَا يَصْدُرُ
مِنْهُمْ حَتّٰى اَنَّهُمْ يَغْفِرُلَهُمْ مِنَ السَّيِّئَاتِ مَا لَا يَغْفِرُ لِمَنْ بَعْدَهُمْ -

অর্থাৎ আহলে-সুন্নত ওয়াল জামা'আত সাহাবায়ে কেরামের পারস্পরিক বিরোধপূর্ণ ব্যাপারদিতে নিশ্চুপ থাকেন। তাঁরা বলেন : যেসব রেওয়ায়েত থেকে তাঁদের মধ্যকার কারোও দোষ বোঝা যায়, সেগুলোর কতক সম্পূর্ণ মিথ্যা, কতক পরিবর্তিত ও পরিবর্ধিত এবং যেগুলো সহীহ ও বিশুদ্ধ, সেগুলোর ব্যাপারে সাহাবায়ে কেরাম ক্ষমার্হ। কেননা, তাঁরা যা কিছু করেছেন, আল্লাহর ওয়াস্তে ইজতিহাদের মাধ্যমে করেছেন। এই ইজতিহাদে হয় তাঁরা অভ্রান্ত ছিলেন (তাহলে দ্বিগুণ ছওয়াবের অধিকারী ছিলেন) এসব সত্ত্বেও আহলে সুন্নত ওয়াল জামা'আত বিশ্বাস করেন না যে, প্রত্যেক সাহাবী সর্বপ্রকার গোনাহ থেকে মুক্ত; বরং তাঁদের দ্বারা গোনাহ সংঘটিত হওয়া সম্ভব। কিন্তু তাঁদের গুণ-গরিমা ও ইসলামের জন্য ত্যাগ ও তিতিক্ষামূলক কার্যাবলির পরিপ্রেক্ষিতে তাঁদের সব গোনাহ মাফ হয়ে যেতে পারে; এমনকি তাঁদের এমন সব গোনাহও মাফ হতে পারে, যা উম্মতের পরবর্তী লোকদের মাফ হবে না।

শব্দ বিশ্লেষণ :

يَلِجُ : সীগাহ واحد مذكر غائب বহছ مضارع معروف বাব نَصَرَ মাসদার عُرُوْجٌ মূলবর্ণ (ع - ر - ج) জিনস صحيح অর্থ– প্রবেশ কর।

اَلْفَجْرُ : ইসমে ফে'ল। মাসদার فَجْرٌ অর্থ- ফেটে যাওয়া, সকালের আলো প্রকাশিত হওয়া, বিদীর্ণ করে প্রবাহিত করা, গোনাহ করা। বখশিশ, উদারতা, দয়া, মাল ও প্রচুর মাল। কুরআন মাজিদে এর ব্যবহার কেবল ফজরের সময় ও প্রভাত উদিত হওয়ার অর্থে হয়েছে।

مُسْتَخْلَفِيْنَ : সীগাহ جمع مذكر বহছ اسم مفعول বাব اِسْتِفْعَالٌ মাসদার اَلْاِسْتِخْلَافُ মূলবর্ণ (خ – ل – ف) জিনস صحيح অর্থ– অন্যের স্থলাভিষিক্ত।

تُرْجَعُ : সীগাহ واحد مؤنث غائب বহছ مضارع مجهول বাব ضَرَبَ মাসদার اَلرُّجُوْعُ মূলবর্ণ (ر - ج - ع) জিনস صحيح অর্থ– ফিরে যাবে।

يَعْرُجُ : সীগাহ واحد مذكر غائب বহছ مضارع معروف বাব نَصَرَ মাসদার اَلْعُرُوْجُ মূলবর্ণ (ع - ر - ج) জিনস صحيح অর্থ– আরোহণ করে।

اَلْحُسْنٰى : فُعْلٰى-এর ওজনে حَسَنٌ থেকে নির্গত। সীগাহ واحد مؤنث বহছ اسم تفضيل বাব كَرُمَ মাসদার اَلْحُسْنُ মূলবর্ণ (ح - س - ن) জিনস صحيح অর্থ– মঙ্গল।

مِيْرَاثٌ : এটা اسم مصدر বাব ضرب মাসদার تُرَاثٌ ও اِرْثٌ আর বাবে حَسِبَ থেকে মাসদার ارث ও وارث অর্থ– মালিকানা। মূলবর্ণ (و - ر - ث) জিনস مثال واوى

বাক্য বিশ্লেষণ :

وَهُوَ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ : এখানে واو টি আতেফা আর هُوَ মুবতাদা আর قدير হলো তার খবর এবং عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ জার মাজরুর হয়ে قَدِيْرٌ-এর সাথে متعلق হয়েছে। –[ই'রাবুল কুরআন ৭ম খণ্ড: পৃ. ৪১৭]

https://e-ilm.weebly.com/

مَنْ ذَا الَّذِیْ یُقْرِضُ اللّٰهَ قَرْضًا حَسَنًا فَیُضٰعِفَهٗ لَهٗ وَلَهٗۤ اَجْرٌ كَرِیْمٌ ﴿۱۱﴾

১১. কেউ আছে কি, যে আল্লাহকে উত্তমরূপে [খাঁটি অন্তরে] ঋণ দান করে, অনন্তর আল্লাহ তার জন্য তার [ছওয়াব] বৃদ্ধি করতে থাকেন, আর তার জন্য সম্মানজনক বিনিময় [নির্ধারিত] রয়েছে।

یَوْمَ تَرَى الْمُؤْمِنِیْنَ وَالْمُؤْمِنٰتِ یَسْعٰى نُوْرُهُمْ بَیْنَ اَیْدِیْهِمْ وَبِاَیْمَانِهِمْ بُشْرٰىكُمُ الْیَوْمَ جَنّٰتٌ تَجْرِیْ مِنْ تَحْتِهَا الْاَنْهٰرُ خٰلِدِیْنَ فِیْهَا ؕ ذٰلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِیْمُ ﴿۱۲﴾

১২. আর [সে দিনটিও উল্লেখযোগ্য] যেদিন আপনি মুমিন পুরুষ এবং মুমিন নারীদেরকে দেখবেন যে, তাদের নূর তাদের সম্মুখ দিকে এবং তাদের ডানদিকে দৌড়াচ্ছে, [এবং বলা হবে] আজ তোমাদেরকে [বেহেশতের] এমন উদ্যানসমূহের সুসংবাদ দেওয়া হচ্ছে, যার নিম্নদেশ দিয়ে নহরসমূহ বইতে থাকবে যাতে তারা সর্বদা অবস্থান করবে; এটা বিরাট সফলতা।

یَوْمَ یَقُوْلُ الْمُنٰفِقُوْنَ وَالْمُنٰفِقٰتُ لِلَّذِیْنَ اٰمَنُوا انْظُرُوْنَا نَقْتَبِسْ مِنْ نُّوْرِكُمْ ۚ قِیْلَ ارْجِعُوْا وَرَآءَكُمْ فَالْتَمِسُوْا نُوْرًا ؕ فَضُرِبَ بَیْنَهُمْ بِسُوْرٍ لَّهٗ بَابٌ ؕ بَاطِنُهٗ فِیْهِ الرَّحْمَةُ وَظَاهِرُهٗ مِنْ قِبَلِهِ الْعَذَابُ ﴿۱۳﴾

১৩. যেদিন মুনাফিক পুরুষ এবং মুনাফিক নারীরা মুসলমানদেরকে [পুলসিরাতের উপর] বলবে, আমাদের জন্য [একটু] অপেক্ষা কর, আমরাও তোমাদের নূর হতে কিছু আলোক গ্রহণ করি! তাদেরকে বলা হবে যে, তোমরা তোমাদের পশ্চাতে ফিরে যাও তৎপর আলো তালাশ কর; অতঃপর তাদের [উভয়ের] মধ্যে একটি প্রাচীর দাঁড় করিয়ে দেওয়া হবে। যাতে একটি দরজা থাকবে; তার অভ্যন্তর ভাগে রহমত হবে, আর বহির্ভাগে আজাব হবে।

শাব্দিক অনুবাদ :

১১. مَنْ ذَا الَّذِیْ یُقْرِضُ اللّٰهَ قَرْضًا حَسَنًا কেউ আছে কি? যে, আল্লাহকে উত্তমরূপে [খাঁটি অন্তরে] ঋণ দান করে فَیُضٰعِفَهٗ لَهٗ অনন্তর আল্লাহ তার জন্য তা বৃদ্ধি করতে থাকেন وَلَهٗۤ اَجْرٌ كَرِیْمٌ, আর তার জন্য সম্মানজনক বিনিময় রয়েছে।

১২. یَوْمَ تَرَى الْمُؤْمِنِیْنَ وَالْمُؤْمِنٰتِ যেদিন আপনি মুমিন পুরুষ ও মুমিন নারীগণকে দেখবেন যে, یَسْعٰى نُوْرُهُمْ তাদের নূর দৌড়াচ্ছে بَیْنَ اَیْدِیْهِمْ وَبِاَیْمَانِهِمْ তাদের সম্মুখ দিকে এবং তাদের ডান দিকে بُشْرٰىكُمُ الْیَوْمَ আজ তোমাদেরকে সুসংবাদ দেওয়া হচ্ছে جَنّٰتٌ এমন উদ্যানসমূহের تَجْرِیْ مِنْ تَحْتِهَا الْاَنْهٰرُ যার নিম্নদেশ দিয়ে নহরসমূহ বইতে থাকবে خٰلِدِیْنَ فِیْهَا যাতে তারা সর্বদা অবস্থান করবে ذٰلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِیْمُ এটা বিরাট সফলতা।

১৩. یَوْمَ یَقُوْلُ যেদিন বলবে الْمُنٰفِقُوْنَ وَالْمُنٰفِقٰتُ মুনাফিক পুরুষ এবং মুনাফিক নারীরা لِلَّذِیْنَ اٰمَنُوا মুসলমানদেরকে انْظُرُوْنَا আমাদের জন্য একটু অপেক্ষা কর نَقْتَبِسْ مِنْ نُّوْرِكُمْ আমরাও তোমাদের নূর হতে কিছু আলোক গ্রহণ করি قِیْلَ তাদেরকে বলা হবে ارْجِعُوْا وَرَآءَكُمْ তোমরা তোমাদের পশ্চাতে ফিরে যাও فَالْتَمِسُوْا نُوْرًا তৎপর আলো তালাশ কর فَضُرِبَ بَیْنَهُمْ بِسُوْرٍ অতঃপর তাদের মধ্যে একটি প্রাচীর দাঁড় করিয়ে দেওয়া হবে لَهٗ بَابٌ যাতে একটি দরজা থাকবে بَاطِنُهٗ فِیْهِ الرَّحْمَةُ তার অভ্যন্তর ভাগে রহমত হবে وَظَاهِرُهٗ مِنْ قِبَلِهِ الْعَذَابُ, আর বহির্ভাগে আজাব হবে।

https://e-ilm.weebly.com/

১৪. এরা [মুনাফিকরা] তাদেরকে ডেকে বলবে আমরা কি [পৃথিবীতে] তোমাদের সঙ্গে ছিলাম না? তারা [মুসলমানগণ] বলবে, হ্যাঁ, ছিলে; কিন্তু [তোমাদের অবস্থা তো এই ছিল যে,] তোমরা নিজেদেরকে পথভ্রষ্টতায় আবদ্ধ রেখেছিলে, আর তোমরা অপেক্ষা করছিলে [আমাদের বিপর্যয়ের] এবং তোমরা সন্দিহান ছিলে; বরং তোমাদের অযথা আকাঙ্ক্ষাসমূহ তোমাদেরকে প্রতারিত করেছিল, এমনকি তোমাদের উপর আল্লাহর নির্দেশ এসে পৌছল, আর প্রতারণাকারী [শয়তান] তোমাদেরকে আল্লাহ সম্বন্ধে ধোঁকায় ফেলে রেখেছিল।	يُنَادُوْنَهُمْ اَلَمْ نَكُنْ مَّعَكُمْ ؕ قَالُوْا بَلٰى وَلٰكِنَّكُمْ فَتَنْتُمْ اَنْفُسَكُمْ وَتَرَبَّصْتُمْ وَارْتَبْتُمْ وَغَرَّتْكُمُ الْاَمَانِيُّ حَتّٰى جَآءَ اَمْرُ اللّٰهِ وَغَرَّكُمْ بِاللّٰهِ الْغَرُوْرُ ﴿١٤﴾
১৫. ফলকথা, আজ না তোমাদের থেকে কোনো মুক্তিপণ গ্রহণ করা হবে, আর না কাফেরদের নিকট হতে; তোমাদের সকলের আবাসস্থল দোজখ; [অনন্তকালের জন্য] সেটাই তোমাদের সঙ্গী; আর তা [প্রকৃতপক্ষে] বড়ই নিকৃষ্ট ঠিকানা।	فَالْيَوْمَ لَا يُؤْخَذُ مِنْكُمْ فِدْيَةٌ وَّلَا مِنَ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا ؕ مَاْوٰىكُمُ النَّارُ ؕ هِيَ مَوْلٰىكُمْ ؕ وَبِئْسَ الْمَصِيْرُ ﴿١٥﴾
১৬. ঈমানদারদের জন্য কি এখনও সময় আসেনি যে, তাদের অন্তরসমূহ আল্লাহর নসিহতের এবং যে সত্য ধর্ম অবতীর্ণ হয়েছে তার সম্মুখে অবনমিত হয়,	اَلَمْ يَاْنِ لِلَّذِيْنَ اٰمَنُوْۤا اَنْ تَخْشَعَ قُلُوْبُهُمْ لِذِكْرِ اللّٰهِ وَمَا نَزَلَ مِنَ الْحَقِّ ۙ

শাব্দিক অনুবাদ :

১৪. يُنَادُوْنَهُمْ এরা তাদেরকে ডেকে বলবে اَلَمْ نَكُنْ مَّعَكُمْ আমরা কি তোমাদের সঙ্গে ছিলাম না? قَالُوْا তারা বলবে بَلٰى হ্যাঁ ছিলে وَلٰكِنَّكُمْ فَتَنْتُمْ اَنْفُسَكُمْ কিন্তু তোমরা নিজেদেরকে পথভ্রষ্টতায় আবদ্ধ রেখেছিলে وَتَرَبَّصْتُمْ আর তোমরা অপেক্ষা করছিলে وَارْتَبْتُمْ এবং তোমরা সন্দিহান ছিলে وَغَرَّتْكُمُ الْاَمَانِيُّ বরং তোমাদের অযথা আকাঙ্ক্ষাসমূহ তোমাদেরকে প্রতারিত করেছিল حَتّٰى جَآءَ اَمْرُ اللّٰهِ এমনকি তোমাদের উপর আল্লাহর নিদর্শন এসে পৌছল وَغَرَّكُمْ بِاللّٰهِ الْغَرُوْرُ আর প্রতারণাকারী (শয়তান) তোমাদেরকে আল্লাহ সম্বন্ধে ধোঁকায় ফেলে রেখেছিল।

১৫. فَالْيَوْمَ لَا يُؤْخَذُ مِنْكُمْ فِدْيَةٌ ফলকথা আজ না তোমাদের থেকে কোনো মুক্তিপণ গ্রহণ করা হবে وَّلَا مِنَ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا আর না কাফেরদের নিকট থেকে مَاْوٰىكُمُ النَّارُ তোমাদের সকলের আবাসস্থল দোজখ هِيَ مَوْلٰىكُمْ সেটাই তোমাদের সঙ্গী وَبِئْسَ الْمَصِيْرُ আর তা বড়ই নিকৃষ্ট ঠিকানা।

১৬. اَلَمْ يَاْنِ لِلَّذِيْنَ اٰمَنُوْا ঈমানদারদের জন্য কি এখনও সময় আসেনি যে, اَنْ تَخْشَعَ قُلُوْبُهُمْ তাদের অন্তরসমূহ অবনমিত হয় لِذِكْرِ اللّٰهِ وَمَا نَزَلَ مِنَ الْحَقِّ আল্লাহর নসিহত এবং যে সত্য ধর্ম অবতীর্ণ হয়ে তার সম্মুখে

https://e-ilm.weebly.com/

** আর ঐ সমস্ত লোকের ন্যায় যেন না হয়, যারা এদের পূর্বে কিতাবপ্রাপ্ত হয়েছিল, অনন্তর [পাপে লিপ্ত অবস্থায়] তাদের উপর দীর্ঘকাল অতিবাহিত হয়ে গেল, অতঃপর তাদের অন্তরসমূহ কঠিন হয়ে গেল; আর তাদের মধ্যে বহু সংখ্যক লোকই পথভ্রষ্ট।	وَلَا يَكُونُوا كَالَّذِينَ أُوتُوا الْكِتٰبَ مِنْ قَبْلُ فَطَالَ عَلَيْهِمُ الْأَمَدُ فَقَسَتْ قُلُوبُهُمْ ۖ وَكَثِيرٌ مِّنْهُمْ فٰسِقُونَ ﴿١٦﴾
১৭. এ কথা জেনে রাখ যে, আল্লাহ জমিনকে তার শুষ্ক হওয়ার পর জীবিত করে দেন; আমি তোমাদের নিকট এর বহু দৃষ্টান্ত বর্ণনা করেছি, যেন তোমরা বুঝ।	اِعْلَمُوا أَنَّ اللّٰهَ يُحْيِ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا ۚ قَدْ بَيَّنَّا لَكُمُ الْاٰيٰتِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ ﴿١٧﴾

শাব্দিক অনুবাদ :

** وَلَا يَكُونُوا এবং যেন না হয় كَالَّذِينَ ঐ সমস্ত লোকের ন্যায় যারা أُوتُوا الْكِتٰبَ مِنْ قَبْلُ এদের পূর্বে কিতাবপ্রাপ্ত হয়েছিল فَطَالَ عَلَيْهِمُ الْأَمَدُ অনন্তর তাদের উপর দীর্ঘকাল অতিবাহিত হয়ে গেল فَقَسَتْ قُلُوبُهُمْ অত:পর তাদের অন্তরসমূহ কঠিন হয়ে গেল وَكَثِيرٌ مِّنْهُمْ فٰسِقُونَ, আর তাদের মধ্যে বহু সংখ্যক লোকই পথভ্রষ্ট।

১৭. اِعْلَمُوا এটা জেনে রাখ যে, أَنَّ اللّٰهَ يُحْيِ الْأَرْضَ আল্লাহ জমিনকে জীবিত করে দেন بَعْدَ مَوْتِهَا তার শুষ্ক হওয়ার পর قَدْ بَيَّنَّا لَكُمُ الْاٰيٰتِ আমি তোমাদের নিকট এর বহু দৃষ্টান্ত বর্ণনা করেছি لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ যেন তোমরা বুঝ।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

أَلَمْ يَأْنِ لِلَّذِينَ اٰمَنُوا أَنْ تَخْشَعَ .... قُلُوبُهُمْ لِذِكْرِ اللّٰهِ وَمَا نَزَلَ مِنَ الْحَقِّ الخ – (١٦)

শানে নুযূল : ১. হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) থেকে বর্ণিত আছে, আল্লাহ তা'আলা কোনো কোনো মুমিনের অন্তরে আমলের প্রতি অলসতা ও অনাসক্তি লক্ষ্য করে এই আয়াত নাজিল করেছেন।

ইমাম আ'মাশ (র.) বলেন, মদীনায় পৌছার পর কিছু অর্থনৈতিক স্বাচ্ছন্দ্য অর্জিত হওয়ায় কোনো কোনো সাহাবীর কামোদ্দীপনায় কিছুটা শৈথিল্য দেখা যায়। এর পরিপ্রেক্ষিতে উক্ত আয়াত নাজিল হয়। –(রূহুল মা'আনী)

হযরত ইবনে আব্বাস (রা)-এর উপরিউক্ত রেওয়ায়েতে আরও বলা হয়েছে, এই হুশিয়ারি সংকেত কুরআন অবতীর্ণ হওয়ার তের বছর পরে নাজিল হয়। সহীহ মুসলিমের রেওয়ায়েতে হযরত ইবনে মাসউদ (রা.) বলেন, আমাদের ইসলাম গ্রহণের চার বছর পর এই আয়াতের মাধ্যমে আমাদেরকে হুশিয়ার করা হয়। মোটকথা, এই হুঁশিয়ারির সারমর্ম হচ্ছে মুসলমানদেরকে পুরোপুরি নম্রতা ও সৎকর্মের জন্যে তৎপর থাকার শিক্ষা দেওয়া এবং একথা বলা যে, আন্তরিক নম্রতাই সৎকর্মের ভিত্তি।

শানে নুযূল : ২. সাহাবায়ে কেরাম মদীনাতে আরাম আয়েশ ও স্বাচ্ছন্দ্যে বসবাস করতে লাগলেন। তখন তারা অধিক হাসাহাসি করতে লাগলেন। এই পরিপ্রেক্ষিতে উক্ত আয়াত নাজিল হয়। –(কুরতুবী : ১৭:২৪৯)

يَوْمَ تَرَى الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنٰتِ يَسْعٰى نُورُهُمْ بَيْنَ أَيْدِيهِمْ

অর্থাৎ, সেদিন স্মরণীয়, যেদিন আপনি মুমিন পুরুষ ও মুমিন নারীদেরকে দেখবেন যে, তাদের নূর তাদের অগ্রে ও ডানদিকে ছুটোছুটি করবে।

'সেদিন' বলে কেয়ামতের দিন বুঝানো হয়েছে। নূর দেওয়ার ব্যাপারটি পুলসিরাতে চলার কিছু পূর্বে ঘটবে। হযরত আবূ উমামা বাহেলী (রা.) থেকে বর্ণিত এক হাদীসে এর বিবরণ রয়েছে। হাদীসটি নাতিদীর্ঘ। এতে আছে যে, হযরত আবূ উমামা (রা.) একদিন দামেশকে এক জানাযায় শরিক হন। জানাযা শেষে উপস্থিত লোকদেরকে মৃত্যু ও পরকাল স্মরণ করিয়ে দেওয়ার জন্যে তিনি মৃত্যু, কবর ও হাশরের কিছু অবস্থা বর্ণনা করেন। নিম্নে তাঁর কয়েকটি বাক্যের অনুবাদ দেওয়া হলো :

https://e-ilm.weebly.com/

অতঃপর তোমরা কবর থেকে হাশরে ময়দানে স্থানান্তরিত হবে। হাশরের বিভিন্ন মনজিল ও স্থান অতিক্রম করতে হবে। এক মনজিলে আল্লাহ তা'আলার নির্দেশে কিছু মুখমণ্ডলকে সাদা ও উজ্জ্বল করে দেওয়া হবে এবং কিছু মুখমণ্ডলকে গাঢ় কৃষ্ণবর্ণ করে দেওয়া হবে। অপর এক মনজিলে সমবেত সব মুমিন ও কাফেরকে গভীর অন্ধকার আচ্ছন্ন করে ফেলবে; কিছুই দৃষ্টিগোচর হবে না। এরপর নূর বন্টন করা হবে। প্রত্যেক মুমিনকে নূর দেওয়া হবে। হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা.) থেকে বর্ণিত আছে, প্রত্যেক মুমিনকে তার আমল পরিমাণে নূর দেওয়া হবে। ফলে কারও নূর পর্বতসম, কারও খর্জুর বৃক্ষসম এবং কারও মানবদেহসম হবে। সর্বাপেক্ষা কম নূর সেই ব্যক্তির হবে, যার কেবল বৃদ্ধাঙ্গুলিতে নূর থাকবে; তাও আবার কখনও জ্বলে উঠবে এবং কখনও নিভে যাবে। –(ইবনে কাসীর)

অত:পর হযরত আবূ উমামা (রা) বলেন : মুনাফিক ও কাফেরদেরকে নূর দেওয়া হবে না। কুরআন পাক এই ঘটনা একটি দৃষ্টান্তের মাধ্যমে নিম্নোক্ত আয়াতে ব্যক্ত করেছে–

اَوْ كَظُلُمَاتٍ فِىْ بَحْرٍ لُّجِّىٍّ يَغْشَاهُ مَوْجٌ مِنْ فَوْقِهِ مَوْجٌ مِنْ فَوْقِهِ سَحَابٌ ظُلُمَاتٌ بَعْضُهَا فَوْقَ بَعْضٍ اِذَا اَخْرَجَ يَدَهُ لَمْ يَكَدْ يَرَاهَا – وَمَنْ لَّمْ يَجْعَلِ اللّٰهُ لَهُ نُوْرًا فَمَا لَهُ مِنْ نُّوْرٍ –

তিনি আরো বলেন, মুমিনদেরকে যে নূর দেওয়া হবে, তা দুনিয়ার নূরের মত হবে না। দুনিয়ার নূর দ্বারা আশেপাশের লোকেরা আলো লাভ করতে পারে। অন্ধ ব্যক্তি যেমন চক্ষুষ্মান ব্যক্তির চোখের জ্যোতি দ্বারা দেখতে পারে না তেমনি মুমিনের নূর দ্বারা কোনো কাফের ব্যক্তি উপকৃত হতে পারবে না। –(ইবনে কাছীর)

হযরত আবূ উমামা বাহেলী (রা.)-এর এই হাদীস থেকে জানা গেল যে, যে মনজিলে গভীর অন্ধকারের পর নূর বন্টন করা হবে, সেই মনজিল থেকেই কাফের মুনাফিকরা নূর থেকে বঞ্চিত হবে, তারা কোন প্রকার নূর পাবেই না।

কিন্তু তাবারানী (র.) হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) থেকে বর্ণনা করেছেন যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন :

পুলসিলাতের নিকটে আল্লাহ তা'আলা প্রত্যেক মুমিনকে নূর দান করবেন এবং প্রত্যেক মুনাফিককেও। কিন্তু পুলসিরাতে পৌঁছা মাত্রই মুনাফিকদের নূর ছিনিয়ে নেওয়া হবে। –(ইবনে কাছীর)

এ থেকে জানা গেল যে, মুনাফিকদেরকেও প্রথমে নূর দেওয়া হবে। কিন্তু পুলসিরাতে পৌঁছার পর তা বিলীন হয়ে যাবে। বাস্তবে যাই হোক, মুনাফিকরা তখন মুমিনগণকে অনুরোধ করবে– একটু এসো, আমরাও তোমাদের নূর দ্বারা একটু উপকৃত হই। কারণ, দুনিয়াতেও নামাজ, জাকাত, হজ, জিহাদ, ইত্যাদি কাজে আমরা তোমাদের অংশীদার ছিলাম। তাদের এ অনুরোধের নেতিবাচক জবাব দেওয়া হবে, যা পরে বর্ণিত হবে। প্রথমে মুনাফিকদেরকেও মুসলমানদের ন্যায় নূর দেওয়া এবং পরে তা ছিনিয়ে নেওয়াই তাদের অবস্থানের সাথে সামঞ্জস্যশীল। কারণ, তারা দুনিয়াতে আল্লাহ ও তাঁর রাসূলকে ধোঁকা দেওয়ার চেষ্টায়ই লেগে থাকত। কাজেই কিয়ামতে তাদের সাথে তদ্রূপ ব্যবহারই করা হবে। তাদের সম্পর্কে কুরআন পাক বলে :

يُخَادِعُوْنَ اللّٰهَ وَهُوَ خَادِعُهُمْ অর্থাৎ মুনাফিকরা আল্লাহকে ধোঁকা দেওয়ার চেষ্টা করে এবং আল্লাহ তাদেরকে ধোঁকা দেন। প্রথমে তাদেরকে নূর দেওয়া হবে এরপর ঠিক প্রয়োজন মুহূর্তে তা ছিনিয়ে নেওয়া হবে। এ সময়ে মু'মিনগণও তাদের নূর বিলীন হয়ে যাওয়ার আশঙ্কা করবে। তাই তারা শেষ পর্যন্ত নূর বহাল রাখার জন্য আল্লাহর কাছে দোয়া করবে। নিম্নোক্ত আয়াতে এ বিষয়টি উল্লেখ আছে–

يَوْمَ لَا يُخْزِى اللّٰهُ النَّبِىَّ وَالَّذِيْنَ اٰمَنُوْا مَعَهُ نُوْرُهُمْ يَسْعٰى بَيْنَ اَيْدِيْهِمْ وَبِاَيْمَانِهِمْ يَقُوْلُوْنَ رَبَّنَآ اَتْمِمْ لَنَا نُوْرَنَا

মুসলিম, আহমদ ও দারাকুতনীতে বর্ণিত জাবের ইবনে আব্দুল্লাহ (রা)-এর বর্ণিত হাদীসেও বলা হয়েছে : প্রথমে মুমিন ও মুনাফিক – উভয় সম্প্রদায়কে নূর দেওয়া হবে, এরপর পুলসিরাতে পৌঁছে মুনাফিকদের নূর বিলীন হয়ে যাবে।

উপরিউক্ত উভয় প্রকার রেওয়ায়েতের মধ্যে সমন্বয় সাধনের উদ্দেশ্যে তাফসীরে মাযহারীতে বলা হয়েছে : রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর আমলে যেসব মুনাফিক ছিল, তারাই আসল মুনাফিক। তারা প্রথম থেকেই কাফেরদের ন্যায় নূর পাবে না। কিন্তু রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর ইন্তেকালের পরও এই উম্মতে মুনাফিক হবে। তবে ওহীর আগমন বন্ধ হয়ে যাবার কারণে তাদেরকে 'মুনাফিক' নাম দেওয়া যাবে না। অকাট্য ওহী ব্যতীত কাউকে মুনাফিক বলার অধিকার উম্মতের কারও নেই। কিন্তু আল্লাহ তা'আলা জানেন, কার অন্তরে ঈমান আছে এবং কার অন্তরে নেই? অতএব আল্লাহর জ্ঞানে যারা মুনাফিক হবে, তাদেরকে প্রথমে নূর দিয়ে পরে তা ছিনিয়ে নেওয়া হবে।

এই উম্মতে এ ধরনের মুনাফিক তারা, যারা নিজেদের স্বার্থসিদ্ধির জন্য কুরআন ও হাদীসের অর্থ বিকৃত করে। (নাউজুবিল্লাহ মিনহু)

https://e-ilm.weebly.com/

হাশরের ময়দানে নূর ও অন্ধকার কি কি কারণে হবে : তাফসীরে মাযহারীতে এ স্থলে হাশরের ময়দানে নূর ও অন্ধকারের গুরুত্বপূর্ণ কারণসমূহের উপরও আলোকপাত করা হয়েছে। নিম্নে তা উদ্ধৃত করা হলো :

১. আবূ দাউদ ও তিরমিযী বর্ণিত হযরত বুরায়দা (রা.)-এর রেওয়ায়েতে এবং ইবনে মাজাহ বর্ণিত হযরত আনাস (রা.)-এর বর্ণিত হাদীসে রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন : যারা অন্ধকার রাত্রে মসজিদে গমন করে, তাদেরকে কিয়ামতের দিন পরিপূর্ণ নূরের সুসংবাদ শুনিয়ে দাও। এই বিষয়বস্তুরই রেওয়ায়েত হযরত সাহল ইবনে সা'দ, যায়েদ ইবনে হারেসা, ইবনে আব্বাস, ইবনে ওমর, হারেসা ইবনে ওয়াহাব, আবূ উমামা, আবূদ্দারদা, আবু সাঈদ, আবূ মুসা, আবূ হুরায়রা, আয়েশা সিদ্দীকা (রা.) প্রমুখ সাহাবী থেকেও বর্ণিত আছে।

২ মুসনাদে আহমদ ও তাবারানী উল্লিখিত এবং হযরত ইবনে ওমর (রা.)-এর বর্ণিত হাদীসে রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন :

مَنْ حَافَظَ عَلَى الصَّلَوَاتِ كَانَتْ لَهُ نُوْرًا وَبُرْهَانًا وَنَجَاةً يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَمَنْ لَّمْ يُحَافِظْ عَلَيْهَا لَمْ يَكُنْ لَهُ نُوْرًا وَلَا بُرْهَانًا وَلَا نَجَاةً وَكَانَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مَعَ قَارُوْنَ وَهَامَانَ وَفِرْعَوْنَ -

অর্থাৎ যে ব্যক্তি পাঞ্জেগানা নামাজ যথাসময়ে ও যথানিয়মে আদায় করে, কিয়ামতের দিন এই নামাজ তার জন্য নূর, প্রমাণ ও মুক্তির কারণ হয়ে যাবে। পক্ষান্তরে যে ব্যক্তি যথাসময়ে ও যথানিয়মে নামাজ আদায় করে না, তার জন্য নূর প্রমাণ ও মুক্তির কারণ কিছুই হবে না। সে কারূন, হামান ও ফেরাউনের সাথে থাকবে।

৩. তাবারানী উল্লিখিত এবং আবূ সাঈদ (রা.) বর্ণিত হাদীসে রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন : যে ব্যক্তি সূরা কাহাফ পাঠ করবে, কিয়ামতের দিন তার জন্য মক্কা মুকাররমা পর্যন্ত বিস্তৃত নূর হবে। অন্য এক রেওয়ায়েতে আছে– যে ব্যক্তি জুমু'আর দিন সূরা কাহাফ পাঠ করবে, কিয়ামতের দিন তার জন্য পা থেকে আকাশের উচ্চতা পর্যন্ত নূর হবে।

৪. হযরত আবূ হুরায়রা (রা.)-এর বর্ণিত রেওয়ায়েতে রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন : যে ব্যক্তি কুরআনের একটি আয়াতও তেলাওয়াত করবে, কিয়ামতের দিন সেই আয়াত তার জন্য নূর হবে।– (মুসনাদে আহমদ)

৫. দায়লামী বর্ণিত আবূ হুরায়রা (রা)-এর বর্ণিত অপর এক রেওয়ায়েতে রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন : আমার প্রতি দরূদ পাঠ পুলসিরাতে নূরের কারণ হবে।

৬. হযরত ওবাদা ইবনে সামেত (রা.) থেকে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ একবার হজ্জের বিধান বর্ণনা প্রসঙ্গে বললেন : হজ্জ ও ওমরার ইহরাম খোলার জন্য যে মাথা মুণ্ডন করা হয়, তাতে মাটিতে পতিত কেশ কিয়ামতের দিন নূর হবে। –(তাবরানী)

৭. হযরত ইবনে মাসউদ (রা.) থেকে রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর উক্তি বর্ণিত আছে যে, মিনায় কংকর নিক্ষেপ কিয়ামতের দিন নূর হবে। –(মুসনাদে বাযযার)

৮. হযরত আবূ হুরায়রা (রা.) থেকে রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর উক্তি আছে যে, মুসলমান অবস্থায় যার মাথার চুল সাদা হয়ে যায়, কিয়ামতের দিন সেই চুল তার জন্য নূর হবে। -(তিরমিযী)

৯. হযরত আবূ হুরায়রা (রা.) থেকে রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর উক্তি বর্ণিত আছে যে, যে ব্যক্তি আল্লাহর পথে জিহাদে একটি তীরও নিক্ষেপ করবে, কিয়ামতের সেই তীর তার জন্য নূর হবে। –(বাযযার)

১০. হযরত ইবনে ওমর (রা.) থেকে রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর উক্তি বর্ণিত আছে যে, যে ব্যক্তি বাজারে আল্লাহর যিকির করে, সে প্রত্যেক চুলের বিনিময়ে কিয়ামতের দিন একটি নূর পাবে। –(বায়হাকী)

১১. হযরত আবূ হুরায়রা (রা.) থেকে রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর উক্তি বর্ণিত আছে যে, যে ব্যক্তি কোনো মুসলমানের বিপদ ও কষ্ট দূর করে, আল্লাহ তা'আলা তার জন্য পুলসিরাতে নূরের দু'টি শাখা করে দেবেন, তা দ্বারা এক জাহান আলোকিত হয়ে যাবে। –(তাবারানী)

১২. বুখারী ও মুসলিম ইবনে ওমর (রা) থেকে মুসলিম হযরত জাবের (রা.) থেকে হাকেম হযরত আবূ হুরায়রা ও ইবনে ওমর (রা.) থেকে এবং তাবারানী ইবনে যিয়াদ (রা.) থেকে বর্ণনা করেছেন, তারা সবাই রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর উক্তি বর্ণনা করেন যে, اِيَّاكُمْ وَالظُّلْمَ فَاِنَّهُ هُوَ الظُّلُمَاتُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ অর্থাৎ তোমরা জুলুম ও নিপীড়ন থেকে বেঁচে থাক। জুলুমই কিয়ামতের দিন অন্ধকারের রূপ লাভ করবে।

https://e-ilm.weebly.com/

نَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الظُّلُمَاتِ وَنَسْأَلُهُ النُّوْرَ التَّامَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ يَوْمَ يَقُوْلُ الْمُنَافِقُوْنَ وَالْمُنَافِقَاتُ لِلَّذِيْنَ اٰمَنُوْا
انْظُرُوْنَا نَقْتَبِسْ مِنْ نُّوْرِكُمْ-

অর্থাৎ যেদিন মুনাফিক পুরুষ ও মুনাফিক নারীরা মুমিনদেরকে বলবে : আমাদের জন্য একটু অপেক্ষা কর, যাতে আমরাও তোমাদের নূর দ্বারা উপকৃত হই।

قِيْلَ ارْجِعُوْا وَرَاءَكُمْ فَالْتَمِسُوْا نُوْرًا - অর্থাৎ তাদেরকে বলা হবে : যেখানে নূর বণ্টন হয়েছিল সেখানে ফিরে যাও এবং নূরের সন্ধান কর। এ কথা মুমিনগণ বলবে অথবা ফেরেশতাগণ জবাব দেবে।

فَضُرِبَ بَيْنَهُمْ بِسُوْرٍ لَّهٗ بَابٌ بَاطِنُهٗ فِيْهِ الرَّحْمَةُ وَظَاهِرُهٗ مِنْ قِبَلِهِ الْعَذَابُ অর্থাৎ মু'মিন অথবা ফেরেশতাগণের জবাব শুনে মুনাফিকরা সে স্থানে ফিরে গিয়ে কিছুই পাবে না। আবার এদিকে আসবে, কিন্তু তখন তারা মুমিনগণের কাছে পৌঁছতে পারবে না। তাদের ও মুমিনগণের মাঝখানে একটি প্রাচীর দাঁড় করিয়ে দেওয়া হবে। এর অভ্যন্তরভাগ মু'মিনদের জায়গায় থাকবে রহমত এবং বহির্ভাগে মুনাফিকদের জায়গায় থাকবে আজাব।

রূহুল মা'আনীতে ইবনে যায়েদ (রা.)-এর উক্তি বর্ণিত আছে যে, এটা হবে মু'মিন ও কাফিরদের মধ্যবর্তী আ'রাফের প্রাচীর। অপর কয়েকজনের মতে এটা ভিন্ন প্রাচীর হবে। এতে যে দরজা থাকবে, এটা হয় মুমিন ও কাফেরদের পারস্পরিক কথাবার্তা বলার জন্য, না হয় মুমিনগণ এই দরজা দিয়ে জান্নাতে যাওয়ার পর তা বন্ধ করে দেওয়া হবে।

নূরের ব্যাপারে কুরআনে কাফেরদের কোনো উল্লেখই হয়নি। কারণ তাদের নূর পাওয়ার কোনো সম্ভাবনাই নেই। মুনাফিকদের নূর সম্পর্কে দ্বিবিধ রেওয়ায়েত বর্ণিত হয়েছে। প্রথম থেকেই তারা নূর পাবে না কিংবা পাওয়ার পর পুলসিরাতে উঠতেই নিভিয়ে দেওয়া হবে। এরপর তাদের ও মুমিনদের মাঝখানে একটি প্রাচীর স্থাপন করা হবে। এই সমষ্টি থেকে জানা যায় যে, শুধু মুমিনগণই পুলসিরাত দিয়ে জাহান্নাম অতিক্রম করবে। কাফের ও মুশরিকরা পুলসিরাতে উঠবে না। তাদেরকে জাহান্নামের প্রবেশপথ দিয়ে জাহান্নামে নিক্ষেপ করা হবে। মুমিনগণ পুলসিরাতের পথ অতিক্রম করবে। পাপী মুমিনগণকে তাদের কৃতকর্মের শাস্তিস্বরূপ কিছু দিন জাহান্নামে অবস্থান করতে হবে। তারা পুলসিরাত থেকে নিম্নে পতিত হয়ে জাহান্নামে পৌঁছবে। অন্যান্য মুমিন নিরাপদে পুলসিরাত অতিক্রম করে জান্নাতে প্রবেশ করবে।

– (শাহ আ: কাদের দেহলভী)

اَلَمْ يَأْنِ لِلَّذِيْنَ اٰمَنُوْٓا اَنْ تَخْشَعَ قُلُوْبُهُمْ لِذِكْرِ اللّٰهِ وَمَا نَزَلَ مِنَ الْحَقِّ -

অর্থাৎ, মুমিনদের জন্যে কি এখনও সময় আসেনি যে, তাদের অন্তর আল্লাহর জিকির এবং যে সত্য নাজিল করা হয়েছে তৎপ্রতি নম্র ও বিগলিত হবে?

خُشُوْعِ قَلْبٍ –এর অর্থ– অন্তর নরম হওয়া, উপদেশ কবুল করা ও আনুগত্য করা। –(ইবনে-কাসীর) কুরআনের প্রতি অন্তর বিগলিত হওয়ার অর্থ এর বিধান তথা আদেশ ও নিষেধ পুরোপুরি পালন করার জন্যে প্রস্তুত হওয়া এবং এ ব্যাপারে কোনো অলসতা বা দুর্বলতাকে প্রশ্রয় না দেওয়া। –(রূহুল মা'আনী)

এটা মুমনিদের জন্যে হুশিয়ারি। হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) থেকে বর্ণিত আছে, আল্লাহ তা'আলা কোনো কোনো মুমিনদের অন্তরে আমলের প্রতি অলসতা ও অনাসক্তি আঁচ করে এই আয়াত নাজিল করেন। (ইবনে কাসীর)

ইমাম আ'মাশ (র.) বলেন ঃ মদীনায় পৌঁছার পর কিছু অর্থনৈতিক স্বাচ্ছন্দ্য অর্জিত হওয়ায় কোনো কোনো সাহাবীর কর্মোদ্দীপনায় কিছুটা শৈথিল্য দেখা দেয়। এর পরিপ্রেক্ষিতে এই আয়াত অবতীর্ণ হয়। –(রূহুল মা'আনী)।

হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) -এর উপরিউক্ত রেওয়ায়েতে আরও বলা হয়েছে, এই হুশিয়ারি সংকেত কুরআন অবতরণ শুরু হওয়ার তের বছর পরে নাজিল হয়। সহীহ্ মুসলিমের রেওয়ায়েতে হযরত ইবনে মাসউদ (রা.) বলেন, আমাদের ইসলাম গ্রহণের চার বছর পর এই আয়াতের মাধ্যমে আমাদেরকে হুশিয়ার করা হয়।

মোটকথা, এই হুশিয়ারীর সারমর্ম হচ্ছে মুসলমানদেরকে পুরোপুরি নম্রতা ও সৎকর্মের জন্যে তৎপর থাকার শিক্ষা দেওয়া এবং একথা ব্যক্ত করা যে, আন্তরিক নম্রতাই সৎকর্মের ভিত্তি।

হযরত শাদ্দাদ ইবনে আউসের রেওয়ায়েতে রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন, মানুষের অন্তর থেকে সর্বপ্রথম নম্রতা উঠিয়ে নেওয়া হবে। –(ইবনে কাসীর)

https://e-ilm.weebly.com/

শব্দ বিশ্লেষণ :

يُنَادُوْنَ : সীগাহ جمع مذكر غائب বহছ مُضَارِعْ مَعْرُوْف বাব مُفَاعَلَةٌ মাসদার مُنَادَاةٌ মূলবর্ণ (ن ـ د ـ و) জিনস ناقص واوى অর্থ– ডেকে বলবে। আহ্বান করবে।

فَتَنْتُمْ সীগাহ جمع مذكر حاضر বহছ ماضى معروف বাব ضَرَبَ মাসদার فَتْنٌ মূলবর্ণ (ف ـ ت ـ ن) জিনস صحيح অর্থ– পথভ্রষ্টতায় আবদ্ধ রেখেছিলে।

اِرْتَبْتُمْ : সীগাহ جمع مذكر حاضر বহছ ماضى معروف বাব اِفْتِعَالٌ মাসদার اِرْتِيَابٌ মূলবর্ণ (ر ـ ى ـ ب) জিনস اجوف يائ অর্থ– তোমরা সন্দিহান ছিলে, সন্দেহ পোষণ করে ছিলে।

اَلَمْ يَأْنِ : সীগাহ واحد مذكر غائب বহছ مضارع منفى بلم বাব ضَرَبَ মাসদার اَلْاَنْىُ মূলবর্ণ (ا ـ ن ـ ى) জিনস মুরাক্কাব مهموز فاء এবং ناقص يائ অর্থ– সময় কি আসেনি।

نَعَّمَهُ : সীগাহ واحد مذكر غائب বহছ ماضى معروف ;ہٗ যমীর মাফউল। অর্থ- তাকে নিয়ামত দিয়েছেন। মাসদার تَنْعِيْمٌ বাব تَفْعِيْلٌ

تَحٰضُّوْنَ : সীগাহ جمع مذكر حاضر বহছ مضارع معروف মাসদার مُحَاضَّةٌ বাব مُفَاعَلَةٌ অর্থ- তোমরা উৎসাহিত করছ, তোমরা নিজেরা জোর প্রচেষ্টা চালাচ্ছ।

قَسَتْ : সীগাহ واحد مؤنث غائب বহছ ماضى معروف বাব نَصَرَ মাসদার قَسْوَةٌ মূলবর্ণ (ق ـ س ـ و) জিনস ناقص واوى অর্থ– কঠিন হয়ে গেল।

اَلْفَجْرُ : ইসমে ফে'ল। মাসদার। অর্থ- ফেটে যাওয়া, সকালের আলো প্রকাশিত হওয়া, বিদীর্ণ করে প্রবাহিত করা, গোনাহ করা। বখশিশ, উদারতা, দয়া, মাল ও প্রচুর মাল। কুরআন মাজিদ এর ব্যবহার কেবল ফজরের সময় ও প্রভাত উদিত হওয়ার অর্থে হয়েছে।

نَقْتَبِسْ : সীগাহ جمع متكلم বহছ مضارع معروف সাকিন হয়েছে امر -এর জবাবে আসার কারণে, বাব اِفْتِعَالٌ মাসদার اَلْاِقْتِبَاسُ মূলবর্ণ (ق ـ ب ـ س) জিনস صحيح অর্থ– আমরা আলোক গ্রহণ করি।

اِلْتَمِسُوْا : সীগাহ جمع مذكر حاضر বহছ امر حاضر معروف বাব اِفْتِعَالٌ মাসদার اَلْاِلْتِمَاسُ মূলবর্ণ (ل ـ م ـ س) জিনস صحيح অর্থ– তোমরা তালাশ কর।

غَرَّتْكُمْ : সীগাহ واحد مؤنث غائب বহছ ماضى معروف বাব نَصَرَ মাসদার اَلْغُرُوْرُ মূলবর্ণ (غ ـ ر ـ ر) জিনস مضاعف ثلاثى : كُمْ যমীর মাফউল অর্থ– (তোমাদেরকে) প্রতারিত করেছিল।

বাক্য বিশ্লেষণ :

وَغَرَّتْكُمُ الْاَمَانِيُّ حَتّٰى جَاۤءَ اَمْرُ اللّٰهِ وَغَرَّكُمْ بِاللّٰهِ الْغَرُوْرُ : এখানে واو টি আতেফা আর غَرَّتْكُمْ ফে'ল আর كُمْ মাফউল اَلْاَمَانِىُّ হলো ফায়েল আর حَتّٰى হলো حرف جر আর جَاۤءَ ফেল اَمْرُ اللّٰهِ হলো ফায়েল অর্থাৎ اَلْمَوْتُ (মৃত্যু)। আর غَرَّكُمْ টা غَرَّتْكُمْ-এর উপর আতফ হয়েছে। আর بِاللّٰهِ টা غَرَّكُمْ -এর সাথে متعلق হয়েছে। আর اَلْغَرُوْرُ হলো ফায়েল অর্থাৎ শয়তান। –[ই'রাবুল কুরআন ৭ম খণ্ড; পৃ. ৪১৭]

https://e-ilm.weebly.com/

১৮. নিঃসন্দেহে দানশীল পুরুষ এবং দানশীল নারীগণ, আর যারা খাঁটি অন্তরে আল্লাহ তা'আলাকে ঋণ দান করছে, ঐ দান [-এর ছওয়াব] তাদের জন্য বৃদ্ধি করে দেওয়া হবে এবং তাদের জন্য পছন্দনীয় বিনিময় রয়েছে।	إِنَّ الْمُصَّدِّقِينَ وَالْمُصَّدِّقَٰتِ وَأَقْرَضُوا اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا يُضَٰعَفُ لَهُمْ وَلَهُمْ أَجْرٌ كَرِيمٌ ﴿١٨﴾
১৯. আর যারা আল্লাহ এবং তার রাসূলগণের উপর বিশ্বাস রাখে, এরূপ লোকই স্বীয় প্রভুর নিকট সত্যবাদী এবং শহীদ [অর্থাৎ আল্লাহর জন্য আত্মোৎসর্গকারী] তাদের জন্য [বেহেশতে] তাদের পুরস্কার এবং [পুলসিরাতের উপর] তাদের নূর খাছ হবে; আর যারা কাফের হয়েছে এবং আমার আয়াতসমূহকে অবিশ্বাস করেছে, এরাই দোজখবাসী।	وَالَّذِينَ ءَامَنُوا بِاللَّهِ وَرُسُلِهِ أُولَٰٓئِكَ هُمُ الصِّدِّيقُونَ ۖ وَالشُّهَدَآءُ عِندَ رَبِّهِمْ لَهُمْ أَجْرُهُمْ وَنُورُهُمْ ۖ وَالَّذِينَ كَفَرُوا وَكَذَّبُوا بِـَٔايَٰتِنَآ أُولَٰٓئِكَ أَصْحَٰبُ الْجَحِيمِ ﴿١٩﴾ ع ١٨
২০. জেনে রাখ যে, [পরলোকের তুলনায়] পার্থিব জীবন তো [কখনো বাঞ্ছিত হওয়ার যোগ্য নয়, কেননা তা তো] কেবল খেলা ও তামাশা এবং [একটা বাহ্যিক] জাঁকজমক এবং পরস্পর একে অন্যের প্রতি আত্মগর্ব করা, আর ধন সম্পদ ও সন্তান-সন্ততি সম্বন্ধে একে অন্য অপেক্ষা প্রাচুর্য বর্ণনা করা মাত্র; যেমন, বৃষ্টি [বর্ষিত] হলে। তার উৎপন্ন ফসল কৃষকদের ভালো বোধ হয়, অনন্তর তা শুষ্ক হয়ে যায়, তখন তুমি তাকে হরিদ্রা বর্ণের দেখতে পাও, অতঃপর তা চূর্ণ-বিচূর্ণ হয়ে যায় [পার্থিব জীবনের আনন্দ এরূপই]	اعْلَمُوٓا أَنَّمَا الْحَيَوٰةُ الدُّنْيَا لَعِبٌ وَلَهْوٌ وَزِينَةٌ وَتَفَاخُرٌۢ بَيْنَكُمْ وَتَكَاثُرٌ فِي الْأَمْوَٰلِ وَالْأَوْلَٰدِ ۖ كَمَثَلِ غَيْثٍ أَعْجَبَ الْكُفَّارَ نَبَاتُهُۥ ثُمَّ يَهِيجُ فَتَرَىٰهُ مُصْفَرًّا ثُمَّ يَكُونُ حُطَٰمًا ۖ

শাব্দিক অনুবাদ :

১৮. إِنَّ الْمُصَّدِّقِينَ নিঃসন্দেহে দানশীল পুরুষ وَالْمُصَّدِّقَٰتِ এবং দানশীল নারীগণ وَأَقْرَضُوا اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا আর যারা খাঁটি অন্তরে আল্লাহ তা'আলাকে ঋণ দান করছে يُضَٰعَفُ لَهُمْ ঐ দান তাদের জন্য বৃদ্ধি করে দেওয়া হবে وَلَهُمْ أَجْرٌ كَرِيمٌ এবং তাদের জন্য পছন্দনীয় বিনিময় রয়েছে।

১৯. وَالَّذِينَ ءَامَنُوا بِاللَّهِ وَرُسُلِهِ আর যারা আল্লাহ এবং তাঁর রাসূলগণের উপর বিশ্বাস রাখে أُولَٰٓئِكَ هُمُ الصِّدِّيقُونَ এরূপ লোকই সত্যবাদী وَالشُّهَدَآءُ এবং শহীদ عِندَ رَبِّهِمْ স্বীয় প্রভুর নিকট لَهُمْ أَجْرُهُمْ তাদের জন্য তাদের পুরস্কার وَنُورُهُمْ এবং তাদের নূর খাস হবে وَالَّذِينَ كَفَرُوا আর যারা কাফের হয়েছে وَكَذَّبُوا بِـَٔايَٰتِنَآ এবং আমার আয়াতসমূহকে অবিশ্বাস করেছে أُولَٰٓئِكَ أَصْحَٰبُ الْجَحِيمِ এরাই দোজখবাসী।

২০. اعْلَمُوٓا জেনে রাখ যে أَنَّمَا الْحَيَوٰةُ الدُّنْيَا পার্থিব জীবন তো لَعِبٌ وَلَهْوٌ কেবল খেলা ও তামাশা وَزِينَةٌ এবং জাঁকজমক وَتَفَاخُرٌۢ بَيْنَكُمْ এবং পরস্পর একে অন্যের প্রতি আত্মগর্ব করা وَتَكَاثُرٌ فِي الْأَمْوَٰلِ وَالْأَوْلَٰدِ আর ধনসম্পদ ও সন্তান-সন্ততি সম্বন্ধে একে অন্য অপেক্ষা প্রাচুর্য বর্ণনা করা মাত্র كَمَثَلِ غَيْثٍ যেমন বৃষ্টি হলে أَعْجَبَ الْكُفَّارَ نَبَاتُهُۥ তার উৎপন্ন ফসল কৃষকদের ভালো বোধ হয় ثُمَّ يَهِيجُ অনন্তর তা শুষ্ক হয়ে যায় فَتَرَىٰهُ مُصْفَرًّا তখন তুমি তাকে হরিদ্রা বর্ণের দেখতে পাও ثُمَّ يَكُونُ حُطَٰمًا অতঃপর তা চূর্ণ-বিচূর্ণ হয়ে যায়।

https://e-ilm.weebly.com/

وَفِي الْاٰخِرَةِ عَذَابٌ شَدِيْدٌ ۙ وَّمَغْفِرَةٌ مِّنَ اللّٰهِ
وَرِضْوَانٌ ؕ وَمَا الْحَيٰوةُ الدُّنْيَآ اِلَّا مَتَاعُ الْغُرُوْرِ ﴿۲۰﴾

** আর পরকালে কঠিন শাস্তি রয়েছে, আর [মুমিনদের জন্য] আল্লাহর পক্ষ থেকে ক্ষমা ও সন্তুষ্টি রয়েছে; আর পার্থিব জীবন [অস্থায়ী এবং] প্রতারণার উপকরণ মাত্র।

سَابِقُوْٓا اِلٰى مَغْفِرَةٍ مِّنْ رَّبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا
كَعَرْضِ السَّمَآءِ وَالْاَرْضِ ۙ اُعِدَّتْ لِلَّذِيْنَ
اٰمَنُوْا بِاللّٰهِ وَرُسُلِهٖ ؕ ذٰلِكَ فَضْلُ اللّٰهِ يُؤْتِيْهِ
مَنْ يَّشَآءُ ؕ وَاللّٰهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيْمِ ﴿۲۱﴾

২১. তোমরা তোমাদের প্রভুর ক্ষমার দিকে ধাবিত হও, এবং এরূপ বেহেশতের দিকে যার প্রশস্ততা আসমান ও জমিনের প্রশস্তার সমান, তা ঐ সকল লোকের জন্য প্রস্তুত করা হয়েছে, যারা আল্লাহ ও তার রাসূলগণের প্রতি বিশ্বাস রাখে; তা [অর্থাৎ ক্ষমা ও সন্তুষ্টি] আল্লাহ তা'আলার অনুগ্রহ, তিনি নিজ অনুগ্রহ যাকে ইচ্ছা দান করে থাকেন; আর আল্লাহ তা'আলা বড় অনুগ্রহশীল।

مَآ اَصَابَ مِنْ مُّصِيْبَةٍ فِي الْاَرْضِ وَلَا فِيْٓ
اَنْفُسِكُمْ اِلَّا فِيْ كِتٰبٍ مِّنْ قَبْلِ اَنْ نَّبْرَاَهَا ؕ
اِنَّ ذٰلِكَ عَلَى اللّٰهِ يَسِيْرٌ ﴿۲۲﴾

২২. কোনো বিপদ না পৃথিবীতে আসে, আর না বিশেষ করে তোমাদের প্রাণের উপর, কিন্তু তা [সমস্তই] এক বিশেষ কিতাবে [অর্থাৎ লওহে মাহফূজে] লিপিবদ্ধ রয়েছে, এর পূর্বে যে, আমি ঐ প্রাণসমূহকে সৃষ্টি করি; এটা আল্লাহ তা'আলার পক্ষে সহজ কাজ।

لِّكَيْلَا تَاْسَوْا عَلٰى مَا فَاتَكُمْ وَلَا تَفْرَحُوْا بِمَآ
اٰتٰىكُمْ ؕ وَاللّٰهُ لَا يُحِبُّ كُلَّ مُخْتَالٍ فَخُوْرِ ﴿۲۳﴾

২৩. যা তোমাদের হস্তচ্যুত হয়, তাতে যেন তোমরা দুঃখিত না হও, আর যা তোমাদেরকে দান করেছেন, তাতে যেন তোমরা গর্বিত না হও; আর আল্লাহ কোনো অহংকারী, গর্বিত লোককে পছন্দ করেন না।

শাব্দিক অনুবাদ :

** وَفِي الْاٰخِرَةِ عَذَابٌ شَدِيْدٌ আর পরকালে কঠিন শাস্তি রয়েছে وَّمَغْفِرَةٌ مِّنَ اللّٰهِ وَرِضْوَانٌ আর আল্লাহর পক্ষ হতে ক্ষমা ও সন্তুষ্টি রয়েছে وَمَا الْحَيٰوةُ الدُّنْيَآ اِلَّا مَتَاعُ الْغُرُوْرِ আর পার্থিব জীবন প্রতারণার উপকরণ মাত্র।

২১. سَابِقُوْٓا তোমরা ধাবিত হও اِلٰى مَغْفِرَةٍ ক্ষমার দিকে مِّنْ رَّبِّكُمْ তোমাদের প্রভুর وَجَنَّةٍ এবং এরূপ বেহেশতের দিকে عَرْضُهَا যার প্রশস্ততা كَعَرْضِ السَّمَآءِ وَالْاَرْضِ আসমান ও জমিনের প্রশস্ততার সমান اُعِدَّتْ তা ঐ সকল লোকদের জন্য প্রস্তুত করা হয়েছে لِلَّذِيْنَ اٰمَنُوْا بِاللّٰهِ وَرُسُلِهٖ যারা আল্লাহ ও তার রাসূলগণের প্রতি বিশ্বাস রাখে ذٰلِكَ তা فَضْلُ اللّٰهِ আল্লাহ তা'আলার অনুগ্রহ يُؤْتِيْهِ مَنْ يَّشَآءُ তিনি নিজ অনুগ্রহ যাকে ইচ্ছা দান করে থাকেন وَاللّٰهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيْمِ আর আল্লাহ তা'আলা বড় অনুগ্রহশীল।

২২. مَآ اَصَابَ مِنْ مُّصِيْبَةٍ فِي الْاَرْضِ কোনো বিপদ না পৃথিবীতে আসে وَلَا فِيْٓ اَنْفُسِكُمْ আর না বিশেষ করে তোমাদের প্রাণের উপর اِلَّا فِيْ كِتٰبٍ কিন্তু তা এক বিশেষ কিতাবে লিপিবদ্ধ রয়েছে مِّنْ قَبْلِ اَنْ نَّبْرَاَهَا এর পূর্বে যে, আমি ঐ প্রাণসমূহকে সৃষ্টি করি اِنَّ ذٰلِكَ عَلَى اللّٰهِ يَسِيْرٌ এটা আল্লাহ তা'আলার পক্ষে সহজ কাজ।

২৩. لِّكَيْلَا تَاْسَوْا عَلٰى مَا فَاتَكُمْ যা তোমাদের হস্তচ্যুত হয়, তাতে যেন তোমরা দুঃখিত না হও وَلَا تَفْرَحُوْا بِمَآ اٰتٰىكُمْ আর যা তোমাদেরকে দান করেছেন তাতে যেন তোমরা গর্বিত না হও وَاللّٰهُ لَا يُحِبُّ كُلَّ مُخْتَالٍ فَخُوْرٍ আর আল্লাহ কোনো অহংকারী গর্বিত লোককে পছন্দ করেন না।

https://e-ilm.weebly.com/

الَّذِيْنَ يَبْخَلُوْنَ وَيَاْمُرُوْنَ النَّاسَ بِالْبُخْلِ ؕ وَمَنْ يَّتَوَلَّ فَاِنَّ اللّٰهَ هُوَ الْغَنِيُّ الْحَمِيْدُ ﴿٢٤﴾

২৪. যারা এরূপ যে, নিজেও [নেক কাজে] কৃপণতা করে থাকে, আর অন্য লোকদেরকেও কৃপণতা শিক্ষা দেয়; আর যে [সত্য ধর্ম হতে] বিমুখ হবে, তবে [এতে আল্লাহর কোনো ক্ষতি নেই। কেননা] আল্লাহ অভাবহীন, প্রশংসনীয়।

শাব্দিক অনুবাদ :

২৪. اَلَّذِيْنَ يَبْخَلُوْنَ যারা এরূপ যে, নিজেও কৃপণতা করে থাকে وَيَاْمُرُوْنَ النَّاسَ بِالْبُخْلِ আর অন্য লোকদেরকেও কৃপণতা শিক্ষা দেয় وَمَنْ يَّتَوَلَّ আর যে বিমুখ হবে فَاِنَّ اللّٰهَ هُوَ الْغَنِيُّ الْحَمِيْدُ তবে আল্লাহ অভাবহীন, প্রশংসনীয়।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

প্রত্যেক মুমিনই কি সিদ্দীক ও শহীদ? وَالَّذِيْنَ اٰمَنُوْا بِاللّٰهِ وَرُسُلِهٖۤ اُولٰٓئِكَ هُمُ الصِّدِّيْقُوْنَ وَالشُّهَدَآءُ এই আয়াত থেকে জানা গেল যে, প্রত্যেক মু'মিনকে সিদ্দীক ও শহীদ বলা যায়। এই আয়াতের ভিত্তিতে হযরত কাতাদাহ ও আমর ইবনে মায়মূন (রা.) বলেন, যে কেউ আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করে, সেই সিদ্দিক ও শহীদ।

হযরত বারা ইবনে আযেব (রা.)-এর বাচনিক রেওয়ায়েতে রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন- مُؤْمِنُوْ اُمَّتِيْ شُهَدَآءُ অর্থাৎ আমার উম্মতের সব মুমিন শহীদ। এর প্রমাণ হিসেবে তিনি আলোচ্য আয়াত তেলাওয়াত করেন। –(ইবনে জারীর)

একদিন হযরত আবূ হুরায়রা (রা.)-এর কাছে কিছুসংখ্যক সাহাবী উপস্থিত ছিলেন। তিনি বলবেন ঃ كُلُّكُمْ صِدِّيْقٌ وَشَهِيْدٌ অর্থাৎ, আপনারা প্রত্যেকেই সিদ্দীক ও শহীদ। সবাই আশ্চর্যান্বিত হয়ে বললেন ঃ হযরত আবূ হুরায়রা! আপনি এ কি বলছেন? তিনি জবাবে বললেন ঃ আমার কথা বিশ্বাস না করলে কুরআনের এই আয়াত পাঠ করুন :

وَالَّذِيْنَ اٰمَنُوْا بِاللّٰهِ وَرُسُلِهٖۤ اُولٰٓئِكَ هُمُ الصِّدِّيْقُوْنَ وَالشُّهَدَآءُ

কিন্তু কুরআন পাকের অন্য একটি আয়াত থেকে বাহ্যতঃ বোঝা যায় যে, প্রত্যেক মুমিন সিদ্দীক ও শহীদ নয় বরং মুমিনদের একটি উচ্চ শ্রেণিকে সিদ্দীক ও শহীদ বলা হয়। আয়াতটি এই:

فَاُولٰٓئِكَ مَعَ الَّذِيْنَ اَنْعَمَ اللّٰهُ عَلَيْهِمْ مِّنَ النَّبِيّٖنَ وَالصِّدِّيْقِيْنَ وَالشُّهَدَآءِ وَالصّٰلِحِيْنَ

এই আয়াত পয়গম্বরগণের সাথে মুমিনদের তিনটি শ্রেণি বিশেষভাবে উল্লিখিত হয়েছে যথা, সিদ্দীক, শহীদ ও ছালেহ। বাহ্যতঃ এই তিনটি ভিন্ন ভিন্ন শ্রেণি। নতুবা ভিন্ন ভাবে বলার প্রয়োজন ছিল না। এ কারণেই কেউ কেউ বলেন: সিদ্দীক ও শহীদ প্রকৃতপক্ষে মুমিনদের বিশেষ উচ্চশ্রেণির লোকগণকে বলা হয়, যারা মহান গুণগরিমার অধিকারী। তবে আলোচ্য আয়াতে সব মুমিনকে সিদ্দীক ও শহীদ বলার তাৎপর্য এই যে, প্রত্যেক মুমিনকেও কোনো না কোনো দিক দিয়ে সিদ্দীক ও শহীদ বলে গণ্য এবং তাঁদের কাতারভুক্ত মনে করা হবে।

রূহুল-মা'আনীতে আছে, আলোচ্য আয়াতে কামেল ও ইবাদতকারী মুমিন অর্থ নেওয়া সঙ্গত। নতুবা যেসব মুমিন অসাবধান ও খেয়ালখুশিতে মগ্ন তাদেরকে সিদ্দীক ও শহীদ বলা যায় না। এক হাদীস থেকেও এর সমর্থন পাওয়া যায়। রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন اَللَّعَّانُوْنَ لَا يَكُوْنُوْنَ شُهَدَآءَ অর্থাৎ, যারা মানুষের প্রতি অভিসম্পাত করে তারা শহীদদের অন্তর্ভুক্ত হবে না। হযরত ওমর ফারূক (রা.) একবার উপস্থিত জনতাকে বললেনঃ তোমাদের কি হলো যে, তোমরা কাউকে অপরের ইজ্জতের উপর হামলা করতে দেখেও তাকে বাধা দাও না এবং একে খারাপ মনে করো না? জনতা আরজ করলঃ আমরা কিছু বললে সে আমাদের ইজ্জতের উপরও হামলা চালাবে এই ভয়ে আমরা কিছু বলি না। হযরত ওমর (রা.) বললেন ঃ যারা এমন শিথিল, তারা সেই শহীদদের অন্তর্ভুক্ত হবে না, যারা কিয়ামতর দিন পূর্ববর্তী পয়গম্বরগণের উম্মতদের মোকাবিলায় সাক্ষ্য দিবে। –(রূহুল-মা'আনী)

তাফসীরে-মাযহারীতে আছে, আলোচ্য আয়াতে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর আমলে যারা ঈমানদার হয়েছে এবং তার পবিত্র সঙ্গলাভে ধন্য হয়েছে, তাদেরকেই বুঝানো হয়েছে। আয়াতে هُمُ الصِّدِّيْقُوْنَ বাক্য থেকে বুঝা যায় যে, একমাত্র

https://e-ilm.weebly.com/

সাহাবায়ে-কেরামই সিদ্দীক, অন্য কোনো মুমিন নয়। হযরত মুজাদ্দিদে আলফেসানী (রহ.) বলেন ঃ সাহাবায়ে-কেরাম সকলেই পয়গম্বরসুলভ গুণগরিমার বাহক ছিলেন। যে ব্যক্তি একবার মুমিন অবস্থায় রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে দেখেছে, সেই পয়গম্বরসুলভ গুণগরিমায় নিমজ্জিত হয়েছে।

اِعْلَمُوْٓا اَنَّمَا الْحَيٰوةُ الدُّنْيَا لَعِبٌ وَّلَهْوٌ وَّزِيْنَةٌ وَّتَفَاخُرٌ -

পূর্ববর্তী আয়াতসমূহে জান্নাতী ও জাহান্নামীদের পরকালীন চিরস্থায়ী অবস্থা বর্ণিত হয়েছিল। মানুষের পরকালের নিয়ামত থেকে বঞ্চিত হওয়া এবং আজাবে ধৃত হওয়ার বড় কারণ হচ্ছে পার্থিব ক্ষণস্থায়ী সুখ ও তাতে নিমগ্ন হয়ে পরকাল থেকে উদাসীন হয়ে যাওয়া। তাই আলোচ্য আয়াতসমূহে বর্ণনা করা হয়েছে যে, ক্ষণস্থায়ী দুনিয়া মোটেই ভরসা করার যোগ্য নয়।

পার্থিব জীবনের শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত যা কিছু হয় এবং যাতে দুনিয়াদার ব্যক্তি মগ্ন ও আনন্দিত থাকে, প্রথমে সেগুলো ধারাবাহিকভাবে বর্ণনা করা হয়েছে। অর্থাৎ, সংক্ষেপে বলতে গেলে পার্থিব জীবনের মোটামুটি বিষয়গুলো যথাক্রমে এই ঃ প্রথমে ক্রীড়া, এরপর কৌতুক, এরপর সাজ-সজ্জা, এরপর পারস্পরিক অহমিকা, এরপর ধন ও জনের প্রাচুর্য নিয়ে পারস্পরিক গর্ববোধ।

لَعِبٌ শব্দের অর্থ এমন খেলা, যাতে মোটেই উপকার লক্ষ্য থাকে না যেমন কচি শিশুদের অঙ্গ চালনা। لَهْوٌ এমন খেলাধূলা, যার আসল লক্ষ্য চিত্তবিনোদন ও সময়ক্ষেপণ হলেও প্রসঙ্গক্রমে ব্যায়াম অথবা অন্য কোনো উপকারও অর্জিত হয়ে যায়। যেমন-বড় বালকদের ফুটবল, লক্ষ্যভেদ অর্জন ইত্যাদি খেলা। হাদীসে লক্ষ্যভেদ অর্জন ও সাঁতার অনুশীলনকে উত্তম খেলা বলা হয়েছে। অঙ্গ-সজ্জা, পোশাক ইত্যাদির মোহ সর্বজন বিদিত। প্রত্যেক মানুষের জীবনের প্রথম অংশ ক্রীড়া অর্থাৎ لَعِبٌ এর মধ্য দিয়ে অতিবাহিত হয়। এরপর لَهْوٌ শুরু হয়। এরপর সে অঙ্গসজ্জায় ব্যাপৃত হয় এবং শেষ বয়সে সমসাময়িক ও সমবয়সীদের সাথে প্রতিযোগিতার প্রেরণা সৃষ্টি হয়।

উল্লিখিত ধারাবাহিকতার প্রতিটি স্তরেই মানুষ নিজ অবস্থা নিয়ে সন্তুষ্ট থাকে এবং একেই সর্বোত্তম জ্ঞান করে। কিন্তু যখন এক স্তর ডিঙিয়ে অন্য স্তরে গমন করে, তখন বিগত স্তরের দুর্বলতা ও অসারতা তার দৃষ্টিতে ধরা পড়ে। বালক-বালিকারা খেলা-ধূলাকে জীবনের সর্বাপেক্ষা মূল্যবান সম্পদ ও সর্বাপেক্ষা আকর্ষণীয় ধন মনে করে। কেউ কেউ তাদের খেলার সামগ্রী ছিনিয়ে নিলে তারা এত ব্যথা পায়, যেমন বয়স্কদের ধনসম্পদ, কুঠি, বাংলো ছিনিয়ে নিলে তারা ব্যথা পায়। কিন্তু এই স্তর অতিক্রম করে সামনে অগ্রসর হলে পর তারা বুঝতে পারে যে, যেসব বস্তুকে তারা জীবনের উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য সাব্যস্ত করে নিয়েছিল, সেগুলো ছিল অসার ও অর্থহীন বস্তু। যৌবনে সাজসজ্জা ও পারস্পরিক অহমিকাই থাকে জীবনের লক্ষ্য। বার্ধক্যে ধনে ও জনে প্রাচুর্য লাভের প্রতিযোগিতা শুরু হয়। কিন্তু যৌবনে যেমন শৈশবের কার্যকলাপ অসার মনে হয়েছিল, বার্ধক্যে পৌঁছেও তেমনি যৌবনের কার্যকলাপ অনর্থক মনে হতে থাকে। বার্ধক্য হচ্ছে জীবনের সর্বশেষ মনযিল। এ মনযিলে ধন ও জনের প্রাচুর্য এবং জাঁকজমক ও পদের জন্য গর্ব জীবনের মহান লক্ষ্য হয়ে দাঁড়ায়। কুরআন পাক বলে যে, এই অবস্থাও সাময়িক ও ক্ষণস্থায়ী। এর পরবর্তী দুটি স্তর বরযখ ও কিয়ামতের চিন্তা কর। এগুলোই আসল। অতঃপর কুরআন পাক বর্ণিত বিষয়বস্তুর একটি দৃষ্টান্ত উল্লেখ করেছে :

كَمَثَلِ غَيْثٍ اَعْجَبَ الْكُفَّارَ نَبَاتُهٗ ثُمَّ يَهِيْجُ فَتَرٰىهُ مُصْفَرًّا ثُمَّ يَكُوْنُ حُطَامًا -

– غَيْثٌ শব্দের অর্থ বৃষ্টি। كُفَّارٌ শব্দটি মু'মিনের বিপরীত অর্থে ব্যবহৃত হলেও এর অপর আভিধানিক অর্থ কৃষকও হয়। আলোচ্য আয়াতে কেউ কেউ এ অর্থই নিয়েছেন। আয়াতের উদ্দেশ্য এই যে, বৃষ্টির দ্বারা ফসল ও নানা রকম উদ্ভিদ উৎপন্ন হয়ে যখন সবুজ ও শ্যামল বর্ণ ধারণ করে, তখন কৃষকের আনন্দের সীমা থাকে না। কোনো কোনো তাফসীরবিদ كُفَّارٌ শব্দটিকে প্রসিদ্ধ অর্থে ধরে বলেছেন যে, এতে কাফেররা আনন্দিত হয়। এখানে প্রশ্ন হয় যে, সবুজ-শ্যামল ফসল দেখে কাফেররাই কেবল আনন্দিত হয় না, মুসলমানরাও হয়। জবাব এই যে, মু'মিনের আনন্দ ও কাফেরের আনন্দের মধ্যে বিরাট ব্যবধান রয়েছে। মু'মিন আনন্দিত হলে তার চিন্তাধারা আল্লাহ তা'আলার দিকে থাকে। সে বিশ্বাস করে যে, এই সুন্দর ফসল আল্লাহর কুদরত ও রহমতের ফল। সে একেই জীবনের উদ্দেশ্যরূপে গ্রহণ করে না। তার আনন্দের সাথে পরকালের চিন্তাও সদাসর্বদা বিদ্যমান থাকে। ফলে দুনিয়ার অগাধ ধনরত্ন পেয়েও মু'মিন কাফেরের ন্যায় আনন্দিত ও মত্ত হয় না। তাই আয়াতে 'কাফের আনন্দিত হয়' বলা হয়েছে।

এরপর এই দৃষ্টান্তের সার-সংক্ষেপ এরূপ বর্ণনা করা হয়েছে যে, ফসল ও অন্যান্য উদ্ভিদ যখন সবুজ-শ্যামল হয়ে যায়, তখন দর্শক মাত্রই বিশেষ করে কাফেররা খুবই আনন্দিত ও মত্ত হয়ে উঠে। কিন্তু অবশেষে তা শুষ্ক হতে থাকে। প্রথমে

https://e-ilm.weebly.com/

https://e-ilm.weebly.com/

পীত বর্ণ হয়, এর পরে সম্পূর্ণ খড়কুটায় পরিণত হয়। মানুষও তেমনি প্রথমে তরতাজা ও সুন্দর হয়। শৈশব থেকে যৌবন পর্যন্ত এরূপই কাটে। অবশেষে যখন বার্ধক্য আসে, তখন দেহের সজীবতা ও সৌন্দর্য সম্পূর্ণ বিলীন হয়ে যায় এবং সবশেষে মরে মাটি হয়ে যায়। দুনিয়ার ক্ষণভঙ্গুরতা বর্ণনা করার পর আবার আসল উদ্দেশ্য-পরকালের চিন্তার দিকে দৃষ্টি আকর্ষণ করার জন্য পরকালের অবস্থা বর্ণনা করা হয়েছে।

وَفِى الْاٰخِرَةِ عَذَابٌ شَدِيْدٌ وَّمَغْفِرَةٌ مِّنَ اللّٰهِ وَرِضْوَانٌ অর্থাৎ পরকালে মানুষ এ দুটি অবস্থার মধ্যে যে-কোনো একটির সম্মুখীন হবে। একটি কাফেরদের অবস্থা অর্থাৎ তাদের জন্য কঠোর আজাব রয়েছে। অপরটি মুমিনের অবস্থা অর্থাৎ তাদের জন্য আল্লাহ তা'আলার পক্ষ থেকে ক্ষমা ও সন্তুষ্টি রয়েছে।

এখানে প্রথমে আজাব উল্লেখ করা হয়েছে। কেননা, প্রথম আয়াতে উল্লিখিত দুনিয়া নিয়ে মাতাল ও ঔদ্ধত্য হওয়ার পরিণামও কঠোর আজাব। কঠোর আজাবের বিপরীতে দুটি বিষয় ক্ষমা ও সন্তুষ্টি উল্লেখ করা হয়েছে। ইঙ্গিত আছে যে, পাপ মার্জনা করা একটি নিয়ামত, যার পরিণতিতে মানুষ আজাব থেকে বেঁচে যায়। কিন্তু পরকালে এতটুকুই হয় না; বরং আজাব থেকে বাঁচার পর মানুষ জান্নাতে চিরস্থায়ী নিয়ামত দ্বারাও ভূষিত হয়। এটা রিযওয়ান তথা আল্লাহ তা'আলার সন্তুষ্টির কারণে হয়ে থাকে।

এরপর সংক্ষেপে দুনিয়ার স্বরূপ বর্ণনা করা হয়েছে : وَمَا الْحَيٰوةُ الدُّنْيَا اِلَّا مَتَاعُ الْغُرُوْرِ অর্থাৎ এসব বিষয় দেখা ও অনুধাবন করার পর একজন বুদ্ধিমান ও চক্ষুষ্মান ব্যক্তি এই সিদ্ধান্তেই উপনীত হতে পারে যে, দুনিয়া একটি প্রতারণার স্থল। এখানকার সম্পদ-প্রকৃত সম্পদ নয়, যা বিপদমুহূর্তে কাজে আসতে পারে। অতঃপর পরকালের আজাব ও ছওয়াব এবং দুনিয়ার ক্ষণভঙ্গুরতার অবশ্যম্ভাবী পরিণতি এরূপ হওয়া উচিত যে, মানুষ দুনিয়ার সুখ ও আনন্দে মগ্ন না হয়ে পরকালের চিন্তা বেশি করবে। পরবর্তী আয়াতে তাই ব্যক্ত করা হয়েছে।

سَابِقُوْٓا اِلٰى مَغْفِرَةٍ مِّنْ رَّبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا كَعَرْضِ السَّمَآءِ وَالْاَرْضِ

–অর্থাৎ, তোমরা তোমাদের পালনকর্তার ক্ষমা ও জান্নাতের দিকে ধাবিত হও, যার প্রস্থ আকাশ ও পৃথিবীর প্রস্থের সমান।

অগ্রে ধাবিত হওয়ার এক অর্থ এই যে, জীবন, স্বাস্থ্য ও শক্তি-সামর্থ্যের কোনো ভরসা নেই অতএব, সৎকাজে শৈথিল্য ও টালবাহানা করো না। এরূপ করলে কোনো রোগ অথবা ওজর তোমার সৎকাজে বাধা সৃষ্টি করতে পারে কিংবা তোমার মৃত্যু হয়ে যেতে পারে। অতএব এর সারমর্ম এই যে, অক্ষমতা ও মৃত্যু আসার আগেই তুমি সৎকাজের পুঁজি সংগ্রহ করে নাও, যাতে জান্নাতে পৌঁছতে পার।

অগ্রে ধাবিত হওয়ার দ্বিতীয় অর্থ এই যে, সৎকাজে অপরের অগ্রণী হওয়ার চেষ্টা কর। হযরত আলী (রা.) তাঁর উপদেশাবলিতে বলেন : তুমি মসজিদে সর্বপ্রথম গমনকারী এবং সর্বশেষ নির্গমনকারী হও। হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা.) বলেন ঃ জেহাদে সর্বপ্রথম কাতারে থাকার জন্যে অগ্রসর হও। হযরত আনাস (রা.) বলেন ঃ জামাতের নামাজের প্রথম তাকবীরে উপস্থিত থাকার চেষ্টা কর। –(রূহুল মা'আনী)

জান্নাতের পরিধি প্রসঙ্গে বলা হয়েছে ঃ এর প্রস্থ আকাশ ও পৃথিবীর সমান। সূরা আল-ইমরানে এই বিষয়বস্তুর আয়াতে سَمٰوٰتٌ বহুবচন শব্দ ব্যবহৃত হয়েছে। এতে বোঝা যায় যে, সপ্ত আকাশ ও পৃথিবীর বিস্তৃতি একত্র করলে জান্নাতের প্রস্থ হবে। বলা বাহুল্য, প্রত্যেক বস্তুর দৈর্ঘ্য প্রস্থ অপেক্ষা বেশি হয়। এতে প্রমাণিত হয় যে, জান্নাতের বিস্তৃতি সপ্তম আকাশ ঐ পৃথিবীর আকাশ ও পৃথিবীর বিস্তৃতির চাইতে বেশি عَرْضٌ শব্দটি কোনো সময় কেবল বিস্তৃতি অর্থে ব্যবহৃত হয়। তখন দৈর্ঘ্যের বিপরীত অর্থ বোঝানো উদ্দেশ্য থাকে না। উভয় অবস্থাতেই জান্নাতের বিশাল বিস্তৃতিই বুঝা যায়।

ذٰلِكَ فَضْلُ اللّٰهِ يُؤْتِيْهِ مَنْ يَّشَآءُ وَاللّٰهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيْمِ পূর্বের আয়াতে জান্নাত ও তার নিয়ামতসমূহের দিকে অগ্রণী হওয়ার আদেশ ছিল। এতে কেউ ধারণা করতে পারত যে, জান্নাত ও তার অক্ষয় নিয়ামতরাজি মানুষের কর্মের ফল এবং মানুষের কর্মই এর জন্যে যথেষ্ট। আলোচ্য আয়াতে আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেছেন যে, তোমাদের ক্রিয়াকর্ম জান্নাত লাভের পক্ষে যথেষ্ট কারণ নয় যে, ক্রিয়াকর্মের ফলেই জান্নাত অবশ্যম্ভাবী হয়ে পড়বে। মানুষ দুনিয়াতে যেসব নিয়ামত লাভ করেছেন, তার সারাজীবনের সৎকর্ম এগুলোর বিনিময়ও হতে পারে না, জান্নাতের অক্ষয় নিয়ামতরাজির মূল্য তো হওয়া দূরের কথা। অতএব আল্লাহ তা'আলার অনুগ্রহ ও কৃপার বদৌলতেই মানুষ জান্নাতে প্রবেশ করবে। মুসলিম ও বোখারী বর্ণিত হাদীসে রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন- তোমাদের আমল তোমাদের কাউকে মুক্তি দিতে পারে না। সাহাবায়ে-কেরাম বললেন " আপনিও কি তদ্রূপ? তিনি বললেন হ্যাঁ, আমিও আমার আমল দ্বারা জান্নাত লাভ করতে পারি না– আল্লাহ তা'আলার দয়া ও অনুকম্পা হলেই লাভ করতে পারি। –(মাযহারী)

দু'টি পার্থিব বিষয় মানুষকে আল্লাহর স্মরণ ও পরকালের চিন্তা থেকে গাফেল করে দেয়। এক. সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য, যাতে লিপ্ত হয়ে মানুষ আল্লাহকে ভুলে যায়। এ থেকে আত্মরক্ষার নির্দেশ পূর্ববর্তী আয়াতসমূহে বর্ণিত হয়েছে। দুই. বিপদাপদ, এতে জড়িত হয়েও মানুষ মাঝে মাঝে নিরাশ ও আল্লাহ তা'আলার স্মরণ থেকে উদাসীন হয়ে যায়। আলোচ্য আয়াতসমূহে এ সম্পর্কে বর্ণনা করা হয়েছে।

مَآ اَصَابَ مِنْ مُّصِيْبَةٍ فِى الْاَرْضِ وَلَا فِىْٓ اَنْفُسِكُمْ اِلَّا فِىْ كِتٰبٍ مِّنْ قَبْلِ اَنْ نَّبْرَاَهَا –অর্থাৎ, পৃথিবীতে অথবা ব্যক্তিগতভাবে তোমাদের উপর যে বিপদাপদ আসে, তা সবই আমি কিতাবে অর্থাৎ লওহে-মাহফূযে জগৎ সৃষ্টির পূর্বেই লিখে দিয়েছিলাম। পৃথিবীর বিপদাপদ বলে দুর্ভিক্ষ, ভূমিকম্প, ফসলহানি, বাণিজ্যে ঘাটতি, ধন-সম্পদ বিনষ্ট হওয়া, বন্ধু-বান্ধবের মৃত্যু ইত্যাদি এবং ব্যক্তিগত বিপদাপদ বলে সর্বপ্রকার রোগ-ব্যাধি, ক্ষত, আঘাত ইত্যাদি বুঝানো হয়েছে।

لِكَيْلَا تَاْسَوْا عَلٰى مَافَاتَكُمْ وَلَا تَفْرَحُوْا بِمَآ اٰتٰكُمْ –আয়াতের উদ্দেশ্য এই যে, দুনিয়াতে মানুষ যা কিছু বিপদ অথবা সুখ, আনন্দ অথবা দুঃখের সম্মুখীন হয়, তা সবই আল্লাহ তা'আলা লওহে-মাহফূযে মানুষের জন্মের পূর্বেই লিখে রেখেছেন। এ বিষয়ের সংবাদ তোমাদেরকে এজন্যে দেওয়া হয়েছে, যাতে তোমরা দুনিয়ার ভালো-মন্দ অবস্থা নিয়ে বেশি চিন্তা-ভাবনা না কর। দুনিয়ার কষ্ট ও বিপদাপদ তেমন আক্ষেপ ও পরিতাপের বিষয় নয় এবং সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য এবং অর্থসম্পদ তেমন উল্লাসিত ও মত্ত হওয়ার বিষয় নয় যে, এগুলোতে মশগুল হয়ে তোমরা আল্লাহর স্মরণ ও পরকাল সম্পর্কে গাফেল হয়ে যাবে।

হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা.) বলেন ঃ প্রত্যেক মানুষ স্বভাবগতভাবে কোনো কোনো বিষয়ের কারণে আনন্দিত এবং কোনো কোনো বিষয়ের কারণে দুঃখিত হয়। কিন্তু যা উচিত তা এই যে বিপদের সম্মুখীন হলে সবর করে পরকালের পুরস্কার ও ছওয়াব অর্জন করতে হবে এবং সুখ আনন্দের সম্মুখীন হলে কৃতজ্ঞ হয়ে পুরস্কার ও ছওয়াব হাসিল করতে হবে। -(রূহুল মা'আনী)

পরবর্তী আয়াতে সুখ ও ধন-সম্পদের কারণে ঔদ্ধত্য ও অহংকারীদের নিন্দা করা হয়েছে ঃ وَاللّٰهُ لَا يُحِبُّ كُلَّ مُخْتَالٍ فَخُوْرٍ –অর্থাৎ, আল্লাহ ঔদ্ধত্য ও অহংকারীকে পছন্দ করেন না। উদ্দেশ্য এই যে, দুনিয়ার নিয়ামত পেয়ে যারা অহংকার করে, তারা আল্লাহর কাছে ঘৃণার্হ। কিন্তু পছন্দ করেন না, বলার মধ্যে ইঙ্গিত আছে যে, বুদ্ধিমান ও পরিণামদর্শী মানুষের কর্তব্য হলো প্রত্যেক কাজে আল্লাহর পছন্দ ও অপছন্দের প্রতি চিন্তা করা। তাই এখানে অপছন্দ হওয়ার কথা উল্লেখ করা হয়েছে।

শব্দ বিশ্লেষণ :

مُصَّدِّقِيْنَ : সীগাহ جمع مذكر اسم فاعل বহছ বাব تَفَعُّلْ মাসদার تَصَدُّقٌ মূলবর্ণ (ص - د - ق) জিনস صحيح অর্থ– দানশীল পুরুষ।

اَلصِّدِّيْقُوْنَ : শব্দটি صديق-এর বহুবচন اسم مبالغة অর্থ– সত্যবাদী।

اِعْلَمُوْا : সীগাহ جمع مذكر حاضر امر حاضر معروف বহস মাসদার اَلْعِلْمُ বাব سَمِعَ মূলবর্ণ (ع - ل - م) জিনস صحيح অর্থ– জেনে রাখ। অর্থ- তোমরা উৎসাহিত করছ, তোমরা নিজেরা জোর প্রচেষ্টা চালাচ্ছ।

تَفَاخُرٌ : বাবে تَفَاعُلٌ-এর মাসদার। মূলবর্ণ (ف - خ - ر) জিনস صحيح অর্থ– পরস্পরে আত্মগর্ব কর।

تَكَاثُرٌ : বাবে تَفَاعُلٌ-এর মাসদার, মূলবর্ণ (ك - ث - ر) জিনস صحيح অর্থ– পরস্পরে প্রাচুর্য বর্ণনা কর।

سَابِقُوْا : সীগাহ جمع مذكر حاضر امر حاضر معروف বহছ বাব مُفَاعَلَةٌ মাসদার مُسَابَقَةٌ ও سِبَاقٌ মূলবর্ণ (س - ب - ق) জিনস صحيح অর্থ– তোমরা ধাবিত হও।

বাক্য বিশ্লেষণ :

وَاللّٰهُ لَا يُحِبُّ كُلَّ مُخْتَالٍ فَخُوْرٍ : এখানে اَللّٰهُ শব্দটি মুবতাদা لَا يُحِبُّ বাক্যটি তার খবর। আর لَا يُحِبُّ ফে'ল তার উহ্য যমীর ফায়েল, আর كُلَّ مُخْتَالٍ হলো মাফউল এবং فَخُوْرٍ হলো مُخْتَالٍ-এর সিফত। [ই'রাবুল কুরআন ৭ম খণ্ড, পৃ. ৪৩৫]

https://e-ilm.weebly.com/

لَقَدْ اَرْسَلْنَا رُسُلَنَا بِالْبَيِّنٰتِ وَاَنْزَلْنَا مَعَهُمُ
الْكِتٰبَ وَالْمِيْزَانَ لِيَقُوْمَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ ۚ
وَاَنْزَلْنَا الْحَدِيْدَ فِيْهِ بَاْسٌ شَدِيْدٌ وَّمَنَافِعُ
لِلنَّاسِ وَلِيَعْلَمَ اللّٰهُ مَنْ يَّنْصُرُهٗ وَرُسُلَهٗ
بِالْغَيْبِ ۚ اِنَّ اللّٰهَ قَوِيٌّ عَزِيْزٌ ﴿٢٥﴾

২৫. আমি আমার রাসূলগণকে সুস্পষ্ট নিদর্শনাবলি দিয়ে প্রেরণ করেছি এবং আমি তাদের সঙ্গে কিতাব ও ইনসাফ [করার নির্দেশ] -কে অবতারণ করেছি, যেন মানুষ ন্যায়ের উপর প্রতিষ্ঠিত থাকে, আর আমি লৌহ সৃষ্টি করেছি, যাতে কঠোর ভীতি রয়েছে এবং মানুষের জন্য আরো নানাবিধ উপকার রয়েছে, আর যেন আল্লাহ জেনে নেন যে, কে তাঁকে এবং তাঁর রাসূলগণকে প্রত্যক্ষ না করে সাহায্য করে; আল্লাহ সর্বশক্তিমান, মহাপরাক্রান্ত।

وَلَقَدْ اَرْسَلْنَا نُوْحًا وَّاِبْرٰهِيْمَ وَجَعَلْنَا فِيْ
ذُرِّيَّتِهِمَا النُّبُوَّةَ وَالْكِتٰبَ فَمِنْهُمْ مُّهْتَدٍ ۚ
وَكَثِيْرٌ مِّنْهُمْ فٰسِقُوْنَ ﴿٢٦﴾

২৬. আর আমি নূহ ও ইবরাহীমকে রাসূলরূপে প্রেরণ করেছি, আর আমি তাঁদের বংশধরগণের মধ্যে নবুয়ত ও কিতাব প্রচলিত রেখেছি, বস্তুতঃ তাদের মধ্যে কতিপয় সৎপথ প্রাপ্ত হলো, আর তাদের অধিকাংশই পথভ্রষ্ট ছিল।

ثُمَّ قَفَّيْنَا عَلٰٓى اٰثَارِهِمْ بِرُسُلِنَا وَقَفَّيْنَا بِعِيْسَى
ابْنِ مَرْيَمَ وَاٰتَيْنٰهُ الْاِنْجِيْلَ ۙ وَجَعَلْنَا فِيْ
قُلُوْبِ الَّذِيْنَ اتَّبَعُوْهُ رَاْفَةً وَّرَحْمَةً ؕ

২৭. অনন্তর তাদের পরে আমার অন্যান্য রাসূলগণকে ক্রমান্বয়ে পাঠাতে থাকলাম, আর তাদের পরে ঈসা ইবনে মারইয়ামকে প্রেরণ করলাম এবং তাঁকে ইনজিল প্রদান করলাম, আর যারা তাঁর অনুসরণ করেছিল, আমি তাদের অন্তরসমূহে মমতা ও রহমত সৃষ্টি করে দিলাম।

শাব্দিক অনুবাদ :

২৫. لَقَدْ اَرْسَلْنَا আমি প্রেরণ করেছি رُسُلَنَا আমার রাসূলগণকে بِالْبَيِّنٰتِ সুস্পষ্ট নিদর্শনাবলি দিয়ে وَاَنْزَلْنَا مَعَهُمُ এবং আমি তাদের সাথে অবতারণ করেছি الْكِتٰبَ وَالْمِيْزَانَ কিতাব ও ইনসাফকে لِيَقُوْمَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ যেন মানুষ ন্যায়ের উপর প্রতিষ্ঠিত থাকে وَاَنْزَلْنَا الْحَدِيْدَ আর আমি লৌহ সৃষ্টি করেছি فِيْهِ بَاْسٌ شَدِيْدٌ যাতে কঠোর ভীতি রয়েছে وَّمَنَافِعُ لِلنَّاسِ এবং মানুষের জন্য আরো নানাবিধ উপকার রয়েছে وَلِيَعْلَمَ اللّٰهُ আর যেন আল্লাহ জেনে নেন যে مَنْ يَّنْصُرُهٗ وَرُسُلَهٗ কে তাঁকে এবং তাঁর রাসূলগণকে প্রত্যক্ষ না করে সাহায্য করে بِالْغَيْبِ اِنَّ اللّٰهَ قَوِيٌّ عَزِيْزٌ আল্লাহ সর্বশক্তিমান, মহাপরাক্রান্ত।

২৬. وَلَقَدْ اَرْسَلْنَا আর আমি রাসূলরূপে প্রেরণ করেছি نُوْحًا وَّاِبْرٰهِيْمَ নূহ ও ইবরাহীমকে وَجَعَلْنَا فِيْ ذُرِّيَّتِهِمَا আর আমি তাদের বংশধরগণের মধ্যে প্রচলিত রেখেছি النُّبُوَّةَ وَالْكِتٰبَ নবুয়ত ও কিতাব فَمِنْهُمْ مُّهْتَدٍ বস্তুত তাদের মধ্যে কতিপয় সৎপথ প্রাপ্ত হলো وَكَثِيْرٌ مِّنْهُمْ فٰسِقُوْنَ আর তাদের অধিকাংশই পথভ্রষ্ট ছিল।

২৭. ثُمَّ قَفَّيْنَا عَلٰٓى اٰثَارِهِمْ بِرُسُلِنَا অনন্তর তাদের পরে আমার অন্যান্য রাসূলগণকে ক্রমান্বয়ে পাঠাতে থাকলাম, وَقَفَّيْنَا بِعِيْسَى ابْنِ مَرْيَمَ আর তাদের পরে ঈসা ইবনে মারইয়ামকে প্রেরণ করলাম وَاٰتَيْنٰهُ الْاِنْجِيْلَ এবং তাকে ইঞ্জীল প্রদান করলাম وَجَعَلْنَا আর আমি সৃষ্টি করে দিলাম فِيْ قُلُوْبِ তাদের অন্তরসমূহে الَّذِيْنَ اتَّبَعُوْهُ যারা তাঁর অনুসরণ করেছিল رَاْفَةً وَّرَحْمَةً মমতা ও রহমত

https://e-ilm.weebly.com/

وَرَهْبَانِيَّةَ ۨابْتَدَعُوْهَا مَا كَتَبْنٰهَا عَلَيْهِمْ اِلَّا ابْتِغَآءَ رِضْوَانِ اللّٰهِ فَمَا رَعَوْهَا حَقَّ رِعَايَتِهَا ۚ فَاٰتَيْنَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا مِنْهُمْ اَجْرَهُمْ ۚ وَكَثِيْرٌ مِّنْهُمْ فٰسِقُوْنَ ﴿٢٧﴾

** আর তারা বৈরাগ্যকে নিজেরা প্রবর্তন করে নিল আমি তাদের উপর তা বিধিবদ্ধ করিনি; কিন্তু তারা আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য তা অবলম্বন করেছিল; কিন্তু তারা তা যথাযথভাবে পালন করেনি, সুতরাং তাদের মধ্যে যারা ঈমান এনেছে আমি তাদেরকে তাদের বিনিময় প্রদান করেছি, আর তাদের মধ্যে অধিকাংশই পথভ্রষ্ট।

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوا اتَّقُوا اللّٰهَ وَاٰمِنُوْا بِرَسُوْلِهٖ يُؤْتِكُمْ كِفْلَيْنِ مِنْ رَّحْمَتِهٖ وَيَجْعَلْ لَّكُمْ نُوْرًا تَمْشُوْنَ بِهٖ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ۗ وَاللّٰهُ غَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ ﴿٢٨﴾

২৮. হে [ঈসার প্রতি] ঈমান আনয়নকারীগণ! তোমরা আল্লাহকে ভয় কর এবং তাঁর রাসূলের প্রতি ঈমান আন, আল্লাহ তোমাদেরকে স্বীয় রহমত হতে দ্বিগুণ অংশ দান করবেন, আর তোমাদেরকে এমন এক নূর দিবেন যে, তা নিয়ে তোমরা চলাফেরা করবে, তিনি তোমাদেরকে ক্ষমা করবেন; আর আল্লাহ তা'আলা বড় ক্ষমাশীল, করুণাময়।

لِّئَلَّا يَعْلَمَ اَهْلُ الْكِتٰبِ اَلَّا يَقْدِرُوْنَ عَلٰى شَيْءٍ مِّنْ فَضْلِ اللّٰهِ وَاَنَّ الْفَضْلَ بِيَدِ اللّٰهِ يُؤْتِيْهِ مَنْ يَّشَآءُ ۗ وَاللّٰهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيْمِ ﴿٢٩﴾

২৯. যেন কিতাবীগণ [যারা ঈমান আনেনি, তারা] জানতে পারে যে, আল্লাহর অনুগ্রহের কোনো অংশের উপর তাদের অধিকার নেই, আর এটাও [জানতে পারে] যে, অনুগ্রহ আল্লাহরই হাতে, তিনি যাকে ইচ্ছা দান করেন, আর আল্লাহ তা'আলা সুমহান করুণার অধিপতি।

শাব্দিক অনুবাদ :

** وَرَهْبَانِيَّةَ ۨابْتَدَعُوْهَا আর তারা বৈরাগ্যকে নিজেরা প্রবর্তন করে নিল مَا كَتَبْنٰهَا عَلَيْهِمْ আমি তাদের উপর তা বিধি-বদ্ধ করিনি اِلَّا ابْتِغَآءَ رِضْوَانِ اللّٰهِ কিন্তু তারা আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য তা অবলম্বন করেছিল فَمَا رَعَوْهَا حَقَّ رِعَايَتِهَا কিন্তু তারা তা যথাযথভাবে পালন করেনি فَاٰتَيْنَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا مِنْهُمْ সুতরাং তাদের মধ্যে যারা ঈমান এনেছে আমি তাদেরকে প্রদান করেছি اَجْرَهُمْ তাদের বিনিময় وَكَثِيْرٌ مِّنْهُمْ فٰسِقُوْنَ, আর তাদের মধ্যে অধিকাংশই পথভ্রষ্ট।

২৮. يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا হে ঈমান আনয়নকারীগণ اتَّقُوا اللّٰهَ তোমরা আল্লাহকে ভয় কর وَاٰمِنُوْا بِرَسُوْلِهٖ এবং তার রাসূলের প্রতি ঈমান আন يُؤْتِكُمْ كِفْلَيْنِ مِنْ رَّحْمَتِهٖ আল্লাহ তোমাদেরকে স্বীয় রহমত হতে দ্বিগুণ অংশ দান করবেন وَيَجْعَلْ لَّكُمْ نُوْرًا আর তোমাদেরকে এমন এক নূর দিবেন যে, تَمْشُوْنَ بِهٖ তা নিয়ে তোমরা চলাফেরা করবে وَيَغْفِرْ لَكُمْ তিনি তোমাদেরকে ক্ষমা করবেন وَاللّٰهُ غَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ, আর আল্লাহ তা'আলা বড় ক্ষমাশীল, করুণাময়।

২৯. لِّئَلَّا يَعْلَمَ اَهْلُ الْكِتٰبِ যেন কিতাবীগণ জানতে পারে যে اَلَّا يَقْدِرُوْنَ عَلٰى شَيْءٍ مِّنْ فَضْلِ اللّٰهِ আল্লাহর অনুগ্রহের কোনো অংশের উপর তাদের অধিকার নেই وَاَنَّ الْفَضْلَ بِيَدِ اللّٰهِ আর এটাও যে, অনুগ্রহ আল্লাহরই হাতে يُؤْتِيْهِ مَنْ يَّشَآءُ তিনি যাকে ইচ্ছা দান করেন وَاللّٰهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيْمِ, আর আল্লাহ তা'আলা সুমহান করুণার অধিপতি।

https://e-ilm.weebly.com/

https://e-ilm.weebly.com/

কোনো কোনো রেওয়ায়েতে আছে যে, হযরত নূহ (আ.)-এর প্রতি আক্ষরিক অর্থে আকাশ থেকে দাঁড়িপাল্লা নাজিল করা হয়েছিল এবং আদেশ করা হয়েছিল যে, এর সাহায্যে ওজন করে দায়-দেনা পূর্ণ করতে হবে।

কিতাব ও 'মীযানের পর লৌহ নাজিল করার কথা বলা হয়েছে। এখানেও নাজিল করার মানে সৃষ্টি করা। কুরআন পাকের এক আয়াতে চতুষ্পদ জন্তুদের বেলায়ও নাজিল করা শব্দ ব্যবহার করা হয়েছে। অথচ চতুষ্পদ জন্তু আসমান থেকে নাজিল হয় না-পৃথিবীতে জন্মলাভ করে। সেখানেও সৃষ্টি করার অর্থ বোঝানো হয়েছে। তবে সৃষ্টি করাকে নাজিল করা শব্দে ব্যক্ত করার মধ্যে ইঙ্গিত পাওয়া যায় যে, সৃষ্টির বহুপূর্বেই লওহে-মাহফুজে লিখিত ছিল-এ দিক দিয়ে দুনিয়ার সবকিছুই আসমান থেকে অবতীর্ণ। -(রূহুল মা'আনী)

আয়াতে লৌহ নাজিল করার দু'টি রহস্য উল্লেখ করা হয়েছে। **(এক)** এর ফলে শত্রুদের মনে ভীতি সঞ্চার হয় এবং এর সাহায্যে অবাধ্যদেরকে আল্লাহর বিধান ও ন্যায়নীতি পালনে বাধ্য করা যায়। **(দুই)** এতে আল্লাহ তা'আলা মানুষের জন্যে বহুবিধ কল্যাণ নিহিত রেখেছেন। দুনিয়াতে যত শিল্প-কারখানা ও কলকজা আবিষ্কৃত হয়েছে এবং ভবিষ্যতে হবে, সবগুলোর মধ্যে লৌহের ভূমিকা সর্বাধিক। লৌহ ব্যতীত কোনো শিল্প চলতে পারে না।

এখানে আরো একটি প্রণিধানযোগ্য বিষয় এই যে, আলোচ্য আয়াতে পয়গম্বর ও কিতাব প্রেরণ এবং ন্যায়নীতির দাঁড়িপাল্লা আবিষ্কার ও ব্যবহারের আসল লক্ষ্য বর্ণনা প্রসঙ্গে বলা হয়েছে ঃ لِيَقُوْمَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ অর্থাৎ, মানুষ যাতে ইনসাফের উপর প্রতিষ্ঠিত হয়ে যায়। এরপর লৌহ সৃষ্টি করার কথাও উল্লেখ করা হয়েছে। এর লক্ষ্যও প্রকৃতপক্ষে ন্যায় ও সুবিচার প্রতিষ্ঠা করা। কেননা, পয়গম্বরগণও আসমানি কিতাবসমূহ ন্যায় ও সুবিচার প্রতিষ্ঠা করার সুস্পষ্ট প্রমাণাদি দেন এবং যারা সুবিচার প্রতিষ্ঠা করে না, তাদেরকে পরকালের শাস্তির ভয় দেখান। 'মীযান ইনসাফের সীমা ব্যক্ত করে। কিন্তু যারা অবাধ্য ও হঠকারী, তারা কোনো প্রমাণ মানে না এবং ন্যায়নীতি অনুযায়ী কাজ করতে সম্মত হয় না। তাদেরকে স্বাধীন ছেড়ে দেওয়া হলে দুনিয়াতে ন্যায় ও ইনসাফ কায়েম করা সুদূরপরাহত। তাদেরকে বশে আনা লৌহ ও তরবারির কাজ, যা শাসকবর্গ অবশেষে বেগতিক হয়ে ব্যবহার করে।

এখানে আরো লক্ষ্যণীয় বিষয় এই যে, কুরআন পাক ইনসাফ ও সুবিচার প্রতিষ্ঠা করার জন্য কিতাব ও মীযানকে আসল ভিত্তি সাব্যস্ত করেছে। কিতাব থেকে দেনা-পাওয়া পরিশোধ ও তাতে হ্রাসবৃদ্ধির নিষেধাজ্ঞা জানা যায় এবং 'মীযান দ্বারা অপরের দেনা-পাওনার অংশ নির্ধারিত হয়। এই বস্তুদ্বয় নাজিল করার লক্ষ্যই হচ্ছে সুবিচার প্রতিষ্ঠা করা। এরপর শেষের দিকে লৌহের প্রসঙ্গ উল্লেখ করা হয়েছে। এতে ইঙ্গিত আছে যে, ন্যায় ও ইনসাফ প্রতিষ্ঠাকল্পে লৌহের ব্যবহার বেগতিক অবস্থায় করতে হবে। এটা ন্যায়নীতি প্রতিষ্ঠার আসল উপায় নয়।

এ থেকে প্রমাণিত হয় যে, মানুষকে ন্যায় ও সুবিচারের উপর প্রতিষ্ঠিত করা প্রকৃতপক্ষে চিন্তাধারার লালন ও শিক্ষার মাধ্যমে হয়। রাষ্ট্রের তরফ থেকে জোর-জবরদস্তি প্রকৃতপক্ষে এ কাজের জন্যে নয়; বরং পথের বাধা দূর করার জন্য বেগতিক অবস্থায় হয়ে থাকে। চিন্তাধারার লালন ও শিক্ষা-দীক্ষাই আসল বিষয়।

وَلِيَعْلَمَ اللّٰهُ مَنْ يَّنْصُرُهٗ وَرُسُلَهٗ بِالْغَيْبِ রূহুল-মা'আনীতে আছে এখানে واو অব্যয়টি এই বাক্যকে একটি উহ্য বাক্যের সাথে সংযুক্ত করার জন্যে ব্যবহৃত হয়েছে; অর্থাৎ لِيَنْفَعَهُمْ-আয়াতের উদ্দেশ্য এই যে, আমি লৌহ সৃষ্টি করেছি, যাতে শত্রুদের মনে ভীতি সঞ্চার হয়, মানুষ এর দ্বারা শিল্পকাজে উপকৃত হয় এবং আইনগতভাবে ও বাহ্যিকভাবে আল্লাহ জেনে নেন কে লৌহের সমরাস্ত্র দ্বারা আল্লাহ ও তাঁর রাসূলগণকে সাহায্য করে ও ধর্মের জন্যে জিহাদ করে। আইনগতভাবে ও বাহ্যিকভাবে বলার কারণ এই যে, আল্লাহ তা'আলা ব্যক্তিগতভাবে সবকিছু পূর্বেই জানেন। কিন্তু মানুষ কাজ করার পর তা আমলনামায় লিখিত হয়। এর মাধ্যমেই কাজটি আইনগত প্রকাশ লাভ করে।

وَلَقَدْ اَرْسَلْنَا نُوْحًا وَّاِبْرٰهِيْمَ وَجَعَلْنَا فِيْ ذُرِّيَّتِهِمَا النُّبُوَّةَ وَالْكِتٰبَ فَمِنْهُمْ مُّهْتَدٍ الخ –

পূর্ববর্তী আয়াতসমূহে পার্থিব হেদায়েত ও পৃথিবীতে ন্যায়নীতি প্রতিষ্ঠার উদ্দেশ্যে পয়গম্বর প্রেরণ এবং তাদের সাথে কিতাব ও 'মীযান অবতরণ সম্পর্কে ব্যাপক আলোচনা ছিল। আলোচ্য আয়াতসমূহে তাদের মধ্য থেকে বিশেষ বিশেষ পয়গম্বরের বিষয়ে আলোচনা করা হচ্ছে। প্রথমে দ্বিতীয় আদম হযরত নূহ (আ.)-এর এবং পরে পয়গম্বরগণের শ্রদ্ধাভাজন ও মানবমণ্ডলীর ইমাম হযরত ইবরাহীম (আ.)-এর কথা উল্লেখ করা হয়েছে। এর সাথে ঘোষণা করা হয়েছে যে, ভবিষ্যতে যত পয়গম্বর ও ঐশী কিতাব দুনিয়াতে আগমন করবে, তার সব এঁদেরই বংশধরের মধ্য থেকে হবে। অর্থাৎ, হযরত নূহ

https://e-ilm.weebly.com/

(আ.)-এর সেই শাখাকে এই গৌরব অর্জনের জন্যে নির্দিষ্ট করে দেওয়া হয়েছে যাতে হযরত ইবরাহীম (আ.) জন্মগ্রহণ করেছেন। এ কারণেই পরবর্তীকালে যত পয়গম্বর প্রেরিত হয়েছেন এবং যত কিতাব অবতীর্ণ হয়েছে, তারা সব ছিলেন হযরত ইবরাহীম (আ.)-এর বংশধর।

এই বিশেষ আলোচনার পর পয়গম্বরগণের সমগ্র পরম্পরাকে একটি সংক্ষিপ্ত বাক্যে ব্যক্ত করা হয়েছে। বলা হয়েছে ঃ ثُمَّ قَفَّيْنَا عَلَىٰ آثَارِهِمْ بِرُسُلِنَا অর্থাৎ, এরপর তাঁদের পশ্চাতে একের পর এক আমি আমার পয়গম্বরগণকে প্রেরণ করেছি। পরিশেষে বিশেষভাবে বনী-ইসরাঈলের সর্বশেষ পয়গম্বর হযরত ঈসা (আ.)-এর উল্লেখ করে শেষনবী মুহাম্মদ ﷺ ও তাঁর শরিয়ত সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে। হযরত ঈসা (আ.)-এর প্রতি বিশ্বাস স্থাপনকারী হাওয়ারীগণের বিশেষ গুণ বর্ণনা প্রসঙ্গে বলা হয়েছে ঃ وَجَعَلْنَا فِي قُلُوبِ الَّذِينَ اتَّبَعُوهُ رَأْفَةً وَرَحْمَةً –অর্থাৎ, যারা হযরত ঈসা (আ.) অথবা ইঞ্জীলের অনুসরণ করেছে, আমি তাদের অন্তরে স্নেহ ও দয়া সৃষ্টি করে দিয়েছি। তারা একে অপরের প্রতি দয়া ও করুণাশীল কিংবা সমগ্র মানবমণ্ডলীর প্রতি তারা অনুগ্রহশীল। رَأْفَةً ও رَحْمَتَ শব্দদ্বয়কে সমার্থবোধক মনে করা হয়। এখানে ভিন্নমুখী করে উল্লেখ করায় কেউ কেউ বলেন ঃ رَأْفَةً এর অর্থ অতি দয়া। সাধারণ দয়ার চাইতে এতে যেমন আতিশয্য রয়েছে। কেউ কেউ বলেন : কারও প্রতি দয়া করার দু'টি অভ্যাসগত কারণ থাকে। **এক**, সে কষ্টে পতিত থাকলে তার কষ্ট দূর করে দেওয়া। একে رَأْفَةً বলা হয়। **দুই**, কোনো বস্তুর প্রয়োজন থাকলে তাকে দান করা। একে رَحْمَتٌ বলা হয়। মোটকথা رَأْفَةً -এর সম্পর্ক ক্ষতি দূর করার সাথে এবং رَحْمَتٌ -এর সম্পর্ক উপকার অর্জনের সাথে। ক্ষতি দূর করাকে সর্বদিক দিয়ে অগ্রাধিকার দেওয়া হয়। তাই এই শব্দদ্বয় একত্রে ব্যবহৃত হলে رافة কে অগ্রে আনা হয়।

এখানে হযরত ঈসা (আ.)-এর সাহাবী তথা হাওয়ারীগণের দু'টি বিশেষ গুণ رَأْفَةً ও رَحْمَتْ উল্লেখ করা হয়েছে; যেমন রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সাহাবায়ে-কেরামের কয়েকটি বিশেষ গুণ সূরা ফাত্‌হ-এর মধ্যে বর্ণনা করা হয়েছে। তন্মধ্যে একটি হচ্ছে رُحَمَاءُ بَيْنَهُمْ কিন্তু এর আগে সাহবায়ে-কেরামের আরো একটি বিশেষ গুণ أَشِدَّاءُ عَلَى الْكُفَّارِ ও বর্ণিত হয়েছে; অর্থাৎ তাঁরা কাফেরদের প্রতি বজ্রকঠোর। পার্থক্যের কারণ এই যে, হযরত ঈসা (আ.)-এর শরিয়তে কাফেরদের বিরুদ্ধে জেহাদের বিধান ছিল না। তাই কাফেরদের বিপক্ষে কঠোরতা প্রকাশ করার কোনো স্থানই সেখানে ছিল না।

সন্ন্যাসবাদের অর্থ ও জরুরি ব্যাখ্যা ঃ وَرَهْبَانِيَّةً ابْتَدَعُوهَا - رَهْبَانِيَّةً রَهْبَانٌ শব্দটি رَهْبَانٌ –এর দিকে সম্বন্ধযুক্ত। ও رَاهِبٌ رَهْبَانٌ –এর অর্থ যে ভয় করে। হযরত ঈসা (আ.)-এর পর বনী-ইসরাঈলের মধ্যে পাপাচার ব্যাপক আকারে ছড়িয়ে পড়ে বিশেষতঃ রাজন্যবর্গ ও শাসকশ্রেণি ইঞ্জীলের বিধানাবলির প্রতি প্রকাশ্যে বিদ্রোহ শুরু করে দেয়। বনী-ইসলাঈলের মধ্যে কিছুসংখ্যক খাঁটি আলেম ও সৎ কর্মপরায়ণ ব্যক্তি ছিলেন। তাঁরা এই ধর্মবিমুখতাকে রুখে দাঁড়ালে তাঁদেরকে হত্যা করা হয়। যে কয়েকজন প্রাণে বেঁচে গেলেন তারা দেখলেন যে, মোকাবেলার শক্তি তাঁদের নেই; কিন্তু এদের সাথে মিলে-মিশে থাকলে তাঁদের দ্বীন-ঈমান ও বরবাদ হয়ে যাবে। তাই তাঁরা স্বতঃপ্রণোদিত হয়ে নিজেদের জন্যে জরুরি করে নিলেন যে, তারা এখন থেকে বৈধ আরাম-আয়েশও বিসর্জন দিবেন, বিবাহ করবেন না, খাওয়া-পরা এবং ভোগ্যবস্তু সংগ্রহ করার চিন্তা করবেন না, বসবাসের জন্য গৃহ নির্মাণে যত্নবান হবেন না, লোকালয় থেকে দূরে কোনো জঙ্গলাকীর্ণ পাহাড়ে জীবন অতিবাহিত করবেন অথবা যাযাবরদের ন্যায় ভ্রমণ ও পর্যটনে জীবন কাটিয়ে দিবেন যাতে ধর্মের বিধি-বিধান স্বাধীন ও মুক্ত পরিবেশে পালন করা যায়। তারা আল্লাহর ভয়ে এই কর্ম পন্থা অবলম্বন করেছিলেন; তাই তাঁরা رَاهِبٌ অথবা رُهْبَانٌ তথা সন্ন্যাসী নামে অভিহিত হলো এবং তাঁদের উদ্ভাবিত মতবাদ رَهْبَانِيَّتْ তথা সন্ন্যাসবাদ নামে খ্যাতি লাভ করল।

তাদের এ মতবাদ পরিস্থিতির চাপে অপারগ হয়ে নিজেদের ধর্মের হেফাজতের জন্য ছিল। তাই এটা মূলত ঃ নিন্দনীয় ছিল না। তবে কোনো বিষয়কে আল্লাহর জন্যে নিজেদের উপর অপরিহার্য করে নেয়ার পর তাতে ত্রুটি ও বিরুদ্ধাচরণ করা গুরুতর পাপ। উদাহরণতঃ মানত আসলে কারো উপর ওয়াজিব ও অপরিহার্য নয়। কোনো ব্যক্তি নিজে কোনো বস্তুকে মানত করতঃ নিজে উপর হারাম অথবা ওয়াজিব করে নিলে শরিয়তের আইনে তা পালন করা ওয়াজিব এবং বিরুদ্ধাচরণ করা গোনাহ হয়ে যায়। তাদের মধ্যে কতক লোক সন্ন্যাসবাদ নামের আড়ালে দুনিয়া উপার্জন ও ভোগ বিলাসে মত্ত হয়ে পড়ে। কেননা জনসাধারণ তাদের ভক্ত হয়ে যায় এবং তাদের নিকট হাদিয়া ও নযর-নিয়ায নিয়ে আগমন করতে থাকে। তাদের চারপাশে নারী-পুরুষের ভিড় জমতে থাকে। ফলে বেহায়াপনাও মাথাচাড়া দিয়ে উঠে।

https://e-ilm.weebly.com/

https://e-ilm.weebly.com/

সুন্ন্যাসবাদ সর্বাবস্থায়ই কি নিন্দনীয় ও অবৈধ ঃ বিশুদ্ধ কথা এই যে, رَهْبَانِيَّةً শব্দের সাধারণ অর্থ হচ্ছে, ভোগ-বিলাস বিসর্জন ও অবৈধ কাজ-কর্ম বর্জন। এর কয়েকটি স্তর আছে। **(এক)** কোনো অনুমোদিত ও হালাল বস্তুকে বিশ্বাসগতভাবে অথবা কার্যতঃ হারাম সাব্যস্ত করা। এই অর্থে সন্ন্যাসবসাদ নিশ্চিত হারাম। কারণ এটা ধর্মের পরিবর্তন ও বিকৃতি।

কুরআন পাকের يَاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَا تُحَرِّمُوْا طَيِّبٰتِ مَآ اَحَلَّ اللّٰهُ لَكُمْ আয়াত এবং এ ধরনের অন্যান্য আয়াতে এ বিষয়েই নিষেধাজ্ঞা ও অবৈধতা বিধৃত হয়েছে। এই আয়াতে لَا تُحَرِّمُوْا শব্দটিই ব্যক্ত করছে যে, এই নিষেধাজ্ঞার কারণ হচ্ছে আল্লাহর হালালকৃত বস্তুকে বিশ্বাসগতভাবে অথবা কার্যতঃ হারাম সাব্যস্ত করা, যা আল্লাহর বিধানাবলি পরিবর্তন ও বিকৃত করার নামান্তর।

(দুই) অনুমোদিত কাজকর্মকে বিশ্বাসগতভাবে অথবা কার্যত ঃ হারাম সাব্যস্ত করে না, কিন্তু কোনো কোনো পার্থিব কিংবা ধর্মীয় প্রয়োজনের খাতিরে অনুমোদিত কাজ বর্জন করে। পার্থিব প্রয়োজন যেমন কোনো রোগব্যাধির আশঙ্কা করে কোনো অনুমোদিত বস্তু ভক্ষণে বিরত থাকা এবং ধর্মীয় প্রয়োজন-যেমন, পরিণামে কোনো গোনাহে লিপ্ত হয়ে যাওয়ার আশঙ্কায় কোনো বৈধ কাজ বর্জন করা। উদাহরণতঃ মিথ্যা, পরনিন্দা ইত্যাদি গোনাহ, থেকে আত্মরক্ষার উদ্দেশ্যে কেউ মানুষের সাথে মেলামেশাই বর্জন করে; কিংবা কোনো কু-স্বভাবের প্রতিকারার্থে কিছুদিন পর্যন্ত কোনো কোনো বৈধ কাজ বর্জন করতঃ তা ততদিন অব্যাহত রাখা, যতদিন কু-স্বভাব সম্পূর্ণ দূর না হয়ে যায়। সুফী বুযুর্গগণ মুরীদকে কম আহার, কম নিদ্রা ও কম মেলামেশার জোর আদেশ দেন। কারণ এটা প্রবৃত্তি বশীভুত হয়ে গেলে এবং অবৈধতায় লিপ্ত হওয়ার আশঙ্কা দূর হয়ে গেলে এই সাধনা ত্যাগ করা হয়। এটা প্রকৃতপক্ষে সন্ন্যাসবাদ নয়; বরং তাকওয়া, যা ধর্মপরায়ণদের কাম্য এবং সাহাবী, তাবেয়ী ও ইমামগণ থেকে প্রমাণিত।

(তিন) কোনো অবৈধ বিষয়কে যেভাবে ব্যবহার করা সুন্নত দ্বারা প্রমাণিত আছে সেরূপ ব্যবহার বর্জন করা এবং একেই ছওয়াব ও উত্তম মনে করা। এটা এক প্রকার বাড়াবাড়ি, যা রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর অনেক হাদীসে নিষিদ্ধ। এক হাদীসে আছে لَا رَهْبَانِيَّةَ فِى الْاِسْلَامِ অর্থাৎ, ইসলামে সন্ন্যাসবাদ নেই। এতে এই তৃতীয় স্তরের বর্জনই বোঝানো হয়েছে। বনী-ইসরাঈলের মধ্যে প্রথমে যে সন্ন্যাসবাদের গোড়াপত্তন হয়, তা ধর্মের হেফাজতের প্রয়োজনে হলে দ্বিতীয় স্তরের অর্থাৎ, তাকওয়ার মধ্যে দাখিল। কিন্তু কিতাবধারীদের মধ্যে ধর্মের ব্যাপারে যথেষ্ট বাড়াবাড়ি ছিল। এই বাড়াবাড়ির ফলে তারা প্রথম স্তর অর্থাৎ, হালালকে হারাম করা পর্যন্ত পৌঁছে থাকলে তারা হারাম কাজ করেছে। আর তৃতীয় স্তর পর্যন্ত পৌঁছে থাকলেও এক নিন্দনীয় কাজের অপরাধী হয়েছে।

يَاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوا اتَّقُوا اللّٰهَ وَاٰمِنُوْا بِرَسُوْلِهٖ يُؤْتِكُمْ كِفْلَيْنِ مِنْ رَّحْمَتِهٖ ....

এই আয়াতে হযরত ঈসা (আ.)-এর প্রতি বিশ্বাসী কিতাবধারী মুমিনগণকে সম্বোধন করা হয়েছে। يَاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا বলে কেবল মুসলমানগণকে সম্বোধন করাই কুরআন পাকের সাধারণ রীতি। ইহুদি ও খ্রিস্টানদের বেলায় 'আহলে কিতাব' শব্দ ব্যবহার করা হয়। কেননা রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর প্রতি বিশ্বাস স্থাপন না করা পর্যন্ত শুধু হযরত মূসা (আ.) ও হযরত ঈসা (আ.)-এর প্রতি তাদের বিশ্বাস যথেষ্ট ও ধর্তব্য নয়। কাজেই তারা اَلَّذِيْنَ اٰمَنُوْا কথিত হওয়ার যোগ্য নয়। কিন্তু আলোচ্য আয়াতে এই সাধারণ রীতির বিপরীতে খ্রিস্টানদের জন্য اَلَّذِيْنَ اٰمَنُوْا শব্দ ব্যবহার করা হয়েছে। সম্ভবত ঃ এর রহস্য এই যে, পরবর্তী বাক্যে তাদেরকে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করার আদেশ দেওয়া হয়েছে। কারণ এটাই হযরত ঈসা (আ.)-এর প্রতি বিশুদ্ধ বিশ্বাসের দাবি। তারা যদি তা করে, তবে তারা উপরিউক্ত সম্বোধনের যোগ্য হয়ে যাবে।

অতঃপর রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করবে তাদেরকে দ্বিগুণ পুরস্কার ও ছওয়াব দানের ওয়াদা করা হয়েছে। এক ছওয়াব হযরত মূসা (আ.) অথবা ঈসা (আ.)-এর প্রতি বিশ্বাস স্থাপনের ও তাঁদের শরিয়ত পালন করার এবং দ্বিতীয় ছওয়াব শেষনবী ﷺ-এর প্রতি ঈমান ও তাঁর শরিয়ত পালন করার এতে ইঙ্গিত আছে যে, ইহুদি ও খ্রিস্টানরা রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর প্রতি বিশ্বাস স্থাপন না করা পর্যন্ত কাফের ছিল এবং কাফেরদের কোনো ইবাদত গ্রহণীয় নয়। কাজেই বোঝা যাচ্ছিল যে, বিগত শরিয়তানুযায়ী তাদের সব কাজকর্ম নিষ্ফল হয়েছে। কিন্তু আলোচ্য আয়াত ব্যক্ত করেছে যে, কাফের মুসলমান হয়ে গেলে তার কাফের অবস্থায় কৃত সব সৎকর্ম বহাল করে দেওয়া হয়। ফলে সে দুই ছওয়াবের অধিকারী হয়।

لِئَلَّا يَعْلَمَ اَهْلُ الْكِتٰبِ এখানে لَا অতিরিক্ত। আয়াতের উদ্দেশ্য এই যে, উল্লিখিত বিধানাবলি এজন্যে বর্ণনা করা হলো যাতে কিতাবধারীরা জেনে নেয় যে, তারা রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর প্রতি বিশ্বাস স্থাপন না করে কেবল হযরত ঈসা (আ.)-এর প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করেই আল্লাহ তা'আলার কৃপা লাভের যোগ্য নয়। যদি তারা নিজেদের বর্তমান অবস্থা পরিবর্তন করে এবং রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর প্রতিও বিশ্বাস স্থাপন করে, তবেই তারা আল্লাহর কৃপালাভে সমর্থ হবে।

https://e-ilm.weebly.com/

শব্দ বিশ্লেষণ :

اَلْحَدِيْدُ : একবচন, বহুবচনে حَدِيْدَاتٌ ও حَدَائِدُ অর্থ– লৌহ।

اِبْتَدَعُوْا : সীগাহ جمع مذكر غائب বহছ ماضى معروف বাব اِفْتِعَالٌ মাসদার اِبْتِدَاعٌ মূলবর্ণ (ب - د - ع) জিনস صحيح অর্থ– প্রবর্তন করল, আবিষ্কার করল।

مَا رَعَوْهَا : সীগাহ جمع مذكر غائب বহছ ماضى معروف نفى فعل বাব فَتَحَ মাসদার رِعَايَةٌ মূলবর্ণ (ر - ع - ى) জিনস ناقص يائ অর্থ– তারা পালন করেনি।

قَفَّيْنَا : সীগাহ جمع متكلم বহছ ماضى معروف বাব تَفْعِيْل মাসদার اَلتَّقْفِيَةُ মূলবর্ণ (ق - ف - و) জিনস ناقص واوى অর্থ– পাঠাতে থাকলাম।

رَأْفَةً : বাব فَتَحَ-এর মাসদার। মূলবর্ণ رَأَفَ জিনস مهموز عين অর্থ– মমতা।

كِفْلَيْنِ : সীগাহ تثنيه مذكر মানসূব। كِفْلٌ-এর দ্বিবচন অর্থ– দ্বিগুণ অংশ।

تَمْشُوْنَ : সীগাহ جمع مذكر حاضر বহছ مضارع معروف বাব ضَرَبَ মাসদার مَشْىٌ মূলবর্ণ (م - ش - ى) জিনস ناقص يائ অর্থ– চলাফেরা করবে।

اَنْ لَّا يَقْدِرُوْنَ : এখানে اَنْ অব্যয়টি তাশদীদযুক্ত اَنَّ থেকে সহজিকৃত, هُمْ যমীরে শান উহ্য আছে।

لَا يَقْدِرُوْنَ : সীগাহ جمع مذكر غائب বহছ مضارع معروف نفى فعل বাব ضَرَبَ মাসদার اَلْقَدْرُ মূলবর্ণ (ق - د - ر) জিনস صحيح অর্থ– তাদের অধিকার নেই, তারা সক্ষম নয়।

বাক্য বিশ্লেষণ :

فَمِنْهُمْ مُّهْتَدٍ وَ كَثِيْرٌ مِّنْهُمْ فٰسِقُوْنَ : এখানে فاء টি تعريفية আর مِنْهُمْ হলো خبر قدم আর مُّهْتَدٍ হলো مبتدا موخر এবং كَثِيْرٌ হলো মুবতাদা আর مِنْهُمْ হলো كثير-এর সিফত এবং فَاسِقُوْنَ হলো كَثِيْرٌ-এর খবর। [ই'রাবুল কুরআন ৭ম খণ্ড: পৃ. ৪৩৮-৪৩৯]

وَاللّٰهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيْمِ : এখানে اللّٰهُ শব্দটি মুবতাদা ذُو الْفَضْلِ হলো তার খবর আর الْعَظِيْمِ হলো اَلْفَضْلُ-এর সিফত। [ই'রাবুল কুরআন ৭ম খণ্ড; পৃ. ৪৪২]

https://e-ilm.weebly.com/

পারা : ২৮

سُوْرَةُ الْمُجَادَلَةِ مَدَنِيَّةٌ
সূরা মুজাদালাহ

মদিনায় অবতীর্ণ; আয়াত– ২২, রুকূ'– ৩

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ○

পরম করুণাময়, দয়ালু আল্লাহর নামে শুরু করছি।

১. নিশ্চয় আল্লাহ ঐ স্ত্রীলোকটির কথা শুনেছেন, যে স্বীয় স্বামীর ব্যাপারে আপনার নিকট বাদানুবাদ করছিল এবং আল্লাহর সমীপে অভিযোগ করছিল, আর আল্লাহ তোমাদের উভয়ের কথাবার্তা শ্রবণ করছিলেন; আল্লাহ্ সব শুনেন সব দেখেন।	قَدْ سَمِعَ اللهُ قَوْلَ الَّتِىْ تُجَادِلُكَ فِىْ زَوْجِهَا وَتَشْتَكِىْٓ اِلَى اللهِ ۖ وَاللهُ يَسْمَعُ تَحَاوُرَكُمَا ۗ اِنَّ اللهَ سَمِيْعٌۢ بَصِيْرٌ ﴿١﴾
২. তোমাদের মধ্যে যারা নিজেদের স্ত্রীর প্রতি যেহার করে, তারা তাদের মা নয়; তাদের মা তো কেবল তারাই, যারা তাদেরকে প্রসব করেছে; আর নিঃসন্দেহে তারা একটি অসঙ্গত ও মিথ্যা উক্তি করছে; আর নিশ্চয় আল্লাহ্ ক্ষমাশীল, মার্জনাকারী।	اَلَّذِيْنَ يُظٰهِرُوْنَ مِنْكُمْ مِّنْ نِّسَآئِهِمْ مَّا هُنَّ اُمَّهٰتِهِمْ ۗ اِنْ اُمَّهٰتُهُمْ اِلَّا الّٰٓئِىْ وَلَدْنَهُمْ ۗ وَاِنَّهُمْ لَيَقُوْلُوْنَ مُنْكَرًا مِّنَ الْقَوْلِ وَزُوْرًا ۗ وَاِنَّ اللهَ لَعَفُوٌّ غَفُوْرٌ ﴿٢﴾
৩. আর যারা নিজ নিজ স্ত্রীদের প্রতি যেহার করে, অতঃপর নিজেদের উক্ত কথার সংশোধন করতে চায়,	وَالَّذِيْنَ يُظٰهِرُوْنَ مِنْ نِّسَآئِهِمْ ثُمَّ يَعُوْدُوْنَ لِمَا قَالُوْا

শাব্দিক অনুবাদ :

১. قَدْ سَمِعَ اللهُ নিশ্চয় আল্লাহ শুনেছেন قَوْلَ الَّتِىْ ঐ স্ত্রীলোকটির কথা تُجَادِلُكَ فِىْ زَوْجِهَا যে স্বীয় স্বামীর ব্যাপারে আপনার নিকট বাদানুবাদ করছিল وَتَشْتَكِىْٓ اِلَى اللهِ এবং আল্লাহর সমীপে অভিযোগ করছিল وَاللهُ يَسْمَعُ تَحَاوُرَكُمَا আল্লাহ তোমাদের উভয়ের কথাবার্তা শ্রবণ করছিলেন اِنَّ اللهَ سَمِيْعٌۢ بَصِيْرٌ আল্লাহ সব শুনেন, সব দেখেন।

২. اَلَّذِيْنَ يُظٰهِرُوْنَ যারা যেহার করে مِنْكُمْ তোমাদের মধ্যে مِّنْ نِّسَآئِهِمْ নিজেদের স্ত্রীর প্রতি مَّا هُنَّ اُمَّهٰتِهِمْ তারা তাদের মাতা নয় اِنْ اُمَّهٰتُهُمْ اِلَّا الّٰٓئِىْ وَلَدْنَهُمْ তাদের মাতা তো কেবল তারাই যারা তাদেরকে প্রসব করেছে وَاِنَّهُمْ لَيَقُوْلُوْنَ নিঃসন্দেহে তারা করছে مُنْكَرًا مِّنَ الْقَوْلِ وَزُوْرًا একটি অসঙ্গত ও মিথ্যা উক্তি وَاِنَّ اللهَ আর নিশ্চয় আল্লাহ لَعَفُوٌّ غَفُوْرٌ ক্ষমাশীল, মার্জনাকারী।

৩. وَالَّذِيْنَ يُظٰهِرُوْنَ مِنْ نِّسَآئِهِمْ আর যারা নিজ নিজ স্ত্রীদের প্রতি যেহার করে। ثُمَّ يَعُوْدُوْنَ لِمَا قَالُوْا অতঃপর নিজেদের উক্ত কথার সংশোধন করতে চায়

https://e-ilm.weebly.com/

فَتَحْرِيْرُ رَقَبَةٍ مِّنْ قَبْلِ اَنْ يَّتَمَآسَّا ۭ ذٰلِكُمْ
تُوْعَظُوْنَ بِهٖ ۭ وَاللّٰهُ بِمَا تَعْمَلُوْنَ خَبِيْرٌ ۝٣

** তবে তাদের কর্তব্য যে, একটি দাস অথবা দাসী আজাদ করে এর পূর্বে যে, উভয়ে পরস্পরকে স্পর্শ করে; এটা দ্বারা তোমাদেরকে নসিহত করা হচ্ছে, আর আল্লাহ্ তোমাদের কার্যকলাপ সম্বন্ধে পূর্ণ অবগত আছেন।

فَمَنْ لَّمْ يَجِدْ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ
مِنْ قَبْلِ اَنْ يَّتَمَآسَّا ۚ فَمَنْ لَّمْ يَسْتَطِعْ
فَاِطْعَامُ سِتِّيْنَ مِسْكِيْنًا ۭ ذٰلِكَ لِتُؤْمِنُوْا
بِاللّٰهِ وَرَسُوْلِهٖ ۭ وَتِلْكَ حُدُوْدُ اللّٰهِ ۭ
وَلِلْكٰفِرِيْنَ عَذَابٌ اَلِيْمٌ ۝٤

৪. অনন্তর যার সামর্থ্য না থাকে, তার জিম্মায় উভয়ের পরস্পর মিলনের পূর্বে ধারাবাহিক দুই মাস রোজা রাখা, অনন্তর যে তা না পারে, তবে ষাট জন মিসকিনকে আহার করাবে; এ নির্দেশ এই জন্য যে, তোমরা আল্লাহ্ এবং তার রাসূলের প্রতি ঈমান আন; আর এটা আল্লাহর (নির্ধারিত) বিধান; আর কাফেরদের জন্য কঠোর যন্ত্রণাময় আজাব রয়েছে।

اِنَّ الَّذِيْنَ يُحَآدُّوْنَ اللّٰهَ وَرَسُوْلَهٗ كُبِتُوْا كَمَا
كُبِتَ الَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِهِمْ وَقَدْ اَنْزَلْنَآ اٰيٰتٍۢ
بَيِّنٰتٍ ۭ وَلِلْكٰفِرِيْنَ عَذَابٌ مُّهِيْنٌ ۝٥

৫. যারা আল্লাহ্ ও তার রাসূলের বিরোধিতা করে, তারা (পৃথিবীতেও) এরূপ লাঞ্ছিত হবে যেরূপ এদের পূর্ববর্তী লোকেরা লাঞ্ছিত হয়েছিল। আর আমি স্পষ্ট বিধানসমূহ অবতীর্ণ করেছি; আর (পরলোকেও) কাফেরদের অবমাননাকর আজাব হবে।

يَوْمَ يَبْعَثُهُمُ اللّٰهُ جَمِيْعًا فَيُنَبِّئُهُمْ بِمَا عَمِلُوْا ۭ
اَحْصٰىهُ اللّٰهُ وَنَسُوْهُ ۭ وَاللّٰهُ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيْدٌ ۝٦

৬. যেদিন আল্লাহ্ তাদের সকলকে (পুনর্বার) জীবিত করবেন, অতঃপর তাদের সমস্ত কৃতকর্ম তাদেরকে জানিয়ে দিবেন; আল্লাহ্ তা রক্ষিত রেখেছেন অথচ তারা তা ভুলে গেছে; আর আল্লাহ প্রত্যেক বিষয়ে অবহিত রয়েছেন।

শাব্দিক অনুবাদ :

** فَتَحْرِيْرُ رَقَبَةٍ তবে তার কর্তব্য একটি দাস অথবা দাসী আজাদ করা مِّنْ قَبْلِ اَنْ يَّتَمَآسَّا এর পূর্বে যে, উভয়ে পরস্পরকে স্পর্শ করে ذٰلِكُمْ تُوْعَظُوْنَ بِهٖ এটা দ্বারা তোমাদেরকে নসিহত করা হচ্ছে وَاللّٰهُ بِمَا تَعْمَلُوْنَ خَبِيْرٌ আর আল্লাহ তোমাদের কার্যকলাপ সম্বন্ধে পূর্ণ অবগত আছেন।

৪. فَمَنْ لَّمْ يَجِدْ অনন্তর যার সামর্থ্য না থাকে فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ তার জিম্মায় দুমাস রোজা রাখা مُتَتَابِعَيْنِ ধারাবাহিক مِنْ قَبْلِ اَنْ يَّتَمَآسَّا উভয়ের পরস্পর মিলনের পূর্বে فَمَنْ لَّمْ يَسْتَطِعْ অনন্তর যে এটাও না পারে فَاِطْعَامُ سِتِّيْنَ مِسْكِيْنًا তবে ষাটজন মিসকিনকে আহার করাবে ذٰلِكَ এই নির্দেশ এজন্য যে, لِتُؤْمِنُوْا بِاللّٰهِ وَرَسُوْلِهٖ তোমরা আল্লাহ এবং তার রাসূলের প্রতি ঈমান আন وَتِلْكَ حُدُوْدُ اللّٰهِ এটা আল্লাহর বিধান وَلِلْكٰفِرِيْنَ عَذَابٌ اَلِيْمٌ আর কাফেরদের কঠোর যন্ত্রণাময় শাস্তি রয়েছে।

৫. اِنَّ الَّذِيْنَ يُحَآدُّوْنَ اللّٰهَ وَرَسُوْلَهٗ যারা আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের বিরোধিতা করে। كُبِتُوْا তারা এরূপ লাঞ্ছিত হবে كَمَا كُبِتَ الَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِهِمْ যেরূপ এদের পূর্ববর্তী লোকেরা লাঞ্ছিত হয়েছিল وَقَدْ اَنْزَلْنَآ اٰيٰتٍۢ بَيِّنٰتٍ আর আমি স্পষ্ট বিধান সমূহ অবতীর্ণ করেছি وَلِلْكٰفِرِيْنَ عَذَابٌ مُّهِيْنٌ আর কাফেরদের অবমাননাকর আজাব হবে।

৬. يَوْمَ يَبْعَثُهُمُ اللّٰهُ جَمِيْعًا যেদিন আল্লাহ তাদের সকলকে জীবিত করবেন فَيُنَبِّئُهُمْ بِمَا عَمِلُوْا অতঃপর তাদের সমস্ত কৃতকর্ম তাদেরকে জানিয়ে দিবেন اَحْصٰىهُ اللّٰهُ আল্লাহ তা রক্ষিত রেখেছেন وَنَسُوْهُ অথচ তারা তা ভুলে গেছে وَاللّٰهُ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيْدٌ আর আল্লাহ প্রত্যেক বিষয়ে অবহিত রয়েছেন।

https://e-ilm.weebly.com/

৭. আপনি কি তা লক্ষ্য করেননি যে, আল্লাহ্ সবকিছুই জানেন, যা আসমানসমূহে আছে, আর যা জমিনে আছে? এমন কোনো তিন জনের কানাঘুষা হয় না, যাতে তিনি (আল্লাহ্) চতুর্থ না হন, আর পাঁচ জনেরও হয় না, যাতে তিনি ষষ্ঠ না হন, আর না এটা অপেক্ষা কম আর না এটা অপেক্ষা অধিক হয়, কিন্তু তিনি তাদের সঙ্গে থাকেন তারা যেখানেই হোক না কেন, অনন্তর তাদেরকে কিয়ামত দিবসে তাদের কৃতকর্মসমূহ জানিয়ে দিবেন; নিঃসন্দেহে আল্লাহ্ প্রত্যেক বিষয়ে পূর্ণ অবগত আছেন।	اَلَمْ تَرَ اَنَّ اللّٰهَ يَعْلَمُ مَا فِى السَّمٰوٰتِ وَمَا فِى الْاَرْضِ ؕ مَا يَكُوْنُ مِنْ نَّجْوٰى ثَلٰثَةٍ اِلَّا هُوَ رَابِعُهُمْ وَلَا خَمْسَةٍ اِلَّا هُوَ سَادِسُهُمْ وَلَاۤ اَدْنٰى مِنْ ذٰلِكَ وَلَاۤ اَكْثَرَ اِلَّا هُوَ مَعَهُمْ اَيْنَ مَا كَانُوْا ۚ ثُمَّ يُنَبِّئُهُمْ بِمَا عَمِلُوْا يَوْمَ الْقِيٰمَةِ ؕ اِنَّ اللّٰهَ بِكُلِّ شَیْءٍ عَلِيْمٌ ﴿٧﴾
৮. আপনি কি তাদের প্রতি লক্ষ্য করেননি যে যাদেরকে কানাঘুষা করতে নিষেধ করা হয়েছিল, তৎপরও তারা যা নিষেধ করা হয়েছিল তা করে থাকে? এবং কানাঘুষা করে থাকে পাপ কার্যের এবং উৎপীড়নের এবং রাসূলের অবাধ্যতার, আর যখন তারা আপনার নিকট উপস্থিত হয়, তখন আপনাকে এমন শব্দ দ্বারা সালাম করে, যা দ্বারা আল্লাহ্ আপনাকে সালাম করেননি, এবং নিজেদের মনে মনে বলে, আমাদের এ উক্তির জন্য আল্লাহ্ আমাদেরকে কেন শাস্তি প্রদান করেন না? তাদের জন্য দোজখই যথেষ্ট, তাতে তারা প্রবেশ করবে, বস্তুতঃ তা নিকৃষ্ট বাসস্থান।	اَلَمْ تَرَ اِلَى الَّذِيْنَ نُهُوْا عَنِ النَّجْوٰى ثُمَّ يَعُوْدُوْنَ لِمَا نُهُوْا عَنْهُ وَيَتَنٰجَوْنَ بِالْاِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَمَعْصِيَتِ الرَّسُوْلِ ۫ وَاِذَا جَآءُوْكَ حَيَّوْكَ بِمَا لَمْ يُحَيِّكَ بِهِ اللّٰهُ ۙ وَيَقُوْلُوْنَ فِیْۤ اَنْفُسِهِمْ لَوْلَا يُعَذِّبُنَا اللّٰهُ بِمَا نَقُوْلُ ؕ حَسْبُهُمْ جَهَنَّمُ ۚ يَصْلَوْنَهَا ۚ فَبِئْسَ الْمَصِيْرُ ﴿٨﴾

শাব্দিক অনুবাদ :

৯. اَلَمْ تَرَ আপনি কি তা লক্ষ্য করেননি اَنَّ اللّٰهَ يَعْلَمُ আল্লাহ সবকিছুই জানেন مَا فِى السَّمٰوٰتِ যা আসমানসমূহে আছে وَمَا فِى الْاَرْضِ আর যা জমিনে আছে مَا يَكُوْنُ مِنْ نَّجْوٰى এমন কোনো কানাঘুষা হয় না ثَلٰثَةٍ তিন জনের اِلَّا هُوَ رَابِعُهُمْ যাতে তিনি চতুর্থ না হন وَلَا خَمْسَةٍ اِلَّا هُوَ سَادِسُهُمْ আর পাঁচ জনেরও হয় না যাতে তিনি ষষ্ঠ না হন وَلَاۤ اَدْنٰى مِنْ ذٰلِكَ আর না এটা অপেক্ষা কম وَلَاۤ اَكْثَرَ আর না এটা অপেক্ষা অধিক হয় اِلَّا هُوَ مَعَهُمْ কিন্তু তিনি তাদের সঙ্গে থাকেন اَيْنَ مَا كَانُوْا তারা যেখানেই হোক না কেন ثُمَّ يُنَبِّئُهُمْ অনন্তর তাদেরকে জানিয়ে দিবেন بِمَا عَمِلُوْا তাদের কৃতকর্ম সমূহ يَوْمَ الْقِيٰمَةِ কিয়ামত দিবসে اِنَّ اللّٰهَ بِكُلِّ شَیْءٍ عَلِيْمٌ নিঃসন্দেহে আল্লাহ প্রত্যেক বিষয়ে পূর্ণ অবগত আছেন।

৮. اَلَمْ تَرَ আপনি কি তাদের প্রতি লক্ষ্য করেননি اِلَى الَّذِيْنَ نُهُوْا عَنِ النَّجْوٰى যাদেরকে কানাঘুষা করতে নিষেধ করা হয়েছিল ثُمَّ يَعُوْدُوْنَ তৎপরও তারা তা করে থাকে لِمَا نُهُوْا عَنْهُ যা নিষেধ করা হয়েছিল وَيَتَنٰجَوْنَ এবং কানাঘুষা করে থাকে بِالْاِثْمِ পাপ কার্যের وَالْعُدْوَانِ এবং উৎপীড়নের وَمَعْصِيَتِ الرَّسُوْلِ এবং রাসূলের অবাধ্যতার وَاِذَا جَآءُوْكَ আর যখন তারা আপনার নিকট উপস্থিত হয় حَيَّوْكَ তখন আপনাকে এমন শব্দ দ্বারা সালাম করে بِمَا لَمْ يُحَيِّكَ بِهِ اللّٰهُ যা দ্বারা আল্লাহ আপনাকে সালাম করেননি وَيَقُوْلُوْنَ فِیْۤ اَنْفُسِهِمْ আর নিজেদের মনে মনে বলে لَوْلَا يُعَذِّبُنَا اللّٰهُ আল্লাহ কেন আমাদেরকে শাস্তি প্রদান করেন না بِمَا نَقُوْلُ আমাদের এই উক্তির জন্য حَسْبُهُمْ جَهَنَّمُ তাদের জন্য দোজখই যথেষ্ট يَصْلَوْنَهَا তাতে তারা প্রবেশ করবে فَبِئْسَ الْمَصِيْرُ বস্তুত তা নিকৃষ্ট বাসস্থান।

https://e-ilm.weebly.com/

৯. হে মুমিনগণ! যখন তোমরা কোনো প্রয়োজনে পরামর্শ কর, তখন তোমরা পাপ ও উৎপীড়ন এবং রাসূলের অবাধ্যতার কানাঘুষা করো না, বরং পরোপকার ও পরহেজগারির বিষয়ে পরামর্শ কর; আর আল্লাহকে ভয় কর, যার সম্মুখে তোমরা সকলে একত্রিত হবে।

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَنَاجَيْتُمْ فَلَا تَتَنَاجَوْا بِالْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَمَعْصِيَتِ الرَّسُولِ وَتَنَاجَوْا بِالْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ ۖ وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ ﴿٩﴾

১০. এরূপ কানাঘুষা শুধু শয়তানের পক্ষ হতে হয়, যেন মুমিনদেরকে কষ্টে ফেলে, আর সে আল্লাহর ইচ্ছা ব্যতীত তাদের কোনো অনিষ্ট করতে পারে না; আর মুমিনদের আল্লাহরই উপর নির্ভর করা উচিত।

إِنَّمَا النَّجْوَىٰ مِنَ الشَّيْطَانِ لِيَحْزُنَ الَّذِينَ آمَنُوا وَلَيْسَ بِضَارِّهِمْ شَيْئًا إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ ۚ وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ ﴿١٠﴾

১১. হে মুমিনগণ! যখন তোমাদেরকে বলা হয়, মজলিসের মধ্যে স্থান প্রশস্ত করে দাও, তখন তোমরা স্থান প্রশস্ত করে দিও, আল্লাহ তোমাদেরকে (জান্নাতে) প্রশস্ত স্থান প্রদান করবেন, আর যখন বলা হয় যে, (মজলিস হতে) উঠে পড়, তখন উঠে পড়, তোমাদের মধ্যে যারা ঈমানদার, আল্লাহ তা'আলা তাদের মর্যাদা বৃদ্ধি করে দিবেন, এবং তাদেরকেও (বাড়িয়ে দিবেন) যাদেরকে ইলম দেওয়া হয়েছে; আর আল্লাহ তোমাদের কার্যকলাপ সম্বন্ধে পূর্ণ অবহিত আছেন।

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قِيلَ لَكُمْ تَفَسَّحُوا فِي الْمَجْلِسِ فَافْسَحُوا يَفْسَحِ اللَّهُ لَكُمْ ۖ وَإِذَا قِيلَ انْشُزُوا فَانْشُزُوا يَرْفَعِ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَالَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ دَرَجَاتٍ ۚ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ ﴿١١﴾

শাব্দিক অনুবাদ :

৯. يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا হে মুমিনগণ إِذَا تَنَاجَيْتُمْ যখন তোমরা কোনো প্রয়োজনে পরামর্শ কর فَلَا تَتَنَاجَوْا তখন তোমরা কানাঘুষা করো না بِالْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ পাপ ও উৎপীড়ন وَمَعْصِيَتِ الرَّسُولِ এবং রাসূলের অবাধ্যতার وَتَنَاجَوْا بِالْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ বরং পরোপকার ও পরহেজগারির বিষয়ে পরামর্শ কর وَاتَّقُوا اللَّهَ আর আল্লাহকে ভয় কর الَّذِي إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ যার সম্মুখে তোমরা সকলে সমবেত হবে।

১০. إِنَّمَا النَّجْوَىٰ مِنَ الشَّيْطَانِ এরূপ কানাঘুষা শুধু শয়তানের পক্ষ হতে لِيَحْزُنَ الَّذِينَ آمَنُوا যেন মুসলমানদেরকে কষ্টে ফেলে وَلَيْسَ بِضَارِّهِمْ شَيْئًا আর সে তাদের কোনো অনিষ্ট করতে পারে না إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ আল্লাহর ইচ্ছা ব্যতীত وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ আর মুমিনদের আল্লাহরই উপর নির্ভর করা উচিত।

১১. يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا হে মুমিনগণ إِذَا قِيلَ لَكُمْ যখন তোমাদেরকে বলা হয় تَفَسَّحُوا فِي الْمَجْلِسِ মজলিসের স্থান প্রশস্ত করে দাও فَافْسَحُوا তখন তোমরা স্থান প্রশস্ত করে দিও يَفْسَحِ اللَّهُ لَكُمْ আল্লাহ তোমাদেরকে প্রশস্ত স্থান প্রদান করবেন وَإِذَا قِيلَ আর যখন বলা হয় যে انْشُزُوا উঠে পড় فَانْشُزُوا তখন উঠে পড় يَرْفَعِ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ তোমাদের মধ্যে যারা ঈমানদার আল্লাহ তা'আলা তাদের মর্যাদা বৃদ্ধি করে দিবেন وَالَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ دَرَجَاتٍ এবং তাদেরকেও যাদেরকে ইলম দেওয়া হয়েছে وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ আর আল্লাহ তোমাদের কার্যকলাপ সম্বন্ধে পূর্ণ অবহিত আছেন।

https://e-ilm.weebly.com/

يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْٓا اِذَا نَاجَيْتُمُ الرَّسُوْلَ فَقَدِّمُوْا بَيْنَ يَدَيْ نَجْوٰىكُمْ صَدَقَةً ۭ ذٰلِكَ خَيْرٌ لَّكُمْ وَاَطْهَرُ ۭ فَاِنْ لَّمْ تَجِدُوْا فَاِنَّ اللّٰهَ غَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ ﴿١٢﴾

১২. হে মু'মিনগণ! যখন তোমরা রাসূলের সাথে পরামর্শ (করতে ইচ্ছা) কর, তখন তোমাদের এ পরামর্শের পূর্বে কিছু সদকা প্রদান কর; এটা তোমাদের জন্য কল্যাণকর এবং পবিত্র থাকার উত্তম উপায়; অনন্তর যদি তোমাদের সামর্থ্য না থাকে, তবে আল্লাহ তা'আলা ক্ষমাশীল, দয়ালু।

ءَاَشْفَقْتُمْ اَنْ تُقَدِّمُوْا بَيْنَ يَدَيْ نَجْوٰىكُمْ صَدَقٰتٍ ۭ فَاِذْ لَمْ تَفْعَلُوْا وَتَابَ اللّٰهُ عَلَيْكُمْ فَاَقِيْمُوا الصَّلٰوةَ وَاٰتُوا الزَّكٰوةَ وَاَطِيْعُوا اللّٰهَ وَرَسُوْلَهٗ ۭ وَاللّٰهُ خَبِيْرٌۢ بِمَا تَعْمَلُوْنَ ﴿١٣﴾

১৩. তোমরা কি তোমাদের পরামর্শের পূর্বে সদকা করতে কষ্টকর মনে কর? অতএব, যখন তোমরা তা করতে পারলে না, আর আল্লাহ তোমাদের অবস্থার উপর অনুগ্রহ করলেন, তখন তোমরা নামাজের পাবন্দি কর এবং জাকাত আদায় কর, আর আল্লাহ্ ও তার রাসূলের নির্দেশ পালন কর; আর আল্লাহ তোমাদের সকল কাজ পূর্ণভাবে জানেন।

اَلَمْ تَرَ اِلَى الَّذِيْنَ تَوَلَّوْا قَوْمًا غَضِبَ اللّٰهُ عَلَيْهِمْ ۭ مَا هُمْ مِّنْكُمْ وَلَا مِنْهُمْ ۙ وَيَحْلِفُوْنَ عَلَى الْكَذِبِ وَهُمْ يَعْلَمُوْنَ ﴿١٤﴾

১৪. আপনি কি ঐ লোকদের প্রতি লক্ষ্য করেননি, যারা এমন লোকদের সাথে বন্ধুত্ব করে, যাদের উপর আল্লাহ ক্রোধান্বিত হয়েছেন; তারা (অর্থাৎ এ মুনাফেকরা) তোমাদের মধ্যেও নয় এবং তাদের মধ্যেও নয়, আর তারা মিথ্যা কথার উপর শপথ করে বসে অথচ তারা জানে।

শাব্দিক অনুবাদ :

১২. يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْٓا হে মুমিনগণ اِذَا نَاجَيْتُمُ الرَّسُوْلَ যখন তোমরা রাসূলের সাথে পরামর্শ কর فَقَدِّمُوْا بَيْنَ يَدَيْ نَجْوٰىكُمْ صَدَقَةً তখন তোমাদের এই পরামর্শের পূর্বে কিছু সদকা করো ذٰلِكَ خَيْرٌ لَّكُمْ এটা তোমাদের জন্য কল্যাণকর وَاَطْهَرُ এবং পবিত্র থাকার উত্তম উপায়। فَاِنْ لَّمْ تَجِدُوْا অনন্তর যদি তোমাদের সামর্থ্য না থাকে فَاِنَّ اللّٰهَ তবে আল্লাহ তা'আলা غَفُوْرٌ ক্ষমাশীল رَّحِيْمٌ দয়ালু।

১৩. ءَاَشْفَقْتُمْ তোমরা কি ভয় পেয়েছ اَنْ تُقَدِّمُوْا بَيْنَ يَدَيْ نَجْوٰىكُمْ صَدَقٰتٍ তোমাদের পরামর্শের পূর্বে সদকা করতে فَاِذْ لَمْ تَفْعَلُوْا অতএব যখন তোমরা তা করতে পারলে না وَتَابَ اللّٰهُ عَلَيْكُمْ আর আল্লাহ তোমাদের অবস্থার উপর অনুগ্রহ করলেন فَاَقِيْمُوا الصَّلٰوةَ তখন তোমরা নামাজের পাবন্দি কর وَاٰتُوا الزَّكٰوةَ এবং জাকাত আদায় কর وَاَطِيْعُوا اللّٰهَ وَرَسُوْلَهٗ আর আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের নির্দেশ পালন কর وَاللّٰهُ خَبِيْرٌۢ بِمَا تَعْمَلُوْنَ আর আল্লাহ তোমাদের সকল কাজ পূর্ণভাবে জানেন।

১৪. اَلَمْ تَرَ اِلَى الَّذِيْنَ আপনি কি ঐ লোকদের প্রতি লক্ষ্য করেননি تَوَلَّوْا قَوْمًا যারা এমন লোকদের সাথে বন্ধুত্ব করে غَضِبَ اللّٰهُ عَلَيْهِمْ যাদের উপর আল্লাহ ক্রোধান্বিত হয়েছেন مَا هُمْ مِّنْكُمْ وَلَا مِنْهُمْ এরা তোমাদের মধ্যেও নয় এবং তাদের মধ্যেও নয় وَيَحْلِفُوْنَ عَلَى الْكَذِبِ আর তারা মিথ্যা কথার উপর শপথ করে বসে وَهُمْ يَعْلَمُوْنَ অথচ তারা জানে।

https://e-ilm.weebly.com/

১৫. আল্লাহ তাদের জন্য কঠোর শাস্তি প্রস্তুত করে রেখেছেন; নিঃসন্দেহে তারা মন্দ কার্যসমূহ করত।	أَعَدَّ اللّٰهُ لَهُمْ عَذَابًا شَدِيدًا ۖ إِنَّهُمْ سَاءَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴿١٥﴾
১৬. তারা তাদের (সে মিথ্যা) শপথগুলোকে (আত্মরক্ষার) ঢালস্বরূপ করে নিয়েছে, অতঃপর (অন্যান্যকেও) আল্লাহর রাস্তা হতে বিরত রাখে, সুতরাং তাদের জন্য অবমাননাকর আজাব হবে।	اتَّخَذُوا أَيْمَانَهُمْ جُنَّةً فَصَدُّوا عَنْ سَبِيلِ اللّٰهِ فَلَهُمْ عَذَابٌ مُهِينٌ ﴿١٦﴾
১৭. (তখন) তাদের ধন-সম্পদ ও সন্তান-সন্ততি তাদেরকে আল্লাহ (-র আজাব) হতে কিছুমাত্র রক্ষা করতে পারবে না; এরা দোজখের অধিবাসী; তারা তাতে অনন্তকাল থাকবে।	لَنْ تُغْنِيَ عَنْهُمْ أَمْوَالُهُمْ وَلَا أَوْلَادُهُمْ مِنَ اللّٰهِ شَيْئًا ۚ أُولٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ ۖ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ ﴿١٧﴾
১৮. যেদিন আল্লাহ তাদের সকলকে পুনর্বার জীবিত করবেন, তখন তারা তার সম্মুখেও (মিথ্যা) শপথ করে বসবে যেরূপ তোমাদের নিকট শপথ করে থাকে, আর এরূপ ধারণা করবে যে, আমরা ভালো অবস্থায় রয়েছি; খুব শুনে রাখ, তারা বড় মিথ্যাবাদী।	يَوْمَ يَبْعَثُهُمُ اللّٰهُ جَمِيعًا فَيَحْلِفُونَ لَهُ كَمَا يَحْلِفُونَ لَكُمْ ۖ وَيَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ عَلَىٰ شَيْءٍ ۚ أَلَا إِنَّهُمْ هُمُ الْكَاذِبُونَ ﴿١٨﴾
১৯. শয়তান তাদের উপর পূর্ণ আধিপত্য বিস্তার করে নিয়েছে, অনন্তর সে তাদেরকে আল্লাহর স্মরণ ভুলিয়ে দিয়েছে; এরা শয়তানের দল; ভালোরূপে শুনে রাখ, এ শয়তানের দল নিশ্চয় ধ্বংস প্রাপ্ত হবে।	اسْتَحْوَذَ عَلَيْهِمُ الشَّيْطَانُ فَأَنْسَاهُمْ ذِكْرَ اللّٰهِ ۚ أُولٰئِكَ حِزْبُ الشَّيْطَانِ ۚ أَلَا إِنَّ حِزْبَ الشَّيْطَانِ هُمُ الْخَاسِرُونَ ﴿١٩﴾

শাব্দিক অনুবাদ :

১৫. أَعَدَّ اللّٰهُ لَهُمْ আল্লাহ তাদের জন্য প্রস্তুত করে রেখেছেন। عَذَابًا شَدِيدًا কঠোর শাস্তি إِنَّهُمْ سَاءَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ
নিঃসন্দেহে তারা মন্দ কার্য সমূহ করত।
১৬. اتَّخَذُوا أَيْمَانَهُمْ। তারা তাদের শপথ গুলোকে করে নিয়েছে جُنَّةً ঢালস্বরূপ فَصَدُّوا عَنْ سَبِيلِ اللّٰهِ অতঃপর আল্লাহর
রাস্তা হতে বিরত রাখে فَلَهُمْ عَذَابٌ مُهِينٌ সুতরাং তাদের জন্য অবমাননাকর আজাব হবে।
১৭. لَنْ تُغْنِيَ عَنْهُمْ مِنَ اللّٰهِ شَيْئًا তাদেরকে রক্ষা করতে পারবে না أَمْوَالُهُمْ وَلَا أَوْلَادُهُمْ তাদের ধনসম্পদ ও সন্তান সন্ততি
আল্লাহ হতে কিছু মাত্র أُولٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ এরা দোজখের অধিবাসী هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ তারা তাতে অনন্তকাল থাকবে।
১৮. يَوْمَ يَبْعَثُهُمُ اللّٰهُ جَمِيعًا যেদিন আল্লাহ তাদের সকলকে পুনর্বার জীবিত করবেন فَيَحْلِفُونَ لَهُ তখন তারা তাঁর
সম্মুখেও মিথ্যা শপথ করে বসবে كَمَا يَحْلِفُونَ لَكُمْ যেরূপ তোমাদের নিকট শপথ করে থাকে وَيَحْسَبُونَ আর এরূপ
ধারণা করবে أَنَّهُمْ عَلَىٰ شَيْءٍ আমরা ভালো অবস্থায় রয়েছি أَلَا إِنَّهُمْ هُمُ الْكَاذِبُونَ খুব শুনে রাখ, এরা বড় মিথ্যাবাদী।
১৯. اسْتَحْوَذَ عَلَيْهِمُ الشَّيْطَانُ শয়তান তাদের উপর পূর্ণ আধিপত্য বিস্তার করে নিয়েছে فَأَنْسَاهُمْ ذِكْرَ اللّٰهِ অনন্তর সে
তাদেরকে আল্লাহর স্মরণ ভুলিয়ে দিয়েছে أُولٰئِكَ حِزْبُ الشَّيْطَانِ এরা শয়তানের দল أَلَا إِنَّ حِزْبَ الشَّيْطَانِ هُمُ الْخَاسِرُونَ
ভালোরূপে শুনে রাখ এই শয়তানের দল নিশ্চয়ই ধ্বংস প্রাপ্ত হবে।

https://e-ilm.weebly.com/

২০. যারা আল্লাহ তা'আলা এবং তার রাসূলের বিরোধিতা করে, তারা চরম লাঞ্ছিতদের অন্তর্ভুক্ত।	إِنَّ الَّذِينَ يُحَادُّونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ أُولَٰئِكَ فِي الْأَذَلِّينَ ﴿٢٠﴾
২১. আল্লাহ তা'আলা এ কথা লিপিবদ্ধ করে দিয়েছেন যে, আমি এবং আমার রাসূল জয়ী থাকব; নিঃসন্দেহে আল্লাহ ক্ষমতাবান, মহাপরাক্রান্ত।	كَتَبَ اللَّهُ لَأَغْلِبَنَّ أَنَا وَرُسُلِي ط إِنَّ اللَّهَ قَوِيٌّ عَزِيزٌ ﴿٢١﴾
২২. যারা আল্লাহর প্রতি এবং কিয়ামত দিবসের প্রতি বিশ্বাস রাখে, আপনি তাদেরকে এমন লোকদের সাথে বন্ধুত্ব করতে দেখবেন না, যারা আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের বিরোধী, যদিও তারা তাদের পিতা অথবা তাদের পুত্র অথবা তাদের ভ্রাতা অথবা তাদের বংশধরই হউক না কেন; আল্লাহ তাদের অন্তরসমূহে ঈমান দৃঢ় করে দিয়েছেন এবং তাদেরকে নিজ অনুগ্রহে শক্তিসম্পন্ন করেছেন; আর তাদেরকে (জান্নাতের) এমন উদ্যানসমূহে দাখিল করবেন, যার নিম্নদেশ দিয়ে নহরসমূহ বইতে থাকবে, তাতে তারা সর্বদা অবস্থান করবে; আল্লাহ তা'আলা তাদের প্রতি সন্তুষ্ট থাকবেন, আর তারাও আল্লাহ তা'আলার প্রতি সন্তুষ্ট থাকবে; এরাই আল্লাহ তা'আলার দল; খুব শুনে রাখ –আল্লাহ তা'আলার দলই সফলকাম হবে।	لَا تَجِدُ قَوْمًا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ يُوَادُّونَ مَنْ حَادَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَلَوْ كَانُوا آبَاءَهُمْ أَوْ أَبْنَاءَهُمْ أَوْ إِخْوَانَهُمْ أَوْ عَشِيرَتَهُمْ ط أُولَٰئِكَ كَتَبَ فِي قُلُوبِهِمُ الْإِيمَانَ وَأَيَّدَهُمْ بِرُوحٍ مِنْهُ ط وَيُدْخِلُهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا ط رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ ط أُولَٰئِكَ حِزْبُ اللَّهِ ط أَلَا إِنَّ حِزْبَ اللَّهِ هُمُ الْمُفْلِحُونَ ﴿٢٢﴾

শাব্দিক অনুবাদ :

২০. إِنَّ الَّذِينَ যারা يُحَادُّونَ বিরোধিতা করে اللَّهَ وَرَسُولَهُ আল্লাহ তা'আলা ও তাঁর রাসূলের أُولَٰئِكَ فِي الْأَذَلِّينَ তারা চরম লাঞ্ছিতদের অন্তর্ভুক্ত হবে।

২১. كَتَبَ اللَّهُ আল্লাহ তা'আলা একথা লিপিবদ্ধ করে দিয়েছেন যে, لَأَغْلِبَنَّ أَنَا وَرُسُلِي আমি এবং আমার রাসূল জয়ী থাকব إِنَّ اللَّهَ নিঃসন্দেহে আল্লাহ قَوِيٌّ عَزِيزٌ ক্ষমতাবান, মহাপরাক্রান্ত।

২২. لَا تَجِدُ قَوْمًا আপনি তাদেরকে দেখবেন না يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ যারা আল্লাহ এবং কিয়ামত দিবসের প্রতি বিশ্বাস রাখে يُوَادُّونَ مَنْ حَادَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ এমন লোকদের সাথে বন্ধুত্ব করতে যারা আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের বিরোধী وَلَوْ كَانُوا যদিও হোক না কেন তারা آبَاءَهُمْ তাদের পিতা أَوْ أَبْنَاءَهُمْ অথবা তাদের পুত্র أَوْ إِخْوَانَهُمْ অথবা তাদের ভ্রাতা أَوْ عَشِيرَتَهُمْ অথবা তাদেরই বংশধর أُولَٰئِكَ كَتَبَ فِي قُلُوبِهِمُ الْإِيمَانَ আল্লাহ তাদের অন্তর সমূহে ঈমান দৃঢ় করে দিয়েছেন وَأَيَّدَهُمْ بِرُوحٍ مِنْهُ তাদেরকে নিজ অনুগ্রহে শক্তি সম্পন্ন করেছেন وَيُدْخِلُهُمْ جَنَّاتٍ আর তাদেরকে এমন উদ্যান সমূহে দাখিল করবেন تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ যার নিম্নদেশ দিয়ে নহর সমূহ বইতে থাকবে خَالِدِينَ فِيهَا তাতে তারা সর্বদা অবস্থান করবে رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ আল্লাহ তাদের প্রতি সন্তুষ্ট থাকবেন وَرَضُوا عَنْهُ আর তারাও আল্লাহ তা'আলার প্রতি সন্তুষ্ট থাকবে أُولَٰئِكَ حِزْبُ اللَّهِ এরাই আল্লাহ তা'আলার দল أَلَا إِنَّ حِزْبَ اللَّهِ আল্লাহ তা'আলার দলই هُمُ الْمُفْلِحُونَ সফলকাম হবে।

https://e-ilm.weebly.com/

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

সূরাটির নামকরণের কারণ : এ কথা স্বীকৃত যে, تَسْمِيَةُ الْكُلِّ بِاسْمِ الْجُزْءِ সে হিসেবে অত্র প্রথম আয়াতে উল্লিখিত تُجَادِلُكَ শব্দ হতে গ্রহণ করে এর নামকরণ করা হয়েছে মুজাদালাহ। مجادلة -এর অর্থ হলো– বাদানুবাদকারী বা বিতর্ককারী নারী। কেননা এ সূরার প্রথমেই এমন একজন মহিলার প্রসঙ্গে উল্লিখিত হয়েছে যে, নবী করীম ﷺ-এর সম্মুখে নিজ স্বামীর যিহার [أَنْتَ عَلَيَّ كَظَهْرِ أُمِّيْ তুমি আমার মায়ের পিঠের ন্যায়] সংক্রান্ত মামলা দায়ের করেছিল এবং বারবার এমন দাবি উত্থাপন করছিল যে, আপনি এমন কোনো উপায় ও ব্যবস্থা করে দিন যার ফলে তার ও তার সন্তানদের জীবন নিশ্চিত ধ্বংস হতে রক্ষা পেতে পারে। তার এরূপ পৌনঃপুনিক কথাকে মহান আল্লাহ মুজাদালাহ বলেছেন। যার ফলে এ সূরার নাম রাখা হয়েছে মুজাদালাহ। এতে ৩টি রুকূ'; '২২টি আয়াত, ৪৭৩ টি বাক্য এবং ১৯৯২ টি অক্ষর রয়েছে।

অবতীর্ণের সময়কাল : মুজাদালার এ ঘটনা করে ও কখন সংঘটিত হয়েছে হাদীসের কোনো বর্ণনায় তার উল্লেখ পাওয়া যায় না। অবশ্য মূল সূরার বিষয়বস্তুতে এ বিষয়ে কিছুটা ইঙ্গিত পাওয়া যায়। তার উপর ভিত্তি করে নিশ্চয়তা সহকারে বলা যায় যে, এ ঘটনা আহযাব যুদ্ধের [৫ম হিজরির শাওয়াল মাসের] পরে সংঘটিত হয়েছিল। সূরা আহযাবে 'মুখে ডাকা পুত্র প্রকৃত পুত্র নয়' এ কথা বলার পর শুধু এতটুকু বলা হয়েছিল– وَمَا جَعَلَ أَزْوَاجَكُمُ الّٰئِيْ تُظٰهِرُوْنَ مِنْهُنَّ أُمَّهٰتِكُمْ "তোমরা তোমাদের যেসব স্ত্রীদের সাথে 'যিহার' কর আল্লাহ তা'আলা তাদেরকে তোমাদের মা বানিয়ে দেননি। কিন্তু 'যিহার' করা যে কি রকমের পাপ বা অপবাদ তা সেখানে কিছুই বলা হয়নি; এ ধরনের কাজ সম্পর্কে শরিয়তের বিধান কি সে সম্বন্ধেও কিছু বলা হয়নি; কিন্তু আলোচ্য সূরায় যিহার সংক্রান্ত সমস্ত বিধি-বিধান বর্ণনা করা হয়েছে। তা হতে জানা গেল যে, সূরা আহযাবে বলা উপরিউক্ত সংক্ষিপ্ত কথারই বিস্তারিত ব্যাখ্যা পরবর্তী সময়ে এ সূরায় অবতীর্ণ হয়েছে।

সূরাটির বিষয়বস্তু :

১. সূরার শুরুতে ১ নম্বর হতে ৬ নম্বর আয়াত পর্যন্ত যিহার সংক্রান্ত শরিয়তের বিধি-বিধান বিশ্লেষণ করা হয়েছে।

২. ৭ নম্বর আয়াত হতে ১০ নম্বর আয়াত পর্যন্ত 'তানাজী' অর্থাৎ গোপন কান-পরামর্শ সম্বন্ধে আলোচনা করা হয়েছে। ইহুদি ও মুনাফিকরা মু'মিনদের কষ্ট দেওয়ার জন্য এ কান-পরামর্শে লিপ্ত হতো। এখানে কান-পরামর্শের হুকুম ও তার পরিণাম সম্বন্ধে মু'মিনদেরকে সতর্ক করে দেওয়া হয়েছে। পরে মু'মিনদেরকে সান্ত্বনার বাণীও শুনানো হয়েছে এ কথা বলে যে, মুনাফিক ও ইহুদিদের এরূপ আচরণে তোমাদের কোনো ক্ষতি হবে না। পরে ইহুদিদের সম্বন্ধে আলোচনা করা হয়েছে।

৩. ১১ নম্বর আয়াত হতে ১৩ নম্বর আয়াত পর্যন্ত মুসলিম জনগণকে বৈঠক ও মজলিসের সভ্যতা সংক্রান্ত আদব-কায়দা ও নিয়ম-নীতি শেখানো হয়েছে। বিশেষত নবী করীম ﷺ-এর মজলিসে কি রকম আদব-কায়দা মেনে চলতে হবে সে সম্বন্ধে আলোচনা করা হয়েছে।

৪. ১৪ নম্বর আয়াত হতে সূরার শেষ পর্যন্ত মুসলিম সমাজের লোকদেরকে জানিয়ে দেওয়া হয়েছে সে মানদণ্ডের কথা, যার ভিত্তিতে দীন ইসলামের প্রকৃত নিষ্ঠাবান লোক কে, তা যাঁচাই করা হয়। অর্থাৎ সেই হুব্বু ফিল্লাহ ও বুগয ফিল্লাহ'র হাকীকত সম্বন্ধে আলোচনা করা হয়েছে, ঈমানের পূর্ণতা লাভের জন্য যা নিতান্তই প্রয়োজন। –[সাফওয়া ও যিলাল]

পূর্ববর্তী সূরার সাথে সম্পর্ক : পূর্ববর্তী সূরায় মানবজাতির হেদায়েতের জন্য যুগে যুগে নবী রাসূল প্রেরণের উল্লেখ রয়েছে। আর অত্র সূরায় এ বিষয়ে উল্লেখ করা হয়েছে, যে আল্লাহ তা'আলা নবী করীম ﷺ-এর মাধ্যমে এমন হেদায়েতনামা প্রেরণ করেন যার দ্বারা মানব জীবনের কঠিন ও জটিল সমস্যার সমাধান হয় এবং শরিয়তের বিধান প্রবর্তনের মাধ্যমে মানুষের দুঃখ-কষ্ট দূর করা হয়। তাই ইরশাদ হয়েছে–

قَدْ سَمِعَ اللّٰهُ قَوْلَ الَّتِيْ تُجَادِلُكَ فِيْ زَوْجِهَا

মূলত প্রাক-ইসলামি যুগে যদি কোনো মানুষ তার স্ত্রীকে মা বলে বসত তবে তার স্ত্রী তার জন্য হারাম হয়ে যেত এবং তাদের উভয়ের মিলনের পথ চিররুদ্ধ হয়ে যেত। –[নূরুল কুরআন]

https://e-ilm.weebly.com/

সূরার আমল : এ সূরা কোনো রুগ্ণ ব্যক্তির নিকট পাঠ করলে সে নিদ্রিত হয়ে পড়ে। আর যদি কেউ এ সূরা লিপিবদ্ধ করে খাদ্যদ্রব্যে রাখে, তবে খাদ্যসামগ্রী নিরাপদ থাকে। কারো জ্বর হলে আসরের নামাজের পর এ সূরা তিনবার পাঠ করে দম করলে আল্লাহ তা'আলার ইচ্ছায় তার জ্বর ভালো হয়ে যায়। –[নূরুল কুরআন]

সূরার [স্বপ্নের] তা'বীর : যদি কোনো ব্যক্তি সূরা মুজাদালাহ স্বপ্নে পাঠ করতে দেখে– যদি সে আলেম হয় তবে তার শত্রু পরাজিত হয়, আর যদি যে আলেম না হয় তবে দুশমনের বিজয়ী হওয়ার আশঙ্কা থাকে। –[নূরুল কুরআন]

১. বুখারী শরীফে উম্মুল মু'মিনীন হযরত আয়েশা (রা.) হতে বর্ণিত আছে যে, তিনি বলেছেন, কত পবিত্র সত্তার অধিকারী সেই আল্লাহ তা'আলা, যিনি সমগ্র বিশ্বের কথা শ্রবণ করেন। ঐ স্ত্রীলোকটি যখন এ ঝগড়া নিয়ে এসেছিল। সে আমার কক্ষেই বসেছিল এবং এ কথা বলছিল তখন আমি আমার ঘরের এক কোণে বসা ছিলাম কিন্তু আমি তার সব কথা শুনতে পারিনি অথচ আল্লাহ পাক রাব্বুল আলামীন সপ্ত আসমানের উপরে বসে তার কথা শ্রবণ করেছিলেন। সে যখন বলছিল, হে আল্লাহ! আমি তোমার নিকট ফরিয়াদ করি। তখন অল্প সময়ের মধ্যেই হযরত জিবরাঈল (আ.) আলোচ্য আয়াতগুলো নিয়ে হাজির হলেন। –[মাযহারী, বুখারী, তাবারী]

২. হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) বলেছেন, জাহিলিয়া যুগে যখন কোনো লোক নিজের স্ত্রীকে اَنْتِ عَلَىَّ كَظَهْرِ اُمِّىْ [তুমি আমার উপর আমার মায়ের পৃষ্ঠদেশের ন্যায়] এ কথাটি বলত তখন সে স্ত্রী তার জন্য হারাম হয়ে যেত। ইসলামের ইতিহাসে সর্বপ্রথম যে লোক নিজের স্ত্রীর সাথে যেহার করেছিলেন, তিনি হলেন আউস। অতঃপর লজ্জিত হয়ে তাঁর স্ত্রীকে বললেন, রাসূল ﷺ-এর কাছে যাও এবং তাঁকে জিজ্ঞাসা করো। যখন সে [স্ত্রী] রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর কাছে আসল। তখনই এ আয়াতগুলো অবতীর্ণ হলো। –[দুররে মানছূর, বায়হাকী]

৩. খাওলা বিনতে ছা'লাবা হতে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, আমার স্বামী আউস ইবনে সামেত আমার সাথে যেহার করেছিলেন, তখন আমি রাসূল ﷺ-এর কাছে গিয়েছিলাম অভিযোগ করার জন্য। তখন তিনি [রাসূল ﷺ] আমার সাথে সে ব্যাপারে কথোপকথন করছিলেন এবং বলছিলেন, আল্লাহকে ভয় করো, আউস তোমার চাচাতো ভাই।

আমি চলে আসার পূর্বেই কুরআনের আয়াত قَدْ سَمِعَ اللّٰهُ قَوْلَ الَّتِىْ تُجَادِلُكَ فِىْ زَوْجِهَا হতে فَتَحْرِيْرُ رَقَبَةٍ مِّنْ قَبْلِ اَنْ يَّتَمَاسَّا. পর্যন্ত অবতীর্ণ হলো। তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন, তাকে একজন দাস আজাদ করতে হবে। উত্তরে আমি বললাম, সে দাস আজাদ করতে পারবে না। তখন তিনি বললেন, তাহলে লাগাতার দু'মাস রোজা রাখতে হবে। আমি বললাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ! সে বৃদ্ধ লোক, তার রোজা রাখার শক্তি নেই। তখন তিনি বললেন, তাহলে ষাটজন মিসকিনকে খাবার খাওয়াবে। আমি বললাম, সদকা করার মতো তার কাছে কিছুই নেই। তখন তিনি বললেন, আমি তাকে এক আরক খেজুর দিয়ে সাহায্য করবো। তখন আমি বললাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমি তাকে আরও এক আরক খেজুর দিয়ে সাহায্য করবো। রাসূলুল্লাহ ﷺ বলরেন, তুমি এ ইহসান করে ভালো করলে। যাও সেগুলো দিয়ে তার পক্ষ থেকে ষাট জন মিসকিনকে খাবার খাওয়াও এবং তোমার চাচাতো ভাইয়ের কাছে ফিরে যাও। অপর এক বর্ণনায় ষাট সা' বলা হয়েছে। –[রাওযায়েউল বয়ান, আবূ দাউদ, ইমাম আহমদ]

قَدْ سَمِعَ اللّٰهُ قَوْلَ الَّتِىْ تُجَادِلُكَ فِىْ زَوْجِهَا وَتَشْتَكِىْٓ اِلَى اللّٰهِ ۖ وَاللّٰهُ يَسْمَعُ تَحَاوُرَكُمَا ۚ اِنَّ اللّٰهَ سَمِيْعٌۢ بَصِيْرٌ (١)

শানে নুযূল : একটি বিশেষ ঘটনা এই সূরার প্রথমিক কয়েকটি আয়াত অবতরণের হেতু। হযরত আওস ইবনে সামেত (রা.) একবার তার স্ত্রী খাওলাকে বলে দিলেন اَنْتِ عَلَىَّ كَظَهْرِ اُمِّىْ অর্থাৎ তুমি আমার জন্য আমার মাতার পৃষ্ঠদেশের ন্যায়; মানে হারাম। ইসলাম পূর্বকালে এই বাক্যটি স্ত্রী চিরতরে হারাম করার জন্যে বলা হতো, যা ছিল চূড়ান্ত তালাক অপেক্ষাও কঠোরতর। এই ঘটনার পর হযরত খাওলা (রা.)-এর শরিয়তসম্মত বিধান জানার জন্য রাসূলুল্লাহ ﷺ দরবারে উপস্থিত হলেন তখন পর্যন্ত এই বিষয় সম্পর্কে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর প্রতি কোনো ওহী অবতীর্ণ হয়নি। তাই তিনি পূর্ব থেকে প্রচলিত নীতি অনুযায়ী খাওলাকে বলে দিলেন مَا اَرَاكِ اِلَّا قَدْ حَرُمْتِ عَلَيْهِ অর্থাৎ আমার মতে তুমি তোমার স্বামীর জন্যে হারাম হয়ে গেছো। খাওলা এ কথা শুনে বিলাপ শুরু করে দিলেন এবং বললেন। আমি আমার যৌবন তার কাছে নিঃশেষ করেছি। এখন বার্ধক্যে সে আমার সাথে এই ব্যবহার করল। আমি কোথায় যাব। আমারও আমার বাচ্চাদের ভরণ পোষণ কিরূপে হবে। এ রেওয়ায়েতে খাওলার এ উক্তিও বর্ণিত আছে مَا ذَكَرَ طَلَاقًا আমার স্বামীতো

https://e-ilm.weebly.com/

তালাক উচ্চারণ করেনি। এমতাবস্থায় তালাক কিরূপে হয়ে গেল? অন্য এক রেওয়ায়েতে আছে খাওলা আল্লাহর কাছে ফরিয়াদ করে বলল اَللّٰهُمَّ اِنِّىْ اَشْكُوْ اِلَيْكَ অর্থাৎ আল্লাহ আমি তোমার কাছে অভিযোগ করছি। এক রেওয়ায়েতে আছে। রাসূলুল্লাহ ﷺ খাওলাকে এ কথা বললেন مَا اُمِرْتُ فِىْ شَاْنِكِ بِشَيْءٍ حَتّٰى الْاٰنَ অর্থাৎ তোমার মাসআলা সম্পর্কে আমার প্রতি এখন পর্যন্ত কোনো বিধান অবতীর্ণ হয়নি। [এসব রেওয়ায়েতে কোনো বৈপরীত্য নেই। সবগুলোই সঠিক হতে পারে। এই ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে আয়াত সমূহ অবতীর্ণ হয়েছে। –[সূত্র- মা'আরিফুল কুরআন বাংলা ১৩৪৫, দুররে মানসুর, ইবনে কাসীর]

اَلَمْ تَرَ اِلَى الَّذِيْنَ نُهُوْا عَنِ النَّجْوٰى ثُمَّ يَعُوْدُوْنَ لِمَا نُهُوْا عَنْهُ وَيَتَنٰجَوْنَ بِالْاِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَمَعْصِيَتِ الرَّسُوْلِ

শানে নুযূল : ইহুদি ও মুসলমানদের মধ্যে শান্তিচুক্তি ছিল। কিন্তু ইহুদিরা যখন কোনো মুসলমানকে দেখত বা কোনো মুসলমান তাদের পাশ দিয়ে যেত তখন তারা পরস্পর কানাঘুষা শুরু করে দিত। তাতে মুসলমান ব্যক্তি মনে করত যে, তার বিরুদ্ধে কোনো চক্রান্ত করা হচ্ছে। রাসূলুল্লাহ ﷺ ইহুদিদেরকে এরূপ করতে নিষেধ করা সত্ত্বেও তারা বিরত হলো ন। এর পরিপ্রেক্ষিতে উক্ত আয়াত নাজিল হয়।

وَاِذَا جَآءُوْكَ حَيَّوْكَ بِمَا لَمْ يُحَيِّكَ بِهِ اللّٰهُ ۙ وَيَقُوْلُوْنَ فِيْٓ اَنْفُسِهِمْ لَوْلَا يُعَذِّبُنَا اللّٰهُ بِمَا نَقُوْلُ ؕ حَسْبُهُمْ جَهَنَّمُ ۚ يَصْلَوْنَهَا ۚ فَبِئْسَ الْمَصِيْرُ (٨)

শানে নযূল : ইহুদিরা রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর কাছে উপস্থিত হলে দুষ্টমির ছলে اَلسَّلَامُ عَلَيْكُمْ -এর পরিবর্তে اَلسَّامُ عَلَيْكُمْ বলত। سَامٌ অর্থ– মৃত্যু। আর মনে মনে বলত এ আমাদের এরূপ বলার কারণে আল্লাহ আমাদেরকে শাস্তি দিচ্ছে না কেন? এ পরিপ্রেক্ষিতে উক্ত আয়াত নাজিল হয়। –[মা'রিফুল কুরআন বাংলা ১৩৪৫, কানযুন নুকূল, লুবাবুন নুকূল]

اِنَّمَا النَّجْوٰى مِنَ الشَّيْطٰنِ لِيَحْزُنَ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَلَيْسَ بِضَآرِّهِمْ شَيْـًٔا اِلَّا بِاِذْنِ اللّٰهِ ؕ وَعَلَى اللّٰهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُوْنَ (١٠)

শানে নুযূল : মুনাফিকরাও পরস্পর কানাঘুষা করত তাতে মু'মিনগণ রাগম্বিত হতো এবং তাদের এ ধরনের আচরণকে খারাপ মনে করতো। এ পরিপ্রেক্ষিতে উক্ত আয়াত নাজিল হয়। –[কানযুন নুকুল ৯৮, লুবাবুন নুকুল]

يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْٓا اِذَا قِيْلَ لَكُمْ تَفَسَّحُوْا فِى الْمَجٰلِسِ فَافْسَحُوْا .... وَالَّذِيْنَ اُوْتُوا الْعِلْمَ دَرَجٰتٍ ؕ وَاللّٰهُ بِمَا تَعْمَلُوْنَ خَبِيْرٌ (١١)

শানে নুযূল : একবার হুজুর ﷺ মসজিদে সুফফায় অবস্থানরত ছিলেন। মসজিদে অনেক লোক সমাগত ছিল। বদর যুদ্ধে অংশগ্রহণকারী কয়েকজন সাহাবী সেখানে উপস্থিত হয়ে স্থান পেলেন না। মজলিসের লোকজনও চেপে চেপে বসে স্থান করে দিল না। রাসূলুল্লাহ ﷺ এই নির্বিকার দৃশ্য দেখে কয়েকজন লোককে মজলিস থেকে উঠে যাওয়ার আদেশ দিলেন। মুনাফিকরা 'এটা কেমন ইনসাফ' বলে আপত্তি জানালো। রাসূলুল্লাহ ﷺ আরও বলেন, আল্লাহ তার প্রতি রহম করুন, যে আপন ভাইয়ের জন্যে জায়গা খালি করে দেয়। এরপর লোকেরা জায়গা খালি করে দিল। এ প্রসঙ্গে উক্ত আয়াত নাজিল হয়।

রেওয়ায়েতের সমষ্টি থেকে জানা যায় যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ প্রথমে জায়গা খালি করে দেওয়ার কথা বলেন তখন কেউ কেউ খালি করে দিল, যা পর্যাপ্ত ছিল না। এবং কেউ কেউ খালি করল না। তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ তাদেরকে উঠে যেতে বলেছেন, যা মুনাফিকদের মনঃপুত হয়নি।

يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْٓا اِذَا نَاجَيْتُمُ الرَّسُوْلَ فَقَدِّمُوْا بَيْنَ يَدَيْ نَجْوٰىكُمْ صَدَقَةً ؕ ذٰلِكَ خَيْرٌ لَّكُمْ وَاَطْهَرُ ؕ فَاِنْ لَّمْ تَجِدُوْا فَاِنَّ اللّٰهَ غَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ (١٢)

শানে নুযূল–১ : কোনো কোনো বিত্তশালী লোক রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর কাছে উপস্থিত হয়ে দীর্ঘক্ষণ পর্যন্ত কানকথা বলত। ফলে নিঃস্ব মুসলমানগণ কথাবার্তা বলে উপকৃত হওয়ার সময় কম পেত। রাসূলুলুল্লাহ ﷺ-এর কাছেও ধনীদের দীর্ঘক্ষণ বসে কানকথা অপছন্দনীয় ছিল। এর পরিপ্রেক্ষিতে উক্ত আয়াত অবতীর্ণ হয়।

–[সূত্র- তাফসীরে মা'আরিফুল কুরআন বাংলা ১৩৪৫]

শানে নুযূল–২ : ফাতহুল বয়ানে বর্ণিত আছে ইহুদি ও মুনাফিকরা রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর কাছে অনাবশ্যত কানকথা বলত। মুসলমানগণ কোনো ক্ষতিকর বিষয় সম্পর্কে কান কথা হচ্ছে ধারণা করে তা পছন্দ করতো না। ফলে তাদেরকে নিষেধ করা হয় যা نُهُوْا عَنْهُ বাক্যে বিধৃত হয়েছে। কিন্তু যখন তারা বিরত হলো না তখন উক্ত আয়াত নাজিল হয়। এর ফলশ্রুতিতে বাতিলপন্থিরা কানাকানি করা থেকে বিরত হয়। কারণ অর্থ প্রীতির কারণে সদকা প্রদান করা তাদের জন্যে কষ্টকর ছিল।

https://e-ilm.weebly.com/

শানে নুযূল–৩ : মুসলমানরা রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে আলাদাভাবে অনেক মাসআলা মাসায়েল জিজ্ঞেস করতো। তাতে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর কষ্ট হতো। তাই আল্লাহ তা'আলা রাসূল ﷺ-এর বোঝা হালকা করার জন্যে রাসূলের সাথে কানকথা বলার পূর্বশর্ত হিসাবে সদকা পেশ করার নির্দেশ জারি করে এ আয়াত নাজিল করেন। –[সূত্র- কুরতুবী ১৭ : ৩০১]

ءَاَشْفَقْتُمْ اَنْ تُقَدِّمُوْا بَيْنَ يَدَیْ نَجْوٰىكُمْ صَدَقٰتٍ ؕ فَاِذْ لَمْ تَفْعَلُوْا..........وَاَطِيْعُوا اللّٰهَ وَرَسُوْلَهٗ ؕ وَاللّٰهُ خَبِيْرٌۢ بِمَا تَعْمَلُوْنَ (١٣)

শানে নুযূল–১ : যখন রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর কাছে কানকথা বলার পূর্বে সদকা প্রদান করার আদেশ হলো তখন অনেক জরুরি কথাও বন্ধ করে দিল। এর পরিপ্রেক্ষিতে উক্ত আয়াত নাজিল হয়।

এ আয়াতের মাধ্যমে সদকার আদেশও রহিত হয়ে যায়। কারণ এর ফলে সাহাবায়ে কেরামের অনেকেই অসুবিধার সম্মুখীন হন। হযরত আলী (রা.) প্রায় বলতেন, কুরআনে একটি আয়াত এমন আছে যা আমাকে ছাড়া কেউ বাস্তবায়ন করেনি। আমার পূর্বেও না, আমার পরেও কেউ করবে না। পূর্বে বাস্তবায়ন না করার কারণ হলো যে, সদকা প্রদানের নির্দেশ নাজিল হওয়ার পর একমাত্র হযরত আলী (রা.) সর্ব প্রথম একে বাস্তবায়িত করে। তিনি এক দীনার সদকা প্রদান করে রাসূল ﷺ-এর কাছ থেকে একান্তে কথা বলার সময় নেন। এবং পরে এই নির্দেশ রহিত হয়ে যায় ফলে কেউ বাস্তবায়ন করার সুযোগ পাননি।

শানে নুযূল–২ : এ আয়াতের আরও একটি শানে নুযূল হযরত আলী ইবনে আবী তালেব থেকে এভাবে বর্ণিত আছে। তিনি বলেন যখন يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْۤا اِذَا نَاجَيْتُمُ الخ অর্থাৎ হে মুমিনগণ তোমরা রাসূলে সাথে চুপি চুপি কথা বলতে চাইলে এর পূর্বে সদকা প্রদান করবে। আলোচ্য আয়াত নাজিল হলে তখন নবী করীম ﷺ আমাকে বললেন, তুমি কি ভাবছ? এক দীনার করে দিতে পারবে? আমি বললাম, এর ক্ষমতা নেই আমার। তিনি বললেন, তা হলো অর্ধ দীনার? আমি বললাম তাতেও আমি সক্ষম নই। তিনি বললেন তবে কত পারবে? আমি বললাম, একটা যব পরিমাণ পারি। তিনি বললেন, তুমি তো খুবই গরিব। তখন উক্ত আয়াত নাজিল হয়। হযরত আলী (রা.) বলেন, আমার কারণেই আল্লাহ পাক এই উম্মতকে এই বিধান সহজ করে দিলেন। –[তিরমিযী ২য় খণ্ড]

শব্দের কিছুটা পরিবর্তনের সাথে উক্ত আয়াতের শানে নুযূল কুরতুবীর ১৭ নং খণ্ডে এবং মুখতাসার ইবনে কাসীরের ৩ নং খণ্ডে বর্ণিত আছে।

اَلَمْ تَرَ اِلَى الَّذِيْنَ تَوَلَّوْا قَوْمًا غَضِبَ اللّٰهُ عَلَيْهِمْ ؕ مَا هُمْ مِّنْكُمْ وَلَا مِنْهُمْ وَيَحْلِفُوْنَ عَلَى الْكَذِبِ وَهُمْ يَعْلَمُوْنَ (١٤)

শানে নুযূল : কোনো কোনো রেওয়ায়েতে আছে এই আয়াত আব্দুল্লাহ ইবনে উবাই ও আব্দুল্লাহ ইবনে নাবতাল মুনাফিক সম্পর্কে নাজিল হয়েছে। একদিন রাসূলুল্লাহ ﷺ সাহাবাদের সাথে বসা ছিলেন। এমন সময় তিনি বললেন এখন তোমাদের কাছে এক ব্যক্তি আগমন করবে। তার অন্তর নিষ্ঠুর এবং সে শয়তানের চোখে দেখে। এর কিছুক্ষণ পরই আব্দুল্লাহ ইবনে নাবতাল আগমন করল। তার চক্ষু ছিল নীলাভ দেহবয়ব বেঁটে গোধুম বর্ণ এবং সে ছিল হালকা শ্মশ্রুমণ্ডিত। নবী করীম ﷺ তাকে প্রশ্ন করলেন, তুমি এবং তোমার সঙ্গীরা আমাকে গালি দেও কেন? সে শপথ করে বলল, আমি এরূপ করিনি। এরপর সে তারা সঙ্গীদেরকেও ডেকে আনল এবং তারাও মিছেমিছি শপথ করল। আল্লাহ তা'আলা এই আয়াতে তাদের মিথ্যাচার প্রকাশ করে দিয়েছেন। –[কুরতুবী : ১৭]

لَا تَجِدُ قَوْمًا يُّؤْمِنُوْنَ بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ الْاٰخِرِ يُوَآدُّوْنَ مَنْ حَآدَّ اللّٰهَ وَرَسُوْلَهٗ............اَلَاۤ اِنَّ حِزْبَ اللّٰهِ هُمُ الْمُفْلِحُوْنَ (٢٢)

শানে নুযূল : এ আয়াত হযরত আবূ উবাইদাহ ইবনে জাররাহ সম্পর্কে ঐ সময় নাজিল হয়েছে যখন তিনি বদর কিংবা উহুদ যুদ্ধে তার মুশরিক পিতা আব্দুল্লাহ ইবনে জাররাহকে হত্যা করেছেন।

উক্ত আয়াতে তার তথা সমস্ত সাহাবায়ে কেরামের প্রশংসা করা হয়েছে যে, তারা আল্লাহর ভক্ত অর্থাৎ কাফেরদের সাথে বন্ধুত্ব ও আন্তরিক সম্পর্ক রাখে না। যদিও সে কাফের তাদের পিতা পুত্র ভ্রাতা অথবা নিকটাত্মীয়ও হয় সাহাবায়ে কেরাম সবারই এই অবস্থা ছিল এ স্থলে তাফসীরবিদগণ অনেক সাহাবীর এমন ঘটনা বর্ণনা করেছেন যাতে পিতা পুত্র ভ্রাতা প্রমুখের মুখ থেকে ইসলাম অথবা রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর বিরুদ্ধে কোনো কথা শুনে সব সম্পর্ক ছিন্ন করে দিয়েছেন তাদেরকে শাস্তি দিয়েছেন এবং কতককে হত্যাও করেছেন। –[কুরতুবী ১৭ : ৩০৭]

https://e-ilm.weebly.com/

https://e-ilm.weebly.com/

اَلَّذِيْنَ يُظٰهِرُوْنَ مِنْكُمْ مِّنْ نِّسَائِهِمْ : يُظٰهِرُوْنَ শব্দটি ظِهَارٌ থেকে উদ্ভূত। স্ত্রীকে নিজের উপর হারাম করে নেওয়ার বিশেষ একটি পদ্ধতিকে ظِهَارٌ বলা হয়। এটা ইসলাম– পূর্বকালে প্রচলিত ছিল। পদ্ধতিটি এই ঃ স্বামী স্ত্রীকে বলে দিবে– اَنْتِ عَلَيَّ كَظَهْرِ اُمِّيْ অর্থাৎ তুমি আমার উপর আমার মাতার পৃষ্ঠদেশের মতো হারাম। এখানে পেটই আসল উদ্দেশ্য, কিন্তু রূপকভঙ্গিতে পৃষ্ঠদেশের উল্লেখ করা হয়েছে। –(কুরতুবী)

আলোচ্য আয়াতের মাধ্যমে ইসলামি শরিয়ত এই প্রথার দ্বিবিধ সংস্কার সাধন করেছেন। প্রথমত ঃ স্বয়ং যেহারের প্রথাকেই অবৈধ ও গোনাহ সাব্যস্ত করেছে এবং বলেছে যে, স্বামী-স্ত্রীর বিচ্ছেদ কাম্য হলে তার বৈধ পন্থা হচ্ছে তালাক। সেটা অবলম্বন করা দরকার। যেহারকে একাজের জন্যে ব্যবহার করা উচিত নয়। কেননা স্ত্রীকে মাতা বলে দেওয়া একটা অসার ও মিথ্যা বাক্য। কুরআন পাকে বলা হয়েছে ঃ مَا هُنَّ اُمَّهٰتِهِمْ اِنْ اُمَّهٰتُهُمْ اِلَّا الّٰٓئِيْ وَلَدْنَهُمْ অর্থাৎ তাদের এই অসার উক্তির কারণে স্ত্রী মাতা হয়ে যায় না। মাতা তো সে-ই যার পেট থেকে ভূমিষ্ঠ হয়েছে ঃ এরপর বলেছে ঃ

وَاِنَّهُمْ لَيَقُوْلُوْنَ مُنْكَرًا مِّنَ الْقَوْلِ وَزُوْرًا

অর্থাৎ তাদের এই উক্তি মিথ্যা এবং পাপও। কারণ বাস্তব ঘটনার বিপরীতে স্ত্রীকে মাতা বলছে।

দ্বিতীয় সংস্কার এই করেছে যে, যদি কোনো মূর্খ অর্বাচীন ব্যক্তি এরূপ করেই বসে, তবে এই বাক্যের কারণে ইসলামি শরিয়তে স্ত্রী চিরতরে হারাম হবে না। কিন্তু এই বাক্য বলার পর স্ত্রীকে পূর্ববৎ ভোগ করার অধিকারও তাকে দেওয়া হবে না বরং তাকে জরিমানাস্বরূপ কাফ্ফারা আদায় করতে হবে। সে যদি এই উক্তি প্রত্যাহার করতে চায় এবং পূর্বের ন্যায় স্ত্রীকে ব্যবহার করতে চায়, তবে কাফ্ফারা আদায় করে পাপের প্রায়শ্চিত্ত করবে। কাফ্ফারা আদায় না করলে স্ত্রী হালাল হবে না।

وَالَّذِيْنَ يُظٰهِرُوْنَ مِنْ نِّسَائِهِمْ ثُمَّ يَعُوْدُوْنَ لِمَا قَالُوْا আয়াতের অর্থ তাই। এখানে لِمَا قَالُوْا শব্দটি عَمَّا قَالُوْا শব্দের অর্থে। ব্যবহৃত হয়েছে। অর্থাৎ তারা আপন উক্তি প্রত্যাহার করে। হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) يَعُوْدُوْنَ শব্দের অর্থ করেন يَنْدَمُوْنَ অর্থাৎ একথা বলার পর তারা অনুতপ্ত হয় এবং স্ত্রীর সাথে মেলামেশা করতে চায়। -[মাযহারী]

এই আয়াত থেকে আরও জানা গেল যে, স্ত্রীর সাথে মেলামেশা হালাল হওয়ার উদ্দেশ্যেই কাফ্ফারা ওয়াজিব হয়েছে। খোদ যেহার কাফ্ফারার কারণ নয়। বরং যেহার করা এমন গোনাহ যার কাফ্ফারা হচ্ছে তওবা ও ক্ষমা প্রার্থনা করা। আয়াত শেষে وَاِنَّ اللّٰهَ لَعَفُوٌّ غَفُوْرٌ বলে এদিকে ইঙ্গিত করা হয়েছে। তাই কোনো ব্যক্তি যদি যেহার করার পর স্ত্রীর সাথে মেলামেশা করতে না চায়, তবে কোনো কাফ্ফারা দিতে হবে না। তবে স্ত্রীর অধিকার ক্ষুণ্ন করা না জায়েজ। স্ত্রী দাবি করলে কাফ্ফারা আদায় করে মেলামেশা করা অথবা তালাক দিয়ে মুক্ত করা ওয়াজিব। স্বামী স্বেচ্ছায় এরূপ না করলে স্ত্রী আদালতে রুজু হয়ে স্বামীকে এরূপ করতে বাধ্য করতে পারে।

فَتَحْرِيْرُ رَقَبَةٍ : অর্থাৎ যেহারের কাফ্ফারা এই যে, একজন দাস অথবা দাসীকে মুক্ত করবে। এরূপ করতে সক্ষম না হলে একাদিক্রমে দুই মাস রোজা রাখবে। রোগ-ব্যাধি কিংবা দুর্বলতাবশতঃ এতগুলো রোজা রাখতেও সক্ষম না হলে সাত জন মিসকিনকে জনপ্রতি একজনের ফিতরা পরিমাণ গম কিংবা তার মূল্য দিলেও চলবে। আমাদের প্রচলিত ওজনে একজনের ফিতরার পরিমাণ হচ্ছে পৌনে দু'সের গম।

যেহারের বিস্তরিত বিধান ও কাফ্ফারার মাস'আলা ফিকহর কিতাবসমূহে দ্রষ্টব্য। হাদীসে আছে, খাওলা বিনতে সা'লাবার ফরিয়াদের পরিপ্রেক্ষিতে যখন আলোচ্য আয়াতসমূহে যেহারের বিধান অবতীর্ণ হলো তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ তার স্বামীকে ডাকলেন। দেখা গেল যে, সে একজন ক্ষীণ দৃষ্টিসম্পন্ন বৃদ্ধ লোক। তিনি তাকে আয়াত ও কাফ্ফারার বিধান শুনিয়ে বললেন : একজন দাস অথবা দাসী মুক্ত করে দাও। সে বলল : একজন দাস ক্রয় করে মুক্ত করার মতো আর্থিক সঙ্গতি আমার নেই। তিনি বললেন : তা হলে ধারাবাহিক দুই মাস রোজা রাখ। সে বলল : সেই আল্লাহর কসম, যিনি আপনাকে সত্য নবী করেছেন– আমার অবস্থা এই যে, আমি দিনে দু'তিন বার আহার না করলে দৃষ্টিশক্তি সম্পূর্ণ লোপ পায়। তিনি বললেন : তা হলে ষাটজন মিসকীনকে আহার করাও। সে আরজ করল : আপনি সাহায্য না করলে এরূপ করার সমর্থ্যও আমার নেই। অগত্যা রাসূলুল্লাহ ﷺ তাকে কিছু গম দিলেন এবং অন্যরাও কিছু গম চাঁদা তুলে এনে দিল। এভাবে ষাটজন মিসকিনকে ফিতরার পরিমাণে গম দিয়ে কাফ্ফারা আদায় করা হলো। –[ইবনে কাসীর]

https://e-ilm.weebly.com/

ذٰلِكَ لِتُؤْمِنُوْا بِاللّٰهِ وَرَسُوْلِهٖ وَتِلْكَ حُدُوْدُ اللّٰهِ وَلِلْكٰفِرِيْنَ عَذَابٌ اَلِيْمٌ : এই আয়াতে ঈমান বলে শরিয়ত ও বিধানাবলি পালন বোঝানো হয়েছে। বলা হয়েছে ঃ কাফ্ফারা ইত্যাদির বিধান আল্লাহর নির্ধারিত সীমা। এই সীমা ডিঙানো হারাম। এতে ইঙ্গিত আছে যে, ইসলাম বিবাহ, তালাক, যেহার ও অন্যান্য সব ব্যাপারে মূর্খতা যুগের প্রথা-পদ্ধতি বিলোপ করে সুষম ও বিশুদ্ধ পদ্ধতি শিক্ষা দিয়েছে। তোমরা এগুলোর উপর প্রতিষ্ঠিত থাক। যারা এসব সীমা মানে না তারা কাফের, তাদের জন্যে যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি আছে।

اِنَّ الَّذِيْنَ يُحَآدُّوْنَ اللّٰهَ وَرَسُوْلَهٗ كُبِتُوْا كَمَا كُبِتَ الَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِهِمْ : পূর্ববর্তী আয়াতে আল্লাহর সীমা ও ইসলামের বিধানাবলি পালন করার তাকীদ ছিল। এই আয়াতে বিরুদ্ধাচরণকারীদের প্রতি শাস্তির সতর্কবাণী উচ্চারিত হয়েছে। এতে পার্থিব লাঞ্ছনা ও উদ্দেশ্যে ব্যর্থতা এবং পরকালে কঠোর শাস্তি বর্ণিত হয়েছে।

اَحْصٰىهُ اللّٰهُ وَنَسُوْهُ : এতে হুশিয়ার করা হয়েছে যে, মানুষ দুনিয়াতে পাপাচার করে যায় এবং তা তার স্মরণও থাকে না। স্মরণ না থাকার কারণ হচ্ছে একে মোটেই গুরুত্ব না দেওয়া। কিন্তু তার সব পাপাচার আল্লাহর কাছে লিখিত আছে। আল্লাহ তা'আলার সব স্মরণ আছে। এজন্যে আজাব হবে।

শানে নুযূল : উপরিউক্ত আয়াতসমূহ অবতরণের কারণ কয়েকটি ঘটনা (এক) ইহুদি ও মুসলমানদের মধ্যে শান্তিচুক্তি ছিল। কিন্তু ইহুদিরা যখন কোনো মুসলমানকে দেখত, তখন তার চিন্তাধারাকে বিক্ষিপ্ত করার উদ্দেশ্যে পরস্পরে কানাকানি শুরু করে দিত। মুসলমান ব্যক্তি মনে করত যে, তার বিরুদ্ধে কোনো চক্রান্ত করা হচ্ছে। রাসূলুল্লাহ ﷺ ইহুদিদেরকে এরূপ করতে নিষেধ করা সত্ত্বেও তারা বিরত হলো না। এর পরিপ্রেক্ষিতে اَلَمْ تَرَ اِلَى الَّذِيْنَ আয়াত অবতীর্ণ হয়।

(দুই) মুনাফিকরাও এমনিভাবে পরস্পরে কানাকানি করত। এর পরিপ্রেক্ষিতে اِذَا تَنَاجَيْتُمْ فَلَا تَتَنَاجَوْا আয়াত নাজিল হলো। (তিন) ইহুদিরা রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর কাছে উপস্থিত হলে দুষ্টুমির ছলে اَلسَّلَامُ عَلَيْكُمْ বলার পরিবর্তে اَلسَّامُ عَلَيْكُمْ বলত। سَامٌ শব্দের অর্থ মৃত্যু। (চার.) মুনাফিকরাও এমনিভাবে বলত। উভয় ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে وَاِذَا جَآءُوْكَ حَيَّوْكَ الخ আয়াত অবতীর্ণ হয়। ইবনে-কাসীর ইমাম আহমদ (রহ.) থেকে আরও বর্ণনা করেন যে, ইহুদিরা এভাবে সালাম করে চুপিসারে বলত ঃ

لَوْلَا يُعَذِّبُنَا اللّٰهُ بِمَا نَقُوْلُ - অর্থাৎ আমাদের এই গোনাহের কারণে আল্লাহ আমাদেরকে শাস্তি দেন না কেন? (পাঁচ) একবার রাসূলুল্লাহ ﷺ মসজিদে সুফ্ফায় অবস্থানরত ছিলেন। মসজিদে অনেক লোক সমাগম ছিল। বদর যুদ্ধে অংশগ্রহণকারী কয়েকজন সাহাবী সেখানে উপস্থিত হয়ে স্থান পেলেন না। মজলিসের লোকজনও চেপে চেপে বসে স্থান করে দিল না। রাসূলুল্লাহ ﷺ এই নির্বিকার দৃশ্য দেখে কয়েকজন লোককে মজলিস থেকে উঠে যাওয়ার আদেশ দিলেন। মুনাফিকরা 'এটা কেমন ইনসাফ' বলে আপত্তি জানাল। রাসূলুল্লাহ ﷺ আরও বললেন ঃ আল্লাহ তার প্রতি রহম করুন, যে আপন ভাইয়ের জন্যে জায়গা খালি করে দেয়।

এরপর লোকেরা জায়গা খালি করে দিল। এর পরিপ্রেক্ষিতে يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْۤا اِذَا قِيْلَ لَكُمْ আয়াত অবতীর্ণ হয়। -(ইবনে-কাসীর) রেওয়ায়েতের সমষ্টি থেকে জানা যায় যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ প্রথমে জায়গা খালি করে দেওয়ার কথা বলে থাকবেন। কেউ কেউ খালি করে দিল, যা পর্যাপ্ত ছিল না এবং কেউ কেউ খালি করল না। তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ তাদেরকে উঠে যেতে বলেছেন, যা মুনাফিকদের মনঃপুত হয়নি। (ছয়) কোনো কোনো বিত্তশালী লোক রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর কাছে উপস্থিত হয়ে দীর্ঘক্ষণ পর্যন্ত কানকথা বলত। ফলে নিঃস্ব মুসলমানগণ কথাবার্তা বলে উপকৃত হওয়ার সময় কম পেত। রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর কাছেও ধনীদের দীর্ঘক্ষণ বসে কানকথা অপছন্দনীয় ছিল। এর পরিপ্রেক্ষিত اِذَا نَاجَيْتُمُ الرَّسُوْلَ الخ আয়াত অবতীর্ণ হয়। ফতহুল বয়ানে বর্ণিত আছে-ইহুদি ও মুনাফিকরা রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর কাছে অনাবশ্যক কানকথা বলত। মুসলমানগণ কোনো ক্ষতিকর বিষয় সম্পর্কে কানকথা হচ্ছে ধারণা করে তা পছন্দ করত না। ফলে তাদেরকে নিষেধ করা হয়, যা نُهُوْا عَنْهُ বাক্যে বিধৃত হয়েছে। কিন্তু যখন তারা বিরত হলো না, তখন اِذَا نَاجَيْتُمُ الرَّسُوْلَ আয়াত অবতীর্ণ হলো। এর ফলশ্রুতিতে বাতিলপন্থিরা কানাকানি করা থেকে বিরত হয়। কারণ অর্থ প্রীতির কারণে সদকা প্রদান করা তাদের জন্যে কষ্টকর ছিল।

https://e-ilm.weebly.com/

ﷺ যখন রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর কাছে কানকথা বলার পূর্বে সদকা প্রদান করার আদেশ হলো, তখন অনেকে জরুরি কথাও বন্ধ করে দিল। এর পরিপ্রেক্ষিতে .... ءَاَشْفَقْتُمْ আয়াত নাজিল হলো। হযরত মাওলানা আশরাফ আলী থানভী (র.) বলেন ঃ সদকা প্রদান করার আদেশে পূর্ব থেকেও فَاِنْ لَّمْ تَجِدُوْا আয়াত অসমর্থ লোকদের বেলায় আদেশ শিথিল করা হয়েছিল। কিন্তু কিছু সংখ্যাক লোক সম্পূর্ণ অসমর্থও ছিল না এবং পুরোপুরি বিত্তশালীও ছিল না। কম সামর্থ্য এবং অক্ষমতার ব্যাপারে সন্দেহের কারণে সম্ভবতঃ তাদের জন্যেই সদকা প্রদান করা কষ্টকর হয়েছিল। তাই তারা সদকা প্রদান করতে পারেনি এবং নিজেদেরকে আদেশের আওতা বহির্ভূতও মনে করেনি। আর কানকথা বলা ইবাদতও ছিল না যে, এটা ত্যাগ করলে নিন্দার পাত্র হয়ে যাবে। তাই তার কানকথা বলা বন্ধ করেছিল। -(সবগুলো রেওয়ায়েতই দুররে-মানসূরে বর্ণিত আছে।) অবতরণের এসব হেতু জানার ফলে আয়াতসমূহের তাফসীর বোঝা সহজ হবে। -(বয়ানুল কুরআন)

❖ আলোচ্য আয়াতসমূহ শানে-নুযূলে বর্ণিত বিশেষ ঘটনাবলির পরিপ্রেক্ষিতে অবতীর্ণ হলেও কুরআনি নির্দেশসমূহ ব্যাপক হয়ে থাকে। এগুলোতে আকায়েদ, ইবাদত, পারস্পরিক লেন-দেন ও সামাজিকতার যাবতীয় বিধি-বিধান বিদ্যমান থাকে। আলোচ্য আয়াতসমূহেও পারস্পরিক কানাকানি ও পরামর্শ সম্পর্কে এমনি ধরনের কতিপয় বিধান আছে।

গোপন পরামর্শ সম্পর্কে একটি নির্দেশ ঃ গোপন পরামর্শ সাধারণতঃ বিশেষ অন্তরঙ্গ বন্ধুদের মধ্যে হয়ে থাকে, যাদের ব্যাপারে নিশ্চিত হওয়া যায় যে, তারা এই গোপন রহস্য কারও কাছে প্রকাশ করবে না। তাই এরূপ ক্ষেত্রে কারও প্রতি জুলুম করা, কাউকে হত্যা করা, কারও বিষয়-সম্পত্তি অধিকার করা ইত্যাদি বিষয়েরও পরিকল্পনা করা হয়। আল্লাহ তা'আলা আলোচ্য আয়াতসমূহে বলেছেন যে, আল্লাহর জ্ঞান সমগ্র বিশ্বজগতকে পরিবেষ্টিত। তোমরা যেখানে যত আত্মগোপন করেই পরামর্শ কর, আল্লাহ তা'আলা তাঁর জ্ঞান, শ্রবণ ও দৃষ্টির দিক দিয়ে তোমাদের কাছে থাকেন এবং তোমাদের প্রত্যেক কথা শুনেন, দেখেন ও জানেন। যদি তাতে কোনো পাপ কাজ কর, তবে শাস্তির কবল থেকে রেহাই পাবে না। এতে বলা উদ্দেশ্য তো এই যে, তোমরা যতই কম বা বেশি মানুষের সাথে পরামর্শ ও কানাকানি কর না কেন, আল্লাহ তা'আলা তোমাদের মধ্যে বিদ্যমান থাকেন। উদাহরণস্বরূপ তিন ও পাঁচের সংখ্যা উল্লেখ করে বলা হয়েছে যে, যদি তোমরা তিন জনে পরামর্শ কর, তবে বুঝে নাও যে, চতুর্থজন আল্লাহ তা'আলা সেখানে বিদ্যমান আছেন। আর যদি পাঁচ জনে পরামর্শ কর, তবে ষষ্ঠ জন আল্লাহ তা'আলা বিদ্যমান আছেন। তিন ও পাঁচের সংখ্যা বিশেষভাবে উল্লেখ করার মধ্যে সম্ভবতঃ ইঙ্গিত আছে যে, দলের জন্যে আল্লাহর কাছে বেজোড় সংখ্যা পছন্দনীয়। مَايَكُوْنُ مِنْ نَّجْوٰى ثَلٰثَةٍ আয়াতের সারমর্ম তাই।

কানাকানি ও পরামর্শ সম্পর্কে একটি নির্দেশ ঃ اَلَمْ تَرَ اِلَى الَّذِيْنَ نُهُوْا عَنِ النَّجْوٰى –শানে নুযূলের ঘটনায় বলা হয়েছে, ইহুদি ও রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর মধ্যে শান্তিচুক্তি সম্পাদিত হওয়ার পর তারা প্রকাশ্যে মুসলমানদের বিরুদ্ধে কোনো তৎপরতা চালাতে পারত না। কিন্তু ইসলাম ও মুসলমানদের বিরুদ্ধে অন্তর্নিহিত জিঘাংসা চরিতার্থ করার এক পদ্ধতি তারা আবিষ্কার করেছিল। তা এই যে, তারা যখন সাহাবীগণের মধ্যে থেকে কাউকে কাছে আসতে দেখত, তখন পারস্পরিক কানাকানি ও গোপন পরামর্শের আকারে জটলা সৃষ্টি করত এবং আগন্তুক মুসলমানের দিকে কিছু ইশারা-ইঙ্গিত করত। ফলে আগন্তুক ধারণা করত যে, তার বিরুদ্ধেই কোনো ষড়যন্ত্র করা হচ্ছে। এতে সে উদ্বিগ্ন না হয়ে পারত না। রাসূলুল্লাহ ﷺ ইহুদিদেরকে এরূপ কানাকানি করতে নিষেধ করে দেন। نُهُوْا عَنِ النَّجْوٰى বাক্যে এই নিষেধাজ্ঞাই বর্ণিত হয়েছে। এই নিষেধাজ্ঞার ফলে মুসলমমানদের জন্যেও আইন হয়ে যায় যে, তারাও পরস্পরে এনভাবে কানাকানি ও পরামর্শ করবে না, যা দ্বারা অন্য মুসলমান মানসিক কষ্ট পেতে পারে।

বোখারী ও মুসলিমে বর্ণিত হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা.)-এর রেওয়ায়েতে রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেন :

اِذَا كُنْتُمْ ثَلَاثَةً فَلَا يَتَنَاجَا رَجُلَانِ دُوْنَ الْاٰخَرِ حَتّٰى يَخْتَلِجُوْا بِالنَّاسِ فَاِنَّ ذَالِكَ يُحْزِنُهُ -

অর্থাৎ যেখানে তোমরা তিন জন একত্রিত সেখানে দুই জন তৃতীয় জনকে ছেড়ে পরস্পরে কানাকানি ও গোপন কথাবার্তা বলবে না, যে পর্যন্ত আরও লোক না এসে যায়। কারণ এতে সে মনঃক্ষুণ্ন হবে, সে নিজেকে পর বলে ভাববে এবং তার বিরুদ্ধেই কথাবার্তা হচ্ছে বলে সে সন্দেহ করবে। −(মাযহারী)

https://e-ilm.weebly.com/

يَٰٓأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوٓا إِذَا تَنَاجَيْتُمْ فَلَا تَتَنَاجَوْا بِالْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَمَعْصِيَتِ الرَّسُولِ وَتَنَاجَوْا بِالْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ

পূর্ববর্তী আয়াতসমূহে কাফেরদেরকে অবৈধ কানাকানির কারণে হুশিয়ার করা হয়েছিল। আলোচ্য আয়াতে মুসলমানদেরকে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে যে, আল্লাহ তা'আলা সব অবস্থা ও কথাবার্তা জানেন, তারা যেন তাদের কানাকানি ও পরামর্শের মধ্যে এ বিষয়ের প্রতি লক্ষ্য রাখে। এই লক্ষ্য রাখার সাথে তারা যেন চেষ্টা করে যাতে তাদের পরামর্শ ও কানকথার মধ্যে পাপাচার, জুলুম অথবা শরিয়ত বিরুদ্ধ কোনো প্রসঙ্গ না থাকে; বরং সৎকাজের জন্যেই যেন তারা পরস্পরে পরামর্শ করে।

কাফেররা দুষ্টুমি করলেও নম্র ও ভদ্রসুলভ প্রতিরোধের নির্দেশ : পূর্ববর্তী আয়াতসমূহে ইহুদি মুনাফিকদের এই দুষ্টুমি উল্লেখ করা হয়েছে যে, তারা রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর কাছে উপস্থিত হয়ে اَلسَّلَامُ عَلَيْكُمْ বলার পরিবর্তে اَلسَّامُ عَلَيْكُمْ বলতো। سَامٌ শব্দের অর্থ মৃত্যু। উচ্চারণে তেমন পার্থক্য না থাকায় মুসলমানদের দৃষ্টিতে তা সহজে ধরা পড়ত না। একদিন হযরত আয়েশা (রা.)-এর উপস্থিতিতে যখন তারা اَلسَّامُ عَلَيْكُمْ বলল, তখন হযরত আয়েশা (রা.) উত্তরে বললেন : اَلسَّامُ عَلَيْكُمْ وَلَعَنَكُمُ اللّٰهُ وَغَضِبَ عَلَيْكُمْ অর্থাৎ তোমাদের মৃত্যু হোক এবং তোমরা অভিশপ্ত ও আল্লাহর গজবে পতিত হও। রাসূলুল্লাহ ﷺ হযরত আয়েশা (রা.)-কে এরূপ জওয়াব দিতে নিষেধ করে বললেন : আল্লাহ তা'আলা অশ্লীল কথাবার্তা পছন্দ করেন না। তোমার উচিত কটুকথা পরিহার করা এবং নম্রতা অবলম্বন করা। হযরত আয়েশা (রা.) আরজ করলেন : ইয়া রাসূলাল্লাহ! আপনি কি শুনেন নি ওরা আপনাকে কি বলেছে? তিনি বললেন : হ্যাঁ, শুনেছি এবং এর সমান প্রতিশোধও নিয়েছি। আমি উত্তরে বলেছি : عَلَيْكُمْ অর্থাৎ তোমরা ধ্বংস হও। এটা জানা কথা যে, তাদের দোয়া কবুল হবে না এবং আমার দোয়া কবুল হবে। কাজেই তাদের দুষ্টুমির প্রত্যুত্তর হয়ে গেছে। –[মাযহারী]

মজলিসের কতিপয় শিষ্টাচার : يَٰٓأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوٓا إِذَا قِيلَ لَكُمْ تَفَسَّحُوا فِي الْمَجَالِسِ فَافْسَحُوا মুসলমানদের সাধারণ মজলিসসমূহের বিধান এই যে, কিছু লোক পরে আগমন করলে উপবিষ্টরা তাদের বসার জায়গা করে দিবে এবং চেপে চেপে বসবে। এরূপ করলে আল্লাহ তা'আলা তাদের জন্যে প্রশস্ততা সৃষ্টি করবেন বলে ওয়াদা করেছেন। এই প্রশস্ততা পরকালে তো প্রকাশ্যই, সাংসারিক জীবিকায় এই প্রশস্ততা হলেও তাতে আশ্চর্যের কিছু নেই।

এই আয়াতে মজলিসের শিষ্টাচার সম্পর্কিত দ্বিতীয় নির্দেশ এই : وَإِذَا قِيلَ انْشُزُوا فَانْشُزُوا অর্থাৎ যখন তোমাদের কাউকে মজলিস থেকে উঠে যেতে বলা হয়, তখন উঠে যাও। আয়াতে কে বলবে, তার উল্লেখ নেই। তবে সহীহ হাদীস থেকে জানা যায় যে, স্বয়ং আগন্তুক ব্যক্তি নিজের জন্যে জায়গা করার উদ্দেশ্যে কাউকে তার জায়গা থেকে উঠিয়ে দিলে তা জায়েজ হবে না। হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে ওমর (রা.) বর্ণিত রেওয়ায়েতে রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন : لَا يُقِيمُ الرَّجُلُ الرَّجُلَ مِنْ مَجْلِسِهٖ فَيَجْلِسُ فِيهِ وَلٰكِنْ تَفَسَّحُوا وَتَوَسَّعُوا

অর্থাৎ একজন অপরজনকে দাঁড় করিয়ে তার জায়গায় বসবে না। বরং তোমরা চেপে বসে আগন্তুকের জন্যে জায়গা করে দাও।– (বোখারী, মুসলিম, মুসনাদে আহমদ, ইবনে-কাসীর)।

এ থেকে বোঝা গেল যে, কাউকে তার জায়গা থেকে উঠে যাওয়ার জন্য বলা স্বয়ং আগন্তুকের জন্য জায়েজ নয়। কাজেই একথা সভাপতি অথবা সভার ব্যবস্থাপকমণ্ডলী বলতে পারে। অতএব আয়াতের উদ্দেশ্য এই : যদি সভাপতি অথবা তাঁর নিযুক্ত ব্যবস্থাপক মণ্ডলী কাউকে তার জায়গা থেকে উঠে যেতে বলে, তবে উঠে যাওয়াই মজলিসের শিষ্টাচার। কারণ মাঝে মাঝে স্বয়ং সভাপতি কোনো প্রয়োজনে একান্তে থাকতে চায়; কিংবা বিশেষ লোকদের সাথে গোপন কথা বলতে চায়; কিংবা পরে আগমনকারীদের জন্য একমাত্র ব্যবস্থা এরূপ থাকতে পারে যে, কিছু জানা শোনা লোককে উঠিয়ে দিয়ে আগন্তুকদেরকে সুযোগ দেওয়া। যাদেরেক উঠানো হবে, তারা হয়ত অন্য সময়ও মজলিসে বসে উপকৃত হতে পারবে।

তবে সভাপতি ও ব্যবস্থাপকদের অবশ্য কর্তব্য হবে এমনভাবে উঠে যেতে বলা, যাতে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি লজ্জিত না হয় এবং তার মনে কষ্ট না লাগে।

যে ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে আয়াতটি নাজিল হয়েছে, তা এই : রাসূলুল্লাহ ﷺ সুফ্ফা মসজিদে অবস্থানরত ছিলেন। মসজিদ জনাকীর্ণ ছিল। পরে কয়েকজন প্রধান সাহাবী সেখানে আগমন করেন। তাঁরা বদর যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেছিলেন বিধায় অধিক সম্মানের পাত্র ছিলেন। কিন্তু জায়গা না থাকার কারণে বসার সুযোগ পেলেন না। তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ প্রথমে

https://e-ilm.weebly.com/

সবাইকে চেপে বসে জায়গা করে দেওয়ার আদেশ দিলেন। কোনো কোনো সাহাবীকে উঠে যেতেও বললেন। যাদেরকে উঠালেন, তারা হয়তো এমন লোক ছিলেন, যারা সর্বক্ষণ মজলিসে হাজির থাকতে পারেন। কাজেই তাদের উঠে যাওয়া তেমন ক্ষতিকর ছিল না। অথবা রাসূলুল্লাহ ﷺ যখন চেপে বসতে আদেশ করলেন, তখন কেউ কেউ এই আদেশ পালন করেনি। তাদেরকে শিক্ষা দেওয়ার জন্য মজলিস থেকে উঠে যেতে বললেন।

মোটকথা, আলোচ্য আয়াত ও উল্লিখিত হাদীস থেকে মজলিসের কয়েকটি শিষ্টাচার জানা গেল। এক. মজলিসে উপস্থিত লোকদের উচিত পরে আগমনকারীদের জন্য জায়গা করে দেওয়া। দুই. যারা পরে আগমন করে, তারা কাউকে তার জায়গা থেকে উঠিয়ে দিতে পারবে না। তিন. প্রয়োজন মনে করলে সভাপতি কিছু লোককে মজলিস থেকে উঠিয়ে দিতে পারেন। আরও কতিপয় হাদীস দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, পরে আগমনকারীরা প্রথম থেকে উপবিষ্ট লোকদের ভেতরে অনুপ্রবেশ না করে শেষ প্রান্তে বসে যাবে। সহীহ্ বুখারীর এক হাদীসে তিনজন আগন্তুকের বর্ণনা আছে। তাদের মধ্যে একজন মজলিসে জায়গা না পেয়ে এক প্রান্তে বসে যায়। রাসূলুল্লাহ ﷺ তাঁর প্রশংসা করেন।

মাস'আলা : মজলিসের অন্যতম শিষ্টাচার এই যে, দুই উপবিষ্ট ব্যক্তির মাঝখানে তাদের অনুমতি ব্যতীত বসা যাবে না। কেননা তাদের একত্রে বসার মধ্যে কোনো বিশেষ উপযোগিতা থাকতে পারে। আবূ দাউদ ও তিরমিযীতে বর্ণিত ওসামা ইবনে যায়েদ (রা.) বর্ণিত রেওয়ায়েতে রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন : لَا يَحِلُّ لِرَجُلٍ اَنْ يُفَرِّقَ بَيْنَ اثْنَيْنِ اِلَّا بِاِذْنِهِمَا অর্থাৎ একত্রে উপবিষ্ট দুই ব্যক্তির মধ্যে তাদের অনুমতি ব্যতীত ব্যবধান সৃষ্টি করা তৃতীয় কোনো ব্যক্তির জন্য হালাল নয়। –[ইবনে কাসীর]

يٰاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْٓا اِذَا نَاجَيْتُمُ الرَّسُوْلَ : রাসূলুল্লাহ ﷺ জনশিক্ষা ও জন-সংস্কারের কাজে দিবারাত্র মশগুল থাকতেন। সাধারণ মজলিসসমূহে উপস্থিত লোকজন তাঁর অমিয়বাণী শুনে উপকৃত হতো। এই সুবাদে কিছু লোক তাঁর সাথে আলাদাভাবে গোপন কথাবার্তা বলতে চাইলে তিনি সময় দিতেন। বলাবাহুল্য প্রত্যেক ব্যক্তিকে আলাদা সময় দেওয়া যেমন সময়সাপেক্ষ, তেমনি কষ্টকর ব্যাপার। এতে মুনাফিকদের কিছু দুষ্টামিও শামিল হয় গিয়েছিল। তারা খাঁটি মুসলমানদের ক্ষতি সাধনের উদ্দেশ্যে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর কাছে একান্তে গমন ও গোপন কথা বলার সময় চাইত এবং দীর্ঘক্ষণ পর্যন্ত বথাবার্তা বলত। কিছু অজ্ঞ মুসলমানও স্বভাবগত কারণে কথা লম্বা করে মজলিসকে দীর্ঘায়িত করত। রাসূলুল্লাহ ﷺ এর এই বোঝা হালকা করার জন্যে আল্লাহ তা'আলা প্রথমে এই আদেশ অবতীর্ণ করলেন যে, যারা রাসূলের সাথে একান্তে কানকথা বলতে চায়, তারা প্রথমে কিছু সদকা প্রদান করবে। কুরআনে এই সদকার পরিমাণ বর্ণিত হয়নি। কিন্তু আয়াত নাজিল হওয়ার পর হযরত আলী (রা.) সর্বপ্রথম একে বাস্তবায়িত করেন। তিনি এক দীনার সদকা প্রদান করে রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর কাছ থেকে একান্তে কথা বলার সময় নেন।

একমাত্র হযরত আলী (রা.) ই আদেশটি বাস্তবায়িত করেন, এরপর তা রহিত হয়ে যায় এবং আর কেউ বাস্তবায়নের সুযোগ পাননি ঃ আশ্চর্যের বিষয়, আদেশটি জারি করার পর খুব শীঘ্রই রহিত করে দেওয়া হয়। কারণ এর ফলে সাহাবায়ে কেরামের মধ্যে অনেকেই অসুবিধার সম্মুখীন হন। হযরত আলী প্রায়ই বলতেনঃ কুরআনে একটি আয়াত এমন আছে, যা আমাকে ছাড়া কেউ বাস্তবায়ন করেনি– আমার পূর্বেও না এবং আমার পরেও কেউ করবে না। পূর্বে বাস্তবায়ন না করার কারণ তো জানা। পরে বাস্তবায়ন না করার কারণ এই যে, আয়াতটি রহিত হয়ে গেছে। বলাবাহুল্য, আগে সদকা প্রদান করার আলোচ্য আয়াতই সেই আয়াত। –(ইবনে কাসীর)

আদেশটি রহিত হয়ে গেছে ঠিক; কিন্তু এর ইঙ্গিত লক্ষ্য এভাবে অর্জিত হয়েছে যে, মুসলমানগণ তো আন্তরিক মহব্বতের তাগিদেই এরূপ মজলিস দীর্ঘায়িত করা থেকে বিরত হয়ে গেল এবং মুনাফিকরা যখন দেখল যে, সাধারণ মুসলমানদের কর্মপন্থার বিপরীতে এরূপ করলে তারা চিহ্নিত হয়ে যাবে এবং মুনাফেকি ধরা পড়বে, তখন তারা এ থেকে বিরত হয়ে গেল।

اَلَمْ تَرَ اِلَى الَّذِيْنَ تَوَلَّوْا قَوْمًا غَضِبَ اللّٰهُ عَلَيْهِمْ এসব আয়াতে আল্লাহ তা'আলা সেসব লোকের দুরবস্থা ও পরিণামে কঠোর শাস্তির কথা উল্লেখ করেছেন, যারা আল্লাহর শত্রু কাফেরদের সাথে বন্ধুত্ব রাখে। মুশরিক, ইহুদি, খ্রিস্টান অথবা অন্য যে কোনো প্রকার কাফেরের সাথে কোনো মুসলমানের বন্ধুত্ব রাখা জায়েজ নয়। এটা যুক্তিগতভাবে সম্ভবপরও নয়। কেননা

https://e-ilm.weebly.com/

মুমিনের আসল সম্পদ হচ্ছে আল্লাহর মহব্বত। কাফের আল্লাহর দুশমন। যার অন্তরে কারও প্রতি সত্যিকার মহব্বত ও বন্ধুত্ব আছে, তার শত্রুর প্রতিও মহব্বত ও বন্ধুত্ব রাখা তার পক্ষে কিছুতেই সম্ভবপর নয়। এ কারণেই কুরআন পাকের অনেক আয়াতে কাফেরদের সাথে বন্ধুত্বের কঠোর নিষেধাজ্ঞা সম্পর্কিত বিধি-বিধান ব্যক্ত হয়েছে এবং যে মুসলমান কাফেরদের সাথে আন্তরিক বন্ধুত্ব রাখে, তাকে কাফেরদেরই দলভুক্ত মনে করার শাস্তিবাণী উচ্চারিত হয়েছে। কিন্তু এসব বিধি-বিধান আন্তরিক বন্ধুত্বের সাথে সম্পৃক্ত।

কাফেরদের সাথে সদ্ব্যবহার, সহানুভূতি, শুভেচ্ছা, অনুগ্রহ, বাণিজ্যিক ও অর্থনৈতিক আদান-প্রদান করা বন্ধুত্বের অর্থের মধ্যে দাখিল নয়। এগুলো কাফেরদের সাথেও করা জায়েজ। রাসূলুল্লাহ ﷺ ও সাহাবায়ে কেরামের প্রকাশ্য কাজ-কারবার এর পক্ষে সাক্ষ্য দেয়। তবে এসব ব্যাপারে লক্ষ্য রাখা জরুরি যে, এগুলো যেন নিজ ধর্মের জন্যে ক্ষতিকর না হয়, ঈমান ও আমলে শৈথিল্য সৃষ্টি না করে এবং অন্যান্য মুসলমানদের জন্যেও ক্ষতিকর না হয়।

وَيَحْلِفُونَ عَلَى الْكَذِبِ –কোনো কোনো রেওয়ায়েতে আছে, এই আয়াত আব্দুল্লাহ ইবনে উবাই ও আব্দুল্লাহ ইবনে নাবতাল মুনাফিক সম্পর্কে অবতীর্ণ হয়েছে। একদিন রাসূলুল্লাহ ﷺ সাহাবায়ে কেরামের সাথে বসা ছিলেন, এমন সময় তিনি বললেন ঃ এখন তোমাদের কাছে এক ব্যক্তি আগমন করবে। তার অন্তর নিষ্ঠুর এবং সে শয়তানের চোখে দেখে। এর কিছুক্ষণ পরই আব্দুল্লাহ ইবনে নাবতাল আগমন করল। তার চক্ষু ছিল নীলাভ দেহাবয়ব বেঁটে, গোধূম বর্ণ এবং সে ছিল হালকা শ্মশ্রুমণ্ডিত। রাসূলুল্লাহ ﷺ তাকে বললেন ঃ তুমি এবং তোমার সঙ্গীরা আমাকে গালি দাও কেন? সে শপথ করে বলল ঃ আমি এরূপ করিনি। এরপর সে তার সঙ্গীদেরকেও ডেকে আনল এবং তারাও মিছেমিছি শপথ করল। আল্লাহ তা'আলা এই আয়াতে তাদের মিথ্যাচার প্রকাশ করে দিয়েছেন। –(কুরতুবী)

মুসলমানের আন্তরিক বন্ধুত্ব কাফেরের সাথে হতে পারে না ঃ لَا تَجِدُ قَوْمًا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ يُوَادُّونَ مَنْ حَادَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَلَوْ كَانُوا آبَاءَهُمْ الخ প্রথম আয়াতসমূহে কাফের ও মুশরিকদের সাথে বন্ধুত্বকারীদের প্রতি আল্লাহর গজব ও কঠোর শাস্তির বর্ণনা ছিল। এই আয়াতে তাদের বিপরীতে খাঁটি মুসলমানদের অবস্থা বর্ণিত হয়েছে যে, তারা আল্লাহর শত্রু অর্থাৎ কাফেরদের সাথে বন্ধুত্ব ও আন্তরিক সম্পর্ক রাখে না, যদিও সেই কাফের তাদের পিতা, পুত্র, ভ্রাতা অথবা নিকটাত্মীয়ও হয়।

সাহাবায়ে কেরাম (রা.) সবারই এই অবস্থা ছিল। এস্থলে তাফসীরবিদগণ অনেক সাহাবীর এমন ঘটনা বর্ণনা করেছেন, যাতে পিতা, পুত্র, ভ্রাতা প্রমুখের মুখ থেকে ইসলাম অথবা রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর বিরুদ্ধে কোনো কথা শুনে সব সম্পর্কচ্ছেদ করে দিয়েছেন, তাদেরকে শাস্তি দিয়েছেন এবং কতককে হত্যাও করেছেন।

একবার সাহাবী হযরত আব্দুল্লাহ (রা.)-এর সামনে তাঁর মুনাফিক পিতা আব্দুল্লাহ ইবনে উবাই রাসূলুল্লাহ ﷺ সম্পর্কে দৃষ্টতাপূর্ণ উক্তি করল। তিনি তৎক্ষণাৎ রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর কাছে এসে পিতাকে হত্যা করার অনুমতি চাইলেন। কিন্তু রাসূলুল্লাহ ﷺ তাঁকে অনুমতি দিলেন না। একবার হযরত আবূ বকর (রা.)-এর সামনে তাঁর পিতা আবূ কোহাফা রাসূলে কারীম ﷺ সম্পর্কে কিছু দৃষ্টতাপূর্ণ উক্তি করলে দয়ার প্রতীক হযরত আবূ বকর (রা.) ক্রোধান্বিত হয়ে পিতাকে সজোরে চপেটাঘাত করেন। ফলে আবূ কোহাফা মাটিতে লুটিয়ে পড়ে। খবর শুনে রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন : ভবিষ্যতে এরূপ করো না। হযরত আবূ ওবায়দা (রা.)-এর পিতা জাররাহ্ ওহুদ যুদ্ধে কাফেরদের সঙ্গী হয়ে মুসলমানদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে এসেছিল। যুদ্ধক্ষেত্রে সে বারবার হযরত আবূ ওবায়দা (রা.)-এর সামনে আসলে কিন্তু তিনি এড়িয়ে যেতেন। এরপরও যখন সে নিবৃত্ত হলো না এবং পুত্রকে হত্যা করার চেষ্টা অব্যাহত রাখল, তখন হযরত আবূ ওবায়দা (রা.) বাধ্য হয়ে পিতাকে হত্যা করলেন। সাহাবায়ে কেরাম কর্তৃক এ ধরনের আরও অনেক ঘটনা সংঘটিত হয়। এসব ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে আলোচ্য আয়াত অবতীর্ণ হয়। –[কুরতুবী]

মাসআলা ঃ পাপাসক্ত ফাসেক-ফাজের ও কার্যতঃ ধর্মবিমুখ মুসলমানদের বেলায়ও অনেক ফিকহবিদ এই বিধান রেখেছেন যে, তাদের সাথে আন্তরিক বন্ধুত্ব রাখা কোনো মুসলমানের পক্ষে জায়েজ হতে পারে না। কাজকর্মের প্রয়োজনে সহযোগিতা অথবা প্রয়োজন মাফিক সাহচর্য ভিন্ন কথা, যার মধ্যে ফিসক তথা পাপাসক্তির জীবাণু বিদ্যমান আছে, একমাত্র

https://e-ilm.weebly.com/

তার অন্তরেই কোনো ফাসেক ও পাপাসক্তের প্রতি বন্ধুত্ব ও ভালোবাসা থাকতে পারে। তাই রাসূলে কারীম ﷺ তাঁর দোয়ায় বলতেন ঃ لَا تَجْعَلْ لِفَاجِرٍ عَلَيَّ يَدًا অর্থাৎ হে আল্লাহ আমাকে কোনো পাপাসক্ত ব্যক্তির কাছে ঋণী করো না। অর্থাৎ তার কোনো অনুগ্রহ যেন আমার উপর না থাকে। কেননা সম্ভ্রান্ত মানুষ স্বভাবগত গুণের কারণে অনুগ্রহকারীর প্রতি বন্ধুত্ব ও ভালোবাসা রাখতে বাধ্য হয়। কাজেই ফাসেকদের অনুগ্রহ কবুল করা তাদের প্রতি মহব্বতের সেতু। রাসূলুল্লাহ ﷺ এই সেতু নির্মাণ থেকেও আশ্রয় প্রার্থনা করেছেন। -(কুরতুবী)

وَاَيَّدَهُمْ بِرُوْحٍ مِّنْهُ : এখানে কেউ কেউ রূহ-এর তাফসীর করেছেন নূর, যা মুমিন ব্যক্তি আল্লাহর পক্ষ থেকে প্রাপ্ত হয়। এই নূরই তার সৎকর্ম ও আন্তরিক প্রশান্তির উপায় হয়ে থাকে। বলাবাহুল্য, এই প্রশান্তি একটি বিরাট শক্তি। আবার কেউ কেউ রূহ-এর তাফসীর করেছেন কুরআন ও কুরআনের প্রমাণাদি। কারণ এটাই মুমিনের আসল শক্তি। –(কুরতুবী)

শব্দ বিশ্লেষণ :

قَدْ سَمِعَ : সীগাহ واحد مذكر غائب বহছ ماضى قريب معروف বাব سَمِعَ মাসদার سَمْعٌ মূলবর্ণ (س - م - ع) জিনস صحيح অর্থ– শুনেছেন।

تُجَادِلُ : সীগাহ واحد مؤنث غائب বহছ مضارع معروف বাব مُفَاعَلَةٌ মাসদার مُجَادَلَةٌ মূলবর্ণ (ج - د - ل) জিনস صحيح অর্থ– বাদানুবাদ করছিল।

تَشْتَكِيْ : সীগাহ واحد مؤنث غائب বহছ مضارع معروف বাব اِفْتِعَالٌ মাসদার اِشْتِكَاءٌ মূলবর্ণ (ش - ك - ى) জিনস ناقص يائى অর্থ– অভিযোগ করছিল।

تَحَاوُرَكُمَا : শব্দটি مصدر مجرور بالاضافة ضمير كما বাব تَفَاعُلٌ মূলবর্ণ (ح - و - ر) জিনস اجوف واوى অর্থ– তোমাদের কথাবার্তা।

تَحْرِيْرٌ : আজাদ করা। বাবে تَفْعِيْل -এর মাসদার। تَحْرِيْرِ وَلَد -এর উদ্দেশ্য হলো, শিশুকে আল্লাহর ইবাদতের জন্য সোপর্দ করা। ইসরাঈলী শরিয়তে এমনভাবে সোপর্দ করা বৈধ ছিল।

يَتَمَاسَّا : সীগাহ تثنيه مذكر غائب বহছ مضارع معروف বাব تَفَاعُلٌ মাসদার تَمَاسٌّ মূলবর্ণ (م - س - س) জিনস مضاعف ثلاثى অর্থ– পরস্পরকে স্পর্শ করে।

مُتَتَابِعَيْنِ : সীগাহ تثنيه مذكر বহছ اسم فاعل বাব تَفَاعُلٌ মাসদার تَتَابُعٌ মূলবর্ণ (ت - ب - ع) জিনস صحيح অর্থ– ধারাবাহিক।

اَحْصٰهُ : শব্দটি ضمير منصوب متصل ه সীগাহ واحد مذكر غائب বহছ ماضى معروف বাব اِفْعَالٌ মাসদার اِحْصَاءٌ মূলবর্ণ (ح - ص - ى) জিনস ناقص يائى অর্থ– তা রক্ষিত রেখেছেন।

نَسُوْهُ : শব্দটি ضمير منصوب متصل ه সীগাহ جمع مذكر غائب বহছ ماضى معروف বাব سَمِعَ মাসদার نِسْيَانٌ মূলবর্ণ (ن - س - ى) জিনস ناقص يائى অর্থ– তারা তা ভুলে গেছে।

نَجْوٰى : ইসম। নাকেরা। কানাঘুষা। اَلتَّنَاجِيُ মাসদারের অর্থে তথা কানাঘুষা করা। কানাকানি কথা বলা, কানে কানে, চুপিসারে কথা বলা।

يَتَنَاجَوْنَ : সীগাহ جمع مذكر غائب বহছ مضارع معروف বাব تَفَاعُلٌ মাসদার تَنَاجِيُ মূলবর্ণ (ن - ج - و) জিনস ناقص واوى অর্থ– তারা কানাঘুষা করে।

تَفَسَّحُوْا : সীগাহ جمع مذكر حاضر বহছ امر حاضر معروف বাব تَفَعُّلٌ মাসদার تَفَسُّحٌ মূলবর্ণ (ف - س - ح) জিনস صحيح অর্থ– তোমরা স্থান প্রশস্ত করে দাও।

https://e-ilm.weebly.com/

قَدِّمُوْا : সীগাহ جمع مذكر حاضر امر حاضر معروف বহছ امر حاضر معروف বাব تَفْعِيْل মাসদার تَقْدِيْمٌ মূলবর্ণ (ق - د - م) জিনস صحيح অর্থ– প্রদান কর।

اَشْفَقْتُمْ : সীগাহ جمع مذكر حاضر বহছ ماضى معروف বাব اِفْعَالٌ মাসদার اِشْفَاقٌ মূলবর্ণ (ش - ف - ق) জিনস صحيح অর্থ– তোমরা কষ্টকর মনে কর।

يُحَادُّوْنَ : সীগাহ جمع مذكر غائب বহছ مضارع معروف বাব مُفَاعَلَه মাসদার مُحَادَّةٌ মূলবর্ণ (ح – د – د) জিনস مضاعف ثلاثى অর্থ– বিরোধিতা করে।

كُبِتُوْا : সীগাহ جمع مذكر غائب বহছ ماضى مجهول বাব ضَرَبَ মাসদার كَبْتٌ মূলবর্ণ (ك - ب - ت) জিনস صحيح অর্থ– তারা লাঞ্ছিত হবে।

نُهُوْا : সীগাহ جمع مذكر غائب বহছ ماضى مجهول বাব سَمِعَ মাসদার نَهْىٌ মূলবর্ণ (ن – ه – ى) জিনস ناقص يائى অর্থ– নিষেধ করা হয়েছিল।

حَيَّوْكَ : সীগাহ جمع مذكر غائب বহছ ماضى معروف বাব تَفْعِيْل মাসদার تَحِيَّةٌ মূলবর্ণ (ح – ى – ى) জিনস لفيف مقرون অর্থ– তারা আপনাকে সালাম করে।

اُنْشُزُوْا : সীগাহ جمع مذكر حاضر বহছ امر حاضر معروف বাব نَصَرَ মাসদার نَشْزٌ মূলবর্ণ (ن – ش – ز) জিনস صحيح অর্থ- তোমরা উঠে পড়।

إِسْتَحْوَذَ : সীগাহ واحد مذكر غائب বহছ ماضى مطلق معروف বাব اِسْتِفْعَالٌ মাসদার اِسْتِحْوَاذٌ মূলবর্ণ (ح – و – ذ) জিনস اجوف واوى অর্থ– অধিপত্য বিস্তার করে।

عَشِيْرَةٌ : শব্দটি একবচন; বহুবচনে عشائر অর্থ- বংশধর।

يُوَادُّوْنَ : সীগাহ جمع مذكر غائب বহছ مضارع معروف বাব مُفَاعَلَة মাসদার مُوَادَّةٌ মূলবর্ণ (و - د - د) জিনস مضاعف ثلاثى অর্থ- তাঁরা বন্ধুত্ব স্থাপন করে নিবে।

اَيَّدَ : সীগাহ واحد مذكر غائب বহছ ماضى مطلق معروف বাব تَفْعِيْل মাসদার تَاْيِيْدٌ মূলবর্ণ (ء - ى - د) জিনস মুরাক্কাব (اجوف يائى এবং مهموز فاء) অর্থ- সাহায্য করা, শক্তিশালী করা।

বাক্য বিশ্লেষণ :

وَاللّٰهُ يَسْمَعُ تَحَاوُرَكُمَا اِنَّ اللّٰهَ سَمِيْعٌ بَصِيْرٌ : এখানে واو টি حاليه আর اللّٰهُ শব্দটি মুবতাদা। আর يَسْمَعُ বাক্যটি খবর। আর يَسْمَعُ ফে'ল তার উহ্য যমীর যা اللّٰهُ শব্দের দিকে ফিরেছে তা ফায়েল। আর تَحَاوُرَكُمَا হলো مفعول به এবং اِنَّ হলো হরফে মুশাব্বাহ বিল ফে'ল। اللّٰهَ শব্দটি اسم ان আর سَمِيْعٌ بَصِيْرٌ হলো خبر اِنَّ।

–[ই'রাবুল কুরআন পঞ্চম খণ্ড : পৃ. ৪৪৪]

https://e-ilm.weebly.com/

سُوْرَةُ الْحَشْرِ مَدَنِيَّةٌ

সূরা হাশর

মদিনায় অবতীর্ণ; আয়াত– ২৪, রুকূ'– ৩

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ○

পরম করুণাময়, দয়ালু আল্লাহর নামে শুরু করছি।

سَبَّحَ لِلّٰهِ مَا فِي السَّمٰوٰتِ وَمَا فِي الْاَرْضِ ۚ وَهُوَ الْعَزِيْزُ الْحَكِيْمُ ۝١

১. যা আসমানসমূহে এবং জমিনে আছে, সকলেই আল্লাহ তা'আলার পবিত্রতা বর্ণনা করছে, আর তিনি মহাপরাক্রান্ত, প্রজ্ঞাময়।

هُوَ الَّذِيْٓ اَخْرَجَ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا مِنْ اَهْلِ الْكِتٰبِ مِنْ دِيَارِهِمْ لِاَوَّلِ الْحَشْرِ ؕ مَا ظَنَنْتُمْ اَنْ يَّخْرُجُوْا وَظَنُّوْٓا اَنَّهُمْ مَّانِعَتُهُمْ حُصُوْنُهُمْ مِّنَ اللّٰهِ فَاَتٰهُمُ اللّٰهُ مِنْ حَيْثُ لَمْ يَحْتَسِبُوْا ۗ وَقَذَفَ فِيْ قُلُوْبِهِمُ الرُّعْبَ يُخْرِبُوْنَ بُيُوْتَهُمْ بِاَيْدِيْهِمْ وَاَيْدِي الْمُؤْمِنِيْنَ ۗ فَاعْتَبِرُوْا يٰٓاُولِي الْاَبْصَارِ ۝٢

২. তিনিই কিতাবপ্রাপ্ত কাফেরদেরকে তাদের গৃহ হতে প্রথমবারই একত্রিত করে বহিষ্কৃত করেছেন; তোমাদের ধারণাও ছিল না যে, তারা (কখনো) বহিষ্কৃত হবে, আর তারা এ ধারণা করে রেখেছিল যে, তাদের দুর্গগুলো তাদেরকে আল্লাহ (-র আজাব) হতে বাঁচাবে, কিন্তু আল্লাহ তাদের উপর (আজাব) এমন স্থান হতে পৌঁছালেন যে, তাদের ধারণাও ছিল না, আর তাদের অন্তরসমূহে আতঙ্ক সৃষ্টি করে দিলেন, ফলে তারা (তার দরুন) নিজেদের গৃহগুলোকে বিনষ্ট করছিল– স্বয়ং নিজেদের হাতেও এবং মুসলমানদের হাতেও, অতএব, হে জ্ঞানীগণ! উপদেশ গ্রহণ কর।

শাব্দিক অনুবাদ :

১. سَبَّحَ لِلّٰهِ আল্লাহ তা'আলা পবিত্রতা বর্ণনা করছে مَا فِي السَّمٰوٰتِ وَمَا فِي الْاَرْضِ যা আসমান সমূহে ও জমিনে আছে সকলেই وَهُوَ الْعَزِيْزُ الْحَكِيْمُ আর তিনি মহা পরাক্রান্ত, প্রজ্ঞাময়।

২. هُوَ الَّذِيْٓ اَخْرَجَ তিনিই বহিষ্কৃত করেছেন الَّذِيْنَ كَفَرُوْا مِنْ اَهْلِ الْكِتٰبِ কিতাব প্রাপ্ত কাফেরদেরকে مِنْ دِيَارِهِمْ তাদের গৃহ হতে لِاَوَّلِ الْحَشْرِ প্রথমবারই একত্রিত করে مَا ظَنَنْتُمْ তোমাদের ধারণাও ছিল না যে, اَنْ يَّخْرُجُوْا তারা (কখনো) বহিষ্কৃত হবে وَظَنُّوْٓا আর তারা এ ধারণা করে রেখেছিল যে, اَنَّهُمْ مَّانِعَتُهُمْ حُصُوْنُهُمْ مِّنَ اللّٰهِ তাদের দুর্গগুলো তাদেরকে আল্লাহ হতে বাঁচাবে। فَاَتٰهُمُ اللّٰهُ مِنْ حَيْثُ لَمْ يَحْتَسِبُوْا কিন্তু আল্লাহ তাদের উপর (আজাব) এমন স্থান হতে পৌঁছালেন যে, তাদের ধারণাও ছিল না وَقَذَفَ فِيْ قُلُوْبِهِمُ الرُّعْبَ আর তাদের অন্তর সমূহে আতঙ্ক সৃষ্টি করে দিলেন يُخْرِبُوْنَ بُيُوْتَهُمْ ফলে তারা নিজেদের গৃহ গুলোকে বিনষ্ট করছিল بِاَيْدِيْهِمْ স্বয়ং নিজেদের হাতেও وَاَيْدِي الْمُؤْمِنِيْنَ এবং মুসলমানদের হাতেও। فَاعْتَبِرُوْا অতএব উপদেশ গ্রহণ কর يٰٓاُولِي الْاَبْصَارِ হে জ্ঞানীগণ।

https://e-ilm.weebly.com/

وَلَوْلَآ اَنْ كَتَبَ اللّٰهُ عَلَيْهِمُ الْجَلَآءَ لَعَذَّبَهُمْ فِى الدُّنْيَا ۖ وَلَهُمْ فِى الْاٰخِرَةِ عَذَابُ النَّارِ ﴿٣﴾

৩. আর যদি আল্লাহ তাদের ভাগ্যে নির্বাসিত হওয়া লিখে না রাখতেন, তবে পৃথিবীতেই শাস্তি প্রদান করতেন; আর তাদের জন্য পরলোকে দোজখের আজাব রয়েছে।

ذٰلِكَ بِاَنَّهُمْ شَآقُّوا اللّٰهَ وَرَسُوْلَهٗ ۚ وَمَنْ يُّشَآقِّ اللّٰهَ فَاِنَّ اللّٰهَ شَدِيْدُ الْعِقَابِ ﴿٤﴾

৪. এটা এ কারণে যে, তারা আল্লাহ এবং তার রাসূলের বিরুদ্ধাচরণ করেছে, আর যে আল্লাহর বিরুদ্ধাচারণ করে, তবে নিশ্চয় আল্লাহ কঠোর শাস্তিদাতা।

مَا قَطَعْتُمْ مِّنْ لِّيْنَةٍ اَوْ تَرَكْتُمُوْهَا قَآئِمَةً عَلٰٓى اُصُوْلِهَا فَبِاِذْنِ اللّٰهِ وَلِيُخْزِىَ الْفٰسِقِيْنَ ﴿٥﴾

৫. যে খেজুর বৃক্ষগুলো তোমরা কেটে ফেলেছ কিংবা যেগুলোকে তাদের মূলসমূহের উপর দণ্ডায়মান থাকতে দিয়েছ, তা আল্লাহরই নির্দেশানুযায়ী হয়েছে, (যেন মুসলমানদেরকে সম্মানিত করেন,) আর যেন কাফেরদেরকে অপদস্থ করেন।

وَمَآ اَفَآءَ اللّٰهُ عَلٰى رَسُوْلِهٖ مِنْهُمْ فَمَآ اَوْجَفْتُمْ عَلَيْهِ مِنْ خَيْلٍ وَّلَا رِكَابٍ وَّلٰكِنَّ اللّٰهَ يُسَلِّطُ رُسُلَهٗ عَلٰى مَنْ يَّشَآءُ ۚ وَاللّٰهُ عَلٰى كُلِّ شَىْءٍ قَدِيْرٌ ﴿٦﴾

৬. আর যা কিছু আল্লাহ নিজ রাসূলকে তাদের থেকে দিলেন, তজ্জন্য তোমরা না অশ্ব চালনা করেছ, আর না উষ্ট্র, কিন্তু আল্লাহ নিজ রাসূলগণকে যার উপর ইচ্ছা পরাক্রান্ত করে দেন; আর প্রত্যেক বস্তুর উপর আল্লাহর পূর্ণ ক্ষমতা রয়েছে।

শাব্দিক অনুবাদ :

৩. وَلَوْلَآ اَنْ كَتَبَ اللّٰهُ আর যদি আল্লাহ লিখে না রাখতেন عَلَيْهِمُ الْجَلَآءَ তাদের ভাগ্যে নির্বাসিত হওয়া لَعَذَّبَهُمْ فِى الدُّنْيَا তবে পৃথিবীতেই শাস্তি প্রদান করতেন وَلَهُمْ فِى الْاٰخِرَةِ আর তাদের জন্য পরলোকে রয়েছে عَذَابُ النَّارِ দোজখের আজাব।

৪. ذٰلِكَ بِاَنَّهُمْ এটা একারণে যে, তারা شَآقُّوا اللّٰهَ وَرَسُوْلَهٗ আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের বিরুদ্ধাচারণ করেছে وَمَنْ يُّشَآقِّ اللّٰهَ আর যে আল্লাহর বিরুদ্ধাচারণ করে فَاِنَّ اللّٰهَ شَدِيْدُ الْعِقَابِ তবে নিশ্চয় আল্লাহ কঠোর শাস্তি দাতা।

৫. مَا قَطَعْتُمْ مِّنْ لِّيْنَةٍ যে খেজুর বৃক্ষগুলো তোমরা কেটে ফেলেছ اَوْ تَرَكْتُمُوْهَا قَآئِمَةً عَلٰٓى اُصُوْلِهَا কিংবা যেগুলোকে তাদের মূল সমূহের উপর দণ্ডায়মান থাকতে দিয়েছ فَبِاِذْنِ اللّٰهِ তা আল্লাহরই নির্দেশানুযায়ী হয়েছে وَلِيُخْزِىَ الْفٰسِقِيْنَ আর যেন কাফেরদেরকে অপদস্থ করেন।

৬. وَمَآ اَفَآءَ اللّٰهُ عَلٰى رَسُوْلِهٖ مِنْهُمْ আর যার কিছু আল্লাহ নিজ রাসূলকে তাদের থেকে দিলেন فَمَآ اَوْجَفْتُمْ عَلَيْهِ مِنْ خَيْلٍ তজ্জন্য তোমরা না অশ্ব চালনা করেছ وَّلَا رِكَابٍ আর না উষ্ট্র وَّلٰكِنَّ اللّٰهَ يُسَلِّطُ কিন্তু আল্লাহ পরাক্রান্ত করে দেন رُسُلَهٗ নিজ রাসূলগণকে عَلٰى مَنْ يَّشَآءُ যার উপর ইচ্ছা وَاللّٰهُ عَلٰى كُلِّ شَىْءٍ قَدِيْرٌ আর প্রত্যেক বস্তুর উপর আল্লাহর পূর্ণ ক্ষমতা রয়েছে

https://e-ilm.weebly.com/

https://e-ilm.weebly.com/

مَآ اَفَآءَ اللّٰهُ عَلٰى رَسُوْلِهٖ مِنْ اَهْلِ الْقُرٰى فَلِلّٰهِ وَلِلرَّسُوْلِ وَلِذِى الْقُرْبٰى وَالْيَتٰمٰى وَالْمَسٰكِيْنِ وَابْنِ السَّبِيْلِ ۙ كَيْ لَا يَكُوْنَ دُوْلَةًۢ بَيْنَ الْاَغْنِيَآءِ مِنْكُمْ ؕ وَمَآ اٰتٰىكُمُ الرَّسُوْلُ فَخُذُوْهُ ۚ وَمَا نَهٰىكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوْا ۚ وَاتَّقُوا اللّٰهَ ؕ اِنَّ اللّٰهَ شَدِيْدُ الْعِقَابِ ﴿٧﴾

৭. যা কিছু আল্লাহ তা'আলা নিজ রাসূলকে অন্য জনপদসমূহের অধিবাসীগণ থেকে দিয়ে দেন, তা আল্লাহর হক, আর রাসূলের হক, আর আত্মীয়-স্বজনদের, আর এতিমদের, আর গরিবদের, আর মুসাফিরদের, (এ নির্দেশ এই হেতু) যেন তা তোমাদের ধনীদের হস্তগত হয়ে না পড়ে; আর রাসূল তোমাদেরকে যা দেন তা গ্রহণ কর, আর যা হতে তোমাদেরকে নিষেধ করেন, তা হতে বিরত থাক, আর আল্লাহকে ভয় কর; নিঃসন্দেহে আল্লাহ কঠোর শাস্তিদাতা।

لِلْفُقَرَآءِ الْمُهٰجِرِيْنَ الَّذِيْنَ اُخْرِجُوْا مِنْ دِيَارِهِمْ وَاَمْوَالِهِمْ يَبْتَغُوْنَ فَضْلًا مِّنَ اللّٰهِ وَرِضْوَانًا وَّيَنْصُرُوْنَ اللّٰهَ وَرَسُوْلَهٗ ؕ اُولٰٓئِكَ هُمُ الصّٰدِقُوْنَ ﴿٨﴾

৮. (বিনা যুদ্ধে প্রাপ্ত মালে) সে অভাবগ্রস্ত মুহাজিরদের (বিশেষভাবে) হক রয়েছে, যাদেরকে নিজেদের গৃহ ও ধন-সম্পদ হতে (বলপূর্বক) উৎখাত করা হয়েছে, তারা আল্লাহর অনুগ্রহ ও সন্তুষ্টি অন্বেষণকারী, আর তারা আল্লাহ ও তার রাসূলের (ধর্মের) সাহায্য করে; এরাই সত্যপরায়ণ।

وَالَّذِيْنَ تَبَوَّؤُ الدَّارَ وَالْاِيْمَانَ مِنْ قَبْلِهِمْ يُحِبُّوْنَ مَنْ هَاجَرَ اِلَيْهِمْ

৯. আর তাদের (-ও হক রয়েছে) যারা দারুল ইসলামে (অর্থাৎ মদিনায়) এবং ঈমানের মধ্যে তাদের (মুহাজিরদের আগমনের) পূর্ব হতে অটল রয়েছে, যারা তাদের নিকট হিজরত করে আসে তাদেরকে এরা ভালোবাসে,

শাব্দিক অনুবাদ :

৭. مَآ اَفَآءَ اللّٰهُ আল্লাহ তা'আলা দিয়ে দেন عَلٰى رَسُوْلِهٖ নিজ রাসূলকে مِنْ اَهْلِ الْقُرٰى অন্য জনপদসমূহের অধিবাসীগণ হতে فَلِلّٰهِ وَلِلرَّسُوْلِ তা আল্লাহর হক আর রাসূলের হক وَلِذِى الْقُرْبٰى আর আত্মীয়-স্বজনদের وَالْيَتٰمٰى وَالْمَسٰكِيْنِ আর এতিমদের আর গরিবদের وَابْنِ السَّبِيْلِ আর মুসাফিরদের كَيْ لَا يَكُوْنَ دُوْلَةً যেন তা হস্তগত না হয়ে পড়ে بَيْنَ الْاَغْنِيَآءِ مِنْكُمْ তোমাদের ধনীদের وَمَآ اٰتٰىكُمُ الرَّسُوْلُ আর রাসূল তোমাদেরকে যা দান করেন فَخُذُوْهُ তা গ্রহণ কর وَمَا نَهٰىكُمْ عَنْهُ আর যা হতে তোমাদেরকে নিষেধ করেন। فَانْتَهُوْا তা হতে বিরত থাক وَاتَّقُوا اللّٰهَ আর আল্লাহকে ভয় কর اِنَّ اللّٰهَ شَدِيْدُ الْعِقَابِ নিঃসন্দেহে আল্লাহ কঠোর শাস্তিদাতা।

৮. لِلْفُقَرَآءِ الْمُهٰجِرِيْنَ সেই অভাবগ্রস্ত মুসাফিরদের হক রয়েছে الَّذِيْنَ اُخْرِجُوْا যাদের কে বিচ্ছিন্ন করা হয়েছে مِنْ دِيَارِهِمْ وَاَمْوَالِهِمْ নিজেদের গৃহ ও ধন সম্পদ হতে (বল পূর্বক) يَبْتَغُوْنَ তারা অন্বেষণকারী فَضْلًا مِّنَ اللّٰهِ وَرِضْوَانًا আল্লাহর অনুগ্রহ ও সন্তুষ্টি وَّيَنْصُرُوْنَ اللّٰهَ وَرَسُوْلَهٗ আর তারা আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের সাহায্য করে اُولٰٓئِكَ هُمُ الصّٰدِقُوْنَ এরাই সত্য পরায়ণ।

৯. وَالَّذِيْنَ تَبَوَّؤُ আর তাদের যারা অটল রয়েছে الدَّارَ وَالْاِيْمَانَ দারুল ইসলামে এবং ঈমানের মধ্যে مِنْ قَبْلِهِمْ তাদের (আগমনের) পূর্ব হতে يُحِبُّوْنَ এরা ভালোবাসে তাদেরকে مَنْ هَاجَرَ اِلَيْهِمْ যারা তাদের নিকট হিজরত করে আসে

وَلَا يَجِدُونَ فِي صُدُورِهِمْ حَاجَةً مِّمَّآ أُوتُوا وَيُؤْثِرُونَ
عَلَىٰٓ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ ۚ وَمَن
يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِۦ فَأُولَٰٓئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ ﴿٩﴾

** আর মুহাজিরগণ যা প্রাপ্ত হয়, এরা তজ্জন্য নিজেদের মনে কোনো ঈর্ষা পোষণ করে না এবং নিজেদের উপর অগ্রাধিকার দান করে, যদিও তারা ক্ষুধার্তই থাকে। আর যে নিজের স্বাভাবিক কৃপণতা হতে রক্ষিত থাকে, এরূপ লোকেরাই সুফল প্রাপ্ত হবে।

وَالَّذِينَ جَآءُو مِنۢ بَعْدِهِمْ يَقُولُونَ رَبَّنَا
اغْفِرْ لَنَا وَلِإِخْوَٰنِنَا الَّذِينَ سَبَقُونَا
بِالْإِيمَٰنِ وَلَا تَجْعَلْ فِي قُلُوبِنَا غِلًّا لِّلَّذِينَ
ءَامَنُوا رَبَّنَآ إِنَّكَ رَءُوفٌ رَّحِيمٌ ﴿١٠﴾

১০. আর (তাদের জন্যও) যারা (ইসলাম ধর্মে) তাদের (আনসার ও মুহাজিরদের) পরে এসেছে– যারা প্রার্থনা করে হে আমাদের প্রভু! আমাদেরকে ক্ষমা করুন, আর আমাদের সে ভাইদেরকেও, যারা আমাদের পূর্বে ঈমান এনেছে, এবং ঈমানদারদের প্রতি আমাদের অন্তরে যেন ঈর্ষা না হয়, হে আমাদের প্রভু! আপনি বড় স্নেহশীল, করুণাময়।

أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ نَافَقُوا يَقُولُونَ
لِإِخْوَٰنِهِمُ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ أَهْلِ الْكِتَٰبِ
لَئِنْ أُخْرِجْتُمْ لَنَخْرُجَنَّ مَعَكُمْ وَلَا نُطِيعُ
فِيكُمْ أَحَدًا أَبَدًا وَإِن قُوتِلْتُمْ لَنَنصُرَنَّكُمْ
وَاللَّهُ يَشْهَدُ إِنَّهُمْ لَكَٰذِبُونَ ﴿١١﴾

১১. আপনি কি সে মুনাফিকদের অবস্থা দেখেননি– যারা তাদের কিতাবপ্রাপ্ত ভাইদেরকে বলে যে, আল্লাহর কসম! যদি তোমাদেরকে বহিষ্কার করা হয়, তবে আমরা তোমাদের সাথে বের হয়ে যাব, আর আমরা তোমাদের ব্যাপারে কখনো কারো কথা মানব না, আর যদি তোমাদের সাথে কারো যুদ্ধ বাধে, তবে আমরা তোমাদের সাহায্য করব; অথচ আল্লাহ সাক্ষী রয়েছেন যে, তারা অবশ্যই মিথ্যাবাদী।

শাব্দিক অনুবাদ :

** وَلَا يَجِدُونَ فِي صُدُورِهِمْ حَاجَةً আর এরা তজ্জন্য নিজেদের মনে কোনো ঈর্ষা পোষণ করে না। مِّمَّآ أُوتُوا মুহাজিরগণ যা প্রাপ্ত হয় وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰٓ أَنفُسِهِمْ এবং নিজেদের উপর অগ্রাধিকার প্রদান করে وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ যদিও তারা ক্ষুধার্তই থাকে وَمَن يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ আর যে নিজের স্বাভাবিক কৃপণতা হতে রক্ষিত থাকে فَأُولَٰٓئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ এরূপ লোকেরাই সুফল প্রাপ্ত হবে।

১০. وَالَّذِينَ جَآءُو مِنۢ بَعْدِهِمْ আর যারা তাদের পরে এসেছে يَقُولُونَ যারা প্রার্থনা করে رَبَّنَا اغْفِرْ لَنَا হে আমাদের প্রভু! আমাদেরকে ক্ষমা করুন وَلِإِخْوَانِنَا আর আমাদের সেই ভাইদেরকেও الَّذِينَ سَبَقُونَا بِالْإِيمَانِ যারা আমাদের পূর্বে ঈমান এনেছে وَلَا تَجْعَلْ فِي قُلُوبِنَا غِلًّا এবং আমাদের অন্তরে যেন ঈর্ষা না হয় لِّلَّذِينَ آمَنُوا ঈমানদারদের প্রতি رَبَّنَا হে আমাদের প্রভু إِنَّكَ رَءُوفٌ আপনি বড় স্নেহশীল رَّحِيمٌ করুণাময়।

১১. أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ نَافَقُوا আপনি কি সেই মুনাফিকদের অবস্থা দেখেননি يَقُولُونَ যারা বলে لِإِخْوَانِهِمُ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ তাদের কিতাব প্রাপ্ত ভাইদেরকে لَئِنْ أُخْرِجْتُمْ যদি তোমাদেরকে বহিষ্কার করা হয় لَنَخْرُجَنَّ مَعَكُمْ তবে আমরা তোমাদের সাথে বের হয়ে যাবো وَلَا نُطِيعُ فِيكُمْ أَحَدًا أَبَدًا আর আমরা তোমাদের ব্যাপারে কখনো কারো কথা মানব না وَإِن قُوتِلْتُمْ আর যদি তোমাদের সাথে কারো যুদ্ধ বাধে لَنَنصُرَنَّكُمْ তবে আমরা তোমাদের সাহায্য করব وَاللَّهُ يَشْهَدُ অথচ আল্লাহ সাক্ষী রয়েছেন যে إِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ যে তারা অবশ্যই মিথ্যাবাদী।

https://e-ilm.weebly.com/

১২. আল্লাহর কসম! যদি কিতাবপ্রাপ্তগণ বহিষ্কৃত হয়, তবে এরা তাদের সাথে বের হবে না, আর যদি তাদের সাথে কারো যুদ্ধ বাধে, তবে এরা তাদেরকে সাহায্যও করবে না, আর যদি এরা তাদের সাহায্যও করে, তথাপি পৃষ্ঠ প্রদর্শনপূর্বক পলায়ন করবে। অতঃপর তাদের কোনোই সাহায্য করা হবে না।	لَئِنْ أُخْرِجُوا لَا يَخْرُجُونَ مَعَهُمْ ۚ وَلَئِنْ قُوتِلُوا لَا يَنْصُرُونَهُمْ ۚ وَلَئِنْ نَصَرُوهُمْ لَيُوَلُّنَّ الْأَدْبَارَ ثُمَّ لَا يُنْصَرُونَ ﴿١٢﴾
১৩. নিঃসন্দেহে তোমাদের ভয় তাদের অন্তরে আল্লাহর ভয় অপেক্ষাও অধিক; এটা এই হেতু যে, তারা (আল্লাহর মাহাত্ম্য) বুঝতে পারে না।	لَأَنْتُمْ أَشَدُّ رَهْبَةً فِي صُدُورِهِمْ مِنَ اللَّهِ ۚ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَا يَفْقَهُونَ ﴿١٣﴾
১৪. তারা সকলে মিলেও তোমাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করবে না, কিন্তু সুরক্ষিত জনপদের মধ্যে অথবা প্রাচীরের অন্তরালে (থেকে); তাদের যুদ্ধ পরস্পরের মধ্যে কঠোরতর হয়ে থাকে; [হে শ্রোতা!] তুমি তাদেরকে ঐক্যবদ্ধ মনে করছ অথচ তাদের অন্তর বিচ্ছিন্ন; এটা এ কারণে যে, তারা (ধর্মীয়) জ্ঞান রাখে না।	لَا يُقَاتِلُونَكُمْ جَمِيعًا إِلَّا فِي قُرًى مُحَصَّنَةٍ أَوْ مِنْ وَرَاءِ جُدُرٍ ۚ بَأْسُهُمْ بَيْنَهُمْ شَدِيدٌ ۚ تَحْسَبُهُمْ جَمِيعًا وَقُلُوبُهُمْ شَتَّىٰ ۚ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَا يَعْقِلُونَ ﴿١٤﴾
১৫. এরা সে সমস্ত লোকের দৃষ্টান্তের ন্যায়- যারা এদের কিছু পূর্বে (অতীত) হয়েছে– যারা (পৃথিবীতেও) নিজেদের কৃতকর্মের স্বাদ গ্রহণ করেছে, আর (পরলোকেও) তাদের জন্য যন্ত্রণাময় শাস্তি (প্রস্তুত) রয়েছে (এরা বনূ কাইনূকা গোত্রের ইহুদি)।	كَمَثَلِ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ قَرِيبًا ۖ ذَاقُوا وَبَالَ أَمْرِهِمْ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ ﴿١٥﴾

শাব্দিক অনুবাদ :

১২. لَئِنْ أُخْرِجُوا আল্লাহর কসম যদি কিতাবপ্রাপ্তগণ বহিষ্কৃত হয় لَا يَخْرُجُونَ مَعَهُمْ তবে এরা তাদের সাথে বের হবে না وَلَئِنْ قُوتِلُوا আর যদি তাদের সাথে কারো যুদ্ধ বাধে لَا يَنْصُرُونَهُمْ তবে এরা তাদেরকে সাহায্যও করবে না وَلَئِنْ نَصَرُوهُمْ যদি এরা তাদের সাহায্যও করে لَيُوَلُّنَّ الْأَدْبَارَ তথাপি পৃষ্ঠ প্রদর্শনপূর্বক পলায়ন করবে ثُمَّ لَا يُنْصَرُونَ অতঃপর তাদের কোনোই সাহায্য করা হবে না।

১৩. لَأَنْتُمْ أَشَدُّ رَهْبَةً নিঃসন্দেহে তোমাদের ভয় অধিক فِي صُدُورِهِمْ তাদের অন্তরে مِنَ اللَّهِ আল্লাহর ভয় অপেক্ষাও ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَا يَفْقَهُونَ এটা এই হেতু যে, তারা (আল্লাহর মাহাত্ম্য) বুঝতে পারে না।

১৪. لَا يُقَاتِلُونَكُمْ جَمِيعًا তারা সকলে মিলেও তোমাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করবে না إِلَّا فِي قُرًى مُحَصَّنَةٍ কিন্তু সুরক্ষিত জনপদের মধ্যে أَوْ مِنْ وَرَاءِ جُدُرٍ অথবা প্রাচীরের অন্তরালে (থেকে) بَأْسُهُمْ بَيْنَهُمْ شَدِيدٌ তাদের যুদ্ধ পরস্পরের মধ্যে কঠোরতর হয়ে থাকে تَحْسَبُهُمْ جَمِيعًا [হে শ্রোতা] তুমি তাদেরকে ঐক্যবদ্ধ মনে করছ وَقُلُوبُهُمْ شَتَّىٰ অথচ তাদের অন্তর বিচ্ছিন্ন ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَا يَعْقِلُونَ এটা এ কারণে যে, তারা (ধর্মীয়) জ্ঞান রাখে না।

১৫. كَمَثَلِ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ قَرِيبًا এরা সেই সমস্ত লোকদের দৃষ্টান্তের ন্যায় যারা এদের কিছু পূর্বে (অতীত) হয়েছে ذَاقُوا وَبَالَ أَمْرِهِمْ যারা নিজেদের কৃতকর্মের স্বাদ গ্রহণ করেছে وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ আর তাদের জন্য যন্ত্রণাময় শাস্তি রয়েছে।

https://e-ilm.weebly.com/

كَمَثَلِ الشَّيْطٰنِ اِذْ قَالَ لِلْاِنْسَانِ اكْفُرْ ۚ فَلَمَّا كَفَرَ قَالَ اِنِّیْ بَرِیْٓءٌ مِّنْكَ اِنِّیْٓ اَخَافُ اللّٰهَ رَبَّ الْعٰلَمِیْنَ ﴿۱۶﴾

১৬. আর (মুনাফিকরা) শয়তানের দৃষ্টান্তের ন্যায়, (প্রথমতঃ) সে মানুষকে বলে, কাফের হয়ে যাও, অতঃপর যখন সে কাফের হয়ে যায়, তখন সে বলে দেয় যে, তোমার সঙ্গে আমার কোনো সম্পর্ক নেই, আমি তো সারা বিশ্বের প্রতিপালক আল্লাহকে ভয় করি।

فَكَانَ عَاقِبَتَهُمَآ اَنَّهُمَا فِی النَّارِ خَالِدَیْنِ فِیْهَا ؕ وَذٰلِكَ جَزٰٓؤُا الظّٰلِمِیْنَ ﴿۱۷﴾ ع

১৭. অতএব, এতদুভয়ের পরিণাম এই হলো যে, তারা দোজখে গেল, তথায় তারা সর্বদা অবস্থান করবে; আর এটাই জালিমদের শাস্তি।

یٰٓاَیُّهَا الَّذِیْنَ اٰمَنُوا اتَّقُوا اللّٰهَ وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَّا قَدَّمَتْ لِغَدٍ ۚ وَاتَّقُوا اللّٰهَ ؕ اِنَّ اللّٰهَ خَبِیْرٌۢ بِمَا تَعْمَلُوْنَ ﴿۱۸﴾

১৮. হে ঈমানদারগণ! তোমরা আল্লাহ তা'আলাকে ভয় করতে থাক, আর প্রত্যেক মানুষের লক্ষ্য করা উচিত যে, সে আগামীকালের জন্য কি প্রেরণ করেছে, আর তোমরা আল্লাহকে ভয় করতে থাক; নিঃসন্দেহে আল্লাহ তোমাদের কার্যাবলি সম্পর্কে পূর্ণ অবহিত আছেন।

وَلَا تَكُوْنُوْا كَالَّذِیْنَ نَسُوا اللّٰهَ فَاَنْسٰىهُمْ اَنْفُسَهُمْ ؕ اُولٰٓئِكَ هُمُ الْفٰسِقُوْنَ ﴿۱۹﴾

১৯. আর তোমরা তাদের ন্যায় হয়ো না, যারা আল্লাহকে ভুলে রয়েছে, অতএব, আল্লাহ তাদেরকে তাদের নিজেদের সম্পর্কেও বে-পরোয়া করেছেন; এরাই পথভ্রষ্ট।

لَا یَسْتَوِیْٓ اَصْحٰبُ النَّارِ وَاَصْحٰبُ الْجَنَّةِ ؕ اَصْحٰبُ الْجَنَّةِ هُمُ الْفَآئِزُوْنَ ﴿۲۰﴾

২০. দোজখের অধিবাসীরা আর জান্নাতের অধিবাসীগণ পরস্পর সমান নয়; যারা জান্নাতের অধিবাসী তারাই সফলকাম।

শাব্দিক অনুবাদ :

১৬. كَمَثَلِ الشَّيْطٰنِ আর (মুনাফিকরা) শয়তানের দৃষ্টান্তের ন্যায় اِذْ قَالَ لِلْاِنْسَانِ সে মানুষকে বলে اكْفُرْ কাফের হয়ে যাও فَلَمَّا كَفَرَ অতঃপর যখন সে কাফের হয়ে যায় قَالَ তখন সে বলে দেয় اِنِّیْ بَرِیْٓءٌ مِّنْكَ তোমার সঙ্গে আমার কোনো সম্পর্ক নেই اِنِّیْٓ اَخَافُ اللّٰهَ رَبَّ الْعٰلَمِیْنَ আমি তো সারা বিশ্বের প্রতিপালক আল্লাহকে ভয় করি।

১৭. فَكَانَ عَاقِبَتَهُمَآ অতএব এতদুভয়ের পরিণাম এই হলো যে اَنَّهُمَا فِی النَّارِ তারা দোজখে গেল خَالِدَیْنِ فِیْهَا তথায় তারা সর্বদা অবস্থান করবে وَذٰلِكَ جَزٰٓؤُا الظّٰلِمِیْنَ আর এটাই জালিমদের শাস্তি।

১৮. یٰٓاَیُّهَا الَّذِیْنَ اٰمَنُوا হে ঈমানদারগণ اتَّقُوا اللّٰهَ তোমরা আল্লাহকে ভয় করতে থাক وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ আর প্রত্যেক মানুষের লক্ষ্য করা উচিত مَّا قَدَّمَتْ لِغَدٍ সে আগামীকালের জন্য কি প্রেরণ করেছে وَاتَّقُوا اللّٰهَ আর তোমরা আল্লাহকে ভয় করতে থাক اِنَّ اللّٰهَ خَبِیْرٌۢ بِمَا تَعْمَلُوْنَ নিঃসন্দেহে আল্লাহ তোমাদের কার্যাবলি সম্পর্কে পূর্ণ অবহিত আছেন।

১৯. وَلَا تَكُوْنُوْا كَالَّذِیْنَ আর তোমরা তাদের ন্যায় হয়ো না যারা نَسُوا اللّٰهَ যারা আল্লাহকে ভুলে রয়েছে فَاَنْسٰىهُمْ اَنْفُسَهُمْ অতএব আল্লাহ তাদেরকে তাদের নিজেদের সম্বন্ধেও বে-পরোয়া করেছেন اُولٰٓئِكَ هُمُ الْفٰسِقُوْنَ এরাই পথভ্রষ্ট।

২০. لَا یَسْتَوِیْٓ পরস্পর সমান নয় اَصْحٰبُ النَّارِ দোজখের অধিবাসীরা وَاَصْحٰبُ الْجَنَّةِ আর জান্নাতের অধিবাসীগণ اَصْحٰبُ الْجَنَّةِ যারা জান্নাতের অধিবাসী هُمُ الْفَآئِزُوْنَ তারাই সফলকাম।

https://e-ilm.weebly.com/

لَوْ اَنْزَلْنَا هٰذَا الْقُرْاٰنَ عَلٰى جَبَلٍ لَّرَاَيْتَهٗ خَاشِعًا مُّتَصَدِّعًا مِّنْ خَشْيَةِ اللّٰهِ ؕ وَتِلْكَ الْاَمْثَالُ نَضْرِبُهَا لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُوْنَ ﴿٢١﴾

২১. যদি আমি এ কুরআনকে কোনো পর্বতের উপর নাজিল করতাম, তবে তুমি দেখতে পেতে যে, তা আল্লাহর ভয়ে ধসে যেত এবং বিদীর্ণ হয়ে যেত; আর আমি এ আশ্চর্য বর্ণনাসমূহ মানুষের জন্য বিবৃত করে থাকি, যেন তারা চিন্তা করে।

هُوَ اللّٰهُ الَّذِيْ لَاۤ اِلٰهَ اِلَّا هُوَ ۚ عٰلِمُ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ ۚ هُوَ الرَّحْمٰنُ الرَّحِيْمُ ﴿٢٢﴾

২২. তিনি এমন মা'বূদ যে, তিনি ভিন্ন আর কেউ মা'বূদ নেই, তিনি অদৃশ্য ও প্রকাশ্য বস্তুসমূহের জ্ঞাতা, তিনি বড় মেহেরবান পরম দয়ালু।

هُوَ اللّٰهُ الَّذِيْ لَاۤ اِلٰهَ اِلَّا هُوَ ۚ اَلْمَلِكُ الْقُدُّوْسُ السَّلٰمُ الْمُؤْمِنُ الْمُهَيْمِنُ الْعَزِيْزُ الْجَبَّارُ الْمُتَكَبِّرُ ؕ سُبْحٰنَ اللّٰهِ عَمَّا يُشْرِكُوْنَ ﴿٢٣﴾

২৩. তিনি এমন মা'বূদ যে, তিনি ভিন্ন আর কেউ মা'বূদ (হওয়ার যোগ্য) নেই, তিনি বাদশাহ, তিনি পবিত্র, (সমস্ত কলঙ্ক হতে) নিরাপত্তা প্রদানকারী, রক্ষাকর্তা, মহাপরাক্রান্ত, বিকৃতের সংস্কারক, সুমহান; আল্লাহ তা'আলা মানুষের অংশীবাদ হতে পবিত্র।

هُوَ اللّٰهُ الْخَالِقُ الْبَارِئُ الْمُصَوِّرُ لَهُ الْاَسْمَآءُ الْحُسْنٰى ؕ يُسَبِّحُ لَهٗ مَا فِي السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ ۚ وَهُوَ الْعَزِيْزُ الْحَكِيْمُ ﴿٢٤﴾

২৪. তিনি মা'বূদ, সৃষ্টিকারী, ঠিক ঠিক সৃষ্টিকারী, আকৃতি নির্মাণকারী, তারই জন্য উত্তম উত্তম নামসমূহ রয়েছে; সমস্ত বস্তুই তার পবিত্রতা বর্ননা করছে– যা আসমানসমূহ ও জমিনে রয়েছে, আর তিনি মাহাপরাক্রান্ত প্রজ্ঞাময়।

শাব্দিক অনুবাদ :

২১. لَوْ اَنْزَلْنَا যদি আমি নাজিল করতাম هٰذَا الْقُرْاٰنَ এই কুরআনকে عَلٰى جَبَلٍ কোনো পর্বতের উপর لَّرَاَيْتَهٗ তবে তুমি দেখতে পেতে যে خَاشِعًا مُّتَصَدِّعًا مِّنْ خَشْيَةِ اللّٰهِ তা আল্লাহর ভয়ে ধসে যেত এবং বিদীর্ণ হয়ে যেত وَتِلْكَ الْاَمْثَالُ আর এই আশ্চর্য বর্ণনাসমূহ نَضْرِبُهَا لِلنَّاسِ মানুষের জন্য বিবৃত করে থাকি لَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُوْنَ যেন তারা চিন্তা করে।

২২. هُوَ اللّٰهُ الَّذِيْ لَاۤ اِلٰهَ اِلَّا هُوَ তিনি এমন মাবুদ যিনি ভিন্ন আর কেউ মাবুদ নেই عٰلِمُ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ তিনি অদৃশ্য ও প্রকাশ্য বস্তুসমূহের জ্ঞাতা هُوَ الرَّحْمٰنُ الرَّحِيْمُ তিনি বড় মেহেরবান, পরম দয়ালু।

২৩. هُوَ اللّٰهُ الَّذِيْ لَاۤ اِلٰهَ اِلَّا هُوَ তিনি এমন মাবুদ যে, তিনি ভিন্ন আর কেউ মাবুদ নেই اَلْمَلِكُ তিনি বাদশাহ الْقُدُّوْسُ পবিত্র السَّلٰمُ الْمُؤْمِنُ নিরাপত্তা প্রদানকারী الْمُهَيْمِنُ রক্ষাকর্তা الْعَزِيْزُ মহাপরাক্রান্ত الْجَبَّارُ বিকৃতের সংস্কার الْمُتَكَبِّرُ সুমহান سُبْحٰنَ اللّٰهِ عَمَّا يُشْرِكُوْنَ আল্লাহ তা'আলা মানুষের অংশীবাদ হতে পবিত্র।

২৪. هُوَ اللّٰهُ তিনি মাবুদ الْخَالِقُ সৃষ্টিকারী الْبَارِئُ ঠিক ঠিক সৃষ্টিকারী الْمُصَوِّرُ আকৃতি নির্মাণকারী لَهُ الْاَسْمَآءُ الْحُسْنٰى তারই জন্য উত্তম উত্তম নামসমূহ রয়েছে يُسَبِّحُ لَهٗ সমস্ত বস্তুই তার জন্য পবিত্রতা বর্ণনা করছে مَا فِي السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ যা আসমানসমূহ ও জমিনে রয়েছে وَهُوَ الْعَزِيْزُ الْحَكِيْمُ আর তিনি মহাপরাক্রান্ত, প্রজ্ঞাময়।

https://e-ilm.weebly.com/

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

সূরাটির নামকরণের কারণ : আলোচ্য সূরার দ্বিতীয় আয়াতের اَخْرَجَ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا مِنْ اَهْلِ الْكِتَابِ مِنْ دِيَارِهِمْ لِاَوَّلِ الْحَشْرِ -এর হাশর শব্দটির নামে সূরার নামকরণ করা হয়েছে, অর্থাৎ এটা এমন সূরা যাতে الحشر শব্দটি রয়েছে।

এ সূরার অপর নাম হলো সূরা বনূ নাযীর। হযরত ইবনে জুবাইর (রা.) থেকে বর্ণিত আছে যে, তিনি বলেন, আমি হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা.)-কে বললাম, এটি সূরা হাশর। তিনি বললেন একে সূরা বনূ নাযীর বলো, কেননা এ সূরায় মদীনা শরীফ থেকে বনূ নাযীর গোত্রের বহিষ্কারের ঘটনা বর্ণিত হয়েছে। অত্র সূরায় ৪টি রুকূ', ২৪টি আয়াত, ৭৪৬টি বাক্য ও ১৭১২টি অক্ষর রয়েছে। -[রূহুল মা'আনী, মাযহারী]

সূরা নাজিল হওয়ার সমকাল : সহীহ বুখারী ও মুসলিম হাদীসগ্রন্থে হযরত সাঈদ ইবনে জুবাইর হতে একটি বর্ণনা উদ্ধৃত হয়েছে। তাতে বলা হয়েছে, আমি হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা.)-এর কাছে সূরা হাশর সম্পর্কে জানতে চাইলাম। তিনি বললেন, এটা বনূ নাযীর যুদ্ধ প্রসঙ্গে অবতীর্ণ হয়েছিল, যেমন বদর যুদ্ধ প্রসঙ্গে অবতীর্ণ হয়েছিল সূরা আনফাল। হযরত সাঈদ ইবনে জুবাইরের অপর একটি বর্ণনায় হযরত ইবনে আব্বাস (রা.)-এর এ কথা উদ্ধৃত হয়েছে– قُلْ سُوْرَةُ النَّضِيْرِ। অর্থাৎ সূরা হাশর না বলে সূরা নাযীর বলো। মুজাহিদ, কাতাদাহ, যুহরী, ইবনে যায়েদ, ইয়াযীদ ইবনে রুমান, মুহাম্মদ ইবনে ইসহাক প্রমুখ মনীষীগণও এরূপ বর্ণনা করেছেন। এদের সকলের সম্মিলিত বর্ণনা হলো, এ সূরায় যে আহলে কিতাবী লোকদের বহিষ্কার করার কথা উল্লেখ হয়েছে তা বনূ নাযীর সম্পর্কে বলা হয়েছে। ইয়াযীদ ইবনে রুমান, মুজাহিদ ও মুহাম্মদ ইবনে ইসহাকের বক্তব্য হলো, প্রথম হতে শেষ পর্যন্ত এ গোটা সূরাটিই বনূ নাযীর যুদ্ধ সম্পর্কে অবতীর্ণ হয়েছে।

প্রশ্ন হলো, বনূ নাযীরের এ যুদ্ধটি কবে সংঘটিত হয়েছে? ইমাম যুহরী এ প্রসঙ্গে উরওয়া ইবনে জুবাইরের সূত্রে বর্ণনা করেছেন, বদর যুদ্ধের ছয়মাস পর এ যুদ্ধ সংঘটিত হয়; কিন্তু ইবনে সা'দ, ইবনে হিশাম ও বালাযূরীর বর্ণনায় তা চতুর্থ হিজরির রবিউল আউয়াল মাসে সংঘটিত হয়েছিল বলে উল্লেখ করা হয়েছে, আর তাই ঠিক। কেননা সব বর্ণনাই এ ব্যাপারে একমত যে, বীরে মাউনার মর্মান্তিক ঘটনার পর তা ঘটেছিল। আর বীরে মাউনার ঘটনা যে বদর যুদ্ধের পরই সংঘটিত হয়েছিল তা ঐতিহাসিক ভিত্তিতেই প্রমাণিত। -[যিলাল]

পূর্ববর্তী সূরার সাথে সম্পর্ক : পূর্ববর্তী সূরার শেষে মহান আল্লাহ ও তাঁর রাসূল ﷺ -এর বিরোধিতাকারীদের উদ্দেশ্যে সতর্কবাণী উচ্চারিত হয়েছে এবং তাদের অপমানজনক শাস্তির কথাও ঘোষণা করা হয়েছে। আর অত্র সূরায় ইহুদি ও মুনাফিকদের শাস্তির বিবরণ স্থান পেয়েছে। কেননা তারা নবী করীম ﷺ -এর বিরুদ্ধে সর্বদা চক্রান্তে লিপ্ত থাকত।

ইমাম বুখারী (র.) হযরত ইবনে আব্বাস (রা.)-এর কথার উদ্ধৃতি দিয়েছেন যে, সূরা আনফালে বদরের যুদ্ধের বিবরণ নাজিল হয়েছে, আর সূরা হাশরে বনূ নাযীর গোত্রের বিবরণ নাজিল হয়েছে।

ইবনে ইসহাক বর্ণনা করেন, বনূ নাযীরকে মদীনা মোনাওয়ারা থেকে তখন বহিষ্কার করা হয়, যখন নবী করীম ﷺ উহুদ যুদ্ধ শেষে মদীনা শরীফে প্রত্যাবর্তন করেন, আর বনূ কুরায়জার ঘটনা ঘটে আহযাবের যুদ্ধের পর দু'টি ঘটনার মধ্যে দু'বছরের ব্যবধান ছিল। -[নূরুল কুরআন]

সূরাটির বিশেষত্ব : মুফাসসিরগণ বলেন, যদি কারো শরীরের কোনো একটি অঙ্গ ব্যথায় আক্রান্ত হয়ে পড়ে, তখন অজু করে বিসমিল্লাহ -এর সাথে উক্ত সূরার শেষাংশে বর্ণিত আয়াত لَوْ اَنْزَلْنَا هٰذَا (اَلْاٰيَةَ) পড়ে ব্যথাস্থানে ফুঁক দিয়ে দেয়, তাহলে উক্ত যন্ত্রণা দূরীভূত হয়ে যাবে।

আর যদি সূরা হাশর -এর শেষ আয়াত অথবা পূর্ণ সূরাটি মৃতব্যক্তির মাথার পার্শ্বে বসে কিংবা মৃতদের উদ্দেশ্যে পাঠ করে ছওয়াব বখশিশ করে দেওয়া হয়, তাহলে মৃতগণ কবরের আজাব হতে রক্ষা পাবেন।

https://e-ilm.weebly.com/

সূরাটির বিষয়বস্তু :

১. সূরাহ আল-হাশর এর বিষয়বস্তু কয়েকটি রয়েছে। তন্মধ্যে সূরার প্রথমাংশে আল্লাহর গুণাবলি ও কাফের বনূ নাযীর গোত্রের মদীনা হতে নির্বাসনের বিশেষ ঘটনার পর্যালোচনা করা হয়েছে। যাতে হযরত মুহাম্মদ ﷺ -এর সাথে তারা যুদ্ধে পরাজিত হয়ে আত্মসমর্পণের বর্ণনাও রয়েছে। বনূ নাযীর গোত্র পক্ষান্তরে একটি বিশাল জনগোষ্ঠীর সমাবেশ ছিল। তারা তাদের সময়কালে ইসলামের প্রথম যুগে মুসলমানদের তুলনায় কম ছিল না। অপর দিকে তাদের যুদ্ধ হাতিয়ার অজস্র পরিমাণ ছিল। তাদের বাসস্থান মদীনার ভূমিতে শত শত বছর পূর্ব থেকেই ছিল এবং তারা অত্যন্ত সুকঠিন ও দৃঢ় দূর্গের পত্তন করেছিল। তাদের হীন ধারণা মতে তাদেরকে কোনো শক্তি পরাস্ত করতে সক্ষম হবে না। এতদসত্ত্বেও সর্বশেষ তাদের পরাজয় ঘটল এবং হযরত মুহাম্মদ ﷺ ও মুসলিম সেনাবাহিনী জয়ী হলেন। শত শক্তি থাকা সত্ত্বেও তা আল্লাহর শক্তির মোকাবিলায় ধূলিসাৎ হয়ে গেল। এতে এ কথাটিই প্রকাশ পেয়েছে যে, যখনই যে জাতি আল্লাহর শক্তির মোকাবিলায় নামবে তখনই তারা চিরতরে ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়ে যাবে ও নিশ্চিহ্ন হয়ে যাবে, এতে কোনো সন্দেহ নেই।

২. দ্বিতীয়াংশে অর্থাৎ ৫ম আয়াতে বর্ণিত বাণী দ্বারা যুদ্ধ-বিগ্রহ সম্পর্কীয় আইনের ধারার ঘোষণা করা হয়েছে। সেখানে স্পষ্ট বলা হয়েছে যে, ধর্মযুদ্ধ ও সামরিক সৈনিক কর্তৃক কোনো এলাকায় শত্রুদের মোকাবিলায় (শত্রু এলাকায়) পরিচালিত ধ্বংসাত্মক কার্যকলাপসমূহ ইসলামি আইন বহির্ভূত কার্যকলাপ তথা কুরআনে নিষিদ্ধ "ফাসাদ ফিল আরদ" -এর অন্তর্ভুক্ত কাজ নয়।

৩. তৃতীয়াংশে অর্থাৎ ৬ষ্ঠ হতে ১০ম আয়াতে ইসলামি জিহাদ ও মুসলমানগণ কর্তৃক বিজিত অঞ্চল বা যুদ্ধ-বিগ্রহ ও আপস মীমাংসার ফলে অর্থ সম্পদসমূহ বিলি-বন্টনের বর্ণনা দেওয়া হয়েছে।

৪. চতুর্থাংশে উক্ত বনূ নাযীর গোত্রের সাথে মুসলমানদের যুদ্ধকালীন মুনাফিকগণের আচার-আচরণ ও কু-প্রবৃত্তির আলোচনা করা হয়েছে।

৫. পঞ্চমাংশে (শেষাংশে) আল্লাহর একত্ববাদের প্রতি আগ্রহ দেখিয়ে উপদেশবাণী, ঈমানের মূল উপকরণ এবং ঈমানদার ও বেঈমানের মাঝে পার্থক্য, আর ঈমানের গুরুত্বসহ আল্লাহর একত্ববাদের বর্ণনার প্রকাশ করা হয়েছে।

সূরাটির ফজিলত : হযরত ইরবাছ ইবনে সারিয়াহ (রা.) হতে একটি হাদীস রয়েছে, তাতে বর্ণনা করা হয়েছে যে, হযরত মুহাম্মদ ﷺ সর্বদা নিদ্রা যাওয়ার পূর্বে মুসাব্বাহাত (অর্থাৎ এসব সূরাগুলো যেগুলোর পূর্বে سَبَّحَ يُسَبِّحُ سُبْحَانَ ইত্যাদি শব্দ দ্বারা আরম্ভ করা হয়েছে) পড়তেন। আর বলতেন উক্ত সূরাগুলোর মধ্যে এমন একটি আয়াত রয়েছে যা হাজার আয়াত হতেও উত্তম। তন্মধ্যে সূরা-হাশর একটি। কেউ কেউ মতানৈক্যে করে বলেন, তার উত্তম আয়াতটি হলো– لَوْ اَنْزَلْنَا هٰذَا الْقُرْاٰنَ عَلٰى الخ উক্ত বর্ণিত হাদীসটি হলো–

وَعَنِ الْعِرْبَاضِ بْنِ سَارِيَةَ (رضـ) اَنَّ النَّبِىَّ ﷺ كَانَ يَقْرَأُ الْمُسَبِّحَاتِ قَبْلَ اَنْ يَرْقُدَ يَقُوْلُ اِنَّ فِيْهِنَّ اٰيَةً خَيْرٌ مِنْ اَلْفِ اٰيَةٍ ـ (رَوَاهُ التِّرْمِذِىُّ وَاَبُوْ دَاوُدَ)

অনুরূপভাবে তিরমিযী শরীফে হযরত মা'কাল ইবনে ইয়াসার (রা.) বর্ণনা করেন, রাসূলে কারীম ﷺ বলেছেন, যে ব্যক্তি প্রাতঃকালে প্রতিদিন اَعُوْذُ بِاللّٰهِ السَّمِيْعِ الْعَلِيْمِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيْمِ পাঠান্তে সূরা হাশর -এর শেষ তিন আয়াত هُوَ اللّٰهُ الَّذِىْ لَاۤ اِلٰهَ .... وَهُوَ الْعَزِيْزُ الْحَكِيْمُ পাঠ করে থাকে, তখন তার জন্য আল্লাহ তা'আলা এমন ৭০,০০০[সত্তর হাজার] ফেরেশতা নিযুক্ত করে দেন যারা সন্ধ্যাবেলা পর্যন্ত তার জন্য রহমতের দোয়া প্রার্থনা করতে থাকে। যদি উক্ত দিবসে সে ব্যক্তি মারা যায় তাহলে শহীদরূপে মৃত্যুবরণ করবে। আর যদি সন্ধ্যাবেলায় পড়ে থাকে, তাহলেও সারা রাত তাকে উক্ত গুণে ভূষিত করা হবে। -[মাযহারী ও ইতকান]

سَبَّحَ لِلّٰهِ مَا فِى السَّمٰوٰتِ وَمَا فِى الْاَرْضِ ۚ وَهُوَ الْعَزِيْزُ الْحَكِيْمُ (١) هُوَ الَّذِىْٓ اَخْرَجَ .... فَاعْتَبِرُوْا يٰٓاُولِى الْاَبْصَارِ (٢)

শানে নুযূল : রাসূলুল্লাহ ﷺ মদিনায় আগমন করার পর ইহুদিদের সাথে শান্তি চুক্তি সম্পাদন করেন। ইহুদিদের বিভিন্ন গোত্রের মধ্যে একটি গোত্র ছিল বনূ নাযীর। তারাও শান্তি চুক্তির অন্তর্ভুক্ত ছিল। তারা মদিনা থেকে দুই মাইল দূরে বসবাস করত। একবার আমর ইবনে উমাইয়া যমরীর হাতে দুটি হত্যাকাণ্ড সংঘটিত হয়েছিল। চুক্তির শর্ত অনুযায়ী এর রক্ত

https://e-ilm.weebly.com/

বিনিময় আদায় করা মুসলমান ইহুদি সকলেরই কর্তব্য ছিল। রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর জন্যে মুসলমানদের কাছে থেকে চাঁদা তুললেন। অতঃপর চুক্তি অনুযায়ী ইহুদিদের কাছ থেকে রক্ত বিনিময়ের অর্থ গ্রহণ করার ইচ্ছা করলেন। সে মতে তিনি বনূ নাযীর গোত্রের কাছে গমন করলেন। তারা দেখল যে, পয়গম্বরকে হত্যা করার এটাই প্রকৃত সুযোগ। তাই তারা রাসূলুল্লাহ ﷺ কে এক জায়গায় বসিয়ে দিয়ে বলল, আপনি ওখানে অপেক্ষা করুন। আমরা রক্ত বিনিময়ের অর্থ সংগ্রহ করার ব্যবস্থা করছি। এরপর তারা গোপনে পরামর্শ করে এ সিদ্ধান্ত করল যে, তিনি যে প্রাচীরের নীচে বসে আছেন, এক ব্যক্তি ঐ প্রাচীরের উপর উঠে একটি বিরাট ও ভারি পাথর তার উপর ছেড়ে দিবে যাতে তিনি মারা যান। কিন্তু রাসূলুল্লাহ ﷺ তৎক্ষণাৎ ওহীর মাধ্যমে এই চক্রান্তের বিষয় অবগত হয়ে গেলেন।

তিনি সে স্থান ত্যাগ করে চলে এলেন এবং ইহুদিদেরকে বলে পাঠালেন তোমরা অঙ্গীকার ভঙ্গ করে চুক্তি লঙ্ঘন করেছ। অতএব তোমাদেরকে দশ দিনের সময় দেওয়া হলো এ সময়ের মধ্যে তোমরা যেখানে ইচ্ছা চলে যাও। এ সময়ের পর কেউ এ স্থানে দেখা গেলে তার গর্দান উড়িয়ে দেওয়া হবে। বনু নাযীর মদিনা ছেড়ে চলে যেতে সম্মত হলে আব্দুল্লাহ ইবনে উবাই মুনাফিক তাদেরকে বাধা দিয়ে বলল, তোমরা এখানেই থাক। অন্য কোথাও যাওয়ার প্রয়োজন নেই আমার অধীনে দুই হাজার যোদ্ধার একটি বাহিনী আছে। তারা প্রাণ দিবে কিন্তু তোমাদের গায়ে একটি আচড় লাগতে দিবে না। রূহুল মা'আনীতে আছে, এ ব্যাপারে ওদিয়া ইবনে মালেক মুবায়েদ এবং রায়েস ও আব্দুল্লাহ ইবনে উবাই এর সাথে শরিক ছিল। বনূ নাযীর তাদের দ্বারা প্ররোচিত হয়ে রাসূলুল্লাহ ﷺ কে সদর্পে বলে পাঠাল আমরা কোথাও যাব না আপনি যা ইচ্ছা হয় করতে পারেন। অতঃপর রাসূলুল্লাহ ﷺ সাহাবায়ে কেরামকে সাথে নিয়ে বনু নাযীর গোত্রকে আক্রমণ করলেন। বনূ নাযীর দূর্গের ফটক বন্ধ করে বসে রইল। মুনাফিকরা আত্মগোপন করল। রাসূলুল্লাহ ﷺ তাদেরকে চতুর্দিক থেকে অবরোধ করলেন। তাদের খর্জুর বৃক্ষে আগুন ধরিয়ে দিলেন এবং কিছু কর্তন করিয়ে দিলেন। অবশেষে নিরুপায় হয়ে তারা নির্বাসনে যেতে সম্মত হলো। রাসূলুল্লাহ ﷺ এই অবস্থায় ও তাদের প্রতি সৌজন্য প্রদর্শন করে আদেশ দিলেন, আসবাব পত্র যে পরিমাণ সঙ্গে নিতে পার, নিয়ে যাও। তবে কোনো অস্ত্র শস্ত্র সঙ্গে নিতে পারবে না। এগুলো বাজেয়াপ্ত কার হবে। এ প্রসঙ্গে উক্ত আয়াত সমূহ নাজিল হয়। বর্ণিত আছে তখন বনু নাযীরের কিছু লোক সিরিয়ায় চলে যায় এবং কিছু লোক খায়বরে চলে যায়। সংসারের প্রতি অসাধারণ ভালোবাসার কারণে তারা ঘরের কড়ি, কাঠ, তক্তা ও কপাট পর্যন্ত খুলে নিয়ে যায়। ওহুদ যুদ্ধের পর চতুর্থ হিজরির রবিউল আউয়াল মাসে এ ঘটনা সংঘটিত হয়। এরপর হযরত ওমর (রা.) তার খেলাফত কালে তাদেরকে পুনরায় অন্যান্য ইহুদির সাথে খায়বর থেকে সিরিয়ায় নির্বাসিত করেন।

–(মা'আরিফুল কুরআন বাংলা ১৩৪৯)

مَا قَطَعْتُمْ مِّنْ لِّيْنَةٍ اَوْ تَرَكْتُمُوْهَا قَآئِمَةً عَلٰٓى اُصُوْلِهَا فَبِاِذْنِ اللّٰهِ وَلِيُخْزِيَ الْفٰسِقِيْنَ (٥)

শানে নুযূল : ইহুদিদের কেল্লা থেকে নেমে আসতে এবং আত্মসমর্পণ করতে নির্দেশ দেওয়া হয়। এতদুদ্দেশ্যে তাদের খর্জুর গাছপালা কেটে ফেলতে সাহাবীদের নির্দেশ দেওয়া হয়। বিষয়টি নিয়ে তাদের মাঝে কিছু দ্বিধা সন্দেহের উদ্রেক হয়। সাহাবীগণের কেউ কেউ বললেন, আমরা তো কিছু খর্জুর গাছ কেটে ফেলেছি, আর কিছু রেখে দিয়েছি। এই বিষয়ে অবশ্যাই রাসূলুল্লাহ ﷺ কে প্রশ্ন করব যে, আমরা যেগুলো কেটেছি তাতে কি কোনো ছওয়াব পাব কি না, আর যেগুলো ছেড়ে রেখে দিয়েছি সেগুলোর জন্য কি আমাদের কোনো গুনাহ হবে? এ প্রসঙ্গে উক্ত আয়াত নাজিল হয়।

–(তিরমিযি শরীফ : ২)

وَمَآ اَفَآءَ اللّٰهُ عَلٰى رَسُوْلِهٖ مِنْهُمْ فَمَآ اَوْجَفْتُمْ عَلَيْهِ مِنْ خَيْلٍ وَّلَا رِكَابٍ وَّلٰكِنَّ اللّٰهَ يُسَلِّطُ رُسُلَهٗ عَلٰى مَنْ يَّشَآءُ
وَاللّٰهُ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ

শানে নুযূল ঃ মুহাম্মদ বিন সা'আদ হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) -এর উদ্ধৃতি দিয়ে বর্ণনা করেন যে, আল্লাহ তা'আলা তদ্বীয় নবীকে বনূ কুরাইজা ও বনূ নাযীর গোত্র সমূহের উপর অভিযান চালানোর জন্যে আদেশ করেন। তৎকালে মুসলমানদের ঘোড়া ও সাওয়ারীর ব্যবস্থা ছিল নিতান্তই অপ্রতুল। সেই অভিযান সমূহের মধ্যে খায়বার, ফদক এবং আরবীয় অন্যান্য গোত্র সমূহও অন্তরর্ভুক্ত ছিল। গোত্রগুলো হতে যা কিছু মালা-মালই যুদ্ধবিহীন ফায় স্বরূপ অর্জিত হয়েছিল। সব কিছুই আল্লাহ তা'আলার নির্দেশানুযাই রাসূল ﷺ নিজ কর্তৃত্বে রাখেন। ফলে কেউ কেউ বলল যে, এ

https://e-ilm.weebly.com/

সম্পদ আমাদের মাঝে বণ্টন করে দেওয়া হচ্ছে না কেন? ফায় হিসেবে অর্জিত সম্পদ বণ্টন না করার কারণে কারো কারো পক্ষ হতে যে অভিযোগ ছিল, সে পরিপ্রেক্ষিতে আল্লাহ তা'আলা আলোচ্য আয়াত নাজিল করেন।

–(ফতহুল কাদীর ১৯৯/৫ তাবারী ৩৫/১২, কুরতুবী ১৩/১৮, দূররে মানছুর ১৯২/৬)

وَالَّذِيْنَ تَبَوَّؤُا الدَّارَ وَالْاِيْمَانَ مِنْ قَبْلِهِمْ يُحِبُّوْنَ مَنْ هَاجَرَ اِلَيْهِمْ وَلَا يَجِدُوْنَ فِيْ صُدُوْرِهِمْ حَاجَةً مِّمَّا اُوْتُوْا

শানে নুযূল ঃ মদীনার আনসারগণ নবী করীম ﷺ -এর খেদমতে আরজ করল, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমাদের জমিন আমাদের এবং মুহাজিরদের মাঝে বণ্টন করে দিন। তখন হুজুর ﷺ বললেন, না তোমাদের জমিন তোমাদেরই থাকবে। তোমরা বাগান করবে এবং ফলসমূহে তাদের অংশ বণ্টন করে দিবে। আনসাররা তখন বলল, আমরা এ ফয়সালায় সন্তুষ্ট আছি। এ পরিপ্রেক্ষিতে উক্ত আয়াত নাজিল হয়।

وَيُؤْثِرُوْنَ عَلٰٓى اَنْفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ ۗ وَمَنْ يُّوْقَ شُحَّ نَفْسِهٖ فَاُولٰٓئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُوْنَ ﴿٩﴾

শানে নুযূল ঃ এক অনাহারী লোক রাসূল ﷺ -এর দরবারে এসে জানাল যে, ইয়া রাসূলাল্লাহ! ﷺ আমি ক্ষুধার্ত। নবীজী তখন তাকে তাঁর স্ত্রীগণের নিকট পাঠালেন। কিন্তু তাদের কাছেও দেওয়ার মতো কিছু ছিল না। নবী করীম ﷺ তখন উপস্থিত সাহাবায়ে কেরামগণকে লক্ষ্য করে বললেন যে, এমন কেউ কি আছে যে, আজ রাতের জন্য তাকে মেহমান করে নিবে? নিশ্চয় আল্লাহ তাতে তার উপর রহমত নাজিল করবেন। তখন একজন আনসারী সাহাবী দাঁড়িয়ে বললেন যে, আমি তার মেহমানদারী করতে চাই ইয়া রাসূলাল্লাহ! অতঃপর সে তা নিয়ে ঘরে গিয়ে তার স্ত্রীকে বলল যে, তিনি রাসূল ﷺ -এর মেহমান। তার মেহমানদারীর আয়োজন কর। স্ত্রী উত্তর দিলেন যে, বাচ্চাদের খাবার ছাড়া অন্য কিছুই যে ঘরে নেই। আনসারী সাহাবী তখন বললেন, বাচ্চাদেরকে এশার পর ঘুম পাড়িয়ে দাও। আর বাতি নিভিয়ে দাও। আমরা আজ রাতে উপবাস কাটাব। (অতঃপর মেহমানের সামনে খানা দেওয়ার পর তারা এমন ভান করলেন যে, তারাও যেন খানা খাচ্ছেন। প্রকৃতপক্ষে তারা কিছুই খাননি। সকালে ঐ আনসারী সাহাবী যখন নবী করীম ﷺ -এর দরবারে উপস্থিত হলে তিনি ইরশাদ করলেন যে, আল্লাহ পাক অমুক পুরুষ ও অমুক মহিলার প্রতি অত্যন্ত খুশি হয়েছেন। সে প্রেক্ষিতে উক্ত আয়াত নাজিল হয়। (সূত্র- বোখারী শরীফ, কানযুন নুকূল ঃ ৯৯, সংক্ষিপ্ত আকারে তিরমিযী ২য় খণ্ডেও বর্ণিত আছে)

শানে নুযূল– ২ : হাকেম, ইবনে মারদুভিয়া হযরত ওমর বিন খাত্তাব (রা.) -এর উদ্ধৃতি দিয়ে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন যে, সাহাবীগণের মধ্য থেকে কাউকে একটি ছাগলের মাথা হাদিয়া দেওয়া হয়েছিল। তখন তিনি বললেন যে, আমার ভাই অমুক এবং তার পরিবারের লোকজন অপেক্ষাকৃত আমার থেকে অধিক পাওয়ার যোগ্য সুতরাং তার জন্যে পাঠিয়ে দেওয়া হলো। এমন ভাবে সাতজনের ঘরে প্রেরণ করা হলো। অবশেষে প্রথম ব্যক্তির নিকটই প্রত্যার্বিত হলো। তখন রাসূল ﷺ -এর সাহাবীগণের পারস্পরিক এহেন অপূর্ব সহমর্মিতা প্রদর্শনের পরিপ্রেক্ষিতে আলোচ্য আয়াত নাজিল হয়।

(রুহুল মা'আনী, কুরতুবী ২৫/২৮ তাবারী ৪১/১২ দুররে মানছুর ১৯৫/৬, ইবনে কাছীর ৩৩৮/৪, ফতহুল কাদীর ২০২/৫)

শানে নুযূল –৩ : হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) বলেন, বনূ নাযীর অভিযান যেদিন হয়েছিল, সেদিন নবী করীম ﷺ আনসারী সাহাবীগণকে বললেন যে, তোমরা যদি একমত পোষণ কর, তাহলে তোমাদের ধন-সম্পদ মুহাজির এবং তোমাদের মাঝে বণ্টন করে দেই আর বনূ নাযীরের অর্জিত গনিমতের মালা-মালের মধ্যে তোমাদেরও অংশ নির্ধারিত করে দেই। আর যদি মনে কর যে, তোমাদের সম্পদ তোমাদের হাতেই থাকুক, গনিমতের মালা-মালের মধ্যে তোমাদের আর কোনো অধিকার থাকবেনা। তখন আনসারীগণ বলেছিলেন যে, আমাদের মালামাল আমাদের মুহাজির ভাইদের মাঝে বণ্টন করে দেওয়া হোক এবং গনিমতের মালেরও অধিকারী তাদেরকে বানিয়ে দেওয়া হোক। মুহাজিরগণের প্রতি আনসারীগণের এহেন সহমর্মিতা দেখানোর পরিপ্রেক্ষিতে আলোচ্য আয়াত নাজিল হয়েছে। (কুরতুবী ২৫/১৮)

اَلَمْ تَرَ اِلَى الَّذِيْنَ نَافَقُوْا يَقُوْلُوْنَ لِاِخْوَانِهِمُ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا مِنْ اَهْلِ الْكِتٰبِ ... وَاِنْ قُوْتِلْتُمْ لَنَنْصُرَنَّكُمْ ۗ وَاللّٰهُ يَشْهَدُ اِنَّهُمْ لَكٰذِبُوْنَ ﴿١١﴾

শানে নুযূল ঃ যখন বনী কুরায়জার কিছু লোক মুসলমান হলো। যাদের কতিপয় ছিল মুনাফিক। তারা বনী নাযীরকে বলত যে, তোমরা যদি মুসলমানদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ কর তবে আমরাও তোমাদের সাথে অংশ গ্রহণ করব। তাদের ব্যাপারেই উক্ত আয়াত অবতীর্ণ হয়। (সূত্র-কানযুন নুকূল ঃ ৯৯)

https://e-ilm.weebly.com/

https://e-ilm.weebly.com/

এর আগে ঘটনা এই হয়েছিল যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ মদীনা পৌঁছে রাজনৈতিক দূরদর্শিতার কারণে সর্বপ্রথম মদীনায় ও তৎপার্শ্ববর্তী এলাকায় বসবাসকারী ইহুদি গোত্রসমূহের সাথে শান্তিচুক্তি সম্পাদন করেছিলেন। চুক্তিতে উল্লেখ করা হয়েছিল যে, ইহুদিরা মুসলমানদের বিরুদ্ধে যুদ্ধে প্রবৃত্ত হবে না এবং কোনো আক্রমণকারীকে সাহায্য করবে না। তারা আক্রান্ত হলে মুসলমানগণ তাদেরকে সাহায্য করবে। শান্তিচুক্তিতে আরও অনেক ধারা ছিল। 'সীরাতে ইবনে-হিশামে' এর বিস্তারিত বর্ণনা আছে। এমনিভাবে বনূ-নুযায়েরসহ ইহুদিদের সকল গোত্র এই চুক্তির অন্তর্ভুক্ত ছিল। মদীনা থেকে দুই মাইল দূরে বনূ নুযায়েরের বসতি, দুর্ভেদ্য দুর্গ এবং বাগ-বাগিচা ছিল।

ওহুদ যুদ্ধ পর্যন্ত তাদেরকে বাহ্যতঃ এই শান্তিচুক্তির অনুসারী দেখা যায়। কিন্তু ওহুদ যুদ্ধের পর তারা বিশ্বাসঘাতকতা ও গোপন দূরভিসন্ধি শুরু করে দেয়। এই বিশ্বসঘাতকতার সূচনা এভাবে হয় যে, বনূ নুযায়রের জনৈক সর্দার কা'ব ইবনে-আশরাফ ওহুদ যুদ্ধের পর আরও চল্লিশজন ইহুদিকে সাথে নিয়ে মক্কা পৌঁছে এবং ওহুদ যুদ্ধ থেকে ফেরত কুরায়শী কাফেরদের সাথে সাক্ষাত করে। দীর্ঘ আলোচনার পর রাসূলুল্লাহ ﷺ ও মুসলমানদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার চুক্তি উভয় পক্ষের মধ্যে চূড়ান্ত হয়। চুক্তিটি পাকাপোক্ত করার উদ্দেশ্যে কা'ব ইবনে আশরাফ চল্লিশজন ইহুদিসহ এবং প্রতিপক্ষের আবু সুফিয়ান চল্লিশ জন কুরায়শী নেতাসহ কাবা গৃহে প্রবেশ করে এবং বায়তুল্লাহর গেলাফ স্পর্শ করতঃ পারস্পরিক সহযোগিতা ও সুলমানদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার অঙ্গীকার করে।

চুক্তি সম্পাদনের পর কা'ব ইবনে-আশরাফ মদীনায় ফিরে এলে হযরত জিবরাঈল (আ.) রাসূলুল্লাহ ﷺ -কে আদ্যোপান্ত ঘটনা এবং চুক্তির বিবরণ বলে দেন। অতঃপর রাসূলুল্লাহ ﷺ কা'ব ইবনে আশরাফকে হত্যার আদেশ জারি করেন এবং মুহাম্মদ ইবনে-মসলামা (রা.) সাহাবী তাকে হত্যা করেন।

এরপর বনূ নুযায়রের আরও অনেক চক্রান্ত সম্পর্কে রাসূলুল্লাহ ﷺ অবহিত হতে থাকেন। তন্মধ্যে একটি উপরে শানে-নুযূলে বর্ণিত হয়েছে যে, তারা স্বয়ং রাসূলে কারীম ﷺ -কে হত্যার চক্রান্ত করে। যদি ওহীর মাধ্যমে রাসূলুল্লাহ ﷺ তাৎক্ষণিকভাবে এই চক্রান্ত সম্পর্কে অবহিত না হতেন, তবে তারা হত্যার এই ষড়যন্ত্রে সফলকাম হয়ে যেত। কেননা যে গৃহের নীচে তারা রাসূলুল্লাহ ﷺ -কে বসিয়েছিল, তার ছাদে চড়ে একটি প্রকাণ্ড ভারি পাথর তাঁর মাথায় ছেড়ে দেওয়ার পরিকল্পনা প্রায় সম্পন্ন হয়ে গিয়েছিল। যে ব্যক্তি এই পরিকল্পনা বাস্তবায়নে নিয়োজিত হয়েছিল, তার নাম ওমর ইবনে-জাহহাশ, আল্লাহ তা'আলার হেফাজতের কারণে এই পরিকল্পনা ব্যর্থতায় পর্যবসিত হয়।

একটি শিক্ষা : আশ্চর্যের বিষয়, পরবর্তী পর্যায়ে বনূ নুযায়েরের সবাই নির্বাসিত হয়ে মদীনা ছেড়ে চলে গেল। কিন্তু তাদের মধ্যে মাত্র দুই ব্যক্তি মুসলমান হয়ে মদীনাতেই নিরাপদ জীবন যাপন করতে থাকে। তাদের একজন ছিল এই ওমর ইবনে জাহহাশ, দ্বিতীয়জন তার পিতৃব্য ইয়ামীন ইবনে আমর ইবনে কা'ব। –[ইবনে কাসীর]

আমর ইবনে উমাইয়া যমরীর ঘটনা ঃ শানে-নুযূলের ঘটনায় বর্ণনা করা হয়েছে যে, আমর ইবনে উমাইয়া যমরীর হাতে দু'টি হত্যাকাণ্ড সংঘটিত হয়েছিল। এ ব্যাপারেই বনূ-নুযায়রের চাঁদা লাভ করার জন্যে তিনি তাদের জনপদে গমন করেছিলেন। এর পটভূমি বর্ণনা প্রসঙ্গে ইবনে-কাসীর লিখেন ঃ মুসলমানদের বিরুদ্ধে কাফেরদের ষড়যন্ত্র ও উৎপীড়নের কাহিনী অতিদীর্ঘ। তন্মধ্যে বীরে-মাউনার ঘটনাটি ইসলামের ইতিহাসে সুবিদিত। একবার কিছু সংখ্যক মুনাফিক ও কাফের তাদের জনপদে ইসলাম প্রচারের জন্যে রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর কাছে একদল সাহাবী প্রেরণ করার আবেদন করে। তিনি সত্তর জন সাহাবীর একটি দল তাদের সাথে পাঠিয়ে দেন। কিন্তু পরে জানা যায় যে, এটা নিছক একটা চক্রান্ত ছিল। কাফেররা মুসলমানগণকে হত্যা করার পরিকল্পনা করে এবং এতে তারা সফলও হয়ে যায়। সাহাবীগণের মধ্যে একমাত্র আমর ইবনে যমরী কোনোরূপে পলায়ন করতে সক্ষম হন। যিনি এইমাত্র কাফেরদের বিশ্বাসঘাতকতা এবং তাঁর উনসত্তর জন সঙ্গীর নৃশংস হত্যাকাণ্ড স্বচক্ষে দেখে এসেছিলেন, কাফেরদের মোকাবিলায় তাঁর মনোবৃত্তি কি হবে, তা অনুমান করা কারও পক্ষে কঠিন হওয়ার কথা নয়। ঘটনাক্রমে মদীনায় ফিরে আসার সময় পথিমধ্যে তিনি দুজন কাফেরের মুখোমুখি হন। তিনি কালবিলম্ব না করে উভয়কে হত্যা করেন। পরে জানা যায় যে, তারা ছিল বনী-আমের গোত্রের লোক, যাদের সাথে রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর শান্তি চুক্তি ছিল।

https://e-ilm.weebly.com/

আজকালকার রাজনৈতিক চুক্তিসমূহে প্রথমেই চুক্তিভঙ্গের পথ খুঁজে নেওয়া হয়। কিন্তু রাসূলে করীম ﷺ-এর চুক্তি এরূপ ছিল না। এখানে যা কিছু মুখ অথবা কলম দিয়ে বের হয়ে যেত, তা ধর্মীয় ও আল্লাহর নির্দেশের মর্যাদা রাখত এবং তা যথাযথ পালন করা অপরিহার্য হয়ে যেত। আমরের এই ভ্রান্তি সম্পর্কে অবগত হয়ে রাসূলুল্লাহ ﷺ শরিয়তের আইনানুযায়ী নিহত ব্যক্তিদের রক্ত বিনিময় দেওয়ার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন। এজন্য তিনি মুসলমানদের কাছ থেকে চাঁদা সংগ্রহ করেন এবং চাঁদার ব্যাপারে তাঁকে বনূ নুযায়ের গোত্রেও গমন করতে হয়।

ইসলাম ও মুসলমানদের উদারতা বর্তমান রাজনীতিকদের জন্য একটি শিক্ষাপ্রদ ব্যাপার : আজকালকার বড় বড় রাষ্ট্রপ্রধান ও সরকার মানবাধিকার সংরক্ষণ কল্পে সারগর্ভ বক্তৃতা দেন, এর জন্য প্রতিষ্ঠান স্থাপন করেন এবং বিশ্বে মানবাধিকারের হর্তাকর্তা কথিত হন। প্রিয় পাঠক, উপরিউক্ত ঘটনার প্রতি একবার লক্ষ্য করুন। বনূ নুযায়েরের উপর্যুপরি চক্রান্ত, বিশ্বাসঘাতকতা, রাসূল ﷺ-কে হত্যার পরিকল্পনা ইত্যাদি ঘটনা একের পর এক রাসূলে কারীম ﷺ-এর গোচরে আসতে থাকে। যদি এসব ঘটনা আজকালকার কোনো মন্ত্রী ও রাষ্ট্রপ্রধানের গোচরীভূত হতো তবে ইনসাফের সাথে বলুন তারা এহেন লোকদের সাথে কিরূপ ব্যবহার করতেন? আজকাল তো জীবিত লোকদের উপর পেট্রোল ঢেলে ময়দান পরিষ্কার করে দেওয়া কোনো রাষ্ট্রীয় শক্তিরও মুখাপেক্ষী নয়। কিছু গুণ্ডা, দুষ্কৃতকারী সংঘবদ্ধ হয়ে অনায়াসে এ কাজ সমাধা করে ফেলে। রাজকীয় রাগ ও গোস্বার লীলাখেলা এর চাইতে বেশিই থাকে।

কিন্তু এই রাষ্ট্র আল্লাহর ও তাঁর রাসূল ﷺ-এর বনূ নুযায়েরের বিশ্বাসঘাতকতা যখন চূড়ান্ত পর্যায়ে পৌঁছে যায়, তখনও তিনি তাদের গণহত্যার সংকল্প করেন নি। তাদের মাল ও আসবাবপত্র ছিনিয়ে নেওয়ার কোনো পরিকল্পনা করা হয়নি; বরং তিনি –১. সব আসবাবপত্র নিয়ে কেবল শহর খালি করে দেওয়ার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন; ২. এর জন্যও তাদেরকে দশ দিনের সময় দেন, যাতে অনায়াসে সব আসবাবপত্র সাথে নিয়ে অন্যত্র স্থানান্তরিত হতে পারে। বনূ নুযায়ের এরপরেও যখন ঔদ্ধত্য প্রদর্শন করল, তখন জাতীয় পদক্ষেপে নেওয়ার প্রয়োজন দেখা দেয়; তাই ৩. কিছু খর্জুর বৃক্ষ কাটা হয় এবং কিছু বৃক্ষে অগ্নি সংযোগ করা হয়, যাতে তারা প্রভাবান্বিত হয়। কিন্তু দুর্গে অগ্নি সংযোগ অথবা গণহত্যার নির্দেশ তখনও জারি করা হয়নি; ৪. অতঃপর তারা যখন বেগতিক হয়ে শহর ছেড়ে দেওয়ার সিদ্ধান্ত নিল, তখন সামরিক অভিযান সত্ত্বেও এক ব্যক্তি এক উটের পিঠে যে পরিমাণ আসবাবপত্র নিয়ে যেতে পারে সে পরিমাণ আসবাবপত্র নিয়ে যাওয়ার ক্ষমতা তাদেরকে দেওয়া হলো। ফলে তারা গৃহের কড়িকাঠ, তক্তা এবং দরজার কপাট পর্যন্ত উটের পিঠে তুলে নিল; ৫. তারা সব আসবাবপত্র সাথে নিয়ে যাচ্ছিল, কিন্তু কোনো মুসলমান তাদের প্রতি বক্র দৃষ্টিতে তাকান নি। শান্ত ও মুক্ত পরিবেশে সম্পূর্ণ নিরুদ্বেগ অবস্থায় তারা আসবাবপত্র নিয়ে বিদায় হয়।

রাসূলুল্লাহ ﷺ যে সময় শত্রুর কাছ থেকে ষোল আনা প্রতিশোধ গ্রহণ করার মতো শক্তি ও ক্ষমতার অধিকারী ছিলেন, সেই সময় বনূ নুযায়েরের প্রতি তিনি এহেন উদারতা প্রদর্শন করেন। এই বিশ্বাসঘাতক, কুচক্রী শত্রুদের সাথে তাঁর এহেন উদার ব্যবহার, সেই ব্যবহারের নযীর, যা তিনি মক্কা বিজয়ের পর তাঁর পুরাতন শত্রুদের সাথে করেছিলেন।

لِأَوَّلِ الْحَشْرِ –বনূ-নুযায়রের এই নির্বাসনকে কুরআন পাক 'আউয়ালে হাশর' তথা প্রথম সমাবেশ আখ্যা দিয়েছে। এর এক কারণ বর্ণিত হয়েছে যে, প্রাচীনকাল থেকে তারা এক জায়গায় বসবাস করত। স্থানান্তর ও নির্বাসনের ঘটনা তাদের জীবনে এই প্রথমবার সংঘটিত হয়েছিল। এর আরও একটি কারণ এই যে, ইসলামের ভবিষ্যৎ প্রকৃত নির্দেশ ছিল আরব উপদ্বীপকে অমুসলিমদের থেকে মুক্ত করতে হবে, যাতে এটা ইসলামের এক দুর্ভেদ্য দুর্গে পরিণত হয়। এর ফলে নির্বাসনের আকারে দ্বিতীয় সমাবেশ হওয়া অবশ্যম্ভাবী ছিল। এটা হযরত ফারূকে আযম (রা.)-এর খেলাফতকালে বাস্তবরূপ পরিগ্রহ করে এবং নির্বাসিত হয়ে যারা খায়বরে বসতি স্থাপন করেছিল তাদেরকে আরব উপদ্বীপ ছেড়ে বাইরে চলে যাওয়ার নির্দেশ দেওয়া হয়। এদিক দিয়ে বনূ নুযায়র এই নির্বাসন প্রথম সমাবেশ এবং হযরত ওমর (রা.)-এর খেলাফতকালে সংঘটিত নির্বাসন, দ্বিতীয় সমাবেশ নামে অভিহিত হয়।

فَأَتٰهُمُ اللّٰهُ مِنْ حَيْثُ لَمْ يَحْتَسِبُوْا : এর শাব্দিক অর্থ এই যে, আল্লাহ তা'আলা তাদের কাছে এমনভাবে আগমন করলেন, যা তারা কল্পনাও করেনি। বলাবাহুল্য, আল্লাহর আগমন করার অর্থ তাঁর নির্দেশ ও নির্দেশবাহক ফেরেশতা আগমন করা।

https://e-ilm.weebly.com/

يُخْرِبُوْنَ بُيُوْتَهُمْ بِاَيْدِيْهِمْ وَاَيْدِى الْمُؤْمِنِيْنَ : গৃহের দরজা, কপাট ইত্যাদি নিয়ে যাওয়ার জন্যে তারা নিজেদের হাতে নিজেদের গৃহ ধ্বংস করছিল। পক্ষান্তরে তারা যখন দুর্গের অভ্যন্তরে ছিল, তখন তাদেরকে ভীত সন্ত্রস্ত করার জন্যে মুসলমানগণ তাদের গৃহ ও গাছপালা ধ্বংস করছিল।

لِيْنَةٍ : مَاقَطَعْتُمْ مِّنْ لِّيْنَةٍ اَوْ تَرَكْتُمُوْهَا قَائِمَةً عَلٰى اُصُوْلِهَا فَبِاِذْنِ اللّٰهِ وَلِيُخْزِىَ الْفٰسِقِيْنَ –শব্দের অর্থ খর্জুর বৃক্ষ। বনু-নুযায়রের খর্জুর বাগান ছিল। তারা যখন দুর্গের ভিতরে অবস্থান গ্রহণ করল, তখন কিছু কিছু মুসলমান তাদেরকে উত্তেজিত ও ভীত করার জন্যে তাদের কিছু খর্জুর বৃক্ষ কর্তন করে অথবা অগ্নিসংযোগ করে খতম করে দিলেন। অপর কিছু সংখ্যক সাহাবী মনে করলেন, ইনশাআল্লাহ বিজয় তাদের হবে এবং পরিণামে এসব বাগ-বাগিচা মুসলমানদের অধিকারভুক্ত হবে। এই মনে করে তাঁরা বৃক্ষ কর্তনে বিরত রইলেন। এটা ছিল মতের গরমিল। পরে যখন তাঁদের মধ্যে কথাবার্তা হলো, তখন বৃক্ষ কর্তনকারীরা এই মনে করে চিন্তিত হলেন যে, যে বৃক্ষ পরিণামে মুসলমানদের হবে, তা কর্তন করে তারা অন্যায় করেছেন। এর পরিপ্রেক্ষিতে আলোচ্য আয়াত অবতীর্ণ হলো। এতে উভয়দলের কার্যক্রমকে আল্লাহর ইচ্ছার অনুকূলে প্রকাশ করা হয়েছে।

রাসূলের নির্দেশ প্রকৃতপক্ষে আল্লাহরই নির্দেশ : হাদীস অস্বীকারকারীদের প্রতি হুশিয়ারি : এই আয়াত বৃক্ষ কর্তন, পোড়ান ও অক্ষত ছেড়ে দেওয়ার উভয় প্রকার কার্যক্রমকে আল্লাহর ইচ্ছার অনুকূলে প্রকাশ করা হয়েছে। অথচ কুরআনের কোনো আয়াতে এতদুভয়ের মধ্য থেকে কোনো কর্মের আদেশ উল্লেখ করা হয়নি। অতএব বাহ্যত বোঝা যায় যে, উভয় দল নিজ নিজ ইজতিহাদের মাধ্যমে এ কাজ করেছে। বেশির বেশি তারা হয় তো রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর কাছ থেকে এর অনুমতি নিয়ে থাকবে, কিন্তু কুরআন এই অনুমতি তথা হাদীসকে আল্লাহর ইচ্ছা প্রতিপন্ন করে ব্যক্ত করেছে যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে আল্লাহর পক্ষ থেকে আদেশ জারি করার ক্ষমতা অর্পণ করা হয়েছে এবং তিনি যে আদশ জারি করবেন, তা আল্লাহরই আদেশ বলে গণ্য হবে। এই আদেশ পালন করা কুরআনের আয়াত পালন করার মতো ফরজ।

ইজতিহাদী মতভেদে কোনো পক্ষকে গুনাহ্ বলা যাবে না : এই আয়াত থেকে দ্বিতীয় গুরুত্বপূর্ণ বিধান এই জানা গেল যে, যারা ইজতিহাদ করার যোগ্যতা রাখেন, কোনো ব্যাপারে তাদের ইজতিহাদ ভিন্নমুখী হলে অর্থাৎ একদল জায়েজ ও অন্যদলে নাজায়েজ বললে আল্লাহর কাছে উভয়টিই শুদ্ধ হবে। উভয় ইজতিহাদের মধ্যে কোনোটিই গুনাহ বলা যাবে না। এ কারণে তাদের উপর দুষ্টের দমন আইন প্রযোজ্য হবে না। কেননা তাদের মধ্যে কোনো এক পক্ষও শরিয়তানুযায়ী অশিষ্ট নয়। وَلِيُخْزِىَ الْفَاسِقِيْنَ বাক্যে বৃক্ষ কর্তন ও অগ্নি সংযোগের কারণ বর্ণনা করা হয়েছে যে, এটা অনর্থ সৃষ্টির অন্তর্ভুক্ত নয়; বরং কাফেরদেরকে লাঞ্ছিত করার উদ্দেশ্যে এটা ছওয়াবের কাজ।

মাসআলা : যুদ্ধাবস্থায় কাফেরদের গৃহ বিধ্বস্ত করা, অগ্নি সংযোগ করা এবং বৃক্ষ ও শস্যক্ষেত্র ধ্বংস করা জায়েজ কি না, এ সম্পর্কে ফিকহ্‌বিদগণের উক্তি বিভিন্ন রূপ। ইমাম আজম আবূ হানীফা (র.) বলেন : যুদ্ধাবস্থায় এসব কাজ জায়েজ। কিন্তু শায়খ ইবনে হুমাম (র.) বলেন : এটা তখন জায়েজ, যখন এই পদ্ধতি অবলম্বন করা ব্যতীত কাফেরদের বিরুদ্ধে জয়লাভ করা সুদূর পরাহত হয় অথবা যখন মুসলমানদের বিজয় অনিশ্চিত হয়। কাফেরদের শক্তি চূর্ণ করার উদ্দেশ্যে অথবা বিজয় অর্জিত না হলে তাদের ধনসম্পদ বিনষ্ট করে তাদেরকে দুর্বল করার উদ্দেশ্যে তখন এসব কাজ জায়েজ হবে। –[মাযহারী]

وَمَآ اَفَاءَ اللّٰهُ عَلٰى رَسُوْلِهٖ مِنْهُمْ : اَفَاءَ শব্দটি فَيْءٌ থেকে উদ্ভূত। এর অর্থ প্রত্যাবর্তন করা। দুপুরের পরবর্তী পূর্বদিকে প্রত্যাবর্তনকারী ছায়াকেও فَيْءٌ বলা হয়। কাফেরদের কাছ থেকে যুদ্ধলব্ধ সম্পদের স্বরূপ এই যে, কাফেররা বিদ্রোহী হওয়ার কারণে তাদের ধন-সম্পদ সরকারের পক্ষে বাজেয়াপ্ত হয়ে যায় এবং তাদের মালিকানা থেকে বের হয়ে প্রকৃত মালিক আল্লাহ তা'আলার দিকে ফিরে যায়। তাই এগুলো অর্জনকে اَفَاءَ শব্দের মাধ্যমে ব্যক্ত করা হয়েছে। এর অর্থ তো এই ছিল যে, কাফেরদের কাছ থেকে অর্জিত সকল প্রকার ধন-সম্পর্কেই فَيْءٌ বলা হতো। কিন্তু যুদ্ধ ও জেহাদের মাধ্যম যে ধন-সম্পদ অর্জিত হয়, তাতে মানুষের কর্ম ও অধ্যবসায়েরও এক প্রকার দখল থাকে। তাই এই প্রকার ধন-সম্পদকে 'গনিমত' শব্দ দ্বারা ব্যক্ত করে এক আয়াতে বলা হয়েছে ঃ

وَاعْلَمُوْٓا اَنَّمَا غَنِمْتُمْ مِّنْ شَيْءٍ –কিন্তু যে ধন-সম্পদ অর্জনে যুদ্ধ ও জেহাদের প্রয়োজন পড়ে না, তাকে فَيْءٌ শব্দ দ্বারা ব্যক্ত করা হয়েছে। আলোচ্য আয়াতের সারমর্ম এই যে, যে ধন-সম্পদ যুদ্ধ ও জেহাদ ব্যতিরেকে অর্জিত হয়েছে, তা মুজাহিদ ও

https://e-ilm.weebly.com/

যোদ্ধাদের মধ্যে যুদ্ধলব্ধ সম্পদের আইনানুযায়ী বন্টন করা হবে না। বরং তা পুরোপুরিভাবে রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর এখতিয়ারে থাকবে। তিনি যাকে যতটুকু ইচ্ছা করবেন দিবেন, অথবা নিজের জন্যে রাখবেন। তবে যে কয়েক প্রকার হকদার নির্দিষ্ট করা হয়েছে, তাদের মধ্যেই এই সম্পদে বন্টন সীমিত থাকতে হবে। এ প্রসঙ্গে পরবর্তী আয়াতে বলা হয়েছে ঃ

مَآ اَفَآءَ اللّٰهُ عَلٰى رَسُوْلِهٖ مِنْ اَهْلِ الْقُرٰى : এখানে اَهْلِ الْقُرٰى বলে বনূ-নুযায়ের এবং তাদের মতো বনূ কুরায়যা ইত্যাদি গোত্র বোঝানো হয়েছে, যাদের ধন-সম্পদ যুদ্ধ ব্যতিরেকেই অর্জিত হয়েছিল। এরপর পাঁচ প্রকার হকদারদের প্রসঙ্গ উল্লেখ করা হয়েছে; এসব আয়াতে উপরিউক্ত প্রকার ধন-সম্পদের বিধান, হকদার ও হকদারদের মধ্যে বন্টন করার পদ্ধতি বর্ণনা করা হয়েছে। সূরা আনফালের শুরুতে গনিমতের মাল ও ফায়-এর মালের মধ্যে যে পার্থক্য, তা সুস্পষ্টরূপে বর্ণনা করা হয়েছে। কাফেরদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ও জেহাদের ফলশ্রুতিতে যে ধন-সম্পদ মুসলমানদের হস্তগত হয়, তাই গনিমতের মাল এবং যুদ্ধ ও জেহাদ ব্যতিরেকে যা অর্জিত হয়, তা ফায়-এর মাল। কাফেররা যে ধন-সম্পদ রেখে পলায়ন করে কিংবা যা সম্মতিক্রমে জিযিয়া, খারাজ কিংবা বাণিজ্যিক ট্যাক্সের আকারে প্রদান করে, সবই ফায়-এর অন্তর্ভুক্ত।

এর কিঞ্চিত বিবরণ মা'আরেফুল-কুরআনের চতুর্থ খণ্ডে সূরা আনফালের শুরুতে এবং আরও কিছু বিবরণ সূরা আনফালের ৪১ নং আয়াতে বর্ণিত হয়েছে।

এখানে প্রণিধানযোগ্য বিষয় এই যে, সূরা আনফালের ৪১ নং আয়াতে গনিমতের এক-পঞ্চমাংশ সম্পর্কে যে ভাষা ব্যবহৃত হয়েছে, এখানে ফায়-এর সম্পর্কে প্রায় একই ভাষা ব্যবহার করা হয়েছে। সূরা আনফালে বলা হয়েছে :

وَاعْلَمُوْٓا اَنَّمَا غَنِمْتُمْ مِّنْ شَيْءٍ فَاَنَّ لِلّٰهِ خُمُسَهٗ وَلِلرَّسُوْلِ وَلِذِى الْقُرْبٰى وَالْيَتٰمٰى وَالْمَسٰكِيْنِ وَابْنِ السَّبِيْلِ.

উভয় আয়াতে ছয় প্রকার হকদারের কথা উল্লেখ করা হয়েছে– আল্লাহ, রাসূল, আত্মীয়-স্বজন, এতিম, মিসকিন, মুসাফির; বলা বাহুল্য, আল্লাহ তা'আলা তো ইহকাল, পরকাল এবং সমগ্র সৃষ্ট জগতের আসল মালিক। অংশ বর্ণনায় তাঁর নাম নিছক বরকতের জন্য উল্লেখ করা হয়েছে, যাতে এর মাধ্যমে ইঙ্গিত হয়ে যায় যে, এই ধনসম্পদ অভিজাত, হালাল ও পূত-পবিত্র। এক্ষেত্রে অধিকাংশ তাফসীরবিদের বক্তব্য তাই। –[মাযহারী]

আল্লাহ তা'আলার নাম উল্লেখ করার ফলে এই ধনসম্পদের অভিজাত, শ্রেষ্ঠত্ব ও পবিত্র হওয়ার দিকে কিভাবে ইঙ্গিত হলো, এর বিস্তারিত বিবরণ সূরা আনফালের তাফসীরে প্রদান করা হয়েছে। এর সারমর্ম এই যে, আল্লাহ তা'আলা পয়গম্বরগণের জন্য মুসলমানদের কাছ থেকে অর্জিত সদকার মাল হালাল করেন নি। ফায় ও গনিমতের মাল কাফেরদের কাছ থেকে অর্জিত হয়। কাজেই প্রশ্ন দেখা দেয় যে, এই মাল পয়গম্বরগণের জন্য কিরূপে হালাল হলো? এর স্থলে আল্লাহ তা'আলার নাম উল্লেখ করে এই প্রশ্নর উত্তর দেওয়া হয়েছে যে, প্রকৃতপক্ষে প্রত্যেক বস্তুর মালিক আল্লাহ তা'আলা। তিনি কৃপাবশত বিশেষ আইনের অধীনে মানুষকে মালিকানা দান করেছেন। কিন্তু যে মানুষ বিদ্রোহী হয়ে যায়, তাদেরকে সঠিক পথে আনার জন্য প্রথমে পয়গম্বরগণকে ঐশী নির্দেশসহ প্রেরণ করা হয়েছে। যারা এতেও সঠিক পথে আসে না, তাদেরকে কমপক্ষে ইসলামি আইনের বশ্যতা স্বীকার করে নির্ধারিত জিযিয়া, খারাজ ইত্যাদি আদায় করে বসবাস করার অধিকার দেওয়া হয়েছে। যারা এর বিরুদ্ধেও বিদ্রোহের পতাকা উড্ডীন করে, তাদের মোকাবিলায় জিহাদ ও যুদ্ধের আদেশ দেওয়া হয়েছে। এর অর্থ এই যে, তাদের জান ও মাল সম্মানার্হ নয়। তাদের ধনসম্পদ আল্লাহর সরকারে বাজেয়াপ্ত। জিহাদ ও যুদ্ধের মাধ্যমে তাদের কাছ থেকে যে ধনসম্পদ অর্জিত হয়, তা কোনো মানুষের ব্যক্তিগত মালিকানাধীন নয়– বরং তা সরাসরি আল্লাহর মালিকানায় ফিরে যায়। 'ফায়' শব্দের মধ্যে এই ফিরে যাওয়ার দিকে ইঙ্গিতও আছে। কারণ এর আসল অর্থ ফিরে যাওয়া। সত্যিকার মালিক আল্লাহ তা'আলার মালিকানায় ফিরে যাওয়ার কারণেই এই সম্পদকে 'ফায়' বলা হয়। এখন এতে মানুষের মালিকানার কোনো দখল নেই। যেসব হকদারকে এ থেকে অংশ দেওয়া হবে; তা সরাসরি আল্লাহর পক্ষ থেকে দেওয়া হবে। কাজেই এই ধনসম্পদ আকাশ থেকে বর্ষিত পানি এবং স্বউদগত ঘাসের ন্যায় আল্লাহর দান হিসাবে মানুষের জন্য হালাল ও পবিত্র হবে।

সারকথা এই যে, এ স্থলে আল্লাহর নাম উল্লেখ করার মধ্যে ইঙ্গিত আছে যে, এসব ধনসম্পদ প্রকৃতপক্ষে আল্লাহ তা'আলার; তাঁর পক্ষ থেকে হকদারদেরকে প্রদান করা হয়। এটা কারও সদকা খয়রাত নয়।

https://e-ilm.weebly.com/

এখন সর্বমোট হকদার পাঁচ রয়ে গেল- রাসূল, আত্মীয়-স্বজন, এতিম, মিসকিন ও মুসাফির। গনিমতের পঞ্চমাংশের হকদারও তারাই, যা সূরা আনফালে বর্ণিত হয়েছে। গনিমত ও ফায় উভয় প্রকারের বিধান এই যে, এসব ধনসম্পদ প্রকৃতপক্ষে রাসূলুল্লাহ ﷺ ও তাঁর পরবর্তী খোলাফায়ে রাশেদীনের সম্পূর্ণ ইখতিয়ারে থাকবে। তাঁরা ইচ্ছা করলে এগুলো কাউকে না দিয়ে মুসলিম জনগণের স্বার্থে বায়তুলমালে জমা করতে পারেন এবং ইচ্ছা করলে বণ্টনও করতে পারেন। তবে বণ্টন করলে তা উপরিউক্ত পাঁচ প্রকার হকদারের মধ্যে সীমিত থাকতে হবে। –[কুরতুবী]

খালাফায়ে রাশেদীন ও অন্যান্য সাহাবায়ে কেরামের কর্মধারাদৃষ্টে প্রমাণিত হয় যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর আমলে তো ফায় -এর মাল তাঁর ইখতিয়ারে ছিল। তিনি যেখানে ভালো বিবেচনা করতেন ব্যয় করতেন। তাঁর ওফাতের পর এই মাল খলীফাগণের ইখতিয়ারে ছিল।

এই মালে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর যে অংশ ছিল তা তাঁর ওফাতের পর মওকুফ হয়ে যায়। তাঁর আত্মীয়বর্গকে এই মাল থেকে অংশ দেওয়ার দ্বিবিধ কারণ ছিল। এক. তাঁরা ইসলামি কর্মকাণ্ডে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সাহায্য করতেন। তাই বিত্তশালী আত্মীয়বর্গকেও এ থেকে অংশ দেওয়া হতো।

দুই. রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর স্বজনদের জন্য সদকার মাল হারাম করা হয়েছিল। তাই তাঁদের নিঃস্ব ও অভাবগ্রস্তগণকে ফায় -এর মাল থেকে এর পরিবর্তে অংশ দেওয়া হতো। রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর ওফাতের পর সাহায্য খতম হয়ে যায়। ফলে বিত্তশালী স্বজনদের অংশও রাসূল ﷺ-এর অংশের ন্যায় মওকুফ হয়ে যায়। তবে অভাবগ্রস্ত আত্মীয়-স্বজনদের অংশ অভাবগ্রস্ততার কারণে অব্যাহত রয়েছে। তারা অন্য অভাবগ্রস্তদের মোকাবিলায় অগ্রগণ্য হবেন। –[হিদায়া]

كَيْ لَا يَكُوْنَ دُوْلَةً بَيْنَ الْاَغْنِيَاۤءِ مِنْكُمْ : যে সম্পদ পরস্পরে আদান-প্রদান হয়, তাকে دُوْلَة বলা হয়। –(কুরতুবী) আয়াতের অর্থ এই যে, উপরিউক্ত ধন-সম্পদের হকদার নির্দিষ্ট করে দেওয়া হয়েছে, যাতে এই সম্পদ কেবল তোমাদের ধনী ও বিত্তশালীদের মধ্যকার পুঞ্জীভূত সম্পদ না হয়ে যায়। এতে মুর্খতাযুগের একটি কু-প্রথার মূলোৎপাটনের দিকে ইঙ্গিত রয়েছে। কু-প্রথা ছিল এই যে, এ ধরনের সকল ধন-সম্পদ কেবল বিত্তশালীরাই কুক্ষিগত করে নিত এবং এতে নিঃস্ব ও দরিদ্রদের কোনো অংশ থাকত না।

সম্পদ পুঞ্জীভূত করার প্রতি ইসলামি আইনের মরণাঘাত : আল্লাহ তা'আলা বিশ্ব প্রতিপালক। তাঁর সৃজিত হওয়ার দিকে দিয়ে মানবিক প্রয়োজনের সম্পদরাজিতে সকল মানুষের সমান অধিকার আছে। এতে মুমিন ও কাফেরের মধ্যেও কোনো পার্থক্য রাখা হয়নি। অতএব পরিবারগত ও শ্রেণিগত এবং ধনী ও দরিদ্রের মধ্যে পার্থক্য রাখার তো প্রশ্নই উঠে না। বায়ু, শূন্যমণ্ডল, সূর্য, চন্দ্র ও বিভিন্ন গ্রহ-উপগ্রহের আলো, শূন্যমণ্ডলে সৃষ্ট মেঘমালা, বৃষ্টি-এগুলো মানুষের সহজাত ও আসল প্রয়োজনীয় দ্রব্যসামগ্রী। এগুলো ব্যতীত মানুষ সামান্যক্ষণও জীবিত থাকতে পারে না। আল্লাহ তা'আলা এগুলো স্বহস্তে রেখে এভাবে বণ্টন করেছেন, যাতে প্রতি স্তর ও প্রতি ভূখণ্ডের দুর্বল ও সবল মানুষ এগুলো দ্বারা সমভাবে উপকৃত হতে পারে। এ ধরনের দ্রব্য সামগ্রীকে আল্লাহ তা'আলা স্বীয় প্রজ্ঞা বলে সাধারণ মানুষের ধরা-ছোঁয়া ও একচ্ছত্র অধিকারের উর্ধ্বে রেখেছেন। ফলে এগুলোর উপর ব্যক্তিগত দখল প্রতিষ্ঠা করার সাধ্য কারও নেই। এগুলো ওয়াকফে আম। কোনো বৃহত্তম সরকার ও পরাশক্তি এগুলোকে কুক্ষিগত করতে সক্ষম নয়। সৃষ্ট জীব সর্বত্রই এগুলো সমভাবে লাভ করে।

প্রয়োজনীয় দ্রব্যসামগ্রীর দ্বিতীয় কিস্তি হচ্ছে ভূগর্ভ থেকে উদগত পানি ও আহার্য বস্তু। এগুলো যদিও সাধারণ ওয়াক্‌ফ নয়, কিন্তু ইসলামি আইনে পাহাড়, অনাবাদি জঙ্গল ও প্রাকৃতিক জলস্রোতকে সাধারণ ওয়াক্‌ফ রেখে এগুলোর কতকাংশের উপর বিশেষ বিশেষ লোকের বৈধ মালিকানার অধিকারও দেওয়া হয়। অপরদিকে অবৈধ দখল প্রতিষ্ঠাকারীরাও ভূমির উপর দখল প্রতিষ্ঠা করে নেয়। কিন্তু স্বাভাবিকভাবে কোনো বৃহত্তম পুঁজিপতি ও দরিদ্র, কৃষক ও শ্রমিকদেরকে সাথে না নিয়ে ভূগর্ভে নিহিত সম্পদরাজি অর্জন করতে পারে না। কাজেই দখল প্রতিষ্ঠা করা সত্ত্বেও পুঁজিপতিরা অপরাপর দরিদ্রদেরকে অংশীদার করতে বাধ্য থাকে।

তৃতীয় কিস্তি হচ্ছে স্বর্ণ, রৌপ্য ও টাকা-পয়সা। এগুলো আসল প্রয়োজনীয় দ্রব্য-সামগ্রীর তালিকাভুক্ত নয়। কিন্তু আল্লাহ তা'আলা এগুলোকে সমস্ত প্রয়োজনীয় দ্রব্যসামগ্রী অর্জনের উপায় করেছেন। খনি থেকে উত্তোলন করার পর বিশেষ আইনের অধীনে এগুলো উত্তোলনকারীর মালিকানাধীন হয়ে যায়। এরপর বিভিন্ন পন্থায় অন্য লোকদের দিকে মালিকানা

https://e-ilm.weebly.com/

স্থানান্তরিত হতে থাকে। যদি সমগ্র মানব সমাজের মধ্যে এগুলো যথাযথ পন্থায় আবর্তিত হয়, তবে কোনো মানুষ ক্ষুধার্ত ও উলঙ্গ থাকার কথা নয়। কিন্তু বাস্তব ক্ষেত্রে মানুষ এগুলো দ্বারা কেবল নিজেই উপকৃত হতে চায়, অন্যান্য লোকও উপকৃত হোক, তা চায় না। এই কার্পণ্য ও লালসা দুনিয়াতে সম্পদ ও পুঁজি আহরণের নতুন ও পুরাতন অনেক পদ্ধতি আবিষ্কার করেছে, যার ফলে সম্পদের আবর্তন কেবল পুঁজিপতি ও বিত্তশালীদের মধ্যেই সীমিত হয়ে পড়েছে এবং সাধারণ দরিদ্র ও নিঃস্বদেরকে বঞ্চিত রাখা হয়েছে। এর অশুভ প্রতিক্রিয়াই আজ দুনিয়াতে কমিউনিজম ও সোশ্যালিজমের মতো অযৌক্তিক মতবাদের জন্ম দিয়েছে।

ইসলামি আইন একদিকে ব্যক্তি মালিকানার প্রতি এতটুকু সম্মান প্রদর্শন করেছে যে, এক ব্যক্তির সম্পদকে তার প্রাণের সমান এবং প্রাণকে বায়তুল্লাহর সমান গুরুত্ব দান করেছে। এর উপর কারও অবৈধ হস্তক্ষেপকে কঠোরভাবে বারণ করেছে। অপরদিকে যে হাত অবৈধ পন্থায় এই সম্পদের দিকে অগ্রসর হয় সেই হাত কেটে দিয়েছে এবং প্রাকৃতিক সম্পদ থেকে দ্রব্যসামগ্রীর উপর কোনো বিশেষ ব্যক্তি অথবা গোষ্ঠী কর্তৃক একচ্ছত্র অধিকার প্রতিষ্ঠা করার সকল দরজা বন্ধ করে দিয়েছে।

অর্থোপার্জনের প্রচলিত পন্থাসমূহের মধ্যে সুদ সট্টা ও জুয়ার মাধ্যমে সম্পদ সংকুচিত হয়ে কতিপয় ব্যক্তি ও গোষ্ঠীর মধ্যে সীমিত হয়ে যায়। ইসলাম এগুলোকে কঠোরভাবে নিষিদ্ধ করে ব্যবসা-বাণিজ্য, ইজারা ইত্যাদি কাজ-কারবারে এগুলোর মূল কেটে দিয়েছে। যে অর্থ- সম্পদ কোনো ব্যক্তির কাছে বৈধ পন্থায় সঞ্চিত হয়, তাতেও জাকাত, ওশর, ফিতরা, কাফ্ফারা ইত্যাদি ফরজ কর্মের আকারে এবং অতিরিক্ত স্বেচ্ছামূলক দানের আকারে দরিদ্র ও অভাবগ্রস্তদের অধিকার প্রতিষ্ঠা করে দিয়েছে। এসব ব্যয়বহনের পরও মৃত্যুর সময় ব্যক্তির কাছে যে অর্থ-সম্পদ অবশিষ্ট থেকে যায়, তা এক বিশেষ প্রজ্ঞাভিত্তিক নীতিমালা অনুযায়ী মৃতের নিকট থেকে নিকটতম স্বজনদের মধ্যে বণ্টন করে দিয়েছে। ইসলাম এই ত্যাজ্য সম্পদ সাধারণ দরিদ্রদের মধ্যে বণ্টন করার আইন রচনা করেনি। কারণ এরূপ করলে মৃত ব্যক্তির পূর্বেই তার সম্পদ অযথা ব্যয় করে নিঃশেষ করে দিতে স্বভাবগত কারণেই আগ্রহী হতো। এখন তারই আত্মীয় ও প্রিয়জন পাবে দেখে তার অন্তরে এই প্রেরণা লালিত হবে না।

অর্থোপার্জনের অপর পন্থা হচ্ছে যুদ্ধ ও জিহাদ। এই পন্থায় অর্জিত ধনসম্পদ সুষ্ঠু বণ্টনের জন্য ইসলাম যে নীতিমালা অবলম্বন করেছে, তার কিয়াদংশ সূরা আনফালে এবং কিয়াদংশ এই সূরায় বর্ণিত হয়েছে। কেমন জ্ঞানপাপী তারা, যারা ইসলামের এহেন ন্যায়ানুগ ও প্রজ্ঞাভিত্তিক অর্থনৈতিক ব্যবস্থাকে ছেড়ে নতুন ইজম অবলম্বন করে বিশ্ব শান্তির পায়ে কুঠারাঘাত করছে।

وَمَآ اٰتٰكُمُ الرَّسُوْلُ فَخُذُوْهُ وَمَا نَهٰكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوْا وَاتَّقُوا اللّٰهَ : এই আয়াত ফায়-এর মাল বণ্টন সম্পর্কে অবতীর্ণ হয়েছে এবং এর উপযুক্ত অর্থ এই যে, ফায় -এর মাল সম্পর্কে আল্লাহ তা'আলা হকদারদের শ্রেণি বর্ণনা করেছেন ঠিক, কিন্তু তাদের মধ্যে কাকে কতটুকু দেওয়া হবে, তা নির্ধারণ করা রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর সুবিবেচনার উপর রেখে দিয়েছেন। তাই এই আয়াতে মুসলমানদেরকে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে যে, তিনি যাকে যে পরিমাণ দেন, তা সন্তুষ্ট হয়ে গ্রহণ কর এবং যা দেন না, তা পেতে চেষ্টা করো না। অতঃপর وَاتَّقُوا اللّٰهَ বলে এই নির্দেশকে জোরদার করা হয়েছে। অর্থাৎ এ ব্যাপারে ভ্রাতা ছলচাতুরীর মাধ্যমে অতিরিক্ত আদায় করে নিলেও আল্লাহ তা'আলা সব খবর রাখেন। তিনি এজন্যে শাস্তি দেবেন।

রাসূলের নির্দেশ কুরআনের নির্দেশের ন্যায় অবশ্য পালনীয় :

কিন্তু আয়াতের ভাষা ধন-সম্পদের সাথেই বিশেষভাবে সম্পর্কযুক্ত নয়; বরং শরিয়তের বিধি-বিধানও এতে দাখিল আছে। তাই ব্যাপকভঙ্গিতে আয়াতের অর্থ- এই যে, যে কোনো নির্দেশ অথবা ধন-সম্পদ অথবা অন্য কোনো বস্তু তিনি কাউকে দেন, তা তার গ্রহণ করা উচিত এবং তদনুযায়ী কাজ করতে সম্মত হওয়া উচিত। পক্ষান্তরে তিনি যে বিষয় নিষেধ করেন, তা থেকে বিরত থাকা দরকার।

অনেক সাহাবায়ে কেরাম আয়াতের এই ব্যাপক অর্থ অবলম্বন করে রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর প্রত্যেক নির্দেশকে কুরআনের নির্দেশের অনুরূপ অবশ্য পালনীয় সাব্যস্ত করেছেন। ইমাম কুরতুবী (র.) বলেন ঃ আয়াতে اٰتٰى শব্দে বিপরীতে نَهٰى শব্দ ব্যবহার করায় বোঝা যায় যে, এখানে اٰتٰى শব্দের অর্থ اَمَرَ অর্থাৎ যা আদেশ করেন। কারণ এটাই نَهٰى -এর বিশুদ্ধ বিপরীত শব্দ তবে কুরআন পাক এর পরিবর্তে اٰتٰى শব্দ এজন্য ব্যবহার করেছে যাতে 'ফায়' এর মাল বণ্টন সম্পর্কিত

https://e-ilm.weebly.com/

বিষয়বস্তুও এতে শামিল থাকে। কারণ এ প্রসঙ্গে আয়াতটি আনা হয়েছে। হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা.) জনৈক ব্যক্তিকে ইহরাম অবস্থায় সেলাই করা কাপড় পরিধান করতে দেখে তা খুলে ফেলতে আদেশ করেন। লোকটি বলল : আপনি এ সম্পর্কে কুরআনে কোনো আয়াত বলতে পারেন কি যাতে সেলাই করা কাপড় পরিধান করতে নিষেধ করা হয়েছে? তিনি বললেন : হ্যাঁ, এ সম্পর্কে আয়াত আছে অতঃপর তিনি وَمَا اٰتٰكُمُ الرَّسُوْلُ আয়াতটি পাঠ করে দিলেন। ইমাম শাফেয়ী (র.) একবার উপস্থিত লোকজনকে বললেন : আমি তোমাদের প্রত্যেক প্রশ্নের জওয়াব কুরআন থেকে দিতে পারি। জিজ্ঞাসা কর, যা জিজ্ঞাসা করতে চাও। এক ব্যক্তি আরজ করল : এক ব্যক্তি ইহরাম অবস্থায় প্রজাপতি মেরে ফেলল, এর বিধান কি? ইমাম শাফেয়ী (র.) এই আয়াত তেলাওয়াত করে হাদীস থেকে এর বিধান বর্ণনা করে দিলেন। –(কুরতুবী)।

لِلْفُقَرَاءِ الْمُهٰجِرِيْنَ : রুকুর শেষ পর্যন্ত এই কয়েকটি আয়াতে দরিদ্র মুহাজির, আনসার ও তাঁদের পরবর্তী সাধারণ উম্মত সম্পর্কে বর্ণনা করা হয়েছে। ব্যাকরণিক দিক দিয়ে لِلْفُقَرَاءِ শব্দটি وَلِذِى الْقُرْبٰى থেকে بَدَل হয়েছে, যা পূর্বের আয়াতে আছে। -(মাযহারী) আয়াতের উদ্দেশ্য এই যে, পূর্বের আয়াতে সাধারণত : এতিম, মিসকিন ও মুসাফিরগণকে অভাবগ্রস্থতার কারণে ফায়-এর মালের হকদার গণ্য করা হয়েছে। আলোচ্য আয়াতসমূহে এর অতিরিক্ত ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে বলা হয়েছে যে, যদিও সকল দরিদ্র ও মিসকিন এই মালের হকদার, কিন্তু তাদের মধ্যে দরিদ্র মুহাজির ও আনসারগণ অগ্রগণ্য। কারণ তাঁদের ধর্মীয় খেদমত এবং ব্যক্তিগত গুণ-গরিমা সুবিদিত।

সদকার মালে ধর্মপরায়ণ ও দীনের খেদমতে নিয়োজিত অভাবগ্রস্তদেরকে অগ্রাধিকার দেওয়া উচিত : এ থেকে বোঝা গেল যে, সদকার মাল বিশেষত ফায় -এর মাল সাধারণ অভাবগ্রস্তদের অভাব দূর করার জন্য হলেও তাদের মধ্যে যারা সৎকর্মপরায়ণ, ধার্মিক, বিশেষত দীনের খেদমতে নিয়োজিত তালেবে-ইলম ও আলেম, তাদেরকে অন্যদের চাইতে অগ্রাধিকার দেওয়া উচিত। এ কারণেই ইসলামি রাষ্ট্রসমূহে শিক্ষা, প্রচার ও জনসংস্কারের কাজে নিয়োজিত আলেম, মুফতি ও বিচারকগণকে ফায় -এর মাল থেকে খোরপোশ দেওয়ার প্রচলন ছিল। কেননা আলোচ্য আয়াতসমূহে সাহাবায়ে কেরামকেও প্রথমে দুই শ্রেণিতে ভাগ করা হয়েছে। এক. মুহাজির, যারা সর্বপ্রথম ইসলাম ও রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর জন্য অভূতপূর্ব ত্যাগ স্বীকার করেন এবং ইসলামের জন্য ঘোরতর বিপদাপদ হাসিমুখে বরণ করে নেন। অবশেষে সহায়-সম্পত্তি স্বদেশ ও আত্মীয়-স্বজনের মায়া কাটিয়ে মদীনার দিকে হিজরত করেন। দুই. আনসার যারা রাসূলুল্লাহ ﷺ ও তাঁর সঙ্গী-সাথি মুহাজিরগণকে মদীনায় ডেকে এনে সারা দুনিয়ার মানুষকে নিজেদের শত্রুতে পরিণত করেন এবং তাঁদের এমন আতিথেয়তা করেন, যার নজির বিশ্বের ইতিহাসে খুঁজে পাওয়া যায় না। এই দুই শ্রেণির পর তৃতীয় শ্রেণি সেসব মুসলমানের সাব্যস্ত করা হয়েছে, যারা সাহাবায়ে কেরামের পর ইসলাম গ্রহণ করে তাঁদের পদাঙ্ক অনুসরণ করেছেন। কিয়ামত পর্যন্ত আগমনকারী সব মুসলমান এই শ্রেণির অন্তর্ভুক্ত। পরবর্তী আয়াতসমূহে এই তিন শ্রেণির কিছু শ্রেষ্ঠত্ব, গুণ গরিমা ও দীনের খেদমত বর্ণনা করা হয়েছে।

মুহাজিরদের শ্রেষ্ঠত্ব : اَلَّذِيْنَ اُخْرِجُوْا مِنْ دِيَارِهِمْ وَاَمْوَالِهِمْ يَبْتَغُوْنَ فَضْلًا مِّنَ اللّٰهِ وَرِضْوَانًا وَّيَنْصُرُوْنَ اللّٰهَ وَرَسُوْلَهٗ اُولٰٓئِكَ هُمُ الصّٰدِقُوْنَ এতে মুহাজিরগণের প্রথম গুণ বর্ণনা প্রসঙ্গে বলা হয়েছে যে, তাঁরা স্বদেশ ও সহায় সম্পত্তি থেকে বহিষ্কৃত হয়েছেন। তাঁরা মুসলমান এবং রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর সমর্থক ও সাহায্যকারী শুধু এই অপরাধে মক্কার কাফেররা তাঁদের উপর অকথ্য নির্যাতন চালায়। শেষ পর্যন্ত তাঁরা মাতৃভূমি, ধন-সম্পদ ও বাস্তু-ভিটা ছেড়ে হিজরত করতে বাধ্য হন। তাঁদের কেউ কেউ ক্ষুধার তাড়নায় অতিষ্ঠ হয়ে পেটে পাথর বেঁধে নিতেন এবং কেউ কেউ শীত বস্ত্রের অভাবে গর্ত খনন করে তাতে শীতের দাপট থেকে আত্মরক্ষা করতেন। –(মাযহারী, কুরতুবী)।

মুসলমানদের ধন-সম্পদের উপর কাফেরদের দখল সম্পর্কিত বিধান : আলোচ্য আয়াতে মুহাজিরগণকে ফকির বলা হয়েছে। ফকির সেই ব্যক্তি, যার মালিকানায় কিছু না থাকে অথবা নেসাব পরিমাণ কোনো কিছু না থাকে। মক্কায় তাঁদের অধিকাংশই ধন-সম্পদ ও সহায়-সম্বলের অধিকারী ছিলেন। হিজরতের পরও যদি সেই ধনসম্পদ তাঁদের মালিকানায় থাকত, তবে তাঁদেরকে ফকির ও নিঃস্ব বলা ঠিক হতো না। কুরআন পাক তাঁদেরকে ফকির বলে ইঙ্গিত করেছে যে, হিজরতের পর তাঁদের মক্কায় পরিত্যক্ত বিষয়-সম্পত্তি তাঁদের মালিকানা থেকে বের হয়ে কাফেরদের দখলে চলে গেছে।

https://e-ilm.weebly.com/

এ কারণেই ইমাম আজম আবূ হানীফা (র.) ও ইমাম মালেক (র.) বলেন : যদি মুসলমান কোনো জায়গায় হিজরত করে চলে যায় এবং তাদের পরিত্যক্ত বিষয়-সম্পত্তি কাফেররা দখল করে নেয় অথবা আল্লাহ না করুন কোনো দারুল-ইসলামের কাফেররা অধিকার করে মুসলমানদের ধনসম্পদ ছিনিয়ে নেয়, তবে এসব ধনসম্পদ কাফেরদের পুরোপুরি দখলের পর তাদের মালিকানায় চলে যায়। এগুলো বেচাকেনা ইত্যাদি কার্যকলাপ আইনসিদ্ধ হয়। বিভিন্ন হাদীস থেকেও এর সমর্থন পাওয়া যায়। এ স্থলে তাফসীরে মাযহারীতে সেসব হাদীস উল্লেখ করা হয়েছে।

মুহাজিরগণের দ্বিতীয় গুণ বর্ণনা প্রসঙ্গে বলা হয়েছে ঃ يَبْتَغُونَ فَضْلًا مِّنَ اللّٰهِ وَرِضْوَانًا অর্থাৎ তাঁরা কোনো জাগতিক স্বার্থের বশবর্তী হয়ে ইসলাম গ্রহণ করেননি এবং হিজরত করে মাতৃভূমি ও ধন-সম্পদ ত্যাগ করেননি; কেবলমাত্র আল্লাহর অনুগ্রহ ও সন্তুষ্টিই তাঁদের কাম্য ছিল। এ থেকে তাঁদের পূর্ণ আন্তরিকতা বোঝা যায়। فَضْل শব্দটি প্রায়শঃ পার্থিব নিয়ামতের জন্যে এবং وَرِضْوَانً শব্দটি পারলৌকিক নিয়ামতের জন্যে ব্যবহৃত হয়। কাজেই অর্থ এই দাঁড়ায় যে, তাঁরা তাঁদের সাবেক ঘর-বাড়ি, বিষয়-সম্পত্তি ইত্যাদি ছেড়ে দিয়ে এখন ইসলামের ছায়াতলে সাংসারিক প্রয়োজন এবং পরকালের নিয়ামত কামনা করছেন।

মুহাজিরগণের তৃতীয় গুণ এই বর্ণিত হয়েছে ঃ وَيَنْصُرُوْنَ اللّٰهَ وَرَسُوْلَهٗ অর্থাৎ আল্লাহ ও রাসূলকে সাহায্য করার জন্যে তাঁর উপরিউক্ত সবকিছু করেছেন। আল্লাহ তা'আলাকে সাহায্য করার অর্থ তাঁর দীনকে সাহায্য করা। এ ক্ষেত্রে তাঁদের ত্যাগ ও তিতীক্ষা বিস্ময়কর।

তাঁদের চতুর্থ গুণ হচ্ছে ঃ أُولٰٓئِكَ هُمُ الصّٰدِقُوْنَ –অর্থাৎ তাঁরা কথা ও কাজে সত্যবাদী। ইসলামের কালেমা পাঠ করে তাঁরা আল্লাহ তা'আলা ও রাসূলের সাথে যে অঙ্গীকারে আবদ্ধ হয়েছিলেন, তা অক্ষরে অক্ষরে পালন করেছেন। এই আয়াত সকল মুহাজির সাহাবী সত্যবাদী বলে দৃপ্তকণ্ঠে ঘোষণা করেছে। অতএব যে ব্যক্তি তাঁদের কাউকে মিথ্যাবাদী বলে, সে এই আয়াত অস্বীকার করার কারণে মুসলমান হতে পারে না। (নাউজুবিল্লাহ্) রাফেযী সম্প্রদায় তাঁদেরকে মুনাফিক আখ্যা দেয়। এটা এই আয়াতের সুস্পষ্ট লঙ্ঘন। রাসূলে কারীম ﷺ এই ফকির মুহাজিরগণের অসিলা দিয়ে আল্লাহ তা'আলার কাছে দোয়া করতেন। এতই বোঝা যায় যে, হুযুরের কাছে তাঁদের কি মর্যাদা ছিল। –(মাযহারী)

আনসারগণের শ্রেষ্ঠত্ব ঃ وَالَّذِيْنَ تَبَوَّءُو الدَّارَ وَالْاِيْمَانَ مِنْ قَبْلِهِمْ : تَبَوُّءٌ শব্দের অর্থ অবস্থান গ্রহণ করা। دَارٌ বলে হিজরতের স্থান তথা মদীনা তাইয়্যেবা বোঝানো হয়েছে। এ কারণেই হযরত ইমাম মালেক (র.) মদীনাকে দুনিয়ার সকল শহর অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ বলতেন। তাঁর বক্তব্য ছিল, দুনিয়ার যেসব শহরে ইসলাম পৌঁছেছে ও প্রসার লাভ করেছে, সেগুলো জেহাদের মাধ্যমে বিজিত হয়েছে; এমনকি মক্কা মোকাররমাও। একমাত্র মদীনা শহরই স্বতঃপ্রণোদিত হয়ে ঈমান ও ইসলামকে বুকে ধারণ করেছে। –(কুরতুবী)

আয়াত تَبَوَّءُوا ক্রিয়াপদের পর دَارٌ-এর সাথে ঈমানও উল্লেখ করা হয়েছে। অথচ অবস্থান গ্রহণ কোনো স্থান বা জায়গাতেই শুধু হতে পারে। ঈমান কোনো জায়গা নয় যে, এতে অবস্থান গ্রহণ করা হবে। তাই কেউ কেউ বলেন ঃ এখানে خَلَصُوْا অথবা تَمَكَّنُوْا ক্রিয়াপদ উহ্য আছে। উদ্দেশ্য এই যে, তাঁরা মদীনায় অবস্থান গ্রহণ করেছেন, ঈমানে খাঁটি ও পাকাপোক্ত হয়েছেন। এখানে এরূপও হতে পারে যে, ঈমানকে রূপক ভঙ্গিতে জায়গা ধরে নিয়ে তাতে অবস্থান গ্রহণের কথা বলা হয়েছে। مِنْ قَبْلِهِمْ অর্থাৎ মুহাজিরগণের পূর্বে। এতে আনসারগণের একটি শ্রেষ্ঠত্ব বর্ণনা করা উদ্দেশ্য। তা এই যে, যে শহর আল্লাহ তা'আলার কাছে 'দারুল-হিজরত' ও দারুল ঈমান হওয়ার ছিল, তাতে তাঁদের অবস্থান ও বসতি মুহাজিরগণের পূর্বেই ছিল। মুহাজিরগণের এখানে স্থানান্তরিত হওয়ার পূর্বেই তাঁরা ঈমান কবুল করে পাকাপোক্ত হয়ে গিয়েছিলেন। আনসারগণের দ্বিতীয় গুণ বর্ণনা প্রসঙ্গে বলা হয়েছে ঃ يُحِبُّوْنَ مَنْ هَاجَرَ اِلَيْهِمْ অর্থাৎ তাঁরা তাদেরকে ভালোবাসে, যারা হিজরত করে তাদের শহরে আগমন করেছেন। এটা দুনিয়ার সাধারণ মানুষের রুচির পরিপন্থি। সাধারণতঃ লোকেরা এহেন ভিটা-মাটিহীন দুর্গত মানুষকে স্থান দেওয়া পছন্দ করে না। সর্বত্রই দেশী ও ভিনদেশীর প্রশ্ন উঠে। কিন্তু আনসারগণ কেবল তাঁদেরকে স্থানই দেননি, বরং নিজ নিজ গৃহে আবাদ করেছেন, নিজেদের ধন-সম্পদে অংশীদার করেছেন এবং অভাবনীয় ইজ্জত ও সম্ভ্রমের সাথে তাঁদেরকে স্বাগত জানিয়েছেন। এক একজন মুহাজিরকে জায়গা দেওয়ার জন্যে এক সাথে কয়েকজন আনসারী আবেদন করেছেন। ফলে শেষ পর্যন্ত লটারীর মাধ্যমে এর নিষ্পত্তি করতে হয়েছে। –(মাযহারী)।

https://e-ilm.weebly.com/

https://e-ilm.weebly.com/

তিরমিযীতে হযরত আবূ হুরায়রা (রা.)-এর রেওয়ায়েতক্রমে বর্ণিত আছে, জনৈক আনসারীর গৃহে রাত্রিবেলায় একজন মেহমান আগমন করল। তাঁর কাছে এই পরিমাণ খাদ্য ছিল, যা তিনি নিজে এবং তাঁর সন্তানগণ খেতে পারেন। তিনি স্ত্রীকে বললেন : বাচ্চাদেরকে কোনোরূপে শুইয়ে দাও। অতঃপর বাতি নিভিয়ে দিয়ে মেহমানের সামনে আহার্য রেখে কাছাকাছি বসে যাও, যাতে মেহমান মনে করে যে, আমরাও খাচ্ছি, কিন্তু আসলে আমরা খাব না। এভাবে মেহমান পেট ভরে খেতে পারবে। এই ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে يُؤْثِرُوْنَ عَلٰى اَنْفُسِهِمْ আয়াতখানি নাজিল হয়।

তিরমিযীতেই হযরত আবূ হুরায়রা (রা.) হতে আরো একটি ঘটনা বর্ণিত যে, জনৈক ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর কাছে উপস্থিত হয়ে আরজ করল : আমি ক্ষুধায় অতিষ্ঠ। তিনি একজন বিবির কাছে সংবাদ দিলে জওয়াব আসল : আমার কাছে এক্ষণে পানি ব্যতীত কিছুই নেই। অন্য একজন বিবির কাছে সংবাদ দিলে সেখানে থেকেও তাই জওয়াব আসল। অতঃপর তৃতীয়, চতুর্থ এমনকি, সকল বিবির কাছে খোঁজ নেওয়া হলে সবার কাছ থেকে একই জওয়াব পাওয়া গেল যে, পানি ব্যতীত গৃহে কিছুই নেই। অগত্যা রাসূলুল্লাহ ﷺ উপস্থিত সাহাবীগণকে সম্বোধন করে বললেন : কে আছ, যে এই ব্যক্তিকে আজ রাতে অতিথি করে নেবে? জনৈক আনসারী আরজ করলেন : ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমি করব। অতঃপর তিনি লোকটিকে সাথে নিয়ে গেলেন এবং গৃহে পৌঁছে স্ত্রীকে জিজ্ঞসা করলেন : কিছু খাবার আছে কি? উত্তর হলো আমাদের বাচ্চারা খেতে পারে, এই পরিমাণ খাদ্য আছে। আনসারী বললেন : বাচ্চাদেরকে শুইয়ে দাও। অতঃপর মেহমানের সামনে খাবার রেখে আমরাও সাথে বসে যাব। এরপর বাতি নিভিয়ে দেবে, যাতে মেহমান আমাদের না খাওয়ার বিষয় জানতে না পারে। সেমতে মেহমান আহার করল। সকালে আনসারী রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর কাছে উপস্থিত হলে তিনি বললেন : গতরাতে তুমি মেহমানের সাথে যে ব্যবহার করেছ, তা আল্লাহ তা'আলা অত্যধিক পছন্দ করেছেন।

মেহদভী হযরত সাবেত ইবনে কায়সের সাতে জনৈক আনসারীর এমনি ধরনের একটি ঘটনা বর্ণনা করেছেন। রেওয়ায়েতে প্রত্যেক ঘটনার সাথে একথাও বর্ণিত হয়েছে যে, এই আয়াত এই ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে অবতীর্ণ হয়েছে।

কুশায়রী হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে ওমর (রা.) থেকে বর্ণনা করেন, জনৈক মান্যবর সাহাবীর কাছে এক ব্যক্তি একটি বকরির মাথা উপঢৌকন পেশ করেন। সাহাবী মনে করলেন আমার অমুক ভাই ও তাঁর বাচ্চারা আমার চাইতে বেশি অভাবগ্রস্ত ; সেমতে তিনি মাথাটি তার কাছে এবং তৃতীয় জন চতুর্থ জনের কাছে পাঠিয়ে দিলেন। তিনিও এমনিভাবে তৃতীয় জনের কাছে পাঠিয়ে দিলেন। অবশেষে সাতটি গৃহে যাওয়ার পর মাথাটি আবার প্রথম সাহাবীর গৃহে ফিরে এলো। এই ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে আলোচ্য আয়াত অবতীর্ণ হয়। সা'লাবী হযরত আনাস (রা.) থেকেও এই ঘটনা বর্ণনা করেছেন।

মুয়াত্তা ইমাম মালেকে বর্ণিত আছে, এক ব্যক্তি হযরত আয়েশা (রা.)-এর কাছে কিছু চাইল। তাঁর গৃহে তখন একটি মাত্র রুটি ছিল এবং তিনি সেদিন রোজা রেখেছিলেন। তিনি পরিচারিকাকে বললেন : এই রুটি তাকে দিয়ে দাও। পরিচারিকা বলল : এই রুটি দিয়ে দিলে আপনার ইফতার কারার কিছু থাকবে না। হযরত আয়েশা (রা.) বললেন : না থাক, তুমি দিয়ে দাও। পরিচারিকা বর্ণনা করে– যখন সন্ধ্যা হলো, তখন উপঢৌকন প্রেরণে অভ্যস্ত নয়– এমন এক ব্যক্তি হযরত আয়েশার কাছে একটি আস্ত ভাজা করা বকরি উপঢৌকন করল। তার উপর ময়দার আটার আবরণী ছিল। আরবে একে সর্বোত্তম খাদ্য মনে করা হতো। হযরত আয়েশা (রা.) পরিচারিকাকে ডেকে বললেন : খাও, এটা তোমার সেই রুটি থেকে উত্তম।

নাসায়ী বর্ণনা করেন, হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে ওমর (রা.) অসুস্থ অবস্থায় আঙ্গুর খাওয়ার ইচ্ছা প্রকাশ করলে এক দিরহামের বিনিময়ে এক গুচ্ছ আঙ্গুর কিনে আনা হয়। ঘটনাক্রমে তখন এক মিসকীন এসে উপস্থিত হলো এবং কিছু চাইল। অসুস্থ ইবনে ওমর বললেন : আঙ্গুরের গুচ্ছটি তাকে দিয়ে দাও। উপস্থিত লোকদের মধ্যে এক ব্যক্তি গোপনে মিসকীনের পেছনে পেছনে গেল এবং গুচ্ছটি তার কাছ থেকে কিনে হযরত ইবনে ওমরের সামনে পেশ করল। কিন্তু ভিক্ষুকটি আবার আসল এবং কিছু চাইল। হযরত ইবনে ওমর পুনরায় গুচ্ছটি তাকে দিয়ে দিলেন। আবার এক ব্যক্তি গোপনে ভিক্ষুকের পেছনে পেছনে যেয়ে এক দিরহামের বিনিময়ে গুচ্ছটি কিনে আনল এবং হযরত ইবনে ওমরের কাছে পেশ করল। ভিক্ষুকটি আবার ধরনা দিতে চাইলে সবাই তাকে নিষেধ করল। হযরত ইবনে ওমর যদি জানতে পারতেন যে, এটা সেই সদকায় দেওয়া গুচ্ছ, তবে কিছুতেই তা খেতেন না। কিন্তু তিনি বাজার থেকে আনা হয়েছে ভেবে তা ব্যবহার করলেন।

ইবনে মুবারক নিজ সনদে বর্ণনা করেন, একবার খলীফা ওমর ফারূক (রা.) একটি থলিয়ায় চারশ দীনার ভরে থলিয়াটি চাকরের হাতে দিয়ে বললেন : এটি আবূ ওবায়দা ইবনে জাররাহের কাছে নিয়ে যাও এবং বল : খলীফার পক্ষ থেকে এই

https://e-ilm.weebly.com/

হাদিয়া কবুল করে নিজের প্রয়োজনে ব্যয় করুন। তিনি চাকরকে আরও বলে দিলেন : হাদিয়া পেশ করার পর তুমি কিছুক্ষণ অপেক্ষা করবে এবং দেখবে যে, আবূ ওবায়দা কি করেন। চাকর নির্দেশ অনুযায়ী থলিয়াটি হযরত আবূ ওবায়দা (রা.)-এর কাছে পেশ করে কিছুক্ষণ অপেক্ষা করল। আবূ ওবায়দা (রা.) থলিয়া হাতে নিয়ে দোয়া করলেন : আল্লাহ তা'আলা ওমরের প্রতি রহম করুন এবং তাকে উত্তম বিনিময় দিন। তিনি তৎক্ষণাৎ দাসীকে ডেকে বললেন : নাও, এই সাত অমুককে এবং পাঁচ অমুককে দিয়ে এসো। এভাবে গোটা চারশ দীনার তিনি তখনই বণ্টন করে দিলেন।

চাকর ফিরে এসে ঘটনা বর্ণনা করল। হযরত ওমর (রা.) এমনিভাবে আরও চারশ দীনার অপর একটি থলিয়ায় ভর্তি করে চাকরের হাতে দিয়ে বললেন : এটি মুয়ায ইবনে জাবালকে দিয়ে এসো এবং কিছুক্ষণ অপেক্ষা করে লক্ষ্য কর তিনি কি করেন। চাকর নিয়ে গেল। হযরত মুয়ায ইবনে জাবাল (রা.) থলিয়া হাতে নিয়ে হযরত ওমর (রা.)-এর জন্য দোয়া করলেন। তিনিও থলিয়া খুলে কালবিলম্ব না করে বণ্টনে বসে গেলেন। তিনি দীনারগুলো অনেক ভাগে ভাগ করে বিভিন্ন গৃহে প্রেরণ করতে লাগলেন। তাঁর স্ত্রী ব্যাপার দেখে যাচ্ছিলেন। অবশেষে বললেন : আমিও তো মিসকীনই। আমাকেও কিছু দিন না কেন? তখন থলিয়াতে মাত্র দু'টি দীনার অবশিষ্ট ছিল। সে মতে তাই তাঁকে দিয়ে দিলেন। চাকর এই দৃশ্য দেখে ফিরে এলো এবং খলীফার কাছে বর্ণনা করল। খলীফা বললেন : এরা সবাই ভাই ভাই। সবার স্বভাব একই রূপ।

হুযায়ফা আদভী বলেন : আমি ইয়ারমুক যুদ্ধে আমার চাচাত ভাইয়ের খোঁজে শহীদদের লাশ দেখার জন্য বের হলাম। সাথে কিছু পানি নিলাম যাতে তার মধ্যে প্রাণের স্পন্দন দেখলে পান করিয়ে দিতে পারি। তার নিকটে পৌঁছে দেখলাম যে, প্রাণের স্পন্দন এখনও নিঃশেষ হয়নি। আমি বললাম : আপনাকে পানি পান করাব কি? তিনি ইঙ্গিতে 'হ্যাঁ বললেন। কিন্তু তৎক্ষণাৎ কাছে থেকে অন্য একজন শহীদের আহ আহ্ শব্দ কানে এলো। আমার ভাই বললেন : এই পানি তাকে দিয়ে দাও। আমি তার কাছে পৌঁছে পানি দিতে চাইলে তৃতীয় একজনের কাতরানোর আওয়াজ কানে এলো। সেও এই তৃতীয়জনকে পানি দিয়ে দিতে বলল। এমনিভাবে একের পর এক করে সাতজন শহীদের সাথে একই ঘটনা সংঘটিত হলো। আমি যখন সপ্তম শহীদের কাছে গেলাম, তখন সে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেছিল। সেখান থেকে আমি আমার ভাইয়ের কাছে এসে দেখি তিনিও খতম হয়ে গেছেন।

কিছু আনসারগণের এবং কিছু মুহাজিরগণের মিলিয়ে এই কয়েকটি ঘটনা উল্লেখ করা হলো। অধিকাংশ ঘটনা সম্পর্কে বলা হয়েছে যে, আলোচ্য আয়াত এই ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে অবতীর্ণ হয়েছে। এতে কোনো বৈপরীত্য ও বিরোধ নেই। কারণ যে ধরনের ঘটনা সম্পর্কে আয়াত অবতীর্ণ হয় যদি সেই ধরনের অন্য কোনো ঘটনা সংঘটিত হয়ে যায়, তবে বলে দেওয়া হয় যে, এই ঘটনা সম্পর্কে আয়াতটি অবতীর্ণ হয়েছে। প্রকৃত সত্য এই যে, সবগুলো ঘটনাই আয়াত অবতরণের কারণ।

একটি সন্দেহ নিরসন : সাহাবায়ে কেরামের উপরিউক্ত আত্মত্যাগের ঘটনাবলি সম্পর্কে হাদীসদৃষ্টে একটি সন্দেহ দেখা দেয়। তা এই যে, রাসূলে কারীম ﷺ মুসলমানগণকে তাদের সম্পূর্ণ ধনসম্পদ সদকা করতে নিষেধ করেছেন। এক হাদীসে আছে জনৈক ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সামনে একটি ডিম্ব পরিমাণ স্বর্ণের টুকরা সদকার জন্য পেশ করলে তিনি তা লোকটির দিকে নিক্ষেপ করে বললেন : তোমাদের কেউ কেউ তর যথাসর্বস্ব সদকা করার জন্য নিয়ে আসে। এরপর অভাবগ্রস্ত হয়ে মানুষের কাছে ভিক্ষার হাত পাতে।

এসব রেওয়ায়েত থেকেই এই সন্দেহের জওয়াব পাওয়া যায় যে, মানুষের অবস্থা বিভিন্ন রূপ হয়ে থাকে। প্রত্যেক অবস্থার জন্য আলাদা আলাদা বিধানও হয়ে থাকে। সম্পূর্ণ ধনসম্পদ দান করার নিষেধাজ্ঞা তাদের জন্য, যারা পরবর্তী সময়ে দারিদ্র্য ও উপবাস দেখা দিলে সবর করতে সক্ষম নয় এবং কৃতদানের জন্য আফসোস করে অথবা মানুষের কাছে ভিক্ষার হাত প্রসারিত করতে বাধ্য হয়। পক্ষান্তরে যারা অসম সাহসিক ও দৃঢ়চেতা, সবকিছু ব্যয় করার পর দারিদ্র্য ও উপবাসের কারণে পেরেশান হয় না; বরং সাহসিকতার সাথে সবর করতে সক্ষম, তাদের জন্য সমস্ত ধনসম্পদ আল্লাহর পথে ব্যয় করে দেওয়া জায়েজ। উদাহরণত এক জিহাদের সময় হযরত আবূ বকর সিদ্দীক (রা.) তাঁর যথা সর্বস্ব চাঁদা হিসাবে পেশ করে দিয়েছেন। উপরিউক্ত ঘটনাবলি এরই দৃষ্টান্ত। এহেন দৃঢ়চেতা লোকগণ তাঁদের সন্তান-সন্ততিকেও সবর ও দৃঢ়তায় অভ্যস্ত করে রেখেছিলেন। ফলে এতে তাদেরও কোনো অধিকার ক্ষুণ্ন হতো না। স্বয়ং সন্তানদের হাতে ধনসম্পদ থাকলে তারাও তাই করত। –[কুরতুবী]

https://e-ilm.weebly.com/

মুহাজিরগণের পক্ষ থেকে আনসারগণের ত্যাগের বিনিময় : দুনিয়াতে কোনো সঙ্ঘবদ্ধ মহতী উদ্যোগ একতরফা উদারতা ও আত্মত্যাগ দ্বারা কায়েম থাকতে পারে না, যে পর্যন্ত উভয় পক্ষ থেকে এমনি ধরনের ব্যবহার না হয়। এ কারণেই রাসূলুল্লাহ ﷺ যেমন মুসলমানদেরকে পরস্পরে উপঢৌকন আদান-প্রদান করে পারস্পরিক সম্প্রীতি বৃদ্ধিতে উৎসাহিত করেছেন, তেমনি যাকে উপঢৌকন দেওয়া হয়, তাকেও উপঢৌকন দাতার অনুগ্রহের প্রতিদান দেওয়ার শিক্ষা দিয়েছেন। তিনি বলেছেন : যদি আর্থিক স্বাচ্ছন্দ্য থাকে, তবে আর্থিক প্রতিদান, নতুবা দোয়ার মাধ্যমেই তার অনুগ্রহের বিনিময় দান কর। অর্বাচীনের ন্যায় কারও অনুগ্রহের বোঝা মাথায় নিতে থাকা ভদ্রতা ও সাধু চরিত্রের পরিপন্থি।

মুহাজিরগণের ব্যাপারে আনসারগণ অপূর্ব আত্মত্যাগের পরাকাষ্ঠা প্রদর্শন করেছিলেন। নিজেদের গৃহে, দোকানে, কাজ-কারবারে ও শস্যক্ষেত্রে তাঁদেরকে অংশীদার করে নিয়েছিলেন। আল্লাহ তা'আলা যখন মুহাজিরগণকে সচ্ছলতা দান করলেন তখন তাঁরাও আনসারগণের অনুগ্রহের যথোপযুক্ত প্রতিদান দিতে কার্পণ্য করেন নি।

কুরতুবী হযরত আনাস ইবনে মালেক (রা.) থেকে বর্ণনা করেন, মুহাজিরগণ যখন মদীনায় আগমন করেন, তখন তাঁরা সম্পূর্ণ রিক্তহস্ত ছিলেন এবং মদীনার আনসারগণ বিষয়সম্পত্তির মালিক ছিলেন। আনসারগণ তাঁদেরকে সব বস্তুই অর্ধেক অর্ধেক ভাগ করে দেন এবং বাগানের অর্ধেক ফল বাৎসরিক তাঁদেরকে দিতে থাকেন। হযরত আনাস (রা.)-এর জননী উম্মে সুলায়ম নিজের কায়েকটি খর্জুর বৃক্ষ রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে দিয়েছিলেন। তিনি তা উসামা ইবনে যায়দের জননী উম্মে আয়মানকে দান করে দেন।

ইমাম যুহরী (র.) বলেন : আমাকে হযরত আনাস (রা.) জানিয়েছেন যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ যখন খায়বর যুদ্ধ থেকে বিজয়ীবেশে মদীনা প্রত্যাবর্তন করেন, তখন প্রচুর পরিমাণে যুদ্ধলব্ধ সম্পদ মুসলমানগণ লাভ করেন। এ সময় সকল মুহাজিরই আনসারগণের দান হিসাব করে তাঁদেরকে প্রত্যর্পণ করেন এবং রাসূলুল্লাহ ﷺ আমার জননীর খর্জুর বৃক্ষ উম্মে আয়মনের কাছ থেকে নিয়ে আমার জননীর হাতে প্রত্যর্পণ করেন। উম্মে আয়মনকে এর পরিবর্তে নিজের বাগান থেকে বৃক্ষ দিলেন।

وَمَنْ يُّوْقَ شُحَّ نَفْسِهٖ فَاُولٰٓئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُوْنَ : আনসারগণের আত্মত্যাগ ও আল্লাহ তা'আলার পথে সবকিছু বিসর্জন দেওয়ার কথা বর্ণনা করার পর সাধারণ বিধি হিসেবে বলা হয়েছে যে, যারা মনের কার্পণ্য থেকে আত্মরক্ষা করতে পারে, তারাই আল্লাহ তা'আলার কাছে সফলকাম। شُحّ ও بُخْل শব্দদ্বয় প্রায় সমার্থবোধক। তবে شُحّ শব্দের মধ্যে কিঞ্চিৎ আতিশয্য আছে। ফলে এর অর্থ অতিশয় কৃপণতা। জাকাত, ফিতরা, ওশর, কুরবানি ইত্যাদি আল্লাহ তা'আলার ওয়াজিব হক আদায়ের অথবা সন্তান-সন্ততির ভরণ-পোষণ ইত্যাদি বান্দার ওয়াজিব হক আদায়ের কৃপণতা করা হলে তা নিশ্চিতরূপে হারাম। যে কৃপণতা মোস্তাহাব বিষয় ও দান খয়রাতের ফজিলত অর্জনে প্রতিবন্ধক হয়, তা মাকরূহ ও নিন্দনীয় এবং যা প্রথাগত কাজে প্রতিবন্ধক হয়, তা শরিয়তের আইনে কৃপণতা নয়।

কার্পণ্য ও পরশ্রীকাতরতা খুবই নিন্দনীয় অভ্যাস। কুরআন ও হাদীসে জোরালো ভাষায় এসবের নিন্দা করা হয়েছে এবং যারা এসব বিষয় থেকে মুক্ত, তাদের জন্যে সুসংবাদ বর্ণনা করা হয়েছে। উপরে আনসারগণের যে গুণাবলি উল্লেখিত হয়েছে, তা থেকে পরিষ্কার বোঝা যায় যে, তাঁরা কার্পণ্য ও পরশ্রীকাতরতা থেকে মুক্ত ছিলেন।

হিংসা-বিদ্বেষ থেকে পবিত্র হওয়া জান্নাতী হওয়ার আলামত : ইমাম আহমদ হযরত আনাস (রা.) থেকে বর্ণনা করেন : আমরা একদিন রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সাথে উপবিষ্ট ছিলাম। তিনি বললেন : এক্ষণি তোমাদের সামনে একজন জান্নাতী ব্যক্তি আগমন করবে। সেমতে কিছুক্ষণ পরই জনৈক আনসারী আগমন করলেন। তাঁর দাড়ি থেকে অজুর পানি টপকে পড়ছিল এবং তাঁর বাম হাতে জুতা জোড়া ছিল। দ্বিতীয় দিনও এমনি ঘটনা ঘটল এবং সেই ব্যক্তি একই অবস্থায় আগমন করলেন। তৃতীয় দিনও তাই হলো এবং এই ব্যক্তি উল্লিখিত অবস্থায় প্রবেশ করলেন। এ দিন রাসূলুল্লাহ ﷺ যখন মজলিস ত্যাগ করলেন, তখন হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আমর ইবনে আস (রা.) এই ব্যক্তির পেছনে লাগলেন (যাতে তাঁর জান্নাতী হওয়ার ভেদ জানতে পারেন)। তিনি আনসারীকে বললেন : পরিবারিক কলহের কারণে আমি প্রতিজ্ঞা করেছি যে, তিন দিন নিজের গৃহে যাব না। আপনি যদি অসুবিধা মনে না করেন, তবে তিন দিন আমাকে নিজের বাড়িতে থাকতে দিন। আনসারী সনন্দে এই প্রস্তাব মঞ্জুর করলেন। আব্দুল্লাহ ইবনে আমর তিন রাত্রি তাঁর বাড়িতে অতিবাহিত করলেন। তিনি লক্ষ্য করলেন যে, আনসারী রাত্রিতে তাহাজ্জুদের জন্য 'গাত্রোত্থান' করেন না। তবে নিদ্রার জন্য শয্যা গ্রহণের পূর্বে কিছু

আল্লাহর জিকির করেন। এরপর ফজরের নামাজের জন্য উঠেন। আব্দুল্লাহ ইবনে আমর বলেন : তবে এই সময়ের মধ্যে আমি তাঁর মুখে ভালো কথা ছাড়া কিছু শুনিনি। এভাবে তিন রাত্রি কেটে গেল। আমার অন্তরে যখন তাঁর আমল সম্পর্কে তাচ্ছিল্যের ভাব বদ্ধমূল হওয়ার উপক্রম হলো, তখন আমি তাঁর কাছে আমার আগমনের আসল উদ্দেশ্য ব্যক্ত করে দিলাম এবং বললাম : আমার গৃহে কোনো কলহ-বিবাদ ছিল না। কিন্তু আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর মুখে তিন দিন পর্যন্ত শুনলাম যে, তোমাদের কাছে এখন একজন জান্নাতী ব্যক্তি আগমন করবে। এরপর তিন দিনই আপনি আসলেন। তাই আমার ইচ্ছা হলো যে, আপনার সাথে থেকে দেখব কি আমলের কারণে আপনি এই ফজিলত অর্জন করলেন! কিন্তু আশ্চর্যের বিষয় এই যে, আমি আপনাকে কোনো বড় আমল করতে দেখলাম না। অতএব, কি বিষয়ের দরুন আপনি এই স্তরে উন্নীত হয়েছেন? তিনি বললেন : আপনি যা দেখলেন, এছাড়া আমার কাছে অন্য কোনো আমল নেই। আমি একথা শুনে প্রস্থানোদ্যত হলে তিনি আমাকে ডেকে নিয়ে বললেন : হ্যাঁ, একটি বিষয় আছে। তা এই যে, আমি আমার অন্তরে কোনো মুসলমানদের প্রতি জিঘাংসা ও কুধারণা খুঁজে পাই না এবং এমন কারও প্রতি হিংসা-বিদ্বেষ পোষণ করি না, যাকে আল্লাহ তা'আলা কোনো কল্যাণ দান করেছেন। আব্দুল্লাহ ইবনে আমর (রা.) বলেন : ব্যস, এ গুণটিই আপনাকে এই উচ্চ মর্যাদায় আসীন করেছে।

ইবনে কাসীর এই রেওয়ায়েত উদ্ধৃত করে বলেন : ইমাম নাসায়ীও 'আমালুল ইয়াওমি ওয়াল্লাইলাহ' অধ্যায়ে এটি বর্ণনা করেছেন এবং এর সনদ বুখারী ও মুসলিমের শর্ত অনুযায়ী সহীহ।

মুহাজির ও আনসারগণের পর উম্মতের সাধারণ মুসলমান ঃ وَالَّذِينَ جَاءُوا مِنْ بَعْدِهِمْ –এই আয়াতের بعد অর্থে সাহাবায়ে কেরাম মুহাজির ও আনসারগণের পরে কিয়ামত পর্যন্ত আগমনকারী সকল মুসলমান শামিল আছে এবং এই আয়াত তাদের সবাইকে 'ফায়' –এর মালে হকদার সাব্যস্ত করেছে। এ কারণেই খলীফা হযরত ওমর ফারূক (রা.) ইরাক, সিরিয়া, মিসর ইত্যাদি বড় বড় শহর অধিকার করার পর এদের সম্পত্তি যোদ্ধাদের মধ্যে বন্টন করেননি; বরং এগুলো ভবিষ্যৎ বংশধরদের জন্য সাধারণ ওয়াক্ফ হিসেবে রেখে দিয়েছেন, যাতে এসব সম্পত্তির আমদানি ইসলামি বায়তুল-মালে জমা হয় এবং তা দ্বারা কিয়ামত পর্যন্ত আগমনকারী মুসলমানগণ উপকৃত হয়। কোনো কোনো সাহাবী তাঁর কাছে বিজিত সম্পত্তি বন্টন করে দেওয়ার আবেদন করলে তিনি এই আয়াতের বরাত দিয়ে জওয়াব দেন যে, আমার সামনে ভবিষ্যৎ বংশধরদের প্রশ্ন না থাকলে আমি যে দেশই অধিকার করতাম, তার সম্পত্তি যোদ্ধাদের মধ্যে বন্টন করে দিতাম, যেমন রাসূলুল্লাহ ﷺ খায়বরের সম্পত্তি বন্টন করে দিয়েছিলেন। এসব সম্পত্তি বর্তমান মুসলমানদের মধ্যে ভাগাভাগি হয়ে গেলে ভবিষ্যৎ মুসলমানদের জন্যে কি অবশিষ্ট থাকবে? –(মালেক-কুরতুবী)।

সাহাবায়ে কেরামের প্রতি ভালোবাসা ও মাহাত্ম্য অন্তরে পোষণ করা মুসলমানদের সত্যপন্থি হওয়ার পরিচায়ক ঃ এস্থলে আল্লাহ তা'আলা সমগ্র উম্মতে মোহাম্মদীকে তিন শ্রেণিতে বিভক্ত করেছেন– মুহাজির, আনসার ও অবশিষ্ট সাধারণ মুসলমান। মুহাজির ও আনসারগণের বিশেষ গুণাবলি ও শ্রেষ্ঠত্বও এস্থলে উল্লিখিত হয়েছে। কিন্তু সাধারণ মুসলমানগণের শ্রেষ্ঠত্ব ও গুণাবলির মধ্য থেকে মাত্র একটি বিষয় এই উল্লেখ করা হয়েছে যে, তারা সাহাবায়ে কেরামের ঈমানে অগ্রগামিতা এবং তাদের কাছে ঈমান পৌঁছানোর মাধ্যম হওয়ার গুণটিকে সম্যক বুঝে এবং সবার জন্যে মাগফেরাতের দোয়া করে। এছাড়া নিজেদের জন্যেও এরূপ দোয়া করে ঃ আল্লাহ তা'আলা আমাদের অন্তরে কোনো মুসলমানের প্রতি হিংসা– বিদ্বেষ রেখো না।

এ থেকে জানা গেল যে, সাহাবায়ে কেরামের পরবর্তী মুসলমানদের ঈমান ও ইসলাম কবুল হওয়ার শর্ত হচ্ছে, সাহাবায়ে কেরামের মাহাত্ম্য ও ভালোবাসা অন্তরে পোষণ করা এবং তাঁদের জন্যে দোয়া করা। যার মধ্যে এই শর্ত অনুপস্থিত, সে মুসলমান কথিত হওয়ার যোগ্য নয়। এ কারণেই হযরত মুসাব ইবনে সা'দ (রা.) বললেন ঃ উম্মতের সকল মুসলমান তিন শ্রেণিতে বিভক্ত। তাদের মধ্যে দুই শ্রেণি অতিক্রান্ত হয়ে গেছে; অর্থাৎ মুহাজির ও আনসার। এখন সাহাবায়ে কেরামের প্রতি মহব্বত পোষণকারী এক শ্রেণি বাকি রয়ে গেছে। তোমরা যদি উম্মতের মধ্যে কানো আসন কামনা কর, তবে এই তৃতীয় শ্রেণিতে দাখিল হয়ে যাও।

হযরত হুসাইন (রা.)-কে জনৈক ব্যক্তি হযরত ওসমান (রা.) সম্পর্কে (তাঁর শাহাদাতের ঘটনা সংঘটিত হওয়ার পর) প্রশ্ন করেছিল। তিনি পাল্টা প্রশ্নকারীকে জিজ্ঞাসা করলেন ঃ তুমি কি মুহাজিরগণের অন্তর্ভুক্ত? সে নেতিবাচক উত্তর দিল। তিনি

https://e-ilm.weebly.com/

আবার জিজ্ঞাসা করলেন ঃ তবে কি আনসারগণের একজন? সে বলল ঃ না। হযরত হুসাইন (রা.) বললেন ঃ এখন তৃতীয় আয়াত وَالَّذِيْنَ جَاءُوْ مِنْ بَعْدِهِمْ বাকি রয়ে গেছে। তুমি যদি হযরত ওসমান গনী (রা.) সম্পর্কে জনমনে সন্দেহ ও সংশয় সৃষ্টি করতে চাও, তবে এই তৃতীয় শ্রেণি থেকেও খারিজ হয়ে যাবে।

কুরতুবী (র.) বলেন ঃ এই আয়াত থেকে প্রমাণিত হয় যে, সাহাবায়ে কেরামের প্রতি ভালোবাসা রাখা আমাদের জন্যে ওয়াজিব। ইমাম মালেক (র.) বলেন ঃ যে ব্যক্তি কোনো সাহাবীকে মন্দ বলে অথবা তাঁর সম্পর্কে মন্দ বিশ্বাস রাখে, মুসলমানদের 'ফায়' -এর মালে তার কোনো অংশ নেই। এর প্রমাণস্বরূপ তিনি আলোচ্য আয়াত পেশ করেন। যেহেতু ফায়-এর মালে প্রত্যেক মুসলমানের অংশ আছে, তাই যার অংশ বাদ পড়বে তার ইসলাম ও ঈমানই সন্দেহযুক্ত হয়ে যাবে।

হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা.) বললেন, আল্লাহ তা'আলা সকল মুসলমানকে সাহাবায়ে-কেরামের জন্যে ইস্তেগফার ও দোয়া করার আদেশ দিয়েছেন। অথচ আল্লাহ তা'আলা জানতেন যে, তাঁদের পরস্পরে যুদ্ধ-বিগ্রহও হবে। তাই তাঁদের পারস্পরিক বাদানুবাদের কারণে তাঁদের মধ্য থেকে কারও প্রতি কুধারণা পোষণ করা কোনো মুসলমানের জন্যে জায়েজ নয়।

হযরত আয়েশা সিদ্দীকা (রা.) বলেন ঃ আমি তোমাদের নবী ﷺ -এর মুখে শুনেছি ঃ এই উম্মত ততদিন ধ্বংসপ্রাপ্ত হবে না, যতদিন তাদের পরবর্তীরা পূর্ববর্তীদেরকে অভিশাপ ও ভর্ৎসনা না করে।

হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে ওমর (রা.) বলেন ঃ তুমি যদি কাউকে দেখ যে, কেউ কোনো সাহাবীকে মন্দ বলছে, তবে তাকে বল ঃ যে তোমাদের মধ্য থেকে অধিক মন্দ, তার উপর আল্লাহ তা'আলার লানত হোক। বলাবাহুল্য, অধিক মন্দ সাহাবী হতে পারেন না-যে তাঁকে মন্দ বলে সেই হবে। সারকথা এই যে, সাহাবীদের মধ্য থেকে কাউকে মন্দ বলা লানতের কারণ।

আওয়াম ইবনে হাওশাব বলেন ঃ এই উম্মতের পূর্ববর্তীগণ মানুষকে সাহাবায়ে কেরামের শ্রেষ্ঠত্ব ও গুণাবলি বর্ণনা করতে উদ্বুদ্ধ করতেন, যাতে মানুষের অন্তরে তাঁদের ভালোবাসা সৃষ্টি হয়। আমি এ ব্যাপারে তাঁদেরকে একনিষ্ঠভাবে ও দৃঢ়তার সাথে কাজ করতে দেখেছি। তাঁরা আরও বলতেন ঃ সাহাবায়ে কেরামের মধ্যে যে মতবিরোধ ও বাদানুবাদ সংঘটিত হয়েছে সেগুলো বর্ণনা করো না; করলে মানুষের ধৃষ্টতা বেড়ে যাবে।–(কুরতুবী)

كَمَثَلِ الَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِهِمْ قَرِيْبًا...... : এটা বনূ-নুযায়রের দৃষ্টান্ত الَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِهِمْ কারা? এ সম্পর্কে হযরত মুজাহিদ (র.) বলেন ঃ এরা হচ্ছে বদরের কাফের যোদ্ধা এবং হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) বলেন ঃ এরা ইহুদি বনূ-কায়নুকা। উভয়েরই অশুভ পরিণতি তথা নিহত, পরাজিত ও লাঞ্ছিত হওয়ার ঘটনা তখন জনসমক্ষে ফুটে উঠেছিল। কেননা বনূ-নুযায়রের নির্বাসনের ঘটনা বদর ও ওহুদ যুদ্ধের পরে সংঘটিত হয় এবং বনূ-কায়নুকার ঘটনাও বদরের পরে সংঘটিত হয়ে গিয়েছিল। বদরে মুশরিকদের সত্তর জন নেতা নিহত হয় এবং অবশিষ্টরা চরম লাঞ্ছিত অবস্থায় প্রত্যাবর্তন করে। অতএব, হযরত মুজাহিদ (র.)–এর উক্তি অনুযায়ী ذَاقُوْا وَبَالَ اَمْرِهِمْ বাক্যের উদ্দেশ্য সুস্পষ্ট যে, তারা তাদের কৃতকর্মের শাস্তি আস্বাদন করেছে। এটা পরকালের আগে দুনিয়াতেই তারা ভোগ করেছে। পক্ষান্তরে হযরত ইবনে আব্বাস (রা.)-এর উক্তি অনুযায়ী আয়াতের অর্থ ইহুদি বনূ-কায়নুকা হলে তাদের ঘটনাও তেমনি শিক্ষাপ্রদ।

বনূ কায়নুকার নির্বাসন ঃ রাসূলে কারীম ﷺ মদীনায় আগমন করার পর মদীনার পার্শ্ববর্তী সবগুলো ইহুদি গোত্রের সাথে শান্তি চুক্তি সম্পাদন করেন। এর এক শর্ত ছিল এই যে, তারা রাসূলুল্লাহ ﷺ ও মুসলমানদের কোনো শত্রুকে সাহায্য করবে না। বনূ কায়নুকাও এই শান্তিচুক্তির অধীনে ছিল। কিন্তু কয়েক মাস পরেই তারা চুক্তির বিপরীত কাজকর্ম শুরু করে দেয়। বদর যুদ্ধের সময় মক্কার কাফেরদের সাথে তাদের গোপন যোগসাজশ ও সাহায্যের কিছু ঘটনাও সামনে আসে। তখন কুরআন পাকের এই আয়াত অবতীর্ণ হয় وَاِمَّا تَخَافَنَّ مِنْ قَوْمٍ خِيَانَةً فَانْبِذْ اِلَيْهِمْ عَلٰى سَوَاۤءٍ অর্থাৎ চুক্তি সম্পাদনের পর যদি কোনো সম্প্রদায়ের পক্ষ থেকে বিশ্বাসঘাতকতার আশঙ্কা দেখা দেয়, তবে আপনি তাদের শান্তিচুক্তি ভণ্ডুল করে দিতে পারেন। বনূ-কায়নুকা নিজেরাই বিশ্বাসঘাতকতা করে এই চুক্তি ভঙ্গ করে দিয়েছিল। তাই রাসূলুল্লাহ ﷺ তাদের বিরুদ্ধে জেহাদ ঘোষণা করলেন এবং হযরত হামযা (রা.)-এর হাতে পতাকা দিলেন। মদীনা শহরে হযরত আবূ লুবাবা (রা.)-কে স্থলাভিষিক্ত করে তিনি নিজেও জেহাদে রওয়ানা হলেন। মুসলমান সৈন্যবাহিনী দেখে বনূ-কায়নুকা দুর্গাভ্যন্তরে আশ্রয় গ্রহণ করল। রাসূলুল্লাহ ﷺ দুর্গ অবরোধ করে নিলেন। পনের দিন অবরুদ্ধ থাকার পর আল্লাহ তা'আলা তাদের অন্তরে ভীতি সঞ্চার করে দিলেন, তাদের বুঝতে বাকি রইল না যে, মোকাবিলা ফলপ্রসূ হবে না অগত্যা তারা দুর্গের ফটক খুলে দিয়ে বলল ঃ আমাদের সম্পর্কে রাসূলুল্লাহ ﷺ যে সিদ্ধান্ত নিবেন, আমরা তাতেই সম্মত আছি।

https://e-ilm.weebly.com/

রাসূলুল্লাহ ﷺ তাদের পুরুষকুলকে হত্যা করার সিদ্ধান্ত নিতে চাইলেন; কিন্তু আব্দুল্লাহ ইবনে উবাই মুনাফিক বাধ সাধল। সে চূড়ান্ত কাকুতি-মিনতি সহকারে তাদের প্রাণভিক্ষার আবেদন জানাল। অবশেষে রাসূলুল্লাহ ﷺ ঘোষণা করলেন ঃ তারা বসতি ত্যাগ করে চলে যাবে এবং তাদের ধন-সম্পত্তি যুদ্ধলব্ধ সম্পদরূপে পরিগণিত হবে। এই মীমাংসা অনুযায়ী বনূ-কায়নুকা মদীনা ত্যাগ করে সিরিয়ার আযরুয়াত এলাকায় চলে গেল। যুদ্ধলব্ধ সম্পদ অধ্যাদেশ অনুযায়ী রাসূলুল্লাহ ﷺ তাদের ধন-সম্পত্তি বণ্টন করতঃ একভাগ বায়তুলমালে এবং অবশিষ্ট চার ভাগ যোদ্ধাদের মধ্যে বিলি করে দিলেন।

বদর যুদ্ধের পর এই প্রথম বায়তুলমালে গনিমতের পাঁচ ভাগের একভাগ জমা হলো। এই ঘটনা হিজরতের বিশ মাস পর ১৫ই শাওয়াল তারিখে সংঘটিত হয়।

كَمَثَلِ الشَّيْطٰنِ اِذْ قَالَ لِلْاِنْسَانِ اكْفُرْ : এটা মুনাফিকদের দৃষ্টান্ত, যারা বনূ-নুযায়রকে নির্বাসনের আদেশ অমান্য করতে এবং রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে উদ্বুদ্ধ করেছিল এবং তাদেরকে সাহায্য করার প্রতিশ্রুতি দিয়েছিল। কিন্তু মুসলমানগণ যখন তাদেরকে অবরোধ করে নেয়, তখন কোনো মুনাফিক সাহায্যার্থে অগ্রসর হয়নি। কুরআন পাক শয়তানের একটি ঘটনা দ্বারা তাদের দৃষ্টান্ত দিয়েছে। শয়তান মানুষকে কুফরি করতে প্ররোচিত করেছিল এবং তার সাথে নানারকম ওয়াদা-অঙ্গীকার করেছিল। কিন্তু মানুষ যখন কুফরে লিপ্ত হলো, তখন সে ওয়াদা ভঙ্গ করল।

আল্লাহ তা'আলা জানেন শয়তানের এ ধরনের ঘটনা কত হয়ে থাকবে। তন্মধ্যে একটি ঘটনা তো স্বয়ং কুরআনে সূরা আনফালের নিম্নোক্ত আয়াতসমূহে বর্ণিত হয়েছে ঃ وَاِذْ زَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطٰنُ اَعْمَالَهُمْ وَقَالَ لَا غَالِبَ لَكُمُ الْيَوْمَ مِنَ النَّاسِ وَاِنِّيْ جَارٌ لَّكُمْ فَلَمَّا تَرَاءَتِ الْفِئَتٰنِ نَكَصَ عَلٰى عَقِبَيْهِ وَقَالَ اِنِّيْ بَرِيْٓءٌ مِّنْكُمْ

এটা বদর যুদ্ধের ঘটনা। এতে শয়তান অন্তরে কুমন্ত্রণার মাধ্যমে অথবা মানবাকৃতিতে সামনে এসে মুশরিকদের মুসলমানদের মোকাবিলায় উৎসাহিত করে এবং সাহায্যের আশ্বাস দেয়। কিন্তু যখন বাস্তবিকই মোকাবিলা শুরু হয়, তখন সাহায্য করতে পরিষ্কার অস্বীকৃতি জানায়। ঘটনার বিস্তারিত বিবরণ তৃতীয় খণ্ডে উল্লেখিত হয়েছে।

আলোচ্য আয়াতে যদি এই ঘটনার দিকে ইঙ্গিত করা হয়ে থাকে, তখন আপত্তি দেখা দেয় যে, এই ঘটনায় শয়তান বাহ্যত ঃ কুফর করার আদেশ দেয়নি। তারা তো পূর্ব থেকেই কাফের ছিল। শয়তান কেবল তাদেরকে মোকাবিলায় একত্রিত হতে বলেছিল। এই আপত্তির জওয়াব এই যে, কুফরে অটল থাকতে বলা এবং রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে বলাও কুফর করতে বলারই অনুরূপ।

তাফসীরে মাযহারী, কুরতুবী, ইবনে কাসীর ইত্যাদি গ্রন্থে শয়তানের এই দৃষ্টান্তের ঘটনাবলি বর্ণনা প্রসঙ্গে বনী ইসরাঈলের কায়েকজন সন্ন্যাসী ও যোগীকে শয়তান কর্তৃক বিপথগামী করে কুফরি পর্যন্ত পৌঁছে দেওয়ার কাহিনী বিধৃত হয়েছে। উদাহরণত বনী ইসরাঈলের জনৈক সন্ন্যাসী যোগী সদাসর্বদা উপাসনালয়ে যোগসাধনায় রত থাকত এবং দশ দিন অন্তর মাত্র একবার ইফতার করে রোজা রাখত। সত্তর বছর এমনিভাবে অতিবাহিত হওয়ার পর অভিশপ্ত শয়তান তার পেছনে লাগে। সে তার সর্বাধিক ধূর্ত ও চালাক অনুচরকে তার কাছে সন্ন্যাসী যোগী বেশে প্রেরণ করে। সে তার কাছে পৌঁছে তার চাইতেও বেশি যোগসাধনার পরাকাষ্ঠা প্রদর্শন করে। এভাবে সন্ন্যাসী তার প্রতি আস্থাশীল হয়ে উঠে।

অবশেষে কৃত্রিম সন্ন্যাসী আসল সন্ন্যাসীকে এমন দোয়া শিখিয়ে দিল, যা দ্বারা জটিল রোগীও আরোগ্য লাভ করত। এরপর সে অনেক লোককে নিজের প্রভাব দ্বারা রোগগ্রস্ত করে আসল সন্ন্যাসীর কাছে পাঠিয়ে দিত। যখন সন্ন্যাসী রোগীদের উপর দোয়া পাঠ করত, তখন শয়তান তার প্রভাব সরিয়ে নিত। ফলে রোগীরা আরোগ্য লাভ করত। সুদীর্ঘকাল পর্যন্ত এই কারবার অব্যাহত রাখার পর সে জনৈক ইসরাঈলী সরদারের পরমা সুন্দরী কন্যার উপর নিজের প্রভাব বিস্তার করল এবং তাকে রোগগ্রস্ত করে সন্নাসীর কাছে যাওয়ার পরামর্শ দিল। শেষ পর্যন্ত সে বালিকাটিকে সন্ন্যাসীর মন্দিরে পৌঁছে দিতে সক্ষম হলো এবং কালক্রমে তাকে বালিকার সাথে ব্যভিচারে লিপ্ত করতেও কামিয়াব হয়ে গেল। এর ফলে বালিকা অন্তঃসত্ত্বা হয়ে গেল। অপমানের কবল থেকে আত্মরক্ষার জন্য শয়তান বালিকাকে হত্যা করার পরামর্শ দিল। হত্যার পর শয়তান নিজেই ব্যভিচার ও হত্যার কাহিনী ফাঁস করে জনগণকে সন্ন্যাসীর বিরুদ্ধে উত্তেজিত করে তুলল। অতঃপর জনগণ মন্দির বিধ্বস্ত করে সন্নাসীকে শূলে চড়ানোর সিদ্ধান্ত নিল। তখন শয়তান সন্ন্যাসীর কাছে যেয়ে বলল : এখন তোমার প্রাণরক্ষার কোনো উপায় নেই। তবে তুমি যদি আমাকে সেজদা কর, তবে আমি তোমাকে বাঁচাতে পারব।

https://e-ilm.weebly.com/

সন্ন্যাসী পূর্বেই অনেক পাপ কর্ম করেছিল। ফলে কুফরের পথ অবলম্বন করা তার জন্য মোটেই কঠিন ছিল না। সে শয়তানকে সেজদা করল। তখন শয়তান পরিষ্কার বলে দিল : আমি তোমাকে কুফরীতে লিপ্ত করার জন্যই এসব অপকৌশল অবলম্বন করেছিলাম। এখন আমি তোমাকে কোনো সাহায্য করতে পারি না। তাফসীরে কুরতুবী ও মাযহারীতে এই ঘটনা বিস্তারিত বর্ণিত হয়েছে।

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا ٱتَّقُوا ٱللَّهَ وَلْتَنظُرْ نَفْسٌ مَّا قَدَّمَتْ لِغَدٍ الخ.

সূরা হাশরে শুরু থেকে কিতাবী, কাফের, মুশরিক ও মুনাফিকদের অবস্থা, কাজ-কারবার ও তাদের ইহলৌকিক ও পারলৌকিক শাস্তি বর্ণনা করার পর, সূরার শেষ পর্যন্ত মুমিনদেরকে হুঁশিয়ারি ও সৎকর্ম পরায়ণতার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। উল্লিখিত প্রথম আয়াতে বলিষ্ঠ ভঙ্গিতে পরকালের চিন্তা ও তজ্জন্যে প্রস্তুতি গ্রহণের নির্দেশ আছে। বলা হয়েছে ঃ يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا ٱتَّقُوا ٱللَّهَ وَلْتَنظُرْ نَفْسٌ مَّا قَدَّمَتْ لِغَدٍ অর্থাৎ মুমিনগণ! আল্লাহ তা'আলাকে ভয় কর। প্রত্যেক ব্যক্তির উচিত পরকালের জন্যে কি প্রেরণ করেছে, তা চিন্তা করা।

এখানে কয়েকটি বিষয় প্রণিধানযোগ্য। এ আয়াতে কেয়ামত বোঝাতে গিয়ে غد শব্দ ব্যবহার করা হয়েছে, যার অর্থ আগামীকাল। এতে তিনটি ইঙ্গিত রয়েছে। প্রথম, সমগ্র ইহকাল পরকালের মোকাবিলায় স্বল্প ও সংক্ষিপ্ত অর্থাৎ এক দিনের সমান। হিসাব করলে একদিনের সমান হওয়াও কঠিন। কেননা পরকাল চিরন্তন, যার কোনো শেষ ও অন্ত নেই। মানব বিশ্বের বয়স তো কয়েক হাজার বছরই বলা হয়। যদি আকাশমণ্ডল ও ভূমণ্ডল সৃষ্টি থেকে হিসাব করা হয়, তবে কয়েক লাখ বছর হয়ে যাবে। তবুও এটা সীমিত সময়কাল। অসীম ও অশেষ সময়কালের সাথে এর কোনো তুলনাই হয় না।

এক হাদীসে আছে – اَلدُّنْيَا يَوْمٌ وَلَنَا فِيْهِ صَوْمٌ –সারা দুনিয়া একদিন এবং এই দিনে আমাদের রোজা আছে। মানব সৃষ্টি থেকে শুরু করা হোক কিংবা আকাশ ও পৃথিবী সৃষ্টি থেকে, চিন্তা করলে উভয়টিই মানুষের জন্য গুরুত্ববহ নয়; বরং প্রত্যেক ব্যক্তির দুনিয়া তার বয়সের বছর ও দিনগুলোই। এই বছর ও দিনগুলো পরকালের তুলনায় কত যে তুচ্ছ ও নগণ্য, তা প্রত্যেকেই অনুমান করতে পারে।

দ্বিতীয় ইঙ্গিত এই যে, কিয়ামত সুনিশ্চিত; যেমন আজকের পর আগামীকালের আগমন সুনিশ্চিত। কেউ এতে সন্দেহ করতে পারে না। এমনিভাবে দুনিয়ার পরে কিয়ামত ও পরকালের আগমনে কোনো সন্দেহ নেই।

তৃতীয় ইঙ্গিত এই যে, কিয়ামত অতি নিকটবর্তী। আজকের পর আগামীকাল যেমন দূরে নয়-খুব নিকটবর্তী, তেমনি দুনিয়ার পর কিয়ামতও খুব নিকটবর্তী।

কিয়ামত দুই প্রকার-সমগ্র বিশ্বের কিয়ামত ও ব্যক্তি বিশেষের কিয়ামত। প্রথমোক্ত কিয়ামতের অর্থ, আকাশমণ্ডল ও ভূমণ্ডলের ধ্বংসপ্রাপ্তি। এটা লাখো বছর পরে হলেও পারলৌকিক সময়কালের তুলনায় নিকটবর্তীই। শেষোক্ত কিয়ামত, ব্যক্তি বিশেষের মৃত্যুর সাথে সাথে সংঘটিত হয়। তাই বলা হয়েছে ঃ مَنْ مَاتَ فَقَدْ قَامَتْ قِيَامَتُهٗ অর্থাৎ যে ব্যক্তি মারা যায়, তার কিয়ামত তখনই কায়েম হয়ে যায়। কারণ কবর থেকেই পরজগতের ক্রিয়াকর্ম শুরু হয়ে যায় এবং আজাব ও ছওয়াবের নমুনা সামনে এসে যায়। কবরজগৎ যার অপর নাম বরযখ, এটা দুনিয়ার "ওয়েটিং রুম" (বিশ্রামাগার) সদৃশ। "ওয়েটিং রুম" ফাস্ট ক্লাস থেকে নিয়ে থার্ড ক্লাসের যাত্রীদের জন্যে বিভিন্নরূপ হয়ে থাকে। অপরাধীদের ওয়েটিং রুম হচ্ছে হাজত ও জেলখানা। এই বিশ্রামাগার থেকেই প্রত্যেক ব্যক্তি তার স্তর ও মর্যাদা নির্ধারণ করতে পারে। তাই মৃত্যুর সাথে সাথেই প্রত্যেকের নিজস্ব কিয়ামত এসে যায়। আল্লাহ তা'আলা মানুষের মৃত্যুকে একটি ধাঁ-ধার রূপ দিয়ে রেখেছেন। ফলে বড় বড় দার্শনিক ও বিজ্ঞানীগণও এর নিশ্চিত সময় নিরূপণ করতে পারে না, বরং প্রতিটি মুহূর্তেই মানুষ আশঙ্কা করতে থাকে যে, পরের ঘণ্টাটি তার জীবদ্দশায় অতিবাহিত নাও হতে পারে, বিশেষতঃ বর্তমান বৈজ্ঞানিক উন্নতির যুগে হৃদযন্ত্রের ক্রিয়া বন্ধ হয়ে যাওয়ার ঘটনাবলি একে নিত্যনৈমিত্তিক ব্যাপারে পরিণত করে দিয়েছে।

সারকথা এই যে, আলোচ্য আয়াতে কিয়ামতকে আগামীকাল বলে উদাসীন মানুষকে সাবধান করা হয়েছে যে, কিয়ামতকে বেশি দূরে মনে করো না। কিয়ামত আগামীকালের মতো নিকটবর্তী; এমনকি আগামীকালের পূর্বেও এসে যাওয়া সম্ভবপর। আয়াতে দ্বিতীয় প্রণিধানযোগ্য বিষয় এই যে, আল্লাহ তা'আলা এতে মানুষকে চিন্তা-ভাবনা করার দাওয়াত দিয়েছেন যে, নিশ্চিত ও নিকটবর্তী কিয়ামতের জন্য তুমি কি সম্বল প্রেরণ করেছ, তা ভেবে দেখ। এ থেকে জানা গেল যে, মানুষের আসল বাসস্থান হচ্ছে পরকাল। দুনিয়াতে সে মুসাফিরদের ন্যায় বসবাস করে। আসল বাসস্থানে অনন্তকাল অবস্থান করার জন্য এখান থেকেই কিছু সম্বল প্রেরণ করা জরুরি। দুনিয়াতে আসার আসল উদ্দেশ্যই এই যে, এখানে থেকে কিছু উপার্জন

https://e-ilm.weebly.com/

করবে, এরপর তা পরকালের দিকে পাঠিয়ে দেবে। বলা বাহুল্য, এখান থেকে দুনিয়ার আসবাববপত্র, ধনদৌলত ইত্যাদি কেউ সঙ্গে নিয়ে যেতে পারে না। বরং তা পাঠাবার একটি বিশেষ পদ্ধতি আছে। দুনিয়াতে এক দেশ থেকে অন্য দেশে টাকা-পয়সা নিয়ে যাওয়ার প্রচলিত পদ্ধতি এই যে, এই দেশের ব্যাংকে টাকা জমা দিয়ে অন্য দেশে প্রচলিত মুদ্রা অর্জন করতে হয়। পরকালের ব্যাপারেও একই পদ্ধতি চালু আছে। দুনিয়াতে যা কিছু আল্লাহর পথে ও আল্লাহর আদেশ পালনে ব্যয় করা হয়, তা আসমানি সরকারের ব্যাংকে (স্টেট ব্যাংক) জমা হয়ে যায়। এরপর ছওয়াবের আকারে পরকালের মুদ্রা তার নামে লিখে দেওয়া হয়। পরকালে পৌঁছার পর দাবি-দাওয়া ব্যতিরেকেই এই ছওয়াব তার হস্তগত হয়ে যায়।

مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ : বলে সৎ ও অসৎ উভয় প্রকার কর্ম বোঝানো হয়েছে। যে ব্যক্তি সৎকর্ম প্রেরণ করে, সে ছওয়াবের আকারে পরকালের মুদ্রা পেয়ে যাবে। পক্ষান্তরে যে অসৎকর্ম প্রেরণ করে, সে সেখানে অপরাধের দায়ে অভিযুক্ত হবে। এরপর وَاتَّقُوا اللّٰهَ বাক্যটি পুনরায় উল্লেখ করা হয়েছে। এর কারণ তাকিদ করা।

এছাড়া এটাও সম্ভবপর যে, প্রথম وَاتَّقُوا اللّٰهَ বলে খোদায়ী নির্দেশাবলি পালন করে পরকালের জন্যে সম্বল প্রেরণ করার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে এবং দ্বিতীয়বার وَاتَّقُوا اللّٰهَ বলে নির্দেশ করা হয়েছে যে, যে সম্বল প্রেরণ কর, তা কৃত্রিম ও পরকালে অচল কি না, তা দেখে নাও। পরকালে অচল সম্বল তাই, যা দৃশ্যতঃ সৎকর্ম, কিন্তু তা খাঁটিভাবে আল্লাহ তা'আলার সন্তুষ্টির জন্যে করা হয় না; বরং নাম-যশ অথবা কোনো মানসিক স্বার্থের বশবর্তী হয়ে করা হয় অথবা সেই আমল, যা দৃশ্যতঃ ইবাদত হলেও ধর্মে তার কোনো প্রমাণ না থাকার কারণে বিদ'আত ও পথভ্রষ্টতা। অতএব, দ্বিতীয় وَاتَّقُوا اللّٰهَ বাক্যের সারমর্ম এই যে, পরকালের জন্যে কেবল দৃশ্যতঃ সম্বল যথেষ্ট নয়; বরং তা অচল কিনা তা দেখে প্রেরণ কর।

فَأَنْسٰهُمْ أَنْفُسَهُمْ : অর্থাৎ তারা আল্লাহ তা'আলাকে ভুলে গিয়ে প্রকৃতপক্ষে নিজেরাই আত্মভোলা হয়ে গেছে। ফলে ভালো-মন্দের জ্ঞান হারিয়ে ফেলেছে।

لَوْ أَنْزَلْنَا هٰذَا الْقُرْاٰنَ عَلٰى جَبَلٍ : এটা একটা দৃষ্টান্ত; অর্থাৎ যদি কুরআন পাহাড়ের ন্যায় কঠিন ও ভারি জিনিসের উপর অবতীর্ণ করা হতো এবং পাহাড়কে মানুষের ন্যায় জ্ঞান-বুদ্ধি ও চেতনা দেওয়া হতো তবে পাহাড়ও কুরআনের মাহাত্ম্যের সামনে নত-বরং ছিন্ন-বিচ্ছিন্ন হয়ে যেত। কিন্তু মানুষ খেয়াল-খুশি ও স্বার্থপরতায় লিপ্ত হয়ে তার স্বভাবজাত চেতনা হারিয়ে ফেলেছে। সে কুরআন দ্বারা প্রভাবান্বিত হয় না। অতএব, এটা যেন এক কাল্পনিক দৃষ্টান্ত। কারণ বাস্তবে পাহাড়ের মধ্যে চেতনা নেই। কেউ কেউ বলেন ঃ পাহাড়, বৃক্ষ ইত্যাদি বস্তুর মধ্যে চেতনা ও অনুভূতি বিদ্যমান আছে। কাজেই এটা কাল্পনিক নয়-বাস্তব ভিত্তিক দৃষ্টান্ত। –(মাযহারী)।

পরকালের চিন্তা ও কুরআনের মাহাত্ম্য বর্ণনা করার পর উপসংহারে আল্লাহ তা'আলার কতিপয় পূর্ণত্ববোধক গুণ উল্লেখ করে সূরা সমাপ্ত করা হয়েছে।

عٰلِمُ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ : অর্থাৎ আল্লাহ তা'আলা প্রত্যেক দৃশ্য– অদৃশ্য ও উপস্থিত-অনুপস্থিত বিষয় পুরোপুরি জানেন। اَلْقُدُّوْسُ –এমনি সত্তা, যিনি প্রত্যেক দোষ থেকে মুক্ত এবং অশালীন বিষয়াদি থেকে পবিত্র। اَلْمُؤْمِنُ –এই শব্দটি মানুষের জন্যে ব্যবহৃত হলে এর অর্থ হয় আল্লাহ ও রাসূলে বিশ্বাসী। আল্লাহ তা'আলার জন্যে ব্যবহার করলে অর্থ হয় নিরাপত্তা বিধায়ক অর্থাৎ তিনি ঈমানদারগণকে সর্বপ্রকার আজাব ও বিপদ থেকে শান্তি এবং নিরাপত্তা দান করেন।

اَلْمُهَيْمِنُ –এর অর্থ দেখাশোনাকারী। হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) মুজাহিদ ও কাতাদাহ (র.) তাই বলেছেন। –(মাযহারী, কামূস)।

اَلْجَبَّارُ –প্রতাপশালী মহান। এই শব্দটি جَبْرٌ থেকেও উদ্ভূত হতে পারে, যার অর্থ ভাঙা হাড় জোড়া দেওয়ার পর যে পট্টি বাঁধা হয়, তাকে جَبِيْرَةٌ বলা হয়। অতএব, অর্থ এই যে, তিনি প্রত্যেক ভাঙা ও অকেজো বস্তুর সংস্কারক। –(মাযহারী)।

اَلْمُتَكَبِّرُ –এটা كِبْرِيَاءٌ ও تَكَبُّرٌ থেকে উদ্ভূত, যার অর্থ বড়ত্ব, প্রত্যেক বড়ত্ব প্রকৃতপক্ষে আল্লাহ তা'আলার জন্যে নির্দিষ্ট। তিনি কোনো বিষয়ে কারও মুখাপেক্ষী নন। যে মুখাপেক্ষী, সে বড় হতে পারে না। তাই আল্লাহ তা'আলা ব্যতীত অন্যের জন্যে এই শব্দটি দোষ ও গোনাহ। কারণ সত্যিকার বড় না হয়ে বড়ত্ব দাবি করা মিথ্যা এবং আল্লাহ তা'আলার বিশেষ গুণে শরিক হওয়ার দাবি। তাই এটা আল্লাহ তা'আলার জন্যে পূর্ণত্বের গুণ এবং অন্যের জন্যে মিথ্যা দাবি।

اَلْمُصَوِّرُ –অর্থাৎ রূপদানকারী। উদ্দেশ্য এই যে, সমগ্র সৃষ্টবস্তুকে আল্লাহ তা'আলা বিশেষ বিশেষ আকার ও আকৃতি দান করেছেন, যদ্দরুন এক বস্তু অপর বস্তু থেকে পৃথক ও স্বতন্ত্র হয়েছে। আকাশস্থ ও পৃথিবীস্থ সকল সৃষ্টবস্তু বিশেষ আকারের মাধ্যমেই পরিচিত হয়। সৃষ্টবস্তুর অসংখ্য প্রকারের আলাদা আলাদা আকার-আকৃতি, মানুষের একই শ্রেণির মধ্যে পুরুষ ও

https://e-ilm.weebly.com/

নারীর আকার-আকৃতিতে পার্থক্য, কোটি কোটি নারী ও পুরুষের চেহারায় এমন স্বাতন্ত্র্য যে, একজনের মুখাবয়ব অন্যজনের সাথে মিলে না–এটা একমাত্র আল্লাহ তা'আলারই অপার শক্তির কারসাজি। এতে অন্য কেউ তাঁর অংশীদার নয়। বড়ত্ব যেমন আল্লাহ ছাড়া অন্যের জন্যে বৈধ নয় এটা একমাত্র তাঁরই গুণ, তেমনি চিত্র ও আকার-আকৃতি নির্মাণ অন্যের জন্যে বৈধ নয়। এটাও আল্লাহ তা'আলার বিশেষ গুণে তাঁর সাথে অংশীদারিত্ব দাবি করার নামান্তর।

لَهُ الْاَسْمَاۤءُ الْحُسْنٰى –অর্থাৎ আল্লাহ তা'আলার উত্তম উত্তম নাম আছে। কুরআন পাকে এসব নামের সংখ্যা নির্দিষ্ট নেই। সহীহ হাদীসসমূহে ১৯টি নামক বর্ণিত আছে। তিরমিযীর এক হাদীসে সবগুলোই উল্লিখিত হয়েছে।

يُسَبِّحُ لَهُ مَافِى السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ : এই পবিত্রতা ও মহিমা ঘোষণা অবস্থার মাধ্যমে হলে তা বর্ণনাসাপেক্ষ নয়; কেননা সমগ্র সৃষ্টজগৎ ও তার অন্তর্নিহিত কারিগরি এবং আকার-আকৃতি নিজ নিজ অবস্থার মাধ্যমে অহর্নিশ স্রষ্টার প্রশংসা ও গুণ-কীর্তনে মশগুল আছে। সত্যিকার উক্তির মাধ্যমে তাসবীহ পাঠও হতে পারে। কেননা সুচিন্তিত অভিমত এই যে, প্রত্যেক বস্তুই নজ নিজ সীমায় চেতনা ও অনভূতি সম্পন্ন। জ্ঞান-বুদ্ধি ও চেতনার সর্বপ্রথম দাবি হচ্ছে স্রষ্টাকে চেনা ও তাঁর কৃতজ্ঞ হওয়া। অতএব, প্রত্যেক বস্তুর সত্যিকার তাসবীহ পাঠ করা অসম্ভব নয়। তবে আমরা নিজ কানে তা শুনি না। একারণেই কুরআন পাকের এক জায়গায় বলা হয়েছে ঃ وَلٰكِنْ لَّا تَفْقَهُوْنَ تَسْبِيْحَهُمْ –অর্থাৎ তোমরা তাদের তসবীহ শোন না, বুঝ না।

সূরা হাশরের সর্বশেষ আয়াতসমূহের উপকারিতা ও কল্যাণ ঃ তিরমিযীতে হযরত মা'কাল ইবনে ইয়াসার (রা.)-এর বর্ণিত রেওয়ায়েতে রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন ঃ যে, ব্যক্তি সকালে তিন বার اَعُوْذُ بِاللّٰهِ السَّمِيْعِ الْعَلِيْمِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيْمِ পাঠ করার পর সূরা হাশরের هُوَ اللّٰهُ الَّذِىْ لَاۤ اِلٰهَ اِلَّا هُوَ থেকে শেষপর্যন্ত সর্বশেষ তিন আয়াত পাঠ করবে, আল্লাহ তা'আলা তার জন্যে সত্তর হাজার ফেরেশতা নিযুক্ত করে দিবেন। তারা সন্ধ্যা পর্যন্ত তার জন্যে রহমতের দোয়া করবে। সেদিন সে মারা গেলে শহীদের মৃত্যু হাসিল হবে। যে ব্যক্তি সন্ধ্যায় এভাবে পাঠ করবে, সে-ও এই মর্তবা লাভ করবে। –(মাযহারী)

শব্দ বিশ্লেষণ :

حَشْرِ : মাসদার মূলবর্ণ (ح ـ ش ـ ر) জিনস صحيح বাবে نَصَرَ অর্থ– একত্র করে, জামাত বা দল একত্রিত করা, সমবেত করা।

مَانِعَةً : সীগাহ واحد مؤنث اسم فاعل বহছ فَتَحَ বাব اَلْمَنْعُ মাসদার মূলবর্ণ (م ـ ن ـ ع) জিনস صحيح অর্থ– বাঁচাবে।

حُصُوْنُهُمْ : তাদের দূর্গ। حُصُوْنٌ (ইসম) মুযাফ। هم যমীর মুযাফ ইলাইহি। একবচন حِصْنٌ দূর্গ।

قَذَفَ : সীগাহ واحد مذكر غائب ماضى معروف বহছ ضَرَبَ বাব اَلْقَذْفُ মাসদার মূলবর্ণ (ق ـ ذ ـ ف) জিনস صحيح অর্থ– সৃষ্টি করে দিলেন।

يُخْرِبُوْنَ : সীগাহ جمع مذكر غائب ماضى معروف বহছ اِفْعَالٌ বাব اِخْرَابٌ মাসদার মূলবর্ণ (خ ـ ر ـ ب) জিনস صحيح অর্থ– তারা ধ্বংস করবে। বিধবস্ত করবে।

اِعْتَبِرُوْا : সীগাহ جمع مذكر حاضر امر حاضر معروف বহছ اِفْتِعَالٌ বাব اَلْاِعْتِبَارُ মাসদার মূলবর্ণ (ع ـ ب ـ ر) জিনস صحيح অর্থ- উপদেশ গ্রহণ কর।

جَلَاۤءَ : মাসদার মূলবর্ণ (ج ـ ل ـ و) জিনস ناقص واوى বাবে نَصَرَ অর্থ– নির্বাসিত হওয়া, নির্বাসন।

يُخْزِىَ : সীগাহ واحد مذكر غائب مضارع معروف বহছ اِفْعَالٌ বাব اِخْزَاۤءٌ মাসদার মূলবর্ণ (خ ـ ز ـ ى) জিনস ناقص يائى অর্থ– অপদস্থ করেন। লাঞ্ছিত করেন।

لِيْنَةٍ এ শব্দটি اسم جنس অর্থ- তরুতাজা খেজুর বৃক্ষ। এক জাতীয় বৃক্ষ।

اَوْجَفْتُمْ সীগাহ جمع مذكر حاضر ماضى معروف বহছ اِفْعَالٌ বাব اِيْجَافٌ মাসদার মূলবর্ণ (و ـ ج ـ ف) জিনস مثال واوى অর্থ– চালনা করছ।

تَبَوَّءُوْا : সীগাহ جمع مذكر غائب ماضى معروف বহছ تَفَعُّلٌ বাব تَبَوُّءٌ মাসদার মূলবর্ণ (ب – و – ء) জিনস মুরাক্কাব اجوف واوى এবং مهموز لام অর্থ– অটল রয়েছে।

https://e-ilm.weebly.com/

يُوْقَ : সীগাহ واحد مذكر غائب বহছ مضارع مجهول বাব ضَرَبَ মাসদার وِقَايَةٌ মূলবর্ণ (و - ق - ی) জিনস لفيف مفروق অর্থ– রক্ষিত থাকে।

شَتّٰى : শব্দটি কারো কারো মতে مفرد আবার কেউ شَتِيْتٌ -এর বহুবচন বলেছেন। অর্থ- জীর্ণশীর্ণ, বিভিন্ন, নানারকম, ছিন্নভিন্ন, খণ্ড, খণ্ড।

اَفَاءَ : সীগাহ واحد مذكر غائب বহছ ماضى معروف বাব اِفْعَالٌ মাসদার اِفَاءَةٌ মূলবর্ণ (ف - ى - ء) জিনস মুরাক্কাব (مهموز لام এবং اجوف يائى) অর্থ– তিনি প্রদান করেছেন।

رِكَابٌ : ইসম। অর্থ– উট, সওয়ারী। কাযী বায়যাবী (র.) স্পষ্ট করে বলেছেন, رِكَابٌ হলো, উটের সওয়ারী যেমনিভাবে رَاكِبٌ শব্দটি উষ্ট্রারোহীর জন্য অধিক ব্যবহৃত। سَفَرٌ সওয়ারী জন্য গালেব। (আত-তানযীল : ২/৩১২) -এর অশাব্দিক একবচন رَاحِلَةٌ আর বহুবচন رُكُوْبٌ - رَكَائِبُ এবং رِكَابَاتٌ।

هَاجَرَ : সীগাহ واحد مذكر غائب বহছ ماضى معروف বাব مُفَاعَلَةٌ মাসদার مُهَاجَرَةٌ মূলবর্ণ (ه - ج - ر) জিনস صحيح অর্থ– তিনি হিজরত করেছেন।

شُحٌّ : মাসদার। বাবে نَصَرَ . ضَرَبَ . سَمِعَ তিনটি থেকেই এই ফে'ল আসে অর্থ– স্বার্থপর। কৃপণ, কার্পণ্য, লোভ।

غِلًّا : اسم فعل অর্থ– বিদ্বেষ, অন্তরে লুক্কায়িত শত্রুতা, মনের কদর্যতা।

رَهْبَةً : বাবে سَمِعَ -এর মাসদার। অর্থ– ভয় ভীতি, প্রভাব। এমন ভয়, যার মধ্যে মুক্তির চিন্তা এবং বিপদাশঙ্কা বিদ্যমান।

مُحَصَّنَةٍ : সীগাহ واحد مؤنث বহছ اسم مفعول বাব تَفْعِيْل মাসদার تَحْصِيْنٌ মূলবর্ণ (ح - ص - ن) জিনস صحيح অর্থ– পূতঃপবিত্র।

جُدُرٌ : শব্দটি جِدَارٌ -এর বহুবচন। অর্থ– দ্বার, দরজা।

فَائِزُوْنَ : সীগাহ جمع مذكر বহছ اسم فاعل বাব نَصَرَ মাসদার فَوْزٌ মূলবর্ণ (ف - و - ز) জিনস اجوف واوى অর্থ– সফলতা লাভকারীগণ।

مُتَصَدِّعًا : সীগাহ واحد مذكر বহছ اسم فاعل বাব تَفَعُّلٌ মাসদার تَصَدُّعٌ মূলবর্ণ (ص - د - ع) জিনস صحيح অর্থ– বিদীর্ণ হয়ে যেত।

اَلْمُهَيْمِنُ : সীগাহ واحد مذكر বহছ اسم فاعل বাব فَيْعَلَةٌ মাসদার هَيْمَنَةٌ মূলবর্ণ (ه - م - ن) জিনস صحيح অর্থ– রক্ষা কর্তা

وَالْقُدُّوْسُ : অর্থ - অধিক পবিত্র, বরকতময়। مفعول -এর ওযনে।

وَالْمُؤْمِنُ : সীগাহ واحد مذكر বহছ اسم فاعل বাব اِفْعَالٌ মাসদার اِيْمَانٌ মূলবর্ণ (ء - م - ن) জিনস مهموز فاء অর্থ– বিশ্বাসী।

اَلْبَارِئُ : সীগাহ واحد مذكر বহছ اسم فاعل বাব فَتَحَ মাসদার اَلْبَرْءُ মূলবর্ণ (ب - ر - ء) জিনস مهموز لام অর্থ- সৃষ্টি কারী।

اَلْمُصَوِّرُ : সীগাহ واحد مذكر বহছ اسم فاعل বাব تَفْعِيْل মাসদার تَصْوِيْرٌ মূলবর্ণ (ص - و - ر) জিনস اجوف واوى অর্থ– আকৃতি নির্মাণকারী।

حُسْنٰى : সীগাহ واحد مؤنث বহছ اسم تفضيل বাব كَرُمَ মাসদার اَلْحُسْنُ মূলবর্ণ (ح - س - ن) জিনস صحيح অর্থ– উত্তম উত্তম।

বাক্য বিশ্লেষণ :

وَلَا تَكُوْنُوْا كَالَّذِيْنَ نَسُوا اللّٰهَ فَاَنْسٰهُمْ اَنْفُسَهُمْ : এখানে واو টি আতেফা। আর لَا تَكُوْنُوْا ফেলে নাকেস। তার যমীর হলো ইসমে নাকেস। আর كَالَّذِيْنَ হলো তার খবর। আর نَسُوا اللّٰهَ বাক্যটি হলো সেলাহ। আর فَاَنْسٰهُمْ -এর فاء টি হলো আতেফা। اَنْسٰهُمْ হলো ফে'ল, উহ্য যমীর ফায়েল। আর هُمْ হলো প্রথম مفعول به আর اَنْفُسَهُمْ হলো দ্বিতীয় مفعول به ; –[ই'রাবুল কুরআন ৭ম খণ্ড : পৃ. ৪৮৬]

https://e-ilm.weebly.com/

سُوْرَةُ الْمُمْتَحَنَةِ مَدَنِيَّةٌ

সূরা মুমতাহিনা

মদিনায় অবতীর্ণ; আয়াত– ১৩, রুকূ'– ২

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ○

পরম করুণাময়, দয়ালু আল্লাহর নামে শুরু করছি।

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَا تَتَّخِذُوْا عَدُوِّيْ وَعَدُوَّكُمْ اَوْلِيَآءَ تُلْقُوْنَ اِلَيْهِمْ بِالْمَوَدَّةِ وَقَدْ كَفَرُوْا بِمَا جَآءَكُمْ مِّنَ الْحَقِّ ۚ يُخْرِجُوْنَ الرَّسُوْلَ وَاِيَّاكُمْ اَنْ تُؤْمِنُوْا بِاللّٰهِ رَبِّكُمْ ؕ اِنْ كُنْتُمْ خَرَجْتُمْ جِهَادًا فِيْ سَبِيْلِيْ وَابْتِغَآءَ مَرْضَاتِيْ ۖ تُسِرُّوْنَ اِلَيْهِمْ بِالْمَوَدَّةِ ۖ وَاَنَا اَعْلَمُ بِمَاۤ اَخْفَيْتُمْ وَمَاۤ اَعْلَنْتُمْ ؕ وَمَنْ يَّفْعَلْهُ مِنْكُمْ فَقَدْ ضَلَّ سَوَآءَ السَّبِيْلِ ۝١

১. হে মুমিনগণ! তোমরা আমার শত্রুদেরকে এবং তোমাদের শত্রুদেরকে বন্ধুরূপে গ্রহণ করো না যে, তাদের সাথে বন্ধুত্ব প্রকাশ করতে থাক, অথচ তোমাদের নিকট যে সত্যধর্ম এসেছে, তারা তা অবিশ্বাস করে, তারা রাসূলকে এবং তোমাদেরকে এ কারণে দেশান্তরিত করেছে যে, তোমরা স্বীয় প্রভু আল্লাহর প্রতি ঈমান এনেছ (সুতরাং এমন লোকদের সাথে বন্ধুত্ব করো না); যদি তোমরা আমার পথে জিহাদ করার এবং আমার সন্তুষ্টি অন্বেষণ করার উদ্দেশ্যে বের হয়ে থাক, (তবে কি করে) তোমরা গোপনে তাদের সহিত বন্ধুত্বসূচক কথাবার্তা বল, অথচ আমি সমস্ত বিষয়ই পূর্ণ অবগত আছি, তোমরা যা গোপন করে থাক আর যা প্রকাশ্যে করে থাক; আর তোমাদের মধ্য হতে যে ব্যক্তি এরূপ করবে, সে সত্যপথ হতে সরে পড়ল।

শাব্দিক অনুবাদ :

১. يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا হে মুমিনগণ। لَا تَتَّخِذُوْا তোমরা গ্রহণ করো না عَدُوِّيْ وَعَدُوَّكُمْ আমার শত্রুদেরকে এবং তোমাদের শত্রুদেরকে اَوْلِيَآءَ বন্ধুরূপে تُلْقُوْنَ اِلَيْهِمْ بِالْمَوَدَّةِ যে, তাদের সাথে বন্ধুত্ব প্রকাশ করতে থাক। وَقَدْ كَفَرُوْا অথচ তারা তা অবিশ্বাস করে بِمَا جَآءَكُمْ مِّنَ الْحَقِّ তোমাদের নিকট যে সত্য ধর্ম এসেছে يُخْرِجُوْنَ তারা দেশান্তরিত করেছে الرَّسُوْلَ وَاِيَّاكُمْ রাসূলকে এবং তোমাদেরকে اَنْ تُؤْمِنُوْا بِاللّٰهِ رَبِّكُمْ যে, তোমরা স্বীয় প্রভু আল্লাহর প্রতি ঈমান এনেছ اِنْ كُنْتُمْ خَرَجْتُمْ যদি তোমরা বের হয়ে থাকো جِهَادًا فِيْ سَبِيْلِيْ আমার পথে জেহাদ করার وَابْتِغَآءَ مَرْضَاتِيْ এবং আমার সন্তুষ্টি অন্বেষণ করার উদ্দেশ্যে تُسِرُّوْنَ اِلَيْهِمْ তোমরা গোপনে তাদের সাথে কথাবার্তা বল بِالْمَوَدَّةِ বন্ধুত্ব সূচক وَاَنَا اَعْلَمُ, অথচ আমি সমস্ত বিষয়ই পূর্ণ অবগত আছি بِمَاۤ اَخْفَيْتُمْ তোমরা যা গোপন কর وَمَاۤ اَعْلَنْتُمْ, আর যা প্রকাশ্যে করে থাক وَمَنْ يَّفْعَلْهُ مِنْكُمْ, আর তোমাদের মধ্য হতে যে ব্যক্তি এরূপ করবে فَقَدْ ضَلَّ سَوَآءَ السَّبِيْلِ সে সত্য পথ হতে সরে পড়ল।

https://e-ilm.weebly.com/

إِنْ يَثْقَفُوكُمْ يَكُونُوا لَكُمْ أَعْدَآءً وَيَبْسُطُوٓا
إِلَيْكُمْ أَيْدِيَهُمْ وَأَلْسِنَتَهُمْ بِالسُّوٓءِ وَوَدُّوا
لَوْ تَكْفُرُونَ ﴿٢﴾

২. যদি তারা তোমাদেরকে পরাজিত করতে পারে, তবে শত্রুতা প্রকাশ করতে আরম্ভ করবে, আর তোমাদের অনিষ্ট সাধনে হস্তসমূহ এবং রসনাসমূহ চালনা করতে থাকবে, আর তারা এ কামনা করে যে, তোমরা কাফের হয়ে যাও।

لَنْ تَنْفَعَكُمْ أَرْحَامُكُمْ وَلَآ أَوْلَادُكُمْ ۚ يَوْمَ
الْقِيٰمَةِ ۚ يَفْصِلُ بَيْنَكُمْ ۗ وَاللّٰهُ بِمَا تَعْمَلُونَ
بَصِيرٌ ﴿٣﴾

৩. তোমাদের আত্মীয়-স্বজন এবং সন্তান-সন্ততিগণ কিয়ামতের দিন তোমাদের (কিছুমাত্র) কাজে আসবে না, আল্লাহ তোমাদের মধ্যে মীমাংসা করে দিবেন; আর আল্লাহ তোমাদের সমস্ত কার্য খুব প্রত্যক্ষ করেন।

قَدْ كَانَتْ لَكُمْ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ فِيٓ إِبْرٰهِيمَ
وَالَّذِينَ مَعَهٗ ۚ إِذْ قَالُوا لِقَوْمِهِمْ إِنَّا بُرَءٰٓؤُا
مِنْكُمْ وَمِمَّا تَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللّٰهِ ۫ كَفَرْنَا
بِكُمْ وَبَدَا بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمُ الْعَدَاوَةُ
وَالْبَغْضَآءُ أَبَدًا حَتّٰى تُؤْمِنُوا بِاللّٰهِ وَحْدَهٗٓ

৪. তোমাদের জন্য ইবরাহীমের মধ্যে এবং সে সমস্ত লোকদের মধ্যে যারা তার সঙ্গী ছিল এক আদর্শ রয়েছে, যখন তাঁরা স্বীয় সম্প্রদায়কে বললেন যে, আমরা তোমাদের হতে এবং তোমরা আল্লাহ ভিন্ন যাদেরকে উপাস্য মনে করছ–তাদের হতে অসন্তুষ্ট, আমরা তোমাদেরকে অমান্য করি, আর আমাদের মধ্যে ও তোমাদের মধ্যে চিরকালের জন্য শত্রুতা ও বিদ্বেষ প্রকাশিত হয়ে গেল, যে পর্যন্ত তোমরা এক আল্লাহর প্রতি ঈমান না আন,

শাব্দিক অনুবাদ :

২. إِنْ يَثْقَفُوكُمْ যদি তারা তোমাদেরকে পরাজিত করতে পারে يَكُونُوا لَكُمْ أَعْدَآءً তবে শত্রুতা প্রকাশ করতে আরম্ভ করবে وَيَبْسُطُوٓا إِلَيْكُمْ আর তোমাদের চালনা করতে থাকবে أَيْدِيَهُمْ وَأَلْسِنَتَهُمْ হস্তসমূহ এবং রসনাসমূহ بِالسُّوٓءِ অনিষ্ট সাধনে وَدُّوا لَوْ تَكْفُرُونَ আর তারা এই কামনা করে যে, তোমরা কাফের হয়ে যাও।

৩. لَنْ تَنْفَعَكُمْ তোমাদের কাজে আসবে না أَرْحَامُكُمْ তোমাদের আত্মীয় স্বজন وَلَآ أَوْلَادُكُمْ এবং সন্তান-সন্ততিগণ يَوْمَ الْقِيٰمَةِ কিয়ামতের দিন يَفْصِلُ بَيْنَكُمْ আল্লাহ তোমাদের মধ্যে মীমাংসা করে দিবেন وَاللّٰهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ আর আল্লাহ তোমাদের সমস্ত কার্য খুব প্রত্যক্ষ করেন।

৪. قَدْ كَانَتْ لَكُمْ তোমাদের জন্য রয়েছে أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ উত্তম আদর্শ فِيٓ إِبْرٰهِيمَ ইবরাহীমের মধ্যে وَالَّذِينَ مَعَهٗ এবং সেই লোকদের মধ্যে যারা তার সঙ্গী ছিল إِذْ قَالُوا لِقَوْمِهِمْ যখন তাঁরা স্বীয় সম্প্রদায়কে বললেন إِنَّا بُرَءٰٓؤُا আমরা অসন্তুষ্ট مِنْكُمْ তোমাদের থেকে وَمِمَّا تَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللّٰهِ এবং তোমরা আল্লাহ ভিন্ন যাদেরকে উপাস্য মনে করছ তাদের হতে كَفَرْنَا بِكُمْ আমরা তোমাদেরকে অমান্য করি وَبَدَا بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمُ আর আমাদের মধ্যে ও তোমাদের মধ্যে প্রকাশিত হয়ে গেল الْعَدَاوَةُ وَالْبَغْضَآءُ শত্রুতা ও বিদ্বেষ أَبَدًا চিরকালের জন্য حَتّٰى تُؤْمِنُوا بِاللّٰهِ وَحْدَهٗٓ যে পর্যন্ত না তোমরা এক আল্লাহর প্রতি ঈমান আন,

https://e-ilm.weebly.com/

** কিন্তু স্বীয় পিতার সাথে ইবরাহীমের এতটুকুই কথাবার্তা হয়েছিল যে, আমি তোমার জন্য অবশ্যই ক্ষমা প্রার্থনা করব এবং তোমার সম্পর্কে আল্লাহর সমীপে আমার আর কোনো বিষয়ের অধিকার নেই; হে আমাদের প্রভু! আমরা আপনার উপর ভরসা করছি এবং আপনারই অভিমুখী হচ্ছি, আর আপনারই দিকে (সকলকে) ফিরে যেতে হবে।	إِلَّا قَوْلَ إِبْرٰهِيمَ لِأَبِيهِ لَأَسْتَغْفِرَنَّ لَكَ وَمَآ أَمْلِكُ لَكَ مِنَ اللّٰهِ مِن شَيْءٍ ۖ رَّبَّنَا عَلَيْكَ تَوَكَّلْنَا وَإِلَيْكَ أَنَبْنَا وَإِلَيْكَ الْمَصِيرُ ﴿٤﴾
৫. হে আমাদের প্রভু! আমাদেরকে কাফেরদের পরীক্ষার স্থল করবেন না, এবং হে আমাদের প্রভু! আমাদের গুনাহসমূহ ক্ষমা করে দিন, নিঃসন্দেহে আপনি মহাপরাক্রান্ত, প্রজ্ঞাময়।	رَبَّنَا لَا تَجْعَلْنَا فِتْنَةً لِّلَّذِينَ كَفَرُوا وَاغْفِرْ لَنَا رَبَّنَا ۚ إِنَّكَ أَنتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ ﴿٥﴾
৬. নিঃসন্দেহে তাদের মধ্যে তোমাদের জন্য অর্থাৎ এমন লোকদের জন্য উত্তম আদর্শ রয়েছে, যারা আল্লাহ এবং কিয়ামত দিবসের প্রতি বিশ্বাস রাখে; আর যে মুখ ফিরিয়ে নিবে [সে জেনে রাখুক], তবে আল্লাহ সম্পূর্ণ অভাবমুক্ত, প্রশংসনীয়।	لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِيهِمْ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِّمَن كَانَ يَرْجُو اللّٰهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرَ ۚ وَمَن يَتَوَلَّ فَإِنَّ اللّٰهَ هُوَ الْغَنِيُّ الْحَمِيدُ ﴿٦﴾
৭. আল্লাহর নিকট আশা করা যায় যে, তিনি তোমাদের মধ্যে এবং তাদের মধ্যে–যাদের সাথে তোমাদের শত্রুতা রয়েছে– বন্ধুত্ব কায়েম করে দিবেন, আর আল্লাহ মহা শক্তিমান; আর আল্লাহ বড় ক্ষমাশীল, দয়ালু।	عَسَى اللّٰهُ أَن يَجْعَلَ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَ الَّذِينَ عَادَيْتُم مِّنْهُم مَّوَدَّةً ۚ وَاللّٰهُ قَدِيرٌ ۚ وَاللّٰهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴿٧﴾

শাব্দিক অনুবাদ :

** إِلَّا قَوْلَ إِبْرٰهِيمَ কিন্তু ইবরাহীমের এতটুকুই কথাবার্তা হয়েছিল যে, لِأَبِيهِ স্বীয় পিতার সাথে لَأَسْتَغْفِرَنَّ لَكَ আমি তোমার জন্য অবশ্যই ক্ষমা প্রার্থনা করব وَمَآ أَمْلِكُ لَكَ, এবং তোমার সম্বন্ধে আমার অধিকার নেই مِنَ اللّٰهِ আল্লাহর সমীপে مِن شَيْءٍ আর কোনো رَبَّنَا হে আমাদের প্রভু عَلَيْكَ تَوَكَّلْنَا আমরা আপনার উপর ভরসা করছি وَإِلَيْكَ أَنَبْنَا, এবং আপনার দিকেই রুজু হচ্ছি إِلَيْكَ الْمَصِيرُ, আর আপনারই দিকে ফিরে সকলকে যেতে হবে।

৫. رَبَّنَا لَا تَجْعَلْنَا হে আমাদের প্রভু আমাদেরকে করবেন না। فِتْنَةً لِّلَّذِينَ كَفَرُوا কাফেরদের পরীক্ষার স্থল وَاغْفِرْ لَنَا رَبَّنَا, এবং হে আমাদের প্রভু! আমাদের গুনাহ সমূহ ক্ষমা করে দিন إِنَّكَ أَنتَ নিঃসন্দেহে আপনি الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ মহাপরাক্রান্ত, প্রজ্ঞাময়।

৬. لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِيهِمْ নিঃসন্দেহে তাদের মধ্যে তোমাদের জন্য অর্থাৎ এমন লোকদের জন্য রয়েছে أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ উত্তম আদর্শ لِّمَن كَانَ يَرْجُو যারা বিশ্বাস রাখে اللّٰهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرَ আল্লাহ এবং কিয়ামত দিবসের প্রতি وَمَن يَتَوَلَّ, আর যে মুখ ফিরিয়ে নিবে فَإِنَّ اللّٰهَ هُوَ الْغَنِيُّ الْحَمِيدُ তবে আল্লাহ সম্পূর্ণ অভাবমুক্ত প্রশংসনীয়।

৭. عَسَى اللّٰهُ আল্লাহর নিকট আশা করা যায় যে أَن يَجْعَلَ তিনি কায়েম করে দিবেন بَيْنَكُمْ তোমাদের মধ্যে وَبَيْنَ الَّذِينَ عَادَيْتُم مِّنْهُم এবং তাদের মধ্যে যাদের সাথে তোমাদের শত্রুতা রয়েছে مَّوَدَّةً বন্ধুত্ব وَاللّٰهُ قَدِيرٌ, আর আল্লাহ মহা শক্তিমান وَاللّٰهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ, আর আল্লাহ বড় ক্ষমাশীল দয়ালু।

https://e-ilm.weebly.com/

৮. আল্লাহ তোমাদেরকে নিষেধ করেননি, ঐ সকল লোকের সাথে যারা তোমাদের বিরুদ্ধে ধর্মীয় যুদ্ধ করেনি, এবং তোমাদেরকে তোমাদের গৃহ হতে বহিষ্কৃত করেনি যে, তোমরা সদ্ব্যবহার ও ন্যায়-পরায়ণতা কর; বস্তুতঃ আল্লাহ ন্যায়পরায়ণদেরকে ভালোবাসেন।	لَا يَنْهٰكُمُ اللّٰهُ عَنِ الَّذِيْنَ لَمْ يُقَاتِلُوْكُمْ فِى الدِّيْنِ وَلَمْ يُخْرِجُوْكُمْ مِّنْ دِيَارِكُمْ اَنْ تَبَرُّوْهُمْ وَتُقْسِطُوْٓا اِلَيْهِمْ ۗ اِنَّ اللّٰهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِيْنَ ﴿٨﴾
৯. আল্লাহ তোমাদেরকে কেবল সেই লোকদের সাথে বন্ধুত্ব করতে নিষেধ করেন, যারা ধর্মীয় ব্যাপারে তোমাদের সাথে যুদ্ধ করেছে এবং তোমাদেরকে তোমাদের গৃহসমূহ হতে বহিষ্কৃত করেছে এবং তোমাদেরকে বের করার ব্যাপারে সাহায্য করেছে, আর যে এমন লোকদের সাথে বন্ধুত্ব করবে, বস্তুতঃ তারাই জালিম হবে।	اِنَّمَا يَنْهٰكُمُ اللّٰهُ عَنِ الَّذِيْنَ قٰتَلُوْكُمْ فِى الدِّيْنِ وَاَخْرَجُوْكُمْ مِّنْ دِيَارِكُمْ وَظٰهَرُوْا عَلٰٓى اِخْرَاجِكُمْ اَنْ تَوَلَّوْهُمْ ۚ وَمَنْ يَّتَوَلَّهُمْ فَاُولٰٓئِكَ هُمُ الظّٰلِمُوْنَ ﴿٩﴾
১০. হে ঈমানদারগণ! যখন তোমাদের নিকট মুসলমান নারীগণ হিজরত করে আসে, তখন তোমরা তাদেরকে (অর্থাৎ তাদের ইসলাম গ্রহণ করাকে) পরীক্ষা করে নাও; তাদের (প্রকৃত) ঈমান সম্বন্ধে আল্লাহই ভালোভাবে জানেন, অনন্তর যদি তাদেরকে মুসলমান মনে কর, তবে তাদেরকে কাফেরদের নিকট ফিরিয়ে দিও না;	يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْٓا اِذَا جَآءَكُمُ الْمُؤْمِنٰتُ مُهٰجِرٰتٍ فَامْتَحِنُوْهُنَّ ۗ اَللّٰهُ اَعْلَمُ بِاِيْمَانِهِنَّ ۚ فَاِنْ عَلِمْتُمُوْهُنَّ مُؤْمِنٰتٍ فَلَا تَرْجِعُوْهُنَّ اِلَى الْكُفَّارِ ۗ

শাব্দিক অনুবাদ :

৮. لَا يَنْهٰكُمُ اللّٰهُ আল্লাহ তোমাদেরকে নিষেধ করেননি عَنِ الَّذِيْنَ ঐ সকল লোকের সাথে لَمْ يُقَاتِلُوْكُمْ যারা তোমাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করেনি فِى الدِّيْنِ ধর্মীয় ব্যাপারে وَلَمْ يُخْرِجُوْكُمْ এবং তোমাদেরকে বহিষ্কৃত করেনি مِّنْ دِيَارِكُمْ তোমাদের গৃহ হতে اَنْ تَبَرُّوْهُمْ তোমরা সদ্ব্যবহার কর وَتُقْسِطُوْٓا اِلَيْهِمْ ও ন্যায়– পরায়ণতা কর اِنَّ اللّٰهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِيْنَ বস্তুত আল্লাহ ন্যায়পরায়ণদেরকে ভালোবাসেন।

৯. اِنَّمَا يَنْهٰكُمُ اللّٰهُ আল্লাহ তোমাদেরকে কেবল নিষেধ করেন عَنِ الَّذِيْنَ قٰتَلُوْكُمْ যারা তোমাদের সাথে যুদ্ধ করেছে فِى الدِّيْنِ ধর্মীয় ব্যাপারে وَاَخْرَجُوْكُمْ এবং তোমাদেরকে বহিষ্কৃত করেছে مِّنْ دِيَارِكُمْ তোমাদের গৃহসমূহ হতে وَظٰهَرُوْا عَلٰٓى اِخْرَاجِكُمْ এবং তোমাদেরকে বহিষ্কার করার ব্যাপারে সাহায্য করেছে اَنْ تَوَلَّوْهُمْ সেই লোকদের সাথে বন্ধুত্ব করতে وَمَنْ يَّتَوَلَّهُمْ আর যে এমন লোকদের সাথে বন্ধুত্ব করবে فَاُولٰٓئِكَ هُمُ الظّٰلِمُوْنَ বস্তুত তারাই জালিম হবে।

১০. يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْٓا হে ঈমানদারগণ! اِذَا جَآءَكُمُ الْمُؤْمِنٰتُ যখন তোমাদের নিকট মুসলমান নারীগণ আসে مُهٰجِرٰتٍ হিজরত করে فَامْتَحِنُوْهُنَّ তখন তোমরা তাদেরকে পরীক্ষা করে নাও اَللّٰهُ اَعْلَمُ আল্লাহই ভালো জানেন بِاِيْمَانِهِنَّ তাদের ঈমান সম্বন্ধে فَاِنْ عَلِمْتُمُوْهُنَّ অনন্তর যদি তাদেরকে মনে কর مُؤْمِنٰتٍ মুসলমান فَلَا تَرْجِعُوْهُنَّ তবে তাদেরকে ফিরিয়ে দিও না اِلَى الْكُفَّارِ কাফেরদের নিকট

https://e-ilm.weebly.com/

لَا هُنَّ حِلٌّ لَّهُمْ وَلَا هُمْ يَحِلُّوْنَ لَهُنَّ ؕ وَاٰتُوْهُمْ مَّآ اَنْفَقُوْا ؕ وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ اَنْ تَنْكِحُوْهُنَّ اِذَآ اٰتَيْتُمُوْهُنَّ اُجُوْرَهُنَّ ؕ وَلَا تُمْسِكُوْا بِعِصَمِ الْكَوَافِرِ وَسْـَٔلُوْا مَآ اَنْفَقْتُمْ وَلْيَسْـَٔلُوْا مَآ اَنْفَقُوْا ؕ ذٰلِكُمْ حُكْمُ اللّٰهِ ؕ يَحْكُمُ بَيْنَكُمْ ؕ وَاللّٰهُ عَلِيْمٌ حَكِيْمٌ ﴿۱۰﴾

** (কেননা) না এ নারীগণ ঐ কাফেরদের জন্য হালাল আর না ঐ কাফেররা এ নারীদের জন্য হালাল; আর ঐ কাফেররা যা কিছু ব্যয় করেছে, তা তাদেরকে দিয়ে দাও; আর এ নারীদেরকে বিবাহ করতে তোমাদের কোনো গুনাহ হবে না, যখন তোমরা তাদেরকে তাদের মহর দান কর; আর তোমরা কাফের পত্নীদের সম্পর্ক বজায় রেখ না এবং যা ব্যয় করেছ তা চেয়ে নাও, আর (অনুরূপভাবে) ঐ কাফেররা যা ব্যয় করেছে চেয়ে নিক; এটা আল্লাহর বিধান; তিনি তোমাদের মধ্যে (সঙ্গতরূপেই) মীমাংসা করে থাকেন; আর আল্লাহ মহাজ্ঞানী, প্রজ্ঞাময়।

وَاِنْ فَاتَكُمْ شَيْءٌ مِّنْ اَزْوَاجِكُمْ اِلَى الْكُفَّارِ فَعَاقَبْتُمْ فَاٰتُوا الَّذِيْنَ ذَهَبَتْ اَزْوَاجُهُمْ مِّثْلَ مَآ اَنْفَقُوْا ؕ وَاتَّقُوا اللّٰهَ الَّذِيْٓ اَنْتُمْ بِهٖ مُؤْمِنُوْنَ ﴿۱۱﴾

১১. আর যদি তোমাদের স্ত্রীদের মধ্য হতে কেউ কাফেরদের নিকট থেকে যাওয়ার দরুন তোমাদের হস্তগত না হয়, (ঐ স্ত্রী বা তার মহর কিছুই প্রাপ্ত না হয়,) অনন্তর (কাফেরদেরকে মহর দেওয়া) তোমাদের পালা আসে, তবে যাদের স্ত্রী হস্তচ্যুত হয়েছে, তারা যে পরিমাণ খরচ করেছিল সেই পরিমাণ তোমরা তাদেরকে দিয়ে দাও; আর আল্লাহকে ভয় কর, যার উপর তোমরা বিশ্বাস স্থাপন করেছ।

শাব্দিক অনুবাদ :

** لَا هُنَّ حِلٌّ لَّهُمْ না এই নারীগণ কাফেরদের জন্য হালাল وَلَا هُمْ يَحِلُّوْنَ لَهُنَّ আর না ঐ কাফেররা এই নারীদের জন্য হালাল وَاٰتُوْهُمْ আর তা তাদেরকে দিয়ে দাও مَّآ اَنْفَقُوْا ঐ কাফেররা যা কিছু ব্যয় করেছে وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ আর তোমাদের কোনো গুনাহ হবে না اَنْ تَنْكِحُوْهُنَّ এই নারীদেরকে বিবাহ করাতে اِذَآ اٰتَيْتُمُوْهُنَّ اُجُوْرَهُنَّ যখন তোমরা তাদেরকে তাদের মহর প্রদান কর وَلَا تُمْسِكُوْا আর তোমরা সম্পর্ক বজায় রেখ না بِعِصَمِ الْكَوَافِرِ কাফের পত্নীদের সম্পর্ক وَسْـَٔلُوْا এবং চেয়ে নাও مَآ اَنْفَقْتُمْ যা ব্যয় করেছ وَلْيَسْـَٔلُوْا আর চেয়ে নিক مَآ اَنْفَقُوْا ঐ কাফেররা যা ব্যয় করেছে ذٰلِكُمْ حُكْمُ اللّٰهِ এটা আল্লাহর বিধান يَحْكُمُ بَيْنَكُمْ তিনি তোমাদের মধ্যে মীমাংসা করে থাকেন وَاللّٰهُ عَلِيْمٌ আর আল্লাহ মহাজ্ঞানী, حَكِيْمٌ প্রজ্ঞাময়।

১১. وَاِنْ فَاتَكُمْ আর যদি তোমাদের হস্তগত না হয় شَيْءٌ مِّنْ اَزْوَاجِكُمْ তোমাদের স্ত্রীদের মধ্যে কেউ اِلَى الْكُفَّارِ কাফেরদের নিকট থেকে যাওয়ার দরুন فَعَاقَبْتُمْ অনন্তর তোমাদের পালা আসে فَاٰتُوْا তবে তোমরা তাদেরকে দিয়ে দাও الَّذِيْنَ ذَهَبَتْ اَزْوَاجُهُمْ যাদের স্ত্রী হস্তচ্যুত হয়েছে مِّثْلَ مَآ اَنْفَقُوْا তারা যে পরিমাণ খরচ করেছিল সেই পরিমাণ وَاتَّقُوا اللّٰهَ আর আল্লাহকে ভয় কর الَّذِيْٓ اَنْتُمْ بِهٖ مُؤْمِنُوْنَ যার উপর তোমরা বিশ্বাস স্থাপন করেছ।

https://e-ilm.weebly.com/

يٰۤاَيُّهَا النَّبِىُّ اِذَا جَآءَكَ الْمُؤْمِنٰتُ يُبَايِعْنَكَ
عَلٰۤى اَنْ لَّا يُشْرِكْنَ بِاللّٰهِ شَيْـًٔا وَّلَا يَسْرِقْنَ
وَلَا يَزْنِيْنَ وَلَا يَقْتُلْنَ اَوْلَادَهُنَّ وَلَا يَاْتِيْنَ
بِبُهْتَانٍ يَّفْتَرِيْنَهٗ بَيْنَ اَيْدِيْهِنَّ وَاَرْجُلِهِنَّ
وَلَا يَعْصِيْنَكَ فِىْ مَعْرُوْفٍ فَبَايِعْهُنَّ وَاسْتَغْفِرْ
لَهُنَّ اللّٰهَ ؕ اِنَّ اللّٰهَ غَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ ﴿۱۲﴾

১২. হে নবী! যখন মুসলমান নারীগণ আপনার নিকট (এ উদ্দেশ্যে) আগমন করে যে, আপনার হস্তে এ বিষয়ে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হবে যে, আল্লাহর সাথে কোনো বস্তুকে শরিক করবে না, আর না চুরি করবে, আর না ব্যভিচার করবে, আর না নিজেদের সন্তানদেরকে হত্যা করবে, আর না কোনো মিথ্যা সন্তান আনবে–যাকে নিজেদের হস্তসমূহ ও পাসমূহের মধ্যস্থলে (অর্থাৎ স্বামীর ঔরসে জন্ম) বলে দাবি করবে এবং শরিয়তের বিধানসমূহে তারা আপনার বিরুদ্ধাচরণ করবে না, তবে আপনি তাদেরকে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ করে নেন এবং তাদের জন্য আল্লাহর সমীপে ক্ষমা প্রার্থনা করুন; নিঃসন্দেহে আল্লাহ তা'আলা অতিশয় ক্ষামশীল, দয়ালু।

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَا تَتَوَلَّوْا قَوْمًا غَضِبَ
اللّٰهُ عَلَيْهِمْ قَدْ يَئِسُوْا مِنَ الْاٰخِرَةِ كَمَا
يَئِسَ الْكُفَّارُ مِنْ اَصْحٰبِ الْقُبُوْرِ ﴿۱۳﴾

১৩. হে ঈমানদারগণ! তাদের সাথে বন্ধুত্ব স্থাপন করো না, যাদের উপর আল্লাহ গজব পাঠিয়েছেন, ফলে তারা পরকাল হতে এমনভাবে নিরাশ হয়ে গিয়েছে, যেমন, কবরে (সমাহিত) কাফেরগণ (পরকাল প্রত্যক্ষ করার পর ছওয়াব হতে) নিরাশ হয়েছে।

https://e-ilm.weebly.com/

শাব্দিক অনুবাদ :

১২. يٰۤاَيُّهَا النَّبِىُّ হে নবী اِذَا جَآءَكَ الْمُؤْمِنٰتُ যখন মুসলমান নারীগণ আপনার নিকট (এই উদ্দেশ্যে) আগমন করে যে, يُبَايِعْنَكَ আপনার হস্তে এই বিষয়ে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হবে যে عَلٰۤى اَنْ لَّا يُشْرِكْنَ بِاللّٰهِ شَيْـًٔا আল্লাহর সাথে কোনো বস্তুকে শরিক করবে না وَّلَا يَسْرِقْنَ আর না চুরি করবে وَلَا يَزْنِيْنَ, আর না ব্যভিচার করবে وَلَا يَقْتُلْنَ اَوْلَادَهُنَّ, আর না নিজেদের সন্তানদেরকে হত্যা করবে وَلَا يَاْتِيْنَ بِبُهْتَانٍ, আর না কোনো মিথ্যা সন্তান আনবে-যাকে يَّفْتَرِيْنَهٗ بَيْنَ اَيْدِيْهِنَّ وَاَرْجُلِهِنَّ, নিজেদের হস্তসমূহ ও পা সমূহের মধ্যস্থলে বলে দাবি করবে وَلَا يَعْصِيْنَكَ فِىْ مَعْرُوْفٍ এবং শরিয়তের বিধানসমূহে তারা আপনার বিরুদ্ধাচরণ করবে না فَبَايِعْهُنَّ তবে আপনি তাদেরকে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ করে নিন وَاسْتَغْفِرْ لَهُنَّ اللّٰهَ, এবং তাদের জন্য আল্লাহর সমীপে ক্ষমা প্রার্থনা করুন اِنَّ اللّٰهَ غَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ নিঃসন্দেহে আল্লাহ তা'আলা অতিশয় ক্ষমাশীল দয়ালু।

১৩. يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا হে ঈমানদারগণ لَا تَتَوَلَّوْا قَوْمًا তাদের সাথে বন্ধুত্ব স্থাপন করো না غَضِبَ اللّٰهُ عَلَيْهِمْ যাদের উপর আল্লাহ গজব পাঠিয়েছেন قَدْ يَئِسُوْا مِنَ الْاٰخِرَةِ ফলে তারা পরকাল হতে এমনভাবে নিরাশ হয়ে গিয়েছে كَمَا يَئِسَ الْكُفَّارُ যেমন কাফেরগণ নিরাশ হয়ে আছে مِنْ اَصْحٰبِ الْقُبُوْرِ কবরে (সমাহিত)।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

সূরাটির নামকরণের কারণ : এ সূরার ১০ নং আয়াতে বলা হয়েছে–

يَاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْآ اِذَا جَآءَكُمُ الْمُؤْمِنٰتُ مُهٰجِرٰتٍ فَامْتَحِنُوْهُنَّ۔

"যে সব স্ত্রীলোক হিজরত করে আসবে ও মুসলমান হওয়ার দাবি করবে তাদের যাচাই ও পরীক্ষা করতে হবে।" উপরিউক্ত فَامْتَحِنُوْهُنَّ শব্দ হতে সূরার নামকরণ اَلْمُمْتَحِنَةُ (আল-মুমতাহিনাহ) করা হয়েছে। এ শব্দটির উচ্চারণ 'মুমতাহিনাহ' করা হয়েছে অর্থাৎ ইমতিহান হতে ইসমে ফায়েল, যার অর্থ– পরীক্ষা গ্রহণকারী সূরা। আর কেউ কেউ এর উচ্চারণ মুমতাহানাহ করেছেন অর্থাৎ ইসমে মাফউল, যার অর্থ– সে স্ত্রীলোক যার পরীক্ষা নেওয়া হয়েছে।
অত্র সূরার অপর নাম হলো সূরাতুল মোয়াদ্দা। এতে ১৩টি আয়াত, ৩৪৮টি বাক্য এবং ১৫১০টি অক্ষর রয়েছে।

-[নূরুল কুরআন]

পূর্ববর্তী সূরার সাথে সম্পর্ক : পূর্ববর্তী সূরায় মুনাফিকদের অবস্থা বর্ণিত হয়েছে যে, তারা প্রকাশ্যে ঈমানের দাবিদার হলেও কাফেরদের সাথে তাদের সম্পর্ক ছিল বন্ধুত্বের, আর এ সূরায় মুমিনদেরকে বিশেষভাবে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে, যেন তারা কাফেরদের সাথে কোনো প্রকার বন্ধুত্বের সম্পর্ক না রাখে। -[রূহুল মা'আনী]

সূরাটি নাজিল হওয়ার সময়কাল : এ সূরায় এমন দু'টি ব্যাপারের কথা বলা হয়েছে, যার সময়কাল ঐতিহাসিকভাবে সর্বজন জ্ঞাত। প্রথম ব্যাপার হযরত হাতিব ইবনে আবূ বালতায়া (রা.) সম্পর্কিত। তিনি মক্কা বিজয়ের কিছুদিন পূর্বে কুরাইশ সরদারদেরকে রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর মক্কা আক্রমণের সংবাদ জানাবার উদ্দেশ্যে একখানা গোপন চিঠি পাঠিয়েছিলেন। আর দ্বিতীয় বিষয়টি হলো, হুদায়বিয়ার সন্ধির পর যেসব মুসলমান স্ত্রীলোক মক্কা হতে হিজরত করে মদীনায় এসেছিলেন এবং সন্ধির শর্ত অনুযায়ী মুসলমান পুরুষদের ন্যায় মুসলমান স্ত্রীলোকদেরকে কাফেরদের হাতে প্রত্যর্পণ করতে হবে কি হবে না এ বিষয়ে একটা জটিল প্রশ্ন দেখা দিয়েছিল। এ দু'টি ব্যাপারে উল্লেখ এ কথা নিশ্চিতভাবে নির্দিষ্ট হয়ে গেল যে, এ সূরাটি হুদায়বিয়ার সন্ধি এবং মক্কা বিজয়ের মধ্যবর্তী সময়ে নাজিল হয়েছিল।

সূরাটির বিষয়বস্তু :

১. এ সূরার প্রথমে শুরু হতে ৯ নং আয়াত পর্যন্ত হযরত হাতিব ইবনে আবূ বালতায়া যিনি নিজের পরিবার-পরিজনকে রক্ষা করার মানসে রাসূলে কারীম ﷺ -এর একটি অতীব গুরুত্বপূর্ণ সামরিক গোপন তথ্য শত্রুপক্ষকে জানিয়ে দেওয়ার চেষ্টা করেছিলেন তার নিন্দা করা হয়েছে। এখানে প্রথমেই অমুসলিমদের সাথে বন্ধুত্ব স্থাপন না করতে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে অতঃপর বলা হয়েছে– এ দুনিয়ার বন্ধুত্ব, আত্মীয়তা এবং সম্পর্ক পরকালে কোনো কাজে আসবে না। পরকালে কেবল ঈমান এবং আমলে সালেহই কাজে আসবে। অতঃপর হযরত ইবরাহীম (আ.) এবং তাঁর অনুসারীদের আদর্শ হতে শিক্ষা অর্জন করতে বলা হয়েছে। -[সাফওয়া]

২. ১০ নং এবং ১১ নং আয়াত দু'টিতে একটি গুরুত্বপূর্ণ সামাজিক সমস্যার সমাধান পেশ করা হয়েছে। সমস্যাটি তখন খুব বেশি জটিলতার সৃষ্টি করেছিল। সমস্যাটি ছিল এই যে, মক্কায় বহুসংখ্যক মুসলিম পুরুষ এমন ছিলেন যাদের স্ত্রীরা ছিল কাফের আর তারা মক্কাতেই থেকে গিয়েছিল। অতঃপর এদের মধ্যে বৈবাহিক সম্পর্ক অক্ষত আছে কিনা? সে সম্পর্কে তীব্র প্রশ্ন দেখা দিয়েছিল। আল্লাহ তা'আলা এ আয়াত কয়টিতে সে সমস্যাটির চূড়ান্ত সমাধান করে দিয়েছেন। তাঁর সিদ্ধান্ত হলো এই যে, মুসলিম নারীর জন্য কাফের স্বামী হালাল নয় এবং মুসলিম পুরুষের জন্যও জায়েজ নয় কাফের নারীকে নিজের স্ত্রী হিসেবে রাখা।

৩. ১২ নং আয়াতে রাসূলে কারীম ﷺ -কে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে যে, যেসব স্ত্রীলোক ইসলাম কবুল করবে তাদের নিকট হতে জাহেলিয়াতের যুগে আরব নারীদের মধ্যে সাধারণভাবে প্রচলিত বহু বড় বড় দোষ-ত্রুটি হতে মুক্ত থাকার প্রতিশ্রুতি গ্রহণ করুন। সে সঙ্গে এ কথারও অঙ্গীকার গ্রহণ করুন যে, ভবিষ্যতে আল্লাহর নির্দেশ অনুযায়ী রাসূলে কারীম ﷺ -এর পক্ষ হতে উপস্থাপিত যাবতীয় কল্যাণ ও মঙ্গলময় নিয়মনীতি, আইন-কানুন অনুসরণ ও পালন করে চলতে তারা বাধ্য ও প্রস্তুত থাকবেন।

৪. সূরার শেষ আয়াত অর্থাৎ ১৩ নং আয়াতে মুসলমানদেরকে কাফেরদের সাথে বন্ধুত্ব স্থাপন না করতে কঠোর নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। এ আয়াতটিও প্রথম দিকের আয়াতগুলোর সাথে সম্পৃক্ত।

https://e-ilm.weebly.com/

সূরাটির শানে নুযূল : তাফসীরে মাযহারী, কুরতুবী ও খতীব গ্রন্থের বর্ণনা মতে উক্ত সূরার শানে নুযূল হচ্ছে– হযরত কুশায়রী ও ছা'লাবী (রা.) বর্ণনা করেন ৮ম হিজরিতে রাসূল ﷺ মদীনা শরীফ হতে মক্কা বিজয়ের উদ্দেশ্যে রওয়ানা হওয়ার জন্য গুপ্তভাবে কিছু সংখ্যক সাহাবায়ে কেরামের সাথে আলোচনাক্রমে তৈরি হতে লাগলেন। সারাহ নামক একজন মহিলা ছিল। হযরত হাতিব ইবনে আবূ বালতায়া (রা.) রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর মক্কা বিজয়ের প্রসঙ্গটি সম্বন্ধে সংবাদ জানিয়ে উক্ত সারাহ নামক মহিলার মাধ্যমে একটি পত্র মক্কার নেতৃস্থানীয় লোকদের নিকট পাঠিয়ে দিলেন। বার্তাবাহক মহিলাটি মক্কায় পৌঁছার পূর্বেই ওহীর মাধ্যমে আল্লাহ তা'আলা হযরত মুহাম্মদ ﷺ -কে ঘটনাটি জানিয়ে দিলেন এবং তাও অবহিত করে দিলেন যে, অমুক স্থানে এই এই আকৃতি প্রকৃতির বার্তাবাহক একটি মহিলাকে পাওয়া যাবে। তার নিকট অবশ্যই চিঠি রয়েছে। তাকে অবশ্যই ধরে আনতে হবে। সে মতে রাসূলুল্লাহ ﷺ হযরত আলী ও হযরত জোবায়ের (রা.)-কে পাঠিয়ে দিলেন এবং বলে দিলেন যে, তাকে পাওয়া মাত্রই তার থেকে চিঠি নিয়ে আসবে। তখন হযরত আলী (রা.) উক্ত মহিলাকে যথাস্থানে গিয়ে পেলেন এবং চিঠি খোঁজ করলে প্রথমত মহিলাটি তা অস্বীকার করল। অতঃপর হযরত আলী ও হযরত জোবায়ের (রা.) বললেন, আমরাও সত্য বলছি এবং হযরত মুহাম্মদ ﷺ ও সত্যই বলেছেন, তোমার সাথে হাতিব (রা.)-এর লিখিত পত্র রয়েছে। সুতরাং তা তাড়াতাড়ি বের করে দাও। অন্যথায় তোমাকে উলঙ্গ করে চিঠি বের করবো।

এ ধমকি শুনে মহিলাটি ভয়ে তার চুলের খোপা হতে পত্রখানা বের করে দিলেন। অতঃপর হযরত আলী (রা.) ও জোবায়ের (রা.) তা এনে নবী করীম ﷺ -এর নিকট পৌঁছালেন। এরপর হযরত হাতিব (রা.)-কে ডাকানো হলে তিনি উপস্থিত হলেন। রাসূলুল্লাহ ﷺ তাকে পত্র সম্বন্ধে প্রশ্ন করলে তিনি অত্যন্ত মিনতির সুরে শপথ করে রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর নিকট আরজ করলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমি ঈমানদার, মুনাফিক নই। দীন ইসলামের জন্য আমার আত্মা বিসর্জন দিতে প্রস্তুত আছি। ইসলামের সাথে শত্রুতার মানসে এ পত্র লিখিনি; বরং তার কারণ এই যে, আমার ছোট ছোট সন্তানগণ মক্কায় রয়ে গেছে। তাদের ভালোবাসার কারণে আমার হতে এহেন কার্য ঘটেছে? এ কাজের বদৌলতে আমার সন্তান-সন্ততিদের তারা রক্ষণাবেক্ষণ করতে মর্জি করবে। হযরত হাতিব (রা.)-এর বর্ণনা শ্রবণ করে হযরত ওমর (রা.) রাগান্বিত হয়ে বললেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! যদি নির্দেশ দেন তবে এ মুনাফিকের শিরশ্ছেদ করে দিতে চাই।

উত্তরে হুজুর ﷺ বললেন, ওমর এটা কখনো হয় না, কারণ আল্লাহ তা'আলা বদরের মুজাহিদগণের সকল গুনাহ ক্ষমা করে দিয়েছেন। হাতিব ইবনে আবূ বালতায়াহ আমার সাথে বদরের ময়দানে শরিক ছিল। আর বদরের অংশীদার সকলকে আল্লাহ তা'আলা জান্নাতের সুসংবাদ প্রদান করেছেন এবং আরো বলেছেন– اِعْمَلُوْا مَا شِئْتُمْ اِنَّهٗ بِمَا تَعْمَلُوْنَ بَصِيْرٌ সুতরাং তাকে ক্ষমা করা যায়। এটা শুনে হযরত ওমর (রা.) থমকে গেলেন এবং তার চক্ষু যুগল থেকে কান্নার পানি বের হয়েছিল। কোনো কোনো রেওয়ায়েত মতে উল্লেখ করা হয়েছে এবং বলা হয়েছে যে, হযরত হাতিব (রা.) বলেন, মুসলমান ও ইসলামের ক্ষতির লক্ষ্যে আমি এ পত্র লিখিনি। সুতরাং হাতেব (রা.)-এর পরিপ্রেক্ষিতে উক্ত সূরা নাজিল হলো। -[নূরুল কুরআন]

يٰاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَا تَتَّخِذُوْا .... اَلْاٰيَةَ

শানে নুযূল : হযরত উবায়দুল্লাহ ইবনে আবূ রাফে (র.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি আলী ইবনে আবূ তালেব (রা.) কে বলতে শুনেছি যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ আমাকে এবং যুবায়র ও মেকদাদ ইবন আসওয়াদকে এক অভিযানে প্রেরণ করেন। তিনি বললেন, তোমরা রওজাকে খাক (মদিনা থেকে ১২ মাইল দূরবর্তী একটি স্থান) নামক স্থানে যাবে। সেখানে এক উষ্ট্রারোহিণী মহিলা পাবে। তার কাছে একটি গোপন পত্র আছে। তা তার কাছ থেকে সংগ্রহ করে আমার কাছে নিয়ে আসবে। আমরা বের হয়ে পড়লাম এবং আমাদের ঘোড়া দ্রুত ছুটিয়ে রওয়ানা হয়ে 'খাকে' এসে সেখানে এক উষ্ট্রারোহিণী মহিলাকে পেলাম। আমরা বললাম, পত্রটি বের কর। সে বলল, আমার সাথে কোনো পত্র নেই। আমরা বললাম, পত্রটি বের কর নয়তো কাপড় খুলে ফেলা হবে। হযরত আলী (রা.) বলেন, সে তার চুলের বেনীর ভিতর থেকে পত্রটি বের করে দিল। আমরা সেটি নিয়ে রাসূল ﷺ -এর কাছে এলাম। দেখা গেল যে, হাতিব ইবনে আবূ বালতাআ এর পক্ষ থেকে মক্কার কতিপয় মুশরিকদের কাছে লেখা হয়েছে এবং এতে নবী করীম ﷺ -এর কিছু বিশেষ বিষয় যথা মক্কার অভিযান সম্পর্কে তাদের অবহিত করা হয়েছে। নবী করীম ﷺ তখন বললেন, হে হাতিব! এটি কি?

হাতিব বললেন, হে আল্লাহর রাসূল! আমার ক্ষেত্রে ফয়সালা দিতে তাড়াহুড়া করবেন না। আমি মূলত কুরায়শী নই। তাদের সঙ্গে সংযুক্ত এক ব্যক্তি মাত্র। আপনার সঙ্গে যে সকল মুহাজির রয়েছেন তাদের সবারই কুরায়শদের সাথে নিকট আত্মীয়তার সম্পর্ক রয়েছে। এ কারণে কুরায়শরা তাদের মক্কায় অবস্থানরত পরিবার পরিজন ও ধন সম্পদের হেফাজত

https://e-ilm.weebly.com/

করে থাকে। আমি চাইলাম তাদের সঙ্গে উক্ত সম্পর্ক না থাকায় যখন ঐ সুযোগ আমার নেই, তখন তাদের সঙ্গে ইহসান ও দয়ার ব্যবহার করি, যাতে আমার আত্মীয় পরিজনদের সেখানে তারা হেফাজত করে। এ কাজটি আমি কুফরি এবং আমার ধর্মচ্যুতি বা কুফরির প্রতি সন্তুষ্টির কারণে করিনি। নবী করীম ﷺ বললেন, সে সত্য কথা বলেছে। হযরত ওমর ইবনুল খাত্তাব (রা.) বললেন, আমাকে ছেড়ে (অনুমতি) দিন ইয়া রাসূলাল্লাহ! এই মুনাফিকটির গর্দান উড়িয়ে দিই। নবী করীম ﷺ বললেন এ (হাতিব) তো বদরে হাজির ছিল। তোমার তো জানা আছে আল্লাহ তা'আলা বদরীদের প্রতি নজর দিবেন এবং বলে দিবেন তোমরা যা ইচ্ছা করতে পার তোমাদের আমি মাফ করে দিলাম। এ প্রসঙ্গে উক্ত আয়াত নাজিল হয়। বর্ণনাকারী আমর (র.) বলেন, আমি ইবনে আবূ রাফে (র.)-কে দেখেছি, তিনি ছিলেন হযরত আলী (রা.) এর লিপিকার।-(তিরমিযী : ২)

একই ঘটনা কিছুটা পরিবর্তনের সাথে তাফসীরে মাজহারী, কুরতুবী ও মাআরিফুল কুরআন এবং অন্যান্য তাফসীর ও হাদীস গ্রন্থে এভাবে বর্ণিত হয়েছে যে, বদর যুদ্ধের পর মক্কা বিজয়ের পূর্বে মক্কার সারা নাম্নী একজন গায়িকা নারী প্রথমে মদিনায় আগমন করে। রাসূলুল্লাহ ﷺ তাকে জিজ্ঞাসা করেন তুমি কি হিজরত করে মদিনায় এসেছ? সে বলল, না। আবার জিজ্ঞাসা করা হলো, তবে কি তুমি মুসলমান হয়ে এসেছো? সে বলল, না। রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন, তাহলে কি উদ্দেশ্যে এসেছ? সে বলল, আপনারা মক্কার সম্ভ্রান্ত পরিবারের লোক ছিলেন। আপনাদের মধ্য থেকে আমি জীবিকা নির্বাহ করতাম। এখন মক্কার বড় বড় সরদাররা বদর যুদ্ধে নিহত হয়েছে এবং আপনারা এখানে চলে এসেছেন। ফলে আমার জীবিকা নির্বাহ কঠিন হয়ে গেছে। আমি মারাত্মক বিপদে পড়ে ও অভাব গ্রস্থ হয়ে আপনাদের কাছ থেকে সাহায্য গ্রহণের উদ্দেশ্যে এখানে আগমন করেছি। রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন, তুমি মক্কার পেশাদার গায়িকা। মক্কার সেই যুবকরা কোথায় গেল যারা তোমার গানে মুগ্ধ হয়ে টাকা পয়সার বৃষ্টি বর্ষণ করত? সে বলল, বদর যুদ্ধের পর তাদের উৎসব পর্ব ও গান বাজনার জৌলুস খতম হয়ে গেছে। এ পর্যন্ত তারা কেউ আমাকে আমন্ত্রণ জানায়নি। অতঃপর রাসূলুল্লাহ ﷺ আব্দুল মুত্তালিব বংশের লোকদেরকে তাকে সাহায্য করার জন্যে উৎসাহ দিলেন। তারা তাকে নগদ টাকা পয়সা, পোশাক পরিচ্ছেদ ইত্যাদি দিয়ে বিদায় দিল।

এটা তখনকার কথা, যখন মক্কার কাফেররা হুদায়বিয়ার সন্ধিচুক্তি ভঙ্গ করেছিল এবং রাসূলুল্লাহ ﷺ কাফেরদের বিরুদ্ধে অভিযান পরিচালনার ইচ্ছায় গোপনে প্রস্তুতি নিচ্ছিলেন। তার আন্তরিক আকাঙ্ক্ষা ছিল যে, এই গোপন তথ্য মক্কাবাসীদের কাছে ফাঁস না হোক। এদিকে সর্ব প্রথম হিজরতকারীদের মধ্যে একজন সাহাবী ছিলেন হাতেব ইবনে আবি বালতায়া (রা.)। তিনি ছিলেন ইয়ামেনী বংশোদ্ভুত এবং মক্কায় এসে বসবাস শুরু করেছিলেন। মক্কায় তার স্বগোত্র বলতে কেউ ছিল না। মক্কায় বসবাসকালেই মুসলমান হয়ে মদীনায় হিজরত করেছিলেন। তার স্ত্রী ও সন্তানগণ তখনও মক্কায় ছিল। রাসূলুল্লাহ ﷺ ও অনেক সাহাবীর হিজরতের পর মক্কায় বসবাসকারী মুসলমানদের উপর কাফেররা নির্যাতন চালাত এবং তাদেরকে উত্যক্ত করত। যেসব মুহাজিরের আত্মীয় স্বজন মক্কায় ছিল, তাদের সন্তান সন্ততিরা কোনোরূপে নিরাপদে ছিল। হাতেব চিন্তা করলেন যে, তার সন্তান-সন্ততিরা শত্রুর নির্যাতন থেকে বাঁচিয়ে রাখার কেউ নেই। অতএব মক্কাবাসীদের প্রতি কিছু অনুগ্রহ প্রদর্শন করলে তারা হয়তো তার সন্তানদের উপর জুলুম করবে না। তাই গায়িকার মক্কা গমনকে তিনি একটি সুবর্ণ সুযোগ হিসেবে গ্রহণ করলেন।

হাতেব (রা.) মনে মনে দৃঢ় বিশ্বাসী ছিলেন যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ -কে আল্লাহ তা'আলা বিজয় দান করবেন। এই তথ্য ফাঁস করে দিলে তার কিংবা ইসলামের কোনো ক্ষতি হবে না। তিনি ভাবলেন, আমি যদি পত্র লিখে মক্কার কাফেরদেরকে জানিয়ে দেই যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ তোমাদের বিরুদ্ধে অভিযান পরিচালনা করার ইচ্ছা রাখেন, তবে আমার ছেলে-পেলেদের হেফাজত হয়ে যাবে। সুতরাং হাতেব (রা.) এই ভুলটি করে ফেললেন এবং মক্কাবাসীদের নামে একটি পত্র লিখে গায়িকা সারার হাতে সোপর্দ করলেন। (কুরতুবী, আজহারী) এদিকে রাসূলুল্লাহ ﷺ -কে আল্লাহ তা'আলা ওহীর মাধ্যমে ব্যাপারটি জানিয়ে দিলেন। তিনি আরো জানতে পারলেন যে, মহিলাটি এ সময়ে রওযায়ে খাক নামক স্থানে পৌঁছে গেছে।

বুখারী ও মুসলিমে হযরত আলী (রা.) থেকে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ আমাকে, আবূ মারসাদকে ও যুবায়র ইবনে আওয়ামকে আদেশ করলেন, অশ্বে আরোহণ করে সেই মহিলার পশ্চাদ্ধাবন কর। তোমরা তাকে রওযায়ে খাকে পাবে তার সাথে মক্কাবাসীদের নামে হাতেব ইবনে আবী বালতাআর পত্র আছে। তাকে পাকড়াও করে পত্রটি ফিরিয়ে নিয়ে আস। হযরত আলী (রা.) বলেন, আমরা নির্দেশমতো দ্রুত গতিতে তার পশ্চাদ্ধাবন করলাম। রাসূলুল্লাহ ﷺ যেস্থানের কথা বলে দিলেন, ঠিক সেখানেই আমরা তাকে উটে সওয়ার হয়ে যেতে দেখলাম এবং তাকে পাকড়াও করলাম। আমরা বললাম পত্রটি বের কর। সে বলল, আমার কাছে কারো কোনো পত্র নেই। আমরা তার উটকে বসিয়ে দিলাম। এরপর

https://e-ilm.weebly.com/

তালাশ করে কোনো চিঠি পেলাম না। আমরা মনে মনে বললাম, রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর সংবাদ মিথ্যা হতে পারে না। নিশ্চয়ই সে পত্রটি কোথাও গোপন করেছে। এবার আমরা তাকে বললাম হয় পত্র বের কর না হয় আমরা তোমাকে বিবস্ত্র করে দিব। অগত্যা সে নিরূপায় হয়ে পায়জামার ভিতর থেকে পত্র বের করে দিল। আমরা পত্র নিয়ে রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর কাছে চলে এলাম। হযরত ওমর (রা.) ঘটনা শুনা মাত্রই ক্রোধে অগ্নিশর্মা হয়ে রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর কাছে আরজ করলেন এই ব্যক্তি আল্লাহ, তাঁর রাসূল ও সকল মুসলমানের সাথে বিশ্বাসঘাতকতা করেছে। সে আমাদের গোপন তথ্য কাফেরদের কাছে লিখে পাঠিয়েছে অতএব অনুমতি দিন আমি তার গর্দান উড়িয়ে দিব।

রাসূলুল্লাহ ﷺ হাতেবকে ডেকে এনে জিজ্ঞাসা করলেন, তোমাকে এই কাণ্ড করতে কিসে উদ্বুদ্ধ করল? হাতেব (রা.) আরজ করলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমার ঈমানে এখনও কোনো তফাত হয়নি। ব্যাপার এই যে, আমি ভাবলাম, আমি যদি মক্কাবাসীদের প্রতি একটু অনুগ্রহ প্রদর্শন করি তবে তারা আমার সন্তানদের কোনো ক্ষতি করবে না। আমি ব্যতীত অন্য কোনো মুহাজির এরূপ নেই, যার স্বগোত্রের লোক মক্কায় বিদ্যমান নেই। তাদের স্বগোত্রীয়রা তাদের পরিবার পরিজনের হেফাজত করে। রাসূল ﷺ হাতেবের জবানবন্দী শুনে বললেন, সে সত্য বলেছে। অতএব তার ব্যাপারে তোমরা ভালো ছাড়া মন্দ বলো না। হযরত ওমর (রা.) ঈমানের জোশে নিজ বাক্যের পুনরাবৃত্তি করলেন এবং তাকে হত্যা করার অনুমতি চাইলেন। রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন, সে কি বদর যোদ্ধাদের একজন নয়? আল্লাহ তা'আলা বদর যোদ্ধাদেরকে ক্ষমার ও তাদের জন্যে জান্নাতের ঘোষণা দিয়েছেন। একথা শুনে হযরত ওমর (রা.) অশ্রুবিগলিত কণ্ঠে আরজ করলেন, আল্লাহ তা'আলা ও তার রাসূলই আসল সত্য জানেন।

কোনো কোনো রেওয়ায়েতে হাতেবের এই উক্তিও বর্ণিত আছে যে, আমি একাজ ইসলাম ও মুসলমানদের ক্ষতি করার জন্য করিনি। কেননা আমার দৃঢ় বিশ্বাস ছিল যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ -ই বিজয়ী হবেন। মক্কাবাসীরা জেনে গেলেও তাতে কোনো ক্ষতি হবে না। এই ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে সূরা মুমতাহিনার শুরুভাগের আয়াতসমূহ অবতীর্ণ হয়। এসব আয়াতে উপরিউক্ত ঘটনার জন্যে হুশিয়ার করা হয় এবং কাফেরদের সাথে মুসলমানদের বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক রাখা হারাম সাব্যস্ত করা হয়।

-(মা'আরেফুল কুরআন বাংলা ১৩৫৮-৫৯)

لَا يَنْهٰىكُمُ اللّٰهُ عَنِ الَّذِيْنَ لَمْ يُقَاتِلُوْكُمْ فِي الدِّيْنِ وَلَمْ يُخْرِجُوْكُمْ مِّنْ دِيَارِكُمْ اَنْ تَبَرُّوْهُمْ وَتُقْسِطُوْٓا اِلَيْهِمْ ۚ اِنَّ اللّٰهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِيْنَ (٨)

শানে নুযূল : একবার হযরত আসমা বিনতে আবী বকর (রা.) -এর মুশরিকা মাতা তার সাথে দেখা করার জন্য মদীনায় আসল, তখন তিনি হুজুর ﷺ -কে জিজ্ঞাসা করলেন যে, ইয়া রাসূলাল্লাহ, আমি কি আমার মাতার সাথে সদাচারণ করতে পারি? রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন, হ্যাঁ। এ প্রসঙ্গে উক্ত আয়াত নাজিল হয়। –(বুখারী শরীফ)

يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْٓا اِذَا جَآءَكُمُ الْمُؤْمِنٰتُ مُهٰجِرٰتٍ فَامْتَحِنُوْهُنَّ............ذٰلِكُمْ حُكْمُ اللّٰهِ ۖ يَحْكُمُ بَيْنَكُمْ ۚ وَاللّٰهُ عَلِيْمٌ حَكِيْمٌ (١٠)

শানে নুযূল : আলোচ্য আয়াতগুলো একটি বিশেষ ঘটনা অর্থাৎ হুদাইবিয়ার সন্ধির সাথে সম্পর্কযুক্ত। সূরা ফাতহের শুরুতেই এই সন্ধি সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে। এই সন্ধির যেসব শর্ত ছিল, তন্মধ্যে একটি ছিল এই যে, মুসলমানদের মধ্য থেকে যদি কোনো ব্যক্তি কাফেরদের কাছে চলে যায় তবে তাকে ফেরত দেওয়া হবে না, পরন্তু কাফেরদের মধ্য থেকে যদি কোনো ব্যক্তি মুসলমানদের কাছে চলে যায় তবে তাকে ফেরত দিতে হবে। সেমতে কিছু মুসলমান পুরুষ কাফেরদের মধ্য থেকে আগমন করে এবং তাদেরকে ফেরত পাঠানো হয়। এরপর কয়েকজন নারী মুসলমান হয়ে আগমন করে। তাদেরকে কাফের আত্মীয়রা তাদেরকে প্রত্যাবর্তনের আবেদন জানায়। এর পরিপ্রেক্ষিতে আলোচ্য আয়াতগুলো হুদাইবিয়ায় অবতীর্ণ হয়। এতে নারীদেরকে ফেরত পাঠাতে নিষেধ করা হয়েছে। সুতরাং এই নিষেধাজ্ঞার ফলে সন্ধিপত্রের ব্যাপকতা সংকুচিত ও রহিত হয়ে গেছে।

وَاِنْ فَاتَكُمْ شَيْءٌ مِّنْ اَزْوَاجِكُمْ اِلَى الْكُفَّارِ فَعَاقَبْتُمْ فَاٰتُوا الَّذِيْنَ ذَهَبَتْ اَزْوَاجُهُمْ مِّثْلَ مَآ اَنْفَقُوْا ۚ وَاتَّقُوا اللّٰهَ الَّذِيْٓ اَنْتُمْ بِهٖ مُؤْمِنُوْنَ (١١)

শানে নুযূল : এই আয়াত সুফিয়ান কন্যা উম্মুল হাকাম সম্পর্কে অবতীর্ণ হয়। সে ইসলাম গ্রহণের পর আবার মুরতাদ হয়ে জনৈক সাকাফীর সাথে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হয়। উল্লেখ্য, কুরাইশদের মধ্যে অত্র মহিলা ব্যতীত অন্য কেউ মুরতাদ হয়নি। –(কানযুন নুকূল : ১০০)

يٰٓاَيُّهَا النَّبِيُّ اِذَا جَآءَكَ الْمُؤْمِنٰتُ يُبَايِعْنَكَ عَلٰٓى اَنْ لَّا يُشْرِكْنَ بِاللّٰهِ شَيْـًٔا............وَاسْتَغْفِرْ لَهُنَّ اللّٰهَ ۚ اِنَّ اللّٰهَ غَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ (١٢)

শানে নুযূল : মক্কা বিজয়ের দিন যখন মহিলারা ইসলামের বাইআত গ্রহণ করার জন্য হুজুরে পাক ﷺ -এর খেদমতে হাজির হলো, তখন তাদেরকে বাইআত করার পদ্ধতি আল্লাহ তা'আলা হুজুর ﷺ -এর কাছে বর্ণনা করেন এবং এই আয়াত নাজিল করেন। (কানযুন নুকূল : ১০০)

https://e-ilm.weebly.com/

يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَوَلَّوْا قَوْمًا غَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ قَدْ يَئِسُوا مِنَ الْآخِرَةِ كَمَا يَئِسَ الْكُفَّارُ مِنْ أَصْحَابِ الْقُبُورِ (١٣)

শানে নুযূল : হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে ওমর (রা.) ও যায়েদ বিন হারেস (রা.) কতিপয় ইহুদির সাথে বন্ধুত্ব রক্ষা করেছিলেন। তাদের ব্যাপারেই উক্ত আয়াতে কারীমা অবতীর্ণ হয়। –(কানযুন নুকূল : ১০০)

وَلَا تُمْسِكُوا بِعِصَمِ الْكَوَافِرِ وَاسْأَلُوا مَا أَنْفَقْتُمْ وَلْيَسْأَلُوا مَا أَنْفَقُوا ذَلِكُمْ حُكْمُ اللَّهِ يَحْكُمُ بَيْنَكُمْ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ - (١٠)

শানে নুযূল : ইবনে মুনী' হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) -এর উদ্ধৃতি দিয়ে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেন, হযরত ওমর বিন খাত্তাব (রা.) যখন ইসলাম গ্রহণ করেন, তখন তাঁর স্ত্রী ইসলাম গ্রহণ করেননি, মুশরিকা ছিল। সে পরিপ্রেক্ষিতে আল্লাহ তা'আলা আলোচ্য আয়াতাংশ নাজিল করেন। মতান্তরে ইয়াযীদ বিন আখনাস (র.) যখন সপরিবারে ইসলাম গ্রহণ করেন, তখন তাঁর স্ত্রী ইসলাম গ্রহণ করেনি, সে পরিপ্রেক্ষিতে আলোচ্য আয়াতাংশ নাজিল হয়েছে।

-(ফতহুল কাদীর ২১৭/৫, দুররে মানছুর ২০৮/৩, কানযুন নুকূল : ১০০)

فَإِنْ عَلِمْتُمُوهُنَّ مُؤْمِنَاتٍ فَلَا تَرْجِعُوهُنَّ إِلَى الْكُفَّارِ- (١٠)

শানে নুযূল : আদব বিন হুমাইদ হযরত ইকরিমা (রা.) এর উদ্ধৃতি দিয়ে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেন কোনো এক মহিলা হিজরত করে মক্কা হতে মদীনায় চলে আসে। সুতরাং তাকে জিজ্ঞেস করা হলো যে, তুমি কেন চলে আসলে? স্বামীর প্রতি ক্রোধবশতঃ চলে আসলে, নাকি আল্লাহ ও আল্লাহর রাসূল এর উদ্দেশ্যে দেশ ছেড়ে চলে আসলে? মহিলাটি তখন বলল যে, আমি আল্লাহ ও আল্লাহর রাসূলকে উদ্দেশ্য করে বের হয়ে চলে এসেছি। তখন সে মহিলাকে কাফেরদের হাতে তুলে না দেওয়ার জন্যে নির্দেশ জারি করে আল্লাহ তা'আলা আলোচ্য আয়াত নাজিল করেন। –(দুররে মানছুর ২০৬/৬)

وَإِنْ فَاتَكُمْ شَيْءٌ مِنْ أَزْوَاجِكُمْ إِلَى الْكُفَّارِ فَعَاقَبْتُمْ فَآتُوا الَّذِينَ ذَهَبَتْ أَزْوَاجُهُمْ مِثْلَ مَا أَنْفَقُوا وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي أَنْتُمْ بِهِ مُؤْمِنُونَ - (١١)

শানে নুযূল-১ : আবদ বিন হুমাইদ, আবূ দাউদ ও ইবনে জারীর প্রমুখ হযরত যুহরী (র.) -এর উদ্ধৃতি দিয়ে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেন, সাহাবায়ে কেরাম হুদাইবিয়ায় অবস্থান করা কালেই আলোচ্য আয়াত নাজিল হয়েছে। ঘটনা প্রবাহ হচ্ছে যে, মহিলারা যখন চলে আসত সে ব্যাপারের বিধান হলো যে, তাদের স্বামীদেরকে মহরের টাকা গুলো ফেরত দিয়ে দেওয়া। মুশরিকদের জন্যে এ বিধান ছিল যে, মুসলমানদের নিকট হতেও কোনো মহিলা যদি তাদের নিকট মুরতাদ হয়ে চলে যায়, তারাও যেন মুসলমান স্বামীকে মহরে ব্যয়িত টাকা গুলো ফেরত দিয়ে দেয়, মুসলমানেরা তা যথা-যথ ভাবে পালন করছিলেন, কিন্তু মুশরিকেরা তা পালন করতে অস্বীকার করল। তখন সে বিরাজমান পরিস্থিতির পরিপ্রেক্ষিতে আল্লাহ তা'আলা আলোচ্য আয়াত নাজিল করেন।

শানে নুযূল-২ : ইবনে আবী হাতেম হযরত হাসান (রা.) -এর উদ্ধৃতি দিয়ে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেন, আলোচ্য আয়াত আবূ সুফিয়ানের কন্যা উম্মে হেকাম সম্পর্কে অবতীর্ণ হয়েছে। ঘটনা প্রবাহ হচ্ছে যে, উম্মে হেকাম ইসলাম গ্রহণ করেছিল, কিন্তু পরবর্তীতে মুরতাদ বা ধর্ম ত্যাগী হয়ে একজন ছাকাফী লোকের সাথে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হয়ে যায়। কুরায়শীদের মধ্যে এ মহিলা ছাড়া আর অন্য কোনো মহিলা ধর্ম ত্যাগী হয়নি। ধর্মত্যাগী সে মহিলাটির পরিপ্রেক্ষিতে আলোচ্য আয়াত অবর্তীণ হয়েছে। –(দুররে মানছুর ২০৮/৬)

يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَوَلَّوْا قَوْمًا غَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ قَدْ يَئِسُوا مِنَ الْآخِرَةِ كَمَا يَئِسَ الْكُفَّارُ مِنْ أَصْحَابِ الْقُبُورِ - (١٣)

শানে নুযূল ঃ আবূ ইসহাক ও ইবনুল মুনযির হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) -এর উদ্ধৃতি দিয়ে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেন, আব্দুল্লাহ বিন আমর (রা.) যায়েদ বিন হারেছ দু'জনে একজন ইহুদি ব্যক্তির সাথে বন্ধুত্ব স্থাপন করেছিলেন তখন কোনো ইহুদি বা বিধর্মীর সাথে বন্ধুত্ব স্থাপনে নিষেধ করে আল্লাহ তা'আলা আলোচ্য আয়াত নাজিল করেছেন। –(ফতহুল কাদীর ২১৮/৫)

এই সূরার শুরুভাগে কাফের ও মুশরিকদের সাথে বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক রাখতে নিষেধ করা হয়েছে এবং একটি বিশেষ ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে এই অংশ অবতীর্ণ হয়েছে।

يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّخِذُوا عَدُوِّي وَعَدُوَّكُمْ أَوْلِيَاءَ تُلْقُونَ إِلَيْهِمْ بِالْمَوَدَّةِ অর্থাৎ মুমিনগণ, তোমরা আমার শত্রু ও তোমাদের শত্রুকে বন্ধুরূপে গ্রহণ করো না যে, তোমরা তাদের কাছে বন্ধুত্বের বার্তা প্রেরণ করবে। এতে উল্লেখিত ঘটনার প্রতিই

https://e-ilm.weebly.com/

ইঙ্গিত রয়েছে। অর্থাৎ এ ধরনের পত্র কাফেরদেরকে লিখা বন্ধুত্বের বার্তা প্রেরণ করারই নামান্তর। আয়াতে কাফের শব্দ বাদ দিয়ে 'আমার শত্রু ও তোমাদের শত্রু বলে প্রথমতঃ এই নির্দেশের কারণ ও দলিল ব্যক্ত করা হয়েছে যে, নিজেদের ও আল্লাহর শত্রুর কাছে বন্ধুত্বের আশা করা আত্মপ্রবঞ্চনা বৈ নয়। অতএব, এ থেকে বিরত থাক। দ্বিতীয়তঃ এদিকেও ইঙ্গিত করা হয়েছে যে, কাফের যে পর্যন্ত কাফের থাকবে, সে কোনো মুসলমানের বন্ধু হতে পারে না। সে আল্লাহর দুশমন। অতএব, যে মুসলমান আল্লাহর মহব্বত দাবি করে, তার সাথে কাফেরের বন্ধুত্ব কিরূপে সম্ভবপর?

وَقَدْ كَفَرُوْا بِمَا جَاءَكُمْ مِّنَ الْحَقِّ يُخْرِجُوْنَ الرَّسُوْلَ وَاِيَّاكُمْ اَنْ تُؤْمِنُوْا بِاللّٰهِ رَبِّكُمْ :

এখানে حق বলে কুরআন অথবা ইসলাম বোঝানো হয়েছে। এই আয়াতে তাদের শত্রুতার আসল কারণ কুফর বর্ণনা করার পর তাদের বাহ্যিক শত্রুতাও প্রকাশ করা হয়েছে যে, তারা তোমাদেরকে এবং তোমাদের রাসূলকে প্রিয় মাতৃভূমি থেকে বহিষ্কার করেছেন। এই বহিষ্কারের কারণ কোনো পার্থিব বিষয় নয়। বরং একমাত্র তোমাদের ঈমানই এর কারণ ছিল। অতএব, একথা আর গোপন রইল না যে, তোমরা যে পর্যন্ত মুমিন থাকবে তারা তোমাদের বন্ধু হতে পারে না। হাতেব (রা.) মনে করেছিল যে, তাদের প্রতি একটু অনুগ্রহ করলে তারা তার পরিবার-পরিজনের হেফাজত করবে। তার এই ধারণা ভ্রান্ত। কারণ ঈমানের কারণে তারা তোমাদের শত্রু। খোদা না করুন, তোমাদের ঈমান বিলুপ্ত না হওয়া পর্যন্ত তাদের সাথে বন্ধুত্বের আশা করা ধোঁকা বৈ নয়।

اِنْ كُنْتُمْ خَرَجْتُمْ جِهَادًا فِيْ سَبِيْلِيْ وَابْتِغَاءَ مَرْضَاتِيْ : এতেও ইঙ্গিত রয়েছে যে, তোমাদের হিজরত যদি বাস্তবিকই আল্লাহর জন্যে ও তাঁর সন্তুষ্টি অর্জনের জন্যে ছিল, তবে আল্লাহর শত্রু কাফেরদের কাছে এই আশা কিরূপে রাখা যায় যে, তারা তোমাদের খাতির করবে?

تُسِرُّوْنَ اِلَيْهِمْ بِالْمَوَدَّةِ وَاَنَا اَعْلَمُ بِمَا اَخْفَيْتُمْ وَمَا اَعْلَنْتُمْ

এতেও আরও বলা হয়েছে যে, যারা কাফেরদের সাথে গোপনে বন্ধুত্ব রাখে তারা যেন মনে না করে যে, তাদের এই কার্যকলাপ গোপন থেকে যাবে। আল্লাহ্ তা'আলা তাদের গোপন ও প্রকাশ্য সব কাজকর্মের খবর রাখেন; যেমন উল্লিখিত ঘটনায় তিনি তাঁর রাসূলকে ওহীর মাধ্যমে অবগত করে চক্রান্ত ধরিয়ে দিয়েছেন।

اِنْ يَّثْقَفُوْكُمْ يَكُوْنُوْا لَكُمْ اَعْدَاءً وَّيَبْسُطُوْا اِلَيْكُمْ اَيْدِيَهُمْ وَاَلْسِنَتَهُمْ بِالسُّوْءِ : অর্থাৎ সুযোগ পাওয়া সত্ত্বেও তারা তোমাদের সাথে উদার ব্যবহার করবে, তাদের কাছে এরূপ প্রত্যাশ্যা করা দুরাশা মাত্র। তারা যখনই তোমাদের উপর প্রাধান্য হাসিল করবে, তখনই তাদের বাহু ও রসনা তোমাদের অনিষ্ট ছাড়া কোনো দিকে প্রসারিত হবে না।

وَدُّوْا لَوْ تَكْفُرُوْنَ : এতে ইঙ্গিত আছে যে, যখন তোমরা তাদের প্রতি বন্ধুত্বের হাত প্রসারিত করবে, তখন তাদের বন্ধুত্ব কেবল তোমাদের ঈমানের বিনিময়ে লাভ করতে পারবে। তোমরা কুফরে লিপ্ত না হওয়া পর্যন্ত তারা তোমাদের প্রতি সন্তুষ্ট হবে না।

لَنْ تَنْفَعَكُمْ اَرْحَامُكُمْ وَلَاۤ اَوْلَادُكُمْ يَوْمَ الْقِيٰمَةِ يَفْصِلُ بَيْنَكُمْ وَاللّٰهُ بِمَا تَعْمَلُوْنَ بَصِيْرٌ : অর্থাৎ কিয়ামতের দিন তোমাদের আত্মীয়তা ও তোমাদের সন্তান-সন্ততি তোমাদের উপকারে আসবে না। আল্লাহ তা'আলা সেদিন এসব সম্পর্ক ছিন্ন করে দিবেন। সন্তানরা পিতা-মাতার কাছ থেকে ও পিতা-মাতা সন্তানদের কাছ থেকে পলায়ন করবে। এতে হযরত হাতেবের ওজর খণ্ডন করা হয়েছে যে, যে সন্তানদের মহব্বতে তুমি একাজ করেছিলে, মনে রেখ, কিয়ামতের দিন তারা তোমার কোনো উপকারে আসবে না। আল্লাহর কাছে কোনো কিছু গোপন নয়।

পরবর্তী আয়াতসমূহে কাফেরদের সাথে সম্পর্কচ্ছেদের সমর্থনে হযরত ইবরাহীম (আ.)-এর ঘটনা বর্ণনা করা হয়েছে। তাঁর সমস্ত জ্ঞাতিগোষ্ঠী মুশরিক ছিল। তিনি সবার সাথে শুধু সম্পর্কচ্ছেদই নয়-শত্রুতাও ঘোষণা করেছিলেন এবং বলেছিলেন, যে পর্যন্ত তোমরা বিশ্বাস স্থাপন না করবে এবং শিরক থেকে বিরত না হবে, সেই পর্যন্ত তোমাদের ও আমাদের মধ্যে শত্রুতার প্রাচীর অন্তরায় হয়ে থাকবে :

قَدْ كَانَتْ لَكُمْ اُسْوَةٌ حَسَنَةٌ থেকে حَتّٰى تُؤْمِنُوْا بِاللّٰهِ وَحْدَهٗ পর্যন্ত আয়াতে তাই বলা হয়েছে।

একটি সন্দেহের জওয়াব : উপরের আয়াতে মুসলমানদেরকে হযরত ইবরাহীম (আ.)-এর উত্তম আদর্শ ও সুন্নত অনুসরণ করার জোর আদেশ দেওয়া হয়েছে। হযরত ইবরাহীম (আ.) তার মুশরিক পিতার জন্যে ক্ষমাপ্রার্থনা করেছিলেন বলেও প্রমাণিত আছে। সূরা তাওবায় এর উল্লেখ আছে। অতএব, সন্দেহ হতে পারত যে, মুশরিক পিতা-মাতা ও আত্মীয়-স্বজনের জন্যেও মাগফেরাতের দোয়া করা ইবরাহিমী আদর্শের অন্তর্ভুক্ত এবং এটা জায়েজ হওয়া উচিত। তাই ইবরাহিমী আদর্শের অনুসরণ থেকে একে ব্যতিক্রম প্রকাশ করে বলা হয়েছে যে, অন্যসব বিষয়ে ইবরাহিমী আদর্শের অনুসরণ জরুরি,

https://e-ilm.weebly.com/

কিন্তু তাঁর এই কাজটির অনুসরণ মুসলমানদের জন্যে জায়েজ নয়। إِلَّا قَوْلَ إِبْرٰهِيْمَ لِأَبِيْهِ لَأَسْتَغْفِرَنَّ لَكَ আয়াতের মর্ম তাই। হযরত ইবরাহীম (আ.)-এর ওজর সূরা তওবায় বর্ণিত হয়েছে যে, তিনি পিতার জন্যে মাগফেরাতের দোয়া নিষেধাজ্ঞার পূর্বে করেছিলেন, অথবা এই ধারণার বশবর্তী হয়ে করেছিলেন যে, তার অন্তরে ঈমান বিদ্যমান আছে, কিন্তু পরে যখন জানলেন যে, সে আল্লাহর দুশমন, তখন এবিষয় থেকেও নিজের বিমুখতা ঘোষণা করলেন। فَلَمَّا تَبَيَّنَ لَهُ أَنَّهُ عَدُوٌّ لِلّٰهِ تَبَرَّأَ مِنْهُ আয়াতের উদ্দেশ্য তা-ই।

কোনো কোনো তাফসীরবিদ إِلَّا قَوْلَ إِبْرٰهِيْمَ কে বিচ্ছিন্ন ব্যতিক্রম সাব্যস্ত করেছেন। এর সারমর্ম এই যে, হযরত ইবরাহীম (আ.) যে, পিতার জন্যে মাগফেরাতের দোয়া করেছিলেন, এটা তাঁর আদর্শের পরিপন্থি নয়। কেননা তার পিতা মুসলমান হয়ে গেছে–এই ধারণার বশবর্তী হয়ে দোয়া করেছিলেন। এরপর যখন তিনি আসল সত্য জানতে পারেন, তখন দোয়া ছেড়ে দেন এবং সম্পর্কচ্ছেদের কথা ঘোষণা করেন। এরূপ করা এখনও জায়েজ। কোনো কাফের সম্পর্কে যদি কারও প্রবল ধারণা থাকে যে, সে মুসলমান, তবে তার জন্যে মাগফেরাতের দোয়া করায় কোনো দোষ নেই। –(কুরতবী)

عَسَى اللّٰهُ أَنْ يَجْعَلَ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَ الَّذِيْنَ عَادَيْتُمْ مِنْهُمْ مَوَدَّةً الخ.

পূর্ববর্তী আয়াতসমূহে কাফেরদের সাথে বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক স্থাপনের ব্যাপারে কঠোর নিষেধাজ্ঞা বর্ণিত হয়েছে, যদিও সেই কাফের আত্মীয়তায় খুবই নিকটবর্তী হয়। সাহাবায়ে-কেরাম আল্লাহ তা'আলা ও তাঁর রাসূলের নির্দেশাবলি পালনের ব্যাপারে নিজেদের খাহেশ ও আত্মীয় স্বজনের পরওয়া করতেন না। তাঁরা এই নিষেধাজ্ঞাও বাস্তবায়িত করলেন। ফলে দেখা গেল যে, ঘরে ঘরে পিতা-পুত্রের সাথে এবং পুত্র-পিতার সাথে সম্পর্কচ্ছেদ করেছে। বলাবাহুল্য, মানবপ্রকৃতি ও স্বভাবের জন্যে এ কাজ সহজ ছিল না। তাই আলোচ্য আয়াতসমূহে আল্লাহ তা'আলা এই সংকটকে অতিসত্বর দূর করার আশ্বাসবাণী শুনিয়েছেন।

আলোচ্য আয়াতসমূহে আল্লাহ তা'আলা ইঙ্গিত করেছেন যে, আজ যারা কাফের, ফলে তারা তোমাদের শত্রু ও তোমরা তাদের শত্রু, অতি সত্বরই হয়তো আল্লাহ তা'আলা এই শত্রুতাকে বন্ধুত্বে পর্যবসিত করে দিবেন। অর্থাৎ তাদেরকে ঈমানের তাওফীক দিয়ে তোমাদের পারস্পরিক সুসম্পর্ককে নতুন ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত করে দিবেন। এই ভবিষ্যদ্বাণী মক্কাবিজয়ের সময় বাস্তবরূপ লাভ করে। ফলে নিহতদের বাদ দিয়ে অবশিষ্ট সকল কাফের মুসলমান হয়ে যায়। –(মাযহারী) কুরআন পাকের এক আয়াতে এর বর্ণনা প্রসঙ্গে বলা হয়েছে ঃ يَدْخُلُوْنَ فِيْ دِيْنِ اللّٰهِ أَفْوَاجًا অর্থাৎ তারা দলে দলে আল্লাহর দ্বীন ইসলাম ধর্মে প্রবেশ করবে; বাস্তবেও তাই হয়েছে।

বোখারী ও মুসনাদে আহমদের রেওয়ায়েতে আছে, হযরত আসমা (রা.)-এর জননী হযরত আবূ বকর সিদ্দীক (রা.)-এর স্ত্রী কবীলা হুদায়বিয়া সন্ধির পর কাফের অবস্থায় মক্কা থেকে মদীনায় পৌঁছেন। তিনি কন্যা আসমার জন্যে কিছু উপঢৌকনও সাথে নিয়ে যান। কিন্তু হযরত আসমা (রা.) সেই উপঢৌকন গ্রহণ করতে অস্বীকার করেন এবং রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর কাছে জিজ্ঞাসা করলেন ঃ আমার জননী আমার সাথে সাক্ষাৎ করতে এসেছেন, কিন্তু তিনি কাফের। আমি তাঁর সাথে কিরূপ ব্যবহার করব? রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন ঃ জননীর সাথে সদ্ব্যবহার কর।

কোনো কোনো রেওয়ায়েতে আছে, হযরত আসমা (রা.)-এর জননী কবীলাকে হযরত আবূ বকর (রা.) ইসলাম পূর্বকালেই তালাক দিয়েছিলেন। হযরত আয়েশা সিদ্দীকা (রা.) হযরত আবূ বকর (রা.)-এর অপর স্ত্রী উম্মে রোমানের গর্ভজাত ছিলেন। উম্মে রোমান মুসলমান হয়ে যান। –(ইবনে-কাসীর, মাযহারী)।

যেসব কাফের মুসলমানদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করেনি এবং তাদেরকে দেশ থেকে বহিষ্কারেও অংশগ্রহণ করেনি, আলোচ্য আয়াতে তাদের সাথে সদ্ব্যবহার করার ও ইনসাফ করার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। ন্যায় ও সুবিচার তো প্রত্যেক কাফেরের সাথেও জরুরি। এতে জিম্মি কাফের, চুক্তিতে আবদ্ধ কাফের এবং শত্রু কাফের সবই সমান; বরং ইসলামে জন্তু-জানোয়ারের সাথেও সুবিচার করা ওয়াজিব; অর্থাৎ তাদের পৃষ্ঠে সাধ্যের বাইরে বোঝা চাপানো যাবে না এবং ঘাস, পানি ও বিশ্রামের প্রতি খেয়াল রাখতে হবে।

إِنَّمَا يَنْهٰكُمُ اللّٰهُ عَنِ الَّذِيْنَ قَاتَلُوْكُمْ فِي الدِّيْنِ : এই আয়াতে সেই সব কাফেরের বর্ণনা আছে, যারা মুসলমানদের বিরুদ্ধে যুদ্ধরত থাকে এবং মুসলমানদেরকে স্বদেশ থেকে বহিষ্কারে অংশগ্রহণ করে। তাদের সম্পর্কে বলা হয়েছে যে, আল্লাহ তা'আলা তাদের সাথে বন্ধুত্ব করতে নিষেধ করেন। এতে অনুগ্রহমূলক কাজ কারবার করতে নিষেধ করা হয়নি; বরং শুধু আন্তরিক বন্ধুত্ব ও বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক রাখতে নিষেধ করা হয়েছে। এরূপ কেবল যুদ্ধরতশত্রুদের সাথেই নয়; বরং জিম্মি ও চুক্তিবদ্ধ কাফেরদের সাথেও জায়েজ নয়। এ থেকে তাফসীরে-মাযহারীতে মাসআলা বের করা হয়েছে যে, যুদ্ধরত

https://e-ilm.weebly.com/

https://e-ilm.weebly.com/

কোনো কোনো রেওয়ায়েতে আছে, উম্মে কুলসুম বিনতে-ওতবা মক্কা থেকে রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর কাছে উপস্থিত হয়। তার পরিবারের লোকেরা শর্তের ভিত্তিতে তাকে ফেরত দানের দাবি জানায়। এর পরিপ্রেক্ষিতে আয়াতসমূহ নাজিল হয়। অন্য এক রেওয়ায়েতে আছে, উম্মে কুলসুম আমর ইবনে-আস (রা.)-এর স্ত্রী ছিলেন। স্বামী তখনও মুসলমান ছিল না। উম্মে-কুলসুম ও তাঁর দুই ভাই মক্কা থেকে পলায়ন করে রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর কাছে চলে যান। সাথে সাথেই তাঁদেরকে ফেরত পাঠানোর দাবি উঠে। রাসূলুল্লাহ (সা.)– শর্ত অনুযায়ী আম্মারা ও ওলীদ ভ্রাতৃদ্বয়কে ফেরত পাঠিয়ে দেন; কিন্তু উম্মে কুলসুমকে ফেরত দেননি। তিনি বললেন ঃ এই শর্ত পুরুষদের জন্যে, নারীদের জন্যে নয়। এর পরিপ্রেক্ষিতে রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর সত্যায়নে আলোচ্য আয়াতগুলো অবতীর্ণ হয়।

এমনি ধরনের আরও কয়েকজন নারীর ঘটনা রেওয়ায়েতে বর্ণিত আছে। বলাবাহুল্য এগুলোর মধ্যে কোনো বৈপরীত্য নেই। সবগুলা ঘটনাই সংঘটিত হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে।

উল্লিখিত শর্ত থেকে নারীদের ব্যতিক্রম চুক্তি ভঙ্গের শমিল নয়; বরং উভয় পক্ষের সম্মতিক্রমে একটি শর্তের ব্যাখ্যা মাত্র : কুরতুবীর উল্লেখিত রেওয়ায়েত থেকে জানা গেল যে, চুক্তির উপরিউক্ত ধারার ভাষা যদিও ব্যাপক ছিল, কিন্তু রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর মতে তাতে নারীরা শামিল ছিল না। তাই তিনি হুদায়বিয়াতেই বিষয়টি ব্যাখ্যা করে দেন এবং এরই সত্যায়নে আয়াতসমূহ অবতীর্ণ হয়।

কোনো কোনো রেওয়ায়েত থেকে জানা যায় যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ শর্তটিকে ব্যাপক ভিত্তিতেই মেনে নিয়েছিলেন এবং তাতে নারীরাও শামিল ছিল। কিন্তু আলোচ্য আয়াতসমূহ অবতরণের ফলে ব্যাপকতা রহিত হয়ে যায় এবং রাসূলুল্লাহ ﷺ তখনই কাফেরদেরকে অবহিত করে দেন যে, মহিলারা এই শর্তের অন্তর্ভুক্ত নয়। সেমতে তিনি কোনো নারীকে ফেরত পাঠান নি। এ থেকে বোঝা গেল যে, এটা চুক্তির বরখেলাফ কাজ ছিল না এবং চুক্তি খতম করে দেওয়াও ছিল না; বরং একটি শর্তের ব্যাখ্যা ছিল মাত্র। রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর উদ্দেশ্য পূর্ব থেকেই এরূপ ছিল কিংবা আয়াত নাজিল হওয়ার পর তিনি শর্তটিকে পুরুষদের ক্ষেত্রে সীমিত রাখার জন্য প্রতিপক্ষকে বলে দিয়েছিলেন। সর্বাবস্থায় এই ব্যাখ্যার পরও চুক্তিপত্রটি উভয় পক্ষ বহাল রাখে এবং দীর্ঘদিন পর্যন্ত তা বাস্তব রূপ লাভ করতে থাকে। এই শান্তিচুক্তির ফলশ্রুতিতেই রাস্তাঘাট বিপদমুক্ত হয় এবং রাসূলুল্লাহ ﷺ বিশ্বের রাজন্যবর্গের নামে পত্র লিখেন। এরই সুবাদে আবূ সুফিয়ানের কাফেলা নিশ্চিন্তে সিরিয়া পর্যন্ত পৌছে। সেখানে সম্রাট হিরাক্লিয়াস তাকে রাজদরবারে ডেকে রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর অবস্থাদি জিজ্ঞাস করেন।

সারকথা এই যে, এই শর্তের ভাষা ছিল ব্যাপক। নারীরা এর অন্তর্ভুক্ত না থাকার বিষয়টি পূর্ব থেকেই রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর দৃষ্টিতে ছিল; কিংবা আয়াত নাজিল হওয়ার পর তিনি নারীদেরকে শর্ত থেকে খারিজ করে দেন। উভয় অবস্থাতেই কাফের ও মুসলমানদের মধ্যে এই চুক্তি এরপরও পূর্ণাঙ্গরূপে বলবৎ ছিল এবং দীর্ঘদিন পর্যন্ত তা পালিত হয়। কাজেই এক ব্যাখ্যাকে চুক্তিভঙ্গকরণ অথবা চুক্তি খতমকরণ রূপে গণ্য করা যায় না। অতঃপর ভাষাদৃষ্টে আয়াতসমূহের অর্থ অনুধাবন করুন।

يَاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْٓا اِذَا جَآءَكُمُ الْمُؤْمِنٰتُ مُهٰجِرٰتٍ فَامْتَحِنُوْهُنَّ اَللّٰهُ اَعْلَمُ بِاِيْمَانِهِنَّ : আয়াতের উদ্দেশ্য এই যে, নারীদের মুসলমান ও মুমিন হওয়াই সন্ধির শর্ত থেকে তাদের ব্যতিক্রমভুক্ত হওয়ার কারণ। মক্কা থেকে মদীনায় আগমনকারিণী নারীদের ক্ষেত্রে এরূপ সম্ভাবনাও ছিল যে, তাদের কেউ ইসলাম ও ঈমানের খাতিরে নয়, বরং স্বামীর সাথে ঝগড়া করে অথবা মদীনার কোনো ব্যক্তির প্রেমে পড়ে বা অন্য কোনো পার্থিব স্বার্থের কারণে হিজরত করেছে। এরূপ নারী আল্লাহর কাছে এই শর্তের ব্যতিক্রমভুক্ত নয়; বরং সন্ধির শর্ত অনুযায়ী তাকে ফেরত পাঠানো জরুরি। তাই মুসলমানগণকে আদেশ করা হয়েছে যে, যেসব নারী হিজরত করে মদীনায় আসে, তাদের ঈমান পরীক্ষা করে নাও। এর সাথেই বলা হয়েছে ঃ اَللّٰهُ اَعْلَمُ بِاِيْمَانِهِنَّ এতে ইঙ্গিত করা হয়েছে যে, সত্যিকার ও আসল ঈমানের সম্পর্ক তো অন্তরের সাথে, যার খবর আল্লাহ ব্যতীত কেউ জানতে পারে না। তবে মৌখিক স্বীকারোক্তি ও লক্ষণাদিদৃষ্টে ঈমান সম্পর্কে অনুমান করা যায়। সুতরাং মুসলমানগণকে এ বিষয়েরই আদেশ দেওয়া হয়েছে।

হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) পরীক্ষার পদ্ধতি সম্পর্কে বলেন ঃ মুহাজির নারীকে শপথ করানো হতো যে, সে স্বামীর প্রতি বিদ্বেষ ও ঘৃণার কারণে আগমন করেনি, মদীনার কোনো ব্যক্তির প্রেমে পড়ে আসেনি এবং অন্য কোনো পার্থিব স্বার্থের বশবর্তী হয়ে হিজরত করেনি; বরং একান্তভাবে আল্লাহ ও তার রাসূলের ভালোবাসা ও সন্তুষ্টি লাভের জন্যে আগমন করেছেন। যে নারী এই শপথ করত, রাসূলুল্লাহ ﷺ তাকে মদীনায় বসবাসের অনুমতি দিতেন এবং সে তার স্বামীর কাছ থেকে যে মোহরানা ইত্যাদি আদায় করেছিল, তা তার স্বামীকে ফেরত দিয়ে দিতেন। –(কুরতুবী)

https://e-ilm.weebly.com/

https://e-ilm.weebly.com/

وَلَا تُمْسِكُوا بِعِصَمِ الْكَوَافِرِ : عِصْمٌ এর বহুবচন। এর আসল অর্থ সংরক্ষণ ও সংহতি। এখানে বিবাহবন্ধন ইত্যাদি সংরক্ষণযোগ্য বিষয় বোঝানো হয়েছে।

كَوَافِرُ শব্দটি كَافِرَةٌ -এর বহুবচন। এখানে মুশরিক রমণী বোঝানো হয়েছে। কেননা কিতাবী কাফের রমণীকে বিবাহ করা কুরআনে সিদ্ধ রাখা হয়েছে। আয়াতের উদ্দেশ্য এই যে, এ পর্যন্ত মুসলমান ও মুশরিকদের মধ্যে যে বৈবাহিক সম্পর্ক বৈধ ছিল, তা খতম করে দেওয়া হলো। এখন কোনো মুসলমানের বিবাহ মুশরিক নারীর সাথে বৈধ নয়। পূর্বে যে বিবাহ হয়েছে, তাও খতম হয়ে গেছে। এখনও কোনো-মুশরিক নারীকে বিবাহে আবদ্ধ রাখা হালাল নয়।

এই আয়াত নাজিল হওয়ার সময় যে সাহাবীর কোনো মুশরিক স্ত্রী ছিল, তিনি তাকে ছেড়ে দেন। হযরত ওমর ফারুক (রা.)–এর বিবাহে দুজন মুশরিক নারী ছিল। হিজরতের সময় তারা মক্কায় রয়ে গিয়েছিল। এই আয়াত নাজিল হওয়ার পর তিনি তাদেরকে তালাক দিয়ে দেন।– (মাযহারী) এখানে তালাকের অর্থ সম্পর্কচ্ছেদ করা। পরিভাষিক তালাকের এখানে প্রয়োজনই নেই। কেননা আয়াত বলেই তাদের বিবাহ ভঙ্গ হয়ে যায়।

وَاسْأَلُوا مَا أَنْفَقْتُمْ وَلْيَسْأَلُوا مَا أَنْفَقُوا : অর্থাৎ যখন মুসলমান নারীকে মক্কায় ফেরত পাঠানো হবে না এবং তার মোহরানা স্বামীকে ফেরত দেওয়া হবে, এমনিভাবে যদি কোনো মুসলমান নারী ধর্মত্যাগী হয়ে মক্কায় চলে যায় অথবা পূর্ব থেকেই কাফের থাকার কারণে মুসলমান স্বামীর হাতছাড়া হয়ে যায় এবং মুসলমান স্বামীকে তার মোহরানা ফেরত দেওয়া কাফেরদের দায়িত্ব হয়, তখন পারস্পরিক সমঝোতা ও বোঝাপড়ার মাধ্যমে এসব লেনদেনের মীমাংসা করে নেওয়া কর্তব্য। উভয় পক্ষ যে মোহরানা ইত্যাদি দিয়েছে তা জিজ্ঞাসা করে জেনে নিয়ে তদনুযায়ী লেনদেন করে নেওয়া উচিত।

এই আদেশ মুসলমানগণ সানন্দে পালন করেছে। কারণ কুরআনের আদেশ পালন করা তাদের কাছে ফরজ। কাজেই যে যে নারী হিজরত করে এসেছিল, তাদের সবার মোহরানা ইত্যাদি কাফের স্বামীদের কাছে ফেরত পাঠানো হয়েছিল। কিন্তু মক্কার কাফেররা কুরআনে বিশ্বাস না থাকার কারণে এই আদেশ পালন করেনি। এর পরিপ্রেক্ষিতে পরবর্তী আয়াত অবতীর্ণ হয়।

وَإِنْ فَاتَكُمْ شَيْءٌ مِنْ أَزْوَاجِكُمْ إِلَى الْكُفَّارِ فَعَاقَبْتُمْ : এখানে عَاقَبْتُمْ শব্দটি مُعَاقَبَةٌ থেকে উদ্ভূত। এর অর্থ প্রতিশোধ নেয়াও হয়ে তাকে। এখানে এই অর্থও হতে পারে। (কুরতুবী) আয়াতের উদ্দেশ্য এই যে, মুসলমানদের কিছুসংখ্যক স্ত্রীলোক যদি কাফেরদের হাতে থেকে যায়, তবে তাদের মুসলমান স্বামীদেরকে মোহরানা ইত্যাদি ফেরত দেওয়া কাফেরদের জন্যে জরুরি ছিল, যেমন মুসলমানদের পক্ষ থেকে মুহাজির নারীদের কাফের স্বামীদেরকে মোহরানা ফেরত দেওয়া হয়েছে। কিন্তু কাফেররা এরূপ করল না এবং মুসলমান স্বামীদেরকে মোহরানা ফেরত দিল না। এখন তোমরা যদি এর প্রতিশোধ নাও এবং কাফেরদের প্রাপ্য মোহরানা তোমাদের প্রাপ্য পরিমাণে আটক কর, তবে এর বিধান এই যে,

فَآتُوا الَّذِينَ ذَهَبَتْ أَزْوَاجُهُمْ مِثْلَ مَا أَنْفَقُوا : অর্থাৎ তোমরা মুহাজির নারীদের দেওয়া আটককৃত মোহরানা থেকে সেই মুসলমান স্বামীদেরকে তাদের ব্যয়কৃত অর্থের পরিমাণে দিয়ে দাও, যাদের স্ত্রী কাফেরদের হাতে রয়ে গেছে।

عَاقَبْتُمْ -এর অপর অর্থ যুদ্ধে সম্পদ হাসিল করাও হয়ে থাকে। তখন আয়াতের অর্থ হবে এই যে, যেসব মুসলমানের স্ত্রী কাফেরদের হাতে চলে গেছে এবং শর্ত অনুযায়ী কাফেররা মুসলমান স্বামীদেরকে মোহরানা দেয়নি, এরপর মুসলমানেরা যুদ্ধলব্ধ সম্পদ লাভ করেছে, এই যুদ্ধলব্ধ সম্পদ থেকেই মুসলমান স্বামীদের প্রাপ্য দিতে হবে। -(কুরতুবী)

কিছু মুসলমান নারী ধর্মত্যাগ করে মক্কায় চলে গিয়েছিল কি? এই আয়াতে যে ব্যাপারে বিধান বর্ণনা করা হয়েছে, তার ঘটনা কারও কারও মতে মাত্র একটিই সংঘটিত হয়েছিল। তা এই যে, হযরত আয়ায ইবনে গানাম কুরায়শীর স্ত্রী উম্মুল হাকাম বিনতে আবূ সুফিয়ান ইসলাম ত্যাগ করে মক্কায় চলে গিয়েছিল। অবশ্য পরবর্তী সময়ে সে ফিরে এসেছিল।

হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) এছাড়া আরও পাঁচজন নারীর কথা উল্লেখ করেছেন, যারা হিজরতের সময়েই মক্কায় কাফেরদের সাথে থেকে গিয়েছিল এবং পূর্ব থেকেই কাফের ছিল। কুরআনের এই আয়াত নাজিল হওয়ার ফলে যখন মুসলমান পুরুষ ও কাফের নারীর বিবাহ ভঙ্গ হয়ে যায়, তখনও তারা ইসলাম গ্রহণ করতে সম্মত হয়নি। ফলে তারাও সেই নারীদের মধ্যে গণ্য হয়, যাদের মোহরানা কাফেরদের কাছে মুসলমান স্বামীদের প্রাপ্য ছিল। কাফেররা যখন এই প্রাপ্য পরিশোধ করল না, তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ যুদ্ধলব্ধ সম্পদ থেকে পরিশোধ করে দিলেন।

এ থেকে জানা গেল যে, ধর্ম ত্যাগ করে মদীনা থেকে মক্কায় চলে যাওয়ার ঘটনা মাত্র একটিই ছিল। অবশিষ্ট পাঁচজন নারী পূর্ব থেকেই কাফের ছিল এবং কাফের থাকার কারণে আয়াতের ভিত্তিতে মুসলমানদের সাথে তাদের বিবাহ বিচ্ছেদ হয়ে গিয়েছিল। যে নারী ধর্ম ত্যাগ করে মক্কায় চলে গিয়েছিল, সেও পরবর্তীকালে মুসলমান হয়ে গিয়েছিল –(কুরতুবী) বগভী (র.) বর্ণনা করেন যে, অবশিষ্ট পাঁচজনও পরে ইসলাম গ্রহণ করে নিয়েছিল। –[মাযহারী]

https://e-ilm.weebly.com/

নারীদের আনুগত্যের শপথ ঃ يَاَيُّهَا النَّبِىُّ اِذَا جَاءَكَ الْمُؤْمِنٰتُ يُبَايِعْنَكَ এ আয়াতে মুসলমান নারীদের কাছ থেকে একটি বিস্তারিত আনুগত্যের শপথ নেওয়ার বিষয় উল্লেখ করা হয়েছে। এতে ঈমান ও আকায়েদসহ শরিয়তের বিধি-বিধান পালন করারও অঙ্গীকার রয়েছে পূর্ববর্তী আয়াতদৃষ্টে যদিও এই শপথ মুহাজির নারীদের ঈমান পরীক্ষার পরিশিষ্ট হিসেবে বর্ণিত হয়েছে, কিন্তু ভাষার ব্যাপকতার কারণে এটা শুধু তাদের বেলায়ই প্রযোজ্য নয়। বরং সব মুসলমান নারীরাও শপথ করেছে। সহীহ বোখারীর রেওয়ায়েতে হযরত ওমায়মা (রা.) বর্ণনা করেন ঃ আমি আরও কয়েকজন মহিলা সহ রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর কাছে শপথ করেছি। তিনি আমাদের কাছ থেকে শরিয়তের বিধি-বিধান পালনের অঙ্গীকার নেন এবং সাথে সাথে এই বাক্যও উচ্চারণ করান فِيمَا اسْتَطَعْتُنَّ وَاَطَقْتُنَّ অর্থাৎ আমরা এসব বিষয় পালনে অঙ্গীকার করি যে পর্যন্ত আমাদের সাধ্যে কুলায়। হযরত ওমায়মা (রা.) এরপর বলেন ঃ এ থেকে জানা গেল যে, আমাদের প্রতি রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর স্নেহ-মমতা আমাদের নিজেদের চাইতেও বেশি ছিল। আমরা তো নিঃশর্ত অঙ্গীকারই করতে চেয়েছিলাম, কিন্তু তিনি আমাদেরকে শর্তযুক্ত অঙ্গীকার শিক্ষা দিলেন। ফলে অপারগ অবস্থায় বিরুদ্ধাচরণ হয়ে গেলে তা অঙ্গীকার ভঙ্গের শামিল হবে না।–(মাযহারী)

সহীহ বোখারীতে হযরত আয়েশা (রা.) এই শপথ সম্পর্কে বলেন ঃ মহিলাদের এই শপথ কেবল কথাবার্তার মাধ্যমে হয়েছে– হাতের উপর হাত রেখে শপথ হয়নি, যা পুরুষদের ক্ষেত্রে হতো। বস্তুত ঃ রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর হাত কখনও কোনো গায়রে মাহরাম নারীর হাতকে স্পর্শ করেনি। –(মাযহারী)

হাদীস থেকে প্রমাণিত আছে যে, এই শপথ কেবল হুদায়বিয়ার ঘটনার পরেই নয়; বরং বারবার হয়েছে। এমনকি, মক্কা বিজয়ের দিনও রাসূলুল্লাহ ﷺ পুরুষদের কাছ থেকে শপথ গ্রহণ করে সাফা পর্বতের উপর নারীদের কাছ থেকে শপথ গ্রহণ করেন; পর্বতের পাদদেশে দাঁড়িয়ে হযরত ওমর (রা.) রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর বাক্যাবলি নীচে সমবেত মহিলাদের কাছে পৌঁছিয়ে দিতেন।

তখন যারা আনুগত্যের শপথ করেছিল, তাদের মধ্যে আবু সুফিয়ানের স্ত্রী হিন্দাও ছিল। সে প্রথমে লজ্জাবশত ঃ নিজেকে গোপন রাখতে চেয়েছিল, এরপর শপথের কিছু বিবরণ জিজ্ঞাসা করে নিতে বাধ্য হয়েছিল। সে একাধিক প্রশ্ন উত্থাপন করেছিল। –(মাযহারী)

পুরুষদের শপথ সংক্ষেপে এবং নারীদের শপথ বিশদরূপে হয়েছে : পুরুষদের কাছ থেকে সাধারণত ইসলাম ও জিহাদের শপথ নেওয়া হয়েছে। এতে কার্যগত বিধি-বিধানের বিশদ বিবরণ ছিল না; কিন্তু মহিলাদের শপথে তা ছিল। এই পার্থক্যের কারণ এই যে, পুরুষদের কাছ থেকে ঈমান ও আনুগত্যের শপথ নেওয়ার মধ্যে এসব বিধি-বিধান অন্তর্ভুক্ত ছিল। তাই বিস্তারিত বিবরণের প্রয়োজন অনুভূত হয়নি। নারীরা সাধারণত বুদ্ধি-বিবেচনায় পুরুষদের অপেক্ষা কম হয়ে থাকে। তাই বিস্তারিত বিবরণ সমীচীন মনে করা হয়েছে এবং নারীদের কাছ থেকে এই শপথ নেওয়ার সূচনা করা হয়েছে। এরপর পুরুষদের কাছ থেকেও এসব বিষয়েরই শপথ নেওয়ার কথা হাদীস থেকে জানা যায়। –[কুরতুবী]

এ ছাড়া নারীদের কাছ থেকে যেসব বিধি-বিধান পালনের অঙ্গীকার নেওয়া হয়েছে, নারীরা সাধারণত এসব বিষয়ে বিচ্যুতির শিকার হয়ে থাকে। এ কারণেও তাদের আনুগত্যের শপথে নিম্নলিখিত বিষয়গুলো অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে।

يُبَايِعْنَكَ عَلٰٓى اَنْ لَّا يُشْرِكْنَ بِاللّٰهِ –মহিলাদের জন্যে শপথের প্রথম বিষয় ছিল ঈমান অবলম্বন করা এবং শিরক থেকে আত্মরক্ষা করা। এটা সাধারণ পুরুষদের শপথেও ছিল। দ্বিতীয় বিষয় চুরি না করা। অনেক নারীই স্বামীর ধন-সম্পদ চুরি করতে অভ্যস্ত থাকে। তাই এটা উল্লেখ করা হয়েছে। তৃতীয় বিষয় ব্যভিচার থেকে বেঁচে থাকা। এতে নারীরা পাকাপোক্ত হলে পুরুষদের জন্যেও আত্মরক্ষা করা সহজ হয়ে যায়। চতুর্থ বিষয় নিজ সন্তানকে হত্যা না করা।

মূর্খতা যুগে কন্যাসন্তানদেরকে জীবন্ত প্রোথিত করার প্রচলন ছিল। আয়াতে একে রোধ করা হয়েছে। পঞ্চম বিষয় মিথ্যা অপবাদ ও কলংক আরোপ না করা। এই নিষেধাজ্ঞার সাথে একথাও আছে যে, بَيْنَ اَيْدِيْهِنَّ وَاَرْجُلِهِنَّ অর্থাৎ নিজের হাত ও পায়ের মাঝখানে যেন অপবাদ আরোপ না করে। এর কারণ এই যে, কেয়ামতের দিন মানুষের হস্তপদই তার ক্রিয়াকর্ম সম্পর্কে সাক্ষ্য দিবে। উদ্দেশ্য এই যে, এ ধরনের পাপকর্ম করার সময় লক্ষ্য রাখা উচিত যে, আমি চারজন সাক্ষীর মাঝখানে এই কাজ করছি। এরা আমার বিরুদ্ধে সাক্ষ্য দিবে।

এখানে স্বামীর প্রতি অথবা অন্য যে কারও প্রতি অপবাদ নিষিদ্ধ করা হয়েছে। কেননা কাফেরের প্রতিও মিথ্যা অপবাদ আরোপ করা হারাম। এমতাবস্থায় স্বামীর প্রতি অপবাদ আরোপ করা আরও বেশি কঠোর গুনাহ হবে। স্বামীর প্রতি অপবাদ আরোপের এক প্রকার এই যে, স্ত্রী অন্য কোনো ব্যক্তির সন্তানকে স্বামীর সন্তানরূপে প্রকাশ করে এবং তার বংশভুক্ত করে দেয়। আরেক প্রকার এই যে, নাউযুবিল্লাহ, ব্যভিচারের ফলে যে গর্ভ সঞ্চার হয়, তাকে স্বামীর সন্তান বলে চালিয়ে দেয়।

https://e-ilm.weebly.com/

ষষ্ঠ বিষয় হচ্ছে একটি সাধারণ বিধি। তা এই যে, وَلَا يَعْصِيْنَكَ فِيْ مَعْرُوْفٍ অর্থাৎ তারা ভালো কাজে আপনার আদেশ অমান্য করবে না। রাসূলুল্লাহ ﷺ যে কোনো কাজের আদেশ দিবেন, তা ভালো না হয়ে পারে না। এর ব্যতিক্রম নিশ্চিত অসম্ভব। এমতাবস্থায় 'ভালোকাজে' কথাটি যুক্ত করার কারণ কি? এর এক কারণ তো এই যে, মুসলমানরা যেন ভালো করে বুঝে নেয় যে, আল্লাহর আদেশের বিপরীতে কোনো মানুষের আনুগত্য করা জায়েজ নয়; এমনকি, সেই মানুষটি যদি রাসূলও হন, তবুও নয়। তাই রাসূলের আনুগত্যের সাথেও এই শর্তটি যুক্ত করে দেওয়া হয়েছে।

দ্বিতীয় কারণ এই যে, এখানে ব্যাপার নারীদের। তারা রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর কোনো আদেশেরই খেলাফ করবে না, এরূপ ব্যাপক আনুগত্যের কারণে শয়তান কারও মনে পথভ্রষ্টতার কুমন্ত্রণা সৃষ্টি করতে পারত। এই পথ বন্ধ করার জন্যে শর্তটি যুক্ত করা হয়েছে।

শব্দ বিশ্লেষণ :

تُلْقُوْنَ : সীগাহ جمع مذكر حاضر বহছ مضارع معروف বাব اِفْعَالٌ মাসদার اِلْقَاءٌ মূলবর্ণ (ل - ق - ى) জিনস ناقص يائى অর্থ– প্রকাশ করতে থাক।

تُسِرُّوْنَ : সীগাহ جمع مذكر حاضر বহছ مضارع معروف বাব اِفْعَالٌ মাসদার اِسْرَارٌ মূলবর্ণ (س - ر - ر) জিনস مضاعف ثلاثى অর্থ– তোমরা গোপনে কথাবার্তা বল।

اَخْفَيْتُمْ : সীগাহ جمع مذكر حاضر বহছ ماضى معروف বাব اِفْعَالٌ মাসদার اِخْفَاءٌ মূলবর্ণ (خ - ف - ى) জিনস ناقص يائى অর্থ– তোমরা গোপন করে থাক।

اَعْلَنْتُمْ : সীগাহ جمع مذكر حاضر বহছ ماضى معروف বাব اِفْعَالٌ মাসদার اِعْلَانٌ মূলবর্ণ (ع - ل - ن) জিনস صحيح অর্থ– প্রকাশ্যে করে থাক।

ضَلَّ : সীগাহ واحد مذكر غائب বহছ ماضى معروف বাব ضَرَبَ মাসদার ضَلَالٌ মূলবর্ণ (ض - ل - ل) জিনস مضاعف ثلاثى অর্থ– সে সত্য পথ হতে সরে পড়ল।

يَثْقَفُوْكُمْ : সীগাহ جمع مذكر غائب বহছ مضارع مجزوم بإن বাব سَمِعَ মাসদার ثَقْفٌ মূলবর্ণ (ث – ق – ف) জিনস صحيح অর্থ– তারা তোমাদরেকে পরাজিত করতে পারে।

اَلْسِنَةٌ : শব্দটি বহুবচন। একবচনে لسان অর্থ- রসনা সমূহ।

وَدُّوْا : সীগাহ جمع مذكر غائب বহছ ماضى معروف বাব سَمِعَ মাসদার اَلْوَدُّ মূলবর্ণ (و – د – د) জিনস মুরাক্কাব مضاعف ثلاثى এবং مثال واوى অর্থ– তারা এ কামনা করে।

بُرَءَاءُ : শব্দটি বহুবচন ; একবচনে بَرِئٌ অর্থ- অসন্তুষ্ট। নাখোশ।

بَدَا : সীগাহ واحد مذكر غائب বহছ ماضى معروف বাব نَصَرَ মাসদার اَلْبَدْوُ মূলবর্ণ (ب – د – و) জিনস ناقص واوى অর্থ- প্রকাশিত হয়ে গেল।

يَرْجُوْا : সীগাহ جمع مذكر غائب বহছ مضارع معروف বাব نَصَرَ মাসদার رَجَاءٌ মূলবর্ণ (ر – ج – و) জিনস ناقص واوى অর্থ– বিশ্বাস রাখে। আশা করে। কামনা করে।

عَادَيْتُمْ : সীগাহ جمع مذكر حاضر বহছ ماضى معروف বাব مُفَاعَلَة মাসদার اَلْمُعَادَاةُ মূলবর্ণ (ع - د - ى) জিনস ناقص يائى অর্থ– তোমাদের শত্রুতা রয়েছে।

يَنْهٰى : সীগাহ واحد مذكر غائب বহছ مضارع معروف বাব فَتَحَ মাসদার نَهْىٌ মূলবর্ণ (ن - ه - ى) জিনস ناقص يائى অর্থ– নিষেধ করে।

لَمْ يُقَاتِلُوْا : সীগাহ جمع مذكر غائب বহছ مضارع منفى بلم বাব مُفَاعَلَة মাসদার مُقَاتَلَةٌ মূলবর্ণ (ق - ت - ل) জিনস صحيح অর্থ– তারা যুদ্ধ করেনি।

ظَاهَرُوْا : সীগাহ جمع مذكر غائب বহছ ماضى معروف বাব مُفَاعَلَة মাসদার مُظَاهَرَةٌ মূলবর্ণ (ظ - ه - ر) জিনস صحيح অর্থ– তারা সাহায্য করেছে।

https://e-ilm.weebly.com/

مُهَاجِرَاتٍ : সীগাহ جمع مؤنث বহছ اسم فاعل বাব مُفَاعَلَة মাসদার مُهَاجَرَةٌ মূলবর্ণ (ه - ج - ر) জিনস صحيح অর্থ– হিজরতকারিণীগণ।

اِمْتَحِنُوْهُنَّ : সীগাহ جمع مذكر حاضر বহছ امر حاضر معروف বাব اِفْتِعَالٌ মাসদার اِمْتِحَانٌ মূলবর্ণ (م - ح - ن) জিনস صحيح অর্থ– তোমরা তাদেরকে পরীক্ষা করে নাও।

عَلِمْتُمُوْهُنَّ : সীগাহ جمع مذكر حاضر বহছ ماضى معروف বাব سَمِعَ মাসদার عِلْمٌ মূলবর্ণ (ع - ل - م) জিনস صحيح অর্থ– তাদেরকে মনে কর।

اَنْ تَبَرُّوْهُمْ : সীগাহ جمع مذكر حاضر বহছ مضارع منصوب বাব تَفَعُّلٌ মাসদার تَبَرُّءٌ মূলবর্ণ (ب - ر - ء) জিনস مهموز لام অর্থ– তোমরা সদ্ব্যবহার কর।

اٰتُوْ : সীগাহ جمع مذكر حاضر বহছ امر حاضر معروف বাব اِفْعَالٌ মাসদার اِيْتَاءٌ মূলবর্ণ (ا - ت - ى) জিনস মুরাক্কাব مهموز فاء এবং ناقص يائى অর্থ- তোমরা দিয়ে দাও।

اٰتَيْتُمُوْهُنَّ : সীগাহ جمع مذكر حاضر বহছ ماضى معروف বাব اِفْعَالٌ মাসদার اِيْتَاءٌ মূলবর্ণ (ا - ت - ى) জিনস মুরাক্কাব مهموز فاء এবং ناقص يائى অর্থ– তাদের কে দান কর।

اُجُوْرَهُنَّ : শব্দটি বহুবচন; একবচনে اَجْرٌ অর্থ- তাদের মোহর। তাদের হক, প্রতিদান।

كَوَافِرِ : শব্দটি বহুবচন; একবচনে كَافِرَةٌ অর্থ- একত্ববাদ অস্বীকার কারিণী মহিলাগণ।

عَاقَبْتُمْ : সীগাহ جمع مذكر حاضر বহছ ماضى معروف বাব مُفَاعَلَة মাসদার مُعَاقَبَةٌ মূলবর্ণ (ع - ق - ب) জিনস صحيح অর্থ– তোমাদের পালা আসে।

لَا يَسْرِقْنَ : সীগাহ جمع مؤنث غائب বহছ مضارع منفى معروف বাব ضَرَبَ মাসদার سَرِقَةٌ মূলবর্ণ (س - ر - ق) জিনস صحيح অর্থ– আর না চুরি করবে।

لَا يَزْنِيْنَ : সীগাহ جمع مؤنث غائب বহছ مضارع منفى معروف বাব ضَرَبَ মাসদার زِنَاءٌ মূলবর্ণ (ز - ن - ى) জিনস ناقص يائى অর্থ– আর না ব্যভিচার করবে।

لَا يَقْتُلْنَ : সীগাহ جمع مؤنث غائب বহছ مضارع منفى معروف বাব نَصَرَ মাসদার قَتْلٌ মূলবর্ণ (ق - ت - ل) জিনস صحيح অর্থ– আর না হত্যা করবে।

يَفْتَرِيْنَ : সীগাহ جمع مؤنث غائب বহছ مضارع معروف বাব اِفْتِعَالٌ মাসদার اِفْتِرَاءٌ মূলবর্ণ (ف - ر - ى) জিনস ناقص يائى অর্থ– দাবি করবে।

لَا يَعْصِيْنَ : সীগাহ جمع مؤنث غائب বহছ مضارع منفى معروف বাব ضَرَبَ মাসদার عِصْيَانٌ মূলবর্ণ (ع - ص - ى) জিনস ناقص يائى অর্থ– বিরুদ্ধাচারণ করবে না।

لَايَأْتِيْنَ : সীগাহ جمع مؤنث غائب বহছ مضارع منفى معروف বাব ضَرَبَ মাসদার اِتْيَانٌ মূলবর্ণ (ء - ت - ى) জিনস মুরাক্কাব مهموز فاء এবং ناقص يائى অর্থ- আনবে না।

يَئِسُوْا : সীগাহ جمع مذكر غائب বহছ ماضى معروف বাব سَمِعَ মাসদার يَأْسٌ মূলবর্ণ (ى - ء - س) জিনস মুরাক্কাব مهموز عين এবং مثال يائى অর্থ– তারা নিরাশ হয়ে গেছে।

বাক্য বিশ্লেষণ :

وَقَدْ كَفَرُوْا بِمَا جَاءَكُمْ مِّنَ الْحَقِّ : এখানে واو টি হলো حاليه আর قَدْ হলো হরফে তাহকীক كَفَرُوْا হলো ফে'ল ও ফায়েল, আর এ বাক্য টি لَا تَتَّخِذُوْا বা تُلْقُوْنَ থেকে حال হয়েছে। আর بِمَا টা كَفَرُوْا-এর সাথে متعلق হয়েছে। আর جَاءَكُمْ বাক্যটি সেলাহ আর مِّنَ الْحَقِّ হলো حال। –[ই'রাবুল কুরআন ৭ম খণ্ড, পৃ. ৪৯০]

وَلَا تُمْسِكُوْا بِعِصَمِ الْكَوَافِرِ : এখানে واو টি আতেফা। لَا تُمْسِكُوْا ফে'ল ও ফায়েল আর بِعِصَمِ الْكَوَافِرِ টা تُمْسِكُوْا-এর সাথে متعلق হয়েছে।

https://e-ilm.weebly.com/

https://e-ilm.weebly.com/

سُوْرَةُ الصَّفِّ مَدَنِيَّةٌ
সূরা সাফ্‌ফ

মদিনায় অবতীর্ণ; আয়াত– ১৪, রুকূ‘– ২

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ○

পরম করুণাময়, দয়ালু আল্লাহর নামে শুরু করছি।

১. সমস্ত বস্তু আল্লাহর পবিত্রতা বর্ণনা করে, যা আসমানসমূহে আছে আর যা জমিনে আছে, আর তিনিই প্রবল প্রতাপশালী, প্রজ্ঞাময়।	سَبَّحَ لِلّٰهِ مَا فِي السَّمٰوٰتِ وَمَا فِي الْاَرْضِ ۚ وَهُوَ الْعَزِيْزُ الْحَكِيْمُ ﴿١﴾
২. হে ঈমানদারগণ! এরূপ কথা কেন বলছ যা করো না?	يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لِمَ تَقُوْلُوْنَ مَا لَا تَفْعَلُوْنَ ﴿٢﴾
৩. আল্লাহর নিকট এটা অত্যন্ত অসন্তুষ্টির কারণ যে, তোমরা এরূপ কথা বল যা করো না।	كَبُرَ مَقْتًا عِنْدَ اللّٰهِ اَنْ تَقُوْلُوْا مَا لَا تَفْعَلُوْنَ ﴿٣﴾
৪. আল্লাহ তো ঐ সমস্ত লোককে ভালোবাসেন, যারা তার রাস্তায় এরূপ মিলিত হয়ে যুদ্ধ করে যেন তারা একটি অট্টালিকা, যাতে সিসা ঢেলে দেওয়া হয়েছে।	اِنَّ اللّٰهَ يُحِبُّ الَّذِيْنَ يُقَاتِلُوْنَ فِيْ سَبِيْلِهٖ صَفًّا كَاَنَّهُمْ بُنْيَانٌ مَّرْصُوْصٌ ﴿٤﴾
৫. আর যখন মূসা স্বীয় সম্প্রদায়কে বললেন, হে আমার সম্প্রদায়! তোমরা কেন আমাকে কষ্ট দিচ্ছ? অথচ তোমরা জান যে, আমি তোমাদের নিকট আল্লাহর প্রেরিত [রাসূলরূপে] আগমন করেছি;	وَاِذْ قَالَ مُوْسٰى لِقَوْمِهٖ يٰقَوْمِ لِمَ تُؤْذُوْنَنِيْ وَقَدْ تَّعْلَمُوْنَ اَنِّيْ رَسُوْلُ اللّٰهِ اِلَيْكُمْ ؕ

শাব্দিক অনুবাদ :

১. سَبَّحَ لِلّٰهِ সমস্ত বস্তু আল্লাহর পবিত্রতা বর্ণনা করে مَا فِي السَّمٰوٰتِ যা আসমান সমূহে আছে وَمَا فِي الْاَرْضِ আর যা জমিনে আছে وَهُوَ الْعَزِيْزُ আর তিনিই প্রবল প্রতাপশালী الْحَكِيْمُ প্রজ্ঞাময়।

২. يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا হে মুমিনগণ لِمَ تَقُوْلُوْنَ এরূপ কথা কেন বলছ مَا لَا تَفْعَلُوْنَ যা করো না।

৩. كَبُرَ مَقْتًا এটা অত্যন্ত অসন্তুষ্টির কারণ عِنْدَ اللّٰهِ আল্লাহর নিকট اَنْ تَقُوْلُوْا مَا لَا تَفْعَلُوْنَ তোমরা এরূপ কথা বল যা করো না

৪. اِنَّ اللّٰهَ يُحِبُّ আল্লাহ তো ঐ সমস্ত লোককে ভালোবাসেন الَّذِيْنَ يُقَاتِلُوْنَ যারা যুদ্ধ করে فِيْ سَبِيْلِهٖ তাঁর রাস্তায় صَفًّا এরূপ মিলিত হয়ে كَاَنَّهُمْ যেন তারা بُنْيَانٌ একটি অট্টালিকা مَّرْصُوْصٌ যাতে সিসা ঢেলে দেওয়া হয়েছে।

৫. وَاِذْ قَالَ مُوْسٰى لِقَوْمِهٖ যখন মূসা স্বীয় সম্প্রদায়কে বললেন يٰقَوْمِ হে আমার সম্প্রদায় لِمَ تُؤْذُوْنَنِيْ তোমরা কেন আমাকে কষ্ট দিচ্ছ وَقَدْ تَّعْلَمُوْنَ অথচ তোমরা জান যে, اَنِّيْ رَسُوْلُ اللّٰهِ اِلَيْكُمْ আমি তোমাদের নিকট আল্লাহর প্রেরিত (রাসূলরূপে) আগমন করেছি;

** অনন্তর যখন তারা বক্রই রইল, তখন আল্লাহ তাদের অন্তরসমূহকে আরো বক্র করে দিলেন; আর আল্লাহ এরূপ অবাধ্যদেরকে হেদায়েত দান করেন না।	فَلَمَّا زَاغُوٓا اَزَاغَ اللّٰهُ قُلُوْبَهُمْ ۗ وَاللّٰهُ لَا يَهْدِى الْقَوْمَ الْفٰسِقِيْنَ ۝٥
৬. আর যখন মারইয়ামের পুত্র ঈসা বললেন, হে বনী ইসরাঈল! আমি তোমাদের নিকট আল্লাহর প্রেরিত (রাসূল)-রূপে আগমন করেছি, আমি সত্যতা প্রতিপাদনকারী– আমার পূর্ববর্তী তাওরাতের এবং আমার পরে যে একজন রাসূল আগমন করবেন, আমি তার সুসংবাদ প্রদানকারী, যার নাম আহমদ হবে; অনন্তর যখন তিনি তাদের নিকট স্পষ্ট নিদর্শনাবলি আনলেন, তখন তারা বলতে লাগল, এটা স্পষ্ট জাদু।	وَاِذْ قَالَ عِيْسَى ابْنُ مَرْيَمَ يٰبَنِىٓ اِسْرَآءِيْلَ اِنِّىْ رَسُوْلُ اللّٰهِ اِلَيْكُمْ مُّصَدِّقًا لِّمَا بَيْنَ يَدَىَّ مِنَ التَّوْرٰىةِ وَمُبَشِّرًاۢ بِرَسُوْلٍ يَّاْتِىْ مِنْۢ بَعْدِى اسْمُهٗٓ اَحْمَدُ ۗ فَلَمَّا جَآءَهُمْ بِالْبَيِّنٰتِ قَالُوْا هٰذَا سِحْرٌ مُّبِيْنٌ ۝٦
৭. আর সে ব্যক্তি হতে অধিক জালিম কে হবে? যে আল্লাহর উপর মিথ্যা আরোপ করে, অথচ তাকে ইসলামের প্রতিই আহ্বান করা হচ্ছে; আর আল্লাহ তা'আলা এরূপ জালিমদেরকে হেদায়েত দান করেন না।	وَمَنْ اَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرٰى عَلَى اللّٰهِ الْكَذِبَ وَهُوَ يُدْعٰٓى اِلَى الْاِسْلَامِ ۗ وَاللّٰهُ لَا يَهْدِى الْقَوْمَ الظّٰلِمِيْنَ ۝٧
৮. তারা চায় যে, আল্লাহর নূরকে (দীন-ইসলামকে) নিজেদের মুখ দ্বারা নির্বাপিত করে অথচ আল্লাহ্ তা'আলা নিজ নূরকে পূর্ণতা পর্যন্ত পৌঁছিয়ে ছাড়বেন, চাই কাফেররা যতই অসন্তুষ্ট হউক না কেন।	يُرِيْدُوْنَ لِيُطْفِـُٔوْا نُوْرَ اللّٰهِ بِاَفْوَاهِهِمْ وَاللّٰهُ مُتِمُّ نُوْرِهٖ وَلَوْ كَرِهَ الْكٰفِرُوْنَ ۝٨

শাব্দিক অনুবাদ :

** فَلَمَّا زَاغُوٓا অনন্তর যখন তারা বক্রই রইল اَزَاغَ اللّٰهُ قُلُوْبَهُمْ তখন আল্লাহ তাদের অন্তরসমূহকে আরো বক্র করে দিলেন وَاللّٰهُ لَا يَهْدِى الْقَوْمَ الْفٰسِقِيْنَ আর আল্লাহ এরূপ অবাধ্যদেরকে হেদায়েত দান করেন না।

৬. وَاِذْ قَالَ عِيْسَى ابْنُ مَرْيَمَ আর যখন মারইয়ামের পুত্র ঈসা বললেন يٰبَنِىٓ اِسْرَآءِيْلَ হে বনী ইসরাঈল اِنِّىْ رَسُوْلُ اللّٰهِ اِلَيْكُمْ আমি তোমাদের নিকট আল্লাহর প্রেরিত রাসূলরূপে আগমন করেছি مُّصَدِّقًا আমি সত্যতা প্রতিপাদনকারী لِّمَا بَيْنَ يَدَىَّ مِنَ التَّوْرٰىةِ আমার পূর্ববর্তী তাওরাতের وَمُبَشِّرًا এবং তাঁর সুসংবাদ প্রদানকারী بِرَسُوْلٍ يَّاْتِىْ مِنْ بَعْدِى আমার পরে যে একজন রাসূল আগমন করবেন اسْمُهٗٓ اَحْمَدُ যার নাম আহমদ হবে فَلَمَّا جَآءَهُمْ অনন্তর যখন তিনি তাদের নিকট আনয়ন করলেন بِالْبَيِّنٰتِ স্পষ্ট নিদর্শনাবলি قَالُوْا তখন তারা বলতে লাগল هٰذَا سِحْرٌ مُّبِيْنٌ এটা স্পষ্ট জাদু।

৭. وَمَنْ اَظْلَمُ আর সেই ব্যক্তি হতে অধিক জালিম কে হবে مِمَّنِ افْتَرٰى عَلَى اللّٰهِ الْكَذِبَ যে আল্লাহর উপর মিথ্যা আরোপ করে وَهُوَ يُدْعٰٓى اِلَى الْاِسْلَامِ অথচ তাকে ইসলামের প্রতি আহ্বান করা হচ্ছে وَاللّٰهُ لَا يَهْدِى الْقَوْمَ الظّٰلِمِيْنَ আর আল্লাহ তা'আলা এরূপ জালিমদেরকে হেদায়েত দান করেন না।

৮. يُرِيْدُوْنَ তারা চায় যে لِيُطْفِـُٔوْا নির্বাপিত করে نُوْرَ اللّٰهِ আল্লাহর নূরকে بِاَفْوَاهِهِمْ নিজেদের মুখ দ্বারা وَاللّٰهُ مُتِمُّ نُوْرِهٖ অথচ আল্লাহ তা'আলা নিজ নূরকে পূর্ণতা পর্যন্ত পৌঁছিয়ে ছাড়বেন وَلَوْ كَرِهَ الْكٰفِرُوْنَ চাই কাফেররা যতই অসন্তুষ্ট হউক না কেন।

https://e-ilm.weebly.com/

৯. সে আল্লাহ এমন, যিনি স্বীয় রাসূলকে হেদায়েত এবং সত্য ধর্ম দিয়ে প্রেরণ করেছেন, যেন তাকে সকল ধর্মের উপর প্রভাবশালী করে দেন, চাই মুশরিকরা যতই অসন্তুষ্ট হউক।	هُوَ الَّذِيْٓ اَرْسَلَ رَسُوْلَهٗ بِالْهُدٰى وَدِيْنِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَهٗ عَلَى الدِّيْنِ كُلِّهٖ وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُوْنَ ﴿٩﴾ ع
১০. হে মুমিনগণ! আমি কি তোমাদেরকে এমন ব্যবসার কথা বলে দিব–যা তোমাদেরকে এক যন্ত্রণাময় শাস্তি হতে রক্ষা করবে?	يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا هَلْ اَدُلُّكُمْ عَلٰى تِجَارَةٍ تُنْجِيْكُمْ مِّنْ عَذَابٍ اَلِيْمٍ ﴿١٠﴾
১১. (তা এই যে,) তোমরা আল্লাহ ও তার রাসূলের প্রতি ঈমান আনয়ন কর এবং নিজেদের ধন-সম্পদ ও প্রাণ দ্বারা আল্লাহ তা'আলার রাস্তায় জিহাদ কর; এটা তোমাদের জন্য অতি উত্তম, যদি তোমরা কিছু জ্ঞান রাখ।	تُؤْمِنُوْنَ بِاللّٰهِ وَرَسُوْلِهٖ وَتُجَاهِدُوْنَ فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ بِاَمْوَالِكُمْ وَاَنْفُسِكُمْ ۭ ذٰلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ اِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُوْنَ ﴿١١﴾
১২. আল্লাহ তোমাদের গুনাহসমূহ ক্ষমা করবেন এবং তোমাদেরকে এমন উদ্যানসমূহে দাখিল করবেন, যার নিম্নদেশ দিয়ে নহরসমূহ বইতে থাকবে আর উত্তম গৃহসমূহে (দাখিল করবেন) যা সর্বদা অবস্থানের উদ্যানসমূহে হবে; এটা বিরাট সফলতা।	يَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوْبَكُمْ وَيُدْخِلْكُمْ جَنّٰتٍ تَجْرِيْ مِنْ تَحْتِهَا الْاَنْهٰرُ وَمَسٰكِنَ طَيِّبَةً فِيْ جَنّٰتِ عَدْنٍ ۭ ذٰلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيْمُ ﴿١٢﴾

শাব্দিক অনুবাদ :

৯. هُوَ الَّذِيْٓ সেই আল্লাহ এমন اَرْسَلَ رَسُوْلَهٗ যিনি স্বীয় রাসূলকে প্রেরণ করেছেন بِالْهُدٰى وَدِيْنِ الْحَقِّ হেদায়েত এবং সত্য ধর্ম দিয়ে لِيُظْهِرَهٗ عَلَى الدِّيْنِ كُلِّهٖ যেন তাকে সকল ধর্মের উপর প্রভাবশালী করে দেন وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُوْنَ চাই মুশরিকরা যতই অসন্তুষ্ট হউক।

১০. يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا হে মুমিনগণ هَلْ اَدُلُّكُمْ عَلٰى تِجَارَةٍ আমি কি তোমাদেরকে এমন ব্যবসার কথা বলে দিব تُنْجِيْكُمْ مِّنْ عَذَابٍ اَلِيْمٍ যা তোমাদেরকে এক যন্ত্রণাময় শাস্তি হতে রক্ষা করবে।

১১. تُؤْمِنُوْنَ بِاللّٰهِ وَرَسُوْلِهٖ তোমরা আল্লাহ ও তার রাসূলের প্রতি ঈমান আনয়ন কর وَتُجَاهِدُوْنَ فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ এবং আল্লাহর রাস্তায় জেহাদ কর بِاَمْوَالِكُمْ وَاَنْفُسِكُمْ নিজেদের ধন-সম্পদ ও প্রাণ দ্বারা ذٰلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ এটা তোমাদের জন্য অতি উত্তম اِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُوْنَ যদি তোমরা কিছু জ্ঞান রাখ।

১২. يَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوْبَكُمْ আল্লাহ তোমাদের গুনাহসমূহ ক্ষমা করবেন وَيُدْخِلْكُمْ جَنّٰتٍ এবং তোমাদেরকে এমন উদ্যানসমূহে দাখিল করবেন تَجْرِيْ مِنْ تَحْتِهَا الْاَنْهٰرُ যার নিম্নদেশ দিয়ে নহরসমূহ বইতে থাকবে وَمَسٰكِنَ طَيِّبَةً আর উত্তম গৃহসমূহে فِيْ جَنّٰتِ عَدْنٍ যা সর্বদা অবস্থানের উদ্যানসমূহে হবে ذٰلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيْمُ এটা বিরাট সফলতা।

https://e-ilm.weebly.com/

وَاُخْرٰى تُحِبُّوْنَهَا ۖ نَصْرٌ مِّنَ اللّٰهِ وَفَتْحٌ
قَرِيْبٌ ۖ وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِيْنَ ﴿١٣﴾

১৩. এবং অন্য আর একটি (প্রতিদান)-ও রয়েছে তোমরা তা পছন্দ কর; (অর্থাৎ) আল্লাহর পক্ষ হতে সাহায্য এবং দ্রুত বিজয়; আর আপনি মুমিনগণকে সুসংবাদ প্রদান করুন।

يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا كُوْنُوْٓا اَنْصَارَ اللّٰهِ كَمَا
قَالَ عِيْسَى ابْنُ مَرْيَمَ لِلْحَوَارِيّٖنَ مَنْ
اَنْصَارِيْٓ اِلَى اللّٰهِ ۖ قَالَ الْحَوَارِيُّوْنَ نَحْنُ
اَنْصَارُ اللّٰهِ فَاٰمَنَتْ طَّآئِفَةٌ مِّنْۢ بَنِيْٓ
اِسْرَآءِيْلَ وَكَفَرَتْ طَّآئِفَةٌ ۚ فَاَيَّدْنَا الَّذِيْنَ
اٰمَنُوْا عَلٰى عَدُوِّهِمْ فَاَصْبَحُوْا ظٰهِرِيْنَ ﴿١٤﴾

১৪. হে ঈমানদারগণ! তোমরা আল্লাহর (ধর্মের) সাহায্যকারী হও, যেমন ঈসা ইবনে মারইয়াম হাওয়ারীগণকে বললেন যে, আল্লাহ তা'আলার পথে কে আমার সাহায্যকারী হবে? সেই হাওয়ারীগণ বলল, আমরা আল্লাহ তা'আলার পথে সাহায্যকারী হলাম, অতঃপর বনী ইসরাঈলদের মধ্য হতে কতক লোক ঈমান আনল, আর কতক লোক কাফের থেকে গেল, সুতরাং আমি মু'মিনদেরকে তাদের শত্রুদের মোকাবিলায় সাহায্য করলাম, ফলতঃ তারা বিজয়ী হলো।

শাব্দিক অনুবাদ :

১৩. وَاُخْرٰى تُحِبُّوْنَهَا এবং অন্য আর একটি (প্রতিদান) ও রয়েছে তোমরা তা পছন্দ কর نَصْرٌ مِّنَ اللّٰهِ আল্লাহর পক্ষ হতে সাহায্য وَفَتْحٌ قَرِيْبٌ এবং দ্রুত বিজয় وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِيْنَ আর আপনি মুমিনদেরকে সুসংবাদ প্রদান করুন।

১৪. يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا হে ঈমানদারগণ كُوْنُوْٓا اَنْصَارَ اللّٰهِ তোমরা আল্লাহর (ধর্মের) সাহায্যকারী হও كَمَا قَالَ عِيْسَى ابْنُ مَرْيَمَ যেমন ঈসা ইবনে মারইয়াম বললেন যে لِلْحَوَارِيّٖنَ হাওয়ারীগণকে مَنْ اَنْصَارِيْٓ اِلَى اللّٰهِ আল্লাহ তা'আলার পথে কে আমার সাহায্যকারী হবে قَالَ الْحَوَارِيُّوْنَ সেই হাওয়ারীগণ বলল نَحْنُ اَنْصَارُ اللّٰهِ আমরা আল্লাহ তা'আলার সাহায্যকারী হলাম فَاٰمَنَتْ طَّآئِفَةٌ مِّنْۢ بَنِيْٓ اِسْرَآءِيْلَ অতঃপর বনী ইসরাঈলদের মধ্য হতে কতক লোক ঈমান আনল وَكَفَرَتْ طَّآئِفَةٌ আর কতক লোক কাফের থেকে গেল فَاَيَّدْنَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا সুতরাং আমি মুমিনদেরকে সাহায্য করলাম عَلٰى عَدُوِّهِمْ তাদের শত্রুদের মোকাবিলায় فَاَصْبَحُوْا ظٰهِرِيْنَ ফলতঃ তারা বিজয়ী হলো।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

সূরাটির নামকরণের কারণ : আলোচ্য সূরার চতুর্থ আয়াতে উল্লেখ রয়েছে যে, اِنَّ اللّٰهَ يُحِبُّ الَّذِيْنَ يُقَاتِلُوْنَ فِيْ سَبِيْلِهٖ صَفًّا এখানকার صَفّ শব্দটি হতে অত্র সূরার নাম রাখা হয়েছে সূরা 'আস্ সাফ্ফ' তথা এ সূরায় উল্লিখিত 'সাফ্ফ' শব্দের মাধ্যমে একে صَفّ নামে নামকরণ করা হয়েছে। আল্লামা আলূসী (র.) লিখেছেন যে, এ সূরার অপর নাম হলো সূরাতুল হাওয়্যারিয়্যীন এবং একে সূরাতু ঈসাও বলা হয়। এতে ২ রুকূ', ১৪টি আয়াত ২২১টি বাক্য এবং ৯২৬টি অক্ষর রয়েছে। -[নূরুল কুরআন]

সূরাটি অবতীর্ণ হওয়ার সময়কাল : কোনো নির্ভরযোগ্য বর্ণনা হতে এ সূরাটির নাজিল হওয়ার সময়কাল জানা যায়নি; কিন্তু এর বিষয়বস্তু হতে অনুমান করা যায়, সম্ভবত সূরাটি উহুদ যুদ্ধের সমসাময়িক কালে নাজিল হয়ে থাকবে। কেননা এতে যে অবস্থাবলির প্রতি ইঙ্গিত রয়েছে তা এ সময়ই বিরাজ করছিল।

সূরাটির বিষয়বস্তু : ১-৪ আয়াত কয়টি ঈমানের ক্ষেত্রে ঐকান্তিক নিষ্ঠা ও আন্তরিকতা গ্রহণ এবং আল্লাহর পথে প্রাণ উৎসর্গ করার জন্য মুসলমানদেরকে উৎসাহিত করা হয়েছে।

https://e-ilm.weebly.com/

৫-৭ আয়াত পর্যন্ত রাসূলে কারীম ﷺ -এর উম্মতকে সতর্ক করে বলা হয়েছে, তোমাদের রাসূল ও তোমাদের দীন ইসলামের সাথে তোমাদের সেরূপ আচরণ হওয়া উচিত নয় যা হযরত মূসা (আ.) ও ঈসা (আ.)-এর সাথে বনী ইসরাঈলের লোকেরা অবলম্বন করেছিল।

৮-৯ আয়াতে পুনঃ বলিষ্ঠতা সহকারে ঘোষণা করা হয়েছে যে, ইহুদি, খ্রিস্টান ও তাদের সাথে যোগ-সাজশকারী মুনাফিকরা আল্লাহর এ নূরকে চিরতরে নির্বাপিত করার জন্য যত চেষ্টাই করুক না কেন এটা পূর্ণ জাঁকজমক সহকারে দুনিয়ায় বিস্তার ও প্রসার লাভ করতে থাকবেই। আর মুশরিকদের পক্ষে যতই অসহ্য ব্যাপার হোক না কেন মহান রাসূলের প্রচারিত দীন ইসলাম অন্যান্য প্রত্যেকটি দীন ও ধর্মের উপর পূর্ণ মাত্রায় বিজয়ী হবেই।

১০-১৩ আয়াতে ঈমানদার লোকদেরকে বলা হয়েছে যে, ইহকাল ও পরকালে সাফল্য লাভের একটি মাত্র উপায় আছে। তা হলো আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের প্রতি সত্যিকারভাবে এ ঐকান্তিক নিষ্ঠা সহকারে ঈমান আনা এবং আল্লাহর পথে জান ও মাল নিয়োগ করে জিহাদ করা। পরকালে এটার ফলশ্রুতিতে মুক্তি পাওয়া যাবে এবং চির সুখের জান্নাত পাওয়া যাবে, আর দুনিয়াতেও বিজয় ও সাফল্য পাওয়া যাবে।

১৪ নম্বর আয়াতে ঈমানদার লোকদেরকে বুঝানো হয়েছে যে, হযরত ঈসা (আ.)-এর হাওয়ারীরা যেভাবে আল্লাহর পথে তাঁকে সমর্থন ও সাহায্য-সহযোগিতা দিয়েছিলেন, অনুরূপভাবে মু'মিনরাও যেন আল্লাহর আনসার ও সাহায্যকারী হয়ে দাঁড়ায়। তাহলে কাফেরদের মোকাবিলায় তারাও ঠিক তেমনি আল্লাহর সাহায্য-সহযোগিতা লাভ করতে পারবে, যেমন আগের কালের ঈমানদার লোকেরা লাভ করেছিল।

سَبَّحَ لِلّٰهِ مَا فِي السَّمٰوٰتِ وَمَا فِي الْاَرْضِ ۚ وَهُوَ الْعَزِيْزُ الْحَكِيْمُ (١) يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لِمَ تَقُوْلُوْنَ مَا لَا تَفْعَلُوْنَ (٢)

শানে নুযূল ঃ হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে সালাম (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমরা রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর কতিপয় সাহাবী একবার এক সঙ্গে বসে বিভিন্ন বিষয়ে আলোচনা করছিলাম। আমরা বললাম, আল্লাহর কাছে সবচেয়ে প্রিয় আমল কোনটি তা যদি জানতে পারতাম তবে তা আমরা করতাম। তখন আল্লাহ তা'আলা এই আয়াত নাজিল করেন। (তিরমিযী শরীফ ২:১৬৯)

يُرِيْدُوْنَ لِيُطْفِـُٔوْا نُوْرَ اللّٰهِ بِاَفْوَاهِهِمْ وَاللّٰهُ مُتِمُّ نُوْرِهٖ وَلَوْ كَرِهَ الْكٰفِرُوْنَ (٨)

শানে নুযূল ঃ একদা চল্লিশ দিন পর্যন্ত নবী করীম ﷺ -এর প্রতি ওহী প্রেরণ বন্ধ ছিল। তখন কাব বিন আশরাফ ইহুদিদের কাছে যেয়ে বলতে থাকে যে, হে ইহুদি সম্প্রদায় তোমরা সুসংবাদ গ্রহণ কর যে, আল্লাহ পাক মুহাম্মদ ﷺ -এর নূরকে ছিনিয়ে নিয়েছেন। আর ইসলাম ধর্ম শেষ হতে চলছে। এ কথার কারণে মুহাম্মদ ﷺ -এর কাছে অত্যন্ত খারাপ লাগল। তখন আল্লাহ পাক নবীজীর প্রতি এই আয়াত নাজিল করেন। –(কুরতুবী ১৮:৮৫)

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا هَلْ اَدُلُّكُمْ عَلٰى تِجَارَةٍ تُنْجِيْكُمْ مِّنْ عَذَابٍ اَلِيْمٍ (١٠)

শানে নুযূল ঃ যখন লোকেরা বলাবলি করছিল যে, হায় আমরা যদি জানতে পারতাম যে, কোন আমলটি আল্লাহ পাকের নিকট সবচেয়ে উত্তম ও কোনটি তিনি সর্বাধিক পছন্দ করেন তাহলে আমরা তাই করতাম। তখন এই আয়াতে কারীমা অবতীর্ণ হয়। কিন্তু কতিপয় লোক জিহাদের ব্যাপারে অনীহা প্রকাশ করায় لِمَا تَقُوْلُوْنَ مَالَا تَفْعَلُوْنَ এ আয়াতটি অবতীর্ণ হয়। -(সূত্র কানযুন নুকূল : ১০০)

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا أَنصَارَ اللَّهِ كَمَا قَالَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ لِلْحَوَارِيِّينَ مَنْ أَنصَارِي إِلَى اللَّهِ قَالَ الْحَوَارِيُّونَ نَحْنُ أَنصَارُ اللَّهِ فَآمَنَت طَّائِفَةٌ مِّن بَنِي إِسْرَائِيلَ وَكَفَرَت طَّائِفَةٌ فَأَيَّدْنَا الَّذِينَ آمَنُوا عَلَى عَدُوِّهِمْ فَأَصْبَحُوا ظَاهِرِينَ- (١٤)

শানে নুযূল ঃ আল্লামা কুরতুবী (র.) আলোচ্য আয়াতের শানে নুযূল প্রসঙ্গে বর্ণনা করেন যে, আলোচ্য আয়াত হযরত ঈসা (আ.) -এর পক্ষ হতে বিভিন্ন অঞ্চলে প্রেরিত ব্যক্তিগণের বিজয় সম্পর্কে বর্ণনা করার প্রেক্ষাপটে আল্লাহ তা'আলা আলোচ্য আয়াত নাজিল করেন।

ইবনে ইসহাক বলেন, হযরত ঈসা (রা.) তাঁদেরকে যে সকল অঞ্চলে প্রেরণ করেছিলেন, সে সকল হচ্ছে ত্বারূস ও বূলাস রোমে, আন্দারায়েস ও মাছাক যে জনপদের অধিবাসীরা মানুষ খেত সে জনপদে, তোমাসক পাশ্চাত্যের অন্তরগত বাবেল

https://e-ilm.weebly.com/

নগরীতে, ফীলাবাসক আফ্রিকার কুর্তাজান্নায়, ইউহান্নাসক, আসহাবে কাহাফের নগরী দিকয়ানুস, ইয়া'কুবাসক, আওয়ারশালীম বায়তুল মুকাদ্দাসে, ইবনে তিলমাক আরব তথা হিজাযে, সামীনক বার্বারে এবং ইয়াহুদা ও বারদাসক ইস্কান্দার ও তৎপার্শ্ববর্তী অঞ্চলে প্রেরণ করেন। সুতরাং তাদের অক্লান্ত পরিশ্রমে ও ত্যাগের বিনিময়ে আল্লাহ তা'আলা তাদেরকে নিজ শত্রু বাহিনীর মোকাবিলায় বিজয় দান করেছেন। তাঁদের বিজয় গাঁথা দাস্তান বর্ণনা করার পরিপ্রেক্ষিতে আল্লাহ তা'আলা আলোচ্য আয়াত নাজিল করেন। -(কুরতুবী ৮০/১৮)

তিরমিযী হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে সালাম (রা.) থেকে বর্ণনা করেন ঃ একদল সাহাবায়ে কেরাম পরস্পরে আলোচনা করলেন যে, আল্লাহ তা'আলার কাছে সর্বাধিক প্রিয় আমল কোনটি আমরা যদি তা জানতে পারতাম, তবে তা বাস্তবায়িত করতাম। আল্লামা বগভী (র.) এ প্রসঙ্গে আরও বর্ণনা করেছেন যে, তারা কেউ কেউ একথাও বললেন যে, আল্লাহর কাছে সর্বাধিক প্রিয় আমলটি জানতে পারলে আমরা তজ্জন্যে জান ও মাল সর্ব বিসর্জন করতাম। –(মাযহারী)

ইবনে-কাসীর মুসনাদে আহমদের বরাত দিয়ে বর্ণনা করেন যে, তাঁরা একত্রিত হয়ে পরস্পরে এই আলোচনা করার পর একজনকে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর কাছে এ সম্পর্কে প্রশ্ন করার জন্যে প্রেরণ করতে চাইলেন, কিন্তু কারও সাহস হলো না। ইতিমধ্যে রাসূলুল্লাহ ﷺ তাদেরকে নামে নামে নিজের কাছে ডেকে পাঠালেন। (ফলে বোঝা যায় যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ ওহীর মাধ্যমে তাঁদের সমাবেশ ও আলোচনার বিষয়বস্তু সম্পর্কে অবগত হয়েছেন।) তাঁরা দরবারে উপস্থিত হলে রাসূলুল্লাহ ﷺ তাঁদেরকে সমগ্র সূরা ছফ্‌ পাঠ করে শুনিয়ে দিলেন, যা তখনই নাজিল হয়েছিল।

এই সূরা থেকে জানা গেল যে, তাঁরা সর্বাধিক প্রিয় যে আমলটির সন্ধানে ছিলেন, সেটি হচ্ছে আল্লাহর পথে জেহাদ। তাঁরা এ সম্পর্কে যেসব বড় বড় বুলি আওড়িয়েছিলেন এবং জীবনপণ করার দাবি উচ্চারণ করেছিলেন, সে সম্পর্কেও সূরায় সাথে সাথে তাদেরকে সতর্ক করা হয়েছে যে, কোনো মুমিনের জন্যে এ ধরনের বুলি আওড়ানো দুরস্ত নয়। কারণ যথাসময়ে সে তার সংকল্প পূর্ণ করতে পারবে কি না, তা তার জানা নেই। সংকল্প পূর্ণ করার অনুকূল পরিবেশ সৃষ্টি হওয়া এবং বাধা অপসারিত হওয়া তার ক্ষমতাধীন নয়। এছাড়া স্বয়ং তার হাত, পা অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ এমনকি আন্তরিক সংকল্পও তার কব্জায় নয়। এ কারণেই কুরআন পাকে স্বয়ং রাসূলুল্লাহ ﷺ-কেও শিক্ষা দেওয়া হয়েছে যে, আগামীকালের করণীয় কাজ বর্ণনা করতে হলে ইনশাআল্লাহ অর্থাৎ যদি আল্লাহ চান বলে করবেন। বলা হয়েছে ঃ وَلَا تَقُولَنَّ لِشَيْءٍ إِنِّي فَاعِلٌ ذَٰلِكَ غَدًا إِلَّا أَنْ يَشَاءَ اللَّهُ সাহাবায়ে কেরামের নিয়ত ও ইচ্ছা বুলি আওড়ানো না হলেও দৃশ্যত ঃ তাই বোঝা যাচ্ছিল। আল্লাহর কাছে এটা পছন্দনীয় নয় যে, কেউ কোনো কাজ করার বড় গলায় দাবি করবে, ইনশাআল্লাহ বলা ব্যতীত। মোটকথা, তাদেরকে হুশিয়ার করার জন্যে আয়াতসমূহ অবতীর্ণ হয়েছে।

يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لِمَ تَقُولُونَ مَا لَا تَفْعَلُونَ كَبُرَ مَقْتًا عِنْدَ اللَّهِ أَنْ تَقُولُوا مَا لَا تَفْعَلُونَ

এই আয়াতের বাহ্যিক অর্থ এই যে, যে কাজ তোমরা করবে না, তা করার দাবি কর কেন? এতে এ ধরনের কাজের দাবি সম্পর্কে নিষেধাজ্ঞা বোঝা গেল, যা করার ইচ্ছাই মানুষের অন্তরে নেই। কারণ এটা একটা মিথ্যা দাবি বৈ নয়, যা নাম ও যশ অর্জনের খাতিরে হতে পারে। বলাবাহুল্য, উপরিউক্ত ঘটনায় সাহাবায়ে কেরাম যে দাবি করেছিলেন, তা না করার ইচ্ছায় ছিল না। কাজেই এটাও আয়াতের অর্থে অন্তর্ভুক্ত যে, অন্তরে ইচ্ছা ও সংকল্প থাকলেও নিজের উপর ভরসা করে কোনো কাজ করার দাবি করা দাসত্বের পরিপন্থি। প্রথমত ঃ তা বলারই প্রয়োজন নেই। কাজ করার সুযোগ পেলে কাজ করা উচিত। কোনো উপযোগিতাবশত ঃ বলার দরকার হলেও ইনশাআল্লাহ সহ বলতে হবে। তাহলে এটা আর দাবি থাকবে না।

এ থেকে জানা গেল যে, যে কাজ করার ইচ্ছাই নেই, সে কাজের দাবি করা কবীরা গুনাহ এবং আল্লাহর অসন্তুষ্টির কারণ। যে ক্ষেত্রে অন্তরে কাজটি করার ইচ্ছা থাকে, সেখানেও নিজের শক্তি ও ক্ষমতার উপর ভরসা করে দাবি করা নিষিদ্ধ ও মাকরূহ।

দাবি ও দাওয়াতের পার্থক্য : উপরিউক্ত তাফসীর থেকে জানা গেল যে, দাবির সাথে এসব আয়াত সম্পৃক্ত অর্থাৎ মানুষ যে কাজ করবে না; তা করার দাবি করা আল্লাহ তা'আলার কাছে অসন্তোষজনক। মানুষ যে সৎ কাজ নিজে করে না, সেই সৎ কাজের দাওয়াত, প্রচার ও উপদেশ অন্যকে দেওয়ার বিষয়টি এই আয়াতের অন্তর্ভুক্ত নয়। এ সম্পর্কিত বিধি বিধান অন্যান্য আয়াত ও হাদীসে ব্যক্ত হয়েছে। উদাহরণত কুরআন বলে :

https://e-ilm.weebly.com/

أَتَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبِرِّ وَتَنْسَوْنَ أَنْفُسَكُمْ : অর্থাৎ তোমরা মানুষকে তো সৎ কাজের আদেশ কর, কিন্তু নিজেকে ভুলে যাও অর্থাৎ নিজে এই সৎ কাজ কর না। এই আয়াতদ্বয় সৎ কাজের আদেশ ও ওয়াজ উপদেশ দাতাদেরকে লজ্জা দিয়েছে যে, অন্যকে তো সৎ কাজ করার দাওয়াত দাও, কিন্তু নিজে তা কর না, এটা লজ্জার কথা। উদ্দেশ্য এই যে, অপরকে উপদেশ দেওয়ার পূর্বে নিজেকে উপদেশ দাও এবং অপরকে যে কাজ করতে বল, নিজেও তা কর।

কিন্তু একথা বলা হয়নি যে, নিজে যখন কর না, তখন অপরকেও করতে বলো না। এ থেকে জানা গেল যে, যে সৎ কাজ নিজে করার সাহস ও তাওফীক নেই, তার প্রতি অপরকে উদ্বুদ্ধ করতে ও উপদেশ দিতে ত্রুটি করা উচিত নয়। আশা করা যায় যে, এই উপদেশের কল্যাণে কোনো সময় তার নিজেরও এ কাজ করার তাওফীক হয়ে যাবে। বিস্তর অভিজ্ঞতা এর পক্ষে সাক্ষ্য দেয়। তবে সে কাজটি যদি ওয়াজিব অথবা সুন্নতে-মোয়াক্কাদাহ পর্যায়ের হয়, তবে উপরিউক্ত আয়াতের প্রতি লক্ষ্য করে মনে মনে অনুতপ্ত ও লজ্জিত হওয়াও ওয়াজিব। মোস্তাহাব পর্যায়ের হলে অনুতাপ করাও মোস্তাহাব।

পরের আয়াতে এই সূরা অবতরণের আসল কারণ বিবৃত হয়েছে; অর্থাৎ আল্লাহর কাছে সর্বাধিক প্রিয় আমল কোনটি? এ সম্পর্কে বলা হয়েছে ঃ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِهِ صَفًّا كَأَنَّهُمْ بُنْيَانٌ مَرْصُوصٌ অর্থাৎ যুদ্ধের সেই কাতার আল্লাহ কাছে প্রিয়, যা আল্লাহর শত্রুদের মোকাবিলায় তাঁর বাণী সমুন্নত করার জন্যে কায়েম করা হয় এবং মুজাহিদদের অসাধারণ দৃঢ়তা ও সাহসিকতার কারণে তা একটি সীসা লাগানো দুর্ভেদ্য প্রাচীরের রূপ পরিগ্রহ করে।

এরপর হযরত মূসা ও ঈসা (আ.)-এর আল্লাহর পথে জেহাদ এবং শত্রুদের নির্যাতন সহ্য করার কথা বর্ণনা করা হয়েছে। অতঃপর পুনরায় মুসলমানদেরকে জেহাদ শিক্ষা দেওয়া হয়েছে। এখানে বর্ণিত হযরত মূসা ও ঈসার (আ.) ঘটনাবলিতেও অনেক শিক্ষাগত ও কর্মগত উপকারিতা এবং দিক নির্দেশ রয়েছে। হযরত ঈসা (আ.)-এর কাহিনীতে আছে যে, তিনি যখন বনী-ইসরাঈলকে তাঁর নবুয়ত মেনে নেওয়ার ও আনুগত্য করার দাওয়াত দেন, তখন বিশেষভাবে দু'টি বিষয় উল্লেখ করেন। (এক) তিনি কোনো অভিনব রাসূল নন এবং অভিনব বিষয় নিয়ে আগমন করেননি বরং এমনসব বিষয় নিয়ে এসেছেন, যা পূর্ববর্তী পয়গম্বরগণ এ পর্যন্ত বলে এসেছেন এবং পূর্ববর্তী ঐশী কিতাবে উল্লিখিত আছে। পরে যে সর্বশেষ পয়গম্বর আগমন করবেন, তিনিও এ ধরনের দিকনির্দেশনা নিয়ে আসবেন।

এখানে পূর্ববর্তী কিতাবসমূহের মধ্যে বিশেষভাবে তাওরাতে উল্লেখ করা হয়েছে। কারণ বনী-ইসরাঈলের প্রতি অবতীর্ণ নিকটতম কিতাব একটিই ছিল। নতুবা পয়গম্বরগণ পূববর্তী সব কিতাবেরই সত্যায়ন করেছেন। এ ছাড়া এতে ইঙ্গিত রয়েছে যে, হযরত ঈসা (আ.)-এর শরিয়ত যদিও স্বতন্ত্র এবং স্বয়ংসম্পূর্ণ, কিন্তু তার অধিকাংশ বিধি-বিধান হযরত মূসা (আ.)–এর শরিয়ত ও তাওরাতের অনুরূপ। স্বল্পসংখ্যক বিধানই পরিবর্তন করা হয়েছে মাত্র।

হযরত ঈসা (আ.) দ্বিতীয় বিষয় এই উল্লেখ করেছেন যে, তিনি তাঁর পরে আগমনকারী রাসূলের সুসংবাদ শুনিয়েছেন। এতে ইঙ্গিত রয়েছে যে, তাঁর দিক নির্দেশও তদনুরূপ হবে। তাই তৎপ্রতি বিশ্বাস স্থাপন করাও বুদ্ধি এবং সততার দাবি। সাথে সাথে তিনি বনী ইসরাঈলকে পরে আগমনকারী রাসূলের নাম-ঠিকানাও ইঞ্জীলে বলে দিয়েছেন। এভাবে বনী-ইসরাঈলকে নির্দেশ দিয়েছেন যে, তিনি যখন আগমন করবেন, তখন তাঁর প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করা ও তাঁর আনুগত্য করা তোমাদের অবশ্য কর্তব্য হবে। وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِي مِنْ بَعْدِي اسْمُهُ أَحْمَدُ বাক্যে তাই বর্ণিত হয়েছে। এতে সেই রাসূলের নাম বলা হয়েছে আহমদ। আমাদের প্রিয় শেষনবী ﷺ-এর মুহাম্মদ, আহমদ এবং আরও কয়েকটি নাম ছিল। কিন্তু ইঞ্জীলে তাঁর নাম আহমদ উল্লেখ করার উপযোগিতা সম্ভবত ঃ এই যে, আরবে প্রাচীনকাল থেকেই মুহাম্মদ নাম রাখার প্রচলন ছিল। ফলে এই নামের আরও লোক আরবে বিদ্যমান ছিল। কিন্তু আহমদ নাম আরবে প্রচলিত ও সুবিদিত ছিল না। এটা একমাত্র রাসূলুল্লাহ ﷺ-এরই বিশেষ নাম ছিল।

ইঞ্জীলে রাসূলে কারীম ﷺ-এর সুসংবাদ : একথা সুবিদিত এবং স্বয়ং ইহুদি ও খ্রিস্টানরাও স্বীকার করতে বাধ্য হয়েছে যে, তাওরাত ও ইঞ্জীলের বিষয়বস্তু বিকৃত হয়েছে। সত্য বলতে কি, এই কিতাবদ্বয়ে এত বেশি পরিবর্তন হয়েছে যে, এখন প্রকৃত কালাম চিনাও দুষ্কর হয়ে পড়েছে। বর্তমান বিকৃত ইঞ্জীলের ভিত্তিতে আজকালকার খ্রিস্টানরা কুরআনের এই বক্তব্য স্বীকার করে না যে, ইঞ্জীলে কোথাও রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর নাম আহমদ উল্লেখ করে সুসংবাদ দেওয়া হয়েছে। তাফসীরে মারেফুল কুরআনের সার-সংক্ষেপে এর সংক্ষিপ্ত ও যথেষ্ট জওয়াব উল্লেখ করা হয়েছে।

https://e-ilm.weebly.com/

বিস্তারিত জওয়াবের জন্য হযরত মাওলানা 'রহমতুল্লাহ' কেরানভীর কিতাব 'ইজ-হারুল হক' পাঠ করা দরকার। এটা খ্রিস্টধর্মের স্বরূপ, ইঞ্জীলে পরিবর্তন এবং পরিবর্তন সত্ত্বেও রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সুসংবাদ ইঞ্জীল বিদ্যমান থাকা সম্পর্কেও একটা নযীরবিহীন কিতাব। বড় বড় খ্রিস্টান পণ্ডিতদের এই উক্তিও মুদ্রিত আছে যে, এই কিতাব প্রকাশিত হতে থাকলে কখনও খ্রিস্টধর্মের প্রচার ও প্রসার হতে পারবে না।

এই কিতাব আরবি ভাষায় লিখিত হয়েছিল। পরে তুর্কী এবং ইংরেজি ভাষায়ও এর অনুবাদ প্রকাশিত হয়েছে। সম্প্রতি দারুল উলূম করাচী থেকে এর উর্দূ অনুবাদও তিন খণ্ডে প্রকাশিত হয়েছে।

تُؤْمِنُوْنَ بِاللّٰهِ وَرَسُوْلِهٖ وَتُجَاهِدُوْنَ فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ بِاَمْوَالِكُمْ وَاَنْفُسِكُمْ

এই আয়াতে ঈমান এবং ধন-সম্পদ ও জীবনপণ করে জেহাদ করাকে বাণিজ্য আখ্যা দেওয়া হয়েছে। কারণ বাণিজ্যে যেমন কিছু ধন-সম্পদ ও শ্রম ব্যয় করার বিনিময়ে মুনাফা অর্জিত হয়, তেমনি ঈমান সহকারে আল্লাহর পথে জান ও মাল ব্যয় করার বিনিময়ে আল্লাহর সন্তুষ্টি ও পরকালের চিরস্থায়ী নিয়ামত অর্জিত হয়। পরবর্তী আয়াতে তাই বলা হয়েছে যে, যে এই বাণিজ্য অবলম্বন করবে, আল্লাহ তা'আলা তার গোনাহ মাফ করবেন এবং জান্নাতে উৎকৃষ্ট বাসগৃহ দান করবেন। এসব বাসগৃহে সর্বপ্রকার আরাম ও বিলাস-ব্যসনের সরঞ্জাম থাকবে। অতঃপর পরকালীন নিয়ামতের সাথে কিছু ইহকালীন নিয়ামতেরও ওয়াদা করা হয়েছে ঃ وَاُخْرٰى تُحِبُّوْنَهَا نَصْرٌ مِّنَ اللّٰهِ وَفَتْحٌ قَرِيْبٌ : এখানে وَاُخْرٰى শব্দটি نِعْمَةٌ এর বিশেষণ। অর্থ এই যে, পরকালীন নিয়মাত ও বাসগৃহ তো পাওয়া যাবেই; ইহকালেও একটি নগদ নিয়ামত পাওয়া যাবে, তা হচ্ছে আল্লাহর সাহায্য ও আসন্ন বিজয়। অর্থাৎ শত্রুদের বিজিত হওয়া। এখানে قَرِيْبٌ শব্দটি পরকালের বিপরীতে ধরা হলে ইসলামের সকল বিজয়ই এর মধ্যে অন্তর্ভুক্ত রয়েছে। আর যদি প্রচলিত قَرِيْبٌ ধরা হয়, তবে এর প্রথম অর্থ হবে খয়বর বিজয় এবং এরপর মক্কা বিজয়। تُحِبُّوْنَهَا অর্থাৎ তোমরা এই নগদ নিয়ামত খুব পছন্দ কর। কারণ মানুষ স্বভাবগতভাবে নগদকে পছন্দ করে। কুরআনে বলা হয়েছে। وَكَانَ الْاِنْسَانُ عَجُوْلًا অর্থাৎ মানুষ তড়িঘড়ি পছন্দ করে। এর অর্থ এই নয় যে, পরকালীন নিয়ামত তাদের কাছে প্রিয় নয়। বরং অর্থ এই যে, পরকালের নিয়ামত তো তাদের প্রিয় কাম্যই, কিন্তু স্বভাবগতভাবে কিছু নগদ নিয়ামতও তারা দুনিয়াতে চায়। তাও দেওয়া হবে।

كَمَا قَالَ عِيْسَى ابْنُ مَرْيَمَ لِلْحَوَارِيّٖنَ مَنْ اَنْصَارِىْٓ اِلَى اللّٰهِ :

حَوَارِيّٖنَ শব্দটি حَوَارِىٌّ এর বহুবচন। -এর অর্থ আন্তরিক বন্ধু। যারা হযরত ঈসা (আ.)-এর প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করেছিল, তাদেরকে حَوَارِىٌّ বলা হতো। সূরা আলে-ইমরানে বর্ণিত হয়েছে যে, তাদের সংখ্যা ছিল বার জন। এই আয়াতে হযরত ঈসা (আ.)-এর আমলের একটি ঘটনা উল্লেখ করে মুসলমানদেরকে দীনের সাহায্যের জন্যে তৈরি হতে উৎসাহিত করা হয়েছে। হযরত ঈসা (আ.) শত্রুদের উৎপীড়নে অতিষ্ঠ হয়ে বলেছিলেন ঃ مَنْ اَنْصَارِىْٓ اِلَى اللّٰهِ অর্থাৎ আল্লাহর দ্বীন প্রচারে কে আমার সাহায্যকারী হবে? প্রত্যুত্তরে বার জন লোক আনুগত্যের শপথ করে এবং খ্রিস্টধর্ম প্রচারে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা পালন করে। অতএব মুসলমানদেরকেও আল্লাহর দ্বীন প্রচারে সাহায্যকারী হওয়া উচিত।

فَاٰمَنَتْ طَّآئِفَةٌ مِّنْۢ بَنِىْٓ اِسْرَآءِيْلَ وَكَفَرَتْ طَّآئِفَةٌ فَاَيَّدْنَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا عَلٰى عَدُوِّهِمْ فَاَصْبَحُوْا ظٰهِرِيْنَ :

খ্রিস্টানদের তিন দল ঃ আল্লামা বগভী (র.) এই আয়াতের তাফসীরে হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা.) থেকে বর্ণনা করেন, হযরত ঈসা (আ.) আসমানে উত্থিত হওয়ার পর খ্রিস্টান জাতি তিন দলে বিভক্ত হয়ে পড়ে। একদল বলল ঃ তিনি আল্লাহ ছিলেন এবং আসমানে চলে গেছেন। দ্বিতীয় দল বলল : তিনি আল্লাহ খোদা ছিলেন না বরং খোদার পুত্র ছিলেন। এখন আল্লাহ তাকে আসমানে উঠিয়ে নিয়েছেন এবং শত্রুদের উপর শ্রেষ্ঠত্ব দান করেছেন। তৃতীয় দল বিশুদ্ধ ও সত্যকথা বলল, তারা বলল ঃ তিনি আল্লাহও ছিলেন না, আল্লাহর পুত্রও ছিলেন না; বরং আল্লাহর দাস ও রাসূল ছিলেন। আল্লাহ তা'আলা তাঁকে শত্রুদের কবল থেকে হেফাজত ও উচ্চ মর্তবা দান করার জন্যে আকাশে উঠিয়ে নিয়েছেন। তারাই ছিল সত্যিকার ঈমানদার। প্রত্যেক দলের সাথে কিছু কিছু জনসাধারণও যোগদান করে এবং পারস্পরিক কলহ বাড়তে বাড়তে যুদ্ধের উপক্রম হয়। ঘটনাচক্রে উভয় কাফের দল মুমিনদের মোকাবিলায় প্রবল হয়ে উঠে। অবশেষে আল্লাহ তা'আলা সর্বশেষ পয়গম্বর রাসূল ﷺ-কে প্রেরণ করেন। তিনি মুমিন দলকে সমর্থন দেন। এভাবে পরিণামে মুমিন দল যুক্তি প্রমাণের নিরীখে বিজয়ী হয়ে যায়। −(মাযহারী)

https://e-ilm.weebly.com/

এই তাফসীর অনুযায়ী اَلَّذِيْنَ اٰمَنُوْا বলে হযরত ঈসা (আ.)-এর উম্মতের মুমিনগণকেই বোঝানো হয়েছে, যারা রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর সাহায্য ও সমর্থনে বিজয়গৌরব অর্জন করবে। –(মাযহারী) কেউ কেউ বলেন ঃ হযরত ঈসা (আ.)-এর আসমানে উত্থিত হওয়ার পর খ্রিস্টানদের মধ্যে দুদল হয়ে যায়। একদল হযরত ঈসা (আ.)-কে আল্লাহ অথবা আল্লাহর পুত্র আখ্যায়িত করে মুশরিক হয়ে যায় এবং অপরদল বিশুদ্ধও খাঁটি দীনের উপর প্রতিষ্ঠিত থাকে। তারা হযরত ঈসা (আ.)-কে আল্লাহর দাস ও রাসূল মান্য করে। এরপর মুশরিক ও মুমিন দলের মধ্যে যুদ্ধ সংঘটিত হলে আল্লাহ তা'আলা মুমিনদেরকে কাফের দলের বিরুদ্ধে বিজয়ী করেন। কিন্তু একথাই প্রসিদ্ধ যে, হযরত ঈসা (আ.)-এর ধর্মে জেহাদ ও যুদ্ধের বিধান ছিল না। তাই মুমিন দলের যুদ্ধ করার কথা অবান্তর মনে হয়। –(রূহুল-মা'আনী) উপরে এর জওয়াবের প্রতি ইঙ্গিত করা হয়েছে যে, সম্ভবত ঃ যুদ্ধের সূচনা কাফের খ্রিস্টান দলের পক্ষ থেকে হয়েছিল এবং মুমিনরা প্রতিরক্ষামূলক যুদ্ধ করতে বাধ্য হয়েছিল। এটা প্রকৃতপক্ষে জেহাদ ও যুদ্ধের মধ্যে পড়ে না।

শব্দ বিশ্লেষণ :

سَبَّحَ : সীগাহ واحد مذكر غائب বহছ ماضى معروف বাব تَفْعِيْل মাসদার تَسْبِيْح মূলবর্ণ (س - ب - ح) জিনস صحيح অর্থ- আল্লাহ তা'আলার পবিত্রতা বর্ণনা করা।

كَبُرَ : সীগাহ واحد مذكر غائب বহছ كِبَارَةً বাব سَمِعَ . كَرُمَ মাসদার كِبَرٌ মূলবর্ণ (ك - ب - ر) জিনস صحيح অর্থ– অত্যন্ত। বড় হয়েছে।

مَرْصُوْص : সীগাহ واحد مذكر বহছ اسم مفعول বাব نَصَرَ মাসদার اَلرَّصُّ মূলবর্ণ (ر – ص – ص) জিনস مضاعف ثلاثى অর্থ– সিসা ঢালাই। মজবুত।

تُؤْذُوْنَنِىْ : সীগাহ جمع مذكر حاضر বহছ مضارع معروف বাব اِفْعَالٌ মাসদার اِيْذَاءً মূলবর্ণ (ا - ذ - ى) জিনস মুরাক্কাব مهموز فاء এবং ناقص يائى অর্থ–আমাকে কষ্ট দিচ্ছ।

زَاغُوْا : সীগাহ جمع مذكر غائب বহছ ماضى معروف বাব نَصَرَ মাসদার زَيْغٌ মূলবর্ণ (ز - ى - غ) জিনস اجوف يائى অর্থ– বক্র রইল।

اَزَاغَ : সীগাহ واحد مذكر غائب বহছ ماضى معروف বাব اِفْعَالٌ মাসদার اِزَاغَةً মূলবর্ণ (ز - ى - غ) জিনস اجوف يائى অর্থ– বক্র করে দিলেন।

قَالَ : সীগাহ واحد مذكر غائب বহছ ماضى معروف বাব نَصَرَ মাসদার قَوْلٌ মূলবর্ণ (ق - و - ل) জিনস اجوف واوى অর্থ– সে বলল।

مُصَدِّقًا : সীগাহ واحد مذكر বহছ اسم فاعل বাব تَفْعِيْل মাসদার تَصْدِيْق মূলবর্ণ (ص - د - ق) জিনস صحيح অর্থ– সত্যতা প্রতিপাদনকারী।

مُبَشِّرًا : সীগাহ واحد مذكر বহছ اسم فاعل বাব تَفْعِيْل মাসদার تَبْشِيْر মূলবর্ণ (ب - ش - ر) জিনস صحيح অর্থ– সুসংবাদ প্রদানকারী।

يَاْتِىْ : সীগাহ واحد مذكر غائب বহছ مضارع معروف বাব ضَرَبَ মাসদার اِتْيَانٌ মূলবর্ণ (ء - ت - ى) জিনস মুরাক্কাব مهموز فاء এবং ناقص يائى অর্থ– আগমন করবেন।

اِفْتَرٰى : সীগাহ واحد مذكر غائب বহছ ماضى معروف বাব اِفْتِعَالٌ মাসদার اِفْتِرَاءً মূলবর্ণ (ف – ر – ى) জিনস ناقص يائى অর্থ– মিথ্যা আরোপ করে।

يُدْعٰى : সীগাহ واحد مذكر غائب বহছ مضارع مجهول বাব نَصَرَ মাসদার دَعْوَةً মূলবর্ণ (د – ع – و) জিনস ناقص واوى অর্থ– আহ্বান করা হচ্ছে।

https://e-ilm.weebly.com/

https://e-ilm.weebly.com/

سُوْرَةُ الْجُمُعَةِ مَدَنِيَّةٌ

সূরা জুমু'আহ

মদিনায় অবতীর্ণ; আয়াত– ১১, রুকূ'– ২

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ○

পরম করুণাময়, দয়ালু আল্লাহর নামে শুরু করছি।

১. যা আসমানসমূহ ও জমিনের মধ্যে আছে, সকলেই আল্লাহর পবিত্রতা বর্ণনা করে, যিনি বাদশাহ পবিত্র– মহাপরাক্রান্ত, প্রজ্ঞাময়।	يُسَبِّحُ لِلّٰهِ مَا فِي السَّمٰوٰتِ وَمَا فِي الْاَرْضِ الْمَلِكِ الْقُدُّوْسِ الْعَزِيْزِ الْحَكِيْمِ ۝١
২. তিনিই উম্মি লোকদের মধ্যে একজন রাসূল তাদেরই মধ্য হতে প্রেরণ করেছেন, যিনি তাদেরকে আল্লাহর আয়াতসমূহ পড়ে শুনান, আর তাদেরকে পবিত্র করেন এবং তাদেরকে কিতাব ও জ্ঞান শিক্ষা দেন, আর এরা পূর্ব হতে প্রকাশ্য ভ্রান্তির মধ্যে ছিল,	هُوَ الَّذِيْ بَعَثَ فِي الْاُمِّيّٖنَ رَسُوْلًا مِّنْهُمْ يَتْلُوْا عَلَيْهِمْ اٰيٰتِهٖ وَيُزَكِّيْهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتٰبَ وَالْحِكْمَةَ ۗ وَاِنْ كَانُوْا مِنْ قَبْلُ لَفِيْ ضَلٰلٍ مُّبِيْنٍ ۝٢
৩. আর (উপস্থিতগণ ব্যতীত) অন্যান্য লোকদের জন্যও –যারা তাদের সাথে শামিল হবে, কিন্তু এখনো শামিল হয়নি; আর তিনি মহাপরাক্রান্ত, প্রজ্ঞাময়।	وَّاٰخَرِيْنَ مِنْهُمْ لَمَّا يَلْحَقُوْا بِهِمْ ۗ وَهُوَ الْعَزِيْزُ الْحَكِيْمُ ۝٣

শাব্দিক অনুবাদ :

১. يُسَبِّحُ لِلّٰهِ সকলেই আল্লাহর পবিত্রতা বর্ণনা করে مَا فِي السَّمٰوٰتِ وَمَا فِي الْاَرْضِ যা আসমানসমূহ ও জমিনের মধ্যে আছে الْمَلِكِ الْقُدُّوْسِ যিনি বাদশাহ পবিত্র الْعَزِيْزِ মহাপরাক্রান্ত الْحَكِيْمِ প্রজ্ঞাময়।

২. هُوَ الَّذِيْ بَعَثَ তিনিই প্রেরণ করেছেন فِي الْاُمِّيّٖنَ উম্মি লোকদের মধ্যে رَسُوْلًا একজন রাসূল مِّنْهُمْ তাদেরই মধ্য হতে يَتْلُوْا عَلَيْهِمْ اٰيٰتِهٖ যিনি তাদেরকে আল্লাহর আয়াতসমূহ পড়ে শুনান وَيُزَكِّيْهِمْ আর তাদেরকে পবিত্র করেন وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتٰبَ وَالْحِكْمَةَ এবং তাদেরকে কিতাব ও জ্ঞান শিক্ষা দেন وَاِنْ كَانُوْا مِنْ قَبْلُ আর এরা পূর্ব হতে ছিল لَفِيْ ضَلٰلٍ مُّبِيْنٍ প্রকাশ্য ভ্রান্তির মধ্যে।

৩. وَّاٰخَرِيْنَ مِنْهُمْ আর অন্যান্য লোকদের জন্যও لَمَّا يَلْحَقُوْا بِهِمْ যারা তাদের সাথে শামিল হবে, কিন্তু এখনও শামিল হয় নি وَهُوَ الْعَزِيْزُ, আর তিনি মহাপরাক্রান্ত الْحَكِيْمُ প্রজ্ঞাময়।

https://e-ilm.weebly.com/

https://e-ilm.weebly.com/

৪. এটা আল্লাহ তা'আলার অনুগ্রহ, তিনি যাকে ইচ্ছা এ অনুগ্রহ দান করে থাকেন; আর আল্লাহ বড় অনুগ্রহশীল।	ذٰلِكَ فَضْلُ اللّٰهِ يُؤْتِيْهِ مَنْ يَّشَآءُ ؕ وَاللّٰهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيْمِ ﴿٤﴾
৫. যাদেরকে তাওরাত কিতাব অনুসারে আমল করার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে, অতঃপর তারা তদনুসারে আমল করেনি, তাদের অবস্থা সে গাধার অবস্থার ন্যায়– যে বহু কিতাবের বোঝা বহন করেছে; ঐ সম্প্রদায়ের অবস্থা নিকৃষ্ট–যারা আল্লাহর নিদর্শনাবলিকে অবিশ্বাস করেছে; আর আল্লাহ এরূপ জালিমদেরকে হেদায়েত দান করেন না।	مَثَلُ الَّذِيْنَ حُمِّلُوا التَّوْرٰىةَ ثُمَّ لَمْ يَحْمِلُوْهَا كَمَثَلِ الْحِمَارِ يَحْمِلُ اَسْفَارًا ؕ بِئْسَ مَثَلُ الْقَوْمِ الَّذِيْنَ كَذَّبُوْا بِاٰيٰتِ اللّٰهِ ؕ وَاللّٰهُ لَا يَهْدِى الْقَوْمَ الظّٰلِمِيْنَ ﴿٥﴾
৬. আপনি বলে দিন, হে ইহুদিগণ! যদি তোমাদের দাবি এই হয় যে, অন্যান্য মানুষ ব্যতীত শুধু তোমরাই আল্লাহর প্রিয়, তবে তোমরা মৃত্যু কামনা কর, যদি তোমরা সত্যবাদী হও।	قُلْ يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ هَادُوْۤا اِنْ زَعَمْتُمْ اَنَّكُمْ اَوْلِيَآءُ لِلّٰهِ مِنْ دُوْنِ النَّاسِ فَتَمَنَّوُا الْمَوْتَ اِنْ كُنْتُمْ صٰدِقِيْنَ ﴿٦﴾
৭. আর তারা কখনো এটার কামনা করবে না, সে আমলসমূহের দরুন যা তারা নিজ হস্তে সঞ্চয় করেছে; আর এ জালিমদের বিষয় আল্লাহর খুব জানা আছে।	وَلَا يَتَمَنَّوْنَهٗۤ اَبَدًۢا بِمَا قَدَّمَتْ اَيْدِيْهِمْ ؕ وَاللّٰهُ عَلِيْمٌۢ بِالظّٰلِمِيْنَ ﴿٧﴾
৮. আপনি বলে দিন, যে মৃত্যু হতে তোমরা পলায়ন করছ, তা (একদিন) তোমাদেরকে এসে পাকড়াও করবে,	قُلْ اِنَّ الْمَوْتَ الَّذِىْ تَفِرُّوْنَ مِنْهُ فَاِنَّهٗ مُلٰقِيْكُمْ

শাব্দিক অনুবাদ :

৪. ذٰلِكَ فَضْلُ اللّٰهِ এটা আল্লাহ তা'আলার অনুগ্রহ يُؤْتِيْهِ مَنْ يَّشَآءُ তিনি যাকে ইচ্ছা এই অনুগ্রহ দান করে থাকেন وَاللّٰهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيْمِ আর আল্লাহ বড় অনুগ্রহশীল।

৫. مَثَلُ الَّذِيْنَ حُمِّلُوا التَّوْرٰىةَ যাদেরকে তাওরাত কিতাব অনুসারে আমল করার নির্দেশ দেওয়া হয়েছিল ثُمَّ لَمْ يَحْمِلُوْهَا অতঃপর তারা তদনুসারে আমল করেনি كَمَثَلِ الْحِمَارِ তাদের অবস্থা সেই গাধার অবস্থার ন্যায় يَحْمِلُ اَسْفَارًا যে বহু কিতাবের বোঝা বহন করে আছে بِئْسَ مَثَلُ الْقَوْمِ কওমের অবস্থা নিকৃষ্ট الَّذِيْنَ كَذَّبُوْا بِاٰيٰتِ اللّٰهِ যারা আল্লাহর নিদর্শনাবলিকে অবিশ্বাস করেছে وَاللّٰهُ لَا يَهْدِى الْقَوْمَ الظّٰلِمِيْنَ আর আল্লাহ এরূপ জালিমদেরকে হেদায়েত দান করেন না।

৬. قُلْ আপনি বলে দিন يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ هَادُوْۤا হে ইহুদিগণ اِنْ زَعَمْتُمْ اَنَّكُمْ اَوْلِيَآءُ لِلّٰهِ তোমাদের দাবি এই হয় যে, শুধু তোমরাই আল্লাহর প্রিয় مِنْ دُوْنِ النَّاسِ অন্যান্য মানুষ ব্যতীত فَتَمَنَّوُا الْمَوْتَ তবে তোমরা মৃত্যু কামনা কর اِنْ كُنْتُمْ صٰدِقِيْنَ যদি তোমরা সত্যবাদী হও।

৭. وَلَا يَتَمَنَّوْنَهٗۤ اَبَدًا আর তারা কখনো এটার কামনা করবে না بِمَا قَدَّمَتْ اَيْدِيْهِمْ সেই আমলসমূহের দরুন যা তারা নিজ হস্তে সঞ্চয় করেছে وَاللّٰهُ عَلِيْمٌۢ بِالظّٰلِمِيْنَ আর এই জালিমদের বিষয় আল্লাহর খুব জানা আছে।

৮. قُلْ আপনি বলে দিন اِنَّ الْمَوْتَ الَّذِىْ تَفِرُّوْنَ مِنْهُ যে মৃত্যু হতে তোমরা পলায়ন করছ فَاِنَّهٗ مُلٰقِيْكُمْ তা তোমাদেরকে এসে পাকড়াও করবে,

https://e-ilm.weebly.com/

https://e-ilm.weebly.com/

সূরাটির বিষয়বস্তু ও মূলবক্তব্য : অত্র সূরায় দু'টি রুকূ' রয়েছে এবং উভয় রুকূ' ভিন্ন ভিন্ন সময় নাজিল হয়েছে, তাই আলোচ্য বিষয়ে ভিন্ন ভিন্ন লোককে সম্বোধন করা হয়েছে। এ দু'টি অংশের মধ্যে কিছুটা সামঞ্জস্যও রয়েছে বলেই এ দু'টি অংশকে একই সূরার মধ্যে সন্নিবেশিত করা হয়েছে। কিন্তু এ সামঞ্জস্য কি তা জানবার পূর্বে উভয় অংশের আলোচ্য বিষয় পৃথকভাবেই বুঝবার জন্য সচেষ্ট হতে হবে।

প্রথম আয়াতে আল্লাহ তা'আলা মানুষকে শিক্ষা দিয়েছেন যে, সকল জীব-জন্তু, কীট-পতঙ্গ, তরুলতা অর্থাৎ আসমান জমিনের সকল সৃষ্টি জগতের মতো তোমরা মানবজাতিও তাঁর গুণকীর্তন বর্ণনা করো।

দ্বিতীয়, তৃতীয় ও চতুর্থ আয়াতে হযরত মুহাম্মদ ﷺ -এর গুণাবলি এবং বহু কার্যাদির বিবরণ দিয়েছেন, অর্থাৎ তিনি আল্লাহ প্রদত্ত কিতাব তেলাওয়াত করেন এবং মানুষকে শিরক, বিদআত, জেনা, হত্যা, ছিনতাই, রাহাজানি ও মানুষকে কষ্ট প্রদান ইত্যাদি থকে বিরত থাকার শিক্ষা দেন। তাঁর এ কার্য সাহাবী ও তাবেয়ীন এবং তৎপরবর্তী আগমনকারীদের জন্য বাস্তবায়ন হবে। এটা আল্লাহর রহমত স্বরূপ।

পঞ্চম আয়াতে আল্লাহ তাওরাতপ্রাপ্ত ইহুদিদেরকে তাদের কিতাবের আহকামসমূহকে বুঝে-শুনেও অবমাননা করার কারণে গাধার সাথে সামঞ্জস্য প্রদান করেছেন এবং আল্লাহ তা'আলা তাদের উপর অত্যন্ত ক্ষুব্ধ ও রাগান্বিত এবং অসন্তুষ্টির কথা বলেছেন।

৬ষ্ঠ, ৭ম ও ৮ম আয়াতে বলা হয়েছে যে, যে সকল ইহুদি আল্লাহর বন্ধু ও প্রিয় পাত্র হওয়ার দাবি করে, তাদের সে দাবি সত্যায়িত করার মৃত্যু কামনা করতে বলা হয়েছে। যেহেতু তাদের অত্র দাবি মিথ্যা ছিল, তাই তারা সে আকাঙ্ক্ষা জাহির করবে না। আল্লাহর এটা অজানা নয়। আর মুহাম্মদ ﷺ -কে বলা হয়েছে যে, তারা মৃত্যু হতে বাঁচতে যতই চেষ্টা করুক, মৃত্যু অবধাতির এটা শুনিয়ে দিন।

শেষ রুকূ'তে জুমার নামাজ সংক্রান্ত বিধি-বিধান সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে এবং জুমার আজান দেওয়ার পর যাবতীয় কার্যাদি ও ক্রয়-বিক্রয় হারাম ঘোষণা করা হয়েছে এবং জুমার দিকে সায়ী করা ঈমানদারদের জন্য ওয়াজিব করা হয়েছে। আর নামাজান্তে দুনিয়াবি সকল কাজকর্ম হালালের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। আর সর্বশেষ আয়াতে মুসলমানদেরকে আল্লাহর প্রতি তারগীব দেওয়া হয়েছে। কারণ যাবতীয় কাজকর্ম ও ধন-দৌলত হতে আল্লাহর সন্তুষ্টি অতি উত্তম।

قُلْ يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ هَادُوْۤا اِنْ زَعَمْتُمْ اَنَّكُمْ اَوْلِيَآءُ لِلّٰهِ مِنْ دُوْنِ النَّاسِ فَتَمَنَّوُا الْمَوْتَ اِنْ كُنْتُمْ صٰدِقِيْنَ (٦)

শানে নুযূল ঃ আহলে কিতাবরা আল্লাহর সাথে তাদের বিশেষ সম্পর্ক আছে ও তারা নিজেদেরকে আল্লাহ পাকের বন্ধু বলে অহংকার করত। তারা আরো বলত, আমরা আল্লাহ পাকের অতি প্রিয় বান্দা। সে প্রেক্ষিতেই এই আয়াতে কারীমা অবতীর্ণ হয়। –(কানযুন নুকূল ১০০)

وَاِذَا رَاَوْا تِجَارَةً اَوْ لَهْوَا انْفَضُّوْۤا اِلَيْهَا وَتَرَكُوْكَ قَآئِمًا ۗ قُلْ مَا عِنْدَ اللّٰهِ خَيْرٌ مِّنَ اللَّهْوِ وَمِنَ التِّجَارَةِ ۗ وَاللّٰهُ خَيْرُ الرّٰزِقِيْنَ (١١)

শানে নুযূল ঃ হযরত জাবের (রা.) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন একদা নবী করীম ﷺ দাঁড়িয়ে জুমার খুতবা দিচ্ছিলেন। এমন সময় মদীনায় এক ব্যবসায়ী কাফেলার আগমন ঘটে। রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর সাহাবীরা তখন সেদিকে দ্রুত ছুটে যান। তাদের মধ্য থেকে ১২ জন ছাড়া আর কেউ বাকি থাকলেন না, এদের মধ্যে হযরত আবূ বকর ওমর (রা.) ছিলেন অন্যতম। এ পরিপ্রেক্ষিতে এই আয়াত অবতীর্ণ হয়। –(তিরমিযী, কুরতুবী ১৮:১০৯, মুসলিম শরীফ)

يُسَبِّحُ لِلّٰهِ مَافِى السَّمٰوٰتِ وَمَا فِى الْاَرْضِ : কুরআন পাকের যেসব সূরা سَبَّحَ ও يُسَبِّحُ শব্দ দ্বারা হয়, সেগুলোকে 'মুসাব্বাহাত' বলা হয়। এসব সূরায় নভোমণ্ডল, ভূমণ্ডল ও এতদুভয়ের মধ্যবর্তী সবকিছুর জন্যে আল্লাহ পবিত্রতা পাঠ সপ্রমাণ করা হয়েছে। অবস্থার মাধ্যমে এই পবিত্রতা পাঠ সবারই বোধগম্য। কারণ সৃষ্টজগতের প্রতিটি অনু-পরমাণু তার প্রজ্ঞাময় স্রষ্টার প্রজ্ঞা ও অপার শক্তি-সামর্থ্যের সাক্ষ্যদাতা। এটাই তার পবিত্রতা পাঠ। নির্ভুল সত্য এই যে, প্রত্যেক বস্তু তার নিজস্ব ভঙ্গিতে আক্ষরিক অর্থেও পবিত্রতা পাঠ করে। কেননা আল্লাহ তা'আলা প্রত্যেক জড় ও অজড় পদার্থের মধ্যে তার সাধ্যানুযায়ী চেতনা ও অনুভূতি রেখেছেন। এই চেতনা ও অনুভূতির অপরিহার্য দাবি হচ্ছে পবিত্রতা পাঠ। কিন্তু এসব বস্তুর পবিত্রতা পাঠ মানুষ শ্রবণ করে না। তাই কুরআনে বলা হয়েছে وَلٰكِنْ لَّا تَفْقَهُوْنَ تَسْبِيْحَهُمْ অধিকাংশ সূরার শুরুতে অতীত পদবাচ্যে سَبَّحَ বলা হয়েছে। কেবল সূরা জুমুআহ ও সূরা তাগাবুনে ভবিষ্যৎ পদবাচ্যে يُسَبِّحُ ব্যবহার করা হয়েছে। এতে ভাষাগত অলংকার এই যে, অতীত পদবাচ্য নিশ্চয়তা বোঝায়। এ কারণে অধিকাংশ ক্ষেত্রে তাই ব্যবহৃত হয়েছে। ভবিষ্যৎ পদবাচ্য সদাসর্বদা হওয়া বোঝায়। এই অর্থ বোঝাবার জন্যে দুই জায়গায় এই পদ ব্যবহার করা হয়েছে।

https://e-ilm.weebly.com/

هُوَ الَّذِىْ بَعَثَ فِى الْاُمِّيّٖنَ رَسُوْلًا : اُمِّيِّيْنَ শব্দটি اُمِّىٌّ -এর বহুবচন। এর অর্থ নিরক্ষর। আরবরা এই পদবিতে সুবিদিত। কারণ তাদের মধ্যে লেখাপড়ার প্রচলন ছিল না। লেখাপড়া জানা লোক খুব কম ছিল। এই আয়াতে আল্লাহ তা'আলার মহাশক্তি প্রকাশ করার জন্যে বিশেষভাবে আরবদের জন্যে এই পদবি অবলম্বন করা হয়েছে এবং একথাও বলা হয়েছে যে, প্রেরিত রাসূলও তাদেরই একজন অর্থাৎ নিরক্ষর। কাজেই এটা বিস্ময়কর ব্যাপার যে, গোটা জাতি নিরক্ষর এবং তাদের কাছে যে রাসূল প্রেরিত হয়েছেন, তিনিও নিরক্ষর। অথচ যেসব কর্তব্য এই রাসূলকে সোপর্দ করা হয়েছে, সেগুলো সবই এমন শিক্ষামূলক ও সংস্কারমূলক যে, কোনো নিরক্ষর ব্যক্তি এগুলো শিক্ষা দিতে পারে না। এবং কোনো নিরক্ষর জাতি এগুলো শিখার যোগ্য নয়।

একে একমাত্র আল্লাহ তা'আলার অপার শক্তিবলে রাসূলে কারীম ﷺ-এর অলৌকিক ক্ষমতাই আখ্যা দেওয়া যায় যে, তিনি যখন শিক্ষা ও সংস্কারের কাজ শুরু করেন, তখন এই নিরক্ষরদের মধ্যেই এমন সুপণ্ডিত ও দার্শনিকের আবির্ভাব ঘটল, যাদের জ্ঞান ও প্রজ্ঞা ও কুশলতা এবং উৎকৃষ্ট কর্মপ্রতিভা সারাবিশ্বের স্বীকৃতি ও প্রশংসা কুড়িয়েছে।

পয়গম্বর প্রেরণের তিন উদ্দেশ্য ঃ يَتْلُوْا عَلَيْهِمْ اٰيٰتِهٖ وَيُزَكِّيْهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتٰبَ وَالْحِكْمَةَ এই আয়াতে আল্লাহ তা'আলার নিয়ামত বর্ণনা প্রসঙ্গে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর তিনটি গুণ উল্লেখ করা হয়েছে ঃ (এক) কুরআনের আয়াত তেলাওয়াত, (দুই) উম্মতকে বাহ্যিক ও আভ্যন্তরীণ সকল প্রকার অপবিত্রতা থেকে পবিত্র করা, (তিন) কিতাব ও হিকমত শিক্ষা দেওয়া। এই তিনটি বিষয়ই উম্মতের জন্যে যেমন আল্লাহ তা'আলার নিয়ামত তেমনি রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে প্রেরণ করার উদ্দেশ্যেরও অন্তর্ভুক্ত।

يَتْلُوْا عَلَيْهِمْ اٰيٰتِهٖ : تِلَاوَتٌ এর আসল অর্থ অনুসরণ করা। পরিভাষায় শব্দটি আল্লাহর কালাম পাঠ করার অর্থে ব্যবহৃত হয়। اٰيَاتٌ বলে কুরআনের আয়াত বোঝানো হয়েছে عَلَيْهِمْ শব্দে বলা হয়েছে যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে প্রেরণ করার এক উদ্দেশ্য যে, তিনি মানুষকে কুরআনের আয়াতসমূহ পাঠ করে শোনাবেন।

দ্বিতীয় উদ্দেশ্য يُزَكِّيْهِمْ এটা تَزْكِيَةٌ থেকে উদ্ভূত। অর্থ পবিত্র করা। আভ্যন্তরীণ দোষ থেকে পবিত্র করার অর্থে অধিকতর ব্যবহৃত হয়; অর্থাৎ কুফর, শিরক ও কুচরিত্রতা থেকে পবিত্র করা। কোনো সময় বাহ্যিক ও আভ্যন্তরীণ সর্বপ্রকার পবিত্রতার জন্যেও ব্যবহৃত হয়। এখানে এই ব্যাপক অর্থই উদ্দেশ্য।

তৃতীয় উদ্দেশ্য وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتٰبَ وَالْحِكْمَةَ 'কিতাব' বলে কুরআন পাক এবং 'হিকমত' বলে রাসূলুল্লাহ ﷺ থেকে বর্ণিত উক্তিগত ও কর্মগত শিক্ষাসমূহ বোঝানো হয়েছে। তাই অনেক তফসীরকারক এখানে হিকমতের তাফসীর করেছেন সুন্নাহ।

একটি প্রশ্ন ও উত্তর : এখানে প্রশ্ন হয় যে, তেলাওয়াতের পরই কিতাব শিক্ষাদানের কথা এবং এরপর পবিত্র করার কথা উল্লেখ করা বাহ্যত সঙ্গত ছিল। কেননা এই বিষয় ত্রয়ের স্বাভাবিক ক্রম তাই। প্রথমে তেলাওয়াত অর্থাৎ ভাষা ও অর্থ সম্ভার শিক্ষা দেওয়া হয়। এর পরিণতিতে কর্ম ও চরিত্র সংশোধনের পালা আসে। কুরআন পাকে এই আয়াত কয়েক জায়গায় বর্ণিত হয়েছে। অধিকাংশ জায়গায় স্বাভাবিক ক্রম পরিবর্তন করে তেলাওয়াত ও শিক্ষাদানের মাঝখানে তাযকিয়া তথা কর্ম ও চরিত্র সংশোধনের কথা উল্লেখ করা হয়েছে।

রূহুল মা'আনীতে এর জওয়াবে বলা হয়েছে, যদি স্বাভাবিক ক্রম অবলম্বন করা হতো, তবে এই বিষয়ত্রয় মিলে এক-একটি স্বতন্ত্র বিষয় হতো,যেমন চিকিৎসার ব্যবস্থাপত্রে কয়েক প্রকার ঔষধের সমষ্টিকে একই ঔষধ বলা হয়ে থাকে। এখানেও এই সত্য ফুটিয়ে তোলা হয়েছে যে, এই বিষয়ত্রয়ে আলাদাভাবে স্বতন্ত্র নিয়ামত এবং পৃথক পৃথকভাবে রিসালতের কর্তব্য সাব্যস্ত করা হয়েছে। ক্রম পরিবর্তন করার ফলে এদিকে ইঙ্গিত হতে পারে।

সূরা বাকারায় এই আয়াতের বিস্তারিত তাফসীর অনেক জ্ঞাতব্য বিষয়সহ বর্ণিত হয়েছে।

وَاٰخَرِيْنَ مِنْهُمْ لَمَّا يَلْحَقُوْا بِهِمْ وَهُوَ الْعَزِيْزُ الْحَكِيْمُ : وَاٰخَرِيْنَ এর শাব্দিক অর্থ- অন্য লোক। لَمَّا يَلْحَقُوْا بِهِمْ এর অর্থ যারা এখন পর্যন্ত তাদের অর্থাৎ নিরক্ষরদের সাথে মিলিত হয়নি। এখানে কেয়ামত পর্যন্ত আগমনকারী সকল মুসলমানকে বোঝানো হয়েছে। এতে ইঙ্গিত রয়েছে যে, কেয়ামত পর্যন্ত আগমনকারী সকল মুসলমানকে প্রথম কাতারের মুমিন অর্থাৎ সাহাবায়ে-কেরামের সাথে সংযুক্ত মনে করা হবে। এটা নিঃসন্দেহে পরবর্তী মুসলমানদের জন্যে সুসংবাদ। -(রূহুল-মা'আনী)

কেউ কেউ وَاٰخَرِيْنَ শব্দটিকে اُمِّيِّيْنَ -এর উপর عطف করেছেন। এর সারমর্ম এই যে, আল্লাহ তা'আলা তাঁর রাসূলকে নিরক্ষরদের মধ্যে এবং তাদের মধ্যে প্রেরণ করেছেন, যারা এখনও নিরক্ষরদের সাথে মিলিত হয়নি। এখানে প্রশ্ন হয় যে, উপস্থিত লোকদের মধ্যে রাসূল প্রেরণ করার বিষয়টি বোধগম্য, কিন্তু যারা এখনও দুনিয়াতে আগমনই করেনি, তাদের

https://e-ilm.weebly.com/

মধ্যে রাসূল প্রেরণ করার মানে কি? বয়ানুল কুরআনে বলা হয়েছে, তাদের মধ্যে প্রেরণ করার অর্থ তাদের জন্যে প্রেরণ করা, فِيْ শব্দটি আরবি ভাষায় এই অর্থেও আসে।

কেউ কেউ وَاٰخَرِيْنَ শব্দের عطف মেনেছেন وَيُعَلِّمُهُمْ-এর সর্বনামের উপর। এর অর্থ এই হবে যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ শিক্ষা দেন নিরক্ষরদেরকে এবং তাদেরকে যারা এখনও তাদের সাথে মিলিত হয়নি। –(মাযহারী)

সহীহ বোখারী ও মুসলিমে হযরত আবূ হুরায়রা (রা.) বর্ণনা করেন, আমরা রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর কাছে বসা ছিলাম, এমতাবস্থায় সূরা জুমুআহ অবতীর্ণ হয়। তিনি আমাদের তা পাঠ করে শুনান। তিনি وَاٰخَرِيْنَ مِنْهُمْ لَمَّا يَلْحَقُوْا بِهِمْ পাঠ করলে আমরা আরজ করলাম ঃ ইয়া রাসূলাল্লাহ, এরা কারা? তিনি নিরুত্তর রইলেন। দ্বিতীয়বার, তৃতীয়বার প্রশ্ন করার পর তিনি পার্শ্বে উপবিষ্ট হযরত সালমান ফারসী (রা.)-এর গায়ে হাত রাখলেন এবং বললেন ঃ যদি ঈমান সূরাইয়া নক্ষত্রের সমান উচ্চতায়ও থাকে, তবে তার সম্প্রদায়ের কিছু লোক সেখান থেকেও ঈমানকে নিয়ে আসবে। –(মাযহারী)

এই রেওয়ায়েতেও পারস্যবাসীদের কোনো বৈশিষ্ট্য প্রমাণিত হয় না; বরং এতটুকু বোঝা যায় যে, তারাও اٰخَرِيْنَ। অর্থাৎ অন্য লোকদের সমষ্টির অন্তর্ভুক্ত। এই হাদীসে অনারবদের যথেষ্ট ফজিলত ব্যক্ত হয়েছে। –(মাযহারী)

مَثَلُ الَّذِيْنَ حُمِّلُوا التَّوْرٰىةَ ثُمَّ لَمْ يَحْمِلُوْهَا كَمَثَلِ الْحِمَارِ يَحْمِلُ اَسْفَارًا :

اَسْفَار শব্দটি سِفْر –এর বহুবচন। এর অর্থ বড় পুস্তক। পূর্ববর্তী আয়াতসমূহে নিরক্ষর লোকদের মধ্যে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর আবির্ভাব ও নবুয়ত এবং তাঁকে প্রেরণ করার তিনটি উদ্দেশ্য যে ভাষায় ব্যক্ত হয়েছে, তাওরাতেরও তা প্রায় একই ভাষায় বিবৃত হয়েছে। এর পরিপ্রেক্ষিতে রাসূলুল্লাহ ﷺ -কে দেখামাত্রই তাঁর প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করা ইহুদিদের উচিত ছিল। কিন্তু পার্থিব জাঁকজমক ও ধনৈশ্বর্য তাদেরকে তাওরাত থেকে বিমুখ করে রেখেছে। ফলে তারা তাওরাতের পণ্ডিত হওয়া সত্ত্বেও তাওরাতের নির্দেশাবলি বাস্তবায়নের দিক দিয়ে সম্পূর্ণ মূর্খ ও অনভিজ্ঞের পর্যায়ে চলে এসেছে। আলোচ্য আয়াতে তাদের নিন্দা করে বলা হয়েছে যে, যাদেরকে তাওরাতের বাহক করা হয়েছিল, অর্থাৎ অযাচিতভাবে আল্লাহর এই নিয়ামত দান করা হয়েছিল, তারা যথাযথভাবে একত্রে বহন করেনি; অর্থাৎ তারা তাওরাতের নির্দেশাবলির পরওয়া করেনি। ফলে তাদের দৃষ্টান্ত হচ্ছে গর্দভ, যার পিঠে জ্ঞান-বিজ্ঞানের বৃহদাকার গ্রন্থ চাপিয়ে দেওয়া হয়। এই গর্দভ সেই বোঝা বহন তো করে, কিন্তু তার বিষয়বস্তুর কোনো খবর রাখে না এবং তাতে তার কোনো উপকার হয় না। ইহুদিদের অবস্থাও তদ্রূপ। তারা পার্থিব সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য অর্জনের জন্যে তাওরাতকে বহন করে এবং এর মাধ্যমে জনগণের মধ্যে জাকজমক ও প্রতিপত্তি লাভ করতে চায়, কিন্তু এর দিকনির্দেশ দ্বারা কোনো উপকার লাভ করে না।

তাফসীরবিদগণ বলেন ঃ যে আলেম তার ইলম অনুযায়ী আমল করে না, তার দৃষ্টান্তও ইহুদিদের দৃষ্টান্তের অনুরূপ।

نہ محقق بود نہ دانشمند * چارپائے برو کتاب ورق بے چند

আমলহীন আলিম চিন্তাবিদ ও সুধীজন কোনোটাই নয়- সে কয়েকটি কিতাব বহনকারী চতুষ্পদ জন্তু মাত্র।

قُلْ يٰاَيُّهَا الَّذِيْنَ هَادُوْا ... اِنْ كُنْتُمْ صٰدِقِيْنَ : ইহুদিরা তাদের কুফর, শিরক ও চরিত্রহীনতা সত্ত্বেও দাবি করত যে, نَحْنُ اَبْنٰٓؤُا اللّٰهِ وَاَحِبَّاۤؤُهٗ অর্থাৎ আমরা তো আল্লাহর সন্তান সন্ততি ও প্রিয়জন। তারা নিজেদের ব্যতীত অন্য কাউকে জান্নাতের যোগ্য অধিকারী মনে করত না; বরং তাদের বক্তব্য ছিল ঃ

لَنْ يَّدْخُلَ الْجَنَّةَ اِلَّا مَنْ كَانَ هُوْدًا : অর্থাৎ ইহুদি না হয়ে কেউ জান্নাতের দাখিল হতে পারবে না। তারা যেন নিজেদেরকে পরকালের শাস্তি থেকে সম্পূর্ণ মুক্ত মনে করত এবং জান্নাতের নিয়ামতসমূহকে তাদের ব্যক্তিগত জায়গীর মনে করত বলাবাহুল্য, যে ব্যক্তি বিশ্বাস করে যে, পরকালের নিয়ামতসমূহ ইহকালের নিয়ামত অপেক্ষা হাজারো গুণে শ্রেষ্ঠ এবং সে আরও বিশ্বাস করে যে, মৃত্যুর পরই সে এসব মহান ও চিরন্তন নিয়ামত অবশ্যই লাভ করবে, তার মধ্যে সামান্যতম বিবেক-বুদ্ধি থাকলে সে অবশ্যই মনে-প্রাণে মৃত্যু কামনা করবে। তার আন্তরিক বাসনা হবে যে, মৃত্যু শীঘ্রই আসুক, যাতে সে দুনিয়ার মলিন ও দুঃখ- বিষাদের পূর্ণ জীবন থেকে মুক্তি পেয়ে অকৃত্রিম সুখ ও শান্তির চিরকালীন জীবনে প্রবেশ করতে পারে তাই আলোচ্য আয়াতে রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে ঃ আপনি ইহুদিদের বলুন, যদি তোমরা দাবি কর যে, সমগ্র মানবজাতির মধ্যে একমাত্র তোমরাই আল্লাহর বন্ধু ও প্রিয়পাত্র এবং পরকালের আজাব সম্পর্কে তোমরা মোটেই কোনো আশঙ্কা না কর, তবে জ্ঞান-বুদ্ধির দাবি এই যে, তোমরা মৃত্যু কামনা কর এবং মৃত্যুর জন্যে আগ্রহান্বিত থাক।

https://e-ilm.weebly.com/

এরপর কুরআন নিজেই বলে ঃ وَلَا يَتَمَنَّوْنَهٗ اَبَدًا بِمَا قَدَّمَتْ اَيْدِيْهِمْ অর্থাৎ তারা কখনও মৃত্যু কামনা করবে না। কারণ তারা পরকালের জন্যে কুফর, শিরক ও কুকর্ম ব্যতীত আর কিছুই পায়নি। অতএব তারা ভালোরূপে জানে যে, পরকালে তাদের জন্যে জাহান্নামের শাস্তিই অবধারিত রয়েছে। তারা আল্লাহর প্রিয়জন হওয়ার যে দাবি করে, তা সম্পূর্ণ মিথ্যা। এটা স্বয়ং তাদের অজানা নেই। তবে দুনিয়ার উপকারিতা লাভ করার জন্যে তারা এ ধরনের দাবি করে। তারা আরও জানে যে, যদি রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর কথায় তারা মৃত্যু কামনা করে তবে তা অবশ্যই কবুল হবে এবং তারা মরে যাবে। তাই বলা হয়েছে, ইহুদিরা মৃত্যু কামনা করতেই পারে না।

এক হাদীসে রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন ঃ যদি সে সময় তাদের কেউ মৃত্যু কামনা করত, তবে সে তৎক্ষণাৎ মৃত্যুমুখে পতিত হতো। –(রূহুল-মা'আনী)

মৃত্যু কামনা জায়েজ কি না : সূরা বাকারায় এ সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে। হাদীসে মৃত্যু কামনা করতে নিষেধ করা হয়েছে। এর প্রধান কারণ এই যে, দুনিয়াতে কারও এরূপ বিশ্বাস করার অধিকার নেই যে, সে মৃত্যুর পর অবশ্যই জান্নাতে যাবে এবং কোনো প্রকার শাস্তির আশঙ্কা নেই। এমতাবস্থায় মৃত্যু কামনা করা আল্লাহ তা'আলার কাছে নিজের বাহাদুরি প্রকাশ করারই নামান্তর।

قُلْ اِنَّ الْمَوْتَ الَّذِيْ تَفِرُّوْنَ مِنْهُ فَاِنَّهٗ مُلٰقِيْكُمْ : অর্থাৎ ইহুদিরা উপরিউক্ত দাবি সত্ত্বেও মৃত্যু কামনা থেকে বিরত থাকত। এর সারমর্ম মৃত্যু থেকে পলায়ন করা বৈ নয়। অতএব আপনি তাদেরকে বলে দিন ঃ যে মৃত্যু থেকে তোমরা পলায়নপর, তা অবশ্যই আসবে। আজ নয় তো কিছুদিন পর। সুতরাং মৃত্যু থেকে পলায়ন সম্পূর্ণত কারও সাধ্যে নেই।

মৃত্যুর কারণাদি থেকে পলায়নের বিধান : যেসব বিষয় স্বভাবত মৃত্যুর কারণ হয়ে থাকে, সেগুলো থেকে পলায়ন জ্ঞান-বুদ্ধি ও শরিয়তের পরিপন্থি নয়। একবার রাসূলুল্লাহ ﷺ একটি কাত হয়ে পড়া প্রাচীরের নীচ দিয়ে যাওয়ার সময় দ্রুত চলে যান। কোথাও অগ্নিকাণ্ড সংঘটিত হলে সেখান থেকে পলায়ন না করা বিবেক ও শরিয়ত উভয়ের পরিপন্থি। কিন্তু আয়াতে যে মৃত্যু থেকে পলায়নের নিন্দা করা হয়েছে, এটা তার অন্তর্ভুক্ত নয়। যদি বিশ্বাস অক্ষুণ্ন থাকে এবং জানে যে, মৃত্যুর সময় এলে তা থেকে পলায়ন নিষ্ফল। যেহেতু তার জানা নেই যে, এই অগ্নি অথবা বিষ অথবা অন্য কোনো মারাত্মক বস্তুর মধ্যে নির্দিষ্টভাবে তার মৃত্যু লিখিত আছে কি না, তাই এ থেকে পলায়ন মৃত্যু থেকে পলায়ন নয়, যার নিন্দা করা হয়েছে।

কোনো জনপদে প্লেগ অথবা মহামারী দেখা দিলে সেখান থেকে পলায়ন করা জায়েজ কিনা, এটা একটা স্বতন্ত্র মাসআলা। ফিকহ ও হাদীসগ্রন্থে এর বিবরণ লিপিবদ্ধ রয়েছে। তাফসীরে রূহুল মা'আনীতে এই আয়াতের তাফসীরেও এ সম্পর্কে যথেষ্ট আলোচনা করা হয়েছে। এখানে তা উদ্ধৃত করার অবকাশ নেই।

يَاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْٓا اِذَا نُوْدِيَ لِلصَّلٰوةِ مِنْ يَّوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا اِلٰى ذِكْرِ اللّٰهِ وَذَرُوا الْبَيْعَ : يَوْمِ الْجُمُعَةِ এই দিনটি মুসলমানদের সমাবেশের দিন তাই এই দিনকে 'ইয়াওমুল জুমুআ' বলা হয়। আল্লাহ তা'আলা নভোমণ্ডল, ভূমণ্ডল ও সমস্ত জগতকে ছয়দিনে সৃষ্টি করেছেন। এই ছয়দিনের শেষদিন ছিল জুমার দিন। এই দিনেই হযরত আদম (আ.) সৃজিত হন, এই দিনেই তাঁকে জান্নাতে দাখিল করা হয় এবং এই দিনেই জান্নাত থেকে পৃথিবীতে নামানো হয়। কেয়ামত এই দিনেই সংঘটিত হবে। এই দিনে এমন একটি মুহূর্তে আসে, যাতে মানুষ যে দোয়াই করে, তাই কবুল হয়। এসব বিষয় সহীহ হাদীসে প্রমাণিত রয়েছে। –(ইবনে-কাসীর)

আল্লাহ তা'আলা প্রতি সপ্তাহে মানবজাতির সমাবেশ ও ঈদের জন্যে এই দিন রেখেছিলেন। কিন্তু পূর্ববর্তী উম্মতরা তা পালন করতে ব্যর্থ হয়। ইহুদিরা 'ইয়াওমুস সাবত' তথা শনিবারকে নিজেদের সমাবেশের দিন নির্ধারিত করে নেয় এবং খ্রিস্টানরা রবিবারকে। আল্লাহ তা'আলা এই উম্মতকেই তাওফীক দিয়েছেন যে, তারা শুক্রবারকে মনোনীত করেছে। –(ইবনে-কাসীর) মূর্খতাযুগে শুক্রবারকে 'ইয়াওমে আরূবা' বলা হতো। আরবে কা'ব ইবনে লুয়াই সর্বপ্রথম এর নাম 'ইয়াওমুল জুমু'আহ রাখেন। এই দিনে কুরাইশদের সমাবেশ হতো এবং কা'ব ইবনে লুয়াই ভাষণ দিতেন। এটা রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর আবির্ভাবের পাঁচশত ষাট বছর পূর্বের ঘটনা।

কা'ব ইবনে লুয়াই রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর পূর্বপুরুষদের অন্যতম। আল্লাহ তা'আলা মূর্খতাযুগেও তাকে প্রতিমা পূজা থেকে রক্ষা করেন এবং একত্ববাদের বিশ্বাস রাখার তাওফীক দান করেন। তিনি রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর আবির্ভাবের সুসংবাদও

https://e-ilm.weebly.com/

মানুষকে শুনিয়েছিলেন। কুরাইশ গোত্র তাঁকে একজন মহান ব্যক্তি হিসেবে সম্মান করত। ফলে রাসূলুল্লাহ ﷺ নবুয়ত লাভের পাঁচশত ষাট বছর পূর্বে যেদিন তাঁর মৃত্যু হয়, সেদিন থেকেই কুরাইশরা তাদের বছর গণনা শুরু করে। শুরুতে কা'বা গৃহের ভিত্তি স্থাপন থেকে আরবদের বছর গণনা আরম্ভ করা হতো। কা'ব ইবনে লুয়াই-এর মৃত্যুর পর তাঁর মৃত্যুদিবস থেকেই বছর গণনা প্রচলিত হয়ে যায়। এরপর রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর জন্মের বছর যখন হস্তিবাহিনীর ঘটনা সংঘটিত হয়, তখন এদিন থেকেই তারিখ গণনা আরম্ভ হয়। সারকথা এই যে, ইসলাম পূর্বকালেও কা'ব ইবনে লুয়াই-এর আমলে শুক্রবার দিনকে গুরুত্ব দান করা হতো। তিনিই এই দিনের নাম জুমার দিন রেখেছিলেন। –(মাযহারী)

কোনো কোনো রেওয়ায়েতে আছে মদীনার আনসারগণ হিজরত ও জুমার নামাজ ফরজ হওয়ার পূর্বেই স্বকীয় মতামতের মাধ্যমে জুমার দিনে সামাবেশ ও ইবাদতের ব্যবস্থা করত। –[মাযহারী]

نُوْدِىَ لِلصَّلٰوةِ مِنْ يَّوْمِ الْجُمُعَةِ - نِدَاءصَلٰوةْ বলে আজান বোঝানো হয়েছে। سَعْى শব্দের এক অর্থ দৌড়ানো এবং অপর অর্থ কোনো কাজ গুরুত্ব সহকারে করা। এখানে এই অর্থই উদ্দেশ্য। কারণ নামাজের জন্যে দৌড়ে আসতে রাসূলুল্লাহ ﷺ নিষেধ করেছেন। তিনি বলেছেন ঃ শান্তি ও গাম্ভীর্য সহকারে নামাজের জন্যে গমন কর। আয়াতের অর্থ এই যে, জুমার দিনে জুমার আজান দেওয়া হলে আল্লাহর জিকিরের দিকে ত্বরা কর। অর্থাৎ নামাজ ও খোতবার জন্যে মসজিদে যেতে যত্নবান হও। যে ব্যক্তি দৌড় দেয়, সে অন্য কোনো কাজের প্রতি মনোযোগ দেয় না, তোমরাও তেমনি আজানের পর নামাজ ও খোতবা ব্যতীত অন্য কাজের দিকে মনোযোগ দিও না। –(ইবনে-কাসীর)

ذِكْرَاللّٰهِ বলে জুমার নামাজ এবং এই নামাজের অন্যতম শর্ত খোতবাও বোঝানো হয়েছে। –(মাযহারী)

وَذَرُوا الْبَيْعَ অর্থাৎ বেচাকেনা ছেড়ে দাও। এতে ইঙ্গিত বোঝা যায় যে, জুমার আজানের পর বেচাকেনা হারাম করা হয়েছে। এই আদেশ পালন করা বিক্রেতা ও ক্রেতা সবার উপর ফরজ। বলাবাহুল্য, দোকানপাট বন্ধ করে দিলেই ক্রয়-বিক্রয় আপনা-আপনি বন্ধ হয়ে যাবে।

জ্ঞাতব্য : জুমার আজানের পর কৃষিকাজ, ব্যবসা-বাণিজ্য ও শ্রমসহ সকল কর্মব্যস্ততা নিষিদ্ধ করাই উদ্দেশ্য ছিল। কিন্তু কুরআন পাক কেবল বেচাকেনার কথা উল্লেখ করেছেন। এতে ইঙ্গিত হতে পরে যে, ছোট ও বড় শহরের অধিবাসীদেরকে জুমার নামাজ পড়ার আদেশ দেওয়া হয়েছে। ছোট ছোট গ্রাম ও অনাবাদ জায়গায় জুমা হবে না। তাই শহরবাসীদের সাধারণ কর্মব্যস্ততা ও বেচাকেনাই নিষিদ্ধ করা হয়েছে। ফিকহবিদগণ এ বিষয়ে একমত যে, আয়াতে বেচাকেনা বলে এমন প্রত্যেক কাজ করা নিষিদ্ধ করা হয়েছে, যা জুমার নামাজে গমনে বিঘ্ন সৃষ্টি করে। অতএব আজানের পর পানাহার করা, নিদ্রা যাওয়া, কারও সাথে কথা বলা, অধ্যয়ন করা ইত্যাদি সব নিষিদ্ধ। কেবল জুমার প্রস্তুতি সম্পর্কিত কাজকর্ম করা যেতে পারে।

শুরুতে জুমার আজান একটি ছিল, যা খোতবার পূর্বে ইমামের সামনে দাঁড়িয়ে দেওয়া হতো। দ্বিতীয় খলীফা হযরত ওমর (রা.)-এর আমল পর্যন্ত এই পদ্ধতিই প্রচলিত ছিল। হযরত ওসমান (রা.)-এর আমলে যখন মুসলমানদের সংখ্যা বেড়ে গেল এবং মদীনার চতুষ্পার্শ্বে ছড়িয়ে পড়ল তখন সেই আজান দূর পর্যন্ত শুনা যেত না। তখন হযরত ওসমান (রা.) মসজিদের বাইরে নিজ বাসগৃহ যাওরায় আরও একটি আজানের ব্যবস্থা করলেন। এই আজান সমগ্র মদীনা শহরে শোনা যেত। সাহাবায়ে কেরামের মধ্যে কেউ এই নতুন ব্যবস্থায় আপত্তি করেন নি। ফলে এই প্রথম আজান সাহাবায়ে কেরামের ইজমা দ্বারা সিদ্ধ হয়ে গেল। আজানের পর বেচাকেনা ও অন্যান্য কর্মব্যস্ততা নিষিদ্ধ হওয়ার যে আদেশ খোতবার আজানের পর কার্যকর ছিল, তা এখন থেকে প্রথম আজানের পরই কার্যকর হয়ে গেল। হাদীস, তাফসীর ও ফিকহর কিতাবাদিতে এসব বিষয় কোনো প্রকার মতবিরোধ ছাড়াই বর্ণিত আছে।

সমগ্র উম্মত এ ব্যাপারে একমত যে, জুমার দিন যোহরের পরিবর্তে জুমার নামাজ ফরজ। তারা এ ব্যাপারেও একমত যে, জুমার নামাজ সাধারণত পাঞ্জেগানা নামাজের মতো নয়, এর জন্য কিছু অতিরিক্ত শর্ত রয়েছে। পাঞ্জেগানা নামাজ একাকী জামাত ছাড়াও পড়া যায় এবং দুইজনেও পড়া যায়, কিন্তু জুমার নামাজ জামাত ব্যতীত আদায় হয় না। জামাতের সংখ্যায় ফিকহবিদগণের বিভিন্ন উক্তি আছে। এমনিভাবে পাঞ্জেগানা নামাজ নদী, পাহাড়, জঙ্গল সর্বত্র আদায় হয়, কিন্তু জুমার নামাজ এসব জায়গায় কারও মতে আদায় হয় না। নারী, রোগী ও মুসাফিরের উপর জুমার নামাজ ফরজ নয়। তারা জুমার

https://e-ilm.weebly.com/

পরিবর্তে যোহর পড়বে। কি ধরনের জনপদে জুমা ফরজ, এ সম্পর্কে ইমামগণের বিভিন্ন উক্তি আছে। ইমাম শাফেঈ (র.)-এর মতে যে জনপদে চল্লিশ জন মুক্ত, বুদ্ধিমান ও প্রাপ্ত-বয়স্ক পুরুষ বাস করে, সেখানে জামাত হতে পারে। এর কম হলে জুমা হবে না। ইমাম মালেক (র.)-এর মতে জুমার জন্য এমন জনপদ জরুরি, যার গৃহ সংলগ্ন এবং যাতে বাজারও আছে। ইমাম আযম আবূ হানীফা (রা.)-এর মতে জুমার জন্য ছোট বড় শহর অথবা বড় গ্রাম হওয়া শর্ত, যাতে অলিগলি ও বাজার আছে এবং পারস্পরিক ব্যাপারাদি মীমাংসা করার জন্য কোনো বিচারক আছে।

সারকথা এই যে, উপরিউক্ত আয়াতের তাফসীর প্রসঙ্গে উম্মতের অধিকাংশ আলেম একমত যে, সর্বাবস্থায় প্রত্যেক মুসলমানের উপর জুমা ফরজ নয়; বরং সবার মতে কিছু কিছু শর্ত আছে। শর্তগুলো কি কি, কেবল সে ব্যাপারেই মতবিরোধ আছে। তবে যাদের উপর ফরজ, তাদের উপর গুরুত্ব ও তাকিদ সহকারেই ফরজ। তাদের মধ্যে কেউ শরিয়তসম্মত ওজর ব্যতিরেকে জামাত ছেড়ে দিলে তার জন্য সহীহ হাদীসসমূহে কঠোর শাস্তিবাণী উচ্চারিত হয়েছে। পক্ষান্তরে যারা শর্তাদি সহকারে জুমার নামাজ আদায় করে, তাদের জন্য বিশেষ ফজিলত ও বরকতের ওয়াদা আছে।

فَاِذَا قُضِيَتِ الصَّلٰوةُ فَانْتَشِرُوْا فِى الْاَرْضِ وَابْتَغُوْا مِنْ فَضْلِ اللّٰهِ : পূর্বের আয়াতসমূহে জুমার আজানের পর বেচাকেনা ইত্যাদি পার্থিব কাজকর্ম নিষিদ্ধ করা হয়েছিল। এই আয়াতে অনুমতি দেওয়া হয়েছে যে, জুমার নামাজ সমাপ্ত হলে ব্যবসায়িক কাজকর্ম এবং রিজিক হাসিলের চেষ্টা সবাই করতে পারে।

জুমার পরে ব্যবসায়ে বরকত : হযরত এরাফ ইবনে মালেক (র.) যখন জুমার নামাজান্তে বাইরে আসতেন তখন মসজিদের দরজায় দাঁড়িয়ে নিম্নোক্ত দোয়া পাঠ করতেন :

اَللّٰهُمَّ اِنِّىْ اَجَبْتُ دَعْوَتَكَ وَصَلَّيْتُ فَرِيْضَتَكَ وَانْتَشَرْتُ كَمَا اَمَرْتَنِىْ فَارْزُقْنِىْ مِنْ فَضْلِكَ وَاَنْتَ خَيْرُ الرَّازِقِيْنَ.

হে আল্লাহ! আমি তোমার ডাকে সাড়া দিয়েছি, তোমার ফরজ নামাজ পড়েছি এবং তোমার আদেশ মতো নামাজান্তে বাইরে যাচ্ছি। অতএব তুমি স্বীয় কৃপায় আমাকে রিজিক দান কর। তুমি উত্তম রিজিকদাতা। -[ইবনে কাসীর]

কোনো কোনো পূর্ববর্তী মনীষী থেকে বর্ণিত আছে, যে ব্যক্তি জুমার পরে ব্যবসায়িক কাজ-কারবার করে আল্লাহ তা'আলা তার জন্য সত্তরবার বরকত নাজিল করেন। -[ইবনে কাসীর]

وَاِذَا رَاَوْا تِجَارَةً اَوْ لَهْوَا انْفَضُّوْا اِلَيْهَا وَتَرَكُوْكَ قَائِمًا قُلْ مَا عِنْدَ اللّٰهِ خَيْرٌ مِّنَ اللَّهْوِ وَمِنَ التِّجَارَةِ وَاللّٰهُ خَيْرُ الرَّازِقِيْنَ.

এই আয়াতে তাদেরকে হুঁশিয়ার করা হয়েছে, যারা জুমার খোতবা ছেড়ে দিয়ে ব্যবসায়িক কাজ-কারবারে মনোযোগ দিয়েছিল। ইবনে-কাসীর বলেন ঃ এই ঘটনা তখনকার, যখন রাসূলুল্লাহ ﷺ জুমার নামাজের পর জুমার খোতবা পাঠ করতেন। দুই ঈদের নামাজে অদ্যাবধি এই নিয়ম প্রচলিত আছে। এক জুমার দিনে রাসূলুল্লাহ ﷺ নামাজান্তে খোতবা দিচ্ছিলেন এমন সময় একটি বাণিজ্যিক কাফেলা মদীনার বাজারে উপস্থিত হয় এবং ঢোল ইত্যাদি পিটিয়ে তা ঘোষণা করা হয়। ফলে অনেক মুসল্লী খোতবা ছেড়ে বাজারে চলে যায় এবং রাসূলুল্লাহ ﷺ স্বল্পসংখ্যক সাহাবীসহ মসজিদে থেকে যান। তাদের সংখ্যা বার জন বর্ণিত আছে। -(আবূ দাউদ) কোনো কোনো রেওয়ায়েতে আছে, রাসূলুল্লাহ ﷺ এই ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে বললেন ঃ যদি তোমরা সবাই চলে যেতে, তবে মদীনার উপত্যকা আজাবের অগ্নিতে পূর্ণ হয়ে যেত। -(ইবনে কাসীর)

তাফসীরবিদ মুকাতিল বর্ণনা করেন, এই বাণিজ্যিক কাফেলাটি ছিল দেহইয়া ইবনে খলফ কালবীর। সে সিরিয়া থেকে মাল-সম্ভার নিয়ে এসেছিল। তার কাফেলায় সাধারণত ঃ নিত্যপ্রয়োজনীয় সবকিছু থাকত। তার আগমনের সংবাদ পেলে মদীনার নারী-পুরুষ সবাই দৌড়ে কাফেলার কাছে যেত। দেহইয়া ইবনে খলফ তখন পর্যন্ত মুসলমান ছিল না; পরে ইসলাম গ্রহণ করেছিল।

হাসান বসরী ও আবূ মালেক (র.) বলেন : এই কাফেলার আগমনের সময় মদীনায় নিত্য প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদি দুষ্প্রাপ্য ও দুর্মূল্য ছিল। -(মাযহারী) এসব কারণেই বিপুলসংখ্যক সাহাবায়ে কেরাম বাণিজ্যিক কাফেলার আওয়াজ শুনে মসজিদ থেকে বের হয়ে যান। ফরজ নামাজ শেষ হয়ে গিয়েছিল। জানা ছিল না যে, এটা শ্রবণ করা অপরিহার্য। দ্বিতীয়ত ঃ প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদির অগ্নিমূল্য এবং তৃতীয়ত ঃ বাণিজ্যিক কাফেলার উপর সবার ঝাঁপিয়ে পড়া-এসব কারণে তাঁরা মনে করেছিলেন যে, দেরীতে গেলে প্রয়োজনীয় দ্রব্য-সামগ্রী পাওয়া যাবে না।

https://e-ilm.weebly.com/

এসব কারণেই সাহাবায়ে কেরামের পদস্খলন হয় এবং উল্লিখিত হাদীসে তাঁদের প্রতি সতর্ক বাণী উচ্চারিত হয়। এ ব্যাপারে তাদেরকে লজ্জা দেওয়া ও হুঁশিয়ার করার জন্যে আলোচ্য আয়াত অবতীর্ণ হয়। এই ঘটনার কারণেই রাসূলুল্লাহ ﷺ নিয়ম পরিবর্তন করে জুমার নামাজের পূর্বে খোতবা দেওয়া শুরু করেন। বর্তমান তাই সুন্নত। –(ইবনে কাসীর)

আয়াতে রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে একথা বলে দিতে আদেশ করা হয়েছে যে, আল্লাহর কাছে যে ছওয়াব আছে, তা এই বাণিজ্য থেকে উত্তম। এটাও অবান্তর নয় যে, যারা নামাজ ও খোতবার খাতিরে ব্যবসা-বাণিজ্য ছেড়ে দেয়, তাদের জন্যে আল্লাহর পক্ষ থেকে দুনিয়াতেও বিশেষ বরকত নাজিল হবে।

শব্দ বিশ্লেষণ :

يُسَبِّحُ : সীগাহ واحد مذكر غائب বহছ مضارع معروف বাব تَفْعِيْل মাসদার تَسْبِيْحٌ মূলবর্ণ (س - ب - ح) জিনস صحيح অর্থ– পবিত্রতা বর্ণনা করে।

يَتْلُوا : সীগাহ واحد مذكر غائب বহছ مضارع معروف বাব نَصَرَ মাসদার تِلَاوَةً মূলবর্ণ (ت - ل - و) জিনস ناقص واوى অর্থ– পড়ে শুনান।

يُزَكِّيْهِمْ : সীগাহ واحد مذكر غائب বহছ مضارع معروف বাব تَفْعِيْل মাসদার تَزْكِيَةً মূলবর্ণ (ز - ك - و) জিনস ناقص واوى অর্থ– তাদেরকে পবিত্র করবেন।

يُعَلِّمُهُمْ : সীগাহ واحد مذكر غائب বহছ مضارع معروف বাব تَفْعِيْل মাসদার تَعْلِيْمٌ মূলবর্ণ (ع - ل - م) জিনস صحيح অর্থ– তাদেরকে শিক্ষা দেন।

اُمِّيِّيْنَ : এ শব্দটি বহুবচন : একবচনে امى অর্থ- নিরক্ষর। যারা লিখতে পড়তে জানেনা।

لَمَّا يَلْحَقُوْا : সীগাহ واحد مذكر غائب বহছ مضارع منفى বাব سَمِعَ মাসদার لُحُوْقٌ মূলবর্ণ (ل - ح - ق) জিনস صحيح অর্থ– এখানে শামিল হয়নি। পৌছায়নি।

اَسْفَارًا : শব্দটি বহুবচন ; একবচনে سَفَرٌ অর্থ- বহু কিতাবের বোঝা। পুস্তক সমূহ।

لَا يَهْدِىْ : সীগাহ واحد مذكر غائب বহছ مضارع منفى معروف বাব ضَرَبَ মাসদার هِدَايَةٌ মূলবর্ণ (ه - د - ى) জিনস ناقص يائى অর্থ– হেদায়েত দান করেন না।

هَادُوْا : সীগাহ جمع مذكر غائب বহছ ماضى معروف বাব نَصَرَ মাসদার اَلْهَوْدُ মূলবর্ণ (ه - و - د) জিনস اجوف واوى অর্থ– ইহুদিগণ।

زَعَمْتُمْ : সীগাহ جمع مذكر حاضر বহছ ماضى معروف বাব نَصَرَ মাসদার زَعْمٌ মূলবর্ণ (ز - ع - م) জিনস صحيح অর্থ– তোমাদের দাবি এই হয় যে।

لَا يَتَمَنَّوْنَهُ : সীগাহ جمع مذكر غائب বহছ مضارع منفى বাব تَفَعُّلٌ মাসদার تَمَنِّى মূলবর্ণ (م - ن - ى) জিনস ناقص يائى অর্থ– কামনা করবে না।

نُوْدِىَ : সীগাহ واحد مذكر غائب বহছ ماضى مجهول বাব مُفَاعَلَةٌ মাসদার اَلْمُنَادَاةُ মূলবর্ণ (ن - د - و) জিনস ناقص واوى অর্থ– আজান দেওয়া হয়। ডাক দেওয়া হয়। আহ্বান করা হয়।

اِسْعَوْا : সীগাহ جمع مذكر حاضر বহছ امر حاضر معروف বাব فتح মাসদার سَعْىٌ মূলবর্ণ (س - ع - ى) জিনস ناقص يائى অর্থ- ধাবিত হও। দৌড়াও। প্রচেষ্টা চালাও।

ذَرُوْا : সীগাহ جمع مذكر حاضر বহছ امر حاضر معروف বাব سمع মাসদার وَذْرٌ মূলবর্ণ (و - ذ - ر) জিনস مثال واوى অর্থ– ত্যাগ করা। তোমরা ছেড়ে দাও।

https://e-ilm.weebly.com/

https://e-ilm.weebly.com/

سُوْرَةُ الْمُنٰفِقُوْنَ مَدَنِيَّةٌ

সূরা মুনাফিকূন

মদিনায় অবতীর্ণ; আয়াত– ১১, রুকূ'– ২

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ○

পরম করুণাময়, দয়ালু আল্লাহর নামে শুরু করছি।

১. যখন এ মুনাফিকরা আপনার নিকট আসে তখন বলে, আমরা সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, নিঃসন্দেহে আপনি আল্লাহর রাসূল। আর তা তো আল্লাহ অবগত আছেন যে, আপনি আল্লাহর রাসূল; আর আল্লাহ সাক্ষ্য দিচ্ছেন যে, এ মুনাফিকরা অবশ্যই মিথ্যাবাদী।	اِذَا جَآءَكَ الْمُنٰفِقُوْنَ قَالُوْا نَشْهَدُ اِنَّكَ لَرَسُوْلُ اللّٰهِ ۘ وَاللّٰهُ يَعْلَمُ اِنَّكَ لَرَسُوْلُهٗ ؕ وَاللّٰهُ يَشْهَدُ اِنَّ الْمُنٰفِقِيْنَ لَكٰذِبُوْنَ ﴿١﴾
২. তারা নিজেদের শপথগুলোকে ঢালস্বরূপ ব্যবহার করে, অতঃপর তারা আল্লাহর পথ হতে মানুষকে প্রতিরোধ করে; নিঃসন্দেহে তাদের এ সমস্ত কার্য নিতান্ত মন্দ।	اِتَّخَذُوْٓا اَيْمَانَهُمْ جُنَّةً فَصَدُّوْا عَنْ سَبِيْلِ اللّٰهِ ؕ اِنَّهُمْ سَآءَ مَا كَانُوْا يَعْمَلُوْنَ ﴿٢﴾
৩. এটা এ হেতু যে, তারা ঈমান এনেছে, অতঃপর কাফের হয়েছে, অতএব, তাদের অন্তরসমূহের উপর মহর মেরে দেওয়া হয়েছে; সুতরাং তারা বঝছে না।	ذٰلِكَ بِاَنَّهُمْ اٰمَنُوْا ثُمَّ كَفَرُوْا فَطُبِعَ عَلٰى قُلُوْبِهِمْ فَهُمْ لَا يَفْقَهُوْنَ ﴿٣﴾
৪. আর যখন আপনি তাদেরকে দেখবেন, তাদের দৈহিক গঠন আপনাকে চমৎকৃত করবে; আর যদি তারা কথা বলতে থাকে, আপনি তাদের কথা শ্রবণ করবেন;	وَاِذَا رَاَيْتَهُمْ تُعْجِبُكَ اَجْسَامُهُمْ ؕ وَاِنْ يَّقُوْلُوْا تَسْمَعْ لِقَوْلِهِمْ ؕ

শাব্দিক অনুবাদ :

১. اِذَا جَآءَكَ الْمُنٰفِقُوْنَ যখন এই মুনাফেকরা আপনার নিকট আসে। قَالُوْا তখন বলে نَشْهَدُ আমরা সাক্ষ্য দিচ্ছি যে اِنَّكَ لَرَسُوْلُ اللّٰهِ নিঃসন্দেহে আপনি আল্লাহর রাসূল وَاللّٰهُ يَعْلَمُ, আর তা তো আল্লাহ অবগত আছেন যে, اِنَّكَ لَرَسُوْلُهٗ আপনি আল্লাহর রাসূল وَاللّٰهُ يَشْهَدُ, আর আল্লাহ সাক্ষ্য দিচ্ছেন যে, اِنَّ الْمُنٰفِقِيْنَ لَكٰذِبُوْنَ মুনাফিকরা মিথ্যাবাদী।

২. اِتَّخَذُوْٓا তারা করে রেখেছে اَيْمَانَهُمْ নিজেদের শপথগুলোকে جُنَّةً ঢালস্বরূপ فَصَدُّوْا অতঃপর তারা প্রতিরোধ করে মানুষকে عَنْ سَبِيْلِ اللّٰهِ আল্লাহর পথ হতে اِنَّهُمْ سَآءَ مَا كَانُوْا يَعْمَلُوْنَ নিঃসন্দেহে তাদের এই সমস্ত কার্য নিতান্ত মন্দ

৩. ذٰلِكَ بِاَنَّهُمْ এটা এই হেতু যে, তারা اٰمَنُوْا ঈমান এনেছে ثُمَّ كَفَرُوْا অতঃপর কাফের হয়েছে فَطُبِعَ عَلٰى قُلُوْبِهِمْ অতএব তাদের অন্তরসমূহের উপর মোহর মেরে দেওয়া হয়েছে فَهُمْ لَا يَفْقَهُوْنَ সুতরাং তারা বুঝছে না

৪. وَاِذَا رَاَيْتَهُمْ, আর যখন আপনি তাদেরকে দেখবেন تُعْجِبُكَ اَجْسَامُهُمْ তাদের দৈহিক গঠন আপনাকে চমৎকৃত করবে وَاِنْ يَّقُوْلُوْا, আর যদি তারা কথা বলতে থাকে تَسْمَعْ لِقَوْلِهِمْ আপনি তাদের কথা শ্রবণ করবেন

https://e-ilm.weebly.com/

** যেন এরা কাঠসমূহ–যা (দেয়ালের) সহায়তায় লাগানো রয়েছে; প্রত্যেক চীৎকারকে নিজেদেরই উপর (সমাগত বিপদ) মনে করে; এরাই শত্রু, আপনি এদের হতে সতর্ক থাকুন; আল্লাহ তাদেরকে বিনাশ করুন, তারা (সত্য হতে ফিরে) কোথায় যাচ্ছে?	كَاَنَّهُمْ خُشُبٌ مُّسَنَّدَةٌ ؕ يَحْسَبُوْنَ كُلَّ صَيْحَةٍ عَلَيْهِمْ ؕ هُمُ الْعَدُوُّ فَاحْذَرْهُمْ ؕ قٰتَلَهُمُ اللّٰهُ ۫ اَنّٰى يُؤْفَكُوْنَ ﴿٤﴾
৫. আর যখন তাদেরকে বলা হয়, এসো! তোমাদের জন্য রাসূলুল্লাহ ক্ষমা প্রার্থনা করবেন, তখন তারা নিজেদের মাথা ঘুরিয়ে নেয়, আর আপনি তাদেরকে দেখবেন যে, তারা অহংকারভরে মুখ ফিরিয়ে নিচ্ছে।	وَاِذَا قِيْلَ لَهُمْ تَعَالَوْا يَسْتَغْفِرْ لَكُمْ رَسُوْلُ اللّٰهِ لَوَّوْا رُءُوْسَهُمْ وَرَاَيْتَهُمْ يَصُدُّوْنَ وَهُمْ مُّسْتَكْبِرُوْنَ ﴿٥﴾
৬. আপনি তাদের জন্য ক্ষমা প্রর্থনা করেন অথবা ক্ষমা প্রার্থনা না করেন, তাদের জন্য উভয়ই সমান; আল্লাহ তাদেরকে কখনো ক্ষমা করবেন না; নিঃসন্দেহে আল্লাহ এমন অবাধ্য লোকদেরকে হেদায়েত দান করেন না।	سَوَآءٌ عَلَيْهِمْ اَسْتَغْفَرْتَ لَهُمْ اَمْ لَمْ تَسْتَغْفِرْ لَهُمْ ؕ لَنْ يَّغْفِرَ اللّٰهُ لَهُمْ ؕ اِنَّ اللّٰهَ لَا يَهْدِى الْقَوْمَ الْفٰسِقِيْنَ ﴿٦﴾
৭. এরা ঐ সমস্ত লোক–যারা বলে, আল্লাহর রাসূলের নিকট যারা আছে তাদের জন্য কিছুই ব্যয় করো না, যেন তারা নিজেরাই ছত্রভঙ্গ হয়ে পড়বে; অথচ আল্লাহরই (অধিকারে) আছে আসমানসমূহ ও জমিনের ভাণ্ডারগুলো, কিন্তু মুনাফিকরা বুঝে না।	هُمُ الَّذِيْنَ يَقُوْلُوْنَ لَا تُنْفِقُوْا عَلٰى مَنْ عِنْدَ رَسُوْلِ اللّٰهِ حَتّٰى يَنْفَضُّوْا ؕ وَلِلّٰهِ خَزَآئِنُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ وَلٰكِنَّ الْمُنٰفِقِيْنَ لَا يَفْقَهُوْنَ ﴿٧﴾

শাব্দিক অনুবাদ :

** كَاَنَّهُمْ যেন এরা خُشُبٌ কাঠসমূহ مُّسَنَّدَةٌ যা (দেয়ালের) সহায়তায় লাগানো রয়েছে يَحْسَبُوْنَ মনে করে كُلَّ صَيْحَةٍ প্রত্যেক চীৎকারকে عَلَيْهِمْ নিজেদেরই উপর (সমাগত বিপদ) هُمُ الْعَدُوُّ এরাই শত্রু فَاحْذَرْهُمْ আপনি এদের থেকে সতর্ক থাকুন قٰتَلَهُمُ اللّٰهُ আল্লাহ তাদেরকে বিনাশ করুন اَنّٰى يُؤْفَكُوْنَ (সত্য হতে ফিরে) কোথায় যাচ্ছে?

৫. وَاِذَا قِيْلَ لَهُمْ যখন তাদেরকে বলা হয় تَعَالَوْا আস يَسْتَغْفِرْ لَكُمْ رَسُوْلُ اللّٰهِ তোমাদের জন্য রাসূলুল্লাহ ক্ষমা প্রার্থনা করবেন لَوَّوْا رُءُوْسَهُمْ তখন তারা নিজেদের মাথা ঘুরিয়ে নেয় وَرَاَيْتَهُمْ আর তাদেরকে দেখবেন يَصُدُّوْنَ তারা মুখ ফিরিয়ে নিচ্ছে وَهُمْ مُّسْتَكْبِرُوْنَ অহংকারভরে।

৬. سَوَآءٌ عَلَيْهِمْ তাদের জন্য উভয়ই সমান اَسْتَغْفَرْتَ لَهُمْ আপনি তাদের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করেন اَمْ لَمْ تَسْتَغْفِرْ لَهُمْ অথবা ক্ষমা প্রার্থনা না করেন لَنْ يَّغْفِرَ اللّٰهُ لَهُمْ আল্লাহ তাদেরকে কখনও ক্ষমা করবেন না اِنَّ اللّٰهَ لَا يَهْدِى নিঃসন্দেহে আল্লাহ হেদায়েত দান করেন না الْقَوْمَ الْفٰسِقِيْنَ এমন অবাধ্য লোকদেরকে।

৭. هُمُ الَّذِيْنَ يَقُوْلُوْنَ এরাই সেই লোক যারা বলে لَا تُنْفِقُوْا তাদের জন্য কিছুই ব্যয় করো না عَلٰى مَنْ عِنْدَ رَسُوْلِ اللّٰهِ আল্লাহর রাসূলের নিকট যা আছে حَتّٰى يَنْفَضُّوْا এমনকি তারা নিজেরাই ছত্রভঙ্গ হয়ে পড়বে وَلِلّٰهِ خَزَآئِنُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ অথচ আল্লাহরই (অধিকারে) আছে আসমান সমূহ ও জমিনের ভাণ্ডারগুলো وَلٰكِنَّ الْمُنٰفِقِيْنَ لَا يَفْقَهُوْنَ কিন্তু মুনাফিকরা বুঝে না।

https://e-ilm.weebly.com/

يَقُوْلُوْنَ لَئِنْ رَّجَعْنَآ اِلَى الْمَدِيْنَةِ لَيُخْرِجَنَّ الْاَعَزُّ مِنْهَا الْاَذَلَّ ؕ وَلِلّٰهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُوْلِهٖ وَلِلْمُؤْمِنِيْنَ وَلٰكِنَّ الْمُنٰفِقِيْنَ لَا يَعْلَمُوْنَ ﴿٨﴾

৮. তারা এরূপ বলে যে, যদি আমরা এখন মদিনায় ফিরে যাই, তবে সম্মানীগণ হীন লোকদেরকে তথা হতে বহিষ্কৃত করে দিবে; আর (নিজদেরকে সম্মানী এবং মুসলমানদেরকে হীন মনে করা তাদের মূর্খতা। কেননা প্রকৃত) ইজ্জত আল্লাহরই জন্য রয়েছে, আর তার রাসূলের এবং মুসলমানগণের জন্য, কিন্তু মুনাফিকরা এটা অবগত নয়।

يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَا تُلْهِكُمْ اَمْوَالُكُمْ وَلَآ اَوْلَادُكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللّٰهِ ۚ وَمَنْ يَّفْعَلْ ذٰلِكَ فَاُولٰٓئِكَ هُمُ الْخٰسِرُوْنَ ﴿٩﴾

৯. হে মুমিনগণ! তোমাদের ধন-সম্পদ ও তোমাদের সন্তান-সন্ততি তোমাদেরকে যেন আল্লাহ তা'আলার স্মরণ হতে গাফেল করতে না পারে, আর যারা এরূপ করবে, তারাই বিফল থাকবে। (কেননা পার্থিব উপভোগ নিঃশেষ হয়ে যাবে, আর পরকালের ক্ষতি স্থায়ী থেকে যাবে)।

وَاَنْفِقُوْا مِنْ مَّا رَزَقْنٰكُمْ مِّنْ قَبْلِ اَنْ يَّاْتِيَ اَحَدَكُمُ الْمَوْتُ فَيَقُوْلَ رَبِّ لَوْلَآ اَخَّرْتَنِيْٓ اِلٰٓى اَجَلٍ قَرِيْبٍ ۙ فَاَصَّدَّقَ وَاَكُنْ مِّنَ الصّٰلِحِيْنَ ﴿١٠﴾

১০. আর আমি যা তোমাদেরকে দান করেছি, তা হতে ব্যয় কর এটার পূর্বে যে, তোমাদের মধ্যে কারো মৃত্যু এসে উপস্থিত হয়, অনন্তর সে বলে, হে আমার প্রভু! আমাকে কেন আরো কিছু দিনের অবকাশ প্রদান করলেন না যে, আমি দান-সদকা করে নিতাম এবং নেককারগণের অন্তর্ভুক্ত হতাম।

وَلَنْ يُّؤَخِّرَ اللّٰهُ نَفْسًا اِذَا جَآءَ اَجَلُهَا ؕ وَاللّٰهُ خَبِيْرٌۢ بِمَا تَعْمَلُوْنَ ﴿١١﴾

১১. আর আল্লাহ কাউকে কখনো অবকাশ দেন না, যখন তার নির্দিষ্ট সময় এসে পড়ে; আর আল্লাহ তোমাদের সমস্ত কার্যাবলি সম্বন্ধে পূর্ণ অবহিত আছেন।

https://e-ilm.weebly.com/

শাব্দিক অনুবাদ :

৮. يَقُوْلُوْنَ তারা এরূপ বলে যে, لَئِنْ رَّجَعْنَآ اِلَى الْمَدِيْنَةِ যদি আমরা এমন মদিনায় ফিরে যাই لَيُخْرِجَنَّ الْاَعَزُّ مِنْهَا
الْاَذَلَّ তবে সম্মানীগণ হীন লোকদেরকে তথা হতে বহিষ্কৃত করে দিবে وَلِلّٰهِ الْعِزَّةُ ইজ্জত আল্লাহরই জন্য রয়েছে
وَلِرَسُوْلِهٖ আর তাঁর রাসূলের وَلِلْمُؤْمِنِيْنَ এবং মুসলমানগণের জন্য وَلٰكِنَّ الْمُنٰفِقِيْنَ لَا يَعْلَمُوْنَ কিন্তু মুনাফেকরা এটা অবগত নয়।

৯. يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا হে মুমিনগণ لَا تُلْهِكُمْ তোমাদের যেন গাফেল করতে না পারে اَمْوَالُكُمْ وَلَآ اَوْلَادُكُمْ তোমাদের ধন-
সম্পদ ও সন্তান সন্ততি عَنْ ذِكْرِ اللّٰهِ আল্লাহর জিকির হতে وَمَنْ يَّفْعَلْ ذٰلِكَ আর যারা এরূপ করবে فَاُولٰٓئِكَ هُمُ
الْخٰسِرُوْنَ তারাই বিফল থাকবে।

১০. وَاَنْفِقُوْا আর ব্যয় কর مِنْ مَّا رَزَقْنٰكُمْ আমি যা তোমাদেরকে দান করেছি তা হতে مِنْ قَبْلِ এর পূর্বে যে, اَنْ يَّاْتِيَ
اَحَدَكُمُ الْمَوْتُ তোমাদের মধ্যে কারো মৃত্যু এসে উপস্থিত হয় فَيَقُوْلَ অনন্তর সে বলে رَبِّ হে আমার প্রভু لَوْلَآ
اَخَّرْتَنِيْٓ আমাকে কেন অবকাশ প্রদান করলেন না اِلٰٓى اَجَلٍ قَرِيْبٍ আরো কিছু দিনের যে فَاَصَّدَّقَ আমি দান-সদকা
করে নিতাম وَاَكُنْ مِّنَ الصّٰلِحِيْنَ এবং নেককারগণের অন্তর্ভুক্ত হতাম।

১১. وَلَنْ يُّؤَخِّرَ اللّٰهُ نَفْسًا আর আল্লাহ কাউকেও অবকাশ দেন না اِذَا جَآءَ اَجَلُهَا যখন তার নির্দিষ্ট সময় এসে পড়ে وَاللّٰهُ
خَبِيْرٌۢ بِمَا تَعْمَلُوْنَ আর আল্লাহ তোমাদের কার্যাবলি সম্বন্ধে পূর্ণ অবহিত আছেন।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

সূরাটির নাকরণের কারণ : এ সূরার প্রথম আয়াত إِذَا جَاءَكَ الْمُنَافِقُونَ হতে তার নামটি গৃহীত। মূলত তা এ সূরাটির নাম এবং তা আলোচিত বিষয়বস্তুর শিরোনামও। কেননা এ গোটা সূরায় মুনাফিকদের আচরণ এবং কর্মনীতির সমালোচনা ও পর্যালোচনা করা হয়েছে। এতে ১১টি আয়াত, ১৮০টি বাক্য ও ৭৬টি অক্ষর রয়েছে।

সূরাটি অবতীর্ণ হওয়ার সময়কাল : বনূ মুস্তালিক যুদ্ধ হতে রাসূলে কারীম ﷺ -এর প্রত্যাবর্তন কালে এ সূরাটি অবতীর্ণ হয়, কিংবা মদিনায় পৌঁছে যাওয়ার পর পরই তা নাজিল হয়েছে। বনূ মুস্তালিক যুদ্ধ ষষ্ঠ হিজরি সনের শা'বান মাসে সংঘটিত হয়েছিল। এ সূরাটি নাজিল হওয়া সংক্রান্ত ইতিহাস এভাবেই সুনির্দিষ্ট হয়ে যায়।

সূরার বিষয়বস্তু :

এক : ১ থেকে ৮ নং আয়াত পর্যন্ত নিফাক মুনাফিকদের সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে। প্রথম দিকে বলা হয়েছে মুনাফিকরা যখন নবী করীম ﷺ -এর সামনে আসে তখন তাঁকে আল্লাহর রাসূল বলে স্বীকার করে; কিন্তু আসলে তারা তা অন্তর দিয়ে বিশ্বাস করে না। অতঃপর নবী ও সাহাবীদের বিরুদ্ধে মুনাফিকদের ষড়যন্ত্র সম্বন্ধে আলোচনা করা হয়েছে এবং তাদের ষড়যন্ত্র ফাঁস করে দেওয়া হয়েছে।

এরপর রাসূলুল্লাহ ﷺ সম্বন্ধে তাদের মারাত্মক কথা,–"রাসূলের দাওয়াত, দীন অচিরেই নিঃশেষ হয়ে যাবে; তারা বনূ মুস্তালিক যুদ্ধ হতে মদিনায় ফিরে যাওয়ার পর রাসূলুল্লাহ ﷺ এবং রাসূলের মুহাজির সাহাবীগণকে মদিনা হতে বের করে দিবে" -প্রসঙ্গে আলোচনা করা হয়েছে।

দুই : ৯ থেকে ১১ নং আয়াতে মুসলমানদেরকে দুনিয়ার লোভ-লালসা, সৌন্দর্য, ফ্যাশনে পড়ে আল্লাহর ইবাদত ও আনুগত্য হতে দূরে সরে না যেতে বলা হয়েছে। যেমনিভাবে মুনাফিকরা সরে পড়েছে। আরো বলা হয়েছে যে, আল্লাহর ইবাদত-বন্দেগি হতে বিরত থাকা হলো মারাত্মক ক্ষতিগ্রস্ত হওয়া।

পরিশেষে বলা হয়েছে যে, সময় থাকতে আল্লাহর পথে দান করো, সময় চলে গেলে আবার জীবন ফিরে চাইলেও পাওয়া যাবে না। তখন আল্লাহর পথে দান না করার কারণে আফসোস করা ছাড়া অন্য উপায় থাকবে না। -[সাফওয়া]

সূরাটি অবতীর্ণ হওয়ার কারণ ও ঐতিহাসিক পটভূমিক : যে বিশেষ ঘটনা সম্পর্কে এ সূরাটি নাজিল হয়েছে তার উল্লেখের পূর্বে মদিনার মুনাফিকদের ইতিহাস পর্যায়ের সংক্ষিপ্ত আলোচনা পেশ করা আবশ্যক। কেননা যে বিশেষ ঘটনাকে কেন্দ্র করে এ সূরাটি নাজিল হয়, তা কোনো হঠাৎ ঘটে যাওয়া ঘটনা ছিল না। তার পশ্চাতে বহু ঘটনা পরম্পরায় একটা ধারাবাহিকতা রয়েছে এবং তা-ই শেষ পর্যন্ত সে ঘটনাটি সংঘটিত হওয়ার কারণ হয়েছে।

রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর মদিনায় হিজরত করার কিছু দিন পূর্বে মদিনার প্রধান দু'বিবদমান গোত্র খাযরাজ গোত্রের নেতা আব্দুল্লাহ ইবনে উবাইকে মদিনার বাদশাহ বানাবার জন্য একমত হয়েছিল। ইতঃমধ্যে উভয় গোত্রের কিছু লোক ইসলাম গ্রহণ করলে তারা রাসূলুল্লাহ ﷺ -কে মদিনায় হিজরত করে চলে আসতে আহ্বান জানায়। রাসূলুল্লাহ ﷺ মদিনায় চলে আসলে মদিনার অধিকাংশ লোকই ইসলাম গ্রহণ করে। এ কারণে আব্দুল্লাহ ইবনে উবাই অসহায় হয়ে পড়ল। স্বীয় নেতৃত্ব ও প্রাধান্য বজায় রাখার জন্য অবশেষে সে-ই তার দলবল নিয়ে বাহ্যত ইসলাম গ্রহণ করল; কিন্তু প্রকৃতপক্ষে কাফেরই রয়ে গেল। তার অন্তর জ্বলে যাচ্ছিল এ কারণে যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর মদিনায় আগমনের ফলে সে মদিনার বাদশাহ হতে পারল না। এ কারণেই সে বিভিন্নভাবে ইসলাম। মুসলমান এবং রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর বিরুদ্ধে জাল বুনছিল। তার এ সব ষড়যন্ত্র দিন দিন স্পষ্ট হয়ে রাসূলুল্লাহ ﷺ এবং মুসলমানদের সামনে ধরা পড়ছিল। সে বিভিন্ন যুদ্ধের প্রাক্কালে ইসলামের শত্রুদের সাথে গোপনে হাত মিলাতে লাগল, অনেক সময় প্রকাশ্যেই রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর কোনো কোনো সিদ্ধান্তের বিরোধিতাও করল।

ষষ্ঠ হিজরি সনে সে তার সঙ্গী-সাথিদের নিয়ে রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর সাথে বনূ মুস্তালিক অভিযানে অংশগ্রহণ করল। এ যুদ্ধে সে এমন দু'টি ঘটনা ঘটাল যা মুসলমানদের সংহতি ঐক্য চূর্ণ-বিচূর্ণ করে দিতে পারত; কিন্তু কুরআন মাজীদের শিক্ষা এবং রাসূলে কারীম ﷺ -এর সংস্পর্শে ঈমানদার লোকেরা যে সর্বোত্তম প্রশিক্ষণ লাভ করেছেন তার দরুন এ উভয় ফেতনার মূল উৎপাটন সম্ভব হয়েছিল। এ সূরাতে তন্মধ্যে একটি ফেতনার উল্লেখ করা হয়েছে, দ্বিতীয় ফেতনার আলোচনা সূরা নূরে রয়েছে।

https://e-ilm.weebly.com/

ঘটনার বিবরণ : মুরাইসী নামক পানির কূপের পার্শ্বে একটি জনবসতি অবস্থিত ছিল। বনূ মুস্তালিকদের পরাজিত করার পর মুসলিম বাহিনী এখানেই অবস্থান করছিল। এ সময় হঠাৎ পানি নিয়ে দু' ব্যক্তির মধ্যে ঝগড়ার সূত্রপাত হয়। তাদের একজনের নাম ছিল জাহজাহ ইবনে মাসউদ গিফারী। তিনি ছিলেন হযরত ওমর (রা.)-এর কর্মচারী। তাঁর ঘোড়া সামলানোর দায়িত্বও এ লোকটিই পালন করতেন। আর দ্বিতীয়জন ছিলেন সিনান ইবনে ওয়াবর আল-জুহানী। তাঁর গোত্র খাযরাজের একটি গোত্রের মিত্র ছিল। ঝগড়া মুখের তিক্ত কথাবার্তা ছাড়িয়ে হাতাহাতি পর্যন্ত পৌঁছেছিল। জাহজাহ সিনানকে একটি লাথি মেরেছিলেন। প্রাচীন ইয়ামেনী ঐতিহ্যের দৃষ্টিতে আনসাররা এ ব্যাপারটিকে খুবই অপমানকর মনে করতেন। তখন সিনান আনসারদেরকে সাহায্যের জন্য ডাকলেন, আর জাহাজাহ মুহাজিরদেরকে সাহায্যের জন্য আহ্বান করলেন। ইবনে উবাই এ ঝগড়ার কথা শুনতে পেয়ে আউস ও খাযরাজের লোকদেরকে উসকানি দেওয়ার জন্য চিৎকার করে বলতে লাগল, শীঘ্র দৌড়াও এবং মিত্র গোত্রের লোককে সাহায্য করো। অপর দিক হতে কতিপয় মুহাজিরও বের হয়ে আসলেন। খুব বিরাট ধরনের সংঘর্ষ ঘটে যাওয়ার উপক্রম হলো এবং তখনই আনসার ও মুহাজিরগণ পরস্পর এক রক্তক্ষয়ী যুদ্ধে লিপ্ত হয়ে পড়তে পারতেন। আর তা এমন এক স্থানে যেখানে অল্পদিন পূর্বেই তারা সকলেই সম্মিলিতভাবেই এক দুশমন গোত্রের সাথে লড়াই করে তাকে পরাজিত করে বিজয়ী বেশে সেখানেই অবস্থান করছিলেন। চিৎকার শুনে রাসূলে কারীম ﷺ বের হয়ে আসলেন এবং বললেন–

مَا بَالُ دَعْوَى الْجَاهِلِيَّةِ مَا لَكُمْ وَلِدَعْوَةِ الْجَاهِلِيَّةِ. دَعُوهَا فَإِنَّهَا مُنْتِنَةٌ.

"এ বর্বতার চিৎকর কেন? তোমরা কোথায় আর এ জাহেলিয়াতের চিৎকার কোথায়? [অর্থাৎ তা তোমাদের জন্য শোভা পায় না] তোমরা তা ত্যাগ করো। তা অত্যন্ত নিকৃষ্ট ও হীন কাজ।"

তখন উভয় দিকের নেককার লোকেরা অগ্রসর হয়ে আসলেন এবং ব্যাপারটি সঠিকরূপে মিটমাট করে দিলেন। সিনান জাহজাহকে মাফ করে দিয়ে সন্ধি করলেন।

অতঃপর যার যার অন্তরে মুনাফেকি ছিল এমন প্রত্যেকটি লোক আব্দুল্লাহ ইবনে উবাইর নিকট উপস্থিত হলো। তারা সকলে একত্রিত হয়ে তাকে বলল, এতদিন তোমার প্রতি তো আমাদের অনেক আশা ভরসা ছিল। তুমি প্রতিরোধ করতেও ছিলে; কিন্তু এখন মনে হয়েছে; তুমি আমাদের বিরুদ্ধে এ কাঙ্গালিদের সাহায্যকারী হয়ে গেছ। ইবনে উবাই আগে হতে অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হয়ে বসেছিল। লোকদের এ কথা শুনে সে যেন ক্রোধে ফেটে পড়ল। বলল, সব কিছু তোমাদের নিজেদেরই কৃতকর্ম, তোমরাই এ লোকদেরকে নিজেদের দেশে স্থান দিয়েছ। নিজেদের ধনমাল এদের মধ্যে বণ্টন করেছ। শেষ পর্যন্ত এরা ফুলে-ফেঁপে খোদ আমাদের প্রতিপক্ষ হয়ে দাঁড়িয়েছে। নিজের কুকুরকে খাইয়ে পরিয়ে মোটাতাজা করেছ তোমাকেই ছিন্নভিন্ন করার উদ্দেশ্য। এ উপমাটা আমাদের ও এ কুরাইশ কাঙ্গালদের [হযরত মুহাম্মদ ﷺ এবং সাহাবীদের] সম্পর্কে হুবহু খেটে যায়। তোমরাই তাদের সাথে সম্পর্ক ছিন্ন করো, হাত গুটিয়ে নাও তখন তারা কোথাও থাকবে না। আল্লাহর শপথ! মদিনায় পৌঁছার পর আমাদের সম্মানিত পক্ষ, হীন ও লাঞ্ছিত পক্ষকে বহিষ্কৃত করবে।

এ বৈঠকে ঘটনা বশত হযরত যায়েদ ইবনে আরকাম (রা.) ও উপস্থিত ছিলেন। এ সময় তিনি ছিলেন এক অল্প বয়স্ক বালক মাত্র। তিনি এসব কথাবার্তা শুনে তাঁর চাচাকে বলে দিলেন। তাঁর চাচা ছিলেন আনসারদের মধ্যে একজন ধনী ব্যক্তি, তিনি গিয়ে সমস্ত কথাবার্তা রাসূলে কারীম ﷺ -এর নিকট পেশ করে দিলেন। [অপর এক বর্ণনা মতে হযরত যায়েদ নিজেই সব ঘটনা রাসূলুল্লাহ ﷺ -কে বলেছেন।] নবী করীম ﷺ হযরত যায়েদকে ডেকে জিজ্ঞাসা করলে তিনি আদ্যপান্ত সব কিছুই শুনিয়ে দিলেন। নবী করীম ﷺ বললেন, সম্ভবত তুমি ইবনে উবাই-এর কথা শুনতে ভুল করেছ। ইবনে উবাই এ কথা বলেছে– এ ব্যাপারে তোমার হয়তো সংশয় বা সন্দেহ হয়ে থাকবে: কিন্তু হযরত যায়েদ এ কথার জবাবে বললেন, না হুজুর! আল্লাহর শপথ! আমি তাকেই এসব কথাবার্তা বলতে শুনেছি। অতঃপর নবী করীম ﷺ ইবনে উবাইকে ডেকে পাঠালে; জিজ্ঞাসা করা হলে সে সুস্পষ্টরূপে অস্বীকার করল। শপথ করে বলতে লাগল, আমি এসব কথা কখনোই বলিনি। আনসারগণও বললেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! একটি বালকের কথা কি করে বিশ্বাস করা যায়? সম্ভবত তার ভুল হয়েছে। ইবনে উবাইতো আমাদের খুবই সম্মানিত ও বুজুর্গ ব্যক্তি। তার বিপরীত একজন বালকের কথা আপনি কিছুতেই বিশ্বাস করবেন না। গোত্রের বয়োবৃদ্ধরাও হযরত যায়েদকে ভর্ৎসনা করলেন। তিনি অবস্থা দেখে দুঃখ ভারাক্রান্ত মনে চুপচাপ বসে থাকলেন: কিন্তু নবী করীম ﷺ যেমন যায়েদকে জানতেন, তেমনি আব্দুল্লাহ ইবনে উবাইকেও জানতেন। কাজেই প্রকৃত ব্যাপার যে কি ঘটেছিল তা তিনি স্পষ্টই বুঝতে পেরেছিলেন।

https://e-ilm.weebly.com/

হযরত ওমর (রা.) এ ব্যাপারটি জানতে পেরে রাসূলে কারীম ﷺ -এর নিকট উপস্থিত হলেন। বললেন, আমাকে অনুমতি দিন আমি এ মুনাফিকের গর্দান উড়িয়ে দেই। আর আমাকে অনুমতি দেওয়া সমীচীন মনে না হলে মুয়ায ইবনে জাবাল, উব্বাদ ইবনে বিশর, সাঈদ ইবনে মুয়ায, মুহাম্মদ ইবনে মাসলামা প্রমুখ আনসারদের মধ্য হতে কোনো একজন আনসারকে তাকে হত্যা করার অনুমতি দিন; কিন্তু নবী করীম ﷺ বললেন, না তা করো না। লোকেরা বলবে, দেখ! মুহাম্মদ নিজেই তাঁর সঙ্গী-সাথিদের হত্যা করাচ্ছেন। অতঃপর তিনি সঙ্গে সঙ্গে সে স্থান ত্যাগ করে চলে যাওয়ার নির্দেশ দিলেন, যদিও রাসূলে কারীম ﷺ -এর সাধারণ নিয়ম অনুযায়ী এখনো রওয়ানা হওয়ার সময় উপস্থিত হয়নি। ক্রমাগত ৩০ ঘন্টা চলতে থাকলেন। লোকেরা ক্লান্ত -শ্রান্ত হয়ে পড়লেন। পরে একটি স্থানে অবস্থান গ্রহণ করলেন। ক্লান্ত-শ্রান্ত লোকেরা মাটিতে পা রাখার সঙ্গে সঙ্গে শুয়ে ঘুমিয়ে পড়লেন। বস্তুত মুরাইসী নামক স্থানে যা কিছু ঘটেছিল তার প্রভাব লোকদের মন-মগজ থেকে বিলীন করার উদ্দেশ্যেই নবী করীম ﷺ এরূপ পদক্ষেপ গ্রহণ করেছিলেন। পথিমধ্যে আনসার সর্দার হযরত উসাইদ ইবনে হুযাইর (রা.) নবী করীম ﷺ -এর সাথে সাক্ষাৎ করলেন, বললেন– ইয়া রাসূলাল্লাহ! আজ আপনি এমন সময় যাত্রা করার নির্দেশ দিলেন যখন সফরের উপযুক্ত সময় ছিল না। আপনি কখনো এরূপ সময় সফর শুরু করতেন না। নবী করীম ﷺ জবাবে বললেন, তুমি শুননি? তোমাদের এ সাহেব কি কথাটি বলেছে? হযরত উসাইদ জিজ্ঞাসা করলেন– কোন সাহেব? বললেন, আব্দুল্লাহ ইবনে উবাই। জিজ্ঞাসা করলেন, তিনি কি বলেছেন? তিনি জবাবে বললেন, বলেছেন মদীনায় পৌঁছার পর সম্মানিতগণ হীন-নিকৃষ্টদের বহিষ্কৃত করবে। উসাইদ বললেন, আল্লাহর শপথ! সম্মানিত তো আপনি, আর হীন নিকৃষ্ট তো সে। আপনি যখনই ইচ্ছা তাকে বহিষ্কৃত করতে পারেন।

ক্রমে ক্রমে কথাটি আনসার গোত্রের সমস্ত লোকের মধ্যে বিস্তৃত হয়ে পড়ল, ইবনে উবাইর বিরুদ্ধে তাদের মনে তীব্র ক্রোধ ও ক্ষোভের সঞ্চার হলো। লোকেরা ইবনে উবাইকে বলল, রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর নিকট গিয়ে ক্ষমা চাও; কিন্তু সে তীব্র বিদ্রূপাত্মক স্বরে জবাব দিল, তোমরা বলেছ তার প্রতি ঈমান আনো, আমি ঈমান এনেছি। তোমরা বললে, নিজের ধনমালের জাকাত দাও, আমি জাকাতও দিয়েছি। এখনতো বাকি আছে শুধু এতটুকু যে, আমি মুহাম্মদ ﷺ -কে সেজদা করবো। এসব কথার দরুন তার বিরুদ্ধে মু'মিন আনসারদের মনে অসন্তোষ ও ক্ষোভ অধিকতর বৃদ্ধি পেল এবং চারদিক হতে তার উপর অভিশাপ বর্ষিত হতে লাগল। তখন আব্দুল্লাহ ইবনে উবাইয়ের পুত্র আব্দুল্লাহ নগ্ন তরবারি উত্তোলিত করে তার পিতার সম্মুখে দাঁড়িয়ে গেলেন। বললেন, আপনি বলেছেন, মদিনা পৌঁছে সম্মানিতগণ অসম্মানিতকে বহিষ্কার করবে। সম্মানিত আপনি না আল্লাহ ও তাঁর রাসূল? তা এখন আপনি জানতে পারবেন। আল্লাহর শপথ! রাসূলে কারীম ﷺ অনুমতি না দেওয়া পর্যন্ত আপনি মদিনায় প্রবেশ করতে পারবেন না। একথা শুনে ইবনে উবাই চিৎকার করে বলল, হে খাযরাজ গোত্রের লোকেরা দেখে যাও, আমার নিজের পুত্রই আমাকে মদিনায় প্রবেশ করতে বাধা দিচ্ছে। লোকেরা নবী করীম ﷺ -এর নিকট এ সংবাদ পৌঁছাল। নবী করীম ﷺ আব্দুল্লাহ কে বলে পাঠালেন। তিনি যেন তাঁর পিতাকে নিজ ঘরে যেতে দেন। আব্দুল্লাহ এ কথা শুনে বললেন। নবী করীম ﷺ যদি অনুমতি দিয়ে থাকেন তাহলে আপনি ঘরে যেতে পারেন। তখন নবী করীম ﷺ হযরত ওমর (রা.)-কে বললেন, হে ওমর! কি মনে কর তুমি, যে সময় ইবনে উবাইকে হত্যা করতে চেয়েছিলে তখন তাকে হত্যা করা হলে নানা রকমের কথা উঠত; কিন্তু আজ অবস্থা এই দাঁড়িয়েছে যে, আমি যদি তাকে হত্যা করার নির্দেশ দেই তবে তা অনায়াসেই করা যেতে পারে। হযরত ওমর নিবেদন করলেন, আল্লাহর শপথ! আমি বুঝতে পেরেছি, আমার অপেক্ষা আল্লাহর রাসূলের কথা অধিকতর বিচক্ষণতাপূর্ণ। এ পটভূমিতে এ সূরাটি নাজিল হয় এবং নাজিল হয় সম্ভবত নবী করীম ﷺ -এর মদিনায় প্রত্যাবর্তনের পরে।

উপরোল্লিখিত ঘটনা হতে প্রাপ্ত ও শিক্ষণীয় বিষয়সমূহ নিম্নরূপ :

১. ইসলামি প্রশাসনিক ক্ষমতার মূল ভিত্তি হলো, প্রকৃত ইসলাম বা মুসলিম ভ্রাতৃত্ববোধ সৃষ্টি করা।

২. ইসলামে বর্ণবাদ, গোত্রীয়, দেশীয় ও বৈদেশিক জাতীয়তাবাদ-এর পার্থক্যকে চিরতরে নস্যাৎ করে দেওয়া হয়।

৩. ইসলামের জন্য সাহাবায়ে কেরামগণ প্রাণ বিসর্জন দিয়ে ইসলামের নীতির উপর প্রতিষ্ঠিত থাকার জন্য জগতবাসিকে শিক্ষা দিয়েছেন। যার কোনো প্রকার উপমা বর্তমান বিশ্বে দেখা যায় না।

৪. মুসলমানদের সর্বসাধারণের জন্য হিতকর কার্যের প্রতি গুরুত্ব প্রদান।

৫. মুসলমানদের পরস্পর ভুল ধারণা হতে রক্ষার প্রতি বিশেষ দৃষ্টি নিক্ষেপ করা।

https://e-ilm.weebly.com/

পূর্ববর্তী সূরার সাথে সম্পর্ক : পূর্ববর্তী সূরাতে নবী করীম ﷺ -এর শুভাগমনের সুসংবাদ প্রদান করা হয়েছে এবং এরপর যারা তাঁকে অন্তরে বিশ্বাস করত এবং প্রকাশ্যে সমালোচনা করত সে অভিশপ্ত ইহুদিদের কথা আলোচিত হয়েছে, আর অত্র সূরায় মুনাফিকদের কথা বলা হয়েছে, যারা মুখে ঈমানের দাবিদার; কিন্তু তাদের অন্তরে ঈমান ছিল না।
দ্বিতীয়ত পূর্ববর্তী সূরার শেষে নবী করীম ﷺ -এর সম্মানের প্রতি গুরুত্বারোপ করা হয়েছে, আর এ আয়াতে ইরশাদ হয়েছে যে, মুনাফিকরা প্রিয়নবী ﷺ -কে সম্মান করলেও তাদের অন্তরে তাঁর প্রতি ভক্তি ছিল না। এতে প্রমাণিত হয় যে, প্রিয়নবী ﷺ -এর প্রতি আন্তরিক ভক্তি বা সম্মান না করা মুনাফেকির লক্ষণ। এমন গর্হিত কাজ থেকে আত্মরক্ষা করা মুসলমানদের একান্তই কর্তব্য। -[নূরুল কুরআন]

শানে নুযূল :

১. অধিকাংশ তাফসীরকারের মতে আব্দুল্লাহ ইবনে উবাই যখন বলেছিল– لَيُخْرِجَنَّ الْاَعَزُّ مِنْهَا الْاَذَلَّ নিশ্চয়ই মদিনায় পৌঁছার পর সম্মানিত ব্যক্তিগণ অসম্মানিতদেরকে মদিনা হতে বের করে দিবে, এ অসৎ আচরণের উপর ক্ষমা প্রার্থনা করার জন্য তাকে যেতে বলা হয়েছিল; তখন সে এ কথার উপর মাথা ঝাঁকুনি দেয় এবং রাসূলের দরবারে যেতে অস্বীকৃতি জানায়। তারই পরিপ্রেক্ষিতে আয়াত নাজিল হয়।

২. কেউ কেউ বলেন– আব্দুল্লাহ ইবনে উবাই -এর ক্ষেত্রে পূর্ববর্তী যে আয়াতসমূহ নাজিল হয়েছিল, তাঁরই পরিপ্রেক্ষিতে তার আত্মীয়-স্বজনদের ঈমানদার ব্যক্তিগণ তাকে বলতে লাগল, আল্লাহ তা'আলা তোমার উপর আয়াতের মাধ্যমে অসন্তুষ্টি প্রকাশ করেছেন। সুতরাং তুমি রাসূলের দরবারে যাও এবং তোমার গুনাহ মার্জনা করে নাও এবং আল্লাহর দরবারে ক্ষমার দোয়া করিয়ে নাও। তখন ইবনে উবাই বলল, واه واه হায় হায়! তোমরা প্রথমে ঈমান আনয়নের জন্য বললে, তখন ঈমান এনেছি। অতঃপর জাকাত প্রদানের জন্য বলেছ, তাও ইচ্ছা অনিচ্ছায় পালন করেছি। এখন সর্বশেষ তোমাদের কথানুসারে মুহাম্মদকে সেজদা করতে বলতে চাও নাকি? তা আমার পক্ষে কখনো সম্ভব হবে না। এ কথার প্রেক্ষিতে আল্লাহ তা'আলা আয়াতটি নাজিল করেন। -[আশরাফী, কাবীর, মা'আরিফ]

৩. হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা.) বলেন, যখন উহুদের ময়দান হতে ইবনে উবাই বহুসংখ্যক (তিনশত -এর মতো) লোক নিয়ে ফিরে আসল, তখন মু'মিনরা তার সমালোচনা ও নিন্দা শুরু করল, তখন তার কোনো এক ভাই তাকে বলল, তুমি মুহাম্মদ ﷺ -এর নিকট যাও এবং ক্ষমা চাও তবে তিনি সন্তুষ্ট হবেন এবং তোমার জন্য দোয়া করবেন। তখন সে বলল, না আমি যাবো না, সে আমার জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করুক বা নাই করুক, এই বলে মাথা নেড়ে-ঝেড়ে হেলতে লাগল, এমন সময় আল্লাহ তা'আলা এ আয়াত নাজিল করলেন। তাফসীরে মাযহারী গ্রন্থে বলা হয় এ অবস্থার পর ইবনে উবাই অতিশয় মরে গেল।

রাবী (বর্ণনাকারী) বলেন ঃ সাধারণ অভ্যাসের বিপরীতে তাৎক্ষণিক ও অসময়ে সফর করা এবং সুদীর্ঘকাল সফর অব্যাহত রাখার পিছনে রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর উদ্দেশ্য ছিল আব্দুল্লাহ ইবনে উবাইয়ের ঘটনা থেকে উদ্ভূত জল্পনা-কল্পনা হতে মুজাহিদদের দৃষ্টি অন্যদিকে সরিয়ে নেওয়া, যাতে এ সম্পর্কিত চর্চার অবসান ঘটে। এরপর রাসূলুল্লাহ ﷺ পুনরায় সফর শুরু করলেন। ইতিমধ্যে ওবাদা ইবনে সামেত (রা.) আব্দুল্লাহ ইবনে উবাইকে উপদেশচ্ছলে বললেন ঃ তুমি এক কাজ কর। রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর কাছে উপস্থিত হয়ে অপরাধ স্বীকার করে নাও। তিনি তোমার জন্যে আল্লাহর কাছে ক্ষমাপ্রার্থনা করবেন। এতে তোমার মুক্তি হয়ে যেতে পারে। ইবনে উবাই এই উপদেশ শুনে মাথা অন্যদিকে ঘুরিয়ে নিল। হযরত ওবাদা (রা.) তখনই বললেন ঃ আমার মনে হয়, তোমার এই বিমুখতা সম্পর্কে অবশ্যই কুরআনের আয়াত নাজিল হবে।
এদিকে সফর চলাকালে যায়েদ ইবনে আরকাম (রা.) বার বার রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর কাছে আসতেন। তাঁর দৃঢ়বিশ্বাস ছিল যে, এই মুনাফিক লোকটি আমাকে মিথ্যাবাদী বলে গোটা সম্প্রদায়ের দৃষ্টিতে হেয় প্রতিপন্ন করেছে। অতএব আমার সত্যায়ন ও এই ব্যক্তির মিথ্যার মুখোশ উন্মোচন সম্পর্কে অবশ্যই কুরআন নাজিল হবে। হঠাৎ যায়েদ ইবনে আরকাম (রা.) দেখলেন যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর মধ্যে ওহী অবতরণকালীন লক্ষণাদি ফুটে উঠছে। তাঁর শ্বাস ফুলে উঠছে, কপাল ঘর্মাক্ত হয়ে যাচ্ছে এবং তাঁর উষ্ট্রী বোঝার ভারে নুয়ে পড়ছে। হযরত যায়েদ (রা.) আশাবাদি হলেন যে, এখন এ সম্পর্কে কোনো ওহী নাজিল হবে। অবশেষে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এই অবস্থা দূর হয়ে গেল। হযরত যায়েদ (রা.) বলেন ঃ আমার সওয়ারী রাসূলুল্লাহ ﷺ–এই কাছ ঘেঁষে যাচ্ছিল। তিনি নিজের সওয়ারীর উপর থেকেই আমার কান ধরলেন এবং বললেন ঃ

يَا غُلَامُ صَدَّقَ اللّٰهُ حَدِيْثَكَ وَنَزَلَتْ سُوْرَةُ الْمُنَافِقِيْنَ فِيْ ابْنِ اُبَيٍّ مِنْ اَوَّلِهَا اِلٰى اٰخِرِهَا -

https://e-ilm.weebly.com/

অর্থাৎ হে বালক! আল্লাহ তা'আলা তোমরা কথার সত্যায়ন করেছেন এবং সম্পূর্ণ সূরা মুনাফিকূন ইবনে উবাইয়ের ঘটনা সম্পর্কে অবতীর্ণ হয়েছে।

এই রেওয়ায়েত থেকে জানা যেল যে, সূরা মুনাফিকুন সফরের মধ্যেই নাজিল হয়েছে। কিন্তু বগভী (র.)-এর রেওয়ায়েতে আছে, রাসূলুল্লাহ ﷺ যখন মদিনায় পৌঁছে যান এবং যায়েদ ইবনে আরকাম (রা.) অপমানের ভয়ে গৃহে আত্মগোপন করেন, তখন এই সূরা নাজিল হয়েছে।

এক রেওয়ায়েতে আছে, রাসূলুল্লাহ ﷺ যখন মদিনার নিকটবর্তী আকিক উপত্যকায় পৌঁছেন, তখন ইবনে উবাইয়ের মুমিন পুত্র আব্দুল্লাহ (রা.) সম্মুখে অগ্রসর হন এবং খুঁজতে খুঁজতে পিতা ইবনে উবাইয়ের কাছে পৌঁছে তার উষ্ট্রীকে বসিয়ে দেন। তিনি উষ্ট্রীর হাঁটুতে পা রেখে পিতাকে বললেন ঃ আল্লাহর কসম! তুমি মদিনায় প্রবেশ করতে পারবে না যে পর্যন্ত সবল দুর্বলকে বহিষ্কৃত করবে' –এ কথার ব্যাখ্যা না কর। এই বাক্যে সবল কে? রাসূলুল্লাহ ﷺ, না তুমি? পুত্র পিতার পথ রুদ্ধ করে দাঁড়িয়েছিল এবং যারা এ পথ অতিক্রম করছিল তারা পুত্র আব্দুল্লাহকে তিরস্কার করছিল যে, পিতার সাথে এমন দুর্ব্যবহার করছ কেন? অবশেষে যখন রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর উষ্ট্রী তাদের কাছে আসল, তখন তিনি ব্যাপার জিজ্ঞাসা করলেন। লোকেরা বলল ঃ আব্দুল্লাহ এই বলে তার পিতার পথ রুদ্ধ করে রেখেছে যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ অনুমতি না দেওয়া পর্যন্ত তুমি মদিনায় প্রবেশ করতে পারবে না। রাসূলুল্লাহ ﷺ দেখলেন যে, মুনাফিক ইবনে উবাই বেগতিক হয়ে পুত্রের কাছে বলে যাচ্ছে ঃ আমি তো ছেলেপেলে ও নারীদের চাইতেও অধিক লাঞ্ছিত। একথা শুনে রাসূলুল্লাহ ﷺ পুত্রকে বললেন ঃ তার পথ ছেড়ে দাও, তাকে মদিনায় যেতে দাও।

সূরা মুনাফিকূন অবতরণের পটভূমি এতটুকুই। এই কাহিনীর শুরুতে সংক্ষেপে একথাও বলা হয়েছে যে, বনি-মুস্তালিক যুদ্ধের জন্যে আসলে উম্মুল মুমিনীন হযরত জুয়ায়রিয়া (রা.)-এর পিতা হারেস ইবনে যেরার দায়ী ছিলেন। পরবর্তীকালে আল্লাহ তা'আলা হযরত জুয়ায়রিয়া (রা.)-কে ইসলাম গ্রহণ এবং রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর পত্নী হওয়ার গৌরব দান করেন। তাঁর পিতা হারেসও পরে মুসলমান হয়ে যান।

এ ঘটনা মুসনাদে আহমদ, আবূ দাউদ ইত্যাদি কিতাবে এভাবে বর্ণিত আছে যে, মুস্তালিক গোত্র পরাজিত হলে তাদের কিছুসংখ্যক যুদ্ধবন্দীও মুসলমানদের করতলগত হয়। ইসলামি আইন অনুযায়ী সব কয়েদী ও যুদ্ধলব্ধ সম্পদ মুজাহিদগণের মধ্যে বণ্টন করে দেওয়া হয়। কয়েদীদের মধ্যে হারেস ইবনে যেরারের কন্যা জুয়ায়রিয়াও ছিলেন। তিনি সাবেত ইবনে কায়েস (রা.)-এর ভাগে পড়েন। সাবেত (রা.) জুয়ায়রিয়াকে কিতাবতের প্রথায় মুক্ত করে দিতে চাইলেন। এর অর্থ এই যে, দাস অথবা দাসী মেহনত-মজুরি করে অথবা ব্যবসায়ের মাধ্যমে নির্দিষ্ট পরিমাণ অর্থ উপার্জন করে মালিককে দিলে সে মুক্ত হয়ে যেত।

জুয়ায়রিয়ার জিম্মায় মোটা অংকের অর্থ নির্ধারণ করা হয়েছিল, যা পরিশোধ করা সহজসাধ্য ছিল না। তিনি রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর খেদমতে উপস্থিত হয়ে আবেদন করলেন ঃ আমি মুসলমান হয়ে গেছি। আমি সাক্ষ্য দেই যে, আল্লাহ এক তাঁর কোনো অংশীদার নেই এবং আপনি আল্লাহর রাসূল। অতঃপর নিজের ঘটনা শুনালেন যে, সাবেত ইবনে কায়েস (রা.) আমার সাথে কিতাবতের চুক্তি করেছে। কিন্তু কিতাবতের অর্থ পরিশোধ করার সাধ্য আমার নেই। আপনি এ ব্যাপারে আমাকে কিছু সাহায্য করুন।

রাসূলুল্লাহ (সা.) তাঁর আবেদন মঞ্জুর করলেন এবং সাথে সাথে তাঁকে মুক্ত করে বিবাহের ইচ্ছা প্রকাশ করলেন। জুয়ায়রিয়ার জন্যে এর চাইতে বড় সৌভাগ্য আর কি হতে পারত! তিনি সানন্দে প্রস্তাব মেনে নিলেন।

এইভাবে তিনি পুণ্যময়ী বিবিগণের অন্তর্ভুক্ত হয়ে গেলেন। উম্মুল-মুমিনীন হযরত জুয়ায়রিয়া (রা.) বর্ণনা করেন ঃ 'রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর বনি-মুস্তালিক যুদ্ধে গমনের তিন দিন পূর্বে আমি স্বপ্নে দেখেছিলাম, ইয়াসরিবের (মদিনার) দিক থেকে চাঁদ রওয়ানা হয়ে আমার কোলে এসে লুটিয়ে পড়েছেন। তখন আমি এই স্বপ্ন কারও কাছে বর্ণনা করিনি। কিন্তু এখন তার ব্যাখ্যা স্বচক্ষে দেখতে পাচ্ছি।

তিনি ছিলেন গোত্রপতির কন্যা। তিনি যখন রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর পুণ্যময়ী বিবিদের কাতারে শামিল হয়ে গেলেন, তখন এর শুভ প্রতিক্রিয়া তাঁর গোত্রের উপরও প্রতিফলিত হয়। তাঁর সাথে বন্দিনী অন্যান্য নারীরাও এই শুভবিবাহের উপকারিতা লাভ করল। কেননা এই বিবাহের কথা জানাজানি হওয়ার পর যে যে মুসলমানের কাছে তাঁর আত্মীয় কোনো বন্দিনী ছিল, তারা সবাই তাদেরকে মুক্ত করে দিল। এভাবে একশ' বন্দিনী তাঁর সাথে মুক্ত হয়ে গেল। এরপর তাঁর পিতাও রাসলুল্লাহ ﷺ-এর একটি মু'জিযা দেখে মুসলমান হয়ে গেলেন।

https://e-ilm.weebly.com/

https://e-ilm.weebly.com/

ইসলামি মূলনীতিতে সাহাবায়ে কেরামের অপূর্ব দৃঢ়তা : উপরিউক্ত ঘটনা এ কথাও ব্যক্ত করেছে যে, যদিও শয়তান সাময়িকভাবে কিছু লোককে মূর্খতা যুগের শ্লোগানে লিপ্ত করে দিয়েছিল, কিন্তু প্রকৃতপক্ষে প্রত্যেকের অন্তর ঈমানে পরিপূর্ণ ছিল। সামান্য হুঁশিয়ারি পেয়ে সবাই ভ্রান্ত ধারণা থেকে তওবা করে নেয়। তাদের অন্তরে আল্লাহ ও রাসূলের মহব্বত এবং সম্ভ্রম এমনই বদ্ধমূল ছিল, যাতে আত্মীয়তা ও জাতীয়তা সম্পর্কে কোনোরূপ অন্তরায় সৃষ্টি করতে পারেনি। এর প্রমাণ এই ঘটনায় প্রথমে যায়েদ ইবনে আরকাম (রা.)-এর বিবৃতি থেকে ফুটে উঠেছে। তিনি নিজেও ছিলেন খাযরাজ গোত্রের লোক এবং ইবনে উবাই ছিল গোত্রের সরদার। যায়েদ ইবনে আরকাম (রা.) ও তার সম্মান ও সম্ভ্রমের প্রবক্তা ছিলেন। কিন্তু যখন মাননীয় সরদারের মুখে মু'মিন, মুহাজির ও স্বয়ং রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর বিরুদ্ধে কথাবার্তা উচ্চারিত হলো, তখন তিনি সহ্য করতে পরলেন না। সেই মজলিসেই সরদারকে দাঁতভাঙ্গা জওয়াব দিলেন। এরপর রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর কাছে অভিযোগ করলেন। আজ-কালকার গোষ্ঠী প্রীতি হলে তিনি কখনও আপন গোত্র সরদারের এই কথা রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর কাছে পৌঁছাতেন না।

এই ঘটনায় স্বয়ং ইবনে উবাইয়ের পুত্র আবদুল্লাহ (রা.)-এর আচরণ এ বিষয়টিকে অত্যন্ত উজ্জ্বল করে ফুটিয়ে তুলেছে যে, তার মহব্বত ও সম্ভ্রম কেবল আল্লাহ ও রাসূলের সাথে সম্পৃক্ত ছিল। তিনি যখন পিতার মুখে বিরুদ্ধাচরণের কথাবার্তা শুনলেন, তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর কাছে হাজির হয়ে নিজ হাতে পিতার মস্তক কেটে আনার প্রস্তাব রাখলেন। রাসূলুল্লাহ ﷺ নিষেধ করে দিলে মদিনার সন্নিকটে পৌঁছে পিতার সওয়ারী বসিয়ে দিলেন এবং মদিনায় প্রবেশের পথ রুদ্ধ করে পিতাকে এ কথা স্বীকার করে নিতে বাধ্য করলেন যে, সম্মানের অধিকারী একমাত্র রাসূলুল্লাহ ﷺ এবং সে নিজে হেয় ও লাঞ্ছিত। অতঃপর রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর অনুমতি লাভের পূর্বে পিতার পথ খুলে দিলেন না। এই দৃশ্য দেখে স্বতঃস্ফূর্তভাবে মুখে উচ্চারিত হয়।

تونخل خوش ثمر کیستی که سرو و سمن • همه زخویش بریدند وبا تو پیوستند

এ ছাড়া বদর, ওহুদ ও আহযাবের যুদ্ধগুলো তো তরবারির মাধ্যমে এই সম্প্রদায় প্রীতি ও স্বদেশ প্রীতির প্রতিমাকে ছিন্ন-বিচ্ছিন্ন করে উড়িছে দিয়েছে এবং এ থেকে প্রমাণিত হয়েছে যে, যে কোনো সম্প্রদায়, দেশ, বর্ণ ও ভাষার মুসলমান পরস্পরে ভাই ভাই। যারা আল্লাহ ও রাসূলকে মানে না, তারা সত্যিকার ভাই ও পিতা হলেও দুশমন।

هزار خویش که بیگانه ازخدا باشد • خدائے یك تن بیگانه کا شنا باشد

মুসলমানদের সাধারণ স্বার্থের প্রতি লক্ষ্য রাখা এবং তাদেরকে ভুল বোঝাবুঝি থেকে রক্ষা করার গুরুত্ব : এই ঘটনা আমাদেরকে আরও শিক্ষা দিয়েছে যে, যে কাজ স্বতন্ত্র দৃষ্টিতে বৈধ, কিন্তু তা বাস্তবায়নে মুসলমানদের মধ্যে ভুল বোঝাবুঝির আশঙ্কা থেকে অথবা শত্রুরা ভুল বোঝাবুঝি প্রচার করার সুযোগ লাভ করে, সেই কাজ না করাই কর্তব্য। উদাহরণত রাসূলুল্লাহ ﷺ মুনাফিক সরদার ইবনে উবাইয়ের কপটতা মূর্ত হয়ে ফুটে উঠার পরও হযরত ওমর (রা.)-এর এই পরামর্শ গ্রহণ করেন নি যে, তাকে হত্যা করা হোক। কেননা এতে আশঙ্কা ছিল যে, শত্রুরা সাধারণ মানুষের মধ্যে ভুল বোঝাবুঝি প্রচার করার সুযোগ লাভ করবে এবং বলবে : রাসূলুল্লাহ ﷺ তাঁর সাহাবীদেরকেও হত্যা করেন।

কিন্তু অন্যান্য রেওয়ায়েত থেকে প্রমাণিত আছে যে, যে সব কাজ শরিয়তের মূল উদ্দেশ্য নয়, সে সব কাজ মোস্তাহাব হলেও ভুল বোঝাবুঝির আশঙ্কার কারণে বর্জন করা যায়। কিন্তু শরিয়তের মূল উদ্দেশ্যকে এ ধরনের আশঙ্কার কারণে ত্যাগ করা যায় না; বরং এরূপ ক্ষেত্রে আশঙ্কা অবসানের চেষ্টা করতে হবে এবং কাজটি বাস্তবায়ন করতে হবে। এখন সূরার বিশেষ বিশেষ বাক্যের ব্যাখ্যা দেখুন :

وَاِذَا قِيْلَ لَهُمْ تَعَالَوْا يَسْتَغْفِرْ لَكُمْ رَسُوْلُ اللّٰهِ : মুনাফিক সরদার আব্দুল্লাহ ইবনে উবাইয়ের ব্যাপারে সূরা মুনাফিকূন নাজিল হয়েছে। এতে বর্ণনা করা হয়েছে যে, তার কসম সবই মিথ্যা। এই মুনাফিক সরদারের হিতাকাঙ্ক্ষায় কেউ কেউ তাকে বলল ঃ তুই জানিস কুরআনে তোর সম্পর্কে কি নাজিল হয়েছে? এখনও সময় আছে, তুই রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর কাছে হাজির হয়ে অপরাধ স্বীকার করে নে। রাসূলুল্লাহ ﷺ তোর জন্যে আল্লাহর কাছে ক্ষমাপ্রার্থনা করবেন। সে উত্তরে বলল ঃ তোমরা আমাকে বিশ্বাস স্থাপন করতে বলেছিলে, আমি বিশ্বাস স্থাপন করেছি। এরপর তোমরা আমাকে অর্থ-সম্পদের জাকাত দিতে বলেছিলেন, আমি তাও দিতেছি। এখন আর কি বাকি রইল? আমি কি মুহাম্মদ ﷺ-কে সেজদা করব? এই ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে আলোচ্য আয়াতসমূহ অবতীর্ণ হয়। এতে ব্যক্ত করা হয়েছে যে, যখন তার অন্তরে ঈমানই নেই, তখন তার জন্যে ক্ষমাপ্রার্থনা উপকারী হতে পারে না।

https://e-ilm.weebly.com/

এই ঘটনার পর ইবনে উবাই মদিনায় পৌঁছে বেশিদিন জীবিত থাকেনি- শীঘ্রই মৃত্যুমুখে পতিত হয়। -(মাযহারী)

هُمُ الَّذِيْنَ يَقُوْلُوْنَ لَا تُنْفِقُوْا عَلٰى مَنْ عِنْدَ رَسُوْلِ اللّٰهِ حَتّٰى يَنْفَضُّوْا

জাহজাহ মুহাজির ও সিনান আনসারীর ঝগড়ার সময় ইবনে উবাই-ই একথা বলেছিল। আল্লাহ তা'আলার পক্ষ থেকে এর জওয়াব দেওয়া হয়েছে যে, নির্বোধরা মনে করে মুহাজিরগণ তাদের দান-খয়রাতের মুখাপেক্ষী এবং ওরাই তাদের অন্ন যোগায়। অথচ সমগ্র নভোমণ্ডল ও ভূমণ্ডলের ধন-ভাণ্ডার আল্লাহর হাতে। তিনি ইচ্ছা করলে মুহাজিরগণকে তোমাদের কোনো সাহায্য ছাড়াই সবকিছু দিতে পারেন। ইবনে উবাইয়ের এরূপ মনে করা নির্বুদ্ধিতা ও বোকামির পরিচায়ক। তাই কুরআন পাক এস্থলে لَا يَفْقَهُوْنَ বলে ব্যক্ত করেছে যে, যে এরূপ মনে করে, সে বেওকুফ ও নির্বোধ।

يَقُوْلُوْنَ لَئِنْ رَّجَعْنَا اِلَى الْمَدِيْنَةِ لَيُخْرِجَنَّ الْاَعَزُّ مِنْهَا الْاَذَلَّ : এটাও ইবনে উবাইয়ের উক্তি। এই উক্তির ভাষা অস্পষ্ট হলেও উদ্দেশ্য অস্পষ্ট ছিল না যে, সে নিজেকে এবং মদিনার আনসারগণকে শক্তিশালী ও ইজ্জতদার এবং এর বিপরীতে রাসূলুল্লাহ ﷺ ও মুহাজির সাহাবায়ে-কেরামকে দূর্বল ও হেয় বলে প্রকাশ করেছিল। সে মদীনার আনসারগণকে উত্তেজিত করেছিল, যাতে তারা এই দূর্বল ও 'হেয়' লোকদেরকে মদিনা থেকে বহিষ্কৃত করে দেয়। আল্লাহ তা'আলা এর জওয়াবে তার কথা তারই দিকে উল্টে দিয়েছেন যে, যদি ইজ্জতওয়ালারা 'হেয়' লোকদেরকে বের করেই দেয়, তবে এর কুফল তোমাদেরকেই ভোগ করতে হবে। কেননা ইজ্জত তো আল্লাহর, তাঁর রাসূলের এবং মুমিনদের প্রাপ্য। কিন্তু মূর্খতার কারণে তোমরা এ সম্পর্কে বে-খবর। এখানে কুরআন لَا يَعْلَمُوْنَ এবং এর আগে لَا يَفْقَهُوْنَ শব্দ ব্যবহার করেছে। এই পার্থক্যের কারণ এই যে, কোনো মানুষ নিজেকে অন্যের রিজিকদাতা মনে করলে এটা নিরেট জ্ঞান-বুদ্ধির পরিপন্থি এবং নির্বুদ্ধিতার আলামত। পক্ষান্তরে ইজ্জত ও অপমান দুনিয়াতে বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন জনে লাভ করে। তাই এত বিভ্রান্তি হলে সেটা বেখবর ও অনভিজ্ঞ হওয়ার প্রমাণ। তাই এখানে لَا يَعْلَمُوْنَ বলা হয়েছে।

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَا تُلْهِكُمْ اَمْوَالُكُمْ : এই সূরার প্রথম রুকুতে মুনাফিকদের মিথ্যা শপথ ও চক্রান্ত উল্লেখ করা হয়েছিল। দুনিয়ার মহব্বতে পরাভূত হওয়াই ছিল এসব কিছুর সারমর্ম। এ কারণেই তারা একদিকে মুসলমানদের কবল থেকে আত্মরক্ষা এবং অপরদিকে যুদ্ধলব্ধ সম্পদ ভাগ বসাবার উদ্দেশ্যে বাহ্যত ঃ নিজেদেরকে মুসলমান বলে প্রকাশ করত। মুহাজির সাহাবীদের পিছনে ব্যয় করার ধারা বন্ধ করার যে চক্রান্ত তারা করেছিল, এর পশ্চাতেও এ কারণই নিহিত ছিল। এই দ্বিতীয় রুকুতে খাঁটি মুমিনদেকে সম্বোধন করে সতর্ক করা হয়েছে যে, তোমরা মুনাফিকদের ন্যায় দুনিয়ার মহব্বতে মগ্ন হয়ে যেয়ো না। যেসব বিষয় মানুষকে দুনিয়াতে আল্লাহ থেকে গাফেল করে, তন্মধ্যে দু'টি সর্ববৃহৎ-ধন-সম্পদ ও সন্তান-সন্ততি। তাই এই দু'টির নাম উল্লেখ করা হয়েছে। নতুবা দুনিয়ার যাবতীয় ভোগ-সম্ভারই উদ্দেশ্য। আয়াতের সারমর্ম এই যে, ধন-সম্পদ ও সন্তান-সন্ততির মহব্বত সর্বাবস্থায় নিন্দনীয় নয়। বরং এগুলো নিয়ে ব্যাপৃত থাকা এক পর্যায়ে কেবল জায়েজই নয়-ওয়াজিবও হয়ে যায়। কিন্তু সর্বদা এই সীমানার প্রতি লক্ষ্য রাখতে হবে যে, এসব বস্তু যেন মানুষকে আল্লাহর স্মরণ থেকে গাফেল না করে দেয়। এখানে 'আল্লাহর স্মরণের' অর্থ কোনো কোনো তাফসীরবিদের মতে পাঞ্জেগানা নামাজ, কারও মতে হজ ও জাকাত এবং কারও মতে কুরআন। হযরত হাসান বসরী (র.) বলেন ঃ স্মরণের অর্থ এখানে যাবতীয় আনুগত্য ও ইবাদত। এই অর্থ সবকিছুতে পরিব্যাপ্ত। -(কুরতুবী)

সারকথা এই যে, আল্লাহর স্মরণ তথা ইবাদত থেকে মানুষকে গাফেল করে না, এতটুকু পর্যন্ত সাংসারিক বিষয়াদিতে ব্যাপৃত থাকার অনুমতি আছে। সাংসারিক বিষয়াদিতে এতটুকু ডুবে যাওয়া উচিত নয় যে, ফরজ ও ওয়াজিব কর্মে বিঘ্ন দেখা দেয় অথবা হারাম ও মাকরূহ কাজে লিপ্ত হওয়া জরুরি হয়ে পড়ে। যারা সাংসারিক কাজে এরূপ মগ্ন হয়ে পড়ে তাদের সম্পর্কে বলা হয়েছে : اُولٰٓئِكَ هُمُ الْخٰسِرُوْنَ অর্থাৎ তারাই ক্ষতিগ্রস্ত। কারণ তারা পরকালের মহান ও চিরন্তন নিয়ামতসমূহের পরিবর্তে দুনিয়ার নিকৃষ্ট ও ক্ষণস্থায়ী নিয়ামত অবলম্বন করে। এর চাইতে বড় ক্ষতি আর কি হবে!

وَاَنْفِقُوْا مِمَّا رَزَقْنٰكُمْ مِّنْ قَبْلِ اَنْ يَّاْتِيَ اَحَدَكُمُ الْمَوْتُ : এই আয়াতে মৃত্যু আসার অর্থ মৃত্যুর লক্ষণাদি প্রকাশ পাওয়া। উদ্দেশ্য এই যে, মৃত্যুর লক্ষণাদি সামনে আসার আগেই স্বাস্থ্য ও শক্তি অটুট থাকা অবস্থায় তোমাদের ধনসম্পদ আল্লাহর পথে ব্যয় করে পরকালের পুঁজি করে নাও। নতুবা মৃত্যুর পর এই ধন-সম্পদ তোমাদের কোনো কাজে আসবে না। পূর্বে বর্ণিত হয়েছে যে, 'আল্লাহর স্মরণের' অর্থ যাবতীয় ইবাদত ও শরিয়তের আদেশ-নিষেধ পালন করা।

https://e-ilm.weebly.com/

প্রয়োজনের ক্ষেত্রে ধন-সম্পদ ব্যয় করাও এর অন্তর্ভুক্ত। এরপর এখানে অর্থ ব্যয় করাকে পৃথকভাবে বর্ণনা করার দু'টি কারণ হতে পারে। (এক) আল্লাহ ও তাঁর আদেশ নিষেধ পালনে মানুষকে গাফেলকারী সর্ববৃহৎ বস্তু হচ্ছে ধন-সম্পদ। তাই জাকাত, ওশর, হজ ইত্যাদি আর্থিক ইবাদত স্বতন্ত্রভাবে বর্ণনা করে দেওয়া হয়েছে। (দুই) মৃত্যুর লক্ষণাদি দৃষ্টির সামনে আসার সময় কারও সাধ্য নেই এবং কেউ কল্পনাও করতে পারে না যে, কাযা নামাজগুলো পড়ে নেবে, কাযা হজ আদায় করবে অথবা কাযা রোজা রাখবে, কিন্তু ধন-সম্পদ সামনে থাকে এবং এ বিশ্বাস হয়েই যায় যে, এখন এই ধন তার হাত থেকে চলে যাবে। তখনও তাড়াতাড়ি ধন-সম্পদ ব্যয় করে আর্থিক ইবাদতের ত্রুটি থেকে মুক্ত হওয়ার চেষ্টা করে। এছাড়া দান-খয়রাত যাবতীয় আপদ-বিপদ দূর করার ব্যাপারেও কার্যকর।

সহীহ্ বোখারী ও মুসলিমে হযরত আবূ হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত আছে, এক ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে জিজ্ঞাসা করল ঃ কোন সদকায় সর্বাধিক ছওয়াব পাওয়া যায়? তিনি বললেন ঃ যে সদকা সুস্থ অবস্থায় এবং ভবিষ্যতের দিকে লক্ষ্য করে– অর্থ ব্যয় করে ফেললে নিজেই দরিদ্র হয়ে যাওয়ার আশঙ্কা থাকা অবস্থায় করা হয়। তিনি আরও বললেন ঃ আল্লাহর পথে ব্যয় করাকে সেই সময় পর্যন্ত বিলম্বিত করো না যখন আত্মা তোমার কণ্ঠনালীতে এসে যায় এবং তুমি মরতে থাক আর বল ঃ এই পরিমাণ অর্থ অমুককে দিয়ে দাও, এই পরিমাণ অর্থ অমুক কাজে ব্যয় কর।

فَيَقُولَ رَبِّ لَوْلَآ اَخَّرْتَنِيْٓ اِلٰٓى اَجَلٍ قَرِيْبٍ : হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) এই আয়াতের তাফসীরে বলেন, যে ব্যক্তির জিম্মায় জাকাত ফরজ ছিল; কিন্তু আদায় করেনি অথবা হজ ফরজ ছিল কিন্তু আদায় করেনি, সে মৃত্যুর সম্মুখীন হয়ে আল্লাহ তা'আলার কাছে বাসনা প্রকাশ করে বলবে ঃ আমি আবার দুনিয়াতে ফিরে যেতে চাই; অর্থাৎ মৃত্যু আরও কিছু বিলম্বে আসুক, যাতে আমি সদকা-খয়রাত করে নেই এবং ফরজ কর্ম থেকে মুক্ত হয়ে যাই। وَاَكُنْ مِّنَ الصّٰلِحِيْنَ অর্থাৎ কিছু অবকাশ পেলে এমন সৎকর্ম করে নেব, যা দ্বারা সৎকর্ম পরায়ণদের অন্তর্ভুক্ত হয়ে যাব। যেসব ফরজ বাদ পড়েছে, সেগুলো পূর্ণ করে নেব এবং যেসব হারাম ও মাকরূহ কাজ করেছি, সেগুলো থেকে তওবা করে নেব। কিন্তু আল্লাহ তা'আলা বলে দিয়েছেন যে, মৃত্যু আসার পর কাউকে অবকাশ দেওয়া হয় না। সুতরাং এই বাসনা নিরর্থক।

শব্দ বিশ্লেষণ :

جَآءَ : সীগাহ واحد مذكر غائب বহছ ماضى معروف বাব ضَرَبَ মাসদার مَجِيْئٌ মূলবর্ণ (ج - ى - ء) জিনস মুরাক্কাব (مهموز لام এবং اجوف يائى) অর্থ– আসে। আগমন করে।

اِتَّخَذُوْا : সীগাহ جمع مذكر غائب বহছ ماضى معروف বাব اِفْتِعَالٌ মাসদার اِتِّخَاذٌ মূলবর্ণ (ا - خ - ذ) জিনস مهموز فاء অর্থ– তারা ব্যবহার করে, গ্রহণ করে।

اَلْمُنَافِقُوْنَ : সীগাহ جمع مذكر বহছ اسم فاعل বাব مُفَاعَلَةٌ মাসদার اَلْمُنَافَقَةُ মূলবর্ণ (ن - ف - ق) জিনস صحيح অর্থ- মুনাফিক পুরুষ, কপট ব্যক্তি, দ্বিচারী বা দ্বিমুখী লোক।

نَشْهَدُ : সীগাহ جمع متكلم বহছ مضارع معروف বাব سَمِعَ মাসদার شَهَادَةٌ মূলবর্ণ (ش - ه - د) জিনস صحيح অর্থ– আমরা সাক্ষ্য দিচ্ছি।

يَعْلَمُ : সীগাহ واحد مذكر غائب বহছ مضارع معروف বাব سَمِعَ মাসদার عِلْمٌ মূলবর্ণ (ع - ل - م) জিনস صحيح অর্থ– অবগত আছেন।

اَيْمَانَهُمْ : তাদের শপথ। এটি يَمِيْنٌ -এর বহুবচন। يَمِيْنٌ -এর আসল অর্থ, ডান হাত বা ডান দিক। য রূপকভাবে কসমের অর্থেও ব্যবহৃত হয়।

جُنَّةً : অর্থ- ঢাল, রক্ষাবর্ম, আশ্রয়, রক্ষা, বহুবচনে جُنَنٌ আসে। এটি جَنٌّ থেকে নির্গত হয়েছে। যার অর্থ, ঢেকে নেওয়া ও আচ্ছন্ন করা, আবৃত করা, কোনো জিনিস ইন্দ্রিয় থেকে গোপন থাকা। বস্তুতঃ ঢাল দ্বারা দেহকে গোপন করা হয়। বিধায় একে جُنَّةٌ বলা হয়।

https://e-ilm.weebly.com/

صَدُّوا : সীগাহ جمع مذكر غائب বহছ ماضى معروف বাব نَصَرَ মাসদার صَدٌّ - صُدُوْدٌ মূলবর্ণ (ص - د - د) জিনস مضاعف ثلاثى অর্থ- তারা প্রতিরোধ করে।

سَاءَ : সীগাহ واحد مذكر غائب বহছ ماضى معروف বাব نَصَرَ মাসদার سَوْءٌ মূলবর্ণ (س - و - ء) জিনস মুরাক্কাব, (مهموز لام এবং اجوف واوى) অর্থ- মন্দ হয়েছে।

طُبِعَ : সীগাহ واحد مذكر غائب বহছ ماضى مجهول বাব فَتَحَ মাসদার طَبْعٌ মূলবর্ণ (ط - ب - ع) জিনস صحيح অর্থ- মহর মেরে দেওয়া হয়েছে।

لَا يَفْقَهُوْنَ : সীগাহ جمع مذكر غائب বহছ نفى فعل مضارع معروف বাব سَمِعَ মাসদার فِقْهٌ মূলবর্ণ (ف - ق - ه) জিনস صحيح অর্থ- তারা বুঝছে না।

رَاَيْتَهُمْ : সীগাহ واحد مذكر حاضر বহছ ماضى معروف বাব فَتَحَ টা هُمْ ضمير منصوب متصل মাসদার رُؤْيَةٌ মূলবর্ণ (ر - ء - ى) জিনস মুরাক্কাব (ناقص يائى এবং مهموز عين) অর্থ- আপনি তাদেরকে দেখবেন।

تُعْجِبُكَ : সীগাহ واحد مؤنث غائب বহছ مضارع معروف বাব اِفْعَالٌ মাসদার اِعْجَابٌ ضمير منصوب متصل - ك মূলবর্ণ (ع - ج - ب) জিনস صحيح অর্থ- আপনাকে চমৎকৃত করবে।

اَجْسَامُهُمْ : অর্থ, তাদের অবয়ব বা শরীর। এটি جسم -এর বহুবচন।

خُشُبٌ : শব্দটি বহুবচন, একবচনে خَشَبٌ অর্থ- লাকড়ি। কাঠ।

مُسَنَّدَةٌ : সীগাহ واحد مؤنث বহছ اسم مفعول বাব تَفْعِيْلٌ মাসদার تَسْنِيْدٌ মূলবর্ণ (س - ن - د) জিনস صحيح অর্থ- যা (দেয়ালের) সহায়তায় লাগানো রয়েছে।

يُؤْفَكُوْنَ : সীগাহ جمع مذكر غائب বহছ مضارع مجهول বাব ضَرَبَ মাসদার اِفْكٌ মূলবর্ণ (ا - ف - ك) জিনস مهموز فاء অর্থ- তারা (সত্য হতে ফিরে) যাচ্ছে।

تَعَالَوْا : সীগাহ جمع مذكر حاضر বহছ امر حاضر معروف বাব تَفَاعُلٌ মাসদার تَعَالِىْ মূলবর্ণ (ع - ل - و) জিনস ناقص واوى অর্থ- আসা। উচ্চ হওয়া।

لَوَّوْا : সীগাহ جمع مذكر غائب বহছ ماضى معروف বাব تَفْعِيْلٌ মাসদার تَلْوِيَةٌ মূলবর্ণ (ل - و - ى) জিনস لفيف مقرون অর্থ- তারা ঘুরিয়ে নেয়।

يَصُدُّوْنَ : সীগাহ جمع مذكر غائب বহছ مضارع معروف বাব نَصَرَ মাসদার صَدٌّ মূলবর্ণ (ص - د - د) জিনস مضاعف ثلاثى অর্থ-- তারা মুখ ফিরিয়ে নিচ্ছে।

مُسْتَكْبِرُوْنَ : সীগাহ جمع مذكر বহছ اسم فاعل বাব اِسْتِفْعَالٌ মাসদার اِسْتِكْبَارٌ মূলবর্ণ (ك - ب - ر) জিনস صحيح অর্থ- অহংকার ভরে।

لَمْ تَسْتَغْفِرْ : সীগাহ واحد مذكر حاضر বহছ فعل مضارع منفى بلم বাব اِسْتِفْعَالٌ মাসদার اِسْتِغْفَارٌ মূলবর্ণ (غ - ف - ر) জিনস صحيح অর্থ- ক্ষমা প্রার্থনা না করেন।

لَا تُنْفِقُوْا : সীগাহ جمع مذكر حاضر বহছ نهى حاضر معروف বাব اِفْعَالٌ মাসদার اِنْفَاقٌ মূলবর্ণ (ن - ف - ق) জিনস صحيح অর্থ- ব্যয় করো না।

يَنْفَضُّوْا : সীগাহ جمع مذكر غائب বহছ مضارع معروف বাব اِنْفِعَالٌ মাসদার اِنْفِضَاضٌ মূলবর্ণ (ف - ض - ض) জিনস مضاعف ثلاثى অর্থ- তারা নিজেরাই ছত্রভঙ্গ হয়ে পড়বে।

https://e-ilm.weebly.com/

لَاتُلْهِ : সীগাহ واحد مذكر حاضر বহছ نهى حاضر معروف বাব اِفْعَال মাসদার اِلْهَاءٌ মূলবর্ণ (ل ـ ه ـ و) জিনস ناقص واوى অর্থ– উদাসীন করো না, গাফেল করো না।

خٰسِرُوْنَ : সীগাহ جمع مذكر বহছ اسم فاعل বাব سَمِعَ মাসদার خُسْرٌ মূলবর্ণ (خ ـ س ـ ر) জিনস صحيح অর্থ- ক্ষতিগ্রস্ত, লোকসানগ্রস্ত, হীনকর্মকারী।

يَأْتِىْ : সীগাহ واحد مذكر غائب বহছ مضارع منصوب বাব ضَرَبَ মাসদার اِتْيَانٌ মূলবর্ণ (ا ـ ت ـ ى) জিনস মুরাক্কাব (ناقص يائى এবং مهموز فاء) অর্থ– এসে উপস্থিত হয়।

اَخَّرْتَنِىْ : সীগাহ واحد مذكر حاضر বহছ ماضى معروف বাব تَفْعِيْل মাসদার تَاخِيْرٌ মূলবর্ণ (ء ـ خ ـ ر) জিনস مهموز فاء অর্থ– অবকাশ প্রদান করলেন।

اَجَلٌ : অর্থ– মৃত্যু, নির্দিষ্ট সময়। তাই মৃত্যুকেও اَجَلٌ বলা হয়। কারণ মৃত্যুর সময়ও নির্ধারিত। বহুবচন اجال।

فَاَصَّدَّقَ : সীগাহ واحد متكلم বহছ مضارع معروف বাব تَفَعُّلٌ মাসদার تَصَدُّقٌ মূলবর্ণ (ص ـ د ـ ق) জিনস صحيح অর্থ– আমি সদকা করে দিতাম।

خَزَائِنُ : শব্দটি বহুবচন; একবচনে خَزِيْنَةٌ অর্থ– ধনভাণ্ডার সমূহ। গোডাউন। খাজানা।

لَيُخْرِجَنَّ : সীগাহ واحد مذكر غائب বহছ لام تاكيد بانون تاكيد ثقيله در فعل مستقبل معروف বাব اِفْعَالٌ মাসদার اِخْرَاجٌ মূলবর্ণ(خ ـ ر ـ ج) জিনস صحيح অর্থ– বহিষ্কার করে দিবে। বের করা।

اَعَزُّ : সীগাহ واحد مذكر বহছ اسم تفضيل বাব ضَرَب মাসদার اَلْعِزُّ মূলবর্ণ (ع ـ ز ـ ز) জিনস مضاعف ثلاثى অর্থ– সম্মানীগণ। বেশি ক্ষমতাশালী। অধিক শক্তিশালী।

اَذَلُّ : সীগাহ واحد مذكر বহছ اسم تفضيل বাব ضَرَبَ মাসদার اَلذُّلُّ মূলবর্ণ (ذ ـ ل ـ ل) জিনস مضاعف ثلاثى অর্থ– হীন লোক। অধিক লাঞ্ছিত।

يَنْفَضُّوْا : সীগাহ جمع مذكر غائب বহছ مضارع معروف বাব اِنْفِعَالٌ মাসদার اِنْفِضَاضٌ মূলবর্ণ (ف ـ ض ـ ض) জিনস مضاعف ثلاثى অর্থ- তারা ছড়িয়ে যাবে, বিক্ষিপ্ত হয়ে যাবে।

لَنْ يُّؤَخِّرَ : সীগাহ واحد مذكر غائب বহছ مضارع منصوب بلن বাব تَفْعِيْل মাসদার تَاخِيْرٌ মূলবর্ণ (ء ـ خ ـ ر) জিনস مهموز فاء অর্থ– কখনো অবকাশ দেন না।

تَعْمَلُوْنَ : সীগাহ جمع مذكر حاضر বহছ مضارع معروف বাব سَمِعَ মাসদার عَمَلٌ মূলবর্ণ (ع ـ م ـ ل) জিনস صحيح অর্থ– তোমাদের সমস্ত কার্যাবলি সম্বন্ধে।

বাক্য বিশ্লেষণ :

اِتَّخَذُوْٓا اَيْمَانَهُمْ جُنَّةً فَصَدُّوْا عَنْ سَبِيْلِ اللّٰهِ : এখানে اِتَّخَذُوْٓا ফে'ল আর যমীর হলো ফায়েল। আর اَيْمَانَهُمْ হলো প্রথম মাফউলে বিহী। আর جُنَّةً হলো দ্বিতীয় মাফউলে বিহী। আর فَصَدُّوْا -এর فاء টি আতেফা। صَدُّوْا ফে'ল যমীর ফায়েল। আর عَنْ سَبِيْلِ اللّٰهِ টা صَدُّوْا -এর সাথে متعلق হয়েছে। –[ই'রাবুল কুরআন ৭ম খণ্ড : পৃ. ৫২৭]

https://e-ilm.weebly.com/

سُوْرَةُ التَّغَابُنِ مَدَنِيَّةٌ

সূরা তাগাবুন

মদিনায় অবতীর্ণ; আয়াত- ১৮, রুকূ'- ২

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ○

পরম করুণাময়, দয়ালু আল্লাহর নামে শুরু করছি।

১. যা আসমানসমূহে, আর যা জমিনে রয়েছে, সকলেই আল্লাহর পবিত্রতা বর্ণনা করছে, তার জন্যই আধিপত্য, আর তিনিই প্রশংসার যোগ্য, আর তিনিই সর্ববিষয়ে ক্ষমতাবান।	يُسَبِّحُ لِلّٰهِ مَا فِي السَّمٰوٰتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ ۚ لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ ۖ وَهُوَ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ ﴿١﴾
২. তিনিই তোমাদেরকে সৃষ্টি করেছেন, পরন্তু তোমাদের মধ্যে কেউ কেউ কাফের এবং কেউ কেউ মুমিন; আর আল্লাহ তোমাদের কার্যাবলি দেখছেন।	هُوَ الَّذِيْ خَلَقَكُمْ فَمِنْكُمْ كَافِرٌ وَّمِنْكُمْ مُّؤْمِنٌ ۚ وَاللّٰهُ بِمَا تَعْمَلُوْنَ بَصِيْرٌ ﴿٢﴾
৩. তিনি আসমানসমূহ ও জমিনকে যথাযথভাবে সৃষ্টি করেছেন এবং তোমাদের আকৃতি গঠন করেছেন। এবং সুন্দর আকৃতি গঠন করেছেন, আর তারই নিকট (সকলের) ফিরে যেতে হবে।	خَلَقَ السَّمٰوٰتِ وَالْأَرْضَ بِالْحَقِّ وَصَوَّرَكُمْ فَأَحْسَنَ صُوَرَكُمْ ۚ وَإِلَيْهِ الْمَصِيْرُ ﴿٣﴾
৪. তিনি সবকিছু অবগত আছেন- যা আসমানসমূহ ও জমিনে আছে, আর ঐ সমস্ত বিষয়ও অবগত আছেন- যা তোমরা গোপনে করে থাক আর যা তোমরা প্রকাশ্যে করে থাক; আর আল্লাহ অন্তরসমূহের কথাও অবগত আছেন।	يَعْلَمُ مَا فِي السَّمٰوٰتِ وَالْأَرْضِ وَيَعْلَمُ مَا تُسِرُّوْنَ وَمَا تُعْلِنُوْنَ ۚ وَاللّٰهُ عَلِيْمٌ بِذَاتِ الصُّدُوْرِ ﴿٤﴾

শাব্দিক অনুবাদ :

১. يُسَبِّحُ لِلّٰهِ সকলেই আল্লাহর পবিত্রতা বর্ণনা করছে مَا فِي السَّمٰوٰتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ যা আসমান সমূহে আর যা জমিনে রয়েছে لَهُ الْمُلْكُ তার জন্যই আধিপত্য وَلَهُ الْحَمْدُ আর তিনিই প্রশংসার যোগ্য وَهُوَ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ আর তিনিই সর্ব বিষয়ে ক্ষমতাবান।

২. هُوَ الَّذِيْ خَلَقَكُمْ তিনিই তোমাদেরকে সৃষ্টি করেছেন فَمِنْكُمْ كَافِرٌ পরন্তু তোমাদের মধ্যে কেউ কেউ কাফের وَّمِنْكُمْ مُّؤْمِنٌ এবং কেউ কেউ মুমিন وَاللّٰهُ بِمَا تَعْمَلُوْنَ بَصِيْرٌ আর আল্লাহ তোমাদের কার্যাবলি দেখছেন।

৩. خَلَقَ السَّمٰوٰتِ وَالْأَرْضَ তিনি আসমান সমূহ ও জমিনকে সৃষ্টি করেছেন بِالْحَقِّ যথাযথ ভাবে وَصَوَّرَكُمْ এবং তোমাদের আকৃতি গঠন করেছেন فَأَحْسَنَ صُوَرَكُمْ এবং সুন্দর আকৃতি গঠন করেছেন وَإِلَيْهِ الْمَصِيْرُ আর তারই নিকট ফিরে যেতে হবে।

৪. يَعْلَمُ তিনি সবকিছু অবগত আছেন مَا فِي السَّمٰوٰتِ وَالْأَرْضِ আসমান সমূহ ও জমিনে যা আছে وَيَعْلَمُ আর ঐ সমস্ত বিষয়ও অবগত আছেন مَا تُسِرُّوْنَ যা তোমরা গোপনে করে থাক وَمَا تُعْلِنُوْنَ আর যা তোমরা প্রকাশ্যে করে থাক وَاللّٰهُ عَلِيْمٌ بِذَاتِ الصُّدُوْرِ আর আল্লাহ অন্তর সমূহের কথাও অবগত আছেন।

https://e-ilm.weebly.com/

أَلَمْ يَأْتِكُمْ نَبَؤُا الَّذِينَ كَفَرُوا مِن قَبْلُ ۚ فَذَاقُوا وَبَالَ أَمْرِهِمْ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ ﴿٥﴾

৫. তোমাদের নিকট কি ঐ সমস্ত লোকের সংবাদ পৌছেনি? যারা পূর্বে কুফরি করেছে, অতঃপর তারা তাদের কৃতকর্মের কঠোর পরিণাম (ইহজগতেও) আস্বাদন করেছে আর (পরজগতেও) তাদের জন্য যন্ত্রণাময় শাস্তি রয়েছে।

ذَٰلِكَ بِأَنَّهُ كَانَت تَّأْتِيهِمْ رُسُلُهُم بِالْبَيِّنَاتِ فَقَالُوا أَبَشَرٌ يَهْدُونَنَا فَكَفَرُوا وَتَوَلَّوا ۚ وَّاسْتَغْنَى اللَّهُ ۚ وَاللَّهُ غَنِيٌّ حَمِيدٌ ﴿٦﴾

৬. এটা এ কারণে যে, তাদের রাসূলগণ স্পষ্ট প্রমাণাদিসহ তাদের নিকট আসলেন, তখন তারা বলল, তবে কি মানুষ আমাদেরকে হেদায়েত করবে? ফলকথা, তারা কুফরি করল এবং মুখ ফিরিয়ে নিল, আর আল্লাহ (-ও তাদের কোনো) পরোয়া করেনি; আর আল্লাহ অমুখাপেক্ষী, প্রশংসনীয়।

زَعَمَ الَّذِينَ كَفَرُوا أَن لَّن يُبْعَثُوا ۚ قُلْ بَلَىٰ وَرَبِّي لَتُبْعَثُنَّ ثُمَّ لَتُنَبَّؤُنَّ بِمَا عَمِلْتُمْ ۚ وَذَٰلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرٌ ﴿٧﴾

৭. কাফেররা এই দাবি করে যে, তাদেরকে কখনো পুনর্জীবিত করা হবে না; আপনি বলে দিন কেন করা হবে না? আল্লাহর কসম, নিশ্চয় তোমাদেরকে পুনরায় জীবিত করা হবে, অনন্তর তোমরা যা কিছু করেছ, সমস্তই তোমাদেরকে জানিয়ে দেওয়া হবে; আর তা আল্লাহর পক্ষে খুবই সহজ।

فَآمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَالنُّورِ الَّذِي أَنزَلْنَا ۚ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ ﴿٨﴾

৮. অতএব, তোমরা আল্লাহ ও তার রাসূলের উপর, আর সে নূরের উপর যা আমি নাজিল করেছি, ঈমান আন; আর আল্লাহ তো তোমাদের সমস্ত কার্যের পূর্ণ খবর রাখেন।

শাব্দিক অনুবাদ :

৫. أَلَمْ يَأْتِكُمْ তোমাদের নিকট কি পৌছেনি نَبَؤُا الَّذِيْنَ ঐ সমস্ত লোকের সংবাদ যারা كَفَرُوْا مِنْ قَبْلُ পূর্বে কুফরি করেছে فَذَاقُوْا وَبَالَ أَمْرِهِمْ অতঃপর তারা তাদের কৃত কর্মের কঠোর পরিণাম আস্বাদন করেছে وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيْمٌ আর তাদের জন্য যন্ত্রণাময় শাস্তি রয়েছে।

৬. ذٰلِكَ بِأَنَّهُ এটা এ কারণে যে, كَانَتْ تَأْتِيْهِمْ رُسُلُهُمْ তাদের রাসূলগণ তাদের নিকট আসলেন بِالْبَيِّنٰتِ স্পষ্ট প্রমাণাদিসহ فَقَالُوْا তখন তারা বলল أَبَشَرٌ يَهْدُوْنَنَا তবে কি মানুষ আমাদেরকে হেদায়েত করবে فَكَفَرُوْا ফলকথা তারা কুফরি করল وَتَوَلَّوْا মুখ ফিরিয়ে নিল وَاسْتَغْنَى اللّٰهُ আর আল্লাহ-ও তাদের কোনো পরওয়া করেননি وَاللّٰهُ غَنِيٌّ আর আল্লাহ অমুখাপেক্ষী حَمِيْدٌ প্রশংসনীয়।

৭. زَعَمَ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا কাফেররা এই দাবি করে যে, أَنْ لَّنْ يُّبْعَثُوْا তাদেরকে কখনো পুনর্জীবিত করা হবে না قُلْ আপনি বলে দিন بَلٰى কেন করা হবে না وَرَبِّيْ আল্লাহর কসম لَتُبْعَثُنَّ তোমাদেরকে পুনরায় জীবিত করা হবে ثُمَّ لَتُنَبَّؤُنَّ অনন্তর সমস্তই তোমাদেরকে জানিয়ে দেওয়া হবে بِمَا عَمِلْتُمْ তোমরা যা কিছু করেছ وَذٰلِكَ عَلَى اللّٰهِ يَسِيْرٌ আর এটা আল্লাহর পক্ষে খুবই সহজ।

৮. فَآمِنُوْا অতএব তোমরা ঈমান আন بِاللّٰهِ وَرَسُوْلِهٖ আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের উপর وَالنُّوْرِ الَّذِيْ أَنْزَلْنَا এবং সেই নূরের উপর যা আমি নাজিল করেছি وَاللّٰهُ بِمَا تَعْمَلُوْنَ خَبِيْرٌ আর আল্লাহ তো তোমাদের সমস্ত কাজের পূর্ণ খবর রাখেন।

https://e-ilm.weebly.com/

৯. যেদিন তোমাদেরকে ঐ সমবেত হওয়ার দিবসে একত্রিত করবেন, এটাই লাভ-লোকসানের দিন; আর যে আল্লাহর প্রতি ঈমান আনবে এবং নেক কাজ করবে, আল্লাহ মোচন করে দিবেন, তার গুনাহসমূহ এবং তাকে এমন উদ্যানে দাখিল করবেন, যার নিম্নদেশে নহরসমূহ বইবে, যেখানে তারা সর্বদা অবস্থান করবে; এটা বিরাট সফলতা।	يَوْمَ يَجْمَعُكُمْ لِيَوْمِ الْجَمْعِ ذٰلِكَ يَوْمُ التَّغَابُنِ ۗ وَمَنْ يُّؤْمِنْۢ بِاللّٰهِ وَيَعْمَلْ صَالِحًا يُّكَفِّرْ عَنْهُ سَيِّاٰتِهٖ وَيُدْخِلْهُ جَنّٰتٍ تَجْرِيْ مِنْ تَحْتِهَا الْاَنْهٰرُ خٰلِدِيْنَ فِيْهَآ اَبَدًا ۗ ذٰلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيْمُ ﴿٩﴾
১০. আর যারা কুফরি করে এবং আমার আয়াতসমূহকে অবিশ্বাস করে, তারা দোজখের অধিবাসী, তথায় তারা সর্বদা থাকবে; আর তা নিকৃষ্ট আবাসস্থল।	وَالَّذِيْنَ كَفَرُوْا وَكَذَّبُوْا بِاٰيٰتِنَآ اُولٰٓئِكَ اَصْحٰبُ النَّارِ خٰلِدِيْنَ فِيْهَا ۗ وَبِئْسَ الْمَصِيْرُ ﴿١٠﴾ ع ١٥
১১. কোনো বিপদই আল্লাহর নির্দেশ ভিন্ন আসে না; আর যে আল্লাহ তা'আলার উপর ঈমান রাখে, আল্লাহ তার অন্তরকে (ধৈর্যধারণ ও সন্তুষ্ট থাকার) পথ দেখিয়ে দেন; আর আল্লাহ প্রত্যেক বিষয় সম্বন্ধে পূর্ণ অবগত আছেন।	مَآ اَصَابَ مِنْ مُّصِيْبَةٍ اِلَّا بِاِذْنِ اللّٰهِ ۗ وَمَنْ يُّؤْمِنْۢ بِاللّٰهِ يَهْدِ قَلْبَهٗ ۗ وَاللّٰهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيْمٌ ﴿١١﴾
১২. আর তোমরা আল্লাহর নির্দেশ পালন কর এবং রাসূলের নির্দেশ পালন কর, আর যদি তোমরা মুখ ফিরিয়ে নাও, তবে আমার রাসূলের দায়িত্ব তো কেবল পৌঁছে দেওয়া।	وَاَطِيْعُوا اللّٰهَ وَاَطِيْعُوا الرَّسُوْلَ ۚ فَاِنْ تَوَلَّيْتُمْ فَاِنَّمَا عَلٰى رَسُوْلِنَا الْبَلٰغُ الْمُبِيْنُ ﴿١٢﴾

শাব্দিক অনুবাদ :

৯. يَوْمَ يَجْمَعُكُمْ যেদিন তোমাদেরকে একত্রিত করবেন لِيَوْمِ الْجَمْعِ ঐ সমবেত হওয়ার দিবসে ذٰلِكَ يَوْمُ التَّغَابُنِ এটাই লাভ-লোকসানের দিন وَمَنْ يُّؤْمِنْۢ بِاللّٰهِ আর যে আল্লাহর প্রতি ঈমান আনবে وَيَعْمَلْ صَالِحًا এবং নেক কাজ করবে يُّكَفِّرْ عَنْهُ আল্লাহ মোচন করে দিবেন سَيِّاٰتِهٖ তার গুনাহ সমূহ وَيُدْخِلْهُ جَنّٰتٍ এবং তাকে এমন উদ্যানে দাখিল করবেন تَجْرِيْ مِنْ تَحْتِهَا الْاَنْهٰرُ যার নিম্নদেশে নহর সমূহ বইবে خٰلِدِيْنَ فِيْهَآ اَبَدًا যেখানে তারা সর্বদা অবস্থান করবে ذٰلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيْمُ এটা বিরাট সফলতা।

১০. وَالَّذِيْنَ كَفَرُوْا আর যারা কুফরি করে থাকবে وَكَذَّبُوْا بِاٰيٰتِنَآ এবং আমার আয়াত সমূহকে অবিশ্বাস করে থাকবে اُولٰٓئِكَ اَصْحٰبُ النَّارِ তারা দোজখের অধিবাসী خٰلِدِيْنَ فِيْهَا তথায় তারা সর্বদা থাকবে وَبِئْسَ الْمَصِيْرُ আর তা নিকৃষ্ট আবাসস্থল।

১১. مَآ اَصَابَ مِنْ مُّصِيْبَةٍ কোনো বিপদই আসে না اِلَّا بِاِذْنِ اللّٰهِ আল্লাহর নির্দেশ ভিন্ন وَمَنْ يُّؤْمِنْۢ بِاللّٰهِ আর যে আল্লাহ তা'আলার উপর ঈমান রাখে يَهْدِ قَلْبَهٗ আল্লাহ তার অন্তরকে পথ দেখিয়ে দেন وَاللّٰهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيْمٌ আর আল্লাহ প্রত্যেক বিষয় সম্বন্ধে পূর্ণ অবগত আছেন।

১২. وَاَطِيْعُوا اللّٰهَ আর আল্লাহর নির্দেশ পালন কর وَاَطِيْعُوا الرَّسُوْلَ এবং রাসূলের নির্দেশ পালন কর فَاِنْ تَوَلَّيْتُمْ আর যদি তোমরা মুখ ফিরিয়ে নাও فَاِنَّمَا عَلٰى رَسُوْلِنَا الْبَلٰغُ الْمُبِيْنُ তবে আমার রাসূলের দায়িত্ব তো কেবল পৌঁছে দেওয়া।

https://e-ilm.weebly.com/

১৩. আল্লাহ তা'আলা ভিন্ন কেউ মা'বূদ নেই; আর আল্লাহর উপরই মুমিনগণের ভরসা রাখা উচিত।	اَللّٰهُ لَآ اِلٰهَ اِلَّا هُوَ ؕ وَعَلَى اللّٰهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُوْنَ ﴿۱۳﴾
১৪. হে মুমিনগণ! (তোমাদের এরূপ মনে করা উচিত যে,) তোমাদের কতক স্ত্রী এবং কতক সন্তান তোমাদের (ধর্মের) শত্রু (যখন তারা তোমাদেরকে এমন নির্দেশ দেয়, যা পরলোকের ক্ষতির কারণ হয়), সুতরাং তোমরা তাদের থেকে সতর্ক থাক, আর যদি (তারা তওবা করে তখন) তোমরা ক্ষমা কর এবং (শাস্তি না দিয়ে) এড়িয়ে যাও এবং মার্জনা কর, তবে আল্লাহ তা'আলা ক্ষমাশীল, অনুগ্রহশীল।	يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْٓا اِنَّ مِنْ اَزْوَاجِكُمْ وَاَوْلَادِكُمْ عَدُوًّا لَّكُمْ فَاحْذَرُوْهُمْ ۚ وَاِنْ تَعْفُوْا وَتَصْفَحُوْا وَتَغْفِرُوْا فَاِنَّ اللّٰهَ غَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ ﴿۱۴﴾
১৫. তোমাদের ধন-সম্পত্তি এবং সন্তান-সন্ততি তোমাদের জন্য একটি পরীক্ষা মাত্র; আর (যে তাতে নিমগ্ন থেকেও আল্লাহকে স্মরণ রাখে, তার জন্য) আল্লাহর নিকট বিরাট প্রতিদান রয়েছে।	اِنَّمَآ اَمْوَالُكُمْ وَاَوْلَادُكُمْ فِتْنَةٌ ؕ وَاللّٰهُ عِنْدَهٗٓ اَجْرٌ عَظِيْمٌ ﴿۱۵﴾
১৬. অতএব, তোমরা যথাসম্ভব আল্লাহকে ভয় করতে থাক এবং (তার বিধানাবলি) শ্রবণ কর ও মান্য কর, আর ব্যয় কর, তা তোমাদের জন্য কল্যাণকর হবে; আর যে প্রবৃত্তির লালসা হতে রক্ষিত রয়েছে, এরূপ লোকই সফলকাম হবে।	فَاتَّقُوا اللّٰهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ وَاسْمَعُوْا وَاَطِيْعُوْا وَاَنْفِقُوْا خَيْرًا لِّاَنْفُسِكُمْ ؕ وَمَنْ يُّوْقَ شُحَّ نَفْسِهٖ فَاُولٰٓئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُوْنَ ﴿۱۶﴾

শাব্দিক অনুবাদ :

১৩. اَللّٰهُ لَآ اِلٰهَ اِلَّا هُوَ আল্লাহ তা'আলা ভিন্ন কেউ মাবুদ নেই وَعَلَى اللّٰهِ আর আল্লাহর উপরই فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُوْنَ মুমিনগণের ভরসা রাখা উচিত।

১৪. يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْٓا হে মুমিনগণ اِنَّ مِنْ اَزْوَاجِكُمْ وَاَوْلَادِكُمْ তোমাদের কতক স্ত্রী এবং কতক সন্তান عَدُوًّا لَّكُمْ তোমাদের (ধর্মের) শত্রু فَاحْذَرُوْهُمْ সুতরাং তোমরা তাদের থেকে সতর্ক থাক وَاِنْ تَعْفُوْا আর যদি তোমরা ক্ষমা কর وَتَصْفَحُوْا এবং এড়িয়ে যাও وَتَغْفِرُوْا এবং মার্জনা কর فَاِنَّ اللّٰهَ غَفُوْرٌ তবে আল্লাহ তা'আলা ক্ষমাশীল رَّحِيْمٌ অনুগ্রহশীল।

১৫. اِنَّمَآ اَمْوَالُكُمْ وَاَوْلَادُكُمْ فِتْنَةٌ তোমাদের ধন সম্পত্তি এবং সন্তান সন্ততি তোমাদের জন্য একটি পরীক্ষা মাত্র وَاللّٰهُ عِنْدَهٗٓ আর আল্লাহর নিকট রয়েছে اَجْرٌ عَظِيْمٌ বিরাট প্রতিদান।

১৬. فَاتَّقُوا اللّٰهَ অতএব তোমরা আল্লাহকে ভয় করতে থাক مَا اسْتَطَعْتُمْ যথাসম্ভব وَاسْمَعُوْا এবং (তাঁর বিধানাবলি) শ্রবণ কর وَاَطِيْعُوْا ও মান্য কর وَاَنْفِقُوْا আর ব্যয় কর خَيْرًا لِّاَنْفُسِكُمْ এটা তোমাদের জন্য কল্যাণকর হবে وَمَنْ يُّوْقَ আর যে রক্ষিত রয়েছে شُحَّ نَفْسِهٖ প্রবৃত্তির লালসা হতে فَاُولٰٓئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُوْنَ এরূপ লোকই সফলকাম হবে।

https://e-ilm.weebly.com/

১৭. যদি তোমরা আল্লাহ তা'আলাকে উত্তমরূপে ঋণ দাও, তবে তিনি তা তোমাদের জন্য বৃদ্ধি করতে থাকবেন এবং তোমাদের গুনাহসমূহ মাফ করে দিবেন; বস্তুতঃ আল্লাহ অতিশয় গুণগ্রাহী, সহিষ্ণু।	إِنْ تُقْرِضُوا اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا يُضْعِفْهُ لَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ۚ وَاللَّهُ شَكُورٌ حَلِيمٌ ﴿١٧﴾
১৮. তিনি গুপ্ত ও প্রকাশ্য (বিষয়) -এর জ্ঞাতা, মহাপরাক্রান্ত, প্রজ্ঞাময়।	عَالِمُ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ ﴿١٨﴾

শাব্দিক অনুবাদ :

১৭. إِنْ تُقْرِضُوا اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا যদি তোমরা আল্লাহ তা'আলাকে উত্তম রূপে কর্জ দাও يُضْعِفْهُ لَكُمْ তবে তিনি তা তোমাদের জন্য বৃদ্ধি করতে থাকবেন وَيَغْفِرْ لَكُمْ এবং তোমাদের গুনাহসমূহ মাফ করে দিবেন وَاللَّهُ شَكُورٌ حَلِيمٌ বস্তুত আল্লাহ অতিশয় গুণগ্রাহী, সহিষ্ণু।

১৮. عَالِمُ তিনি জ্ঞাতা الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ গুপ্ত ও প্রকাশ্য (বিষয়) -এর الْعَزِيزُ মহা পরাক্রান্ত الْحَكِيمُ প্রজ্ঞাময়।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

সূরাটির নামকরণের কারণ : সূরায় বর্ণিত নয় নং আয়াত ذٰلِكَ يَوْمُ التَّغَابُنِ -এর- تَغَابُنْ শব্দ হতে এ সূরার নাম রাখা হয়েছে। আর ধোঁকা বা প্রতারণা সাদৃশ্য হবে কিয়ামতের দিন, অর্থাৎ সেদিন ঈমানদারগণের জন্য নির্দিষ্ট স্থানগুলো কাফেররা দখল করবে। অথবা তার বিপরীত হবে, আপাত দৃষ্টিতে তখন তা ধোঁকা বলে মনে হবে, সে বিষয়টি সম্পর্কেও অত্র সূরায় বর্ণনা রয়েছে। সে একটি বিষয়ের উপর পূর্ণ সূরার নামকরণ করা হয়েছে। অত্র সূরায় ২টি রুকূ', ১৮টি আয়াত, ২৪১টি বাক্য এবং ১০৭০টি অক্ষর রয়েছে। -[নূরুল কুরআন]

সূরাটির অবতীর্ণ কাল : হযরত মুকাতিল ও কালবী (র.) বলেন, এ সূরাটির কিছু অংশ মক্কায় অবতীর্ণ হয়েছে, আর অপর অংশ মদিনায়। হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস ও আতা ইবনে ইয়াসার (রা.) বলেন, শুরু হতে ১৩নং আয়াত পর্যন্ত অংশটুকু মাক্কী আর ১৪নং আয়াত হতে শেষ পর্যন্ত মাদানি; কিন্তু অধিকাংশ তাফসীরকারের মতে, এ পূর্ণ সূরাটিই মাদানি, হিজরতের পর অবতীর্ণ হয়েছে। যদিও এ সূরায় এমন কোনো ইশারা-ইঙ্গিত পাওয়া যায় না যার ভিত্তিতে তার নাজিল হওয়ার সময়কাল সম্পর্কে কোনো নির্দিষ্ট ও নিশ্চিত কথা বলা যেতে পারে, কিন্তু তার মূল বিষয়সমূহ নিয়ে চিন্তা-বিবেচনা করলে একটা ধারণা এই হয় যে, সম্ভবত তা হিজরতের পর মাদানী জীবনের প্রাথমিক পর্যায়ে নাজিল হয়ে থাকবে। এ কারণেই হয়তো তাতে কিছুটা মাক্কী সূরার ভাবধারা আর কিছুটা মাদানী সূরার ভাবধারা পাওয়া যায়।

সূরাটির বিষয়বস্তু : এক. এ সূরার মূল বিষয়বস্তু হলো ঈমান ও আনুগত্য গ্রহণের আহ্বান এবং উত্তম চরিত্রের শিক্ষাদান। কথার পরম্পরা এরূপ যে, প্রথম চারটি আয়াতে মুসলিম-অমুসলিম নির্বিশেষে সকলকে সম্বোধন করে কথা বলা হয়েছে। এখানে আল্লাহ তা'আলার কুদরত, মহত্ত্ব এবং বড়ত্বের আলোচনার পর মানুষের মধ্যে যারা আল্লাহকে স্বীকার করে আর যারা তাঁকে স্বীকার করে না তাদের প্রসঙ্গে আলোচনা করা হয়েছে। অতঃপর আবার আল্লাহর সিফাত প্রসঙ্গে আলোচনা করা হয়েছে।

দুই : পঞ্চম আয়াত হতে **দশম** আয়াত পর্যন্ত সেসব লোককে সম্বোধন করা হয়েছে যারা কুরআনের আহ্বানকে অগ্রাহ্য করেছে। এ ক্ষেত্রে অতীতের লোকদের উদাহরণ টেনে আনা হয়েছে যারা মানুষ নবী হওয়ার কারণে নবীদের আহ্বানে সাড়া দিতে অস্বীকার করেছিল, তাদের এ অস্বীকৃতির ফলে তাদের উপর যে আল্লাহর আজাব ও ক্ষোভ পতিত হয়েছিল পরে তা আলোচনা করা হয়েছে।

https://e-ilm.weebly.com/

তিন : একাদশ আয়াত হতে শেষ পর্যন্ত আয়াতসমূহে কুরআনের আহ্বান যারা মেনে নিয়েছে তাদের লক্ষ্য করে কথা বলা হয়েছে, তাদেরকে আল্লাহ এবং তাঁর রাসূলের আনুগত্য করতে বলা হয়েছে এবং তাদের আনুগত্য হতে বিমুখ না হতে কঠোরভাবে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। অতঃপর স্ত্রী-পুত্র ও সন্তানাদির শত্রুতা হতে সতর্ক থাকতে বলা হয়েছে। শেষের দিকে আল্লাহর দীন কায়েমের লক্ষ্যে দান-সদকা করতে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।

পূর্ববর্তী সূরার সাথে সম্পর্ক : ইমাম রাযী (র.) উভয় সূরার সম্পর্কের ব্যাপারে বলেছেন যে, সূরা আল-মুনাফিকূনে মিথ্যুক মুনাফিকদের মিথ্যাবাদিতা এবং প্রতারণার বিবরণ দিয়ে তাদের শাস্তির কথা ঘোষণা করা হয়েছে। আর অত্র সূরায় মুনাফিকদের সম্পর্কে সতর্কবাণী উচ্চারণ করে ইরশাদ হয়েছে যে, يَعْلَمُ مَا فِى السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ وَيَعْلَمُ مَا تُسِرُّوْنَ وَمَا تُعْلِنُوْنَ অর্থাৎ 'আসমান জমিনে যা কিছু আছে আল্লাহ তা'আলা সবই জানেন এবং তোমরা যা কিছু গোপন কর এবং যা কিছু প্রকাশ কর তিনি সবই জানেন।'

অতএব, প্রত্যেকের কর্তব্য হলো, আল্লাহ তা'আলার আজাবকে ভয় করা এবং পরকালীন জীবনের জন্য সম্বল সংগ্রহ করা। –(কাবীর)

اَللّٰهُ لَا اِلٰهَ اِلَّا هُوَ وَعَلَى اللّٰهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُوْنَ - (١٣)

শানে নুযূল–১ : ইমাম তিরমিযী ও হাকিম হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) হতে বর্ণনা করেন, মক্কার কিছু সংখ্যক লোক মুসলমান হয়ে মদিনায় হিজরত করার উদ্দেশ্যে নিজ নিজ বাসস্থান হতে মদিনাভিমুখে রওয়ানা হলেন। এমতাবস্থায় তাদের সন্তানসন্ততি ও স্ত্রী-পুত্রগণ হায় হায় করে রোদন করতে লাগল, আরো বলতে লাগল, আমাদের কি উপায় হবে! আমাদের জীবন কিভাবে চলবে, আমাদেরকে কার নিকট রেখে যাচ্ছেন? এসব ক্রন্দন ও শোকাক্রান্ত পরিবার-পরিজনের প্রতি তাকিয়ে তারা তাদের সমবেদনায় ভেঙ্গে পড়ল, অন্তর ভারাক্রান্ত হয়ে উঠল। তাই তারা এ সময় হিজরত করেননি। পরবর্তী কিছুদিন অপেক্ষা করে পুনরায় হিজরত করে মদিনায় চলে আসলেন। মদিনায় এসে দেখলেন, তাদের পূর্বে মক্কা হতে মদিনায় হিজরতকৃত সাহাবীগণ হযরত মুহাম্মদ ﷺ -এর সোহবত পেয়ে নবুয়তের আকর্ষণ গ্রহণ করে কেউ বা ফকীহ হলেন, আর কেউ বা ওলী হয়ে গেলেন। এটা দেখে তারা তাঁদের ওই সকল স্ত্রী পুত্রগণকে সাজা দিতে ও মারধর করতে চাইলেন। কেউ কেউ খাদ্য ইত্যাদি বন্ধ করে দিতে চাইলেন, যা তাদেরকে হিজরত করার জন্য প্রথম বাধা দান করেছিল। এমতাবস্থায় আল্লাহ তা'আলা উক্ত আয়াত অবতীর্ণ করেন। (মা'আরিফ, আসবাবুন নুযূল, মায়ালিমুত তানযীল, ফাতহুল কাদীর, তিরমিযী, হাকিম (فِى الْمُسْتَدْرَكِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ)

২. হযরত ইবনে আব্বাস ও হযরত আতা ইবনে রাবাহ (রা.) বর্ণনা করেন। উক্ত আয়াতটি বিশেষভাবে হযরত আওফ ইবনে মালিক (রা.)-এর প্রসঙ্গে নাজিল হয়েছিল। তার ঘটনা এই ছিল যে, তিনি মদিনায় অবস্থান করতেন, যখন কোনো যুদ্ধ ও জিহাদের ডাক আসত তখন তিনি যুদ্ধের ময়দানের উদ্দেশ্যে বাহির হতেন; কিন্তু স্ত্রী পুত্রের কেউই তাঁকে যুদ্ধে যাওয়ার জন্য পথ ছেড়ে দিত না। শেষ পর্যন্ত তিনি যুদ্ধে যেতেন না, কারণ সন্তান-সন্ততিরা বলতে থাকত যে, 'আমাদেরকে কার নিকট রেখে যাচ্ছেন, আমাদের কি উপায় হবে' এমতাবস্থায় আল্লাহ তা'আলা উক্ত আয়াত নাজিল করলেন। -[রূহুল বয়ান, ইবনে কাছীর]

উভয় বর্ণনা-ই শানে নুযূল হতে পারে। উভয়ের حَاصِلْ একই প্রতীয়মান হচ্ছে। কেননা আল্লাহর ফরজ আদায় করতে যে কেউ বাধা প্রদান করবে তারাই আল্লাহর শত্রু হবে।

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْۤا اِنَّ مِنْ اَزْوَاجِكُمْ وَاَوْلَادِكُمْ عَدُوًّا لَّكُمْ فَاحْذَرُوْهُمْ وَاِنْ تَعْفُوْا وَتَصْفَحُوْا وَتَغْفِرُوْا فَاِنَّ اللّٰهَ غَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ (١٤)

শানে নুযূল ঃ হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) থেকে বর্ণিত যে, জনৈক ব্যক্তি এ আয়াতটি সম্পর্কে তাকে জিজ্ঞাসা করল। তিনি বললেন, মক্কাবাসীদের কিছু লোক ইসলাম গ্রহণ করেন। তারপর তারা নবী করীম ﷺ -এর কাছে হিজরত করে চলে আসতে ইচ্ছা করেন। কিন্তু তাদের স্ত্রী ও সন্তান-সন্ততিরা তাদেরকে রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর কাছে আসার জন্য ছেড়ে দিতে অস্বীকৃতি জানায়। অবশেষে তারা যখন রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর কাছে হিজরত করে আসতে সক্ষম হলেন, তখন দেখতে পেলেন যে, লোকেরা দ্বীনের বিষয়ে অত্যন্ত প্রজ্ঞাবান হয়ে গেছে। এতদ্দর্শনে তারা তাদের স্ত্রী ও সন্তান-সন্ততিদের শাস্তি দিতে মনস্থ করেন। এ প্রসঙ্গে আল্লাহ তা'আলা এই আয়াত নাজিল করেন। (কুরতুবী ১৮:১৪১, তিরমিযী)

https://e-ilm.weebly.com/

فَاتَّقُوا اللّٰهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ وَاسْمَعُوا .... الاية (١٦)

শানে নুযূল ঃ যখন সূরা আলে ইমরানের ১০২ নং আয়াত নাজিল হয় তখন এ হুকুমটি মুসলমানদের জন্য খুব কঠিন হয়ে গেল। এমনকি তারা এতো দীর্ঘ সময় নামাজে দাঁড়িয়ে থাকত যে, তাদের পা ফুলে যেত। তাদের কপাল ক্ষত হয়ে যেত। তাই আল্লাহ তা'আলা উক্ত হুকুমকে সহজ করার জন্য এই আয়াত নাজিল করেন। (কুরতুবী ১৮:১৪৫)

خَلَقَكُمْ فَمِنْكُمْ كَافِرٌ وَمِنْكُمْ مُؤْمِنٌ : অর্থাৎ আল্লাহ তা'আলা তোমাদেরকে সৃষ্টি করেছেন এরপর তোমাদের কেউ কাফের এবং কেউ মুমিন হয়ে গেছে। এখানে فَمِنْكُمْ এর فَاءْ অব্যয়টি এই অর্থ জ্ঞাপন করে যে, প্রথমে সৃষ্টি করার সময় কোনো কাফের ছিল না। এই কাফের ও মুমিনের বিভেদ পরে সেই ইচ্ছা ও ক্ষমতার অধীনে হয়েছে, যা আল্লাহ তা'আলা প্রত্যেক মানুষকে দান করেছেন। এই ইচ্ছা ও ক্ষমতার কারণেই মানুষের উপর গোনাহ্ ও ছওয়াব আরোপিত হয়। এক হাদীসেও এই অর্থের সমর্থন পাওয়া যায়। রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন ঃ كُلُّ مَوْلُوْدٍ يُوْلَدُ عَلَى الْفِطْرَةِ فَأَبَوَاهُ يُهَوِّدَانِهِ وَيُنَصِّرَانِهِ অর্থাৎ প্রত্যেক সন্তান নির্মল স্বভাবধর্মের উপর জন্মগ্রহণ করে। (যার ফলে তার মুমিন হওয়া স্বাভাবিক ছিল) কিন্তু এরপর তার পিতা-মাতা তাকে ইহুদি, খ্রিস্টান ইত্যাদিতে পরিণত করে। –(কুরতুবী)

দ্বিজাতি তত্ত্ব : কুরআন পাক এ স্থলে মানব জাতিকে দুই দলে বিভক্ত করেছে– কাফের ও মু'মিন। এতে বোঝা যায় যে, আদম সন্তানরা সবই এক গোষ্ঠীভুক্ত এবং বিশ্বের সমস্ত মানুষ এই গোষ্ঠীর ব্যক্তিবর্গ। এই গোষ্ঠীকে ছিন্নকারী এবং আলাদা দল সৃষ্টিকারী বিষয় হচ্ছে একমাত্র কুফর। যে ব্যক্তি কাফের হয়ে যায়, সে মানবগোষ্ঠীর এই সম্পর্ককে ছিন্ন করে। এভাবে সমগ্র বিশ্বে মানুষের দলাদলি একমাত্র ঈমান ও কুফরের ভিত্তিতে হতে পারে। বর্ণ, ভাষা, বংশ, পরিবার ও দেশ ইত্যাদির মধ্য থেকে কোনোটিই মানবগোষ্ঠীকে বিভিন্ন দলে বিভক্ত করতে পারে না। এক পিতার সন্তানরা যদি বিভিন্ন শহরে বসবাস করে অথবা বিভিন্ন ভাষায় কথা বলে অথবা তাদের বর্ণ বিভিন্ন রূপ হয়, তবে তারা আলাদা আলাদা দল হয়ে যায় না। এসব বিভিন্নতা সত্ত্বেও তারা সবাই পরস্পরে ভাই ভাই গণ্য হয়ে কোনো বুদ্ধিমান মানুষ তাদেরকে বিভিন্ন আখ্যা দিতে পারে না।

মূর্খতা যুগে বংশ ও গোত্রের বিভেদকে জাতীয়তা ও দলাদলির ভিত্তি করে দেওয়া হয়েছিল। এমনিভাবে দেশ ও মাতৃভূমির ভিত্তিতে কিছু দলাদলি মাথাচাড়া দিয়ে উঠলে রাসূলুল্লাহ ﷺ এসব প্রতিমাকে ভেঙ্গে দেন। তাঁর মতে মুসলমান যে কোনো দেশ, যে কোনো ভূখণ্ড, যে কোনো বর্ণ ও পরিবারের হোক, তারা এক গোষ্ঠীভুক্ত। কুরআন বলে : إِنَّمَا الْمُؤْمِنُوْنَ إِخْوَةٌ মু'মিনগণ সবাই পরস্পরে ভাই ভাই। এমনিভাবে কাফের যে কোনো দেশ অথবা সম্প্রদায়ের হোক, তারা সবাই এক মিল্লাত ও এক জাতি।

কুরআন পাকের উপরিউক্ত আয়াতও এর পক্ষে সাক্ষ্য দেয়। এতে সমগ্র আদম সন্তানকে মু'মিন ও কাফের-এই দুই দলে বিভক্ত করা হয়েছে। বর্ণ ও ভাষার বিভেদকে কুরআন আল্লাহ তা'আলার অপার শক্তির বহিঃপ্রকাশ এবং মানুষের জীবিকা সম্পর্কিত অনেক উপকার অর্জনের ভিত্তি হওয়ার কারণে একটি মহান অবদান আখ্যা দিয়েছে ঠিকই, কিন্তু একে মানব জাতির মধ্যে দলাদলি সৃষ্টির উপায় হিসাবে ব্যবহার করার অনুমতি দেয়নি।

ঈমান ও কুফরের কারণে দুই জাতির বিভেদ একটি ইচ্ছাধীন বিষয়ের উপর ভিত্তিশীল। কেননা ঈমান ও কুফর উভয়টিই মানুষের ইচ্ছাধীন ব্যাপার। কেউ এক জাতীয়তা ত্যাগ করে অন্য জাতীয়তা অবলম্বন করতে চাইলে অতি সহজেই তা করতে পারে অর্থাৎ নিজের বিশ্বাস ও মতবাদ পরিবর্তন করে অন্য দলে শামিল হতে পারে। এর বিপরীতে বংশ, পরিবার, বর্ণ, ভাষা ও দেশ কোনো মানুষের ইচ্ছাধীন ব্যাপার নয়। কেউ নিজের বংশ ও বর্ণ পরিবর্তন করতে পারে না। ভাষা ও দেশ যদিও পরিবর্তন করা যায়, কিন্তু যেসব জাতি ভাষা ও দেশের ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত, তারা স্বভাবত অন্য ভাষাভাষী ও অন্য দেশের অধিবাসীকে নিজেদের মধ্যে সাদরে গ্রহণ করতে সম্মত হয় না, যদিও সে তাদের ভাষা বলতে শুরু করে এবং তাদের দেশে বসবাস অবলম্বন করে।

এই ইসলামি গোষ্ঠী ও ঈমানী ভ্রাতৃত্বই অল্পদিনের মধ্যে পূর্ব, পশ্চিম, উত্তর, দক্ষিণের এবং কৃষ্ণকায়, শ্বেতকায়, আরব ও আজমে অসংখ্য ব্যক্তিকে এক সুতায় গ্রথিত করে দিয়েছিল। এই শক্তির মোকাবিলা বিশ্বের জাতিসমূহ করতে পারেনি। তাই তারা সেই প্রতিমাগুলোকে পুনরায় জীবিত করার প্রয়াস পেল, যেগুলোকে রাসূলুল্লাহ ﷺ খণ্ড-বিখণ্ড করে দিয়েছিলেন। তারা মুসলমানদের মহান ঐক্য শক্তিকে দেশ, ভাষা, বর্ণ, বংশ ও পরিবারের বিভিন্ন খণ্ডে বিভক্ত করে

https://e-ilm.weebly.com/

তাদেরকে পরস্পরে সংঘর্ষে লিপ্ত করে দিল। এভাবে শত্রুদের হীন মনোবৃত্তি চরিতার্থ করার জন্য ময়দান পরিষ্কার হয়ে গেল। আজ এরই অশুভ পরিণতি চোখের সামনে দেখা যাচ্ছে যে, প্রাচ্য ও প্রতীচ্যের যে মুসলমান একদা এক জাতি ও এক প্রাণ ছিল, তারা এখন ছোট ছোট দলে বিভক্ত হয়ে একে অপরের বিরুদ্ধে সংঘর্ষে লিপ্ত রয়েছে। অপরপক্ষে শয়তানি শক্তিগুলো পারস্পরিক মতবিরোধ সত্ত্বেও মুসলমানদের মোকাবিলায় এক জাতিই প্রতীয়মান হয়।

وَصَوَّرَكُمْ فَاَحْسَنَ صُوَرَكُمْ : তিনি তোমাদেরকে আকৃতি দান করেছেন, অতঃপর তোমাদের আকৃতিকে সুশ্রী করেছেন। আকৃতি তৈরি করা প্রকৃতপক্ষে বিশ্বস্রষ্টার বিশেষ গুণ। এজন্যেই আল্লাহর নাম সমূহের মধ্যে مُصَوِّرٌ অর্থাৎ আকৃতিদাতা বর্ণিত আছে। চিন্তা করুন, সৃষ্টজগতে কত বিভিন্ন জাতি রয়েছে, প্রত্যেক জাতিতে কত বিভিন্ন শ্রেণি রয়েছে এবং প্রত্যেক শ্রেণিতে লাখো বিভিন্ন ব্যক্তি রয়েছে। তাদের একজনের আকৃতি অপরজনের আকৃতির সাথে খাপ খায় না। একই মানব শ্রেণির মধ্যে দেশ ও ভূখণ্ডের বিভিন্নতার কারণে এবং বংশ ও জাতির বিভিন্নতার কারণে আকৃতিতে সুস্পষ্ট পার্থক্য দৃষ্টিগোচর হয়। তদুপরি তাদের মধ্যে প্রত্যেক ব্যক্তির মুখাবয়ব অন্য সবার থেকে ভিন্ন হয়ে থাকে। এই বিস্ময়কর কারিগরি ও ভাস্কর্য দেখে জ্ঞানবুদ্ধি দিশেহারা হয়ে পড়ে। মানুষের চেহারা ছয়-সাত বর্গ ইঞ্চির অধিক নয়। কোটি কোটি মানুষের একই ধরনের চেহারা সত্ত্বেও একজনের আকার অন্যজনের সাথে পুরোপুরি মিলে না যে, চেনা কঠিন হয়। আলোচ্য আয়াতে আকার নির্মাণের নিয়ামত উল্লেখ করার পর বলা হয়েছে ঃ فَاَحْسَنَ صُوَرَكُمْ অর্থাৎ তিনি মানবাকৃতিকে সমগ্র সৃষ্টজগত ও সৃষ্টজীবের আকৃতি অপেক্ষা অধিক সুন্দর ও সুষম করেছেন। কোনো মানুষ তার দলের মধ্যে যতই কুৎসিত ও কদাকার হোক না কেন, অবশিষ্ট সকল জীবজন্তুর আকৃতির তুলনায় সে-ও সুশ্রী।

قَالُوْا اَبَشَرٌ يَّهْدُوْنَنَا : بَشَرٌ শব্দটি একবচন হলেও বহুবচনের অর্থ দেয়। তাই يَهْدُوْنَ বহুবচন ক্রিয়াপদ তার জন্যে ব্যবহার করা হয়েছে। মানবত্বকে নবুয়ত ও রেসালতের পরিপন্থি মনে করাও কাফেরদের একটি অলীক ধারণা ছিল। কুরআনে স্থানে স্থানে এই ধারণা খণ্ডন করা হয়েছে। পরিতাপের বিষয়, এখন মুসলমানদের মধ্যেও কেউ কেউ এমন দেখা যায়, যারা নবী করীম ﷺ-এর মানবত্ব অস্বীকার করে। তাদের চিন্তা করা উচিত যে, তারা কোনপথে অগ্রসর হচ্ছে? মানব হওয়া নবুয়তেরও পরিপন্থি নয় এবং রেসালতের উচ্চমর্যাদারও প্রতিকূল নয়। রাসূল ﷺ নূর হলেও মানব হতে পারেন। তিনি নূরও এবং মানবও। তাঁর নূরকে প্রদীপ, সূর্য ও চন্দ্রের নূরের নিরীখে বিচার করা ভুল।

فَاٰمِنُوْا بِاللّٰهِ وَرَسُوْلِهٖ وَالنُّوْرِ الَّذِىْٓ اَنْزَلْنَا –(বিশ্বাস স্থাপন কর আল্লাহর প্রতি, তাঁর রাসূলের প্রতি এবং সেই নূরের প্রতি, যা আমি নাজিল করেছি।) এখানে নূর বলে কুরআন বোঝানো হয়েছে। কারণ নূরের স্বরূপ এই যে, সে নিজেও দেদীপ্যমান ও উজ্জ্বল এবং অপরকেও দেদীপ্যমান ও উজ্জ্বল করে। কুরআন স্বকীয় অলৌকিকতার কারণে নিজে যে উজ্জ্বল ও সুস্পষ্ট, তা বর্ণনার অপেক্ষা রাখে না। কুরআনের মাধ্যমে আল্লাহ তা'আলার সন্তুষ্টি ও অসন্তুষ্টির কারণাদি, বিধি-বিধান, শরিয়ত এবং পরজগতের সঠিক তথ্যাবলি উজ্জ্বল হয়ে উঠে। এগুলো জানা মানুষের জন্যে জরুরি।

কেয়ামতকে লোকসানের দিন বলার কারণ ঃ يَوْمَ يَجْمَعُكُمْ لِيَوْمِ الْجَمْعِ ذٰلِكَ يَوْمُ التَّغَابُنِ যেদিন আল্লাহ তোমাদেরকে একত্রিত করবেন একত্রিত করার দিবসে। এই দিনটি হবে লোকসানের। يَوْمُ الْجَمْعِ একত্রিত হওয়ার দিবস ও يوم التَّغَابُنِ লোকসানের দিবস–এই উভয়টি কেয়ামতের নাম। একত্রিত হওয়ার দিন এ কারণে যে, সেদিন পূর্ববর্তী ও পরবর্তী সকল জিন এবং মানবকে হিসাব-নিকাশের জন্যে একত্রিত করা হবে। পক্ষান্তরে تَغَابُنٌ শব্দটি غَبْنٌ থেকে উৎপন্ন। এর অর্থ লোকসান। আর্থিক লোকসান এবং মত ও বুদ্ধির লোকসান উভয়কে غَبْنٌ বলা হয়।

ইমাম রাগিব ইস্পাহানী মুফরাদাতুল কুরআনে বলেন ঃ আর্থিক লোকসান জ্ঞাপন করার জন্যে এই শব্দটি صِيْغَةٌ مَجْهُوْلٌ এ ব্যবহৃত হয় এবং মত ও বুদ্ধির লোকসান জ্ঞাপন করার জন্যে بَابُ سَمِعَ থেকে ব্যবহৃত হয়। تَغَابُنٌ শব্দটি আভিধানিক দিক দিয়ে দুই তরফা কাজের জন্যে বলা হয়, অর্থাৎ একজন অন্যজনের এবং অন্যজন তার লোকসান করবে, অথবা তার লোকসান প্রকাশ করবে। কিন্তু আয়াতে একতরফা লোকসান প্রকাশ করা উদ্দেশ্য। এই শব্দের এই ব্যবহারও খ্যাত ও সুবিদিত। কিয়ামতকে লোকসানের দিবস বলার কারণ এই যে, সহীহ হাদীসে আছে, আল্লাহ তা'আলা প্রত্যেক মানুষের জন্য পরকালে দুইটি গৃহ নির্মাণ করেছেন একটি জাহান্নামে অপরটি জান্নাতে। জান্নাতীদেরকে জান্নাতে দাখিল করার পূর্বে সেই গৃহও দেখানো হবে, যা ঈমান ও সৎকর্মের অবর্তমানে তাদের জন্য নর্ধারিত ছিল, যাতে সেই গৃহ দেখার পর

https://e-ilm.weebly.com/

জান্নাতের গৃহের যথার্থ কদর তাদের অন্তরে সৃষ্টি হয় এবং তারা আল্লাহ তা'আলার অধিক কৃতজ্ঞ হয়। এমনিভাবে জাহান্নামীদেরকে জাহান্নামে দাখিল করার পূর্বে সেই গৃহও দেখানো হবে যা ঈমান ও সৎকর্ম বর্তমান থাকলে তাদের জন্য নির্ধারিত ছিল যাতে তাদের পরিতাপ আরো বাড়ে। জাহান্নামে জান্নাতীদের যেসব গৃহ ছিল, সেগুলোও জাহান্নামীদের ভাগে পড়বে। পক্ষান্তরে কাফের, পাপাচারী ও হতভাগাদের যেসব গৃহ জান্নাতে ছিল, সেগুলোও জান্নাতীদের অধিকারে চলে যাবে। তখন জাহান্নামীরা তাদের লাভ-লোকসান সত্যি সত্যি অনুভব করতে সক্ষম হবে যে, তারা কি ছাড়ল এবং কি পেল। এসব রেওয়ায়েত বুখারী, মুসলিম ও অন্যান্য হাদীসগ্রন্থে বিভিন্ন ভাষায় বর্ণিত আছে।

মুসলিম, তিরমিযী ইত্যাদি গ্রন্থে হযরত আবূ হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত আছে রাসূলুল্লাহ ﷺ একবার সাহাবায়ে কেরামকে জিজ্ঞাসা করলেন, তোমরা জান, নিঃস্ব কে? সাহাবায়ে কেরাম আরজ করলেন, যার কাছে ধন-সম্পদ নেই, আমরা তাকে নিঃস্ব মনে করি। তিনি বললেন, আমার উম্মতের মধ্যে সেই ব্যক্তি নিঃস্ব, যে কিয়ামতের দিন নামাজ, রোজা, যাকাত ইত্যাদির পুঁজি নিয়ে উপস্থিত হবে। কিন্তু সে দুনিয়াতে কাউকে গালি দিয়েছিল, কারো প্রতি মিথ্যা অপবাদ আরোপ করেছিল, কাউকে প্রহার কিংবা হত্যা করেছিল এবং কারো ধন-সম্পদ আত্মসাৎ করেছিল, হাশরের মাঠে তারা সবাই উপস্থিত হয়ে নিজ নিজ দাবি পেশ করবে। কেউ তার নামাজ নিয়ে যাবে, কেউ রোজা, কেউ জাকাত এবং কেউ অন্যান্য সৎকর্ম নিয়ে যাবে। যখন তার সৎকর্ম নিঃশেষ হয়ে যাবে, তখন তার হাতে উৎপীড়িত লোকদের গুনাহ তার উপর চাপিয়ে দিয়ে প্রাপ্য চুকানো হবে। এর পরিণতিতে সে জাহান্নামে নিক্ষিপ্ত হবে।

বোখারীর এক রেওয়ায়েতে রাসূলে কারীম ﷺ বলেন ঃ যে ব্যক্তির কাছে কারও কোনো পাওনা থাকে, তার উচিত দুনিয়াতেই তা পরিশোধ করে অথবা মাফ করিয়ে নিয়ে মুক্ত হয়ে যাওয়া। নতুবা কেয়ামতের দিন দিরহাম ও দীনার থাকবে না। কারও কোনো দাবি থাকলে তা সে ব্যক্তির সৎকর্ম দিয়ে পরিশোধ করা হবে। সৎকর্ম শেষ হয়ে গেলে পাওনাদারের গোনাহ প্রাপ্য পরিমাণে তার উপর চাপিয়ে দেওয়া হবে। –(মাযহারী)

হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) ও অন্যান্য তাফসীরবিদ কেয়ামতকে লোকসানের দিবস বলার উপরিউক্ত কারণই বর্ণনা করেছেন। আবার অনেকের মতে সেদিন কেবল কাফের, পাপাচারী ও হতভাগাই লোকসান অনুভব করবে না; বরং সৎকর্মপরায়ণ মুমিনগণও এভাবে লোকসান অনুভব করবে যে, হায়! আমরা যদি আরও বেশি সৎকর্ম করতাম, তবে জান্নাতের সুউচ্চ মর্তবা লাভ করতাম। সেদিন প্রত্যেকেই জীবনের সেই সময়ের জন্যে পরিতাপ করবে, যা অযথা ব্যয় করেছে। হাদীসে আছে ঃ مَنْ جَلَسَ مَجْلِسًا لَمْ يَذْكُرِ اللّٰهَ فِيْهِ كَانَ عَلَيْهِ حَسْرَةً يَوْمَ الْقِيَامَةِ যে ব্যক্তি কোনো মজলিসে বসে এবং সমগ্র মজলিসে আল্লাহকে স্মরণ না করে, কেয়ামতের দিন সেই মজলিস তার জন্য পরিতাপের কারণ হবে।

কুরতুবীতে আছে, প্রত্যেক মুমিনও সেদিন সৎকর্ম ত্রুটির কারণে স্বীয় লোকসান অনুভব করবে। সূরা মরিয়মে কেয়ামতের নাম يَوْمَ الْحَسْرَةِ তথা পরিতাপ দিবস বলে বর্ণিত হয়েছে। তারই অনুরূপ এখানে লোকসান দিবস নাম রাখা হয়েছে।

সূরা মরিয়মে বলা হয়েছে : وَاَنْذِرْهُمْ يَوْمَ الْحَسْرَةِ اِذْ قُضِيَ الْاَمْرُ রূহুল মা'আনীতে এই আয়াতের তাফসীরে বলা হয়েছে, সেদিন জালিম ও দুষ্কর্মীরা তাদের ত্রুটি-বিচ্যুতির জন্য পরিতাপ করবে এবং কর্মকে অধিকতর সুন্দর করতে সচেষ্ট হয়নি। এমন সৎকর্মপরায়ণ মু'মিনগণও পরিতাপ করবে। এভাবে কিয়ামতের দিন সবাই নিজ নিজ ত্রুটির কারণে অনুতপ্ত হবে এবং কম আমল করার কারণে লোকসান অনুভব করবে। তাই একে লোকসান দিবস বলা হয়েছে।

مَاۤ اَصَابَ مِنْ مُّصِيْبَةٍ اِلَّا بِاِذْنِ اللّٰهِ وَمَنْ يُّؤْمِنْ بِاللّٰهِ يَهْدِ قَلْبَهٗ

অর্থাৎ আল্লাহর অনুমতি ব্যতিরেকে কারও উপরে কোনো বিপদ আসে না এবং যে ব্যক্তি আল্লাহর প্রতি বিশ্বাস রাখে, আল্লাহ তার অন্তরকে সৎপথ প্রদর্শন করেন। এটা অনস্বীকার্য সত্য যে, আল্লাহ তা'আলার অনুমতি ও ইচ্ছা ব্যতিরেকে কোথাও সামান্যতম বস্তু নড়াচড়া করতে পারে না। আল্লাহর অনুমতি ছাড়া কেউ কারও কোনো ক্ষতি এবং উপকার করতে পারে না। কিন্তু যে ব্যক্তি আল্লাহ ও তকদীরে বিশ্বাসী নয়, বিপদ মুহূর্তে তার জন্যে কোনো স্থিরতা ও শান্তির উপকরণ থাকে না। সে বিপদ দূরীকরণের উদ্দেশ্য হা-হুতাশ ও ছটফট করতে থাকে। এর বিপরীতে তকদীরে বিশ্বাসী মুমিনের অন্তরকে আল্লাহ তা'আলা এ বিষয়ে স্থির বিশ্বাসী করে দেন যে, যা কিছু হয়েছে, আল্লাহ তা'আলার অনুমতি ও ইচ্ছাক্রমে হয়েছে। যে বিপদ তাকে স্পর্শ করেছে, তা অবধারিত ছিল, কেউ একে টলাতে পারত না এবং যে বিপদ থেকে সে মুক্ত

https://e-ilm.weebly.com/

রয়েছে, তা থেকে মুক্ত থাকাই অবধারিত ছিল। তাকে এই বিপদে জড়িত থাকার সাধ্য কারও ছিল না। এই ঈমান ও বিশ্বাসের ফলে পরকালের ছওয়াবের ওয়াদাও তার সামনে থাকে, যা দ্বারা দুনিয়ার বিপদও সহজ হয়ে যায়।

يَاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْٓا اِنَّ مِنْ اَزْوَاجِكُمْ وَاَوْلَادِكُمْ عَدُوًّا لَّكُمْ فَاحْذَرُوْهُمْ

অর্থাৎ মুসলমানগণ, তোমাদের কতক স্ত্রী ও সন্তান-সন্ততি তোমাদের শত্রু। তাদের অনিষ্ট থেকে আত্মরক্ষা কর। তিরমিযী, হাকেম প্রমুখ হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) থেকে বর্ণনা করেন, এই আয়াত সেই মুসলমানদের সম্পর্কে অবতীর্ণ হয়েছে, যারা হিজরতের পর মক্কায় ইসলাম গ্রহণ করে মদিনায় রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর কাছে হিজরত করে চলে যেতে মনস্থ করে, কিন্তু তাদের পরিবার-পরিজনরা তাদেরকে হিজরত করতে বাধা দেয়। –(রূহুল-মা'আনী)

এটা তখনকার কথা, যখন মক্কা থেকে হিজরত করা প্রত্যেক মুসলমানের উপর ফরজ ছিল। আলোচ্য আয়াতে এরূপ স্ত্রী ও সন্তান-সন্ততিতে মানুষের শত্রু আখ্যা দেওয়া হয়েছে এবং তাদের অনিষ্ট থেকে আত্মরক্ষা করার জোর আদেশ দেওয়া হয়েছে। কেননা তার চাইতে বড় শত্রু মানুষের কেউ হতে পারে না, যে তাকে চিরকালীন আজাব ও জাহান্নামের অগ্নিতে লিপ্ত করে দেয়।

হযরত আতা ইবনে আবূ রাবাহ (রা.) বর্ণনা করেন, এই আয়াত আওফ ইবনে মালেক আশজায়ী (রা.) সম্পর্কে অবতীর্ণ হয়েছে। তিনি মদিনায় ছিলেন এবং যখনই কোনো যুদ্ধ ও জিহাদের সুযোগ আসত, তিনি তাতে যোগদান করার ইচ্ছা করতেন। কিন্তু তাঁর স্ত্রী ও সন্তানরা এই বলে ফরিয়াদ শুরু করে দিত : আমাদেরকে কার কাছে ছেড়ে যাবে। তিনি তাদের ফরিয়াদে প্রভাবান্বিত হয়ে সংকল্প ত্যাগ করতেন। –[ইবনে কাসীর]

উপরিউক্ত উভয় রেওয়ায়েতের মধ্যে কোনো বৈপরীত্য নেই। উভয় ঘটনা আয়াত অবতরণের কারণ হতে পারে। কেননা হিজরত হোক কিংবা জিহাদ, যে স্ত্রী ও সন্তান আল্লাহর ফরজ পালনে বাধ সাধে, তারা শত্রু।

وَاِنْ تَعْفُوْا وَتَصْفَحُوْا وَتَغْفِرُوْا فَاِنَّ اللّٰهَ غَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ : পূর্ববর্তী আয়াতে যাদের স্ত্রী ও সন্তানদেরকে শত্রু আখ্যা দেওয়া হয়েছে, তারা নিজেদের ভুল বুঝতে পেরে ভবিষ্যতে স্ত্রী ও সন্তানদের সাথে কঠোর ব্যবহার করার ইচ্ছা করল। এর পরিপ্রেক্ষিতে আয়াতের এই অংশে বলা হয়েছে ঃ যদিও এই স্ত্রী ও সন্তানরা তোমাদের জন্যে শত্রুর ন্যায় কাজ করেছে এবং তোমাদেরকে ফরজ পালনে বাধা দিয়েছে, কিন্তু এতদসত্ত্বেও তাদের সাথে কঠোর ও নির্দয় ব্যবহার করো না ;বরং মার্জনা, উপেক্ষা ও ক্ষমার ব্যবহার কর। এটা তোমাদর জন্যে কল্যাণকর। কেননা আল্লাহ তা'আলার অভ্যাসও ক্ষমা এবং দয়া প্রদর্শন করা।

গোনাহগার স্ত্রী ও সন্তানদের সাথে সম্পর্কচ্ছেদ করা ও বিদ্বেষ রাখা অনুচিত ঃ আলেমগণ আলোচ্য আয়াতদৃষ্টে বলেছেন যে, পরিবার-পরিজনের কেউ কোনো শরিয়ত বিরোধী কাজ করে ফেললেও তার সাথে সম্পর্কচ্ছেদ করা, তার প্রতি বিদ্বেষ রাখা ও তার জন্যে বদদোয়া করা উচিত নয়। –(রূহুল–মা'আনী)

اِنَّمَآ اَمْوَالُكُمْ وَاَوْلَادُكُمْ فِتْنَةٌ : فِتْنَةٌ শব্দের অর্থ পরীক্ষা। আয়াতের উদ্দেশ্য এই যে, ধন-সম্পদ ও সন্তান-সন্ততির মাধ্যমে আল্লাহ তা'আলা মানুষের পরীক্ষা নেন যে, এসবের মহব্বতে লিপ্ত হয়ে সে আল্লাহর বিধানাবলিকে উপেক্ষা করে, না মহব্বতকে যথাসীমায় রেখে স্বীয় কর্তব্য পালনে সচেষ্ট হয়।

ধনসম্পদ সন্তান-সন্ততি মানুষের জন্য বিরাট পরীক্ষা : সত্য বলতে কি ধনসম্পদ ও সন্তান-সন্ততির মহব্বত মানুষের জন্য একটি অগ্নিপরীক্ষা। মানুষ অধিকাংশ সময় তাদের মহব্বতের কারণেই গুনাহে-বিশেষত অবৈধ-উপার্জনে লিপ্ত হয়। হাদীসে আছে, কিয়ামতের দিন এমন এক ব্যক্তিকে উপস্থিত করা হবে, যাকে দেখে অন্যেরা বলবে : اَكَلَ عِيَالُهٗ حَسَنَاتِهٖ অর্থাৎ তার পুণ্যগুলোকে তার পরিজনেরা খেয়ে ফেলেছে। –(রূহুল-মা'আনী) এক হাদীসে রাসূলে কারীম ﷺ সন্তানদের সম্পর্কে বলেন : مَبْخَلَةٌ مَجْبَنَةٌ অর্থাৎ সন্তান-সন্ততি হচ্ছে মানুষের কৃপণতা ও কাপুরুষতার কারণ। তাদের মহব্বতের কারণে মানুষ আল্লাহর পথে টাকা-পয়সা ব্যয় করা থেকে বিরত থাকে এবং তাদেরই মহব্বতের কারণে জিহাদে যোগদান করা থেকে গা বাঁচিয়ে চলে। জনৈক পূর্ববর্তী বুযুর্গ বলেন : اَلْعِيَالُ سُوْسُ الطَّاعَاتِ অর্থাৎ পরিবার-পরিজন মানুষের পুণ্যসমূহের জন্য ঘুণ বিশেষ। ঘুণ যেমন শস্যকে খেয়ে ফেলে, তেমনি পরিবার-পরিজনও মানুষের পুণ্যসমূহকে খেয়ে নিঃশেষ করে দেয়।

https://e-ilm.weebly.com/

فَاتَّقُوا اللّٰهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ : অর্থাৎ যথাসাধ্য তাকওয়া ও খোদাভীতি অবলম্বন কর। এর আগে কুরআন পাকে এই আয়াত নাজিল হয়েছিল اِتَّقُوا اللّٰهَ حَقَّ تُقٰتِهٖ অর্থাৎ তোমরা আল্লাহকে এমন ভয় কর, যেমন ভয় করা তাঁর প্রাপ্য। এই আয়াত সাহাবায়ে-কেরামের কাছে খুবই দুঃসাধ্য ও কঠিন মনে হয়। কারণ আল্লাহর প্রাপ্য অনুযায়ী আল্লাহকে ভয় করার সাধ্য কার আছে? এর পরিপ্রেক্ষিতে আলোচ্য আয়াত অবতীর্ণ হয়। এতে ব্যক্ত হয়েছে যে, আল্লাহ তা'আলা মানুষকে তার মুক্তি ও সাধ্যের বাইরে কোনো কিছু করার আদেশ করেন না। কাজেই তাকওয়াও সাধ্যানুযায়ী ওয়াজিব বুঝতে হবে। উদ্দেশ্য এই যে, তাকওয়া অর্জনে কেউ তার পূর্ণ শক্তি ও চেষ্টা নিয়োজিত করলেই আল্লাহর প্রাপ্য আদায় হয়ে যাবে।

–(রূহুল–মা'আনী–সংক্ষেপিত)

শব্দ বিশ্লেষণ :

يُسَبِّحُ : সীগাহ واحد مذكر غائب বহছ مضارع معروف বাব تَفْعِيْل মাসদার تَسْبِيْحٌ মূলবর্ণ (س - ب - ح) জিনস صحيح অর্থ- পবিত্রতা বর্ণনা করা। তাসবীহ বয়ান করা।

خَلَقَكُمْ : সীগাহ واحد مذكر غائب বহছ ماضى معروف বাব نَصَرَ মাসদার خَلْقٌ মূলবর্ণ (خ - ل - ق) জিনস صحيح অর্থ– তিনি তোমাদেরকে সৃষ্টি করেছেন।

مُؤْمِنٌ : সীগাহ واحد مذكر বহছ اسم فاعل বাব اِفْعَالٌ মাসদার اِيْمَانٌ মূলবর্ণ (ء - م - ن) জিনস مهموز فاء অর্থ– বিশ্বাসী। মুমিন।

تُعْلِنُوْنَ : সীগাহ جمع مذكر حاضر বহছ مضارع معروف বাব اِفْعَالٌ মাসদার اِعْلَانٌ মূলবর্ণ (ع - ل - ن) জিনস صحيح অর্থ– তোমরা প্রকাশ্যে করে থাক।

عَلِيْمٌ : মুবালাগার সীগাহ অর্থ– সর্বজ্ঞ, মহাজ্ঞানী عِلْم হতে নির্গত। বহুবচন عُلَمَاءُ ; উল্লেখ্য যে, عَلِيْمٌ আল্লাহর সিফাতের জন্য বহুল ব্যবহৃত। কারণ প্রকৃত ইলম তো তারই।

صُدُوْرٌ : صَدْرٌ -এর বহুবচন। অর্থ– বুক, বক্ষ।

صَوَّرَكُمْ : সীগাহ واحد مذكر غائب বহছ ماضى معروف বাব تَفْعِيْل মাসদার تَصْوِيْرٌ মূলবর্ণ (ص - و - ر) জিনস اجوف واوى অর্থ– তোমাদের আকৃতি গঠন করেছেন।

لَمْ يَاْتِكُمْ : সীগাহ واحد مذكر غائب বহছ مضارع معروف منفى بلم বাব ضَرَبَ মাসদার اِتْيَانٌ মূলবর্ণ (ء - ت - ى) জিনস মুরাক্কাব مهموز فاء এবং ناقص يائى অর্থ– তোমাদের নিকট পৌঁছেনি।

نَبَؤٌ : শব্দটি একবচন, বহুবচনে اَنْبَاءٌ অর্থ– খবর। সংবাদ।

ذَاقُوْا : সীগাহ جمع مذكر غائب বহছ ماضى معروف বাব نَصَرَ মাসদার ذَوْقٌ মূলবর্ণ (ذ - و - ق) জিনস اجوف واوى অর্থ– তারা আস্বাদন করেছে।

تَوَلَّوْا : সীগাহ جمع مذكر غائب বহছ ماضى معروف বাব تَفَعُّلٌ মাসদার اَلتَّوَلِّىْ মূলবর্ণ (و - ل - ى) জিনস لفيف مفروق অর্থ– মুখ ফিরিয়ে নিল।

لَتُنَبَّؤُنَّ : সীগাহ جمع مذكر حاضر বহছ لام تاكيد بانون ثقيله در فعل مستقبل معروف বাব تَفْعِيْل মাসদার تَنْبِيَةٌ মূলবর্ণ (ن - ب - ء) জিনস مهموز لام অর্থ– তোমাদের জানিয়ে দেওয়া হবে।

اٰمِنُوْا : সীগাহ جمع مذكر حاضر বহছ امر حاضر معروف বাব اِفْعَالٌ মাসদার اِيْمَانٌ মূলবর্ণ (ء - م - ن) জিনস مهموز فاء অর্থ– তোমরা বিশ্বাস স্থাপন কর।

اَنْزَلْنَا : সীগাহ جمع متكلم বহছ ماضى معروف বাব اِفْعَالٌ মাসদার اِنْزَالٌ মূলবর্ণ (ن - ز - ل) জিনস صحيح অর্থ– আমি অবতীর্ণ করেছি।

https://e-ilm.weebly.com/

يُكَفِّرْ : সীগাহ واحد مذكر غائب বহছ مضارع معروف বাব تَفْعِيْل মাসদার تَكْفِيْرٌ মূলবর্ণ (ك - ف - ر) জিনস صحيح অর্থ– মাফ করে দিবেন। মিটিয়ে দিবেন।

سَيِّئَاتِهٖ : سَيِّئَاتٌ মুযাফ ہٗ যমীর মুযাফ ইলাইহি। سَيِّئَةٌ-এর বহুবচন। অর্থ– তার পাপসমূহ, তার গোনাহসমূহ।

يُدْخِلْهُ : সীগাহ واحد مذكر غائب বহছ مضارع معروف বাব اِفْعَالٌ মাসদার اِدْخَالٌ মূলবর্ণ (د - خ - ل) জিনস صحيح অর্থ– তিনি তাকে দাখিল করবেন।

تَجْرِىْ : সীগাহ واحد مؤنث غائب বহছ مضارع معروف বাব ضَرَبَ মাসদার جِرْيَانٌ মূলবর্ণ (ج - ر - ى) জিনস ناقص يائى অর্থ– বইতে থাকবে।

خَالِدِيْنَ : সীগাহ واحد مذكر বহছ اسم فاعل বাব نَصَرَ মাসদার خُلُوْدٌ মূলবর্ণ (خ - ل - د) জিনস صحيح অর্থ– সর্বদা অবস্থান করবে।

يَهْدِ : সীগাহ واحد مذكر غائب বহছ مضارع مجزوم بجواب شرط বাব ضَرَبَ মাসদার هِدَايَةٌ মূলবর্ণ (ه - د - ى) জিনস ناقص يائى অর্থ– তিনি পথ দেখাবেন।

اَطِيْعُوْا : সীগাহ جمع مذكر حاضر বহছ امر حاضر معروف বাব اِفْعَالٌ মাসদার اِطَاعَةٌ মূলবর্ণ (ط - و - ع) জিনস اجوف واوى অর্থ– তোমরা পালন কর।

تَوَلَّيْتُمْ : সীগাহ جمع مذكر حاضر বহছ ماضى معروف বাব تَفَعُّلٌ মাসদার اَلتَّوَلِّىْ মূলবর্ণ (و - ل - ى) জিনস لفيف مفروق অর্থ– তোমরা মুখ ফিরিয়ে নাও।

تَعْفُوْا : সীগাহ جمع مذكر حاضر বহছ مضارع معروف বাব نَصَرَ মাসদার عَفْوٌ মূলবর্ণ (ع - ف - و) জিনস ناقص واوى অর্থ– তোমরা ক্ষমা কর।

اَلْمُبِيْنُ : সীগাহ واحد مذكر বহছ اسم فاعل বাব اِفْعَالٌ মাসদার اِبَانَةٌ মূলবর্ণ (ب - ى - ن) জিনস اجوف يائى অর্থ– স্পষ্ট, প্রকাশ।

اِحْذَرُوْهُمْ : সীগাহ جمع مذكر حاضر বহছ امر حاضر معروف বাব سَمِعَ মাসদার حَذَرٌ মূলবর্ণ (ح - ذ - ر) জিনস صحيح অর্থ– তোমরা তাদের থেকে সতর্ক থাক।

اِتَّقُوْا : সীগাহ جمع مذكر حاضر বহছ امر حاضر معروف বাব اِفْتِعَالٌ মাসদার اِتِّقَاءٌ মূলবর্ণ (و - ق - ى) জিনস لفيف مفروق অর্থ– তোমরা ভয় করতে থাক।

اِسْمَعُوْا : সীগাহ جمع مذكر حاضر বহছ امر حاضر معروف বাব سَمِعَ মাসদার اَلسَّمْعُ মূলবর্ণ (س - م - ع) জিনস صحيح অর্থ– শ্রবণ কর।

اَنْفِقُوْا : সীগাহ جمع مذكر حاضر বহছ امر حاضر معروف বাব اِفْعَالٌ মাসদার اِنْفَاقٌ মূলবর্ণ (ن - ف - ق) জিনস صحيح অর্থ– ব্যয় কর।

يُضَاعِفْهُ : সীগাহ واحد مذكر غائب বহছ مضارع مجزوم بجواب شرط বাব مُفَاعَلَةٌ মাসদার اَلْمُضَاعَفَةُ মূলবর্ণ (ض - ع - ف) জিনস صحيح অর্থ– তিনি বৃদ্ধি করতে থাকবেন।

اِسْتَطَعْتُمْ : সীগাহ جمع مذكر حاضر বহছ فعل ماضى معروف বাব اِسْتِفْعَالٌ মাসদার اِسْتِطَاعَةٌ মূলবর্ণ (ط - و - ع) জিনস اجوف واوى অর্থ– যথাসম্ভব, তোমরা সক্ষম হয়েছ। সমর্থ হয়েছ।

يُوْقَ : সীগাহ واحد مذكر غائب বহছ مضارع مجهول বাব ضَرَبَ মাসদার وِقَايَةٌ মূলবর্ণ (و - ق - ى) জিনস لفيف مفروق অর্থ– রক্ষিত হয়েছে।

https://e-ilm.weebly.com/

تُقْرِضُوا : সীগাহ جمع مذكر غائب বহছ مضارع مجزوم বাব إِفْعَال মাসদার إِقْرَاض মূলবর্ণ (ق - ر - ض) জিনস صحيح অর্থ– তোমরা ঋণ দাও।

بَيِّنٰتٌ : শব্দটি বহুবচন; একবচন بَيِّنَةٌ অর্থ– স্পষ্ট দলিলসমূহ, প্রকাশ্য দলিল।

يَهْدُوْنَنَا : সীগাহ جمع مذكر غائب বহছ مضارع معروف বাব ضَرَبَ মাসদার هِدَايَةٌ মূলবর্ণ (ه - د - ى) জিনস ناقص يائى অর্থ- আমাদের পথ দেখান।

كَفَرُوْا : সীগাহ جمع مذكر غائب বহছ ماضى معروف বাব نَصَرَ মাসদার كُفْرٌ মূলবর্ণ (ك - ف - ر) জিনস صحيح অর্থ- তারা অস্বীকার করছে।

إِسْتَغْنٰى : সীগাহ واحد مذكر غائب বহছ ماضى معروف বাব إِسْتِفْعَالٌ মাসদার إِسْتِغْنَاءٌ মূলবর্ণ (غ - ن - ى) জিনস ناقص يائى অর্থ– অমুখাপেক্ষী।

زَعَمَ : সীগাহ واحد مذكر غائب বহছ ماضى معروف বাব نَصَرَ মাসদার زَعْمٌ মূলবর্ণ (ز - ع - م) জিনস صحيح অর্থ– দাবি করে।

لَنْ يُّبْعَثُوْا : সীগাহ جمع مذكر غائب বহছ مضارع منصوب بلن বাব فَتَحَ মাসদার بَعْثٌ মূলবর্ণ (ب - ع - ث) জিনস صحيح অর্থ– তাদেরকে কখনো পুনর্জীবিত করা হবে না।

قُلْ : সীগাহ واحد مذكر حاضر বহছ امر حاضر معروف বাব نَصَرَ মাসদার قَوْلٌ মূলবর্ণ (ق - و - ل) জিনস اجوف واوى অর্থ– আপনি বলে দিন।

বাক্য বিশ্লেষণ :

يَعْلَمُ مَا فِى السَّمٰوٰتِ وَمَا فِى الْأَرْضِ وَيَعْلَمُ مَا تُسِرُّوْنَ وَمَا تُعْلِنُوْنَ : এখানে يَعْلَمُ ফে'ল আর তন্মধ্যস্থ উহ্য যমীর هُوَ হলো ফায়েল যা اَللّٰهُ -এর দিকে ফিরেছে, আর مَا হলো مفعول به এবং فِى السَّمٰوٰتِ টা উহ্য ফে'লের সাথে متعلق হয়ে مَا -এর সেলাহ হয়েছে। اَلسَّمٰوٰتِ -এর উপর وَالْأَرْضِ টা আতফ হয়েছে। আর وَيَعْلَمُ مَا تُسِرُّوْنَ وَمَا تُعْلِنُوْنَ টাও আতফ হয়েছে। –[ই'রাবুল কুরআন ৭ম খণ্ড : পৃ. ৪৩৫]

https://e-ilm.weebly.com/

سُوْرَةُ الطَّلَاقِ مَدَنِيَّةٌ
সূরা তালাক

মদিনায় অবতীর্ণ; আয়াত– ১২, রুকূ'– ২

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ○

পরম করুণাময়, দয়ালু আল্লাহর নামে শুরু করছি।

يٰۤاَيُّهَا النَّبِيُّ اِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَآءَ فَطَلِّقُوْهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ وَاَحْصُوا الْعِدَّةَ ۚ وَاتَّقُوا اللّٰهَ رَبَّكُمْ ۚ لَا تُخْرِجُوْهُنَّ مِنْۢ بُيُوْتِهِنَّ وَلَا يَخْرُجْنَ اِلَّاۤ اَنْ يَّاْتِيْنَ بِفَاحِشَةٍ مُّبَيِّنَةٍ ؕ وَتِلْكَ حُدُوْدُ اللّٰهِ ؕ وَمَنْ يَّتَعَدَّ حُدُوْدَ اللّٰهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهٗ ؕ لَا تَدْرِيْ لَعَلَّ اللّٰهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذٰلِكَ اَمْرًا ﴿۱﴾

১. হে রাসূল! (লোকদেরকে বলে দিন যে,) যখন তোমরা স্ত্রীদেরকে তালাক দিতে চাও, তবে তাদেরকে ইদ্দত (হায়েয) -এর পূর্বে তালাক প্রদান কর, আর (তালাক প্রদানের পর) ইদ্দত স্মরণ রেখ, আর আল্লাহকে ভয় করতে থাক– যিনি তোমাদের প্রভু, সে স্ত্রীদেরকে (ইদ্দতের মধ্যে) তাদের গৃহ হতে বের করে দিও না, আর তারা নিজেরাও যেন স্বেচ্ছায় বের না হয়, কিন্তু যদি কেউ প্রকাশ্য অশ্লীলতায় লিপ্ত হয় তবে স্বতন্ত্র কথা; আর এটা আল্লাহর নির্ধারিত বিধানসমূহ; আর যে আল্লাহর বিধানাবলি লঙ্ঘন করবে, সে নিজেরই উপর অত্যাচার করল; তুমি জান না, সম্ভবতঃ আল্লাহ তা'আলা (তোমার অন্তরে) সৃষ্টি করে দিবেন– এর (এ তালাক প্রদানের) পর কোনো নতুন বিষয়।

فَاِذَا بَلَغْنَ اَجَلَهُنَّ فَاَمْسِكُوْهُنَّ بِمَعْرُوْفٍ اَوْ فَارِقُوْهُنَّ بِمَعْرُوْفٍ

২. অনন্তর যখন ঐ স্ত্রীলোকগণ স্বীয় ইদ্দত অতিক্রান্ত করার নিকটবর্তী হয়, তখন হয়তো তাদেরকে যথারীতি বিবাহের মধ্যে থাকতে দাও অথবা যথারীতি তাদেরকে মুক্ত করে দাও,

শাব্দিক অনুবাদ :

১. يٰۤاَيُّهَا النَّبِيُّ হে রাসূল (লোকদেরকে বলে দিন যে) اِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَآءَ যখন তোমরা স্ত্রীদেরকে তালাক দিতে চাও فَطَلِّقُوْهُنَّ তবে তাদেরকে তালাক প্রদান কর لِعِدَّتِهِنَّ ইদ্দত (হায়েয) -এর পূর্বে وَاَحْصُوا الْعِدَّةَ আর ইদ্দত স্মরণ রেখ وَاتَّقُوا اللّٰهَ আর আল্লাহকে ভয় করতে থাক رَبَّكُمْ যিনি তোমাদের প্রভু لَا تُخْرِجُوْهُنَّ সে স্ত্রীদেরকে বের করে দিও না مِنْۢ بُيُوْتِهِنَّ তাদের গৃহ হতে وَلَا يَخْرُجْنَ আর তারা নিজেরাও যেন স্বেচ্ছায় বের না হয় اِلَّاۤ اَنْ يَّاْتِيْنَ بِفَاحِشَةٍ مُّبَيِّنَةٍ কিন্তু যদি কেউ প্রকাশ্য অশ্লীলতায় লিপ্ত হয় তবে স্বতন্ত্র কথা وَتِلْكَ حُدُوْدُ اللّٰهِ আর এটা আল্লাহর নির্ধারিত বিধানসমূহ وَمَنْ يَّتَعَدَّ حُدُوْدَ اللّٰهِ আর যে আল্লাহর বিধানাবলি লঙ্ঘন করবে فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهٗ সে নিজেরই উপর অত্যাচার করল لَا تَدْرِيْ তুমি জাননা لَعَلَّ اللّٰهَ يُحْدِثُ সম্ভবত আল্লাহ সৃষ্টি করে দিবেন بَعْدَ ذٰلِكَ اَمْرًا এর পর কোনো নতুন বিষয়।

২. فَاِذَا بَلَغْنَ اَجَلَهُنَّ অনন্তর যখন ঐ স্ত্রী লোকগণ স্বীয় ইদ্দত অতিক্রান্ত করার নিকটবর্তী হয় فَاَمْسِكُوْهُنَّ بِمَعْرُوْفٍ তখন হয়তো তাদেরকে যথারীতি বিবাহের মধ্যে থাকতে দাও اَوْ فَارِقُوْهُنَّ بِمَعْرُوْفٍ অথবা যথারীতি তাদেরকে মুক্ত করে দাও

https://e-ilm.weebly.com/

** আর (উভয়াবস্থায়) নিজেদের মধ্য হতে দু জন নির্ভরশীল ব্যক্তিকে সাক্ষী করে নাও, আর তোমরা আল্লাহর ওয়াস্তে সঠিক সাক্ষ্য প্রদান কর; এটা দ্বারা ঐ ব্যক্তিকে উপদেশ প্রদান করা হচ্ছে, যে আল্লাহর উপর এবং কিয়ামত দিবসের উপর বিশ্বাস রাখে; আর যে আল্লাহকে ভয় করে, আল্লাহ তা'আলা তার জন্য মুক্তির পথ বের করে দেন।	وَّاَشْهِدُوْا ذَوَیْ عَدْلٍ مِّنْكُمْ وَاَقِیْمُوا الشَّهَادَةَ لِلّٰهِ ؕ ذٰلِكُمْ یُوْعَظُ بِهٖ مَنْ كَانَ یُؤْمِنُ بِاللّٰهِ وَالْیَوْمِ الْاٰخِرِ ۬ؕ وَمَنْ یَّتَّقِ اللّٰهَ یَجْعَلْ لَّهٗ مَخْرَجًا ۝٢
৩. আর তাকে এমন স্থান হতে রিজিক পৌঁছিয়ে থাকেন, যা তার ধারণাও হয় না; আর যে আল্লাহর উপর ভরসা করে, তবে আল্লাহই তার জন্য যথেষ্ট; আল্লাহ নিজের কাজ পূর্ণ করে থাকেন; আল্লাহ প্রত্যেক বিষয়ের একটা পরিমাণ নির্ধারিত করে রেখেছেন।	وَّیَرْزُقْهُ مِنْ حَیْثُ لَا یَحْتَسِبُ ؕ وَمَنْ یَّتَوَكَّلْ عَلَی اللّٰهِ فَهُوَ حَسْبُهٗ ؕ اِنَّ اللّٰهَ بَالِغُ اَمْرِهٖ ؕ قَدْ جَعَلَ اللّٰهُ لِكُلِّ شَیْءٍ قَدْرًا ۝٣
৪. আর তোমাদের (তালাক প্রদত্ত) স্ত্রীদের মধ্য হতে যারা ঋতু হতে নিরাশ হয়ে গেছে, যদি তোমাদের সন্দেহ হয়, তবে তাদের ইদ্দত তিন মাস, আর এরূপই যাদের ঋতু শুরু হয়নি; আর গর্ভবতীদের ইদ্দত তাদের ঐ গর্ভ প্রসব হওয়া; আর যে আল্লাহকে ভয় করবে আল্লাহ তার প্রত্যেক বিষয় সহজ করে দিবেন।	وَالّٰٓئِیْ یَئِسْنَ مِنَ الْمَحِیْضِ مِنْ نِّسَآئِكُمْ اِنِ ارْتَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلٰثَةُ اَشْهُرٍ ۙ وَّالّٰٓئِیْ لَمْ یَحِضْنَ ؕ وَاُولَاتُ الْاَحْمَالِ اَجَلُهُنَّ اَنْ یَّضَعْنَ حَمْلَهُنَّ ؕ وَمَنْ یَّتَّقِ اللّٰهَ یَجْعَلْ لَّهٗ مِنْ اَمْرِهٖ یُسْرًا ۝٤

শাব্দিক অনুবাদ :

** وَاَشْهِدُوْا ذَوَیْ عَدْلٍ مِّنْكُمْ আর নিজেদের মধ্য থেকে দু'জন নির্ভরশীল ব্যক্তিকে সাক্ষী করে নাও وَاَقِیْمُوا الشَّهَادَةَ لِلّٰهِ আর তোমরা আল্লাহর ওয়াস্তে সঠিক সাক্ষ্য প্রদান কর ذٰلِكُمْ یُوْعَظُ بِهٖ এটা দ্বারা ঐ ব্যক্তিকে উপদেশ প্রদান করা হচ্ছে مَنْ كَانَ یُؤْمِنُ যে বিশ্বাস রাখে بِاللّٰهِ وَالْیَوْمِ الْاٰخِرِ আল্লাহর উপর এবং কিয়ামত দিবসের উপর وَمَنْ یَّتَّقِ اللّٰهَ আর যে আল্লাহকে ভয় করে یَجْعَلْ لَّهٗ مَخْرَجًا আল্লাহ তা'আলা তার জন্য মুক্তির পথ বের করে দেন।

৩. وَیَرْزُقْهُ আর তাকে এমন স্থান হতে রিজিক পৌঁছিয়ে থাকেন مِنْ حَیْثُ لَا یَحْتَسِبُ যা তার ধারণাও হয় না وَمَنْ یَّتَوَكَّلْ عَلَی اللّٰهِ আর যে আল্লাহর উপর ভরসা করে فَهُوَ حَسْبُهٗ তবে আল্লাহই তার জন্য যথেষ্ট اِنَّ اللّٰهَ بَالِغُ اَمْرِهٖ আল্লাহ নিজের কাজ পূর্ণ করে থাকেন قَدْ جَعَلَ اللّٰهُ আল্লাহ নির্ধারিত করে রেখেছেন لِكُلِّ شَیْءٍ প্রত্যেক বিষয়ের জন্য قَدْرًا একটি পরিমাণ।

৪. وَالّٰٓئِیْ یَئِسْنَ আর যারা নিরাশ হয়ে গেছে مِنَ الْمَحِیْضِ ঋতু হতে مِنْ نِّسَآئِكُمْ তোমাদের স্ত্রীদের মধ্য হতে اِنِ ارْتَبْتُمْ যদি তোমাদের সন্দেহ হয় فَعِدَّتُهُنَّ ثَلٰثَةُ اَشْهُرٍ তবে তাদের ইদ্দত তিন মাস وَالّٰٓئِیْ لَمْ یَحِضْنَ আর এরূপই যাদের ঋতু শুরু হয়নি وَاُولَاتُ الْاَحْمَالِ اَجَلُهُنَّ আর গর্ভবতীদের ইদ্দত اَنْ یَّضَعْنَ حَمْلَهُنَّ তাদের ঐ গর্ভ প্রসব হওয়া وَمَنْ یَّتَّقِ اللّٰهَ আর যে আল্লাহকে ভয় করবে یَجْعَلْ لَّهٗ مِنْ اَمْرِهٖ یُسْرًا আল্লাহ তার প্রত্যেক বিষয় সহজ করে দিবেন

https://e-ilm.weebly.com/

ذٰلِكَ اَمْرُ اللّٰهِ اَنْزَلَهٗۤ اِلَيْكُمْ ۭ وَمَنْ يَّتَّقِ اللّٰهَ يُكَفِّرْ عَنْهُ سَيِّاٰتِهٖ وَيُعْظِمْ لَهٗۤ اَجْرًا ۝٥

৫. এটা আল্লাহর নির্দেশ যা তিনি তোমাদের নিকট প্রেরণ করেছেন; আর যে আল্লাহকে ভয় করবে, আল্লাহ তার গুনাহ মোচন করে দিবেন, আর তাকে বিরাট পুরস্কার প্রদান করবেন।

اَسْكِنُوْهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِّنْ وُّجْدِكُمْ وَلَا تُضَاۤرُّوْهُنَّ لِتُضَيِّقُوْا عَلَيْهِنَّ ۭ وَاِنْ كُنَّ اُولٰتِ حَمْلٍ فَاَنْفِقُوْا عَلَيْهِنَّ حَتّٰى يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ ۚ فَاِنْ اَرْضَعْنَ لَكُمْ فَاٰتُوْهُنَّ اُجُوْرَهُنَّ ۚ وَاْتَمِرُوْا بَيْنَكُمْ بِمَعْرُوْفٍ ۚ وَاِنْ تَعَاسَرْتُمْ فَسَتُرْضِعُ لَهٗۤ اُخْرٰى ۝٦

৬. তোমরা ঐ (তালাক প্রদত্ত) স্ত্রীদেরকে তোমাদের আর্থিক সচ্ছলতা অনুপাতে থাকবার ঘর দাও যেখানে তোমরা বাস কর, আর তাদেরকে উত্ত্যক্ত করার উদ্দেশ্যে (বাসস্থান সম্বন্ধে) কষ্ট দিও না; আর যদি তারা গর্ভবতী হয়, তবে গর্ভ প্রসব হওয়া পর্যন্ত তাদেরকে খরচ দাও, অতঃপর যদি ঐ স্ত্রীগণ তোমাদের (সন্তানদের) জন্য স্তন্য দান করে, তবে তোমরা তাদেরকে তাদের (নির্ধারিত) বিনিময় প্রদান কর, আর (এ সম্বন্ধে) পরস্পরের মধ্যে যথোচিতরূপে পরামর্শ করে নিও, আর যদি তোমরা পরস্পরে অনমনীয় হও, তবে অন্য স্ত্রীলোক স্তন্য দান করবে;

لِيُنْفِقْ ذُوْ سَعَةٍ مِّنْ سَعَتِهٖ ۭ وَمَنْ قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهٗ فَلْيُنْفِقْ مِمَّاۤ اٰتٰىهُ اللّٰهُ ۭ لَا يُكَلِّفُ اللّٰهُ نَفْسًا اِلَّا مَاۤ اٰتٰىهَا ۭ سَيَجْعَلُ اللّٰهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُّسْرًا ۝٧

৭. অবস্থাশীলদের উচিত যে, সে স্বীয় অবস্থানুসারে [শিশুর জন্য] ব্যয় করে; আর যার আয় কম তার উচিত যে, আল্লাহ তা'আলা তাকে যতটুকু করেছেন তা হতে ব্যয় করে; আল্লাহ কাউকেও তদপেক্ষা অধিক কষ্ট দেন না, যতটুকু তাকে (সামর্থ্য) দিয়েছেন; আল্লাহ অভাবের পর সত্বরই সচ্ছলতাও প্রদান করবেন।

শাব্দিক অনুবাদ :

৫. ذٰلِكَ اَمْرُ اللّٰهِ এটা আল্লাহর নির্দেশ اَنْزَلَهٗۤ اِلَيْكُمْ যা তিনি তোমাদের নিকট প্রেরণ করেছেন وَمَنْ يَّتَّقِ اللّٰهَ আর যে আল্লাহ কে ভয় করবে يُكَفِّرْ عَنْهُ سَيِّاٰتِهٖ আল্লাহ তার গুনাহ মোচন করে দিবেন। وَيُعْظِمْ لَهٗۤ اَجْرًا আর তাকে বিরাট পুরস্কার প্রদান করবেন।

৬. اَسْكِنُوْهُنَّ তোমরা ঐ (তালাক প্রদত্ত) স্ত্রীদেরকে থাকবার ঘর দাও مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ যেখানে তোমরা বাস কর مِّنْ وُّجْدِكُمْ তোমাদের আর্থিক সচ্ছলতা অনুপাতে وَلَا تُضَاۤرُّوْهُنَّ আর কষ্ট দিও না لِتُضَيِّقُوْا عَلَيْهِنَّ তাদেরকে উত্ত্যক্ত করার উদ্দেশ্যে وَاِنْ كُنَّ اُولٰتِ حَمْلٍ আর যদি তারা গর্ভবতী হয় فَاَنْفِقُوْا عَلَيْهِنَّ তবে তাদেরকে খরচ দাও حَتّٰى يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ গর্ভ প্রসব হওয়া পর্যন্ত فَاِنْ اَرْضَعْنَ لَكُمْ অতঃপর যদি ঐ স্ত্রীগণ তোমাদের (সন্তানদের) জন্য স্তন্য দান করে فَاٰتُوْهُنَّ اُجُوْرَهُنَّ তবে তোমরা তাদেরকে তাদের বিনিময় প্রদান করো وَاْتَمِرُوْا بَيْنَكُمْ بِمَعْرُوْفٍ আর পরস্পরের মধ্যে যথোচিত রূপে পরামর্শ করে নিও وَاِنْ تَعَاسَرْتُمْ আর যদি তোমরা পরস্পরে অনমনীয় হও فَسَتُرْضِعُ لَهٗۤ اُخْرٰى তবে অন্য স্ত্রীলোক স্তন্য দান করবে।

৭. لِيُنْفِقْ ذُوْ سَعَةٍ مِّنْ سَعَتِهٖ অবস্থাশীলদের উচিত যে, সে স্বীয় অবস্থানুসারে ব্যয় করে وَمَنْ قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهٗ আর যার আয় কম فَلْيُنْفِقْ مِمَّاۤ اٰتٰىهُ اللّٰهُ তার উচিত যে, আল্লাহ তাকে যতটুকু দান করেছেন তা হতে ব্যয় করে لَا يُكَلِّفُ اللّٰهُ نَفْسًا আল্লাহ কাউকে তদপেক্ষা অধিক কষ্ট দেন না اِلَّا مَاۤ اٰتٰىهَا যতটুকু তাকে (সামর্থ্য) দিয়েছেন سَيَجْعَلُ اللّٰهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُّسْرًا আল্লাহ অভাবের পর সত্বরই তাকে সচ্ছলতাও প্রদান করবেন।

https://e-ilm.weebly.com/

৮. আর বহু জনপদ ছিল, যারা নিজ প্রভুর নির্দেশ (পালনে) এবং তার রাসূলগণের অবাধ্যতা করল, সুতরাং আমি তাদের (কার্যাবলির) কঠোর হিসাব গ্রহণ করলাম, আর আমি তাদেরকে অতি কঠোর শাস্তি প্রদান করলাম।	وَكَاَيِّنْ مِّنْ قَرْيَةٍ عَتَتْ عَنْ اَمْرِ رَبِّهَا وَرُسُلِهٖ فَحَاسَبْنٰهَا حِسَابًا شَدِيْدًا ۙ وَّعَذَّبْنٰهَا عَذَابًا نُّكْرًا ﴿٨﴾
৯. ফলকথা, তারা স্বীয় কর্মসমূহের পরিণাম আস্বাদন করল, আর তাদের কার্যের পরিণাম ক্ষতিই হলো।	فَذَاقَتْ وَبَالَ اَمْرِهَا وَكَانَ عَاقِبَةُ اَمْرِهَا خُسْرًا ﴿٩﴾
১০. আল্লাহ তাদের জন্য এক কঠিন আজাব প্রস্তুত করে রেখেছেন। অতএব, হে জ্ঞানবানগণ! যারা ঈমান এনেছ– আল্লাহকে ভয় কর। আল্লাহ তোমাদের নিকট একটি উপদেশ-পত্র প্রেরণ করেছেন।	اَعَدَّ اللّٰهُ لَهُمْ عَذَابًا شَدِيْدًا ۙ فَاتَّقُوا اللّٰهَ يٰۤاُولِى الْاَلْبَابِ ۚۖ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا ۚ قَدْ اَنْزَلَ اللّٰهُ اِلَيْكُمْ ذِكْرًا ﴿١٠﴾
১১. এমন একজন রাসূল (প্রেরণ করেছেন), যিনি তোমাদেরকে আল্লাহর সুস্পষ্ট নির্দেশসমূহ পড়ে পড়ে শুনাচ্ছেন, যেন এমন লোকদেরকে যারা ঈমান আনে এবং সৎকাজ করে–অন্ধকার হতে আলোর দিকে আনয়ন করেন;	رَّسُوْلًا يَّتْلُوْا عَلَيْكُمْ اٰيٰتِ اللّٰهِ مُبَيِّنٰتٍ لِّيُخْرِجَ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَعَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ مِنَ الظُّلُمٰتِ اِلَى النُّوْرِ ۗ

শাব্দিক অনুবাদ :

৮. وَكَاَيِّنْ مِّنْ قَرْيَةٍ আর বহু জনপদ ছিল عَتَتْ যারা অবাধ্যতা করল عَنْ اَمْرِ رَبِّهَا وَرُسُلِهٖ নিজ প্রভুর নির্দেশ (পালনে) এবং তাঁর রাসূলগণের فَحَاسَبْنٰهَا حِسَابًا شَدِيْدًا সুতরাং আমি তাদের কঠোর হিসাব গ্রহণ করলাম وَعَذَّبْنٰهَا عَذَابًا نُّكْرًا আর আমি তাদেরকে অতি কঠোর শাস্তি প্রদান করলাম।

৯. فَذَاقَتْ وَبَالَ اَمْرِهَا ফলকথা তারা স্বীয় কর্মসমূহের পরিণাম আস্বাদন করল। وَكَانَ عَاقِبَةُ اَمْرِهَا خُسْرًا আর তাদের কার্যের পরিণাম ক্ষতিই হলো।

১০. اَعَدَّ اللّٰهُ لَهُمْ আল্লাহ তাদের জন্য প্রস্তুত করে রেখেছেন। عَذَابًا شَدِيْدًا এক কঠিন আজাব فَاتَّقُوا اللّٰهَ অতএব আল্লাহকে ভয় কর يٰۤاُولِى الْاَلْبَابِ হে জ্ঞানবানগণ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا যারা ঈমান এনেছ قَدْ اَنْزَلَ اللّٰهُ اِلَيْكُمْ আল্লাহ তোমাদের নিকট প্রেরণ করেছেন। ذِكْرًا একটি উপদেশ পত্র।

১১. رَسُوْلًا এমন একজন রাসূল يَتْلُوْا عَلَيْكُمْ যিনি তোমাদেরকে পড়ে পড়ে শুনাচ্ছেন اٰيٰتِ اللّٰهِ مُبَيِّنٰتٍ আল্লাহর সুস্পষ্ট নির্দেশসমূহ لِيُخْرِجَ যেন এমন লোকদেরকে আনয়ন করেন। الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا যারা ঈমান আনে وَعَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ এবং সৎকাজ করে مِنَ الظُّلُمٰتِ اِلَى النُّوْرِ অন্ধকার হতে আলোর দিকে

https://e-ilm.weebly.com/

وَمَنْ يُّؤْمِنْ بِاللّٰهِ وَيَعْمَلْ صَالِحًا يُّدْخِلْهُ جَنّٰتٍ تَجْرِيْ مِنْ تَحْتِهَا الْاَنْهٰرُ خٰلِدِيْنَ فِيْهَآ اَبَدًا ۭ قَدْ اَحْسَنَ اللّٰهُ لَهٗ رِزْقًا ﴿١١﴾

** আর যে আল্লাহর উপর ঈমান আনবে এবং সৎকাজ করবে, আল্লাহ তাকে (জান্নাতের) এমন উদ্যানসমূহে দাখিল করাবেন, যার নিম্নদেশ দিয়ে নহরসমূহ বইতে থাকবে, তন্মধ্যে তারা সর্বদা অবস্থান করবে; নিঃসন্দেহে আল্লাহ তাকে উত্তম জীবিকা দান করবেন।

اَللّٰهُ الَّذِيْ خَلَقَ سَبْعَ سَمٰوٰتٍ وَّمِنَ الْاَرْضِ مِثْلَهُنَّ ۭ يَتَنَزَّلُ الْاَمْرُ بَيْنَهُنَّ لِتَعْلَمُوْٓا اَنَّ اللّٰهَ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ ڏ وَّاَنَّ اللّٰهَ قَدْ اَحَاطَ بِكُلِّ شَيْءٍ عِلْمًا ﴿١٢﴾ ع ٢ ١٨

১২. আল্লাহ এমন যে, তিনি সাত আসমানকে সৃষ্টি করেছেন এবং তার অনুরূপ জমিনও; (আর) এগুলোর মধ্যে (আল্লাহর) নির্দেশাবলি নাজিল হতে থাকে, যেন তোমরা বুঝতে পার যে, আল্লাহ প্রত্যেক বিষয়ে ক্ষমতাবান, আর আল্লাহ প্রত্যেক বস্তুকে (নিজের) জ্ঞান দ্বারা বেষ্টন করে আছেন।

শাব্দিক অনুবাদ :

** وَمَنْ يُّؤْمِنْ بِاللّٰهِ আর যে আল্লাহর উপর ঈমান আনবে وَيَعْمَلْ صَالِحًا এবং সৎকাজ করবে يُّدْخِلْهُ جَنّٰتٍ আল্লাহ তাকে এমন উদ্যানসমূহে দাখিল করাবেন تَجْرِيْ مِنْ تَحْتِهَا الْاَنْهٰرُ যার নিম্নদেশ দিয়ে নহরসমূহ বইতে থাকবে خٰلِدِيْنَ فِيْهَآ اَبَدًا তন্মধ্যে তারা সর্বদা অবস্থান করবে قَدْ اَحْسَنَ اللّٰهُ لَهٗ رِزْقًا নিঃসন্দেহে আল্লাহ তাকে উত্তম জীবিকা দান করবেন।

১২. اَللّٰهُ الَّذِيْ আল্লাহ এমন যে خَلَقَ سَبْعَ سَمٰوٰتٍ তিনি সাত আসমানকে সৃষ্টি করেছেন وَّمِنَ الْاَرْضِ مِثْلَهُنَّ এবং তার অনুরূপ জমিনও يَتَنَزَّلُ الْاَمْرُ بَيْنَهُنَّ এগুলোর মধ্যে নির্দেশাবলি নাজিল হতে থাকে لِتَعْلَمُوْٓا যেন তোমরা বুঝতে পার اَنَّ اللّٰهَ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ আল্লাহ প্রত্যেক বিষয়ে ক্ষমতাবান وَّاَنَّ اللّٰهَ قَدْ اَحَاطَ بِكُلِّ شَيْءٍ عِلْمًا আর আল্লাহ প্রত্যেক বস্তুকে জ্ঞান দ্বারা বেষ্টন করে আছেন।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

সূরাটির নামকরণের কারণ : এ সূরার নাম আত-তালাক। কেবল নামই নয়, এটার বিষয়বস্তুর শিরোনামও তালাক। কেননা এতে তালাক সংক্রান্ত বিধি-বিধান সন্নিবেশিত হয়েছে। আল্লামা আলূসী (র.) বলেছেন, হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা.) এ সূরাকে اَلنِّسَاءُ الْقُصْرٰى তথা সংক্ষিপ্ত সূরা নিসা নাম দিয়েছেন। এতে ২টি রুকূ', ১২টি আয়াত, ২৪৭টি বাক্য এবং ১১৭০টি অক্ষর রয়েছে। -[নূরুল কুরআন]

সূরাটি অবতীর্ণ হওয়ার সময়কাল : হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা.) স্পষ্ট ভাষায় বলেছেন, সূরার আলোচিত বিষয়াদির অভ্যন্তরীণ সাক্ষ্য হতেও প্রমাণিত হয় যে, এ সূরাটি আল-বাকারার তালাক সংক্রান্ত আইন-বিধান সম্বলিত প্রথম নাজিল হওয়া আয়াতসমূহের পর নাজিল হয়েছে। যদিও নাজিল হওয়ার নির্দিষ্ট সময়কাল ঠিক করা সহজ নয়; কিন্তু হাদীসের বর্ণনাসমূহ হতে এতটুকু অবশ্যই জানা যায় যে, সূরা আল-বাকারাতে দেওয়া আইন-বিধানসমূহ বুঝার ব্যাপারে লোকেরা যখন ভুল করতে লাগল এবং কার্যতও তাদের ভুলভ্রান্তি দেখা যেতে লাগল তখন আল্লাহ তা'আলা তাদের সংশোধনের জন্য এ হেদায়েতসমূহ নাজিল করেছেন।

https://e-ilm.weebly.com/

সূরাটির বিষয়বস্তু : এ সূরার সম্পূর্ণ অংশের মূলত তালাক সংক্রান্ত বিধি-বিধান আলোচিত হয়েছে। এসব বিধি-বিধানের মধ্যে রয়েছে–

১. তালাকে সুন্নী এবং তালাকে বিদ'য়ী সম্বন্ধে আলোচনা। এক পর্যায়ে দাম্পত্য জীবন দুর্বিসহ হয়ে উঠলে, অতঃপর একসাথে আর জীবনযাপন অসম্ভব মনে হলে তালাকের উত্তম পন্থা অবলম্বন করতে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। অর্থাৎ বিধান মতে, যথাসময়ে তালাক দিতে বলা হয়েছে। আর তা হলো সহবাসহীন পবিত্র অবস্থায় তালাক দিয়ে অতঃপর ইদ্দত শেষ হওয়া পর্যন্ত বিরত থাকা।

২. তালাকের ব্যাপারে তাড়াহুড়া না করে সুস্থ-মস্তিষ্কে চিন্তা-ভাবনা করে সিদ্ধান্ত নিতে বলা হয়েছে। কারণ তালাক হালাল হলেও আল্লাহর কাছে অত্যন্ত ঘৃণিত কাজ। নিতান্ত প্রয়োজনেই এটা হালাল করা হয়েছে।

৩. ইদ্দতকে যথার্থভাবে পালন করতে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে, যেন সময় দীর্ঘ হয়ে মহিলার ক্ষতি না হয়। আর যেন 'নসব' মিশ্রিত হয়ে না যায়।

৪. ইদ্দতের বিধি-বিধান সম্বন্ধে আলোচনা করা হয়েছে। এ ক্ষেত্রে 'আয়েসা' অর্থাৎ যে মহিলার ঋতু চিরতরে বন্ধ হয়ে গেছে, নাবালেগ মেয়ে এবং গর্ভবতী মহিলার ইদ্দত সম্বন্ধে পরিস্কার করে আলোচনা করা হয়েছে। সাথে সাথে কিছু উপদেশ-নিষেধও করা হয়েছে।

৫. এসব বিধি-বিধানের আলোচনার সাথে সাথে তাকওয়া তথা আল্লাহভীতি অবলম্বনের দাওয়াত দেওয়া হয়েছে। যাতে স্বামী-স্ত্রী কারো কোনো রকমের ক্ষতি না হয়।

৬. ইদ্দতের সময় 'নাফকা' আর 'সুকনা' অর্থাৎ খাওয়া-দাওয়া ও থাকার খরচ সংক্রান্ত বিধান সম্বন্ধে আলোচনা করা হয়েছে। পরিশেষে যারা সীমালঙ্ঘন করবে তাদের পরিণাম সম্বন্ধে আলোচনা করা হয়েছে। -[সাফওয়া]

পূর্ববর্তী সূরার সাথে যোগসূত্র : পূর্ববর্তী সূরার শেষাংশে বলা হয়েছে যে, কোনো কোনো স্ত্রী-পুত্রাদি আল্লাহ ও মানুষের শত্রু বটে। কখনো এটা তাদের ওয়াজিব হকসমূহ পালনের পথে প্রতিবন্ধক হয়ে দাঁড়ায়। বিশেষত তখন তাতে প্রকাশ্য বিচ্ছেদও ঘটে যায়। সুতরাং অত্র সূরায় তালাকপ্রাপ্তা ও দুগ্ধপোষ্য শিশু সম্পর্কিত বিধানাবলি বর্ণনা দ্বারা উক্ত শত্রুতার ধারণা সংশোধন করে দেওয়া হয়েছে। যে বিচ্ছেদের অবস্থায়ও তাদের প্রকৃত হক আদায় করে দেওয়া ওয়াজিব। আর ঐক্যতার সময় তো সে হকসমূহ আদায় করা আরো অধিক ওয়াজিব ছিল। যেহেতু উক্ত নির্দেশসমূহের ভিতর দিয়ে চার স্থানে আল্লাহভীতির নির্দেশ ও তৎপ্রতি উৎসাহিত করা হয়েছে। কাজেই দ্বিতীয় রুকূ'র বিষয়গুলোর অবতারণা উক্ত নির্দেশ এবং উৎসাহ প্রদানের দৃঢ়তা সাবধানের জন্যই করা হয়েছে, এতদ্ভিন্ন তা দ্বারা এটাও বুঝানো হয়েছে যে, পার্থিব কাজ কারবারেও শরিয়তের নির্দেশ পালন করা ওয়াজিব। পক্ষান্তরে কোনো কোনো লোক এ ধারণা করে বসে যে, পার্থিব কাজকর্মে শরিয়ত পালন করা নিষ্প্রয়োজন।

আয়াতের শানে নুযূল : (১) يٰۤاَيُّهَا النَّبِيُّ اِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَآءَ الخ

১. সুনানে ইবনে মাজাহ গ্রন্থে হযরত সাঈদ ইবনে জোবাইর, হযরত ইবনে আব্বাস ও ওমর ইবনুল খাত্তাব (রা.) হতে বর্ণনা করেছেন যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ হযরত হাফসা (রা.)-কে তালাক দিয়েছিলেন, অতঃপর রাজয়াত করেছিলেন। কাতাদাহ হযরত আব্বাস (রা.) হতে বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেছেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ হযরত হাফসা (রা.)-কে তালাক দিলে তিনি পিতার বাড়ি চলে যান। তখন আল্লাহ তা'আলা নাজিল করেন يٰۤاَيُّهَا النَّبِيُّ اِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَآءَ فَطَلِّقُوْهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ এবং রাসূলুল্লাহ ﷺ -কে বলা হয় তুমি রাজয়াত করো। কারণ সে সারা দিন রোজা রাখে আর সারা রাত নফল ইবাদত করে। সে জান্নাতে তোমার স্ত্রীদের মধ্যে শামিল থাকবে।

২. হযরত কালবী (র.) বলেছেন, এ আয়াত নাজিল হওয়ার কারণ হলো, একবার রাসূলুল্লাহ ﷺ হযরত হাফসাকে কিছু গোপন কথা বলেন, হযরত হাফসা (রা.) সে কথাগুলো হযরত আয়েশা (রা.)-কে বলে দিলেন। এ কারণে রাসূলুল্লাহ ﷺ তাঁর উপর রাগান্বিত হলেন এবং তাঁকে একটি তালাক দিলেন, তখন এ আয়াতগুলো অবতীর্ণ হলো।

৩. সুদ্দী (র.) বলেছেন, এ আয়াতসমূহ হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে ওমর (রা.) সম্বন্ধে নাজিল হয়। তিনি স্বীয় স্ত্রীকে ঋতুস্রাবের সময় এক তালাক দিয়েছিলেন, তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ তাঁকে ফিরিয়ে নিতে এবং যতদিন পর্যন্ত সে পবিত্র

https://e-ilm.weebly.com/

না হবে ততদিন পর্যন্ত স্ত্রী বানিয়ে রাখতে নির্দেশ দিলেন। অতঃপর আবার স্রাব হতে পবিত্র হলে, যদি ইচ্ছা হয় তখন তালাক দিতে পরামর্শ দিলেন। এমন পবিত্র অবস্থায় যে অবস্থায় তার সাথে সহবাস করা হয়নি। এটা হচ্ছে সে ইদ্দত যার জন্য তালাক দিতে স্ত্রীদেরকে আল্লাহ তা'আলা নির্দেশ দিয়েছেন। -[কুরতুবী, রূহুল মা'আনী, কাবীর]

وَمَنْ يَتَّقِ اللّٰهَ يَجْعَلْ لَّهٗ مَخْرَجًا .... الاية (٢)

শানে নুযূল ঃ হযরত আওফ বিন মালেক আশজায়ী (রা.) নবী করীম ﷺ -এর দরবারে উপস্থিত হয়ে আরজ করেন যে, ইয়া রাসূলাল্লাহ! ﷺ দুশমনরা আমার ছেলে সালেমকে ধরে নিয়ে গেছে। তার মাতা তাতে অত্যন্ত কাতর হয়ে গেছে। নবীজি ﷺ তখন বললেন, আল্লাহ তা'আলাকে ভয় কর ও ধৈর্য্য ধারণ কর আর তোমরা 'লা হাওলা ওয়ালা কুউওয়াতা' বেশি বেশি পাঠ করতে থাক। তার স্ত্রী সে কথা শুনে বললেন, নবী করীম ﷺ আমাদের জন্য অতি উত্তম আদেশ দিয়েছেন। অতঃপর তারা উভয়ে অধিক মাত্রায় উক্ত দোয়া পাঠ করতে থাকেন। তারপর এক সময় শত্রুরা তার ছেলের প্রতি অসতর্ক হয়ে যায়। সে তার পিতার কাছে একটি বকরির পাল নিয়ে ফিরে আসে। যাতে চার হাজারের অধিক বকরি ছিল। সে প্রেক্ষিতেই এই আয়াত নাজিল হয়। (কুরতুবী ১৮:১৬০)

وَالّٰٓئِىْ يَئِسْنَ مِنَ الْمَحِيْضِ مِنْ نِّسَآئِكُمْ .... الاية

শানে নুযূল ঃ যখন সূরা বাকারার ২২৮ নম্বর আয়াত .... وَالْمُطَلَّقٰتُ يَتَرَبَّصْنَ بِاَنْفُسِهِنَّ অর্থাৎ আর তালাক প্রাপ্তা নারী নিজেকে অপেক্ষায় রাখবে তিন হায়েজ পর্যন্ত। এই আয়াতে যখন তালাক প্রাপ্তা হায়েজা নারীদের ইদ্দত বর্ণনা করা হলো তখন খল্লাদ ইবনে নোমান আনসারী (রা.) বললেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! যে সমস্ত মেয়েদের কম বয়সি হওয়ার কারণে অথবা অধিক বয়সি হওয়ার কারণে কিংবা গর্ভবতী হওয়ার সুবাদে হায়েজ আসে না তাদের ইদ্দত কি হবে? তখন এই আয়াত নাজিল হয়। –(কুরতুবী ১৮:২১৬২)

বিবাহ ও তালাকের শরিয়তসম্মত মর্যাদা ও প্রজ্ঞাভিত্তিক ব্যবস্থা : সূরা বাকারার তাফসীরে এই শিরোনামেই এ বিষয়ের পূর্ণ বিবরণ প্রদত্ত হয়েছে। সেখানে দেখে নেওয়া উচিত। সংক্ষেপে তা এই যে, বিবাহ ও তালাকের ব্যাপারটি প্রত্যেক ধর্মে বেচাকেনা ও ইজারার ন্যায় সাধারণ লেনদেন নয় যে, উভয় পক্ষের সম্মতিক্রমে যেভাবে ইচ্ছা করে নেবে বরং প্রত্যেক ধর্মাবলম্বী লোকই স্মরণাতীতকাল থেকে এ বিষয়ে একমত যে, এসব ব্যাপার ধর্মীয় দৃষ্টিকোণে বিশেষ পবিত্র এবং ধর্মের নির্দেশানুযায়ীই এসব কাজ সম্পন্ন হওয়া উচিত। কিতাবধারী ইহুদি ও খ্রিস্টান সম্প্রদায় তো একটি ঐশী ধর্ম ও ঐশী কিতাবের সাথে সম্পর্কযুক্তই। তাতে শত শত পরিবর্তন সত্ত্বেও তারা আজও এসব ব্যাপারে কিছু ধর্মীয় বিধিবিধানের অনুসরণ করে। কাফের ও মুশরিক সম্প্রদায় কোনো ঐশী কিতাব ও ঐশী ধর্মের অধিকারী নয় কিন্তু কোনো-না- কোনো প্রকারে আল্লাহর অস্তিত্ব স্বীকার করে। যেমন হিন্দু, আর্য, শিখ, অগ্নিপূজারী, নক্ষত্রপূজারী সম্প্রদায়। তারাও বিবাহ ও তালাকের ব্যাপারাদিতে বেচাকেনা ও ইজারার ন্যায় সাধারণ লেনদেন মনে করে না। তারাও এসব ব্যাপারে কিছু ধর্মীয় প্রথা ও আচার-অনুষ্ঠান পালনকে অপরিহার্য জ্ঞান করে। ধর্মের এসব নীতিও আচার-অনুষ্ঠান অনুযায়ীই সকল ধর্মাবলম্বী পারিবারিক আইন চালু থাকে।

কেবল নাস্তিক ও আল্লাহ অস্বীকারকারী এক সম্প্রদায় আছে যারা আল্লাহ ও ধর্মের সাথেই সম্পর্কচ্ছেদ করে রয়েছে। তারা এসব ব্যাপারকেও ইজারার অনুরূপ পারস্পরিক সম্মতিক্রমে নিষ্পন্ন করে থাকে। বলা বাহুল্য, এর লক্ষ্য তাদের কামপ্রবৃত্তি চরিতার্থ করা ছাড়া আর কিছুই নয়। পরিতাপের বিষয়, আজকাল বিশ্বে এই মতবাদই ব্যাপক প্রসার লাভ করছে, যা মানুষকে জংলী-জানোয়ারদের কাতারে এনে দাঁড় করিয়ে দিয়েছে।

ইসলামী শরিয়ত একটি স্বয়ংসম্পূর্ণ ও পবিত্র জীবনব্যবস্থার নাম। এতে বিবাহকে কেবল একটি লেনদেন ও চুক্তি নয় বরং এক প্রকার ইবাদতের মর্যাদা দান করা হয়েছে। এই ইবাদতের মধ্যে বিশ্বস্রষ্টার পক্ষ থেকে মানবচরিত্রে গচ্ছিত কামপ্রবৃত্তি চরিতার্থ করার উত্তম ও পবিত্র উপকরণও রয়েছে এবং নারী ও পুরুষের দাম্পত্য জীবন সম্পর্কিত বংশবৃদ্ধি ও সন্তান পালনের সুষম ও প্রজ্ঞাভিত্তিক ব্যবস্থাও বিদ্যমান আছে।

বৈবাহিক ব্যাপারাদির সঠিক পথে পরিচালিত হওয়ার উপর সাধারণ মানবগোষ্ঠীর সঠিক পথে পরিচালিত হওয়া নির্ভরশীল : তাই কুরআন পাক বৈবাহিক ও পারিবারিক বিষয়াদিকে অন্যসব বিষয় অপেক্ষা অধিক গুরুত্ব দান করেছেন। কুরআন পাকে

https://e-ilm.weebly.com/

গভীর মনোনিবেশকারী ব্যক্তি এটা প্রত্যক্ষ করবে যে, বিশ্বের অর্থনৈতিক বিষয়াদির মধ্যে সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হচ্ছে ব্যবসা-বাণিজ্য, শেয়ার-ইজারা ইত্যাদি। কুরআন পাক এসব বিষয়ের কেবল নীতিই ব্যক্ত করেছে। এগুলোর শাখাগত ব্যাপারাদির বর্ণনা কুরআন পাকে খুবই বিরল। কিন্তু কুরআন পাক বিবাহ ও তালাকের শুধু মূলনীতি বর্ণনা করেই ক্ষান্ত হয়নি। বরং এসবের অধিকাংশ শাখাগত মাসআলা ও খুঁটিনাটি ব্যাপার আল্লাহ তা'আলা কুরআন পাকে নাজিল করেছেন।

এসব মাসআলা কুরআনের অধিকাংশ সূরায় বিচ্ছিন্নভাবে এবং সূরা নিসায় অধিক বিস্তারিত বিবরণসহ বর্ণিত হয়েছে। আলোচ্য 'সূরা তালাকে' বিশেষভাবে তালাক, ইদ্দত ইত্যাদির বিধানাবলী আলোচিত হয়েছে। এ কারণেই কোনো কোনো হাদীসে একে 'সূরা নিসা সুগরা' অর্থাৎ 'ছোট সূরা নিসা' বলা হয়েছে। –[কুরতুবী]

ইসলামী মূলনীতির গতিধারা এই যে, নারী ও পুরুষের মধ্যে ইসলামী নীতি অনুযায়ী স্থাপিত বৈবাহিক সম্পর্ক অটল ও আজীবন স্থায়ী সম্পর্ক হতে হবে, যাতে উভয়ের ইহকাল ও পরকাল সংশোধিত হয় এবং তাদের মধ্য থেকে জন্মগ্রহণকারী সন্তান-সন্ততির কর্মধারা এবং চরিত্রও সংশোধিত হয়। এ কারণেই বিবাহের ব্যাপারে শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত প্রতি পদক্ষেপে ইসলামের দিকনির্দেশ এই যে, এ সম্পর্ককে সকল প্রকার তিক্ততা ও মন কাষাকষি থেকে পবিত্র রাখতে হবে। যদি কোনো সময় তিক্ততা হয়ে যায়, তবে তা নিরসনের জন্য পুরোপুরি চেষ্টা ইসলামে করা হয়েছে। কিন্তু এসব প্রচেষ্টা সত্ত্বেও মাঝে মাঝে এ সম্পর্ক ছিন্ন করে দেওয়ার মধ্যেই উভয় পক্ষের জীবনের সাফল্য সীমাবদ্ধ হয়ে পড়ে। যেসব ধর্মে তালাকের বিধান নেই, সেগুলোতে এরূপ পরিস্থিতিতে নানাবিধ সংকটের সম্মুখীন হতে হয় এবং মাঝে মাঝে চরম কুফল সামনে আসে। তাই ইসলাম বিবাহ আইনের সাথে সাথে তালাকের বিধি-বিধানও নির্ধারিত করেছে। কিন্তু সাথে সাথে এ কথাও বলেছে যে, তালাক আল্লাহ তা'আলা কাছে খুবই ঘৃণার্হ অপছন্দনীয় কাজ। যথাসম্ভব এ থেকে বেঁচে থাকা উচিত। হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে ওমর (রা.) বর্ণিত রেওয়ায়েতে রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন : হালাল বিষয়সমূহের মধ্যে আল্লাহ তা'আলার কাছে সর্বাধিক ঘৃণার্হ বিষয় হচ্ছে তালাক। হযরত আলী (রা.)-এর বর্ণিত হাদীসে রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন : تَزَوَّجُوْا وَلَا تُطَلِّقُوْا فَاِنَّ الطَّلَاقَ يَهْتَزُّ مِنْهُ عَرْشُ الرَّحْمٰنِ –অর্থাৎ বিবাহ কর কিন্তু তালাক দিও না। কেননা তালাকের কারণে আল্লাহর আরশ কেঁপে উঠে। হযরত আবূ মূসা (রা.)-এর রেওয়ায়েতে রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন : কোনো ব্যভিচার ব্যতিরেকে স্ত্রীদেরকে তালাক দিও না। কারণ যেসব পুরুষ ও নারী কেবল স্বাদ আস্বাদন করে, আল্লাহ তাদেরকে পছন্দ করেন না। –(কুরতুবী) হযরত মুয়ায ইবনে জাবাল (রা.)-এর রেওয়ায়েতে রাসূলে কারীম ﷺ বলেন : আল্লাহ তা'আলা পৃথিবীতে যা কিছু সৃষ্টি করেছেন তন্মধ্যে দাসদেরকে মুক্ত করা আল্লাহর কাছে প্রিয় এবং পৃথিবীতে সৃষ্ট বিষয়াদির মধ্যে তালাক সর্বাপেক্ষা ঘৃণার্হ ও অপছন্দনীয়। –[কুরতুবী]

সারকথা, ইসলাম যদিও তালাক দিতে উৎসাহিত করেনি বরং যথাসাধ্য বারণ করেছে কিন্তু কোনো কোনো প্রয়োজনের ক্ষেত্রে কতিপয় বিধি-বিধানের অধীনে অনুমতি দিয়েছে। এসব বিধি-বিধানের সারমর্ম এই যে, বৈবাহিক সম্পর্ক খতম করাই অপরিহার্য হলে তা সুন্দরভাবে ও যথোপযুক্ত পন্থায় নিষ্পন্ন হতে হবে–একে নিছক মনের ঝাল মিটানো ও প্রতিশোধস্পৃহা চরিতার্থ করার খেলায় পরিণত করা যাবে না। আলোচ্য সূরায় তালাকের বিধান শুরু করে প্রথমে রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে 'হে নবী' বলে সম্বোধন করা হয়েছে। ইমাম কুরতুবী (রা.)-এর বর্ণনা অনুযায়ী যেসব ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট বিধান সকল উম্মতের জন্য ব্যাপক হয়ে থাকে, সেসব ক্ষেত্রেই এই সম্বোধান ব্যবহৃত হয়। পক্ষান্তরে যে ক্ষেত্রে কোনো বিধান বিশেষভাবে রাসূলের সত্তার সাথে সম্পর্কযুক্ত হয়, সেখানে 'হে রাসূল' বলে সম্বোধন করা হয়।

يَاَيُّهَا النَّبِىُّ –বাক্যের দাবি ছিল এই যে, এরপরেও একবচনের বিধান বর্ণনা করা হতো। কিন্তু এখানে বহুবচন ব্যবহার করে اِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ বলা হয়েছে। এতে প্রত্যক্ষভাবে রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে সম্বোধন করা হয়েছে। কিন্তু বহুবচনে সম্বোধন করার মধ্যে তাঁর প্রতি সম্মান প্রদর্শন আছে এবং এদিকে ইঙ্গিতও রয়েছে যে, এ বিধান বিশেষভাবে আপনার জন্য নয়–সমগ্র উম্মতের জন্য।

কেউ কেউ এস্থলে বাক্য উহ্য সাব্যস্ত করে এরূপ তাফসীর করেছেন যে, হে নবী। আপনি মুমিনদেরকে বলে দিন যে, তারা যখন স্ত্রীদেরকে তালাক দেয়, তখন যেন পরে বর্ণিত আইন পালন করে। অতঃপর তালাকের কতিপয় বিধান বর্ণনা করা হয়েছে। প্রথম বিধান, فَطَلِّقُوْهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ . عِدَّتٌ -এর শাব্দিক অর্থ গণনা করা। শরিয়তের পরিভাষায় সেই

https://e-ilm.weebly.com/

https://e-ilm.weebly.com/

সময়কালকে ইদ্দত বলা হয়, যাতে স্ত্রী এক স্বামীর বিবাহ বের হওয়ার পর দ্বিতীয় বিবাহের ব্যাপারে নিষেধাজ্ঞাধীন থাকে। কোনো স্বামীর বিবাহ থেকে বের হওয়ার উপায় দু'টি। (এক) স্বামীর ইন্তেকাল হয়ে গেলে। এই ইদ্দতকে "ইদ্দতে-ওফাত" বলা হয়। গর্ভবতী নয়–এমন মহিলাদের জন্যে এই ইদ্দত চার মাস দশদিন। (দুই) বিবাহ থেকে বের হওয়ার দ্বিতীয় উপায় তালাক। গর্ভবতী নয়-এমন মহিলাদের জন্যে তালাকের ইদ্দত ইমাম আবূ হানীফা (র.) ও অন্য কয়েকজন ইমামের মতে তালাকের ইদ্দত তিন তোহর (পবিত্রতাকাল)। সারকথা, এর জন্যে কোনো দিন ও মাস নির্ধারিত নেই; বরং যত মাসে তিন হায়েয অথবা তিন তোহর পূর্ণ হয়, তাই তালাকের ইদ্দত। যেসব নারীর বয়সের স্বল্পতা হেতু এখনও হায়েজ হয় না অথবা বেশি বয়স হওয়ার কারণে হায়েজ আসা বন্ধ হয়ে গেছে, তাদের বিধান পরে আলাদাভাবে বর্ণিত হচ্ছে এবং গর্ভবতী স্ত্রীদের ইদ্দতও পরে বর্ণিত হচ্ছে। এতে ওফাতের ইদ্দত ও তালাকের ইদ্দত একইরূপ। সহীহ মুসলিমের এক হাদীসে আছে, রাসূলুল্লাহ ﷺ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ আয়াতকে فَطَلِّقُوهُنَّ لِقُبُلِ عِدَّتِهِنَّ পাঠ করেছেন। হযরত ইবনে ওমর ও ইবনে আববাস (রা.)-এর এক রেওয়ায়েতে لِقُبُلِ عِدَّتِهِنَّ ও এক রেওয়ায়েতে فِيْ قُبُلِ عِدَّتِهِنَّ বর্ণিত আছে। –(রূহুল-মা'আনী)

বোখারী ও মুসলিমের এক হাদীসে হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে ওমর (রা.) বর্ণনা করেন যে, তিনি তাঁর স্ত্রীকে হায়েজ অবস্থায় তালাক দিয়েছিলেন। হযরত ওমর (রা.) একথা রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর গোচরীভূত করলে তিনি খুব নারাজ হয়ে বললেন :

لِيُرَاجِعْهَا ثُمَّ يُمْسِكْهَا حَتّٰى تَطْهُرَ ثُمَّ تَحِيْضَ فَتَطْهُرَ فَاِنْ بَدَالَهٗ فَلْيُطَلِّقْهَا طَاهِرًا قَبْلَ اَنْ يَمَسَّهَا فَتِلْكَ الْعِدَّةُ الَّتِيْ اَمَرَهَا اللّٰهُ تَعَالٰى اَنْ يُطَلَّقَ بِهَا النِّسَاءَ

তার উচিত হায়েজ অবস্থায় তালাক প্রত্যাহার করে নেওয়া এবং স্ত্রীকে বিবাহে রেখে দেওয়া। এই হায়েজ থেকে পবিত্র হওয়ার পর আবার যখন স্ত্রীর হায়েজ হবে এবং তা থেকে পবিত্র হবে, তখন যদি তালাক দিতেই চায়, তবে সহবাসের পূর্বে পবিত্র অবস্থায় তালাক দিবে। এই ইদ্দতের আদেশই আল্লাহ তা'আলা (আলোচ্য) আয়াতে দিয়েছেন।

এই হাদীস দ্বারা কয়েকটি বিষয় প্রমাণিত হয়– (এক) হায়েজ অবস্থায় তালাক দেওয়া হারাম। (দুই) কেউ এমতাবস্থায় তালাক দিলে সেই তালাক প্রত্যাহার করে নেওয়া ওয়াজিব (যদি প্রত্যাহারযোগ্য তালাক হয়। হযরত ইবনে ওমর (রা.)-এর ঘটনায় তদ্রূপ ছিল।) (তিন) যে তোহরে তালাক দিবে, সেই তোহরে স্ত্রীর সাথে সহবাস না হওয়াই চাই (চার) فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ আয়াতের তাফসীর তাই।

উপরিউক্ত কেরাতদ্বয় এবং হাদীসদৃষ্টে আলোচ্য আয়াতের এই অর্থ নির্দিষ্ট হয়ে গেছে যে, কোনো স্ত্রীকে তালাক দিতে হলে ইদ্দত শুরু হওয়ার পূর্বে তালাক দিতে হবে। ইমাম আযম আবূ হানীফা (র.)-এর মতে হায়েজ থেকে, ইদ্দত শুরু হয়। তাই আয়াতের অর্থ হবে এই যে, যে তোহরে তালাক দেওয়ার ইচ্ছা থাকে সেই হোতরে সহবাস করবে না এবং তোহরের শেষ ভাগে হায়েজ আসার পূর্বে তালাক দিবে। ইমাম শাফেঈ (র.) প্রমুখের মতে ইদ্দত হোতর থেকে শুরু হয়। তাই আয়াতের অর্থ হবে এই যে, তোহরের শুরুতেই তালাক দিবে। ইদ্দত তিন হায়েজ হবে, না তিন তোহর হবে– এই আলোচনা সূরা বাকারার ثَلَاثَةَ قُرُوْءٍ বাক্যে করা হয়েছে।

সারকথা, এই আয়াত থেকে তালাক সম্পর্কে প্রথম সর্বসম্মত বিধান এই জানা গেল যে, হায়েজ অবস্থায় তালাক দেওয়া হারাম এবং যে তোহরে স্ত্রীর সাথে সহবাস হয়েছে, সেই তোহরে তালাক দেওয়াও হারাম। উভয় ক্ষেত্রে হারাম হওয়ার কারণ হলো স্ত্রীর ইদ্দত দীর্ঘায়িত হয়ে যাওয়া যা তার জন্য কষ্টকর। কেননা যে হায়েজে তালাক দেবে, সেই হায়েজ তো ইদ্দতে গণ্য হবে না বরং হায়েজের দিনগুলো অতিবাহিত হবে। এরপর হানাফী মাযহাব অনুযায়ী পরবর্তী তোহরও অযথা অতিবাহিত হয়ে দ্বিতীয় হায়েজ থেকে ইদ্দতের গণনা শুরু হবে। এভাবে দীর্ঘদিন পর ইদ্দত শেষ হবে। শাফেঈ মাজহাব অনুযায়ীও ইদ্দতের পূর্বে অতিবাহিত হায়েজের অবশিষ্ট দিনগুলো কমপক্ষে বেশি হবে। তালাকের এই প্রথম বিধানই দিকনির্দেশ করে যে, তালাক কোনো রাগ মেটানোর অথবা প্রতিশোধ গ্রহণের বিষয় নয় বরং এটা অপারগ অবস্থায় উভয় পক্ষের সুখ ও শান্তির ব্যবস্থা। তাই তালাক দেওয়ার সময়েই এদিক খেয়াল রাখা জরুরি যে, স্ত্রীকে যেন দীর্ঘদিন ইদ্দত অতিবাহিত করার অহেতুক কষ্ট ভোগ করতে না হয়। এই বিধান কেবল সেই স্ত্রীদের জন্য, যাদের পক্ষে হায়েজ অথবা তোহর দ্বারা ইদ্দত অতিবাহিত করা জরুরি। পক্ষান্তরে যে স্ত্রীর সাথে এখনও স্বামীর নির্জনবাসই হয়নি, তার যেহেতু

কোনো ইদ্দতই নেই, তাই তাকে হায়েজ অবস্থায় তালাক দেওয়া জায়েজ। এমনিভাবে যেসব স্ত্রীর স্বল্প বয়স অথবা বেশি বয়স হেতু হায়েজ আসে না, তাদেরকে যে কোনো অবস্থায় এমনকি সহবাসের পরে তালাক দেওয়া জায়েজ। কেননা তাদের ইদ্দত মাসের হিসাবে তিন মাস হবে। পরবর্তী আয়াতসমূহে একথা বর্ণিত হবে। −[মাযহারী]

দ্বিতীয় বিধান হচ্ছে ঃ وَاَحْصُوا الْعِدَّةَ - اِحْصَاء শব্দের অর্থ গণনা করা। আয়াতের অর্থ এই যে, ইদ্দতের দিনগুলো সযত্নে স্মরণ রেখো এবং ইদ্দত শেষ হওয়ার আগেই শেষ মনে করে নেওয়ার মতো ভুল করো না। ইদ্দতের দিনগুলো স্মরণে রাখার এই দায়িত্ব পুরুষ ও স্ত্রী উভয়ের। কিন্তু আয়াতে পুরুষবাচক পদ ব্যবহার করা হয়েছে। কেননা সাধারণভাবে সেসব বিধান পুরুষ ও স্ত্রী উভয়ের মধ্যে অভিন্ন, সেগুলোর ক্ষেত্রে সাধারণত ঃ পুরুষবাচক পদই ব্যবহার করা হয়; স্ত্রীরা প্রসঙ্গত ঃ তাতে অন্তর্ভুক্ত থাকে। এই বিশেষক্ষেত্রে বিশেষ রহস্যও থাকতে পারে যে, স্ত্রীরা অধিক আনমনা, তাই সরাসরি পুরুষদেরকেই দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে।

তৃতীয় বিধান হচ্ছে ঃ لَا تُخْرِجُوْهُنَّ مِنْ بُيُوْتِهِنَّ وَلَا يَخْرُجْنَ অর্থাৎ স্ত্রীদেরকে তাদের গৃহ থেকে বহিষ্কার করো না। এখানে তাদের গৃহ বলে ইঙ্গিত করা হয়েছে যে, যে পর্যন্ত তাদের বসবাসের হক পুরুষের দায়িত্বে থাকে, সেই পর্যন্ত গৃহে তাদের অধিকার আছে। তাতে তাদের বসবাস বহাল রাখা কোনো কৃপা নয়; বরং প্রাপ্য আদায়। বসবাসের হকও স্ত্রীর অন্যতম হক। আয়াত ব্যক্ত করেছে যে, এই হক কেবল তালাক দিলেই নিঃশেষ হয়ে যায় না। বরং ইদ্দতের দিনগুলোতে এই গৃহে বসবাস করার অধিকার স্ত্রীর আছে। ইদ্দত পূর্ণ হওয়ার পূর্বে স্ত্রীকে গৃহ থেকে বহিষ্কার করা জুলুম ও হারাম। এমনিভাবে স্ত্রীর স্বেচ্ছায় বের হয়ে যাওয়াও হারাম; যদিও স্বামী এর অনুমতি দেয়। কেননা এই গৃহেই ইদ্দত অতিবাহিত করা স্বামীরই হক নয় আল্লাহরও হক, যা ইদ্দত পালনকারিণীর উপর ওয়াজিব। হানাফী মাজহাবও তা-ই।

চতুর্থ বিধান হচ্ছে ঃ اِلَّا اَنْ يَّاْتِيْنَ بِفَاحِشَةٍ مُّبَيِّنَةٍ অর্থাৎ ইদ্দত পালনকারিণী স্ত্রী কোনো প্রকাশ্য নির্লজ্জ কাজে জড়িত হয়ে পড়লে তাকে গৃহ থেকে বহিষ্কার করা হারাম নয়। এটা তৃতীয় বিধানর ব্যতিক্রম। প্রকাশ্য নির্লজ্জ কাজ বলে কি বোঝানো হয়েছে, এ সম্পর্কে তিন প্রকার উক্তি বর্ণিত আছে।

(এক) নির্লজ্জ কাজ বলে খোদ গৃহ থেকে বের হয়ে যাওয়াই বোঝানো হয়েছে। এমতাবস্থায় এটা দৃশ্যতঃ ব্যতিক্রম, যার উদ্দেশ্য গৃহ থেকে বের হওয়ার অনুমতি দেওয়া নয়; বরং নিষেধাজ্ঞাকে আরও জোরদার করা। উদাহরণতঃ এরূপ বলা যে, এই কাজ করা কারও উচিত নয় সেই ব্যক্তি ব্যতীত, যে মনুষ্যত্বই বিসর্জন দেয় অথবা তুমি তোমার জননীকে গালি দিও না এটা ব্যতীত যে, তুমি জননীর সম্পূর্ণই অবাধ্য হয়ে যাও। বলাবাহুল্য, প্রথম দৃষ্টান্তে ব্যতিক্রম দ্বারা সেই কাজের বৈধতা ব্যক্ত করা উদ্দেশ্য নয় এবং দ্বিতীয় দৃষ্টান্তে জননীর অবাধ্যতার বৈধতা প্রমাণ করা লক্ষ্য নয়; বরং বলিষ্ঠ ভঙ্গিতে তার আরও বেশি অবৈধতা ও মন্দ হওয়া বর্ণনা করা উদ্দেশ্য। অতএব, আয়াতের বিষয়বস্তুর সার-সংক্ষেপ এই হলো যে, তালাকপ্রাপ্তা স্ত্রীরা তাদের স্বামীর গৃহ থেকে বের হবে না, কিন্তু যদি তারা অশ্লীলতায়ই মেতে উঠে ও বের হয়ে পড়ে। সুতরাং এর অর্থ বের হয়ে যাওয়ার বৈধতা নয়; বরং আরও বেশি নিন্দা ও নিষিদ্ধতা প্রমাণ করা। নির্লজ্জ কাজের এই তাফসীর হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে ওমর (রা.) সুদ্দী, ইবনে সায়েব, নাখয়ী (রহ.) প্রমুখ থেকে বর্ণিত আছে। ইমাম আযম আবূ হানীফা (র.) এই তাফসীরই গ্রহণ করেছেন। −(রূহুল-মা'আনী)

(দুই) নির্লজ্জ কাজ বলে ব্যভিচার বোঝানো হয়েছে। এমতাবস্থায় ব্যতিক্রম যথার্থ অর্থেই বুঝতে হবে অর্থাৎ তালাকপ্রাপ্তা স্ত্রী ব্যভিচার করলে এবং অপরাধ প্রমাণিত হলে তার প্রতি শরিয়তের শাস্তি প্রয়োগ করার জন্যে অবশ্যই তাকে ইদ্দতের গৃহ থেকে বের করা হবে। এই তাফসীর হযরত কাতাদাহ, হাসান বসরী, শা'বী যায়েদ ইবনে আসলাম, যাহ্হাক, ইকরিমা (রহ.) প্রমুখ থেকে বর্ণিত আছে। ইমাম আবূ ইউসুফ (র.) এই তাফসীরই গ্রহণ করেছেন।

(তিন) নির্লজ্জ কাজ বলে কটু কথাবার্তা, ঝগড়া-বিবাদ বোঝানো হয়েছে। আয়াতের অর্থ হবে এই যে, তালাকপ্রাপ্তা স্ত্রীদেরকে তাদের গৃহ থেকে বহিষ্কার করা জায়েজ নয়। কিন্তু যদি তারা কটুভাষিণী ও ঝগড়াটে হয় এবং স্বামীর আপনজনদের সাথে দুর্ব্যবহার করে, তবে তাদেরকে ইদ্দতের গৃহ থেকে বহিষ্কার করা যাবে। এই তাফসীর হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) থেকে একাধিক রেওয়ায়েতে বর্ণিত আছে। আলোচ্য আয়াতে হযরত উবাই ইবনে কা'ব ও আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা.)-এর কেরাত এরূপ ঃ اِلَّا اَنْ يَّفْحَشْنَ এই শব্দের বাহ্যিক অর্থ অশ্লীল কথাবার্তা বলা। এই কেরাত থেকেও সর্বশেষ তাফসীরের পক্ষে সমর্থন পাওয়া যায়। −(রূহুল-মা'আনী) এই অবস্থায়ও ব্যতিক্রম আক্ষরিক অর্থে থাকবে।

https://e-ilm.weebly.com/

এ পর্যন্ত তালাক সম্পর্কে চারটি বিধান বর্ণিত হলো। পরে আরও বিধান বর্ণিত হবে। কিন্তু মাঝখানে বর্ণিত বিধানসমূহের প্রতি জোর দেওয়া এবং বিরোধিতা থেকে বেঁচে থাকার জন্য কতিপয় উপদেশ বাক্যের অবতারণা করা হচ্ছে। কুরআন পাকের বিশেষ পদ্ধতি এই যে, প্রত্যেক বিধানের পর আল্লাহর ভয় এবং পরকালের চিন্তা স্মরণ করিয়ে বিরুদ্ধাচরণের পথ রুদ্ধ করা হয়। এখানেও তাই করা হয়েছে। কেননা স্বামী-স্ত্রীর সম্পর্ক এবং পারস্পরিক প্রাপ্য পূর্ণরূপে আদায় করার ব্যবস্থা কোনা আইনের মাধ্যমে করা সম্ভব নয়। আল্লাহভীতি ও পরকাল চিন্তাই প্রকৃষ্ট উপায়।

حُدُوْدُ اللّٰهِ - وَتِلْكَ حُدُوْدُ اللّٰهِ وَمَنْ يَّتَعَدَّ حُدُوْدَ اللّٰهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهٗ لَا تَدْرِىْ لَعَلَّ اللّٰهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذٰلِكَ اَمْرًا শরিয়তের নির্ধারিত আইন-কানুন বোঝানো হয়েছে। যে ব্যক্তি এগুলো লঙ্ঘন করে অর্থাৎ আইন-কানুনের বিরোধিতা করে, সে নিজের উপর জুলুম করে; অর্থাৎ আল্লাহ অথবা শরিয়তের কোনো ক্ষতি করে না, নিজেরই ক্ষতিসাধন করে। এই ক্ষতি ইহলৌকিক ও পারলৌকিক উভয়ই হতে পারে। পারলৌকিক ক্ষতি তো শরিয়তবিরোধী কাজের গোনাহ ও পরকালের শাস্তি এবং ইহলৌকিক ক্ষতি এই যে, যে ব্যক্তি শরিয়তের নির্দেশাবলির তোয়াক্কা না করে স্ত্রীকে তালাক দেয়, সে অধিকাংশ সময় তিন তালাক পর্যন্ত পৌঁছে ক্ষান্ত হয়, যার পর পারস্পরিক প্রত্যাহার অথবা পুনর্বিবাহও হতে পারে না। মানুষ প্রায়ই তালাক দিয়ে অনুতাপ করে এবং বিপদের সম্মুখীন হয়; বিশেষ করে সন্তান-সন্ততি থাকলে। অতএব, তালাকের বিপদ দুনিয়াতেই তার ঘাড়ে চেপে বসে। অনেকেই স্ত্রীকে কষ্ট দেওয়ার নিয়তে অন্যায়ভাবে তালাক দেয়। এরূপ তালাকের কষ্ট স্ত্রীও ভোগ করে। কিন্তু পুরুষের জন্য এটা জুলুমের উপর জুলুম এবং দ্বিগুণ শাস্তির কারণ হয়ে যায়। (এক) আল্লাহর নির্ধারিত আইন-কানুন লঙ্ঘন করার শাস্তি এবং (দুই) স্ত্রীর উপর জুলুম করার শাস্তি।

لَا تَدْرِىْ لَعَلَّ اللّٰهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذٰلِكَ اَمْرًا –অর্থাৎ তুমি জান না সম্ভবত ঃ আল্লাহ তা'আলা এই রাগ-গোস্বার পর অন্য কোনো অবস্থা সৃষ্টি করে দিবেন। অর্থাৎ স্ত্রীর কাছ থেকে প্রাপ্ত আরাম, সন্তানের লালন-পালন এবং গৃহের সহজ ব্যবস্থাপনার কথা চিন্তা করে তুমি তাকে পুনরায় বিবাহে রাখার ইচ্ছা করতে পার। এমতাবস্থায় আবার বিবাহে থাকা তখন সম্ভবপর হবে, যখন তুমি তালাক দেওয়ার সময় শরিয়তের আইন-কানুনের প্রতি লক্ষ্য রাখ এবং অহেতুক বাইন তালাক না দিয়ে প্রত্যাহারযোগ্য তালাক দাও। এরূপ তালাক দেওয়ার পর প্রত্যাহার করে নিলে পূর্ববিবাহ যথারীতি বহাল থাকে। তুমি তিন পর্যন্ত পৌঁছিয়ে তালাক দিও না, যার প্রত্যাহারের অধিকার থাকে না এবং স্বামী-স্ত্রী উভয়ের সম্মতি সত্ত্বেও পরস্পরে পূর্ণর্বিবাহও হালাল হয় না।

فَاِذَا بَلَغْنَ اَجَلَهُنَّ فَاَمْسِكُوْهُنَّ بِمَعْرُوْفٍ اَوْفَارِقُوْهُنَّ بِمَعْرُوْفٍ এখানে اَجَلْ শব্দের অর্থ ইদ্দত এবং اَجَلْ পর্যন্ত পৌঁছার অর্থ ইদ্দত শেষ হওয়ার কাছাকাছি হওয়া।

তালাক সম্পর্কে পঞ্চম বিধান ঃ এই আয়াতে বলা হয়েছে যে, যখন ইদ্দত শেষ হওয়ার কাছাকাছি হয়, তখন স্থির মস্তিষ্কে পুনরায় চিন্তা করে দেখ যে, বিবাহ বহাল রাখা উত্তম। না সম্পূর্ণ বিচ্ছেদ করে দেওয়া ভালো। এ চিন্তার জন্য এ সময়টি উত্তম। কারণ ততদিনে পুরুষের সাময়িক রাগ-গোস্বা দমিত হয়ে যায়। যদি স্ত্রীকে বিবাহে রাখা স্থির হয়, তবে রেখে দাও। পরবর্তী আয়াতের ইঙ্গিত এবং হাদীসের বক্তব্য অনুযায়ী এর সুন্নতসম্মত পন্থা এই যে, মুখে বলে দাও আমি তালাক প্রত্যাহার করলাম। অতঃপর এর জন্যে দু'জন সাক্ষী রাখ।

পক্ষান্তরে যদি বিবাহ ভেঙ্গে দেওয়াই সিদ্ধান্ত হয়, তবে স্ত্রীকে সুন্দর পন্থায় মুক্ত করে দাও। অর্থাৎ ইদ্দত শেষ হতে দাও। ইদ্দত শেষ হয়ে গেলেই স্ত্রী মুক্ত ও স্বাধীন হয়ে যায়।

ষষ্ঠ বিধান ঃ ইদ্দত সমাপ্ত হলে স্ত্রীকে রাখার সিদ্ধান্ত হোক অথবা মুক্ত করে দেওয়ার, উভয় অবস্থাতে কুরআন পাক তা মা'রূফ অর্থাৎ যথোপযুক্ত পন্থায় সম্পন্ন করতে বলেছে। "মা'রূফ" শব্দের অর্থ পরিচিত পন্থা। উদ্দেশ্য এই যে যে পন্থা শরিয়ত ও সুন্নত দ্বারা প্রমাণিত এবং মুসলমানদের মধ্যে সাধারণভাবে খ্যাত, সেই পন্থা অবলম্বন কর। তা এই যে, বিবাহে রাখা এবং তালাক প্রত্যাহার করার সিদ্ধান্ত হলে স্ত্রীকে মুখে অথবা কাজে কর্মে কষ্ট দিও না, তার উপর অনুগ্রহ রেখো না এবং তার যে কর্মগত ও চরিত্রগত দুর্বলতা তালাকের কারণ হচ্ছিল, অতঃপর নিজেও তজ্জন্যে সবর করার সংকল্প কর, যাতে পুনরায় সেই তিক্ততা সৃষ্টি না হয়। পক্ষান্তরে মুক্ত করা সিদ্ধান্ত হলে তার বিদিত ও সুন্নতসম্মত পন্থা এই যে, তাকে লাঞ্ছিত ও হেয় করে অথবা গালমন্দ দিয়ে গৃহ থেকে বহিষ্কার করো না; বরং সদ্ব্যবহারের মাধ্যমে বিদায় কর। কুরআনের অন্যান্য আয়াত দ্বারা প্রমাণিত আছে যে, তাকে কোনো বস্ত্রজোড়া দিয়ে বিদায় করা কমপক্ষে মোস্তাহাব এবং কোনো কোনো অবস্থায় ওয়াজিবও। ফিকাহর কিতাবাদিতে এর বিবরণ পাওয়া যাবে।

https://e-ilm.weebly.com/

সপ্তম বিধান ঃ আলোচ্য আয়াতে বিবাহে রাখা অথবা মুক্ত করে দেওয়ার দ্বিবিধ ক্ষমতা দেওয়া থেকে এবং পূর্ববর্তী لَعَلَّ اللّٰهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذٰلِكَ اَمْرًا আয়াত থেকে প্রসঙ্গক্রমে বোঝা গেল যে, আল্লাহর উদ্দেশ্য হচ্ছে তালাক যদি দিতেই হয়, তবে এমন তালাক দিবে, যাতে প্রত্যাহার করার অধিকার থাকে। এর সুন্নতসম্মত পন্থা এই যে, পরিষ্কার ভাষায় কেবল এক তালাক দিবে এবং সাথে সাথে রাগ-গোস্বা প্রকাশার্থে এমন কোনো বাক্য বলবে না, যা বিবাহকে সম্পূর্ণরূপে ছিন্ন করার অর্থ জ্ঞাপন করে। উদাহরণত এরূপ বলবে না, আমার বাড়ি থেকে বের হয়ে যাও, তোমাকে খুব শক্ত তালাক দিচ্ছি, এখন তোমার সাথে আমার কোনো বৈবাহিক সম্পর্ক রইল না। এ ধরনের বাক্য পরিষ্কার তালাকের সাথে বলে দিলে অথবা তালাকের নিয়তে কেবল এ ধরনের বাক্য বলে দিলেও প্রত্যাহারের অধিকার বাতিল হয়ে যায় এবং শরিয়তের পরিভাষায় 'বাইন' তালাক হয়ে যায়। ফলে বৈবাহিক সম্পর্ক তাৎক্ষণিকভাবে ছিন্ন হয়ে যায় এবং প্রত্যাহারের ক্ষমতা থাকে না। তদপেক্ষা কঠোর তালাক হচ্ছে তালাককে তিন পর্যন্ত পৌঁছিয়ে দেওয়া। এর ফলশ্রুতিতে স্বামীর প্রত্যাহার ক্ষমতাই কেবল রহিত হয় না; বরং ভবিষ্যতে পুরুষ ও নারী উভয়ে সম্মত হয়ে বিবাহ করতে চাইলেও নতুন বিবাহ হতে পারে না। সূরা বাকারার আয়াতে এ সম্পর্কে বলা হয়েছে ঃ فَاِنْ طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهٗ مِنْۢ بَعْدُ حَتّٰى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهٗ

তিন তালাক একযোগে দেওয়া হারাম, কিন্তু কেউ দিলে তিন তালাকই হয়ে যাবে। এ ব্যাপারে উম্মতের ইজমা (ঐকমত্য) আছে ঃ আজকাল ধর্ম ও ধর্মীয় বিধানাবলির প্রতি অবহেলা ও ঔদাসীন্য ব্যাপকাকারে ছড়িয়ে পড়ছে। মূর্খদের তো কথাই নেই, অনেক লেখাপড়া জানা দলিল লেখকরাও তিন তালাকের কম তালাককে যেন তালাকই মনে করেন না। অথচ দিবারাত্র প্রত্যক্ষ করা হয় যে, যারা তিন তালাক দেয়, তারা পরে অনুতাপ করে এবং স্ত্রী যাতে কোনোক্রমেই হাতছাড়া না হয়, সে চিন্তায়ই ব্যাপৃত হয়ে পড়ে। ইমাম নাসায়ী (র.) মাহমুদ ইবনে লবীদ-এর রেওয়ায়েতক্রমে বর্ণনা করেছেন যে, একযোগে তিন তালাক দেওয়ার কারণে রাসূলুল্লাহ ﷺ ভীষণ রাগান্বিত হয়েছিলেন। এ কারণেই সমগ্র উম্মতের ইজমা বলে একযোগে তিন তালাক দেওয়া হারাম ও নাজায়েজ। যদি কোনো ব্যক্তি তিন তোহরে আলাদা আলাদা তিন তালাক দেয়, তবে তাও অপছন্দনীয়। এ বিষয়টি উম্মতের ইজমা এবং কুরআনী আয়াতসমূহের ইঙ্গিত দ্বারা প্রমাণিত। তবে এটাও হারাম ও বিদ'আতি তালাকের মধ্যে দাখিল কি না, শুধু এ ব্যাপারে মতভেদ রয়েছে। ইমাম মালেক (র.)-এর মতে হারাম। ইমাম আযম আবূ হানীফা ও ইমাম শাফেয়ী (র.) হারাম বলেন না কিন্তু তাঁদের মতেও এটা অপছন্দনীয় ও সুন্নতবিরোধী কাজ। এর বিস্তারিত বিবরণ প্রথম খণ্ডে সূরা বাকারার তাফসীরে দেখুন।

কিন্তু একযোগে তিন তালাক দেওয়া হারাম– এ ব্যাপারে যেমন সমগ্র উম্মতের ইজমা রয়েছে, তেমনি হারাম হওয়া সত্ত্বেও কেউ এরূপ করলে তিন তালাক হয়ে যাওয়ার ব্যাপারেও সমগ্র উম্মতের ইজমা রয়েছে। তিন তালাক একযোগে দেওয়ার পর ভবিষ্যতে স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে নতুন বিবাহও হালাল হবে না। সমগ্র উম্মতের মধ্যে কিছু সংখ্যক আহলে হাদীস সম্প্রদায় এবং শিয়া সম্প্রদায় ব্যতীত গোটা মাজহাব চতুষ্টয় এ ব্যাপারে একমত যে, তিন তালাক একযোগে দিলেও তা কার্যকর হয়ে যাবে। কেননা কোনো কাজ হারাম হলে তার প্রতিক্রিয়ার কার্যকারিতা প্রভাবিত হবে না। যেমন কেউ কোনো নিরপরাধ ব্যক্তিকে হত্যা করলে হত্যা করা হারাম হওয়া সত্ত্বেও যাকে হত্যা করা হয়, সে সর্বাবস্থায় মরেই যাবে। এমনিভাবে একযোগে তিন তালাক দেওয়া যদিও হারাম, তথাপি এর বাস্তবতা অপরিহার্য। কেবল মাজহাব চতুষ্টয়ই নয়; বরং সাহাবায়ে কেরাম ও হযরত ওমর ফারুক (রা.)-এর খেলাফতকালে এ ব্যাপারে ইজমা করেছেন বলে বর্ণিত আছে। এ বিষয়েরও বিশদ বর্ণনা প্রথম খণ্ডে দেখুন।

وَاَشْهِدُوْا ذَوَيْ عَدْلٍ مِّنْكُمْ وَاَقِيْمُوا الشَّهَادَةَ لِلّٰهِ অর্থাৎ মুসলমানদের মধ্য থেকে দুজনকে সাক্ষী করে নাও এবং তোমরা আল্লাহর উদ্দেশ্যে সঠিক সাক্ষ্য কায়েম কর।

অষ্টম বিধান ঃ এ আয়াত থেকে জানা গেল যে, ইদ্দত সমাপ্ত হওয়ার সময় প্রত্যাহার করা সিদ্ধান্ত হোক কিংবা মুক্ত করা, উভয় অবস্থাতে এ কাজের জন্য দু'জন নির্ভরযোগ্য সাক্ষী রাখতে হবে। অধিকাংশ ইমামের মতে এ বিধানটি মোস্তাহাব, এর উপর প্রত্যাহার নির্ভরশীল নয়। প্রত্যাহারের অবস্থায় সাক্ষী করার তাৎপর্য এই যে, পরবর্তীকালে স্ত্রী যাতে প্রত্যাহার অস্বীকার করে বিবাহ চূড়ান্তরূপে ভঙ্গ হওয়ার দাবি না করে বসে। মুক্ত করার অবস্থায় এ জন্যে সাক্ষী করতে হবে, যাতে পরবর্তীকালে স্বয়ং স্বামীই দুষ্টুমিচ্ছলে অথবা স্ত্রীর ভালোবাসায় পরাভূত হয়ে দাবি না করে বসে যে, সে ইদ্দত শেষ হওয়ার

https://e-ilm.weebly.com/

আগেই প্রত্যাহার করেছিল। সাক্ষীদ্বয়ের জন্যে ذَوَىْ عَدْلٍ বলে ব্যক্ত করা হয়েছে যে, শরিয়তের পরিভাষা অনুযায়ী সাক্ষীদ্বয়ের নির্ভরযোগ্য হওয়া জরুরি। অন্যথায় তাদের সাক্ষ্য অনুযায়ী কোনো বিচারক ফয়সালা দিবে না। وَاَقِيْمُوا الشَّهَادَةَ لِلّٰهِ বাক্যে সাধারণ মুসলমানদেরকে সম্বোধন করে বলা হয়েছে যে, যদি তোমরা কোনো প্রত্যাহার কিংবা বিবাহ বিচ্ছেদের ঘটনায় সাক্ষী হও এবং বিচারকের এজলাসে সাক্ষ্য দেওয়ার প্রয়োজন হয় তবে কারও মুখ চেয়ে অথবা বিরোধিতা ও শত্রুতার কারণে সত্য সাক্ষ্য দিতে বিন্দুমাত্রও কুণ্ঠিত হয়ো না।

ذٰلِكُمْ يُوْعَظُ بِهٖ مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ الْاٰخِرِ –অর্থাৎ উপরিউক্ত বিষয়বস্তু দ্বারা সে ব্যক্তিকে উপদেশ দান করা হচ্ছে, যে আল্লাহ ও পরকাল দিবসের প্রতি বিশ্বাস রাখে। এতে বিশেষভাবে পরকালের উল্লেখ করার কারণ এই যে, স্বামী-স্ত্রীর পারস্পরিক অধিকার আদায় আল্লাহভীতি ও পরকাল চিন্তা ব্যতীত সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন হতে পারে না।

অপরাধ ও শাস্তির আইন-কানুনে কুরআন পাকের অভূতপূর্ব প্রজ্ঞাভিত্তিক ও মুরুব্বীসূলভ নীতি ঃ বিশ্বের রাষ্ট্রসমূহে আইন-কানুন ও অপরাধসমূহের দণ্ডবিধি প্রণয়নের প্রাচীন পদ্ধতি চালু আছে। প্রত্যেক সম্প্রদায় এবং দেশে আইন-কানুন ও দণ্ডবিধির পুস্তক রচনা করা হয়। কুরআন পাকও আল্লাহ তায়ালার আইন পুস্তক। কিন্তু এর বর্ণনাভঙ্গি সারা বিশ্বের আইন পুস্তক থেকে পৃথক ও অভূতপূর্ব। এর প্রত্যেকটি আইনের অগ্রে-পশ্চাতে আল্লাহভীতি ও পরকাল চিন্তা দৃষ্টির সামনে উপস্থিত করে দেওয়া হয়, যাতে প্রত্যেক মানুষ কোনো পুলিশ ও পরিদর্শকের ভয়ে নয়; বরং আল্লাহর ভয়ে আইন মেনে চলে এবং কেউ দেখুক কিংবা না দেখুক, নির্জনে ও জনসমক্ষে সর্বাবস্থায় আইন মেনে চলাকে জরুরি মনে করে। একমাত্র এ কারণেই যারা কুরআনের প্রতি বিশুদ্ধ ঈমান রাখে, তাদের মধ্যে কঠোরতর আইন প্রয়োগ করাও তেমনি কঠিন হয় না। এজন্য ইসলামী সরকারকে পুলিশ, স্পেশাল পুলিশ ও তদুপরি গোয়েন্দা পুলিশের জাল বিস্তৃত করার প্রয়োজন হয় না।

কুরআন পাকের এই মুরুব্বীসূলভ নীতি সকল আইনের ক্ষেত্রেই ব্যাপকভাবে পরিলক্ষিত হয়। বিশেষ করে স্বামী-স্ত্রীর সম্পর্ক ও পারস্পরিক অধিকার সম্পর্কিত আইনসমূহে এই নীতিকে সর্বাধিক গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। কেননা এই সম্পর্কই এমন যে, এতে প্রত্যেক কাজে কোনো সাক্ষ্য সংগৃহীত হতে পারে না এবং বিচার বিভাগীয় তদন্ত স্বামী-স্ত্রীর পারস্পরিক অধিকারের ত্রুটি-বিচ্যুতি সঠিকভাবে নিরূপণ করতে পারে না। এটা সম্পূর্ণতই খোদ স্বামী-স্ত্রীরই অন্তর ও তাদের ক্রিয়াকর্মের ওপর ভিত্তিশীল। এ কারণেই বিবাহের খুতবায় কুরআন পাকের যে তিনটি আয়াত পাঠ করা সুন্নতরূপে প্রমাণিত আছে; সেই আয়াতত্রয় আল্লাহভীতির আদেশ দ্বারা শুরু ও সমাপ্ত হয়েছে। এতে ইঙ্গিত আছে যে, যারা বিবাহ করে, তাদেরও এখন থেকেই বুঝে নিতে হবে যে, কেউ দেখুক বা না দেখুক, আল্লাহ তা'আলা আমাদের প্রকাশ্য ও গোপন সব কাজকর্ম, এমনকি গোপন চিন্তাধারা সম্পর্কেও ওয়াকিফহাল আছেন। আমরা পারস্পরিক অধিকার আদায়ে ত্রুটি করলে, একে অপরকে কষ্ট দিলে আলিমুল গায়েব আল্লাহর কাছে জবাবদিহি করতে হবে। এমনিভাবে সূরা তালাকে তালাকের কয়েকটি বিধান বর্ণনা করতে যেয়ে প্রথম বিধানের পরেই وَاتَّقُوا اللّٰهَ رَبَّكُمْ বলে আল্লাহভীতির নির্দেশ দেওয়া আছে। এরপর চারটি বিধান উল্লেখ করার পর وَمَنْ يَّتَعَدَّ حُدُوْدَ اللّٰهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهٗ বলে উপদেশ দেওয়া হয়েছে যে, যে ব্যক্তি এসব বিধান অমান্য করে, সে অন্য কারো ওপর নয়, নিজের ওপরই জুলুম করে। এর অশুভ পরিণতি তাকেই ছারখার করে দেবে। এরপর আরো চারটি প্রাসঙ্গিক বিধান ও আইন উল্লেখ করার পর ذٰلِكُمْ يُوْعَظُ بِهٖ مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ الْاٰخِرِ বলে সেই নির্দেশের পুনরাবৃত্তি করা হয়েছে। অতঃপর এক আয়াতে আল্লাহভীতির ফজিলত ও তার ইহলৌকিক এবং পারলৌকিক কল্যাণ বর্ণনা করে তাওয়াক্কুল তথা আল্লাহর ওপর ভরসা করার কল্যাণ বর্ণনা করা হয়েছে। এরপর আবার ইদ্দতের কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ বিধান বর্ণনা করে পরবর্তী দুই আয়াতে আল্লাহভীতির আরো কল্যাণ ও ফলাফল উল্লেখ করা হয়েছে। এরপর আবার বিবাহ ও তালাকের সাথে সম্পর্কযুক্ত স্ত্রীর ভরণ-পোষণ ও সন্তানকে স্তন্যদানের বিধান বর্ণিত হয়েছে। তালাক, ইদ্দত এবং স্ত্রীদের ভরণ-পোষণ, স্তন্যদান ইত্যাদি বিধানের মধ্যে বারবার কোথাও পরকাল চিন্তা, কোথাও আল্লাহভীতির শ্রেষ্ঠত্ব ও কল্যাণ এবং কোথাও তাওয়াক্কুলের কল্যাণ ও কিছু বিধান বর্ণনা করে আল্লাহভীতির বিষয়বস্তু দ্বিতীয়বারে তৃতীয়বার উল্লেখ করা বাহ্যত বেখাপ্পা মনে হয়। কিন্তু কুরআনের উপরিউক্ত মুরুব্বীসূলভ নীতির রহস্য বুঝে নেওয়ার পর এর গভীর মিল সুস্পষ্ট হয়ে যায়। এবার আয়াতসমূহের তাফসীর দেখুন ঃ

https://e-ilm.weebly.com/

وَمَنْ يَتَّقِ اللّٰهَ يَجْعَلْ لَّهٗ مَخْرَجًا وَّيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ –অর্থাৎ যে আল্লাহকে ভয় করে, আল্লাহ তা'আলা তার জন্য প্রত্যেক সংকট ও বিপদ থেকে নিষ্কৃতির পথ করে দেন এবং তাকে ধারণাতীত রিজিক দান করেন।

تقوى শব্দের আসল অর্থ আত্মরক্ষা করা। শরিয়তের পরিভাষায় গোনাহ থেকে আত্মরক্ষা করার অর্থে শব্দটি ব্যবহৃত হয়। আল্লাহর সাথে সম্বন্ধযুক্ত হলে এর অনুবাদ করা হয় আল্লাহকে ভয় করা। উদ্দেশ্যে আল্লাহর অবাধ্যতা ও গোনাহ থেকে বেঁচে থাকা ও ভয় করা।

আলোচ্য আয়াতে تقوى তথা আল্লাহভীতির দু'টি কল্যাণ বর্ণিত হয়েছে –(এক) আল্লাহভীতি অবলম্বনকারীর জন্যে আল্লাহ তা'আলা নিষ্কৃতির পথ করে দেন। কি থেকে নিষ্কৃতি? এ সম্পর্কে সঠিক কথা এই যে, দুনিয়ার যাবতীয় সংকট ও বিপদ থেকে এবং পরকালের সব বিপদাপদ থেকে নিষ্কৃতি। (দুই) তাকে এমন জায়গা থেকে রিজিক দান করেন, যা কল্পনায়ও থাকে না। এখানে রিজিকের অর্থও ইহকাল এবং পরকালের যাবতীয় প্রয়োজনীয় বস্তু। এই আয়াতে মুমিন-মুত্তাকীর জন্যে আল্লাহ তা'আলার এই ওয়াদা ব্যক্ত হয়েছে যে, তিনি তার প্রত্যেক সমস্যাও সহজসাধ্য করেন এবং তার অভাব-অনটন পূরণের দায়িত্ব গ্রহণ করে এমন পথে তার প্রয়োজনাদি সরবরাহ করেন, যা সে ধারণাও করতে পারে না। –(রূহুল মা'আনী)

স্থানের সাথে সম্পর্ক বজায় রেখে কোনো কোনো তাফসীরবিদ এই আয়াতের তাফসীরে বলেছেন ঃ তালাক দাতা স্বামী ও তালাকপ্রাপ্তা স্ত্রী উভয়ই অথবা তাদের মধ্যে যে কেউ খোদাভীতি অবলম্বন করবে, আল্লাহ তা'আলা তাকে তালাক ও বিবাহ বিচ্ছেদের পরবর্তী সকল সঙ্কট ও কষ্ট থেকে নিষ্কৃতি দান করবেন। পুরুষকে তার যোগ্যা স্ত্রী এবং স্ত্রীকে তার উপযুক্ত স্বামী দান করবেন। বলাবাহুল্য, আয়াতের যে আসল অর্থ পূর্বে উল্লেখ করা হয়েছে, এই অর্থও তাতে শামিল আছে। –(রূহুল মা'আনী)

মাসআলা ঃ এ হাদীস থেকে আরো প্রমাণিত হয় যে, কোনো মুসলমান যদি কাফেরদের হাতে বন্দি হয় এবং সে তাদের কিছু ধনসম্পদ নিয়ে ফিরে আসে, তবে সেই ধনসম্পদ গনিমতের মালরূপে গণ্য হবে এবং হালাল হবে। গনিমতের মালের সাধারণ রীতি অনুযায়ী এই ধন সম্পদের এক-পঞ্চমাংশ সরকারি বায়তুল মালে দেওয়াও জরুরি নয়। যেমন হাদীসের ঘটনায় তা নেওয়া হয়নি। ফিকহবিদগণ বলেন– কোনো মুসলমান গোপনে ছাড়পত্র ছাড়াই দারুল হরব তথা শত্রুদেশে চলে গেলে যদি সেখান থেকে কাফেরদের ধনসম্পদ ছিনিয়ে অথবা অন্য কোনোভাবে দারুল ইসলামে নিয়ে আসে তবে তাও হালাল। কিন্তু যদি কোনো ব্যক্তি আজকাল প্রচলিত প্রথা অনুযায়ী ভিসা নিয়ে শত্রুদেশে যায়, তবে তাদের সম্মতি ছাড়া তাদের কোনো ধনসম্পদ নিয়ে আসা তার জন্য জায়েজ নয়। এমনিভাবে যে ব্যক্তি বন্দি হয়ে তাদের দেশে যায়, অতঃপর কোনো কাফের তার কাছে কোনো অর্থ গচ্ছিত রাখে, সেই গচ্ছিত অর্থ নিয়ে আসাও হালাল নয়। কারণ ভিসা নিয়ে যাওয়ার ফলে তাদের মধ্যে একটি অলিখিত চুক্তি হয়ে গেছে। অতএব, তাদের সম্মতি ছাড়া তাদের জান ও মালে হস্তক্ষেপ করা চুক্তির বরখেলাফ কাজ। শেষোক্ত মাসআলায়ও আমানতকারী ব্যক্তির সাথে তার কার্যগত চুক্তি থাকে। অতএব যখন সে চাইবে, তখন গচ্ছিত অর্থ তাকে ফেরত দেওয়া হবে। এটা ফেরত না দেওয়া আত্মসাৎ ও চুক্তিভঙ্গের শামিল, যা শরিয়তে হারাম। –(মাযহারী)

রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর কাছে হিজরতের পূর্বে অনেক কাফের অর্থ-সম্পদ আমানত রাখত। হিজরতের সময় তাঁর হাতে এমন কিছু আমানত ছিল। তিনি এসব আমানত মালিককে প্রত্যার্পণের জন্য হযরত আলী (রা.)-কে পশ্চাতে রেখে যান।

বিপদাপদ থেকে মুক্তি এবং উদ্দেশ্য সিদ্ধির পরীক্ষিত ব্যবস্থাপত্র ঃ উপরোক্ত হাদীসে রাসূলুল্লাহ ﷺ আওফ ইবনে মালিক (রা.)-কে বিপদ থেকে মুক্তি ও উদ্দেশ্য সিদ্ধির জন্য বেশি পরিমাণে لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ اِلَّا بِاللّٰهِ পাঠ করতে বলেছিলেন। হযরত মুজাদ্দিদে আলফে সানী (র.) বলেন– ইহলৌকিক ও পারলৌকিক সর্বপ্রকার বিপদ ও ক্ষতি থেকে আত্মরক্ষা এবং উদ্দেশ্য হাসিল করার জন্য বেশি পরিমাণে এই কালেমা পাঠ একটি পরীক্ষিত আমল। হযরত মুজাদ্দিদের বর্ণনা অনুযায়ী এই বেশির পরিমাণ হচ্ছে দৈনিক পাঁচশ বার এবং এর শুরুতে ও শেষে এক'শ বার করে দরূদ পাঠ করে উদ্দেশ্যের জন্য দোয়া করতে হবে। –(মাযহারী) হযরত আবূ যর (রা.) বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ একদিন وَمَنْ يَّتَّقِ اللّٰهَ يَجْعَلْ لَّهٗ مَخْرَجًا আয়াতটি বারবার তেলাওয়াত করতে থাকেন। অতঃপর তিনি বললেন– আবূ যর, যদি সব মানুষ কেবল এ আয়াতটি অবলম্বন করে নেয়, তবে এটা সবার জন্য যথেষ্ট। –(রূহুল মা'আনী)

অর্থাৎ সকল ইহলৌকিক ও পারলৌকিক উদ্দেশ্য কামিয়াব হওয়ার জন্য যথেষ্ট।

https://e-ilm.weebly.com/

وَمَنْ يَّتَوَكَّلْ عَلَى اللّٰهِ فَهُوَ حَسْبُهٗ، اِنَّ اللّٰهَ بَالِغُ اَمْرِهٖ قَدْ جَعَلَ اللّٰهُ لِكُلِّ شَيْءٍ قَدْرًا অর্থাৎ যে ব্যক্তি আল্লাহর ওপর ভরসা করে, আল্লাহ তার মুশকিল কাজের জন্য যথেষ্ট। কেননা আল্লাহ তাঁর কাজ যেভাবে ইচ্ছা পূর্ণ করে ছাড়েন। তিনি প্রত্যেক বিষয়ের একটি পরিমাণ নির্ধারণ করেছেন। তদনুয়ায়ী সব কাজ সম্পন্ন হয়। তিরমিযী ও ইবনে মাজায় বর্ণিত হযরত ওমর (রা.)-এর রেওয়ায়েতে রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন ঃ

لَوْ اَنَّكُمْ تَوَكَّلْتُمْ عَلَى اللّٰهِ حَقَّ تَوَكُّلِهٖ لَرَزَقَكُمْ كَمَا يَرْزُقُ الطَّيْرَ تَغْدُوْا خِمَاصًا وَتَرُوْحُ بِطَانًا যদি তোমরা আল্লাহর উপর যথাযথ ভরসা করতে, তবে আল্লাহ তোমাদেরকে পশু-পক্ষীর ন্যায় রিজিক দান করতেন। পশু-পক্ষি সকাল বেলায় ক্ষুধার্ত অবস্থায় বাসা থেকে বের হয়ে যায় এবং সন্ধ্যায় উদরপূর্তি করে ফিরে আসে।

বোখারী ও মুসলিমে বর্ণিত হযরত ইবনে আব্বাস (রা.)-এর রেওয়ায়েতে রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেন ঃ আমার উম্মত থেকে সত্তর হাজার লোক বিনাহিসাবে জান্নাতে প্রবেশ করবে। তাদের অন্যতম গুণ এই যে, তারা আল্লাহর উপর ভরসা করবে। –(মাযহারী)

অবশ্য তাওয়াক্কুলের অর্থ আল্লাহ তা'আলার সৃষ্ট উপায়াদি ত্যাগ করা নয়; বরং উদ্দেশ্য এই যে, ইচ্ছাধীন উপায়াদি অবশ্যই অবলম্বন করবে কিন্তু উপায়াদির ওপর ভরসা করার পরিবর্তে আল্লাহর ওপর ভরসা করবে। কারণ তাঁর ইচ্ছা না হওয়া পর্যন্ত কোনো কাজ হতে পারে না। উপরিউক্ত আয়াতে আল্লাহভীতি ও তাওয়াক্কুলের ফজিলত এবং বরকত বর্ণনা করার পর তালাক ও ইদ্দতের আরো কতিপয় বিধান বর্ণনা করা হচ্ছে।

وَالّٰٓـِٔىْ يَئِسْنَ مِنَ الْمَحِيْضِ مِنْ نِّسَآئِكُمْ اِنِ ارْتَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلٰثَةُ اَشْهُرٍ وَّالّٰٓـِٔىْ لَمْ يَحِضْنَ وَاُولَاتُ الْاَحْمَالِ اَجَلُهُنَّ اَنْ يَّضَعْنَ حَمْلَهُنَّ –

এ আয়াতে তালাকপ্রাপ্তা স্ত্রীদের ইদ্দতের আরও বিবরণ আছে। এতে ইদ্দতের সাধারণ বিধি থেকে ভিন্ন তিন প্রকার স্ত্রীদের ইদ্দতের বিধান বর্ণিত হয়েছে।

তালাকের ইদ্দত সম্পর্কিত নবম বিধান ঃ সাধারণ অবস্থায় তালাকের ইদ্দত পূর্ণ তিন হায়েজ। কিন্তু যেসব মহিলার বয়োঃবৃদ্ধি অথবা কোনো রোগ ইত্যাদির কারণে হায়েজ আসা বন্ধ হয়ে গেছে, এমনিভাবে যেসব মহিলার বয়স না হওয়ার কারণে এখনও হায়েয আসা শুরু হয়নি তাদের ইদ্দত আলোচ্য আয়াতে তিন হায়েজের পরিবর্তে তিন মাস নির্দিষ্ট করা হয়েছে এবং গর্ভবতী স্ত্রীদের ইদ্দত সন্তান প্রসব পর্যন্ত সাব্যস্ত করা হয়েছে, তা যতদিনেই হোক।

اِنِ ارْتَبْتُمْ –অর্থাৎ যদি তোমাদের সন্দেহ হয়। সাধারণ ইদ্দত হায়েজ দ্বারা গণনা করা হয়, কিন্তু এসব মহিলার হায়েজ বন্ধ; অতএব, তাদের ইদ্দত কিভাবে গণনা করা হবে–এই কিংকর্তব্যবিমূঢ় অবস্থাকেই আয়াতে সন্দেহ বলা হয়েছে।

অতঃপর আবার খোদাভীতির ফজিলত ও বরকত বর্ণনা করা হয়েছে ঃ وَمَنْ يَّتَّقِ اللّٰهَ يَجْعَلْ لَّهٗ مِنْ اَمْرِهٖ يُسْرًا অর্থাৎ যে আল্লাহকে ভয় করে, আল্লাহ তার কাজ সহজ করে দেন। উদ্দেশ্য এই যে, দুনিয়া ও পরকালের কাজ তার জন্য সহজ হয়ে যায়। এরপর আবার তালাক ও ইদ্দতের বর্ণিত বিধানাবলি পালন করার প্রতি জোর দেওয়া হয়েছে ঃ ذٰلِكَ اَمْرُ اللّٰهِ اَنْزَلَهٗ اِلَيْكُمْ –এটা আল্লাহর বিধান, যা তোমাদের প্রতি নাজিল করা হয়েছে। এরপর তাকওয়ার আরও একটি ফজিলত বর্ণনা করা হয়েছে ঃ

وَمَنْ يَّتَّقِ اللّٰهَ يُكَفِّرْ عَنْهُ سَيِّاٰتِهٖ وَيُعْظِمْ لَهٗ اَجْرًا –অর্থাৎ যে আল্লাহকে ভয় করে, আল্লাহ তার পাপসমূহ মোচন করেন এবং তার পুরস্কার বাড়িয়ে দেন।

আল্লাহভীতির পাঁচটি কল্যাণ ঃ পূর্বোক্ত আয়াতসমূহে আল্লাহভীতির পাঁচটি কল্যাণ বর্ণিত হয়েছে– (১) আল্লাহ তা'আলা খোদাভীরুদের জন্যে ইহকাল ও পরকালের বিপদাপদ থেকে নিষ্কৃতির পথ করে দেন। (২) তার জন্যে রিজিকের এমন দ্বার খুলে দেন যা কল্পনায়ও থাকে না। (৩) তার সব কাজ সহজ করে দেন। (৪) তার পাপসমূহ মোচন করে দেন। (৫) তার পুরস্কার বাড়িয়ে দেন। অন্য এক জায়গায় আল্লাহভীতির এই কল্যাণও বর্ণিত হয়েছে যে, এর কারণে আল্লাহভীরুর পক্ষে সত্য ও মিথ্যার পরিচয় সহজ হয়ে যায়।

اِنْ تَتَّقُوا اللّٰهَ يَجْعَلْ لَّكُمْ فُرْقَانًا আয়াতের উদ্দেশ্য তাই। অতঃপর আবার তালাকপ্রাপ্তা স্ত্রীদের ইদ্দত, তাদের ভরণ-পোষণ এবং সাধারণ স্ত্রীদের অধিকার আদায়ের প্রতি জোর দেওয়া হয়েছে। বলা হয়েছে,

https://e-ilm.weebly.com/

أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُم مِّن وُجْدِكُمْ وَلَا تُضَارُّوهُنَّ لِتُضَيِّقُوا عَلَيْهِنَّ –এই আয়াত উপরে বর্ণিত প্রথম বিধানের সাথে সম্পর্কযুক্ত যে, তালাকপ্রাপ্তা স্ত্রীদেরকে তাদের বাসগৃহ থেকে বহিষ্কার করো না। এই আয়াতে তার ইতিবাচক দিক উল্লেখ করা হয়েছে যে, ইদ্দত শেষ হওয়া পর্যন্ত তাদেরকে সামর্থ্য অনুযায়ী বসবাসের জায়গা দাও। তোমরা যে গৃহে থাক, সেই গৃহের কোনো অংশে তাদেরকে রাখ। প্রত্যাহারযোগ্য তালাক দিয়ে থাকলে কোনো প্রকার পর্দা করারও প্রয়োজন নেই। 'বাইন তালাক' অথবা তিন তালাক দিয়ে থাকলে অবশ্য বিবাহ ছিন্ন হওয়ার কারণে তালাকদাতা স্বামীর কাছে পর্দা সহকারে সেই গৃহে বাস করতে হবে।

দশম বিধান ঃ তালাকপ্রাপ্তা স্ত্রীদেরকে ইদ্দতকালে উত্যক্ত করো না ঃ وَلَا تُضَارُّوهُنَّ এর অর্থ এই যে, তালাকপ্রাপ্তা স্ত্রীরা যখন ইদ্দতকালে তোমাদের সাথে থাকবে, তখন তিরস্কার করে অথবা তার অভাবপূরণে কৃপণতা করে তাকে উত্যক্ত করো না, যাতে সে বের হয়ে যেতে বাধ্য হয়।

وَإِن كُنَّ أُولَاتِ حَمْلٍ فَأَنفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّىٰ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ অর্থাৎ তালাকপ্রাপ্তা স্ত্রীরা গর্ভবতী হলে সন্তান প্রসব পর্যন্ত তাদের ব্যয়ভার বহন করবে।

একাদশ বিধান ঃ তালাকপ্রাপ্তাদের ইদ্দতকালী ভরণপোষণ ঃ এই আয়াতে বলা হয়েছে যে, তালাকপ্রাপ্তা স্ত্রী গর্ভবতী হলে তার ভরণ–পোষণ সন্তান প্রসব পর্যন্ত স্বামীর উপর ওয়াজিব। এ কারণেই এ ব্যাপারে সমগ্র উম্মত একমত। তবে যে স্ত্রী গর্ভবতী নয়, তাকে প্রত্যাহারযোগ্য তালাক দিয়ে থাকলে তার ইদ্দতকালীন ভরণ–পোষণ ও উম্মতের ইজমা দ্বারা স্বামীর উপর ওয়াজিব। পক্ষান্তরে তাকে 'বাইন তালাক' অথবা তিন তালাক দিয়ে থাকলে, অথবা সে খোলা ইত্যাদির মাধ্যমে বিবাহ ভঙ্গ করিয়ে থাকলে, তার ভরণ–পোষণ ইমাম শাফেঈ, আহমদ (র.) ও অন্য কয়েকজন ইমামের মতে স্বামীর উপর ওয়াজিব নয়। ইমাম আযম (র.)-এর মত তার ভরণ-পোষণ তখনও স্বামীর উপর ওয়াজিব। তিনি বলেন ঃ বসবাসের অধিকার যেমন সকল প্রকার তালাকপ্রাপ্তা স্ত্রীর প্রাপ্য, তেমনি ভরণ-পোষণ ও সর্বপ্রকার তালাকপ্রাপ্তা স্ত্রীর প্রাপ্য, যা তালাকদাতা স্বামী আদায় করবে। তাঁর দলিল পূর্বোক্ত এই আয়াত–أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنتُم কেননা এই আয়াতে হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা.)-এর কেরাত এরূপ ঃ أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنتُم وَأَنفِقُوا عَلَيْهِنَّ مِن وُجْدِكُمْ– সাধারণত ঃ এ কেরাত অন্য কেরাতের তাফসীর করে। অতএব, প্রসিদ্ধ কেরাতে যদিও أَنفِقُوا শব্দটি উল্লিখিত নেই, কিন্তু তা উহ্য আছে। প্রসিদ্ধ কেরাত যেভাবে বসবাসের অধিকার স্বামীদের উপর ওয়াজিব করেছে, তেমনি ইদ্দতকালীন ভরণ-পোষণ স্বামীদের জিম্মায় অপরিহার্য করে দিয়েছে। হযরত ওমর ফারূক (র.) ও অন্য কয়েকজন সাহাবীর এক উক্তি থেকেও এর সমর্থন পাওয়া যায়। ফাতেমা বিনতে কায়েস (রা.)-কে তার স্বামী তিন তালাক দিয়েছিল। তিনি হযরত ওমর (রা.)–এর কাছে বলেছিলেন যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ তার ভরণ-পোষণ তার স্বামীর উপর ওয়াজিব করেননি। হযরত ওমর (রা.) ও কয়েকজন সাহাবী ফাতেমার এই কথা খণ্ডন করে বলেছিলেন ঃ আমরা এই বর্ণনার ভিত্তিতে আল্লাহর কিতাব ও রাসূলের সুন্নতকে বর্জন করতে পারি না। এতে আল্লাহর কিতাব বলে বাহ্যত ঃ এই আয়াতকে বোঝানো হয়েছে। অতএব, হযরত ওমর (রা.)-এর মতে ভরণ-পোষণ ও আয়াতের মধ্যে দাখিল। রাসূলের সুন্নত বলে তাহাভী, দারা কুতনী ও তাবারানী বর্ণিত সেই হাদীসকে বোঝানো হয়েছে, যাতে স্বয়ং হযরত ওমর (রা.) বলেন ঃ আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর কাছে শুনেছি, তিনি তিন তালাকপ্রাপ্তাদের জন্যেও ভরণ-পোষণ এবং বসবাসের অধিকার স্বামীর উপর ওয়াজিব করেছেন।

সারকথা এই যে, গর্ভবতী স্ত্রীদের ইদ্দতকালীন ভরণ-পোষণ এই আয়াত পরিষ্কারভাবে ওয়াজিব সাব্যস্ত করেছে। এ কারণেই এ সম্পর্কে উম্মতের ইজমা আছে। এমনিভাবে প্রত্যাহারযোগ্য তালাকপ্রাপ্তার বিবাহ ভঙ্গ না হওয়ার কারণে তার ভরণ-পোষণও সবার মতে ওয়াজিব। 'বাইন তালাক' অথবা তিন তালাকপ্রাপ্তাদের ব্যাপারে ফিকহবিদগণ মতভেদ করেছেন। ইমাম আযম (রহ.)-এর মতে তাদের ভরণ-পোষণও ওয়াজিব। এর পূর্ণ বিবরণ তাফসীরে মাযহারীতে দেখুন।

فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ –অর্থাৎ তালাকপ্রাপ্তা স্ত্রী গর্ভবতী হলে এবং সন্তান প্রসব হয়ে গেলে তার ইদ্দত পূর্ণ হয়ে যায়। তাই তার ভরণ-পোষণ স্বামীর উপর ওয়াজিব থাকে না। কিন্তু প্রসূত সন্তানকে যদি তালাকপ্রাপ্তা মা স্তন্যদান করে, তবে স্তন্যদানের বিনিময় নেওয়া জায়েজ।

দ্বাদশ বিধান ঃ স্তন্যদানের পারিশ্রমিক ঃ যে পর্যন্ত স্ত্রী স্বামীর বিবাহাধীন থাকে, সে পর্যন্ত সন্তানদেরকে স্তন্যদান করা স্বয়ং জননীর জিম্মায় কুরআনের আদেশ বলে ওয়াজিব। বলা হয়েছে وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ –যে কাজ কারও দায়িত্বে

এমনিতেই ওয়াজিব, সেই কাজের জন্যে পারিশ্রমিক নেওয়া ঘুষের শামিল, যা দেওয়া ও নেওয়া উভয়ই নাজায়েজ। এ ব্যাপারে ইদ্দতকালও বিবাহের মধ্যে গণ্য। কেননা বিবাহ অবস্থায় স্ত্রীর ভরণ-পোষণ যেমন স্বামীর উপর ওয়াজিব, ইদ্দতকালেও তেমনি ওয়াজিব। তবে সন্তান প্রসবের পর যখন ইদ্দত খতম হয়ে যা, তখন তার ভরণ-পোষণ স্বামীর উপর ওয়াজিব হয়ে থাকে না। এখন যদি সে প্রসূত সন্তানকে স্তন্যদান করে, তবে আলোচ্য আয়াত এর পারিশ্রমিক নেওয়া ও দেওয়া জায়েজ সাব্যস্ত করেছে।

ত্রয়োদশ বিধান ঃ وَأْتَمِرُوا بَيْنَكُم بِمَعْرُوفٍ - اِئْتِمَارٌ -এর শাব্দিক অর্থ পরামর্শ করা এবং একজন অন্যজনের কথা মেনে নেওয়া। উদ্দেশ্য এই যে, স্তন্যদানের পারিশ্রমিকের ব্যাপারে স্বামী-স্ত্রীকে পারস্পরিক বিরোধ সৃষ্টি না করার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। তালাকপ্রাপ্তা স্ত্রী যেন সাধারণ পারিশ্রমিক অপেক্ষা বেশি না চায় এবং স্বামী সাধারণ পারিশ্রমিক দিতে যেন অসম্মত না হয় এবং এ ব্যাপারে তারা যেন একে অপরের সাথে উদার ব্যবহার করে।

চতুর্দশ বিধান ঃ وَإِن تَعَاسَرْتُمْ فَسَتُرْضِعُ لَهُ أُخْرَىٰ অর্থাৎ স্তন্যদান করার ব্যাপারটি যদি পারস্পরিক পরামর্শক্রমে মীমাংসা না হয়, অথবা স্ত্রী যদি তার সন্তানকে পারিশ্রমিক নিয়েও স্তন্যদান করতে অস্বীকার করে, তবে আইনত ঃ তাকে বাধ্য করা যাবে না, বরং মনে করতে হবে যে, সন্তানের প্রতি জননীর সর্বাধিক মায়ামমতা সত্ত্বেও যখন অস্বীকার করছে, তখন কোনো বাস্তব ওজর আছে। কিন্তু যদি বাস্তবে ওজর না থাকে, কেবল রাগ-গোস্বার কারণে অস্বীকার করে, তবে আল্লাহর কাছে সে গোনাহগার হবে। তবে বিচারক তাকে স্তন্যদান করতে বাধ্য করবে না।

এমনিভাবে যদি স্বামী দারিদ্র্যের কারণে পারিশ্রমিক দিতে অক্ষম হয় এবং অন্য কোনো মহিলা বিনা পারিশ্রমিকে অথবা কম পারিশ্রমিকে স্তন্যদান করতে সম্মত হয়, তবে স্বামীকে জননীর দাবি মেনে নিয়ে তার স্তন্য পান করাতেই বাধ্য করা হবে না; বরং উভয় অবস্থাতে অন্য মহিলার স্তন্য পান করানো যেতে পারে। হ্যাঁ, যদি অন্য মহিলা জননীর সমান পারিশ্রমিক দাবি করে, তবে সব ফিকহবিদের ঐকমতো অন্য মহিলার স্তন্য পান করানো স্বামীর জন্য জায়েজ নয়।

মাসআলা ঃ অন্য মহিলার স্তন্য পান করানো স্থির হলে স্তন্যদাত্রী মহিলা সন্তানকে তার জননীর কাছে রেখে স্তন্যদান করবে, এটা জরুরি। জননীর কাছ থেকে আলাদা করে স্তন্যদান করানো জায়েজ নয়। কেননা সহীহ্ হাদীসদৃষ্টে 'হিযানত' তথা লালন-পালন ও দেখাশোনায় রাখা জননীর হক। এই হক ছিনিয়ে নেওয়া জায়েজ নয়।– (মাযহারী)

পঞ্চদশ বিধান ঃ স্ত্রী ভরণ-পোষণের পরিমাণ নির্ধারণে স্বামীর আর্থিক সঙ্গতির প্রতি লক্ষ্য রাখতে হবে।

لِيُنفِقْ ذُو سَعَةٍ مِّن سَعَتِهِ ۖ وَمَن قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ –অর্থাৎ বিত্তশালী ব্যক্তি নিজ সামর্থ্য অনুযায়ী ব্যয় করবে এবং যার রিজিক সীমিত, সে আমদানি অনুযায়ী ব্যয় করবে। এ থেকে জানা গেল যে, স্ত্রীর ভরণ-পোষণের ব্যাপারে স্ত্রীর অবস্থা ধর্তব্য হবে না; বরং স্বামীর আর্থিক সঙ্গতি অনুযায়ী ভরণ-পোষণ দেওয়া ওয়াজিব হবে। স্বামী বিত্তবান হলে বিত্তবানসুলভ ভরণ-পোষণ দেওয়া ওয়াজিব হবে, যদিও স্ত্রী বিত্তশালী না হয়; বরং দরিদ্র ও ফকির হয়। স্বামী দরিদ্র হলে দরিদ্রসুলভ ভরণ-পোষণ ওয়াজিব হবে, যদিও স্ত্রী বিত্তশালীনী হয়। ইমাম আযম (রা.)-এর মাজহাব তাই। কোনো কোনো ফিকহবিদের উক্তি এর বিপরীত।–(মাযহারী)

لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا مَا آتَاهَا ۚ سَيَجْعَلُ اللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْرًا –এটা আগের বাক্যেরই ব্যাখ্যা। অর্থাৎ আল্লাহ তা'আলা কাউকে তার সামর্থ্যের বাইরে কাজের দায়িত্ব দেন না। তাই দরিদ্র ও নিঃস্ব স্বামীর উপর তারই অবস্থা অনুযায়ী ভরণ-পোষণ ওয়াজিব হবে। এরপর স্ত্রীকে দরিদ্রসুলভ ভরণ-পোষণ নিয়ে সন্তুষ্ট থাকার ও সবর করার শিক্ষা দেওয়া হচ্ছে ঃ سَيَجْعَلُ اللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْرًا অর্থাৎ কারও এরূপ মনে করা উচিত নয়, বর্তমান দারিদ্র্য-চিরকাল বজায় থাকবে; বরং দারিদ্র্য ও স্বাচ্ছন্দ্য আল্লাহর হাতে। তিনি দারিদ্র্যের পর স্বাচ্ছন্দ্য দান করতে পারেন।

জ্ঞাতব্য : এই আয়াতে সেই স্বামীরা আল্লাহর পক্ষ থেকে স্বাচ্ছন্দ্য লাভ করবে বলে ইঙ্গিত আছে, যারা যথাসাধ্য স্ত্রীদের ওয়াজিব ভরণ-পোষণ আদায় করতে সচেষ্ট থাকে এবং স্ত্রীকে কষ্টে রাখার মনোবৃত্তি পোষণ না করে। –(রূহুল মা'আনী)

فَحَاسَبْنَاهَا حِسَابًا شَدِيدًا وَعَذَّبْنَاهَا عَذَابًا نُّكْرًا –আয়াতে উল্লেখিত এসব জাতির হিসাব ও আজাব পরকালে হবে, কিন্তু এখানে এক অতীত পদবাচ্যে ব্যক্ত করার কারণ এর নিশ্চিত হওয়ার প্রতি ইঙ্গিত করা, যেন হয়েই গেছে। –(রূহুল মা'আনী) আর এরূপ হতে পারে যে, এখানে হিসাবের অর্থ জিজ্ঞাসাবাদ নয়; বরং শাস্তি নির্ধারণ করা। এটাও হতে পারে যে, কঠোর হিসাব যদিও পরকালে হবে, কিন্তু আমলনামায় তা লিপিবদ্ধ হয়ে গেছে এবং হচ্ছে। একেই হিসাব করা হয়েছে বলে ব্যক্ত করা হয়েছে। আজাবের অর্থ ইহকালীন আজাব, যা অনেক পূর্ববর্তী সম্প্রদায়ের উপর নাজিল হয়েছে। এমতাবস্থায় পরবর্তী أَعَدَّ اللَّهُ لَهُمْ عَذَابًا شَدِيدًا বাক্যে বর্ণিত আজাব কেবল পরকালে হবে।

https://e-ilm.weebly.com/

قَدْ اَنْزَلَ اللّٰهُ اِلَيْكُمْ ذِكْرًا رَّسُوْلًا এ আয়াতের সহজ ব্যাখ্যা এই যে, اَرْسَلَ শব্দ উহ্য মেনে এই অর্থ করা যে, নাজিল করেছেন কুরআন এবং প্রেরণ করেছেন রাসূল ﷺ। অন্যরা অন্য ব্যাখ্যাও লিখেছেন। উদাহরণত ঃ 'জিকির' এর অর্থ স্বয়ং রাসূল ﷺ এবং অধিক জিকিরের কারণে তিনি নিজেই যেন জিকির হয়ে গেছেন। –(রূহুল মা'আনী)

সপ্ত পৃথিবী কোথায় কোথায় কিভাবে আছে ঃ اَللّٰهُ الَّذِىْ خَلَقَ سَبْعَ سَمٰوٰتٍ وَّمِنَ الْاَرْضِ مِثْلَهُنَّ –এই আয়াত থেকে এতটুকু বিষয় পরিষ্কারভাবে বোঝা যায় যে, আকাশ যেমন সাতটি পৃথিবীও তেমনি সাতটি। এখন এই সপ্ত পৃথিবী কোথায় ও কি আকারে আছে, উপরে নীচে স্তরে স্তরে আছে, না প্রত্যেক পৃথিবীর স্থান ভিন্ন ভিন্ন? যদি উপরে নীচে স্তরে স্তরে থাকে, তবে সপ্ত আকাশের মধ্যে আলাদা আলাদা ফেরেশতা আছে, তেমনি প্রত্যেক দুই পৃথিবীর মাঝখানেও ব্যবধান, বায়ুমণ্ডল, শূন্যমণ্ডল ইত্যাদি আছে কি না, তাতে কোনো সৃষ্টজীব আছে কি না অথবা সপ্ত পৃথিবী পরস্পরে গ্রথিত কি না? এসব প্রশ্নের ব্যাপারে কুরআন পাক নীরব। এ সম্পর্কে যেসব হাদীস বর্ণিত রয়েছে, সেসব হাদীসের অধিকাংশ সম্পর্কে মতভেদ রয়েছে। কেউ এগুলোকে বিশুদ্ধ বলেছেন এবং কেউ জাল এবং মনগড়া পর্যন্ত বলে দিয়েছেন। উপরে যেসব সম্ভাবনা উল্লেখ করা হয়েছে, যুক্তির নিরিখে সবগুলোই সম্ভবপর। বলতে কি, এসব তথ্যানুসন্ধানের উপর আমাদের কোনো ধর্মীয় অথবা পার্থিব প্রয়োজন নির্ভরশীল নয়। কবরে অথবা হাশরে আমাদেরকে এ সম্পর্কে প্রশ্নও করা হবে না। তাই নিরাপদ পন্থা এই যে, আমরা ঈমান আনব এবং বিশ্বাস করব আকাশের ন্যায় পৃথিবীও সাতটিই। সবগুলোকে আল্লাহ তা'আলা স্বীয় অপার শক্তি দ্বারা সৃষ্টি করেছেন। কুরআনের বর্ণনা এতটুকুই, যে বিষয় বর্ণনা করা কুরআন জরুরি মনে করেনি, আমরাও তার পেছনে পড়ব না। এ জাতীয় বিষয়াদিতে পূর্ববর্তী মনীষীগণের কর্মপন্থা তাই ছিল। তাঁরা বলেছেন ঃ اَبْهِمُوْا مَا اَبْهَمَهُ اللّٰهُ। অর্থাৎ যে বিষয়কে আল্লাহ তা'আলা অস্পষ্ট রেখেছেন, তোমরাও তাকে অস্পষ্ট থাকতে দাও। বিশেষতঃ বহমান তাফসীর সর্বসাধারণের জন্য লিখিত হয়েছে। জনসাধারণের জন্যে প্রয়োজনীয় নয়-এমন বিরোধপূর্ণ আলোচনা এতে সন্নিবেশিত করা হয়নি।

يَتَنَزَّلُ الْاَمْرُ بَيْنَهُنَّ অর্থাৎ আল্লাহ তা'আলার আদেশ সপ্ত আকাশ ও সপ্ত পৃথিবীর মাঝখানে অবতীর্ণ হতে থাকে। আল্লাহর আদেশ দ্বিবিধ। –(আইনগত, যা আল্লাহর আদিষ্ট বান্দাদের জন্যে ওহী ও পয়গম্বরগণের মাধ্যমে প্রেরণ করা হয়। পৃথিবীতে মানব ও জিনের জন্যে আকাশ থেকে ফেরেশতাগণ এই আইনগত আদেশ পয়গম্বরগণের কাছে নিয়ে আসে। এতে আকাইদ, ইবাদত, চরিত্র, পারস্পরিক লেন-দেন, সামাজিক বিধি ইত্যাদি থাকে এগুলো মেনে চললে ছওয়াব এবং অমান্য করলে আজাব হয়। (২) দ্বিতীয় প্রকার আদেশ সৃষ্টিগত। অর্থাৎ আল্লাহর তকদীর প্রয়োগ সম্পর্কিত বিধি-বিধান : এতে জগত সৃষ্টি, জগতের ক্রমোন্নতি, হ্রাসবৃদ্ধি এবং জীবন ও মরণ দাখিল আছে। এসব বিধি-বিধান সমগ্র সৃষ্ট বস্তুতে পরিব্যাপ্ত। তাই যদি প্রত্যেক দুই পৃথিবীর মধ্যস্থলে শূন্যমণ্ডল, ব্যবধান এবং তাতে কোনো সৃষ্টজীবের অস্তিত্ব প্রমাণিত হয়ে যায়, তবে সেই সৃষ্টজীব শরিয়তের বিধি-বিধানের অধীন না হলেও তার প্রতি আল্লাহর আদেশ অবতীর্ণ হতে পারে। কারণ আল্লাহ তা'আলার সৃষ্টিগত আদেশ তাতেও ব্যাপ্ত।

শব্দ বিশ্লেষণ :

طَلَّقْتُمْ : সীগাহ جمع مذكر حاضر বহছ ماضى معروف বাব تَفْعِيْل মাসদার تَطْلِيْق মূলবর্ণ (ط – ل – ق) জিনস صحيح অর্থ– তোমরা তালাক দিতে চাও।

يَتَعَدَّ : সীগাহ واحد مذكر غائب বহছ مضارع معروف বাব تَفَعُّل মাসদার تَعَدُّد মূলবর্ণ (ع – د – د) জিনস مضاعف ثلاثى অর্থ– লঙ্ঘন করবে।

يُحْدِثُ : সীগাহ واحد مذكر غائب বহছ مضارع معروف বাব اِفْعَال মাসদার اِحْدَاث মূলবর্ণ (ح - د - ث) জিনস صحيح অর্থ– তিনি সৃষ্টি করেন।

فَارِقُوْهُنَّ : সীগাহ جمع مذكر حاضر বহছ امر حاضر معروف বাব مُفَاعَلَة মাসদার مُفَارَقَة মূলবর্ণ (ف – ر – ق) জিনস صحيح অর্থ– তাদেরকে মুক্ত করে দাও।

https://e-ilm.weebly.com/

يَئِسْنَ : সীগাহ جمع مؤنث غائب বহছ ماضى معروف বাব سَمِعَ মাসদার يَأْسٌ মূলবর্ণ (ى ـ ء ـ س) জিনস মুরাক্কাব مهموز عين এবং مثال يائى অর্থ– তারা সকল স্ত্রী লোক নিরাশ হয়েছে।

اَلْمَحِيْضُ : যরফে যামান, (হায়েজের সময়) যরফে মাকান, (হায়েজের স্থান) মাসদার– حَيْضٌ অর্থ– হায়েজ আসা বা হায়েজ অর্থাৎ সাবালিকা নারীর যে গর্ভবতী নয়, তার জরায়ু থেকে বিশেষ সময় এবং বিশেষ দিনে যে রক্ত বের হয়, তাকে হায়েজ বলা হয়।

لَمْ يَحِضْنَ : সীগাহ جمع مؤنث غائب বহছ مضارع منفى بلم বাব ضَرَبَ মাসদার اَلْحَيْضُ মূলবর্ণ (ح – ى – ض) জিনস اجوف يائى অর্থ– যাদের ঋতু শুরু হয়নি।

يُعْظِمْ : সীগাহ واحد مذكر غائب বহছ مضارع معروف বাব اِفْعَالٌ মাসদার اِعْظَامٌ মূলবর্ণ (ع ـ ظ ـ م) জিনস صحيح অর্থ– তিনি বড় করেন। সম্মান করেন। মর্যাদা দেন। মহান করেন।

سَكَنْتُمْ : সীগাহ جمع مذكر حاضر বহছ ماضى معروف বাব نَصَرَ মাসদার سُكُوْنٌ মূলবর্ণ (س ـ ك ـ ن) জিনস صحيح অর্থ– তোমরা বসবাস করেছ। আবাদ হয়েছে।

وُجْدِكُمْ : শব্দটি ইসম كُمْ যমীর হলো মুযাফ ইলাইহি, অর্থ– তোমাদের আর্থিক সচ্ছলতা অনুপাতে।

لِتُضَيِّقُوْا : সীগাহ جمع مذكر حاضر বহছ مضارع معروف বাব تَفْعِيْلٌ মাসদার تَضْيِيْقٌ মূলবর্ণ (ض – ى – ق) জিনস اجوف يائى অর্থ– উত্যক্ত করার উদ্দেশ্যে।

اِئْتَمِرُوْا : সীগাহ جمع مذكر حاضر বহছ امر حاضر معروف বাব اِفْتِعَالٌ মাসদার اَلْاِئْتِمَارُ মূলবর্ণ (ا – م – ر) জিনস مهموز فاء অর্থ– পরামর্শ করে নিও।

تَعَاسَرْتُمْ : সীগাহ جمع مذكر حاضر বহছ ماضى معروف বাব تَفَاعُلٌ মাসদার تَعَاسُرٌ মূলবর্ণ (ع ـ س ـ ر) জিনস صحيح অর্থ– তোমরা তার ব্যাপারে সংকীর্ণতা করেছ। পারস্পরিক কাজে জটিলতা/ কাঠিন্যতা সৃষ্টি করা।

تُرْضِعُ : সীগাহ واحد مؤنث غائب বহছ مضارع معروف বাব اِفْعَالٌ মাসদার اِرْضَاعٌ মূলবর্ণ (ر ـ ض ـ ع) জিনস صحيح অর্থ– তিনি দুধ পান করান।

قُدِرَ : সীগাহ واحد مذكر غائب বহছ ماضى مجهول অর্থ– রিজিক কমিয়ে দেওয়া হয়েছে। বাব ضَرَبَ ও نَصَرَ

ذَاقَتْ : সীগাহ– واحد مؤنث غائب বহছ ماضى معروف বাব نَصَرَ মাসদার ذَوْقٌ মূলবর্ণ (ذ ـ و ـ ق) জিনস اجوف واوى অর্থ– স্বাদ গ্রহণ করেছে। মজা নিয়েছে।

وَبَالٌ : শব্দটি ইসম, অর্থ– পরিহার, খারাপ পরিণতি, কঠিন শাস্তি।

مُبَيِّنٰتٍ : সীগাহ جمع مؤنث বহছ اسم فاعل বাব تَفْعِيْلٌ মাসদার تَبْيِيْنٌ মূলবর্ণ (ب – ى – ن) জিনস اجوف يايى অর্থ– সুস্পষ্ট নিদর্শনসমূহ।

বাক্য বিশ্লেষণ :

اَللّٰهُ الَّذِىْ خَلَقَ سَبْعَ سَمٰوٰتٍ وَّمِنَ الْاَرْضِ مِثْلَهُنَّ : এখানে اَللّٰهُ শব্দটি মুবতাদা, আর اَلَّذِىْ তার খবর, আর خَلَقَ বাক্যটি সেলাহ, আর سَبْعَ سَمٰوٰتٍ হলো মাফউল। আর مِنَ الْاَرْضِ হলো حال এবং مِثْلَهُنَّ টা سَبْعَ সাথে وَخَلَقَ-سَمٰوٰتٍ-এর ওপর আতফ হয়েছে, অথবা এটা-واو-এর পর উহ্য ফে'ল থাকার কারণে منصوب হয়েছে। অর্থাৎ مِنَ الْاَرْضِ مِثْلَهُنَّ আবার এটা رفع -এর সাথে-مِثْلَهُنَّ-ও পড়া যায় এ হিসেবে যে, এটা মুবতাদা মুয়াখখার আর তার পূর্বে جار এবং مجرور তথা مِنَ الْاَرْضِ টা হলো خبر مقدم –[ই'রাবুল কুরআন ৭ম খণ্ড, পৃ. ৫৫৫)

https://e-ilm.weebly.com/

سُوْرَةُ التَّحْرِيْمِ مَدَنِيَّةٌ
সূরা তাহরীম

মদিনায় অবতীর্ণ; আয়াত– ১২, রুকূ'– ২

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ○

পরম করুণাময়, দয়ালু আল্লাহর নামে শুরু করছি।

يٰٓاَيُّهَا النَّبِيُّ لِمَ تُحَرِّمُ مَآ اَحَلَّ اللّٰهُ لَكَ ۚ تَبْتَغِيْ مَرْضَاتَ اَزْوَاجِكَ ۗ وَاللّٰهُ غَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ ﴿١﴾	১. হে নবী! যে বস্তুকে আল্লাহ আপনার জন্য হালাল করেছেন, আপনি কেন (কসম করে) তাকে (নিজের উপর) হারাম করছেন। আপন পত্নীগণের সন্তুষ্টি লাভের উদ্দেশ্যে; আর আল্লাহ অতিশয় ক্ষামাশীল, দয়ালু।
قَدْ فَرَضَ اللّٰهُ لَكُمْ تَحِلَّةَ اَيْمَانِكُمْ ۚ وَاللّٰهُ مَوْلٰىكُمْ ۚ وَهُوَ الْعَلِيْمُ الْحَكِيْمُ ﴿٢﴾	২. আল্লাহ তোমাদের জন্য তোমাদের শপথসমূহ ভঙ্গ করা (এবং কাফফারার পন্থা) নির্ধারণ করে দিয়েছেন, আর আল্লাহ তা'আলাই তোমাদের কার্যনির্বাহক, আর তিনি মহাজ্ঞানী, অতিশয় হেকমতওয়ালা।
وَاِذْ اَسَرَّ النَّبِيُّ اِلٰى بَعْضِ اَزْوَاجِهٖ حَدِيْثًا ۚ فَلَمَّا نَبَّاَتْ بِهٖ وَاَظْهَرَهُ اللّٰهُ عَلَيْهِ عَرَّفَ بَعْضَهٗ وَاَعْرَضَ عَنْۢ بَعْضٍ ۚ	৩. আর যখন রাসূল নিজের কোনো এক পত্নীর নিকট গোপনে একটি কথা বললেন, তৎপর যখন সে তা (অন্য পত্নীর নিকট) বলে দিল, আর আল্লাহ তা'আলা (ওহীর মাধ্যমে) রাসূলকে তা জানিয়ে দিলেন, তখন তিনি কতক কথা বলে দিলেন আর কতক কথা গোপন রাখলেন,

শাব্দিক অনুবাদ :

১. يٰٓاَيُّهَا النَّبِيُّ হে নবী لِمَ تُحَرِّمُ আপনি কেন তাকে হারাম করেছেন مَآ اَحَلَّ اللّٰهُ لَكَ যে বস্তুকে আল্লাহ আপনার জন্য হালাল করেছেন تَبْتَغِيْ مَرْضَاتَ اَزْوَاجِكَ আপন পত্নীগণের সন্তুষ্টি লাভের উদ্দেশ্যে وَاللّٰهُ غَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ আর আল্লাহ অতিশয় ক্ষমাশীল, দয়ালু।

২. قَدْ فَرَضَ اللّٰهُ لَكُمْ আল্লাহ তোমাদের জন্য নির্ধারণ করে দিয়েছেন تَحِلَّةَ اَيْمَانِكُمْ তোমাদের শপথসমূহ ভঙ্গ করা وَاللّٰهُ مَوْلٰىكُمْ আর আল্লাহ তা'আলাই তোমাদের কার্যনির্বাহক وَهُوَ الْعَلِيْمُ الْحَكِيْمُ আর তিনি মহাজ্ঞানী, অতিশয় হেকমতওয়ালা।

৩. وَاِذْ اَسَرَّ النَّبِيُّ আর যখন রাসূল গোপনে বললেন اِلٰى بَعْضِ اَزْوَاجِهٖ নিজের কোনো এক পত্নীর নিকট حَدِيْثًا একটি কথা فَلَمَّا نَبَّاَتْ بِهٖ তৎপর যখন সে তা (অন্যপত্নীর নিকট) বলে দিল وَاَظْهَرَهُ اللّٰهُ عَلَيْهِ আর আল্লাহ তা'আলা (ওহীর মাধ্যমে) রাসূলকে তা জানিয়ে দিলেন عَرَّفَ بَعْضَهٗ তখন তিনি কতক কথা বলে দিলেন وَاَعْرَضَ عَنْۢ بَعْضٍ আর কতক কথা গোপন রাখলেন।

https://e-ilm.weebly.com/

** অতঃপর যখন তিনি ঐ স্ত্রীকে তা জানালেন, তখন সে বলল, কে আপনাকে তা জানিয়ে দিল? তিনি বললেন, যিনি সর্বজ্ঞ, সর্ববিষয়ে ওয়াকেফহাল, তিনিই আমাকে জানিয়ে দিয়েছেন।	فَلَمَّا نَبَّاَهَا بِهٖ قَالَتْ مَنْ اَنْۢبَاَكَ هٰذَا ؕ قَالَ نَبَّاَنِیَ الْعَلِیْمُ الْخَبِیْرُ ﴿۳﴾
৪. হে (নবীর) স্ত্রীদ্বয়! যদি তোমরা আল্লাহর নিকট প্রত্যাবর্তন করে তওবা কর, তবে (উত্তম, কেননা) তোমাদের অন্তর আকৃষ্ট হচ্ছে, আর যদি তোমরা উভয়ে রাসূলের বিরুদ্ধে প্রচেষ্টা করতে থাক, তবে জেনে রেখ! আল্লাহ ও জিবরাঈল এবং নেক মুসলমানগণ রাসূলের সহায় আছেন, আর এতদ্ভিন্ন ফেরেশতাগণ (তার) সাহায্যকারী রয়েছেন।	اِنْ تَتُوْبَاۤ اِلَی اللّٰهِ فَقَدْ صَغَتْ قُلُوْبُكُمَا ۚ وَاِنْ تَظٰهَرَا عَلَیْهِ فَاِنَّ اللّٰهَ هُوَ مَوْلٰىهُ وَجِبْرِیْلُ وَصَالِحُ الْمُؤْمِنِیْنَ ۚ وَالْمَلٰٓئِكَةُ بَعْدَ ذٰلِكَ ظَهِیْرٌ ﴿۴﴾
৫. যদি তিনি তোমাদেরকে তালাক দিয়ে দেন, তবে অচিরেই তাঁর প্রতিপালক তাকে তোমাদের পরিবর্তে তোমাদের চেয়ে অতি উত্তমা পত্নীসমূহ প্রদান করবেন, যারা মুসলিমা, মু'মিনা, অনুগতা, তওবাকারিণী, ইবাদতকারিণী, রোজা পালনকারিণী, কতক বিধবা ও কতক কুমারী হবে।	عَسٰی رَبُّهٗۤ اِنْ طَلَّقَكُنَّ اَنْ یُّبْدِلَهٗۤ اَزْوَاجًا خَیْرًا مِّنْكُنَّ مُسْلِمٰتٍ مُّؤْمِنٰتٍ قٰنِتٰتٍ تٰٓئِبٰتٍ عٰبِدٰتٍ سٰٓئِحٰتٍ ثَیِّبٰتٍ وَّاَبْكَارًا ﴿۵﴾
৬. হে মুমিনগণ! তোমরা নিজেদেরকে ও তোমাদের পরিজনদেরকে সে অগ্নি হতে রক্ষা কর যার ইন্ধন মানুষ ও প্রস্তরসমূহ হবে, যাতে কঠোর স্বভাব, শক্তিশালী ফেরেশতাগণ (নিয়োজিত) রয়েছেন।	یٰۤاَیُّهَا الَّذِیْنَ اٰمَنُوْا قُوْۤا اَنْفُسَكُمْ وَاَهْلِیْكُمْ نَارًا وَّقُوْدُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ عَلَیْهَا مَلٰٓئِكَةٌ غِلَاظٌ شِدَادٌ

শাব্দিক অনুবাদ :

** فَلَمَّا نَبَّاَهَا بِهٖ অতঃপর যখন তিনি ঐ স্ত্রীকে তা জানালেন قَالَتْ তখন সে বলল। مَنْ اَنْۢبَاَكَ هٰذَا কে আপনাকে এটা জানিয়ে দিল قَالَ তিনি বললেন نَبَّاَنِیَ الْعَلِیْمُ الْخَبِیْرُ যিনি সর্বজ্ঞ, সর্ব বিষয়ে ওয়াকিফহাল তিনিই আমাকে জানিয়ে দিয়েছেন।

৪. اِنْ تَتُوْبَاۤ اِلَی اللّٰهِ হে [নবীর] স্ত্রীদ্বয় যদি তোমরা আল্লাহর নিকট প্রত্যাবর্তন করে তওবা কর فَقَدْ صَغَتْ قُلُوْبُكُمَا তবে (উত্তম, কেননা) তোমাদের অন্তর আকৃষ্ট হচ্ছে وَاِنْ تَظٰهَرَا عَلَیْهِ আর যদি তোমরা উভয়ে রাসূলের বিরুদ্ধে প্রচেষ্টা করতে থাক فَاِنَّ اللّٰهَ هُوَ مَوْلٰىهُ তবে জেনে রেখ আল্লাহ রাসূলের সহায় আছেন وَجِبْرِیْلُ وَصَالِحُ الْمُؤْمِنِیْنَ ও জিবরাঈল এবং নেক মুসলমানগণ وَالْمَلٰٓئِكَةُ بَعْدَ ذٰلِكَ ظَهِیْرٌ, আর এতদ্ভিন্ন ফেরেশতাগণ (তার) সাহায্যকারী রয়েছেন।

৫. عَسٰی رَبُّهٗ তবে অচিরেই তাঁর প্রতিপালক اِنْ طَلَّقَكُنَّ যদি তিনি তোমাদেরকে তালাক দিয়ে দেন اَنْ یُّبْدِلَهٗ তাঁকে তোমাদের পরিবর্তে প্রদান করবেন اَزْوَاجًا خَیْرًا مِّنْكُنَّ তোমাদের চেয়ে অতি উত্তমা পত্নীসমূহ مُسْلِمٰتٍ যারা মুসলিমা مُّؤْمِنٰتٍ মু'মিনা قٰنِتٰتٍ অনুগতা تٰٓئِبٰتٍ তওবাকারিণী عٰبِدٰتٍ ইবাদত কারিণী سٰٓئِحٰتٍ রোজা পালনকারিণী ثَیِّبٰتٍ কতক বিধবা وَّاَبْكَارًا ও কতক কুমারী হবে।

৬. یٰۤاَیُّهَا الَّذِیْنَ اٰمَنُوْا হে মুমিনগণ। قُوْۤا তোমরা রক্ষা কর اَنْفُسَكُمْ নিজেদেরকে وَاَهْلِیْكُمْ ও তোমাদের পরিজনদিগকে نَارًا সেই অগ্নি হতে وَّقُوْدُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ, যার ইন্ধন হবে মানুষ ও প্রস্তরসমূহ عَلَیْهَا مَلٰٓئِكَةٌ غِلَاظٌ شِدَادٌ যাতে কঠোর স্বভাব, শক্তিশালী ফেরেশতাগণ (নিয়োজিত) রয়েছেন।

https://e-ilm.weebly.com/

لَا يَعْصُوْنَ اللّٰهَ مَآ اَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُوْنَ مَا يُؤْمَرُوْنَ ﴿٦﴾

** তারা কোনো বিষয়ে আল্লাহর অবাধ্যতা করে না যা তাদেরকে আদেশ করেন, আর যা তাদেরকে আদেশ করা হয় তারা (তৎক্ষণাৎ) তা পালন করে।

يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ كَفَرُوْا لَا تَعْتَذِرُوا الْيَوْمَ ؕ اِنَّمَا تُجْزَوْنَ مَا كُنْتُمْ تَعْمَلُوْنَ ﴿٧﴾

৭. হে কাফেররা! আজ তোমরা কোনো ওজর [আপত্তি] পেশ করো না তোমরা তো কেবল তারই সাজা ভোগ করছ, যা তোমরা [পৃথিবীতে] করতে।

يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا تُوْبُوْٓا اِلَى اللّٰهِ تَوْبَةً نَّصُوْحًا ؕ عَسٰى رَبُّكُمْ اَنْ يُّكَفِّرَ عَنْكُمْ سَيِّاٰتِكُمْ وَيُدْخِلَكُمْ جَنّٰتٍ تَجْرِيْ مِنْ تَحْتِهَا الْاَنْهٰرُ ۙ يَوْمَ لَا يُخْزِى اللّٰهُ النَّبِيَّ وَالَّذِيْنَ اٰمَنُوْا مَعَهٗ ۚ نُوْرُهُمْ يَسْعٰى بَيْنَ اَيْدِيْهِمْ وَبِاَيْمَانِهِمْ يَقُوْلُوْنَ رَبَّنَآ اَتْمِمْ لَنَا نُوْرَنَا وَاغْفِرْ لَنَا ۚ اِنَّكَ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ ﴿٨﴾

৮. হে মুমিনগণ! তোমরা আল্লাহ তা'আলার সমীপে খাঁটি তওবা কর; আশা রয়েছে যে, তোমাদের প্রভু (তওবার ফলে) তোমাদের গুনাহসমূহ মাফ করে দিবেন, আর তোমাদেরকে (জান্নাতের) এমন উদ্যানসমূহে দাখিল করবেন, যার নিম্নদেশ দিয়ে নহরসমূহ বইতে থাকবে, (এটা সেই দিন হবে) যে দিন আল্লাহ নবীকে এবং ঐ সমস্ত মুসলমানকে যারা তাঁর সাথে রয়েছে– অপমানিত করবেন না, তাদের নূর তাদের ডান দিকে এবং তাদের সম্মুখ দিকে দৌড়াতে থাকবে, (আর) এরূপ দোয়া করতে থাকবে যে, হে আমাদের প্রভু! আমাদের জন্য এ নূরকে শেষ পর্যন্ত স্থায়ী রাখুন, আর আমাদেরকে ক্ষমা করে দিন, নিঃসন্দেহে আপনি প্রত্যেক বিষয়ের উপর ক্ষমতাবান।

শাব্দিক অনুবাদ :

** لَا يَعْصُوْنَ اللّٰهَ مَآ اَمَرَهُمْ তারা কোনো বিষয়ে আল্লাহর নাফরমানি করে না যা তাদেরকে আদেশ করেন وَيَفْعَلُوْنَ مَا يُؤْمَرُوْنَ আর যা তাদেরকে আদেশ করা হয় তারা (তৎক্ষণাৎ) তা পালন করে।

৭. يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ كَفَرُوْا হে কাফেররা لَا تَعْتَذِرُوا الْيَوْمَ আজ তোমরা কোনো ওজর পেশ [আপত্তি] করো না اِنَّمَا تُجْزَوْنَ তোমরা তো কেবল তারই সাজা ভোগ করছ مَا كُنْتُمْ تَعْمَلُوْنَ যা তোমরা (পৃথিবীতে) করতে।

৮. يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا হে মুমিনগণ تُوْبُوْٓا তোমরা তওবা কর اِلَى اللّٰهِ আল্লাহর সমীপে تَوْبَةً نَّصُوْحًا খাঁটি তওবা عَسٰى رَبُّكُمْ আশা রয়েছে যে, তোমাদের প্রভু اَنْ يُّكَفِّرَ عَنْكُمْ سَيِّاٰتِكُمْ তোমাদের গুনাহসমূহ মাফ করে দিবেন وَيُدْخِلَكُمْ جَنّٰتٍ আর তোমাদেরকে এমন উদ্যানে দাখিল করবেন تَجْرِيْ مِنْ تَحْتِهَا الْاَنْهٰرُ যার নিম্ন-দেশ দিয়ে নহরসমূহ বইতে থাকবে يَوْمَ যে দিন لَا يُخْزِى اللّٰهُ আল্লাহ অপমানিত করবেন না النَّبِيَّ নবীকে وَالَّذِيْنَ اٰمَنُوْا مَعَهٗ এবং ঐ সমস্ত মুসলমানকে যারা তাঁর সাথে রয়েছে نُوْرُهُمْ তাদের নূর يَسْعٰى দৌড়াতে থাকবে بَيْنَ اَيْدِيْهِمْ তাদের ডান দিকে وَبِاَيْمَانِهِمْ এবং তাদের সম্মুখ দিয়ে يَقُوْلُوْنَ (আর) এরূপ দোয়া করতে থাকবে যে رَبَّنَآ হে আমাদের প্রভু اَتْمِمْ لَنَا نُوْرَنَا আমাদের জন্য এ নূরকে শেষ পর্যন্ত স্থায়ী রাখুন وَاغْفِرْ لَنَا, আর আমাদেরকে ক্ষমা করে দিন اِنَّكَ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ নিঃসন্দেহে আপনি প্রত্যেক বিষয়ের উপর ক্ষমতাবান।

https://e-ilm.weebly.com/

يَٰٓأَيُّهَا ٱلنَّبِيُّ جَٰهِدِ ٱلْكُفَّارَ وَٱلْمُنَٰفِقِينَ وَٱغْلُظْ عَلَيْهِمْ ۚ وَمَأْوَىٰهُمْ جَهَنَّمُ ۖ وَبِئْسَ ٱلْمَصِيرُ ﴿٩﴾

৯. হে নবী! কাফেরদের সাথে এবং মুনাফেকদের সাথে জিহাদ করুন, আর তাদের সাথে কঠোরতা অবলম্বন করুন; আর তাদের বাসস্থান দোজখ হবে; বস্তুতঃ তা নিকৃষ্ট নিবাস।

ضَرَبَ ٱللَّهُ مَثَلًا لِّلَّذِينَ كَفَرُوا۟ ٱمْرَأَتَ نُوحٍ وَٱمْرَأَتَ لُوطٍ ۖ كَانَتَا تَحْتَ عَبْدَيْنِ مِنْ عِبَادِنَا صَٰلِحَيْنِ فَخَانَتَاهُمَا فَلَمْ يُغْنِيَا عَنْهُمَا مِنَ ٱللَّهِ شَيْـًٔا وَقِيلَ ٱدْخُلَا ٱلنَّارَ مَعَ ٱلدَّٰخِلِينَ ﴿١٠﴾

১০. আল্লাহ কাফেরদের (উপদেশের) জন্য নূহের পত্নী ও লূতের পত্নীর অবস্থা বর্ণনা করছেন; তারা উভয়ে আমার বিশিষ্ট বান্দাগণের অন্তর্গত দু জন বান্দার বিবাহবন্ধনে ছিল, কিন্তু তারা উভয়েই সে বান্দাদ্বয়ের হক নষ্ট করেছে, সুতরাং সে দু জন নেককার বান্দা আল্লাহর মোকাবিলায় তাদের কিছুমাত্র কাজে আসতে পারেনি এবং উভয়কে নির্দেশ প্রদান করা হলো, অন্যান্য প্রবেশকারীদের সাথে তোমরাও দোজখে প্রবেশ কর।

وَضَرَبَ ٱللَّهُ مَثَلًا لِّلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ ٱمْرَأَتَ فِرْعَوْنَ إِذْ قَالَتْ رَبِّ ٱبْنِ لِى عِندَكَ بَيْتًا فِى ٱلْجَنَّةِ وَنَجِّنِى مِن فِرْعَوْنَ وَعَمَلِهِۦ وَنَجِّنِى مِنَ ٱلْقَوْمِ ٱلظَّٰلِمِينَ ﴿١١﴾

১১. আর আল্লাহ তা'আলা মুসলমানদের (সান্ত্বনার) জন্য ফেরাউনের স্ত্রী (আছিয়া)-র অবস্থা বর্ণনা করছেন। যখন সে দোয়া করল, হে আমার প্রতিপালক! আমার জন্য জান্নাতের মধ্যে আপনার সন্নিধানে গৃহ বানিয়ে দিন, আর আমাকে ফেরাউন হতে এবং তার (কুফরি) আচরণ হতে রক্ষা করুন, আর আমাকে সমস্ত অত্যাচারী লোকগণ হতে উদ্ধার করুন।

শাব্দিক অনুবাদ :

৯. يَٰٓأَيُّهَا ٱلنَّبِيُّ হে নবী! جَٰهِدِ ٱلْكُفَّارَ وَٱلْمُنَٰفِقِينَ কাফেরদের সাথে এবং মুনাফেকদের সাথে জিহাদ করুন وَٱغْلُظْ عَلَيْهِمْ আর তাদের সাথে কঠোরতা অবলম্বন করুন وَمَأْوَىٰهُمْ جَهَنَّمُ আর তাদের বাসস্থান দোজখ হবে وَبِئْسَ ٱلْمَصِيرُ বস্তুত : তা নিকৃষ্ট নিবাস।

১০. ضَرَبَ ٱللَّهُ আল্লাহ বর্ণনা করছেন مَثَلًا অবস্থা لِّلَّذِينَ كَفَرُوا۟ কাফেরদের জন্য ٱمْرَأَتَ نُوحٍ নূহের পত্নী ও وَٱمْرَأَتَ لُوطٍ লূতের পত্নীর كَانَتَا তারা উভয়ে ছিল تَحْتَ عَبْدَيْنِ مِنْ عِبَادِنَا صَٰلِحَيْنِ আমার বিশিষ্ট বান্দাগণের অন্তর্গত দু'জন বান্দার বিবাহ বন্ধনে فَخَانَتَاهُمَا কিন্তু তারা উভয়েই সেই বান্দাদ্বয়ের হক নষ্ট করেছে فَلَمْ يُغْنِيَا عَنْهُمَا সুতরাং সেই দুই জন নেককার বান্দা তাদের কাজে আসতে পারে নি مِنَ ٱللَّهِ আল্লাহর মোকাবেলায় شَيْـًٔا কিছু মাত্র وَقِيلَ এবং উভয়কে নির্দেশ প্রদান করা হলো ٱدْخُلَا ٱلنَّارَ তোমরাও দোজখে প্রবেশ কর مَعَ ٱلدَّٰخِلِينَ অন্যান্য প্রবেশকারীদের সাথে।

১১. وَضَرَبَ ٱللَّهُ مَثَلًا আর আল্লাহ তা'আলা অবস্থা বর্ণনা করছেন لِّلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ মুসলমানদের (সান্ত্বনার) জন্য ٱمْرَأَتَ فِرْعَوْنَ ফেরাউনের স্ত্রীর অবস্থা إِذْ قَالَتْ যখন সে দোয়া করল رَبِّ হে আমার প্রতিপালক ٱبْنِ لِى আমার জন্য বানিয়ে দেন عِندَكَ بَيْتًا আপনার সন্নিধানে গৃহ فِى ٱلْجَنَّةِ জান্নাতের মধ্যে وَنَجِّنِى আর আমাকে রক্ষা করুন مِن فِرْعَوْنَ ফেরাউন হতে وَعَمَلِهِۦ এবং তার (কুফরি) আচরণ হতে وَنَجِّنِى مِنَ ٱلْقَوْمِ ٱلظَّٰلِمِينَ আর আমাকে সমস্ত অত্যাচারী লোকগণ হতে উদ্ধার করুন।

https://e-ilm.weebly.com/

وَمَرْيَمَ ابْنَتَ عِمْرَانَ الَّتِيْٓ اَحْصَنَتْ فَرْجَهَا فَنَفَخْنَا فِيْهِ مِنْ رُّوْحِنَا وَصَدَّقَتْ بِكَلِمٰتِ رَبِّهَا وَكُتُبِهٖ وَكَانَتْ مِنَ الْقٰنِتِيْنَ ﴿۱۲﴾

১২. আরো দৃষ্টান্ত দিচ্ছেন ইমরান তনয়া মারইয়ামের, যিনি নিজ সতীত্ব রক্ষা করেছিলেন, অনন্তর আমি তার জামার ফাঁক অংশের মধ্যে আমার (সন্নিধান হতে) আত্মা-ফুৎকার করে দিলাম, আর তিনি নিজ প্রতিপালকের বাণীসমূহ ও তার কিতাবসমূহের সত্যতা সমর্থন করেছেন, আর তিনি অনুগতদের অন্তর্ভুক্ত ছিলেন।

শাব্দিক অনুবাদ :

১২. وَمَرْيَمَ ابْنَتَ عِمْرَانَ আরো দৃষ্টান্ত দিচ্ছেন ইমরান তনয়া মারইয়ামের الَّتِيْٓ اَحْصَنَتْ فَرْجَهَا যিনি তাঁর সতীত্ব রক্ষা করেছিলেন فَنَفَخْنَا فِيْهِ مِنْ رُّوْحِنَا অনন্তর আমি তাঁর জামার ফাঁক অংশের মধ্যে আমার (সন্নিধান হতে) আত্মা-ফুৎকার করে দিলাম وَصَدَّقَتْ, আর তিনি সমর্থন করেছেন بِكَلِمٰتِ رَبِّهَا নিজ প্রতিপালকের বাণীসমূহ وَكُتُبِهٖ, ও তাঁর কিতাব সমূহের وَكَانَتْ مِنَ الْقٰنِتِيْنَ, আর তিনি ইবাদতকারীদের অন্তর্ভুক্ত ছিলেন।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

সূরাটির নামকরণের কারণ : এ সূরার নাম সূরার প্রথম শব্দ لِمَ تُحَرِّمُ হতে গৃহীত। এটি এ সূরায় আলোচিত বিষয়াদির শিরোনাম নয়। এরূপ নামকরণের অর্থ হলো, এটা সেই সূরা যাতে 'তাহরীম' (হারামকরণ) সংক্রান্ত একটা ঘটনার উল্লেখ হয়েছে। এতে ২টি রুকূ', ১২টি আয়াত, ৩৪৯টি বাক্য ও ১০৬০টি অক্ষর রয়েছে।

সূরাটি নাজিল হওয়ার সময়কাল : এ সূরায় তাহরীম তথা কোনো কিছু হারাম করে নেওয়া সংক্রান্ত ঘটনার উল্লেখ করা হয়েছে। এ বিষয়ে দু'জন মহিলার নাম বিশেষভাবে উল্লেখ করা হয়েছে। এ দু'জন মহিলা তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর হেরেমভুক্ত ছিলেন। তাঁদের একজন হলেন হযরত সফিয়া (রা.), আরেকজন হলেন হযরত মারিয়ায়ে কিবতীয়া (রা.)। খায়বর বিজয়ের পর রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর সাথে হযরত সফিয়ার বিবাহ হয়। এ খায়বার বিজয় সর্বসম্মতভাবে ৭ম হিজরিতে হয়েছিল। দ্বিতীয় মহিলা হযরত মারিয়াকে ৭ম হিজরিতে মিসর অধিপতি মুকাউকাস নবী করীম ﷺ -এর খেদমতে উপঢৌকন হিসেবে পাঠিয়েছিলেন। এসব ঐতিহাসিক ঘটনা হতে প্রায় নিশ্চিত হয়ে যায় যে, সূরাটি ৭ম বা ৮ম হিজরির কোনো এক সময় নাজিল হয়েছিল।

সূরাটির শানে নুযূল : অত্র সূরা নাজিলের কয়েকটি শানে নুযূল রয়েছে। যথা–

১. বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ নিজের স্ত্রীদের সাথে থাকার পালা নির্ধারণ করে দিয়েছেন। যখন হযরত হাফসার দিন আসল, তিনি তাঁর মাতাপিতাকে দেখতে যাওয়ার জন্য রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর কাছে অনুমতি চাইলেন। রাসূল তাঁকে অনুমতি দিলেন। হযরত হাফসা (রা.) চলে যাওয়ার পর রাসূলুল্লাহ ﷺ হযরত হাফসার ঘরে হযরত মারিয়াকে ডেকে পাঠালেন। অতঃপর সেখানে একাকিত্বে অবস্থান করলেন। ইতোমধ্যেই হযরত হাফসা চলে আসলে তাঁর ঘরে হযরত মারিয়াসহ রাসূল ﷺ -কে দেখতে পেলেন। এটা দেখে হযরত হাফসা (রা.) অত্যন্ত রেগে গেলেন এবং বললেন, আপনি আমার ঘরে আমার অনুপস্থিতিতে একে নিয়ে আসলেন এবং একাকিত্বে কাটালেন, এটা আমাকে অপমানিত করার উদ্দেশ্য ছাড়া অন্য কোনো কারণে নয়। তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ তাঁকে খুশি করার উদ্দেশ্যে বললেন, ঠিক আছে আমি আজ হতে তাকে নিজের জন্য হারাম করে নিলাম। এ সংবাদ তুমি অন্য কাউকেও দিও না। রাসূলুল্লাহ ﷺ ঘর হতে বের হয়ে গেলে হযরত হাফসা এ সংবাদ হযরত আয়েশা (রা.)-কে জানিয়ে দেন এবং গোপন কথাও ফাঁস করে দেন। এটা শুনতে পেয়ে রাসূলুল্লাহ ﷺ অত্যন্ত রাগান্বিত হয়ে শপথ করলেন যে, আগামী এক মাস তিনি তাঁর স্ত্রীগণের ঘরে প্রবেশ করবেন না। এরপর রাসূলুল্লাহ ﷺ তাঁদের হতে আলাদা থাকলেন। তখন আল্লাহ তা'আলা يٰٓاَيُّهَا النَّبِيُّ لِمَ تُحَرِّمُ مَآ اَحَلَّ اللّٰهُ لَكَ আয়াতটি নাজিল করলেন। -[সাফওয়া, আসবাব, কুরতুবী, তাবারী, সাবী]

https://e-ilm.weebly.com/

২. সহীহ বুখারী শরীফে হযরত আয়েশা (রা.) প্রমুখ হতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ প্রত্যহ নিয়মিতভাবে আসরের পর আসতেন এবং দাঁড়ানো অবস্থায়ই স্ত্রীগণের কাছে কুশল জিজ্ঞাসার জন্য গমন করতেন। একদিন হযরত যয়নবের কাছে একটু বেশি সময় অতিবাহিত করলেন এবং মধু পান করলেন। এতে আমার মনে ঈর্ষা মাথাচাড়া দিয়ে উঠল এবং আমি হযরত হাফসার সাথে পরামর্শ করে স্থির করলাম যে, তিনি আমাদের মধ্যে যার কাছেই আসবেন সেই বলবে, আপনি 'মাগাফীর' পান করেছেন। [মাগাফীর হলো এক প্রকার বিশেষ দুর্গন্ধযুক্ত আঠা] সে মতে পরিকল্পনানুযায়ী কাজ হলো। রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন, না আমিতো মধু পান করেছি। সে স্ত্রী বললেন, সম্ভবত কোনো মৌমাছি মাগাফীর বৃক্ষে বসে তার রস চুষেছিল এ কারণেই মধু দুর্গন্ধ হয়ে গেছে। রাসূলুল্লাহ ﷺ দুর্গন্ধযুক্ত বস্তু হতে সযত্নে বেঁচে থাকতেন, তাই তিনি অতঃপর মধু খাবেন না বলে কসম খেলেন। হযরত যয়নব মনঃক্ষুণ্ন হবে চিন্তা করে তিনি বিষয়টি প্রকাশ না করবার জন্যও বলেছিলেন, কিন্তু সে স্ত্রী বিষয়টি অন্য স্ত্রীর কাছে বলে দিল। এ ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে আলোচ্য আয়াতগুলো অবতীর্ণ হয়। -[মা'আরিফ, আসবাব]

কোনো কোনো বর্ণনায় হযরত সাওদার কাছে, আর কোনো কোনো রেওয়ায়াতে হযরত হাফসার কাছে মধু পান করেছিলেন বলে উল্লেখ আছে।

আল্লামা ইবনে হাজার (র.) বলেছেন, আলোচ্য আয়াতগুলো নাজিল হওয়ার কারণ উভয় ঘটনা হতে পারে। (আসবাব, সুয়ূতী) দ্বিতীয় কারণটি প্রথম কারণ হতে সনদের দিক দিয়ে অধিক সহীহ ও নির্ভরযোগ্য হলেও মুফাসসিরগণের কাছে প্রথম কারণটিই অধিক প্রসিদ্ধ। দ্বিতীয় কারণটিকে অনেকেই এ সূরা নাজিল হওয়ার কারণ হিসেবে অস্বীকার করেছেন এবং তাঁরা নিম্নবর্ণিত বিষয়াবলির প্রতি লক্ষ্য করে প্রথম কারণকেই এ সূরা নাজিল হওয়ার কারণ বলে মত পোষণ করেছেন।

১. মধু পান হারামকরণের মাধ্যমে নবীজী ﷺ কোনো স্ত্রীকে খুশি করতে চেয়েছিলেন এটা অবান্তর। মধু পান হারাম করেছিলেন মূলত দুর্গন্ধের কথা শুনে-স্ত্রীকে সন্তুষ্ট করার জন্য নয়। সুতরাং স্ত্রীকে খুশি করানোর জন্য মারিয়াকে হারাম করাই যুক্তিসঙ্গত।

২. আলোচ্য সূরায় রাসূল ﷺ-এর স্ত্রীদের প্রতি যে কঠোর হুঁশিয়ারি দেওয়া হয়েছে এবং তাঁদেরকে যে ভয় প্রদর্শন করা হয়েছে তা হতে বুঝা যায় যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর স্ত্রীগণের মধ্যে ঈর্ষা ছড়িয়ে পড়েছিল, যার ফলে রাসূলুল্লাহ ﷺ কষ্ট পেয়েছিলেন এবং তাঁর কোনো দাসীকে নিজের জন্য হারাম করে নিয়েছিলেন স্ত্রীদেরকে সন্তুষ্ট করার উদ্দেশ্যে। মধু পান হারাম করার কারণে স্ত্রীদেরকে এ রকম কঠোর হুশিয়ারি দান অসম্ভব মনে হয়। এ সব কারণেই আল্লামা ইবনে কাছীর (র.) বলেছেন, كَوْنَ قَضِيَّةِ شُرْبِ الْعَسَلِ سَبَبًا لِلنُّزُوْلِ فِيْهِ نَظَرٌ.

অর্থাৎ মধুপানের ব্যাপারটিকে সূরাটি নাজিল হওয়ার কারণ হিসেবে গ্রহণ করা কঠিন।

সূরাটির বিষয়বস্তু ও মূলবক্তব্য : পবিত্র কুরআনের সূরাগুলোর মাঝে এটাও একটি গুরুত্বপূর্ণ সূরা। এতে আল্লাহ তা'আলা রাসূলে কারীম ﷺ -এর পবিত্রা স্ত্রীদের কতিপয় ঘটনা উল্লেখ করেছেন।

প্রথমে বলা হয়েছে– হারাম-হালাল বা জায়েজ ও নাজায়েজ সম্পর্কে সীমা নির্ধারণ করার বিশেষ ক্ষমতা একমাত্র মহান আল্লাহর হস্তে সুনিশ্চিতরূপে নিবদ্ধ রয়েছে, এ বিষয়ে সাধারণ মানুষতো দূরের কথা, নবীর হাতেও এটার ইখতিয়ার সম্পূর্ণরূপে ছেড়ে দেওয়া হয়নি।

আল্লাহর ইঙ্গিত ব্যতীত নবীও নিজ ক্ষমতা বলে কোনো হালালকে হারাম করার ক্ষমতা পাননি। আল্লাহর সাথে যোগাযোগ ব্যতীত কোনো কাজ করার ক্ষমতা নবীকে দেওয়া হয়নি।

দ্বিতীয়ত বলা হয়েছে, মানবসমাজে একজন নবীর মর্যাদা অতি উচ্চে। সাধারণ মানুষের পক্ষে কোনো জঘন্য ঘটনা ঘটানো তেমন মারাত্মক ব্যাপার নয়। তবে নবীগণের সামান্যতম অপরাধও জঘন্য অপরাধের কারণ। যেহেতু তাদের কার্যাবলি জগতের জন্য নিখুঁত দলিল-প্রমাণ রূপে গ্রহণযোগ্য। তাই নবীগণের প্রতি রাব্বুল আলামীনের তীব্র দৃষ্টি রক্ষিত হয়, তাই আল্লাহর ইচ্ছার বিরুদ্ধে তাদের জীবনে কোনো কলঙ্ক আসতে দেওয়া হয়নি। যদিও কোথাও পদস্খলন ঘটতে চায় তাও তৎক্ষণাৎ শোধরিয়ে দেওয়া হয়েছে, কারণ ইসলামের আইন কেবল কুরআনের নির্দেশই নয়; বরং নবীর পালনীয় আদর্শও ইসলামের আইন। সুতরাং তা সঠিকরূপে বান্দাদের নিকট যেন পৌঁছতে পারে সে ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে।

https://e-ilm.weebly.com/

তৃতীয়ত বলা হয়েছে, স্বামী-স্ত্রীর গোপনীয়তা প্রকাশ করে দেওয়ার ফলে রাসূলুল্লাহ ﷺ ও তাঁর স্ত্রীদের মধ্যে যে পরস্পর দ্বন্দ্ব দেখা দিয়েছে তা কেবল তাদের মধ্যেই সীমিত থাকলে মূলত তা আল্লাহ ও সকল ফেরেশতাগণ পর্যন্ত অবগত হয়ে গেছেন। চতুর্থত বলা হয়েছে– নবী করীম ﷺ -এর স্ত্রীগণ যেন পরস্পর হিংসা ও দ্বন্দ্ব সৃষ্টি না করে। নবীর কোনো আচরণ তাদের নিকট অপছন্দনীয় হলে সেজন্য নবীর পক্ষে স্ত্রীগণের তোয়াক্কা করতে হবে না।

ইচ্ছা করলে আল্লাহ তা'আলা বর্তমান স্ত্রীদের অপেক্ষা আরো অধিক উত্তম স্ত্রী ব্যবস্থা করে দিতে পারেন। নবীর স্ত্রীগণকে এতে সাবধান করে দেওয়া হয়েছে।

এরপর ঈমানদারগণের প্রতি সতর্কবাণী পেশ করা হয়েছে এবং ঈমানদারগণের সন্তানসন্তানাদি সহ যেন তারা আল্লাহকে ভয় করে এবং পরকালীন দোজখের শাস্তি হতে নাজাত পাওয়ার ব্যবস্থা করে আল্লাহর নির্দেশ সকলের জন্যই সমানভাবে কার্যকরি করে। পরবর্তী আয়াতে কাফেরগণকে সতর্ক করা হয়েছে। কাফেররা যতই পরকালকে অস্বীকার করুক না কেন একদিন তা সত্য প্রমাণিত হবে। প্রত্যেককেই নিজ নিজ কৃতকর্মের প্রতিফল ভোগ করা আবশ্যক। ভালো কাজের প্রতিদান ভালো এবং মন্দ কাজের প্রতিফল নিতান্ত মন্দ হবে।

তৎপরবর্তী আয়াতে সকল ঈমানদারকে আল্লাহর পথে ফিরে আসার জন্য উৎসাহিত করা হয়েছে, আর আল্লাহ তা'আলার দরবারে তওবা করলে খাঁটি মনেই প্রতিজ্ঞার সাথে তওবা করতে পরামর্শ দেওয়া হয়েছে। বলা হয়েছে নবীর সংশ্রবে থাকলে পরকালে জান্নাত পাওয়া যাবে।

এরপর কাফেরদের সাথে জিহাদ করার জন্য হযরত মুহাম্মদ ﷺ ও তাঁর উম্মতগণকে উৎসাহিত করা হয়েছে।

পরিশেষে হযরত নূহ (আ.) ও হযরত লূত (আ.) -এর স্ত্রী এবং ফেরাউনের স্ত্রীর করুণ ঘটনা বলে সূরা তাহরীম শেষ করা হয়েছে।

পূর্ববর্তী সূরার সাথে সম্পর্ক : পূর্ববর্তী সূরা তালাক ও ইদ্দত সম্পর্কে বিধি-নিষেধ বর্ণনা করা হয়েছে। আর এ সূরায়ও বিশেষত নারী জাতি সম্পর্কেই আলোচনা করা হয়েছে। দাম্পত্য জীবনের সুখ-শান্তি কিভাবে অর্জিত হয় তার পথ-নির্দেশ রয়েছে এ সূরায়। এ পর্যায়ে ধৈর্য ও সহনশীলতা, ন্যায়বিচার, পরস্পরের হক আদায়ের প্রেরণা একান্ত অনুসরণীয় মূলনীতি। –[নূরুল কুরআন]

يَاۤ اَيُّهَا النَّبِيُّ لِمَ تُحَرِّمُ مَاۤ اَحَلَّ .... الاية (١)

শানে নুযূল : সহীহ বোখারী ইত্যাদি কিতাবে হযরত আয়েশা (রা.) প্রমুখ থেকে বর্ণিত আছে, রাসূলুল্লাহ ﷺ নিয়মিত আসরের পর দাঁড়ানো অবস্থায়ই সকল বিবির কাছে কুশল জিজ্ঞাসার জন্যে গমন করতেন। একদিন হযরত যয়নব (রা.) -এর কাছে একটু বেশি সময় অতিবাহিত করলেন এবং মধু পান করলেন। এতে আমার মনে ঈর্ষা মাথাচাড়া দিয়ে উঠল এবং হযরত হাফসা (রা.) এর সাথে পরামর্শ করে স্থির করলাম যে, তিনি আমাদের মধ্যে যার কাছে আসবেন, সেই বলবে আপনি মাগাফির পান করছেন। (মাগাফির এক প্রকার বিশেষ দুর্গন্ধযুক্ত আঠাকে বলা হয়) সেমতে পরিকল্পনা অনুযায়ী কাজ হলো। রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন না, আমি তো মধু পান করেছি। সেই বিবি বললেন, সম্ভবত কোনো মৌমাছি মাগাফির বৃক্ষে বসে তার রস চুষে ছিল। এ কারণেই মধু দুর্গন্ধযুক্ত হয়ে গেছে। রাসূলুল্লাহ ﷺ দুর্গন্ধযুক্ত বস্তু থেকে সযত্নে বেচে থাকতেন। তাই আর কখনো মধু খাবেন না বলে কসম খেলেন। হযরত যয়নব (রা.) মনঃক্ষুন্ন হবেন চিন্তা করে তিনি বিষয়টি প্রকাশ না করার জন্যেও বলে দিলেন। কিন্তু সেই বিবি বিষয়টি অন্য বিবির গোচরীভূত করে দিল। কোনো কোনো রেওয়ায়েতে আছে, হযরত হাফসা (রা.) মধু পান করিয়ে ছিলেন। কতক রেওয়ায়েতে ঘটনাটি অন্যভাবেও বর্ণিত হয়েছে। অতএব এটা অমূলক নয় যে, একাধিক ঘটনার পর আলোচ্য আয়াত অবতীর্ণ হয়েছে। –(বয়ানুল কুরআন)

عَسٰى رَبُّهٗ اِنْ طَلَّقَكُنَّ .... الاية (٥)

قَدْ فَرَضَ اللّٰهُ لَكُمْ تَحِلَّةَ اَيْمَانِكُمْ وَاللّٰهُ مَوْلَاكُمْ وَهُوَ الْعَلِيْمُ الْحَكِيْمُ عـــ ٢

শানে নুযূল-১ : হাইছাম বিন কালীব হযরত ওমর (রা.)-এর উদ্ধৃতি দিয়ে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেন, হযরত নবী করীম ﷺ হযরত হাফসা (রা.)-কে বলেছিলেন যে, ইবরাহীমের মাতা মারিয়া আমার জন্যে হারাম, এ সংবাদটি তুমি কাউকে জানাবে না। হযরত হাফসা (রা.) বললেন যে, আল্লাহ আপনার জন্যে যা হালাল করে দিয়েছেন, আপনি কী তা আপনার জন্যে হারাম করে দিবেন? রাসূল ﷺ আল্লাহর শপথ করে বললেন, আমি তার নিকটেও যাব না। রাসূল ﷺ মারিয়া (রা.)-এর নিকট যাননি। এর মধ্যে হাফসা (রা.) আয়েশা (রা.) -এর নিকট সে সংবাদটি জানিয়ে দিলেন রাসূল ﷺ শপথ গ্রহণ করার পরিপ্রেক্ষিতে আল্লাহ তা'আলা আলোচ্য আয়াত নাজিল করেন। –(ইবনে কাছীর ৩৮৬, ফতহুল কাদীর ২৫২/৫)

https://e-ilm.weebly.com/

শানে নুযূল-২ : হারেছ বিন আবী উসামা হযরত আয়েশা সিদ্দীকা (রা.)-এর উদ্ধৃতি দিয়ে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেন, হযরত আবূ বকর সিদ্দীক (রা.) হযরত মিসতাহকে কোনো প্রকারের দান-দাক্ষিণ্য না করার প্রতিশ্রুতি যখন করেন, তখন সে পরিপ্রেক্ষিতে আল্লাহ তা'আলা আলোচ্য আয়াত নাজিল করেন। –(ফতহুল কাদীর : ২৫২/৫)

শানে নুযূল ঃ হযরত ওমর (রা.) বলেন, যখন রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর বিবিরা রাসূল ﷺ -এর খেলাফ আচরণ করে ফেলল, তখন আমি তাদেরকে বললাম, এটা কোনো বিচিত্র বিষয় নয় যে, রাসূল ﷺ তোমাদের সকলকে তালাক দিয়ে দিবেন এবং তাঁর প্রতিপালক তাঁকে তোমাদের থেকে উত্তম বিবি দান করবেন। অতঃপর আল্লাহ তা'আলা হুবহু আমার শব্দে এই আয়াত নাজিল করেন। (সূত্র- বুখারী শরীফ, কানযুন নুকূল : ১০২)

আয়াতসমূহের সার-সংক্ষেপ এই যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ একটি হালাল বস্তু অর্থাৎ মধুকে কসমের মাধ্যমে নিজের জন্যে হারাম করে নিয়েছিল। এ কাজ কোনো প্রয়োজন ও উপযোগিতার কারণে হলে জায়েজ; গোনাহ নয়, কিন্তু আলোচ্য ঘটনায় এমন কোনো প্রয়োজন ছিল না যে, এর কারণে রাসূলুল্লাহ ﷺ কষ্ট স্বীকার করে নিবেন এবং একটি হালাল বস্তু বর্জন করবেন। কেননা একাজ রাসূলুল্লাহ (সা.) কেবল বিবিগণকে খুশি করার জন্যে করেছিলেন। এরূপ ব্যাপারে বিবিগণকে খুশি করা রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর জন্যে অপরিহার্য ছিল না। তাই আল্লাহ তা'আলা সহানুভূতিচ্ছলে বলেছেন ঃ

يَاَيُّهَا النَّبِيُّ لِمَ تُحَرِّمُ مَا اَحَلَّ اللّٰهُ لَكَ تَبْتَغِيْ مَرْضَاتَ اَزْوَاجِكَ وَاللّٰهُ غَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ –এই আয়াতেও কুরআন পাকের সাধারণ রীতি অনুযায়ী রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর নাম নিয়ে সম্বোধন না করে 'হে নবী' বলা হয়েছে। এটা তাঁর বিশেষ সম্মান ও সম্ভ্রম। এরপর বলা হয়েছে যে, স্ত্রীগণের সন্তুষ্টি লাভের জন্যে আপনি নিজের উপর একটি হালাল বস্তুকে হারাম করেছেন কেন? বাক্যটি যদিও সহানুভূতিচ্ছলে বলা হয়েছে, কিন্তু দৃশ্যতঃ এতে জওয়াব তলব করা হয়েছে। এ থেকে ধারণা হতে পারত যে, সম্ভবতঃ তিনি খুব বড় ভুল করে ফেলেছেন। তাই সাথে সাথে বলা হয়েছে وَاللّٰهُ غَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ অর্থাৎ গোনাহ্ হলেও আল্লাহ তা'আলা ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু।

মাসআলা ঃ তিন প্রকারে কোনো হালাল বস্তুকে নিজের ওপর হারাম করা যায়। এর বিশদ বর্ণনা সূরা মায়িদার তাফসীরে উল্লিখিত হয়েছে। তা সংক্ষেপে এই যে, কেউ কোনো হালাল বস্তুকে বিশ্বাসগতভাবে হারাম মনে না করে কিন্তু যদি কোনো প্রয়োজন ব্যতিরেকেই কসম খেয়ে হারাম করে নেয়, তবে তা গোনাহ্ হবে। কোনো প্রয়োজন ও উপযোগিতাবশত হলে জায়েজ কিন্তু উত্তমের খেলাফ। তৃতীয় প্রকার এই যে, বিশ্বাসগতভাবেও হারাম মনে করে না এবং কসম খেয়েও হারাম করে না কিন্তু কার্যত তা চিরতরে বর্জন করার সংকল্প ছওয়াব মনে করে করলে বিদ'আত ও বৈরাগ্য হবে, যা শরিয়তে নিন্দনীয়। আর যদি কোনো দৈহিক অথবা আত্মিক রোগের প্রতিকারার্থে করে তবে জায়েজ। কোনো কোনো সুফী বুজুর্গ থেকে ভোগ-সম্ভোগ বর্জনের যেসব গল্প বর্ণিত আছে, সেগুলো এই পর্যায়েরই।

উল্লেখিত ঘটনায় রাসূলুল্লাহ ﷺ কসম খেয়েছিলেন। আয়াত অবতীর্ণ হওয়ার পর তিনি এই কসম ভঙ্গ করেন এবং কাফফারা আদায় করেন। দুররে-মানসূরের রেওয়ায়েতে বর্ণিত আছে যে, তিনি কাফফারা হিসাবে একটি ক্রীতদাস মুক্ত করে দেন। –(বয়ানুল কুরআন)

قَدْ فَرَضَ اللّٰهُ لَكُمْ تَحِلَّةَ اَيْمَانِكُمْ অর্থাৎ যে ক্ষেত্রে কসম ভঙ্গ করা জরুরি অথবা উত্তম বিবেচিত হয়, আল্লাহ তা'আলা সেক্ষেত্রে তোমাদের কসম ভঙ্গ করে কাফফারা আদায় করার পথ করে দিয়েছেন। অন্যান্য আয়াতে এর বিশদ বর্ণনা আছে।

وَاِذْ اَسَرَّ النَّبِيُّ اِلٰى بَعْضِ اَزْوَاجِهٖ حَدِيْثًا –অর্থাৎ নবী যখন তাঁর কোনো এক বিবির কাছে গোপন কথা বললেন। সহীহ্ ও অধিকাংশ রেওয়ায়েতদৃষ্টে এই গোপন কথা ছিল এই যে, হযরত যয়নব (রা.)-এর কাছে মধু পান করার কারণে অন্য বিবিগণ যখণ মনঃক্ষুন্ন হলেন, তখন তাদেরকে খুশি করার জন্য তিনি মধু পান না করার কসম খেলেন এবং বিষয়টি প্রকাশ না করার জন্যে বলে দিলেন, যাতে যয়নব (রা.) মনে মনে কষ্ট না পান। কিন্তু সেই বিবি এই গোপন কথা ফাঁস করে দিলেন। এই গোপন কথা প্রসঙ্গে অন্যান্য রেওয়ায়েতে আরও কতিপয় বিষয় বর্ণিত আছে। কিন্তু অধিকাংশ ও সহীহ রেওয়ায়েতেসমূহে তাই আছে, যা লিখিত হলো।

https://e-ilm.weebly.com/

فَلَمَّا نَبَّاَتْ بِهٖ وَاَظْهَرَهُ اللّٰهُ عَلَيْهِ عَرَّفَ بَعْضَهٗ وَاَعْرَضَ عَنْۢ بَعْضٍ –অর্থাৎ সেই বিবি যখন গোপন কথাটি অন্য বিবির গোচরীভূত করে দিলেন এবং আল্লাহর রাসূল ﷺ -কে এ সম্পর্কে অবহিত করে দিলেন, তখন তিনি সেই বিবির কাছে গোপন কথা ফাঁস করে দেওয়ার অভিযোগ তো করলেন, কিন্তু পূর্ন কথা বললেন, না। এটা ছিল রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর ভদ্রতা। তিনি দেখলেন সম্পূর্ণ কথা বললেন সে অধিক লজ্জিত হবে। কোন বিবির কাছে গোপন কথা বলা হয়েছিল এবং কার কাছে ফাঁস করা হয়েছিল, কুরআন পাক তা বর্ণনা করেনি। অধিকাংশ রেওয়ায়েত থেকে জানা যায় যে, হযরত হাফসা (রা.)-এর কাছে গোপন কথা বলা হয়েছিল। তিনি হযরত আয়েশা (রা.)-এর কাছে তা ফাঁস করে দেন। এসম্পর্কে সহীহ বুখারীর হাদীসে হযরত ইবনে আব্বাস (রা.)-এর বর্ণনা পরে উল্লেখ করা হবে।

কোনো কোনো রেওয়ায়েতে আছে গোপন কথা ফাঁস করে দেওয়ার কারণে রাসূলুল্লাহ ﷺ হাফসা (রা.)-কে তালাক দেওয়ার ইচ্ছা করেন; কিন্তু আল্লাহ তা'আলা হযরত জিবরাঈল (আ.)-কে প্রেরণ করে তাঁকে তালাক থেকে বিরত রাখেন এবং বলে দেন যে, হযরত হাফসা (রা.) অনেক নামাজ পড়ে অনেক রোজা রাখে। তার নাম জান্নাতে আপনার বিবিগণের তালিকায় লিখিত আছে। –(মাযহারী)।

اِنْ تَتُوْبَاۤ اِلَى اللّٰهِ فَقَدْ صَغَتْ قُلُوْبُكُمَا –উপরিউক্ত ঘটনার পশ্চাতে যে দু'জন বিবি সক্রিয় ছিলেন, তাঁরা কে, এসম্পর্কে সহীহ বুখারীতে হযরত ইবনে আব্বাস (রা.)-এর একটি দীর্ঘ রেওয়ায়েত বর্ণিত আছে। এতে তিনি বলেন ঃ যে দু'জন নারী সম্পর্কে কুরআন পাকে اِنْ تَتُوْبَاۤ اِلَى اللّٰهِ বলা হয়েছে, তাঁদের ব্যাপারে হযরত ওমর (রা.)-কে প্রশ্ন করার ইচ্ছা বেশ কিছুকাল আমার মনে ছিল। অবশেষে একবার তিনি হজ্জের উদ্দেশ্যে রওয়ানা হলে সুযোগ বুঝে আমিও সফরসঙ্গী হয়ে গেলাম। পথিমধ্যে একদিন যখন তিনি অজু করছিলেন এবং আমি পানি ঢেলে দিচ্ছিলাম, তখন প্রশ্ন করলাম ঃ কুরআনে যে দু'জন নারী সম্পর্কে اِنْ تَتُوْبَا বলা হয়েছে, তাঁরা কে? হযরত ওমর (রা.) বললেন ঃ আশ্চর্যের বিষয়, আপনি জানেন না, এরা দু'জন হলেন হযরত হাফসা ও হযরত আয়েশা (রা.)। অতঃপর এ ঘটনা সম্পর্কে তিনি নিজের একটি দীর্ঘ কাহিনী বিবৃত করলেন। এতে এ ঘটনার পূর্ববর্তী কিছু অবস্থাও বর্ণনা করলেন। তাফসীরে মাযহারীতে এর বিশদ বিবরণ লিপিবদ্ধ আছে। আলোচ্য আয়াতে উপরোক্ত দুজন বিবিকে স্বতন্ত্রভাবে সম্বোধন করে বলা হয়েছে ঃ যদি তোমাদের অন্তর অন্যায়ের প্রতি ঝুঁকে পড়েছে বলে তোমরা তওবা কর, তবে ভালো কথা। কারণ রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর মহব্বত ও সন্তুষ্টি কামনা প্রত্যেক মু'মিনের অবশ্য কর্তব্য। কিন্তু তোমরা উভয়ে পরস্পরে পরামর্শ করে এমন পরিস্থিতির উদ্ভব ঘটিয়েছ, যদ্দরুন তিনি ব্যথিত হয়েছেন। কাজেই এই গোনাহ থেকে তওবা করা জরুরি। অতঃপর বলা হয়েছে ঃ

وَاِنْ تَظٰهَرَا عَلَيْهِ فَاِنَّ اللّٰهَ هُوَ مَوْلٰىهُ –এতে বলা হয়েছে ঃ যদি তোমরা তওবা করে রাসূলুল্লাহ ﷺ -কে খুশি না কর, তবে তাঁর কোনো ক্ষতি হবে না। কেননা আল্লাহ তা'আলা, জিবরাঈল ও সমস্ত নেক মুসলমান তাঁর সহায়। সকল ফেরেশতাগণ তাঁর সেবায় নিয়োজিত। অতএব, তাঁর ক্ষতি করার সাধ্য কার? ক্ষতি যা হবার, তোমাদেরই হবে। অতঃপর তাঁদের সম্পর্কেই বলা হয়েছে ঃ

عَسٰى رَبُّهٗۤ اِنْ طَلَّقَكُنَّ اَنْ يُّبْدِلَهٗۤ اَزْوَاجًا خَيْرًا مِّنْكُنَّ –এতে বিবিগণের এ ধারণার জওয়াব দেওয়া হয়েছে যে, তাদেরকে তালাক দিয়ে দিলে তাদের মতো স্ত্রী সম্ভবত ঃ তিনি পাবে না। জওয়াবের সারমর্ম এই যে, আল্লাহ তা'আলার সামর্থ্যের বাইরে কোনো কিছু নেই। তিনি তোমাদেরকে তালাক দিয়ে দিলেন আল্লাহ তা'আলা তোমাদের মতোই নয়; বরং তোমাদের অপেক্ষা উৎকৃষ্টতর নারী তাঁকে দান করবেন। এতে জরুরি হয় না যে, তাঁদের চাইতে উৎকৃষ্ট নারী তখন বিদ্যমান ছিল। হতে পারে যে, তখন ছিল না, কিন্তু প্রয়োজনে আল্লাহ তা'আলা অন্য নারীদেরকে তাঁদের চাইতে উৎকৃষ্ট করে দিতে পারেন। আলোচ্য আয়াতসমূহে বিশেষভাবে রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর বিবিগণের কর্ম ও চরিত্রের সংশোধন এবং তাদের শিক্ষাদীক্ষার বর্ণনা আছে। অতঃপর সাধারণ মুমিনগণকেও এ ব্যাপারে আদেশ করা হচ্ছে।

قُوْۤا اَنْفُسَكُمْ وَاَهْلِيْكُمْ – এ আয়াতে সাধারণ মুসলমানদেরকে বলা হয়েছে ঃ তোমরা নিজেদেরকে এবং তোমাদের পরিবার-পরিজনকে জাহান্নামের অগ্নি থেকে রক্ষা কর। অতঃপর জাহান্নামের অগ্নির ভয়াবহতা উল্লেখ করে অবশেষে একথাও বলা হয়েছে যে, যারা জাহান্নামের যোগ্য পাত্র হবে, তারা কোনো শক্তি, দলবল, খোশামোদ অথবা ঘুষের মাধ্যমে জাহান্নামে নিয়োজিত কঠোরপ্রাণ ফেরেশতাদের কবল থেকে আত্মরক্ষা করতে সক্ষম হবে না। এই ফেরেশতাদের নাম 'যাবানিয়া'

https://e-ilm.weebly.com/

اهليكم শব্দের মধ্যে পরিবার-পরিজন তথা স্ত্রী, সন্তান-সন্ততি, চাকর-নওকর সবই দাখিল আছে। এক রেওয়ায়েতে আছে, এই আয়াত নাজিল হলে পর হযরত ওমর (রা.) আরজ করলেন ঃ ইয়া রাসূলাল্লাহ! নিজেদেরকে জাহান্নামের অগ্নি থেকে রক্ষা করার ব্যাপারটি তো বুঝে আসে (যে, আমরা গোনাহ থেকে বেঁচে থাকব এবং খোদায়ী বিধি-বিধান পালন করব,) কিন্তু পরিবার-পরিজনকে আমরা কিভাবে জাহান্নাম থেকে রক্ষা করব? রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন ঃ এর উপায় এই যে, আল্লাহ তা'আলা তোমাদেরকে যেসব কাজ করতে নিষেধ করেছেন, তোমরা তাদেরকে সেসব কাজ করতে নিষেধ কর এবং যেসব কাজ করতে আদেশ করেছেন, তোমরা পরিবার-পরিজনকেও সেগুলো করতে আদেশ কর। এই কর্মপন্থা তাদেরকে জাহান্নামের অগ্নি থেকে রক্ষা করতে পারবে। –(রূহুল-মা'আনী)।

স্ত্রী ও সন্তান-সন্ততির শিক্ষা-দীক্ষার ব্যবস্থা করা প্রত্যেক মুসলমানের অবশ্য কর্তব্য ঃ ফিকহবিদগণ বলেন ঃ স্ত্রী ও সন্তান-সন্ততিকে ফরজ কর্মসমূহ এবং হালাল ও হারামের বিধানাবলি শিক্ষা দেওয়া এবং তা পালন করানোর চেষ্টা করা প্রত্যেক ব্যক্তির উপর ফরজ। একথা আলোচ্য আয়াত থেকে প্রমাণিত হয়েছে। এক হাদীসে আছে আল্লাহ তা'আলা সেই ব্যক্তির প্রতি রহম করুন, যে বলে ঃ হে আমার স্ত্রী ও সন্তান-সন্ততি। তোমাদের রোজা, তোমাদের জাকাত, তোমাদের এতিম, তোমাদের মিসকিন, তোমাদের প্রতিবেশী, আশা করা যায় আল্লাহ তা'আলা সবাইকে তোমাদের সাথে জান্নাতে সমবেত করবেন। "তোমাদের নামাজ, তোমাদের রোজা" ইত্যাদি বলার উদ্দেশ্য এই যে, এগুলোর প্রতি লক্ষ্য রাখ, এতে শৈথিল্য না হওয়া উচিত। "তোমাদের মিসকিন, তোমাদের এতিম" ইত্যাদি বলার অর্থ এই যে, তাদের প্রাপ্য খুশি মনে আদায় কর। জনৈক বুযুর্গ বলেন ঃ সেই ব্যক্তি কেয়ামতের দিন সর্বাধিক আজাবে থাকবে, যার পরিবার-পরিজন ধর্ম সম্পর্কে মূর্খ ও উদাসীন হবে। –(রূহুল–মা'আনী)

মুমিনদেরকে উপদেশ দানের পর يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ كَفَرُوا۟ আয়াতে কাফেরদেরকে বলা হয়েছে ঃ এখন তোমাদের কৃতকর্ম তোমাদের সামনে আসছে। এখন তোমাদের কোনো ওজর কবুল করা হবে না।

تُوبُوٓا۟ إِلَى ٱللَّهِ تَوْبَةً نَّصُوحًا তওবার শাব্দিক অর্থ ফিরে আসা। উদ্দেশ্য গোনাহ থেকে ফিরে আসা। কুরআন ও সুন্নাহর পরিভাষায় তওবার অর্থ বিগত গোনাহের জন্যে অনুতপ্ত হওয়া এবং ভবিষ্যতে তার ধারে-কাছে না যাওয়ার দৃঢ়সংকল্প করা। نَصُوحٌ শব্দটিকে যদি نَصْحَة থেকে উদ্ভূত ধরা হয়, তবে এর অর্থ খাঁটি করা। আর যদি نَصَاحَة থেকে উৎপন্ন ধরা হয়, তবে এর অর্থ বস্ত্র সেলাই করা ও তালি দেওয়া। প্রথম অর্থের দিক দিয়ে تَوْبَةً نَّصُوحًا –এর অর্থ এমন তওবা, যা রিয়া ও নাম-যশ থেকে খাঁটি–কেবল আল্লাহ তা'আলার সন্তুষ্টি অর্জন ও আজাবের ভয়ে ভীত হয়ে এবং গোনাহের কারণে অনুতপ্ত হয়ে গোনাহ পরিত্যাগ করা। দ্বিতীয় অর্থের দিক দিয়ে نَصُوحٌ শব্দটি এই উদ্দেশ্য ব্যক্ত করার জন্যে হবে যে, তওবা গোনাহের কারণে সৎকর্মের ছিন্নবস্ত্রে তালি সংযুক্ত করে। হযরত হাসান বসরী (রহ.) বলেন ঃ বিগত কর্মের জন্যে অনুতপ্ত হওয়া এবং ভবিষ্যতে তার পুনরাবৃত্তি না করার পাকাপোক্ত ইচ্ছা করাই تَوْبَةٌ نَصُوحٌ –কালবী (রহ.) বলেন تَوْبَةٌ نَصُوحٌ হলো মুখে ক্ষমাপ্রার্থনা করা, অন্তরে অনুশোচনা করা এবং অঙ্গ-প্রত্যঙ্গকে ভবিষ্যতে সেই গোনাহ থেকে দূরে রাখা। হযরত আলী (রা.)–কে জিজ্ঞাসা করা হলো; তওবা কি? তিনি বললেন ঃ ছয়টি বিষয়ের একত্র সমাবেশ হলে তওবা হবে –(১) অতীত মন্দকর্মের জন্যে অনুতাপ (২) যেসব ফরজ ও ওয়াজিব কর্ম তরক করা হয়েছে, সেগুলোর কাযা করা, (৩) কারও ধন-সম্পদ ইত্যাদি অন্যায়ভাবে গ্রহণ করে থাকলে তা প্রত্যার্পণ করা, (৪) কাউকে হাতে অথবা মুখে কষ্ট দিয়ে থাকলে তজ্জন্যে ক্ষমা নেওয়া, (৫) ভবিষ্যতে সেই গোনাহের কাছে না যাওয়ার ব্যাপারে দৃঢ়সংকল্প হওয়া এবং (৬) নিজেকে যেমন আল্লাহ তা'আলার নাফরমানি করতে দেখেছিল, তেমনি এখন আনুগত্য করতে দেখা –(মাযহারী)

হযরত আলী (রা.) বর্ণিত তওবার উপরিউক্ত শর্তসমূহ সবার কাছে স্বীকৃত। তবে কেউ সংক্ষেপে এবং কেউ বিস্তারিতভাবে বর্ণনা করেছেন।

عَسَىٰ رَبُّكُمْ أَن يُكَفِّرَ عَنكُمْ – عَسَىٰ –শব্দের অর্থ আশা আছে, কিন্তু এখানে উদ্দেশ্য ওয়াদা। ওয়াদাকে আশা বলে ব্যক্ত করে ইঙ্গিত করা হয়েছে যে, মানুষের তওবা অথবা অন্য কোনো সৎকর্ম হোক, কোনটিই জান্নাত ও মাগফেরাতের মূল্য হতে পারে না। নতুবা ইনসাফের দৃষ্টিতে আল্লাহ তা'আলার জন্যে জরুরি হয়ে পড়ে যে, যে ব্যক্তি সৎকর্ম করবে, তাকে

https://e-ilm.weebly.com/

অবশ্যই জান্নাতে দাখিল করতে হবে। সৎকর্মের এক প্রতিদান তো প্রত্যেক মানুষ পার্থিব জীবনে প্রাপ্ত নিয়ামতের আকারে পেয়ে যায়। এর বিনিময় আইনের দৃষ্টিতে জান্নাত পাওয়া জরুরি নয়। এটা কেবল আল্লাহ তা'আলার কৃপা ও অনুগ্রহের উপরই নির্ভরশীল। বুখারী ও মুসলিমের এক হাদীসে রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন ঃ তোমাদের কাউকে শুধু তার সৎকর্ম মুক্তি দিতে পারে না যে পর্যন্ত আল্লাহ তা'আলা কৃপা ও রহমতের ব্যবহার না করেন। সাহাবায়ে কেরাম আরজ করলেন ঃ ইয়া রাসূলাল্লাহ! আপনাকেও মুক্তি দিতে পারে না? তিনি বললেন ঃ হ্যাঁ, আমাকেও। –(মাহযারী)

ضَرَبَ اللّٰهُ مَثَلًا لِّلَّذِيْنَ كَفَرُوْا وَامْرَاَتَ نُوْحٍ –সূরার শেষভাগে আল্লাহ তা'আলা চার জন নারীর দৃষ্টান্ত বর্ণনা করেছেন। প্রথম দুই নারী দুই জন পয়গম্বরের পত্নী। তারা ধর্মের ব্যাপারে আপন আপন স্বামীর বিরুদ্ধাচরণ করেছিল এবং গোপনে কাফের ও মুশরিকদেরকে সাহায্য করেছিল। ফলে তারা জাহান্নামে প্রবেশ করেছে। আল্লাহ তা'আলার প্রিয় পয়গম্বরগণের বৈবাহিক সাহচর্যও তাদেরকে আজাব থেকে রক্ষা করতে পারেনি। তাদের একজন হযরত নূহ (আ.)-এর পত্নী, তার নাম 'ওয়াগেলা' বর্ণিত আছে। অপরজন হযরত লূত (আ.) পত্নী, তার নাম 'ওয়ালেহা' কথিত আছে। –(কুরতুবী) তৃতীয়জন সর্ববৃহৎ কাফের, খোদায়ী দাবিদার ফেরাউনের পত্নী ছিলেন, কিন্তু হযরত মূসা (আ.)-এর প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করেছিলেন। আল্লাহ তা'আলা তাঁকে মহান মর্যাদা দান করেছেন এবং দুনিয়াতেই তাঁকে জান্নাতের আসন দেখিয়ে দিয়েছেন। স্বামীর ফেরাউনী আচরণ তাঁর পথে মোটেই প্রতিবন্ধক হতে পারেনি। চতুর্থ জন হযরত মরিয়ম (আ.)। তিনি কারও পত্নী নন, কিন্তু ঈমান ও সৎকর্মের বদৌলতে আল্লাহ তা'আলা তাঁকে নুবয়তের গুণাবলি দান করেছেন, যদিও অধিকাংশ আলেমের মতে তিনি নবী নন।

এসব দৃষ্টান্ত দ্বারা ফুটিয়ে তোলা হয়েছে যে, একজন মুমিনের ঈমান তার কোনো কাফের স্বজন ও আত্মীয়ের উপকারে আসতে পারে না এবং একজন কাফেরের কুফর তার কোনো মু'মিন স্বজনের ক্ষতি সাধন করতে পারে না। তাই নবী ও ওলীগণের পত্নীরা যেন নিশ্চিন্ত না হয় যে, তারা তাদের স্বামীদের কারণে মুক্তি পেয়েই যাবে এবং কোনো কাফের পাপাচারীর পত্নী যেন দুশ্চিন্তাগ্রস্ত না হয় যে, স্বামীর কুফরি ও পাপাচার তার জন্যে ক্ষতিকর হবে; বরং প্রত্যেক পুরুষ ও নারীকে নিজেই নিজের ঈমান ও সৎকর্মের চিন্তা করা উচিত।

وَضَرَبَ اللّٰهُ مَثَلًا لِّلَّذِيْنَ اٰمَنُوا امْرَاَتَ فِرْعَوْنَ اِذْ قَالَتْ رَبِّ ابْنِ لِيْ عِنْدَكَ بَيْتًا فِي الْجَنَّةِ– এটা ফেরাউন-পত্নী হযরত আসিয়া বিনতে মুযাহিমের দৃষ্টান্ত। হযরত মূসা (আ.) যখন জাদুকরদের মোকাবিলায় সফল হন এবং জাদুকররা মুসলমান হয়ে যায়, তখন বিবি আসিয়া তাঁর ঈমান প্রকাশ করে। ফেরাউন ক্রুদ্ধ হয়ে তাঁকে ভীষণ শাস্তি দিতে চাইল। কতক রেওয়ায়েতে আছে, ফেরাউন তাঁর চার হাত পায়ে পেরেক মেরে বুকের উপর ভারি পাথর রেখে দিল, যাতে তিনি নড়াচড়া পর্যন্ত করতে না পারেন। এই অবস্থায় তিনি আল্লাহ তা'আলার কাছে আলোচ্য আয়াতে বর্ণিত দোয়া করেন। কোনো কোনো রেওয়ায়েতে আছে, ফেরাউন উপর থেকে একটি ভারি পাথর তাঁর মাথার উপর ফেলে দিতে মনস্থ করলে তিনি এই দোয়া করেন। ফলে আল্লাহ তা'আলা তাঁর আত্মা কবজ করে নেন এবং পাথরটি নিষ্প্রাণ দেহের উপর পতিত হয়। তিনি দোয়ায় বলেন ঃ হে আমার পালনকর্তা, আপনি নিজের সান্নিধ্যে জান্নাতে আমার জন্যে একটি গৃহ নির্মাণ করুন। আল্লাহ তা'আলা দুনিয়াতেই তাঁকে জান্নাতের গৃহ দেখিয়ে দেন। –(মাযহারী)।

وَصَدَّقَتْ بِكَلِمٰتِ رَبِّهَا وَكُتُبِهٖ – كَلِمَاتُ رَبِّ বলে পয়গম্বরগণের প্রতি অবতীর্ণ আল্লাহ তা'আলার সহীফা বোঝানো হয়েছে এবং كُتُبٌ বলে প্রসিদ্ধ ঐশীগ্রন্থ ইঞ্জিল, যাবূর ও তাওরাত বুঝানো হয়েছে।

وَكَانَتْ مِنَ الْقٰنِتِيْنَ – قَانِتِيْنَ শব্দটি قَانِتٌ –এর বহুবচন। এর অর্থ নিয়মিত ইবাদতকারী, এটা হযরত মরিয়মের পরিচিতি। হযরত আবূ মূসা (রা.) বর্ণিত হাদীসে রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন ঃ পুরুষদের মধ্যে অনেকেই কামেল ও সিদ্ধপুরুষ হয়েছেন, কিন্তু নারীদের মধ্যে কেবল ফেরাউন-পত্নী আসিয়া, ইমরান তনয়া মরিয়ম সিদ্ধি লাভ করেছেন। –(মাযহারী) বাহ্যত এখানে নবুয়তের গুণাবলি বোঝানো হয়েছে, যা নারী হওয়া সত্ত্বেও তিনি অর্জন করেছেন। –(মাযহারী)।

https://e-ilm.weebly.com/

শব্দ বিশ্লেষণ :

تُحَرِّمُ : সীগাহ واحد مذكر حاضر বহছ مضارع معروف বাব تَفْعِيْل মাসদার- تَحْرِيْمٌ মূলবর্ণ (ح - ر - م) জিনস صحيح অর্থ- তুমি হারাম, নিষিদ্ধ কর।

اَحَلَّ : সীগাহ واحد مذكر غائب বহছ ماضى معروف বাব اِفْعَالٌ মাসদার اِحْلَالٌ মূলবর্ণ (ح - ل - ل) জিনস مضاعف ثلاثى অর্থ- সে হালাল করেছে।

فَرَضَ : সীগাহ واحد مذكر غائب বহছ ماضى معروف বাব ضَرَبَ মাসদার فَرْضٌ মূলবর্ণ (ف - ر - ض) জিনস صحيح অর্থ- তিনি নির্ধারণ করে ফিরেছেন।

تَحِلَّةَ : মাসদার। বাব تَفْعِيْل ওজনে হলো تَفْعِلَةٌ মূলবর্ণ (ح - ل - ل) জিনস مضاعف ثلاثى অর্থ- খোলা, হালাল করা।

اَسَرَّ : সীগাহ واحد مذكر غائب বহছ ماضى معروف বাব اِفْعَالٌ মসদার اِسْرَارٌ মূলবর্ণ (س – ر – ر) জিনস مضاعف ثلاثى অর্থ- গোপনে, তিনি গোপন করেছেন।

نَبَّأَتْ : সীগাহ واحد مؤنث غائب বহছ ماضى معروف বাব تَفْعِيْل মাসদার تَنْبِئَةٌ মূলবর্ণ (ن – ب – ء) জিনস مهموز لام অর্থ- সে বলে দিল। সে সংবাদ দিয়েছে।

اَظْهَرَ : সীগাহ واحد مذكر غائب বহছ ماضى معروف বাব اِفْعَالٌ মাসদার اِظْهَارٌ মূলবর্ণ (ظ - ه - ر) জিনস صحيح অর্থ- সে প্রকাশ করেছে।

عَرَّفَ : সীগাহ واحد مذكر غائب বহছ ماضى معروف বাব تَفْعِيْل মাসদার تَعْرِيْف মূলবর্ণ (ع - ر - ف) জিনস صحيح অর্থ- তিনি পরিচয় দিয়েছেন। পরিচয় করে দেওয়া। অবহিত করে দেওয়া, নির্দিষ্ট করে দেওয়া।

اَعْرَضَ : সীগাহ واحد مذكر غائب বহছ ماضى معروف বাব اِفْعَالٌ মাসদার اِعْرَاضٌ মূলবর্ণ (ع - ر - ض) জিনস صحيح অর্থ- সে মুখ ফিরিয়ে নিয়েছে। তিনি দূরে সরে গেছেন।

تَتُوْبَا : সীগাহ تثنيه مذكر حاضر বহছ مضارع معروف বাব نَصَرَ মাসদার تَوْبَةٌ মূলবর্ণ (ت – و – ب) জিনস اجوف واوى অর্থ- তোমরা তওবা কর।

صَغَتْ : সীগাহ واحد مؤنث غائب বহছ ماضى معروف বাব نَصَرَ মাসদার صَغْوٌ মূলবর্ণ (ص - غ - و) জিনস ناقص واوى অর্থ- তিনি (স্ত্রী লোক) ঝুঁকে পড়েছেন। তিনি ধাবিত হয়েছেন।

قٰنِتٰتٌ : সীগাহ جمع مؤنث বহছ اسم فاعل বাব نَصَرَ মাসদার اَلْقُنُوْتُ মূলবর্ণ (ق – ن – ت) জিনস صحيح অর্থ- অনুগতা।

سٰٓئِحٰتٍ : সীগাহ جمع مونث বহছ اسم فاعل বাব ضَرَبَ মাসদার سِيَاحَةٌ মূলবর্ণ (س – ى – ح) জিনস اجوف يائى অর্থ- রোজা পালনকারিণী।

ثَيِّبٰتٍ : শব্দটি বহুবচন, একবচন ثَيِّبٌ অর্থ- বিবাহিতা, বিধবা, তালাকপ্রাপ্তা, অকুমারী।

اَبْكَارًا : শব্দটি বহুবচন, একবচন بِكْرٌ অর্থ- কুমারী, অবিবাহিতা নারী, বালিকা, কন্যা, জ্যেষ্ঠ সন্তান, প্রথম।

غِلَاظٌ : শব্দটি বহুবচন, একবচন غِلْظٌ অর্থ- নির্দয়, পাষাণ, কঠিন প্রাণ।

https://e-ilm.weebly.com/

لَا يُخْزِى : সীগাহ واحد مذكر غائب বহছ مضارع منفى معروف বাব اِفْعَالٌ মাসদার اِخْزَاءٌ মূলবর্ণ (خ – ز – ى) জিনস ناقص يائى অর্থ– অপমানিত করবেন না।

لَا تَعْتَذِرُوْا : সীগাহ جمع مذكر حاضر বহছ نهى حاضر معروف বাব اِفْتِعَالٌ মাসদার اِعْتِذَارٌ মূলবর্ণ (ع ـ ذ ـ ر) জিনস صحيح অর্থ– তোমরা ওজর পেশ করো না, কোনো কৈফিয়ত পেশ করো না।

تُوْبُوْا : সীগাহ جمع مذكر حاضر বহছ امر حاضر معروف বাব نَصَرَ মাসদার اَلتَّوْبَةُ মূলবর্ণ (ت ـ و ـ ب) জিনস اجوف واوى অর্থ– তোমরা তওবা কর। ফিরে আসো।

يُكَفِّرُ : সীগাহ واحد مذكر غائب বহছ مضارع معروف বাব تَفْعِيْلٌ মাসদার اَلتَّكْفِيْرُ মূলবর্ণ (ك ـ ف ـ ر) জিনস صحيح অর্থ– তিনি দূরীভূত করেন, মার্জনা করে দেন।

جَاهِدْ : সীগাহ واحد مذكر حاضر বহছ امر حاضر معروف বাব مُفَاعَلَةٌ মাসদার مُجَاهَدَةٌ মূলবর্ণ (ج ـ ه ـ د) জিনস صحيح অর্থ– তুমি জিহাদ কর, তুমি লড়াই কর।

خَانَتَا : সীগাহ تثنيه مؤنث غائب বহছ ماضى معروف বাব كَرُمَ ও نَصَرَ মাসদার– خِيَانَةٌ মূলবর্ণ (خ ـ و ـ ن) জিনস اجوف واوى অর্থ– দু'জন মহিলা খেয়ানত করেছে।

لَمْ يُغْنِيَا : সীগাহ تثنيه مذكر غائب বহছ مضارع منفى بلم বাব اِفْعَالٌ মাসদার اِغْنَاءٌ মূলবর্ণ (غ ـ ن ـ ى) জিনস ناقص يائى অর্থ– তারা দু'জন কাজে আসেনি, উপকারে আসেনি।

اِبْنِ : সীগাহ واحد مذكر حاضر বহছ امر حاضر معروف বাব ضَرَبَ মাসদার بِنَاءٌ মূলবর্ণ (ب – ن – ى) জিনস ناقص يائى অর্থ– বানিয়ে দিন।

نَجِّنِى : সীগাহ واحد مذكر حاضر বহছ امر حاضر معروف বাব تَفْعِيْلٌ মাসদার تَنْجِيَةٌ মূলবর্ণ (ن – ج – و) জিনস ناقص واوى অর্থ– আমাকে মুক্তি দিন।

اَحْصَنَتْ : সীগাহ واحد مؤنث غائب বহছ ماضى معروف বাব اِفْعَالٌ মাসদার اِحْصَانٌ মূলবর্ণ (ح – ص – ن) জিনস صحيح অর্থ– রক্ষা করেছিলেন।

فَنَفَخْنَا : সীগাহ جمع متكلم বহছ ماضى معروف বাব نَصَرَ মাসদার نَفْخٌ মূলবর্ণ (ن ـ ف ـ خ) জিনস صحيح অর্থ– আমরা ফুঁক দিয়েছি অর্থাৎ প্রথমে প্রাণহীন ছিল, পরে তাতে প্রাণ ও অনুভূতি সৃষ্টি করে দেওয়া হলো।

বাক্য বিশ্লেষণ :

وَاللّٰهُ مَوْلٰكُمْ وَهُوَ الْعَلِيْمُ الْحَكِيْمُ : এখানে واو-টি আতেফা, আর اَللّٰهُ শব্দটি মুবতাদা, আর مَوْلٰكُمْ হলো খবর। আর هُوَ হলো মুবতাদা, আর اَلْعَلِيْمُ হলো প্রথম খবর এবং اَلْحَكِيْمُ হলো দ্বিতীয় খবর।

–[ই'রাবুল কুরআন ৭ম খণ্ড, পৃ. ৫৫৭]

وَمَاْوٰهُمْ جَهَنَّمُ وَبِئْسَ الْمَصِيْرُ : এখানে واو টি استينافية আর مَاْوٰهُمْ মুবতাদা, আর جَهَنَّمُ হলো খবর। আর بِئْسَ হলো ফে'লে জামেদ الذم সৃষ্টি করার জন্য, আর اَلْمَصِيْرُ হলো ফায়েল, আর مخصوص بالذم-টা উহ্য রয়েছে : অর্থাৎ هِىَ। –[ই'রাবুল কুরআন ৭ম খণ্ড, পৃ. ৫৬৬]

https://e-ilm.weebly.com/

পারা : ২৯

سُوْرَةُ الْمُلْكِ مَكِّيَّةٌ

সূরা মুল্ক

মক্কায় অবতীর্ণ; আয়াত– ৩০, রুকূ‘– ২

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

পরম করুণাময়, দয়ালু আল্লাহর নামে শুরু করছি ।

১. তিনি [আল্লাহ] উচ্চ মর্যাদাশালী– যাঁর অধিকারে সমস্ত আধিপত্য রয়েছে এবং তিনি সর্ববিষয়ের উপর ক্ষমতাবান ।	تَبٰرَكَ الَّذِىْ بِيَدِهِ الْمُلْكُ ۡ وَهُوَ عَلٰى كُلِّ شَىْءٍ قَدِيْرُ ۨ ﴿۱﴾
২. যিনি মৃত্যু ও হায়াত সৃষ্টি করেছেন, যেন তোমাদেরকে পরীক্ষা করেন যে, তোমাদের মধ্যে কাজে কে অধিক উত্তম; তিনি মহাপরাক্রান্ত ক্ষমাশীল ।	الَّذِىْ خَلَقَ الْمَوْتَ وَالْحَيٰوةَ لِيَبْلُوَكُمْ اَيُّكُمْ اَحْسَنُ عَمَلًا ؕ وَهُوَ الْعَزِيْزُ الْغَفُوْرُ ﴿۲﴾
৩. যিনি সাত আসমানকে স্তরে স্তরে সৃষ্টি করেছেন তুমি আল্লাহর এ সৃষ্টির মধ্যে কোনো ত্রুটি দেখতে পাবে না; সুতরাং তুমি পুনরায় দৃষ্টি নিক্ষেপ করে দেখে নাও, কোথাও কোনো ত্রুটি তোমার দৃষ্টিগোচর হয় কি?	الَّذِىْ خَلَقَ سَبْعَ سَمٰوٰتٍ طِبَاقًا ؕ مَا تَرٰى فِىْ خَلْقِ الرَّحْمٰنِ مِنْ تَفٰوُتٍ ؕ فَارْجِعِ الْبَصَرَ ۙ هَلْ تَرٰى مِنْ فُطُوْرٍ ﴿۳﴾
৪. অতঃপর পুনঃপুনঃ দৃষ্টি নিক্ষেপ করে দেখ, [অবশেষে] দৃষ্টি অপদস্থ ও ক্লান্ত হয়ে তোমারই দিকে ফিরে আসবে ।	ثُمَّ ارْجِعِ الْبَصَرَ كَرَّتَيْنِ يَنْقَلِبْ اِلَيْكَ الْبَصَرُ خَاسِئًا وَّهُوَ حَسِيْرٌ ﴿۴﴾

শাব্দিক অনুবাদ :

১. تَبٰرَكَ তিনি (আল্লাহ) উচ্চ মর্যাদাশালী الَّذِىْ بِيَدِهِ الْمُلْكُ যার অধিকারে সমস্ত আধিপত্য রয়েছে وَهُوَ عَلٰى كُلِّ شَىْءٍ আর তিনি সর্ববিষয়ের উপর قَدِيْرٌ ক্ষমতাবান ।

২. الَّذِىْ خَلَقَ যিনি সৃষ্টি করেছেন الْمَوْتَ وَالْحَيٰوةَ মৃত্যু ও হায়াত لِيَبْلُوَكُمْ যেন তোমাদিগকে পরীক্ষা করেন যে, اَيُّكُمْ اَحْسَنُ عَمَلًا তোমাদের মধ্যে কাজে কে অধিক উত্তম وَهُوَ الْعَزِيْزُ তিনি মহাপরাক্রান্ত الْغَفُوْرُ ক্ষমাশীল ।

৩. الَّذِىْ خَلَقَ যিনি সৃষ্টি করেছেন سَبْعَ سَمٰوٰتٍ সাত আসমানকে طِبَاقًا স্তরে স্তরে مَا تَرٰى তুমি দেখতে পাবে না فِىْ خَلْقِ الرَّحْمٰنِ আল্লাহর এই সৃষ্টির মধ্যে مِنْ تَفٰوُتٍ কোনো ত্রুটি فَارْجِعِ الْبَصَرَ সুতরাং তুমি পুনরায় দৃষ্টি নিক্ষেপ করে দেখে নাও هَلْ تَرٰى مِنْ فُطُوْرٍ কোথাও কোনো ত্রুটি তোমার দৃষ্টি গোচর হয় কি?

৪. ثُمَّ ارْجِعِ الْبَصَرَ كَرَّتَيْنِ অতঃপর পুনঃপুনঃ দৃষ্টি নিক্ষেপ করে দেখ يَنْقَلِبْ اِلَيْكَ الْبَصَرُ দৃষ্টি তোমারই দিকে ফিরে আসবে خَاسِئًا وَّهُوَ حَسِيْرٌ অপদস্থ ও ক্লান্ত হয়ে ।

https://e-ilm.weebly.com/

৫. আর আমি নিকটবর্তী আসমানকে প্রদীপপুঞ্জ [তারকারাজি] দ্বারা সুশোভিত করে রেখেছি, আর আমি ঐগুলোকে শয়তানদের বিতাড়িত করার উপকরণ করেছি এবং তাদের জন্য জ্বলন্ত অগ্নির শাস্তি প্রস্তুত রেখেছি।	وَلَقَدْ زَيَّنَّا السَّمَآءَ الدُّنْيَا بِمَصَابِيحَ وَجَعَلْنٰهَا رُجُومًا لِّلشَّيٰطِينِ وَاَعْتَدْنَا لَهُمْ عَذَابَ السَّعِيرِ ﴿٥﴾
৬. আর যারা স্বীয় প্রতিপালককে অস্বীকার করে তাদের জন্য জাহান্নামের আজাব রয়েছে; আর তা নিকৃষ্ট বাসস্থান।	وَلِلَّذِينَ كَفَرُوا بِرَبِّهِمْ عَذَابُ جَهَنَّمَ ۖ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ ﴿٦﴾
৭. যখন তারা তাতে নিক্ষিপ্ত হবে, তখন তারা তার একটি বিকট ধ্বনি শুনতে পাবে এবং তা এরূপে ফুটতে থাকবে।	اِذَآ اُلْقُوا فِيهَا سَمِعُوا لَهَا شَهِيقًا وَّهِيَ تَفُورُ ﴿٧﴾
৮. মনে হবে যেন রোষে জাহান্নাম [এখনই] ফেটে পড়বে যখন তাতে [কাফেরদের] কোনো একটি দল নিক্ষিপ্ত হবে। তখন তার রক্ষকগণ তাদেরকে জিজ্ঞাসা করবে, তোমাদের নিকট কি কোনো ভয় প্রদর্শনকারী [নবী] আগমন করেননি।	تَكَادُ تَمَيَّزُ مِنَ الْغَيْظِ ۖ كُلَّمَآ اُلْقِيَ فِيهَا فَوْجٌ سَاَلَهُمْ خَزَنَتُهَآ اَلَمْ يَاْتِكُمْ نَذِيرٌ ﴿٨﴾
৯. ঐ কাফেররা বলবে, নিশ্চয় আমাদের নিকট ভয় প্রদর্শনকারী এসেছিলেন; কিন্তু আমরা তাদেরকে অবিশ্বাস করেছিলাম এবং বলেছিলাম যে, আল্লাহ কিছুই নাজিল করেননি। [আর] তোমরা মহাভ্রমে পতিত আছ।	قَالُوا بَلٰى قَدْ جَآءَنَا نَذِيرٌ ۙ فَكَذَّبْنَا وَقُلْنَا مَا نَزَّلَ اللّٰهُ مِنْ شَيْءٍ ۖ اِنْ اَنْتُمْ اِلَّا فِي ضَلٰلٍ كَبِيرٍ ﴿٩﴾

শাব্দিক অনুবাদ :

৫. وَلَقَدْ زَيَّنَّا আর আমি সুশোভিত করে রেখেছি السَّمَآءَ الدُّنْيَا নিকটবর্তী আসমানকে بِمَصَابِيحَ প্রদীপ পুঞ্জ দ্বারা وَجَعَلْنٰهَا আর আমি সেগুলোকে উপকরণ করেছি رُجُومًا لِّلشَّيٰطِينِ শয়তানদের বিতাড়িত করার وَاَعْتَدْنَا لَهُمْ আর আমি তাদের জন্য প্রস্তুত রেখেছি عَذَابَ السَّعِيرِ জ্বলন্ত অগ্নির শাস্তি।

৬. وَلِلَّذِينَ كَفَرُوا আর যারা অস্বীকার করে بِرَبِّهِمْ স্বীয় প্রতিপালককে عَذَابُ جَهَنَّمَ তাদের জন্য জাহান্নামের আজাব রয়েছে وَبِئْسَ الْمَصِيرُ আর তা নিকৃষ্ট বাসস্থান।

৭. اِذَآ اُلْقُوا فِيهَا যখন তারা তাতে নিক্ষিপ্ত হবে سَمِعُوا لَهَا شَهِيقًا তখন তারা তার বিকট ধ্বনি শুনতে পাবে وَّهِيَ تَفُورُ এবং তা এরূপে ফুটতে থাকবে।

৮. تَكَادُ تَمَيَّزُ মনে হবে যেন ফেটে পড়বে مِنَ الْغَيْظِ রোষে كُلَّمَآ اُلْقِيَ فِيهَا যখন তাতে নিক্ষিপ্ত হবে فَوْجٌ কোনো একটি দল سَاَلَهُمْ তখন তাদেরকে জিজ্ঞাসা করবে خَزَنَتُهَآ তার রক্ষকগণ اَلَمْ يَاْتِكُمْ نَذِيرٌ তোমাদের নিকট কি কোনো ভয় প্রদর্শনকারী আগমন করেন নি।

৯. قَالُوا ঐ কাফেররা বলবে بَلٰى নিশ্চয় قَدْ جَآءَنَا نَذِيرٌ আমাদের নিকট ভয় প্রদর্শনকারী এসেছিলেন فَكَذَّبْنَا কিন্তু আমরা অবিশ্বাস করেছিলাম وَقُلْنَا এবং বলেছিলাম যে, مَا نَزَّلَ اللّٰهُ مِنْ شَيْءٍ আল্লাহ কিছুই নাজিল করেননি اِنْ اَنْتُمْ اِلَّا فِي ضَلٰلٍ كَبِيرٍ তোমরা মহাভ্রমে পতিত আছ।

https://e-ilm.weebly.com/

১০. আর [এটাও] বলবে যে, যদি আমরা শুনতাম কিংবা বুঝতাম, তবে আমরা দোজখবাসীদের অন্তর্ভুক্ত হতাম না।	وَقَالُوْا لَوْ كُنَّا نَسْمَعُ اَوْ نَعْقِلُ مَا كُنَّا فِيْٓ اَصْحٰبِ السَّعِيْرِ ﴿١٠﴾
১১. মোটকথা, তারা নিজেদের অপরাধ স্বীকার করবে, সুতরাং দোজখবাসীদের জন্য ধ্বংস।	فَاعْتَرَفُوْا بِذَنْۢبِهِمْ ۚ فَسُحْقًا لِّاَصْحٰبِ السَّعِيْرِ ﴿١١﴾
১২. নিঃসন্দেহে যারা নিজের প্রতিপালককে না দেখেই ভয় করে তাদের জন্য ক্ষমা এবং মহা প্রতিদান রয়েছে।	اِنَّ الَّذِيْنَ يَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ بِالْغَيْبِ لَهُمْ مَّغْفِرَةٌ وَّاَجْرٌ كَبِيْرٌ ﴿١٢﴾
১৩. আর তোমরা কথা চুপিচুপিই বল অথবা উচ্চৈঃস্বরেই বল; তিনি অন্তর্নিহিত বিষয়সমূহ পূর্ণ অবগত আছেন।	وَاَسِرُّوْا قَوْلَكُمْ اَوِ اجْهَرُوْا بِهٖ ۗ اِنَّهٗ عَلِيْمٌۢ بِذَاتِ الصُّدُوْرِ ﴿١٣﴾
১৪. আর তিনি কি জানবেন না, যিনি সৃষ্টি করেছেন? অথচ তিনি সূক্ষ্মদর্শী, সম্যক অবগত।	اَلَا يَعْلَمُ مَنْ خَلَقَ ۗ وَهُوَ اللَّطِيْفُ الْخَبِيْرُ ﴿١٤﴾ ع
১৫. তিনিই তো তোমাদের জন্য জমিনকে বশীভূত করেছেন, অতএব, তোমরা তার পথসমূহে চলাফেরা কর এবং আল্লাহ [প্রদত্ত] রিজিক হতে আহার কর। আর পুনরুত্থান তো তাঁর নিকট।	هُوَ الَّذِيْ جَعَلَ لَكُمُ الْاَرْضَ ذَلُوْلًا فَامْشُوْا فِيْ مَنَاكِبِهَا وَكُلُوْا مِنْ رِّزْقِهٖ ۗ وَاِلَيْهِ النُّشُوْرُ ﴿١٥﴾

শাব্দিক অনুবাদ :

১০. وَقَالُوْا আর বলবে যে, لَوْ كُنَّا نَسْمَعُ যদি আমরা শুনতাম اَوْ نَعْقِلُ কিংবা বুঝতাম مَا كُنَّا فِيْٓ اَصْحٰبِ السَّعِيْرِ তবে আমরা দোজখবাসীদের অন্তর্ভুক্ত হতাম না।

১১. فَاعْتَرَفُوْا بِذَنْۢبِهِمْ মোটকথা তারা নিজেদের অপরাধ স্বীকার করবে فَسُحْقًا لِّاَصْحٰبِ السَّعِيْرِ সুতরাং দোজখবাসীদের জন্য ধ্বংস।

১২. اِنَّ الَّذِيْنَ يَخْشَوْنَ নিঃসন্দেহে যারা ভয় করে رَبَّهُمْ নিজের প্রতিপালককে بِالْغَيْبِ না দেখে لَهُمْ مَّغْفِرَةٌ তাদের জন্য রয়েছে ক্ষমা وَّاَجْرٌ كَبِيْرٌ এবং মহাপ্রতিদান।

১৩. وَاَسِرُّوْا قَوْلَكُمْ আর তোমরা কথা চুপি চুপিই বল اَوِ اجْهَرُوْا بِهٖ অথবা উচ্চৈঃস্বরেই বল اِنَّهٗ عَلِيْمٌۢ তিনি পূর্ণ অবগত আছেন بِذَاتِ الصُّدُوْرِ অন্তর্নিহিত বিষয়সমূহ।

১৪. اَلَا يَعْلَمُ আর তিনি কি জানবেন না مَنْ خَلَقَ যিনি সৃষ্টি করেছেন وَهُوَ اللَّطِيْفُ অথচ তিনি সূক্ষ্মদর্শী الْخَبِيْرُ সম্যক অবগত।

১৫. هُوَ الَّذِيْ جَعَلَ তিনি এমন যিনি করেছেন لَكُمُ الْاَرْضَ তোমাদের জন্য জমিনকে ذَلُوْلًا বশীভূত فَامْشُوْا فِيْ مَنَاكِبِهَا অতএব, তোমরা তার পথসমূহে চলাফেরা কর وَكُلُوْا এবং আহার কর مِنْ رِّزْقِهٖ আল্লাহ (প্রদত্ত) রিজিক হতে وَاِلَيْهِ النُّشُوْرُ আর পুনরুত্থান তো তাঁরই নিকট।

https://e-ilm.weebly.com/

ءَأَمِنتُم مَّن فِي السَّمَاءِ أَن يَخْسِفَ بِكُمُ الْأَرْضَ فَإِذَا هِيَ تَمُورُ ﴿١٦﴾

১৬. তোমরা কি তাঁর হতে নির্ভয় রয়েছ যে, যিনি আসমানে আছেন তিনি তোমাদেরকে জমিনের মধ্যে ধসিয়ে দিবেন, অতঃপর জমিন থরথর করে কাঁপতে থাকবে।

أَمْ أَمِنتُم مَّن فِي السَّمَاءِ أَن يُرْسِلَ عَلَيْكُمْ حَاصِبًا ۖ فَسَتَعْلَمُونَ كَيْفَ نَذِيرِ ﴿١٧﴾

১৭. নাকি তোমরা নির্ভয় হয়ে গেছ তা হতে যে, যিনি আসমানে আছেন, তিনি তোমাদের প্রতি এক প্রচণ্ড বায়ু প্রেরণ করে দেন? সুতরাং তোমরা অচিরেই জানতে পারবে যে, আমার ভয় প্রদর্শন কিরূপ ছিল।

وَلَقَدْ كَذَّبَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ فَكَيْفَ كَانَ نَكِيرِ ﴿١٨﴾

১৮. আর এদের পূর্বে যারা অতীত হয়েছে তারাও অবিশ্বাস করেছিল, অতএব, আমার আজাব কিরূপ হয়েছিল?

أَوَلَمْ يَرَوْا إِلَى الطَّيْرِ فَوْقَهُمْ صَافَّاتٍ وَيَقْبِضْنَ ۚ مَا يُمْسِكُهُنَّ إِلَّا الرَّحْمَٰنُ ۚ إِنَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ بَصِيرٌ ﴿١٩﴾

১৯. এরা কি তাদের উপরে পক্ষীসমূহের প্রতি লক্ষ্য করেনি যে, তারা পাখা বিস্তার করে আছে [উড়ে বেড়াচ্ছে] আর পাখা সঙ্কুচিত করে নেয়? করুণাময় [আল্লাহ] ব্যতীত কেউই তাদেরকে রুখে রাখেনি; নিঃসন্দেহে তিনি প্রত্যেক বস্তুকে দেখছেন।

أَمَّنْ هَٰذَا الَّذِي هُوَ جُندٌ لَّكُمْ يَنصُرُكُم مِّن دُونِ الرَّحْمَٰنِ ۚ إِنِ الْكَافِرُونَ إِلَّا فِي غُرُورٍ ﴿٢٠﴾

২০. আচ্ছা [বল তো] দয়াময় আল্লাহ ব্যতীত সে কে, যে তোমাদের সৈনিক হয়ে তোমাদের হেফাজত করতে পারে? [আর] কাফেররা শুধু ধোঁকার মধ্যে রয়েছে।

শাব্দিক অনুবাদ :

১৬. ءَأَمِنتُمْ তোমরা কি নির্ভয়ে রয়েছে যে, مَّن فِي السَّمَاءِ যিনি আসমানে আছেন তাঁর হতে أَن يَخْسِفَ بِكُمُ الْأَرْضَ তিনি জমিনের মধ্যে ধসিয়ে দিবেন فَإِذَا هِيَ تَمُورُ অতঃপর ঐ জমিন থরথর করতে থাকে।

১৭. أَمْ أَمِنتُمْ নাকি তোমরা নির্ভর হয়ে গেছ তা হতে যে, مَّن فِي السَّمَاءِ যিনি আসমানে আছেন أَن يُرْسِلَ عَلَيْكُمْ حَاصِبًا তিনি তোমাদের প্রতি এক প্রচণ্ড বায়ু প্রেরণ করে দেন فَسَتَعْلَمُونَ সুতরাং তোমরা অচিরেই জানতে পারবে যে, كَيْفَ نَذِيرِ আমার ভয় প্রদর্শন কিরূপ ছিল।

১৮. وَلَقَدْ كَذَّبَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ আর এদের পূর্বে যারা ছিল তারাও অবিশ্বাস করেছিল فَكَيْفَ كَانَ نَكِيرِ অতএব, আমার আজাব কিরূপ হয়েছিল।

১৯. أَوَلَمْ يَرَوْا এরা কি লক্ষ্য করেনি إِلَى الطَّيْرِ فَوْقَهُمْ তাদের উপরে পক্ষীসমূহের প্রতি صَافَّاتٍ وَيَقْبِضْنَ এরা পাখা বিস্তার করে আছে আর পাখা সঙ্কুচিত করে নেয় مَا يُمْسِكُهُنَّ إِلَّا الرَّحْمَٰنُ করুণাময় (আল্লাহ) ব্যতীত কেউ এদেরকে রুখে রাখেনি إِنَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ بَصِيرٌ নিঃসন্দেহে তিনি প্রত্যেক বস্তুকে দেখছেন।

২০. أَمَّنْ هَٰذَا الَّذِي আচ্ছা (বল তো) সে কে? هُوَ جُندٌ لَّكُمْ যে তোমাদের সৈনিক হয়ে يَنصُرُكُمْ তোমাদের হেফাজত করতে পারে مِّن دُونِ الرَّحْمَٰنِ দয়াময় আল্লাহ ব্যতীত إِنِ الْكَافِرُونَ إِلَّا فِي غُرُورٍ কাফেররা শুধু ধোঁকার মধ্যে রয়েছে।

https://e-ilm.weebly.com/

২১. আচ্ছা [বল তো], কে সেই ব্যক্তি, যে তোমাদেরকে জীবিকা পৌঁছাবে, যদি আল্লাহ তাঁর [প্রদত্ত] রিজিক বন্ধ করে দেন; বরং তারা বিরুদ্ধাচরণ ও সত্যবিমুখতায় অবিচল রয়েছে।	أَمَّنْ هَٰذَا الَّذِي يَرْزُقُكُمْ إِنْ أَمْسَكَ رِزْقَهُ ۚ بَل لَّجُّوا فِي عُتُوٍّ وَنُفُورٍ ﴿٢١﴾
২২. যে ব্যক্তি ঝুঁকে মুখে ভর দিয়ে চলে, সেই কি সঠিক পথে চলে, নাকি সেই ব্যক্তি যে সোজা এক সমতল পথে চলে?	أَفَمَن يَمْشِي مُكِبًّا عَلَىٰ وَجْهِهِ أَهْدَىٰ أَمَّن يَمْشِي سَوِيًّا عَلَىٰ صِرَاطٍ مُّسْتَقِيمٍ ﴿٢٢﴾
২৩. আপনি বলে দিন, তিনিই তোমাদেরকে সৃষ্টি করেছেন এবং তোমাদেরক কর্ণ ও চক্ষুসমূহ এবং অন্তর দিয়েছেন। তোমরা অল্পই কৃতজ্ঞতা প্রকাশ কর।	قُلْ هُوَ الَّذِي أَنشَأَكُمْ وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْئِدَةَ ۖ قَلِيلًا مَّا تَشْكُرُونَ ﴿٢٣﴾
২৪. আপনি বলুন, তিনিই তোমাদেরকে পৃথিবীতে ছড়িয়েছেন এবং তাঁরই সমীপে তোমাদেরকে সমবেত করা হবে।	قُلْ هُوَ الَّذِي ذَرَأَكُمْ فِي الْأَرْضِ وَإِلَيْهِ تُحْشَرُونَ ﴿٢٤﴾
২৫. আর তারা বলে, এ প্রতিশ্রুতি কখন [সংঘটিত] হবে, যদি তোমরা সত্যবাদী হও?	وَيَقُولُونَ مَتَىٰ هَٰذَا الْوَعْدُ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ ﴿٢٥﴾
২৬. আপনি বলে দিন, এ [বিষয়ের] জ্ঞান তো আল্লাহরই আছে, আর আমি তো শুধু স্পষ্ট ভয় প্রদর্শনকারী।	قُلْ إِنَّمَا الْعِلْمُ عِندَ اللَّهِ وَإِنَّمَا أَنَا نَذِيرٌ مُّبِينٌ ﴿٢٦﴾
২৭. অনন্তর যখন তাকে নিকটবর্তী হতে দেখবে, তখন কাফেরদের মুখমণ্ডল বিকৃত হয়ে যাবে এবং বলা হবে, এটাই তা যা তোমরা কামনা করতে।	فَلَمَّا رَأَوْهُ زُلْفَةً سِيئَتْ وُجُوهُ الَّذِينَ كَفَرُوا وَقِيلَ هَٰذَا الَّذِي كُنتُم بِهِ تَدَّعُونَ ﴿٢٧﴾

শাব্দিক অনুবাদ :

২১. أَمَّنْ هَٰذَا الَّذِي আচ্ছা (বল তো) কে সেই ব্যক্তি هُوَ يَرْزُقُكُمْ যে তোমাদেরকে জীবিকা পৌছাবে إِنْ أَمْسَكَ رِزْقَهُ যদি আল্লাহ তাঁর রিজিক বন্ধ করে দেন بَلْ لَّجُّوا فِي عُتُوٍّ وَّنُفُورٍ বরং তারা বিরুদ্ধাচরণ ও সত্যবিমুখতায় অবিচল রয়েছে।

২২. أَفَمَنْ يَّمْشِي مُكِبًّا عَلَىٰ وَجْهِهِ আচ্ছা, যে ব্যক্তি ঝুকে মুখে ভর দিয়ে চলে أَهْدَىٰ সেই কি সঠিক পথে চলে أَمَّنْ يَّمْشِي سَوِيًّا عَلَىٰ صِرَاطٍ مُّسْتَقِيمٍ না সেই ব্যক্তি যে সোজা এক সমতল পথে চলে।

২৩. قُلْ আপনি বলে দিন هُوَ الَّذِي أَنْشَأَكُمْ তিনিই তোমাদেরকে সৃষ্টি করেছেন وَجَعَلَ لَكُمُ এবং তোমাদেরকে দিয়েছেন السَّمْعَ কর্ণ وَالْأَبْصَارَ ও চক্ষুসমূহ وَالْأَفْئِدَةَ এবং অন্তর قَلِيلًا مَّا تَشْكُرُونَ তোমরা অল্পই কৃতজ্ঞতা প্রকাশ কর।

২৪. قُلْ আপনি বলুন هُوَ الَّذِي ذَرَأَكُمْ فِي الْأَرْضِ তিনিই তোমাদেরকে পৃথিবীতে ছড়িয়েছেন وَإِلَيْهِ تُحْشَرُونَ এবং তাঁরই সমীপে তোমাদেরকে সমবেত করা হবে।

২৫. وَيَقُولُونَ আর তারা বলে مَتَىٰ هَٰذَا الْوَعْدُ এই প্রতিশ্রুতি কখন হবে إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ যদি তোমরা সত্যবাদী হও।

২৬. قُلْ আপনি বলে দিন إِنَّمَا الْعِلْمُ عِنْدَ اللَّهِ এ জ্ঞান তো আল্লাহরই আছে وَإِنَّمَا أَنَا نَذِيرٌ مُّبِينٌ আর আমি তো শুধু স্পষ্ট ভয় প্রদর্শনকারী।

২৭. فَلَمَّا رَأَوْهُ زُلْفَةً অনন্তর যখন তাকে নিকটবর্তী হতে দেখবে سِيئَتْ তখন বিকৃত হয়ে যাবে وُجُوهُ الَّذِينَ كَفَرُوا কাফেরদের মুখমণ্ডল وَقِيلَ এবং বলা হবে هَٰذَا الَّذِي كُنْتُمْ بِهِ تَدَّعُونَ এটাই তা যা তোমরা কামনা করতে।

https://e-ilm.weebly.com/

https://e-ilm.weebly.com/

١. رَوٰى اَبُوْ هُرَيْرَةَ (رضـ) اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ اِنَّ سُوْرَةً مِنْ كِتَابِ اللّٰهِ مَا هِىَ اِلَّا ثَلٰثُوْنَ آيَةً شَفَعَتْ لِرَجُلٍ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَاَخْرَجَتْهُ مِنَ النَّارِ وَاَدْخَلَتْهُ الْجَنَّةَ وَهِىَ سُوْرَةُ تَبَارَكَ ـ

অর্থাৎ হযরত আবূ হুরায়রাহ (র.) বলেন, নিশ্চয়ই রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, কুরআন মাজীদের একটি সূরা রয়েছে, যা ৩০ আয়াত বিশিষ্ট, যে তা তেলাওয়াত করবে কিয়ামতের দিন এ সূরা তার জন্য আল্লাহর দরবারে সুপারিশ করে দোজখ হতে বের করাবে এবং বেহেশতে প্রবেশ করাবে। আর সে সূরাটি হলো– سُوْرَةُ تَبَارَكَ الَّذِىْ

٢. عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ مَسْعُوْدٍ (رضـ) قَالَ اِذَا وُضِعَ الْمَيِّتُ فِىْ قَبْرِهٖ يُؤْتٰى مِنْ قِبَلِ رِجْلَيْهِ فَتَقُوْلُ رِجْلَاهُ لَيْسَ لَكُمْ عَلَيْهِ سَبِيْلٌ لِاَنَّهٗ يَقُوْمُ بِسُوْرَةِ الْمُلْكِ ثُمَّ يُؤْتٰى مِنْ قِبَلِ رَأْسِهٖ فَيَقُوْلُ لِسَانُهٗ لَيْسَ لَكُمْ عَلَيْهِ سَبِيْلٌ لِاَنَّهٗ كَانَ يَقْرَأُ بِىْ سُوْرَةَ الْمُلْكِ ثُمَّ قَالَ هِىَ الْمَانِعَةُ مِنْ عَذَابِ اللّٰهِ وَهِىَ فِى التَّوْرَاةِ سُوْرَةُ الْمُلْكِ مَنْ قَرَأَهَا فِىْ لَيْلَةٍ فَقَدْ اَكْثَرَ وَاَطْنَبَ ـ

অর্থাৎ হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা.) হতে একটি হাদীস বর্ণিত রয়েছে। তিনি বলেন, যখন মৃত ব্যক্তিকে কবরে শায়িত করা হয় তখন সর্বপ্রথম তার পা যুগলের দিক থেকে আজাবের ফেরেশতা আসতে শুরু করে। তখন মৃতব্যক্তির পা দু'খানি ফেরেশতাদেরকে লক্ষ্য করে বলবে, এ ব্যক্তির নিকটে আসার তোমাদের কোনো সুযোগ নেই। কেননা সে সূরা আল-মুলক সর্বদা পড়ত। অতঃপর তার মাথার দিক থেকেও পুনরায় আজাবের ফেরেশতা আসতে থাকে, তখন মৃতব্যক্তির মুখ বলবে এ ব্যক্তির নিকট তোমাদের আগমনের কোনো পন্থা নেই। কেননা সে আমার (মুখমণ্ডলের) মাধ্যমে সূরা মুলক তেলাওয়াত করত। অতঃপর তিনি বললেন, এটা আল্লাহর আজাবকে ফিরিয়ে দেয়। তাওরাত কিতাবেও এটা সূরাতুল মুলক নামে পরিচিতি ছিল। যে ব্যক্তি রাত্রিকালে তা তেলাওয়াত করবে সে ব্যক্তি অত্যধিক নেক কার্য করল এবং তার নেক আমলনামাকে দীর্ঘ করল। অপর একটি হাদীস শরীফে হযরত রাসূলে কারীম ﷺ বলেন– هِىَ الْمَانِعَةُ الْمُنْجِيَةُ (سُوْرَةُ تَبَارَكَ الَّذِىْ) এটা تُنْجِيْهِ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ (رَوَاهُ التِّرْمِذِىُّ وَقَالَ هٰذَا حَدِيْثٌ حَسَنٌ غَرِيْبٌ) আল্লাহর শাস্তিকে প্রতিহতকারী, যে এটা তেলাওয়াত করবে তাকে তা কবরের শাস্তি থেকে নাজাত দান করবে। –[কুরতুবী]

হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) বলেন, এ সূরাটি যেন প্রত্যেক ঘরের প্রত্যেক ব্যক্তি শিখে নেয় এবং তেলাওয়াত করে।

وَاَيْضًا عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ (رضـ) قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِنَّ تَبَارَكَ الْمُلْكَ فِىْ قَلْبِ كُلِّ مُؤْمِنٍ ـ

ইবনে আব্বাস (রা.) থেকেও বর্ণিত আছে যে, রাসূল ﷺ বলেছেন– প্রত্যেক মুমিনের অন্তরে সূরায় মুলক বদ্ধমূল রয়েছে।

সূরাটির বিষয়বস্তু : এ সূরায় ইসলামের মৌলিক শিক্ষাকে সংক্ষিপ্তভাবে তুলে ধরা হয়েছে এবং মর্মস্পর্শী ভাষায় অচেতন ও গাফেল লোকদেরকে সচেতন ও সক্রিয় করে তোলা হয়েছে। মক্কায় প্রাথমিক পর্যায়ে অবতীর্ণ সূরাসমূহের বিশেষত্ব হলো, এগুলোতে ইসলামের মৌলিক শিক্ষাকে খুব সংক্ষেপে অথচ হৃদয়গ্রাহী করে বর্ণনা করা হয়েছে, যাতে মানুষের অন্তঃকরণে ইসলামের মৌলিক আকীদা-বিশ্বাসমূহ সুদৃঢ়ভাবে বদ্ধমূল হয়ে যায়। মানুষ তার প্রতি গভীর দৃষ্টি ও চিন্তা-ভাবনা করে তা হৃদয়ঙ্গম করতে সক্ষম হয়।

সূরাটির ১ থেকে ৫ নং আয়াত পর্যন্ত মহামহিম অসীম শক্তিধর আল্লাহ রাব্বুল আলামীনের সর্বময় ও সার্বভৌম ক্ষমতার অধিকারী হওয়ার বর্ণনা দিয়ে সৃষ্টিকুলে তাঁর তুলনাহীন সৃষ্টি নৈপুণ্যের কথা বলা হয়েছে। বলা হয়েছে, তোমরা সৃষ্টিলোকের প্রতি আতিপাতি করে খোঁজাখুজি করলেও কোথাও কোনো খুঁত, অসমাঞ্জস্য ও ত্রুটি দেখবে না। জীবন-মৃত্যুকে এ জগতে তোমাদের পরীক্ষার জন্যই সৃষ্টি করা হয়েছে, যাতে আল্লাহ তা'আলা মানুষের স্বাধীনতা অক্ষুণ্ন রেখে তাদের মধ্যে কারা সৎকর্মশীল ও পুণ্যবান হয়, তা বাস্তবে প্রমাণ করে নিতে পারেন।

৬ থেকে ১১নং আয়াত পর্যন্ত আল্লাহর সাথে কুফরি করার ভয়াবহ ও মারাত্মক পরিণতির কথা তুলে ধরেছেন এবং জাহান্নামের আজাবের বর্ণনা দিয়ে, যেন তার বাস্তব চিত্রটি লোকদের সম্মুখে তুলে ধরেছেন।

১২ থেকে ১৪নং আয়াতে আল্লাহভীরু লোকদের শুভ পরিণাম ও সাফল্যের বর্ণনা দিয়ে আল্লাহ যে সর্বজ্ঞাতা, ছোট-বড় গোপন-প্রকাশ্য সকল শ্রেণির কাজ ও কথা সম্পর্কে পূর্ণ ওয়াকিবহাল থাকা এবং আল্লাহর অন্তর্যামী হওয়ার কথাও তুলে ধরেছেন।

১৫ থেকে ২৩ নং আয়াতে আল্লাহভীরু মানুষের নিকট কম গুরুত্বপূর্ণ অথচ চিরন্তন ও শাশ্বত মহাসত্য তুলে ধরে স্বীয় অসীম ক্ষমতা, কুদরত ও সৃষ্টি-কৌশলের অবিসংবাদিত্বের কথা তুলে ধরা হয়েছে। বলা হয়েছে– এ ভূ-প্রকৃতি ও ভূ-পৃষ্ঠকে আমি নরম ও চলনোপযোগী করে সৃষ্টি করেছি। আকাশকে শূন্যলোকে ঝুলন্ত রেখেছি। বায়ুমণ্ডলকে বিহঙ্গকুলের উড্ডয়নে উপযোগী করে সৃষ্টি করেছি। সুতরাং তোমাদেরকে যদি আল্লাহ তা'আলা ভূমির তলদেশে ধসিয়ে দেন, কংকর বর্ষণ করে

https://e-ilm.weebly.com/

তবে তোমাদের রক্ষা করার কে আছে? অতএব তোমরা সে মহাশক্তিধরের সম্মুখে অবনত হও, তাঁর অস্তিত্বের স্বীকৃতি দাও, তাঁর নিরঙ্কুশ ক্ষমতা ও অধিকারকে মেনে নাও। ইতঃপূর্বে যারা তাঁকে স্বীকার করেনি, তাঁর অধিকার ও ক্ষমতাকে মেনে নেয়নি, তাদের আমি [আল্লাহ] কঠোর শাস্তি দিয়েছি। আর আল্লাহ তা'আলা ব্যতীত তোমাদের এমন কোনো সেনাবাহিনীও নেই, যারা আল্লাহর মোকাবিলায় তোমাদেরকে সাহায্য করতে পারে। তিনি যদি তোমাদের জীবিকা ও জীবনোপকরণ বন্ধ করে দেন, তবে তোমাদের জীবিকা দান করার কেউ আছে কি? এ বাস্তব সত্যগুলোর প্রতি গভীর অভিনিবেশ সহকারে চিন্তা করে তোমাদের ঈমান আনা উচিত। বস্তুত আল্লাহই তোমাদেরকে সৃষ্টি করেছেন, তিনি তোমাদেরকে শ্রবণশক্তি, দৃষ্টিশক্তি ও অন্তঃকরণ দিয়েছেন। তাঁর প্রতি তোমাদের কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করা উচিত, কিন্তু অল্পসংখ্যক লোকই কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে থাকে। এসব কথার উদ্দেশ্য হলো নির্ভেজালরূপে আল্লাহর একত্ববাদ এবং তাঁর নিরঙ্কুশ সার্বভৌম ক্ষমতা ও অধিকারকে স্বীকৃতি দেওয়া, তাঁর প্রতি ঈমান আনা ও আস্থাশীল হওয়া।

২৪ থেকে ২৭নং আয়াত পর্যন্ত বলা হয়েছে যে, শেষ পর্যন্ত তোমরা সকলেই আল্লাহর কাছে প্রত্যাবর্তন করবে; কিন্তু সে সময়টা কখন তা বলা নবীর দায়িত্ব নয়; বরং ঐ সময়টি আগমনের সংবাদটি দেওয়াই হলো নবীর কাজ। সে সময়টির আগমন মুহূর্তটি জানিয়ে দেওয়ার যে দাবি তোমরা উত্থাপন করেছে, তা সম্পর্কে নবী করীম ﷺ অবগত নন। সে নির্ধাত মুহূর্তটি সম্পর্কে একমাত্র আল্লাহই অবগত রয়েছেন। তা যখন তোমরা অবলোকন করবে, তখন তোমরা ভীতবিহ্বল, কম্পমান ও কিংকর্তব্যবিমূঢ় হয়ে পড়বে।

পরিশেষে ২৮-৩০নং আয়াত পর্যন্ত আল্লাহ তা'আলা মক্কার মুশরিকদের সেসব অবাঞ্ছিত কথার জবাব দিয়েছেন, যা তারা নবী করীম ﷺ -এর সঙ্গী-সাথিদের বিরুদ্ধে বলত। তারা নবী করীম ﷺ -এর প্রতি নানারূপ কটূক্তি ও গালাগাল করত এবং ঈমানদারদের ধ্বংস কামনা করত। এর জবাবে তাদেরকে সত্য ও ন্যায়ের প্রতি আহ্বান জানানো হয়েছে। আর বলা হয়েছে– নবী করীম ﷺ তাঁর সঙ্গী-সাথিসহ ধ্বংস হোন বা তাঁর প্রতি আল্লাহর করুণার আশিসধারা বর্ষিত হোক, তাতে তোমাদের ভাগ্যের কোনোই পরিবর্তন হবে না। তোমাদের ব্যাপারটি তোমাদেরই চিন্তা করতে হবে। তোমাদের প্রতি আল্লাহর শাস্তি অবতীর্ণ হলে তোমাদের কেউই রক্ষা পাবে না। তোমরা ঈমানদারদেরকে ভ্রান্ত ভাবছ, কিন্তু আসলে কারা ভ্রান্ত, তা একদিন অবশ্যই উদঘাটিত হবেই।

সূরাটির সর্বশেষে কাফেরদের কাছে এ প্রশ্ন রাখা হয়েছে যে, এ ধূসর মরু ও পর্বতসঙ্কুল অঞ্চলে তোমাদের অন্যতম জীবনোপকরণ হলো পানি, সে পানি যদি নিঃশেষ হয়ে যায়, তবে বল তো তোমাদের জন্য কে সে সঞ্জীবনী সূরা এনে দিতে পারে?

সূরা তাহরীমের সাথে সূরা মুলকের গোত্রসূত্র : পূর্ববর্তী সূরাতে রেসালতের বিষয় আলোচনা করা হয়েছে। এ সূরাতে তাওহীদের কথা দলিল সহকারে পেশ করা হয়েছে এবং তাওহীদের দায়িত্বের ব্যাপারে ত্রুটি করলে তার পরিণতির কথাও পেশ করা হয়েছে। পূর্ববর্তী সূরাতে নেককার ও বদকার নারীদের প্রসঙ্গ আলোচিত হয়েছে। এ সূরাতে এ আলোচনাকে সাধারণ ও ব্যাপক করে তুলে ধরা হয়েছে।

বলা হয়েছে, এ সূরাটির সম্পর্ক রয়েছে সূরা আত্-তালাক্বে সপ্ত আকাশ ও জমিনের কথা আলোচিত হয়েছে। এ সূরাতে তার উপর আল্লাহ তা'আলার সার্বভৌমত্ব ও একচ্ছত্র নিয়ন্ত্রণের কথা দলিল-প্রমাণসহকারে পেশ করা হয়েছে। এ মতে সূরা তাহরীম সূরা আত্-তালাক্বের অংশ বিশেষের মতো অথবা সূরা আত্-তালাক্বের সম্পূরক। -[রূহুল মা'আনী]

وَاَسِرُّوْا قَوْلَكُمْ اَوِ اجْهَرُوْا اِنَّهٗ عَلِيْمٌ بِذَاتِ الصُّدُوْرِ (١٣)

শানে নুযূল : কোনো কোনো সময় মুশরিকরা হুজুর ﷺ -কে গালি দিত। তখন হযরত জিবরাঈল (আ.) ওহীর মাধ্যমে হুজুর ﷺ কে তা জানিয়ে দিতেন। এ কারণে মুশরিকরা পরস্পর পরামর্শ করল এখন থেকে তোমাদের জন্যে চুপে চুপে কথা বলা উচিত। যাতে মোহাম্মদের খোদা শুনতে না পায়। এই পরিপ্রেক্ষিতে এই আয়াত নাজিল হয়। -(কুরতুবী ১৮:২১৪)

تَبَارَكَ الَّذِيْ بِيَدِهِ الْمُلْكُ وَهُوَ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ : تَبَارَكَ শব্দটি بَرَكٌ থেকে উদ্ভূত। এর শাব্দিক অর্থ বেশি হওয়া। এই শব্দটি আল্লাহর শানে ব্যবহৃত হলে এর অর্থ হয় সর্বোচ্চ ও মহান। بِيَدِهِ الْمُلْكُ আল্লাহর হাতে রয়েছে রাজত্ব। কুরআন পাকের স্থানে স্থানে আল্লাহর জন্য হাত অর্থে يَدٌ শব্দ ব্যবহৃত হয়েছে। আল্লাহ তা'আলা শরীর ও অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের বহু উর্ধ্বে। তাই এটা একটা مُتَشَابِهٌ শব্দ। একে সত্য বলে বিশ্বাস করা ওয়াজিব। কিন্তু এর অবস্থা ও স্বরূপ কারো জানার বিষয় নয়। এর পিছনে পড়া অবৈধ। রাজত্ব বলে আকাশ ও পৃথিবী এবং ইহকাল ও পরকালের রাজত্ব বুঝানো হয়েছে। আয়াতে আল্লাহ তা'আলার জন্য চারটি গুণ দাবি করা হয়েছে। (এক) তিনি বিদ্যমান আছেন, (দুই) তিনি চরম পূর্ণত্ব গুণের অধিকারী এবং সবার উর্ধ্বে, (তিন) তাঁর রাজত্ব আকাশ ও পৃথিবীতে পরিব্যাপ্ত এবং (চার) তিনি

https://e-ilm.weebly.com/

সবকিছুর উপর সর্বশক্তিমান। পরবর্তী আয়াতসমূহে এই দাবির যুক্তি-প্রমাণ রয়েছে, যা আল্লাহর সৃষ্ট জীবের মধ্যে চিন্তা-ভাবনা করলেই ফুটে উঠে। তাই পরের আয়াতসমূহে সমগ্র সৃষ্ট জগৎ ও সৃষ্ট বস্তুর বিভিন্ন প্রকার দ্বারা আল্লাহর অস্তিত্ব, তাওহীদ এবং তাঁর জ্ঞান ও শক্তিমত্তা সপ্রমাণ করা হয়েছে। সর্বপ্রথম সৃষ্টির সেরা মানুষের অস্তিত্বে আল্লাহর কুদরতের যেসব নিদর্শন রয়েছে, সেগুলোর প্রতি দৃষ্টি করে বলা হয়েছে, خَلَقَ الْمَوْتَ وَالْحَيٰوةَ এরপর কয়েক আয়াতে আকাশ সৃষ্টিতে চিন্তা-ভাবনার মাধ্যমে প্রমাণ এনে বলা হয়েছে, اَلَّذِىْ خَلَقَ سَبْعَ سَمٰوٰتٍ -এরপর هُوَ الَّذِىْ جَعَلَ لَكُمُ الْاَرْضَ ذَلُوْلًا থেকে দুই আয়াতে পৃথিবী সৃজন ও তার উপকারিতা সম্পর্কে চিন্তা-ভাবনা বর্ণিত হয়েছে। অবশেষে শূন্যমণ্ডলে বসবাসকারী সৃষ্টজীব পক্ষীদের উল্লেখ করে اَوَ لَمْ يَرَوْا اِلَى الطَّيْرِ বলা হয়েছে। মোটকথা, সমগ্র সূরার মূল বিষয়বস্তু হচ্ছে আল্লাহ্ তা'আলার অস্তিত্ব, জ্ঞান-গরিমা ও শক্তি-সামর্থ্যের পক্ষে প্রমাণাদি উপস্থাপিত করা। প্রসঙ্গক্রমে কাফেরদের শাস্তি, মু'মিনদের প্রতিদান ইত্যাদি বিষয়বস্তুও বর্ণিত হয়েছে। আল্লাহ তা'আলার পূর্ণজ্ঞান ও শক্তির যেসব প্রমাণ মানুষের মধ্যে রয়েছে দুটি শব্দের মাধ্যমে সেগুলো নির্দেশ করা হয়েছে।

মরণ ও জীবনের স্বরূপ : خَلَقَ الْمَوْتَ وَالْحَيٰوةَ অর্থাৎ তিনি মরণ ও জীবন সৃষ্টি করেছেন। মানুষের অবস্থাসমূহের মধ্যে এখানে কেবল মরণ ও জীবন এই দুটি অবস্থা বর্ণনা করা হয়েছে। কেননা এই দুটি অবস্থাই মানব জীবনের যাবতীয় হাল ও ক্রিয়াকর্মে পরিব্যাপ্ত। জীবন একটি অস্তিবাচক বিষয় বিধায় এর জন্য 'সৃষ্টি' শব্দ যথার্থই প্রযোজ্য। কিন্তু মৃত্যু বাহ্যত নাস্তিবাচক বিষয়। অতএব একে সৃষ্টি করার মানে কি? এই প্রশ্নের জবাবে বিভিন্ন উক্তি বর্ণিত আছে। সর্বাধিক স্পষ্ট উক্তি এই যে, মৃত্যু নিরেট নাস্তিকে বলা হয় না; বরং মৃত্যুর সংজ্ঞা হচ্ছে আত্মা ও দেহের সম্পর্ক ছিন্ন করে আত্মাকে অন্যত্র স্থানান্তর করা। এটা অস্তিবাচক বিষয়। মোটকথা, জীবন যেমন দেহের একটি অবস্থার নাম, মৃত্যুও তেমনি একটি অবস্থা। হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা.) ও অন্য কয়েকজন তাফসীরবিদ থেকে বর্ণিত আছে যে, মরণ ও জীবন দুটি শরীরী সৃষ্টি। মরণ একটি ভেড়ার আকারে এবং জীবন একটি ঘোটকীর আকারে বিদ্যমান আছে। বাহ্যত একটি সহীহ্ হাদীসের সাথে সুর মিলিয়ে এই উক্তি করা হয়েছে। হাদীসে আছে, কিয়ামতের দিন যখন জান্নাতীরা জান্নাতে এবং জাহান্নামীরা জাহান্নামে দাখিল হয়ে যাবে, তখন মৃত্যুকে একটি ভেড়ার আকারে উপস্থিত করা হবে এবং পুলসিরাতের সন্নিকটে জবাই করে ঘোষণা করা হবে, এখন যে যে অবস্থায় আছে অনন্তকাল সেই অবস্থায়ই থাকবে। এখন থেকে কারো মৃত্যু হবে না। কিন্তু এই হাদীস থেকে দুনিয়াতে মৃত্যুর শরীরী হওয়া জরুরি হয় না; বরং এর অর্থ এই যে, দুনিয়ার অনেক অবস্থা ও কর্ম যেমন কিয়ামতের দিন শরীরী ও সাকার হয়ে যাবে, যা অনেক সহীহ্ হাদীস দ্বারা প্রমাণিত, তেমনি মানুষের মৃত্যুরূপী অবস্থাও কিয়ামতে শরীরী হয়ে ভেড়ার আকার ধারণ করবে এবং তাকে জবাই করা হবে। –(কুরতুবী)

তাফসীরে মাযহারীতে বলা হয়েছে, মৃত্যু নাস্তি হলেও নিরেট নাস্তি নয়; বরং এমন বস্তুর নাস্তি, যা কোনো সময় অস্তি লাভ করবে। এ ধরনের সকল নাস্তিবাচক বিষয়ের আকার জড় অস্তিত্ব লাভের পূর্বে 'আলমে মেছালে' (সাদৃশ্য জগতে) বিদ্যমান থাকে। এগুলোকে 'আ'য়ানে সাবেতা' তথা প্রতিষ্ঠিত বস্তুনিচয় বলা হয়। এসব আকারের কারণে এগুলোর অস্তিত্ব লাভের পূর্বেও এক প্রকার অস্তিত্ব আছে। এরপর তাফসীরে মাযহারীতে 'আলমে মেছাল' সপ্রমাণ করার উদ্দেশ্যে অনেক হাদীস থেকে প্রমাণাদি বর্ণনা করা হয়েছে।

মরণ ও জীবনের বিভিন্ন স্তর : তাফসীরে মাযহারীতে আছে, আল্লাহ তা'আলা স্বীয় অপার শক্তি ও প্রজ্ঞা দ্বারা সৃষ্টিকে বিভিন্ন ভাগে বিভক্ত করে প্রত্যেককে এক প্রকার জীবন দান করেছেন। সর্বাধিক পরিপূর্ণ ও স্বয়ংসম্পূর্ণ জীবন মানবকে দান করা হয়েছে। এতে একটি বিশেষ সীমা পর্যন্ত আল্লাহ্ তা'আলার সত্তা ও গুণাবলির পরিচয় লাভ করার যোগ্যতাও নিহিত রেখেছেন। এই পরিচয়ই মানুষকে আল্লাহর আদেশ-নিষেধের অধীন করার ভিত্তি এবং এই পরিচয়ই সেই আমানতের গুরুভার, যা বহন করতে আকাশ, পৃথিবী ও পর্বতমালা অক্ষমতা প্রকাশ করে এবং মানব আল্লাহ প্রদত্ত যোগ্যতার কারণে বহন করতে সক্ষম হয়। এই জীবনের বিপরীতে আসে সেই মৃত্যু, যার উল্লেখ কুরআন পাকের নিম্নোক্ত আয়াতে রয়েছে।

اَفَمَنْ كَانَ مَيْتًا فَاَحْيَيْنٰهُ : অর্থাৎ কাফেরকে মৃত এবং মু'মিনকে জীবিত আখ্যা দেওয়া হয়েছে। কারণ কাফের তার উপরিউক্ত পরিচয় বিনষ্ট করে দিয়েছেন। সৃষ্টির কোনো কোনো প্রকারের মধ্যে জীবনের এই স্তর নেই, কিন্তু চেতনা ও গতিশীলতা বিদ্যমান আছে। এই জীবনের বিপরীতে আসে সেই মৃত্যু, যার উল্লেখ নিম্নোক্ত আয়াতে আছে :

كُنْتُمْ اَمْوَاتًا فَاَحْيَاكُمْ ثُمَّ يُمِيْتُكُمْ ثُمَّ يُحْيِيْكُمْ : এখানে জীবনের অর্থ অনুভূতি ও গতিশীলতা এবং মৃত্যুর অর্থ তা নিঃশেষ হয়ে যাওয়া। কোনো কোনো সৃষ্টির মধ্যে এই অনুভূতি ও গতিশীলতাও নেই, কেবল বৃদ্ধি পাওয়ার যোগ্যতা আছে, যেমন সাধারণ বৃক্ষ ও উদ্ভিদ এ ধরনের জীবনের অধিকারী। এই জীবনের বিপরীতে আসে সেই মৃত্যু, যার উল্লেখ يُحْيِى

https://e-ilm.weebly.com/

الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا আয়াতে আছে। এই তিন প্রকার জীবন মানব, জন্তু-জানোয়ার ও উদ্ভিদের মধ্যে সীমিত। এগুলো ব্যতীত অন্য কোনো বস্তুর মধ্যে এই প্রকার জীবন নেই। তাই আল্লাহ তা'আলা প্রস্তর নির্মিত প্রতিমা সম্পর্কে বলেছেন : أَمْوَاتٌ غَيْرُ أَحْيَاءٍ –কিন্তু এতদসত্ত্বেও জড় পদার্থের মধ্যেও অস্তিত্বের জন্য অপরিহার্য বিশেষ এক প্রকার জীবন বিদ্যমান আছে। এই জীবনের প্রভাবই কুরআন পাকে ব্যক্ত হয়েছে :

وَإِنْ مِّنْ شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ : অর্থাৎ এমন কোনো বস্তু নেই, যা আল্লাহ তা'আলার প্রশংসা কীর্তন করে না। উপরিউক্ত বর্ণনা থেকে আয়াতে মৃত্যুকে অগ্রে উল্লেখ করার কারণও ফুটে উঠেছে। মূলত মৃত্যুই অগ্রে। অস্তিত্ব লাভ করে এমন প্রত্যেক বস্তুই পূর্বে মৃত্যুজগতে থাকে। পরে তাকে জীবন দান করা হয়। এ কথাও বলা যায় যে, পরবর্তী لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا আয়াতে মরণ ও জীবন সৃষ্টি করার কারণ মানুষের পরীক্ষা নির্ণয় করা হয়েছে। এই পরীক্ষা জীবনের তুলনায় মৃত্যুর মধ্যে অধিক। কেননা যে ব্যক্তি নিজের মৃত্যুকে উপস্থিত জ্ঞান করবে, সে নিয়মিত সৎকর্ম সম্পাদনে অধিকতর সচেষ্ট হবে। জীবনের মধ্যেও এই পরীক্ষা আছে। কারণ জীবনের প্রতি পদক্ষেপে মানুষ এই অভিজ্ঞতা লাভ করতে থাকে যে, সে নিজে অক্ষম এবং আল্লাহ তা'আলা সর্বশক্তিমান। এ অভিজ্ঞতা মানুষকে সৎকর্মে উদ্বুদ্ধ করে। কিন্তু মৃত্যুচিন্তা কর্ম সংশোধন ও সৎকর্ম সম্পাদনে সর্বাধিক কার্যকর।

হযরত আম্মার ইবনে ইয়াসির (রা.) বর্ণিত হাদীসে রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন, كَفَى بِالْمَوْتِ وَاعِظًا وَكَفَى بِالْيَقِيْنِ غِنًى –অর্থাৎ মৃত্যু উপদেশের জন্য এবং বিশ্বাসই ধনাঢ্যতার জন্য যথেষ্ট। –(তাবারানী) উদ্দেশ্য এই যে, বন্ধু-বান্ধব ও স্বজনদের মৃত্যু প্রত্যক্ষকরণ সচাইতে বড় উপদেশদাতা। যারা এই দৃশ্য দেখে প্রভাবান্বিত হয় না, অন্য কোনো কিছু দ্বারা তাদের প্রভাবান্বিত হওয়া সুদূরপরাহত। আল্লাহ যাকে ঈমান ও বিশ্বাসরূপী ধন দান করেছেন, তার সমতুল্য কোনো ধনাঢ্য ও অমুখাপেক্ষী নেই। রবী ইবনে আনাস (র.) বলেন, মৃত্যু মানুষকে সংসারের সাথে সম্পর্কহীন করা ও পরকালের প্রতি আগ্রহান্বিত করার জন্য যথেষ্ট।

أَحْسَنُ عَمَلًا : এখানে লক্ষণীয় বিষয় এই যে, মরণ ও জীবনের সাথে জড়িত মানুষের পরীক্ষা সম্পর্কে আল্লাহ তা'আলা বলেন, আমি দেখতে চাই তোমাদের মধ্যে কার কর্ম ভালো। একথা বলেন নি যে, কার কর্ম বেশি। এ থেকে বুঝা যায় যে, কারো কর্মের পরিমাণ বেশি হওয়া আল্লাহর কাছে আকর্ষণীয় ব্যাপার নয়; বরং কর্মটি ভালো, নির্ভুল ও মকবুল হওয়াই ধর্তব্য। এ কারণেই কিয়ামতের দিন মানুষের কর্ম গণনা করা হবে না; বরং ওজন করা হবে। এতে কোনো কোনো এক কর্মের ওজনই হাজারো কর্ম অপেক্ষা বেশি হবে।

ভালো কর্ম কি? হযরত ইবনে ওমর (রা.) বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ এই আয়াত তেলাওয়াত করে أَحْسَنُ عَمَلًا পর্যন্ত পৌঁছে বললেন, সেই ব্যক্তি ভালো কর্মী, যে আল্লাহর হারামকৃত বিষয়াদি থেকে সর্বাধিক বেঁচে থাকে এবং আল্লাহর আনুগত্য করার জন্য সদাসর্বদা উন্মুখ হয়ে থাকে। –(কুরতুবী)

فَارْجِعِ الْبَصَرَ هَلْ تَرَى مِنْ فُطُوْرٍ : এ আয়াত থেকে বাহ্যত জানা যায় যে, দুনিয়ার মানুষ আকাশকে চোখে দেখতে পারে এবং উপরে যে নীলাভ শূন্যমণ্ডল পরিদৃষ্ট হয়, তাই আকাশ হবে, এটা জরুরি নয়। বরং এটা সম্ভবপর যে, আকাশ আরো অনেক অনেক উপরে অবস্থিত হবে। উপরে যে নীলাভ রঙ দেখা যায়, এটা বায়ু ও শূন্য মণ্ডলের রঙ। দার্শনিকগণ তাই বলে থাকেন। কিন্তু এ থেকে এটাও জরুরি হয় না যে, আকাশ মানুষের দৃষ্টিগোচরই হবে না। এটা সম্ভবপর যে, এই নীলাভ শূন্যমণ্ডল কাঁচের মতো স্বচ্ছ হওয়ার কারণে বহু উপরে অবস্থিত আকাশ দেখার পথে অন্তরায় নয়। যদি এ কথা প্রমাণিত হয়ে যায় যে, পৃথিবীতে থাকা অবস্থায় আকাশকে চোখে দেখা যেতে পারে না, তবে এই আয়াতে দেখার অর্থ হবে চিন্তা-ভাবনা করা। –(বয়ানুল কুরআন)

وَلَقَدْ زَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِمَصَابِيْحَ وَجَعَلْنَاهَا رُجُوْمًا لِّلشَّيَاطِيْنِ :

مَصَابِيْحَ বলে নক্ষত্ররাজি বুঝানো হয়েছে। নিম্নতম আকাশকে নক্ষত্ররাজি দ্বারা সুশোভিত করার জন্য এটা জরুরি নয় যে, নক্ষত্ররাজি আকাশের গায়ে অথবা তার উপর সংযুক্ত থাকবে, বরং নক্ষত্ররাজি আকাশের বহুনিম্নে মহাশূন্যে থাকা অবস্থায়ও এই আলোকসজ্জা হতে পারে। আধুনিক গবেষণায় এটাই প্রত্যক্ষ করা হচ্ছে। নক্ষত্ররাজিকে শয়তান বিতাড়িত করার জন্য অঙ্গার করে দেওয়ার অর্থ এরূপ হতে পারে যে, নক্ষত্ররাজি থেকে কোনো আগ্নেয় উপাদান শয়তানদের দিকে নিক্ষেপ করা হয় এবং নক্ষত্ররাজি স্ব-স্থানেই থেকে যায়। সাধারণ দর্শকের দৃষ্টিতে এই অগ্নিস্ফুলিঙ্গ নক্ষত্রের ন্যায় গতিশীল দেখা যায়। তাই একে তারকা খসে যাওয়া এবং আরবিতে اِنْقِضَاضُ الْكَوْكَبِ বলে দেওয়া হয়। –(কুরতুবী)

এ থেকে আরো জানা গেল যে, ঐশী সংবাদাদি চুরি করার জন্য শয়তানরা যখন উর্ধ্ব গগনে আরোহণ করে, তখন তাদেরকে নক্ষত্ররাজির নীচেই বিতাড়িত করে দেওয়া হয়। –(কুরতুবী) এ পর্যন্ত বিভিন্ন সৃষ্টির মধ্যে চিন্তা-ভাবনার মাধ্যমে

https://e-ilm.weebly.com/

আল্লাহ তা'আলার পূর্ণজ্ঞান ও পূর্ণ শক্তির প্রমাণাদি বর্ণিত হয়েছে। অতঃপর وَلِلَّذِيْنَ كَفَرُوْا بِرَبِّهِمْ থেকে সাত আয়াত পর্যন্ত কাফেরদের শাস্তি ও অনুগত মু'মিনদের ছওয়াব বর্ণনা করা হয়েছে এরপর পুনরায় জ্ঞান ও শক্তির বর্ণনা আছে।

هُوَ الَّذِىْ جَعَلَ لَكُمُ الْاَرْضَ ذَلُوْلًا : ذَلُوْلٌ এর শাব্দিক অর্থ বাধ্য ও অনুগত। যে জন্তু আরোহণের সময় ঔদ্ধত্য প্রদর্শন করে না, তাকে ذَلُوْلٌ বলা হয়। مَنَاكِبُ শব্দটি مَنْكِبٌ-এর বহুবচন। এর অর্থ কাঁধ। যে কোনো জন্তুর কাঁধ আরোহণের স্থান নয়; বরং কোমর অথবা ঘাড় আরোহণের জায়গা হয়ে থাকে। যে জন্তু আরোহীর জন্য নিজের কাঁধও পেশ করে দেয়, সে খুবই বাধ্য, অনুগত ও বশীভূত হয়ে থাকে। তাই বলা হয়েছে, আমি ভূপৃষ্ঠকে তোমাদের জন্য এমন বশীভূত করে দিয়েছি যে, তোমরা তার কাঁধে চড়ে অবাধে বিচরণ করতে পার। আল্লাহ্ তা'আলা ভূপৃষ্ঠকে এমন সুষম করেছেন যে, এটা পানির ন্যায় তরলও নয় এবং রুটি ও কর্দমের ন্যায় চাপ সহযোগে নীচেও নেমে যায় না। ভূপষ্ঠ এরূপ হলে তার উপর মানুষের বসবাস সম্ভবপর হতো না। এমনিভাবে ভূপৃষ্ঠকে লৌহ ও প্রস্তরের ন্যায় শক্তও করা হয়নি। এরূপ হলে তাতে বৃক্ষ ও শস্য বপন করা যেত না, কূপ ও খাল খনন করা যেত না এবং খনন করে সুউচ্চ অট্টালিকার ভিত্তি স্থাপন করা যেত না। এর সাথে সথে আল্লাহ তা'আলা ভূপৃষ্ঠকে স্থিরতা দান করেছেন, যাতে এর উপর দালান-কোঠা স্থির থাকে এবং চলাচলকারীরা হোঁচট না খায়।

وَكُلُوْا مِنْ رِّزْقِهٖ وَاِلَيْهِ النُّشُوْرُ : আল্লাহ তা'আলা প্রথমে ভূপৃষ্ঠের আনাচে-কানাচে বিচরণ করার নির্দেশ দিয়েছেন, এরপর বলেছেন, আল্লাহ প্রদত্ত রিজিক আহার কর। এতে ইঙ্গিত হতে পারে যে, ব্যবসা-বাণিজ্যের উদ্দেশ্য ভ্রমণ এবং পণ্যদ্রব্যের আমদানি-রফতানি আল্লাহ প্রদত্ত রিজিক হাসিল করার দরজা। اِلَيْهِ النُّشُوْرُ –বাক্যে বলা হয়েছে যে, ভূপৃষ্ঠ থেকে পানাহার ও বসবাসের উপকারিতা লাভ করার অনুমতি আছে, কিন্তু মৃত্যু ও পরকাল সম্পর্কে নিশ্চিত হয়ে যেয়ো না, পরিণামে তাঁরই কাছে ফিরে যেতে হবে। ভূপৃষ্ঠে থাকা অবস্থায় পরকালের প্রস্তুতিতে লেগে থাক। পরবর্তী আয়াতে হুঁশিয়ার করা হয়েছে যে, পৃথিবীতে বসবাসরত অবস্থায়ও আল্লাহর আজাব আসতে পারে। ইরশাদ হয়েছে :

ءَاَمِنْتُمْ مَّنْ فِى السَّمَآءِ اَنْ يَّخْسِفَ بِكُمُ الْاَرْضَ فَاِذَا هِىَ تَمُوْرُ :

তোমরা কি এ বিষয়ে ভাবনামুক্ত যে, আকাশে যিনি আছেন, তিনি তোমাদেরকে ভূগর্ভে বিলীন করে দিবেন এবং ভূগর্ভ তোমাদেরকে গিলে ফেলবে? অর্থাৎ যদিও আল্লাহ তা'আলা ভূপৃষ্ঠকে এমন সুষম করেছেন যে, খনন ব্যতীত কেউ এর অভ্যন্তরে যেতে পারে না, কিন্তু তিনি একে এরূপও করে দিতে সক্ষম যে, এই ভূপৃষ্ঠই তার উপরে বসবাসকারীদেরকে গ্রাস করে ফেলবে। পরের আয়াতে অন্য এক প্রকার আজাব সম্পর্কে সতর্ক করা হয়েছে।

ءَاَمِنْتُمْ مَّنْ فِى السَّمَآءِ اَنْ يُّرْسِلَ عَلَيْكُمْ حَاصِبًا فَسَتَعْلَمُوْنَ كَيْفَ نَذِيْرِ :

অর্থাৎ তোমরা কি এ বিষয়ে নিশ্চিন্ত যে, আকাশে যিনি আছেন, তিনি তোমাদের উপর আকাশ থেকে প্রস্তর বর্ষণ করবেন এবং তোমাদেরকে নিশ্চিহ্ন করে দিবেন? তখন তোমরা এই সতর্কবাণীর পরিণতি জানতে পারবে। কিন্তু তখন জানা নিষ্ফল হবে। আজ সুস্থ ও নিরাপদ অবস্থায় এ বিষয়ে চিন্তা কর। এরপর দুনিয়াতে আজাবপ্রাপ্ত জাতিসমূহের ঘটনাবলির দিকে ইঙ্গিত করা হয়েছে। উদ্দেশ্য তাদের পরিণতি থেকে শিক্ষা গ্রহণ কর। وَلَقَدْ كَذَّبَ الَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِهِمْ فَكَيْفَ كَانَ نَكِيْرِ আয়াতের মর্মার্থ তাই। অতঃপর সূরার মূল বিষয়বস্তুর দিকে প্রত্যাবর্তন করে সৃষ্টির হাল-অবস্থা থেকে আল্লাহ তা'আলার তাওহীদ, জ্ঞান ও শক্তির পক্ষে প্রমাণ আনা হয়েছে। স্বয়ং মানব-সত্তা, আকাশ, নক্ষত্র, পৃথিবী ইত্যাদির অবস্থা পূর্বে বর্ণিত হয়েছে। অতঃপর শূন্য পরিমণ্ডলে উড়ন্ত পক্ষীকুলের অবস্থা বর্ণনা করা হচ্ছে :

اَوَلَمْ يَرَوْا اِلَى الطَّيْرِ : অর্থাৎ তারা কি পক্ষীকুলকে মাথার উপর উড়তে দেখে না, যারা কখনো পাখা বিস্তার করে এবং কখনো সংকুচিত করে। এদের ব্যাপারে চিন্তা কর, এরা ভারি দেহবিশিষ্ট। সাধারণ নিয়মদৃষ্টে ভারি বস্তু উপরে ছাড়া হলে তা মাটিতে পড়ে যাওয়া উচিত। বায়ু সাধারণভাবে তা আটকাতে পারে না। কিন্তু আল্লাহ তা'আলা পক্ষীকুলকে বায়ুমণ্ডলে স্থির থাকার মতো করে সৃষ্টি করেছেন। বাতাসে ভর দেওয়া এবং তাতে সন্তরণ করে বিচরণ করার জন্য আল্লাহ তা'আলা তাদেরকে পাখা বিস্তার ও সংকোচনের মাধ্যমে বায়ু নিয়ন্ত্রণ করার নৈপুণ্য শিক্ষা দিয়েছেন। বলা বাহুল্য, বায়ুর মধ্যে এই যোগ্যতা সৃষ্টি করা যেরূপ পাখা তৈরি করা এবং পাখার মাধ্যমে বায়ু নিয়ন্ত্রণ করার নৈপুণ্য শিক্ষা দেওয়া এগুলো সব আল্লাহ তা'আলার অপার শক্তিরই ফলশ্রুতি।

এ পর্যন্ত বিভিন্ন প্রকার সৃষ্টির হাল-অবস্থা নিয়ে চিন্তা-ভাবনার মাধ্যমে আল্লাহ তা'আলা অস্তিত্ব, তাওহীদ এবং নজীরবিহীন জ্ঞান ও শক্তির পক্ষে প্রমাণাদি সন্নিবেশিত করা হয়েছে। যে ব্যক্তি এগুলো নিয়ে সামান্যও চিন্তা-ভাবনা করে, তার জন্য আল্লাহর প্রতি বিশ্বাস স্থাপন ছাড়া গত্যন্তর থাকে না। অতঃপর সূরার শেষ পর্যন্ত কাফের ও পাপাচারীদেরকে আল্লাহর আজাব সম্পর্কে সতর্ক করা হয়েছে। প্রথমে হুঁশিয়ার করা হয়েছে যে, যদি আল্লাহ তা'আলা কোনো সম্প্রদায়ের উপর

https://e-ilm.weebly.com/

https://e-ilm.weebly.com/

শব্দবিশ্লেষণ :

تَبَارَكَ : সীগাহ واحد مذكر غائب বহছ ماضى معروف বাব تَفَاعُلْ মাসদার اَلتَّبَارُكُ মূলবর্ণ (ب - ر - ك) জিনস صحيح অর্থ, তিনি অনেক বরকতময় তিনি অতি মহান। تَبَارَكَ শব্দটি بَرَكَةٌ থেকে নির্গত। এর শাব্দিক অর্থ, উন্নত হওয়া। অগ্রসর হওয়া, সীমাতিক্রম হওয়া। এ ফে'লের কোনো রূপান্তর হয় না। শুধু ফে'লে মাযীর একটি সীগাহ ব্যবহৃত হয় এবং তা কেবল আল্লাহ তা'আলার জন্যই আসে। তাই কিছু লোক একে ইসমে ফে'ল বলেন।

لِيَبْلُوَ : সীগাহ واحد مذكر غائب বহছ مضارع منصوب بلام كى বাব نَصَرَ মাসদার بَلَاءٌ মূলবর্ণ (ب - ل - و) জিনস ناقص واوى অর্থ– যেন পরীক্ষা করেন।

خَاسِئًا : সীগাহ واحد مذكر বহছ اسم فاعل বাব فَتَحَ মাসদার خُسُوْءًا মূলবর্ণ (خ - س - ء) জিনস مهموز لام অর্থ– অপদস্থ হয়ে, হীন, নীচ, নিকৃষ্ট, অক্ষম, ব্যথিত।

حَسِيْرٌ : এটি একবচন; বহুবচন, حَسْرٰى বাব نَصَرَ অর্থ– ক্লান্ত, অনুশোচনাকারী, অনুতপ্ত।

زَيَّنَّا : সীগাহ– جمع متكلم বহছ ماضى معروف বাব تَفْعِيْل মাসদার تَزْيِيْنٌ মূলবর্ণ (ز - ى - ن) জিনস اجوف يائى অর্থ– আমরা সুশোভিত করলাম। আমরা সৌন্দর্যময় করেছি। আমরা উজ্জ্বল করেছি।

مَصَابِيْحَ : ইসমে আলা। বহুবচন। একবচন مِصْبَاحٌ মাদ্দাহ (ص - ب - ح) অর্থ– চেরাগ, প্রদীপ, বাতি।

رُجُوْمًا : নিক্ষেপণ যন্ত্র رَجْمٌ এর বহুবচন। رَجْمٌ মূলতঃ মাসদার। আর যে জিনিস দ্বারা প্রস্তর নিক্ষেপ করা হয়, তার জন্য একে ইসম হিসাবে ব্যবহার করা হয়।

اَعْتَدْنَا : সীগাহ– جمع متكلم বহছ ماضى معروف বাব اِفْعَالْ মাসদার اِعْتَادٌ মূলবর্ণ (ع - ت - د) জিনস صحيح অর্থ– আমরা তৈরি করে রেখেছি, প্রস্তুত করে রেখেছি।।

سَعِيْرٌ : সিফাতের সীগাহ। فَعِيْلٌ -এর ওজনে। مَفْعُوْلٌ এর অর্থে। অর্থ– জাহান্নাম, জ্বলন্ত অগ্নি, আগুন, নরক। سعر থেকে নির্গত। অর্থ– আগুন প্রজ্বলিত করা।

اُلْقُوْا : সীগাহ جمع مذكر غائب বহছ ماضى مجهول বাব اِفْعَالْ মাসদার اِلْقَاءٌ মূলবর্ণ (ل - ق - ى) জিনস ناقص يائى অর্থ– তারা নিক্ষিপ্ত হবে।

شَهِيْقًا : শব্দটি মাসদার, বাব ضَرَبَ - فَتَحَ - سَمِعَ মূলবর্ণ (ش - ه - ق) জিনস صحيح অর্থ– বিকট ধ্বনি, গর্জন করা, চেঁচামেচি করা।

تَفُوْرُ : সীগাহ– واحد مؤنث غائب বহছ مضارع معروف বাব نَصَرَ মাসদার فَوْرٌ মূলবর্ণ (ف - و - ر) জিনস اجوف واوى অর্থ– সে টগবগ করছে, উথলে উঠে, সে জোস মারে فَوْرٌ এর ব্যবহার আগুনের উপর রাখা পাতিল টগবগ করা এবং ক্রোধ উত্তেজনা সৃষ্টির জন্য হয়ে থাকে।

نَعْقِلُ : সীগাহ– جمع متكلم বহছ مضارع معروف বাব ضَرَبَ মাসদার– عَقْلٌ মূলবর্ণ (ع - ق - ل) জিনস صحيح অর্থ– আমরা বুঝে নিতাম অর্থাৎ বুঝে মেনে নিতাম। স্মৃতিশক্তি বা স্মরণ শক্তিকেও عَقْل বলা হয়। বিদ্যাবুদ্ধিকেও আকল বলা হয়।

اِعْتَرَفُوْا : সীগাহ جمع مذكر غائب বহছ ماضى معروف বাব اِفْتِعَالْ মাসদার اِعْتَرَفُوْا মূলবর্ণ (ع - ر - ف) জিনস صحيح অর্থ– তারা স্বীকার করেছে। মেনে নিয়েছে।

يَخْشَوْنَ : সীগাহ جمع مذكر غائب বহছ مضارع معروف বাবে سَمِعَ মাসদার– خَشْيَةً মূলবর্ণ (خ - ش - ى) জিনস ناقص يائى অর্থ– তারা ভয় করে। يَخْشَوْنَ মূলতঃ يَخْشَيُوْنَ ছিল। ياء মুতাহাররক তার পূর্বাক্ষরে যবর হওয়ায় ياء কে আলিফ দ্বারা পরিবর্তন করে দেওয়া হয়েছে। এরপর দু'সাকিন একত্র হওয়ার কারণে الف পড়ে গেছে। ফলে يَخْشَوْنَ হয়েছে।

https://e-ilm.weebly.com/

أَسِرُّوْا : সীগাহ جمع مذكر حاضر বহছ امر حاضر معروف বাব إِفْعَالٌ মাসদার إِسْرَارٌ মূলবর্ণ (س - ر - ر) জিনস مضاعف ثلاثى অর্থ, তোমরা গোপন কর। তোমরা গোপনে বল।

اِجْهَرُوْا : সীগাহ جمع مذكر حاضر বহছ امر حاضر معروف বাব فَتَحَ মাসদার جَهْرٌ মূলবর্ণ (ج - ه - ر) জিনস صحيح অর্থ– জোরে প্রাকশ্যে বল। এর মূল অর্থ হলো খোলাখুলি বা সরাসরি কোনো কিছু বলা বা করা।

أَمِنْتُمْ : সীগাহ جمع مذكر حاضر বাবে ماضى معروف বাব سَمِعَ মাসদার– أَمْنٌ মূলবর্ণ (ا - م - ن) জিনস مهموز فاء অর্থ– তোমরা নিরাপদ হয়েছ, তোমরা অভয় হয়েছ। ।

يَخْسِفَ : সীগাহ واحد مذكر غائب বহছ مضارع معروف বাব ضَرَبَ মাসদার خَسْفٌ মূলবর্ণ (خ - س - ف) জিনস صحيح অর্থ– ডুবে যাবে, ধসিয়ে দিবেন। মাসদার خَسْفٌ। ধসিয়ে দেওয়া।

تَكَادُ : সীগাহ واحد مؤنث غائب বহছ مضارع معروف বাব كَادَ يَكَادُ মাসদার كَوْدٌ মূলবর্ণ (ك - و - د) জিনস اجوف واوى অর্থ– মনে হবে যেন, অচিরেই, অতি নিকটে।

خَزَنَةُ : শব্দটি বহুবচন; একবচনে خَازِنٌ অর্থ– রক্ষকগণ, তত্ত্বাবধায়ক, চৌকিদার।

نَعْقِلُ : সীগাহ– جمع متكلم বহছ– مضارع معروف বাবে ضَرَبَ মাসদার– عَقْلٌ মূলবর্ণ (ع - ق - ل) জিনস صحيح অর্থ– আমরা বুঝে নিতাম অর্থাৎ বুঝে মেনে নিতাম। স্মৃতিশক্তি বা স্মরণশক্তিকেও عقل বলা হয়। বিদ্যাবুদ্ধিকেও আকল বলা হয়।

ذَلُوْلاً : একবচন, বহুবচন ذُلُلٌ অথ– বশীভূত, অধীন, অনুগত, হেয়, সমতল।

اِمْشُوْا : সীগাহ جمع مذكر حاضر বহছ امر حاضر معروف বাব ضَرَبَ মাসদার مَشْىٌ মূলবর্ণ (م - ش - ى) জিনস ناقص يائى অর্থ– তোমরা চলাফেরা কর, তোমরা চল।

تَمُوْرُ : সীগাহ واحد مؤنث غائب বহছ مضارع معروف বাব نَصَرَ মাসদার مَوْرٌ মূলবর্ণ (م - و - ر) জিনস اجوف واوى অর্থ– থরথর করতে থাকে, কাঁপে, আন্দোলিত হবে।

صٰٓفّٰتٍ : সীগাহ جمع مؤنث বহছ اسم فاعل বাব نَصَرَ মাসদার صَفٌّ মূলবর্ণ (ص - ف - ف) জিনস مضاعف ثلاثى অর্থ– পাখা বিস্তার করে আছে, কাতারবন্দি, সারিবদ্ধ, বিন্যস্ত, শ্রেণিবদ্ধ।

يَقْبِضْنَ : সীগাহ– جمع مؤنث غائب বহছ– مضارع معروف মাসদার قَبْضٌ, বাব ضَرَبَ মূলবর্ণ (ق - ب - ض) জিনস صحيح অর্থ– তারা (পাখিরা) তাদের ডানা সংকুচিত করে।

يُمْسِكُهُنَّ : সীগাহ– واحد مذكر غائب বহছ– مضارع معروف মাসদার اِمْسَاكٌ বাব إِفْعَالٌ মূলবর্ণ (م - س - ك) জিনস صحيح - هن যমীর মাফউলে বিহী। অর্থ, তিনি এদের ধরে রাখেন, আটকে রাখেন।

لَجُّوْا : সীগাহ جمع مذكر غائب বহছ ماضى معروف বাব سَمِعَ. ضَرَبَ মাসদার لَجَاجٌ لَجَاجَةٌ মূলবর্ণ (ل - ج - ج) জিনস مضاعف ثلاثى অর্থ– তারা অবিচল রয়েছে। জেদ করা, এক গুঁয়ে হওয়া, অটল থাকা।

مُكِبًّا : সীগাহ واحد مذكر বহছ اسم فاعل বাব إِفْعَالٌ মাসদার إِكْبَابٌ মূলবর্ণ (ك - ب - ب) জিনস مضاعف ثلاثى অর্থ– উপুড় হয়ে, অধঃমুখী হয়ে।

تَشْكُرُوْنَ : সীগাহ– جمع مذكر حاضر বহছ مضارع معروف বাব نَصَرَ মাসদার شُكْرٌ মূলবর্ণ (ش - ك - ر) জিনস صحيح অর্থ– তোমরা শুকরিয়া আদায় করেছ। ।

ذَرَأَ : সীগাহ– واحد مذكر غائب বহছ– ماضى معروف বাব فَتَحَ মাসদার ذَرْءٌ মূলবর্ণ (ذ - ر - ء) জিনস مهموز فاء অর্থ– তিনি সৃষ্টি করেছেন। বিক্ষিপ্ত করেছেন, ছড়িয়ে দিয়েছেন।

تُحْشَرُوْنَ : সীগাহ– جمع مذكر حاضر বহছ– مضارع معروف বাব نَصَرَ মাসদার حَشْرٌ মূলবর্ণ (ح - ش - ر) জিনস صحيح অর্থ– তোমাদেরকে সমবেত করা হবে, জমা করা হবে।

يَقُوْلُوْنَ : সীগাহ– جمع مذكر غائب বহচ مضارع معروف বাব نَصَرَ মাসদার قَوْلٌ মূলবর্ণ (ق - و - ل) জিনস اجوف واوى অর্থ– তারা বলেন। বলা, কথা বলা।

https://e-ilm.weebly.com/

https://e-ilm.weebly.com/

سُوْرَةُ الْقَلَمِ مَكِّيَّةٌ
সূরা ক্বলম

মক্কায় অবতীর্ণ; আয়াত– ৫২, রুকূ'– ২

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

পরম করুণাময়, দয়ালু আল্লাহর নামে শুরু করছি

১. নূন, কলমের শপথ, আর তাদের লিপিবদ্ধ করার শপথ।	نٓ وَالْقَلَمِ وَمَا يَسْطُرُوْنَ ﴿١﴾
২. আপনার প্রতিপালকের অনুগ্রহে আপনি উন্মাদ নন।	مَآ اَنْتَ بِنِعْمَةِ رَبِّكَ بِمَجْنُوْنٍ ﴿٢﴾
৩. আর নিঃসন্দেহে আপনার জন্য এমন বিনিময় রয়েছে, যা নিঃশেষিত হবার নয়।	وَاِنَّ لَكَ لَاَجْرًا غَيْرَ مَمْنُوْنٍ ﴿٣﴾
৪. আর নিঃসন্দেহে আপনি চরিত্রের উচ্চতম স্তরে আছেন।	وَاِنَّكَ لَعَلٰى خُلُقٍ عَظِيْمٍ ﴿٤﴾
৫. অতএব, অচিরেই আপনি দেখতে পাবেন এবং তারাও দেখবে–	فَسَتُبْصِرُ وَيُبْصِرُوْنَ ﴿٥﴾
৬. আপনাদের মাঝে কে বিকারগ্রস্ত?	بِاَيِّكُمُ الْمَفْتُوْنُ ﴿٦﴾
৭. আপনার প্রতিপালক খুব জানেন, কে তাঁর পথ হতে বিভ্রান্ত হয়েছে, আর তিনি সুপথগামীদেরকেও খুব জানেন।	اِنَّ رَبَّكَ هُوَ اَعْلَمُ بِمَنْ ضَلَّ عَنْ سَبِيْلِهٖ ۠ وَهُوَ اَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِيْنَ ﴿٧﴾
৮. সুতরাং আপনি অবিশ্বাসীদের কথা মানবেন না।	فَلَا تُطِعِ الْمُكَذِّبِيْنَ ﴿٨﴾

শাব্দিক অনুবাদ :

১. نٓ নূন وَالْقَلَمِ কলমের শপথ وَمَا يَسْطُرُوْنَ আর তাদের লিপিবদ্ধ করার শপথ।

২. مَآ اَنْتَ আপনি নন بِنِعْمَةِ رَبِّكَ আপনার প্রতিপালকের অনুগ্রহে بِمَجْنُوْنٍ উন্মাদ

৩. وَاِنَّ لَكَ আর নিঃসন্দেহে আপনার জন্য রয়েছে لَاَجْرًا এমন বিনিময় غَيْرَ مَمْنُوْنٍ যা নিঃশেষিত হবার নয়।

৪. وَاِنَّكَ আর নিঃসন্দেহে আপনি لَعَلٰى خُلُقٍ عَظِيْمٍ চরিত্রের উচ্চতম স্তরে আছেন।

৫. فَسَتُبْصِرُ অতএব অচিরেই আপনি দেখতে পাবেন وَيُبْصِرُوْنَ এবং তারাও দেখবে।

৬. بِاَيِّكُمُ الْمَفْتُوْنُ কে আপনাদের মাঝে বিকারগ্রস্ত।

৭. اِنَّ رَبَّكَ هُوَ اَعْلَمُ আপনার প্রতিপালক খুব জানেন بِمَنْ ضَلَّ عَنْ سَبِيْلِهٖ কে তার পথ হতে বিভ্রান্ত হয়েছে وَهُوَ اَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِيْنَ আর তিনি সুপথগামীদেরকে ও খুব জানেন।

৮. فَلَا تُطِعِ সুতরাং আপনি মানবেন না الْمُكَذِّبِيْنَ অবিশ্বাসীদের কথা।

https://e-ilm.weebly.com/

৯. তারা এই কামনা করে, যদি আপনি শিথিল হন, তবে তারাও শিথিল হবে।	وَدُّوا لَوْ تُدْهِنُ فَيُدْهِنُونَ ﴿٩﴾
১০. আর আপনি এমন ব্যক্তির কথা মানবেন না, যে অধিক শপথকারী, হীন প্রকৃতির।	وَلَا تُطِعْ كُلَّ حَلَّافٍ مَّهِينٍ ﴿١٠﴾
১১. যে পশ্চাতে নিন্দাকারী, চোগলখুরি করে।	هَمَّازٍ مَّشَّاءٍ بِنَمِيمٍ ﴿١١﴾
১২. সৎকার্যে বাধা দেয়, সীমালঙ্ঘনকারী, পাপী।	مَّنَّاعٍ لِّلْخَيْرِ مُعْتَدٍ أَثِيمٍ ﴿١٢﴾
১৩. রুক্ষ স্বভাবসম্পন্ন, তদুপরি অবৈধজাত [-ও] হয়।	عُتُلٍّ بَعْدَ ذَٰلِكَ زَنِيمٍ ﴿١٣﴾
১৪. এ কারণে যে, সে সম্পদ ও সন্তানাদির অধিকারী।	أَن كَانَ ذَا مَالٍ وَبَنِينَ ﴿١٤﴾
১৫. যখন আমার আয়াতসমূহ তার সম্মুখে পড়া হয়, তখন বলে, এটা ভিত্তিহীন কথা, যা পূর্বপুরুষদের হতে চলে আসছে।	إِذَا تُتْلَىٰ عَلَيْهِ آيَاتُنَا قَالَ أَسَاطِيرُ الْأَوَّلِينَ ﴿١٥﴾
১৬. আমি অচিরেই তার নাসিকাপরি দাগ দিব।	سَنَسِمُهُ عَلَى الْخُرْطُومِ ﴿١٦﴾
১৭. আমি তাদেরকে পরীক্ষা করেছি, যেমন উদ্যান অধিপতিগণকে পরীক্ষা করেছিলাম, যখন তারা শপথ করল যে, নিশ্চয় প্রত্যুষেই তার ফল পেড়ে নিব।	إِنَّا بَلَوْنَاهُمْ كَمَا بَلَوْنَا أَصْحَابَ الْجَنَّةِ إِذْ أَقْسَمُوا لَيَصْرِمُنَّهَا مُصْبِحِينَ ﴿١٧﴾
১৮. এবং ইনশাআল্লাহও বলল না।	وَلَا يَسْتَثْنُونَ ﴿١٨﴾

https://e-ilm.weebly.com/

শাব্দিক অনুবাদ :

৯. وَدُّوا তারা এই কামনা করে لَوْ تُدْهِنُ যদি আপনি শিথিল হন فَيُدْهِنُونَ তবে তারাও শিথিল হবে।

১০. وَلَا تُطِعْ আর আপনি এমন ব্যক্তির কথা মানবেন না كُلَّ حَلَّافٍ যে অধিক শপথকারী مَّهِينٍ হীন প্রকৃতির।

১১. هَمَّازٍ যে পশ্চাতে নিন্দাকারী مَّشَّاءٍ بِنَمِيمٍ চোগলখুরি করে।

১২. مَّنَّاعٍ لِّلْخَيْرِ সৎকার্যে বাধা দেয় مُعْتَدٍ সীমালঙ্ঘনকারী أَثِيمٍ পাপী।

১৩. عُتُلٍّ রুক্ষ স্বভাবসম্পন্ন بَعْدَ ذَٰلِكَ তদুপরি زَنِيمٍ অবৈধজাত (ও) হয়।

১৪. أَن كَانَ একারণে যে ذَا مَالٍ وَبَنِينَ সে সম্পদ ও সন্তানাদির অধিকারী।

১৫. إِذَا تُتْلَىٰ عَلَيْهِ آيَاتُنَا যখন আমার আয়াতসমূহ তার সম্মুখে পড়া হয় قَالَ তখন বলে أَسَاطِيرُ الْأَوَّلِينَ এটা ভিত্তিহীন কথা যা পূর্ব পুরুষদের হতে চলে আসছে।

১৬. سَنَسِمُهُ আমি অচিরেই দাগ দিব عَلَى الْخُرْطُومِ তার নাসিকাপরি।

১৭. إِنَّا بَلَوْنَاهُمْ আমি তাদেরকে পরীক্ষা করেছি كَمَا بَلَوْنَا أَصْحَابَ الْجَنَّةِ যেমন বাগওয়ালাদেরকে পরীক্ষা করেছিলাম إِذْ أَقْسَمُوا যখন তারা শপথ করল যে لَيَصْرِمُنَّهَا مُصْبِحِينَ নিশ্চয় প্রত্যুষেই তার ফল পেড়ে নিব।

১৮. وَلَا يَسْتَثْنُونَ এবং ইনশাআল্লাহও বলল না।

১৯. অতএব, আপনার প্রতিপালকের পক্ষ হতে এক পরিভ্রমণকারী [আপদ] তাতে বয়ে গেল, আর তারা ঘুমন্ত ছিল।	فَطَافَ عَلَيْهَا طَآئِفٌ مِّنْ رَّبِّكَ وَهُمْ نَآئِمُوْنَ ﴿١٩﴾
২০. অতঃপর প্রভাতে বাগানটি এমন হয়ে রইল, যেমন শস্যকাটা ক্ষেত।	فَاَصْبَحَتْ كَالصَّرِيْمِ ﴿٢٠﴾
২১. অনন্তর প্রাতঃকালে একে অন্যকে ডাকতে লাগল।	فَتَنَادَوْا مُصْبِحِيْنَ ﴿٢١﴾
২২. নিজ নিজ ক্ষেত্রাভিমুখে প্রত্যুষেই চল, যদি ফল পাড়তে হয়।	اَنِ اغْدُوْا عَلٰى حَرْثِكُمْ اِنْ كُنْتُمْ صٰرِمِيْنَ ﴿٢٢﴾
২৩. অনন্তর চুপি চুপি [এ কথা] বলতে বলতে চলল–	فَانْطَلَقُوْا وَهُمْ يَتَخَافَتُوْنَ ﴿٢٣﴾
২৪. "আজ যেন কোনো দরিদ্র তোমাদের নিকট আসতে না পারে।"	اَنْ لَّا يَدْخُلَنَّهَا الْيَوْمَ عَلَيْكُمْ مِّسْكِيْنٌ ﴿٢٤﴾
২৫. এবং নিজেদেরকে তা না দিতে সক্ষম মনে করে চলল।	وَّغَدَوْا عَلٰى حَرْدٍ قٰدِرِيْنَ ﴿٢٥﴾
২৬. অতঃপর যখন বাগান দেখল, তখন তারা বলতে লাগল, নিশ্চয় আমরা পথ ভুলে গেছি।	فَلَمَّا رَاَوْهَا قَالُوْۤا اِنَّا لَضَآلُّوْنَ ﴿٢٦﴾
২৭. বরং আমরা তো বঞ্চিত।	بَلْ نَحْنُ مَحْرُوْمُوْنَ ﴿٢٧﴾
২৮. তাদের মধ্যকার ভালো লোকটি বলল, আমি কি তোমাদেরকে বলিনি? এখন কেন [তওবা ও] তাসবীহ পাঠ করছ না?	قَالَ اَوْسَطُهُمْ اَلَمْ اَقُلْ لَّكُمْ لَوْلَا تُسَبِّحُوْنَ ﴿٢٨﴾

শাব্দিক অনুবাদ :

১৯. فَطَافَ عَلَيْهَا অতএব তাতে বয়ে গেল طَآئِفٌ مِّنْ رَّبِّكَ আপনার প্রতিপালকের পক্ষ হতে এক পরিভ্রমণকারী وَهُمْ نَآئِمُوْنَ আর তারা ঘুমন্ত ছিল।

২০. فَاَصْبَحَتْ অতঃপর প্রভাতে বাগানটি এমন হয়ে রইল كَالصَّرِيْمِ যেমন শস্যকাটা ক্ষেত।

২১. فَتَنَادَوْا অনন্তর একে অন্যকে ডাকতে লাগল مُصْبِحِيْنَ প্রাতঃকালে।

২২. اَنِ اغْدُوْا প্রত্যুষেই চল عَلٰى حَرْثِكُمْ নিজ নিজ ক্ষেত্রাভিমুখে اِنْ كُنْتُمْ صٰرِمِيْنَ যদি ফল পাড়তে হয়।

২৩. فَانْطَلَقُوْا অনন্তর চলল وَهُمْ يَتَخَافَتُوْنَ চুপি চুপি বলতে বলতে।

২৪. اَنْ لَّا يَدْخُلَنَّهَا যেন আসতে না পারবে اَلْيَوْمَ আজ عَلَيْكُمْ তোমাদের নিকট مِّسْكِيْنٌ কোনো দরিদ্র।

২৫. وَّغَدَوْا এবং চলল عَلٰى حَرْدٍ قٰدِرِيْنَ নিজেদেরকে তা না দিতে সক্ষম মনে করে।

২৬. فَلَمَّا رَاَوْهَا অতঃপর যখন বাগান দেখল قَالُوْۤا তখন তারা বলতে লাগল اِنَّا لَضَآلُّوْنَ নিশ্চয় আমরা পথ ভুলে গেছি।

২৭. بَلْ বরং نَحْنُ আমরা তো مَحْرُوْمُوْنَ বঞ্চিত।

২৮. قَالَ [illegible]طُهُمْ তাদের মধ্যকার ভালো লোকটি বলল اَلَمْ اَقُلْ لَّكُمْ আমি কি তোমাদেরকে বলিনি لَوْلَا تُسَبِّحُوْنَ এখন কে[illegible]বীহ পাঠ করছ না।

https://e-ilm.weebly.com/

২৯. তখন তারা বলল, আমাদের প্রতিপালক পবিত্র, আমরা তো সীমালঙ্ঘনকারী ছিলাম।	قَالُوْا سُبْحٰنَ رَبِّنَآ اِنَّا كُنَّا ظٰلِمِيْنَ ﴿٢٩﴾
৩০. অতঃপর একে অন্যকে সম্বোধন করে পরস্পর দোষারোপ করতে লাগল।	فَاَقْبَلَ بَعْضُهُمْ عَلٰى بَعْضٍ يَّتَلَاوَمُوْنَ ﴿٣٠﴾
৩১. বলতে লাগল, হায় দুর্ভাগ্য আমাদের! নিশ্চয় আমরা তো সীমালঙ্ঘনকারী ছিলাম।	قَالُوْا يٰوَيْلَنَآ اِنَّا كُنَّا طٰغِيْنَ ﴿٣١﴾
৩২. সম্ভবত আমাদের প্রভু আমাদেরকে প্রতিদানে এতদপেক্ষা উত্তম বাগান দান করতে পারেন, আমরা আমাদের প্রতিপালকের দিকে রুজু করছি।	عَسٰى رَبُّنَآ اَنْ يُّبْدِلَنَا خَيْرًا مِّنْهَآ اِنَّآ اِلٰى رَبِّنَا رٰغِبُوْنَ ﴿٣٢﴾
৩৩. এভাবে আজাব হয়ে থাকে এবং পরকালের আজাব এটা অপেক্ষা গুরুতর। কতইনা ভালো হতো যদি এরা জানত।	كَذٰلِكَ الْعَذَابُ ۗ وَلَعَذَابُ الْاٰخِرَةِ اَكْبَرُ ۘ لَوْ كَانُوْا يَعْلَمُوْنَ ﴿٣٣﴾
৩৪. নিঃসন্দেহে মুত্তাকীদের জন্য তাদের প্রতিপালকের নিকট আরামের বেহেশতসমূহ রয়েছে।	اِنَّ لِلْمُتَّقِيْنَ عِنْدَ رَبِّهِمْ جَنّٰتِ النَّعِيْمِ ﴿٣٤﴾
৩৫. আমি কী অনুগত বান্দাদেরকে নাফরমানদের সমতুল্য করে দেব?	اَفَنَجْعَلُ الْمُسْلِمِيْنَ كَالْمُجْرِمِيْنَ ﴿٣٥﴾
৩৬. তোমাদের কি হলো? তোমরা কেমন মীমাংসা করছ?	مَا لَكُمْ ۟ كَيْفَ تَحْكُمُوْنَ ﴿٣٦﴾

শাব্দিক অনুবাদ :

২৯. قَالُوْا তখন তারা বলল سُبْحٰنَ رَبِّنَآ আমাদের প্রতিপালক পবিত্র اِنَّا كُنَّا ظٰلِمِيْنَ আমরা তো সীমালঙ্ঘনকারী ছিলাম।

৩০. فَاَقْبَلَ بَعْضُهُمْ عَلٰى بَعْضٍ অতঃপর একে অন্যকে সম্বোধন করে يَّتَلَاوَمُوْنَ পরস্পর দোষারোপ করতে লাগল।

৩১. قَالُوْا يٰوَيْلَنَآ বলতে লাগল হায় দুর্ভাগ্য আমাদের اِنَّا كُنَّا طٰغِيْنَ নিশ্চয় আমরা তো সীমালঙ্ঘনকারী ছিলাম।

৩২. عَسٰى رَبُّنَآ সম্ভবতঃ আমাদের প্রভু اَنْ يُّبْدِلَنَا خَيْرًا مِّنْهَآ আমাদেরকে প্রতিদানে এতদপেক্ষা উত্তম বাগান দান করতে পারেন اِنَّآ আমরা اِلٰى رَبِّنَا আমাদের প্রতিপালকের দিকে رٰغِبُوْنَ রুজু করছি।

৩৩. كَذٰلِكَ الْعَذَابُ এভাবেই আজাব হয়ে থাকে وَلَعَذَابُ الْاٰخِرَةِ اَكْبَرُ এবং পরকালের আজাব এটা অপেক্ষা গুরুতর لَوْ كَانُوْا يَعْلَمُوْنَ কতইনা ভালো হতো যদি এরা জানত।

৩৪. اِنَّ لِلْمُتَّقِيْنَ নিঃসন্দেহে মুত্তাকীদের জন্য রয়েছে عِنْدَ رَبِّهِمْ তাদের প্রতিপালকের নিকট جَنّٰتِ النَّعِيْمِ আরামের বেহেশতসমূহ।

৩৫. اَفَنَجْعَلُ আমি কী করে দেব الْمُسْلِمِيْنَ অনুগত বান্দাদেরকে كَالْمُجْرِمِيْنَ নাফরমানদের সমতুল্য?

৩৬. مَا لَكُمْ তোমাদের কি হলো كَيْفَ تَحْكُمُوْنَ তোমরা কেমন মীমাংসা করছ।

https://e-ilm.weebly.com/

৩৭. তোমাদের নিকট কি কোনো কিতাব আছে, যাতে তোমরা পাঠ করছ।	أَمْ لَكُمْ كِتَٰبٌ فِيهِ تَدْرُسُونَ ﴿٣٧﴾
৩৮. তোমাদের জন্য তাতে এমন বস্তু [লিখিত] রয়েছে, যা তোমরা পছন্দ করে থাক।	إِنَّ لَكُمْ فِيهِ لَمَا تَخَيَّرُونَ ﴿٣٨﴾
৩৯. তোমাদের জন্য কৃত এমন কসমসমূহের ভার কি আমার উপর চাপানো আছে, আর ঐ কসমসমূহ কিয়ামত পর্যন্ত বলবৎ থাকবে যে, যা সিদ্ধান্ত করছ, তোমরা তা-ই [জান্নাত] পাবে?	أَمْ لَكُمْ أَيْمَٰنٌ عَلَيْنَا بَٰلِغَةٌ إِلَىٰ يَوْمِ الْقِيَٰمَةِ ۙ إِنَّ لَكُمْ لَمَا تَحْكُمُونَ ﴿٣٩﴾
৪০. আপনি জিজ্ঞাসা করুন, তাদের মধ্যে কে এর জিম্মাদার?	سَلْهُمْ أَيُّهُم بِذَٰلِكَ زَعِيمٌ ﴿٤٠﴾
৪১. তাদের স্থিরীকৃত কোনো শরিক রয়েছে কি? সুতরাং উচিত যে, তারা তাদের ঐ শরিকদেরকে উপস্থিত করুক, যদি তারা সত্যবাদী হয়।	أَمْ لَهُمْ شُرَكَآءُ ۚ فَلْيَأْتُوا۟ بِشُرَكَآئِهِمْ إِن كَانُوا۟ صَٰدِقِينَ ﴿٤١﴾
৪২. যেদিন পায়ের গোছা উন্মুক্ত করা হবে এবং লোকদেরকে সেজদার প্রতি আহ্বান করা হবে, তখন তারা সেজদা করতে সমর্থ হবে না।	يَوْمَ يُكْشَفُ عَن سَاقٍ وَيُدْعَوْنَ إِلَى السُّجُودِ فَلَا يَسْتَطِيعُونَ ﴿٤٢﴾
৪৩. তাদের চক্ষুসমূহ অবনমিত হয়ে থাকবে, লাঞ্ছনা তাদেরকে ঢেকে ফেলবে এবং তাদেরকে সেজদার প্রতি ডাকা হতো, আর তারা সুস্থও ছিল।	خَٰشِعَةً أَبْصَٰرُهُمْ تَرْهَقُهُمْ ذِلَّةٌ ۖ وَقَدْ كَانُوا۟ يُدْعَوْنَ إِلَى السُّجُودِ وَهُمْ سَٰلِمُونَ ﴿٤٣﴾

শাব্দিক অনুবাদ :

৩৭. أَمْ لَكُمْ তোমাদের নিকট কি আছে كِتَٰبٌ কোনো কিতাব? فِيهِ تَدْرُسُونَ যাতে তোমরা পাঠ করছ।

৩৮. إِنَّ لَكُمْ فِيهِ তোমাদের জন্য তাতে এমন বস্তু রয়েছে لَمَا تَخَيَّرُونَ যা তোমরা পছন্দ করে থাক।

৩৯. أَمْ لَكُمْ أَيْمَٰنٌ عَلَيْنَا তোমাদের জন্য কৃত এমন কসমসমূহের ভার কি আমার উপর চাপানো আছে بَٰلِغَةٌ إِلَىٰ يَوْمِ الْقِيَٰمَةِ
আর ঐ কসমসমূহ কিয়ামত পর্যন্ত বলবৎ থাকবে যে إِنَّ لَكُمْ لَمَا تَحْكُمُونَ যা সিদ্ধান্ত করছ, তোমরা তা-ই পাবে।

৪০. سَلْهُمْ আপনি জিজ্ঞাসা করুন أَيُّهُم بِذَٰلِكَ তাদের মধ্য কে এর زَعِيمٌ জিম্মাদার।

৪১. أَمْ لَهُمْ شُرَكَآءُ তাদের স্থিরীকৃত কোনো শরিক রয়েছে কি? فَلْيَأْتُوا۟ بِشُرَكَآئِهِمْ সুতরাং উচিত যে, তারা তাদের ঐ
শরিকদেরকে উপস্থিত করুক إِن كَانُوا۟ صَٰدِقِينَ যদি তারা সত্যবাদী হয়।

৪২. يَوْمَ يُكْشَفُ عَن سَاقٍ যেদিন পায়ের গোছা উন্মুক্ত করা হবে وَيُدْعَوْنَ إِلَى السُّجُودِ এবং লোকদেরকে সেজদার প্রতি
আহ্বান করা হবে فَلَا يَسْتَطِيعُونَ তখন তারা সেজদা করতে সমর্থ হবে না।

৪৩. خَٰشِعَةً أَبْصَٰرُهُمْ তাদের চক্ষুসমূহ অবনমিত হয়ে থাকবে تَرْهَقُهُمْ ذِلَّةٌ লাঞ্ছনা তাদেরকে ঢেকে ফেলবে وَقَدْ كَانُوا۟
يُدْعَوْنَ إِلَى السُّجُودِ এবং তাদেরকে সেজদার প্রতি ডাকা হতো وَهُمْ سَٰلِمُونَ আর তারা সুস্থও ছিল।

https://e-ilm.weebly.com/

৪৪. অতএব, আমাকে এবং যে এ কালামকে অবিশ্বাস করে, তাকে ছেড়ে দিন, আমি তাদেরকে ক্রমে ক্রমে [দোজখের দিকে] নিয়ে যাচ্ছি, এভাবে যে, তারা আদৌ অবহিত নয়।	فَذَرْنِيْ وَمَنْ يُّكَذِّبُ بِهٰذَا الْحَدِيْثِ ۭ سَنَسْتَدْرِجُهُمْ مِّنْ حَيْثُ لَا يَعْلَمُوْنَ ۝٤٤
৪৫. আর তাদেরকে অবকাশ দিচ্ছি; নিশ্চয় আমার কৌশল অত্যন্ত বলিষ্ঠ।	وَاُمْلِيْ لَهُمْ ۭ اِنَّ كَيْدِيْ مَتِيْنٌ ۝٤٥
৪৬. আপনি কি তাদের নিকট কোনো বিনিময় চাচ্ছেন যে, ঐ খেসারতের কারণে তারা ভারাক্রান্ত হচ্ছে?	اَمْ تَسْـَٔــلُهُمْ اَجْرًا فَهُمْ مِّنْ مَّغْرَمٍ مُّثْقَلُوْنَ ۝٤٦
৪৭. কিংবা তাদের নিকট গায়েব [-এর ইলম] আছে যে, তারা লিখে রাখে?	اَمْ عِنْدَهُمُ الْغَيْبُ فَهُمْ يَكْتُبُوْنَ ۝٤٧
৪৮. অতএব, আপনি নিজ প্রতিপালকের ব্যবস্থার উপর ধৈর্য ধরুন, আর মৎসওয়ালার ন্যায় হবেন না। যখন তিনি প্রার্থনা করলেন এবং চিন্তায় মর্মাহত ছিলেন।	فَاصْبِرْ لِحُكْمِ رَبِّكَ وَلَا تَكُنْ كَصَاحِبِ الْحُوْتِ ۘ اِذْ نَادٰى وَهُوَ مَكْظُوْمٌ ۝٤٨
৪৯. আল্লাহর অনুগ্রহ তার নিকট না পৌঁছলে তবে তিনি প্রান্তরে শোচনীয় অবস্থায় নিক্ষিপ্ত হতেন।	لَوْلَآ اَنْ تَدٰرَكَهٗ نِعْمَةٌ مِّنْ رَّبِّهٖ لَنُبِذَ بِالْعَرَاۗءِ وَهُوَ مَذْمُوْمٌ ۝٤٩
৫০. অনন্তর তাঁর প্রতিপালক তাঁকে মনোনীত করলেন এবং তাঁকে নেককারদের অন্তর্ভুক্ত করলেন।	فَاجْتَبٰىهُ رَبُّهٗ فَجَعَلَهٗ مِنَ الصّٰلِحِيْنَ ۝٥٠

وقف لازم

শাব্দিক অনুবাদ :

৪৪. فَذَرْنِيْ অতএব, আমাকে ছেড়ে দিন وَمَنْ يُّكَذِّبُ بِهٰذَا الْحَدِيْثِ এবং যে এ কালামকে অবিশ্বাস করে তাকে سَنَسْتَدْرِجُهُمْ আমি তাদেরকে ক্রমে ক্রমে নিয়ে যাচ্ছি مِّنْ حَيْثُ لَا يَعْلَمُوْنَ এভাবে যে, তারা আদৌ অবহিত নয়।

৪৫. وَاُمْلِيْ لَهُمْ আর তাদেরকে অবকাশ দিচ্ছি اِنَّ كَيْدِيْ مَتِيْنٌ নিশ্চয় আমার কৌশল অত্যন্ত বলিষ্ঠ।

৪৬. اَمْ تَسْـَٔــلُهُمْ اَجْرًا আপনি কি তাদের নিকট কোনো বিনিময় চাচ্ছেন যে فَهُمْ مِّنْ مَّغْرَمٍ مُّثْقَلُوْنَ ঐ খেসারতের কারণে তারা ভারাক্রান্ত হচ্ছে।

৪৭. اَمْ عِنْدَهُمُ الْغَيْبُ কিংবা তাদের নিকট গায়েব আছে যে فَهُمْ يَكْتُبُوْنَ তারা লিখে রাখে।

৪৮. فَاصْبِرْ لِحُكْمِ رَبِّكَ অতএব, আপনি নিজ প্রতিপালকের ব্যবস্থার উপর ধৈর্য ধরুন وَلَا تَكُنْ كَصَاحِبِ الْحُوْتِ আর মৎসওয়ালার ন্যায় হবেন না اِذْ نَادٰى যখন তিনি প্রার্থনা করলেন وَهُوَ مَكْظُوْمٌ এবং চিন্তায় মর্মাহত ছিলেন।

৪৯. لَوْلَآ اَنْ تَدٰرَكَهٗ نِعْمَةٌ مِّنْ رَّبِّهٖ আল্লাহর অনুগ্রহ তার নিকট না পৌঁছলে لَنُبِذَ بِالْعَرَاۗءِ وَهُوَ مَذْمُوْمٌ তবে তিনি প্রান্তরে শোচনীয় অবস্থায় নিক্ষিপ্ত হতেন।

৫০. فَاجْتَبٰىهُ رَبُّهٗ অনন্তর তাঁর প্রতিপালক তাঁকে মনোনীত করলেন فَجَعَلَهٗ مِنَ الصّٰلِحِيْنَ এবং তাকে নেককারদের অন্তর্ভুক্ত করলেন।

https://e-ilm.weebly.com/

৫১. আর এ কাফেররা যখন কুরআন শুনে, তখন এরূপ মনে হয়, যেন তারা আপনাকে নিজ দৃষ্টি দ্বারা আছড়ে ফেলবে এবং বলে যে, এ ব্যক্তি উন্মাদ।	وَاِنْ يَّكَادُ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا لَيُزْلِقُوْنَكَ بِاَبْصَارِهِمْ لَمَّا سَمِعُوا الذِّكْرَ وَيَقُوْلُوْنَ اِنَّهٗ لَمَجْنُوْنٌ ﴿٥١﴾
৫২. অথচ এই কুরআন সারা বিশ্বের জন্য নসিহত।	وَمَا هُوَ اِلَّا ذِكْرٌ لِّلْعٰلَمِيْنَ ﴿٥٢﴾

শাব্দিক অনুবাদ :

৫১. وَاِنْ يَّكَادُ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا আর এ কাফেররা তখন এরূপ মনে হয় لَيُزْلِقُوْنَكَ তারা যেন আপনাকে আছড়ে ফেলবে بِاَبْصَارِهِمْ নিজ দৃষ্টি দ্বারা لَمَّا سَمِعُوا الذِّكْرَ যখন কুরআন শুনে وَيَقُوْلُوْنَ اِنَّهٗ لَمَجْنُوْنٌ এবং বলে যে, এই ব্যক্তি উন্মাদ।

৫২. وَمَا هُوَ অথচ এ কুরআন اِلَّا ذِكْرٌ لِّلْعٰلَمِيْنَ সারা বিশ্বের জন্য নসিহত।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

সূরাটির নামকরণের কারণ : এ সূরাটির নাম নূন অথবা আল-ক্বালাম, কেননা এ শব্দ দু'টি অত্র সূরার প্রথমে উল্লিখিত হয়েছে। এ দু'টি শব্দের অনুসরণেই অত্র সূরাটির নামকরণ করা হয়েছে। এতে ২ রুকূ', ৫২টি আয়াত, ৩০০টি বাক্য ও ১২৪৬টি অক্ষর রয়েছে। -[নূরুল কুরআন]

সূরাটি নাজিলের কারণ ও সময়কাল : এ সূরাটিও মক্কা শরীফে নবী করীম ﷺ -এর নবুয়তি জীবনের প্রথম দিকে নাজিলকৃত সূরাসমূহের অন্যতম। মক্কা শরীফে নতুন দীন প্রচার শুরু হলো এবং সর্বপ্রথম হযরত খাদীজাতুল কুবরা (রা.), হযরত আবূ বকর (রা.), হযরত আলী (রা.), হযরত যায়েদ (রা.) এবং হযরত উম্মে আয়মান (রা.) ইসলাম গ্রহণ করলেন। এদিকে নবী করীম ﷺ -কে ওহীর মাধ্যমে অজু ও নামাজের তালিম দেওয়া হলো। নবী করীম ﷺ এবং নব মুসলমানগণের এ নতুন কাজ অবলোকন করে কাফেরগণ বিস্মিত হলো। মক্কার প্রতিটি ঘরে ঘরে, অলিগলিতে তাদের এ নবতর কাজ ও ইবাদতি অনুষ্ঠান এবং কুরআনের অলৌকিক বিস্ময়কর বাণীর কথা আলোচিত হতে লাগল। কাফের সরদারগণ তাদের শিরকি মতবাদের উপর একে একটি আঘাত মনে করল। কেননা কুরআনের প্রবল আকর্ষণে মানুষ বিমোহিত হয়ে শিরকি মতবাদ ছেড়ে এ নবতর দীনের আশ্রয় গ্রহণ করতে লাগল। ফলে কাফের সরদারগণ এর বিরোধিতায় অন্ধ হয়ে উঠল। নবী করীম ﷺ -কে নানাভাবে উপহাস, তিরস্কার ও জ্বালা-যন্ত্রণা দিতে লাগল। এমনকি তাঁকে উন্মাদ-পাগল নামে আখ্যায়িত করতেও ছাড়ল না। সুতরাং এতে নবী করীম ﷺ -এর মনে আঘাত পাওয়া এবং মনঃক্ষুণ্ন হওয়াটা ছিল স্বাভাবিক। তাই আল্লাহ তা'আলা তাঁর প্রতি এই সূরা অবতীর্ণ করে তাঁকে সান্ত্বনা প্রদান করেন; কিন্তু নাজিলের সময় কোনটি তা সঠিকভাবে বলা যায় না। তবে সূরার আলোচ্য বিষয়বস্তু হতে বুঝা যায় যে, মক্কী জীবনে কাফেরদের বিরোধিতার মাত্রা যখন প্রচণ্ড আকার ধারণ করেছিল, সম্ভবত তখনই এ সূরাটি অবতীর্ণ হয়।

বিষয়বস্তু ও মূলবক্তব্য : উক্ত সূরাতে আল্লাহ তা'আলা মোট তিনটি বিষয় সম্বন্ধে বিশেষভাবে আলোচনা করেছেন। অর্থাৎ ইসলাম বিরোধীদের বিভিন্ন প্রশ্ন ও ওজর-আপত্তির জবাব, তাদেরকে সতর্কীকরণ ও সদুপদেশ প্রদান এবং রাসূলুল্লাহ ﷺ -কে ধৈর্য, দৃঢ়তা এবং অবিচলতার জন্য উপদেশ দান।

অত্র সূরার প্রথম পর্যায়ে রাসূলে করীম ﷺ -কে সান্ত্বনা প্রদান করে বলা হয়েছে যে, কাফেরদের প্রতি আপনার ইসলামের দাওয়াত পেশ করার প্রেক্ষিতে তারা আপনাকে যে গালি দিচ্ছে, তাতে আপনার কিছু আসে যায় না। আপনি নৈতিকতার উচ্চমানে অধিষ্ঠিত, আপনি প্রভুর মহাসভ্য প্রচারে রত। আপনি পাগল নন, বরং কে পাগল আর কে ভালো তা তো সকলেই অবগত রয়েছে। আপনার বিরোধিতার যে প্রচণ্ড ঝড় বইছে, এটার কোনো চাপই আপনি মেনে নিবেন না, কোনো না কোনো এক পর্যায়ে আপনি কেবল তাদের কথায় বাধ্য হয়ে যান, এটাই তাদের কামনা। এরা সত্য হতে মানুষকে পথভ্রষ্টকারী। সীমালঙ্ঘনকারী বটে এবং চুগলখোর। দ্বিতীয় পর্যায়ে ইসলামের বিরুদ্ধবাদীদের মধ্যকার একজন খ্যাতনামা ব্যক্তির চরিত্র

https://e-ilm.weebly.com/

https://e-ilm.weebly.com/

فَاصْبِرْ لِحُكْمِ رَبِّكَ الخ -এর শানে নযূল : উক্ত আয়াতের শানে নুযূল প্রসঙ্গে সাবী গ্রন্থকার বলেন, যখন উহুদের ময়দানে রাসূল ﷺ -এর সাহাবীগণের মধ্যে কিছু সংখ্যক লোক মুনাফিকদের উত্তেজিত ভাব দেখে পলায়ন করেছিলেন, তখন পলাতক ব্যক্তিবর্গের প্রতি রাসূলুল্লাহ ﷺ বদদোয়া করতে মনস্থ করলেন, এমতাবস্থায় তাঁকে বদদোয়া হতে বিরত থাকার নিমিত্তে আয়াত নাজিল হলো।

কারো কারো মতে, মক্কাবাসীদের অত্যাচার যখন রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর অন্তরে খুব ব্যথা জেগেছিল এবং মক্কার কাফেররা নিকৃষ্ট শ্রেণির লোকদেরকে রাসূলের বিরুদ্ধে লেলিয়ে দিয়েছিল। কারো কারো মতে, এ অত্যাচারী লোকগণ ছিল বনূ ছাকীফ গোত্রীয় লোক। অত্যাচারীগণ রাসূল ﷺ -কে পাথর নিক্ষেপ করে তাঁর পা মুবারক রক্তাক্ত করে দিয়েছিল। এমতাবস্থায় তিনি তাদের উপর অসন্তুষ্ট হয়ে বদদোয়া করতে চেয়েছিলেন। তখন আল্লাহ তা'আলা এ আয়াত অবতীর্ণ করলেন–

فَاصْبِرْ لِحُكْمِ رَبِّكَ وَلَا تَكُنْ كَصَاحِبِ الْحُوتِ الخ -

وَإِنْ يَكَادُ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا الخ আয়াতের শানে নুযূল : কাফেররা হযরত মুহাম্মদ ﷺ -এর প্রতি তাদের তীব্র শত্রুতার কারণে তাঁর কথা শ্রবণ করার সময় তাঁর প্রতি এরূপ চক্ষু ফিরিয়ে দেখতো যেন তাকে মাটিতে ফেলে দিবে, অথবা ক্রোধের দ্বারা যেন তাঁকে খেয়ে ফেলবে। তাদের মন-মগজ ও সর্ব শরীরের শত্রুতা চক্ষু দ্বারা প্রকাশ করত। তখন কাফেরদের উক্ত অবস্থা বর্ণনায় وَإِنْ يَكَادُ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا الْآيَة অবতীর্ণ হয়।

অথবা, তাফসীরকারগণ কর্তৃক বর্ণিত হয়েছে– বনী আসাদ গোত্রে কয়েকজন কুদৃষ্টি নিক্ষেপক লোক ছিল। তাদের ধারণা ছিল যে, তাঁর উপর কুদৃষ্টি নিক্ষেপ করলে তিনি ধ্বংস হয়ে যাবেন। তখন وَإِنْ يَكَادُ الَّذِيْنَ.......... لِلْعٰلَمِيْنَ পর্যন্ত আয়াত অবতীর্ণ হয়। উপরিউক্ত আয়াতদ্বয় দ্বারা রাসূলুল্লাহ ﷺ -কে এ বিষয় অবগত করা এবং কুদৃষ্টির কোনো প্রভাব তাঁর উপর পড়বে না বলে জানিয়ে দেওয়া এবং তাঁকে সান্ত্বনা প্রদান করা উদ্দেশ্য। শেষ পর্যন্ত আল্লাহ তা'আলা রাসূলুল্লাহ ﷺ -কে কুদৃষ্টির সর্বপ্রকার প্রভাব হতে মুক্ত রেখেছেন। সিহাহ সিত্তায় হযরত আবূ হুরায়রা ও আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা.) হতে বর্ণিত আছে, اَلْعَيْنُ حَقٌّ কুদৃষ্টির প্রভাব সত্য। অর্থাৎ কুদৃষ্টি নিক্ষেপক ব্যক্তি কোনো বস্তুর প্রতি কুদৃষ্টিতে দেখলে অবশ্যই এ বস্তুর ক্ষতি হবে। এটা হতে বাঁচার জন্য তাবিজ-কবজ ইত্যাদি দ্বারা তদবির করা হাদীস দ্বারা প্রমাণিত হয়েছে। হযরত হাসান (র.) হতে বর্ণিত হয়েছে, বদ-নজর দূর করার জন্য এ আয়াতদ্বয় পাঠ করে ফুঁক দিলে বদ-নজরের প্রভাব দূরীভূত হয়। -[রূহুল মা'আনী, খাযেন]

সাহেবে হুতের ঘটনা : আল্লাহ তা'আলা পূর্ব ভাষণের জের টেনে মহানবী ﷺ -কে কাফেরদের তিরস্কার-জ্বালাতন, দীনের বিরোধিতাকরণ এবং তাঁকে উন্মাদ ও পাগল আখ্যাদান ইত্যাদি ব্যাপারে অতিষ্ঠ ও অধৈর্য না হওয়ার জন্য উপদেশ দিয়েছেন। আর বহু বছর পূর্বেকার একটি ঐতিহাসিক কাহিনীর দিকে ইঙ্গিত দিয়ে বলেছেন, আপনি সেই মাছওয়ালার ন্যায় ধৈর্যহারা হবেন না; যে আল্লাহর হুকুমের অপেক্ষা না করেই দেশ ছেড়ে পলায়ন করেছিল। এ মাছওয়ালা হলেন আল্লাহর একজন মনোনীত নবী। তাঁর জীবন চরিত্র অতি সংক্ষেপে প্রথম তিনটি আয়াতে তুলে ধরা হয়েছে। এ মহামতি নবী হলেন হযরত ইউনুস (আ.)। তাঁকে 'মাছওয়ালা' কেন সম্বোধন করা হয়েছে তার কারণ উদঘাটনের জন্য এখানে আমরা তাঁর সংক্ষিপ্ত জীবন কাহিনী উল্লেখ করছি।

হযরত ইউনুস (আ.) কখন কোথায় জন্মগ্রহণ করেন, তার সঠিক কোনো তথ্য পাওয়া যায় না। তবে তাঁর পিতার নাম ছিল মাত্তা, তা অনেক ঐতিহাসিকদের বর্ণনায় উল্লেখ পাওয়া যায়। যখন তাঁর বয়স ২৮ বছর হয়, তখন তিনি নবুয়ত লাভ করেন। ইতিহাস গ্রন্থ দ্বারা জানা যায় যে, তিনি হযরত মূসা ও ঈসা (আ.)-এর মধ্যবর্তী সময়ের নবী ছিলেন। তাঁকে অসুরীয় সম্প্রদায়ের হেদায়েতের জন্য পাঠানো হয়েছিল।

অসুরীয়দের বিরাট এক গোত্রভিত্তিক সাম্রাজ্য ছিল, যার কেন্দ্রীয় শহর ছিল প্রাচীন নিনাওয়া শহর। এ শহরটি বর্তমান ইরাকে অবস্থিত। এ নগরীর ব্যাপক ধ্বংসাবশেষ বর্তমানেও দাজলা নদীর পূর্বতীরে বর্তমান মুসেল শহরের বিপরীত দিকে বিদ্যমান রয়েছে। এ অঞ্চলে 'ইউনুস নবী' নামে একটি স্থান এখনো রয়েছে। এ জাতির লোকেরা সেকালে যে কত উন্নত ছিল, তা রাজধানী নিনাওয়া প্রায় ৬০ মাইল ব্যাপী এলাকা জুড়ে থাকার দ্বারা অনুমান করা যায়। এ নিনাওয়া শহরেই অসুরীয়দের হেদায়েতের জন্য আল্লাহ তা'আলা হযরত ইউনুস (আ.)-কে নবী করে পাঠান। কুরআনের বর্ণনা দ্বারা জানা যায়– ঐ সময় ঐ শহরের লোকসংখ্যা এক লক্ষ হতেও বেশি ছিল। তিনি আল্লাহর নির্দেশ অনুসারে তাদেরকে দীন ইসলামের দিকে দাওয়াত দিতে থাকেন; কিন্তু তাঁর দাওয়াতে কেউ কর্ণপাত করল না। তখন তিনি তাদের প্রতি চল্লিশ দিনের মধ্যে আল্লাহর গজব নাজিল হওয়ার ভীতি প্রদর্শন করে শহর ছেড়ে দূরে গিয়ে অবস্থান করতে লাগলেন।

https://e-ilm.weebly.com/

https://e-ilm.weebly.com/

তখন খোদায়ী তাকদীর লিপিবদ্ধ করতে আদেশ করা হলো। কলম আদেশ অনুযায়ী অনন্তকাল পর্যন্ত সম্ভাব্য সকল ঘটনা ও অবস্থা লিখে দিল। সহীহ্ মুসলিমে হযরত আবদুল্লাহ ইবনে ওমর (রা.)-এর রেওয়ায়েতে রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন, আল্লাহ তা'আলা সমগ্র সৃষ্টি তাকদীর আকাশ ও পৃথিবী সৃষ্টির পঞ্চাশ হাজার বছর পূর্বে লিখে দিয়েছিলেন।

হযরত কাতাদাহ (র.) বলেন, কলম আল্লাহ প্রদত্ত একটি বড় নিয়ামত। কেউ কেউ বলেছেন ঃ আল্লাহ তা'আলা সর্বপ্রথম তাকদীরের কলম সৃষ্টি করেছেন। এই কলম সমগ্র সৃষ্টিজগৎ ও সৃষ্টির তকদীর লিপিবদ্ধ করেছে। এরপর দ্বিতীয় কলম সৃষ্টি করেছেন। এই সকল দ্বারা পৃথিবীর অধিবাসীরা লিখে এবং লিখবে। সূরা ইকরার عَلَّمَ بِالْقَلَمِ আয়াতেও এই কলমের উল্লেখ আছে।

আয়াতে কলম বলে যদি সর্বপ্রথম সৃষ্টি তাকদীরের কলম উদ্দেশ্য হয়, তবে এর মাহাত্ম্য ও শ্রেষ্ঠত্ব বর্ণনাসাপেক্ষ নয়। কাজেই এর শপথ করা উপযুক্ত হয়েছে। পক্ষান্তরে যদি তাকদীরের কলম, ফেরেশতাদের কলম ও মানুষের কলমসহ সাধারণ কলম উদ্দেশ্য হয়, তবে এর শপথ করার কারণ এই যে, দুনিয়াতে বড় বড় কাজ কলমের মাধ্যমেই সম্পন্ন হয়। দেশ বিজয়ে তরবারির চাইতে কলম যে অধিক কার্যকর হাতিয়ার, এ কথা সর্বজনবিধিত। আবূ হাতেম বস্তী (র.) এই বিষয়বস্তুই দুটি কবিতায় ব্যক্ত করেছেন–

اِذَا اَقْسَمَ الْاَبْطَالُ يَوْمًا بِسَيْفِهِمْ
وَعَدُّوْهُ مَا يَكْسِبُ الْمَجْدَ وَالْكَرَمْ
كَفٰى قَلَمُ الْكُتَّابِ عِزًّا وَ رِفْعَةً
عَدَى الدَّهْرِ اِنَّ اللّٰهَ اَقْسَمَ بِالْقَلَمِ

অর্থাৎ যদি বীর পুরুষরা কোনোদিন তাদের তরবারির শপথ করে এবং একে সম্মান ও গৌরবের কারণ মনে করে, তবে লেখকদের কলম ও তাদের সম্মান ও শ্রেষ্ঠত্ব চিরতরে বৃদ্ধি করার জন্য যথেষ্ট। কেননা, স্বয়ং আল্লাহ তা'আলা কলমের শপথ করেছেন।

সারকথা, আয়াতে কলম এবং কলম দ্বারা যা কিছু লেখা হয়, তার শপথ করে আল্লাহ তা'আলা কাফেরদের দোষারোপ খণ্ডন করে বলেছেন ঃ مَا اَنْتَ بِنِعْمَةِ رَبِّكَ بِمَجْنُوْنٍ –অর্থাৎ আপনি আপনার পালনকর্তার অনুগ্রহ ও কৃপায় কখনও পাগল নন। এখানে بِنِعْمَةِ رَبِّكَ যোগ করে দাবির স্বপক্ষে দলিলও দেওয়া হয়েছে যে, যার প্রতি আল্লাহর অনুগ্রহ ও কৃপা থাকে, সে কিরূপে পাগল হতে পারে? তাকে যে পাগল বলে, সে নিজেই পাগল।

আলেমগণ বলেন ঃ কুরআন পাকে আল্লাহ তা'আলা যে বস্তুর শপথ করেন, তা শপথের বিষয়বস্তুর পক্ষে সাক্ষ্য-প্রমাণ হয়ে থাকে। এখানে وَمَا يَسْطُرُوْنَ বলে বিশ্ব-ইতিহাসের যা কিছু লিখা হয়েছে এবং লিখা হচ্ছে, তাকে সাক্ষ্য-প্রমাণরূপে উপস্থিত করা হয়েছে। বলা হয়েছে, বিশ্ব-ইতিহাসের পাতা খুলে দেখ, এমন মহান চরিত্র ও কর্মের অধিকারী ব্যক্তি পাগল হতে পারে কি? এরূপ ব্যক্তি তো অপরের জ্ঞান-বুদ্ধির সংস্কারক হয়ে থাকে। অতঃপর উপরিউক্ত বিষয়বস্তুর সমর্থনে বলা হয়েছে : وَاِنَّ لَكَ لَاَجْرًا غَيْرَ مَمْنُوْنٍ –অর্থাৎ আপনার জন্য অশেষ পুরস্কার রয়েছে। উদ্দেশ্য এই যে, আপনার যে কাজকে তারা পাগলামী বলছে, সেটা আল্লাহ তা'আলার সর্বাধিক প্রিয় কাজ। এর জন্যে আপনাকে পুরস্কৃত করা হবে। পুরস্কারও এমন, যা কখনও নিঃশেষ হবে না- চিরন্তন। জিজ্ঞাসা করি, কোনো পাগলকে তার কর্মের জন্যে পুরস্কৃত করা হয় কি? অতঃপর আরেকটি বাক্য দ্বারা এই বিষয়বস্তুর আরও সমর্থন করা হয়েছে ঃ وَاِنَّكَ لَعَلٰى خُلُقٍ عَظِيْمٍ –এতে রাসূলে কারীম ﷺ -এর উত্তম চরিত্র সম্পর্কে চিন্তা-ভাবনা করার নির্দেশ প্রদান করা হয়েছে। বলা হয়েছে ঃ জ্ঞানপাপীরা, তোমরা একটু চিন্তা করে দেখ, দুনিয়াতে যারা পাগল ও উন্মাদ, তাদের চরিত্র ও কর্ম কি এরূপ হয়ে থাকে?

রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর মহৎ চরিত্র ঃ হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) বলেন ঃ মহৎ চরিত্রের অর্থ মহৎ ধর্ম। কেননা আল্লাহ তা'আলার কাছে ইসলাম ধর্ম অপেক্ষা অধিক প্রিয় কোনো ধর্ম নেই। হযরত আয়েশা (রা.) বলেন ঃ স্বয়ং কুরআন রাসূলে কারীম ﷺ -এর মহৎ চরিত্র। অর্থাৎ কুরআন পাক যেসব উত্তম কর্ম ও চরিত্র শিক্ষা দেয়, তিনি সেসবের বাস্তব নমুনা। হযরত আলী (রা.) বলেন ঃ মহৎ চরিত্র বলে কোরআনের শিষ্টাচার বোঝানো হয়েছেঃ অর্থাৎ যেসব শিষ্টাচার কুরআন শিক্ষা দিয়েছে। সব উক্তির সারমর্ম প্রায় এক। রাসূলে কারীম ﷺ-এর সত্তায় আল্লাহ তা'আলা যাবতীয় উত্তম চরিত্র পূর্ণমাত্রায় সন্নিবেশিত করে দিয়েছিলেন। তিনি নিজেই বলেন ঃ بُعِثْتُ لِاُتَمِّمَ مَكَارِمَ الْاَخْلَاقِ –অর্থাৎ আমি উত্তম চরিত্রকে পূর্ণতা দান করার জন্যেই প্রেরিত হয়েছি। –(আবূ হাইয়ান)

https://e-ilm.weebly.com/

হযরত আনাস (রা.) বলেন– আমি সুদীর্ঘ দশ বছরকাল রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর খেদমত করেছি। এই সুদীর্ঘ সময়ের মধ্যে আমি যেসব কাজ করেছি, সে সম্পর্কে তিনি কখনও বলেননি যে, কাজটি এভাবে কেন করলে, অমুক কাজটি করলে না কেন? অথচ দশ বছর সময়ের মধ্যে অনেক কাজ তাঁর রুচি বিরুদ্ধও হয়ে থাকবে।– (বুখারী, মুসলিম)

হযরত আনাস (রা.) আরো বলেন : তাঁর উত্তম চরিত্রের কথা কি বলব, মদিনার কোনো বাঁদীও তাঁর হাত ধরে যেখানে ইচ্ছা নিয়ে যেতে পারত। –(বুখারী)

হযরত আয়েশা (রা.) বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ কখনো স্বহস্তে কাউকে প্রহার করেন নি। তবে জিহাদের ময়দানে কাফেরদেরকে আঘাত করা ও হত্যা করা প্রমাণিত আছে। এছাড়া তিনি কোনো খাদেমকে অথবা স্ত্রীকে প্রহার করেন নি। তাদের মধ্যে কারো কোনো ভুলভ্রান্তি হলে তিনি প্রতিশোধ গ্রহণ করেন নি। তবে কেউ আল্লাহর আদেশ লংঘন করলে তাকে শরিয়তসম্মত শাস্তি দিয়েছেন। –(মুসলিম)

হযরত জাবের (রা.) বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ কোনো সওয়ালের জবাবে কখনো 'না' বলেননি। –(বুখারী, মুসলিম)

হযরত আয়েশা (রা.) বলেন– রাসূলুল্লাহ ﷺ অশ্লীলভাষী ছিলেন না এবং অশ্লীলতার ধারে-কাছেও যেতেন না। তিনি বাজারে হট্টগোল করতেন না এবং মন্দ ব্যবহারের জবাবে মন্দ ব্যবহার করতেন না; বরং ক্ষমা ও মার্জনা করে দিতেন।

হযরত আবূ দারদা (রা.) বলেন– রাসূলে কারীম ﷺ -এর উক্তি এই যে, আমলের দাঁড়ি-পাল্লায় উত্তম চরিত্রের সমান কোনো আমলের ওজন হবে না। আল্লাহ তা'আলা গালিগালাজকারী মন্দভাষী ব্যক্তিকে পছন্দ করেন না।

হযরত আয়েশার বাচনিক রেওয়ায়েতে রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন– মুসলমান তার সচ্চরিত্রতার গুণ দ্বারাই সেই ব্যক্তির মর্তবা লাভ করে, যে সারারাত ইবাদতে জাগ্রত থাকে এবং সারাদিন রোজা রাখে। –(আবূ দাউদ)

হযরত মা'আয (রা.) বলেন, (আমাকে ইয়ামনের শাসনকর্তা নিযুক্ত করে প্রেরণ করার সময়) ঘোড়ার জিনের সাথে সংলগ্ন লোহার আংটিতে যখন আমি এক পা রাখলাম তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ আমাকে সর্বশেষ উপদেশ দিয়ে বললেন–

يَا مُعَاذُ اَحْسِنْ خُلُقَكَ لِلنَّاسِ - হে মা'আয, জনগণের প্রতি সচ্চরিত্রতা প্রদর্শন করবে। –(মালেক)

এসব রেওয়াত তাফসীরে মাযহারী থেকে উদ্ধৃত করা হলো।

فَسَتُبْصِرُ وَيُبْصِرُوْنَ بِاَيِّكُمُ الْمَفْتُوْنُ শীঘ্রই আপনিও দেখে নিবেন এবং কাফেররাও দেখে নিবে যে, কে বিকারগ্রস্ত। مَفْتُوْنٌ শব্দের অর্থ এস্থলে বিকারগ্রস্ত পাগল। পূর্ববর্তী আয়াতসমূহে রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর প্রতি পাগল বলে দোষারোপকারীদের উক্তি প্রমাণাদি দ্বারা খণ্ডন করা হয়েছিল। এই আয়াতে ভবিষ্যদ্বাণী করা হয়েছে যে, অদূর ভবিষ্যতেই এ তথ্য ফাঁস হয়ে যাবে যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ পাগল ছিলেন, না যারা তাঁকে পাগল বলত, তারাই পাগল ছিল। সেমতে অল্পদিনের মধ্যেই বিষয়টি বাস্তব সত্য হয়ে বিশ্ববাসীর চোখের সামনে এসে যায় এবং পাগল আখ্যাদানকারীদের মধ্যে থেকেই হাজার হাজার লোক ইসলামে দীক্ষিত হয়ে রাসূলে কারীম ﷺ -এর অনুসরণ ও মহব্বতকে সৌভাগ্যের বিষয় মনে করতে থাকে। অপরদিকে তাওফীক থেকে বঞ্চিত অনেক হতভাগা দুনিয়াতেও লাঞ্ছিত ও অপমানিত হয়ে যায়।

فَلَا تُطِعِ الْمُكَذِّبِيْنَ وَدُّوْا لَوْ تُدْهِنُ فَيُدْهِنُوْنَ অর্থাৎ আপনি মিথ্যারোপকারীদের কথা মানবেন না। তারা তো চায় যে, আপনি প্রচারকার্যে কিছুটা নমনীয় হলে এবং শিরক ও প্রতিমা পূজায় তাদেরকে বাধা না দিলে তারাও নমনীয় হয়ে যাবে এবং আপনার প্রতি বিদ্রূপ, দোষারোপ ও নির্যাতন ত্যাগ করবে।– (কুরতুবী)

মাস'আলা : এ আয়াত থেকে জানা গেল যে, 'আমরা তোমাদেরকে কিছু বলব না, তোমরাও আমাদেরকে কিছু বলো না'– কাফির ও পাপাচারীদের সাথে এই মর্মে কোনো চুক্তি করা দীনের ব্যাপারে শৈথিল্যের নামান্তর ও হারাম।– (মাযহারী) অর্থাৎ বেগতিক না হলে এরূপ চুক্তি না-জায়েজ।

وَلَا تُطِعْ كُلَّ حَلَّافٍ مَّهِيْنٍ هَمَّازٍ مَّشَّاءٍۭ بِنَمِيْمٍ مَّنَّاعٍ لِّلْخَيْرِ مُعْتَدٍ اَثِيْمٍ عُتُلٍّۭ بَعْدَ ذٰلِكَ زَنِيْمٍ -

আপনি আনুগত্য করবেন না এমন ব্যক্তির, যে কথায় কথায় শপথ করে, যে লাঞ্ছিত, যে দোষারোপ করে, যে পশ্চাতে নিন্দা করে, যে একের কথা অপরের কাছে লাগায়, যে সৎকাজে বাধাদান করে, যে সীমালঙ্ঘন করে, যে অত্যধিক পাপাচার করে, যে কঠোর স্বভাব এবং তদুপরি কুখ্যাত। زَنِيْمًا শব্দের অর্থ পিতৃ- পরিচয়হীন -জারজ। আয়াতে যে ব্যক্তির এসব বিশেষণ বর্ণিত হয়েছে, সে জারজই ছিল।

প্রথম আয়াতে সাধারণ কাফিরদের আনুগত্য না করার এবং ধর্মের ব্যাপারে কোনোরূপ নমনীয়তা অবলম্বন না করার ব্যাপক আদেশ ছিল। এই আয়াতে বিশেষ করে দুষ্টমতি কাফের ওলীদ ইবনে-মুগীরার কুস্বভাব বর্ণনা করে তার দিক থেকে মুখ ফিরিয়ে নেওয়ার ও তার আনুগত্য না করার বিশেষ আদেশ দেওয়া হয়েছে। এরপরও কয়েক আয়াতে এই

https://e-ilm.weebly.com/

ব্যক্তির মন্দ চরিত্র ও অবাধ্যতা উল্লেখ করার পর বলা হয়েছে ঃ سَنَسِمُهٗ عَلَى الْخُرْطُوْمِ –আমি কিয়ামতের দিন তার নাসিকা দাগিয়ে দিব। ফলে পূর্ববর্তী সব লোকের সামনে তার লাঞ্ছনা ফুটে উঠবে। خُرْطُوْم শব্দটি বিশেষভাবে হাতী অথবা শূকরের শুঁড়ের অর্থে ব্যবহৃত হয়। কিন্তু এখানে ওলীদের নাসিকাকে ঘৃণা প্রকাশার্থে خُرْطُوْم শব্দের মাধ্যমে ব্যক্ত করা হয়েছে।

إِنَّا بَلَوْنٰهُمْ كَمَا بَلَوْنَآ أَصْحٰبَ الْجَنَّةِ -অর্থাৎ আমি মক্কাবাসীদেরকে পরীক্ষায় ফেলেছি, যেমন উদ্যানের মালিকদের পরীক্ষায় ফেলেছিলাম। পূর্বের আয়াতসমূহে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর প্রতি মক্কাবাসী কাফেরদের দোষারোপের জবাব ছিল। আলোচ্য আয়াতমসূহে আল্লাহ তা'আলা বিগত যুগের একটি ঘটনা বর্ণনা করে মক্কাবাসীদেরকে সতর্ক করেছেন। মক্কাবাসীদেরকে পরীক্ষায় ফেলার অর্থ এরূপ হতে পারে যে, বর্ণিতব্য কাহিনীতে উদ্যানের মালিকদেরকে যেমন আল্লাহ তা'আলা স্বীয় নিয়ামতরাজি দ্বারা ভূষিত করেছিলেন, তারা কৃতঘ্নতা করেছিল। ফলে তাদের উপর আজাব পতিত হয়েছিল এবং নিয়ামত ছিনিয়ে নেওয়া হয়েছিল, তেমনি আল্লাহ তা'আলা মক্কাবাসীদেরকেও নিয়ামতরাজি দান করেছেন। তাদের সর্ববৃহৎ নিয়ামত তো এই যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে তাদের মধ্যেই পয়দা করেছেন। এছাড়া তাদের ব্যবসা-বাণিজ্যে বরকত দান করেছেন এবং তাদেরকে স্বাচ্ছন্দ্যশীল করেছেন। এসব নিয়ামত মক্কাবাসীদের জন্যে পরীক্ষা স্বরূপ। আল্লাহ দেখতে চান যে, তারা এসব নিয়ামতের কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে কিনা এবং আল্লাহ ও রাসূলের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করে কি না। যদি তারা কুফর ও অবাধ্যতায় অটল থাকে, তবে উদ্যানের মালিকদের কাহিনী থেকে তাদের শিক্ষা গ্রহণ করা উচিত। এই আয়াতগুলোকে মক্কায় অবতীর্ণ মনে করা হলেও এই তাফসীর সঠিক। কিন্তু অনেক তাফসীরবিদ এই আয়াতগুলোকে মদীনায় অবতীর্ণ মনে করেন এবং আয়াতে বর্ণিত পরীক্ষার অর্থ করেন দুর্ভিক্ষের আজাব, যা রাসূলুল্লাহ ﷺ-র বদ-দোয়ার ফলে মক্কাবাসীর উপর আপতিত হয়েছিল। এই দুর্ভিক্ষের সময় তারা ক্ষুধার তাড়নায় মৃত জন্তু ও বৃক্ষের পাতা ভক্ষণ করতে বাধ্য হয়েছিল। এটা হিজরতের পরবর্তী ঘটনা।

উদ্যানের মালিকদের কাহিনী ঃ হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) প্রমুখের ভাষ্য অনুযায়ী এই উদ্যান ইয়ামনে অবস্থিত ছিল। হযরত যায়েদ ইবনে জুবায়ের -এর এক রেওয়ায়েতে আছে যে, ইয়ামনের রাজধানী ও প্রসিদ্ধ শহর "সানআ" থেকে ছয় মাইল দূরে এই উদ্যান অবস্থিত ছিল। কারো কারো মতে এটা আবিসিনিয়ায় ছিল। –(ইবনে কাছীর) উদ্যানের মালিকরা ছিল আহলে– কিতাব। হযরত ঈসা (আ.)–এর আকাশে উত্থিত হওয়ার কিছুকাল পরে এ ঘটনা ঘটে।–(কুরতুবী)

একজন সৎকর্মপরায়ণ ব্যক্তি এই উদ্যানটি তৈরি করেছিলেন। তিনি ফসল কাটার সময় কিছু ফসল ফকির-মিসকিনদের জন্যে রেখে দিতেন। তারা সেখান থেকে খাদ্য-শস্য আহরণ করে জীবিকা নির্বাহ করত। এমনিভাবে ফসল মাড়ানোর সময় যেসব দানা ভূষির মধ্যে থেকে যেত, সেগুলোও ফকির–মিসকিনদের জন্যে রেখে দিতেন। এই নিয়ম অনুযায়ী উদ্যানের বৃক্ষ থেকে ফল আহরণ করার সময় যেসব ফল নীচে পড়ে যেত; সেগুলোও ফকির–মিসকিনদের জন্যে রেখে দিতেন এ কারণেই ফসল কাটা ও ফল আহরণের সময় বিপুল সংখ্যক ফকির–মিসিকিন সেখানে সমবেত হতো। এই সাধু ব্যক্তির মৃত্যুর পর তার তিন পুত্র উদ্যান ও ক্ষেতের উত্তরাধিকারী হলো। তারা পরস্পরে বলাবলি করল ঃ আমাদের পরিবার–পরিজন বেড়ে গেছে। সেই তুলনায় ফসলের উৎপাদন কম। তাই এখন ফকির – মিসকিনদের জন্য এত শস্য ও ফল রেখে দেওয়ার সাধ্য আমাদের নেই। কোনো কোনো রেওয়ায়েতে আছে, পুত্রত্রয় উচ্ছৃঙ্খল যুবকদের ন্যায় বলল ঃ আমাদের পিতা বে-ওকুফ ছিল তাই বিপুল পরিমাণে খাদ্যশস্য ও ফল মিসকিনদের জন্যে রেখে দিত। অতএব, আমাদের কর্তব্য এই প্রথা বন্ধ করে দেওয়া। অতঃপর তাদের কাহিনী স্বয়ং কুরআনের ভাষায় নিম্নরূপ ঃ

إِذْ أَقْسَمُوْا لَيَصْرِمُنَّهَا مُصْبِحِيْنَ وَلَا يَسْتَثْنُوْنَ –অর্থাৎ তারা পরস্পরে শপথ করে বলল ঃ এবার আমরা সকাল–সকালেই যেয়ে ক্ষেতের ফসল কেটে আনব, যাতে ফকির–মিসকিনরা টের না পায় এবং পিছনে না চলে। এই পরিকল্পনার প্রতি তাদের এতটুকু দৃঢ় আস্থা ছিল যে, ইনশাআল্লাহ বলারও প্রয়োজন মনে করল না। আগামীকালের কোনো কাজ করার কথা বলার সময় "ইনশাআল্লাহ আগামীকাল একাজ করব" বলা সুন্নত। তারা এই সুন্নতের পরওয়া করল না। কোনো কোনো তফসীরবিদ وَلَا يَسْتَثْنُوْنَ এর এরূপ অর্থ করেছেন যে, আমরা সম্পূর্ণ খাদ্যশস্য ও ফল নিয়ে আসব এবং ফকির–মিসকিনদের অংশ বাদ দিব না। –(মাযহারী)

فَطَافَ عَلَيْهَا طَآئِفٌ مِّنْ رَّبِّكَ – অতঃপর আপনার পালনকর্তার পক্ষ থেকে এই ক্ষেতে ও উদ্যানে একটি বিপদ হানা দিল। কোনো কোনো রেওয়ায়েতে আছে যে, একটি অগ্নি এসে সমস্ত তৈরি ফসলকে জ্বালিয়ে ভস্ম করে দিল। وَهُمْ نَآئِمُوْنَ অর্থাৎ এই আজাব রাত্রিবেলায় তখন অবতীর্ণ হয়েছিল, যখন তারা সবাই নিদ্রামগ্ন।

https://e-ilm.weebly.com/

فَأَصْبَحَتْ كَالصَّرِيْمِ - صَرْمٌ শব্দের অর্থ ফল ইত্যাদি কর্তন করা। صَرِيْمٌ -এর অর্থ কর্তিত। উদ্দেশ্য এই যে, ফসল কেটে নেওয়ার পর ক্ষেত যেমন সাফ ময়দান হয়ে যায়, অগ্নি এসে ক্ষেতকে সেরূপ করে দিল। صَرِيْمٌ এর অর্থ কালো রাত্রিও হয়। এই অর্থের দিক দিয়ে উদ্দেশ্য এই যে, ফসলও কালো রাত্রির ন্যায় কালো ভস্ম হয়ে গেল।–(মাযহারী)

فَتَنَادَوْا مُصْبِحِيْنَ –অর্থাৎ যারা অতি প্রত্যুষেই একে অপরকে ডেকে বলতে লাগল ঃ যদি ফসল কাটতে চাও, তবে সকাল-সকালই ক্ষেতে চল। وَهُمْ يَتَخَافَتُوْنَ অর্থাৎ বাড়ি থেকে বের হওয়ার সময় তারা চুপিসারে কথাবার্তা বলতেছিল, যাতে ফকির–মিসকিনরা টের পেয়ে সাথে না চলে।

وَغَدَوْا عَلٰى حَرْدٍ قَادِرِيْنَ -حَرْدٌ শব্দের অর্থ নিষেধ করা ও রাগা, গোস্বা দেখনো। উদ্দেশ্য এই যে, তারা ফকির-মিসকিনকে কিছু না দিতে সক্ষম, এরূপ ধারণা নিয়ে রওয়ানা হলো। যদি কোনো ফকির এসেও যায়, তবে তাকে হটিয়ে দিবে।

فَلَمَّا رَأَوْهَا قَالُوْا اِنَّا لَضَالُّوْنَ –যখন গন্তব্যস্থলে পৌছে ক্ষেত-বাগান কিছুই দেখতে পেল না, তখন প্রথমে বলল ঃ আমরা পথ ভুলে অন্যত্র এসে গেছি। কিন্তু পরে নিকটবর্তী স্থান ও আলামত দেখে বুঝতে পারল যে, গন্তব্যস্থলেই এসেছি; কিন্তু ক্ষেত পুড়ে নিশ্চিহ্ন হয়ে গেছে। তখন তারা বলল ঃ بَلْ نَحْنُ مَحْرُوْمُوْنَ – আমরা এই ফসল থেকে বঞ্চিত হয়ে গেছি।

قَالَ اَوْسَطُهُمْ اَلَمْ اَقُلْ لَّكُمْ لَوْلَا تُسَبِّحُوْنَ – তাদের মধ্যে যে মাঝারী ব্যক্তি ছিল, অর্থাৎ পিতার ন্যায় সৎকর্মপরায়ণ এবং আল্লাহর পথে ব্যয় করে আনন্দ লাভকারী ছিল, সে বলল ঃ আমি কি পূর্বেই তোমাদেরকে বলিনি যে, আল্লাহর পবিত্রতা ঘোষণা করো না কেন? অর্থাৎ তোমরা মনে কর যে, ফকীর-মিসকিনকে ধন-সম্পদ দিয়ে দিলে আল্লাহ তা'আলা এর পরিবর্তে ধন-সম্পদ দিবেন না, অথচ আল্লাহ তা'আলা এ বিষয় থেকে পবিত্র। যারা তাঁর পথে ব্যয় করে, তিনি নিজের কাছ থেকে তাদেরকে আরও বেশি দেন।–(মাযহারী)

قَالُوْا سُبْحَانَ رَبِّنَآ اِنَّا كُنَّا ظَالِمِيْنَ –তখন এই ব্যক্তির কথা কেউ না শুনলেও এখন সবাই স্বীকার করল যে, আল্লাহ তা'আলা সকল ক্রটি ও অভাব থেকে পবিত্র এবং তারা নিজেরাই জালেম। কারণ তারা ফকির–মিসকিনের অংশও হজম করতে চেয়েছিল। এই মধ্যপন্থি ব্যক্তি সত্য কথা বলেছিল এবং সে অন্যদের চেয়ে ভালো ছিল। কিন্তু শেষ পর্যন্ত সে দুষ্টদের সঙ্গী হয়ে তাদেরই মতানুসারে কাজ করতে সম্মত হয়ে গিয়েছিল। তাই তার দশাও তাদের মতোই হয়েছিল। এ থেকে বোঝা যায় যে, যে ব্যক্তি অন্যদেরকে পাপকাজে নিষেধ করে, অতঃপর তাদেরকে বিরত না হতে দেখে নিজেও তাদের সাথে শরিক হয়ে যায়, সেও তাদের অনুরূপ। তার উচিত নিজেকে পাপ কাজ থেকে বাঁচিয়ে রাখা।

فَاَقْبَلَ بَعْضُهُمْ عَلٰى بَعْضٍ يَّتَلَاوَمُوْنَ –অর্থাৎ তারা নিজেদের অপরাধ স্বীকার করার পরও একে অপরকে দোষারোপ করতে লাগল যে, তুই-ই প্রথমে ভ্রান্ত পথ দেখিয়েছিলি, যদ্দরুন এই আজাব এসেছে। অথচ তাদের কেউ একা অপরাধী ছিল না; বরং সবাই অথবা অধিকাংশই অপরাধে শরিক ছিল।

আকজাল এই বিপদটি ব্যাপকভাবে দেখা যায়। অনেকগুলো দলের সমষ্টিগত কর্মের ফলে কোনো ব্যর্থতা অথবা বিপদ আসলে একে অপরকে দোষী করে সময় নষ্ট করাও একটি বিপদ হয়ে দেখা দেয়।

قَالُوْا يَاوَيْلَنَآ اِنَّا كُنَّا طَاغِيْنَ –অর্থাৎ প্রথমে একে অপরকে দোষী সাব্যস্ত করার পর যখন তারা চিন্তা করল, তখন সবাই এক বাক্যে স্বীকার করল যে, আমরা সবাই অবাধ্য ও গোনাহগার। তাদের এই অনুতপ্ত স্বীকোরোক্তি তওবার স্থলাভিষিক্ত ছিল এ কারণেই তারা আশাবাদী হতে পেরেছিল যে, আল্লাহ তা'আলা তাদেরকে আরও উত্তম উদ্যান দান করবেন। ইমাম বগভীর রেওয়ায়েতে হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা.) বলেন ঃ আমি খবর পেয়েছি যে, তাদের খাঁটি তওবার বদৌলতে আল্লাহ তা'আলা তাদেরকে আরও উত্তম বাগান দান করেছিলেন। সেই বাগানের এক একটি আঙ্গুর-গুচ্ছ এক খচ্চরের বোঝা হয়ে যেত।–(মাযহারী)

كَذٰلِكَ الْعَذَابُ –মক্কাবাসীদের উপর দুর্ভিক্ষরূপী আজাবের সংক্ষিপ্ত বিবরণএবং উদ্যান মালিকদের ক্ষেত জ্বলে যাওয়ার বিস্তারিত বর্ণনার পর সাধারণ বিধি বর্ণনা করা হয়েছে যে, যখন আল্লাহর আজাব আসে, তখন এমনিভাবেই আসে। দুনিয়ায় এই আজাব আসার পরও তাদের পরকালের আজাব দূর হয়ে যায় না; বরং পরকালের আজাব ভিন্ন এবং তদপেক্ষা কঠোর হয়ে থাকে। পরবর্তী আয়াতসমূহে প্রথমে সৎ আল্লাহভীরুদের প্রতিদান বর্ণনা করা হয়েছে এবং পরে মক্কার মুশরিকদের একটি মিথ্যা দাবি খণ্ডন করা হয়েছে। মুশরিকরা দাবি করতো যে, প্রথমত কিয়ামত হবে না এবং পুনরুজ্জীবিত হয়ে হিসাব-নিকাশের কাহিনী উপকথা ছাড়া আর কিছু নয়। দ্বিতীয়ত যদি এরূপ হয়েও যায়, তবে সেখানেও আমরা দুনিয়ার ন্যায় নিয়ামত ও অগাধ ধন-সম্পদ প্রাপ্ত হব। কয়েক আয়াতে এই দাবির জবাব দেওয়া হয়েছে। বলা হয়েছে : আল্লাহ তা'আলা সৎ ও অপরাধীদেরকে সমান করে দিবেন– এ কেমন উদ্ভট ও অভিনব সিদ্ধান্ত! এর পক্ষে না আছে কোনো প্রমাণ, না আছে ঐশী কিতাব থেকে কোনো সাক্ষ্য এবং না আছে আল্লাহর পক্ষ থেকে কোনো ওয়াদা। এমতাবস্থায় কেমন করে এরূপ দাবি করা হয়?

https://e-ilm.weebly.com/

https://e-ilm.weebly.com/

হয়ে আল্লাহর কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করেন এবং আল্লাহ তা'আলা পুনরায় তাঁর প্রতি নিয়ামত ও অনুগ্রহের দরজা খুলে দেন। সূরা ইউনুস ও অন্যান্য সূরায় এই ঘটনা বর্ণিত হয়েছে। এই ঘটনা স্মরণ করিয়ে রাসূলুল্লাহ ﷺ -কে বলা হয়েছে যে, আপনি কাফিরদের দাবির কাছে নত হবেন না এবং তাদের প্রতি দ্রুত আজাব প্রেরণের আকাঙ্ক্ষাও করবেন না। আমার নিগূঢ় রহস্য এবং বিশ্ববাসীর যথার্থ উপযোগিতা আমিই সম্যক জানি। আমার উপর ভরসা করুন।

وَلَا تَكُنْ كَصَاحِبِ الْحُوْتِ –এখানে হযরত ইউনুস (আ.)-কে صَاحِبِ حُوْتٍ মাছওয়ালা, বলা হয়েছে। কেননা তিনি কিছুকাল মাছের পেটে ছিলেন। وَاِنْ يَّكَادُ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا لَيُزْلِقُوْنَكَ بِاَبْصَارِهِمْ - يُزْلِقُوْنَ শব্দটি اِزْلَاقٌ থেকে উদ্ভুত। এর অর্থ হোচট দেওয়া, ভূপাতিত করা।–(রাগিব) উদ্দেশ্য এই যে, কাফেররা আপনাকে ক্রুদ্ধ ও তির্যক দৃষ্টিতে দেখে এবং আপনাকে স্বস্থান থেকে সরিয়ে দিতে চায়। আল্লাহর কালাম শ্রবণ করার সময় তাদের এই অবস্থা হয়। তারা বলে ঃ এ তো পাগল। وَمَا هُوَ اِلَّا ذِكْرٌ لِّلْعٰلَمِيْنَ অথচ এই কালাম বিশ্বাসীদের জন্যে উপদেশ এবং তাদের সংশোধন ও সাফল্য প্রতিশ্রুত। এরূপ কালামের অধিকারী ব্যক্তি কখনো পাগল হতে পারে কি? সূরার শুরুতে কাফেরদের যে দোষারোপের জবাব দেওয়া হয়েছিল, উপসংহারে অন্য ভঙ্গিতে তারই জবাব দেওয়া হয়েছে।

ইমাম বগভী প্রমুখ তাফসীরবিদ এসব আয়াতের সাথে সম্পর্কিত একটি বিশেষ ঘটনা বর্ণনা করেছেন। মক্কায় জনৈক ব্যক্তি নযর লাগানোর কাজে খুবই প্রসিদ্ধ ছিল। সে উট ইত্যাদি জন্তু-জানোয়ারকে নযর লাগালে তৎক্ষণাৎ সেটি মরে যেত। মক্কার কাফেররা রাসূলুল্লাহ ﷺ -কে হত্যা করার জন্যে সর্বপ্রযত্নে চেষ্টা করত। তারা রাসূলুল্লাহ ﷺ –কে নযর লাগানোর উদ্দেশ্য সে ব্যক্তিকে ডেকে আনল। সে সর্বশক্তি প্রয়োগ করে নযর লাগানোর চেষ্টা করল; কিন্তু আল্লাহ তা'আলা স্বীয় পয়গম্বরের হেফাজত করলেন। ফলে তাঁর কোনো ক্ষতি হলো না। এ ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতেই আলোচ্য আয়াতসমূহ অবতীর্ণ হয়েছে এবং لَيُزْلِقُوْنَكَ بِاَبْصَارِهِمْ আয়াতে এই নযর লাগার কথাই ব্যক্ত হয়েছে। বলাবাহুল্য, নযর লাগা একটি বাস্তব সত্য। ছহীহ্ হাদীস সমূহে এর সত্যতা সমর্থিত হয়েছে। আরবেও এটা প্রসিদ্ধ ও সুবিদিত ছিল।

হযরত হাসান বসরী (রহ.) বলেন ঃ নযর লাগা ব্যক্তির গায়ে وَاِنْ يَّكَادُ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا থেকে সূরার শেষ পর্যন্ত পাঠ করে ফুঁ দিলে নযর লাগার অশুভ প্রতিক্রিয়া দূর হয়ে যায়।–(মাযহারী)

শব্দ বিশ্লেষণ :

اَلْقَلَمُ : একবচন। মা'রেফা ব-লাম। বহুবচন اَقْلَامٌ অর্থ– কলম। ভাগ্য নিরীক্ষণ তীর। (ফাল মানে ভবিষ্যৎবাণী, জ্যোতির্বিদ্যা) قَلْمٌ -এর কাফে যের হলে অর্থ হবে, কর্তন। قَلَمٌ -এর লাম সাকিন হলে এটি মাসদার। কোনো শক্ত জিনিসকে কর্তন করা। আয়াতে কলম বলতে লেখার কলম/ যন্ত্রকে বুঝানো হয়েছে।

يَسْطُرُوْنَ : সীগাহ جمع مذكر غائب বহছ مضارع معروف বাব نَصَرَ মাসদার سَطْرٌ মূলবর্ণ (س ـ ط ـ ر) জিনস صحيح অর্থ– তারা লিখে

مَمْنُوْنٍ : সীগাহ واحد مذكر বহছ اسم مفعول বাব نَصَرَ মাসদার اَلْمَنُّ মূলবর্ণ (م – ن – ن) জিনস مضاعف ثلاثى অর্থ– হ্রাসকৃত। কর্তিত। নিঃশেষিত।

مَفْتُوْنٌ : সীগাহ واحد مذكر বহছ اسم مفعول বাব ضَرَبَ মাসদার اَلْفِتْنَةُ মূলবর্ণ (ف – ت – ن) জিনস صحيح অর্থ– বিকারগ্রস্ত।

تُدْهِنُ : সীগাহ واحد مذكر حاضر বহছ– مضارع معروف অর্থ– তুমি নম্রতা কর। অলসতা কর। তুমি ঢিলা হও اَدْهَنَ থেকে নির্গত। যার অর্থ মূলতঃ تَدْهِيْنٌ তথা পালিশ/ তৈলাক্ত/ পিচ্ছিল করা। তৈল লাগানো। কিন্তু এর দ্বারা উদ্দেশ্য কোমলতা, মসৃণতা ও অলসতা। কেননা কোনো জিনিসে তেল লাগালে তা নরম ও মসৃণ হয়ে যায়।

حَلَّافٍ : মুবালাগার সীগাহ জিনস صحيح অর্থ– অধিক শপথকারী।

مَهِيْنٍ : সীগাহ واحد مذكر বহছ اسم مفعول বাব نَصَرَ মাসদার هَيْنٌ মূলবর্ণ (ه – ى – ن) জিনস اجوف يائى অর্থ– হীন প্রকৃতির।

هَمَّازٍ : মুবালাগার সীগাহ বাব ضَرَبَ মাসদার هَمْزٌ মূলবর্ণ (ه – م – ز) জিনস صحيح অর্থ– পশ্চাতে নিন্দাকারী।

مَشَّاءٍ : মুবালাগার সীগাহ বাব ضَرَبَ মাসদার مَشْىٌ মূলবর্ণ (م – ش – ى) জিনস ناقص يائى অর্থ– পথচারী। বেশি বিশি ঘোরাফেরাকারী।

https://e-ilm.weebly.com/

نَمِيْمٌ : সিফাতের সীগাহ একবচন : বহুবচন نَمَائِمُ অর্থ– চোগল খোর। পরনিন্দাকারী। কুৎসা রটনাকারী।

نَسِمُهٗ : সীগাহ جمع متكلم বহছ مضارع معروف বাব ضَرَبَ মাসদার وَسْمٌ মূলবর্ণ (و - س - م) জিনস مثال واوى অর্থ– আমরা দাগিয়ে দিব।

خُرْطُوْمٌ : শব্দটি একবচন বহুবচন خَرَاطِيْمُ অর্থ– নাসিকা হাতির শূঁড়। নাক।

عُتُلٌّ : রুক্ষ, দুষ্ট, রূঢ়, বদমেজাজ। এখানে عُتُلٌّ দ্বারা উদ্দেশ্য রুক্ষ ও বদমেজাজী কাফির। عُتُلٌّ বলতে শক্ত যে কোনো বস্তুকে বুঝায়।

زَنِيْمٌ : দুর্নামি, কোনো খারাপ নিদর্শনে প্রসিদ্ধ হওয়া। ঐ ব্যক্তি যে কোনো সম্প্রদায়ের সাথে নিজেকে সম্পৃক্ত করে। কিন্তু তাদের সাথেও থাকে না আবার তাদের থেকে সরেও যায় না।

يَصْرِمُنَّهَا : সীগাহ جمع مذكر غائب বহছ مضارع معروف بانون تاكيد ثقيله মাসদার صَرْمٌ বাব ضَرَبَ অর্থ– নিশ্চয় তারা ফল আহরণ করবে, কাটবো।

طَافَ : সীগাহ واحد مذكر غائب বহছ ماضى معروف বাব نَصَرَ মাসদার طَوْفٌ মূলবর্ণ (ط - و - ف) জিনস اجوف واوى অর্থ– তাওয়াফ করেছে। প্রদক্ষিণ করেছে। ঘুরে বেড়িয়েছে। অর্থ, কোনো জিনিসকে ঘিরে প্রদক্ষিণ করা।

اُغْدُوْا : সীগাহ جمع مذكر حاضر বহছ امر حاضر معروف বাব نَصَرَ মাসদার غُدُوٌّ মূলবর্ণ (غ - د - و) জিনস ناقص واوى অর্থ– সকালে চল, প্রত্যুষে চল, খুব ভোরবেলা চল। সকালবেলা চলা।

يَتَخَافَتُوْنَ : সীগাহ جمع مذكر غائب বহছ مضارع معروف বাব تَفَاعُلٌ মাসদার تَخَافُتٌ মূলবর্ণ (خ - ف - ت) জিনস صحيح অর্থ– চুপি চুপি বলে।

يَتَلَاوَمُوْنَ : সীগাহ جمع مذكر غائب বহছ مضارع معروف বাব تَفَاعُلٌ মাসদার اَلتَّلَاوُمُ মূলবর্ণ (ل - و - م) জিনস اجوف واوى অর্থ– পরস্পর

رَاغِبُوْنَ : সীগাহ جمع مذكر বহছ اسم فاعل বাব سَمِعَ মাসদার رَغْبَةٌ মূলবর্ণ (ر - غ - ب) জিনস صحيح অর্থ– আগ্রহী, উৎসাহী।

تَخَيَّرُوْنَ : সীগাহ جمع مذكر حاضر বহছ مضارع معروف বাব تَفَعُّلٌ মাসদার تَخَيُّرٌ মূলবর্ণ (خ - ى - ر) জিনস اجوف يائى অর্থ– তোমরা পছন্দ কর, তোমরা নির্বাচন কর, গ্রহণ কর। পছন্দ করা, ইচ্ছা করা, গ্রহণ করা।

مَكْظُوْمٌ : সীগাহ واحد مذكر বহছ اسم مفعول বাব ضَرَبَ মাসদার كَظْمٌ মূলবর্ণ (ك - ظ - م) জিনস صحيح অর্থ– চিন্তার কারণে ভারাক্রান্ত। বিষণ্ন। সংবরণ করা, চুপ থাকা, (ক্রোধ) চেপে রাখা।

تَدَارَكَهٗ : সীগাহ واحد مذكر غائب বহছ ماضى معروف ;বাব تَفَاعُلٌ মাসদার تَدَارُكٌ মূলবর্ণ (د - ر - ك) জিনস صحيح ; ه যমীর মাফঊল। অর্থ– পৌঁছা, সে পেয়েছে। এ শব্দটির ব্যবহার বেশিরভাগ প্রার্থনা ও নেয়ামত অর্জনের ক্ষেত্রে হয়।

عَرَاءٌ : বিরান ভূমি, যেখানে গাস জন্মায় না।

يُزْلِقُوْنَكَ : সীগাহ جمع مذكر غائب বহছ مضارع معروف বাব إِفْعَالٌ মাসদার إِزْلَاقٌ মূলবর্ণ (ز - ل - ق) জিনস صحيح অর্থ– তারা তোমাকে আছাড় দিবে।

বাক্য বিশ্লেষণ :

فَطَافَ عَلَيْهَا طَائِفٌ مِّنْ رَّبِّكَ وَهُمْ نَائِمُوْنَ : এখানে فاء টি হলো আতেফা। আর طَافَ ফে'ল। আর عَلَيْهِ টা طَافَ-এর সাথে متعلق এবং طَائِفٌ হলো ফায়েল। আর مِنْ رَّبِّكَ টা طَائِفٌ-এর সিফত হয়েছে। আর وَهُمْ-এর واو টি حاليه এবং هُمْ হলো মুবতাদা। আর نَائِمُوْنَ হলো خبر –[ই'রাবুল কুরআন ৮ম খণ্ড : পৃ. ৩৩]

https://e-ilm.weebly.com/

سُوْرَةُ الْحَآقَّةِ مَكِّيَّةٌ

সূরা আল হাক্কা

মক্কায় অবতীর্ণ; আয়াত– ৫২, রুকূ'–২

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

পরম করুণাময়, দয়ালু আল্লাহর নামে শুরু করছি

১. সেই অবশ্যম্ভাবী ঘটনা।	اَلْحَآقَّةُ ۝١
২. কী সেই অবশ্যম্ভাবী ঘটনা!	مَا الْحَآقَّةُ ۝٢
৩. আর সে অবশ্যম্ভাবী ঘটনা যে কত ভীষণ আপনি জানেন কি?	وَمَآ اَدْرٰىكَ مَا الْحَآقَّةُ ۝٣
৪. ছামূদ ও আ'দ সম্প্রদায় সে খটখটকারী বস্তু [কিয়ামত]-কে অবিশ্বাস করেছিল।	كَذَّبَتْ ثَمُوْدُ وَعَادٌۢ بِالْقَارِعَةِ ۝٤
৫. সুতরাং ছামূদ সম্প্রদায়কে এক ভীষণ ধ্বনি দ্বারা ধ্বংস করা হয়েছে।	فَاَمَّا ثَمُوْدُ فَاُهْلِكُوْا بِالطَّاغِيَةِ ۝٥
৬. আর আ'দ সম্প্রদায়– তাদেরকে এক প্রচণ্ড ঝঞ্ঝা বায়ু দ্বারা বিধ্বস্ত করা হয়েছে।	وَاَمَّا عَادٌ فَاُهْلِكُوْا بِرِيْحٍ صَرْصَرٍ عَاتِيَةٍ ۝٦
৭. যে বায়ুকে আল্লাহ তা'আলা সাত রাত্র ও আট দিবস পর্যন্ত তাদের উপর একাধারে চাপিয়ে রেখেছিলেন। অতএব, তুমি ঐ সম্প্রদায়কে তাতে এমন ভূপাতিত দেখতে পেতে, যেন তারা উৎপাটিত খেজুর বৃক্ষের কাণ্ডসমূহ।	سَخَّرَهَا عَلَيْهِمْ سَبْعَ لَيَالٍ وَّثَمٰنِيَةَ اَيَّامٍ ۙ حُسُوْمًا ۙ فَتَرَى الْقَوْمَ فِيْهَا صَرْعٰى ۙ كَاَنَّهُمْ اَعْجَازُ نَخْلٍ خَاوِيَةٍ ۝٧

শাব্দিক অনুবাদ :

১. اَلْحَآقَّةُ সেই অবশ্যম্ভাবী ঘটনা।

২. مَا الْحَآقَّةُ কেমন সেই অবশ্যম্ভাবী ঘটনা।

৩. وَمَآ اَدْرٰىكَ আর আপনি জানেন কি مَا الْحَآقَّةُ ই অবশ্যম্ভাবী ঘটনা যে কত ভীষণ।

৪. كَذَّبَتْ অবিশ্বাস করেছিল ثَمُوْدُ وَعَادٌ ছামূদ ও আদ সম্প্রদায় بِالْقَارِعَةِ সেই খটখটকারী বস্তু [কিয়ামত] -কে।

৫. فَاَمَّا ثَمُوْدُ সুতরাং ছামূদ সম্প্রদায়কে فَاُهْلِكُوْا ধ্বংস করা হয়েছে بِالطَّاغِيَةِ এক ভীষণ ধ্বনি দ্বারা।

৬. وَاَمَّا عَادٌ আর আদ সম্প্রদায় فَاُهْلِكُوْا তাদেরকে বিধ্বস্ত করা হয়েছে بِرِيْحٍ صَرْصَرٍ عَاتِيَةٍ এক প্রচণ্ড ঝঞ্ঝা বায়ু দ্বারা।

৭. سَخَّرَهَا عَلَيْهِمْ যে বায়ুকে আল্লাহ তা'আলা তাদের উপর চাপিয়ে রেখেছিলেন سَبْعَ لَيَالٍ সাত রাত وَثَمٰنِيَةَ اَيَّامٍ ও আট দিবস পর্যন্ত حُسُوْمًا একাধারে فَتَرَى الْقَوْمَ فِيْهَا صَرْعٰى অতএব, তুমি ঐ সম্প্রদায়কে এমন ভূপাতিত দেখতে পেতে كَاَنَّهُمْ اَعْجَازُ نَخْلٍ خَاوِيَةٍ যেন তারা উৎপাটিত খেজুর বৃক্ষের কাণ্ডসমূহ।

৮. সুতরাং তাদের কাউকেও কি তুমি অবশিষ্ট দেখতে পাও?	فَهَلْ تَرٰى لَهُمْ مِّنْۢ بَاقِيَةٍ ﴿٨﴾
৯. আর ফেরাউন ও তার পূর্ববর্তী লোক এবং ওলট-পালটকৃত জনপদসমূহের, বাসিন্দারা জঘন্য জঘন্য অপরাধ করল।	وَجَآءَ فِرْعَوْنُ وَمَنْ قَبْلَهٗ وَالْمُؤْتَفِكٰتُ بِالْخَاطِئَةِ ﴿٩﴾
১০. তারা স্বীয় প্রতিপালকের [পক্ষ হতে প্রেরিত] রাসূলের কথা মান্য করল না, অতএব, আল্লাহ তাদেরকে অতি কঠোরভাবে পাকড়াও করলেন।	فَعَصَوْا رَسُوْلَ رَبِّهِمْ فَاَخَذَهُمْ اَخْذَةً رَّابِيَةً ﴿١٠﴾
১১. যখন পানি স্ফীত হয়েছিল, তখন আমি তোমাদেরকে [অর্থাৎ তোমাদের পূর্ববর্তী মুমিনদেরকে] নৌকায় আরোহণ করালাম।	اِنَّا لَمَّا طَغَا الْمَآءُ حَمَلْنٰكُمْ فِى الْجَارِيَةِ ﴿١١﴾
১২. যেন আমি ঐ ব্যাপারকে তোমাদের জন্য একটি স্মরণীয় বস্তু করি, আর স্মরণকারী কর্ণ তাকে স্মরণ রাখে।	لِنَجْعَلَهَا لَكُمْ تَذْكِرَةً وَّتَعِيَهَآ اُذُنٌ وَّاعِيَةٌ ﴿١٢﴾
১৩. অনন্তর যখন সিঙ্গায় একবার ফুৎকার দেওয়া হবে।	فَاِذَا نُفِخَ فِى الصُّوْرِ نَفْخَةٌ وَّاحِدَةٌ ﴿١٣﴾
১৪. এবং জমিন ও পর্বতমালাকে [নিজ নিজ স্থান হতে] উত্তোলিত করা হবে, অতঃপর উভয়কে একেবারেই চূণ-বিচূর্ণ করে ফেলা হবে।	وَّحُمِلَتِ الْاَرْضُ وَالْجِبَالُ فَدُكَّتَا دَكَّةً وَّاحِدَةً ﴿١٤﴾
১৫. তবে সেদিন সে অবশ্যম্ভাবী ঘটনা সংঘটিত হবে।	فَيَوْمَئِذٍ وَّقَعَتِ الْوَاقِعَةُ ﴿١٥﴾
১৬. এবং আসমান বিদীর্ণ হয়ে যাবে। আর তা সেদিন সম্পূর্ণরূপে নিস্তেজ হয়ে যাবে।	وَانْشَقَّتِ السَّمَآءُ فَهِىَ يَوْمَئِذٍ وَّاهِيَةٌ ﴿١٦﴾

https://e-ilm.weebly.com/

শাব্দিক অনুবাদ :

৮. فَهَلْ تَرٰى সুতরাং তুমি কি দেখতে পাও لَهُمْ তাদের কাউকে مِّنْ بَاقِيَةٍ অবশিষ্ট।

৯. وَجَآءَ فِرْعَوْنُ আর ফেরাউন করল وَمَنْ قَبْلَهٗ ও তার পূর্ববর্তী লোক وَالْمُؤْتَفِكٰتُ এবং ওলট-পালটকৃত জনপদ সমূহের বাসিন্দারা بِالْخَاطِئَةِ জঘন্য জঘন্য অপরাধ।

১০. فَعَصَوْا رَسُوْلَ رَبِّهِمْ তারা স্বীয় রবের রাসূলের কথা মান্য করল না فَاَخَذَهُمْ اَخْذَةً رَّابِيَةً অতএব আল্লাহ তাদেরকে কঠোরভাবে পাকড়াও করলেন।

১১. اِنَّا আমি لَمَّا طَغَا الْمَآءُ যখন পানি স্ফীত হয়েছিল حَمَلْنٰكُمْ তখন তোমাদেরকে আরোহণ করালাম فِى الْجَارِيَةِ নৌকায়।

১২. لِنَجْعَلَهَا لَكُمْ যেন আমি ঐ ব্যাপারকে করি তোমাদের জন্য تَذْكِرَةً একটি স্মরণীয় বস্তু وَّتَعِيَهَآ আর তাকে স্মরণ রাখে اُذُنٌ وَّاعِيَةٌ স্মরণকারী কর্ণ।

১৩. فَاِذَا نُفِخَ অনন্তর যখন ফুৎকার দেওয়া হবে فِى الصُّوْرِ শিঙ্গায় نَفْخَةٌ وَّاحِدَةٌ একবার ফুৎকার।

১৪. وَّحُمِلَتِ এবং উত্তোলিত করা হবে الْاَرْضُ জমিন وَالْجِبَالُ ও পর্বতমালাকে فَدُكَّتَا دَكَّةً وَّاحِدَةً অতঃপর উভয়কে একেবারেই চূর্ণ বিচূর্ণ করে ফেলা হবে।

১৫. فَيَوْمَئِذٍ তবে সেই দিন وَّقَعَتِ সংঘটিত হবে الْوَاقِعَةُ অবশ্যম্ভাবী ঘটনা।

১৬. وَانْشَقَّتِ السَّمَآءُ এবং আসমান বিদীর্ণ হয়ে যাবে فَهِىَ يَوْمَئِذٍ আর তা সেদিন হয়ে যাবে وَّاهِيَةٌ সম্পূর্ণ নিস্তেজ।

১৭. এবং ফেরেশতারা তার কিনারায় কিনারায় এসে পড়বে আর সেদিন আপনার প্রতিপালকের আরশকে আটজন ফেরেশতা বহন করে থাকবে।	وَّالْمَلَكُ عَلٰۤى اَرْجَآئِهَا ؕ وَيَحْمِلُ عَرْشَ رَبِّكَ فَوْقَهُمْ يَوْمَئِذٍ ثَمٰنِيَةٌ ﴿١٧﴾
১৮. যেদিন তোমাদেরকে [হিসাবের জন্য] উপস্থিত করা হবে, তোমাদের কোনো বিষয় গোপন থাকবে না।	يَوْمَئِذٍ تُعْرَضُوْنَ لَا تَخْفٰى مِنْكُمْ خَافِيَةٌ ﴿١٨﴾
১৯. অনন্তর যার আমলনামা তার ডান হাতে দেওয়া হবে, সে ব্যক্তি তো বলবে : নাও, আমার আমলনামা পড়ে দেখ।	فَاَمَّا مَنْ اُوْتِىَ كِتٰبَهٗ بِيَمِيْنِهٖ ۙ فَيَقُوْلُ هَآؤُمُ اقْرَءُوْا كِتٰبِيَهْ ﴿١٩﴾
২০. আমার বিশ্বাস ছিল যে, আমার হিসাব-নিকাশ আমার সম্মুখীন হবে।	اِنِّىْ ظَنَنْتُ اَنِّىْ مُلٰقٍ حِسَابِيَهْ ﴿٢٠﴾
২১. সুতরাং সে সন্তোষজনক জীবন যাপন করবে।	فَهُوَ فِىْ عِيْشَةٍ رَّاضِيَةٍ ﴿٢١﴾
২২. সুউচ্চ বেহেশতে।	فِىْ جَنَّةٍ عَالِيَةٍ ﴿٢٢﴾
২৩. যার ফলসমূহ ঝুঁকে থাকবে।	قُطُوْفُهَا دَانِيَةٌ ﴿٢٣﴾
২৪. [নির্দেশ হবে যে,] সানন্দে খাও এবং পান কর ঐ সমস্ত কাজের বিনিময়ে– যা তোমরা বিগতকালে প্রতিদানের আশায় করেছিলে।	كُلُوْا وَاشْرَبُوْا هَنِيْٓـئًا بِمَآ اَسْلَفْتُمْ فِى الْاَيَّامِ الْخَالِيَةِ ﴿٢٤﴾

শাব্দিক অনুবাদ :

১৭. وَّالْمَلَكُ عَلٰۤى اَرْجَآئِهَا এবং ফেরেশতাগণ তার কিনারায় কিনারায় এসে পড়বে وَيَحْمِلُ عَرْشَ رَبِّكَ আর আপনার প্রতিপালকের আরশকে বহন করতে থাকবে فَوْقَهُمْ يَوْمَئِذٍ ثَمٰنِيَةٌ সেই দিন আটজন ফেরেশতা।

১৮. يَوْمَئِذٍ تُعْرَضُوْنَ সেদিন তোমাদেরকে উপস্থিত করা হবে لَا تَخْفٰى مِنْكُمْ خَافِيَةٌ তোমাদের কোনো বিষয় গোপন থাকবে না।

১৯. فَاَمَّا مَنْ اُوْتِىَ كِتٰبَهٗ بِيَمِيْنِهٖ অনন্তর যার আমলনামা তার ডান হাতে দেওয়া হবে فَيَقُوْلُ সে ব্যক্তি বলবে هَآؤُمُ নাও اقْرَءُوْا كِتٰبِيَهْ আমার আমলনামা পড়ে দেখ।

২০. اِنِّىْ ظَنَنْتُ আমার বিশ্বাস ছিল যে, اَنِّىْ مُلٰقٍ حِسَابِيَهْ আমার হিসাব নিকাশ আমার সম্মুখীন হবে।

২১. فَهُوَ সুতরাং সে فِىْ عِيْشَةٍ رَّاضِيَةٍ সন্তোষজনক জীবন যাপন করবে।

২২. فِىْ جَنَّةٍ عَالِيَةٍ সুউচ্চ বেহেশতে।

২৩. قُطُوْفُهَا যার ফলসমূহ دَانِيَةٌ ঝুঁকে থাকবে।

২৪. كُلُوْا وَاشْرَبُوْا খাও এবং পান কর هَنِيْٓـئًا সানন্দে بِمَآ اَسْلَفْتُمْ ঐ সমস্ত কাজের বিনিময় যা তোমরা করেছিলে فِى الْاَيَّامِ الْخَالِيَةِ বিগতকালে প্রতিদানের আশায়।

https://e-ilm.weebly.com/

২৫. আর যার আমলনামা তার বাম হস্তে দেওয়া হবে, তখন সে [আক্ষেপের সাথে] বলবে, কি উত্তম হতো যদি আমার আমলনামা আমাকে দেওয়াই না হতো।	وَاَمَّا مَنْ اُوْتِیَ كِتٰبَهٗ بِشِمَالِهٖ ۙ فَيَقُوْلُ يٰلَيْتَنِیْ لَمْ اُوْتَ كِتٰبِيَهْ ﴿۲۵﴾
২৬. আর আমি এটাও জানতে না পারতাম যে, আমার হিসাব-নিকাশ কী?	وَلَمْ اَدْرِ مَا حِسَابِيَهْ ﴿۲۶﴾
২৭. হায়, যদি [প্রথম] মৃত্যুই আমাকে নিঃশেষ করে দিত।	يٰلَيْتَهَا كَانَتِ الْقَاضِيَةَ ﴿۲۷﴾
২৮. আমার ধন-সম্পদ আমার কোনোই কাজে আসল না।	مَاۤ اَغْنٰی عَنِّیْ مَالِيَهْ ﴿۲۸﴾
২৯. আমার প্রতিপত্তি [-ও] আমা হতে বিলুপ্ত হয়েছে।	هَلَكَ عَنِّیْ سُلْطٰنِيَهْ ﴿۲۹﴾
৩০. [এরূপ লোকদের সম্বন্ধে নির্দেশ দেওয়া হবে যে,] এ ব্যক্তিকে ধর এবং তাকে বেড়ি লাগিয়ে দাও।	خُذُوْهُ فَغُلُّوْهُ ﴿۳۰﴾
৩১. অতঃপর তাকে দোজখে নিক্ষেপ কর।	ثُمَّ الْجَحِيْمَ صَلُّوْهُ ﴿۳۱﴾
৩২. অতঃপর তাকে এমন একটি শৃঙ্খলে আবদ্ধ কর, যার পরিমাণ সত্তর গজ।	ثُمَّ فِیْ سِلْسِلَةٍ ذَرْعُهَا سَبْعُوْنَ ذِرَاعًا فَاسْلُكُوْهُ ﴿۳۲﴾
৩৩. এই ব্যক্তি মহান আল্লাহর প্রতি ঈমান রাখত না।	اِنَّهٗ كَانَ لَا يُؤْمِنُ بِاللّٰهِ الْعَظِيْمِ ﴿۳۳﴾

https://e-ilm.weebly.com/

শাব্দিক অনুবাদ :

২৫. وَاَمَّا مَنْ اُوْتِیَ كِتٰبَهٗ بِشِمَالِهٖ আর যার আমলনামা তার বাম হস্তে দেওয়া হবে فَيَقُوْلُ তখন সে আক্ষেপের সাথে বলবে يٰلَيْتَنِیْ لَمْ اُوْتَ كِتٰبِيَهْ কি উত্তম হতো যদি আমার আমলনামা আমাকে দেওয়াই না হতো।

৬. وَلَمْ اَدْرِ আর আমি এটাও জানতে না পারতাম مَا حِسَابِيَهْ যে আমার হিসাব নিকাশ কি?

৭. يٰلَيْتَهَا হায় যদি كَانَتِ الْقَاضِيَةَ মৃত্যুই আমাকে নিঃশেষ করে দিত।

২৮. مَاۤ اَغْنٰی عَنِّیْ আমার কোনোই কাজে আসল না مَالِيَهْ আমার ধনসম্পদ।

২৯. هَلَكَ عَنِّیْ আমা হতে বিলুপ্ত হয়েছে سُلْطٰنِيَهْ আমার প্রতিপত্তি।

৩০. خُذُوْهُ এই ব্যক্তিকে ধর فَغُلُّوْهُ এবং তাকে বেড়ি লাগিয়ে দাও।

৩১. ثُمَّ অতঃপর الْجَحِيْمَ দোজখে صَلُّوْهُ তাকে নিক্ষেপ কর।

৩২. ثُمَّ فِیْ سِلْسِلَةٍ অতঃপর এমন একটি শৃঙ্খলে ذَرْعُهَا سَبْعُوْنَ ذِرَاعًا যার পরিমাণ সত্তর গজ فَاسْلُكُوْهُ তাকে আবদ্ধ কর।

৩৩. اِنَّهٗ كَانَ এই ব্যক্তি لَا يُؤْمِنُ ঈমান রাখত না بِاللّٰهِ الْعَظِيْمِ মহান আল্লাহর প্রতি।

৩৪. আর অভাবগ্রস্তদেরকে অন্নদানে উৎসাহ প্রদান করত না।	وَلَا يَحُضُّ عَلٰى طَعَامِ الْمِسْكِيْنِ ﴿٣٤﴾
৩৫. অতএব, আজ এখানে তার জন্য কোনো সহায় নেই।	فَلَيْسَ لَهُ الْيَوْمَ هٰهُنَا حَمِيْمٌ ﴿٣٥﴾
৩৬. এবং কোনো আহার্য বস্তুও নেই, ক্ষত নিঃসৃত পানি ব্যতীত।	وَّلَا طَعَامٌ اِلَّا مِنْ غِسْلِيْنٍ ﴿٣٦﴾
৩৭. যা মহাপাপীরা ব্যতীত আর কেউ ভক্ষণ করবে না।	لَّا يَاْكُلُهٗۤ اِلَّا الْخَاطِئُوْنَ ﴿٣٧﴾
৩৮. অতঃপর আমি ঐ সমস্ত বস্তুরও শপথ করছি যা তোমরা দেখতে পাচ্ছ।	فَلَاۤ اُقْسِمُ بِمَا تُبْصِرُوْنَ ﴿٣٨﴾
৩৯. আর ঐ সমস্ত বস্তুরও যা তোমরা দেখতে পাচ্ছ না।	وَمَا لَا تُبْصِرُوْنَ ﴿٣٩﴾
৪০. এই কুরআন একজন সম্মানিত ফেরেশতা কর্তৃক আনীত বাণী।	اِنَّهٗ لَقَوْلُ رَسُوْلٍ كَرِيْمٍ ﴿٤٠﴾
৪১. এবং এটা কোনো কবির উক্তিও নয়, তোমরা অতি অল্পই ঈমান আনয়ন করছ।	وَّمَا هُوَ بِقَوْلِ شَاعِرٍ ؕ قَلِيْلًا مَّا تُؤْمِنُوْنَ ﴿٤١﴾
৪২. আর এটা কোনো গণকের কথাও নয় তোমরা খুব কমই বুঝছ।	وَلَا بِقَوْلِ كَاهِنٍ ؕ قَلِيْلًا مَّا تَذَكَّرُوْنَ ﴿٤٢﴾
৪৩. [বরং এটা] সমগ্র বিশ্বের প্রতিপালকের পক্ষ হতে অবতীর্ণ [বাণী]।	تَنْزِيْلٌ مِّنْ رَّبِّ الْعٰلَمِيْنَ ﴿٤٣﴾

শাব্দিক অনুবাদ :

৩৪. وَلَا يَحُضُّ আর উৎসাহ প্রদান করত না عَلٰى طَعَامِ الْمِسْكِيْنِ অভাবগ্রস্তদেরকে অন্ন দানে।

৩৫. فَلَيْسَ لَهُ অতএব তার জন্য নেই الْيَوْمَ আজ هٰهُنَا حَمِيْمٌ কোনো সহায়।

৩৬. وَّلَا طَعَامٌ এবং কোনো আহার্য বস্তুও নেই اِلَّا مِنْ غِسْلِيْنٍ ক্ষত নিঃসৃত পানি ব্যতীত।

৩৭. لَّا يَاْكُلُهٗۤ যা আর কেউ ভক্ষণ করবে না اِلَّا الْخَاطِئُوْنَ মহাপাপীরা ব্যতীত।

৩৮. فَلَاۤ اُقْسِمُ অতএব আমি ঐ সমস্ত বস্তুর শপথ করতেছি بِمَا تُبْصِرُوْنَ যা তোমরা দেখতে পাচ্ছ।

৩৯. وَمَا لَا تُبْصِرُوْنَ আর ঐ সমস্ত বস্তুর যা তোমরা দেখতে পাচ্ছ না।

৪০. اِنَّهٗ এই কুরআন لَقَوْلُ আনীত বাণী رَسُوْلٍ كَرِيْمٍ একজন সম্মানিত ফেরেশতা কর্তৃক।

৪১. وَّمَا هُوَ بِقَوْلِ شَاعِرٍ এবং এটা কোনো কবির উক্তি নয় قَلِيْلًا مَّا تُؤْمِنُوْنَ তোমরা অতি অল্পই ঈমান আনয়ন করছ।

৪২. وَلَا بِقَوْلِ كَاهِنٍ আর এটা কোনো গণকের কথাও নয় قَلِيْلًا مَّا تَذَكَّرُوْنَ তোমরা খুব কমই বুঝছ।

৪৩. تَنْزِيْلٌ (বরং এটা) অবতীর্ণ বাণী مِّنْ رَّبِّ الْعٰلَمِيْنَ সমগ্র বিশ্বের প্রতিপালকের পক্ষ হতে।

https://e-ilm.weebly.com/

৪৪. আর যদি ইনি আমার উপর কোনো [মিথ্যা] আরোপ করতেন।	وَلَوْ تَقَوَّلَ عَلَيْنَا بَعْضَ الْاَقَاوِيْلِ ﴿٤٤﴾
৪৫. তবে আমি তাঁর ডান হস্ত [দৃঢ়ভাবে] ধরতাম।	لَاَخَذْنَا مِنْهُ بِالْيَمِيْنِ ﴿٤٥﴾
৪৬. অতঃপর তাঁর প্রাণ-শিরা কেটে ফেলতাম।	ثُمَّ لَقَطَعْنَا مِنْهُ الْوَتِيْنَ ﴿٤٦﴾
৪৭. অতঃপর তোমাদের মধ্যে কেউই তার এ শাস্তি হতে রক্ষাকারী হতো না।	فَمَا مِنْكُمْ مِّنْ اَحَدٍ عَنْهُ حٰجِزِيْنَ ﴿٤٧﴾
৪৮. আর নিঃসন্দেহে এ কুরআন মুত্তাকীদের জন্য নসিহত।	وَاِنَّهٗ لَتَذْكِرَةٌ لِّلْمُتَّقِيْنَ ﴿٤٨﴾
৪৯. আর আমি জানি যে, তোমাদের মধ্যে কতক লোক অবিশ্বাসীও রয়েছে।	وَاِنَّا لَنَعْلَمُ اَنَّ مِنْكُمْ مُّكَذِّبِيْنَ ﴿٤٩﴾
৫০. এবং এ কুরআন কাফেরদের জন্য অনুতাপের কারণ।	وَاِنَّهٗ لَحَسْرَةٌ عَلَى الْكٰفِرِيْنَ ﴿٥٠﴾
৫১. আর এ কুরআন যথার্থ সুনিশ্চিত বাণী।	وَاِنَّهٗ لَحَقُّ الْيَقِيْنِ ﴿٥١﴾
৫২. অতএব, স্বীয় সুমহান প্রতিপালকের নামের পবিত্রতা ও মহিমা ঘোষণা করুন।	فَسَبِّحْ بِاسْمِ رَبِّكَ الْعَظِيْمِ ﴿٥٢﴾

https://e-ilm.weebly.com/

শাব্দিক অনুবাদ :

৪৪. وَلَوْ تَقَوَّلَ عَلَيْنَا আর যদি তিনি আমার উপর আরোপ করতেন بَعْضَ الْاَقَاوِيْلِ কোনো (মিথ্যা) কথা।

৪৫. لَاَخَذْنَا তবে আমি ধরতাম مِنْهُ তার بِالْيَمِيْنِ ডান হস্ত।

৪৬. ثُمَّ لَقَطَعْنَا অতঃপর কেটে ফেলতাম مِنْهُ الْوَتِيْنَ তাঁর প্রাণ-শিরা।

৪৭. فَمَا مِنْكُمْ مِّنْ اَحَدٍ অতঃপর তোমাদের মধ্য থেকে কেউ হতো না عَنْهُ حٰجِزِيْنَ এই শাস্তি হতে রক্ষাকারী।

৪৮. وَاِنَّهٗ আর নিঃসন্দেহে এই কুরআন لَتَذْكِرَةٌ নসিহত لِّلْمُتَّقِيْنَ মুত্তাকীদের জন্য।

৪৯. وَاِنَّا لَنَعْلَمُ আর আমি জানি যে, اَنَّ مِنْكُمْ তোমাদের মধ্যে কতক লোক রয়েছে مُّكَذِّبِيْنَ অবিশ্বাসীও।

৫০. وَاِنَّهٗ এবং এই কুরআন لَحَسْرَةٌ অনুতাপের কারণ عَلَى الْكٰفِرِيْنَ কাফেরদের জন্য।

৫১. وَاِنَّهٗ আর এই কুরআন لَحَقُّ الْيَقِيْنِ যথার্থ সুনিশ্চিত বাণী।

৫২. فَسَبِّحْ অতএব পবিত্রতা ও মহিমা ঘোষণা করুন بِاسْمِ নামের رَبِّكَ الْعَظِيْمِ স্বীয় সুমহান প্রতিপালকের।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

এ সূরাটি মক্কা নগরীতে অবতীর্ণ হয়েছে। এতে দু'টি রুকূ এবং ৫২টি আয়াত রয়েছে। এ সূরায় ২৫৬ টি বাক্য ও ১৪৮০ অক্ষর রয়েছে।

সূরাটির নামকরণের কারণ : অত্র সূরাটির নাম اَلْحَاقَّةُ রাখা হয়েছে সূরাটির প্রথম শব্দের দিকে লক্ষ্য করে। আল্লামা ইবনে কাছীর (র.) লিখেছেন اَلْحَاقَّةُ কিয়ামতের একটি নাম যার অর্থ অবশ্যম্ভাবী বা আবশ্যকীয় ঘটনা। আর এ

https://e-ilm.weebly.com/

স্থান পেয়েছে। ইতঃপূর্বে যেসব জাতি আল্লাহ তা'আলার নবী-রাসূলগণকে অস্বীকার করেছে তাদেরকে কিভাবে ধ্বংস করা হয়েছে তাও বর্ণিত হয়েছে আলোচ্য সূরায়। –[নূরুল কুরআন]

সূরাটির ফজিলত : অত্র সূরার বিভিন্ন ফজিলত তাফসীরকারগণ উল্লেখ করেছেন–

১. যদি কারো কেবল গর্ভ বিনষ্ট হয়ে যায় কোনো প্রকারেই রোধ করা যায় না। তখন কোনো বুজুর্গ ব্যক্তির মাধ্যমে অত্র সূরা লিখে গর্ভধারণকারিণীর সাথে তাবিজ বানিয়ে ব্যবহার করলে ইনশাআল্লাহ তার গর্ভ নষ্ট হবে না, সুস্থ-নিরাপদ থাকবে। –[আ'মালে কুরআনী]

২. মায়ের গর্ভ থেকে কোনো সন্তান ভূমিষ্ঠ হওয়ার সময় যদি অত্র সূরা তেলাওয়াত করে ফুঁক দেওয়া পানি শিশুকে খাইয়ে দেওয়া যায়, অথবা এক ফোঁটা কেবল মুখে দেওয়া যায়, তখন ঐ বাচ্চার স্মরণশক্তি বৃদ্ধি পাবে [আ'মলে কুরআনী] এবং সকল প্রকার বিপদাপদ ও অসুস্থতা হতে রেহাই পাবে। এটার সংখ্যা ৮১৭০৯।

وَلِنَجْعَلَهَا لَكُمْ تَذْكِرَةً وَّتَعِيَهَا أُذُنٌ وَّاعِيَةٌ

আয়াতের শানে নুযূল : ইবনে জারীর, ইবনে আবী হাতেম প্রমুখ হযরত বুরাইদা (রা.)-এর উদ্ধৃতি দিয়ে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেন, হযরত রাসূলে আকরাম ﷺ একদা হযরত আলী (রা.) -কে বলেন, আল্লাহ আমাকে আদেশ করেছেন, আমি তোমাকে যেন আমার নিকটে রাখি, তোমাকে যেন দূর করে না রাখি। সংরক্ষণ রাখাও আল্লাহর দায়িত্ব। তখন সে পরিপ্রেক্ষিতে আল্লাহ তা'আলা আলোচ্য আয়াত নাজিল করেন।

–[দূররে মানছুর ১৬০/৬, তাবারী ২১৩/১২, কুরতুবী ২৩০/১৮, ইবনে কাছীর ৪১৩/৪, ফতহুল কাদীর ২৮২/৫]

এই সূরায় কেয়ামতের ভয়াবহ ঘটনাবলি ও পাপাচারীদের শাস্তি এবং মুমিন খোদাভীরুদের প্রতিদান বর্ণিত হয়েছে। কুরআন পাকে কেয়ামতকে হাককা, কারিয়া ইত্যাদি নামে অভিহিত করা হয়েছে। حَاقَّةٌ শব্দের এক অর্থ সত্য এবং দ্বিতীয় অর্থ অপরাপর বিষয়কে সত্য প্রতিপন্নকারী। কেয়ামতের জন্যে এই শব্দটি উভয় অর্থে খাটে। কেননা কেয়ামত নিজেও সত্য, এর বাস্তবতা প্রমাণিত ও নিশ্চিত এবং কেয়ামত মুমিনদের জন্যে জান্নাত এবং কাফেরদের জন্যে জাহান্নাম প্রতিপন্ন করে। এখানে কেয়ামতের এই নাম উল্লেখ করে বার বার প্রশ্ন করে ইঙ্গিত করা হয়েছে যে, কেয়ামত সকল প্রকার অনুমানের উর্ধ্বে এবং বিস্ময়কররূপে ভয়াবহ।

قَارِعَةٌ শব্দের অর্থ খট খট শব্দকারী। কেয়ামত যেহেতু সব মানুষকে অস্থির ও ব্যাকুল করে দিবে এবং সমগ্র আকাশ ও পৃথিবীকে ছিন্নবিচ্ছিন্ন করে দিবে তাই একে قَارِعَةٌ বলা হয়েছে। طَاغِيَة শব্দটি طُغْيَانٌ থেকে উদ্ভূত। এর অর্থ সীমালঙ্ঘন করা। উদ্দেশ্য এমন কঠোর শব্দ, যা সারা দুনিয়ার শব্দসমূহের সীমার বাইরে ও বেশি মানুষের মন ও মস্তিষ্ক এই শব্দ বরদাশত করতে পারে না। সামুদ গোত্রের অবাধ্যতা সীমা ছাড়িয়ে গেলে তাদের উপর এই শব্দের আকারেই আজাব এসেছিল। এতে সারা বিশ্বের বজ্রনিনাদ ও সারা বিশ্বের শব্দসমূহের সমষ্টি সন্নিবেশিত ছিল। ফলে তাদের হৃদপিণ্ড ফেটে গিয়েছিল।

رِيْحٍ صَرْصَرٍ : এর অর্থ অত্যধিক শৈত্যসম্পন্ন প্রচণ্ড বাতাস।

سَبْعَ لَيَالٍ وَّثَمٰنِيَةَ أَيَّامٍ : এর রেওয়ায়েতে বর্ণিত আছে, বুধবারের সকাল থেকে এই ঝঞ্ঝাবায়ুর আজাব শুরু হয়ে পরবর্তী বুধবার সন্ধ্যা পর্যন্ত অব্যাহত ছিল। এভাবে দিন আটটি ও রাত্রি সাতটি হয়েছিল। حُسُوْمًا শব্দটি حَاسِمٌ এর বহুবচন; এর অর্থ একাধারে, অবিরাম।

مُؤْتَفِكَاتُ এ অর্থ পরস্পরের মিশ্রিত ও মিলিত। হযরত লূত (আ.)-এর সম্প্রদায়ের বস্তিসমূহকে مُؤْتَفِكَاتُ বলা হয়েছে। এর এক কারণ এই যে, তাদের বস্তিগুলো পরস্পরে মিলিত ছিল। দ্বিতীয় কারণ এই যে, আজাব আসার পর তাদের বস্তিগুলো তছনছ হয়ে মিশ্রিত হয়ে গিয়েছিল।

فَإِذَا نُفِخَ فِي الصُّوْرِ نَفْخَةٌ وَّاحِدَةٌ : তিরমিযীতে হযরত আবদুল্লাহ ইবনে ওমর (রা.)-এর রেওয়ায়েতে আছে صُوْر শিংগা-এর আকারে কোনো বস্তুকে বলা হয়। কেয়ামতের দিন এতে ফুৎকার দেওয়া হবে। نَفْخَةٌ وَّاحِدَةٌ এর অর্থ হঠাৎ একযোগে এই শিংগার আওয়াজ শুরু হবে এবং সবার মৃত্যু পর্যন্ত একটানা আওয়াজ অব্যাহত থাকবে। কুরআন ও হাদীস দ্বারা কেয়ামতে শিংগার দুটি ফুৎকার প্রমাণিত আছে। প্রথম ফুৎকারকে نَفْخَةُ صَعْقٍ বলা হয়। এসম্পর্কে কুরআনে আছে, فَصَعِقَ مَنْ فِي السَّمٰوٰتِ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ : অর্থাৎ এই ফুৎকারের ফলে আকাশের অধিবাসী ফেরেশতা এবং পৃথিবীতে বসবাসকারী মানব, জিনও সমস্ত জীব-জন্তু অজ্ঞান হয়ে যাবে। (অতঃপর এই অজ্ঞান অবস্থায় সাবার মৃত্যু ঘটবে।) দ্বিতীয় ফুৎকারকে نَفْخَةُ بَعْثٍ বলা হয়। শব্দের بَعْثٌ অর্থ উঠা। এই ফুৎকারের মাধ্যমে সকল মৃত জীবিত হয়ে দাঁড়িয়ে যাবে। এ সম্পর্কে কুরআনে আছে, ثُمَّ نُفِخَ فِيْهِ أُخْرٰى فَإِذَا هُمْ قِيَامٌ يَّنْظُرُوْنَ –অর্থাৎ পুনরায় শিংগায় ফুৎকার দেওয়া হবে। ফলে অকস্মাৎ সব মৃত জীবিত হয়ে দাঁড়িয়ে যাবে এবং দেখতে থাকবে।

https://e-ilm.weebly.com/

কোনো কোনো রেওয়ায়েতে এই দুই ফুৎকারের পূর্বে তৃতীয় একটি ফুৎকারের উল্লেখ আছে। এর নাম نَفْخَةُ فَزَعٍ কিন্তু রেওয়ায়েতের সমষ্টিতে চিন্তা করলে জানা যায় যে, এটা প্রথম ফুৎকারই। শুরুতে একে نَفْخَةُ فَزَعٍ বলা হয়েছে এবং পরিণামে এটাই نَفْخَةُ صَعْقٍ হয়ে যাবে। –(মাযহারী)

وَيَحْمِلُ عَرْشَ رَبِّكَ فَوْقَهُمْ يَوْمَئِذٍ ثَمَانِيَةٌ : অর্থাৎ কেয়ামতের দিন আটজন ফেরেশতা আল্লাহ তা'আলার আরশকে বহন করবে। কোনো কোনো রেওয়ায়েতে আছে যে, কেয়ামতের পূর্বে চার জন ফেরেশতা এই দায়িত্বে নিয়োজিত রয়েছে। কেয়ামতের দিন তাদের সাথে আরও চার জন মিলিত হবে।

আল্লাহ তা'আলার আরশ কি? এর স্বরূপ ও প্রকৃত আকার-আকৃতি কি? ফেরেশতারা কিভাবে একে বহন করছে? এসব প্রশ্নের সমাধান মানুষের জ্ঞান-বুদ্ধি দিতে পারে না এবং এসব বিষয়ে চিন্তা-ভাবনা করা কিংবা প্রশ্ন উত্থাপন করার অনুমতি নেই। এ ধরনের যাবতীয় বিষয়বস্তু সম্পর্কে সাহাবী ও তাবেয়ীদের সর্বসম্মত সিদ্ধান্ত এই যে, এসব বিষয়ে আল্লাহ তা'আলার উদ্দেশ্য সত্য এবং স্বরূপ অজ্ঞাত বলে বিশ্বাস করতে হবে।

يَوْمَئِذٍ تُعْرَضُونَ لَا تَخْفَى مِنْكُمْ خَافِيَةٌ : অর্থাৎ সেদিন সবাই পালনকর্তার সামনে উপস্থিত হবে। কোনো আত্মগোপনকারী আত্মগোপন করতে পারবে না। আল্লাহ তা'আলার জ্ঞান ও দৃষ্টি থেকে আজ দুনিয়াতেও কেউ আত্মগোপন করতে পারে না। সেই দিনের বিশেষত্ব সম্ভবত ঃ এই যে, হাশরের ময়দানে সমস্ত ভূপৃষ্ঠ সবটি সমতল ক্ষেত্রে পরিণত হবে। গর্ত, পাহাড় ঘর-বাড়ি, বৃক্ষ ইত্যাদি আড়াল বলতে কিছুই থাকবে না। দুনিয়াতে এসব বস্তুর পশ্চাতে আত্মগোপনকারীরা আত্মগোপন করে। কিন্তু সেখানে কিছুই থাকবে না। ফলে কেউ আত্মগোপন করার জায়গা পাবে না।

هَاؤُمُ اقْرَءُوا كِتَابِيَهْ : هَاؤُمُ–শব্দের অর্থ নাও। উদ্দেশ্য এই যে, যার আমলনামা ডান হাতে আসবে, সে আহলাদে আটখানা হয়ে আশেপাশের লোকজনকে বলবে ঃ নাও, আমার আমলনামা পাঠ করে দেখ।

هَلَكَ عَنِّي سُلْطَانِيَهْ : سُلْطَانٌ – শব্দের অর্থ ক্ষমতা ও আধিপত্য। তাই রাষ্ট্রকে সুলতানাত এবং রাষ্ট্রনায়ককে সুলতান বলা হয়। উদ্দেশ্য এই যে, দুনিয়াতে অন্যদের উপর আমার ক্ষমতা ও আধিপত্য ছিল। আমি সবার বড় একজন। আজ সেই রাজত্ব ও প্রাধান্য কোনো কাজে আসল না। سُلْطَانٌ –এর অপর অর্থ প্রমাণ, সনদও হতে পারে। তখন অর্থ হবে, হায়! আজ আজাব থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্য আমার হাতে কোনো সনদ নেই।

خُذُوهُ فَغُلُّوهُ : অর্থাৎ ফেরেশতাদেরকে আদেশ করা হবে ঃ এই অপরাধীকে ধর এবং তার গলায় বেড়ি পরিয়ে দাও। কোনো কোনো রেওয়ায়েতে আছে যে, এই আদেশ উচ্চারিত হলে সব প্রাচীর ইত্যাদি সব বস্তু তাকে ধরার জন্যে দৌড় দিবে।

ثُمَّ فِي سِلْسِلَةٍ ذَرْعُهَا سَبْعُونَ ذِرَاعًا فَاسْلُكُوهُ : অতঃপর তাকে সত্তর গজ দীর্ঘ এক শিকলে গ্রথিত করে দাও। শৃঙ্খলিত করার অর্থও রূপকভাবে নেওয়া যায়। কিন্তু এর আক্ষরিক অর্থ হচ্ছে মোতি অথবা তাসবীহর দানা গ্রথিত করার ন্যায় শিকল দেহে বিদ্ধ করে অপর দিক থেকে বের করে দেওয়া। কোনো কোনো হাদীসে এই আক্ষরিক অর্থেরও সমর্থন আছে। –(মাযহারী)

فَلَيْسَ لَهُ الْيَوْمَ هَاهُنَا حَمِيمٌ وَلَا طَعَامٌ إِلَّا مِنْ غِسْلِينٍ : حَمِيمٌ এর অর্থ সুহৃদ। غِسْلِينٌ সেই পানি, যা দ্বারা জাহান্নামীদের ক্ষতের পুঁজ ইত্যাদি ধৌত করা হবে। আয়াতের অর্থ এই যে, আজ তার কোনো সুহৃদ তাকে কোনোরূপ সাহায্য করতে পারবে না এবং আজাব থেকে রক্ষা করতে পারবে না। তার খাদ্য জাহান্নামীদের ক্ষত ধৌত নোংরা পানি ব্যতীত কিছু হবে না। "কিছু হবে না" এর অর্থ এই বলা হয়েছে যে, কোনো সুখাদ্য হবে না। ক্ষত ধৌত পানির অনুরূপ অন্য কোনো নোংরা খাদ্য হতে পারবে; যেমন অন্য আয়াতে জাহান্নামীদের খাদ্য যাক্কুম উল্লেখ করা হয়েছে। অতএব, উভয় আয়াতে কোনো বৈপরীত্য নেই।

فَلَا أُقْسِمُ بِمَا تُبْصِرُونَ وَمَا لَا تُبْصِرُونَ : অর্থাৎ সেইসব বস্তুর শপথ, যা তোমরা দেখ অথবা দেখতে পার এবং যা তোমরা দেখ না ও দেখতে পার না। এতে সমগ্র সৃষ্টি এসে গেছে। কেউ কেউ বলেন ঃ 'যা দেখনা' বলে আল্লাহ তা'আলার সত্তা ও গুণাবলি বোঝানো হয়েছে। কেউ কেউ বলেন ঃ যা দেখ বলে দুনিয়ার বস্তুসমূহ এবং 'যা দেখ না' বলে পরকালের বিষয়সমূহ বোঝানো হয়েছে।–(মাযহারী)

وَلَوْ تَقَوَّلَ عَلَيْنَا : تَقَوَّلَ শব্দের অর্থ কথা রচনা করা। وَتِينٌ হৃদয় থেকে নির্গত সেই শিরাকে বলা হয়, যার মাধ্যমে আত্মা মানবদেহে বিস্তার লাভ করে। এই শিরা কেটে দিলে তাৎক্ষণিক মৃত্যু হয়ে যায়।

কাফেরদের কেউ রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে কবি এবং তাঁর কালামকে কবিতা, কেউ তাঁকে অতীন্দ্রিয়বাদী এবং তাঁর কালামকে অতীন্দ্রিয়বাদ বলত। পূর্ববর্তী আয়াতসমূহে তাদের এসব অনর্থক ধারণা খণ্ডন করা হয়েছিল। كَاهِنٌ তথা অতীন্দ্রিয়বাদী এমন ব্যক্তিকে বলা হয়; যে শয়তানদের কাছ থেকে কিছু সংবাদ পেয়ে এবং কিছু নক্ষত্রবিদ্যার মাধ্যমে জেনে নিয়ে ভবিষ্যৎ ঘটনাবলি সম্পর্কে আনুমানিক কথাবার্তা বলে। রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে যারা কবি অথবা অতীন্দ্রিয়বাদী বলত, তাদের দোষারোপের সারমর্ম ছিল এই যে, তিনি যে কালাম শুনান, তা আল্লাহর কালাম নয়। তিনি নিজেই নিজের কল্পনা অথবা অতীন্দ্রিয়বাদীদের ন্যায় শয়তানদের কাছ থেকে কিছু কথাবার্তা সংগ্রহ করেছেন এবং সেগুলোকে আল্লাহর কালাম বলে

https://e-ilm.weebly.com/

প্রচার করেন। আলোচ্য আয়াতসমূহে আল্লাহ তা'আলা তাদের এই ভ্রান্ত ধারণা অন্য এক পন্থায় অত্যন্ত জোরেসোরে খণ্ডন করেছেন যে, যদি রাসূল আমার নামে মিথ্যা কথা রচনা করতো, তবে আমি কি তাকে এমনিতেই ছেড়ে দিতাম এবং তাঁকে মানবজাতিকে পথভ্রষ্ট করার সুযোগ দিতাম? কোনো বুদ্ধিমান ব্যক্তি এ কথা বিশ্বাস করতে পারে না। তাই আয়াতে অসম্ভবকে সম্ভব ধরে নেওয়ার পর্যায়ে বলা হয়েছে : যদি এই রাসূল একটি কথাও আমার নামে মিথ্যা রচনা করতো, তবে আমি তার ডান হাত ধরে তার প্রাণশিরা কেটে দিতাম। এরপর আমার শাস্তির কবল থেকে তাকে কেউ রক্ষা করতে পারত না। এখানে এই কঠোর ভাষা মূর্খ কাফিরদেরকে শুনানোর জন্য অসম্ভবকে সম্ভব ধরে নেওয়ার পর্যায়ে বলা হয়েছে। ডান হাত ধরার কথা বলার কারণ সম্ভবত এই যে, কোনো অপরাধীকে হত্যা করার সময় হত্যাকারী তার বিপরীতে দণ্ডায়মান হয়। ফলে হত্যাকারীর বাম হাতের বিপরীতে থাকে অপরাধীর ডান হাত। হত্যাকারী নিজের বাম হাত দিয়ে অপরাধীর ডান হাত ধরে নিজের ডান হাত দ্বারা তাকে হামলা করে।

এ আয়াতে একটি বিশেষ ঘটনা সম্পর্কে বলা হয়েছে যে, আল্লাহ না করুন, রাসূলুল্লাহ ﷺ আল্লাহ তা'আলার নামে কোনো মিথ্যা কথা প্রচার করলে তাঁর সাথে এরূপ ব্যবহার করা হতো। এখানে কোনো সাধারণ বিধি বর্ণনা করা হয়নি যে, যে ব্যক্তিই মিথ্যা নবুয়ত দাবি করবে তাকে সর্বদা ধ্বংসই করা হবে। এ কারণেই দুনিয়াতে অনেকেই মিথ্যা নবুয়ত দাবি করেছে; কিন্তু তাদের উপর এরূপ কোনো আজাব আসেনি।

فَسَبِّحْ بِاسْمِ رَبِّكَ الْعَظِيْمِ : এর আগে আয়াতসমূহে বলা হয়েছিল যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ নিজের পক্ষ থেকে কোনো কিছু বলেন না। তিনি আল্লাহর কালামই বলেন। এই কালাম আল্লাহভীরুদের জন্যে উপদেশ। কিন্তু আমি একথাও জানি যে, এসব অকাট্য ও নিশ্চিত বিষয়াদি জানা সত্ত্বেও অনেক লোক মিথ্যারোপ করতে থাকবে। এর পরিণাম হবে পরকালে তাদের অনুশোচনা ও সার্বক্ষণিক আজাব। অবশেষে বলা হয়েছে ঃ وَاِنَّهٗ لَحَقُّ الْيَقِيْنِ –অর্থাৎ এটা পুরোপুরি সত্য ও নিশ্চিত। এতে সন্দেহ ও সংশয়ের অবকাশ নেই। অবশেষে রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে সম্বোধন করে বলা হয়েছে ঃ فَسَبِّحْ بِاسْمِ رَبِّكَ الْعَظِيْمِ এত ইঙ্গিত আছে যে, আপনি এই হঠকারী কাফেরদের কথার দিকে ভ্রুক্ষেপ করবেন না এবং দুঃখিতও হবেন না; বরং আপনার মহান পালনকর্তার পবিত্রতা ও প্রশংসা ঘোষণায় নিজেকে নিয়োজিত করুন। এটাই সব দুঃখ থেকে মুক্তির উপায়। অন্য এক আয়াতে এর অনুরূপ বলা হয়েছে ঃ

وَلَقَدْ نَعْلَمُ اَنَّكَ يَضِيْقُ صَدْرُكَ بِمَا يَقُوْلُوْنَ فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَكُنْ مِّنَ السَّاجِدِيْنَ : অর্থাৎ আমি জানি আপনি কাফেরদের অর্থহীন কথাবার্তায় মনঃক্ষুণ্ন হন। এর প্রতিকার এই যে, আপনি আপনার পালনকর্তার প্রশংসায় মশগুল হয়ে যান এবং সেজদাকারীদের দলভুক্ত হয়ে যান। কাফেরদের কথার দিকে ভ্রুক্ষেপ করবেন না। আবূ দাউদে হযরত ওকবা ইবনে আমের জুহানী বর্ণনা করেন, যখন فَسَبِّحْ بِاسْمِ رَبِّكَ الْعَظِيْمِ আয়াতখানি নাজিল হয়, তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন ঃ এতে তোমাদের রুকুতে রাখ। অতঃপর যখন سَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الْاَعْلٰى আয়াতখানি নাজিল হয়, তখন তিনি বললেন ঃ একে তোমাদের সেজদায় রাখ। এ কারণেই সর্বসম্মতভাবে রুকু ও সেজদায় এই দু'টি তাসবীহ পাঠ করা হয়। অধিকাংশ ইমামের মতে এগুলো তিন বার পাঠ করা সুন্নত। কেউ কেউ ওয়াজিবও বলেছেন।

শব্দবিশ্লেষণ :

حَاقَّةٌ : সীগাহ واحد مؤنث বহছ اسم فاعل বাব نَصَرَ - ضَرَبَ মাসদার حَقًّا - حُقُوْقًا মূলবর্ণ (ح - ق - ق) জিনস مضاعف ثلاثى অর্থ– অবশ্যম্ভাবী ঘটনা। সত্যবাদী, কিয়ামত দুর্যোগ।

قَارِعَةٌ : সীগাহ واحد مؤنث বহছ اسم فاعل বাব فَتَحَ মাসদার اَلْقَرْعُ মূলবর্ণ (ق – ر – ع) জিনস صحيح অর্থ– খটখটকারী বস্তু, অকস্মিক বিপদ, মসিবত।

عَاتِيَةٌ : সীগাহ واحد مؤنث বহছ اسم فاعل বাব نَصَرَ মাসদার عَتُوٌّ মূলবর্ণ (ع – ت – و) জিনস ناقص واوى অর্থ– প্রচণ্ড, হাতছাড়া হওয়া, নাগালের বাইরে যাওয়া।

صَرْعٰى : শব্দটি বহুবচন ; একবচন صَرِيْعٌ অর্থ– ভূপাতিত। ধরাশায়ী। পরাভূত। নিহত।

اَعْجَازٌ : বহুবচন : একবচনে عَجُزٌ অর্থ– কাণ্ডসমূহ, গাছের শিকর, অপারাগতা।

خَاوِيَةٌ : সীগাহ واحد مذكر বহছ اسم فاعل বাব ضَرَبَ মাসদার خَوَاءٌ মূলবর্ণ (خ – و – ى) জিনস لفيف مقرون অর্থ– উৎপাটিত, উজার, পতিত, নির্জন, শূন্য, খালি।

https://e-ilm.weebly.com/

مُؤْتَفِكَاتٌ : সীগাহ جمع مؤنث বহছ– اسم فاعل উদ্দেশ্য হযরত লূত (আ.)-এর কওমের জনপদ বা লোকালয়, যেটি মৃত সাগরের উপকূলবর্তী এলাকা যার রাজধানী বা বড় শহর হলো সুদুম বা সানদুম। বর্তমানে এটি সিরিয়ার একটি এলাকা।

رَابِيَةً : সীগাহ واحد مؤنث বহছ اسم فاعل অর্থ– টিলা, পাহাড়, বৃদ্ধিপ্রাপ্ত, বেশি, অধিক। رَبْوٌ হতে নির্গত। অর্থ– বেড়ে উঠা/বৃদ্ধি পাওয়া। পুংলিঙ্গ رَابِيٌ বা رَابٍ।

تَعِيَهَا : সীগাহ واحد مؤنث غائب বহছ مضارع معروف منصوب بلام كى বাব ضَرَبَ মাসদার وَعْىٌ মূলবর্ণ (و - ع - ى) জিনস لفيف مفروق ; ها যমীর মাফঊল। অর্থ– সে তাকে স্মরণ রেখেছে। মনে রেখেছে। খেয়াল রেখেছে।।

دُكَّتَا : সীগাহ تثنيه مؤنث غائب বহছ- ماضى مجهول বাব نَصَرَ মাসদার- دَكٌّ মূলবর্ণ (د - ك - ك) জিনস مضاعف ثلاثى অর্থ– তাদের উভয়কে ভেঙে দিয়েছে। চূর্ণ করে দিয়েছে, সমান করা, সমতল করা, ধ্বংস করা, ভেঙে দেওয়া, চূর্ণ করা।

وَاهِيَةٌ : সীগাহ واحد مؤنث বহছ اسم فاعل বাব فَتَحَ، سَمِعَ মাসদার وَهْىٌ মূলবর্ণ (و - ه - ى) জিনস لفيف مفروق অর্থ– দুর্বল, কৃশ, জীর্ণ, নগণ্য, তুচ্ছ, চামড়ার থলি ফেঁটে যাওয়া, রশির বাঁধন ঢিলা হয়ে যাওয়া। মেঘ খণ্ড খণ্ড হয়ে যাওয়া। পতিত হওয়া। প্রাচীর ধসে পড়ার উপক্রম হওয়া।

لَمْ أَدْرِ : সীগাহ واحد متكلم বহছ مضارع منفى بلم বাবে ضَرَبَ মাসদার دِرَايَةٌ মূলবর্ণ (د - ر - ى) জিনস ناقص يائى মূলতঃ শব্দটি أَدْرِىْ ছিল। لم এর কারণে ياء পড়ে গেছে। অর্থ– আমি জানি না।; অর্থ– কোনো বিষয়ে সম্পর্কে জানা, অবগত করা।

أَرْجَائِهَا : বহুবচন, একবচনে رَجَاءٌ অর্থ– কিনারায়। আশা, আকাঙ্ক্ষা। প্রত্যাশা। কামনা।

غُلُّوهُ : সীগাহ جمع مذكر حاضر বহছ امر حاضر معروف বাব نَصَرَ মাসদার غَلٌّ মূলবর্ণ (غ - ل - ل) জিনস مضاعف ثلاثى অর্থ– তাকে বেড়ি লাগিয়ে দাও। দৃঢ়করে বাঁধো।

صَلُّوهُ : সীগাহ جمع مذكر حاضر বহছ امر حاضر معروف বাব تَفْعِيل মাসদার تَصْلِيَةٌ মূলবর্ণ (ص - ل - ى) জিনস ناقص يائى অর্থ– তাকে নিক্ষেপ কর। প্রবেশ করাও।

أُسْلُكُوهُ : সীগাহ جمع مذكر حاضر বহছ امر حاضر معروف বাব نَصَرَ মাসদার سُلُوكٌ মূলবর্ণ (س - ل - ك) জিনস صحيح ; ه যমীর মাফঊল। তাকে প্রবেশ করাও। চলা, প্রবেশ করা।।

تَقَوَّلَ : সীগাহ واحد مذكر غائب বহছ ماضى معروف বাবে تَفَعُّلٌ মাসদার تَقَوُّلٌ মূলবর্ণ (ق - و - ل) জিনস اجوف واوى অর্থ– সে বানিয়েছে। তৈরি করেছে। রচনা করেছে। নিজের থেকে কোনো কথা বলে তা অন্যের সাথে সম্পৃক্ত করাকে تَقَوُّلٌ বলা হয়।

أَقَاوِيلُ : জমা মুনতাহাল জুমু', أَقْوَالٌ এর বহুবচন। আর أَقْوَالٌ হলো قَوْلٌ এর বহুবচন। অর্থ– কথাসমূহ।

حَاجِزِيْنَ : সীগাহ جمع مذكر বহছ اسم فاعل অর্থ– বিদ্বেষী, শত্রুতা পোষণকারী, ঘৃণাকারী। মাসদার حَجْزٌ দুটি জিনিসের মধ্যে আঁড় দ্বারা বাঁধা সৃষ্টি করা প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করা।

غِسْلِيْنٌ : অর্থ- ক্ষত নিঃসৃত পানি। পুঁজ। অত্যন্ত গরম পানি। জাহান্নামের বৃক্ষ।

اَلْوَتِيْنُ : একবচন, বহুবচন وُتُنٌ অর্থ– প্রাণ শিরা, হৃদপিণ্ডের ধমনী।

বাক্য বিশ্লেষণ :

كَذَّبَتْ ثَمُودُ وَعَادٌ بِالْقَارِعَةِ : এখানে كَذَّبَتْ ফে'ল ثَمُودُ হলো ফায়েল। আর عَادٌ টা ثَمُودُ-এর উপর আতফ হয়েছে। আর بِالْقَارِعَةِ টা كَذَّبَتْ-এর সাথে متعلق হয়েছে। –[ই'রাবুল কুরআন ৮ম খণ্ড : পৃ. ৪৫]

فَسَبِّحْ بِاسْمِ رَبِّكَ الْعَظِيْمِ : এখানে فاء টি فصيحية আর سَبِّحْ হলো ফে'ল بِاسْمِ رَبِّكَ হলো سَبِّحْ-এর সাথে متعلق আর الْعَظِيْمِ হলো رَبِّكَ-এর نعت –[ই'রাবুল কুরআন ৮ম খণ্ড; পৃ. ৬২]

https://e-ilm.weebly.com/

سُوْرَةُ الْمَعَارِجِ مَكِّيَّةٌ

সূরা মা'আরিজ

মক্কায় অবতীর্ণ; আয়াত– ৪৪, রুকূ'– ২

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

পরম করুণাময়, দয়ালু আল্লাহর নামে শুরু করছি

১. এক আবেদনকারী সে আজাব সংঘটিত হওয়ার আবেদন করল যা সংঘটিত হবে।	سَاَلَ سَآئِلٌۢ بِعَذَابٍ وَّاقِعٍ ﴿١﴾
২. কাফেরদের উপর, যার কোনো প্রতিরোধকারী নেই।	لِّلْكٰفِرِيْنَ لَيْسَ لَهٗ دَافِعٌ ﴿٢﴾
৩. যা আল্লাহর পক্ষ হতে ঘটবে, যিনি ধাপসমূহের [আসমানসমূহের] অধিপতি।	مِّنَ اللّٰهِ ذِى الْمَعَارِجِ ﴿٣﴾
৪. ফেরেশতাগণ ও আত্মাসমূহ তাঁর সমীপে আরোহণ করে যায়, এমন দিনে [আজাব সংঘটিত হবে] যার পরিমাণ পঞ্চাশ হাজার বছর।	تَعْرُجُ الْمَلٰٓئِكَةُ وَالرُّوْحُ اِلَيْهِ فِىْ يَوْمٍ كَانَ مِقْدَارُهٗ خَمْسِيْنَ اَلْفَ سَنَةٍ ﴿٤﴾
৫. অতএব, আপনি ধৈর্যধারণ করুন এবং এমন ধৈর্য যাতে কোনো প্রকার অভিযোগের নামও না থাকে।	فَاصْبِرْ صَبْرًا جَمِيْلًا ﴿٥﴾
৬. এরা ঐ দিনকে বহু দূরবর্তী মনে করছে।	اِنَّهُمْ يَرَوْنَهٗ بَعِيْدًا ﴿٦﴾
৭. কিন্তু আমি তাকে দেখছি, অতি নিকটবর্তী।	وَّنَرٰىهُ قَرِيْبًا ﴿٧﴾

শাব্দিক অনুবাদ :

১. سَاَلَ আবেদন করল سَآئِلٌ এক আবেদনকারী بِعَذَابٍ সে আজাব সম্বন্ধে وَّاقِعٍ যা সংঘটিত হবে।

২. لِّلْكٰفِرِيْنَ কাফেরদের উপর لَيْسَ لَهٗ دَافِعٌ যার কোনো প্রতিরোধকারী নেই।

৩. مِّنَ اللّٰهِ যা আল্লাহর পক্ষ হতে ঘটবে ذِى الْمَعَارِجِ যিনি ধাপসমূহের অধিপতি।

৪. تَعْرُجُ আরোহণ করে যায় الْمَلٰٓئِكَةُ ফেরেশতাগণ وَالرُّوْحُ ও আত্মাসমূহ اِلَيْهِ তাঁর সমীপে فِىْ يَوْمٍ এমন দিনে كَانَ مِقْدَارُهٗ যার পরিমাণ خَمْسِيْنَ اَلْفَ سَنَةٍ পঞ্চাশ হাজার বছর।

৫. فَاصْبِرْ অতএব আপনি ধৈর্য ধারণ করুন صَبْرًا جَمِيْلًا এবং এমন ধৈর্য যাতে কোনো প্রকার অভিযোগের নামও না থাকে।

৬. اِنَّهُمْ এরা يَرَوْنَهٗ ঐ দিবসকে মনে করছে بَعِيْدًا বহু দূরবর্তী।

৭. وَّنَرٰىهُ কিন্তু আমি তাকে দেখছি قَرِيْبًا অতি নিকটবর্তী।

https://e-ilm.weebly.com/

৮. যেদিন আসমান গলিত ধাতুর ন্যায় হয়ে যাবে।	يَوْمَ تَكُوْنُ السَّمَآءُ كَالْمُهْلِ ﴿٨﴾
৯. আর পর্বতসমূহ রঙ্গিন [ধুনিত] পশমের ন্যায় হয়ে যাবে।	وَتَكُوْنُ الْجِبَالُ كَالْعِهْنِ ﴿٩﴾
১০. আর কোনো বন্ধু কোনো বন্ধুকে জিজ্ঞাসাও করবে না।	وَلَا يَسْـَٔلُ حَمِيْمٌ حَمِيْمًا ﴿١٠﴾
১১. যদিও তাদের একের সাথে অন্যকে দেখা-সাক্ষাৎ করানো হবে; অপরাধী এই চাইবে সেদিনের আজাব হতে অব্যাহতির জন্য মুক্তিপণস্বরূপ স্বীয় পুত্রগণকে	يُّبَصَّرُوْنَهُمْ ؕ يَوَدُّ الْمُجْرِمُ لَوْ يَفْتَدِيْ مِنْ عَذَابِ يَوْمِئِذٍۭ بِبَنِيْهِ ﴿١١﴾
১২. এবং স্বীয় পত্নী ও ভাইকে,	وَصَاحِبَتِهٖ وَاَخِيْهِ ﴿١٢﴾
১৩. এবং পরিবারবর্গকে যাদের মধ্যে সে বাস করত।	وَفَصِيْلَتِهِ الَّتِيْ تُـْٔوِيْهِ ﴿١٣﴾
১৪. এবং ভূপৃষ্ঠের সমস্ত অধিবাসীদেরকে, যাতে তা [ঐ মুক্তিপণ] তাকে মুক্তি দেয়।	وَمَنْ فِي الْاَرْضِ جَمِيْعًا ۙ ثُمَّ يُنْجِيْهِ ﴿١٤﴾
১৫. এটা কখনো হবে না। সে অগ্নি এমন জ্বলন্ত অগ্নি।	كَلَّا ؕ اِنَّهَا لَظٰى ﴿١٥﴾
১৬. যা চর্ম পর্যন্ত খসিয়ে ফেলবে।	نَزَّاعَةً لِّلشَّوٰى ﴿١٦﴾
১৭. তা [অগ্নি] সে ব্যক্তিকে ডাকবে, যে পৃষ্ঠ প্রদর্শন করত এবং মুখ ফিরিয়ে থাকত।	تَدْعُوْا مَنْ اَدْبَرَ وَتَوَلّٰى ﴿١٧﴾

শাব্দিক অনুবাদ :

৮. يَوْمَ যেদিন تَكُوْنُ السَّمَآءُ আসমান হয়ে যাবে كَالْمُهْلِ গলিত ধাতুর ন্যায়।

৯. وَتَكُوْنُ الْجِبَالُ আর পর্বতসমূহ হয়ে যাবে كَالْعِهْنِ রঙ্গিন পশমের ন্যায়।

১০. وَلَا يَسْـَٔلُ আর জিজ্ঞাসাও করবে না حَمِيْمٌ حَمِيْمًا কোনো বন্ধু কোনো বন্ধুকে।

১১. يُّبَصَّرُوْنَهُمْ যদিও তাদের একের সাথে অন্যকে দেখা-সাক্ষাৎ করানো হবে يَوَدُّ الْمُجْرِمُ অপরাধী এই চাইবে لَوْ يَفْتَدِيْ অব্যাহতির জন্য মুক্তিপণস্বরূপ مِنْ عَذَابِ يَوْمِئِذٍ সেদিনের আজাব হতে بِبَنِيْهِ স্বীয় পুত্রগণকে।

১২. وَصَاحِبَتِهٖ এবং স্বীয় পত্নী وَاَخِيْهِ ও ভাইকে।

১৩. وَفَصِيْلَتِهِ এবং পরিবারবর্গকে الَّتِيْ تُـْٔوِيْهِ যাদের মধ্যে সে বাস করত।

১৪. وَمَنْ فِي الْاَرْضِ جَمِيْعًا এবং ভূপৃষ্ঠের সমস্ত অধিবাসীদেরকে ثُمَّ يُنْجِيْهِ যাতে তা তাকে মুক্তি দেয়।

১৫. كَلَّا এটা কখনো হবে না اِنَّهَا لَظٰى সে অগ্নি এমন জ্বলন্ত অগ্নি।

১৬. نَزَّاعَةً যা খসিয়ে ফেলবে لِّلشَّوٰى চামড়া পর্যন্ত।

১৭. تَدْعُوْا তা ডাকবে সেই ব্যক্তিকে مَنْ اَدْبَرَ যে পৃষ্ঠপ্রদর্শন করত وَتَوَلّٰى এবং মুখ ফিরিয়ে থাকত।

https://e-ilm.weebly.com/

১৮. এবং ধন সঞ্চয় করত। অতঃপর তাকে সংরক্ষণ করত।	وَجَمَعَ فَاَوْعٰى ﴿١٨﴾
১৯. নিশ্চয় মানুষকে দুর্বলমনা হিসেবে সৃষ্টি করা হয়েছে।	اِنَّ الْاِنْسَانَ خُلِقَ هَلُوْعًا ﴿١٩﴾
২০. যখন তাকে দুঃখ স্পর্শ করে, তখন সে হায়-হুতাশ করতে থাকে।	اِذَا مَسَّهُ الشَّرُّ جَزُوْعًا ﴿٢٠﴾
২১. আর যখন সে সচ্ছল হয়, তখন কার্পণ্য করতে আরম্ভ করে।	وَّاِذَا مَسَّهُ الْخَيْرُ مَنُوْعًا ﴿٢١﴾
২২. কিন্তু সেই নামাজিরা ব্যতীত	اِلَّا الْمُصَلِّيْنَ ﴿٢٢﴾
২৩. যারা স্বীয় নামাজে সর্বদা রত থাকে।	الَّذِيْنَ هُمْ عَلٰى صَلَاتِهِمْ دَآئِمُوْنَ ﴿٢٣﴾
২৪. এবং যাদের ধন সম্পদে হক নির্ধারিত রয়েছে।	وَالَّذِيْنَ فِيْٓ اَمْوَالِهِمْ حَقٌّ مَّعْلُوْمٌ ﴿٢٤﴾
২৫. যাচঞাকারী ও বঞ্চিততের জন্য।	لِّلسَّآئِلِ وَالْمَحْرُوْمِ ﴿٢٥﴾
২৬. এবং যারা কিয়ামত দিবসের প্রতি বিশ্বাস রাখে।	وَالَّذِيْنَ يُصَدِّقُوْنَ بِيَوْمِ الدِّيْنِ ﴿٢٦﴾
২৭. আর যারা স্বীয় প্রতিপালকের আজাবকে ভয় করে।	وَالَّذِيْنَ هُمْ مِّنْ عَذَابِ رَبِّهِمْ مُّشْفِقُوْنَ ﴿٢٧﴾
২৮. নিশ্চয় তাদের প্রতিপালকের আজাব নির্ভয়ের বস্তু নয়।	اِنَّ عَذَابَ رَبِّهِمْ غَيْرُ مَاْمُوْنٍ ﴿٢٨﴾

শাব্দিক অনুবাদ :

১৮. وَجَمَعَ এবং ধন সঞ্চয় করত فَاَوْعٰى অতঃপর তাকে সংরক্ষণ করত।
১৯. اِنَّ الْاِنْسَانَ নিশ্চয় মানুষকে خُلِقَ সৃষ্টি করা হয়েছে هَلُوْعًا দুর্বলমনা।
২০. اِذَا مَسَّهُ الشَّرُّ যখন তাকে দুঃখ স্পর্শ করে جَزُوْعًا তখন সে হায়-হুতাশ করতে থাকে।
২১. وَاِذَا مَسَّهُ الْخَيْرُ আর যখন সে সচ্ছল হয় مَنُوْعًا তখন কার্পণ্য করতে আরম্ভ করে।
২২. اِلَّا الْمُصَلِّيْنَ কিন্তু সেই নামাজিরা ব্যতীত।
২৩. الَّذِيْنَ هُمْ যারা عَلٰى صَلَاتِهِمْ স্বীয় নামাজে دَآئِمُوْنَ সর্বদারত থাকে।
২৪. وَالَّذِيْنَ এবং যাদের فِيْ اَمْوَالِهِمْ ধন সম্পদে রয়েছে حَقٌّ مَّعْلُوْمٌ হক নির্ধারিত।
২৫. لِلسَّائِلِ যাচঞাকারী وَالْمَحْرُوْمِ ও বঞ্চিতদের জন্য।
২৬. وَالَّذِيْنَ يُصَدِّقُوْنَ এবং যারা বিশ্বাস রাখে بِيَوْمِ الدِّيْنِ কিয়ামত দিবসের প্রতি।
২৭. وَالَّذِيْنَ هُمْ আর যারা مِّنْ عَذَابِ رَبِّهِمْ স্বীয় প্রতিপালকের আজাবকে مُشْفِقُوْنَ ভয় করে।
২৮. اِنَّ عَذَابَ رَبِّهِمْ নিশ্চয় তাদের প্রতিপালকের আজাব غَيْرُ مَاْمُوْنٍ নির্ভয়ের বস্তু নয়।

https://e-ilm.weebly.com/

২৯. আর যারা স্বীয় লজ্জার স্থানসমূহকে সংরক্ষণকারী হয়।	وَالَّذِيْنَ هُمْ لِفُرُوْجِهِمْ حٰفِظُوْنَ ﴿۲۹﴾
৩০. তাদের পত্নীগণের সাথে অথবা স্বীয় ক্রীতদাসীদের সাথে ব্যতীত, কেননা তাদের প্রতি [তাতে] কোনো দোষারোপ নেই।	إِلَّا عَلٰٓى أَزْوَاجِهِمْ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُوْمِيْنَ ﴿۳۰﴾
৩১. কিন্তু যারা তাদের ব্যতীত [অপর স্থানে কাম প্রবৃত্তি চরিতার্থ করতে] প্রয়াসী হয়, তবে এরূপ লোকই সীমা অতিক্রমকারী।	فَمَنِ ابْتَغٰى وَرَآءَ ذٰلِكَ فَأُولٰٓئِكَ هُمُ الْعٰدُوْنَ ﴿۳۱﴾
৩২. আর যারা স্বীয় আমানতসমূহ ও স্বীয় অঙ্গীকারের প্রতি লক্ষ্য রাখে।	وَالَّذِيْنَ هُمْ لِأَمٰنٰتِهِمْ وَعَهْدِهِمْ رٰعُوْنَ ﴿۳۲﴾
৩৩. আর যারা নিজেদের সাক্ষ্যসমূহ ঠিক ঠিক প্রদান করে।	وَالَّذِيْنَ هُمْ بِشَهٰدٰتِهِمْ قَآئِمُوْنَ ﴿۳۳﴾
৩৪. আর যারা স্বীয় [ফরজ] নামাজসমূহের [যথাযথভাবে] পাবন্দি করে।	وَالَّذِيْنَ هُمْ عَلٰى صَلَاتِهِمْ يُحَافِظُوْنَ ﴿۳۴﴾
৩৫. তারা সসম্মানে বেহেশতে প্রবেশ করবে।	أُولٰٓئِكَ فِيْ جَنّٰتٍ مُّكْرَمُوْنَ ﴿۳۵﴾ ع
৩৬. সুতরাং কাফেরদের কি হলো যে, তারা [এই সমস্ত বিষয় জেনে নেওয়া সত্ত্বেও তা মিথ্যা প্রতিপাদনের জন্য] আপনার দিকে দৌড়ে আসছে?	فَمَالِ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا قِبَلَكَ مُهْطِعِيْنَ ﴿۳۶﴾
৩৭. ডান দিক হতে এবং বাম দিক হতে দলবদ্ধভাবে।	عَنِ الْيَمِيْنِ وَعَنِ الشِّمَالِ عِزِيْنَ ﴿۳۷﴾

শাব্দিক অনুবাদ :

২৯. وَالَّذِيْنَ هُمْ আর যারা لِفُرُوْجِهِمْ স্বীয় লজ্জার স্থানসমূহকে حٰفِظُوْنَ সংরক্ষণকারী হয়।

৩০. إِلَّا ব্যতীত عَلٰٓى أَزْوَاجِهِمْ তাদের পত্নীগণের সাথে أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ অথবা স্বীয় কৃতদাসীদের সাথে فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُوْمِيْنَ কেননা তাদের প্রতি (তাতে) কোনো দোষারোপ নেই।

৩১. فَمَنِ ابْتَغٰى কিন্তু যারা প্রয়াসী হয় وَرَآءَ ذٰلِكَ তাদের ব্যতীত فَأُولٰٓئِكَ هُمُ الْعٰدُوْنَ তবে এরূপ লোকই সীমা অতিক্রমকারী।

৩২. وَالَّذِيْنَ هُمْ আর যারা لِأَمٰنٰتِهِمْ স্বীয় আমানতসমূহ وَعَهْدِهِمْ ও স্বীয় অঙ্গীকারের প্রতি رٰعُوْنَ লক্ষ্য রাখে।

৩৩. وَالَّذِيْنَ هُمْ আর যারা بِشَهٰدٰتِهِمْ নিজেদের সাক্ষ্যসমূহ قَآئِمُوْنَ ঠিক ঠিক প্রদান করে।

৩৪. وَالَّذِيْنَ هُمْ আর যারা عَلٰى صَلَاتِهِمْ স্বীয় নামাজসমূহের يُحَافِظُوْنَ পাবন্দি করে।

৩৫. أُولٰٓئِكَ এরা প্রবেশ করবে فِيْ جَنّٰتٍ বেহেশতে مُكْرَمُوْنَ সসম্মানে।

৩৬. فَمَالِ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا সুতরাং কাফেরদের কি হলো যে قِبَلَكَ مُهْطِعِيْنَ তারা আপনার দিকে দৌড়ে আসছে।

৩৭. عَنِ الْيَمِيْنِ ডান দিক হতে وَعَنِ الشِّمَالِ এবং বাম দিক হতে عِزِيْنَ দলবদ্ধভাবে।

https://e-ilm.weebly.com/

৩৮. তাদের মধ্যে প্রত্যেকেই কি এই আকাঙ্ক্ষা রাখে যে, তাকে প্রাচুর্যময় জান্নাতে প্রবেশ করা হবে?	أَيَطْمَعُ كُلُّ امْرِئٍ مِّنْهُمْ أَن يُدْخَلَ جَنَّةَ نَعِيمٍ ﴿٣٨﴾
৩৯. এটা কখনো হবে না। আমি তাদেরকে এমন বস্তু দ্বারা সৃষ্টি করেছি। যা তারাও অবগত আছে।	كَلَّا ۖ إِنَّا خَلَقْنَاهُم مِّمَّا يَعْلَمُونَ ﴿٣٩﴾
৪০. অনন্তর আমি উদয়াচলসমূহ এবং অস্তাচলসমূহের প্রতিপালকের শপথ করছি যে, নিশ্চয় আমি ক্ষমতাবান।	فَلَا أُقْسِمُ بِرَبِّ الْمَشَارِقِ وَالْمَغَارِبِ إِنَّا لَقَادِرُونَ ﴿٤٠﴾
৪১. তাদের স্থলে তাদের অপেক্ষা উত্তম লোক স্থলবর্তী করতে এবং [এ ব্যাপারে] আমি অক্ষম নই।	عَلَىٰ أَن نُّبَدِّلَ خَيْرًا مِّنْهُمْ وَمَا نَحْنُ بِمَسْبُوقِينَ ﴿٤١﴾
৪২. অতএব, আপনি তাদেরকে এ বাকবিতণ্ডা ও ক্রীড়া-কৌতুকেরও মধ্যে থাকতে দিন, যে যেদিন সম্পর্কে তাদেরকে সতর্ক করা হয়েছিল, তারা সেদিনের সম্মুখীন হওয়ার পূর্ব পর্যন্ত।	فَذَرْهُمْ يَخُوضُوا وَيَلْعَبُوا حَتَّىٰ يُلَاقُوا يَوْمَهُمُ الَّذِي يُوعَدُونَ ﴿٤٢﴾
৪৩. যেদিন তারা কবরসমূহ হতে বহির্গত হয়ে এরূপে ধাবিত হবে, যেমন তারা কোনো উপাসনাগারের দিকে দৌড়ে যাচ্ছে।	يَوْمَ يَخْرُجُونَ مِنَ الْأَجْدَاثِ سِرَاعًا كَأَنَّهُمْ إِلَىٰ نُصُبٍ يُوفِضُونَ ﴿٤٣﴾
৪৪. তাদের চক্ষুসমূহ [লজ্জায়] অবনমিত থাকবে [এবং] অপমান তাদেরকে ঘিরে ফেলবে; এটাই তাদের সেই দিন যার প্রতিশ্রুতি তাদেরকে দেওয়া হতো।	خَاشِعَةً أَبْصَارُهُمْ تَرْهَقُهُمْ ذِلَّةٌ ۚ ذَٰلِكَ الْيَوْمُ الَّذِي كَانُوا يُوعَدُونَ ﴿٤٤﴾ ع ٨

শাব্দিক অনুবাদ :

৩৮. أَيَطْمَعُ كُلُّ امْرِئٍ مِّنْهُمْ তাদের প্রত্যেকেই কি এই আকাঙ্ক্ষা রাখে যে, أَن يُدْخَلَ তাকে প্রবেশ করা হবে جَنَّةَ نَعِيمٍ প্রাচুর্যময় জান্নাতে।

৩৯. كَلَّا এটা কখনো হবে না إِنَّا خَلَقْنَاهُم আমি তাদেরকে এমন বস্তু দ্বারা সৃষ্টি করেছি مِّمَّا يَعْلَمُونَ যা তারাও অবগত আছে।

৪০. فَلَا أُقْسِمُ অনন্তর আমি শপথ করছি بِرَبِّ الْمَشَارِقِ وَالْمَغَارِبِ উদয়াচলসমূহ এবং অস্তাচলসমূহের প্রতিপালকের إِنَّا لَقَادِرُونَ নিশ্চয় আমি ক্ষমতাবান।

৪১. عَلَىٰ أَن نُّبَدِّلَ তাদের স্থলে স্থলবর্তী করতে خَيْرًا مِّنْهُمْ তাদের অপেক্ষা উত্তম লোক وَمَا نَحْنُ بِمَسْبُوقِينَ এবং আমি অক্ষম নই।

৪২. فَذَرْهُمْ অতএব আপনি তাদেরকে থাকতে দিন يَخُوضُوا وَيَلْعَبُوا এই বাকবিতণ্ডা ও ক্রীড়া-কৌতুকের মধ্যে حَتَّىٰ يُلَاقُوا يَوْمَهُمُ তারা সেদিনের সম্মুখীন হওয়ার পূর্ব পর্যন্ত الَّذِي يُوعَدُونَ যে দিন সম্পর্কে তাদেরকে সতর্ক করা হয়েছিল।

৪৩. يَوْمَ يَخْرُجُونَ যেদিন তারা বহির্গত হয়ে مِنَ الْأَجْدَاثِ কবরসমূহ হতে سِرَاعًا এরূপে ধাবিত হবে كَأَنَّهُمْ إِلَىٰ نُصُبٍ যেন তারা কোনো উপাসনাগারের দিকে يُوفِضُونَ দৌড়ে যাচ্ছে।

৪৪. خَاشِعَةً অবনমিত থাকবে أَبْصَارُهُمْ তাদের চক্ষুসমূহ (লজ্জায়) تَرْهَقُهُمْ ذِلَّةٌ অপমান তাদেরকে ঘিরে ফেলবে ذَٰلِكَ الْيَوْمُ الَّذِي এটাই তাদের সেই দিন الَّذِي كَانُوا يُوعَدُونَ যার প্রতিশ্রুতি তাদেরকে দেওয়া হতো।

https://e-ilm.weebly.com/

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

সূরাটির নামকরণের কারণ : অত্র সূরার তৃতীয় আয়াতে উল্লিখিত ذِى الْمَعَارِجِ হতে সূরাটির নামকরণ করা হয়েছে, একে اَلْمَوَاقِعُ ও বলা হয়। এতে ২টি রুকূ', ৪৪টি আয়াত, ২১৬টি বাক্য এবং ৮৬১টি অক্ষর রয়েছে। -[নূরুল কুরআন]

নাজিলের সময়কাল : এ সূরাটিও মক্কায় অবস্থানকালে অবতারিত প্রাথমিক সূরাসমূহের মধ্যে পরিগণিত; কিন্তু সূরাটি কখন নাজিল হয়; তা সঠিকরূপে বলা যায় না। সূরার আলোচ্য বিষয়াদি হতে প্রমাণ হয় যে, পূর্ববর্তী সূরা اَلْحَاقَّةُ যে অবস্থায় অবতীর্ণ হয়েছিল, এ সূরাটিও প্রায় অনুরূপ অবস্থার প্রেক্ষিতেই অবতীর্ণ হয়েছে। হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) বলেন, এ সূরাটি اَلْحَاقَّةُ -এর পর মক্কাতেই অবতীর্ণ হয়। -[নূরুল কুরআন]

মূল বক্তব্য ও বিষয়বস্তু : মক্কার কাফেরগণ কিয়ামত, হাশর-নাশর, জান্নাত-জাহান্নাম ইত্যাদি বিষয়ের ব্যাপারে মহানবী ﷺ এবং তাঁর অনুসারীগণকে খুব ঠাট্টা-বিদ্রূপ, হাসি-তামাসা ও ক্রীড়া-কৌতুক করত। আর বলত– হে মোহাম্মদ! তোমার কথা যদি সত্য হয় এবং তুমি যদি সত্যই নবী হয়ে থাক, তবে সে কিয়ামত সংঘটিত করিয়ে দেখাও দেখি। তুমি আমাদেরকে যার ভয় দেখাচ্ছ আমরা তা স্বচক্ষে দেখলেও বিশ্বাস করবো না। আল্লাহ তা'আলা গোটা সূরাটিই কাফেরদের এই চ্যালেঞ্জের জবাবে অবতীর্ণ করেছেন।

প্রথম থেকে ১৪নং আয়াত পর্যন্ত কিয়ামতের অনিবার্যতার কথা উল্লেখ করে বলা হয়েছে যে, জনৈক লোক কিয়ামতের শাস্তি চাচ্ছে। এ শাস্তি কাফেরদের জন্য বিলম্ব হলেও অবশ্যই হবে। কেননা আল্লাহ স্বীয় প্রতিশ্রুতির বিপরীত কিছু করেন না। সুতরাং আপনি তাদের অসদাচরণে ধৈর্যহারা হবেন না। তারা তাকে খুব দূরের বিষয় ভাবে; কিন্তু আমি অতি সন্নিকটে দেখছি। যেদিন মহাপ্রলয় ঘটবে সেদিন আকাশমণ্ডলী বিগলিত ধাতুর ন্যায় হবে। পাহাড়গুলো রঙ্গিন পশমের ন্যায় উড়বে। সেদিন পরস্পরের মধ্যে দেখা-সাক্ষাৎ হলেও কেউ কারো নিকট তার অবস্থা জিজ্ঞাসা করবে না। বন্ধু-বান্ধব সংবাদ নিবে না। লোকেরা শাস্তি হতে রক্ষা পাওয়ার জন্য সন্তান, স্ত্রী, ভাই-বোন জাতি-গোষ্ঠীকে মুক্তিপণ রাখতে চাইবে; কিন্তু কিছুতেই তারা শাস্তি হতে মুক্তি পাবে না।

১৫ থেকে ১৮ নং আয়াত পর্যন্ত লেলিহান অগ্নিশিখার শাস্তির কথা বলা হয়েছে। সে আগুন দ্বারা দেহের চর্ম জ্বলে খসে পড়বে। এ পৃথিবীতে যারা ঈমান আনেনি এবং দীন থেকে দূরে সরে রয়েছে তাদেরকে জাহান্নাম নাম ধরে ধরে ডাকতে থাকবে।

১৯ থেকে ৩৬ নং আয়াত পর্যন্ত কাফেরদের চরিত্রের বর্ণনা দিয়ে– জাহান্নাম হতে কোন ধরনের লোক মুক্তি পাবে তাদের চরিত্র তুলে ধরা হয়েছে। বলা হয়েছে– যারা নিয়মিত নামাজ আদায় করে, ভিক্ষুক ও অভাবীদের জন্য নিজেদের সম্পদের একটি নির্দিষ্ট অংশ দান করে, অপাত্র হতে নিজেদের যৌনাঙ্গকে হেফাজত করে চলে এবং যারা প্রতিশ্রুতি ও আমানত রক্ষা করে, আর সঠিক সাক্ষ্য দানে দৃঢ়ভাবে অবিচল থাকে, তারাই লাভ করবে অথৈ নিয়ামতের ভাণ্ডার জান্নাত। সেখানে তারা সম্মানজক জীবন যাপন করবে।

৩৬ থেকে ৪৪ নং আয়াত পর্যন্ত কাফেরদের আচরণের প্রতিবাদ জানিয়ে বলা হয়েছে যে, কাফেরদের হলো কি? তারা আপনার কাছে দলে দলে এসে ভিড় জমায় কেন? তারা কি অথৈ নিয়ামতের পরিপূর্ণ জান্নাতের আশা করে? না কখনো তারা জান্নাত লাভ করতে পারবে না। জান্নাত লাভের একটি গুণগত মান রয়েছে। সে মানে তাদের পৌঁছতে হবে– অন্যথা নয়। তারা যদি ঈমান না আনে তবে আমি তাদের পরিবর্তে নতুন জাতি সৃষ্টিতে পূর্ণমাত্রায় সক্ষম। এ কথা আমি বহু উদয়াচল ও অস্তাচলের একক প্রতিপালকের শপথ করে বলছি। আমি তাতে পূর্ণ মাত্রায় ক্ষমতাবান।

পরিশেষে বলেছেন যে, হে নবী! আপনি তাদেরকে আমোদ-ফুর্তি ও কৌতুকের মধ্য থাকতে দিন। তাদের প্রতি আপনি ভ্রুক্ষেপ করবেন না। কিয়ামতের দিন তারা কবর হতে উত্থিত হয়ে নির্দিষ্ট একটি লক্ষ্যবস্তুর দিকে দ্রুতবেগে দৌড়াতে থাকবে। সেদিন লজ্জা, অপমান ও লাঞ্ছনা তাদেরকে বেষ্টন করে ফেলবে। তাদের নয়নযুগল থাকবে সর্বদা অবনমিত। নিজেরাই নিজেদের কাজের জন্য অনুতাপ করতে থাকবে, কপালে হাত মেরে বলবে– হায়! কি করলাম; কিন্তু তখন সে অনুশোচনায় কোনোই কাজ হবে না।

সূরা আল-হাক্কাহ্-এর সাথে সূরা আল-মা'আরিজ-এর যোগসূত্র : সূরা আল-হাক্কাহ তে কিয়ামতের ভয়াবহতা সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে, কিয়ামতের অবিশ্বাসীর পরিণাম আলোচনা করা হয়েছে। সেখানকার আলোচনাকে সূরা আল-মা'আরিজ -এ পূর্ণতা দান করা হয়েছে। এ সূরাটি সূরা আল-হাক্কাহ্ -এর বক্তব্যের পূর্ণতা দানকারী হিসেবে উল্লিখিত হয়েছে। –[রূহুল মা'আনী]

https://e-ilm.weebly.com/

سَالَ سَآئِلٌ بِعَذَابٍ وَّاقِعٍ .... اَلْاٰيَة

শানে নুযূল : এ আয়াতটি নযর ইবনে হারেছ সম্পর্কে নাজিল হয়েছে। একদিন সে কুরআন ও রাসূলের উপর মিথ্যারোপ করতে গিয়ে ধৃষ্টতা সহকারে বলেছিল اَللّٰهُمَّ اِنْ كَانَ هٰذَا هُوَ الْحَقَّ مِنْ عِنْدِكَ ......الخ হে আল্লাহ! যদি এই কুরআন আপনার পক্ষ থেকে সত্য হয়, তবে আমাদের উপর আকাশ থেকে প্রস্তর বর্ষণ করুন অথবা অন্য কোনো যন্ত্রণাদায়ক আজাব প্রেরণ করুন। এ পরিপ্রেক্ষিতে এই আয়াতটি নাজিল হয়। –[কানযুন নুকূল : ১০৩]

لِّلْكَافِرِيْنَ لَيْسَ لَهٗ دَافِعٌ .... اَلْاٰيَة

শানে নুযূল : যখন سَالَ سَآئِلٌ بِعَذَابٍ وَّاقِعٍ যখন এ আয়াত নাজিল হলো তখন লোকেরা বলল, এ আজাব কার উপর নাজিল হবে? এই পরিপ্রেক্ষিতে এ আয়াত নাজিল হয়। –[কানযুন নুকূল : ১০৩]

فَمَالِ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا قِبَلَكَ مُهْطِعِيْنَ اَلْاٰيَة

শানে নুযূল : এই আয়াত মুনাফেকদের ঐ দল সম্পর্কে নাজিল হয়েছে, যারা দ্বীন ইসলাম নিয়ে বিদ্রূপ করতো এবং রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর খেদমতে হাজির হতো। কিন্তু হুজুর ﷺ-এর উপর ঈমান আনত না। এই পরিপ্রেক্ষিতে এই আয়াত নাজিল হয়। –[কুরতুবী ১৮/২৯২]

سَالَ سَآئِلٌ- سُؤَالٌ শব্দটি কখনও তথ্যানুসন্ধানের অর্থে আসে। তখন আরবি ভাষায় এর সাথে عَنْ অব্যয় ব্যবহৃত হয় এবং কখনো আবেদন ও কোনো কিছু চাওয়ার অর্থে আসে। আয়াতে এই অর্থে আসার কারণে এর সাথে بَاء অব্যয় ব্যবহৃত হয়েছে। কাজেই বাক্যের অর্থ এই যে, এক ব্যক্তি আজাব চাইল। নাসায়ীতে হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) থেকে বর্ণিত আছে যে, নযর ইবনে হারেছ এই আজাব চেয়েছিল। সে কুরআন ও রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর প্রতি মিথ্যারোপ করতে যেয়ে ধৃষ্টতাসহকারে বলেছিল اَللّٰهُمَّ اِنْ كَانَ هٰذَا هُوَ الْحَقَّ مِنْ عِنْدِكَ فَاَمْطِرْ عَلَيْنَا حِجَارَةً مِّنَ السَّمَآءِ اَوِ ائْتِنَا بِعَذَابٍ اَلِيْمٍ হে আল্লাহ! যদি এই কোরআনই আপনার পক্ষ থেকে সত্য হয়, তবে আমাদের উপর আকাশ থেকে প্রস্তর বর্ষণ করুন অথবা অন্য কোনো যন্ত্রণাদায়ক আজাব প্রেরণ করুন।–(মাযহারী) আল্লাহ তা'আলা তাকে বদর যুদ্ধে মুসলমানদের হাতে শাস্তি দেন।–(মাযহারী) সে আল্লাহ তা'আলার কাছে যে আজাব চেয়েছিল, অতঃপর তার কিছু স্বরূপ বর্ণিত হয়েছে যে, এই আজাব কাফেরদের জন্যে দুনিয়াতে কিংবা পরকালে কিংবা উভয় জাহানে অবধারিত। একে প্রতিহত করার সাধ্য কারও নেই। এটা আল্লাহ তা'আলার পক্ষ থেকে, যিনি সুউচ্চ মর্তবার অধিকারী। এই শেষ বাক্যটি প্রথম বাক্যের প্রমাণ। কারণ যে আজাব মহান আল্লাহ তা'আলার পক্ষ থেকে আসে, তাকে প্রতিহত করা কারও পক্ষে সম্ভপর নয়।

مَعَارِجُ শব্দটি مِعْرَاجٌ –এর বহুবচন। এটা عُرُوْجٌ থেকে উদ্ভূত, অর্থ উর্ধ্বারোহণ করা। مِعْرَجٌ ও مِعْرَاجٌ সেই সিঁড়িকে বলা হয়, যাতে নিচের থেকে উপর আরোহণ করার জন্যে অনেকগুলো স্তর থাকে। আয়াতে আল্লাহ তা'আলার বিশেষণ ذِى الْمَعَارِجِ এই অর্থে আনা হয়েছে যে, তিনি সুউচ্চ মর্তবার অধিকারী। এই সুউচ্চ মর্তবা হচ্ছে উপরে–নিচে সপ্ত আকাশ। হযরত ইবনে মাসউদ (রা.) ذِى الْمَعَارِجِ এর অর্থ করেছেন আকাশসমূহের মালিক।

تَعْرُجُ الْمَلٰٓئِكَةُ وَالرُّوْحُ –অর্থাৎ উপরে নীচে স্তরে স্তরে সাজানো এই মর্তবাসমূহের মধ্যে ফেরশতাগণ ও 'রূহুল-আমীন' অর্থাৎ হযরত জিবরাঈল (আ.) আরোহণ করেন। হযরত জিবরাঈল (আ.) একজন। কিন্তু তার বিশেষ সম্মানের কারণে তাঁর পৃথক নাম উল্লেখ করা হয়েছে।

فِىْ يَوْمٍ كَانَ مِقْدَارُهٗ خَمْسِيْنَ اَلْفَ سَنَةٍ –অর্থাৎ উল্লিখিত আজাব সেই দিন সংঘটিত হবে, যে দিনের পরিমাণ পঞ্চাশ হাজার বছর। হযরত আবূ সাঈদ খুদরী (রা.) বর্ণনা করেন, সাহাবায়ে কেরাম রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে এই দিনের দৈর্ঘ্য সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করলে তিনি বললেন ঃ আমার প্রাণ যে সত্তার করায়ত্ত, তাঁর শপথ করে বলছি–এই দিনটি মুমিনের জন্যে একটি ফরজ নামাজ পড়ার সময়ের চেয়েও কম হবে।–(মাযহারী)।

হযরত আবূ হুরায়রা (রা.) থেকে নিম্নোক্ত হাদীসে বর্ণিত আছে, يَكُوْنُ عَلَى الْمُؤْمِنِيْنَ كَمِقْدَارِ مَا بَيْنَ الظُّهْرِ وَالْعَصْرِ –অর্থাৎ এ দিনটি মুমিনদের জন্যে যোহর ও আসরের মধ্যবর্তী সময়ের মতো হবে।–(মাযহারী)।

এসব হাদীস থেকে জানা গেল যে, পঞ্চাশ হাজার বছর হওয়া একটি আপেক্ষিক ব্যাপার। অর্থাৎ কাফেরদের জন্যে এতটুকু দীর্ঘ এবং মুমিনদের জন্যে এতটুকু খাটো হবে।

কিয়ামত দিবসের দৈর্ঘ্য এক হাজার বছর, না পঞ্চাশ হাজার বছর? আলোচ্য আয়াতে কিয়ামত দিবসের পরিমাণ পঞ্চাশ হাজার বছর এবং সূরা হা-মিম তানযীলের আয়াতে এক হাজার বছর বলা হয়েছে। আয়াতটি এই ঃ

https://e-ilm.weebly.com/

يُدَبِّرُ الْاَمْرَ مِنَ السَّمَاءِ اِلَى الْاَرْضِ ثُمَّ يَعْرُجُ اِلَيْهِ فِيْ يَوْمٍ كَانَ مِقْدَارُهُ اَلْفَ سَنَةٍ مِّمَّا تَعُدُّوْنَ –আল্লাহ, তা'আলার কাজকর্ম পরিচালনা করে আকাশ থেকে পৃথিবী পর্যন্ত, অতঃপর তাঁর দিকে উর্ধ্বগমন করেন এমন এক দিনে যা তোমাদের হিসাব অনুযায়ী এক হাজার বছরের সমান। বাহ্যতঃ উভয় আয়াতের মধ্যে বৈপরীত্য আছে। উপরিউক্ত হাদীস দৃষ্টে এর জবাব হয়ে গেছে যে, সেই দিনের দৈর্ঘ্য বিভিন্ন দলের দিক দিয়ে বিভিন্ন রূপ হবে। কাফেরদের জন্যে পঞ্চাশ হাজার বছর এবং মুমিনদের জন্যে এক নামাজের ওয়াক্তের সমান হবে তাদের মাঝখানে কাফেরদের বিভিন্ন দল থাকবে। সম্ভবতঃ কোনো কোনো দলের জন্যে এক হাজার বছরের সমান থাকবে। অস্থিরতা ও সুখ স্বাচ্ছন্দ্যে সময় দীর্ঘ ও খাটো হওয়া প্রসিদ্ধ ও সুবিদিত। অস্থিরতা ও কষ্টের এক ঘন্টা মাঝে মাঝে মানুষের কাছে এক দিন বরং এক সপ্তাহের চেয়েও বেশি মনে হয় এবং সুখ ও আরামের দীর্ঘতর সময়ও সংক্ষিপ্ত অনুভূত হয়।

যে আয়াতে এক হাজার বছরের কথা আছে, সেই আয়াতের ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে তাফসীরে-মাযহারীতে বলা হয়েছে, এই আয়াতে পার্থিব একদিন বুঝানো হয়েছে। এই দিনে হযরত জিবরাঈল (আ.) ও ফেরেশতাগণ আকাশ থেকে পৃথিবীতে এবং পৃথিবী থেকে আকাশে যাতায়াত করে এত দীর্ঘ পথ অতিক্রম করেন, যা মানুষ অতিক্রম করলে এক হাজার বছর লাগত। কেননা সহীহ হাদীসে বর্ণিত আছে, আকাশ থেকে পৃথিবী পর্যন্ত পাঁচশত বছরের ব্যবধান আছে। অতএব, পাঁচশত বছর নিচে আসার এবং পাঁচশত বছর উর্ধ্বে গমনের ফলে মোট এক হাজার বছর মানুষের গতির দিক দিয়ে হয়ে যায়। ফেরেশতাগণ এই দুরত্ব খুবই সংক্ষিপ্ত সময়ে অতিক্রম করেন। সুতরাং সূরা তানযীলের আয়াতে পার্থিব হিসাবেই 'একদিন'বর্ণিত হয়েছে এবং সূরা-মা'আরিজে কেয়ামতের দিন বিধৃত হয়েছে, যা পার্থিব দিন অপেক্ষা অনেক বড়। এর দৈর্ঘ্য ও সংক্ষিপ্ততা বিভিন্ন লোকের জন্যে তাদের অবস্থা অনুযায়ী বিভিন্নরূপ অনুভূত হবে।

اِنَّهُمْ يَرَوْنَهُ بَعِيْدًا وَّنَرٰهُ قَرِيْبًا –এখানে স্থান ও কালের দিক দিয়ে দূর ও নিকট বোঝানো হয়নি ; বরং সম্ভাব্যতার ও বাস্তবতার দূরবর্তিতা বোঝানো হয়েছে। আয়াতের অর্থ এই যে, তারা কিয়ামতের বাস্তবতা–বরং সম্ভাব্যতাকেও সুদূর পরাহত মনে করে আর আমি দেখছি যে, এটা নিশ্চিত।

حَمِيْمٌ – وَلَا يَسْئَلُ حَمِيْمٌ حَمِيْمًا يُبَصَّرُوْنَهُمْ শব্দের অর্থ ঘনিষ্ঠ ও অকৃত্রিম বন্ধু। কিয়ামতের দিন কোনো বন্ধু বন্ধুকে জিজ্ঞাসা করবে না–সাহায্য করা দূরের কথা। জিজ্ঞাসা না করার কারণ সামনে না থাকা নয় ; বরং আল্লাহ তা'আলার কুদরতে তাদের সবাইকে একে অপরের সামনেও করে দিবে। কিন্তু প্রত্যেকেই নিজেকে নিয়ে এমন ব্যস্ত থাকবে যে, কেউ অপরের কষ্ট ও সুখের প্রতি ভ্রূক্ষেপ করতে পারবে না।

لَظٰى – كَلَّا اِنَّهَا لَظٰى نَزَّاعَةً لِّلشَّوٰى শব্দের অর্থ অগ্নির লেলিহান শিখা। شَوٰى শব্দটি شَوَاةٌ -এর বহুবচন। অর্থ মাথা ও হাত-পায়ের চামড়া। অর্থাৎ জাহান্নামের অগ্নি একটি প্রজ্বলিত অগ্নিশিখা হবে, মস্তিষ্ক অথবা হাত-পায়ের চামড়া খুলে ফেলবে।

تَدْعُوْا مَنْ اَدْبَرَ وَتَوَلّٰى وَجَمَعَ فَاَوْعٰى –এই অগ্নি নিজে সেই ব্যক্তিকে ডাকবে, যে সত্যের প্রতি পৃষ্ঠপ্রদর্শন করে; বিমুখ হয় এবং ধন-সম্পদ পুঞ্জীভূত করে তা আগলিয়ে রাখে। পুঞ্জীভূত করার অর্থ অবৈধ পন্থায় পুঞ্জীভূত করা এবং আগলিয়ে রাখার অর্থ ফরজ ও ওয়াজিব হক আদায় না করা। সহীহ হাদীসে তাই অর্থ করা হয়েছে।

هَلُوْعٌ – اِنَّ الْاِنْسَانَ خُلِقَ هَلُوْعًا –এর শাব্দিক অর্থ লোভী, অধৈর্য ভীরু ব্যক্তি। হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) বলেন ঃ এখানে অর্থ সেই ব্যক্তি, যে হারাম ধন-সম্পদের লোভ করে। সাঈদ ইবনে জুবায়ের (রা.) বলেন ঃ এর অর্থ কৃপণ এবং মুকাতিল বলেন ঃ এর অর্থ সংকীর্ণমনা ধৈর্যহীন ব্যক্তি। এসব অর্থ কাছাকছি। স্বয়ং কুরআনের ভাষায় هَلُوْعٌ শব্দের ব্যাখ্যা দেওয়া হয়েছে।

এখানে প্রশ্ন হয় যে, যখন তাকে সৃষ্টিই করা হয়েছে দোষমুক্ত অবস্থায়, তখন তাকে অপরাধী কেন সাব্যস্ত করা হয়? জবাব এই যে, এখানে মানব-স্বভাবে নিহিত প্রতিভা ও উপকরণ বোঝানো হয়েছে। আল্লাহ তা'আলা মানব-স্বভাবে সৎকাজের প্রতিভাও নিহিত রেখেছেন, তাকে জ্ঞান-গরিমাও দান করেছেন। কিতাব এবং রাসূলের মাধ্যমে প্রত্যেক ভালো-মন্দ কাজের পরিণতিও বলে দিয়েছেন। মানুষ স্বেচ্ছায় মন্দ উপকরণ অবলম্বন করে এবং স্বেচ্ছাকৃত মন্দ কর্মের কারণে অপরাধী সাব্যস্ত হয়। জন্মলগ্নে গচ্ছিত মন্দ উপকরণের কারণে অপরাধী হয় না। هَلُوْعٌ শব্দের ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে কুরআন পাক স্বেচ্ছাধীন ক্রিয়াকর্মই উল্লেখ করেছে। বলা হয়েছে :

اِذَا مَسَّهُ الشَّرُّ جَزُوْعًا وَّاِذَا مَسَّهُ الْخَيْرُ مَنُوْعًا অর্থাৎ মানুষ এত ভীরু ও বে-সবর যে, যখন সে কোনো দুঃখ-কষ্টের সম্মুখীন হয়, তখন হা-হুতাশ শুরু করে দেয়। পক্ষান্তরে যখন কোনো সুখ-শান্তি ও আরাম লাভ করে, তখন কৃপণ হয়ে যায়। এখানে শরিয়তের সীমার বাইরে হা-হুতাশ বুঝানো হয়েছে। এমনিভাবে কৃপণতা বলে ফরজ ও ওয়াজিব কর্তব্য পালনে ত্রুটি বুঝানো হয়েছে। অতঃপর সাধারণ মানুষের এই বদ-অভ্যাস থেকে সৎকর্মী মুমিনদের ব্যতিক্রম প্রকাশ করে

https://e-ilm.weebly.com/

তাদের সৎ ক্রিয়াকর্ম উল্লেখ করা হয়েছে। এই ব্যতিক্রম إِلَّا الْمُصَلِّينَ থেকে শুরু করে عَلَىٰ صَلَوٰتِهِمْ يُحَافِظُونَ পর্যন্ত বর্ণিত হয়েছে। এখানে مُصَلِّينَ বলে مُؤْمِنِينَ বুঝিয়ে ইঙ্গিত করা হয়েছে যে, নামাজ মুমিনের সর্বপ্রথম ও সর্ববৃহৎ আলামত। যারা নামাজি, তারাই মুমিন বলার যোগ্য হতে পারে। অতঃপর তাদের গুণাবলি বর্ণনা প্রসঙ্গে বলা হয়েছে : الَّذِينَ هُمْ عَلَىٰ صَلَاتِهِمْ دَائِمُونَ -অর্থাৎ যে নামাজি তার সমগ্র নামাজে নামাজের দিকেই মনোযোগ নিবদ্ধ রাখে ; এদিকে সেদিকে তাকায় না। ইমাম বগভী (র.) বর্ণিত রেওয়ায়েতে আবুল খায়র বলেন : আমি সাহাবী হযরত ওকবা ইবনে আমের (রা.)-কে জিজ্ঞাসা করলাম, এই আয়াতের অর্থ কি এই যে, যারা সর্বক্ষণ নামাজ পড়ে? তিনি বললেন : না, এই অর্থ নয় ; বরং উদ্দেশ্য এই যে, যে ব্যক্তি শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত নামাজের দিকেই নিবিষ্ট থাকে এবং ডানে-বামে ও আগে-পিছে তাকায় না। অতঃপর وَالَّذِينَ هُمْ عَلَىٰ صَلَوٰتِهِمْ يُحَافِظُونَ বাক্যে নামাজ ও নামাজের আদবসমূহের প্রতি যত্নবান হওয়ার কথা বলা হয়েছে। কাজেই বিষয়বস্তুতে পুনরুক্তি নেই। এর পরে উল্লেখিত মুমিনদের গুণাবলি প্রায় তাই, যা সূরা মুমিনুনে বর্ণিত হয়েছে।

জাকাতের পরিমাণ আল্লাহর পক্ষ থেকে নির্ধারিত, তা হ্রাসবৃদ্ধি করার ক্ষমতা কারও নেই : وَالَّذِينَ فِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ مَعْلُومٌ – এই আয়াত থেকে জানা গেল যে, জাকাতের পরিমাণ আল্লাহ তা'আলার পক্ষ থেকে নির্ধারিত, যা রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর কাছ থেকে সহীহ হাদীসসমূহে বর্ণিত আছে। তাই জাকাতের নেসাব ও পরিমাণ উভয়টি আল্লাহ তা'আলার পক্ষ থেকে স্থিরীকৃত। কাল ও অবস্থার পরিবর্তনে এগুলো পরিবর্তিত হতে পারে না।

فَمَنِ ابْتَغَىٰ وَرَاءَ ذَٰلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْعَادُونَ –এর পূর্বের আয়াতে যৌনকামনা চরিতার্থ করার বৈধ পাত্র বিবাহিতা স্ত্রী ও মালিকানাধীন বাঁদী উল্লেখ করা হয়েছে। এই আয়াতে এগুলো ছাড়া যৌনকামনা চরিতার্থ করার প্রত্যেক প্রকারকে নিষিদ্ধ ও অবৈধ ঘোষণা করা হয়েছে।

হস্তমৈথুন করা হারাম : অধিকাংশ ফিকাহবিদ হস্তমৈথুনকেও উপরিউক্ত আয়াতের ব্যাপকতার অন্তর্ভুক্ত করে হারাম সাব্যস্ত করেছেন। ইবনে জুরায়জ বলেন : আমি হযরত আতাকে এ সম্পর্কে প্রশ্ন করলে তিনি মাকরূহ বললেন। তিনি আরও বললেন : আমি শুনেছি, হাশরের ময়দানে কিছু এমন লোক আসবে, যাদের হাত গর্ভবতী হবে। আমার মনে হয় এরাই হস্তমৈথুনকারী। হযরত সাঈদ ইবনে যুবায়র (রা.) বলেন : আল্লাহ তা'আলা এমন এক সম্প্রদায়ের উপর আজাব নাজিল করেছেন, যারা হস্তমৈথুনে লিপ্ত ছিল। এক হাদীসে রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : مَلْعُونٌ مَنْ نَكَحَ يَدَهُ অর্থাৎ সেই ব্যক্তি অভিশপ্ত, যে হাতকে বিবাহ করে। এই হাদীসের সনদ অগ্রাহ্য। –[মাযহারী]

আল্লাহর হক ও সব বান্দার হক আমানতের অন্তর্ভুক্ত : وَالَّذِينَ هُمْ لِأَمَانَاتِهِمْ وَعَهْدِهِمْ رَاعُونَ –এই আয়াতে আমানত শব্দটি বহুবচনে ব্যবহার করা হয়েছে। অন্য এক আয়াতেও তদ্রূপ করা হয়েছে।

আয়াতটি এই : إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا –উভয় আয়াতে বহুবচন ব্যবহার করে ইঙ্গিত করা হয়েছে যে, আমানত কেবল সে অর্থকেই বলে না, যা কেউ আপনার হাতে সোপর্দ করে বরং যেসব ওয়াজিব হক আদায় করা আপনার দায়িত্বে ফরজ, সেগুলো সবই আমানত। এগুলোতে ত্রুটি করা খেয়ানত। এতে নামাজ, রোজা, হজ, জাকাত ইত্যাদি আল্লাহ তা'আলার হকও দাখিল আছে এবং আল্লাহ তা'আলার পক্ষ থেকে বান্দার যেসব হক আপনার উপর ওয়াজিব করা হয়েছে অথবা কোনো লেনদেন ও চুক্তির মাধ্যমে আপনি যেসব হক নিজের উপর ওয়াজিব করে নিয়েছেন, সেগুলোও দাখিল আছে। এগুলো আদায় করা ফরজ এবং এতে ত্রুটি করা খেয়ানতের অন্তর্ভুক্ত। –(মাযহারী)

وَالَّذِينَ هُمْ بِشَهَادَاتِهِمْ قَائِمُونَ এখানেও শাহাদত শব্দটিকে বহুবচন আনার কারণে ইঙ্গিত পাওয়া যায় যে, 'শাহাদত' তথা সাক্ষ্যের অনেক প্রকার আছে এবং প্রত্যেক প্রকার সাক্ষ্য কায়েম রাখা ওয়াজিব। এতে ঈমান, তাওহীদ ও রেসালতের সাক্ষ্যও দাখিল এবং রমজানের চাঁদ, শরিয়তের বিচার-আচার ও পারস্পরিক লেনদেনের সাক্ষ্যও দাখিল আছে। এসব সাক্ষ্য গোপন করা ও এতে কম বেশি করা হারাম। বিশুদ্ধভাবে এগুলোকে কায়েম করা আয়াত দৃষ্টে ফরজ। –(মাযহারী)

শব্দবিশ্লেষণ :

سَأَلَ : সীগাহ واحد مذكر غائب বহছ ماضى معروف বাব فَتَحَ মাসদার اَلسُّؤَالُ মূলবর্ণ (س - ء - ل) জিনস مهموز عين অর্থ– আবেদন করল, জিজ্ঞাসা করল।

مَعَارِجُ : معراج -এর বহুবচন, ইসমে আলা বাব ضَرَبَ মাসদার عُرُوجٌ মূলবর্ণ (ع - ر - ج) জিনস صحيح অর্থ– স্তরসমূহ। সিঁড়িসমূহ। আরোহণ করা, উর্ধ্বগমন করা।

اَلْمُهْلِ : গলিত ধাতু, তেলের গাদ, তলানী, গলিত তামা, তরল খনিজ পদার্থ, গাদ। (জালালাইন)

https://e-ilm.weebly.com/

اَلْعِهْنِ : শব্দটি একবচন, বহুবচন عُهُوْنٌ অর্থ– পশম, রঙিন পশম।

يُبَصَّرُوْنَ : সীগাহ جمع مذكر غائب বহছ مضارع مجهول বাব تَفْعِيْل মাসদার تَبْصِيْرٌ মূলবর্ণ (ب ـ ص ـ ر) জিনস صحيح অর্থ– তাদের দেখা-সাক্ষাৎ করানো হবে।

يَفْتَدِىْ : সীগাহ واحد مذكر غائب বহছ مضارع معروف বাব اِفْتِعَالٌ মাসদার اِفْتِدَاءٌ মূলবর্ণ (ف ـ د ـ ى) জিনস ناقص يائى অর্থ– মুক্তিপণ স্বরূপ দিতে।

تُؤْوِيْهِ : সীগাহ واحد مؤنث غائب বহছ مضارع معروف বাব اِفْعَالٌ মাসদার اِيْوَاءٌ মূলবর্ণ (ا – و – ى) জিনস মুরাক্কাব مهموز فاء এবং لفيف مقرون অর্থ– সে বাস করত। সে তাকে ঠিকানা দিবে। অবস্থান করবে.

لَظٰى : অর্থ- জ্বলন্ত অগ্নি, জাহান্নাম। বাব سَمِعَ মাসদার لَظٰى মূলবর্ণ (ل – ظ – ى) জিনস ناقص يائى অর্থ– জ্বলে উঠা। প্রজ্জ্বলিত হওয়া। শিখায়িত হওয়া।

نَزَّاعَةً : মুবালাগার সীগাহ বাব فَتَحَ মাসদার نَزْعٌ মূলবর্ণ (ن – ز – ع) জিনস صحيح অর্থ– খসিয়ে ফেলবে। উৎপাটনকারী। রিমুভার। টেনে বের করার যন্ত্র।

شَوٰى : বহুবচন; একবচনে شَوَاةٌ অর্থ- কলিজা। মুখের চামড়া। মাথার খুলি।

اَوْعٰى : সীগাহ واحد مذكر غائب বহছ ماضى معروف বাব اِفْعَالٌ মাসদার اِيْعَاءٌ মূলবর্ণ (و – ع – ى) জিনস لفيف مفروق অর্থ– সংরক্ষণ করত।

هَلُوْعًا : মুবালাগার সীগাহ বাব سَمِعَ মাসদার هَلُوْعًا মূলবর্ণ (ه – ل – ع) জিনস صحيح অর্থ– দুর্বলমনা। অস্থির, অধীর, ভীতু।

جَزُوْعًا : সিফাতে মুশাব্বাহ বাব سَمِعَ মাসদার جَزْعٌ মূলবর্ণ (ج – ز – ع) জিনস صحيح অর্থ– সে হায় হুতাশ করে। উৎকণ্ঠিত। দুঃখিত ধৈর্যহারা।

عِزِيْنَ : শব্দটি عِزَةٌ -এর বহুবচন, অর্থ- দলবদ্ধভাবে।

اَجْدَاثِ : শব্দটি جَدَثٌ -এর বহুবচন, অর্থ- কবর সমূহ।

سِرَاعًا : শব্দটি سَرِيْعٌ -এর বহুবচন, অর্থ- দৌড়ে যাচ্ছে, দ্রুত, তাড়াতাড়ি, জলদি।

مُشْفِقُوْنَ : সীগাহ جمع مذكر বহছ اسم فاعل বাব اِفْعَالٌ মাসদার اِشْفَاقٌ মূলবর্ণ (ش ـ ف ـ ق) জিনস صحيح অর্থ– ভয় করে। ভয়কারীগণ।

مَاْمُوْنٍ : সীগাহ واحد مذكر বহছ اسم مفعول বাব سَمِعَ মাসদার اَلْاَمْنُ মূলবর্ণ (أ ـ م ـ ن) জিনস مهموز فاء অর্থ– নির্ভয়ের বস্তু।

مُهْطِعِيْنَ : সীগাহ جمع مذكر বহছ اسم فاعل বাব اِفْعَالٌ মাসদার اِهْطَاعٌ মূলবর্ণ (ه ـ ط ـ ع) জিনস صحيح অর্থ– দৌড়ে আসছে।

مَسْبُوْقِيْنَ : সীগাহ جمع مذكر বহছ اسم مفعول বাব ضَرَبَ মাসদার اَلسَّبْقُ মূলবর্ণ (س ـ ب ـ ق) জিনস صحيح অর্থ– অক্ষম।

يَخُوْضُوْا : সীগাহ جمع مذكر غائب বহছ مضارع مجزوم বাব نَصَرَ মাসদার خَوْضٌ মূলবর্ণ (خ ـ و ـ ض) জিনস اجوف واوى অর্থ– বাক-বিতণ্ডা করবে।

يُوْفِضُوْنَ : সীগাহ جمع مذكر غائب বহছ مضارع معروف বাব اِفْعَالٌ মাসদার اِيْفَاضٌ মূলবর্ণ (و ـ ف ـ ض) জিনস مثال واوى অর্থ– দৌড়ে যাচ্ছে।

বাক্য বিশ্লেষণ :

تَعْرُجُ الْمَلٰٓئِكَةُ وَالرُّوْحُ اِلَيْهِ فِىْ يَوْمٍ كَانَ مِقْدَارُهٗ خَمْسِيْنَ اَلْفَ سَنَةٍ : এখানে تَعْرُجُ ফে'ল الْمَلٰٓئِكَةُ হলো ফায়েল। আর اَلرُّوْحُ টা اَلْمَلٰٓئِكَةُ -এর উপর আতফ হয়েছে। এর দ্বারা হযরত জিবরাঈল (আ.) উদ্দেশ্য। আর اِلَيْهِ টা تَعْرُجُ -এর সাথে متعلق আর فِىْ يَوْمٍ টা উহ্য ফেলের সাথে متعلق হয়েছে। আর كَانَ হলো ফে'লে নাকেস আর مِقْدَارُهٗ তার ইসম। আর خَمْسِيْنَ হলো তার খবর। আর اَلْفَ سَنَةٍ হলো خَمْسِيْنَ -এর تميز অথবা تَعْرُجُ -এর সাথে متعلق। –[ই'রাবুল কুরআন ৮ম খণ্ড : পৃ. ৬৪-৬৫]

https://e-ilm.weebly.com/

سُوْرَةُ نُوْحٍ مَكِّيَّةٌ

সূরা নূহ

মক্কায় অবতীর্ণ; আয়াত- ২৮, রুকূ'- ২

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

পরম করুণাময়, দয়ালু আল্লাহর নামে শুরু করছি

১. আমি নূহকে তাঁর কওমের প্রতি পাঠিয়েছিলাম যে, আপনি স্বীয় কওমকে ভয় প্রদর্শন করুন, তার পূর্বে যে, তাদের প্রতি যন্ত্রণাময় শাস্তি এসে পড়ে।	إِنَّآ أَرْسَلْنَا نُوْحًا إِلٰى قَوْمِهٖٓ أَنْ أَنْذِرْ قَوْمَكَ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَّأْتِيَهُمْ عَذَابٌ أَلِيْمٌ ﴿١﴾
২. তিনি বললেন, হে আমার কওম! আমি তোমাদের জন্য স্পষ্ট ভয় প্রদর্শনকারী।	قَالَ يٰقَوْمِ إِنِّيْ لَكُمْ نَذِيْرٌ مُّبِيْنٌ ﴿٢﴾
৩. তোমরা আল্লাহর ইবাদত কর এবং তাঁকে ভয় কর এবং আমার কথা মান।	أَنِ اعْبُدُوا اللّٰهَ وَاتَّقُوْهُ وَأَطِيْعُوْنِ ﴿٣﴾
৪. আল্লাহ তোমাদের পাপসমূহ ক্ষমা করবেন এবং তোমাদেরকে নির্ধারিত সময় পর্যন্ত অবকাশ দিবেন। আল্লাহর নির্ধারিত সময় যখন আসবে, তখন তা অপসৃত হবে না। কতইনা উত্তম হতো যদি তোমরা বুঝতে!	يَغْفِرْ لَكُمْ مِّنْ ذُنُوْبِكُمْ وَيُؤَخِّرْكُمْ إِلٰٓى أَجَلٍ مُّسَمًّى ۚ إِنَّ أَجَلَ اللّٰهِ إِذَا جَآءَ لَا يُؤَخَّرُ ۘ لَوْ كُنْتُمْ تَعْلَمُوْنَ ﴿٤﴾
৫. নূহ দোয়া করলেন, হে আমার প্রতিপালক! আমি আমার কওমকে রাত্রে ও দিবসে আহ্বান করেছি।	قَالَ رَبِّ إِنِّيْ دَعَوْتُ قَوْمِيْ لَيْلًا وَّنَهَارًا ﴿٥﴾
৬. কিন্তু আমার আহ্বানের দরুন তারা আরো দূরে সরে যাচ্ছে।	فَلَمْ يَزِدْهُمْ دُعَآءِيْٓ إِلَّا فِرَارًا ﴿٦﴾

শাব্দিক অনুবাদ :

১. إِنَّآ أَرْسَلْنَا نُوْحًا আমি নূহকে পাঠিয়েছিলাম إِلٰى قَوْمِهٖٓ তাঁর কওমের প্রতি أَنْ أَنْذِرْ قَوْمَكَ আপনি স্বীয় কওমকে ভয় প্রদর্শন করুন مِنْ قَبْلِ এর পূর্বে যে, أَنْ يَّأْتِيَهُمْ عَذَابٌ أَلِيْمٌ তাদের প্রতি যন্ত্রণাময় শাস্তি এসে পড়ে।

২. قَالَ তিনি বললেন يٰقَوْمِ হে আমার কওম إِنِّيْ لَكُمْ আমি তোমাদের জন্য نَذِيْرٌ مُّبِيْنٌ স্পষ্ট ভয় প্রদর্শনকারী।

৩. أَنِ اعْبُدُوا اللّٰهَ তোমরা আল্লাহর ইবাদত কর وَاتَّقُوْهُ এবং তাঁকে ভয় কর وَأَطِيْعُوْنِ এবং আমার কথা মানো।

৪. يَغْفِرْ لَكُمْ مِّنْ ذُنُوْبِكُمْ আল্লাহ তোমাদের পাপসমূহ ক্ষমা করবেন وَيُؤَخِّرْكُمْ এবং তোমাদেরকে অবকাশ দিবেন إِلٰٓى أَجَلٍ مُّسَمًّى নির্ধারিত সময় পর্যন্ত إِنَّ أَجَلَ اللّٰهِ إِذَا جَآءَ আল্লাহর নির্ধারিত সময় যখন আসবে لَا يُؤَخَّرُ তখন তা অপসৃত হবে না لَوْ كُنْتُمْ تَعْلَمُوْنَ কতইনা উত্তম হতো যদি তোমরা বুঝতে।

৫. قَالَ رَبِّ নূহ দোয়া করলেন, হে আমার প্রতিপালক إِنِّيْ دَعَوْتُ قَوْمِيْ আমি আমার কওমকে আহ্বান করেছি لَيْلًا وَّنَهَارًا রাত্রে ও দিবসে।

৬. فَلَمْ يَزِدْهُمْ دُعَآءِيْٓ কিন্তু আমার আহ্বানের দরুন তারা إِلَّا فِرَارًا আরো দূরে সরে যাচ্ছে।

https://e-ilm.weebly.com/

৭. আর আমি যখনই তাদেরকে ডেকেছি যে, আপনি তাদেরকে ক্ষমা করে দিবেন, তখনই তারা নিজ নিজকর্ণসমূহে স্ব স্ব অঙ্গুলি ঢুকিয়ে দিল এবং তাদের বস্ত্রসমূহ নিজেদের উপর জড়িয়ে নিল, আর তারা হঠকারিতা করল এবং চরম স্তরের অহংকার করল।	وَاِنِّیْ كُلَّمَا دَعَوْتُهُمْ لِتَغْفِرَ لَهُمْ جَعَلُوْٓا اَصَابِعَهُمْ فِیْٓ اٰذَانِهِمْ وَاسْتَغْشَوْا ثِیَابَهُمْ وَاَصَرُّوْا وَاسْتَكْبَرُوا اسْتِكْبَارًا ﴿۷﴾
৮. অনন্তর আমি তাদেরকে প্রকাশ্যে আহ্বান করলাম।	ثُمَّ اِنِّیْ دَعَوْتُهُمْ جِهَارًا ﴿۸﴾
৯. অতঃপর আমি তাদেরকে প্রকাশ্যেও বুঝিয়েছি এবং সম্পূর্ণ গোপনেও বুঝিয়েছি।	ثُمَّ اِنِّیْٓ اَعْلَنْتُ لَهُمْ وَاَسْرَرْتُ لَهُمْ اِسْرَارًا ﴿۹﴾
১০. আর আমি বলেছি যে, তোমরা স্বীয় রব কর্তৃক নিজেদের পাপ ক্ষমা করিয়ে নাও। নিঃসন্দেহে তিনি অতিশয় ক্ষমাশীল।	فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوْا رَبَّكُمْ ؕ اِنَّهٗ كَانَ غَفَّارًا ﴿۱۰﴾
১১. তিনি তোমাদের উপর প্রচুর বৃষ্টি বর্ষণ করবেন।	یُّرْسِلِ السَّمَآءَ عَلَیْكُمْ مِّدْرَارًا ﴿۱۱﴾
১২. এবং তোমাদেরকে ধন সম্পদ ও সন্তান সন্ততি দ্বারা সমৃদ্ধ করবেন, আর তোমাদের জন্য উদ্যানসমূহ স্থাপন করবেন এবং তোমাদের জন্য নহরসমূহ প্রবাহিত করে দিবেন।	وَّیُمْدِدْكُمْ بِاَمْوَالٍ وَّبَنِیْنَ وَیَجْعَلْ لَّكُمْ جَنّٰتٍ وَّیَجْعَلْ لَّكُمْ اَنْهٰرًا ﴿۱۲﴾
১৩. তোমাদের কী হলো যে, তোমরা আল্লাহর মহত্ত্বে বিশ্বাসী হচ্ছো না?	مَا لَكُمْ لَا تَرْجُوْنَ لِلّٰهِ وَقَارًا ﴿۱۳﴾
১৪. অথচ তিনি তোমাদেরকে পর্যায়ক্রমে সৃষ্টি করেছেন।	وَقَدْ خَلَقَكُمْ اَطْوَارًا ﴿۱۴﴾

শাব্দিক অনুবাদ :

৭. وَاِنِّیْ كُلَّمَا دَعَوْتُهُمْ আমি যখনই তাদেরকে ডেকেছি যে, لِتَغْفِرَ لَهُمْ আপনি তাদেরকে ক্ষমা করে দিবেন جَعَلُوْٓا اَصَابِعَهُمْ তখনই তারা স্ব স্ব অঙ্গুলি ঢুকিয়ে দিল فِیْٓ اٰذَانِهِمْ নিজ নিজ কর্ণসমূহে وَاسْتَغْشَوْا ثِیَابَهُمْ এবং তাদের বস্ত্রসমূহ নিজেদের উপর জড়িয়ে নিল وَاَصَرُّوْا আর তারা হঠকারিতা করল وَاسْتَكْبَرُوا اسْتِكْبَارًا এবং চরম স্তরের অহংকার করল।

৮. ثُمَّ اِنِّیْ دَعَوْتُهُمْ অনন্তর আমি তাদেরকে আহ্বান করলাম جِهَارًا প্রকাশ্যে।

৯. ثُمَّ اِنِّیْٓ اَعْلَنْتُ لَهُمْ অতঃপর আমি তাদেরকে প্রকাশ্যেও বুঝিয়েছি وَاَسْرَرْتُ لَهُمْ اِسْرَارًا এবং সম্পূর্ণ গোপনেও বুঝিয়েছি।

১০. فَقُلْتُ আর বলেছি যে, اسْتَغْفِرُوْا رَبَّكُمْ তোমরা স্বীয় রব কর্তৃক নিজেদের পাপ ক্ষমা করিয়ে নাও اِنَّهٗ كَانَ غَفَّارًا নিঃসন্দেহে তিনি অতিশয় ক্ষমাশীল।

১১. یُّرْسِلِ السَّمَآءَ তিনি বর্ষণ করবেন عَلَیْكُمْ مِّدْرَارًا তোমাদের উপর প্রচুর বৃষ্টি।

১২. وَّیُمْدِدْكُمْ بِاَمْوَالٍ وَّبَنِیْنَ এবং তোমাদেরকে ধন সম্পদ ও সন্তান-সন্ততি দ্বারা সমৃদ্ধ করবেন وَیَجْعَلْ لَّكُمْ جَنّٰتٍ আর তোমাদের জন্য উদ্যানসমূহ স্থাপন করবেন وَّیَجْعَلْ لَّكُمْ اَنْهٰرًا এবং তোমাদের জন্য নহর সমূহ প্রবাহিত করে দিবেন।

১৩. مَا لَكُمْ তোমাদের কি হলো যে, لَا تَرْجُوْنَ لِلّٰهِ وَقَارًا তোমরা আল্লাহর মহত্ত্বে বিশ্বাসী হচ্ছো না।

১৪. وَقَدْ خَلَقَكُمْ অথচ তিনি তোমাদেরকে সৃষ্টি করেছেন اَطْوَارًا পর্যায়ক্রমে।

https://e-ilm.weebly.com/

১৫. তোমাদের কি জানা নেই যে, আল্লাহ কিরূপে সাত আসমানকে স্তরে স্তরে সৃষ্টি করেছেন?	أَلَمْ تَرَوْا كَيْفَ خَلَقَ اللّٰهُ سَبْعَ سَمٰوٰتٍ طِبَاقًا ﴿١٥﴾
১৬. আর তাতে চন্দ্রকে জ্যোতি [-র্ময়বস্তু] বানিয়েছেন, আর সূর্যকে প্রদীপ [-এর ন্যায়] করেছেন।	وَّجَعَلَ الْقَمَرَ فِيهِنَّ نُورًا وَّجَعَلَ الشَّمْسَ سِرَاجًا ﴿١٦﴾
১৭. আর আল্লাহ তোমাদেরকে জমিন হতে এক বিশেষ পদ্ধতিতে সৃষ্টি করেছেন।	وَاللّٰهُ أَنْۢبَتَكُمْ مِّنَ الْأَرْضِ نَبَاتًا ﴿١٧﴾
১৮. অনন্তর তোমাদেরকে পুনরায় জমিনেই উপনীত করবেন এবং [পুনরায় তা হতে] তোমাদেরকে বাইরে আনয়ন করবেন।	ثُمَّ يُعِيدُكُمْ فِيهَا وَيُخْرِجُكُمْ إِخْرَاجًا ﴿١٨﴾
১৯. আর আল্লাহ তোমাদের জন্য জমিনকে বিছানা [-স্বরূপ] করেছেন।	وَاللّٰهُ جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ بِسَاطًا ﴿١٩﴾
২০. যেন তোমরা তার মুক্ত পথসমূহে চলাফেরা কর।	لِّتَسْلُكُوا مِنْهَا سُبُلًا فِجَاجًا ﴿٢٠﴾ ع
২১. নূহ বললেন, হে আমার প্রতিপালক! তারা আমার কথা মানেনি এবং এমন লোকদের অনুসরণ করেছি, যাদের ধনসম্পদ ও সন্তান সন্ততি তাদের ক্ষতিই বৃদ্ধি করেছে।	قَالَ نُوحٌ رَّبِّ إِنَّهُمْ عَصَوْنِي وَاتَّبَعُوا مَنْ لَّمْ يَزِدْهُ مَالُهُ وَوَلَدُهُ إِلَّا خَسَارًا ﴿٢١﴾
২২. আর যারা বড় বড় ষড়যন্ত্র করেছিল।	وَمَكَرُوا مَكْرًا كُبَّارًا ﴿٢٢﴾
২৩. আর যারা বলেছিল তোমরা তোমাদের উপাস্যদের কখনো ত্যাগ করো না, আর না ওয়াদ্দকে আর না সুও'আকে, আর না ইয়াগূস ও ইয়াঊক এবং নাসরকে।	وَقَالُوا لَا تَذَرُنَّ اٰلِهَتَكُمْ وَلَا تَذَرُنَّ وَدًّا وَّلَا سُوَاعًا ۙ وَّلَا يَغُوثَ وَيَعُوقَ وَنَسْرًا ﴿٢٣﴾

শাব্দিক অনুবাদ :

১৫. اَلَمْ تَرَوْا তোমাদের কি জানা নেই كَيْفَ خَلَقَ اللّٰهُ আল্লাহ কিরূপে সৃষ্টি করেছেন سَبْعَ سَمٰوٰتٍ সাত আসমানকে طِبَاقًا স্তরে স্তরে।

১৬. وَجَعَلَ الْقَمَرَ فِيهِنَّ نُورًا আর তাতে চন্দ্রকে জ্যোতি (-র্ময়বস্তু) বানিয়েছেন وَجَعَلَ الشَّمْسَ سِرَاجًا আর সূর্যকে প্রদীপ (এর ন্যায়) করেছেন।

১৭. وَاللّٰهُ اَنْۢبَتَكُمْ আল্লাহ তোমাদেরকে সৃষ্টি করেছেন مِنَ الْاَرْضِ জমিন হতে نَبَاتًا এক বিশেষ পদ্ধতিতে।

১৮. ثُمَّ يُعِيدُكُمْ فِيهَا অনন্তর তোমাদেরকে পুনরায় জমিনেই উপনীত করবেন وَيُخْرِجُكُمْ اِخْرَاجًا এবং তোমাদেরকে বাইরে আনয়ন করবেন।

১৯. وَاللّٰهُ جَعَلَ لَكُمُ আল্লাহ তোমাদের জন্য করেছেন الْاَرْضَ জমিনকে بِسَاطًا বিছানা স্বরূপ।

২০. لِتَسْلُكُوا যেন তোমরা চলাফেরা কর مِنْهَا سُبُلًا فِجَاجًا তার মুক্ত পথসমূহে।

২১. قَالَ نُوحٌ হযরত নূহ (আ.) বললেন رَبِّ হে আমার প্রতিপালক اِنَّهُمْ عَصَوْنِي তারা আমার কথা মানেনি وَاتَّبَعُوا এবং এমন লোকদের অনুসরণ করেছে مَنْ لَّمْ يَزِدْهُ مَالُهُ وَوَلَدُهُ اِلَّا خَسَارًا যাদের ধন সম্পদ ও সন্তান-সন্ততি তাদের ক্ষতিই বৃদ্ধি করেছে।

২২. وَمَكَرُوا আর যারা ষড়যন্ত্র করেছিল مَكْرًا كُبَّارًا বড় বড় ষড়যন্ত্র।

২৩. وَقَالُوا আর যারা বলেছিল لَا تَذَرُنَّ اٰلِهَتَكُمْ তোমরা তোমাদের উপাস্যদের কখনো ত্যাগ করো না وَلَا تَذَرُنَّ وَدًّا وَّلَا سُوَاعًا আর না ওয়াদ্দকে আর না সুও'আকে। وَلَا يَغُوثَ وَيَعُوقَ وَنَسْرًا আর না ইয়াগুছ ও ইয়াউক এবং নাসরকে।

https://e-ilm.weebly.com/

وَقَدْ اَضَلُّوْا كَثِيْرًا ۚ وَلَا تَزِدِ الظّٰلِمِيْنَ اِلَّا ضَلٰلًا ﴿٢٤﴾

২৪. আর তারা অনেককে পথভ্রষ্ট করে ফেলেছে, আর এই জালিমদের পথভ্রষ্টতা আরো বর্ধিত করে দিন।

مِمَّا خَطِيْٓـٰٔتِهِمْ اُغْرِقُوْا فَاُدْخِلُوْا نَارًا ۙ فَلَمْ يَجِدُوْا لَهُمْ مِّنْ دُوْنِ اللّٰهِ اَنْصَارًا ﴿٢٥﴾

২৫. তাদের ঐ সমস্ত পাপের দরুনই তাদেরকে নিমজ্জিত করে দেওয়া হলো, অতঃপর দোজখে প্রবিষ্ট করা হলো আর তারা আল্লাহ ব্যতীত অন্য কোনো সাহায্যকও প্রাপ্ত হয়নি।

وَقَالَ نُوْحٌ رَّبِّ لَا تَذَرْ عَلَى الْاَرْضِ مِنَ الْكٰفِرِيْنَ دَيَّارًا ﴿٢٦﴾

২৬. আর নূহ (আ.) বললেন, হে আমার প্রতিপালক! কাফেরদের মধ্যে হতে জমিনের উপর একজনকেও অবশিষ্ট রাখবেন না।

اِنَّكَ اِنْ تَذَرْهُمْ يُضِلُّوْا عِبَادَكَ وَلَا يَلِدُوْٓا اِلَّا فَاجِرًا كَفَّارًا ﴿٢٧﴾

২৭. যদি আপনি তাদেরকে ভূপৃষ্ঠে থাকতে দেন তবে তারা আপনার বান্দাগণকে বিভ্রান্তই করবে এবং তাদের শুধু দুষ্কার্যকারী ও কাফের সান্তানই ভূমিষ্ট হবে।

رَبِّ اغْفِرْ لِيْ وَلِوَالِدَيَّ وَلِمَنْ دَخَلَ بَيْتِيَ مُؤْمِنًا وَّلِلْمُؤْمِنِيْنَ وَالْمُؤْمِنٰتِ ۗ وَلَا تَزِدِ الظّٰلِمِيْنَ اِلَّا تَبَارًا ﴿٢٨﴾

২৮. হে আমার প্রতিপালক! ক্ষমা করুন আমাকে এবং আমার মাতাপিতাকে, আর যে মুমিন হওয়া অবস্থায় আমার পরিজনের অন্তর্ভুক্ত রয়েছে, তাকে; আর সমস্ত মুসলমান পুরুষ ও মুসলমান নারীকেও। আর এ জালিমদের ধ্বংস হওয়াকে আরো বর্ধিত করে দিন।

শাব্দিক অনুবাদ :

২৪. وَقَدْ اَضَلُّوْا كَثِيْرًا আর তারা অনেককে পথভ্রষ্ট করে ফেলেছে, وَلَا تَزِدِ الظّٰلِمِيْنَ اِلَّا ضَلٰلًا আর এই জালিমদের পথভ্রষ্টতা আরো বর্ধিত করে দিন।

২৫. مِمَّا خَطِيْٓـٰٔتِهِمْ তাদের ঐ সমস্ত পাপের কারণেই اُغْرِقُوْا তাদেরকে নিমজ্জিত করে দেওয়া হলো فَاُدْخِلُوْا نَارًا অতঃপর দোজখে প্রবিষ্ট করা হলো فَلَمْ يَجِدُوْا لَهُمْ আর তারা প্রাপ্ত হয়নি مِّنْ دُوْنِ اللّٰهِ আল্লাহ ব্যতীত اَنْصَارًا কোনো সহায়কও।

২৬. وَقَالَ نُوْحٌ আর নূহ বললেন رَّبِّ হে আমার প্রতিপালক! لَا تَذَرْ عَلَى الْاَرْضِ জমিনের উপর অবশিষ্ট রাখবেন না مِنَ الْكٰفِرِيْنَ دَيَّارًا কাফেরদের মধ্য হতে একজনকেও।

২৭. اِنَّكَ اِنْ تَذَرْهُمْ যদি আপনি তাদেরকে ভূপৃষ্ঠে থাকতে দেন يُضِلُّوْا عِبَادَكَ তবে তারা আপনার বান্দাগণকে বিভ্রান্তই করবে وَلَا يَلِدُوْٓا اِلَّا فَاجِرًا كَفَّارًا এবং তাদের শুধু দুষ্কার্যকারী ও কাফের সন্তানই ভূমিষ্ঠ হবে।

২৮. رَبِّ اغْفِرْ لِيْ হে আমার প্রতিপালক! ক্ষমা করুন আমাকে وَلِوَالِدَيَّ এবং আমার মাতা-পিতাকে وَلِمَنْ دَخَلَ بَيْتِيَ مُؤْمِنًا আর যে মুমিন হওয়া অবস্থায় আমার পরিজনের অন্তর্ভুক্ত রয়েছে তাকে وَّلِلْمُؤْمِنِيْنَ وَالْمُؤْمِنٰتِ আর সমস্ত মুসলমান পুরুষ ও মুসলমান নারীকেও। وَلَا تَزِدِ الظّٰلِمِيْنَ اِلَّا تَبَارًا আর ঐ জালিমদের ধ্বংস হওয়াকে আরো বর্ধিত করে দিন।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

সূরাটির নামকরণের কারণ : আলোচ্য সূরাটির নাম হলো 'নূহ'। অত্র সূরার প্রথম হতে শেষ পর্যন্ত হযরত নূহ (আ.) ও তাঁর সম্প্রদায়ের ঘটনাবলি আলোচিত হয়েছে বিধায় এ নামে নামকরণ করা হয়েছে। এতে ২টি রুকূ', ২৮টি আয়াত, ২২৪টি বাক্য এবং ৯২৯টি অক্ষর রয়েছে।

https://e-ilm.weebly.com/

অবতীর্ণের সময়কাল : এ সূরাটি মক্কা শরীফে অবতারিত প্রাথমিক সূরাসমূহের মধ্যে পরিগণিত। অত্র সূরা অবতীর্ণের সঠিক সময়কালটি কখন তা বলা যায় না; কিন্তু বিষয়বস্তু হতে অনুমান হয় যে, মক্কায় কাফেরদের ইসলাম ও মহানবীর প্রতি বিরোধিতা যখন তীব্র আকার ধারণ করেছিল, তখনই প্রাচীন ইতিহাস হতে তাদের শিক্ষা গ্রহণের উদ্দেশ্যে আল্লাহ তা'আলা এ সূরা অবতীর্ণ করেন।

বিষয়বস্তু ও সারমর্ম : এ সূরাতে হযরত নূহ (আ.)-এর কাহিনী উল্লেখ হয়েছে; কিন্তু তা সাধারণ কাহিনী রূপে নয়। মক্কার কুরাইশ কাফেরদেরকে সতর্ককরণে যেটুকু বিষয়বস্তু আলোচনার প্রয়োজন ছিল, ঠিক ততটুকুই আলোচনা করা হয়েছে। এ কাহিনীতে বলা হয়েছে যে, হযরত নূহ (আ.)-এর সময় তখনকার জনগণ ও সমাজপতিগণ যে আচার-আচরণ ও ভূমিকা গ্রহণ করেছিল, তোমরাও ঠিক অনুরূপ ভূমিকা গ্রহণ করেছ। অতএব তাদের যে পরিণতি ঘটেছে, তোমাদেরও অনুরূপ নির্মম পরিণতির সম্মুখীন হওয়া বিচিত্র নয়। প্রথম থেকে ১৪ নং আয়াতে আল্লাহ তা'আলা হযরত নূহ (আ.)-কে তাঁর সম্প্রদায়ের উপর আজাব আপতিত না হওয়া পর্যন্ত দীনের দাওয়াত দেওয়ার নির্দেশ দিয়েছেন। হযরত নূহ (আ.) আল্লাহর নির্দেশ মাফিক স্বীয় পরিচয় তুলে ধরে তাদের কাছে আল্লাহর দাসত্ব, নবীর আনুগত্য এবং আল্লাহ ভীরুতা অবলম্বন, এ তিন দফা দাওয়াত পেশ করলেন। আর তিনি বললেন, এ দাওয়াত গ্রহণ করলে আল্লাহ তা'আলা তোমাদের গোনাহ ক্ষমা করবেন এবং নির্দিষ্ট একটি সময়কাল পর্যন্ত অবকাশ দিবেন; কিন্তু তাঁর নির্ধারিত সময়কালটির আগমন হলে তোমাদেরকে আর কোনো অবকাশ দেওয়া হবে না। হযরত নূহ (আ.) দিবারাত্রি গোপনে প্রকাশ্যে কৌশল অবলম্বন করে স্বীয় সম্প্রদায়কে দীনের পথে আনার চেষ্টা করেন; কিন্তু তাদের বোধোদয় হলো না। তারা হযরত নূহ (আ.)-এর কথা শুনলেই কানে আঙ্গুল দিত এবং মুখমণ্ডল ঢেকে সরে পড়ত। তারা ঔদ্ধত্য প্রদর্শন করতে লাগল। সমাজপতিগণ অহংকার ও দাম্ভিকতাসহ এ আন্দোলন ও দাওয়াতের বিরোধিতায় অবিচল রইল। হযরত নূহ (আ.) বললেন, তোমরা এ তিন দফা দাওয়াত মনে-প্রাণে গ্রহণ করো এবং তোমাদের প্রতিপালকের নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করো। তিনি মহাক্ষমাশীল এবং তোমাদের জন্য আসমান হতে বৃষ্টি বর্ষণ করে দেশকে সুজলা-সুফলা করে তুলবেন। তোমাদেরকে প্রচুর ধন-সম্পদ ও সন্তান-সন্ততি দান করবেন।

১৫ থেকে ২০ নং আয়াতে আল্লাহ তা'আলা বিশ্বলোক সৃষ্টি, মানুষকে পর্যায়ক্রমে সৃষ্টি, আকাশকে সপ্তস্তরে বিন্যস্তকরণ, চন্দ্র-সূর্য সৃষ্টির উপকারিতা, উদ্ভিদের ন্যায় মানুষকে মাটি দ্বারা সৃষ্টি করে ক্রমোন্নতি দান, সে মাটিতেই বিলীন হওয়া এবং ঐ মাটি হতেই পুনরায় উত্থিত হওয়া। পৃথিবীতে সুবিস্তৃত করে মানুষের চলাচলের উপযোগী করা ইত্যাদি বিষয় আলোচনা করে আল্লাহ তা'আলা স্বীয় কুদরত, মহত্ত্ব, সার্বভৌমত্ব এবং একচ্ছত্র আধিপত্যকে হযরত নূহ (আ.)-এর মুখে তৎকালীন লোকদের কাছে তুলে ধরেছেন।

২১ থেকে ২৫ নং আয়াতে বলা হয়েছে, হযরত নূহ (আ.) স্বীয় সম্প্রদায়ের হেদায়েতের ব্যাপারে চরম নৈরাশ্যজনক অবস্থায় উপনীত হয়ে বললেন– 'হে আমার প্রতিপালক! আমার জনগণ আমার অবাধ্য। তারা সমাজপতি ও গোত্রীয় সরদারদের কথা মেনে চলছে। অথচ তাদের ধনসম্পদ ও সন্তানসন্ততি তাদের ক্ষতি ও ধ্বংসকারিতাই ডেকে আনছে। সমাজপতিগণ আমার ও দীনি আন্দোলনের বিরোধিতায় সোচ্চারকণ্ঠ এবং কঠিন ষড়যন্ত্রে লিপ্ত। তারা জনগণকে উদ্দা, সুওয়া, ইয়াগুস, ইয়াউক ও নসর প্রতিমার পূজা পরিত্যাগ না করার জন্য কঠোরভাবে নিষেধ করে আসছে। তারা বহু মানুষকে এ পথে বিভ্রান্ত করেছে। সুতরাং আল্লাহ তা'আলা শিরক-এর অপরাধে তাদেরকে মহা প্লাবনের পানিতে নিমজ্জিত করে ধ্বংস করলেন। এটাই ছিল তাদের পার্থিব শাস্তি। আর পরকালে তাদেরকে নিক্ষেপ করবেন জ্বলন্ত অনলকুণ্ডে।

২৬ থেকে ২৮ নং পর্যন্ত আয়াতে হযরত নূহ (আ.) চরম নৈরাশ্যজনক পরিস্থিতিতে তাঁর সম্প্রদায়ের বেঈমানদেরকে ধ্বংস করার জন্য যে বদদোয়া করেছেন, তা তুলে ধরা হয়েছে। হযরত নূহ (আ.) প্রার্থনা করলেন– হে আমার প্রতিপালক! আমার সম্প্রদায়ের বেঈমানগণকে গজবে নিপতিত করে সমূলে ধ্বংস করুন। একটিকেও অব্যাহতি দিবেন না। কোনোটিকে অব্যাহতি দিলে তারা আপনার ঈমানদার বান্দাগণকে বিভ্রান্ত করবে এবং দুষ্কৃতকারী ও কাফের-বেঈমান জন্ম দিয়ে দুনিয়াকে শিরকী ও পাপাচারে ভরে ফেলবে। আপনি আমাকে এবং আমার পিতা-মাতাকে ও আমার সঙ্গী-সাথি ঈমানদারগণকে, আর সকল যুগের মুসলিম নর-নারীগণকে আপনার করুণায় ক্ষমা করে দিন, আপনি মহাক্ষমাশীল ও করুণাময়।

সংক্ষিপ্তভাবে হযরত নূহ (আ.)-এর ঘটনা : হযরত নূহ (আ.) হলেন হযরত ইদরীস (আ.)-এর বংশধর নবী। তাঁর প্রকৃত নাম ছিল আব্দুল গাফফার। তবে তিনি স্বীয় নেক আমলের স্বল্পতা এবং আল্লাহর ভয়ে ভীত হয়ে সর্বদা কান্নাকাটি করতে থাকতেন, তাই তার নাম হয়ে গেল نُوْح। তাঁর যুগের মানুষের মধ্যে কুফরি ও শিরক সীমাহীনভাবে বেড়ে গেল। আল্লাহ তা'আলা তখন হযরত নূহ (আ.)-কে পয়গম্বর বানিয়ে মানুষদের হেদায়েতের জন্য পাঠালেন। প্রথমে মানুষদেরকে আল্লাহর পথে আস্তে আস্তে বুঝিয়ে আনতে শুরু করলেন। এভাবে বৎসরের পর বৎসর যুগের পর যুগ চলে যেতে লাগল,

https://e-ilm.weebly.com/

কিন্তু মানুষ কিছুতেই তাঁর কথার প্রতি লক্ষ্য করছিল না; বরং তাদের কুফরির পর্যায় বৃদ্ধি পেতে লাগল। সারা জীবনে তিনি মাত্র ৮০ জন মানুষকে হেদায়েত করতে সক্ষম হয়েছিলেন। একদা তিনি তাঁর সম্প্রদায়ের প্রতি অত্যন্ত অসন্তুষ্ট হয়ে তাদেরকে চিরতরে ধ্বংস করে দেওয়ার জন্য আল্লাহর দরবারে দোয়া করলেন, যখন তিনি আল্লাহর পক্ষ হতে ওহীর মাধ্যমে এবং তাদের অবস্থা পরীক্ষা-নিরীক্ষার মাধ্যমে বুঝতে পারলেন যে, তারা হেদায়েত কবুল করবে না। আর তাদের বংশধরগণও ঈমান গ্রহণ করবে না। তখন আল্লাহর পক্ষ হতে বৃক্ষ রোপণের নির্দেশ মোতাবেক বৃক্ষ রোপণ করলেন। ৪০ বছর পর সে বৃক্ষের দ্বারা তাঁকে নৌকা বানানোর নির্দেশ প্রদান করা হলো। ৬০০ গজ লম্বা এবং ৩০০ গজ চওড়া নৌকা বানানো হলো এবং আল্লাহর সৃষ্টি জগতের সকল প্রকার জীব জন্তুর এক এক জোড়া নৌকায় উঠিয়ে নেওয়ার নির্দেশ প্রাপ্ত হলেন, যাতে نَسْل বিনষ্ট না হয়। যখন নৌকা তৈরি করছিলেন, তখনো কাফেরগণ তার সম্মুখে এসে নৌকা বানাতে দেখে বলত হে নূহ! তুমি কি নবুয়ত হারিয়ে মিস্ত্রি হয়ে গেছ? কি পয়গম্বরীর কাজ সমাপ্ত করেছ? আবার কখনো বলত, বড় মিঞা, নৌকা তো তৈরি করছ তবে পানি কোথা হতে আনয়ন করবেন? যা হোক হযরত নূহ (আ.) আল্লাহর হুকুমে ঈমানদারদেরকে এবং সমস্ত সৃষ্টিকুলের এক এক জোড়া নিয়ে নৌকায় উঠে গেলেন। তাদের নাফরমানির কারণে অনবরত ৪০ দিন পর্যন্ত তুফান ও তুফান বৃষ্টি বর্ষণ হলো এবং সকল নদী-নালা ভরে পাহাড়-পর্বত পর্যন্ত ৪০ গজ পানির নিচে তলিয়ে গেল। فَكَانَ مِنَ الْمُغْرَقِيْنَ হযরত নূহ (আ.) নৌকায় সওয়ার হওয়ার পূর্বে তাঁর ছেলে কেনানকে নৌকায় আরোহণ করতে আহ্বান করলেন। তার ছেলে তখন উত্তর দিল আমি পাহাড়ের আশ্রয়ে থাকবো, যাতে পানির প্লাবন হতে রক্ষা পেয়ে যাবো। শেষ পর্যন্ত সেও ডুবে মরল। অপর দিকে আল্লাহ তা'আলা তাঁর দোয়া اِنَّ ابْنِيْ مِنْ اَهْلِيْ الخ -এর প্রেক্ষিতে উত্তর দিলেন اِنَّهُ لَيْسَ مِنْ اَهْلِكَ اِنَّهُ عَمَلٌ غَيْرُ صَالِحٍ فَلَا تَسْئَلْنِيْ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ اِنِّيْٓ اَعِظُكَ اَنْ تَكُوْنَ مِنَ الْجَاهِلِيْنَ - এরপর হযরত নূহ (আ.) পুনঃ আল্লাহর নিকট উক্ত দোয়া হতে ক্ষমা চেয়ে নিলেন।

যখন তাঁর নৌকা কা'বা শরীফের বরাবর উপস্থিত হলো এবং جُوْدِيْ পাহাড়ের তলায় এসে পৌছল, তখন ছয়মাস সময় তুফানের পর অতিবাহিত হয়ে গেল এবং তুফান বন্ধ হয়ে গেল। পুনরায় তাঁর ঔরস থেকেই পৃথিবীতে মানুষ সৃষ্টি হতে লাগল, তুফানের পরবর্তী বংশধর তাঁর তিন ছেলের ঔরস মাত্র।

১. সাম (سَامْ) আরব ও পারস্য অধিবাসীদের পূর্বপুরুষ।
২. হাম (حَامْ) সুদান, হিন্দু, সিন্ধু, কিবতী ইত্যাদির পূর্বপুরুষ।
৩. ইয়াফাস (يَافِسْ) তুরকী, চীন, ইয়াজুজ মাজুজ ইত্যাদিদের পূর্বপুরুষ।

এ জন্যই হযরত নূহ (আ.)-কে اٰدَمْ ثَانِيْ বলা হয়। অথবা, نَجِيُّ اللهِ شَيْخُ الْاَنْبِيَاءِ ও বলা হয়। দিবারাত্র তিনি তিনশত রাকাত নামাজ আদায় করতেন, তাঁর বয়স ছিল ১ হাজার চারশত বছর, অথবা নয়শত পঞ্চাশ বছর ছিল। তিনি অসুস্থ হয়ে ইন্তেকাল করেছেন। তাঁর লাশ মুবারক بَيْتُ الْمَقْدِسِ শরীফে দাফন করা হয়েছে।

নূহ শব্দটির অর্থ : নূহ শব্দটি অনারবীয় শব্দ। কিরমানি বলেন, এটা সুরিয়ানী ভাষার শব্দ। তার অর্থ হচ্ছে– নিশ্চুপ, অবিচল, স্থির। এ শব্দটি তিন অক্ষর বিশিষ্ট এবং মধ্যের অক্ষর সাকিন হওয়ার কারণে মুনসারিফ হয়েছে। কেউ কেউ বলেন, نُوْحْ শব্দের অর্থ হচ্ছে– অতিশয় কাকুতি মিনতি করা, ক্রন্দন করা। তিনি অতিশয় কাকুতি মিনতি ও ক্রন্দন করতেন বলে তাঁকে নূহ নামে ডাকা হয়। –[রূহুল মা'আনী]

হযরত নূহ (আ.) কি রাসূল ছিলেন? 'কাওমে নূহ' কারা? : আল্লাহ তা'আলা বলেছেন, 'নিশ্চয় আমি নূহকে তাঁর সম্প্রদায়ের নিকট রাসূল করে পাঠিয়েছিলাম।' হযরত নূহ (আ.) কি রাসূল ছিলেন এবং হযরত নূহ (আ.)-এর সম্প্রদায় কারা? এ প্রশ্নের জবাবে বলা যায় যে, আল্লাহ তা'আলা বলেছেন– اِنَّا اَرْسَلْنَا نُوْحًا এ কথায় বুঝা যায় হযরত নূহ (আ.) রাসূল বা প্রেরিত। তিনি রাসূল ছিলেন এবং রেসালতের দায়িত্ব তাঁকে দেওয়া হয়েছিল এটা সর্বসম্মত অভিমত। -[কুরতুবী, রূহুল মা'আনী]

হযরত নূহ (আ.) -এর কওম সম্পর্কে কয়েকটি অভিমত লক্ষ্য করা যায়। কেউ কেউ বলেন, হযরত নূহ (আ.) -এর কওম হচ্ছে, জাযীরাতুল আরবের অধিবাসীগণ। তদানীন্তন কালে যারা আরব উপদ্বীপে বাস করত তারাই ছিল হযরত নূহ (আ.)-এর সম্প্রদায়। কেউ কেউ বলেন, হযরত নূহ (আ.) -এর কওম হয়েছে যারা জাযীরাতুল আরব এবং তার পার্শ্ববর্তী এলাকায় বসবাস করতেন তারা। কেউ কেউ বলেন, যারা কূফা এবং কূফার পার্শ্ববর্তী এলাকাসমূহের অধিবাসী ছিলেন তারাই হযরত নূহ (আ.)-এর কওম। –[রূহুল মা'আনী]

يَغْفِرْ لَكُمْ مِنْ ذُنُوْبِكُمْ : مِنْ অব্যয়টি প্রায়শঃ কতক অর্থ জ্ঞাপন করার জন্যে ব্যবহৃত হয়। এই অর্থে আয়াতের উদ্দেশ্য এই যে, ঈমান আনলে তোমাদের কতক গোনাহ অর্থাৎ আল্লাহ তা'আলার হক সম্পর্কিত গোনাহ মাফ হয়ে যাবে। কেননা বান্দার হক

https://e-ilm.weebly.com/

মাফ হওয়ার জন্যে ঈমান আনার পরও একটি শর্ত আছে। তা এই যে, হকটি আদায়যোগ্য হলে তা আদায় করতে হবে ; যেমন আর্থিক দায়-দেনা এবং আদায়যোগ্য না হলে তা মাফ নিতে হবে ; যেমন মুখে কিংবা হাতে কাউকে কষ্ট দেওয়া।
হাদীসে বলা হয়েছে, ঈমান আমলের পূর্ববর্তী সব গোনাহ মাফ হয়ে যায়। এতেও বান্দার হক আদায় করা, অথবা মাফ নেওয়া শর্ত। কোনো কোনো তাফসীরবিদ বলেন ঃ আয়াতে مِنْ অব্যয়টি অতিরিক্ত। উদ্দেশ্য এই যে, ঈমান আনলে তোমাদের সব গোনাহ মাফ হয়ে যাবে। কিন্তু অন্যান্য প্রমাণ দৃষ্টে শর্তটি অপরিহার্য।
وَيُؤَخِّرْكُمْ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى : أَجَلٍ مُّسَمًّى -এর অর্থ নির্দিষ্ট মেয়াদ। উদ্দেশ্য এই যে, তোমরা ঈমান আনলে আল্লাহ তা'আলা তোমাদেরকে নির্দিষ্ট সময় পর্যন্ত অবকাশ দিবেন। অর্থাৎ বয়সের নির্দিষ্ট মেয়াদের পূর্বে তোমাদেরকে কোনো পার্থিব আজাবে ধ্বংস করবেন না। এর সারমর্ম এই দাঁড়ায় এই যে, ঈমান না আনলে নির্দিষ্ট মেয়াদের পূর্বেই তোমাদেরকে আজাবে ধ্বংস করে দেওয়ার সম্ভাবনা আছে। বয়সের নির্দিষ্ট মেয়াদের মাঝে মাঝে এরূপ শর্ত থাকে যে, সে অমুক কাজ করলে উদাহরণতঃ তার বয়স আশি বছর হবে এবং না করলে ষাট বছর বয়সেই মৃত্যুমুখে পতিত হবে। এমনিভাবে অকৃতজ্ঞতার কাজে বয়স হ্রাস পাওয়া এবং কৃতজ্ঞতার কাজে বয়স বেড়ে যাওয়াও সহীহ হাদীস দ্বারা প্রমাণিত আছে।
মানুষের বয়স হ্রাস-বৃদ্ধি সম্পর্কিত আলোচনা ঃ তাফসীরে- মাযহারীতে এর ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে বলা হয়েছে ঃ তাকদীর দুই প্রকার -(১) চূড়ান্ত অকাট্য এবং (২) শর্তযুক্ত। অর্থাৎ লওহে-মাহফূজে এভাবে লিখা হয় যে, অমুক ব্যক্তি আল্লাহ তা'আলার আনুগত্য করলে তার বয়স উদাহরণতঃ ষাট বছর হবে এবং আনুগত্য না করলে পঞ্চাশ বছর বয়সে খতম করে দেওয়া হবে। দ্বিতীয় প্রকার তাকদীরে শর্তের অনুপস্থিতে পরিবর্তন হতে পারে। উভয় প্রকার তাকদীর কুরআন পাকের এই আয়াতে উল্লেখিত আছে। يَمْحُوا اللّٰهُ مَا يَشَاءُ وَيُثْبِتُ وَعِنْدَهٗ أُمُّ الْكِتٰبِ -অর্থাৎ আল্লাহ তা'আলা লওহে-মাহফূযে- পরিবর্তন পরিবর্ধন করে থাকেন এবং তাঁর কাছে রয়েছে আসল কিতাব। "আসল কিতাব" বলে সেই কিতাব বোঝানো হয়েছে, যাতে অকাট্য তাকদীর আছে। কেননা শর্তযুক্ত তাকদীরে লিখিত শর্ত সম্পর্কে আল্লাহ তা'আলা পূর্ব থেকেই জানেন যে, এ ব্যক্তি শর্তপূর্ণ করবে কি করবে না। তাই চূড়ান্ত তাকদীরে অকাট্য ফয়সালা লিখা হয়।
হযরত সালমান ফারসী (রা.)-এর হাদীসে রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন- لَا يَرُدُّ الْقَضَاءَ إِلَّا الدُّعَاءُ وَلَا يَزِيْدُ فِي الْعُمُرِ إِلَّا الْبِرُّ অর্থাৎ দোয়া ব্যতীত কোনো কিছু আল্লাহ তা'আলার ফয়সালা রোধ করতে পারে না এবং পিতা-মাতার বাধ্যতা ব্যতীত কোনো কিছু বয়স বৃদ্ধি করতে পারে না। এই হাদীসের মতলব এটাই যে, শর্তযুক্ত তাকদীরে এসব কর্মের কারণে পরিবর্তন হতে পারে। সারকথা, আয়াতে নির্দিষ্ট মেয়াদ পর্যন্ত অবকাশ দেওয়াকে তাদের ঈমান আনার উপর নির্ভরশীল করে তাদের বয়স সম্পর্কে শর্তযুক্ত তাকদীর বর্ণনা করা হয়েছে। আল্লাহ তা'আলা হযরত নূহ (আ.)-কে এ সম্পর্কে জ্ঞান দান করে থাকবেন। এ কারণে তিনি তাঁর সম্প্রদায়কে বলে দিলেন, তোমরা ঈমান আনলে আল্লাহ তা'আলা তোমাদের জন্যে যে আসল বয়স নির্ধারণ করেছেন, সেই পর্যন্ত তোমরা অবকাশ পাবে এবং কোনো পার্থিব আজাবে ধ্বংসপ্রাপ্ত হবে না। পক্ষান্তরে যদি তোমরা ঈমান না আন, তবে এই আসল বয়সের পূর্বেই আল্লাহ তা'আলার আজাব তোমাদেরকে ধ্বংস করে দিবে। এমতাবস্থায় পরকালের আজাব ভিন্ন হবে। অতঃপর আরও বলে দিলেন যে, ঈমান আনলেও চিরতরে মৃত্যু থেকে রক্ষা পাবে না। বরং অকাট্য তাকদীরে তোমাদের যে বয়স লিখিত আছে, সেই বয়সে মৃত্যু আসা অপরিহার্য। কারণ আল্লাহ তা'আলা স্বীয় রহস্য বলে এই বিশ্ব-চরাচরকে চিরস্থায়ী করেননি। এখানকার প্রত্যেক বস্তু অবশ্যই ধ্বংসপ্রাপ্ত হবে। এতে ঈমান ও আনুগত্য এবং কুফর ও গোনাহের কারণে কোনো পার্থক্য হয় না। إِنَّ أَجَلَ اللّٰهِ إِذَا جَاءَ لَا يُؤَخَّرُ আয়াতে তাই বিধৃত হয়েছে। অতঃপর স্বজাতির সংশোধন ও ঈমানের জন্যে হযরত নূহ (আ.)-এর বিভিন্ন প্রচেষ্টায় বিরামহীনভাবে নিয়োজিত থাকা এবং সম্প্রদায়ের পক্ষ থেকে তাঁর বিরোধিতা করার বিস্তারিত বর্ণনা দেওয়া হয়েছে। পরিশেষে নিরাশ হয়ে বদদোয়া করা এবং সমগ্র জাতির নিমজ্জিত হওয়ার কথা বর্ণিত হয়েছে।
হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) থেকে বর্ণিত আছে ঃ হযরত নূহ (আ.) চল্লিশ বছর বয়সে নবুয়ত লাভ করেন এবং কুরআনের বর্ণনা অনুযায়ী তাঁর বয়স পঞ্চাশ কম এক হাজার বছর হয়েছিল। এই সুদীর্ঘ সময়ে তিনি কখনও চেষ্টায় ক্ষান্ত হননি এবং কোনো দিন নিরাশও হননি। সম্প্রদায়ের পক্ষ থেকে নানাবিধ নির্যাতনের সম্মুখীন হয়েও তিনি সবর করেন।
যাহহাক হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) থেকে বর্ণনা করেন ঃ তাঁর সম্প্রদায়ের প্রহারের চোটে তিনি অচেতন হয়ে মাটিতে লুটিয়ে পড়তেন। এরপর তারা তাঁকে একটি কম্বলে জড়িয়ে গৃহে রেখে যেত। তারা মনে করত, তিনি মরে গেছেন। কিন্তু পরবর্তী দিন যখন চৈতন্য ফিরে আসত, তখন আবার সম্প্রদায়কে আল্লাহ তা'আলার দিকে দাওয়াত দিতেন এবং প্রচারকার্যে আত্মনিয়োগ করতেন। মোহাম্মদ ইবনে ইসহাক ওবায়দ ইবনে আসরেশী থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি এই

https://e-ilm.weebly.com/

সংবাদ প্রাপ্ত হয়েছেন যে, তাঁর সম্প্রদায় তাঁর গলা টিপে দিত। ফলে তিনি চেতনা হারিয়ে ফেলতেন ঃ পুনরায় চেতনা ফিরে এলে তিনি এই দোয়া করতেন ঃ رَبِّ اغْفِرْ لِقَوْمِيْ اِنَّهُمْ لَا يَعْلَمُوْنَ অর্থাৎ হে আমার পালনকর্তা, আমার সম্প্রদায়কে ক্ষমা করুন ; কারণ ওরা অবুঝ। তাদের এক পুরুষের ঈমানের ব্যাপারে নিরাশ হয়ে তিনি দ্বিতীয় পুরুষের ঈমানের ব্যাপারে আশাবাদী হতেন। দ্বিতীয় পুরুষের পর তৃতীয় পুরুষের ব্যাপারেও এমনি আশাবাদী হয়ে তিনি কর্তব্য পালনে লিপ্ত থাকতেন। কারণ তাদের পুরুষানুক্রমিক বয়স হযরত নূহ (আ.)-এর বয়সের ন্যায় দীর্ঘ ছিল। তিনি মুজিযা হিসাবে দীর্ঘ বয়স প্রাপ্ত হয়েছিলেন। যখন সম্প্রদায়ের একের পর এক পুরুষ অতিক্রান্ত হতে থাকে এবং প্রত্যেক ভবিষ্যৎ পুরুষ বিগত পুরুষ অপেক্ষা অধিক দুষ্টুমি প্রমাণিত হতে থাকে, তখন হযরত নূহ (আ.) সর্বশক্তিমান আল্লাহ তা'আলার দরবারে অভিযোগ পেশ করলেন এবং বললেন ঃ আমি ওদেরকে দিবারাত্রি, দলবদ্ধভাবে ও পৃথক পৃথকভাবে, প্রকাশ্যে ও সঙ্গোপনে-সারকথা, সর্বতোভাবে পথে আনার চেষ্টা করেছি। কখনও আজাবের ভয় প্রদর্শন করেছি, কখনও জান্নাতের নিয়ামতরাজির লোভ দেখিয়েছি। আরও বলেছি-ঈমান ও সৎকর্মের বরকতে আল্লাহ তা'আলা তোমাদেরকে দুনিয়াতেও সুখ ও স্বাচ্ছান্দ্য দান করবেন এবং কখনও আল্লাহ তা'আলার কুদরতের নিদর্শনাবলি পেশ করে বুঝিয়েছি, কিন্তু তারা কিছুতেই কর্ণপাত করল না। অপরদিকে আল্লাহ তা'আলা হযরত নূহ (আ.)-কে বলে দিলেন ঃ আপনার সমগ্র সম্প্রদায়ের মধ্যে যারা ঈমান এনেছে, তাদের ছাড়া নতুন করে আর কেউ ঈমান আনবে না। اِنَّهٗ لَنْ يُّؤْمِنَ مِنْ قَوْمِكَ اِلَّا مَنْ قَدْ اٰمَنَ আয়াতের মতলব তাই। এমনি নৈরাশ্যের পর্যায়ে পৌঁছে হযরত নূহ (আ.)-এর মুখে বদদোয়া উচ্চারিত হলো। ফলে সমগ্র সম্প্রদায় নিমজ্জিত ও ধ্বংসপ্রাপ্ত হলো। তবে মুমিনগণ রক্ষা পেলেন। তাদেরকে একটি জলযানে তুলে নেওয়া হয়েছিল।

সম্প্রদায়কে উপদেশ দিতে যেয়ে হযরত নূহ (আ.) তাদেরকে আল্লাহ তা'আলার কাছে ইস্তেগফার অর্থাৎ ঈমান এনে বিগত গোনাহের জন্যে ক্ষমা প্রার্থনার দাওয়াত দেন এবং এর পার্থিব উপকার এই বর্ণনা করেন যে,

يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا وَيُمْدِدْكُمْ بِاَمْوَالٍ وَبَنِيْنَ : এ থেকে অধিকাংশ আলেম বলেন যে, গোনাহ থেকে তওবা ও এস্তেগফার করলে আল্লাহ তা'আলা যথাস্থানে বৃষ্টি বর্ষণ করেন, দুর্ভিক্ষ হতে দেন না এবং ধন-সম্পদ ও সন্তান-সন্ততিতে বরকত হয়। কোথাও কোনো রহস্যের কারণে খেলাফও হয় ; কিন্তু তওবা ইস্তেগফারের ফলে পার্থিব বিপদাপদ দূর হয়ে যাওয়াই সাধারণ মানুষের ক্ষেত্রে আল্লাহ তা'আলার প্রচলিত রীতি। হাদীস থেকেও এর সমর্থন পাওয়া যায়।

اَلَمْ تَرَوْا كَيْفَ خَلَقَ اللّٰهُ سَبْعَ سَمٰوٰتٍ طِبَاقًا وَّجَعَلَ الْقَمَرَ فِيْهِنَّ نُوْرًا : এই আয়াতে তাওহীদ ও কুদরতের প্রমাণাদি বর্ণনা প্রসঙ্গে সপ্ত আকাশকে স্তরে স্তরে সাজানোর কথা এবং তাতে চন্দ্রের আলোকোজ্জ্বল হওয়ার কথা ব্যক্ত করা হয়েছে। এতে فِيْهِنَّ বলায় বাহ্যতঃ বোঝা যায় যে, চন্দ্র আকাশগাত্রে অবস্থিত। কিন্তু আধুনিক গবেষণা ও পরীক্ষা-নিরীক্ষা থেকে এর বিপরীতে জানা যায় যে, চন্দ্র আকাশের অনেক নিচে মহাশূন্যে অবস্থিত। এ সম্পর্কে সূরা ফোরকানের جَعَلَ فِي السَّمَاءِ بُرُوْجًا আয়াতের তাফসীরে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে। সম্প্রদায়ের বিরুদ্ধে অভিযোগ করতে গিয়ে হযরত নূহ (আ.) আরও বললেন ঃ وَمَكَرُوْا مَكْرًا كُبَّارًا –অর্থাৎ তারা ভয়ানক ষড়যন্ত্র করেছে। তারা নিজেরাতো উৎপীড়ন করতই, উপরন্তু জনপদের গুণ্ডা ও দুষ্ট লোকদেরকেও হযরত নূহ (আ.)–এর পিছনে লেলিয়ে দিত। তারা পরস্পরে এই চুক্তিতেও উপনীত হয়েছিল যে, وَلَا تَذَرُنَّ وَدًّا وَّلَا سُوَاعًا وَّلَا يَغُوْثَ وَيَعُوْقَ وَنَسْرًا অর্থাৎ আমরা আমাদের দেব-দেবী বিশেষতঃ এই পাঁচ জনের উপাসনা পরিত্যাগ করব না। আয়াতে উল্লেখিত শব্দগুলো পাঁচটি প্রতিমার নাম।

ইমাম বগভী (র.) বর্ণনা করেন, এই পাঁচ জন প্রকৃতপক্ষে আল্লাহ তা'আলার নেক ও সৎকর্মপরায়ণ বান্দা ছিলেন। তাদের সময়কাল ছিল হযরত আদম ও নূহ (আ.)-এর আমলের মাঝামাঝি। তাঁদেরও নেক ভক্ত ও অনুসারী ছিল। তাঁদের ওফাতের পর ভক্তরা সুদীর্ঘকাল পর্যন্ত তাদের পদাঙ্ক অনুসরণ করে আল্লাহ তা'আলার ইবাদত ও বিধি-বিধানের প্রতি আনুগত্য অব্যাহত রাখে। কিছুদিন পর শয়তান তাদেরকে এই বলে প্ররোচিত করল ঃ তোমরা যেসব মহাপুরুষের পদাঙ্ক অনুসরণ করে উপাসনা কর, যদি তাদের মূর্তি তৈরি করে সামনে রেখে লও, তবে তোমাদের উপাসনা পূর্ণতা লাভ করবে এবং বিনয় ও একাগ্রতা অর্জিত হবে। তারা শয়তানের ধোঁকা বোঝতে না পেরে মহাপুরুষদের প্রতিকৃতি তৈরি করে উপাসনালয়ে স্থাপন করল এবং তাদের স্মৃতি জাগরিত করে ইবাদতে বিশেষ পুলক অনুভব করতে লাগল। এমতাবস্থায়ই তাদের সবাই একে একে দুনিয়া থেকে বিদায় নিয়ে গেল এবং সম্পূর্ণ নতুন এক বংশধর তাদের স্থলাভিষিক্ত হলো। এবার শয়তান এসে তাদেরকে বোঝাল, তোমাদের পূর্বপুরুষদের খোদা ও উপাস্য মূর্তিই ছিল। তারা এই মূর্তিগুলোরই উপাসনা করত। এখান থেকে প্রতিমাপূজার সূচনা হয়ে গেল। উপরিউক্ত পাঁচটি মূর্তির মাহাত্ম্য তাদের অন্তরে সর্বাধিক প্রতিষ্ঠিত ছিল বিধায় পারস্পরিক চুক্তিতে তাদের নাম বিশেষভাবে উল্লেখ করা হয়েছে।

https://e-ilm.weebly.com/

وَلَا تَزِدِ الظّٰلِمِيْنَ اِلَّا ضَلٰلًا : অর্থাৎ এই জালেমদের পথভ্রষ্টতা আরও বাড়িয়ে দিন। এখানে প্রশ্ন হয় যে, জাতিকে সৎপথ প্রদর্শন করা পয়গম্বরগণের কর্তব্য। হযরত নূহ (আ.) তাদের পথভ্রষ্টতার দোয়া করলেন কিভাবে? জবাব এই যে, প্রকৃতপক্ষে হযরত নূহ (আ.)-কে আল্লাহ তা'আলা জানিয়ে দিয়েছিলেন যে, এখন তাদের মধ্যে কেউ মুসলমান হবে না। সেমতে পথভ্রষ্টতা ও কুফরের উপর তাদের মৃত্যুবরণ নিশ্চিত ছিল। হযরত নূহ (আ.) তাদের পথভ্রষ্টতা বাড়িয়ে দেওয়ার দোয়া করলেন, যাতে সত্বরই তারা ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়।

مِمَّا خَطِيْٓـٰٔتِهِمْ اُغْرِقُوْا فَاُدْخِلُوْا نَارًا : অর্থাৎ তারা তাদের গোনাহ অর্থাৎ কুফর ও শিরকের কারণে পানিতে নিমজ্জিত হয়েছে এবং অগ্নিতে প্রবিষ্ট হয়েছে। পানিতে ডুবা ও অগ্নিতে প্রবেশ করা বাহ্যত ঃ পরস্পর বিরোধী আজাব হলেও আল্লাহ তা'আলার কুদরতের পক্ষে অবাস্তব নয়। বলাবাহুল্য, এখানে জাহান্নামের অগ্নি বোঝানো হয়নি। কেননা তাতে কেয়ামতের হিসাব-নিকাশের পর প্রবেশ করবে ; বরং এটা বরযখী অগ্নি। কুরআন পাক এই বরযখী অগ্নিতে প্রবেশ করার খবর দিয়েছে।

কবরের আজাব কুরআন দ্বারা প্রমাণিত : এই আয়াত থেকে জানা গেল যে, বরযখ জগতে অর্থাৎ কবরের বাস করার সময়ও মৃতদের আজাব হবে! এ থেকে আরও জানা যায় যে, কবরে যখন কু-কর্মীর আজাব হবে, তখন সৎকর্মীরাও কবরে সুখ ও নিয়ামতপ্রাপ্ত হবে। সহীহ ও মুতাওয়াতির হাদীসসমূহে কবর অভ্যন্তরে আজাব ও সওয়াব হওয়ার বর্ণনা এতো অধিক ও স্পষ্টভাবে উল্লিখিত আছে যে, অস্বীকার করার উপায় নেই। তাই এ বিষয়ে উম্মতের ইজমা হয়েছে এবং এটা স্বীকার করা আহলে সুন্নত ওয়াল জামাতের আলামত।

শব্দবিশ্লেষণ :

اِسْتَغْشَوْا : সীগাহ جمع مذكر غائب বহছ ماضى معروف বাব اِسْتِفْعَالٌ মাসদার اِسْتِغْشَاءٌ মূলবর্ণ (غ - ش - ى) জিনস ناقص يائى অর্থ– তারা জড়িয়ে নিল। আবৃত করে নেয়।

أَصَرُّوْا : সীগাহ جمع مذكر غائب বহছ ماضى معروف বাব اِفْعَالٌ মাসদার اِصْرَارٌ মূলবর্ণ (ص - ر - ر) জিনস مضاعف ثلاثى অর্থ– তারা হঠকারিতা করল। বাড়াবাড়ি করল।

مِدْرَارًا : মুবালাগার সীগাহ বাব ضَرَبَ ـ نَصَرَ মাসদার دَرٌّ মূলবর্ণ (د - ر - ر) জিনস مضاعف ثلاثى অর্থ- প্রচুর বর্ষণকারী, মুষলধারে বৃষ্টি।

لَا تَرْجُوْنَ : সীগাহ جمع مذكر حاضر বহছ مضارع معروف বাব نَصَرَ মাসদার رَجَاءٌ মূলবর্ণ (ر - ج - و) জিনস ناقص واوى অর্থ– বিশ্বাসী হচ্ছে না। আশা রাখে না।

وَقَارًا : ইসম ও মাসদার, অর্থ– মহত্ত্ব, সম্মান, মর্যাদা, ইজ্জত।

فِجَاجًا : শব্দটি فَجٌّ -এর বহুবচন, অর্থ- গিরিপথ। দুই পাহাড়ের মধ্যবর্তী প্রশস্ত রাস্তা।

كُبَّارًا : মুবালাগার সীগাহ, অর্থ– বড় বড়। অতি মহান। অনেক বড়।

لَا تَذَرُ : সীগাহ واحد مذكر حاضر বহছ نهى حاضر معروف বাব ضَرَبَ মাসদার وَذْرٌ মূলবর্ণ (و ـ ذ ـ ر) জিনস مثال واوى অর্থ– অবশিষ্ট রাখবেন না। ছাড়বেন না।

وُدًّا : আলম (নাম)। মারেফা। হযরত নূহ (আ.)-এর কওমের একটি মূর্তির নাম।

سُوَاعًا : একটি মূর্তির নাম।

لَا يَلِدُوْا : সীগাহ جمع مذكر غائب বহছ مضارع منفى معروف বাব ضَرَبَ মাসদার وِلَادَةٌ মূলবর্ণ (و ـ ل ـ د) জিনস مثال واوى অর্থ– ভূমিষ্ট হবে না।

تَبَارًا : ইসম ও মাসদার বাব ضَرَبَ،سَمِعَ অর্থ– ধ্বংস, ধ্বংস করা, বিনাশ করা, ক্ষতি করা।

বাক্য বিশ্লেষণ :

وَلَا تَزِدِ الظّٰلِمِيْنَ اِلَّا تَبَارًا : এখানে واو টি আতেফা لَا تَزِدِ হলো ফে'ল الظّٰلِمِيْنَ হলো প্রথম মাফউল। আর اِلَّا হলো اداة حصر আর تَبَارًا হলো দ্বিতীয় মাফউল। আর এটা استثناء مفرغ হয়েছে। –[ই'রাবুল কুরআন ৮ম খণ্ড : পৃ. ৮৭]

https://e-ilm.weebly.com/

سُوْرَةُ الْجِنِّ مَكِّيَّةٌ

সূরা জিন

মক্কায় অবতীর্ণ; আয়াত– ২৮, রুকূ'– ২

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

পরম করুণাময়, দয়ালু আল্লাহর নামে শুরু করছি

১. আপনি বলুন, আমার নিকট ওহী এসেছে যে, জিনদের একদল কুরআন শুনেছে, অতঃপর তারা বলল, আমরা এক বিস্ময়কর কুরআন শুনেছি।	قُلْ اُوْحِيَ اِلَيَّ اَنَّهُ اسْتَمَعَ نَفَرٌ مِّنَ الْجِنِّ فَقَالُوْٓا اِنَّا سَمِعْنَا قُرْاٰنًا عَجَبًا ۙ﴿۱﴾
২. যা সরল পথ প্রদর্শন করে, সুতরাং আমরা তো তৎপ্রতি ঈমান এনেছি; আর আমরা নিজ প্রতিপালকের সাথে কাউকেও শরিক করব না।	يَّهْدِيْٓ اِلَى الرُّشْدِ فَاٰمَنَّا بِهٖ ؕ وَلَنْ نُّشْرِكَ بِرَبِّنَآ اَحَدًا ۙ﴿۲﴾
৩. আর আমাদের প্রতিপালকের মর্যাদা অতি সমুন্নত; তিনি কাউকেও না স্ত্রীরূপে গ্রহণ করেছেন আর না সন্তানরূপে।	وَّاَنَّهٗ تَعٰلٰى جَدُّ رَبِّنَا مَا اتَّخَذَ صَاحِبَةً وَّلَا وَلَدًا ۙ﴿۳﴾
৪. আর আমাদের মধ্যে যে নির্বোধ সে আল্লাহর সম্বন্ধে অতি অবাস্তব উক্তি করত।	وَّاَنَّهٗ كَانَ يَقُوْلُ سَفِيْهُنَا عَلَى اللّٰهِ شَطَطًا ۙ﴿۴﴾
৫. আর আমাদের এ ধারণা ছিল যে, মানব ও জিন আল্লাহর শানে কখনো মিথ্যা উক্তি করবে না।	وَّاَنَّا ظَنَنَّآ اَنْ لَّنْ تَقُوْلَ الْاِنْسُ وَالْجِنُّ عَلَى اللّٰهِ كَذِبًا ۙ﴿۵﴾

শাব্দিক অনুবাদ :

১. قُلْ আপনি বলুন اُوْحِيَ اِلَيَّ আমার নিকট ওহী এসেছে اَنَّهُ اسْتَمَعَ نَفَرٌ مِّنَ الْجِنِّ জিনদের একদল কুরআন শুনেছে فَقَالُوْٓا অতঃপর তারা বলল اِنَّا سَمِعْنَا قُرْاٰنًا عَجَبًا আমরা এক বিস্ময়কর কুরআন শুনেছি।

২. يَّهْدِيْٓ اِلَى الرُّشْدِ যা সরল পথ প্রদর্শন করে فَاٰمَنَّا بِهٖ সুতরাং আমরা তো তৎপ্রতি ঈমান এনেছি وَلَنْ نُّشْرِكَ بِرَبِّنَآ اَحَدًا আর আমরা নিজ প্রতিপালকের সাথে কাউকেও শরিক করব না।

৩. وَّاَنَّهٗ تَعٰلٰى جَدُّ رَبِّنَا আর আমাদের প্রতিপালকের মর্যাদা অতি সমুন্নত مَا اتَّخَذَ صَاحِبَةً তিনি কাউকেও না স্ত্রীরূপে গ্রহণ করেছেন وَّلَا وَلَدًا আর না সন্তানরূপে।

৪. وَّاَنَّهٗ كَانَ يَقُوْلُ سَفِيْهُنَا আর আমাদের মধ্যে যে নির্বোধ সে উক্তি করত عَلَى اللّٰهِ شَطَطًا আল্লাহর সম্বন্ধে অতি অবাস্তব উক্তি।

৫. وَّاَنَّا ظَنَنَّآ আর আমাদের এ ধারণা ছিল যে, اَنْ لَّنْ تَقُوْلَ الْاِنْسُ وَالْجِنُّ মানব ও জিন কখনো করবে না عَلَى اللّٰهِ كَذِبًا আল্লাহর শানে মিথ্যা উক্তি।

https://e-ilm.weebly.com/

৬. আর মানবমণ্ডলীর মধ্যে বহু লোক এরূপ ছিল যে, তারা জিনদের কতিপয় লোকের আশ্রয় গ্রহণ করত, সুতরাং তারা ঐ জিনদের আত্মগরিমা আরো বর্ধিত করে দিল।	وَّ اَنَّهٗ كَانَ رِجَالٌ مِّنَ الْاِنْسِ يَعُوْذُوْنَ بِرِجَالٍ مِّنَ الْجِنِّ فَزَادُوْهُمْ رَهَقًا ۙ﴿۶﴾
৭. আর [পুনরুত্থান সম্বন্ধে] তোমরা যেমন ধারণা করে রেখেছিলে, তদ্রূপ মানব সমাজও ধারণা করে রেখেছিল যে, আল্লাহ কাউকেও পুনর্জীবিত করবেন না।	وَّ اَنَّهُمْ ظَنُّوْا كَمَا ظَنَنْتُمْ اَنْ لَّنْ يَّبْعَثَ اللّٰهُ اَحَدًا ۙ﴿۷﴾
৮. আর আমরা আসমানের [সংবাদসমূহ] অনুসন্ধান করতে চাইলাম, তখন আমরা আকাশকে কঠিন প্রহরী ও উল্কাপিণ্ড দ্বারা পরিপূর্ণ পেলাম।	وَّ اَنَّا لَمَسْنَا السَّمَآءَ فَوَجَدْنٰهَا مُلِئَتْ حَرَسًا شَدِيْدًا وَّ شُهُبًا ۙ﴿۸﴾
৯. আর [তৎপূর্বে] আমরা আসমানের [সংবাদ শ্রবণযোগ্য] স্থানসমূহে শোনার জন্য বসে থাকতাম; সুতরাং এখন যে কেউ শুনতে চায়, সে তার উপর নিক্ষেপের জন্য প্রস্তুত জ্বলন্ত উল্কাপিণ্ডের সম্মুখীন হয়।	وَّ اَنَّا كُنَّا نَقْعُدُ مِنْهَا مَقَاعِدَ لِلسَّمْعِ ؕ فَمَنْ يَّسْتَمِعِ الْاٰنَ يَجِدْ لَهٗ شِهَابًا رَّصَدًا ۙ﴿۹﴾
১০. আর আমরা জানি না যে, বিশ্ববাসীদেরকে কোনো কষ্ট দেওয়াই উদ্দেশ্য, নাকি তাদের প্রভু তাদেরকে হেদায়েত করতে ইচ্ছা করেছেন।	وَّ اَنَّا لَا نَدْرِيْۤ اَشَرٌّ اُرِيْدَ بِمَنْ فِي الْاَرْضِ اَمْ اَرَادَ بِهِمْ رَبُّهُمْ رَشَدًا ۙ﴿۱۰﴾
১১. আর আমাদের মধ্যে কেউ কেউ নেককার আর কেউ কেউ অন্য ধরনের রয়েছে; [ফলকথা] আমরা বিভিন্ন পন্থার উপর ছিলাম।	وَّ اَنَّا مِنَّا الصّٰلِحُوْنَ وَ مِنَّا دُوْنَ ذٰلِكَ ؕ كُنَّا طَرَآئِقَ قِدَدًا ۙ﴿۱۱﴾

শাব্দিক অনুবাদ :

৬. وَّاَنَّهٗ كَانَ رِجَالٌ مِّنَ الْاِنْسِ আর মানবমণ্ডলীর বহুলোক এরূপ ছিল যে, يَعُوْذُوْنَ بِرِجَالٍ مِّنَ الْجِنِّ তারা জিনদের
কতিপয় লোকের আশ্রয় গ্রহণ করত فَزَادُوْهُمْ رَهَقًا সুতরাং তারা ঐ জিনদের আত্মগরিমা আরো বর্ধিত করে দিল।
৭. وَّاَنَّهُمْ ظَنُّوْا كَمَا ظَنَنْتُمْ আর তোমরা যেমন ধারণা করে রেখেছিলে তদ্রূপ মানব সমাজও ধারণা করে রেখেছিল اَنْ
لَّنْ يَّبْعَثَ اللّٰهُ اَحَدًا আল্লাহ কাউকেও পুনর্জীবিত করবেন না।
৮. وَّاَنَّا لَمَسْنَا السَّمَآءَ আর আমরা আসমানের [সংবাদসমূহ] অনুসন্ধান করতে চাইলাম فَوَجَدْنٰهَا তখন আমরা
আকাশকে পেলাম مُلِئَتْ পরিপূর্ণ حَرَسًا شَدِيْدًا وَّشُهُبًا কঠিন প্রহরী ও উল্কাপিণ্ড দ্বারা।
৯. وَّاَنَّا كُنَّا نَقْعُدُ আর আমরা বসে থাকতাম مِنْهَا مَقَاعِدَ لِلسَّمْعِ আসমানের স্থান সমূহে শোনার জন্য فَمَنْ يَّسْتَمِعِ الْاٰنَ
সুতরাং এখন যে কেউ শুনতে চায় يَجِدْ لَهٗ شِهَابًا رَّصَدًا সে তার উপর নিক্ষেপের জন্য এক জ্বলন্ত উল্কাপিণ্ডের সম্মুখীন হয়।
১০. وَّاَنَّا لَا نَدْرِيْ আর আমরা জানি না اَشَرٌّ اُرِيْدَ بِمَنْ فِي الْاَرْضِ বিশ্ববাসীদেরকে কোনো কষ্ট দেওয়া উদ্দেশ্য اَمْ اَرَادَ بِهِمْ
رَبُّهُمْ رَشَدًا নাকি তাদের প্রভু তাদেরকে হেদায়েত করতে ইচ্ছা করেছেন।
১১. وَّاَنَّا مِنَّا الصّٰلِحُوْنَ আর আমাদের মধ্যে কেউ কেউ নেককার وَمِنَّا دُوْنَ ذٰلِكَ আর কেউ কেউ অন্য ধরনের রয়েছে كُنَّا
طَرَآئِقَ قِدَدًا আমরা বিভিন্ন পন্থার উপর ছিলাম।

https://e-ilm.weebly.com/

১২. আর আমরা বুঝতে পেরেছি যে, আমরা ভূপৃষ্ঠে আল্লাহকে পরাজিত করতে পারব না, আর না পলায়ন করে তাকে পরাভূত করতে পারব।	وَاَنَّا ظَنَنَّاۤ اَنْ لَّنْ نُّعْجِزَ اللّٰهَ فِي الْاَرْضِ وَلَنْ نُّعْجِزَهٗ هَرَبًا ﴿١٢﴾
১৩. আর আমরা যখন হেদায়েতের বাণী শুনেছি, তখন আমরা তার প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করেছি; অতএব, যে নিজ প্রতিপালকের প্রতি ঈমান আনবে, তার না কোনো হ্রাসের আশঙ্কা থাকবে আর না বৃদ্ধির।	وَاَنَّا لَمَّا سَمِعْنَا الْهُدٰۤى اٰمَنَّا بِهٖ ؕ فَمَنْ يُّؤْمِنْۢ بِرَبِّهٖ فَلَا يَخَافُ بَخْسًا وَّلَا رَهَقًا ﴿١٣﴾
১৪. আর আমাদের মধ্যে কতিপয় তো মুসলমান আছে, আর আমাদের মধ্যে কতিপয় বিপথগামী আছে; অনন্তর যারা মুসলমান হয়েছে, তারা কল্যাণের পথ খুঁজে নিয়েছে।	وَاَنَّا مِنَّا الْمُسْلِمُوْنَ وَمِنَّا الْقٰسِطُوْنَ ؕ فَمَنْ اَسْلَمَ فَاُولٰٓئِكَ تَحَرَّوْا رَشَدًا ﴿١٤﴾
১৫. আর যারা বিপথগামী তারা দোজখের ইন্ধন।	وَاَمَّا الْقٰسِطُوْنَ فَكَانُوْا لِجَهَنَّمَ حَطَبًا ﴿١٥﴾
১৬. আর যদি তারা সরল পথে থাকত, তবে আমি তাদেরকে সচ্ছলতার পানি দ্বারা তৃপ্ত করতাম।	وَّاَنْ لَّوِ اسْتَقَامُوْا عَلَى الطَّرِيْقَةِ لَاَسْقَيْنٰهُمْ مَّآءً غَدَقًا ﴿١٦﴾
১৭. যেন তাতে তাদের পরীক্ষা করতে পারি; আর যে নিজ প্রতিপালকের স্মরণ হতে ফিরে থাকবে, আল্লাহ তাকে কঠিন আজাবে লিপ্ত করবেন।	لِّنَفْتِنَهُمْ فِيْهِ ؕ وَمَنْ يُّعْرِضْ عَنْ ذِكْرِ رَبِّهٖ يَسْلُكْهُ عَذَابًا صَعَدًا ﴿١٧﴾

শাব্দিক অনুবাদ :

১২. وَاَنَّا ظَنَنَّا আর আমরা বুঝতে পেরেছি যে, اَنْ لَّنْ نُّعْجِزَ اللّٰهَ فِي الْاَرْضِ আমরা ভূপৃষ্ঠে আল্লাহকে পরাজিত করতে পারব না وَلَنْ نُّعْجِزَهٗ هَرَبًا আর না পলায়ন করে তাকে পরাভূত করতে পারব।

১৩. وَاَنَّا لَمَّا سَمِعْنَا الْهُدٰى আর আমরা যখন হেদায়েতের বাণী শুনেছি اٰمَنَّا بِهٖ তখন আমরা তার প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করেছি فَمَنْ يُّؤْمِنْ بِرَبِّهٖ অতএব, যে নিজের প্রতিপালকের প্রতি ঈমান আনবে فَلَا يَخَافُ بَخْسًا وَّلَا رَهَقًا তার না কোনো হ্রাসের আশঙ্কা থাকবে আর না বৃদ্ধির।

১৪. وَاَنَّا مِنَّا الْمُسْلِمُوْنَ আর আমাদের মধ্যে কতিপয় তো মুসলমান আছে وَمِنَّا الْقٰسِطُوْنَ আর আমাদের মধ্যে কতিপয় বিপথগামী আছে فَمَنْ اَسْلَمَ অনন্তর যারা মুসলমান হয়েছে فَاُولٰٓئِكَ تَحَرَّوْا رَشَدًا তারা কল্যাণের পথ খুজে নিয়েছে।

১৫. وَاَمَّا الْقٰسِطُوْنَ আর যারা বিপথগামী فَكَانُوْا لِجَهَنَّمَ حَطَبًا তারা দোজখের ইন্ধন।

১৬. وَّاَنْ لَّوِ اسْتَقَامُوْا عَلَى الطَّرِيْقَةِ আর যদি এরা সরল পথে থাকত لَاَسْقَيْنٰهُمْ তবে আমি তাদেরকে তৃপ্ত করতাম مَّآءً غَدَقًا সচ্ছলতার পানি দ্বারা।

১৭. لِّنَفْتِنَهُمْ فِيْهِ যেন তাতে তাদের পরীক্ষা করতে পারি وَمَنْ يُّعْرِضْ عَنْ ذِكْرِ رَبِّهٖ আর যে নিজ প্রতিপালকের স্মরণ হতে ফিরে থাকবে يَسْلُكْهُ عَذَابًا صَعَدًا আল্লাহ তাকে কঠিন আজাবে লিপ্ত করবেন।

https://e-ilm.weebly.com/

১৮. আর যত সেজদা আছে, তা সমস্তই আল্লাহর হক, সুতরাং আল্লাহর সাথে অন্য কারো ইবাদত করো না।	وَّاَنَّ الْمَسٰجِدَ لِلّٰهِ فَلَا تَدْعُوْا مَعَ اللّٰهِ اَحَدًا ۙ﴿۱۸﴾
১৯. আর যখন আল্লাহর বিশিষ্ট বান্দা আল্লাহর ইবাদত করতে দাঁড়ায়, তখন তারা ঐ বান্দার উপর ভিড় করতে উদ্যত হয়।	وَّاَنَّهٗ لَمَّا قَامَ عَبْدُ اللّٰهِ يَدْعُوْهُ كَادُوْا يَكُوْنُوْنَ عَلَيْهِ لِبَدًا ؕ﴿۱۹﴾
২০. আপনি বলে দিন যে, আমি তো কেবল আমার প্রভুর ইবাদত করছি এবং তাঁর সাথে কাউকেও শরিক করি না।	قُلْ اِنَّمَاۤ اَدْعُوْا رَبِّيْ وَلَاۤ اُشْرِكُ بِهٖۤ اَحَدًا ﴿۲۰﴾
২১. আপনি বলে দিন, আমি না তোমাদের কোনো ক্ষতি সাধনের ক্ষমতা রাখি আর না কোনো হিত সাধনের।	قُلْ اِنِّيْ لَاۤ اَمْلِكُ لَكُمْ ضَرًّا وَّلَا رَشَدًا ﴿۲۱﴾
২২. আপনি বলে দিন, আমাকে আল্লাহ হতে না কেউ রক্ষা করতে পারবে, আর না তিনি ব্যতীত আমি কোনো আশ্রয় পেতে পারি।	قُلْ اِنِّيْ لَنْ يُّجِيْرَنِيْ مِنَ اللّٰهِ اَحَدٌ ۙ۬ وَّلَنْ اَجِدَ مِنْ دُوْنِهٖ مُلْتَحَدًا ۙ﴿۲۲﴾
২৩. কেবল আল্লাহর পক্ষ হতে [সংবাদ] পৌছানো এবং তাঁর পয়গাম পালন করাই আমার কর্তব্য; আর যারা আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের আদেশ অমান্য করে,তবে নিশ্চয় তাদের জন্য দোজখের অগ্নি রয়েছে, যাতে তারা সর্বদা অবস্থান করবে।	اِلَّا بَلٰغًا مِّنَ اللّٰهِ وَرِسٰلٰتِهٖ ؕ وَمَنْ يَّعْصِ اللّٰهَ وَرَسُوْلَهٗ فَاِنَّ لَهٗ نَارَ جَهَنَّمَ خٰلِدِيْنَ فِيْهَاۤ اَبَدًا ؕ﴿۲۳﴾

শাব্দিক অনুবাদ :

১৮. وَّاَنَّ الْمَسٰجِدَ لِلّٰهِ আর যত সেজদা আছে তা সমস্তই আল্লাহর হক فَلَا تَدْعُوْا مَعَ اللّٰهِ اَحَدًا সুতরাং আল্লাহর সাথে অন্য কারো ইবাদত করো না।

১৯. وَّاَنَّهٗ لَمَّا قَامَ عَبْدُ اللّٰهِ يَدْعُوْهُ আর যখন আল্লাহর বিশিষ্ট বান্দা আল্লাহর ইবাদত করতে দাঁড়ায় كَادُوْا يَكُوْنُوْنَ عَلَيْهِ لِبَدًا তখন তারা ঐ বান্দার উপর ভিড় করতে উদ্যত হয়।

২০. قُلْ আপনি বলে দিন যে اِنَّمَاۤ اَدْعُوْا رَبِّيْ আমিতো কেবল আমার প্রভুর ইবাদত করছি وَلَاۤ اُشْرِكُ بِهٖۤ اَحَدًا এবং তার সাথে কাউকেও শরিক করি না।

২১. قُلْ আপনি বলে দিন اِنِّيْ لَاۤ اَمْلِكُ لَكُمْ আমি না তোমাদের ক্ষমতা রাখি ضَرًّا কোনো ক্ষতি সাধনের وَّلَا رَشَدًا আর না কোনো হিত সাধনের।

২২. قُلْ আপনি বলে দিন لَنْ يُّجِيْرَنِيْ مِنَ اللّٰهِ اَحَدٌ আমাকে আল্লাহ হতে না কেউ রক্ষা করতে পারবে وَّلَنْ اَجِدَ مِنْ دُوْنِهٖ আর না তিনি ব্যতীত আমি কোনো আশ্রয় পেতে পারি مُلْتَحَدًا।

২৩. اِلَّا بَلٰغًا مِّنَ اللّٰهِ وَرِسٰلٰتِهٖ কেবল আল্লাহর পক্ষ হতে পৌছানো এবং তার পয়গাম পালন করাই আমার কর্তব্য وَمَنْ يَّعْصِ اللّٰهَ وَرَسُوْلَهٗ আর যে আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের আদেশ অমান্য করে فَاِنَّ لَهٗ نَارَ جَهَنَّمَ তবে নিশ্চয়ই তাদের জন্য দোজখের অগ্নি রয়েছে خٰلِدِيْنَ فِيْهَاۤ اَبَدًا যাতে তারা সর্বদা অবস্থান করবে।

https://e-ilm.weebly.com/

২৪. এমনকি যখন তারা সে বস্তু দেখতে পাবে, যার প্রতিশ্রুতি তাদেরকে দেওয়া হচ্ছে, তখন জানতে পারবে যে, কার সাহায্যকারী দুর্বল এবং কার দল সংখ্যা-লঘিষ্ঠ।	حَتّٰٓى اِذَا رَاَوْا مَا يُوْعَدُوْنَ فَسَيَعْلَمُوْنَ مَنْ اَضْعَفُ نَاصِرًا وَّاَقَلُّ عَدَدًا ﴿٢٤﴾
২৫. আপনি বলে দিন আমি অবগত নই, যে বস্তুর প্রতিশ্রুতি তোমাদেরকে দেওয়া হচ্ছে তা নিকটবর্তী, নাকি আমার প্রতিপালক তার জন্য কোনো দীর্ঘ মেয়াদ নির্ধারিত করে রেখেছেন।	قُلْ اِنْ اَدْرِىْٓ اَقَرِيْبٌ مَّا تُوْعَدُوْنَ اَمْ يَجْعَلُ لَهٗ رَبِّىْٓ اَمَدًا ﴿٢٥﴾
২৬. তিনিই গায়বি বিষয়ের পরিজ্ঞাতা, অতএব, তিনি তাঁর গায়বি বিষয় সম্বন্ধে কাউকেও অবহিত করেন না।	عٰلِمُ الْغَيْبِ فَلَا يُظْهِرُ عَلٰى غَيْبِهٖٓ اَحَدًا ﴿٢٦﴾
২৭. কিন্তু হ্যাঁ, নিজের মনোনীত কোনো রাসূলকে তখন এরূপে জানান যে, ঐ রাসূলের সম্মুখে ও পশ্চাৎ দিকে প্রহরী ফেরেশতাদেরকে পাঠান।	اِلَّا مَنِ ارْتَضٰى مِنْ رَّسُوْلٍ فَاِنَّهٗ يَسْلُكُ مِنْۢ بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِنْ خَلْفِهٖ رَصَدًا ﴿٢٧﴾
২৮. যেন আল্লাহ জানতে পারেন যে, ঐ ফেরেশতাগণ স্বীয় প্রতিপালকের বার্তা পৌঁছিয়েছেন, আর আল্লাহ তাদের সকল অবস্থা বেষ্টন করে আছেন এবং তিনি প্রত্যেক বস্তুর সংখ্যা অবগত আছেন।	لِّيَعْلَمَ اَنْ قَدْ اَبْلَغُوْا رِسٰلٰتِ رَبِّهِمْ وَاَحَاطَ بِمَا لَدَيْهِمْ وَاَحْصٰى كُلَّ شَىْءٍ عَدَدًا ﴿٢٨﴾ ع

শাব্দিক অনুবাদ :

২৪. حَتّٰٓى اِذَا رَاَوْا এমনকি যখন তারা সে বস্তু দেখতে পাবে مَا يُوْعَدُوْنَ যার প্রতিশ্রুতি তাদেরকে দেওয়া হচ্ছে فَسَيَعْلَمُوْنَ তখন জানতে পারবে। مَنْ اَضْعَفُ نَاصِرًا কার সাহায্যকারী দুর্বল। وَّاَقَلُّ عَدَدًا কার দল সংখ্যা লঘিষ্ঠ।

২৫. قُلْ আপনি বলে দিন اِنْ اَدْرِىْٓ আমি অবগত নই اَقَرِيْبٌ مَّا تُوْعَدُوْنَ যে বস্তুর প্রতিশ্রুতি তোমাদেরকে দেওয়া হচ্ছে তা নিকটবর্তী। اَمْ يَجْعَلُ لَهٗ رَبِّىْٓ اَمَدًا নাকি আমার প্রতিপালক তার জন্য কোনো দীর্ঘ মেয়াদ নির্ধারিত করে রেখেছেন।

২৬. عٰلِمُ الْغَيْبِ তিনি অদৃশ্য বিষয়ের পরিজ্ঞাতা فَلَا يُظْهِرُ অতএব তিনি অবহিত করেন না। عَلٰى غَيْبِهٖٓ اَحَدًا তিনি তার গায়বি বিষয় সম্বন্ধে কাউকেও।

২৭. اِلَّا مَنِ ارْتَضٰى مِنْ رَّسُوْلٍ কিন্তু হ্যাঁ, নিজের মনোনীত কোনো রাসূলকে। فَاِنَّهٗ يَسْلُكُ مِنْۢ بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِنْ خَلْفِهٖ رَصَدًا তখন এই রূপে জানান যে, ঐ রাসূলের সম্মুখে ও পশ্চাৎ দিকে প্রহরী ফেরেশতাদেরকে পাঠান।

২৮. لِّيَعْلَمَ যেন আল্লাহ জানতে পারেন اَنْ قَدْ اَبْلَغُوْا رِسٰلٰتِ رَبِّهِمْ ঐ ফেরেশতাগণ স্বীয় প্রতিপালকের বার্তা পৌঁছিয়েছেন وَاَحَاطَ بِمَا لَدَيْهِمْ আর আল্লাহ তাদের সকল অবস্থা বেষ্টন করে আছেন। وَاَحْصٰى كُلَّ شَىْءٍ عَدَدًا আর তিনি প্রত্যেক বস্তুর সংখ্যা অবগত আছেন।

https://e-ilm.weebly.com/

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

সূরাটির নামকরণের কারণ : সূরার প্রথম আয়াতে উল্লিখিত 'আল-জিন্ন' শব্দটি এ সূরার নামরূপে গ্রহণ করা হয়েছে। কেননা এ সূরাতে জিনদের কুরআন শ্রবণ এবং ঈমান আনয়ন করে স্বজাতির লোকদের নিকট প্রচার করার কথা বিবৃত হয়েছে। এতে ২টি রুকূ', ২৮টি আয়াত, ২৮৫টি বাক্য এবং ৮৭০টি অক্ষর রয়েছে।

অবতীর্ণ হওয়ার সময়কাল : বুখারী, মুসলিম ও তিরমিযীসহ হাদীস শরীফের বিশুদ্ধ গ্রন্থাবলিতে হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) হতে বর্ণনা রয়েছে যে, রাসূলে কারীম ﷺ তাঁর কয়েকজন সাহাবীসহ উকায নামক বাজারের দিকে যাচ্ছিলেন। পথিমধ্যে নাখলা নামক স্থানে ফজরের নামাজ আদায় করলেন। এমতাবস্থায় জিনদের একটি বাহিনী সে অঞ্চল অতিক্রম করে যাচ্ছিল। কুরআন পাঠের আওয়াজ শুনে তারা থেমে গেল এবং গভীর মনোনিবেশের সাথে কুরআনের বাণী শ্রবণ করল। এ প্রেক্ষিতে সূরা আল-জিন্ন অবতীর্ণ হয়েছিল।

অধিক সংখ্যক তাফসীরকার এ বর্ণনার ভিত্তিতে মনে করেছেন যে, আসলে তা প্রখ্যাত তায়েফ যাত্রাকালীন একটি ঘটনা। হিজরতের তিন বছর পূর্বে অর্থাৎ নবুয়তের দশম বর্ষে এ ঘটনা সংঘটিত হয়েছিল, কিন্তু কয়েকটি কারণে এ ধারণাটি সঠিক নয়। কারণ তায়েফ সফরকালে জিনদের যে কুরআন শ্রবণের ঘটনা ঘটেছে তা একটি স্বতন্ত্র ঘটনা। সূরা আহকাফে তার ব্যাখ্যা রয়েছে। আর জিনগণ কুরআন শুনে ঈমান আনয়নের পূর্ব থেকেই তারা হযরত মূসা (আ.) ও আসমানি কিতাবাদির উপর ঈমান রাখত। অত্র সূরার ২ থেকে ৭ পর্যন্ত আয়াতে স্পষ্ট বর্ণনা রয়েছে যে, এ সময় কুরআন শ্রবণকারী জিনেরা বহু সংখ্যক ছিল, আর তারা মুশরিক ছিল। ইতিহাসের বর্ণনায় জানা যায় যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর তায়েফ সফরকালে কেবল হযরত যায়েদ ইবনে ছাবিত (রা.) রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সঙ্গী ছিলেন।

আর উকায নামক বাজারে সফরকালে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সঙ্গে অনেক সাহাবী সঙ্গী ছিলেন। অনেকগুলো হাদীসের ইঙ্গিতে বুঝা যায় যে, অত্র সফরে সঙ্গী জিনেরা রাসূলে কারীম ﷺ থেকে কুরআন শুনেছিল। আর এ সফরটি ছিল তায়েফের সফরের পর মক্কা হতে প্রত্যাবর্তনকালে অর্থাৎ উকায বাজারের দিকে যাওয়ার কালে নাখলা নামক স্থানে ফজরের নামাজ পড়ার সময় কুরআন তেলাওয়াত শ্রবণের ঘটনা।

এসব কারণে এ কথাই স্পষ্ট হয়ে উঠে যে, সূরা আহকাফ ও সূরা আল-জিন্ন একই ঘটনার উল্লেখ করা হয়নি; বরং দু'টি ভিন্ন ভিন্ন ঘটনা ছিল।

আর জিনগণকে রাসূলুল্লাহ ﷺ ইচ্ছাকৃত কুরআন শ্রবণ করাননি; বরং রাসূলুল্লাহ ﷺ কিছু সংখ্যক সাহাবীকে সাথে করে উকায বাজারের দিকে যাচ্ছিলেন। আর এ মুহূর্তে শয়তান যখন আকাশের مَلَأْ اَعْلٰى তে আল্লাহ কি আলোচনা করেছেন তা শ্রবণ করতে যেয়ে বাধাপ্রাপ্ত হয অর্থাৎ شِهَاب ثَاقِبْ দ্বারা তাদেরকে আঘাত করা হয় তখনই তারা পরস্পর একত্রিত হয়ে যুক্তি করল যে, আকাশের সংবাদ নেওয়ার কাজে আমরা যে বাধাপ্রাপ্ত হয়েছি দুনিয়াতে এমন কিছু ঘটেছে যা আমাদের আসমানি সংবাদ নেওয়ার কাজে বাধা দানকারী হয়েছে, সুতরাং مَشْرِقْ থেকে مَغْرِبْ এবং شِمَالْ থেকে جُنُوْب পর্যন্ত গিয়ে খোঁজ নিতে হবে। অতএব, তাদের আলোচনা মোতাবেক হেজাজ -এর তেহামাহ নামক স্থানে যে দল পৌঁছল তারা 'নাখলা' নামক স্থানে পৌঁছার পর রাসূলুল্লাহ ﷺ -কে ফজরের নামাজ পড়তে দেখল। সে স্থানে রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর ফজরের নামাজের কেরাত শ্রবণ করে তারা পরস্পর শপথ করে বলাবলি করতে লাগল যে, এটই আমাদের আসমানি সংবাদ নেওয়ার কাজে বাধাদানকারী বিষয়। তখন তারা তাদের অন্যান্যদের নিকট গিয়ে কুরআন শ্রবণের ঘটনা বর্ণনা করল। ভাষাটি ছিল اِنَّا سَمِعْنَا قُرْاٰنًا عَجَبًا يَّهْدِيْٓ اِلَى الرُّشْدِ فَاٰمَنَّا بِهٖ وَلَنْ نُّشْرِكَ بِرَبِّنَآ اَحَدًا -[মা'আরিফ]

বিষয়বস্তু ও মূলবক্তব্য : এ সূরায় জিনদের আসমানি সংবাদ সংগ্রহের পথ বন্ধ হওয়ার কারণ উদঘাটন করতে গিয়ে মহানবীর কণ্ঠে কুরআন শ্রবণ করে বিমোহিত হওয়া এবং ঈমান আনা অতঃপর স্বজাতির মধ্যে প্রচার করার কথা বলা হয়েছে। প্রথম থেকে ১৫ পর্যন্ত আয়াতে উল্লেখ হয়েছে যে, কিছু সংখ্যক জিন কুরআনের বাণী শুনে স্বীয় সম্প্রদায়ের নিকট প্রচার করেছে, যা নবী করীম ﷺ -কে ওহীর মাধ্যমে জানানো হয়েছে। জিনগণ স্বজাতির নিকট গিয়ে বলেছে, আমরা এমন এক বিস্ময়কর বাণী শুনেছি যা মানব ও জিন সম্প্রদায়ের জন্য সত্য পথের দিশা দেয়। আমরা তার প্রতি ঈমান এনেছি। কখনো আমরা আমাদের প্রতিপালকের সাথে কাউকেও শরিক করবো না। তিনি মহান, তাঁর স্ত্রী-পুত্র কিছুই নেই কিন্তু আমাদের মধ্যে নির্বোধগণ আল্লাহর শানে অবাস্তব উক্তি করে থাকে। আমরা জানতাম, মানুষ ও জিন আল্লাহ সম্পর্কে কখনো মিথ্যা উক্তি করতে পারে না। কতিপয় মানুষ জিনদের কাছে আশ্রয় প্রার্থনা করে তাদের অহমিকা বাড়িয়ে দেয়।

https://e-ilm.weebly.com/

মানুষ এ মিথ্যা ধারণায় নিপতিত রয়েছে। আমরা যখন আসমানের গোপন সংবাদ সংগ্রহ করতে যাই, তখনই আমরা বাধাপ্রাপ্ত হই এবং কঠোর প্রহরী ও উল্কাপিণ্ড দ্বারা আসমানকে পরিপূর্ণ পাই। আমরা আসমানে কোনো এক গোপন স্থানে আরশের ফয়সালাকৃত সংবাদসমূহ জানার জন্য এর পূর্বে ওঁৎ পেতে বসে থাকতাম; কিন্তু এখন কেউ অনুরূপ বসলে সে জ্বলন্ত শেলের তাড়া খেয়ে পালাতে বাধ্য হয়। আমাদের এ সংবাদ সংগ্রহের দ্বার বন্ধকরণ দ্বারা আল্লাহ পৃথিবীবাসীর অমঙ্গল চান, না পথের দিশা দিতে চান তা আমরা কিছুই বলতে পারি না। আমাদের মধ্যে অনেক নেককার ও পাপিষ্ঠ রয়েছে। আমরা আল্লাহকে কোনোক্রমেই পরাভূত করতে পারবো না। তাঁর আবেষ্টনীর মধ্যেই আমাদের আহ্বান। আমরা সত্যের বাণী শুনে ঈমান এনেছি। যারা তাদের প্রতিপালকের প্রতি ঈমান আনে তাদের পুরস্কার লাঘব হওয়া এবং শাস্তি বৃদ্ধির কোনো আশঙ্কা নেই। আমাদের মধ্যে কিছু রয়েছে মুসলমান এবং কিছু অমুসলমান। যারা হেদায়েত গ্রহণ করে তারা চিন্তা-ভাবনা করার পরই তা গ্রহণ করে। আর যারা জালেম ও সীমালঙ্ঘনকারী তারা কিছুই চিন্তা-ভাবনা করে না। তারা হবে জাহান্নামের ইন্ধন।

১৬ থেকে ১৮ নং আয়াত পর্যন্ত দুনিয়ার মানুষকে শিরক পরিহার করার আহ্বান জানানো হয়েছে। বলা হয়েছে, যারা শিরক বর্জন করবে তারা আল্লাহর নিয়ামত লাভ করতে পারবে। আর যারা তা করবে না তারা চরম ভয়াবহ পরিণতির সম্মুখীন হবে।

১৯ থেকে ২৩ নং আয়াত পর্যন্ত মক্কার কাফেরগণকে তিরস্কার করা হয়েছে এবং বলা হয়েছে, আল্লাহর নবী যখন ইবাদতে দণ্ডায়মান হয় তখন তোমরা তাঁর প্রতি ঝাঁপিয়ে পড়ো। অথচ তিনি একমাত্র আল্লাহরই ইবাদত করেন, তাঁর সাথে কাউকেও অংশীদার সাব্যস্ত করেন না। নবী তোমাদের অনিষ্ট বা কল্যাণ কিছুই করতে পারেন না। ভালোমন্দ করার কোনো কিছু তাঁর হাতে নেই। তা করার অধিপতি একমাত্র আল্লাহ। রাসূলের দায়িত্ব হলো মানুষের নিকট আল্লাহর পয়গাম পৌঁছে দেওয়া। যারা আল্লাহ ও তাঁর রাসূলকে স্বীকার করে না, তারা চিরন্তনভাবে জাহান্নামের শাস্তি ভোগ করবে।

২৪ থেকে ২৮ নং আয়াতে বলা হয়েছে যে, তোমরা আল্লাহর প্রতিশ্রুতি শাস্তি আগমনের সময় জানতে চাচ্ছ। তা অতি নিকটে না দীর্ঘ দিন পর হবে, নবী তা কিছুই জানেন না। তোমরা নবী এবং তাঁর দলবলকে ক্ষুদ্র ও দুর্বল ভাবছ। তোমরা স্মরণ রেখো! সে শাস্তি যখন প্রত্যক্ষ করবে, তখনই স্পষ্টভাবে উপলব্ধি করতে পারবে যে, কারা দুর্বল এবং কারা সংখ্যায় স্বল্প। আল্লাহ তা'আলা গায়েবী বিষয় সম্পর্কে তাঁর মনোনীত নবী ব্যতীত কাউকেও অবহিত করেন না। একমাত্র নবুয়তের দায়িত্ব পালনের প্রয়োজনেই তাঁকে এ বিষয় অবিহত করা হয়। নবীর দায়িত্ব হলো আল্লাহর পয়গাম পৌঁছে দেওয়া : এ পয়গাম পৌঁছানোর ক্ষেত্রে আল্লাহ ফেরেশতাগণকে প্রহরী ও সংরক্ষকরূপে নিয়োজিত করেন। সব কিছুই তাঁর আবেষ্টনীর অন্তর্ভুক্ত।

পূর্ববর্তী সূরার সাথে সম্পর্ক : সূরা নূহে ইরশাদ হয়েছে যে, হযরত নূহ (আ.)-এর জাতি তাঁকে মিথ্যাজ্ঞান করেছিল। আর এ সূরায় জিনদের ঈমান আনয়নের কথা রয়েছে যে, তারা কুরআনে হাকীম শ্রবণ করে তার প্রতি ঈমান এনেছে, আর মানুষ বিশেষত মক্কার কাফেররা কুরআনে কারীমের প্রতি ঈমান আনয়ন করেনি। আল্লামা সুয়ূতী (র.) লিখেছেন, আমি অনেক দিন যাবৎ দু'সূরার সম্পর্কের বিষয়টি চিন্তা করেছি। অবশেষে আমার নিকট যা প্রকাশ পেয়েছে, তা হলো সূরা নূহে রয়েছে–

اِسْتَغْفِرُوْا رَبَّكُمْ اِنَّهٗ كَانَ غَفَّارًا يُّرْسِلِ السَّمَاۤءَ عَلَيْكُمْ مِّدْرَارًا۔

অর্থাৎ তোমরা তোমাদের প্রতিপালকের নিকট ক্ষমাপ্রার্থী হও, নিশ্চয় তিনি অত্যন্ত ক্ষমাপ্রিয়। যদি তোমরা তাঁর দরবারে ক্ষমাপ্রার্থী হও, তবে তিনি আসমান থেকে প্রচুর বারি বর্ষণ করবেন। -[আয়াত : ১১]

আর সূরা আল-জিন্নে রয়েছে– وَاَنْ لَّوِ اسْتَقَامُوْا عَلَى الطَّرِيْقَةِ لَاَسْقَيْنٰهُمْ مَّاۤءً غَدَقًا অর্থাৎ যদি এ কাফেররা সত্য পথে প্রতিষ্ঠিত থাকত, তবে আমি প্রচুর বারি বর্ষণের মাধ্যমে তাদেরকে সমৃদ্ধ করতাম। -[আয়াত : ১৬] –[নূরুল কুরআন]

قُلْ اُوْحِيَ اِلَيَّ اَنَّهُ اسْتَمَعَ نَفَرٌ مِّنَ الْجِنِّ فَقَالُوْٓا اِنَّا سَمِعْنَا قُرْاٰنًا عَجَبًا ۝۱

শানে নুযূল : হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ জিনদের কাছে ইচ্ছাকৃতভাবে তেলাওয়াত করেননি এবং তাদের তিনি দেখেনও নি। একবার রাসূল ﷺ সাহাবীদের একদল নিয়ে উকায বাজারের উদ্দেশ্যে যাচ্ছিলেন। তখন আসমান থেকে খবর সংগ্রহের পথ শয়তান জিনদের জন্য রুদ্ধ করে দেওয়া হয়েছিল। তাদের দিকে উল্কাপিণ্ড নিক্ষেপ করা হতো। তাই শয়তান জিনরা স্বসম্প্রদায়ে ফিরে আসে। তারা এদের বলল, তোমাদের কি ব্যাপার? এরা বলল, আসমান থেকে খবর সংগ্রহের ক্ষেত্রে আমরা বাধা পাচ্ছি। আমাদের উপর উল্কাপিণ্ড ছুড়ে দেওয়া হচ্ছে। এরা বলল, নতুন কোনো ব্যাপার ঘটেছে বলেই আসমান থেকে খবর সংগ্রহের বিষয়ে আমাদের বাধা দেওয়া হচ্ছে। জমিনের পূর্ব পশ্চিম সব দিকে বেরিয়ে পড়। দেখ সেটি কি যা আমরা ও আমাদের আকাশের খবর সংগ্রহের মাঝে বাধা সৃষ্টি করেছে। তারপর তারা রওয়ানা হলো এবং পৃথিবীর পূর্ব পশ্চিম সব দিক ঘুরে তালাশ করতে লাগল। (আরবের)

https://e-ilm.weebly.com/

হিতমা অঞ্চলের দিকে যে দলটি যাত্রা করেছিল, তারা রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর দিকে ফিরে এলো। তিনি উকায বাজারের উদ্দেশ্যে যাত্রা পথে নাখলায় অবস্থান করেছিলেন। তিনি তার সাহাবী নিয়ে ফজরের সালাত আদায় করছিলেন। জিনদের এই দল যখন কুরআনের আওয়াজ শুনল তখন তারা এই দিকে কান পাতল এবং পরস্পর বলল আল্লাহর কসম! এই জিনিসই তোমাদের এবং আকাশের খবর সংগ্রহের মাঝে বাধা সৃষ্টি করেছে। এখান থেকেই তারা নিজেদের কওমে ফিরে যায় এবং বলে হে আমাদের সম্প্রদায়! আমরা তো এক বিস্ময়কর কুরআন শুনেছি যা সঠিক পথ নির্দেশ করে ফলে আমরা তাতে ঈমান এনেছি। আর আমরা কখনও আমাদের রবের সাথে কাউকে শরিক করব না। এই প্রসঙ্গে আল্লাহ তা'আলা তার নবীর উপর এই আয়াত জিনদের বক্তব্যসহ নাজিল করেন। –(তিরমিযি ২:১৭২, বুখারী শরীফ : ৭২২)

وَّاَنَّهٗ تَعٰلٰى جَدُّ رَبِّنَا مَا اتَّخَذَ صَاحِبَةً وَّلَا وَلَدًا (٣)

শানে নুযূল : কারদাম বিন আবি সায়েব তার পিতার সাথে কোনো কাজের জন্য মদিনায় যায়। পথে তারা জনৈক রাখালের কাছে রাত্রি কাটাল। সেখানে তারা দেখল যে, রাত্র যখন অর্ধেক হলো তখন একটি বাঘ এসে একটি বকরির বাচ্চাকে নিয়ে যাচ্ছে। তখন রাখাল চিৎকার দিয়ে বলল যে, হে মরুভূমির মালিক, আমি তোমার প্রতিবেশী তখন কেউ জবাব দিল যে, হে বাঘ ওকে ছেড়ে দাও তখন বাঘটি বকরির বাচ্চাকে ছেড়ে দিয়ে চলে গেল। বকরির বাচ্চাটি দ্রুত দৌড়ে চলে এলো। সে ঘটনার প্রেক্ষিতে এই আয়াত নাজিল হয়। –(কুরতুবী)

وَّاَنْ لَّوِ اسْتَقَامُوْا عَلَى الطَّرِيْقَةِ لَاَسْقَيْنٰهُمْ مَّآءً غَدَقًا (١٦)

শানে নুযূল : এই আয়াত কুরাইশ কাফেরদের সম্পর্কে নাজিল হয়। যখন সাত বৎসর যাবত বৃষ্টি বন্ধ ছিল।
–(কানুযুল নুকূল : ১০৪)

وَّاَنَّ الْمَسٰجِدَ لِلّٰهِ فَلَا تَدْعُوْا مَعَ اللّٰهِ اَحَدًا (١٨)

শানে নুযূল : একদা জিনেরা নবী করীম ﷺ -এর কাছে আরজ করল যে, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমরা তো আপনার থেকে দূরে রয়েছি। আমরা কিভাবে মসজিদে আসব, কিভাবে জামাতে শরিক হবো, তখন এই আয়াত নাজিল হয়।
–(মুখতাছার ইবনে কাসীর ৩:৫৫৯)

قُلْ اِنِّىْ لَنْ يُّجِيْرَنِىْ مِنَ اللّٰهِ اَحَدٌ ۙ وَّلَنْ اَجِدَ مِنْ دُوْنِهٖ مُلْتَحَدًا (٢٢)

শানে নুযূল : জিনদের এক সর্দার তার মুরীদদের কাছে বলেছিল যে, মুহাম্মদ ﷺ আল্লাহর আশ্রয় চায় অথচ আমি চাই যে, সে যেন আমার আশ্রয়ে চলে আসে। তখন আল্লাহ পাক এই আয়াত নাজিল করেন। –(কানযুন নুকূল : ১০৪)
نَفَرٌ- نَفَرٌ مِّنَ الْجِنِّ শব্দটি তিন থেকে দশ পর্যন্ত সংখ্যা জ্ঞাপন করে। বর্ণিত আছে যে, আয়াতে আলোচিত জিনদের সংখ্যা নয় ছিল। তারা ছিল নছীবাইনের অধিবাসী।

জিনদের স্বরূপ ঃ জিন আল্লাহ তা'আলার এক প্রকার শরীরী, আত্মাধারী ও মানুষের ন্যায় জ্ঞান এবং চেতনাশীল সৃষ্টজীব। তারা মানুষের দৃষ্টিগোচর নয়। এ কারণেই তাদেরকে জিন বলা হয়। জিন এর শাব্দিক অর্থ গুপ্ত। মানবসৃষ্টির প্রধান উপকরণ যেমন মৃত্তিকা, তেমনি জিন সৃষ্টির প্রধান উপকরণ অগ্নি। এই জাতির মধ্যেও মানুষের ন্যায় নর ও নারী আছে এবং সন্তান প্রজননের ধারা বিদ্যমান আছে। কুরআন পাকে যাদেরকে শয়তান বলা হয়েছে, বাহ্যত ঃ তারাও জিনদের দুষ্ট শ্রেণির নাম। জিন ও ফেরেশতাদের অস্তিত্ব কুরআন ও সুন্নাহর অকাট্য বর্ণনা দ্বারা প্রমাণিত। এটা অস্বীকার করা কুফর। –(মাযহারী)
قُلْ اُوْحِىَ اِلَىَّ –থেকে জানা গেল যে, এখানে বর্ণিত ঘটনায় রাসূলুল্লাহ ﷺ জিনদেরকে স্বচক্ষে দেখেননি। আল্লাহ তা'আলা ওহীর মাধ্যমে তাঁকে অবহিত করেছেন।

সূরা জিন অবতরণের ঘটনা ঃ সহীহ বুখারী, মুসলিম, তিরমিযী ইত্যাদি কিতাবে হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) বর্ণনা করেন, এই ঘটনায় রাসূলুল্লাহ ﷺ জিনদেরকে ইচ্ছাকৃতভাবে কুরআন শোনাননি এবং তিনি তাদেরকে দর্শনও করেননি। এই ঘটনা তখনকার, যখন শয়তানদেরকে আকাশের খবর শোনা থেকে উল্কাপিণ্ডের মাধ্যমে প্রতিহত করা হয়েছিল। এ সময়ে জিনরা পরস্পরে পরামর্শ করল যে, আকাশের খবরাদি শোনার ব্যাপারে বাধাদানের এই ব্যাপারটি কোনো আকস্মিক ঘটনা মনে হয় না। পৃথিবীতে অবশ্যই কোনো নতুন ব্যাপার সংঘটিত হয়েছে। অতঃপর তারা স্থির করল যে, পৃথিবীর পূর্ব-পশ্চিমে ও আনাচে-কানাচে জিনদের প্রতিনিধিদল প্রেরণ করতে হবে। যথাযথ খোঁজাখুঁজি করে এই নতুন ব্যাপারটি কি, তা

https://e-ilm.weebly.com/

জেনে আসবে। হেজাযে প্রেরিত তাদের প্রতিনিধিদল যখন 'নাখলা' নামক স্থানে উপস্থিত হলো, তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ সাহাবীগণকে সাথে নিয়ে ফজরের নামাজ পড়ছিলেন। জিনদের এই প্রতিনিধিদল নামাজে কুরআন পাঠ শুনে পরস্পরে শপথ করে বলতে লাগল ঃ এই কালামই আমাদের ও আকাশের খবরাদির মধ্যে অন্তরায় হয়েছে। তারা সেখান থেকে প্রত্যাবর্তন করে স্বজাতির কাছে ঘটনা বিবৃত করল এবং বলল ঃ إِنَّا سَمِعْنَا قُرْآنًا عَجَبًا আল্লাহ তা'আলা এসব আয়াতে সমস্ত ঘটনা সম্পর্কে তাঁর রাসূলকে অবহিত করেছেন।

আবূ তালেবের ওফাত ও রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর তায়েফ গমন : অধিকাংশ তাফসীরেবিদ বলেন : আবূ তালেবের মৃত্যুর পর রাসূলুল্লাহ ﷺ মক্কায় অসহায় ও অভিভাবকহীন হয়ে পড়েন। তখন তিনি স্বগোত্রের অত্যাচার ও নিপীড়নের মোকাবিলায় তায়েফের ছাকীফ্ গোত্রের সাহায্য লাভের উদ্দেশ্যে একাকীই তায়েফে গমন করলেন। মুহাম্মদ ইবনে ইসহাক (র.) বর্ণনা করেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ তায়েফে পৌঁছে ছাকীফ গোত্রের সরদার ও সম্ভ্রান্ত ভ্রাতৃত্রয়ের কাছে গেলেন। এই ভ্রাতৃত্রয় ছিল ওমায়রের পুত্র আবদে ইয়ালীল, সউদ ও হাবীব। তাদের গৃহে একজন কুরাইশ মহিলা ছিল। রাসূলুল্লাহ ﷺ তাদেরকে ইসলামের দাওয়াত দিলেন এবং স্বগোত্রের নিপীড়নের কাহিনী বর্ণনা করে তাদের কাছে সাহায্য প্রার্থনা করলেন। কিন্তু জবাবে ভ্রাতৃত্রয় অশোভন আচরণ করে এবং তাঁর সাথে কথা বলতে অস্বীকার করে।

ছাকীফ গোত্রের গণ্যমান্য তিন ব্যক্তির কাছ থেকে নিরাশ হয়ে রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন : আপনারা যদি আমাকে সাহায্য না-ই করেন, তবে কমপক্ষে আমার আগমনের কথা কুরাইশদের কাছে প্রকাশ করবেন না। উদ্দেশ্য এই ছিল যে, কুরাইশরা জানতে পারলে অত্যাচারের মাত্রা আরও বাড়িয়ে দিবে। কিন্তু তারা একথাও মানল না বরং গোত্রের দুষ্ট লোকদেরকে তাঁর উপর লেলিয়ে দিল। তারা তাঁকে গালিগালাজ করল ও তাঁর পিছু পিছু হট্টগোলের সৃষ্টি করতে থাকল। রাসূলুল্লাহ ﷺ তাদের উৎপাত থেকে আত্মরক্ষার উদ্দেশ্যে একটি আঙ্গুর বাগানে প্রবেশ করলেন। বাগানের মালিক ওতবা শায়বা বাগানে উপস্থিত ছিল। তখন দুষ্টরা তাঁকে ছেড়ে ফিরে গেল। রাসূলুল্লাহ ﷺ আঙ্গুর বৃক্ষের ছায়ায় বসে গেলেন। ওতবা ও শায়বা ভ্রাতৃদ্বয় তাঁকে দেখছিল। তারা আরও লক্ষ্য করছিল যে, গোত্রের দুষ্ট লোকদের হাতে তিনি উৎপীড়িত হয়েছেন। ইতিমধ্যে সেই কুরাইশী মহিলাও বাগানে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সাথে সাক্ষাৎ করল। তিনি মহিলার কাছে তার শ্বশুরালয়ের লোকদের মন্দ ব্যবহারের কথা উল্লেখ করলেন।

এই বাগানে বসে রাসূলুল্লাহ ﷺ যখন কিছুটা স্বস্তি লাভ করলেন, তখন আল্লাহর দরবারে দুই হাত তুলে দোয়া করতে লাগলেন। এরূপ অভিনত ভাষায় দোয়া তিনি আর কখনও করেছেন বলে বর্ণিত নেই। দোয়াটি এই :

اَللّٰهُمَّ اِنِّىْ اَشْكُوْ اِلَيْكَ ضِعْفَ قُوَّتِىْ وَقِلَّةَ حِيْلَتِىْ وَهَوَانِىْ عَلَى النَّاسِ وَاَنْتَ اَرْحَمُ الرَّاحِمِيْنَ وَاَنْتَ رَبُّ الْمُسْتَضْعَفِيْنَ فَاَنْتَ رَبِّىْ اِلٰى مَنْ تَكِلْنِىْ اِلٰى بَعِيْدٍ يَتَجَهَّمُنِىْ اَوْ اِلٰى عَدُوٍّ مَلَّكْتَهُ اَمْرِىْ اِنْ لَمْ تَكُنْ سَاخِطًا عَلَىَّ فَلَا اُبَالِىْ وَلٰكِنَّ عَافِيَتَكَ هِىَ اَوْسَعُ لِىْ اَعُوْذُ بِنُوْرِ وَجْهِكَ الَّذِىْ اَشْرَقَتْ لَهُ الظُّلُمَاتُ وَصَلُحَ عَلَيْهِ اَمْرُ الدُّنْيَا وَالْاٰخِرَةِ مِنْ اَنْ تُنْزِلَ بِىْ غَضَبَكَ لَكَ الْعُتْبٰى حَتّٰى تَرْضٰى وَلَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ اِلَّا بِكَ.

অর্থাৎ হে আল্লাহ! আপনার কাছে আমি আমার শক্তির দুর্বলতার, কৌশলের স্বল্পতার এবং লোকচক্ষুতে হেয়তার অভিযোগ করছি। আপনি সর্বশ্রেষ্ঠ দয়ালু এবং আপনি দুর্বলদের সহায়, আপনিই আমার পালনকর্তা। আপনি আমাকে কার কাছে সমর্পণ করেন– পরের কাছে? যে আমাকে আক্রমণ করে; না কোনো শত্রুর কাছে, যাকে আমার মালিক করে দিয়েছেন (ফলে যা ইচ্ছা, তাই করবে?) আপনি যদি আমার প্রতি অসন্তুষ্ট না হন, তবে আমি কোনো কিছুরই পরওয়া করি না। আপনার নিরাপত্তা আমার জন্য শ্রেষ্ঠ আশ্রয়। (আমি তা চাই।) আমি আপনার নূরের আশ্রয় গ্রহণ করি, যা দ্বারা সমস্ত অন্ধকার আলোকোজ্জ্বল হয়ে যায় এবং ইহকাল ও পরকালের সব কাজ সঠিক হয়ে যায়। আশ্রয় গ্রহণ করি আপনার গজবে পতিত হওয়া থেকে। আপনাকে সন্তুষ্ট করাই আমাদের কাজ। আমরা কোনো অনিষ্ট থেকে বাঁচতে পারি না এবং কোনো পুণ্য অর্জন করতে পারি না আপনার সাহায্য ব্যতিরেকে। –[মাযহারী]

ওতবা ও শায়বা ভ্রাতৃদ্বয় এই অবস্থা দেখে দয়ার্দ্র হলো এবং 'আদ্দাস' নামক তাদের এক খ্রিস্টান গোলামকে ডেকে বলল : একগুচ্ছ আঙ্গুর একটি পাত্রে রেখে ঐ ব্যক্তির কাছে নিয়ে যাও এবং তাকে তা খেতে বলো। গোলাম তাই করল। সে আঙ্গুরের পাত্র রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সামনে রেখে দিল। তিনি বিসমিল্লাহ বলে পাত্রের দিকে হাত বাড়ালেন। 'আদ্দাস' এই দৃশ্য দেখে বলল : আল্লাহর কসম, বিসমিল্লাহির রহমানির-রাহিম বাক্যটি তো এই শহরের অধিবাসীরা বলে না। অতঃপর রাসূলুল্লাহ ﷺ তাকে জিজ্ঞাসা করলেন : আদ্দাস, তুমি কোনো শহরের অধিবাসী? তোমার ধর্ম কি? আদ্দাস বলল : আমি

https://e-ilm.weebly.com/

খ্রিস্টান এবং আমার জন্মস্থান 'নায়নুয়া' শহরে। রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন : ভালো কথা। তাহলে তুমি আল্লাহর সৎবান্দা ইউনুস ইবনে মাতা' (আ.)-এর শহরের অধিবাসী। সে বলল : আপনি ইউনুস ইবনে মাতাকে চিনেন কিরূপে? রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন, তিনি তো আমার ভাই। কেননা তিনি যেমন আল্লাহর নবী, তেমনি আমিও আল্লাহর নবী।

একথা শুনে আদ্দাস রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর পদতলে লুটিয়ে পড়ল এবং তাঁর মস্তক ও হস্তপদ চুম্বন করল। ওতবা ও শায়বা দূর থেকে এই দৃশ্য দেখেছিল। তাদের একজন অপরজনকে বলল : লোকটি তো আমাদের গোলামকে নষ্ট করে দিল। অতঃপর আদ্দাস তাদের কাছে ফিরে এলে তারা বলল : আদ্দাস, তুমি লোকটির হস্তপদ চুম্বন করলে কেন? সে বলল : আমার প্রভুগণ, এসময়ে পৃথিবীর বুকে তাঁর চেয়ে উত্তম কোনো মানুষ নেই। তিনি আমাকে এমন একটি কথা বলেছেন, যা নবী ব্যতীত কারও বলার সাধ্য নেই। তারা বলল : আরে পাজী, লোকটি তোমাকে ধর্মচ্যুত না করে দেয়নি তো। তোমার ধর্ম তো সর্বাবস্থায় তার ধর্মের চেয়ে ভালো।

এরপর তায়েফবাসীদের পক্ষ থেকে নিরাশ হয়ে রাসূলুল্লাহ ﷺ মক্কাভিমুখে রওয়ানা হয়ে গেলেন। ফেরার পথে তিনি 'নাখলা' নামক স্থানে অবস্থান করে শেষরাত্রে তাহাজ্জুদের নামাজ শুরু করেন। ইয়ামনের নছীবাইন শহরের জিনদের এক প্রতিনিধি দলও তখন সেখানে অবস্থানরত ছিল। তারা কুরআন পাঠ শুনল বিশ্বাসস্থাপন করল। অতঃপর তারা স্বজাতির কাছে ফিরে গিয়ে ঘটনা বর্ণনা করল। আলোচ্য আয়াতসমূহে আল্লাহ তা'আলা তারই আলোচনা করেছেন।–(মাযহারী)

জনৈক সাহাবী ও জিনের ঘটনা ঃ ইবনে জাওযী (র.) "আছ-ছফওয়া" গ্রন্থে হযরত সহল ইবনে আব্দুল্লাহ (রা.) থেকে বর্ণনা করেন, তিনি এক জায়গায় জনৈক বৃদ্ধ জিনকে বায়তুল্লাহর দিকে মুখ করে নামাজ পড়তে দেখেন। সে পশমের জোব্বা পরিহিত ছিল। হযরত সাহল (রা.) বলেন ঃ নামাজ সমাপনান্তে আমি তাকে সালাম করলে সে জবাব দিল ও বলল ঃ তুমি এই জোব্বার চাকচিক্য দেখে বিস্মিত হচ্ছ? জোব্বাটি সাতশ' বছর ধরে আমার গায়ে আছে। এই জোব্বা পরিধান করেই আমি হযরত ঈসা (আ.)-এর সাথে সাক্ষাত করেছি। অতঃপর এই জোব্বা গায়েই আমি মুহাম্মদ ﷺ-এর দর্শন লাভ করেছি। যেসব জিন সম্পর্কে 'সূরা জিন' অবতীর্ণ হয়েছে, আমি তাদেরই একজন।–(মাযহারী)

হাদীস বর্ণিত লায়লাতুল-জিনের ঘটনায় হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা.)-কে সাথে নিয়ে রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর ইচ্ছাকৃতভাবে জিনদের কাছে ধর্ম প্রচারের উদ্দেশ্যে মক্কার অদূরে জঙ্গলে যাওয়া এবং কুরআন শোনানো উল্লেখিত আছে। এটা বাহ্যত ঃ সূরায় বর্ণিত কাহিনীর পরবর্তী ঘটনা। আল্লামা খাফফাযী বর্ণনা করেন, নির্ভরযোগ্য হাদীস দ্বারা প্রমাণিত আছে যে, জিনদের প্রতিনিধিদল রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর কাছে একবার দু'বার নয়-ছয় বার আগমন করেছিল। অতএব, সূরার বর্ণনা ও হাদীসের বর্ণনার মধ্যে কোনো বৈপরীত্য নেই।

وَاَنَّهٗ تَعٰلٰى جَدُّ رَبِّنَا : جَدّ শব্দের অর্থ শান, অবস্থা। আল্লাহ তা'আলার জন্যে বলা হয়। تَعٰلٰى جَدُّهٗ –অর্থাৎ আল্লাহ তা'আলার শান উর্ধ্বে। এখানে সর্বনামের পরিবর্তে رَبّ শব্দ ব্যবহার করা হয়েছে মাত্র। এতে শান উর্ধ্বে হওয়ার প্রমাণও এসে গেছে। কেননা যিনি সৃষ্টির পালনকর্তা তাঁর শানে যে উর্ধ্বে, তা বলাই বাহুল্য।

وَاَنَّهٗ كَانَ يَقُوْلُ سَفِيْهُنَا عَلَى اللّٰهِ شَطَطًا وَاَنَّا ظَنَنَّآ اَنْ لَّنْ تَقُوْلَ الْاِنْسُ وَالْجِنُّ عَلَى اللّٰهِ كَذِبًا : شَطَطٌ –শব্দের অর্থ অবান্তর কথা, অন্যায় ও জুলুম। উদ্দেশ্য এই যে, মুমিন জিনরা এ পর্যন্ত কুফর ও শিরকে লিপ্ত থাকার অজুহাত বর্ণনা করে বলেছে ঃ আমাদের সম্প্রদায়ের নির্বোধ লোকেরা আল্লাহ তা'আলার শানে অবান্তর কথাবার্তা বলত। অথচ আমরা মনে করতাম না যে, কোনো মানব অথবা জিন আল্লাহ তা'আলা সম্পর্কে মিথ্যা কথা বলতে পারে। তাই বোকাদের কথায় আমরা আজ পর্যন্ত কুফর ও শিরকে লিপ্ত ছিলাম। এখন কুরআন শুনে আমাদের চক্ষু খুলেছে।

وَاَنَّهٗ كَانَ رِجَالٌ مِّنَ الْاِنْسِ يَعُوْذُوْنَ بِرِجَالٍ مِّنَ الْجِنِّ فَزَادُوْهُمْ رَهَقًا : এই আয়াতে মুমিন জিনরা বলেছে ঃ মূর্খতাযুগে মানুষ যখন কোনো বিজন প্রান্তরে অবস্থান করত, তখন প্রান্তরের জিনদের আশ্রয় গ্রহণ করত। এতে জিনরা মনে করে বসল আমরা মানবের চেয়ে শ্রেষ্ঠ। মানবও আমাদের আশ্রয় গ্রহণ করে। এতে জিনদের পথভ্রষ্টতা আরও বেড়ে যায়।

জিনদের প্রেরণায় হযরত রাফে ইবনে ওমায়র (রা.)-এর ইসলাম গ্রহণ : তাফসীরে মাযহারীতে আছে 'হাওয়াতিফুল-জিন্ন' কিতাবে হযরত রাফে ইবনে ওমায়র (রা.) সাহাবীর ইসলাম গ্রহণের অন্যতম কারণ বর্ণিত আছে। তিনি বলেন : এক রাত্রিতে আমি মরুভূমিতে সফর করছিলাম। হঠাৎ নিদ্রাভিভূত হয়ে আমি উট থেকে নেমে গেলাম এবং ঘুমিয়ে পড়লাম। ঘুমের পূর্বে আমি স্বগোত্রের অভ্যাস অনুযায়ী এই বাক্য উচ্চারণ করলাম : اِنِّىْ اَعُوْذُ بِعَظِيْمِ هٰذَا الْوَادِىْ مِنَ الْجِنِّ অর্থাৎ আমি এই প্রান্তরের জিন্ন সরদারের আশ্রয়গ্রহণ করছি। অতঃপর আমি স্বপ্নে দেখলাম, এক ব্যক্তির হাতে একটি অস্ত্র। সে আমার উটের বুকে তা দ্বারা আঘাত করতে চায়। আমি ত্রস্ত হয়ে উঠে পড়লাম এবং ডানে-বামে দৃষ্টিপাত করে কিছুই দেখতে পেলাম না। মনে মনে বললাম :

https://e-ilm.weebly.com/

এটা শয়তানী কুমন্ত্রণা, আসল স্বপ্ন নয়। অতঃপর নিদ্রায় বিভোর হয়ে গেলাম। পুনরায় সেই স্বপ্ন দেখে উঠে পড়লাম। এবারও উটের চতুষ্পার্শ্বে কিছুই দেখলাম না কিন্তু উটটি কেন জানি থরথর করে কাঁপছিল। আমি আবার নিদ্রিত হয়ে সেই একই স্বপ্ন দেখলাম। জাগ্রত হয়ে দেখি, আমার উটটি ছটফট করছে এবং একজন যুবক বর্শা হাতে দাঁড়িয়ে আছে। আমি স্বপ্নে যে যুবককে দেখেছিলাম, সে সেই যুবক। সাথে সাথে দেখলাম, জনৈক বৃদ্ধ যুবকের হাত ধরে রেখেছে এবং উটকে আঘাত হানতে নিষেধ করেছে। ইতিমধ্যে তিনটি বন্য গর্দভ সামনে এসে গেলে বৃদ্ধ যুবককে বলল : এই তিনটির মধ্যে যেটি তোমার পছন্দ হয়, নিয়ে যাও এবং এই লোকটির উট ছেড়ে দাও। যুবক একটি বন্য গর্দভ নিয়ে চলে গেল। অতঃপর বৃদ্ধ আমাকে বলল : হে বোকা মানব! তুমি কোনো প্রান্তরে অবস্থান করে যদি জিন্নদের উপদ্রব আশঙ্কা কর, তবে এ কথা বলো : اَعُوْذُ بِاللّٰهِ رَبِّ مُحَمَّدٍ مِنْ هَوْلِ هٰذَا الْوَادِىْ অর্থাৎ আমি এই প্রান্তরের ভয় ও অনিষ্ট থেকে মুহাম্মদের পালনকর্তা আল্লাহর আশ্রয় প্রার্থনা করি। এরপর কোনো জিন -এর আশ্রয় গ্রহণ করো না। কেননা সেদিন গত হয়ে গেছে, যখন মানুষ জিনদের আশ্রয় গ্রহণ করত। আমি বৃদ্ধকে জিজ্ঞাসা করলাম : মুহাম্মদ কে? সে বলল : ইনি আরব নবী প্রাচ্যেরও নন, প্রতীচ্যেরও নন। তিনি সোমবারে প্রেরিত হয়েছেন। আমি জিজ্ঞাস করলাম, তিনি কোথায় থাকেন? সে বলল : ইনি খর্জুর-বস্তি ইয়াসরিবে (মদিনায়) থাকেন। অতঃপর প্রত্যুষেই আমি মদিনার পথ ধরলাম। দ্রুত উট হাঁকিয়ে অল্প সময়ের মধ্যে মদিনায় পৌঁছে গেলাম। রাসূলে কারীম ﷺ আমাকে দেখে আমার আদ্যোপান্ত ঘটনা বলে দিলেন এবং আমাকে ইসলামের দাওয়াত দিলেন। আমি মুসলমান হয়ে গেলাম। হযরত সাঈদ ইবনে জুবায়র (রা.) এই ঘটনা বর্ণনা করে বলতেন : আমাদের মতে এই ঘটনা সম্পর্কে কুরআন পাকে وَاَنَّهٗ كَانَ رِجَالٌ مِّنَ الْاِنْسِ يَعُوْذُوْنَ এ আয়াতখানি নাজিল হয়েছে।

وَاَنَّا لَمَسْنَا السَّمَآءَ فَوَجَدْنٰهَا مُلِئَتْ حَرَسًا شَدِيْدًا وَّشُهُبًا -আরবি অভিধানে سَمَاءٌ শব্দের অর্থ যেমন আকাশ, তেমনি মেঘমালা অর্থেও এর ব্যবহার ব্যাপক ও সুবিদিত। এখানে বাহ্যত ঃ এই অর্থই বোঝানো হয়েছে।

জিনরা আকাশের সংবাদ শোনার জন্যে মেঘমালা পর্যন্ত গমন করতো–আকাশ পর্যন্ত নয় ঃ জিন ও শয়তানরা আকাশের সংবাদ শোনার জন্যে আকাশ পর্যন্ত যাওয়ার অর্থ মেঘমালা পর্যন্ত যাওয়া। এর প্রমাণ বোখারীতে বর্ণিত হযরত আয়েশা (রা.)-এর এই হাদীস ঃ

قَالَتْ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُوْلُ اِنَّ الْمَلَائِكَةَ تَنْزِلُ فِى الْعَنَانِ وَهُوَ السَّحَابُ فَتَذْكُرُ الْاَمْرَ الَّذِىْ قُضِىَ فِى السَّمَاءِ فَتَسْتَرِقُ الشَّيَاطِيْنُ السَّمْعَ فَتَسْمَعُهٗ فَتُوَحِّيْهِ اِلَى الْكُهَّانِ فَيَكْذِبُوْنَ مَعَهَا مِأَةَ كَذِبَةٍ مِنْ عِنْدِ اَنْفُسِهِمْ.

হযরত আয়েশা (রা.) বলেন ঃ আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ -কে বলতে শুনেছি – ফেরেশতারা 'আনান' অর্থাৎ মেঘমালা পর্যন্ত অবতরণ করে। সেখানে আল্লাহ তা'আলার জারিকৃত সিদ্ধান্তসমূহ পরস্পরে আলোচনা করে। শয়তানরা এখান থেকে এগুলো চুরি করে অতীন্দ্রিয়বাদীদের কাছে পৌঁছিয়ে দেয় এবং তাতে নিজেদের পক্ষ থেকে শত শত মিথ্যা বিষয় সংযোজন করে দেয়। –(মাযহারী)

বুখারীতেই হযরত আবূ হুরায়রা (রা.)–এর এবং মুসলিমে হযরত ইবনে আব্বাস (রা.)-এর রেওয়ায়েত থেকে জানা যায় যে, এই ঘটনা আসল আকাশে সংঘটিত হয়েছে। আল্লাহ তা'আলা যখন আকাশে কোনো হুকুম জারি করেন, তখন সব ফেরেশতা আনুগত্যসূচক পাখা নাড়া দেয়। এরপর তারা পরস্পরে সে বিষয়ে আলোচনা করে। খবরচোর শয়তানরা এই আলোচনা শুনে নেয় এবং তাতে অনেক মিথ্যা সংযোজন করে অতীন্দ্রিয়বাদীদের কাছে পৌঁছিয়ে দেয়।

এই বিষয়বস্তু হযরত আয়েশা (রা.)-এর হাদীসের পরিপন্থি নয়। কেননা এ থেকে প্রমাণিত হয় না যে, শয়তানরা আসল আকাশে পৌঁছে খবর চুরি করে। বরং এটা সম্ভবপর যে, এসব খবর পর্যায়ক্রমে আকাশের ফেরেশতাগণের মধ্যে ছড়িয়ে পড়ে। এরপর ফেরেশতাগণ মেঘমালা পর্যন্ত এসে সে সম্পর্কে আলোচনা করেন। এখান থেকে শয়তানরা তা চুরি করে। পূর্বোক্ত হাদীসে তাই বলা হয়েছে। –(মাযহারী)

সারকথা, রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর নবুয়ত লাভের পূর্বে আকাশের খবর চুরিরধারা বিনা বাধায় অব্যাহত ছিল। শয়তানরা নির্বিঘ্নে মেঘমালা পর্যন্ত পৌঁছে ফেরেশতাগণের কাছে শুনে নিত। কিন্তু রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর নবুয়ত লাভের সময় তাঁর ওহীর হেফাজতের উদ্দেশ্যে চুরির সুযোগ বন্ধ করে দেওয়া হলো এবং কোনো শয়তান খবর চুরির নিয়তে উপরে গেলে তাকে লক্ষ্য করে জ্বলন্ত উল্কাপিণ্ড নিক্ষিপ্ত হতে লাগল। চোর বিতাড়নের এই নতুন উদ্যোগ দেখেই শয়তান ও জিনরা চিন্তিত হয়ে পড়ে, কারণ অনুসন্ধানের জন্যে পৃথিবীর কোণে সন্ধানকারী দল প্রেরণ করেছিল। অতঃপর 'নাখলা' নামক স্থানে একদল জিন রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর কাছে কুরআন শুনে ইসলাম গ্রহণ করেছিল, যা আলোচ্য সূরায় বর্ণিত হয়েছে।

https://e-ilm.weebly.com/

উল্কাপিণ্ড পূর্বেও ছিল, কিন্তু রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর আমল থেকে একে শয়তান বিতাড়নের কাজে ব্যবহার হচ্ছে ঃ প্রচলিত ভাষায় شِهَابٌ ثَاقِبٌ বলা হয় তারকা বিচ্যুতিকে। আরবিতে এর জন্যে اِنْقِضَاضُ الْكَوْكَبِ শব্দ ব্যবহৃত হয়। এই তারকা-বিচ্যুতির ধারা প্রাচীনকাল থেকেই অব্যাহত আছে। অথচ আয়াত থেকে জানা যায় যে, এটা রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর আমলের বৈশিষ্ট্য। এর জবাব এই যে, উল্কাপিণ্ডের অস্তিত্ব পূর্ব থেকেই ছিল। এর স্বরূপ সম্পর্কে বৈজ্ঞানিকদের ভাষ্য এই যে, ভূপৃষ্ঠ থেকে কিছু আগ্নেয় পদার্থ শূন্যমণ্ডলে পৌঁছে এবং এক সময়ে তা প্রজ্বলিত হয়ে যায়। এটাও সম্ভবপর যে, কোনো তারকা অথবা গ্রহ থেকে এই আগ্নেয় পদার্থ নির্গত হয়। যাই হোক না কেন, জগতের আদিকাল থেকেই এর অস্তিত্ব বিদ্যমান। তবে এই আগ্নেয় পদার্থকে শয়তান বিতাড়নের কাজে ব্যবহার রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর নবুয়ত লাভের সময় থেকে শুরু হয়েছে। দুষ্ট সব উল্কাপিণ্ডকে একাজে ব্যবহার করাও জরুরি নয়। সূরা হিজরে এর বিস্তারিত বিবরণ দেওয়া হয়েছে।

وَاَنَّا لَا نَدْرِىْٓ اَشَرٌّ اُرِيْدَ بِمَنْ فِى الْاَرْضِ اَمْ اَرَادَ بِهِمْ رَبُّهُمْ رَشَدًا : অর্থাৎ খবর চুরি বন্ধ করার কারণ দ্বিবিধ হতে পারে–(১) পৃথিবীবাসীকে শাস্তি দেওয়া, যাতে তারা আকাশের খবরাদি না পায়, (২) তাদের হেদায়েতের ব্যবস্থা করা, যাতে জিন ও শয়তান খোদায়ী ওহীতে কোনোরূপ বিঘ্ন করতে না পারে।

فَمَنْ يُّؤْمِنْ بِرَبِّهٖ فَلَا يَخَافُ بَخْسًا وَّلَا رَهَقًا : بَخْس শব্দে অর্থ প্রাপ্য অপেক্ষা কম দেওয়া এবং رَهَقٌ শব্দের অর্থ লাঞ্ছনা ও অপমান। উদ্দেশ্য এই যে, মুমিনের প্রতিদান কম দেওয়া হবে না এবং পরকালে তার কোনো লাঞ্ছনা হবে না।

وَاَنَّ الْمَسٰجِدَ لِلّٰهِ فَلَا تَدْعُوْا مَعَ اللّٰهِ اَحَدًا : مَسَاجِدُ শব্দটি مَسْجِدٌ-এর বহুবচন। এর এক অর্থ উপাসনালয় হতে পারে। আয়াতের অর্থ এই যে, মসজিদসমূহ কেবল আল্লাহ তা'আলার ইবাদতের জন্যে নির্মিত হয়েছে। অতএব, তোমরা মসজিদে যেয়ে আল্লাহ তা'আলা ব্যতীত অন্য কাউকে সাহায্যের জন্যে ডেকো না ; যেমন ইহুদি ও খ্রিস্টানরা তাদের উপাসনালয়সমূহে এ ধরনের শিরকী করে থাকে। সুতরাং আয়াতের সারমর্ম এই যে, মসজিদসমূহকে ভ্রান্ত বিশ্বাস ও মিথ্যা কর্মকাণ্ড থেকে পবিত্র রাখতে হবে।

এছাড়া مَسْجِدٌ শব্দটি এখানে مَصْدَرْ مِيْمِىْ হয়ে সেজদার অর্থেও হতে পারে। এমতাবস্থায় আয়াতের অর্থ এই হবে যে, সকল সেজদা আল্লাহ তা'আলার জন্যেই নির্দিষ্ট। যে ব্যক্তি আল্লাহ তা'আলা ব্যতীত অপরকে সাহায্যের জন্যে ডাকে, সে যেন তাকে সেজদা করে। অতএব অপরকে সেজদা করা থেকে বিরত থাক।

উম্মতের ইজমা তথা ঐকমত্যে আল্লাহ তা'আলা ব্যতীত অপরকে সেজদা করা হারাম এবং কোনো কোনো আলেমের মতে কুফর।

قُلْ اِنْ اَدْرِىْٓ اَقَرِيْبٌ مَّا تُوْعَدُوْنَ اَمْ يَجْعَلُ لَهٗ رَبِّىْٓ اَمَدًا : এখানে প্রথম আয়াতে আল্লাহ তা'আলা রাসূলকে আদেশ করেছেন, যেসব অবিশ্বাসী আপনাকে কেয়ামতের নির্দিষ্ট দিন-তারিখ বলে দেওয়ার জন্যে পীড়াপীড়ি করে, তাদেরকে বলে দিন ঃ কেয়ামতের আগমন ও হিসাব-নিকাশ নিশ্চিত ; কিন্তু তার নির্দিষ্ট দিন-তারিখ আল্লাহ তা'আলা কাউকে বলেননি। তাই আমি জানি না কেয়ামতের দিন আসন্ন না আমার পালনকর্তা এর জন্য দীর্ঘ মেয়াদ নির্দিষ্ট করে দিবেন। দ্বিতীয় আয়াতে এর দলিল বর্ণনা করা হয়েছে যে, عٰلِمُ الْغَيْبِ فَلَا يُظْهِرُ عَلٰى غَيْبِهٖٓ اَحَدًا –অর্থাৎ আমার না জানার কারণ এই যে, আমি 'আলেমুল-গায়ব' নই ; বরং আলেমুল গায়ব বিশেষণটি একমাত্র আল্লাহ তা'আলার বিশেষ গুণ। আর তিনি এ ব্যাপারে কাউকে অবহিত করেন না।

এখানে কোনো নির্বোধ ব্যক্তির মনে প্রশ্ন দেখা দিতে পারে যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ যখন কোনো গায়ব বা অদৃশ্য বিষয়ের জ্ঞান রাখেন না, তখন তিনি রাসূল হলেন কিরূপে? কেননা রাসূলের কাছে আল্লাহ তা'আলা হাজারো গায়বের বিষয় ওহীর মাধ্যমে প্রেরণ করেন। যার কাছে ওহী আসে না, সে নবী ও রাসূল হতে পারে না। এই প্রশ্নের জবাবের দিকে ইঙ্গিত করার জন্যে পরবর্তী আয়াতে ব্যতিক্রম বর্ণনা করা হয়েছে।

গায়ব ও গায়বের খবরের মধ্যে পার্থক্য ঃ اِلَّا مَنِ ارْتَضٰى مِنْ رَّسُوْلٍ فَاِنَّهٗ يَسْلُكُ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِنْ خَلْفِهٖ رَصَدًا –উপরিউক্ত বোকাসুলভ প্রশ্নের জবাব এই ব্যতিক্রমের সারমর্ম। অর্থাৎ রাসূল গায়ব জানেন না–এ কথার অর্থ যে কোনো গায়ব জানেন না নয়; বরং রেসালতের জন্যে যে পরিমাণ গায়বের খবর ও অদৃশ্য বিষয়াদির জ্ঞান কোনো রাসূলকে দেওয়া অপরিহার্য, সেই পরিমাণ গায়বের খবর ওহীর মাধ্যমে রাসূলকে দান করা হয়েছে এবং তা খুবই সংরক্ষিত পথে দান করা হয়েছে। যখন রাসূলের প্রতি আল্লাহ তা'আলার পক্ষ থেকে ওহী অবতীর্ণ হয়, তখন তার চতুর্দিকে ফেরেশতাগণের প্রহরা থাকে, যাতে শয়তান কোনোরূপ হস্তক্ষেপ করতে সক্ষম না হয়। এখানে রাসূল শব্দ দ্বারা প্রথমে রাসূল ও নবীকে প্রদত্ত গায়বের প্রকার নির্ধারণ করা হয়েছে যে, তা হচ্ছে শরিয়ত ও বিধি-বিধানের জ্ঞান এবং সময়োপযোগী গায়বের খবর। এরপর পরবর্তী বাক্যে আরও সুনির্দিষ্ট করা হয়েছে যে, এসব খবর ফেরেশতাগণের মাধ্যমে প্রেরণ করা হয়। ওহী নিয়ে

https://e-ilm.weebly.com/

আগমনকারী ফেরেশতার চুতষ্পার্শ্বে অন্যান্য ফেরেশতাগণের প্রহরা নিয়োগ করা হয়। এ থেকে বোঝা গেল, এই ব্যতিক্রমের মাধ্যমে নবী ও রাসূলের রেসালতের জন্যে প্রয়োজনীয় বিশেষ প্রকারের গায়ব সপ্রমাণ করা হয়েছে।

অতএব, পরিভাষায় এই ব্যতিক্রমকে اِسْتِثْنَاءٌ مُنْقَطِعٌ বলা হয়। অর্থাৎ যে গায়ব সম্পর্কে বলা হয়েছিল যে, আল্লাহ তা'আলা ব্যতীত কেউ জানে না, ব্যতিক্রমের মাধ্যমে সেই গায়ব প্রমাণ করা হয়নি ; বরং বিশেষ ধরনের 'ইলমে–গায়ব' প্রমাণ করা হয়েছে। কুরআনের স্থানে স্থানে এক أَنْبَاءُ الْغَيْبِ শব্দে অভিহিত করা হয়েছে। এক আয়াতে আছে- تِلْكَ مِنْ أَنْبَاءِ الْغَيْبِ نُوحِيهَا إِلَيْكَ কোনো কোনো অজ্ঞ লোক গায়ব ও গায়েবর খবরের মধ্যে পার্থক্য বোঝে না। তারা পয়গম্বরগণের জন্যে বিশেষতঃ শেষ নবী হযরত মুহাম্মদ মোস্তফা ﷺ-এর জন্যে সর্বপ্রকার ইলমে-গায়ব সপ্রমাণ করার প্রয়াস পায় এবং তাঁকে আল্লাহ তা'আলার অনুরূপ আলেমুল-গায়ব তথা সৃষ্টির প্রতিটি অণু-পরমাণু সম্পর্কে জ্ঞানবান মনে করে। এটা পরিষ্কার শিরক এবং রাসূলকে আল্লাহ তা'আলার আসনে আসীন করার অপপ্রয়াস বৈ নয়।-(নাউযুবিল্লাহ) যদি কোনো ব্যক্তি তার ভেদ তার বন্ধুকে বলে দেয়, এতে দুনিয়ার কেউ বন্ধুকে আলেমুল-গায়ব আখ্যা দিতে পারে না। এমনিভাবে পয়গম্বরগণকে ওহীর মাধ্যমে হাজারো গায়বের বিষয় বলে দেওয়ার কারণে তাঁরা আলেমুল-গায়ব হয়ে যাবেন না। এতএব, বিষয়টি উত্তমরূপে বুঝে নেওয়া দরকার।

এক শ্রেণির সাধারণ মানুষ এতদুভয়ের মধ্যে পার্থক্য করে না। ফলে তাদের কাছে যখন বলা হয় রাসূলুল্লাহ ﷺ 'আলেমুল-গায়ব' নন, তখন তারা এই অর্থ বোঝে যে, (নাউযুবিল্লাহ) রাসূলুল্লাহ ﷺ কোনো গায়বের খবর রাখেন না। অথচ দুনিয়াতে কেউ এর প্রবক্তা নয় এবং হতে পারে না। কেননা এরূপ হলে খোদ নবুয়ত ও রেসালতই অস্তিত্বহীন হয়ে পড়ে। তাই কোনো মুমিনের পক্ষেই এরূপ বিশ্বাস করা সম্ভবপর নয়।

সূরার উপসংহারে বলা হয়েছে- وَأَحْصَى كُلَّ شَيْءٍ عَدَدًا -অর্থাৎ প্রত্যেক বস্তুর পরিসংখ্যান আল্লাহ তা'আলারই গোচরীভূত। পাহাড়ের অভ্যন্তরে কি পরিমাণ অণু-পরমাণু রয়েছে, সারা বিশ্বের জলধিসমূহের মধ্যে কি পরিমাণ জলবিন্দু আছে, প্রত্যেক বৃষ্টিতে কতসংখ্যক ফোঁটা বর্ষিত হয় এবং সারা জাহানের বৃক্ষসমূহের পত্রের সঠিক পরিসংখ্যান তাঁর জানা আছে। সমস্ত ইলমে গায়ব যে আল্লাহ তা'আলারই বিশেষ গুণ, আয়াতে একথা আবার ফুটিয়ে তোলা হয়েছে, যাতে উপরিউক্ত ব্যতিক্রম দেখে ভুল বোঝাবুঝিতে পতিত না হয়।

ইলমে-গায়বের অর্থ ও তার বিস্তারিত বিধি-বিধান সূরা নমলের قُلْ لَا يَعْلَمُ مَنْ فِي السَّمٰوٰتِ وَالْأَرْضِ الْغَيْبَ إِلَّا اللّٰهُ আয়াতের তাফসীরে উল্লেখ করা হয়েছে।

শব্দবিশ্লেষণ :

اِسْتَمَعَ : সীগাহ واحد مذكر غائب বহছ ماضى معروف বাব اِفْتِعَالٌ মাসদার اِسْتِمَاعٌ মূলবর্ণ (س - م - ع) জিনস صحيح অর্থ– শুনেছে।

نَفَرٌ : ইসমে জমা। অর্থ- জামাত, দল, শহরের একটা অংশ, পাড়া, মহল্লা, ব্লক।

يَعُوذُونَ : সীগাহ جمع مذكر غائب বহছ مضارع معروف বাব نَصَرَ মাসদার عَوْذٌ وَمَعَاذٌ মূলবর্ণ (ع - و - ذ) জিনস اجوف واوى অর্থ– তারা আশ্রয় গ্রহণ করত।

شَطَطًا : মাসদার বাব نَصَرَ - ضَرَبَ মূলবর্ণ (ش - ط - ط) জিনস مضاعف ثلاثى অর্থ– অবাস্তব উক্তি। অন্যায়। বাড়াবাড়ি, সীমালঙ্ঘন।

رَهَقًا : ইসম ও মাসদার। অর্থ- অবাধ্যতা, অহংকার, বাড়াবাড়ি, জুলুম, নির্যাতন। বাবে سَمِعَ থেকে মাসদার আসে। মূলতঃ এর অর্থ, এক জিনিসকে আরেকটি জিনিসের উপর জবরদস্তি চাপিয়ে দেওয়া। এর আবশ্যকীয় অর্থ হলো, ধ্বংসপ্রাপ্ত। বিধ্বস্ত। উজাড় হওয়া ইত্যাদি। তাই এটি ধ্বংসপ্রাপ্ত হওয়ার অর্থেও ব্যবহৃত হয়।

لَمَسْنَا : সীগাহ جمع متكلم বহছ ماضى معروف বাব ضَرَبَ মাসদার لَمْسٌ মূলবর্ণ (ل - م - س) জিনস صحيح অর্থ– অনুসন্ধান করতে চাইলাম।

بَخْسًا : মাসদার বাব فَتَحَ অর্থ– কম করে দেওয়া, হ্রাস করা।

https://e-ilm.weebly.com/

اَلْقَاسِطُوْنَ : সীগাহ جمع مذكر বহছ اسم فاعل বাব ضَرَبَ মাসদার قِسْطٌ মূলবর্ণ (ق - س - ط) জিনস صحيح অর্থ– কতিপয় বিপথগামী।

صَعَدًا : মাসদার। অর্থ- চরম কঠিন, কষ্টদায়ক (শাস্তি), কাযী বায়যাবী (র.) লিখেন, صَعَدًا সিফাত হিসেবে ব্যবহৃত হয়েছে।

يُجِيْرُ : সীগাহ واحد مذكر غائب বহছ مضارع معروف বাব إِفْعَالٌ মাসদার إِجَارَةٌ মূলবর্ণ (ج - و - ر) জিনস اجوف واوى অর্থ- তিনি আশ্রয় দেন।

اِرْتَضٰى : সীগাহ واحد مذكر غائب বহছ ماضى معروف বাব إِفْتِعَالٌ মাসদার إِرْتِضَاءٌ মূলবর্ণ (ر - ض - و) জিনস ناقص واوى অর্থ– নিজের মনোনীত, সন্তুষ্ট হয়েছে।

مُلِئَتْ : সীগাহ واحد مؤنث غائب বহছ ماضى مجهول বাব فَتَحَ মাসদার مَلْأٌ মূলবর্ণ (م - ل - ء) জিনস مهموز لام অর্থ– পরিপূর্ণভাবে দেওয়া হয়েছে।

حَرَسًا : শব্দটি বহুবচন; একবচনে حَارِسٌ অর্থ– প্রহরী। রক্ষী, পাহারাদার, তত্ত্বাবধায়ক।

شُهُبًا : শব্দটি বহুবচন; একবচনে شِهَابٌ অর্থ- উল্কাপিণ্ড, অঙ্গার, অগ্নিশিখা।

قِدَدٌ : শব্দটি বহুবচন; একবচনে قدة অর্থ– ফালি, ফিতা, দল, সম্প্রদায়।

تَحَرَّوْا : সীগাহ جمع مذكر غائب বহছ ماضى معروف বাব تَفَعُّلٌ মাসদার تَحَرِّىْ মূলবর্ণ (ح - ر - ى) জিনস ناقص يائى অর্থ– তারা খুঁজে নিয়েছে।

غَدَقًا : অর্থ- (বৃষ্টির) প্রচুর পানি।

لِبَدًا : শব্দটি বহুবচন; একবচনে لُبْدَةٌ অর্থ- ভিড় করতে, কেশর, দল, জটবাধা চুল। জট বাঁধা চুল, দলে দলে, জনতার ঢল, বহু লোকের বিশৃঙ্খলা সমাবেশ।

مُلْتَحَدًا : সীগাহ واحد مذكر বহছ اسم مفعول বাব إِفْتِعَالٌ মাসদার إِلْتِحَادٌ মূলবর্ণ (ل - ح - د) জিনস صحيح অর্থ– কোনো আশ্রয়, আশ্রয় স্থল।

اَمَدًا : অর্থ– সময়।

বাক্য বিশ্লেষণ :

قُلْ اُوْحِىَ اِلَىَّ اَنَّهُ اسْتَمَعَ نَفَرٌ مِّنَ الْجِنِّ فَقَالُوْا اِنَّا سَمِعْنَا قُرْاٰنًا عَجَبًا : এখানে قُلْ হলো ফে'ল ও ফায়েল। আর اُوْحِىَ ফে'ল আর اِلَىَّ টা اُوْحِىَ-এর সাথে متعلق হয়েছে। اَنَّ এবং তার অধীনে যা রয়েছে তা رفع-এর স্থানে হয়ে নায়েবে ফায়েল হয়েছে। আর اَنَّ হলো حرف مشبه بالفعل আর ہٗ হলো اسم ان আর اِسْتَمَعَ বাক্যটি হলো তার খবর। আর نَفَرٌ হলো اِسْتَمَعَ-এর ফায়েল। এবং مِنَ الْجِنِّ হলো نَفَرٌ-এর সিফত। আর فَقَالُوْا টা اِسْتَمَعَ-এর উপর আতফ হয়েছে। আর اِنَّا হলো حرف مشبه بالفعل এবং তার اسم আর سَمِعْنَا বাক্যটি তার খবর। আর قُرْاٰنًا হলো مفعول به এবং عَجَبًا হলো সিফত।

https://e-ilm.weebly.com/

سُوْرَةُ الْمُزَّمِّلِ مَكِّيَّةٌ

সূরা মুয্যাম্মিল

মক্কায় অবতীর্ণ; আয়াত– ২০, রুকূ'– ২

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

পরম করুণাময়, দয়ালু আল্লাহর নামে শুরু করছি

১. হে বস্ত্রাবৃত [রাসূল]।	يٰٓاَيُّهَا الْمُزَّمِّلُ ﴿١﴾
২. রাত্রিকালে [নামাজে] দণ্ডায়মান থাকুন, কিয়দংশ রাত্রি ব্যতীত।	قُمِ الَّيْلَ اِلَّا قَلِيْلًا ﴿٢﴾
৩. অর্থাৎ অর্ধেক রাত্রি অথবা অর্ধেক হতেও কিছু কম করুন।	نِّصْفَهٗٓ اَوِ انْقُصْ مِنْهُ قَلِيْلًا ﴿٣﴾
৪. অথবা অর্ধাংশ হতে কিছু বৃদ্ধি করুন আর [নামাজে] কুরআনকে খুব স্পষ্ট করে পাঠ করুন।	اَوْ زِدْ عَلَيْهِ وَرَتِّلِ الْقُرْاٰنَ تَرْتِيْلًا ﴿٤﴾
৫. আমি অচিরেই আপনার প্রতি এক গুরুভার বাণী প্রেরণ করছি।	اِنَّا سَنُلْقِيْ عَلَيْكَ قَوْلًا ثَقِيْلًا ﴿٥﴾
৬. নিঃসন্দেহে রাত্রিকালে উঠা প্রবৃত্তি দলনে সহায়ক এবং বাকস্ফুরণে সঠিক।	اِنَّ نَاشِئَةَ الَّيْلِ هِيَ اَشَدُّ وَطْـًٔا وَّاَقْوَمُ قِيْلًا ﴿٦﴾
৭. নিঃসন্দেহে দিবাভাগে আপনার বহু কাজ থাকে।	اِنَّ لَكَ فِي النَّهَارِ سَبْحًا طَوِيْلًا ﴿٧﴾
৮. আর নিজ প্রতিপালকের নাম স্মরণ করতে থাকুন এবং সবকিছু হতে বিচ্ছিন্ন হয়ে তারই দিকে মগ্ন থাকুন।	وَاذْكُرِ اسْمَ رَبِّكَ وَتَبَتَّلْ اِلَيْهِ تَبْتِيْلًا ﴿٨﴾

শাব্দিক অনুবাদ :

১. يٰٓاَيُّهَا الْمُزَّمِّلُ হে বস্ত্রাবৃত (রাসূল)

২. قُمِ الَّيْلَ রাত্রিকালে দণ্ডায়মান থাকুন اِلَّا قَلِيْلًا কিয়দংশ রাত্রি ব্যতীত।

৩. نِصْفَهٗ অর্থাৎ অর্ধেক রাত্রি اَوِ انْقُصْ مِنْهُ قَلِيْلًا অথবা অর্ধেক হতেও কিছু কম করুন।

৪. اَوْ زِدْ عَلَيْهِ অথবা অর্ধাংশ হতে কিছু বৃদ্ধি করুন وَرَتِّلِ الْقُرْاٰنَ تَرْتِيْلًا আর কুরআনকে খুব স্পষ্ট করে পাঠ করুন।

৫. اِنَّا سَنُلْقِيْ عَلَيْكَ আমি অচিরেই আপনার প্রতি প্রেরণ করছি قَوْلًا ثَقِيْلًا এক গুরুভার বাণী।

৬. اِنَّ نَاشِئَةَ الَّيْلِ নিঃসন্দেহে রাত্রিকালে উঠা هِيَ اَشَدُّ وَطْـًٔا প্রবৃত্তি দলনে সহায়ক وَّاَقْوَمُ قِيْلًا এবং বাকস্ফুরণে সঠিক।

৭. اِنَّ لَكَ فِي النَّهَارِ নিঃসন্দেহে দিবাভাগে আপনার থাকে سَبْحًا طَوِيْلًا বহু কাজ।

৮. وَاذْكُرِ اسْمَ رَبِّكَ আর নিজ প্রতিপালকের নাম স্মরণ করতে থাকুন وَتَبَتَّلْ اِلَيْهِ تَبْتِيْلًا এবং সবকিছু হতে বিচ্ছিন্ন হয়ে তারই দিকে মগ্ন থাকুন।

https://e-ilm.weebly.com/

৯. তিনি উদয়াচল ও অস্তাচলের মালিক, তিনি ভিন্ন কেউ ইবাদতের যোগ্য নয়, অতএব, তাঁকেই নিজ কার্যাবলি সোপর্দ করার জন্য নির্ধারিত করে রাখুন।	رَبُّ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ لَآ إِلٰهَ إِلَّا هُوَ فَاتَّخِذْهُ وَكِيلًا ﴿٩﴾
১০. আর এরা যেসব উক্তি করে, তাতে ধৈর্যধারণ করুন এবং সুবিহিতভাবে তাদের থেকে পৃথক থাকুন।	وَاصْبِرْ عَلٰى مَا يَقُولُونَ وَاهْجُرْهُمْ هَجْرًا جَمِيلًا ﴿١٠﴾
১১. আর আমাকে ও সেই সুখ সম্পদে নিমগ্ন অবিশ্বাসীদের ছেড়ে দিন, আর তাদেরকে আরো কিছুদিন অবকাশ দিন।	وَذَرْنِي وَالْمُكَذِّبِينَ أُولِي النَّعْمَةِ وَمَهِّلْهُمْ قَلِيلًا ﴿١١﴾
১২. নিশ্চয় আমার নিকট বেড়িসমূহ ও দোজখ রয়েছে।	إِنَّ لَدَيْنَآ أَنكَالًا وَّجَحِيمًا ﴿١٢﴾
১৩. এবং গলায় আটকানোর মতো খাদ্য ও যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি আছে।	وَطَعَامًا ذَا غُصَّةٍ وَّعَذَابًا أَلِيمًا ﴿١٣﴾
১৪. যেদিন জমিন ও পর্বতমালা কম্পিত হতে থাকবে, আর পর্বতসমূহ [খণ্ড বিখণ্ড হয়ে] উড়ন্ত ধূলি-বালুকায় পরিণত হবে।	يَوْمَ تَرْجُفُ الْأَرْضُ وَالْجِبَالُ وَكَانَتِ الْجِبَالُ كَثِيبًا مَّهِيلًا ﴿١٤﴾
১৫. নিঃসন্দেহে আমি তোমাদের নিকট এমন একজন রাসূল পাঠিয়েছি যিনি তোমার সম্বন্ধে সাক্ষ্য দিবেন, যেমন আমি ফেরাউনের নিকট একজন রাসূল প্রেরণ করেছিলাম।	إِنَّآ أَرْسَلْنَآ إِلَيْكُمْ رَسُولًا شَاهِدًا عَلَيْكُمْ كَمَآ أَرْسَلْنَآ إِلٰى فِرْعَوْنَ رَسُولًا ﴿١٥﴾

শাব্দিক অনুবাদ :

৯. رَبُّ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ তিনি উদয়াচল ও অস্তাচলের মালিক لَآ إِلٰهَ إِلَّا هُوَ তিনি ভিন্ন কেউই ইবাদতের যোগ্য নয় فَاتَّخِذْهُ وَكِيلًا অতএব তাকেই নিজ কার্যাবলি সোপর্দ করার জন্য নির্ধারিত করে রাখুন।

১০. وَاصْبِرْ عَلٰى مَا يَقُولُونَ আর এরা যেসব উক্তি করে তাতে ধৈর্যধারণ করুন وَاهْجُرْهُمْ هَجْرًا جَمِيلًا এবং সুবিহিতভাবে তাদের থেকে পৃথক থাকুন।

১১. وَذَرْنِي وَالْمُكَذِّبِينَ أُولِي النَّعْمَةِ আর আমাকেও সেই সুখ-সম্পদে নিমগ্ন অবিশ্বাসীদেরকে ছেড়ে দিন وَمَهِّلْهُمْ قَلِيلًا আর তাদেরকে আরো কিছুদিন অবকাশ দিন।

১২. إِنَّ لَدَيْنَآ নিশ্চয় আমার নিকট রয়েছে أَنكَالًا বেড়িসমূহ وَّجَحِيمًا ও দোজখ।

১৩. وَطَعَامًا ذَا غُصَّةٍ এবং গলায় আটকানোর মতো খাদ্য وَّعَذَابًا أَلِيمًا ও যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি।

১৪. يَوْمَ تَرْجُفُ الْأَرْضُ وَالْجِبَالُ যেদিন জমিন ও পর্বতমালা কম্পিত হতে থাকবে وَكَانَتِ الْجِبَالُ كَثِيبًا مَّهِيلًا আর পর্বতসমূহ উড়ন্ত ধূলি-বালুকায় পরিণত হবে।

১৫. إِنَّآ أَرْسَلْنَآ إِلَيْكُمْ رَسُولًا নিঃসন্দেহে আমি তোমাদের নিকট এমন একজন রাসূল পাঠিয়েছি شَاهِدًا عَلَيْكُمْ যিনি তোমাদের সম্বন্ধে সাক্ষ্য দিবেন كَمَآ أَرْسَلْنَآ إِلٰى فِرْعَوْنَ رَسُولًا যেমন আমি ফেরাউনের নিকট একজন রাসূল প্রেরণ করেছিলাম।

https://e-ilm.weebly.com/

১৬. অনন্তর ফেরাউন সেই রাসূলের কথা অমান্য করল, অতঃপর আমি তাকে কঠোরভাবে পাকড়াও করলাম।	فَعَصٰى فِرْعَوْنُ الرَّسُوْلَ فَاَخَذْنٰهُ اَخْذًا وَّبِيْلًا ﴿١٦﴾
১৭. অতএব, যদি তোমরা কুফরি কর তবে ঐ দিন হতে কিরূপে রক্ষা পাবে যেদিন বালকদেরকেও বৃদ্ধ করে দিবে?	فَكَيْفَ تَتَّقُوْنَ اِنْ كَفَرْتُمْ يَوْمًا يَّجْعَلُ الْوِلْدَانَ شِيْبًا ﴿١٧﴾
১৮. যেদিন আসমান ফেটে যাবে; নিঃসন্দেহে তাঁর প্রতিশ্রুতি অবশ্যই পূর্ণ হবে।	السَّمَآءُ مُنْفَطِرٌۢ بِهٖ ؕ كَانَ وَعْدُهٗ مَفْعُوْلًا ﴿١٨﴾
১৯. এটা একটি উপদেশ, অতএব যার ইচ্ছা হয়, স্বীয় প্রতিপালকের পথ অবলম্বন করুক।	اِنَّ هٰذِهٖ تَذْكِرَةٌ ۚ فَمَنْ شَآءَ اتَّخَذَ اِلٰى رَبِّهٖ سَبِيْلًا ﴿١٩﴾
২০. আপনার প্রতিপালক অবগত আছেন যে, আপনি ও আপনার সঙ্গীদের মধ্যে কতিপয় লোক [কখনো] রাত্রির প্রায় দুই তৃতীয়াংশ এবং [কখনো] অর্ধেক রাত্রি, আবার [কখনো] রাত্রির এক তৃতীয়াংশ দণ্ডায়মান থাকেন; আর রাত্রি ও দিনের পূর্ণ পরিমাণ আল্লাহই করতে পারেন, অতএব তিনি আপনাদের অবস্থার প্রতি অনুগ্রহ করছেন, সুতরাং [তাহাজ্জুদে] যে পরিমাণ কুরআন সহজে পড়া যায়, পাঠ করবেন; তিনি অবগত আছেন যে, তোমাদের মধ্যে কতক পীড়িত হবে,	اِنَّ رَبَّكَ يَعْلَمُ اَنَّكَ تَقُوْمُ اَدْنٰى مِنْ ثُلُثَيِ الَّيْلِ وَنِصْفَهٗ وَثُلُثَهٗ وَطَآئِفَةٌ مِّنَ الَّذِيْنَ مَعَكَ ؕ وَاللّٰهُ يُقَدِّرُ الَّيْلَ وَالنَّهَارَ ؕ عَلِمَ اَنْ لَّنْ تُحْصُوْهُ فَتَابَ عَلَيْكُمْ فَاقْرَءُوْا مَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْاٰنِ ؕ عَلِمَ اَنْ سَيَكُوْنُ مِنْكُمْ مَّرْضٰى ۙ

শাব্দিক অনুবাদ :

১৬. فَعَصٰى فِرْعَوْنُ الرَّسُوْلَ অনন্তর ফেরাউন সেই রাসূলের কথা অমান্য করল فَاَخَذْنٰهُ اَخْذًا وَّبِيْلًا অতঃপর আমি তাকে
কঠোরভাবে পাকড়াও করলাম।

১৭. فَكَيْفَ تَتَّقُوْنَ অতএব ঐ দিন হতে কিরূপে রক্ষা পাবে اِنْ كَفَرْتُمْ যদি তোমরা কুফরি কর يَوْمًا يَّجْعَلُ الْوِلْدَانَ شِيْبًا
যেদিন বালক দিগকে বৃদ্ধ করে দিবে।

১৮. السَّمَآءُ مُنْفَطِرٌۢ بِهٖ যেদিন আসমান ফেটে যাবে كَانَ وَعْدُهٗ مَفْعُوْلًا নিঃসন্দেহে তার প্রতিশ্রুতি অবশ্যই পূর্ণ হবে।

১৯. اِنَّ هٰذِهٖ تَذْكِرَةٌ এটা একটি উপদেশ فَمَنْ شَآءَ অতএব যার ইচ্ছা হয় اتَّخَذَ اِلٰى رَبِّهٖ سَبِيْلًا স্বীয় প্রতিপালকের পথ
অবলম্বন করুক।

২০. اِنَّ رَبَّكَ يَعْلَمُ আপনার প্রতিপালক অবগত আছেন اَنَّكَ تَقُوْمُ আপনি দণ্ডায়মান থাকেন اَدْنٰى مِنْ ثُلُثَيِ الَّيْلِ রাত্রির
প্রায় দুই তৃতীয়াংশ وَنِصْفَهٗ, এবং (কখনো) অর্ধেক রাত্রি وَثُلُثَهٗ, আবার (কখনো) রাত্রের এক তৃতীয়াংশ وَطَآئِفَةٌ مِّنَ
الَّذِيْنَ مَعَكَ ও আপনার সঙ্গীগণের মধ্যে কতিপয় লোক وَاللّٰهُ يُقَدِّرُ الَّيْلَ وَالنَّهَارَ, আর রাত্রি ও দিবসের পূর্ণ পরিমাণ
আল্লাহই করতে পারেন عَلِمَ তিনি জানেন اَنْ لَّنْ تُحْصُوْهُ আপনারা তা নিয়ন্ত্রণ করতে পারেন না فَتَابَ عَلَيْكُمْ তিনি
আপনাদের অবস্থার উপর অনুগ্রহ করেছেন فَاقْرَءُوْا مَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْاٰنِ সুতরাং (তাহাজ্জুদে) যে পরিমাণ কুরআন সহজে
পড়া যায় পাঠ করবেন عَلِمَ তিনি অবগত আছেন اَنْ سَيَكُوْنُ مِنْكُمْ مَّرْضٰى তোমাদের মধ্যে কতক পীড়িত হবে,

https://e-ilm.weebly.com/

وَاٰخَرُوْنَ يَضْرِبُوْنَ فِي الْاَرْضِ يَبْتَغُوْنَ مِنْ فَضْلِ اللّٰهِ ۙ وَاٰخَرُوْنَ يُقَاتِلُوْنَ فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ ۖ فَاقْرَءُوْا مَا تَيَسَّرَ مِنْهُ ۙ وَاَقِيْمُوا الصَّلٰوةَ وَاٰتُوا الزَّكٰوةَ وَاَقْرِضُوا اللّٰهَ قَرْضًا حَسَنًا ۗ وَمَا تُقَدِّمُوْا لِاَنْفُسِكُمْ مِّنْ خَيْرٍ تَجِدُوْهُ عِنْدَ اللّٰهِ هُوَ خَيْرًا وَّاَعْظَمَ اَجْرًا ۗ وَاسْتَغْفِرُوا اللّٰهَ ۗ اِنَّ اللّٰهَ غَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ (٢٠)

আর কতক জীবিকাম্বেষণের জন্য দেশ-বিদেশে ভ্রমণ করবে, আর কতক আল্লাহর পথে জিহাদ করবে, [কাজেই তাহাজ্জুদের আদেশ রহিত করা হলো] সুতরাং যে পরিমাণ কুরআন সহজে পড়া যায়, পাঠ করো, আর [ফরজ] নামাজের পাবন্দি কর এবং জাকাত প্রদান কর এবং আল্লাহকে উত্তমরূপে কর্জ দিতে থাক। আর যে নেক আমল নিজেদের জন্য [আখেরাতের পুঁজিস্বরূপ] পূর্বে প্রেরণ করবে, আল্লাহর সমীপে পৌছে তার প্রতিফল তদপেক্ষা উত্তম এবং প্রতিদান হিসেবে শ্রেষ্ঠতমরূপে প্রাপ্ত হবে আর আল্লাহর নিকট গুনাহ মোচনের প্রার্থনা করুন; নিঃসন্দেহে আল্লাহ তা'আলা বড় ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু।

শাব্দিক অনুবাদ :

وَاٰخَرُوْنَ يَضْرِبُوْنَ فِى الْاَرْضِ আর কতক দেশ বিদেশে ভ্রমণ করবে يَبْتَغُوْنَ مِنْ فَضْلِ اللّٰهِ জীবিকা অন্বেষণের জন্য وَاٰخَرُوْنَ يُقَاتِلُوْنَ فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ আর কতক আল্লাহর পথে জেহাদ করবে فَاقْرَءُوْا مَا تَيَسَّرَ مِنْهُ সুতরাং যে পরিমাণ কুরআন সহজে পড়া যায় পাঠ কর وَاَقِيْمُوا الصَّلٰوةَ আর নামাজের পাবন্দি করো وَاٰتُوا الزَّكٰوةَ এবং জাকাত প্রদান কর وَاَقْرِضُوا اللّٰهَ قَرْضًا حَسَنًا এবং আল্লাহকে উত্তমরূপে কর্জ দিতে থাক وَمَا تُقَدِّمُوْا لِاَنْفُسِكُمْ আর নিজেদের জন্য পূর্বে প্রেরণ করবে مِنْ خَيْرٍ নেক আমল تَجِدُوْهُ عِنْدَ اللّٰهِ আল্লাহর সমীপে পৌছে প্রাপ্ত হবে هُوَ خَيْرًا وَّاَعْظَمَ اَجْرًا তার প্রতিফল তদপেক্ষা উত্তম এবং প্রতিদান হিসেবে শ্রেষ্ঠতম وَاسْتَغْفِرُوا اللّٰهَ আর আল্লাহর নিকট গোনাহ মোচনের প্রার্থনা করুন اِنَّ اللّٰهَ غَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ নিঃসন্দেহে আল্লাহ তা'আলা বড় ক্ষমাশীল পরম দয়ালু।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

সূরাটির নামকরণের কারণ : অত্র সূরাটির নাম সূরা اَلْمُزَّمِّلُ [আল-মুযযাম্মিল]। অত্র সূরার প্রথমোক্ত আয়াতে বর্ণিত শব্দ اَلْمُزَّمِّلْ হতে অত্র সূরাটির নামকরণ করা হয়েছে। হযরত মুহাম্মদ মুস্তফা ﷺ -এর একটি নামও مُزَّمِّلْ। একদা হযরত মুহাম্মদ ﷺ রাত্রিকালে চাদর মুড়ি দিয়ে শুয়েছিলেন, এমতাবস্থায় গায়েবের পক্ষ হতে يٰاَيُّهَا الْمُزَّمِّلُ বলে সম্বোধন করা হয়েছে। এটা হতেই অত্র সূরার নামকরণ করা হয়েছে سُوْرَةُ الْمُزَّمِّلْ তবে সূরার বিষয়বস্তুর সাথে শিরোনামের তেমন কোনো সামঞ্জস্য দেখা যায় না; কিন্তু এটা দ্বারা নামকরণ স্বার্থক না হওয়ারও কোনো কারণ নেই। অত্র সূরায় ২টি রুকূ', ২০টি আয়াত, ২৮৫টি শব্দ এবং ৮৭০টি অক্ষর রয়েছে। -[নূরুল কুরআন]

অবতীর্ণ হওয়ার সময়কাল : অত্র সূরাতে মাত্র দু'টি রুকূ' রয়েছে তবে দু'টি রু'কূই ভিন্ন ভিন্ন সময়ে নাজিল হয়েছে। সর্বসম্মতিক্রমে প্রথম রুকূ'র আয়াতসমূহ মক্কা শরীফে নাজিল হয়েছে। বিষয়বস্তু ও হাদীস শরীফের দলিলসমূহও এ কথা সত্যায়িত করে। প্রথম রুকূ'র আয়াতসমূহ হতে বুঝা যায় যে, প্রথম রুকূ'টি নবুয়ত প্রাপ্তির প্রথম জীবনে অবতীর্ণ হয়েছে, কারণ তখন নবুয়তের দায়িত্ব পালনের জন্য রাসূলুল্লাহ ﷺ -কে আল্লাহর পক্ষ হতে বিভিন্ন পর্যায়ে প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়েছে। যেমন, সূরার প্রথম আয়াতে বলা হয়েছে আপনি রাত্রিকালে শয্যা ত্যাগ করে উঠুন ও আল্লাহর ইবাদতে মশগুল হোন, তবে তো নবুয়তের যথাযথ দায়িত্ব পালনে আপনার মধ্যে শক্তি অর্জিত হবে।

আর এতে তাহাজ্জুদ নামাজ ও কুরআন তেলাওয়াতে অর্ধেক রাত্রি বা তার চাইতে একটু কম সময় অতিবাহিত করতে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। আর প্রথম রুকূ'র আয়াতসমূহে রাসূলুল্লাহ ﷺ -কে তাঁর বিরুদ্ধে বাদীদের সর্ব প্রকার অত্যাচারমূলক

https://e-ilm.weebly.com/

আচরণের মোকাবিলায় পরম ধৈর্য গ্রহণের উপদেশও দেওয়া হয়েছে। আর সাথে সাথে মক্কার কাফেরদেরকে আজাবের হুমকি দেওয়া হয়েছে। সুতরাং এগুলো হতে প্রমাণিত হয় যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ যখন প্রকাশ্যভাবে ইসলাম প্রচার শুরু করেন, তখন তাঁর শত্রুগণ প্রবলভাবে বিরুদ্ধাচরণ শুরু করেছিল। আর এগুলো নবুয়তের প্রথম অবস্থায়ই হয়েছিল।

দ্বিতীয় রুকূ'র আয়াত সম্পর্কে যদিও বহুসংখ্যক মুফাসসিরগণ বলেছেন যে, ঐগুলো মক্কায় অবতীর্ণ হয়েছে তথাপিও কিছু সংখ্যক তাফসীরকারের মতে ঐগুলো মদিনায় অবতীর্ণ হয়েছে। আর আয়াতসমূহ দ্বারাও যুদ্ধবিগ্রহের প্রতি নির্দেশ রয়েছে। আর হুজুর ﷺ মাদানি জীবনেই যুদ্ধবিগ্রহ করেছিলেন। সুতরাং দ্বিতীয় রুকূ'টি মদিনায় অবতীর্ণ হওয়ার মতোই প্রাধান্যপ্রাপ্ত।

বিষয়বস্তু ও সারকথা : এ সূরার মূল আলোচ্য বিষয়বস্তু তিনটি। প্রথম রুকূ'তে রাত্রের একটি অংশে তাহাজ্জুদ নামাজ বাধ্যতামূলককরণ ও কাফেরদের কটুক্তি ও গালাগালকে উপেক্ষা করে চলার উপদেশ, দ্বিতীয় রুকূ'তে তাহাজ্জুদের নামাজ ঐচ্ছিক বিধানরূপে ঘোষণা করা।

১ হতে ৭ আয়াতে নবী করীম ﷺ -কে কাফেরদের কথাবার্তার চিন্তাযুক্ত ও ব্যথিত হওয়ার কারণে তাঁর চিন্তা দূরীকরণ এবং তাঁর মনোবল বৃদ্ধিকরণের বিধান দেওয়া হয়েছে। সর্বপ্রথমেই তাঁকে চাদর আবৃত করে শয়নকারীরূপে আখ্যায়িত করে তাঁর মনের চিন্তা-বেদনা ও কষ্টক্লেশ দূর করার চেষ্টা করা হয়েছে। অতঃপর নবুয়তের বিরাট দায়িত্ব পালনের জন্য আধ্যাত্মিকভাবে প্রশিক্ষণ দেওয়ার একটি ফর্মুলা পেশ করে বলা হয়েছে যে, আপনি রাত্রির একটি অংশ ইবাদতে দণ্ডায়মান থেকে কাটিয়ে দিন। এতে আপনার মনের অবিচলতা, অস্থিরচিন্তা এবং যে কোনো কঠিন বিপদের মুহূর্তেও অবিচল হয়ে সুদৃঢ় পদে দণ্ডায়মান থাকার ক্ষমতা লাভ করবেন এবং নবুয়তের বিরাট দায়িত্ব পালন করতেও সমর্থ হবেন। দিবাভাগের কর্মব্যস্ততার দরুন এ প্রশিক্ষণ গ্রহণ দিনের বেলা আপনার পক্ষে সম্ভবপর নয়। নিঝুম-নিথর-নিস্তব্ধ যামিনীতে আরাম ও বিলাসিতাকে পরিহার করে সাধনায় মশগুল থাকাই আপনার পথ।

অতঃপর ৮ হতে ১৩ আয়াতে একনিষ্ঠ মনে ঐকান্তিক অনুরাগ নিয়ে আল্লাহর ইবাদতে মশগুল হওয়ার এবং পার্থিব যাবতীয় সমস্যা আল্লাহ তা'আলার উপর সোপর্দ করার কথা বলা হয়েছে। আর কাফেরদের সর্বপ্রকার অবজ্ঞা, কটুক্তি ও গালাগালের ক্ষেত্রে সহিষ্ণুতা অবলম্বন করে সৌজন্যমূলক পন্থা গ্রহণ এবং তাদের কথার প্রতিবাদ না করার জন্য বলা হয়েছে। আর বলা হয়েছে, যেসব সম্পদশালী লোক আপনার বিরোধিতায় সোচ্চার কণ্ঠ তাদেরকে আমার নিকট সোপর্দ করুন, আপনি প্রতিবাদে যাবেন না। আমি তাদেরকে ইহ-পরকালে কঠিন হস্তে শায়েস্তা করবো।

অতঃপর ১৪ হতে ১৯ আয়াতে বলা হয়েছে যে, হে লোকেরা! তোমাদের কাছে আমি রাসূল পাঠিয়েছি, যেরূপ ফেরাউনের নিকট পাঠিয়েছিলাম, কিন্তু সে নবীর বিরোধিতার ভূমিকা গ্রহণের আমি তার পরিণতি কি করেছি, ইতিহাসের পাতাগুলো তার সাক্ষী। মহাপ্রলয়ের পর তোমাদের সকলের যখন আমার কাঠগড়ায় দণ্ডায়মান হতে হবে, তখন তোমরা কিরূপে আমার শাস্তি হতে বাঁচবে। তোমাদের উচিত আমার পথ গ্রহণ করা। আমি উপদেশ দিচ্ছি। যার ইচ্ছা হয় সে নবীর বিরোধিতা পরিহার করে আমার পথ গ্রহণ করুক।

২০নং আয়াতে তাহাজ্জুদের বাধ্যতামূলক বিধানকে ঐচ্ছিককরণের কারণসমূহ বর্ণনা করে তাকে ঐচ্ছিক ঘোষণা দিয়ে বলেছেন, তাহাজ্জুদ নামাজ যত হালকা করা সম্ভব হয় তাই কর; কিন্তু পাঁচ ওয়াক্ত নামাজ ও জাকাত আদায় এবং বিনা স্বার্থে দরিদ্র ও অভাবীগণকে ঋণদান করবে। তোমরা পরকালের কল্যাণার্থে যা কিছু ভালো ও কল্যাণজনক কাজ করবে তাই আমার নিকট বিরাট পুরস্কার আকারে লাভ করবে। তোমরা সর্বদা মাগফেরাত কামনায় থাকো, আল্লাহ মহান ক্ষমাশীল ও করুণাময়। তিনি কারো ক্ষমা প্রার্থনাকে বিফল করবেন না।

সূরাটির ফজিলত : নবী করীম ﷺ ইরশাদ করেছেন, যে ব্যক্তি নিয়মিত এ সূরা পাঠ করবে মহান আল্লাহ তাকে সুখে-শান্তিতে রাখবেন এবং দোজখের আজাব হতে তাকে রক্ষা করবেন।

* সর্বদা এ সূরা পাঠ করলে স্বপ্নে রাসূলে কারীম ﷺ -এর জেয়ারত লাভ করবে।
* এ সূরা পাঠ করে হাকীমের নিকট উপস্থিত হলে হাকীম সহৃদয় ব্যবহার করবে।
* নবী করীম ﷺ ইরশাদ করেছেন, এ সূরা বিপদের সময় পাঠ করলে বিপদ দূর হবে।
* প্রত্যহ সাতবার পাঠ করলে রিজিক বৃদ্ধি পায়। -[নূরুল কুরআন]

পূর্ববর্তী সূরার সাথে সম্পর্ক : পূর্ববর্তী সূরা (আল-জিন্ন)-এর মধ্যে কাফেরদেরকে তাওহীদ, রিসালাত ও কর্মফলের প্রতি ঈমান আনয়ন করতে উৎসাহিত করা হয়েছে।

অত্র সূরায় তাদের ঈমান না আনয়ন করার কারণে হুযূরে আকরাম ﷺ -কে সান্ত্বনা প্রদান করা হয়েছে। আর তিনি যেন তাঁর বিশেষত্ব ও মহত্ত্বকে দৃঢ়তার সাথে বজায় রাখেন সে দিকেও ইঙ্গিক করা হয়েছে। -[তাফসীরে আশরাফী]

https://e-ilm.weebly.com/

يَاأَيُّهَا الْمُزَّمِّلُ .... الاية

শানে নুযূল : প্রিয়নবী ﷺ-এর উপর যখন ওহী নাজিল হতো, তখন অত্যন্ত কঠিন একটি অবস্থা বিরাজ করত। অনেক সময় প্রচণ্ড ঠাণ্ডার মাঝেও তিনি ঘর্মাক্ত হয়ে যেতেন। চেহারার রং বিবর্ণ হয়ে যেত। প্রথমাবস্থায় যখন ওহী নাজিল হতো তখন তিনি ভীত সন্ত্রস্ত হয়ে চাদর গায়ে দিয়ে শুয়ে যান। তখন আল্লাহ পাক তার প্রিয়নবীকে প্রিয় শব্দে সম্বোধন করে উক্ত আয়াত নাজিল করেন। –[বায়জাবী]

وَذَرْنِي وَالْمُكَذِّبِينَ أُولِي النَّعْمَةِ وَمَهِّلْهُمْ قَلِيلًا

শানে নুযূল : কুরাইশ দলপতি ও মক্কার নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিবর্গ যারা হযরত রাসূলে আকরাম ﷺ -কে নিয়ে ঠাট্টা বিদ্রূপ করত, তাদের সম্পর্কে আল্লাহ তা'আলা আলোচ্য আয়াত নাজিল করেন। মুকাতিল বলেন, ঐতিহাসিক বদর অভিযানের সময়ে, যে সকল কাফের দলপতিরা তাদের যুদ্ধা ও কর্মীদের খাদ্যের ব্যবস্থা করেছিল, তাদের সম্পর্কে আলোচ্য আয়াত নাজিল হয়েছে। –[কুরতুবী ৪৪/১৯]

إِنَّ رَبَّكَ يَعْلَمُ أَنَّكَ تَقُومُ أَدْنَى الخ

শানে নুযূল -১ : তাফসীর বিশারদ হযরত মুকাতিল প্রমুখ বলেন قُمِ اللَّيْلَ إِلَّا قَلِيلًا نِصْفَهُ أَوِ انْقُصْ مِنْهُ قَلِيلًا আয়াতসমূহ যখন নাজিল হয়, তখন সাহাবায়ে কেরামের প্রতি তা কষ্টদায়ক হয়ে দাড়াল। অপর দিকে অর্ধরাত্রি ও তৃতীয়াংশ রাত্রিকাল কখন হয় তাও মানুষের জানার বাইরে ছিল। তখন ভুল সংঘটিত হবার আশঙ্কায় নামাজে সকাল পর্যন্ত দাড়িয়ে থাকত। ফলে তাদের পদযুগল ফুলে যেত, কষ্টে বিগড়ে যেত তাদের চেহারার রং। সুতরাং আল্লাহ তা'আলা তাদের প্রতি অনুগ্রহশীল হয়ে তাদের দায়িত্ব কমতি ও হ্রাস করে আল্লাহ তা'আলা عَلِمَ أَنْ لَنْ تُحْصُوهُ আয়াত নজিল করেন। –[কুরতুবী ৫০/১৯]

শানে নুযূল -২ : ইবনে হামীদ হযরত সাঈদ (রা.)-এর উদ্ধৃতি দিয়ে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেন, আল্লাহ তা'আলা তাঁর নবী হযরত মুহাম্মদ মুস্তফা ﷺ-এর উপর যখন يَاأَيُّهَا الْمُزَّمِّلُ নাজিল করেন, তখন নবী করীম ﷺ দশ বৎসর পর্যন্ত আল্লাহ তাকে যে ভাবে আদেশ করেছেন, সেভাবেই কিয়ামুল লাইল পালন করেন। সাহাবায়ে কেরামের একটি দলও রাসূল ﷺ-এর সাথে কিয়ামুল লাইল পালন করে যেতেন। তখন আল্লাহ তা'আলা দশ বৎসর পর রাসূল ﷺ-এর প্রতি إِنَّ رَبَّكَ يَعْلَمُ أَنَّكَ تَقُومُ .... أَقِيمُوا الصَّلٰوةَ পর্যন্ত সে বিধান হাল্কা করার জন্য নাজিল করেন। –[তাবারী : ২৭৯/১২]

শানে নুযূল -৩ : ইবনে হামীদ হযরত আবূ আব্দুর রহমান (রা.)-এর উদ্ধৃতি দিয়ে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেন, يَاأَيُّهَا الْمُزَّمِّلُ যখন নাজিল হয়, তখন তারা বৎসর কাল কিয়ামুল লাইল পালন করে যান, তখন তাদের পদযুগল ও গোড়ালী ফুলে যায়। ফলে আল্লাহ তা'আলা فَاقْرَءُوا مَا تَيَسَّرَ مِنْهُ আয়াতাংশ নাজিল করেন। –[তাবারী : ২৮০/১২]

يَاأَيُّهَا الْمُزَّمِّلُ - مُزَّمِّلٌ এবং পরবর্তী সূরায় ব্যবহৃত مُدَّثِّرٌ শব্দদ্বয়ের অর্থ প্রায় এক অর্থাৎ বস্ত্রাবৃত। উভয় সূরায় রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে একটি সাময়িক অবস্থা ও বিশেষ গুণ দ্বারা সম্বোধন করা হয়েছে। কারণ তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ ভীষণ ভয় ও উদ্বেগের কারণে তীব্র শীত অনুভব করছিলেন এবং বস্ত্রাবৃত হয়েছিলেন। সহীহ্ বুখারী ও মুসলিমে হযরত জাবের (রা.)-এর রেওয়ায়েতক্রমে বর্ণিত আছে, সর্বপ্রথম হেরা গিরিগুহায় রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর কাছে ফেরেশতা জিবরাঈল আগমন করে সূরা আলাকের প্রাথমিক আয়াতসমূহ পাঠ করে শুনান। ফেরেশতার এই অবতরণ ও ওহীর তীব্রতা প্রথম পর্যায়ে ছিল। ফলে এর স্বাভাবিক প্রতিক্রিয়া দেখা দেয়। রাসূলুল্লাহ ﷺ হযরত খাদিজা (রা.)-এর নিকট গমন করলেন এবং তীব্র শীত অনুভব করার কারণে বললেন, زَمِّلُوْنِيْ، زَمِّلُوْنِيْ অর্থাৎ 'আমাকে বস্ত্রাবৃত করে দাও, আমাকে বস্ত্রাবৃত করে দাও।' এর পর বেশ কিছু দিন পর্যন্ত ওহীর আগমন বন্ধ থাকে। বিরতির এই সময়কালকে 'ফাতরাতুল-ওহী' বলা হয়। রাসূলুল্লাহ ﷺ হাদীসে এই সময়কালের উল্লেখ করে বলেন, একদিন আমি পথ চলা অবস্থায় হঠাৎ একটি আওয়াজ শুনে আকাশের দিকে তাকিয়ে দেখি, হেরা গিরিগুহায় সেই ফেরেশতা আকাশ ও পৃথিবীর মাঝখানে একস্থানে একটি ঝুলন্ত চেয়ারে উপবিষ্ট রয়েছেন। তাকে এই আকৃতিতে দেখে আমি প্রথম সাক্ষাতের ন্যায় আবার ভয়ে ও আতঙ্কে অভিভূত হয়ে পড়লাম। আমি গৃহে ফিরে এলাম এবং গৃহের লোকজনকে বললাম, আমাকে বস্ত্রাবৃত করে দাও। এই ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে يَاأَيُّهَا الْمُدَّثِّرُ আয়াত নাজিল হলো। এ হাদীসে কেবল এই আয়াতের কথাই বলা হয়েছে। এটা সম্ভবপর যে, একই অবস্থা বর্ণনা করার জন্য يَاأَيُّهَا الْمُزَّمِّلُ বলেও সম্বোধন করা হয়েছে। এই আয়াতের ঘটনা পৃথকও হতে পারে। এভাবে সম্বোধন করার মধ্যে বিশেষ এক করুণা ও অনুগ্রহ আছে। নিছক করুণা প্রকাশার্থে স্নেহ ও ভালোবাসায় আপ্লুত হয়ে সাময়িক অবস্থার দ্বারাও কাউকে সম্বোধন করা হয়ে থাকে। -(রূহুল মা'আনী) এই বিশেষ ভঙ্গিতে সম্বোধন করে রাসূলুল্লাহ ﷺ -কে তাহাজ্জুদের আদেশ করা হয়েছে এবং এর কিছু বিবরণ প্রদত্ত হয়েছে।

https://e-ilm.weebly.com/

তাহাজ্জুদ নামাজের বিধানাবলী : مُدَّثِّرٌ ও مُزَّمِّلٌ শব্দদ্বয় থেকেই বুঝা যায় যে, আলোচ্য আয়াতসমূহ ইসলামের শুরুতে এবং কুরআন অবতরণের প্রাথমিক যুগে অবতীর্ণ হয়েছে। তখন পর্যন্ত পাঞ্জেগানা নামাজ ফরজ ছিল না। পাঞ্জেগানা নামাজ মে'রাজের রাত্রিতে ফরজ হয়েছিল।

হযরত আয়েশা (রা.) প্রমুখের হাদীসদৃষ্টে ইমাম বগভী (র.) বলেন, এই আয়াতের আলোকে তাহাজ্জুদ অর্থাৎ রাত্রির নামাজ রাসূলুল্লাহ ﷺ ও সমগ্র উম্মতের উপর ফরজ ছিল। এটা পাঞ্জেগানা নামাজ ফরজ হওয়ার পূর্বের কথা।

এই আয়াতে তাহাজ্জুদের নামাজ কেবল ফরজই করা হয়নি বরং তাতে রাত্রির কম-পক্ষে এক-চতুর্থাংশ মশগুল থাকাও ফরজ করা হয়েছে। কারণ আয়াতের মূল আদেশ হচ্ছে কিছু অংশ বাদে সমস্ত রাত্রি নামাজে মশগুল থাকা। কিছু অংশ বাদ দেওয়ার বিবরণ পরে উল্লেখ করা হবে।

ইমাম বগভী (র.) বলেন, এই আদেশ পালনার্থে রাসূলুল্লাহ ﷺ ও সাহাবায়ে কেরাম অধিকাংশ রাত্রি তাহাজ্জুদের নামাজে ব্যয় করতেন। ফলে তাঁদের পদদ্বয় ফুলে যায় এবং আদেশটি বেশ কষ্টসাধ্য প্রতীয়মান হয়। পূর্ণ এক বছর পর এই সূরার শেষাংশ فَاقْرَءُوْا مَا تَيَسَّرَ مِنْهُ অবতীর্ণ হলে দীর্ঘক্ষণ নামাজে দণ্ডায়মান থাকার বাধ্যবাধকতা রহিত করে দেওয়া হয় এবং বিষয়টি ইচ্ছার উপর ছেড়ে দিয়ে ব্যক্ত করা হয় যে, যতক্ষণ নামাজ পড়া সহজ মনে হয়, ততক্ষণ নামাজ পড়াই তাহাজ্জুদের জন্য যথেষ্ট। এই বিষয়বস্তু আবূ দাউদ ও নাসায়ীতে হযরত আয়েশা (রা.) থেকে বর্ণিত আছে। হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) বলেন, মে'রাজের রাত্রিতে পাঞ্জেগানা নামাজ ফরজ হওয়ার আদেশ অবতীর্ণ হলে তাহাজ্জুদের আদেশ রহিত হয়ে যায়। তবে এরপরও তাহাজ্জুদ সুন্নত থেকে যায়। কারণ রাসূলুল্লাহ ﷺ ও অধিকাংশ সাহাবায়ে কেরাম সর্বদা নিয়মিতভাবে তাহাজ্জুদের নামাজ পড়তেন। –(মাযহারী)

اَللَّيْلَ - قُمِ اللَّيْلَ اِلَّا قَلِيْلًا শব্দের সাথে আলিফ ও লাম সংযুক্ত হওয়ার অর্থ হয়েছে সমস্ত রাত্রি নামাজে মশগুল থাকুন। অর্থাৎ আপনি সমস্ত রাত্রি নামাজে মশগুল থাকুন কিছু অংশ বাদ দিয়ে অতঃপর এর ব্যাখ্যা করে বলা হয়েছে, نِصْفَهٗ اَوِ انْقُصْ مِنْهُ قَلِيْلًا اَوْ زِدْ عَلَيْهِ। অর্থাৎ এখন আপনি অর্ধরাত্রি তদপেক্ষা কিছু কম অথবা কিছু বেশি নামাজে মশগুল হোন। এটা اِلَّا قَلِيْلًا ব্যতিক্রমের বর্ণনা। তাই প্রশ্ন হয় যে, অর্ধেক রাত্রি তো কিছু অংশ হতে পারে না। জবাব এই যে, রাত্রির প্রাথমিক অংশ তো মাগরিব ও ইশার নামাজ ইত্যাদিতে অতিবাহিতই হয়ে যায়। এখন অর্ধেকের অর্থ হবে অবশিষ্ট রাত্রির অর্ধেক। সেটা সারা রাত্রির তুলনায় কিছু অংশ। আয়াতে অর্ধরাত্রির কমেরও অনুমতি আছে, বেশিরও আছে। তই সমষ্টিগতভাবে এর সারমর্ম এই যে, কমপক্ষে এক-চতুর্থাংশ রাত্রির চেয়ে কিছু বেশি নামাজে মশগুল থাকা ফরজ।

تَرْتِيْلِ قُرْاٰنْ এর অর্থ– تَرْتِيْل -এর শাব্দিক অর্থ সহজ ও সঠিকভাবে বাক্য উচ্চারণ করা। -(মুফরাদাত) আয়াতের উদ্দেশ্য এই যে, দ্রুত কুরআন তেলাওয়াত করবেন না বরং সহজভাবে এবং অন্তর্নিহিত অর্থ সম্পর্কে চিন্তাভাবনা করে উচ্চারণ করবেন। -(কুরতুবী) رَتِّلْ বলে রাত্রির নামাজে করণীয় কি, তা বর্ণনা করা হয়েছে। এ থেকে জানা গেল যে, তাহাজ্জুদের নামাজ কেরাত, তাসবীহ, রুকু', সেজদা ইত্যাদির সমন্বয়ে গঠিত হলেও তাতে আসল উদ্দেশ্য কুরআন পাঠ। একারণেই সহীহ হাদীস সাক্ষ্য দেয় যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ তাহাজ্জুদের নামাজ অনেক লম্বা করে আদায় করতেন। সাহাবী ও তাবেয়ীগণেরও এই অভ্যাস ছিল।

এ থেকে আরো জানা গেল যে, কেবল কুরআন পাঠই কাম্য নয় বরং তারতীল তথা সহজ ও সঠিকভাবে পাঠ কাম্য। রাসূলুল্লাহ ﷺ এভাবেই পাঠ করতেন। রাত্রির নামাজে তিনি কিরূপে কুরআন তেলাওয়াত করতেন, এই প্রশ্নের জবাবে হযরত উম্মে সালমা (রা.) রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর কেরাত অনুকরণ করে শুনান তাতে প্রত্যেকটি হরফ স্পষ্ট ছিল। -(মাযহারী) যথা সম্ভব সুললিত স্বরে তেলাওয়াত করাও তারতীলের অন্তর্ভুক্ত। হযরত আবূ হুরায়রা (রা.)-এর বর্ণিত হাদীসে রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন, যে নবী সশব্দে সুললিত স্বরে তেলাওয়াত করেন, তাঁর কেরাতের মতো অন্য কারো কেরাত আল্লাহ তা'আলা শুনেন না। –(মাযহারী) হযরত আলকামা (রা.) এক ব্যক্তিকে সুমধুর স্বরে তেলাওয়াত করতে দেখে বললেন, لَقَدْ رَتَّلَ الْقُرْاٰنَ فِدَاهُ اَبِىْ وَاُمِّىْ অর্থাৎ সে কুরআন তারতীল করেছে। আমার পিতামাতা তারজন্য উৎসর্গ হোন। –(কুরতুবী)

তবে পরিষ্কার ও বিশুদ্ধ উচ্চারণসহ শব্দের অন্তর্নিহিত অর্থ চিন্তা করে তা দ্বারা প্রভাবান্বিত হওয়াই আসল তারতীল। হযরত হাসান বসরী (র.) থেকে বর্ণিত আছে। রাসূলুল্লাহ ﷺ এক ব্যক্তিকে কুরআনের একটি আয়াত পাঠ করে ক্রন্দন করতে দেখে বলেছিলেন, আল্লাহ তা'আলা وَرَتِّلِ الْقُرْاٰنَ تَرْتِيْلًا আয়াতে যে তরতীলের আদেশ করেছেন, এটাই সেই তরতীল। –(কুরতুবী)

قَوْلٌ ثَقِيْلٌ - اِنَّا سَنُلْقِىْ عَلَيْكَ قَوْلًا ثَقِيْلًا (ভারি কালাম) বলে কুরআন পাক বুঝানো হয়েছে। কেননা, কুরআন বর্ণিত হালাল, হারাম, জায়েজ ও নাজায়েজের সীমা স্থায়ীভাবে মেনে চলা স্বভাবত ভারি ও কঠিন। তবে যার জন্য আল্লাহ

https://e-ilm.weebly.com/

https://e-ilm.weebly.com/

وَاذْكُرِ اسْمَ رَبِّكَ وَتَبَتَّلْ اِلَيْهِ تَبْتِيْلًا - تَبَتَّلْ -এর শাব্দিক অর্থ মানুষ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে আল্লাহ তা'আলার ইবাদতে মগ্ন হওয়া। পূর্ববর্তী আয়াতে তাহাজ্জুদের নামাজের আদেশ দেওয়ার পর এই আয়াতে এমন এক ইবাদতের আদেশ দেওয়া হয়েছে, যা রাত্রি অথবা দিনের সাথে বিশেষভাবে সম্পৃক্ত নয় বরং সর্বদা ও সর্বাবস্থায় অব্যাহত থাকে। তা হচ্ছে আল্লাহকে স্মরণ করা। এখানে সদাসর্বদা অব্যাহত রাখার অর্থে আল্লাহকে স্মরণ করার আদেশ করা হয়েছে। কেননা একথা কল্পনাও করা যায় না যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ কোনো সময় আল্লাহকে স্মরণ করতেন না, তাই এ আদেশ করা হয়েছে। -(মাযহারী)

আয়াতের উদ্দেশ্য এই যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ -কে দিবারাত্রি সর্বক্ষণ আল্লাহকে স্মরণ করার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে, এতে কোনো সময় অবহেলা ও অসাবধানতাকে প্রশ্রয় দেওয়া উচিত নয়। এটা তখনই হতে পারে, যখন স্মরণ করার অর্থ ব্যাপক নেওয়া হয় অর্থাৎ মুখে, অন্তরে অথবা অঙ্গ-প্রত্যঙ্গকে আল্লাহর আদেশ পালনে ব্যাপৃত রেখে ইত্যাদি যে কোনো প্রকারে স্মরণ করা। এক হাদীসে হযরত আয়েশা (রা.) كَانَ يَذْكُرُ اللّٰهَ عَلٰى كُلِّ حِيْنٍ অর্থাৎ রাসূলুল্লাহ ﷺ সর্বক্ষণ আল্লাহকে স্মরণ করতেন। এটাও উপরিউক্ত ব্যাপক অর্থে শুদ্ধ হতে পারে। কেননা প্রস্রাব-পায়খানার সময় তিনি যে মুখে আল্লাহকে স্মরণ করতেন না, একথা হাদীস দ্বারা প্রমাণিত আছে। তবে আন্তরিক স্মরণ সর্বাবস্থায় হতে পারে। আন্তরিক স্মরণ দুই প্রকার– ১. শব্দ কল্পনা করে স্মরণ করা এবং ২. আল্লাহর গুণাবলি নিয়ে চিন্তা-ভাবনা করা। -(মাওলানা থানভী)

আলোচ্য আয়াতের দ্বিতীয় আদেশ وَتَبَتَّلْ اِلَيْهِ تَبْتِيْلًا অর্থাৎ আপনি সমগ্র সৃষ্টি থেকে দৃষ্টি ফিরিয়ে নিয়ে কেবল আল্লাহর সন্তুষ্টি বিধানে ও ইবাদতে মগ্ন হোন। এর সাধারণ অর্থে ইবাদতে শিরক না করাও দাখিল এবং নিজের সমস্ত কর্মকাণ্ডে তথা উঠাবসায়, চলাফেরায় দৃষ্টি ও ভরসা আল্লাহর প্রতি নিবদ্ধ রাখা এবং অপরকে লাভ-লোকসান ও বিপদাপদ থেকে উদ্ধারকারী মনে না করাও দাখিল। হযরত ইবনে যায়েদ (রা.) বলেন, تَبَتَّلْ -এর অর্থ দুনিয়া ও দুনিয়ার সবকিছুকে পরিত্যাগ কর এবং আল্লাহর কাছে যা আছে, তৎপ্রতি মনোনিবেশ করা। -(মাযহারী) কিন্তু এই تَبَتَّلْ তথা দুনিয়ার সাথে সম্পর্কচ্ছেদ সেই رَهْبَانِيَّتْ তথা বৈরাগ্য থেকে সম্পূর্ণ ভিন্ন কুরআনে যার নিন্দা করা হয়েছে এবং হাদীসে لَا رَهْبَانِيَّةَ فِى الْاِسْلَامِ বলে প্রত্যাখ্যান করা হয়েছে। কেননা শরিয়তের পরিভাষায় رَهْبَانِيَّةَ -এর অর্থ দুনিয়ার সাথে সম্পর্কচ্ছেদ করা এবং ভোগ সামগ্রী ও হালাল বস্তুসমূহকে ইবাদতের নিয়তে পরিত্যাগ করা। অর্থাৎ এরূপ বিশ্বাস থাকা যে, এসব হালাল বস্তু পরিত্যাগ করা ব্যতীত আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জিত হতে পারে না, অথবা ওয়াজিব হকে ত্রুটি করে কার্যত সম্পর্কচ্ছেদ করা। আর এখানে যে সম্পর্কচ্ছেদের আদেশ করা হয়েছে, তা এই যে, বিশ্বাসগতভাবে অথবা কার্যগতভাবে আল্লাহর সম্পর্কের উপর কোনো সৃষ্টির সম্পর্ককে প্রবল হতে না দেওয়া। এ ধরনের সম্পর্কছেদ বিবাহ, আত্মীয়তার সম্পর্ক ইত্যাদি যাবতীয় সাংসারিক কাজ-কারবারের পরিপন্থি নয়; বরং এগুলোর সাথে জড়িত থেকেও এটা সম্ভবপর। পয়গম্বরগণের সুন্নত; বিশেষত পয়গম্বরকুল শিরোমণি মুহাম্মদ মোস্তফা ﷺ -এর সমগ্র জীবন ও আচারাদি এর পক্ষে সাক্ষ্য দেয়। আয়াতে تَبَتَّلْ শব্দ দ্বারা যে অর্থ ব্যক্ত করা হয়েছে, পূর্ববর্তী বুজুর্গানে দীনের ভাষায় এরই অপর নাম 'ইখলাস'। -(মাযহারী)

জ্ঞাতব্য ঃ অধিক পরিমাণে আল্লাহকে স্মরণ করা এবং সাংসারিক সম্পর্ক ত্যাগ করার ক্ষেত্রে পূর্ববর্তী ও পরবর্তী সূফী বুজুর্গগণ সবার অগ্রণী ছিলেন। তাঁরা বলেন, আমরা যে দূরত্ব অতিক্রম করার কাজে দিবারাত্রি মশগুল আছি, প্রকৃতপক্ষে তার দু'টি স্তর আছে -প্রথম স্তর সৃষ্টি থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে যাওয়া এবং দ্বিতীয় স্তর আল্লাহ পর্যন্ত পৌঁছা। উভয় স্তর পরস্পরে ওতপ্রোতভাবে জড়িত। আলোচ্য আয়াতে এ দু'টি স্তরই পর পর দুই বাক্যে বর্ণিত হয়েছে। ১. وَاذْكُرِ اسْمَ رَبِّكَ এবং ২. وَتَبَتَّلْ اِلَيْهِ تَبْتِيْلًا এখানে আল্লাহকে স্মরণ করার অর্থ সার্বক্ষণিকভাবে স্মরণ করা যাতে কখনো ত্রুটি ও শৈথিল্য দেখা না দেয়। এই স্তরকেই সূফী-বুযূর্গগণের পরিভাষায় وُصُوْلٌ اِلَى اللّٰهِ আল্লাহ পর্যন্ত পৌঁছা বলা হয়। এভাবে প্রথম বাক্যে শেষ স্তর এবং শেষ বাক্যে প্রথম স্তর উল্লিখিত হয়েছে। এই ক্রম পরিবর্তনের কারণ সম্ভবত এই যে, দ্বিতীয় স্তরই আল্লাহর পথের পথিকের আসল উদ্দেশ্য ও চরম লক্ষ্য। তাই এর গুরুত্ব ও শ্রেষ্ঠত্ব ব্যক্ত করার জন্য স্বাভাবিক ক্রম পরিবর্তন করা হয়েছে। শেখ সাদী (র.) উপরিউক্ত দু'টি স্তর চমৎকারভাবে বর্ণনা করেছেন–

تعلق حجاب است وبے حاصلی * چو پیوندہا بگسلی واصلی

ইসমে যাতের জিকির অর্থাৎ বারবার 'আল্লাহ' 'আল্লাহ' বলাও ইবাদত ঃ আয়াতে ইসম শব্দ উল্লেখ করে وَاذْكُرِ اسْمَ رَبِّكَ বলা হয়েছে এবং وَاذْكُرْ رَبَّكَ বলা হয়নি। এতে ইঙ্গিত পাওয়া যায় যে, ইসম অর্থাৎ আল্লাহ বারবার উচ্চারণ করাও আদিষ্ট বিষয় ও কাম্য। -(মাযহারী) কোনো কোনো আলেম একে বিদ'আত বলেছেন। আয়াত থেকে জানা গেল যে, তাদের এই উক্তি ঠিক নয়।

https://e-ilm.weebly.com/

رَبُّ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ لَا اِلٰهَ اِلَّا هُوَ فَاتَّخِذْهُ وَكِيْلًا যাকে কোনো কাজ সোপর্দ করা হয়, অভিধানে তাকে وَكِيْل বলা হয়। কাজেই فَاتَّخِذْهُ وَكِيْلًا বাক্যের অর্থ এই যে, নিজের সব কাজ-কারবার ও অবস্থা আল্লাহর কাছে সোপর্দ কর। পরিভাষায় একেই তাওয়াক্কুল বলা হয়। এই সূরায় রাসূলুল্লাহ ﷺ -কে প্রদত্ত নির্দেশাবলির মধ্যে এটা পঞ্চম নির্দেশ। ইমাম ইয়াকূব কারখী (র.) বলেন, সূরার শুরু থেকে এই আয়াত পর্যন্ত সুলূক তথা আল্লাহর পথে চলার পাঁচটি স্তরের দিকে ইঙ্গিত রয়েছে ১. রাত্রিবেলায় আল্লাহর ইবাদতের জন্য নির্জনে গমন, ২. কুরআন পাকে মশগুল হওয়া, ৩. সদা-সর্বদা আল্লাহর স্মরণ ৪. সৃষ্টির সাথে সম্পর্কচ্ছেদ এবং ৫. তাওয়াক্কুল। তাওয়াক্কুলের সর্বশেষ নির্দেশ দেওয়ার পূর্বে আল্লাহ তা'আলার গুণ رَبُّ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ বর্ণনা করে ইঙ্গিত করা হয়েছে যে, যে পবিত্র সত্তা পূর্ব-পশ্চিম তথা সারা জাহানের পালনকর্তা এবং সারা জাহানের প্রয়োজনাদি আগাগোড়া পূর্ণ করার জিম্মাদার, একমাত্র তিনিই তাওয়াক্কুল ও ভরসা করার যোগ্য হতে পারেন এবং তার উপর যে ব্যক্তি ভরসা করবে, সে কখনও বঞ্চিত হবে না। কুরআনের অন্য এক আয়াতে আছে, وَمَنْ يَّتَوَكَّلْ عَلَى اللّٰهِ فَهُوَ حَسْبُهٗ অর্থাৎ যে ব্যক্তি আল্লাহর উপর ভরসা করে, তার যাবতীয় প্রয়োজনাদি ও বিপদাপদের জন্য আল্লাহই যথেষ্ট।

তাওয়াক্কুলের শরিয়তসম্মত অর্থ : আল্লাহর উপর তাওয়াক্কুল করার অর্থ এরূপ নয় যে, জীবিকা উপার্জন ও আত্মরক্ষার যেসব উপকরণ ও হাতিয়ার আল্লাহ তা'আলা দান করেছেন, সেগুলোকে নিষ্ক্রিয় করে আল্লাহর উপর ভরসা করতে হবে। বরং তাওয়াক্কুলের স্বরূপ এই যে, উদ্দেশ্য সাধনে আল্লাহ্ প্রদত্ত শক্তি, সামর্থ্য ও উপকরণাদি পুরোপুরি ব্যবহার কর, কিন্তু বৈষয়িক উপকরণাদিতে অতিমাত্রায় মগ্ন হয়ে যেও না। ইচ্ছাধীন কাজকর্ম সম্পন্ন করার পর ফলাফল আল্লাহর কাছে সোপর্দ করে নিশ্চিন্ত হয়ে যাও।

তাওয়াক্কুলের এই অর্থ স্বয়ং রাসূলুল্লাহ ﷺ বর্ণনা করেছেন। ইমাম বগভী ও বায়হাকী (র.) বর্ণিত এক হাদীসে তিনি বলেন,

اِنَّ نَفْسًا لَنْ تَمُوْتَ حَتّٰى تَسْتَكْمِلَ رِزْقَهَا اَلَا فَاتَّقُوا اللّٰهَ وَاَجْمِلُوْا فِى الطَّلَبِ

অর্থাৎ কোনো ব্যক্তি তখন পর্যন্ত মৃত্যুমুখে পতিত হবে না, যে পর্যন্ত সে তার অবধারিত ও লিখিত রিজিক পুরোপুরি হাসিল না করে। কাজেই তোমরা আল্লাহকে ভয় কর এবং স্বীয় উদ্দেশ্য অর্জনে এতদূর মগ্ন হয়ো না যে, অন্তরের সমস্ত অভিনিবেশ বৈষয়িক উপকরণাদির মধ্যেই সীমিত থেকে যায় এবং তোমরা আল্লাহর উপর ভরসা কর। -(মাযহারী) তিরমিযীতে হযরত আবূ যর গিফারী (রা.) হতে বর্ণিত আছে, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন, দুনিয়া ত্যাগ এর নাম নয় যে, তোমরা হালালকৃত বস্তুসমূহকে নিজেদের জন্য হারাম করে নিবে অথবা নিজেদের ধন-সম্পদ অযথা উড়িয়ে দিবে; বরং দুনিয়া ত্যাগের অর্থ এই যে, তোমাদের কাছে যা আছে, তার তুলনায় আল্লাহর কাছে যা আছে তার উপর তোমাদের ভরসা বেশি হবে। -(মাযহারী)

وَاصْبِرْ عَلٰى مَا يَقُوْلُوْنَ -ইমাম কারখী (র.)-এর উক্তিমতে এটা রাসূলুল্লাহ ﷺ -কে প্রদত্ত ষষ্ঠ নির্দেশ। অর্থাৎ মানুষের উৎপীড়ন ও গালিগালাজে সবর করা। এটা আল্লাহর পথের পথিকের সর্বশ্রেষ্ঠ স্তর। উদ্দেশ্য এই যে, যাদের শুভেচ্ছায় ও সহানুভূতিতে সাধক তার সমস্ত শক্তি-সামর্থ্য ও জীবন নিয়োজিত করে, প্রতিদানে তাদের পক্ষ থেকেই নির্যাতন ও গালিগালাজ শুনে উত্তম সবর করবে এবং প্রতিশোধ গ্রহণের কল্পনাও করবে না। সূফীগণের পরিভাষায় এই সর্বোচ্চ স্তর নিজেকে সম্পূর্ণরূপে বিলীন করা ব্যতীত অর্জিত হয় না।

وَاهْجُرْهُمْ هَجْرًا جَمِيْلًا - هَجْر -এর শাব্দিক অর্থ বিষণ্ণ ও দুঃখিত মনে কোনো কিছুকে ত্যাগ করা। অর্থাৎ মিথ্যারোপকারী কাফেররা আপনাকে যেসব পীড়াদায়ক কথাবার্তা বলে, আপনি সেসবের প্রতিশোধ নিবেন না ঠিক, কিন্তু তাদের সাথে সম্পর্কও রাখবেন না। সম্পর্ক ত্যাগ করার সময় মানুষের অভ্যাস এই যে, যার সাথে সম্পর্ক ত্যাগ করা হয়, তাকে গালমন্দ দেয়। তাই রাসূলুল্লাহ ﷺ -কে সম্পর্ক ত্যাগের আদেশ দিতে যেয়ে هَجْرًا جَمِيْلًا শব্দ যোগ করে দেওয়া হয়েছে। অর্থাৎ আপনার উচ্চ পদমর্যাদার খাতিরে আপনি কাফেরদের সাথে সম্পর্ক ত্যাগ করবেন এবং মুখেও তাদেরকে মন্দ বলবেন না।

কোনো কোনো তাফসীরবিদ বলেন, পরবর্তীতে অবতীর্ণ জিহাদের আদেশ সম্বলিত আয়াত দ্বারা এই আয়াতের নির্দেশ রহিত হয়ে গেছে। কিন্তু চিন্তা করলে এরূপ বলার প্রয়োজন নেই। কেননা আলোচ্য আয়াতে কাফেরদের উৎপীড়নের কারণে সবর ও সম্পর্ক ত্যাগ শিক্ষা দেওয়া হয়েছে। এটা হুমকি, শাস্তি জিহাদের পরিপন্থি নয়। এই আয়াতের নির্দেশ সর্বদা ও সর্বাবস্থায় প্রযোজ্য এবং জিহাদে যে শাস্তির হুমকি আছে তার আদেশ বিশেষ বিশেষ সময়ে প্রযোজ্য। এছাড়া ইসলামি জিহাদ কোনো প্রতিশোধ স্পৃহা ও ক্রোধবশত করা হয় না, যা সবর ও উত্তম সম্পর্ক ত্যাগের পরিপন্থি হবে। বরং জিহাদ বিশেষ আল্লাহর আদেশ প্রতিপালন মাত্র। সাধারণ অবস্থায় সবর ও সম্পর্ক ত্যাগও তেমনি। অতঃপর রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর সান্ত্বনার জন্য কাফেরদের পরকালীন আজাব বর্ণনা করা হয়েছে। উদ্দেশ্য এই যে, ক্ষণস্থায়ী অত্যাচার-অবিচারের

https://e-ilm.weebly.com/

কারণে আপনি দুঃখিত হবেন না। আল্লাহ তা'আলা তাদেরকে কঠোর শাস্তি দিবেন। তবে বিশেষ রহস্যের তাগিদে তাদেরকে কিছু অবকাশ দিয়ে রেখেছেন। পরবর্তী আয়াত ذَرْنِىْ وَالْمُكَذِّبِيْنَ اُولِى النَّعْمَةِ وَمَهِّلْهُمْ قَلِيْلاً -এর মর্ম তাই। এতে কাফেরদেরকে اُولِى النَّعْمَةِ বলা হয়েছে। نَعْمَةٌ শব্দের অর্থ ভোগ-বিলাস, ধন-সম্পদ ও সন্তান-সন্ততির প্রাচুর্য। এতে ইঙ্গিত আছে যে, দুনিয়ার ধন-সম্পদ, সন্তান-সন্ততি ও ভোগ-বিলাসে মত্ত হয়ে যাওয়া পরকাল অবিশ্বাসীরই কাজ হতে পারে। মু'মিনও মাঝে মাঝে এগুলো প্রাপ্ত হয়, কিন্তু সে তাতে মত্ত হয়ে পড়ে না। দুনিয়ার আরাম-আয়েশের মধ্যে থেকেও তার অন্তর পরকাল চিন্তা থেকে মুক্ত হয় না।

অতঃপর পরকালের কঠিনতম শাস্তির বর্ণনা প্রসঙ্গে اَنْكَالٌ শব্দ ব্যবহার করা হয়েছে। অর্থ আটকাবস্থা ও শিকল। এরপর জাহান্নামের উল্লেখ করে জাহান্নামীদের ভয়াবহ খাদ্যের কথা আছে– طَعَامًا ذَا غُصَّةٍ -এর গলগ্রহ খাদ্য। অর্থাৎ যে খাদ্য গলায় এমনভাবে আটকে যায় যে, গলধঃকরণও করা যায় না এবং উদগীরণও করা যায় না। জাহান্নামীদের খাদ্য যরী' ও যাক্কুমের অবস্থা তাই হবে।

হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) বলেন, তাতে আগুনের ফোঁটা থাকবে; যা গলায় আটকে যাবে। -(নাউযুবিল্লাহ মিনহু) শেষে বলা হয়েছে, وَعَذَابًا اَلِيْمًا নির্দিষ্ট আজাব উল্লেখ করার পর একথা বলে এর আরো অধিক কঠোরতা ও অকল্পনীয়তার দিকে ইঙ্গিত করা হয়েছে।

পূর্ববর্তী বুযুর্গগণের পরকাল ভীতি ঃ ইমাম আহমদ, ইবনে আবী দাউদ, ইবনে আদী ও বায়হাকী (র.) বর্ণনা করেন, এক ব্যক্তি কুরআন পাকের এই আয়াত শুনে ভয়ে অজ্ঞান হয়ে পড়ে। হযরত হাসান বসরী (র.) একদিন রোজা রেখেছিলেন ইফতারের সময় সম্মুখে খাদ্য নীতি হলে অন্তরে এই আয়াতের কল্পনা জেগে উঠে। তিনি খাদ্য গ্রহণ করতে পারলেন না। দ্বিতীয় দিন সন্ধ্যায় আবার এই ঘটনা ঘটল। তিনি আবার খাদ্য ফেরত পাঠিয়ে দিলেন। তৃতীয় দিনও যখন তিনি খাদ্য গ্রহণ করলেন না, তখন তাঁর পুত্র হযরত সাবেত বুনানী, ইয়াযীদ যব্বী ও ইয়াহইয়া বাক্কা (র.)-এর কাছে যেয়ে পিতার অবস্থা জানালেন। তাঁরা এসে বহু পীড়াপীড়ির পর তাঁকে সামান্য খাদ্য গ্রহণে সম্মত করলেন। -(রূহুল মা'আনী)

অতঃপর কিয়ামতের কিছু ভয়াবহ ঘটনা বর্ণিত হয়েছে, يَوْمَ تَرْجُفُ الْاَرْضُ وَالْجِبَالُ -এরপর কাফেরদের ফেরাউন ও হযরত মূসা (আ.)-এর কাহিনী শুনিয়ে সতর্ক করা হয়েছে যে, ফেরাউন পয়গম্বর হযরত মূসা (আ.)-কে মিথ্যারোপ করে আজাবে গ্রেফতার হয়েছে, তোমরা মিথ্যারোপ অব্যাহত রাখলে তোমাদের উপরও দুনিয়াতে এমনি ধরনের আজাব আসতে পারে। শেষে বলা হয়েছে, দুনিয়াতে এরূপ আজাব না আসলেও কিয়ামতের সেই দিনের আজাবকে ঠেকাতে পারবে না, যেদিন ভয়াবহ ও দীর্ঘ হওয়ার কারণে বালককে বৃদ্ধে পরিণত করে দিবে। বাহ্যত এতে কিয়ামতের ভয়াবহতা ও কঠোরতা বিধৃত হয়েছে। সেদিন এমন ভীতি ও ত্রাস দেখা দিবে যে, বালকও বৃদ্ধ হয়ে যাবে। কেউ কেউ একে উপমা বলেছেন এবং কারো মতে এটা বাস্তব সত্য। দিনটি এত দীর্ঘ হবে যে, বালকও বৃদ্ধ বয়সে পৌঁছে যাবে। -(কুরতুবী, রূহুল মা'আনী)

তাহাজ্জুদ আর ফরজ নয় ঃ সূরার শুরুতে قُمِ اللَّيْلَ বলে রাসূলুল্লাহ ﷺ ও সকল মুসলমানের উপর তাহাজ্জুদ ফরজ করা হয়েছিল এবং এই নামাজ অর্ধরাত্রির কিছু কম অথবা কিছু বেশি এবং কমপক্ষে এক-তৃতীয়াংশ রাত্রি পর্যন্ত দীর্ঘ হওয়াও ফরজ ছিল। রাসূলুল্লাহ ﷺ ও তাঁর একদল সাহাবী প্রায়ই রাত্রির অধিকাংশ সময় নামাজে অতিবাহিত করে এই ফরজ আদায় করতেন। প্রতি রাত্রিতেই এই ইবাদত এবং দিনের বেলায় দীনের দাওয়াত ও প্রচারকার্য, তদুপরি ব্যক্তিগত প্রয়োজনাদি নির্বাহ করা নিঃসন্দেহে এক দুরূহ ব্যাপার ছিল। এছাড়া সাহাবায়ে কেরামের অধিকাংশই মেহনত মজুরী অথবা ব্যবসা-বাণিজ্য করতেন। নিয়মিতভাবে এই দীর্ঘ নামাজ আদায় করতে করতে রাসূলুল্লাহ ﷺ ও সাহাবায়ে কেরামের পদযুগল ফুলে যায়। তাঁদের এই কষ্ট ও শ্রম আল্লাহ তা'আলার অগোচরে ছিল না। কিন্তু তাঁর জ্ঞানে পূর্ব থেকেই নির্ধারিত ছিল যে, এই পরিশ্রম ও মেহনতের ইবাদত ক্ষণস্থায়ী হবে, যাতে তাঁরা পরিশ্রম ও সাধনায় অভ্যস্ত হয়ে যান। এর প্রতি اِنَّا سَنُلْقِىْ عَلَيْكَ قَوْلًا ثَقِيْلًا আয়াতেও ইঙ্গিত পাওয়া যায়। অর্থাৎ এর চেয়ে ভারি ও গুরুত্বপূর্ণ বাণী কুরআনের দায়িত্ব আপনাকে সোপর্দ করা হবে, তাই আপনাকে এই কষ্ট ও পরিশ্রমে নিয়োজিত করা হয়েছে। সারকথা, আল্লাহর জ্ঞান অনুযায়ী যখন এই সাধনা ও পরিশ্রমে অভ্যস্ত করার উদ্দেশ্য পূর্ণ হয়ে গেল, তখন তাহাজ্জুদের ফরজ রহিত করে দেওয়া হলো। হযরত ইবনে আব্বাস (রা.)-এর বর্ণনা অনুযায়ী এটাও হতে পারে যে, আলোচ্য আয়াত দ্বারা কেবল দীর্ঘ নামাজ রহিত হয়েছে এবং আসল তাহাজ্জুদের নামাজ পূর্ববৎ ফরজ রয়ে গেছে। অতঃপর মি'রাজের রাত্রিতে যখন পাঞ্জেগানা নামাজ ফরজ করা হলো, তখন তাহাজ্জুদের নামাজ আর ফরজ রইল না।

https://e-ilm.weebly.com/

বাহ্যত রাসূলুল্লাহ ﷺ ও সমস্ত উম্মত থেকে এই ফরজ রহিত হয়ে গেছে। তবে তাহাজ্জুদের নামাজ মোস্তাহাব এবং আল্লাহর কাছে পছন্দনীয়-এই বিধান এখনও বাকি আছে। এখন এই নামাজের কোনো সময়সীমা এবং কুরআন পাঠের কোনো বাঁধা-ধরা পরিমাণ রাখা হয়নি। প্রত্যেকেই নিজ নিজ শক্তি ও ফুরসত অনুযায়ী পড়তে পারে এবং যতটুকু সম্ভব কুরআন পাঠ করতে পারে।

শরিয়তের বিধান রহিত হওয়ার স্বরূপ ঃ বিশ্বের বিভিন্ন রাষ্ট্র ও প্রতিষ্ঠান বিভিন্ন সময়ে তাদের আইন-কানুন পরিবর্তন ও রহিত করে থাকে। তবে এর বেশির ভাগ কারণ অভিজ্ঞতার পর নতুন পরিস্থিতির উদ্ভব হয়ে থাকে, যা পূর্বে জানা থাকে না। নতুন পরিস্থিতির সাথে মিল রেখে প্রথম আইন রহিত করে অন্য আইন জারি করা হয়। কিন্তু আল্লাহ তা'আলার বিধানাবলিতে এরূপ কল্পনাও করা যায় না। কেননা কোনো নতুন বিধান জারি করার পর মানুষের কি অবস্থা দাঁড়াবে, কেমন পরিস্থিতি সৃষ্টি হবে, তা আল্লাহ তা'আলা পূর্ব থেকেই জানেন। তাঁর সর্বব্যাপী ও চিরন্তন জ্ঞানের বাইরে কোনো কিছু নেই। কিন্তু উপযোগিতার তাগিদে কোনো কোনো বিধান আল্লাহর জ্ঞানে নির্দিষ্ট মেয়াদের জন্য জারি করা হয় এবং তা কারো কাছে প্রকাশ করা হয় না। ফলে মানুষ মনে করে যে, এই বিধান চিরকালের জন্য স্থায়ী। আল্লাহর কাছে নির্ধারিত মেয়াদ উত্তীর্ণ হওয়ার পর যখন বিধানটি প্রত্যাহার করা হয়, তখন মানুষের দৃষ্টিতে তা রহিতকরণ বলে প্রতিভাত হয়। অথচ প্রকৃতপক্ষে তা দ্বারা মানুষের কাছে একথা বর্ণনা করা ও প্রকাশ করা হয়ে থাকে যে, বিধানটি চিরকালের জন্য নয়; বরং এই মেয়াদের জন্যই জারি করা হয়েছিল। এখন মেয়াদ শেষ হয়ে যাওয়ার কারণে বিধানও শেষ হয়ে গেছে।

কুরআন পাকের অনেক আয়াত রহিত হতে দেখে সাধারণভাবে যে সন্দেহ উত্থাপন করা হয়, উপরিউক্ত বক্তব্যে তার জবাব দেওয়া হয়েছে। কোনো কোনো তাফসীরবিদ বলেন, এই আয়াত নাজিল হওয়ার পরেও বিশেষভাবে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর জন্য তাহাজ্জুদের নামাজ ফরজ ছিল। তাঁরা সূরা বনী ইসরাঈলের وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَهَجَّدْ بِهٖ نَافِلَةً لَّكَ আয়াতখানি এর প্রমাণ হিসাবে পেশ করেন। এতে বিশেষভাবে রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর দায়িত্বে তাহাজ্জুদের নামাজকে একটি অতিরিক্ত ফরজ হিসাবে আরোপ করা হয়েছে। কেননা نَافِلَةً শব্দের আভিধানিক অর্থ অতিরিক্ত; মানে অতিরিক্ত ফরজ। কিন্তু অধিকাংশের মতে এই নামাজ এখন কারো উপর ফরজ নয়। তবে মোস্তাহাব সবার জন্যই। আয়াতে نَافِلَةً لَّكَ বলে পারিভাষিক নফল বুঝানো হয়েছে। এ সম্পর্কিত অবশিষ্ট আলোচনা সূরা বনী ইসরাঈলের তাফসীরে দেখুন।

ফরজ তাহাজ্জুদ রহিতকারী اِنَّ رَبَّكَ يَعْلَمُ থেকে فَاقْرَءُوْا مَا تَيَسَّرَ مِنْهُ পর্যন্ত আয়াতখানি সূরার শুরুভাগের আয়াতগুলো নাজিল হওয়ার এক বছর অথবা আট মাস পর অবতীর্ণ হয়েছে। অতএব পূর্ণ এক বছর পর ফরজ তাহাজ্জুদ রহিত হয়েছে। মুসনাদে আহমদ, মুসলিম, আবূ দাউদ, ইবনে মাজা ও নাসায়ীতে হযরত আয়েশা (রা.) থেকে বর্ণিত আছে, আল্লাহ্ তা'আলা এই সূরার শুরুতে তাহাজ্জুদের নামাজ ফরজ করেছিলেন। রাসূলুল্লাহ ﷺ ও সাহাবায়ে কেরাম এক বছর পর্যন্ত এই আদেশ পালন করতে থাকেন। সূরার শেষ অংশ বার মাস পর্যন্ত আকাশে আটকে রাখা হয়। বছর পূর্ণ হওয়ার পর শেষ অংশ অবতীর্ণ হয় এবং তাতে ফরজ তাহাজ্জুদ রহিত করে দেওয়া হয়। এরপর তাহাজ্জুদের নামাজ নিছক নফল ও মোস্তাহাব থেকে যায়। –(রূহুল মা'আনী)

এরপর রহিতকরণের কারণ বর্ণনা প্রসঙ্গে বলা হয়েছে, عَلِمَ اَنْ لَّنْ تُحْصُوْهُ إِحْصَاءُ শব্দের অর্থ গননা করতে পারবে না। কোনো কোনো তাফসীরবিদের মতে উদ্দেশ্য এই যে, তাহাজ্জুদের নামাজে আল্লাহ তা'আলা রাত্রির এক-তৃতীয়াংশ থেকে দুই-তৃতীয়াংশ পর্যন্ত সময় নির্ধারণ করেছিলেন। কিন্তু সাহাবায়ে কেরামের পক্ষে এই নামাজে মশগুল থাকা অবস্থায় রাত্র কতটুকু হয়েছে, তা জানা কঠিন ছিল। কেননা তখনকার দিনে সময় জানার যন্ত্র ঘড়ি ইত্যাদি ছিল না। থাকলেও নামাজে মশগুল হয়ে বারবার ঘড়ির দিকে তাকানো তাঁদের অবস্থা ও খুশু-খুজুর পরিপ্রেক্ষিতে সহজ ছিল না। আবার কোনো কোনো তাফসীরবিদ বলেন, এখানে إِحْصَاءُ শব্দের অর্থ দীর্ঘ সময় এবং নিদ্রার সময়ে প্রত্যহ যথারীতি নামাজ পড়তে সক্ষম না হওয়া। শব্দটি এই অর্থেও ব্যবহৃত হয়; যেমন হাদীসে আল্লাহর সুন্দর নামসমূহ সম্পর্কে বলা হয়েছে, مَنْ أَحْصَاهَا دَخَلَ الْجَنَّةَ অর্থাৎ যে ব্যক্তি আল্লাহর নামসমূহকে কর্মের ভেতর দিয়ে পুরোপুরি ফুটিয়ে তোলে সে জান্নাতে দাখিল হবে। সূরা ইবরাহীমের তাফসীরেও এ সম্পর্কে পূর্ণ আলোচনা করা হয়েছে।

فَتَابَ عَلَيْكُمْ – تَوْبَةٌ শব্দের আসল অর্থ প্রত্যাবর্তন করা। গোনাহের তওবাকেও এ কারণে তওবা বলা হয় যে, মানুষ এতে পূর্বের গোনাহ্ থেকে প্রত্যাবর্তন করে। এখানে কেবল প্রত্যাহার বুঝানো হয়েছে অর্থাৎ আল্লাহ তা'আলা ফরজ

https://e-ilm.weebly.com/

তাহাজ্জুদের আদেশ প্রত্যাহার করে নিয়েছেন। অবশেষে বলা হয়েছে, فَاقْرَءُوا مَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْاٰنِ অর্থাৎ তাহাজ্জুদের নামাজ, যা এখন ফরজের পরিবর্তে মোস্তাহাব অথবা সুন্নত রয়ে গেছে, তাতে যে যতটুকু কুরআন সহজে পাঠ করতে পারে, পাঠ করুক। এর জন্য নির্দিষ্ট কোনো পরিমাণ নেই।

وَاَقِيْمُوا الصَّلٰوةَ –এখানে অধিকাংশ তাফসীরবিদের মতে ফরজ নামাজ বুঝানো হয়েছে। বলা বাহুল্য, ফরজ নামাজ পাঁচটি যা মে'রাজের রাত্রিতে ফরজ হয়েছে। এ থেকে জানা যায় যে, তাহাজ্জুদের নামাজ এক বছর পর্যন্ত ফরজ থাকা কালেই মি'রাজের ঘটনা সংঘটিত হয়েছে। এরপর পূর্বোক্ত আয়াতের মাধ্যমে ফরজ তাহাজ্জুদ রহিত হয়েছে। সুতরাং সূরার শেষের اَقِيْمُوا الصَّلٰوةَ আয়াতের পাঞ্জেগানা ফরজ নামাজ বুঝানো যেতে পারে।

–(ইবনে কাছীর, কুরতুবী, বাহরে মুহীত)

এমনি ভাবে وَاٰتُوا الزَّكٰوةَ বাক্যে ফরজ যাকাত বুঝানো হয়েছে। কিন্তু প্রসিদ্ধ এই যে, জাকাত হিজরতের দ্বিতীয় বর্ষে ফরজ হয়েছে এবং এই আয়াত মক্কায় অবতীর্ণ হয়েছে। এ কারণে কোনো কোনো তাফসীরবিদ বিশেষভাবে এই আয়াতটিকে মদিনায় অবতীর্ণ বলেছেন। কিন্তু ইবনে কাসীর বলেন, জাকাত মক্কায় ইসলামের প্রাথমিক যুগেই ফরজ হয়েছিল, কিন্তু তার নেসাব ও পরিমাণের বিস্তারিত বিবরণ মদিনায় হিজরতের দ্বিতীয় বর্ষে বর্ণিত হয়েছে। এমতাবস্থায় আয়াত মক্কায় অবতীর্ণ হলেও ফরজ জাকাত বুঝানো যেতে পারে। -(রূহুল মা'আনীও তাই বলেছে)

وَاَقْرِضُوا اللّٰهَ قَرْضًا حَسَنًا –আল্লাহর পথে ব্যয় করাকে এমনভাবে ব্যক্ত করা হয়েছে যেন ব্যয়কারী আল্লাহকে ঋণ দিচ্ছে। এতে তার অবস্থার প্রতি কৃপা প্রদর্শনের দিকেও ইঙ্গিত আছে যে, আল্লাহ তা'আলা ধনীদের সেরা ধনী, তাঁকে দেওয়া ঋণ কখনো মারা যাবে না অবশ্যই পরিশোধিত হবে। ফরজ জাকাতের আদেশ পূর্বেই বর্ণিত হয়েছে। তাই এখানে নফল দান-খয়রাত ও কার্যাদি বুঝানো হয়েছে; যেমন আত্মীয়-স্বজন ও প্রিয়জনকে কিছু দেওয়া, মেহমানদের জন্য ব্যয় করা, আলিম ও সাধু পুরুষদের সেবাযত্ন করা ইত্যাদি। কেউ কেউ এর অর্থ এই নিয়েছেন যে, যাকাত ছাড়াও অনেক আর্থিক ওয়াজিব পাওনা মানুষের উপর বর্তে; যেমন পিতামাতা, স্ত্রী ও সন্তান-সন্ততির ভরণ-পোষণ ইত্যাদি। কাজেই اَقْرِضُوا اللّٰهَ বাক্যে এসব ওয়াজিব পাওনা আদায় করার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।

وَمَا تُقَدِّمُوْا لِاَنْفُسِكُمْ مِنْ خَيْرٍ অর্থাৎ তোমরা জীবদ্দশায় যে যে কাজ সম্পাদন কর, তা মৃত্যুর সময় সেই কাজের অসিয়ত করে যাওয়ার চেয় উত্তম। কারণ মৃত্যুর পর ওয়ারিশরা স্বাধীন; তারা অসিয়ত পূর্ণ করতেও পারে, না-ও করতে পারে। এতে আর্থিক-ইবাদত, সদকা-খয়রাতসহ নামাজ-রোজা ইত্যাদিও দাখিল।

হাদীসে আছে রাসূলুল্লাহ ﷺ একবার সাহাবায়ে কেরামকে প্রশ্ন করলেন, তোমাদের মধ্যে এমন কেউ আছে কি, যে নিজের ধনসম্পদের তুলনায় ওয়ারিশের ধনসম্পদকে বেশি ভালোবাসে? সাহাবায়ে কেরাম আরজ করলেন, নিজের ধনের চেয়ে ওয়ারিশের ধনকে বেশি ভালোবাসে এরূপ ব্যক্তি আমাদের মধ্যে নেই। রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন, খুব বুঝেশুনে উত্তর দাও। সাহাবায়ে কেরাম বললেন, এই উত্তর ছাড়া আমাদের অন্য কোনো উত্তর জানা নেই। তিনি বললেন, (আচ্ছা, তা হলে বুঝে নাও) তোমার ধন তাই, যা তুমি স্বহস্তে আল্লাহর পথে ব্যয় করবে। তোমার মৃত্যুর পর যে ধন থেকে যাবে, তা তোমার ধন নয় তোমার ওয়ারিশের ধন। -(ইবনে কাছীর)

শব্দবিশ্লেষণ :

اَلْمُزَّمِّلُ : সীগাহ واحد مذكر বহছ اسم فاعل বাব تَفَعُّلٌ মাসদার تَزَمُّلٌ মূলবর্ণ (ز - م - ل) জিনস صحيح
অর্থ– বস্ত্রাবৃত।

اُنْقُصْ : সীগাহ واحد مذكر حاضر বহছ امر حاضر معروف বাব نَصَرَ মাসদার نَقْصٌ মূলবর্ণ (ن - ق - ص)
জিনস صحيح অর্থ– কম করুন।

زِدْ : সীগাহ واحد مذكر حاضر বহছ امر حاضر معروف বাব ضَرَبَ মাসদার زِيَادَةٌ মূলবর্ণ (ز - ى - د)
জিনস اجوف يائى অর্থ- বৃদ্ধি করুন।

https://e-ilm.weebly.com/

رَتِّلْ : সীগাহ واحد مذكر حاضر বহছ امر حاضر معروف বাব تَفْعِيْل মাসদার تَرْتِيْل মূলবর্ণ (ر - ت - ل) জিনস صحيح অর্থ– খুব স্পষ্টভাবে পাঠ করুন।

سَنُلْقِىْ : সীগাহ جمع متكلم বহছ مضارع معروف বাব إِفْعَالٌ মাসদার اِلْقَاءٌ মূলবর্ণ (ل - ق - ى) জিনস ناقص يائى অর্থ– অচিরেই প্রেরণ করছি, নিক্ষেপ করছি।

سَبْحًا : মাসদার। বাব فَتَحَ মূলবর্ণ (س - ب - ح) জিনস صحيح অর্থ– ব্যস্ত হওয়া, দ্রুত সাঁতার কাটা।

تَبَتَّلْ : সীগাহ واحد مذكر حاضر বহছ امر حاضر معروف বাব تَفَعُّلٌ মাসদার تَبَتُّلٌ মূলবর্ণ (ب - ت - ل) জিনস صحيح অর্থ– মগ্ন থাকুন।

اُهْجُرْ : সীগাহ واحد مذكر حاضر বহছ امر حاضر معروف বাব نَصَرَ মাসদার هَجْرٌ মূলবর্ণ (ه - ج - ر) জিনস صحيح অর্থ– পৃথক থাকুন।

مَهِّلْ : সীগাহ واحد مذكر حاضر বহছ امر حاضر معروف বাব تَفْعِيْل মাসদার تَمْهِيْلٌ মূলবর্ণ (م - ه - ل) জিনস صحيح অর্থ- তুমি অবকাশ দাও, ঢিল দাও, সময় দাও।

اَنْكَالًا : শব্দটি نِكْلٌ-এর বহুবচন অর্থ- বেড়িসমূহ।

تَرْجُفُ : সীগাহ واحد مؤنث غائب বহছ مضارع معروف বাব نَصَرَ মাসদার رَجْفٌ মূলবর্ণ (ر - ج - ف) জিনস صحيح অর্থ– কম্পিত হবে।

وَبِيْلًا : সীগাহ واحد مذكر বহছ اسم فاعل বাব كَرُمَ মাসদার وَبْلٌ মূলবর্ণ (و – ب – ل) জিনস مثال واوى অর্থ– কঠোরভাবে প্রতিকূল। কঠিন পীড়াদায়ক।

شِيْبًا : শব্দটি اَشْيَبُ বহুবচন অর্থ- বৃদ্ধ।

مُنْفَطِرٌ : সীগাহ واحد مذكر বহছ اسم فاعل বাব اِنْفِعَالٌ মাসদার إِنْفِطَارٌ মূলবর্ণ (ف - ط - ر) জিনস صحيح অর্থ– ফেটে যাবে।

يُقَدِّرُ : সীগাহ واحد مذكر غائب বহছ مضارع معروف বাব تَفْعِيْل মাসদার تَقْدِيْرٌ মূলবর্ণ (ق - د - ر) জিনস صحيح অর্থ- তিনি পরিমাণ করবেন, অনুমান করবেন, মূল্যমান নির্ণয় করবেন।

لَنْ تُحْصُوْهُ : সীগাহ جمع مذكر حاضر বহছ مضارع منصوب بلن বাব اِفْعَالٌ মাসদার اِحْصَاءٌ মূলবর্ণ (ح - ص - ى) জিনস ناقص يائى অর্থ– তা নিয়ন্ত্রন করতে পারেন না ه - ضمير منصوب متصل।

تَيَسَّرَ : সীগাহ واحد مذكر غائب বহছ ماضى معروف বাব تَفَعُّلٌ মাসদার تَيَسُّرٌ মূলবর্ণ (ى - س - ر) জিনস مثال يائى অর্থ– তা সহজ হয়।

تُقَدِّمُوْا : সীগাহ جمع مذكر حاضر বহছ مضارع معروف বাব تَفْعِيْل মাসদার تَقْدِيْمٌ মূলবর্ণ (ق - د - م) জিনস صحيح অর্থ– পূর্বে প্রেরণ করবে।

বাক্য বিশ্লেষণ :

اِنَّ لَكَ فِى النَّهَارِ سَبْحًا طَوِيْلًا : এখানে اِنَّ হলো حرف مشبه بالفعل আর لَكَ হলো خبر ان المقدم আর فِى النَّهَارِ হলো حال কেননা এটা মূলত سَبْحًا-এর সিফত ছিল। আর سَبْحًا হলো اسم ان আর طَوِيْلًا হলো اسم ان المؤخر। –[ই'রাবুল কুরআন ৮ম খণ্ড : পৃ. ১১২]

https://e-ilm.weebly.com/

سُوْرَةُ الْمُدَّثِّرِ مَكِّيَّةٌ

সূরা মুদ্দাছ্‌ছির

মক্কায় অবতীর্ণ; আয়াত– ৫৬, রুকূ'– ২

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

পরম করুণাময়, দয়ালু আল্লাহর নামে শুরু করছি

১. হে বস্ত্রাবৃত! [রাসূল]	يٰۤاَيُّهَا الْمُدَّثِّرُ ۙ﴿۱﴾
২. উঠুন, অতঃপর [কাফেরদেরকে] ভীতি প্রদর্শন করুন।	قُمْ فَاَنْذِرْ ۪ۙ﴿۲﴾
৩. এবং নিজ প্রতিপালকের শ্রেষ্ঠত্ব বর্ণনা করুন।	وَرَبَّكَ فَكَبِّرْ ۪ۙ﴿۳﴾
৪. আর স্বীয় বস্ত্রসমূহ পবিত্র রাখুন।	وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ ۪ۙ﴿۴﴾
৫. এবং মূর্তিসমূহ হতে দূরে থাকুন।	وَالرُّجْزَ فَاهْجُرْ ۪ۙ﴿۵﴾
৬. আর কাউকেও এ উদ্দেশ্যে দান করবেন না যে, অতিরিক্ত বিনিময় চাইবেন।	وَلَا تَمْنُنْ تَسْتَكْثِرُ ۪ۙ﴿۶﴾
৭. আর স্বীয় প্রভুর [সন্তোষ লাভের] জন্য ধৈর্যধারণ করুন।	وَلِرَبِّكَ فَاصْبِرْ ؕ﴿۷﴾
৮. অনন্তর যখন সিঙ্গায় ফুৎকার দেওয়া হবে।	فَاِذَا نُقِرَ فِي النَّاقُوْرِ ۙ﴿۸﴾

শাব্দিক অনুবাদ :

১. يٰۤاَيُّهَا الْمُدَّثِّرُ হে বস্ত্রাবৃত (রাসূল)

২. قُمْ উঠুন فَاَنْذِرْ ভীতি প্রদর্শন করুন (কাফেরদেরকে)

৩. وَرَبَّكَ এবং নিজ প্রতিপালকের فَكَبِّرْ শ্রেষ্ঠত্ব বর্ণনা করুন।

৪. وَثِيَابَكَ এবং নিজের বস্ত্রসমূহ فَطَهِّرْ পবিত্র রাখুন।

৫. وَالرُّجْزَ এবং মূর্তিসমূহ হতে فَاهْجُرْ দূরে থাকুন।

৬. وَلَا تَمْنُنْ, আর কাউকেও এ উদ্দেশ্যে দান করবেন না যে, تَسْتَكْثِرُ অতিরিক্ত বিনিময় চাইবেন।

৭. وَلِرَبِّكَ, স্বীয় প্রভুর জন্য فَاصْبِرْ ধৈর্য ধারণ করুন।

৮. فَاِذَا نُقِرَ অনন্তর যখন ফুৎকার দেওয়া হবে فِي النَّاقُوْرِ সিঙ্গায়।

https://e-ilm.weebly.com/

৯. বস্তুত সেই সময়টুকু অর্থাৎ সেই দিনটি এক কঠিন দিন হবে।	فَذٰلِكَ يَوْمَئِذٍ يَّوْمٌ عَسِيْرٌ ۙ ﴿٩﴾
১০. কাফেরদের প্রতি তা বিন্দুমাত্রও সহজ হবে না।	عَلَى الْكٰفِرِيْنَ غَيْرُ يَسِيْرٍ ﴿١٠﴾
১১. আমাকে এবং ঐ ব্যক্তিকে ছেড়ে দিন, যাকে আমি সৃষ্টি করেছি একাকী।	ذَرْنِيْ وَمَنْ خَلَقْتُ وَحِيْدًا ۙ ﴿١١﴾
১২. আর তাকে প্রচুর ধন সম্পদ দান করেছি।	وَّجَعَلْتُ لَهٗ مَالًا مَّمْدُوْدًا ۙ ﴿١٢﴾
১৩. এবং নিকটে অবস্থানকারী পুত্রগণও।	وَّبَنِيْنَ شُهُوْدًا ۙ ﴿١٣﴾
১৪. এবং সর্বপ্রকারের সরঞ্জাম তার জন্য বন্দোবস্ত করেছি।	وَّمَهَّدْتُّ لَهٗ تَمْهِيْدًا ۙ ﴿١٤﴾
১৫. তবুও সে এই লালসা করে যে, আরো অধিক দেই।	ثُمَّ يَطْمَعُ اَنْ اَزِيْدَ ۙ ﴿١٥﴾
১৬. কখনোই নয়; সে আমার আয়াতসমূহের বিরোধী।	كَلَّا ؕ اِنَّهٗ كَانَ لِاٰيٰتِنَا عَنِيْدًا ؕ ﴿١٦﴾
১৭. অচিরেই তাকে দোজখের [সউদ] পর্বতে চড়াব।	سَاُرْهِقُهٗ صَعُوْدًا ؕ ﴿١٧﴾
১৮. সে চিন্তা করল, তৎপর একটা সিদ্ধান্ত স্থির করল।	اِنَّهٗ فَكَّرَ وَقَدَّرَ ۙ ﴿١٨﴾
১৯. সুতরাং সে ধ্বংস হোক, সে কেমন সিদ্ধান্ত স্থির করল?	فَقُتِلَ كَيْفَ قَدَّرَ ۙ ﴿١٩﴾

শাব্দিক অনুবাদ :

৯. فَذٰلِكَ বস্তুত সেই সময়টুকু يَوْمَئِذٍ অর্থাৎ সেই দিনটি يَوْمٌ عَسِيْرٌ কঠিন দিন হবে।

১০. عَلَى الْكٰفِرِيْنَ কাফেরদের প্রতি তা غَيْرُ يَسِيْرٍ বিন্দুমাত্রও সহজ হবে না।

১১. ذَرْنِيْ وَمَنْ আমাকে এবং ঐ ব্যক্তিকে ছেড়ে দিন। خَلَقْتُ وَحِيْدًا যাকে আমি সৃষ্টি করেছি একাকী।

১২. وَجَعَلْتُ لَهٗ, আর তাকে দান করেছি। مَالًا مَّمْدُوْدًا প্রচুর ধন সম্পদ।

১৩. وَبَنِيْنَ এবং পুত্রগণও। شُهُوْدًا নিকটে অবস্থানকারী।

১৪. وَمَهَّدْتُّ لَهٗ, এবং তার জন্য বন্দোবস্ত করেছি। تَمْهِيْدًا সর্বপ্রকারের সরঞ্জাম।

১৫. ثُمَّ يَطْمَعُ তবুও সে এই লালসা করে যে, اَنْ اَزِيْدَ আরো অধিক দেই।

১৬. كَلَّا কখনই নয় اِنَّهٗ كَانَ لِاٰيٰتِنَا। সে আমার আয়াতসমূহের। عَنِيْدًا বিরোধী।

১৭. سَاُرْهِقُهٗ অচিরেই তাকে আমি চড়াব। صَعُوْدًا দোজখের পর্বতে।

১৮. اِنَّهٗ فَكَّرَ সে চিন্তা করল وَقَدَّرَ, তৎপর একটা সিদ্ধান্ত স্থির করল।

১৯. فَقُتِلَ সুতরাং সে ধ্বংস হোক كَيْفَ قَدَّرَ কেমন সিদ্ধান্ত স্থির করল।

https://e-ilm.weebly.com/

২০. অনন্তর সে ধ্বংস হোক, সে কেমন সিদ্ধান্ত স্থির করল?	ثُمَّ قُتِلَ كَيْفَ قَدَّرَ ﴿٢٠﴾
২১. অতঃপর দৃষ্টি করল।	ثُمَّ نَظَرَ ﴿٢١﴾
২২. তৎপর সে ভ্রূ কুঞ্চিত করল ও মুখ বিকৃত করল।	ثُمَّ عَبَسَ وَبَسَرَ ﴿٢٢﴾
২৩. তৎপর সে পিছনে ফিরল এবং দম্ভ প্রকাশ করল।	ثُمَّ أَدْبَرَ وَاسْتَكْبَرَ ﴿٢٣﴾
২৪. অনন্তর বলল, এটা তো নকল করা জাদু।	فَقَالَ إِنْ هَٰذَا إِلَّا سِحْرٌ يُؤْثَرُ ﴿٢٤﴾
২৫. এটা তো মানুষের উক্তি।	إِنْ هَٰذَا إِلَّا قَوْلُ الْبَشَرِ ﴿٢٥﴾
২৬. অচিরেই আমি তাকে দোজখে নিক্ষেপ করব।	سَأُصْلِيهِ سَقَرَ ﴿٢٦﴾
২৭. আর আপনার কি জানা আছে যে, দোজখ কী বস্তু?	وَمَا أَدْرَاكَ مَا سَقَرُ ﴿٢٧﴾
২৮. যা তাদেরকে জীবিতাবস্থায় ছাড়বে না এবং মৃত অবস্থায়ও ছেড়ে দিবে না।	لَا تُبْقِي وَلَا تَذَرُ ﴿٢٨﴾
২৯. তা তো গাত্রচর্ম দগ্ধ করবে,	لَوَّاحَةٌ لِلْبَشَرِ ﴿٢٩﴾
৩০. 'সাকার' নামক উক্ত দোজখের তত্ত্বাবধানে উনিশজন ফেরেশতা [নিযুক্ত] থাকবে।	عَلَيْهَا تِسْعَةَ عَشَرَ ﴿٣٠﴾

শাব্দিক অনুবাদ :

২০. ثُمَّ قُتِلَ অনন্তর সে ধ্বংস হোক كَيْفَ قَدَّرَ সে কেমন সিদ্ধান্ত স্থির করল।
২১. ثُمَّ نَظَرَ অতঃপর দৃষ্টি করল।
২২. ثُمَّ عَبَسَ তৎপর সে ভ্রূকুঞ্চিত করল وَبَسَرَ ও মুখ বিকৃত করল।
২৩. ثُمَّ أَدْبَرَ তৎপর সে পিছনে ফিরল وَاسْتَكْبَرَ এবং দম্ভ প্রকাশ করল।
২৪. فَقَالَ অনন্তর বলল إِنْ هَٰذَا إِلَّا سِحْرٌ يُؤْثَرُ এটাতো নকল করা জাদু।
২৫. إِنْ هَٰذَا إِلَّا এটাতো قَوْلُ الْبَشَرِ মানুষের উক্তি।
২৬. سَأُصْلِيهِ অচিরেই আমি তাকে নিক্ষেপ করব سَقَرَ দোজখে।
২৭. وَمَا أَدْرَاكَ আপনার কি জানা আছে যে مَا سَقَرُ দোজখ কি বস্তু।
২৮. لَا تُبْقِي যা তাদেরকে জীবিতাবস্থায় ছাড়বে না وَلَا تَذَرُ, এবং মৃত অবস্থায়ও ছেড়ে দিবে না।
২৯. لَوَّاحَةٌ لِلْبَشَرِ তা তো গাত্রচর্ম দগ্ধ করবে
৩০. عَلَيْهَا তার উপর (নিযুক্ত) থাকবে تِسْعَةَ عَشَرَ উনিশজন ফেরেশতা।

https://e-ilm.weebly.com/

৩১. আর দোজখের কর্মচারী আমি কেবল ফেরেশতাদেরকেই নিযুক্ত করেছি, আর আমি তাদের সংখ্যা কেবল এরূপ রেখেছি যা কাফেরদের বিভ্রান্তির উপকরণ হয়, এ জন্য যে, কিতাবীগণ যেন বিশ্বস্ত হয় এবং ঈমানদারদের ঈমান আরো বর্ধিত হয়, আর কিতাবীগণ ও মুমিনগণ সন্দেহ না করে, আর যাদের অন্তরে ব্যাধি আছে তারা, আর কাফেররা যেন বলে যে, এই আশ্চর্য উপমা দ্বারা আল্লাহর উদ্দেশ্য কী? এরূপই আল্লাহ যাকে ইচ্ছা, বিভ্রান্ত করে থাকেন, আর যাকে ইচ্ছা হেদায়েত করে থাকেন; আর তোমাদের প্রভুর সৈন্যদেরকে তিনি ব্যতীত কেউই জানে না; আর দোজখ শুধু মানুষের উপদেশের জন্য।	وَمَا جَعَلْنَا أَصْحٰبَ النَّارِ إِلَّا مَلٰٓئِكَةً ۙ وَّمَا جَعَلْنَا عِدَّتَهُمْ إِلَّا فِتْنَةً لِّلَّذِيْنَ كَفَرُوْا ۙ لِيَسْتَيْقِنَ الَّذِيْنَ أُوْتُوا الْكِتٰبَ وَيَزْدَادَ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْٓا إِيْمَانًا وَّلَا يَرْتَابَ الَّذِيْنَ أُوْتُوا الْكِتٰبَ وَالْمُؤْمِنُوْنَ ۙ وَلِيَقُوْلَ الَّذِيْنَ فِيْ قُلُوْبِهِمْ مَّرَضٌ وَّالْكٰفِرُوْنَ مَاذَآ أَرَادَ اللّٰهُ بِهٰذَا مَثَلًا ۗ كَذٰلِكَ يُضِلُّ اللّٰهُ مَنْ يَّشَآءُ وَيَهْدِيْ مَنْ يَّشَآءُ ۗ وَمَا يَعْلَمُ جُنُوْدَ رَبِّكَ إِلَّا هُوَ ۗ وَمَا هِيَ إِلَّا ذِكْرٰى لِلْبَشَرِ ﴿٣١﴾
৩২. নিশ্চয় চন্দ্রের শপথ।	كَلَّا وَالْقَمَرِ ﴿٣٢﴾
৩৩. এবং রাত্রির [কসম], যখন তা অতিক্রান্ত হতে থাকে।	وَالَّيْلِ إِذْ أَدْبَرَ ﴿٣٣﴾
৩৪. আর প্রভাতের যখন তা আলোকিত হয়।	وَالصُّبْحِ إِذَآ أَسْفَرَ ﴿٣٤﴾
৩৫. ঐ দোজখ অতি কঠিন বস্তু।	إِنَّهَا لَإِحْدَى الْكُبَرِ ﴿٣٥﴾

শাব্দিক অনুবাদ :

৩১. وَمَا جَعَلْنَا أَصْحٰبَ النَّارِ إِلَّا مَلٰٓئِكَةً আর দোজখের কর্মচারী আমি কেবল ফেরেশতাগণকেই নিযুক্ত করেছি وَّمَا جَعَلْنَا عِدَّتَهُمْ إِلَّا فِتْنَةً لِّلَّذِيْنَ كَفَرُوْا আর আমি তাদের সংখ্যা কেবল এরূপ রেখেছি যা কাফেরদের বিভ্রান্তির উপকরণ হয় لِيَسْتَيْقِنَ الَّذِيْنَ أُوْتُوا الْكِتٰبَ এই জন্য যে কিতাবীগণ যেন বিশ্বস্ত হয় وَيَزْدَادَ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْٓا إِيْمَانًا এবং ঈমানদারদের ঈমান আরো বর্ধিত হয় وَّلَا يَرْتَابَ الَّذِيْنَ أُوْتُوا الْكِتٰبَ وَالْمُؤْمِنُوْنَ আর কিতাবীগণ ও মুমিনগণ সন্দেহ না করে وَلِيَقُوْلَ الَّذِيْنَ فِيْ قُلُوْبِهِمْ مَّرَضٌ وَّالْكٰفِرُوْنَ আর যাদের অন্তরে ব্যাধি আছে তারা আর কাফেররা যেন বলে مَاذَآ أَرَادَ اللّٰهُ بِهٰذَا مَثَلًا এই আশ্চর্য উপমা দ্বারা আল্লাহর উদ্দেশ্য কি? كَذٰلِكَ এরূপেই يُضِلُّ اللّٰهُ مَنْ يَّشَآءُ আল্লাহ যাকে ইচ্ছা বিভ্রান্ত করে থাকেন وَيَهْدِيْ مَنْ يَّشَآءُ আর যাকে ইচ্ছা হেদায়েত করে থাকেন وَمَا يَعْلَمُ جُنُوْدَ رَبِّكَ إِلَّا هُوَ তোমার প্রভুর সৈন্যদেরকে তিনি ব্যতীত কেউই জানে না وَمَا هِيَ إِلَّا ذِكْرٰى لِلْبَشَرِ, আর দোজখ শুধু মানুষের উপদেশের জন্য।

৩২. كَلَّا وَالْقَمَرِ নিশ্চয়ই চন্দ্রের শপথ।

৩৩. وَالَّيْلِ এবং রাত্রির (কসম) إِذْ أَدْبَرَ যখন তা অতিক্রান্ত হতে থাকে।

৩৪. وَالصُّبْحِ, আর প্রভাতের إِذَآ أَسْفَرَ যখন তা আলোকিত হয়।

৩৫. إِنَّهَا لَإِحْدَى الْكُبَرِ ঐ দোজখ অতি কঠিন বস্তু।

https://e-ilm.weebly.com/

৩৬. যা মানুষের জন্য অত্যন্ত ভীতিজনক।	نَذِيرًا لِّلْبَشَرِ ﴿٣٦﴾
৩৭. অর্থাৎ তোমাদের মধ্যে যে সম্মুখের দিকে অগ্রসর হতে ইচ্ছা করে, তার জন্যও, অথবা যে পশ্চাদপসরণ করে, তার জন্যও।	لِمَنْ شَاءَ مِنْكُمْ أَنْ يَتَقَدَّمَ أَوْ يَتَأَخَّرَ ﴿٣٧﴾
৩৮. প্রত্যেক ব্যক্তি নিজ কার্যাবলির বিনিময়ে আবদ্ধ হবে।	كُلُّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ رَهِينَةٌ ﴿٣٨﴾
৩৯. দক্ষিণ পার্শ্বস্থ ব্যক্তিগণ ব্যতীত।	إِلَّا أَصْحَابَ الْيَمِينِ ﴿٣٩﴾
৪০. কেননা তারা জান্নাতে থাকবে। [আর] তারা জিজ্ঞাসা করবে।	فِي جَنَّاتٍ يَتَسَاءَلُونَ ﴿٤٠﴾
৪১. অপরাধীদের অবস্থা সম্বন্ধে।	عَنِ الْمُجْرِمِينَ ﴿٤١﴾
৪২. কোন বস্তু তোমাদেরকে দোজখে নিক্ষেপ করল?	مَا سَلَكَكُمْ فِي سَقَرَ ﴿٤٢﴾
৪৩. তারা বলবে, আমরা নামাজ পড়তাম না।	قَالُوا لَمْ نَكُ مِنَ الْمُصَلِّينَ ﴿٤٣﴾
৪৪. আর না দরিদ্রদেরকে খানা খাওয়াতাম।	وَلَمْ نَكُ نُطْعِمُ الْمِسْكِينَ ﴿٤٤﴾
৪৫. আর [সত্য ধর্মকে বিলোপ করার চেষ্টায় রত ছিল, সে] প্রচেষ্টাকারীদের সঙ্গে আমরাও চেষ্টায় [রত] থাকতাম।	وَكُنَّا نَخُوضُ مَعَ الْخَائِضِينَ ﴿٤٥﴾
৪৬. এবং কিয়ামত দিবসকে অবিশ্বাস করতাম।	وَكُنَّا نُكَذِّبُ بِيَوْمِ الدِّينِ ﴿٤٦﴾

শাব্দিক অনুবাদ :

৩৬. نَذِيرًا যা অত্যন্ত ভীতিজনক لِلْبَشَرِ মানুষের জন্য।

৩৭. لِمَنْ شَاءَ مِنْكُمْ তোমাদের মধ্যে যে ইচ্ছা করে أَنْ يَتَقَدَّمَ সম্মুখের দিকে অগ্রসর হতে أَوْ يَتَأَخَّرَ অথবা পশ্চাদপসরণ করে তার জন্যও।

৩৮. كُلُّ نَفْسٍ প্রত্যেক ব্যক্তি بِمَا كَسَبَتْ নিজ কার্যাবলির বিনিময়ে رَهِينَةٌ আবদ্ধ হবে।

৩৯. إِلَّا أَصْحَابَ الْيَمِينِ দক্ষিণ পার্শ্বস্থ ওয়ালাগণ ব্যতীত।

৪০. فِي جَنَّاتٍ কেননা তারা জান্নাতে থাকবে يَتَسَاءَلُونَ তারা জিজ্ঞাসা করবে।

৪১. عَنِ الْمُجْرِمِينَ অপরাধীদের অবস্থা সম্পর্কে।

৪২. مَا سَلَكَكُمْ কোন বস্তু তোমাদেরকে নিক্ষেপ করল فِي سَقَرَ দোজখে।

৪৩. قَالُوا তারা বলবে لَمْ نَكُ مِنَ الْمُصَلِّينَ আমরা নামাজ পড়তাম না।

৪৪. وَلَمْ نَكُ نُطْعِمُ আর না খানা খাওয়াতাম الْمِسْكِينَ দরিদ্রদেরকে

৪৫. وَكُنَّا نَخُوضُ আর আমরাও চেষ্টায় (রত) থাকতাম مَعَ الْخَائِضِينَ (সত্য ধর্মকে বিলোপ করার চেষ্টায় রত ছিল সে) প্রচেষ্টাকারীদেরকে সঙ্গে।

৪৬. وَكُنَّا نُكَذِّبُ এবং অবিশ্বাস করতাম بِيَوْمِ الدِّينِ কিয়ামত দিবসকে।

https://e-ilm.weebly.com/

৪৭. এমন কি [এ অবস্থায়ই] আমাদের মৃত্যু এসে পড়ল।	حَتّٰىٓ اَتٰىنَا الْيَقِيْنُ ۝٤٧
৪৮. অতএব, সুপারিশকারীদের সুপারিশ তাদের কোনো উপকারে আসবে না।	فَمَا تَنْفَعُهُمْ شَفَاعَةُ الشّٰفِعِيْنَ ۝٤٨
৪৯. অনন্তর তাদের কী হলো যে, তারা এ উপদেশ হতে মুখ ফিরিয়ে নেয়?	فَمَا لَهُمْ عَنِ التَّذْكِرَةِ مُعْرِضِيْنَ ۝٤٩
৫০. যেন তারা বন্য গাধা।	كَاَنَّهُمْ حُمُرٌ مُّسْتَنْفِرَةٌ ۝٥٠
৫১. যারা ব্যাঘ্র হতে পলায়ন করছে।	فَرَّتْ مِنْ قَسْوَرَةٍ ۝٥١
৫২. বরং তারা প্রত্যেকেই কামনা করে যে, তাকে [আসমান হতে] খোলা চিঠি প্রদান করা হোক।	بَلْ يُرِيْدُ كُلُّ امْرِئٍ مِّنْهُمْ اَنْ يُّؤْتٰى صُحُفًا مُّنَشَّرَةً ۝٥٢
৫৩. কখনো না; বরং তারা আখেরাতকে ভয় করে না।	كَلَّا ؕ بَلْ لَّا يَخَافُوْنَ الْاٰخِرَةَ ۝٥٣
৫৪. কখনো না, এ কুরআনই [যথেষ্ট] উপদেশ।	كَلَّآ اِنَّهٗ تَذْكِرَةٌ ۝٥٤
৫৫. অতএব, যার ইচ্ছা হয় তা হতে উপদেশ লাভ করুক [আর যার ইচ্ছা না করুক]।	فَمَنْ شَآءَ ذَكَرَهٗ ۝٥٥
৫৬. আর আল্লাহ তা'আলার ইচ্ছা ব্যতীত তারা উপদেশ গ্রহণ করবে না; তিনি এমন সত্তা যাকে ভয় করা উচিত, আর [তিনিই] যিনি বান্দার পাপ মোচন করে থাকেন।	وَمَا يَذْكُرُوْنَ اِلَّآ اَنْ يَّشَآءَ اللّٰهُ ؕ هُوَ اَهْلُ التَّقْوٰى وَاَهْلُ الْمَغْفِرَةِ ۝٥٦

শাব্দিক অনুবাদ :

৪৭. حَتّٰىٓ اَتٰىنَا এমনকি আমাদের এসে পড়ল الْيَقِيْنُ মৃত্যু।

৪৮. فَمَا تَنْفَعُهُمْ অতএব কোনো উপকারে আসবে না شَفَاعَةُ الشّٰفِعِيْنَ সুপারিশকারীদের সুপারিশ।

৪৯. فَمَا لَهُمْ অনন্তর তাদের কি হলো যে, তারা عَنِ التَّذْكِرَةِ এই উপদেশ হতে مُعْرِضِيْنَ মুখ ফিরিয়ে নেয়।

৫০. كَاَنَّهُمْ যেন তারা حُمُرٌ مُّسْتَنْفِرَةٌ বন্য গাধা।

৫১. فَرَّتْ যারা পলায়ন করছে مِنْ قَسْوَرَةٍ ব্যাঘ্র হতে।

৫২. بَلْ يُرِيْدُ كُلُّ امْرِئٍ مِّنْهُمْ বরং তারা প্রত্যেকেই কামনা করে যে, اَنْ يُّؤْتٰى صُحُفًا مُّنَشَّرَةً তাকে খোলা চিঠি প্রদান করা হোক।

৫৩. كَلَّا কখনো না بَلْ لَّا يَخَافُوْنَ الْاٰخِرَةَ বরং তারা আখেরাতকে ভয় করে না।

৫৪. كَلَّآ কখনো না اِنَّهٗ تَذْكِرَةٌ এই কুরআনই উপদেশ।

৫৫. فَمَنْ شَآءَ অতএব যার ইচ্ছা হয় ذَكَرَهٗ তা হতে উপদেশ লাভ করুক।

৫৬. وَمَا يَذْكُرُوْنَ اِلَّآ اَنْ يَّشَآءَ اللّٰهُ আর আল্লাহ তা'আলার ইচ্ছা ব্যতীত তারা উপদেশ গ্রহণ করবে না هُوَ اَهْلُ التَّقْوٰى তিনি এমন সত্তা যাকে ভয় করা উচিত وَاَهْلُ الْمَغْفِرَةِ, যিনি বান্দার পাপ মোচন করে থাকেন।

https://e-ilm.weebly.com/

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

সূরাটির নামকরণের কারণ : অত্র সূরাটির প্রথম আয়াতের শব্দ (اَلْمُدَّثِّرُ) হতে সূরাটির নাম দেওয়া হয়েছে। اَلْمُدَّثِّرُ এটা دَثَّرَ থেকে এসেছে। এটার অর্থ হলো কম্বল মুড়ি দিয়ে শয্যাগমনকারী। এতে ২টি রুকূ', ৫৬টি আয়াত, ২৫৫টি বাক্য এবং ১০১০টি অক্ষর রয়েছে।

অবতীর্ণের সময়কাল : এ সূরার প্রথম সাতটি আয়াত মক্কায় অবতীর্ণ হয়েছে বলে প্রমাণিত হয়। কারণ বুখারী, মুসলিম, তিরমিযী ও মুসনাদে আহমদ প্রভৃতি গ্রন্থে হযরত জাবির (রা.) হতে বেশ কয়টি হাদীস এ প্রসঙ্গে অবতীর্ণ হয়েছে। আর اِجْمَاعُ اُمَّتْ এ সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছে যে, اِقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّكَ .... مَا لَمْ يَعْلَمْ আয়াতগুলো সর্বপ্রথম মক্কায় অবতীর্ণ হয়েছে। [হেরা গুহায়] এবং এটার পর হুযূর ﷺ -এর উপর বহুদিন যাবৎ ওহী নাজিল হওয়া বন্ধ ছিল এবং এটার পর আবার নতুনভাবে যখন ওহী নাজিল হতে আরম্ভ করল, তখন প্রথমেই সূরা আল-মুদ্দাছ্ছিরের প্রথম থেকেই নাজিল হওয়া আরম্ভ করল। [ইমাম যুহরীও এ বর্ণনা প্রদান করেছেন] এটার পর ধারাবাহিকভাবে ওহী নাজিল হতে থাকে। বুখারী, মুসলিম, মুসনাদে আহমদ, ইবনে জারীর, সীরাতে ইবনে হিশাম ও আরো অন্যান্য গ্রন্থের বর্ণনা মতে ৮ম আয়াত হতে শেষ পর্যন্ত আয়াতগুলো ঐ সময় নাজিল হয়েছিল যখন হুযূর ﷺ সরাসরিভাবে ইসলাম প্রচারের কার্য শুরু করলেন এব মক্কায় প্রথম হজব্রত পালন করতে আসছিলেন।

فَتْرَةُ الْوَحْيِ : ওহী অবতীর্ণ হওয়া বন্ধ থাকার সময়ের কথা উল্লেখ করে স্বয়ং নবী করীম ﷺ বর্ণনা করেছেন, একদা আমি পথ চলতে ছিলাম, হঠাৎ আমি উর্ধ্বলোক হতে একটি আওয়াজ শুনতে পাই তখনই উপরের দিকে তাকিয়ে দেখি সেই ফেরেশতাকে যিনি আমার নিকট হেরা গুহায় ওহী নিয়ে উপস্থিত হয়েছিলেন। আসমান-জমিনের মাঝে একটি আসনে উপবেশন করে আছেন। এটা দেখে আমি ভীত হয়ে ঘরে চলে গেলাম এবং আমাকে কাপড় জড়িয়ে দিতে বললাম যে, আমার এ কারণে ভয় লাগছে। চাদরাবৃত অবস্থায় আল্লাহ তা'আলার পক্ষ থেকে يَٰاَيُّهَا الْمُدَّثِّرُ - قُمْ فَاَنْذِرْ - وَرَبَّكَ فَكَبِّرْ - وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ আয়াত অবতীর্ণ হয়। –[বুখারী ও মুসলিম]

সূরাটির বিষয়বস্তু ও সারকথা : সূরাটিতে মূলত মহানবী ﷺ -এর নবুয়তি জীবনের জন্য পহেলা কর্মসূচি, কিয়ামতের বর্ণনা, কাফের সর্দার ওয়ালীদ ইবনে মুগীরার আলোচনা, কুরাইশগণের ঈমান না আনার কারণ এবং তার ভয়াবহ পরিণতির কথা আলোচিত হয়েছে।

সূরার ১ থেকে ৭ আয়াতে নবী করীম ﷺ -এর ইসলামি আন্দোলনের কর্মসূচি বর্ণনা করতে গিয়ে বলা হয়েছে যে আপনি তাওহীদের পতাকা নিয়ে দণ্ডায়মান হোন এবং তাওহীদের বিপরীত আচরণের ভয়াবহ পরিণতি সম্পর্কে লোকদেরকে সতর্ক করতে থাকুন। আর দুনিয়ায় গায়রুল্লাহর প্রভুত্ব, শ্রেষ্ঠত্ব বিরাজমান রয়েছে, আপনি আপনার প্রতিপালকের প্রভুত্ব, শ্রেষ্ঠত্ব ও আধিপত্যের কথা ঘোষণা করতে থাকুন। তৃতীয়ত আকীদা-বিশ্বাস, চরিত্র-নৈতিকতা এবং সামাজিক পরিবেশের সকল ক্ষেত্রে আপনার চরিত্র ও ব্যক্তিত্বকে নিষ্কলুষ ও পবিত্র রাখুন। কাফেরদের প্রতিমাগুলো হতে পূর্ণমাত্রায় দূরে থাকুন এবং কারো কোনোরূপ অনুগ্রহ করলে নিঃস্বার্থভাবে করুন। আর এ দাওয়াতি আন্দোলনে আপনার উপর বিরাট বিপদ-আপদ আপতিত হতে পারে এবং পদে পদে দুঃখ-নির্যাতন দেখা দিতে পারে, আপনি এসব কিছু আপনার প্রতিপালকের সান্নিধ্য লাভের জন্য ধৈর্যধারণ করবেন। এতে আদৌ কোনোরূপ ঘাবড়াবেন না।

৮ থেকে ১০ আয়াতে কিয়ামতের দ্বিতীয় পর্যায়ের কথা বলা হয়েছে। এ পর্যায়টি হবে কাফেরদের জন্য মহাসংকট কাল; কিন্তু মু'মিন লোকদের পক্ষে কোনো অসুবিধার কারণ হবে না।

১১ থেকে ৩১ আয়াতে কুরাইশ সর্দার মুগীরার আলোচনায় বলা হয়েছে যে, আমি তাকে নিঃসঙ্গ অবস্থায় সৃষ্টি করে পার্থিব জীবনে ধনসম্পদ ও সন্তানসন্ততি দিয়ে সুখী করেছি। সামাজিক জীবনে নেতা ও সর্দার বানিয়েছি কিন্তু আমার কুরআন সত্য শাশ্বতবাণী জেনেও তাকে অন্তরে চাপিয়ে সমাজে স্বীয় প্রভুত্ব ও নেতৃত্ব বজায় রাখার জন্য তাকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করছে এবং মহানবীর নামে বদনাম রটিয়েছে। আমি তাকে কঠোরভাবে শায়েস্তা করবো এবং জাহান্নামের পাহাড়ের চূড়ায় চড়িয়ে তাকে সমুচিত শিক্ষা দিবো।

৩২ থেকে ৪৮ আয়াত পর্যন্ত জান্নাতী লোকদের সাথে জাহান্নামী লোকদের কথোপকথন তুলে ধরা হয়েছে। এ পর্যায়ে বলা হয়েছে যে, জান্নাতী লোকগণ জাহান্নমীদের কাছে এ শাস্তির কারণ জিজ্ঞাসা করলে তারা বলবে আমরা পার্থিব জীবনে নামাজ আদায় করতাম না, অভাবীগণকে খাদ্য দিতাম না এবং ইসলামের বিরোধী গ্রুপের সাথে থাকতাম। আর পরকালকে অবিশ্বাস করতাম। এভাবে আমাদের জীবনটি শেষ হয়েছে। ফলে আমরা এ শাস্তি পাচ্ছি।

https://e-ilm.weebly.com/

৪১ থেকে ৫৬ নং আয়াতে আল্লাহ তা'আলা বলছেন, কাফেরদের হলো কি তারা দীনের দাওয়াত শুনে এভাবে কেন পালাচ্ছে যেভাবে শিকারি হতে জংলী গাধা পালিয়ে থাকে। তারা যতই দাবি করুক না কেন কোনোক্রমেই তাদের দাবি পূরণ করা হবে না। এসব দাবি হলো তাদের বাহানামাত্র। মূলত পরকাল সম্পর্কে মনে কোনোরূপ ভয়ই রাখে না। সুতরাং তারা ঈমান না আনলে তাতে আল্লাহর কিছু আসে যায় না। কুরআনকে তাদের সম্মুখে পেশ করা হয়েছে। এটা দেখে যার মনে চায় সে ঈমান আনয়ন করুক। অথবা মন না চাইলে না আনুক। ভালো পথ মন্দ পথ গ্রহণ করা তাদের মর্জির উপর নির্ভরশীল। তবে তাদের জেনে রাখা উচিত যে, কাউকেও ভয় করতে হলে একমাত্র আল্লাহকেই ভয় করা উচিত। অপরাধকে একমাত্র তিনি ক্ষমা করতে পারেন। সুতরাং তাদের কৃত অপরাধ হতে তওবা করে ঈমানের পথ গ্রহণ করা উচিত।

অত্র সূরার শানে নুযূল : অত্র সূরার শানে নুযূল সম্পর্কে লুবাবুন নুকূল গ্রন্থে বলা হয়েছে প্রথম প্রথম অবস্থায় হযরত মুহাম্মদ ﷺ নির্জনতাকে খুবই ভালোবাসতেন। হযরত খাদীজা (রা.) প্রতিদিন তাঁর আহার্য তৈরি করে তাঁর সাথে দিয়ে দিতেন। তিনি তা নিয়ে হেরা গুহার একটি কোণে বসে ইবাদতে মশগুল থাকতেন। এভাবে কিছু দিন অতিবাহিত হয়ে গেল। স্বয়ং হুযূর ﷺ ইরশাদ করেছেন, একদা আমি সে নির্জনতা হতে ঘরে ফিরে আসছিলাম। অতঃপর যখন ময়দানে গেলাম, তখন গায়েব হতে আমার কানে আওয়াজ আসল, তখন এদিক ওদিক তাকিয়ে কিছুই দেখতে পেলাম না। যখন আকাশের দিকে লক্ষ্য করলাম তখন দেখলাম আসমান জমিনের মাঝে চেয়ারের উপর একটি ফেরেশতা বসে আছে বলে অনুভব হয়েছে যিনি হেরা গুহায় আমার নিকট এসেছিলেন। এমতাবস্থায় ভয়ে আমার শরীর শীতল হয়ে উঠে, তখনই ঘরে এসেছে চাদর ইত্যাদি দ্বারা আবৃত হয়ে গেলাম। এ সময় আল্লাহ তা'আলা উক্ত সূরা অবতীর্ণ করেন।

লুবাবুন নুকূল গ্রন্থে বলা হয়েছে হযরত মুহাম্মদ ﷺ فَتْرَةُ الْوَحْيِ সম্পর্কে আলোচনা করতে করতে বলেন, আমি হাঁটাহাঁটি করছিলাম, হঠাৎ দেখতে পেলাম যে, হেরা গুহায় যে ফেরেশতা আমার নিকট আসত সেই ফেরেশতাটি আসমান জমিনের মাঝে অবস্থিত রয়েছে, এতে আমি ভয় পেয়ে ঘরে চলে আসলাম এবং পরিবারকে বললাম زَمِّلُوْنِىْ زَمِّلُوْنِىْ অতঃপর আল্লাহ তা'আলা উক্ত সূরা আল-মুদ্দাছ্ছির অবতীর্ণ করেন।

হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) হতে এক বর্ণনায় পাওয়া যায় যে, অলীদ ইবনে মুগীরা কুরাইশগণের জন্য খাবার তৈরি করে তাদেরকে জমায়েত করল। পানাহার শেষে সে বলল, এ লোকটিকে অর্থাৎ মুহাম্মদকে তোমরা কি বলতে চাও? কেউ বলল, সে তো জাদুকর। অন্য একজন বলল, না সে জাদুকর নয়। কেউ বলল, সে গণৎকার, প্রতিবাদে কেউ বলল, না সে গণৎকার নয়। আবার কেউ বলল, সে কবি। প্রতিবাদে কেউ বলল, সে কবিও নয়। কতক বলল, সে পরম্পরাসূত্রে প্রাপ্ত একজন জাদুকর। এ আলোচনার কথা মহানবী ﷺ -এর কর্ণে পৌঁছলে তিনি খুব মর্মাহত হলেন এবং বালিশের উপর মাথা রেখে শুয়ে পড়লেন। অতঃপর তাঁর দেহটি কম্বল দ্বারা জড়িয়ে দেওয়া হলো। তখন আল্লাহ তা'আলা يٰٓاَيُّهَا الْمُدَّثِّرُ (الاٰية) আয়াত অবতীর্ণ করেন। –[লুবাব, ইবনে কাছীর, খাযেন]

يٰٓاَيُّهَا الْمُدَّثِّرُ – (١)

শানে নুযূল : হযরত জাবির ইবনে আব্দুল্লাহ (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ -কে সাময়িকভাবে ওহী অবতরণ বন্ধ থাকা সম্পর্কে বর্ণনা করতে শুনেছি। তিনি তার বর্ণনায় বলেছেন আমি হাটছিলাম এমন সময় আসমান থেকে একটি আওয়াজ শুনতে পেলাম । আমার মাথা উপরে তুললাম। দেখি হেরা গুহায় যে ফেরেশতা আমার কাছে এসেছিলেন তিনি আসমান ও জমিনের মাঝে একটি কুরসীর উপর উপবিষ্ট। ভয়ে কাঁপতে লাগলাম। পরে ঘরে ফিরে আসলাম। বললাম, আমাকে চাদর দিয়ে ঢেকে দাও, চাদর দিয়ে ঢেকে দাও। বাড়ির লোকেরা আমাকে চাদর দিয়ে ঢেকে দিলেন। তখন এ সূরার প্রথম আয়াতগুলো নাজিল হয়। –[তিরমিযি, বুখারী শরীফ]

ذَرْنِىْ وَمَنْ خَلَقْتُ وَحِيْدًا – (١١)

শানে নুযূল -১ : এই আয়াত ও পরবর্তী কায়েকটি আয়াত দুষ্টমতী কাফের ওলীদ ইবনে মুগীরা সম্পর্কে নাজিল হয়েছে। আল্লাহ পাক তাকে অঢেল ধন সম্পদ ও সন্তান সন্ততির প্রাচুর্য দান করেছিলেন। হযরত ইবনে আব্বাস (রা.)-এর ভাষায় তার ফসলের ক্ষেত ও বাগ বাগিচা মক্কা থেকে তায়েফ পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল। সাওরী বলেন, তার বার্ষিক আয় ছিল এক কোটি দীনার। কেউ কেউ আরও কম বলেছেন। তবে এতটুকু সবার কাছেই স্বীকৃত যে, তার ক্ষেতের ফসল ও বাগানের আমদানি সারা বছর তথা শীত ও গ্রীষ্ম সব ঋতুতে অব্যাহত থাকত। তাই কুরআন পাকে বলা হয়েছে وَجَعَلْتُ لَهٗ مَالًا مَّمْدُوْدًا তাকে আরবের সরদার গণ্য করা হতো। জনসাধারণের মধ্যে তার উপাধি রায়হানা কুরায়শ খ্যাত ছিল। সে গর্ব ও অহংকারবশত নিজেকে ওহীদ ইবনুল ওহীদ অর্থাৎ সম্প্রদায়ের মধ্যে সে ও তার পিতা মুগীরা কে অদ্বিতীয় বলত। কিন্তু এই পাপিষ্ঠ

https://e-ilm.weebly.com/

আল্লাহ তা'আলার নিয়ামতসমূহের শোকর আদায় করেনি এবং কুরআনকে খোদায়ী কালাম মেনে নেওয়া সত্ত্বেও মিথ্যা রচনা বলে বকতে থাকে। সে কুরআনকে জাদু এবং রাসূলুল্লাহ ﷺ -কে জাদুকর বলে প্রচার করে। তাফসীরে কুরতুবীতে তার ঘটনা নিম্নরূপ বর্ণিত হয়েছে রাসূলে করীম ﷺ একদিন تَنْزِيْلُ الْكِتٰبِ مِنَ اللّٰهِ থেকে اِلَيْهِ الْمَصِيْرُ পর্যন্ত আয়াতসমূহ তেলাওয়াত করছিলেন। ওলীদ ইবনে মুগীরা এই তেলাওয়াত শুনে একে খোদায়ী কালাম মেনে নিতে এবং একথা বলতে বাধ্য হয় যে, আল্লাহর শপথ আমি তার মুখে এমন কালাম শুনেছি যা কোনো মানুষের কালাম হতে পারে না এবং কোনো জিনেরও হতে পারে না। এতে রয়েছে এক অপূর্ব মাধুর্য এবং এর বিন্যাসে রয়েছে বিশেষ ধরনের বর্ণাঢ্যতা। এর বাহ্যিক আবরণ হৃদয়গ্রাহী এবং অভ্যন্তর ভাগে প্রবাহিত হয়েছে এক স্নিগ্ধ ফল্গুধারা এটা নিশ্চিতই সবার উর্ধ্বে থাকার কথা এবং এর উপর কেউ প্রবল হতে পারবে না। এটা মানুষের কালাম নয়। কিন্তু দুঃখজনক হলো যে, এসব কথা স্বীকার করার পরও শুধু অহংকার এবং বিদ্বেষবশতই রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর নবুয়তের স্বীকৃতি না দিয়ে বিরুদ্ধাচরণের পথ বেছে নিল। ওলীদের ঘটনা বর্ণনা করে উক্ত আয়াতগুলো নাজিল হয়। –[সূত্র-মা'আরিফুল কুরআন বাংলা ১৪২০]

শানে নুযূল : -২ মুখতারার ইবনে কাসীরের মধ্যে ওলীদের ঘটনাটি এভাবে বর্ণনা করা হয়েছে যে, ওলীদ বিন মুগীরা মাখযূমী রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর দরবারে এলো, তখন নবী করীম ﷺ তাকে কুরআনের কতিপয় আয়াত তেলাওয়াত করে শুনান। কুরআনের আয়াতগুলো শুনার পর তার মন নরম হয়ে গেল। কিন্তু আবূ জাহল পর্যন্ত যখন সে কথা পৌঁছল তখন সে শীঘ্র তার কাছে যেয়ে বলতে লাগল যে, হে চাচাজান! আপনি কী আপনার সম্প্রদায়ের কথা ভেবেছেন? তারা মনে করছে আপনি মাল দৌলতের লোভে মুহম্মদের কাছে যেয়ে থাকেন ও বাপ দাদার ধর্ম ত্যাগ করতে চলেছেন। তাতে সে রাগান্বিত হয়ে বলল, সে কি বলছ? আমার মাল দৌলত ও সন্তানাদি কি কম রয়েছে? আবূ জাহল তখন বলল, তাহলে আপনি কওমের নিকট সে কথা প্রকাশ করুন যে, আপনি মুহাম্মদের দ্বারা প্রভাবান্বিত নন। আপনি তার নব্য ধর্ম গ্রহণ করেননি। তখন ওলীদ বলল, আমি কি বলব আল্লাহর কসম! তোমাদের মাঝে এমন কেউ নেই যে, আমার চেয়ে অধিক কবিতা বুঝতে পারে। আমি কাব্যের সকল বিষয়ে তোমাদের চেয়ে অনেক বেশি পারদর্শী। তোমাদের মাঝে জিনদের বিষয়েও কেউ আমার চেয়ে বেশি অবগত নও। আল্লাহ পাকের কসম, মুহাম্মদ ﷺ যা বলছে তা কবিতা বা জিনদের কোনো কথা মোটেও নয়। আল্লাহর কসম তার কথায় মধুরতা ও আকর্ষণ রয়েছে। তা অতি সুন্দর ও আলোকময় কথামালা। তার সামনে পৃথিবীর সকল সুন্দরতম কাব্য ও কথা অতি নগণ্য। আবূ জাহল তখন বলল, আপানর কওম ততক্ষণ আপনার ব্যাপারে স্পষ্ট কোনো ধারণা লাভ করতে পারবে না যতক্ষণ আপনি মুহাম্মদ সম্পর্কে স্পষ্ট কোনো কথা বলে না দেন। তখন সে বলল, তার সম্পর্কে স্পষ্ট কিছু বলার জন্য আমাকে কিছু সময় দাও। অতঃপর ওলীদ বলল, মুহাম্মদ হলো একজন জাদুকর। কেননা সে তার জাদু দ্বারা সকলকে প্রভাবিত করে ফেলে। সে প্রেক্ষিতেই এই আয়াত নাজিল হয়।

عَلَيْهَا تِسْعَةَ عَشَرَ – (৩০)

শানে নুযূল : ইহুদিদের একটি দল কোনো এক সাহাবীকে জাহান্নামের পাহারাদার সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করল, তখন তিনি বললেন, আল্লাহ ও তার রাসূল ভালো জানেন। অতঃপর তিনি রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর দরবারে এসে উক্ত বিষয়ে আলোচনা করলেন। এই পরিপ্রেক্ষিতে এই আয়াত নাজিল হয়। –[ইবনে কাসীর]

وَمَا جَعَلْنَآ اَصْحٰبَ النَّارِ اِلَّا مَلٰٓئِكَةً – (৩১)

শানে নুযূল : একদিন আবূ জাহল বলল যে, হে কুরাইশ গোত্র, মুহাম্মদ ﷺ বলছেন যে, আল্লাহ তা'আলার যেসব সৈন্য তোমাদেরকে আগুনে নিক্ষেপ করবে তাদের সংখ্যা মাত্র ১৯ জন। এদিকে তোমাদের সংখ্যা সকল গোত্রের চেয়ে অধিক। তোমাদের শতজন লোকও কি সেই দোজখের সৈন্য বাহনীর একজন লোকের সাথে পেরে উঠতে সক্ষম হবে না। সে প্রেক্ষিতেই এই আয়াত নাজিল হয়। –[কানযুন নুকূল ১০৫]

بَلْ يُرِيْدُ كُلُّ امْرِئٍ مِّنْهُمْ اَنْ يُّؤْتٰى صُحُفًا مُّنَشَّرَةً – (৫২)

শানে নুযূল : কাফেররা বলত যদি মুহাম্মদ ﷺ দোজখের দাবিতে সত্যবাদী হয় তাহলে সকালে আমাদের প্রত্যেকের মাথার নিচে একটি খোলা চিঠি পাওয়া যাক যার মধ্যে আমাদের জাহান্নাম থেকে মুক্তির গ্যারান্টি থাকবে। এই পরিপ্রেক্ষিতে এই আয়াত নাজিল হয়।

সূরা মুদ্দাছছির সম্পূর্ণ প্রাথমিক যুগে অবতীর্ণ সূরাসমূহের অন্যতম। এ কারণেই কেউ কেউ একে সর্বপ্রথম অবতীর্ণ সূরাও বলেছেন। সহীহ্ রেওয়ায়েত অনুযায়ী সর্বপ্রথম সূরা আলাকের প্রাথমিক আয়াতগুলো অবতীর্ণ হয়। এরপর কুরআন অবতরণ বেশ কিছুদিন বন্ধ থাকে। এই বিরতির শেষভাগে একদিন রাসূলুল্লাহ ﷺ মক্কায় পথ চলাকালে উপর দিক থেকে কিছু আওয়াজ শুনতে পান। তিনি উপরের দিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ করতেই দেখতে পান যে, সেই হেরা গিরিগুহায় আগমনকারী

https://e-ilm.weebly.com/

ফেরেশতা শূন্য মণ্ডলে একটি ঝুলন্ত আসনে উপবিষ্ট আছেন। ফেরেশতাকে এমতাবস্থায় দেখে হেরা গিরিগুহার অনুরূপ তিনি আবার ভীত ও আতংকগ্রস্ত হয়ে পড়েন। কনকনে শীত ও কম্পন অনুভব করে তিনি গৃহে ফিরে গেলেন এবং বললেন ঃ زَمِّلُوْنِىْ زَمِّلُوْنِىْ (আমাকে বস্ত্রাচ্ছাদিত কর, আমাকে বস্ত্রাচ্ছাদিত কর।) অতঃপর তিনি বস্ত্রাবৃত হয়ে শুয়ে পড়লেন। এর পরিপ্রেক্ষিতে সূরা মুদ্দসসিরের প্রাথমিক আয়াতগুলো নাযিল হয়। তাই আয়াতে তাঁকে يٰاَيُّهَا الْمُدَّثِّرُ 'হে বস্ত্রাবৃত' বলে সম্বোধন করা হয়েছে। এই শব্দটি دِثَارٌ থেকে উদ্ভূত। অর্থ শীত ইত্যাদি থেকে আত্মরক্ষার জন্যে সাধারণ পোশাকের উপর ব্যবহৃত অতিরিক্ত বস্ত্র। مُزَّمِّلْ শব্দের অর্থ এর কাছাকাছি। রূহুল-মা'আনীতে জাবের ইবনে যায়েদ তাবেয়ীর উক্তি বর্ণিত আছে যে, সূরা মুদ্দাসসির সূরা মুয্যাম্মিলের পরে অবতীর্ণ হয়েছে। কেউ কেউ হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) থেকেও এই রেওয়ায়েত বর্ণনা করেছেন, কিন্তু উপরে বর্ণিত বোখারী ও মুসলিমের রেওয়ায়েতে পরিষ্কার উল্লেখ আছে যে, সর্বপ্রথম সূরা মুদ্দাসসির অবতীর্ণ হয়। অর্থাৎ ওহী বিরতির পর সর্বপ্রথম এই সূরা অবতীর্ণ হয়।

সূরা মুদ্দাসসিরে রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে প্রদত্ত সর্বপ্রথম নির্দেশ এই ঃ قُمْ فَاَنْذِرْ অর্থাৎ উঠুন। এর আক্ষরিক অর্থ 'দাঁড়ান' ও হতে পারে। অর্থাৎ আপনি বস্ত্রাচ্ছাদন পরিত্যাগ করে দণ্ডায়মান হোন। এখানে কাজের জন্যে প্রস্তুত হওয়ার অর্থ নেওয়াও অবাস্তব নয়। উদ্দেশ্য এই যে এখন আপনি সাহস করে জনশুদ্ধির দায়িত্ব পালনে ব্রতী হোন। فَاَنْذِرْ শব্দটি اِنْذَارٌ উদ্ভূত। অর্থ সতর্ক করা, কিন্তু এমন সতর্ক করা, যা স্নেহ ও ভালোবাসার উপর ভিত্তিশীল, যেমন পিতা তার সন্তানকে সাপ-বিচ্ছু ইত্যাদি থেকে সতর্ক করে। পয়গম্বরগণ এরূপই করে থাকেন। তাই তাঁরা نَذِيْرٌ ও بَشِيْرٌ উপাধিতে ভূষিত হন। نَذِيْرٌ-এর অর্থ স্নেহ ও সহমর্মিতার ভিত্তিতে ক্ষতিকর বিষয়াদি থেকে সতর্ককারী এবং بَشِيْرٌ-এর অর্থ সুসংবাদদাতা। রাসূলুল্লাহ ﷺ -এরও এই উভয় উপাধি কুরআনের স্থানে স্থানে উল্লেখিত হয়েছে। কিন্তু এস্থলে শুধু সতর্ক করার কথা উল্লেখ করার কারণ এই যে, তখন পর্যন্ত মুমিন-মুসলমান গুণাগুণতি কয়েকজনই ছিল। অবশিষ্ট সবাই ছিল অবিশ্বাসী কাফের, যারা সুসংবাদের নয়–সতর্ক করারই যোগ্য পাত্র ছিল।

দ্বিতীয় নির্দেশ এই ঃ وَرَبَّكَ فَكَبِّرْ অর্থাৎ শুধু আপন পালনকর্তার মহত্ত্ব বর্ণনা করুন কথায় ও কাজে। এখানে رَبّ শব্দ ব্যবহার করা হয়েছে। কেননা এটাই এই নির্দেশের মূল কারণ। যিনি সারাজাহানের পালনকর্তা, একমাত্র তিনিই সর্বপ্রকার মহত্ত্ব বর্ণনার যোগ্য। তাকবীরের শাব্দিক অর্থ আল্লাহু আকবার বলা হয়ে থাকে। এতে নামাজের তকবীরে তাহরীমাসহ অন্যান্য তাকবীরও দাখিল আছে। এই নির্দেশকে নামাজের তাকবীরে তাহরীমার সাথে বিশেষভাবে সম্পৃক্ত করার ব্যাপারে কুরআনের ভাষায় কোনো ইঙ্গিত নেই।

তৃতীয় নির্দেশ এই ঃ وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ : ثِيَابٌ শব্দটি ثَوْبٌ এর বহুবচন। এর আসল ও আক্ষরিক অর্থ কাপড়। রূপক অর্থে কর্মকেও ثَوْبٌ ও لِبَاسٌ বলা হয়; এমনিভাবে অন্তর, মন, চরিত্র ও ধর্মকেও বলা হয়। মানব দেহকেও لِبَاسٌ বলে ব্যক্ত করা হয়, যার সাক্ষ্য কুরআন ও আরবি বাক-পদ্ধতিতে প্রচুর পাওয়া যায়। আলোচ্য আয়াতে তাফসীরবিদগণ থেকে উপরিউক্ত সকল অর্থই বর্ণিত আছে। বাহ্যতঃ এতে কোনো বৈপরীত্য নেই। এমতাবস্থায় নির্দেশের অর্থ হবে এই যে, আপন পোশাক ও দেহকে বাহ্যিক অপবিত্রতা থেকে পবিত্র রাখুন এবং অন্তর ও মনকে ভ্রান্ত বিশ্বাস ও চিন্তাধারা থেকে এবং কুচরিত্রতা থেকে মুক্ত রাখুন। পায়জামা অথবা লুঙ্গি পায়ের গিটের নীচ পর্যন্ত পরিধান করার নিষেধাজ্ঞাও এ থেকে বোঝা যায়। কেননা গিটের নীচ পর্যন্ত পরিহিত বস্ত্র নাপাক হয়ে যাওয়ার সমূহ আশঙ্কা থাকে। অতএব কাপড় পবিত্র রাখার আদেশের মধ্যে এ বিষয়ও দাখিল আছে যে, এভাবে কাপড় পরিধান কর যেন নাপাকী থেকে দূরে থাকে। হারাম অর্থ দ্বারা পোশাক তৈরি না করা এবং নিষিদ্ধ কাট্‌সাটে তৈরি না করাও এই আদেশের মধ্যে দাখিল আছে। পোশাক পবিত্র রাখার এই আদেশ বিশেষভাবে নামাজের সাথে সম্পর্কযুক্ত নয়; বরং সর্বাবস্থায় প্রযোজ্য। তাই ফিকহ্‌বিদগণ বলেন : নামাজ ছাড়া অন্য অবস্থায়ও বিনা প্রয়োজনে শরীরকে নাপাক রাখা অথবা নাপাক কাপড় পরিধান করে থাকা অথবা নাপাক জায়গায় বসে থাকা জায়েজ নয়। তবে প্রয়োজনের মুহূর্তগুলো ব্যতিক্রমভুক্ত। –[মাযহারী]

আল্লাহ তা'আলা পবিত্রতা পছন্দ করেন। এক আয়াতে আছে, اِنَّ اللّٰهَ يُحِبُّ التَّوَّابِيْنَ وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِيْنَ হাদীসে পবিত্রতাকে ঈমানের অর্ধাংশ বলা হয়েছে। তাই মুসলমানকে সর্বাবস্থায় শরীর, স্থান ও পোশাককে বাহ্যিক নাপাকী থেকে এবং অন্তরকে আভ্যন্তরীণ অশুচি থেকে পবিত্র রাখার প্রতি সচেষ্ট হতে হবে।

চতুর্থ নির্দেশ এই ঃ وَالرُّجْزَ فَاهْجُرْ তফসীরবিদ মুজাহিদ, ইকরামা, কাতাদা, যুহরী, ইবনে যায়েদ প্রমুখ এস্থলে رجز-এর অর্থ নিয়েছেন প্রতিমা। হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) এক রেওয়ায়েতে এর অর্থ নিয়েছেন গোনাহ। আয়াতের অর্থ এই যে, প্রতিমা পূজা অথবা গোনাহ পরিত্যাগ করুন। রাসূলুল্লাহ ﷺ তো পূর্ব থেকেই এ সবের ধারে-কাছে ছিলেন না। এমতাস্থায় তাঁকে এই আদেশ করার অর্থ এই যে, ভবিষ্যতেও এসব বিষয় থেকে দূরে থাকুন। প্রকৃতপক্ষে উম্মতকে

https://e-ilm.weebly.com/

সম্বোধন করে আদেশটি দেওয়া হয়েছে। এতে উম্মত বুঝতে পারবে যে, আদেশটি খুবই গুরুত্ববহ। তাই নিষ্পাপ রাসূলকেও এ থেকে অব্যাহতি দেওয়া হয়নি।

পঞ্চম নির্দেশ : وَلَا تَمْنُنْ تَسْتَكْثِرُ অর্থাৎ বেশি পাওয়ার অভিপ্রায়ে কারও প্রতি অনুগ্রহ করো না। এ থেকে জানা যায় যে, প্রতিদানে বেশি দিবে, এই আশায় কাউকে উপঢৌকন দেওয়া নিন্দনীয় ও মকরূহ। কুরআনের অন্য আয়াত দ্বারা সাধারণ লোকের জন্যে এর বৈধতা জানা গেলেও এটা সাধারণ ভদ্রতার পরিপন্থি। বিশেষতঃ রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর জন্যে এটা হারাম।

ষষ্ঠ নির্দেশ : وَلِرَبِّكَ فَاصْبِرْ : صَبْر-এর শাব্দিক অর্থ প্রবৃত্তিকে বাধা দেওয়া ও বশে রাখা। তাই আল্লাহ তা'আলার বিধি-বিধান প্রতিপালনে প্রবৃত্তিকে কায়েম রাখা, আল্লাহর হারামকৃত বস্তুসমূহ থেকে প্রবৃত্তিকে বিরত রাখা এবং বিপদাপদে যথাসাধ্য হা-হুতাশ করা থেকে বেঁচে থাকাও সবরের মধ্যে দাখিল। সুতরাং এটা একটা ব্যাপক অর্থবোধক নির্দেশ, যা গোটা দ্বীনকে পরিব্যাপ্ত করে। এস্থলে বিশেষভাবে এই নির্দেশ দানের কারণ সম্ভবতঃ এই যে, পূর্বের আয়াতসমূহে দীনের প্রতি দাওয়াত এবং শিরক ও কুফরকে বাধা দানের আদেশ দেওয়া হয়েছিল। বলাবাহুল্য, এর ফলশ্রুতি এই ছিল যে, অনেক মানুষ রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর বিরোধিতা ও শত্রুতায় মেতে উঠবে এবং তাঁর অনিষ্ট সাধনে উদ্যত হবে। তাই সবর ও সহনশীলতার অভ্যাস গড়ে তোলা তাঁর জন্যে সমীচীন। রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে এই কয়েকটি নির্দেশ দেওয়ার পর কেয়ামত ও তার ভয়াবহতা বর্ণনা করা হয়েছে। نَاقُوْرْ শব্দের অর্থ শিঙ্গা এবং نَقْرٌ বলে শিঙ্গায় ফুঁ দিয়ে আওয়াজ বের করা বোঝানো হয়েছে। কেয়ামত দিবস সকল কাফেরের জন্যেই কঠিন হবে–একথা বর্ণনা করার পর জনৈক দুষ্টমতি কাফেরের অবস্থা ও তার কঠোর শাস্তি বর্ণিত হয়েছে।

ওলীদ ইবনে মুগীরার বার্ষিক আয় ছিল এক কোটি গিনি ঃ এই কাফেরের নাম ওলীদ ইবনে মুগীরা। আল্লাহ তা'আলা তাকে ধনৈশ্বর্য ও সন্তান-সন্ততির প্রাচুর্য দান করেছিলেন। হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) -এর ভাষায়, তার ফসলের ক্ষেত ও বাগ-বাগিচা মক্কা থেকে তায়েফ পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল। সাওরী (র.) বলেন ঃ তার বার্ষিক আয় ছিল এক কোটি দীনার। কেউ কেউ আরও কম বলেছেন। তবে এতটুকু সবার কাছেই স্বীকৃত যে, তার ক্ষেতের ফসল ও বাগানের আমদানি সারা বছর তথা শীত ও গ্রীষ্ম সব ঋতুতে অব্যাহত থাকত। তাই কুরআন পাকে বলা হয়েছে, وَجَعَلْتُ لَهُ مَالاً مَّمْدُوْدًا তাকে আরবের সরদার গণ্য করা হতো। জনসাধারণের মধ্যে তার উপাধি 'রায়হানা কুরায়শ' খ্যাত ছিল। সে গর্ব ও অহংকারবশতঃ নিজেকে ওহীদ ইবনুল-ওহীদ অর্থাৎ এককের পুত্র একক বলত। তার দাবি ছিল এই যে, সম্প্রদায়ের মধ্যে সেও তার পিতা মুগীরা অদ্বিতীয়।–(কুরতুবী) কিন্তু এই পাপিষ্ঠ আল্লাহ তা'আলার নিয়ামতসমূহের শোকর আদায় করেনি এবং কুরআনকে আল্লাহর কালাম মেনে নেওয়া সত্ত্বেও মিথ্যা রচনা বলে বকতে থাকে। সে কুরআনকে জাদু এবং রাসূলুল্লাহ ﷺ -কে জাদুরকর বলে প্রচার করে। তাফসীরে-কুরতুবীতে তার ঘটনা নিম্নরূপ বর্ণিত হয়েছে–

রাসূলে কারীম ﷺ একদিন حٰمٓ تَنْزِيْلُ الْكِتٰبِ مِنَ اللّٰهِ থেকে اِلَيْهِ الْمَصِيْرُ পর্যন্ত আয়াতসমূহ তেলাওয়াত করছিলেন। ওলীদ ইবনে মুগীরা এই তেলাওয়াত শুনে একে আল্লাহর কালাম মেনে নিতে এবং একথা বলতে বাধ্য হয় যে–

وَاللّٰهِ لَقَدْ سَمِعْتُ مِنْهُ كَلَامًا مَا هُوَ مِنْ كَلَامِ الْاِنْسِ وَلَا مِنْ كَلَامِ الْجِنِّ وَاِنَّ لَهُ لَحَلَاوَةً وَاِنَّ عَلَيْهِ لَطَلَاوَةً وَاِنَّ اَعْلَاهُ لَمُثْمِرٌ وَاِنَّ اَسْفَلَهُ لَمُغْدِقٌ وَاِنَّهُ لَيَعْلُوْ وَلَا يُعْلٰى عَلَيْهِ وَمَا يَقُوْلُ هٰذَا بَشَرٌ.

"আল্লাহর শপথ! আমি তাঁর মুখে এমন কালাম শুনেছি, যা কোনো মানুষের কালাম হতে পারে না এবং কোনো জিনেরও হতে পারে না। এতে রয়েছে এক অপূর্ব মাধুর্য এবং এর বিন্যাসে রয়েছে বিশেষ ধরনের এক বর্ণাঢ্যতা। এর বাহ্যিক আবরণ হৃদয়গ্রাহী এবং অভ্যন্তরভাগে প্রবাহিত রয়েছে এক স্নিগ্ধ ফল্গুধারা। এটা নিশ্চিতই সবার উর্ধ্বে থাকবে এবং এর উপর কেউ প্রবল হতে পারবে না। এটা মানুষের কালাম নয়।"

আরবের সর্ববৃহৎ ঐশ্বর্যশালী সরদারের মুখে একথা উচ্চারিত হওয়া মাত্রই কুরাইশদের মধ্যে জাগরণের সাড়া পড়ে গেল। তারা সবাই ইসলাম ও ঈমানের দিকে ঝুঁকতে লাগল। অপরদিকে কাফের কুরাইশ সরদাররা চিন্তান্বিত হয়ে পড়ল। তারা পরামর্শ সভায় একত্রিত হলো। আবূ জাহল বলল : চিন্তার কোনো কারণ নেই। আমি এখানি যাচ্ছি, তাকে ঠিক করে আসব।

আবূ জাহল ও ওলীদের কথোপকথন এবং রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সত্যতায় মতৈক্য : আবূ জাহল মুখমণ্ডলে কৃত্রিম বিষণ্নতা ফুটিয়ে ওলীদের কাছে পৌঁছল (এবং ইচ্ছাকৃতভাবেই এমন কথা বলল, যাতে সে রাগান্বিত হয়)। ওলীদ বলল : ব্যাপার কি, তুমি এমন বিষণ্ন কেন? আবূ জাহল বলল : বিষণ্ন না হয়ে উপায় কি, তারা সবাই চাঁদা সংগ্রহ করে তোমাকে অর্থকড়ি দেয়। কারণ তুমি এখন বুড়ো হয়ে গেছ, তোমাকে সাহায্য করা দরকার। কিন্তু এখন তারা জানতে পেরেছে যে, তুমি মুহাম্মদ ও ইবনে আবী কোহাফা অর্থাৎ আবূ বকরের কাছে যাতায়াত কর, যাতে তারা তোমাকে কিছু আহার্য দেয়। তুমি খোশামোদের ছলে তাদের কালাম শুনে বাহবা দাও এবং উচ্ছ্বসিত প্রশংসা কর। (বাহ্যত চাঁদা করে ওলীদকে

https://e-ilm.weebly.com/

অর্থকড়ি দেওয়ার বিষয়টিও মিথ্যা ছিল, যা কেবল তাকে রাগান্বিত করার জন্যই বলা হয়েছিল। এরপর রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর কাছ থেকে আহার্য গ্রহণের ব্যাপারটি তো মিথ্যা ছিলই)। একথা শুনে ওলীদ তেলে-বেগুনে জ্বলে উঠল এবং অহংকারে পাগলপারা হয়ে বলতে লাগল : একি বললে, আমি মুহাম্মদ ও তাঁর সঙ্গীদের রুটির টুকরার মুখাপেক্ষী? তুমি কি আমার ধন-দওলতের প্রাচুর্য সম্পর্কে জান না? লাত ও উযযার শপথ! আমি কখনও তাদের মুখাপেক্ষী নই। তাবে তোমরা যে মুহাম্মদকে উন্মাদ বল, একথা মিথ্যা। এটা কেউ বিশ্বাস করবে না। তোমাদের কেউ তাকে কোনো পাগলসুলভ কাণ্ড করতে দেখেছে কি? আবূ জাহল স্বীকার করে বলল : না, আমরা তা দেখিনি। ওলীদ বলল, তোমরা তাকে কবি বল। জিজ্ঞাসা করি, তাকে কি কখনও কবিতা আবৃত্তি করতে শুনেছ? আবূ জাহল বলল : না, শুনিনি। ওলীদ বলল : তোমরা তাকে মিথ্যাবাদী বল। বল তো দেখি, এ পর্যন্ত তার কোনো কথা মিথ্যা পেয়েছে কি? এর জবাবেও আবূ জাহলকে لَا وَاللّٰهِ (না, আল্লাহর শপথ) বলতে হলো। ওলীদ আরও বলল : তোমরা তাকে অতীন্দ্রিয়বাদী বল। তোমরা কি কখনও তার এমন অবস্থা ও কথাবার্তা দেখেছ বা শুনেছ, যা অতীন্দ্রিয়বাদীদের হয়ে থাকে? আমি অতীন্দ্রিয়বাদীদের কথাবার্তা ভালোরূপেই চিনি। তার কালাম অতীন্দ্রিয়বাদের সাথে সামঞ্জস্যশীল নয়। এ ক্ষেত্রেও আবূ জাহলকে لَا وَاللّٰهِ বলতে হলো। রাসূলুল্লাহ ﷺ সমগ্র কুরাইশ গোত্রের মধ্যে 'আল-আমীন' উপাধিতে খ্যাত ছিলেন। ওলীদের যুক্তিপূর্ণ কথাবার্তায় আবূ জাহল হার মানতে বাধ্য হলো এবং উপরিউক্ত কুৎসা রটনার অসারতা মর্মে মর্মে উপলব্ধি করল। কিন্তু পরক্ষণেই চিন্তা করতে লাগল যে, তাহলে কি কথা বলে মানুষকে ইসলাম থেকে বিরত রাখা যায়! তাই সে ওলীদকেই সম্বোধন করে বলল : তা হলে তুমিই বল মুহাম্মদকে কি বলা যায়। ওলীদ কিছুক্ষণ মনে মনে চিন্তা করল। অতঃপর আবূ জাহলের দিকে চোখ তুলে তাচ্ছিল্য প্রকাশার্থে মুখ ভেংচাল। অবশেষে বলল : মুহাম্মদকে উন্মাদ, কবি, অতীন্দ্রিয়বাদী বা মিথ্যাবাদী বলা যাবে না। হ্যাঁ, তাকে জাদুকর বললে তা যুৎসই হবে। এ হতভাগা খুব জানত যে, তিনি জাদুকরও নন এবং তাঁর কালামকে জাদুকরদের কালামও বলা যায় না। কিন্তু সে এভাবে তার কথাকে দাঁড় করাল যে, তাঁর কালামের প্রতিক্রিয়াও জাদুকরদের জাদুর প্রতিক্রিয়ার ন্যায় হয়ে থাকে। জাদুকররা তাদের জাদু বলে স্বামী-স্ত্রী ও ভাই-ভাইয়ের মধ্যে বিভেদ সৃষ্টি করে দিত। নাউযুবিল্লাহ! তাঁর কালামের প্রতিক্রিয়াও তদ্রূপ। যে-ই ঈমান আনে, সে-ই তার কাফের পিতামাতা ও আত্মীয়-স্বজনের প্রতি বীতশ্রদ্ধ হয়ে যায়। ওলীদের এই ঘটনা কুরআন পাক নিম্নোক্ত আয়াতসমূহে ব্যক্ত করেছে ঃ

إِنَّهُ فَكَّرَ وَقَدَّرَ فَقُتِلَ كَيْفَ قَدَّرَ ثُمَّ قُتِلَ كَيْفَ قَدَّرَ ثُمَّ نَظَرَ ثُمَّ عَبَسَ وَبَسَرَ ثُمَّ أَدْبَرَ وَاسْتَكْبَرَ فَقَالَ إِنْ هٰذَا إِلَّا سِحْرٌ يُؤْثَرُ إِنْ هٰذَا إِلَّا قَوْلُ الْبَشَرِ এখানে قدر শব্দটি تقدير থেকে উদ্ভূত। অর্থ প্রস্তাব করা। উদ্দেশ্য এই যে, এই হতভাগা রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর নবুয়তের প্রতি দৃঢ়বিশ্বাসী হয়ে যাওয়া সত্ত্বেও ক্রোধ ও প্রতিহিংসার বশবর্তী হয়ে বিরুদ্ধাচরণ করারই সিদ্ধান্ত নিল। কিন্তু অপমানের ভয়ে পরিষ্কার মিথ্যা বলা থেকে বিরত রইল। তাই অনেক চিন্তা-ভাবনার পর প্রস্তাব করল, তাঁকে উপরিউক্ত যুক্তির ভিত্তিতে জাদুকর বলা হোক। এই ঘৃণ্য প্রস্তাবের কারণেই আল্লাহ তা'আলা কুরআনে فَقُتِلَ كَيْفَ قَدَّرَ ثُمَّ قُتِلَ كَيْفَ قَدَّرَ বলে ওর প্রতি পুনঃপুনঃ অভিসম্পাত করেছেন।

কাফেররাও মিথ্যা ভাষণে বিরত থাকত : চিন্তা করুন, সব কুরাইশ সরদারই কাফের পাপাচারী এবং নানা রকম গোনাহ ও অশ্লীল কার্যের সাথে জড়িত থাকত কিন্তু মিথ্যা ভাষণ এমন একটি দোষ, যা থেকে কাফেররাও পলায়ন করত। ইসলাম-পূর্বকালে রোম সম্রাটের দরবারে আবূ সুফিয়ানের ঘটনা থেকে জানা যায় যে, কাফেররা রাসূলে করীম ﷺ-এর বিরোধিতায় তাদের ধন-সম্পদ ও সন্তান-সন্ততি পর্যন্ত উৎসর্গ করতে প্রস্তুত ছিল; কিন্তু মিথ্যা বলায় প্রস্তুত ছিল না। পরিতাপের বিষয়, বর্তমান বিপরীতমুখী উন্নতির যুগে এই দোষটি যেন দোষই নয়; বরং সবচাইতে বড় নৈপুণ্যে পরিণত হয়ে গেছে। শুধু কাফের পাপিষ্ঠই নয়, সৎ ও ধার্মিক মুসলমানদের মন থেকেও এর প্রতি ঘৃণা দূর হয়ে গেছে। তারা অনর্গল মিথ্যা বলা ও অপরকে বলতে বাধ্য করাকে গর্বের সাথে বর্ণনা করে। –[নাউযুবিল্লাহ]

সন্তান-সন্ততি কাছে থাকা একটি নিয়ামত ঃ ওলীদ ইবনে মুগীরাকে আল্লাহ তা'আলা যেসব নিয়ামত দান করেছিলেন তন্মধ্যে একটি ছিল وَبَنِيْنَ شُهُوْدًا অর্থাৎ সন্তান-সন্ততি কাছে থাকা। এ থেকে জানা গেল যে, সন্তান-সন্ততি জন্মগ্রহণ করা ও জীবিত থাকা যেমন নিয়ামত, তেমনিভাবে সন্তান-সন্ততি কাছে উপস্থিত থাকাও আল্লাহ তা'আলার একটি বড় নিয়ামত। তারা পিতামাতার চক্ষু শীতল করে এবং অন্তরকে শান্ত রখে। তাদের উপস্থিতির দ্বারা পিতা-মাতার সেবাযত্ন ও কাজকারবারে সাহায্য পাওয়া আর একটি অতিরিক্ত নিয়ামত। বর্তমান বিপরীতমুখী উন্নতি কেবল সোনারূপার মুদ্রা ও কাগজী নোটের নাম রেখেছে আরাম-আয়েশ, যার জন্য পিতামাতা অত্যন্ত গর্বের সাথে সন্তান-সন্ততিকে বিদেশে নিক্ষেপ করে দেয়। তারা এতই আত্মপ্রসাদ লাভ করে যে, বছরের পর বছর সন্তানের মুখ না দেখলেও সন্তানের মোটা অংকের

https://e-ilm.weebly.com/

বেতন ও অগাধ আমদানির খবর তাদের কানে পৌঁছতে থাকে। তারা এই খবরের মাধ্যমে জ্ঞাতি-গোষ্ঠীর কাছে নিজেদের শ্রেষ্ঠত্ব প্রমাণিত করার প্রয়াস পায়। মনে হয়, তারা সুখ ও আরামের অর্থ সম্পর্কেই বেখবর হয়ে গেছে। আল্লাহ তা'আলাকে বিস্মৃত হওয়ার পরিণতি এটাই হওয়া স্বাভাবিক যে, তারা নিজেদেরকে অর্থাৎ নিজেদের প্রকৃত সুখ ও আরামকেও বিস্মৃত হয়ে যাবে। কুরআন বলে : نَسُوا اللّٰهَ فَاَنْسٰهُمْ اَنْفُسَهُمْ

وَمَا يَعْلَمُ جُنُوْدَ رَبِّكَ اِلَّا هُوَ : তাফসীরবিদ মুকাতিল বলেন ঃ এটা আবূ জাহলের উক্তির জবাব। সে যখন কুরআনের এই বক্তব্য শুনল যে, জাহান্নামের তত্ত্বাবধায়ক উনিশ জন ফেরেশতা, তখন কুরায়শ যুবকদেরকে সম্বোধন করে বলল, মুহাম্মদের সহচর তো মাত্র উনিশ জন। অতএব, তার সম্পর্কে তোমাদের চিন্তা করার দরকার নেই। সুদ্দী বলেন ঃ উপরিউক্ত মর্মে আয়াত নাজিল হলে পর জনৈক নগণ্য কুরায়শ কাফের বলে উঠল ঃ হে কুরায়শ গোত্র, কোনো চিন্তা নেই। এই উনিশ জনের জন্যে আমি একাই যথেষ্ট, আমি ডান বাহু দ্বারা দশ জনকে এবং বাম বাহু দ্বারা নয় জনকে দূর করে দিয়ে উনিশের কিস্‌সা চুকিয়ে দেব। এর পরিপ্রেক্ষিতে আলোচ্য আয়াত অবতীর্ণ হয় এবং বলা হয় ঃ আহাম্মকের স্বর্গে বসবাসকারীরা জেনে রাখ, প্রথমতঃ ফেরেশতা একজনও তোমাদের সবার জন্যে যথেষ্ট। এখানে যে উনিশ জনের কথা উল্লেখ করা হয়েছে, তারা সবাই প্রধান ও দায়িত্বশীল ফেরেশতা। তাদের প্রত্যেকের অধীনে কর্তব্য পালন ও কাফেরদেরকে আজাব দেওয়ার জন্যে অসংখ্য ফেরেশতা নিয়োজিত আছে, যাদের সঠিক সংখ্যা আল্লাহ ব্যতীত কেউ জানে না। অতঃপর কেয়ামত ও তার ভয়াবহতা বর্ণনা করা হয়েছে। বলা হয়েছে ঃ اِنَّهَا لَاِحْدَى الْكُبَرِ - كُبَرْ শব্দটি كِبْرٰى এর বহুবচন। উদ্দেশ্য এই যে, তাদেরকে যে জাহান্নামে দাখিল করা হবে, সেটি অবশ্যই গুরুতর বিপদ। এ ছাড়া তাতে রয়েছে আরো নানারকম আজাব।

لِمَنْ شَاءَ مِنْكُمْ اَنْ يَّتَقَدَّمَ اَوْ يَتَاَخَّرَ : এখানে অগ্রে যাওয়ার অর্থ ঈমান ও আনুগত্যের থেকে পশ্চাতে থাকা। উদ্দেশ্য এই যে, জাহান্নামের শাস্তি থেকে সতর্ক করা সব মানুষের জন্যে ব্যাপক। অতঃপর এই সতর্কবাণী শুনে কেউ ঈমান ও আনুগত্যের প্রতি অগ্রণী হয় এবং কোনো কোনো হতভাগা এরপরও পশ্চাতে থেকে যায়।

كُلُّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ رَهِيْنَةٌ اِلَّا اَصْحٰبَ الْيَمِيْنِ : رَهِيْنَةٌ-এর অর্থ এখানে প্রত্যেকের আটক ও বন্দি হওয়া। ঋণের পরিবর্তে বন্ধকি দ্রব্য যেমন মহাজনের হাতে আটক থাকে-মালিক তাকে কোনো কাজে লাগাতে পারে না, তেমনি কেয়ামতের দিন প্রত্যেকেই তার গোনাহের বিনিময়ে আটক ও বন্দি থাকবে। কিন্তু, আসহাবুল–ইয়ামীন' তথা ডানদিকের সৎলোকগণ এ থেকে মুক্ত থাকবে।

এখানে জাহান্নামে বন্দি থাকাও অর্থ হতে পারে। মা'আরিফুল কুরআনের তাফসীরের সার-সংক্ষেপে এই অর্থই নেওয়া হয়েছে। এমতাবস্থায় আয়াতের অর্থ হবে এই যে, প্রত্যেক ব্যক্তি পাপের শাস্তি ভোগ করার জন্য জাহান্নামে বন্দি থাকবে। কিন্তু 'আসহাবুল ইয়ামীন' বন্দি থাকবে না। এই বর্ণনা থেকে আরও জানা গেল যে, আস্‌হাবুল ইয়ামীন তারা, যারা ঋণ পরিশোধ করেছে এবং করজ ও ফরজ সব আদায় করেছে। অতএব তাদের বন্দি থাকার কোনো কারণ নেই। এই তাফসীর বাহ্যত নির্মল ও সহজবোধ্য। পক্ষান্তরে যদি আটক থাকার অর্থ হিসাব-নিকাশ ও জান্নাত এবং দোজখে প্রবেশ করার পূর্বে কোনো স্থানে আটক থাকা নেওয়া হয়, তবে এর সারমর্ম এই হবে যে, সব লোক হিসাব-নিকাশের জন্য আটক থাকবে এবং হিসাব না হওয়া পর্যন্ত কেউ কোথাও যেতে পারবে না। এমতাবস্থায় আস্‌হাবুল ইয়ামীন তারা হতে পারে, যাদের হিসাব-নিকাশ নেই এবং নিষ্পাপ। যেমন অপ্রাপ্ত বয়স্ক বালক-বালিকা। এটা হযরত আলী (রা.)-এর উক্তি। অথবা তারা হতে পারে, যাদের সম্পর্কে হাদীসে আছে : এই উম্মতের অনেক লোককে হিসাব থেকে মুক্তি দিয়ে বিনা হিসাবে জান্নাতে দাখিল করা হবে। সূরা ওয়াকিয়ায় হাশরে উপস্থিত লোকদের তিন প্রকার উল্লেখ করা হয়েছে– ১. অগ্রগামী ও নৈকট্যশীল, ২. ডানদিকস্থ লোক ও ৩. বাম দিকস্থ লোক। এই সূরায় নৈকট্যশীলগণকে ডান দিকস্থ লোকদের অন্তর্ভুক্ত করে শুধু 'আস্‌হাবুল ইয়ামীন' উল্লেখ করা হয়েছে। কিন্তু এই অর্থের দিক দিয়ে সকল আস্‌হাবুল ইয়ামীন হিসাব থেকে মুক্ত থাকবে–একথা কোনো আয়াত অথবা হাদীস দ্বারা প্রমাণিত নেই। তাই এ আয়াতের তাফসীর জাহান্নামে আটক থাকা গ্রহণ করলে সেটাই অধিকতর যুক্তিযুক্ত হবে বলে মনে হয়।

فَمَا تَنْفَعُهُمْ شَفَاعَةُ الشّٰفِعِيْنَ : এখানে هُمْ সর্বনাম দ্বারা সেসব অপরাধীকে বোঝানো হয়েছে, পূর্বের আয়াতে যারা তাদের চারটি অপরাধ স্বীকার করেছে– (১) তারা নামাজ পড়ত না, (২) তারা কোনো অভাবগ্রস্ত ফকিরকে আহার্য দিত না; অর্থাৎ দরিদ্রদের প্রয়োজনে ব্যয় করত না, (৩) ভ্রান্ত লোকেরা ইসলাম ও ঈমানের বিরুদ্ধে যেসব কথাবার্তা বলত অথবা গোনাহ

https://e-ilm.weebly.com/

ও অশ্লীল কাজে লিপ্ত হতো, তারাও তাদের সাথে তাতে লিপ্ত হতো এবং সম্পর্কহীনতা প্রকাশ করত না, (৪) তারা কেয়ামত অস্বীকার করত।

এই আয়াত দ্বারা প্রমাণিত হলো যে, যেসব অপরাধী এসব গোনাহ করে এবং কেয়ামত অস্বীকার করার মতো কুফরি করে, তাদের জন্যে কারও সুপারিশ উপকারী হবে না। কেননা তারা কাফের । কাফেরের জন্যে সুরারিশ করার অনুমতি কাউকে দেওয়া হবে না। কেউ করলে গ্রহণীয় হবে না। যদি সব সুপারিশকারী একত্রিত হয়ে জোরালোভাবে সুপারিশ করে, তাতেও উপকার হবে না। এদিকে ইঙ্গিত করার জন্যেই شَفَاعَةُ الشَّافِعِيْنَ বলা হয়েছে।

কাফেরের জন্য কারও সুপারিশ উপকারী হবে না, মুমিনের জন্য হবে : এই আয়াত থেকে আরও বোঝা যায় যে, মুসলমান গোনাহগার হলেও তার জন্যে সুপারিশ উপকারী হবে। অনেক সহীহ্ হাদীসে প্রমাণিত আছে যে, নবীগণ, ওলীগণ, সৎকর্মপরায়ণগণ–এমন কি সাধারণ মুমিনগণও অপরের জন্যে সুপারিশ করবেন এবং তা কবুল হবে। তবে কাফেরের জন্য কারও কোনো সুপারিশ কাজে আসবে না।

হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা.) বলেন : পরকালে আল্লাহর ফেরেশতাগণ, পয়গম্বরগণ, শহীদগণ ও সৎকর্মপরায়ণ ব্যক্তিগণ পাপীদের জন্য সুপারিশ করবেন এবং তাঁদের সুপারিশের কারণে পাপীরা জাহান্নাম থেকে মুক্তি পাবে। তবে উপরোল্লিখিত চার প্রকার লোক মুক্তি পাবে না; অর্থাৎ যারা নামাজ ও জাকাত তরক করে, কাফেরদের ইসলাম বিরোধী কথাবার্তায় শরিক থাকে এবং কিয়ামত অস্বীকার করে। এ থেকে জানা যায় যে, বে-নামাজি ও জাকাত তরককারীর জন্য সুপারিশ কবুল হবে না। কিন্তু অন্যান্য রেওয়ায়েত থেকে এ কথাই শুদ্ধ মনে হয় যে, যারা কিয়ামত অস্বীকার সহ উপরিউক্ত চারটি অপরাধ করবে, তাদের জন্যই সুপারিশ কবুল হবে না। আর যারা কিয়ামত অস্বীকার ব্যতীত আলাদা আলাদা অন্যান্য অপরাধ করবে, তাদের জন্য এই শাস্তি জরুরি নয়। কিন্তু কতক হাদীসে বিশেষ বিশেষ গোনাহগার সম্পর্কেও বলা হয়েছে যে, তারা সুপারিশ থেকে বঞ্চিত হবে। এক হাদীসে আছে, যে ব্যক্তি সুপারিশ বা নবী-রাসূলগণের শাফায়াত সত্য বলে বিশ্বাস করে না অথবা হাউজে কাওসারের অস্তিত্ব অস্বীকার করে, সুপারিশ এবং হাউজে কাওসারে তার কোনো অংশ নেই।

فَمَا لَهُمْ عَنِ التَّذْكِرَةِ مُعْرِضِيْنَ : এখান تَذْكِرَةٌ তথা উপদেশ বলে কুরআন মাজীদ বোঝানো হয়েছে। কেননা এর শাব্দিক অর্থ স্মারক। কুরআন পাক আল্লাহ্ তা'আলার গুণাবলি, রহমত, গজব ছওয়াব ও আজাবের অদ্বিতীয় স্মারক।

শেষে বলা হয়েছে كَلَّآ اِنَّهٗ تَذْكِرَةٌ অর্থাৎ নিশ্চিতই কুরআন উপদেশ, যা তোমরা বর্জন করে রেখেছ। قَسْوَرَةٌ-এর অর্থ সিংহ এবং তীরন্দাজ শিকারী। এ স্থলে সাহাবায়ে-কেরাম থেকে উভয় অর্থ বর্ণিত আছে।

هُوَ اَهْلُ التَّقْوٰى وَاَهْلُ الْمَغْفِرَةِ : আল্লাহ্ তা'আলা اَهْل تَقْوٰى এই অর্থে যে, একমাত্র তিনিই ভয় করার ও তাঁর নাফরমানি থেকে বেঁচে থাকার যোগ্য। اَهْل مَغْفِرَتْ হওয়ার উদ্দেশ্য এই যে, তিনিই বড় অপরাধী ও গোনাহগারের অপরাধ ও গোনাহ যখন ইচ্ছা ক্ষমা করে দেন। অন্য কেউ এরূপ উচ্চমনা হতে পারে না।

শব্দবিশ্লেষণ :

اَلْمُدَّثِّرُ : সীগাহ واحد مذكر বহছ اسم فاعل বাব اِفَّعُّلْ মাসদার اَلِادَّثُرُ মূলবর্ণ (د ـ ث ـ ر) জিনস صحيح অর্থ– বস্ত্রাবৃত।

اَنْذِرْ : সীগাহ واحد مذكر حاضر বহছ امر حاضر معروف বাব إِفْعَالٌ মাসদার إِنْذَارٌ মূলবর্ণ (ن ـ ذ ـ ر) জিনস صحيح অর্থ– তুমি ভয় দেখাও।

كَبِّرْ : সীগাহ واحد مذكر حاضر বহছ امر حاضر معروف বাব تَفْعِيْل মাসদার تَكْبِيْرٌ মূলবর্ণ (ك ـ ب ـ ر) জিনস صحيح অর্থ– বড়ত্ব স্বীকার করা, বড় বলা।

اَلرُّجْزَ : অর্থ– পাপ, খারাপ, নাপাক, শাস্তি, মূর্তি।

لَاتَمْنُنْ : সীগাহ واحد مذكر حاضر বহছ نهى حاضر معروف বাব نَصَرَ মাসদার مَنٌّ মূলবর্ণ (م – ن – ن) জিনস مضاعف ثلاثى অর্থ– অধিক পাওয়ার আশায় দান করো না।

نُقِرَ : সীগাহ واحد مذكر غائب বহছ ماضى مجهول বাব نَصَرَ মাসদার اَلنَّقْرُ মূলবর্ণ (ن ـ ق ـ ر) জিনস صحيح অর্থ– ফুৎকার দেওয়া হবে।

https://e-ilm.weebly.com/

عَسِيْرٌ : সিফাতে মুশাব্বাহ। অর্থ– কঠিন, ভারি, জটিল, কঠোর, কষ্টকর। عُسْرٌ হতে নির্গত।

يَسِيْرٌ : সিফাতে মুশাব্বাহ মূলবর্ণ (ى ـ س ـ ر) জিনস مثال يائى অর্থ- সহজ, সরল, হালকা। সহজ হওয়া।

ذَرْنِىْ : সীগাহ واحد مذكر حاضر বহছ امر حاضر বাব فَتَحَ মাসদার وَذْرٌ মূলবর্ণ (و ـ ذ ـ ر) জিনস مثال واوى অর্থ– আমাকে ছেড়ে দিন।

وَحِيْدًا : সিফাতে মুশাব্বাহ। অর্থ– একক, একমাত্র, অন্যান্য, অদ্বিতীয়, একাকী, বিজন। واحد থেকে নির্গত।

مَمْدُوْدًا : সীগাহ واحد مذكر বহছ اسم مفعول বাব نَصَرَ মাসদার اَلْمَدُّ মূলবর্ণ (م ـ د ـ د) জিনস مضاعف ثلاثى অর্থ– প্রচুর।

شُهُوْدًا : شَاهِدٌ -এর বহুবচন। অর্থ– সাক্ষী, স্বচক্ষে প্রত্যক্ষকারী। আদালতের সাক্ষী, উপস্থিত, বিদ্যমান।

مَهَّدْتُّ : সীগাহ واحد متكلم বহছ ماضى معروف বাব تَفْعِيْل মাসদার تَمْهِيْدٌ মূলবর্ণ (م ـ ه ـ د) জিনস صحيح অর্থ– বন্দোবস্ত করেছি।

سَأُرْهِقُهٗ : সীগাহ واحد متكلم বহছ مضارع معروف বাব إِفْعَالٌ মাসদার إِرْهَاقٌ মূলবর্ণ (ر ـ ه ـ ق) জিনস صحيح অর্থ– অচিরেই তাকে চড়াব।

فَكَّرَ : সীগাহ واحد مذكر غائب বহছ ماضى معروف বাব تَفْعِيْل মাসদার تَفْكِيْرٌ মূলবর্ণ (ف ـ ك ـ ر) জিনস صحيح অর্থ– সে চিন্তা করল।

عَنِيْدًا : সিফাত মুশাব্বাহ অর্থ– বিরোধী। একগুয়ে। জেদী।

يُؤْثَرُ : সীগাহ واحد مذكر حاضر বহছ مضارع مجهول বাব نَصَرَ মাসদার اَثْرٌ মূলবর্ণ (ء – ث – ر) জিনস مهموز فاء অর্থ– নকল করা। বর্ণনা করা হয়।

اَدْبَرَ : সীগাহ واحد مذكر غائب বহছ ماضى معروف বাব إِفْعَالٌ মাসদার إِدْبَارٌ মূলবর্ণ (د ـ ب ـ ر) জিনস صحيح অর্থ– সে পিছনে ফিরল।

عَبَسَ : সীগাহ واحد مذكر غائب বহছ ماضى معروف বাব ضَرَبَ মাসদার عَبْسًا মূলবর্ণ (ع ـ ب ـ س) জিনস صحيح অর্থ– সে ভ্রু-কুঞ্চিত করল।

بَسَرَ : সীগাহ واحد مذكر غائب বহছ ماضى معروف বাব نَصَرَ মাসদার بُسُوْرًا মূলবর্ণ (ب ـ س ـ ر) জিনস صحيح অর্থ– মুখ বিকৃত করল।

إِسْتَكْبَرَ : সীগাহ واحد مذكر غائب বহছ ماضى معروف বাব إِسْتِفْعَالٌ মাসদার اَلْاِسْتِكْبَارُ মূলবর্ণ (ك ـ ب ـ ر) জিনস صحيح অর্থ সে দম্ভ প্রকাশ করল, অহংকার করল, অভিমান করল।

سَأُصْلِيْهِ : সীগাহ واحد متكلم বহছ مضارع معروف বাব إِفْعَالٌ মাসদার إِصْلَاءٌ মূলবর্ণ (ص ـ ل ـ ى) জিনস ناقص يائى অর্থ– আমি অচিরেই তাকে আগুনে নিক্ষেপ করব।

بَشَرٌ : بَشَرَةٌ -এর বহুবচন। অর্থ– ত্বক, চর্ম, চামড়া, ছাল, চামড়ার উপরিভাগ। (খাযেন, কাবীর, কাশ্শাফ)

لَا يَرْتَابُ : সীগাহ واحد مذكر غائب বহছ نفى فعل مضارع معروف বাব إِفْتِعَالٌ মাসদার إِرْتِيَابٌ মূলবর্ণ (ر ـ ى ـ ب) জিনস اجوف يائى অর্থ– সে সন্দেহে পড়েনি।

اَسْفَرَ : সীগাহ واحد مذكر غائب বহছ ماضى معروف বাব إِفْعَالٌ মাসদার إِسْفَارٌ মূলবর্ণ (س ـ ف ـ ر) জিনস صحيح অর্থ– আলোকিত হয়।

اَلْكُبَرُ : جمع مؤنث। ওয়াহেদ মুয়ান্নাছ اَلْكُبْرٰى ; কঠিন বিপদ, মহা মসিবত।

يَتَقَدَّمُ : সীগাহ واحد مذكر غائب বহছ مضارع معروف বাব تَفَعُّلٌ মাসদার تَقَدُّمٌ মূলবর্ণ (ق ـ د ـ م) জিনস صحيح অর্থ– সে আগে বেড়ে যায়।

https://e-ilm.weebly.com/

يَتَأَخَّرَ : সীগাহ واحد مذكر غائب বহছ مضارع معروف বাব تَفَعُّلٌ মাসদার اَلتَّأَخُّرُ মূলবর্ণ (ا ـ خ ـ ر) জিনস مهموز فاء অর্থ– পশ্চাদপসরণ করে।

يَتَسَاءَلُوْنَ : সীগাহ جمع مذكر غائب বহছ مضارع معروف বাব تَفَاعُلٌ মাসদার تَسَاءُلٌ মূলবর্ণ (س ـ ء ـ ل) জিনস مهموز عين অর্থ– তারা জিজ্ঞাসা করবে।

سَلَكَكُمْ : সীগাহ واحد مذكر غائب বহছ ماضى معروف বাব نَصَرَ মাসদার اَلسُّلُوْكُ মূলবর্ণ (س ـ ل ـ ك) জিনস صحيح অর্থ– সে তোমাদেরকে অনুশীলন করিয়েছে; চালিয়েছে।

نُطْعِمُ : সীগাহ جمع متكلم বহছ مضارع معروف বাব اِفْعَالٌ মাসদার اِطْعَامٌ মূলবর্ণ (ط ـ ع ـ م) জিনস صحيح অর্থ– খানা খাওয়াতাম।

نَخُوْضُ : সীগাহ جمع متكلم বহছ مضارع معروف বাব نَصَرَ মাসদার خَوْضٌ মূলবর্ণ (خ ـ و ـ ض) জিনস اجوف واوى অর্থ– চেষ্টায় (রত) থাকতাম।

اَلْيَقِيْنُ : ইসম। সকল তাফসীরকারকগণ এখানে অর্থ করেছেন, মৃত্যু।

تَنْفَعُ : সীগাহ واحد مؤنث غائب বহছ مضارع معروف বাব فَتَحَ মাসদার نَفْعٌ মূলবর্ণ (ن ـ ف ـ ع) জিনস صحيح অর্থ– উপকারে আসবে।

شَافِعِيْنَ : সীগাহ جمع مذكر বহছ اسم فاعل বাব فَتَحَ মাসদার شَفَاعَةٌ মূলবর্ণ (ش ـ ف ـ ع) জিনস صحيح অর্থ– সুপারিশকারীদের।

حُمُرٌ : حمار -এর বহুবচন। অর্থ– গাধা।

مُسْتَنْفِرَةٌ : সীগাহ واحد مؤنث বহছ اسم فاعل বাব اِسْتِفْعَالٌ মাসদার اِسْتِنْفَارٌ মূলবর্ণ (ن ـ ف ـ ر) জিনস صحيح অর্থ– বন্য, উচ্ছৃঙ্খল।

فَرَّتْ : সীগাহ واحد مؤنث غائب বহছ ماضى معروف বাব ضَرَبَ মাসদার فِرَارٌ মূলবর্ণ (ف ـ ر ـ ر) জিনস مضاعف ثلاثى অর্থ– পলায়ন করেছে।

خَائِضِيْنَ : সীগাহ جمع مذكر বহছ اسم فاعل বাব نَصَرَ মাসদার خَوْضٌ মূলবর্ণ (خ – و – ض) জিনস اجوف واوى অর্থ– প্রচেষ্টাকারী। নিমগ্ন ব্যক্তি।

قَسْوَرَةٍ : শব্দটি ইসম অর্থ– ব্যাঘ্র।

يُؤْتٰى : সীগাহ واحد مذكر غائب বহছ مضارع مجهول বাব اِفْعَالٌ মাসদার اِيْتَاءٌ মূলবর্ণ (ء – ت – ى) জিনস মুরাক্কাব ناقص يائى ও مهموز فاء অর্থ– প্রদান করা হোক। দেওয়া হয়।

صُحُفًا : হলো صحيفة -এর বহুবচন।

مُنَشَّرَةً : منشرة ইসমে মাফউল, واحد مؤنث বাব تَفْعِيْل মাসদার تَنْشِيْرٌ মূলবর্ণ (ن ـ ش ـ ر) জিনস صحيح অর্থ– খোলা। উন্মুক্ত। বিস্তৃত।

لَا يَخَافُوْنَ : সীগাহ جمع مذكر غائب বহছ مضارع معروف نفى فعل বাব سَمِعَ মাসদার خَوْفٌ মূলবর্ণ (خ ـ و ـ ف) জিনস اجوف واوى অর্থ– তারা ভয় করে না।

مَا يَذْكُرُوْنَ : সীগাহ جمع مذكر غائب বহছ مضارع منفى معروف বাব نَصَرَ মাসদার اَلذِّكْرُ মূলবর্ণ (ذ ـ ك ـ ر) জিনস صحيح অর্থ– তারা উপদেশ গ্রহণ করে না।

বাক্য বিশ্লেষণ :

يَاَيُّهَا الْمُدَّثِّرُ قُمْ فَاَنْذِرْ وَرَبَّكَ فَكَبِّرْ : এখানে ياء হলো হরফে নেদা। اَيُّهَا হলো منادى যা ضمه -এর উপর মাবনী। আর اَلْمُدَّثِّرُ হলো بدل বা সিফত। আর قُمْ ফে'ল তার উহ্য যমীর اَنْتَ হলো ফায়েল। আর فَاَنْذِرْ টা قسم -এর উপর আতফ হয়েছে। আর واو হলো আতেফা। আর رَبَّكَ হলো مفعول به مقدم আর كَبِّرْ হলো ফে'ল আর তার মধ্যস্থ উহ্য যমীর اَنْتَ হলো ফায়েল। –[ই'রাবুল কুরআন ৮ম খণ্ড ; পৃ. ১২৫]

https://e-ilm.weebly.com/

سُوْرَةُ الْقِيٰمَةِ مَكِّيَّةٌ

সূরা ক্বিয়ামা

মক্কায় অবতীর্ণ; আয়াত– ৪০, রুকূ'– ২

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

পরম করুণাময়, দয়ালু আল্লাহর নামে শুরু করছি

১. আমি কিয়ামত দিবসের কসম করছি।	لَآ اُقْسِمُ بِيَوْمِ الْقِيٰمَةِ ﴿١﴾
২. আর এমন আত্মার কসম করছি, যে নিজকে তিরস্কার করে।	وَلَآ اُقْسِمُ بِالنَّفْسِ اللَّوَّامَةِ ﴿٢﴾
৩. মানুষ কি মনে করে যে, আমি তাদের হাড়সমূহকে একত্র করব না?	اَيَحْسَبُ الْاِنْسَانُ اَلَّنْ نَّجْمَعَ عِظَامَهٗ ﴿٣﴾
৪. আমি অবশ্যই একত্র করব, কেননা আমি এতে সক্ষম যে, তার অঙ্গুলিসমূহের অগ্রভাগকে পর্যন্ত ঠিক করে দেই।	بَلٰى قٰدِرِيْنَ عَلٰٓى اَنْ نُّسَوِّيَ بَنَانَهٗ ﴿٤﴾
৫. বরং কোনো কোনো মানুষ এরূপ চায় যে, নিজেদের ভবিষ্যত জীবনেও পাপকার্যে লিপ্ত থাকে।	بَلْ يُرِيْدُ الْاِنْسَانُ لِيَفْجُرَ اَمَامَهٗ ﴿٥﴾
৬. সে জিজ্ঞাসা করে কিয়ামত দিবস কবে আসবে?	يَسْـَٔلُ اَيَّانَ يَوْمُ الْقِيٰمَةِ ﴿٦﴾
৭. অনন্তর যখন চক্ষুগুলো বিস্ফারিত হয়ে যাবে।	فَاِذَا بَرِقَ الْبَصَرُ ﴿٧﴾

শাব্দিক অনুবাদ :

১. لَآ اُقْسِمُ আমি কসম করছি بِيَوْمِ الْقِيٰمَةِ কিয়ামত দিবসের।

২. وَلَآ اُقْسِمُ আর কসম করছি بِالنَّفْسِ اللَّوَّامَةِ এমন আত্মার যে নিজকে তিরস্কার করে।

৩. اَيَحْسَبُ الْاِنْسَانُ মানুষ কি মনে করে যে اَلَّنْ نَّجْمَعَ عِظَامَهٗ আমি তাদের হাড়সমূহকে একত্র করব না।

৪. بَلٰى قٰدِرِيْنَ আমি অবশ্যই একত্র করব, কেননা আমি এতে সক্ষম যে عَلٰٓى اَنْ نُّسَوِّيَ بَنَانَهٗ তার আঙ্গুলিসমূহের অগ্রভাগকে পর্যন্ত ঠিক করে দেই।

৫. بَلْ يُرِيْدُ الْاِنْسَانُ বরং কোনো কোনো মানুষ এরূপ চায় যে لِيَفْجُرَ اَمَامَهٗ নিজেদের ভবিষ্যত জীবনেও পাপ কার্যে লিপ্ত থাকে।

৬. يَسْـَٔلُ সে জিজ্ঞাসা করে اَيَّانَ কবে আসবে يَوْمُ الْقِيٰمَةِ কিয়ামত দিবস

৭. فَاِذَا بَرِقَ অনন্তর যখন বিস্ফারিত হয়ে যাবে اَلْبَصَرُ চক্ষুগুলো

https://e-ilm.weebly.com/

৮. আর চন্দ্র নিষ্প্রভ হয়ে পড়বে।	وَخَسَفَ الْقَمَرُ ﴿٨﴾
৯. এবং সূর্য ও চন্দ্র এক অবস্থা প্রাপ্ত হবে।	وَجُمِعَ الشَّمْسُ وَالْقَمَرُ ﴿٩﴾
১০. সেদিন মানুষ বলবে, এখন কোন দিকে পলায়ন করি?	يَقُولُ الْإِنسَانُ يَوْمَئِذٍ أَيْنَ الْمَفَرُّ ﴿١٠﴾
১১. কখনো সম্ভব নয়, কোথাও আশ্রয়ের স্থান নেই।	كَلَّا لَا وَزَرَ ﴿١١﴾
১২. সেদিন কেবল আপনার প্রতিপালকের সমীপেই ঠিকানা আছে।	إِلَىٰ رَبِّكَ يَوْمَئِذٍ الْمُسْتَقَرُّ ﴿١٢﴾
১৩. সেদিন মানুষকে তার সমস্ত পূর্বকৃত ও পরে কৃত কার্যাবলি জানিয়ে দেওয়া হবে।	يُنَبَّأُ الْإِنسَانُ يَوْمَئِذٍ بِمَا قَدَّمَ وَأَخَّرَ ﴿١٣﴾
১৪. বরং মানুষ নিজেই নিজের অবস্থা সম্বন্ধে খুব অবহিত হবে।	بَلِ الْإِنسَانُ عَلَىٰ نَفْسِهِ بَصِيرَةٌ ﴿١٤﴾
১৫. যদিও সে নিজের ওজরসমূহ পেশ করবে।	وَلَوْ أَلْقَىٰ مَعَاذِيرَهُ ﴿١٥﴾
১৬. হে রাসূল! আপনি কুরআনের ব্যাপারে স্বীয় জিহ্বা চালাবেন না তা ত্বরিত আয়ত্ত করার জন্য।	لَا تُحَرِّكْ بِهِ لِسَانَكَ لِتَعْجَلَ بِهِ ﴿١٦﴾
১৭. তা একত্র করা এবং পাঠ করিয়ে দেওয়া আমারই দায়িত্ব।	إِنَّ عَلَيْنَا جَمْعَهُ وَقُرْآنَهُ ﴿١٧﴾
১৮. অতএব, যখন আমি তা পাঠ করতে থাকি, তখন আপনি তার অনুসরণ করতে থাকুন।	فَإِذَا قَرَأْنَاهُ فَاتَّبِعْ قُرْآنَهُ ﴿١٨﴾

শাব্দিক অনুবাদ :

৮. وَخَسَفَ আর নিষ্প্রভ হয়ে পড়বে الْقَمَرُ চন্দ্র।
৯. وَجُمِعَ এবং এক অবস্থা প্রাপ্ত হবে الشَّمْسُ সূর্য وَالْقَمَرُ ও চন্দ্র।
১০. يَقُولُ الْإِنسَانُ মানুষ বলবে يَوْمَئِذٍ সেদিন أَيْنَ الْمَفَرُّ এখন কোন দিকে পলায়ন করি?
১১. كَلَّا কখনো সম্ভব নয় لَا وَزَرَ কোথাও আশ্রয়ের স্থান নেই।
১২. إِلَىٰ رَبِّكَ কেবল আপনার প্রতিপালকের সমীপেই আছে يَوْمَئِذٍ সেদিন الْمُسْتَقَرُّ ঠিকানা।
১৩. يُنَبَّأُ الْإِنسَانُ মানুষকে জানিয়ে দেওয়া হবে يَوْمَئِذٍ সেদিন بِمَا قَدَّمَ وَأَخَّرَ তার সমস্ত পূর্বকৃত ও পরে কৃত কার্যাবলি।
১৪. بَلِ الْإِنسَانُ বরং মানুষ عَلَىٰ نَفْسِهِ নিজেই নিজের অবস্থা সম্বন্ধে بَصِيرَةٌ খুব অবহিত হবে।
১৫. وَلَوْ أَلْقَىٰ যদিও সে পেশ করবে مَعَاذِيرَهُ নিজের ওজরসমূহ।
১৬. لَا تُحَرِّكْ بِهِ لِسَانَكَ হে রাসূল আপনি কুরআনের ব্যাপারে স্বীয় জিহবা চালাবেন না لِتَعْجَلَ بِهِ তা ত্বরিত আয়ত্ত করার জন্য।
১৭. إِنَّ عَلَيْنَا আমারই দায়িত্ব جَمْعَهُ তা একত্র করা وَقُرْآنَهُ ও পাঠ করিয়ে দেওয়া।
১৮. فَإِذَا قَرَأْنَاهُ অতএব যখন আমি তা পাঠ করতে থাকি فَاتَّبِعْ قُرْآنَهُ তখন আপনি তার অনুসরণ করতে থাকুন।

https://e-ilm.weebly.com/

১৯. অতঃপর তা বর্ণনা করিয়ে দেওয়া আমার দায়িত্ব।	ثُمَّ إِنَّ عَلَيْنَا بَيَانَهُ ﴿١٩﴾
২০. হে অবিশ্বাসীগণ! [তোমরা মনে কর, কিয়ামত হবে না] এরূপ কখনো নয়; বরং তোমরা দুনিয়াকে ভালোবাস।	كَلَّا بَلْ تُحِبُّونَ الْعَاجِلَةَ ﴿٢٠﴾
২১. এবং পরকালকে ছেড়ে বসেছ।	وَتَذَرُونَ الْآخِرَةَ ﴿٢١﴾
২২. [কিয়ামত অবশ্যই হবে] বহু মুখমণ্ডল সেদিন উজ্জ্বল হবে।	وُجُوهٌ يَوْمَئِذٍ نَاضِرَةٌ ﴿٢٢﴾
২৩. [এবং] স্বীয় প্রতিপালকের দিকে তাকাতে থাকবে।	إِلَىٰ رَبِّهَا نَاظِرَةٌ ﴿٢٣﴾
২৪. আর বহু মুখমণ্ডল সে দিন মলিন হবে।	وَوُجُوهٌ يَوْمَئِذٍ بَاسِرَةٌ ﴿٢٤﴾
২৫. [এবং] ভাবনা করতে থাকবে যে, তাদের সাথে কোমরভাঙ্গা আচরণ করা হবে।	تَظُنُّ أَنْ يُفْعَلَ بِهَا فَاقِرَةٌ ﴿٢٥﴾
২৬. কখানো এরূপ নয়, যখন প্রাণ কণ্ঠাগত হয়ে পড়ে	كَلَّا إِذَا بَلَغَتِ التَّرَاقِيَ ﴿٢٦﴾
২৭. এবং বলা হয় যে, কোনো ঝাড় ফুঁককারী আছে কি?	وَقِيلَ مَنْ ۜ رَاقٍ ﴿٢٧﴾
২৮. আর সে নিশ্চিতভাবে বিশ্বস্ত হয় যে, [এটাই দুনিয়া] ত্যাগ করার সময়।	وَظَنَّ أَنَّهُ الْفِرَاقُ ﴿٢٨﴾
২৯. এবং এক পায়ের গোছা অপর পায়ের গোছার সাথে জড়িয়ে যেতে থাকে।	وَالْتَفَّتِ السَّاقُ بِالسَّاقِ ﴿٢٩﴾

শাব্দিক অনুবাদ :

১৯. ثُمَّ অতঃপর إِنَّ عَلَيْنَا আমার দায়িত্ব بَيَانَهُ তা বর্ণনা করিয়ে দেওয়া।

২০. كَلَّا হে বিশ্বাসীগণ! কখনো এরূপ হবে না بَلْ تُحِبُّونَ الْعَاجِلَةَ বরং তোমরা দুনিয়াকে ভালোবাস।

২১. وَتَذَرُونَ এবং ছেড়ে বসেছ الْآخِرَةَ পরকালকে।

২২. وُجُوهٌ বহু মুখমণ্ডল يَوْمَئِذٍ সেদিন হবে نَاضِرَةٌ উজ্জ্বল।

২৩. إِلَىٰ رَبِّهَا স্বীয় প্রতিপালকের দিকে نَاظِرَةٌ তাকাতে থাকবে।

২৪. وَوُجُوهٌ আর বহু মুখমণ্ডল يَوْمَئِذٍ সেদিন হবে بَاسِرَةٌ মলিন।

২৫. تَظُنُّ ভাবনা করতে থাকবে যে أَنْ يُفْعَلَ بِهَا তাদের সাথে করা হবে فَاقِرَةٌ কোমরভাঙ্গা আচরণ।

২৬. كَلَّا কখনো এরূপ নয় إِذَا بَلَغَتِ التَّرَاقِيَ যখন প্রাণ কণ্ঠাগত হয়ে পড়ে।

২৭. وَقِيلَ এবং বলা হয় যে مَنْ (سكتة) رَاقٍ কোনো ঝাড়-ফুঁককারী আছে কি?

২৮. وَظَنَّ আর সে নিশ্চিতভাবে বিশ্বস্ত হয় যে أَنَّهُ الْفِرَاقُ (এটাই দুনিয়া) ত্যাগ করার সময়।

২৯. وَالْتَفَّتِ এবং জড়িয়ে যেতে থাকে السَّاقُ بِالسَّاقِ এক পায়ের গোছা অপর পায়ের গোছার সাথে।

https://e-ilm.weebly.com/

৩০. সেদিন তোমার প্রতিপালকের নিকট প্রত্যাগমন করা হবে।	إِلَىٰ رَبِّكَ يَوْمَئِذٍ الْمَسَاقُ ﴿٣٠﴾
৩১. [কেননা] তখন সে তো বিশ্বাসও করেনি এবং নামাজও পড়েনি।	فَلَا صَدَّقَ وَلَا صَلَّىٰ ﴿٣١﴾
৩২. পরন্তু অবিশ্বাস করেছিল এবং পরাঙ্মুখ হয়েছিল।	وَلَٰكِن كَذَّبَ وَتَوَلَّىٰ ﴿٣٢﴾
৩৩. অতঃপর গর্বভরে স্বীয় গৃহাভিমুখে চলে যেত।	ثُمَّ ذَهَبَ إِلَىٰ أَهْلِهِ يَتَمَطَّىٰ ﴿٣٣﴾
৩৪. তোমার দুর্ভাগ্যোপরি দুর্ভাগ্য আগত।	أَوْلَىٰ لَكَ فَأَوْلَىٰ ﴿٣٤﴾
৩৫. আবার [শুন] তোমার দুর্ভাগ্যোপরি দুর্ভাগ্য আগত।	ثُمَّ أَوْلَىٰ لَكَ فَأَوْلَىٰ ﴿٣٥﴾
৩৬. মানুষ কি এরূপ মনে করে যে, তাকে এমনি নিরর্থক ছেড়ে দেওয়া হবে।	أَيَحْسَبُ الْإِنسَانُ أَن يُتْرَكَ سُدًى ﴿٣٦﴾
৩৭. সে কি এক বিন্দু শুক্র ছিল না? যা [মাতৃগর্ভে] নিক্ষিপ্ত করা হয়েছিল।	أَلَمْ يَكُ نُطْفَةً مِّن مَّنِيٍّ يُمْنَىٰ ﴿٣٧﴾
৩৮. অতঃপর তা জমাট রক্ত হয়েছিল, তৎপর আল্লাহ [মানুষরূপে] সৃষ্টি করেছেন, অতঃপর অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ ঠিক করেছেন।	ثُمَّ كَانَ عَلَقَةً فَخَلَقَ فَسَوَّىٰ ﴿٣٨﴾
৩৯. অতঃপর তা হতে দুপ্রকার স্ত্রী ও পুরুষ বানিয়েছেন।	فَجَعَلَ مِنْهُ الزَّوْجَيْنِ الذَّكَرَ وَالْأُنثَىٰ ﴿٣٩﴾
৪০. [যিনি এত বিবর্তন ঘটিয়েছেন] তিনি কি মৃতদেরকে জীবন দান করতে সক্ষম হবেন না?	أَلَيْسَ ذَٰلِكَ بِقَادِرٍ عَلَىٰ أَن يُحْيِيَ الْمَوْتَىٰ ﴿٤٠﴾

শাব্দিক অনুবাদ :

৩০. إِلَىٰ رَبِّكَ তোমার প্রতিপালকের নিকট يَوْمَئِذٍ সেদিন الْمَسَاقُ প্রত্যাগমন করা হবে।
৩১. فَلَا صَدَّقَ তখন সে তো বিশ্বাসও করেনি وَلَا صَلَّىٰ, এবং নামাজও পড়েনি।
৩২. وَلَٰكِن كَذَّبَ, পরন্তু অবিশ্বাস করেছিল وَتَوَلَّىٰ, এবং পরাঙ্মুখ হয়েছিল।
৩৩. ثُمَّ ذَهَبَ অতঃপর চলে যেত إِلَىٰ أَهْلِهِ গৃহাভিমুখে يَتَمَطَّىٰ গর্বভরে।
৩৪. أَوْلَىٰ لَكَ فَأَوْلَىٰ তোমার দুর্ভাগ্যোপরি দুর্ভাগ্য আগত।
৩৫. ثُمَّ আবার (শুন) أَوْلَىٰ لَكَ فَأَوْلَىٰ তোমার দুর্ভাগ্যোপরি দুর্ভাগ্য আগত।
৩৬. أَيَحْسَبُ الْإِنسَانُ মানুষ কি এরূপ মনে করে যে أَن يُتْرَكَ سُدًى তাকে এমনি নিরর্থক ছেড়ে দেওয়া হবে।
৩৭. أَلَمْ يَكُ সে কি ছিল না نُطْفَةً مِّن مَّنِيٍّ এক বিন্দু শুক্র يُمْنَىٰ যা (মাতৃগর্ভে) নিক্ষিপ্ত করা হয়েছিল।
৩৮. ثُمَّ كَانَ عَلَقَةً অতঃপর তা জমাট রক্ত হয়েছিল فَخَلَقَ তৎপর আল্লাহ সৃষ্টি করেছেন فَسَوَّىٰ অতঃপর অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ ঠিক করেছেন।
৩৯. فَجَعَلَ অতঃপর বানিয়েছেন مِنْهُ الزَّوْجَيْنِ তা হতে দুপ্রকার الذَّكَرَ وَالْأُنثَىٰ স্ত্রী ও পুরুষ।
৪০. أَلَيْسَ ذَٰلِكَ بِقَادِرٍ তিনি কি সক্ষম হবেন না عَلَىٰ أَن يُحْيِيَ الْمَوْتَىٰ মৃতদেরকে জীবন দান করতে।

https://e-ilm.weebly.com/

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

সূরাটির নামকরণের কারণ : অত্র সূরার প্রথম আয়াত لَا اُقْسِمُ بِيَوْمِ الْقِيٰمَةِ الخ হতে اَلْقِيٰمَةُ শব্দটি দ্বারা এর নামকরণ করা হয়েছে। বস্তুত এ সূরায় কিয়ামত সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা করার কারণে এ নামকরণ যথার্থ হয়েছে। এতে ২টি রুকূ', ৪০টি আয়াত, ৯৯টি বাক্য এবং ৬৫২টি অক্ষর রয়েছে।

শানে নুযূল : অত্র সূরা নাজিল হওয়ার সময়কাল সম্পর্কে হাদীস শরীফের এমন কোনো ইঙ্গিত পাওয়া যায় না; কিন্তু এতে আলোচিত বিষয়ে এমন একটি অন্তর্নিহিত সাক্ষ্য পাওয়া যায়, যা হতে জানা যায় যে, তা মক্কার প্রাথমিককালে অবতীর্ণ সূরাসমূহের একটি। কারণ এর আয়াত لَا تُحَرِّكْ بِهٖ لِسَانَكَ لِتَعْجَلَ بِهٖ اِنَّ عَلَيْنَا جَمْعَهٗ وَقُرْاٰنَهٗ -এর অর্থ হলো, ওহী দ্রুত স্মরণ করে নেওয়ার জন্য স্বীয় জিহ্বা নাড়িও না। তা অন্তরে বসিয়ে দেওয়া ও পড়িয়ে দেওয়া আমার দায়িত্ব। ইত্যাদি বর্ণনাসমূহ ওহীর প্রথম অবস্থা, সে সময় রাসূলে কারীম ﷺ ওহীসমূহকে পুরাপুরি সংরক্ষণ করার ক্ষমতা অর্জন করতে সক্ষম হননি। আর সে সময়টুকুই ছিল মাক্কী জীবনের ওহীর প্রথম অবস্থা। সুতরাং তা মাক্কী সূরা -এর অন্তর্ভুক্ত বলে গণ্য করা যায়।

সূরাটির বিষয়বস্তু ও মূলবক্তব্য : এ সূরার মূলবিষয় হলো কিয়ামত সম্পর্কীয় অবস্থাসমূহের আলোচনা। পরকালে অবিশ্বাসীদের প্রতি সম্বোধন করে তাদের অনেক সন্দেহকে দূরীভূত করে দেওয়া হয়েছে। অকাট্য দলিল-প্রমাণের ভিত্তিতে কিয়ামত ও পরকালের সম্ভাব্যতা, তা সংঘটিত এবং তার অপরিহার্যতা প্রকট করে তোলা হয়েছে এবং স্পষ্টভাবে বলে দেওয়া হয়েছে যে, যারা পরকালকে অস্বীকার করে তাদের বিবেক-বুদ্ধি তাকে অসম্ভব বলে মনে করে। তার মূল কারণ তাদের মনের কামনা ও বাসনা তা না দেখে মেনে নিতে প্রস্তুত বা ইচ্ছুক নয়। তাই আল্লাহ তা'আলা কিয়ামত দিবসের শপথ ও নফসে লাওয়ামাহ -এর শপথ করে বলেন, মানুষ যত কিছুই মনে করুক না কেন আমি সব কিছুকেই পুনরুজ্জীবনে সম্পূর্ণরূপে সক্ষম। পবিত্র কালামের স্থানে স্থানে বহু আয়াতে কিয়ামত সম্পর্কে বলার পরও তারা জেনেশুনেও যেহেতু আপনাকে সে সম্পর্কে প্রশ্ন করেছে, তখন আপনি তাদেরকে জানিয়ে দিন– কিয়ামত এমন একদিন সংঘটিত হবে, যেদিন মানুষ চক্ষু দ্বারা সরিষাফুল দেখবে। প্রতিপালক ছাড়া কোথাও আশ্রয় পাবে না। চন্দ্র-সূর্য সেদিন একত্র হয়ে যাবে। সূর্য ১২ গুণ অতিরিক্ত তাপ প্রদান করতে থাকবে। সকল মানুষের কৃতকর্মসমূহ অর্থাৎ আমলনামা তাদের সম্মুখে পেশ করা হবে। ইচ্ছা করে কিছুই গোপন করার মতো সুযোগ হবে না। স্কন্ধের ফেরেশতাগণ সবই সত্যভাবে লিখে রাখবে।

১৬ নং আয়াত হতে ধারাবাহিকভাবে হযরত মুহাম্মদ ﷺ -এর নিকট ওহী নাজিল হওয়ার প্রথম অবস্থা তুলে ধরা হয়েছে। যখন ওহী প্রথম নাজিল হতো তখন তিনি পূর্ণভাবে তা বুঝে স্মরণ রাখতে মুশকিলজনক হতো। তাই ওহীর বিষয়টি সাথে সাথেই পড়তে থাকতেন। এমতাবস্থায় আল্লাহ তা'আলা হযরত মুহাম্মদ ﷺ -এর সহানুভূতির জন্য ওহীকে তাঁর অন্তরে স্থায়ী করে দেওয়ার দায়িত্ব নিয়ে সেই ব্যবস্থা গ্রহণ করেছেন এবং সে কথা তাঁকে জানিয়ে দিয়েছেন। এর পর ২০ নং আয়াত হতে পুনরায় কাফেরদের কিয়ামত অস্বীকার করার প্রসঙ্গ আলোচনা করেছেন এবং বলেছেন সত্যবাদীদের কপাল বা মুখমণ্ডল উজ্জ্বল হবে, আর কাফেরদের চেহারা খুবই ঘৃণিত হবে এবং আল্লাহর শাস্তির প্রতিফলে শরিরের সকল হাড় একস্থান হতে অন্যস্থানে চলে যাবে।

৩১ নং আয়াত হতে কাফেরদের দুরবস্থার সকল কারণ বর্ণনা করা হয়েছে অর্থাৎ তারা নামাজ, রোজা ইত্যাদি বলতে সত্যের নিকটও যেত না। প্রত্যেকেরই কড়া-ক্রান্তি হিসাব নেওয়া হবে।

সর্বশেষ মানুষের সৃষ্টির মূলের প্রতি ইঙ্গিত করে সূরাটি খতম করা হয়েছে এবং বলা হয়েছে, যে আল্লাহ তা'আলা অস্তিত্বহীনতা হতে এত বড় মানুষ সৃষ্টি করতে সক্ষম হয়েছে তিনি তাদের পুনরুজ্জীবিত করতেও নিশ্চয় সক্ষম হবেন। পরকাল অবিশ্বাসীরা যেন এ কথা জেনে রাখে।

পূর্ববর্তী সূরার সাথে সম্পর্ক : পূর্ববর্তী সূরা اَلْمُدَّثِّرُ -এর শেষার্ধে একটি আয়াত হচ্ছে– كَلَّا بَلْ لَّا يَخَافُوْنَ الْاٰخِرَةَ 'কখনো নয়, বরং তারা পরকালকে ভয় করে না।' যেহেতু কাফেররা পরকালকে ভয় করে না, কিয়ামতকে অস্বীকার করে, তাই আলোচ্য সূরায় কিয়ামতের বিবরণ রয়েছে এবং ভয়াবহ অবস্থার কথা বর্ণিত হয়েছে। এরপর মানবদেহ থেকে কিভাবে রূহ বের হয়ে আসবে তারও উল্লেখ করা হয়েছে। -[রূহুল মা'আনী]

لَا تُحَرِّكْ بِهٖ لِسَانَكَ لِتَعْجَلَ بِهٖ .... الاية - (١٦)

শানে নুযূল : হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন, যখন কুরআন নাজিল হতো, তখন তাড়াতাড়ি তা আয়ত্ত করার উদ্দেশ্যে রাসূলুল্লাহ ﷺ তাঁর জিহ্বা নাড়াতে থাকতেন। এই প্রসঙ্গে আল্লাহ তা'আলা এ আয়াত নাজিল করেন। –(তিরমিযী শরীফ)

https://e-ilm.weebly.com/

أَوْلَى لَكَ فَأَوْلَى ثُمَّ أَوْلَى لَكَ فَأَوْلَى - (٣٤-٣٥)

শানে নুযূল : সূরায়ে মুদ্দাসসিরের তৃতীয় আয়াত নাজিল হওয়ার পর আবূ জাহল কুরাইশদেরকে বলল, দোজখের প্রহরী মাত্র উনিশজন অথচ তোমাদের সংখ্যা তা থেকে অনেক অধিক। তোমাদের দশজন ও কি তাদের একজনের সাথে পেরে উঠবে না? তখন আল্লাহ তা'আলা তার রাসূল ﷺ-এর প্রতি ওহী নাজিল করেন যে, আবূ জাহলের কাছে গিয়ে বলুন যে, তোমার দুর্ভোগের উপর দুর্ভোগ অত্যাসন্ন। –[কানুযুন নুকূল : ১০৫]

لَا أُقْسِمُ بِيَوْمِ الْقِيَامَةِ وَلَا أُقْسِمُ بِالنَّفْسِ اللَّوَّامَةِ –এখানে لَا অব্যয়টি অতিরিক্ত। কারও বিরোধী মনোভাব খণ্ডন করার জন্যে শপথ করা হলে শপথের পূর্বে অতিরিক্ত لَا ব্যবহৃত হয়। আরবি বাক-পদ্ধতিতে এই ব্যবহার প্রসিদ্ধ ও সুবিদিত। আমাদের ভাষায়ও মাঝে মাঝে তাকীদযোগ্য বিষয়বস্তু বর্ণনা করার পূর্বে বলা হয় 'না', এরপর স্বীয় উদ্দেশ্য ব্যক্ত করা হয়। এ সূরায় কেয়ামত ও পরকাল অবিশ্বাসীদেরকে হুঁশিয়ার ও তাদের সন্দেহ-সংশয়ের জবাব দান করা হয়েছে। প্রথমে কেয়ামত দিবস পরে 'নফসে-লাওউয়ামা' তথা ধিক্কারকারী মনের শপথ করে সূরা শুরু করা হয়েছে। শপথের জবাব স্থানের ইঙ্গিত উহ্য আছে। অর্থাৎ কেয়ামত অবশ্যসম্ভাবী। কেয়ামতের শপথ যে স্থানোপযোগী হয়েছে, তা বর্ণনাসাপেক্ষ নয়। এমনিভাবে নফসে-লাউওয়ামার শপথেও তার মাহাত্ম্য এবং আল্লাহর কাছে মকবুল হওয়ার বিষয় প্রকাশ করা হয়েছে। নফস শব্দের অর্থ প্রাণ ও আত্মা সুবিদিত। لَوَّامَةٌ শব্দটি لَوْمٌ থেকে উদ্ভূত। অর্থ তিরস্কার ও ধিক্কার দেওয়া। 'নফসে লাউওয়ামা' বলে এমন নফস বুঝানো হয়েছে, যে নিজের কাজকর্মের হিসাব নিয়ে নিজেকে ধিক্কার দেয়। অর্থাৎ কৃত গোনাহ অথবা ওয়াজিব কর্মে ত্রুটির কারণে নিজেকে ভর্ৎসনা করে যে, তুই এমন করলি কেন? সৎকর্ম সম্পর্কেও নিজেকে এই বলে তিরস্কার করে যে, আরও বেশি সৎকাজ সম্পাদন করে উচ্চমর্যাদা লাভ করলে না কেন? সারকথা, কামেল মুমিন ব্যক্তি সর্বদাই তার প্রত্যেক সৎ ও অসৎ কাজের জন্যে নিজেকে তিরস্কারই করে। গোনাহ অথবা ওয়াজিব কর্মে ত্রুটির কারণে তিরস্কার করার হেতু বর্ণনা সাপেক্ষ নয়। সৎকাজ তিরস্কার করার কারণ এই যে, নফস ইচ্ছা করলে আরও বেশি সৎকাজ করতে পারত। সে বেশি সৎকাজ করল না কেন? এই তাফসীর হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) ও অন্যান্য তাফসীরবিদ থেকে বর্ণিত আছে।–(ইবনে–কাছীর) এই অর্থের ভিত্তিতে হযরত হাসান বসরী (র.) নফসে–লাউওয়ামার তাফসীর করেছেন 'নফসে–মুমিনা।' তিনি বলেছেন ঃ আল্লাহর কসম, মুমিন তো সর্বদা সর্বাবস্থায় নিজেকে ধিক্কারই দেয়। সৎকর্মসমূহেও সে আল্লাহর শানের মোকাবিলায় আপন কর্মে অভাব ও ত্রুটি অনুভব করে। কেননা আল্লাহর হক পুরোপুরি আদায় করা সাধ্যাতীত ব্যাপার। ফলে তার দৃষ্টিতে ত্রুটি থাকে এবং তজ্জন্যে নিজেকে ধিক্কার দেয়।

হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) হাসান বসরী (রহ.) প্রমুখের এই তাফসীর অনুযায়ী নফসে-লাউওয়ামার শপথ করার উদ্দেশ্য আল্লাহ তা'আলার পক্ষ থেকে মুমিন ব্যক্তিদের সম্মান ও সম্ভ্রম প্রকাশ করা, যারা নিজেদেরকে তিরস্কার করে।

নফসে-লাউওয়ামার এই তাফসীরে 'নফসে-মুতমায়িন্ন ও' দাখিল আছে। এগুলো 'নফসে-মুত্তাকীরই' উপাধি।

নফসে আম্মারা, লাওয়ামা ও মুতমায়িন্না ঃ সূফী বুযুর্গগণ বলেন ঃ নফস মজ্জাগত ও স্বভাবগতভাবে لَأَمَّارَةٌ بِالسُّوءِ হয়ে থাকে। অর্থাৎ সে মানুষকে মন্দ কাজে লিপ্ত হতে জোরদার আদেশ করে। কিন্তু ঈমান, সৎকর্ম ও সাধনার বলে সে নফসে-লাউওয়ামা হয়ে যায় এবং মন্দ কাজ ও ত্রুটির কারণে অনুতপ্ত হতে শুরু করে। কিন্তু মন্দ কাজ থেকে সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন হয় না। অতঃপর সৎকর্মে উন্নতি ও আল্লাহ তা'আলার নৈকট্যলাভে চেষ্টা করতে করতে যখন শরিয়তের আদেশ-নিষেধ প্রতিপালন তার মজ্জাগত ব্যাপার হয়ে যায় এবং শরিয়তবিরোধী কাজের প্রতি স্বভবগত ঘৃণা অনুভব করতে থাকে, তখন এই নফসই মুতমায়িন্না উপাধিপ্রাপ্ত হয়।

অতঃপর কেয়ামত অবিশ্বাসীদের একটি সাধারণ প্রশ্নের জবাব আছে। প্রশ্ন এই যে, মৃত্যুর পর মানুষ মাটিতে পরিণত হবে। তার অস্থিসমূহ চূর্ণ-বিচূর্ণ হয়ে বিক্ষিপ্ত হয়ে যাবে। এমতাবস্থায় সেগুলোকে পুনরায় একত্রিত করে কিরূপে জীবিত করা হবে? জবাবে বলা হয়েছে ঃ بَلَىٰ قَادِرِينَ عَلَىٰ أَنْ نُسَوِّيَ بَنَانَهُ -এর সারমর্ম এই যে, চূর্ণ-বিচূর্ণ ও বিক্ষিপ্ত অস্থিসমূহকে একত্রিত করে পুনরায় জীবিত করার ব্যাপারে তোমরা বিস্মিত হচ্ছ ঃ অথচ এ বিষয়টি পূর্বে একবার প্রত্যক্ষ করেছ যে, দুনিয়াতে পালিত ও বর্ধিত প্রত্যেক মানুষ বিশ্বের বিভিন্ন ভূখণ্ডের বিভিন্ন অংশ ও কণা নিয়ে গঠিত হয়ে থাকে। অতএব, যে ক্ষমতাশালী সত্তা প্রথমবার সারাবিশ্বে বিক্ষিপ্ত কণাসমূহকে একজন মানুষের অস্তিত্বে একত্রিত করেছেন, এখন পুনরায় সেগুলোকে একত্রিত করা তাঁর পক্ষে কিরূপে কঠিন হবে? তিনি পূর্বে যেমন তার কাঠামোতে আত্মা রেখে তাকে জীবিত করেছেন, পুনরায় এরূপ করলে তা বিস্ময়ের ব্যাপার হবে কেন?

দেহ পুনরুত্থানে কুদরতের অভাবনীয় কর্ম : চিন্তার বিষয় এটা যে, একজন মানুষ যে দেহাবয়ব ও আকার-আকৃতিতে প্রথমে সৃজিত হয়েছিল, আল্লাহর কুদরত পুনর্বারও তার অস্তিত্বে সে সব বিষয় চুল পরিমাণ পার্থক্য ব্যতিরেকে সন্নিবেশিত

https://e-ilm.weebly.com/

https://e-ilm.weebly.com/

দেখতেও পাবে। অন্য আয়াতে আছে وَوَجَدُوا مَا عَمِلُوا حَاضِرًا অর্থাৎ, দুনিয়াতে মানুষ যা করেছে, হাশরের মাঠে তাকে উপস্থিত পাবে এবং স্বচক্ষে প্রত্যক্ষ করবে। এখানে মানুষকে নিজের সম্পর্কে চক্ষুষ্মান বলার অর্থ তাই।

পক্ষান্তরে بَصِيرَةٌ–এর অর্থ প্রমাণ হলে আয়াতের অর্থ হবে এই যে, মানুষ নিজেই নিজের সম্পর্কে প্রমাণস্বরূপ হবে। সে অস্বীকার করলেও তার অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ স্বীকার করবে। কিন্তু মানুষ তার অপরাধ ও ত্রুটি-বিচ্যুতি জানা সত্ত্বেও বাহানাবাজি ত্যাগ করবে না। সে তার কৃতকর্মের অজুহাত পেশ করতেই থাকবে। وَلَوْ أَلْقَىٰ مَعَاذِيرَهُ বাক্যের অর্থ তাই।

এ পর্যন্ত কেয়ামতের পরিস্থিতি ও ভয়াবহতা আলোচিত হলো। পরেও এই আলোচনা আসবে। মাঝখানে চার আয়াতে রাসূলুল্লাহ ﷺ দ্বিবিধ চিন্তায় জড়িত হয়ে পড়তেন। (এক) কোথাও এর শ্রবণ ও তদনুযায়ী পাঠে কোনো পার্থক্য না হয়ে যায়। (দুই) কোথাও এর কোনো অংশ, কোনো বাক্য স্মৃতি থেকে উধাও না হয়ে যায়। এই চিন্তার কারণে যখন হযরত জিবরাঈল (আ.) কোনো আয়াত শোনাতেন, তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ সাথে সাথে পাঠ করতেন এবং জিহ্বা নেড়ে দ্রুত আবৃত্তি করতেন, যাতে বার বার পড়ে তা মুখস্থ করে নেন। রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর এই পরিশ্রম ও কষ্ট দূর করার উদ্দেশ্যে আলোচ্য চার আয়াতে আল্লাহ তা'আলা কুরআন বিশুদ্ধ পাঠ করানো, মুখস্থ করানো ও মুসলমানদের কাছে হুবহু পেশ করানোর দায়িত্ব নিজেই গ্রহণ করেছেন এবং রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে বলে দিয়েছেন যে, আপনি এই উদ্দেশ্যে জিহবাকে দ্রুত নাড়া দেওয়ার কষ্ট করবেন না। لَا تُحَرِّكْ بِهِ لِسَانَكَ لِتَعْجَلَ بِهِ বাক্যের অর্থ তাই। এরপর বলেছেন, إِنَّ عَلَيْنَا جَمْعَهُ وَقُرْآنَهُ অর্থাৎ আয়াতসমূহকে আপনার অন্তরে সংরক্ষণ করা এবং হুবহু আপনার দ্বারা পাঠ করিয়ে দেওয়া আমার দায়িত্ব। কাজেই আপনি এর চিন্তা পরিত্যাগ করুন। এরপর বলা হয়েছে, فَإِذَا قَرَأْنَاهُ فَاتَّبِعْ قُرْآنَهُ এখানে কুরআনের অর্থ পাঠ। অর্থ এই যে, যখন আমি অর্থাৎ আমার পক্ষ থেকে হযরত জিবরাঈল (আ.) কুরআন পাঠ করে, তখন আপনি সাথে সাথে পাঠ করবেন না; বরং চুপ করে শুনবেন এবং আমার পাঠের পর পাঠ করবেন। এখানে কুরআন অনুসরণ করার মানে চুপ করে হযরত জিবরাঈল (আ.)-এর পাঠ শ্রবণ করা। সকল তফসীরবিদই এতে একমত।

ইমামের পিছনে মুক্তাদীর কিরাআত না করার একটি প্রমাণ : সহীহ হাদীসে আছে অনুকরণ ও অনুসরণের জন্যই নামাজে ইমাম নিযুক্ত হয়। অতএব, মুক্তাদীদের উচিত ইমামের অনুসরণ করা। যখন সে রুকূ' করে, তখন সব মুক্তাদী রুকূ' করবে এবং যখন সে সেজদা করে তখন সবাই সেজদা করবে। মুসলিমের রেওয়ায়েতে তৎসঙ্গে আরও বলা হয়েছে– যখন ইমাম কিরাআত করে, তখন তোমরা চুপ করে শ্রবণ কর। إِذَا قَرَأَ فَأَنْصِتُوا এ থেকেও বোঝা যায় যে, ইমামের অনুসরণ উদ্দেশ্য। রুকূ' ও সেজদায় ইমামের অনুসরণ এই যে, তার সাথে সাথে রুকূ' ও সেজদা আদায় করবে কিন্তু সাথে সাথে কিরাআত করা কিরাআতের অনুসরণ নয় বরং কিরাআতের অনুসরণ এই যে, ইমাম যখন কিরাআত করবে, তখন তোমরা চুপ করে শুনবে। ইমামের পিছনে মুক্তাদীদের কিরাআত করা উচিত নয়– এই মাসআলা ইমাম আবূ হানীফা (র.) ও অপর কয়েকজন ইমামের এটাই দলিল।

অবশেষে বলা হয়েছে إِنَّ عَلَيْنَا بَيَانَهُ অর্থাৎ আপনি এ চিন্তাও করবেন না যে, অবতীর্ণ আয়াতসমূহের সঠিক মর্ম ও উদ্দেশ্য কি? এটা বুঝিয়ে দেওয়াও আমার দায়িত্ব। আমি কুরআনের প্রতিটি শব্দ ও তার উদ্দেশ্য আপনার কাছে ফুটিয়ে তুলব। এই চার আয়াতে কুরআন ও তার তেলাওয়াত সম্পর্কিত বিধানাবলী বর্ণনা করার পর আবার কিয়ামতের পরিস্থিতি ও ভয়াবহতারই অবশিষ্ট আলোচনা করা হচ্ছে। এখানে প্রশ্ন হয় যে, এই চার আয়াতের পূর্বাপর সম্পর্ক কি? তাফসীরের সার-সংক্ষেপে বর্ণিত সম্পর্ক এই যে, ইতঃপূর্বে কিয়ামতের অবস্থা বর্ণনা প্রসঙ্গে বলা হয়েছিল যে, আল্লাহ স্বীয় অসীম কুদরতের বলে প্রত্যেক মানুষকে পূর্বে যে আকার-আকৃতিতে সৃষ্টি করেছিলেন, সেই আকারে পুনর্বার সৃষ্টি করবেন। এমনকি, তার অঙ্গুলির অগ্রভাগ এবং তাতে অঙ্কিত রেখা ও চিহ্নসমূহকেও হুবহু পূর্বের ন্যায় করে দিবেন। এতে কেশাগ্র পরিমাণ পার্থক্য হবে না। এটা তখনই হতে পারে, যখন আল্লাহ তা'আলার জ্ঞানও অসীম হয় এবং তথ্যাবলী সংরক্ষণে পদ্ধতিও অদ্বিতীয় হয়। এর সাথে মিল রেখে রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে এই চার আয়াত সান্ত্বনা দেওয়া হয়েছে যে, আপনি তো ভুলেও যেতে পারেন এবং বর্ণনায় ভুল করারও আশঙ্কা আছে কিন্তু আল্লাহ তা'আলা এসব বিষয়ের ঊর্ধ্বে। এসব বিষয়ের দায়িত্ব তিনি নিজেই গ্রহণ করেছেন। তাই আপনি কুরআনের বাক্যাবলী সংরক্ষিত রাখা অথবা এগুলোর অর্থ বোঝার ব্যাপারে চিন্তা-ভাবনা করার কষ্ট ছেড়ে দিন। এসব কাজ আল্লাহ তা'আলাই সম্পন্ন করবেন। অতঃপর কিয়ামতের পরিস্থিতি বর্ণনা প্রসঙ্গে বলা হয়েছে :

وُجُوهٌ يَوْمَئِذٍ نَاضِرَةٌ إِلَىٰ رَبِّهَا نَاظِرَةٌ অর্থাৎ সেদিন কিছু মুখমণ্ডল হাসি-খুশি ও সজীব হবে এবং তারা তাদের পালনকর্তার দিকে তাকিয়ে থাকবে। এ থেকে প্রমাণিত হয় যে, পরকালে জান্নাতীগণ চর্মচক্ষে আল্লাহ তা'আলার দীদার (দর্শন) লাভ করবে। আহলে সুন্নত-ওয়াল-জামাতের সকল আলেম ও ফিকহবিদ এ বিষয়ে একমত। কেবল মুতাজিলা ও খারেজী

https://e-ilm.weebly.com/

সম্প্রদায় এটা স্বীকার করে না। তাদের অস্বীকারের কারণ দার্শনিক সন্দেহ। তাদের ভাষ্য এই যে, চর্মচক্ষে দেখার জন্য দর্শক এবং যাকে দেখা হয় উভয়ের মধ্যবর্তী দূরত্বের জন্য যে সব শর্ত রয়েছে, সেগুলো সৃষ্টি ও স্রষ্টার মধ্যে অনুপস্থিত। আহলে সুন্নত-ওয়াল-জামাতের বক্তব্য এই যে, পরকালে আল্লাহর দীদার ও সাক্ষাৎ এসব শর্তের উর্ধ্বে থাকবে। না কোনো দিক ও পার্শ্বের সাথে এর সম্পর্ক থাকবে এবং না কোনো বিশেষ আকার-আকৃতির সাথে। বিভিন্ন হাদীসে এই বিষয়বস্তুটি আরও স্পষ্টভাবে প্রমাণিত আছে। তবে এই দীদার ও সাক্ষাতে জান্নাতীগণের বিভিন্ন স্তর থাকবে। কেউ সপ্তাহে একবার অর্থাৎ শুক্রবারে এই সাক্ষাৎ লাভ করবে, কেউ দৈনিক সকাল-বিকাল লাভ করবে এবং কেউ সারাক্ষণ সাক্ষাতেই থাকবে।–(মাযহারী)

كَلَّا إِذَا بَلَغَتِ التَّرَاقِيَ وَقِيلَ مَنْ (سكته) رَاقٍ وَظَنَّ أَنَّهُ الْفِرَاقُ –পূর্ববর্তী আয়াতসমূহে কেয়ামতের হিসাব-নিকাশ এবং জান্নাতি ও জাহান্নামিদের কিছু অবস্থা বর্ণনা করার পর এই আয়াতে মৃত্যুর প্রতি মানুষের দৃষ্টি আকর্ষণ করা হয়েছে, যাতে সে মৃত্যুর পূর্বেই পরকালে মুক্তি পাওয়ার জন্যে ঈমান ও সৎকর্মের দিকে ধাবিত হয়। আয়াতে মৃত্যুর চিত্র অঙ্কন প্রসঙ্গে বলা হয়েছে, গাফেল মানুষ যখন বিস্মৃতির অতলে তলিয়ে থাকে, তখন তার মাথার উপর মৃত্যু এসে দণ্ডায়মান হয় এবং আত্মা কণ্ঠনালীতে এসে ঠেকে। শুশ্রূষাকারীরা চিকিৎসায় ব্যর্থ হয়ে ঝাড়ফুঁককারীদেরকে খুঁজতে থাকে এবং পায়ের গোছা অন্য গোছার সাথে জড়িয়ে যায়। এটাই আল্লাহর কাছে যাওয়ার সময়। এ সময়ে কোনো তওবা কবুল হয় না এবং কোনো আমলও করা যায় না। কাজেই বুদ্ধিমানের উচিত এর আগেই সংশোধনের চেষ্টা করা।

وَالْتَفَّتِ السَّاقُ بِالسَّاقِ – سَاقٌ –এর প্রসিদ্ধ অর্থ পায়ের গোছা। গোছার সাথে জড়িয়ে পড়ার এক অর্থ এই যে, তখন অস্থিরতার কারণে এক গোছা দ্বারা অন্য গোছার উপর আঘাত করবে। দ্বিতীয় অর্থ এই যে, দুর্বলতার আতিশয্যে এক পা অপর পায়ের উপর থাকলে তা সরাতে চাইলেও সক্ষম হবে না।

হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) বলেন ঃ এখানে দুই গোছা বলে দুই জগৎ–ইহকাল ও পরকাল বোঝানো হয়েছে। আয়াতের উদ্দেশ্য এই যে, তখন হবে ইহকালের শেষ দিন এবং পরকালের প্রথম দিনের সম্মিলন। তাই মানুষ ইহকালের বিরহ-বেদনা এবং পরকালে কি হবে না হবে তার চিন্তায় গ্রেফতার থাকবে।

أَوْلَىٰ لَكَ فَأَوْلَىٰ ثُمَّ أَوْلَىٰ لَكَ فَأَوْلَىٰ – أَوْلَىٰ শব্দটি وَيْلٌ এর অপভ্রংশ। অর্থ ধ্বংস, দুর্ভোগ। যে, ব্যক্তি কুফর ও মিথ্যারোপকেই আঁকড়ে থাকে এবং দুনিয়ার ধন-সম্পদে মত্ত থাকে ও তদবস্থায় মারা যায়, তার জন্যে, মৃত্যুর সময়, মৃত্যুর পর কবরে, হাশরে সমবেত হওয়ার সময় এবং অবশেষে সময় বিপর্যয় ও দুর্ভোগই তোমরা প্রাপ্য।

أَلَيْسَ ذَٰلِكَ بِقَادِرٍ عَلَىٰ أَنْ يُحْيِيَ الْمَوْتَىٰ অর্থাৎ জীবন-মৃত্যু ও সারা বিশ্ব যে সত্তার করতলগত, তিনি কি মৃতদেরকে পুনরায় জীবিত করতে সক্ষম নন। রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন ঃ যে ব্যক্তি সূরা কেয়ামার এই আয়াত পাঠ করে, তার বলা উচিত بَلَىٰ وَأَنَا عَلَىٰ ذَٰلِكَ مِنَ الشَّاهِدِينَ অর্থাৎ নিঃসন্দেহে তিনি সক্ষম এবং আমিও এর একজন সাক্ষী। সূরা ত্বীনের শেষ আয়াত أَلَيْسَ اللَّهُ بِأَحْكَمِ الْحَاكِمِينَ পাঠ করার সময়ও একথা বলার শিক্ষা দেওয়া হয়েছে। এই হাদীসে আরও বলা হয়েছে ঃ যে ব্যক্তি সূরা মুরসালাতের فَبِأَيِّ حَدِيثٍ بَعْدَهُ يُؤْمِنُونَ আয়াত পাঠ করে তার বলা উচিত آمَنَّا بِاللَّهِ

শব্দবিশ্লেষণ :

لَا أُقْسِمُ : সীগাহ واحد متكلم বহছ مضارع معروف বাব إِفْعَالٌ মাসদার إِقْسَامٌ মূলবর্ণ (ق ـ س ـ م) জিনস صحيح অর্থ– আমি শপথ করছি।

لَوَّامَةٌ : মুবালাগার সীগাহ। মুয়ান্নাছ। لَوَّامٌ মুযাক্কার। অর্থ– বেশি তিরস্কারকারী, ভর্ৎসনাকারী।

يَحْسَبُ : সীগাহ واحد مذكر غائب বহছ مضارع معروف বাব سَمِعَ মাসদার حُسْبَانٌ মূলবর্ণ (ح ـ س ـ ب) জিনস صحيح অর্থ– সে ধারণা করে।

عِظَامٌ : হাড্ডি, عظم -এর বহুবচন। যেমন, سَهْمٌ -এর বহুবচন سِهَامٌ আসে।

قَادِرِيْنَ : সীগাহ جمع مذكر বহছ اسم فاعل বাব نَصَرَ ـ ضَرَبَ ـ سَمِعَ মাসদার قَدْرٌ ـ قُدْرَةٌ মূলবর্ণ (ق ـ د ـ ر) জিনস صحيح অর্থ–ক্ষমতাবান।

نُسَوِّيَ : সীগাহ جمع متكلم বহছ مضارع معروف বাব تَفْعِيْل মাসদার تَسْوِيَةٌ মূলবর্ণ (س ـ و ـ ى) জিনস لفيف مقرون অর্থ– ঠিক করে দেই।

بَنَانٌ : শব্দটি بَنَانَةٌ -এর বহুবচন অর্থ– আঙ্গুলের অগ্রভাগ। আঙ্গুল।

https://e-ilm.weebly.com/

لِيَفْجُرَ : সীগাহ واحد مذكر غائب বহছ مضارع منصوب بلام كى বাব نَصَرَ মাসদার فَجْرٌ মূলবর্ণ (ف - ج - ر) জিনস صحيح অর্থ– পাপ কার্যে লিপ্ত থাকে। প্রকাশ্যে গুনাহ করে

اَلْمُسْتَقَرُّ : সীগাহ واحد বহছ اسم ظرف বাব إِسْتِفْعَالٌ মাসদার إِسْتِقْرَارٌ মূলবর্ণ (ق - ر - ر) জিনস مضاعف ثلاثى অর্থ– ঠিকানা। আশ্রয়স্থল। স্থায়িত্ব। দৃঢ়তা।

بَرِقَ : সীগাহ واحد مذكر غائب বহছ ماضى معروف বাব سَمِعَ মাসদার بَرْقٌ মূলবর্ণ (ب - ر - ق) জিনস صحيح অর্থ– বিস্ফারিত হয়ে যাবে।

خَسَفَ : সীগাহ واحد مذكر غائب বহছ ماضى معروف বাব ضَرَبَ মাসদার خُسُوْفٌ মূলবর্ণ (خ - س - ف) জিনস صحيح অর্থ– নিষ্প্রভ হয়ে পড়বে।

يُنَبَّؤُ : সীগাহ واحد مذكر غائب বহছ مضارع مجهول বাব تَفْعِيْل মাসদার تَنْبِئَةٌ মূলবর্ণ (ن - ب - ء) জিনস مهموز لام অর্থ– জানিয়ে দেওয়া হবে।

قَدَّمَ : সীগাহ واحد مذكر غائب বহছ ماضى معروف বাব تَفْعِيْل মাসদার تَقْدِيْمٌ মূলবর্ণ (ق - د - م) জিনস صحيح অর্থ– পূর্বকৃত।

اَخَّرَ : সীগাহ واحد مذكر غائب বহছ ماضى معروف বাব تَفْعِيْل মাসদার تَاخِيْرٌ মূলবর্ণ (ء - خ - ر) জিনস مهموز لام অর্থ– পরেকৃত।

مَعَاذِيْرَهُ : এখানে معاذير মুযাফ। ه যমীর মুযাফ ইলাইহি। مَعَاذِيْرُ বহুবচন। একবচন مَعْذِرَةٌ অর্থ– ওযর-আপত্তি।

لَا تُحَرِّكْ : সীগাহ واحد مذكر حاضر বহছ نهى حاضر معروف বাব تَفْعِيْل মাসদার تَحْرِيْكٌ মূলবর্ণ (ح - ر - ك) জিনস صحيح অর্থ– চালাবেন না।

اَلْقٰى : সীগাহ واحد مذكر غائب বহছ ماضى معروف বাব إِفْعَالٌ মাসদার اِلْقَاءٌ মূলবর্ণ (ل - ق - ى) জিনস ناقص يائى অর্থ– পেশ করে। ঢেলেছেন। নিক্ষেপ করেছেন।

لِتَعْجَلَ : সীগাহ واحد مذكر حاضر বহছ مضارع منصوب بلام كى বাব سَمِعَ মাসদার عَجَلٌ মূলবর্ণ (ع - ج - ل) জিনস صحيح অর্থ– ত্বরিত আয়ত্ত্ব করার জন্য।

تُحِبُّوْنَ : সীগাহ جمع مذكر حاضر বহছ مضارع معروف বাব إِفْعَالٌ মাসদার اِحْبَابٌ মূলবর্ণ (ح - ب - ب) জিনস مضاعف ثلاثى অর্থ– তোমরা ভালোবাস।

اَلْعَاجِلَةَ : সীগাহ واحد مؤنث বহছ اسم فاعل বাব سَمِعَ মাসদার عَجَلٌ মূলবর্ণ (ع - ج - ل) জিনস صحيح অর্থ– দুনিয়া।

تَذَرُوْنَ : সীগাহ جمع مذكر حاضر বহছ مضارع معروف বাব سمع - ضرب মাসদার وذر মূলবর্ণ (و - ذ - ر) জিনস مثال واوى অর্থ– ছেড়ে বসেছ।

نَاضِرَةٌ : সীগাহ واحد مذكر বহছ اسم فاعل বাব نَصَرَ মাসদার نَضْرٌ মূলবর্ণ (ن - ض - ر) জিনস صحيح অর্থ– উজ্জ্বল হবে।

بَاسِرَةٌ : সীগাহ واحد مؤنث বহছ اسم فاعل বাব نَصَرَ মাসদার اَلْبَسْرُ মূলবর্ণ (ب - س - ر) জিনস صحيح অর্থ– মলিন হবে।

تَظُنُّ : সীগাহ واحد مؤنث غائب বহছ مضارع معروف বাব نَصَرَ মাসদার ظَنٌّ মূলবর্ণ (ظ - ن - ن) জিনস مضاعف ثلاثى অর্থ– সে ধারণা করে, অনুমান করে, আন্দাজ করে।

فَاقِرَةٌ : সীগাহ واحد مؤنث বহছ اسم فاعل বাব سَمِعَ মাসদার فَقْرًا মূলবর্ণ (ف - ق - ر) জিনস صحيح অর্থ– কোমড়াভাঙ্গা।

بَلَغَتْ : সীগাহ واحد مؤنث غائب বহছ ماضى معروف বাব نَصَرَ মাসদার بُلُوْغٌ মূলবর্ণ (ب - ل - غ) জিনস صحيح অর্থ– পৌছে যায়। হয়ে পড়ে।

https://e-ilm.weebly.com/

اِلْتَفَتَ : সীগাহ واحد مؤنث غائب বহছ ماضى معروف বাব اِفْتِعَالٌ মাসদার اَلْاِلْتِفَافُ মূলবর্ণ (ل ـ ف ـ ف) জিনস مضاعف ثلاثى অর্থ– জড়িয়ে যাবে।

سَاقٌ : পায়ের গোছা। আল্লামা মাজদুদ্দীন ফিরোযাবাদী কামূসে বর্ণনা করেন, পায়ের টাখনু হতে হাঁটু পর্যন্ত অংশকে سَاقٌ বলা হয়। এর বহুবচন سَوْقٌ ও سِيْقَانٌ . سُوْقٌ আসে। এখানে واو কে হামযা করা হয়েছে। যাতে পেশকে গ্রহণ করতে পারে। وَالْتَفَّتِ السَّاقُ بِالسَّاقِ এক পা অপর পায়ের সাথে জড়িয়ে যাবে।

اَلتَّرَاقِىْ : শব্দটি تَرْقُوَّةٌ-এর বহুবচন অর্থ– কণ্ঠ। হাসুলী। গলার নিচের হাড়।

رَاقٍ : সীগাহ واحد مذكر বহছ اسم فاعل বাব ضَرَبَ মাসদার رَقْىٌ মূলবর্ণ (ر – ق – ى) জিনস ناقص يائى অর্থ– ঝাড় ফুঁককারী। জাদুকর।

يَتَمَطّٰى : সীগাহ واحد مذكر غائب বহছ مضارع معروف বাব تَفَعُّلٌ মাসদার تَمَطِّى মূলবর্ণ (م – ط – ى) জিনস ناقص يائى অর্থ– গর্বভরে চলে। অহংকার করে চলে।

مَنِيٌّ : সিফাতের সীগাহ فَعِيْلٌ-এর ওজনে অর্থ– এক বিন্দু শুক্র। এমন বস্তু যার দ্বারা মানুষের বিভিন্ন অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের গঠন ও অবয়ব বানানো হয়।

صَدَّقَ : সীগাহ واحد مذكر غائب বহছ ماضى معروف বাব تَفْعِيْل মাসদার تَصْدِيْقٌ মূলবর্ণ (ص ـ د ـ ق) জিনস صحيح অর্থ– বিশ্বাস করা, সত্যায়ন করা।

صَلّٰى : সীগাহ واحد مذكر غائب বহছ ماضى معروف বাব تَفْعِيْل মাসদার تَصْلِيَةٌ মূলবর্ণ (ص ـ ل ـ و) জিনস ناقص واوى অর্থ– নামাজ পড়েছে।

كَذَّبَ : সীগাহ واحد مذكر غائب বহছ ماضى معروف বাব تَفْعِيْل মাসদার تَكْذِيْبٌ মূলবর্ণ (ك ـ ذ ـ ب) জিনস صحيح অর্থ– অবিশ্বাস করেছিল।

تَوَلّٰى : সীগাহ واحد مذكر غائب বহছ ماضى معروف বাব تَفَعُّلٌ মাসদার اَلتَّوَلِّىْ মূলবর্ণ (و ـ ل ـ ى) জিনস لفيف مفروق অর্থ– পরাঙ্মুখ হয়েছিল।

ذَهَبَ : সীগাহ واحد مذكر غائب বহছ ماضى معروف বাব فَتَحَ মাসদার ذِهَابٌ মূলবর্ণ (ذ ـ ه ـ ب) জিনস صحيح অর্থ– চলে যেত।

يُتْرَكُ : সীগাহ واحد مذكر غائب বহছ مضارع مجهول বাব نَصَرَ মাসদার تَرْكٌ মূলবর্ণ (ت ـ ر ـ ك) জিনস صحيح অর্থ– ছেড়ে দেওয়া হবে।

يُمْنٰى : সীগাহ واحد مذكر غائب বহছ مضارع مجهول বাব اِفْعَالٌ মাসদার اِمْنَاءٌ মূলবর্ণ (م ـ ن ـ ى) জিনস ناقص يائى অর্থ– নিক্ষিপ্ত হয়েছিল।

عَلَقَةٌ : শব্দটি একবচন; বহুবচন হলো علق অর্থ– জমাট রক্ত। রক্তপিণ্ড, যা বীর্য হতে সৃষ্টি হয়।

يُحْيِىَ : সীগাহ واحد مذكر غائب বহছ مضارع معروف বাব اِفْعَالٌ মাসদার اِحْيَاءٌ মূলবর্ণ (ح ـ ى ـ ى) জিনস لفيف مقرون অর্থ– জীবন দান করতে।

বাক্য বিশ্লেষণ :

لَا تُحَرِّكْ بِهٖ لِسَانَكَ لِتَعْجَلَ بِهٖ اِنَّ عَلَيْنَا جَمْعَهٗ وَقُرْاٰنَهٗ : এখানে لَا تُحَرِّكْ ফে'ল যমীর اَنْتَ ফায়েল আর بِهٖ টা لَا تُحَرِّكْ-এর সাথে متعلق আর لِسَانَكَ হলো মাফউলে বিহী। আর لِتَعْجَلَ ফে'ল। بِهٖ টা لِتَعْجَلَ-এর সাথে متعلق আর اِنَّ হলো حرف مشبه بالفعل এবং عَلَيْنَا হলো خبر مقدم আর جَمْعَهٗ হলো اسم موخر আর قُرْاٰنَهٗ টা جَمْعَهٗ-এর উপর আতফ হয়েছে। –[ই'রাবুল কুরআন, ৮ম খণ্ড; পৃ. ১৪৮]

https://e-ilm.weebly.com/

سُوْرَةُ الدَّهْرِ مَدَنِيَّةٌ

সূরা দাহ্র

মদিনায় অবতীর্ণ; আয়াত– ৩১, রুকূ'– ২

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

পরম করুণাময়, দয়ালু আল্লাহর নামে শুরু করছি

১. নিঃসন্দেহের মানুষের উপর কালের মধ্যে এমন একটি সময় অতীত হয়েছে, যখন সে কোনো উল্লেখযোগ্য বস্তুই ছিল না।	هَلْ اَتٰى عَلَى الْاِنْسَانِ حِيْنٌ مِّنَ الدَّهْرِ لَمْ يَكُنْ شَيْـًٔا مَّذْكُوْرًا ﴿١﴾
২. আমি মানুষকে সংমিশ্রিত শুক্র দ্বারা সৃষ্টি করেছি, এরূপে যে, আমি তাকে বিধানাধীন করেছি, সুতরাং আমি তাকে শ্রবণ ও দৃষ্টি-শক্তিসম্পন্ন করেছি।	اِنَّا خَلَقْنَا الْاِنْسَانَ مِنْ نُّطْفَةٍ اَمْشَاجٍ ۖ نَّبْتَلِيْهِ فَجَعَلْنٰهُ سَمِيْعًا بَصِيْرًا ﴿٢﴾
৩. আমি তাকে পথ দেখিয়েছি, হয়তো সে কৃতজ্ঞ হবে অথবা অকৃতজ্ঞ হবে।	اِنَّا هَدَيْنٰهُ السَّبِيْلَ اِمَّا شَاكِرًا وَّاِمَّا كَفُوْرًا ﴿٣﴾
৪. আমি কাফেরদের জন্য শৃঙ্খল ও বেড়িসমূহ এবং জ্বলন্ত অগ্নি প্রস্তুত করে রেখেছি।	اِنَّآ اَعْتَدْنَا لِلْكٰفِرِيْنَ سَلٰسِلَاۡ وَاَغْلٰلًا وَّسَعِيْرًا ﴿٤﴾
৫. যারা নেককার তারা এমন পানপাত্রে [শরাব] পান করবে, যাতে কাফূর মিশ্রিত থাকবে।	اِنَّ الْاَبْرَارَ يَشْرَبُوْنَ مِنْ كَاْسٍ كَانَ مِزَاجُهَا كَافُوْرًا ﴿٥﴾
৬. অর্থাৎ এমন ঝরনা হতে, যা হতে আল্লাহর বিশিষ্ট বান্দাগণ পান করবে, যা তারা যথেচ্ছা প্রবাহিত করে নিয়ে যাবে।	عَيْنًا يَّشْرَبُ بِهَا عِبَادُ اللّٰهِ يُفَجِّرُوْنَهَا تَفْجِيْرًا ﴿٦﴾

শাব্দিক অনুবাদ :

১. هَلْ اَتٰى عَلَى الْاِنْسَانِ নিঃসন্দেহে মানুষের উপর অতিবাহিত হয়েছে حِيْنٌ مِّنَ الدَّهْرِ কালের মধ্যে এমন একটি সময় لَمْ يَكُنْ যখন সে ছিল না। شَيْـًٔا مَّذْكُوْرًا কোনো উল্লেখ যোগ্য বস্তুই।

২. اِنَّا خَلَقْنَا الْاِنْسَانَ আমি মানুষকে সৃষ্টি করেছি مِنْ نُّطْفَةٍ اَمْشَاجٍ সংমিশ্রিত শুক্র দ্বারা نَّبْتَلِيْهِ এরূপে যে, আমি তাকে বিধানাধীন করেছি। فَجَعَلْنٰهُ সুতরাং আমি তাকে করেছি। سَمِيْعًا بَصِيْرًا শ্রবণ ও দৃষ্টি শক্তিসম্পন্ন।

৩. اِنَّا هَدَيْنٰهُ السَّبِيْلَ আমি তাকে পথ দেখিয়েছি। اِمَّا شَاكِرًا হয়তো সে কৃতজ্ঞ হয়েছে। وَّاِمَّا كَفُوْرًا অথবা অকৃতজ্ঞ হবে।

৪. اِنَّآ اَعْتَدْنَا আমি প্রস্তুত করে রেখেছি لِلْكٰفِرِيْنَ কাফেরদের জন্য سَلٰسِلَاۡ শৃঙ্খল وَاَغْلٰلًا ও বেড়িসমূহ। وَّسَعِيْرًا এবং জ্বলন্ত অগ্নি।

৫. اِنَّ الْاَبْرَارَ যারা নেককার يَشْرَبُوْنَ مِنْ كَاْسٍ তারা এমন পানপাত্রে (শরাব) পান করবে। كَانَ مِزَاجُهَا كَافُوْرًا যাতে কাফূর মিশ্রিত থাকবে।

৬. عَيْنًا এমন ঝর্ণা হতে يَّشْرَبُ بِهَا عِبَادُ اللّٰهِ যা হতে আল্লাহর বিশিষ্ট বান্দাগণ পান করবে। يُفَجِّرُوْنَهَا تَفْجِيْرًا যা তারা যথেচ্ছা প্রবাহিত করে নিয়ে যাবে।

https://e-ilm.weebly.com/

৭. তারা ওয়াজিব কার্যগুলো পালন করে থাকে এবং সেই দিনকে ভয় করে, যার কঠোরতা সর্বব্যাপী হবে।	يُوفُونَ بِالنَّذْرِ وَيَخَافُونَ يَوْمًا كَانَ شَرُّهُ مُسْتَطِيرًا ۝٧
৮. আর তারা [কেবল] আল্লাহর মহব্বতে দরিদ্র ও এতিম এবং বন্দীকে খাদ্য দান করে।	وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا ۝٨
৯. আমরা তোমাদেরকে শুধু আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভের উদ্দেশ্যেই খাদ্য দান করছি, না আমরা তোমাদের নিকট প্রতিদান চাই, আর না কৃতজ্ঞতা।	إِنَّمَا نُطْعِمُكُمْ لِوَجْهِ اللَّهِ لَا نُرِيدُ مِنْكُمْ جَزَاءً وَلَا شُكُورًا ۝٩
১০. আমরা আমাদের প্রভুর পক্ষ থেকে এক কঠিন ও তিক্তকর দিবসের আশঙ্কা করছি।	إِنَّا نَخَافُ مِنْ رَبِّنَا يَوْمًا عَبُوسًا قَمْطَرِيرًا ۝١٠
১১. অনন্তর আল্লাহ তাদেরকে ঐ দিবসের কঠোরতা হতে নিরাপদে রাখবেন এবং তাদেরকে স্ফূর্তি ও আনন্দ দান করবেন।	فَوَقَاهُمُ اللَّهُ شَرَّ ذَٰلِكَ الْيَوْمِ وَلَقَّاهُمْ نَضْرَةً وَسُرُورًا ۝١١
১২. আর তাদের ধৈর্যের বিনিময়ে তাদেরকে বেহেশত এবং রেশমি পোশাক প্রদান করবেন।	وَجَزَاهُمْ بِمَا صَبَرُوا جَنَّةً وَحَرِيرًا ۝١٢
১৩. এ অবস্থায় যে, তারা তন্মধ্যে সুসজ্জিত আসনে হেলান দিয়ে থাকবে, তথায় তারা না উত্তাপ ভোগ করবে আর না শীত,	مُتَّكِئِينَ فِيهَا عَلَى الْأَرَائِكِ ۖ لَا يَرَوْنَ فِيهَا شَمْسًا وَلَا زَمْهَرِيرًا ۝١٣

https://e-ilm.weebly.com/

শাব্দিক অনুবাদ :

৭. يُوفُونَ بِالنَّذْرِ তারা ওয়াজিব কার্যগুলো পালন করে থাকে وَيَخَافُونَ يَوْمًا এবং সেই দিবসকে ভয় করে كَانَ شَرُّهُ مُسْتَطِيرًا যার কঠোরতা সর্বব্যাপী হবে।

৮. وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ আর তারা খাদ্য দান করে عَلَىٰ حُبِّهِ আল্লাহর মহব্বতে مِسْكِينًا وَيَتِيمًا দরিদ্র, এতিম وَأَسِيرًا ও বন্দিকে।

৯. إِنَّمَا نُطْعِمُكُمْ আমরা তোমাদেরকে খাদ্য দান করছি لِوَجْهِ اللَّهِ শুধু আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভের উদ্দেশ্যেই لَا نُرِيدُ مِنْكُمْ না আমরা তোমাদের নিকট চাই جَزَاءً প্রতিদান وَلَا شُكُورًا আর না কৃতজ্ঞতা।

১০. إِنَّا نَخَافُ আমরা আশঙ্কা করছি مِنْ رَبِّنَا আমাদের প্রভুর পক্ষ থেকে يَوْمًا এক দিবসের عَبُوسًا قَمْطَرِيرًا কঠিন ও তিক্তকর।

১১. فَوَقَاهُمُ اللَّهُ অনন্তর আল্লাহ তাদেরকে নিরাপদে রাখবেন شَرَّ ذَٰلِكَ الْيَوْمِ ঐ দিবসের কঠোরতা হতে وَلَقَّاهُمْ এবং তাদেরকে দান করবেন نَضْرَةً وَسُرُورًا স্ফূর্তি ও আনন্দ।

১২. وَجَزَاهُمْ আর তাদেরকে প্রদান করবেন بِمَا صَبَرُوا ধৈর্যের বিনিময়ে جَنَّةً وَحَرِيرًا জান্নাত এবং রেশমি পোশাক।

১৩. مُتَّكِئِينَ عَلَى الْأَرَائِكِ এই অবস্থায় যে, তারা তন্মধ্যে সুসজ্জিত আসনে হেলান দিয়ে থাকবে لَا يَرَوْنَ فِيهَا شَمْسًا তথায় তারা না উত্তাপ ভোগ করবে وَلَا زَمْهَرِيرًا আর না শীত।

১৪. আর এ অবস্থা হবে যে, (বেহেশতের) বৃক্ষসমূহের ছায়া তাদের উপর ঝুঁকে থাকবে। আর তার ফলপুঞ্জ তাদের আয়ত্তাধীন থাকবে।	وَدَانِيَةً عَلَيْهِمْ ظِلَٰلُهَا وَذُلِّلَتْ قُطُوفُهَا تَذْلِيلًا ﴿١٤﴾
১৫. আর তাদের নিকট রৌপ্যের পাত্র আনয়ন করা হবে এবং পানপাত্রসমূহ যা কাঁচের (নির্মিত) হবে।	وَيُطَافُ عَلَيْهِم بِـَٔانِيَةٍ مِّن فِضَّةٍ وَأَكْوَابٍ كَانَتْ قَوَارِيرَا۠ ﴿١٥﴾
১৬. ঐ কাঁচ রৌপ্য নির্মিত হবে, যা পূর্ণকারীগণ যথোপযুক্ত পরিমাণে পূর্ণ করবে।	قَوَارِيرَا۟ مِن فِضَّةٍ قَدَّرُوهَا تَقْدِيرًا ﴿١٦﴾
১৭. আর তথায় তাদেরকে এমন শরাবের পেয়ালা পান করানো হবে যা আদ্রক সংমিশ্রিত হবে।	وَيُسْقَوْنَ فِيهَا كَأْسًا كَانَ مِزَاجُهَا زَنجَبِيلًا ﴿١٧﴾
১৮. জান্নাতের এমন নির্ঝরিণী হতে– যার নাম সালসাবীল।	عَيْنًا فِيهَا تُسَمَّىٰ سَلْسَبِيلًا ﴿١٨﴾
১৯. আর তাদের নিকট এমন বালকগণ ঘুরে বেড়াবে, যারা সদা বালকই থাকবে, হে শ্রোতা! যদি তুমি তাদেরকে দেখ, তবে এরূপ মনে করবে যেন, বিক্ষিপ্ত মুক্তা।	وَيَطُوفُ عَلَيْهِمْ وِلْدَٰنٌ مُّخَلَّدُونَ إِذَا رَأَيْتَهُمْ حَسِبْتَهُمْ لُؤْلُؤًا مَّنثُورًا ﴿١٩﴾
২০. আর হে শ্রোতা! যদি তুমি সে স্থান দেখতে পাও, তবে তুমি বিরাট নিয়ামত ও বিশাল রাজত্ব দেখতে পাবে।	وَإِذَا رَأَيْتَ ثَمَّ رَأَيْتَ نَعِيمًا وَمُلْكًا كَبِيرًا ﴿٢٠﴾

শাব্দিক অনুবাদ :

১৪. وَدَانِيَةً عَلَيْهِمْ ظِلَٰلُهَا আর অবস্থা এই হবে যে, (বেহেশতের) বৃক্ষ সমূহের ছায়া তাদের উপর ঝুঁকে থাকবে وَذُلِّلَتْ قُطُوفُهَا تَذْلِيلًا আর তার ফলপুঞ্জ তাদের আয়ত্তাধীন থাকবে।

১৫. وَيُطَافُ عَلَيْهِمْ আর তাদের নিকট আনয়ন করা হবে بِـَٔانِيَةٍ مِّن فِضَّةٍ রৌপ্যের পাত্র وَأَكْوَابٍ كَانَتْ قَوَارِيرَ এবং পানপাত্রসমূহ যা কাঁচের (নির্মিত) হবে।

১৬. قَوَارِيرَا مِن فِضَّةٍ ঐ কাঁচ রৌপ্য নির্মিত হবে। قَدَّرُوهَا تَقْدِيرًا পূর্ণকারীগণ যথোপযুক্ত পরিমাণে পূর্ণ করবে।

১৭. وَيُسْقَوْنَ فِيهَا كَأْسًا আর তথায় তাদেরকে এমন শরাবের পেয়ালা পান করানো হবে كَانَ مِزَاجُهَا زَنجَبِيلًا যা আদ্রক সংমিশ্রিত হবে।

১৮. عَيْنًا فِيهَا জান্নাতের এমন নির্ঝরিণী হতে تُسَمَّىٰ سَلْسَبِيلًا যার নাম সালসাবীল।

১৯. وَيَطُوفُ عَلَيْهِمْ আর তাদের নিকট ঘুরে বেড়াবে وِلْدَٰنٌ مُّخَلَّدُونَ এমন বালকগণ যারা সদা বালকই থাকবে إِذَا رَأَيْتَهُمْ হে শ্রোতা! যদি তুমি তাদেরকে দেখ حَسِبْتَهُمْ তবে এরূপ মনে করবে। لُؤْلُؤًا مَّنثُورًا যেন বিক্ষিপ্ত মুক্তা।

২০. وَإِذَا رَأَيْتَ আর হে শ্রোতা যদি তুমি সে স্থান দেখতে পাও ثَمَّ رَأَيْتَ তবে তুমি দেখতে পাবে। نَعِيمًا وَمُلْكًا كَبِيرًا বিরাট নিয়ামত ও বিশাল রাজত্ব।

https://e-ilm.weebly.com/

২১. সেই জান্নাতবাসীদের উপর মিহীন রেশমের সবুজ পোশাক থাকবে, আর মোটা রেশমের পোশাকও, আর তাদেরকে রৌপ্যের কঙ্কনসমূহ পরানো হবে, আর তাদের প্রতিপালক তাদেরকে পবিত্র পানীয় পান করাবেন।	عٰلِيَهُمْ ثِيَابُ سُنْدُسٍ خُضْرٌ وَّاِسْتَبْرَقٌ ۚ وَّحُلُّوْٓا اَسَاوِرَ مِنْ فِضَّةٍ ۚ وَسَقٰىهُمْ رَبُّهُمْ شَرَابًا طَهُوْرًا ﴿٢١﴾
২২. (তোমাদের আনন্দ আরো বর্ধিত করার জন্য বলা হবে) এটা তোমাদের প্রতিদান এবং তোমাদের সাধনা মকবুল হয়েছে।	اِنَّ هٰذَا كَانَ لَكُمْ جَزَآءً وَّكَانَ سَعْيُكُمْ مَّشْكُوْرًا ﴿٢٢﴾
২৩. আমি আপনার প্রতি কুরআনকে ক্রমে ক্রমে করে অবতীর্ণ করেছি।	اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْقُرْاٰنَ تَنْزِيْلًا ﴿٢٣﴾
২৪. অতএব, আপনি স্বীয় প্রভুর নির্দেশের উপর অটল থাকুন, আর তাদের অন্তর্গত কোনো ফাসেক কিংবা কাফের ব্যক্তির অনুসরণ করবেন না।	فَاصْبِرْ لِحُكْمِ رَبِّكَ وَلَا تُطِعْ مِنْهُمْ اٰثِمًا اَوْ كَفُوْرًا ﴿٢٤﴾
২৫. আর প্রভাতে ও সন্ধ্যায় স্বীয় প্রতিপালকের নাম স্মরণ করতে থাকুন।	وَاذْكُرِ اسْمَ رَبِّكَ بُكْرَةً وَّاَصِيْلًا ﴿٢٥﴾
২৬. এবং কিয়ৎ পরিমাণ রাত্রিকালেও তাঁকে সেজদা করুন, আর রাত্রির প্রধান অংশে তাঁর তাসবীহ পাঠ করুন।	وَمِنَ الَّيْلِ فَاسْجُدْ لَهٗ وَسَبِّحْهُ لَيْلًا طَوِيْلًا ﴿٢٦﴾
২৭. এরা পার্থিব জীবনকে ভালোবাসে এবং তাদের সম্মুখবর্তী এক ভীষণ দিনকে বর্জন করে আছে।	اِنَّ هٰٓؤُلَآءِ يُحِبُّوْنَ الْعَاجِلَةَ وَيَذَرُوْنَ وَرَآءَهُمْ يَوْمًا ثَقِيْلًا ﴿٢٧﴾

শাব্দিক অনুবাদ :

২১. عٰلِيَهُمْ সেই জান্নাতবাসীদের উপর থাকবে ثِيَابُ سُنْدُسٍ خُضْرٌ মিহীন রেশমের সবুজ পোশাক وَّاِسْتَبْرَقٌ আর মোটা রেশমের পোশাকও وَّحُلُّوْٓا اَسَاوِرَ مِنْ فِضَّةٍ আর তাদেরকে রৌপ্যের কঙ্কন সমূহ পরানো হবে وَسَقٰىهُمْ رَبُّهُمْ আর তাদের প্রতিপালক তাদেরকে পান করাবেন شَرَابًا طَهُوْرًا পবিত্র পানীয়।

২২. اِنَّ هٰذَا كَانَ لَكُمْ جَزَآءً এটা তোমাদের প্রতিদান وَّكَانَ سَعْيُكُمْ مَّشْكُوْرًا এবং তোমাদের সাধনা মকবুল হয়েছে।

২৩. اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا আমি অবতীর্ণ করেছি عَلَيْكَ الْقُرْاٰنَ আপনার প্রতি কুরআনকে تَنْزِيْلًا ক্রমে ক্রমে করে।

২৪. فَاصْبِرْ অতএব আপনি অটল থাকুন لِحُكْمِ رَبِّكَ স্বীয় প্রভুর নির্দেশের উপর وَلَا تُطِعْ আর অনুসরণ করবেন না مِنْهُمْ তাদের অন্তর্গত اٰثِمًا اَوْ كَفُوْرًا কোনো ফাসেক কিংবা কাফের ব্যক্তির।

২৫. وَاذْكُرِ اسْمَ رَبِّكَ আর স্বীয় প্রভুর নাম স্মরণ করতে থাকুন بُكْرَةً وَّاَصِيْلًا প্রভাতে ও সন্ধ্যায়।

২৬. وَمِنَ الَّيْلِ এবং কিয়ৎ পরিমাণ রাত্রিকালেও فَاسْجُدْ لَهٗ তাকে সেজদা করুন وَسَبِّحْهُ আর তাঁর তাসবীহ পাঠ করুন لَيْلًا طَوِيْلًا রাত্রির প্রধান অংশে।

২৭. اِنَّ هٰٓؤُلَآءِ এরা يُحِبُّوْنَ الْعَاجِلَةَ পার্থিব জীবনকে ভালোবাসে وَيَذَرُوْنَ এবং বর্জন করে আছে وَرَآءَهُمْ তাদের সম্মুখবর্তী يَوْمًا ثَقِيْلًا এক ভীষণ দিনকে।

https://e-ilm.weebly.com/

২৮. আমিই তাদেরকে সৃষ্টি করেছি, আমিই তাদের গ্রন্থিসমূহ সুদৃঢ় করেছি, আর যখনই আমি ইচ্ছা করব, তখনই তাদের ন্যায় মানুষ তাদের স্থলে পরিবর্তন করে দিব।	نَحْنُ خَلَقْنٰهُمْ وَشَدَدْنَآ اَسْرَهُمْ ۚ وَاِذَا شِئْنَا بَدَّلْنَآ اَمْثَالَهُمْ تَبْدِيْلًا ﴿٢٨﴾
২৯. নিশ্চয় তা [যথেষ্ট] নসিহত, অতএব, যার ইচ্ছা সে স্বীয় প্রভুর রাস্তা অবলম্বন করুক।	اِنَّ هٰذِهٖ تَذْكِرَةٌ ۚ فَمَنْ شَآءَ اتَّخَذَ اِلٰى رَبِّهٖ سَبِيْلًا ﴿٢٩﴾
৩০. আর আল্লাহর ইচ্ছা ব্যতীত তোমরা কোনো বিষয়ের ইচ্ছা করতে পার না; আল্লাহ মহাজ্ঞানী, প্রজ্ঞাময়।	وَمَا تَشَآءُوْنَ اِلَّآ اَنْ يَّشَآءَ اللّٰهُ ۗ اِنَّ اللّٰهَ كَانَ عَلِيْمًا حَكِيْمًا ﴿٣٠﴾
৩১. তিনি যাকে ইচ্ছা স্বীয় অনুগ্রহের অন্তর্ভুক্ত করেন; আর জালিমদের জন্য যন্ত্রণাময় শাস্তি প্রস্তুত করে রেখেছেন।	يُّدْخِلُ مَنْ يَّشَآءُ فِيْ رَحْمَتِهٖ ۗ وَالظّٰلِمِيْنَ اَعَدَّ لَهُمْ عَذَابًا اَلِيْمًا ﴿٣١﴾

শাব্দিক অনুবাদ :

২৮. نَحْنُ خَلَقْنٰهُمْ আমিই তাদেরকে সৃষ্টি করেছি وَشَدَدْنَآ اَسْرَهُمْ আমিই তাদের গ্রন্থিসমূহ সুদৃঢ় করেছি وَاِذَا شِئْنَا আর যখনই আমি ইচ্ছা করব بَدَّلْنَآ اَمْثَالَهُمْ تَبْدِيْلًا তখনই তাদের ন্যায় মানুষ তাদের স্থলে পরিবর্তন করে দিব।

২৯. اِنَّ هٰذِهٖ تَذْكِرَةٌ নিশ্চয়ই তা নসিহত فَمَنْ شَآءَ অতএব যার ইচ্ছা اتَّخَذَ সে অবলম্বন করুক اِلٰى رَبِّهٖ سَبِيْلًا স্বীয় প্রভুর রাস্তা।

৩০. وَمَا تَشَآءُوْنَ اِلَّآ اَنْ يَّشَآءَ اللّٰهُ আর আল্লাহর ইচ্ছা ব্যতীত তোমরা কোনো বিষয়ের ইচ্ছা করতে পার না اِنَّ اللّٰهَ كَانَ عَلِيْمًا حَكِيْمًا আল্লাহ মহাজ্ঞানী, প্রজ্ঞাময়।

৩১. يُّدْخِلُ তিনি অন্তর্ভুক্ত করেন مَنْ يَّشَآءُ যাকে ইচ্ছা فِيْ رَحْمَتِهٖ স্বীয় অনুগ্রহের وَالظّٰلِمِيْنَ اَعَدَّ لَهُمْ, আর জালিমদের জন্য প্রস্তুত করে রেখেছেন عَذَابًا اَلِيْمًا যন্ত্রাণাময় শাস্তি।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

সূরাটির নামকরণের কারণ : এ সূরাটির দু'টি নাম রয়েছে– একটি হলো اَلدَّهْرُ [আদ-দাহর] আরেকটি নাম হলো اَلْاِنْسَانُ [আল-ইনসান]। আর এ দু'টি শব্দই অত্র সূরার প্রথম আয়াতে রয়েছে। এ দু'টি শব্দ হতেই এ দু'টি নাম গৃহীত। যেমন, আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেছেন– هَلْ اَتٰى عَلَى الْاِنْسَانِ حِيْنٌ مِّنَ الدَّهْرِ لَمْ يَكُنْ شَيْئًا مَّذْكُوْرًا আর কেউ কেউ কেবল اَلْاِنْسَانُ নামেই এটাকে ভূষিত করেছেন। তবে তাও যথার্থ। কেননা অত্র সূরায় যে আলোচনার বিষয়বস্তু রয়েছে, তাতে মানুষের জীবন বৃত্তান্ত অর্থাৎ সৃষ্টির পূর্ব হতে আজীবন কালের অবস্থা এবং মৃত্যুর পর বেহেশত ও দোজখের যাবতীয় সুখ-দুঃখ কার ভাগ্যে কি ঘটবে সেই মর্মে ব্যক্তি বিশেষ, অবস্থা বিশেষ, সময় বিশেষ সকল দিক তুলে ধরা হয়েছে। তাই উভয় নামেই নামকরণ করা যথার্থ হয়েছে। এতে ২টি রুকূ', ৩১টি আয়াত, ২৪০টি বাক্য ও ১০৫৪টি অক্ষর রয়েছে।

নাজিল হওয়ার সময়কাল : অত্র সূরার অবতীর্ণকাল সম্পর্কে বিভিন্ন তাফসীরকার বিভিন্ন মতামত জাহির করেছেন। তবে আল্লামা যমখশারী, ইমাম রাযী, কাজি বাইযাবী, আল্লামা হাফিজ ইবনে কাছীর, আল্লামা নিযামুদ্দীন নীশাপুরী (র.) প্রমুখসহ আরো অন্যান্য তাফসীরকারের মতে এটা মক্কায় অবতীর্ণ হয়েছে। আল্লামা আলূসী (র.)-এর মতে তা সর্বসমর্থিত মতামত বলে গৃহীত। আর কেউ কেউ গোটা সূরাটিকে মাদানি বলে অভিহিত করেছেন। আবার কারো কারো মতে ৮-১০ আয়াত মদিনায় অবতীর্ণ হয়েছে এবং বাকি অংশ মক্কায় অবতীর্ণ। কারো কারো মতে এটা মাক্কী সূরাসমূহের শেষগুলোর অন্তর্ভুক্ত। কারো মতে তার আয়াত وَلَا تُطِعْ مِنْهُمْ اٰثِمًا اَوْ كَفُوْرًا ব্যতীত অবশিষ্ট সকল আয়াত মাদানি। (এটা হযরত হাসান বসরী ও ইকরামা (র.)-এর অভিমত।) কেউ কেউ বলেন, প্রথম হতে ২৩ নং আয়াত অর্থাৎ اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْقُرْاٰنَ تَنْزِيْلًا পর্যন্ত আয়াতগুলো মাক্কী এবং বাকি আয়াতগুলো মদিনায় অবতীর্ণ হয়।

https://e-ilm.weebly.com/

সূরাটির বিষয়বস্তু ও সারকথা : এ সূরার আলোচ্য বিষয়বস্তু ও মূলবক্তব্য হলো– এ দুনিয়ায় মানুষের স্থান কোথায় এবং তার অবস্থানের স্বরূপ কি? তাদেরকে এ জগতে কেন পাঠানো হয়েছে, এখানে তাদের কর্তব্য কী? এ জগতে তাদেরকে কুফরের পথ ও ঈমানের পথ এ দু'য়ের কোনো একটি বেছে নেওয়ার স্বাধীনতা দেওয়া হয়েছে– যারা ঈমানের পথ গ্রহণ করবে তাদের পুরস্কার পরকালে কি হবে এবং যারা কুফরের পথ গ্রহণ করবে তাদের পরিণাম ফলাফল কি হবে, এসব বিষয়ই এ সূরায় তুলে ধরা হয়েছে।

১-৬ আয়াতে বলা হয়েছে যে, মানুষ যখন নর-নারীর দেহাভ্যন্তরে অণু আকারে শুক্রকীটরূপে অবস্থান করছিল, তখন তারা উল্লেখযোগ্য বস্তু বলতে কিছুই ছিল না। অতঃপর আল্লাহ তাদেরকে নর-নারীর মিলিত শুক্রের সমন্বয়ে সৃষ্টি করেছেন। আর এ সৃষ্টির উদ্দেশ্য হলো পার্থিব জীনবটিকে তাদের জন্য একটি পরীক্ষাগার করা। এ পরীক্ষা নেওয়ার জন্যই তাদেরকে চক্ষু ও কর্ণ দেওয়া হয়েছে যাতে তারা ভালোমন্দ দেখতে ও শুনতে পায়। আর তাদেরকে জ্ঞান-বুদ্ধি দিয়ে তাদের নিকট নবী-রাসূল ও কিতাব পাঠিয়ে পথ প্রদর্শনের ব্যবস্থা করা হয়েছে, যাতে তারা সঠিক পথ কোনটি তা জানবার সুযোগ পায়। সুতরাং এরপর তাদেরকে এ দুনিয়ার জীবনে ভালোমন্দ, ঈমানী ও কুফরি পথের যে কোনো একটি পথ বেছে নেওয়ার স্বাধীনতা দেওয়া হয়েছে। ইচ্ছা করলে তারা কুফরির পথ গ্রহণ করতে পারে আবার ইচ্ছা করলে ঈমানের পথও গ্রহণ করতে পারে। কিন্তু যারা কুফরির পথ গ্রহণ করে অকৃতজ্ঞ হবে তাদের শাস্তির জন্য শৃঙ্খল-বেড়ি ও লেলিহান অগ্নি প্রস্তুত রয়েছে। আর যারা ঈমানের পথ গ্রহণ করে নেককার হবে তাদের জন্য প্রস্তুত রাখা হয়েছে চিরন্তন জান্নাত। তাতে তারা কাফুর মিশ্রিত পানীয় পান করবে।

৭-২২ নং আয়াতে মু'মিন বান্দাদের প্রশংসা করে জান্নাতে তাদের অপূর্ব ও অফুরন্ত নিয়ামতের বর্ণনা দেওয়া হয়েছে। বলা হয়েছে– আমার মু'মিন বান্দাগণ আমার নামে যে মানত করে তা পূর্ণরূপে আদায় করে, তারা এতিম, মিসকিন ও বন্দিগণকে পানাহার করায় দুনিয়ার কোনো স্বার্থ ও সুযোগ-সুবিধা লাভের জন্য নয়; বরং নিছক আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভের উদ্দেশ্যে করে থাকে। এমনকি তাদের নিকট কৃতজ্ঞতা প্রকাশেরও আশা তারা করে না। তারা ভয়াবহ কিয়ামত ও হিসাব-নিকাশের ভয় করে। সুতরাং পরকালে তারা আল্লাহর নিয়ামত লাভ করে পরম আনন্দ ও সুখ ভোগ করবে, তাদের চেহারা আনন্দে উজ্জ্বল হয়ে উঠবে। তাদেরকে এ জান্নাতের অফুরন্ত নিয়ামতরাজি– আল্লাহর পথে তাদের ত্যাগ-তিতিক্ষা ধৈর্য-সহিষ্ণুতা অবলম্বনের প্রতিদানেই দেওয়া হবে। তথায় তারা রেশমাবস্ত্র পরিধান করবে এবং স্বর্ণ-রৌপ্যের অলংকার তাদের দেহে শোভা পাবে। তাদের সেবাযত্নের জন্য থাকবে হুর-গেলমান। তাদের জন্য উন্নত মানের পানীয়ের ব্যবস্থা থাকবে। তাদের আসবাবপত্রগুলো হবে রৌপ্য নির্মিত ও কাঁচের আসবাব। হে নবী! আপনি যদি এ সব দেখেন, তবে দেখবেন কেবল অথৈ ও রাশি রাশি নিয়ামত এবং বিশাল সাম্রাজ্য। এ সব নিয়ামত আপনাদেরকে প্রতিদানস্বরূপ এবং আপনাদের কর্মের প্রতিফল হিসেবে প্রদান করা হবে।

২৩-৩১ আয়াতে বলা হয়েছে, এ কুরআন আমারই কালাম। আমিই বিভিন্ন সময় প্রয়োজন অনুসারে খণ্ড খণ্ড করে তা অবতীর্ণ করেছি। সুতরাং কাফেরগণ যা কিছুই বলুক সেদিকে কর্ণপাত করবেন না। আপনি আপনার প্রতিপালকের হুকুমের অপেক্ষায় থাকুন। আপনি পাপিষ্ঠ ও কাফের লোকদের কথা মেনে চলবেন না। আপনি সকাল-সন্ধ্যায় আপনার প্রতিপালকের স্মরণে থাকুন এবং রাত্রিকালে দীর্ঘক্ষণ নামাজে অতিবাহিত করুন। কাফেরগণ এ দুনিয়াকে অতিশয় ভালোবাসে বলেই পরকালকে ছেড়ে দিয়েছে। এ কাফের পাপিষ্ঠগণকে আমিই সৃষ্টি করেছি এবং তাদেরকে ধ্বংস করে তাদের স্থলে অন্য জাতি সৃষ্টি করতে আমি পূর্ণমাত্রায় সক্ষম। বস্তুত আমার এ কুরআন হচ্ছে উপদেশ ভাণ্ডার। যার ইচ্ছা হয় সে তার উপদেশ গ্রহণ করে তার প্রতিপালকের পথ গ্রহণ করুক; অথবা তাকে পরিহার করুক। এ ব্যাপারে মানুষকে পূর্ণমাত্রায় স্বাধীন রাখা হয়েছে। আল্লাহ যাকে ইচ্ছা তাঁর অনুগ্রহ দান করেন; কিন্তু সীমালঙ্ঘনকারী কাফেরদের প্রতি রয়েছে তাঁর নির্মম চিরন্তন শাস্তি। অতএব, হে মানবকুল সাবধান!

পূর্ববর্তী সূরার সাথে সম্পর্ক : পূর্ববর্তী সূরায় কিয়ামতের ভয়াবহ অবস্থার বিবরণ স্থান পেয়েছে এবং যারা কিয়ামতকে অস্বীকার করে তাদের জন্য দলিল উপস্থাপন করা হয়েছে। আর এ সূরায় আল্লাহ তা'আলার বিস্ময়কর কুদরতের বর্ণনা রয়েছে। মানুষকে তিনি তাঁর বিশেষ কুদরতে অস্তিত্ব দান করেছেন, এরপর মানুষের সম্মুখে তিনি হেদায়েত ও গোমরাহীর দু'টি স্বতন্ত্র পথ তুলে ধরেছেন। মানুষকে আল্লাহ তা'আলা বিবেক-বুদ্ধি দান করেছেন, যে বিবেক-বুদ্ধি প্রয়োগ করে এবং হেদায়েতের পথ গ্রহণ করে সে আল্লাহ তা'আলার নিয়ামত লাভ করবে। যে বিবেক-বুদ্ধি প্রয়োগ করবে না, হেদায়েতের স্থলে গোমরাহীকে গ্রহণ করবে তার শাস্তি অবধারিত। –[নূরুল কুরআন]

هَلْ أَتَىٰ عَلَى الْإِنْسَانِ حِينٌ مِّنَ الدَّهْرِ لَمْ يَكُنْ شَيْئًا مَّذْكُورًا — ١

শানে নুযূল : তাবারানী ও ইবনে মারদুভিয়া হযরত ইবনে ওমর (রা.)-এর উদ্ধৃতি দিয়ে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেন– রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর নিকট আবিসিনিয়া হতে একজন লোক আসল। হযরত রাসূল ﷺ তাকে বললেন, তুমি জিজ্ঞেস করে বুঝে নাও। তখন সে লোকটি বলল, হে আল্লাহর রাসূল ﷺ! আপনিতো রং, আকৃতি ও নবুয়ত দ্বারা আমাদের উপর

https://e-ilm.weebly.com/

মর্যাদার উচ্চাসন গ্রহণ করে নিলেন। অতএব, আপনি যার প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করেছেন আমিও যদি তার প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করি এবং আপনি যে আমল করেছেন আমিও যদি সে আমল করি, তাহলে আমি আপনার সাথে বেহেশতে থাকতে পারব কী? তিনি বললেন, হ্যাঁ! যার কর্তৃত্বে আমার আত্মা সেই আল্লাহর কসম হাজারো বৎসরের দূরত্ব থেকে বেহেশতের মাঝে কালোর মাঝে শুভ্রতা দেখা যাবে। অতঃপর তিনি বলেন, যে ব্যক্তি لَا إِلٰهَ إِلَّا اللّٰهُ বলবে আল্লাহর নিকট তার জন্য একটি প্রতিশ্রুতিবদ্ধতা হয়ে যাবে। আর যে ব্যক্তি سُبْحَانَ اللّٰهِ وَبِحَمْدِهٖ বলবে তার জন্য এক কোটি বিশ লক্ষ্য নেকি লিখা হবে। তখন সেই অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে আল্লাহ তা'আলা ১-২০ আলোচ্য আয়াত সমূহ নাজিল করেন। –[ফতহুল কাদীর ৩৪৩/৫, কুরতুবী ১৩২/১৯]

إِنَّ الْأَبْرَارَ يَشْرَبُونَ مِنْ كَأْسٍ كَانَ مِزَاجُهَا كَافُورًا (٥)

শানে নুযূল : ইবনে আসাকির মুজাহিদ (র.)-এর উদ্ধৃতি দিয়ে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেন রাসূল ﷺ যখন সাতজন মুহাজিরের দায়িত্ব মক্কার বদরী মুশরিক বন্দিদের ব্যয় ধার্য্য করে দেন। সে সাতজন হলেন যথাক্রমে হযরত আবূ বকর, ওমর, আলী, যুবাইর, আব্দুর রহমান, সা'আদ ও আবূ উবায়দা ইবনুল জাররাহ (রা.)। তখন আনসারীগণ বলছিলেন যে, তাদের সাথে যুদ্ধ করলাম আল্লাহ ও তদ্বীয় রাসূলের পথে আবার তাদের জন্য ব্যয় করা হচ্ছে। আনসারীগণের অভিযোগের পরিপ্রেক্ষিতে আল্লাহ তা'আলা আলোচ্য ৫-১৮ নং পর্যন্ত আয়াত সমূহ নাজিল করেন। –[কুরতুবী ১১৭/১৯, দুররে মানছুর ২১৯/৬]

মুকাতিল বলেন, এক আনসারী একই দিনে দুঃস্থ, এতিম ও বন্দিকে খাদ্য দান করেছিলেন, দানবীর সেই আনসারী সম্পর্কে আল্লাহ তা'আলা আলোচ্য আয়াত নাজিল করেন। –[কুরতুবী ১১৭/১৯]

وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا (٨)

শানে নুযূল : এ আয়াত আবুল দাহহার (রা.) -এর ব্যাপারে অবতীর্ণ হয়। তিনি রোজা অবস্থায় ছিলেন। ইফতারের সময় তার কাছে চারটি রুটি ছিল। তার মাঝে কতিপয় এতিম মিসকিন কয়েদীকে ক্ষুধার্ত দেখে তাদেরকে তিনটি রুটি দিয়ে দেন। বাকি একটি দ্বারা তার পরিবারের সকলে আহার কার্য সম্পন্ন করেন।

وَإِذَا رَأَيْتَ ثَمَّ رَأَيْتَ نَعِيمًا وَمُلْكًا كَبِيرًا (٢٠)

শানে নুযূল : একদিন হযরত ওমর (রা.) এসে দেখতে পান যে, রাসূল ﷺ খেজুর পাতার চাটাইয়ের উপর শুয়ে আছেন। নবীজীর শরীরে চাটাইয়ের দাগ পড়ে গেছে। তা দেখে হযরত ওমর (রা.) কেঁদে ফেলেন। তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ জিজ্ঞাসা করলেন, হে ওমর! তুমি কাঁদছ কেন? তিনি আরজ করলেন, আমরা একদিকে পারস্য রাজ ও তার তার বিশাল রাজত্ব অন্য দিকে রোম রাজ ও তার বিশাল রাজত্ব এবং আবিসিনিয়ার বিশাল রাজত্ব ও সেসব রাজ বর্গেও আরাম আয়েশের চিত্র দেখতে পাই। অন্য দিকে আপনি যিনি আল্লাহ পাকের রাসূল। আপনি খেজুর পাতার চাটাইয়ে শুয়ে আছেন। তখন হযরত রাসূল ﷺ ইরশাদ করলেন, যে, তুমি তাতে সন্তুষ্ট নও যে, তাদের জন্যে দুনিয়া ও আমাদের জন্য আখেরাতকে আরাম করা হয়েছে সে প্রেক্ষিতেই আল্লাহ পাক এই আয়াতে কারীমা অবতরণ করেন। –(কানযুন নুকূল : ১০৬)

فَاصْبِرْ لِحُكْمِ رَبِّكَ وَلَا تُطِعْ مِنْهُمْ آثِمًا أَوْ كَفُورًا (٢٤)

শানে নুযূল–১ : কাফের সর্দার একদা আবূ জাহল বলল, আমি যদি কখনো মুহাম্মদ ﷺ -কে নামাজরত দেখতে পাই তাহলে তার গর্দান দ্বিখণ্ডিত করে দিব। এ পরিপ্রেক্ষিতে এই আয়াত অবতীর্ণ হয়। –(কানযুন নুকূল : ১০৬)

শানে নুযূল–২ : ইবনে জারীর ও ইবনুল মুনযির প্রমুখ হযরত কাতাদাহ (রা.)-এর উদ্ধৃতি দিয়ে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেন, যখন হযরত রাসূল ﷺ -এর উপর নামাজ ফরজ করা হয়, তখন আবূ জাহল ঘোষণা দিয়েছিল যে, আমি যদি মুহাম্মদকে নামাজ আদায় করতে দেখতে পাই, তাহলে তার গণ্ডদেশ ছিড়ে ফেলব। সে পরিপ্রেক্ষিতে আল্লাহ তা'আলা আলোচ্য আয়াত নাজিল করেন। –[দুররে মানছুর ৩০৩/৬, কুরতুবী ১৩২/১৯]

শানে নুযূল–৩ : অপর এক বর্ণনা মতে আলোচ্য আয়াত উতবা বিন রবীআ ও ওলীদ বিন মুগীরা সম্পর্কে নাজিল করা হয়েছে। ঘটনা প্রবাহ হচ্ছে যে, তারা রাসূল ﷺ -এর খেদমতে অনেক ধন সম্পদ ও সুন্দরী নারী এনে পেশ করে যাতে তিনি নবুয়তের দাবি প্রত্যাহার করেন। সেই দুই নরাধম সম্পর্কে আলোচ্য আয়াত নাজিল করা হয়।

শানে নুযূল–৪ : মুকাতিল বলেন, বিবাহের প্রস্তাব করেছিল উতবা বিন রবীআহ। সে বলেছিল কুরাইশের মধ্যে আমার কন্যাই হচ্ছে একমাত্র সুন্দরী। সুতরাং তুমি নবুয়তের দাবি হতে সরে দাড়াও আমার এ কন্যাটি তোমার নিকট বিবাহ দিব। ওয়ালীদ বলল, তুমি যা করছ যদি ধন সম্পদের লালসায় করে থাক, তাহলে তোমাকে পরিতৃপ্ত করে আমি সম্পদ দান করব। আর এ পথ থেকে তুমি ফিরে আস। এ প্রস্তাবের পরিপ্রেক্ষিতে আলোচ্য আয়াত নাজিল করা হয়েছে। –[কুরতুবী ১৩৩/১৯, রূহুল মা'আনী ২১০/২৯/১৫]

https://e-ilm.weebly.com/

إِنَّ هَٰؤُلَاءِ يُحِبُّونَ الْعَاجِلَةَ وَيَذَرُونَ وَرَاءَهُمْ يَوْمًا ثَقِيلًا ﴿٢٧﴾

শানে নুযূল -১ : আলোচ্য আয়াতের শানে নুযূল সম্পর্কে একাধিক মতামত রয়েছে। কারো মতে আলোচ্য আয়াত ইহুদিদের সম্পর্কে অবতীর্ণ হয়েছে। ঘটনা প্রবাহ হচ্ছে, ইহুদিরা রাসূল ﷺ -এর পরিচিতিকে গোপন করত তাঁর নবুয়তের হক্কানিয়াত ও সত্যতাকে অস্বীকার করত। তারা নগদ অর্থ সম্পদকে ভালোবাসত এবং রাসূল ﷺ -এর পরিচিতি ও নবুয়ত গোপন করে রাখার জন্য ঘুষ গ্রহণ করত। জাগতিক অর্থ সম্পদের প্রলোভনে ইহুদিদের সত্য গোপন রাখার পরিপ্রেক্ষিতে আলোচ্য আয়াত নাজিল করা হয়।

শানে নুযূল -২ : কারো মতে আলোচ্য আয়াত মুনাফিকদের সম্পর্কে নাজিল করা হয়েছে। মুনাফিকেরাও জাগতিক ধন সম্ভারের প্রলোভনে পড়ে কুফরিকে গোপন করে রাখে। তাদের এহেন কপটতা সম্পর্কে আল্লাহ তা'আলা আলোচ্য আয়াত নাজিল করেন। –[কুরতুবী ১৩৪/১৯]

সূরা দাহরের অপর নাম সূরা 'ইনসান' ও সূরা 'আবরার'। –(রূহুল-মা'আনী)

এতে মানব সৃষ্টির আদি-অন্ত, কর্মের প্রতিদান ও শাস্তি, কেয়ামত, জান্নাত ও জাহান্নামের বিশেষ বিশেষ অবস্থার উপর বিশুদ্ধ ও সাবলীল ভঙ্গিতে আলোকপাত করা হয়েছে।

هَلْ أَتَىٰ عَلَى الْإِنسَانِ حِينٌ مِّنَ الدَّهْرِ لَمْ يَكُن شَيْئًا مَّذْكُورًا : هَلْ অব্যয়টি আসলে প্রশ্নবোধকরূপে ব্যবহৃত হয়। মাঝে মাঝে কোনো জাজ্বল্যমান ও প্রকাশ্য বিষয়কে প্রশ্নের আকারে ব্যক্ত করা যায়, যাতে তার প্রকাশ্যতা আরও জোরদার হয়ে যায়। উদ্দেশ্য এই যে, যাকেই জিজ্ঞাসা করবে, সে এ উত্তরই দিবে, অপর কোনো সম্ভাবনাই নেই। উদাহরণত ঃ কেউ দুপুরের সময় কাউকে জিজ্ঞাসা করে–এখন কি দিন নয়? এটা দৃশ্যতঃ প্রশ্ন হলেও প্রকৃতপক্ষে বিষয়টি যে একেবারে চরম জাজ্বল্যমান, তারই বর্ণনা। তাই এ ধরনের স্থানে কোনো কোনো তাফসীরবিদ বলেছেন যে, هَلْ অব্যয়টি এখানে قَدْ (বাস্তবিক নিশ্চয়তার) অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। যাহোক, আয়াতের উদ্দেশ্য এই যে, মানুষের উপর এমন দীর্ঘ এক সময় অতিবাহিত হয়েছে, যখন পৃথিবীতে তার নাম-নিশানা এমন কি, আলোচনা পর্যন্ত ছিল না। حِيْنٌ শব্দটিকে تَنْوِيْن সহ উল্লেখ করে সময়ের দীর্ঘতার দিকে ইঙ্গিত করা হয়েছে। আয়াতে বর্ণিত যে দীর্ঘ সময় মানুষের উপর অতিবাহিত হয়েছে, তাতে তার কোনো না কোনো পর্যায়ে বিদ্যমান থাকা অপরিহার্য। নতুবা মানুষের উপর অতিবাহিত হয়েছে–একথা বলা দুরস্ত হয় না। তাই অধিকাংশ তাফসীরবিদের মতে এই দীর্ঘ সময়ের অর্থ মায়ের পেটে গর্ভ সঞ্চারের পর থেকে জন্মগ্রহণ পর্যন্ত সময়, যা সাধারণতঃ নয় মাসে হয়ে থাকে। এতে মানব সৃষ্টির যত স্তর অতিবাহিত হয়–বীর্য থেকে দেহ, অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ, প্রাণ সঞ্চার ইত্যাদি সব দাখিল আছে। এই সম্পূর্ণ সময়ে এক পর্যায়ে তার অস্তিত্ব প্রতিষ্ঠিত থাকলেও সে ছেলে, না মেয়ে তা কেউ জানে না। ফলে কোথাও তার কোনো আলোচনা পর্যন্ত হয় না। আয়াতে বর্ণিত দীর্ঘ সময়কে আরও বিস্তৃত অর্থ দেওয়া যেতে পারে। যে বীর্য থেকে মানব সৃষ্টির সূচনা, সেই বীর্যও খাদ্য থেকে উৎপন্ন হয়। সেই খাদ্য এবং খাদ্যের পূর্ববর্তী উপকরণ কোনো না কোনো আকারে দুনিয়াতে ছিল। এই সময়কেও শামিল করলে আয়াতে বর্ণিত দীর্ঘ সময় হাজারো বছর হতে পারে। সারকথা, এই আয়াতে আল্লাহ তা'আলা মানুষের দৃষ্টি এক নিগূঢ়তত্ত্বের দিকে আকৃষ্ট করেছেন। মানুষ যদি সামান্য জ্ঞান-বুদ্ধিরও অধিকারী হয় এবং এই তত্ত্ব সম্পর্কে কিছুটা চিন্তা-ভাবনা করে, তবে একদিকে তার নিজের স্বরূপ তার কাছে উদঘাটিত হয়ে যাবে এবং অপরদিকে স্রষ্টার অস্তিত্ব, জ্ঞান ও অপার শক্তিতে বিশ্বাস স্থাপন করা ছাড়া তার গত্যন্তর থাকবে না। যদি একজন সত্তর বছর বয়স্ক ব্যক্তি ধ্যান করে যে, এখন থেকে একাত্তর বছর পূর্বে তার কোনো নাম-নিশানা ছিল না, কোনো ভঙ্গিতেই কেউ তার সম্পর্কে কোনো আলোচনা করতে পারত না, পিতামাতা ও দাদা-দাদীর মনেও তার বিশেষ অস্তিত্বের কোনো আশঙ্কা পর্যন্ত ছিল না, তখন কি বস্তু তার আবিষ্কার ও সৃষ্টির কারণ হয়েছে এবং কোন বিস্ময়কর অপার শক্তি সারা বিশ্বে বিস্তৃত কণাসমূহকে তার অস্তিত্বে একত্রিত করে তাকে একজন হুঁশিয়ার, জ্ঞানী, শ্রোতা ও চক্ষুষ্মান মানুষে রূপান্তরিত করেছে, তবে সে স্বতঃস্ফূর্তভাবে একথা বলতে বাধ্য হবে যে,

ما نبود یم وتقاضا ما نبود - لطف تو نا گفته ما می شنود

এরূপর মানব সৃষ্টির সূচনা এভাবে বর্ণিত হয়েছে ঃ إِنَّا خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِن نُّطْفَةٍ أَمْشَاجٍ অর্থাৎ আমি মানুষকে মিশ্র বীর্য থেকে সৃষ্টি করেছি। أَمْشَاجٌ শব্দটি مَشِيْجٌ -এর বহুবচন। অর্থ মিশ্র। বলাবাহুল্য এখানে নর ও নারীর মিশ্র বীর্য বোঝানো হয়েছে। অধিকাংশ তাফসীরবিদ তাই বলেছেন। কেউ কেউ বলেন ঃ এখানে أَمْشَاجٌ বলে রক্ত, শ্লেষ্মা, অম্ল, পিত্ত–এই শারীরিক উপাদান চতুষ্টয় বোঝানো হয়েছে। এগুলো দিয়ে বীর্য গঠিত হয়।

প্রত্যেক মানুষের সৃষ্টিতে সারা বিশ্বের উপাদান ও কণা শামিল আছে ঃ চিন্তা করলে দেখা যায়, উপরিউক্ত শারীরিক উপাদান চতুষ্টয়ও বিভিন্ন প্রকার খাদ্য থেকে অর্জিত হয়। প্রত্যেক মানুষের খাদ্য সম্পর্কে চিন্তা করলেও দেখা যায়, এতে দূর-দূরান্ত দেশ ও ভূখণ্ডের উপাদান পানি, বায়ু ইত্যাদির মাধ্যমে শামিল হয়। এভাবে একজন মানুষের বর্তমান শরীর বিশ্লেষণ করলে জানা যাবে যে, এটা এমন উপাদান ও কণাসমূহের সমষ্টি, যা বিশ্বের আনাচে-কানাচে বিক্ষিপ্ত ছিল।

https://e-ilm.weebly.com/

সর্বশক্তিমানের অভাবনীয় ব্যবস্থা সেগুলোকে বিস্ময়করভাবে তার শরীরে একত্রিত করেছে। أَمْشَاجٍ -এর এই শেষোক্ত অর্থ অনুযায়ী এর দ্বারা কিয়ামত-অবিশ্বাসীদের সর্ববৃহৎ সন্দেহের অবসানও হয়ে যায়। কেননা এই নিরীশ্বরবাদীদের মতে কিয়ামত সংঘটিত হওয়া এবং মৃতদের পুনরুজ্জীবিত হওয়ার পথে সর্ববৃহৎ অন্তরায় এটাই যে, মানুষ মরে মৃত্তিকায় পরিণত হয়, এরপর তা ধূলিকণা হয়ে বিশ্বময় ছড়িয়ে পড়ে। এসব কণাকে পুনরায় একত্র করা এবং তাতে প্রাণ সঞ্চার করা তাদের মতে যেন একেবারে অসম্ভব।

أَمْشَاجٍ -এর তাফসীরে তাদের এই সন্দেহের সুস্পষ্ট জবাব রয়েছে। কারণ মানুষের প্রথম সৃষ্টিতেও তো সারা বিশ্বের উপাদান ও কণাসমূহ শামিল ছিল। এই প্রথম সৃষ্টি যার জন্য কঠিন হলো না, পুনর্বার সৃষ্টি তার জন্য কঠিন হবে কেন?

نَبْتَلِيهِ : এটা اِبْتِلَاءٌ থেকে উদ্ভূত। অর্থ পরীক্ষা করা। এই বাক্যে মানব সৃষ্টির উদ্দেশ্য ও রহস্য বিধৃত হয়েছে। অর্থাৎ মানুষকে এভাবে সৃষ্টি করার উদ্দেশ্য তাকে পরীক্ষা করা, পরের আয়াতে তা বর্ণনা করে বলা হয়েছে যে, আমি পয়গম্বর ও ঐশী গ্রন্থের মাধ্যমে তাকে পথ বলে দিয়েছি যে, এই পথ জান্নাতের দিকে এবং এই পথ জাহান্নামের দিকে যায়। এরপর তাকে ক্ষমতা দিয়েছি যে কোনো পথ অবলম্বন করার। সেমতে তারা দু'দলে বিভক্ত হয়ে যায়। إِمَّا شَاكِرًا وَإِمَّا كَفُورًا অর্থাৎ একদল তো তাদের স্রষ্টা ও নিয়ামতদাতাকে চিনে তাঁর কৃতজ্ঞতা স্বীকার করেছে ও তাঁর প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করেছে কিন্তু অপর দল অকৃতজ্ঞ হয়ে কাফের হয়ে গেছে। অতঃপর উভয়দলের প্রতিফল ও পরিণাম উল্লেখ করা হয়েছে যে, কাফেরদের জন্যে রয়েছে শিকল, বেড়ী ও জাহান্নাম। আর ঈমান ও ইবাদত পালনকারীদের জন্য রয়েছে অফুরন্ত নিয়ামত। সর্বপ্রথম পানীয় বস্তুর উল্লেখ করা হয়েছে যে, তাদেরকে এমন শরাবের পাত্র দেওয়া হবে, যাতে কাফুরের মিশ্রণ থাকবে। কোনো কোনো তাফসীরকারক বলেন ঃ কাফুর জান্নাতের একটি ঝরনার নাম। এই শরাবের স্বাদ ও গুণ বৃদ্ধি করার জন্যে তাতে এই ঝরনার পানি মিলানো হবে। যদি কাফুরের প্রসিদ্ধ অর্থ নেওয়া হয়, তবে জরুরি নয় যে, জান্নাতের কাফুর দুনিয়ার কাফুরের ন্যায় অখাদ্য হবে। বরং সেই কাফুরের বৈশিষ্ট্য ভিন্ন হবে।

عَيْنًا يَشْرَبُ بِهَا عِبَادُ اللّٰهِ : عَيْنًا শব্দটি كَافُورًا -এর بَدَل ও হতে পারে। এমতাবস্থায় এটা নির্দিষ্ট যে, আয়াতে কাফূর বলে জান্নাতের ঝরনাই বোঝানো হয়েছে। عِبَادُ اللّٰهِ বলে আল্লাহর সেসব নেক বন্দাকেই বোঝানো হয়েছে, ইতঃপূর্বে যাদেরকে اَبْرَارٌ বলা হয়েছিল। পক্ষান্তরে যদি عَيْنًا শব্দটি مِنْ كَأْسٍ -এর بَدَل হয়, তবে এটা অন্য কোনো ঝরনা ও পানির বর্ণনা হবে। এমতাবস্থায় عِبَادُ اللّٰهِ -এর অর্থ হবে اَبْرَارٌ থেকে নিম্নস্তরের অন্য কোনো দল।

يُوْفُوْنَ بِالنَّذْرِ এতে বিধৃত হয়েছে যে, সৎকর্মশীল বান্দাগণকে এসব নিয়ামত কিসের ভিত্তিতে দেওয়া হবে। অর্থাৎ তারা আল্লাহর ওয়াস্তে যে কাজের মানত করে, তা পূর্ণ করে। نَذْرٌ -এর শাব্দিক অর্থ নিজের জন্যে এমন কোনো কাজ ওয়াজিব করে নেয়, যা শরিয়তের তরফ থেকে তার দায়িত্বে ওয়াজিব নয়। এরূপ মানত পূর্ণ করা শরিয়তের আইনে ওয়াজিব। এখানে মানত পূর্ণ করাকে জান্নাতীদের মহান প্রতিদান ও অফুরন্ত নিয়ামত লাভের কারণ সাব্যস্ত করা হয়েছে। এতে ইঙ্গিত রয়েছে যে, তারা যখন নিজেদের ওয়াজিব করা বিষয় পালনে যত্নবান, তখন যে সব ফরজ-ওয়াজিব কর্ম আল্লাহর পক্ষ থেকে তাদের জন্য অপরিহার্য করে দেওয়া হয়েছে, সেগুলো পালনে আরও উত্তমরূপে যত্নবান হবে। এভাবে মানত পূর্ণ করার মধ্যে সকল ওয়াজিব ও ফরজ কর্ম পালনের বিষয় শামিল হয়ে গেছে। ফলে জান্নাতের নিয়ামতসমূহ লাভের পূর্ণ কারণ হবে পূর্ণ আনুগত্য এবং ফরজ ও ওয়াজিব কর্মসমূহ সম্পাদন। তবে মানত পূর্ণ করা যে ওয়াজিব ও গুরুত্বপূর্ণ, তা এই বাক্য দ্বারা প্রমাণিত হয়েছে।

মাস'আলা : কয়েকটি শর্তসাপেক্ষ মানত হয়ে থাকে ১. যে কাজের মানত করা হয় তা জায়েজ ও হালাল হওয়া চাই এবং গুনাহ না হওয়া চাই। কেউ কোনো নাজায়েজ কাজের মানত করলে তা পূর্ণ না করা ওয়াজিব। এমতাবস্থায় কসম ভঙ্গ করে তার কাফফারা আদায় করতে হবে। ২. কাজটি আল্লাহর পক্ষ থেকে ওয়াজিব না হওয়া চাই। সেমতে কোনো ব্যক্তি ফরজ নামাজ অথবা ওয়াজিব বেতেরের মানত করলে তা মানত হবে না।

ইমাম আযম আবূ হানীফা (র.)-এর মতে আরও একটি শর্ত এই যে, যেসব ইবাদত শরিয়তে ওয়াজিব করা হয়েছে, সেই জাতীয় কাজের মানত করতে হবে, যেমন নামাজ-রোজা, সদকা, কুরবানি ইত্যাদি। যে জাতীয় কাজের কোনো ইবাদত শরিয়তে উদ্দিষ্ট নয়, সেই জাতীয় কোনো মানত করলে তা পূর্ণ করা জরুরি হয় না; যেমন কোনো রুগ্ণ ব্যক্তিকে দেখতে যাওয়া অথবা জানাজার পশ্চাৎগমন ইত্যাদি। এগুলো ইবাদত হলেও উদ্দিষ্ট ইবাদত নয়।

وَيُطْعِمُوْنَ الطَّعَامَ عَلٰى حُبِّهٖ مِسْكِيْنًا وَّيَتِيْمًا وَّ اَسِيْرًا : অর্থাৎ জান্নাতীদের এসব নিয়ামত এ কারণেও যে, তারা দুনিয়াতে অভাবগ্রস্ত, এতিম ও বন্দিদেরকে আহার্য দান করত। عَلٰى حُبِّهٖ -এর মর্মার্থ এই যে, তারা শুধু নিজেদের প্রয়োজনের অতিরিক্ত আহার্যই দরিদ্রদেরকে দান করে না ; বরং নিজেদের প্রয়োজন সত্ত্বেও দান করে। দরিদ্র ও এতিমদেরকে আহার্য দেওয়া যে ইবাদত, তা বর্ণনাসাপেক্ষ নয়। বন্দি বলে এমন বন্দি বোঝানো হয়েছে, যাকে শরিয়তের নীতি অনুযায়ী বন্দি করা হয়েছে−সে কাফের হোক অথবা মুসলমান অপরাধী। বন্দিকে খাওয়ানো ইসলামি রাষ্ট্রের দায়িত্ব। কেউ বন্দিকে আহার্য দিলে সে যেন সরকার ও বায়তুল মালকে সাহায্য করে। তাই বন্দি কাফের হলেও তাকে খাওয়ানো ছওয়াবের কাজ। ইসলামের প্রাথমিক যুগে বন্দিদেরকে খাওয়ানো ও তাদের হেফাজতের দায়িত্ব সাধারণ মুসলমানদের উপর বণ্টন করে অর্পণ করা হতো। বদর যুদ্ধের বন্দিদের বেলায় তাই করা হয়েছিল।

https://e-ilm.weebly.com/

قَوَارِيرَا مِنْ فِضَّةٍ : দুনিয়ার রৌপ্য-পাত্র গাঢ় ও মোটা হয়ে থাকে- আয়নার মতো স্বচ্ছ হয় না। পক্ষান্তরে কাঁচ নির্মিত পাত্র রৌপ্যের মতো শুভ্র হয় না। উভয়ের মধ্যে বৈপরীত্য আছে, কিন্তু জান্নাতের বৈশিষ্ট্য এই যে, সেখানকার রৌপ্য আয়নার মতো স্বচ্ছ হবে। হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) বলেন ঃ জান্নাতের সব বস্তুর নজির দুনিয়াতেও পাওয়া যায়। তবে দুনিয়ার রৌপ্য নির্মিত গ্লাস ও পাত্র জান্নাতের পাত্রের ন্যায় স্বচ্ছ নয়।

وَيُسْقَوْنَ فِيهَا كَأْسًا كَانَ مِزَاجُهَا زَنْجَبِيلًا : زَنْجَبِيل -এর প্রসিদ্ধ অর্থ শুঁঠ বা শুকনা আদা। আরবরা শরাবে এর মিশ্রণ পছন্দ করত। তাই জান্নাতেও একে পছন্দ করা হয়েছে। কেউ কেউ বলেন ঃ জান্নাতের বস্তু ও দুনিয়ার বস্তু নামেই কেবল অভিন্ন। বৈশিষ্ট্যে উভয়ের মধ্যে অনেক ব্যবধান। তাই দুনিয়ার আদার আলোকে জান্নাতের আদাকে বুঝার উপায় নেই।

وَحُلُّوا أَسَاوِرَ مِنْ فِضَّةٍ : أَسَاوِرَ শব্দটি سِوَارٌ -এর বহুবচন। অর্থ কংকন যা হাতে পরিধান করার অলংকারবিশেষ। এই আয়াতে রূপার কংকন এবং অন্য এক আয়াতে স্বর্ণের কংকন উল্লেখ করা হয়েছে। উভয়ের মধ্যে বিরোধ নেই। কেননা কোনো সময় রূপার এবং কোনো সময় স্বর্ণের কংকন ব্যবহৃত হতে পারে, অথবা কেউ রূপার এবং কেউ স্বর্ণের ব্যবহার করতে পারে। কিন্তু এখানে কথা থাকে এই যে, কংকন নারীদের ব্যবহারের অলংকার। পুরুষদের জন্য এরূপ অলংকার পরিধান করা সাধারণত দূষণীয়। জবাব এই যে, কোনো অলংকার নারীদের জন্য নির্দিষ্ট হওয়া এবং পুরুষদের জন্য দূষণীয় হওয়া– এটা সর্বতোভাবে প্রচলন ও অভ্যাসের উপর নির্ভরশীল। কোনো কোনো দেশে অথবা জাতিতে যে জিনিস দূষণীয়, অন্য জাতিতে তাই পছন্দনীয় হয়ে থাকে। পারস্য সম্রাটগণ হাতে কংকন পরিধান করতেন এবং বুকে ও মুকুটে অলংকারাদি ব্যবহার করতেন। এটা তাদের বৈশিষ্ট্য ও সম্মানরূপে গণ্য হতো। পারস্য সাম্রাজ্য বিজিত হওয়ার পর সম্রাটদের যে ধনভাণ্ডার মুসলমানদের হস্তগত হয়, তাতে রাজকীয় কংকনও ছিল। দুনিয়ার বিভিন্ন দেশে সামান্য ভৌগোলিক ও জাতিগত তফাতের কারণে যখন এরূপ হতে পারে, তখন জান্নাতকে দুনিয়ার আলোকে দেখার কোনো মানে থাকতে পারে না। জান্নাতে অলংকারাদি পুরুষদের জন্যও উত্তম বিবেচিত হবে।

إِنَّ هٰذَا كَانَ لَكُمْ جَزَاءً وَكَانَ سَعْيُكُمْ مَشْكُورًا : অর্থাৎ জান্নাতীরা যখন জান্নাতে পৌঁছে যাবে, তখন আল্লাহর তরফ থেকে বলা হবে ঃ জান্নাতের এসব বিস্ময়কর অবদানসমূহ তোমাদের দুনিয়াতে কৃতকর্মসমূহের প্রতিদান এবং তোমাদের প্রচেষ্টা আল্লাহর কাছে স্বীকৃতি পেয়েছে। এসব বাক্য মোবারকবাদ হিসাবে বলা হবে। আশেক ও প্রেমিকদেরকে জিজ্ঞেস করে দেখুন, জান্নাতের সব নিয়ামত একদিকে এবং রাব্বুল আলামীনের এই উক্তি একদিকে; নিঃসন্দেহে এটাই সবচেয়ে বড় নিয়ামত। কারণ এতে আল্লাহ তা'আলা তাঁর সন্তুষ্টির সনদ বিতরণ করেছেন। সাধারণ জান্নাতীদের নিয়ামতসমূহ উল্লেখ করার পর অতঃপর রাসূলুল্লাহ ﷺ -কে প্রদত্ত বিশেষ নিয়ামতসমূহের আলোচনা করা হয়েছে। তন্মধ্যে সর্ববৃহৎ নিয়ামত হচ্ছে কুরআন অবতরণ। এই মহান নিয়ামত উল্লেখ করার পর প্রথমে রাসূলুল্লাহ ﷺ -কে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে যে, বিরোধী কাফেররা যে অস্বীকার, হঠকারিতা ও নানাভাবে আপনাকে হয়রানি করে, তজ্জন্য আপনি সবর করুন। এছাড়া দিবারাত্রি আল্লাহর ইবাদতে মশগুল থাকুন। এর মাধ্যমেই কাফেরদের হয়রানিরও অবসান হবে।

পরিশেষে কাফেরদের হঠকারিতার এই কারণ ব্যক্ত করা হয়েছে যে, এই মূর্খরা পার্থিব ধ্বংসশীল ভোগ-বিলাসে মত্ত হয়ে পরিণাম অর্থাৎ পরকাল বিস্মৃত হয়ে বসেছে। অথচ আমি দুনিয়াতেও খোদ তাদের অস্তিত্বে এমন উপকরণ রেখেছিলাম, যে সম্পর্কে চিন্তা করলে তারা তাদের সৃষ্টিকর্তা ও মালিককে চিনতে পারতো। বলা হয়েছে, نَحْنُ خَلَقْنٰهُمْ وَشَدَدْنَا أَسْرَهُمْ অর্থাৎ আমিই তাদেরকে সৃষ্টি করেছি এবং তাদের গঠন প্রকৃতি মজবুত ও সুদৃঢ় করেছি।

মানবদেহের গ্রন্থিতে কুদরতের অপূর্ব লীলা : এই আয়াতের ইঙ্গিত করা হয়েছে যে, মানুষ তার এক এক গ্রন্থি সম্পর্কে ভেবে দেখুক। উপযোগিতা ও আরামের খাতিরে দৃশ্যত এগুলো নরম ও নাজুক মনে হয় এবং নরম নরম মাংসপেশী দ্বারা পরস্পরে সংযুক্ত আছে। ফলে স্বভাবত এক-দুই বছরেই গ্রন্থির এই বন্ধন ও মাংসপেশী ক্ষয়প্রাপ্ত হওয়ার কথা ছিল; বিশেষত যখন এগুলো সারাক্ষণ নড়াচড়া এবং বাঁকানো মোড়ানোর মধ্যেই থাকে। এভাবে দিবারাত্র নড়াচড়ার মধ্যে থাকলে তো লোহার স্প্রিংও এক-দুই বছরে ক্ষয়প্রাপ্ত হয়ে ভেঙ্গে যায়। কিন্তু এসব নরম ও নাজুক মাংসপেশী কিভাবে দেহের গ্রন্থিসমূহকে বেঁধে রেখেছে! এগুলো না ক্ষয়প্রাপ্ত হয়, না ভেঙ্গে যায়। হাতের অঙ্গুলীর গ্রন্থিগুলোই দেখুন এবং হিসাব করুন, সারা জীবনে এরা কতবার নড়াচড়া করেছে এবং কেমন কেমন জোর ও চাপ এদের উপর পড়েছে। ইস্পাতের তৈরি হলেও এতো দিনে ক্ষয় হয়ে যেত। কিন্তু সত্তর-আশি বছর চালু থাকার পরও এগুলো সগর্বে অক্ষত আছে।

শব্দবিশ্লেষণ :

أَتٰى : সীগাহ واحد مذكر غائب বহছ ماضى معروف বাব ضَرَبَ মাসদার إِتْيَانٌ মূলবর্ণ (ء ـ ت ـ ى) জিনস মুরাক্কাব (مهموز فاء এবং ناقص يائى) অর্থ– অতীত হয়েছে, এসেছে।

نَبْتَلِيْهِ : সীগাহ جمع متكلم বহছ مضارع معروف বাব اِفْتِعَالٌ মাসদার اِبْتِلَاءٌ মূলবর্ণ (ب ـ ل ـ و) জিনস ناقص واوى অর্থ– আমি তাকে বিধানাধীন করেছি।

https://e-ilm.weebly.com/

يُفَجِّرُوْنَ : সীগাহ جمع مذكر غائب বহছ مضارع معروف বাব تَفْعِيْل মাসদার تَفْجِيْرٌ মূলবর্ণ (ف - ج - ر) জিনস صحيح অর্থ– তারা প্রবাহিত করে নিয়ে যাবে।

مُسْتَطِيْرًا : সীগাহ واحد مذكر বহছ اسم فاعل বাব اِسْتِفْعَالٌ মাসদার اِسْتِطَارٌ মূলবর্ণ (ط - ى - ر) জিনস اجوف واوى অর্থ– সর্বব্যাপী হবে।

اَمْشَاجٌ : শব্দটি বহুবচন; একবচনে مَشِيْجٌ ، مَشْجٌ অর্থ– সংমিশ্রিত।

عَبُوْسًا : মাসদার। বাব ضَرَبَ অর্থ– মলিন মুখ, ভ্রুকুটিপূর্ণ, কঠোর, রূঢ়, মাথা ঘুরানো, চিচি করা।

قَمْطَرِيْرًا : অর্থ– তিক্তকর। দুঃখ কষ্টের দীর্ঘ সময় অর্থাৎ কিয়ামত দিবস।

نَضْرَةً : ইসমে মানসূব। নাকেরাহ। অর্থ– স্ফূর্তি। সজীবতা, লাবণ্য।

دَانِيَةً : সীগাহ واحد مذكر বহছ اسم فاعل বাব نَصَرَ মাসদার اَلدُّنُوُّ মূলবর্ণ (د – ن – و) জিনস ناقص واوى অর্থ– ঝুঁকে থাকবে। নিকটবর্তী। কাছাকাছি। ঝুলন্ত।

ذُلِّلَتْ : সীগাহ واحد مؤنث غائب বহছ ماضى مجهول বাব تَفْعِيْل মাসদার تَذْلِيْلٌ মূলবর্ণ (ذ – ل – ل) জিনস مضاعف ثلاثى অর্থ– আয়ত্তাধীন থাকবে।

سَلْسَبِيْلَ : জান্নাতের একটি ঝরনার নাম। যার অর্থ হলো, পরিষ্কার পানি।

وِلْدَانٌ : অর্থ– জান্নাতের গিলমান, জান্নাতী বালকবৃন্দ।

حُلُّوْا : সীগাহ جمع مذكر غائب বহছ ماضى مجهول বাব تَفْعِيْل মাসদার تَحْلِيَةً মূলবর্ণ (ح – ل – ل) জিনস مضاعف ثلاثى অর্থ– তাদেরকে সজ্জিত করা হবে, ভূষিত করা হবে।

تَشَاءُوْنَ : সীগাহ جمع مذكر غائب বহছ مضارع معروف বাব سَمِعَ মাসদার مَشِيْئَةٌ মূলবর্ণ (ش - ى - ء) জিনস মুরাক্কাব (مهموز لام এবং اجوف يائى) অর্থ– তোমরা ইচ্ছা করতে পার।

مَنْثُوْرًا : সীগাহ واحد مذكر বহছ اسم مفعول বাব نَصَرَ মাসদার نَشْرٌ মূলবর্ণ (ن - ث - ر) জিনস صحيح অর্থ– বিক্ষিপ্ত।

اَسَاوِرَ : سِوَارٌ-এর বহুবচন। অর্থ– বালা, চুড়ি। কঙ্কন।

مَشْكُوْرًا : সীগাহ واحد مذكر বহছ اسم مفعول বাব نَصَرَ মাসদার شُكْرٌ মূলবর্ণ (ش - ك - ر) জিনস صحيح অর্থ– মকবুল হয়েছে।

شِئْنَا : সীগাহ جمع متكلم বহছ ماضى معروف বাব سَمِعَ মাসদার اَلْمَشِيْئَةُ মূলবর্ণ (ش - ى - ء) জিনস মুরাক্কাব (مهموز لام এবং اجوف يائى) অর্থ– আমি ইচ্ছা করি।

بَدَّلْنَا : সীগাহ جمع متكلم বহছ ماضى معروف বাব تَفْعِيْل মাসদার تَبْدِيْلٌ মূলবর্ণ (ب - د - ل) জিনস صحيح অর্থ– পরিবর্তন করে দিব।

اِتَّخَذَ : সীগাহ واحد مذكر غائب বহছ ماضى معروف বাব اِفْتِعَالٌ মাসদার اِتِّخَاذٌ মূলবর্ণ (ا - خ - ذ) জিনস مهموز فاء অর্থ– অবলম্বন করুক।

يُدْخِلُ : সীগাহ واحد مذكر غائب বহছ مضارع معروف বাব اِفْعَالٌ মাসদার اِدْخَالٌ মূলবর্ণ (د - خ - ل) জিনস صحيح অর্থ– অন্তর্ভুক্ত করেন।

ظَالِمِيْنَ : সীগাহ جمع مذكر বহছ اسم فاعل বাব ضَرَبَ মাসদার ظُلْمٌ মূলবর্ণ (ظ - ل - م) জিনস صحيح অর্থ– জালিমদের জন্য।

أَعَدَّ : সীগাহ واحد مذكر غائب বহছ ماضى معروف বাব اِفْعَالٌ মাসদার اِعْدَادٌ মূলবর্ণ (ع - د - د) জিনস مضاعف ثلاثى অর্থ– প্রস্তুত করে রেখেছেন।

বাক্য বিশ্লেষণ :

اِنَّ الْاَبْرَارَ يَشْرَبُوْنَ مِنْ كَاْسٍ كَانَ مِزَاجُهَا كَافُوْرًا : এখানে اِنَّ হলো حرف مشبه بالفعل আর اَلْاَبْرَارَ হলো اسم ان আর يَشْرَبُوْنَ বাক্যটি হলো خبر ان আর مِنْ كَاْسٍ টা يَشْرَبُوْنَ-এর সাথে متعلق আর يَشْرَبُوْنَ-এর মাফউল উহ্য রয়েছে। অর্থাৎ خَمْرًا مِنْ كَاْسٍ আর كَانَ مِزَاجُهَا كَافُوْرًا বাক্যটি كَاْسٍ-এর সিফত হয়েছে। আর كَانَ হলো ফে'লে নাকেস, আর مِزَاجُهَا হলো اسم كان আর كَافُوْرًا হলো خبر كان –[ই'রাবুল কুরআন অষ্টম খণ্ড, পৃ. ১৬২-১৬৩]

https://e-ilm.weebly.com/

سُوْرَةُ الْمُرْسَلٰتِ مَكِّيَّةٌ

সূরা মুরসালাত

মক্কায় অবতীর্ণ; আয়াত– ৫০, রুকূ‘– ২

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

পরম করুণাময়, দয়ালু আল্লাহর নামে শুরু করছি

১. সে সমস্ত বায়ুর শপথ, যা হিত সাধনের জন্য প্রেরিত হয়।	وَالْمُرْسَلٰتِ عُرْفًا ۙ ﴿١﴾
২. অনন্তর ঐ বায়ুর, যা প্রবলবেগে প্রবাহিত হয়।	فَالْعٰصِفٰتِ عَصْفًا ۙ ﴿٢﴾
৩. এবং ঐ সমস্ত বায়ুর, যা মেঘরাশিকে ছড়িয়ে দেয়।	وَّالنّٰشِرٰتِ نَشْرًا ۙ ﴿٣﴾
৪. অনন্তর ঐ সমস্ত বায়ুর, যা মেঘরাশিকে বিচ্ছিন্ন করে দেয়।	فَالْفٰرِقٰتِ فَرْقًا ۙ ﴿٤﴾
৫. অনন্তর ঐ সমস্ত বায়ুর, যা উদ্রেক করে আল্লাহর স্মরণ।	فَالْمُلْقِيٰتِ ذِكْرًا ۙ ﴿٥﴾
৬. অর্থাৎ তওবা কিংবা ভয়ের।	عُذْرًا اَوْ نُذْرًا ۙ ﴿٦﴾
৭. তোমাদেরকে যে বস্তুর প্রতিশ্রুতি দেওয়া হচ্ছে তা অবধারিত।	اِنَّمَا تُوْعَدُوْنَ لَوَاقِعٌ ؕ ﴿٧﴾
৮. অতএব, যখন নক্ষত্রসমূহ জ্যোতিহীন হয়ে পড়বে।	فَاِذَا النُّجُوْمُ طُمِسَتْ ۙ ﴿٨﴾

শাব্দিক অনুবাদ :

১. وَالْمُرْسَلٰتِ সে সমস্ত বায়ুর শপথ عُرْفًا যা হিত সাধনের জন্য প্রেরিত হয়।

২. فَالْعٰصِفٰتِ অনন্তর ঐ বায়ুর, যা প্রবাহিত হয় عَصْفًا প্রবলবেগে।

৩. وَالنّٰشِرٰتِ এবং ঐ সমস্ত বায়ুর। نَشْرًا যা মেঘরাশিকে ছড়িয়ে দেয়।

৪. فَالْفٰرِقٰتِ অনন্তর ঐ সমস্ত বায়ুর فَرْقًا যা মেঘরাশিকে বিচ্ছিন্ন করে দেয়।

৫. فَالْمُلْقِيٰتِ অনন্তর ঐ সমস্ত বায়ুর, যা উদ্রেক করে ذِكْرًا আল্লাহর স্মরণ।

৬. عُذْرًا অর্থাৎ তওবা اَوْ نُذْرًا কিংবা ভয়ের।

৭. اِنَّمَا تُوْعَدُوْنَ তোমাদেরকে যে বস্তুর প্রতিশ্রুতি দেওয়া হয়েছে لَوَاقِعٌ তা অবধারিত।

৮. فَاِذَا النُّجُوْمُ অতএব, যখন নক্ষত্র সমূহ طُمِسَتْ জ্যোতিহীন হয়ে পড়বে।

https://e-ilm.weebly.com/

৯. আর যখন আসমান বিদীর্ণ হয়ে যাবে,	وَاِذَا السَّمَآءُ فُرِجَتْ ﴿٩﴾
১০. আর যখন পর্বতমালা উড়ে বেড়াবে,	وَاِذَا الْجِبَالُ نُسِفَتْ ﴿١٠﴾
১১. এবং যখন সমস্ত রাসূলগণকে এক নির্দিষ্ট সময়ে সমবেত করা হবে।	وَاِذَا الرُّسُلُ اُقِّتَتْ ﴿١١﴾
১২. [তখন সকলের মীমাংসা হবে। তোমরা কি জান] কোন দিনের জন্য পয়গম্বরদের মু'য়ামালা মুলতবি রাখা হয়েছে?	لِاَیِّ یَوْمٍ اُجِّلَتْ ﴿١٢﴾
১৩. মীমাংসার দিনের জন্য।	لِیَوْمِ الْفَصْلِ ﴿١٣﴾
১৪. আপনি কি জানেন, সে মীমাংসার দিনটি কেমন?	وَمَآ اَدْرٰىكَ مَا یَوْمُ الْفَصْلِ ﴿١٤﴾
১৫. ঐ দিন অবিশ্বাসীদের সর্বনাশ হবে।	وَیْلٌ یَّوْمَئِذٍ لِّلْمُكَذِّبِیْنَ ﴿١٥﴾
১৬. আমি কি পূর্বকালের [কাফের] লোকদেরকে ধ্বংস করিনি?	اَلَمْ نُهْلِكِ الْاَوَّلِیْنَ ﴿١٦﴾
১৭. অতঃপর পরবর্তীদেরকেও তাদেরই অনুগামী করে দিব।	ثُمَّ نُتْبِعُهُمُ الْاٰخِرِیْنَ ﴿١٧﴾
১৮. [হে রাসূল!] আমি অপরাধীদের সাথে এরূপই করে থাকি।	كَذٰلِكَ نَفْعَلُ بِالْمُجْرِمِیْنَ ﴿١٨﴾
১৯. সেদিন অবিশ্বাসীদের বড় সর্বনাশ হবে।	وَیْلٌ یَّوْمَئِذٍ لِّلْمُكَذِّبِیْنَ ﴿١٩﴾

শাব্দিক অনুবাদ :

৯. وَاِذَا السَّمَآءُ আর যখন আসমান فُرِجَتْ বিদীর্ণ হয়ে যাবে।
১০. وَاِذَا الْجِبَالُ আর যখন পর্বতমালা نُسِفَتْ উড়ে বেড়াবে।
১১. وَاِذَا الرُّسُلُ এবং যখন সমস্ত রাসূলগণকে اُقِّتَتْ এক নির্দিষ্ট সময়ে সমবেত করা হবে।
১২. لِاَیِّ یَوْمٍ কোন দিনের জন্য اُجِّلَتْ পয়গম্বরদের মু'য়ামালা-মুলতবি রাখা হয়েছে।
১৩. لِیَوْمِ الْفَصْلِ মীমাংসার দিনের জন্য।
১৪. وَمَآ اَدْرٰىكَ আপনি কি জানেন مَا یَوْمُ الْفَصْلِ সে মীমাংসার দিনটি কেমন?
১৫. وَیْلٌ সর্বনাশ হবে یَّوْمَئِذٍ ঐ দিন لِّلْمُكَذِّبِیْنَ অবিশ্বাসীদের।
১৬. اَلَمْ نُهْلِكِ আমি কি ধ্বংস করিনি الْاَوَّلِیْنَ পূর্বকালের লোকদেরকে।
১৭. ثُمَّ نُتْبِعُهُمُ অতঃপর তারই অনুগামী করে দিব الْاٰخِرِیْنَ পরবর্তীদেরকেও।
১৮. كَذٰلِكَ এরূপই نَفْعَلُ আমি করে থাকি بِالْمُجْرِمِیْنَ অপরাধীদের সাথে।
১৯. وَیْلٌ বড় সর্বনাশ হবে یَّوْمَئِذٍ সেদিন لِّلْمُكَذِّبِیْنَ অবিশ্বাসীদের।

https://e-ilm.weebly.com/

২০. আমি কি তোমাদেরকে এক ঘৃণিত পানি দ্বারা [অর্থাৎ শুক্রবিন্দু দ্বারা] সৃষ্টি করিনি?	أَلَمْ نَخْلُقكُّم مِّن مَّآءٍ مَّهِينٍ ﴿٢٠﴾
২১. অনন্তর আমি তাকে এক সুরক্ষিত স্থানে [অর্থাৎ মাতৃগর্ভে] রেখেছি।	فَجَعَلْنَٰهُ فِى قَرَارٍ مَّكِينٍ ﴿٢١﴾
২২. এক নির্দিষ্ট সময় পর্যন্ত।	إِلَىٰ قَدَرٍ مَّعْلُومٍ ﴿٢٢﴾
২৩. ফলকথা, আমি একটি পরিমাণ নির্ধারণ করেছি, অতএব, আমি কেমন উত্তম পরিমাণ নির্ধারণকারী।	فَقَدَرْنَا فَنِعْمَ ٱلْقَٰدِرُونَ ﴿٢٣﴾
২৪. সেদিন অবিশ্বাসীদের বড় সর্বনাশ হবে।	وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِّلْمُكَذِّبِينَ ﴿٢٤﴾
২৫. আমি কি জমিনকে সমবেতকারী করিনি।	أَلَمْ نَجْعَلِ ٱلْأَرْضَ كِفَاتًا ﴿٢٥﴾
২৬. জীবিতদের এবং মৃতদের?	أَحْيَآءً وَأَمْوَٰتًا ﴿٢٦﴾
২৭. আর আমি তাতে সুউচ্চ পর্বতমালা সৃষ্টি করেছি, আর আমি তোমাদেরকে সুমিষ্ট পানি পান করিয়েছি।	وَجَعَلْنَا فِيهَا رَوَٰسِىَ شَٰمِخَٰتٍ وَأَسْقَيْنَٰكُم مَّآءً فُرَاتًا ﴿٢٧﴾
২৮. সেদিন অবিশ্বাসীদের বড় সর্বনাশ হবে।	وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِّلْمُكَذِّبِينَ ﴿٢٨﴾
২৯. [আর কাফেরদেরকে কিয়ামত দিবসে বলা হবে যে,] তোমরা সেই আজাবের দিকে চল যা তোমরা অবিশ্বাস করতে।	ٱنطَلِقُوٓا إِلَىٰ مَا كُنتُم بِهِۦ تُكَذِّبُونَ ﴿٢٩﴾

শাব্দিক অনুবাদ :

২০. أَلَمْ نَخْلُقكُّم আমি কি তোমাদেরকে সৃষ্টি করিনি مِّن مَّآءٍ مَّهِينٍ এক ঘৃণিত পানি দ্বারা।

২১. فَجَعَلْنَٰهُ অনন্তর আমি তাকে রেখেছি فِى قَرَارٍ مَّكِينٍ এক সুরক্ষিত স্থানে।

২২. إِلَىٰ قَدَرٍ مَّعْلُومٍ এক নির্দিষ্ট সময় পর্যন্ত।

২৩. فَقَدَرْنَا ফলকথা, আমি একটি পরিমাণ নির্ধারণ করেছি فَنِعْمَ ٱلْقَٰدِرُونَ অতএব, আমি কেমন উত্তম পরিমাণ নির্ধারণকারী।

২৪. وَيْلٌ বড় সর্বনাশ يَوْمَئِذٍ সেদিন لِّلْمُكَذِّبِينَ অবিশ্বাসীদের।

২৫. أَلَمْ نَجْعَلِ ٱلْأَرْضَ আমি কি জমিনকে করিনি كِفَاتًا সমবেতকারী।

২৬. أَحْيَآءً জীবিতদের وَأَمْوَٰتًا এবং মৃতদের।

২৭. وَجَعَلْنَا فِيهَا আর আমি তাতে সৃষ্টি করেছি رَوَٰسِىَ شَٰمِخَٰتٍ সুউচ্চ পর্বতমালা وَأَسْقَيْنَٰكُم আর আমি তোমাদেরকে পান করিয়েছি مَّآءً فُرَاتًا সুমিষ্ট পানি।

২৮. وَيْلٌ বড় সর্বনাশ يَوْمَئِذٍ সেদিন لِّلْمُكَذِّبِينَ অবিশ্বাসীদের।

২৯. ٱنطَلِقُوٓا তোমরা সেই আজাবের দিকে চল إِلَىٰ مَا كُنتُم بِهِۦ تُكَذِّبُونَ যা তোমরা অবিশ্বাস করতে।

https://e-ilm.weebly.com/

৩০. তোমরা একটি শামিয়ানার দিকে চল যার তিনটি শাখা আছে।	اِنْطَلِقُوْٓا اِلٰى ظِلٍّ ذِىْ ثَلٰثِ شُعَبٍ ۙ ﴿٣٠﴾
৩১. যাতে না [শীতল] ছায়া আছে, আর না তা উত্তাপ হতে রক্ষা করে।	لَّا ظَلِيْلٍ وَّلَا يُغْنِىْ مِنَ اللَّهَبِ ؕ ﴿٣١﴾
৩২. তা অট্টালিকাতুল্য অগ্নিস্ফুলিঙ্গ বর্ষণ করতে থাকবে।	اِنَّهَا تَرْمِىْ بِشَرَرٍ كَالْقَصْرِ ۚ ﴿٣٢﴾
৩৩. তা পীতাভ কালো বর্ণের উষ্ট্র শ্রেণি সদৃশ।	كَاَنَّهٗ جِمٰلَتٌ صُفْرٌ ؕ ﴿٣٣﴾
৩৪. সেদিন অবিশ্বাসীদের বড় বিনাশ হবে।	وَيْلٌ يَّوْمَئِذٍ لِّلْمُكَذِّبِيْنَ ﴿٣٤﴾
৩৫. এটা সেদিন হবে, যেদিন তারা কথা বলতেও পারবে না।	هٰذَا يَوْمُ لَا يَنْطِقُوْنَ ۙ ﴿٣٥﴾
৩৬. এবং তাদের জন্য [ওজর পেশ করার] অনুমতিও থাকবে না, বস্তুত ওজরও করতে পারবে না।	وَلَا يُؤْذَنُ لَهُمْ فَيَعْتَذِرُوْنَ ﴿٣٦﴾
৩৭. সেদিন অবিশ্বাসীদের বড়ই বিনাশ হবে।	وَيْلٌ يَّوْمَئِذٍ لِّلْمُكَذِّبِيْنَ ﴿٣٧﴾
৩৮. [তাদেরকে বলা হবে] এই হলো মীমাংসার দিন, আমি তোমাদেরকে ও পূর্ববর্তীদেরকে [মীমাংসার জন্য] একত্র করেছি।	هٰذَا يَوْمُ الْفَصْلِ ۚ جَمَعْنٰكُمْ وَالْاَوَّلِيْنَ ﴿٣٨﴾
৩৯. অতএব, যদি তোমাদের নিকট [এ মীমাংসা হতে রক্ষা পাওয়ার] কোনো তদবির থাকে, তবে আমার উপর সে তদবির চালাও।	فَاِنْ كَانَ لَكُمْ كَيْدٌ فَكِيْدُوْنِ ﴿٣٩﴾
৪০. সেদিন অবিশ্বাসীদের জন্য বড় সর্বনাশ হবে।	وَيْلٌ يَّوْمَئِذٍ لِّلْمُكَذِّبِيْنَ ۚ ﴿٤٠﴾

শাব্দিক অনুবাদ :

৩০. اِنْطَلِقُوْٓا তোমরা চল اِلٰى ظِلٍّ একটি শামিয়ানার দিকে ذِىْ ثَلٰثِ شُعَبٍ যার তিনটি শাখা আছে।

৩১. لَّا ظَلِيْلٍ যাতে না ছায়া আছে وَّلَا يُغْنِىْ مِنَ اللَّهَبِ আর না তা উত্তাপ হতে রক্ষা করে।

৩২. اِنَّهَا تَرْمِىْ بِشَرَرٍ তা অগ্নিস্ফুলিঙ্গ বর্ষণ করতে থাকবে كَالْقَصْرِ বড় বড় অট্টালিকাতুল্য।

৩৩. كَاَنَّهٗ جِمٰلَتٌ صُفْرٌ তাপীতাভ কালো বর্ণের উষ্ট্র শ্রেণি সদৃশ।

৩৪. وَيْلٌ বড় বিনাশ يَّوْمَئِذٍ সেদিন لِّلْمُكَذِّبِيْنَ অবিশ্বাসীদের।

৩৫. هٰذَا يَوْمُ এটা সেদিন হবে لَا يَنْطِقُوْنَ যেদিন তারা কথা বলতেও পারবে না।

৩৬. وَلَا يُؤْذَنُ لَهُمْ এবং তাদের জন্য অনুমতিও থাকবে না فَيَعْتَذِرُوْنَ বস্তুত ওজরও করতে পারবে না।

৩৭. وَيْلٌ বড় সর্বনাশ يَّوْمَئِذٍ সেদিন لِّلْمُكَذِّبِيْنَ অবিশ্বাসীদের।

৩৮. هٰذَا يَوْمُ الْفَصْلِ এই হলো মীমাংসার দিন جَمَعْنٰكُمْ وَالْاَوَّلِيْنَ আমি তোমাদেরকে ও পূর্ববর্তীদেরকে একত্র করেছি।

৩৯. فَاِنْ كَانَ لَكُمْ كَيْدٌ অতএব যদি তোমাদের নিকট কোনো তদবির থাকে فَكِيْدُوْنِ তবে আমার উপর সেই তদবির চালাও।

৪০. وَيْلٌ বড় সর্বনাশ يَّوْمَئِذٍ সেদিন لِّلْمُكَذِّبِيْنَ অবিশ্বাসীদের।

https://e-ilm.weebly.com/

৪১. মুত্তাকীগণ ছায়াসমূহ এবং ঝরনাসমূহের মধ্যে থাকবে।	إِنَّ الْمُتَّقِينَ فِي ظِلَٰلٍ وَعُيُونٍ ﴿٤١﴾
৪২. এবং বাঞ্ছিত ফলসমূহের প্রাচুর্যের মধ্যে থাকবে।	وَفَوَٰكِهَ مِمَّا يَشْتَهُونَ ﴿٤٢﴾
৪৩. [এবং বলা হবে] তোমাদের আমলসমূহের প্রতিদানে পরম আনন্দে পানাহার কর।	كُلُوا وَاشْرَبُوا هَنِيٓـًٔا بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ ﴿٤٣﴾
৪৪. আমি নেককারদেরকে এরূপ প্রতিদানই প্রদান করে থাকি।	إِنَّا كَذَٰلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ ﴿٤٤﴾
৪৫. সেদিন অবিশ্বাসীদের বড় সর্বনাশ হবে।	وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِّلْمُكَذِّبِينَ ﴿٤٥﴾
৪৬. তোমরা [দুনিয়াতে] আরো কিছুকাল খেয়ে নাও এবং উপভোগ করে নাও, [কিন্তু মনে রেখো, অচিরেই তোমাদের দুর্ভাগ্য আসবে। কেননা] নিঃসন্দেহে তোমরা অপরাধী।	كُلُوا وَتَمَتَّعُوا قَلِيلًا إِنَّكُم مُّجْرِمُونَ ﴿٤٦﴾
৪৭. সেদিন অবিশ্বাসীদের বড় সর্বনাশ হবে।	وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِّلْمُكَذِّبِينَ ﴿٤٧﴾
৪৮. আর যখন তাদেরকে বলা হয় বিনত হও, [অর্থাৎ ঈমান এনে তাঁর বন্দেগি কর] তখন তারা বিনত হয় না।	وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ ارْكَعُوا لَا يَرْكَعُونَ ﴿٤٨﴾
৪৯. সেদিন অবিশ্বাসীদের বড় সর্বনাশ হবে।	وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِّلْمُكَذِّبِينَ ﴿٤٩﴾
৫০. তবে এটার [কুরআনের] পর তারা আর কোন বাণীর উপর ঈমান আনবে?	فَبِأَيِّ حَدِيثٍ بَعْدَهُۥ يُؤْمِنُونَ ﴿٥٠﴾

শাব্দিক অনুবাদ :

৪১. إِنَّ الْمُتَّقِينَ মুত্তাকীগণ থাকবে فِي ظِلَٰلٍ ছায়াসমূহ وَعُيُونٍ এবং ঝরনাসমূহের মধ্যে।

৪২. وَفَوَٰكِهَ مِمَّا يَشْتَهُونَ এবং বাঞ্ছিত ফলসমূহের প্রাচুর্যের মধ্যে থাকবে।

৪৩. كُلُوا وَاشْرَبُوا পানাহার কর هَنِيٓـًٔا পরম আনন্দে بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ তোমাদের আমলসমূহের প্রতিদানে।

৪৪. إِنَّا كَذَٰلِكَ আমি এরূপেই نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ নেককারদেরকে প্রতিদান প্রদান করে থাকি।

৪৫. وَيْلٌ বড় সর্বনাশ يَوْمَئِذٍ সেদিন হবে لِّلْمُكَذِّبِينَ অবিশ্বাসীদের।

৪৬. كُلُوا وَتَمَتَّعُوا قَلِيلًا তোমরা (দুনিয়াতে) আরো কিছুকাল খেয়ে নাও এবং উপভোগ করে নাও إِنَّكُم مُّجْرِمُونَ নিঃসন্দেহে তোমরা অপরাধী।

৪৭. وَيْلٌ বড় সর্বনাশ يَوْمَئِذٍ সেদিন لِّلْمُكَذِّبِينَ অবিশ্বাসীদের।

৪৮. وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ আর যখন তাদেরকে বলা হয় ارْكَعُوا বিনত হও لَا يَرْكَعُونَ তখন তারা বিনত হয় না।

৪৯. وَيْلٌ বড় সর্বনাশ يَوْمَئِذٍ সেদিন لِّلْمُكَذِّبِينَ অবিশ্বাসীদের।

৫০. فَبِأَيِّ حَدِيثٍ তবে কোন বাণীর উপর بَعْدَهُۥ এরপর يُؤْمِنُونَ ঈমান আনবে।

https://e-ilm.weebly.com/

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

সূরাটির নামকরণের কারণ : এ সূরার নামকরণ করা হয়েছে প্রথম আয়াতের প্রথম শব্দ اَلْمُرْسَلَاتِ অবলম্বনে। এতে ২টি রুকূ', ৫০টি আয়াত, ১৮১টি শব্দ ও ৮১৬টি অক্ষর রয়েছে। একে সূরাতুল আরাফও বলা হয়। -[নূরুল কুরআন]

সূরাটি নাজিলের সময়কাল : এ সূরা মক্কায় অবতীর্ণ প্রাথমিক সূরাসমূহের মধ্যে পরিগণিত হয়। কেননা সূরার বিষয়বস্তু হতে প্রমাণিত হয় যে, এটা মক্কায়ই অবতীর্ণ হয়েছে।

সূরাটির বিষয়বস্তু ও সারকথা : এ সূরার মূল আলোচ্য বিষয় হচ্ছে কিয়ামত, পুনরুজ্জীবন, পরকাল ও মহাবিচার দিন– হাশরের কথা। ১-৭ আয়াতে আল্লাহ তা'আলা মহাপ্রলয় কিয়ামত সম্পর্কে যুক্তি প্রদর্শনে মৃদু বায়ু, প্রচণ্ড ঘূর্ণিবায়ু, মেঘ সঞ্চালনকারী বায়ু এবং মেঘ পরিচালনাকারী বায়ুর শপথ করে বলেছেন, কিয়ামত অবশ্যম্ভাবী ও অবশ্যই ঘটিতব্য ব্যাপার। কেননা প্রথমে আল্লাহ মানব কল্যাণে মৃদুমন্দ বায়ু প্রবাহ করে তাকে ক্রমান্বয়ে সতেজ, প্রচণ্ড ও ঘূর্ণিবায়ুতে পরিণত করেন। অতঃপর বায়ু দ্বারা কালো আঁধারময় মেঘমালা নিয়ে আসেন। ফলে ধরণীর উপরে মুষলধারে বৃষ্টি বষর্ণ হয় এবং গাছপালা, উদ্ভিদ ও ঘরবাড়িকে মথিত ও লণ্ডভণ্ড করে দেয়। এ প্রলয় সৃষ্টি মুহূর্তে মু'মিন বান্দাদের মনে আল্লাহর স্মরণ জেগে উঠে এবং বেঈমান কাফেরদের মনে সৃষ্টি হয় অনুশোচনা অথবা ভীতি। মহাক্ষমতাবান আল্লাহ যখন এ প্রলয়ঙ্কারী ঝড়ো হাওয়া প্রবাহিত করে সব কিছু লণ্ডভণ্ড করে দেন তদ্রূপ এ পৃথিবীকে সম্পূর্ণরূপে ধ্বংস করায়ও তিনি পূর্ণ ক্ষমতাবান। এতে কোনোই সন্দেহ নেই। তা অবশ্যই সংঘটিত হবে।

৮-১৫ নং আয়াতে সে মহাপ্রলয় তথা কিয়ামত সংঘটনের আংশিক চিত্র তুলে ধরা হয়েছে। বলা হয়েছে– উর্ধ্বলোকের সমস্ত ব্যবস্থাপনা সেদিন লণ্ডভণ্ড হয়ে যাবে। গ্রহ-নক্ষত্রসমূহ স্খলিত হয়ে আলোহীন হয়ে পড়বে। আকাশ ফেটে যাবে। পর্বতমালা পশমের ন্যায় উড়তে থাকবে। আর সেদিন সমস্ত নবী-রাসূলগণকে সাক্ষীর জন্য সমবেত করা হবে যাদের কথা কাফেরগণ অবিশ্বাস করেছে। সেদিনটি হলো বিচার দিন এবং চূড়ান্ত ফয়সালার দিন। এ দিনটির মিথ্যা প্রতিপন্নকারীদের পক্ষে খুবই ভয়াবহ ও দুর্গতির দিন হবে। তাদের দুঃখ-কষ্টের কোনো সীমা থাকবে না।

১৬-৪০ আয়াতে আল্লাহ তা'আলা কিয়ামত ও পুনরুজ্জীবনের সম্ভাব্যতার অনুকূলে মানব সৃষ্টির প্রক্রিয়াটিকে এবং দুনিয়ার ব্যবস্থাপনাকে যুক্তিরূপে উপস্থাপিত করেছেন। বলা হয়েছে– নগণ্য এক বিন্দু পানি যা এ ভূমির উৎপাদিত উপকরণে পরিণত করেছেন। তাকে নির্দিষ্ট একটি সময় নারীর গর্ভাশয়ে রেখে একটি অভিনব পূর্ণ অবয়বরূপী মানুষ সৃষ্টি করেছেন। তার প্রয়োজনে কত অফুরন্ত সম্পদ ভূমির বুক চিরে বের হয়ে থাকে। আবার সবই সে ভূমির বুকেই লয় হয়। মানুষের লাশটিও সেই ভূমির বুকেই স্থান পায়। সুতরাং যে একক অনন্য শক্তিধর সত্তা এটা করতে সক্ষম হলেন, তিনি মৃত্যুর পর মানুষকে পুনরায় সৃষ্টি করতে পারবেন না; এটা কোনো নির্বোধ লোকও স্বীকার করবে না। যারা এ কিয়ামত ও পুনরুত্থানে বিশ্বাসী হবে না তাদের পরকালে দুঃখের সীমা থাকবে না। প্রচণ্ড সূর্যতাপে তারা ছায়া খুঁজতে থাকবে। সেদিন জাহান্নামের ধুম্রকে কুণ্ডলীর আকারে দেখতে পেয়ে তারা তার তলে আশ্রয় গ্রহণের জন্য ছুটাছুটি করবে; কিন্তু মূলত তার ছায়া না হবে শীতল, আর না পারবে সূর্যতাপকে বাধা দান করতে। তাদের দুঃখ-যন্ত্রণা ও দুর্গতির সীমা থাকবে না। তাদের অপরাধ যখন আল্লাহর আদালতে প্রমাণ হবে তখন তাদের ওজর-আপত্তি করার বা কথা বলার কোনো অবকাশ থাকবে না। এ দিনই হবে চূড়ান্ত ফয়সালার দিন।

৪১-৫০ আয়াতে বলা হয়েছে যে, ঐ দিন মুত্তাকী-পরহেজগার লোকগণ মহাশান্তিতে থাকবে। জান্নাতে মনের স্বাদ মিটিয়ে ফলমূল আহার করবে এবং চিরস্থায়ীভাবে পরম আনন্দে কাল কাটাবে।

উপসংহারে আল্লাহ কাফেরগণকে ধমক দিয়ে বলেছেন, তোমরা অপরাধী ও জালিম- এ দুনিয়ায় কয়েকটি দিন স্বাদ আস্বাদন করে নাও, পরকালে পাবে আসল সাজা। তোমাদের উচিত কিয়ামত ও পুনরুত্থানে বিশ্বাসী হওয়া। এ কুরআনই যদি তোমাদেরকে হেদায়েত করতে না পারে, তবে কোন গ্রন্থ তোমাদেরকে হেদায়েত করতে পারবে?

সূরাটির শানে নুযূল : হযরত আব্দুল্লাহ্ ইবনে মাসঊদ (রা.) হতে বুখারী শরীফে একটি বর্ণনা এই মর্মে পাওয়া যায় যে, হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে মাসঊদ (রা.) বলেন, আমরা একদা হযরত রাসূলে কারীম ﷺ -এর সাথে লাইলাতুল জিন -এ (لَيْلَةُ الْجِنِّ) ভ্রমণ করছিলাম। মিনা নামক স্থানের একটি গর্তে আমরা উপনীত হলাম। ইত্যবসরেই সূরা وَالْمُرْسَلَاتِ অবতীর্ণ হলো। রাসূলে কারীম ﷺ সূরা আল-মুরসালাত পড়ছিলেন এবং হযরতের মুখ এটার পবিত্র তেলাওয়াতের অবস্থায় একটু রসাল হয়ে উঠল। শুনে আমিও তেলাওয়াত শুরু করলাম। হঠাৎ একটি সাপ এসে আমাদের আক্রমণ করল। হুযূর ﷺ বললেন, একে হত্যা করো। তখনই আমরা তার প্রতি আক্রমণ করলে তা পলায়ন করল। তখন হুযূর

https://e-ilm.weebly.com/

ﷺ বললেন, যেভাবে তোমরা উক্ত সর্পের ক্ষতিগ্রস্ত হতে রক্ষা পেলে সেও তোমাদের আক্রমণ থেকে রক্ষা পেল। (মা'আরিফ, ইবনে কাছীর, সাবী) কারো কারো মতে, এটা মক্কা শরীফে প্রাথমিক পর্যায়ে অবতীর্ণ সূরাগুলোর মধ্যে একটি।

পূর্ববর্তী সূরার সাথে সম্পর্ক : পূর্ববর্তী সূরা আদ-দাহারে মানবজাতির ইতিবৃত্ত স্থান পেয়েছে এবং বলা হয়েছে যে, এমনও সময় ছিল যখন মানুষ উল্লেখযোগ্য কিছুই ছিল না, আল্লাহ তা'আলাই তাকে অস্তিত্ব দান করেছেন। আর অত্র সূরায় ঘোষণা করা হয়েছে যে, মানুষকে পুনর্জীবন দান করা হবে এবং কিয়ামতের যে কথা ঘোষণা করা হয়েছে তা অবশ্যই ঘটবে। -[নূরুল কুরআন]

وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ ارْكَعُوا لَا يَرْكَعُونَ (৪৮)

শানে নুযূল : এই আয়াত ছাকীফ গোত্রের ব্যাপারে অবতীর্ণ হয়। তারা যখন নবী করীম ﷺ -এর দরবারে উপস্থিত হয়ে ইসলাম গ্রহণ করল, তখন নবীজি ﷺ তাদেরকে নামাজ শিক্ষা দিলেন। তাদেরকে নির্দেশ দিলেন নামাজ আদায় কর। তারা তখন বলল আমরা রুকূ' করতে পারব না। কারণ তা আমাদের জন্য অসম্মানজনক। কেননা মানুষ সোজা হয়েই জন্ম নেয়, কিন্তু যখন তারা নত হয় তখন তাদেরকে মনে হয় কোনো গাভী বা বলদ। তাতে নবী করীম ﷺ ইরশাদ করলেন, সে ধর্ম মঙ্গলজনক হতে পারে না যার মাঝে নত হওয়া অর্থাৎ রুকূ' সেজদা না থাকে। -[তাফসীরে আযীযি ৩৫৮, কানযুন নুকূল ১০৬]

এই সূরায় আল্লাহ তা'আলা কয়েকটি বস্তুর শপথ করে কেয়ামতের নিশ্চিত আগমনের কথা ব্যক্ত করেছেন। এই বস্তুগুলোর নাম কুরআনে উল্লেখ করা হয়নি। তবে সেগুলোর স্থলে এ পাঁচটি বিশেষণ উল্লেখ করা হয়েছে – مُرْسَلَاتٌ - عَاصِفَاتٌ - نَاشِرَاتٌ - فَارِقَاتٌ - اَلذِّكْرُ : مُلْقِيَاتٌ কিন্তু এগুলো কার বিশেষণ, কোনো হাদীসে তা পুরোপুরি নির্দিষ্ট করা হয়নি। তাই এ সম্পর্কে সাহাবী ও তাবেয়ীগণ থেকে বিভিন্নরূপ তাফসীর বর্ণিত আছে।

কারো কারো মতে এগুলো সব ফেরেশতাগণের বিশেষণ। সম্ভবতঃ ফেরেশতাগণের বিভিন্ন দল এসব বিভিন্ন বিশেষণে বিশেষিত। কেউ কেউ এগুলোকে বায়ুর বিশেষণ সাব্যস্ত করেছেন। কারণ বায়ু বিভিন্ন প্রকার ও গুণের হয়ে থাকে। ফলে বায়ুরও এসব বিভিন্ন বিশেষণ হতে পারে। কেউ কেউ স্বয়ং পয়গম্বরগণকে এসব বিশেষণে বিশেষিত করেছেন। এ কারণেই ইবনে জারীর এ ব্যাপারে নিশ্চুপ থাকাকে অধিকতর নিরাপদ ঘোষণা করে বলেছেন ঃ সবই হতে পারে, কিন্তু আমরা কোনকিছু নির্দিষ্ট করি না।

এতে সন্দেহ নেই যে, এখানে উল্লিখিত পাঁচটি বিশেষণের মধ্যে কয়েকটি ফেরেশতাগণের সাথেই অধিক খাপ খায় এবং তাদের জন্যই উপযুক্ত। এগুলোকে বায়ুর বিশেষণ করা হলে টানা-হেঁচড়া ও সদর্থের আশ্রয় নেওয়া ছাড়া গতি নেই। পক্ষান্তরে কতক বিশেষণ এমন যে, এগুলো বায়ুর সাথেই অধিক খাপ খায়। এগুলোকে ফেরেশতাগণের বিশেষণ করা হলে সদর্থ করা ছাড়া শুদ্ধ হয় না। তাই এ স্থলে ইবনে কাসীরের ফয়সালাই উত্তম মনে হয়। তিনি বলেছেন, প্রথমোক্ত তিনটি বায়ুর বিশেষণ। এগুলোতে বায়ুর শপথ করা হয়েছে এবং শেষোক্ত দুটি ফেরেশতাগণের বিশেষণ। এগুলোতে ফেরেশতাগণের শপথ করা হয়েছে।

বায়ুর বিশেষণ করা হলে শেষোক্ত দুই বিশেষণে যে সদর্থ করা হয়, তা আপনি তাফসীরের সার-সংক্ষেপে দেখেছেন। কেননা এতে এই মত অবলম্বন করেই তাফসীর করা হয়েছে। এমনিভাবে এগুলোকে ফেরেশতাগণের বিশেষণ করা হলে প্রথমোক্ত তিনটি বিশেষণ مُرْسَلَاتٌ - عَاصِفَاتٌ ও نَاشِرَاتٌ -কে ফেরেশতাগণের সাথে খাপ খাওয়াবার জন্য এমনি ধরনের সদর্থের আশ্রয় নিতে হয়েছে। ইবনে কাছীরের মতানুযায়ী আয়াতসমূহের অর্থ এই : প্রেরিত বায়ুসমূহের কসম। عُرْفًا -এর অর্থ কল্যাণের জন্য। বলা বাহুল্য, বৃষ্টি নিয়ে আগমনকারী বায়ু কল্যাণের জন্যই হয়ে থাকে। عُرْفًا -এর অপর অর্থ একের পর একও হয়ে থাকে। অর্থাৎ যে সব বায়ু মেঘ ও বৃষ্টি নিয়ে একের পর এক অব্যাহতভাবে প্রবাহিত হয়। عَاصِفَاتٌ - শব্দটি عَصْفٌ -থেকে উদ্ভূত। অর্থ সজোরে বায়ু প্রবাহিত হওয়া। উদ্দেশ্য ঝটিকা ও ঝঞ্ঝাবায়ু, যা মাঝে মাঝে প্রবাহিত হয়। نَاشِرَاتٌ –বলে এমন বায়ু বোঝানো হয়েছে যা বৃষ্টির পর মেঘমালাকে বিচ্ছিন্ন করে দেয়। فَارِقَاتٌ -এটা ফেরেশতাগণের বিশেষণ। অর্থাৎ যারা ওহী নাজিল করে সত্য ও মিথ্যার পার্থক্য ফুটিয়ে তোলে। مُلْقِيَاتٌ الذِّكْرُ –এটাও ফেরেশতাগণের বিশেষণ। ذِكْرٌ -এর অর্থ কুরআন অথবা ওহী। উদ্দেশ্য এই যে, সে সব ফেরেশতার শপথ যারা ওহীর মাধ্যমে সত্য ও মিথ্যার পার্থক্য সুস্পষ্ট করে এবং সে সব ফেরেশতার শপথ, যারা পয়গম্বরগণের নিকটে ওহী ও কুরআন নাজিল করে। এভাবে কোনো বিশেষণে সদর্থ ও টানা-হেঁচড়ার প্রয়োজন হয় না।

এখন প্রশ্ন দেখা দেয় যে, এই তাফসীরের ভিত্তিতে প্রথমে বায়ুর ও পরে ফেরেশতাগণের শপথ করা হয়েছে। এতদুভয়ের মধ্যে মিল কি? জবাব এই যে, আল্লাহর কালামের রহস্য কেউ পূর্ণরূপে বুঝতে সক্ষম নয়। তথাপি এরূপ মিল থাকতে পারে যে, বায়ুর দুই প্রকার উল্লেখ করা হয়েছে– এক. বৃষ্টিবাহী ও কল্যাণকর এবং অপরটি ঝটিকা ও অকল্যাণকর। এগুলো ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য বিষয়। প্রত্যেকেই এগুলোকে বুঝে ও চিনে। প্রথমে চিন্তা-ভাবনার জন্য এগুলোকে মানুষের সামনে

https://e-ilm.weebly.com/

আনা হয়েছে। এরপর ফেরেশতা ও ওহী উপস্থিত করা হয়েছে, যা ইন্দ্রিয় গ্রাহ্য নয়। কিন্তু সামান্য চিন্তা-ভাবনা করলে এগুলোর বিশ্বাস লাভ করা যায়।

عُذْرًا أَوْ نُذْرًا -এই আয়াত ذِكْرًا শব্দটি مُلْقِيَاتِ -এর সাথে সম্পর্কযুক্ত। অর্থাৎ ذِكْرٌ তথা ওহী পয়গম্বরগণের কাছে নাজিল করা হয়, যাতে তা মুমিনদের জন্যে ত্রুটি-বিচ্যুতি থেকে ওজরখাহীর কারণ হয় এবং কাফেরদের জন্যে সতর্ককারী হয়ে যায়। বায়ু, ফেরেশতা অথবা উভয়ের শপথ করে আল্লাহ বলেন ঃ إِنَّمَا تُوعَدُونَ لَوَاقِعٌ অর্থাৎ তোমাদেরকে পয়গম্বরগণের মাধ্যমে কেয়ামত, হিসাব-নিকাশ এবং প্রতিদান ও শাস্তির যে ওয়াদা দেওয়া হচ্ছে, তা অবশ্যই বাস্তবায়িত হবে। অতঃপর বাস্তবায়ন মুহূর্তেই কতিপয় অবস্থা বর্ণনা করা হয়েছে যে, প্রথমে সব নক্ষত্র জ্যোতিহীন হয়ে যাবে, সব নিশ্চিহ্ন হয়ে যাবে অথবা জ্যোতিহীন অবস্থায় বিদ্যমান থাকবে। ফলে সমগ্র বিশ্ব গভীর অন্ধকারে নিমজ্জিত হয়ে যাবে। দ্বিতীয় অবস্থা এই যে আকাশ বিদীর্ণ হয়ে যাবে। তৃতীয় অবস্থা এই যে, পর্বতসমূহ তুষারের ন্যায় উড়তে থাকবে। চতুর্থ অবস্থা এই–

وَإِذَا الرُّسُلُ أُقِّتَتْ : أُقِّتَتْ শব্দটি تَوْقِيتٌ থেকে উদ্ভূত। এর আসল অর্থ সময় নির্ধারণ করা। আল্লামা যমখশরী (র.) বলেন ঃ এর অর্থ কোনো সময় নির্দিষ্ট সময়ে পৌঁছাও হয়ে থাকে। এখানে এই অর্থই উপযুক্ত। আয়াতের অর্থ এই যে, পয়গম্বরগণের জন্যে উম্মতের ব্যাপারে সাক্ষ্য-প্রমাণ নিয়ে উপস্থিত হওয়ার যে সময় নিরূপিত হয়েছিল, তাঁরা যখন সে সময়ে পৌঁছে যাবেন এবং তাঁদের উপস্থিতির মেয়াদ এসে যাবে। তাই তাফসীরে এর অর্থ করা হয়েছে যখন পয়গম্বরগণকে একত্রিত করা হবে। অতঃপর وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِّلْمُكَذِّبِينَ বলে ব্যক্ত করা হয়েছে যে, কেয়ামতের দিন খুবই ভয়াবহ হবে। কারণ এটা বিচার দিবস। এতে কাফের ও মিথ্যারোপকারীদের জন্যে ধ্বংস ও বিপর্যয় ছাড়া কিছু হবে না। وَيْلٌ শব্দের অর্থ ধ্বংস, দুর্ভোগ। হাদীসে আছে وَيْلٌ জাহান্নামের একটি উপত্যকার নাম। এতে জাহান্নামীদের ক্ষতস্থানের পুঁজ একত্রিত হবে এবং এটাই হবে মিথ্যারোপকারীদের বাসস্থান। অতঃপর বর্তমান লোকদেরকে অতীত লোকদের অবস্থা থেকে শিক্ষা গ্রহণ করতে বলা হয়েছে- أَلَمْ نُهْلِكِ الْأَوَّلِينَ অর্থাৎ আমি কি পূর্ববর্তীদেরকে তাদের কুফরের কারণে ধ্বংস করিনি? এখানে আদ, ছামুদ, কওমে-লূত, কওমে-ফেরাউন ইত্যাদির দিকে ইঙ্গিত করা হয়েছে। ثُمَّ نُتْبِعُهُمُ الْآخِرِينَ এক কেরাত অনুযায়ী অর্থ এই যে, আমি কি পূর্ববর্তীদের পর পরবর্তীদেরকেও তাদের পশ্চাতে ধ্বংস করিনি? এমতাবস্থায় পরবর্তী মানে পূর্ববর্তীদেরই পরবর্তী লোকেরা, যারা কুরআন অবতরণের পূর্বেই ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়েছে। অপর কেরাত অনুযায়ী এটা আলাদা বাক্য এবং পরবর্তী মানে উম্মতে মুহাম্মদীর কাফের। উদ্দেশ্য পরবর্তী লোকদের ধ্বংসের খবর দিয়ে বর্তমান কাফেরদেরকে ভবিষ্যৎ আজাবের খবর দেওয়া। এই আজাব বদর, ওহুদ প্রভৃতি যুদ্ধে তাদের উপর পতিত হয়েছে।

পার্থক্য এই যে, পূর্ববর্তীদের উপর আসমানী আজাব নাজিল হতো, যাতে সমগ্র জনপদ ধ্বংসস্তূপে পরিণত হতো আর বর্তমান কাফেরদের উপর রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর সম্মানার্থে আসমানী আজাব আসে না। বরং মুসলমানদের তরবারির মাধ্যমে তাদের আজাব আসে। এতে ব্যাপক ধ্বংসযজ্ঞ হয় না- কেবল প্রধান আপরাধীরাই নিহত হয়।

أَلَمْ نَجْعَلِ الْأَرْضَ كِفَاتًا أَحْيَاءً وَأَمْوَاتًا– অর্থাৎ আমি কি ভূমিকে জীবিত ও মৃত মানুষদের জন্যে كِفَاتٌ করিনি? كِفَاتٌ শব্দটি كفت থেকে উদ্ভূত। এর অর্থ মিলানো। كِفَاتٌ সেই বস্তু, যে অনেক কিছুকে নিজের মধ্যে ধারণ করে। ভূমিও জীবিত মানুষকে তার পৃষ্ঠে এবং সকল মৃতকে তার পেটে ধারণ করে।

إِنَّهَا تَرْمِي بِشَرَرٍ كَالْقَصْرِ كَأَنَّهُ جِمَالَتٌ صُفْرٌ – قَصْرٌ -এর অর্থ অট্টালিকা। جِمَالَتٌ উটকে বলা হয় এবং صُفْرٌ শব্দটি أَصْفَرُ এর বহুবচন, অর্থ পীতবর্ণ। আয়াতের উদ্দেশ্য এই যে, জাহান্নামের অগ্নি বিশালকায় স্ফুলিঙ্গ নিক্ষেপ করবে, যা বিরাট অট্টালিকার ন্যায় মনে হবে। অতঃপর তা বিচ্ছিন্ন হয়ে ছোট ছোট খণ্ডে বিভক্ত হবে এবং খণ্ডগুলো পীতবর্ণ উষ্ট্র শ্রেণির সমান মনে হবে। কেউ কেউ এখানে صُفْرٌ -এর অনুবাদ করেছেন কৃষ্ণবর্ণ। কেননা পীতবর্ণ কৃষ্ণাভ হয়ে থাকে।–(রূহুল মা'আনী)

هَٰذَا يَوْمُ لَا يَنطِقُونَ وَلَا يُؤْذَنُ لَهُمْ فَيَعْتَذِرُونَ অর্থাৎ সেদিন কেউ কথা বলতে পারবে না এবং কাউকে কৃতকর্মের ওজর পেশ করার অনুমতি দেওয়া হবে না। অন্যান্য আয়াতে কাফেরদের কথা বলা এবং ওজর পেশ করার কথা রয়েছে। সেটা এর পরিপন্থি নয়। কেননা হাশরের ময়দানে বিভিন্ন স্থান আসবে। কোনো স্থানে ওজর পেশ করা নিষিদ্ধ থাকবে এবং কোনো স্থানে অনুমতি দেওয়া হবে।–(রূহুল মা'আনী)

كُلُوا وَتَمَتَّعُوا قَلِيلًا إِنَّكُم مُّجْرِمُونَ –অর্থাৎ কিছুদিন খেয়ে-দেয়ে নাও এবং আরাম করে নাও। তোমরা তো অপরাধী; অবশেষে কঠোর আজাব ভোগ করতে হবে। পয়গম্বরগণের মাধ্যমে একথা দুনিয়াতে মিথ্যারোপকারীদেরকে বলা হয়েছে। উদ্দেশ্য এই যে, ক্ষণস্থায়ী আরাম-আয়েশের পর তোমাদের কপালে আজাবই আজাব রয়েছে।–(আবূ হাইয়্যান)

وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ ارْكَعُوا لَا يَرْكَعُونَ –এখানে অধিকাংশ তাফসীরবিদের মতে রুকূ'র আভিধানিক অর্থ নত হওয়া বুঝানো হয়েছে। উদ্দেশ্য এই যে, দুনিয়াতে যখন তাদেরকে আল্লাহ প্রদত্ত বিধানাবলি মেনে চলতে বলা হতো, তখন তারা মেনে

https://e-ilm.weebly.com/

চলত না। কেউ কেউ রুকূ'র পারিভাষিক অর্থও নিয়েছেন। আয়াতে উদ্দেশ্য এই যে, যখন তাদেরকে নামাজের দিকে আহ্বান করা হতো, তখন তারা নামাজ পড়ত না। কাজেই আয়াতে রুকূ' বলে পুরো নামাজ বুঝানো হয়েছে।–(রূহুল মা'আনী)
فَبِاَيِّ حَدِيْثٍ بَعْدَهٗ يُؤْمِنُوْنَ অর্থাৎ তারা যখন কুরআনের মতো অপূর্ব, অলংকারপূর্ণ, তত্ত্বপূর্ণ ও সুস্পষ্ট প্রমাণাদিমণ্ডিত কিতাবে বিশ্বাস স্থাপন করল না, তখন এরপর আর কোন কথায় বিশ্বাস স্থাপন করবে? এখানে উদ্দেশ্য তাদের ঈমানের ব্যাপারে নৈরাশ্য ব্যক্ত করা। হাদীসে আছে, যখন এই সূরা তেলাওয়াতকারী এই আয়াত পাঠ করে তখন তার امنا بالله বলা উচিত। অর্থাৎ আমরা আল্লাহর প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করলাম। নামাজের বাইরে ও নফল নামাজের মধ্যে এই বাক্য বলা উচিত। ফরজ ও সুন্নত নামাজে এ থেকে বিরত থাকা হাদীস দ্বারা প্রমাণিত আছে।

শব্দবিশ্লেষণ :

اَلْمُرْسَلَاتِ : সীগাহ جمع مؤنث বহছ اسم مفعول বাব اِفْعَالٌ মাসদার اَلْاِرْسَالُ মূলবর্ণ (ر - س - ل) জিনস صحيح অর্থ– প্রেরিত বায়ু।

عُرْفًا : মাসদার। অর্থ- নেকি, দয়া, কল্যাণ, দান। এখানে দুটি অর্থ- উদ্দেশ্য হতে পারে। যথা, ১. প্রসিদ্ধ নেক কাজ ও ভালো কাজ। ২. অনবরত এর পরিভাষা। আয়াত وَالْمُرْسَلَاتِ -এর মধ্যে উভয় অর্থই উদ্দেশ্য। অর্থাৎ নেকি ও কল্যাণসহ প্রেরিত বাতাস বা অনবরত প্রেরিত বাতাস।

عَاصِفَاتِ : সীগাহ جمع مؤنث বহছ اسم فاعل বাব ضَرَبَ মাসদার اَلْعَصْفُ মূলবর্ণ (ع - ص - ف) জিনস صحيح অর্থ– প্রবলবেগে প্রবাহিত বায়ু।

وَالنّٰشِرَاتِ : সীগাহ جمع مؤنث বহছ اسم فاعل বাব نَصَرَ মাসদার اَلنَّشْرُ মূলবর্ণ (ن - ش - ر) জিনস صحيح অর্থ– এমন বায়ু যা মেঘরাশিকে ছড়িয়ে দেয়।

اَلْفَارِقَاتِ : সীগাহ جمع مؤنث বহছ اسم فاعل বাব سمع মাসদার فَرْقٌ মূলবর্ণ (ف - ر - ق) জিনস صحيح অর্থ– বিচ্ছিন্ন কারিণী।

اَلْمُلْقِيَاتِ : সীগাহ جمع مؤنث বহছ اسم فاعل বাব اِفْعَالٌ মাসদার اِلْقَاءٌ মূলবর্ণ (ل - ق - ى) জিনস ناقص يائى অর্থ– উদ্রেককারী।

طُمِسَتْ : সীগাহ واحد مؤنث غائب বহছ ماضى مجهول বাব ضَرَبَ মাসদার طَمْسٌ মূলবর্ণ (ط - م - س) জিনস صحيح অর্থ– জ্যোতিহীন নক্ষত্র।

فُرِجَتْ : সীগাহ واحد مؤنث غائب বহছ ماضى مجهول বাব ضَرَبَ মাসদার اَلْفَرْجُ মূলবর্ণ (ف - ر - ج) জিনস صحيح অর্থ- আকাশ বিদীর্ণ করে দেওয়া হবে।

نُسِفَتْ : সীগহ واحد مؤنث غائب বহছ ماضى مجهول বাব ضَرَبَ মাসদার اَلنَّسْفُ মূলবর্ণ (ن - س - ف) জিনস صحيح অর্থ– উড়ে বেড়াবে।

اُقِّتَتْ : সীগাহ واحد مؤنث غائب বহছ ماضى مجهول বাব تَفْعِيْل মাসদার تَوْقِيْتٌ মূলবর্ণ (و - ق - ت) জিনস مثال واوى অর্থ– সমবেত করা হবে।

اُجِّلَتْ : সীগাহ واحد مؤنث غائب বহছ ماضى مجهول বাব تَفْعِيْل মাসদার تَاْجِيْلٌ মূলবর্ণ (ا - ج - ل) জিনস مهموز فاء অর্থ– মুলতবি রাখা হয়েছে।

وَيْلٌ : ইসম। মারফূ। ধ্বংসাত্মক শাস্তি। দোজখের শাস্তির একটি উপত্যকার নাম। আজাবের তীব্রতা। وَيْلٌ - এর বিভিন্ন অর্থ রয়েছে। পাপ ও অপকর্মে প্রবিষ্ট হওয়া। ভারাক্রান্ত হওয়া। বিপদগ্রস্ত করা। এ সকল অর্থে মাসদার আসে وَيْلٌ।

كِفَاتًا : সবকিছুকে ধারণা করার স্থান (জমিন)। জীবিতদেরকে তার উপরে আর মৃত্যুদেরকে তার ভিতর মাটি ধারণ করে নেয়।

شٰمِخٰتٍ : সীগাহ جمع مؤنث বহছ اسم فاعل বাব فَتَحَ মাসদার اَلشَّمْخُ. اَلشُّمُوْخُ মূলবর্ণ (ش - م - خ) জিনস صحيح অর্থ– সুউচ্চ।

https://e-ilm.weebly.com/

إِنْطَلِقُوْا : সীগাহ جمع مذكر حاضر বহছ امر حاضر معروف বাব إِنْفِعَالْ মাসদার إِنْطِلَاقٌ মূলবর্ণ (ط ـ ل ـ ق) জিনস صحيح অর্থ– চলো।

شُعَبٌ : شُعْبَةٌ -এর বহুবচন। অর্থ- বৃক্ষের কাণ্ড, কোনো কিছুর শাখা, অংশ।

ظَلِيْلٌ : صفت مشبه অর্থ– ছায়াময়, শীতল ছায়াসমূহ। ছায়াবিশিষ্ট। আরবদের অভ্যাস অনুযায়ী দৃঢ়তা বুঝানোর জন্য এই শব্দটি চয়িত। যেভাবে يَوْمٌ - اَلْيَوْمَ কঠিন দিন, আর لَيْلٌ - اَللَّيْلُ লম্বা রাত ব্যবহার হয়।

لَهَبٌ : মাসদার। অর্থ- আগুন জ্বলে উঠা, আগুনের স্ফুলিঙ্গ। ধূলি এবং ধোঁয়াকেও لَهَبٌ বলা হয়। لَهَبَتِ النَّارُ আগুন জ্বলে উঠেছে।

لَا يَنْطِقُوْنَ : সীগাহ جمع مذكر غائب বহছ نفى فعل مضارع معروف বাব ضَرَبَ মাসদার نُطْقٌ মূলবর্ণ (ن ـ ط ـ ق) জিনস صحيح অর্থ– তারা কথা বলতে পারবে না।

لَايُؤْذَنُ : সীগাহ واحد مذكر غائب বহছ نفى فعل مضارع مجهول বাব سَمِعَ মাসদার إِذْنٌ মূলবর্ণ (ء ـ ذ ـ ن) জিনস مهموز فاء অর্থ– অনুমতিও থাকবে না।

يَعْتَذِرُوْنَ : সীগাহ جمع مذكر غائب বহছ مضارع معروف বাব إِفْتِعَالٌ মাসদার إِعْتِذَارٌ মূলবর্ণ (ع ـ ذ ـ ر) জিনস صحيح অর্থ– ওজর করবে।

اَلْفَصْلُ : অর্থ– কিয়ামত দিবস। সত্য মিথ্যার মাঝে পার্থক্যকারী দিবস। –[মু'জাম]

كِيْدُوْنِ : সীগাহ جمع مذكر حاضر বহছ امر حاضر معروف বাব كَادَ- يَكَادُ মাসদার اَلْكَيْدُوْدَةُ মূলবর্ণ (ك ـ ى ـ د) জিনস اجوف يائى অর্থ– আমার উপর সে তদবির চালাও।

يَشْتَهُوْنَ : সীগাহ جمع مذكر غائب বহছ مضارع معروف বাব إِفْتِعَالٌ মাসদার إِشْتِهَاءٌ মূলবর্ণ (ش ـ ه ـ ى) জিনস ناقص يائى অর্থ– বঞ্ছিত, তারা যা চাইবে, কামনা করবে।

هَنِيْئًا : صفت مشبه, মাসদার هَنَاءٌ বাব نَصَرَ ، ضَرَبَ অর্থ– আরামদায়ক, তৃপ্তিদায়ক, সুখকর, স্বাস্থ্যকর।

تَمَتَّعُوْا : সীগাহ جمع مذكر حاضر বহছ امر حاضر معروف বাব تَفَعُّلٌ মাসদার تَمَتُّعٌ মূলবর্ণ (م ـ ت ـ ع) জিনস صحيح অর্থ– উপভোগ করে নাও।

قِيْلَ : সীগাহ واحد مذكر غائب বহছ ماضى مجهول বাব نَصَرَ মাসদার اَلْقَوْلُ মূলবর্ণ (ق ـ و ـ ل) জিনস اجوف واوى অর্থ– বলা হয়।

اِرْكَعُوْا : সীগাহ جمع مذكر حاضر বহছ امر حاضر معروف বাব فَتَحَ মাসদার رَكْعٌ মূলবর্ণ (ر ـ ك ـ ع) জিনস صحيح অর্থ– বিনত হও।

বাক্য বিশ্লেষণ :

اِنَّمَا تُوْعَدُوْنَ لَوَاقِعٌ : এখানে اِنَّ হলো حرف مشبه بالفعل আর ما মাওসূল হলো اسم ان আর تُوْعَدُوْنَ বাক্যটি সেলাহ। আর لَوَاقِعٌ -এর لام টি المزخلقة আর وَاقِعٌ হলো خبر ان আর عائد উহ্য রয়েছে অর্থাৎ اِنَّ الَّذِىْ تُوْعَدُوْنَهُ –[ই'রাবুল কুরআন ৮ম খণ্ড : পৃ. ১৭৯]

فَجَعَلْنٰهُ فِىْ قَرَارٍ مَكِيْنٍ : এখানে فا টি আতেফা جَعَلْنَا হলো ফে'ল ও ফায়েল আর ه হলো مفعول به এবং فِىْ قَرَارٍ টা দ্বিতীয় মাফউলের স্থানে, আর مَكِيْنٍ হলো قَرَارٍ -এর সিফত। –[ই'রাবুল কুরআন ৮ম খণ্ড ; পৃ. ১৮৩]

فَبِاَىِّ حَدِيْثٍ بَعْدَهٗ يُؤْمِنُوْنَ : এখানে فاء টা হলো فصيحة অর্থাৎ اِنْ لَّمْ يُؤْمِنُوْا بِالْقُرْاٰنِ فَيُؤْمِنُوْنَ بِاَىِّ شَيْئٍ আর بَاَىِّ টা يُؤْمِنُوْنَ -এর সাথে متعلق হয়েছে। আর بَعْدَهٗ টা উহ্য ফেলের সাথে ظرف متعلق হয়ে حَدِيْثٍ -এর সিফত হয়েছে। আর يُؤْمِنُوْنَ হলো فعل مضارع مرفوع –[ই'রাবুল কুরআন ৮ম খণ্ড; পৃ. ১৯১]

https://e-ilm.weebly.com/

পারা : ৩০

سُوْرَةُ النَّبَاِ مَكِّيَّةٌ

সূরা নাবা

মক্কায় অবতীর্ণ; আয়াত– ৪০, রুকূ'– ২

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

পরম করুণাময়, দয়ালু আল্লাহর নামে শুরু করছি।

১. তারা একে অপরের নিকট কিসের অবস্থা জিজ্ঞাসা করছে?	عَمَّ يَتَسَآءَلُوْنَ ۚ ﴿١﴾
২. সে বড় ঘটনার অবস্থা জিজ্ঞাসা করছে?	عَنِ النَّبَاِ الْعَظِيْمِ ۙ ﴿٢﴾
৩. যে সম্বন্ধে তারা [সত্যপন্থিদের সাথে] মতভেদ করছে।	الَّذِيْ هُمْ فِيْهِ مُخْتَلِفُوْنَ ۭ ﴿٣﴾
৪. কখনো এরূপ নয়, [বরং কিয়ামত আসবে এবং] তারা সত্বরই জানতে পারবে।	كَلَّا سَيَعْلَمُوْنَ ۙ ﴿٤﴾
৫. অনন্তর কখনো এরূপ নয়, তারা অচিরেই জানতে পারবে।	ثُمَّ كَلَّا سَيَعْلَمُوْنَ ﴿٥﴾
৬. আমি কি জমিনকে বিছানা করিনি?	اَلَمْ نَجْعَلِ الْاَرْضَ مِهٰدًا ۙ ﴿٦﴾
৭. এবং পর্বতসমূহকে ও [জমিনের জন্য] পেরেক স্বরূপ নির্মাণ করিনি।	وَّالْجِبَالَ اَوْتَادًا ۙ ﴿٧﴾

শাব্দিক অনুবাদ :

১. عَمَّ কিসের অবস্থা يَتَسَآءَلُوْنَ তারা একে অপরের নিকট জিজ্ঞাসা করছে?

২. عَنِ النَّبَاِ الْعَظِيْمِ সে বড় ঘটনার অবস্থা জিজ্ঞাসা করছে?

৩. الَّذِيْ هُمْ فِيْهِ যে সম্বন্ধে তারা مُخْتَلِفُوْنَ মতভেদ করছে।

৪. كَلَّا কখনো এরূপ নয় سَيَعْلَمُوْنَ তারা সত্বরই জানতে পারবে।

৫. ثُمَّ كَلَّا অনন্তর কখনো এরূপ নয় سَيَعْلَمُوْنَ তারা অচিরেই জানতে পারবে।

৬. اَلَمْ نَجْعَلِ আমি কি করিনি الْاَرْضَ مِهٰدًا জমিনকে বিছানা?

৭. وَّالْجِبَالَ এবং পর্বতসমূহকে اَوْتَادًا [জমিনের জন্য] পেরেক স্বরূপ নির্মাণ করিনি।

https://e-ilm.weebly.com/

৮. এবং আমিই তোমাদেরকে জোড়া [নর ও নারী] বানিয়েছি।	وَّخَلَقْنٰكُمْ اَزْوَاجًا ﴿٨﴾
৯. আর আমিই তোমাদের নিদ্রাকে আরামের উপকরণ করেছি।	وَّجَعَلْنَا نَوْمَكُمْ سُبَاتًا ﴿٩﴾
১০. আর আমিই রাত্রিকে আবরণের বস্ত্র বানিয়েছি।	وَّجَعَلْنَا الَّيْلَ لِبَاسًا ﴿١٠﴾
১১. আর আমিই দিনকে জীবিকা অর্জনের সময় করেছি।	وَّجَعَلْنَا النَّهَارَ مَعَاشًا ﴿١١﴾
১২. আর আমিই তোমাদের উপর সাতটি মজবুত আসমান নির্মাণ করেছি।	وَّبَنَيْنَا فَوْقَكُمْ سَبْعًا شِدَادًا ﴿١٢﴾
১৩. আর আমিই এক উজ্জ্বল প্রদীপ [অর্থাৎ সূর্যকে] প্রস্তুত করেছি।	وَّجَعَلْنَا سِرَاجًا وَّهَّاجًا ﴿١٣﴾
১৪. আর আমিই পানিপূর্ণ মেঘমালা হতে প্রচুর বৃষ্টি বর্ষণ করেছি।	وَّاَنْزَلْنَا مِنَ الْمُعْصِرٰتِ مَآءً ثَجَّاجًا ﴿١٤﴾
১৫. যেন আমি সে পানি দ্বারা উৎপন্ন করি শস্য ও সবজি [উদ্ভিদ]।	لِّنُخْرِجَ بِهٖ حَبًّا وَّنَبَاتًا ﴿١٥﴾
১৬. এবং নিবিড় উদ্যানসমূহ। [সমস্ত কাজে কি আমার পূর্ণ ক্ষমতা প্রকাশ পাচ্ছে না? তবে কেন কিয়ামত সম্বন্ধে আমার ক্ষমতায় সন্দেহ করা হচ্ছে?]	وَّجَنّٰتٍ اَلْفَافًا ﴿١٦﴾
১৭. নিশ্চয় বিচারের দিন [একটি] নির্ধারিত [সময়] রয়েছে।	اِنَّ يَوْمَ الْفَصْلِ كَانَ مِيْقَاتًا ﴿١٧﴾
১৮. অর্থাৎ যেদিন সিঙ্গায় ফুৎকার দেওয়া হবে, অতঃপর তোমরা দলে দলে এসে উপস্থিত হবে।	يَّوْمَ يُنْفَخُ فِى الصُّوْرِ فَتَاْتُوْنَ اَفْوَاجًا ﴿١٨﴾

শাব্দিক অনুবাদ :

৮. وَّخَلَقْنٰكُمْ এবং আমিই তোমাদেরকে বানিয়েছি اَزْوَاجًا জোড়া [নর ও নারী]।
৯. وَّجَعَلْنَا نَوْمَكُمْ আর আমিই তোমাদের নিদ্রাকে করেছি سُبَاتًا আরামের উপকরণ।
১০. وَّجَعَلْنَا الَّيْلَ আর আমিই রাত্রিকে বানিয়েছি لِبَاسًا আবরণের বস্ত্র।
১১. وَّجَعَلْنَا النَّهَارَ আর আমিই দিনকে করেছি مَعَاشًا জীবিকা অর্জনের সময়।
১২. وَّبَنَيْنَا فَوْقَكُمْ আর আমিই তোমাদের উপর নির্মাণ করেছি سَبْعًا شِدَادًا সাতটি মজবুত আসমান।
১৩. وَّجَعَلْنَا আর আমিই প্রস্তুত করেছি سِرَاجًا وَّهَّاجًا এক উজ্জ্বল প্রদীপ [অর্থাৎ সূর্যকে]।
১৪. وَّاَنْزَلْنَا مِنَ الْمُعْصِرٰتِ আর আমিই পানিপূর্ণ মেঘমালা হতে বর্ষণ করেছি مَآءً ثَجَّاجًا প্রচুর বৃষ্টি।
১৫. لِّنُخْرِجَ بِهٖ যেন আমি সে পানি দ্বারা উৎপন্ন করি حَبًّا وَّنَبَاتًا শস্য ও সবজি [উদ্ভিদ]।
১৬. وَّجَنّٰتٍ اَلْفَافًا এবং নিবিড় উদ্যানসমূহ।
১৭. اِنَّ يَوْمَ الْفَصْلِ নিশ্চয় বিচারের দিন كَانَ مِيْقَاتًا নির্ধারিত রয়েছে।
১৮. يَّوْمَ يُنْفَخُ فِى الصُّوْرِ অর্থাৎ যেদিন সিঙ্গায় ফুৎকার দেওয়া হবে فَتَاْتُوْنَ اَفْوَاجًا অতঃপর তোমরা দলে দলে এসে উপস্থিত হবে।

https://e-ilm.weebly.com/

১৯. আর আসমান খুলে দেওয়া হবে, অনন্তর তাতে বহু দরজা হয়ে যাবে।	وَّفُتِحَتِ السَّمَآءُ فَكَانَتْ اَبْوَابًا ﴿١٩﴾
২০. আর পাহাড়সমূহকে স্থানচ্যুত করা হবে, অতঃপর তা বালুকারাশির ন্যায় হয়ে যাবে।	وَّسُيِّرَتِ الْجِبَالُ فَكَانَتْ سَرَابًا ﴿٢٠﴾
২১. নিশ্চয় দোজখ ওঁৎপাতার স্থল।	اِنَّ جَهَنَّمَ كَانَتْ مِرْصَادًا ﴿٢١﴾
২২. এটা সীমালঙ্ঘনকারীদের আবাসস্থল।	لِّلطّٰغِيْنَ مَاٰبًا ﴿٢٢﴾
২৩. যাতে তারা অনন্তকাল [পড়ে] থাকবে।	لّٰبِثِيْنَ فِيْهَآ اَحْقَابًا ﴿٢٣﴾
২৪. সেখানে তারা না কোনো প্রকার স্নিগ্ধতার স্বাদ গ্রহণ করবে আর না পানীয় বস্তুর স্বাদ গ্রহণ করবে।	لَا يَذُوْقُوْنَ فِيْهَا بَرْدًا وَّلَا شَرَابًا ﴿٢٤﴾
২৫. উত্তপ্ত পানি ও পুঁজ ব্যতীত।	اِلَّا حَمِيْمًا وَّغَسَّاقًا ﴿٢٥﴾
২৬. এটাই [স্বীয় কৃতকর্মের] পূর্ণ প্রতিদান।	جَزَآءً وِّفَاقًا ﴿٢٦﴾
২৭. তারা হিসাব-নিকাশের ভয় করত না।	اِنَّهُمْ كَانُوْا لَا يَرْجُوْنَ حِسَابًا ﴿٢٧﴾
২৮. এবং তারা আমার আয়াতসমূহকে সম্পূর্ণ অবিশ্বাস করত।	وَّكَذَّبُوْا بِاٰيٰتِنَا كِذَّابًا ﴿٢٨﴾
২৯. আর আমি প্রত্যেক বিষয়ই লিখিতভাবে সংরক্ষিত রেখেছি।	وَكُلَّ شَيْءٍ اَحْصَيْنٰهُ كِتٰبًا ﴿٢٩﴾

শাব্দিক অনুবাদ :

১৯. وَّفُتِحَتِ السَّمَآءُ আর আসমান খুলে দেওয়া হবে فَكَانَتْ اَبْوَابًا অনন্তর তাতে বহু দরজা হয়ে যাবে।

২০. وَّسُيِّرَتِ الْجِبَالُ আর পাহাড়সমূহকে স্থানচ্যুত করা হবে فَكَانَتْ سَرَابًا অতঃপর তা বালুকারাশির ন্যায় হয়ে যাবে।

২১. اِنَّ جَهَنَّمَ নিশ্চয় দোজখ كَانَتْ مِرْصَادًا ওঁৎপাতার স্থল।

২২. لِّلطّٰغِيْنَ এটা সীমালঙ্ঘনকারীদের مَاٰبًا আবাসস্থল।

২৩. لّٰبِثِيْنَ فِيْهَآ যাতে তারা থাকবে اَحْقَابًا অনন্তকাল।

২৪. لَا يَذُوْقُوْنَ فِيْهَا بَرْدًا সেখানে তারা না কোনো প্রকার স্নিগ্ধতার স্বাদ গ্রহণ করবে وَّلَا شَرَابًا আর না পানীয় বস্তুর স্বাদ গ্রহণ করবে।

২৫. اِلَّا حَمِيْمًا উত্তপ্ত পানি ব্যতীত وَّغَسَّاقًا ও পুঁজ।

২৬. جَزَآءً وِّفَاقًا এটাই স্বীয় কৃতকর্মের পূর্ণ প্রতিদান।

২৭. اِنَّهُمْ كَانُوْا لَا يَرْجُوْنَ তারা ভয় করত না حِسَابًا হিসাব-নিকাশের।

২৮. وَّكَذَّبُوْا এবং তারা অবিশ্বাস করত بِاٰيٰتِنَا كِذَّابًا আমার আয়াতসমূহকে সম্পূর্ণ।

২৯. وَكُلَّ شَيْءٍ আর প্রত্যেক বিষয়ই اَحْصَيْنٰهُ كِتٰبًا আমি লিখিতভাবে সংরক্ষিত রেখেছি।

https://e-ilm.weebly.com/

৩০. সুতরাং [এখন তোমরা তোমাদের সে কৃতকর্মের] স্বাদ গ্রহণ কর, আমি তোমাদের শাস্তিই বৃদ্ধি করতে থাকব।	فَذُوْقُوْا فَلَنْ نَّزِيْدَكُمْ اِلَّا عَذَابًا ﴿٣٠﴾
৩১. নিশ্চয় মুত্তাকীদের জন্য সফলতা রয়েছে।	اِنَّ لِلْمُتَّقِيْنَ مَفَازًا ﴿٣١﴾
৩২. অর্থাৎ [বিভিন্ন মেওয়াপূর্ণ] উদ্যানসমূহ ও আঙ্গুরপুঞ্জ।	حَدَآئِقَ وَاَعْنَابًا ﴿٣٢﴾
৩৩. আর সমবয়স্কা নবযুবতীগণ রয়েছে।	وَّكَوَاعِبَ اَتْرَابًا ﴿٣٣﴾
৩৪. এবং পরিপূর্ণ পানপাত্রসমূহ।	وَّكَاْسًا دِهَاقًا ﴿٣٤﴾
৩৫. তারা সেখানে না কোনো নিরর্থক কথা শুনতে পাবে আর না কোনো মিথ্যা কথা।	لَا يَسْمَعُوْنَ فِيْهَا لَغْوًا وَّلَا كِذّٰبًا ﴿٣٥﴾
৩৬. এটা প্রতিদান, আপনার প্রতিপালকের পক্ষ হতে যথাযোগ্য পুরস্কার ।	جَزَآءً مِّنْ رَّبِّكَ عَطَآءً حِسَابًا ﴿٣٦﴾
৩৭. যিনি আসমানসমূহ ও জমিন এবং এতদুভয়ের মধ্যস্থিত সমস্ত বস্তুর মালিক, পরম দয়ালু, তার পক্ষ হতে অধিকার কারো হবে না যে, আবেদন-নিবেদন করে।	رَّبِّ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا الرَّحْمٰنِ لَا يَمْلِكُوْنَ مِنْهُ خِطَابًا ﴿٣٧﴾
৩৮. যেদিন সমস্ত প্রাণী ও ফেরেশতাগণ সারিবদ্ধভাবে দণ্ডায়মান হবে, কেউই কথা বলতে পারবে না সে ব্যক্তি ব্যতীত, যাকে দয়াময় [আল্লাহ] অনুমতি দিবেন এবং সে কথাও ঠিক ঠিক বলবে।	يَوْمَ يَقُوْمُ الرُّوْحُ وَالْمَلٰٓئِكَةُ صَفًّا ۙ لَّا يَتَكَلَّمُوْنَ اِلَّا مَنْ اَذِنَ لَهُ الرَّحْمٰنُ وَقَالَ صَوَابًا ﴿٣٨﴾

শাব্দিক অনুবাদ :

৩০. فَذُوْقُوْا সুতরাং এখন তোমরা তোমাদের সে কৃতকর্মের স্বাদ গ্রহণ কর فَلَنْ نَّزِيْدَكُمْ اِلَّا عَذَابًا আমি তোমাদের শাস্তিই বৃদ্ধি করতে থাকব।

৩১. اِنَّ لِلْمُتَّقِيْنَ নিশ্চয় মুত্তাকীদের জন্য রয়েছে। مَفَازًا সফলতা ।

৩২. حَدَآئِقَ অর্থাৎ উদ্যানসমূহ وَّاَعْنَابًا ও আঙ্গুরপুঞ্জ।

৩৩. وَّكَوَاعِبَ اَتْرَابًا আর সমবয়স্কা নবযুবতীগণ রয়েছে।

৩৪. وَّكَاْسًا এবং পানপাত্রসমূহ دِهَاقًا পরিপূর্ণ ।

৩৫. لَا يَسْمَعُوْنَ فِيْهَا لَغْوًا তারা সেখানে না কোনো নিরর্থক কথা শুনতে পাবে وَّلَا كِذّٰبًا আর না কোনো মিথ্যা কথা।

৩৬. جَزَآءً এটা প্রতিদান مِّنْ رَّبِّكَ عَطَآءً حِسَابًا আপনার প্রতিপালকের পক্ষ হতে যথাযোগ্য পুরস্কার ।

৩৭. رَّبِّ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا যিনি আসমানসমূহ ও জমিন এবং এতদুভয়ের মধ্যস্থিত সমস্ত বস্তুর মালিক الرَّحْمٰنِ পরম দয়ালু لَا يَمْلِكُوْنَ مِنْهُ خِطَابًا তার পক্ষ হতে অধিকার কারো হবে না যে, আবেদন-নিবেদন করে।

৩৮. يَوْمَ يَقُوْمُ الرُّوْحُ وَالْمَلٰٓئِكَةُ صَفًّا যেদিন সমস্ত প্রাণী ও ফেরেশতাগণ সারিবদ্ধভাবে দণ্ডায়মান হবে لَا يَتَكَلَّمُوْنَ اِلَّا مَنْ اَذِنَ لَهُ الرَّحْمٰنُ কেউই কথা বলতে পারবে না সে ব্যক্তি ব্যতীত, যাকে দয়াময় [আল্লাহ] অনুমতি দিবেন وَقَالَ صَوَابًا এবং সে কথাও ঠিক ঠিক বলবে।

https://e-ilm.weebly.com/

৩৯. এটা সুনিশ্চিত দিন, অতএব যার ইচ্ছা সে তার প্রতিপালকের নিকট আশ্রয়স্থল গ্রহণ করুক।	ذٰلِكَ الْيَوْمُ الْحَقُّ ۚ فَمَنْ شَآءَ اتَّخَذَ اِلٰى رَبِّهٖ مَاٰبًا ﴿٣٩﴾
৪০. আমি তোমাদেরকে এক আসন্ন আজাবের ভয় প্রদর্শন করলাম, যেদিন প্রত্যেক ব্যক্তি নিজের ঐ কৃতকর্মসমূহ প্রত্যক্ষ করবে, যা সে স্বহস্তে করেছে, আর কাফের বলবে, হায়! আমি যদি মৃত্তিকা হয়ে যেতাম।	اِنَّآ اَنْذَرْنٰكُمْ عَذَابًا قَرِيْبًا ۚۖ يَّوْمَ يَنْظُرُ الْمَرْءُ مَا قَدَّمَتْ يَدٰهُ وَيَقُوْلُ الْكٰفِرُ يٰلَيْتَنِىْ كُنْتُ تُرٰبًا ﴿٤٠﴾ ع ٢

শাব্দিক অনুবাদ :

৩৯. ذٰلِكَ الْيَوْمُ الْحَقُّ এটা সুনিশ্চিত দিন فَمَنْ شَآءَ اتَّخَذَ اِلٰى رَبِّهٖ مَاٰبًا অতএব যার ইচ্ছা সে তার প্রতিপালকের নিকট আশ্রয়স্থল গ্রহণ করুক।

৪০. اِنَّآ اَنْذَرْنٰكُمْ عَذَابًا قَرِيْبًا আমি তোমাদেরকে এক আসন্ন আজাবের ভয় প্রদর্শন করলাম يَّوْمَ يَنْظُرُ الْمَرْءُ مَا قَدَّمَتْ يَدٰهُ যেদিন প্রত্যেক ব্যক্তি নিজের ঐ কৃতকর্মসমূহ প্রত্যক্ষ করবে, যা সে স্বহস্তে করেছে وَيَقُوْلُ الْكٰفِرُ আর কাফের বলবে يٰلَيْتَنِىْ كُنْتُ تُرٰبًا হায়! আমি যদি মৃত্তিকা হয়ে যেতাম।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

সূরাটির নামকরণের কারণ : অত্র সূরার নাম 'আন-নাবা'। সূরার দ্বিতীয় আয়াতের عَنِ النَّبَاِ الْعَظِيْمِ -এর মধ্য হতে اَلنَّبَاُ শব্দকে কেন্দ্র করেই اَلنَّبَاُ নামকরণ করা হয়েছে। 'নাবা' শব্দটির অর্থ সংবাদ বা খবর। এ সূরায় কিয়ামত ও পরকাল সম্পর্কিত বিভিন্ন সংবাদ দেওয়া হয়েছে, তাই এ কারণে اَلنَّبَاُ নামকরণ যথার্থ হয়েছে। এ সূরাকে عَمَّ يَتَسَآءَلُوْنَ ও عَمَّ এবং 'তাসাওল' ও বলা হয়। এতে ২টি রুকূ', ৪০টি আয়াত, ১৩৭টি শব্দ এবং ৬৯০টি অক্ষর রয়েছে। –[খাযেন, কাবীর, নূরুল কুরআন]

সূরাটির মূলকথা ও আলোচ্য বিষয় : আলোচ্য সূরাটিতে প্রধানত কিয়ামতের কথা উল্লিখিত হয়েছে। এর পূর্ববর্তী সূরা আল-মুরসালাতে'ও অনুরূপভাবে পরকাল ও কিয়ামতের কথা আলোচিত হয়েছে। এ সূরার প্রথম অংশে নাবায়ে আজীম বা কিয়ামতের ভয়াবহতা বর্ণনা করা হয়েছে। এর সমর্থনে পরবর্তী ৬ হতে ১৩ আয়াত পর্যন্ত আল্লাহর সৃষ্টি-নৈপুণ্যের মাহাত্ম্য বর্ণনা করা হয়েছে। অতঃপর নাবায়ে আজীম-এর বিস্তারিত বর্ণনা প্রদান করা হয়েছে ১৭ হতে ২০ আয়াতে। কিয়ামতের পরে দোজখবাসী ও বেহেশতবাসীদের পর্যায়ক্রমে শাস্তি ও পুরস্কারের কথা বর্ণনা করে উপসংহারে হাশরের ময়দানে অবিশ্বাসীদের অনুশোচনার কথা উল্লিখিত হয়েছে।

এ সূরায় বলা হয়েছে– পরকালের কথা শুনেত পেয়ে মক্কাবাসীরা শহরের প্রতিটি অলিতে-গলিতে আলোচনা সমালোচনা শুরু করেছে। তাই সূরার প্রথম বাক্যেই সেদিকে ইঙ্গিত করা হয়েছে। অতঃপর পরকালে অবিশ্বাসীদেরকে জিজ্ঞাসা করা হয়েছে। তোমরা কি এ পৃথিবী ও এ জমিনকে দেখতে পাও না? একে তো আমিই তোমাদের শয্যারূপে বানিয়ে দিয়েছি। এ সুউচ্চ পর্বতমালা কি তোমাদের দৃষ্টিতে পড়ে না? একে আমিই খুঁটির মতো মাটিতে পুঁতে রেখেছি। তোমরা কি নিজেদের ব্যাপারে ভেবে দেখ না? আমিই তোমাদেরকে জোড়া জোড়া সৃষ্টি করেছি। তোমাদের নিদ্রাকে শান্তির বাহন হিসেবে সৃষ্টি করেছি। রাতকে আচ্ছাদনকারী এবং দিনকে জীবিকা অর্জনের উপায় বানিয়ে দিয়েছি। সুদৃঢ় সপ্ত আকাশ এবং আলো ও তাপ প্রদানকারী উজ্জ্বল সূর্য সৃষ্টি করেছি। আকাশে ভাসমান মেঘ হতে বৃষ্টি বর্ষণ করেছি এবং ঐ বৃষ্টির পানির দ্বারা তোমাদের জন্য শস্য, শাক-সবজি ও ঘন বাগ-বাগিচা সৃষ্টি করেছি। এটা কি তোমাদের বোধগম্য হয় না? আমি যদি এ সমস্ত কর্মকাণ্ড করতে পারি তবে এ সৃষ্টিকে ধ্বংস করে আবার পুনঃ সৃষ্টি করতে পারবো না– এটা তোমরা কিভাবে ধারণা কর? এ বিশ্বজগতের যাবতীয় সৃষ্টি লক্ষ্যহীন নয়। সৃষ্টিলোকের এ বিরাট কারখানা মূলত মানবজাতির কল্যাণের জন্যই পরিপূর্ণ বুদ্ধিমাত্তা ও সূক্ষ্ম জ্ঞানশীলতা দ্বারা তৈরি করা হয়েছে। তাই মানবজাতিকে এর উৎকৃষ্ট ব্যবহারের প্রচুর ক্ষমতাও দেওয়া হয়েছে। অথচ মানুষ যথেচ্ছভাবে এসব কিছুর ভোগ-ব্যবহার করবে, আর সৃষ্টিকর্তার আদেশ নিষেধ মানবে না, ভালো কাজের জন্য পুরস্কার এবং মন্দ কাজের জন্য শাস্তি দেওয়া হবে না, তা কেমন করে বোধগম্য হতে পারে?

https://e-ilm.weebly.com/

https://e-ilm.weebly.com/

নিদ্রাই মানুষের সব সুখের ভিত্তি। এই নিয়ামতটি আল্লাহ তা'আলা সমগ্র সৃষ্টির জন্য ব্যাপক করে দিয়েছেন। ফলে ধনী-দরিদ্র, পণ্ডিত-মূর্খ, রাজা-প্রজা সবাই এই ধন সমহারে একই সময়ে প্রাপ্ত হয় বরং বিশ্বের পরিস্থিতি পর্যালোচনা করলে দেখা যায় যে, গরীব ও শ্রমজীবী মানুষ এ নিয়ামত যে পরিমাণে লাভ করে, ধনাঢ্য ও ঐশ্বর্যশালীদের ভাগ্যে তা ঘটে না। তাদের কাছে সুখের সামগ্রী, সুখের বাসগৃহ, শীতাতপ নিয়ন্ত্রিত কক্ষ, নরম তোশক, নরম বালিশ ইত্যাদি সবই থাকে, যা দরিদ্ররা কদাচ চোখেও দেখে না কিন্তু নিদ্রা এসব তোশক, বালিশ অথবা প্রাসাদবাংলোর অনুগামী নয়। এটা তো আল্লাহ তা'আলার এমন এক নিয়ামত, যা সরাসরি তাঁর কাছ থেকেই আসে। মাঝে মাঝে নিঃস্ব সম্বলহীন ব্যক্তিকে কোনো শয্যা-বালিশ ছাড়াই উন্মুক্ত আকাশের নিচে এ নিয়ামত প্রচুর পরিমাণে দান করা হয় এবং মাঝে মাঝে সম্পদশালীদেরকে দান করা হয় না। তারা নিদ্রার বটিকা সেবন করে এ নিয়ামত লাভ করে এবং প্রায় সময়ে এই বটিকাও নিদ্রা আনয়নে ব্যর্থ হয়। চিন্তা করুন, এর চেয়ে বড় নিয়ামত এই যে, এই নিদ্রা কেবল বিনা মূল্যে ও বিনা পরিশ্রমেই মানুষ, জন্তু নির্বিশেষে সবাইকে দান করা হয়নি বরং আল্লাহ তা'আলা স্বীয় অপার অনুগ্রহে এই নিয়ামতটি বাধ্যতামূলক করে দিয়েছেন। মানুষ মাঝে মাঝে কাজের আধিক্যের দরুন সারারাত্রি জেগে কাজ করতে চায় কিন্তু আল্লাহ্র অনুগ্রহ তার উপর জোরেজবরে নিদ্রা চাপিয়ে দেন, যাতে সারা দিনের ক্লান্তি দূর হয়ে যায় এবং সে আরও অধিক কাজের শক্তি অর্জন করে। অতঃপর এই নিদ্রারূপী মহা অবদানের পরিশিষ্ট বর্ণনা করা হয়েছে যে, وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ لِبَاسًا –অর্থাৎ আমি রাত্রিকে করেছি আবরণ। এতে ইঙ্গিত করা হয়েছে যে, স্বভাবত মানুষের নিদ্রা তখন আসে, যখন আলো অধিক না থাকে, চতুর্দিকে নীরবতা বিরাজ করে এবং হট্টগোল না থাকে। আল্লাহ তা'আলা রাত্রিকে আবরণ বলে ইশারা করেছেন যে, তিনি তোমাদেরকে কেবল নিদ্রাই দেননি বরং সারা বিশ্বে নিদ্রার উপযুক্ত পরিবেশও সৃষ্টি করেছেন। প্রথমে রাত্রির অন্ধকার সৃষ্টি করেছেন, অতঃপর সমস্ত মানুষ ও জন্তু-জানোয়ারকে একই সময়ে নিদ্রা দিয়েছেন। বলা বাহুল্য, সবাই একযোগে নিদ্রা গেলেই চারদিকে পূর্ণ নিস্তব্ধতা বিরাজ করবে। নতুবা অনান্য কাজের ন্যায় নিদ্রার সময়ও যদি বিভিন্ন মানুষের জন্য বিভিন্নরূপ হতো; তবে কেউ পূর্ণ শান্তিতে নিদ্রা যেতে পারত না।

এরপর বলা হয়েছে وَجَعَلْنَا النَّهَارَ مَعَاشًا –মানুষের সুখ ও শান্তির জন্য প্রয়োজনীয় আহার্য দ্রব্যাদির সরবরাহও নিতান্ত জরুরি। নতুবা নিদ্রা সাক্ষাৎ মৃত্যু হয়ে যাবে। যদি সারাক্ষণ রাত্রিই থাকত এবং মানুষ কেবল নিদ্রাই যেত, তবে এসব দ্রব্য কিরূপে অর্জিত হতো। এর জন্য চেষ্টা, পরিশ্রম ও দৌড়াদৌড়ি জরুরি, যা আলোকোজ্জ্বল পরিবেশে সম্ভবপর। তাই বলা হয়েছে : তোমাদের সুখকে পূর্ণতা দান করার জন্য আমি কেবল রাত্রি ও তার অন্ধকার সৃষ্টি করিনি বরং একটি আলোকোজ্জ্বল দিনও দিয়েছি, যাতে তোমরা কাজ-কারবার করে জীবিকা নির্বাহ করতে পার। অতঃপর মানুষের সুখের সেই উপকরণ উল্লেখ করা হয়েছে, যা আকাশের সাথে সম্পর্কযুক্ত। তন্মধ্যে সর্ববৃহৎ উপকারি বস্তু হচ্ছে সূর্যের আলো। বলা হয়েছে : وَجَعَلْنَا سِرَاجًا وَّهَّاجًا –অর্থাৎ আমি একটি প্রোজ্জ্বল প্রদীপ সৃষ্টি করেছি। এরপর মানুষের সুখের প্রয়োজনে আকাশের নিচে সৃজিত বস্তুসমূহের মধ্যে সর্বাধিক প্রয়োজনীয় বস্তু মেঘমালার কথা উল্লেখ হয়েছে।

وَاَنْزَلْنَا مِنَ الْمُعْصِرٰتِ مَاءً ثَجَّاجًا - مُعْصِرٰتِ শব্দটি مُعْصِرَةٌ-এর বহুবচন। এর অর্থ জলে পরিপূর্ণ মেঘমালা। এ থেকে জানা গেল যে, মেঘমালা থেকে বৃষ্টি বর্ষিত হয়। কোনো কোনো আয়াতে আকাশ থেকে বর্ষিত হওয়ার কথা আছে। তাতে আকাশের অর্থ আকাশের শূন্যমণ্ডল। এই অর্থে سَمَاءٌ শব্দের ব্যবহার কুরআনে প্রচুর পরিমাণে রয়েছে। এছাড়া একথাও বলা যায় যে, কোনো সময় সরাসরি আকাশ থেকেও বৃষ্টি বর্ষিত হতে পারে। এটা অস্বীকার করার কোনো কারণ নেই। এসব কারিগরি ও নিয়ামত উল্লেখ করার পর আবার আসল বিষয়বস্তু কিয়ামতের প্রসঙ্গ আনা হয়েছে।

اِنَّ يَوْمَ الْفَصْلِ كَانَ مِيْقَاتًا –অর্থাৎ বিচারের দিন মানে কিয়ামত নির্দিষ্ট সময়ে আসবে। তখন এই বিশ্ব বিলুপ্ত হয়ে যাবে এবং শিঙ্গায় ফুঁৎকার দেওয়া হবে অন্যান্য আয়াত থেকে জানা যায় যে, দুইবার শিঙ্গায় ফুঁৎকার দেওয়া হবে। প্রথম ফুঁৎকারের সাথে সাথে সমগ্র বিশ্ব ধ্বংসপ্রাপ্ত হবে এবং দ্বিতীয় ফুঁৎকারের সাথে সাথে পুনরায় জীবিত ও প্রতিষ্ঠিত হয়ে যাবে। এসময় বিশ্বের পূর্ববর্তী ও পরবর্তী সব মানুষ দলে দলে আল্লাহর সকাশে উপস্থিত হবে। হযরত আবূ যর গিফারী (রা.)-এর রেওয়ায়েতে রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন : কিয়ামতের দিন মানুষ তিন দলে বিভক্ত হবে। একদল উদরপূর্তি ও পোশাক পরিহিত অবস্থায় সওয়ারীতে সওয়ার হয়ে হাশরের ময়দানে আসবে। দ্বিতীয় দল পায়ে হেঁটে আগমন করবে এবং তৃতীয় দলকে উপুড় অবস্থায় পায়ে ধরে টেনে হাশরের ময়দানে আনা হবে। –(মাজহারী) কোনো কোনো রেওয়ায়েতে আয়াতের তাফসীরে দশ দল হবে বলা হয়েছে। কেউ কেউ বলেন : নিজ নিজ কর্ম ও চরিত্রের দিক দিয়ে তাদের দল হবে অসংখ্য। এসব উক্তির মধ্যে কোনো বৈপরীত্য নেই।

وَسُيِّرَتِ الْجِبَالُ فَكَانَتْ سَرَابًا –অর্থাৎ যে পাহাড়কে আজ অটল ও অনড় হওয়ার ব্যাপারে দৃষ্টান্তস্বরূপ পেশ করা হ সেই পাহাড় স্ব-স্থান থেকে বিচ্যুত হয়ে তুলার ন্যায় উড়তে থাকবে। سَرَابٌ-এর শাব্দিক অর্থ চলে যাওয়া। মরুভূমির যে

https://e-ilm.weebly.com/

বালুকাস্তূপ দূর থেকে পানির ন্যায় ঝলময় করতে থাকে তাকেও سَرَابٌ -এ কারণে বলা হয় যে, কাছে গেলেই তা অদৃশ্য হয়ে যায়। –[সেহাহ, রাগেব]

إِنَّ جَهَنَّمَ كَانَتْ مِرْصَادًا –যে স্থানে বসে কারো দেখাশোনা অথবা অপেক্ষা করা হয়, তাকে مِرْصَادًا বলা হয়। এখানে জাহান্নামের অর্থ জাহান্নামের পুল তথা পুলসিরাত। সওয়াবদাতা ও শাস্তিদাতা উভয় প্রকার ফেরেশতা এখানে অপেক্ষা করবে। জাহান্নামীদেরকে শাস্তিদাতা ফেরেশতারা পাকড়াও করবে এবং জান্নাতীদেরকে ছওয়াবতাদা ফেরেশতারা তাদের গন্তব্য স্থানে নিয়ে যাবে। –[মাজহারী]

হযরত হাসান বসরী (র.) বলেন : জাহান্নামের পুলের উপর পরিদর্শক ফেরেশতাগণের চৌকি থাকবে। যার কাছে জান্নাতের ছাড়পত্র থাকবে, তাকে অগ্রে যেতে দেওয়া হবে এবং যার কাছে এই ছাড়পত্র থাকবে না তাকে আটকিয়ে রাখা হবে। –[কুরতুবী]

لِلطَّاغِيْنَ مَآبًا –এটা إِنَّ جَهَنَّمَ كَانَتْ مِرْصَادًا -এর দ্বিতীয় خَبَرْ উভয় বাক্যের অর্থ এই যে, প্রত্যেক সৎ ও অসৎকে জাহান্নামের পুলের উপর দিয়ে যেতে হবে এবং জাহান্নাম সীমালঙ্ঘনকারীদের আবাসস্থল। طَاغِيْنَ শব্দটি طَاغِيْ -এর বহুবচন এবং طُغْيَانٌ থেকে উদ্ভূত। অর্থাৎ অবাধ্যতা করা। طَاغِيْ এমন লোককে বলা হয়। যে অবাধ্যতায় সীমা ছাড়িয়ে যায়। ঈমান না থাকলেও এটা হতে পারে। তাই এখানে طَاغِيْ অর্থ কাফের। কু-বিশ্বাসী, প্রথভ্রষ্ট মুসলমানদের সেই দলও অর্থ হতে পারে, যারা কুরআন ও সুন্নাহ্র সীমা ডিঙ্গিয়ে যায়। যদিও প্রকাশ্যভাবে কুফর অবলম্বন করে না, যেমন রাফেজী, খারেজী ও মুতাজিলা সম্প্রদায়! –[মাজহারী]

لَابِثِيْنَ فِيْهَا أَحْقَابًا - لَابِثِيْنَ শব্দটি لَابِثٌ -এর বহুবচন। অর্থ অবস্থানকারী। أَحْقَابٌ শব্দটি حُقْبَةٌ -এর বহুবচন। অর্থ সুদীর্ঘ সময়। ইবনে জারীর হযরত আলী (রা.) থেকে এর পরিমাণ আশি বছর বর্ণনা করেছেন, যার প্রত্যেক বছর বার মাসের, প্রত্যেক মাস ত্রিশ দিনের এবং প্রত্যেক দিন এক হাজার বছরের। এভাবে প্রায় দুই কোটি আটাশি বছরে এক حُقْبَةٌ হয়। অপর কয়েকজন সাহাবী এর পরিমাণ আশির পরিবর্তে সত্তর বছর বলেছেন। অবশিষ্ট হিসাব পূর্বের ন্যায়। –(ইবনে কাছীর) কিন্তু মুসনাদে বাজযারে হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে ওমর (রা.) বর্ণিত রেওয়ায়েতে রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন :

لَا يَخْرُجَ أَحَدُكُمْ مِنَ النَّارِ حَتَّى يَمْكُثَ فِيْهِ أَحْقَابًا وَالْحَقْبُ بِضْعٌ وَثَمَانُوْنَ سَنَةً كُلُّ سَنَةٍ ثَلٰثُ مِاةٍ وَسِتُّوْنَ يَوْمًا مِمَّا تَعُدُّوْنَ.

তোমাদের যাকে গোনাহের সাজায় জাহান্নামে নিক্ষেপ করা হবে, তাকে কয়েক হুক্‌বা জাহান্নামে অবস্থান না করা পর্যন্ত বের করা হবে না। এক হুক্‌বা আশি বছরের কিছু বেশী এবং একবছর তোমাদের বর্তমান হিসাব অনুযায়ী ৩৬০ দিনের হবে। –[মাযহারী]

এ হাদীসটি আলোচ্য আয়াতের তাফসীর না হলেও এতে أَحْقَابٌ শব্দের অর্থ বর্ণিত আছে। অপরদিকে কয়েকজন সাহাবী থেকে এ সম্পর্কে প্রত্যেক দিন এক হাজার বছরের বর্ণিত আছে। যদি এটাও রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর উক্তি হয়, তবে এর অর্থ এই যে, হাদীসের মধ্যে বিরোধ আছে। এই বিরোধ আসা অবস্থায় কোনো এক অর্থ নিশ্চিতভাবে নেওয়া যায় না। তবে উভয় হাদীসের অভিন্ন বিষয়বস্তু এই যে, হুক্‌বা অত্যন্ত দীর্ঘ সময়কে বলা হয়। একারণেই ইমাম বায়যাভী أَحْقَابٌ -এর অর্থ করেছেন دُهُوْرًا مُتَتَابِعَةً অর্থাৎ উপর্যুপরি বহুবছর।

জাহান্নামে চিরকাল বসবাস সম্পর্কে আপত্তি ও জবাব : হুক্‌বার পরিমাণ যত দীর্ঘই হোক, তা সীমিত, অনন্ত নয়। এ থেকে বোঝা যায় যে, এই সুদীর্ঘ সময়ের পর কাফের জাহান্নামীরাও জাহান্নাম থেকে বের হয়ে আসবে। অথচ এটা কুরআনের অন্যান্য সুস্পষ্ট আয়াতের পরিপন্থি। যে সব আয়াতে خَالِدِيْنَ فِيْهَا أَبَدًا বলা হয়েছে। এর ভিত্তিতেই উম্মতের ইজমা হয়েছে যে, জাহান্নাম কখনও ধ্বংস হবে না এবং কাফেররা কখনো জাহান্নাম থেকে বের হবে না।

সুদ্দী হযরত মুররা ইবনে আব্দুল্লাহ (রা.) থেকে বর্ণনা করেন : যদি জাহান্নামীদেরকে সংবাদ দেওয়া হয় যে, জাহান্নামে তাদের অবস্থান সারা বিশ্বের কংকরের সমান হবে, তবে এতেও তারা আনন্দিত হবে। কারণ, কংকরের সংখ্যা অগণিত হলেও সীমিত। ফলে একদিন না একদিন আজাব থেকে নিষ্কৃতি পাওয়া যাবে। যদি একই সংবাদ জান্নাতীদেরকে দেওয়া হয়, তবে তারা দুঃখিত হবে। কেননা, কংকরের সমান মেয়াদ যত দীর্ঘই হোক না কেন, সেই মেয়াদের পর তারা জান্নাত থেকে বহিষ্কৃতি হবে। –[মাজহারী]

সারকথা, আলোচ্য আয়াতের أَحْقَابًا শব্দ থেকে বোঝা যায় যে, কয়েক হুক্‌বা অতিবাহিত হলে পরে জাহান্নামীরা জাহান্নাম থেকে বের হয়ে আসবে। এই অর্থ অন্য সব আয়াত, হাদীস ও ইজমার পরিপন্থি হওয়ার কারণে ধর্তব্য নয়। কেননা, এই আয়াতে কয়েক হুক্‌বার পরে কি হবে, তার বর্ণনা নেই। এতে শধু উল্লেখ আছে যে, তারা কয়েক হুক্‌বা জাহান্নামে থাকবে। এ থেকে জরুরি হয় না যে, কয়েক হুক্‌বার পর জাহান্নাম থাকবে না অথবা তাদেরকে জাহান্নাম থেকে বের করে আনা হবে। এ কারণেই হযরত হাসান (রা.) এ আয়াতের তাফসীরে বলেন : আয়াতে আল্লাহ তা'আলা

https://e-ilm.weebly.com/

জাহান্নামীদের জন্য কোনো সময় ও মেয়াদ নির্দিষ্ট করেননি, যদ্দারা তাদের জাহান্নাম থেকে বের হওয়া বোঝা যেতে পারে বরং উদ্দেশ্য এই যে, যখন সময়ের এক অংশ অতিবাহিত হয়ে যাবে, তখন অন্য অংশ শুরু হয়ে যাবে। এমনিভাবে তৃতীয় চতুর্থ অংশ করে অনন্তকাল পর্যন্ত তা অব্যাহত থাকবে। সাঈদ ইবনে জুবায়ের (র.) কাতাদাহ্ থেকেও এই তাফসীরই বর্ণনা করেছেন যে, اَحْقَابٌ -এর অর্থ অনন্তকাল অর্থাৎ এক হুক্‌বা শেষ হলে দ্বিতীয় হুক্‌বা শুরু হবে এবং এই ধারা অনন্তকাল পর্যন্ত অব্যাহত থাকবে। –[ইবনে কাছীর]

ইবনে কাছীর এখানে وَيَحْتَمِلُ বলে আরও একটি সম্ভাবনা বর্ণনা করেছেন। তা এই যে, طَاغِيْنَ -এর অর্থ কাফের না নেওয়া বরং মুসলমানদের এমন দল বোঝানো, যারা বাতিল আকীদার কারণে পথভ্রষ্ট দল বলে গণ্য হয়। হাদীসবিদগণের পরিভাষায় তাদেরকে প্রবৃত্তিবাদী বলা হয়। এমতাবস্থায় আয়াতের সারমর্ম হবে এই যে, যে সব কালেমা উচ্চারণকারী তাওহীদ পন্থি লোক বাতিল আকীদা রাখার কারণে কুফরের সীমা পর্যন্ত পৌঁছে গিয়েছে কিন্তু প্রকাশ্য কাফের নয়, তারা কয়েক হুক্‌বা পর্যন্ত জাহান্নামে থাকার পর অবশেষে কালেমার বরকতে জাহান্নাম থেকে মুক্তি পাবে। কুরতুবী এই ব্যাখ্যাকে সম্ভবপর আখ্যা দিয়েছেন এবং মাজহারী এই ব্যাখ্যাই পছন্দ করেছেন। তিনি এর সমর্থনে মুসনাদে বাজযার বর্ণিত আব্দুল্লাহ ইবনে ওমর (রা.)-এর পূর্বোল্লেখিত হাদীসও পেশ করেছেন, যাতে রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন যে, কয়েক হুক্‌বা অতিবাহিত হওয়ার পর তারা জাহান্নাত থেকে নিষ্কৃত পাবে।

কিন্তু আবূ হাইয়ান বলেন যে, পরবর্তী আয়াত اِنَّهُمْ كَانُوْا لَا يَرْجُوْنَ حِسَابًا وَّكَذَّبُوْا بِاٰيٰتِنَا كِذَّابًا -এই সম্ভাবনাকে নাকচ করে দেয় যে, طَاغِيْنَ -এর অর্থ এখানে তাওহীদ পন্থি ভ্রান্তদল হবে। কেননা, এই আয়াতে কিয়ামত অস্বীকার এবং আয়াতসমূহকে মিথ্যারোপ করার কথা। পরিষ্কার বর্ণিত আছে। এমনিভাবে আবূ হাইয়ান মুকাতিলের এই উক্তিই প্রত্যাখ্যান করেছেন যে, এই আয়াতটি মানসূখ বা রহিত।

একদল তাফসীরকারক আলোচ্য আয়াতের তাফসীর প্রসঙ্গে তৃতীয় একটি সম্ভাবনা বর্ণনা করেছেন। তা এই যে, এই আয়াতের পরবর্তী لَا يَذُوْقُوْنَ فِيْهَا بَرْدًا وَّلَا شَرَابًا اِلَّا حَمِيْمًا وَّغَسَّاقًا আয়াতটি اَحْقَابًا থেকে جُمْلَةٌ حَالِيَةٌ হবে। আয়াতের অর্থ এই হবে যে, সুদীর্ঘকাল পর্যন্ত তারা কোনো শীতলদ্রব্য ও পানীয় আস্বাদন করবে না ফুটন্ত পানি ও পুঁজ ব্যতীত। এরপর সুদীর্ঘকাল অতিবাহিত হওয়ার পর তাদের এই দুরবস্থার পরিবর্তন হতে পারে এবং অন্য প্রকার আজাব হতে পারে। حَمِيْمٌ এমন ফুটন্ত পানি, যা মুখের কাছে আনা হলে গোশ্‌ত জ্বলে যাবে এবং পেটে গেলে ভিতরের নাড়িভুঁড়ি ছিন্ন-বিচ্ছিন্ন হয়ে যাবে। غَسَّاقٌ –জাহান্নামীদের ক্ষতস্থান থেকে নির্গত রক্ত, পুঁজ ইত্যাদি। جَزَآءً وِّفَاقًا –অর্থাৎ জাহান্নামে তাদেরকে যে শাস্তি দেওয়া হবে, তা ন্যায় ও ইনসাফের দৃষ্টিতে তাদের বাতিল বিশ্বাস ও কু-কর্মের অনুরূপ হবে। এতে কোন বাড়াবাড়ি হবে না।

فَذُوْقُوْا فَلَنْ نَّزِيْدَكُمْ اِلَّا عَذَابًا –অর্থাৎ তোমরা দুনিয়াতে যেমন কুফর ও অস্বীকারে কেবল বেড়েই চলেছ– বাধ্যতামূলক মৃত্যুর সম্মুখীন না হলে আরও বেড়েই চলতে, তেমনিভাবে আজ আল্লাহ তা'আলা তোমাদের আজাব কেবল বৃদ্ধিই করবেন। অতঃপর কাফেরদের বিপরীতে মু'মিন মুত্তাকীদের ছওয়াব ও জান্নাতের নিয়ামত বর্ণনা করা হয়েছে। এসব নিয়ামত বর্ণনা করে বলা হয়েছে :

جَزَآءً مِّنْ رَّبِّكَ عَطَآءً حِسَابًا –অর্থাৎ জান্নাতের এসব নেয়ামত মু'মিনদের প্রতিদান এবং আপনার পালনকর্তার পক্ষ থেকে পর্যাপ্ত দান। এখানে জান্নাতের নিয়ামতসমূহকে প্রথমে কর্মের প্রতিদান ও পরে আল্লাহ্‌র দান বলা হয়েছে। বাহ্যত উভয়ের মধ্যে বৈপরীত্য আছে। কেননা, কোনো কিছুর বিনিময়ে যা দেওয়া হয়, তাকে প্রতিদান এবং বিনিময় ছাড়াই পুরস্কারস্বরূপ যা দেওয়া হয়, তাকে দান বলা হয়। কুরআন পাক উভয় শব্দকে একত্র করে ইঙ্গিত করেছে যে, জান্নাতে প্রবেশাধিকার এবং জান্নাতের নিয়ামতসমূহ কেবল আকার ও বাহ্যিক দিক দিয়েই জান্নাতীদের কর্মের প্রতিদান–প্রকৃত প্রস্তাবে এগুলো খাঁটি আল্লাহর দান। কেননা, মানুষের কাজকর্ম তো সেসব নিয়ামতেরই প্রতিদান হতে পারে না, যেগুলো তাকে দুনিয়াতে দান করা হয়। পরকালীন নিয়ামত অর্জন তো শুধু আল্লাহ তা'আলার অনুগ্রহ, কৃপা ও দান বৈ নয়। এক হাদীসে রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন : কোনো ব্যক্তি শুধু তার কর্মের জোরে জান্নাতে যেতে পারে না যে পর্যন্ত আল্লাহ তা'আলার অনুগ্রহ না হয়। সাহাবায়ে কেরাম আরজ করলেন : আপনিও কি? উত্তর হলো : হ্যাঁ, আমিও আমার কর্মের জোরে জান্নাতে যেতে পারি না। حِسَابًا শব্দে অর্থ দ্বিবিধ হতে পারে– এক. এমন দান যা সংশ্লিষ্ট ব্যক্তির সমস্ত প্রয়োজনের জন্য যথেষ্ট ও পর্যাপ্ত হয়। এই অর্থ নিম্নোক্ত ব্যবহার থেকে নেওয়া হয়েছে– اَحْسَبْتُ فُلَانًا اَىْ اَعْطَيْتُهٗ مَا يَكْفِيْهِ حَتّٰى قَالَ حَسْبِىْ অর্থাৎ আমি তাকে এতটুকু দিলাম, যা তার প্রয়োজনের জন্য যথেষ্ট; এমনকি, সে বলে উঠল, ব্যস, এতটুকু আমার জন্য যথেষ্ট। দ্বিতীয় অর্থ মোকাবিলা করণ। তাফসীরবিদগণের কেউ কেউ প্রথম অর্থ এবং

https://e-ilm.weebly.com/

কেউ কেউ দ্বিতীয় অর্থ নিয়েছেন। হযরত মুজাহিদ (র.) দ্বিতীয় অর্থ নিয়ে আয়াতের অর্থ করেছেন- এই দান জান্নাতীদেরকে তাদের আমলের হিসেবে দেওয়া হবে। আন্তরিকতা ও কর্ম সৌন্দর্যের হিসেবে এই দানের স্তর নির্ধারিত হবে। উদাহরণত সহীহ্ হাদীসসমূহে উম্মতের কর্মের মোকাবিলায় সাহাবায়ে কেরামের কর্মের এই মর্যাদা নিরূপিত হয়েছে যে, সাহাবী আল্লাহর পথে একমুদ (প্রায় এক সের) ব্যয় করলে তা অন্যের ওহুদ পর্বত সমান ব্যয়েরও অধিক মর্যাদাশীল হবে।

لَا يَمْلِكُونَ مِنْهُ خِطَابًا -এই বাক্য পূর্বের جَزَاءً مِّنْ رَّبِّكَ বাক্যের সাথেও সম্পর্কযুক্ত হতে পারে। অর্থ এই হবে যে, আল্লাহ তা'আলা যাকে যেরূপ ছওয়াব দান করবেন, তাতে কারও কথা বলার সাধ্য হবে না যে, অমুককে কম এবং অমুককে বেশি কেন দেওয়া হলো? যদি একে আলাদা বাক্য সাব্যস্ত করা হয়; তবে উদ্দেশ্য এই যে, হাশরের ময়দানে আল্লাহর অনুমতি ব্যতিরেকে কারও ভাষণ দেওয়ার ক্ষমতা হবে না। এই অনুমতি কোনো কোনো স্থানে হবে এবং কোনো কোনো স্থানে হবে না।

يَوْمَ يَقُومُ الرُّوحُ وَالْمَلَائِكَةُ صَفًّا -কোনো কোনো তাফসীরকারের মতে 'রূহ্' বলে এখানে হযরত জিবরাঈল (আ.)-কে বুঝানো হয়েছে। তাঁর মাহাত্ম্য প্রকাশ করার সাধারণ উদ্দেশ্যে ফেরেশতাগণের পূর্বে তাঁর কথা উল্লেখ করা হয়েছে। কোনো কোনো রেওয়ায়েতে আছে, রূহ আল্লাহ তা'আলার এক বিরাট বাহিনী, যারা ফেরেশতা নয় তাদের মাথা ও হস্তপদ আছে। এই তাফসীর অনুযায়ী দুটি সারি হবে- একটি রূহের ও অপরটি ফেরেশতাগণের।

يَوْمَ يَنْظُرُ الْمَرْءُ مَا قَدَّمَتْ يَدَاهُ -বাহ্যত এই দিন হচ্ছে কিয়ামতের দিন। হাশরে প্রত্যেকেই তার কাজকর্ম স্বচক্ষে দেখতে পাবে হয় আমলনামা হাতে আসার ফলে দেখবে, না হয় কাজকর্ম সব সশরীরী হয়ে সামনে এসে যাবে। কোনো কোনো হাদীস দ্বারা এ কথা প্রমাণিত আছে। এ দিন মৃত্যুর দিনও হতে পারে। এমতাবস্থায় স্বীয় কাজকর্ম দেখা কবরে ও বরযখে হতে পারে। -[মাযহারী]

وَيَقُولُ الْكَافِرُ يَا لَيْتَنِي كُنْتُ تُرَابًا -হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে ওমর (রা.) থেকে বর্ণিত আছে, কিয়ামতের দিন সমগ্র ভূপৃষ্ঠ এক সমতল ভূমি হয়ে যাবে। এতে মানব, জিন, গৃহপালিত জন্তু ও বন্য জন্তু সবাইকে একত্র করা হবে। জন্তুদের মধ্যে কেউ দুনিয়াতে অন্য জন্তুর উপর জুলুম করে থাকলে তার কাছ থেকে প্রতিশোধ নেওয়া হবে। এমনকি কোনো শিংবিশিষ্ট ছাগল কোনো শিংবিহীন ছাগলকে মেরে থাকলে সেদিন তারও প্রতিশোধ নেওয়া হবে। এই কর্ম সমাপ্ত হলে সব জন্তুকে আদেশ করা হবে : মাটি হয়ে যাও। তখন সব মাটি হয়ে যাবে। এই দৃশ্য দেখে কাফেররা আকাঙ্খা করবে- হায়! আমরাও যদি মাটি হয়ে যেতাম। এরূপ হলে আমরা হিসাব-নিকাশ ও জাহান্নামের আজাব থেকে বেঁচে যেতাম।

শব্দ বিশ্লেষণ :

مِهَادًا : ইসম, একবচন; বহুবচনে مُهُدٌ অর্থ : বিছানা। উদ্দেশ্য ঠিকানা,

أَوْتَادًا : বহুবচন; একবচনে وَتَدٌ অর্থ : কীলক, পেরেক।

مَعَاشًا : ইসম ও মাসদার। জীবন-জীবিকা। عَيْشٌ কোনো প্রাণী বা মানুষের জীবন। حَيَاتٌ শব্দটি ব্যাপক। আল্লাহ, ফেরেশতা, মানুষ ও প্রাণীজগত সকলের জন্যই এটি ব্যবহৃত হয়। অন্য مَعَاشٌ ও عَيْشٌ -এর ব্যবহার শুধু প্রাণী ও মানুষের জন্য হয়। مَعِيْشَتٌ জীবনোপকরণ। বহুবচন مَعَايِشُ আসে। বাব ضَرَبَ।

وَهَّاجًا : মুবালাগার সীগাহ। মাসদার وَهْجٌ মূলবর্ণ (و - ه - ج) জিনস مثال واوى অর্থ- উজ্জ্বল প্রদীপ, অনেক আলো, বিরাট উজ্জ্বল। মুফাসসিরগণের বড় এক জামাত লিখেছেন, سِرَاجًا وَّهَّاجًا -এর দ্বারা সূর্য উদ্দেশ্য।

اَلْمُعْصِرَاتِ : সীগাহ جمع مؤنث বহছ اسم فاعل বাব إِفْعَالٌ মাসদার اَلْإِعْصَارُ মূলবর্ণ (ع - ص - ر) জিনস صحيح অর্থ- পানিপূর্ণ মেঘমালা নিংড়ানো।

ثَجَّاجًا : মুবালাগার সীগাহ। মাসদার ثَجٌّ বাব نَصَرَ মূলবর্ণ (ث - ج - ج) জিনস مضاعف ثلاثى অর্থ- প্রচুর বারি, প্রবলভাবে বৃষ্টি হওয়া।

أَلْفَافًا : অর্থ- মিশ্রিত। মিলিত। ঘন গাছপালা। أَوْزَاعٌ ও أَخْيَافٌ -এর মতো এরও কোনো একবচন হয় না।

سَرَابًا : চকচকে বালি, মরীচিকা। গ্রীষ্মের উত্তপ্ত দুপুরে সূর্যের তীব্র তাপদাহে মরুভূমিতে যে বালুকারাশিকে পানির মত প্রবাহিত হচ্ছে মনে হয়, তাকে মরীচিকা বলা হয়। অনেকেই পানি মনে করে দৌড়ে সেখানে গিয়ে ধোঁকা খায়, এজন্য سَرَابٌ শব্দটি ধোঁকা ও প্রতারণার ক্ষেত্রে প্রবাদ হয়ে গেছে।

https://e-ilm.weebly.com/

أَحْقَابًا : حَقْبٌ -এর বহুবচন। অর্থ– যুগ যুগ ধরে, অখণ্ডকাল حُقُبٌ (কাফে পেশ) সময়কে বলা হয় আর حَقْبٌ (কাফ সাকিন) এক নির্ধারিত সময়ের নাম। তবে এর সময় নির্ধারণের ব্যাপারে ভাষাবিদগণ মতানৈক্য করেছেন। কারো মতে আশিবছর আবার কারো মতে সত্তর বছর। কারো মতে তিনশ বছর। কারো মতে চল্লিশ বছর আবার কেউ ত্রিশ হাজার বছরের কথাও বলেছেন। মুফাসসিরগণের মধ্যে ইমাম কাতাদাহ্ (র.) স্পষ্ট ব্যাখ্যা করেছেন, حَقْبٌ -এর দ্বারা অনির্ধারিত সময় উদ্দেশ্য। তবে আল্লাহ্ ছাড়া কেউ তা বলতে পারবে না।

غَسَّاقًا : জাহান্নামীদের শরীর থেকে প্রবাহিত পুঁজ বা রক্ত। (জালালাইন) হিম বা প্রচণ্ড ঠাণ্ডা পানি। (মু'জামুল কুরআন) এক হাদীসে এসেছে, غَسَّاقٌ এর এক অংশ যদি দুনিয়ায় ঢেলে দেওয়া হয়, তাহলে দুনিয়াবাসীদের মস্তিষ্ক বিকৃত হয়ে যাবে; সবাই পাগলামী করতে থাকবে।

مَفَازًا : ইসমে মাসদার। অর্থ– সফল হওয়া। অথবা যরফে মাকান। সফলতার স্থান, সফলতা।

كَوَاعِبَ : كَاعِبٌ -এর বহুবচন, অর্থ– অভিজ্ঞতাহীন, যুবতী কুমারী মেয়ে, যার স্তনগুলো খুব স্ফীত كَعَبَتِ الْجَارِيَةُ মেয়েটির স্তন স্ফীত হয়ে উঠেছে। মাসদার : كَعَابَةٌ، كُعُوْبًا، كُعُوْبَةٌ বাবে نَصَرَ (লাজেম) كَعَبَ الْاِنَاءَ كَعْبًا ضَرَبَ মুতা'আদ্দী। বাব : فتح প্লেটকে ভরে দিয়েছে। (কামূস)

أَتْرَابًا : শব্দটি تِرْبٌ -এর বহুবচন অর্থ– সমবয়স্কা নারী, নবযুবতীগণ।

دِهَاقًا : ইসম, সিফাত। পরিপূর্ণ, দীপ্তিমান। কানায় কানায় পূর্ণ পেয়ালা। মাসদার : دَهْقٌ : বাব فَتَحَ : মূলবর্ণ (د - ه - ق) জিনস صحيح অর্থ– কানায় কানায় পূর্ণ করা, ঢেলে দেওয়া, কেটে ফেলা, আঘাত করা।

صَوَابًا : সত্য, সঠিক কথা, সঠিক, সরল, অকপট, ন্যায়। ভুলের বিপরীত।

مَآبًا : ইসমে যরফ, শরণাপন্ন হওয়ার স্থান। মাসদার– مَآبٌ এটি ইসমে যরফে জামান ও মাকান উভয়টিই হয়। অর্থাৎ শরণাপন্ন বা প্রত্যাবর্তিত হওয়া। প্রত্যাবর্তিত হওয়ার স্থান/কাল। মাসদার– إِيَابًا ও أَوْبٌ আসে। বাব– نَصَرَ

اَلْكَافِرُ : সীগাহ واحد مذكر اسم فاعل বহছ বাব نَصَرَ মাসদার كُفْرٌ মূলবর্ণ (ك - ف - ر) জিনস صحيح অর্থ– অস্বীকারকারী। ইসলাম ও শরিয়ত অস্বীকারকারী।

বাক্য বিশ্লেষণ :

وَاَنْزَلْنَا مِنَ الْمُعْصِرَاتِ مَاءً ثَجَّاجًا : এখানে واو টি আতেফা, আর اَنْزَلْنَا ফে'ল ও ফায়েল আর مِنَ الْمُعْصِرَاتِ টা اَنْزَلْنَا -এর সাথে متعلق হয়েছে; আর مَاءً হলো مفعول به এবং ثَجَّاجًا হলো مَاءً -এর সিফত। [ই'রাবুল কুরআন ৮ম খণ্ড: পৃ. ১৯৬]

اِنَّا اَنْذَرْنٰكُمْ عَذَابًا قَرِيْبًا : এখানে اِنَّ হরফে মুশাববাহ বিল ফে'ল نَا হলো اسم ان আর اَنْذَرْنٰكُمْ বাক্যটি خبر ان আর اَنْذَرْنَا হলো ফে'ল ও ফায়েল এবং كُمْ হলো مفعول به اول আর عَذَابًا হলো দ্বিতীয় مفعول به আর قَرِيْبًا হলো عَذَابًا-এর সিফত। [ই'রাবুল কুরআন ৮ম খণ্ড: পৃ. ২০৩]

https://e-ilm.weebly.com/

https://e-ilm.weebly.com/

سُوْرَةُ النّٰزِعٰتِ مَكِّيَّةٌ

সূরা নাযি'আত

মক্কায় অবতীর্ণ; আয়াত– ৪৬, রুকূ'– ২

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ۝

পরম করুণাময়, দয়ালু আল্লাহর নামে শুরু করছি।

১. কসম সে ফেরেশতাগণের যারা কঠোরভাবে [কাফেরদের] প্রাণ বের করে।	وَالنّٰزِعٰتِ غَرْقًا ۙ﴿۱﴾
২. এবং যারা [মুমিনদের] মৃদুভাবে বন্ধন খুলে দেয়।	وَّالنّٰشِطٰتِ نَشْطًا ۙ﴿۲﴾
৩. এবং যারা তীব্রগতিতে সাঁতরিয়ে চলে।	وَّالسّٰبِحٰتِ سَبْحًا ۙ﴿۳﴾
৪. অনন্তর যারা দ্রুতবেগে দৌড়ায়।	فَالسّٰبِقٰتِ سَبْقًا ۙ﴿۴﴾
৫. অতঃপর প্রত্যেক কাজ নিয়ন্ত্রণ করে।	فَالْمُدَبِّرٰتِ اَمْرًا ۘ﴿۵﴾
৬. কেয়ামত নিশ্চয় আসবে, যেদিন কম্পনকারী বস্তু প্রকম্পিত করবে।	يَوْمَ تَرْجُفُ الرَّاجِفَةُ ۙ﴿۶﴾
৭. যার পর আর এক পশ্চাৎগামী বস্তু এসে পড়বে।	تَتْبَعُهَا الرَّادِفَةُ ؕ﴿۷﴾
৮. সেদিন অনেক অন্তর ধড়ফড় করতে থাকবে।	قُلُوْبٌ يَّوْمَئِذٍ وَّاجِفَةٌ ۙ﴿۸﴾

শাব্দিক অনুবাদ :

১. وَالنّٰزِعٰتِ غَرْقًا কসম সে ফেরেশতাগণের যারা কঠোরভাবে [কাফেরদের] প্রাণ বের করে।

২. وَّالنّٰشِطٰتِ এবং শপথ তাদের যারা বন্ধন খুলে দেয় نَشْطًا মৃদুভাবে।

৩. وَّالسّٰبِحٰتِ এবং যারা সাঁতরিয়ে চলে سَبْحًا তীব্রগতিতে।

৪. فَالسّٰبِقٰتِ অনন্তর যারা দৌড়ায় سَبْقًا দ্রুতবেগে।

৫. فَالْمُدَبِّرٰتِ অতঃপর নিয়ন্ত্রণ করে اَمْرًا প্রত্যেক কাজ

৬. يَوْمَ تَرْجُفُ الرَّاجِفَةُ কেয়ামত নিশ্চয় আসবে যেদিন কম্পনকারী বস্তু প্রকম্পিত করবে।

৭. تَتْبَعُهَا যার পর এসে পড়বে الرَّادِفَةُ আর এক পশ্চাৎগামী বস্তু।

৮. قُلُوْبٌ يَّوْمَئِذٍ সেদিন অনেক অন্তর وَّاجِفَةٌ ধড়ফড় করতে থাকবে।

৯. তাদের নয়নসমূহ ভয়ে অবনত হবে।	أَبْصَارُهَا خَاشِعَةٌ ﴿٩﴾
১০. তারা বলে, আমরা কি আবার পূর্বাবস্থায় ফিরে আসব?	يَقُولُونَ أَإِنَّا لَمَرْدُودُونَ فِي الْحَافِرَةِ ﴿١٠﴾
১১. তবে কি আমরা যখন চূর্ণ-বিচূর্ণ হাড়ে পরিণত হয়ে যাব, তখনো [পুনর্জীবনে] প্রত্যাবর্তিত হব।	أَإِذَا كُنَّا عِظَامًا نَّخِرَةً ﴿١١﴾
১২. তারা বলতে লাগল যে, এমতাবস্থায় এ প্রত্যাবর্তন [আমাদের জন্য] বড়ই ক্ষতিকর হবে।	قَالُوا تِلْكَ إِذًا كَرَّةٌ خَاسِرَةٌ ﴿١٢﴾
১৩. এটা তো কেবল একটি ভীষণ ধ্বনি হবে।	فَإِنَّمَا هِيَ زَجْرَةٌ وَاحِدَةٌ ﴿١٣﴾
১৪. যার ফলে সকলেই তৎক্ষণাৎ মাঠে এসে উপস্থিত হবে।	فَإِذَا هُم بِالسَّاهِرَةِ ﴿١٤﴾
১৫. আপনার নিকট কি মূসার কাহিনী পৌঁছেছে?	هَلْ أَتَاكَ حَدِيثُ مُوسَىٰ ﴿١٥﴾
১৬. যখন তাকে তার প্রতিপালক এক পবিত্র প্রান্তরে অর্থাৎ তুয়ায় ডেকে বললেন।	إِذْ نَادَاهُ رَبُّهُ بِالْوَادِ الْمُقَدَّسِ طُوًى ﴿١٦﴾
১৭. তুমি ফেরাউনের নিকট যাও, সে অত্যন্ত দুরন্তপনা করছে।	اذْهَبْ إِلَىٰ فِرْعَوْنَ إِنَّهُ طَغَىٰ ﴿١٧﴾
১৮. অতঃপর তুমি (তাকে) বল, তুমি কি এটা চাও যে, সংশোধিত হয়ে যাবে।	فَقُلْ هَل لَّكَ إِلَىٰ أَن تَزَكَّىٰ ﴿١٨﴾
১৯. এবং আমি তোমাকে তোমার প্রভুর দিকে পথ প্রদর্শন করি যাতে তুমি ভয় করতে থাক।	وَأَهْدِيَكَ إِلَىٰ رَبِّكَ فَتَخْشَىٰ ﴿١٩﴾

শাব্দিক অনুবাদ :

৯. أَبْصَارُهَا তাদের নয়নসমূহ خَاشِعَةٌ ভয়ে অবনত হবে।

১০. يَقُولُونَ তারা বলে أَإِنَّا لَمَرْدُودُونَ আমরা কি আবার ফিরে আসব فِي الْحَافِرَةِ পূর্বাবস্থায়।

১১. أَإِذَا তখনো কি যখন كُنَّا عِظَامًا نَّخِرَةً আমরা চূর্ণ-বিচূর্ণ হাড়ে পরিণত হয়ে যাব তখনো (পুনর্জীবনে) প্রত্যাবর্তিত হব।

১২. قَالُوا তারা বলতে লাগল যে تِلْكَ إِذًا كَرَّةٌ এমতাবস্থায় এ প্রত্যাবর্তন خَاسِرَةٌ (আমাদের জন্য) বড়ই ক্ষতিকর হবে।

১৩. فَإِنَّمَا هِيَ এটা তো কেবল زَجْرَةٌ وَاحِدَةٌ একটি ভীষণ ধ্বনি হবে।

১৪. فَإِذَا هُم যার ফলে সকলেই তৎক্ষণাৎ بِالسَّاهِرَةِ মাঠে এসে উপস্থিত হবে।

১৫. هَلْ أَتَاكَ আপনার নিকট কি পৌঁছেছে حَدِيثُ مُوسَىٰ মূসার কাহিনী

১৬. إِذْ نَادَاهُ رَبُّهُ যখন তাকে তার প্রতিপালক ডেকে বললেন بِالْوَادِ الْمُقَدَّسِ طُوًى এক পবিত্র প্রান্তরে অর্থাৎ তুয়ায়।

১৭. اذْهَبْ إِلَىٰ فِرْعَوْنَ তুমি ফেরাউনের নিকট যাও إِنَّهُ طَغَىٰ সে অত্যন্ত দুরন্তপনা করছে।

১৮. فَقُلْ অতঃপর তুমি (তাকে) বল هَل لَّكَ إِلَىٰ তুমি কি এটা চাও যে أَن تَزَكَّىٰ সংশোধিত হয়ে যাবে।

১৯. وَأَهْدِيَكَ إِلَىٰ رَبِّكَ এবং আমি তোমাকে তোমার প্রভুর দিকে পথ প্রদর্শন করি فَتَخْشَىٰ যাতে তুমি ভয় করতে থাক।

https://e-ilm.weebly.com/

২০. অনন্তর তিনি তাকে মহা নিদর্শন দেখালেন।	فَاَرٰىهُ الْاٰيَةَ الْكُبْرٰى ۝٢٠
২১. কিন্তু সে [এটা] অবিশ্বাস করল এবং কথা মানল না।	فَكَذَّبَ وَعَصٰى ۝٢١
২২. অনন্তর সে পৃথক হয়ে [তার বিরুদ্ধে] প্রচেষ্টা করতে লাগল।	ثُمَّ اَدْبَرَ يَسْعٰى ۝٢٢
২৩. অতঃপর সে [লোকদেরকে] সমবেত করল, তৎপর সে উচ্চৈঃস্বরে আহ্বান করল।	فَحَشَرَ فَنَادٰى ۝٢٣
২৪. এবং বলল, "আমিই তোমাদের শ্রেষ্ঠ প্রতিপালক"।	فَقَالَ اَنَا رَبُّكُمُ الْاَعْلٰى ۝٢٤
২৫. অনন্তর আল্লাহ তাকে আখেরাতের ও দুনিয়ার আজাবে পাকড়াও করলেন।	فَاَخَذَهُ اللّٰهُ نَكَالَ الْاٰخِرَةِ وَالْاُوْلٰى ۝٢٥
২৬. নিশ্চয় তাতে সে ব্যক্তির জন্য বড় শিক্ষণীয় রয়েছে, যে [আল্লাহকে] ভয় করে।	اِنَّ فِيْ ذٰلِكَ لَعِبْرَةً لِّمَنْ يَّخْشٰى ۝٢٦ ع
২৭. আচ্ছা! তোমাদেরকে সৃষ্টি করাই কি অধিক কঠিন কাজ, নাকি আসমান? আল্লাহই এটা নির্মাণ করেছেন।	ءَاَنْتُمْ اَشَدُّ خَلْقًا اَمِ السَّمَآءُ ؕ بَنٰىهَا ۝٢٧
২৮. [এরূপে যে,] তার ছাদ উচ্চ করেছেন এবং তাকে সুবিন্যস্তও করেছেন।	رَفَعَ سَمْكَهَا فَسَوّٰىهَا ۝٢٨
২৯. আর তার রাত্রকে অন্ধকারাচ্ছন্ন করেছেন এবং তার দিনকে প্রকাশ করেছেন।	وَاَغْطَشَ لَيْلَهَا وَاَخْرَجَ ضُحٰىهَا ۝٢٩

শাব্দিক অনুবাদ :

২০. فَاَرٰىهُ অনন্তর তিনি তাকে দেখালেন الْاٰيَةَ الْكُبْرٰى মহানিদর্শন।

২১. فَكَذَّبَ কিন্তু সে [এটা] অবিশ্বাস করল وَعَصٰى এবং কথা মানল না।

২২. ثُمَّ অনন্তর اَدْبَرَ পৃথক হয়ে (তার বিরুদ্ধে) يَسْعٰى প্রচেষ্টা করতে লাগল

২৩. فَحَشَرَ অতঃপর সে সমবেত করল فَنَادٰى তৎপর সে উচ্চৈঃস্বরে আহ্বান করল।

২৪. فَقَالَ এবং বলল اَنَا رَبُّكُمُ الْاَعْلٰى আমিই তোমাদের শ্রেষ্ঠ প্রতিপালক।

২৫. فَاَخَذَهُ اللّٰهُ অনন্তর আল্লাহ তাকে পাকড়াও করলেন نَكَالَ الْاٰخِرَةِ وَالْاُوْلٰى আখেরাতের ও দুনিয়ার আজাবে।

২৬. اِنَّ فِيْ ذٰلِكَ নিশ্চয় তাতে রয়েছে لَعِبْرَةً বড় শিক্ষণীয় لِّمَنْ يَّخْشٰى সে ব্যক্তির জন্য, যে ভয় করে।

২৭. ءَاَنْتُمْ اَشَدُّ خَلْقًا আচ্ছা! তোমাদেরকে সৃষ্টি করাই কি অধিক কঠিন কাজ اَمِ السَّمَآءُ ؕ بَنٰىهَا নাকি আসমান? আল্লাহই এটা নির্মাণ করেছেন।

২৮. رَفَعَ سَمْكَهَا তার ছাদ উচ্চ করেছেন فَسَوّٰىهَا এবং তাকে সুবিন্যস্তও করেছেন।

২৯. وَاَغْطَشَ لَيْلَهَا আর তার রাত্রকে অন্ধকারাচ্ছন্ন করেছেন وَاَخْرَجَ ضُحٰىهَا এবং তার দিনকে প্রকাশ করেছেন।

https://e-ilm.weebly.com/

৩০. আর তারপর জমিনকে বিছিয়ে দিয়েছেন।	وَالْاَرْضَ بَعْدَ ذٰلِكَ دَحٰىهَا ﴿٣٠﴾
৩১. তা হতে তার পানি ও তৃণ বের করেছেন।	اَخْرَجَ مِنْهَا مَآءَهَا وَمَرْعٰىهَا ﴿٣١﴾
৩২. এবং পর্বতসমূহকে দৃঢ়ভাবে স্থাপন করেছেন।	وَالْجِبَالَ اَرْسٰىهَا ﴿٣٢﴾
৩৩. তোমাদের এবং তোমাদের পশুগুলোর জন্য উপকারস্বরূপ।	مَتَاعًا لَّكُمْ وَلِاَنْعَامِكُمْ ﴿٣٣﴾
৩৪. অনন্তর যখন সে মহাসংকট উপস্থিত হবে।	فَاِذَا جَآءَتِ الطَّآمَّةُ الْكُبْرٰى ﴿٣٤﴾
৩৫. অর্থাৎ যেদিন মানুষ নিজেদের কৃতকর্ম স্মরণ করবে।	يَوْمَ يَتَذَكَّرُ الْاِنْسَانُ مَا سَعٰى ﴿٣٥﴾
৩৬. আর দর্শনকারীদের সম্মুখে দোজখ প্রকাশ করা হবে।	وَبُرِّزَتِ الْجَحِيْمُ لِمَنْ يَّرٰى ﴿٣٦﴾
৩৭. অনন্তর সেদিন এ অবস্থা হবে যে, যে ব্যক্তি অবাধ্যতাচরণ করে থাকবে।	فَاَمَّا مَنْ طَغٰى ﴿٣٧﴾
৩৮. এবং পার্থিব জীবনকে অগ্রাধিকার প্রদান করে থাকবে।	وَاٰثَرَ الْحَيٰوةَ الدُّنْيَا ﴿٣٨﴾
৩৯. সুতরাং দোজখই হবে তার বাসস্থান।	فَاِنَّ الْجَحِيْمَ هِيَ الْمَاْوٰى ﴿٣٩﴾
৪০. আর যে নিজের প্রভুর সম্মুখে দণ্ডায়মান হওয়াকে ভয় করেছে [অর্থাৎ পরলোকে বিশ্বাস থাকার দরুন বিচার-দিবস হতে ভীত রয়েছে] এবং আত্মাকে প্রবৃত্তি হতে নিবৃত্ত রেখেছে।	وَاَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهٖ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوٰى ﴿٤٠﴾

শাব্দিক অনুবাদ :

৩০. وَالْاَرْضَ بَعْدَ ذٰلِكَ আর তারপর জমিনকে دَحٰىهَا বিছিয়ে দিয়েছেন।

৩১. اَخْرَجَ مِنْهَا তা হতে বের করেছেন مَآءَهَا وَمَرْعٰىهَا তার পানি ও তৃণ।

৩২. وَالْجِبَالَ এবং পর্বতসমূহকে اَرْسٰىهَا দৃঢ়ভাবে স্থাপন করেছেন।

৩৩. مَتَاعًا উপকারস্বরূপ لَّكُمْ وَلِاَنْعَامِكُمْ তোমাদের এবং তোমাদের পশুগুলোর জন্য।

৩৪. فَاِذَا جَآءَتِ অনন্তর যখন উপস্থিত হবে الطَّآمَّةُ الْكُبْرٰى সে মহাসংকট।

৩৫. يَوْمَ يَتَذَكَّرُ الْاِنْسَانُ যেদিন মানুষ স্মরণ করবে مَا سَعٰى নিজেদের কৃতকর্ম।

৩৬. وَبُرِّزَتِ الْجَحِيْمُ আর দোজখ প্রকাশ করা হবে لِمَنْ يَّرٰى দর্শনকারীদের সম্মুখে।

৩৭. فَاَمَّا مَنْ অনন্তর সেদিন এ অবস্থা হবে যে ব্যক্তি طَغٰى অবাধ্যতাচরণ করে থাকবে।

৩৮. وَاٰثَرَ এবং অগ্রাধিকার প্রদান করে থাকবে الْحَيٰوةَ الدُّنْيَا পার্থিব জীবনকে।

৩৯. فَاِنَّ الْجَحِيْمَ هِيَ সুতরাং দোজখই হবে الْمَاْوٰى তার বাসস্থান।

৪০. وَاَمَّا مَنْ خَافَ আর যে ব্যক্তি ভয় করেছে مَقَامَ رَبِّهٖ নিজের প্রভুর সম্মুখে দণ্ডায়মান হওয়াকে وَنَهَى النَّفْسَ এবং আত্মাকে নিবৃত্ত রেখেছে عَنِ الْهَوٰى প্রবৃত্তি হতে।

https://e-ilm.weebly.com/

https://e-ilm.weebly.com/

সম্পর্কে বারবার তাদেরকে বলা হচ্ছিল। আল্লাহর অসীম কুদরতের কথাও তাদের নিকট বারবার বিবৃত হচ্ছিল। তবু তারা বলত কিয়ামত হবেই এ কথাটা আমাদের বোধগম্য হচ্ছে না। তখন আল্লাহ রাব্বুল আলামীন এ সূরা নাজিল করে কিয়ামতের সম্ভাবনাকে পূর্ণ নিশ্চয়তার সাথে প্রমাণ করেন। –[মা'আলিম]

সূরাটির ফজিলত : সূরা আন-নাযি'আত দুশমনের সামনে পাঠ করলে তার শত্রুতা এবং অনিষ্টতা থেকে রেহাই পাওয়া যায়। আর যে ব্যক্তি ঘুমের ঘোরে উক্ত সূরাটি তেলাওয়াত করতে দেখে অথবা এমনিতেই দেখে, তার অন্তর হতে সমস্ত চিন্তা-ভাবনা দূরীভূত হয়ে যায়। –[নূরুল কুলূব]

একটি দুর্বল বর্ণনায় এসেছে যে, যে ব্যক্তি সূরা আন-নাযিয়াত সর্বদা পাঠ করবে আল্লাহ তা'আলা তাকে জান্নাতে প্রবেশ করার পূর্বে কবর ও হাশরে এত আরামে রাখবেন যে, তার মনে হবে, সে যেন এই মাত্র এক ওয়াক্ত ফরজ নামাজের সময় পরিমাণ তথায় অবস্থান করেছে।

সূরাটির বিষয়বস্তু : আলোচ্য সূরায় কিয়ামত, মৃত্যুর পরবর্তী জীবন এবং এর সংশ্লিষ্ট কতিপয় অবস্থার বিবরণ পেশ করা হয়েছে। তা ছাড়া আল্লাহ তা'আলা ও তদীয় রাসূল ﷺ-কে মিথ্যা প্রতিপন্ন করার পরিণতি সম্পর্কেও আলোকপাত করা হয়েছে। সুতরাং জান কবজকারী, আল্লাহর হুকুম অবিলম্বে পালনকারী ও আল্লাহর হুকুম অনুযায়ী সমগ্র সৃষ্টিলোকের ব্যবস্থা পরিচালনাকারী ফেরেশতাদের নামে শপথ করা হয়েছে। এরূপ কথা দ্বারা নিশ্চয়তা দেওয়া হয়েছে যে, কিয়ামত অবশ্যই হবে। মৃত্যুর পর অন্য এক জীবন অবশ্যই যাপন করতে হবে। উক্ত দু'টি বিষয়ে বিন্দুমাত্র সন্দেহের অবকাশ নেই। কেননা যেসব ফেরেশতার হাতে এখানে জান কবজ করানো হচ্ছে, তাদের হাতেই পুনরায় তাদের দেহে প্রাণের সঞ্চার করানো কঠিন কিছু নয়। সে ফেরেশতারাই সেদিন সে আল্লাহর হুকুম মোতাবেকই সমস্ত সৃষ্টি লোকের বর্তমান শৃঙ্খলা ব্যবস্থা চূর্ণ-বিচূর্ণ করে নতুনভাবে অপর একটি ব্যবস্থা গড়ে তুলতে পারবেন। আল্লাহ তা'আলার পক্ষে তা মোটেই কঠিন নয় যে, একটি ধাক্কায় বিশ্বলোকের বর্তমান ব্যবস্থাকে চূর্ণ-বিচূর্ণ করে দিবে। আর তার পুনরুজ্জীবনের জন্যও একটি ধাক্কারই প্রয়োজন মাত্র। আজ যারা এর অস্বীকার করছে তাদের চোখের সামনেই তা সংঘটিত হবে, তখন তারা ভীত-বিহ্বল ও কিংকর্তব্যবিমূঢ় হয়ে পড়বে।

অতঃপর হযরত মূসা (আ.) ও ফেরাউনের ঘটনা সংক্ষেপে উল্লেখ করা হয়েছে। এর মাধ্যমে রাসূলকে অবিশ্বাসকারী, হেদায়েতকে অস্বীকারকারী এবং রাসূলের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্রকারীদেরকে সতর্ক করে দেওয়া হয়েছে। যদি তারা তাদের উক্ত অপকর্মসমূহ বর্জন করত হেদায়েতের পথে না আসে তাহলে তাদেরকে ফেরাউনের ন্যায় মর্মান্তিক পরিণতির সম্মুখীন হতে হবে।

পুনরায় জীবিত হওয়ার দলিল পেশ করা হয়েছে। অবিশ্বাসীদের সম্বোধন করে জিজ্ঞাসা করা হয়েছে– তোমাদেরকে পুনরায় জীবিত করা কঠিন কাজ; কিংবা মহাশূন্যে অসংখ্য কোটি গ্রহ-নক্ষত্রসহ বিস্তীর্ণ এ বিরাট-অসীম বিশ্বলোক সৃষ্টি করা কঠিন কাজ? যে আল্লাহর পক্ষে এ কাজটি করা কঠিন ছিল না– তাঁর পক্ষে তোমাদেরকে পুনরায় সৃষ্টি করা কঠিন হবে কেন? পরকাল হওয়ার সম্ভাব্যতা প্রমাণের জন্য এ অকাট্য যুক্তি একটি কার্যে সমাপ্ত করা হয়েছে। তারপর পৃথিবী এবং তাতে মানুষ ও জীব-জন্তুর জীবন যাত্রা নির্বাহের জন্য প্রদত্ত সাজ-সরঞ্জাম ও দ্রব্য-সামগ্রীর প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করা হয়েছে। বলা হয়েছে যে, এখানে প্রতিটি জিনিসই উদাত্ত কণ্ঠে সাক্ষ্য প্রদান করছে, এটা অতি উচ্চ কর্মকুশলতা সহকারে কোনো না কোনো উদ্দেশ্য পূর্ণ করার জন্য তৈরি করা হয়েছে। এ দৃষ্টিকোণ হতে মানুষের বিবেকের নিকট একটি অতি বড় প্রশ্ন রাখা হয়েছে। তা এই যে, এ সুবিশাল সৃষ্টিলোকে মানুষকে ক্ষমতা ইখতিয়ার দেওয়ার পর তার হিসাব-নিকাশ গ্রহণ করা অধিক যুক্তিসঙ্গত ও বিজ্ঞান সম্মত মনে হয় না। পৃথিবীতে যথেচ্ছা বিচরণ করা ও স্বেচ্ছাচারিতা করে মৃত্যুবরণ করা ও মাটির সাথে চিরতরে মিলেমিশে সম্পূর্ণ নিশ্চিহ্ন হয়ে যাওয়া এবং অর্পিত ক্ষমতা ও দায়িত্ব কিভাবে প্রয়োগ করেছে, কিভাবে পালন করেছে সে বিষয়ে কোনো জিজ্ঞাসাবাদ না হওয়া অধিক বিজ্ঞানসম্মত ও যুক্তিযুক্ত মনে হয়?

উপরিউক্ত প্রশ্নের উপর কোনোরূপ আলোচনা ব্যতীতই পরবর্তী আয়াতে বলা হয়েছে যে, আখেরাতে মানুষের স্থায়ী ফয়সালা হয়ে যাবে। আর তা এ ভিত্তিতে হবে যে, কে দুনিয়ায় আল্লাহর ইবাদতের পরিবর্তে তাঁর বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করেছে এবং দুনিয়ার সুখ-শান্তি ও আরাম-বিলাসকেই মুখ্য উদ্দেশ্য হিসেবে গণ্য করেছে? পক্ষান্তরে কে স্বীয় প্রভুর সামনে উপস্থিত হওয়ার ভয়ে নাফরমানদের কামনা-বাসনা ও লোভ-লালসাকে সামলিয়েছে? সুতরাং যে ব্যক্তি হঠকারিতা পরিহার করে বিশ্বাসী অন্তর নিয়ে নিরপেক্ষ দৃষ্টিকোণ হতে চিন্তা করবে সে আপনা হতেই উপরিউক্ত প্রশ্নের জবাব পাবে। কেননা বিবেক, যুক্তি ও নৈতিকতার দৃষ্টিতে মানুষের উপর কোনো দায়িত্ব অর্পণের অর্থ এই যে, পরিশেষে তাতে এ ব্যাপারে জবাবদিহি করতে হবে, এর হিসাব-নিকাশ দিতে হবে। এ ব্যাপারে তার সফলতার কারণে তাতে পুরস্কৃত করা হবে। পক্ষান্তরে ব্যর্থতার কারণে তাকে শাস্তি দেওয়া হবে।

পরিশেষে কাফেরদের এ প্রশ্নের জবাব দেওয়া হয়েছে যে, কিয়ামত কবে সংঘটিত হবে? জবাবের সারমর্ম এই যে, পয়গম্বরের সাথে এর কোনো সম্পর্ক নেই। পয়গম্বরের দায়িত্ব তো শুধু সতর্ক করে দেওয়া যে, সেদিন অবশ্যই আসবে।

https://e-ilm.weebly.com/

https://e-ilm.weebly.com/

কখন আসবে তা জানা তেমন কোনো গুরুত্বপূর্ণ বিষয় নয়। গুরুত্বের বিষয় হলো, তোমরা এর জন্য কি প্রস্তুতি গ্রহণ করেছ? সুতরাং যার মনে চায় সে একে ভয় করে নিজের চরিত্রকে সংশোধন করে নিক। আর যার ইচ্ছা সে যথেচ্ছভাবে সময় কাটিয়ে দিক। যখন বিচারের দিন সমাগত হবে, তখন যারা এ পৃথিবীর জীবনকেই একমাত্র জীবন মনে করে বসেছিল, তারা অনুভব করবে যে, দুনিয়াতে তারা মাত্র কিছুক্ষণ অবস্থান করেছিল। তখন তারা হাড়ে-হাড়ে টের পাবে যে, দুনিয়ার অল্প কয় দিনের জীবনের সুখ-শান্তির মোহে পড়ে কিভাবে ভবিষ্যতের স্থায়ী শান্তিকে খুইয়ে বসেছিল।

قَالُوْا تِلْكَ اِذًا كَرَّةٌ خَاسِرَةٌ (١٢)

শানে নুযূল : যখন সূরা নাযিআতের দশম আয়াত অর্থাৎ তারা বলে আমরা কি উল্টো পায়ে প্রত্যাবর্তিত হব। তখন কুরাইশরা বলতে লাগল সত্যিই যদি আমরা মৃত্যুর পর আবার জীবিত হই তাহলে আমাদের সর্বনাশ হবে। এই পরিপ্রেক্ষিতে উক্ত আয়াত নাজিল হয়। –[সূত্র- লুবাব, কানযুন নুকূল : ১০৬]

فَاَمَّا مَنْ طَغٰى (٣٧) وَاٰثَرَ الْحَيٰوةَ الدُّنْيَا (٣٨) فَاِنَّ الْجَحِيْمَ هِيَ الْمَاْوٰى (٣٩)

শানে নুযূল : আলোচ্য আয়াত নযর বিন হারেছ এবং তার পুত্র হারেছ বিন নযর এর সম্পর্কে নাজিল হয়েছে। এবং দুনিয়া লোভী সকল কাফের সম্প্রদায়ই এ শানে নুযূলের আওতাধীন রয়েছে। –[কুরতুবী : ১৮০/১৯]

وَاَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهٖ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوٰى (٤٠) فَاِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَاْوٰى (٤١)

শানে নুযূল– ১ : আলোচ্য আয়াতদ্বয় হযরত মুসআব বিন উমায়ের (রা.) ও তদ্বীয় ভাই আমের বিন উমায়ের সম্পর্কে অবতীর্ণ হয়েছে। ঘটনা প্রবাহ হচ্ছে যে, হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, فَاَمَّا مَنْ طَغٰى (যে সীমালঙ্ঘন করে) সে হচ্ছে মুসআব বিন উমায়েরের বদর দিন স্ব-স্বীকৃত ভাই। আনসারগণ তাকে গ্রেফতার করে জিজ্ঞেস করলেন যে, তুমি কে? সে বলল, আমি মুসআব বিন উমায়েরের ভাই। সে জন্যে দড়িতে না বেঁধে তাকে সম্মান প্রর্দশন করে, তাদের সাথেই তাকে রাত্রিতে রাখেন। সকাল হলো তারা মুস্আব বিন উমায়েরের নিকট এ ঘটনার বিবরণ দিলেন। তিনি বলেন, সে আমার ভাই নয়, সে তোমাদের বন্দী, তাকে বেঁধে রাখ। তার মাতা হচ্ছে মক্কানগরীর সর্বাধিক স্বর্ণ-রৌপ্য ও মাল-দৌলতের অধিকারিণী। সুতরাং তারা তাকে বেঁধে ফেলেন, অতঃপর মাতা মুক্তিপণ দিয়ে ছাড়িয়ে নেয় وَاَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهٖ দ্বারা মুস্আব বিন উমায়েরকে বোঝানো হয়েছে। ওহুদ অভিযানের দিনে রাসূল ﷺ থেকে সকলেই যখন বিচ্ছিন্ন হয়ে গিয়েছিলেন, তখন তিনি নিজেকে ঢাল বানিয়ে হযরত রাসূল ﷺ-কে হেফাজত করেছিলেন। অবশেষে তাঁর মুখে এসে তীর বেঁধে যায়। অতঃপর রাসূল ﷺ যখন তাকে রক্তে রঞ্জিত দেখতে পান তিনি বলেন, আমি তোমাকে আল্লাহর হেফাজতে অর্পণ করলাম। সে পরিপ্রেক্ষিতে আল্লাহ তা'আলা আলোচ্য আয়াত নাজিল করেন।

শানে নুযূল– ২ : হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) হতে অপর এক বর্ণনা রয়েছে যে, আলোচ্য আয়াতদ্বয় আবূ জাহল বিন হিশাম ও মুস্আব বিন উমায়ের (রা.) সম্পর্কে নাজিল হয়েছে।

সুদ্দী বলেন, আলোচ্য আয়াতদ্বয় হযরত আবূ বকর সিদ্দীক (রা.) সম্পর্কে নাজিল হয়েছে। ঘটনা প্রবাহ হচ্ছে, হযরত আবূ বকর সিদ্দীক (রা.)-এর একটি গোলাম ছিল। সে তাঁর খাবারের আয়োজন করত। তাঁর নিকট খানা নিয়ে আসলেই জিজ্ঞেস করতেন, কোথা হতে তা সংগ্রহ করেছ? অতঃপর তিনি আহার করতেন। একদিন যখন তার নিকট খানা নিয়ে আসল, কোনো কিছু জিজ্ঞেস না করেই তিনি খানা খেয়ে ফেলেন। ফলে গোলাম তাঁকে জিজ্ঞেস করল অন্যান্য দিনের ন্যায় আজ আমাকে খাদ্যের ব্যাপারে জিজ্ঞেস করেননি কেন? তিনি বলেন, আমি তো ভুলে গিয়ে ছিলাম। যা হোক বলত কোথা হতে তা সংগ্রহ করলে? সে বলল, জাহেলিয়্যা যুগে আমি এক সম্প্রদায়ের জন্যে জ্যোতিষী করেছিলাম। তারা তা আমাকে দিয়েছে। তখন তিনি তৎক্ষণাৎ বমি করে তা ফেলে দিলেন। আর বললেন, হে আমার রব! আমার রক্তে তার অংশ যা রয়েছে তা আপনার ইচ্ছাধীন। তখন সেই পরিপ্রেক্ষিতে আলোচ্য আয়াত নাজিল হয়েছে। –[কুরতুবী : ১৮১/১৯]

يَسْـَٔلُوْنَكَ عَنِ السَّاعَةِ اَيَّانَ مُرْسٰهَا (٤٢)

শানে নুযূল : হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) বলেন যে, আলোচ্য আয়াত মক্কার মুশরিকদের সম্পর্কে নাজিল হয়েছে। ঘটনা প্রবাহ হচ্ছে যে, মক্কার মুশরিক সম্প্রদায়ের লোকেরা বিদ্রূপাত্মকভাবে হযরত রাসূল ﷺ-কে জিজ্ঞেস করেছিল যে, কিয়ামত বা মহাপ্রলয় কখন হবে? মুশরিকদের জিজ্ঞেস করার পরিপ্রেক্ষিতে আল্লাহ তা'আলা আলোচ্য আয়াত নাজিল করেছেন। –[কুরতুবী : ১৮২/১৯]

فِيْمَ اَنْتَ مِنْ ذِكْرٰىهَا (٤٣)

শানে নুযূল : ইবনে মারদুভীয়া হযরত আলী ইবনে আবী তালেব (রা.) হতে বর্ণিত রয়েছে যে, হযরত রাসূল আকরাম ﷺ কিয়ামত সম্পর্কে জিজ্ঞাসিত হয়েছিলেন। সে জিজ্ঞাসার জবাবের পরিপ্রেক্ষিতে আলোচ্য আয়াত অবতীর্ণ হয়েছে। নাসায়ী, ইবনে জারীর প্রমুখ হযরত ত্বারিক বিন শিহাব (রা.)-এর উদ্ধৃতি দিয়ে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেন, হযরত

রাসূলুল্লাহ ﷺ কিয়ামত সম্পর্কীয় আলোচনা বেশি বেশি করতেন। সে জন্যে আলোচ্য আয়াত নাজিল হয়েছে। –[কুরতুবী ১৮২/১৯, ফতহুল কাদীর ৩৮১/৫, তাবারী ৪৪১/১২ দূররে মানছুর ১৩১৪/৬]

وَالنَّازِعَاتِ غَرْقًا - نَازِعَاتٌ শব্দটি نَزْعٌ -থেকে উদ্ভূত। অর্থ কোনো কিছুকে উৎপাটন করা। إِغْرَاقٌ ও غَرْقٌ -এর অর্থ কোনো কাজ নির্মমভাবে করা। বাকপদ্ধতিতে বলা হয় : اَغْرَقَ النَّازِعُ فِي الْقَوْسِ –অর্থাৎ তীর নিক্ষেপকারী ধনুকে পূর্ণ শক্তি প্রয়োগ করেছে। সূরার শুরুতে ফেরেশতাগণের কতিপয় গুণ ও অবস্থা বর্ণনা করে তাদের শপথ করা হয়েছে। শপথের জবাব উহ্য রাখা হয়েছে। অর্থাৎ কিয়ামত ও হাশর-নাশর অবশ্যই হবে। ফেরেশতাগণ এখনও সারা বিশ্বের কাজকর্ম ও শৃঙ্খলা বিধানে নিয়োজিত রয়েছে কিন্তু কিয়ামতের দিন যখন বস্তুনিষ্ঠ কারণাদি নিষ্ক্রিয় হয়ে যাবে এবং অসাধারণ পরিস্থিতির উদ্ভব হবে, তখন ফেরেশতাগণই যাবতীয় কর্ম নির্বাহ করবে। এই সম্পর্কের কারণে সূরায় তাদের শপথ করা হয়েছে।

এস্থলে ফেরেশতাগণের পাঁচটি বিশেষণ বর্ণিত হয়েছে। এগুলো মানুষের মৃত্যু ও আত্মা বের করার সাথে সম্পর্কযুক্ত। উদ্দেশ্য, কিয়ামতের সত্যতা বর্ণনা করা। মানুষের মৃত্যু দ্বারা এই বর্ণনা শুরু করা হয়েছে। কেননা প্রত্যেক মানুষের মৃত্যু তার জন্য আংশিক কিয়ামত হয়ে থাকে। কিয়ামতের বিশ্বাসে এর প্রভাব অসাধারণ। প্রথম বিশেষণ وَالنَّازِعَاتِ غَرْقًا অর্থাৎ নির্মমভাবে টেনে আত্মা নির্গতকারী। এখানে আজাবের সে সব ফেরেশতা বোঝানো হয়েছে, যারা কাফেরের আত্মা নির্মমভাবে বের করে। যেহেতু এই নির্মমতা আত্মিক হয়ে থাকে, তাই দর্শকদেরও এটা অনুভব করা জরুরি নয়। এ কারণেই কাফেরদের আত্মা প্রায়ই সহজে বের হতে দেখা যায় কিন্তু এটা কেবল আমাদের দেখার মধ্যেই। তার আত্মার উপর যে নির্মম কাণ্ড সংঘটিত হয়, তাকে দেখতে পারে। এটা তো আল্লাহ্র উক্তি থেকেই জানা যায়। তাই আলোচ্য আয়াতে খবর দেওয়া হয়েছে যে, কাফেরদের আত্মা টেনে টেনে নির্মমভাবে বের করা হয়।

দ্বিতীয় বিশেষণ وَالنَّاشِطَاتِ نَشْطًا - نَاشِطَاتٌ –শব্দটি نَشْطٌ থেকে উদ্ভূত। অর্থ বাঁধন খুলে দেওয়া। কোনো কিছুতে পানি অথবা বাতাস ভর্তি থাকলে যদি তার বাঁধন খুলে দেওয়া হয়, তবে সেই পানি বা বাতাস সহজে বের হয়ে যায়। এতে মু'মিনের আত্মা বের করাকে এর সাথে তুলনা করে বলা হয়েছে যে, যে ফেরেশতা মু'মিনের রূহ কবজ করার কাজে নিয়োজিত আছে, সে অনায়াসে রূহ কবজ করে– কঠোরতা করে না। এখানেও বিষয়টি আত্মিক বিধান কোনো মুসলমান বরং সৎ কর্মপরায়ণ ব্যক্তির মৃত্যুর সময় আত্মা বের হতে বিলম্ব হলে একথা বলা যায় না যে, তার প্রতি নির্মমতা করা হচ্ছে– যদিও শারীরিকভাবে নির্মমতা পরিদৃষ্ট হয়। প্রকৃত কারণ এই যে, কাফেরের আত্মা বের করার সময় থেকেই বরজখের আজাব সামনে এসে যায়। এতে তার আত্মা অস্থির হয়ে দেহে আত্মগোপন করতে চায়। ফেরেশতা জোরে-জবরে টানা-হেঁচড়া করে তাকে বের করে। পক্ষান্তরে মু'মিনের রূহের সামনে বরজখের ছওয়াব নিয়ামত ও সুসংবাদ ভেসে উঠে। ফলে সে দ্রুতবেগে সে দিকে যেতে চায়।

তৃতীয় বিশেষণ وَالسَّابِحَاتِ سَبْحًا - سَبْحٌ -এর আভিধানিক অর্থ সন্তরণ করা। এখানে উদ্দেশ্য দ্রুতবেগে চলা। নদীপথে কোনো বাধা-বিঘ্ন থাকে না। সন্তরণকারী ব্যক্তি অথবা নৌকারোহী সোজা গন্তব্য স্থানের দিকে ধাবিত হয়। এই সন্তরণকারী বিশেষণটিও মৃত্যুর ফেরেশতাগণের সাথে সম্পর্কযুক্ত। মানুষের রূহ্ কবজ করার পর তারা দ্রুত গতিতে আকাশের দিকে নিয়ে যায়।

চতুর্থ বিশেষণ فَالسَّابِقَاتِ سَبْقًا –উদ্দেশ্য এই যে, যে আত্মা ফেরেশতাগণের হস্তগত হয়, তাকে ভালো অথবা মন্দ ঠিকানায় পৌছানোর কাজে তারা দ্রুততায় একে অপরকে ডিঙ্গিয়ে যায়। তারা মু'মিনের আত্মাকে জান্নাতের আবহাওয়ায় ও নিয়ামতের জায়গায় এবং কাফেরের আত্মাকে জাহান্নামের আবহাওয়ায় ও আজাবের জায়গায় পৌছিয়ে দেয়।

পঞ্চম বিশেষণ। فَالْمُدَبِّرَاتِ أَمْرًا মৃত্যুর ফেরেশতাদের সর্বশেষ কাজ এই যে, যে আত্মাকে ছওয়াব ও আরাম দেওয়ার আদেশ হয়, তারা তার জন্য ছওয়াব ও আরামের ব্যবস্থা করে এবং যাকে আজাব ও কষ্টে রাখার আদেশ হয়, তারা তার জন্য আজাব ও কষ্টের ব্যবস্থা করে।

কবরে ছওয়াব ও আজাব : উল্লিখিত আয়াতসমূহ থেকে প্রমাণিত হয়েছে যে, ফেরেশতাগণ মানুষের মৃত্যুর সময় আগমন করে রূহ কবজ করে আকাশের দিকে নিয়ে যায়, ভালো অথবা মন্দ ঠিকানায় দ্রুতবেগে পৌছিয়ে দেয় ও সেখানে ছওয়াব অথবা আজাব এবং কষ্ট অথবা সুখের ব্যবস্থা করে। এই আজাব ও ছওয়াব কবরে অর্থাৎ বরজখে হবে। হাশরের আজাব ও ছওয়াব এর পরে হবে। সহীহ হাদীসসমূহে এর বিশদ বিবরণ লিপিবদ্ধ আছে। মুসনাদে আহমদের বরাত দিয়ে মেশকাতে এতদসম্পর্কিত হযরত বারা ইবনে আজেব (রা.)-এর একটি দীর্ঘ হাদীস বর্ণিত আছে।

নফ্স ও রূহ্ সম্পর্কে কাযী সানাউল্লাহ (র.)-এর উপাদেয় বক্তব্য : তাফসীরে মাযহারীর বরাত দিয়ে নফ্স ও রূহের স্বরূপ সম্পর্কে কিছু আলোচনা সূরা হিজরের আয়াতে উল্লেখ করা হয়েছে। এ সম্পর্কে আরও কিছু তথ্য কাজী সানাউল্লাহ্ পানিপথী (র.) এ স্থলে লিপিবদ্ধ করেছেন। এসব তথ্যের মধ্যে অনেক প্রশ্নের সমাধান পাওয়া যায়। নিম্নে তা উদ্ধৃত করা হলো। হযরত বারা ইবনে আজেব (রা.)-এর হাদীস থেকে জানা যায় যে, মানুষের নফ্স উপাদান চতুষ্টয় দ্বারা গঠিত একটি সূক্ষ্ম দেহ, যা তার জড় দেহে নিহিত আছে। দার্শনিক ও চিকিৎসাবিদগণ একেই রূহ্ বলে থাকেন। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে মানুষের

https://e-ilm.weebly.com/

রূহ একটি অশরীরী আল্লাহর নৈপুণ্য, যা নফসের সাথে বিশেষ সম্পর্ক রাখে এবং নফসের জীবন এর উপরই নির্ভরশীল। ফলে এটা যেন রূহের রূহ। কারণ দেহের জীবন নফসের উপর এবং নফসের জীবন এর উপর নির্ভরশীল। নফসের সাথে এই রূহের যে সম্পর্ক, তার স্বরূপ স্রষ্টা ব্যতীত কেউ জানে না। নফসকে আল্লাহ তা'আলা স্বীয় কুদরত দ্বারা এমন একটি আয়না সদৃশ করেছেন, যাকে সূর্যের বিপরীতে রেখে দেওয়া হয়েছে। সূর্যে আলো তাতে প্রতিফলিত হওয়ার ফলে সে নিজেও সূর্যের ন্যায় আলো বিকিরণ করে। মানুষের নফস যদি ওহীর শিক্ষা অনুযায়ী সাধানা ও পরিশ্রম করে তবে সে নিজেও আলোকিত হয়ে যায়। নতুবা সে জড় দেহের বিরূপ প্রভাব দ্বারা প্রভাম্বিত হয়ে পড়ে। এই সূক্ষ্ম দেহ তথা নফসকেই ফেরেশতাগণ উপরে নিয়ে যায়। অতঃপর সম্মান সহকারে নিচে আনে যদি সে আলোকিত হয়ে থাকে। নতুবা তার জন্য আকাশের দ্বার খুলে না এবং উপর থেকেই নিচে সজোরে নিক্ষেপ করা হয়। এই সূক্ষ্ম দেহ সম্পর্কেই উপরিউক্ত হাদীসে আছে যে, আমি একে পৃথিবীর মাটি দ্বারা সৃষ্টি করেছি, এতেই ফিরিয়ে আনব এবং পুনরায় এই মাটি দ্বারাই সৃষ্টি করব। এই সূক্ষ্ম দেহই সৎকর্ম সম্পাদনের মাধ্যমে আলোকিত ও সুগন্ধযুক্ত হয়ে যায় এবং কুফর ও শিরকের মাধ্যমে দুর্গন্ধযুক্ত হয়ে যায়। জড় দেহের সাথে অশরীরী রূহের সম্পর্ক সূক্ষ্ম দেহ অর্থাৎ নফসের মাধ্যমে স্থাপিত হয়। অশরীরী রূহ মৃত্যুর আওতায় পড়ে না। কবরের আজাব এবং ছওয়াবও নফসের সাথে জড়িত থাকে। কবরের সাথে এ নফসেরই সম্পর্ক থাকে এবং অশরীরী রূহ ইল্লিয়্যীনে অবস্থান করে পরোক্ষভাবে নফসের ছওয়াব এবং আজাব দ্বারা প্রভাবান্বিত হয়। এভাবে রূহ কবরে থাকে কথাটি নফস কবরে থাকে অর্থে বিশুদ্ধ এবং নফস রূহ জগতের অথবা ইল্লিয়্যীনে থাকে কথাটি রূহ থাকে অর্থে নির্ভুল। এর ফলে বিভিন্ন রেওয়ায়েতের অসামঞ্জস্য দূর হয়ে যায়। অতঃপর কিয়ামতের বাস্তবতা, এতে প্রথম ফুঁৎকার দ্বারা সমগ্র বিশ্বের ধ্বংসপ্রাপ্তি, দ্বিতীয় ফুঁৎকার দ্বারা সমগ্র বিশ্বের পুনঃসৃষ্টি এবং এ সম্পর্কে কাফেরদের আপত্তি ও তার জবাব উল্লেখ করা হয়েছে। অবশেষে বলা হয়েছে : فَإِذَا هُمْ بِالسَّاهِرَةِ - سَاهِرَةٌ অর্থ সমতল ময়দান। কিয়ামতে পুনরায় যে ভূপৃষ্ঠ সৃষ্টি করা হবে, তা সমতল হবে, এতে উঁচু-নিচু, পাহাড়-পর্বত, টিলা ইত্যাদি কিছুই থাকবে না। একেই سَاهِرَةٌ বলা হয়েছে। অতঃপর কিয়ামত অবিশ্বাসীদের হঠকারিতা ও শত্রুতার ফলে রাসূলুল্লাহ ﷺ যে মর্মপীড়া অনুভব করতেন, তা দূর করার উদ্দেশ্যে হযরত মূসা (আ.) ও ফেরাউনের ঘটনা উল্লেখ করা হয়েছে এবং ইঙ্গিত করা হয়েছে যে, শত্রুরা কেবল আপনাকেই কষ্ট দেয়নি, পূর্ববর্তী পয়গম্বরগণও শত্রুদের পক্ষ থেকে দারুণ মর্মপীড়া অনুভব করেছেন। তাঁরা সবর করেছেন। অতএব, আপনারও সবর করা উচিত।

فَأَخَذَهُ اللّٰهُ نَكَالَ الْاٰخِرَةِ وَالْاُوْلٰى - نَكَالٌ শব্দের অর্থ দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি, যা দেখে অন্যরাও আতঙ্কিত হয়ে যায়। نَكَالَ الْاٰخِرَةِ হলো ফেরাউনের পরকালীন আজাব এবং نَكَالَ الْاُوْلٰى-দরিয়ায় নিমজ্জিত হওয়ার আজাব। অতঃপর মরে মাটিতে পরিণত হয়ে যাওয়ার পর পুনরুজ্জীবন কিরূপে হবে! কাফেরদের এই বিস্ময়ের জবাব দেওয়া হয়েছে। এতে নভোমণ্ডল, ভূমণ্ডল ও এতদুভয়ের মধ্যবর্তী সৃজিত বস্তুসমূহের উল্লেখ করে অনবধান মানুষকে হুঁশিয়ার করা হয়েছে যে, যে মহান সত্তা কোনোরূপ উপকরণ ও হাতিয়ার ব্যতিরেকেই এসব মহাসৃষ্টিকে প্রথমবার অস্তিত্ব দান করেছেন, তিনি যদি এগুলোর ধ্বংসপ্রাপ্তির পর পুনরায় সৃষ্টি করে দেন, তবে এতে বিস্ময়ের কি আছে? এরপর আবার কিয়ামত দিবসের কঠোরতা, প্রত্যেকের আমলনামা সামনে আসা এবং জান্নাতী ও জাহান্নামীদের ঠিকানা বর্ণনা করা হয়েছে। অবশেষে জাহান্নামী ও জান্নাতীদের বিশেষ বিশেষ আলামত উল্লিখিত হয়েছে, যা দ্বারা একজন মানুষ দুনিয়াতেই ফয়সালা করতে পারে যে, 'আইনের দৃষ্টিতে' তার ঠিকানা জান্নাত, না জাহান্নাম। আইনের দৃষ্টিতে বলার কারণ এই যে, অনেক আয়াত ও হাদীস থেকে জানা যায় যে, কারও সুপরিশে অথবা সরাসরি আল্লাহর রহমতে কোনো কোনো জাহান্নামীকে জান্নাতে পৌছানো হবে। কারও বেলায় এরূপ হলে সেটা হবে ব্যতিক্রমধর্মী আদেশ। জান্নাতে অথবা জাহান্নামে যাওয়ার আসল বিধি তাই, যা এসব আয়াতে বর্ণিত হয়েছে।

প্রথমে জাহান্নামীদের দুটি বিশেষ আলামত বর্ণিত হয়েছে। فَأَمَّا مَنْ طَغٰى وَاٰثَرَ الْحَيٰوةَ الدُّنْيَا **এক.** আল্লাহ তা'আলা ও তাঁর রাসূলের অবাধ্যতা করা। **দুই.** পার্থিব জীবনকে পরকালের উপর অগ্রাধিকার দেওয়া অর্থাৎ যে কাজ অবলম্বন করলে দুনিয়াতে সুখ ও আনন্দ পাওয়া যায় কিন্তু পরকালে তার জন্য আজাব নির্দিষ্ট আছে, সে ক্ষেত্রে পরকালের প্রতি উপেক্ষা প্রদর্শন করে দুনিয়ার সুখ ও আনন্দকেই অগ্রাধিকার দেওয়া। দুনিয়াতে যে ব্যক্তির মধ্যে এই দুটি আলামত পাওয়া যায়, তার সম্পর্কে বলা হয়েছে : فَإِنَّ الْجَحِيْمَ هِيَ الْمَأْوٰى –অর্থাৎ জাহান্নামই তার ঠিকানা। এরপর জান্নাতীদেরও দুটি বিশেষ আলামত বর্ণনা করা হয়েছে : وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهٖ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوٰى **এক.** দুনিয়াতে প্রত্যেক কাজের সময় এরূপ ভয় করা যে, একদিন আল্লাহ তা'আলার সামনে উপস্থিত হয়ে এ কাজের হিসাব দিতে হবে। **দুই.** অবৈধ খেয়ালখুশি চরিতার্থ করা থেকে নিজেকে নিবৃত্ত রাখা। যে ব্যক্তি দুনিয়াতে এই দুটি গুণ অর্জন করতে সক্ষম হয়, কুরআন পাক তাকে সুসংবাদ দেয় : فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوٰى অর্থাৎ জান্নাতই তার ঠিকানা।

https://e-ilm.weebly.com/

https://e-ilm.weebly.com/

-কে কিয়ামতের নির্দিষ্ট দিন-তারিখ ও সময় বলে দেওয়ার জন্য পীড়াপীড়ি করত। সূরার উপসংহারে তাদের এই হঠকারিতার জবাব দেওয়া হয়েছে। জবাবের সারমর্ম এই যে, আল্লাহ তা'আলা স্বীয় অপার রহস্য বলে এ বিষয়ের জ্ঞান নিজের জন্যই নির্দিষ্ট রেখেছেন। এবং এই সংবাদ কোনো ফেরেশতা অথবা রাসূল ﷺ-কে তিনি দেন নি। কাজেই এ দাবি অসার।

শব্দ বিশ্লেষণ :

نَازِعَاتِ : সীগাহ جمع مؤنث বহছ اسم فاعل বাব ضَرَبَ মাসদার نَزْعٌ মূলবর্ণ (ن ـ ز ـ ع) জিনস صحيح অর্থ– যে ফেরেশতাগণ প্রাণ বের করে, উৎপাটনকারী, অপসারণকারী

اَلنَّاشِطَاتِ : সীগাহ جمع مؤنث বহছ اسم فاعل বাব ضَرَبَ মাসদার نَشْطٌ মূলবর্ণ (ن ـ ش ـ ط) জিনস صحيح অর্থ– বন্ধন মুক্তকারী

اَلسَّابِحَاتِ : সীগাহ جمع مؤنث বহছ اسم فاعل বাব فَتَحَ মাসদার سَبْحٌ মূলবর্ণ (س ـ ب ـ ح) জিনস صحيح অর্থ– তীব্র গতিতে সঞ্চরণকারী

اَلسَّابِقَاتِ : সীগাহ جمع مؤنث বহছ اسم فاعل বাব نَصَرَ মাসদার سَبْقٌ মূলবর্ণ (س ـ ب ـ ق) জিনস صحيح অর্থ– যারা দ্রুত বেগে দৌড়ায়, অগ্রগামী, অগ্রবর্তী।

اَلْمُدَبِّرَاتِ : সীগাহ جمع مؤنث বহছ اسم فاعل বাব تَفْعِيْل মাসদার تَدْبِيْرٌ মূলবর্ণ (د ـ ب ـ ر) জিনস صحيح অর্থ– নিয়ন্ত্রণকারী, পরিণাম চিন্তাকারী, অপেক্ষা কারী।

تَرْجُفُ : সীগাহ واحد مؤنث غائب বহছ مضارع معروف বাব نَصَرَ মাসদার رَجْفٌ মূলবর্ণ (ر ـ ج ـ ف) জিনস صحيح অর্থ– প্রকম্পিত করবে।

اَلرَّادِفَةُ : সীগাহ واحد مؤنث বহছ اسم فاعل বাব نَصَرَ মাসদার رَدْفٌ মূলবর্ণ (ر ـ د ـ ف) জিনস صحيح অর্থ– পশ্চাতগামি বস্তু।

وَاجِفَةٌ : সীগাহ واحد مؤنث বহছ اسم فاعل বাব ضَرَبَ মাসদার وَجْفٌ মূলবর্ণ (و ـ ج ـ ف) জিনস مثال واوى অর্থ– ধড়ফড়কারী, কম্পমান।

مَرْدُوْدُوْنَ : সীগাহ جمع مذكر বহছ اسم مفعول বাব نَصَرَ মাসদার رَدٌّ মূলবর্ণ (ر ـ د ـ د) জিনস مضاعف ثلاثى অর্থ– পূর্বাবস্থায় গমনকারী।

حَافِرَةٌ : সীগাহ واحد مؤنث বহছ اسم فاعل বাব ضَرَبَ মাসদার حَفْرٌ মূলবর্ণ (ح ـ ف ـ ر) জিনস صحيح অর্থ– পূর্বাবস্থা, প্রারম্ভ।

سَاهِرَةٌ : সীগাহ واحد مؤنث বহছ اسم فاعل বাব سَمِعَ মাসদার سَهْرٌ মূলবর্ণ (س ـ ه ـ ر) জিনস صحيح অর্থ– মাঠে এসে উপস্থিত হবে, জমিন, ময়দানের নরম ভূমি।

طَامَّةٌ : অর্থ– মহাসঙ্কট, মহাবিপদ, বিরাট বিশৃঙ্খলা, طَمٌّ থেকে নির্গত। যার অর্থ– গিলে ফেলা, আচ্ছন্ন করা। কোনো জিনিস এত বেড়ে যাওয়া যে, তা সর্বত্র ছেয়ে যায় কিংবা প্রবল হয়ে যায়। তাই طَامَّةٌ-এর অর্থ করা হয়, মহাবিপদ।

بُرِّزَتْ : সীগাহ واحد مؤنث غائب বহছ ماضى مجهول বাব تَفْعِيْل মাসদার تَبْرِيْزٌ মূলবর্ণ (ب ـ ر ـ ز) জিনস صحيح অর্থ– প্রকাশ করা হবে।

نَهٰى : সীগাহ واحد مذكر غائب বহছ ماضى معروف বাব فَتَحَ মাসদার نَهْىٌ মূলবর্ণ (ن ـ ه ـ ى) জিনস ناقص يائى অর্থ– নিবৃত্ত রেখেছে।

বাক্য বিশ্লেষণ :

يَقُوْلُوْنَ اَاِنَّا لَمَرْدُوْدُوْنَ فِى الْحَافِرَةِ : এখানে يَقُوْلُوْنَ বাক্যটি উহ্য মুবতাদার খবর। يَقُوْلُوْنَ হলো ফে'ল তার যমীর হলো ফায়েল। اَاِنَّا-এর হামযাটি استفهام انكارى-এর জন্য। আর ان হলো হরফে মুশাববাহ বিল ফে'ল, আর نا হলো اسم ان আর لَمَرْدُوْدُوْنَ হলো خبر ان আর فِى الْحَافِرَةِ টা مَرْدُوْدُوْنَ-এর সাথে متعلق হয়েছে। আবার এটা حال হওয়ার ভিত্তিতে উহ্য ফে'লের সাথে متعلق হওয়াও জায়েজ। [ই'রাবুল কুরআন ৮ম খণ্ড: পৃ. ২০৭]

https://e-ilm.weebly.com/

سُوْرَةُ عَبَسَ مَكِّيَّةٌ

সূরা 'আবাসা

মক্কায় অবতীর্ণ; আয়াত– ৪২, রুকূ'– ১

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ○

পরম করুণাময়, দয়ালু আল্লাহর নামে শুরু করছি।

১. রাসূল ভ্রুকুঞ্চিত করলেন এবং মুখ ফিরিয়ে নিলেন।	عَبَسَ وَتَوَلّٰىٓ ﴿١﴾
২. এ কারণে যে, তার নিকট এক অন্ধ এসেছে।	اَنْ جَآءَهُ الْاَعْمٰى ﴿٢﴾
৩. আপনি কি জানেন হয়তো সে [উপদেশে] সংশোধিত হতো।	وَمَا يُدْرِيْكَ لَعَلَّهٗ يَزَّكّٰىٓ ﴿٣﴾
৪. অথবা নসিহত গ্রহণ করত, অনন্তর নসিহত তাকে সুফল প্রদান করত।	اَوْ يَذَّكَّرُ فَتَنْفَعَهُ الذِّكْرٰى ﴿٤﴾
৫. আর যে বেপরোয়া ভাব দেখায়।	اَمَّا مَنِ اسْتَغْنٰى ﴿٥﴾
৬. বস্তুত আপনি তার ভাবনায় পড়েছেন।	فَاَنْتَ لَهٗ تَصَدّٰى ﴿٦﴾
৭. অথচ সে সংশোধিত না হলে আপনার উপর কোনো দোষারোপ নেই।	وَمَا عَلَيْكَ اَلَّا يَزَّكّٰى ﴿٧﴾
৮. আর যে আপনার নিকট দৌড়ে আসে।	وَاَمَّا مَنْ جَآءَكَ يَسْعٰى ﴿٨﴾

শাব্দিক অনুবাদ :

১. عَبَسَ রাসূল ভ্রুকুঞ্চিত করলেন وَتَوَلّٰى এবং মুখ ফিরিয়ে নিলেন।

২. اَنْ جَآءَهُ এ কারণে যে, তার নিকট এসেছে الْاَعْمٰى এক অন্ধ।

৩. وَمَا يُدْرِيْكَ আপনি কি জানেন لَعَلَّهٗ يَزَّكّٰى হয়তো সে [উপদেশে] সংশোধিত হতো।

৪. اَوْ يَذَّكَّرُ অথবা নসিহত গ্রহণ করত فَتَنْفَعَهُ الذِّكْرٰى অনন্তর নসিহত তাকে সুফল প্রদান করত।

৫. اَمَّا مَنِ আর যে ব্যক্তি اسْتَغْنٰى বেপরোয়া ভাব দেখায়।

৬. فَاَنْتَ বস্তুত আপনি لَهٗ تَصَدّٰى তার ভাবনায় পড়েছেন।

৭. وَمَا عَلَيْكَ অথচ আপনার উপর কোনো দোষারোপ নেই اَلَّا يَزَّكّٰى সে সংশোধিত না হলে

৮. وَاَمَّا مَنْ আর যে ব্যক্তি جَآءَكَ আপনার নিকট আসে يَسْعٰى দৌড়ে।

https://e-ilm.weebly.com/

৯. এবং সে [আল্লাহকে] ভয়ও করে।	وَهُوَ يَخْشٰى ۙ (٩)
১০. আপনি তাকে উপেক্ষা করেন।	فَاَنْتَ عَنْهُ تَلَهّٰى ۚ (١٠)
১১. কখনোই এরূপ করবেন না, কুরআন নসিহতের বাণী।	كَلَّاۤ اِنَّهَا تَذْكِرَةٌ ۚ (١١)
১২. সুতরাং যার ইচ্ছা সে তা গ্রহণ করুক [ইচ্ছা না হয়, না করুক]।	فَمَنْ شَآءَ ذَكَرَهٗ ۘ (١٢)
১৩. তা এমন পুস্তিকাসমূহের মধ্যে রয়েছে, যা সম্মানিত।	فِيْ صُحُفٍ مُّكَرَّمَةٍ ۙ (١٣)
১৪. যা সমুন্নত পবিত্র।	مَّرْفُوْعَةٍ مُّطَهَّرَةٍۭ ۙ (١٤)
১৫. যা এমন লিখকদের হস্তে রয়েছে,	بِاَيْدِيْ سَفَرَةٍ ۙ (١٥)
১৬. যারা সম্মানিত [ও] নেককার।	كِرَامٍۭ بَرَرَةٍ ؕ (١٦)
১৭. মানুষের উপর লা'নত, সে কত অকৃতজ্ঞ।	قُتِلَ الْاِنْسَانُ مَاۤ اَكْفَرَهٗ ؕ (١٧)
১৮. আল্লাহ তাকে কোন বস্তু হতে সৃষ্টি করেছেন।	مِنْ اَيِّ شَيْءٍ خَلَقَهٗ ؕ (١٨)
১৯. শুক্র হতে, তিনি তাকে সৃষ্টি করেছেন, অনন্তর তাকে পরিমিতভাবে বানিয়েছেন।	مِنْ نُّطْفَةٍ ؕ خَلَقَهٗ فَقَدَّرَهٗ ۙ (١٩)

শাব্দিক অনুবাদ :

৯. وَهُوَ এবং সে يَخْشٰى [আল্লাহকে] ভয় করে।

১০. فَاَنْتَ আপনি عَنْهُ تَلَهّٰى তাকে উপেক্ষা করেন।

১১. كَلَّا কখনোই এরূপ করবেন না, اِنَّهَا تَذْكِرَةٌ কুরআন নসিহতের বাণী।

১২. فَمَنْ شَآءَ সুতরাং যার ইচ্ছা ذَكَرَهٗ সে তা গ্রহণ করুক।

১৩. فِيْ صُحُفٍ তা এমন পুস্তিকাসমূহের মধ্যে রয়েছে مُّكَرَّمَةٍ যা সম্মানিত।

১৪. مَّرْفُوْعَةٍ যা সমুন্নত مُّطَهَّرَةٍ পবিত্র।

১৫. بِاَيْدِيْ سَفَرَةٍ যা এমন লিখকদের হস্তে রয়েছে,

১৬. كِرَامٍ যারা সম্মানিত بَرَرَةٍ [ও] নেককার।

১৭. قُتِلَ الْاِنْسَانُ মানুষের উপর লা'নত مَاۤ اَكْفَرَهٗ সে কত অকৃতজ্ঞ।

১৮. مِنْ اَيِّ شَيْءٍ আল্লাহ কোন বস্তু হতে خَلَقَهٗ তাকে সৃষ্টি করেছেন।

১৯. مِنْ نُّطْفَةٍ শুক্র হতে خَلَقَهٗ তিনি তাকে সৃষ্টি করেছেন فَقَدَّرَهٗ অনন্তর তাকে পরিমিতভাবে বানিয়েছেন।

https://e-ilm.weebly.com/

২০. অতঃপর তার [বহির্গমনের] পথ সহজ করে দিয়েছেন।	ثُمَّ السَّبِيْلَ يَسَّرَهٗ ﴿٢٠﴾
২১. অতঃপর তাকে মৃত্যু দিয়েছেন, পরে কবরে স্থাপন করেছেন।	ثُمَّ اَمَاتَهٗ فَاَقْبَرَهٗ ﴿٢١﴾
২২. অতঃপর যখন আল্লাহ তা'আলা ইচ্ছা করবেন তাকে পুনরায় জীবিত করবেন।	ثُمَّ اِذَا شَآءَ اَنْشَرَهٗ ﴿٢٢﴾
২৩. না, কখনো না, তাকে যে নির্দেশ দেওয়া হয়েছিল সে তা পালন করেনি।	كَلَّا لَمَّا يَقْضِ مَاۤ اَمَرَهٗ ﴿٢٣﴾
২৪. সুতরাং মানুষ যেন স্বীয় খাদ্যের প্রতি দৃষ্টিপাত করে দেখে ।	فَلْيَنْظُرِ الْاِنْسَانُ اِلٰى طَعَامِهٖۤ ﴿٢٤﴾
২৫. আমিই প্রচুর পানি বর্ষণ করেছি।	اَنَّا صَبَبْنَا الْمَآءَ صَبًّا ﴿٢٥﴾
২৬. অনন্তর জমিনকে সুন্দররূপে বিদীর্ণ করেছি।	ثُمَّ شَقَقْنَا الْاَرْضَ شَقًّا ﴿٢٦﴾
২৭. অনন্তর তাতে শস্য উৎপাদন করেছি।	فَاَنْۢبَتْنَا فِيْهَا حَبًّا ﴿٢٧﴾
২৮. এবং আঙ্গুর ও শাক-সবজি।	وَّعِنَبًا وَّقَضْبًا ﴿٢٨﴾
২৯. এবং যায়তুন ও খেজুর।	وَّزَيْتُوْنًا وَّنَخْلًا ﴿٢٩﴾
৩০. এবং নিবিড় উদ্যানসমূহ।	وَّحَدَآئِقَ غُلْبًا ﴿٣٠﴾

শাব্দিক অনুবাদ :

২০. ثُمَّ السَّبِيْلَ অতঃপর তার [বহির্গমন] পথ يَسَّرَهٗ সহজ করে দিয়েছেন।

২১. ثُمَّ اَمَاتَهٗ অতঃপর তাকে মৃত্যু দিয়েছেন فَاَقْبَرَهٗ পরে কবরে স্থাপন করেছেন।

২২. ثُمَّ اِذَا شَآءَ অতঃপর যখন আল্লাহ তা'আলা ইচ্ছা করবেন اَنْشَرَهٗ তাকে পুনরায় জীবিত করবেন।

২৩. كَلَّا না কখনো না لَمَّا يَقْضِ সে পালন করেনি مَاۤ اَمَرَهٗ তাকে যে নির্দেশ দেওয়া হয়েছিল তা ।

২৪. فَلْيَنْظُرِ الْاِنْسَانُ সুতরাং মানুষ যেন দৃষ্টিপাত করে দেখে اِلٰى طَعَامِهٖۤ স্বীয় খাদ্যের প্রতি ।

২৫. اَنَّا صَبَبْنَا আমিই বর্ষণ করেছি الْمَآءَ صَبًّا প্রচুর পানি ।

২৬. ثُمَّ شَقَقْنَا অনন্তর বিদীর্ণ করেছি الْاَرْضَ شَقًّا জমিনকে সুন্দররূপে।

২৭. فَاَنْۢبَتْنَا অনন্তর উৎপাদন করেছি فِيْهَا حَبًّا তাতে শস্য ।

২৮. وَّعِنَبًا এবং আঙ্গুর وَّقَضْبًا ও শাক-সবজি।

২৯. وَّزَيْتُوْنًا এবং যায়তুন وَّنَخْلًا ও খেজুর।

৩০. وَّحَدَآئِقَ এবং উদ্যানসমূহ غُلْبًا নিবিড়।

https://e-ilm.weebly.com/

৩১. এবং ফল-ফলাদি ও তৃণলতা।	وَّفَاكِهَةً وَّاَبًّا ﴿٣١﴾
৩২. এটা তোমাদের এবং তোমাদের গৃহপালিত পশুর উপকারস্বরূপ	مَّتَاعًا لَّكُمْ وَلِاَنْعَامِكُمْ ﴿٣٢﴾
৩৩. অনন্তর যখন কর্ণবিদারক নাদ [অর্থাৎ কিয়ামত] উপস্থিত হবে [তখন পথভ্রষ্টতার পরিণাম বুঝতে পারবে।]	فَاِذَا جَآءَتِ الصَّآخَّةُ ﴿٣٣﴾
৩৪. যেদিন মানুষ নিজের ভাই হতে পলায়ন করবে।	يَوْمَ يَفِرُّ الْمَرْءُ مِنْ اَخِيْهِ ﴿٣٤﴾
৩৫. এবং নিজের মাতা ও পিতা হতে।	وَاُمِّهٖ وَاَبِيْهِ ﴿٣٥﴾
৩৬. এবং স্বীয় পত্নী ও সন্তান-সন্ততি হতেও [অর্থাৎ কেউ কারো প্রতি সহানুভূতি দেখাবে না]।	وَصَاحِبَتِهٖ وَبَنِيْهِ ﴿٣٦﴾
৩৭. তাদের প্রত্যেকেরই সেদিন এমন ব্যস্ততা হবে যে, তা তাকে অন্য দিকে মনোযোগী হতে দিবে না।	لِكُلِّ امْرِئٍ مِّنْهُمْ يَوْمَئِذٍ شَاْنٌ يُّغْنِيْهِ ﴿٣٧﴾
৩৮. অনেক মুখমণ্ডল সেদিন [ঈমানের বরকতে] দীপ্তিমান হবে।	وُجُوْهٌ يَّوْمَئِذٍ مُّسْفِرَةٌ ﴿٣٨﴾
৩৯. [আনন্দে] হাস্যোজ্জ্বল, হর্ষোৎফুল্ল হবে।	ضَاحِكَةٌ مُّسْتَبْشِرَةٌ ﴿٣٩﴾
৪০. আর অনেক মুখমণ্ডল সেদিন [কুফরের কারণে] অন্ধকার হবে।	وَوُجُوْهٌ يَّوْمَئِذٍ عَلَيْهَا غَبَرَةٌ ﴿٤٠﴾
৪১. [এবং অন্ধকারের সাথে সাথে] তাদের উপর [বিষাদের] মলিনতা সমাচ্ছন্ন হবে।	تَرْهَقُهَا قَتَرَةٌ ﴿٤١﴾
৪২. তারাই কাফের, দুষ্কার্যকারী লোক।	اُولٰٓئِكَ هُمُ الْكَفَرَةُ الْفَجَرَةُ ﴿٤٢﴾

শাব্দিক অনুবাদ :

৩১. وَّفَاكِهَةً এবং ফল-ফলাদি وَّاَبًّا ও তৃণলতা।

৩২. مَّتَاعًا উপকারস্বরূপ لَّكُمْ তোমাদের জন্য وَلِاَنْعَامِكُمْ এবং তোমাদের গৃহপালিত পশুর জন্য।

৩৩. فَاِذَا جَآءَتِ অনন্তর যখন উপস্থিত হবে الصَّآخَّةُ কর্ণবিদারক নাদ।

৩৪. يَوْمَ يَفِرُّ الْمَرْءُ যেদিন মানুষ পলায়ন করবে مِنْ اَخِيْهِ নিজের ভাই হতে ।

৩৫. وَاُمِّهٖ এবং নিজের মাতা وَاَبِيْهِ ও পিতা (হতে)।

৩৬. وَصَاحِبَتِهٖ এবং স্বীয় পত্নী وَبَنِيْهِ ও সন্তান-সন্ততি হতেও।

৩৭. لِكُلِّ امْرِئٍ مِّنْهُمْ তাদের প্রত্যেকেরই يَوْمَئِذٍ সেদিন شَاْنٌ يُّغْنِيْهِ এমন ব্যস্ততা হবে যে, তা তাকে অন্য দিকে মনোযোগী হতে দিবে না।

৩৮. وُجُوْهٌ অনেক মুখমণ্ডল يَّوْمَئِذٍ সেদিন [ঈমানের বরকতে] مُّسْفِرَةٌ দীপ্তিমান হবে।

৩৯. ضَاحِكَةٌ হাস্যোজ্জ্বল مُّسْتَبْشِرَةٌ হর্ষোৎফুল্ল হবে।

৪০. وَوُجُوْهٌ আর অনেক মুখমণ্ডল يَّوْمَئِذٍ সেদিন عَلَيْهَا غَبَرَةٌ অন্ধকার হবে।

৪১. تَرْهَقُهَا তাদের উপর সমাচ্ছন্ন হবে قَتَرَةٌ মলিনতা

৪২. اُولٰٓئِكَ هُمُ তারাই الْكَفَرَةُ কাফের الْفَجَرَةُ দুষ্কার্যকারী লোক।

https://e-ilm.weebly.com/

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

সূরাটির নামকরণের কারণ : আলোচ্য সূরাটির প্রথম শব্দ عَبَسَ দ্বারা এর নামকরণ করা হয়েছে 'আবাসা' -কুরআন মাজীদের অন্যান্য সূরার ন্যায় এতেও تَسْمِيَةُ الْكُلِّ بِاسْمِ الْجُزْءِ -এর রীতি অনুসরণ করা হয়েছে। সূরাটির আরো কয়েকটি নাম রয়েছে। যেমন– اَلْاَعْمٰى ও اَلسَّفَرَةُ وَالصَّاخَّةُ ইত্যাদি।

সূরাটি নাজিল হওয়ার সময়কাল : মুফাসসির মুহাদ্দিসগণের ঐকমত্য অনুযায়ী আলোচ্য সূরাটি হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে উম্মে মাকতূম (রা.)-এর সাথে নবী করীম ﷺ-এর একটি আচরণকে কেন্দ্র করে নাজিল হয়েছে। ঘটনাটি এই যে, একবার নবী করীম ﷺ-এর দরবারে মক্কার কতিপয় বড় বড় সরদার ও সমাজপতি বসেছিল। নবী করীম ﷺ তাদেরকে ইসলামের প্রতি দাওয়াত দিচ্ছিলেন। ইত্যবসরে ইবনে উম্মে মাকতূম নামে একজন অন্ধ সাহাবী নবী করীম ﷺ-এর সম্মুখে উপস্থিত হলেন। তিনি নবী করীম ﷺ-এর নিকট ইসলাম সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করতে চাইলেন। এ সময়ে নবী করীম ﷺ-এর বাক্যালাপে ব্যাঘাত সৃষ্টি হওয়ায় তিনি এতে কিছুটা অসন্তুষ্ট হলেন এবং তার প্রতি ভ্রূক্ষেপ করলেন না। এ সময় আলোচ্য সূরাটি অবতীর্ণ হয়। ঐতিহাসিক ঘটনা হতে আলোচ্য সূরাটি নবী করীম ﷺ -এর মক্কায় অবস্থানকালে ইসলামের প্রথম দিকেই নাজিল হয়েছে বলে প্রতীয়মান হয়।

প্রথমত হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে উম্মে মাকতূম (রা.) ইসলামের প্রাথমিক যুগেই ইসলাম গ্রহণ করেছেন। সুতরাং হাফেজ ইবনে হাজার ও ইবনে কাছীর (র.) প্রমুখগণ লিখেছেন– اِنَّهٗ اَسْلَمَ بِمَكَّةَ قَدِيْمًا

দ্বিতীয়ত হাদীসের বিভিন্ন বর্ণনা হতে দেখা যায় যে, উপরিউক্ত ঘটনার সময় তিনি হয়ত পূর্ব হতেই মুসলমান ছিলেন, না হয় তখন ইসলাম গ্রহণের জন্যই প্রস্তুত হয়ে এসেছিলেন। যেমন হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) হতে এক বর্ণনায় আছে, তিনি এসে বললেন يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ عَلِّمْنِيْ مِمَّا عَلَّمَكَ اللّٰهُ অন্য দিকে অত্র সূরার ৩নং আয়াত لَعَلَّهٗ يَزَّكّٰى -এর তাফসীরে ইবনে জারীর (র.) লিখেছেন– لَعَلَّهٗ يُسْلِمُ

তৃতীয়ত নবী করীম ﷺ-এর দরবারে তখন যারা বসা ছিল হাদীসের বিভিন্ন বর্ণনা অনুযায়ী তারা হলো উতবাহ, শাইবাহ, আবূ জাহল ও উমাইয়া ইবনে খালফ প্রমুখগণ। এটা হতে প্রমাণিত হয় যে, তখনো তাদের সাথে মহানবী ﷺ-এর মেলামেশা ও উঠাবসা চালু ছিল এবং সংঘাত চরম আকার ধারণ করেনি। উপরিউক্ত বিষয়সমূহের প্রতি দৃষ্টিপাত করলে সহজেই বুঝা যায় যে, উক্ত সূরাটি ইসলামের প্রাথমিক যুগে মক্কায় নাজিল হয়েছে।

আয়াতের সংখ্যা : অত্র সূরাটি পবিত্র মক্কা নগরীতে অবতীর্ণ হয়। এতে ৪২টি আয়াত, ১৩০টি বাক্য এবং ৫৩৫টি অক্ষর রয়েছে।

ঐতিহাসিক পটভূমি ও সূরাটির বিষয়বস্তু : এ সূরায় দানের পদ্ধতি, উপদেশ গ্রহণ না করার প্রতি তিরস্কার, উপদেশ গ্রহণে বিমুখ ব্যক্তিদের পারলৌকিক শাস্তি এবং উপদেশ গ্রহণকারীদের পারলৌকিক পুরস্কারের বর্ণনা করা হয়েছে।

সূরাটিকে বিশ্লেষণ করলে দেখা যায় যে, সূরার প্রথমাংশ মধ্যমাংশের ভূমিকা এবং মধ্যমাংশ শেষাংশের ভূমিকা, আর শেষাংশ হলো মূলবক্তব্য বিষয়।

প্রথমাংশে শুরু করার ভঙ্গি দেখলে মনে হয়, অন্ধ ব্যক্তির প্রতি অমনোযোগিতা ও বড় বড় নেতৃস্থানীয় লোকদের প্রতি সাগ্রহ মনোযোগিতা প্রদর্শন করায় নবী করীম ﷺ-এর প্রতি শাসন ও তিরস্কারমূলক বাণী অবতীর্ণ হয়েছে; কিন্তু সম্পূর্ণ সূরাটির প্রতি সামগ্রিকভাবে বিবেচনা করলে জানা যায়, এ সূরায় মূলত কাফের কুরাইশ সর্দারদের প্রতিই চরম অসন্তোষ প্রকাশ করা হয়েছে। কেননা তারা সত্যবিমুখতার কারণে দীনের দাওয়াতকে ঘৃণাভরে প্রত্যাখ্যান করেছে। আর সে সঙ্গে নবী করীম ﷺ-কে দীন প্রচারের সঠিক পন্থা শিক্ষা দেওয়া হয়েছে। তিনি প্রাথমিকভাবে নবুয়তের কাজ সম্পাদনের যেসব পন্থা অবলম্বন করেছিলেন সেগুলোর ভ্রান্তি বুঝিয়ে দেওয়া হয়েছে। নবী করীম ﷺ কুরাইশ সরদারদের প্রতি বেশি আগ্রহ দেখিয়েছেন এবং অন্ধকে অবজ্ঞা করেছেন। আপত দৃষ্টিতে এরূপ মনে হলেও মূল ব্যাপারটি ছিল ভিন্নতর। মূলত কোনো মতাদর্শ প্রচারকের প্রাথমিক লক্ষ্যই থাকে সামনে প্রভাবশালী লোকদের প্রতি। অন্ধ ব্যক্তি কর্তৃত্বহীন ও দুর্বল বলে তার প্রতি উপেক্ষা করা উদ্দেশ্য ছিল না। আর এর মূলে দীনি দাওয়াতের উৎকর্ষের প্রতি গভীর আন্তরিকতাই ছিল একমাত্র কারণ, কিন্তু তা সত্ত্বেও আল্লাহ তা'আলা নবী করীম ﷺ-কে বুঝিয়ে দিলেন যে, ইসলামি আদর্শ প্রচারের এটা সঠিক পন্থা নয়। প্রকৃতপক্ষে সত্যানুসন্ধিৎসু প্রত্যেক ব্যক্তিই গুরুত্বের অধিকারী, সে যত দুর্বল ও প্রভাবহীনই হোক না কেন। পক্ষান্তরে যাদের সত্যানুরাগ নেই তারা সামাজিকভাবে যত প্রভাব, প্রতিপত্তিশালীই হোক না কেন, তারা গুরুত্বহীন।

প্রথম হতে ১৬ আয়াত পর্যন্ত এ কথাগুলো বলার পর ১৭ আয়াত হতে ঐ সমস্ত কাফেরদের প্রতি সরাসরি রোষ প্রকাশ করা হয়েছে যারা নবী করীম ﷺ -এর দীনি দাওয়াতকে প্রত্যাখ্যান করেছিল। এ পর্যায়ে তারা নিজেদের স্রষ্টা ও

https://e-ilm.weebly.com/

প্রতিপালক আল্লাহর প্রতি যে আচরণ অবলম্বন করেছিল এর প্রতি প্রথমে তীব্র অসন্তোষ প্রকাশ করা হয়েছে এবং শেষে পরকালে তাদেরকে এজন্য চরম সংকটের সম্মুখীন হতে হবে বলে সতর্ক করা হয়েছে।

পূর্ববর্তী সূরার সাথে যোগসূত্র : এ সূরার পূর্ববর্তী আয়াতগুলোতে কিয়ামতের কথাই বিশেষভাবে বর্ণিত হয়েছে। এ সূরার শেষেও কিয়ামাতের বিষয় বিবৃত হয়েছে। এ জন্য অনুমিত হয় যে, কিয়ামতের বর্ণনাই এ সূরার উদ্দেশ্যগত অঙ্গ। শেষাংশে কিয়ামত বিষয়ক বর্ণনায় বিশেষভাবে কাফেরদের কঠোর শাস্তির উল্লেখ করা হয়েছে। অতএব, সূরার মধ্যমাংশের قُتِلَ الْإِنْسَانُ এ আয়াতগুলোতে আল্লাহ প্রদত্ত বস্তুসমূহের উল্লেখ করত একথা ব্যক্ত করা হয়েছে যে, আল্লাহর নিয়ামতগুলোর প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশের কোনো কিছুই প্রতিবন্ধকতা ছিল না; এতদসত্ত্বেও তারা যে অকৃতজ্ঞতার পরিচয় দিয়েছে, এটা চরম ধর্মদ্রোহিতা বৈ কিছু নয়। সুতরাং কিয়ামতের দিন তাদের প্রতি কঠোর আজাব হওয়াটা আশ্চর্যের কিছু নয়।

ধর্মদ্রোহীদের এ চরম অকৃতজ্ঞতা সংশোধনের জন্য নবী করীম ﷺ সর্বদা সচেষ্ট ও চিন্তান্বিত থাকতেন। এ কারণে কাফেরদেরকে উপদেশ দেওয়ার সময় অন্ধ সাহাবী কর্তৃক মাঝখানে তার কথায় ব্যাঘাত ঘটানোটা তাঁর নিকট কিছুটা বিরক্তিকরই ঠেকেছিল, কিন্তু কাফেরদের প্রতি হযরতের এ মনোযোগ এবং একজন ঈমানদারের প্রতি এ সামান্যতম উদাসীনতাকেও আল্লাহ পছন্দ করেননি। এ ক্ষেত্রে পরোক্ষ ঈমানের চেয়ে কাফেরদের প্রতি অধিক মর্যাদা প্রদর্শিত হয়ে যেত দেখে মার্জিত ভাষায় আল্লাহ হযরতকে কাফেরদের হেদায়েতের প্রশ্নে এত বেশি ব্যস্ত হতে নিষেধ করেছেন এবং সত্যিকার প্রেমিক ও ধর্মান্বেষীদের প্রতি সবিশেষে দৃষ্টি রাখতে উপদেশ দিয়েছেন।

সূরাটির শানে নুযূল : মুফাসসির ও মুহাদ্দিসগণ সর্বসম্মতভাবে এ সূরার শানে নুযূল সম্পর্কে উল্লেখ করেছেন যে, একবার নবী করীম ﷺ-এর দরবারে কুরাইশ কাফেরদের কতিপয় নেতা উপস্থিত ছিলেন। কোনো কোনো বর্ণনাতে তারা হলেন আবূ জাহল ইবনে হিশাম, উকবাহ ইবনে রাবীয়াহ, উবাই ইবনে খাল্‌ফ, উমাইয়া ইবনে খাল্‌ফ এবং শাইবাহ। রাসূলে কারীম ﷺ তাদেরকে ইসলাম গ্রহণের জন্য অনুপ্রাণিত করছিলেন। এ সময় আব্দুল্লাহ ইবনে উম্মে মাকতূম নামে এক অন্ধ সাহাবী রাসূলে কারীম ﷺ-এর খেদমতে উপস্থিত হলেন। তিনি নবী করীম ﷺ-কে কিছু জিজ্ঞাসা করতে চেয়েছিলেন। নবী করীম ﷺ তার এরূপ আচরণে রুষ্ট হলেন। কাজেই তার কথায় কর্ণপাত করলেন না। তখন আলোচ্য সূরাটি অবতীর্ণ হয়।

কোনো কোনো বর্ণনা হতে জানা যায় যে, উক্ত সূরাটি নাজিল হওয়ার পর নবী করীম ﷺ তাঁর নিকট গমন করে কৈফিয়ত দিয়েছিলেন। এরপর যখন ইবনে উম্মে মাকতূম (রা.) মহানবী ﷺ-এর দরবারে উপস্থিত হতেন তখন নবী করীম ﷺ তার জন্য স্বীয় চাদর বিছিয়ে দিতেন এবং বলতেন যে, مَرْحَبًا بِمَنْ عَاتَبَنِيْ رَبِّيْ অর্থাৎ যার কারণে আমার প্রভু আমাকে তিরস্কার করেছেন তাকে সুস্বাগতম। মাঝে মাঝে সফরে যাওয়ার সময় নবী করীম ﷺ হযরত ইবনে উম্মে মাকতূম (রা.)-কে মদিনায় তাঁর স্থলাভিষিক্ত করে যেতেন। তিনি তাকে মসজিদে নববীর মুয়াজ্জিনও নিয়োগ করেছিলেন। –[নূরুল কুরআন]

সূরাটির মর্যাদা : একটি হাদীসে বর্ণিত আছে "مَنْ قَرَءَ سُوْرَةَ عَبَسَ جَاءَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَ وَجْهُهٗ ضَاحِكَةٌ مُسْتَبْشِرَةٌ" অর্থাৎ যে ব্যক্তি সূরা আবাসা পাঠ করবে কিয়ামতের দিন আল্লাহ তা'আলা তাকে উজ্জ্বল চেহারায় উত্তোলন করবেন। অবশ্য কেউ কেউ বলেছেন যে, উক্ত হাদীসখানা মাওযূ'।

عَبَسَ وَتَوَلّٰىٓ [١] اَنْ جَآءَهُ الْاَعْمٰى [٢]

শানে নুযূল : তিরমিযী ও ইবনুল মুনজির প্রমুখ হযরত আয়েশা সিদ্দীকা (রা.)-এর উদ্ধৃতি দিয়ে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেন, আলোচ্য আয়াত অন্ধ সাহাবী হযরত ইবনে উম্মে মাকতূম (র.) সম্পর্কে নাজিল হয়েছে। তিনি একদা রাসূল ﷺ-এর খেদমতে উপস্থিত হয়ে বলতে লাগলেন যে, হে আল্লাহর রাসূল ﷺ! আপনি আমাকে উপদেশ করুন। সে সময়ে হযরত রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর নিকট মুশরিকদের বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গদের বৈঠক ছিল। সুতরাং রাসূলুল্লাহ ﷺ তার প্রতি লক্ষ্য করা থেকে বিরত থেকে অন্যদের প্রতি মনোযোগী হয়ে বললেন, আমি যা বলছি তাতে তুমি কি মন্দ কিছু বুঝেছ? সে বলল, না। সে সম্পর্কে আলোচ্য আয়াতদ্বয় নাজিল হয়েছে। –[কুরতুবী ১৮৪/১৯, ফতহুল কাদীর ৩৮৬/৫, তাবারী ৪৪৩/১২, দুররে মানছূর ৩১৪,৬, ইবনে কাছীর ৪৮০/৪, রূহুল মা'আনী ৪৯/৩০/১৫]

قُتِلَ الْاِنْسَانُ مَآ اَكْفَرَهٗ [١٧]

শানে নুযূল : যাহ্‌হাক হযরত ইবনে আব্বাস (রা.)-এর উদ্ধৃতি দিয়ে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেন, আলোচ্য আয়াত উতবা বিন আবী লাহাব সম্পর্কে নাজিল হয়েছে। সে প্রথম দিকে ঈমান গ্রহণ করেছিল। অতঃপর যখন وَالنَّجْمِ সূরা অবতীর্ণ হয়, তখন মুর্তাদ বা ধর্মত্যাগী হয়ে বলল, সূরা اَلنَّجْمِ ব্যতীত পূর্ণ কুরআনের প্রতি আমি ঈমান এনেছি। তখন

https://e-ilm.weebly.com/

আল্লাহ তা'আলা তার ধ্বংস অনিবার্যতার ঘোষণা দিয়ে আলোচ্য আয়াত নাজিল করেন। –[কুরতুবী ১৮৯/১৯, রূহুল মা'আনী ৫৫/৩০/১৫ বহরে মুহীত্ব ৪২০/৮, দুররে মানছুর ৩১৫/৩]

يَوْمَ يَفِرُّ الْمَرْءُ مِنْ أَخِيهِ [٣٤] وَأُمِّهِ وَأَبِيهِ [٣٥] وَصَاحِبَتِهِ وَبَنِيهِ [٣٦]

শানে নুযূল–১ : যাহ্হাক হযরত ইবনে আব্বাস (রা.)-এর উদ্ধৃতি দিয়ে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেন, কিয়ামতের দিনে কাবিল তদীয় ভাই হাবিল হতে পালিয়ে থাকবে। হযরত নবী করীম ﷺ পালিয়ে থাকবেন নিজ মাতা হতে। নিজ পুত্র হতে পালিয়ে থাকবেন হযরত নূহ (আ.)। স্ত্রী থেকে বিচ্ছিন্ন থাকবেন হযরত লূত (আ.)। হযরত আদম (আ.) পৃথক থাকবেন নিজ পুত্রের দুষ্কর্ম হতে। কিয়ামতের দিনের সেই ভয়াবহ অবস্থায় যে অস্থিরতা বিরাজ করবে, তার বর্ণনা দিয়ে আল্লাহ তা'আলা আলোচ্য আয়াত নাজিল করেন।

শানে নুযূল–২ : হাসান বলেন কিয়ামতের দিন সর্বপ্রথম পিতা হতে পালিয়ে থাকবেন যিনি তিনি হলেন হযরত ইবরাহীম (আ.)। মাতা হতে যিনি সর্ব প্রথম পালিয়ে থাকবেন তিনি হলেন মহানবী ﷺ সর্বপ্রথম পুত্র হতে যিনি পালিয়ে থাকবেন, তিনি হলেন হযরত নূহ (আ.)। ভাই হতে সর্বপ্রথম যিনি পালিয়ে থাকবেন তিনি হলেন হাবিল, আর স্ত্রী হতে সর্ব প্রথম যিনি পালিয়ে থাকবেন তিনি হলেন হযরত নূহ (আ.) ও হযরত লূত (আ.)। তাঁদের সম্পর্কে আলোচ্য আয়াত নাজিল হয়েছে। –[কুরতুবী ১৯৫/১৯, দুররে মানছুর ৩১৭/৬, রূহুল মা'আনী ৬২/৩০/১৫, কাশ্শাফ ৭০৬]

وُجُوهٌ يَوْمَئِذٍ عَلَيْهَا غَبَرَةٌ [٤٠]

শানে নুযূল : ইবনে আবী হাতেম জাফর বিন মুহাম্মদ তাঁর পিতা দাদার মধ্যস্থতার বরাত দিয়ে বর্ণনা করেন যে, রাসূল ﷺ ইরশাদ করেন, কিয়ামতের দিনে কাফেরদের মুখ পর্যন্ত পানি পৌঁছে যাবে। অতঃপর তাদের চেহারার উপর ধূলো-বালি ছুড়ে দেওয়া হবে। কিয়ামতের সেই ভয়াবহতা সম্পর্কে বর্ণনা দিয়ে আল্লাহ তা'আলা আলোচ্য আয়াত নাজিল করেন। –[দুররে মানছুর ৩১৭/৬]

শানে নুযূলে বর্ণিত অন্ধ সাহাবী আব্দুল্লাহ ইবনে উম্মে-মাকতূম (র.)-এর ঘটনায় ইমাম বগভী (র.) আরও রেওয়ায়েত করেন যে, হযরত আব্দুল্লাহ (রা.) অন্ধ হওয়ার কারণে একথা জানতে পারেন নি যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ অন্যের সাথে আলোচনারত আছেন। তিনি মজলিসে প্রবেশ করেই রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে আওয়াজ দিতে শুরু করেন এবং বারবার আওয়াজ দেন। –(মাযহারী) ইবনে কাসীরের এক রেওয়ায়েতে আরও আছে যে, তিনি রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে কুরআনের একটি আয়াতের পাঠ জিজ্ঞেস করেন এবং সাথে সাথে জবাব দিতে পীড়াপীড়ি করেন। রাসূলুল্লাহ ﷺ তখন মক্কার কাফের নেতৃবর্গকে উপদেশ দানে মশগুল ছিলেন। এই নেতৃবর্গ ছিলেন ওতবা ইবনে রাবীয়া, আবূ জাহল ইবনে হিশাম এবং রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর পিতৃব্য আব্বাস। তিনি তখনও মুসলমান হন নি। এরূপ ক্ষেত্রে আব্দুল্লাহ ইবনে উম্মে মাকতূম (রা.)-এর এভাবে কথা বলা এবং আয়াতের ভাষায় ঠিক করা মামুলী প্রশ্ন রেখে তাৎক্ষণিক জবাবের জন্য পীড়াপীড়ি করা রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর কাছে বিরক্তিকর ঠেকে। এই বিরক্তির প্রধান কারণ ছিল এই যে, হযরত আব্দুল্লাহ (রা.) পাক্কা মুসলমান ছিলেন এবং সদাসর্বদা মজলিসে উপস্থিত থাকতেন। তিনি এই প্রশ্ন অন্য সময়ও রাখতে পারতেন। তার এই জবাব বিলম্বিত করার মধ্যে কোনো ধর্মীয় ক্ষতির আশঙ্কা ছিল না। এর বিপরীত কুরাইশ নেতৃবর্গ সব সময় মজলিসে আগমন করতো না এবং যে কোনো সময় তাদের কাছে তাবলীগও করা যেত না। এ সময়ে তারা মনোনিবেশ সহকারে উপদেশ শ্রবণ করছিল। ফলে তাদের ঈমান আনা আশাতীত ছিল না। তাদের কথাবার্তা কেটে দিলে ঈমানের আশাই সুদূরপরাহত ছিল। এ ধরনের পরিস্থিতির কারণে রাসূলুল্লাহ ﷺ হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে উম্মে মাকতূম (রা.)-কে আমল দেন নি এবং মুখ ফিরিয়ে নিয়ে বিরক্তি প্রকাশ করেন। তিনি কাফের নেতৃবর্গের সাথে কথাবার্তা অব্যাহত রাখেন। অতঃপর মজলিস সমাপ্ত হলে আলোচ্য আয়াতসমূহ নাজিল হয় এবং রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর কর্মপদ্ধতির বিরূপ সমালোচনা করে তাঁকে নির্দেশ প্রদান করা হয়।

রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর এই কর্মপদ্ধতি নিজস্ব ইজতিহাদের উপর ভিত্তিশীল ছিল। তিনি ভেবেছিলেন, যে মুসলমান কথাবার্তায় মজলিসের রীতিনীতির বিরুদ্ধ পন্থা অবলম্বন করে, তাকে কিছু হুঁশিয়ার করা দরকার, যাতে সে ভবিষ্যতে মজলিসের রীতিনীতির প্রতি লক্ষ্য রাখে। এ কারণে তিনি আব্দুল্লাহর দিক থেকে মুখ ফিরিয়ে নেন। এছাড়া কুফর ও শিরক বাহ্যত সর্ববৃহৎ গোনাহ্। এর অবসানের চিন্তা আগে হওয়া উচিত। আব্দুল্লাহ ইবনে উম্মে মাকতূম (রা.) তো ধর্মের একটি শাখাগত বিষয়ের শিক্ষালাভ করতে চেয়েছিলেন মাত্র কিন্তু আল্লাহ তা'আলা তাঁর এই ইজতিহাদকে সঠিক আখ্যা দেন নি এবং হুঁশিয়ার করে দিয়েছেন। এখানে লক্ষণীয় বিষয় এই যে, যে ব্যক্তি ধর্মীয় শিক্ষার প্রত্যাশী হয়ে প্রশ্ন করেছিল, তার জবাবের উপকারিতা নিশ্চিত, আর যে বিরুদ্ধবাদি, কথা শুনতেও নারাজ, তার সাথে কথা বলার উপকারিতা অনিশ্চিত।

https://e-ilm.weebly.com/

অতএব অনিশ্চিতকে নিশ্চিতের উপর কিরূপে অগ্রাধিকার দেওয়া যায়? এটা সত্যি যে, হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে উম্মে মাকতূম (রা.) মজলিসের রীতিনীতির বিরুদ্ধাচরণ করেছিলেন কিন্তু কুরআনে اَعْمٰى –শব্দ ব্যবহার করে তাঁর ওজর বর্ণনা করে দিয়েছে যে, তিনি অন্ধ ছিলেন। তাই দেখতে সক্ষম ছিলেন না যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ এখন কি কাজে মশগুল আছেন এবং কাদের সাথে কথাবার্তা হচ্ছে। সুতরাং তিনি ক্ষমার্হ ছিলেন এবং বিমুখতা প্রদর্শনের পাত্র ছিলেন না। এ থেকে জানা যায় যে, কোনো অপারগ ব্যক্তির দ্বারা অজ্ঞাতসারে মজলিসের রীতিনীতির বিরুদ্ধাচরণ হয়ে গেলে তা নিন্দার্হ হবে না।

عَبَسَ وَتَوَلّٰى : প্রথম শব্দের অর্থ রুষ্টতা অবলম্বন করা এবং চোখে-মুখে বিরক্তি প্রকাশ করা। দ্বিতীয় শব্দের অর্থ মুখ ফিরিয়ে নেওয়া। এটা মুখোমুখি সম্বোধন করে উপস্থিত পদবাচ্য দ্বারা এসব কথা বলার স্থান ছিল। কিন্তু তা না করে কুরআন পাক অনুপস্থিত পদবাচ্য অবলম্বন করেছে। এতে ভর্ৎসনার স্থলেও রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সম্মানের প্রতি লক্ষ্য রাখা হয়েছে এবং ধারণা দেওয়া হয়েছে যে, কাজটি যেন অন্য কেউ করেছে। এতে ইঙ্গিত আছে যে, এরূপ করা আপনার পক্ষে সমীচীন হয়নি। পরবর্তী وَمَا يُدْرِيْكَ –(আপনি কি জানেন?) বাক্যে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর ওজরের দিকে ইঙ্গিত করে বলা হয়েছে যে, আপনার মনোযোগ এদিকে নিবদ্ধ হয়নি যে, সাহাবীর জিজ্ঞাসিত বিষয়ের উপকারিতা নিশ্চিত এবং কাফেরদের সাথে আলোচনার উপকারিতা অনিশ্চিত। এ বাক্যে অনুপস্থিত পদবাচ্যের পরিবর্তে উপস্থিত পদবাচ্য অবলম্বন করার মধ্যেও রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সম্মান ও মনোরঞ্জন রয়েছে। কেননা যদি কোথাও উপস্থিত পদবাচ্য ব্যবহার করা না হতো, তবে সন্দেহ হতে পারত যে, এই কর্মপদ্ধতি অপছন্দ করার কারণেই মুখোমুখি সম্বোধন বর্জন করা হয়েছে। এটা রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর জন্য অসহনীয় কষ্টের কারণ হতো। সুতরাং প্রথম বাক্যে অনুপস্থিত পদবাচ্য ব্যবহার করা এবং দ্বিতীয় বাক্যে উপস্থিত পদবাচ্য ব্যবহার করা– উভয়টির মধ্যে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সম্মান ও মনোরঞ্জন রয়েছে।

لَعَلَّهٗ يَزَّكّٰى اَوْ يَذَّكَّرُ فَتَنْفَعَهُ الذِّكْرٰى : অর্থাৎ আপনি কি জানেন, এই সাহাবী যা জিজ্ঞাসা করছিল, তা তাকে শিক্ষা দিলে সে তা দ্বারা পরিশুদ্ধ হতে পারত কিংবা কমপক্ষে আল্লাহকে স্মরণ করে প্রাথমিক উপকার লাভ করতে পারত। ذِكْرٰى শব্দের অর্থ আল্লাহকে বহুল পরিমাণে স্মরণ করা। –[সিহাহ]

এখানে দু'টি শব্দ ব্যবহৃত হয়েছে– يَذَّكَّرُ ও يَزَّكّٰى –প্রথমটির অর্থ পাক-পবিত্র হওয়া এবং দ্বিতীয়টির অর্থ উপদেশ লাভ করা। প্রথমটি সৎকর্মপরায়ণ আল্লাহ্ভীরুদের স্তর। যারা নফসকে বাহ্যিক ও অভ্যন্তরীণ সর্বপ্রকার নোংরামি থেকে পাক-সাফ করে নেয় এবং দ্বিতীয়টি ধর্মের পথে চলার প্রথম স্তর। কারণ যে আল্লাহর পথে চলা শুরু করে, তাকে আল্লাহর স্মরণে নিয়োজিত করা হয় -যাতে আল্লাহ্র মাহাত্ম্য ও ভয় তার মনে উপস্থিত থাকে। উদ্দেশ্য এই যে, এই সাহাবীকে শিক্ষা দিলে তাতে এক না এক উপকার হতোই–প্রথমটি, না হয় দ্বিতীয়টি। উভয় প্রকার হওয়ারও সম্ভাবনা আছে। –[মাযহারী]

প্রচার ও শিক্ষার একটি গুরুত্বপূর্ণ কুরআনী মূলনীতি : এক্ষেত্রে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সামনে একই সময়ে দু'টি কাজ উপস্থিত হয়– ১. একজন মুসলমানকে শিক্ষা দান ও তার মনস্তুষ্টি বিধান এবং ২. অমুসলমানদের হেদায়তের দিকে মনোযোগ। কুরআন পাকের ইরশাদ একথা ফুটিয়ে তুলেছে যে, প্রথম কাজটি দ্বিতীয় কাজের অগ্রে সম্পাদন করতে হবে এবং দ্বিতীয় কাজের কারণে প্রথম কাজে বিলম্ব করা অথবা ত্রুটি করা বৈধ নয়। এ থেকে জানা গেল যে, মুসলমানদের শিক্ষা ও সংশোধনের চিন্তা অমুসলমানকে ইসলামে অন্তর্ভুক্ত করার চিন্তা থেকে অধিক গুরুত্ববহ ও অগ্রণী।

এতে সেসব আলিমের জন্য গুরুত্বপূর্ণ দিকনির্দেশ রয়েছে, যারা অমুসলমানদের সন্দেহ দূরীকরণ এবং তাদেরকে ইসলামের দিকে আকৃষ্ট করার খাতিরে এমন সব কাণ্ড করে বসেন, যা দ্বারা সাধারণ মুসলমানদের মনে সন্দেহ-সংশয় অথবা অভিযোগ সৃষ্টি হয়ে যায়। তাদের উচিত এই কুরআনী দিক নির্দেশ অনুযায়ী মুসলমানদের সংরক্ষণ ও অবস্থা সংশোধনকে অগ্রাধিকার দেওয়া। আকবর এলাহাবাদী মরহুম চমৎকার বলেছেন :

بے وفا سمجھیں تمہیں اہل حرم اس سے بچو ☆ دیر والے کج ادا کہدیں یہ بدنامی بھلی

পরবর্তী আয়াতসমূহে কুরআন পাক এ বিষয়টিই পরিষ্কারভাবে বর্ণনা করেছে। اَمَّا مَنِ اسْتَغْنٰى فَاَنْتَ لَهٗ تَصَدّٰى অর্থাৎ যে ব্যক্তি আপনার ও আপনার ধর্মের প্রতি বেপরোয়া ভাব প্রদর্শন করছে, আপনি তার চিন্তায় মশগুল আছেন যে, সে কোনোরূপে মুসলমান হোক। অথচ এটা আপনার দায়িত্ব নয়। সে মুসলমান না হলে আপনাকে অভিযুক্ত করা হবে না। পক্ষান্তরে যে ব্যক্তি ধর্মের জ্ঞান অন্বেষণে দৌড়ে আপনার কাছে আসে এবং সে আল্লাহকে ভয়ও করে, আপনি তার দিকে মনোযোগ দেন না। এতে সুস্পষ্টভাবে রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে যে, শিক্ষা সংশোধন ও প্রশিক্ষণের মাধ্যমে মুসলমানদেরকে পাকাপোক্ত মুসলমান করা অমুসলমানকে ইসলামে অন্তর্ভুক্ত করার চিন্তা করা থেকে অধিক গুরুত্বপূর্ণ ও অগ্রণী। এর চিন্তা অধিক করা উচিত। অতঃপর কুরআন যে উপদেশবাণী এবং উচ্চামর্যাদাসম্পন্ন, তা বর্ণনা করা হয়েছে।

https://e-ilm.weebly.com/

فِيْ صُحُفٍ مُّكَرَّمَةٍ مَّرْفُوْعَةٍ مُّطَهَّرَةٍ - صُحُفٌ বলে লওহে মাহফুজ বোঝানো হয়েছে। এটা যদিও এক বস্তু কিন্তু সমস্ত ঐশী সহীফা এতে লিখিত আছে বলে একে বহুবচনে প্রকাশ করা হয়েছে। مرفوعة বলে এর উচ্চমর্যাদা বোঝানো হয়েছে এবং مُّطَهَّرَةٌ বলে বোঝানো হয়েছে যে, নাপাক মানুষ, হায়েজ ও নেফাসওয়ালী নারী এবং অজুহীন ব্যক্তি একে স্পর্শ করতে পারে না।

بِاَيْدِيْ سَفَرَةٍ كِرَامٍ بَرَرَةٍ - سَفَرَةٌ শব্দটি سَافِرٌ-এর বহুবচন হতে পারে। অর্থ হবে লিপিকার। এমতাবস্থায় এই শব্দ দ্বারা ফেরেশতা কেরামুন-কাতেবীন অথবা পয়গম্বরগণ এবং তাঁদের ওহী লেখকগণকে বোঝানো হবে। এটা হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) ও মুজাহিদ (র.)-এর তাফসীর।

سَفَرَةٌ -শব্দটি سَفِيْرٌ -এর বহুবচনও হতে পারে। অর্থ দূত। এমতাবস্থায় এর দ্বারা দূত ফেরেশতা, পয়গম্বরগণ এবং ওহী লেখক সাহাবায়ে কেরামকে বোঝানো হয়েছে। আলিমগণও এতে অন্তর্ভুক্ত রয়েছেন। কেননা তাঁরাও রাসূলুল্লাহ ﷺ ও উম্মতের মধ্যবর্তী দূত। এক হাদীসে রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন : কেরাতে বিশেষজ্ঞ কুরআন পাঠকও এই আয়াতে বর্ণিত ব্যক্তিবর্গের অন্যতম। আর যে ব্যক্তি বিশেষজ্ঞ নয় কিন্তু কষ্টে-সৃষ্টে কেরাত শুদ্ধ করে নেয়, সে দ্বিগুণ ছওয়াব পাবে, কেরাতের ছওয়াবও কষ্ট করার ছওয়াব। এ থেকে জানা গেল যে, বিশেষজ্ঞ ব্যক্তি অনেক ছওয়াব পাবে। –[মাযহারী]

অতঃপর মানুষ জন্ম থেকে মৃত্যু পর্যন্ত যেসব নিয়ামত ভোগ করে, সেসব নিয়ামতের কথা উল্লেখ করা হয়েছে। এগুলো বস্তুনিষ্ঠ ও অনুভূত বিষয়। সামান্য চেতনাশীল ব্যক্তিও এগুলো বুঝতে সক্ষম। এ প্রসঙ্গে মানব সৃষ্টির কথা উল্লেখ করা হয়েছে এবং প্রথমে مِنْ اَيِّ شَيْءٍ خَلَقَهٗ বলে প্রশ্ন রাখা হয়েছে যে, হে মানুষ, চিন্তা কর, আল্লাহ তোমাকে কি বস্তু থেকে সৃষ্টি করেছেন? এই প্রশ্নের জবাব নির্দিষ্ট– অন্য কোনো জবাব হতেই পারে না। তাই নিজেই জবাব দিয়েছেন: مِنْ نُّطْفَةٍ –অর্থাৎ মানুষকে বীর্য থেকে সৃষ্টি করেছেন। خَلَقَهٗ فَقَدَّرَهٗ –অর্থাৎ কেবল বীর্য থেকে মানুষকে সৃষ্টিই করেন নি; বরং তাকে সুপরিমিতও করেছেন। তার গঠনপ্রকৃতি, আকার-আকৃতি, অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের দৈর্ঘ্যপ্রস্থ, গ্রন্থি, চক্ষু, নাক, কান ইত্যাদি এমন সুপরিমিতভাবে সৃষ্টি করেছেন যে, একটু এদিক সেদিক হলে মানুষের আকৃতিই বিগড়ে যেত এবং কাজকর্ম দুরূহ হয়ে যেত।

قَدَّرَهٗ -শব্দের এরূপ অর্থও হতে পারে যে, মানুষ যখন মাতৃগর্ভে সৃষ্টি হতে থাকে, তখন আল্লাহ তা'আলা তাঁর চারটি বিষয়ের পরিমাণ লিখে দেন। (১) সে কি কি কাজ করবে এবং কিরূপে করবে, (২) তার বয়স কত হবে, (৩) কি পরিমাণ রিজিক পাবে এবং (৪) পরিণামে ভাগ্যবান হবে, না হতভাগ্য হবে। –[বুখারী, মুসলিম]

ثُمَّ السَّبِيْلَ يَسَّرَهٗ –অর্থাৎ আল্লাহ তা'আলা স্বীয় রহস্য বলে মাতৃগর্ভের তিন অন্ধকার প্রকোষ্ঠে এবং সংরক্ষিত জায়গায় মানুষকে সৃষ্টি করেন। যার গর্ভে এই সৃষ্টিকর্ম চলে, সে নিজেও এ সম্পর্কে বিস্তারিত কিছুই জানে না। এরপর আল্লাহ তা'আলার অপার শক্তিই জীবিত ও পূর্ণাঙ্গ মানুষের মাতৃগর্ভ থেকে বাইরে আসার পথ সহজ করে দেয়। চারপাঁচ পাউণ্ড ওজনের দেহটি সহীহ্ সালামতে বাইরে চলে আসে এবং মায়েরও এতে তেমন কোনো দৈহিক ক্ষতি হয় না।

ثُمَّ اَمَاتَهٗ فَاَقْبَرَهٗ –নিয়ামত বর্ণনা প্রসঙ্গে মানব সৃষ্টির সূচনা বর্ণনা করার পর পরিণতি অর্থাৎ মৃত্যু ও কবরের কথা উল্লেখ করা হয়েছে। এ থেকে জানা গেল যে, মানুষের মৃত্যু প্রকৃতপক্ষে কোনো বিপদ নয়-নিয়ামত। রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন : تُحْفَةُ الْمُؤْمِنِ الْمَوْتُ "মৃত্যু মু'মিনের জন্য উপঢৌকনস্বরূপ"। এর মধ্যে অনেক রহস্য নিহিত রয়েছে। فَاَقْبَرَهٗ অর্থাৎ অতঃপর তাকে কবরস্থ করেছেন। বলা বাহুল্য, এটাও এক নিয়ামত। কেননা, আল্লাহ তা'আলা মানুষকে সাধারণ জন্তু-জানোয়ারের ন্যায় যেখানে মরে সেখানেই পচে গলে যেতে দেন নি; বরং তাকে গোসল দিয়ে পাক-সাফ কাপড় পরিয়ে সম্মান সহকারে কবরে দাফন করে দেওয়া হয়। এ আয়াত থেকে জানা গেল যে, মৃত মানুষকে দাফন করা ওয়াজিব।

كَلَّا لَمَّا يَقْضِ مَا اَمَرَهٗ –এতে অবিশ্বাসী মানুষকে হুঁশিয়ার করা হয়েছে, যে, আল্লাহর উপরিউক্ত নিদর্শনাবলি ও নিয়ামতরাজির পরিপ্রেক্ষিতে মানুষের উচিত ছিল এগুলো সম্পর্কে চিন্তা-ভাবনা করে আল্লাহর প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করা এবং তাঁর বিধানাবলি পালন করা। কিন্তু হতভাগ্য মানুষ তা করেনি। অতঃপর মানবসৃষ্টির সূচনা ও পরিসমাপ্তির মাঝখানে যেসব নিয়ামত মানুষ ভোগ করে সেগুলো সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে। অর্থাৎ মানুষের রিজিক কিভাবে সৃষ্টি করা হয়? কিভাবে আকাশ থেকে পানি বর্ষিত হয়ে মাটির নিচে চাপাপড়া বীজকে সজীব ও সতেজ করে তোলে। ফলে একটি সরু ও ক্ষীণকায় অংকুর মাটি ভেদ করে উপরে উঠে। অতঃপর তা থেকে হরেক রকমের শস্য, ফল-মূল ও বাগ-বাগিচা সৃষ্টি হয়। এসব নিয়ামত সম্পর্কে মানুষের বারবার অবহিত করার পর পরিশেষে আবার কিয়ামতের প্রসঙ্গ আনা হয়েছে।

فَاِذَا جَاءَتِ الصَّاخَّةُ - صَاخَّةٌ এমন কঠোর নাদ; যার ফলে মানুষ শ্রবণ শক্তি হারিয়ে ফেলে। এখানে কিয়ামতের হট্টগোল তথা শিঙ্গার ফুঁক বোঝানো হয়েছে।

https://e-ilm.weebly.com/

يَوْمَ يَفِرُّ الْمَرْءُ مِنْ اَخِيْهِ –এখানে হাশরের ময়দানে সকলের সমাবেশের দিন বোঝানো হয়েছে। সেদিন প্রত্যেক মানুষ আপন চিন্তায় বিভোর হবে। দুনিয়াতে যেসব আত্মীয়তা ও সম্পর্কের কারণে মানুষ একে অপরের জন্য জীবন পর্যন্ত বিসর্জন দিতে কুণ্ঠিত হয় না, হাশরে তারাই নিজ নিজ চিন্তায় এমন নিমগ্ন হবে যে, কেউ কারও খবর নিতে পারবে না; বরং সামনে দেখলেও মুখ লুকাবে। প্রত্যেক মানুষ তার ভ্রাতার কাছ থেকে-পিতা, মাতা, স্ত্রী ও সন্তানদের কাছে থেকে মুখ লুকিয়ে ফিরবে। দুনিয়াতে পারস্পরিক সাহায্য ও সহযোগিতা ভ্রাতাদের মধ্যে হয়। এর চেয়ে বেশি পিতামাতাকে সাহায্য করার চিন্তা করা হয় এবং স্বভাবগত কারণে এর চেয়েও বেশি স্ত্রী এবং সন্তানদের সাথে সম্পর্ক স্থাপিত হয়। আয়াতে নীচ থেকে উপরের সম্পর্ক যথাক্রমে উল্লেখ করা হয়েছে। অতঃপর হাশরের ময়দানে মু'মিন ও কাফেরের পরিণতি বর্ণনা করে সূরার ইতি টানা হয়েছে।

শব্দ বিশ্লেষণ :

عَبَسَ : সীগাহ واحد مذكر غائب বহছ ماضى معروف বাব ضَرَبَ মাসদার عُبُوْسًا وَعَبْسًا মূলবর্ণ (ع ـ ب ـ س) জিনস صحيح অর্থ– ভ্রুকুঞ্চিত করলেন।

يُدْرِيْكَ : সীগাহ واحد مذكر غائب বহছ مضارع معروف বাব اِفْعَالٌ মাসদার اِدْرَاءً মূলবর্ণ (د ـ ر ـ ى) জিনস ناقص يائى অর্থ– আপনি কি জানেন, তোমাকে জানাবে

اِسْتَغْنٰى : সীগাহ واحد مذكر غائب বহছ ماضى معروف বাব اِسْتِفْعَالٌ মাসদার اِسْتِغْنَاءً মূলবর্ণ (غ ـ ن ـ ى) জিনস ناقص يائى অর্থ– বেপরোয়া ভাব দেখায়।

تَصَدّٰى : সীগাহ واحد مذكر غائب বহছ مضارع معروف বাব تَفَعُّلٌ মাসদার تَصَدِّىْ মূলবর্ণ (ص ـ د ـ ى) জিনস ناقص يائى অর্থ– আপনি ভাবনায় পড়েছেন।

تَلَهّٰى : সীগাহ واحد مذكر غائب বহছ مضارع معروف বাব تَفَعُّلٌ মাসদার تَلَهِّىْ মূলবর্ণ (ل ـ ه ـ و) জিনস ناقص واوى অর্থ– আপনি উপেক্ষা করেন।

مُطَهَّرَةٌ : সব ধরনের শারীরিক ও আত্মিক কলুষতা ও পঙ্কিলতা থেকে পবিত্র। مُطَهَّرَةٌ অর্থাৎ مُتَنَزِّهَةٌ عَنْ مَسِّ الشَّيْطَانِ তথা শয়তানের স্পর্শ থেকে পবিত্র। (জালালাইন) মাসদার تَطْهِيْرٌ বাব تَفْعِيْلٌ

لَمَّا يَقْضِ : সীগাহ واحد مذكر غائب বহছ مضارع معروف বাব ضرب মাসদার قضاء মূলবর্ণ (ق ـ ض ـ ى) জিনস ناقص يائى অর্থ– সে পালন এখনও করেনি।

صَبَبْنَا : সীগাহ جمع متكلم বহছ ماضى معروف বাব نَصَرَ মাসদার صَبًّا মূলবর্ণ (ص ـ ب ـ ب) জিনস مضاعف ثلاثى অর্থ– আমি বর্ষণ করেছি, প্রবাহিত করলাম।

شَقَقْنَا : সীগাহ جمع متكلم বহছ ماضى معروف বাব نَصَرَ মাসদার شَقٌّ মূলবর্ণ (ش ـ ق ـ ق) জিনস مضاعف ثلاثى অর্থ– বিদীর্ণ করেছি, ভেঙ্গে ফেলেছি।

صَاخَّةُ : এটি ইসমে ফায়েল বা মাসদার হবে। অর্থ, কর্ণবিদারী আওয়াজ। চিৎকার, হট্টগোল। সাইয়্যিদ মুরতাজা যুবায়দী বলেন, صَاخَّةٌ ঐ চিৎকারকে বলা হয়, যা কানকে ফাটিয়ে দেয় অর্থাৎ চিৎকারের প্রচণ্ডতার কারণে বয়রা করে দেয়। অথবা صَاخَّةٌ শব্দটি صَخَّ ـ يَصِخُّ -এর ইসমে ফায়েলের সীগাহ বা মাসদার। অর্থ, শোরগোল করে কান ফাটিয়ে দেওয়া।

مُسْفِرَةٌ : সীগাহ واحد مؤنث বহছ اسم فاعل বাব اِفْعَالٌ মাসদার اِسْفَارٌ মূলবর্ণ (س ـ ف ـ ر) জিনস صحيح অর্থ– দীপ্তিমান, উজ্জ্বল, আলোকিত।

تَرْهَقُهَا : সীগাহ واحد مؤنث غائب বহছ مضارع معروف বাব فَتَحَ মাসদার رَهَقٌ মূলবর্ণ (ر ـ ه ـ ق) জিনস صحيح অর্থ– তাদের উপর সমাচ্ছন্ন হবে।

اَلْفَجَرَةُ : বহুবচন, একবচন فَاجِرٌ। অর্থ– পাপী, নাফরমান। প্রকাশ্য পাপ কর্মকারী, সত্য ত্যাগকারী।

https://e-ilm.weebly.com/

سُوْرَةُ التَّكْوِيْرِ مَكِّيَّةٌ

সূরা তাকভীর

মক্কায় অবতীর্ণ; আয়াত– ২৯, রুকূ'– ১

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ۝

পরম করুণাময়, দয়ালু আল্লাহর নামে শুরু করছি।

১. সূর্যকে যখন নিষ্প্রভ করা হবে।	إِذَا الشَّمْسُ كُوِّرَتْ ۝١
২. আর যখন নক্ষত্রসমূহ খসে খসে পড়বে।	وَإِذَا النُّجُومُ انْكَدَرَتْ ۝٢
৩. আর যখন পর্বতসমূহকে চলমান করা হবে।	وَإِذَا الْجِبَالُ سُيِّرَتْ ۝٣
৪. আর যখন দশ মাসের পূর্ণ-গর্ভা উষ্ট্রী উপেক্ষিত হবে।	وَإِذَا الْعِشَارُ عُطِّلَتْ ۝٤
৫. আর যখন বন্য পশু সকল একত্র হবে।	وَإِذَا الْوُحُوشُ حُشِرَتْ ۝٥
৬. আর যখন সাগরসমূহকে স্ফীত করা হবে।	وَإِذَا الْبِحَارُ سُجِّرَتْ ۝٦
৭. আর যখন এক এক রকমের লোকদেরকে [ভিন্ন ভিন্ন দলে] সমবেত করা হবে।	وَإِذَا النُّفُوسُ زُوِّجَتْ ۝٧
৮. আর যখন জীবন্ত প্রোথিত [শিশু] কন্যাদেরকে জিজ্ঞাসা করা হবে–	وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ ۝٨

শাব্দিক অনুবাদ :

১. إِذَا الشَّمْسُ সূর্যকে যখন كُوِّرَتْ নিষ্প্রভ করা হবে।

২. وَإِذَا النُّجُومُ আর যখন নক্ষত্রসমূহ انْكَدَرَتْ খসে খসে পড়বে।

৩. وَإِذَا الْجِبَالُ আর যখন পর্বতসমূহকে سُيِّرَتْ চলমান করা হবে।

৪. وَإِذَا الْعِشَارُ আর যখন দশ মাসের পূর্ণ-গর্ভা উষ্ট্রী عُطِّلَتْ উপেক্ষিত হবে।

৫. وَإِذَا الْوُحُوشُ আর যখন বন্য পশুগুলোকে حُشِرَتْ একত্র করা হবে।

৬. وَإِذَا الْبِحَارُ আর যখন সাগরসমূহকে سُجِّرَتْ স্ফীত করা হবে।

৭. وَإِذَا النُّفُوسُ আর যখন এক এক রকমের লোকদেরকে زُوِّجَتْ জোড়ায় জোড়ায় সমবেত করা হবে।

৮. وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ আর যখন জীবন্ত প্রোথিত [শিশু] কন্যাদেরকে سُئِلَتْ জিজ্ঞাসা করা হবে।

https://e-ilm.weebly.com/

৯. তাকে কী অপরাধে হত্যা করা হয়েছিল?	بِاَيِّ ذَنۢبٍ قُتِلَتْ ۚ ﴿٩﴾
১০. আর যখন আমলনামাসমূহ উন্মোচিত হবে।	وَاِذَا الصُّحُفُ نُشِرَتْ ﴿١٠﴾
১১. আর যখন আসমান খুলে দেওয়া হবে।	وَاِذَا السَّمَآءُ كُشِطَتْ ﴿١١﴾
১২. আর যখন দোজখকে প্রজ্বলিত করা হবে।	وَاِذَا الْجَحِيْمُ سُعِّرَتْ ﴿١٢﴾
১৩. আর যখন বেহেশতকে নিকটবর্তী করে দেওয়া হবে।	وَاِذَا الْجَنَّةُ اُزْلِفَتْ ﴿١٣﴾
১৪. [সিঙ্গায় দ্বিতীয়বার ফুৎকারের ফলে যখন এই ঘটনাগুলো ঘটবে, তখন] প্রত্যেক ব্যক্তি সেই আমলসমূহ জানতে পারবে। যা নিয়ে সে এসেছে।	عَلِمَتْ نَفْسٌ مَّآ اَحْضَرَتْ ﴿١٤﴾
১৫. অতএব, আমি সে নক্ষত্রপুঞ্জের কসম করছি, যারা পিছনে হটতে থাকে।	فَلَآ اُقْسِمُ بِالْخُنَّسِ ﴿١٥﴾
১৬. [অতঃপর পিছনের দিকেই] চলতে থাকে [এবং স্ব স্ব উদয়স্থলে] আত্মগোপন করে।	الْجَوَارِ الْكُنَّسِ ﴿١٦﴾
১৭. আর রাতের কসম! যখন তা গমনোদ্যত হয়।	وَالَّيْلِ اِذَا عَسْعَسَ ﴿١٧﴾
১৮. আর প্রাতঃকালের কসম! যখন তা আগমন করতে থাকে।	وَالصُّبْحِ اِذَا تَنَفَّسَ ﴿١٨﴾
১৯. নিশ্চয় এই কুরআন এক সম্মানিত ফেরেশতা [হযরত জিবরাঈল (আ.)] কর্তৃক আনীত [আল্লাহর] বাণী।	اِنَّهٗ لَقَوْلُ رَسُوْلٍ كَرِيْمٍ ﴿١٩﴾

শাব্দিক অনুবাদ :

৯. بِاَيِّ ذَنۢبٍ কী অপরাধে قُتِلَتْ তাকে হত্যা করা হয়েছিল?

১০. وَاِذَا الصُّحُفُ আর যখন আমলনামাসমূহ نُشِرَتْ উন্মোচিত হবে।

১১. وَاِذَا السَّمَآءُ আর যখন আসমান كُشِطَتْ খুলে দেওয়া হবে।

১২. وَاِذَا الْجَحِيْمُ আর যখন দোজখকে سُعِّرَتْ প্রজ্বলিত করা হবে।

১৩. وَاِذَا الْجَنَّةُ আর যখন বেহেশতকে اُزْلِفَتْ নিকটবর্তী করে দেওয়া হবে।

১৪. عَلِمَتْ نَفْسٌ প্রত্যেক ব্যক্তি জানতে পারবে مَّآ اَحْضَرَتْ (সেই আমলসমূহ) যা নিয়ে সে এসেছে।

১৫. فَلَآ اُقْسِمُ অতএব আমি কসম করছি بِالْخُنَّسِ সে নক্ষত্রপুঞ্জের যারা পিছনে হটতে থাকে।

১৬. الْجَوَارِ চলতে থাকে الْكُنَّسِ আত্মগোপন করে।

১৭. وَالَّيْلِ আর রাতের কসম اِذَا عَسْعَسَ যখন তা গমনোদ্যত হয়।

১৮. وَالصُّبْحِ আর প্রাতঃকালের কসম اِذَا تَنَفَّسَ যখন তা আগমন করতে থাকে।

১৯. اِنَّهٗ لَقَوْلُ নিশ্চয় তা (এই কুরআন) আনীত বাণী رَسُوْلٍ كَرِيْمٍ এক সম্মানিত ফেরেশতার।

https://e-ilm.weebly.com/

২০. যিনি শক্তিশালী [এবং] আরশের মালিকের নিকট মর্যাদাবান।	ذِيْ قُوَّةٍ عِنْدَ ذِي الْعَرْشِ مَكِيْنٍ (٢٠)
২১. [আর] সেখানে [অর্থাৎ আসমানসমূহে] তার কথা প্রতিপালিত হয়, [এবং] তিনি বিশ্বাসভাজন।	مُّطَاعٍ ثَمَّ اَمِيْنٍ (٢١)
২২. আর তোমাদের এই সঙ্গী [মুহাম্মদ (সা.)] উন্মাদ নন।	وَمَا صَاحِبُكُمْ بِمَجْنُوْنٍ (٢٢)
২৩. আর তিনি সেই ফেরেশতাকে পরিষ্কার আকাশ প্রান্তে দর্শন করেছেন।	وَلَقَدْ رَاٰهُ بِالْاُفُقِ الْمُبِيْنِ (٢٣)
২৪. আর তিনি [ওহী দ্বারা জ্ঞাত] গুপ্ত কথাগুলোর ব্যাপারে কৃপণও নন।	وَمَا هُوَ عَلَى الْغَيْبِ بِضَنِيْنٍ (٢٤)
২৫. আর এই কুরআন কোনো বিতাড়িত শয়তানের কথাও নয়।	وَمَا هُوَ بِقَوْلِ شَيْطٰنٍ رَّجِيْمٍ (٢٥)
২৬. তোমরা কোন দিকে চলে যাচ্ছ?	فَاَيْنَ تَذْهَبُوْنَ (٢٦)
২৭. এটা তো বিশ্ববাসীদের জন্য এক বিরাট নসিহতনামা।	اِنْ هُوَ اِلَّا ذِكْرٌ لِّلْعٰلَمِيْنَ (٢٧)
২৮. এমন লোকদের জন্য, যে তোমাদের মধ্যে সরল পথে চলতে ইচ্ছুক।	لِمَنْ شَآءَ مِنْكُمْ اَنْ يَّسْتَقِيْمَ (٢٨)
২৯. আর তোমরা সারা বিশ্বের প্রতিপালক আল্লাহর ইচ্ছা ব্যতীত কোনো কিছুর ইচ্ছা করতে পার না।	وَمَا تَشَآءُوْنَ اِلَّآ اَنْ يَّشَآءَ اللّٰهُ رَبُّ الْعٰلَمِيْنَ (٢٩) ع

শাব্দিক অনুবাদ :

২০. ذِيْ قُوَّةٍ যিনি শক্তিশালী عِنْدَ ذِي الْعَرْشِ (এবং) আরশের মালিকের নিকট مَكِيْنٍ মর্যাদাবান।

২১. مُّطَاعٍ ثَمَّ সেখানে তার কথা প্রতিপালিত হয় اَمِيْنٍ (এবং) তিনি বিশ্বাসভাজন।

২২. وَمَا صَاحِبُكُمْ আর তোমাদের এই সঙ্গী নন بِمَجْنُوْنٍ উন্মাদ।

২৩. وَلَقَدْ رَاٰهُ আর তিনি সেই ফেরেশতাকে দর্শন করেছেন بِالْاُفُقِ الْمُبِيْنِ পরিষ্কার আকাশ প্রান্তে।

২৪. وَمَا هُوَ আর তিনি নন عَلَى الْغَيْبِ গুপ্ত কথাগুলোর ব্যাপারে بِضَنِيْنٍ কৃপণও।

২৫. وَمَا هُوَ আর এটা (কুরআন) নয় بِقَوْلِ কথা شَيْطٰنٍ رَّجِيْمٍ কোনো বিতাড়িত শয়তানের।

২৬. فَاَيْنَ কোন দিকে تَذْهَبُوْنَ তোমরা চলে যাচ্ছ?

২৭. اِنْ هُوَ اِلَّا এটা তো কেবল ذِكْرٌ এক বিরাট নসিহতনামা لِّلْعٰلَمِيْنَ বিশ্ববাসীদের জন্য।

২৮. لِمَنْ এমন লোকদের জন্য شَآءَ مِنْكُمْ যে তোমাদের মধ্যে ইচ্ছুক اَنْ يَّسْتَقِيْمَ সরল পথে চলতে।

২৯. وَمَا تَشَآءُوْنَ আর তোমরা ইচ্ছা করতে পার না اِلَّآ তবে পার اَنْ يَّشَآءَ اللّٰهُ আল্লাহ ইচ্ছা করলে رَبُّ الْعٰلَمِيْنَ সারা বিশ্বের প্রতিপালক।

https://e-ilm.weebly.com/

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

সূরাটির নামকরণের কারণ : تَكْوِيْر অর্থ : সংকোচন। আলোচ্য সূরার প্রথম আয়াতের كورت শব্দের মাসদার 'তাকভীর' হতে এ সূরার নামকরণ করা হয়েছে। এর অর্থ সংকুচিত করা বা গুটিয়ে নেওয়া। এর এ নামকরণের বিশেষত্ব হলো, সূরাটিতে সূর্যরশ্মিকে সংকুচিত করা বা নিষ্প্রভ করার কথা উল্লিখিত হয়েছে। এতে ২৯টি আয়াত, ১০৪টি বাক্য এবং ৫৩৩টি অক্ষর রয়েছে। [নূরুল কুরআন]

পূর্ববর্তী সূরার সাথে সম্পর্ক : পূর্ববর্তী সূরা আবাসায় কিয়ামতের দিনের মহাবিপদের কথা উল্লেখ করে বলা হয়েছে যে, সে বিপদ সংকুল সময় একান্ত আপনজনও একে অন্যের খবর নিবে না; বরং একে অপরের নিকট হতে পলায়নপর হবে। আর অত্র সূরায় কিয়ামত দিবসের ভয়াবহ দৃশ্যের বিবরণ স্থান পেয়েছে। –[নূরুল কুরআন]

সূরাটি অবতীর্ণ হওয়ার সময়কাল : অত্র সূরার আলোচিত বিষয়াদি এবং কথার ভঙ্গি দেখে স্পষ্ট মনে হয়- এটা মাক্কী জীবনের প্রাথমিক পর্যায়ে অবতীর্ণ সূরাসমূহের মধ্যে একটি। এর বিষয়বস্তু জানার জন্য তাফসীরে খাযেনে উল্লিখিত সহীহ তিরমিযী শরীফের একটি হাদীসই যথেষ্ট। হযরত ইবনে ওমর (রা.) বলেন, রাসূলে কারীম ﷺ বলেছেন, যদি তোমাদের মধ্যে কারো কিয়ামতের দিনকে স্বচক্ষে প্রত্যক্ষ করার আকাঙ্ক্ষা জাগে, সে যেন সূরা আত-তাকভীর ও সূরা আল-ইনশিক্বাক্ব পাঠ করে।

এ সূরায় দু'টি বিষয়ে আলোচনা হয়েছে। একটি পরকাল অপরটি রেসালত। প্রথম তেরটি আয়াতে 'কিয়ামত' অর্থাৎ মহাপ্রলয় ও পুনরুত্থানের দশটি ঘটনা বিবৃত হয়েছে। তন্মধ্যে প্রথম ছয়টি আয়াতে মহাপ্রলয়ের ভয়াবহ বিভীষিকার বর্ণনা করা হয়েছে। এ পর্যায়ে সূর্য নিষ্প্রভ হয়ে যাবে, নক্ষত্রমালা কক্ষচ্যুত হয়ে খসে পড়বে, পর্বতসমূহ উৎপাটিত হয়ে মেঘের মতো শূন্যে উড়তে থাকবে, ভয়-বিহ্বল মানুষের একান্ত প্রিয় বস্তুর প্রতিও লক্ষ্য থাকবে না। বন-জঙ্গলের জীব-জন্তু দিকবিদিক জ্ঞানহারা হয়ে একস্থানে সমবেত হবে, সমুদ্রের পানি উদ্বেলিত হয়ে আগুন জ্বলে উঠবে। এর পরবর্তী সাতটি আয়াতে কিয়ামতের দ্বিতীয় পর্যায়ের কথা বলা হয়েছে। এ সময় আত্মাসমূহ নতুন করে দেহের মধ্যে সংযোজিত হবে, আমলনামা দেখানো হবে, অপরাধ সম্পর্কে জিজ্ঞাসাবাদ শুরু হবে, আকাশসমূহের সমস্ত আবরণ দূর হবে এবং বেহেশত ও দোজখ তখন চোখের সামনে ভেসে উঠবে। পরকালের এ বর্ণনা প্রদানের পর মানুষকে চিন্তা করার জন্য আহ্বান করা হয়েছে এবং বলা হয়েছে যে, সেদিন প্রত্যেকেই জানতে পারবে, সে ইহকাল হতে কি সম্বল নিয়ে পরকালে এসেছে।

অতঃপর কুরআন ও রেসালত সম্পর্কে বলা হয়েছে। এ পর্যায়ে মক্কাবাসী কাফেরদের উদ্দেশ্যে বলা হয়েছে যে, হযরত মুহাম্মদ ﷺ তোমাদের কাছে যা পেশ করছে, তা পাগলের প্রলাপ বা শয়তানের কুমন্ত্রণা নয়; বরং তা আল্লাহ তা'আলার এক সম্মানিত বার্তাবাহক ফেরেশতা তথা হযরত জিবরাঈল (আ.) কর্তৃক আল্লাহর পক্ষ হতে আনীত বাণী। হযরত মুহাম্মদ ﷺ উজ্জ্বল আকাশ প্রান্তে দিবালোকে নিজ চোখে তাঁকে দেখেছেন। এ মহান আদর্শ হতে বিচ্যুত হয়ে তোমরা কেন বিপথগামী হচ্ছ?

সূরার শেষ তিনটি আয়াত এ সূরার উপসংহার। পবিত্র কুরআন রাব্বুল আলামীনের পক্ষ হতে সমগ্র বিশ্ববাসীর জন্য উপদেশ বাণী। অতএব যে কেউ ইচ্ছা করলে এ কুরআনকে বরণ করে ইহকাল ও পরকালকে সার্থক করতে পারে। আর এটা আল্লাহর কালাম হলেও এর প্রভাব-প্রতিক্রিয়া আল্লাহর ইচ্ছার উপরই নির্ভর করে। তিনি ইচ্ছে করলে মানব মনে এর প্রভাব বিস্তার করতে পারেন।

সূরাটির ফজিলত : বর্ণিত আছে যে, "مَنْ قَرَءَ سُوْرَةَ التَّكْوِيْرِ اَعَاذَهُ اللّٰهُ اَنْ يَفْضَحَهُ حِيْنَ نَقَرَ مَخِيْفَتَهُ" অর্থাৎ যে ব্যক্তি সূরা আত-তাকভীর পাঠ করবে আল্লাহ তা'আলা তাকে আমলনামা খোলার সময় লাঞ্ছনা হতে রক্ষা করবেন। –[অবশ্য বলা হয়েছে যে, উক্ত হাদীসখানা জাল।]

সূরাটির শিক্ষণীয় বিষয় : অত্র সূরায় উল্লেখ করা হয়েছে যে, মানুষদেরকে (কিয়ামতের দিন) জুড়ে দেওয়া হবে। এ সম্পর্কে হযরত ইবনে ওমর (রা.) বলেছেন,

"يَقْرِنَ الرَّجُلَ الصَّالِحَ مَعَ الرَّجُلِ الصَّالِحِ فِى الْجَنَّةِ وَيَقْرِنَ الرَّجُلَ السُّوْءَ مَعَ الرَّجُلِ السُّوْءِ فِى النَّارِ فَذٰلِكَ تَزْوِيْجُ النُّفُوْسِ"

অর্থাৎ লোকদেরকে জুড়ে দেওয়ার অর্থ হলো, নেককার নেককারের সাথে জান্নাতী হবে এবং পাপী পাপীর সাথে জাহান্নামী হবে। নবী করীম ﷺ ইরশাদ করেছেন– "اَلْمَرْءُ مَعَ مَنْ اَحَبَّ" অর্থাৎ লোক যাকে ভালোবাসবে তার সঙ্গ লাভ করবে। এটা হতে বোধগম্য হয় যে, দুনিয়া ও আখেরাত উভয় জগতে লোকদের মধ্যে পারস্পরিক সম্পর্ক দেখা যায়- শায়খ ও মুরিদের সম্পর্কের তাৎপর্য এখানেই।

https://e-ilm.weebly.com/

https://e-ilm.weebly.com/

وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ – مَوْءُودَةً -এর অর্থ জীবন্ত প্রোথিত কন্যা। মূর্খ আরবরা কন্যাসন্তানকে লজ্জাকর মনে করত এবং জীবন্তই মাটিতে প্রোথিত করে দিত। ইসলাম এই কু-প্রথার মূলোৎপাটন করে। আয়াতে বলা হয়েছে যে, হাশরে জীবন্ত প্রোথিত কন্যাকে জিজ্ঞাসা করা হবে। ভাষাদৃষ্টে জানা যায় যে, স্বয়ং কন্যাকেই জিজ্ঞেস করা হবে কি অপরাধে তাতে হত্যা করা হলো? উদ্দেশ্য এই যে, সে নিজের নির্দোষ ও মজলুম হওয়ার বিষয় আল্লাহর কাছে পেশ করুক, যাতে এর প্রতিশোধ নেওয়া যায়। এটাও সম্ভবপর যে, জীবন্ত প্রোথিত কন্যা সম্পর্কে তার হত্যাকারীদেরকে জিজ্ঞেস করা হবে যে, তোমরা একে কি অপরাধে হত্যা করলে?

এখানে একটি প্রশ্ন থেকে যায় যে, কিয়ামতের নামই তো يَوْمُ الْحِسَابِ (হিসাব দিবস), يَوْمُ الْجَزَاءِ (প্রতিদান দিবস) ও يَوْمُ الدِّيْنِ (বিচার দিবস)। এতে প্রত্যেক ব্যক্তি তার সব কাজকর্ম সম্পর্কে জিজ্ঞাসিত হবে। এ স্থলে বিশেষভাবে জীবন্ত প্রোথিত কন্যা সম্পর্কিত প্রশ্নকে এতো গুরুত্ব দেওয়ার রহস্য কি? চিন্তা করলে জানা যায় যে, এই মজলুম শিশু কন্যাকে স্বয়ং তার পিতামাতা হত্যা করেছে। তার প্রতিশোধ নেওয়ার জন্য তার পক্ষ থেকে কোনো বাদী নেই; বিশেষত গোপনে হত্যা করার কারণে কেউ জানতেই পারেনি যে সাক্ষ্য দেবে। হাশরের ময়দানে যে ন্যায়বিচারের আদালত কায়েম হবে, তাতে এমন অত্যাচার ও নিপীড়নকেও সর্বসমক্ষে আনা হবে, যার কোনো সাক্ষ্য নেই এবং কোনো দাবিদারও নেই।

চার মাস পর গর্ভপাত করা হত্যার শামিল : শিশুদেরকে জীবন্ত প্রোথিত করা অথবা হত্যা করা মহাপাপ ও গুরুতর জুলুম এবং চার মাসের পর গর্ভপাত করাও এই জুলুমের শামিল। কেননা চতুর্থ মাসে গর্ভস্থ ভ্রূণে প্রাণ সঞ্চারিত হয় এবং সে জীবিত মানুষের মধ্যে গণ্য হয়। এমনিভাবে যে ব্যক্তি গর্ভবতী নারীর পেটে আঘাত করে, ফলে গর্ভপাত হয়ে যায়, উম্মতের ঐকমত্যে তার উপর 'গুররা' ওয়াজিব হবে। অর্থাৎ একটি গোলাম অথবা তার মূল্য দিতে হবে। যদি জীবিতাবস্থায় গর্ভপাত হয়, এরপর মারা যায়, তবে বয়স্ক লোকের সমান রক্তপণ দিতে হবে। একান্ত অপারগতা না হলে চার মাসের পূর্বেও গর্ভপাত করা হারাম, অবশ্য প্রথমোক্ত হারামের চেয়ে কিছুটা কম। কারণ এটা কোনো জীবিত মানুষের প্রকাশ্য হত্যা নয়। –[মাযহারী]

আজকাল দুনিয়াতে জন্মশাসনের নামে এমন পন্থা অবলম্বন করা হয়, যাতে গর্ভ সঞ্চারই হয় না। এর শত শত পদ্ধতি আবিষ্কৃত হয়ে গেছে। রাসূলুল্লাহ ﷺ একেও وَأْدٌ خَفِيٌّ –অর্থাৎ 'গোপনভাবে শিশুকে জীবন্ত প্রোথিত করা' আখ্যা দিয়েছেন। –(মুসলিম) অন্য কতক রেওয়ায়েতে 'আযল' তথা প্রত্যাহার পদ্ধতির কথা আছে। এতে এমন পদ্ধতি অবলম্বন করা হয়, যাতে বীর্য গর্ভাশয়ে না যায়। এ সম্পর্কে রাসূলুল্লাহ ﷺ থেকে নীরবতা ও নিষেধ না করা বর্ণিত আছে। এটা প্রয়োজনের ক্ষেত্রে সীমিত। তাও এভাবে করতে হবে, যাতে স্থায়ী বংশবিস্তার রোধের পদ্ধতি না হয়ে যায়। আজকাল জন্ম নিয়ন্ত্রণের নামে প্রচলিত ঔষধপত্র ও ব্যবস্থাপত্রের মধ্যে কতগুলো এমন, যাদ্বারা সন্তান জন্মদান স্থায়ীভাবে বন্ধ করে দেওয়া হয়। শরিয়তে কোনোক্রমেই এর অনুমতি নেই।

وَإِذَا السَّمَاءُ كُشِطَتْ – كَشْطٌ -এর আভিধানিক অর্থ জন্তুর চামড়া খসানো। বাহ্যত এটা প্রথম ফুঁকের সময়কার অবস্থা, যা এই দুনিয়াতেই ঘটবে। আকাশের সৌন্দর্য সূর্য, চন্দ্র ও নক্ষত্রসমূহ জ্যোতিহীন হয়ে সমুদ্রে নিক্ষিপ্ত হবে। আকাশের বর্তমান আকার-আকৃতি বদলে যাবে। এই অবস্থাকে كَشْطٌ -শব্দে ব্যক্ত করা হয়েছে। কোনো কোনো তাফসীরবিদ এর অর্থ লিখেছেন গুছিয়ে নেওয়া। আয়াতের অর্থ এই যে, মাথার উপর ছাদের ন্যায় বিস্তৃত এই আকাশকে গুছিয়ে নেওয়া হবে।

عَلِمَتْ نَفْسٌ مَّا أَحْضَرَتْ –অর্থাৎ কিয়ামতের উপরিউক্ত পরিস্থিতিতে প্রত্যেকেই জেনে নেবে সে কি নিয়ে এসেছে। অর্থাৎ সৎ কর্ম কিংবা অসৎ কর্ম– সব তার দৃষ্টির সামনে এসে যাবে– আমলনামায় লিখিত অবস্থায় অথবা অন্য কোনো বিশেষ পন্থায়। হাদীস থেকে এরূপই জানা যায়। কিয়ামতের এসব অবস্থা ও ভয়াবহ দৃশ্যত্য বর্ণনা করার পর আল্লাহ তা'আলা কয়েকটি নক্ষত্রের শপথ করে বলেছেন যে, এই কুরআন সত্য এবং আল্লাহর পক্ষ থেকে খুব হেফাজত সহকারে প্রেরিত। যার প্রতি এই কুরআন অবতীর্ণ হয়েছে, তিনি একজন মহাপুরুষ। তিনি ওহী নিয়ে আগমনকারী ফেরেশতাকে পূর্ব থেকে চিনতেন, জানতেন। তাই এর সত্যতায় কোনো সন্দেহের অবকাশ নেই। এখানে পাঁচটি নক্ষত্রের শপথ করা হয়েছে। সৌরবিজ্ঞানীদের ভাষায় এগুলোকে خَمْسَةٌ مُتَحَيِّرَةٌ (অদ্ভুত পঞ্চ নক্ষত্র) বলা হয়। এরূপ বলার কারণ এগুলোর অদ্ভুত গতিবিধি। কখনো পূর্ব থেকে পশ্চিম দিকে চলে, অতঃপর পশ্চাৎগামী হয়ে পশ্চিম থেকে পূর্বদিকে চলে। এই বিভিন্নমুখী গতির কারণ সম্পর্কে প্রাচীন গ্রীক দার্শনিকদের বিভিন্ন উক্তি রয়েছে। আধুনিক দার্শনিকদের গবেষণা সেসব উক্তির কোনোটিকে সমর্থন করে এবং কোনোটিকে প্রত্যাখ্যান করে। এর প্রকৃত স্বরূপ স্রষ্টা ব্যতীত আর কেউই জানেন না। সবাই অনুমানভিত্তিক কথা বলে যা ভুলও হতে পারে, শুদ্ধও হতে পারে। কুরআন মুসলমানদেরকে এই অনর্থক আলোচনায় জড়িত করেনি। দরকারী কথাটুকু বলে দিয়েছে যে, আল্লাহ অপার মহিমা ও কুদরতের এসব নিদর্শন দেখে তোমরা তাঁর প্রতি ঈমান আন।

https://e-ilm.weebly.com/

إِنَّهٗ لَقَوْلُ رَسُوْلٍ كَرِيْمٍ ذِىْ قُوَّةٍ –অর্থাৎ এই কুরআন একজন সম্মানিত দূতের আনীত কালাম। তিনি শক্তিশালী, আরশের অধিপতির কাছে মর্যাদাশীল, ফেরেশতাগণের মান্যবর এবং আল্লাহর বিশ্বাসভাজন। পয়গাম আনা-নেওয়ার কাজে তার তরফ থেকে বিশ্বাসভঙ্গ ও কম-বেশি করার আশঙ্কা নেই। এখানে رَسُوْلٍ كَرِيْمٍ বলে বাহ্যত হযরত জিবরাঈল (আ.)-কে বোঝানো হয়েছে। পয়গম্বরগণের ন্যায় ফেরেশতাগণের বেলায়ও 'রাসূল' শব্দ ব্যবহৃত হয়। উল্লিখিত সবগুলো বিশেষণ হযরত জিবরাঈল (আ.)-এর জন্য বিনাদ্বিধায় প্রযোজ্য। তিনি যে শক্তিশালী, সূরা নজমে তার পরিষ্কার উল্লেখ আছে : عَلَّمَهٗ شَدِيْدُ الْقُوٰى তিনি যে আরশ ও আকাশবাসী ফেরেশতাগণের মান্যবর, তা মি'রাজের হাদীস দ্বারা প্রমাণিত আছে। তিনি রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে সাথে নিয়ে আকাশে পৌঁছলে তাঁর আদেশে ফেরেশতারা আকাশের দরজাসমূহ খুলে দেয়। তিনি যে اَمِيْنٍ -তথা বিশ্বাসভাজন, তা বর্ণনাসাপেক্ষ নয়। কোনো কোনো তাফসীরবিদ رَسُوْلٌ اَمِيْنٌ -এর অর্থ নিয়েছেন মুহাম্মদ ﷺ। তাঁরা উল্লিখিত বিশেষণগুলোকে কিছু কিছু সদর্থ করে তাঁর জন্য প্রযোজ্য করেছেন। অতঃপর রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর মাহাত্ম্য এবং কাফেরদের অলীক অভিযোগের জবাব দেওয়া হয়েছে। وَمَا صَاحِبُكُمْ بِمَجْنُوْنٍ -যারা রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে উন্মাদ বলত, এতে তাদেরকে জবাব দেওয়া হয়েছে। وَلَقَدْ رَاٰهُ بِالْاُفُقِ الْمُبِيْنِ –অর্থাৎ তিনি জিবরাঈল (আ.)-কে প্রকাশ্য দিগন্তে দেখেছেন। সূরা নজমে আছে : فَاسْتَوٰى وَهُوَ بِالْاُفُقِ الْاَعْلٰى –এই দেখার কথা বলার উদ্দেশ্য এই যে, তিনি ওহী নিয়ে আগমনকারী জিবরাঈল (আ.)-এর সাথে পরিচিত ছিলেন, তাঁকে আসল আকার-আকৃতিতেও দেখেছিলেন। তাই এই ওহীতে কোনোরূপ সন্দেহ-সংশয়ের অবকাশ নেই।

শব্দ বিশ্লেষণ :

كُوِّرَتْ : সীগাহ واحد مؤنث غائب বহছ ماضى مجهول বাব تَفْعِيْل মাসদার تَكْوِيْرٌ মূলবর্ণ (ك – و – ر) জিনস اجوف واوى অর্থ– নিস্প্রভ করা হবে।

اِنْكَدَرَتْ : সীগাহ واحد مؤنث غائب বহছ ماضى معروف বাব اِنْفِعَالٌ মাসদার اِنْكِدَارٌ মূলবর্ণ (ك – د – ر) জিনস صحيح অর্থ– খসে খসে পড়বে।

عُطِّلَتْ : সীগাহ واحد مؤنث غائب বহছ ماضى مجهول বাব تَفْعِيْل মাসদার تَعْطِيْلٌ মূলবর্ণ (ع – ط – ل) জিনস صحيح অর্থ– উপেক্ষিত হবে।

سُجِّرَتْ : সীগাহ واحد مؤنث غائب বহছ ماضى مجهول বাব تَفْعِيْل মাসদার تَسْجِيْر মূলবর্ণ (س – ج – ر) জিনস صحيح অর্থ– স্ফীত করা হবে।

اَلْمَوْءُدَةُ : সীগাহ واحد مؤنث বহছ اسم مفعول বাব ضَرَبَ মাসদার وَاْدٌ মূলবর্ণ (و – ا – د) জিনস মুরাক্কাব مهموز عين এবং مثال واوى অর্থ– জীবন্ত প্রোথিত কন্যা।

كُشِطَتْ : সীগাহ واحد مؤنث غائب বহছ ماضى مجهول বাব نَصَرَ মাসদার كَشْطٌ মূলবর্ণ (ك – ش – ط) জিনস صحيح অর্থ– খুলে দেওয়া হবে।

سُعِّرَتْ : সীগাহ واحد مؤنث غائب বহছ ماضى مجهول বাব تَفْعِيْل মাসদার تَسْعِيْرٌ মূলবর্ণ (س – ع – ر) জিনস صحيح অর্থ– প্রজ্জ্বলিত করা হবে।

اُزْلِفَتْ : সীগাহ واحد مؤنث غائب বহছ ماضى مجهول বাব اِفْعَالٌ মসদার اِزْلَافٌ মূলবর্ণ (ز – ل – ف) জিনস صحيح অর্থ– নিকটবর্তী করে দেওয়া হবে।

اَلْخُنَّسُ : ইসমে ফায়েল, ওয়াহেদ মুয়ান্নাছ, বাব ضَرَبَ ও نَصَرَ মাসদার خُنُوْسٌ ও خُنَّاسٌ মূলবর্ণ (خ – ن – س) জিনস صحيح অর্থ– পশ্চাদগামী, প্রত্যাবর্তনকারী। মাসদার : خَنَسٌ কোনো কোনো মুফাসসিরের মতে এর দ্বারা উদ্দেশ্য নক্ষত্র।

اَلْكُنَّسُ : اَلْكَنَّاسُ -এর বহুবচন। বাব ضَرَبَ ; كَنَّاسٌ অর্থ– হরিণ থাকার ঝোপ-ঝাড়। জঙ্গলে হরিণের আত্মগোপন। আয়াতে كُنَّسٌ দ্বারা উদ্দেশ্য অপ্রকাশ্য নক্ষত্র।

https://e-ilm.weebly.com/

عَسْعَسَ : সীগাহ واحد مذكر غائب বহছ ماضى مطلق معروف বাব بَعْثَرَ মাসদার عَسْعَسَةٌ মূলবর্ণ (ع - س - ع - س) জিনস مضاعف رباعى অর্থ– রাতের অন্ধকার দূর হয়, রাতের অবসান হয়।

تَنَفَّسَ : সীগাহ واحد مذكر غائب বহছ ماضى معروف বাব تَفَعُّلٌ মাসদার تَنَفُّسٌ মূলবর্ণ (ن - ف - س) জিনস صحيح অর্থ– শ্বাস নিয়েছে। শ্বাস গ্রহণ করা, হাঁফ ছাড়া। এখানে উদ্দেশ্য যখন উষার আবির্ভাব হয়।

اَمِيْنٌ : সীগাহ واحد مذكر বহছ اسم فاعل বাব اِفْعَالٌ মাসদার اَمْنٌ ও اِمَانَةٌ; মূলবর্ণ (ا – م – ن) জিনস مهموز فاء অর্থ– বিশ্বস্ত, বিশ্বাস ভাজন।

اَلْاُفُقُ : খোলা দিগন্তে। খোলা আকাশের এক প্রান্তে। বহুবচন– اِفَاقٌ আসে।

تَذْهَبُوْنَ : সীগাহ جمع مذكر حاضر বহছ مضارع معروف বাব فَتَحَ মাসদার ذِهَابٌ মূলবর্ণ (ذ - ه - ب) জিনস صحيح অর্থ– তোমরা যাবে।

يَسْتَقِيْمَ : সীগাহ واحد مذكر غائب বহছ مضارع معروف বাব اِسْتِفْعَالٌ মাসদার اِسْتِقَامَةٌ অর্থ– সোজা চলা।

مَكِيْنٌ : সিফাতে মুশাব্বাহ (যের বিশিষ্ট)। অর্থ– সম্মানিত, মর্যাদাবান। মাসদার كَوْنٌ অর্থ, হওয়া।

مُطَاعٍ : সীগাহ واحد مذكر বহছ اسم مفعول বাব اِفْعَالٌ মাসদার اِطَاعَةٌ মূলবর্ণ (ط – و – ع) জিনস اجوف واوى অর্থ– অনুসৃত। যাকে মান্য করা হয়। তার কথা প্রতিপালিত হয়।

ضَنِيْنٍ : সিফাতে মুশাব্বাহ। অর্থ : কৃপণ, লোভী, অপ্রফুল্ল। ضَنٌّ থেকে মুশতাক। যার অর্থ, কার্পণ্য করা, দিতে না চাওয়া, আবার কখনো ضَنٌّ -এর ব্যবহার হয় উৎকৃষ্ট জিনিসের ক্ষেত্রে কৃপণতা করা সম্পর্কে।

বাক্য বিশ্লেষণ :

وَمَا تَشَاءُوْنَ اِلَّا اَنْ يَّشَاءَ اللّٰهُ رَبُّ الْعٰلَمِيْنَ : এখানে واو টি আতেফা, আর مَا টি নাফিয়া تَشَاءُوْنَ ফে'ল, তার যমীর ফায়েল, اِلَّا হলো اداة حصر আর اَنْ ও তার পরে যা রয়েছে তা نصب بنزع الخافض -এর স্থলে হয়েছে। এখন جار এবং মাজরূর মিলে تَشَاءُوْنَ -এর সাথে متعلق হয়েছে। আর اَللّٰهُ শব্দটি ফায়েল এবং رَبُّ الْعٰلَمِيْنَ লো اَللّٰهُ শব্দ হতে بدل অথবা اَللّٰهُ শব্দ হতে সিফাত হয়েছে। –[ই'রাবুল কুরআন ৮ম খণ্ড, পৃ. ২৩৮]

https://e-ilm.weebly.com/

سُوْرَةُ الْاِنْفِطَارِ مَكِّيَّةٌ

সূরা ইনফিত্বার

মক্কায় অবতীর্ণ; আয়াত– ১৯, রুকূ'– ১

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ○

পরম করুণাময়, দয়ালু আল্লাহর নামে শুরু করছি।

১. যখন আসমান বিদীর্ণ হয়ে যাবে।	اِذَا السَّمَآءُ انْفَطَرَتْ ۝١
২. আর যখন নক্ষত্রগুলো খসে পড়বে।	وَاِذَا الْكَوَاكِبُ انْتَثَرَتْ ۝٢
৩. আর যখন সাগরসমূহ প্রবাহিত হয়ে পড়বে।	وَاِذَا الْبِحَارُ فُجِّرَتْ ۝٣
৪. আর যখন কবরসমূহ উৎখাত করা হবে।	وَاِذَا الْقُبُوْرُ بُعْثِرَتْ ۝٤
৫. তখন প্রত্যেকে জানবে, সে কি অগ্রে পাঠিয়েছে ও কী পশ্চাতে রেখে গেছে।	عَلِمَتْ نَفْسٌ مَّا قَدَّمَتْ وَاَخَّرَتْ ۝٥
৬. হে মানব! কোন বস্তু তোমাকে তোমার এমন দয়ালু প্রতিপালক সম্বন্ধে ভ্রমে ফেলে রেখেছে।	يٰۤاَيُّهَا الْاِنْسَانُ مَا غَرَّكَ بِرَبِّكَ الْكَرِيْمِ ۝٦
৭. যিনি তোমাকে সৃষ্টি করেছেন, অনন্তর তোমার অঙ্গ-প্রত্যঙ্গগুলো যথাযথভাবে গঠন করেছেন, তৎপর তোমাকে সুসামঞ্জস্যভাবে তৈরি করেছেন।	الَّذِىْ خَلَقَكَ فَسَوّٰىكَ فَعَدَلَكَ ۝٧
৮. যে আকৃতিতে তিনি ইচ্ছা করেছেন তোমাকে গঠন করেছেন।	فِىْۤ اَىِّ صُوْرَةٍ مَّا شَآءَ رَكَّبَكَ ۝٨

শাব্দিক অনুবাদ :

১. اِذَا السَّمَآءُ যখন অসমান انْفَطَرَتْ বিদীর্ণ হয়ে যাবে।

২. وَاِذَا الْكَوَاكِبُ আর যখন নক্ষত্রগুলো انْتَثَرَتْ খসে পড়বে।

৩. وَاِذَا الْبِحَارُ আর যখন সাগরসমূহ فُجِّرَتْ প্রবাহিত করা হবে।

৪. وَاِذَا الْقُبُوْرُ আর যখন কবরসমূহ بُعْثِرَتْ উৎখাত করা হবে।

৫. عَلِمَتْ نَفْسٌ তখন প্রত্যেকে জানবে مَّا قَدَّمَتْ সে কি অগ্রে পাঠিয়েছে وَاَخَّرَتْ ও কী পশ্চাতে রেখে গেছে।

৬. يٰۤاَيُّهَا الْاِنْسَانُ হে মানব! مَا غَرَّكَ কোন বস্তু তোমাকে ভ্রমে ফেলে রেখেছে بِرَبِّكَ الْكَرِيْمِ তোমার এমন দয়ালু প্রতিপালক সম্বন্ধে।

৭. الَّذِىْ خَلَقَكَ যিনি তোমাকে সৃষ্টি করেছেন فَسَوّٰىكَ অনন্তর তোমার অঙ্গ-প্রত্যঙ্গগুলো যথাযথভাবে গঠন করেছেন فَعَدَلَكَ অতঃপর তোমাকে সুসামঞ্জস্যভাবে তৈরি করেছেন।

৮. فِىْۤ اَىِّ صُوْرَةٍ যে আকৃতিতে مَّا شَآءَ তিনি ইচ্ছা করেছেন رَكَّبَكَ তোমাকে গঠন করেছেন।

https://e-ilm.weebly.com/

৯. না, কখনো নয়, বরং তোমরা প্রতিফলকেই অবিশ্বাস করেছ।	كَلَّا بَلْ تُكَذِّبُوْنَ بِالدِّيْنِ ﴿٩﴾
১০. আর তোমাদের উপর নিযুক্ত রয়েছে সংরক্ষক ফেরেশতাগণ।	وَاِنَّ عَلَيْكُمْ لَحٰفِظِيْنَ ﴿١٠﴾
১১. সম্মানিত লিখকগণ,	كِرَامًا كَاتِبِيْنَ ﴿١١﴾
১২. যারা তোমাদের সমস্ত কার্যকলাপ সম্পর্কে অবগত আছে।	يَعْلَمُوْنَ مَا تَفْعَلُوْنَ ﴿١٢﴾
১৩. নেককার লোকগণ নিশ্চয় সুখে থাকবে।	اِنَّ الْاَبْرَارَ لَفِيْ نَعِيْمٍ ﴿١٣﴾
১৪. আর বদকার লোক নিশ্চয় দোজখে থাকবে।	وَاِنَّ الْفُجَّارَ لَفِيْ جَحِيْمٍ ﴿١٤﴾
১৫. তারা প্রতিফল দিবসে তাতে প্রবেশ করবে।	يَّصْلَوْنَهَا يَوْمَ الدِّيْنِ ﴿١٥﴾
১৬. এবং তা হতে বহির্গত হবে না।	وَمَا هُمْ عَنْهَا بِغَآئِبِيْنَ ﴿١٦﴾
১৭. আর আপনার কী জানা আছে যে, সেই প্রতিফল দিবস কিরূপ?	وَمَاۤ اَدْرٰىكَ مَا يَوْمُ الدِّيْنِ ﴿١٧﴾
১৮. পুনরায় [বলছি] আপনার কি জানা আছে, সেই প্রতিফল দিবস কিরূপ?	ثُمَّ مَاۤ اَدْرٰىكَ مَا يَوْمُ الدِّيْنِ ﴿١٨﴾
১৯. তা এমন দিন, যেদিন কোনো ব্যক্তির পক্ষে কোনো ব্যক্তির উপকার করার কিছুমাত্র অধিকার চলবে না, আর সেদিন সমস্ত নির্দেশ একমাত্র আল্লাহরই হবে।	يَوْمَ لَا تَمْلِكُ نَفْسٌ لِّنَفْسٍ شَيْـًٔا ۭ وَالْاَمْرُ يَوْمَئِذٍ لِّلّٰهِ ﴿١٩﴾

শাব্দিক অনুবাদ :

৯. كَلَّا কখনো নয় بَلْ বরং تُكَذِّبُوْنَ তোমরা অবিশ্বাস কর بِالدِّيْنِ প্রতিফলকেই

১০. وَاِنَّ আর নিশ্চয় عَلَيْكُمْ তোমাদের উপর রয়েছে لَحٰفِظِيْنَ সংরক্ষক ফেরেশতাগণ।

১১. كِرَامًا সম্মানিত كَاتِبِيْنَ লিখকগণ

১২. يَعْلَمُوْنَ তারা অবগত আছে / জানে مَا تَفْعَلُوْنَ তোমাদের কৃতকর্ম / কার্যকলাপ সম্পর্কে / তোমরা যা কর, সে সম্পর্কে

১৩. اِنَّ الْاَبْرَارَ নিশ্চয় নেককার লোকগণ لَفِيْ نَعِيْمٍ সুখে থাকবে

১৪. وَاِنَّ الْفُجَّارَ আর নিশ্চয় বদকার লোকজন لَفِيْ جَحِيْمٍ দোজখে থাকবে

১৫. يَّصْلَوْنَهَا তারা তাতে প্রবেশ করবে يَوْمَ الدِّيْنِ প্রতিফল দিবসে

১৬. وَمَا هُمْ এবং তারা হবে না عَنْهَا তা হতে بِغَآئِبِيْنَ বহির্গত / অনুপস্থিত

১৭. وَمَاۤ اَدْرٰىكَ আর আপনার কী জানা আছে / আপনি কী জানেন مَا يَوْمُ الدِّيْنِ সেই প্রতিফল দিবস কিরূপ

১৮. ثُمَّ অতঃপর مَاۤ اَدْرٰىكَ আর আপনার কী জানা আছে / আপনি কী জানেন مَا يَوْمُ الدِّيْنِ সেই প্রতিফল দিবস কিরূপ।

১৯. يَوْمَ এমন এক দিন لَا تَمْلِكُ نَفْسٌ কোনো ব্যক্তি মালিক হবে না لِّنَفْسٍ অন্য কোনো ব্যক্তির জন্য شَيْـًٔا কোনো কিছুর وَالْاَمْرُ আর সমস্ত নির্দেশ يَوْمَئِذٍ সেদিন لِّلّٰهِ একমাত্র আল্লাহর জন্যই হবে

https://e-ilm.weebly.com/

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

সূরাটির নামকরণের কারণ : আলোচ্য সূরাটির নাম তার প্রথম আয়াতের শব্দ اِنْفَطَرَتْ হতে চয়ন করা হয়েছে। اِنْفَطَرَتْ শব্দটি اَلْاِنْفِطَارُ হতে নির্গত। اَلْاِنْفِطَارُ -এর অর্থ হলো ফেটে যাওয়া, দীর্ণ-বিদীর্ণ হওয়া। এ সূরায় আসমান বিদীর্ণ হওয়ার উল্লেখ থাকায় এ সূরাকে এরূপ নামকরণ করা হয়েছে। এতে ১৯ আয়াত ৮০ বাক্য এবং ১০৭টি অক্ষর রয়েছে। –[নূরুল কোরআন]

অবতীর্ণ হওয়ার সময়-কাল : এ সূরা এবং তার পূর্ববর্তী সূরা 'আত্-তাকভীর' -এর বিষয়বস্তুর মধ্যে মিল রয়েছে। অতএব, উভয় সূরা অবতীর্ণ হওয়ার সময়ও প্রায় কাছাকাছি হবে। অর্থাৎ নবী করীম ﷺ-এর মাক্কী জীবনের প্রাথমিক পর্যায়ে তা নাজিল হয়েছে। তবে এটি সূরা আন-নাযি'আতের পর অবতীর্ণ হয়।

সূরাটির বিষয়বস্তু ও মূলবক্তব্য : আলোচ্য সূরাটির মূলবক্তব্য হলো পরকাল। মুসনাদে আহমদ, তিরমিযী, ইবনুল মুনযির, তাবারানী, হাকিম ও ইবনে মারদুবিয়া বর্ণনা করেছেন। হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে ওমর (রা.) নবী করীম ﷺ হতে নিম্নোক্ত হাদীস উল্লেখ করেছেন।

"مَنْ سَرَّهٗ اَنْ يَّنْظُرَ اِلٰى يَوْمِ الْقِيَامَةِ رَاْىَ عَيْنٍ فَلْيَقْرَاْ اِذَا الشَّمْسُ كُوِّرَتْ وَ اِذَا السَّمَاۤءُ انْفَطَرَتْ وَ اِذَا السَّمَاۤءُ انْشَقَّتْ.

অর্থাৎ যে ব্যক্তি কিয়ামতের দিনকে প্রত্যক্ষভাবে দেখতে চায় সে যেন সূরা তাকভীর, ইনফিতার ও সূরা ইনশিক্বাক্ব পাঠ করে।

এ সূরায় কিয়ামতের চিত্র অঙ্কন করতে গিয়ে বলা হয়েছে যে, এ দিন যখন উপস্থিত হবে তখন প্রত্যেক ব্যক্তির সম্মুখে তার যাবতীয় কৃতকর্ম উপস্থিত হবে। অতঃপর মানুষের মধ্যে আত্মসম্বিত ফিরিয়ে আনার চেষ্টা করা হয়েছে। বুঝাতে চেষ্টা করা হয়েছে যে, যে মহান আল্লাহ তোমাকে জীবন দিয়েছেন, যাঁর ঐকান্তিক দয়া এবং অনুগ্রহে আজ তুমি সমগ্র সৃষ্টির মধ্যে উত্তম দেহ ও অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের অধিকারী হয়েছ, তাঁর সম্পর্কে এরূপ ধোঁকায় কেমন করে পড়লে যে, তিনি শুধু দয়া ও অনুগ্রহ-ই করেন, ইনসাফ ও সুবিচার করেন না। তিনি দয়া অনুগ্রহ করেন এটা ঠিক; তবে তার অর্থ এ নয় যে, তার সুবিচারকে তোমরা ভয় করবে না। এরপর মানুষকে কোনোরূপ ভুল ধারণায় নিমজ্জিত হতে নিষেধ করা হয়েছে।

يٰۤاَيُّهَا الْاِنْسَانُ مَا غَرَّكَ بِرَبِّكَ الْكَرِيْمِ [٦]

শানে নুযূল-১ : আলোচ্য আয়াত আবুল আসাদ বিন কালাদা আল্ জুমাহী এর সম্পর্কে নাজিল হয়েছে। হযরত ইবনে আব্বাস (রা.)-এর উদ্ধৃতিতে অনুরূপ এক বর্ণনা রয়েছে। –[কুরতুবী ২১৩/১৯]

শানে নুযূল -২ : আল্লামা বগভী কালবী ও মুকাতিল এর উদ্ধৃতি দিয়ে বর্ণনা করেন যে, তারা দু'জন বলেছেন, আলোচ্য আয়াত আস্ওয়াদ-বিন শরীক সম্পর্কে নাজিল হয়েছে। ঘটনা প্রবাহ হচ্ছে যে, সে নরাধম হযরত নবী করীম ﷺ-কে প্রহার করেছিল, কিন্তু তার পিছে ধাওয়া করা হয়নি। নরাধম শরীকের এ আচরণের প্রেক্ষাপটে আল্লাহ তা'আলা আলোচ্য আয়াত নাজিল করেন।

عَلِمَتْ نَفْسٌ مَّا قَدَّمَتْ وَاَخَّرَتْ : অর্থাৎ আকাশ বিদীর্ণ হওয়া, নক্ষত্রসমূহ ঝরে মিঠা ও লোনা সমুদ্র একাকার হয়ে যাওয়া, কবর থেকে মৃতদের বের হয়ে আসা ইত্যাকার কিয়ামতের ঘটনা যখন ঘটে যাবে, তখন প্রত্যেকেই জেনে নেবে সে কি অগ্রে প্রেরণ করেছে এবং কি পশ্চাতে ছেড়েছে। অগ্রে প্রেরণ করার এক অর্থ কাজ করা এবং পশ্চাতে ছাড়ার অর্থ কাজ না করা। সুতরাং কিয়ামতের দিন প্রত্যেকেই জেনে নেবে সে সৎ অসৎ কি কর্ম করেছে এবং সৎ অসৎ কি কর্ম করেনি। দ্বিতীয় অর্থ এরূপও হতে পরে যে, অগ্রে প্রেরণ করেছে মানে যে কর্ম সে নিজে করেছে এবং পশ্চাতে ছেড়েছে মানে যে কর্ম সে নিজে তো করেনি কিন্তু তার ভিত্তি ও প্রথা স্থাপন করে এসেছে। কাজটি সৎ হলে তার ছওয়াব সে পেতে থাকবে এবং অসৎ হলে তার গোনাহ্ আমলনামায় লিখিত হতে থাকবে। হাদীসে আছে, যে ব্যক্তি ইসলামে কোনো উত্তম সুন্নত ও নিয়ম চালু করে, সে তার ছওয়াব সব সময় পেতে থাকবে। পক্ষান্তরে যে ব্যক্তি কোনো কু-প্রথা অথবা পাপ কাজ চালু করে, যতদিন মানুষ এই পাপ কাজ করবে, ততদিন তার আমলনামায় এর গোনাহ লিখিত হতে থাকবে।

https://e-ilm.weebly.com/

يَاَيُّهَا الْاِنْسَانُ مَا غَرَّكَ : পূর্ববর্তী আয়াতসমূহে কিয়ামতের ভয়াবহ কাজ-কারবার উল্লিখিত হয়েছে। এই আয়াতে মানুষের সৃষ্টির প্রারম্ভিক পর্যায় উল্লেখ করা হয়েছে। এগুলো নিয়ে সামান্য চিন্তা-ভাবনা করলে মানুষ আল্লাহ্ ও রাসূল ﷺ -এর প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করতে পারত এবং তাঁদের নির্দেশাবলির চুল পরিমাণও বিরুদ্ধাচরণ করত না। কিন্তু মানুষ ভুল-ভ্রান্তিতে পড়ে আছে। তাই সাবধান করার উদ্দেশ্যে প্রশ্ন করা হয়েছে : হে মানুষ, তোমরা সূচনা ও পরিণামের এসব অবস্থা সামনে থাকা সত্ত্বেও তোমাকে কিসে বিভ্রান্ত করল যে, আল্লাহ্র নাফরমানি শুরু করেছ?

এখানে মানুষ সৃষ্টির প্রারম্ভিক পর্যায় প্রসঙ্গে বলা হয়েছে : خَلَقَكَ فَسَوّٰكَ অর্থাৎ আল্লাহ তোমাকে সৃষ্টি করেছেন, তদুপরি তোমার সমস্ত অঙ্গ-প্রত্যঙ্গকে সুবিন্যস্ত করেছেন। এরপর বলা হয়েছে فَعَدَلَكَ –অর্থাৎ তোমার অস্তিত্বকে বিশেষ সমতা দান করেছেন যা অন্য প্রাণীর মধ্যে নেই। মানবসৃষ্টিতে যদিও রক্ত, শ্লেষ্মা, অম্ল, পিত্ত ইত্যাদি পারস্পরবিরোধী উপকরণ শামিল রয়েছে কিন্তু আল্লাহর রহস্য, এগুলোর সমন্বয়ে একটি সুষম মেযাজ তৈরি করে দিয়েছে। এরপর তৃতীয় পর্যায়ে উল্লেখ করা হয়েছে :

فِىْ اَىِّ صُوْرَةٍ مَّا شَاۤءَ رَكَّبَكَ : অর্থাৎ আল্লাহ তা'আলা সব মানুষকে একই আকার-আকৃতিতে সৃষ্টি করেননি। এরূপ করলে পারস্পরিক স্বাতন্ত্র্য থাকত না। বরং তিনি কোটি কোটি মানুষের আকার-আকৃতি এমনভাবে গঠন করেছেন যে, পরস্পরের মধ্যে স্বাতন্ত্র্য ও পার্থক্য সুস্পষ্টভাবে ধরা পড়ে।

সৃষ্টির এসব প্রারম্ভিক পর্যায় বর্ণনার পর বলা হয়েছে : يَاَيُّهَا الْاِنْسَانُ مَا غَرَّكَ بِرَبِّكَ الْكَرِيْمِ- হে অনবধান মানব, যে পালনকর্তা তোমার মধ্যে এতসব গুণ গচ্ছিত রেখেছেন, তাঁর ব্যাপারে তুমি কিরূপে ধোঁকা খেলে যে, তাঁকে ভুলে গেছ এবং তাঁর নির্দেশাবলি অমান্য করছ? তোমার দেহের প্রতিটি গ্রন্থিই তো তোমাকে আল্লাহার কথা স্মরণ করিয়ে দেওয়ার জন্য যথেষ্ট ছিল। এমতাবস্থায় এই বিভ্রান্তি কিরূপে হলো? এখানে كَرِيْم –শব্দের মধ্যে ইঙ্গিত রয়েছে যে, মানুষের ধোঁকায় পড়ার কারণ এই যে, আল্লাহ মহানুভব। তিনি দয়া ও কৃপার কারণে মানুষের গোনাহের তাৎক্ষণিক শাস্তি দেন না, এমনকি তার রিজিক, স্বাস্থ্য ও পার্থিব সুখ-শান্তিতেও কোনো বিঘ্ন ঘটান না। এতেই মানুষ ধোঁকা খেয়ে গেছে। অথচ সামান্য বুদ্ধি খাটালে এই দয়া ও কৃপা বিভ্রান্তির কারণ হওয়ার পরিবর্তে পালনকর্তার অনুগ্রহের কাছে ঋণী হয়ে আরও বেশি আনুগত্যের কারণ হওয়া উচিত ছিল।

হযরত হাসান বসরী (র.) বলেন : كَمْ مِّنْ مَغْرُوْرٍ تَحْتَ السِّتْرِ وَهُوَ لَا يَشْعُرُ অর্থাৎ অনেক মানুষের দোষত্রুটি ও গোনাহের উপর আল্লাহ তা'আলা পর্দা ফেলে রেখেছেন, তাদেরকে লাঞ্ছিত করেননি। ফলে তারা আরও বেশি ধোঁকায় পড়ে গেছে।

عَلِمَتْ نَفْسٌ مَّا قَدَّمَتْ –আয়াতে যে কর্ম সামনে আসার কথা বলা হয়েছিল, আলোচ্য আয়াতে তারই শাস্তি ও প্রতিদান উল্লেখ করা হয়েছে। اِنَّ الْاَبْرَارَ لَفِىْ نَعِيْمٍ وَاِنَّ الْفُجَّارَ لَفِىْ جَحِيْمٍ : পূর্ববর্তী অর্থাৎ যারা সৎ কর্ম করত তারা নিয়ামতে তথা জান্নাতে থাকবে এবং অবাধ্য ও নাফরমানরা জাহান্নামে থাকবে।

وَمَاهُمْ عَنْهَا بِغَاۤئِبِيْنَ : অর্থাৎ জাহান্নামীরা কোনো সময় জাহান্নাম থেকে পৃথক হবে না। কারণ তাদের জন্য চিরকালীন আজাবের নির্দেশ আছে। لَا تَمْلِكُ نَفْسٌ لِّنَفْسٍ شَيْئًا –অর্থাৎ হাশরের ময়দানে কোনো ব্যক্তি নিজ ইচ্ছায় অন্যের কোনো উপকার করতে পারবে না এবং কারও কষ্ট লাঘবও করতে পারবে না। এতে সুপারিশ করবে না, এরূপ বোঝা যায় না। কেননা কারও সুপারিশ করা নিজ ইচ্ছায় হবে না, যে পর্যন্ত আল্লাহ্ কাউকে কারও সুপারিশ করার অনুমতি না দেন। তাই আল্লাহ তা'আলাই আসল আদেশের মালিক। তিনি স্বীয় কৃপায় কাউকে সুপারিশের অনুমতি দিলে এবং তা কবুল করলে তাও তাঁরই আদেশ হবে।

শব্দ বিশ্লেষণ :

اِنْفَطَرَتْ : সীগাহ واحد مؤنث غائب বহছ ماضى معروف বাব اِنْفِعَالٌ মাসদার اِنْفِطَارٌ মূলবর্ণ (ف – ط – ر) জিনস صحيح অর্থ– বিদীর্ণ হয়ে যাবে।

اِنْتَثَرَتْ : সীগাহ واحد مؤنث غائب বহছ ماضى معروف বাব اِفْتِعَالٌ মাসদার اِنْتِثَارٌ মূলবর্ণ (ن – ث – ر) জিনস صحيح অর্থ– খসে পড়বে।

https://e-ilm.weebly.com/

فُجِّرَتْ : সীগাহ واحد مؤنث غائب বহছ ماضى مجهول বাব تَفْعِيْل মাসদার تَفْجِيْرٌ মূলবর্ণ (ف – ج – ر) জিনস صحيح অর্থ– বেগে প্রবাহিত করা হবে।

بُعْثِرَتْ : সীগাহ واحد مؤنث غائب বহছ ماضى مجهول বাব رباعى مجرد মাসদার بَعْثَرَةٌ মূলবর্ণ (ب – ع – ث – ر) জিনস صحيح অর্থ– উঠানো হবে, উৎখাত করা হবে।

رَكَّبَكَ : সীগাহ واحد مذكر غائب বহছ ماضى معروف বাব تَفْعِيْل মাসদার تَرْكِيْب মূলবর্ণ (ر – ك – ب) জিনস صحيح অর্থ– তোমাকে গঠন করেছেন।

فُجَّارٌ : فَاجِرٌ-এর বহুবচন। মাসদার فُجُوْرٌ বাব نَصَرَ মূলবর্ণ (ف – ج – ر) জিনস صحيح অর্থ– খারাপ লোক, কাফের। পাপী দীনের পর্দা বিদীর্ণকারী, প্রকাশ্যে গোনাহকারী, হক থেকে দূরে গমনকারী।

جَحِيْم : সীগাহ فَعِيْل এর ওজনে فَاعِلٌ এর অর্থে। জাহান্নাম। দোজখ, প্রজ্জ্বলিত আগুন। মাসদার جَحْم আগুনকে খুব প্রজ্জ্বলিত করা। جَحِيْم শব্দটি এর থেকে নির্গত। ইমাম জুরাইজ বলেন, জাহান্নামের সাতটি স্তর রয়েছে। যথা, ১. জাহান্নাম ২. লাজা ৩. হুতামা ৪. সায়ির ৫. সাক্বার ৬. জাহিম ৭. হাভিয়াহ। (মা'আলিম : ৪/১০০)

يَصْلَوْنَهَا : সীগাহ جمع مذكر غائب বহছ مضارع معروف বাব سَمِعَ মাসদার صَلًى মূলবর্ণ (ص – ل – ى) জিনস ناقص يائى অর্থ– তাতে প্রবেশ করবে।

أَدْرٰى : সীগাহ واحد مذكر غائب বহছ ماضى معروف বাব إِفْعَالٌ মাসদার إِدْرَاءٌ মূলবর্ণ (د– ر – ى) জিনস ناقص يائى অর্থ– জানিয়েছে, খবর দিয়েছে।

تَمْلِكُ : সীগাহ واحد مؤنث غائب বহছ مضارع معروف বাব ضَرَبَ মাসদার مُلْكٌ মূলবর্ণ (م - ل - ك) জিনস صحيح; مِلْك এর অর্থ দুটি। এক. মালিক ও অভিভাবক হওয়া। দুই. ক্ষমতা পাওয়া, চাই নিজে মালিক হোক বা ওলী হোক বা না হোক। এখানে দ্বিতীয় অর্থ উদ্দেশ্য।

বাক্য বিশ্লেষণ :

إِنَّ الْاَبْرَارَ لَفِيْ نَعِيْمٍ وَاِنَّ الْفُجَّارَ لَفِيْ جَحِيْمٍ يَصْلَوْنَهَا يَوْمَ الدِّيْنِ : এখানে ان হরফে মুশাববাহ বিল ফে'ল الْاَبْرَارَ হলো ان اسم আর لَفِيْ-এর লাম টি হলো المزحلقة আর فِيْ نَعِيْمٍ হলো خبر ان আর وَاِنَّ الْفُجَّارَ لَفِيْ বাক্যটি পূরবর্তী বাক্যের উপর আতফ হয়েছে। আর يَصْلَوْنَهَا বাক্যটি لَفِيْ جَحِيْمٍ থেকে حال হয়েছে। يَصْلَوْنَ ফেল, তার যমীর ফায়েল আর هَا হলো مفعول به এবং يَوْمَ الدِّيْنِ টা يَصْلَوْنَهَا-এর সাথে ظرف متعلق হয়েছে। আবার يَصْلَوْنَهَا বাক্যটি جملة مستانفه ও হতে পারে। –[ই'রাবুল কুরআন ৮ম খণ্ড: পৃ. ২৪৪]

https://e-ilm.weebly.com/

سُوْرَةُ الْمُطَفِّفِيْنَ مَكِّيَّةٌ

সূরা মুতাফ্ফিফীন

মক্কায় অবতীর্ণ; আয়াত– ৩৬, রুকূ'– ১

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ○

পরম করুণাময়, দয়ালু আল্লাহর নামে শুরু করছি।

১. দুর্ভোগ তাদের জন্য, যারা মাপে কম দেয়।	وَيْلٌ لِّلْمُطَفِّفِيْنَ ﴿١﴾
২. যখন তারা মানুষের নিকট থেকে মেপে নেয় তখন পুরাপুরি নেয়।	الَّذِيْنَ اِذَا اكْتَالُوْا عَلَى النَّاسِ يَسْتَوْفُوْنَ ﴿٢﴾
৩. আর যখন তাদেরকে মেপে কিংবা ওজন করে দেয় তখন কম দেয়।	وَاِذَا كَالُوْهُمْ اَوْ وَّزَنُوْهُمْ يُخْسِرُوْنَ ﴿٣﴾
৪. তাদের কি এর বিশ্বাস নেই যে, তাদেরকে জীবিত করে উঠানো হবে।	اَلَا يَظُنُّ اُولٰٓئِكَ اَنَّهُمْ مَّبْعُوْثُوْنَ ﴿٤﴾
৫. এক অত্যন্ত কঠোর দিবসে।	لِيَوْمٍ عَظِيْمٍ ﴿٥﴾
৬. যে দিন সমস্ত মানুষ বিশ্বজগতের প্রতিপালকের সম্মুখে দণ্ডায়মান হবে।	يَّوْمَ يَقُوْمُ النَّاسُ لِرَبِّ الْعٰلَمِيْنَ ﴿٦﴾
৭. না, কখনো নয়, বদকার লোকদের আমলনামা সিজ্জীনের মধ্যে থাকবে।	كَلَّآ اِنَّ كِتٰبَ الْفُجَّارِ لَفِيْ سِجِّيْنٍ ﴿٧﴾
৮. আর আপনার কি জানা আছে যে, সিজ্জীনে রক্ষিত আমলনামা কী বস্তু।	وَمَآ اَدْرٰىكَ مَا سِجِّيْنٌ ﴿٨﴾

শাব্দিক অনুবাদ :

১. وَيْلٌ দুর্ভোগ لِّلْمُطَفِّفِيْنَ যারা মাপে কম দেয়।

২. اَلَّذِيْنَ যারা اِذَا যখন اكْتَالُوْا মেপে নেয় عَلَى النَّاسِ মানুষের নিকট থেকে يَسْتَوْفُوْنَ (তখন) তারা পুরাপুরি নেয়।

৩. وَاِذَا আর যখন كَالُوْهُمْ তারা তাদেরকে মেপে দেয় اَوْ وَّزَنُوْهُمْ কিংবা ওজন করে দেয় يُخْسِرُوْنَ তখন তারা কম দেয়।

৪. اَلَا يَظُنُّ اُولٰٓئِكَ তারা কী এ কথা বিশ্বাস করে না اَنَّهُمْ مَّبْعُوْثُوْنَ যে, তারা পুনরুত্থিত হবে।

৫. لِيَوْمٍ একটি দিবসে عَظِيْمٍ অত্যন্ত কঠোর।

৬. يَّوْمَ যে দিন يَقُوْمُ النَّاسُ সমস্ত মানুষ দণ্ডায়মান হবে لِرَبِّ الْعٰلَمِيْنَ বিশ্বজগতের প্রতিপালকের সম্মুখে।

৭. كَلَّآ কখনো নয় اِنَّ নিশ্চয় كِتٰبَ الْفُجَّارِ বদকার লোকদের আমলনামা لَفِيْ سِجِّيْنٍ সিজ্জীনের মধ্যে থাকবে।

৮. وَمَآ اَدْرٰىكَ আর আপনার কী জানা আছে / আপনি কী জানেন مَا سِجِّيْنٌ সিজ্জীন কী বস্তু।

https://e-ilm.weebly.com/

৯. তা একটি চিহ্নযুক্ত লিখিত কিতাব।	كِتٰبٌ مَّرْقُوْمٌ ﴿٩﴾
১০. সেদিন অবিশ্বাসীদের সর্বনাশ হবে।	وَيْلٌ يَّوْمَئِذٍ لِّلْمُكَذِّبِيْنَ ﴿١٠﴾
১১. যারা প্রতিফল দিবসকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করে।	الَّذِيْنَ يُكَذِّبُوْنَ بِيَوْمِ الدِّيْنِ ﴿١١﴾
১২. আর তাকে তো সেই লোকই মিথ্যা প্রতিপাদন করে যে সীমালঙ্ঘনকারী হয়, পাপী হয়।	وَمَا يُكَذِّبُ بِهٖۤ اِلَّا كُلُّ مُعْتَدٍ اَثِيْمٍ ﴿١٢﴾
১৩. যখন তার সম্মুখে আমার আয়াতগুলো পাঠ করা হয় তখন সে বলে এগুলো তো ভিত্তিহীন কথা– পূর্বকালীন লোকদের হতে বর্ণিত হয়ে আসছে।	اِذَا تُتْلٰى عَلَيْهِ اٰيٰتُنَا قَالَ اَسَاطِيْرُ الْاَوَّلِيْنَ ﴿١٣﴾
১৪. কখনো এরূপ নয়, বরং তাদের অন্তরসমূহে তাদের [গর্হিত] কার্যকলাপের মরিচা ধরেছে।	كَلَّا بَلْ ۜ رَانَ عَلٰى قُلُوْبِهِمْ مَّا كَانُوْا يَكْسِبُوْنَ ﴿١٤﴾
১৫. কখনো এরূপ নয়, এ সমস্ত লোক সেদিন তাদের প্রভু [এর দর্শন লাভ] হতে প্রতিরুদ্ধ থাকবে।	كَلَّاۤ اِنَّهُمْ عَنْ رَّبِّهِمْ يَوْمَئِذٍ لَّمَحْجُوْبُوْنَ ﴿١٥﴾
১৬. অনন্তর তারা দোজখে প্রবেশ করবে।	ثُمَّ اِنَّهُمْ لَصَالُوا الْجَحِيْمِ ﴿١٦﴾
১৭. অতঃপর বলা হবে, এটাই [সে দোজখ] যাকে তোমরা অবিশ্বাস করতে।	ثُمَّ يُقَالُ هٰذَا الَّذِيْ كُنْتُمْ بِهٖ تُكَذِّبُوْنَ ﴿١٧﴾
১৮. [এই কাফেররা যে, মুমিনদের প্রতিদান প্রাপ্ত হওয়াকে অবিশ্বাস করছে,] কখনো এরূপ নয়, নেককারদের আমলনামা ইল্লিয়্যীনের মধ্যে থাকবে।	كَلَّاۤ اِنَّ كِتٰبَ الْاَبْرَارِ لَفِيْ عِلِّيِّيْنَ ﴿١٨﴾

শাব্দিক অনুবাদ :

৯. كِتٰبٌ একটি কিতাব / আমলনামা مَّرْقُوْمٌ চিহ্নযুক্ত লিখিত।

১০. وَيْلٌ দুর্ভোগ يَّوْمَئِذٍ সেদিন لِّلْمُكَذِّبِيْنَ অবিশ্বাসীদের / অস্বীকারকারীদের জন্য।

১১. الَّذِيْنَ যারা يُكَذِّبُوْنَ মিথ্যা প্রতিপন্ন করে بِيَوْمِ الدِّيْنِ প্রতিফল দিবসকে।

১২. وَمَا يُكَذِّبُ আর মিথ্যা প্রতিপন্ন করে না بِهٖ তাকে اِلَّا তবে করে كُلُّ প্রত্যেক مُعْتَدٍ সীমালঙ্ঘনকারী اَثِيْمٍ পাপী।

১৩. اِذَا تُتْلٰى যখন পাঠ করা হয় عَلَيْهِ তার সম্মুখে اٰيٰتُنَا আমার আয়াতগুলো قَالَ তখন সে বলে اَسَاطِيْرُ (এগুলো তো) ভিত্তিহীন কথা / কল্পকাহিনী الْاَوَّلِيْنَ পূর্বকালীন লোকদের।

১৪. كَلَّا بَلْ কখনো এরূপ নয়, বরং رَانَ মরিচা ধরেছে عَلٰى قُلُوْبِهِمْ তাদের অন্তরসমূহে مَّا كَانُوْا يَكْسِبُوْنَ তাদের অর্জিত বিষয়ের (কৃতকর্মের) / তারা যা অর্জন করে,তার।

১৫. كَلَّا কখনো নয় اِنَّهُمْ এ সমস্ত লোক / তারা عَنْ رَّبِّهِمْ তাদের প্রতিপালক থেকে يَوْمَئِذٍ সেদিন لَّمَحْجُوْبُوْنَ প্রতিরুদ্ধ থাকবে / তাদেরকে আড়ালে রাখা হবে

১৬. ثُمَّ اِنَّهُمْ অনন্তর তারা لَصَالُوا প্রবেশ করবে الْجَحِيْمِ দোজখে

১৭. ثُمَّ يُقَالُ অতঃপর বলা হবে هٰذَا الَّذِيْ এটাই সে জিনিস كُنْتُمْ بِهٖ تُكَذِّبُوْنَ যাকে তোমরা অবিশ্বাস করতে।

১৮. كَلَّا কখনো নয় اِنَّ নিশ্চয় كِتٰبَ আমলনামা الْاَبْرَارِ নেককারদের لَفِيْ عِلِّيِّيْنَ ইল্লিয়্যীনের মধ্যে থাকবে।

https://e-ilm.weebly.com/

১৯. আপনার কি জানা আছে যে, ইল্লিয়্যীন [রক্ষিত আমলনামা] কি বস্তু?	وَمَآ أَدْرَىٰكَ مَا عِلِّيُّونَ ﴿١٩﴾
২০. তা একটি চিহ্নিত লিখিত কিতাব।	كِتَٰبٌ مَّرْقُومٌ ﴿٢٠﴾
২১. যা নৈকট্যপ্রাপ্ত ফেরেশতাগণ [আগ্রহের সাথে] দর্শন করে থাকেন।	يَشْهَدُهُ ٱلْمُقَرَّبُونَ ﴿٢١﴾
২২. নেককারগণ অত্যন্ত আরামে থাকবে।	إِنَّ ٱلْأَبْرَارَ لَفِى نَعِيمٍ ﴿٢٢﴾
২৩. তারা পালঙ্কসমূহের উপর [বসে বেহেশতের সুখপ্রদ চমৎকার আসবাবসমূহ] দেখতে থাকবে।	عَلَى ٱلْأَرَآئِكِ يَنظُرُونَ ﴿٢٣﴾
২৪. [হে শ্রোতা!] তুমি তাদের মুখমণ্ডলে সুখের পরিচয় পাবে।	تَعْرِفُ فِى وُجُوهِهِمْ نَضْرَةَ ٱلنَّعِيمِ ﴿٢٤﴾
২৫. আর তাদেরকে সীল-মোহরযুক্ত বিশুদ্ধ শরাব হতে পান করানো হবে।	يُسْقَوْنَ مِن رَّحِيقٍ مَّخْتُومٍ ﴿٢٥﴾
২৬. যাতে কস্তুরীর সীল মোহর হবে,আর এরূপ বস্তুর প্রতিই লালসাকারীদের লালসা করা উচিত।	خِتَٰمُهُۥ مِسْكٌ ۚ وَفِى ذَٰلِكَ فَلْيَتَنَافَسِ ٱلْمُتَنَٰفِسُونَ ﴿٢٦﴾
২৭. আর তার সংমিশ্রণ 'তাসনীম' [নামক ঝরনার পানি] দ্বারা হবে।	وَمِزَاجُهُۥ مِن تَسْنِيمٍ ﴿٢٧﴾
২৮. অর্থাৎ এমন এক ঝরণা যা হতে নৈকট্যপ্রাপ্তগণ পান করবে।	عَيْنًا يَشْرَبُ بِهَا ٱلْمُقَرَّبُونَ ﴿٢٨﴾

শাব্দিক অনুবাদ :

১৯. وَمَآ أَدْرَىٰكَ আর আপনার কী জানা আছে / আপনি কী জানেন مَا عِلِّيُّونَ ইল্লিয়্যূন কী

২০. كِتَٰبٌ একটি আমলনামা, কিতাব مَّرْقُومٌ লিখিত চিহ্নিত

২১. يَشْهَدُهُ তা দর্শন করে থাকেন ٱلْمُقَرَّبُونَ নৈকট্যপ্রাপ্ত ফেরেশতাগণ

২২. إِنَّ ٱلْأَبْرَارَ নিশ্চয় নেককারগণ لَفِى نَعِيمٍ আরামে থাকবে

২৩. عَلَى ٱلْأَرَآئِكِ পালঙ্কসমূহের উপর (বসে) يَنظُرُونَ তারা দেখতে থাকবে

২৪. تَعْرِفُ তুমি চিনতে পারবে فِى وُجُوهِهِمْ তাদের মুখমণ্ডলে نَضْرَةَ ٱلنَّعِيمِ সুখের সজীবতা / দীপ্তি, সুখের পরিচয়।

২৫. يُسْقَوْنَ আর তাদেরকে পান করানো হবে مِن رَّحِيقٍ বিশুদ্ধ শরাব হতে مَّخْتُومٍ সীল-মোহরযুক্ত

২৬. خِتَٰمُهُۥ তার সীল মোহর হবে مِسْكٌ কস্তুরীর وَفِى ذَٰلِكَ আর এর প্রতিই فَلْيَتَنَافَسِ লালসা করা উচিত ٱلْمُتَنَٰفِسُونَ লালসাকারীদের

২৭. وَمِزَاجُهُۥ আর তার সংমিশ্রণ হবে مِن تَسْنِيمٍ 'তাসনীম' দ্বারা।

২৮. عَيْنًا এমন এক ঝরণা يَشْرَبُ بِهَا যা হতে পান করবে ٱلْمُقَرَّبُونَ নৈকট্যপ্রাপ্তগণ ।

https://e-ilm.weebly.com/

২৯. [আর] যারা অপরাধী ছিল, তারা [দুনিয়ায়] মুমিনদের কে নিয়ে উপহাস করত।	اِنَّ الَّذِيْنَ اَجْرَمُوْا كَانُوْا مِنَ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا يَضْحَكُوْنَ ﴿٢٩﴾
৩০. আর যখন তারা [কাফেররা] তাদের সম্মুখ দিয়ে গমন করত, তখন তারা পরস্পর চোখ টেপাটেপি করত [অর্থাৎ অবজ্ঞার ভাব দেখাত]।	وَاِذَا مَرُّوْا بِهِمْ يَتَغَامَزُوْنَ ﴿٣٠﴾
৩১. আর যখন তারা নিজেদের গৃহে ফিরে যেত, তখন [ও মুমিনদের আলোচনা করে নিজেদের মধ্যে] হাসিঠাট্টা করে ফিরত।	وَاِذَا انْقَلَبُوْٓا اِلٰٓى اَهْلِهِمُ انْقَلَبُوْا فَكِهِيْنَ ﴿٣١﴾
৩২. আর যখন তাদেরকে দেখত, তখন এরূপ বলাবলি করত যে, নিশ্চয় তারা ভ্রান্তিতে আছে।	وَاِذَا رَاَوْهُمْ قَالُوْٓا اِنَّ هٰٓؤُلَآءِ لَضَآلُّوْنَ ﴿٣٢﴾
৩৩. অথচ তারা তাদের উপর সংরক্ষকরূপে প্রেরিত হয়নি।	وَمَآ اُرْسِلُوْا عَلَيْهِمْ حٰفِظِيْنَ ﴿٣٣﴾
৩৪. সুতরাং আজ মুমিনগণ কাফেরদের প্রতি উপহাস করতে থাকবে।	فَالْيَوْمَ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا مِنَ الْكُفَّارِ يَضْحَكُوْنَ ﴿٣٤﴾
৩৫. পালঙ্কের উপর [বসে তাদের অবস্থা] দেখতে থাকবে।	عَلَى الْاَرَآئِكِ يَنْظُرُوْنَ ﴿٣٥﴾
৩৬. বাস্তবিকই কাফেরদেরকে তাদের কৃতকর্মের যথাযথ প্রতিদান দেওয়া হয়েছে তো ?	هَلْ ثُوِّبَ الْكُفَّارُ مَا كَانُوْا يَفْعَلُوْنَ ﴿٣٦﴾

শাব্দিক অনুবাদ :

২৯. اِنَّ الَّذِيْنَ নিশ্চয় যারা اَجْرَمُوْا অপরাধ করেছে كَانُوْا مِنَ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا তারা মুমিনদের নিয়ে করত يَضْحَكُوْنَ উপহাস/হাসি-তামাশা।

৩০. وَاِذَا مَرُّوْا আর যখন তারা গমন করত بِهِمْ তাদের সম্মুখ/পাশ দিয়ে يَتَغَامَزُوْنَ (তখন) তারা পরস্পর চোখ টেপাটেপি করত।

৩১. وَاِذَا আর যখন انْقَلَبُوْٓا তারা ফিরে আসত/যেত اِلٰٓى اَهْلِهِمُ নিজেদের গৃহে/পরিবারের কাছে, انْقَلَبُوْا فَكِهِيْنَ তখন [ও মুমিনদের আলোচনা করে নিজেদের মধ্যে] হাসিঠাট্টা করে ফিরত।

৩২. وَاِذَا আর যখন رَاَوْهُمْ তারা তাদেরকে দেখত قَالُوْٓا (তখন) তারা বলাবলি করত اِنَّ هٰٓؤُلَآءِ নিশ্চয় তারা لَضَآلُّوْنَ মহা ভ্রান্তিতে আছে।

৩৩. وَمَآ اُرْسِلُوْا অথচ তাদেরকে প্রেরণ করা হয়নি عَلَيْهِمْ তাদের উপর/জন্য حٰفِظِيْنَ সংরক্ষকরূপে/ তত্ত্বাবধায়ক হিসেবে

৩৪. فَالْيَوْمَ সুতরাং আজ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا যারা ঈমান এনেছে,তারা مِنَ الْكُفَّارِ কাফেরদেরকে يَضْحَكُوْنَ উপহাস করতে থাকবে / করবে।

৩৫. عَلَى الْاَرَآئِكِ পালঙ্কের উপর (বসে বসে) يَنْظُرُوْنَ তারা দেখতে থাকবে / দেখবে

৩৬. هَلْ ثُوِّبَ প্রতিদান দেওয়া হয়েছে তো الْكُفَّارُ কাফেরদেরকে مَا كَانُوْا يَفْعَلُوْنَ তাদের কৃতকর্মের

https://e-ilm.weebly.com/

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

সূরাটির নামকরণের কারণ : এ সূরার নামটি প্রথম আয়াতের لِلْمُطَفِّفِيْنَ শব্দ হতে গ্রহণ করা হয়েছে।

কারো মতে তাৃফিফ অর্থ কম করা, ওজনে কম দেওয়া, অঙ্গীকার ভঙ্গ করা, অবিচার করা, আমানতে খেয়ানত করা প্রভৃতি। যেহেতু অত্র সূরাতে যে সকল লোক ওজনে কমবেশি করে মানুষকে প্রতারিত করে, তাদের পরিণাম সম্পর্কিত বর্ণনা রয়েছে। তাই সূরার নাম মুত্বাফ্ফিফীন রাখা হয়েছে। এতে ৩৬টি আয়াত, ১৬৯টি বাক্য এবং ৭৩০টি অক্ষর রয়েছে।

সূরাটি নাজিলের সময়কাল : এ সূরাটি নাজিল হওয়ার সময় ও স্থান সম্পর্কে মতপার্থক্য রয়েছে। একদল তাফসীরকারের মতে এটা মক্কায় অবতীর্ণ হয়েছে। আরেক দলের মতে এটা মদীনায় অবতীর্ণ হয়েছে। কেউ কেউ এরূপ অভিমত প্রকাশ করেন যে, এটা মদীনায় হিজরতের পথে অবতীর্ণ হয়েছে। এ অভিমতও পাওয়া যায় যে, ২৯ নং আয়াত হতে শেষ পর্যন্ত মক্কায় অবতীর্ণ হয়েছে। কতেকের মতে ১৩ নং আয়াত হতে শেষ পর্যন্ত মক্কায় অবতীর্ণ এবং ১-১২ আয়াত মদীনায় অবতীর্ণ হয়েছে।

সারকথা হচ্ছে– কুরআনের কোনো আয়াতকে বিষয় ও ঘটনার সাথে সঙ্গতিপূর্ণ মনে করলেই সাহাবী ও তাবেঈনগণ বলতেন এটা অমুক ব্যাপারে অবতীর্ণ। যদিও একে উপলক্ষ করে অবতীর্ণ না-ও হতো। যারা এ সূরাটি মাদানী বলে অভিমত রেখেছেন, তারা হযরত ইবনে আব্বাস (রা.)-এর একটি বর্ণনা দ্বারা দলিল পেশ করেন। যেমন শানে নুযূলে উল্লিখিত হয়েছে; কিন্তু সে বর্ণনা দ্বারা এটাই প্রমাণিত হয় যে, এ আয়াতের বক্তব্য জানতে পেরে মদীনার লোকগণ পরিমাপে কারচুপি করার বদ অভ্যাসকে বর্জন করেন। এটা দ্বারা এ সূরা মদীনায়ই অবতীর্ণ হয়েছে বলে প্রমাণ হয় না। যে অভ্যাসটির কথা বলা হয়েছে তা যেমন মদীনার লোকদের মধ্যে ছিল অনুরূপ কমবেশি মক্কার লোকদের মধ্যেও পাওয়া যেত। অতএব, সূরার বিষয়বস্তু প্রমাণ দেয় যে, এ সূরা মক্কায় অবতীর্ণ। কোনো কোনো তাফসীরকার একে মক্কায় অবতীর্ণ সর্বশেষ সূরা বলে অভিমত ব্যক্ত করেছেন।

সূরাটির আলোচ্য বিষয় ও মূলবক্তব্য : সূরাটির মূল আলোচ্য বিষয় পরকাল। প্রথম ছয়টি আয়াতে ব্যবসা-বাণিজ্যে লিপ্ত লোকদের মধ্যে সাধারণ ও ব্যাপকভাবে অবস্থিত বে-ঈমানীর তীব্র সমালোচনা করা হয়েছে। তারা অন্যদের নিকট হতে গ্রহণ কালে পুরামাত্রায় মেপে ও ওজন করে গ্রহণ করত, কিন্তু অন্যদের দেওয়ার সময় ওজন ও পরিমাপে প্রত্যেককে কিছু কম অবশ্যই দিত। বর্তমান সূরায় প্রাথমিক ছয়টি আয়াতে এর-ই প্রতিবাদ, মন্দতা ও বীভৎসতা বর্ণিত হয়েছে। তদানীন্তন সমাজের অসংখ্য প্রকার দোষ-ত্রুটির মধ্যে এটা ছিল একটি অত্যন্ত মন্দ দোষ। একে দৃষ্টান্ত স্বরূপ উল্লেখ করে বলা হয়েছে যে, পরকাল সম্পর্কে উদাসীনতা ও উপেক্ষা এর মূল কারণ। একদিন অবশ্যই আল্লাহর সম্মুখে হাজির হতে হবে এবং কড়া-ক্রান্তি হিসাব দিতে হবে। এ বিশ্বাস যতক্ষণ পর্যন্ত মানুষের হৃদয় মনে দৃঢ়মূল না হবে, ততক্ষণ পর্যন্ত কোনো লোকের পক্ষেই বৈষয়িক কাজকর্মে সততা ও বিশ্বস্ততা রক্ষা করে চলা কিছুতেই সম্ভবপর হতে পারে না। সততা ও বিশ্বস্ততাকে কেউ ভালো পলিসি' মনে করে ছোটখাটো ব্যাপারে এটা পালন করলেও করতে পারে এটা বিচিত্র নয়; সে-ই যখন অন্য কোনো ক্ষেত্রে বেঈমানী ও দুর্নীতিকে ভালো পালিসি মনে করবে, তখন তার পক্ষে সততা রক্ষা করা সম্ভব হতে পারে না। বস্তুত মানুষের চরিত্রে স্থায়ী বিশ্বস্ততা ও সততা কেবলমাত্র আল্লাহর ভয় ও পরকালের প্রত্যয়ের ফলেই আসতে পারে। কেননা এরূপ অবস্থায় সততা ও বিশ্বস্ততা কোনো পলিসি নয়, ঐকান্তিক মানসিক কর্তব্য হয়ে দাঁড়ায়। এর উপর স্থায়ী অবিচল হয়ে দাঁড়িয়ে থাকা পৃথিবীতে এ নীতি সুবিধাজনক বা অসুবিধাজনক হওয়ার উপর নির্ভরশীল নয়; বরং পরকালের ভালো ও মন্দের চিন্তাই এ ব্যাপারে তাতে প্রভাবিত করে। মোটকথা, পরকাল বিশ্বাস ও নৈতিক চরিত্র যে পরস্পর ওতপ্রোতভাবে জড়িত তাই এখানে মর্মস্পর্শী ভাষায় ব্যক্ত করা হয়েছে। অতঃপর ৭-১৭ পর্যন্ত আয়াতে বলা হয়েছে যে, পাপী লোকদের আমলনামা প্রথমেই অপরাধ প্রবণ লোকদের খাতায় লিখিত হচ্ছে এবং পরকালে তাদেরকে ভয়াবহ ধ্বংসের সম্মুখীন হতে হবে।

এরপর ১৮-২৮ পর্যন্ত আয়াতে সৎলোকদের অতীত উত্তম পরিণতির কথা বলা হয়েছে। সে সাথে এ কথাও বলে দেওয়া হয়েছে যে, তাদের আমলনামা উচ্চ মর্যাদা সম্পন্ন লোকদের খাতায় লিপিবদ্ধ হচ্ছে।

পরিশেষে সৎ ও ভালো লোকদের সুখ-শান্তি আলোচনা করা হয়েছে এবং কাফেরদের কটাক্ষ ও ঠাট্টা-বিদ্রূপের জন্য তাদেরকে সান্ত্বনা দিয়ে কাফেরদেরকে সতর্ক করে দেওয়া হয়েছে।

সূরাটির ফজিলত :" হাদীস শরীফে বর্ণিত আছে যে, যে ব্যক্তি সূরা আল-মুত্বাফ্ফিফীন তেলাওয়াত করবে, কিয়ামতের দিন আল্লাহ তা'আলা তাকে সংরক্ষিত পানীয় পান করাবেন।

https://e-ilm.weebly.com/

وَيْلٌ لِّلْمُطَفِّفِيْنَ [١]

শানে নুযূল-১ : নাসায়ী ও ইবনে মাজাহ্ প্রমুখ হযরত ইবনে আব্বাস (রা.)-এর উদ্ধৃতি দিয়ে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন, হযরত নবী করীম ﷺ যখন হিজরত করে মদীনায় চলে আসেন, তৎকালে মদীনাবাসী মাপের দিক দিয়ে সর্বাপেক্ষা নিকৃষ্ট শ্রেণির লোক ছিল। তাদের সে চরিত্রের প্রতি ঘৃণা স্বরূপ আল্লাহ তা'আলা আলোচ্য আয়াত নাজিল করেন। –[দুররে মানছূর ২২৩/৬, ইবনে কাছীর ৪৮৩/৪, কুরতুবী ২১৮/১৯]

শানে নুযূল-২ : হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) হতে অপর এক বর্ণনা রয়েছে যে, তিনি বলেন, মদীনায় এক শ্রেণির লোক ছিল, যারা কোনো বস্তু ক্রয় করতে হলে পুরোপুরিভাবে মেপে নিত, তবে যখন বিক্রি করত, তখন তারা মাপে কম প্রদান করত। মাপে বেশি নেওয়া এবং কম দেওয়ার ভয়াবহ পরিণতি সম্পর্কে বর্ণনা দিয়ে আল্লাহ তা'আলা আলোচ্য আয়াত নাজিল করেন।

শানে নুযূল-৩ : হযরত আবূ হুরায়রা (রা.) হতে বর্ণিত যে, আলোচ্য আয়াত আবূ জুহাইনা নামে পরিচিত এক ব্যক্তি সম্পর্কে নাজিল হয়েছে। তার নাম হচ্ছে আমর। মাপের জন্যে তার দু'ধরনের সা' (মাপ যন্ত্র) ছিল, একটি দ্বারা মেপে নিত তারা, অতঃপর অপরটি দ্বারা প্রদান করত। মাপে বেশি নেওয়া কম দেওয়ার ভয়াবহতা বর্ণনা করে আল্লাহ তা'আলা আলোচ্য আয়াত নাজিল করেন। –[কুরতুবী ২১৮/১৯]

হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে মসউদ (রা.)-এর মতে মক্কায় অবতীর্ণ এবং হযরত ইবনে আব্বাস, কাতাদাহ (রা.) মুকাতিল ও যাহ্হাক (র.)-এর মতে এই সূরাটি মদীনায় অবতীর্ণ কিন্তু মাত্র আটটি আয়াত মক্কায় অবতীর্ণ। ইমাম নাসায়ী (র.) হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) থেকে বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ যখন মদীনায় তশরিফ আনেন, তখন মদীনাবাসীদের সাধারণ কাজ-কারবার 'কায়ল' তথা মাপের মাধ্যমে সম্পন্ন হতো। তারা এ ব্যাপারে চুরি করা ও কম মাপায় খুবই অভ্যস্ত ছিল। এর পরিপ্রেক্ষিতে সূরা তাত্বফীফ্ অবতীর্ণ হয়। হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) আরও বর্ণনা করেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ মদীনায় পৌছার পর সর্বপ্রথম এই সূরা অবতীর্ণ হয়। কারণ মদীনাবাসীদের মধ্যে তখন এ বিষয়ের ব্যাপক প্রচলন ছিল যে, তারা নিজেরা কারও কাছ থেকে সওদা নেওয়ার সময় পূর্ণমাত্রায় গ্রহণ করত এবং অন্যের কাছে বিক্রি করার সময় মাপে কম দিত। এই সূরা নাজিল হওয়ার পর তারা এই বদ-অভ্যাস থেকে বিরত হয় এবং এমন বিরত হয় যে, আজ পর্যন্ত তাদের এই সুখ্যাতি সর্বজনবিদিত। –[মাযহারী]

وَيْلٌ لِّلْمُطَفِّفِيْنَ : تَطْفِيْف -এর অর্থ মাপে কম করা। যে এরূপ করে, তাকে বলা হয় مُطَفِّف -কুরআনের এই আয়াত থেকে প্রমাণিত হয় যে, মাপে কম করা হারাম।

تَطْفِيْف -কেবল মাপে কম করার মধ্যেই সীমিত নয় বরং যে কোনো ব্যাপারে প্রাপককে প্রাপ্য থেকে কম দেওয়াও تَطْفِيْف -এর অন্তর্ভুক্ত : কুরআন ও হাদীসে মাপ ও ওজনে কম করাকে হারাম করা হয়েছে। সাধারণভাবে কাজ-কারবারে লেনদেনে এই দুই উপায়েই সম্পন্ন হয় এবং প্রাপকের প্রাপ্য আদায় হলো কি না, তা এই দুই উপায়েই নির্ণীত হয়। প্রত্যেক প্রাপকের প্রাপ্য পূর্ণমাত্রায় দেওয়াই যে এর উদ্দেশ্য, একথা বলাই বাহুল্য। অতএব বোঝা গেল যে, এটা শুধু মাপ ও ওজনের মধ্যেই সীমিত থাকবে না; বরং মাপ ও ওজনের মাধ্যমে হোক, গণনার মাধ্যমে হোক অথবা অন্য যে কোনো পন্থায় প্রাপককে তার প্রাপ্য কম দিলে তা تَطْفِيْف -এর অন্তর্ভুক্ত হয়ে হারাম হবে।

মুয়াত্তা ইমাম মালেকে আছে, হযরত ওমর (রা.) জনৈক ব্যক্তিকে দেখলেন যে, সে নামাজের রুকূ-সেজদা ইত্যাদি ঠিকমতো করে না এবং দ্রুত নামাজ শেষ করে দেয়। তিনি তাকে বললেন : لَقَدْ طَفَّفْتَ -অর্থাৎ তুমি আল্লাহ্র প্রাপ্য আদায়ে تَطْفِيْف করেছ। এই উক্ত উদ্ধৃত করে হযরত ইমাম মালেক (র.) বলেন : لِكُلِّ شَيْءٍ وَفَاءٌ وَتَطْفِيْفٌ অর্থাৎ প্রত্যেক বস্তুর মধ্যে পূর্ণমাত্রায় দেওয়া ও কম করা আছে, এমনকি নামাজ ও অজুর মধ্যেও। এমনিভাবে যে ব্যক্তি আল্লাহর অন্যান্য হক ও ইবাদতে এবং বান্দার নির্দিষ্ট হকে ত্রুটি ও কম করে, সেও تَطْفِيْف -এর অপরাধে অপরাধী। মজুর, কর্মচারী যতটুকু সময় কাজ করার চুক্তি করে, তাতে কম করাও অন্যায় এবং প্রচলিত নিয়মের বরখেলাফ, কাজে অলসতা করাও নাজায়েজ। এসব ব্যাপারে সাধারণ লোক, এমনকি আলিমদের মধ্যেও অমনযোগিতা পরিদৃষ্ট হয়। তারা চাকুরীর কর্তব্যে ত্রুটি করাকে পাপই গণ্য করে না।

হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা.) বর্ণিত হাদীসে রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন : خَمْسٌ بِخَمْسٍ -অর্থাৎ পাঁচটি গোনাহের শাস্তি পাঁচটি–১. যে ব্যক্তি অঙ্গীকার ভঙ্গ করে, আল্লাহ্ তার উপর শত্রুকে প্রবল ও জয়ী করে দেন। ২. যে জাতি আল্লাহ্র আইন পরিত্যাগ করে অন্যান্য আইন অনুযায়ী ফয়সালা করে, তাদের মধ্যে দারিদ্র্য ও অভাব-অনটন ব্যাপক আকার ধারণ

https://e-ilm.weebly.com/

করে। ৩. যে জাতির মধ্যে অশ্লীলতা ও ব্যভিচারে ব্যাপক হয়ে যায়, আল্লাহ তাদের উপর প্লেগ ও অন্যান্য মহামারী চাপিয়ে দেন। ৪. যারা মাপ ও ওজনে কম করে, আল্লাহ তাদেরকে দুর্ভিক্ষের সাজা দেন। ৫. যারা জাকাত আদায় করে না, আল্লাহ তাদেরকে বৃষ্টি থেকে বঞ্চিত করে দেন। –[কুরতুবী]

তাবারানীর এক রেওয়ায়েতে রাসূলুল্লাহ ﷺ আরও বলেন : যে জাতির মধ্যে যুদ্ধলব্ধ সম্পদ চুরি প্রচলিত হয়ে যায়, আল্লাহ তাদের অন্তরে শত্রুর ভয়ভীতি চাপিয়ে দেন, যে জাতির মধ্যে সুদের প্রচলন হয়ে যায়, তাদের মধ্যে মৃত্যুর প্রাচুর্য দেখা দেয়, যে জাতি মাপ ও ওজনে কম করে, আল্লাহ তাদের রিজিক বন্ধ করে দেন, যে জাতি ন্যায়ের বিপরীতে ফয়সালা করে, তাদের মধ্যে হত্যা ও খুন-খারাবি ব্যাপক হয়ে যায় এবং যারা চুক্তির ব্যাপারে বিশ্বাসঘাতকতা করে, আল্লাহ তাদের উপর শত্রুকে প্রবল করে দেন। –[মাযহারী]

দারিদ্র্য, দুর্ভিক্ষ ও রিজিক বন্ধ করার বিভিন্ন উপায় : হাদীসে বর্ণিত রিজিক বন্ধ করা কয়েক উপায়ে হতে পারে–১. রিজিক থেকে সম্পূর্ণ বঞ্চিত করে, ২. রিজিক মওজুদ আছে কিন্তু তা খেতে পারে না কিংবা ব্যবহার করতে পারে না; যেমন আজকাল অনেক অসুখ-বিসুখে এরূপ হতে দেখা যায় এবং এটা বর্তমান যুগে খুবই ব্যাপক। এমনিভাবে দুর্ভিক্ষ কয়েক প্রকারে হতে পারে–১. প্রয়োজনীয় দ্রব্যসামগ্রী দুষ্প্রাপ্য হয়ে গেলে এবং ২. দ্রব্যসামগ্রী প্রচুর পরিমাণে বিদ্যমান থাকা সত্ত্বেও দ্রব্যমূল্য ক্রয়ক্ষমতার বাইরে চলে গেলে। আজকাল অধিকাংশ জিনিসপত্রে এটাই প্রত্যক্ষ করা হচ্ছে। হাদীসে বর্ণিত দারিদ্র্যের অর্থও কেবল টাকা-পয়সা এবং প্রয়োজনীয় আসবাবপত্র না থাকা নয়; বরং দারিদ্র্যের আসল অর্থ পরমুখাপেক্ষিতা ও অভাব-অনটন। প্রত্যেক ব্যক্তি তার কাজ-কারবারে অপরের প্রতি যতবেশি মুখাপেক্ষী, সে ততবেশি দরিদ্র। বর্তমান যুগের পরিস্থিতি সম্পর্কে চিন্তা করলে দেখা যায় যে, মানুষ তার বসবাস, চলাফেরা ও আকাঙ্ক্ষা পূরণের ক্ষেত্রে এমন এমন আইন-কানুনের বেড়াজালে আবদ্ধ যে, তার লোকমা ও কালেমা পর্যন্ত বিধিনিষেধের আওতাধীন। ধন-সম্পদ থাকা সত্ত্বেও যেখান থেকে ইচ্ছা সেখান থেকে ক্রয় করতে পরে না, যখন যেখানে ইচ্ছা, সেখানে সফর করতে পারে না। বিধি-নিষেধের বেড়াজাল এত বেশি যে, প্রত্যেক কাজের জন্য অফিসে যাতায়াত এবং অফিসার থেকে শুরু করে পিয়ন পর্যন্ত খোশামোদ করা ছাড়া জীবন নির্বাহ করা কঠিন। এসব পরমুখাপেক্ষিতারই তো অপর নাম দারিদ্র্য। বর্ণিত হাদীস সম্পর্কে বাহ্যত যেসব সন্দেহ দেখা দিতে পারে, এই বর্ণনার মাধ্যমে তা দূরীভূত হয়ে গেল।

সিজ্জীন ও ইল্লিয়্যীন : كَلَّآ اِنَّ كِتٰبَ الْفُجَّارِ لَفِىْ سِجِّيْنٍ : سِجِّيْنٌ-এর অর্থ সংকীর্ণ জায়গায় বন্দি করা। কামূসে আছে– سِجِّيْنٌ-এর অর্থ চিরস্থায়ী কয়েদ। হাদীস ও রেওয়ায়েত থেকে জানা যায় যে, سِجِّيْنٌ একটি বিশেষ স্থানের নাম। এখানে কাফেরদের রূহ্ অবস্থান করে এবং এখানেই তাদের আমলনামা থাকে। এখানে এটাও সম্ভবপর যে, এস্থলে এমন কোনো খাতা আছে, যাতে সারা বিশ্বের কাফেরদের কর্মসমূহ লিপিবদ্ধ করা হয়।

স্থানটি কোথায় অবস্থিত, এ সম্পর্কে হযরত বারা ইবনে আজেব (রা.)-এর এক নাতিদীর্ঘ রেওয়ায়েতে রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন : সিজ্জীন সপ্তম নিম্নস্তরে অবস্থিত এবং ইল্লিয়্যীন সপ্তম আকাশে আরশের নিচে অবস্থিত। –(মাযহারী) কোনো কোনো হাদীসে আরও আছে সিজ্জীন কাফের ও পাপাচারীদের আত্মার আবাসস্থল এবং ইল্লিয়্যীন মু'মিন-মুত্তাকীগণের আত্মার আবাসস্থল।

জান্নাত ও জাহান্নামের অবস্থান স্থল : বায়হাকী রেওয়ায়েত করেন যে, জান্নাত আকাশে এবং জাহান্নাম মর্ত্যে অবস্থিত। ইবনে জারীর (র.) রেওয়ায়েত করেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে وَجِاْىْٓءَ يَوْمَئِذٍ بِجَهَنَّمَ (সেদিন জাহান্নামকে উপস্থিত করা হবে) আয়াত সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হলে তিনি বললেন : জাহান্নামকে সপ্তম জমিন থেকে উপস্থিত করা হবে। এসব রেওয়ায়েত থেকে জানা যায় যে, জাহান্নাম সপ্তম জমিনে আছে। সেখান থেকেই প্রজ্বলিত হবে এবং সমুদ্র ও দরিয়া তার অগ্নিতে শামিল হবে, অতঃপর সবার সামনে উপস্থিত হয়ে যাবে। এভাবে সেসব রেওয়ায়েতের মধ্যেও সমন্বয় সাধিত হয়ে যায়, যেগুলোতে বলা হয়েছে যে, সিজ্জীন জাহান্নামের একটি অংশের নাম। –[মাযহারী]

كِتٰبٌ مَّرْقُوْمٌ : এস্থলে مَرْقُوْمٌ-এর অর্থ مَخْتُوْمٌ-(মোহরকৃত)। ইমাম বগভী ও ইবনে কাছীর (র.) বলেন : এটা সিজ্জীনের তাফসীর নয় বরং পূর্ববর্তী كِتٰبُ الْفُجَّارِ-এর বর্ণনা। অর্থ এই যে, কাফের ও পাপাচারীদের আমলনামা মোহর লাগিয়ে সংরক্ষিত করা হবে। ফলে এতে হ্রাসবৃদ্ধি ও পরিবর্তনের সম্ভাবনা থাকবে না। এই সংরক্ষণের স্থান হবে সিজ্জীন। এখনেই কাফেরদের রূহ্ জমা করা হবে।

كَلَّا بَلْ رَانَ عَلٰى قُلُوْبِهِمْ مَّا كَانُوْا يَكْسِبُوْنَ : رَانَ শব্দটি رَيْنٌ থেকেই উদ্ভূত। অর্থ মরিচা ও ময়লা। উদ্দেশ্য এই যে, তাদের অন্তরে পাপের মরিচা পড়ে গেছে। মরিচা যেমন লোহাকে খেয়ে মাটিতে পরিণত করে দেয়, তেমনি তাদের পাপের মরিচা তাদের অন্তরের যোগ্যতা নিঃশেষ করে দিয়েছে। ফলে তারা ভালো ও মন্দের পার্থক্য বুঝে না। হযরত আবূ

https://e-ilm.weebly.com/

হুরায়রা (রা.)-এর বর্ণিত রেওয়ায়েতে রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন : মু'মনি ব্যক্তি কোনো গোনাহ করলে তার অন্তরে একটি কাল দাগ পড়ে। যদি সে অনুতপ্ত হয়ে তওবা করে এবং সংশোধিত হয়ে যায়, তবে এই কাল দাগ মিটে যায় এবং অন্তর পূর্ববৎ উজ্জ্বল হয়ে যায়। পক্ষান্তরে সে যদি তওবা না করে এবং গোনাহ্ করে যায়, তবে এই কালো দাগ তার সমস্ত অন্তরকে আচ্ছন্ন করে ফেলে। একেই আয়াতে رَانَ عَلٰى قُلُوْبِهِمْ বলা হয়েছে। –(মাযহারী) পূর্বের আয়াতসমূহে বলা হয়েছিল যে, কাফেররা কুরআনকে উপকথা বলে পরিহাস করে। এই আয়াতের শুরুতে كَلَّا -বলে তাদেরকে শাসানো হয়েছে যে, তারা গোনাহের স্তূপে পড়ে অন্তরের সেই ঔজ্জ্বল্য ও যোগ্যতা খতম করে দিয়েছে, যাদ্বারা সত্য ও মিথ্যার পার্থক্য বোঝা যায়। এই যোগ্যতা আল্লাহ তা'আলা প্রত্যেক মানুষের মজ্জায় গচ্ছিত রাখেন। উদ্দেশ্য এই যে, তাদের মিথ্যারোপ কোনো প্রমাণ, জ্ঞানবুদ্ধি ও সুবিবেচনা প্রসূত নয় বরং এর কারণ এই যে, তাদের অন্তর অন্ধ হয়ে গেছে। ফলে ভালোমন্দ দৃষ্টিগোচরই হয় না।

كَلَّا إِنَّهُمْ عَنْ رَّبِّهِمْ يَوْمَئِذٍ لَّمَحْجُوْبُوْنَ : অর্থাৎ কিয়ামতের দিন এই কাফেররা তাদের পালনকর্তার জিয়ারত থেকে বঞ্চিত থাকবে এবং পর্দার আড়ালে অবস্থান করবে। ইমাম মালেক ও শাফেয়ী (র.) বলেন : এই আয়াত থেকে জানা যায় যে, সেদিন মু'মিন ও ওলীগণ আল্লাহ তা'আলার জিয়ারত লাভ করবে। নতুবা কাফেরদেরকে পর্দার অন্তরালে রাখার কেনো উপকারিতা নেই।

জনৈক শীর্ষস্থানীয় আলিম বলেন ; এই আয়াত এ বিষয়ের প্রমাণ যে, প্রত্যেক মানুষ প্রকৃতিগতভাবে আল্লাহ তা'আলাকে ভালোবাসতে বাধ্য। এ কারণেই সাধারণ কাফের ও মুশরিক যত কুফর ও শিরকেই লিপ্ত থাকুক না কেন এবং আল্লাহ্র সত্তা ও গুণাবলি সম্পর্কে যত ভ্রান্ত বিশ্বাসই পোষণ করুক না কেন, আল্লাহ্র মাহাত্ম্য ও ভালোবাসা সবার অন্তরেই বিরাজমান থাকে। তারা নিজ নিজ বিশ্বাস অনুযায়ী তাঁরই অন্বেষণ ও সন্তুষ্টি লাভের জন্য ইবাদত করে থাকে। ভ্রান্ত পথের কারণে তারা মন্জিলে মকসুদে পৌঁছতে না পারলেও অন্বেষণ সেই মন্জিলেরই করে। আলোচ্য আয়াত থেকে এ বিষয়টি প্রতীয়মান হয়। কেননা কাফেরদের মধ্যে যদি আল্লাহ্র জিয়ারতের আগ্রহ না থাকত, তবে শাস্তি স্বরূপ একথা বলা হতো না যে, তারা আল্লাহর জিয়ারত থেকে বঞ্চিত থাকবে। কারণ যে ব্যক্তি কারও জিয়ারতের প্রত্যাশীই নয় বরং তার প্রতি ভীতশ্রদ্ধ, তার জন্য তার জিয়াতর থেকে বঞ্চিত করা কোনো শাস্তি নয়।

إِنَّ كِتَابَ الْاَبْرَارِ لَفِىْ عِلِّيِّيْنَ : কারও কারও মতে عِلِّيِّيْنَ শব্দটি عُلُوٌّ -এর বহুবচন। উদ্দেশ্য উচ্চতা। ফাররা (র.)-এর মতে এটা এক জায়গার নাম– বহুবচন নয়। পূর্বোল্লিখিত বারা ইবনে আজেব (র.)-এর হাদীস থেকে প্রমাণ পাওয়া যায় যে, ইল্লিয়্যীন সপ্তম আরশের নিচে এক স্থানের নাম। এতে মু'মিনদের রূহ ও আমলনামা রাখা হয়। পরবর্তী كِتَابٌ مَّرْقُوْمٌ বাক্যটিও ইল্লিয়্যীনের তাফসীর নয়–সৎলোকদের আমলনামার বর্ণনা। উপরে إِنَّ كِتَابَ الْاَبْرَارِ বাক্যে এই আমল নামার উল্লেখ আছে।

يَشْهَدُهُ الْمُقَرَّبُوْنَ : يَشْهَدُ শব্দটি شُهُوْدٌ থেকে উদ্ভূত। অর্থ উপস্থিত হওয়া, প্রত্যক্ষ করা। কোনো কোনো তাফসীরকারের মতে আয়াতের উদ্দেশ্য এই যে, সৎকর্মশীলদের আমলনামা নৈকট্যশীল ফেরেশতাগণ দেখবে অর্থাৎ তত্ত্বাবধান ও হেফাজত করবে। –(কুরতুবী) شُهُوْد -এর অর্থ উপস্থিত হওয়া নেওয়া হলে يَشْهَدُهُ -এর সর্বনাম দ্বারা ইল্লিয়্যীন বোঝানো হবে। আয়াতের অর্থ হবে এই যে, নৈকট্যশীলগণের রূহ্ এই ইল্লিয়্যীন নামক স্থানে উপস্থিত হবে। কারণ এটাই তাদের আবাসস্থল; যেমন সিজ্জীন কাফেরদের রূহের আবাসস্থল। সহীহ্ মুসলিমে আব্দুল্লাহ ইবনে মসউদ (রা.)-এর বর্ণিত একটি হাদীস এর প্রমাণ। এই হাদীসে রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন : শহীদগণের রূহ্ আল্লাহর সান্নিধ্যে সবুজ পাখীদের মধ্যে থাকবে এবং জান্নাতের বাগবাগিচা ও নহরসমূহে ভ্রমণ করবে। তাদের বাসস্থানে আরশের নিচে ঝুলন্ত প্রদীপ থাকবে। এ থেকে বোঝা গেল যে, শহীদগণের রূহ্ আরশের নিচে থাকবে এবং জান্নাতে ভ্রমণ করতে পারবে। সূরা ইয়াসীনে হাবীব নাজ্জারের ঘটনায় বলা হয়েছে :

قِيْلَ ادْخُلِ الْجَنَّةَ قَالَ يَا لَيْتَ قَوْمِىْ يَعْلَمُوْنَ بِمَا غَفَرَلِىْ رَبِّىْ এ থেকে জানা যায় যে, হাবীব নাজ্জার মৃত্যুর সাথে সাথে জান্নাতে প্রবেশ করেছেন। কোনো কোনো হাদীস দ্বারাও জানা যায় যে, মু'মিনদের রূহ জান্নাতে থাকবে; সবগুলো সারমর্ম এই যে, এসব রূহের আবাসস্থল হবে সপ্তম আকাশে আরশের নিচে। জান্নাতের স্থানও এটাই। এসব রূহকে জান্নাতে ভ্রমণের ক্ষমতা দেওয়া হয়েছে। এখানে নৈকট্যশীলগণের উচ্চ বৈশিষ্ট্য ও শ্রেষ্ঠত্বের কারণে যদিও এ অবস্থাটি শুধু তাদেরই উল্লেখ করা হয়েছে, তবুও প্রকৃতপক্ষে এটাই সব মু'মিনের রূহের আবাসস্থল। হযরত কা'ব ইবনে মালেক (রা.)-এর বর্ণিত এক হাদীসে রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন :

https://e-ilm.weebly.com/

إِنَّمَا نَسَمَةُ الْمُؤْمِنِ طَائِرٌ يَعْلَقُ فِي شَجَرِ الْجَنَّةِ حَتَّى تَرْجِعَ إِلَى جَسَدِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ মু'মিনের রূহ্ পাখীর আকারে জান্নাতের বৃক্ষে ঝুলন্ত থাকবে এবং কিয়ামতের দিন আবার আপন দেহে ফিরে যাবে। এই বিষয়বস্তুরই এক রেওয়ায়েত মুসনাদে আহমদ ও তাবারানীতে বর্ণিত হয়েছে। –[মাযহারী]

মৃত্যুর পর মানবাত্মার স্থান কোথায়? এ ব্যাপারে হাদীসসমূহে বাহ্যত বিভিন্নরূপ। সিজ্জীন ও ইল্লিয়্যীনের তাফসীর প্রসঙ্গে উপরে বর্ণিত হাদীসসমূহ থেকে জানা যায় যে, কাফেরদের আত্মা সিজ্জীনে থাকে যা সপ্তম জমিনে অবস্থিত এবং মু'মিনদের আত্মা সপ্তম আকাশে আরশের নিচে ইল্লিয়্যীনে থাকে। উল্লিখিত কতক রেওয়ায়েত থেকে আরও জানা যায় যে, কাফেরদের আত্মা জাহান্নামে এবং মু'মিনদের আত্মা জান্নাতে থাকে। আরও কতক হাদীস থেকে জানা যায় যে, মু'মিন ও কাফের উভয় শ্রেণির আত্মা তাদের কবরে থাকে। বারা ইবনে আজেব (রা.)-এর বর্ণিত এক দীর্ঘ হাদীসে আছে, যখন মু'মিনের আত্মাকে ফেরেশতাগণ আকাশে নিয়ে যায়, তখন আল্লাহ্ বলেন : আমার এই বান্দার আমলনামা ইল্লিয়্যীনে লিখে দাও এবং তাকে পৃথিবীতে ফিরিয়ে দাও। কেননা আমি তাকে মাটি দ্বারাই সৃষ্টি করেছি, মৃত্যুর পর তাতেই ফিরিয়ে দিব এবং মাটি থেকে তাকে জীবিতাবস্থায় পুনরুত্থিত করব। এই আদেশ পেয়ে ফেরেশতাগণ তার আত্মা কবরে ফিরিয়ে দেয়। এমনিভাবে কাফেরের আত্মার জন্য আকাশের দরজা খোলা হবে না এবং তাকে কবরে ফিরেয়ে দেওয়ার আদেশ করা হবে। ইমাম ইবনে আবদুল বার (র.) এই হাদীসকেই অগ্রাধিকার দিয়েছেন, যার মর্ম এই যে, মু'মিন ও কাফের সবার আত্মা মৃত্যুর পর কবরেই থাকে। উপরিউক্ত প্রথম ও দ্বিতীয় রেওয়ায়েতের মধ্যে যে বিরোধ দেখা যায়, চিন্তা করলে বোঝা যায় যে, এটা কোনো বিরোধ নয়। কেননা ইল্লিয়্যীনের স্থান সপ্তম আকাশে আরশের নিচে এবং জান্নাতের স্থানও সেখানেই। কুরআন পাকের অন্য এক আয়াতে আছে :

عِنْدَ سِدْرَةِ الْمُنْتَهٰى عِنْدَهَا جَنَّةُ الْمَأْوٰى -এ থেকে পরিষ্কার জানা যায় যে, জান্নাত সিদরাতুল মুনতাহার সন্নিকটে। সিদরাতুল মুনতাহা যে সপ্তম আকাশে একথা হাদীস দ্বারা প্রমাণিত। তাই আত্মার স্থান ইল্লিয়্যীন জান্নাতের সংলগ্ন এবং আত্মাসমূহ জান্নাতের বাগিচায় ভ্রমণ করে। অতএব, আত্মার স্থান জান্নাতও বলা যায়।

এমনিভাবে কাফেরদের আত্মার স্থান সিজ্জীন–সপ্তম জমিনে অবস্থিত। হাদীস দ্বারা একথাও প্রমাণিত আছে যে, জাহান্নামও সপ্তম জমিনে অবস্থিত এবং জাহান্নামের উত্তাপ ও কষ্ট সিজ্জীনবাসীরা ভোগ করবে। তাই কাফেরদের আত্মার স্থান জাহান্নাম একথা বলে দেওয়াও নির্ভুল। তবে যে রেওয়ায়েত থেকে জানা যায় যে, কাফেরদের আত্মা কবরে থাকে, সেই রেওয়ায়েত বাহ্যত উপরিউক্ত দুই রেওয়ায়েতের বিরোধী। প্রখ্যাত তাফসীরবিদ হযরত কাযী সানাউল্লাহ্ পানিপথী (র.) তাফসীরে-মাযহারীতে এই বিরোধের মীমাংসা দিয়ে বলেছেন : এটা মোটেই অবান্তর নয় যে, আত্মাসমূহের আসল স্থান ইল্লিয়্যীন ও সিজ্জীনই। কিন্তু এসব আত্মার একটি বিশেষ যোগসূত্র কবরের সাথেও কায়েম রয়েছে। এই যোগসূত্র কিরূপ, তার স্বরূপ আল্লাহ্ ব্যতীত কেউ জানতে পারে না। কিন্তু সূর্য ও চন্দ্র যেমন আকাশে থাকে এবং তাদের কিরণ পৃথিবীতে পড়ে পৃথিবীকেও আলোকোজ্জ্বল করে দেয় এবং উত্তপ্তও করে, তেমনিভাবে ইল্লিয়্যীন ও সিজ্জীনস্থ আত্মা-সমূহের কোনো অদৃশ্য যোগসূত্র কবরের সাথে থাকতে পারে। এই মীমাংসার ব্যাপারে কাযী সানাউল্লাহ্ (র.)-এর সুচিন্তিত বক্তব্য সূরা নাযিয়াতের তাফসীরে বর্ণিত হয়েছে। এর সারমর্ম এই যে, রূহ্ দুই প্রকার–১. মানবদেহে প্রবিষ্ট সূক্ষ্ম দেহ। এটা বস্তুনিষ্ঠ এবং চারি উপাদানে গঠিত দেহ, কিন্তু এমন সূক্ষ্ম যে, দৃষ্টিগোচর হয় না। একেই নফস বলা হয়। ২. অবস্তুনিষ্ঠ অশরীরী রূহ্। এই রূহ্ই নফসের জীবন। কাজেই একে রূহের রূহ্ বলা যায়। মানবদেহের সাথে উভয় প্রকার রূহের সম্পর্ক আছে। কিন্তু প্রথম প্রকার রূহ্ অর্থাৎ নফ্স মানবদেহের অভ্যন্তরে থাকে। এর বের হয়ে যাওয়ারই নাম মৃত্যু। দ্বিতীয় রূহ্ প্রথম রূহের সাথে ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক রাখে কিন্তু এই সম্পর্কের স্বরূপ আল্লাহ ব্যতীত কেউ জানে না। মৃত্যুর পর প্রথম রূহকে আকাশে নিয়ে যাওয়া হয়, অতঃপর কবরে ফিরিয়ে দেওয়া হয়। কবরই এর স্থান। আজাব ও ছওয়াব এর উপরই চলে এবং দ্বিতীয় প্রকার অশরীরী রূহ্ ইল্লিয়্যীন অথবা সিজ্জীনে থাকে। এভাবে সব রেওয়ায়েতের মধ্যে কোনো বিরোধ অবশিষ্ট থাকে না। অতএব, অশরীরী আত্মাসমূহ জান্নাতে অথবা ইল্লিয়্যীনে, জাহান্নামে অথবা সিজ্জীনে থাকে এবং প্রথম প্রকার রূহ্ তথা সূক্ষ্মা শরীরী নফ্স কবরে থাকে।

تَنَافُسْ : وَفِيْ ذٰلِكَ فَلْيَتَنَافَسِ الْمُتَنَافِسُوْنَ -এর অর্থ কোনো বিশেষ পছন্দনীয় জিনিস অর্জন করার জন্য কয়েকজনের ধাবিত হওয়া ও দৌড়ানো, যাতে অপরের আগে সে তা অর্জন করে। এখানে জান্নাতের নিয়ামতরাজি উল্লেখ করার পর আল্লাহ তা'আলা গাফিল মানুষের দৃষ্টি আকর্ষণ করে বলেছেন : আজ তোমরা যেসব বস্তুকে প্রিয় ও কাম্য মনে কর, সেগুলো অর্জন করার জন্য অগ্রে চলে যাওয়ার চেষ্টায়রত আছ, সেগুলো অসম্পূর্ণ ও ধ্বংসশীল নিয়ামত। এসব

https://e-ilm.weebly.com/

নিয়ামত প্রতিযোগিতার যোগ্য নয়। এসব ক্ষণস্থায়ী সুখের সামগ্রী হাতছাড়া হয়ে গেলেও তেমন দুঃখের কারণ নয়। হ্যাঁ, জান্নাতের নিয়ামতরাজির জন্যই প্রতিযোগিতা করা উচিত। এগুলো সবদিক দিয়ে সম্পূর্ণ চিরস্থায়ী। আকবর এলাহাবাদী মরহুম চমৎকার বলেছেন :

یہ کہاں کا فسانہ ہے سود و زیاں * جو گیا سو گیا جو ملا سو ملا

کہو ذہن سے فرصت عمر ہے کم * جو دلا تو خدا ہی کی یاد دلا

إِنَّ الَّذِينَ أَجْرَمُوا كَانُوا مِنَ الَّذِينَ آمَنُوا يَضْحَكُونَ এই আয়াতে আল্লাহ তা'আলা সত্যপন্থিদের সাথে মিথ্যাপন্থিদের ব্যবহারের পূর্ণ চিত্র অংকন করেছেন। কাফেররা মু'মিনদেরকে উপহাস করে হাসত, তাদেরকে সামনে দেখলে চোখ টিপে ইশারা করত। এরপর তারা যখন নিজেদের বাড়িঘরে ফিরত, তখন মু'মিনদেরকে উপহাস করার বিষয়ে আনন্দভরে আলোচনা করত। কাফেররা মু'মিনদেরকে দেখে বাহ্যত সহানুভূতির সূরে এবং প্রকৃতপক্ষে উপহাসের ছলে বলত : এ বেচারীরা বড় সরলমনা ও বেওকুফ। মুহাম্মদ তাদেরকে পথভ্রষ্ট করে দিয়েছে।

আজকালকার পরিস্থিতি পর্যবেক্ষণ করলে দেখা যায় যে, যারা নব্যশিক্ষার অশুভ ফলস্বরূপ ধর্ম ও পরকালের ব্যাপারে বেপরোয়া হয়ে গেছে এবং আল্লাহ্ ও রাসূলের প্রতি নামেমাত্রই বিশ্বাসী রয়ে গেছে, তারা আলিম ও ধর্মপরায়ণ লোকদের সাথে হুবহু এমনি ধরনের ব্যবহার করে থাকে। আল্লাহ তা'আলা মুসলমানদেরকে এই মর্মন্তুদ আজাব থেকে রক্ষা করুন। এই আয়াতে মু'মিন ও ধার্মিক লোকদের জন্য সান্ত্বনার যথেষ্ট বিষয়বস্তু রয়েছে। তাদের উচিত এই তথাকথিত শিক্ষিতদের উপহাসের পরোয়া না করা। জনৈক কবি বলেন :

ہنسے جانے سے جب تک ہم ڈرینگے * زمانہ ہم پر ہنستا ہی رہیگا

শব্দ বিশ্লেষণ :

اَلْمُطَفِّفِيْنَ : সীগাহ جمع مذكر اسم فاعل বহছ تَفْعِيْل বাব تَطْفِيْفٌ মাসদার (ط – ف – ف) মূলবর্ণ জিনস مضاعف ثلاثى অর্থ– যারা মাপে কম দেয়।

اِكْتَالُوْا : সীগাহ جمع مذكر غائب ماضى معروف বহছ اِفْتِعَالٌ বাব اِكْتِيَالٌ মাসদার (ك – ى – ل) মূলবর্ণ জিনস اجوف يائى অর্থ– তারা মেপে নেয়।

يَسْتَوْفُوْنَ : সীগাহ جمع مذكر غائب مضارع معروف বহছ اِسْتِفْعَالٌ বাব اِسْتِيْفَاءٌ মাসদার (و – ف– ى) মূলবর্ণ জিনস لفيف مفروق অর্থ– তারা পুরাপুরি নেয়।

كَالُوْهُمْ : সীগাহ جمع مذكر غائب ماضى معروف বহছ ضَرَبَ বাব كَيْلٌ মাসদার (ك – ى – ل) মূলবর্ণ জিনস اجوف يائى অর্থ– তারা মেপে দেয়।

يُخْسِرُوْنَ : সীগাহ جمع مذكر غائب مضارع معروف বহছ اِفْعَالٌ বাব اِخْسَارٌ মাসদার (خ – س– ر) মূলবর্ণ জিনস صحيح অর্থ– তারা কম দেয়।

سِجِّيْنٌ : জেলখানা। আবূ হাতেম কিতাবুল জিনাতে বর্ণনা করে, এই শব্দটি অনারবী। শায়খ ইসমাঈল হক বারুসভী লিখেন, সিজ্জীন ঐ স্বয়ংসম্পূর্ণ কিতাবের ইলম, যা খারাপের পাণ্ডুলিপি, যাতে শয়াতানসমূহের কুফরিসুলভ আর মানুষ ও জিনের সকল আমল সংরক্ষিত। এই শব্দটিকে মুনসারিফ পড়া হবে। কারণ তার একটি মাত্র সবব। তা হলো মারেফা। হযরত বারা (রা.) হযরত রাসূলে আকরাম ﷺ থেকে রেওয়ায়েত করেন, সিজ্জীন সাত জমিনের মধ্যে সর্বশেষ ও নিচের স্তর।

مَرْقُوْمٌ : সীগাহ واحد مذكر اسم مفعول বহছ نَصَرَ বাব رَقْمٌ মাসদার (ر – ق – م) মূলবর্ণ জিনস صحيح অর্থ– লিখিত, সিল মোহরকৃত।

رَانَ : সীগাহ واحد مذكر غائب ماضى معروف বহছ ضَرَبَ বাব رَيْنٌ মাসদার (ر – ى – ن) মূলবর্ণ জিনস اجوف يائى অর্থ– মরিচিকা ধরেছে।

https://e-ilm.weebly.com/

مَحْجُوْبُوْنَ : সীগাহ جمع مذكر বহছ اسم مفعول বাব نَصَرَ মাসদার حِجَابًا ও حَجْبًا মূলবর্ণ (ح - ج - ب) জিনস صحيح অর্থ– বাঁধা দেওয়া, আল্লাহ তা'আলার নুরের তাজাল্লীকে যে দেখবে না। সৌন্দর্য দেখা থেকে বাঁধা দেওয়া হবে।

صَالُوْا : সীগাহ جمع مذكر বহছ اسم فاعل বাব سَمِعَ মাসদার صَلْىً মূলবর্ণ (ص – ل – ى) জিনস ناقص يائى অর্থ– তারা প্রবেশ করবে।

عِلِّيِّيْنَ : উপরওয়ালা, উর্ধ্বে অবস্থানকারী। ইমাম রাগেব ইস্পাহানী বলেন, আয়াতে عِلِّيِّيْنَ কে অনেকে সবচেয়ে উচ্চস্তরের জান্নাতের নাম বলে মনে করেন। যেমন, সবচেয়ে নিম্নস্তরের দোজখকে سجين বলে নামকরণ করা হয়েছে।

يَشْهَدُ : সীগাহ واحد مذكر غائب বহছ مضارع معروف বাব سَمِعَ মাসদার شُهُوْدً মূলবর্ণ (ش - ه - د) জিনস صحيح অর্থ– সে হাজির হবে, উপস্থিত হবে, সে উপস্থিত থাকবে।

رَحِيْقٌ : ইসমে জামেদ। অর্থ : পানীয়, মদ, পরিষ্কার, অকৃত্রিম, খাঁটি। আল্লামা আবূ মানসুর সায়লাবি (র.) ফিকহুল লুগাতে আবূ ওবায়দা (র.) থেকে নকল করেন, اَلرَّحِيْقُ صَفْوَةُ الْخَمْرِ الَّتِىْ لَيْسَ فِيْهَا غَشٌّ রহীক হলো ঐ স্বচ্ছ পানীয়, যার মধ্যে কোনো মতলামী নেই।

مِسْكٌ : ইসম, মিশক, মৃগনাভী, কস্তুরি, প্রসিদ্ধ সুগন্ধি, এর মীমে যের ও পেশ উভয়টি দিয়ে পড়া যায়। পারস্যের লোকেরা মীমে যের দিয়ে আর মাওরায়ান্নাহার লোকেরা মীমে পেশ দিয়ে পড়ে। (লোগাতে কিশওয়ারী)

يَتَنَافَسُ : সীগাহ واحد مذكر غائب বহছ مضارع معروف বাব تَفَاعُلٌ মাসদার تَنَافُسٌ মূলবর্ণ (ن – ف – س) জিনস صحيح অর্থ– লালসা করে।

يَتَغَامَزُوْنَ : সীগাহ جمع مذكر غائب বহছ مضارع معروف বাব تَفَاعُلٌ মাসদার تَغَامُزٌ মূলবর্ণ (غ - م - ز) জিনস صحيح অর্থ– তারা পরস্পর চোখ টেপাটেপি করত।

اِنْقَلَبُوْا : সীগাহ جمع مذكر غائب বহছ ماضى معروف বাব إِنْفِعَالٌ মাসদার إِنْقِلَابٌ মূলবর্ণ (ق – ل – ب) জিনস صحيح অর্থ– তারা ফিরে যেত।

ضَالُّوْنَ : সীগাহ جمع مذكر বহছ اسم فاعل বাব ضَرَبَ মাসদার ضَلَالٌ মূলবর্ণ (ض – ل – ل) জিনস مضاعف ثلاثى অর্থ– ভ্রান্ত গোমরাহ, পথভ্রষ্ট।

ثُوِّبَ : সীগাহ واحد مذكر غائب বহছ ماضى مجهول বাব تَفْعِيْلٌ মাসদার تَثْوِيْبٌ মূলবর্ণ (ث - و - ب) জিনস اجوف واوى অর্থ– প্রতিদান দেওয়া হয়েছে, বদলে দেওয়া হয়েছে, বিনিময় দেওয়া হলো। এ শব্দটি কুরআন মাজীদের যেখানে যেখানে ব্যবহৃত হয়েছে, সেখানে বড় বড় আমলের প্রতিদান দেওয়ার অর্থে হয়েছে।

বাক্য বিশ্লেষণ :

يُسْقَوْنَ مِنْ رَّحِيْقٍ مَّخْتُوْمٍ خِتَامُهٗ مِسْكٌ وَفِىْ ذٰلِكَ فَلْيَتَنَافَسِ الْمُتَنَافِسُوْنَ : এখানে يُسْقَوْنَ হলো فعل مضارع مجهول আর مِنْ رَّحِيْقٍ হলো يُسْقَوْنَ -এর সাথে متعلق আর مَخْتُوْمٌ হলো رَحِيْقٌ -এর সিফত। আর خِتَامُهٗ হলো মুবতাদা, আর مِسْكٌ হলো খবর। মুবতাদা খবর মিলে رَحِيْق -এর দ্বিতীয় সিফত হয়েছে। আর وَفِىْ -এর واو টি হলো হরফে আতফ আর فِىْ ذٰلِكَ টা فَلْيَتَنَافَسِ -এর সাথে متعلق আর فَلْيَتَنَافَسِ -এর فاء টি আতেফা لِيَتَنَافَسْ হলো ফে'ল, আর اَلْمُتَنَافِسُوْنَ হলো ফায়েল। –[ই'রাবুল কুরআন ৮ম খণ্ড : পৃ. ২৫৫]

https://e-ilm.weebly.com/

سُوْرَةُ الْاِنْشِقَاقِ مَكِّيَّةٌ

সূরা ইনশিকাক

মক্কায় অবতীর্ণ; আয়াত– ২৫, রুকূ'– ১

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ۝

পরম করুণাময়, দয়ালু আল্লাহর নামে শুরু করছি ।

১. [দ্বিতীয় ফুৎকারে] যখন আসমান বিদীর্ণ হবে ।	اِذَا السَّمَآءُ انْشَقَّتْ ۝١
২. এবং স্বীয় প্রভুর নির্দেশ শ্রবণ করবে এবং সে [আসমান] তারই [অর্থাৎ সে আজ্ঞা পালনেরই] যোগ্য ।	وَاَذِنَتْ لِرَبِّهَا وَحُقَّتْ ۝٢
৩. আর যখন জমিনকে বিস্তৃত করা হবে ।	وَاِذَا الْاَرْضُ مُدَّتْ ۝٣
৪. আর সে স্বীয় গর্ভস্থ বস্তুসমূহ উগরিয়ে বাইরে নিক্ষেপ করবে এবং শূন্যগর্ভ হয়ে যাবে ।	وَاَلْقَتْ مَا فِيْهَا وَتَخَلَّتْ ۝٤
৫. এবং স্বীয় প্রতিপালকের নির্দেশ শ্রবণ করবে আর সে এরই যোগ্য ।	وَاَذِنَتْ لِرَبِّهَا وَحُقَّتْ ۝٥
৬. হে মানব! তুমি তোমার রবের সম্মুখে উপনীত হওয়া পর্যন্ত কঠোর সাধনা করতে হবে । অতঃপর তারই সাথে সাক্ষাৎ করবে ।	يٰۤاَيُّهَا الْاِنْسَانُ اِنَّكَ كَادِحٌ اِلٰى رَبِّكَ كَدْحًا فَمُلٰقِيْهِ ۝٦
৭. অনন্তর যার আমলনামা তার ডান হাতে প্রদান করা হবে ।	فَاَمَّا مَنْ اُوْتِىَ كِتٰبَهٗ بِيَمِيْنِهٖ ۝٧

শাব্দিক অনুবাদ :

১. اِذَا السَّمَآءُ যখন আসমান اِنْشَقَّتْ বিদীর্ণ হবে ।

২. وَاَذِنَتْ এবং সে শ্রবণ করবে لِرَبِّهَا স্বীয় প্রভুর (নির্দেশ) وَحُقَّتْ এবং সে তারই যোগ্য ।

৩. وَاِذَا الْاَرْضُ আর যখন জমিনকে مُدَّتْ বিস্তৃত করা হবে ।

৪. وَاَلْقَتْ উগরিয়ে বাইরে নিক্ষেপ করবে / ফেলে দিবে مَا فِيْهَا স্বীয় গর্ভস্থ বস্তুসমূহ / যা তার ভিতরে রয়েছে, তা وَتَخَلَّتْ এবং সে শূন্যগর্ভ হয়ে যাবে / খালি হয়ে যাবে ।

৫. وَاَذِنَتْ এবং সে শ্রবণ করবে لِرَبِّهَا স্বীয় প্রভুর (নির্দেশ) وَحُقَّتْ এবং সে এরই যোগ্য ।

৬. يٰۤاَيُّهَا الْاِنْسَانُ হে মানব! اِنَّكَ নিশ্চয় তুমি كَادِحٌ সাধনা করতে হবে / পরিশ্রম করছ اِلٰى رَبِّكَ তোমার রবের সম্মুখে উপনীত হওয়া পর্যন্ত كَدْحًا কঠোর সাধনা / পরিশ্রম فَمُلٰقِيْهِ অতঃপর তারই সাথে সাক্ষাৎ করবে ।

৭. فَاَمَّا مَنْ অনন্তর যাকে اُوْتِىَ প্রদান করা হবে كِتٰبَهٗ তার আমলনামা بِيَمِيْنِهٖ তার ডান হাতে ।

https://e-ilm.weebly.com/

৮. তবে তার থেকে সহজ হিসাব নেওয়া হবে।	فَسَوۡفَ يُحَاسَبُ حِسَابًا يَّسِيۡرًا ﴿٨﴾
৯. এবং সে তার পরিজনের নিকট সানন্দে ফিরে আসবে।	وَّيَنۡقَلِبُ اِلٰۤى اَهۡلِهٖ مَسۡرُوۡرًا ﴿٩﴾
১০. আর যাকে তার আমলনামা পশ্চাৎ দিক দিয়ে প্রদান করা হবে।	وَاَمَّا مَنۡ اُوۡتِىَ كِتٰبَهٗ وَرَآءَ ظَهۡرِهٖ ﴿١٠﴾
১১. ফলে সে মৃত্যুকে ডাকতে থাকবে।	فَسَوۡفَ يَدۡعُوۡا ثُبُوۡرًا ﴿١١﴾
১২. এবং দোজখে প্রবেশ করবে।	وَّيَصۡلٰى سَعِيۡرًا ﴿١٢﴾
১৩. এই ব্যক্তি [দুনিয়ায়] স্বীয় পরিজনের মধ্যে সানন্দে ছিল।	اِنَّهٗ كَانَ فِىۡۤ اَهۡلِهٖ مَسۡرُوۡرًا ﴿١٣﴾
১৪. সে ভেবেছিল যে, তাকে [আল্লাহর সমীপে] কখনো প্রত্যাবর্তন করতে হবে না।	اِنَّهٗ ظَنَّ اَنۡ لَّنۡ يَّحُوۡرَ ﴿١٤﴾
১৫. অবশ্যই ফিরে যাবে; নিশ্চয় তার প্রভু তাকে ভালোরূপেই দেখছিলেন।	بَلٰۤى ۚ اِنَّ رَبَّهٗ كَانَ بِهٖ بَصِيۡرًا ﴿١٥﴾
১৬. অতএব আমি শফকের [অস্তরাগের লালিমাযুক্ত পশ্চিমাকাশের] শপথ করে বলছি।	فَلَاۤ اُقۡسِمُ بِالشَّفَقِ ﴿١٦﴾
১৭. আর রাত্রির এবং সে সমস্ত বস্তুর যা রাত্রি সমবেত করে।	وَالَّيۡلِ وَمَا وَسَقَ ﴿١٧﴾
১৮. আর চন্দ্রের যখন তা পরিপূর্ণ হয়।	وَالۡقَمَرِ اِذَا اتَّسَقَ ﴿١٨﴾

শাব্দিক অনুবাদ :

৮. فَسَوۡفَ يُحَاسَبُ তার থেকে হিসাব নেওয়া হবে। حِسَابًا يَّسِيۡرًا অত্যন্ত সহজ হিসাব।

৯. وَّيَنۡقَلِبُ এবং সে ফিরে আসবে اِلٰۤى اَهۡلِهٖ তার পরিজনের নিকট। مَسۡرُوۡرًا সানন্দে।

১০. وَاَمَّا আর مَنۡ اُوۡتِىَ যাকে প্রদান করা হবে كِتٰبَهٗ তার আমলনামা وَرَآءَ ظَهۡرِهٖ তার পশ্চাৎ দিক দিয়ে

১১. فَسَوۡفَ يَدۡعُوۡا ফলে সে ডাকতে থাকবে। ثُبُوۡرًا মৃত্যুকে ধ্বংসকে।

১২. وَّيَصۡلٰى এবং সে প্রবেশ করবে। سَعِيۡرًا দোজখে।

১৩. اِنَّهٗ كَانَ নিশ্চয় এই ব্যক্তি ছিল فِىۡۤ اَهۡلِهٖ স্বীয় পরিজনের মধ্যে। مَسۡرُوۡرًا সানন্দে।

১৪. اِنَّهٗ ظَنَّ সে ভেবেছিল যে اَنۡ لَّنۡ يَّحُوۡرَ তাকে কখনো প্রত্যাবর্তন করতে হবে না।

১৫. بَلٰۤى অবশ্যই اِنَّ رَبَّهٗ নিশ্চয় তার প্রভু। كَانَ بِهٖ بَصِيۡرًا তাকে ভালোরূপেই দেখছিলেন।

১৬. فَلَاۤ اُقۡسِمُ অতএব আমি শপথ করছি بِالشَّفَقِ শফকের / সান্ধ্য লালিমার

১৭. وَالَّيۡلِ আর শপথ রাত্রের وَمَا وَسَقَ এবং সে সমস্ত বস্তুর যা রাত্রি সমবেত করে।

১৮. وَالۡقَمَرِ আর চন্দ্রের শপথ اِذَا اتَّسَقَ যখন তা পরিপূর্ণ হয়।

https://e-ilm.weebly.com/

১৯. অবশ্যই তোমাদেরকে এক অবস্থা হতে অন্য অবস্থায় উপনীত হতে হবে।	لَتَرْكَبُنَّ طَبَقًا عَنْ طَبَقٍ ﴿١٩﴾
২০. সুতরাং তাদের কি হলো যে, তারা ঈমান আনছে না?	فَمَا لَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ ﴿٢٠﴾
২১. আর যখন তাদের সম্মুখে কুরআন পাঠ করা হয়, তখন তারা নত হয় না।	وَإِذَا قُرِئَ عَلَيْهِمُ الْقُرْآنُ لَا يَسْجُدُونَ ﴿٢١﴾
২২. বরং কাফেররা তাকে অবিশ্বাস করে।	بَلِ الَّذِينَ كَفَرُوا يُكَذِّبُونَ ﴿٢٢﴾
২৩. আর আল্লাহ তা'আলার সবকিছুই জানা আছে, তারা যা [যে অসৎ কার্যসমূহ] সঞ্চয় করছে।	وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا يُوعُونَ ﴿٢٣﴾
২৪. সুতরাং আপনি তাদেরকে এক যন্ত্রণাময় আজাবের খবর শুনিয়ে দিন।	فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ ﴿٢٤﴾
২৫. কিন্তু যারা ঈমান এনেছে এবং নেককাজ করেছে তাদের জন্য [পরকালে] এমন প্রতিদান রয়েছে যা কখনো বিচ্ছিন্ন হবার নয়।	إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَهُمْ أَجْرٌ غَيْرُ مَمْنُونٍ ﴿٢٥﴾

শাব্দিক অনুবাদ :

১৯. لَتَرْكَبُنَّ অবশ্যই তোমাদেরকে উপনীত হতে হবে طَبَقًا عَنْ طَبَقٍ এক অবস্থা হতে অন্য অবস্থায়।
২০. فَمَا لَهُمْ সুতরাং তাদের কি হলো যে لَا يُؤْمِنُونَ তারা ঈমান আনছে না?
২১. وَإِذَا قُرِئَ আর যখন পাঠ করা হয় عَلَيْهِمُ তাদের সম্মুখে الْقُرْآنُ কুরআন لَا يَسْجُدُونَ তখন তারা নত হয় না।
২২. بَلِ الَّذِينَ বরং যারা كَفَرُوا কুফরি করেছে يُكَذِّبُونَ তারা (তাকে) অবিশ্বাস করে।
২৩. وَاللَّهُ أَعْلَمُ আর আল্লাহ তা'আলা ভালোভাবেই জানেন بِمَا يُوعُونَ তারা যা সঞ্চয় করছে -সে সম্পর্কে।
২৪. فَبَشِّرْهُمْ সুতরাং আপনি তাদেরকে খবর শুনিয়ে দিন بِعَذَابٍ أَلِيمٍ এক যন্ত্রণাময় আজাবের।
২৫. إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا কিন্তু যারা ঈমান এনেছে وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ এবং নেককাজ করেছে لَهُمْ তাদের জন্য রয়েছে أَجْرٌ غَيْرُ مَمْنُونٍ এমন প্রতিদান যা কখনো বিচ্ছিন্ন হবার নয়।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

সূরার নামকরণের কারণ : এ সূরার নাম প্রথম আয়াতে উল্লিখিত اِنْشَقَّتْ শব্দ হতে গ্রহণ করা হয়েছে। এর অর্থ : বিদীর্ণ হওয়া। অর্থাৎ কিয়ামতের দিন আল্লাহর হুকুমে আকাশ বিদীর্ণ হয়ে যাবে। আকাশ বিদীর্ণ হওয়ার কথা দ্বারাই সূরার ভাষণটি শুরু করা হয়েছে। এতে ২৫টি আয়াত, ১০৯টি বাক্য এবং ৭৩০ টি অক্ষর রয়েছে।

সূরাটি অবতীর্ণের সময়কাল : এ সূরাটি মক্কায় অবতীর্ণ ইসলামি যুগের প্রথম দিকের সূরা। যদিও অবতীর্ণের সঠিক সময় কখন ছিল, তা জানা যায় না, তবে সূরার আলোচ্য বিষয়াদি হতে প্রমাণ হয় যে, তখনো মক্কায় ইসলামের প্রকাশ্য বিরোধিতা শুরু হয়নি; বরং কুরআনকে মিথ্যা জানা হতো এবং মৃত্যুর পর পুনরুজ্জীবিত হওয়া, হাশর-নশর, হিসাব-নিকাশ ইত্যাদিকে অস্বীকার করা হতো। সম্ভবত এ সময়ই কিয়ামতের অনিবার্যতা এবং হাশর-নশর ও হিসাব-নিকাশের অবশ্যম্ভাবিতা অবহিত করানোর জন্য এ সূরা অবতীর্ণ হয়।

https://e-ilm.weebly.com/

সূরাটির আলোচ্য বিষয় ও মূলকথা : কিয়ামত ও পরকালই এর মূল আলোচ্য বিষয়। প্রথম পাঁচটি আয়াতে শুধু কিয়ামতের পরিস্থিতির কথাই বলা হয়নি; বরং এটা যে- নিঃসন্দেহে সত্য ও অবধারিত, তার যুক্তিও দেওয়া হয়েছে। কিয়ামতের পরিস্থিতে বর্ণনা প্রসঙ্গে বলা হয়েছে- সেদিন আকাশ ফেটে যাবে, জমিন সম্প্রসারিত করে সমতল প্রান্তর বানিয়ে দেওয়া হবে। মাটির গর্ভে যা কিছু লুক্কায়িত রয়েছে (মৃত মানুষের দেহাবশেষ এবং তাদের আমলের প্রমাণাদি) তা সবই বাহিরে নিক্ষিপ্ত হবে। শেষ পর্যন্ত সেখানে কিছুই থাকবে না। এর প্রমাণ স্বরূপ বলা হয়েছে যে, আকাশ ও জমিনের প্রতি এটাই হবে আল্লাহর নির্দেশ। আর উভয়ই যেহেতু আল্লাহর সৃষ্ট, এ জন্য তাঁর নির্দেশের বিরোধিতা বা অমান্য করা তাদের পক্ষে সম্ভব হবে না।

অতঃপর ৬-১৯ পর্যন্ত থেকে আয়াতে বলা হয়েছে যে, মানুষের মধ্যে এর চেতনা থাকুক আর নাই থাকুন- আল্লাহর সম্মুখে উপস্থিত হওয়ার দিকে তারা ইচ্ছায় হোক অনিচ্ছায় হোক তীব্র গতিতে গমন করছে। অতঃপর সব মানুষ দু'ভাগে বিভক্ত হয়ে পড়বে।

এক ভাগের লোকদের ডান হাতে তাদের আমলনামা দেওয়া হবে এবং কোনোরূপ সঠিক হিসাব-নিকাশ ছাড়াই তাদেরকে ক্ষমা করা হবে। দ্বিতীয় ভাগের লোকদের আমলনামা তাদের পিছনের দিক হতে সামনে ফেলে দেওয়া হবে। এ অবস্থায় যে কোনোভাবে তাদের মৃত্যু আসুক, তাই হবে তাদের মনের একমাত্র কামনা। কিন্তু মৃত্যু তো নেই, তাদেরকে জাহান্নামে নিক্ষেপ করা হবে। তারা যেহেতু দুনিয়াতে এক বড় ভুল ধারণার বশবর্তী হয়ে পড়েছিল। তারা মনে করে বসেছিল যে, জাবাবদিহির জন্য কখনই আল্লাহর সম্মুখে হাজির হতে হবে না। তাদের উক্ত রূপ পরিণাম হবে ঠিক এ কারণেই। কেননা আল্লাহ তো তাদের সব আমলই দেখছিলেন। তাদের আমলের ব্যাপারে জিজ্ঞাসাবাদ হতে তাদেরকে অব্যাহতি দেওয়ার তো কোনোই কারণ নেই। দুনিয়ার জীবন হতে পরকালের শাস্তি ও পুরস্কার পর্যন্ত প্রতিটি স্তরে ও পর্যায়ে তাদের উপস্থিতি সন্দেহাতীত ব্যাপার। সূর্যাস্তের পর রঙিন উষার উদয়, দিনের অবসানে রাত্রের আগমন, এতে মানুষ ও গৃহপালিত চুতষ্পদ জন্তুগুলোর নিজ নিজ আশ্রয়ে ফিরে আসা এবং চন্দ্রের প্রথম হাঁসুলির আকার হতে ক্রমবৃদ্ধি পেয়ে পূর্ণ চন্দ্রের রূপ লাভ যতটা নির্ভুল ও সন্দেহাতীত, এ ব্যাপারটিও ঠিক তেমনই নিশ্চিত।

যেসব কাফের কুরআন মাজীদ শুনে আল্লাহর নিকট অবনত হওয়ার পরিবর্তে উল্টো তাকেই মিথ্যা মনে করে সে কাফেরদেরকে শেষের আয়াতে মর্মান্তিক দুঃসংবাদ দেওয়া হয়েছে। পক্ষান্তরে যারা ঈমান আনয়ন করে নেকআমল গ্রহণ করে তাদেরকে অপরিমিত সুফল দানের সুসংবাদ দেওয়া হয়েছে।

وَيَنْقَلِبُ إِلَىٰ أَهْلِهِ مَسْرُورًا [৯]

শানে নুযূল : হযরত কাতাদাহ (র.) বলেন যে, বর্ণিত রয়েছে, আলোচ্য আয়াত মক্কা থেকে মদীনার উদ্দেশে সর্বপ্রথম হিজরতকারী হযরত আবূ সালাম বিন আব্দুল আসাদ (রা.) সম্পর্কে অবতীর্ণ হয়েছে। –[কুরতুবী ২৩৮/১৯]

وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ وَرَاءَ ظَهْرِهِ [১০]

শানে নুযূল : হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) বলেন যে, আলোচ্য আয়াত আবূ সালমান ভাই আসওয়াদ বিন আব্দুল আসাদ সম্পর্কে অবতীর্ণ হয়েছে। তবে তা সকল মু'মিন ও কাফের আলোচ্য আয়াতের অন্তর্ভুক্ত রয়েছে। –[কুরতুবী ২৩৯/১৯]

এ সূরায় কিয়ামতের অবস্থা, হিসাব-নিকাশ এবং সৎ ও অসৎ কর্মের প্রতিদান ও শাস্তির বর্ণনা আছে। অতঃপর গাফিল মানুষকে তার সত্তা ও পারিপার্শ্বিক অবস্থা সম্পর্কে চিন্তা-ভাবনা করার এবং তাদ্বারা আল্লাহর প্রতি বিশ্বাস পর্যন্ত পৌঁছার নির্দেশ আছে। এ প্রসঙ্গে প্রথমে আকাশ বিদীর্ণ হওয়ার কথা বলা হয়েছে। অতঃপর পৃথিবীর কথা বলা হয়েছে যে, তার গর্ভে যেসব গুপ্ত ভাণ্ডার অথবা মানুষের মৃতদেহ আছে, সব সেদিন বাইরে উদগীরণ করে দেবে এবং হাশরের জন্য এক নতুন পৃথিবী তৈরি হবে। তাতে না থাকবে কোনো পাহাড়-পর্বত এবং না থাকবে কোনো দালান-কোঠা ও বৃক্ষলতা। পরিষ্কার একটি সমতল ভূমি হবে। একে আরও সম্প্রসারিত করা হবে, যাতে করে পূর্ববর্তী ও পরবর্তী সব মানুষ তাতে সমবেত হতে পরে! অন্যান্য সূরায়ও এই বর্ণনা বিভিন্ন ভঙ্গিতে এসেছে। এখানে নতুন সংযোজন এই যে, কিয়ামতের দিক আকাশ ও পৃথিবীর উপর আল্লাহ তা'আলার কর্তৃত্ব সম্পর্কে বলা হয়েছে : وَأَذِنَتْ لِرَبِّهَا وَحُقَّتْ - أَذِنَتْ-এর অর্থ শুনেছে অর্থাৎ আদেশ পালন করেছে। حُقَّتْ-এর অর্থ حُقَّ لَهَا الْاِنْقِيَادُ অর্থাৎ আদেশ পালন করাই তার ওয়াজিব কর্তব্য ছিল।

আল্লাহর নির্দেশ দুই প্রকার : এখানে আকাশ ও পৃথিবীর আনুগত্য এবং আদেশ প্রতিপালনের দুই অর্থ হতে পারে। কেননা আল্লাহর নির্দেশ দুই প্রকার–১. শরিয়তগত নির্দেশ; এতে একটি আইন ও বিরুদ্ধাচরণের শাস্তি বলে দেওয়া হয় না কিন্তু প্রতিপক্ষকে করা না করার ব্যাপারে বাধ্য করা হয় না বরং তাকে স্বেচ্ছায় আইন মানা না মানা উভয় বিষয়ের ক্ষমতা

https://e-ilm.weebly.com/

দান করা হয়। এসব নির্দেশ সাধারণত বিবেকবুদ্ধিসম্পন্ন সৃষ্টির প্রতি আরোপিত হয়ে থাকে; যেমন মানব ও জিন। এই শ্রেণির নির্দেশের পরিপ্রেক্ষিতেই মু'মিন ও কাফের এবং বাধ্য ও অবাধ্যের দুইটি প্রকার সৃষ্টি হয়। ২. সৃষ্টিগত ও তাকদীরগত নির্দেশ; এ জাতীয় নির্দেশ বাধ্যতামূলকভাবে আরোপিত হয়। কারও সাধ্য নেই যে, চুল পরিমাণ বিরুদ্ধাচরণ করে। সমগ্র সৃষ্টি এ জাতীয় নির্দেশ বাধ্যতামূলকভাবে পালন করে; জিন এবং মানবও এতে অন্তর্ভুক্ত রয়েছে। মু'মিন কাফির, সৎ ও পাপাচারী সবাই এই আইন মেনে চলতে বাধ্য।

ذرہ ذرہ دہر کا پابستہ تقدیر ہے * زندگی کے خواب کی جامی یہی تعبیر ہے

এস্থলে এটা সম্ভবপর যে, আল্লাহ তা'আলা আকাশ ও পৃথিবীকে আদিষ্ট মানব ও জিনের ন্যায় চেতনা ও উপলব্ধি দান করবেন। ফলে আল্লাহ্র পক্ষ থেকে কোনো নির্দেশ আসা মাত্রই তারা স্বেচ্ছায় তা পালন করবে ও মেনে নেবে। আর যদি নির্দেশের অর্থ এখানে সৃষ্টিগত নির্দেশ নেওয়া হয়, যাতে ইচ্ছা ও এরাদার কোনো দখলই নেই, তবে এটাও সম্ভবপর। তবে اَذِنَتْ لِرَبِّهَا وَحُقَّتْ -এর ভাষা প্রথমোক্ত অর্থের অধিক নিকটবর্তী। দ্বিতীয় অর্থও রূপক হিসাবে হতে পারে।

وَاِذَا الْاَرْضُ مُدَّتْ : مَدَّ –এর অর্থ টেনে লম্বা করা। হযরত জাবের ইবনে আব্দুল্লাহ (রা.)-এর বর্ণিত রেওয়ায়েতে রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন : কিয়ামতের দিন পৃথবীকে চামড়ার (অথবা রবারের) ন্যায় টেনে সম্প্রসারিত করা হবে। এতদসত্ত্বেও পৃথিবীর আদি থেকে অন্ত পর্যন্ত সব মানুষ একত্রিত হওয়ার ফলে এক একজনের ভাগে কেবল পা রাখার স্থান পড়বে। –[মাযহারী]

وَاَلْقَتْ مَا فِيْهَا وَتَخَلَّتْ : অর্থাৎ পৃথিবী তার গর্ভস্থিত সবকিছু উদগীরণ করে একেবারে শূন্যগর্ভ হয়ে যাবে। পৃথিবীর গর্ভে গুপ্ত ধনভাণ্ডার, খনি এবং সৃষ্টির আদি থেকে অন্ত পর্যন্ত মৃত মানুষের দেহকণা ইত্যাদি রয়েছে। প্রবল ভূকম্পনের মাধ্যমে পৃথিবী এসব বস্তু গর্ভ থেকে বাইরে নিক্ষেপ করবে।

يٰاَيُّهَا الْاِنْسَانُ اِنَّكَ كَادِحٌ : كَدْحٌ -এর অর্থ কোনো কাজে পূর্ণ চেষ্টা ও শক্তি ব্যয় করা। اِلٰى رَبِّكَ –অর্থাৎ মানুষের প্রত্যেক চেষ্টা ও অধ্যবসায় আল্লাহ্র দিকে চূড়ান্ত হবে।

আল্লাহ্র দিকে প্রত্যাবর্তন : এই আয়াতে আল্লাহ তা'আলা মানুষকে সম্বোধন করে চিন্তাভাবনার একটি পথ দেখিয়েছেন। যদি মানুষের মধ্যে সামান্যতম জ্ঞানবুদ্ধি ও চেতনা থাকে এবং এ পথে চিন্তাভাবনা করে, তবে সে তার চেষ্টা চরিত্র ও অধ্যবসায়ের সঠিক গতি নির্ণয় করতে সক্ষম হবে এবং এটা হবে তার ইহকাল ও পরকালের নিরাপত্তার গ্যারান্টি। আল্লাহ তা'আলার প্রথম কথা এই যে, সৎ-অসৎ ও কাফের-মু'মিন নির্বিশেষে মানুষ মাত্রই প্রকৃতিগতভাবে কোনো না কোনো বিষয়কে লক্ষ্য স্থির করে তা অর্জনের জন্য অধ্যাবসায় ও শ্রম স্বীকার করতে অভ্যস্ত। একজন সম্ভ্রান্ত ও সৎ লোক যেমন জীবিকা ও জীবনের প্রয়োজনীয় আসবাবপত্র সংগ্রহের জন্য প্রাকৃতিক ও বৈধ পন্থাসমূহ অবলম্বন করে এবং তাতে স্বীয় শ্রম ও শক্তি ব্যয় করে, তেমনি দুষ্কর্মী ও অসৎ ব্যক্তিও পরিশ্রম এবং অধ্যবসায় ব্যতিরেকে স্বীয় উদ্দেশ্য হাসিল করতে পারে না। চোর, ডাকাত, বদমায়েশ ও লুটতরাজকারীদেরকে দেখুন, তারা কি পরিমাণ মানসিক ও দৈহিক শ্রম স্বীকার করে। এরপরই তারা লক্ষ্য অর্জনে সফলকাম হয়। দ্বিতীয় কথা এই বলা হয়েছে যে, মানুষের প্রত্যেকটি গতিবিধি বরং নিশ্চলতাও এমন এক সফরের বিভিন্ন মনজিল, যা সে অজ্ঞাতসারেই অব্যাহত রেখেছে। এই সফরে শেষ সীমা আল্লাহর সামনে উপস্থিত অর্থাৎ মৃত্যু। اِلٰى رَبِّكَ বাক্যাংশে এরই বর্ণনা রয়েছে । এই শেষ সীমা এমন একটি অকাট্য সত্য, যা অস্বীকার করার শক্তি কারও নেই। প্রত্যেকেই এই অপ্রিয় সত্য স্বীকার করতে বাধ্য যে, মানুষের প্রত্যেক চেষ্টা-চরিত্র ও অধ্যবসায় মৃত্যু পর্যন্ত নিঃশেষ হওয়া নিশ্চিত। তৃতীয় কথা এই বলা হয়েছে যে, মৃত্যুর পর পালনকর্তার সামনে উপস্থিত হওয়ার সময় সমস্ত গতিবিধি, কাজকর্ম ও চেষ্টা চরিত্রের হিসাব-নিকাশ হওয়া বিবেক ও ইনসাফের দৃষ্টিতে অবশ্যম্ভাবী, যাতে সৎ ও অসতের পরিণাম আলাদা আলাদাভাবে জানা যায়। নতুবা ইহকালে এতদুভয়ের মধ্যে কোনো পার্থক্য নেই। একজন সৎ লোক একমাস মেহনত-মজুরি করে যে জীবনোপকরণ ও প্রয়োজনীয় আসবাবপত্র যোগাড় করে, চোর ও ডাকাত তা এক রাত্রিতে অর্জন করে ফেলে। যদি হিসাবে কোনো সময় না আসে এবং প্রতিদান ও শাস্তি না হয়, তবে চোর, ডাকাত ও সৎ লোক এক পর্যায়ে চলে যাবে, যা বিবেক ও ইনসাফের পরিপন্থি। অবশেষে বলা হয়েছে : فَمُلٰقِيْهِ -এর সর্বনাম দ্বারা كَدْحٌ ও বোঝানো যেতে পারে। অর্থ হবে এই যে, মানুষ এখানে যে চেষ্টা-চরিত্র করছে, পরিশেষে তার পালনকর্তার কাছে পৌছে এর সাথে তার সাক্ষাৎ ঘটবে এবং এর শুভ অথবা অশুভ পরিণতির সামনে এসে যাবে। এই সর্বনাম দ্বারা رَبٌّ -ও বোঝানো যেতে পারে। অর্থ এই যে, প্রত্যেক মানুষ পরকালে তার পালনকর্তার সাথে সাক্ষাৎ করবে এবং হিসাবের জন্য তার সামনে উপস্থিত হবে। অতঃপর সৎ ও অসৎ এবং মু'মিন ও কাফের মানুষের আলাদা আলাদা পরিণতি উল্লেখ করা

https://e-ilm.weebly.com/

হয়েছে। ডান হাতে অথবা বাম হাতে আমলনামা আসার মাধ্যমে এর সূচনা হবে। ডান হাতওয়ালারা জান্নাতে চিরস্থায়ী নিয়ামতের সুসংবাদ এবং বাম হাতওয়ালারা জাহান্নামের শাস্তির দুঃসংবাদ পেয়ে যাবে। জীবন ধারণের প্রয়োজনীয় আসবাবপত্র, এমনকি অনেক অনাবশ্যক ভোগ্য বস্তুও সৎ-অসৎ উভয়-প্রকার লোকই অর্জন করে। এভাবে পার্থিব জীবন উভয়ের অতিবাহিত হয়ে যায়। কিন্তু উভয়ের পরিণতিতে আকাশ-পাতাল পার্থক্য রয়েছে। একজনের পরিণতি স্থায়ী ও নিরবচ্ছিন্ন সুখই সুখ এবং অপরজনের পরিণতি অনন্ত আজাব ও বিপদ। মানুষ আজই এই পরিণতির কথা চিন্তা করে কেন চেষ্টা ও কর্মের গতিধারা আল্লাহ্‌র দিকে ফিরিয়ে দেয় না। যাতে দুনিয়াতেও তার প্রয়োজনাদি পূর্ণ হয় এবং পরকালেও জান্নাতের চিরস্থায়ী নিয়ামত হাতছাড়া না হয়?

فَاَمَّا مَنْ اُوْتِیَ كِتٰبَهٗ بِیَمِیْنِهٖ فَسَوْفَ یُحَاسَبُ حِسَابًا یَّسِیْرًا وَّیَنْقَلِبُ اِلٰۤی اَهْلِهٖ مَسْرُوْرًا : এতে মু'মিনের অবস্থা বর্ণনা করা হয়েছে যে, তাদের আমলনামা ডান হাতে আসবে এবং তাদের সহজ হিসাব নিয়ে জান্নাতের সুসংবাদ দান করা হবে। তারা তাদের পরিবার-পরিজনের কাছে হৃষ্টচিত্তে ফিরে যাবে।

হযরত আয়েশা (রা.)-এর রেওয়ায়েতক্রমে রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন : مَنْ حُوْسِبَ یَوْمَ الْقِیَامَةِ عُذِّبَ -অর্থাৎ কিয়ামতের দিন যার হিসাব নেওয়া হবে, সে আজাব থেকে রক্ষা পাবে না। একথা শুনে হযরত আয়েশা (রা.) প্রশ্ন করলেন : কুরআনে কি یُحَاسَبُ حِسَابًا یَّسِیْرًا বলা হয়নি? রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন : এই আয়াতে যাতে সহজ হিসাব বলা হয়েছে, সেটা প্রকৃতপক্ষে পরিপূর্ণ হিসাব নয় বরং কেবল আল্লাহ্ রাব্বুল আলামীনের সামনে উপস্থিতি। যে ব্যক্তির কাছ থেকে তার কাজকর্মের পুরোপুরি হিসাব নেওয়া হবে, সে আজাব থেকে কিছুতেই রক্ষা পাবে না। –[বুখারী]

এই হাদীস থেকে জানা গেল যে, মু'মিনদের কাজকর্মও সব আল্লাহ্‌র সামনে পেশ করা হবে কিন্তু তাদের ঈমানের বরকতে প্রত্যেক কর্মের চুলচেরা হিসাব হবে না। এরই নাম সহজ হিসাব। পরিবার-পরিজনের কাছে হৃষ্টচিত্তে ফিরে আসার বিবিধ অর্থ হতে পারে। এক. পরিবার-পরিজনের অর্থ জান্নাতের হুরগণ। তারাই সেখানে মু'মিনদের পরিবার-পরিজন হবে। দুই. দুনিয়ার পরিবার-পরিজনই অর্থ। হাশরের ময়দানে হিসাবের পর যখন মু'মিন ব্যক্তি সফল হবে, তখন দুনিয়ার অভ্যাস অনুযায়ী সাফল্যের সুসংবাদ শুনানোর জন্য সে তাদের কাছে যাবে। তাফসীরকারকগণ উভয় অর্থ বর্ণনা করেছেন। –[কুরতুবী]

اِنَّهٗ كَانَ فِیْۤ اَهْلِهٖ مَسْرُوْرًا : অর্থাৎ যার আমলনামা তার পিঠের দিক থেকে বাম হাতে আসবে সে মরে মাটি হয়ে যাওয়ার আকাঙ্ক্ষা করবে, যাতে আজাব থেকে বেঁচে যায় কিন্তু সেখানে তা সম্ভবপর হবে না। তাকে জাহান্নামে দাখিল করা হবে। এর এক কারণ এই বলা হয়েছে যে, সে দুনিয়াতে তার পরিবার-পরিজনের মধ্যে পরকালের প্রতি উদাসীন হয়ে আনন্দ-উল্লাসে দিন যাপন করত। মু'মিনগণ এর বিপরীত। তারা পার্থিব জীবনে কখনও নিশ্চিন্ত হয় না। সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য ও আরাম-আয়েশের মধ্যেও তারা পরকালের কথা বিস্মৃত হয় না। কুরআন পাক তাদের অবস্থা বর্ণনা প্রসঙ্গে বলে : اِنَّا كُنَّا فِیْۤ اَهْلِنَا مُشْفِقِیْنَ : অর্থাৎ আমরা পরিবার-পরিজন পরিবেষ্টিত হয়েও পরকালের ভয় রাখতাম। তাই উভয় দলের পরিণতি তাদের জন্য উপযুক্ত হয়েছে। যারা দুনিয়াতে পরিবার-পরিজনের মধ্য থেকে পরকালের ব্যাপারে নিশ্চিন্ত হয়ে বিলাস-ব্যসন ও আনন্দ-উল্লাসে দিন অতিবাহিত করত, আজ তাদের ভাগ্যে জাহান্নামের আজাব এসেছে। পক্ষান্তরে যারা দুনিয়াতে পরকালের হিসাব-নিকাশ ও আজাবের ভয় রাখত, তারা আজ অনাবিল আনন্দ ও খুশি অর্জন করেছেন। এখন তারা তাদের পরিবার-পরিজনের মধ্যে চিরস্থায়ী আনন্দে বসবাস করবে। এ থেকে বোঝা গেল যে, দুনিয়ার সুখে মত্ত ও বিভোর হয়ে যাওয়া মু'মিনের কাজ নয়। সে কোনো সময় কোনো অবস্থাতেই পরকালের হিসাবের ব্যাপারে নিশ্চিন্ত হয় না।

فَلَاۤ اُقْسِمُ بِالشَّفَقِ : এখানে আল্লাহ তা'আলা চারটি বস্তুর শপথ করে মানুষকে আবার اِنَّكَ كَادِحٌ اِلٰی رَبِّكَ আয়াতে বর্ণিত বিষয়ের প্রতি মনোযোগী করেছেন। শপথের জবাবে বলা হয়েছে যে, মানুষ এক অবস্থার উপর স্থিতিশীল থাকে না এবং তার অবস্থা প্রতিনিয়তই পরিবর্তিত হতে থাকে। চিন্তা করলে দেখা যায় যে, শপথের চারটি বস্তু এই বিষয়বস্তুর সাক্ষ্য দেয়। প্রথমে شَفَقٌ -এর শপথ করা হয়েছে। এর অর্থ সেই লাল আভা, যা সূর্যাস্তের পর পশ্চিম দিগন্তে দেখা যায়। এটা রাত্রির সূচনা, যা মানুষের অবস্থায় একটি বড় পরিবর্তনের পূর্বাভাস। এ সময় আলো বিদায় নেয় এবং অন্ধকারের সয়লাব চলে আসে। এরপর স্বয়ং রাত্রির শপথ করা হয়েছে, যা এই পরিবর্তনকে পূর্ণতা দান করে। এরপর সেসব জিনিসের শপথ করা হয়েছে, যেগুলোকে রাত্রির অন্ধকার নিজের মধ্যে একত্র করে। وَسَقٌ -এর আসল অর্থ একত্র করা। এর ব্যাপক অর্থ নেওয়া হলে এতে জীবজন্তু, উদ্ভিদ, জড় পদার্থ, পাহাড়-পর্বত, নদীনালা ইত্যাদি সবই অন্তর্ভুক্ত রয়েছে, যা রাত্রির অন্ধকারে অদৃশ্য হয়ে যায়। এই অর্থও হতে পারে যে, যেসব বস্তু সাধারণত দিনের আলোতে চারদিকে ছড়িয়ে থাকে, রাত্রিবেলায় সেগুলো জড়ো হয়ে নিজ নিজ ঠিকানায় একত্রিত হয়ে যায়। মানুষ তার গৃহে, জীবজন্তু নিজ নিজ গৃহে ও বাসায় একত্রিত

https://e-ilm.weebly.com/

হয়। কাজ-কারবারে ছড়ানো আসবাবপত্র গুটিয়ে এক জায়গায় জমা করা হয়। এই বিরাট পরিবর্তন স্বয়ং মানুষ ও তার সাথে সংশ্লিষ্ট সবকিছুর মধ্যে হয়ে থাকে। চতুর্থ শপথ হচ্ছে : وَالْقَمَرِ اِذَا اتَّسَقَ এটাও وَسَقَ থেকে উদ্ভূত, যার অর্থ একত্র করা। চন্দ্রের একত্র করার অর্থ তার তার আলোকে একত্র করা। এটা চৌদ্দ তারিখের রাত্রিতে হয়, যখন চন্দ্র ষোল কলায় পূর্ণ হয়ে যায়। এখানে চন্দ্রের বিভিন্ন অবস্থার দিকে ইঙ্গিত রয়েছে। চন্দ্র প্রথমে খুবই সরু ধনুকের মতো দেখা যায়। এরপর প্রত্যহ এর আলো বৃদ্ধি পেতে পেতে পূর্ণিমার চাঁদ হয়ে যায়। অবিরাম ও উপর্যুপরি পরিবর্তনের সাক্ষ্যদাতা চারটি বস্তুর শপথ করে আল্লাহ তা'আলা বলেছেন : لَتَرْكَبُنَّ طَبَقًا عَنْ طَبَقٍ উপরে নিচে স্তরে স্তরে সাজানো জিনিসপত্রের এক একটি স্তরকে طَبَقٌ বলা হয়। رُكُوْبٌ-এর অর্থ আরোহণ করা। অর্থ এই যে, হে মানুষ, তোমরা সর্বদাই এক স্তর থেকে অন্য স্তরে আরোহণ করতে থাকবে। উদ্দেশ্য এই যে, মানুষ সৃষ্টির আদি থেকে অন্ত পর্যন্ত কোনো সময় এক অবস্থায় স্থির থাকে না বরং তার উপর পর্যায়ক্রমে পরিবর্তন আসতে থাকে।

মানুষের অস্তিত্বে অগণিত পরিবর্তন, অব্যাহত সফর এবং তার চূড়ান্ত মনজিল : সে বীর্য থেকে জমাট রক্ত হয়েছে, এরপর গোশ্‌তপিণ্ড হয়েছে, অতঃপর তাতে অস্থি সৃষ্টি হয়েছে, অস্থির উপর গোশ্‌ত হয়েছে এবং অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ পূর্ণতা লাভ করেছে, এরপর রূহ্ স্থাপন করার ফলে সে একজন জীবিত মানুষ হয়েছে। মায়ের পেটে তার খাদ্য ছিল গর্ভাশয়ের পচা রক্ত। নয় মাস পরে আল্লাহ তা'আলা তার পৃথিবীতে আসার পথ সুগম করে দিলেন। সে পচা রক্তের বদলে মায়ের দুধ পেল, দুনিয়ার সুবিস্তৃত পরিমণ্ডল দেখল, আলো-বাতাসের ছোঁয়া পেল। সে বাড়তে লাগল এবং নাদুস-নুদুস হয়ে গেল। দু'বছরের মধ্যে হাঁটি হাঁটি পা-পাসহ কথা বলারও শক্তি লাভ করল। মায়ের দুধ ছাড়া পেয়ে আরও অধিক সুস্বাদু ও রকমারি খাদ্য আসল। খেলাধুলা ও ক্রীড়াকৌতুক তার দিবারাত্রির একমাত্র কাজ হয়ে গেল। যখন কিছু জ্ঞান ও চেতনা বাড়ল তখন শিক্ষাদীক্ষার যাঁতা কলে আবদ্ধ হয়ে গেল। যখন যৌবনে পদার্পণ করল তখন অতীতের সব কাজ পরিত্যক্ত হয়ে যৌবনসুলভ কামনা-বাসনা তার স্থান দখল করে বসল এং এক রোমাঞ্চকর জগৎ সামনে এলো। বিয়ে-শাদী, সন্তান-সন্ততি ও পরিবার পরিচালনার কর্মব্যস্ততায় দিবারাত্রি অতিবাহিত হতে লাগল। অবশেষে এ যুগেরও সমাপ্তি ঘটল। আঙ্গিক শক্তি ক্ষয় পেতে লাগল। প্রায়ই অসুখ-বিসুখ দেখা দিতে লাগল। অবশেষে বার্ধক্য আসল এবং ইহকালের সর্বশেষ মনজিল কবরে যাওয়ার প্রস্তুতি চলল। এসব বিষয় তো চোখের সামনে থাকে, যা কারও অস্বীকার করার সাধ্য নেই কিন্তু অদূরদর্শী মানুষ মনে করে যে, মৃত্যু ও কবরই তার সর্বশেষ মনজিল। এরপর কিছুই নেই। আল্লাহ তা'আলা সর্বজ্ঞানী ও সব বিষয়ের খবর রাখেন। তিনি পয়গম্বরগণের মাধ্যমে গাফিল মানুষকে অবহিত করেছেন যে, কবর তোমার সর্বশেষ মনজিল নয়; বরং এটা এক প্রতীক্ষাগার। সামনে এক মহাজগৎ আসবে। তাতে এক মহাপরীক্ষার পর মানুষের সর্বশেষ মনজিল নির্ধারিত হবে, যা হয় চিরস্থায়ী আরাম ও সুখের মনজিল হবে, না হয় অনন্ত আজাব ও বিপদের মনজিল হবে। এই সর্বশেষ মনজিলেই মানুষ তার সত্যিকার আবাসস্থল লাভ করবে এবং পরিবর্তনের চক্র থেকে অব্যাহতি পাবে। কুরআন পাকে বলা হয়েছে كَادِحٌ اِلٰى رَبِّكَ – اِلٰى رَبِّكَ এবং اِنَّ اِلٰى رَبِّكَ الرُّجْعٰى –বলে এই বিষয়বস্তুই বর্ণনা করেছে। সে গাফিল মানুষকে এই সর্বশেষ মনজিল সম্পর্কে অবহিত করে হুঁশিয়ার করেছে যে, বয়স হচ্ছে দুনিয়ার সব পরিবর্তন, সর্বশেষ মনজিল পর্যন্ত যাওয়ার সফর এবং তার বিভিন্ন পর্যায়। মানুষ চলাফেরায়, নিদ্রা ও জাগরণে, দাঁড়ানো ও উপবিষ্ট–সর্বাবস্থায় এই সফরের মনজিলসমূহ অতিক্রম করছে। অবশেষে সে তার পালনকর্তার কাছে পৌছে যাবে এবং সারা জীবনের কাজ-কর্মের হিসাব দিয়ে সর্বশেষ মনজিলে অবস্থান লাভ করবে, সেখানে হয় সুখই সুখ এবং নিরবচ্ছিন্ন আরাম, না হয় আজাবই আজাব এবং অশেষ বিপদ রয়েছে। এতএব, বুদ্ধিমান মানুষের কর্তব্য হচ্ছে দুনিয়াতে নিজেকে একজন মুসাফির মনে করা এবং পরকালের জন্য আসবাবপত্র তৈরি ও প্রেরণের চিন্তাকেই দুনিয়ার সর্ববৃহৎ লক্ষ্য স্থির করা। রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন : كُنْ فِى الدُّنْيَا كَاَنَّكَ غَرِيْبٌ اَوْ عَابِرُ سَبِيْلٍ : অর্থাৎ তুমি দুনিয়াতে এভাবে থাক, যেমন কোনো মুসাফির কয়েক দিনের জন্য কোথাও অবস্থান করে অথবা কোনো পথিক পথে চলতে চলতে বিশ্রামের জন্য থেমে যায়। উপরে বর্ণিত طَبَقًا عَنْ طَبَقٍ-এর তাফসীরের বিষয়বস্তু সম্বলিত একটি রেওয়ায়েত আবূ নাঈম (র.) জাবের ইবনে আব্দুল্লাহ (রা.)-এর রেওয়ায়েতক্রমে রাসূলুল্লাহ ﷺ থেকে বর্ণনা করেছেন। এই দীর্ঘ হাদীসটি এ স্থলে কুরতুবী আবূ নাঈমের এবং ইবনে কাছীর (র.) ইবনে আবী হাতেম (র.)-এর বরাত দিয়ে বিস্তারিত উদ্ধৃত করেছেন। এসব আয়াতে গাফিল মানুষকে তার সৃষ্টি ও দুনিয়াতে সংঘটিত পরিবর্তনসমূহ সামনে এনে নির্দেশ করা হয়েছে যে, হে মানুষ এখনও সময় আছে, নিজের পরিণতি ও পরকালের চিন্তা কর। কিন্তু এতসব উজ্জ্বল নির্দেশ সত্ত্বেও অনেক মানুষ গাফলতি ত্যাগ করে না। তাই শেষে বলা হয়েছে : فَمَا لَهُمْ لَا يُؤْمِنُوْنَ –অর্থাৎ এই গাফিল ও মূর্খ লোকদের কি হলো যে, তারা সবকিছু শোনা ও জানার পরও আল্লাহর প্রতি ঈমান আনে না?

https://e-ilm.weebly.com/

وَاِذَا قُرِئَ عَلَيْهِمُ الْقُرْاٰنُ لَا يَسْجُدُوْنَ : অর্থাৎ যখন তাদের সামনে সুস্পষ্ট হেদায়েতে পরিপূর্ণ কুরআন পাঠ করা হয়, তখনও তারা আল্লাহর দিকে নত হয় না।

سُجُوْد ও سَجْدَة -এর আভিধানিক অর্থ নত হওয়া। এর মাধ্যমে আনুগত্য ও ফরমাবরদারী বোঝানো হয়। বলা বাহুল্য, এখানে পরিভাষিক সেজদা উদ্দেশ্য নয়; বরং আল্লাহর সামনে আনুগত্য সহকারে নত হওয়া তথা বিনীত হওয়া উদ্দেশ্য। এর সুস্পষ্ট কারণ এই যে, এই আয়াতে কোনো বিশেষ আয়াত সম্পর্কে সেজদার নির্দেশ নেই; বরং নির্দেশটি সমগ্র কুরআন সম্পর্কিত। সুতরাং এই আয়াতে পরিভাষিক সেজদা অর্থ নেওয়া হলে কুরআনের প্রত্যেক আয়াতে সেজদা করা অপরিহার্য হবে, যা উম্মতের ইজমার কারণে হতে পারে না। পূর্ববর্তী ও পরবর্তী আলিমগণের মধ্যে কেউ এর প্রবক্তা। এখন প্রশ্ন থাকে যে, এই আয়াত পাঠ করলে ও শুনলে সেজদা ওয়াজিব হবে কি না? বলা বাহুল্য কিঞ্চিৎ সদর্থের আশ্রয় নিয়ে এই আয়াতকেও সেজদা ওয়াজিব হওয়ার প্রমাণ হিসাবে পেশ করা যায়। কোনো কোনো হানাফী ফিকহবিদ তাই করেছেন। তাঁরা বলেন : এখানে اَلْقُرْاٰنُ বলে সমগ্র কুরআন বোঝানো হয়নি বরং اَلِفْ لَامْ عَهْدِىْ হওয়ার ভিত্তিতে বিশেষভাবে এই আয়াতই বোঝানো হয়েছে। কিন্তু এটা এক প্রকার সদর্থই, যাকে সম্ভাবনার পর্যায়ে শুদ্ধ বলা যেতে পারে। কিন্তু বাহ্যিক ভাষাদৃষ্টে এটা অবান্তর মনে হয়। তাই নির্ভুল কথা এই যে, এর ফয়সালা হাদীস এবং রাসূলুল্লাহ ﷺ ও সাহাবায়ে কেরামের কর্মপদ্ধতি দ্বারা হতে পারে। তেলাওয়াতের সেজদা সম্পর্কে বিভিন্ন প্রকার হাদীস বর্ণিত আছে। ফলে মুজতাহিদ আলিমগণও বিষয়টিতে মতবিরোধ করেছেন। ইমাম আযম আবূ হানীফা (র.)-এর মতে এই আয়াতেও সেজদা ওয়াজিব। তিনি নিম্নোদ্ধৃত হাদীস সমূহকে এর প্রমাণ হিসাবে পেশ করেন :

সহীহ্ বুখারীতে আছে, হযরত আবূ রাফে' (রা.) বলেন : আমি একদিন ইশার নামাজ হযরত আবূ হুরায়রা (রা.)-এর পিছনে পড়লাম। তিনি নামাজে সূরা ইন্‌শিকাক পাঠ করলেন এবং এই আয়াতে সেজদা করলেন। নামাজান্তে আমি হযরত আবূ হুরায়রা (রা.)-কে জিজ্ঞেস করলাম : এ কেমন সেজদা? তিনি বললেন : আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর পশ্চাতে এই আয়াত সেজদা করেছি। তাই হাশরের ময়দানে তাঁর সাথে সাক্ষাৎ হওয়া পর্যন্ত আমি এই আয়াতে সেজদা করে যাব। সহীহ্ মুসলিমে হযরত আবূ হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত আছে, আমরা নবী করীম ﷺ -এর সাথে সূরা ইন্‌শিকাক ও সূরা ইকরায় সেজদা করেছি। ইবনে আরাবী (র.) বলেন : এটাই ঠিক যে, এই আয়াতটিও সেজদার আয়াত। যে এই আয়াত তেলাওয়াত করে অথবা শুনে তার উপর সেজদা ওয়াজিব। –(কুরতুবী) কিন্তু ইবনে আরাবী (র.) যে সম্প্রদায়ে বসবাস করতেন, তাদের মধ্যে এই আয়াতে সেজদা করার প্রচলন ছিল না। তারা হয়তো এমন ইমামের মুকাল্লিদ (অনুসারী) ছিল, যার মতে এই আয়াতে সেজদা নেই। তাই ইবনে আরাবী (র.) বলেন : আমি যখন কোথাও ইমাম হয়ে নামাজ পড়াতাম তখন সূরা ইন্‌শিকাক পাঠ করতাম না। কারণ আমার মতে এই সূরায় সেজদা ওয়াজিব। কাজেই যদি সেজদা না করি, তবে গোনাহ্‌গার হব। আর যদি করি, তবে গোটা জামাত আমার এই কাজকে অপছন্দ করবে। কাজেই অহেতুক মতানৈক্য সৃষ্টি করার প্রয়োজন নেই।

শব্দ বিশ্লেষণ :

اِنْشَقَّتْ : সীগাহ واحد مؤنث غائب বহছ ماضى معروف বাব اِنْفِعَالٌ মাসদার اِنْشِقَاقٌ মূলবর্ণ (ش – ق – ق) জিনস مضاعف ثلاثى অর্থ– বিদীর্ণ হবে।

اَذِنَتْ : সীগাহ واحد مؤنث غائب বহছ ماضى معروف বাব سَمِعَ মাসদার اِذْنٌ মূলবর্ণ (أ – ذ – ن) জিনস مهموز فاء অর্থ– শ্রবণ করেছে, শুনেছে।

حُقَّتْ : সীগাহ واحد مؤنث غائب বহছ ماضى مجهول বাব ضَرَبَ মাসদার حَقٌّ মূলবর্ণ (ح – ق – ق) জিনস مضاعف ثلاثى অর্থ– সে তারই যোগ্য নিশ্চিত করা হবে।

مُدَّتْ : সীগাহ واحد مؤنث غائب বহছ ماضى مجهول বাব نَصَرَ মাসদার مَدٌّ মূলবর্ণ (م – د – د) জিনস مضاعف ثلاثى অর্থ– বিস্তৃত করা হবে।

اَلْقَتْ : সীগাহ واحد مؤنث غائب বহছ ماضى معروف বাব اِفْعَالٌ মাসদার اِلْقَاءٌ মূলবর্ণ (ل – ق – ى) জিনস ناقص يائى অর্থ– উপরিয়ে বাইরে নিক্ষেপ করবে।

https://e-ilm.weebly.com/

تَخَلَّتْ : সীগাহ وَاحِد مُؤَنَّث غَائِب বহছ مَاضِي مَعْرُوف বাব تَفَعُّلٌ মাসদার تَخَلِّيْ মূলবর্ণ (خ – ل – و) জিনস نَاقِص وَاوِي অর্থ– শূন্যগর্ভ হয়ে যাবে, জমিন খালি হওয়া।

كَادِحٌ : সীগাহ وَاحِد مُذَكَّر বহছ اِسْم فَاعِل বাব فَتَحَ মাসদার كَدْحٌ মূলবর্ণ (ك ـ د ـ ح) জিনস صَحِيْح অর্থ– পরিশ্রমকারী, মেহনতকারী।

مُلَاقِيْهِ : সীগাহ وَاحِد مُذَكَّر বহছ اِسْم فَاعِل বাব مُفَاعَلَةٌ মাসদার مُلَاقَاةٌ মূলবর্ণ (ل ـ ق ـ ى) জিনস نَاقِص يَائِي অর্থ– মিলা, সাক্ষাত করা।

ظَهْرٌ : পিঠ। পেট ও পিঠ দুই পরস্পর বিপরীত অঙ্গ। بَطْنٌ উদর, পেট পাকস্থলী। ظَهَرَ পৃষ্টদেশ, পশ্চাৎ ভাগ। তাজুল উরুসের মধ্যে আছে, মানুষের কাঁধ থেকে শুরু করে নিতম্বের নিকট পর্যন্ত অংশকে পিঠ বলা হয়। এটি আরবি ভাষায় মুযাক্কার হিসেবে আসে। তাছাড়া এটি সে সকল ইসমের অন্তর্ভুক্ত, যা যরফের স্থানে ব্যবহার করা হয়। এর বহুবচন أَظْهُر، ظُهُوْرٌ এবং ظُهْرَانٌ আসে।

ثُبُوْرٌ : মাসদার ও ইসম। বাব : نَصَرَ-এর মাসদার। মূলবর্ণ (ث – ب – ر) জিনস صَحِيْح অর্থ– ধ্বংস হওয়া, মরে যাওয়া, ধ্বংস, মৃত্যু।

لَنْ يَّحُوْرَ : সীগাহ وَاحِد مُذَكَّر غَائِب বহছ نَفِي تَاكِيد بِلَن دَر فِعْل مُسْتَقْبِل مَعْرُوف বাব نَصَرَ মাসদার حُوْرٌ মূলবর্ণ (ح – و – ر) জিনস اجوف واوى অর্থ–তাকে প্রত্যাবর্তন করতে হবে না।

وَسَقَ : সীগাহ وَاحِد مُذَكَّر غَائِب বহছ مَاضِي مَعْرُوف বাব ضَرَبَ মাসদার وَسْقٌ মূলবর্ণ (و ـ س ـ ق) জিনস مِثَال وَاوِي অর্থ– সে যা কিছু সমাবেশ ঘটায়। অর্থাৎ রাত মানুষ, জীবজন্তু ও পাখি সবাইকে একত্র করে এবং প্রত্যেককেই তার নিজস্ব ঠিকানায় পৌছে দেয়।

إِتَّسَقَ : সীগাহ وَاحِد مُذَكَّر غَائِب বহছ مَاضِي مَعْرُوف বাব إِفْتِعَالٌ মাসদার إِتِّسَاقٌ মূলবর্ণ (و – س – ق) জিনস مِثَال وَاوِي অর্থ– পরিপূর্ণ হয়।

تَرْكَبُنَّ : সীগাহ جَمْع مُذَكَّر حَاضِر বহছ مُضَارِع بَانُون تَاكِيد বাব سَمِعَ মাসদার رُكُوْبٌ মূলবর্ণ (ر – ك – ب) জিনস صَحِيْح অর্থ– অবশ্যই তোমাদেরকে উপনীত হতে হবে।

يُوْعُوْنَ : সীগাহ جَمْع مُذَكَّر غَائِب বহছ مُضَارِع مَعْرُوف বাব إِفْعَالٌ মাসদার إِيْعَاءٌ মূলবর্ণ(و – ع – ى) জিনস لَفِيْف مَفْرُوْق অর্থ– তার যা সঞ্চয় করেছে।

بَشِّرْهُمْ : সীগাহ وَاحِد مُذَكَّر حَاضِر বহছ اَمْر حَاضِر مَعْرُوف বাব تَفْعِيْلٌ মাসদার تَبْشِيْرٌ মূলবর্ণ (ب ـ ش ـ ر) জিনস صَحِيْح অর্থ তুমি তাদেরকে সুসংবাদ শুনিয়ে দাও। هُمْ যমীর জমা মুযাক্কার গায়েব মাফউল।

غَيْرُ مَمْنُوْنٍ : غَيْرٌ অর্থ– ব্যতীত, নয়। আর مَمْنُوْنٌ সীগাহ وَاحِد مُذَكَّر বহছ اِسْم مَفْعُوْل বাব نَصَرَ মাসদার مَنٌّ মূলবর্ণ (م – ن – ن) জিনস مُضَاعَف ثُلَاثِي অর্থ– যা কখনো বিচ্ছিন্ন হবার নয়।

বাক্য বিশ্লেষণ :

وَاللّٰهُ اَعْلَمُ بِمَا يُوْعُوْنَ : এখানে واو টা হরফে আতফ اَللّٰهُ শব্দটি মুবতাদা اَعْلَمُ তার খবর। আর بِمَا টা مُتَعَلِّق হয়েছে اَعْلَمُ-এর সাথে। আর يُوْعُوْنَ-এর কোনো مَحَل নেই যেহেতু مَا এর সেলাহ হয়েছে।

فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ اَلِيْمٍ : এখানে فَبَشِّرْ হলো فِعْل তার মধ্যস্থ উহ্য যমীর اَنْتَ হলো ফায়েল। আর هُمْ হলো مَفْعُوْل بِه আর بِعَذَابٍ টা بَشِّرْ-এর সাথে مُتَعَلِّق হয়েছে। আর اَلِيْمٍ হলো عَذَابٍ-এর সিফাত।

–[ই'রাবুল কুরআন ৮ম খণ্ড: পৃ. ২৬৫-২৬৬]

https://e-ilm.weebly.com/

سُوْرَةُ الْبُرُوْجِ مَكِّيَّةٌ
সূরা বুরূজ

মক্কায় অবতীর্ণ; আয়াত– ২২, রুকূ'– ১

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ○

পরম করুণাময়, দয়ালু আল্লাহর নামে শুরু করছি।

১. বুরূজ [বড় বড় নক্ষত্র] বিশিষ্ট আসমানের শপথ।	وَالسَّمَآءِ ذَاتِ الْبُرُوْجِ ﴿١﴾
২. আর প্রতিশ্রুত দিবসের [কিয়ামত দিবসের]।	وَالْيَوْمِ الْمَوْعُوْدِ ﴿٢﴾
৩. আর উপস্থিত হওয়ার [দিনের শপথ] আর যাতে [যে দিনে লোকদের] উপস্থিতি হয় তার।	وَشَاهِدٍ وَّمَشْهُوْدٍ ﴿٣﴾
৪. অভিশপ্ত হয়েছে খন্দকের অধিবাসীগণ।	قُتِلَ اَصْحٰبُ الْاُخْدُوْدِ ﴿٤﴾
৫. অর্থাৎ বহু ইন্ধনযুক্ত অগ্নির অধিকারী [আয়োজনকারী] গণ।	النَّارِ ذَاتِ الْوَقُوْدِ ﴿٥﴾
৬. যখন তারা তার আশেপাশে উপবিষ্ট ছিল।	اِذْ هُمْ عَلَيْهَا قُعُوْدٌ ﴿٦﴾
৭. এবং তারা মুসলমানদের প্রতি যা কিছু [অত্যাচার] করছিল, তা দেখছিল।	وَّهُمْ عَلٰى مَا يَفْعَلُوْنَ بِالْمُؤْمِنِيْنَ شُهُوْدٌ ﴿٧﴾
৮. আর ঐ কাফেররা সেই মুসলমানদের মধ্যে এতদ্ব্যতীত আর কোনো দোষ পায়নি যে, তারা আল্লাহর প্রতি ঈমান এনেছিল, যিনি মহাপরাক্রান্ত, প্রসংশনীয়।	وَمَا نَقَمُوْا مِنْهُمْ اِلَّآ اَنْ يُّؤْمِنُوْا بِاللّٰهِ الْعَزِيْزِ الْحَمِيْدِ ﴿٨﴾

শাব্দিক অনুবাদ :

১. وَالسَّمَآءِ শপথ সে আসমানের ذَاتِ الْبُرُوْجِ যা বড় বড় নক্ষত্রবিশিষ্ট।

২. وَالْيَوْمِ শপথ সে দিবসের الْمَوْعُوْدِ যা প্রতিশ্রুত

৩. وَشَاهِدٍ শপথ উপস্থিত হওয়ার وَّمَشْهُوْدٍ এবং যাতে (লোকদের) উপস্থিতি হয় তার।

৪. قُتِلَ অভিশপ্ত হয়েছে اَصْحٰبُ الْاُخْدُوْدِ খন্দকের অধিবাসীগণ।

৫. النَّارِ অগ্নির ذَاتِ الْوَقُوْدِ বহু ইন্ধনযুক্ত

৬. اِذْ هُمْ যখন তারা عَلَيْهَا তার আশেপাশে قُعُوْدٌ উপবিষ্ট ছিল।

৭. وَّهُمْ এবং তারা عَلٰى مَا يَفْعَلُوْنَ যা কিছু করছিল, তা بِالْمُؤْمِنِيْنَ মুসলমানদের সাথে شُهُوْدٌ দেখছিল।

৮. وَمَا نَقَمُوْا مِنْهُمْ আর তারা দোষ খুঁজে পায়নি اِلَّآ اَنْ يُّؤْمِنُوْا এটা ছাড়া যে তারা ঈমান আনে بِاللّٰهِ এমন আল্লাহর প্রতি الْعَزِيْزِ যিনি মহাপরাক্রান্ত الْحَمِيْدِ প্রসংশনীয়।

https://e-ilm.weebly.com/

৯. তিনি এমন যে, তারই জন্য আসমানসমূহ ও জমিনের রাজত্ব; আর আল্লাহ প্রত্যেক বস্তু সম্বন্ধে অবগত আছেন।	الَّذِي لَهُ مُلْكُ السَّمٰوٰتِ وَالْأَرْضِ ۚ وَاللّٰهُ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٌ ﴿٩﴾
১০. যারা মুমিন পুরুষ ও মুমিন নারীদেরকে কষ্ট দেয়, অতঃপর তওবা না করে, তবে তাদের জন্য দোজখের আজাব এবং [বিশেষভাবে] তাদের জন্য দহন-যন্ত্রণা রয়েছে।	إِنَّ الَّذِينَ فَتَنُوا الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنٰتِ ثُمَّ لَمْ يَتُوبُوا فَلَهُمْ عَذَابُ جَهَنَّمَ وَلَهُمْ عَذَابُ الْحَرِيقِ ﴿١٠﴾
১১. [আর] অবশ্যই যারা ঈমান এনেছে এবং সৎকাজ করেছে, তাদের জন্য উদ্যানসমূহ রয়েছে; যার পাদদেশ দিয়ে নহরসমূহ প্রবাহিত হবে; এটাই বিরাট সফলতা।	إِنَّ الَّذِينَ اٰمَنُوا وَعَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ لَهُمْ جَنّٰتٌ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهٰرُ ۚ ذٰلِكَ الْفَوْزُ الْكَبِيرُ ﴿١١﴾
১২. আপনার প্রভুর পাকড়াও অত্যন্ত কঠোর।	إِنَّ بَطْشَ رَبِّكَ لَشَدِيدٌ ﴿١٢﴾
১৩. তিনিই প্রথমবার সৃষ্টি করেন এবং পুনর্বার সৃষ্টি করবেন।	إِنَّهُ هُوَ يُبْدِئُ وَيُعِيدُ ﴿١٣﴾
১৪. আর তিনি অতিশয় ক্ষমাশীল, অত্যন্ত স্নেহপরায়ণ।	وَهُوَ الْغَفُورُ الْوَدُودُ ﴿١٤﴾
১৫. আরশের অধিপতি, মর্যাদাশীল।	ذُو الْعَرْشِ الْمَجِيدُ ﴿١٥﴾
১৬. তিনি যা ইচ্ছা করেন, তা করেই ছাড়েন।	فَعَّالٌ لِمَا يُرِيدُ ﴿١٦﴾

শাব্দিক অনুবাদ :

৯. الَّذِي لَهُ যার জন্য রয়েছে مُلْكُ السَّمٰوٰتِ وَالْأَرْضِ আসমানসমূহ ও জমিনের রাজত্ব وَاللّٰهُ আর আল্লাহ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ প্রত্যেক বস্তু সম্বন্ধে شَهِيدٌ অবগত আছেন।

১০. إِنَّ الَّذِينَ فَتَنُوا যারা কষ্ট দেয় الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنٰتِ মুমিন পুরুষ ও মুমিন নারীদেরকে ثُمَّ لَمْ يَتُوبُوا অতঃপর তওবা না করে فَلَهُمْ তাদের জন্য রয়েছে عَذَابُ جَهَنَّمَ দোজখের আজাব وَلَهُمْ এবং তাদের জন্য রয়েছে عَذَابُ الْحَرِيقِ দহন-যন্ত্রণা।

১১. إِنَّ الَّذِينَ اٰمَنُوا নিশ্চয় যারা ঈমান এনেছে وَعَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ এবং নেক কাজ করেছে لَهُمْ তাদের জন্য রয়েছে এমন উদ্যানসমূহ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا যার পাদদেশ দিয়ে প্রবাহিত হবে الْأَنْهٰرُ নহরসমূহ ذٰلِكَ الْفَوْزُ الْكَبِيرُ এটাই বিরাট সফলতা।

১২. إِنَّ بَطْشَ নিশ্চয় পাকড়াও رَبِّكَ আপনার প্রভুর لَشَدِيدٌ অত্যন্ত কঠোর।

১৩. إِنَّهُ هُوَ নিশ্চয় তিনিই يُبْدِئُ প্রথমবার সৃষ্টি করেন وَيُعِيدُ এবং পুনর্বার সৃষ্টি করবেন।

১৪. وَهُوَ الْغَفُورُ আর তিনি অতিশয় ক্ষমাশীল الْوَدُودُ অত্যন্ত স্নেহপরায়ণ।

১৫. ذُو الْعَرْشِ আরশের অধিপতি الْمَجِيدُ মর্যাদাশীল।

১৬. فَعَّالٌ তিনি ভালোভাবেই করতে পারেন لِمَا يُرِيدُ যা তিনি ইচ্ছা করেন।

https://e-ilm.weebly.com/

https://e-ilm.weebly.com/

১৭. আপনার নিকট কি ঐ সেনাদলসমূহের কাহিনী পৌছেছে ।	هَلْ أَتٰىكَ حَدِيْثُ الْجُنُوْدِ ﴿١٧﴾
১৮. অর্থাৎ ফেরাউন ও ছামূদের ।	فِرْعَوْنَ وَثَمُوْدَ ﴿١٨﴾
১৯. বরং এই কাফেররা [কুরআনকে] মিথ্যা প্রতিপন্ন করার মধ্যে [লিপ্ত] রয়েছে ।	بَلِ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا فِيْ تَكْذِيْبٍ ﴿١٩﴾
২০. আর আল্লাহ তাদেরকে চতুর্দিক হতে বেষ্টন করে আছেন ।	وَّاللّٰهُ مِنْ وَّرَآئِهِمْ مُّحِيْطٌ ﴿٢٠﴾
২১. বরং তা এক সম্মানিত কুরআন ।	بَلْ هُوَ قُرْاٰنٌ مَّجِيْدٌ ﴿٢١﴾
২২. যা সংরক্ষিত ফলকে [অর্থাৎ লওহে মাহফূজে লিপিবদ্ধ] রয়েছে ।	فِيْ لَوْحٍ مَّحْفُوْظٍ ﴿٢٢﴾

শাব্দিক অনুবাদ :

১৭. هَلْ أَتٰىكَ আপনার নিকট কি পৌছেছে/এসেছে حَدِيْثُ الْجُنُوْدِ ঐ সেনাদলসমূহের কাহিনী ।

১৮. فِرْعَوْنَ ফেরাউন وَثَمُوْدَ ও ছামূদের ।

১৯. بَلِ الَّذِيْنَ বরং যারা كَفَرُوْا কুফরি করেছে فِيْ تَكْذِيْبٍ [তারা লিপ্ত রয়েছে] মিথ্যা প্রতিপন্ন করার মধ্যে ।

২০. وَّاللّٰهُ আর আল্লাহ مِنْ وَّرَآئِهِمْ তাদের চতুর্দিক হতে مُّحِيْطٌ পরিবেষ্টন করে আছেন ।

২১. بَلْ هُوَ বরং তা قُرْاٰنٌ مَّجِيْدٌ এক সম্মানিত কুরআন ।

২২. فِيْ মাঝে لَوْحٍ ফলকের مَّحْفُوْظٍ সংরক্ষিত ।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

সূরাটির নামকরণের কারণ : এ সূরাটির নামকরণ করা হয়েছে প্রথম আয়াতের 'আল-বুরূজ' শব্দ অবলম্বনে । এতে ২২টি আয়াত, ১০৯টি বাক্য ও ৪৩৮টি অক্ষর রয়েছে ।

সূরাটি অবতীর্ণ হওয়ার প্রেক্ষাপট : এ সূরাটি মহানবী ﷺ-এর মাক্কী জীবনের সূরা সমূহের মধ্যে অন্যতম । সম্ভবত সূরাটি মাক্কী জীবনের শেষভাগে অবতীর্ণ হয়েছে । নবী করীম ﷺ-এর ক্রমাগতভাবে দীনের দাওয়াতের ফলে মানুষ ইসলামে প্রবেশ করছিল । ইসলামের এ ক্রমোন্নতি ছিল মক্কার কাফের সর্দারদের নিকট অসহনীয় । তারা দীনের দাওয়াত ও আন্দোলনকে নস্যাৎ করার জন্য সম্ভাব্য সব উপায়ই অবলম্বন করল । অসহায়-দরিদ্র মুসলমানদের প্রতি অমানুষিক জুলুম-অত্যাচার করা; ধূসর মরুভূমিতে প্রখর রৌদ্র তাপের মধ্যে হাত-পা বেঁধে রাখা, জ্বলন্ত অগ্নি দ্বারা দেহে দাগ কাটা. শূলীতে চড়ানো, মারপিট করা ইত্যাদি কোনো পন্থাই তারা হাতছাড়া করল না । এটা দ্বারা তাদের উদ্দেশ্য ছিল সত্য-সনাতন দীন ইসলাম হতে সে সকল লোককে ফিরিয়ে রাখা । এ সময়ই আল্লাহ তা'আলা মুসলিম ও কাফের উভয় দলের শিক্ষার জন্য এ ঐতিহাসিক তত্ত্বসমৃদ্ধ সূরাটি অবতীর্ণ করেন ।

সূরাটির আলোচ্য বিষয় ও মূলবক্তব্য : কাফেররা ঈমানদারদের উপর যে অত্যাচার ও নিপীড়ন চালাচ্ছিল, তার নির্মম পরিণতি সম্পর্কে তাদেরকে সতর্ক করা এবং সে সঙ্গে মুসলমানদেরকে এ কথা বলে সান্ত্বনা দেওয়া যে, তারা যদি এ জুলুম-নির্যাতনের মুখেও নিজেদের ঈমান ও আদর্শের উপর সুদৃঢ় ও অবিচল হয়ে থাকতে পারে, তাহলে তাদেরকে উত্তম প্রতিফল দেওয়া হবে এবং আল্লাহ এ জালেমদের হতে এর প্রতিশোধ গ্রহণ করবেন, এটাই হলো এ সূরার বিষয়বস্তু ও মূলবক্তব্য ।

এ প্রসঙ্গে সূরাটির প্রথমে আসহাবে উখদূদের কাহিনী শুনানো হয়েছে। তারা ঈমানদার লোকদেরকে অগ্নিগর্তে নিক্ষেপ করে ধ্বংস করেছিল। এ কাহিনী বর্ণনার মাধ্যমে প্রকারান্তরে মু'মিন ও কাফেরদেরকে কয়েকটি কথা বুঝাতে চাওয়া হয়েছে। তন্মাধ্যে একটি হলো, উখদূদ সম্প্রদায় যেভাবে আল্লাহর অভিশাপে ধ্বংস হয়ে গেছে মক্কার কাফের সর্দাররাও মুসলমানদের সাথে শত্রুতা করে অনুরূপ অবস্থার সম্মুখীন হবে।

দ্বিতীয়ত, তখনকার সময় ঈমানদার লোকেরা যেভাবে অগ্নিগর্তে নিক্ষিপ্ত হতে ও প্রাণের কুরবানি দিতে প্রস্তুত হয়েছিল; কিন্তু ঈমানের অমূল্য সম্পদ হারাতে কোনোক্রমেই প্রস্তুত হয়নি। অনুরূপভাবে বর্তমানে ঈমানদার লোকদের কর্তব্য হলো সর্বপ্রকার অত্যাচার নিপীড়ন অকাতরে বরদাশত করে নেওয়া আর ঈমানের মহা মূল্যবান ধন কোনো অবস্থাই হস্তচ্যুত না করা।

তৃতীয়ত, যে আল্লাহর প্রতি ঈমান আনার কারণে কাফেরা ক্রুদ্ধ ও বিক্ষুব্ধ হয়েছে এবং ঈমানদার লোকেরাও তার উপর অবিচল থাকতে বদ্ধ পরিকর সে আল্লাহ সর্বজয়ী সর্বশক্তিমান। তিনিই জমিন ও আসমানের একচ্ছত্র মালিক। তিনি স্বীয় সত্তায় প্রশংসিত। তিনি উভয় সমাজের লোকদের অবস্থা দেখছেন। কাজেই কাফেররা তাদের কুফরির শাস্তি স্বরূপ জাহান্নামে যেতে বাধ্য হবে। শুধু এটাই শেষ নয়; বরং তা ছাড়াও তাদের এ জুলুমের শাস্তি স্বরূপ দাউ দাউ করে জ্বলা অগ্নিকুণ্ডে নিক্ষিপ্ত হবে। অনুরূপভাবে ঈমানদার লোকেরা নেক আমল করে জান্নাতে যাবে। এটাই তাদের বিরাট ও চূড়ান্ত সাফল্য এটাও নিঃসন্দেহে। এরপর কাফেরদেরকে সর্তক করা হয়েছে এ বলে যে; আল্লাহর পাকড়াও নিশ্চিত ও অত্যন্ত শক্ত। তোমাদের মনে জনশক্তির কারণে যদি কোনো অহমিকতা জেগে থাকে, তাহলে তোমাদের মনে রাখা উচিত, তোমাদের পূর্বে ফেরাউন ও নমরূদের জনশক্তি বিন্দুমাত্র কম ছিল না। তা সত্ত্বেও তাদের জনতার যে পরিণতি ঘটেছে তা দেখে তোমাদের শিক্ষা গ্রহণ করা কর্তব্য। আল্লাহর অমোঘ অপ্রতিরোধ্য শক্তি তোমাদেরকে গ্রাস করে আছে। এ গ্রাস হতে তোমরা কিছুতেই নিষ্কৃতি পেতে পার না। তোমরা যে কুরআনকে মিথ্যা প্রমাণ ও অবিশ্বাস করার জন্য বদ্ধ পরিকর, সে কুরআনের প্রতিটি কথা অটল অপরিবর্তনীয়। তা এমন সুরক্ষিত যে, তার লেখা পরিবর্তন করার শক্তি কারো নেই।

قُتِلَ أَصْحَابُ الْأُخْدُودِ [٤] النَّارِ ذَاتِ الْوَقُودِ [٥] إِذْ هُمْ عَلَيْهَا قُعُودٌ [٦] وَهُمْ عَلَىٰ مَا يَفْعَلُونَ بِالْمُؤْمِنِيْنَ شُهُوْدٌ [٧] وَمَا نَقَمُوْا مِنْهُمْ إِلَّا أَنْ يُّؤْمِنُوْا بِاللّٰهِ الْعَزِيْزِ الْحَمِيْدِ [٨] الَّذِىْ لَهٗ مُلْكُ السَّمٰوٰتِ وَالْأَرْضِ وَاللّٰهُ عَلٰى كُلِّ شَىْءٍ شَهِيْدٌ [٩]

শানে নুযূল–১ : আবদ বিন হুমাইদ ইবনে আবাসী এর উদ্ধৃতি দিয়ে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেন, মুহাজিরগণ যখন কোনো এক গাযওয়া বা যুদ্ধ অভিযান হতে প্রত্যাবর্তন করেন, তখন তাদের নিকট হযরত ওমর বিন খাত্তাব (রা.)-এর মৃত্যু বরণ করার অপপ্রচার পৌছল। তখন মুহাজিরগণ পরস্পরে বলতে লাগল যে, অগ্নিপূজকদের বিধান কি? পক্ষান্তরে তারা তো, আহলে কিতাব এবং আরবের মুশরিক কোনোটিই নয় কি? হযরত আলী (রা.) বললেন, ওরা তো আহলে কিতাব ছিল। তাদের জন্যে মদ্যপান বৈধ ছিল। সুতরাং কোনো এক বাদশা মদ্যপান করে মাতাল হয়ে নিজ বোনকে পেয়ে তার সাথে যৌন মিলনে লিপ্ত হয়। সেই নরাধম মাতাল মুক্ত হবার পর বোনকে বলল, তোমার জন্যে আফসোস হয়! আমি যে অপকর্মে লিপ্ত হয়েছি তা হতে উত্তরণের পন্থা কি হতে পারে? তুমি মানুষকে বোঝাও যে, বোনদের বিবাহ করা বৈধ। সুতরাং সে জনসমক্ষে বলতে লাগল, হে মানুষেরা! আল্লাহ বোনদের বিবাহ করার অনুমতি দান করেছেন। মানুষেরা বলল, আমরা এমন কথা থেকে আল্লাহর নিকট হতে দায়মুক্ত হচ্ছি। আমাদের কোনো নবী ও কিতাব আসেনি। অতঃপর লজ্জিত হয়ে সে ফিরে এসে বলল, মানুষেরা মেনে নিতে অস্বীকার করছে। অতঃপর বোনের পরামর্শক্রমে তাদের উপর বেত্রাঘাত ধার্য করল, তাতেও তারা মেনে নেয়নি। ফলে লজ্জিত হয়ে ফিরে এসে বলল, তোমার জন্যে অনুতাপ তারাতো তাতেও একমত হচ্ছে না। অতঃপর সে বলল, আবারোও তাদের বোঝাও। যদি মেনে নিতে অস্বীকার করে, তাহলে তাদের ব্যাপারে তরবারি কোষমুক্ত করে নেবে। এমনি করেও নিস্ফল হয়ে ফিরে এসে বলল, মানুষেরা তাতেও মেনে নিচ্ছেনা। তখন সে বলল, তাহলে তাদের জন্যে লম্বা গর্ত খনন করা হোক। অতঃপর অগ্নি প্রজ্জ্বলিত করে সেই অগ্নিগর্ত পারে তাদের উপস্থিত কর। যারা মেনে নিতে অস্বীকার করবে, তাদেরকে আগুনে ফেলে দেবে। সুতরাং সে তাই করল। যারা মানেনি তাদেরকে অগ্নিগর্তে ফেলে দেয়। এহেন নৃসংশতা প্রেক্ষাপট বর্ণনা করে আল্লাহ তা'আলা আলোচ্য আয়াত নাজিল করেন।

–[তাবারী ৫২৩/১২]

https://e-ilm.weebly.com/

শানে নুযূল-২ : আব্দুল্লাহ বিন আবী জাফর হযরত ইবনে আনাস (রা.)-এর উদ্ধৃতি দিয়ে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেন, আমরা একটি সম্প্রদায় সম্পর্কে শুনতে পেয়েছি যে, তারা নবী শূন্য সময়ে লোক সমাজে কোনো প্রকারের ফেতনা ফ্যাসাদ দেখতে পেলে বিভিন্ন দলে বিভক্ত হয়ে যেত এবং নিজ নিজ মতাদর্শ নিয়ে উল্লসিত থাকত। তারা কোনো একটি জনপদে গিয়ে একনিষ্ঠতার সাথে আল্লাহর ইবাদতে মগ্ন হয়ে যায়। নামাজ প্রতিষ্ঠা ও জাকাত আদায়ে অনড় থাকে। কোনো এক দূরাচারী বাদশাহ তাদের এ সংবাদ পেয়ে যায়। সুতরাং তাদের নিকট লোক প্রেরণ করা হলো, তাদেরকে যেন প্রতিমা পূজারীতে পরিণত করে। তারা তাকে অস্বীকার করে বলল, আমরা একক আল্লাহ ভিন্ন অন্য কাউকে উপাসনা করব না; বাদশাহ বলল, আমি যার উপাসনা করি, তার উপাসনা তোমরা যদি না কর, তাহলে আমি তোমাদেরকে হত্যা করে দেব; কিন্তু তারা তা মেনে নেয়নি। অতঃপর তাদের জন্যে অগ্নিগর্ত খনন করা হয় এবং দূরাচার বাদশাহ তাদেরকে অগ্নিগর্তের পাশে দাড় করিয়ে বলল, হয় অগ্নিকে বরণ করে নেবে না হয় আমি যে পথে রয়েছি তাতে আসবে। তারা বলল, অগ্নিগর্তই আমাদের নিকট অতিপ্রিয়। তাদের স্ত্রী সন্তানেরা তাতে ভীত হয়ে গেল। তাদের বড়রা ছোটদেরকে বলল আজকের আগুনের পর আমাদের জন্যে আর কোনো আগুন হবে না। সুতরাং তারা অগ্নি গোহায় ঝাঁপিয়ে পরল। তবে অগ্নিতাপ তাদের গায়ে লাগার আগেই, তাদের আত্মা বের হয়ে যায়। অপর দিকে আগুনও গুহার সীমা ছাড়িয়ে দূরাচারী বাদশাহ ও তাদের দল বলকে জ্বালিয়ে পুঁড়িয়ে ফেলে। সেই অতীত প্রেক্ষাপট বর্ণনা করে মু'মিনদের সান্ত্বনা দেওয়ার জন্যে আল্লাহ তা'আলা আলোচ্য আয়াত সমূহ নাজিল করেন। –[ইবনে কাছীর ৪৯৩/৪]

وَالسَّمَاءِ ذَاتِ الْبُرُوجِ : بُرُوجٌ শব্দটি بَرْجٌ -এর বহুবচন। অর্থ বড় প্রাসাদ ও দুর্গ। অন্য আয়াতে আছে وَلَوْ كُنْتُمْ فِيْ بُرُوْجٍ مُشَيَّدَةٍ –এখানে এই অর্থই বোঝানো হয়েছে। এর মূল ধাতু بَرَجٌ -এর আভিধানিক অর্থ যাহির হওয়া। تَبَرَّجْ -এর অর্থ বেপর্দা খোলাখুলি চলাফেরা করা। এক আয়াতে আছে وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُوْلٰى –অধিকাংশ তাফসীরবিদের মতে আলোচ্য আয়াতে بُرُوْجٌ -এর অর্থ বড় বড় গ্রহ-নক্ষত্র। কয়েকজন তাফসীরবিদ এস্থলে অর্থ নিয়েছেন প্রাসাদ অর্থাৎ সেসব গৃহ, যা আকাশে প্রহরী ও তত্ত্বাবধায়ক ফেরেশতাদের জন্য নির্ধারিত। পরবর্তী কোনো কোনো তাফসীরবিদ দার্শনিকদের পরিভাষায় বলেছেন যে, সমগ্র আকাশমণ্ডলী বার ভাগে বিভক্ত। এ প্রত্যেক ভাগকে بَرْجٌ -বলা হয়। তাঁদের ধারণা এই যে, স্থিতিশীল নক্ষত্রসমূহ এসব بَرْجٌ -এর মধ্যেই অবস্থান করে। গ্রহসমূহ আকাশের গতিতে গতিশীল হয়ে এসব بَرْجٌ -এর মধ্যে অবতরণ করে। কিন্তু এটা সম্পূর্ণ ভুল। কুরআন পাক গ্রহসমূহকে আকাশে প্রোথিত বলে না যে, এগুলো আকাশের গতিতে গতিশীল হবে বরং কুরআনের মতে প্রত্যেক গ্রহ নিজস্ব গতিতে গতিশীল। সূরা ইয়াসীনে আছে : وَكُلٌّ فِيْ فَلَكٍ يَّسْبَحُوْنَ এখানে فَلَكٌ -এর অর্থ আকাশ নয় বরং গ্রহের কক্ষপথ, যেখানে সে বিচরণ করে।

وَالْيَوْمِ الْمَوْعُوْدِ وَشَاهِدٍ وَّمَشْهُوْدٍ : মারেফুল কুরআনের তাফসীরের সার-সংক্ষেপে তিরমিযীর হাদীসের বরাত দিয়ে লিখিত হয়েছে যে, প্রতিশ্রুত দিনের অর্থ কিয়ামতের দিন, شَاهِدٌ -এর অর্থ শুক্রবার দিন এবং مَشْهُوْدٌ -এর অর্থ আরাফার দিন। আলোচ্য আয়াতে আল্লাহ তা'আলা চারটি বস্তুর শপথ করেছেন। এক. বুরূজবিশিষ্ট আকাশের, দুই. কিয়ামত দিবসের, তিন. শুক্রবারের এবং চার. আরাফার দিনের। এসব শপথের সম্পর্ক এই যে, এগুলো আল্লাহ তা'আলার পরিপূর্ণ শক্তি, কিয়ামতের হিসাব-নিকাশ এবং শাস্তি ও প্রতিদানের দলিল। শুক্রবার আরাফাতের দিন মুসলমানদের জন্য পরকালের পুঁজি সংগ্রহের পবিত্র দিন। অতঃপর শপথের জবাবে সেই কাফেরদেরকে অভিশাপ করা হয়েছে, যারা মুসলমানদেরকে ঈমানের কারণে অগ্নিতে পুড়িয়ে মেরেছে। এরপর মু'মিনদের পরকালীন মর্যাদা বর্ণনা করা হয়েছে।

গর্তওয়ালাদের ঘটনার কিছু বিবরণ : এই ঘটনাই সূরা অবতরণের কারণ। কোনো কোনো রেওয়ায়েতে অতীন্দ্রিয়বাদীর পরিবর্তে জাদুকর বলা হয়েছে এবং এই বাদশাহ্ ছিল ইয়ামেন দেশের বাদশাহ্। হযরত ইবনে আব্বাস (রা.)-এর রেওয়ায়েত মতে তার নাম ছিল 'ইউসুফ যুনওয়াস'। তার সময় ছিল রাসূলে কারীম ﷺ-এর জন্মের সত্তর বছর পূর্বে। যে বালককে অতীন্দ্রিয়বাদী অথবা জাদুকরের কাছে তার বিদ্যা শিক্ষা করার জন্য বাদশাহ্ আদেশ করেছেন, তার নাম আব্দুল্লাহ ইবনে তামের। পাদ্রী খ্রিস্টধর্মের আবেদ ও যাহেদ ছিল। তখন খ্রিস্টধর্ম ছিল সত্যধর্ম, তাই এই পাদ্রী তখনকার খাঁটি মুসলমান ছিল। বালকটি পথিমধ্যে পাদ্রীর কাছে যেয়ে তার কথাবার্তা শুনে প্রভাবান্বিত হতো এবং অবশেষে মুসলমান হয়ে গেল। আল্লাহ তা'আলা তাকে পাকাপোক্ত ঈমান দান করেছিলেন। ফলে বহু নির্যাতনের মুখেও সে ঈমানে অবিচল ছিল। পথিমধ্যে সে পাদ্রীর কাছে বসে কিছু সময় অতিবাহিত করত। ফলে অতীন্দ্রিয়বাদী অথবা জাদুকরের কাছে বিলম্বে

https://e-ilm.weebly.com/

পৌঁছার কারণেও সে তাকে প্রহার করত। ফেরার পথে আবার পাদ্রীর কাছে যেত। ফলে গৃহে পৌঁছতে বিলম্ব হতো এবং গৃহের লোকেরা তাকে মারত। কিন্তু সে কোনো কিছুর পরোয়া না করে পাদ্রীর কাছে যাতায়াত অব্যাহত রাখল। এরই বরকতে আল্লাহ্ তা'আলা তাকে পূর্বোল্লিখিত কারামত তথা অলৌকিক ক্ষমতা দান করলেন। এই অত্যাচারী বাদশাহ্ মু'মিনদেরকে শাস্তি দেওয়ার জন্য গর্ত খনন করিয়ে তা অগ্নিতে ভর্তি করে দিল। অতঃপর মু'মিনদের এক একজনকে উপস্থিত করে বলল : ঈমান পরিত্যাগ কর নতুবা এই গর্তে নিক্ষিপ্ত হবে। আল্লাহ্ তা'আলা মু'মিনদেরকে এমন দৃঢ়তা দান করেছিলেন যে, তাদের একজনও ঈমান ত্যাগ করতে সম্মত হলো না এবং অগ্নিতে নিক্ষিপ্ত হওয়াকেই পছন্দ করে নিল। মাত্র একজন স্ত্রীলোক, যার কোলে শিশু ছিল, সে অগ্নিতে নিক্ষিপ্ত হতে সামান্য ইতস্তত করছিল। তখন কোলের শিশু বলে উঠল : আম্মা, সবর করুন, আপনি সত্যের উপর আছেন। এই প্রজ্বলিত আগুনে নিক্ষিপ্ত হয়ে যারা প্রাণ দিয়েছিল, তাদের সংখ্যা কোনো কোনো রেওয়ায়েতে বার হাজার এবং কোনো কোনো রেওয়ায়েতে আরও বেশি বর্ণিত আছে।

বালক নিজেই বাদশহ্কে বলেছিল : আপনি আমার তূন থেকে একটি তীর নিন এবং 'বিসমিল্লাহি রব্বী' বলে আমার গায়ে নিক্ষেপ করুন, আমি মরে যাব। এ পদ্ধতিতে সে তার প্রাণ দেওয়ার সাথে সাথে বাদশহ্র গোটা সম্প্রদায় আল্লাহু আকবার ধ্বনি দিয়ে উঠে এবং মুসলমান হওয়ার কথা ঘোষণা করে দেয়। এভাবে কাফের বাদশহ্কে আল্লাহ্ তা'আলা দুনিয়াতেও বিফল মনোরথ করে দেন।

মুহাম্মদ ইবনে ইসহাক (র.)-এর রেওয়ায়েতে আছে, ইয়ামেনের যে স্থানে এই বালকের সমাধি ছিল, ঘটনাক্রমে কোনো প্রয়োজনে সেই জায়গা হযরত ওমর (রা.)-এর খেলাফতকালে খনন করানো হলে তার লাশ সম্পূর্ণ অক্ষত অবস্থায় নির্গত হয়। লাশটি উপবিষ্ট অবস্থায় ছিল এবং হাত কোমরদেশে রক্ষিত ছিল। বাদশাহের তীর সেখানেই লেগেছিল। কোনো একজন দর্শক তার হাতটি সরিয়ে দিলে ক্ষতস্থান থেকে রক্ত নির্গত হতে থাকে। হাতটি আবার পূর্বের ন্যায় রেখে দেওয়া হলে রক্ত বন্ধ হয়ে যায়। তার হাতের আংটিতে اَللّٰهُ رَبِّىْ (আল্লাহ্ আমার পালনকর্তা) লিখিত ছিল। ইয়ামেনের গর্ভনর খলীফা হযরত ওমর (রা.)-কে এই ঘটনার সংবাদ দিলে তিনি উত্তরে লিখে পাঠালেন : তাকে আংটিসহ পূর্বাবস্থায় রেখে দাও। –[ইবনে কাছীর]

ইবনে কাছীর ইবনে আবী হাতেমের বরাত দিয়ে লিখেছেন : অগ্নিকুণ্ডের ঘটনা দুনিয়াতে একটি নয়-বিভিন্ন দেশে বিভিন্ন সময়ে অনেক সংঘটিত হয়েছে। এরপর ইবনে আবী হাতেম বিশেষভাবে তিনটি ঘটনা উল্লেখ করেছেন–এক. ইয়ামেনের অগ্নি-কুণ্ড, যার ঘটনা রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর জন্মের সত্তর বছর পূর্বে সংঘটিত হয়েছিল, দুই. সিরিয়ার অগ্নিকুণ্ড এবং তিন, পারস্যের অগ্নিকুণ্ড। এই সূরায় বর্ণিত অগ্নিকুণ্ড আরবের ভূখণ্ড ইয়ামেনের নাজারানে ছিল।

اِنَّ الَّذِيْنَ فَتَنُوا الْمُؤْمِنِيْنَ : এখানে অত্যাচারী কাফেরদের শাস্তি বর্ণিত হয়েছে, যারা মু'মিনদেরকে কেবল ঈমানের কারণে অগ্নিকুণ্ডে নিক্ষেপ করেছিল। শাস্তি প্রসঙ্গে দু'টি বিষয় উল্লেখ করা হয়েছে–এক وَلَهُمْ عَذَابُ جَهَنَّمَ অর্থাৎ তাদের জন্য পরকালে জাহান্নামের আজাব রয়েছে দুই. وَلَهُمْ عَذَابُ الْحَرِيْقِ অর্থাৎ তাদের জন্য দহন যন্ত্রণা রয়েছে। এখানে দ্বিতীয়টি প্রথমটিরই বর্ণনা ও তাকীদ হতে পারে। অর্থাৎ জাহান্নামে যেয়ে তারা চিরকালে দহন যন্ত্রণা ভোগ করবে। এটাও সম্ভবপর যে, দ্বিতীয় বাক্যে দুনিয়ার শাস্তি বর্ণিত হয়েছে। কোনো কোনো রেওয়ায়েতে আছে যে, মু'মিনদেরকে অগ্নিতে নিক্ষেপ করার পর অগ্নি স্পর্শ করার পূর্বেই আল্লাহ্ তা'আলা তাঁদে রূহ কবজ করে নেন। এভাবে তিনি তাদেরকে দহন যন্ত্রণা থেকে রক্ষা করেন। ফলে তাদের মৃতদেহই কেবল অগ্নিতে দগ্ধ হয়। অতঃপর এই অগ্নি আরও বেশি প্রজ্বলিত হয়ে তার লেলিহান শিখা শহরে ছড়িয়ে পড়ে। ফলে যারা মুসলমানদের অগ্নিদগ্ধ হওয়ার তামাশা দেখছিল, তারাও এই আগুনে পুড়ে ভস্ম হয়ে যায়। কেবল বাদশাহ্ 'ইউসুফ যুনওয়াস' পালিয়ে যায়। সে অগ্নি থেকে আত্মরক্ষার জন্য সমুদ্রে ঝাঁপিয়ে পড়ে এবং সেখানেই সলিল সমাধি লাভ করে। –[মাযহারী]

কাফেরদের জাহান্নামের আজাব দহন যন্ত্রণার খবর দেওয়ার সাথে সাথে কুরআন বলেছে : ثُمَّ لَمْ يَتُوْبُوْا –অর্থাৎ এই আজাব তাদের উপর পতিত হবে, যারা এই দুষ্কর্মের কারণে অনুতপ্ত হয়ে তওবা করেনি। এতে তাদেরকে তওবার দাওয়াত দেওয়া হয়েছে। হযরত হাসান বসরী (র.) বলেন : বাস্তবিকই আল্লাহ্র অনুগ্রহ ও কৃপার কোনো পারাপার নেই। তারা তো আল্লাহর ওলীগণকে জীবিত দগ্ধ করে তামাশা দেখেছে, আল্লাহ্ তা'আলা এরপরও তাদেরকে তওবা ও মাগফিরাতের দাওয়াত দিচ্ছেন। –[ইবনে কাছীর]

https://e-ilm.weebly.com/

শব্দ বিশ্লেষণ :

شَاهِدٍ : সীগাহ واحد مذكر اسم فاعل বহছ باب سَمِعَ মাসদার اَلشُّهُوْدُ মূলবর্ণ (ش - ه - د) জিনস صحيح অর্থ– সাক্ষী, উপস্থিত, বক্তা। এখানে উদ্দেশ্য জুমার দিন। শাহেদ হুজুর ﷺ এর পবিত্র নামেরও একটি; কারণ তিনি কেয়ামতের দিন উম্মতের জন্য সাক্ষ্য দিবেন এবং দুনিয়ায় আল্লাহ প্রদত্ত জ্ঞান তাদেরকে শিক্ষা দিয়েছেন এবং বলে গেছেন।

مَشْهُوْدٍ : সীগাহ واحد مذكر اسم مفعول বহছ باب سَمِعَ মাসদার اَلشُّهُوْدُ মূলবর্ণ (ش - ه - د) জিনস صحيح অর্থ– উপস্থিতকৃত অর্থাৎ নামাজ। মাগরিবের নামাজ, ফজরের নামাজ। ফজরের নামাজের কেরাতে ফেরেশতা উপস্থিত হন। মাশহূদ বলতে জুমার দিন কেয়ামতের দিন ও আরাফার দিন। তবে এখানে তিরমিযীর রেওয়ায়েত অনুযায়ী কেয়ামতের দিন উদ্দেশ্য। অনেক তাফসীরবিদদের মতে আরাফার দিন উদ্দেশ্য।

اُخْدُوْدٌ : একবচন; বহুবচন। اَخَادِيْدُ ; অর্থ : দাগ, রেখা, গর্ত, খাদ, পরিখা। اَصْحَابُ الْاُخْدُوْدِ পরিখা খননকারী। এর দ্বারা আল্লাহ তা'আলার ঐ সকল দুশমন উদ্দেশ্য, যারা গর্ত খনন করে তাতে আগুন দিয়ে আল্লাহর ইবাদত কারীদেরকে সেখানে নিক্ষেপ করেছিল।

شُهُوْدٌ : شَاهِدٌ -এর বহুবচন। যেমন سُجُوْدٌ শব্দটি سَاجِدٌ -এর বহুবচন। অর্থ– দেখছিল, স্বচক্ষে প্রত্যক্ষকারী, উপস্থিত, বিদ্যমান।

مَا نَقَمُوْا : সীগাহ جمع مذكر غائب বহছ ماضى منفى معروف বাব ضَرَبَ মাসদার نَقْمٌ মূলবর্ণ (ن – ق – م) জিনস صحيح অর্থ– তার দোষ খুজে পায়নি, প্রতিশোধ গ্রহণ করেনি।

فَتَنُوْا : সীগাহ جمع مذكر غائب বহছ ماضى معروف বাব ضَرَبَ মাসদার فَتْنٌ মূলবর্ণ (ف – ت – ن) জিনস صحيح অর্থ– কষ্ট দেয়, দুঃখ দিয়েছে।

حَرِيْقٌ : সিফাতে মুশাব্বাহ। ফায়েল ও মাফউল উভয় অর্থ দেয়। অর্থ, অগ্নি প্রজ্জ্বলনকারী। حرق থেকে নির্গত। অর্থ– জ্বালানো। বাবে ضَرَبَ

تَكْذِيْبٌ : মাসদার। বাব تَفْعِيْلٌ মূলবর্ণ (ك – ذ – ب) জিনস صحيح অর্থ– মিথ্যা প্রতিপন্ন করা, মিথ্যারোপ করা।

مُحِيْطٌ : সীগাহ واحد مذكر اسم فاعل বহছ باب اِفْعَالٌ মাসদার اِحَاطَةٌ মূলবর্ণ (ح – و – ط) জিনস اجوف واوى অর্থ– বেষ্টন করে আছেন। বেষ্টনকারী।

বাক্য বিশ্লেষণ :

قُتِلَ اَصْحٰبُ الْاُخْدُوْدِ النَّارِ ذَاتِ الْوَقُوْدِ : এখানে قُتِلَ ফে'ল আর اَصْحَابُ الْاُخْدُوْدِ হলো نائب فاعل ; اَلنَّارِ হলো الْاُخْدُوْدُ থেকে بدل الاشتمال আর ذَاتِ الْوَقُوْدِ হলো اَلنَّارِ -এর সিফত।

وَاللّٰهُ مِنْ وَّرَائِهِمْ مُّحِيْطٌ : এখানে واو শব্দটি আতফ اَللّٰهُ শব্দটি মুবতাদা مِنْ وَّرَائِهِمْ টা مُحِيْطٌ -এর সাথে متعلق হয়েছে, আর مُحِيْطٌ হলো খবর اَللّٰهُ মুবতাদার। –[ই'রাবুল কুরআন ৮ম খণ্ড; পৃ. ২৬৮]

https://e-ilm.weebly.com/

سُوْرَةُ الطَّارِقِ مَكِّيَّةٌ

সূরা ত্বারিক

মক্কায় অবতীর্ণ; আয়াত– ১৭, রুকূ'– ১

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ○

পরম করুণাময়, দয়ালু আল্লাহর নামে শুরু করছি।

১. শপথ আসমানের আর সে বস্তুর যা রাত্রিকালে আত্মপ্রকাশ করে।	وَالسَّمَآءِ وَالطَّارِقِ ﴿١﴾
২. আর আপনার কি জানা আছে যে, রাত্রিকালে আত্মপ্রকাশকারী বস্তুটি কী?	وَمَآ اَدْرٰىكَ مَا الطَّارِقُ ﴿٢﴾
৩. এটা উজ্জ্বল নক্ষত্র।	النَّجْمُ الثَّاقِبُ ﴿٣﴾
৪. এমন কোনো মানুষই নেই যার সঙ্গে [আমলের] স্মরণকারী কোনো [ফেরেশতা] নিযুক্ত নেই।	اِنْ كُلُّ نَفْسٍ لَّمَّا عَلَيْهَا حَافِظٌ ﴿٤﴾
৫. অতএব মানুষের লক্ষ্য করা উচিত যে, তাকে কী বস্তু দ্বারা সৃষ্টি করা হয়েছে।	فَلْيَنْظُرِ الْاِنْسَانُ مِمَّ خُلِقَ ﴿٥﴾
৬. তাকে স্ববেগে নির্গত পানি দ্বারা সৃষ্টি করা হয়েছে।	خُلِقَ مِنْ مَّآءٍ دَافِقٍ ﴿٦﴾
৭. যা মেরুদণ্ড এবং বক্ষদেশের [অর্থাৎ সমগ্র দেহের] মধ্য হতে নির্গত হয়।	يَّخْرُجُ مِنْ بَيْنِ الصُّلْبِ وَالتَّرَآئِبِ ﴿٧﴾
৮. নিশ্চয় তিনি তাকে পুনর্বার সৃষ্টি করতে সক্ষম।	اِنَّهٗ عَلٰى رَجْعِهٖ لَقَادِرٌ ﴿٨﴾

শব্দ বিশ্লেষণ :

১. وَالسَّمَآءِ শপথ আসমানের وَالطَّارِقِ আর সে বস্তুর যা রাত্রিকালে আত্মপ্রকাশ করে।

২. وَمَآ اَدْرٰىكَ আর আপনার কি জানা আছে যে مَا الطَّارِقُ রাত্রিকালে আত্মপ্রকাশকারী বস্তুটি কী?

৩. النَّجْمُ নক্ষত্র الثَّاقِبُ উজ্জ্বল।

৪. اِنْ كُلُّ نَفْسٍ এমন কোনো মানুষই নেই لَّمَّا عَلَيْهَا حَافِظٌ যার সঙ্গে কোনো স্মরণকারী নিযুক্ত নেই।

৫. فَلْيَنْظُرِ الْاِنْسَانُ অতএব মানুষের লক্ষ্য করা উচিত যে مِمَّ خُلِقَ তাকে কী বস্তু দ্বারা সৃষ্টি করা হয়েছে।

৬. خُلِقَ তাকে সৃষ্টি করা হয়েছে مِنْ مَّآءٍ دَافِقٍ স্ববেগে নির্গত পানি দ্বারা।

৭. يَّخْرُجُ যা নির্গত হয় مِنْ بَيْنِ الصُّلْبِ মেরুদণ্ডের মধ্য হতে وَالتَّرَآئِبِ এবং বক্ষদেশের।

৮. اِنَّهٗ নিশ্চয় তিনি عَلٰى رَجْعِهٖ তাকে পুনর্বার সৃষ্টি করতে لَقَادِرٌ সক্ষম।

https://e-ilm.weebly.com/

৯. যেদিন সকলের গুপ্ত বিষয় প্রকাশ হয়ে যাবে।	يَوْمَ تُبْلَى السَّرَآئِرُ ﴿٩﴾
১০. অতঃপর সেই মানুষের না নিজের কোনো [প্রতিরোধ] ক্ষমতা থাকবে, আর না তার কোনো সহায়ক থাকবে।	فَمَا لَهٗ مِنْ قُوَّةٍ وَّلَا نَاصِرٍ ﴿١٠﴾
১১. শপথ আসমানের, যা হতে বৃষ্টিপাত হয়।	وَالسَّمَآءِ ذَاتِ الرَّجْعِ ﴿١١﴾
১২. আর শপথ জমিনের, যা [বীজ অঙ্কুরিত হওয়ার সময়] ফেটে যায়।	وَالْاَرْضِ ذَاتِ الصَّدْعِ ﴿١٢﴾
১৩. নিশ্চয় এই কুরআন [সত্য ও অসত্যের মধ্যে] মীমাংসাকারী বাণী।	اِنَّهٗ لَقَوْلٌ فَصْلٌ ﴿١٣﴾
১৪. আর এটা কোনো নিরর্থক বস্তু নয়।	وَّمَا هُوَ بِالْهَزْلِ ﴿١٤﴾
১৫. তারা বিভিন্ন রকমের তদবীর করছে।	اِنَّهُمْ يَكِيْدُوْنَ كَيْدًا ﴿١٥﴾
১৬. আর আমি [তাদের তদবীর বিফল করার জন্য] বিভিন্ন রকমের তদবীর করছি।	وَّاَكِيْدُ كَيْدًا ﴿١٦﴾
১৭. সুতরাং আপনি এই কাফেরদেরকে এভাবেই থাকতে দিন, [বেশি দিন নয়] অল্প কিছু দিনের জন্য থাকতে দিন।	فَمَهِّلِ الْكٰفِرِيْنَ اَمْهِلْهُمْ رُوَيْدًا ﴿١٧﴾

শব্দ বিশ্লেষণ :

৯. يَوْمَ تُبْلَى যেদিন প্রকাশ হয়ে যাবে السَّرَآئِرُ সকলের গুপ্ত বিষয়।

১০. فَمَا لَهٗ مِنْ قُوَّةٍ অতঃপর তার না কোনো ক্ষমতা থাকবে وَّلَا نَاصِرٍ আর না কোনো সহায়ক থাকবে।

১১. وَالسَّمَآءِ শপথ সে আসমানের ذَاتِ الرَّجْعِ যা বৃষ্টিবর্ষণ করে।

১২. وَالْاَرْضِ শপথ সে জমিনের ذَاتِ الصَّدْعِ যা ফেটে যায়।

১৩. اِنَّهٗ নিশ্চয় তা لَقَوْلٌ فَصْلٌ মীমাংসাকারী বাণী।

১৪. وَمَا هُوَ আর এটা নয় بِالْهَزْلِ নিরর্থক কোনো বস্তু।

১৫. اِنَّهُمْ নিশ্চয় তারা يَكِيْدُوْنَ তদবীর করে। كَيْدًا বিভিন্ন রকমের।

১৬. وَّاَكِيْدُ আর আমি [ও] তদবীর করি। كَيْدًا বিভিন্ন রকমের।

১৭. فَمَهِّلِ সুতরাং আপনি অবকাশ দিন/থাকতে দিন الْكٰفِرِيْنَ এই কাফেরদেরকে اَمْهِلْهُمْ আপনি তাদেরকে অবকাশ দিন/থাকতে দিন। رُوَيْدًا অল্প কিছু দিনের জন্য।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

সূরাটির নামকরণের কারণ : অত্র সূরার প্রথম আয়াতে اَلطَّارِقُ শব্দটি উল্লেখ থাকার কারণে একে سُوْرَةُ الطَّارِقِ নামে নামকরণ করা হয়েছে। এতে ১৭টি আয়াত, ৬১টি বাক্য এবং ২৩৯টি অক্ষর রয়েছে।

https://e-ilm.weebly.com/

সূরাটি নাজিলের সময়কাল : সূরাটির ভাষণ দ্বারা অনুমিত হয় যে, এটা মক্কা শরীফে অবতীর্ণ প্রাথমিক পর্যায়ের সূরাসমূহের একটি। অবতীর্ণের সঠিক সময়কাল নির্ণয় করা সম্ভবপর নয়। তবে মক্কার কাফেরগণ যখন কুরআনের দাওয়াত এবং এর উপস্থাপিত বিধান সম্পর্কে নানারূপ ষড়যন্ত্র এ এবং বিষয় নিয়ে কৌতুক করত, তখনই এ সূরা অবতীর্ণ হয়।

সূরাটির বিষয়বস্তু ও মূলবক্তব্য : এ সূরার বিষয়বস্তু ও মূলবক্তব্য দু'টি। একটি হচ্ছে : মৃত্যুর পর অবশ্যই মানুষকে আল্লাহর নিকট হাজির হতে হবে। আর দ্বিতীয়, কুরআন একটি চূড়ান্ত বাণী। কাফেরদের কোনো অপকৌশল কোনো ষড়যন্ত্রই এর ক্ষতি সাধনে সক্ষম নয়।

সর্বপ্রথম আকাশ মণ্ডলে বিস্তীর্ণ নক্ষত্ররাজিকে সাক্ষী হিসাবে পেশ করে বলা হয়েছে যে, বিশ্বলোকের কোনো বস্তুই এক মহান সুদৃঢ় সংরক্ষণ ব্যবস্থা ব্যতিরেকে নিজ স্থানে স্থির ও প্রতিষ্ঠিত হয়ে থাকতে পারে না। পরে মানুষের নিজ সত্তার প্রতি তার দৃষ্টি আকৃষ্ট করা হয়েছে। মানব সৃষ্টির মূল সূত্রের উল্লেখ করে বলা হয়েছে যে, একবিন্দু শুক্রকীট দ্বারা তাকে সৃষ্টি করা হয়েছে এবং তাকে এক জীবন্ত, চলন্ত ও পূর্ণাঙ্গ সত্তায় পরিণত করা হয়েছে। বলা হয়েছে, যে মহান সত্তা এভাবে মানুষকে অস্তিত্ব দান করেছেন– মৃত্যুর পর তিনি যে তাদেরকে পুনরায় সৃষ্টি করতে পারবেন, তাতে সন্দেহের কোনো অবকাশ নেই। মানুষকে পুনরায় জীবিত করা হবে এই উদ্দেশ্যে যে, দুনিয়ার জীবনে যেসব তত্ত্ব ও তথ্য অজ্ঞানতার অন্তরালে লুকিয়ে রয়ে গেছে পরবর্তী জীবনে তাই যাচাই ও পরীক্ষা করা হবে। এ সময় মানুষ তার কর্মফল ভোগ করতে বাধ্য হবে। এ ফল ভোগ করা হতে- না সে নিজের বলে আত্মরক্ষা করতে পারবে আর না অন্য কেউ তাকে এ ব্যাপারে সাহায্য করতে পারবে।

পরিশেষে বলা হয়েছে যে, আকাশ হতে বৃষ্টিপাত এবং জমিনে গাছপালা ও শস্যের উৎপাদন যেমন কোনো অর্থহীন উদ্দেশ্যহীন খেলা নয়; বরং এক গুরুত্বপূর্ণ ও উদ্দেশ্যমূলক বিরাট কাজ, কুরআনের যেসব সত্য ও তথ্য বিবৃত হয়েছে তাও ঠিক তেমনি কোনো হাসি-তামাশার ব্যাপার নয়। এটা অতীব পাকা-পোক্ত এবং অবিচল ও অটল বাণী। কাফেররা নানা অপকৌশল দ্বারা কুরআনকে ক্ষতিগ্রস্ত করতে পারবে বলে মনে করছে, তা তাদের মারাত্মক ভুল বৈ আর কিছুই নয়। তারা জানে না যে, আল্লাহ তা'আলাও তার এক নিজস্ব পরিকল্পনায় ও ব্যবস্থাপনায় নিয়োজিত রয়েছেন। তার এ পরিকল্পনা ও ব্যবস্থাপনার মোকাবিলায় কাফেরের সমস্ত ষড়যন্ত্র ব্যর্থ হয়ে যেতে বাধ্য।

অতঃপর একটি বাক্যাংশে নবী করীম ﷺ-কে সান্ত্বনা দেওয়া হয়েছে। আর সান্ত্বনা বাণীর অন্তরালে কাফেরদেরকে ধমক দেওয়া হয়েছে। বলা হয়েছে আপনি একটু ধৈর্যধারণ করুন। কাফেরদেরকে কিছু দিন তাদের ইচ্ছা মাফিক চলতে দিন। অপেক্ষা করুন বেশি দিন লাগবে না। তারা যেখানেই কুরআনকে আঘাত দেওয়ার জন্য চেষ্টা করবে, কুরআন মাজীদের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হবে, সেখানেই কুরআন বিজয়ী হবে। আর তারা নিজেরাই তা স্বচক্ষে দেখতে পাবে।

وَالسَّمَاءِ وَالطَّارِقِ [١٠]

শানে নুযূল : আবূ সালেহ হযরত ইবনে আব্বস (রা.)-এর উদ্ধৃতি দিয়ে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেন, হযরত রাসূলুল্লাহ ﷺ একদা আবূ তালিব এর সাথে কোথাও বসা ছিলেন। তখন একটি তারকা খসে পড়তে দেখতে পেলেন এতে ভূপৃষ্ঠ আলোকোজ্জ্বল হয়ে যায়। তখন আবূ তালিব সংকিত হয়ে পড়ল এবং বলল, তা কি? জবাবে হযরত রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন, এ হচ্ছে আল্লাহর কুদরতের নির্দশনাবলির অন্যতম নির্দশন। এতে আবূ তালিব আশ্চর্য হয়ে পড়ল। আবূ তালিবের আশ্চর্য হয়ে যাওয়ার পরিপ্রেক্ষিতে আল্লাহ তা'আলা আলোচ্য আয়াত নাজিল করেন। –[কুরতুবী ৫/২০]

فَلْيَنْظُرِ الْاِنْسَانُ مِمَّ خُلِقَ .... الاية

শানে নুযূল : এই আয়াত আবুল আশাদ এর ব্যাপারে নাজিল হয়েছে। সে চামড়ার উপর দাঁড়িয়ে বলত। হে কোরাইশগণ! যে আমাকে এ চামড়া থেকে নামাতে পারবে তার জন্য এই এই পুরস্কার রয়েছে। এবং আরও বলত মুহাম্মদ ﷺ মনে করেন যে, দোজখের উপর উনিশজন পাহারাদার রয়েছেন। দশজনের বিরুদ্ধে তো আমি একাই যথেষ্ট আর বাকি নয়জনের জন্যে তোমরা আমাকে সাহায্য করবে। এই পরিপ্রেক্ষিতে উক্ত আয়াত নাজিল হয়। –[লুবাবুন নুকূল]

এই সূরায় আল্লাহ তা'আলা আকাশ ও নক্ষত্রের শপথ করে বলেছেন : প্রত্যেক মানুষের উপর একজন তত্ত্বাবধায়ক ফেরেশতা নিযুক্ত আছে। সে তার সমস্ত কাজকর্ম ও নড়াচড়া দেখে, জানে। এর পরিপ্রেক্ষতে মানুষের চিন্তা করা উচিত যে, সে দুনিয়াতে যা কিছু করছে, তা সবই কিয়ামতের দিন হিসাব-নিকাশের জন্য আল্লাহ কাছে সংরক্ষিত রয়েছে। তাই কোনো সময় পরকাল ও কিয়ামতের চিন্তা থেকে গাফিল হওয়া অনুচিত। এরপর পুনরুজ্জীবন সম্পর্কে শয়তান মানুষের মনে যে অসম্ভাব্যতার সন্দেহ সৃষ্টি করে, তার জবাব প্রসঙ্গে বলা হয়েছে : মানুষ লক্ষ্য করুক যে, সে কিভাবে বিভিন্ন অণু, কণা ও বিভিন্ন উপকরণ থেকে সৃজিত হয়েছে। যিনি প্রথম সৃষ্টিতে সারা বিশ্বের কণাসমূহ একত্র করে একজন জীবিত, শ্রোতা ও দ্রষ্টা মানব সৃষ্টি করতে সক্ষম হয়েছেন, তিনি তাকে মৃত্যুর পর পুনরায় তদ্রূপ সৃষ্টি করতেও সক্ষম। এরপর কিয়ামতের কিছু অবস্থা বর্ণনা করে আবার আকাশ ও পৃথিবীর শপথ করা হয়েছে এবং বলা হয়েছে যে, মানুষকে পরকাল চিন্তার যে

https://e-ilm.weebly.com/

শিক্ষা দেওয়া হয়েছে, সে যেন তাকে হাসি-তামাশা মনে না করে। এটা এক বাস্তব সত্য, যা অবশ্যই সংঘটিত হবে। অবশেষে দুনিয়াতেই কোনো আজাব আসে না– কাফেরদের এই প্রশ্নের জবাবের মাধ্যমে সূরা সমাপ্ত করা হয়েছে।

প্রথম শপথে আকাশের সাথে طَارِقٌ শব্দ যোগ করা হয়েছে। এর অর্থ রাত্রিতে আগমনকারী। নক্ষত্র দিনের বেলায় লুক্কায়িত থাকে এবং রাতে প্রকাশ পায়, এজন্য নক্ষত্রকে طَارِقٌ বলা হয়েছে। কুরআন এ সম্পর্কে প্রশ্ন রেখে নিজেই জবাব দিয়েছে اَلنَّجْمُ الثَّاقِبُ –অর্থাৎ উজ্জ্বল নক্ষত্র। আয়াতে কোনো নক্ষত্রকে নির্দিষ্ট করা হয়নি। তাই যে কোনো নক্ষত্রকে বুঝানো যায়। কোনো কোনো তাফসীরবিদ এর অর্থ নিয়েছেন বিশেষ নক্ষত্র 'সুরাইয়া', যা সপ্তর্ষিমণ্ডলস্থ একটি নক্ষত্র কিংবা 'শনিগ্রহ' অর্থ নিয়েছেন। আরবি ভাষায় সুরাইয়া ও শনিগ্রহকে نَجْم বলা হয়ে থাকে।

اِنْ كُلُّ نَفْسٍ لَّمَّا عَلَيْهَا حَافِظٌ -এটা শপথের জবাব। অর্থাৎ প্রত্যেক মানুষের উপর তত্ত্বাবধায়ক অর্থাৎ আমলনামা লিপিবদ্ধকারী ফেরেশতা নিযুক্ত রয়েছে। এখানে حَافِظٌ শব্দ একবচনে উল্লেখ করা হলেও তারা যে একাধিক তা অন্য আয়াত থেকে জানা যায়। অন্য আয়াতে আছে : وَاِنَّ عَلَيْكُمْ لَحٰفِظِيْنَ كِرَامًا كَاتِبِيْنَ : حَافِظ -এর অপর অর্থ আপদবিপদ থেকে হেফাজতকারীও হয়ে থাকে। আল্লাহ তা'আলা প্রত্যেক মানুষের হেফাজতের জন্য ফেরেশতা নিযুক্ত করেছেন। তারা দিনরাত মানুষের হেফাজতে নিয়োজিত থাকে। তবে আল্লাহ তা'আলা যার জন্য যে বিপদ অবধারিত করে দিয়েছেন, তারা সে বিপদ থেকে হেফাজত করে না। অন্য এক আয়াতে একথা পরিষ্কারভাবে বর্ণিত হয়েছে : لَهٗ مُعَقِّبٰتٌ مِّنْۢ بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِنْ خَلْفِهٖ يَحْفَظُوْنَهٗ অর্থাৎ মানুষের জন্য পালাক্রমে আগমনকারী পাহারাদার ফেরেশতা নিযুক্ত রয়েছে। তারা আল্লাহর আদেশে সামনে ও পেছনে থেকে তার হিফাজত করে।

এক হাদীসে রাসূলে কারীম ﷺ বলেন– প্রত্যেক মু'মিনের উপর আল্লাহ তা'আলার পক্ষ থেকে তার হেফাজতের জন্য তিনশ ষাট জন ফেরেশতা নিযুক্ত রয়েছে। তারা তার প্রত্যেক অঙ্গের হেফাজত করে। তন্মধ্যে সাতজন ফেরেশতা কেবল চোখের হেফাজতের জন্য নিযুক্ত রয়েছে। এসব ফেরেশতা অবধারিত নয়–এমন প্রত্যেক বালা-মসিবত থেকে এভাবে মানুষের হেফাজত করে, যেমন মধুর পাত্রে আগমনকারী মাছিকে পাখা ইত্যাদির সাহায্যে দূর করে দেওয়া হয়। মানুষের উপর এরূপ পাহারা না থাকলে শয়তান তাকে ছিনিয়ে নিত। –[কুরতুবী]

خُلِقَ مِنْ مَّآءٍ دَافِقٍ : অর্থাৎ মানুষ সৃজিত হয়েছে এক সবেগে স্খলিত পানি থেকে যা পৃষ্ঠ ও বক্ষের অস্থিপিঞ্জরের মধ্য থেকে নির্গত হয়। সাধারণভাবে তাফসীরবিদগণ এর এই অর্থ করেছেন যে, বীর্য পুরুষের পৃষ্ঠদেশ এবং নারীর বক্ষদেশ থেকে নির্গত হয়। কিন্তু মানবদেহ সম্পর্কে বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকগণের সুচিন্তিত অভিমত ও অভিজ্ঞতা এই যে, বীর্য প্রকৃতপক্ষে মানুষের প্রত্যেক অঙ্গ থেকে নির্গত হয় এবং সন্তানের প্রত্যেক অঙ্গ নারী ও পুরুষের সেই অঙ্গ থেকে নির্গত বীর্য দ্বারা গঠিত হয়। তবে এ ব্যাপারে সব চেয়ে বেশি প্রভাব থাকে মস্তিষ্কের। এ কারণেই সাধারণত দেখা যায়, যারা অতিরিক্ত স্ত্রীমৈথুন করে, তারা প্রায়ই মস্তিষ্কের দুর্বলতায় আক্রান্ত হয়। তাদের আরও সুচিন্তিত অভিমত এই যে, বীর্য সমস্ত অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ থেকে স্খলিত হয়ে মেরুদণ্ডের মাধ্যমে অণ্ডকোষে জমা হয় এবং সেখান থেকে নির্গত হয়।

এই অভিমত বিশুদ্ধ হলে তাফসীরবিদগণের উপরিউক্ত উক্তির সঙ্গত ব্যাখ্যাদান অবান্তর নয়। কেননা চিকিৎসাবিদগণ এ বিষয়ে একমত যে, বীর্য উৎপাদনে সর্বাধিক প্রভাব রয়েছে মস্তিষ্কের। আর মস্তিষ্কের স্থলাভিষিক্ত হচ্ছে সেই শিরা. যা মেরুদণ্ডের ভেতর দিয়ে মস্তিষ্ক থেকে পৃষ্ঠদেশে ও পরে অণ্ডকোষে পৌঁছেছে। এরই কিছু উপাশিরা বক্ষের অস্থি-পাঁজরে এসেছে। এটা সম্ভবপর যে, নারীর বীর্যে বক্ষপাঁজর থেকে আগত বীর্যের এবং পুরুষের বীর্যে পৃষ্ঠদেশ থেকে আগত বীর্যের প্রভাব বেশি। –[বায়যাভী]

কুরআন পাকের ভাষার দিকে লক্ষ্য করলে দেখা যায় যে, এতে নারী ও পুরুষের কোনো বিশেষত্ব নেই। শুধু এতটুকু বলা হয়েছে যে, পৃষ্ঠদেশ ও বক্ষদেশের মধ্য থেকে নির্গত হয়। এর সরাসরি অর্থ এরূপ হতে পারে যে, বীর্য নারী ও পুরুষ উভয়ের সমস্ত দেহ থেকে নির্গত হয়। তবে সামনের ও পশ্চাতের প্রধান অঙ্গের নাম উল্লেখ করে সমস্ত দেহ ব্যক্ত করা হয়েছে। সম্মুখভাগে বক্ষ এবং পশ্চাদ্ভাগে পৃষ্ঠ প্রধান অঙ্গ। এই দুই অঙ্গ থেকে নির্গত হওয়ার অর্থ নেওয়া হবে সমস্ত দেহ থেকে নির্গত হওয়া।

وَاِنَّهٗ عَلٰى رَجْعِهٖ لَقَادِرٌ : رَجْع -এর অর্থ ফিরিয়ে দেওয়া। উদ্দেশ্য এই যে, যে বিশ্বস্রষ্টা প্রথমবার মানুষকে বীর্য থেকে সৃষ্টি করেছেন, তিনি তাকে পুনরায় ফিরিয়ে দিতে অর্থাৎ মৃত্যুর পর জীবিত করতে আরও ভালোরূপে সক্ষম।

يَوْمَ تُبْلَى السَّرَائِرُ : تُبْلٰى -এর শাব্দিক অর্থ পরীক্ষা করা, যাচাই করা। উদ্দেশ্য এই যে, মানুষের যেসব বিশ্বাস, চিন্তাধারা, মনন ও সংকল্প অন্তরে লুক্কায়িত ছিল, দুনিয়াতে কেউ জানত না, এবং যেসব কাজকর্ম সে গোপনে করেছিল, কিয়ামতের দিন সে সবগুলোই পরীক্ষিত হবে। অর্থাৎ প্রকাশ করে দেওয়া হবে। হযরত আব্দুল্লাহ্ ইবনে ওমর (রা.) বলেন : কিয়ামতের দিন মানুষের সব গোপন ভেদ খুলে যাবে। প্রত্যেক ভালোমন্দ বিশ্বাস ও কর্মের আলামত হয় মানুষের মুখমণ্ডলে শোভা পাবে না হয় অন্ধকার ও কাল রঙের আকারে প্রকাশ করে দেওয়া হবে। –[কুরতুবী]

وَالسَّمَآءِ ذَاتِ الرَّجْعِ : رَجْع -এর অর্থ পর পর বর্ষিত বৃষ্টি। একবার বৃষ্টি হয়ে শেষ হয়ে যায়, আবার হয়।

https://e-ilm.weebly.com/

إِنَّهُ لَقَوْلٌ فَصْلٌ : অর্থাৎ কুরআন সত্য ও মিথ্যার ফয়সালা করে; এতে কোনো সন্দেহ ও সংশয়ের অবকাশ নেই। হযরত আলী (রা.) বলেন : আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে কুরআন সম্পর্কে বলতে শুনেছি :

كِتَابٌ فِيْهِ خَيْرُ مَا قَبْلَكُمْ وَحُكْمُ مَا بَعْدَكُمْ وَهُوَ الْفَصْلُ لَيْسَ بِالْهَزْلِ.

অর্থাৎ এই কিতাবে তোমাদের পূর্ববর্তী উম্মতদের সংবাদ এবং তোমাদের পরে আগমনকারীদের জন্য বিধি-বিধান রয়েছে। এটা চূড়ান্ত উক্তি; আমার মুখের কথা নয়।

শব্দ বিশ্লেষণ :

اَلطَّارِقُ : সীগাহ واحد مذكر বহছ اسم فاعل বাব نَصَرَ মাসদার طُرُوْقٌ – طَرْقٌ মূলবর্ণ (ط – ر – ق) জিনস صحيح অর্থ– রাতে আগমনকারী, যা রাত্রিকালে আত্মপ্রকাশ করে।

اَلثَّاقِبُ : সীগাহ واحد مذكر বহছ اسم فاعل বাব نَصَرَ মাসদার ثُقُوْبٌ মূলবর্ণ (ث – ق – ب) জিনস صحيح অর্থ : উজ্জ্বল নক্ষত্র, দীপ্তিমান, বিজলী।

دَافِقٌ : সীগাহ واحد مذكر বহছ اسم فاعل বাব نَصَرَ. ضَرَبَ মাসদার دَفْقٌ মূলবর্ণ (د – ف – ق) জিনস صحيح অর্থ– স্ববেগে নির্গত।

صُلْبٌ : একবচন; বহুবচন أَصْلَابٌ ; অর্থ– পিঠ। ইমাম রাগেব (র.) লিখেন, صُلْبٌ-এর অর্থ– কঠিন হওয়া, শক্ত হওয়া।

لِيَنْظُرْ : সীগাহ واحد مذكر غائب বহছ امر غائب معروف বাব نَصَرَ মাসদার نَظَرٌ মূলবর্ণ (ن ـ ظ ـ ر) জিনস صحيح অর্থ– যেন সে দেখে।

سَرَائِرُ : এটি سَرِيْرَةٌ এর বহুবচন। অর্থ গোপন করা, গোপন বিষয় রহস্য। আল্লামা ইবনে খালুবিয়াহ লিখেন, ياء কে বহুবচনের মধ্যে হামযাহ্ বানিয়ে দেওয়া হয়েছে। কেননা বহুবচনে ইয়ার পূর্বে আলিফ সাকিন রয়েছে। তাই ইয়াকে হামযা দ্বারা বদল করে দুই সাকিন একত্রিত হওয়ার কারণে তাকে যের দেওয়া হয়েছে। যেমন, قَبِيْلَةٌ এর বহুবচনে ياء টি মৌলিক হলে তাকে হামযা বানানো যেত না। যেমন, مَعِيْشَةٌ শব্দটি। আল্লাহ তা'আলা এর বহুবচনে প্রমাণস্বরূপ বলেন, وَجَعَلْنَا لَكُمْ فِيْهَا مَعَايِشَ এখানে ياء কে বিদ্যমান রেখেছেন।

رَجْعٌ : মাসদার। ইসম অর্থ : ফিরা, প্রত্যাবর্তন করা, বৃষ্টি, মেঘ। বাব ضَرَبَ হতে মুতা'আদ্দী অর্থে।

صَدْعٌ : মাসদার। অর্থ : ভেঙ্গে যাওয়া, ফেঁটে যাওয়া। বাব فَتَحَ ; মূলবর্ণ (ص – د – ع) জিনস صحيح ; এখানে صَدْعٌ দ্বারা উদ্দেশ্য চাষকৃত জমিন হতে ফসল ফেঁটে বা বিদীর্ণ করে বের হওয়া।

فَصْلٌ : হক ও বাতিলের মাঝে পার্থক্য। সত্য কথা, সঠিক বিচারকারী কথা। হককে বাতিল থেকে পৃথককারী কথা বা বাক্য। হাড্ডি ও অঙ্গের জোড়া। দুই জিনিস মিলিত হওয়াকে বাঁধা দানকারী। আয়াতে প্রথমটি উদ্দেশ্য।

اَلْهَزْلُ : ইসম ও মাসদার। বাব : سَمِعَ ও ضَرَبَ ; অর্থ : বাতিল, নিরর্থক, তামাশা করা, কৌতুক করা।

يَكِيْدُوْنَ : সীগাহ جمع مذكر غائب বহছ مضارع معروف বাব ضَرَبَ মাসদার كَيْدٌ মূলবর্ণ (ك – ى – د) জিনস اجواف يائى অর্থ– তদবীর করে, চক্রান্ত করে, কৌশল করে।

مَهِّلْ : সীগাহ واحد مذكر حاضر বহছ امر حاضر معروف বাব تَفْعِيْل মাসদার تَمْهِيْلٌ মূলবর্ণ (م – ه – ل) জিনস صَحِيح অর্থ– এভাবেই থাকতে দিন, অবকাশ দিন, সুযোগ দিন, ঢিল দিন।

বাক্য বিশ্লেষণ :

إِنَّهُ لَقَوْلٌ فَصْلٌ وَّمَا هُوَ بِالْهَزْلِ : এখানে إِنَّ হরফে মুশাববাহ বিল ফে'ল আর ه হলো اسم ان আর لَقَوْلٌ -এর লাম হলো المزحلقة যা তাকিদের জন্য হয়েছে। আর قَوْلٌ হলো خبر ان আর فَصْلٌ হলো قَوْلٌ -এর সিফাত। আর وَمَا هُوَ -এর واو টা হরফে আতফ। আর مَا হলো ما بمعنى ليس আর هُوَ হলো তার ইসিম। আর باء হলো হরফে زائد। আর اَلْهَزْلُ হলো শাব্দিকভাবে مجرور কিন্তু محل হিসেবে منصوب যেহেতু مَا -এর খবর হয়েছে।

إِنَّهُمْ يَكِيْدُوْنَ كَيْدًا : এখানে إِنَّ হলো حرف مشبه بالفعل আর هُمْ হলো اسم ان আর يَكِيْدُوْنَ বাক্যটি خبر إِنَّ আর كَيْدًا হলো يَكِيْدُوْنَ -এর মাফউলে মুতলাক। –[ই'রাবুল কুরআন ৮ম খণ্ড, পৃ. ২৮০]

https://e-ilm.weebly.com/

سُورَةُ الْاَعْلٰى مَكِّيَّةٌ

সূরা আ'লা

মক্কায় অবতীর্ণ; আয়াত- ১৯, রুকূ'- ১

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ○

পরম করুণাময়, দয়ালু আল্লাহর নামে শুরু করছি।

১. আপনি স্বীয় মহোন্নত প্রভুর নামের পবিত্রতা বর্ণনা করুন।	سَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الْاَعْلَى ﴿١﴾
২. যিনি সৃষ্টি করেছেন, অনন্তর যথাযথভাবে বানিয়েছেন।	الَّذِىْ خَلَقَ فَسَوّٰى ﴿٢﴾
৩. আর যিনি [প্রত্যেক প্রাণীর জন্য তদুপযোগী বস্তুসমূহের] ব্যবস্থা করেছেন, অনন্তর পথ প্রদর্শন করেছেন।	وَالَّذِىْ قَدَّرَ فَهَدٰى ﴿٣﴾
৪. আর যিনি ঘাস উৎপন্ন করেছেন।	وَالَّذِىْٓ اَخْرَجَ الْمَرْعٰى ﴿٤﴾
৫. অনন্তর তাকে মলিন খড়-কুটায় পরিণত করেছেন।	فَجَعَلَهٗ غُثَآءً اَحْوٰى ﴿٥﴾
৬. আমি আপনাকে [কুরআন] পাঠ করিয়ে দিব। অতঃপর আপনি ভুলবেন না।	سَنُقْرِئُكَ فَلَا تَنْسٰٓى ﴿٦﴾
৭. কিন্তু যা আল্লাহর ইচ্ছা হয়, তিনি প্রত্যেক প্রকাশ্য ও অপ্রকাশ্য বিষয় অবগত আছেন।	اِلَّا مَا شَآءَ اللّٰهُ ۭ اِنَّهٗ يَعْلَمُ الْجَهْرَ وَمَا يَخْفٰى ﴿٧﴾
৮. আর আমি এই সহজ শরিয়তের জন্য আপনার সুবিধা করে দিব।	وَنُيَسِّرُكَ لِلْيُسْرٰى ﴿٨﴾

শাব্দিক অনুবাদ :

১. سَبِّحِ আপনি পবিত্রতা বর্ণনা করুন اسْمَ رَبِّكَ الْاَعْلَى স্বীয় মহোন্নত প্রভুর নামের।

২. الَّذِىْ خَلَقَ যিনি সৃষ্টি করেছেন فَسَوّٰى অনন্তর যথাযথভাবে বানিয়েছেন।

৩. وَالَّذِىْ قَدَّرَ আর যিনি ব্যবস্থা করেছেন فَهَدٰى অনন্তর পথ প্রদর্শন করেছেন।

৪. وَالَّذِىْٓ اَخْرَجَ আর যিনি উৎপন্ন করেছেন الْمَرْعٰى ঘাস।

৫. فَجَعَلَهٗ অনন্তর তাকে পরিণত করেছেন غُثَآءً اَحْوٰى মলিন খড়-কুটায়।

৬. سَنُقْرِئُكَ আমি আপনাকে [কুরআন] পাঠ করিয়ে দিব فَلَا تَنْسٰٓى অতঃপর আপনি ভুলবেন না।

৭. اِلَّا مَا شَآءَ اللّٰهُ কিন্তু যা আল্লাহর ইচ্ছায় হয় اِنَّهٗ يَعْلَمُ তিনি অবগত আছেন الْجَهْرَ وَمَا يَخْفٰى প্রত্যেক প্রকাশ্য ও অপ্রকাশ্য বিষয়।

৮. وَنُيَسِّرُكَ আর আমি আপনার সুবিধা করে দিব لِلْيُسْرٰى এই সহজ শরিয়তের জন্য।

https://e-ilm.weebly.com/

০৯. সুতরাং আপনি উপদেশ দান করতে থাকুন, যদি উপদেশ ফলপ্রদ হয়।	فَذَكِّرْ إِنْ نَّفَعَتِ الذِّكْرٰى ﴿٩﴾
১০. যে ভয় করে সে উপদেশ গ্রহণ করবে।	سَيَذَّكَّرُ مَنْ يَّخْشٰى ﴿١٠﴾
১১. আর যে অতিশয় হতভাগ্য সে তা হতে বিমুখ থাকে।	وَيَتَجَنَّبُهَا الْأَشْقَى ﴿١١﴾
১২. যে [পরিণামে] ভয়াবহ অগ্নিতে প্রবেশ করবে।	الَّذِيْ يَصْلَى النَّارَ الْكُبْرٰى ﴿١٢﴾
১৩. অনন্তর সে তন্মধ্যে না মরবে না আর [আরামে] বাঁচবে।	ثُمَّ لَا يَمُوْتُ فِيْهَا وَلَا يَحْيٰى ﴿١٣﴾
১৪. সফলকাম হয়েছে সে ব্যক্তি যে পবিত্রতা লাভ করেছে।	قَدْ أَفْلَحَ مَنْ تَزَكّٰى ﴿١٤﴾
১৫. এবং স্বীয় প্রতিপালকের নাম স্মরণ করতে ও নামাজ পড়তে রয়েছে।	وَذَكَرَ اسْمَ رَبِّهٖ فَصَلّٰى ﴿١٥﴾
১৬. বরং তোমরা পার্থিব জীবনকে প্রাধান্য দাও।	بَلْ تُؤْثِرُوْنَ الْحَيٰوةَ الدُّنْيَا ﴿١٦﴾
১৭. অথচ আখেরাত বহুগুণে উত্তম ও স্থায়ী।	وَالْاٰخِرَةُ خَيْرٌ وَّأَبْقٰى ﴿١٧﴾
১৮. এটা [শুধু কুরআনেরই দাবি নয়; বরং] পূর্ববর্তী সহীফাসমূহেও রয়েছে।	إِنَّ هٰذَا لَفِى الصُّحُفِ الْأُوْلٰى ﴿١٨﴾
১৯. অর্থাৎ ইবরাহীম ও মূসার সহীফাসমূহে,	صُحُفِ إِبْرٰهِيْمَ وَمُوْسٰى ﴿١٩﴾ ع ١٢

শাব্দিক অনুবাদ :

০৯. فَذَكِّرْ সুতরাং আপনি উপদেশ দান করতে থাকুন إِنْ نَّفَعَتِ যদি ফলপ্রদ হয় الذِّكْرٰى উপদেশ।
১০. سَيَذَّكَّرُ কিন্তু সে ব্যক্তিই উপদেশ গ্রহণ করবে مَنْ يَّخْشٰى যে ভয় করে।
১১. وَيَتَجَنَّبُهَا আর সে তা হতে বিমুখ থাকে الْأَشْقَى যে অতিশয় হতভাগ্য।
১২. الَّذِيْ يَصْلَى যে (পরিণামে) প্রবেশ করবে النَّارَ الْكُبْرٰى ভয়াবহ অগ্নিতে।
১৩. ثُمَّ لَا يَمُوْتُ فِيْهَا অনন্তর সে তন্মধ্যে না মরবে وَلَا يَحْيٰى না আর (আরামে) বাঁচবে।
১৪. قَدْ أَفْلَحَ সফলকাম হয়েছে সে ব্যক্তি مَنْ تَزَكّٰى যে পবিত্রতা লাভ করেছে।
১৫. وَذَكَرَ اسْمَ رَبِّهٖ এবং স্বীয় প্রতিপালকের নাম স্মরণ করতে فَصَلّٰى ও নামাজ পড়তে রয়েছে।
১৬. بَلْ تُؤْثِرُوْنَ বরং তোমরা প্রাধান্য দাও الْحَيٰوةَ الدُّنْيَا পার্থিব জীবনকে।
১৭. وَالْاٰخِرَةُ অথচ আখেরাত خَيْرٌ বহু গুণে উত্তম وَّأَبْقٰى ও স্থায়ী।
১৮. إِنَّ هٰذَا এটা لَفِى الصُّحُفِ الْأُوْلٰى পূর্ববর্তী সহীফা সমূহেও রয়েছে।
১৯. صُحُفِ إِبْرٰهِيْمَ وَمُوْسٰى অর্থাৎ ইবরাহীম ও মূসার সহীফাসমূহে।

https://e-ilm.weebly.com/

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

সূরাটির নামকরণের কারণ : এ সূরার প্রথম আয়াতে উল্লিখিত الأعلى শব্দটি সূরার নামকরণে নির্বাচন করা হয়েছে। আল-আ'লা অর্থ- সুমহান, সুউচ্চ। অর্থাৎ এ গুণটি দ্বারা আল্লাহর মহানত্ব ও শ্রেষ্ঠত্বের কথা বুঝানো হয়েছে। এ সূরাটির অপর নাম হলো 'সূরাতুস-সাব্বাহ'। এতে ১৯ টি আয়াত, ৭২ টি বাক্য এবং ২৮৪ টি অক্ষর রয়েছে।

নাজিল হওয়ার সময়কাল : এতে যে বিষয় আলোচিত হয়েছে তা হতে বুঝা যায় যে, এ সূরাটিও মাক্কী জীবনের প্রাথমিক পর্যায়ে অবতীর্ণ সূরাসমূহের অন্যতম। এর ৬ নং আয়াতে রাসূল ﷺ-কে বলা হয়েছে। আমি তোমাকে পড়িয়ে দিবো; অতঃপর তুমি আর ভুলে যাবে না। এটা স্পষ্ট প্রমাণিত হয় যে, এ সূরাটি একেবারে প্রাথমিক কালের এবং সে সময়ে অবতীর্ণ যখন নবী করীম ﷺ ওহী গ্রহণে পুরোপুরি অভ্যস্ত হয়ে উঠেনি। ওহী নাজিল হওয়ার সময়ে তাঁর মনে আশঙ্কা জাগত যে, তিনি এর শব্দ ও ভাষা ভুলে যেতে পারেন। এ আয়াতের সাথে সূরা ত্বাহার ১১৪ নং আয়াত এবং সূরা ক্বিয়ামাহ-এর ১৬-১৯ নং আয়াত মিলালে দেখা যায় এদের মধ্যে গভীর মিল রয়েছে। সর্বপ্রথম এ সূরার মাধ্যমে নবী করীম ﷺ-কে এই বলে নিশ্চয়তা দেওয়া হয়েছে যে, স্মরণ রাখতে পারার ব্যাপার নিয়ে আপনাকে ভাবতে হবে না। অতঃপর দীর্ঘদিন পর যখন সূরা ক্বিয়ামাহ নাজিল হয়। তখন নবী করীম ﷺ অস্থিরভাবে ওহীর শব্দসমূহ বারবার পড়ে আয়ত্ত ও মুখস্থ করতে লাগলেন, তখন তাকে বলা হলো 'হে নবী'! এ ওহীকে তাড়াতাড়ি মুখস্থ করার জন্য নিজের মুখ দ্রুত চালু করবেন না। এটা মুখস্থ করে দেওয়া ও পড়ে দেওয়া তো আমার কাজ-আমার দায়িত্ব। কাজেই যখন এটা পাঠ করা হয় তখন আপনি মনোযোগ সহকারে তা শ্রবণ করুন। তাছাড়া এর অর্থ ও তাৎপর্য বুঝিয়ে দেওয়াও আমারই দায়িত্ব।

শেষবারে সূরা ত্বহা নাজিল হওয়ার সময় মানবিক দুর্বলতার কারণে নবী করীম ﷺ-এর আশঙ্কা জাগল যে, এ ১১৩ টি আয়াত-যা একই সঙ্গে ক্রমাগত নাজিল হলো। এটা হতে কোনো একটি অংশও যেন আমার স্মৃতি বহির্ভূত হয়ে না যায়। এ জন্য তিনি তা মুখস্থ করতে ব্যস্ত হয়ে পড়লেন। এ উপলক্ষে নবী করীম ﷺ-কে বলা হলো : 'কুরআন পড়ায় খুব তাড়াহুড়া করবেন না, যতক্ষণ না এ ওহী আপনার নিকট পুরা মাত্রায় পৌছে যায়। অতঃপর আর কোনো সময় ভুলে যাওয়ার আশঙ্কা নেই এবং আর কোনো কথা বলার কখনো প্রয়োজন হয়নি। কুরআন মাজীদের অন্য কোথাও এ ব্যাপারে আর কোনো উল্লেখ নেই।

সূরাটির বিষয়বস্তু ও সারকথা : এ সূরার মূল আলোচ্য বিষয় হচ্ছে- তাওহীদ। এর সাথে নবী করীম ﷺ-কে উপদেশ দান, পাপিষ্ঠ ও বেঈমান লোকদের অশুভ পরিণতি এবং ঈমানদার ও পবিত্র লোকদের পরকালীন সাফল্যের কথা তুলে ধরা হয়েছে।

প্রথম পর্যায়ে ১-৫ নং আয়াতে আল্লাহ তা'আলার নামে তাসবীহ পাঠের আহ্বান জানিয়ে মূলত তাওহীদের কথা বলেছেন। কেননা মহান আল্লাহ সম্পর্কে ভ্রান্ত ধারণার জন্যই তাঁর সম্পর্কে কল্পিত রূপ ও ব্যাখ্যা দেওয়া হয়। সুতরাং আল্লাহর সত্তা, গুণ, ক্ষমতা ও একত্ববাদ কোনো প্রকারে ক্ষুণ্ণ হয় এবং দোষত্রুটি প্রকাশ পায় এমন নাম বর্জন করে তাঁর সুমহান নামসমূহের দ্বারা তাসবীহ পাঠের আহ্বান জানানো হয়েছে। এরপর আল্লাহ স্বীয় সৃষ্টি কৌশলের কথা বলেছেন- সে মহান আল্লাহর গুণগান কর, যিনি সৃষ্টিলোককে সঠিক ও সুচারুভাবে সৃষ্টি করেছেন। এদের জন্য তাকদীর নির্ধারণ করে প্রত্যেকের জন্য পৃথক পৃথক আইন ও বিধান দিয়ে পথের দিশা দিয়েছেন। তিনিই জীবকুলের জন্য চারণভূমিতে সবুজের মহাসমারোহ সৃষ্টি করেন আবার একে আবর্জনায় পরিণত করেন। তাঁর নির্দেশেই ঘটে বসন্তের আগমন ও শীতের সমাগম। তিনিই মহান ক্ষমতার অধিকারী।

দ্বিতীয় পর্যায়ে ৬-৮ নং আয়াতে নবী করীম ﷺ-কে ওহী স্মরণ থাকার বিষয়ে প্রতিশ্রুতি দেওয়া হয়েছে। বলা হয়েছে- আপনি ওহী হৃদয়ঙ্গম করুণ এবং মন হতে এটা বিস্মৃত হয়ে যাওয়ার কথা ভাববেন না। আপনার স্মৃতিপটে একে স্থায়ীভাবে মুদ্রিত করে দেওয়ার দায়িত্ব আমার। আপনি উচ্চৈঃস্বরে ও নিঃশব্দে কুরআন পাঠ করেন এ সম্পর্কে আমি অবগত। আপনার জন্য এটা স্মরণ রাখাকে আমি খুব সহজতর করে দিবো। আপনার কোনোই অসুবিধার সম্মুখীন হতে হবে না।

তৃতীয় পর্যায়ে ৯-১৩ নং আয়াতে বলা হয়েছে যে, আপনি মানুষের কাছে আল্লাহর দীনের কথা প্রচার করতে থাকুন এবং তাদেরকে নসিহত করার ধারা অব্যাহত রাখুন। আপনার দাওয়াত ও নসিহত তারাই গ্রহণ করবে যারা অদৃশ্য আল্লাহকে ভয় করে কিন্তু; যারা হতভাগ্য ও দুষ্ট প্রকৃতির লোক তারা আপনার দাওয়াত ও নসিহত গ্রহণ করবে না এবং ঈমানও আনবে না। তারা মহা অগ্নিকুণ্ড জাহান্নামে প্রবেশ করবে। তাতে তারা জ্যান্ত-মরা অবস্থায় অবস্থান করবে।

চতুর্থ পর্যায়ে ১৪-১৯ নং আয়াতে বলা হয়েছে যে, যারা দাওয়াত ও নসিহত গ্রহণ করে আকীদা-বিশ্বাস ও চরিত্র-আমলে পবিত্রতা অর্জন করবে এবং জিকির ও নামাজ আদায় করবে, পরকালে তারাই হবে সফলকাম। তারাই সফল জীবন লাভ

https://e-ilm.weebly.com/

করে মহাসুখ-স্বাচ্ছন্দ্যে জীবন যাপন করবে; কিন্তু অনেক লোকই পরকালীন সে মহাসুখ-শান্তি ও স্থায়ী আনন্দের কথা চিন্তা-ভাবনা করে না; বরং পার্থিব জগতের ক্ষণকালীন আরাম-আয়েশ, বিলাসিতা ও সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যের চিন্তায় নিমগ্ন থাকে এবং একেই তারা পরকালের উপর প্রাধান্য দেয় অথচ পরকালের আনন্দ ও সুখ-শান্তিই সর্বোত্তম, অনন্ত ও চিরন্তন।

সর্বশেষে বলা হয়েছে যে, আমার এসব কথা নতুন কিছু নয়। হাজার হাজার বছর পূর্ব হতে মানুষের কাছে এটা পৌঁছিয়ে আসছি। এমনকি হযরত ইবরাহীম ও হযরত মূসা (আ.)-কে প্রদত্ত গ্রন্থাবলিতেও এসব আলোচনা বিদ্যমান। আমি নতুন কিছুই বলিনি। এতএব, তোমরা পার্থিব জীবনের ধাঁধায় পতিত হয়ে অনন্ত সুখ-শান্তি পরিত্যাগ করো না।

سَنُقْرِئُكَ فَلَا تَنْسٰى .... الاية.

শানে নুযূল : হযরত জিবরাইল (আ.) যখন ওহী নিয়ে হুজুরের খেদমতে আসতেন, তখন হযরত জিবরাইল (আ.) আয়াত পাঠ শেষ করতে না করতেই হুজুর ﷺ কুরআনের শব্দগুলো শুরু থেকে আবৃত্তি করতে থাকতেন। এ আশঙ্কায় যেন কুরআনের শব্দাবলি বিস্মৃত হয়ে না যায়। বরং যেন তা মুখস্ত হয়ে যায়। এ পরিপ্রেক্ষিতে উক্ত আয়াত নাজিল হয়। –[কুরতুবী ২০ : ১৮]

سَيَذَّكَّرُ مَنْ يَّخْشٰى [١٠]

শানে নুযূল : আবূ সালেহ হযরত ইবনে আব্বাস (রা.)-এর উদ্ধৃতি দিয়ে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেছেন, আলোচ্য আয়াত অন্ধ সাহাবী হযরত আব্দুল্লাহ বিন উম্মে মাকতূম (রা.) সম্পর্কে নাজিল হয়েছে। –[কুরতুবী ২১/২০]

وَيَتَجَنَّبُهَا الْاَشْقَى [١١]

শানে নযূল : আলোচ্য আয়াত আল্লাহ তা'আলা মুনাফিকদের সম্পর্কে নাজিল করেছেন।

قَدْ اَفْلَحَ مَنْ تَزَكّٰى [١٤]

শানে নুযূল : হযরত আত্বা হযরত ইবনে আব্বাস (রা.)-এর উদ্ধৃতি দিয়ে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেন, আলোচ্য আয়াত হযরত উছমান বিন আফফান (রা.) সম্পর্কে নাজিল হয়েছে। ঘটনা প্রবাহ হচ্ছে যে, মদীনায় এক আনসারীর বাড়ীর পাশ্ববর্তী এক মুনাফিকের খেজুর গাছ আনসারীর বাড়ির দিকে হেলে পড়ে রয়েছিল। যখন বাতাস প্রবাহিত হতো, তখন আনসারীর বাড়িতে তার গাছের পাকা ও তরতাজা খেজুর পরত। ফলে তার সন্তান-সন্ততিরা তা কুড়িয়ে খেয়ে ফেলত। এতে করে মুনাফিক আনসারীর সাথে ঝগড়া বাঁড়িয়ে দিত। সুতরাং নিরীহ আনসারী সাহাবী রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর নিকট এসে সে সম্পর্কে অভিযোগ জানালো। হযরত রাসূল ﷺ-এর নিকট তার নেফাক সম্পর্কে জানা ছিল না। তিনি তাকে ডেকে এনে বললেন যে, তোমার আনসারী ভাই বলল তোমার গাছের পাকা ও তরতাজা খেজুর তার বাড়িতে পরলে তার সন্তান-সন্ততিরা সেগুলো খেয়ে ফেলে। আমি বেহেশতের মাঝে এর বিনিময়ে একটি গাছ তোমাকে দিয়ে দেব কী? সে বলল, আমি নগদকে বাকির বিনিময়ে কি বিক্রি করে দেব? এমনটি করব না। তখন হযরত উছমান বিন আফফান (রা.) বেহেশতের খেজুর গাছটির পরিবর্তে একটি বাগান তাকে দিয়ে দিলেন। হযরত উসমান গনী (রা.)-এর এ দানের পরিপ্রেক্ষিতে আল্লাহ তা'আলা আলোচ্য আয়াত নাজিল করেন। যাহহাক বলেন, আলোচ্য আয়াত হযরত আবূ বকর সিদ্দীক (রা.) সম্পর্কে অবতীর্ণ হয়েছে। –[কুরতুবী ২৩/১২]

মাস'আলা : আলিমগণ বলেন : নামাজের বাইরে سَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الْاَعْلٰى তেলাওয়াত করলে سُبْحَانَ رَبِّىَ الْاَعْلٰى বলা মুস্তাহাব। সাহাবায়ে কেরাম এ সূরা তেলাওয়াত শুরু করলে এরূপ বলতেন। –[কুরতুবী]

ওকবা ইবনে আমের জোহানী (রা.) বর্ণনা করেন, যখন সূরা আ'লা নাজিল হয়, তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন : اِجْعَلُوْهَا فِىْ سُجُوْدِكُمْ অর্থাৎ তোমরা سُبْحَانَ رَبِّىَ الْاَعْلٰى কালেমা টি সেজদায় পাঠ কর। تَسْبِيْح শব্দের অর্থ পবিত্র রাখা, পবিত্রতা বর্ণনা করা। سَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ-এর অর্থ এই যে, আপন পালনকর্তার নাম পবিত্র রাখুন। অর্থাৎ পালনকর্তার নামের প্রতি সম্মান প্রদর্শন করুন। আল্লাহর নাম উচ্চারণ করার সময় বিনয়, নম্রতা ও আদবের প্রতি লক্ষ্য রাখুন। তাঁর উপযুক্ত নয়– এমন যাবতীয় বিষয় থেকে তাঁর নামকে পবিত্র রাখুন। এর এক অর্থ এরূপও হতে পারে যে, আল্লাহ স্বয়ং নিজের যেসব নাম বর্ণনা করেছেন, তাঁকে কেবল সেসব নামের মাধ্যমেই ডাকুন। অন্য কোনো নামে তাঁকে ডাকা জায়েজ নয়।

এর অপর অর্থ এই যে, যেসব নাম আল্লাহর জন্য বিশেষভাবে নির্দিষ্ট, সেগুলো কোনো মানুষের জন্য ব্যবহার করা তাঁর পবিত্রতার পরিপন্থি, তাই নাজায়েজ। যেমন রহমান, রায্যাক, গাফফার, কুদ্দুস ইত্যাদি। (কুরতুবী) আজকাল এ ব্যাপারে উদাসীনতার অন্ত নেই। মানুষ নাম সংক্ষেপ করতে খুবই আগ্রহী। মানুষ অবলীলাক্রমে আব্দুর রহমানকে রহমান, আব্দুর রায্যাককে রায্যাক এবং আব্দুল গাফ্ফারকে গাফ্ফার বলে থাকে। কেউ একথা বোঝে না যে, যে এরূপ বলে এবং যে শুনে উভয়ই গোনাহ্‌গার হয়। এই নিরর্থক গোনাহ্ দিবারাত্রি অহেতুক হতে থাকে। কোনো কোনো তাফসীরবিদ এ ক্ষেত্রে اِسْم-এর অর্থ নিয়েছেন যার নাম তার

https://e-ilm.weebly.com/

সত্তা। আরবি ভাষায় এর অবকাশ আছে এবং কুরআন পাকেও اِسْم শব্দটি এ অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। পূর্বে উল্লেখ করা হয়েছে যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ যে কালেমাটি নামাজের সেজদায় পাঠ করার আদেশ দিয়েছেন, সেটি سُبْحَانَ اِسْمِ رَبِّكَ الْاَعْلٰى নয়; বরং سُبْحَانَ رَبِّىَ الْاَعْلٰى এ থেকেও জানা যায় যে, এ ক্ষেত্রে নাম উদ্দেশ্য নয়; বরং স্বয়ং সত্তা উদ্দেশ্য। –[কুরতুবী]

বিশ্ব সৃষ্টির নিগূঢ় তাৎপর্য : اَلَّذِىْ خَلَقَ فَسَوّٰى وَالَّذِىْ قَدَّرَ فَهَدٰى এগুলো সব জগৎ সৃষ্টিতে আল্লাহর অপার রহস্য ও শক্তি সম্পর্কিত গুণাবলি। প্রথম গুণ خَلَقَ -এর অর্থ কেবল সৃষ্টি করাই নয় বরং কোনো পূর্ব নমুনা ব্যতিরেকে কোনো কিছুকে নাস্তি থেকে আস্তিতে আনয়ন করা। কোনো সৃষ্টির এ কাজ করার সাধ্য নেই; একমাত্র আল্লাহ তা'আলার অপার কুদরতেই কোনো পূর্বনমুনা ব্যতিরেকে যখন ইচ্ছা, যাকে ইচ্ছা নাস্তি থেকে আস্তিতে আনয়ন করে। দ্বিতীয় গুণ فَسَوّٰى এটা تَسْوِيَةٌ থেকে উদ্ভূত। অর্থ সামঞ্জস্যপূর্ণ। উদ্দেশ্য এই যে, তিনি প্রত্যেক বস্তুর দৈহিক গঠন, আকার-আকৃতি ও অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের মধ্যে বিশেষ মিল রেখে তাকে অস্তিত্ব দান করেছেন। মানুষ ও প্রত্যেক জীব-জানোয়ারকে তার প্রয়োজনের সাথে সামঞ্জস্যশীল অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ দিয়েছেন। হস্তপদ ও অঙ্গসমূহের মধ্যে এমন জোড় ও প্রাকৃতিক স্প্রিং সংযুক্ত করেছেন, যার ফলে এগুলোকে চতুর্দিকে ঘোরানো-মোড়ানো যায়। এই বিস্ময়কর মিল স্রষ্টার রহস্য ও শক্তি সামর্থ্যে বিশ্বাস স্থাপন করার জন্য যথেষ্ট।

তৃতীয়গুণ : قَدَّرَ - تَقْدِيْرٌ -এর অর্থ কোনো বস্তুকে বিশেষ পরিমাণ সহকারে সৃষ্টি করা। শব্দটি ফয়সালা অর্থেও ব্যবহৃত হয়। অর্থাৎ প্রত্যেক বস্তু সম্পর্কে আল্লাহর ফয়সালা। এখানে এ অর্থই বোঝানো হয়েছে। উদ্দেশ্য এই যে, আল্লাহ তা'আলা দুনিয়ার বস্তুসমূহকে সৃষ্টি করেই ছেড়ে দেননি; প্রত্যেক বস্তুকে বিশেষ কাজের জন্য সৃষ্টি করে সে কাজের উপযুক্ত সম্পদ দিয়ে তাকে সে কাজে নিয়োজিত করে দিয়েছেন। চিন্তা করলে দেখা যায় যে, এটা কোনো বিশেষ শ্রেণির সৃষ্টির মধ্যে সীমিত নয়- সমগ্র সৃষ্টি জগৎ ও সৃষ্টিকেই আল্লাহ তা'আলা বিশেষ বিশেষ কাজের জন্য সৃষ্টি করেছেন এবং সে কাজেই নিয়োজিত করে দিয়েছেন। প্রত্যেক বস্তু তার পালনকর্তার নির্ধারিত দায়িত্ব পালন করে যাচ্ছে। আকাশ, নক্ষত্র, বিদ্যুৎ, বৃষ্টি থেকে শুরু করে মানুষ, জীবজন্তু উদ্ভিদ, জড় পদার্থ সবাইকে নিজ নিজ কর্তব্য পালন করে যেতে দেখা যায় : ابر وباد ومہ وخورشید وفلک رکاراند মাওলানা রুমী বলেছেন :

خاک وباد وآب وآتش بندہ اند * با من وتو مردہ باحق زندہ اند

বিশেষত মানুষ ও জীবজন্তুর প্রত্যেক প্রকারকে আল্লাহ তা'আলা যে যে কাজের জন্য সৃষ্টি করেছেন, তারা প্রকৃতিগতভাবে সে কাজই করে যাচ্ছে। তাদের উৎসাহ ও উদ্দীপনা সে কাজকে কেন্দ্র করেই পরিচালিত হচ্ছে :

ہر یکے بہر کارے ساختند * میل اورا در دلش انداختند

চতুর্থ গুণ : فَهَدٰى অর্থাৎ স্রষ্টা যে কাজের জন্য যাকে সৃষ্টি করেছেন, তাকে সে কাজের পথনির্দেশও দিয়েছেন। সত্যিকারভাবে এ পথনির্দেশ আকাশ ও পৃথিবীর যাবতীয় সৃষ্টিতেই অন্তর্ভুক্ত আছে। কেননা এক বিশেষ ধরনের বুদ্ধি ও চেতনা আল্লাহ তা'আলা সবাইকে দিয়েছেন, যদিও তা মানুষের বুদ্ধি ও চেতনা থেকে নিম্নস্তরের। অন্য আয়াতে আছে : اَعْطٰى كُلَّ شَىْءٍ خَلْقَهٗ ثُمَّ هَدٰى অর্থাৎ আল্লাহ তা'আলা প্রত্যেক বস্তুকে সৃষ্টি করে এক অস্তিত্ব দিয়েছেন, অতঃপর তার সংশ্লিষ্ট কাজের পথনির্দেশ দিয়েছেন। সাধারণ এ পথনির্দেশের প্রভাবে আকাশ, পৃথিবী, গ্রহ-নক্ষত্র, পাহাড়-পর্বত, নদ-নদী সৃষ্টির আদি থেকে যে কাজের জন্য আদিষ্ট হয়েছে, সে কাজ হুবহু তেমনিভাবে কোনোরূপ ত্রুটি ও আলসতা ব্যতিরেকে সম্পাদন করে চলেছে। বিশেষ করে মানুষ ও জীবজন্তুর বুদ্ধি ও চেতনা তো সবসময় চোখের সামনেই রয়েছে। তাদের সম্পর্কে চিন্তা করলেও বোঝা যায় যে, তাদের প্রত্যেক শ্রেণি বরং প্রত্যেক ব্যক্তিকে আল্লাহ তা'আলা নিজ নিজ প্রয়োজনীয় আসবাবপত্র অর্জন করার এবং প্রতিকূল পরিবেশে থেকে আত্মরক্ষার জন্য বিস্ময়কর সূক্ষ্ম নৈপুণ্য শিক্ষা দিয়েছেন। সর্বাধিক বুদ্ধি ও চেতনাশীল জীব মানুষের কথা বাদ দিন, বনের হিংস্র-জন্তু, পশু-পক্ষী ও কীট-পতঙ্গকে লক্ষ্য করুন! প্রত্যেককে নিজ নিজ প্রয়োজনীয় জীবনোপকরণ সংগ্রহ, বসবাস এবং ব্যক্তিগত ও জাতিগত প্রয়োজনাদি মেটানোর জন্য কেমন সব কৌশল শিক্ষা দিয়েছেন। এগুলো বিশ্ব স্রষ্টার তরফ থেকে প্রত্যক্ষ শিক্ষা। তারা কোনো স্কুল-কলেজ থেকে কিংবা কোনো ওস্তাদের কাছ থেকে এসব শিক্ষা করেনি বরং এগুলো সব সাধারণ আল্লাহর পথ নির্দেশেরই ফলশ্রুতি যা اَعْطٰى كُلَّ شَىْءٍ خَلْقَهٗ ثُمَّ هَدٰى এবং এই সূরার قَدَّرَ فَهَدٰى আয়াতে উল্লিখিত হয়েছে।

বৈজ্ঞানিক শিক্ষাও প্রকৃতপক্ষে আল্লাহর দান : আল্লাহ তা'আলা মানুষকে সর্বাধিক জ্ঞান ও চেতনা দান করেছেন এবং তাকে সৃষ্টির সেরা করেছেন। সমগ্র পৃথিবী, পাহাড়-পর্বত, নদ-নদী এবং এগুলোতে সৃষ্ট বস্তুসমূহ মানুষের সেবা ও উপকারের জন্য সৃজিত হয়ে কিন্তু এগুলোর দ্বারা পুরোপুরি ও বিভিন্ন প্রকার উপকার লাভ করা এবং বিভিন্ন বস্তুর সংমিশ্রণে নতুন জিনিস সৃষ্টি করা অত্যধিক জ্ঞান ও নৈপুণ্য সাপেক্ষ কাজ। আল্লাহ তা'আলা প্রকৃতিগতভাবে মানুষের মধ্যে এমন সুতীক্ষ্ণ জ্ঞান-বুদ্ধি নিহিত রেখেছেন যে, সে পর্বত খনন করে এবং সাগর গর্ভে ডুবে গিয়ে শত প্রকার খনিজ ও সামুদ্রিক সামগ্রী আহরণ করতে পারে এবং কাঠ, লোহা, তামা, পিতল ইত্যাদির সংমিশ্রণে প্রয়োজনীয় নতুন নতুন বস্তু নির্মাণ করতে

https://e-ilm.weebly.com/

পারে। এ জ্ঞান নৈপুণ্য বৈজ্ঞানিক গবেষণা ও কলেজের শিক্ষার উপর নির্ভরশীল নয়। জগতের আদিকাল থেকে অশিক্ষিত নিরক্ষর ব্যক্তিরাও এসব কাজ করে আসছে। প্রকৃতিগত এ বিজ্ঞানই আল্লাহ তা'আলা মানুষকে দান করেছেন। অতঃপর শাস্ত্রীয় ও শিক্ষাগত গবেষণার মাধ্যমে এতে উন্নতি লাভ করার প্রতিভাও আল্লাহ তা'আলারই দান।

সবাই জানে যে, বিজ্ঞান কোনো বস্তু সৃষ্টি করে না বরং আল্লাহর সৃজিত বস্তুসমূহের ব্যবহার শিক্ষা দেয়। এ ব্যবহারের সামান্য স্তর তো আল্লাহ তা'আলা মানুষকে প্রকৃতিগত ভাবে শিখিয়ে দিয়েছেন। অতঃপর এতে কারিগরি গবেষণা ও উন্নতির এক বিস্তৃত ময়দান খোলা রেখে মানুষের প্রকৃতিতে তা বোঝার যোগ্যতা ও প্রতিভা নিহিত রেখেছেন। বর্তমান বৈজ্ঞানিক যুগে নিত্যই নতুন নতুন আবিষ্কার সামনে আসছে এবং আল্লাহ জানেন ভবিষ্যতে আরও কি কি আসবে। বলা বাহুল্য, এ সবই আল্লাহ প্রদত্ত যোগ্যতা ও প্রতিভার বহিঃপ্রকাশ এবং কুরআনের একটি মাত্র শব্দ فَهَدَىٰ -এর প্রকৃষ্ট ব্যাখ্যা। আল্লাহ তা'আলাই মানুষকে এসব কাজের পথ দেখিয়েছেন এবং তা সম্পাদন করার প্রয়োজনীয় যোগ্যতা দান করেছেন। পরিতাপের বিষয়, যারা বিজ্ঞানে উন্নতি লাভ করেছে, তারা কেবল এ মহাসত্য সম্পর্কে অজ্ঞই নয় বরং দিন দিন অন্ধ হয়ে যাচ্ছে।

وَالَّذِي أَخْرَجَ الْمَرْعَىٰ فَجَعَلَهُ غُثَاءً أَحْوَىٰ - مَرْعَىٰ শব্দের অর্থ পশু-চারণ ভূমি এবং غُثَاءً শব্দের অর্থ আবর্জনা যা বন্যার পানির উপর ভাসমান থাকে। احوى শব্দের অর্থ কৃষ্ণাভ গাঢ় সবুজ রং। এ আয়াতে আল্লাহ তা'আলা উদ্ভিদ সম্পর্কিত স্বীয় কুদরত ও হিকমত বর্ণনা করেছেন। তিনি ভূমি থেকে সবুজ-শ্যামল ঘাস উৎপন্ন করেছেন, অতঃপর একে শুকিয়ে কালো রং-এ পরিণত করেছেন এবং সবুজতা বিলীন করে দিয়েছেন। এতে মানুষের পরিণতির দিকেও ইঙ্গিত রয়েছে যে, দেহের এ সজীবতা, সৌন্দর্য, স্ফূর্তি ও চাতুর্য আল্লাহ তা'আলারই দান। কিন্তু পরিশেষে এসবই নিঃশেষিত হয়ে যাবে।

سَنُقْرِئُكَ فَلَا تَنْسَىٰ إِلَّا مَا شَاءَ اللَّهُ –পূর্ববর্তী আয়াত সমূহে আল্লাহ তা'আলা স্বীয় কুদরত ও হিকমতের কতিপয় বহিঃপ্রকাশ বর্ণনা করার পর এস্থলে রাসূলুল্লাহ ﷺ -কে নবুয়তের কর্তব্য সম্পর্কে কয়েকটি জরুরি নির্দেশ দিয়েছেন। নির্দেশ দানের পূর্বে তাঁর কাজ সহজ করে দেওয়ার সুসংবাদ দিয়েছেন। প্রথমদিকে যখন হযরত জিবরাঈল (আ.)-কে কুরআনের কোনো আয়াত শোনাতেন, তখন তিনি আয়াতের শব্দাবলি বিস্মৃত হয়ে যাওয়ার আশঙ্কায় হযরত জিবরাঈল (আ.)-এর সাথে সাথে তা পাঠ করতেন। আলোচ্য আয়াতে আল্লাহ তা'আলা কুরআন মুখস্থ করানোর দায়িত্ব নিজে গ্রহণ করেছেন এবং ব্যক্ত করেছেন যে, হযরত জিবরাঈর (আ.)-এর চলে যাওয়ার পর কুরআনের আয়াতসমূহ বিশুদ্ধরূপে পাঠ করানো এবং স্মৃতিতে সংরক্ষিত করা আমার দায়িত্ব। কাজেই আপনি চিন্তিত হবেন না। এর ফলে فَلَا تَنْسَىٰ إِلَّا مَا شَاءَ اللَّهُ -অর্থাৎ আপনি কোনো বিষয় বিস্মৃত হবেন না সে অংশ ব্যতীত যা কোনো উপযোগিতার কারণে আল্লাহ তা'আলা আপনার স্মৃতি থেকে মুছে দিতে চাইবেন। উদ্দেশ্য এই যে, কুরআনে কিছু আয়াত রহিত করার এক সুবিদিত পদ্ধতি হচ্ছে প্রথম আদেশের বিপরীতে পরিষ্কার দ্বিতীয় আদেশ নাজিল করা। এর আর একটি পদ্ধতি হলো সংশ্লিষ্ট আয়াতটিই রাসূলুল্লাহ ﷺ ও সকল মুসলমানের স্মৃতি থেকে তা মুছে দেওয়া। এ সম্পর্কে এক আয়াতে আছে : مَا نَنْسَخْ مِنْ آيَةٍ أَوْ نُنْسِهَا অর্থাৎ আমি কোনো আয়াত রহিত করি অথবা আপনার স্মৃতি থেকে উধাও করে দেই। কেউ কেউ إِلَّا مَا شَاءَ اللَّهُ -এর অর্থ করেছেন যে, আল্লাহ তা'আলা কোনো উপযোগিতা বশত কোনো আয়াত সাময়িকভাবে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর স্মৃতি থেকে মুছে দিয়ে পরবর্তীকালে তা স্মরণ করিয়ে দিতে পারেন এটা সম্ভবপর। হাদীসে আছে, একদিন রাসূলুল্লাহ ﷺ কোনো একটি সূরা তেলাওয়াত করলেন এবং মাঝখান থেকে একটি আয়াত বাদ পড়ল। ওহী লেখক উবাই ইবনে কা'ব মনে করলেন যে, আয়াতটি বোধ হয় মনসূখ হয়ে গেছে। কিন্তু জিজ্ঞাসার জবাবে রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন : মনসূখ হয়নি, আমিই ভুলক্রমে পাঠ করিনি। (কুরতুবী) অতএব উল্লিখিত ব্যতিক্রমের সারমর্ম এই যে, সময়িকভাবে কোনো আয়াত ভুলে যাওয়া অতঃপর তা স্মরণে আসা বর্ণিত প্রতিশ্রুতির পরিপন্থি নয়।

وَنُيَسِّرُكَ لِلْيُسْرَىٰ -এর আক্ষরিক অর্থ এই যে, আমি আপনাকে সহজ করে দেব সহজ পদ্ধতির জন্য। সহজ পদ্ধতি বলে ইসলামি শরিয়ত বোঝানো হয়েছে। এক্ষেত্রে বাহ্যত এরূপ বলা সঙ্গত ছিল যে, আমি এ পদ্ধতি এবং এ শরিয়তকে আপনার জন্য সহজ করে দেব। কিন্তু এর পরিবর্তে কুরআন বলেছে, আপনাকে এই শরিয়তের জন্য সহজ করে দেব। এর তাৎপর্য একথা ব্যক্ত করা যে, আল্লাহ তা'আলা আপনাকে এরূপ করে দিবেন যে, শরিয়ত আপনার মজ্জা ও স্বভাবে পরিণত হবে এবং আপনি তার ছাঁচে গঠিত হয়ে যাবেন।

فَذَكِّرْ إِنْ نَفَعَتِ الذِّكْرَىٰ পরবর্তী আয়াতসমূহে নবুয়তের কর্তব্য পালনে আল্লাহ প্রদত্ত সুবিধাদির বর্ণনা ছিল।
এ আয়াতে রাসূলুল্লাহ ﷺ -কে এই কর্তব্য পালনের আদেশ দেওয়া হয়েছে। অর্থ এই যে, উপদেশ ফলপ্রসূ হলে আপনি মানুষকে উপদেশ দিন। এখানে উদ্দেশ্য শর্ত নয় বরং আদেশকে জোরদার করাই উদ্দেশ্য। আমাদের পরিভাষায় এর দৃষ্টান্ত কাউকে এরূপ বলা যে, যদি তুমি মানুষও হও তবে তোমাকে কাজ করতে হবে। অথবা তুমি যদি অমুকের ছেলে হও তবে একাজ

https://e-ilm.weebly.com/

করা উচিত। বলা বাহুল্য, এখানে উদ্দেশ্য শর্ত নয় বরং কাজটি যে, অপরিহার্য, তা প্রকাশ করাই লক্ষ্য। আয়াতের উদ্দেশ্য এই যে, উপদেশ ও প্রচার যে ফলপ্রসূ, একথা নিশ্চিত, তাই এই উপকারী উপদেশ আপনি কোনো সময় পরিত্যাগ করবেন না।

قَدْ أَفْلَحَ مَنْ تَزَكَّى - زَكوة -এর আসল অর্থ শুদ্ধ করা। ধন-সম্পদের জাকাতকেও এ কারণে জাকাত বলা হয় যে, তা ধন-সম্পদকে শুদ্ধ করে। এখানে تَزَكَّى শব্দের অর্থ ব্যাপক। এতে ঈমানগত ও চরিত্রগত শুদ্ধ এবং আর্থিক জাকাত প্রদান সবই অন্তর্ভুক্ত।

وَذَكَرَ اسْمَ رَبِّهِ فَصَلَّى অর্থাৎ তারা পালনকর্তার নাম স্মরণ করে এবং নামাজ আদায় করে। বাহ্যত এতে ফরজ ও নফল সবরকম নামাজ অন্তর্ভুক্ত। কেউ কেউ ঈদের নামাজ দ্বারা এর তাফসীর কারেছেন। তাও এতে শামিল। بَلْ تُؤْثِرُونَ الْحَيٰوةَ الدُّنْيَا। হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা.) বলেন : সাধারণ মানুষের মধ্যে ইহকালকে পরকালের উপর প্রাধান্য দেওয়ার প্রবণতা দেখা যায়। এর কারণ এই যে, ইহকালের নিয়ামত ও সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য উপস্থিত এবং পরকালের নিয়ামত ও সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য দৃষ্টি থেকে উধাও ও অনুপস্থিত। তাই অপরিণামদর্শী লোকেরা উপস্থিতকে অনুপস্থিতের উপর প্রাধান্য দিয়ে বসে, যা তাদের জন্য চিরস্থায়ী ক্ষতির কারণ হয়ে যায়। এ ক্ষতির কবল থেকে উদ্ধার করার জন্যই আল্লাহ তা'আলা আল্লাহর কিতাবও রাসূলগণের মাধ্যমে পরকালের নিয়ামত ও সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যকে এমনভাবে ফুটিয়ে তুলেছেন, যেন সেগুলো উপস্থিত ও বিদ্যমান। একথাও বলে দেওয়া হয়েছে যে, তোমরা যাকে নগদ মনে করে অবলম্বন কর, তা আসলে কৃত্রিম, অসম্পূর্ণ ও দ্রুত ধ্বংসশীল। এরূপ বস্তুতে মজে যাওয়া ও তার জন্য স্বীয় শক্তি ব্যয় করা বুদ্ধিমানের কাজ নয়। এ সত্যকেই ফুটিয়ে তোলার জন্য অতঃপর বলা হয়েছে : وَالْاٰخِرَةُ خَيْرٌ وَّاَبْقٰى অর্থাৎ তোমরা যারা দুনিয়াকে পরকালের উপর প্রাধান্য দাও, একটু চিন্তা কর যে, তোমরা কি বস্তু ছেড়ে কি বস্তু অবলম্বন করছ। যে দুনিয়ার জন্য তোমরা পাগলপারা, প্রথমত তার বৃহত্তম সুখ এবং আনন্দ ও দুঃখ-কষ্ট ও পরিশ্রমের মিশ্রণ থেকে মুক্ত নয়, দ্বিতীয়ত তার কোনো স্থিরতা ও স্থায়িত্ব নেই। আজ যে বাদশাহ, কাল সে পথের ভিখারী। আজিকার যুবক ও বীর্যবান, আগামীকাল দুর্বল ও অক্ষম। এটা দিবারাত্রি চোখের সামনে ঘটছে। এর বিপরীতে পরকাল এসব দোষ থেকে মুক্ত। পরকালের প্রত্যেক নিয়ামত ও সুখ উৎকৃষ্টই উৎকৃষ্ট। দুনিয়ার কোনো নিয়ামত ও সুখের সাথে তার কোনো তুলনা হয় না। তদুপরি তা اَبْقٰى অর্থাৎ চিরস্থায়ী। মানুষ চিন্তা করুক, যদি তাকে বলা হয় তোমার সামনে দু'টি গৃহ আছে। একটি সুউচ্চ প্রাসাদ যা যাবতীয় বিলাসসামগ্রী দ্বারা সুসজ্জিত এবং অপরটি মামুলী কুঁড়েঘর, যাতে কোনো সাজসরঞ্জামও নেই। এখন হয় তুমি এই প্রাসাদোপম বাংলো গ্রহণ কর কিন্তু কেবল এক দু'মাসের জন্য এরপর একে খালি করে দিতে হবে, না হয় এই কুঁড়েঘর গ্রহণ কর, যা তোমার চিরস্থায়ী মালিকানার থাকবে। এখন প্রশ্ন এই যে, বুদ্ধিমান মানুষ এতদুভয়ের মধ্যে কোনটিকে প্রাধান্য দেবে? এর পরিপ্রেক্ষিতে পরকালের নিয়ামত যদি অসম্পূর্ণ নিম্নস্তরেরও হতো, তবুও চিরস্থায়ী হওয়ার কারণে তাই অগ্রাধিকারের যোগ্য ছিল। অথচ বাস্তবে যখন এই নিয়ামত দুনিয়ার নিয়ামতের মোকাবিলায় উৎকৃষ্ট, উত্তম ও চিরস্থায়ীও, তখন কোনো বোকারাম হতভাগাই এ নিয়ামত পরিত্যাগ করে দুনিয়ার নিয়ামতকে প্রাধান্য দিতে পারে।

اِنَّ هٰذَا لَفِى الصُّحُفِ الْاُوْلٰى صُحُفِ اِبْرٰهِيْمَ وَمُوْسٰى অর্থাৎ এই সূরার সব বিষয়বস্তু অথবা সর্বশেষ বিষয়বস্তু (অর্থাৎ হযরত ইবরাহীম (আ.) ও হযরত মূসা (আ.)-এর সহীফা সমূহে। হযরত মূসা (আ.)-কে তাওরাতের পূর্বে কিছু সহীফাও দেওয়া হয়েছিল। এখনে সেগুলোই বোঝানো হয়েছে অথবা তওরাতও বোঝানো যেতে পারে।

ইবরাহীমী সহীফার বিষয়বস্তু : হযরত আবূযর গিফারী (রা.) রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে প্রশ্ন করেছিলেন, হযরত ইবরাহীম (আ.)-এর সহীফা কিরূপে ছিল? রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন : এসব সহীফায় শিক্ষণীয় দৃষ্টান্ত বর্ণিত হয়েছিল। তন্মধ্যে এক দৃষ্টান্তে অত্যাচারী বাদশাহকে সম্বোধন করে বলা হয়েছে : হে ভুঁইফোঁড় গর্বিত বাদশাহ, আমি তোমাকে ধনৈশ্বর্য স্তূপীকৃত করার জন্য রাজত্ব দান করিনি বরং আমি তোমাকে এজন্য শাসনক্ষমতা অর্পণ করেছি, যাতে তুমি উৎপীড়িতের বদদোয়া আমা পর্যন্ত পৌঁছতে না দাও। কেননা আমার আইন এই যে, আমি উৎপীড়িতের দোয়া প্রত্যাখ্যান করি না, যদিও তা কাফেরের মুখ থেকে হয়।

অপর এক দৃষ্টান্তে সাধারণ মানুষকে সম্বোধন করে বলা হয়েছে : বুদ্ধিমানের কাজ হলো, নিজের সময়কে তিনভাগে বিভক্ত করা। এক ভাগ তার পালনকর্তার ইবাদত ও তাঁর সাথে মুনাজাতের, এক ভাগ আত্মসমালোচনার ও আল্লাহর মহাশক্তি এবং কারিগরি সম্পর্কে চিন্তা-ভাবনা করার এবং এক ভাগ জীবিকা উপার্জনের ও স্বাভাবিক প্রয়োজনাদি মোটানোর।

আরও বলা হয়েছে : বুদ্ধিমান ব্যক্তির জন্য অপরিহার্য এই যে, সে সমসাময়িক পরিস্থিতি সম্পর্কে ওয়াকিফহাল থাকবে, উদ্দিষ্ট কাজে নিয়োজিত থাকবে এবং জিহ্বার হেফাজত করবে। যে ব্যক্তি নিজের কথাকেও নিজের কর্ম বলে মনে করবে, তার কথা খুবই কম হবে এবং কেবল জরুরি বিষয়ে সীমিত থাকবে।

https://e-ilm.weebly.com/

হযরত মূসা (আ.)-এর সহীফার বিষয়বস্তু : হযরত আবূযর (রা.) বলেন : অতঃপর আমি হযরত মূসা (আ.)-এর সহীফা সম্পর্কে প্রশ্ন করলে রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন : এসব সহীফায় কেবল শিক্ষণীয় বিষয়বস্তুই ছিল। তন্মধ্যে কয়েকটি বাক্য নিম্নরূপ : আমি সে ব্যক্তির ব্যাপারে বিস্ময়বোধ করি, যে মৃত্যুর দৃঢ় বিশ্বাস রাখে। অতঃপর সে কিরূপে আনন্দিত থাকে! আমি সে ব্যক্তির ব্যাপারে আশ্চর্যবোধ করি, যে বিধিলিপি বিশ্বাস করে, অতঃপর সে কিরূপে অপারক, হতোদ্যম ও চিন্তাযুক্ত হয়! আমি সে ব্যক্তির ব্যাপারে আশ্চর্যবোধ করি, যে দুনিয়া, দুনিয়ার পরিবর্তনাদি ও মানুষের উত্থান-পতন দেখে, সে কিরূপে দুনিয়া নিয়ে নিশ্চিন্ত হয়ে বসে থাকে। আমি সে ব্যক্তির ব্যাপারে আশ্চর্যবোধ করি, যে পরকালের হিসাব-নিকাশে বিশ্বাসী। অতঃপর সে কিরূপে কর্ম পরিত্যাগ করে বসে থাকে? হযরত আবূযর (রা.) বলেন : অতঃপর আমি প্রশ্ন করলাম : এসব সহীফার কোনো বিষয়বস্তু আপনার কাছে আগত ওহীর মধ্যেও আছে কি? তিনি বলেন : হে আবূযর, এ আয়াতগুলো সূরার শেষ পর্যন্ত পাঠ কর- قَدْ اَفْلَحَ مَنْ تَزَكّٰى وَذَكَرَ اسْمَ رَبِّهٖ فَصَلّٰى –[কুরতুবী]

শব্দ বিশ্লেষণ :

سَبِّحْ : সীগাহ واحد مذكر حاضر امر حاضر معروف বহছ تَفْعِيْل বাব تَسْبِيْحٌ মাসদার মূলবর্ণ (س - ب - ح) জিনস صحيح অর্থ– পবিত্রতা বর্ণনা করুন।

مَرْعٰى : জরফে মাকান। অর্থ– চারণভূমি। বিবচরণ ক্ষেত্র। জানোয়ার ও মানুষের খাদ্য অর্থাৎ শস্য, ফল, ঘাস-পাতা ইত্যাদি। মূলতঃ رَعْيٌ -এর অর্থ প্রাণীর হেফাজত করা. রক্ষাণাবেক্ষণ করা। চাই খাদ্য দিয়ে হোক কিংবা শত্রুর অনিষ্টতা হতে রক্ষা করার মাধ্যমে হোক কিংবা সুব্যবস্থাপনার দ্বারা হোক।

غُثَاءً : অর্থ– আবর্জনা, বন্যার খড় কুটা, ময়লা, ধূলা, হাড্ডির শ্লেষ্মা, ফেনা। غُثَاءً -এর ثاء -এর মধ্যে তাশদীদ দিয়েও ব্যবহার করা যায়। এর থেকে ফে'ল আসে। غَثَا - يَغْثُوْ - غَثْوًا বাব نَصَرَ আর غَثَى - يَغْثِىْ - غَثَيَانًا - বাব ; বাব ضَرَبَ থেকে আসে।

اَحْوٰى : অর্থ– গাঢ় লাল, কালো অন্ধকার। حُوَّةٌ থেকে নির্গত হয়েছে। মাসদার حُوًى বাব سَمِعَ

سَنُقْرِئُكَ : সীগাহ جمع متكلم مضارع معروف বহছ اِفْعَالٌ বাব اِقْرَاءٌ মাসদার মূলবর্ণ (ق - ر - ء) জিনস مهموز لام অর্থ– আমি আপনাকে পাঠ করিয়ে দিব।

لَا تَنْسٰى : সীগাহ واحد مذكر حاضر مضارع منفى معروف বহছ سَمِعَ বাব نِسْيَانٌ মাসদার মূলবর্ণ (ن - س - ى) জিনস ناقص يائى অর্থ– আপনি ভুলবেন না।

نُيَسِّرُ : সীগাহ جمع متكلم مضارع معروف বহছ تَفْعِيْلٌ বাব تَيْسِيْرٌ মাসদার মূলবর্ণ (ى - س - ر) জিনস مثال يائى অর্থ– আমি সুবিধা করে দিব।

اَلذِّكْرٰى : মাসদার। অর্থ– নসিহত করা, উপদেশ দেওয়া, আলোচনা করা, স্মরণ, উপদেশ। এটি ذِكْر থেকে বেশি বালাগাতপূর্ণ।

يَتَجَنَّبُ : সীগাহ واحد مذكر غائب مضارع معروف বহছ تَفَعُّلٌ বাব تَجَنُّبٌ মাসদার মূলবর্ণ (ج - ن - ب) জিনস صحيح অর্থ– সে বিমুখ থাকে।

اَشْقٰى : اسم تفضيل অর্থ অতিশয় হতভাগ্য, বড় হতভাগা, নিতান্ত বদনসীব। মাসদার شَقَاوَةٌ অর্থ, দুর্ভাগা হওয়া। হতভাগ্য হওয়া। বাবে سَمِعَ।

تَزَكّٰى : সীগাহ واحد مذكر غائب ماضى معروف বহছ تَفَعُّلٌ বাব اَلتَّزَكِّىْ মাসদার মূলবর্ণ (ز - ك - و) জিনস ناقص واوى অর্থ– পবিত্রতা লাভ করেছে।

বাক্য বিশ্লেষণ :

سَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الْاَعْلَى الَّذِىْ خَلَقَ فَسَوّٰى : এখানে سَبِّحْ ফে'ল তার যমীর اَنْتَ ফায়েল, আর اِسْمَ رَبِّكَ হলো مفعول له আর الْاَعْلٰى হলো رَبِّكَ -এর সিফত, ইবনে হিশাম এটাকে اِسْمَ -এর সিফত বলা বৈধ বলেছেন, আর اَلَّذِىْ - رب হলো اَلَّذِىْ -এর দ্বিতীয় সিফত, আর خَلَقَ বাক্যটি اَلَّذِىْ -এর সেলাহ হয়েছে। আর خَلَقَ فَسَوّٰى - خَلَقَ -এর মাফউল উহ্য রয়েছে, অর্থাৎ كُلَّ شَيْءٍ আর فَسَوّٰى -এর فاء টি আতেফা। আর سَوّٰى টা خَلَقَ -এর উপর আতফ হয়েছে। –[ই'রাবুল কুরআন ৮ম খণ্ড; পৃ. ২৮৫-২৮৬]

https://e-ilm.weebly.com/

سُوْرَةُ الْغَاشِيَةِ مَكِّيَّةٌ

সূরা গাশিয়া

মক্কায় অবতীর্ণ; আয়াত- ২৬, রুকূ'- ১

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ○

পরম করুণাময়, দয়ালু আল্লাহর নামে শুরু করছি।

১. আপনার নিকট কি সে সর্বগ্রাসী ঘটনার [অর্থাৎ কিয়ামতের] কোনো সংবাদ পৌছেছে?	هَلْ اَتٰىكَ حَدِيْثُ الْغَاشِيَةِ ﴿١﴾
২. বহু মুখমণ্ডল সেদিন লাঞ্ছিত হবে।	وُجُوْهٌ يَّوْمَئِذٍ خَاشِعَةٌ ﴿٢﴾
৩. কষ্টভোগী [এবং কষ্টভোগের দরুন] কাতর হবে।	عَامِلَةٌ نَّاصِبَةٌ ﴿٣﴾
৪. [তারা] দগ্ধকারী অগ্নিতে প্রবেশ করবে।	تَصْلٰى نَارًا حَامِيَةً ﴿٤﴾
৫. তাদেরকে উত্তপ্ত ঝরনা হতে পানি পান করানো হবে।	تُسْقٰى مِنْ عَيْنٍ اٰنِيَةٍ ﴿٥﴾
৬. [এবং] কাঁটাযুক্ত গুল্ম ব্যতীত অপর কোনো খাদ্য তাদের ভাগ্যে জুটবে না।	لَيْسَ لَهُمْ طَعَامٌ اِلَّا مِنْ ضَرِيْعٍ ﴿٦﴾
৭. যা না পুষ্ট করবে আর না ক্ষুধা নিবারণ করবে।	لَّا يُسْمِنُ وَلَا يُغْنِيْ مِنْ جُوْعٍ ﴿٧﴾
৮. বহু মুখমণ্ডল সেদিন হর্ষোৎফুল্ল হবে।	وُجُوْهٌ يَّوْمَئِذٍ نَّاعِمَةٌ ﴿٨﴾

শাব্দিক অনুবাদ :

১. هَلْ اَتٰىكَ আপনার নিকট কি পৌছেছে حَدِيْثُ কোনো সংবাদ الْغَاشِيَةِ সে সর্বগ্রাসী ঘটনার।

২. وُجُوْهٌ বহু মুখমণ্ডল হবে يَّوْمَئِذٍ সেদিন خَاشِعَةٌ লাঞ্ছিত।

৩. عَامِلَةٌ কষ্টভোগী نَّاصِبَةٌ কাতর হবে।

৪. تَصْلٰى (তারা) প্রবেশ করবে نَارًا حَامِيَةً দগ্ধকারী অগ্নিতে।

৫. تُسْقٰى তাদেরকে পানি পান করানো হবে مِنْ عَيْنٍ اٰنِيَةٍ উত্তপ্ত ঝরনা হতে।

৬. لَيْسَ لَهُمْ তাদের ভাগ্যে জুটবে না طَعَامٌ অপর কোনো খাদ্য اِلَّا مِنْ ضَرِيْعٍ কাঁটাযুক্ত গুল্ম ব্যতীত।

৭. لَّا يُسْمِنُ যা না পুষ্ট করবে وَلَا يُغْنِيْ আর না নিবারণ করবে مِنْ جُوْعٍ ক্ষুধা।

৮. وُجُوْهٌ يَّوْمَئِذٍ বহু মুখমণ্ডল সেদিন হবে نَّاعِمَةٌ হর্ষোৎফুল্ল।

https://e-ilm.weebly.com/

৯. নিজেদের কৃতকর্মের জন্য সন্তুষ্ট হবে।	لِّسَعْيِهَا رَاضِيَةٌ ﴿٩﴾
১০. [আর তারা] উচ্চ বেহেশতে থাকবে।	فِىْ جَنَّةٍ عَالِيَةٍ ﴿١٠﴾
১১. যাতে কোনো নিরর্থক কথাবার্তা শুনতে পাবে না।	لَّا تَسْمَعُ فِيْهَا لَاغِيَةً ﴿١١﴾
১২. তন্মধ্যে প্রবাহিত ঝরণাসমূহ থাকবে।	فِيْهَا عَيْنٌ جَارِيَةٌ ﴿١٢﴾
১৩. তাতে উঁচু উঁচু আসনসমূহ রয়েছে।	فِيْهَا سُرُرٌ مَّرْفُوْعَةٌ ﴿١٣﴾
১৪. এবং প্রস্তুত রয়েছে পানপাত্রসমূহ।	وَّاَكْوَابٌ مَّوْضُوْعَةٌ ﴿١٤﴾
১৫. আর সারি সারি তাকিয়াসমূহ রয়েছে।	وَّنَمَارِقُ مَصْفُوْفَةٌ ﴿١٥﴾
১৬. এবং সর্বদিকে গালিচাসমূহ সম্প্রসারিত রয়েছে।	وَّزَرَابِىُّ مَبْثُوْثَةٌ ﴿١٦﴾
১৭. তবে কি তারা উটের দিকে লক্ষ্য করে না যে, কী [বিচিত্র] রূপে সৃষ্টি করা হয়েছে।	اَفَلَا يَنْظُرُوْنَ اِلَى الْاِبِلِ كَيْفَ خُلِقَتْ ﴿١٧﴾
১৮. আর আসমানের দিকে যে, [তাকে] কিরূপে উচ্চ করা হয়েছে?	وَاِلَى السَّمَآءِ كَيْفَ رُفِعَتْ ﴿١٨﴾
১৯. আর পর্বতমালার দিকে যে, কিরূপে [তাকে] দাঁড় করানো হয়েছে?	وَاِلَى الْجِبَالِ كَيْفَ نُصِبَتْ ﴿١٩﴾

শাব্দিক অনুবাদ :

৯. لِسَعْيِهَا নিজেদের কৃত কর্মের জন্য رَاضِيَةٌ সন্তুষ্ট হবে ।

১০. فِىْ جَنَّةٍ عَالِيَةٍ (আর তারা) উচ্চ বেহেশতে থাকবে।

১১. لَا تَسْمَعُ فِيْهَا যাতে শুনতে পাবে না لَاغِيَةً কোনো নিরর্থক কথাবার্তা।

১২. فِيْهَا তন্মধ্যে থাকবে عَيْنٌ جَارِيَةٌ প্রবাহিত ঝরণাসমূহ।

১৩. فِيْهَا তাতে রয়েছে سُرُرٌ আসনসমূহ مَّرْفُوْعَةٌ উঁচু উঁচু।

১৪. وَّاَكْوَابٌ এবং পানপাত্রসমূহ مَّوْضُوْعَةٌ প্রস্তুত রয়েছে।

১৫. وَنَمَارِقُ আর তাকিয়াসমূহ রয়েছে مَصْفُوْفَةٌ সারি সারি।

১৬. وَزَرَابِىُّ এবং সর্ব দিকে গালিচাসমূহ مَبْثُوْثَةٌ সম্প্রসারিত রয়েছে।

১৭. اَفَلَا يَنْظُرُوْنَ তবে তারা কি লক্ষ্য করে না যে اِلَى الْاِبِلِ উটের দিকে كَيْفَ خُلِقَتْ কিরূপে সৃষ্টি করা হয়েছে।

১৮. وَاِلَى السَّمَآءِ আর আসমানের দিকে যে كَيْفَ رُفِعَتْ কিরূপে উচ্চ করা হয়েছে।

১৯. وَاِلَى الْجِبَالِ আর পর্বতমালার দিকে যে كَيْفَ نُصِبَتْ কিরূপে (তাকে) দাঁড় করানো হয়েছে।

https://e-ilm.weebly.com/

২০. আর জমিনকে যে, কিভাবে [তাকে] সম্প্রসারিত করা হয়েছে?	وَإِلَى الْأَرْضِ كَيْفَ سُطِحَتْ ﴿٢٠﴾
২১. সুতরাং আপনি [কেবল] উপদেশ দিতে থাকুন; কেননা আপনি তো কেবল উপদেষ্টা মাত্র।	فَذَكِّرْ إِنَّمَا أَنْتَ مُذَكِّرٌ ﴿٢١﴾
২২. আপনি তাদের উপর দায়গ্রস্ত অধিকারী [নিযুক্ত] নন।	لَسْتَ عَلَيْهِمْ بِمُصَيْطِرٍ ﴿٢٢﴾
২৩. কিন্তু যে বিমুখ হবে এবং কুফরি করবে।	إِلَّا مَنْ تَوَلَّى وَكَفَرَ ﴿٢٣﴾
২৪. তবে আল্লাহ তাকে অত্যন্ত কঠোর শাস্তি প্রদান করবেন।	فَيُعَذِّبُهُ اللَّهُ الْعَذَابَ الْأَكْبَرَ ﴿٢٤﴾
২৫. আমারই নিকট তাদের আসতে হবে।	إِنَّ إِلَيْنَا إِيَابَهُمْ ﴿٢٥﴾
২৬. অতঃপর তাদের হতে হিসাব নেওয়া আমারই কাজ।	ثُمَّ إِنَّ عَلَيْنَا حِسَابَهُمْ ﴿٢٦﴾

শাব্দিক অনুবাদ :

২০. وَإِلَى الْأَرْضِ আর জমিনকে যে كَيْفَ سُطِحَتْ কিভাবে (তাকে) সম্প্রসারিত করা হয়েছে।

২১. فَذَكِّرْ সুতরাং আপনি উপদেশ দিতে থাকুন إِنَّمَا أَنْتَ مُذَكِّرٌ কেননা আপনি তো কেবল উপদেষ্টা মাত্র।

২২. لَسْتَ عَلَيْهِمْ আপনি তাদের উপর নন بِمُصَيْطِرٍ দায়গ্রস্ত অধিকারী।

২৩. إِلَّا مَنْ تَوَلَّى কিন্তু যে বিমুখ হবে وَكَفَرَ এবং কুফরি করবে।

২৪. فَيُعَذِّبُهُ اللَّهُ আল্লাহ তাকে প্রদান করবেন الْعَذَابَ الْأَكْبَرَ অত্যন্ত কঠোর শাস্তি।

২৫. إِنَّ إِلَيْنَا আমারই নিকট إِيَابَهُمْ তাদের আসতে হবে।

২৬. ثُمَّ إِنَّ عَلَيْنَا অতঃপর আমারই কাজ حِسَابَهُمْ তাদের থেকে হিসাব নেওয়া।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

সূরাটির নামকরণের কারণ : সূরাটির প্রথম আয়াতের اَلْغَاشِيَةُ শব্দটি এর নামরূপে গ্রহণ করা হয়েছে। এতে ২৬টি আয়াত, ২৯০টি বাক্য এবং ৩৮১টি অক্ষর রয়েছে।

নাজিল হওয়ার সময়কাল : সূরাটিতে উল্লিখিত বিষয়সমূহ প্রমাণ করে যে, এটাও মক্কার প্রাথমিক কালে অবতীর্ণ সূরাসমূহের অন্যতম। তবে এটা নাজিল হয়েছিল তখন, যখন নবী করীম ﷺ দীন প্রচারের কাজ শুরু করে দিয়েছিলেন। আর মক্কার লোকেরা শুনে উপেক্ষা করার নীতি অবলম্বন করেছিল। এর প্রতি তাদের বিরূপ মনোভাব প্রবল হচ্ছিল।

সূরার বিষয়বস্তু ও মূলকথা : সূরাটির প্রধান আলোচ্য বিষয় হলো– তাওহীদ ও পরকাল। সর্বপ্রথম মানুষকে শঙ্কিত করার উদ্দেশ্য সহসা তাদের সম্মুখে একটি প্রশ্ন উত্থাপন করা হয়েছে। জিজ্ঞাসা করা হয়েছে, তোমরা কি খবর রাখ সে সময়ের যখন সমগ্র জগত আচ্ছন্নকারী এক মহাবিপদ এসে পড়বে? পরে এর বিস্তারিত জবাব দেওয়া হয়েছে। বলা হয়েছে, তখন সমস্ত মানুষ দুটি ভিন্ন ভিন্ন দলে বিভক্ত হয়ে দু'টি ভিন্নতর পরিণতির সম্মুখীন হবে। একটি দল জাহান্নামে যাবে। তাদেরকে নানাবিধ আজাব ভোগ করতে হবে। অন্যদিকে অপর দল উচ্চ মর্যাদা সম্পন্ন জান্নাতে প্রবেশ করবে। তাদেরকে নানা রকম নিয়ামত দেওয়া হবে। চিরদিন তারা তথায় থাকবে।

কথার মোড় পাল্টিয়ে পুনরায় জিজ্ঞাসা করা হয়েছে, কুরআনের তাওহীদ শিক্ষা ও পরকাল সংক্রান্ত সংবাদ শুনে যারা নাক ছিটকায়, বিরক্তি প্রকাশ করে তারা কি তাদের সম্মুখে প্রতি মুহূর্তে সংঘটিত ঘটনাবলি লক্ষ্য করে দেখে না? তারা কি একটু

https://e-ilm.weebly.com/

ভেবে দেখে না যে, কে মরুভূমির উপযোগী করে উষ্ট্রীকে সৃষ্টি করেছেন? উর্ধ্বলোকে এ আকাশ কিভাবে চতুর্দিক আচ্ছন্ন ও পরিবেষ্টন করে আছে? সম্মুখে ঐ পাহাড় কিভাবে মাথা উঁচু করে দাঁড়িয়ে আছে? নিম্নের ধরণীতল কি করে বিস্তীর্ণ হয়ে রয়েছে? এ সব কোনো মহাশক্তিমান, নিরঙ্কুশ ক্ষমতাধর ও সুবিজ্ঞ সুনিপুণ শিল্পীর অপূর্ব দক্ষতা ছাড়া সম্ভবপর হয়েছে কি? এক সৃষ্টিকর্তা তাঁর অসামান্য বুদ্ধিমত্তা ও অসীম ক্ষমতা বলে এ সব তৈরি করেছেন। এ ব্যাপারে অপর কেউই তাঁর শরিক নেই। এটা হতে প্রমাণিত হয় তিনি পুনরুত্থানে সক্ষম। অতঃপর কাফেরদের দিক হতে মুখ ফিরিয়ে নবী করীম ﷺ -কে সম্বোধন করা হয়েছে। তাঁকে বলা হয়েছে, এ লোকেরা এহেন যুক্তি সঙ্গত ও বিবেক সম্মত কথা যদি না-ই মানে, তো না মানুক। আপনাকে এদের উপর জবরদস্তিকারী, বানিয়ে পাঠানো হয়নি। কাজেই জোর করে তাদের দ্বারা কোনো কথা স্বীকার করানোর কোনো প্রশ্নই উঠতে পারে না। আপনার কাজ হলো শুধু উপদেশ দিয়ে যাওয়া। কাজেই আপনি তাই করতে থাকুন। শেষ পর্যন্ত আমার নিকটই তাদেরকে ফিরে আসতে হবে। আমি তাদের নিকট হতে কড়ায় গণ্ডায় হিসাব গ্রহণ করাবো এবং কাফের ও পাপিষ্ঠদেরকে কঠোর শাস্তি দিবো। অতএব, আপনি তাদের ব্যাপারে অত্যধিক ব্যতিব্যস্ত হয়ে নিজের মানসিক যন্ত্রণা সৃষ্টি করবেন না; বরং আপনি নিশ্চিত মনে আপনার দায়িত্ব পালন করে যান।

لَا يُسْمِنُ وَلَا يُغْنِىْ مِنْ جُوْعٍ (৭)

শানে নুযূল : জাহান্নামীরা "যরী" ব্যতীত অন্য কোনো খাবার পাবে না। কথা শুনে কাফের মুশরিকরা বলতে লাগল যে, আমাদের উট গুলোতো যরী খেয়েই এত মোটা-তাজা হচ্ছে। সুতরাং আল্লাহ তা'আলা কাফের মুশরিকদের এহেন বিদ্রূপাত্মক উক্তি করার পরিপ্রেক্ষিতে আলোচ্য আয়াত নাজিল করেন। –[কুরতুবী ৩১/২০ ফতহুল কাদীর ৪২৯/৫]

বাশশার হযরত কাতাদাহ (রা.)-এর উদ্ধৃতি দিয়ে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেন, জান্নাতে যা কিছু রয়েছে, সে সম্পর্কে হযরত রাসূল ﷺ যখন বয়ান করেন, তখন পথ ভ্রষ্ট দলের লোকেরা আশ্চর্য হলো। তাদের এহেন আশ্চর্য বোধতার নিরসন করার জন্যে আল্লাহ তা'আলা আলোচ্য আয়াত নাজিল করেন। –[তাবারী ৫৫৬/১২, কুরতুবী ৩৩/২০]

اَفَلَا يَنْظُرُوْنَ اِلَى الْاِبِلِ كَيْفَ خُلِقَتْ (১৭)

শানে নুযূল : যখন আল্লাহ তা'আলা জান্নাতের বিভিন্ন জিনিসের সৌন্দর্য বর্ণনা করেন। তখন পথভ্রষ্ট লোকেরা তাতে অত্যন্ত আশ্চর্যবোধ করত। এ পরিপ্রেক্ষিতে উক্ত আয়াত নাজিল হয়।

وُجُوْهٌ يَّوْمَئِذٍ خَاشِعَةٌ عَامِلَةٌ نَّاصِبَةٌ কিয়ামতের দিন মু'মিন ও কাফের আলাদা আলাদা বিভক্ত দু'দল হবে এবং মুখমণ্ডল দ্বারা পৃথকভাবে পরিচিত হবে। এই আয়াতে কাফেরদের মুখমণ্ডলের এক অবস্থা এই বর্ণিত হয়েছে যে, তা خَاشِعَةٌ অর্থাৎ হেয় হবে। خُشُوْعٌ শব্দের অর্থ নত হওয়া ও লাঞ্ছিত হওয়া। নামাজে খুশুর অর্থ আল্লাহর সামনে নত হওয়া, হেয় হওয়া। যারা দুনিয়াতে আল্লাহর সামনে খুশু অবলম্বন করেনি, কিয়ামতে এর শাস্তিস্বরূপ তাদের মুখমণ্ডল লাঞ্ছিত ও অপমানিত হবে।

দ্বিতীয় ও তৃতীয় অবস্থা হবে : نَاصِبَةٌ - عَامِلَةٌ –বাকপদ্ধতিতে অবিরাম কর্মের কারণে পরিশ্রান্ত ব্যক্তিকে عَامِلَةٌ এবং ক্লান্ত ও ক্লিষ্ট ব্যক্তিকে বলা হয় نَاصِبَةٌ –বলা বাহুল্য, কাফেরদের এ দু'অবস্থা দুনিয়াতেই হবে। কেননা পরকালে কোনো কর্ম ও মেহনত নেই। তাই কুরতুবী প্রমুখ তাফসীরবিদ বলেন : প্রথম অবস্থা অর্থাৎ মুখমণ্ডল লাঞ্ছিত হওয়া তো পরকালে হবে এবং পরবর্তী দু'অবস্থা কাফেরদের দুনিয়াতেই হয়। কেননা অনেক কাফের দুনিয়াতে মুশরিকসুলভ ইবাদত এবং বাতিল পন্থায় অধ্যাবসায় ও সাধনা করে থাকে। হিন্দু, যোগী ও খ্রিস্টান পাদ্রী অনেক এমন আছে, যারা আন্তরিকতা সহকারে আল্লাহ তা'আলারই সন্তুষ্টির জন্য দুনিয়াতে ইবাদত ও সাধনা করে থাকে এবং এতে অসাধারণ পরিশ্রম স্বীকার করে। কিন্তু এসব ইবাদত মুশরিকসুলভ ও বাতিল পন্থায় হওয়ার কারণে আল্লাহর কাছে ছওয়াব ও পুরস্কার লাভের যোগ্য হয় না। অতএব, তাদের মুখমণ্ডল দুনিয়াতেও ক্লান্ত-পরিশ্রান্ত রইল এবং পরকালে তাদেরকে লাঞ্ছনা ও অপমানের অন্ধকার আচ্ছন্ন করে রাখবে।

হযরত হাসান বসরী (র.) বর্ণনা করেন, খলীফা হযরত ওমর ফারুক (রা.) যখন শাম দেশে সফরে গমন করেন, তখন জনৈক খ্রিস্টান বৃদ্ধ পাদ্রী তাঁর কাছে আগমন করে। সে তার ধর্মীয় ইবাদত, সাধনা ও মোজাহাদায় এত বেশি আত্মনিয়োগ করেছিল যে, অতিরিক্ত পরিশ্রমের কারণে চেহারা বিকৃত এবং দেহ শুকিয়ে কাঠ হয়ে গিয়েছিল। তার পোশাকের মধ্যেও কোনো শ্রী ছিল না। খলীফা তাকে দেখে অশ্রু সংবরণ করতে পারলেন না। ক্রন্দনের কারণ জিজ্ঞাসিত হয়ে তিনি বললেন : এই বৃদ্ধের করুণ অবস্থা দেখে আমি ক্রন্দন করতে বাধ্য হয়েছি। বেচারা স্বীয় লক্ষ্য অর্জনের জন্য জীবনপথ পরিশ্রম ও সাধনা করেছে কিন্তু সে তার লক্ষ্য অর্জনে ব্যর্থ হয়েছে এবং আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জন করতে পারেনি। অতঃপর খলীফা হযরত ওমর (রা.) وُجُوْهٌ يَّوْمَئِذٍ خَاشِعَةٌ عَامِلَةٌ نَّاصِبَةٌ –আয়াত তেলাওয়াত করলেন। –[কুরতুবী]

حَامِيَةٌ - نَارًا حَامِيَةً শব্দের অর্থ গরম, উত্তপ্ত। অগ্নি স্বভাবতই উত্তপ্ত। এর সাথে উত্তপ্ত বিশেষণ যুক্ত করা একথা বলার জন্য যে, এই অগ্নির উত্তাপ দুনিয়ার অগ্নির ন্যায় কোনো সময় কম অথবা নিঃশেষ হয় না বরং এটা চিরন্তন উত্তপ্ত।

https://e-ilm.weebly.com/

لَيْسَ لَهُمْ طَعَامٌ اِلَّا مِنْ ضَرِيْعٍ –অর্থাৎ যরী ব্যতীত জাহান্নামীরা কোনো খাদ্য পাবে না। যরী পৃথিবীর এক প্রকার কণ্টকবিশিষ্ট ঘাস যা মাটিতেই ছড়ায়। দুর্গন্ধযুক্ত বিষাক্ত কাঁটার কারণে জন্তু-জানোয়ার এর ধারেকাছেও যায় না।

জাহান্নামে ঘাস, বৃক্ষ কিরূপে হবে : এখানে প্রশ্ন হয় যে, ঘাস-বৃক্ষ তো আগুনে পুড়ে যায়। জাহান্নামে এগুলো কিরূপে থাকবে? জবাব এই যে, আল্লাহ তা'আলা দুনিয়াতে এগুলোকে পানি ও বায়ু দ্বারা লালন করেছেন। তিনি জাহান্নামে এগুলোকে অগ্নিতে পরিণত করতেও সক্ষম; ফলে আগুনেই বাড়বে, ফলন্ত হবে।

কুরআনে জাহান্নামীদের খাদ্য সম্পর্কে যরী ব্যতীত যাক্কুম ও গিস্লীনেরও উল্লেখ করা হয়েছে। এখানে সীমিত করে বলা হয়েছে যে, যরী ব্যতীত অন্য কোনো খাদ্য থাকবে না। এর অর্থ এই যে, জাহান্নামীরা কোনো সুস্বাদু ও পুষ্টিকর খাদ্য পাবে না বরং যরীর মতো কষ্টদায়ক বস্তু খেতে দেওয়া হবে। অতএব, যাক্কুম এবং গিসলীনও যরীর অন্তর্ভুক্ত। কুরতুবী বলেন : সম্ভবত জাহান্নামীদের বিভিন্ন স্তর থাকবে এবং বিভিন্ন স্তরে বিভিন্ন খাদ্য হবে–কোথাও যরী, কোথাও যাক্কুম এবং কোথাও গিসলীন।

لَا يُسْمِنُ وَلَا يُغْنِيْ مِنْ جُوْعٍ –জাহান্নামীদের খাদ্য হবে যরী–একথা শুনে কোনো কোনো কাফের বলতে থাকে যে, আমাদের উট তো যরী খেয়ে খুব মোটাতাজা হয়ে যায়। এর জবাবে বলা হয়েছে যে, দুনিয়ার যরী দ্বারা জাহান্নামের যরীকে বোঝার চেষ্টা করো না। জাহান্নামের যরী খেয়ে কেউ মোটাতাজা হবে না এবং এতে ক্ষুধা থেকে মুক্তি পাওয়া যাবে না।

لَا تَسْمَعُ فِيْهَا لَاغِيَةً –অর্থাৎ জান্নাতে জান্নাতীরা কোনো অসার ও মর্মন্তুদ কথাবার্তা শুনতে পাবে না। মিথ্যা, কুফরি কথাবার্তা, গালিগালাজ, অপবাদ ও পীড়াদায়ক কথাবার্তা সবই এর অন্তর্ভুক্ত। অন্য আয়াতে বলা হয়েছে :

لَا يَسْمَعُوْنَ فِيْهَا لَغْوًا وَّلَا تَاْثِيْمًا –অর্থাৎ তারা জান্নাতে কোনো অনর্থক ও দোষারোপের কথা শুনবে না। আরও কতিপয় আয়াতে এ বিষয়বস্তু উল্লিখিত হয়েছে।

এ থেকে জনা গেল যে, দোষরোপ ও অশালীন কথাবার্তা খুবই পীড়াদায়ক। তাই জান্নাতীদের অবস্থায় একে গুরুত্ব সহকারে বর্ণনা করা হয়েছে।

কতিপয় সামাজিক রীতিনীতি : وَاَكْوَابٌ مَّوْضُوْعَةٌ - اَكْوَابٌ শব্দটি كُوْبٌ-এর বহুবচন। অর্থ পানপাত্র, যথা গ্লাস ইত্যাদি। مَّوْضُوْعَةٌ অর্থাৎ নির্দিষ্ট জায়গায় পানির সন্নিকটে রক্ষিত থাকবে। এতে একটি গুরুত্বপূর্ণ সামাজিক নীতি শিক্ষা দেওয়া হয়েছে। অর্থাৎ পানপাত্র পানির কাছে নির্দিষ্ট জায়গায় থাকা উচিত। যদি এদিক-সেদিক থাকে এবং পানি পান করার সময় তালাশ করতে হয়, তবে এটা কষ্টকর ব্যাপার। তাই সব ব্যবহারের বস্তু–যেমন বদনা, গ্লাস, তোয়ালে ইত্যাদি নির্দিষ্ট জায়গায় থাকা এবং ব্যবহারের পর সেখানেই রেখে দেওয়ার ব্যাপারে প্রত্যেকেরই যত্নবান হওয়া উচিত যাতে অন্যদের কষ্ট না হয়। জান্নাতীদের পানপাত্র পানির কাছে রক্ষিত থাকবে –একথা উল্লেখ করে আল্লাহ তা'আলা উপরিউক্ত নীতির প্রতি ইঙ্গিত করেছেন।

اَفَلَا يَنْظُرُوْنَ اِلَى الْاِبِلِ كَيْفَ خُلِقَتْ –কিয়ামতের অবস্থা এবং মু'মিন ও কাফেরের প্রতিদান এবং শাস্তি বর্ণনা করার পর কিয়ামতে অবিশ্বাসী হঠকারীদের পথ প্রদর্শনের জন্য আল্লাহ তা'আলা তাঁর কুদরতের কয়েকটি নিদর্শন সম্পর্কে চিন্তাভাবনা করার কথা বলেছেন। আল্লাহর কুদরতের নিদর্শন আকাশ ও পৃথিবীতে অসংখ্য। এখানে মরুচারী আরবদের অবস্থার সাথে সামঞ্জস্যশীল চারটি নিদর্শনের কথা উল্লেখ করা হয়েছে। আরবরা উটে সওয়ার হয়ে দূর-দূরান্তে সফর করে। তখন তাদের সর্বাধিক নিকটে থাকে উট, উপরে আকাশ, নিচে ভূপৃষ্ঠ এবং অগ্র-পশ্চাতে সারি সারি পর্বতমালা। এই চারটি বস্তু সম্পর্কেই তাদেরকে চিন্তাভাবনা করার আদেশ দেওয়া হয়েছে। অর্থাৎ অন্যান্য নিদর্শন বাদ দিয়ে যদি এ চারটি বস্তু সম্পর্কে চিন্তাভাবনা করা হয়, যা প্রতিনিয়ত তাদের সামনে রয়েছে। তবে আল্লাহর অপার কুদরত চাক্ষুষ দেখা যাবে।

জন্তুদের মধ্যে উটের এমন কিছু বৈশিষ্ট্যও রয়েছে, যা বিশেষভাবে চিন্তাশীলদের জন্য আল্লাহ তা'আলার হিকমত ও কুদরতের দর্পণ হতে পারে। প্রথমত আরবে দেহাবয়বের দিক দিয়ে সর্ববৃহৎ জীব হচ্ছে উট। সে দেশে হাতী নেই। দ্বিতীয়ত আল্লাহ তা'আলা এই বিশাল বপু জীবকে এমন সহজলভ্য করেছেন যে, আরবের বেদুইন ও দারিদ্রতম ব্যক্তিও এই বিরাট জীবকে লালন-পালন করতে মোটেই অসুবিধা বোধ করে না। কারণ একে ছেড়ে দিলে নিজে নিজেই পেটভরে খেয়ে চলে আসে। উঁচু বৃক্ষের পাতা ছিঁড়ে দেওয়ার কষ্টও স্বীকার করতে হয় না। সে নিজেই বৃক্ষের ডাল খেয়ে খেয়ে দিনাতিপাত করে। হাতী ও অন্যান্য জীবের ন্যায় তাকে দুর্মূল্য খাবার দিতে হয় না। আরবের প্রান্তরে পানি খুবই দুষ্প্রাপ্য বস্তু। সর্বত্র সর্বদা পাওয়া যায় না। আল্লাহ তা'আলা উটের পেটে একটি রিজার্ভ টাংকী স্থাপন করেছেন। সে সাত-আট দিনের পানি একবারে পান করে এক টাংকীতে ভরে নেয়। অতঃপর ক্রমে ক্রমে সে এই রিজার্ভ পানি ব্যয় করে। এত উঁচু জীবের পিঠে সওয়ার হওয়ার জন্য স্বভাবতই সিঁড়ির প্রয়োজন ছিল। কিন্তু আল্লাহ তা'আলা তার পা তিন ভাঁজে সৃষ্টি করেছেন অর্থাৎ প্রত্যেক পায়ে দু'টি করে হাঁটু রেখেছেন। সে যখন সবগুলো হাঁটু গেড়ে বসে যায়, তখন তার পিঠে সওয়ার হওয়া ও নামা খুব সহজ হয়ে যায়। উট এত পরিশ্রমী যে, সব জীবের চেয়ে অধিক বোঝা বহন করতে পারে। আরবের প্রান্তরসমূহে অসহনীয় রৌদ্রতাপের কারণে দিবাভাগে সফর করা অত্যন্ত দুরূহ কাজ। তাই আল্লাহ তা'আলা এই জীবকে

https://e-ilm.weebly.com/

সারারাত্রি সফরে অভ্যস্ত করে দিয়েছেন। উট এত নিরীহ প্রাণী যে, একটি ছোট বালিকাও তার নাকরশি ধরে যেদিকে ইচ্ছা নিয়ে যেতে পারে। এছাড়া আল্লাহর কুদরতের সবক দেয় এমন আরও বহু বৈশিষ্ট্য উটের মধ্যে রয়েছে। সূরার উপসংহারে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সান্ত্বনার জন্য বলা হয়েছে : لَسْتَ عَلَيْهِمْ بِمُصَيْطِرٍ –অর্থাৎ আপনি তাদের শাসক নন যে, তাদেরকে মু'মিন করতেই হবে। আপনার কাজ শুধু প্রচার করা ও উপদেশ দেওয়া। এতটুকু করেই আপনি নিশ্চিন্ত থাকুন। তাদের হিসাব-নিকাশ, শাস্তি ও প্রতিদান আমার কাজ।

শব্দ বিশ্লেষণ :

غَاشِيَةً : সীগাহ واحد مؤنث বহছ اسم فاعل বাব سَمِعَ মাসদার غِشَاوَةٌ মূলবর্ণ (غ ـ ش ـ ى) জিনস ناقص يائى অর্থ– সর্বগ্রাসী, সকল দিক থেকে বেষ্টনকারী শাস্তি।

نَاصِبَةٌ : সীগাহ واحد مؤنث বহছ اسم فاعل বাব نَصَرَ মাসদার نَصْبٌ মূলবর্ণ (ن ـ ص ـ ب) জিনস صحيح অর্থ– কাতর। অক্ষম, বিপদগ্রস্ত ব্যক্তি।

تَصْلٰى : সীগাহ واحد مؤنث غائب বহছ مضارع معروف বাব سَمِعَ মাসদার صَلْىٌ মূলবর্ণ (ص ـ ل ـ ى) জিনস ناقص يائى অর্থ– প্রবেশ করবে।

حَامِيَةً : সীগাহ واحد مؤنث বহছ اسم فاعل বাব سَمِعَ মাসদার حَمْىٌ মূলবর্ণ (ح ـ م ـ ى) জিনস ناقص يائى অর্থ– দগ্ধকারী অগ্নি।

اٰنِيَةٌ : সীগাহ واحد مؤنث বহছ اسم فاعل বাব ضَرَبَ মাসদার اَنْىٌ মূলবর্ণ (ا ـ ن ـ ى) জিনস মুরাক্কাব مهموز فاء এবং ناقص يائى অর্থ– উত্তপ্ত।

ضَرِيْعٍ : কণ্টকময় গাছ। কাটা। সহীহ বুখারীতে আছে, ضَرِيْعٌ-এক প্রকার ঘাস যাকে শিবরাক বলা হয়। এ ঘাস যখন শুকিয়ে যায়, তখন আরবরা একে ضَرِيْعٌ বলে থাকে। যেগুলো উট ভক্ষণ করে।

لَا يُسْمِنُ : সীগাহ واحد مذكر غائب বহছ مضارع منفى معروف বাব اِفْعَالٌ মাসদার اِسْمَانٌ মূলবর্ণ (س ـ م ـ ن) জিনস صحيح অর্থ– না পুষ্ট করবে।

نَاعِمَةٌ : সীগাহ واحد مؤنث বহছ اسم فاعل বাব سَمِعَ মাসদার نُعُوْمَةٌ মূলবর্ণ (ن ـ ع ـ م) জিনস صحيح অর্থ– হর্ষোৎফুল্ল, আনন্দ। সন্তুষ্ট ও সজীবতা।

لَاغِيَةً : সীগাহ واحد مؤنث বহছ اسم فاعل বাব نَصَرَ মাসদার لَغْوٌ মূলবর্ণ (ل ـ غ ـ و) জিনস ناقص واوى অর্থ– নিরর্থক কথাবার্তা, অর্থহীন।

نَمَارِقُ : نُمْرُقَةٌ-এর বহুবচন অর্থ– ঠেস, বালিশ, তাকিয়া, نَمْرَقَةٌ ও نُمْرُقٌ ছোট তাকিয়া, জ্বিন-পালং, অল্প বৃষ্টি ভরা মেঘ। (কামূস)। হেলান দেওয়ার বালিশ। (মহল্লী, রূহুল মা'আনী)

مَصْفُوْفَةٌ : সীগাহ واحد مؤنث বহছ اسم مفعول বাব نَصَرَ মাসদার صَفٌّ মূলবর্ণ (ص ـ ف ـ ف) জিনস مضاعف ثلاثى অর্থ– সারিসারি। কাতারে বিন্যস্ত, সোজাসুজি।

اِيَابَهُمْ : তাদের প্রত্যাবর্তন, তাদের ফিরে আসা। মাসদার اِيَابٌ বাব نَصَرَ।

سُطِحَتْ : সীগাহ واحد مؤنث غائب বহছ ماضى مجهول বাব فَتَحَ মাসদার سَطْحٌ মূলবর্ণ (س ـ ط ـ ح) জিনস صحيح অর্থ– সম্প্রসারিত করা হয়েছে।

مُصَيْطِرٍ : সীগাহ واحد مذكر বহছ اسم فاعل বাব فَيْعَلَةٌ মাসদার صَيْطَرَةٌ মূলবর্ণ (ص ـ ط ـ ر) জিনস صحيح অর্থ– দায়গ্রস্ত অধিকার।

বাক্য বিশ্লেষণ :

اِنَّ اِلَيْنَا اِيَابَهُمْ ثُمَّ اِنَّ عَلَيْنَا حِسَابَهُمْ : এখানে اِنَّ হরফে মুশাব্বাহ বিল ফে'ল اِلَيْنَا হলো خبر مقدم আর اِيَابَهُمْ হলো اسم موخر আর ثُمَّ হলো হরফে আতফ। আর اِنَّ হরফে মুশাব্বাহ বিল ফে'ল عَلَيْنَا হলো خبر مقدم এবং حِسَابَهُمْ হলো اسم مقدم –[ই'রাবুল কুরআন ৮ম খণ্ড; পৃ. ২৯৭]

https://e-ilm.weebly.com/

سُوْرَةُ الْفَجْرِ مَكِّيَّةٌ

সূরা ফাজ্‌র

মক্কায় অবতীর্ণ; আয়াত– ৩০, রুকূ'– ১

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ○

পরম করুণাময়, দয়ালু আল্লাহর নামে শুরু করছি।

১. শপথ ফজরের।	وَالْفَجْرِ ﴿١﴾
২. আর [জিলহজের] দশ রাত্রির।	وَلَيَالٍ عَشْرٍ ﴿٢﴾
৩. আর জোড় ও বেজোড়ের [অর্থাৎ জিলহজের দশম ও নবম তারিখের]।	وَّالشَّفْعِ وَالْوَتْرِ ﴿٣﴾
৪. আর রাত্রির শপথ যখন তা গমন করতে থাকে।	وَالَّيْلِ اِذَا يَسْرِ ﴿٤﴾
৫. নিশ্চয় তাতে জ্ঞানবানদের জন্য যথেষ্ট শপথ রয়েছে।	هَلْ فِيْ ذٰلِكَ قَسَمٌ لِّذِيْ حِجْرٍ ﴿٥﴾
৬. আপনার কি জানা নেই যে, আপনার প্রতিপালক 'আদ সম্প্রদায়ের সাথে কী ব্যবহার করেছেন?	اَلَمْ تَرَ كَيْفَ فَعَلَ رَبُّكَ بِعَادٍ ﴿٦﴾
৭. অর্থাৎ ইরাম সম্প্রদায়ের সাথে, যাদের অবয়ব থামের মতো [লম্বা সুদৃঢ়] ছিল।	اِرَمَ ذَاتِ الْعِمَادِ ﴿٧﴾
৮. [সমগ্র দুনিয়ার] নগরসমূহে যাদের সদৃশ কোনো মানুষ সৃষ্ট হয়নি।	الَّتِيْ لَمْ يُخْلَقْ مِثْلُهَا فِي الْبِلَادِ ﴿٨﴾

শাব্দিক অনুবাদ :

১. وَالْفَجْرِ শপথ ফজরের।

২. وَلَيَالٍ عَشْرٍ আর (জিলহজের) দশ রাত্রির।

৩. وَالشَّفْعِ আর জোড় وَالْوَتْرِ ও বেজোড়ের।

৪. وَالَّيْلِ আর রাত্রির শপথ اِذَا يَسْرِ যখন তা গমন করতে থাকে।

৫. هَلْ فِيْ ذٰلِكَ قَسَمٌ নিশ্চয় তাতে যথেষ্ট শপথ রয়েছে لِّذِيْ حِجْرٍ জ্ঞানবানের জন্য।

৬. اَلَمْ تَرَ আপনার কি জানা নেই যে كَيْفَ فَعَلَ কী ব্যবহার করেছেন رَبُّكَ আপনার প্রতিপালক بِعَادٍ আদ সম্প্রদায়ের সাথে।

৭. اِرَمَ অর্থাৎ ইরাম সম্প্রদায়ের সাথে ذَاتِ الْعِمَادِ যাদের অবয়ব থামের মতো ছিল।

৮. الَّتِيْ لَمْ يُخْلَقْ কোনো মানুষ সৃষ্ট হয়নি مِثْلُهَا তাদের সদৃশ فِي الْبِلَادِ নগরসমূহে।

https://e-ilm.weebly.com/

৯. আর ছামূদের সাথে যারা ওয়াদিল কোরাতে [পর্বতের] প্রস্তরসমূহ কাটত [এবং গৃহ নির্মাণ করত]।	وَثَمُوْدَ الَّذِيْنَ جَابُوا الصَّخْرَ بِالْوَادِ (٩)
১০. আর কীলকের অধিকারী ফেরাউনের সাথে।	وَفِرْعَوْنَ ذِى الْاَوْتَادِ (١٠)
১১. যারা নগরসমূহে সীমালঙ্ঘন করেছিল।	الَّذِيْنَ طَغَوْا فِى الْبِلَادِ (١١)
১২. এবং তাতে বহু ফ্যাসাদ সৃষ্টি করে রেখেছিল।	فَاَكْثَرُوْا فِيْهَا الْفَسَادَ (١٢)
১৩. অনন্তর আপনার প্রতিপালক তাদের উপর শাস্তির চাবুক বর্ষণ করেছিলেন।	فَصَبَّ عَلَيْهِمْ رَبُّكَ سَوْطَ عَذَابٍ (١٣)
১৪. নিঃসন্দেহে আপনার প্রতিপালক পর্যবেক্ষণ ঘাঁটিতে রয়েছেন। [অর্থাৎ বান্দার প্রতি সতর্ক দৃষ্টি রাখেন।]	اِنَّ رَبَّكَ لَبِالْمِرْصَادِ (١٤)
১৫. অনন্তর মানুষকে যখন তার প্রভু পরীক্ষা করেন, অর্থাৎ [দুনিয়াতে] তাকে সম্মান ও সম্পদ দান করেন, তখন সে [গর্ব করে] বলে আমার প্রভু আমার মর্যাদা বৃদ্ধি করে দিয়েছেন।	فَاَمَّا الْاِنْسَانُ اِذَا مَا ابْتَلٰىهُ رَبُّهٗ فَاَكْرَمَهٗ وَنَعَّمَهٗ فَيَقُوْلُ رَبِّيْۤ اَكْرَمَنِ (١٥)
১৬. আর যখন তাকে [অন্যভাবে] পরীক্ষা করেন, অর্থাৎ তার জন্য তার জীবিকা সংকীর্ণ করে দেন, তখন সে বলে, আমার প্রভু আমার মর্যাদা ক্ষুণ্ন করেছেন।	وَاَمَّاۤ اِذَا مَا ابْتَلٰىهُ فَقَدَرَ عَلَيْهِ رِزْقَهٗ فَيَقُوْلُ رَبِّيْۤ اَهَانَنِ (١٦)
১৭. কখনো এরূপ নয়, বরং তোমরা এতিমের সম্মান করো না।	كَلَّا بَلْ لَّا تُكْرِمُوْنَ الْيَتِيْمَ (١٧)

শাব্দিক অনুবাদ :

৯. وَثَمُوْدَ আর ছামূদের সাথে الَّذِيْنَ جَابُوا الصَّخْرَ যারা প্রস্তরসমূহ কাটত بِالْوَادِ ওয়াদিল কোরাতে।
১০. وَفِرْعَوْنَ আর ফেরাউনের সাথে ذِى الْاَوْتَادِ কীলকের অধিকারী।
১১. الَّذِيْنَ طَغَوْا যারা সীমালঙ্ঘন করেছে فِى الْبِلَادِ নগরসমূহে।
১২. فَاَكْثَرُوْا فِيْهَا الْفَسَادَ এবং তাতে বহু ফ্যাসাদ সৃষ্টি করে রেখেছিল।
১৩. فَصَبَّ عَلَيْهِمْ অনন্তর তাদের উপর বর্ষণ করেছিলেন رَبُّكَ আপনার প্রতিপালক سَوْطَ عَذَابٍ শাস্তির চাবুক।
১৪. اِنَّ رَبَّكَ নিঃসন্দেহে আপনার প্রতিপালক لَبِالْمِرْصَادِ পর্যবেক্ষণ ঘাঁটিতে রয়েছেন।
১৫. فَاَمَّا الْاِنْسَانُ অনন্তর মানুষকে اِذَا مَا ابْتَلٰىهُ رَبُّهٗ যখন তার প্রভু পরীক্ষা করেন فَاَكْرَمَهٗ وَنَعَّمَهٗ অর্থাৎ তাকে সম্মান ও সম্পদ দান করেন فَيَقُوْلُ তখন সে বলে رَبِّيْۤ اَكْرَمَنِ আমার প্রভু আমার মর্যাদা বৃদ্ধি করে দিয়েছেন।
১৬. وَاَمَّاۤ اِذَا مَا ابْتَلٰىهُ আর যখন তাকে পরীক্ষা করেন فَقَدَرَ عَلَيْهِ رِزْقَهٗ অর্থাৎ তার জন্য তার জীবিকা সংকীর্ণ করে দেন فَيَقُوْلُ তখন সে বলে رَبِّيْۤ اَهَانَنِ আমার প্রভু আমার মর্যাদা ক্ষুণ্ন করেছেন।
১৭. كَلَّا কখনো এরূপ নয় بَلْ বরং لَّا تُكْرِمُوْنَ الْيَتِيْمَ তোমরা এতিমের সম্মান করো না।

https://e-ilm.weebly.com/

১৮. আর অপরকেও মিসকিনদেরকে খাদ্য দানে উৎসাহিত করো না।	وَلَا تَحٰٓضُّوْنَ عَلٰى طَعَامِ الْمِسْكِيْنِ ﴿١٨﴾
১৯. আর তোমরা উত্তরাধিকারীত্ব সম্পদ আয়ত্ত করে পূর্ণটুকু খেয়ে ফেল।	وَتَأْكُلُوْنَ التُّرَاثَ اَكْلًا لَّمًّا ﴿١٩﴾
২০. আর তোমরা ধন-সম্পদের অত্যধিক মায়া রাখ।	وَّتُحِبُّوْنَ الْمَالَ حُبًّا جَمًّا ﴿٢٠﴾
২১ কখনো এরূপ নয়, যে সময়ে জমিনকে ভেঙ্গে ভেঙ্গে চূর্ণ-বিচূর্ণ করে দেওয়া হবে।	كَلَّآ اِذَا دُكَّتِ الْاَرْضُ دَكًّا دَكًّا ﴿٢١﴾
২২. আর আপনার প্রতিপালক এবং দলে দলে ফেরেশতাগণ [হাশরের মাঠে] আগমন করবেন।	وَّجَآءَ رَبُّكَ وَالْمَلَكُ صَفًّا صَفًّا ﴿٢٢﴾
২৩. আর সেদিন দোজখকে আয়ন করা হবে, ঐদিন মানুষের বুঝে আসবে, আর তখন বুঝে আসার সুযোগ থাকল কোথায় [অর্থাৎ তখন বুঝে লাভ কী?]	وَجِايْٓءَ يَوْمَئِذٍۢ بِجَهَنَّمَ ۙ يَوْمَئِذٍ يَّتَذَكَّرُ الْاِنْسَانُ وَاَنّٰى لَهُ الذِّكْرٰى ﴿٢٣﴾
২৪. অতঃপর বলতো, হায়! যদি আমি আমার এই [পরকালের] জীবনের জন্য কোনো কাজ পূর্বে পাঠিয়ে রাখতাম।	يَقُوْلُ يٰلَيْتَنِيْ قَدَّمْتُ لِحَيَاتِيْ ﴿٢٤﴾
২৫. অনন্তর সেদিন আল্লাহর শাস্তির ন্যায় কেউ শাস্তি প্রদানকারী হবে না।	فَيَوْمَئِذٍ لَّا يُعَذِّبُ عَذَابَهٗٓ اَحَدٌ ﴿٢٥﴾
২৬. আর না তার বন্ধনের ন্যায় কেউ বন্ধনকারী হবে।	وَّلَا يُوْثِقُ وَثَاقَهٗٓ اَحَدٌ ﴿٢٦﴾
২৭. হে নফসে মুত্মাইন্না! [অর্থাৎ শান্তিময় আত্মা]।	يٰٓاَيَّتُهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةُ ﴿٢٧﴾

শাব্দিক অনুবাদ :

১৮. وَلَا تَحٰٓضُّوْنَ আর অপরকেও উৎসাহিত করো না عَلٰى طَعَامِ الْمِسْكِيْنِ মিসকিনদের খাদ্য দানে।
১৯. وَتَأْكُلُوْنَ আর তোমরা খেয়ে ফেল التُّرَاثَ উত্তরাধিকারিত্ব সম্পদ اَكْلًا لَّمًّا পূর্ণটুকু আয়ত্ব করে।
২০. وَتُحِبُّوْنَ আর তোমরা মায়া রাখ الْمَالَ ধন-সম্পদের حُبًّا جَمًّا অত্যধিক মায়া।
২১. كَلَّا কখনো এরূপ নয় اِذَا دُكَّتِ الْاَرْضُ যে সময় জমিনকে ভেঙ্গে করে দেওয়া হবে دَكًّا دَكًّا চূর্ণ বিচূর্ণ।
২২. وَجَآءَ আর আগমন করবেন رَبُّكَ আপনার প্রতিপালক وَالْمَلَكُ এবং ফেরেশতাগণ صَفًّا صَفًّا দলে দলে।
২৩. وَجِايْٓءَ يَوْمَئِذٍ সেদিন আনয়ন করা হবে بِجَهَنَّمَ দোজখকে يَوْمَئِذٍ ঐদিন يَتَذَكَّرُ الْاِنْسَانُ মানুষের বুঝে আসবে وَاَنّٰى لَهُ الذِّكْرٰى, আর তখন বুঝে আসার সুযোগ রইল কোথায়?
২৪. يَقُوْلُ يٰلَيْتَنِيْ অতঃপর বলতো হায় قَدَّمْتُ لِحَيَاتِيْ যদি আমি আমার এই জীবনের জন্য কোনো কাজ পূর্বেই পাঠিয়ে রাখতাম।
২৫. فَيَوْمَئِذٍ অনন্তর সেদিন لَا يُعَذِّبُ শাস্তি প্রদানকারী হবে না عَذَابَهٗ আল্লাহর শাস্তির ন্যায় اَحَدٌ কেউ।
২৬. وَلَا يُوْثِقُ আর না বন্ধনকারী হবে وَثَاقَهٗ, তার বন্ধনের ন্যায় اَحَدٌ কেউ।
২৭. يٰٓاَيَّتُهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةُ হে নফসে মুতমাইন্না (শান্তিময় আত্মা)।

https://e-ilm.weebly.com/

২৮. তুমি তোমার প্রতিপালকের দিকে চল, এভাবে যে তুমি তার প্রতি সন্তুষ্ট এবং তিনিও তোমার প্রতি সন্তুষ্ট।	ارْجِعِىٓ إِلَىٰ رَبِّكِ رَاضِيَةً مَّرْضِيَّةً ﴿٢٨﴾
২৯. অনন্তর তুমি আমার বিশিষ্ট বান্দাদের মধ্যে অন্তর্ভুক্ত হয়ে যাও।	فَادْخُلِى فِى عِبَٰدِى ﴿٢٩﴾
৩০. আর আমার বেহেশতে প্রবেশ কর।	وَادْخُلِى جَنَّتِى ﴿٣٠﴾

ع

শাব্দিক অনুবাদ :

২৮. ارْجِعِىٓ তুমি চল এইভাবে যে إِلَىٰ رَبِّكِ তোমার প্রতিপালকের দিকে رَاضِيَةً তুমি তাঁর প্রতি সন্তুষ্ট مَّرْضِيَّةً এবং তিনিও তোমার প্রতি সন্তুষ্ট।

২৯. فَادْخُلِى অনন্তর তুমি অন্তর্ভুক্ত হয়ে যাও فِى عِبَٰدِى আমার বিশিষ্ট বান্দাদের মধ্যে।

৩০. وَادْخُلِى আর প্রবেশ কর جَنَّتِى আমার বেহেশতে।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

সূরার নামকরণের কারণ : আলোচ্য সূরার প্রথম শব্দটিকেই এর নাম রূপে গ্রহণ করা হয়েছে। এতে ৩০টি আয়াত, ১৩৯টি বাক্য এবং ৫৯৭টি অক্ষর রয়েছে।

সূরাটি নাজিলের সময়কাল : এর বিষয়বস্তু ও আলোচিত কথা হতে বুঝা যায় যে, মক্কায় যখন ইসলাম গ্রহণকারীদের উপর জুলুম-অত্যাচারের ষ্টীমরোলার চালানো শুরু হয়ে গিয়েছিল, ঠিক সে সময়ই এ সূরাটি নাজিল হয়। এ কারণে সূরাটিতে মক্কার লোকদেরকে 'আদ, ছামূদ ও ফেরাউনের পরিণতির কথা স্মরণ করিয়ে দিয়ে সতর্ক করা হয়েছে।

সূরার শানে নুযূল : হযরত ইবনে আব্বাস, ইবনে যোবায়ের ও আয়েশা সিদ্দীকা (রা.) প্রমুখ সাহাবী ও তাফসীরকারদের মতে এ সূরা মক্কা শরীফে অবতীর্ণ হয়েছিল। আরবের অধিবাসীরা একসময় বলেছিল যে, আল্লাহ তা'আলা যদি মানুষের ভালো বা মন্দ কাজের জন্য সন্তুষ্ট বা অসন্তুষ্ট হতেন, তবে ইহলোকেই তো তার জন্য পুরস্কার অথবা শাস্তি প্রদান করতেন। তিনি যখন ইহলোকে কিছু করছেন না, তখন পরলোকেও কিছু করবেন না। পুনরুজ্জীবন, হাশর-নশর, শাস্তি ও পুরস্কার এক ভিত্তিহীন উক্তি ছাড়া আর কিছুই নয়। অবিশ্বাসীদের এ সকল উক্তির জবাবেই আল্লাহ তা'আলা আলোচ্য সূরা নাজিল করেন।

সূরার আলোচ্য বিষয় : আলোচ্য সূরায় পরকালের শাস্তি ও পুরস্কারের আলোচনা করা হযেছে। কেননা মক্কাবাসীরা এটা বিশ্বাস করত না। এ উদ্দেশ্যে সূরাটিতে ক্রমাগত ও পর পর যুক্তি উপস্থাপন করা হয়েছে। এখানে সে পুরস্কার অনুযায়ী যুক্তিসমূহ বিবেচনার দাবি রাখে।

সূরাটির শুরুতেই ফজর, দশ রাত, জোড়-বেজোড় এবং বিদায়ী রাতের শপথ করা হয়েছে এবং শ্রোতাদের নিকট প্রশ্ন করা হয়েছে যে, তোমরা যে কথাকে মান্য করছ না, এর সত্যতার সাক্ষী এবং প্রমাণ হিসাবে এ জিনিসগুলো কি যথেষ্ট নয়?

এর পর মানুষের ইতিহাস হতে যুক্তি পেশ করা হয়েছে। ইতিহাস খ্যাত 'আদ, ছামূদ ও ফেরাউনের মর্মান্তিক পরিণতি পেশ করে বলা হয়েছে যে, এরা যখন সীমালঙ্ঘন করল এবং পৃথিবীতে বিপর্যয় সৃষ্টি করল, তখনই আল্লাহর আজাবের চাবুক তাদের উপর বর্ষিত হলো। এটা হতে বোধগম্য হয় যে, এক মহাবিজ্ঞানী ও সুবিজ্ঞ কুশলী শাসক এর উপর রাজত্ব করছেন। বুদ্ধি-বিবেক ও নৈতিক অনুভূতি দিয়ে যাকে তিনি এ জগতে ক্ষমতা চালানোর এখতিয়ার দিয়েছেন। তার নিকট জিজ্ঞাসাবাদ করা, তার নিকট হতে যাবতীয় কাজের হিসাব গ্রহণ করা এবং এর ভিত্তিতে তাকে শাস্তি বা ভালো প্রতিফল দান করা তাঁরই এক অপরিবর্তনীয় নীতি। এরপর মানব সমাজের নৈতিক অবস্থার পর্যালোচনা করা হয়েছে। আরবে তো তখন নৈতিক অবস্থার ছিল চরম দুর্দিন। এ অবস্থার দু'টি দিকের সমালোচনা করা হয়েছে। একটি হলো লোকদের বস্তুবাদী দৃষ্টিভঙ্গি। এর দরুনই তারা নৈতিকভাবে ভালো-মন্দ বিবেচনা না করে নিছক বৈষয়িক প্রতিপত্তিকেই মর্যাদা ও লাঞ্ছনার মানদণ্ড বানিয়ে রেখেছিল। ধন-সম্পদ দান করে অথবা এটা ছিনিয়ে নিয়ে আল্লাহ যে শুধু মানুষকে পরীক্ষা করতে চান তা তারা সম্পূর্ণ ভুলেই বসেছিল।

https://e-ilm.weebly.com/

দ্বিতীয়টি হচ্ছে– পিতার মৃত্যু হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে সমাজে এতিম সন্তান চরমভাবে অসহায় হয়ে পড়ে। গরিবের পৃষ্ঠপোষক কোথাও কেউ নেই। সুযোগ পেলেই তাদেরকে অধিকার হতে বঞ্চিত করা হয়, অর্থ লোভ এক অতৃপ্ত পিপাসার মতো মানুষকে পেয়ে বসেছে। যত সম্পদই করায়ত্ত হোক না কেন, মানুষের ধনক্ষুধা কোনো ক্রমেই চরিতার্থ হয় না। এটাই হলো মানব সামাজের সাধারণ নৈতিক অবস্থা। এটা দ্বারা মানুষের মনে এ জিজ্ঞাসার জন্ম দেওয়া হয়েছে যে, এরপরও তাদেরকে শুভ প্রতিফল ও শাস্তির সম্মুখীন না করে ছেড়ে দেওয়া হবে কেন? এটা কি কোনো বিবেক সমর্থন করতে পারে? সুতরাং এর নিরিখেই সূরার শেষ পর্যায় ঘোষণা করা হয়েছে যে, হিসাব-নিকাশ সেদিন অবশ্যই হবে, যেদিন আল্লাহ্ আল্লাহ্ তা'আলার আদালত কায়েম হবে। এ হিসাব-নিকাশ অমান্যকারীরা সেদিন সে কথাটি হাড়ে হাড়ে টের পাবে। যা আজ শত বুঝানোর পরও বুঝতে পারছে না। সেদিন তারা শত অনুতপ্তও হবে, কিন্তু তাতে কোনো ফলোদয় হবে না।

পক্ষান্তরে দুনিয়ার জীবনে যারা আসমানি কিতাব ও নবী-রাসূলগণের উপস্থাপিত চরম সত্যকে মনে-প্রাণে গ্রহণ করেছে, আল্লাহ্ তা'আলা সেদিন তাদের প্রতি রাজি হবেন। আর তারাও আল্লাহর দান পেয়ে সন্তুষ্ট হয়ে যাবে। সেদিন তাদেরকে আল্লাহর নৈকট্য লাভকারীদের জামাতে শামিল হওয়ার এবং জান্নাতে দাখিল হওয়ার উদাত্ত আহ্বান জানানো হবে।

সূরাটির ফজিলত : নবী করীম ﷺ ইরশাদ করেছেন–

"مَنْ قَرَأَ سُوْرَةَ الْفَجْرِ فِى اللَّيَالِىْ الْعَشَرَةِ مِنْ ذِى الْحَجَّةِ غُفِرَلَهُ وَمَنْ قَرَأَهَا فِىْ سَائِرِ الْاَيَّامِ كَانَتْ لَهُ نُوْرًا يَوْمَ الْقِيَامَةِ"

অর্থাৎ জিলহজ মাসের প্রথম দশ রাতে যে ব্যক্তি সূরা ফজর তেলাওয়াত করবে তাকে ক্ষমা করে দেওয়া হবে। আর সর্বদা যে, এটা তেলাওয়াত করবে কিয়ামতের দিন এটা তার জন্য নূর হবে।

كَلَّا بَلْ لَّا تُكْرِمُوْنَ الْيَتِيْمَ [١٨]

শানে নুযূল : মুকাতিল বলেন যে, আলোচ্য আয়াত কুদামাহ বিন মাজউন সম্পর্কে অবতীর্ণ হয়েছে। ঘটনা প্রবাহ হচ্ছে যে, কুদামাহ বিন মাজউন উমাইয়া বিন খালফ্ এর তত্ত্বাবধানে ছিল। তখন সে যথাযথভাবে তাকে লালন পালন করেনি। সুতরাং এতিমের প্রতি অবহেলা প্রদর্শন করার পরিপ্রেক্ষিতে আল্লাহ্ তা'আলা আলোচ্য আয়াত নাজিল করেন। –[কুরতুবী ৪৮/২০]

يَاَيَّتُهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةُ .... الاية.

শানে নুযূল : নবী করীম ﷺ একদা ঘোষণা করলেন যে, যে ব্যক্তি রুমা কূপটি ক্রয় করে তা আল্লাহর জন্য ওয়াকফ করে দিবে, তাকে আল্লাহ্ পাক মাফ করে দিবেন। অতঃপর হযরত ওসমান (রা.) সে কূপটি ক্রয় করে নিলেন। রাসূল ﷺ তখন তাকে বললেন যে, তুমি তা জনকল্যাণে ওয়াকফ করে দিতে পার? তিনি বললেন, নিশ্চয় হে আল্লাহর রাসূল! ﷺ তখন হযরত ওসমান (রা.)-এর ব্যাপারে এ আয়াতটি অবতীর্ণ হয়। –[কুরতুবী ২০ : ৫৮]

এ সূরায় পাঁচটি বস্তুর শপথ করে اِنَّ رَبَّكَ لَبِالْمِرْصَادِ আয়াতে বর্ণিত বিষয়বস্তুকে জোরদার করা হয়েছে। অর্থাৎ এ দুনিয়াতে তোমরা যা কিছু করছ, তার শাস্তি ও প্রতিদান অপরিহার্য ও নিশ্চিত। তোমাদের পালনকর্তা তোমাদের যাবতীয় কাজকর্মের প্রতি সতর্ক দৃষ্টি রাখছেন।

শপথের পাঁচটি বিষয়ের মধ্যে প্রথম বিষয় হচ্ছে ফজর অর্থাৎ সোবহে-সাদেকের সময়। এখানে প্রত্যেক দিনের প্রভাতকালও উদ্দেশ্য হতে পারে। কারণ প্রভাতকাল বিশ্বে এক মহাবিপ্লব আনয়ন করে এবং আল্লাহ্ তা'আলার অপার কুদরতের দিকে পথ প্রদর্শন করে। এখানে বিশেষ দিনের প্রভাতকালও বুঝানো যেতে পারে। তাফসীরবিদ সাহাবী হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস ও ইবনে যুবায়র (রা.) থেকে প্রথম অর্থ এবং হযরত ইবনে আব্বাস (রা.)-এর এক রেওয়ায়েতে ও হযরত কাতাদাহ্ (রা.) থেকে দ্বিতীয় অর্থ অর্থাৎ মহররম মাসের প্রথম তারিখের প্রভাতকাল বর্ণিত হয়েছে। এ দিনটি ইসলামি চান্দ্র বছরের সূচনা।

কেউ কেউ এর অর্থ নিয়েছেন জিলহজ মাসের দশম তারিখের প্রভাতকাল। মুজাহিদ (র.) ও ইকরিমা (রা.)-এর উক্তি তাই। বিশেষ করে এদিনের শপথ করার কারণ এই যে, আল্লাহ্ তা'আলা প্রত্যেক দিনের সাথে একটি রাত্রি সংযুক্ত করে দিয়েছেন, যা ইসলামী নিয়মানুযায়ী দিনের পূর্বে থাকে। একমাত্র 'ইয়াওমুন্নাহ্‌র' তথা জিলহজের দশম তারিখ এমন একটি দিন, যার সাথে কোনো রাত্রি নেই। কারণ এর পূর্বের রাত্রি এ দিনের রাত্রি নয় বরং আইনত তা আরাফারই রাত্রি। এ কারণেই কোনো হাজী যদি 'ইয়াওমে-আরাফা' তথা নবম তারিখে দিনের বেলায় আরাফাতের ময়দানে পৌছতে না পারে এবং রাত্রিতে সোবহে সাদেকের পূর্বে কোনো সময় পৌছে যায়, তবে তার আরাফাতে অবস্থান সিদ্ধ ও হজ শুদ্ধ হয়ে যায়। এ থেকে জানা গেল যে, আরাফা দিবসের রাত্রি দু'টি–একটি পূর্বে ও একটি পরে এবং 'ইয়াওমুন্নাহ্‌র' তথা দশম তারিখের কোনো রাত্রি নেই। এদিক দিয়ে এ দিনটি সব দিনের তুলনায় বিশেষ শানের অধিকারী। –[কুরতুবী]

https://e-ilm.weebly.com/

শপথের দ্বিতীয় বিষয় হচ্ছে দশ রাত্রি। হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) ও কাতাদাহ এবং মুজাহিদ (র.) প্রমুখ তাফসীরবিদের মতে এতে জিলহজের প্রথম দশ রাত্রি বোঝানো হয়েছে। কেননা হাদীসে এসব রাত্রির ফজিলত বর্ণিত হয়েছে। রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন : ইবাদত করার জন্য আল্লাহর কাছে জিলহজের দশদিন সর্বোত্তম দিন। এর প্রত্যেক দিনের রোজা এক বছর রোজার সমান এবং এতে প্রত্যেক রাত্রির ইবাদত শবে কদরের ইবাদতের সমতুল্য। –(মাযহারী) হযরত জাবের (রা.) বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ স্বয়ং وَالْفَجْرِ وَلَيَالٍ عَشْرٍ-এর তাফসীর করেছেন, জিলহজের দশদিন। হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) বলেন : হযরত মূসা (আ.)-এর কাহিনীতে وَاَتْمَمْنَاهَا بِعَشْرٍ বলে এই দশ রাত্রিকেই বোঝানো হয়েছে। কুরতুবী বলেন : হযরত জাবের (রা.)-এর হাদীস থেকে জানা গেল যে, জিলহজের দশ দিন সর্বোত্তম দিন এবং হাদীস থেকে জানা গেল যে, হযরত মূসা (আ.)-এর জন্যও এই দশ দিনই নির্ধারিত করা হয়েছিল।

وَالشَّفْعِ وَالْوَتْرِ –এ দু'টি শব্দের আভিধানিক অর্থ যথাক্রমে 'জোড়' ও 'বেজোড়'। এই জোড় ও বেজোড় বলে আসলে কি বোঝানো হয়েছে, আয়াত থেকে নির্দিষ্টভাবে তা জানা যায় না। তাই এ ব্যাপারে তাফসীরকারগণের উক্তি অসংখ্য। কিন্তু হযরত জাবের (রা.) বর্ণিত হাদীসে রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন :

اَلْوَتْرُ يَوْمُ عَرَفَةَ وَالشَّفْعُ يَوْمُ النَّحْرِ –অর্থাৎ وَتْر-এর অর্থ আরাফা দিবস, (জিলহজের নবম তারিখ) এবং شَفْع - এর অর্থ ইয়াওমুন্নাহ্‌র [জিলহজের দশম তারিখ]।

কুরতুবী এ হাদীসটি উদ্ধৃত করে বলেন : এটা সনদের দিক দিয়ে হযরত ইমরান ইবনে হুসাইন (রা.) বর্ণিত হাদীস অপেক্ষা অধিক সহীহ, যাতে জোড় ও বেজোড় নামাজের কথা আছে। তাই হযরত ইবনে আব্বাস, ইকরিমা (রা.) প্রমুখ তাফসীরবিদ প্রথমোক্ত তাফসীরই অবলম্বন করেছেন।

কোনো কোনো তাফসীরবিদ বলেন : জোড় বলে সমগ্র সৃষ্টজগৎ বোঝানো হয়েছে। কেননা আল্লাহ তা'আলা সমস্ত সৃষ্টিকে জোড়ায় জোড়ায় সৃষ্টি করেছেন। তিনি বলেন : وَمِنْ كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ –অর্থাৎ আমি সবকিছু জোড়ায় জোড়ায় সৃষ্টি করেছি; যথা কুফর ও ঈমান, সৌভাগ্য ও দুর্ভাগ্য, আলো ও অন্ধকার, রাত্রি ও দিন, শীত ও গ্রীষ্ম, আকাশ ও পৃথিবী, জিন ও মানব এবং নর ও নারী। এগুলোর বিপরীতে বেজোড় একমাত্র আল্লাহ তা'আলা সত্তার– هُوَ اللّٰهُ الْاَحَدُ الصَّمَدُ

وَاللَّيْلِ اِذَا يَسْرِ - يَسْرِى অর্থ রাত্রিতে চলা। অর্থাৎ রাত্রির শপথ, যখন সে চলতে থাকে তথা খতম হতে থাকে। এই পাঁচটি শপথ উল্লেখ করার পর আল্লাহ তা'আলা গাফেল মানুষকে চিন্তা-ভাবনা করার জন্য বলেছেন :

هَلْ فِىْ ذٰلِكَ قَسَمٌ لِّذِىْ حِجْرٍ : حِجْر-এর শাব্দিক অর্থ বাধা দেওয়া। মানুষের বিবেক মানুষকে মন্দ ও ক্ষতিকর বিষয়াদি থেকে বাধাদান করে। তাই حِجْر -এর অর্থ বিবেকও হয়ে থাকে। এখানে তাই বোঝানো হয়েছে। আয়াতের অর্থ এই যে, বিবেকবানের জন্য এসব শপথও যথেষ্ট কি না? এই প্রশ্ন প্রকৃত পক্ষে মানুষকে গাফলতি থেকে জাগ্রত করার একটি কৌশল। উদ্দেশ্য এই যে, আল্লাহ তা'আলার মাহাত্ম্য সম্পর্কে, তাঁর শপথ করে কোনো বিষয় বর্ণনা করা সম্পর্কে এবং শপথের বিষয়সমূহের মাহাত্ম্য সম্পর্কে সামান্য চিন্তা-ভাবনা করলে যে বিষয়ের জন্য শপথ করা হয়, তার নিশ্চয়তা প্রমাণিত হয়ে যাবে। এখানে যে বিষয়ের জন্য শপথ করা হয়েছে, তা এই যে, মানুষের প্রত্যেক কর্মের পরকালে হিসাব হওয়া এবং তার শাস্তি ও প্রতিদান হওয়া সন্দেহ ও সংশয়ের উর্ধ্বে। শপথের এই জবাব পরিষ্কারভাবে উল্লেখ করা হয়নি কিন্তু পূর্বাপর বর্ণনা থেকে তা বোঝা যায়। পরবর্তী আয়াতসমূহে কাফেরদের উপর আজাব আসার কথা বর্ণনা করেও একথা ব্যক্ত করা হয়েছে যে, কুফর ও গোনাহের শাস্তি পরকালে হওয়া তো স্থিরীকৃত বিষয়ই। মাঝে মাঝে দুনিয়াতেও তাদেরে প্রতি আজাব প্রেরণ করা হয়। এ ক্ষেত্রে তিনটি জাতির আজাবের কথা উল্লেখ করা হয়েছে– এক. আ'দ বংশ, দুই. ছামূদ গোত্র এবং তিন. ফিরাউন সম্প্রদায়। আ'দ ও ছামূদ জাতিদ্বয়ের বংশতালিকা উপরের দিকে ইরামে গিয়ে এক হয়ে যায়। এভাবে ইরাম শব্দটি আ'দ ও ছামূদ উভয়ের বেলায় প্রযোজ্য।

اِرَمَ ذَاتِ الْعِمَادِ –এখানে ইরাম শব্দ ব্যবহার করে আ'দ-গোত্রের পূর্ববর্তী বংশধর তথা প্রথম আ'দকে নির্দিষ্ট করা হয়েছে। তারা দ্বিতীয় আ'দের তুলনায় আ'দের পূর্বপুরুষ ইরামের নিকটতম বিধায় তাদেরকে আ'দে-ইরাম শব্দে ব্যক্ত করা হয়েছে। তাদেরকেই এখানে عَادُ اِرَمَ শব্দ দ্বারা এবং সূরা নজমে عَادُ الْاُوْلٰى শব্দ দ্বারা বর্ণনা করা হয়েছে। এখানে তাদের বিশেষণে বলা হয়েছে : ذَاتِ الْعِمَادِ - عِمَادُ ও عَمُوْدُ শব্দের অর্থ স্তম্ভ। তারা অত্যন্ত দীর্ঘকায় জাতি ছিল বিধায় তাদেরকে ذَاتِ الْعِمَادِ বলা হয়েছে। এই আ'দ জাতি দৈহিক গঠন ও শক্তি-সাহসে অন্য সব জাতি থেকে স্বতন্ত্র ছিল। কুরআন পাক তাদের এই স্বাতন্ত্র্য অত্যন্ত পরিষ্কার ভাষায় ব্যক্ত করতে গিয়ে বলেছে : لَمْ يُخْلَقْ مِثْلُهَا فِى الْبِلَادِ অর্থাৎ এমন দীর্ঘকায় ও শক্তিশালী জাতি ইতিপূর্বে পৃথিবীতে সৃজিত হয়নি। এতদসত্ত্বেও কুরআন তাদের দেহের মাপ অনাবশ্যক বিবেচনা করে উল্লেখ করেনি। ইসরাঈলী রেওয়ায়েতসমূহে তাদের দৈহিক গঠন ও শক্তি সম্পর্কে অদ্ভুত

https://e-ilm.weebly.com/

ধরনের কথাবার্তা বর্ণিত আছে। হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) ও মুকাতিল (র.) থেকে তাদের উচ্চতা বার হাত তথা ১৮ ফুট বর্ণিত আছে। বলা বাহুল্য, তাঁরা ইসরাইলী রেওয়ায়েতদৃষ্টেই একথা বলেছেন।

কোনো কোনো তাফসীরবিদ বলেন : ইরাম আ'দ তনয় শাদ্দাদ নির্মিত বেহেশতের নাম। এরই বিশেষণ ذَاتِ الْعِمَادِ - কেননা এই অনুপম প্রাসাদটি বহু স্তম্ভের উপর দণ্ডায়মান এবং স্বর্ণরৌপ্য ও মণিমুক্ত দ্বারা নির্মিত ছিল, যাতে মানুষ পরকালের বেহেশতের পরিবর্তে এই নগদ বেহেশতকে পছন্দ করে নেয়। কিন্তু এই বিরাট প্রাসাদের নির্মাণ কাজ সমাপ্ত হওয়ার পর যখন শাদ্দাদ সভাসদসহ সমভিব্যাহারে এ বেহেশতে প্রবেশ করার ইচ্ছা করল, তখনই আল্লাহর পক্ষ থেকে আজাব নাজিল হলো। ফলে সবাই ধ্বংস হলো এবং কৃত্রিম বেহেশতও ধূলিসাৎ হয়ে গেল। (কুরতুবী) এ তাফসীরের দিক দিয়ে আয়াতে আ'দ গোত্রের একটি বিশেষ আজাব বর্ণিত হয়েছে, যা শাদ্দাদ নির্মিত বেহেশতের উপর নাজিল হয়েছে। প্রথম তাফসীর অনুযায়ী এতে আ'দ গোত্রের সমস্ত আজাবের কথাই বর্ণিত হয়েছে।

وَفِرْعَوْنَ ذِى الْاَوْتَادِ - اَوْتَادٌ শব্দটি - وَتَدٌ-এর বহুবচন। এর অর্থ কীলক। ফেরাউনকে কীলকওয়ালা বলার বিভিন্ন কারণ তাফসীরবিদগণ বর্ণনা করেছেন। এই শব্দের মধ্যে তার জুলুম-নিপীড়ন ও শাস্তির বর্ণনা রয়েছে। অধিকাংশ তাফসীরবিদের মতে এ কারণই প্রসিদ্ধ। ফেরাউন যার প্রতি কুপিত হতো, তার হস্তপদ চারটি কীলকে বেঁধে অথবা চার হাতপায়ে কীলক মেরে রৌদ্রে শুইয়ে দিত এবং তার দেহে সাপ, বিচ্ছু ছেড়ে দিত। কোনো কোনো তাফসীরবিদ এ প্রসঙ্গে ফিরাউনের স্ত্রী আছিয়ার ঈমান প্রকাশ করা এবং ফেরাউন কর্তৃক তাঁকে এ ধরনের শাস্তি দেওয়ার দীর্ঘ কাহিনী বর্ণনা করেছেন। –[মাযহারী]

فَصَبَّ عَلَيْهِمْ رَبُّكَ سَوْطَ عَذَابٍ –আ'দ, সামূদ ও ফেরাউন গোত্রের অপকীর্তি বর্ণনা প্রসঙ্গে তাদের আজাবকে কশাঘাতের শিরোনামে ব্যক্ত করা হয়েছে। এতে ইঙ্গিত রয়েছে যে, কশাঘাত যেমন দেহের বিভিন্ন অংশে হয়, তেমনি তাদের উপরও বিভিন্ন প্রকার আজাব নাজিল করা হয়।

اِنَّ رَبَّكَ لَبِالْمِرْصَادِ - مِرْصَادٌ ও مَرْصَدٌ শব্দের অর্থ সতর্ক দৃষ্টি রাখার ঘাঁটি, যা কোনো উচ্চ স্থানে স্থাপিত হয়ে থাকে। আয়াতের উদ্দেশ্য এই যে, আল্লাহ তা'আলা প্রতিটি লোকের প্রতিটি ক্রিয়া-কর্ম ও গতিবিধির উপর দৃষ্টি রাখছেন এবং সবাইকে প্রতিদান ও শাস্তি দেবেন। কোনো কোনো তাফসীরবিদ এ বাক্যকে পূর্বোক্ত শপথ বাক্যসমূহের জবাব সাব্যস্ত করেছেন।

দুনিয়াতে জীবনোপকরণের বাহুল্য ও স্বল্পতা আল্লাহর কাছে প্রিয়পাত্র ও প্রত্যাখ্যাত হওয়ার আলামত নয় : فَاَمَّا الْاِنْسَانُ। –আয়াতে আসলে কাফের ইনসানকে বোঝানো হয়েছে। কিন্তু ব্যাপক অর্থে সেসব মুসলমানও এর অন্তর্ভুক্ত যারা নিম্নরূপ ধারণায় লিপ্ত থাকে।

আল্লাহ তা'আলা যখন কাউকে জীবনোপকরণে সমৃদ্ধি ও স্বাচ্ছন্দ্য, ধনসম্পদ ও সুস্বাস্থ্য দান করেন, তখন শয়তান তাকে দু'টি ভ্রান্ত ধারণায় লিপ্ত করে দেয়– **এক.** সে মনে করতে থাকে যে, এটা আমার ব্যক্তিগত প্রতিভা, গুণগরিমা ও কর্ম প্রচেষ্টারই অবশ্যম্ভাবী ফলশ্রুতি, যা আমার লাভ করাই সঙ্গত। আমি এর যোগ্যপাত্র। **দুই.** আমি আল্লাহ্‌র কাছেও প্রিয়পাত্র। যদি প্রত্যাখ্যাত হতাম, তবে তিনি আমাকে এসব নিয়ামত দান করতেন না। এমনিভাবে কেউ অভাব-অনটন ও দারিদ্র্যের সম্মুখীন হলে একে আল্লাহর কাছে প্রত্যাখ্যাত হওয়ার দলিল মনে করে এবং তাঁর প্রতি এ কারণে ক্রুদ্ধ হয় যে, সে অনুগ্রহ ও সম্মানের পাত্র ছিল কিন্তু তাকে অহেতুক লাঞ্ছিত ও হেয় করা হয়েছে। কাফের ও মুশরিকদের মধ্যে এ ধরনের ধারণা বিদ্যমান ছিল এবং কুরআন পাকে কয়েক জায়গায় তা উল্লেখও ররেছে। কিন্তু পরিতাপের বিষয় এই যে, আজকাল অনেক মুসলমানও এ বিভ্রান্তিতে লিপ্ত রয়েছে। আল্লাহ তা'আলা আলোচ্য আয়াতসমূহে এ ধরনের লোকদের অবস্থাই উল্লেখ করেছেন : كَلَّا –অর্থাৎ তোমাদের এ ধারণা সম্পূর্ণ ভ্রান্ত ও ভিত্তিহীন। দুনিয়াতে জীবনোপকরণের স্বাচ্ছন্দ্য সৎ ও আল্লাহর প্রিয়পাত্র হওয়ার আলামত নয়, তেমনি অভাব-অনটন ও দারিদ্র্য প্রত্যাখ্যাত ও লাঞ্ছিত হওয়ার দলিল নয় বরং অধিকাংশ ক্ষেত্রে ব্যাপার সম্পূর্ণ উল্টো হয়ে থাকে। খোদায়ী দাবি করা সত্ত্বেও ফিরাউনের কোনোদিন মাথা ব্যথাও হয়নি, অপরপক্ষে কোনো কোনো পয়গম্বরকে শত্রুরা করাত দিয়ে চিরে দ্বিখণ্ডিত করে দিয়েছে। রাসূলে কারীম ﷺ বলেছেন, মুহাজিরগণের মধ্যে যারা দারিদ্র ও নিঃস্ব ছিল, তারা ধনী মুহাজিরগণ অপেক্ষা চল্লিশ বছর আগে জান্নাতে যাবে। –(মাযহারী) অন্য এক হাদীসে আছে আল্লাহ তা'আলা যে বান্দাকে ভালোবাসেন, তাকে দুনিয়া থেকে এমনভাবে বাঁচিয়ে রাখেন, যেমন তোমরা রোগীকে পানি থেকে বাঁচিয়ে রাখ। –[মাযহারী]

এতিমের জন্য ব্যয় করাই যথেষ্ট নয়, তাকে সম্মান করাও জরুরি : এরপর কাফেরদের কয়েকটি মন্দ অভ্যাস বর্ণনা করা হয়েছে। لَا تُكْرِمُوْنَ الْيَتِيْمَ –অর্থাৎ তোমরা এতিমকে সম্মান করো না। এখানে আসলে বলা উদ্দেশ্য এই যে, তোমরা এতিমদের প্রাপ্য আদায় করো না এবং তাদের প্রয়োজনীয় ব্যয় বহন করো না। কিন্তু 'সম্মান করো না' বলার মধ্যে

https://e-ilm.weebly.com/

ইঙ্গিত রয়েছে যে, এতিমদের প্রাপ্য আদায় এবং তাদের ব্যয়ভার বহন করলেই তোমাদের যৌক্তিক, মানবিক ও আল্লাহ প্রদত্ত ধনসম্পদের কৃতজ্ঞতা সম্পর্কিত দায়িত্ব পালিত হয়ে যায় না; বরং তাদেরকে সম্মানও করতে হবে; নিজেদের সন্তানদের মোকাবিলায় তাদেরকে হেয় মনে করা যাবে না। কাফেররা যে দুনিয়ার সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যকে সম্মান এবং অভাব-অনটনকে অপমান মনে করত, এটা বাহ্যত তারই জবাব। এখানে বলা হয়েছে যে, তোমরা কোনো সময় অভাব-অনটনের সম্মুখীন হলে তা এ কারণে হয় যে, তোমরা এতিমের ন্যায় দয়াযোগ্য বালক-বালিকাদের প্রাপ্যও আদায় কর না। তাদের দ্বিতীয় মন্দ অভ্যাস হলো : وَلَا تَحٰٓضُّوْنَ عَلٰى طَعَامِ الْمِسْكِيْنِ অর্থাৎ তোমরা নিজেরা তো গরিব-মিসকিনকে অন্নদান করই না, পরন্তু অপরকেও এ কাজে উৎসাহিত করো না। এতেও ইঙ্গিত রয়েছে যে, ধনী ও বিত্তশালীদের উপর যেমন গরিব-মিসকিনের হক আছে, তেমনি যারা দান করার সামর্থ্য রাখে না, তাদের উপরও হক আছে যে, তারা অপরকে এ বিষয়ে উৎসাহিত করবে।

তৃতীয় মন্দ অভ্যাস এই যে, وَتَأْكُلُوْنَ التُّرَاثَ اَكْلًا لَّمًّا –অর্থাৎ তোমরা হারাম ও হালাল সবরকম উত্তরাধিকারীত্ব সম্পত্তি একত্র করে খেয়ে ফেল এবং নিজের অংশের সাথে অপরের অংশও ছিনিয়ে নাও। সবরকম হালাল ও হারাম ধনসম্পদ একত্র করা নাজায়েজ কিন্তু এখানে বিশেষভাবে ওয়ারিশী সম্পত্তির কথা উল্লেখ করার কারণ সম্ভবত এই যে, ওয়ারিশী সম্পত্তির দিকে বেশি দৃষ্টি রাখা ও তার পেছনে লেগে থাকা ভীরুতা ও কাপুরুষতার লক্ষণ। এ ধরনের লোক মৃতভোজী জন্তুদের মতোই তাকিয়ে থাকে, কবে সম্পত্তির মালিক মরবে এবং তারা সম্পত্তি ভাগ-বাটোয়ারা করে নেবার সুযোগ পাবে। যারা কৃতী পুরুষ, তারা নিজেদের উপার্জনেই সন্তুষ্ট থাকে এবং মৃতদের সম্পত্তির প্রতি লোলুপদৃষ্টি নিক্ষেপ করে না। চতুর্থ মন্দ অভ্যাস হচ্ছে : وَتُحِبُّوْنَ الْمَالَ حُبًّا جَمًّا –অর্থাৎ তোমরা ধনসম্পদকে অত্যধিক ভালোবাস। অত্যধিক বলার মধ্যে ইঙ্গিত রয়েছে যে, ধনসম্পদের ভালোবাসা এক পর্যায়ে নিন্দনীয় নয় বরং মানুষের জন্মগত তাগিত। তবে সীমা ছাড়িয়ে যাওয়া এবং তাতে মজে যাওয়া নিন্দনীয়। কাফেরদের এসব মন্দ অভ্যাস বর্ণনা করার পর আবার আসল বিষয়বস্তু পরকালের প্রতিদান ও শাস্তির কথা বর্ণিত হয়েছে। এ প্রসঙ্গে প্রথমে কিয়ামত আগমনের কথা বলা হয়েছে।

اِذَا دُكَّتِ الْاَرْضُ دَكًّا دَكًّا – دَكًّا-এর শাব্দিক অর্থ কোনো বস্তুকে আঘাত করে ভেঙ্গে দেওয়া। এখানে কিয়ামতের ভূকম্পন বোঝানো হয়েছে যা পর্বতমালাকে ভেঙ্গে চুরমার করে দেবে। دَكًّا دَكًّا বারবার বলায় ইঙ্গিত হয়েছে যে, কিয়ামতের ভূকম্পন একের পর এক অব্যাহত থাকবে।

وَجَآءَ رَبُّكَ وَالْمَلَكُ صَفًّا صَفًّا –অর্থাৎ আপনার পালনকর্তা ও ফেরেশতাগণ সারিবদ্ধভাবে হাশরের ময়দানে আগমন করবেন। আল্লাহ তা'আলা কিভাবে আগমন করবেন, তা তিনি ব্যতীত কেউ জানে না। وَجِايْٓءَ يَوْمَئِذٍۭ بِجَهَنَّمَ –অর্থাৎ সেদিন জাহান্নামকে আনা হবে অর্থাৎ সামনে উপস্থিত করা হবে। এর উদ্দেশ্য কি এবং কিভাবে জাহান্নামকে হাশরের ময়দানে আনা হবে, তার স্বরূপ আল্লাহ তা'আলাই জানেন। তবে বাহ্যত বোঝা যায় যে, সপ্তম পৃথিবীর গভীরে অবস্থিত জাহান্নাম তখন দাউ দাউ করে জ্বলে উঠবে এবং সব সমুদ্র অগ্নিময় হয়ে তাতে শামিল হয়ে যাবে। এভাবে জাহান্নাম হাশরের আঙিনায় সবার সামনে এসে যাবে।

يَوْمَئِذٍ يَّتَذَكَّرُ الْاِنْسَانُ وَاَنّٰى لَهُ الذِّكْرٰى – تَذَكُّرٌ-এর অর্থ এখানে বুঝে আসা। অর্থাৎ কাফেররা সেদিন বুঝতে পারবে যে, দুনিয়াতে তার কি করা উচিত ছিল আর সে কি করেছে। কিন্তু তখন এই বুঝে আসা নিষ্ফল হবে। কেননা পরকাল কর্মজগৎ নয়– প্রতিদান জগৎ। অতঃপর সে يٰلَيْتَنِىْ قَدَّمْتُ لِحَيَاتِىْ বলে আকাঙ্ক্ষা ব্যক্ত করবে যে, হায়! আমি যদি দুনিয়াতে কিছু সৎকর্ম করতাম! কিন্তু কুফর ও শিরকের শাস্তি সামনে এসে যাওয়ার পর এ আকাঙ্ক্ষায় কোনো লাভ হবে না। এখন আজাব ও পাকড়াওয়ের সময়। আল্লাহ তা'আলার পাকড়াওয়ের মতো কঠিন পাকড়াও কারো হতে পারে না। অতঃপর মু'মিনদের ছওয়াব ও জান্নাতে প্রবেশের কথা বলা হয়েছে।

يٰٓاَيَّتُهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةُ –এখানে মু'মিনদের রূহকে نَفْس مُطْمَئِنَّة (প্রশান্ত আত্মা) বলে সম্বোধন করা হয়েছে। অর্থাৎ সে আত্মা, যে আল্লাহর স্মরণ ও আনুগত্যের দ্বারা প্রশান্তি লাভ করে এবং তা না করলে অশান্তি ভোগ করে। সাধনা ও অধ্যবসায়ের মাধ্যমে মন্দস্বভাব ও হীনমন্যতা দূর করেই এই স্তর অর্জন করা যায়। আল্লাহর আনুগত্য, জিকির ও শরিয়ত এরূপ ব্যক্তির মজ্জার সাথে একাকার হয়ে যায়। সম্বোধন করে বলা হয়েছে : اِرْجِعِىْٓ اِلٰى رَبِّكِ –অর্থাৎ নিজের পালনকর্তার দিকে ফিরে যাও। ফিরে যাওয়া বাক্যের দ্বারা বোঝা যায় যে, তার প্রথম বাসস্থানও পালনকর্তার কাছে ছিল। সেখানেই ফিরে যেতে বলা হচ্ছে। এতে সে হাদীসের সমর্থন রয়েছে যাতে বলা হয়েছে যে, মু'মিনগণের আত্মা তাদের আমলনামাসহ সপ্তম আকাশে আরশের ছায়াতলে অবস্থিত ইল্লিয়্যীনে থাকবে। সমস্ত আত্মার আসল বাসস্থান সেখানেই। সেখান থেকে এনে মানব দেহে প্রবিষ্ট করানো হয় এবং মৃত্যুর পর সেখানেই ফিরে যায়

https://e-ilm.weebly.com/

رَاضِيَةً مَّرْضِيَّةً –অর্থাৎ এ আত্মা আল্লাহর প্রতি তাঁর সৃষ্টিগত ও আইনগত বিধি-বিধানে সন্তুষ্ট এবং আল্লাহ তা'আলাও তার প্রতি সন্তুষ্ট। কেননা বান্দার সন্তুষ্টির দ্বারাই বোঝা যায় যে, আল্লাহ তার প্রতি সন্তুষ্ট না হলে বান্দা আল্লাহর ফয়সালায় সন্তুষ্ট হওয়ার তাওফীকই পায় না। এমনি আত্মা মৃত্যুকালে মৃত্যুতেও সন্তুষ্ট ও আনন্দিত হয়। হযরত ওবাদা ইবনে সামেত (রা.) বর্ণিত এক হাদীসে রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন :

مَنْ اَحَبَّ لِقَاءَ اللّٰهِ اَحَبَّ اللّٰهُ لِقَائَهٗ وَمَنْ كَرِهَ لِقَاءَ اللّٰهِ كَرِهَ اللّٰهُ لِقَائَهٗ অর্থাৎ যে ব্যক্তি আল্লাহ তা'আলার সাথে সাক্ষাতকে পছন্দ করে, আল্লাহ তা'আলাও তার সাথে সাক্ষাৎকে পছন্দ করেন। পক্ষান্তরে যে ব্যক্তি আল্লাহ তা'আলার সাথে সাক্ষাৎকে অপছন্দ করে, আল্লাহ তা'আলাও তার সাক্ষাৎকে অপছন্দ করেন। এই হাদীস শুনে হযরত আয়েশা (রা.) বললেন : আল্লাহর সাথে সাক্ষাৎ তো মৃত্যুর মাধ্যমেই হতে পারে। কিন্তু মৃত্যু আমাদের অথবা কারো পছন্দনীয় নয়। রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন : আসল ব্যাপার তা নয়। প্রকৃতপক্ষে মু'মিন ব্যক্তিকে মৃত্যুর সময় ফেরেশতাদের মাধ্যমে আল্লাহর সন্তুষ্টি ও জান্নাতের সুসংবাদ দেওয়া হয়, যা শুনে মৃত্যু তার কাছে অত্যধিক প্রিয় বিষয় হয়ে যায়। এমনিভাবে মৃত্যুর সময় কাফেরের সামনে আজাব ও শাস্তি উপস্থিত করা হয়। ফলে তখন তার কাছে মৃত্যুর চেয়ে অধিক মন্দ ও অপছন্দনীয় কোনো বিষয় মনে হয় না। –(মাযহারী) সারকথা বর্তমানে যে মানুষমাত্রই মৃত্যুকে অপছন্দ করে, তা ধর্তব্য নয় বরং আত্মা নির্গত হওয়ার সময়ে যে ব্যক্তি মৃত্যুতে এবং আল্লাহর সাথে সাক্ষাতে সন্তুষ্ট থাকে, আল্লাহ তা'আলাও তার প্রতি সন্তুষ্ট থাকেন। رَاضِيَةً مَّرْضِيَّةً- এর মর্ম তাই।

فَادْخُلِىْ فِىْ عِبَادِىْ –প্রশান্ত আত্মাকে সম্বোধন করে বলা হবে, আমার বিশেষ বান্দাদের কাতারভুক্ত হয়ে যাও এবং আমার জান্নাতে প্রবেশ কর। এ আদেশ হতে ইঙ্গিত পাওয়া যায় যে, জান্নাতে প্রবেশ করা ধর্মপরায়ণ সৎ বান্দাদের অন্তর্ভুক্ত হওয়ার উপর নির্ভরশীল। তাদের সাথেই জান্নাতে প্রবেশ করা যাবে। এ থেকে জানা যায় যে, যারা দুনিয়াতে ধার্মিক ও সৎকর্মপরায়ণ লোকদের সঙ্গ ও সংসর্গ অবলম্বন করে, তারা যে তাদের সাথে জান্নাতে যাবে, এটা তারই আলামত। এ কারণেই হযরত সোলায়মান (আ.) দোয়া প্রসঙ্গে বলেছিলেন : وَاَدْخِلْنِىْ بِرَحْمَتِكَ فِىْ عِبَادِكَ الصّٰلِحِيْنَ এবং হযরত ইউসুফ (আ.) দোয়া করতে গিয়ে বলেছিলেন : وَاَلْحِقْنِىْ بِالصّٰلِحِيْنَ এতে বোঝা গেল, সৎসর্গ একটি মহানিয়ামত, যা পয়গম্বরগণও উপেক্ষা করতে পারেন না।

وَادْخُلِىْ جَنَّتِىْ –এতে আল্লাহ তা'আলা জান্নাতের প্রতি সম্মান প্রদর্শনার্থে 'আমার জান্নাত' বলেছেন। এতে ইঙ্গিত পাওয়া যায় যে, জান্নাত কেবল চিরন্তন সুখ-শান্তির আবাসস্থলই নয় বরং সর্বোপরি এটা আল্লাহর সন্তুষ্টির স্থান।

আলোচ্য আয়াতসমূহে বর্ণিত মু'মিনগণকে আল্লাহ তা'আলার সম্মানসূচক এ সম্বোধন কখন হবে, সে সম্পর্কে কোনো কোনো তাফসীরকারক বলেন, কিয়ামতে হিসাব-নিকাশের পর এ সম্বোধন হবে। আয়াতসমূহের পূর্বাপর বর্ণনার দ্বারাও এর সমর্থন হয়। কারণ পূর্বোল্লিখিত কাফেরদের আজাব কিয়ামতের পরেই হবে। এ থেকে বোঝা যাচ্ছে যে, মু'মিনদের প্রতি এ সম্বোধনও তখনই হবে। কেউ কেউ বলেন : এ সম্বোধন মৃত্যুর সময় দুনিয়াতেই হয়। অনেক হাদীসও এর পক্ষে সাক্ষ্য দেয়। তাই ইবনে কাছীর বলেছেন : উভয় সময়েই মু'মিনদের আত্মাকে এই সম্বোধন করা হবে– মৃত্যুর সময়েও এবং কিয়ামতেও।

যেসব হাদীস থেকে মৃত্যুর সময় সম্বোধন হবে বলে জানা যায়, তন্মধ্যে একটি হচ্ছে পূর্বোল্লিখিত ওবাদা ইবনে সামেত (রা.)-এর হাদীস। অপর একটি হাদীস হযরত আবূ হুরায়রা (রা.) থেকে মুসনাদে আহমদ, নাসায়ী ও ইবনে মাজায় বর্ণিত আছে, যাতে রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন : যখন মু'মিনের মৃত্যুর সময় আসে, তখন রহমতের ফেরেশতা সাদা রেশমী বস্ত্র সামনে রেখে তার আত্মাকে সম্বোধন করে اُخْرُجِىْ رَاضِيَةً مَّرْضِيَّةً اِلٰى رَوْحِ اللّٰهِ وَرَيْحَانِ اللّٰهِ অর্থাৎ তুমি আল্লাহর প্রতি এবং আল্লাহ তোমার প্রতি সন্তুষ্ট– এমতাবস্থায় তুমি এ দেহে থেকে বের হয়ে আস। এই বের হওয়া হবে আল্লাহর রহমত এবং জান্নাতের চিরন্তন সুখের দিকে। হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) বলেন : আমি একদিন রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সামনে يٰۤاَيَّتُهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةُ আয়াতখানি পাঠ করলাম। হযরত আবূ বকর (রা.) মজলিসে উপস্থিত ছিলেন। তিনি বললেন : ইয়া রাসূলাল্লাহ ! এটা কি চমৎকার সম্বোধন ও সম্মান প্রদর্শন! রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন : শুনে রাখুন, মৃত্যুর পর ফেরেশতা আপনাকে এই সম্বোধন করবে। –[ইবনে কাছীর]

কয়েকটি আশ্চর্যজনক ঘটনা : হযরত সায়ীদ ইবনে জুবায়র (রা.) বলেন : তায়েফ নগরে হযরত ইবনে আব্বাস (রা.)-এর ইন্তিকাল হয়। জানাযা প্রস্তুত হওয়ার পর সেখানে একটি পাখী এসে উপস্থিত হলো যার অনুরূপ পাখী কখনো দেখা যায়নি। অতঃপর পাখীটি শবাধারে ঢুকে পড়ল। এরপর কেউ তাকে বের হতে দেখেনি। অতঃপর মৃতদেহ কবরে নামানোর সময় কবরের এক পাশ থেকে একটি অদৃশ্য কণ্ঠ يٰۤاَيَّتُهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةُ –আয়াতখানি পাঠ করল। সবাই তালাশ করল কিন্তু কে পাঠ করল, তার কোনো হদিস পাওয়া গেল না। –[ইবনে কাছীর]

https://e-ilm.weebly.com/

ইমাম হাফেজ তাবারানী 'কিতাবুল আজায়েব' গ্রন্থে ফাত্তান ইবনে রুযাইনের একটি ঘটনা উদ্ধৃত করেছেন। ফাত্তান ইবনে রুযাইন বলেন : একবার রোমদেশে আমরা বন্দী হয়ে সেখানকার বাদশাহের সামনে নীত হলাম। এই কাফের বাদশাহ্ আমাদের উপর তার ধর্ম অবলম্বন করার জন্য জোর-জবরদস্তি চালাল। সে বলল : যে কেউ আমার ধর্ম অবলম্বন করতে অস্বীকার করবে, তার গর্দান উড়িয়ে দেওয়া হবে। আমাদের মধ্যে তিন ব্যক্তি প্রাণের ভয়ে ধর্মত্যাগী হয়ে বাদশাহের ধর্ম অবলম্বন করল। চতুর্থ ব্যক্তি বাদশাহের সামনে নীত হলো। সে তার ধর্ম অবলম্বন করতে অস্বীকার করল। সেমতে তার গর্দান কেটে মস্তকটি নিকটবর্তী একটি নহরে নিক্ষেপ করা হলো। তখন মস্তকটি পানির গভীরে চলে গেল বটে কিন্তু পরক্ষণেই পানির উপর ভেসে উঠল এবং তাদের দিকে চেয়ে প্রত্যেকের নাম নিয়ে বলতে লাগল, আল্লাহ্ তা'আলা বলেছেন : يَاۤاَيَّتُهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةُ ارْجِعِىۤ اِلٰى رَبِّكِ رَاضِيَةً مَّرْضِيَّةً فَادْخُلِىْ فِىْ عِبَادِىْ وَادْخُلِىْ جَنَّتِىْ এরপর মস্তকটি আবার পানিতে ডুবে গেল।

উপস্থিত সবাই এই বিস্ময়কর ঘটনা দেখল ও শুনল। সেখানকার খ্রিস্টানরা এ ঘটনা দেখে প্রায় সবাই মুসলমান হয়ে গেল। ফলে বাদশাহের সিংহাসন কেঁপে উঠল। ধর্মত্যাগী তিন ব্যক্তি আবার মুসলমান হয়ে গেল। অতঃপর খলীফা আবূ জাফর মনসূর (র.) আমাদেরকে বাদশাহ্‌র কবল থেকে মুক্ত করে আনেন। –[ইবনে কাছীর]

শব্দ বিশ্লেষণ :

اَلْفَجْرِ : ইসমে ফে'ল। মাসদার। অর্থ– ফেঁটে যাওয়া, সকালের আলো প্রকাশিত হওয়া, বিদীর্ণ করে প্রবাহিত করা, গুনাহ করা। বখশিস, উদারতা, দয়া, মাল ও প্রচুর মাল। কুরআন মাজীদে এর ব্যবহার কেবল ফজরের সময় ও প্রভাত উদিত হওয়ার অর্থে হয়েছে।

لَيَالٍ : বহুবচন لَيْل وَلَيْلَةٌ একবচন। রাত্রি। মূলতঃ শব্দটি لَيَالِىٌّ ছিল। তা'লিল হয়ে يَاءٌ পড়ে গেছে। এখানে জিলহজ্জ মাসের প্রথম দশ রাত উদ্দেশ্য। (আহমদ ও নাসাঈতে মারফূরূপে জাবের থেকে উদ্ধৃত) মুজাহিদ, ক্বাতাদাহ এবং যাহহাক প্রমুখেরও এই মত। দ্বিতীয়তঃ যাহহাকের মতে এখানে মুহাররম মাসের দশ তারিখ উদ্দেশ্য। (আ'আলিম)

اَلشَّفْعِ : জোড়া, দম্পতি, মিথুন। কোনো জিনিস তার মতোই আরেকটি জিনিসের সাথে মিলে যাওয়া। লুগাতে এ অর্থ করা হয়েছে। কিন্তু شَفْعٌ দ্বারা উদ্দেশ্য জিলহজের দশম তারিখ।

اَلْوَتْرِ : ইসম। বেজোড়। জোড়ের বিপরীত। এক কেরাতে واو এ যের দিয়ে اَلْوِتْرُ পড়া হয়। এর দ্বারা উদ্দেশ্য জিলহজের নবম তারিখ।

يَسْرِ : সীগাহ واحد مذكر غائب বহছ مضارع معروف বাব ضَرَبَ মাসদার سَرْىٌ মূলবর্ণ (س ـ ر ـ ى) জিনস ناقص يائى অর্থ– গমন করতে থাকে। সে চলছে।

اِرَمَ : -এর তাফসীরের ক্ষেত্রে মুফাসসিরগণের মাঝে মতানৈক্য রয়েছে। তবে সবচেয়ে বিশুদ্ধ মতে এটি একটি গোত্রের নাম। যা প্রবীণ পুরুষ ইরম ইবনে সাম ইবনে নূহের নামে রাখা হয়েছে। এটি গাইরে মুনসারিফ। মুয়ান্নাছ হলো তার আলামত।

جَابُوْا : সীগাহ جمع مذكر غائب বহছ ماضى معروف বাব نَصَرَ মাসদার جَوْبٌ মূলবর্ণ (ج ـ و ـ ب) জিনস اجوف واوى অর্থ– তারা কাটত। বিদীর্ণ করেছে।

اَوْتَادُ : وَتَدٌ-এর বহুবচন। অর্থ– তীলক, পেরেক, খুঁটি।

طَغَوْا : সীগাহ جمع مذكر غائب বহছ ماضى معروف বাব سَمِعَ মাসদার طُغْيَانٌ মূলবর্ণ (ط ـ غ ـ ى) জিনস ناقص يائى অর্থ– সীমালঙ্ঘন করেছে, নাফরমানি করেছে।

صَبَّ : সীগাহ واحد مذكر غائب বহছ ماضى معروف বাব نَصَرَ মাসদার صَبٌّ মূলবর্ণ (ص ـ ب ـ ب) জিনস مضاعف ثلاثى অর্থ– তিনি বর্ষন করেছেন। তিনি প্রবাহিত করলেন, তিনি উপর থেকে ঢাললেন।

سَوْطَ : চামড়ার চাবুক। এর বহুবচন سِيَاطٌ ও سَوَاطٌ আসে। سَوْطٌ-এর মূল অর্থ হলো, কোনো বস্তু একত্রে মিলে যাওয়া। চাবুককের কড়াগুলো এমনিতেই মোচড়ানো থাকে বলে একে চাবুক বলে। ইবনে দুরাইদ বলেন, যখন বেত্রাঘাত বা চাবুক মারা হয়, তখন বেত্রাঘাতের কারণে গোশতকে রক্তের সাথে মিলিয়ে ফেলা হয়। তাই চাবুককে سَوْطٌ বলা হয়।

https://e-ilm.weebly.com/

اِبْتَلٰهُ : সীগাহ واحد مذكر غائب বহছ ماضى معروف বাব اِفْتِعَالٌ মাসদার اِبْتِلَاءٌ মূলবর্ণ (ب ـ ل ـ و) জিনস ناقص واوى অর্থ– তাকে পরীক্ষা করেন।

نَعَّمَهُ : সীগাহ واحد مذكر غائب বহছ ماضى معروف বাব تَفْعِيْل মাসদার تَنْعِيْمٌ মূলবর্ণ (ن ـ ع ـ م) জিনস صحيح অর্থ– সম্পদ দান করেন।

قَدَرَ : সীগাহ واحد مذكر غائب বহছ ماضى معروف বাব ضَرَبَ মাসদার قُدْرَةٌ মূলবর্ণ (ق ـ د ـ ر) জিনস صحيح অর্থ– তিনি সংকীর্ণ করেদেন, কমিয়ে দেন।

أَهَانَنِ : সীগাহ واحد مذكر غائب বহছ ماضى معروف বাব اِفْعَالٌ মাসদার اِهَانَةٌ মূলবর্ণ (ه ـ و ـ ن) জিনস اجوف واوى অর্থ– আমার মর্যাদা ক্ষুণ্ন করেছেন।

تَحَٰضُّوْنَ : সীগাহ جمع مذكر حاضر বহছ مضارع معروف বাব مُفَاعَلَةٌ মাসদার اَلْمُحَاضَّةُ মূলবর্ণ (ح ـ ض ـ ض) জিনস مضاعف ثلاثى অর্থ– তোমরা উৎসাহিত করো না।

تُرَاثَ : অর্থ– মিরাস, উত্তরাধিকারী, মৃত ব্যক্তির সম্পদ। মূলতঃ শব্দটি وَارِثٌ ছিল। واو -কে تاء দ্বারা বদল করা হয়েছে।

جَمًّا : মাসদার। বাব ضَرَبَ ও نَصَرَ মাসদার আসে। মূলবর্ণ (ج ـ م ـ م) জিনস مضاعف ثلاثى অর্থ– মন ভরে, অনেক, অত্যধিক। প্রত্যেক প্রকারের খুশি ও অতিরিক্ত বুঝানোর জন্য আসে।

دُكَّتْ : সীগাহ واحد مؤنث غائب বহছ ماضى مجهول বাব ضَرَبَ মাসদার دَكًّا মূলবর্ণ (د ـ ك ـ ك) জিনস مضاعف ثلاثى অর্থ– ভেঙ্গে চূর্ণ-বিচূর্ণ করে দেওয়া হবে।

جِاۤئَ : সীগাহ واحد مذكر غائب বহছ ماضى مجهول বাব ضَرَبَ মাসদার اَلْمَجِيْئُ মূলবর্ণ (ج ـ ى ـ ء) জিনস মুরাক্কাব مهموز لام এবং اجوف يائى অর্থ– আনয়ন করা হবে।

قَدَّمْتُ : সীগাহ واحد متكلم বহছ ماضى معروف বাব تَفْعِيْلٌ মাসদার تَقْدِيْمٌ মূলবর্ণ (ق ـ د ـ م) জিনস صحيح অর্থ– পূর্বে পাঠিয়ে রাখতাম।

لَا يُعَذِّبُ : সীগাহ واحد مذكر غائب বহছ مضارع منفى معروف বাব تَفْعِيْل মাসদার تَعْذِيْبٌ মূলবর্ণ (ع ـ ذ ـ ب) জিনস صحيح অর্থ– তিনি শাস্তি দিবেন না।

لَا يُوْثِقُ : সীগাহ واحد مذكر غائب বহছ مضارع منفى معروف বাব اِفْعَالٌ মাসদার اِيْثَاقٌ মূলবর্ণ (و ـ ث ـ ق) জিনস مثال واوى অর্থ– কেউ বন্ধন কারী হবে না।

اُدْخُلِىْ : সীগাহ واحد مؤنث حاضر বহছ امر حاضر معروف বাব نَصَرَ মাসদার دُخُوْلٌ মূলবর্ণ (د ـ خ ـ ل) জিনস صحيح অর্থ– তুমি প্রবেশের কর।

رَاضِيَةً : সীগাহ واحد مؤنث বহছ اسم فاعل বাব سَمِعَ মাসদার اَلرِّضْوَانُ মূলবর্ণ (ر ـ ض ـ ى) জিনস ناقص يائى অর্থ– তুমি সন্তুষ্ট।

বাক্য বিশ্লেষণ :

يٰۤاَيَّتُهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةُ ارْجِعِىْۤ اِلٰى رَبِّكِ رَاضِيَةً مَّرْضِيَّةً فَادْخُلِىْ فِىْ عِبَادِىْ وَادْخُلِىْ جَنَّتِىْ : এখানে يَا হলো হরফে নেদা, আর اَيَّةُ হলো মুনাদা যা ضمه -এর উপর مبنى হয়েছে আর هَاء টা تنبيه -এর জন্য। النَّفْسُ হলো بدل আর الْمُطْمَئِنَّةُ হলো النَّفْسُ -এর সিফত। আর اِرْجِعِىْ ফেল, যমীর اَنْتِ ফায়েল আর اِلٰى رَبِّكِ টা اِرْجِعِىْ -এর সাথে متعلق হয়েছে। আর رَاضِيَةً مَّرْضِيَّةً টা حال হয়েছে। আর فَادْخُلِىْ টা اِرْجِعِىْ -এর উপর বিন্যস্ত করা হয়েছে। আর فِىْ عِبَادِىْ টা اُدْخُلِىْ -এর সাথে متعلق হয়েছে। এবং وَادْخُلِىْ جَنَّتِىْ টাও আতফ হয়েছে। –[ই'রাবুল কুরআন ৮ম খণ্ড; পৃ. ৩১২]

https://e-ilm.weebly.com/

سُوۡرَةُ الۡبَلَدِ مَكِّيَّةٌ

সূরা বালাদ

মক্কায় অবতীর্ণ; আয়াত– ২০, রুকূ'– ১

بِسۡمِ اللّٰهِ الرَّحۡمٰنِ الرَّحِيۡمِ ○

পরম করুণাময়, দয়ালু আল্লাহর নামে শুরু করছি।

১. আমি এই [মক্কা] নগরের শপথ করছি।	لَآ اُقۡسِمُ بِهٰذَا الۡبَلَدِ ۝١
২. এবং আপনার জন্য এই নগরে যুদ্ধ করা বৈধ হবে।	وَاَنۡتَ حِلٌّۢ بِهٰذَا الۡبَلَدِ ۝٢
৩. আর পিতার [আদমের] এবং সন্তান সন্ততির [সমস্ত আদম সন্তানের] শপথ।	وَوَالِدٍ وَّمَا وَلَدَ ۝٣
৪. আমি মানুষকে অত্যন্ত ক্লেশের মধ্যে [ক্লেশ বিজড়িত করে] সৃষ্টি করেছি।	لَقَدۡ خَلَقۡنَا الۡاِنۡسَانَ فِىۡ كَبَدٍ ۝٤
৫. সে কি এমন ধারণা করে যে, তার উপর কারো ক্ষমতা চলবে না?	اَيَحۡسَبُ اَنۡ لَّنۡ يَّقۡدِرَ عَلَيۡهِ اَحَدٌ ۝٥
৬. [যদি এরূপ না হয়, তবে সে কেন এমন ভ্রমে পড়ে আছে, এবং] বলছে যে, আমি এত অধিক মাল খরচ করে ফেলেছি।	يَقُوۡلُ اَهۡلَكۡتُ مَالًا لُّبَدًا ۝٦
৭. সে কি ধারণা করে যে, তাকে কেউ দেখেনি?	اَيَحۡسَبُ اَنۡ لَّمۡ يَرَهٗۤ اَحَدٌ ۝٧
৮. আমি কি তাকে দুটি চক্ষু প্রদান করিনি?	اَلَمۡ نَجۡعَلۡ لَّهٗ عَيۡنَيۡنِ ۝٨

শাব্দিক অনুবাদ :

১. لَآ اُقۡسِمُ আমি শপথ করছি بِهٰذَا الۡبَلَدِ এই (মক্কা) নগরের।

২. وَاَنۡتَ حِلٌّ আপনার জন্য যুদ্ধ করা বৈধ হবে بِهٰذَا الۡبَلَدِ এই নগরে।

৩. وَوَالِدٍ আর পিতার وَّمَا وَلَدَ এবং সন্তান-সন্ততির শপথ।

৪. لَقَدۡ خَلَقۡنَا الۡاِنۡسَانَ আমি মানুষকে সৃষ্টি করেছি فِىۡ كَبَدٍ অত্যন্ত ক্লেশের মধ্যে।

৫. اَيَحۡسَبُ সে কি এমন ধারণা করে যে اَنۡ لَّنۡ يَّقۡدِرَ ক্ষমতা চলবেনা عَلَيۡهِ اَحَدٌ তার উপর কারো।

৬. يَقُوۡلُ বলছে যে اَهۡلَكۡتُ আমি খরচ করে ফেলেছি مَالًا لُّبَدًا এত অধিক মাল।

৭. اَيَحۡسَبُ সে কি এমন ধারণা করে যে اَنۡ لَّمۡ يَرَهٗۤ اَحَدٌ তাকে কেউ দেখেনি।

৮. اَلَمۡ نَجۡعَلۡ لَّهٗ আমি কি প্রদান করিনি عَيۡنَيۡنِ দুটি চক্ষু।

https://e-ilm.weebly.com/

৯. এবং জিহ্বা ও দুটি ঠোঁট?	وَلِسَانًا وَّشَفَتَيْنِ ﴿٩﴾
১০. আর অনন্তর আমি তাকে [নেক ও বদ] উভয় পথ প্রদর্শন করেছি [যেন সে মন্দ পথ হতে বাঁচতে পারে এবং ভালো পথে চলতে পারে।]	وَهَدَيْنٰهُ النَّجْدَيْنِ ﴿١٠﴾
১১. অনন্তর সে [ধর্মের] ঘাঁটি-স্থল দিয়ে [পথ] অতিক্রম করল না।	فَلَا اقْتَحَمَ الْعَقَبَةَ ﴿١١﴾
১২. আপনার কি জানা আছে যে, ঘাটি-স্থল কী বস্তু?	وَمَآ اَدْرٰىكَ مَا الْعَقَبَةُ ﴿١٢﴾
১৩. [তা হলো] কোনো গর্দানকে [দাসত্ব হতে] মুক্ত করে দেওয়া।	فَكُّ رَقَبَةٍ ﴿١٣﴾
১৪. অথবা খাদ্য দান করা অনাহার বা দুর্ভিক্ষের দিনে।	اَوْ اِطْعٰمٌ فِىْ يَوْمٍ ذِىْ مَسْغَبَةٍ ﴿١٤﴾
১৫. কোনো আত্মীয় এতিমকে।	يَّتِيْمًا ذَا مَقْرَبَةٍ ﴿١٥﴾
১৬. কিংবা ধুলায় লুণ্ঠিত দরিদ্রকে।	اَوْ مِسْكِيْنًا ذَا مَتْرَبَةٍ ﴿١٦﴾
১৭. অতঃপর ঐ লোকদের অন্তর্ভুক্ত হয়নি যারা ঈমান এনেছে এবং একে অন্যকে [ঈমানের উপর] ধৈর্যধারণের উপদেশ দিয়েছে এবং একে অন্যকে [আল্লাহর সৃষ্টির প্রতি] সদয় হতে উপদেশ দিয়েছে।	ثُمَّ كَانَ مِنَ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ وَتَوَاصَوْا بِالْمَرْحَمَةِ ﴿١٧﴾

শাব্দিক অনুবাদ :

৯. وَلِسَانًا এবং জিহবা وَّشَفَتَيْنِ ও দুটি ঠোঁট।

১০. وَهَدَيْنٰهُ আর অনন্তর আমি তাকে প্রদর্শন করেছি النَّجْدَيْنِ উভয় পথ।

১১. فَلَا اقْتَحَمَ অনন্তর সে অতিক্রম করল না الْعَقَبَةَ ঘাটি-স্থল দিয়ে।

১২. وَمَآ اَدْرٰىكَ আপনার কি জানা আছে যে مَا الْعَقَبَةُ ঘাটি-স্থল কি বস্তু?

১৩. فَكُّ رَقَبَةٍ কোন গর্দানকে মুক্ত করে দেওয়া।

১৪. اَوْ اِطْعٰمٌ অথবা খাদ্য দান করা فِىْ يَوْمٍ ذِىْ مَسْغَبَةٍ অনাহারের দিনে।

১৫. يَّتِيْمًا ذَا مَقْرَبَةٍ কোন আত্মীয় এতিমকে।

১৬. اَوْ مِسْكِيْنًا কিংবা দরিদ্রকে ذَا مَتْرَبَةٍ ধুলায় লুণ্ঠিত।

১৭. ثُمَّ كَانَ مِنَ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا অতঃপর ঐ লোকদের অন্তর্ভুক্ত হয়নি যারা ঈমান এনেছে وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ এবং একে অন্যকে ধৈর্য ধারণের উপদেশ দিয়েছে وَتَوَاصَوْا بِالْمَرْحَمَةِ এবং একে অন্যকে সদয় হতে উপদেশ দিয়েছে।

https://e-ilm.weebly.com/

১৮. তারাই ডান দিকওয়ালা [সৌভাগ্যশীল]।	أُولَٰئِكَ أَصْحَابُ الْمَيْمَنَةِ ۝١٨
১৯. আর যারা আমার আয়াতসমূহকে অস্বীকার করল তারাই বাম দিকওয়ালা [হতভাগ্য]।	وَالَّذِينَ كَفَرُوا بِآيَاتِنَا هُمْ أَصْحَابُ الْمَشْأَمَةِ ۝١٩
২০. [তাদের পরিণাম এই হবে যে,] তাদের উপর অগ্নি পরিবেষ্টিত হবে যা অবরুদ্ধ করে দেওয়া হবে।	عَلَيْهِمْ نَارٌ مُّؤْصَدَةٌ ۝٢٠

শাব্দিক অনুবাদ :

১৮. أُولَٰئِكَ এরাই أَصْحَابُ الْمَيْمَنَةِ ডান দিক ওয়ালা।

১৯. وَالَّذِينَ كَفَرُوا আর যারা অস্বীকার করল بِآيَاتِنَا আমার আয়াতসমূহকে هُمْ أَصْحَابُ الْمَشْأَمَةِ তারাই বামদিক ওয়ালা।

২০. عَلَيْهِمْ نَارٌ তাদের উপর অগ্নি পরিবেষ্টিত হবে مُّؤْصَدَةٌ যা অবরুদ্ধ করে দেওয়া হবে।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

সূরাটির নামকরণের কারণ : সূরার প্রথম আয়াত لَا أُقْسِمُ بِهَٰذَا الْبَلَدِ শব্দটিকে এর নামরূপে নির্দিষ্ট করা হয়েছে এতে ২০টি আয়াত, ৮২টি বাক্য এবং ৩২০টি অক্ষর রয়েছে।

সূরাটি অবতীর্ণ হওয়ার সময়কাল : বিষয়বস্তু হতে প্রতীয়মান হয় যে, এ সূরাটি মাক্কী জীবনের প্রথম দিকে নাজিল হয়েছে। তা ছাড়া এমন সময় এটা নাজিল হয়েছিল বলে বুঝা যায় যখন নবী করীম ﷺ ও তাঁর সাহাবীগণের উপর অকথ্য নির্যাতন শুরু হয়েছিল।

সূরাটির শানে নুযূল :

১. আবুল আসাদ ইবনে কালাদাহ যাহমী কুরইশদের মধ্যে সর্বাধিক শক্তিশালী বীর ছিল। তার গায়ে এত শক্তি ছিল যে, সে একটি আস্ত চামড়া পায়ের নিচে রেখে লোকদেরকে তা টেনে বের করার জন্য আহ্বান জানাত। লোকেরা তা টেনে হেঁচড়ে টুকরো টুকরো করে ফেলত, তথাপি এটা তার পায়ের নিচে হতে বের হতো না।
নবী করীম ﷺ যখন তাকে তাওহীদের দাওয়াত দিলেন তখন সে তাঁর সাথে দুর্ব্যবহার করল এবং বলল, হে মুহাম্মদ ﷺ! তুমি আমাকে যে জাহান্নামের ভয় দেখাও তার উনিশজন প্রহরীকে শায়েস্তা করার জন্য আমার বাম হাতই যথেষ্ট। আর তুমি যে জান্নাতের লোভ দেখাচ্ছ, আমি বিবাহ করে ও মেহমানদারী করে যে সম্পদ উড়িয়ে দিয়েছি তা তার সমানও তো হবে না। তার অনুরূপ বক্তব্যের ব্যাপারে আলোচ্য সূরাটি অবতীর্ণ হয়েছে।
২. কেউ কেউ বলেছেন, ওয়ালদি ইবনে মুগীরার ঔদ্ধত্যপূর্ণ আচরণের প্রেক্ষিতে এ সূরাটি নাজিল হয়েছে।
৩. কারো কারো মতে, আবূ জাহলের বর্বরোচিত ব্যবহারের পরিপ্রেক্ষিতে এ সূরাটি অবতীর্ণ হয়েছে।
৪. কেউ কেউ বলেন, এটা হারিছ ইবনে আমেরের ব্যাপারে নাজিল হয়েছে।
৫. কোনো কোনো মুফাসসিরের মতে, ইরামবাসী 'আদ ও ছামূদ জাতির ধ্বংসের বিবরণ শোনার পর নবী করীম ﷺ-কে মক্কার মুশরিকরা বলল, তুমি তোমার আল্লাহকে বল, তিনি যেন আমাদের উপরও 'আদ ও ছামূদ জাতির ন্যায় আজাব নাজিল করে এ শহরসহ আমাদেরকেও ধ্বংস করে দেন। তাদের এ ধৃষ্টতাপূর্ণ বক্তব্যের পরিপ্রেক্ষিতে আলোচ্য সূরাটি নাজিল হয়েছে।

সূরাটির বিষয়বস্তু ও সারকথা : এটা মক্কায় অবতীর্ণ প্রাথমিক প্রত্যাদেশসমূহের অন্যতম এবং অনেকের মতে নবী করীম ﷺ-এর নবুয়তের প্রথম বছরই এ সূরা অবতীর্ণ হয়েছিল। আলোচ্য সূরার দ্বিতীয় আয়াতে নবী করীম ﷺ-এর মক্কা বিজয়ের সুস্পষ্ট ভবিষ্যদ্বাণী এ সূরার সর্বপ্রধান বিশেষত্ব। এ সূরায় বহুলাংশে সৎকর্মের আলোচনা করা হয়েছে। সূরার প্রথমাংশে ভূমিকা স্বরূপ সৎকর্মের তথা দুঃখ-কষ্টের এবং মানুষের উপর আল্লাহর দানের উল্লেখ করা হয়েছে। আর পরিশিষ্টে দুষ্কর্ম ও সৎকর্মের প্রতিফলের উল্লেখ রয়েছে।

এ সূরাতে একটি অনেক বড় বক্তব্যকে কয়েকটি সংক্ষিপ্ত বাক্যের মধ্যে সন্নিবেশিত করে দেওয়া হয়েছে। একটি পূর্ণাঙ্গ জীবন দর্শন এ ক্ষুদ্রকায় সূরাটির মধ্যে অতীব মর্মস্পর্শী ভঙ্গিতে বিবৃত হয়েছে। দুনিয়াতে মানুষ ও মানুষের জন্য দুনিয়ার সঠিক মর্যাদা বা হিসাবটা কি তা বুঝানোই হলো এ সূরার মূল বিষয়বস্তু। বলা হয়েছে যে, আল্লাহ তা'আলা মানুষের

https://e-ilm.weebly.com/

সৌভাগ্য-দুর্ভাগ্য লাভের দু'টি পথই খুলে দিয়েছেন। আর সে পথে চলার উপায়-উপকরণও দিয়েছেন। মানুষ কল্যাণের পথে চলে শুভ পরিণতি লাভ করবে, না অকল্যাণের পথে চলে অশুভ পরিণতি লাভ করবে, তা তার নিজের চেষ্টার উপর নির্ভর করে। এ দুনিয়া মানুষের জন্য কোনো নিশ্চিত বিশ্রামের স্থান নয়; বরং কঠোর পরিশ্রম করে পরকালের জন্য কিছু উপার্জনের স্থান। এ সত্যটি প্রমাণ করার জন্য সূরার প্রথমে মক্কা নগরে নবী করীম ﷺ -এর উপর আপতিত বিপদাপদ এবং গোটা আদম সন্তানের সঠিক অবস্থা পেশ করা হয়েছে।

অতঃপর মানুষের একটা ভুল ধারণা দূর করা হয়েছে। মানুষ মনে করে যে, সে যা কিছু নিশ্চিন্তে করছে তার কোনো হিসাব-নিকাশ গ্রহণ করা হবে না। তার উপর কোনো শক্তিমান ক্ষমতা প্রয়োগ করবে না, কোন পথে অর্থ উপার্জন করল আর কোন পথে ব্যয় করল তা পরীক্ষা-নিরীক্ষা করা হবে না।

মহান আল্লাহ আরও বলেন, আমি মানুষকে উপলব্ধি করার পন্থা ও যোগ্যতা দিয়েছি। সৌভাগ্য ও দুর্ভাগ্য উভয় পথই তার জন্য উন্মুক্ত রয়েছে– সৌভাগ্যের পথ কন্টকাকীর্ণ ও দুর্গম, আর দুর্ভাগ্যের পথ মোহময় ও আকর্ষণীয়। মানুষ স্বাভাবিক দুর্বলতার কারণে দুর্ভাগ্যের পথকে বেছে নেয় এবং শেষ পর্যন্ত অধঃপতিত হয়।

উপসংহারে আল্লাহ তা'আলা সৌভাগ্যমণ্ডিত উচ্চতর পথ নির্দেশ করেছেন। লোক দেখানো কার্যকলাপ ও অহংকারমূলক অর্থ ব্যয় পরিহার করে এতিম-মিসকিনের সাহায্যে অর্থ ব্যয় করা এবং ঈমানদার লোকদের দলে শামিল হয়ে আল্লাহর নির্দেশিত পথে ধৈর্য সহকারে সমাজ গঠন করাই সৌভাগ্যের পথ। আর এর বিপরীতটা হলো দুর্ভাগ্য বা জাহান্নামের পথ।

لَا أُقْسِمُ بِهٰذَا الْبَلَدِ [١] وَأَنْتَ حِلٌّ بِهٰذَا الْبَلَدِ [٢]

শানে নুযূল : ইবনে মারদুভিয়া হযরত ইবনে আবী বারযা আসলমী (রা.)-এর উদ্ধৃতি দিয়ে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেন, আমি মক্কা বিজয়কালে বের হয়ে আব্দুল্লাহ বিন খাতালকে কা'বা গৃহের গেলাফে লুকিয়ে থাকতে দেখতে পেলাম, তখন রুকনে ইয়ামানী ও মাকামে ইবরাহীমের মধ্যখানে তার মাথায় আঘাত করি। সেই অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে আমার সম্পর্কে আলোচ্য আয়াত নাজিল হয়েছে। –[দুররে মানছুর ৩৫১/৬]

لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ فِيْ كَبَدٍ [٤] أَيَحْسَبُ أَنْ لَّنْ يَّقْدِرَ عَلَيْهِ أَحَدٌ [٥]

শানে নুযূল : আল্লামা কালবী (র.) বলেন যে, আলোচ্য আয়াত বনূ জুমাহা গোত্রের এক লোক সম্পর্কে নাজিল হয়েছে। তার নাম হচ্ছে আবুল আশাদ্দীন। সে উকাযী চামড়া সংগ্রহ করে তার পদ দ্বয়ের নিচে রেখে বলল যে, তা হতে স্থানান্তর করতে পারে এমন কেউ আছে কী? যদি থাকে তাকে অমুক পুরস্কার দেওয়া হবে। তখন তাকে দশজন লোক টেনে ছিঁড়ে টুকরো টুকরো করে ফেলে। তবে তার পা দু'টিকে নাড়াতে পারেনি। পক্ষান্তরে সে ছিল হযরত নবী করীম ﷺ-এর পরম শত্রু। সেই নরাধম সম্পর্কে আল্লাহ তা'আলা আলোচ্য আয়াতদ্বয় নাজিল করেন। –[কুরতুবী ৫৭/২০]

لَا أُقْسِمُ بِهٰذَا الْبَلَدِ : এখানে لا অক্ষরটি অতিরিক্ত এবং আরবি বাকপদ্ধতিতে এর অতিরিক্ত ব্যবহার সুবিদিত। অধিক বিশুদ্ধ উক্তি এই যে, প্রতিপক্ষের ভ্রান্ত ধারণা খণ্ডন করার জন্য এই لا শপথ বাক্যের শুরুতে ব্যবহৃত হয়। উদ্দেশ্য এই যে, এটা কেবল তোমার ধারণা নয়; বরং আমি শপথ সহকারে যা বলছি, তাই বাস্তব সত্য। اَلْبَلَدُ (নগরী) বলে এখানে মক্কা নগরীকে বোঝানো হয়েছে। সূরা ত্বীনেও এমনিভাবে মক্কা নগরীর শপথ করা হয়েছে এবং তৎসঙ্গে اَمِيْن বিশেষণও উল্লেখ করা হয়েছে।

মক্কা নগরীর শপথ এ কথা জ্ঞাপন করে যে, অন্যান্য নগরীর তুলনায় এটা অভিজাত ও সেরা নগরী। হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আ'দী (রা.) থেকে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ হিজরতের সময় মক্কা নগরীকে সম্বোধন করে বলেছিলেন : আল্লাহর কসম, তুমি গোটা ভূপৃষ্ঠে আল্লাহর কাছে অধিক প্রিয়। আমাকে যদি এখান থেকে বের হতে বাধ্য করা না হতো, তবে আমি তোমাকে পরিত্যাগ করতাম না। –[মাযহারী]

وَأَنْتَ حِلٌّ بِهٰذَا الْبَلَدِ : حِلٌّ শব্দের দুটি অর্থ হতে পারে–এক. এটা حُلُوْلٌ থেকে উদ্ভূত। অর্থ কোনো কিছুতে অবস্থান নেওয়া, থাকা ও অবতরণ করা। অতএব, حِلٌّ -এর অর্থ হবে অবস্থানকারী, বসবাসকারী। আয়াতের মর্মার্থ এই যে, মক্কা নগরী নিজেও সম্মানিত ও পবিত্র; বিশেষত আপনিও এ নগরীতে বসবাস করেন। বসবাসকারীর শ্রেষ্ঠত্বের দরুনও বাসস্থানের শ্রেষ্ঠত্ব বেড়ে যায়। কাজেই আপনার বসবাসের কারণে এ নগরীর মাহাত্ম্য ও সম্মান দ্বিগুণ হয়ে গেছে। দুই. এটা حِلَّتٌ থেকে উদ্ভূত। অর্থ হালাল হওয়া। এ দিক দিয়ে এক অর্থ এই যে, আপনাকে মক্কার কাফেররা হালাল মনে করে রেখেছে এবং আপনাকে হত্যা করার ফিকিরে রয়েছে অথচ তারা নিজেরাও মক্কা নগরীতে কোনো শিকারকেই হালাল মনে করে না। এমতাবস্থায় তাদের জুলুম ও অবাধ্যতা কতটুকু যে, তারা আল্লাহর রাসূলের হত্যাকে হালাল মনে করে দিয়েছে! অপর অর্থ এই যে, আপনার জন্য মক্কার হেরেমে কাফেরদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করা হালাল করে দেওয়া হবে। বস্তুত মক্কা বিজয়ের সময় একদিনের জন্য তাই করা হয়েছিল। মাযহারীতে সম্ভাব্য তিনটি অর্থই উল্লেখ করা হয়েছে।

https://e-ilm.weebly.com/

وَوَالِدٍ وَّمَا وَلَدَ : এখানে وَالِدٌ বলে মানব পিতা হযরত আদম (আ.) আর مَا وَلَدَ বলে বনী-আদমকে বোঝানো হয়েছে। এভাবে এতে হযরত আদম (আ.) ও দুনিয়ার আদি থেকে অন্ত পর্যন্ত সব বনী-আদমের শপথ করা হয়েছে। অতঃপর শপথের জবাবে বলা হয়েছে :

لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ فِيْ كَبَدٍ : كَبَدٌ -এর শাব্দিক অর্থ শ্রম ও কষ্ট। অর্থাৎ মানুষ সৃষ্টিগতভাবে আজীবন শ্রম ও কষ্টের মধ্যে থাকে। হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) বলেন : মানুষ গর্ভাশয়ে আবদ্ধ থাকে; জন্মলগ্নে শ্রম ও কষ্ট স্বীকার করে, এরপর আসে জননীর দুগ্ধ পান করার ও তা ছাড়ানোর শ্রম। অতঃপর জীবিকা ও জীবনোপকরণ সংগ্রহের কষ্ট, বার্ধক্যের কষ্ট, মৃত্যু, কবর ও হাশর এবং তাতে আল্লাহর সামনে জবাবদিহি, প্রতিদান ও শাস্তি– এসমুদয় শ্রমের বিভিন্ন পর্যায়, যা মানুষের উপর দিয়ে অতিবাহিত হয়। এ শ্রম ও কষ্ট শুধু মানুষেরই বিশেষ বৈশিষ্ট্য নয়, অন্যান্য জীব-জানোয়ারও এতে শরিক রয়েছে। কিন্তু এখানে মানুষের কথা বিশেষভাবে উল্লেখ করার কারণ এই যে, প্রথমত মানুষ সব জীব-জানোয়ার অপেক্ষা অধিক চেতনা ও উপলব্ধির অধিকারী। পরিশ্রমের কষ্ট চেতনাভেদে কম-বেশি হয়ে থাকে। দ্বিতীয়ত সর্বশেষ ও সর্ববৃহৎ শ্রম হচ্ছে হাশরের মাঠে পুনরুজ্জীবিত হয়ে সারা জীবনের কাজকর্মের হিসাব দেওয়া। এটা অন্য জীব-জানোয়ারের বেলায় নেই।

কোনো কোনো আলিম বলেন : মানুষের ন্যায় অন্য কোনো সৃষ্টজীব কষ্ট সহ্য করে না অথচ সে শরীর ও দেহাবয়বে অধিকাংশ জীবের তুলনায় দুর্বল। কিন্তু মানুষের মস্তিষ্কশক্তি অত্যন্ত বেশি। একারণেই বিশেষভাবে মানুষের কথা উল্লেখ করা হয়েছে। মক্কা মুকাররমা, আদম ও বনী-আদমের শপথ করে আল্লাহ তা'আলা এ সত্যটি বর্ণনা করেছেন যে, আমি মানুষকে কষ্ট ও শ্রমনির্ভরশীলরূপেই সৃষ্টি করেছি। এটা এ বিষয়ের প্রমাণ যে, মানুষ আপনাআপনি সৃজিত হয়নি অথবা অন্য কোনো মানুষ তাকে জন্ম দেয়নি বরং তার সৃষ্টিকর্তা এক সর্বশক্তিমান, যিনি প্রত্যেক সৃষ্টজীবকে বিশেষ বিশেষ স্বভাব ও বিশেষ ক্রিয়াকর্মের যোগ্যতা দিয়ে সৃষ্টি করেছেন। মানব-সৃষ্টিতে যদি মানবের কোনো প্রভাব থাকত, তবে সে নিজের জন্য কখনও এরূপ শ্রম ও কষ্ট পছন্দ করত না। –[কুরতুবী]

কষ্ট স্বীকারে জন্য মানুষের প্রস্তুত থাকা উচিত : এ শপথ ও তার জবাবে মানুষকে বলা হয়েছে যে, তোমরা দুনিয়াতে অনাবিল সুখই কামনা কর এবং কোনো কষ্টের সম্মুখীন হতে চাও না, তোমাদেরই এই কামনা একটি দুঃস্বপ্ন, যা কোনোদিন বাস্তব রূপ লাভ করবে না। তাই দুনিয়াতে প্রত্যেকের দুঃখ-কষ্টের সম্মুখীন হওয়া অপরিহার্য। অতএব যখন শ্রম ও কষ্ট করতেই হবে, তখন বুদ্ধিমানের কাজ হলো, এমন বিষয়ে কষ্ট করা, যা চিরকাল কাজে লাগবে এবং চিরস্থায়ী সুখের নিশ্চিয়তা দেবে। বলা বাহুল্য, এটা কেবল ঈমান ও আল্লাহর আনুগত্যের মাঝেই সীমাবদ্ধ। অতঃপর পরকালে অবিশ্বাসী মানুষের কতিপয় মূর্খতাসুলভ অভ্যাস বর্ণনা করে বলা হয়েছে : أَيَحْسَبُ أَنْ لَّمْ يَرَهُ أَحَدٌ –অর্থাৎ এই বোকা কি মনে করে যে, তার দুষ্কর্মসমূহ কেউ দেখেনি? তার জানা উচিত যে, তার স্রষ্টা সবকিছুই দেখেছেন।

চক্ষু ও জিহ্বা সৃষ্টির কয়েকটি রহস্য : أَلَمْ نَجْعَلْ لَّهُ عَيْنَيْنِ وَلِسَانًا وَّشَفَتَيْنِ وَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ : نَجْدَيْنِ শব্দটি نَجْدٌ -এর দ্বিবচন। এর শাব্দিক অর্থ উর্ধ্বগামী পথ। এখানে প্রকাশ পথ বোঝানো হয়েছে। এর পথ দু'টির একটি হচ্ছে সৌভাগ্য সাফল্যের পথ এবং অপরটি হচ্ছে অনিষ্ট ও ধ্বংসের পথ।

পূর্ববর্তী আয়াতে মানুষকে সতর্ক করা হয়েছিল যে, সে মনে করে যে, তার উপর আল্লাহ তা'আলারও কোনো ক্ষমতা নেই এবং তার দুষ্কর্মসমূহ কেউ দেখে না। আলোচ্য আয়াতে এমন কতিপয় নিয়ামতের কথা বর্ণিত হয়েছে, যেগুলোর কারিগরি নৈপুণ্য ও রহস্য সম্পর্কে চিন্তা করলে আল্লাহ তা'আলার অতুলনীয় হিকমত ও কুদরত এর মধ্যেই নিরীক্ষণ করা যায়। এ প্রসঙ্গে প্রথম চক্ষুদ্বয়ের উল্লেখ করা হয়েছে। চোখের নাজুক শিরা-উপশিরা, তার অবস্থান ও আকার সব মিলে এটা খুবই নাজুক অঙ্গ। এর হেফাজতের ব্যবস্থা এর সৃষ্টির পরিধির মধ্যেই করা হয়েছে। এর উপরে এমন পর্দা রাখা হয়েছে, যা স্বয়ংক্রিয় মেশিনের মতো কোনো ক্ষতিকর বস্তু সামনে আসতে দেখলেই আপনাআপনি বন্ধ হয়ে যায়। এই পর্দার উপরে ধূলোবালি প্রতিরোধ করার জন্য পশম স্থাপন করা হয়েছে। মাথার দিক থেকে পতিত বস্তু যাতে সরাসরি চোখে পড়তে না পারে, সেজন্য ভ্রূর চুল রাখা হয়েছে। মুখমণ্ডলের মধ্যে চক্ষুকে এমনভাবে স্থাপন করা হয়েছে যে, উপরে ভ্রূর শক্ত হাড় এবং নিচে গণ্ডদেশের শক্ত হাড় রয়েছে। ফলে মানুষ যদি কোথাও উপুড় হয়ে পড়ে যায় কিংবা মুখমণ্ডলে কোনো কিছু পড়ে, তবে উপর নিচের শক্ত অস্থিদ্বয় চক্ষুকে অনায়াসে রক্ষা করতে পারে।

দ্বিতীয় নিয়ামত হচ্ছে জিহ্বা। এর কারিগরিও বিস্ময়কর। এই রহস্যঘন স্বয়ংক্রিয় মেশিনের মাধ্যমে মনের ভাব ব্যক্ত করা হয়। এর বিস্ময়কর কর্মপদ্ধতি লক্ষ্য করুন- মনের মাঝে কোনো একটি বিষয়বস্তু উঁকি দিল, মস্তিষ্ক সে সম্পর্কে চিন্তা-ভাবনা করল এবং এর জন্য ভাষা তৈরি করল। অতঃপর সে ভাষা জিহ্বার মেশিন দিয়ে বের হতে লাগল। এই দীর্ঘ কাজটি অতি দ্রুতগতিতে সম্পন্ন হয়। ফলে শ্রোতা অনুভবও করতে পারে না যে, কতগুলো মেশিনারী কর্মরত হওয়ার পর এই ভাষাগুলো জিহ্বায় এসেছে। জিহ্বার কাজে ওষ্ঠ খুব সহায়ক বিধায় এর সাথে ওষ্ঠেরও উল্লেখ করা হয়েছে। ওষ্ঠই

https://e-ilm.weebly.com/

আওয়াজ ও অক্ষরকে স্বতন্ত্র রূপ দান করে। আরও একটি কারণ সম্ভবত এই যে, আল্লাহ তা'আলা জিহ্বাকে একটি দ্রুত কর্মসম্পাদনকারী মেশিন করেছেন। ফলে অর্ধ মিনিটের মধ্যে তার দ্বারা এমন কথা বলা যায় যা, তাকে জাহান্নাম থেকে বের করে জান্নাতে পৌঁছিয়ে দেয়। যেমন, ঈমানের কলেমা। অথবা দুনিয়াতে শত্রুর কাছেও প্রিয় করে দেয়। যেমন, বিগত অন্যায় ক্ষমা করা। এই জিহ্বা দ্বারাই ততটুকু সময়ে এমন কথাও বলা যায়, যা তাকে জাহান্নামে পৌঁছে দেয়। যেমন, কুফরের কালেমা। অথবা দুনিয়াতে তার ঘনিষ্ঠ বন্ধুকেও তার শত্রুতে পরিণত করে দেয়। যেমন, গালিগালাজ ইত্যাদি। জিহ্বার উপকারিতা যেমন অসংখ্য, তেমনি এর ধ্বংসকারিতাও অগণিত। এটা যেন এক তরবারি, যা শত্রুর গর্দানও উড়াতে পারে এবং স্বয়ং তার গলাও বিচ্ছিন্ন করতে পারে। তাই আল্লাহ তা'আলা এ তরবারিকে ওষ্ঠদ্বয়ের চাদর দ্বারা আবৃত করে দিয়েছেন। এ স্থলে ওষ্ঠদ্বয়ের উল্লেখ করার মধ্যে এরূপ ইঙ্গিতও থাকতে পারে যে, যে প্রভু মানুষকে জিহ্বা দিয়েছেন, তিনি তা বন্ধ রাখার জন্য ওষ্ঠও দিয়েছেন। তাই একে বুঝে- সুঝে ব্যবহার করতে হবে এবং অস্থলে একে ওষ্ঠদ্বয়ের কোষ থেকে বের করা যাবে না। তৃতীয় নিয়ামত পথপ্রদর্শন করা দু'রকম। আল্লাহ তা'আলা ভালো ও মন্দের পরিচয়ের জন্য মানুষের মধ্যে এক প্রকার যোগ্যতা নিহিত রেখেছেন। যেমন এক আয়াতে আছে فَأَلْهَمَهَا فُجُوْرَهَا وَتَقْوٰهَا অর্থাৎ মানুষের নফসের মধ্যে আল্লাহ তা'আলা পাপাচার ও সদাচারের উপকরণ রেখে দিয়েছেন। এভাবে একটি প্রাথমিক পথ প্রদর্শন মানুষ তার বিবেকের কাছ থেকেই পায়। অতঃপর এর সমর্থনে পয়গম্বরগণ ও ঐশী কিতাব আগমন করে। সারকথা এই যে, গাফিল ও অবিশ্বাসী মানুষ যদি তার নিজের অস্তিত্বের কয়েকটি দেদীপ্যমান বিষয় সম্পর্কে চিন্তা-ভাবনা করে, তবে সে আল্লাহর কুদরত ও হিকমত চাক্ষুষ দেখতে পাবে। চোখে দেখ, মুখে স্বীকার কর এবং পথ দু'টির মধ্য থেকে মঙ্গলজনক পথ অবলম্বন কর। অতঃপর আবার গাফিল মানুষকে হুঁশিয়ার করে বলা হয়েছে– এসব উজ্জ্বল প্রমাণ দ্বারা আল্লাহর কুদরত, কিয়ামতে পুনরুজ্জীবন ও হিসাব-নিকাশের নিশ্চিত বিশ্বাস হওয়া উচিত ছিল এবং এ বিশ্বাসের ফলেই সৃষ্টজীবের উপকার করা, তাদের অনিষ্ট থেকে আত্মরক্ষা করা, আল্লাহর প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করা, নিজের সংশোধন করা এবং অপরের সংশোধনের চিন্তা করা দরকার ছিল, যাতে কিয়ামতে সে 'আসহাবে-ইয়ামীন' তথা জান্নাতীদের অন্তর্ভুক্ত হয়ে যেত। কিন্তু হতভাগ্য মানুষ তা করেনি বরং কুফরকেই আঁকড়ে রয়েছে, যার পরিণাম জাহান্নামের আগুন। সূরার শেষ অবধি এ বিষয়বস্তু বর্ণিত হয়েছে। এতে কতিপয় সৎ কর্ম অবলম্বন না করার বিষয়কে বিশেষ ভঙ্গিতে বর্ণনা করা হয়েছে।

فَلَا اقْتَحَمَ الْعَقَبَةَ وَمَا أَدْرٰكَ مَا الْعَقَبَةُ فَكُّ رَقَبَةٍ : عَقَبَةٌ বলা হয় পাহাড়ের বিরাট প্রস্তর খণ্ডকে এবং দুই পাহাড়ের মধ্যবর্তী গিরিপথ তথা মাটিকে। শত্রুর আক্রমণ থেকে রক্ষা পাওয়ার কাজে এ মাটি মানুষকে সহায়তা করে। পাহাড়ের শীর্ষদেশে আরোহণ করে আত্মরক্ষা করা যায় অথবা মাটিতে প্রবেশ করে অন্যত্র চলে যাওয়া যায়। এস্থলে আল্লাহর ইবাদতকে একটি মাটি রূপে ব্যক্ত করা হয়েছে। মাটি যেমন শত্রুর কবল থেকে রক্ষা পাওয়ার উপায়, সৎকর্মও তেমনি পরকালের আজাব থেকে মানুষকে রক্ষা করে। এসব সৎ কর্মের মধ্যে প্রথমে فَكُّ رَقَبَةٍ অর্থাৎ দাসমুক্ত করার কথা বলা হয়েছে। এটা খুব বড় ইবাদত এবং একজন মানুষের জীবন সুসংহত করার নামান্তর। দ্বিতীয় সৎ কর্ম হচ্ছে ক্ষুধার্তকে অন্নদান। যে কাউকে অন্নদান করা ছওয়াবমুক্ত নয় কিন্তু কোনো কোনো বিশেষ শ্রেণির লোককে অন্ন দান করলে তা আরও বিরাট ছওয়াবের কাজ হয়ে যায়। তাই বলা হয়েছে :

يَتِيْمًا ذَا مَقْرَبَةٍ أَوْ مِسْكِيْنًا ذَا مَتْرَبَةٍ : অর্থাৎ বিশেষভাবে যদি আত্মীয় এতিমকে অন্নদান করা হয়, তবে তাতে দ্বিগুণ ছওয়াব হয়। এক. ক্ষুধার্তের ক্ষুধা দূর করার ছওয়াব এবং দুই. আত্মীয়ের সাথে সম্পর্ক বজায় রাখা ও তার হক আদায় করার ছওয়াব। فِيْ يَوْمٍ ذِيْ مَسْغَبَةٍ –অর্থাৎ বিশেষভাবে ক্ষুধার দিনে তাকে অন্ন দান করা অধিক ছওয়াবের কারণ হয়ে যায়। এমনিভাবে ধূলায় লুণ্ঠিত মিসকিন অর্থাৎ নিরতিশয় নিঃস্ব ব্যক্তিকে অন্নদান করাও অধিক ছওয়াবের কাজ। এরূপ ব্যক্তি যত বেশি অভাবী হবে, অন্নদাতার ছওয়াবও ততই বৃদ্ধি পাবে।

অপরকেও সৎ কাজের নির্দেশ দেওয়া ঈমানের দাবি : ثُمَّ كَانَ مِنَ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ وَتَوَاصَوْا بِالْمَرْحَمَةِ এ আয়াতে ঈমানের পর মু'মিনের এই কর্তব্য ব্যক্ত করা হয়েছে যে, সে অপরাপর মুসলমান ভাইকে সবর ও অনুকম্পার উপদেশ দেবে। সবরের অর্থ নিজেকে মন্দ কাজ থেকে বাঁচিয়ে রাখা ও সৎ কর্ম সম্পাদন করা। مرحمة -এর অর্থ অপরের প্রতি দয়ার্দ্র হওয়া। অপরের কষ্টকে নিজের কষ্ট মনে করে তাকে কষ্টদান ও জুলুম করা থেকে বিরত হওয়া। এতে দীনের প্রায় সব নির্দেশই অন্তর্ভুক্ত রয়েছে।

শব্দ বিশ্লেষণ :

أُقْسِمُ : সীগাহ واحد متكلم বহছ مضارع معروف বাব إِفْعَالٌ মাসদার إِقْسَامٌ মূলবর্ণ (ق - س - م) জিনস صحيح অর্থ– আমি শপথ করছি।

حِلٌّ : মাসদার। বাবে ضَرَبَ; অর্থ– হালাল হওয়া। আর حَلَالٌ শব্দটি এ বাবের মাসদার আসে।

وَلَدَ : সীগাহ واحد مذكر غائب বহছ ماضى معروف বাব ضَرَبَ মাসদার وِلَادَةٌ মূলবর্ণ (و ـ ل ـ د) জিনস مثال واوى অর্থ– সন্তান সন্ততি। সে প্রসব করেছে। পিতা হয়েছে।

كَبَدٌ : ইসম। অর্থ– কষ্ট, ক্লেশ। কঠিন, কঠোর। كَبْدٌ . كَبَدٌ، كِبِدٌ، كِبَادٌ وَكُبُودٌ وَاَكْبَادٌ কলিজা। আন্তরিক হওয়া। كَبْدٌ অন্তরে মারা। বাব نَصَرَ، ضَرَبَ আর كَبَدٌ অন্তরে দরদ হওয়া। বাব : سَمِعَ

لُبَدًا : প্রচুর সম্পদ। لَابِدٌ ও لُبَدٌ এরও এই উদ্দেশ্য। মূলতঃ لِبْدَةٌ ও لِبَدٌ এবং لُبَدَةٌ-এর অর্থ হলো, জট বাঁধা চুল বা পশম, বিপুল সম্পদ। বেশি ব্যবহৃত হওয়ায় শব্দটি বিপুল সম্পদের অর্থে আসে। এত বেশি যে উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পেতে থাকে।

شَفَتَيْنِ : দ্বিবচন, দু'ঠোট। একবচন شَفَةٌ। কারো নিকট এটি মূলতঃ شَفَوَةٌ ছিল। واو -কে বিলুপ্ত করে তার যবরকে পূর্বাক্ষরকে দিয়ে দেওয়া হয়েছে। আর شَفْوَةٌ-এর বহুবচন شَفَوَاتٌ ও شِفَاهٌ।

نَجْدَيْنِ : ইসম, দ্বিচন। একবচন اَلنَّجْدُ অর্থ দুই রাস্তা অর্থাৎ ভালোর রাস্তা ও খারাপের রাস্তা। এর বহুবচন اَنْجُدٌ، نُجُوْدٌ، اَنْجَادٌ আসে। উঁচুভূমি। স্পষ্ট ও আলোকিত পথ। গৃহসজ্জার আসবাবপত্র। দক্ষ পরিচালক বা পথপ্রদর্শক। চিন্তা, প্রাধান্য, চাপ প্রয়োগ। মাসদার نَجْدٌ বাব نَصَرَ জারি হওয়া, চালু হওয়া। রাস্তা আলোকিত হওয়া, প্রাধান্য পাওয়া, نَجَدٌ মাসদার। বাবে– سَمِعَ ক্লান্ত হয়ে যাওয়া, আত্মহারা হওয়া, জ্ঞানশূন্য হওয়া।

اِقْتَحَمَ : সীগাহ واحد مذكر غائب বহছ ماضى معروف বাব اِفْتِعَالٌ মাসদার اِقْتِحَامٌ মূলবর্ণ (ق ـ ح ـ م) জিনস صحيح অর্থ– সে অতিক্রম করল।

عَقَبَةٌ : ঘাঁটি। বহুবচন عِقَابٌ ও عُقَبٌ পাহাড়ে আরোহণ করতে যে বন্ধুর বা কঠিন রাস্তা থাকে, তাকে عَقَبَةٌ বলা হয়।

مَسْغَبَةٌ : ইসম, মাসদার نَصَرَ ও سَمِعَ : বাবে مَسْغَبَةً، سُغُوْبَةً এবং سَغَابَةً - سَغَبٌ মূলবর্ণ (س ـ غ ـ ب) জিনস صحيح অর্থ– ক্ষুধা, ক্ষুধার্ত হওয়া।

مَتْرَبَةٍ : ইসম। বাবে سَمِعَ মাসদার تَرَبٌ - تَرْبًا - اَتْرَابًا মুখাপেক্ষী হয়েছে। মূলবর্ণ (ت ـ ر ـ ب) জিনস صحيح অর্থ– নিঃস্ব, অসহায়, যার কিছুই নাই। মাটি ধূলা।

تَوَاصَوْا : সীগাহ جمع مذكر غائب বহছ ماضى معروف বাব تَفَاعُلٌ মাসদার تَوَاصٌ মূলবর্ণ (و ـ ص ـ ى) জিনস لفيف مفروق অর্থ– একে অন্যকে উপদেশ দিয়েছে।

مَيْمَنَةٌ : ইসম। সোজা হাত, ডান পার্শ, ডান দিক। اَصْحَابُ الْيَمِيْنِ দ্বারা উদ্দেশ্য ডান দিকের লোক অর্থাৎ সৌভাগ্যশালী। (রাগেব) আরবরা বাম হাতকে شُوْمِىٌّ অর্থাৎ অমঙ্গল বলত। আর সোজা তথা ডান হাতকে বরকতময় বা সৌভাগ্যের প্রতীক মনে করত। তাই ডান পার্শ্বের লোকদেরকে সৌভাগ্যশালী ভাবা হয়।

مَشْئَمَةٌ : ইসম। অর্থ– বাম দিক। (জালালাইন) شُوْمِىٌّ বাম দিক, শাম দেশ কা'বা হতে বাম দিকে অবস্থিত। شُؤْمٌ খারাপের চিহ্ন বা আলামত।

مُؤْصَدَةٌ : সীগাহ واحد مؤنث বহচ اسم مفعول বাব اِفْعَالٌ মাসদার اِيْصَادٌ মূলবর্ণ (ء ـ ص ـ د) জিনস مهموز فاء অর্থ– অবরুদ্ধ করে দেওয়া হবে। অবরুদ্ধ।

বাক্য বিশ্লেষণ :

اُولٰئِكَ اَصْحٰبُ الْمَيْمَنَةِ وَالَّذِيْنَ كَفَرُوْا بِاٰيٰتِنَا هُمْ اَصْحٰبُ الْمَشْئَمَةِ ـ عَلَيْهِمْ نَارٌ مُّؤْصَدَةٌ : এখানে اُولٰئِكَ মুবতাদা اَصْحَابُ الْمَيْمَنَةِ হলো খবর। আর واو হরফে আতফ اَلَّذِيْنَ মুবতাদা كَفَرُوْا বাক্যটি সেলাহ। আর بِاٰيٰتِنَا হলো كَفَرُوْا-এর সাথে متعلق; আর هُمْ হলো মুবতাদা اَصْحٰبُ الْمَشْئَمَةِ হলো খবর। আর هُمْ اَصْحَابُ الْمَشْئَمَةِ বাক্যটি اَلَّذِيْنَ মুবতাদার খবর হয়েছে। আর عَلَيْهِمْ হলো خبر مقدم আর نَارٌ হলো متبدا موخر আর مُؤْصَدَةٌ হলো نَارٌ-এর সিফাত। আর পূর্ণ বাক্যটি দ্বিতীয় খবর। কিংবা جملہ استينافية –[ই'রাবুল কুরআন ৮ম খণ্ড: পৃ. ৩২৪]

https://e-ilm.weebly.com/

سُوْرَةُ الشَّمْسِ مَكِّيَّةٌ

সূরা শামস

মক্কায় অবতীর্ণ; আয়াত- ১৫, রুকূ'- ১

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ○

পরম করুণাময়, দয়ালু আল্লাহর নামে শুরু করছি।

১. শপথ সূর্য ও তার আলোকের।	وَالشَّمْسِ وَضُحٰهَا ﴿١﴾
২. আর শপথ চন্দ্রের, যখন [তা] সূর্যের পশ্চাতে আসে।	وَالْقَمَرِ اِذَا تَلٰهَا ﴿٢﴾
৩. আর শপথ দিবসের, যখন তা তাকে ভালোরূপে আলোকিত করে।	وَالنَّهَارِ اِذَا جَلّٰهَا ﴿٣﴾
৪. আর শপথ রাত্রির, যখন এটা তাকে সমাচ্ছন্ন করে।	وَالَّيْلِ اِذَا يَغْشٰهَا ﴿٤﴾
৫. আর শপথ আসমানের এবং যিনি এটাকে নির্মাণ করেছেন।	وَالسَّمَآءِ وَمَا بَنٰهَا ﴿٥﴾
৬. আর শপথ জমিনের এবং যিনি এটাকে বিছিয়েছেন তাঁর।	وَالْاَرْضِ وَمَا طَحٰهَا ﴿٦﴾
৭. আর শপথ [মানুষের] আত্মার আর যিনি তাকে যথাযথভাবে সৃষ্টি করেছেন তার।	وَنَفْسٍ وَّمَا سَوّٰىهَا ﴿٧﴾
৮. অতঃপর তার দুষ্কার্য ও পরহেজগারার, যা তাকে [তার অন্তরে] নিক্ষেপ করেছে।	فَاَلْهَمَهَا فُجُوْرَهَا وَتَقْوٰىهَا ﴿٨﴾

শাব্দিক অনুবাদ :

১. وَالشَّمْسِ শপথ সূর্য وَضُحٰهَا ও তার আলোকের।

২. وَالْقَمَرِ আর চন্দ্রের اِذَا تَلٰهَا যখন সূর্যের পশ্চাতে আসে।

৩. وَالنَّهَارِ আর দিবসের اِذَا جَلّٰهَا যখন তা তাকে ভালো রূপে আলোকিত করে।

৪. وَالَّيْلِ আর রাত্রের اِذَا يَغْشٰهَا যখন তা তাকে সমাচ্ছন্ন করে।

৫. وَالسَّمَآءِ আর আসমানের وَمَا بَنٰهَا এবং যিনি এটাকে সৃষ্টি করেছেন।

৬. وَالْاَرْضِ আর জমিনের وَمَا طَحٰهَا এবং যিনি এটাকে বিছিয়েছেন।

৭. وَنَفْسٍ আর শপথ (মানুষের) আত্মার وَّمَا سَوّٰىهَا আর যিনি এটাকে যথাযথভাবে সৃষ্টি করেছেন।

৮. فَاَلْهَمَهَا অতঃপর যা তাকে (তার অন্তরে) নিক্ষেপ করেছেন فُجُوْرَهَا وَتَقْوٰىهَا তার দুষ্কার্য ও পরহেজগারির।

https://e-ilm.weebly.com/

৯. নিশ্চয় সে সফলকাম হয়েছে যে তাকে বিশুদ্ধ করেছে।	قَدْ اَفْلَحَ مَنْ زَكّٰىهَا ۝٩
১০. আর সে বিফলকাম হয়েছে– যে তাকে [পাপে] গেড়ে দিয়েছে।	وَقَدْ خَابَ مَنْ دَسّٰىهَا ۝١٠
১১. ছামূদ সম্প্রদায় নিজেদের দুষ্টামির দরুন [সালেহকে] অবিশ্বাস করেছে।	كَذَّبَتْ ثَمُوْدُ بِطَغْوٰىهَآ ۝١١
১২. যখন সে সম্প্রদায়ের সর্বাপেক্ষা হতভাগ্য ব্যক্তি [উটনীকে বধ করার জন্য] দাঁড়াল।	اِذِ انْۢبَعَثَ اَشْقٰىهَا ۝١٢
১৩. তখন আল্লাহর রাসূল তাদেরকে বললেন, আল্লাহর উটনী এবং তার পানি পান করা সম্পর্কে সাবধান থাক।	فَقَالَ لَهُمْ رَسُوْلُ اللّٰهِ نَاقَةَ اللّٰهِ وَسُقْيٰهَا ۝١٣
১৪. অনন্তর তারা রাসূলকে অবিশ্বাস করল, অতঃপর সে উষ্ট্রীকে হত্যা করল, তখন তাদের প্রভু তাদের পাপের দরুন তাদের উপর ধ্বংস ক্রিয়া নাজিল করলেন এবং তাকে সর্বব্যাপী করে দিলেন।	فَكَذَّبُوْهُ فَعَقَرُوْهَا ۙ۬ فَدَمْدَمَ عَلَيْهِمْ رَبُّهُمْ بِذَنْۢبِهِمْ فَسَوّٰىهَا ۝١٤
১৫. আর আল্লাহ এর পরিণাম সম্বন্ধে কোনো খারাবির আশঙ্কা করেননি।	وَلَا يَخَافُ عُقْبٰهَا ۝١٥

শাব্দিক অনুবাদ :

৯. قَدْ اَفْلَحَ নিশ্চয় সে সফল হয়েছে مَنْ زَكّٰىهَا যে তাকে বিশুদ্ধ করেছে।
১০. وَقَدْ خَابَ আর সে বিফল হয়েছে مَنْ دَسّٰىهَا যে তাকে পাপে গেড়ে দিয়েছে।
১১. كَذَّبَتْ ثَمُوْدُ ছামূদ গোত্র (ছালেহকে) অবিশ্বাস করেছে بِطَغْوٰىهَا নিজেদের দুষ্টামির দরুন।
১২. اِذِ انْۢبَعَثَ যখন দাড়াল اَشْقٰىهَا সে সম্প্রদায়ের সর্বাপেক্ষা হতভাগ্য ব্যক্তি (উটনীকে বধ করার জন্য)
১৩. فَقَالَ لَهُمْ তখন তাদের কে বললেন رَسُوْلُ اللّٰهِ আল্লাহর রাসূল نَاقَةَ اللّٰهِ আল্লাহর উটনী وَسُقْيٰهَا এবং তার পানি পান করা সম্পর্কে সাবধান থাক।
১৪. فَكَذَّبُوْهُ অনন্তর তারা রাসূলকে অবিশ্বাস করল فَعَقَرُوْهَا অতঃপর সেই উষ্ট্রীকে হত্যা করল فَدَمْدَمَ عَلَيْهِمْ তখন তাদের উপর ধ্বংসক্রিয়া নাজিল করলেন رَبُّهُمْ তাদের প্রভু بِذَنْۢبِهِمْ তাদের পাপের দরুন فَسَوّٰىهَا এবং তাকে সর্বব্যাপী করে দিলেন।
১৫. وَلَا يَخَافُ আর আল্লাহ কোনো খারাবির আশঙ্কা করেননি عُقْبٰهَا এর পরিণাম সম্বন্ধে।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

সূরাটির নামকরণের কারণ : অত্র সূরার প্রথম শব্দই হলো "اَلشَّمْس" একে কেন্দ্র করেই অত্র সূরার নামকরণ করা হয়েছে। এতে ১৫টি আয়াত, ৫৪টি বাক্য এবং ২৪৭টি অক্ষর রয়েছে।

সূরাটি নাজিল হওয়ার সময়কাল : বিষয়বস্তু পর্যালোচনায় বুঝা যায় যে, এ সূরাটি মহানবী ﷺ-এর মাক্কী জীবনের প্রথম দিকে অবতীর্ণ হয়েছিল। তবে নবী করীম ﷺ-এর বিরোধিতা তখন প্রবলভাবে শুরু হয়েছিল।

সূরাটির বিষয়বস্তু ও মূলকথা : নেকী-বদী, পাপ ও পুণ্যের পার্থক্য বুঝানোই এ সূরার বিষয়বস্তু। যারা এ পার্থক্য বুঝতে অস্বীকার করে এবং পাপের পথে চলতেই থাকে, তাদেরকে অশুভ পরিণতি সম্পর্কে হুঁশিয়ার করা হয়েছে।

https://e-ilm.weebly.com/

সূরাটির মূল বক্তব্যকে দু'ভাগে বিভক্ত করা যায়। সূরার প্রথম হতে ১০ আয়াত পর্যন্ত প্রথম ভাগ। আর ১১ আয়াত হতে শেষ পর্যন্ত দ্বিতীয় ভাগ। প্রথম ভাগে তিনটি কথা বুঝানো হয়েছে।

১. চন্দ্র-সূর্য, দিন-রাত, আসমান-জমিন পরস্পর হতে ভিন্ন ভিন্ন এবং ক্রিয়া, প্রভাব ও ফলাফলের দিক দিয়ে পরস্পর বিরোধী। পাপ-পুণ্য ও ন্যায়-অন্যায় পরস্পর হতে ভিন্নতর এবং ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়া, প্রভাব ও ফলাফলের দৃষ্টিতে পরস্পর বিরোধী। এ দু'টি এদের বাহ্যিক রূপের দিক দিয়ে যেমন এক নয়, তেমনি তাদের ফলাফল ও পরিণতিও এক হতে পারে না।

২. আল্লাহ তা'আলা মানুষকে দেহইন্দ্রিয় ও মানসশক্তি দান করে দুনিয়া সম্পর্কে সম্পূর্ণ বেখবর করে ছেড়ে দেননি; বরং এক স্বভাবজাত প্রত্যাদেশের সাহায্যে তার অবচেতনায় পাপ-পুণ্যের পার্থক্য, ভালো-মন্দের তারতম্য এবং কল্যাণ ও অকল্যাণের অনুভূতি জাগিয়ে দিয়েছেন।

৩. আল্লাহ তা'আলা মানুষের মধ্যে পার্থক্য বোধ, ইচ্ছা ও সিদ্ধান্ত গ্রহণের যেসব শক্তি সৃষ্টি করে দিয়েছেন সেগুলোকে ব্যবহার ও প্রয়োগ করে সে নিজের মধ্যকার ভালো ও মন্দ প্রবণতাসমূহ হতে কোনোটিকে তেজস্বী করে আর কোনোটিকে দমন করে, তার উপরই তার ভবিষ্যৎ সম্পূর্ণরূপে নির্ভর করে। সে যদি ভালো প্রবণতাসমূহ সমৃদ্ধ ও তেজস্বী করে এবং খারাপ প্রবণতা হতে নিজেকে মুক্ত রাখে, তাহলে সে প্রকৃত কল্যাণ ও সাফল্য লভ করতে পারবে। পক্ষান্তরে সে যদি তার ভালো প্রবণতাসমূহকে দমন করে এবং খারাপ প্রবণতাসমূহকে তেজস্বী করে, তবে তার অকল্যাণ ও ব্যর্থতা অনিবার্য।

সূরাটির দ্বিতীয় অংশে ছামূদ জাতির ঐতিহাসিক দৃষ্টান্ত পেশ করে রেসালাত ও নবুয়তের গুরুত্ব বুঝানো হয়েছে। যেহেতু ভালো ও মন্দ পর্যায়ে মানব প্রকৃতিতে রক্ষিত ও গচ্ছিত ইলহামী জ্ঞানই নিজ স্বভাবে মানুষের হেদায়েতের জন্য যথেষ্ট নয়, তাকে পুরোপুরিভাবে বুঝতে না পারার দরুন মানুষ ভালো ও মন্দ পর্যায়ে ভুল দর্শন ও মানদণ্ড নিরূপণ করে পথভ্রষ্ট হয়। এ কারণে আল্লাহ তা'আলা এ স্বভাবজ্জাত ইলহামের সাহায্যের জন্য নবী-রাসূলগণের মাধ্যমে সুস্পষ্ট ওহী নাজিল করেছেন। তাঁরা পাপ-পুণ্য, ভালো-মন্দকে লোকদের সম্মুখে স্পষ্ট করে তুলে ধরবেন। দুনিয়াতে নবী রাসূলগণকে পাঠানোর এটাই মূল উদ্দেশ্য। ছামূদ জাতির নিকট হযরত সালেহ (আ.)-কে এ ধরনেরই একজন নবী করে পাঠানো হয়েছিল। কিন্তু সে জাতি ও জনগণ নিজেদের নফসের দোষযুক্ত ভাবধারায় ডুবে গিয়ে এমনভাবে বিদ্রোহী হয়ে উঠেছিল যে, তারা এ নবীকে সত্য বলে মানল না। তাদের দাবি অনুযায়ী একটি উষ্ট্রীকে যখন তিনি মু'জিযারূপে তাদের সম্মুখে পেশ করলেন, তখন তাদেরকে সতর্ক করা সত্ত্বেও উক্ত জাতির দুষ্টতম ব্যক্তি জাতির ইচ্ছানুযায়ী তাকে হত্যা করে দিল। তারই ফলে শেষ পর্যন্ত গোটা জাতিকে ধ্বংস করে দেওয়া হলো।

ছামুদ জাতির দুষ্ট প্রকৃতির লোকেরা হযরত সালেহ (আ.)-এর জন্য যে অবস্থার সৃষ্টি করেছিল, মক্কায় তখন ঠিক অনুরূপ অবস্থায়ই উদ্ভব হয়েছিল। এ কারণে সে অবস্থায় এ কাহিনী শুনানো স্বতঃই মক্কাবাসীকে একথা বুঝনোর জন্য যথেষ্ট ছিল যে, ছামুদ জাতির এ ঐতিহাসিক দৃষ্টান্ত তাদের উপর পুরোপুরি মিলে যাচ্ছে।

এই সূরার শুরুতে সাতটি বস্তুর শপথ করা হয়েছে এবং প্রত্যেকটির সাথে তার পরিপূর্ণ অবস্থা বোঝানোর উদ্দেশ্যে কিছু বিশেষণ যোগ করা হয়েছে। প্রথম শপথ وَالشَّمْسِ وَضُحٰهَا এখানে ضُحٰى শব্দটি অর্থগতভাবে شَمْس -এর বিশেষণ। অর্থাৎ শপথ সূর্যের যখন তা উর্ধ্বগগনে থাকে। সূর্য উদয়ের পর যখন কিছু উর্ধ্বে উঠে যায় এবং পৃথিবীতে তার কিরণ ছড়িয়ে পড়ে, সে সময়কে ضُحٰى বলা হয়। তখন সূর্য কাছেই দৃষ্টিগোচর হয় এবং তোমন প্রখরতা না থাকার কারণে তা পূর্ণরূপে দেখাও যায়।

দ্বিতীয় শপথ وَالْقَمَرِ اِذَا تَلٰهَا –অর্থাৎ চন্দ্রের শপথ যখন তা সূর্যের পেছনে আসে এবং এর এক অর্থ এই যে, যখন চন্দ্র সূর্যাস্তের পরেই উদিত হয়। মাসের মধ্যভাগে এরূপ হয়। তখন চন্দ্র প্রায় পরিপূর্ণ অবস্থায় থাকে। পেছনে আসার এরূপ অর্থও হতে পারে যে, কিছুটা উর্ধ্বগগনে থাকার সময় সূর্য যেমন পুরোপুরি দৃষ্টিগোচর হয়, তেমনি পরিপূর্ণ হওয়ার ব্যাপারে চন্দ্র সূর্যের অনুগামী হয়। তৃতীয় শপথ وَالنَّهَارِ اِذَا جَلّٰهَا এখানে جَلّٰهَا -এর সর্বনাম দ্বারা পৃথিবী অথবা দুনিয়াও বোঝানো যেতে পারে। অর্থাৎ শপথ দিবসের দুনিয়া অথবা পৃথিবীর- যাকে দিন আলোকিত করে। এতেও ইঙ্গিত আছে যে, পূর্ণরূপে আলোকিত দিবসের শপথ করা হয়েছে। কিন্তু বাক্যের বাহ্যিক অবস্থা এই যে, এখানে সর্বনাম দ্বারা সূর্য বোঝানো হয়েছে। অর্থ এই যে, শপথ দিবসের, যখন সে সূর্যকে আলোকিত করে। অর্থাৎ যখন দিন শুরু হওয়ার কারণে সূর্য উজ্জ্বল দৃষ্টিগোচর হয়।

চতুর্থ শপথ وَالَّيْلِ اِذَا يَغْشٰهَا –অর্থাৎ শপথ রাত্রির যখন সে সূর্যকে আচ্ছাদিত করে। মানে সূর্যের কিরণকে ঢেকে দেয়।

https://e-ilm.weebly.com/

পঞ্চম শপথ وَالسَّمَاءِ وَمَا بَنٰهَا –এখানে مَا অব্যয়কে مَصْدَرِيَّةٌ ধরে এই অর্থ নেওয়া সুস্পষ্ট যে, সে শপথ আকাশের ও তা নির্মাণের। কুরআনের অন্য এক আয়াতে এর নজির আছে بِمَا غَفَرَلِيْ رَبِّيْ এমনিভাবে ষষ্ঠ শপথ وَالْاَرْضِ وَمَا طَحٰهَا বাক্যের অর্থ এরূপ হবে যে, শপথ পৃথিবীর ও তাকে বিস্তৃত করার। এখানে আকাশের সাথে নির্মাণের এবং পৃথিবীর সাথে বিস্তৃত করার উল্লেখও এতদুভয়ের পরিপূর্ণ অবস্থা বোঝানোর জন্য। এই তাফসীর হযরত কাতাদাহ্ (রা.) প্রমুখ তাফসীরবিদ থেকে বর্ণিত আছে। কাশশাফ, বায়যাবী ও কুরতুবী একেই পছন্দ করেছেন। কোনো কোনো তাফসীরবিদ এস্থলে مَا অব্যয়কে مَنْ -এর অর্থে ধরে এর দ্বারা আল্লাহ তা'আলার সত্তা বুঝিয়েছেন। কাজেই উপরিউক্ত বাক্যদ্বয়ের অর্থ হবে শপথ আকাশের ও তাঁর, যিনি একে নির্মাণ করেছেন। শপথ পৃথিবীর ও তাঁর, যিনি একে বিস্তৃত করেছেন। কিন্তু এখানে সবগুলো শপথই সৃষ্টবস্তুর শপথ। মাঝখানে স্রষ্টার শপথ এসে যাওয়া ধারাবাহিকতার খেলাফ মনে হয়। প্রথমোক্ত তাফসীর অনুযায়ী এ আপত্তিও দেখা দেয় না যে, সৃষ্টবস্তুর শপথ স্রষ্টার শপথের অগ্রে বর্ণিত হলো কেন?

সপ্তম শপথ : وَنَفْسٍ وَّمَا سَوّٰهَا এখানে দু'রকম অর্থ হতে পারে– এক. শপথ মানুষের প্রাণের এবং তাকে সুবিন্যস্ত করার এবং দুই. শপথ নফসের এবং তাঁর যিনি সেটাকে সুবিন্যস্ত করেছেন।

فَاَلْهَمَهَا فُجُوْرَهَا وَتَقْوٰهَا : اَلْهَمَ -এর অর্থ নিক্ষেপ করা এবং فُجُوْر শব্দের অর্থ প্রকাশ্য গোনাহ্। এই বাক্য সপ্তম শপথের সাথে সম্পৃক্ত। অর্থাৎ আল্লাহ তা'আলা মানুষের নফস সৃষ্টি করেছেন, অতঃপর অন্তরে অসৎ কর্ম ও সৎ কর্ম উভয়ের প্রেরণা জাগ্রত করেছেন। উদ্দেশ্য এই যে, মানব সৃষ্টিতে আল্লাহ তা'আলা গোনাহ্ ও ইবাদত উভয় কর্মের যোগ্যতা রেখেছেন, অতঃপর তাকে বিশেষ এক প্রকার ক্ষমতা দিয়েছেন, যাতে সে স্বেচ্ছায় গোনাহের পথ অবলম্বন করে অথবা ইবাদতের পথ। যখন সে নিজ ইচ্ছায় ও ক্ষমতায় এতদুভয়ের মধ্য থেকে কোনো এক পথ অবলম্বন করে, তখন এই ইচ্ছা ও ক্ষমতার ভিত্তিতেই সে ছওয়াব অথবা আজাবের যোগ্য হয়। এই তাফসীর অনুযায়ী এরূপ প্রশ্ন তোলার অবকাশ নেই যে, মানুষের সৃষ্টির মধ্যেই যখন পাপ ও ইবাদত নিহিত আছে, তখন সে তা করতে বাধ্য। এর জন্য সে কোনো ছওয়াব অথবা আজাবের যোগ্য হবে না। একটি হাদীস থেকে এই তাফসীর গৃহীত হয়েছে। সহীহ্ মুসলিমে আছে যে, তাফসীর সম্পর্কিত এক প্রশ্নের জবাবে রাসূলুল্লাহ ﷺ আলোচ্য আয়াত তেলাওয়াত করেন। এ থেকে বোঝা যায় যে, আল্লাহ তা'আলা মানুষের মধ্যে গোনাহ্ ও ইবাদতের যোগ্যতা গচ্ছিত রেখেছেন, কিন্তু তাকে কোনো একটি করতে বাধ্য করেন নি; বরং তাকে উভয়ের মধ্য থেকে যে কোনো একটি করার ক্ষমতা দান করেছেন।

হযরত আবূ হুরায়রা (রা.) ও ইবনে আব্বাস (রা.) বর্ণনা করেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ যখন এই আয়াত তেলাওয়াত করতেন, তখন উচ্চৈঃস্বরে নিম্নোক্ত দোয়া পাঠ করতেন :

اَللّٰهُمَّ اٰتِ نَفْسِيْ تَقْوٰهَا اَنْتَ وَلِيُّهَا وَمَوْلَاهَا وَاَنْتَ خَيْرُ مَنْ زَكّٰهَا অর্থাৎ হে আল্লাহ আমাকে তাকওয়ার তাওফীক দান কর, তুমিই আমার মুরুব্বী ও পৃষ্ঠপোষক।

সপ্তম শপথের পর জবাবে বলা হয়েছে : قَدْ اَفْلَحَ مَنْ زَكّٰهَا وَقَدْ خَابَ مَنْ دَسّٰهَا অর্থাৎ সে ব্যক্তি সফলকাম, যে নিজের নফসকে শুদ্ধ করে। تَزْكِيَة শব্দের প্রকৃত অর্থ অভ্যন্তরীণ শুদ্ধতা। অর্থাৎ যে ব্যক্তি আল্লাহর আনুগত্য করে বাহ্যিক ও অভ্যন্তরীণ পবিত্রতা অর্জন করে, সে সফলকাম। পক্ষান্তরে সে ব্যক্তি ব্যর্থ যে নিজের নফসকে পাপের পঙ্কিলে নিমজ্জিত করে দেয়। دَسٌّ -এর অর্থ মাটিতে প্রোথিত করা; যেমন এক আয়াতে আছে : اَمْ يَدُسُّهٗ فِى التُّرَابِ কোনো কোনো তাফসীরবিদ এ আয়াতের অর্থ করেছেন, সে ব্যক্তি সফলকাম হয়; যাকে আল্লাহ শুদ্ধ করেন এবং সে ব্যক্তি ব্যর্থ, যাকে আল্লাহ তা'আলা গোনাহে ডুবিয়ে দেন। এ আয়াত সমগ্র মানবকে দু'ভাগে বিভক্ত করে দিয়েছে, সফলকাম ও ব্যর্থ। অতঃপর দ্বিতীয় প্রকার মানুষের একটি ঘটনা দৃষ্টান্তস্বরূপ উল্লেখ করে তাদের অশুভ পরিণতি সম্পর্কে সতর্ক করা হয়েছে। ছামূদ গোত্রের ঘটনার প্রতি সংক্ষেপে ইঙ্গিত করে তাদের এই শাস্তি বর্ণনা করা হয়েছে :

فَدَمْدَمَ عَلَيْهِمْ رَبُّهُمْ بِذَنْبِهِمْ فَسَوّٰهَا : دَمْدَمَ শব্দ এমন কঠোর শাস্তির ক্ষেত্রে প্রয়োগ করা হয়, যা বারবার কোনো ব্যক্তি অথবা জাতির উপর পতিত হয়ে তাকে সম্পূর্ণ নাস্তানাবুদ করে দেয়। سَوّٰهَا -এর উদ্দেশ্য এই যে, এ আজাব জাতির আবাল-বৃদ্ধ বণিতা সবাইকে বেষ্টন করে নেয়। وَلَا يَخَافُ عُقْبٰهَا অর্থাৎ আল্লাহ তা'আলার শাস্তিদান ও কোনো জাতিকে নির্মূল করে দেওয়ার ব্যাপারকে দুনিয়ার ব্যাপারের মতো মনে করো না। দুনিয়াতে কোনো রাজাধিরাজ ও প্রবল পরাক্রান্ত শাসকও কোনো জাতির বিরুদ্ধে ধ্বংসাভিযান পরিচালনা করলে সে জাতির অবশিষ্ট লোক অথবা তাদের সমর্থকদের প্রতিশোধমূলক কার্যক্রম ও গণবিদ্রোহের আশঙ্কা করতে থাকে। এখানে যারা অপরকে হত্যা করে, তারা নিজেরাও হত্যার আশঙ্কা দ্বারা পরিবেষ্টিত থাকে। যারা অপরকে আক্রমণ করে তারা নিজেরাও আক্রান্ত হওয়ার ভয় রাখে। কিন্তু আল্লাহ তা'আলা এরূপ নন। কারও পক্ষ থেকে কোনো সময় তাঁর কোনো বিপদশঙ্কা নেই।

https://e-ilm.weebly.com/

শব্দ বিশ্লেষণ :

شَمْسٌ : অর্থ– সূর্যকেও বলা হয় আবার দুপুরের তাপকেও বলা হয়। বহুবচন شُمُوْسٌ আসে।

ضُحٰى : অর্থ– চাশতের সময়, সকাল বেলা, পূর্বাহ্নের প্রথম প্রহর, সূর্যকিরণ ছড়ানো। আল্লামা ইবনে খালুভিয়্যা বলেন, ضُحٰى ইসমে মাকছুরা। যেমন هُدٰى শব্দটি ইসমে মাকসূরাহ অর্থাৎ ضُحٰى শব্দটি মুয়ান্নাছ। এর তাসগীর ضُحَيَّةٌ আসে। তবে উত্তম হলো, এর তাসগীর ضُحٰى অর্থাৎ تاء ব্যতীত আসা। যাতে তার তাসগীর ضُحَوْةٌ-এর তাসগীরের সাথে মিলে না যায়।

اَلْقَمَرِ : একবচন। বহুবচন اَقْمَارٌ তৃতীয় তারিখ থেকে মাসের শেষ পর্যন্ত চাঁদকে قَمَرٌ বলা হয়। قُمَرَاءُ চাঁদনী (রাত)। قَمَرٌ জুয়া খেলা, বাজি ধরা। বাবে– نَصَرَ ـ ضَرَبَ সম্ভবতঃ চাঁদের আলো তারকারাজির আলোর উপর প্রাধান্য পায় বলে قَمَرٌ কে এ নামে নামকরণ করা হয়েছে।

تَلٰهَا : সীগাহ واحد مذكر غائب বহছ ماضى معروف বাব نَصَرَ মাসদার تَلْوٌ মূলবর্ণ (ت ـ ل ـ و) জিনস ناقص واوى অর্থ– (আর শপথ চাঁদের! যখন) তা সূর্যের পশ্চাতে আসে।

جَلّٰهَا : সীগাহ واحد مذكر غائب বহছ ماضى معروف বাব تَفْعِيْل মাসদার تَجْلِيَةٌ মূলবর্ণ (ج ـ ل ـ و) জিনস ناقص واوى অর্থ– তাকে ভালোরূপে আলোকিত করে। আবৃত করে।

بَنٰهَا : সীগাহ واحد مذكر غائب বহছ ماضى معروف বাব ضَرَبَ মাসদার بِنَاءٌ মূলবর্ণ (ب ـ ن ـ ى) জিনস ناقص يائى অর্থ– এটাকে নির্মাণ করেছেন, বানিয়েছেন।

طَحٰهَا : সীগাহ واحد مذكر غائب বহছ ماضى معروف বাব فَتَحَ মাসদার طَحْىٌ মূলবর্ণ (ط ـ ح ـ ى) জিনস ناقص يائى অর্থ– এটাকে বিছিয়েছেন, ছড়িয়েছেন।

سَوّٰهَا : সীগাহ واحد مذكر غائب বহছ ماضى معروف বাব تَفْعِيْل মাসদার تَسْوِيَةٌ মূলবর্ণ (س ـ و ـ ى) জিনস لفيف مقرون অর্থ– যথাযথভাবে সৃষ্টি করেছেন, সমান করে দিয়েছেন।

اِنْبَعَثَ : সীগাহ واحد مذكر غائب বহছ ماضى معروف বাব اِنْفِعَالٌ মাসদার اِنْبِعَاثٌ মূলবর্ণ (ب ـ ع ـ ث) জিনস صحيح অর্থ– সে উঠে দাড়াল।

اَشْقٰهَا : اشقى সীগাহ واحد مذكر বহছ اسم تفضيل বাব سَمِعَ মাসদার شَقَاءٌ মূলবর্ণ (ش ـ ق ـ و) জিনস ناقص واوى অর্থ– সর্বাপেক্ষা হতভাগ্য ব্যক্তি।

سُقْيٰهَا : ইসম। سَقْىٌ হতে নির্গত। অর্থ– তাকে পানি পান করানো। এর বহুবচন سُقْيَاتٌ আসে। যেমন, حُبْلٰى-এর বহুবচন حُبْلَيَاتٌ আসে।

عُقْبٰهَا : অর্থ– তার পরিণাম, পরিণতি, তার বদলা, তার ফলাফল। আল্লামা আবুল হাসান উন্দুলসী (র.) البحر المحيط গ্রন্থে লিখেন, اَلْعُقْبٰى خَاتِمَةُ الشَّيْءِ وَمَا يَجِيْئُ مِنَ الْاُمُوْرِ عَلٰى عَقِبِهٖ তথা عقبى-এর অর্থ, কোনো জিনিসের পরিণাম এবং যে কথা কোনো কিছুর পরে উঠে আসে। কাযী ছানাউল্লাহ (র.) বলেন অর্থ, কাজের প্রতিদান বা বিনিময়। তবে عُقْبٰى-এর ব্যবহার ছওয়াব ও নেকীর উত্তম প্রতিদানের সাথে নির্দিষ্ট। যেমন عِقَابٌ، عُقُوْبَةٌ-এর ব্যবহার আজাব ও মন্দতা কঠিন শাস্তির সাথে নির্দিষ্ট। আয়াতে عقبى-এর ব্যবহার ছওয়াবের জন্য হয়নি।

বাক্য বিশ্লেষণ :

وَالشَّمْسِ وَضُحٰهَا وَالْقَمَرِ اِذَا تَلٰهَا : এখানে واو টি হরফে কসম ও হরফে জার। আর اَلشَّمْسِ হলো মাজরূর। এখন জার ও মাজরূর মিলে উহ্য ফেলের সাথে متعلق হয়েছে। আর ضُحٰهَا টা اَلشَّمْسِ-এর উপর আতফ হয়েছে। وَالْقَمَرِ টাও আতফ হয়েছে। আর اذا টা শুধুমাত্র ظرفية এর জন্য হয়েছেন। যা উহ্য কসমের ফে'লের সাথে متعلق হয়েছে। –[ই'রাবুল কুরআন ৮ম খণ্ড; পৃ. ৩২৯]

https://e-ilm.weebly.com/

سُوْرَةُ الَّيْلِ مَكِّيَّةٌ

সূরা লায়ল

মক্কায় অবতীর্ণ; আয়াত– ২১, রুকূ‘– ১

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ○

পরম করুণাময়, দয়ালু আল্লাহর নামে শুরু করছি ।

১. শপথ রজনীর, যখন তা [সূর্যকে] আচ্ছন্ন করে ফেলে ।	وَالَّيْلِ اِذَا يَغْشٰى ۙ﴿۱﴾
২. আর দিবসের, যখন তা আলোকিত হয়ে পড়ে ।	وَالنَّهَارِ اِذَا تَجَلّٰى ۙ﴿۲﴾
৩. আর তার, যিনি নর ও মাদীকে সৃষ্টি করেছেন ।	وَمَا خَلَقَ الذَّكَرَ وَالْاُنْثٰٓى ۙ﴿۳﴾
৪. নিশ্চয় তোমাদের কর্মপ্রচেষ্টা বিভিন্নমুখী ।	اِنَّ سَعْيَكُمْ لَشَتّٰى ؕ﴿۴﴾
৫. অনন্তর যে [আল্লাহর রাস্তায়] দান করেছে এবং আল্লাহকে ভয় করেছে ।	فَاَمَّا مَنْ اَعْطٰى وَاتَّقٰى ۙ﴿۵﴾
৬. আর ভালো কথাকে [ইসলাম ধর্মকে] সত্য বলে বুঝেছে ।	وَصَدَّقَ بِالْحُسْنٰى ۙ﴿۶﴾
৭. তবে আমি তার জন্য সুগম করে দিব সহজ পথ ।	فَسَنُيَسِّرُهٗ لِلْيُسْرٰى ؕ﴿۷﴾
৮. আর যে কার্পণ্য করেছে এবং নিজেকে স্বয়ংসম্পূর্ণ মনে করেছে ।	وَاَمَّا مَنْۢ بَخِلَ وَاسْتَغْنٰى ۙ﴿۸﴾

শাব্দিক অনুবাদ :

১. وَالَّيْلِ শপথ রাত্রির اِذَا يَغْشٰى যখন তা (সূর্যকে) আচ্ছন্ন করে ফেলে ।

২. وَالنَّهَارِ আর দিবসের اِذَا تَجَلّٰى যখন তা আলোকিত হয়ে পড়ে ।

৩. وَمَا خَلَقَ আর তাঁর যিনি সৃষ্টি করেছেন الذَّكَرَ وَالْاُنْثٰى নর ও মাদীকে ।

৪. اِنَّ سَعْيَكُمْ নিশ্চয় তোমাদের প্রচেষ্টা لَشَتّٰى বিভিন্নমুখী ।

৫. فَاَمَّا مَنْ اَعْطٰى অনন্তর যে দান করেছে وَاتَّقٰى এবং আল্লাহকে ভয় করেছে ।

৬. وَصَدَّقَ আর সত্য বলে বুঝেছে بِالْحُسْنٰى ভালো কথাকে ।

৭. فَسَنُيَسِّرُهٗ তবে আমি তার জন্য সুগম করে দিব لِلْيُسْرٰى সহজ পথ ।

৮. وَاَمَّا مَنْ بَخِلَ আর যে কার্পণ্য করেছে وَاسْتَغْنٰى এবং নিজেকে স্বয়ং সম্পূর্ণ মনে করেছে ।

https://e-ilm.weebly.com/

৯. আর ভালো কথাকে [সত্য ধর্মকে] অবিশ্বাস করেছে।	وَكَذَّبَ بِالْحُسْنٰى ﴿٩﴾
১০. তবে আমি তাকে ক্লেশদায়ক বস্তু [দোজখ]-এর জন্য আসবাব প্রদান করব।	فَسَنُيَسِّرُهٗ لِلْعُسْرٰى ﴿١٠﴾
১১. আর তার ধন সম্পদ তার কোনো কাজে আসবে না, যখন সে [দোজখে] অধঃপতিত হবে।	وَمَا يُغْنِيْ عَنْهُ مَالُهٗۤ اِذَا تَرَدّٰى ﴿١١﴾
১২. বাস্তবিকই আমার জিম্মায় শুধু পথ দেখিয়ে দেওয়া।	اِنَّ عَلَيْنَا لَلْهُدٰى ﴿١٢﴾
১৩. আর আমারই আয়ত্তে রয়েছে পরকাল এবং ইহকাল।	وَاِنَّ لَنَا لَلْاٰخِرَةَ وَالْاُوْلٰى ﴿١٣﴾
১৪. অনন্তর আমি তোমাদেরকে এক প্রজ্বলিত অগ্নির ভয় প্রদর্শন করছি।	فَاَنْذَرْتُكُمْ نَارًا تَلَظّٰى ﴿١٤﴾
১৫. তাতে কেবল সে হতভাগ্যই প্রবেশ করবে।	لَا يَصْلٰىهَاۤ اِلَّا الْاَشْقَى ﴿١٥﴾
১৬. যে [সত্য ধর্মকে] অবিশ্বাস করেছে এবং [তা হতে] মুখ ফিরিয়ে রয়েছে।	الَّذِيْ كَذَّبَ وَتَوَلّٰى ﴿١٦﴾
১৭. আর তা হতে এমন ব্যক্তিকে দূরে রাখা হবে, যে অত্যন্ত পরহেজগার।	وَسَيُجَنَّبُهَا الْاَتْقَى ﴿١٧﴾
১৮. যে স্বীয় ধন সম্পদ [শুধু] এই উদ্দেশ্যে দান করে যেন সে পবিত্র হয় [অর্থাৎ শুধু আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভই তার উদ্দেশ্য]।	الَّذِيْ يُؤْتِيْ مَالَهٗ يَتَزَكّٰى ﴿١٨﴾

শাব্দিক অনুবাদ :

৯. وَكَذَّبَ আর অবিশ্বাস করেছে بِالْحُسْنٰى ভালো কথাকে।

১০. فَسَنُيَسِّرُهٗ তবে আমি তাকে প্রদান করব لِلْعُسْرٰى ক্লেশদায়ক বস্তু (দোজখ) এর জন্য আসবাব।

১১. وَمَا يُغْنِيْ عَنْهُ مَالُهٗ আর তার ধন-সম্পদ তার কোনো কাজে আসবে না اِذَا تَرَدّٰى যখন সে [দোজখে] অধঃপতিত হবে।

১২. اِنَّ عَلَيْنَا বাস্তবিক আমার জিম্মায় শুধু لَلْهُدٰى পথ দেখিয়ে দেওয়া।

১৩. وَاِنَّ لَنَا আর আমারই আয়ত্তে রয়েছে لَلْاٰخِرَةَ পরকাল وَالْاُوْلٰى এবং ইহকাল।

১৪. فَاَنْذَرْتُكُمْ অনন্তর আমি তোমাদেরকে ভয় প্রদর্শন করছি نَارًا تَلَظّٰى এক প্রজ্বলিত অগ্নির।

১৫. لَا يَصْلٰىهَاۤ اِلَّا তাতে কেবল প্রবেশ করবে الْاَشْقَى সেই হতভাগ্যই।

১৬. الَّذِيْ كَذَّبَ যে অবিশ্বাস করেছে وَتَوَلّٰى এবং মুখ ফিরিয়ে রয়েছে।

১৭. وَسَيُجَنَّبُهَا আর তা হতে এমন ব্যক্তিকে দূরে রাখা হবে الْاَتْقَى যে অত্যন্ত পরহেজগার।

১৮. الَّذِيْ يُؤْتِيْ مَالَهٗ যে স্বীয় ধন-সম্পদ (শুধু) এই উদ্দেশ্যেই দান করে يَتَزَكّٰى যেন সে পবিত্র হয়।

https://e-ilm.weebly.com/

১৯. আর তার জিম্মায় কারো কোনো ইহসান [অনুগ্রহ] ছিল না যে, তার প্রতিদান দিতে হয়।	وَمَا لِاَحَدٍ عِنْدَهٗ مِنْ نِّعْمَةٍ تُجْزٰٓى ﴿١٩﴾
২০. কেবল তার মহোন্নত প্রতিপালকের সন্তুষ্টি সাধন ব্যতীত।	اِلَّا ابْتِغَآءَ وَجْهِ رَبِّهِ الْاَعْلٰى ﴿٢٠﴾
২১. আর এই ব্যক্তি সত্বরই সন্তুষ্ট হয়ে যাবে।	وَلَسَوْفَ يَرْضٰى ﴿٢١﴾

শাব্দিক অনুবাদ :

১৯. وَمَا لِاَحَدٍ عِنْدَهٗ আর তার জিম্মায় ছিলনা কারো مِنْ نِّعْمَةٍ কোনো ইহসান যে تُجْزٰٓى তার প্রতিদান দিতে হয়।
২০. اِلَّا ابْتِغَآءَ وَجْهِ কেবল সন্তুষ্টি সাধন ব্যতীত رَبِّهِ الْاَعْلٰى তার মহোন্নত প্রতিপালকের।
২১. وَلَسَوْفَ يَرْضٰى আর এই ব্যক্তি সত্বরই সন্তুষ্ট হয়ে যাবে।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

সূরাটির নামকরণের কারণ ঃ অত্র সূরার প্রথম শব্দ اَللَّيْلِ -কে কেন্দ্র করে অত্র সূরার নামকরণ করা হয়েছে। এতে ২১টি আয়াত, ৭১টি বাক্য এবং ৩২০টি অক্ষর রয়েছে।

অবতীর্ণ হওয়ার সময়কাল ঃ অত্র সূরা ও এর পূর্ববর্তী সূরার বিষয়বস্তু প্রায় এক ও অভিন্ন। এটা হতে বুঝা যায় যে, পূর্ববর্তী সূরার ন্যায় এ সূরাও মাক্কী জীবনের প্রথম দিকে অবতীর্ণ হয়েছে।

সূরাটির বিষয়বস্তু ও মূলবক্তব্য : মানব জীবনের দু'টি ভিন্ন ভিন্ন পথের পারস্পরিক পার্থক্য এবং তার পরিণাম ও ফলাফলের তারতম্য বর্ণনা করাই এ সূরার বিষয়বস্তু।

এর মূলবক্তব্য দু'টি ভাগে বিভক্ত। শুরু হতে ১১ নং আয়াত পর্যন্ত তার প্রথম ভাগ। এ অংশে বলা হয়েছে, মানবজাতির ব্যক্তি, জাতি ও দলসমূহ দুনিয়াতে যে শ্রম ও চেষ্টা-প্রচেষ্টা করছে, তা স্বীয় নৈতিকতার দিক দিয়ে ঠিক তেমনি পরস্পর বিরোধী। যেমন পরস্পর বিরোধী দিন ও রাত এবং পুরুষ জীব ও স্ত্রী জীব। এরপর দু'প্রকারের নৈতিক বিশেষত্বের উল্লেখ করা হয়েছে। প্রথম প্রকারের নৈতিক বিশেষত্বসমূহ এই- দান-সদকা করা, আল্লাহভীতি ও পরহেজগারী অবলম্বন এবং ভালো ও কল্যাণকে, ভালো ও কল্যাণ বলে মেনে নেওয়া। অপর ধরনের বিশেষত্বসমূহ হচ্ছে কার্পণ্য ও বখিলী, আল্লাহর সন্তোষ ও অসন্তোষ সম্পর্কে নির্ভীক হওয়া, ভালো কথাকে মিথ্যা অভিহিত করে অমান্য করা। ফলে বলা হয়েছে যে, এ বিশেষত্বসমূহ নিজস্ব দিক দিয়ে যতটা পরস্পর বিরোধী, এদের ফলাফল অবলম্বনকারীরা দুনিয়া ও আখেরাতের সাফল্য লাভ করবে। তাদের জন্য ভালো ও কল্যাণকর কাজগুলোকে সহজ করে দেওয়া হবে। পক্ষান্তরে দ্বিতীয় কর্মনীতি গ্রহণকারীদের জন্য ভালো কাজ কঠিন ও মন্দ কাজ সহজ হবে। পরিশেষে বলা হয়েছে, দুনিয়ার এ সম্পদ যা অর্জনের জন্য মানুষ প্রাণ দিতেও প্রস্তুত, তা তার মালিকের সাথে কবরে তো যাবে না। তাহলে মৃত্যুর পর তা মালিকের কোন কাজে আসবে?

দ্বিতীয় অংশেও সংক্ষেপে তিনটি মৌলনীতি পেশ করা হয়েছে। প্রথমত আল্লাহ মানুষকে দুনিয়ার এ পরীক্ষা ক্ষেত্রে অজ্ঞ ও অনবহিত করে ছেড়ে দেননি। জীবনের বিভিন্ন পথের মধ্যে ঠিক কোন পথটি সুষ্ঠু ও সঠিক তা মানুষকে ভালোভাবে জানিয়ে বুঝিয়ে দেওয়ার দায়িত্ব তিনি নিজের উপর গ্রহণ করেছেন।

দ্বিতীয় মৌলতত্ত্বে এই বলা হয়েছে যে, দুনিয়া ও আখেরাত উভয়ের নিরঙ্কুশ মালিক একমাত্র আল্লাহই। দুনিয়া পেতে চাইলে তারই নিকট হতে পেতে হবে। আর পরকাল চাইলে তার দাতাও সে আল্লাহ। এখন তুমি বান্দা তার নিকট কি চাইবে, তার ফয়সালার দায়িত্ব তোমার নিজের।

তৃতীয়ত বলা হয়েছে, রাসূল ও কিতাবের সাহায্যে যে কল্যাণ বিধান পেশ করা হয়েছে তা যে হতভাগ্য ব্যক্তি মিথ্যা মনে করে, অমান্য ও অস্বীকার করবে তার জন্য জ্বলন্ত অগ্নিকুণ্ডলি প্রস্তুত হয়ে আছে। অপরদিকে যে আল্লাহভীরু ব্যক্তি ঈমান এনে সৎকর্মে আত্মনিয়োগ করবে, আল্লাহ তার উপর রাজি-খুশি হবেন এবং সেও আল্লাহর দান পেয়ে সন্তুষ্ট হয়ে যাবে।

https://e-ilm.weebly.com/

সূরাটির শানে নুযূল ঃ সূরাটি মক্কা শরীফে অবতীর্ণ হয়েছে। তার আয়াতসমূহের অভিব্যক্তি সাধারণ হলেও বহু বিশিষ্ট তাফসীরকারের মতে হযরত আবূ বকর সিদ্দীক (রা.) এবং উমাইয়া ইবনে খালাফ নামক জনৈক ধর্মদ্রোহী সম্বন্ধে এ সূরা নাজিল হয়েছে। আরবের মধ্যে তারা উভয়েই ধনবান ও নেতৃস্থানীয় ছিল; কিন্তু উভয়ের মধ্যে চরিত্র, ধর্ম বিশ্বাস ও কার্যকলাপে বিরাট পার্থক্য ছিল। হযরত আবূ বকর (রা.) তাঁর সমস্ত অর্থ ইসলামের উন্নতি ও কল্যাণে, রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সাহায্যে এবং মুসলমানের উপকার এবং বিভিন্নরূপ সৎকার্যে ব্যয় করেছেন। পক্ষান্তরে উমাইয়া তার সঞ্চিত অর্থরাশি এক কপর্দকও কোনোরূপ সৎকার্যে ব্যয় করেনি। অধিকন্তু উমাইয়া ভয়ানক ইসলাম বিদ্বেষী ছিল এবং ইসলাম গ্রহণের কারণে সে তার কৃতদাস হযরত বেলাল (রা.)-এর উপর ভীষণ অত্যাচার করত। হযরত আবূ বকর (রা.) এ সংবাদ শ্রবণে দশ সহস্রাধিক স্বর্ণ মুদ্রা ও নিজ কৃতদাস নিসতাস রূমীর বিনিময়ে হযরত বেলালকে উমাইয়ার নিকট হতে ক্রয় করে তাঁকে মুক্ত করে দিয়েছেন। হযরত সিদ্দীক (রা.) আরও কতিপয় নওমুসলিম দাস-দাসীকে বহু স্বর্ণ ও রৌপ্য মুদ্রার বিনিময়ে ক্রয় করে অত্যাচারী কাফেরদের কবল হতে মুক্ত করেছেন। তিনি তাঁর সঞ্চিত চল্লিশ সহস্র দিরহাম রাসূলুল্লাহ ﷺ ও সমস্ত মুসলমানদের হিতার্থে ব্যয় করেছেন। চৌত্রিশ হাজার দিরহাম মক্কায় তেরো বছর যাবৎ মুসলমানদের হিতার্থে ব্যয় করেছেন। অবশিষ্ট ছয় হাজার দিরহাম হিজরতের পথে এবং মদীনায় মসজিদে নববীর ভূমি ক্রয়ের জন্য ব্যয় করেছেন। এভাবে ইসলাম ও ইসলামি উম্মাহর জন্য সর্বস্ব উৎসর্গ করে দিয়ে সম্পূর্ণ নিঃস্ব হয়েও তিনি কোনো দিন কারো নিকট সাহায্য ও প্রতিদান প্রার্থী হননি। একদা তিনি কম্বল জড়িয়ে বসেছিলেন। হযরত জিবরাঈল (আ.) রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর নিকট হাজির হয়ে বললেন, "হে আল্লাহর নবী, এ কম্বল জড়ানো ফকির কে? যিনি নিজের সমস্ত সম্পদ আপনার জন্য ব্যয় করে নিঃস্ব হয়েছেন। আল্লাহ রাব্বুল ইজ্জত তাঁকে সালাম জানিয়েছেন। আর আল্লাহ তা'আলা জিজ্ঞাসা করেছেন, এ দরিদ্রাবস্থায় তিনি সন্তুষ্ট আছেন কিনা? এ সংবাদ রাসূলুল্লাহ ﷺ হযরত সিদ্দীক (রা.)-কে জানিয়েছেন। হযরত সিদ্দীক (রা.) এতক্ষণে জ্ঞান ফিরে পেলেন এবং ব্যতিব্যস্ত হয়ে বলতে লাগলেন, আমি তাতেও আল্লাহর উপর সন্তুষ্ট আছি, আমি আল্লাহর উপর রাজি আছি– এ সময়ই অত্র সূরাটি অবতীর্ণ হয়। –[আযীযী]

وَاللَّيْلِ إِذَا يَغْشَى [١] وَالنَّهَارِ إِذَا تَجَلَّى [٢] وَمَا خَلَقَ الذَّكَرَ وَالْأُنْثَى .... إِلَّا ابْتِغَاءَ وَجْهِ رَبِّهِ الْأَعْلَى [٢٠] وَلَسَوْفَ يَرْضَى.

শানে নযূল-১ : ইবনে আবী হাতেম হযরত ইবনে আব্বাস (রা.)-এর উদ্ধৃতি দিয়ে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেন, কোনো এক ব্যক্তির খেজুর গাছের বাগানে ছিল। তন্মধ্য হতে একটি গাছের শাখা পার্শ্ববর্তী এক সৎ ও হতদরিদ্র লোকের বাড়ির উপর ছিল। হতদরিদ্র লোকটির ছিল ছোট ছোট সন্তান-সন্ততি। গাছের মালিক যখন খেজুর আহরণ করতে আসত, তখন কোনো খেজুর পরে গেলে গরিব লোকটির সন্তান-সন্ততিরা কেউ তা তুলে নিত অথবা মুখে দিত, সে লোকটি গাছ থেকে নেমে যাদের হাতে খেজুর থাকত, তা ছিনিয়ে নিত এবং যারা মুখে দিয়ে দিত, তাদের মুখে আঙ্গুল দিয়ে তা বের করে নিয়ে আসত। সুতরাং সেই লোকটি যে বিপদের সম্মুখীন তা রাসূল ﷺ-এর নিকট গিয়ে সে বিপদ সম্পর্কে অভিযোগ করে। রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন, তুমি চলে যাও। অতঃপর তিনি খেজুর গাছের মালিকের নিকট গিয়ে বললেন যে, অমুকের বাড়ির উপর যে খেজুর গাছটি ঝুলে রয়েছে, সে গাছটি আমাকে দিয়ে দাও এর বিনিময়ে বেহেশতে একটি খেজুর গাছ পাবে। সে বলল, গাছটি আপনাকে দিয়ে দিতাম তবে এ গাছের খেজুর গুলো আমার নিকট অত্যন্ত পছন্দনীয়। আমার যদিও আরো অনেক খেজুর গাছ আছে, তবুও অন্যান্য গাছা অপেক্ষা এ গাছটির খেজুরই আমার নিকট অধিক প্রিয়। রাসূলুল্লাহ ﷺ এখান থেকে নিরাশ হয়ে ফিরে চললেন। এক ব্যক্তি আড়াল থেকে কথাগুলো শুনে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর নিকট গিয়ে বলল, আমি যদি অমুক খেজুর গাছটি আপনাকে দান করি, তা হলে অমুক ব্যক্তির সাথে প্রতিশ্রুত বেহেশতের খেজুর গাছটি এর বিনিময়ে আমাকে দেবেন কী? তিনি বললেন, হ্যাঁ দেব! অতঃপর সে ব্যক্তির ৪০ চল্লিশটি খেজুর গাছের বিনিময়ে সেই খেজুর গাছটি খরিদ করে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর খেদমতে গিয়ে বললেন, হে আল্লাহর রাসূল! অমুকের বাড়িতে ঝুলে পড়া খেজুর গাছটি আমার হয়েছে। আমি তা আপনাকে দিয়ে দিলাম। তখন হযরত রাসূলুল্লাহ ﷺ দরিদ্র সাহাবীর নিকট গিয়ে বললেন, আজ হতে গাছটি তোমার। তোমার সন্তান-সন্ততির মালিকাধীন এ গাছটি। হযরত ইকরিমা ও হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) বলেন, এ ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে আলোচ্য সূরা অবতীর্ণ হয়েছে।

https://e-ilm.weebly.com/

শানে নুযূল-২ ঃ আত্বা বলেন যে, হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) হতে বর্ণিত রয়েছে, আলোচ্য সূরা হযরত আবুদ্দাহদাহ (রা.) সম্পর্কে নাজিল হয়েছে। ঘটনা প্রবাহ হচ্ছে যে, কোন এক আনসারীর একটি খেজুর বৃক্ষ ছিল। সেই খেজুর বৃক্ষ হতে কাঁচা খেজুর তার পরশীর বাড়িতে পরত। তার সন্তান-সন্ততিরা সেই খেজুর কুড়িয়ে নিত। তখন সে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর নিকট অভিযোগ করল। অতঃপর নবী করীম ﷺ বললেন যে, সে বৃক্ষটি আমার নিকট বেহেশতের একটি খেজুর বৃক্ষের বিনিময়ে বিক্রি করে দেবে? তাতে সে অস্বীকৃতি জানাল। ফলে রাসূলুল্লাহ ﷺ বের হয়ে আসলেন। পথিমধ্যে আবুদ্দাহদাহ (রা.)-এর সাথে সাক্ষাৎ হলে তিনি বললেন, তুমি বেহেশতের খেজুর বৃক্ষের বিনিময়ে তা খরিদ করে দেবে কী? আবুদ্দাহদাহ বললেন, বেহেশতের খেজুর বৃক্ষের বিনিময়ে আমার নিকট থেকে তা খরিদ করে নেবেন? রাসূল ﷺ বললেন, হ্যাঁ! আল্লাহর শপথ করে তার নিশ্চয়তা দিচ্ছি। আবুদ্দাহদাহ বললেন, হে আল্লাহর রাসূল! এ গাছটি আপনার! তখন রাসূলে আকরাম ﷺ সেই আনসারী পরাশীকে ডেকে এনে বললেন, এ বৃক্ষটির দায়িত্ব গ্রহণ কর। তখন সেই পরিপ্রেক্ষিতে আলোচ্য সূরাটি নাজিল হয়েছে। –[কুরতুবী ৮১/২০]

إِنَّ سَعْيَكُمْ لَشَتَّى [٤]

শানে নুযূল : বর্ণিত রয়েছে যে, হযরত আবূ বকর সিদ্দীক (রা.) উমাইয়্যা ও উবাই বিন খালাফ এর নিকট হতে হযরত বিলাল (রা.)-কে নিজ কম্বল ও দশটি মুদ্রার বিনিময়ে ক্রয় করে তাকে দাসত্ব জীবন হতে মুক্ত করেন। তখন সে পরিপ্রেক্ষিতে আলোচ্য আয়াত নাজিল হয়েছে। –[কুরতুবী ৮০/২০]

فَأَمَّا مَنْ أَعْطَى وَاتَّقَى [٥] وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَى [٦] فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَى [٧] وَأَمَّا مَنْ بَخِلَ وَاسْتَغْنَى [٨] وَكَذَّبَ بِالْحُسْنَى [٩] فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْعُسْرَى [١٠]

শানে নুযূল : ইবনে জারীর হযরত আবূ দারদা (রা.)-এর উদ্ধৃতি দিয়ে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেন, হযরত রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন, প্রতিদিনই যখন সূর্য অস্তমিত হয়, তখন আহ্বানকারী দু'জন ফেরেশতা আহ্বান করতে থাকে। তাদের আহ্বান জিন ও মানুষ ছাড়া আল্লাহ তা'আলার সকল সৃষ্টিই শুনতে পায়। তারা বলে থাকে اللهم اعط منفقا خلفا واعط ممسكا تلفا তখন আহ্বানকারী দু'জন ফেরেশতার আহ্বান করার পরিপ্রেক্ষিতে আল্লাহ তা'আলা আলোচ্য আয়াত নাজিল করেন। –[ইবনে কাছীর ৫১৯/৪, তাবারী ৬১৩/১২]

وَمَا لِأَحَدٍ عِنْدَهُ مِنْ نِعْمَةٍ تُجْزَى [١٩]

শানে নুযূল : আত্বা ও যাহহাক (র.) হযরত ইবনে আব্বাস (রা.)-এর উদ্ধৃতি দিয়ে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেন, মুশরিকরা হযরত বিলাল (রা.)-কে শাস্তি দিতেছিল, আর হযরত বিলাল (রা.) বলতে ছিলেন, আহাদ-আহাদ। এ মুহূর্তে হযরত নবী করীম ﷺ তার পাশ দিয়ে যাচ্ছিলেন। তখন তিনি বললেন, আহাদ অর্থাৎ আল্লাহই তোমাকে রক্ষা করবেন। অতঃপর তিনি হযরত আবূ বকর (রা.)-কে বললেন, হে আবূ বকর! বেলালকে আল্লাহর পথে শাস্তি দেওয়া হচ্ছে। হযরত আবূ বকর সিদ্দীক (রা.) রাসূললুল্লাহ ﷺ-এর মন্তব্যের উদ্দেশ্য অনুধাবন করে নিজ ঘরে চলে গেলেন। অতঃপর তিনি প্রায় আধাসের ওজনের স্বর্ণ সাথে নিয়ে উমাইয়্যা বিন খালফ এর নিকট গেলেন। তিনি উমাইয়্যাকে জিজ্ঞেস করলেন, বিলালকে আমার নিকট বিক্রি করবে কী? সে বলল, হ্যাঁ। সুতরাং তিনি তাকে খরিদ করে মুক্ত করে দিলেন। তখন মুশরিকরা বলেছিল যে, আবূ বকর তাকে মুক্ত করেছে তো নিজ শক্তি অর্জনের জন্যে। হযরত আবূ বকর সিদ্দীক (রা.) কর্তৃক বিলাল (রা.)-কে মুক্তিদান করা এবং কাফেরদের এ মন্তব্যের পরিপ্রেক্ষিতে আল্লাহ তা'আলা আলোচ্য আয়াত নাজিল করেনে।

فَأَمَّا مَنْ أَعْطَى وَاتَّقَى (٥)

শানে নুযূল : হযরত আবূ বকর (রা.)-এর পিতা কুহাফা একদা তাকে বলল, হে আবূ বকর! আমি লক্ষ্য করছি যে, তুমি নিতান্ত অসহায় ও কমজোর লোকদেরকে আজাদ করে থাক। তা না করে তুমি যদি শক্তিশালী লোকদের আজাদ করতে তাহলে দুঃসময়ে সে তোমার কাজে আসত। তখন হযরত আবূ বকর সিদ্দীক (রা.) বললেন, হে পিতা! আমি কেবল তাই চাই যার দ্বারা আমার রব খুশি হন। কারণ একমাত্র তার নিকট থেকেই আমি প্রতিদানের আশা করে থাকি। তখন উক্ত আয়াতটি অবতীর্ণ হয়। –[ইবনে কাছীর ৬ : ৬৪৭]

https://e-ilm.weebly.com/

إِنَّ سَعْيَكُمْ لَشَتّٰى –এ বাক্যটি সূরা ইনশিকাকের إِنَّكَ كَادِحٌ إِلٰى رَبِّكَ كَدْحًا বাক্যের অনুরূপ যার তাফসীর সে সূরায় বর্ণিত হয়ে গেছে। মর্মার্থ এই যে, মানুষ সৃষ্টিগতভাবে কোনো না কোনো কাজের জন্য প্রচেষ্টা ও অধ্যবসায়ে অভ্যস্ত কিন্তু কোনো কোনো লোক তার অধ্যাবসায় ও পরিশ্রম দ্বারা চিরস্থায়ী সুখের ব্যবস্থা করে দেয়, আর কেউ কেউ এই পরিশ্রম দ্বারাই অনন্ত আজাব ক্রয় করে। হাদীসে আছে, প্রত্যেক মানুষ সকাল বেলায় গাত্রোত্থান করে নিজেকে ব্যবসায়ে নিয়োজিত করে। অতঃপর কেউ এই ব্যবসায়ে সফলতা অর্জন করে এবং নিজেকে পরকালের আজাব থেকে মুক্ত করে। পক্ষান্তরে কারও শ্রম ও প্রচেষ্টাই তার ধ্বংসের কারণ হয়ে যায়। কিন্তু বুদ্ধিমানের কাজ হলো প্রথমে নিজের প্রচেষ্টা ও কর্মের পরিণতি চিন্তা করা এবং যে কর্মের পরিণতি সাময়িক সুখ ও আনন্দ হয়, তার কাছেও না যাওয়া।

কর্মপ্রচেষ্টার দিক দিয়ে মানুষের দু'দল : অতঃপর কুরআন পাক কর্মপ্রচেষ্টার ভিত্তিতে মানুষকে দু'ভাগে বিভক্ত করেছে এবং প্রত্যেকের তিনটি করে বিশেষণ বর্ণনা করেছে। প্রথমে সফলকাম দলের তিনটি বিশেষণ উল্লেখ করে বলা হয়েছে : فَأَمَّا مَنْ أَعْطٰى وَاتَّقٰى وَصَدَّقَ بِالْحُسْنٰى : অর্থাৎ যে ব্যক্তি আল্লাহর পথে অর্থ ব্যয় করে, আল্লাহকে ভয় করে জীবনের প্রতি ক্ষেত্রে, তাঁর অনুশাসনের বিরুদ্ধাচরণ থেকে বেঁচে থাকে এবং সে উত্তম কলেমাকে সত্য মনে করে। এখানে 'উত্তম কালেমা' বলে কলেমায়ে 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ' বোঝানো হয়েছে। (ইবনে আব্বাস, যাহ্হাক) এই কালেমাকে সত্য মনে করার অর্থ ঈমান আনা। যদিও ঈমান সব কর্মেরই প্রাণ এবং সবার অগ্রবর্তী বিষয় কিন্তু এখানে পেছনে উল্লেখ করার কারণ সম্ভবত এই যে, এখানে উদ্দেশ্য প্রচেষ্টা ও অধ্যবসায় সম্পর্কে আলোচনা করা। এগুলো কর্মেরই অন্তর্ভুক্ত। ঈমান হলো একটি অন্তরের বিষয় অর্থাৎ অন্তরে আল্লাহ ও রাসূলকে সত্য জানা এবং কলেমায়ে শাহাদতের মাধ্যমে মুখেও তা স্বীকার করা। বলাবাহুল্য, এই উভয় কাজে কোনো শারিরিক শ্রম নেই এবং কেউ এগুলোকে কর্মের তালিকাভুক্ত গণ্য করে না।

দ্বিতীয় দলেরও তিনটি কর্ম উল্লেখ করা হয়েছে : وَأَمَّا مَنْ بَخِلَ وَاسْتَغْنٰى وَكَذَّبَ بِالْحُسْنٰى –অর্থাৎ যে আল্লাহর পথে অর্থ ব্যয় করার ব্যাপারে কৃপণতা করে তথা জাকাত ও ওয়াজিব সদকাও দেয় না, আল্লাহকে ভয় করার পরিবর্তে তাঁর প্রতি বিমুখ হয় এবং উত্তম কালেমা তথা ঈমানের কলেমাকে মিথ্যা মনে করে। এতদুভয়ের প্রথম দল সম্পর্কে বলা হয়েছে فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرٰى : يُسْرٰى -এর শাব্দিক অর্থ সহজ ও আরামদায়ক বিষয়, যাতে কোনো কষ্ট নেই। এখানে জান্নাত বোঝানো হয়েছে। দ্বিতীয় দল সম্পর্কে বলা হয়েছে : فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْعُسْرٰى – عُسْرٰى -এর শাব্দিক অর্থ কঠিন ও কষ্টদায়ক বিষয়। এখনে জাহান্নাম বোঝানো হয়েছে। উভয় বাক্যের অর্থ এই যে, যারা তাদের প্রচেষ্টা ও শ্রম প্রথমোক্ত তিন কাজে নিয়োজিত করে, (অর্থাৎ আল্লাহর পথে ব্যয় করা, আল্লাহকে ভয় করা এবং ঈমানকে সত্য মনে করা) তাদেরকে আমি জান্নাতের কাজের জন্য সহজ করে দেই। পক্ষান্তরে যারা তাদের প্রচেষ্টা ও শ্রমকে শেষোক্ত তিন কাজে নিয়োজিত করে, আমি তাদেরকে জাহান্নামের কাজের জন্য সহজ করে দেই। এখানে বাহ্যত এরূপ বলা সঙ্গত ছিল যে, আমি তাদের জন্য জান্নাতের অথবা জাহান্নামের কাজ সহজ করে দেই। কেননা কাজকর্মই সহজ অথবা কঠিন হয়ে থাকে– ব্যক্তি সহজ অথবা কঠিন হয় না। কিন্তু কুরআন পাক এভাবে ব্যক্ত করেছে যে, স্বয়ং তাদের সত্তাকে এসব কাজের জন্য সহজ করে দেওয়া হবে। এতে ইঙ্গিত রয়েছে যে, প্রথম দলের জন্য জান্নাতের কাজকর্ম তাদের মজ্জায় পরিণত হবে। আর এর বিপরীত কাজ করতে তারা কষ্ট অনুভব করবে। এমনিভাবে দ্বিতীয় দলের জন্য জাহান্নামের কাজকর্ম মজ্জায় পরিণত করে দেওয়া হবে। ফলে তারা এজাতীয় কাজই পছন্দ করবে এবং এতেই শান্তি পাবে। উভয় দলের মজ্জায় এ অবস্থা সৃষ্টি করে দেওয়াকেই একথা বলে ব্যক্ত করা হয়েছে যে, স্বয়ং তাদেরকে এসব কাজের জন্য সহজ কারে দেওয়া হবে। এক হাদীস এর সমর্থনে রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন :

اِعْمَلُوْا فَكُلٌّ مُيَسَّرٌ لِمَا خُلِقَ لَهُ أَمَّا مَنْ كَانَ مِنْ أَهْلِ السَّعَادَةِ فَسَيُيَسَّرُ لِعَمَلِ السَّعَادَةِ وَأَمَّا مَنْ كَانَ مِنْ أَهْلِ الشَّقَاوَةِ فَسَيُيَسَّرُ لِعَمَلِ أَهْلِ الشَّقَاوَةِ.

অর্থাৎ তোমরা নিজ নিজ কর্ম করে যাও। কারণ প্রত্যেক ব্যক্তির জন্য সেকাজই সহজ করা হয়েছে, যার জন্য তাকে সৃষ্টি করা হয়েছে। তাই যে ব্যক্তি সৌভাগ্যবান, সৌভাগ্যবানদের কাজই তার স্বভাব ও মজ্জায় পরিণত হয়। আর যে হতভাগা, হতভাগাদের কাজই তার স্বভাব ও মজ্জায় পরিণত হয়। এতদুভয় বিষয় আল্লাহ প্রদত্ত ক্ষমতা প্রয়োগ করার ফলশ্রুতিতে অর্জিত হয়। তাই একারণে আজাব ও ছওয়াব দেওয়া হয়। অতঃপর হতভাগ্য জাহান্নামী দলকে হুঁশিয়ার করা হয়েছে :

https://e-ilm.weebly.com/

وَمَا يُغْنِىْ عَنْهُ مَالُهٗٓ اِذَا تَرَدّٰى : অর্থাৎ যে ধনসম্পদের খাতিরে এ হতভাগ্য ওয়াজিব হক দিতেও কৃপণতা করত, সে ধনসম্পদ আজাব আসার সময় তার কোনো কাজে আসবে না। تَرَدّٰى -এর শাব্দিক অর্থ গর্তে পতিত হওয়া ও ধ্বংস হওয়া। উদ্দেশ্য এই যে, মৃত্যুর পরে কবরে অতঃপর কিয়ামতে যখন সে জাহান্নামের গর্তে পতিত হবে, তখন এই ধনসম্পদ কোনো উপকারে আসবে না।

لَا يَصْلٰىهَآ اِلَّا الْاَشْقَى الَّذِىْ كَذَّبَ وَتَوَلّٰى : অর্থাৎ এই জাহান্নামে নিতান্ত হতভাগা ব্যক্তিই দাখিল হবে, যে আল্লাহ ও রাসূলের প্রতি মিথ্যারোপ করে এবং তাঁদের আনুগত্য থেকে মুখ ফিরিয়ে নেয়। বলাবাহুল্য, এরূপ মিথ্যা আরোপকারী কাফেরই হতে পারে। এ থেকে বাহ্যত বোঝা যায় যে, পাপী মু'মিন যে মিথ্যারোপের অপরাধে অপরাধী নয়, সে জাহান্নামে দাখিল হবে না। অথচ কুরআনের অনেক আয়াত ও হাদীস থেকে জানা যায় যে, মু'মিন ব্যক্তি গোনাহ্ করার পর যদি তওবা না করে অথবা কারও সুপারিশের বলে কিংবা বিশেষ রহমতে যদি তাকে ক্ষমা করা না হয়, তবে সেও জাহান্নামে যাবে এবং গোনাহের শাস্তি ভোগ করা পর্যন্ত জাহান্নামে থাকবে। অবশ্য শাস্তি ভোগ করার পর জাহান্নাম থেকে মুক্তি দিয়ে ঈমানের কল্যাণে তাকে জান্নাতে দাখিল করা হবে। কিন্তু আলোচ্য আয়াতের ভাষা বাহ্যত এর পরিপন্থি। অতএব এ আয়াতের অর্থ এমন হওয়া জরুরি, যা অন্যান্য আয়াত ও সহীহ হাদীসের খেলাফ নয়। এখানে চিরকালের জন্য দাখিল হওয়া বোঝানো হয়েছে। এটা কাফেরেরই বৈশিষ্ট্য! মু'মিন কোনো না কোনো সময় গোনাহের শাস্তি ভোগ করার পর জাহান্নাম থেকে উদ্ধার পাবে। তাফসীরবিদগণ এছাড়া আরও কিছু ব্যাখ্যা করেছেন। তাফসীরে মাযহারীতে আছে যে, আয়াতে اَشْقٰى এবং اَتْقٰى শব্দদ্বয়ের অর্থ ব্যাপক নয় বরং এখানে তাদেরকেই বোঝানো হয়েছে যারা রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর আমলে বিদ্যমান ছিল। তাদের মধ্যে কোনো মুসলমান গোনাহ্ করা সত্ত্বেও রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর সংসর্গের বরকতে জাহান্নামে যাবে না।

সাহাবায়ে কেরাম সবাই জাহান্নাম থেকে মুক্ত : কারণ প্রথমত তাঁদের দ্বারা গোনাহ্ খুব কমই হয়েছে। তাছাড়া তাঁদের অবস্থা থেকে একথা জরুরিভাবে জানা যায় যে, তাঁদের কারও দ্বারা কোনো গোনাহ্ হয়ে থাকলে তিনি তওবা করে নিয়েছেন। আরও বলা যায় যে, তাঁদের এক একটি গোনাহের মোকাবিলায় সৎকর্মের সংখ্যা এত বেশি যে, সে গোনাহ্ অনায়াসেই মাফ হয়ে যেতে পারে। কুরআন পাকে বলা হয়েছে : اِنَّ الْحَسَنٰتِ يُذْهِبْنَ السَّيِّاٰتِ অর্থাৎ সৎ কর্ম অসৎ কর্মের কাফফরা হয়ে যায়। স্বয়ং রাসূলে কারীম ﷺ -এর সঙ্গও এমন একটি সৎকর্ম, যা সব সৎকর্মের উপর প্রবল। হাদীসে সৎকর্মশীল বুযুর্গদের সম্পর্কে বলা হয়েছে : هُمْ قَوْمٌ لَا يَشْقٰى جَلِيْسُهُمْ وَلَا يَخَابُ اَنِيْسُهُمْ অর্থাৎ তাঁদের সাথে যারা উঠাবসা করে, তারা হতভাগা হতে পারে না এবং তাদের সাথে যারা প্রীতির সম্পর্ক রাখে, তারা বঞ্চিত হতে পরে না। –(বুখারী, মুসলিম) সুতরাং যে ব্যক্তি পয়গম্বরকুল শিরোমণি হযরত মুহাম্মদ মুস্তফা ﷺ -এর সহচর হবে, সে কিরূপে হতভাগ্য হতে পারে? এ কারণেই অনেক সহীহ হাদীসে পরিষ্কার বলা হয়েছে যে, সাহাবায়ে কেরাম সবাই জাহান্নামের আজাব থেকে মুক্ত। খোদ কুরআনে সাহাবায়ে কেরাম সম্পর্কে বলা হয়েছে : وَكُلًّا وَّعَدَ اللّٰهُ الْحُسْنٰى –অর্থাৎ তাঁদের প্রত্যেকের জন্য আল্লাহ তা'আলা হুসনা অর্থাৎ জান্নাতের প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন। অন্য এক আয়াতে আছে : اِنَّ الَّذِيْنَ سَبَقَتْ لَهُمْ مِّنَّا الْحُسْنٰٓى اُولٰٓئِكَ عَنْهَا مُبْعَدُوْنَ : অর্থাৎ যাদের জন্য আমার পক্ষ থেকে হুসনা (জান্নাত) অবধারিত হয়ে গেছে, তাদেরকে জাহান্নামের অগ্নি থেকে দূরে রাখা হবে। এক হাদীসে আছে, জাহান্নামের অগ্নি সে ব্যক্তিকে সম্পর্শ করবে না, যে আমাকে দেখেছে। –[তিরমিযী]

وَسَيُجَنَّبُهَا الْاَتْقَى الَّذِىْ يُؤْتِىْ مَالَهٗ يَتَزَكّٰى : এতে সৌভাগ্যশালী আল্লাহভীরুদের প্রতিদান বর্ণিত হয়েছে। অর্থাৎ যে ব্যক্তি আল্লাহকে আনুগত্যে অভ্যস্ত এবং একমাত্র গোনাহ্ থেকে শুদ্ধ হওয়ার উদ্দেশ্যে ধনসম্পদ ব্যয় করে, তাকে জাহান্নামের অগ্নি থেকে দূরে রাখা হবে।

আয়াতের ভাষা থেকে ব্যাপকভাবে বোঝা যায় যে, যে ব্যক্তিই ঈমানসহ আল্লাহর পথে ধনসম্পদ ব্যয় করে, তাকেই জাহান্নাম থেকে দূরে রাখা হবে। কিন্তু এ আয়াতের শানে-নুযূল সংক্রান্ত ঘটনা থেকে জানা যায় যে, এখানে اَتْقٰى বলে হযরত আবূ বকর সিদ্দীক (রা.)-কে বোঝানো হয়েছে। হযরত ওরওয়া (রা.) থেকে বর্ণিত আছে যে, সাতজন মুসলমানকে কাফেররা গোলাম বানিয়ে রেখেছিল এবং ইসলাম গ্রহণের কারণে তাদের উপর অকথ্য নির্যাতন চালাত। হযরত আবূ বকর (রা.) বিরাট অংকের অর্থ দিয়ে তাদেরকে কাফের মালিকদের কাছ থেকে ক্রয় করে নেন এবং মুক্ত করে দেন। এরই পরিপ্রেক্ষিতে এ আয়াত নাজিল হয়। –[মাযহারী]

https://e-ilm.weebly.com/

এর সাথেই সম্পর্কশীল আয়াতের শেষ বাক্যে বলা হয়েছে : وَمَا لِاَحَدٍ عِنْدَهُ مِنْ نِّعْمَةٍ تُجْزٰى –অর্থাৎ যেসব গোলামকে হযরত আবূ বকর (রা.) প্রচুর অর্থ দিয়ে ক্রয় করে মুক্ত করে দেন, তাদের কোনো সাবেক অনুগ্রহও তাঁর উপর ছিল না, যার প্রতিদানে এরূপ করা যেত; বরং اِلَّا ابْتِغَاءَ وَجْهِ رَبِّهِ الْاَعْلٰى –তাঁর লক্ষ্য মহান আল্লাহ তা'আলার সন্তুষ্টি অন্বেষণ ব্যতীত কিছুই ছিল না।

মুস্তাদরাক হাকিমে হযরত যুবায়ের (রা.) থেকে বর্ণিত আছে যে, হযরত আবূ বকর (রা.)-এর অভ্যাস ছিল যে, তিনি কোনো মুসলমানকে কাফের মালিকের হাতে বন্দী দেখলে তাকে ক্রয় করে মুক্ত করে দিতেন। এ ধরনের মুসলমান সাধারণত দুর্বল ও শক্তিহীন হতো। একদিন তাঁর পিতা হযরত আবূ কোহাফা বললেন : তুমি যখন গোলামদেরকে মুক্তই করে দাও, তখন শক্তিশালী ও সাহাসী গোলাম দেখে মুক্ত করা উচিত, যাতে ভবিষ্যতে সে শত্রুর হাত থেকে তোমাকে হেফাজত করতে পারে। হযরত আবূ বকর (রা.) বললেন : কোনো মুক্ত করা মুসলমান দ্বারা উপকার লাভ করা আমার লক্ষ্য নয়। আমি তো কেবল আল্লহর সন্তুষ্টি লাভের জন্যই তাদেরকে মুক্ত করি। –[মাযহারী]

وَلَسَوْفَ يَرْضٰى অর্থাৎ যে ব্যক্তি আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জনের লক্ষ্যেই তার ধনসম্পদ ব্যয় করেছে এবং পার্থিব উপকার চায়নি, আল্লাহ তা'আলাও পরকালে তাকে সন্তুষ্ট করবেন এবং জান্নাতের মহা নিয়ামত তাকে দান করবেন। এই শেষ বাক্যটি হযরত আবূ বরক (রা.)-এর জন্য একটি বিরাট সুসংবাদ। আল্লাহ তাঁকে সন্তুষ্ট করবেন এ সংবাদ দুনিয়াতেই তাঁকে শোনানো হয়েছে।

শব্দ বিশ্লেষণ :

يَغْشٰى : সীগাহ واحد مذكر غائب বহছ مضارع معروف বাব سَمِعَ মাসদার غِشَاءٌ মূলবর্ণ (غ - ش - ى) জিনস ناقص يائى অর্থ– আচ্ছন্ন করে ফেলে।

تَجَلّٰى : সীগাহ واحد مذكر غائب বহছ ماضى معروف বাব تَفَعُّلٌ মাসদার تَجَلِّىٌ মূলবর্ণ (ج - ل - و) জিনস ناقص واوى অর্থ– আলোকিত হয়ে পড়ে।

شَتّٰى : অর্থ– বিভিন্ন রকম। ভিন্ন ভিন্ন। আলাদা-আলাদা। কারো নিকট এটি মুফরাদ আবার কারো নিকট شتيت -এর বহুবচন।

اَعْطٰى : সীগাহ واحد مذكر غائب বহছ ماضى معروف বাব اِفْعَالٌ মাসদার اِعْطَاءٌ মূলবর্ণ (ع - ط - و) জিনস ناقص واوى অর্থ– দান করেছে। দিয়েছে।

اِتَّقٰى : সীগাহ واحد مذكر غائب বহছ ماضى معروف বাব اِفْتِعَالٌ মাসদার اِتِّقَاءٌ মূলবর্ণ (و - ق - ى) জিনস لفيف مفروق অর্থ– আল্লাহকে ভয় করেছে।

صَدَّقَ : সীগাহ واحد مذكر غائب বহছ ماضى معروف বাব تَفْعِيْلٌ মাসদার تَصْدِيْقٌ মূলবর্ণ (ص - د - ق) জিনস صحيح অর্থ– সে সত্য বলে বুঝেছে।

حُسْنٰى : সীগাহ واحد مؤنث বহছ اسم تفضيل বাব كَرُمَ মাসদার اَلْحُسْنُ মূলবর্ণ (ح - س - ن) জিনস صحيح অর্থ– ভালো কথা, অতি সুন্দর।

نُيَسِّرُ : সীগাহ جمع متكلم বহছ مضارع معروف বাব تَفْعِيْل মাসদার تَيْسِيْرٌ মূলবর্ণ (ى - س - ر) জিনস مثال يائى অর্থ– আমি সুগম করে দিব।

يُسْرٰى : সীগাহ واحد مؤنث বহছ اسم تفضيل বাব ضَرَبَ মাসদার يُسْرٌ মূলবর্ণ (ى - س - ر) জিনস مثال يائى অর্থ– অধিক সহজ।

بَخِلَ : সীগাহ واحد مذكر غائب বহছ ماضى معروف বাব سَمِعَ মাসদার بُخْلٌ মূলবর্ণ (ب - خ - ل) জিনস صحيح অর্থ– সে কৃপণতা করেছে, কার্পণ্য করেছে।

https://e-ilm.weebly.com/

إِسْتَغْنٰى : সীগাহ واحد مذكر غائب বহছ ماضى معروف বাব إِسْتِفْعَالٌ মাসদার إِسْتِغْنَاءٌ মূলবর্ণ (غ ـ ن ـ ى) জিনস ناقص يائى অর্থ– নিজেকে স্বয়ং সম্পূর্ণ মনে করেছে।

عُسْرٰى : সীগাহ واحد مؤنث বহছ اسم تفضيل বাব سَمِعَ মাসদার عُسْرٌ মূলবর্ণ (ع ـ س ـ ر) জিনস صحيح অর্থ– ক্লেশ দায়ক বস্তু, চরম কাঠিন্য, দুর্গম পথ, শক্ত জিনিস, কঠিন কাজ।

تَرَدّٰى : সীগাহ واحد مذكر غائب বহছ ماضى معروف বাব تَفَعُّلٌ মাসদার تَرَدِّىْ মূলবর্ণ (ر ـ د ـ ى) জিনস ناقص يائى অর্থ– অধঃপতিত হবে।

اَنْذَرْتُ : সীগাহ واحد متكلم বহছ ماضى معروف বাব اِفْعَالٌ মাসদার اِنْذَارٌ মূলবর্ণ (ن ـ ذ ـ ر) জিনস صحيح অর্থ– আমি ভয় দেখালাম।

تَلَظّٰى : সীগাহ واحد مذكر غائب বহছ مضارع معروف বাব تَفَعُّلٌ মাসদার تَلَظِّىْ মূলবর্ণ (ل ـ ظ ـ ى) জিনস ناقص يائى অর্থ– প্রজ্বলিত অগ্নি। দাউ দাউ করে জ্বলে উঠে।

اَشْقٰى : সীগাহ واحد مذكر বহছ اسم تفضيل বাব سَمِعَ মাসদার اَلشِّقْىُ মূলবর্ণ (ش ـ ق ـ و) জিনস ناقص واوى অর্থ– চরম হতভাগা।

اَتْقٰى : সীগাহ واحد مذكر বহছ اسم تفضيل বাব ضَرَبَ মাসদার وَقْىٌ মূলবর্ণ (و ـ ق ـ ى) জিনস لفيف مفروق অর্থ– অত্যন্ত পরহেজগার।

يَتَزَكّٰى : সীগাহ واحد مذكر غائب বহছ مضارع معروف বাব تَفَعُّلٌ মাসদার تَزَكِّىْ মূলবর্ণ (ز ـ ك ـ و) জিনস ناقص واوى অর্থ– সে পবিত্র হয়।

تُجْزٰى : সীগাহ واحد مؤنث غائب বহছ مضارع مجهول বাব ضَرَبَ মাসদার جَزَاءٌ মূলবর্ণ (ج ـ ز ـ ى) জিনস ناقص يائى অর্থ– তার প্রতিদান দিতে হয়।

يَرْضٰى : সীগাহ واحد مذكر غائب বহছ مضارع معروف বাব سَمِعَ মাসদার رِضًى মূলবর্ণ (ر ـ ض ـ و) জিনস ناقص واوى অর্থ– সন্তুষ্ট হয়ে যাবে।

বাক্য বিশ্লেষণ :

وَسَيُجَنَّبُهَا الْاَتْقَى الَّذِىْ يُؤْتِىْ مَالَهٗ يَتَزَكّٰى : এখানে واو টি হরফে আতফ। আর سَيُجَنَّبُهَا -এর سين টি حرف استقبال যা তাকিদের জন্য হয়েছে। আর يُجَنَّبُ ফে'ল। আর هَا হলো মাফউলে বিহী, আর الْاَتْقٰى হলো ফায়েল। আর الَّذِىْ হলো الْاَتْقٰى -এর সিফত, আর يُؤْتِىْ বাক্যটি الَّذِىْ -এর সেলাহ হয়েছে। আর مَالَهٗ হলো মাফউলে বিহী। আর يَتَزَكّٰى ফে'ল, তার উহ্য যমীর হলো ফায়েল, আর বাক্যটি হয়তো يُؤْتِىْ থেকে بدل হয়েছে। তখন এর কোনো اعراب -এর محل নেই। কেননা তখন সেটা الَّذِىْ -এর সেলাহ -এর অধীনে হয়ে যাবে। অথবা বাক্যটি يُؤْتِىْ -এর ফায়েল থেকে حال হবে অর্থাৎ مُتَزَكِّيًا بِهٖ عِنْدَ اللّٰهِ –[ই'রাবুল কুরআন ৮ম খণ্ড; পৃ. ৩৩৬]

https://e-ilm.weebly.com/

سُوْرَةُ الضُّحٰى مَكِّيَّةٌ

সূরা দুহা

মক্কায় অবতীর্ণ; আয়াত- ১১, রুকূ'- ১

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ○

পরম করুণাময়, দয়ালু আল্লাহর নামে শুরু করছি।

১. শপথ দিনের আলোকের।	وَالضُّحٰى ﴿١﴾
২. আর রাত্রির, যখন তা প্রশান্ত হয়।	وَالَّيْلِ اِذَا سَجٰى ﴿٢﴾
৩. আপনার প্রতিপালক আপনাকে পরিত্যাগও করেনি এবং আপনার প্রতি বিরূপও হননি।	مَا وَدَّعَكَ رَبُّكَ وَمَا قَلٰى ﴿٣﴾
৪. আর আপনার জন্য ইহকাল অপেক্ষা পরকাল বহুগুণে উত্তম।	وَلَلْاٰخِرَةُ خَيْرٌ لَّكَ مِنَ الْاُوْلٰى ﴿٤﴾
৫. আর সত্বরই আল্লাহ আপনাকে [এরূপ বস্তু] দান করবেন, অনন্তর আপনি [তা পেয়ে] সন্তুষ্ট হবেন।	وَلَسَوْفَ يُعْطِيْكَ رَبُّكَ فَتَرْضٰى ﴿٥﴾
৬. আল্লাহ কি আপনাকে এতিম অবস্থায় পাননি? অতঃপর তিনি আপনাকে আশ্রয় দিয়েছেন।	اَلَمْ يَجِدْكَ يَتِيْمًا فَاٰوٰى ﴿٦﴾
৭. আর আল্লাহ আপনাকে [শরিয়ত হতে] বে-খবর পেয়েছিলেন, অনন্তর আপনাকে পথ দেখিয়েছেন।	وَوَجَدَكَ ضَآلًّا فَهَدٰى ﴿٧﴾
৮. আর আল্লাহ আপনাকে সম্বলহীন পেয়েছিলেন, অতঃপর সম্পদশালী করেছেন।	وَوَجَدَكَ عَآئِلًا فَاَغْنٰى ﴿٨﴾

https://e-ilm.weebly.com/

শাব্দিক অনুবাদ :

১. وَالضُّحٰى কসম দিনের আলোকের।

২. وَالَّيْلِ আর রাত্রির اِذَا سَجٰى যখন তা প্রশান্ত হয়।

৩. مَا وَدَّعَكَ رَبُّكَ আপনার প্রতিপালক আপনাকে পরিত্যাগও করেননি وَمَا قَلٰى এবং আপনার প্রতি বিরূপও হননি।

৪. وَلَلْاٰخِرَةُ আর পরকাল خَيْرٌ لَّكَ আপনার জন্য বহু গুণে উত্তম مِنَ الْاُوْلٰى ইহকাল আপেক্ষা।

৫. وَلَسَوْفَ يُعْطِيْكَ আর সত্বরই আপনাকে দান করবেন رَبُّكَ আল্লাহ (তোমার প্রভু) فَتَرْضٰى অনন্তর আপনি (তা পেয়ে) সন্তুষ্ট হবেন।

৬. اَلَمْ يَجِدْكَ। আল্লাহ কি আপনাকে পাননি يَتِيْمًا এতিম فَاٰوٰى অতঃপর তিনি আপনাকে আশ্রয় দিয়েছেন।

৭. وَوَجَدَكَ আর আল্লাহ আপনাকে পেয়েছিলেন ضَآلًّا (শরিয়ত হতে) বেখবর فَهَدٰى অনন্তর আপনাকে পথ দেখিয়েছেন।

৮. وَوَجَدَكَ আর আল্লাহ আপনাকে পেয়েছিলেন عَآئِلًا সম্বলহীন فَاَغْنٰى অতঃপর সম্পদশালী করেছেন।

৯. অতএব, আপনি এতিমের প্রতি কঠোরতা করবেন না ।	فَاَمَّا الْيَتِيْمَ فَلَا تَقْهَرْ ﴿٩﴾
১০. আর ভিক্ষুককে ভর্ৎসনা করবেন না ।	وَاَمَّا السَّآئِلَ فَلَا تَنْهَرْ ﴿١٠﴾
১১. আর স্বীয় প্রভুর দানসমূহের আলোচনা করতে থাকুন ।	وَاَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ ﴿١١﴾ ع ١٨

শাব্দিক অনুবাদ :

৯. فَاَمَّا الْيَتِيْمَ অতএব, আপনি এতিমের প্রতি فَلَا تَقْهَرْ কঠোরতা করবেন না ।
১০. وَاَمَّا السَّآئِلَ আর ভিক্ষুককে فَلَا تَنْهَرْ ভর্ৎসনা করবেন না ।
১১. وَاَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ আর স্বীয় প্রভুর দান সমূহের فَحَدِّثْ আলোচনা করতে থাকুন ।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

সূরাটির নামকরণের কারণ : সূরাটির প্রথম শব্দ اَلضُّحٰى -কেই এর নামরূপে গ্রহণ করা হয়েছে । এতে ১১টি আয়াত, ৪০টি বাক্য এবং ১০২টি অক্ষর রয়েছে ।

অবতীর্ণ হওয়ার সময়কাল : এ সূরার আলোচ্য বিষয় হতে জানা যায় যে, সূরাটি মাক্কী জীবনে ইসলামের প্রথমিক পর্যায়ে অবতীর্ণ হয়েছে । হাদীসের বর্ণনা হতে জানা যায় যে, কিছুদিন পর্যন্ত ওহী নাজিল হওয়া বন্ধ থাকার কারণে নবী করীম ﷺ বিশেষভাবে উদ্বিগ্ন হয়ে পড়লেন । তাঁর মনে বারবার আশঙ্কা জাগছিল যে, আমার দ্বারা এমন কোনো অপরাধ তো হয়ে পড়েনি; যার কারণে আমার আল্লাহ আমার প্রতি অসন্তুষ্ট হতে পারেন । এরূপ মানসিক অবস্থায় এ সূরাটি নাজিল হয় । এতে নবী করীম ﷺ -কে বিশেষভাবে সান্ত্বনা দেওয়া হয়েছে এবং বলা হয়েছে– আপনার প্রতি আল্লাহ তা'আলার কোনোরূপ অসন্তোষ নেই এবং ওহী নাজিল হওয়াও এ কারণে বন্ধ হয়ে যায়নি; বরং একটা বিশেষ উদ্দেশ্যে বন্ধ রাখা হয়েছে । দিনের আলোর পর রাতের নিঝুম অন্ধকারের প্রশান্তির মূলে যে লক্ষ্য কার্যকর থাকে তার পশ্চাতেও ঠিক তাই নিহিত রয়েছে । মূলকথা ওহীর তীব্র রশ্মি যদি আপনার উপর নিরবিচ্ছন্নভাবে আপতিত হতে থাকে এবং মোটেই অবকাশ দেওয়া না হতো, তাহলে আপনার স্নায়ুমণ্ডলীর পক্ষে তা সহ্য করা কঠিন হয়ে পড়ত । এ কারণে মাঝখানে বিরতি দেওয়া হয়েছে । এ বিরতিকালে আপনি সম্পূর্ণ প্রশান্তি লাভ করবেন । বস্তুত ওহী নাজিল হওয়ার প্রথমিককালে নবী করীম ﷺ -এর স্নায়ুমণ্ডলীর উপর এক দুঃসহ প্রভাব পড়ত । তখন পর্যন্তও ওহীর তীব্র চাপ সহ্য কারার অভ্যাস তাঁর হয়নি, এ কারণে এ ব্যাপারে মাঝে মধ্যে অবকাশ ও বিরতি দেওয়া অপরিহার্য ছিল । পরে অবশ্য এ চাপ সহ্য করার মতো শক্তি তাঁর মধ্যে জেগেছিল । সেজন্য প্রাথমিক পর্যায় অতিক্রম হওয়ার পর ওহী নাজিল হওয়ার ব্যাপারে বিরতি দেওয়ার তেমন কোনো প্রয়োজন হয়নি ।

সূরার শেষভাগে আল্লাহ তা'আলা নবী করীম ﷺ -কে বলেছেন– আপনার প্রতি আমি যেসব দয়া ও অনুগ্রহ করেছি, তার প্রত্যুত্তরস্বরূপ আল্লাহর বান্দাদের প্রতি আপনার কিরূপ ব্যবহার হওয়া উচিত এবং আমার নিয়ামতসমূহের শোকর কিভাবে আদায় করা উচিত, তা আপনি উত্তমরূপে বুঝে নিন এবং স্মৃতিপটে আঁকিয়ে রাখুন ।

সূরাটির বিষয়বস্তু ও মূলবক্তব্য : নবী করীম ﷺ -কে সান্ত্বনা দান করাই এ সূরার মূলবক্তব্য ও বিষয়বস্তু । ওহী নাজিল হওয়া সাময়িকভাবে বন্ধ থাকার কারণে নবী করীম ﷺ -এর মনে যে উদ্বেগ দেখা দিয়েছিল, তা দূর করাই ছিল এ সূরার উদ্দেশ্য । সূরার শুরুতে দিনের দীপ্তি ও রাতের প্রশান্তির শপথ করা হয়েছে এবং নবী করীম ﷺ -কে সুসংবাদ শুনানো হয়েছে এই বলে যে, আপনার আল্লাহ আপনাকে কক্ষণই পরিত্যাগ করেননি । তিনি আপনার প্রতি বিন্দুমাত্র অসন্তুষ্টও নন ; অল্প দিনের মধ্যেই এ অবস্থার পরিবর্তন ঘটবে । আপনার পক্ষে প্রতিটি পরবর্তী পর্যায় পূর্ববর্তী পর্যায়ের তুলনায় উত্তম হবে এবং এ পরিবর্তন অব্যাহত ধারায় হতে থাকবে । অচিরেই আল্লাহ তা'আলা আপনার প্রতি দয়া ও অনুগ্রহের বৃষ্টি বর্ষণ করবেন । তা পেয়ে আপনি অত্যন্ত তৃপ্ত ও সন্তুষ্ট হবেন । পরবর্তীকালে এ ভবিষ্যদ্বাণী অক্ষরে অক্ষরে বাস্তবায়িত হয়েছিল । অথচ যখন এ ভবিষ্যদ্বাণী করা হয় তখন এর কোনো সম্ভাবনাই জাগতিক দৃষ্টিতে পরিদৃষ্ট হচ্ছিল না ।

অতঃপর আল্লাহ তা'আলা নবী করীম ﷺ -কে সম্বোধন করে ইরশাদ করেন– আমি আপনাকে পরিত্যাগ করেছি এমন ধারণা আপনার মনে কেমন করে আসল? আমি আপনাকে পরিত্যাগ করিছি– এমন ধারণা বশতঃ আপনি উদ্বিগ্নই বা হলেন

https://e-ilm.weebly.com/

কেন? অথচ আপনার জন্ম হতেই আমি আপনার প্রতি ক্রমাগত ও অব্যাহত ধারায় অনুগ্রহ করে আসছি। আপনি তো এতিম ছিলেন, আমিই আপনার লালন-পালন ও হেফাজতের নির্ভরযোগ্য ব্যবস্থা করে দিয়েছি। আপনি পথের সন্ধানে ব্যাকুল ছিলেন, আমিই আপনাকে সঠিক পথের সন্ধান দিয়েছি। আপনি ছিলেন নিঃসম্বল আমিই আপনাকে সম্পদশালী করেছি। মোটকথা, শুরু হতেই আমার দয়া ও অনুগ্রহ আপনার উপর বর্ষিত হচ্ছিল।

পরিশেষে বলা হয়েছে, হে নবী! আপনার প্রতি আমি যেসব দয়া ও অনুগ্রহ দান করেছি, তার প্রতিদান স্বরূপ আল্লাহর বান্দাদের প্রতি আপনার কিরূপ ব্যবহার হওয়া উচিত এবং কিভাবে আমার নিয়ামতসমূহের শোকর আদায় করা উচিত তা আপনি ভালোভাবে বুঝে নিন এবং তদনুযায়ী আমল করুন।

সূরাটির ফজিলত : বর্ণিত আছে যে, যে ব্যক্তি এ সূরা তেলাওয়াত করবে, আল্লাহ তা'আলা তাকে সেসব লোকের অন্তর্ভুক্ত করবেন যাদের ব্যাপারে নবী করীম ﷺ-এর সুপারিশ গৃহীত হবে। তা ছাড়া যত এতিম ও ভিক্ষুক আছে তাদের সংখ্যায় দশগুণ ছওয়াব তাকে দান করা হবে।

প্রকাশ থাকে যে, এ সূরা ও তার পরবর্তী সূরাসমূহ পাঠ করার পর لَآ اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَاللّٰهُ اَكْبَرُ তাকবীর পাঠ করা সুন্নত। কেননা রাসূলুল্লাহ ﷺ এ সূরা নাজিল হওয়ার পর উক্ত তাকবীর পাঠ করেছেন।

وَالضُّحٰى وَالَّيْلِ اِذَا سَجٰى .... الاية.

শানে নুযূল–১ : এই আয়াতের শানে নুযূল সম্পর্কে একাধিক ঘটনাবলি রয়েছে। তিরমিযীতে হযরত যুন্দুব ইবনে আব্দুল্লাহ (রা.) থেকে বর্ণিত আছে যে, একবার রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর একটি আংগুলিতে আঘাত লেগে রক্ত বের হয়ে পড়লে বললেন– هَلْ اَنْتِ اِلَّا اِصْبَعٌ دَمِيْتِ × وَفِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ مَا لَقِيْتِ

তুমি তো একটি আংগুলিই যা রক্তাক্ত হয়ে গেছো। তুমি যে কষ্ট পেয়েছো তা আল্লাহর পথেই পেয়েছো। (কাজেই দুঃখ কিসের) এ ঘটনার পর কিছু দিন হযরত জিবরাঈল (আ.) ওহী নীয়ে আগমন করলেন না। এতে মুশরিকরা বলতে শুরু করে দেয় যে, মুহাম্মদকে তার আল্লাহ পরিত্যাগ করেছেন ও তার প্রতি রুষ্ট হয়েছেন। এরই প্রেক্ষিতে সূরা আদ দুহা অবতীর্ণ হয়।

শানে নুযূল–২ : বুখারী শরীফে জুনদুব (রা.) থেকে আরও একটি রেওয়ায়েত রয়েছে যার মধ্যে তাহাজ্জুদের আলোচনা রয়েছে। রেওয়ায়েতটির বিস্তারিত বিবরণ হলো একদা রাসূলুল্লাহ ﷺ অসুস্থ হয়ে যাওয়ায় একবার দু'রাত তাহাজ্জুদের নামাজ আদায় করতে পারেননি। তখন রাসূল ﷺ-এর কাছে একজন মহিলা আসল। সে ছিল আবূ লাহাবের স্ত্রী আওরা বিন তোহার এবং সুফিয়ানের বোন এবং হারব ইবনে উমাইয়্যার কন্যা। তাকে উম্মে জামিলও বলা হতো। যিনি সূরা লাহাবে ঘোষিত حَمَّالَةَ الْحَطَبِ ছিলেন। সে বলল, আমার মনে হয় তোমার উপর যে শয়তান আছর করেছে সে তোমাকে ছেড়ে দিয়েছে, কেননা আমি তাকে তোমার কাছে দু'তিন রাতধরে দেখতে পাচ্ছি না। এ পরিপ্রেক্ষিতেই উক্ত আয়াত নাজিল হয়েছে। –[কুরতুবী ২০ : ৯২, বুখারী শরীফ]

শানে নুযূল–৩ : একবার কুরআন অবতরণের প্রথম ভাগে যাকে "ফাতরাতে ওহীর" কাল বলা হয়। এটাই ছিল বেশি দিনের বিলম্ব। দ্বিতীয়বার তখন বিলম্বিত হয়েছিল, যখন মুশরিকরা অথবা ইহুদিরা রাসূল ﷺ-এর কাছে রূহের স্বরূপ সম্পর্কে প্রশ্ন করেছিল এবং তিনি পরে জবাব দেবেন বলে প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন। তখন ইনশাআল্লাহ না বলার কারণে ওহীর আগমন বেশ কিছু দিন বন্ধ ছিল। এতে মুশরিকরা বলাবলি শুরু করল যে, মুহাম্মদের আল্লাহ অসন্তুষ্ট হয়ে তাকে পরিত্যাগ করেছেন। সে ঘটনার প্রেক্ষিতে এ সূরা অবতীর্ণ হয়।

وَلَلْاٰخِرَةُ خَيْرٌ لَّكَ مِنَ الْاُوْلٰى (٤)

শানে নুযূল-১ : একদা নবী করীম ﷺ বললেন, আমার পর আমার উম্মতের বিজিত রাজ্যগুলো আমাকে দেখানো হয়েছে। তাতে আমার মন অত্যন্ত খুশি হয়েছে। সে প্রেক্ষিতেই এই আয়াতটি অবতীর্ণ হয়। –[২০ : ৯৫]

وَلَسَوْفَ يُعْطِيْكَ رَبُّكَ فَتَرْضٰى (٥)

শানে নুযূল : আসকারী, ইবনে মারদুভিয়া প্রমূখ হযরত জাবের বিন আব্দুল্লাহ (রা.)-এর উদ্ধৃতি দিয়ে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন, হযরত রাসূল ﷺ হযরত ফাতেমা (রা.)-এর নিকট গমন করে দেখতে পেলেন ফাতেমা চাকা দিয়ে আটা তৈরি করছে। তার পরিধানে রয়েছে উট রাখালের চাদর। রাসূলুল্লাহ ﷺ যখন তা দেখতে পেলেন, তিনি বললেন, হে ফাতেমা! সত্বরই পরলৌকিক আরাম আয়েশের জন্যে ইহলৌকিক দুঃখ কষ্ট ভোগ করে নাও। রাসূল ﷺ কর্তৃক ফাতেমা (রা.)-কে সান্ত্বনা দেওয়ার পরিপ্রেক্ষিতে আল্লাহ তা'আলা আলোচ্য আয়াত নাজিল করেন। –[দুররে মানছুর ৩৬১/৬]

শানে নুযূল–২ : মুজাহিদ হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) ও উবাই বিন কা'আব (রা.)-এর উদ্ধৃতি দিয়ে বর্ণনা করেন যে, নবী করীম ﷺ যখন সূরা وَالضُّحٰى শেষ করতেন তখন পরবর্তী সকল সূরার শেষেই اَللّٰهُ اَكْبَرُ বলে তাকবীর বলতেন।

https://e-ilm.weebly.com/

তাতে সূরার সাথে তাকবীর মিলিয়ে পড়তেন না বরং আলাদা করে পড়তেন। এর কারণ হচ্ছে হযরত নবী করীম ﷺ-এর প্রতি কোনো কারণ বশতঃ ওহী আসতে বিলম্বিত হওয়ার কারণে মুশরিকরা বলত যে, মুহাম্মদ এর রব মুহাম্মদকে পরিত্যাগ করেছে ও তাঁর প্রতি অসন্তুষ্ট হয়ে পড়েছে। তখন এ সূরা নাজিল হয়েছে। তৎক্ষণাৎ তিনি বলেছিলেন আল্লাহু আকবর। সে কারণে পরবর্তী সকল সূরার শেষ করে তাকবীল বলা সুন্নত। তা হলো اَللّٰهُ اَكْبَرُ অথবা لَا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ اَللّٰهُ اَكْبَرُ –[কুরতুবী ৯৪/২০, দূররে মানছুর]

এই সূরা অবতরণের কারণ সম্পর্কে বুখারী, মুসলিম ও তিরমিযীতে হযরত জুনদুব ইবনে আব্দুল্লাহ (রা.) থেকে বর্ণিত আছে যে, একবার রাসূলুল্লাহ ﷺ একটি অংগুলীতে আঘাত লেগে রক্ত বের হয়ে পড়লে বললেন :

اِنْ اَنْتِ اِلَّا اِصْبَعٌ دَمِيْتِ ۝ وَفِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ مَا لَقِيْتِ

অর্থাৎ তুমি তো একটি অংগুলিই যা রক্তাক্ত হয়ে গেছে। তুমি যে কষ্ট পেয়েছ, তা আল্লাহর পথেই পেয়েছ। (কাজেই দুঃখ কিসের)। এ ঘটনার পর কিছু দিন হযরত জিবরাঈল (আ.) ওহী নিয়ে আগমন করলেন না। এতে মুশরিকরা বলতে শুরু করে যে, মুহাম্মদকে তার আল্লাহ পরিত্যাগ করেছেন ও তার প্রতি রুষ্ট হয়েছেন। এরই প্রেক্ষিতে এই সূরা দুহা অবতীর্ণ হয়। বুখারীতে বর্ণিত হযরত জুনদুব (রা.)-এর রেওয়ায়েতে দু'এক রাত্রিতে তাহাজ্জুদের জন্য না উঠার কথা আছে–ওহী বিলম্বিত হওয়ার কথা নেই। তিরমিযীতে তাহাজ্জুদের জন্য না উঠার উল্লেখ নেই, শুধু ওহী বিলম্বিত হওয়ার কথা উল্লেখ আছে। বলাবাহুল্য, উভয় ঘটনাই সংঘটিত হতে পারে বিধায় উভয় রেওয়ায়েতে কোনো বিরোধ নেই। বর্ণনাকারী হয় তো এক সময়ে এক ঘটনা এবং অন্য সময়ে অন্য ঘটনা বর্ণনা করেছেন। অন্যান্য রেওয়ায়েতে আছে যে, আবূ লাহাবের স্ত্রী উম্মে জামীল রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর বিরুদ্ধে এই অপপ্রচার চালিয়েছিল। ওহী বিলম্বিত হওয়ার ঘটনা কয়েকবার সংঘটিত হয়েছিল। একবার কুরআন অবতরণের প্রথমভাগে, যাকে 'ফাতরাতে-ওহীর' কাল বলা হয়। এটাই ছিল বেশি দিনের বিলম্ব। দ্বিতীয়বার তখন বিলম্বিত হয়েছিল, যখন মুশরিকরা অথবা ইহুদিরা রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর কাছে রূহের স্বরূপ সম্পর্কে প্রশ্ন রেখেছিল এবং তিনি পরে জবাব দেবেন বলে প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন। তখন 'ইনশাআল্লাহ' না বলার কারণে ওহীর আগমন বেশ কিছুদিন বন্ধ ছিল। এতে মুশরিকরা বলাবলি শুরু করল যে, মুহাম্মদের আল্লাহ অসন্তুষ্ট হয়ে তাকে পরিত্যাগ করেছেন। যে ঘটনার প্রেক্ষিতে সূরা দুহা অবতীর্ণ হয়, সেটাও এমনি ধরনের। সবগুলো ঘটনা একই সময়ে সংঘটিত হওয়া জরুরি নয় বরং আগে-পিছেও হতে পারে।

وَلَلْاٰخِرَةُ خَيْرٌ لَّكَ مِنَ الْاُوْلٰى : এখানে اٰخِرَةٌ ও اُوْلٰى শব্দদ্বয়ের প্রসিদ্ধ অর্থ পরকাল ও ইহকাল নেওয়া হলে এর ব্যাখ্যা বর্ণিত হয়েছে যে, মুশরিকরা আপনার বিরুদ্ধে যে অপপ্রচার চালাচ্ছে, এর আসারতা তো তারা ইহকালে দেখে নিবেই, অধিকন্তু আমি আপনাকে পরকালে নিয়ামত দান করারও ওয়াদা দিচ্ছি। সেখানে আপনাকে ইহকাল অপেক্ষা অনেক বেশি নিয়ামত দান করা হবে। এখানে اٰخِرَةٌ কে শাব্দিক অর্থে নেওয়াও অসম্ভব নয়। অতএব, এর অর্থ পরবর্তী অবস্থা; যেমন اُوْلٰى শব্দের অর্থ প্রথম অবস্থা। আয়াতের অর্থ এই যে, আপনার প্রতি আল্লাহর নিয়ামত দিন দিন বেড়েই যাবে এবং প্রত্যেক প্রথম অবস্থা থেকে পরবর্তী অবস্থা উত্তম ও শ্রেয় হবে। এতে জ্ঞানগরিমা ও আল্লাহর নৈকট্যে উন্নতি লাভসহ জীবিকা এবং পার্থিব প্রভাব-প্রতিপত্তি ইত্যাদি সব অবস্থাই অন্তর্ভুক্ত।

وَلَسَوْفَ يُعْطِيْكَ رَبُّكَ فَتَرْضٰى : অর্থাৎ আপনার পালনকর্তা আপনাকে এত প্রাচুর্য দেবেন যে, আপনি সন্তুষ্ট হয়ে যাবেন। এতে কি দেবেন, তা নির্দিষ্ট করা হয়নি। এতে ইঙ্গিত পাওয়া যায় যে, প্রত্যেক কাম্যবস্তুই প্রচুর পরিমাণে দেবেন। রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর কাম্যবস্তুসমূহের মধ্যে ছিল ইসলামের উন্নতি, সারা বিশ্বে ইসলামের প্রসার, উম্মতের প্রয়োজনীয় উপকরণাদি, শত্রুর বিরুদ্ধে তাঁর বিজয়লাভ, শত্রুদেশে ইসলামের কলেমা সমুন্নত করা ইত্যাদি। হাদীসে আছে, এ আয়াত নাজিল হওয়ার পর রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন : তাহলে আমি ততক্ষণ সন্তুষ্ট হব না, যতক্ষণ আমার উম্মতের একটি লোকও জাহান্নামে থাকবে। (কুরতুবী) হযরত আলী (রা.) বর্ণিত এক রেওয়ায়েতে রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন : আল্লাহ তা'আলা আমার উম্মত সম্পর্কে আমার সুপারিশ কবুল করবেন এবং অবশেষে তিনি বলবেন : رَضِيْتَ يَا مُحَمَّدُ হে মুহাম্মদ! এখন আপনি সন্তুষ্ট হয়েছেন কি? আমি আরজ করব : يَا رَبِّ رَضِيْتُ হে আমার পরওয়ারদিগার! আমি সন্তুষ্ট। সহীহ মুসলিমের রেওয়ায়েতে হযরত আমর ইবনে আস (রা.) বর্ণনা করেন : একদিন রাসূলুল্লাহ ﷺ হযরত ইবরাহীম (আ.) সম্পর্কিত এ আয়াত তেলাওয়াত করলেন : فَمَنْ تَبِعَنِيْ فَاِنَّهٗ مِنِّيْ وَمَنْ عَصَانِيْ فَاِنَّكَ غَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ –অতঃপর হযরত ঈসা (আ.)-এর উক্তি সম্বলিত অপর একটি আয়াত তেলাওয়াত করলেন : اِنْ تُعَذِّبْهُمْ فَاِنَّهُمْ عِبَادُكَ -এরপর তিনি দু'হাত তুলে কান্না বিজড়িত কণ্ঠে বারবার বলতে লাগলেন : اَللّٰهُمَّ اُمَّتِيْ اُمَّتِيْ আল্লাহ তা'আলা জিবরাঈলকে কান্নার কারণ জিজ্ঞাসা করতে প্রেরণ করলেন : (এবং বললেন, অবশ্য আমি সব জানি)। জিবরাঈলের জবাবে তিনি বললেন : আমি আমার উম্মতের মাগফেরাত চাই। আল্লাহ তা'আলা জিবরাঈলকে বললেন : যাও, গিয়ে বল যে, আল্লাহ তা'আলা উম্মতের ব্যাপারে আপনাকে সন্তুষ্ট করবেন এবং আপনাকে দুঃখিত করবেন না।

https://e-ilm.weebly.com/

উপরে কাফেরদের বলাবলির জবাবে রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর প্রতি ইহকালে ও পরকালে আল্লাহর নিয়ামতের সংক্ষিপ্ত বর্ণনা ছিল। অতঃপর তিনটি বিশেষ নিয়ামত উল্লেখ করে এর কিঞ্চিৎ বিবরণ দেওয়া হয়েছে : الم يجدك يتيما فاوى –এটা প্রথম নিয়ামত। অর্থাৎ আমি আপনাকে পিতৃহীন পেয়েছি। আপনার জন্মের পূর্বেই পিতা ইন্তেকাল করেছিল। পিতা কোনো বিষয়-আশয়ও ছেড়ে যায়নি, যা দ্বারা আপনার লালন-পালন হতে পারত। অতঃপর আমি আপনাকে আশ্রয় দিয়েছি। অর্থাৎ প্রথমে পিতামহ আব্দুল মুত্তালিবের ও পরে পিতৃব্য আবূ তালিবের অন্তরে আপনার প্রতি অগাধ ভালোবাসা সৃষ্টি করে দিয়েছি। ফলে তারা ঔরসজাত সন্তান অপেক্ষা অধিক যত্নসহকারে আপনাকে লালন-পালন করত।

দ্বিতীয় নিয়ামত : وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدٰى : ضال শব্দের অর্থ পথভ্রষ্টও হয় এবং অনভিজ্ঞ, বেখবরও হয়। এখানে দ্বিতীয় অর্থই উদ্দেশ্য। নবুয়ত লাভের পূর্বে তিনি আল্লাহর বিধি-বিধান সম্পর্কে বেখবর ছিলেন। অতঃপর নবুয়তের পদ দান করে তাঁকে পথনির্দেশ দেওয়া হয়।

তৃতীয় নিয়ামত : وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَاَغْنٰى : অর্থাৎ আল্লাহ তা'আলা আপনাকে নিঃস্ব ও রিক্তহস্ত পেয়েছেন। অতঃপর আপনাকে ধনশালী করেছেন। হযরত খাদীজা (রা.)-এর ধনসম্পদ দ্বারা অংশীদারী কারবার করার মাধ্যমে এর সূচনা হয়, অতঃপর হযরত খাদীজা (রা.)-কে বিবাহ করার ফলে তাঁর সমস্ত সম্পত্তিই রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর জন্য উৎসর্গিত হয়ে যায়।

এ তিনটি নিয়ামত উল্লেখ করার পর রাসূলুল্লাহ ﷺ -কে তিনটি বিষয়ের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। প্রথম নির্দেশ – فَاَمَّا الْيَتِيْمَ فَلَا تَقْهَرْ قهر শব্দের অর্থ জবরদস্তিমূলকভাবে অধিকারভুক্ত করা। উদ্দেশ্য এই যে, আপনি কোনো পিতৃহীনকে অসহায় ও বেওয়ারিশ মনে করে তার ধনসম্পদ জবরদস্তিমূলকভাবে নিজ অধিকারভুক্ত করে নেবেন না। একারণেই রাসূলুল্লাহ ﷺ এতিমের সাথে সহৃদয় ব্যবহার করার জোর আদেশ দিয়েছেন এবং বেদনাদায়ক ব্যবহার করতে নিষেধ করেছেন। তিনি বলেছেন : মুসলমানদের সে গৃহই সর্বোত্তম যাতে কোনো এতিম রয়েছে এবং তার সাথে সদ্ব্যবহার করা হয়। আর সে গৃহ সর্বাধিক মন্দ, যাতে কোনো এতিম রয়েছে কিন্তু তার সাথে অসদ্ব্যবহার করা হয়। –[মাযহারী]

দ্বিতীয় নির্দেশ : وَاَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ : نهر শব্দের অর্থ ধমক দেওয়া এবং سَائِلَ -এর অর্থ সাহায্যপ্রার্থী। অর্থগত ও জ্ঞানগত উভয় প্রকার সাহায্যপ্রার্থী এর অন্তর্ভুক্ত। উভয়কে ধমক দিতে রাসূলুল্লাহ ﷺ -কে নিষেধ করা হয়েছে। সাহায্যপ্রার্থীকে কিছু দিয়ে বিদায় করা দিতে না পারলে নরম ভাষায় অক্ষমতা প্রকাশ করা উত্তম। এমনিভাবে যে ব্যক্তি কোনো শিক্ষণীয় বিষয় জানতে চায় তার জবাবেও কঠোরতা ও দুর্ব্যবহার করা নিষেধ। তবে যদি কোনো সাহায্যপ্রার্থী নাছোড়বান্দা হয়ে যায় তবে প্রয়োজনে তাকে ধমক দেওয়াও জায়েজ।

তৃতীয় নির্দেশ : وَاَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ : تَحْدِيْثٌ শব্দের অর্থ কথা বলা। উদ্দেশ্য এই যে, মানুষের সামনে আল্লাহর নিয়ামতসমূহ বর্ণনা করুন। কৃতজ্ঞতা প্রকাশের এটাও এক পন্থা। এমনকি একজন অন্যজনের প্রতি যে অনুগ্রহ করে, তারও শোকর আদায় করার নির্দেশ রয়েছে। হাদীসে আছে, যে ব্যক্তি অপরের অনুগ্রহের শোকর আদায় করে না, সে আল্লাহ তা'আলারও শোকর আদায় করে না। –[মাযহারী]

এক হাদীসে বলা হয়েছে, যে ব্যক্তি তোমার প্রতি অনুগ্রহ করে তোমারও উচিত তার অনুগ্রহের প্রতিদান দেওয়া। যদি আর্থিক প্রতিদান দিতে অক্ষম হও, তবে মানুষের সামনে তার প্রশংসা কর। কেননা যে জানসমক্ষে তার প্রশংসা করে, সে কৃতজ্ঞতার হক আদায় করে দেয়। –[মাযহারী]

মাস'আলা : সবরকম নিয়ামতের শোকর আদায় করাই ওয়াজিব। আর্থিক নিয়ামতের শোকর হলো তা থেকে কিছু খাঁটি নিয়তে ব্যয় করা। শরিরিক নিয়ামতের শোকর হলো শারিরিক শক্তিকে আল্লাহর ফরজ কার্য সম্পাদনে ব্যয় করা। জ্ঞানগত নিয়ামতের শোকর হলো অপরকে তা শিক্ষা দেওয়া। –[মাযহারী]

সূরা দুহা থেকে কুরআনের শেষ পর্যন্ত প্রত্যেক সূরার সাথে তকবীর বলা সুন্নত। শায়েখ সালেহ মিসরীর মতে এই তাকবীর হলো : لَا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَاللّٰهُ اَكْبَرُ –[মাযহারী]

ইবনে কাছীর প্রত্যেক সূরা শেষে এবং বগভী (র.) প্রত্যেক সূরার শুরুতে তাকবীর বলা সুন্নত বলেছেন। –(মাযহারী) উভয়ের মধ্যে যাই করা হবে, তাতে সুন্নত আদায় হয়ে যাবে।

সূরা দুহা থেকে শেষ পর্যন্ত অধিকাংশ সূরায় রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর প্রতি আল্লাহ তা'আলার বিশেষ নিয়ামত ও তাঁর শ্রেষ্ঠত্ব বর্ণিত হয়েছে এবং কয়েকটি সূরায় কিয়ামত ও তার অবস্থাবলি উল্লেখ করা হয়েছে। কুরআন মহান এবং যাবতীয় সন্দেহ ও সংশয়ের উর্ধ্বে। এই বিষয়বস্তু দ্বারাই কুরআন পাক শুরু করা হয়েছে এবং সেই সত্তার মহাত্ম্য বর্ণনা দ্বারা শেষ করা হয়েছে, যাঁর প্রতি কুরআন অবতীর্ণ হয়েছে।

https://e-ilm.weebly.com/

শব্দ বিশ্লেষণ :

وَالضُّحٰى : শপথ প্রভাব বেলার। ضُحٰى -এর অর্থ, সূর্যের রশ্মি ছড়ানো ও দিন উদিত হওয়া। শাইখ মাজদুদ্দীন ফিরোযাবাদ, কামূসের মধ্যে স্পষ্ট লিখেন, ضُحٰى মুযাক্কারও আসে। আল্লামা আবুল ফযল জামাল কুরেশী লিখেন, ضُحٰى মুযাক্কারও আসে। আল্লামা আবুল ফযল জামাল কুরেশি আরো লিখেছন, যারা একে মুয়ান্নাছ বলেন, তাদের মতে এর বহুবচন ضُحَوَةٌ হবে। আর যারা মুযাক্কার বলেন, তাদের মতে এটি ইসম; فُعَلٌ -এর ওজনে। যেমন, صُرَدٌ শব্দটি। এটি যরফ গায়রে মুতামাক্কিন। যেমন, سَحْرٌ

سَجٰى : সীগাহ واحد مذكر غائب বহছ ماضى معروف বাব نَصَرَ মাসদার سَجْوٌ মূলবর্ণ (س - ج - و) জিনস ناقص واوى অর্থ– প্রশান্ত হয়। ঠাণ্ডা হয়।

مَاوَدَّعَكَ : সীগাহ واحد مذكر غائب বহছ ماضى منفى معروف বাব تَفْعِيْل মাসদার تَوْدِيْعٌ মূলবর্ণ (و - د - ع) জিনস مثال واوى অর্থ– আপনাকে পরিত্যাগ করেননি। আপনাকে ছাড়েননি।

مَاقَلٰى : সীগাহ واحد مذكر غائب বহছ ماضى منفى معروف বাব ضَرَبَ মাসদার قَلْىٌ মূলবর্ণ (ق - ل - ى) জিনস ناقص يائى অর্থ– বিরূপ ও হননি।

يُعْطِيْكَ : সীগাহ واحد مذكر غائب বহছ مضارع معروف বাব اِفْعَالٌ মাসদার اِعْطَاءٌ মূলবর্ণ (ع - ط - و) জিনস ناقص واوى অর্থ– সে তোমাকে দেয়।

تَرْضٰى : সীগাহ واحد مذكر حاضر বহছ مضارع معروف বাব سَمِعَ মাসদার رَضْىٌ মূলবর্ণ (ر - ض - و) জিনস ناقص واوى অর্থ– আপনি সন্তুষ্ট হবেন।

لَمْ يَجِدْ : সীগাহ واحد مذكر غائب বহছ مضارع معروف منفى بلم বাব ضَرَبَ মাসদার وَجْدٌ মূলবর্ণ (و - ج - د) জিনস مثال واوى অর্থ– তিনি পাননি।

اٰوٰى : সীগাহ واحد مذكر غائب বহছ ماضى معروف বাব اِفْعَالٌ মাসদার اِيْوَاءٌ মূলবর্ণ (أ - و - ى) জিনস মুরাক্কাব مهموز فاء এবং لفيف مقرون অর্থ– আশ্রয় দিয়েছেন।

هَدٰى : সীগাহ واحد مذكر غائب বহছ ماضى معروف বাব ضَرَبَ মাসদার هِدَايَةٌ মূলবর্ণ (ه - د - ى) জিনস ناقص يائى অর্থ– পথ দেখিয়েছেন।

عَائِلًا : সীগাহ واحد مذكر বহছ اسم فاعل বাব ضَرَبَ মাসদার عَيْلاً মূলবর্ণ (ع - ى - ل) জিনস اجوف يائى অর্থ– সম্বলহীন, নিঃস্ব। অক্ষম।

اَغْنٰى : সীগাহ واحد مذكر غائب বহছ ماضى معروف বাব اِفْعَالٌ মাসদার اِغْنَاءٌ মূলবর্ণ (غ - ن - ى) জিনস ناقص يائى অর্থ– সম্পদশালী করেছেন।

فَلَا تَنْهَرْ : সীগাহ واحد مذكر حاضر বহছ نهى حاضر معروف বাব فَتَحَ মাসদার نَهْرٌ মূলবর্ণ (ن - ه - ر) জিনস صحيح অর্থ– ভর্ৎসনা করবেন না, ধমক দিবেন না।

فَحَدِّثْ : সীগাহ واحد مذكر غائب বহছ امر حاضر معروف বাব تَفْعِيْل মাসদার تَحْدِيْثٌ মূলবর্ণ (ح - د - ث) জিনস صحيح অর্থ– তুমি বর্ণনা করো।

বাক্য বিশ্লেষণ :

وَلَلْاٰخِرَةُ خَيْرٌلَّكَ مِنَ الْاُوْلٰى : এখানে واو টা আতেফা। আর لام টা হলো لام الابتداء আর اَلْاٰخِرَةُ হলো মুবতাদা এবং خَيْرٌ হলো তার খবর। আর لَكَ টা خَيْرٌ -এর প্রথম متعلق হয়েছে। আর مِنَ الْاُوْلٰى টা خَيْرٌ -এর সাথে দ্বিতীয় متعلق হয়েছে। –[ই'রাবুল কুরআন ৮ম খণ্ড; পৃ. ৩৪২]

https://e-ilm.weebly.com/

سُوْرَةُ اَلَمْ نَشْرَحْ مَكِّيَّةٌ

সূরা ইনশিরাহ

মক্কায় অবতীর্ণ; আয়াত- ৮, রুকূ'- ১

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ○

পরম করুণাময়, দয়ালু আল্লাহর নামে শুরু করছি।

১. আমি কি আপনার জন্য আপনার বক্ষ [বিদ্যা ও সহিষ্ণুতা দ্বারা] প্রসারিত করে দেইনি?	اَلَمْ نَشْرَحْ لَكَ صَدْرَكَ ﴿١﴾
২. আর আমি আপনার উপর হতে আপনার সেই ভার অপসারিত করেছি।	وَوَضَعْنَا عَنْكَ وِزْرَكَ ﴿٢﴾
৩. যা আপনার মেরুদণ্ড ভেঙ্গে রেখেছিল।	الَّذِيْٓ اَنْقَضَ ظَهْرَكَ ﴿٣﴾
৪. আর আমি আপনার জন্য আপনার খ্যাতি সমুন্নত করেছি।	وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ ﴿٤﴾
৫. অনন্তর [আমি প্রতিশ্রুতি দিচ্ছি যে] নিশ্চয় বর্তমান কষ্টের সঙ্গে [সঙ্গেই] স্বস্তি রয়েছে।	فَاِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا ﴿٥﴾
৬. নিশ্চয় বর্তমান কষ্টের সঙ্গে [সঙ্গেই] স্বস্তি রয়েছে।	اِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا ﴿٦﴾
৭. সুতরাং আপনি যখনই অবসর পান, তখনই [নফল ইবাদতে] পরিশ্রম করবেন।	فَاِذَا فَرَغْتَ فَانْصَبْ ﴿٧﴾
৮. আর নিজের প্রভুর দিকেই আগ্রহের দৃষ্টি রাখবেন।	وَاِلٰى رَبِّكَ فَارْغَبْ ﴿٨﴾

শাব্দিক অনুবাদ :

১. اَلَمْ نَشْرَحْ আমি কি প্রসারিত করে দেইনি لَكَ আপনার জন্য صَدْرَكَ আপনার বক্ষ।

২. وَوَضَعْنَا আর আমি আপসারিত করেছি عَنْكَ আপনার উপর হতে وِزْرَكَ আপনার সেই ভার।

৩. الَّذِيْٓ اَنْقَضَ যা ভেঙ্গে রেখেছিল ظَهْرَكَ আপনার মেরুদণ্ড।

৪. وَرَفَعْنَا لَكَ আর আমি সমুন্নত করেছি ذِكْرَكَ আপনার খ্যাতি।

৫. فَاِنَّ مَعَ الْعُسْرِ অন্তর নিশ্চয় বর্তমান কষ্টের সঙ্গে রয়েছে। يُسْرًا স্বস্তি।

৬. اِنَّ مَعَ الْعُسْرِ নিশ্চয় বর্তমান কষ্টের সঙ্গে রয়েছে। يُسْرًا স্বস্তি।

৭. فَاِذَا فَرَغْتَ সুতরাং আপনি যখনই অবসর পান فَانْصَبْ (নফল ইবাদতে) পরিশ্রম করবেন।

৮. وَاِلٰى رَبِّكَ আর নিজের প্রভুর দিকেই فَارْغَبْ আগ্রহের দৃষ্টি রাখবেন।

https://e-ilm.weebly.com/

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

সূরাটির নামকরণের কারণ : সূরার প্রথম আয়াতের প্রথমাংশকে এর নাম হিসাবে নির্বাচন করা হয়েছে। এতে ৮টি আয়াত, ২৭টি বাক্য এবং ১০৩ টি অক্ষর রয়েছে।

সূরাটি নাজিল হওয়ার সময়কাল : বিষয়বস্তু হতে অনুমতি হয় যে, পূর্ববর্তী সূরা আদ্ব-দ্বুহা ও এ সূরাটি প্রায় একই সময় নাজিল হয়েছে। হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা.) বলেন, এ সূরাটি মক্কা শরীফে সূরা আদ্ব-দ্বুহার পরে নাজিল হয়েছে।

সূরাটির বিষয়বস্তু ও মূলবক্তব্য : মূলত এ সূরাতে নবী করীম ﷺ-কে সান্ত্বনা দেওয়া হয়েছে। নবুয়তের পূর্ববর্তী সময় নবী করীম ﷺ মক্কাবসীদের অত্যন্ত প্রিয়পাত্র ছিলেন। কিন্তু তিনি ইসলাম প্রচার শুরু করতেই সমগ্র সমাজ ও জাতি যেন তাঁর শত্রুতে পরিণত হলো। তখন মক্কা নগরীতে তাঁর কথা শুনতে কেউই প্রস্তুত ছিল না। তারা প্রতি পদে পদে তাঁর সম্মুখে নানাবিধ সমস্যা ও সংকট সৃষ্টি করতে লাগল। তাঁর জন্য এ সব খুবই মর্মন্তুদ ও নিরুৎসাহ ব্যাঞ্জক ছিল। এ কারণে তাকে সান্ত্বনা দেওয়ার জন্য প্রথমে সূরা আদ্ব-দ্বুহা ও পরে এ সূরাটি নাজিল হয়।

সূরাটিতে সর্বপ্রথম নবী করীম ﷺ-কে লক্ষ্য করে বলা হয়েছে, আমি আপনাকে তিনটি বড় বড় নিয়ামত দান করেছি। এ নিয়ামতসমূহ বর্তমান থাকতে আপনার নিরুৎসাহ ও হৃদয় ভারাক্রান্ত হওয়ার কোনো কারণ নেই। একটি হলো 'শরহে সদর' (বক্ষপ্রসারণ) -এর নিয়ামত। দ্বিতীয় নবুয়তের পূর্বে যে দুর্বহ বোঝা আপনার মেরুদণ্ড বাঁকা করে দিয়েছিল, আমি তা আপনার উপর হতে নামিয়ে দিয়েছি। আর তৃতীয় হলো তার উচ্চ ও ব্যাপক উল্লেখের নিয়ামত। একমাত্র আপনি ছাড়া সৃষ্টিলোকের অন্য কাউকে এরূপ নিয়ামত দান করা হয়নি।

অতঃপর সান্ত্বনা দিয়ে বলা হয়েছে বর্তমানের কঠিনতাপূর্ণ ও দুষ্কর সময় খুব বেশি দীর্ঘ হবে না। এ সংকীর্ণতাপূর্ণ অবস্থার সঙ্গে সঙ্গেই বিশালতা ও প্রশস্ততার ফল্গুধারা অব্যাহতভাবে বয়ে চলেছে।

পরিশেষে নবী করীম ﷺ-কে উপদেশ দিয়ে বলা হয়েছে। প্রাথমিক পর্যায়ের এ কঠিনতা ও কঠোরতা, সামস্যা ও সংকটের মোকাবিলা করার শক্তি আপনার মধ্যে একটি জিনিস হতেই আসবে। আর তা হলো, আপনি যখনই আপনার নিত্য-নৈমিত্তিক ব্যস্ততা হতে অবসর পাবেন, তখন আপনি ইবাদত-বন্দেগির শ্রম ও আধ্যাত্মিক সাধনায় আত্মনিমগ্ন হবেন। সবকিছু হতে মুখ ফিরিয়ে কেবলমাত্র আল্লাহর সাথে সম্পর্ক করে নিবেন।

اَلَمْ نَشْرَحْ لَكَ ....الاية.

শানে নুযূল : যখন মুশরিকরা মুসলমানদের দারিদ্র ও অভাবের জন্যে তাদেরকে তিরস্কার করেছিল, তখন অত্র সূরা নাজিল হয়। –[কানযুন নুকূল : ১০৮]

সূরা দুহার শেষে বর্ণিত হয়েছে যে, সূরা দুহা থেকে শেষ পর্যন্ত বাইশটি সূরায় বেশির ভাগ রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর প্রতি নিয়ামত ও তাঁর মাহাত্ম্য সম্পর্কে আলোচনা রয়েছে। মাত্র কয়েকটি সূরায় কিয়ামতের অবস্থা ও অন্যান্য বিষয় আলোচিত হয়েছে। আলোচ্য সূরা ইনশিরাহেও রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে প্রদত্ত বিশেষ অনুগ্রহ বর্ণিত হয়েছে এবং এ বর্ণনায়ও সূরা দুহার ন্যায় জিজ্ঞাসাবোধক ভঙ্গি অবলম্বন করা হয়েছে।

اَلَمْ نَشْرَحْ لَكَ صَدْرَكَ - شَرْحٌ শব্দের অর্থ উন্মুক্ত করা। জ্ঞান, তত্ত্বকথা ও উত্তম চরিত্রের জন্য বক্ষকে প্রশস্ত করে দেওয়ার অর্থে বক্ষ উন্মুক্ত করা ব্যবহৃত হয়ে থাকে। অন্য এক আয়াতে আছে : فَمَنْ يُّرِدِ اللّٰهُ اَنْ يَّهْدِيَهٗ يَشْرَحْ صَدْرَهٗ لِلْاِسْلَامِ রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর পবিত্র বক্ষকে আল্লাহ তা'আলা জ্ঞান-তত্ত্বকথা ও উত্তম চরিত্রের জন্য এমন বিস্তৃত করে দিয়েছিলেন যে, বড় বড় পণ্ডিত-দার্শনিকও তাঁর জ্ঞান-বিজ্ঞানের ধারে কাছে পৌঁছতে পারেনি। এর ফলশ্রুতিতে সৃষ্টির প্রতি তাঁর মনোনিবেশ আল্লাহ তা'আলার প্রতি মনোনিবেশে কোনো বিঘ্ন সৃষ্টি করত না। কোনো কোনো সহীহ হাদীসে বর্ণিত রয়েছে যে, ফেরেশতাগণ আল্লাহর আদেশে বাহ্যত ও তাঁর বক্ষ বিদারণ করে পরিষ্কার করেছিল কোনো কোনো তাফসীরবিদ এস্থলে বক্ষ উন্মুক্ত করার অর্থ সে বক্ষ বিদারণই নিয়েছেন। –[ইবনে কাছীর]

وَوَضَعْنَا عَنْكَ وِزْرَكَ الَّذِىْٓ اَنْقَضَ ظَهْرَكَ - وزر-এর শাব্দিক অর্থ বোঝা আর نَقَضَ ظَهْر-এর শাব্দিক অর্থ কোমর ভেঙ্গে দেওয়া। অর্থাৎ কোমরকে নুইয়ে দেওয়া। কোনো বড় বোঝা কারো মাথায় তুলে দিলে যেমন তার কোমর নুয়ে পড়ে, তেমনি আয়াতে বলা হয়েছে যে, যে বোঝা আপনার কোমরকে নুইয়ে দিয়েছিল, আমি তাকে আপনার উপর থেকে অপসারিত করে দিয়েছি। সে বোঝা কি ছিল, তার এক ব্যাখ্যা বর্ণিত হয়েছে যে, এতে সকল বৈধ ও অনুমোদিত কাজ বোঝানো হয়েছে, যা কোনো কোনো সময় রাসূলুল্লাহ ﷺ তাৎপর্য ও উপযোগিতাবশত সম্পাদন করেছেন কিন্তু পরে জানা গেছে যে, কাজটি উপযোগিতা ও উত্তম নীতির বিরোধী ছিল। রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর মর্যাদা অত্যন্ত উচ্চে ছিল এবং

https://e-ilm.weebly.com/

তিনি আল্লাহর নৈকট্যের বিশেষ স্তরে অধিষ্ঠিত ছিলেন। তাই এ ধরনের কাজের জন্যও তিনি অতিশয় চিন্তিত, দুঃখিত ও ব্যথিত হতেন। আল্লাহ তা'আলা আলোচ্য আয়াতে সুসংবাদ শুনিয়ে সে বোঝা তাঁর উপর থেকে সরিয়ে দিয়েছেন এবং বলেছেন যে, এ ধরনের কাজের জন্য আপনাকে পাকড়াও করা হবে না।

কোনো কোনো তাফসীরবিদ এ ক্ষেত্রে বোঝার অর্থ প্রসঙ্গে বলেছেন যে, নবুয়তের প্রথমদিকে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর উপর ওহীর প্রতিক্রিয়াও গুরুতররূপে দেখা দিত। তদুপরি সারা বিশ্বে ইসলাম প্রচার করা এবং কুফর ও শিরকের বিলোপ সাধন করে সমগ্র মানব জাতিকে তাওহীদে একত্রিত করার দায়িত্বও তাঁর উপর ন্যস্ত ছিল। এসব ব্যাপারে আদেশ ছিল : فَاسْتَقِمْ كَمَآ أُمِرْتَ অর্থাৎ আপনি আল্লাহর আদেশ অনুযায়ী সরলপথে অটল থাকুন। রাসূলুল্লাহ ﷺ এই গুরুভার তিলে তিলে অনুভব করতেন। এক হাদীসে আছে, তাঁর দাড়ির কতক চুল সাদা হয়ে গেলে তিনি বললেন : فَاسْتَقِمْ كَمَآ أُمِرْتَ এই আয়াত আমাকে বুড়ো করে দিয়েছে।

এই বোঝাকেই তাঁর অন্তর থেকে সরিয়ে দেওয়ার সুসংবাদ এ আয়াতে উক্ত হয়েছে। একে সরানোর পন্থা পরের আয়াতে এভাবে বর্ণিত হয়েছে যে, আপনার প্রত্যেক কষ্টের পর স্বস্তি আসবে। আল্লাহ তা'আলা বক্ষ উন্মুক্ত করার মাধ্যমে তাঁর মনোবল আকাশচুম্বী করে দেন। ফলে প্রত্যেক কঠিন কাজই তাঁর কাছে সহজ মনে হতে থাকে এবং কোনো বোঝাই আর বোঝা থাকেনি।

وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ –রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর আলোচনা উন্নত করা এই যে, ইসলামের বৈশিষ্ট্যমূলক কর্মসমূহে আল্লাহর নামের সাথে তাঁর নাম উচ্চারণ করা হয়। সারা বিশ্বের মসজিদসমূহের মিনারে ও মিম্বরে 'আশহাদু আল্ লাইলাহা ইল্লাল্লাহু'র সাথে সাথে 'আশহাদু আন্না মোহাম্মাদার রাসূলুল্লাহ'ও বলা হয়ে থাকে। এ ছাড়া বিশ্বের কোনো জ্ঞানী মানুষ তাঁর নাম সম্মান প্রদর্শন ব্যতীত উচ্চারণ করে না, যদিও সে অমুসলমান হয়।

এখানে তিনটি নিয়ামত উল্লেখ করা হয়েছে– شَرْحُ صَدْرٍ (বক্ষ উন্মোচন) وَضْعُ وِزْرٍ (বোঝা লাঘবকরণ) ও رَفْعُ ذِكْرٍ (আলোচনা উন্নতকরণ)। এগুলোকে তিনটি বাক্যে ব্যক্ত করা হয়েছে এবং প্রত্যেক বাক্যে কর্তা ও কর্মের মাঝখানে لَكَ অথবা عَنْكَ ব্যবহার করা হয়েছে। এতে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর বৈশিষ্ট্য ও বিশেষ মাহাত্ম্যের দিকে ইঙ্গিত রয়েছে যে, এসব কাজ আপনার খাতিরেই করা হয়েছে।

فَاِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا اِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا আরবি ভাষার একটি নীতি এই যে, আলিফ ও লাম যুক্ত শব্দকে যদি পুনরায় আলিফ ও লাম সহকারে উল্লেখ করা হয়, তবে উভয় জায়গায় একই বস্তুসত্তা অর্থ হয়ে থাকে এবং আলিফ ও লাম ব্যতিরেকে পুনরায় উল্লেখ করা হলে উভয় জায়গায় পৃথক পৃথক বস্তুসত্তা বোঝানো হয়ে থাকে। আলোচ্য আয়াতে اَلْعُسْرُ শব্দটি যখন পুনরায় اَلْعُسْرُ উল্লিখিত হয়েছে, তখন বোঝা গেল যে, উভয় জায়গায় একই عُسْر অর্থাৎ কষ্ট বোঝানো হয়েছে। পক্ষান্তরে يُسْرًا শব্দটি উভয় জায়াগায় আলিফ ও লাম ব্যতিরেকে উল্লিখিত হয়েছে। এতে নিয়মানুযায়ী বোঝা যায় যে, দ্বিতীয় يُسْر তথা স্বস্তি প্রথম يُسْر তথা স্বস্তি থেকে ভিন্ন। অতএব আয়াতে اِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا -এর পুনরুল্লেখ থেকে জানা গেল যে, একই কষ্টের জন্য দু'টি স্বস্তির ওয়াদা করা হয়েছে। দু' -এর উদ্দেশ্যও ঐখানে বিশেষ দু'-এর সংখ্যা নয়; বরং উদ্দেশ্য অনেক। অতএব সারকথা এই যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর একটি কষ্টের সাথে তাঁকে অনেক স্বস্তিদান করা হবে।

হযরত হাসান বসরী (র.) বলেন : আমার কাছে বর্ণনা করা হয়েছে যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ সাহাবায়ে কেরামকে এই আয়াত থেকে দু'টি সুসংবাদ শুনিয়েছেন এবং বলেছেন, لَنْ يَغْلِبَ عُسْرٌ يُسْرَيْنِ অর্থাৎ এক কষ্ট দুই স্বস্তির উপর প্রবল হতে পারে না। সেমতে মুসলমান ও অমুসলমানদের লিখিত সব ইতিহাস ও সীরাত গ্রন্থ সাক্ষ্য দেয় যে, যে কাজ কঠিন থেকে কঠিনতর বরং সাধারণ মানুষের দৃষ্টিতে অসম্ভব মনে হতো, রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর জন্য সে কাজ সহজতর হয়ে গিয়েছিল।

শিক্ষা ও প্রচারকার্যে নিয়োজিত ব্যক্তিদের জন্য একান্তে জিকির ও আল্লাহর দিকে মনোনিবেশ করা জরুরি : فَاِذَا فَرَغْتَ فَانْصَبْ وَاِلٰى رَبِّكَ فَارْغَبْ অর্থাৎ আপনি যখন দাওয়াত ও তাবলীগের কাজ থেকে অবসর পান, তখন অন্য কাজের জন্য তৈরি হয়ে যান। আর তা হলো এই যে, আল্লাহর জিকির, দোয়া ও ইস্তেগফারে আত্মনিয়োগ করুন। অধিকাংশ তাফসীরবিদ এ তাফসীরই করেছেন। কেউ কেউ অন্য তাফসীরও করেছেন কিন্তু এটাই অধিকতর বোধগম্য তাফসীর। এর সারমর্ম এই যে, দাওয়াত, তাবলীগ, মানুষকে পথপ্রদর্শন করা এবং তাদের সংশোধনের চিন্তা করা-এসবই ছিল রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সর্ববৃহৎ ইবাদত। কিন্তু এটা সৃষ্টিজীবের মধ্যস্থতায় ইবাদত। আয়াতের উদ্দেশ্য এই যে, আপনি কেবল এজাতীয় পরোক্ষ ইবাদত করে ক্ষান্ত হবেন না বরং যখনই এ ইবাদত থেকে অবসর পাবেন, তখন একান্তে প্রত্যক্ষভাবে আল্লাহর দিকে মনোনিবেশ করুন। তাঁর কাছেই প্রত্যেক কাজে সাফল্য লাভের দোয়া করুন। আল্লাহর জিকির

https://e-ilm.weebly.com/

ও প্রত্যক্ষ ইবাদতই তো আসল উদ্দেশ্য। এর জন্যই মানুষকে সৃষ্টি করা হয়েছে। সম্ভবত এ কারণেই পরোক্ষ ইবাদত থেকে অবসর পাওয়ার কথা বলা হয়েছে। এটা এক প্রয়োজনের ইবাদত। এ থেকে অবসর পাওয়া সম্ভব। কিন্তু প্রত্যক্ষ ইবাদত তথা আল্লাহর দিকে মনোনিবেশ করা এমন বিষয়, যা থেকে মু'মিন ব্যক্তি কখনো অবসর পেতে পারে না। বরং তার জীবন ও সর্বশক্তি এতে ব্যয় করতে হবে।

এ থেকে জানা গেল যে, আলিম সমাজ, যারা শিক্ষা, প্রচার ও জনসংশোধনের কাজে নিয়োজিত থাকেন, তাদের কিছু সময় আল্লাহর জিকির ও আল্লাহর দিকে মনোনিবেশে ব্যয়িত হওয়া উচিত। পূর্ববর্তী আলিমগণ এরূপই ছিলেন। এছাড়া শিক্ষা এবং প্রচারকার্যও কার্যকর হয় না এবং তাতে বরকতও হয় না। فَانْصَبْ শব্দটি نَصَبٌ থেকে উদ্ভূত। এর আসল অর্থ পরিশ্রম ও ক্লান্তি। এতে ইঙ্গিত রয়েছে যে, ইবাদত ও জিকির এতটুকু করা উচিত যে, তাতে কিছু কষ্ট ও ক্লান্তি অনুভূত হয়। আরাম পর্যন্তই সীমিত রাখা উচিত নয়। কোনো ওযিফা কিংবা নিয়ম মেনে চলাও এক প্রকার কষ্ট ও ক্লান্তি, যদিও কাজ সামান্যই হয়।

শব্দ বিশ্লেষণ :

أَلَمْ نَشْرَحْ : সীগাহ جمع متكلم বহছ مضارع معروف منفى بلم বাব فَتَحَ মাসদার شَرْحٌ মূলবর্ণ (ش - ر - ح) জিনস صحيح অর্থ– আমি কি প্রসারিত করে দেইনি।

صَدْرَ : শব্দটি একবচন; বহুবচন صدور অর্থ– বুক, বক্ষ।

وَضَعْنَا : সীগাহ جمع متكلم বহছ ماضى معروف বাব فَتَحَ মাসদার وَضْعٌ মূলবর্ণ (و - ض - ع) জিনস مثال واوى অর্থ– আমি অপসারিত করেছি।

وِزْرَكَ : ইসম (যবর বিশিষ্ট) মুযাফ। ك মুযাফ ইলাইহি। অর্থ– তোমার বোঝা।

أَنْقَضَ : সীগাহ واحد مذكر غائب বহছ ماضى معروف বাব إِفْعَالٌ মাসদার إِنْقَاضٌ মূলবর্ণ (ن - ق - ض) জিনস صحيح অর্থ– ভেঙ্গে রেখেছিল।

ظَهْرَ : অর্থ– পিঠ। ظهر ও بطن দুটি বিপরীত অঙ্গের নাম। بَطْنٌ অর্থ, পেট।

رَفَعْنَا : সীগাহ جمع متكلم বহছ ماضى معروف বাব فَتَحَ মাসদার رَفْعٌ মূলবর্ণ (ر - ف - ع) জিনস صحيح অর্থ– আমি উঁচু করেছি, আমি উঠিয়েছি।

اَلْعُسْرُ : কঠিন, শক্ত, কষ্ট, ক্লেশ, সমস্যা, সংকীর্ণতা, দারিদ্র, বিপদ। يُسْرٌ -এর বিপরীত শব্দ ও মাসদার। এর ফে'ল বাবে سَمِعَ ও كَرُمَ থেকে আসে। কারণ, অভাবের সাথে বিপদ ও কষ্ট-ক্লেশ আছে। তাই এটি অভাবী বা বিপদগ্রস্ত হওয়ার অর্থেও ব্যবহার হয়ে থাকে। কামূসের মধ্যে আছে, ع ও س উভয়ের উপর পেশ দিয়ে আসে। আবার উভয়টিকে যবর দিয়েও আসে। এটি يُسْرٌ -এর বিপরীত।

فَرَغْتَ : সীগাহ واحد مذكر حاضر বহছ ماضى معروف বাব فَتَحَ মাসদার فَرَاغٌ মূলবর্ণ (ف - ر - غ) জিনস صحيح অর্থ– আপনি অবসর পান।

اِنْصَبْ : সীগাহ واحد مذكر حاضر বহছ امر حاضر معروف বাব سَمِعَ মাসদার نَصَبٌ মূলবর্ণ (ن - ص - ب) জিনস صحيح অর্থ– পরিশ্রম করুন।

اِرْغَبْ : সীগাহ واحد مذكر حاضر বহছ امر حاضر معروف বাব سَمِعَ মাসদার رَغْبَةٌ মূলবর্ণ (ر - غ - ب) জিনস صحيح অর্থ– আগ্রহের দৃষ্টি রাখবেন।

বাক্য বিশ্লেষণ :

وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ : এখানে واو টি হরফে আতফ رَفَعْنَا ফে'ল আর نا হলো ফায়েল। আর لَكَ টা رَفَعْنَا -এর সাথে متعلق হয়েছে। আর ذِكْرَكَ হলো মাফউলে বিহী। –[ই'রাবুল কুরআন ৮ম খণ্ড; পৃ. ৩৪৯]

https://e-ilm.weebly.com/

سُوْرَةُ التِّيْنِ مَكِّيَّةٌ

সূরা তীন

মক্কায় অবতীর্ণ; আয়াত- ৮, রুকূ'- ১

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ○

পরম করুণাময়, দয়ালু আল্লাহর নামে শুরু করছি।

১. শপথ আনজীর ও যায়তূনের।	وَالتِّيْنِ وَالزَّيْتُوْنِ ﴿١﴾
২. আর শপথ সিনাই পর্বতের।	وَطُوْرِ سِيْنِيْنَ ﴿٢﴾
৩. আর শপথ এই শান্তিময় নগর [মক্কা শরীফ]-এর।	وَهٰذَا الْبَلَدِ الْاَمِيْنِ ﴿٣﴾
৪. নিশ্চয় আমি মানুষকে অত্যন্ত সুন্দর গঠনে সৃষ্টি করেছি।	لَقَدْ خَلَقْنَا الْاِنْسَانَ فِيْۤ اَحْسَنِ تَقْوِيْمٍ ﴿٤﴾
৫. অতঃপর তাকে ফিরিয়ে দিয়েছি। নীচ থেকে নীচে।	ثُمَّ رَدَدْنٰهُ اَسْفَلَ سٰفِلِيْنَ ﴿٥﴾
৬. কিন্তু যারা ঈমান এনেছে এবং ভালো কাজ করেছে, অনন্তর তাদের জন্য এরূপ প্রতিদান রয়েছে যা কখনো নিঃশেষ হবে না।	اِلَّا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَعَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ فَلَهُمْ اَجْرٌ غَيْرُ مَمْنُوْنٍ ﴿٦﴾
৭. অতঃপর কোন বস্তু তোমাকে কিয়ামত সম্বন্ধে অবিশ্বাসী করছে?	فَمَا يُكَذِّبُكَ بَعْدُ بِالدِّيْنِ ﴿٧﴾

শাব্দিক অনুবাদ :

১. وَالتِّيْنِ শপথ আনজীর وَالزَّيْتُوْنِ ও যায়তূনের।

২. وَطُوْرِ سِيْنِيْنَ আর শপথ সিনাই পর্বতের।

৩. وَهٰذَا الْبَلَدِ الْاَمِيْنِ আর শপথ এই শান্তিময় নগর (মক্কা শরীফ) -এর।

৪. لَقَدْ خَلَقْنَا নিশ্চয় আমি সৃষ্টি করেছি الْاِنْسَانَ মানুষকে فِيْۤ اَحْسَنِ تَقْوِيْمٍ অত্যন্ত সুন্দর গঠনে।

৫. ثُمَّ رَدَدْنٰهُ অতঃপর তাকে ফিরিয়ে দিয়েছি اَسْفَلَ سٰفِلِيْنَ নীচ থেকে নীচে।

৬. اِلَّا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا কিন্তু যারা ঈমান এনেছে وَعَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ এবং ভালো কাজ করেছে فَلَهُمْ اَجْرٌ অনন্তর তাদের জন্য এরূপ প্রতিদান রয়েছে غَيْرُ مَمْنُوْنٍ যা কখনো নিঃশেষ হবে না।

৭. فَمَا يُكَذِّبُكَ অতঃপর কোন বস্তু তোমাকে আবিশ্বাসী করছে? بَعْدُ بِالدِّيْنِ কেয়ামত সম্বন্ধে।

https://e-ilm.weebly.com/

৮. আল্লাহই কি সমস্ত বিচারক অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ বিচারক নন?	اَلَيْسَ اللّٰهُ بِاَحْكَمِ الْحٰكِمِيْنَ ﴿٨﴾

শাব্দিক অনুবাদ :

৮. اَلَيْسَ اللّٰهُ আল্লাহই কি নন بِاَحْكَمِ الْحٰكِمِيْنَ সমস্ত বিচারক অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ বিচারক।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

সূরাটির নামকরণের কারণ : اَلتِّيْن। অর্থ : আনজীর, ডুমুর বা ঐরূপ ফল বিশেষ। কেউ কেউ একে পর্বত-প্রান্তর অথবা মসজিদ বিশেষের নাম বলে উল্লেখ করেছেন। আলোচ্য সূরার প্রথম শব্দ 'ত্বীন' হতে নামকরণ করা হয়েছে। এতে ৮টি আয়াত, ৩৪টি বাক্য এবং ১৫৯টি অক্ষর রয়েছে।

সূরাটি অবতীর্ণ হওয়ার সময়কাল : হযরত কাতাদাহ (র.) বলেন, সূরাটি মাদানী। হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) হতে দু'টি বর্ণনা রয়েছে, একটিতে মক্কায় অপরটিতে মদীনায় অবতীর্ণ হওয়ার কথা উল্লিখিত হয়েছে; কিন্তু বেশির ভাগ বিশেষজ্ঞ এটা মক্কায় অবতীর্ণ হয়েছে বলে মত প্রকাশ করেছেন। এটা মাক্কী সূরা হওয়ার সুস্পষ্ট ও অকাট্য প্রমাণ হলো, এতে মক্কা শরীফ সম্পর্কে هٰذَا الْبَلَدِ الْاَمِيْنِ (এ শান্তির শহর) শব্দ কয়টি ব্যবহৃত হয়েছে। এটা যদি মদীনায় অবতীর্ণ হতো, নিশ্চয় মক্কা শহরকে 'এ শহর' বলা হতো না। এ ছাড়া সূরাটির মূলবক্তব্য ও বিষয়বস্তু নিয়ে একটু চিন্তা করলেও মনে হয়, তা মক্কা শরীফে নবুয়তের প্রাথমিক পর্যায়ে নাজিল হয়েছে। মক্কায় অবতীর্ণ সূরাসমূহের যে বাচনভঙ্গি, সংক্ষিপ্ত আয়াত ও মর্মস্পর্শী বর্ণনা ধারা, তা এতে পুরাপুরি বর্তমান। পরকালে শুভ কর্মফল ও শাস্তি অপরিহার্য এবং অতীব যুক্তিসঙ্গত, এ কথাই এতে বুঝানো হয়েছে।

সূরাটির বিষয়বস্তু : এ সূরাটি সর্বসম্মত মতে মক্কা শরীফে অবতীর্ণ হয়। এতে ইহুদি, খ্রিস্টান ও ইসলাম–এ তিনটি প্রধান ধর্ম এবং এর জগদ্বিখ্যাত প্রবর্তকত্রয়ের ধর্ম ও কর্মের বিকাশ স্থাপনের শপথ করে মানবের উৎপত্তি ও পরিণতির বিষয় বিবৃত করা হয়েছে।

ভালো কাজের ভালো ফল এবং মন্দ কাজের শাস্তি প্রমাণই এর বিষয়বস্তু। এ কথা প্রমাণের জন্যই নবী-রাসূলগণের অভ্যুদয়ের স্থানসমূহের নামে শপথ করে বলা হয়েছে যে, আল্লাহ মানুষকে অতি উত্তম আকৃতি বিশিষ্ট ও সুঠাম করে সৃষ্টি করেছেন। নবুয়তের ন্যায় উচ্চতম মর্যাদার ধারক লোক এই মানুষের মধ্যেই সৃষ্টি করেছেন।

এরপর বলা হয়েছে– মানুষ দু' প্রকার–

১. যারা অতি উত্তম মান ও কাঠামোতে সৃষ্টি হওয়ার পর খারাপ কাজের দিকে ঝুঁকে পড়ে এবং নৈতিক অধঃপতনের এত নিম্নস্তরে পৌঁছে, যে পর্যন্ত অন্য কোনো সৃষ্টি যেতে পারে না।
২. যারা ঈমান ও নেক আমলের পথ অবলম্বন করে এ পতন হতে রক্ষা পেয়ে যায় এবং উচ্চ মর্যাদায় প্রতিষ্ঠিত থাকে। মানব সমাজের সর্বত্র ও সর্বদাই এ দু' প্রকারের বাস্তবতার কোনো ব্যতিক্রম দেখা যায় না।

সূরার শেষভাগে উপরিউক্ত বাস্তবতার উপর ভিত্তি করে বলা হয়েছে– মানুষের মাঝে যখন এ দু' ধরনের পরস্পর বিরোধী স্বভাবের মানুষ বর্তমান দেখা যায়, তখন কর্মফলকে অস্বীকার করা যেতে পারে না। অধঃপতনে পতিত লোকদেরকে কোনো শাস্তি এবং উচ্চ মর্যাদায় প্রতিষ্ঠিত লোকদেরকে কোনো পুরস্কার যদি না-ই দেওয়া হয়, তাহলে আল্লাহর আদালতে বে-ইনসাফী ও অবিচার প্রমাণিত হয়। অথচ আল্লাহ সর্বশ্রেষ্ঠ বিচারক। অতএব, এ ব্যাপার নিঃসন্দেহ যে, মহাবিচারক আল্লাহ অধঃপতিতদেরকে চরম শাস্তি দিবেন এবং ঈমান ও কর্ম দ্বারা উন্নত মর্যাদার অধিকারীদেরকে যারপরনাই পুরস্কার দান করবেন।

ثُمَّ رَدَدْنٰهُ اَسْفَلَ سٰفِلِيْنَ.

শানে নুযূল : হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) এ আয়াত সম্পর্কে বর্ণনা করেন যে, কিছু লোক এমন ছিল যারা শেষ বয়সে উপনীত হয়ে যাওয়ার কারণে তাদের জ্ঞান বুদ্ধি লোপ পেয়েছিল। তখন তাদের জ্ঞান-বুদ্ধি লোপ পাওয়ার সময়কালের কৃতকর্মের ব্যাপারে জিজ্ঞেস করা হলে আল্লাহ তা'আলা আলোচ্য আয়াত নাজিল করে একথার জ্ঞানানদেন যে, আল্লাহ পাক তাদের সেই কৃতকর্মের প্রতিদান দিবেন যা তারা বুদ্ধি বিলুপ্ত হওয়ার পূর্বে করেছিল। –[কানযুন নুকূল : ১০৯]

https://e-ilm.weebly.com/

وَالتِّيْنِ وَالزَّيْتُوْنِ –এ সূরায় চারটি বস্তুর শপথ করা হয়েছে। এক. তীন অর্থাৎ আঞ্জীর তথা ডুমুর বৃক্ষ। দুই. যায়তূন বৃক্ষ। তিন. তূরে সিনীন। চার. মক্কা মোকাররমা। এই বিশেষ শপথের কারণ এই হতে পারে যে, তূর পর্বত ও মক্কা নগরীর ন্যায় ডুমুর ও যায়তূন বৃক্ষও বহুল উপকারী। এটাও সম্ভবপর যে, এখানে তীন ও যায়তূন উল্লেখ করে সে স্থান বোঝানো হয়েছে, যেখানে এ বৃক্ষ প্রচুর পরিমাণে উৎপন্ন হয়। আর সে স্থান হচ্ছে শাম দেশ, যা পয়গম্বরগণের আবাসভূমি। হযরত ইবরাহীম (আ.)ও সে দেশে অবস্থান করতেন। তাঁকে সেখান থেকে হিজরত করিয়ে মক্কা মোকাররমায় আনা হয়েছিল। এভাবে উপরিউক্ত শপথসমূহে সেসব পবিত্র ভূমি অন্তর্ভুক্ত হয়ে গেছে, যেখানে বিশেষ বিশেষ পয়গম্বরগণ জন্মগ্রহণ করেছেন ও প্রেরিত হয়েছেন। শাম দেশ অধিকাংশ পয়গম্বরের আবাসভূমি। তূর পর্বত হযরত মূসা (আ.)-এর আল্লাহর সাথে বাক্যালাপের স্থান। সিনীন অথবা সীনা তূর পর্বতের অবস্থানস্থলের নাম। নিরাপদ শহর শেষনবী ﷺ-এর জন্মস্থান ও বাসস্থান।

শপথের পর বলা হয়েছে : لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ فِيْ أَحْسَنِ تَقْوِيْمٍ - تَقْوِيْم -এর শাব্দিক অর্থ কোনো কিছুর অবয়ব ও ভিত্তিকে ঠিক করা।

أَحْسَنِ تَقْوِيْمٍ -এর উদ্দেশ্য এই যে, তার মজ্জা ও স্বভাবকেও অন্যান্য সৃষ্ট জীবের তুলনায় উত্তম করা হয়েছে এবং তার দৈহিক অবয়ব এবং আকার-আকৃতিকেও দুনিয়ার সব প্রাণী অপেক্ষা সুন্দরতম করা হয়েছে।

সমস্ত সৃষ্ট বস্তুর মধ্যে মানুষ সর্বাধিক সুন্দর : মানুষকে আল্লাহ তা'আলা সমস্ত সৃষ্ট বস্তুর মধ্যে সর্বাধিক সুন্দর করেছেন। ইবনে আরাবী (র.) বলেন : আল্লাহর সৃষ্ট বস্তুর মধ্যে মানুষ অপেক্ষা সুন্দর কেউ নেই। কেননা আল্লাহ তা'আলা তাকে জ্ঞানী, শক্তিমান, বক্তা, শ্রোতা, দ্রষ্টা, কুশলী এবং প্রজ্ঞাবান করেছেন। এগুলো প্রকৃতপক্ষে আল্লাহ তা'আলার গুণাবলি। সেমতে বুখারী ও মুসলিমের হাদীসে আছে : إِنَّ اللّٰهَ خَلَقَ آدَمَ عَلٰى صُوْرَتِهٖ অর্থাৎ আল্লাহ তা'আলা হযরত আদম (আ.)-কে নিজের আকারে সৃষ্টি করেছেন। এর অর্থ এটাই হতে পারে যে, আল্লাহ তা'আলার কতিপয় গুণাবলি কোনো কোনো পর্যায়ে তাকেও দেওয়া হয়েছে। নতুবা আল্লাহ তা'আলার কোনো আকার নেই। –[কুরতুবী]

মানব সৌন্দর্যের একটি অভাবনীয় ঘটনা : কুরতুবী এস্থলে বর্ণনা করেন, ঈসা ইবনে মূসা হাশেমী খলীফা আবূ জা'ফর মানসূরের একজন বিশেষ সভাসদ ছিলেন। তিনি স্ত্রীকে অত্যধিক ভালোবাসতেন। একদিন জোসনা রাত্রিতে স্ত্রীর সাথে বসে হাসি তামাশার ছলে বলে ফেললেন : أَنْتِ طَالِقٌ ثَلَاثًا إِنْ لَمْ تَكُوْنِيْ أَحْسَنَ مِنَ الْقَمَرِ অর্থাৎ তুমি তিন তালাক, যদি তুমি চাঁদ অপেক্ষা অধিক সুন্দরী না হও। একথা বলতেই স্ত্রী উঠে পর্দায় চলে গেল এবং বলল : আপনি আমাকে তালাক দিয়েছেন। ব্যাপারটি যদিও হাসি তামাশার ছিল কিন্তু বিধান এই যে, পরিষ্কার তালাক শব্দ হাসি তামাশার ছলে উচ্চারণ করলেও তালাক হয়ে যায়। ঈসা ইবনে মূসা চরম অস্থিরতার মধ্যে রাত্রি অতিবাহিত করলেন। প্রত্যূষে খলীফা আবূ জা'ফর মনসূরের কাছে উপস্থিত হয়ে তাকে সমস্ত বৃত্তান্ত জানালেন। খলীফা শহরের ফতওয়াবিদ আলিমগণকে ডেকে মাস'আলা জিজ্ঞেস করলেন। সবাই এক উত্তর দিলেন যে, তালাক হয়ে গেছে। কেননা তাদের মতে চন্দ্র অপেক্ষা সুন্দর হওয়া কোনো মানুষের পক্ষে সম্ভবপরই নয়। কিন্তু ইমাম আবূ হানীফার জনৈক শিষ্য আলিম চুপচাপ বসে ছিলেন। খলীফা জিজ্ঞাসা করলেন, আপনি নিশ্চুপ কেন? তখন তিনি বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহীম পাঠ করে আলোচ্য সূরা তীন তেলাওয়াত করলেন এবং বললেন : আমিরুল মু'মিনীন, আল্লাহ তা'আলা বলেছেন যে, মানুষ মাত্রই অবয়ব সুন্দরতম। কোনো কিছুই মানুষ অপেক্ষা সুন্দর নয়। একথা শুনে উপস্থিত আলিমগণ বিস্ময়াভিভূত হয়ে গেলেন এবং কেউ বিরোধিতা করলেন না। সেমতে খলীফা তালাক হয়নি বলে রায় দিয়ে দিলেন।

এ থেকে জানা গেল যে, আল্লাহ তা'আলার সমগ্র সৃষ্টির মধ্যে মানুষ সর্বাধিক সুন্দররূপ ও সৌন্দর্যের দিক দিয়েও এবং শারীরিক গড়নের দিক দিয়েও। তার মস্তকে কেমন অঙ্গ কি কি আশ্চর্যজনক কাজ করছে– মনে হয় যেন একটি ফ্যাক্টরী, যাতে নাযুক, সূক্ষ্ম ও স্বয়ংক্রিয় মেশিন চালু রয়েছে। তার বক্ষ ও পেটের অবস্থাও তদ্রূপ। তার হস্তপদের গঠন ও আকার হাজারো উপযোগিতার উপর ভিত্তিশীল। এ কারণেই দার্শনিকগণ বলেন : মানুষ একটি ক্ষুদ্র জগৎ অর্থাৎ সমগ্র জগতের একটি মডেল। সমগ্র জগতে যেসব বস্তু ছড়িয়ে আছে, তা সবই মানুষের মধ্যে সমবেত আছে। –[কুরতুবী]

সূফী বুযুর্গগণও এ বিষয়ের সমর্থন করেছেন এবং কেউ কেউ মানুষের আপদমস্তক বিশ্লেষণ করে তাতে জগতের সব বস্তুর নমুনা দেখিয়েছেন।

https://e-ilm.weebly.com/

ثُمَّ رَدَدْنٰهُ اَسْفَلَ سَافِلِيْنَ –পূর্বের আয়াতে মানুষকে সমগ্র সৃষ্টির মধ্যে সুন্দরতম সৃষ্টি করার বর্ণনা ছিল। এ আয়াতে তার বিপরীতে বলা হয়েছে যে, সে যৌবনের প্রারম্ভে যেমন সমগ্র সৃষ্টির মধ্যে সর্বাধিক সুন্দর ও শ্রেষ্ঠ ছিল, তেমনি পরিশেষে সে নিকৃষ্ট থেকে নিকৃষ্টতর এবং মন্দ থেকে মন্দতর হয়ে যায়। বলাবাহুল্য, এই উৎকৃষ্টতা ও নিকৃষ্টতা তার বাহ্যিক ও শারিরিক অবস্থার দিক দিয়ে বলা হয়েছে। যৌবন অস্তমিত হয়ে গেলে তার আকার-আকৃতি বদলে যায়। বার্ধক্য এসে তাকে সম্পূর্ণ পাল্টে দেয়। সে কুশ্রী দৃষ্টিগোচার হতে থাকে এব কর্মক্ষমতা হারিয়ে অপরের উপর বোঝা হয়ে যায়। কারো কোনো উপকারে আসে না। অন্যান্য জীবজন্তু এর বিপরীত। তারা শেষ পর্যন্ত কর্মক্ষম থাকে। মানুষ তাদের কাছ থেকে দুগ্ধ, বোঝা বহন এবং অন্যান্য বহু রকম কাজ নেয়। তাদেরকে জবাই করা হলে অথবা তারা মারা গেলেও তাদের চামড়া, পশম, অস্থি মানুষের কাজে আসে। কিন্তু মানুষ যখন বার্ধক্যে অক্ষম হয়ে যায়, তখন সে সাংসারিক দিক দিয়ে সম্পূর্ণ বেকার হয়ে যায়। মৃত্যুর পরও তার কোনো অংশ দ্বারা কোনো মানুষ অথবা জন্তুর উপকার হয় না। সারকথা, মানুষ সে নিকৃষ্টদের মধ্যে নিকৃষ্টতম, এর অর্থ তা বৈষয়িক ও শারিরিক অবস্থা। হযরত যাহ্হাক প্রমুখ থেকে এ তাফসীরই বর্ণিত রয়েছে। –[কুরতুবী]

এ তাফসীর অনুযায়ী পরের আয়াতে মু'মিন সৎকর্মীর ব্যতিক্রম উল্লেখ করা হয়েছে। এর অর্থ এই নয় যে, মু'মিন সৎকর্মী বার্ধক্যের অক্ষম ও অপারগ হয় না। বরং উদ্দেশ্য এই যে, তাদের দৈহিক বেকারত্ব ও বৈষয়িক অকর্মণ্যতার ক্ষতি তাদের হয় না বরং ক্ষতি কেবল তাদের হয় যারা নিজেদের সমগ্র চিন্তা ও যোগ্যতা বৈষয়িক উন্নতিতেই ব্যয় করেছিল। এখন তা নিঃশেষ হয়ে গেছে এবং পরকালে তাদের কোনো অংশ নেই। কিন্তু মু'মিন সৎকর্মীর পুরস্কার ও ছওয়াব কোনো সময়ই নিঃশেষ হয় না। দুনিয়াতে বার্ধক্যের বেকারত্ব ও অপারগতার সম্মুখীন হলেও পরকালে তার জন্য উচ্চ মর্যাদা ও সুখই সুখ বিদ্যমান থাকে। বার্ধক্যজনিত বেকারত্ব ও কর্ম হ্রাস পাওয়া সত্ত্বেও তাদের আমলনামায় সেসব কর্ম লিখিত হয়, যা তারা শক্তিমান অবস্থায় করত। হযরত আনাস (রা.) -এর রেওয়ায়েতে রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন : কোনো মুসলমান অসুস্থত হয়ে পড়লে আল্লাহ তা'আলা আমল লেখক ফেরেশতাগণকে আদেশ দেন, সুস্থ অবস্থায় সে যেসব সৎ কর্ম করত, সেগুলো তার আমলনামায় লিপিবদ্ধ করতে থাক। –(বুখারী) এছাড়া এস্থলে মু'মিন সৎ কর্মীর প্রতিদান জান্নাত ও তার নিয়ামত বর্ণনা করার পরিবর্তে বলা হয়েছে : لَهُمْ اَجْرٌ غَيْرُ مَمْنُوْنٍ –অর্থাৎ তাদের পুরস্কার কখনো বিচ্ছিন্ন ও কর্তিত হবে না। এতে এদিকেও ইঙ্গিত হতে পারে যে, তাদের এই পুরস্কার দুনিয়ার বৈষয়িক জীবন থেকেই শুরু হয়ে যায়। আল্লাহ তা'আলা তার প্রিয় বান্দাদের জন্য বার্ধক্যে এমন খাঁটি সহচর জুটিয়ে দেন, যারা শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত তাঁদের কাছ থেকে আত্মিক উপকারিতা লাভ করতে থাকেন এবং তাদের সর্বপ্রকার সেবাযত্ন করেন। এভাবে বার্ধক্যের যে স্তরে মানুষ বৈষয়িক ও দৈহিক দিক দিয়ে অকেজো, বেকার ও অপরের উপর বোঝারূপে গণ্য হয়, সে স্তরেও আল্লাহর প্রিয় বান্দাগণ বেকার থাকেন না। কোনো কোনো তাফসীরবিদ আলোচ্য আয়াতের এরূপ তাফসীর করেছেন যে, رَدَدْنٰهُ اَسْفَلَ سَافِلِيْنَ –সাধারণ মানুষের জন্য নয় বরং কাফের ও পাপাচারীদের জন্য বলা হয়েছে, যারা আল্লাহ প্রদত্ত সুন্দর অবয়ব, গুণগত উৎকর্ষ ও বিবেককে বৈষয়িক সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যের পেছনে বরবাদ করে দেয়। এই অকৃতজ্ঞতার শাস্তি হিসাবে তাদেরকে হীনতম পর্যায়ে পৌছে দেওয়া হবে। এমতাবস্থায় اِلَّا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا বাক্যের ব্যতিক্রম বাহ্যিক অর্থেই বহাল থাকে। অর্থাৎ যারা মু'মিন ও সৎকর্মী, তাদেরকে নিকৃষ্টতম পর্যায়ে পৌছানো হবে না। কেননা তাদের পুরস্কার সব সময়ই অব্যাহত থাকবে। –[মাযহারী]

فَمَا يُكَذِّبُكَ بَعْدُ بِالدِّيْنِ –এতে কিয়ামতে অবিশ্বাসীদেরকে হুঁশিয়ার করা হয়েছে যে, আল্লাহর কুদরতের উপরিউক্ত দৃশ্য ও পরিবর্তন দেখার পরও তোমাদের জন্য পরকাল ও কিয়ামতকে মিথ্যা মনে করার কি অবকাশ থাকতে পারে। আল্লাহ তা'আলা কি সব বিচারকের মহা বিচারক নন?

হযরত আবূ হুরায়রা (রা.)-এর রেওয়ায়েতে রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন : যে ব্যক্তি সূরা তীনের اَلَيْسَ اللّٰهُ بِاَحْكَمِ الْحَاكِمِيْنَ পর্যন্ত পাঠ করে, তার উচিত وَاَنَا عَلٰى ذٰلِكَ مِنَ الشَّاهِدِيْنَ বলা। সেমতে ফিকহ্বিদগণের মতেও এই বাক্যটি পাঠ করা মোস্তাহাব।

https://e-ilm.weebly.com/

শব্দ বিশ্লেষণ :

اَحْسَنَ : সীগাহ واحد مذكر বহছ اسم تفضيل বাব كَرُمَ মাসদার اَلْحُسْنُ মূলবর্ণ (ح - س - ن) জিনস صحيح অর্থ– খুব উত্তম, ভালো।

تَقْوِيْمٌ : মাসদার। বাব تَفْعِيْل মূলবর্ণ (ق - و - م) জিনস اجوف واوى অর্থ– ঠিক করা, উত্তমরূপে গঠন করা।

رَدَدْنٰهُ : সীগাহ جمع متكلم বহছ ماضى معروف বাব نَصَرَ মাসদার اَلرَّدُّ মূলবর্ণ (ر - د - د) জিনস مضاعف ثلاثى অর্থ– ফিরিয়ে দিয়েছি।

اَسْفَلَ : اسم تفضيل সর্বনিম্ন। اَعْلٰى-এর বিপরীত বাব نَصَرَ মাসদার سُفُوْلٌ মূলবর্ণ (س - ف - ل) জিনস صحيح অর্থ– নীচ থেকে নিচে।

سَافِلِيْنَ : সীগাহ جمع مذكر বহছ اسم فاعل বাব نَصَرَ মাসদার اَلسُّفُوْلُ মূলবর্ণ (س - ف - ل) জিনস صحيح অর্থ– নীচ।

مَمْنُوْنٍ : সীগাহ واحد مذكر বহছ اسم مفعول বাব نَصَرَ মাসদার مَنٌّ মূলবর্ণ (م - ن - ن) জিনস مضاعف ثلاثى অর্থ– হ্রাসকৃত। কর্তনকৃত।

يُكَذِّبُ : সীগাহ واحد مذكر غائب বহছ مضارع معروف বাব تَفْعِيْل মাসদার تَكْذِيْبٌ মূলবর্ণ (ك - ذ - ب) জিনস صحيح অর্থ– অবিশ্বাস করছে।

اَحْكَمُ : সীগাহ واحد مذكر বহছ اسم تفضيل বাব نَصَرَ মাসদার اَلْحُكْمُ মূলবর্ণ (ح - ك - م) জিনস صحيح অর্থ, উত্তম বিচারক। শ্রেষ্ঠ বিচারক।

حَاكِمِيْنَ : সীগাহ جمع مذكر বহছ اسم فاعل বাব نَصَرَ মাসদার اَلْحُكْمُ মূলবর্ণ (ح - ك - م) জিনস صحيحঅর্থ– বিচারক, হাকিম, জজ, হুকুমদাতা।

বাক্য বিশ্লেষণ :

ثُمَّ رَدَدْنٰهُ اَسْفَلَ سَافِلِيْنَ : এখানে ثُمَّ টি হরফে আতফ। আর رَدَدْنٰهُ হলো ফে'ল, যমীর نَا ফায়েল। আর ه হলো مفعول به আর اَسْفَلَ سَافِلِيْنَ টা মাফউলে বিহী থেকে حال হয়েছে। –[ই'রাবুল কুরআন ৮ম খণ্ড, পৃ. ৩৫৮]

https://e-ilm.weebly.com/

سُوْرَةُ الْعَلَقِ مَكِّيَّةٌ

সূরা 'আলাক

মক্কায় অবতীর্ণ; আয়াত– ১৯, রুকূ'– ১

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ○

পরম করুণাময়, দয়ালু আল্লাহর নামে শুরু করছি।

১. হে পয়গাম্বর! আপনি নিজ প্রভুর নাম নিয়ে কুরআন পাঠ করুন, যিনি সৃষ্টি করেছেন।	اِقْرَاْ بِاسْمِ رَبِّكَ الَّذِيْ خَلَقَ ﴿١﴾
২. যিনি মানুষকে জমাট রক্ত দ্বারা সৃষ্টি করেছেন।	خَلَقَ الْاِنْسَانَ مِنْ عَلَقٍ ﴿٢﴾
৩. আপনি কুরআন পাঠ করুন, আর আপনার প্রভু মহামহিমান্বিত।	اِقْرَاْ وَرَبُّكَ الْاَكْرَمُ ﴿٣﴾
৪. যিনি কলমের সাহায্যে শিক্ষা দিয়েছেন।	الَّذِيْ عَلَّمَ بِالْقَلَمِ ﴿٤﴾
৫. মানুষকে ঐ সমস্ত জিনিস শিক্ষা দিয়েছেন যা সে জানত না।	عَلَّمَ الْاِنْسَانَ مَا لَمْ يَعْلَمْ ﴿٥﴾
৬. সত্যি সত্যিই, নিঃসন্দেহে মানুষ সীমা হতে বের হয়ে যায়।	كَلَّآ اِنَّ الْاِنْسَانَ لَيَطْغٰٓى ﴿٦﴾
৭. এ কারণে যে, সে নিজেকে অমুখাপেক্ষী মনে করে।	اَنْ رَّاٰهُ اسْتَغْنٰى ﴿٧﴾
৮. [হে শ্রোতা!] তোমার প্রতিপালকের দিকেই সকলকে প্রত্যাবর্তন করতে হবে।	اِنَّ اِلٰى رَبِّكَ الرُّجْعٰى ﴿٨﴾

শাব্দিক অনুবাদ :

১. اِقْرَاْ [হে পয়গাম্বর!] আপনি কুরআন পাঠ করুন بِاسْمِ رَبِّكَ নিজ প্রভুর নাম নিয়ে الَّذِيْ خَلَقَ যিনি সৃষ্টি করেছেন।

২. خَلَقَ الْاِنْسَانَ যিনি মানুষকে সৃষ্টি করেছেন مِنْ عَلَقٍ জমাট রক্ত দ্বারা।

৩. اِقْرَاْ আপনি কুরআন পাঠ করুন وَرَبُّكَ الْاَكْرَمُ আর আপনার প্রভু মহামহিমান্বিত।

৪. الَّذِيْ عَلَّمَ যিনি শিক্ষা দিয়েছেন بِالْقَلَمِ কলমের সাহায্যে।

৫. عَلَّمَ الْاِنْسَانَ মানুষকে ঐ সমস্ত জিনিস শিক্ষা দিয়েছেন مَا لَمْ يَعْلَمْ যা সে জানত না।

৬. كَلَّا সত্যি সত্যিই اِنَّ الْاِنْسَانَ নিঃসন্দেহে মানুষ لَيَطْغٰى সীমা হতে বের হয়ে যায়।

৭. اَنْ رَّاٰهُ এ কারণে যে, সে নিজেকে মনে করে اسْتَغْنٰى অমুখাপেক্ষী।

৮. اِنَّ اِلٰى رَبِّكَ [হে শ্রোতা!] তোমার প্রতিপালকের দিকেই সকল কে করতে হবে الرُّجْعٰى প্রত্যাবর্তন।

https://e-ilm.weebly.com/

৯. [হে শ্রোতা!] আচ্ছা তুমি কি তাকে দেখেছ, যে নিষেধ করে।	أَرَأَيْتَ الَّذِي يَنْهَىٰ ﴿٩﴾
১০. [আমার] এক [বিশিষ্ট] বান্দাকে যখন সে নামাজ পড়ে।	عَبْدًا إِذَا صَلَّىٰ ﴿١٠﴾
১১. [হে শ্রোতা!] আচ্ছা এটা তো বল, যদি সে বান্দা সৎপথে থাকে।	أَرَأَيْتَ إِن كَانَ عَلَى الْهُدَىٰ ﴿١١﴾
১২. অথবা সে পরহেজগারীর শিক্ষা দান করে [তবে কি তার বিরোধিতা সঙ্গত হয়?]	أَوْ أَمَرَ بِالتَّقْوَىٰ ﴿١٢﴾
১৩. [হে শ্রোতা!] আচ্ছা বল তো, যদি সে ধর্মকে অস্বীকার করে এবং বিমুখ হয়।	أَرَأَيْتَ إِن كَذَّبَ وَتَوَلَّىٰ ﴿١٣﴾
১৪. সে কি জানে না যে, আল্লাহ [তার কার্যাবলি] দেখছেন।	أَلَمْ يَعْلَم بِأَنَّ اللَّهَ يَرَىٰ ﴿١٤﴾
১৫. সাবধান! যদি সে ফিরে না আসে, তবে আমি ললাটের কেশগুচ্ছ ধরে তাকে হেঁচড়াব।	كَلَّا لَئِن لَّمْ يَنتَهِ لَنَسْفَعًا بِالنَّاصِيَةِ ﴿١٥﴾
১৬. যে কেশগুচ্ছ মিথ্যা ও পাপযুক্ত।	نَاصِيَةٍ كَاذِبَةٍ خَاطِئَةٍ ﴿١٦﴾
১৭. অনন্তর সে স্বীয় পরিষদবর্গকে আহ্বান করুক।	فَلْيَدْعُ نَادِيَهُ ﴿١٧﴾
১৮. আমিও দোজখের পেয়াদাদেরকে আহ্বান করব।	سَنَدْعُ الزَّبَانِيَةَ ﴿١٨﴾
১৯. সাবধান! আপনি তার কথা মানবেন না আর আপনি [রীতিমতো] নামাজ পড়তে থাকুন এবং [আল্লাহর] নৈকট্য লাভ করতে থাকুন।	كَلَّا لَا تُطِعْهُ وَاسْجُدْ وَاقْتَرِب ﴿١٩﴾

https://e-ilm.weebly.com/

শাব্দিক অনুবাদ :

৯. أَرَأَيْتَ الَّذِي [হে শ্রোতা!] আচ্ছা তুমি কি তাকে দেখেছ يَنْهَىٰ যে নিষেধ করে।

১০. عَبْدًا এক বান্দাকে إِذَا صَلَّىٰ যখন সে নামাজ পড়ে।

১১. أَرَأَيْتَ إِن كَانَ হে শ্রোতা। আচ্ছা এটাতো বল যদি সে বান্দা থাকে عَلَى الْهُدَىٰ সৎপথে।

১২. أَوْ أَمَرَ অথবা সে শিক্ষা দান করে بِالتَّقْوَىٰ পরহেজগারীর।

১৩. أَرَأَيْتَ [হে শ্রোতা!] আচ্ছা বলতো إِن كَذَّبَ যদি সে ধর্মকে অস্বীকার করে وَتَوَلَّىٰ এবং বিমুখ হয়।

১৪. أَلَمْ يَعْلَم সে কি জানে না بِأَنَّ اللَّهَ যে, আল্লাহ يَرَىٰ দেখছেন।

১৫. كَلَّا সাবধান! لَئِن لَّمْ يَنتَهِ যদি সে ফিরে না আসে لَنَسْفَعًا بِالنَّاصِيَةِ তবে আমি ললাটের কেশ গুচ্ছ ধরে তাকে হেঁচড়াব।

১৬. نَاصِيَةٍ যে কেশ গুচ্ছ كَاذِبَةٍ মিথ্যা خَاطِئَةٍ ও পাপযুক্ত।

১৭. فَلْيَدْعُ অনন্তর সে আহ্বান করুক نَادِيَهُ স্বীয় পরিষদবর্গকে।

১৮. سَنَدْعُ আমিও আহ্বান করব الزَّبَانِيَةَ দোজখের পেয়াদাদেরকে।

১৯. كَلَّا সাবধান! لَا تُطِعْهُ আপনি তার কথা মানবেন না وَاسْجُدْ আর আপনি নামাজ পড়তে থাকুন وَاقْتَرِب এবং (আল্লাহর) নৈকট্য লাভ করতে থাকুন।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

সূরাটির নামকরণের কারণ : عَلَق অর্থ : রক্ত অথবা তার ঘনীভূত প্রগাঢ় অবস্থা। এর অন্য অর্থ জলৌকাকৃতি ক্ষুদ্রতর কীটাণু বা শুক্রকীট। এর মর্মার্থে প্রেম-প্রীতি, আসক্তি, আকর্ষণ ও আলিঙ্গন প্রভৃতিও পরিগ্রহণ করা যেতে পারে। এ 'আলাক্ব' ই হচ্ছে মানব সৃষ্টির একটি মূল উপাদান। আলোচ্য সূরার দ্বিতীয় আয়াতের আলাক্ব শব্দ হতেই এ সূরার নামকরণ করা হয়েছে।

এ সূরার অন্য নাম 'ইকরা'। অত্র সূরাতেই সর্বপ্রথম রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে পাঠ করার জন্য আদেশ করা হয়েছে। পাঠ করার নির্দেশকে আরবি 'ইকরা' দিয়ে বুঝানো হয়। তাই সূরার নাম 'ইকরা' রাখা হয়েছে।

অত্র সূরার অন্য আরেক নাম 'ক্বালাম'। কেননা ৪র্থ আয়াতে عَلَّمَ بِالْقَلَمِ বলা হয়েছে।

অত্র সূরায় ১৯টি আয়াত, ৭২টি বাক্য এবং ১২২টি অক্ষর রয়েছে।

অবতীর্ণ হওয়ার সময়কাল : আলোচ্য সূরাটির দু'টি অংশ। এক অংশ শুরু হতে পঞ্চম আয়াত مَا لَمْ يَعْلَمْ পর্যন্ত শেষ হয়েছে। আর দ্বিতীয় অংশ كَلَّا إِنَّ الْإِنْسَانَ لَيَطْغَى হতে শুরু হয়ে শেষ পর্যন্ত চলেছে। অধিকাংশ আলেমগণের মতে, নবী করীম ﷺ -এর উপর অবতীর্ণ এটাই সর্বপ্রথম ওহী। হযরত আয়েশা (রা.), ইবনে আব্বাস (রা.), আবূ মূসা আশ'আরী (রা.) সহ বিপুল সংখ্যক সাহাবী হতে সহীহ সূত্রে বর্ণিত হয়েছে যে, এ পাঁচটি আয়াতই সর্ব প্রথম নাজিল হয়েছে। সূরাটির দ্বিতীয় অংশ পরবর্তীকালে নাজিল হয়েছে। নবী করীম ﷺ যখন হারাম শরীফে নামাজ পড়তে শুরু করলেন এবং আবূ জাহল তাকে ধমক দিয়ে এ কাজ হতে বিরত রাখার চেষ্টা করছিল ঠিক সে সময় এ দ্বিতীয় অংশ নাজিল হয়।

সূরার বিষয়বস্তু : সূরাটি সর্বসম্মতিক্রমে মক্কায় অবতীর্ণ। এই সূরাটির দু'টি অংশ। পথমাংশ প্রথম হতে পঞ্চম আয়াতের مَالَمْ يَعْلَمْ পর্যন্ত। আর দ্বিতীয় كَلَّا إِنَّ الْإِنْسَانَ হতে সূরার শেষ পর্যন্ত। অধিকাংশ তাফসীরকারের মতে, এই সূরার প্রথম পাঁচটি আয়াতই হচ্ছে সর্বপ্রথম প্রত্যাদেশ এবং এটা অবতীর্ণ হয়েছিল পবিত্র মক্কার অনতিদূরে হেরা গিরিগুহায়।

সূরার দ্বিতীয় অংশটি পরবর্তীকালে নাজিল হয়েছে। নবী করীম ﷺ যখন হেরেম শরীফে নামাজ পড়তে শুরু করেছিলেন এবং আবূ জাহল ধমক দিয়ে এই কাজ হতে তাঁকে বিরত রাখতে চেষ্টা করেছিল, ঠিক সেই সময়ই এই দ্বিতীয় অংশ নাজিল হয়। পরে নাজিল হওয়া এ অংশ প্রথম নাজিল হওয়া আয়াতের পরে সংযোজিত হয়েছে এবং এটা খুবই স্বাভাবিক সংযোজন। কেননা প্রথম ওহী বা প্রত্যাদেশ নাজিল হওয়ার পর ইসলামের পথম প্রকাশ ঘটেছিল এ নামাজেরই মাধ্যমে। কাফেরদের সাথে তাঁর দ্বন্দ্ব-সংঘর্ষও নামাজের কারণেই শুরু হয়েছিল। অত্র সূরার কয়টি আয়াতে সংক্ষেপে মানুষ সৃষ্টির রহস্য, অজানাকে জানানো ও জ্ঞান দানের রহস্য এবং মহীয়ান আল্লাহর কুদরত বর্ণনা করা হয়েছে। তাওহীদের প্রতি ইঙ্গিত প্রদান করা হয়েছে। নবী করীম ﷺ-এর দীর্ঘ দিনের চিন্তা-ভাবনার অবসান ঘটিয়ে তাঁকে রিসালাতের মাধ্যমে সঠিক পথ প্রদর্শন করা হয়েছে। তিনি দিবালোকের মতো দিকনির্দেশ পেয়েছেন। শেষ দিকে ভ্রান্ত কাফেরদের অবশ্যম্ভাবী পরিণতির ইঙ্গিত প্রদান করে নবী করীম ﷺ -কে ভালো কাজগুলো করার জন্য নির্দেশ প্রদান করা হয়েছে।

اِقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّكَ الَّذِيْ خَلَقَ [١] خَلَقَ الْإِنْسَانَ مِنْ عَلَقٍ [٢]

শানে নুযূল- : সূরা আলাকের প্রথম পাঁচ আয়াত দ্বারা নুযূলে কুরআন বা কুরআন নাজিল হবার ধারা শুরু হয়। অতঃপর রাসূলুল্লাহ ﷺ কা'বা গৃহে গিয়ে নামাজ আদায় করতেন। সেখানে যেন নামাজ আদায় না করেন সে জন্যে আবূ জাহল নিষেধ করে দিল।

ইবনে জারির হযরত ইবনে আব্বাস (রা.)-এর উদ্ধৃতি দিয়ে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেন, কা'বা গৃহে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর নামাজ আদায় করার পথে বাঁধা দিয়ে আবূ জাহেল বলেছিল যে, মুহাম্মদ যদি নামাজ আদায়ের জন্যে কা'বা গৃহে পুনরায় আসে, তাহলে তাঁকে হত্যা করে দেব। তখন সে পরিপ্রেক্ষিতে আল্লাহ তা'আলা আলোচ্য আয়াত সমূহ নাজিল করেন।

–[ইবনে কাছীর ৫২৯/৪, দুররে মানছূর ৩৬৯/৬/ তাবারী ৬৪৯/১২]

كَلَّا إِنَّ الْإِنْسَانَ لَيَطْغَى

শানে নুযূল : আবূ জাহেল লোকদেরকে জিজ্ঞাসা করল যে, তোমাদের সামনে মুহাম্মদ ﷺ কি সেজদা করে থাকে? তারা বলল, হ্যাঁ। তখন আবূ জাহেল বলল, লাত ও উজ্জার কসম! আমি যদি তাকে আর কখনো এমন করতে দেখি তাহলে তার গর্দান দ্বিখণ্ডিত করে দিব। তার চেহারা ধূসরিত করে দিব। সে কথার প্রেক্ষিতে আল্লাহ পাক এ আয়াত নাজিল করেন।

–[কানযুন নুকূল : ১০৯]

https://e-ilm.weebly.com/

أَرَأَيْتَ الَّذِي يَنْهَىٰ (٩) عَبْدًا إِذَا صَلَّىٰ (١٠)

শানে নুযূল : হযরত আবূ হুরায়রা (রা.) হতে বর্ণিত আছে যে, নরাধম আবূ জাহেল কা'বা গৃহে নামাজ আদায় করার জন্যে হযরত রাসূল ﷺ কে নিষেধ করে ছিল। সে সুবাদে সে একদা বলল, আমি যদি মুহাম্মদকে নামাজ আদায় করতে দেখি, তাহলে তার গণ্ডদেশ ধুমড়ে মুচড়ে দিব। তখন তার প্রতি আশ্চর্যতা প্রকাশবোধক আঙ্গিকে আলোচ্য আয়াত আল্লাহ তা'আলা নাজিল করেন। –[কুরতুবী ১১৫/২০, তাবারী ৬৪৭/১২]

فَلْيَدْعُ نَادِيَهُ سَنَدْعُ الزَّبَانِيَةَ (١٧-١٨)

শানে নুযূল : হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী করীম ﷺ সালাত আদায় করছিলেন। এমন সময় আবূ জাহেল এসে বলল, আমি কি তোমাকে একাজ থেকে নিষেধ করিনি? আমি কি তোমাকে এ বিষয়ে নিষেধ করিনি? আমি কি তোমাকে এরূপ করতে নিষেধ করিনি?

নবী করীম ﷺ সালাত শেষে ফিরে তাকালেন এবং শাসালেন। আবূ জাহেল বলল, তুমি অবশ্যই জানো আমার চেয়ে বেশি লোক এই শহরে আর কারো নেই। এ প্রসঙ্গে আল্লাহ পাক উক্ত আয়াত নাজিল করেন।

হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) বলেন, যদি সে তার পার্শ্বচরদের আহ্বান করত, তবে অবশ্যই তাকে আল্লাহর ফেরেশতা পাকড়াও করত। –[তিরমিযি ২ : ১৭২]

ওহীর সূচনা ও সর্বপ্রথম ওহী : বুখারী, মুসলিম ও অন্যান্য নির্ভরযোগ্য রেওয়ায়েত থেকে প্রমাণিত রয়েছে এবং পূর্ববর্তী ও পরবর্তী অধিকাংশ আলিম এ বিষয়ে একমত যে, সূরা আলাক থেকেই ওহীর সূচনা হয় এবং এ সূরার প্রথম পাঁচটি আয়াত (مَا لَمْ يَعْلَمْ পর্যন্ত) সর্বপ্রথম অবতীর্ণ হয়েছে। কেউ কেউ সূরা মুদ্দাস্‌সিরকে সর্বপ্রথম সূরা এবং কেউ কেউ সূরা ফাতিহাকে সর্বপ্রথম সূরা বলে অভিহিত করেছেন। ইমাম বগভী (র.) অধিকাংশ আলিমের মতকেই বিশুদ্ধ বলেছেন। সূরা মুদ্দাসসিরকে প্রথম সূরা বলার কারণ এই যে, সূরা আলাকের পাঁচ আয়াত নাজিল হওয়ার পর দীর্ঘকাল কুরআন অবতরণ বন্ধ থাকে, যাকে ওহীর বিরতিকাল বলা হয়ে থাকে–এই বিরতির কারণে রাসূলুল্লাহ ﷺ ভীষণ মর্মবেদনা ও মানসিক অশান্তির সম্মুখীন হন। এরপর একদিন হঠাৎ হযরত জিবরাঈল (আ.) সামনে আসেন এবং সূরা মুদ্দাস্‌সির অবতীর্ণ হয়। এ সময়ও ওহী অবতরণ এবং হযরত জিবরাঈলের সাথে সাক্ষাতের দরুন রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর মধ্যে সে পূর্বের মতোই ভাবান্তর দেখা দেয়, যা সূরা আলাকে অবতীর্ণ হওয়ার সময় দেখা দিয়েছিল। এভাবে বিরতিকালের পর সর্বপ্রথম সূরা মুদ্দাস্‌সিরের প্রাথমিক আয়াতসমূহ অবতীর্ণ হয়। ফলে একেও প্রথম সূরা আখ্যা দেওয়া যায়। সূরা ফাতিহাকে প্রথম সূরা বলার কারণ এই যে, পূর্ণ সূরা হিসাবে একত্রে সূরা ফাতিহাই সর্বপ্রথম অবতীর্ণ হয়। এর আগে কয়েকটি সূরার অংশবিশেষই অবতীর্ণ হয়েছিল। –(মাযহারী) বুখারী ও মুসলিমের একটি দীর্ঘ হাদীসে নবুয়ত ও ওহীর সূচনা সম্পর্কে উম্মুল মু'মিনীন হযরত আয়েশা সিদ্দীকা (রা.) বলেন : সর্বপ্রথম সত্য স্বপ্নের মাধ্যমে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর প্রতি ওহীর সূচনা হয়। তিনি স্বপ্নে যা দেখতেন, বাস্তবে হুবহু তাই সংঘটিত হতো এবং তাতে কোনোরূপ ব্যাখ্যার প্রয়োজন থাকত না। স্বপ্নে দেখা ঘটনা দিবালোকের মতো সামনে এসে যেত।

এরপর রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর মধ্যে নির্জনতার ও একান্তে ইবাদত করার প্রবল ঝোঁক সৃষ্টি হয়। এজন্য তিনি হেরা গিরিগুহাকে পছন্দ করে নেন (এ গুহাটি মক্কার কবরস্থান জান্নাতুল মুয়াল্লা থেকে একটু সামনে জাবালে নূর নামক পাহাড়ে অবস্থিত। এর শৃঙ্গ দূর থেকে দৃষ্টিগোচর হয়)। হযরত আয়েশা (রা.) বলেন : তিনি এ গুহায় রাত্রিতে গমন করতেন এবং ইবাদত করতেন। পরিবার পরিজনের খবরাখবর নেওয়ার বিশেষ প্রয়োজন দেখা না দিলে তিনি সেখানেই অবস্থান করতেন এবং প্রয়োজনীয় পাথেয় সঙ্গে নিয়ে যেতেন। পাথেয় শেষ হয়ে গেল তিনি পত্নী হযরত খাদীজা (রা.)-এর কাছে ফিরে আসতেন এবং আরও কিছুদিনের পাথেয় নিয়ে গুহায় গমন করতেন। এমনিভাবে গুহায় অবস্থানকালে হঠাৎ একদিন তাঁর কাছে ওহী আগমন করে। হেরা গুহায় নির্জনবাসের সময়কাল সম্পর্কে মতভেদ রয়েছে। বুখারী ও মুসলিমের রেওয়ায়েতে আছে যে, তিনি পূর্ণ রমজান মাস এ গুহায় অবস্থান করেন। ইবনে ইসহাক ও যরকানী (র.) বলেন : এর চেয়ে বেশি সময় অবস্থান করার প্রমাণ কোনো রেওয়ায়েতে নেই। ওহী অবতরণের পূর্বে নামাজ ইত্যাদি ইবাদতের অস্তিত্ব ছিল না। সুতরাং হেরা গুহায় রাসূলুল্লাহ ﷺ কিভাবে ইবাদত করতেন সে সম্পর্কে কোনো কোনো আলিম বলেন : তিনি হযরত নূহ, ইবরাহীম ও ঈসা (আ.)-এর শরিয়ত অনুসরণ করে ইবাদত করতেন। কিন্তু কোনো রেওয়ায়েতে এর প্রমাণ নেই এবং তিনি নিরক্ষর ছিলেন বিধায় একে বিশুদ্ধও মেনে নেওয়া যায় না। বরং বাহ্যত বোঝা যায় যে, তখন জনকোলাহল থেকে একান্তে গমন এবং আল্লাহ তা'আলার বিশেষ ধ্যানে মগ্ন হওয়াই ছিল তাঁর ইবাদত। –[মাযহারী]

https://e-ilm.weebly.com/

ওহীর আগমন সম্পর্কে হযরত আয়েশা (রা.) বলেন : হযরত জিবরাঈল (আ.) রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর কাছে আগমন করে বললেন : اِقْرَأْ (পাঠ করুন)। তিনি বলেন : مَا اَنَا بِقَارِئٍ আমি পড়া জানি না। [কারণ তিনি উম্মী ছিলেন। হযরত জিবরাঈল (আ.)-এর উদ্দেশ্য কি, কিভাবে পড়াতে চান এবং কোনো লিখিত বিষয় পড়তে হবে কিনা ইত্যাদি বিষয় তিনি স্পষ্টভাবে বুঝতে সক্ষম হননি। তাই ওজর পেশ করেছেন।] রেওয়ায়েতে রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন, আমার এ জবাব শুনে হযরত জিবরাঈল (আ.) আমাকে বুকে জড়িয়ে ধরলেন এবং সজোরে চাপ দিলেন। ফলে আমি চাপের কষ্ট অনুভব করি। অতঃপর তিনি আমাকে ছেড়ে দিয়ে বললেন : اِقْرَأْ (পাঠ করুন)। আমি আবার পূর্ববৎ জবাব দিলাম। এতে তিনি পুনরায় আমাকে চেপে ধরলেন। চাপের কষ্ট অনুভব করলাম। অতঃপর তিনি আমাকে ছেড়ে দিয়ে তৃতীয় বারের মতো পাঠ করতে বললেন। আমি এবারও পূর্ববৎ জবাব দিলে তিনি তৃতীয়বারের মতো আমাকে বুকে চেপে ধরলেন এবং ছেড়ে দিয়ে বললেন :

اِقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّكَ الَّذِىْ خَلَقَ - خَلَقَ الْاِنْسَانَ مِنْ عَلَقٍ اِقْرَأْ وَرَبُّكَ الْاَكْرَمُ الَّذِىْ عَلَّمَ بِالْقَلَمِ عَلَّمَ الْاِنْسَانَ مَالَمْ يَعْلَمْ.

কুরআনের এই সর্বপ্রথম পাঁচখানি আয়াত নিয়ে রাসূলুল্লাহ ﷺ ঘরে ফিরলেন। তাঁর হৃদয় কাঁপছিল। হযরত খাদীজা (রা.)-এর কাছে পৌঁছে বললেন : زَمِّلُوْنِىْ زَمِّلُوْنِىْ আমাকে আবৃত কর, আমাকে আবৃত কর। হযরত খাদীজা (রা.) তাঁকে বস্ত্র দ্বারা আবৃত করলে কিছুক্ষণ পর ভীতি বিদূরিত হলো। এ ভাবান্তর ও কম্পন হযরত জিবরাঈল (আ.)-এর ভয়ে ছিল না। তাঁর শান এর চেয়ে আরও অনেক উর্ধ্বে বরং এই ওহীর মাধ্যমে নবুয়তের যে বিরাট দায়িত্ব তাঁকে অর্পণ করা হয়েছিল, তারই গুরুভার তিনি তিলে তিলে অনুভব করেছিলেন। এছাড়া একজন ফেরেশতাকে তাঁর আসল আকৃতিতে দেখার কারণে তিনি স্বাভাবিকভাবেই ভীত হয়ে পড়েছিলেন।

হযরত আয়েশা (রা.) বলেন : সম্পূর্ণ সুস্থ হওয়ার পর রাসূলুল্লাহ ﷺ হযরত খাদীজা (রা.)-কে হেরা গুহার সমুদয় বৃত্তান্ত শুনিয়ে বললেন : এতে আমার মধ্যে এমন ভাবান্তর দেখা দেয় যে, আমি জীবনের ব্যাপারে শঙ্কিত হয়ে পড়ি। হযরত খাদীজা (রা.) বললেন : না, এরূপ কখনো হতে পারে না। আল্লাহ তা'আলা আপনাকে কখনো ব্যর্থ হতে দেবেন না। কেননা আপনি আত্মীয়দের সাথে সদ্ব্যবহার করেন, বোঝাক্লিষ্ট লোকদের বোঝা বহন করেন, বেকারকে কাজে নিয়োজিত করেন, অতিথি সেবা করেন এবং বিপদগ্রস্তদেরকে সাহায্য করেন। হযরত খাদীজা (রা.) ছিলেন বিদূষী মহিলা। তিনি সম্ভবত তওরাত ও ইঞ্জিল থেকে অথবা এসব আসমানি কিতাবের বিশেষজ্ঞদের কাছ থেকে জানতে পেরেছিলেন যে, উপরিউক্ত চরিত্রগুণে গুণান্বিত ব্যক্তি কখনো বঞ্চিত ও ব্যর্থ হন না। তাই এভাবে তিনি রাসূলুল্লাহ ﷺ -কে সান্ত্বনা দিয়েছিলেন।

এরপর হযরত খাদীজা (রা.) তাঁকে আপন পিতৃব্যপুত্র ওয়ারাকা ইবনে নওফলের কাছে নিয়ে গেলেন। ইনি জাহিলিয়াতের যুগে প্রতিমাপূজা বর্জন করে খ্রিস্টধর্মে দীক্ষিত হয়েছিলেন, যা ছিল তৎকালে একমাত্র সত্য ধর্ম। শিক্ষিত হওয়ার সুবাদে হিব্রু ভাষায়ও তাঁর অসাধারণ পাণ্ডিত্য ছিল। আরবি ছিল তাঁর মাতৃভাষা। তিনি হিব্রু ভাষায়ও লিখতেন এবং ইঞ্জীল আরবিতে অনুবাদ করতেন। তখন তিনি অত্যধিক বয়োবৃদ্ধ ছিলেন। বার্ধক্যের কারণে তাঁর দৃষ্টিশক্তি লুপ্তপ্রায় ছিল। হযরত খাদীজা (রা.) তাঁকে বললেন : ভাইজান, আপনি তাঁর কথাবার্তা একটু শুনুন। ওয়ারাকার জিজ্ঞাসার জবাবে রাসূলুল্লাহ ﷺ হেরা গুহার সমুদয় বৃত্তান্ত বলে শোনালেন। শোনামাত্রই ওয়ারাকা বলে উঠলেন : ইনিই সে পবিত্র ফেরেশতা, যাঁকে আল্লাহ তা'আলা মূসা (আ.)-এর কাছে প্রেরণ করেছিলেন। হায়, আমি যদি আপনার নবুয়তকালে শক্তিশালী হতাম! হায়, আমি যদি তখন জীবিত থাকতাম, যখন আপনার কওম আপনাকে (দেশ থেকে) বহিষ্কার করবে। রাসূলুল্লাহ ﷺ বিস্মিত হয়ে জিজ্ঞেস করলেন : আমার স্বজাতি কি আমাকে বহিষ্কার করবে? ওয়ারাকা বললেন : অবশ্যই বহিষ্কার করবে। কারণ যখনই কোনো ব্যক্তি সত্য পয়গাম ও সত্যধর্ম নিয়ে আগমন করে, যা আপনি নিয়ে এসেছেন, তখনই তার কওম তার উপর নিপীড়ন চালায়। যদি আমি সে সময়কাল পাই, তবে আপনাকে যথাসাধ্য সাহায্য করব। ওয়ারাকা এর কয়েকদিন পরই ইহলোক ত্যাগ করেন। এই ঘটনার পরই ওহীর আগমন বন্ধ হয়ে যায়। -(বুখারী, মুসলিম) সোহায়লী বর্ণনা করেন, ওহীর বিরতিকাল ছিল আড়াই বছর। কোনো কোনো রেওয়ায়েতে তিন বছরও আছে। -[মাযহারী]

اِقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّكَ الَّذِىْ خَلَقَ এখানে اِسْم -শব্দ যোগ করে ইঙ্গিত করা হয়েছে যে, যখনই কুরআন পড়বেন, আল্লাহর নাম অর্থাৎ বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহীম দ্বারা শুরু করবেন। এতে রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর পেশকৃত ওজরের জবাবের প্রতিও ইঙ্গিত করা হয়েছে যে, আপনি যদিও বর্তমান অবস্থায় উম্মী; লেখাপড়া জানেন না কিন্তু আপনার পালনকর্তা উম্মী ব্যক্তিকে উচ্চতর শিক্ষা, বক্তৃতা নৈপুণ্য, বিশুদ্ধতা ও প্রাঞ্জলতার এমন পরাকাষ্ঠা দান করতে পারেন, যার সামনে বড় বড় পণ্ডিত ব্যক্তিও স্বীয় অক্ষমতা স্বীকার করতে বাধ্য হয়। পরবর্তীকালে তাই প্রকাশ পেয়েছিল। -(মাযহারী) এ স্থলে বিশেষভাবে আল্লাহর 'রব' নামটি উল্লেখ করায় এ বিষয়বস্তু আরও জোরদার হয়েছে যে, আল্লাহ তা'আলাই আপনার পালনকর্তা। তিনি

https://e-ilm.weebly.com/

সর্বতোভাবে আপনাকে পালন করেন। তিনি উম্মী হওয়া সত্ত্বেও আপনাকে পাঠ করাতে সক্ষম। আল্লাহর গুণাবলির মধ্য থেকে এ স্থলে বিশেষভাবে সৃষ্টগুণ উল্লেখ করার মধ্যে সম্ভবত রহস্য এই যে, সৃষ্টি তথা অস্তিত্ব দান করাই সৃষ্টির প্রতি আল্লাহ তা'আলার সর্বপ্রথম অনুগ্রহ। এ স্থলে ব্যাপকতার দিকে ইঙ্গিত করার জন্য خَلَقَ ক্রিয়াপদের কর্ম উল্লেখ করা হয়নি। অর্থাৎ সমগ্র বিশ্বজগতই এই সৃষ্টি কর্মের ফল।

خَلَقَ الْاِنْسَانَ مِنْ عَلَقٍ পূর্বের আয়াতে সমগ্র বিশ্বজগৎ সৃষ্টির বর্ণনা ছিল। এ আয়াতে সেরা সৃষ্টি মানব সৃষ্টির কথা উল্লেখ করা হয়েছে। চিন্তা করলে দেখা যায় সমগ্র বিশ্বজগতের সার-নির্যাস হচ্ছে মানুষ। জগতে যা কিছু আছে, তার প্রত্যেকটির নজির মানুষের মধ্যে বিদ্যমান। তাই মানুষকে ক্ষুদ্র জগৎ বলা হয়। বিশেষভাবে মানুষের উল্লেখ করার এক কারণ এরূপ হতে পারে যে, নবুয়ত, রিসালত ও কুরআন নাজিল করার লক্ষ্য আল্লাহর আদেশ-নিষেধ পালন করানো। এটা বিশেষভাবে মানুষেরই কাজ; عَلَقٍ –শব্দের অর্থ জমাট রক্ত, মানুষ সৃষ্টির বিভিন্ন স্তর অতিক্রান্ত হয়। মৃত্তিকা ও উপাদান চতুষ্টয় দ্বারা এর সূচনা হয়, এরপর বীর্য ও এরপর জমাট রক্তের পালা আসে। অতঃপর মাংসপিণ্ড ও অস্থি ইত্যাদি সৃষ্টি করা হয়। এসবের মধ্যে জমাট রক্ত হচ্ছে একটি মধ্যবর্তী অবস্থা। এর উল্লেখ করায় এর পূর্বাপর অবস্থাসমূহের প্রতি ইঙ্গিত হয়ে গেছে।

اِقْرَاْ وَرَبُّكَ الْاَكْرَمُ –এখানে اِقْرَاْ আদেশের পুনরুল্লেখ করা হয়েছে। এর এক কারণ মারেফুল কুরআনের তাফসীরের সার-সংক্ষেপে বর্ণিত হয়েছে। দ্বিতীয় কারণ এরূপও হতে পারে যে, স্বয়ং রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর পাঠ করার জন্য প্রথম اِقْرَاْ বলা হয়েছে এবং দ্বিতীয় اِقْرَاْ তাবলীগ, দাওয়াত ও অপরকে পাঠ করানোর জন্য বলা হয়েছে। اَكْرَمُ বিশেষণে ইঙ্গিত রয়েছে যে, জগৎ সৃষ্টি ও মানব সৃষ্টির মধ্যে আল্লাহ তা'আলার নিজের কোনো স্বার্থ ও লাভ নেই বরং এগুলো সব দানশীলতার পরিপ্রেক্ষিতে করা হয়েছে। ফলে তিনি অযাচিতভাবে সৃষ্টিজগৎকে অস্তিত্বের মহান নিয়ামত দান করেছেন।

اَلَّذِىْ عَلَّمَ بِالْقَلَمِ মানব সৃষ্টির পর মানব শিক্ষা বর্ণিত হয়েছে। কারণ শিক্ষাই মানুষকে অন্যান্য জীবজন্তু থেকে স্বতন্ত্র এবং সৃষ্টির সেরা রূপে চিহ্নিত করে। শিক্ষার পদ্ধতি সাধারণত দ্বিবিধ। এক. মৌখিক শিক্ষা এবং দুই. কলম ও লেখার মাধ্যমে শিক্ষা। সূরার শুরুতে اِقْرَاْ –শব্দের মধ্যে মৌলিক শিক্ষা রয়েছে কিন্তু এ আয়াতে শিক্ষাদান সম্পর্কিত বর্ণনায় কলমের সাহায্যে শিক্ষাকেই অগ্রে বর্ণনা করা হয়েছে।

শিক্ষার সর্বপ্রথম ও গুরুত্বপূর্ণ উপায় কলম ও লিখন : হযরত আবূ হুরায়রা (রা.)-এর এক রেওয়ায়েতক্রমে রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন–

لَمَّا خَلَقَ اللّٰهُ الْخَلْقَ كَتَبَ فِىْ كِتَابِهٖ فَهُوَ عِنْدَهٗ فَوْقَ الْعَرْشِ اِنَّ رَحْمَتِىْ غَلَبَتْ غَضَبِىْ অর্থাৎ আল্লাহ তা'আলা যখন আদিকালে সবকিছু সৃষ্টি করেন, তখন আরশে তাঁর কাছে রক্ষিত কিতাবে একথা লিপিবদ্ধ করেন যে, আমার রহমত আমার ক্রোধের উপর প্রবল থাকবে। হাদীসে আরো বলা হয়েছে :

اَوَّلُ مَا خَلَقَ اللّٰهُ الْقَلَمَ فَقَالَ لَهٗ اكْتُبْ فَكَتَبَ مَا يَكُوْنُ اِلٰى يَوْمِ الْقِيَامَةِ فَهُوَ عِنْدَهٗ فِى الذِّكْرِ فَوْقَ عَرْشِهٖ.

অর্থাৎ আল্লাহ তা'আলা সর্বপ্রথম কলম সৃষ্টি করেন এবং তাকে লেখার নির্দেশ দেন। সে মতে কলম কিয়ামত পর্যন্ত যা কিছু হবে, সব লিখে ফেলে। এ কিতাব আল্লাহর কাছে আরশে রক্ষিত আছে। –[কুরতুবী]

কলম তিন প্রকার : আলিমগণ বলেন : জগতে তিনটি কলম আছে : এক. আল্লাহ তা'আলা স্বহস্তে সৃজিত সর্বপ্রথম কলম, যাকে তিনি তাকদীর লেখার আদেশ করেছিলেন। দুই. ফেরেশতাগণের কলম, যা দ্বারা তারা ভবিতব্য ঘটনা, তার পরিমান এবং মানুষের আমলনামা লিপিবদ্ধ করেন। তিন. সাধারণ মানুষের কলম, যা দ্বারা তারা তাদের কথাবার্তা লিখে এবং নিজেদের অভীষ্ট কাজে ব্যবহার করে। লিখন প্রকৃতপক্ষে এক প্রকার বর্ণনা এবং বর্ণনা মানুষের বিশেষ গুণ। –(কুরতুবী) তাফসীরবিদ মুজাহিদ আবূ আমর (রা.) থেকে বর্ণনা করেন যে, আল্লাহ তা'আলা সমগ্র সৃষ্ট জগতে চারটি বস্তু স্বহস্তে সৃষ্টি করেছেন। এগুলো ব্যতীত সব বস্তু 'কুন' তথা 'হয়ে যাও' আদেশের মাধ্যমে অস্তিত্ব লাভ করেছে। সেই বস্তু চতুষ্টয় এই : কলম, আরশ, জান্নাতে আদন ও আদম (আ.)।

লিখন জ্ঞান সর্বপ্রথম দুনিয়াতে কাকে দান করা হয় : কেউ কেউ বলেন–সর্বপ্রথম এই জ্ঞান মানবপিতা হযরত আদম (আ.)-কে শিক্ষা দেওয়া হয় এবং তিনিই সর্বপ্রথম লেখা শুরু করেন।–(কা'বে আহবার) কেউ কেউ বলেন, হযরত ইদরীস (আ.)-এই দুনিয়াতে সর্বপ্রথম লেখক।–(যাহহাক) কারও কারও মতে প্রত্যেক লেখকের শিক্ষাই আল্লাহ তা'আলার পক্ষ থেকে হয়ে থাকে।

https://e-ilm.weebly.com/

অংকন ও লিখন আল্লাহর বড় নিয়ামত : হযরত কাতাদাহ (র.) বলেন, কলম আল্লাহ তা'আলার একটি বড় নিয়ামত। কলম না থাকলে কোনো ধর্ম প্রতিষ্ঠিত থাকত না এবং দুনিয়ার কাজকারবারও সঠিকভাবে পরিচালিত হতো না। হযরত আলী (রা.) বলেন : এটা আল্লাহ তা'আলার একটা বড় কৃপা যে, তিনি তাঁর বান্দাদেরকে অজ্ঞাত বিষয়সমূহের জ্ঞান দান করেছেন এবং তাদেরকে মূর্খতার অন্ধকার থেকে জ্ঞানের আলোর দিকে বের করে এনেছেন। তিনি মানুষকে লিখন বিদ্যায় উৎসাহিত করেছেন। কেননা এর উপকারিতা অপরিসীম। আল্লাহ ব্যতীত কেউ তা গণনা করে শেষ করতে পারে না। যাবতীয় জ্ঞান-বিজ্ঞান, পূর্ববর্তী ও পরবর্তীদের ইতিহাস, জীবনালেখ্য ও উক্তি আল্লাহ তা'আলার অবতীর্ণ কিতাবসমূহ সমস্তই কলমের সাহায্যে লিখিত হয়েছে এবং পৃথিবীর শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত অক্ষয় হয়ে থাকবে। কলম না থাকলে ইহকাল ও পরকালের সব কাজকর্মই বিঘ্নিত হবে।

পূর্ববর্তী ও পরবর্তী আলেমগণ সর্বদা লিখন কর্মের প্রতি সবিশেষ গুরুত্ব আরোপ করেছেন। তাঁদের অগণিত রচনাশৈলীই এর উজ্জ্বল সাক্ষ্য বহন করে। পরিতাপের বিষয়, বর্তমান যুগে আলিম ও শিক্ষার্থীদের মধ্যে এই গুরুত্বপূর্ণ বিষয়টির প্রতি চরম উদাসীনতা বিরজমান রয়েছে। ফলে শত শত লোকের মধ্যে দু'চারজনই এ ব্যাপারে পণ্ডিত দৃষ্টিগোচর হয়।

রাসূলুল্লাহ ﷺ -কে লিখন শিক্ষা না দেওয়ার রহস্য : আল্লাহ তা'আলা শেষনবী ﷺ-এর মর্যাদাকে মানুষের চিন্তা ও অনুমানের উর্ধ্বে রাখার জন্য তাঁর জন্মস্থান থেকে ব্যক্তিগত অবস্থা পর্যন্ত সবকিছুকে এমন করেছিলেন যে কোনো মানুষ এসব ব্যাপারে ব্যক্তিগত প্রচেষ্টা ও শ্রম দ্বারা কোনো উৎকর্ষ অর্জন করতে পারে না। তাঁর জন্মস্থানের জন্য আরবের মরুভূমি মনোনীত হয়েছে, যা সভ্য জগৎ ও জ্ঞান-গরিমার পীঠভূমি থেকে সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন ছিল এবং পথ ও যোগাযোগের দিক দিয়ে অত্যধিক দুর্গম ছিল। ফলে শাম, ইরাক, মিসর ইত্যাদি উন্নত নগরীর অধিবাসীদের সাথে সেখানকার লোকদের কোনো সম্পর্ক ছিল না। এ কারণেই আরবের সবাই উম্মী বলে কথিত হয়। এমন দেশ ও গোত্রের মধ্যে জন্মগ্রহণের পর আল্লাহ তা'আলা আরও কিছু ব্যবস্থা করলেন। তা এই যে, আরবদের মধ্যে যদিও বা খুব নগণ্য সংখ্যক লোক জ্ঞান-বিজ্ঞান, অঙ্কন ও লিখন বিদ্যা শিক্ষা করত, কিন্তু রাসূলুল্লাহ ﷺ -কে তা শিক্ষা করারও সুযোগ দেওয়া হয়নি। এহেন প্রতিকূল পরিবেশে জন্মগ্রহণকারী ব্যক্তির কাছ থেকে কে জ্ঞান-বিজ্ঞান ও উন্নত চরিত্র আশা করতে পারত? হঠাৎ আল্লাহ তা'আলা তাঁকে নবুয়তের অলংকারে ভূষিত করলেন এবং জ্ঞান ও প্রজ্ঞার এক অশেষ ফল্গুধারা তাঁর মুখ দিয়ে প্রবাহিত করে দিলেন। বিশুদ্ধতায় ও প্রাঞ্জলতায় আরবের বড় বড় কবি ও অলংকারবিদও তাঁর কাছে হার মেনে যায়। এই প্রোজ্জ্বল মু'জিযাটি স্বচক্ষে দেখে এ প্রত্যয় না করে উপায় নেই যে, তাঁর এসব গুণ-গরিমা মানবীয় প্রচেষ্টা ও কর্মের ফলশ্রুতি নয় বরং আল্লাহ তা'আলার অদৃশ্য দান। অংকন ও লিখন শিক্ষা না দেওয়ার মধ্যে এ রহস্যই নিহিত ছিল। –[কুরতুবী]

عَلَّمَ الْإِنْسَانَ مَا لَمْ يَعْلَمْ পূর্বের আয়াতে ছিল কলমের সাহায্যে শিক্ষা দানের বর্ণনা। এ আয়াতে উল্লেখ করা হয়েছে যে, প্রকৃত শিক্ষাদাতা আল্লাহ তা'আলা তাঁর শিক্ষার মাধ্যম অসংখ্য, অগণিত– শুধু কলমের মধ্যেই সীমিত নয়। তাই বলা হয়ছে–আল্লাহ তা'আলা মানুষকে শিক্ষা দিয়েছেন, যা সে পূর্বে জানত না। এতে কলম অথবা অন্য কোনো উপায় উল্লেখ না করার মাঝে ইঙ্গিত রয়েছে যে, আল্লাহ তা'আলার এ শিক্ষা মানুষের জন্মলগ্ন থেকে অব্যাহত রয়েছে। তিনি মানুষকে প্রথমে বুদ্ধি দান করেন, যা জ্ঞান লাভের সর্ববৃহৎ উপায়। মানুষ বুদ্ধির সাহায্যে কোনো শিক্ষা ব্যতিরেকে অনেক কিছু শিখে নেয়। আল্লাহ তা'আলা মানুষের সামনে ও পিছনে স্বীয় অসীম কুদরতের বহু নিদর্শন রেখে দিয়েছেন। যাতে সে সেগুলো প্রত্যক্ষ করে তার সৃষ্টিকর্তাকে চিনতে পারে। এরপর ওহী ও ইলহামের মাধ্যমে অনেক বিষয়ের জ্ঞান মানুষকে দান করেছেন। এছাড়া আরও বহু বিষয়ের জ্ঞান মানুষের মস্তিষ্ক আপনা-আপনি জাগ্রত করে দিয়েছিলেন। এতে কোনো ভাষা অথবা কলমের সাহায্যে শিক্ষার দখল নেই। একটি চেতনাহীন শিশু জননীর গর্ভ থেকে ভূমিষ্ঠ হওয়ার সাথে সাথেই তার খাদ্যের কেন্দ্র অর্থাৎ জননীর স্তনযুগলকে চিনে নেয়। স্তন থেকে দুগ্ধ বের করার জন্য মুখ চেপে ধরার কৌশল তাকে কে শিক্ষা দেয় এবং দিতে পারে? আল্লাহ তা'আলা শিশুকে ক্রন্দন করার কৌশল জন্মলগ্ন থেকেই শিখিয়ে দেন। তার এই ক্রন্দন তার অনেক প্রয়োজন মেটানোর উপায় হয়ে থাকে। তাকে ক্রন্দনরত দেখলে পিতামাতা তার কষ্টের কথা চিন্তা করে অস্থির হয়ে পড়েন। ক্ষুধা, তৃষ্ণা, উত্তাপ, শৈত্য ইত্যাদি অভাব ক্রন্দনের দ্বারাই বিদূরিত হয়। সদ্যপ্রসূত শিশুকে এই ক্রন্দন কে শেখাতে পারত এবং কিভাবে শেখাত? এগুলো সবই আল্লাহ প্রদত্ত জ্ঞান, যা আল্লাহ তা'আলার প্রত্যেক প্রাণী বিশেষত মানুষের মস্তিষ্কে সৃষ্টি করে দেন। এই জরুরি শিক্ষার পর মৌখিক শিক্ষা ও অন্তরগত শিক্ষার মাধ্যমে মানুষের জ্ঞানভাণ্ডার সমৃদ্ধ হতে থাকে। مَا لَمْ يَعْلَمْ (যা সে জানত না) বলার বাহ্যত কোনো প্রয়োজন ছিল না। কারণ শিক্ষা স্বভাবত অজ্ঞানা

https://e-ilm.weebly.com/

বিষয়েরই হয়ে থাকে। কিন্তু এখানে এজন্য বলা হয়েছে, যাতে মানুষ আল্লাহ প্রদত্ত জ্ঞান ও কৌশলকে তার ব্যক্তিগত পরাকাষ্ঠা মনে করে না বসে। এতে আরও ইঙ্গিত রয়েছে যে, মানুষের উপর এমনও এক সময় আসে, যখন সে কিছুই জানে না; যেমন এক আয়াতে বলা হয়েছে : أَخْرَجَكُمْ مِنْ بُطُونِ أُمَّهَاتِكُمْ لَا تَعْلَمُونَ شَيْئًا –অর্থাৎ আল্লাহ তা'আলা তোমাদেরকে জননীর গর্ভ থেকে এমতাবস্থায় বের করেছেন যে, তোমরা কিছুই জান না। অতএব বুঝা গেল যে, মানুষের জ্ঞান-গরিমা তার ব্যক্তিগত পরাকাষ্ঠা নয় বরং স্রষ্টা ও প্রভু আল্লাহ তা'আলারই দান। –(মাযহারী) কোনো কোনো তাফসীরকার এ আয়াতে ইনসানের অর্থ নিয়েছেন হযরত আদম (আ.) অথবা রাসূলে কারীম ﷺ। হযরত আদম (আ.)-কে আল্লাহ তা'আলা সর্বপ্রথম শিক্ষা দান করেছেন। বলা হয়েছে : وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا এবং নবী করীম ﷺ-এই সর্বশেষ পয়গম্বর, যার শিক্ষায় পূর্ববর্তী পয়গম্বরগণের এবং লওহ ও কলমের শিক্ষা শামিল রয়েছে। বলা হয়েছে : وَمِنْ عُلُومِكَ عِلْمُ اللَّوْحِ وَالْقَلَمِ।

সূরা ইকরার উপরিউক্ত পাঁচ আয়াত সর্বপ্রথম অবতীর্ণ আয়াত। এর পরবর্তী আয়াতসমূহ অনেক দিন পরে অবতীর্ণ হয়। কেননা সূরার শেষ অবধি অবশিষ্ট আয়াতসমূহ আবূ জাহেলের ঘটনার সাথে সম্পৃক্ত। নবুয়ত ঘোষণার পূর্বে মক্কায় রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর কোনো বিরুদ্ধবাদী ছিল না বরং সবাই তাঁকে 'আল-আমীন' উপাধিতে ভূষিত করত, মনেপ্রাণে ভালোবাসত ও সম্মান করত। আবূ জাহলের বিরুদ্ধাচরণ ও শত্রুতা বিশেষত নামাজে নিষেধ করার ঘটনা বলা বাহুল্য তখনকার, যখন রাসূলুল্লাহ ﷺ নবুয়ত ও দাওয়াত ঘোষণা করেন এবং রজনীতে নামাজের হুকুম অবতীর্ণ হয়।

كَلَّا إِنَّ الْإِنْسَانَ لَيَطْغَى أَنْ رَآهُ اسْتَغْنَى আয়াতে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর প্রতি ধৃষ্টতা প্রদর্শনকারী আবূ জাহেলকে লক্ষ্য করে বক্তব্য রাখা হলেও ব্যাপক ভাষা ব্যবহার করা হয়েছে। এতে সাধারণ মানুষের একটি নৈতিক দুর্বলতা বিধৃত হয়েছে। মানুষ যতদিন অপরের প্রতি মুখাপেক্ষী থাকে, ততদিন সোজা হয়ে চলে। কিন্তু যখন সে মনে করতে থাকে যে, সে কারও মুখাপেক্ষী নয়, তখন তার মধ্যে অবাধ্যতা এবং অপরের উপর জুলুম ও নির্যাতনের প্রবণতা মাথাচাড়া দিয়ে উঠে। সাধারণত বিত্তশালী, শাসনক্ষমতায় আসীন ব্যক্তিবর্গ এবং ধনজন, বন্ধু-বান্ধব ও আত্মীয়-স্বজনের সমর্থনপুষ্ট এক শ্রেণির লোকের মধ্যে এই প্রবণতা বহুল পরিমাণে প্রত্যক্ষ করা যায়। তারা ধনাঢ্যতা ও দলবলের শক্তিতে মদমত্ত হয়ে অপরকে পরোয়াই করে না। আবূ জাহেলের অবস্থাও ছিল তথৈবচ। সে ছিল মক্কার বিত্তশালীদের অন্যতম। তার গোত্র এমনকি সমগ্র শহরের লোক তাকে সমীহ করত। সে এমনি অহংকারে মত্ত হয়ে পয়গম্বরকুল শিরোমণি ও সৃষ্টির সেরা মানব রাসূলে কারীম ﷺ-এর শানে ধৃষ্টতা প্রদর্শন করে বসল। পরের আয়াতে এমনি ধরনের অবাধ্য লোকদের অশুভ পরিণতি উল্লেখ করা হয়েছে। إِنَّ إِلَى رَبِّكَ الرُّجْعَى অর্থাৎ সবাইকে তাদের পালনকর্তার কাছে ফিরে যেতে হবে। এর বাহ্যিক অর্থ এই যে, মৃত্যুর পর সবাই আল্লাহর কাছে ফিরে যাবে এবং ভালোমন্দ কার্মের হিসাব নেবে। অবাধ্যতার কুপরিণাম স্বচক্ষে দেখে নেবে। এটাও অসম্ভব নয় যে, এ আয়াতে গর্বিত মানুষের গর্বের প্রতিকার বর্ণনা করার জন্য বলা হয়েছে : হে নির্বোধ, তুমি নিজেকে সবকিছুর প্রতি অমুখাপেক্ষী ও স্বেচ্ছাধীন মনে কর কিন্তু চিন্তা করলে তুমি নিজেকে প্রতিটি উঠাবসায় ও চলাফেরায় আল্লাহর প্রতি মুখাপেক্ষী পাবে। তিনি যদি বাহ্যত তোমাকে কোনো মানুষের মুখাপেক্ষী না করে থাকেন, তবে কমপক্ষে এটা তো দেখ যে, তোমাকে প্রত্যেক বিষয়ে আল্লাহর মুখাপেক্ষী করেছেন। মানুষের মুখাপেক্ষিতা থেকে মুক্ত মনে করার বিষয়টিও বাহ্যিক বিভ্রান্তি বৈ কিছু নয়। বলা বাহুল্য, আল্লাহ মানুষকে সমাজবদ্ধ জীবরূপে সৃষ্টি করেছেন। সে একা তার কোনো প্রয়োজনই মেটাতে পারে না। সে তার মুখের একটি গ্রাসের প্রতি লক্ষ্য করলেও দেখতে পাবে যে, সেটা হাজারো মানুষ ও জন্তু-জানোয়ারের অক্লান্ত পরিশ্রম এবং দীর্ঘদিনের সাধনার ফলশ্রুতি, যা সে অনায়াসে গিলে যাচ্ছে। এত হাজার হাজার মানুষকে নিজের কাজে নিয়োজিত করার সাধ্য কার আছে? মানুষের পোশাক ও অন্যান্য প্রয়োজনীয় জিনিসপত্রের অবস্থাও তদ্রূপ। সেগুলো সরবরাহের পেছনে হাজারো, লাখো মানুষের শ্রম ব্যয়িত হচ্ছে, যারা কোনো ব্যক্তি বিশেষের গোলাম নয়। কেউ তাদের সবাইকে বেতন দিয়ে কাজ করাতে চাইলেও তা সাধ্যাতীত ব্যাপার। এসব বিষয়ে চিন্তা করলে মানুষ এ রহস্য জানতে পারে যে, মানুষের প্রয়োজনীয় আসবাবপত্র সরবরাহ করার ব্যবস্থা তার নিজের তৈরি নয় বরং বিশ্বস্রষ্টা আল্লাহ তা'আলা তাঁর অচিন্তনীয় প্রজ্ঞাবলে এই পরিকল্পনা তৈরি করেছেন ও চালিয়ে যাচ্ছেন। তিনি কারো অন্তরে কৃষিকাজের ইচ্ছা জাগ্রত করেছেন, কারো মনে কাঠ কাটা ও মিস্ত্রীগিরির প্রেরণা সৃষ্টি করেছেন, কাউকে কর্মকারের কাজের প্রতি উৎসাহিত করেছেন, কাউকে শ্রম ও মুজুরি করার মধ্যেই সন্তুষ্টি দান করেছেন এবং কাউকে

https://e-ilm.weebly.com/

বাণিজ্য ও শিল্পের প্রতি উৎসাহিত করে মানুষের প্রয়োজনীয় সাজসরঞ্জামের বাজার বসিয়ে দিয়েছেন। কোনো রাষ্ট্র আইন করে এসব ব্যবস্থাপনা করতে পারে না এবং একা কোনো ব্যক্তির পক্ষেও এটা সম্ভব নয়। তাই এই চিন্তা-ভাবনার অবশ্যম্ভাবী পরিণতি এই যে, إِنَّ إِلَىٰ رَبِّكَ الرُّجْعَىٰ অর্থাৎ পরিশেষে সব মানুষই যে আল্লাহর কুদরত ও প্রজ্ঞার অধীন, একথা জীবন্ত হয়ে দৃষ্টির সামনে এসে যায়।

أَرَأَيْتَ الَّذِي يَنْهَىٰ عَبْدًا إِذَا صَلَّىٰ এখান থেকে সূরার শেষ পর্যন্ত একটি ঘটনার দিকে ইঙ্গিত করা হয়েছে। নামাজের আদেশ লাভ করার পর যখন রাসূলুল্লাহ ﷺ নামাজ পড়া শুরু করেন, তখন আবূ জাহেল তাঁকে নামাজ পড়তে বারণ করে এবং হুমকি দেয় যে, ভবিষ্যতে নামাজ পড়লে ও সেজদা করলে সে তাঁর ঘাড় পদতলে পিষ্ট করে দেবে। এর জবাবে আলোচ্য আয়াতসমূহ অবতীর্ণ হয়েছে। বলা হয়েছে : أَلَمْ يَعْلَمْ بِأَنَّ اللَّهَ يَرَىٰ অর্থাৎ সে কি জানে না যে, আল্লাহ দেখছেন? কি দেখছেন, এখানে তার উল্লেখ নেই। অতএব ব্যাপক অর্থে তিনি নামাজ প্রতিষ্ঠাকারী মহাপুরুষকেও দেখছেন এবং বাধাদানকারী হতভাগাকেও দেখছেন। দেখার পর কি হবে, তা উল্লেখ না করার মধ্যে ইঙ্গিত রয়েছে যে, সেই ভয়াবহ পরিণতির কল্পনাও করা যায় না।

لَنَسْفَعًا بِالنَّاصِيَةِ - سَفْعٌ-এর অর্থ কঠোরভাবে হেঁচড়ানো। نَاصِيَةٌ শব্দের অর্থ কপালের উপরিভাগের কেশগুচ্ছ। যার এই কেশগুচ্ছ অন্যের মুঠোর ভেতরে চলে যায়, সে তার করতলগত হয়ে পড়ে।

كَلَّا لَا تُطِعْهُ وَاسْجُدْ وَاقْتَرِبْ এতে নবী করীম ﷺ-কে আদেশ করা হয়েছে যে, আবূ জাহলের কথায় কর্ণপাত করবেন না এবং সেজদা ও নামাজে মশগুল থাকুন। কারণ এটাই আল্লাহ তা'আলার নৈকট্য অর্জনের উপায়।

সেজদায় দোয়া কবুল হয় : আবূ দাউদে হযরত আবূ হুরায়রা (রা.)-এর রেওয়ায়েতক্রমে রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন : أَقْرَبُ مَا يَكُونُ الْعَبْدُ مِنْ رَبِّهِ وَهُوَ سَاجِدٌ فَأَكْثِرُوا الدُّعَاءَ অর্থাৎ বান্দা যখন সেজদায় থাকে, তখন তার পালনকর্তার অধিক নিকটবর্তী হয়। তাই তোমরা সেজদায় বেশি পরিমাণে দোয়া কর। অন্য এক হাদীসে আরো বলা হয়েছে : فَإِنَّهُ فَقَمِنٌ أَنْ يُسْتَجَابَ لَكُمْ –অর্থাৎ সেজদার অবস্থায় কৃত দোয়া কবুল হওয়ার যোগ্য।

নফল নামাজের সেজদায় দোয়া করার প্রমাণ রয়েছে। কোনো কোনো রেওয়ায়েতে এর বিশেষ দোয়াও বর্ণিত আছে। বর্ণিত সে দোয়া পাঠ করাই উত্তম। ফরজ নামাজসমূহে এ ধরনের দোয়া পাঠ করার প্রমাণ নেই। কারণ ফরজ নামাজ সংক্ষিপ্ত হওয়াই বাঞ্ছনীয়।

আলোচ্য আয়াত যে পাঠ করে এবং যে শুনে, সবার উপর সেজদা করা ওয়াজিব। সহীহ্ মুসলিমে হযরত আবূ হুরায়রা (রা.)-এর রেওয়ায়েতে আছে যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ এই আয়াত তেলাওয়াত করে সেজদা করেছেন।

শব্দ বিশ্লেষণ :

اِقْرَأْ : সীগাহ امر حاضر معروف বহছ واحد مذكر حاضر বাব فَتَحَ মাসদার قِرَاءَةٌ মূলবর্ণ (ق . ر . ء) জিনস مهموز لام অর্থ– আপনি পাঠ করুন।

خَلَقَ : সীগাহ ماضى معروف বহছ واحد مذكر غائب বাব نَصَرَ মাসদার خَلْقٌ মূলবর্ণ (خ . ل . ق) জিনস صحيح অর্থ– তিনি সৃষ্টি করেছেন।

عَلَقٍ : অর্থ– জমাট রক্ত, যা শুকায়নি। ইমাম রাগেব (র.)-এর অর্থ শুধু 'জমাট রক্ত' বলেছেন। কিন্তু কামূসের মধ্যে عَلَقٌ-এর অর্থ, করা হয়েছে সাধারণ রক্ত বা এমন রক্ত, যা খুব লাল বা জমাট বদ্ধ।

اَلْأَكْرَمُ : اسم تفضيل। খুব দয়ালু। বাবে كَرُمَ মহা মহিমান্বিত খুব দয়ালু।

عَلَّمَ : সীগাহ ماضى معروف বহছ واحد مذكر غائب বাব تَفْعِيل মাসদার تَعْلِيمٌ মূলবর্ণ (ع . ل . م) জিনস صحيح অর্থ– তিনি শিক্ষা দিয়েছেন।

لَيَطْغَىٰ : সীগাহ مضارع معروف বহছ واحد مذكر غائب বাব فَتَحَ মাসদার طُغْيَانٌ মূলবর্ণ (ط . غ . ى) জিনস ناقص يائى অর্থ– সীমা হতে বের হয়ে যায়।

https://e-ilm.weebly.com/

اَنْ رَّاٰهُ : সীগাহ واحد مذكر غائب বহছ ماضى معروف বাব فَتَحَ মাসদার رُؤْيَةٌ মূলবর্ণ (ر ـ ء ـ ى) জিনস মুরাক্কাব مهموز عين এবং ناقص يائى অর্থ– সে নিজেকে মনে করে :

اِسْتَغْنٰى : সীগাহ واحد مذكر غائب বহছ ماضى معروف বাব اِسْتِفْعَالٌ মাসদার اِسْتِغْنَاءٌ মূলবর্ণ (غ ـ ن ـ ى) জিনস ناقص يائى অর্থ– অমুখাপেক্ষী।

يَنْهٰى : সীগাহ واحد مذكر غائب বহছ مضارع معروف বাব فَتَحَ মাসদার نَهْىٌ মূলবর্ণ (ن ـ ه ـ ى) জিনস ناقص يائى অর্থ– নিষেধ করে।

صَلّٰى : সীগাহ واحد مذكر غائب বহছ ماضى معروف বাব تَفْعِيْل মাসদার تَصْلِيَةٌ মূলবর্ণ (ص ـ ل ـ ى) জিনস ناقص يائى অর্থ– সে নামাজ পড়েছে।

لَمْ يَنْتَهِ : সীগাহ واحد مذكر غائب বহছ مضارع منفى بلم বাব اِفْتِعَالٌ মাসদার اِنْتِهَاءٌ মূলবর্ণ (ن ـ ه ـ ى) জিনস ناقص يائى অর্থ– যদি সে ফিরে না আসে।

لَنَسْفَعًا : সীগাহ جمع متكلم বহছ لام تاكيد بانون خفيفه বাব فَتَحَ মাসদার سَفْعٌ মূলবর্ণ (س ـ ف ـ ع) জিনস صحيح অর্থ– আমি তাকে হেঁচড়াব।

اَلنَّاصِيَةَ : একবচন, বহুবচন نَوَاصِىٌ ও نَاصِيَاتٌ অর্থ– ললাটের কেশগুচ্ছ।

خَاطِئَةٌ : সীগাহ واحد مؤنث বহছ اسم فاعل বাব فَتَحَ মাসদার اَلْخَطَاءُ মূলবর্ণ (خ ـ ط ـ ء) জিনস مهموز لام অর্থ– পাপ যুক্ত, পাপী।

فَلْيَدْعُ : সীগাহ واحد مذكر غائب বহছ امر غائب معروف বাব نَصَرَ মাসদার دُعَاءٌ মূলবর্ণ (د ـ ع ـ و) জিনস ناقص واوى অর্থ– সে আহ্বান করুক।

نَادِيَهٗ : نَادِىَ মুযাফ। ه যমীর মুযাফ ইলাইহি। তার পরিষদবর্গ, মজলিস অর্থাৎ তার মজলিসের সাথিবৃন্দ।

اَلزَّبَانِيَةَ : অর্থ– দোজখের পেয়াদা প্রহরী, পুলিশ, দোজখের দায়িত্বে নিয়োজিত প্রহরী বা ফেরেশতা। ইবনে আবি হাতেম ও হযরত আবূ হুরায়রা (রা.) থেকেও "দোজখের ফেরেশতাগণ" অর্থ বর্ণিত আছে। আল্লামা বগভী (র.) লিখেন, زَبَانِيَة হলো زَبْنٰى-এর বহুবচন। যা زَبْنٌ থেকে নির্গত। অর্থ– দূর করা।

لَا تُطِعْهُ : সীগাহ واحد مذكر حاضر বহছ نهى حاضر معروف বাব اِفْعَالٌ মাসদার اِطَاعَةٌ মূলবর্ণ (ط ـ و ـ ع) জিনস اجوف واوى অর্থ– তার কথা মানবেন না।

اِقْتَرِبْ : সীগাহ واحد مذكر حاضر বহছ امر حاضر معروف বাব اِفْتِعَالٌ মাসদার اِقْتِرَابٌ মূলবর্ণ (ق ـ ر ـ ب) জিনস صحيح অর্থ– নৈকট্য লাভ করতে থাকুন।

বাক্য বিশ্লেষণ :

اِقْرَاْ بِاسْمِ رَبِّكَ الَّذِىْ خَلَقَ خَلَقَ الْاِنْسَانَ مِنْ عَلَقٍ : এখানে اِقْرَاْ ফে'ল, তার যমীর انت ফায়েল। بِاسْمِ رَبِّكَ টা উহ্য ফেলের সাথে متعلق হয়ে حال হয়েছে ফায়েলের যমীর থেকে অর্থাৎ مفتتحا আর الَّذِىْ টা رَبِّ-এর সিফাত হয়েছে। আর তা জর এর স্থানে হয়েছে। আর خَلَقَ বাক্যটির কোনো محل নেই। কেননা الذ-এর সেলাহ এর মধ্যস্থ যমীর الَّذِىْ-এর দিকে ফিরেছে। خَلَقَ الْاِنْسَانَ টা خلق থেকে بدل হয়েছে। আবার এটাকে تاكيد لفظى ও বলা যেতে পারে। আর الْاِنْسَانَ হলো مفعول به এবং مِنْ عَلَقٍ-এর সাথে متعلق হয়েছে। –[ই'রাবুল কুরআন : ৮/৩৬১-৬২]

https://e-ilm.weebly.com/

سُوْرَةُ الْقَدْرِ مَكِّيَّةٌ

সূরা কাদ্‌র

মক্কায় অবতীর্ণ; আয়াত– ৫, রুকূ‘– ১

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ○

পরম করুণাময়, দয়ালু আল্লাহর নামে শুরু করছি।

১.	নিঃসন্দেহে আমি মহিমান্বিত রজনীতে কুরআন অবতীর্ণ করেছি।	إِنَّآ أَنْزَلْنٰهُ فِيْ لَيْلَةِ الْقَدْرِ ﴿١﴾
২.	আর আপনার কি জানা আছে যে, মহিমান্বিত রজনী কী?	وَمَآ أَدْرٰىكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ ﴿٢﴾
৩.	মহামান্বিত রজনী হাজার মাস অপেক্ষা উত্তম।	لَيْلَةُ الْقَدْرِ خَيْرٌ مِّنْ أَلْفِ شَهْرٍ ﴿٣﴾
৪.	[অর্থাৎ এ রাত্রিতে ইবাদতের ছওয়াব সহস্র মাসের ইবাদতের ছওয়াব অপেক্ষাও অধিক] সে রাত্রে ফেরেশতাগণ এবং রূহুল কুদুস [হযরত জিবরাঈল (আ.)] স্বীয় প্রতিপালকের নির্দেশে প্রত্যেক মঙ্গলময় বস্তু নিয়ে [পৃথিবীতে] অবতরণ করেন।	تَنَزَّلُ الْمَلٰٓئِكَةُ وَالرُّوْحُ فِيْهَا بِإِذْنِ رَبِّهِمْ ۚ مِنْ كُلِّ أَمْرٍ ﴿٤﴾
৫.	[আর সে রাত্রি] শুধুই শান্তি। সে রাত্রি ফজর উদিত হওয়া পর্যন্ত [বরকতময়] থাকে।	سَلٰمٌ ۛ هِيَ حَتّٰى مَطْلَعِ الْفَجْرِ ﴿٥﴾

শাব্দিক অনুবাদ :

১. إِنَّآ أَنْزَلْنٰهُ নিঃসন্দেহে আমি কুরআন অবতীর্ণ করেছি فِيْ لَيْلَةِ الْقَدْرِ মহিমান্বিত রজনীতে।

২. وَمَآ أَدْرٰىكَ আর আপনার কি জানা আছে যে مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ মহিমান্বিত রজনী কি?

৩. لَيْلَةُ الْقَدْرِ মহিমান্বিত রজনী خَيْرٌ উত্তম مِّنْ أَلْفِ شَهْرٍ হাজার মাস অপেক্ষা।

৪. تَنَزَّلُ অবতরণ করেন الْمَلٰٓئِكَةُ ফেরেশতাগণ وَالرُّوْحُ এবং রূহুল কুদুস فِيْهَا সে রাত্রে بِإِذْنِ رَبِّهِمْ স্বীয় প্রতিপালকের নির্দেশে مِنْ كُلِّ أَمْرٍ প্রত্যেক মঙ্গলময় বস্তু নিয়ে।

৫. سَلٰمٌ শুধুই শান্তি هِيَ সে রাত্রি থাকে حَتّٰى مَطْلَعِ الْفَجْرِ ফজর উদিত হওয়া পর্যন্ত।

https://e-ilm.weebly.com/

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

সূরাটির নামকরণের কারণ : قَدْرٌ শব্দের ধাতুগত অর্থ : পরিমাণ নির্ধারণ ও ভাগ্য নিয়ন্ত্রণ। এ মূলধাতু হতেই তাকদীর বা ভাগ্য শব্দের উৎপত্তি হয়েছে। এর অর্থ সম্মান, গৌরব ও মহিমা। আলোচ্য সূরার প্রথম আয়াতের 'কদর' শব্দ হতেই সূরার নামকরণ করা হয়েছে। এতে ৫টি আয়াত, ৩০টি বাক্য এবং ১২১টি অক্ষর রয়েছে।

অবতীর্ণ হওয়ার সময়কাল : এ সূরাটি মাক্কী না মাদানী এ ব্যাপারে মতভেদ রয়েছে।

ক আবুল হাইয়্যান তাঁর اَلْبَحْرُ الْمُحِيْطُ নামক গ্রন্থে বলেছেন যে, অধিকাংশ বিশেষজ্ঞের মতে এ সূরাটি মাদানী।

খ. পক্ষান্তরে আল্লামা আল-মাওয়ারদী (র.) বলেন, অধিকাংশ কুরআন বিশারদের মতে তা মাক্কী সূরা। ইমাম সুয়ূতী (র.) আল-ইতকান গ্রন্থে এটাই লিখেছেন।

সূরাটির বিষয়বস্তু : কুরআন মাজীদের মর্যাদা, মূল্য ও গুরুত্ব বুঝানোই সূরাটির মূল বিষয়বস্তু। এ সূরায় আল্লাহ তা'আলা সর্বপ্রথম বলেছেন : আমিই এ কিতাব নাজিল করেছি। অর্থাৎ তা মুহাম্মদ ﷺ-এর নিজস্ব কোনো রচনা নয়; বরং তা আমারই নাজিল করা কিতাব। আমি এ কিতাব কদরের রাত্রে নাজিল করেছি। তা বড়ই সম্মান ও মর্যাদার রাত। পরে এ কথার ব্যাখ্যা করে স্বয়ং আল্লাহ তা'আলা বলেছেন : এটা হাজার মাসের তুলনায়ও অধিক উত্তম রাত।

সূরার শেষভাগে বলা হয়েছে, এ রাতে ফেরেশতা ও রূহ জিবরাঈল (আ.) আল্লাহর অনুমতিক্রমে সব রকমের আদেশ-নির্দেশ নিয়ে অবতীর্ণ হয়ে থাকে। আর সন্ধ্যা হতে সকাল পর্যন্ত তা এক পরিপূর্ণ শান্তির রাত হয়ে থাকে। অর্থাৎ এ রাতে কোনোরূপ অশুভ বিষয়ের স্থান হতে পারে না। কেননা আল্লাহ তা'আলার ফয়সালাই যে মানবতার কল্যাণের জন্য হয়ে থাকে, তাতে কোনো সন্দেহ নেই। এমনকি, কোনো জাতিকে ধ্বংস করে দেওয়ার ফয়সালা হলেও তা অবশ্যই গোটা মানবতার কল্যাণের জন্যই হয়ে থাকে। এ রাতে হযরত জিবরাঈল (আ.) ও অন্যান্য ফেরেশতাগণ পৃথিবীতে অবতীর্ণ হয়ে মুত্তাকী মুসলমানদের গৃহে গমন করে প্রত্যেক নর-নারীকে আল্লাহ তা'আলার পক্ষ হতে সালাম ও শান্তির বাণী জ্ঞাপন করেন।

শানে নুযূল : ইবনে আবী হাতেম (রা.)-এর রেওয়ায়েতে আছে, রাসূলুল্লাহ ﷺ একবার বনী ইসরাঈলের জনৈক মুজাহিদ সম্পর্কে আলোচনা করলেন। সে এক হাজার মাস পর্যন্ত অবিরাম জিহাদে মশগুল থাকে এবং কখনো অস্ত্র সংবরণ করেনি। মুসলমানগণ এ কথা শুনে বিস্মিত হলে এ সূরা কদর অবতীর্ণ হয়। এতে উম্মতের জন্য শুধু এক রাত্রির ইবাদতই সে মুজাহিদের এক হাজার মাসের ইবাদত অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ প্রতিপন্ন করা হয়েছে। ইবনে জরীর (র.) অপর একটি ঘটনা এভাবে উল্লেখ করেছেন যে, বনী ইসরাইলের জনৈক ইবাদতকারী ব্যক্তি সমস্ত রাত্রি ইবাদতে মশগুল থাকত ও সকাল হতেই জিহাদের জন্য বের হয়ে যেত এবং সারাদিন জিহাদে লিপ্ত থাকত। সে এক হাজার মাস এভাবে কাটিয়ে দেয়। এর পরিপ্রেক্ষিতেই আল্লাহ তা'আলা সূরা-কদর নাজিল করে এ উম্মতের শ্রেষ্ঠত্ব প্রমাণ করেছেন। এ থেকে আরো প্রতীয়মান হয় যে, শবে-কদর উম্মতে মুহাম্মদীরই বৈশিষ্ট্য। –[মাযহারী]

ইবনে কাছীর ইমাম মালিক (র.)-এর এই উক্তি বর্ণনা করেছেন। শাফেয়ী মাযহাবের কেউ কেউ একে অধিকাংশের মাযহাব বলেছেন। খাত্তাবী এর উপর ইজমা দাবি করেছেন। কিন্তু কোনো কোনো হাদীসবিদ এ ব্যাপারে ভিন্নমত ব্যক্ত করেছেন।

লায়লাতুল কদরের অর্থ : কদরের এক অর্থ মাহাত্ম্য ও সম্মান। কেউ কেউ এ স্থলে এ অর্থই নিয়েছেন। এর মাহাত্ম্য ও সম্মানের কারণে একে 'লায়লাতুল কদর' তথা মহিমান্বিত রাত বলা হয়। আবূ বকর ওয়াররাক বলেন : এ রাত্রিকে লায়লাতুল কদর বলার কারণ এই যে, কর্মহীনতার কারণে এর পূর্বে যার কোনো সম্মান ও মূল্য থাকে না, সে এই রাত্রিতে তওবা ইস্তেগফার ও ইবাদতের মাধ্যমে সম্মানিত ও মহিমান্বিত হয়ে যায়।

কদরের আরেক অর্থ তকদীর এবং আদেশও হয়ে থাকে। এ রাত্রিতে পরবর্তী এক বছরের অবধারিত বিধিলিপি ব্যবস্থাপক ও প্রয়োগকারী ফেরেশতাগণের কাছে হস্তান্তর করা হয়। এতে প্রত্যেক মানুষের বয়স, মৃত্যু, রিজিক, বৃষ্টি ইত্যাদির পরিমাণ নির্দিষ্ট ফেরেশতাগণকে লিখে দেওয়া হয়, এমনকি, এ বছর কে হজ করবে, তাও লিখে দেওয়া হয়। হযরত ইবনে আব্বাস (রা.)-এর উক্তি অনুযায়ী চারজন ফেরেশতাকে এসব কাজ সোপর্দ করা হয়। তারা হলেন–ইসরাফীল, মীকাঈল, আজরাঈল ও জিবরাঈল (আ.)। –[কুরতুবী]

https://e-ilm.weebly.com/

সূরা দুখানে বলা হয়েছে–

إِنَّا أَنْزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةٍ مُّبَارَكَةٍ إِنَّا كُنَّا مُنْذِرِيْنَ . فِيْهَا يُفْرَقُ كُلُّ أَمْرٍ حَكِيْمٍ أَمْرًا مِنْ عِنْدِنَا .

এ আয়াতে পরিষ্কার বলা হয়েছে যে, এ পবিত্র রাতে তাকদীর সংক্রান্ত সব ফয়সালা লিপিবদ্ধ করা হয়। অধিকাংশ তাফসীরবিদের মতে لَيْلَةٍ مُّبَارَكَةٍ -এর অর্থ শবে-কদরই। কেউ কেউ এর অর্থ নিয়েছেন মধ্য শাবানের রাত্রি অর্থাৎ শবে-বরাত। তাঁরা বলেন যে, তাকদীর সংক্রান্ত বিষয়াদির প্রাথমিক ও সংরক্ষিত ফয়সালা শবে বরাতের হয়ে যায়। অতঃপর তার বিশদ বিবরণ শবে-কদরে লিপিবদ্ধ হয়। হযরত ইবনে আব্বাস (রা.)-এর উক্তিতে এর সমর্থন পাওয়া যায়। বগভীর রেওয়ায়েতে তিনি বলেন, আল্লাহ তা'আলা সারা বছরের তাকদীর সংক্রান্ত বিষয়াদির ফয়সালা শবে-বরাতে সম্পন্ন করেন; অতঃপর শবে-কদরে এসব ফয়সালা সংশ্লিষ্ট ফেরেশতাগণের কাছে সোপর্দ করা হয়। –(মাযহারী) পূর্বেই বলা হয়েছে যে, এ রাত্রিতে তাকদীর সংক্রান্ত বিষয়াদি নিষ্পন্ন হওয়ার অর্থ এ বছর যেসব বিষয় প্রয়োগ করা হবে, সেগুলো লওহে মাহফূজ থেকে নকল করে ফেরেশতাগণের কাছে সোপর্দ করা। নতুবা আসল বিধিলিপি আদিকালেই লিখিত হয়ে গেছে।

শবে-কদর কোন রাত্রি : কুরআন পাকের সুস্পষ্ট বর্ণনা দ্বারা একথা প্রমাণিত হয় যে, শবে-কদর রমজান মাসে। কিন্তু সঠিক তারিখ সম্পর্কে আলিমগণের বিভিন্ন উক্তি রয়েছে যা সংখ্যায় চল্লিশ পর্যন্ত পৌঁছে। তাফসীরে মাযহারীতে আছে এসব উক্তির নির্ভুল তথ্য এই যে, শবে-কদর রমজান মাসের শেষ দশ দিনের মধ্যে আসে কিন্তু এরও কোনো তারিখ নির্দিষ্ট নেই বরং যে কোনো রাত্রিতে হতে পারে। প্রত্যেক রমজানে তা পরিবর্তিতও হয়। সহীহ্ হাদীসদৃষ্টে এই দশ দিনের বেজোড় রাত্রিগুলোতে শবে-কদর হওয়ার সম্ভাবনা অধিক। যদি শবে-কদরকে রমজানের শেষ দশকের বেজোড় রাত্রিগুলোতে ঘূর্ণায়মান এবং প্রতি রমজানে পরিবর্তনশীল মেনে নেওয়া যায়, তবে শবে-কদরের দিন তারিখ সম্পর্কিত হাদীসসমূহের মধ্যে কোনো বিরোধ অবশিষ্ট থাকে না। তাই অধিকাংশ ইমাম এ মতই পোষণ করেন। তবে ইমাম শাফেয়ী (র.)-এর এক উক্তি এই যে, শবে-কদর নির্দিষ্ট দিনেই হয়ে থাকে। –[ইবনে কাছীর]

সীহাহ বুখারীর এক রেওয়ায়েতে রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন : تَحَرَّوْا لَيْلَةَ الْقَدْرِ فِي الْعَشْرِ الْأَوَاخِرِ مِنْ رَمَضَانَ অর্থাৎ রমজানের শেষ দশকে শবে-কদর অন্বেষণ কর। সহীহ মুসলিমের রেওয়ায়েতে আছে : فَاطْلُبُوْهَا فِي الْوِتْرِ مِنْهَا অর্থাৎ শেষ দশকের বেজোড় রাত্রিগুলোতে তালাশ কর। –[মাযহারী]

শবে-কদরের কতক ফজিলত ও তাঁর বিশেষ দোয়া : এ রাত্রির সর্ববৃহৎ ফজিলত তো আয়াতেই বর্ণিত হয়েছে যে, এক রাত্রির ইবাদত হাজার মাসের ইবাদত অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ।

এক হাজার মাসে তিরাশি বছরের কিছু বেশি হয়। এই শ্রেষ্ঠত্ব কতগুণ, তার কোনো সীমা নেই। অতএব দ্বিগুণ, ত্রিগুণ, দশ গুণ, শতগুণ সবই হতে পারে।

বুখারী ও মুসলিমের এক রেওয়ায়েতে রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন : যে ব্যক্তি শবেকদরে ইবাদতে দণ্ডায়মান থাকে, তার অতীত সব গোনাহ মাফ হয়ে যায়। হযরত ইবনে আব্বাস (রা.)-এর রেওয়ায়েতে রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন : শবে-কদরে সিদরাতুলমুন্তাহায় অবস্থানকারী সব ফেরেশতা হযরত জিবরাঈলের সাথে দুনিয়াতে অবতরণ করে এবং মদ্যপায়ী ও শূকরের মাংস ভক্ষণকারী ব্যতীত প্রত্যেক মু'মিন পুরুষ ও নারীকে সালাম করে।

অন্য এক হাদীসে রাসূলে কারীম ﷺ বলেন : যে বক্তি শবে-কদরের কল্যাণ ও বরকত থেকে বঞ্চিত থাকে, সে সম্পূর্ণই বঞ্চিত ও হতভাগ্য। শবে-কদরে কেউ কেউ বিশেষ নূরও প্রত্যক্ষ করেন। কিন্তু এটা সবাই লাভ করতে পারে না এবং শবে-কদরের বরকত ও ছওয়াব হাসিল হওয়ার ব্যাপারে এরূপ দেখার কোনো দখলও নেই। কাজেই এর পেছনে পড়া উচিত নয়।

হযরত আয়েশা (রা.) একবার রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে জিজ্ঞেস করলেন : যদি আমি শবে-কদর পাই, কি দোয়া পাঠ করব? উত্তরে তিনি বললেন : এ দোয়া করো : اَللّٰهُمَّ اِنَّكَ عَفُوٌّ تُحِبُّ الْعَفْوَ فَاعْفُ عَنِّيْ হে আল্লাহ, আপনি অত্যন্ত ক্ষমতাশীল। ক্ষমা আপনার পছন্দনীয়। অতএব আমার গোনাহসমূহ ক্ষমা করুন। –[কুরতুবী]

إِنَّا أَنْزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ এ আয়াত থেকে পরিষ্কার জানা যায় যে, কুরআন পাক শবে-কদরে অবতীর্ণ হয়েছে। এর এক অর্থ এও হতে পারে যে, সমগ্র কুরআন লওহে-মাহফূজ থেকে শবে-কদরে অবতীর্ণ করা হয়েছে, অতঃপর হযরত জিবরাঈল (আ.) একে ধীরে ধীরে তেইশ বছর ধরে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর কাছে পৌঁছাতে থাকেন। দ্বিতীয় এই হতে পারে যে, এ রাতে কয়েকটি আয়াত অবতরণের মাধ্যমে সূচনা হয়ে যায়। এরপর অবশিষ্ট কুরআন পরবর্তী সময়ে ধাপে ধাপে অবতীর্ণ হয়।

সমস্ত ঐশী কিতাব রমজানেই অবতীর্ণ হয়েছে : হযরত আবূ যর গিফরী (রা.) বর্ণিত রেওয়ায়েতে রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন : হযরত ইবরাহীম (আ.)-এর সহীফাসমূহ ৩রা রমজানে, তাওরাত ৬ই রমজানে, ইনজীল ১৩ই রমজানে এবং যাবূর ১৮ই রমজানে অবতীর্ণ হয়েছে। কুরআন পাক ২০শে রমজানুল-মুবারকে নাজিল হয়েছে। –[মাযহারী]

https://e-ilm.weebly.com/

تَنَزَّلُ الْمَلٰٓئِكَةُ وَالرُّوْحُ - رُوْحٌ বলে হযরত জিবরাঈল (আ.) কে বুঝানো হয়েছে। হাদীসে আছে, শবে-কদরে জিবরাঈল ফেরেশতাদের বিরাট একদল নিয়ে পৃথিবীতে অবতরণ করেন এবং যত নারী-পুরুষ নামাজ অথবা জিকিরে মশগুল থাকে, তাদের জন্য রহমতের দোয়া করেন। –[মাযহারী]

مِنْ كُلِّ اَمْرٍ –অর্থাৎ ফেরেশতাগণ শবে-কদরে সারা বছরের অবধারিত ঘটনাবলি নিয়ে পৃথিবীতে অবতরণ করে। কোনো কোনো তাফসীরবিদ একে سَلٰمٌ -এর সাথে সম্পর্কযুক্ত করে এ অর্থ করেছেন যে, এর রাত্রিটি যাবতীয় অনিষ্ট ও বিপদাপদ থেকে শান্তিস্বরূপ। –[ইবনে কাছীর]

سَلٰمٌ অর্থাৎ এ রাত্রি শান্তিই শান্তি, মঙ্গলই মঙ্গল। এতে অনিষ্টের নামও নেই। –(কুরতুবী) কেউ কেউ একে مِنْ كُلِّ اَمْرٍ -এর বিশেষণ সাব্যস্ত করে অর্থ করেছেন–ফেরেশতাগণ প্রত্যেক শান্তি ও কল্যাণকর বিষয় নিয়ে আগমন করে। –[মাযহারী]

هِىَ حَتّٰى مَطْلَعِ الْفَجْرِ অর্থাৎ শবে-কদরের এই বরকত রাত্রির কোনো বিশেষ অংশে সীমিত নয় বরং ফজরের উদয় পর্যন্ত বিস্তৃত।

জ্ঞাতব্য : এ সূরায় শবে-কদরকে এক হাজার মাস অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ বলা হয়েছে। বলা বাহুল্য, এই এক হাজার মাসের মধ্যে প্রতি বছর শবে-কদর আসবে। অতএব হিসাব কিরূপে হবে? তাফসীরবিদগণ বলেছেন, এখানে এমন এক হাজার মাস বোঝানো হয়েছে যাতে 'শবে-কদর' নেই। অতএব কোনো অসুবিধা নেই। –[ইবনে কাছীর]

উদায়াচলের বিভিন্নতার কারণে বিভিন্ন দেশে বিভিন্ন দিনে শবে-কদর হতে পারে। প্রত্যেক দেশের দিক দিয়ে যে রাত্রি কদরের রাত্রি হবে, সে রাত্রিতেই শবে-কদরের কল্যাণ ও বরকত হাসিল হবে।

মাস'আলা : যে ব্যক্তি শবে-কদরে ইশা ও ফজরের নামাজ জামাতের সাথে পড়ে নেয়, সেও এ রাত্রির ছওয়াব হাসিল করবে। যে ব্যক্তি যত বেশি ইবাদত করবে, সে তত বেশি ছওয়াব পাবে। রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন : যে ব্যক্তি ইশার নামাজ জামাতের সাথে পড়ে, সে অর্ধ রাত্রির ছওয়াব অর্জন করে। যদি সে ফজরের নামাজও জামাতের সাথে পড়ে নেয়, তবে সমস্ত রাত্রি জাগরণের ছওয়াব হাসিল করে।

শব্দ বিশ্লেষণ :

اَنْزَلْنٰهُ : সীগাহ جمع متكلم বহছ ماضى معروف বাব اِفْعَالٌ মাসদার اِنْزَالٌ মূলবর্ণ (ن - ز - ل) জিনস صحيح অর্থ– আমি তা অবতীর্ণ করেছি।

اَلْقَدْرِ : অর্থ– মহিমান্বিত। বরকত ও মর্যাদাপূর্ণ রাত্রি। এমন মহান রাত্রি, যে রাত্রিতে বড় বড় কাজের তাকদিরী ফয়সালা করা হয়।

تَنَزَّلُ : সীগাহ واحد مؤنث غائب বহছ مضارع معروف বাব تَفَعُّلٌ মাসদার تَنَزُّلٌ মূলবর্ণ (ن - ز - ل) জিনস صحيح অর্থ– অবতরণ করেন।

مَلٰٓئِكَةُ : اَلْمَلَكُ -এর বহুবচন। এটি মুফরাদও হতে পারে আবার ইসমে জামেদও হতে পারে। অর্থ– ফেরেশতা।

اَلرُّوْحُ : আত্মা, প্রাণ, জীবন, রহস্য। অদৃশ্য ফয়েয। ওহী। কুরআন। ফিরিশতা। ইমাম রাগেব (রহ.) লিখেন, روح মূলতঃ একক। আর رُوْحٌ কে نَفْسٌ অর্থাৎ জীবন নামকরণ করা হয়েছে।

اِذْنِ : অর্থ– হুকুম, এজাজত, ইচ্ছা, চাওয়া اِذْن -এর ব্যবহার চাওয়ার অর্থ, ছাড়া হয় না।

اَمْرٍ : অর্থ– কাজ, লেনদেন, অবস্থা, হুকুম, اَمْر শব্দটি সকল কথা ও কাজের জন্য ব্যাপক।

سَلٰمٌ : মাসদার ও ইসম, দোষ ও বিপদ হতে নিরাপদ রাখা। নিরাপত্তা, শান্তি, স্বস্তি, নিরাপদ। বাতেনী সকল বিপদপদ থেকে দূরে রাখা। "কদর রাত্রি সর্বপ্রকার ভয়-ভীতি ও বিপদ থেকে নিরাপদ এক রজনী।" –[জালালাইন]

مَطْلَعِ : মাসদারে মীমি। অর্থ, উদিত হওয়া। مَطْلَعِ الْفَجْرِ ফজর উদিত হওয়া।

বাক্য বিশ্লেষণ :

اِنَّآ اَنْزَلْنٰهُ فِىْ لَيْلَةِ الْقَدْرِ : এখানে اِنَّ হলো হরফে মুশাব্বাহ বিল ফে'ল আর نَا হলো اِسْم اِنَّ আর اَنْزَلْنٰهُ বাক্যটি خَبَرِ اِنَّ; আর اَنْزَلْنَا ফে'ল এবং যমীর ফায়েল আর ه হলো مفعول به, আর فِىْ لَيْلَةِ الْقَدْرِ হলো انزلنه -এর সাথে متعلق; –[ই'রাবুল কুরআন ৮ম খণ্ড; পৃ. ৩৬৯]

https://e-ilm.weebly.com/

سُوْرَةُ الْبَيِّنَةِ مَدَنِيَّةٌ

সূরা বাইয়্যিনা

মদিনায় অবতীর্ণ; আয়াত– ৮, রুকূ‘– ১

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ○

পরম করুণাময়, দয়ালু আল্লাহর নামে শুরু করছি।

১.	আহলে কিতাব [ইহুদি, নাসারা] ও মুশরিকদের মধ্য হতে যারা কাফের ছিল, তারা [কুফর হতে কখনো] প্রত্যাবর্তনকারী ছিল না, যে পর্যন্ত না তাদের নিকট সুস্পষ্ট প্রমাণ উপস্থিত হয়।	لَمْ يَكُنِ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا مِنْ اَهْلِ الْكِتٰبِ وَالْمُشْرِكِيْنَ مُنْفَكِّيْنَ حَتّٰى تَاْتِيَهُمُ الْبَيِّنَةُ ۝١
২.	[অর্থাৎ] আল্লাহর প্রেরিত কোনো একজন রাসূল, যিনি [তাদেরকে] পবিত্র সহীফাসমূহ পাঠ করে শুনিয়ে দেন।	رَسُوْلٌ مِّنَ اللّٰهِ يَتْلُوْا صُحُفًا مُّطَهَّرَةً ۝٢
৩.	যাতে সঠিক বিষয়সমূহ লিপিবদ্ধ থাকে।	فِيْهَا كُتُبٌ قَيِّمَةٌ ۝٣
৪.	আর যাদেরকে কিতাব প্রদান করা হয়েছিল, তাদের নিকট এই স্পষ্ট প্রমাণ উপস্থিত হওয়ার পরই তারা বিভক্ত হয়ে গেল।	وَمَا تَفَرَّقَ الَّذِيْنَ اُوْتُوا الْكِتٰبَ اِلَّا مِنْۢ بَعْدِ مَا جَآءَتْهُمُ الْبَيِّنَةُ ۝٤
৫.	অথচ তাদের প্রতি [পূর্ববর্তী কিতাবসমূহে কেবল] এই নির্দেশই হয়েছিল যে, আল্লাহ তা‘আলার ইবাদত এরূপে করে, ইবাদতকে যেন তারই জন্য নির্দিষ্ট রাখে [বাতিল ধর্ম হতে] একনিষ্ঠ হয়ে, আর নামাজের পাবন্দি করে এবং জাকাত প্রদান করে, আর তাই সে [বর্ণিত] সঠিক বিষয়সমূহের পন্থা।	وَمَآ اُمِرُوْٓا اِلَّا لِيَعْبُدُوا اللّٰهَ مُخْلِصِيْنَ لَهُ الدِّيْنَ ۙ حُنَفَآءَ وَيُقِيْمُوا الصَّلٰوةَ وَيُؤْتُوا الزَّكٰوةَ وَذٰلِكَ دِيْنُ الْقَيِّمَةِ ۝٥

শাব্দিক অনুবাদ :

১. لَمْ يَكُنْ ছিল না اَلَّذِيْنَ كَفَرُوْا যারা কাফের ছিল مِنْ اَهْلِ الْكِتٰبِ আহলে কিতাব وَالْمُشْرِكِيْنَ ও মুশরিকদের মধ্য হতে مُنْفَكِّيْنَ প্রত্যাবর্তনকারী حَتّٰى تَاْتِيَهُمُ যে পর্যন্ত না উপস্থিত হয় اَلْبَيِّنَةُ সুস্পষ্ট প্রমাণ।

২. رَسُوْلٌ مِّنَ اللّٰهِ আল্লাহর প্রেরিত কোনো একজন রাসূল يَتْلُوْا যিনি পাঠ করে শুনিয়ে দেন صُحُفًا مُّطَهَّرَةً পবিত্র সহীফাসমূহ।

৩. فِيْهَا كُتُبٌ যাতে লিপিবদ্ধ থাকে قَيِّمَةٌ সঠিক বিষয়সমূহ।

৪. وَمَا تَفَرَّقَ আর বিভক্ত হয়ে গেল اَلَّذِيْنَ اُوْتُوا الْكِتٰبَ যাদেরকে কিতাব প্রদান করা হয়েছিল তারা اِلَّا مِنْۢ بَعْدِ مَا جَآءَتْهُمُ তাদের নিকট উপস্থিত হওয়ার পর اَلْبَيِّنَةُ এই স্পষ্ট প্রমাণ।

৫. وَمَآ اُمِرُوْٓا অথচ তাদের প্রতি এই নির্দেশই ছিল যে اِلَّا لِيَعْبُدُوا اللّٰهَ আল্লাহ তা‘আলার ইবাদত এরূপে করে مُخْلِصِيْنَ لَهُ الدِّيْنَ ইবাদত কে যেন তারই জন্য নির্দিষ্ট রাখে حُنَفَآءَ একনিষ্ঠ হয়ে وَيُقِيْمُوا الصَّلٰوةَ আর নামাজের পাবন্দি করে وَيُؤْتُوا الزَّكٰوةَ এবং জাকাত প্রদান করে وَذٰلِكَ আর এটাই دِيْنُ الْقَيِّمَةِ সেই সঠিক বিষয়সমূহের পন্থা।

https://e-ilm.weebly.com/

৬. নিশ্চয় আহলে কিতাবগণ ও মুশরিকগণের মধ্য হতে যারা কাফের হয়েছে, তারা দোজখের অগ্নির মধ্যে হবে, যেখানে তারা সদাসর্বদা অবস্থান করবে; [আর] তারাই নিকৃষ্টতর সৃষ্টি।	إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ أَهْلِ الْكِتٰبِ وَالْمُشْرِكِينَ فِي نَارِ جَهَنَّمَ خٰلِدِينَ فِيهَا ۚ أُولٰٓئِكَ هُمْ شَرُّ الْبَرِيَّةِ ﴿٦﴾
৭. নিঃসন্দেহে যারা ঈমান এনেছে এবং নেক কাজ করেছে, তারাই উৎকৃষ্টতম সৃষ্টি।	إِنَّ الَّذِينَ اٰمَنُوا وَعَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ ۙ أُولٰٓئِكَ هُمْ خَيْرُ الْبَرِيَّةِ ﴿٧﴾
৮. তাদের প্রতিদান তাদের প্রতিপালকের নিকট সর্বদা অবস্থানের বেহেশতসমূহ রয়েছে, যার নিম্নদেশে নহরসমূহ বইতে থাকবে, যেখানে তারা অনন্তকাল অবস্থান করবে, আল্লাহ তা'আলা তাদের প্রতি সন্তুষ্ট থাকবেন আর তারাও আল্লাহর প্রতি সন্তুষ্ট থাকবে, এটা সে ব্যক্তির জন্য, যে নিজের প্রতিপালককে ভয় করে।	جَزَآؤُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ جَنّٰتُ عَدْنٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهٰرُ خٰلِدِينَ فِيهَآ أَبَدًا ۖ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ ۚ ذٰلِكَ لِمَنْ خَشِيَ رَبَّهُ ﴿٨﴾

শাব্দিক অনুবাদ :

৬. إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا নিশ্চয় যারা কাফের হয়েছে مِنْ أَهْلِ الْكِتٰبِ আহলে কিতাবগণ وَالْمُشْرِكِينَ ও মুশরিকগণের মধ্য হতে فِي نَارِ جَهَنَّمَ তারা দোজখের অগ্নির মধ্যে হবে خٰلِدِينَ فِيهَا সেখানে তারা সদা সর্বদা অবস্থান করবে أُولٰٓئِكَ هُمْ এরাই شَرُّ الْبَرِيَّةِ নিকৃষ্টতর সৃষ্টি।

৭. إِنَّ الَّذِينَ اٰمَنُوا নিঃসন্দেহে যারা ঈমান এনেছে وَعَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ এবং নেক কাজ করেছে أُولٰٓئِكَ هُمْ তারাই خَيْرُ الْبَرِيَّةِ উৎকৃষ্টতম সৃষ্টি।

৮. جَزَآؤُهُمْ তাদের প্রতিদান عِنْدَ رَبِّهِمْ তাদের প্রতিপালকের নিকট جَنّٰتُ عَدْنٍ সর্বদা অবস্থানের বেহেশতসমূহ রয়েছে تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهٰرُ যার নিম্নদেশে নহরসমূহ বইতে থাকবে। خٰلِدِينَ فِيهَآ أَبَدًا যেখানে তারা অনন্তকাল অবস্থান করবে رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمْ আল্লাহ তা'আলা তাদের প্রতি সন্তুষ্ট থাকবেন وَرَضُوا عَنْهُ আর তারাও আল্লাহর প্রতি সন্তুষ্ট থাকবে ذٰلِكَ لِمَنْ এটা সে ব্যক্তির জন্য যে خَشِيَ رَبَّهُ নিজের প্রতিপালককে ভয় করে।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

সূরাটি নামকরণের কারণ : সূরার প্রথম আয়াতের শেষ শব্দটি দ্বারা সূরাটির নামকরণ হয়েছে আল-বাইয়্যিনাহ। "বাইয়্যিনাহ" অর্থ স্পষ্ট দলিল ও অকাট্য যুক্তি-প্রমাণ। এটা দ্বারা মূলত রাসূলে কারীম ﷺ উত্থাপিত দীন ও জীবনাদর্শের কথা বুঝানো হয়েছে। উক্ত সূরাটির আরও কয়েকটি নাম রয়েছে। যেমন : কিয়ামাহ, বালাদ, মুনফাক্কীন, বারিইয়্যা এবং লাম-ইয়াকুন। এতে ১টি রুকূ, ৮টি আয়াত, ২৫টি বাক্য এবং ১৪৯টি অক্ষর রয়েছে। -[রূহুল মা'আনী]

সূরাটি অবতীর্ণের সময়কাল : এ সূরাটি মাক্কী বা মাদানী হওয়ার বিষয়ে বিভিন্ন মতামত রয়েছে। কতিপয় তাফসীরকার বলেন, সাধারণ বিশেষজ্ঞদের মতে এ সূরাটি মাক্কী। আর অপর কিছু সংখ্যক মুফাসসির বলেন, সাধারণ বিশেজ্ঞদের মতে তা মাদানী সূরা। হযরত ইবনে জুবাইর এবং আতা ইবনে ইয়াসার (র.)-এর মতে এটা মাদানী সূরা। হযরত ইবনে

https://e-ilm.weebly.com/

আব্বাস ও কাতাদা (রা.) এ পর্যায়ে দু'টি কথা উদ্ধৃত হয়েছে। একটি কথানুযায়ী তা মাদানী। হযরত আয়েশা (রা.) তাকে মাক্কী বলেছেন। আল-বাহরুল মুহীত গ্রন্থকার আবূ হাইয়ান ও আহকামুল কুরআন প্রণেতা আবুল মুনয়িম (র.) এ সূরাটির মাক্কী হওয়াকেই অগ্রাধিকার দিয়েছেন। এ সূরাতে বর্ণিত কথা ও বিষয়বস্তুতে এমন কোনো ইঙ্গিত নেই যে, যার ভিত্তিতে একটি কথাকে প্রাধান্য দেওয়া যায়।

সূরাটির বিষয়বস্তু ও মূলবক্তব্য : সূরাটিতে সর্বপ্রথম রাসূল প্রেরণের প্রয়োজনীয়তা ও অপরিহার্যতা উল্লেখ করা হয়েছে। সংক্ষেপে সে কথাটি হলো : দুনিয়ার মানুষ আহলে কিতাব বা মুশরিক যা-ই হোক না কেন, যে কুফরির অবস্থায় নিমজ্জিত ছিল, তা হতে মুক্তি লাভের জন্য এমন এক জন রাসূল প্রেরণ অপরিহার্য ছিল যার নিজ সত্তাই হবে তাঁর রাসূল হওয়ার অকাট্য প্রমাণ। তাকে প্রদত্ত কিতাব হবে সম্পূর্ণরূপে যথাযথ, সঠিক ও নির্ভুল শিক্ষায় পরিপূর্ণ।

এরপর আহলে কিতাব জাতিসমূহের গোমরাহীর ব্যাখ্যা দেওয়া হয়েছে। বলা হয়েছে, আল্লাহ তা'আলা তাদেরকে পথ দেখাননি বলেই যে তারা বিভ্রান্ত হয়ে গেছে তা নয়; বরং আল্লাহর পক্ষ হতে সঠিক পথের নির্দেশ পাওয়ার পরই তারা বিভ্রান্ত হয়েছে। কাজেই তাদের গোমরাহীর জন্য তারা নিজেরাই দায়ী। আর এ প্রসঙ্গেই বলা হয়েছে যে, আল্লাহ তা'আলার পক্ষ হতে যে নবী ও রাসূলই এসেছেন আর যে কিতাব-ই নাজিল হয়েছে, তা একটি মাত্র নির্দেশই দিয়েছে। সে নির্দেশ হলো, সকল পথ-পন্থা ও নির্দেশ পরিত্যাগ করে আল্লাহর খালেস বন্দেগি করার পথ ও পন্থা অবলম্বন করতে হবে। এটা হতেও অকাট্যভাবে প্রমাণিত হয় যে, আহলে কিতাব এ আসল ও প্রকৃত দীন হতে বিচ্যুত হয়ে নিজের ধর্মে যেসব নতুন নতুন মত-পথ ও কথার উদ্ভাবন বা বৃদ্ধি করে নিয়েছে, তা সবই সম্পূর্ণ বাতিল।

কাজেই আল্লাহর এ শেষ নবী যিনি এখন এসেছেন, তিনিও সে আসল দীনের দিকে ফিরে আসার জন্য তাদেরকে অকুল আহ্বান জানিয়েছেন। সূরার শেষ ভাগে স্পষ্ট ও অকাট্য ভাষায় বলে দেওয়া হয়েছে যে, আহলে কিতাব ও মুশরিক এ নবীকে মেনে নিতে অস্বীকার করবে। তারা নিকৃষ্টতম জীব। চিরকালীন জাহান্নামই তাদের জন্য নির্দিষ্ট শাস্তি। পক্ষান্তরে যারা ঈমান এনে নেক আমলের পথ অবলম্বন করবে তারা চিরকাল জান্নাতে থাকবে। আল্লাহ তা'আলাও তাদের প্রতি সন্তুষ্ট এবং তারাও আল্লাহ তা'আলার উপর সন্তুষ্ট।

لَمْ يَكُنِ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا .... الاية

শানে নুযূল : নবী করীম ﷺ-এর আগমনের পূর্বে ইহুদি নাসারারা বলত যে, আফসোস যদি আমরা শেষ নবীকে পেতাম। তাহলে আমরা তার উপর সবার পূর্বে ঈমান আনয়ন করতাম। কিন্তু প্রিয়নবী ﷺ যখন নবুয়ত প্রাপ্ত হন তখন কতিপয় লোক ছাড়া তাদের মাঝে কেউ ঈমান আনয়ন করেনি। তাদের অবস্থা বর্ণনা করার জন্যেই এই আয়াতসমূহ অবতীর্ণ হয়। –[কানযুন নুকূল : ১০৯]

প্রথম আয়াতে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর আবির্ভাবের পূর্বে দুনিয়াতে কুফর, শিরক ও মূর্খতার ঘোর অন্ধকারের কথা উল্লেখ করে বলা হয়েছে যে, এহেন সর্বগ্রাসী অন্ধকার দূর করার জন্য একজন পারদর্শী সংস্কারক প্রেরণ করা ছিল অপরিহার্য। রোগ যেমন জটিল ও বিশ্বব্যাপী, তার প্রতিকারের জন্য চিকিৎসকও তেমনি সুনিপুণ ও বিচক্ষণ হওয়া দরকার। অন্যথা রোগ নিরাময়ের আশা সুদূরপরাহত হতে বাধ্য। অতঃপর সেই বিচক্ষণ ও পারদর্শী চিকিৎসকের গুণাগুণ উল্লেখ প্রসঙ্গে বলা হয়েছে যে, তাঁর অস্তিত্ব একটি 'বাইয়্যিনাহ' অর্থাৎ কুফর ও শিরককে অসার প্রতিপন্ন করার জন্য সুস্পষ্ট প্রমাণ হওয়া বাঞ্ছনীয়। এরপর বলা হয়েছে যে, এই চিকিৎসক হলেন আল্লাহর পক্ষ থেকে আগত একজন রাসূল, যিনি কুরআনের সুস্পষ্ট প্রমাণ নিয়ে তাদের কাছে আগমন করেছেন। এ পর্যন্ত আয়াত থেকে দু'টি বিষয় জানা গেল- এক. পয়গম্বর প্রেরণের পূর্বে দুনিয়াতে বিরাট অনর্থ এবং মূর্খতার অন্ধকার বিরাজমান ছিল এবং দুই. রাসূলুল্লাহ ﷺ মহান মর্যাদার অধিকারী। অতঃপর কুরআনের কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্য উল্লেখ করা হয়েছে।

يَتْلُوْا صُحُفًا مُّطَهَّرَةً فِيْهَا كُتُبٌ قَيِّمَةٌ - يَتْلُوْا শব্দটি تِلَاوَتٌ থেকে উদ্ভূত। এর অর্থ 'পাঠ করা'। তবে যে কোনো পাঠকেই তিলাওয়াত বলা যায় না বরং যে পাঠ পাঠদানকারীর প্রদত্ত অনুশীলনের সম্পূর্ণ অনুরূপ হবে তাকেই 'তেলাওয়াত' বলা হয়। তাই পরিভাষায় সাধারণত কুরআন পাঠ করার ক্ষেত্রে 'তেলাওয়াত' শব্দ ব্যবহৃত হয়। صُحُفٌ শব্দটি صَحِيْفَةٌ -এর বহুবচন। যেসব কাগজে কোনো বিষয়বস্তু লিখিত থাকে সেগুলোকেই বলা হয় সহীফা। كُتُبٌ শব্দটি كِتَابٌ -এর বহুবচন। এর অর্থ লিখিত বস্তু। এদিকে দিয়ে কিতাব ও সহীফা সমার্থবোধক। কিতাব অর্থ কোনো সময় আদেশও হয়ে থাকে। যেমন, এক আয়াতে আছে لَوْلَا كِتَابٌ مِّنَ اللّٰهِ سَبَقَ –এখানেও এ অর্থই বোঝানো হয়েছে। অন্যথা فِيْهَا বলার কোনো মানে থাকে না।

https://e-ilm.weebly.com/

আয়াতের উদ্দেশ্য এই যে, মুশরিক ও আহলে-কিতাবদের পথভ্রষ্টতা চরমে পৌছে গিয়েছিল। ফলে তাদের ভ্রান্ত বিশ্বাস থেকে সরে আসা সম্ভবপর ছিল না, যে পর্যন্ত না তাদের কাছে আল্লাহর কোনো সুস্পষ্ট প্রমাণ আসত। তাই আল্লাহ তা'আলা তাদের কাছে রাসূলকে সুসপষ্ট প্রমাণরূপে প্রেরণ করেন। তাঁর কর্তব্য ছিল তাঁদেরকে পবিত্র সহীফা তেলাওয়াত করে শুনানো অর্থাৎ তিনি সেসব বিধান শুনাতেন, যা পরে সহীফার মাধ্যমে সংরক্ষিত করা হয়। কেননা প্রথমে রাসূলুল্লাহ ﷺ কোনো সহীফা থেকে নয়-স্মৃতি থেকে পাঠ করে শুনাতেন। এসব সহীফায় ন্যায় ও ইনসাফ সহকারে প্রদত্ত ও চিরন্তন বিধি-বিধান লিখিত ছিল।

وَمَا تَفَرَّقَ الَّذِيْنَ اُوْتُوا الْكِتٰبَ اِلَّا مِنْۢ بَعْدِ مَا جَآءَتْهُمُ الْبَيِّنَةُ - تفرق -এর অর্থ এখানে বিরোধ ও অস্বীকার করা। রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর জন্ম ও আবির্ভাবের পূর্বে আহলে-কিতাবরা তাঁর নবুয়তের ব্যাপারে ঐকমত্য পোষণ করত। কেননা তাদের ঐশী গ্রন্থ তাওরাত ও ইঞ্জীল রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর নবুয়ত, তাঁর বিশেষ বিশেষ গুণাবলি ও তাঁর প্রতি কুরআন অবতরণ সম্পর্কে সুস্পষ্ট বর্ণনা ছিল। তাই ইহুদি ও খ্রিস্টানদের মধ্যে এ ব্যাপারে কোনো বিরোধ ছিল না যে, শেষ জমানায় হযরত মুহাম্মদ মোস্তফা ﷺ আগমন করবেন, তাঁর প্রতি কুরআন নাজিল হবে এবং তাঁর অনুসরণ সবার জন্য অপরিহার্য হবে।

কুরআন পাকেও তাদের এই ঐকমত্যের কথা উল্লেখ করে বলা হয়েছে :

وَكَانُوْا مِنْ قَبْلُ يَسْتَفْتِحُوْنَ عَلَى الَّذِيْنَ كَفَرُوْا অর্থাৎ আহলে-কিতাবরা রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর আবির্ভাবের পূর্বে তাঁর আগমনের অপেক্ষায় ছিল এবং যখনই মুশরিকদের সাথে তাদের মোকাবিলা হতো, তখনই তাঁর মধ্যস্থতায় আল্লাহ তা'আলার কাছে বিজয় কামনা করে দোয়া করত যে, শেষ নবীর বরকতে আমাদেরকে সাফল্য দান করা হোক। অথবা তাঁরা মুশরিকদেরকে বলত : তোমরা তোমাদের বিরুদ্ধে শক্তি পরীক্ষা করছ বটে, কিন্তু সত্বরই একজন রাসূল আসবেন, যিনি তোমাদেরকে পদানত করবেন। আমরা তাঁর সাথে থাকব, ফলে আমাদেরই বিজয় হবে।

সারকথা, রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর আগমনের পূর্বে আহলে-কিতাবরা সবাই তাঁর নবুয়ত সম্পর্কে অভিন্ন মত পোষণ করত কিন্তু যখন তিনি আগমন করলেন, তখন তারা অস্বীকার করতে লাগল। কুরআনের অন্য এক আয়াতে এ সম্পর্কে বলা হয়েছে :

فَلَمَّا جَآءَهُمْ مَّا عَرَفُوْا كَفَرُوْا بِهٖ অর্থাৎ তাদের কাছে যখন পরিচিত রাসূল সত্য ধর্ম অথবা কুরআন নিয়ে আগমন করল, তখন তাঁরা কুফর করতে লাগল। আলোচ্য আয়াতে এ বিষয়টি এভাবে বর্ণিত হয়েছে যে, আশ্চর্যের বিষয়, রাসূলের আগমন ও তাঁকে দেখার পূর্বে তো তাদের মধ্যে তাঁর সম্পর্কে কোনো মতবিরোধ ছিল না; সবাই তাঁর নবুয়ত সম্পর্কে একমত ছিল কিন্তু যখন সুস্পষ্ট প্রমাণ অর্থাৎ শেষনবী আগমন করলেন, তখন তাদের মধ্যে বিভেদ সৃষ্টি হয়ে গেল। কেউ তো বিশ্বাস স্থাপন করে মু'মিন হলো এবং অনেকেই কাফের হয়ে গেল।

এ ব্যাপারটি কেবল আহলে-কিতাবদেরই বৈশিষ্ট্য ছিল, তাই আয়াতে তাদের কথাই বলা হয়েছে– মুশকিরদের উল্লেখ করা হয়নি। কিন্তু প্রথম ব্যাপারে উভয় দলই শরিক ছিল, তাই প্রথম আয়াতে উভয়কেই অন্তর্ভুক্ত করে لَمْ يَكُنِ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا مِنْ اَهْلِ الْكِتٰبِ وَالْمُشْرِكِيْنَ বলা হয়েছে।

মা'আরিফুল কুরআনের তাফসীরের সার-সংক্ষেপে দ্বিতীয় ব্যাপারেও মুশরিক এবং আহলে-কিতাব উভয় সম্প্রদায়কে শামিল করে তাফসীর করা হয়েছে।

وَذٰلِكَ دِيْنُ الْقَيِّمَةِ অর্থাৎ আহলে-কিতাবদেরকে তাদের কিতাবে আদেশ করা হয়েছিল খাঁটি মনে ও একনিষ্ঠভাবে আল্লাহর ইবাদত করতে, নামাজ কায়েম করতে ও জাকাত দিতে। এরপর বলা হয়েছে, এটা কেবল তাদেরই বৈশিষ্ট্য নয়, প্রত্যেক সঠিক মিল্লাতের অথবা আল্লাহর পক্ষ থেকে অবতীর্ণ সমস্ত কিতাবের তরিকাও তাই। বলা বাহুল্য, قَيِّمَةٌ শব্দটি كُتُبٌ -এর বিশেষণ হলে এর উদ্দেশ্য কুরআনি বিধি-বিধান হবে এবং আয়াতের মতলব হবে এই যে, মোহাম্মদী শরিয়ত প্রদত্ত বিধি-বিধানও হুবহু তাই, যা তাদের কিতাব তাদেরকে পূর্বে দিয়েছিল। ভিন্ন বিধি-বিধান হলে অবশ্য তারা বিরোধিতার বাহানা পেত। কিন্তু এখন সে সুযোগ নেই।

https://e-ilm.weebly.com/

رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمْ وَرَضُوْا عَنْهُ এ আয়াতে জান্নাতীদের প্রতি সর্ববৃহৎ নিয়ামত আল্লাহর সন্তুষ্টির কথা উল্লেখ করা হয়েছে। হযরত আবূ সায়ীদ খুদরী (রা.) বর্ণিত রেওয়ায়েতে রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন : আল্লাহ তা'আলা জান্নাতিদেরকে উদ্দেশ্য করে বলবেন : يَا اَهْلَ الْجَنَّةِ (হে জান্নাতিগণ)। তখন তারা জবাব দিবে لَبَّيْكَ رَبَّنَا وَ سَعْدَيْكَ وَالْخَيْرُ كُلُّ فِىْ يَدَيْكَ হে আমাদের পালনকর্তা! আমরা উপস্থিত এবং আপনার আনুগত্যের জন্য প্রস্তুত। সমস্ত কল্যাণ আপনারই হাতে। অতঃপর আল্লাহ তা'আলা বলবেন :

هَلْ رَضِيْتُمْ তোমরা কি সন্তুষ্ট? তারা জবাব দেবে, হে আমাদের পরওয়ারদিগার! এখনও সন্তুষ্ট না হওয়ার কি সম্ভাবনা? আপনি তো আমাদেরকে এত সব দিয়েছেন, যা অন্য কোনো সৃষ্টি পায়নি। আল্লাহ বলবেন, আমি তোমাদেরকে আরও উত্তম নিয়ামত দিচ্ছি। আমি তোমাদের প্রতি আমার সন্তুষ্টি নাজিল করছি। অতঃপর কখনও তোমাদের প্রতি অসন্তুষ্ট হব না। –[বুখারী, মুসলিম]

আলোচ্য আয়াতেও খবর দেওয়া হয়েছে যে, জান্নাতিরাও আল্লাহর প্রতি সন্তুষ্ট হবে। এখানে প্রশ্ন হতে পারে যে, আল্লাহর প্রতি এবং তাঁর প্রতিটি আদেশ ও কর্মের প্রতি সন্তুষ্ট হওয়া ছাড়া কেউ জান্নাতে যেতেই পারে না। এমতাবস্থায় এখানে জান্নাতিদের সন্তুষ্টি উল্লেখ করার তাৎপর্য কি? জবাব এই যে, সন্তুষ্টির এক স্তর হলো প্রত্যেক আশা ও মনোবাঞ্ছা পূর্ণ হওয়া এবং কোনো কামনা অপূর্ণ না থাকা। এখানে সন্তুষ্টি বলে এ স্তরকেই বুঝানো হয়েছে। উদাহরণত সূরা দুহায় রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে উদ্দেশ্য করে বলা হয়েছে: وَلَسَوْفَ يُعْطِيْكَ رَبُّكَ فَتَرْضٰى অর্থাৎ সত্বরই আল্লাহ তা'আলা আপনাকে এমন বস্তু দান করবেন, যাতে আপনি সন্তুষ্ট হয়ে যাবেন। এখানে অর্থ চূড়ান্ত বাসনা পূর্ণ করা। এ কারণেই এই আয়াত নাজিল হওয়ার পর রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন : তা হলে আমি ততক্ষণ সন্তুষ্ট হব না, যতক্ষণ আমার একটি উম্মতও জাহান্নামে থাকবে। –[মাযহারী]

ذٰلِكَ لِمَنْ خَشِىَ رَبَّهٗ –সূরার উপসংহারে আল্লাহর ভয়কে সমস্ত ধর্মীয় উৎকর্ষ এবং পারলৌকিক নিয়ামতের ভিত্তি বলে অভিহিত করা হয়েছে। কোনো শত্রু, হিংস্র জন্তু অথবা ইতর প্রাণী দেখে যে ভয়ের সঞ্চার হয়, তাকে خَشْيَةٌ বলা হয় না; বরং কারও অসাধারণ মাহাত্ম্য ও প্রতাপ থেকে যে ভয়-ভীতির উৎপত্তি, তাকেই خَشْيَةٌ বলা হয়। এই ভয়ের প্রেক্ষিতে সর্বকাজে ও সর্বাবস্থায় সংশ্লিষ্ট সত্তার সন্তুষ্টি বিধানের চেষ্টা করা হয় এবং অসন্তুষ্টির সন্দেহ থেকেও আত্মরক্ষা করা হয়। এই ভীতিই মানুষকে কামিল ও প্রিয় বান্দায় পরিণত করে।

শব্দ বিশ্লেষণ :

لَمْ يَكُنْ : সীগাহ واحد مذكر غائب বহছ نفي جحد بلم در فعل مستقبل معروف বাব نَصَرَ মাসদার كَوْنٌ মূলবর্ণ (ك ـ و ـ ن) জিনস اجوف واوى অর্থ– ছিল না।

مُنْفَكِّيْنَ : সীগাহ جمع مذكر বহছ اسم فاعل বাব اِنْفِعَالٌ মাসদার اِنْفِكَاكٌ মূলবর্ণ (ف ـ ك ـ ك) জিনস مضاعف ثلاثى অর্থ– প্রত্যাবর্তনকারী। বিরত, পৃথক। মুক্ত।

تَأْتِىَ : সীগাহ واحد مؤنث غائب বহছ مضارع معروف বাব ضَرَبَ মাসদার اِتيان মূলবর্ণ (أ ـ ت ـ ى) জিনস মুরাক্কাব مهموز فاء এবং ناقص يائى অর্থ– উপস্থিত হয়, আসে।

اَلْبَيِّنَةُ : শব্দটি একবচন; বহুবচনে بَيِّنَاتٌ অর্থ– খোলা দলিল, সুস্পষ্ট দলিলকে بَيِّنَةٌ বলা হয়। চাই তা যৌক্তিক প্রমাণ হোক বা জ্ঞানগত প্রমাণ হোক।

رَسُوْلٌ : পয়গাম্বর, নবী, প্রেরিত, দূত। رَسُوْلٌ শব্দটি رِسَالَةٌ থেকে নির্গত হয়েছে। শায়খ শামসুদ্দীন কুহেস্তানী লিখেছেন, فَعُوْلٌ মুবালাগার সীগাহ مُرْسَلٌ بِالْفَتْحِ - مفعل আর فعول এর ব্যবহার এভাবে কমই হয়ে থাকে।

يَتْلُوْا : সীগাহ واحد مذكر غائب বহছ مضارع معروف বাব نَصَرَ মাসদার تِلَاوَةٌ মূলবর্ণ (ت ـ ل ـ و) জিনস ناقص واوى অর্থ– পাঠ করে শুনিয়ে দেয়।

https://e-ilm.weebly.com/

صُحُفًا : صَحِيْفَةٌ -এর বহুবচন। অর্থ– কিতাবসমূহ। পাতাসমূহ। তবে এর বহুবচন খুব কম আসে। কেননা فَعِيْلَةٌ বহুবচন فُعُلٌ এর ওজনে আসলেও কদাচিৎ। যেমন– سَفِيْنَةٌ এবং سُفُنٌ আসে।

مُطَهَّرَةٌ : সীগাহ واحد مؤنث اسم مفعول বহছ– باب تفعيل মাসদার تَطْهِيْرٌ মূলবর্ণ (ط ـ ه ـ ر) জিনস صحيح অর্থ– সকল প্রকার ময়লা, শারীরিক ও মানসিক অপবিত্রতা থেকে পাক হওয়া।

قَيِّمَةٌ : সিফাতের সীগাহ। মুয়ান্নাছ নাকেরাহ। সঠিক সত্য, ঠিক, ইহকাল ও পরকাল যিনি ঠিক করে। উদ্দেশ্য হলো পূর্ববর্তী আসমানী ছহীফা ও কিতাবসমূহ যথার্থ ও সঠিক থাকা এবং মানুষের জীবনকে পরিশুদ্ধকরণ। কুরআন মজিদ সব দিক থেকেই পূর্ণাঙ্গ একটি কিতাব।

تَفَرَّقَ : সীগাহ واحد مذكر غائب বহছ ماضى معروف বাব تَفَعُّل মাসদার تَفَرُّقٌ মূলবর্ণ (ف ـ ر ـ ق) জিনস صحيح অর্থ– বিভক্ত হয়ে গেল।

أُوْتُوْا : সীগাহ جمع مذكر غائب বহছ ماضى مجهول বাব إِفْعَالٌ মাসদার إِيْتَاءٌ মূলবর্ণ (أ ـ ت ـ ى) জিনস মুরাক্কাব مهموز فاء এবং ناقص يائى অর্থ– প্রদান করা হয়েছিল। দেওয়া হয়েছে।

أُمِرُوْا : সীগাহ جمع مذكر غائب বহছ ماضى مجهول বাব نَصَرَ মাসদার اَمْرٌ মূলবর্ণ (أ ـ م ـ ر) জিনস مهموز فاء অর্থ– তাদের প্রতি এই নির্দেশ ছিল।

مُخْلِصِيْنَ : সীগাহ جمع مذكر اسم فاعل বহছ বাব إِفْعَالٌ মাসদার إِخْلَاصٌ মূলবর্ণ (خ ـ ل ـ ص) জিনস صحيح অর্থ– একনিষ্ঠভাবে আল্লাহর আনুগত্য প্রকাশকারী।

حُنَفَاءَ : حنيف -এর বহুবচন। অর্থ– একনিষ্ঠ।

بَرِيَّةٌ : সৃজন। সৃষ্টিজীব। بَرِيَّةٌ শব্দটি فَعِيْلَةٌ -এর ওজনে মাফউলের অর্থে। بَرْءٌ থেকে নির্গত। অর্থ– অস্তিত্বহীনতা থেকে অস্তিত্বে আনা।

اَبَدًا : সর্বদা, অসীম ভবিষ্যৎকাল।

رَضُوْا : সীগাহ جمع مذكر غائب বহছ ماضى معروف বাব سَمِعَ মাসদার اَلرِّضْوَانُ মূলবর্ণ (ر ـ ض ـ و) জিনস ناقص واوى অর্থ– তারা সন্তুষ্ট থাকবে।

خَشِيَ : সীগাহ واحد مذكر غائب বহছ ماضى معروف বাব سَمِعَ মাসদার اَلْخَشْىُ মূলবর্ণ (خ ـ ش ـ ى) জিনস ناقص يائى অর্থ– সে ভয় করে।

বাক্য বিশ্লেষণ :

لَمْ يَكُنِ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا مِنْ اَهْلِ الْكِتٰبِ وَالْمُشْرِكِيْنَ مُنْفَكِّيْنَ حَتّٰى تَاْتِيَهُمُ الْبَيِّنَةُ এখানে : لَمْ يَكُنِ হলো ফে'লে নাকেস আর اَلَّذِيْنَ তার اسم ناقص আর كَفَرُوْا বাক্যটি اَلَّذِيْنَ -এর সেলাহ হয়েছে। আর مِنْ اَهْلِ الْكِتٰبِ টা উহ্য ফেলের সাথে متعلق হয়ে حال হয়েছে। আর مُنْفَكِّيْنَ টা خبر ناقص হয়েছে। আর وَالْمُشْرِكِيْنَ হলো হরফে জার। আর تَاْتِيَهُمْ ফে'ল যা حَتّٰى -এর পরে اَنْ উহ্য থাকায় منصوب হয়েছে। আর هُمْ হলো مفعول به আর اَلْبَيِّنَةُ হলো ফায়েল। অর্থাৎ সুস্পষ্ট দলিল। –[ই'রাবুল কুরআন ৮ম খণ্ড; পৃ. ৩৭৪]

https://e-ilm.weebly.com/

سُوْرَةُ الزِّلْزَالِ مَدَنِيَّةٌ

সূরা যিলযাল

মদিনায় অবতীর্ণ; আয়াত– ৮, রুকূ'– ১

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ○

পরম করুণাময়, দয়ালু আল্লাহর নামে শুরু করছি।

১. যখন জমিনকে ভীষণ কম্পনে প্রকম্পিত করা হবে।	اِذَا زُلْزِلَتِ الْاَرْضُ زِلْزَالَهَا ۙ﴿۱﴾
২. আর জমিন স্বীয় বোঝা [অর্থাৎ প্রোথিত ধন এবং মুরদাগণ]-কে বাইরে নিক্ষেপ করবে।	وَاَخْرَجَتِ الْاَرْضُ اَثْقَالَهَا ۙ﴿۲﴾
৩. আর [এ অবস্থা দেখে কাফের] মানুষ বলবে, তার কী হলো [ভূ-কম্পন ও এবং গুপ্তধন কেন বের হলো]?	وَقَالَ الْاِنْسَانُ مَا لَهَا ۚ﴿۳﴾
৪. সেদিন জমিন নিজের সমস্ত [ভালো মন্দ] খবর ব্যক্ত করতে আরম্ভ করবে।	يَوْمَئِذٍ تُحَدِّثُ اَخْبَارَهَا ۙ﴿۴﴾
৫. এই কারণে যে, তার প্রতি আপনার প্রতিপালকের এই নির্দেশই হবে।	بِاَنَّ رَبَّكَ اَوْحٰى لَهَا ؕ﴿۵﴾
৬. সেদিন মানুষ বিভিন্ন দলে বিভক্ত হয়ে [বিচারক্ষেত্র হতে] প্রত্যাবর্তন করবে। যাতে নিজেদের আমলসমূহ [অর্থাৎ তাদের ভালোমন্দ ফল] দেখতে পায়।	يَوْمَئِذٍ يَّصْدُرُ النَّاسُ اَشْتَاتًا ۙ۬ لِّيُرَوْا اَعْمَالَهُمْ ؕ﴿۶﴾

শাব্দিক অনুবাদ :

১. اِذَا زُلْزِلَتِ যখন প্রকম্পিত করা হবে الْاَرْضُ জমিনকে زِلْزَالَهَا ভীষণ কম্পনে।

২. وَاَخْرَجَتِ আর বাইরে নিক্ষেপ করবে الْاَرْضُ জমিন اَثْقَالَهَا স্বীয় বোঝাকে (প্রোথিত ধন এবং মুরদারগণ)।

৩. وَقَالَ الْاِنْسَانُ আর মানুষ বলবে مَا لَهَا -তার কি হলো?

৪. يَوْمَئِذٍ সেদিন জমিন تُحَدِّثُ ব্যক্ত করতে আরম্ভ করবে اَخْبَارَهَا নিজের সমস্ত খবর।

৫. بِاَنَّ رَبَّكَ এই কারণে যে আপনার প্রতিপালকের اَوْحٰى لَهَا তার প্রতি এই নির্দেশই হবে।

৬. يَوْمَئِذٍ সেদিন يَصْدُرُ النَّاسُ মানুষ প্রত্যাবর্তন করবে اَشْتَاتًا বিভিন্ন দলে বিভিক্ত হয়ে لِيُرَوْا যাতে দেখতে পায় اَعْمَالَهُمْ নিজেদের আমলসমূহ।

https://e-ilm.weebly.com/

৭. অনন্তর যে ব্যক্তি [দুনিয়াতে] অণু পরিমাণ নেক কাজ করবে, সে তা দেখতে পাবে।	فَمَنْ يَّعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَّرَهٗ ﴿٧﴾
৮. আর যে ব্যক্তি অণু পরিমাণ বদ কাজ করবে, সে তাও তথায় দেখতে পাবে।	وَمَنْ يَّعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَّرَهٗ ﴿٨﴾

শাব্দিক অনুবাদ :

৭. فَمَنْ يَّعْمَلْ অনন্তর যে ব্যক্তি করবে مِثْقَالَ ذَرَّةٍ অণু পরিমাণ। خَيْرًا নেক কাজ يَّرَهٗ সে তা দেখতে পাবে।

৮. وَمَنْ يَّعْمَلْ আর যে ব্যক্তি করবে مِثْقَالَ ذَرَّةٍ অণু পরিমাণ। شَرًّا বদ কাজ يَّرَهٗ সে তা তথায় দেখতে পাবে।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

সূরাটির নামকরণের কারণ : এ সূরার প্রথম আয়াতের زُلْزِلَتْ শব্দ হতে এর নামকরণ করা হয়েছে। এর শাব্দিক অর্থ : প্রকম্পিত। এ সূরাতে কিয়ামত হওয়ার সময় সমস্ত পৃথিবী প্রকম্পিত হবে বলে উল্লেখ করা হয়েছে। এতে ৮টি আয়াত, ৩৫টি বাক্য এবং ১০০টি অক্ষর রয়েছে।

সূরাটি অবতীর্ণ হওয়ার সময়কাল : এ সূরা নাজিলের স্থান ও সময়কাল নিয়ে তাফসীরকারদের মধ্যে মতবিরোধ বিদ্যমান। ইবনে মাসঊদ, আতা, জারীর ও মুজাহিদ (র.) প্রমুখের মতে এটা মাক্কী সূরা। হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) হতেও এরূপ একটি শক্তিশালী অভিমত পাওয়া যায়। পক্ষান্তরে হযরত কাতাদাহ ও মুকাতিল (র.)-এর মতে এটা মাদানী সূরা; কিন্তু এর বাচন-ভঙ্গি ও বিষয়বস্তুর প্রতি লক্ষ্য করলে মক্কায় অবতীর্ণ হয়েছে বলেই প্রমাণ হয়।

সূরাটির বিষয়বস্তু ও মূলবক্তব্য : এ সূরাতে কিয়ামত ও মৃত্যু পরবর্তী জীবন সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে। সর্বপ্রথম তিনটি বাক্যে বলা হয়েছে– মৃত্যুর পর দ্বিতীয় বারের জীবন কিভাবে হবে এবং কিভাবে মানুষের জন্য বিস্ময়ের উদ্রেককারী হবে? পরে দু'টি বাক্যে বলা হয়েছে এই যে, জমিনের উপর থেকে নিশ্চিন্তভাবে সকল প্রকার কাজ করেছে এবং এ নিষ্প্রাণ-নির্জীব জিনিস কোনো এক সময় তার কাজকর্ম সম্পর্কে সাক্ষ্য দিবে, তা তার চিন্তায়ও কখনো আসেনি। অথচ তা-ই একদিন আল্লাহর নির্দেশে কথা বলে উঠবে এবং কোনো সময় কোথায় কি কাজ করে তাও বলে দিবে। সেদিন সকল মানুষ উত্থিত হবে এবং তাদের আমলের চুলচেরা হিসাব-নিকাশ হবে।

সূরাটির ফজিলত : হযরত আনাস ও ইবনে আব্বাস (রা.) হতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ যিলযালকে কুরআনের অর্ধেক, সূরা ইখলাসকে কুরআনের এক-তৃতীয়াংশ এবং সূরা কাফিরূনকে এক-চতুর্থাংশ বলেছেন। –[মা'আরেফুল কুরআন]

فَمَنْ يَّعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَّرَهٗ .... الْاٰيَةَ.

শানে নুযূল : যখন সূরায়ে যিলযালের অষ্টম আয়াত নাজিল হয়, তখন মুসলমানরা চিন্তা করল যে, সামান্য গুনাহ করার দ্বারা যেমন কোনো ক্ষতি নেই তেমনি সামান্য ছওয়াবের দ্বারাও কোনো উপকার হবে না। যথা : মিথ্যা বলা, চুগলখুরী করা ইত্যাদির দ্বারা কোনো গুনাহ হয় না। তারা আরো মনে করতে ছিল যে, কেবল কবিরা গুনাহগুলোর ফলেই আল্লাহ পাক রাগান্বিত হন। সে প্রেক্ষিতেই এই আয়াত অবতীর্ণ হয়। –[কানযুল নুকূল : ১০৯]

اِذَا زُلْزِلَتِ الْاَرْضُ زِلْزَالَهَا আয়াতে প্রথম শিংগা ফুঁৎকার পূর্বেকার ভূকম্পন বুঝানো হয়েছে, না দ্বিতীয় ফুৎকারের পরবর্তী ভূকম্পন বোঝানো হয়েছে, এ বিষয়ে অবশ্য মতভেদ আছে। প্রথম ফুৎকারের পূর্বেকার ভূকম্পন কিয়ামতের আলামতসমূহের মধ্যে গণ্য হয় এবং দ্বিতীয় ফুৎকারের পরবর্তী ভূকম্পনের পর মৃতরা জীবিত হয়ে কবর থেকে উত্থিত হবে। বিভিন্ন রেওয়ায়েত ও তাফসীরবিদগণের উক্তি এ ব্যাপারে বিভিন্ন রূপ যে, আলোচ্য আয়াতে কোন ভূকম্পন ব্যক্ত হয়েছে। তবে এ স্থলে দ্বিতীয় ভূকম্পন বুঝানোর সম্ভাবনাই প্রবল। কারণ এরপর কিয়ামতের অবস্থা তথা হিসাব-নিকাশের কথা উল্লেখ করা হয়েছে। –[মাযহারী]

وَاَخْرَجَتِ الْاَرْضُ اَثْقَالَهَا এই ভূকম্পন সম্পর্কে রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন : পৃথিবী তার কলিজার টুকরা বিশালকায় স্বর্ণখণ্ডের আকারে উদগীরণ করে দেবে। তখন যে ব্যক্তি ধনসম্পদের জন্য কাউকে হত্যা করেছিল সে তা দেখে বলবে, এর জন্যই কি আমি এতবড় অপরাধ করেছিলাম? যে ব্যক্তি অর্থের কারণে আত্মীয়দের সাথে সম্পর্কচ্ছেদ করেছিল, সে বলবে, এর জন্যই কি আমি এ কাণ্ড করেছিলাম? চুরির কারণে যার হাত কাটা হয়েছিল, সে বলবে, এর জন্যই কি আমি নিজের হাত হারিয়েছিলাম? অতঃপর কেউ এসব স্বর্ণখণ্ডের প্রতি ভ্রূক্ষেপও করবে না। –[মুসলিম]

https://e-ilm.weebly.com/

فَمَنْ يَّعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَّرَهٗ আয়াতে خَيْرً বলে শরিয়তসম্মত সৎ কর্ম বুঝানো হয়েছে; যা ঈমানের সাথে সম্পাদিত হয়ে থাকে। কেননা ঈমান ব্যতীত কোনো সৎ কর্মই আল্লাহর কাছে সৎ কর্ম নয়। কুফর অবস্থায় কৃত সৎ কর্ম পরকালে ধর্তব্য হবে না যদিও দুনিয়াতে তার প্রতিদান দেওয়া হয়। তাই এ আয়াতকে এ বিষয়ের প্রমাণস্বরূপ পেশ করা হয় যে, যার মধ্যে অণু পরিমান ঈমান থাকবে, তাকে অবশেষে জাহান্নাম থেকে বের করে নেওয়া হবে। কেননা এ আয়াতের ওয়াদা অনুযায়ী প্রত্যেকের সৎ কর্মের ফল পরকালে পাওয়া জরুরি। কোনো সৎ কর্ম না থাকলেও স্বয়ং ঈমানই একটি বিরাট সৎকর্ম বলে বিবেচিত হবে। ফলে মু'মিন ব্যক্তি যত বড় গোনাহ্গারই হোক, চিরকাল জাহান্নামে থাকবে না। কিন্তু কাফের ব্যক্তি দুনিয়াতে কোনো সৎকর্ম করে থাকলে ঈমানের অভাবে তা পণ্ডশ্রম মাত্র। তাই পরকালে তার কোনো সৎকাজই থাকবে না। وَمَنْ يَّعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَّرَهٗ জীবদ্দশায় তওবা করেনি-এখানে এমন অসৎ কর্ম বোঝানো হয়েছে। কেননা কুরআন ও হাদীসে অকাট্য প্রমাণ আছে যে, তওবা করলে গোনাহ মাফ হয়ে যায়। তবে যে গোনাহ থেকে তওবা করেনি, তা ছোট হোক কিংবা বড় হোক-পরকালে অবশ্যই সামনে আসবে। এ কারণেই রাসূলুল্লাহ ﷺ হযরত আয়েশা (রা.)-কে বলেছিলেন, দেখ, এমন গোনাহ থেকেও আত্মরক্ষায় সচেষ্ট হও, যাকে ছোট ও তুচ্ছ মনে করা হয়। কেননা এর জন্যও আল্লাহর পক্ষ থেকে পাকড়াও করা হবে। –[নাসায়ী, ইবনে মাজা]

হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা.) বলেন : কুরআনের এ আয়াতটি সর্বাধিক অটল ও ব্যাপক অর্থবোধক। হযরত আনাস (রা.) হতে বর্ণিত এক দীর্ঘ হাদীসে রাসূলুল্লাহ ﷺ এ আয়াতকে اَلْفَاذَةُ الْجَامِعَةُ –অর্থাৎ একক, অনন্য ও সর্বব্যাপক বলে অবিহিত করেছেন।

হযরত আনাস ও ইবনে আব্বাস (রা.) বর্ণিত এক হাদীসে রাসূলুল্লাহ ﷺ সূরা যিলযালকে কুরআনের অর্ধেক, সূরা ইখলাসকে কুরআনের এক-তৃতীয়াংশ এবং সূরা কাফিরূনকে কুরআনের এক-চতুর্থাংশ বলেছেন। –[মাযহারী]

শব্দ বিশ্লেষণ :

زُلْزِلَتْ : সীগাহ ماضى مجهول واحد مؤنث غائب বহছ ফা'লালাতুন فَعْلَلَةٌ বাব মাসদার زَلْزَلَةٌ মূলবর্ণ (ز - ل - ز - ل) জিনস مضاعف رباعى অর্থ– প্রকাম্পিত করা হবে।

اَثْقَالَهَا : ثِقْلٌ -এর বহুবচন। অর্থ– তার বোঝা, এখানে খাজানা ও ধনভাণ্ডার উদ্দেশ্য।

تُحَدِّثُ : সীগাহ واحد مؤنث غائب বহছ مضارع معروف বাব تَفْعِيْل মাসদার تَحْدِيْثٌ মূলবর্ণ (ح - د - ث) জিনস صحيح অর্থ– ব্যক্ত করতে আরম্ভ করবে।

يَصْدُرُ : সীগাহ واحد مذكر غائب বহছ مضارع معروف বাব نَصَرَ মাসদার صَدْرٌ মূলবর্ণ (ص - د - ر) জিনস صحيح অর্থ– প্রত্যাবর্তন করবে। বের হবে।

اَشْتَاتًا : আলাদা আলাদা, পৃথক পৃথক, شَتٌّ ও شَتَاتٌ -এর বহুবচন। যার অর্থ পুরনো, বিভিন্ন।

لِيُرَوْا : সীগাহ جمع مذكر غائب বহছ مضارع مجهول منصوب بلام كى বাব فَتَحَ মাসদার رُؤْيَةٌ মূলবর্ণ (ر - أ - ى) জিনস মুরাক্কাব مهموز عين এবং ناقص يائى অর্থ– যাতে দেখতে পায়।

خَيْرً : ভালো, উত্তম, নেকী, ভালো কাজ, মঙ্গল, যে জিনিস সকলের পছন্দ। বুদ্ধি, ন্যায়, দয়া, উপকারী জিনিস, খারাপের বিপরীত। خَيْرٌ দু'প্রকার। (১) خَيْرٌ مُطْلَقٌ যা সর্বাবস্থায় সকলের নিকট পছন্দীয়। যেমন, জান্নাত। (২) দ্বিতীয় প্রকার خَيْرٌ নির্দিষ্ট নয়। কারো জন্য ভালো আবার কারো জন্য খারাপ। যেমন, সম্পদ কারো ক্ষেত্রে ভালো আবার কারো ক্ষেত্রে খারাপ।

مِثْقَالَ : একবচন। বহুবচন مَثَاقِيْلُ অর্থ– ভারি, সমান সমান। মাদ্দাহ ثِقْلٌ বাব كَرُمَ অর্থ– ভারী হওয়া। মাসদার ثِقَالٌ ও ثَقَالَةٌ বাব نَصَرَ ثَقَلَ الشَّيْئَ: জিনিসটি উঠাল।

বাক্য বিশ্লেষণ :

وَاَخْرَجَتِ الْاَرْضُ اَثْقَالَهَا : এটা পূর্বের উপর আতফ হয়েছে। আর اَخْرَجَتْ ফে'ল الْاَرْضُ হলো ফায়েল। আর اَثْقَالَهَا হলো مفعول به।

وَقَالَ الْاِنْسَانُ مَالَهَا : এখানে واو টি আতেফা قَالَ ফে'ল। আর اَلْاِنْسَانُ হলো ফায়েল। আর مَا টা اسم استفهام যা رفع -এর স্থলে হয়ে মুবতাদা হয়েছে। আর لَهَا হলো তার খবর। –[ই'রাবুল কুরআন ৮ম খণ্ড; পৃ. ৩৮০]

https://e-ilm.weebly.com/

سُوْرَةُ الْعٰدِيٰتِ مَكِّيَّةٌ

সূরা 'আদিয়াত

মক্কায় অবতীর্ণ; আয়াত– ১১, রুকূ'– ১

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ○

পরম করুণাময়, দয়ালু আল্লাহর নামে শুরু করছি।

১. শপথ উর্ধ্বশ্বাসে ধাবমান অশ্বরাজির।	وَالْعٰدِيٰتِ ضَبْحًا ﴿١﴾
২. অতঃপর যারা [পাথরের উপর] পদাঘাতে অগ্নিস্ফুলিঙ্গ নির্গত করতে থাকে।	فَالْمُوْرِيٰتِ قَدْحًا ﴿٢﴾
৩. অনন্তর প্রভাতকালে অভিযান আরম্ভ করে।	فَالْمُغِيْرٰتِ صُبْحًا ﴿٣﴾
৪. অনন্তর তখন ধূলি উড়ায়।	فَاَثَرْنَ بِهٖ نَقْعًا ﴿٤﴾
৫. অতঃপর [শত্রু] দলের মধ্যে ঢুকে পড়ে।	فَوَسَطْنَ بِهٖ جَمْعًا ﴿٥﴾
৬. নিশ্চয় মানুষ [অর্থাৎ কাফেররা] স্বীয় প্রতিপালকের বড়ই অকৃতজ্ঞ।	اِنَّ الْاِنْسَانَ لِرَبِّهٖ لَكَنُوْدٌ ﴿٦﴾
৭. আর এটা সে নিজেও অবহিত আছে।	وَاِنَّهٗ عَلٰى ذٰلِكَ لَشَهِيْدٌ ﴿٧﴾
৮. এবং সে ধন-সম্পদের মোহে অত্যন্ত মজবুত।	وَاِنَّهٗ لِحُبِّ الْخَيْرِ لَشَدِيْدٌ ﴿٨﴾

শাব্দিক অনুবাদ :

১. وَالْعٰدِيٰتِ শপথ অশ্বরাজির ضَبْحًا উর্ধ্বশ্বাসে ধাবমান।
২. فَالْمُوْرِيٰتِ অতঃপর যারা অগ্নি স্ফুলিঙ্গ নির্গত করতে থাকে قَدْحًا পদাঘাতে।
৩. فَالْمُغِيْرٰتِ অনন্তর অভিযান আরম্ভ করে صُبْحًا প্রভাতকালে।
৪. فَاَثَرْنَ بِهٖ অনন্তর তখন উড়ায় نَقْعًا ধূলি।
৫. فَوَسَطْنَ بِهٖ অতঃপর ঢুকে পড়ে جَمْعًا (শত্রু) দলের মধ্যে।
৬. اِنَّ الْاِنْسَانَ নিশ্চয় মানুষ لِرَبِّهٖ স্বীয় প্রতিপালকের لَكَنُوْدٌ বড়ই অকৃতজ্ঞ।
৭. وَاِنَّهٗ عَلٰى ذٰلِكَ আর এটা সে নিজেও لَشَهِيْدٌ অবহিত আছে।
৮. وَاِنَّهٗ এবং সে لِحُبِّ الْخَيْرِ ধন-সম্পদের মোহে لَشَدِيْدٌ অত্যন্ত মজবুত।

https://e-ilm.weebly.com/

৯. তার কি সে সময়টি জানা নেই, যখন জীবিত করা হবে সমাধিস্থ মুরদাদেরকে।	اَفَلَا يَعْلَمُ اِذَا بُعْثِرَ مَا فِى الْقُبُوْرِ ﴿٩﴾
১০. আর যা অন্তরসমূহের মধ্যে আছে তা প্রকাশ হয়ে যাবে।	وَحُصِّلَ مَا فِى الصُّدُوْرِ ﴿١٠﴾
১১. নিঃসন্দেহে সেদিন তাদের প্রতিপালক তাদের অবস্থা সম্বন্ধে পূর্ণ অবহিত আছেন।	اِنَّ رَبَّهُمْ بِهِمْ يَوْمَئِذٍ لَّخَبِيْرٌ ﴿١١﴾

শাব্দিক অনুবাদ :

৯. اَفَلَا يَعْلَمُ তার কি সে সময়টি জানা নেই اِذَا بُعْثِرَ যখন জীবিত করা হবে مَا فِى الْقُبُوْرِ সমাধিস্থ মুরদাদেরকে।

১০. وَحُصِّلَ আর তা প্রকাশ হয়ে যাবে مَا فِى الصُّدُوْرِ যা অন্তরসমূহে আছে।

১১. اِنَّ رَبَّهُمْ নিঃসন্দেহে তাদের প্রতিপালক بِهِمْ তাদের অবস্থা সম্বন্ধে يَوْمَئِذٍ সেদিন لَّخَبِيْرٌ পূর্ণ অবহিত আছেন।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

সূরাটির নামকরণের কারণ : সূরার প্রথম العديات [আল-'আদিয়াত] শব্দটিকেই এর নামরূপে গ্রহণ করা হয়েছে। এতে ১১টি আয়াত, ৪০টি বাক্য এবং ১৬৩টি অক্ষর রয়েছে।

সূরাটি অবতীর্ণ হওয়ার সময়কাল : এ সূরা মক্কী কি মাদানী, এ বিষয়ে মতাপার্থক্য রয়েছে।

ক. হযরত ইবনে মাসঊদ (রা.) জাবীর, হাসান বসরী, ইকরিমা ও আতা (র.) এবং হযরত ইবনে আব্বাস (রা.)-এর এক মত অনুযায়ী এটা মাক্কী সূরা।

খ. হযরত আনাস (রা.), কাতাদাহ (র.) ও ইবনে আব্বাস (রা.)-এর অন্য মত অনুযায়ী এটা মাদানী সূরা। তবে বিষয়বস্তু পর্যালোচনা করলে এটা মাক্কী সূরা হওয়াই প্রতীয়মান হয়।

সূরাটির বিষয়বস্তু ও মূলবক্তব্য : এ সূরাতে পরকাল অবিশ্বাসের পরিণাম যে কত ভয়াবহ ও মারাত্মক হতে পারে এবং মহা-বিচারের দিন মানুষের আমল সহ মনের গোপন উদ্দেশ্য ও নিয়তের পুঙ্খানুপুঙ্খ বিচার-বিশ্লেষণ হবে, তা-ই তুলে ধরা হয়েছে।

এ আলোচনায় তদানীন্তন মরু আরবের মানুষের জুলুম, অত্যাচার ও অবিচার এবং মারামারি, কাটাকাটি ও হানাহানির একটি চিত্র তুলে ধরা হয়েছে। সেকালে মানুষ সামাজিক জীবনে যে চরম দুর্ভোগ পোহাত, এক গোত্র অপর গোত্রের উপর রাতের অন্ধকারে চড়াও হয়ে তাদের ধন-সম্পদ লুণ্ঠন, নারী ধর্ষণ এবং তাদেরকে ছিনিয়ে নিয়ে দাসী বানাত– এটা নিত্য-নৈমিত্তিক ঘটনা ছিল। তখন মানব জীবনের কোনোই নিরাপত্তা ছিল না। পারস্পরিক হানাহানি, লাঠালাঠি, লড়াই, যুদ্ধ-বিগ্রহ ইত্যাদি কার্যাবলি, পরকাল সম্পর্কে উদাসীনতা ও অবিশ্বাসেরই ফলশ্রুতি– তাই প্রকারান্তরে পঞ্চম আয়াত পর্যন্ত একটি দৃশ্যের পটভূমিকায় বলা হয়েছে। বলা হয়েছে– মানুষ আল্লাহ প্রদত্ত শক্তি ও ক্ষমতার অপচয় ঘটিয়ে তাঁর না-শোকরী করছে। ধন-সম্পদ ও বিষয়-সম্পত্তির লোভে অন্ধ হয়ে পড়ছে। তাদের জেনে রাখা উচিত ছিল যে, কবর হতে তাদেরকে পুনরায় উত্থিত করা হবে। আর তাদের যাবতীয় কাজ তাদের সম্মুখে উপস্থিত করে বিচারকার্য অনুষ্ঠিত হবে। শুধু কার্যগুলোর রেকর্ডই উপস্থিত করা হবে না; বরং কার্যের কারণ ও মনের গোপন উদ্দেশ্য ও নিয়ামতসমূহের বাস্তব রেকর্ড উপস্থিত করে তার চুলচেরা বিচার-বিশ্লেষণের পরই তাদের জন্য রায় ঘোষণা করা হবে। কারো প্রতি বিচারের বেলায় পক্ষপাতিত্ব ও জুলুমের আশ্রয় নেওয়া হবে না। সকলের প্রতিই ন্যায় ও ইনসাফের নীতি কার্যকর থাকবে। সুতরাং মানুষের উচিত পরকালের মহা বিচারদিনের ভয়াবহতার কথাটি নিজেদের হৃদয়ে জাগ্রত রাখা এবং বিশ্বাসের দাবি অনুযায়ী সামাজিক জীবনযাত্রা নির্বাহ করা। অন্যথা তাদের জীবনে কালো অমানিশা আসার ব্যাপারে কোনোই সন্দেহ নেই।

https://e-ilm.weebly.com/

وَالْعَادِيَاتِ ضَبْحًا [١] فَالْمُوْرِيَاتِ قَدْحًا .... وَحُصِّلَ مَا فِى الصُّدُوْرِ [١٠] إِنَّ رَبَّهُمْ بِهِمْ يَوْمَئِذٍ لَّخَبِيْرٌ [١١]

শানে নুযূল-১ : বাযযার ও ইবনুল মুনযির প্রমুখ হযরত ইবনে আব্বাস (রা.)-এর উদ্ধৃতি দিয়ে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেন, হযরত রাসূলে আকরাম ﷺ কোনো এক অভিযানে অশ্বারোহী প্রেরণ করেন। সে বাহিনী থেকে এক মাস পর্যন্ত কোনো প্রকারের খবরাখবর আসেনি। সেই নিখোঁজ বাহিনীর নিরাপদ অবস্থান এবং বিজয়ের সু-সংবাদ প্রদান করার পরিপ্রেক্ষিতে আলোচ্য আয়াত নাজিল হয়েছে। –[রূহুল মা'আনী ২৭৪/৩০/১৫ ইবনে কাছীর ৫৪২/৪]

শানে নুযূল-২ : বর্ণিত রয়েছে যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ বনূ কেনানার প্রতি এক সারিয়া বা ক্ষুদ্র বাহিনী প্রেরণ করেন এবং মুনযির বিন আমর আনসারীকে তাদের হাকেম নিযুক্ত করে প্রেরণ করেন। সে বাহিনীর খবরা খবর রাসূলুল্লাহ ﷺ পর্যন্ত পৌঁছাতে এক মাস বিলম্ব হয়ে গেল, এতে মুনাফিকরা সুযোগের সদ্ব্যবহার করে বলতে লাগল যে, তারা নিহত হয়ে গিয়েছে। সুতরাং তাদের জবাবে তাদের নিরাপদ অবস্থান এবং তাদের সকল অভিযানের সু-সংবাদ দান করে আল্লাহ তা'আলা আলোচ্য সূরা নাজিল করেন। –[রূহুল মা'আনী ২৭৮/৩০/১৫]

হযরত ইবনে মাসউদ, জাবের, হাসান বসরী, ইকরিমা ও আতা (রা.) প্রমুখের মতে সূরা আদিয়াত মক্কায় অবতীর্ণ হয় এবং হযরত ইবনে আব্বাস, আনাস (রা.) ইমাম মালিক ও কাতাদাহ (র.) প্রমুখের মতে মদীনায় অবতীর্ণ হয়। –[কুরতুবী]

এ সূরায় আল্লাহ তা'আলা সামরিক অশ্বের কতিপয় বিশেষ অবস্থা বর্ণনা করেছেন এবং তাদের শপথ করে বলেছেন যে, মানুষ তার পালনকর্তার প্রতি খুবই অকৃতজ্ঞ। একথা বার বার বর্ণিত হয়েছে যে, আল্লাহ তা'আলা তার সৃষ্টির মধ্য থেকে বিভিন্ন বস্তুর শপথ করে বিশেষ ঘটনাবলি ও বিধানাবলি বর্ণনা করেন। এটা আল্লাহ তা'আলারই বৈশিষ্ট্য। মানুষের জন্য কোনো সৃষ্ট বস্তুর শপথ করা বৈধ নয়। শপথ করার লক্ষ্য নিজের বক্তব্যকে বাস্তব সম্মত ও নিশ্চিত প্রকাশ করা। কুরআন পাক যে বস্তুর শপথ করে কোনো বিষয় বর্ণনা করে, বর্ণিত বিষয় স্বপ্রমাণে সে বস্তুর গভীর প্রভাব থাকে। এমনকি, সে বস্তু যেন সে বিষয়ের পক্ষে সাক্ষ্যদান করে। এখানে সামরিক অশ্বের কঠোর কর্তব্য নিষ্ঠার উল্লেখ যেন মানুষের অকৃতজ্ঞতার সাক্ষ্যস্বরূপ করা হয়েছে। এর ব্যাখ্যা এই যে, অশ্ব বিশেষত সামরিক অশ্ব যুদ্ধক্ষেত্রে নিজের জীবন বিপন্ন করে মানুষের আদেশ ও ইঙ্গিতের অনুসারী হয়ে কত কঠোর খেদমতই না আনজাম দিয়ে থাকে। অথচ এসব অশ্ব মানুষ সৃষ্টি করেনি। তাদেরকে যে ঘাস-পানি মানুষ দেয়, তাও তার সৃজিত নয়। আল্লাহর সৃষ্টি করা জীবনোপকরণকে মানুষ তাদের কাছে পৌঁছে দেয় মাত্র। এখন অশ্বকে দেখুন, সে মানুষের এতটুকু অনুগ্রহকে কিভাবে চিনে এবং স্বীকার করে! তার সামান্য ইশারায় সে তার জীবনকে সাক্ষাৎ বিপদের মুখে ঠেলে দেয়, কঠোরতম কষ্ট সহ্য করে। পক্ষান্তরে মানুষের প্রতি লক্ষ্য করুন, আল্লাহ তা'আলা তাকে এক ফোঁটা তুচ্ছ বীর্য থেকে সৃষ্টি করেছেন, বিভিন্ন কাজের শক্তি দিয়েছেন, বুদ্ধি ও চেতনা দান করেছেন, তার পানাহারের সামগ্রী সৃষ্টি করেছেন এবং সমস্ত প্রয়োজনীয় আসবাবপত্র সহজলভ্য করে তার কাছে পৌঁছে দিয়েছেন। কিন্তু সে এতসব উচ্চস্তরের অনুগ্রহেরও কৃতজ্ঞতা স্বীকার করে না। এবার শব্দার্থের প্রতি লক্ষ্য করুন– عَادِيَاتِ শব্দটি عَدْوٌ থেকে উদ্ভূত। অর্থ দৌড়ানো। ضَبْحًا –ঘোড়ার দৌড় দেওয়ার সময় তার বক্ষ থেকে নির্গত আওয়াজকে বলা হয়। مُوْرِيَاتِ শব্দটি اِيْرَاءٌ থেকে উদ্ভূত। অর্থ অগ্নি নির্গত করা; যেমন চকমকি পাথর ঘষে অথবা দিয়াশলাই ঘাষা দিয়ে অগ্নি নির্গত করা হয়। قدح -এর অর্থ ক্ষুরাঘাত করা। লৌহজুতা পরিহিত অবস্থায় ঘোড়া যখন প্রস্তরময় মাটিতে ক্ষুরাঘাত করে দৌড় দেয় তখন অগ্নিস্ফুলিঙ্গ নির্গত হয় مُغِيْرَاتِ শব্দটি اِغَارَةٌ থেকে উদ্ভূত। অর্থ হামলা করা, হানা দেওয়া। صُبْحًا আরবদের অভ্যাস হিসেবে প্রভাতকালের উল্লেখ করা হয়েছে। তারা বীরত্ববশত রাত্রির অন্ধকারে হানা দেওয়া দূষণীয় মনে করত। তাই তারা ভোর হওয়ার পর এ কাজ করত। اَثَرْنَ শব্দটি اِثَارَه থেকে উৎপন্ন। অর্থ ধূলি উড়ানো। نَقْعٌ ধূলিকে বলা হয়। অর্থাৎ অশ্বসমূহ যুদ্ধক্ষেত্রে এত দ্রুত ধাবমান হয় যে, তাদের ক্ষুর থেকে ধূলি উড়ে চতুর্দিক আচ্ছন্ন করে ফেলে। বিশেষত প্রভাতকালে ধূলি উড়া অধিক দ্রুতগামিতার ইঙ্গিত বহন করে। কারণ, স্বভাবত এটা ধূলি উত্থিত হওয়ার সময় নয়। তীব্র দৌড় দ্বারাই ধূলি উড়তে পারে।

فَوَسَطْنَ بِهِ جَمْعًا –অর্থাৎ এসব অশ্ব শত্রু দলের অভ্যন্তরে নির্ভয়ে ঢুকে পড়ে। كَنُوْدٌ হযরত হাসান বসরী (র.) বলেন ; এর অর্থ সে ব্যক্তি, যে বিপদ স্মরণ রাখে এবং নিয়ামত ভুলে যায়।

https://e-ilm.weebly.com/

আবূ বকর ওয়াসেতী (র.) বলেন : যে ব্যক্তি আল্লাহর নিয়ামতসমূহকে গোনাহের কাজে ব্যয় করে, তাকে كَنُوْدٌ বলা হয়। তিরমিযীর মতে এর অর্থ, যে নিয়ামত দেখে কিন্তু নিয়ামতদাতাকে দেখে না। এসব উক্তির সারমর্ম নিয়ামতের নাশোকরী করা।

وَاِنَّهٗ لِحُبِّ الْخَيْرِ لَشَدِيْدٌ - خَير -এর শাব্দিক অর্থ মঙ্গল। আরবে ধনসম্পদকেও خَيْر বলে ব্যক্ত করা হয়, যেন ধনসম্পদ মঙ্গলই মঙ্গল এবং উপকারই উপকার। প্রকৃতপক্ষে কোনো কোনো ধনসম্পদ মানুষকে হাজারো বিপদে জড়িত করে দেয়। পরকালে তো হারাম ধনম্পদের পরিণতি তা-ই হবে; দুনিয়াতেও তা মানুষের জন্য বিপদ হয়ে যায়। কিন্তু আরবের বাকপদ্ধতি অনুযায়ী এ আয়াতে ধনসম্পদকে خَيْر বলে ব্যক্ত করা হয়েছে। যেমন, অন্য এক আয়াতে আছে اِنْ تَرَكَ خَيْرًا।

উপরিউক্ত আয়াতে অশ্বের শপথ করে মানুষ সম্পর্কে দু'টি কথা ব্যক্ত করা হয়েছে– এক. মানুষ অকৃতজ্ঞ, সে বিপদাপদ ও কষ্ট স্মরণ রাখে এবং নিয়ামত ও অনুগ্রহ ভুলে যায়। দুই. সে ধনসম্পদের লালসায় মত্ত। উভয় বিষয় শরিয়ত ও যুক্তির নিরিখে নিন্দনীয়। অকৃতজ্ঞতা যে নিন্দনীয়, তা বর্ণনার অপেক্ষা রাখে না। তবে ধনসম্পদ মানুষের প্রয়োজনাদির ভিত্তি। এর উপার্জন শরিয়তে কেবল হালালই নয় বরং প্রয়োজন মাফিক ফরজও বটে। সুতরাং ধনসম্পদের ভালোবাসা নিন্দনীয় হওয়ার এক কারণ তাতে এমনভাবে মত্ত হওয়া যে, আল্লাহর বিধি-বিধান থেকেও গাফিল হয়ে পড়া এবং হালাল ও হারামের পরওয়া না করা। দ্বিতীয় কারণ এই যে, ধনসম্পদ উপার্জন করা এবং প্রয়োজনমাফিক সঞ্চয় করা তো নিন্দনীয় নয়, বরং ফরজ। কিন্তু একে ভালোবাসা নিন্দনীয়। কেননা ভালোবাসার সম্পর্ক অন্তরের সাথে। সারকথা এই যে, ধনসম্পদ প্রয়োজনমাফিক অর্জন করা এবং তা দ্বারা উপকৃত হওয়া তো ফরজ ও প্রশংসনীয় কিন্তু অন্তরে তৎপ্রতি মহব্বত হওয়া নিন্দনীয়। উদাহরণত মানুষ প্রস্রাব পায়খানার প্রয়োজন মিটায়, এজন্য যত্নবান হয় কিন্তু অন্তরে এর প্রতি মহব্বত থাকে না। অসুস্থ অবস্থায় মানুষ ঔষধ সেবন করে, অপারেশন করায়, কিন্তু অন্তরে ঔষধ ও অপারেশনের প্রতি মহব্বত থাকে না; বরং অপারগ অবস্থায় এগুলো অবলম্বন করে। এমনিভাবে মু'মিনের এরূপ হওয়া দরকার যে, সে প্রয়োজনমাফিক অর্থোপার্জন করবে, তার হেফাজত করবে এবং প্রয়োজনের ক্ষেত্রে তাকে কাজেও লাগাবে কিন্তু অন্তরকে তার মহব্বতে মশগুল করবে না। মাওলানা রূমী অত্যন্ত সাবলীল ভঙ্গিতে বিষয়টি বর্ণনা করেছেন :

آب اندر زیر کشتی پشتی است * آب در کشتی ہلاک کشتی است

অর্থাৎ পানি যতক্ষণ নৌকার নীচে থাকে, ততক্ষণ নৌকার পক্ষে সহায়ক হয় কিন্তু এ পানিই যখন নৌকার অভ্যন্তরে চলে যায়, তখন নৌকাকে নিমজ্জিত করে দেয়। এমনিভাবে ধনসম্পদ যতক্ষণ নৌকারূপী অন্তরের আশেপাশে থাকে, ততক্ষণই তা উপকারী থাকে। কিন্তু যখন তা অন্তরের অভ্যন্তরে অনুপ্রবেশ করে, তখন অন্তরকে ধ্বংস করে দেয়। সূরার উপসংহারে মানুষের এ দু'টি ঘৃণ্য স্বভাবের কারণে পরকালীন শাস্তিবাণী শুনানো হয়েছে।

اَفَلَا يَعْلَمُ اِذَا بُعْثِرَ مَا فِى الْقُبُوْرِ অর্থাৎ মানুষ কি জানে না যে, কিয়ামতের দিন সব মৃতকে কবর থেকে জীবিত উত্থিত করা হবে এবং অন্তরের সকল ভেদ ফাঁস হয়ে যাবে? এটাও সবার জানা যে, আল্লাহ তা'আলা সব অবস্থা সম্পর্কেই অবহিত। অতএব তদনুযায়ী শাস্তি ও প্রতিদান দিবেন। কাজেই বুদ্ধিমানের কর্তব্য হলো অকৃতজ্ঞতা না করা এবং ধনসম্পদের লালসায় মত্ত না হওয়া।

জ্ঞাতব্য : আলোচ্য সূরায় মানুষ মাত্রেই দু'টি ঘৃণ্য স্বভাব বর্ণিত হয়েছে। অথচ মানুষের মধ্যে এমন অনেক নবী, ওলী ও সৎ কর্মপরায়ণ ব্যক্তি আছেন, যাঁরা এ ঘৃণ্য স্বভাবদ্বয় থেকে মুক্ত এবং আল্লাহর কৃতজ্ঞ বান্দা। তারা আল্লাহর পথে অর্থ ব্যয় করার জন্য প্রস্তুত থাকেন এবং হারাম ধনসম্পদ থেকে বেঁচে থাকেন। তবে অধিকাংশ মানুষ যেহেতু এসব দোষে পতিত, তাই মানুষ মাত্রেই এই বদ-অভ্যাস বর্ণনা করা হয়েছে। এতে সবারই এরূপ হওয়া জরুরি হয় না। এ কারণেই কেউ কেউ আয়াতে মানুষ বলে কাফের মানুষ বুঝিয়েছেন। এর সার অর্থ হবে এই যে, এ ঘৃণ্য বিষয় প্রকৃতপক্ষে কাফেরদের স্বভাব। আল্লাহ না করুন, যদি কোনো মুসলমানের মধ্যেও এগুলো পাওয়া যায়, তবে অবিলম্বে তা দূর করতে সচেষ্ট হওয়া দরকার।

https://e-ilm.weebly.com/

শব্দ বিশ্লেষণ :

اَلْعَادِيَاتُ : সীগাহ جمع مؤنث বহছ اسم فاعل বাব نَصَرَ মাসদার اَلْعَدْوُ মূলবর্ণ (ع ـ د ـ و) জিনস ناقص واوى অর্থ– ধাবমান অশ্বরাজি।

ضَبْحًا : মাসদার বাব فَتَحَ মূলবর্ণ (ض ـ ب ـ ح) জিনস صحيح অর্থ– হাঁপানো। ঘোড়ার দৌড়ানোর কারণে ঊর্ধ্ব শ্বাস ফেলাকে ضبح বলা হয়।

اَلْمُوْرِيَاتُ : সীগাহ جمع مؤنث বহছ اسم فاعل বাব اِفْعَالٌ মাসদার اِيْرَاءٌ মূলবর্ণ (و ـ ر ـ ى) জিনস لفيف مفروق অর্থ– অগ্নিস্ফুলিঙ্গ নির্গতকারী।

قَدْحًا : অর্থ– চমকিত পাথরের আঘাত করে আগুন বের করা। পাথরের উপর পাথর বা লোহার আঘাত করে আগুন বের করা। قَدَحَ -এর পরে فى আসলে অর্থ হবে টিপ্পনি কাটা (نَصَرَ) আকারের মধ্যে قَدْحًا -এর পরে কোনো صلہ আসেনি। তাই অর্থ হবে, ঘোড়ার নালযুক্ত পায়ের দ্বারা পাথরের জমিনে আঘাত করা।

اَلْمُغِيْرَاتُ : সীগাহ جمع مؤنث বহছ اسم فاعل বাব اِفْعَالٌ মাসদার اِغَارَةٌ মূলবর্ণ (غ ـ ى ـ ر) জিনস اجوف يائى অর্থ– অভিযান আরম্ভকারী।

نَقْعًا : ইসম, মানসূব। অর্থ– ধূলাবালু, মাটি, উট পাখির ডাক। পানি জমা হওয়ার সংকীর্ণ স্থান। কূপে আবদ্ধ পানি।

وَسَطْنَ : সীগাহ جمع مؤنث غائب বহছ ماضى معروف বাব ضَرَبَ মাসদার وَسَطٌ মূলবর্ণ (و ـ س ـ ط) জিনস مثال واوى অর্থ– ঢুকে পড়ে। প্রবেশ করল।

جَمْعًا : মাসদার। جَمْعٌ -এর বহুবচন। جُمُوْعٌ বাব فَتَحَ। মূলবর্ণ (ج ـ م ـ ع) জিনস صحيح অর্থ– একত্র হওয়া, দাঁড়ানো, জড়ো হওয়া। জামাত, দল, সৈন্য বাহিনী।

كَنُوْدٌ : সিফাতে মুশাব্বাহর সীগাহ। অর্থ– অকৃতজ্ঞ- পুরুষ হোক বা মহিলা হোক। কাফের। আল্লাহকে যে খারাপ বলে। একা ভক্ষণকারী। বখিল। এখানে প্রথম অর্থ উদ্দেশ্য। كَنِدٌ ও كَنَادٌ অকৃতজ্ঞ পুরুষ। মাসদার كَنُوْدٌ বাব نَصَرَ অকৃতজ্ঞ হওয়া।

بُعْثِرَ : সীগাহ واحد مذكر غائب বহছ ماضى مجهول বাব فَعْلَلَةٌ মাসদার بَعْثَرَةٌ মূলবর্ণ (ب ـ ع ـ ث ـ ر) জিনস صحيح অর্থ– জীবিত করা হবে। উঠানো হবে।

حُصِّلَ : সীগাহ واحد مذكر غائب বহছ ماضى مجهول বাব تَفْعِيْل মাসদার تَحْصِيْلٌ মূলবর্ণ (ح ـ ص ـ ل) জিনস صحيح অর্থ– প্রকাশ হয়ে যাবে। অর্জন করা হয়েছে।

বাক্য বিশ্লেষণ :

اِنَّ رَبَّهُمْ بِهِمْ يَوْمَئِذٍ لَّخَبِيْرٌ : এখানে اِنَّ হলো হরফে মুশাব্বাহবিল ফে'ল আর رَبَّهُمْ হলো اسم ان আর بِهِمْ টা خَبِيْرٌ -এর সাথে متعلق হয়েছে। আর يَوْمَئِذٍ টাও خَبِيْرٌ -এর সাথে ظرف متعلق হয়েছে। আর لَخَبِيْرٌ -এর لام المزحلقة হলো আর خَبِيْرٌ হলো خبر اِنَّ –[ই'রাবুল কুরআন ৮ম খণ্ড : পৃ. ৩৮৯]

https://e-ilm.weebly.com/

https://e-ilm.weebly.com/

৯. তবে তার বাসস্থান হবে হাবিয়া।	فَأُمُّهُ هَاوِيَةٌ ﴿٩﴾
১০. আর আপনার কি জানা আছে হাবিয়া কী?	وَمَا أَدْرَاكَ مَا هِيَهْ ﴿١٠﴾
১১. [এটা] একটি জ্বলন্ত অগ্নি।	نَارٌ حَامِيَةٌ ﴿١١﴾

শাব্দিক অনুবাদ :

৯. فَأُمُّهُ তবে তার বাসস্থান হবে هَاوِيَةٌ হাবিয়া।

১০. وَمَا أَدْرَاكَ আর আপনার কি জানা আছে مَا هِيَهْ হাবিয়া কি।

১১. نَارٌ حَامِيَةٌ একটি জ্বলন্ত অগ্নি।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

সূরাটির নামকরণের কারণ : قَارِعَةٌ অর্থ– খটখটকারী, আঘাতকারী, বিধ্বস্তকারী, বিচূর্ণকারী, কিন্তু এখানে অর্থ হলো– কিয়ামত বা মহাপ্রলয়। অত্র সূরার প্রথম আয়াতেই সে মহা-প্রলয়ের আরবি শব্দটি উল্লিখিত হয়েছে। সে শব্দকে কেন্দ্র করে সূরার নাম اَلْقَارِعَةُ রাখা হয়েছে। মূলত এটা কেবল নাম-ই নয়; বরং এর বিষয়বস্তু ও মূলবক্তব্যের শিরোনামও তা। কেননা এতে মহাপ্রলয় সম্পর্কে বলা হয়েছে। এতে ১১টি আয়াত, ৩৩টি বাক্য এবং ১৫২টি অক্ষর রয়েছে।

অবতীর্ণ হওয়ার সময়কাল : এ সূরাটি মাক্কী। এর মক্কায় অবতীর্ণ হওয়া সম্পর্কে কোনো মতভেদ নেই। তার বিষয়বস্তু হতে বুঝা যায় যে, এটা মক্কায় প্রাথমিককালে অবতীর্ণ সূরাসমূহের অন্যতম।

সূরাটির বিয়বস্তু ও সারকথা : সূরার মূল বিষয়বস্তু হলো কিয়ামত অনুষ্ঠিত হওয়া ও পরকালে পুনরায় জীবিত হয়ে আল্লাহর দরবারে পার্থিব জীবনের কৃতকর্মসমূহের হিসাব দেওয়া এবং প্রতিদান গ্রহণের জন্য মানুষের উপস্থিত হওয়া। সূরার প্রথমেই মানুষের মন যেন আতঙ্কগ্রস্ত হয় এবং থরথর করে কেঁপে উঠে, এমন ভাষা ব্যবহার করা হয়েছে। আমাদের দেশীয় কথায় বাঘ! বাঘ! বলা হলে যেমন স্তম্ভিত হয়ে যায় এবং প্রাণভয়ে মানুষ কাঁপতে থাকে, তেমনি আল্লাহ তা'আলাও সূরার প্রথমে এমনি একটি শব্দ ব্যবহার করেছেন, যাতে সমস্ত মানুষ কেঁপে উঠে। অর্থাৎ মহাপ্রলয়। অতঃপর মহাপ্রলয় কি? তার প্রশ্ন রেখে গুণগত দিকটি তুলে ধরে মূল ব্যাপারটি হৃদয়ঙ্গম করার চেষ্টা করা হয়েছে। অর্থাৎ এ মহাপ্রলয় এমন ভয়াবহ ও বিভীষিকাময় হবে যে, মানুষ তা কল্পনাও করতে পারে না। সেদিন মানুষ পতঙ্গকুলের ন্যায় দিক-বিদিক ছুটাছুটি ও দৌড়াদৌড়ি করতে থাকবে। তাদের অবস্থা হবে তখন দিশাহারা ও পাগলপারা মানুষের ন্যায়। পাহাড়গুলো পশমের ন্যায় উড়তে থাকবে। এর দ্বারা হৃদয়ঙ্গম করা যায় যে, সে মহাপ্রলয়ের আকার ও রূপটি হবে কত ভয়ঙ্কর ও ভয়াল! পরিশেষে মানবকুলের বিচার অনুষ্ঠানের জন্য হাশর প্রান্তরে আল্লাহর আদালত বসবে। সে আদালতে মানুষের কার্যাবলির বিচার-বিশ্লেষণ হয়ে তা পরিমাপ করা হবে। যাদের সৎকাজের পরিমাণ বেশি এবং ওজনের পাল্লা ভারি হবে, তাদের পরিণাম হবে শুভ। তারা লাভ করবে চিরস্থায়ী সন্তোষজনক জীবন। মহা সুখ-শান্তি ও আনন্দে তারা জীবন কাটাবে। আর যাদের অসৎ কাজের পরিমাণ বেশি ও পাল্লা ভারি হবে তাদের পরিণাম হবে খুব দুঃখজনক ও মর্মান্তিক। প্রজ্বলিত উত্তপ্ত অনল-গর্ত হবে তাদের স্থায়ী নিবাস। সেখানেই তারা অনাদি-অনন্ত চিরদুঃখ ও কষ্টজনক জীবন কালাতিপাত করতে থাকবে। এ সূরায় আমলের ওজন ও তার হালকা এবং ভারি হওয়ার প্রেক্ষিতে জাহান্নাম অথবা জান্নাত লাভের বিষয় আলোচিত হয়েছে। আমলের ওজন সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা সূরা আ'রাফের শুরুতে করা হয়েছে। সেখানে দেখে নেওয়া দরকার। সেখানে একথাও লিখিত হয়েছে যে, বিভিন্ন হাদীস ও আয়াতের মধ্যে সমন্বয় সাধন করে জানা যায় আমলের ওজন সম্ভবত দু'বার হবে। একবার ওজন করে মু'মিন ও কাফেরের মধ্যে পার্থক্য বিধান করা হবে। মু'মিনের পাল্লা ভারি ও কাফেরের পাল্লা হালকা হবে। এরপর মু'মিনদের মধ্যে সৎ কর্ম ও অসৎ কর্মের পার্থক্য বিধানের জন্য হবে দ্বিতীয় ওজন। এ সূরায় বাহ্যত প্রথম ওজন বুঝানো হয়েছে, যাতে প্রত্যেক মু'মিনের পাল্লা ঈমানের কারণে ভারি হবে, তার কর্ম যেমনই হোক। আর প্রত্যেক কাফেরের পাল্লা ঈমানের অভাবে হালকা হবে, সে যদিও কিছু সৎ কর্ম করে থাকে। তাফসীরে

https://e-ilm.weebly.com/

মাযহারীতে আছে, কুরআন পাকে সাধারণভাবে কাফের ও সৎকর্মপরায়ণ মু'মিনের শাস্তি ও প্রতিদান বর্ণনা করা হয়েছে। মু'মিনদের মধ্যে যারা সৎ ও অসৎ মিশ্র কর্ম করে, কুরআন পাকে সাধারণভাবে দান প্রদানের কোনো উল্লেখ করা হয়নি। এক্ষেত্রে একথা স্মর্তব্য যে, কিয়ামতে মানুষের আমল ওজন করা হবে-গণনা করা হবে না। আমলের ওজন ইখলাস তথা আন্তরিকতা ও সুন্নতের সাথে সামঞ্জস্যের কারণে বেড়ে যায়। যার আমল আন্তরিকতাপূর্ণ ও সুন্নতের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ, সংখ্যায় কম হলেও তার আমলের ওজন বেশি হবে। পক্ষান্তরে যে ব্যক্তি সংখ্যায় তো নামাজ, রোজা, সদকা-খয়রাত, হজ-ওমরা অনেক করে কিন্তু আন্তরিকতা ও সুন্নতের সাথে সামঞ্জস্য কম, তার আমলের ওজন কম হবে।

শব্দ বিশ্লেষণ :

اَلْقَارِعَةُ : সীগাহ واحد مؤنث বহছ اسم فاعل বাব فَتَحَ মাসদার اَلْقَرْعُ মূলবর্ণ (ق - ر - ع) জিনস صحيح অর্থ– খট-খটকারী বস্তু। কিয়ামত।

مَآ اَدْرَاكَ : সীগাহ واحد مذكر غائب বহছ ماضى معروف বাব اِفْعَالٌ মাসদার اِدْرَاءٌ মূলবর্ণ (د - ر - ى) জিনস ناقص يائى অর্থ– আপনার কি কিছু জানা আছে।

اَلْفَرَاشِ : বহুবচন। একবচন فَرَاشَةٌ। অর্থ- পতঙ্গ, প্রজাপতি, ধূর্ত, ফন্দিবাজ, সল্পজ্ঞান সম্পন্ন লোক। এখানে প্রথমটি উদ্দেশ্য। আয়াতে فَرَاشٌ জিনস হিসেবে ব্যবহৃত হয়েছে। তাই তার সিফাত একবচন নেয়া হয়েছে। اَلْمَبْثُوثَةُ -এর মূল اَلْمَبْثُوثُ বলা হয়েছে। যেরূপ اَلسَّحَابُ ; سَحَابَةٌ -এর বহুবচন। কিন্তু এটি ইসমে জিনস হয়।

اَلْعِهْنِ : অর্থ- রঙ্গিন পশম। লোগাতে عِهْنٌ অর্থ– রঙ্গিন পশম, যাতে নানা রকম রং থাকে। বহুবচন عهون আসে।

اَلْمَنْفُوشِ : সীগাহ واحد مذكر বহছ اسم مفعول বাব نَصَرَ মাসদার نُفُوْشٌ মূলবর্ণ (ن - ف - ش) জিনস صحيح অর্থ– ধুনিত।

ثَقُلَتْ : সীগাহ واحد مؤنث غائب বহছ ماضى معروف বাব كَرُمَ মাসদার ثِقْلٌ মূলবর্ণ (ث - ق - ل) জিনস صحيح অর্থ– ভারি হবে।

مَوَازِيْنُهُ : ইসমে আলা বা ইসমে মাফউল। একবচন مِيْزَانٌ বা اَلْمَوْزُوْنُ অর্থ– পাল্লা, নেকীর ওজন।

خَفَّتْ : সীগাহ واحد مؤنث غائب বহছ ماضى معروف বাব ضَرَبَ মাসদার خِفَّةٌ মূলবর্ণ (خ - ف - ف) জিনস مضاعف ثلاثى অর্থ– হালকা হবে।

هَاوِيَةٌ : দোজখের একটি স্তরের নাম। বহুবচন : هوة অর্থ– গর্ত, নিম্নভূমি, আকাশ জমিনের মধ্যবর্তী অংশ।

حَامِيَةٌ : সীগাহ واحد مؤنث বহছ اسم فاعل বাব سَمِعَ মাসদার حَمْىٌ মূলবর্ণ (ح - م - ى) জিনস ناقص يائى অর্থ– জ্বলন্ত। প্রজ্জ্বলিত। উত্তপ্ত।

বাক্য বিশ্লেষণ :

وَمَآ اَدْرٰكَ مَاهِيَهْ نَارٌ حَامِيَةٌ : এখানে واو টি আতেফা। আর مَا হলো اسم استفهام যা মুবতাদা হয়েছে। আর اَدْرٰكَ বাক্যটি خبر আর كَ হলো اَدْرٰى -এর মাফউলে বিহী। আর مَاهِيَهْ -এর ما হলো اسم استفهام যা মুবতাদা হয়েছে আর هِىَ হলো খবর। এর শেষের هاء টি سكت -এর জন্য হয়েছে। আর نَارٌ হলো উহ্য هِىَ মুবতাদার খবর। আর حَامِيَةٌ হলো نَارٌ -এর সিফত। –[ই'রাবুল কুরআন ৮ম খণ্ড : পৃ. ৩৯৪]

https://e-ilm.weebly.com/

سُوْرَةُ التَّكَاثُرِ مَكِّيَّةٌ

সূরা তাকাছুর

মক্কায় অবতীর্ণ; আয়াত- ৮, রুকূ'- ১

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ○

পরম করুণাময়, দয়ালু আল্লাহর নামে শুরু করছি।

১.	প্রাচুর্যের প্রতিযোগিতা [পার্থিব সম্পদের উপর গর্বিত হওয়া] তোমাদেরকে [পরকাল হতে] ভুলিয়ে রাখে।	أَلْهٰكُمُ التَّكَاثُرُ ۝١
২.	এমন কি তোমরা কবরসমূহে উপনীত হও।	حَتّٰى زُرْتُمُ الْمَقَابِرَ ۝٢
৩.	[পার্থিব সম্পদ] কখনো [গর্বের বস্তু] নয়, শীঘ্রই তোমরা জানতে পারবে।	كَلَّا سَوْفَ تَعْلَمُوْنَ ۝٣
৪.	আবার বলি [শুনে রাখ] এটা সঙ্গত নয়, তোমরা অচিরেই জানতে পারবে।	ثُمَّ كَلَّا سَوْفَ تَعْلَمُوْنَ ۝٤
৫.	সাবধান! যদি [এ বিষয়] তোমরা নিশ্চিতরূপে অবগত হতে [যেমন মৃত্যুর পর হবে, তবে এরূপ দাম্ভিকতার মধ্যে পতিত থাকতে না।]	كَلَّا لَوْ تَعْلَمُوْنَ عِلْمَ الْيَقِيْنِ ۝٥
৬.	আল্লাহর কসম! তোমরা অবশ্যই দোজখ দেখবে।	لَتَرَوُنَّ الْجَحِيْمَ ۝٦
৭.	আবার [বলা হয়েছে] আল্লাহর কসম, নিশ্চয় তোমরা তা এমন দেখা দেখবে, যা স্বয়ং প্রত্যক্ষ বিশ্বাস।	ثُمَّ لَتَرَوُنَّهَا عَيْنَ الْيَقِيْنِ ۝٧
৮.	অতঃপর তোমরা সেদিন সকলেই নিয়ামত [ভোগ্য বস্তুসমূহ] সম্বন্ধে জিজ্ঞাসিত হবে।	ثُمَّ لَتُسْـَٔلُنَّ يَوْمَئِذٍ عَنِ النَّعِيْمِ ۝٨ ع ٨ ٢٧

শাব্দিক অনুবাদ :

১. أَلْهٰكُمُ তোমাদেরকে (পরকাল হতে) ভুলিয়ে রাখে التَّكَاثُرُ প্রাচুর্যের প্রতিযোগিতা (পার্থিব সম্পদের উপর গর্বিত হওয়া।)

২. حَتّٰى زُرْتُمُ এমনকি তোমরা উপনীত হও الْمَقَابِرَ কবরসমূহে।

৩. كَلَّا কখনো নয় سَوْفَ শীঘ্রই تَعْلَمُوْنَ তোমরা জানতে পারবে।

৪. ثُمَّ كَلَّا আবার বলি এটা সঙ্গত নয় سَوْفَ تَعْلَمُوْنَ তোমরা অচিরেই জানতে পারবে।

৫. كَلَّا সাবধান لَوْ تَعْلَمُوْنَ যদি তোমরা অবগত হতে عِلْمَ الْيَقِيْنِ নিশ্চিতরূপে।

৬. لَتَرَوُنَّ الْجَحِيْمَ আল্লাহর কসম! তোমরা অবশ্যই দোজখ দেখবে।

৭. ثُمَّ لَتَرَوُنَّهَا আবার আল্লাহর কসম নিশ্চয় তোমরা তা এমন দেখা দেখবে عَيْنَ الْيَقِيْنِ যা স্বয়ং প্রত্যক্ষ বিশ্বাস।

৮. ثُمَّ لَتُسْـَٔلُنَّ অতঃপর তোমরা সকলেই জিজ্ঞাসিত হবে يَوْمَئِذٍ সেদিন عَنِ النَّعِيْمِ নিয়ামত (ভোগ্য বস্তু) সম্বন্ধে।

https://e-ilm.weebly.com/

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

সূরাটির নামকরণের কারণ : সূরার প্রথম আয়াতের اَلتَّكَاثُرُ শব্দটিকে নামকরণের জন্য নির্বাচন করা হয়েছে এতে ৮টি আয়াত, ২৮টি বাক্য এবং ১২০টি অক্ষর রয়েছে।

অবতীর্ণের সময়কাল : আবূ হাইয়ান ও শাওকীনী বলেন, সব তাফসীরকারকদের মতেই এ সূরাটি মাক্কী। ইমাম সুয়ূতী (র.) বলেন, সবচাইতে বেশি পরিচিত কথা হলো- এটা মাক্কী সূরা; কিন্তু কোনো কোনো হাদীসে এটা মাদানী বলে উল্লিখিত হয়েছে।

সূরাটির বিষয়বস্তু ও সারকথা : এ সূরার মূল বিষয়বস্তু হচ্ছে দুনিয়া পূজা ও বস্তুবাদী দৃষ্টিভঙ্গির সমালোচনা করা এবং মানুষকে আখেরাতপন্থি ও পরকালমুখি করা। প্রথমেই বলা হয়েছে যে, তোমাদের জাগতিক জীবনে অধিক মাত্রায় উপায়-উপকরণ লাভের প্রবল আকাঙ্ক্ষা এবং পারস্পরিক প্রতিযোগিতা তোমাদেরকে নেশাগ্রস্ত করে ফেলেছে। তোমরা বেশি বেশি লাভ করা এবং অপরের তুলনায় নিজে বেশি সম্পদের অধিকারী হওয়াকেই জীবনের আসল উন্নতি ও যথার্থ সাফল্য ভেবে নিয়েছে। যার ফলশ্রুতিতে তোমরা জীবনের আসল মূল্যবোধ, দর্শন ও দৃষ্টভঙ্গি হতে অনেক দূরে সরে পড়েছ। সেদিকে দৃষ্টিপাত করা ও মনোযোগ দেওয়ার কোনোই সুযোগ পাচ্ছে না এবং মনোযোগ দেওয়ার প্রয়োজনও অনুভব কর না। অথচ জাগতিক উপায়-উপকরণের তুলনায় এদিকে মনোযোগ দেওয়াই ছিল তোমদের আসল কর্তব্য। পরকালের হিসাব-নিকাশ এবং আল্লাহর দরবারে জবাবদিহি করার চিন্তা ভুলেও তোমাদের মনের কোণে জাগরিত হয় না। এরূপ অবস্থায় নিমজ্জিত হয়ে থাকলে পরিণতিতে জাহান্নাম যে তোমাদের অবলোকন করতে হবে তাতে কোনোই সন্দেহ নেই। যেদিন চাক্ষুষ জাহান্নামকে অবলোকন করবে, সেদিনই তার আসল সত্যাসত্য সম্যক উপলব্ধি করতে পারবে।

সূরার সর্বশেষ আয়াতে বলা হয়েছে যে, তোমাদের জীবনে আল্লাহর অসংখ্য নিয়ামত ও অবদান বর্তমান। এ নিয়ামতসমূহ কোন পথে, কি নিয়মে ব্যবহার করলে, সে বিষয় তোমাদের মৃত্যুর পর অবশ্যই আল্লাহর নিকট জবাবদিহি করতে হবে। অতএব, সময় থাকতে তোমরা সাবধান হও, সতর্ক হও। পরকালমুখী গতি-চরিত্র গ্রহণ করো। এটাই তোমাদের জীবনে মহাসাফল্য এনে দিবে।

সূরাটির ফজিলত : নবী করীম ﷺ সাহাবীদেরকে বলেন, তোমাদের মধ্যে কেউ কি এমন নেই, যে প্রতিদিন কুরআনের এক হাজার আয়াত পাঠ করে? তাঁরা বললেন– কার সাধ্য আছে যে, প্রতিদিন এক হাজার আয়াত পাঠ করে? তখন তিনি ইরশাদ করেন, তোমাদের কেউ কি اَلْهٰكُمُ التَّكَاثُرُ পাঠ করতে পারে না? –[অর্থাৎ এ সূরা এক হাজার আয়াতের সমতুল্য]।

হযরত ওমর (রা.) হতে বর্ণিত হাদীসে এসেছে যে, রাতে এক হাজার আয়াত পাঠ করলে আল্লাহ তা'আলার দীদার নসীব হবে। সাহাবীগণ অপারগতা প্রকাশ করলে নবী করীম ﷺ اَلْهٰكُمُ التَّكَاثُرُ পাঠ করে ইরশাদ করলেন, যার হাতে আমার প্রাণ তাঁর শপথ করে বলছি, এ সূরাটি এক হাজার আয়াতের সমান। –[রূহুল মা'আনী]

اَلْهٰكُمُ التَّكَاثُرُ .... اَلْاٰيَةَ.

শানে নুযূল : ১. এই সূরা আনসারদের দু'টি গোত্র সম্পর্কে নাজিল হয়। যারা পরস্পর একে অপরের সাথে সম্পদের প্রাচুর্য ও শক্তি নিয়ে গর্ব করত। তারা একে অপরের খারাপ লোকদের বর্ণনা করে বলত যে, তোমাদের মাঝে অমুক অমুক ব্যক্তি রয়েছে যারা জঘন্যতম। প্রথমে তারা জীবিতদের নিয়ে এমন মন্দচারী করত অতঃপর মৃতুদের কথাও ব্যক্ত করত। এমনকি তারা কবরস্থানে যেয়ে একে অপরের খারাপ লোকদের কবরগুলো দেখিয়ে গাল-মন্দ করত। –[কানযুন নুকূল : ১১০]

২. অন্য রেওয়ায়েতে আছে হযরত আলী (রা.) বলেন, আমরা কবরের আজাবের ব্যাপারে সন্দেহে ছিলাম তখন উক্ত সূরাটি নাজিল হয়। –[সূত্র-তিরমিযি শরীফ : ২]

اَلْهٰكُمُ التَّكَاثُرُ - تَكَاثُرٌ শব্দটি كَثْرَةٌ থেকে উদ্ভূত। অর্থ প্রচুর ধনসম্পদ সঞ্চয় করা। হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) ও হাসান বসরী (র.) এ তাফসীরই করেছেন। এ শব্দটি প্রাচুর্যের প্রতিযোগিতা অর্থেও ব্যবহৃত হয়। কাতাদাহ (র.) এ অর্থই করেছেন। হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) বর্ণনা করেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ একবার এ আয়াত তেলাওয়াত করে বললেন : এর অর্থ অবৈধ পন্থায় সম্পদ সংগ্রহ করা এবং আল্লাহর নির্ধারিত খাতে ব্যয় না করা। –[কুরতুবী]

https://e-ilm.weebly.com/

حَتّٰى زُرْتُمُ الْمَقَابِرَ : এখানে কবরসমূহে উপনীত হওয়ার- অর্থ মরে কবরে পৌঁছা। এক হাদীসে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর তাফসীর প্রসঙ্গে বলেছেন : حَتّٰى يَأْتِيَكُمُ الْمَوْتُ -(ইবনে কাছীর) অতএব, আয়াতের মর্মার্থ এই যে, ধনসম্পদের প্রাচুর্য অথবা ধনসম্পদ, সন্তান-সন্ততি ও বংশ-গোত্রের বড়াই তোমাদেরকে গাফেল ও উদাসীন করে রাখে, নিজেদের পরিণতি ও পরকালের হিসাব-নিকাশের কোনো চিন্তা তোমরা করো না এবং এমনি অবস্থায় তোমাদের মৃত্যু এসে যায়। আর মৃত্যুর পর তোমরা আজাবে গ্রেফতার হও। একথা বাহ্যত সাধারণ মানুষকে বলা হয়েছে, যারা ধনসম্পদ ও সন্তান-সন্ততির ভালোবাসায় অথবা অপরের সাথে বড়াই করায় এমন মত্ত হয়ে পড়ে যে, পরিণাম চিন্তা করার ফুরসতই পায় না। হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে শিখখীর (রা.) বলেন, আমি একদিন রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর নিকট পৌঁছে দেখলাম, তিনি اَلْهٰكُمُ التَّكَاثُرُ তেলাওয়াত করে বলেছেন :

يَقُوْلُ ابْنُ اٰدَمَ مَالِىْ مَالِىْ لَكَ مِنْ مَالِكَ اِلَّا مَا اَكَلْتَ فَاَفْنَيْتَ اَوْ لَبِسْتَ فَاَبْلَيْتَ اَوْتَصَدَّقْتَ فَاَمْضَيْتَ وَفِىْ رِوَايَةٍ لِمُسْلِمٍ وَمَا سِوٰى ذٰلِكَ فَذَاهِبٌ وَتَارِكُهٗ لِلنَّاسِ.

মানুষ বলে, আমার ধন- আমার ধন অথচ তোমার অংশ তো ততটুকুই, যতটুকু তুমি খেয়ে শেষ করে ফেল অথবা পরিধান করে ছিন্ন করে দাও অথবা সদকা করে সম্মুখে পাঠিয়ে দাও। এছাড়া যা আছে, তা তোমার হাত থেকে চলে যাবে-তুমি অপরের জন্য তা ছেড়ে যাবে। -[ইবনে কাছীর, তিরমিযী, আহমদ]

হযরত আনাস (রা.) বর্ণিত এক রেওয়ায়েতে রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন :

لَوْ كَانَ لِابْنِ اٰدَمَ وَادِيًا مِنْ ذَهَبٍ لَاَحَبَّ اَنْ يَكُوْنَ لَهٗ وَادِيَانِ وَلَنْ يُمْلَأَ فَاهُ اِلَّا التُّرَابُ وَيَتُوْبُ اللّٰهُ عَلٰى مَنْ تَابَ.

আদম সন্তানের যদি স্বর্ণে পরিপূর্ণ একটি উপত্যক থাকে, তবে সে (তাতেই সন্তুষ্ট হবে না; বরং) দু'টি উপত্যকা কামনা করবে। তার মুখ তো (কবরের) মাটি ব্যতীত অন্য কিছু দ্বারা ভর্তি করা সম্ভব নয়। যে আল্লাহর দিকে রুজু করে, আল্লাহ তার তওবা কবুল করেন। -[বুখারী]

হযরত উবাই ইবনে কা'ব (রা.) বলেন : আমরা সূরা তাকাছুর নাজিল হওয়া পর্যন্ত উপরিউক্ত হাদীসকে কুরআন মনে করতাম। মনে হয়- রাসূলুল্লাহ ﷺ اَلْهٰكُمُ التَّكَاثُرُ পাঠ করে তার ব্যাখ্যায় উপরিউক্ত উক্তিটি করেছিলেন। এতে কোনো সাহাবী তাঁর উক্তিকেও কুরআনের ভাষা মনে করলেন। পরে যখন সম্পূর্ণ সূরা সামনে আসে, তখন তাতে এসব বাক্য ছিল না। ফলে প্রকৃত অবস্থা ফুটে উঠে যে, এগুলো ছিল তাফসীরের বাক্য।

لَوْ تَعْلَمُوْنَ عِلْمَ الْيَقِيْنِ - لَوْ -এর জবাব এ স্থলে উহ্য রয়েছে। অর্থাৎ لَمَا اَلْهٰكُمُ التَّكَاثُرُ উদ্দেশ্য এই যে, তোমরা যদি কিয়ামতের হিসাব-নিকাশে নিশ্চিত বিশ্বাসী হতে, তবে কখনো প্রাচুর্যের বড়াই করতে না এবং উদাসীন হতে না।

ثُمَّ لَتَرَوُنَّهَا عَيْنَ الْيَقِيْنِ -উপরে বলা হয়েছে عَيْنَ الْيَقِيْنِ -এর অর্থ সে প্রত্যয়, যা চাক্ষুষ দর্শন থেকে অর্জিত হয়। এটা বিশ্বাসের সর্বোচ্চ স্তর। হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) বলেন : হযরত মূসা (আ.) যখন তূর পর্বতে অবস্থান করেছিলেন এবং তাঁর অনুপস্থিতিতে তাঁর সম্প্রদায় গোবৎসের পূজা করতে শুরু করছিল, তখন আল্লাহ তা'আলা তূর পর্বতেই তাঁকে অবহিত করেছিলেন যে, বনী ইসরাইলরা গোবৎসের পূজায় লিপ্ত হয়েছে। কিন্তু হযরত মূসা (আ.)-এর মধ্যে এর তেমন প্রতিক্রিয়া দেখা দেয়নি, যেমন ফিরে আসার পর স্বচক্ষে প্রত্যক্ষ করার ফলে দেখা দিয়েছিল। তিনি ক্রোধে আত্মহারা হয়ে তওরাতের তক্তিগুলো হাত থেকে ছেড়ে দিয়েছিলেন। -[মাযহারী]

ثُمَّ لَتُسْئَلُنَّ يَوْمَئِذٍ عَنِ النَّعِيْمِ -অর্থাৎ তোমরা সবাই কিয়ামতের দিন আল্লাহপ্রদত্ত নিয়ামত সম্পর্কে জিজ্ঞাসিত হবে যে, সেগুলোর শোকর আদায় করেছ কি না এবং পাপ কাজে ব্যয় করেছ কি না? তন্মধ্যে কিছুসংখ্যক নিয়ামতের সুস্পষ্ট উল্লেখ কুরআনের অন্য আয়াতে এভাবে করা হয়েছে : اِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ اُولٰئِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْئُوْلًا এতে মানুষের শ্রবণশক্তি হৃদয় সম্পর্কিত লাখো নিয়ামত অন্তর্ভুক্ত হয়ে যায়, যেগুলো সে প্রতি মুহূর্তে ব্যবহার করে।

রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন : কিয়ামতের দিন মানুষকে সর্বপ্রথম তার স্বাস্থ্য সম্পর্কে প্রশ্ন করা হবে। বলা হবে : আমি কি তোমাকে সুস্বাস্থ্য দেইনি, আমি কি তোমাকে ঠাণ্ডা পানি পান করতে দেইনি? -[তিরমিযী]

https://e-ilm.weebly.com/

অন্য এক হাদীসে রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন : পাঁচটি প্রশ্নের উত্তর আদায় না করা পর্যন্ত হাশরের মাঠে কেউ স্বস্থান ত্যাগ করতে পারবে না। এক. সে তার জীবনের দিনগুলো কি কি কাজে নিঃশেষ করেছে? দুই. সে তার যৌবনশক্তিকে কি কাজে ব্যয় করেছে? তিন. সে যে সম্পদ উপার্জন করেছিল তা বৈধ পন্থায়, না অবৈধ পন্থায় উপার্জন করেছে? চার. সে সেই ধনসম্পদ কোথায় কোথায় ব্যয় করেছে? পাঁচ. আল্লাহ প্রদত্ত ইল্‌ম অনুযায়ী সে কতটুকু আমল করেছে? –[বুখারী]

তাফসীরবিদ ইমাম মুজাহিদ (র.) বলেন : কিয়ামতের দিন এ ধরনের প্রশ্ন প্রত্যেক ভোগবিলাস সম্পর্কে করা হবে, তা পানাহার, পোশাক-পরিচ্ছদ, বাসস্থান সম্পর্কিত ভোগবিলাস হোক কিংবা সান্তান-সন্তুতি, শাসনক্ষমতা অথবা প্রভাব-প্রতিপত্তি সম্পর্কিত ভোগবিলাস হোক। কুরতুবী এ উক্তি উদ্ধৃত করে বলেন : এটা একান্ত যথার্থ যে, কোনো বিশেষ নিয়ামত সম্পর্কে এ প্রশ্ন করা হবে না।

শব্দ বিশ্লেষণ :

أَلْهٰى : সীগাহ واحد مذكر غائب বহছ ماضى معروف বাব إِفْعَالٌ মাসদার اَلْهَاءٌ মূলবর্ণ (ل ـ ه ـ و) জিনস ناقص واوى অর্থ– ভুলিয়ে রাখে।

تَكَاثُرُ : ইসম ও মাসদার। অর্থ : প্রাচুর্য। উচ্চাকাঙ্ক্ষা। মান ও সম্মান মর্তবা, ধন ও জনের প্রাচুর্যের জন্য ঝগড়া করা। শব্দটি تفاعل -এর ওজনে।

زُرْتُمْ : সীগাহ جمع مذكر حاضر বহছ ماضى معروف বাব نَصَرَ মাসদার زِيَارَةٌ মূলবর্ণ (ز ـ و ـ ر) জিনস اجوف واوى অর্থ– তোমরা উপনীত হও।

مَقَابِرَ : সীগাহ الجموع جمع منتهى। যরফে মাকান। একবচন مَقْبَرَةٌ ও مَقْبُرَةٌ অর্থ, কবরস্থান।

لَتَرَوُنَّ : সীগাহ جمع مذكر حاضر বহছ مضارع معروف বাব فَتَحَ মাসদার رُؤْيَةٌ মূলবর্ণ (ر ـ ء ـ ى) জিনস মুরাক্কাব ناقص يائى এবং مهموز عين অর্থ– অবশ্যই দোজখ দেখবে।

لَتُسْئَلُنَّ : সীগাহ جمع مذكر حاضر বহছ لام تاكيد بانون تاكيد ثقيله درفعل مستقبل مجهول বাব فَتَحَ মাসদার اَلسُّؤَالُ মূলবর্ণ (س ـ ء ـ ل) জিনস مهموز عين অর্থ– তোমরা জিজ্ঞাসিত হবে।

نَعِيْمِ : ইসম। মারিফাহ। মাজরূর। অর্থ– নিয়ামত অর্থাৎ নিয়ামতের শুকরিয়াহ।

বাক্য বিশ্লেষণ :

أَلْهٰكُمُ التَّكَاثُرُ حَتّٰى زُرْتُمُ الْمَقَابِرَ : এখানে أَلْهٰكُمُ হলো ফে'ল আর كم হলো مفعول به মুকাদ্দম যা مقدم হয়েছে আর اَلتَّكَاثُرُ হলো ফায়েল। আর حَتّٰى আতেফা বা হরফে জার। আর زُرْتُمْ হলো ফে'ল ও ফায়েল اَلْمَقَابِرَ হলো মাফউলে বিহী। –[ইরাবুল কুরআন ৮ম খণ্ড : পৃ. ৩৯৮]

https://e-ilm.weebly.com/

سُوْرَةُ الْعَصْرِ مَكِّيَّةٌ

সূরা 'আস্‌র

মক্কায় অবতীর্ণ; আয়াত– ৩, রুকূ'– ১

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ۝

পরম করুণাময়, দয়ালু আল্লাহর নামে শুরু করছি।

১. মহাকালের শপথ।	وَالْعَصْرِ ۝١
২. নিশ্চয় মানুষ অত্যন্ত ক্ষতির মধ্যে রয়েছে।	اِنَّ الْاِنْسَانَ لَفِىْ خُسْرٍ ۝٢
৩. কিন্তু যারা ঈমান আনে এবং যারা নেক কাজ করে এবং একে অন্যকে সত্যের প্রতি উপদেশ দিতে থাকে এবং একে অন্যকে ধৈর্যের প্রতি উপদেশ দিতে থাকে [তারাই ক্ষতি হতে রক্ষা পাবে।]	اِلَّا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَعَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ ۙ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ ۝٣ ع ٢٨

শাব্দিক অনুবাদ :

১. وَالْعَصْرِ মহাকালের শপথ।

২. اِنَّ الْاِنْسَانَ নিশ্চয় মানুষ لَفِىْ خُسْرٍ অত্যন্ত ক্ষতির মধ্যে রয়েছে।

৩. اِلَّا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا কিন্তু যারা ঈমান আনে وَعَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ এবং যারা নেক কাজ করে وَتَوَاصَوْا এবং একে অন্যকে উপদেশ দিতে থাকে بِالْحَقِّ সত্যের প্রতি وَتَوَاصَوْا এবং একে অন্যকে উপদেশ দিতে থাকে بِالصَّبْرِ (সবরের) ধৈর্যের প্রতি।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

সূরাটির নামকরণের কারণ : সূরার প্রথম اَلْعَصْرِ শব্দকেই এর নামরূপে নির্ধারণ করা হয়েছে। এতে ৩টি আয়াত, ১৪টি বাক্য এবং ৬৮টি অক্ষর রয়েছে।

সূরাটির নাজিল হওয়ার সময়কাল : সূরাটি কখন নাজিল হয়েছে এ ব্যাপারে মতভেদ দেখা যায়।

১. হযরত মুজাহিদ, কাতাদাহ ও মুকাতিল (র.) প্রমুখের মতে, এ সূরাটি মদীনায় নাজিল হয়েছে।

২. হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) সহ জমহুর মুফাসসিরগণের মতে, সূরাটি মক্কায় নাজিল হয়েছে। এর বিষয়বস্তু হতেও বুঝা যায় যে, সূরাটি মাক্কী জীবনের প্রথমিক পর্যায়ে নাজিল হয়েছে। কেননা এতে ঈমান ও আমলের মৌলিক কথার উল্লেখ করা হয়েছে।

সূরাটির বিষয়বস্তু ও সারকথা : সূরাটি অতিশয় ক্ষুদ্র, অথচ এতে বক্তব্য ও ভাবের মহাসমুদ্র লুক্কায়িত রয়েছে। আল্লাহ এ ক্ষুদ্রকায় বাক্য কয়টিতে মানব জীবনের আসল নীতি-আদর্শ ও কর্মময় ভূমিকা কি হওয়া উচিত তা তুলে ধরেছেন। এ সূরাটি ভাব ও মাহাত্ম্যের দিক দিয়ে এত ব্যাপক যে, গোটা ইসলামি জীবন চরিত্রটি একটি সংক্ষেপ অথচ বিরাট-বিশালকায় রূপ অংকন করা হয়েছে। এ জন্যই ইমাম শাফেয়ী (র.) বলেছেন– কোনো লোক এ সূরাটি সম্পর্কে গভীরভাবে

https://e-ilm.weebly.com/

চিন্তা-গবেষণা করলে এটা-ই তার হেদায়েতের জন্য যথেষ্ট। মোটকথা, আল্লাহ এতে মানব জীবনে সাফল্য ও ব্যর্থতার চার দফা মূলনীতি উপস্থাপন করেছেন। ১. ঈমান ২. নেক আমল, ৩. সত্যের পারস্পরিক উপদেশ, ৪. ধৈর্যের পারস্পরিক নসিহত। এ চার দফা মূলনীতি হতে যারা সরে পড়বে তাদের ধ্বংস ইহকালে ও পরকালে অনিবার্য। সে ধ্বংস ও ক্ষতি হতে কেউই উদ্ধার পাবে না। আর তার ধারণা ও অনুসরণের মধ্যেই নিহিত উভয়কালের মুক্তি ও সাফল্য।

وَالْعَصْرِ اِنَّ الْاِنْسَانَ لَفِیْ خُسْرٍ .... الاية.

শানে নুযূল : গোলাহ বিন উসায়েদ ইসলাম পূর্ব সময়ে হযরত আবূ বকর (রা.)-এর কাছে এসে বসত। ইসলাম আসার পর যখন হযরত আবূ বকর (রা.) ইসলাম গ্রহণ করেন, তখন একদা সে এসে বলতে থাকে যে, হে আবূ বকর, তোমার কি হলো যে, তোমার ব্যবসা বাণিজ্যে মন্দা দেখা দিয়েছে। তুমি কোন ধ্যানে নিমগ্ন হলে যার ফলে তোমার দ্বীন ও দুনিয়া উভয়ই বিনষ্ট হয়ে যাচ্ছে। তুমি দেখছি একেবারে কপর্দক শূন্য হয়ে যাচ্ছ। হযরত আবূ বকর (রা.) তখন উত্তর দেন যে, হে নির্বোধ! যে ব্যক্তি আল্লাহ পাক ও তার রাসূলের গোলাম বনে যায় সে ক্ষতিগ্রস্ত নয়। বরং প্রকৃত ক্ষতিগ্রস্ত তো সেই ব্যক্তি যে, আখেরাতের চিন্তা বাদ দিয়ে কেবল দুনিয়ার উন্নতির চিন্তায় মশগুল রয়েছে। আর সে জন্যেই তার সকল সময় ব্যয় করে দিচ্ছে। সে প্রেক্ষিতেই হযরত আবূ বকর (রা.)-এর শানে এই সূরা অবতীর্ণ হয়। –[তাফসীরে আজীজী : ২৭৪]

সূরা আসরের বিশেষ ফজিলত : হযরত ওবায়দুল্লাহ ইবনে হিসন (রা.) বলেন : রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সাহাবীগণের মধ্যে দু'ব্যক্তি ছিল, তারা পরস্পর মিলে একজন অন্যজনকে সূরা আসর পাঠ করে না শুনানো পর্যন্ত বিচ্ছিন্ন হতেন না। –(তাবারানী) ইমাম শাফেয়ী (র.) বলেন : যদি মানুষ কেবল এ সূরাটি সম্পর্কেই চিন্তা করত, তবে এটাই তাদের জন্য যথেষ্ট ছিল। –[ইবনে কাছীর]

সূরা আসর কুরআন পাকের একটি সংক্ষিপ্ত সূরা, কিন্তু এমন অর্থপূর্ণ সূরা যে, ইমাম শাফেয়ী (র.)-এর ভাষায় মানুষ এ সূরাটিকেই চিন্তা-ভাবনা সহকারে পাঠ করলে তাদের ইহকাল ও পরকালের সংশোধনের জন্য যথেষ্ট হয়ে যায়। এ সূরায় আল্লাহ তা'আলা যুগের কসম করে বলেছেন যে, মানবজাতি অত্যন্ত ক্ষতিগ্রস্ত এবং এই ক্ষতির কবল থেকে কেবল তারাই মুক্ত, যারা চারটি বিষয় নিষ্ঠার সাথে পালন করে-ঈমান, সৎ কর্ম, অপরকে সত্যের উপদেশ এবং সবরের উপদেশ দেয়। দীন ও দুনিয়ার ক্ষতি থেকে রক্ষা পাওয়ার এবং মহা উপকার লাভ করার চার বিষয় সম্বলিত এ ব্যবস্থাপত্রের প্রথম দু'টি বিষয় আত্মসংশোধন সম্পর্কিত এবং দ্বিতীয় দু'টি বিষয় মুসলমানদের হেদায়ত ও সংশোধন সম্পর্কিত।

প্রথম প্রণিধানযোগ্য বিষয় এই যে, এ বিষয়বস্তুর সাথে যুগের কি সম্পর্ক, যার কসম করা হয়েছে? কসম ও কসমের জবাবের মধ্যে পারস্পরিক সম্পর্ক থাকা বাঞ্ছনীয়। অধিকাংশ তাফসীরবিদ বলেন : মানুষের সব কর্ম, গতিবিধি, উঠাবসা ইত্যাদি সব যুগের মধ্যেই সংঘটিত হয়। সূরায় যে সব কর্মের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে, সেগুলোও এই যুগকালেরই দিবারাত্রিতে সংঘটিত হবে। এরই প্রেক্ষিতে যুগের শপথ করা হয়েছে।

মানবজাতির ক্ষতিগ্রস্ততায় যুগ ও কালের প্রভাব কি? চিন্তা করলে দেখা যায়, আয়ুষ্কালের সাল, মাস, সপ্তাহ, দিবারাত্র বরং ঘণ্টা ও মিনিটই মানুষের একমাত্র পুঁজি, যার সাহায্যে সে ইহকাল ও পরকালের বিরাট এবং বিস্ময়কর মুনাফাও অর্জন করতে পারে এবং ভ্রান্ত পথে চললে এটাই তার জন্য বিপজ্জনকও হয়ে যেতে পারে। জনৈক আলিম বলেন :

حَيَاتُكَ اَنْفَاسٌ تُعَدُّ فَكُلَّمَا = مَضٰى نَفَسٌ مِنْهَا اِنْتَقَصْتَ بِهٖ جُزْءًا

অর্থাৎ তোমার জীবন কতিপয় গুণাগুনতি শ্বাস-প্রশ্বাসের নাম। যখন একটি শ্বাস অতিবাহিত হয়ে যায়, তখন তোমার বয়সের একটি অংশ হ্রাস পায়।

আল্লাহ তা'আলা প্রত্যেক মানুষকে তার আয়ুষ্কালের অমূল্য পুঁজি দিয়ে একটি ব্যবসায়ে নিয়োজিত করে দিয়েছেন, যাতে সে বিবেক-বুদ্ধি খাটিয়ে এ পুঁজিকে খাঁটি লাভদায়ক কাজে লাগাতে পারে। যদি সে লাভদায়ক কাজে এ পুঁজিকে বিনিয়োগ করে, তবে মুনাফার কোনো অন্ত থাকে না। পক্ষান্তরে যদি সে এই পুঁজি কোনো ক্ষতিকর কাজে ব্যবহার করে, তবে মুনাফা দূরের কথা, পুঁজিই বিনষ্ট হয়ে যায়। অতঃপর কেবল মুনাফা ও পুঁজি বিনষ্ট হয়েই ব্যাপার শেষ হয়ে যায় না বরং তার উপর শত শত অপরাধের শাস্তি আরোপিত হয়। কেউ যদি এ পুঁজিকে লাভজনক অথবা ক্ষতিকর কোনো কাজেই ব্যবহার না করে, তবে এ ক্ষতি তো অবশ্যম্ভাবী যে, তার মুনাফা ও পুঁজি উভয়ই বিনষ্ট হলো। এটা নিছক কবিসুলভ কল্পনাই নয়, বরং এক হাদীসেও এর সমর্থন পাওয়া যায়। রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন :

https://e-ilm.weebly.com/

كُلُّ يَغْدُوْ فَبَائِعٌ نَفْسَهٗ فَمُعْتِقُهَا اَوْ مُوْبِقُهَا অর্থাৎ প্রত্যেক ব্যক্তি প্রাতঃকালে উঠে তার প্রাণের পুঁজি ব্যবসায়ে নিয়োজিত করে। অতঃপর কেউ এ পুঁজিকে লোকসান থেকে মুক্ত করে নেয় এবং কেউ ধ্বংস করে দেয়।

খোদ কুরআনও ঈমান এবং সৎ কর্মকে মানুষের ব্যবসারূপে ব্যক্ত করেছে। বলা হয়েছে : هَلْ اَدُلُّكُمْ عَلٰى تِجَارَةٍ تُنْجِيْكُمْ مِّنْ عَذَابٍ اَلِيْمٍ আয়ুষ্কাল যখন পুঁজি আর মানুষ হলো ব্যবসায়ী, তখন সাধারণ অবস্থায় এই ব্যবসায়ীর ক্ষতিগ্রস্ত হওয়া সুস্পষ্ট। কেননা এ বেচারীর পুঁজি কোনো অসাড় পুঁজি নয় যে কিছুদিন বেকারও রাখা যাবে; যাতে ভবিষ্যতে আবার কাজে লাগানো যায়। বরং এটা বহমান পুঁজি, যা প্রতিনিয়ত বয়ে চলেছে। এ পুঁজির ব্যবসায়ীকে অত্যন্ত চালাক ও সুচতুর হতে হবে। কারণ বহমান বস্তু থেকে মুনাফা অর্জন করা সহজ কথা নয়। এ কারণেই জনৈক বুযুর্গ বরফ বিক্রেতার দোকানে গিয়ে সূরা আসরের যথার্থ তাফসীর বুঝতে সক্ষম হয়েছিলেন। তিনি দেখলেন, দোকানদার সামান্য উদাসীন হলেই তার পুঁজি পানি হয়ে বিনষ্ট হয়ে যাবে। এ কারণেই আয়াতে কালের শপথ করে মানুষের মনোযোগ আকৃষ্ট করা হয়েছে যে, সে যেন ক্ষতির কবল থেকে আত্মরক্ষার্থে বস্তু চতুষ্টয় সম্বলিত ব্যবস্থাপত্র ব্যবহারে সামান্যও গাফিল না হয়, বয়সের প্রতিটি মুহূর্তকে যেন সঠিকভাবে কাজে লাগায় এবং চার প্রকার কাজে নিজেকে সদা নিয়োজিত রাখে।

কালের শপথের আরও একটি সম্পর্ক এরূপ হতে পারে যে, যার শপথ করা হয়, সে একদিক দিয়ে সেই বিষয়ের সাক্ষী হয়ে থাকে। কালও এমন বিষয় যে, কেউ যদি এর ইতিহাস এবং এর জাতিসমূহের উত্থান-পতন সম্পর্কিত ঘটনাবলির প্রতি দৃষ্টিপাত করে, তবে সে অবশ্যই এ বিশ্বাসে উপনীত হবে যে, উপরিউক্ত চারটি কাজের মধ্যেই মানুষের সাফল্য সীমিত। যে এগুলোকে বিসর্জন দেয়, সে ক্ষতিগ্রস্ত। জগতের ইতিহাস এর সাক্ষী।

অতঃপর এই চারটি বিষয়ের ব্যাখ্যা লক্ষ্য করুন। ঈমান ও সৎ কর্ম-আত্মসংশোধন সম্পর্কিত এ দু'টি বিষয়ের ব্যাখ্যা নিষ্প্রয়োজন। তবে সত্যের উপদেশ ও সবরের উপদেশ এ দু'টি বিষয়ের উদ্দেশ্য কি, তা অবশ্যই প্রণিধানযোগ্য। تَوَاصِيْ শব্দটি وَصِيَّتٌ থেকে উদ্ভূত। কাউকে বলিষ্ঠ ভঙ্গিতে উপদেশ দেওয়া ও সৎ কাজের জোর তাকীদ করার নাম অসিয়ত। এ কারণেই মরণোন্মুখ ব্যক্তি পরবর্তীকালের জন্য যেসব নির্দেশ দেয়, তাকেও অসিয়ত বলা হয়।

উপরিউক্ত দু'রকম উপদেশ প্রকৃতপক্ষে এই অসিয়তেরই দু'টি অধ্যায়। প্রথম অধ্যায় সত্যের উপদেশ এবং দ্বিতীয় অধ্যায় সবরের উপদেশ। এখন এ দু'টি শব্দের কয়েক রকম অর্থ হতে পারে–এক. সত্যের অর্থ বিশুদ্ধ বিশ্বাস ও সৎ কর্মের সমষ্টি। আর সবরের অর্থ যাবতীয় গোনাহের কাজ থেকে বেঁচে থাকা। অতএব প্রথম শব্দের সারমর্ম হলো 'আমর বিল মারূফ' তথা সৎ কাজের আদেশ করা এবং দ্বিতীয় শব্দের সারমর্ম হলো 'নাহী আনিল মুনকার' তথা মন্দ কাজে নিষেধ করা। এখন সমষ্টির সারমর্ম এই দাঁড়ায় যে, নিজে যে ঈমান ও সৎ কর্ম অবলম্বন করেছে, অপরকেও তার উপদেশ দেওয়া। দুই. সত্যের অর্থ বিশুদ্ধ বিশ্বাস ও সবরের অর্থ সৎ কাজ করা এবং মন্দ কাজ থেকে বেঁচে থাকা। কেননা সবরের আক্ষরিক অর্থ নিজেকে বাধা দেওয়া ও অনুবর্তী করা। এ অনুবর্তী করার মধ্যে সৎ কর্ম সম্পাদন এবং গোনাহ থেকে আত্মরক্ষা করা উভয়ই শামিল।

হাফেজ ইবনে তাইমিয়া (র.) বলেন : দু'টি বিষয় মানুষকে ঈমান ও সৎ কর্ম অবলম্বন করতে স্বভাবত বাধা দেয়-এক. সন্দেহ ও সংশয় অর্থাৎ ঈমান ও সৎ কর্মের ব্যাপারে মানুষের মনে কিছু সন্দেহ সৃষ্টি হয়ে যাওয়া, যদ্দরুন বিশ্বাসই বিঘ্নিত হয়ে যায়। বিশ্বাসে ত্রুটি ঢুকে পড়লে কর্ম ত্রুটিযুক্ত হওয়া স্বাভাবিক। দুই. খেয়ালখুশি, যা মানুষকে কোনো সময় সৎ কাজের প্রতি বিমুখ করে দেয় এবং কোনো সময় মন্দ কাজে লিপ্ত করে দেয়; যদিও সে বিশ্বাসগতভাবে সৎ কাজ করা এবং মন্দ কাজ থেকে বেঁচে থাকাকে জরুরি মনে করে। অতএব, আলোচ্য আয়াতে সত্যের উপদেশ বলে সন্দেহ দূর করা এবং সবরের উপদেশ বলে খেয়ালখুশি ত্যাগ করে সৎ কাজ অবলম্বনের নির্দেশ দেওয়া বুঝানো হয়েছে। সংক্ষেপে সত্যের উপদেশ দেওয়ার অর্থ মুসলমানদের শিক্ষাগত সংশোধন করা এবং সবরের উপদেশ দেওয়ার অর্থ মুসলমানদের কর্মগত সংশোধন করা।

মুক্তির জন্য নিজের কর্ম সংশোধিত হওয়াই যথেষ্ট নয়, অপরের চিন্তাও জরুরি : এ সূরায় মুসলমানদের প্রতি একটি বড় নির্দেশ এই যে, নিজেদের ধর্মকে কুরআন ও সুন্নাহর অনুসারী করে নেওয়া যতটুকু গুরুত্বপূর্ণ ও জরুরি, ততটুকুই জরুরি অন্য মুসলমানদেরকেও ঈমান ও সৎ কর্মের প্রতি আহ্বান করার সাধ্যমত চেষ্টা করা। নতুবা কেবল নিজেদের

https://e-ilm.weebly.com/

https://e-ilm.weebly.com/

سُوْرَةُ الْهُمَزَةِ مَكِّيَّةٌ

সূরা হুমাযা

মক্কায় অবতীর্ণ; আয়াত– ৯, রুকূ'– ১

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ○

পরম করুণাময়, দয়ালু আল্লাহর নামে শুরু করছি।

১. নিরতিশয় অনিষ্ট রয়েছে প্রত্যেক এমন ব্যক্তির জন্য, যে [কারো] অগোচরে নিন্দা করে এবং সাক্ষাতে ধিক্কার দেয়।	وَيْلٌ لِّكُلِّ هُمَزَةٍ لُّمَزَةِ ۙ ﴿١﴾
২. যে [লোভের আতিশয্যে] মাল জমা করে এবং তা বারবার গণনা করে।	الَّذِىْ جَمَعَ مَالًا وَّعَدَّدَهٗ ۙ ﴿٢﴾
৩. সে মনে করে যে,তার ধন সম্পদ তার নিকট চিরকাল থাকবে।	يَحْسَبُ اَنَّ مَالَهٗۤ اَخْلَدَهٗ ۚ ﴿٣﴾
৪. কখনো না, আল্লাহর কসম, সে এমন অগ্নিতে নিক্ষিপ্ত হবে যে, তাতে যা পতিত হয় তা চূর্ণ-বিচূর্ণ করে ফেলে।	كَلَّا لَيُنْۢبَذَنَّ فِى الْحُطَمَةِ ۖ ﴿٤﴾
৫. আর আপনার কি জানা আছে, সেই চূর্ণ-বিচূর্ণকারী অগ্নি কিরূপ?	وَمَاۤ اَدْرٰىكَ مَا الْحُطَمَةُ ۗ ﴿٥﴾
৬. এটা আল্লাহর অগ্নি, যা প্রজ্বলিত করা হয়েছে।	نَارُ اللّٰهِ الْمُوْقَدَةُ ۙ ﴿٦﴾
৭. যা [শরীরে লাগামাত্র] হৃৎপিণ্ড পর্যন্ত গিয়ে পৌছবে।	الَّتِىْ تَطَّلِعُ عَلَى الْاَفْـِٕدَةِ ۗ ﴿٧﴾

শাব্দিক অনুবাদ :

১. وَيْلٌ নিরতিশয় অনিষ্ট রয়েছে لِكُلِّ هُمَزَةٍ প্রত্যেক এমন ব্যক্তির জন্য যে (কারো) আগোচরে নিন্দা করে لُمَزَةِ এর সাক্ষাতে ধিক্কার দেয়।

২. اَلَّذِىْ جَمَعَ مَالًا যে মাল জমা করে وَّعَدَّدَهٗ এবং তা বারবার গণনা করে।

৩. يَحْسَبُ সে মনে করে যে اَنَّ مَالَهٗۤ তার ধনসম্পদ اَخْلَدَهٗ তার নিকট চিরকাল থাকবে।

৪. كَلَّا কখনো না لَيُنْۢبَذَنَّ আল্লাহর কসম, সে এমন অগ্নিতে নিক্ষিপ্ত হবে যে فِى الْحُطَمَةِ তাতে যা পতিত হয় তা চূর্ণ-বিচূর্ণ করে ফেলে।

৫. وَمَاۤ اَدْرٰىكَ আর আপনার কি জানা আছে مَا الْحُطَمَةُ সেই চূর্ণ-বিচূর্ণকারী আগ্নি কিরূপ?

৬. نَارُ اللّٰهِ এটা আল্লাহর অগ্নি الْمُوْقَدَةُ যা প্রজ্বলিত করা হয়েছে।

৭. الَّتِىْ تَطَّلِعُ যা গিয়ে পৌছবে عَلَى الْاَفْـِٕدَةِ হৃৎপিণ্ড পর্যন্ত।

https://e-ilm.weebly.com/

৮. তা তাদের উপর আবদ্ধ করে দেওয়া হবে।	إِنَّهَا عَلَيْهِم مُّؤْصَدَةٌ ﴿٨﴾
৯. সুদীর্ঘ স্তম্ভসমূহের মধ্যে [বেষ্টিত হবে]।	فِي عَمَدٍ مُّمَدَّدَةٍ ﴿٩﴾

শাব্দিক অনুবাদ :

৮. إِنَّهَا عَلَيْهِمْ তা তাদের উপর مُّؤْصَدَةٌ আবদ্ধ করে দেওয়া হবে।

৯. فِي عَمَدٍ مُّمَدَّدَةٍ সুদীর্ঘ স্তম্ভসমূহের মধ্যে।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

সূরাটির নামকরণের কারণ : সূরাটির প্রথম আয়াতের "هُمَزَة" শব্দটিকেই এর নামরূপে গ্রহণ করা হয়েছে। هُمَزَة অর্থ– নিন্দুক। অত্র সূরায় নিন্দুকের ভয়াবহ পরিণতির উল্লেখে করা হয়েছে বিধায় নামকরণ স্বার্থক হয়েছে। এতে ৯টি আয়াত ও ১৬১টি অক্ষর রয়েছে।

সূরাটি অবতীর্ণ হওয়ার সময়কাল : মুফাসসিরগণ এ ব্যাপারে একমত যে, আলোচ্য সূরাটি মাক্কী। বিষয়বস্তু হতেও বুঝা যায় যে, সূরাটি মাক্কী জীবনের প্রথম দিকে নাজিল হয়েছে।

সূরাটির বিষয়বস্তু ও মূল বক্তব্য : ইসলাম-পূর্ব যুগে জাহেলিয়াতের আরব সমাজের অর্থ পূজারী ধনী সম্প্রদায়ের মধ্যে কতগুলো মারাত্মক ধরনের নৈতিক ক্রটি ও দোষ বিদ্যমান ছিল। এ সূরায় তার-ই বীভৎসতা ব্যক্ত করে এর প্রতিবাদ করা হয়েছে। কেননা এর কারণে মানুষ মৃত্যু মুহূর্ত পর্যন্ত দুনিয়ার স্বার্থ, স্বাদ-আস্বাদ, আরাম-আয়েশ ও মান-মর্যাদা অত্যধিক অর্জন করার এবং প্রতিযোগিতায় অন্যদের তুলনায় বেশি দূর অগ্রসর হয়ে যাওয়ার চিন্তায় ও চেষ্টায় দিন-রাত তন্ময় হয়ে থাকে। সুতরাং তাদেরকে হুঁশিয়ার করে দেওয়া হয়েছে যে, এখানে তোমাদেরকে যে যে নিয়ামত দেওয়া হয়েছে তার প্রত্যেকটি সম্পর্কে তোমাদেরকে আল্লাহর নিকট জবাবদিহি করতে হবে। সম্পদ অসৎ পথে উপার্জন এবং তার যথেচ্ছা ব্যয়ের পরিণতি হবে অত্যন্ত ভয়াবহ, জাহান্নামই হবে এ সব লোকদের চির আবাস। তাদের ধন-সম্পদ ও প্রভাব-প্রতিপত্তি, সেদিন জাহান্নামের আগুন হতে তাদেরকে রক্ষা করতে পারবে না। দাহনকারী আগুন তাদেরকে জ্বালিয়ে-পুড়িয়ে ভস্ম করে ফেলবে। কাজেই যারা ধন-সম্পদের অহমিকায় পড়ে পরনিন্দায় ও মানুষকে কটাক্ষ করার পিছনে পড়ে রয়েছে, তাদের এখন হতেই সাবধান হওয়া উচিত। এ সব অহঙ্কারী নিন্দুক ধনীদের আবাসস্থল হবে হুতামাহ নামক দোজখ।

وَيْلٌ لِّكُلِّ هُمَزَةٍ لُّمَزَةٍ

শানে নুযূল : উমাইয়া ইবনে খালফ যখন হুজুর ﷺ-কে দেখত তখন তাকে ভর্ৎসনা ও তিরস্কার করত। এ পরিপ্রেক্ষিতে এই সূরাটি অবতীর্ণ হয়েছে। –[লুবাব উর্দু, কানযুন নুকূল : ১১]

এ সূরায় তিনটি জঘন্য গুনাহের শাস্তি ও তার তীব্রতা বর্ণিত হয়েছে। গুনাহ্ তিনটি হচ্ছে هَمْز - لَمْز ও جَمْع مَال প্রথমোক্ত শব্দদ্বয় কয়েকটি অর্থে ব্যবহৃত হয়। অধিকাংশ তাফসীরকারকের মতে هَمْز -এর অর্থ গীবত অর্থাৎ পশ্চাতে পরনিন্দা করা এবং لَمْز -এর অর্থ সামনাসামনি দোষারোপ করা ও মন্দ বলা। এ দু'টি কাজই জঘন্য গুনাহ। পশ্চাতে পরনিন্দার শাস্তির কথা কুরআন ও হাদীসে বর্ণিত হয়েছে। এর কারণ এরূপ হতে পারে যে, এ গুনাহে মশগুল হওয়ার পথে সামনে কোনো বাধা থাকে না। যে এতে মশগুল হয়, সে কেবল এগিয়েই চলে। ফলে গুনাহ বৃহৎ থেকে বৃহত্তর ও অধিকতর হতে থাকে। সম্মুখের নিন্দা এরূপ নয়। এতে প্রতিপক্ষও বাধা দিতে প্রস্তুত থাকে। ফলে গুনাহ দীর্ঘ হয় না। এছাড়া কারো পশ্চাতে নিন্দা করা এ কারণেও বড় অন্যায় যে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি জানতেও পারে না যে, তার বিরুদ্ধে কি অভিযোগ উত্থাপন করা হচ্ছে। ফলে সে সাফাই পেশ করার সুযোগ পায় না।

একদিক দিয়ে لَمْز তথা সম্মুখের নিন্দা গুরুতর। যার মুখোমুখি নিন্দা করা হয় তাকে অপমানিত ও লাঞ্ছিতও করা হয়। এর কষ্টও বেশি, ফলে শাস্তিও গুরুতর। রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন :

شِرَارُ عِبَادِ اللّٰهِ تَعَالٰى الْمَشَّاؤُوْنَ بِالنَّمِيْمَةِ الْمُفَرِّقُوْنَ بَيْنَ الْاَحِبَّةِ الْبَاغُوْنَ لِبُرَاءِ الْعَنَتَ.

অর্থাৎ আল্লাহর বান্দাদের মধ্যে নিকৃষ্টতম তারা, যারা পরোক্ষে নিন্দা করে, বন্ধুদের মধ্যে বিচ্ছেদ সৃষ্টি করে এবং নিরপরাধ লোকদের দোষ খুঁজে ফিরে।

https://e-ilm.weebly.com/

যেসব বদভ্যাসের কারণে আয়াতে শাস্তির কথা উচ্চারণ করা হয়েছে, তন্মধ্যে তৃতীয়টি হচ্ছে অর্থলিপ্সা। আয়াতে একে এভাবে ব্যক্ত করা হয়েছে– অর্থলিপ্সার কারণে সে তা বার বার গণনা করে। অন্যান্য আয়াত ও হাদীস সাক্ষ্য দেয় যে, অর্থ সঞ্চয় করা সর্বাবস্থায় হারাম ও গুনাহ নয়। তাই এখানেও উদ্দেশ্য সেই সঞ্চয় হবে, যাতে জরুরি হক আদায় করা না হয় কিংবা গর্ব ও অহমিকা লক্ষ্য হয় কিংবা লালসার কারণে দীনের জরুরি কাজ বিঘ্নিত হয়।

تَطَّلِعُ عَلَى الْاَفْئِدَةِ –অর্থাৎ জাহান্নামের এই অগ্নি হৃদয়কে পর্যন্ত গ্রাস করবে। প্রত্যেক অগ্নির এটাও বৈশিষ্ট্য। যা কিছু তাতে পতিত হয়, তার সকল অংশ জ্বলে পুড়ে ভস্ম হয়ে যায়। মানুষ তাতে নিক্ষিপ্ত হলে তার অঙ্গ-প্রত্যঙ্গসহ হৃদয়ও জ্বলে যাবে। এখানে জাহান্নামের অগ্নির এই বৈশিষ্ট্য উল্লেখ করার কারণ এই যে, দুনিয়ার অগ্নি মানুষের দেহে লাগলে হৃদয় পর্যন্ত পৌছার আগেই মানুষের মৃত্যু হয়ে যায়। জাহান্নামে মৃত্যু নেই। কাজেই জীবিত অবস্থাতেই হৃদয় পর্যন্ত অগ্নি পৌছবে এবং হৃদয় দাহনের তীব্র যন্ত্রণা জীবদ্দশাতেই মানুষ অনুভব করবে।

শব্দ বিশ্লেষণ :

وَيْلٌ : ইসম মারফূ মাসদার। ধ্বংস, শাস্তি, জাহান্নামের একটি উপত্যকা, কঠিন, শাস্তি। وَيْلٌ -এর বিভিন্ন অর্থ রয়েছে। যেমন আফসোস করা, খারাপের মধ্যে প্রবেশ করা, বিপদগ্রস্ত হওয়া। মাসদারী অর্থ হলো, আফসো, কঠিন। ধমকের ও ভয়ের শব্দ, শাস্তির শব্দ, জাহান্নামের একটি কূপের নাম। তিরস্কার ও ভর্ৎসনার শব্দ।

هُمَزَةٍ : মুবালাগার সীগাহ। বড় নিন্দুক, গীবতকারী, ছিদ্রান্বেষী।

لُمَزَةٍ : সিফাতের সীগাহ মুবালাগার অর্থে। নিন্দুক, পিছনে নিন্দাকারী।

عَدَّدَ : সীগাহ واحد مذكر غائب বহছ ماضى معروف বাব تَفْعِيْل মাসদার تَعْدِيْد মূলবর্ণ (ع ـ د ـ د) জিনস مضاعف ثلاثى অর্থ– তিনি গণনা করে রাখেন।

أَخْلَدَهُ : সীগাহ واحد مذكر غائب বহছ ماضى معروف বাব إِفْعَالٌ মাসদার اَلْإِخْلَادُ মূলবর্ণ (خ ـ ل ـ د) জিনস صحيح অর্থ– চিরকাল থাকবে, সর্বদা থাকবে।

لَيُنْبَذَنَّ : সীগাহ واحد مذكر غائب বহছ مستقبل مجهول درفعل لام تاكيد بانون تاكيد ثقيلة বাব ضَرَبَ মাসদর اَلنَّبْذُ মূলবর্ণ (ن ـ ب ـ ذ) জিনস صحيح অর্থ– সে অগ্নিতে নিক্ষিপ্ত হবে।

حُطَمَةِ : حَطْمٌ থেকে নির্গত। অর্থ– পিষ্টকারী। দোজখের একটা স্তরের নাম।

اَلْمُوْقَدَةُ : সীগাহ واحد مؤنث বহছ اسم مفعول বাব إِفْعَالٌ মাসদার اَلْإِيْقَادُ মূলবর্ণ (و ـ ق ـ د) জিনস مثال واوى অর্থ– যা প্রজ্বলিত করা হয়েছে।

تَطَّلِعُ : সীগাহ واحد مؤنث غائب বহছ مضارع معروف বাব اِفْتِعَالٌ মাসদার الاطلاع মূলবর্ণ (ط ـ ل ـ ع) জিনস صحيح অর্থ– সে পৌছবে।

اَفْئِدَةٌ : বহুবচন, একবচন فواد অর্থ– হৃৎপিণ্ড, দিল, অন্তর।

مُؤْصَدَةٌ : সীগাহ واحد مؤنث বহছ اسم مفعول বাব إِفْعَالٌ মাসদার اَلْإِيْصَادُ মূলবর্ণ (ء ـ ص ـ د) জিনস مهموز فاء অর্থ– আবদ্ধ করে দেওয়া হবে।

عَمَدٍ : বহুবচন। একবচন, عماد অর্থ– দীর্ঘ স্তম্ভ। বড় স্তম্ভ। আল্লামা কাইয়ূমী লিখেন, عِمَادٌ হলো ঐ জিনিস, যার উপর নির্ভর করা হয়। ভরসা করা হয়। কিন্তু কামূসের মধ্যে عِمَادٌ -এর অর্থ উচ্চ ইমারত লিখা হয়েছে।

مُمَدَّدَةٍ : সীগাহ واحد مؤنث বহছ اسم مفعول বাব تَفْعِيْل মাসদার اَلتَّمْدِيْدُ মূলবর্ণ (م ـ د ـ د) জিনস مضاعف ثلاثى অর্থ– সুদীর্ঘ, লম্বা, প্রসারিত।

বাক্য বিশ্লেষণ :

إِنَّهَا عَلَيْهِمْ مُؤْصَدَةٌ ـ فِىْ عَمَدٍ مُمَدَّدَةٍ : এখানে إِنَّ টি হরফে মুশাব্বাহ বিল ফে'ল, هَا টি তার ইসম। عَلَيْهِمْ শব্দটি مُؤْصَدَةٌ এর সাথে متعلق এবং فِىْ عَمَدٍ টি مُؤْصَدَةٌ -এর সিফত। আর এটাই আবুল বাকাইয়ের মাযহাব।

–[ই'রাবুল কুরআন, খ : ৮, পৃ. ৪১০]

https://e-ilm.weebly.com/

سُوْرَةُ الْفِيْلِ مَكِّيَّةٌ

সূরা ফীল

মক্কায় অবতীর্ণ; আয়াত– ৫, রুকূ‘– ১

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ○

পরম করুণাময়, দয়ালু আল্লাহর নামে শুরু করছি।

১. আপনার কি জানা নেই যে, আপনার প্রভু হাতীওয়ালাদের সাথে কিরূপ ব্যবহার করেছেন।	اَلَمْ تَرَ كَيْفَ فَعَلَ رَبُّكَ بِاَصْحٰبِ الْفِيْلِ ۝١
২. [কা'বা বিনষ্ট করার ব্যাপারে] তাদের চেষ্টা-তদবীরকে কি সম্পূর্ণরূপে ব্যর্থ করে দেননি?	اَلَمْ يَجْعَلْ كَيْدَهُمْ فِيْ تَضْلِيْلٍ ۝٢
৩. এবং তিনি তাদের উপর ঝাঁকে ঝাঁকে পক্ষীকুল প্রেরণ করলেন।	وَّاَرْسَلَ عَلَيْهِمْ طَيْرًا اَبَابِيْلَ ۝٣
৪. যারা তাদের উপর কঙ্কর জাতীয় প্রস্তরসমূহ নিক্ষেপ করছিল।	تَرْمِيْهِمْ بِحِجَارَةٍ مِّنْ سِجِّيْلٍ ۝٤
৫. অনন্তর আল্লাহ তাদেরকে ভক্ষিত ভূষির ন্যায় [বিনষ্ট] করে দিলেন।	فَجَعَلَهُمْ كَعَصْفٍ مَّاْكُوْلٍ ۝٥ ع

শাব্দিক অনুবাদ :

১. اَلَمْ تَرَ আপনার কি জানা নেই যে كَيْفَ فَعَلَ কিরূপ ব্যবহর করেছেন رَبُّكَ আপনার প্রভু بِاَصْحٰبِ الْفِيْلِ হাতীওয়ালাদের সাথে।
২. اَلَمْ يَجْعَلْ তিনি করে দেননি كَيْدَهُمْ তাদের চেষ্টাতদবীরকে فِيْ تَضْلِيْلٍ সম্পূর্ণরূপে ব্যর্থ।
৩. وَّاَرْسَلَ এবং তিনি প্রেরণ করলেন عَلَيْهِمْ তাদের উপর طَيْرًا اَبَابِيْلَ ঝাঁকে ঝাঁকে পক্ষীকুল।
৪. تَرْمِيْهِمْ যারা তাদের উপর নিক্ষেপ করছিল بِحِجَارَةٍ مِّنْ سِجِّيْلٍ কঙ্কর জাতীয় প্রস্তরসমূহ।
৫. فَجَعَلَهُمْ অনন্তর আল্লাহ তাদেরকে করে দিলেন كَعَصْفٍ مَّاْكُوْلٍ ভক্ষিত ভূষির ন্যায়।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

সূরাটির নামকরণের কারণ : এ সূরার নামকরণ করা হয়েছে তাঁর প্রথম আয়াতের اَلْفِيْلَ শব্দ অবলম্বনে। اَصْحَابُ الْفِيْلِ অর্থ- হস্তির অধিপতি। এটা দ্বারা একটি হস্তিসজ্জিত সেনাবাহিনীর কথা বুঝানো হয়েছে এবং তার পরাজয় কিভাবে হয়েছিল গোটা সূরায় তা-ই স্থান পেয়েছে। এ কারণেই সূরাটির নাম যথাযথ হয়েছে। এতে ৫টি আয়াত, ২৩টি বাক্য এবং ৭৬টি অক্ষর রয়েছে।

অবতীর্ণের সময়কাল : তাফসীরকারকদের সর্বসম্মত মতে, এ সূরাটি মক্কায় অবতীর্ণ। সূরার ঐতিহাসিক পটভূমির প্রতি লক্ষ্য করলেই অনুমিত হয় যে, এটা মাক্কী জীবনে অবতীর্ণ প্রাথমিক সূরাসমূহের অন্যতম।

ঐতিহাসিক ঘটনা প্রবাহ : ঐতিহাসিক তথ্য দ্বারা প্রমাণিত যে, ইয়েমেনের ইহুদি শাসক যুনাওয়াস তথাকার খ্রিস্টানদের প্রতি চরম অত্যাচার ও নির্যাতন চালিয়ে তাদেরকে জ্বালিয়ে-ধ্বংসপ্রায় করে ফেলে। এতে পার্শ্ববর্তী আবিসিনিয়ার খ্রিস্টান শাসকগণ খুব ক্ষুব্ধ হয়। এরই প্রতিশোধে ৫২৫ খ্রিস্টাব্দে ইয়েমেনের উপর অভিযান চালিয়ে আবিসিনিয়ার শাসকগণ

https://e-ilm.weebly.com/

ইয়েমেনের হিময়ারী সরকারের পতন ঘটায় এবং দেশটি দখল করে নেয়। এ অভিযানের প্রধান নায়ক ছিল এরিয়াত এবং তার সহকারী ছিল আবরাহা। পরবর্তীকালে তাদের মধ্যে মতবিরোধের কারণে যুদ্ধ বেঁধে যায়। আবরাহা এরিয়াতকে হত্যা করে ইয়েমেনের শাসনভার নিজ হাতে গ্রহণ করে। আবিসিনিয়া শাসকদের ইয়েমেন দখল করার পিছনে ধর্মীয় আবেগ-অনুভূতি কার্যকর থাকলেও রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক স্বার্থের কথাও তারা দৃষ্টির আড়ালে রাখেনি। এটাই ছিল তাদের মূল লক্ষ্য। ধর্মীয় প্রতিশোধ গ্রহণ ছিল একটি বাহানা মাত্র। আর সে রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক স্বার্থ হলো আরবের সাথে পূর্ব আফ্রিকা, ভারত ও ইন্দোনেশিয়ার সাথে বাণিজ্যিক জলপথ ও স্থলপথের উপর নিজেদের কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠা করা। কেননা শত শত বছর ধরে আরবগণ এ পথে যাতায়াত করে প্রভূত মুনাফা লাভ করে আসছিল। বাস্তবেও তা-ই হয়েছিল। ইয়েমেন দখল করার পূর্বে লোহিত সাগরের বাণিজ্যিক পথটি তারা রোমানদের সহায়তায় দখল করে নিয়েছিল।

এখন লক্ষ্য হলো, শাতিল আরব হতে মিসর ও সিরিয়া গমনের স্থলপথ। পথটি নিজেদের নিয়ন্ত্রণে আনাই ছিল ইয়েমেনের আবরাহা সরকারের মূল উদ্দেশ্য- কিন্তু এ উদ্দেশ্যকে গোপন রেখে আবরাহা নতুন এক ফন্দি করল। সে আরবদের আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে মান-মর্যাদা বিলীন করার উদ্দেশ্যে এবং তাদের ধর্মীয় প্রভাব-প্রতিপত্তি বিনষ্ট করার লক্ষ্যে খ্রিস্টানদের জন্য ইয়েমেনের সানয়ায় একটি আন্তর্জাতিক মানের গীর্জা নির্মাণ করল এবং সেখানে হজের মৌসুমে দুনিয়ার সমস্ত লোককে জমায়েত হওয়ার আহ্বান জানাল। কিন্তু ইয়েমেনের খ্রিস্টান লোক ব্যতীত হজের মৌসুমে অন্য কোনো এলাকার লোকের সমাগম না দেখতে পেয়ে সে ভাবল, মক্কার ঘরই হচ্ছে এর অন্তরায়। মক্কার কা'বা ঘরকে ধ্বংস করা ব্যতীত সানয়ায় এ আন্তর্জাতিক মেলা অনুষ্ঠিত হতে পারে না। তাই সে সদর্পে ঘোষণা করল, আমি মক্কার হজ অনুষ্ঠান আগামী বৎসর হতে এ সানয়ায়ই করতে চাই। সুতরাং এ জন্য, আমার প্রথম কর্তব্য হবে-মক্কার কা'বা ঘরকে ধূলিসাৎ করে ফেলা। এ ঘোষণা চতুর্দিকে ছড়িয়ে পড়ল এবং সেও প্রস্তুতি নিতে শুরু করে দিল। এ উদ্দেশ্যে সে ষাট হাজার দুর্ধর্ষ সেনার একটি বিরাট বাহিনী সাজাল। ঐ বাহিনীতে ১৩টি যুদ্ধ-হস্তিও ছিল। অতঃপর সে ৫৭০ খ্রিষ্টাব্দে মক্কা অভিমুখে যাত্রা করল।

আবরাহার বাহিনী কা'বা ধ্বংসের লক্ষ্যে দ্রুত এগিয়ে চলল। পথে দু'টি গোত্র তাদেরকে বাধা দিয়েছিল বটে, কিন্তু তারা এ বিশাল বাহিনীর শক্তির সম্মুখে দণ্ডায়মান থাকতে না পেরে পরাজয় বরণ করল। আবরাহা বাহিনী তায়েফে উপনীত হলে তথাকার লোকেরা নিজেদের 'লাত মন্দির' ভেঙ্গে ফেলার আশঙ্কা করল। কিন্তু তারা এত বড় বিরাট শক্তির মোকাবিলায় দণ্ডায়মান থাকতে পারবে না, এ ধারণায় তাদের একটি প্রতিনিধিদল আবরাহার নিকট গিয়ে বলল- আপনার মূল লক্ষ্য হলো কা'বা-গৃহ। আপনি আমাদের লাত-মন্দির ধ্বংস করবেন না, আমরা আপনার মক্কায় পৌঁছার পথ প্রদর্শনের ভূমিকা পালন করব, আবরাহা এতে সম্মত হলো। আবূ রুগাল নামে এক ব্যক্তিকে তার পথ প্রদর্শক নিযুক্ত করল; কিন্তু আল-মুগাম্মাস নামক স্থানে পৌঁছলে- আবূ রুগাল মারা গেল।

সেখান হতে আবরাহা একটি অগ্রবর্তী দল পাঠাল। তারা তেহামা হতে কুরাইশদের অনেক পালিত পশু লুণ্ঠন করে নিয়ে আসল। তারা মহানবী ﷺ-এর দাদা আব্দুল মুত্তালিবেরও দুইশত উষ্ট্র লুট করে নিয়ে আসে।

আবরাহা বাহিনী আস-সিফাহ (আরাফাহ পর্বতমালার নিকটবর্তী স্থান) নামক স্থানে পৌঁছে কুরাইশদের নিকট দূত পাঠায়। দূত বলল, আমরা তোমাদের উপর আক্রমণ করার উদ্দেশ্যে আসিনি, কা'বা ঘর ধ্বংস করাই আমাদের উদ্দেশ্য। তোমরা যুদ্ধের জন্য এগিয়ে না আসলে আমরা তোমাদের সাথে যুদ্ধ করবো না। জবাবে কুরাইশ সরদার আব্দুল মুত্তালিব বললেন- তোমাদের সাথেও আমাদের যুদ্ধ করার কোনো ইচ্ছা নেই। কা'বা ঘরের যে মালিক, তিনি তাঁর ঘর রক্ষা করবেন। দূত বলল, তবে আপনি আমার সাথে আমাদের সেনাপতি আবরাহার নিকট চলুন। আব্দুল মুত্তালিব তার কথায় আবরাহার নিকট গেলেন। আব্দুল মুত্তালিব ছিলেন খুব সুশ্রী বলিষ্ট ও ব্যক্তিত্বসম্পন্ন লোক। আবরাহা তাকে দেখে খুবই প্রভাবিত হলো। সে নিজের আসন হতে উঠে এসে তার পাশে বসল। জিজ্ঞাসা করল, আপনি কি উদ্দেশ্যে এসেছেন? তিনি বললেন, আমার যেসব উট লুট করে আনা হয়েছে তা ফেরত দিন। আবরাহা বলল, আপনাকে দেখে আমি খুবই মুগ্ধ হয়েছিলাম। কিন্তু আপনার এ কথায় আমার দৃষ্টিতে আপনার কোনো মর্যাদা থাকল না। কেননা পিতৃ ধর্মের কেন্দ্রস্থল কা'বা ঘর রক্ষার জন্য আপনি কোনো কথাই বললেন না। তিনি বললেন, আমি তো কেবল আমার উটগুলোর মালিক, আর সেগুলো সম্পর্কেই আপনার নিকট আবেদন করতে এসেছি। এ ঘরের ব্যাপার আলাদা। এর একজন রব আছেন, তিনি নিজেই এর হেফাজত করবেন। আবরাহা বলল, সে আমার আঘাত হতে তা রক্ষা করতে পারবে না। আব্দুল মুত্তালিব বললেন, ঐ ব্যাপারের সাথে আমার কোনো সম্পর্ক নেই। তা আপনি জানেন, আর তিনি [এ ঘরের মালিক] জানেন। এ কথা বলে তিনি আবরাহার নিকট হতে ফিরে আসলেন। পরে সে তাঁর উটগুলো ফিরিয়ে দিল। অবশ্য কোনো কোনো বর্ণনা হতে জানা যায়, আব্দুল মুত্তালিব আবরাহাকে বলেছেন, আপনি যা কিছু চান আমাদের নিকট হতে নিয়ে প্রত্যাবর্তন করুন। কিন্তু আবরাহা তাতে রাজি হলো না।

https://e-ilm.weebly.com/

https://e-ilm.weebly.com/

পঁয়তাল্লিশ বছরের ব্যবধান। ঘটনাটি আরবের লোকদের মুখেমুখেই লেগে ছিল। এ কারণেই এ সূরায় বিস্তারিত ঘটনা আলোচিত না হয়ে যেটুকু মক্কাবাসীদের সম্মুখে আলোচনার প্রয়োজন ছিল, তা-ই আলোচিত হয়েছে। অর্থাৎ তাদের শাস্তিদানের বিবরণটি। এ সূরা অবতীর্ণ করে আল্লাহ তা'আলা কুরাইশসহ সমগ্র দুনিয়ার মানুষকে ইসলামি দাওয়াত ও প্রতিষ্ঠা আন্দোলনের বিরোধিতা হতে বিরত থাকারই প্রকারন্তরে আহ্বান জানিয়েছেন। –[খাযেন, কাছীর, মু'আলিম, হোসাইনী]

সূরাটির সারকথা : সূরা আল-ফীলে সংক্ষিপ্তভাবে আবরাহার আক্রমণ এবং ধ্বংস আলোচিত হয়েছে। কেননা, মক্কার আবাল-বৃদ্ধ-বনিতা সকলের নিকটই এ ঘটনা জানা ছিল। আরবের কোনো ব্যক্তিই এ সম্পর্কে অনবহিত ছিল না। সমগ্র আরববাসীদের ঐকান্তিক বিশ্বাস ছিল যে, আবরাহার আক্রমণ হতে কা'বা ঘরের হেফাজতের কার্যটি কোনো দেব-দেবী কর্তৃক হয়নি। এটা নিরঙ্কুশভাবে আল্লাহরই অবদান। এ কারণেই একাধারে কয়েকটি বছর পর্যন্ত কুরাইশের লোকেরা এ ঘটনার দ্বারা এতই মুগ্ধ ও প্রভাবিত হয়েছিল যে, তারা এ সময় আল্লাহ তা'আলা ছাড়া অন্য কারো ইবাদত করেনি। এ ঘটনার উল্লেখ দ্বারা কুরাইশদের এবং সাধারণভাবে আরববাসীদের মনে চিন্তার খোরাক দেওয়া হয়েছে যে, হযরত মুহাম্মদ ﷺ যে দীনের দাওয়াত দিচ্ছেন, তা অন্যান্য সব মা'বূদ পরিত্যাগ করার এবং একমাত্র লা-শরীক আল্লাহর বন্দেগি করার দাওয়াত ছাড়া আর কিছুই নয়। সাথে সাথে এ কথাও যেন বিশ্বাস করে যে, হযরত মুহাম্মদ ﷺ-এর এ সত্য দীনের দাওয়াতকে যদি তারা জোরপূর্বক দমন করতে চেষ্টা করে, তাহলে যে আল্লাহ তা'আলা হস্তিবাহিনীকে ধ্বংস করে দিয়েছিলেন, তারা সে আল্লাহর ক্রোধ ও রোষাগ্নিতে পড়ে চিরতরে ভস্ম হয়ে যেতে পারে।

اَلَمْ تَرَ كَيْفَ فَعَلَ رَبُّكَ بِاَصْحٰبِ الْفِيْلِ .... اَلْاٰيَة

শানে নুযূল : সেই হস্তী বাহিনী যারা আবরাহা বাদশাহের নেতৃত্বে পবিত্র কাবা ঘরকে ধ্বংস করে দেওয়ার জন্য হাতি নিয়ে এসেছিল ও ক্ষুদ্র আবাবিল পাখির প্রস্তরাঘাতে যারা ধ্বংস হয়ে যায়। তাদের বর্ণনা ও স্মরণ করার জন্যই অত্র সূরাটি অবতীর্ণ হয়। উল্লেখ্য যে, এ পথভ্রষ্ট বাহিনীর পথ প্রদর্শক ছিল কুরাইশদের মধ্য থেকেই আবূ রুগাল নামক এক কুলাঙ্গার।

এ সূরায় হস্তীবাহিনীর ঘটনা সংক্ষেপে বর্ণিত হয়েছে। তারা কা'বা গৃহকে ভূমিসাৎ করার উদ্দেশ্যে হস্তীবাহিনী নিয়ে মক্কায় অভিযান পরিচালনা করেছিল। আল্লাহ তা'আলা নগণ্য পক্ষীকুলের মাধ্যমে তাদের বাহিনীকে নিশ্চিহ্ন করে তাদের কুমতলবকে ধূলায় মিশ্রিত করে দেন।

রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর জন্মের বছর এ ঘটনা ঘটেছিল : মক্কা মোকাররমায় খাতামুল আম্বিয়া ﷺ-এর জন্মের বছর হস্তীবাহিনীর ঘটনা সংঘটিত হয়েছিল। কতক রেওয়ায়েত দ্বারাও এটা সমর্থিত এবং এটাই প্রসিদ্ধ উক্তি। –(ইবনে কাছীর) হাদীসবিদগণ এ ঘটনাকে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর এক প্রকার মু'জিযা রূপে আখ্যায়িত করেছেন। কিন্তু মো'জেযা নবুয়ত দাবির সাথে নবীর সমর্থনের প্রকাশ করা হয়। নবুয়ত দাবির পূর্বে বরং নবীর জন্মেরও পূর্বে আল্লাহ তা'আলা মাঝে মাঝে দুনিয়াতে এমন ঘটনা ও নিদর্শন প্রকাশ করেন, যা অলৌকিকতায় মো'জেযার অনুরূপ হয়ে থাকে। এ ধরনের নিদর্শনাবলিকে হাদীসবিদগণের পরিভাষায় 'ইরহাসাত' বলা হয়। 'রাহস' এর অর্থ ভিত্তি ও ভূমিকা। এসব নিদর্শন নবীর নবুয়ত প্রমাণের ভিত্তি ও ভূমিকা হয় বিধায় এগুলোকে 'ইরহাসাত' বলা হয়ে থাকে। নবী করীম ﷺ-এর নবুয়ত এমনকি, জন্মেরও পূর্বে এ ধরনের কয়েক প্রকার 'ইরহাসাত' প্রকাশ পেয়েছে। হস্তীবাহিনীকে আসমানি আজাব দ্বারা প্রতিহত করাও এসবের অন্যতম।

হস্তীবাহিনীর ঘটনা : এ সম্পর্কে হাদীসবিদ ও ইতিহাসবিদ ইবনে কাছীরের ভাষ্য এরূপ : আরবের ইয়েমেন প্রদেশ মুশরিক, 'হিমইয়ারী' রাজন্যবর্গের অধিকারভুক্ত ছিল। তাদের সর্বশেষ রাজা ছিলেন 'যু-নওয়াস'। সে সময় খ্রিস্টান সম্প্রদায়ই ছিল সত্য ধর্মাবলম্বী। রাজা 'যুনওয়াস' তাদের উপর অমানুষিক নির্যাতন চালিয়েছিলেন। তিনি একটি দীর্ঘ ও প্রশস্ত গর্ত খনন করে তা অগ্নিতে ভর্তি করে দেন। অতঃপর যত খ্রিস্টান পৌত্তলিকতার বিরুদ্ধে এক আল্লাহর ইবাদত করত, তাদেরকে সেই গর্তে নিক্ষেপ করে জ্বালিয়ে দেন। এরূপ নির্যাতিতদের সংখ্যা ছিল বিশ হাজারেরও কাছাকাছি। এই গর্তের কথাই সূরা বুরূজে 'আসহাবুল-উখদূদে'র নামে ব্যক্ত হয়েছে। তাদের মধ্যে দু'ব্যক্তি কোনোরূপে অত্যাচারীদের কবল থেকে পলায়ন করতে সক্ষম হয়। তারা সিরিয়ার রোমক শাসকের দরবারে যেয়ে খ্রিস্টানদের প্রতি রাজা-যুনওয়াসের লোমহর্ষক অত্যাচারের কাহিনী বিবৃত করল। রোমক শাসক ইয়েমেনের নিকটবর্তী আবিসিনিয়ার খ্রিস্টান সম্রাটের কাছে এর প্রতিশোধ গ্রহণের জন্য পত্র প্রেরণ করলেন। তিনি তাঁর বিরাট সৈন্যবাহিনী, দুই সেনানায়ক আরবাত ও আবরাহার নেতৃত্বে রাজা যুনওয়াসের মোকাবিলায় পাঠিয়ে দিলেন। আবিসিনিয়ার সেনাবাহিনী ইয়েমেনের উপর ঝাঁপিয়ে পড়ল এবং সমগ্র ইয়েমেনকে হিমইয়ারীদের কবল থেকে মুক্ত করল। রাজা যু-নওয়াস পলায়ন করলেন এবং সমুদ্রে নিমজ্জিত হয়ে প্রাণ ত্যাগ করলেন। এভাবে আরবাত ও আবরাহার মাধ্যমে ইয়েমেন আবিসিনিয়া সম্রাটের করতলগত হলো। এরপর আরবাত ও আবরাহার মধ্যে ক্ষমতার লড়াই হলো এবং আরবাত নিহত হলো। আবিসিনিয়া সম্রাট বিজয়ী আবরাহাকে ইয়েমেনের শাসক নিযুক্ত করলেন।

https://e-ilm.weebly.com/

ইয়েমেন অধিকার করার পর আবরাহার ইচ্ছা হলো যে, সে তথায় এমন একটি বিশাল সুরম্য গীর্জা নির্মাণ করবে, যার নযীর পৃথিবীতে নেই। এতে তার লক্ষ্য ছিল এই যে, ইয়েমেনের আরব বাসিন্দারা প্রতি বৎসর হজ করার জন্য মক্কায় গমন করে এবং বায়তুল্লাহর তাওয়াফ করে। তারা এই গীর্জার মাহাত্ম্য ও জাঁকজমকে অভিভূত হয়ে বায়তুল্লাহর পরিবর্তে এই গীর্জায় আগমন করবে। এই ধারণার বশবর্তী হয়ে সে একটি বিরাট সুরম্য গীর্জা নির্মাণ করল। নিচে দাঁড়িয়ে কেউ এই গীর্জার উচ্চতা পরিমাপ করতে পারত না। স্বর্ণ-রৌপ্য ও মূল্যবান হীরা-জহরত দ্বারা কারুকার্যখচিত এই গীর্জা নির্মাণ করার পর সে ঘোষণা করল : এখন থেকে ইয়েমেনের কোনো বাসিন্দা হজের জন্য কা'বাগৃহে যেতে পারবে না। এর পরিবর্তে তারা এই গীর্জায় ইবাদত করবে। আরবে যদিও পৌত্তলিকতার জোর বেশি ছিল কিন্তু দীনে ইবরাহীম এবং কা'বার মাহাত্ম্য ও মহব্বত তাদের অন্তরে গ্রথিত ছিল। তাই আদনান, কাহতান ও কুরাইশ উপজাতিসমূহের মধ্যে এই ঘোষণার ফলে ক্ষোভ ও অসন্তোষ তীব্রতর হয়ে উঠল। সে মতে তাদেরই কেউ রাত্রির অন্ধকারে গা-ঢাকা দিয়ে গীর্জায় প্রবেশ করে প্রস্রাব-পায়খানা করল। কোনো কোনো রেওয়ায়েতে আছে যে, তাদের এক যাযাবর গোত্র নিজেদের প্রয়োজনে গীর্জার সন্নিকটে অগ্নি প্রজ্বলিত করেছিল। সেই অগ্নি গীর্জায় লেগে যায় এবং গীর্জার প্রভূত ক্ষতি হয়।

আবরাহাকে সংবাদ দেওয়া হলো যে, জনৈক কুরাইশী এই দুষ্কর্ম করেছে। তখন সে ক্রোধে অগ্নিশর্মা হয়ে শপথ করল : আমি কুরাইশদের কা'বাগৃহ নিশ্চিহ্ন না করে ক্ষান্ত হব না। অতঃপর সে এর প্রস্তুতি শুরু করল এবং আবিসিনিয়ার সম্রাটের কাছে অনুমতি প্রার্থনা করল। সম্রাট কেবল অনুমতিই দিলেন না বরং তার মাহমূদ নামক খ্যাতনামা হস্তীটিও আবরাহার সাহায্যার্থে পাঠিয়ে দিলেন। কোনো কোনো রেওয়ায়েতে আছে, এই হস্তীটি এমন বিশালকায় ছিল যে, এর সমতুল্য সচরাচর দৃষ্টিগোচর হতো না। এছাড়া আরো আটটি হাতি এই বাহিনীর জন্য সম্রাটের পক্ষ থেকে প্রেরণ করা হলো। এতসব হাতি প্রেরণ করার উদ্দেশ্য ছিল কা'বাগৃহ ভূমিসাৎ করার কাজে হাতি ব্যবহার করা। পরিকল্পনা ছিল এই যে, কা'বাগৃহের স্তম্ভে লোহার মজবুত ও লম্বা শিকল বেঁধে দেওয়া হবে। অতঃপর সেসব শিকল হাতির গলায় বেঁধে হাঁকিয়ে দেওয়া হবে। ফলে সমগ্র কা'বাগৃহ (নাউযুবিল্লাহ) মাটিতে ধসে পড়বে।

আরবে এই আক্রমণের সংবাদ ছড়িয়ে পড়লে সমগ্র আরব মোকাবিলার জন্য তৈরি হয়ে গেল। ইয়েমেনী আরবদের মধ্য থেকে যুনকর নামক এক ব্যক্তির নেতৃত্বে আরবরা আবরাহার বিরুদ্ধে যুদ্ধে অবতীর্ণ হলো। কিন্তু আল্লাহ তা'আলার ইচ্ছা ছিল আবরাহার পরাজয় ও লাঞ্ছনা বিশ্ববাসীর জন্য একটা শিক্ষণীয় বিষয়রূপে তুলে ধরা। তাই আরবরা যুদ্ধে সফল হতে পারল না। আবরাহা তাদেরকে পরাজিত করে যুনকরকে বন্দি করল। অতঃপর সে সম্মুখে অগ্রসর হয়ে 'খাস'আম' গোত্রের কাছে উপনীত হলে গোত্র সরদার নুফায়েল ইবনে হাবীব তার মোকাবিলায় অবতীর্ণ হলো। কিন্তু আবরাহার লশকর তাকেও পরাজিত ও বন্দি করল। আবরাহা নুফায়েলকে হত্যা না করে পথপ্রদর্শকের কাজে নিয়োজিত করল। অতঃপর এই সেনাবাহিনী তায়েফের নিকটবর্তী হলে তথাকার সাকীফ গোত্র আবরাহাকে বাধা দিল না। কারণ, তারা বিগত দু'টি যুদ্ধে আবরাহার বিজয় ও আরবদের পরাজয়ের ঘটনা সম্পর্কে জ্ঞাত ছিল। তারা আবরাহার সাথে সাক্ষাৎ করে এই মর্মে এক শান্তিচুক্তিও সম্পাদন করল যে, তারা আবরাহার সামনে প্রতিরোধ সৃষ্টি করবে না। যদি তায়েফে নির্মিত তাদের লাত নামক মূর্তির মন্দির অক্ষত থাকে। উপরন্তু তারা পথপ্রদর্শনের জন্য তাদের সরদার আবূ রুগালকেও আবরাহার সঙ্গে দিয়ে দেবে। আবরাহা এতে সম্মত হয়ে আবূ রুগালকে সাথে নিয়ে মক্কার অদূরে 'মাগমাস' নামক স্থানে পৌঁছে গেল। সেখানে কুরাইশ গোত্রের উট-চারণ ভূমি অবস্থিত ছিল। আবরাহা সর্বপ্রথম সেখানে হামলা চালিয়ে সমস্ত উট বন্দি করে নিয়ে এল। এতে রাসূলে কারীম ﷺ-এর পিতামহ আব্দুল মোত্তালিবেরও দুই শত উট ছিল। এখান থেকে আবরাহা বিশেষ দূত মারফত মক্কা শহরে কুরাইশ নেতাদের কাছে বলে পাঠাল যে, আমরা কুরাইশদের সাথে যুদ্ধ করতে চাই না। আমাদের একমাত্র লক্ষ্য হচ্ছে কা'বাগৃহ ভূমিসাৎ করা। এ লক্ষ্য অর্জনে বাধা না দিলে কুরাইশদের কোনো ক্ষতি করা হবে না। বিশেষ দূত 'হানাতা' এই পয়গাম নিয়ে মক্কায় প্রবেশ করলে সবাই তাকে প্রধান কুরাইশ নেতা আব্দুল মোত্তালিবের ঠিকানা বলে দিল। হানাতা তাঁর সাথে আলাপ-আলোচনা করে আবরাহার পয়গাম পৌঁছে দিল। ইবনে ইসহাক (র.)-এর বর্ণনা মতে আব্দুল মোত্তালিব প্রত্যুত্তরে বললেন : আমরাও আবরাহার মোকাবিলায় যুদ্ধে লিপ্ত হওয়ার ইচ্ছা রাখি না। মোকাবিলা করার যথেষ্ট শক্তিও আমাদের নেই। তবে একথা বলে দিচ্ছি যে, এটা আল্লাহর ঘর, তাঁর খলীল ইবরাহীম (আ.)-এর হাতে নির্মিত। আল্লাহ তা'আলা নিজেই এর সংরক্ষণের জিম্মাদার। আবরাহা আল্লাহর বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে চাইলে করুক এবং দেখুক আল্লাহ তা'আলা কি করেন। হানাতা বলল : তাহলে আপনি আমার সাথে চলুন। আমি আবরাহার সাথে আপনার পরিচয় করিয়ে দেব।

আবরাহা আব্দুল মোত্তালিবের সুদর্শন সৌম্য চেহারা দেখে সিংহাসন ছেড়ে নিচে উপবেশন করল এবং আব্দুল মোত্তালিবকে সাথে বসালো। অতঃপর দোভাষীর মাধ্যমে আগমনের উদ্দেশ্য জিজ্ঞাসা করল। আব্দুল মোত্তালিব বললেন : আমার

https://e-ilm.weebly.com/

প্রয়োজন এতটুকুই যে, আমার কিছু উট আপনার সৈন্যরা নিয়ে এসেছে। সেগুলো ছেড়ে দিন। আবরাহা বলল : আমি প্রথম যখন আপনাকে দেখলাম, তখন আমার মনে আপনার প্রতি গভীর শ্রদ্ধা ও সম্মানবোধ জাগ্রত হয়েছিল। কিন্তু আপনার কথাবার্তা শুনে তা সম্পূর্ণ বিনষ্ট হয়ে গেছে। আপনি আমার কাছে কেবল দুই শত উটের কথাই বলছেন। আপনি কি জানেন না যে, আমি আপনাদের কা'বা তথা আপনাদের দীন-ধর্মকে ভূমিসাৎ করতে এসেছি? আপনি এ সম্পর্কে কোনো কথাই বললেন না! আশ্চর্যের বিষয় বটে। আব্দুল মোত্তালিব জবাব দিলেন : উটের মালিক আমি, তাই উটের কথাই চিন্তা করেছি। আমি কা'বা গৃহের মালিক নই। এর মালিক একজন মহান সত্তা। তিনি জানেন তাঁর এ ঘরকে কিরূপে রক্ষা করতে হবে। আবরাহা বলল : আপনার আল্লাহ একে আমার হাত থেকে রক্ষা করতে পারবে না। আব্দুল মোত্তালিব বললেন : তাহলে আপনি যা ইচ্ছা করুন। কোনো কোনো রেওয়ায়েতে আছে যে, আব্দুল মোত্তালিবের সাথে আরো কয়েকজন কুরাইশ নেতা আবরাহার দরবারে গমন করেছিলেন। তাঁরা আবরাহার কাছে এই প্রস্তাব রাখলেন যে, আপনি আল্লাহর ঘরে হস্তক্ষেপ না করলে আমরা সমগ্র উপত্যকার এক তৃতীয়াংশ ফসল আপনাকে খেরাজ প্রদান করব। কিন্তু আবরাহা এ প্রস্তাব মানতে সম্মত হলো না। আব্দুল মোত্তালিব তাঁর উট নিয়ে শহরে ফিরে এলেন। অতঃপর তিনি বায়তুল্লাহর চৌকাঠ ধরে দোয়ায় মশগুল হলেন। কুরাইশ গোত্রের বহু লোকজন দোয়ায় তাঁর সাথে শরীক হলো। তারা বলল : হে আল্লাহ আবরাহার বিরাট বাহিনীর মোকাবিলা করার সাধ্য আমাদের কারো নেই। আপনিই আপনার ঘরের হেফাজতের ব্যবস্থা করুন। কাকুতি-মিনতি সহকারে দোয়া করার পর আব্দুল মোত্তালিব সঙ্গীদেরকে সাথে নিয়ে বিভিন্ন পাহাড়ে ছড়িয়ে পড়লেন। তাঁদের দৃঢ় বিশ্বাস ছিল যে, আবরাহার বাহিনীর উপর আল্লাহর গজব পতিত হবে। প্রত্যুষে আবরাহা কা'বা ঘর আক্রমণের প্রস্তুতি নিল এবং মাহমূদ নামক প্রধান হস্তীটিকে অগ্রে চলার ব্যবস্থা গ্রহণ করল। বন্দি নুফায়েল ইবনে হাবীব সম্মুখে অগ্রসর হয়ে হস্তীর কান ধরে বিড় বিড় করে বলতে লাগল : তুই যেখান থেকে এসেছিস, সেখানেই নিরাপদে চলে যা; কেননা তুই এখন আল্লাহর সংরক্ষিত শহরে আছিস। অতঃপর সে হাতির কান ছেড়ে দিল। হাতি একথা শুনেই বসে পড়ল। চালকরা তাকে আপ্রাণ চেষ্টা সহকারে উঠাতে চাইল। কিন্তু সে আপন জায়গা থেকে একবিন্দুও সরল না। বড় বড় লৌহ শলাকা দ্বারা পিটানো হলো, নাকের ভিতরে লোহার শিক ঢুকিয়ে দেওয়া হলো কিন্তু কিছুতেই কিছু হলো না। সে দণ্ডায়মান হলো না। তখন তারা তাকে ইয়েমেনের দিকে ফিরিয়ে দিতে চাইল। সে তৎক্ষণাৎ উঠে পড়ল। অতঃপর সিরিয়ার দিকে চালাতে চাইলে চলতে লাগল। এরপর পূর্ব দিকেও কিছুদূর চলল। এসব দিকে চালানোর পর আবার যখন মক্কার দিকে চালানো হলো, তখন পূর্ববৎ বসে পড়ল।

এখানে তো আল্লাহর কুদরতের এই লীলাখেলা চলছিলই; অপরদিকে সাগরের দিক থেকে ঝাঁকে ঝাঁকে এক ধরনের পাখি সারিবদ্ধভাবে উড়ে আসতে দেখা গেল। এগুলোর প্রত্যেকটির কাছে ছোলা অথবা মসুরের সমান তিনটি করে কংকর ছিল; একটি চঞ্চুতে ও দু'টি দুই থাবায়। ওয়াকেদী (র.) বর্ণনা করেন : পাখিগুলো অদ্ভূত ধরনের ছিল, যা ইতঃপূর্বে কখনো দেখা যায়নি। দেখতে দেখতে সেগুলো আবরাহার বাহিনীর উপরিভাগ ছেয়ে ফেলল এবং বাহিনীর উপর কংকর নিক্ষেপ করতে লাগল। প্রত্যেকটি কংকর সেই কাজ করল, যা বন্দুকের গুলীতেও করতে পরে না। কংকর যে ব্যক্তির উপর পতিত হতো, তাকে এপার-ওপার ছিদ্র করে মাটিতে পুঁতে যেত। এই আজাব দেখে সব হাতি ছুটাছুটি করে পালিয়ে গেল। একটিমাত্র হাতি ময়দানে ছিল, যা কংকরের আঘাতে নিহত হলো। বাহিনীর সব মানুষই অকুস্থলে প্রাণ হারায়নি বরং তারা বিভিন্ন দিকে পলায়ন করল এবং পথিমধ্যে মাটিতে পড়ে পড়ে মৃত্যুমুখে পতিত হলো। আবরাহাকে কঠোর শাস্তি দেওয়া উদ্দেশ্য ছিল। তাই সে তাৎক্ষণিক মৃত্যুবরণ করেনি। কিন্তু তার দেহে মারাত্মক বিষ সংক্রমিত হয়েছিল। ফলে দেহের এক একটি গ্রন্থি পড়ে-গলে খসে পড়তে লাগল। এমতাবস্থায়ই সে ইয়েমেনে নীত হলো। রাজধানী 'সান'আয়' পৌঁছার পর তার সমস্ত শরির ছিন্ন-বিচ্ছিন্ন হয়ে যাওয়ায় সে মৃত্যুমুখে পতিত হলো। আবরাহার হস্তী মাহমূদের সাথে দু'জন চালক মক্কাতেই রয়ে গেল। তারা অন্ধ ও বিকলাঙ্গ হয়ে গিয়েছিল! মুহাম্মদ ইবনে ইসহাক (র.) বর্ণনা করেন যে, হযরত আয়েশা (রা.) বলেছেন : আমি এই দু'জন চালককে অন্ধ ও বিকলাঙ্গ অবস্থায় দেখেছি। হযরত আয়েশা (রা.)-এর ভগিনী আসমা (রা.) বলেন : আমি এই বিকলাঙ্গ অন্ধদ্বয়কে ভিক্ষাবৃত্তি করতে দেখেছি। হস্তীবাহিনীর এই ঘটনা সম্পর্কেই আলোচ্য সূরায় রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে লক্ষ্য করে বলা হয়েছে :

أَلَمْ تَرَ كَيْفَ فَعَلَ رَبُّكَ بِأَصْحَابِ الْفِيلِ–এখানে أَلَمْ تَرَ 'আপনি কি দেখেননি' বলা হয়েছে অথচ এটা রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর জন্মের কিছুদিন পূর্বেকার ঘটনা। কাজেই দেখার কোনো প্রশ্নই উঠে না। কিন্তু যে ঘটনা এরূপ নিশ্চিত যে, তা ব্যাপকভাবে প্রত্যক্ষ করা হয়, সেই ঘটনার জ্ঞানকেও 'দেখা' বলে ব্যক্ত করা হয়। যেন এটা চাক্ষুষ ঘটনা। এক পর্যায়ে দেখাও প্রমাণিত আছে; যেমন পূর্বে উল্লেখ করা হয়েছে যে, হযরত আয়েশা (রা.) ও হযরত আসমা (রা.) উভয়েই দু'জন হস্তীচালককে অন্ধ, বিকলাঙ্গ ও ভিক্ষুকরূপে দেখেছিলেন।

https://e-ilm.weebly.com/

طَيْرًا اَبَابِيْلَ - اَبَابِيْلَ শব্দটি বহুবচন। অর্থ পাখির ঝাঁক-কোনো বিশেষ প্রাণীর নাম নয়। এই পাখি আকারে কবুতর অপেক্ষা সামান্য ছোট ছিল কিন্তু এ জাতীয় পাখি পূর্বে কখনো দেখা যায়নি। –[কুরতুবী]

بِحِجَارَةٍ مِّنْ سِجِّيلٍ ভিজা মাটি আগুনে পুড়ে যে কংকর তৈরি হয়, সেই কংকরকে سِجِّيْل বলা হয়ে থকে। এতে ইঙ্গিত রয়েছে যে, এই কংকরেরও নিজস্ব কোনো শক্তি ছিল না। কিন্তু আল্লাহর কুদরতে এগুলো বন্দুকের গুলী অপেক্ষা বেশি কাজ করেছিল।

فَجَعَلَهُمْ كَعَصْفٍ مَّاْكُوْلٍ - عَصْفٌ-এর অর্থ ভূষি। ভূষি নিজেই ছিন্ন-বিচ্ছিন্ন তৃণ। তদুপরি যদি কোনো জন্তু সেটিকে চর্বন করে, তবে এই তৃণও আর তৃণ থাকে না। কংকর নিক্ষিপ্ত হওয়ার ফলে আবরাহার সেনাবাহিনীর অবস্থা তদ্রুপই হয়েছিল।

হস্তী বাহিনীর এই অভূতপূর্ব ঘটনা সমগ্র আরবের অন্তরে কুরাইশদের মাহাত্ম্য আরো বাড়িয়ে দিল। এখন সবাই স্বীকার করতে লাগল যে, তারা বাস্তবিকই আল্লাহ ভক্ত। তাদের পক্ষ থেকে আল্লাহ স্বয়ং তাদের শত্রুকে ধ্বংস করে দিয়েছেন। –[কুরতুবী]

এই মাহাত্ম্যের প্রভাবেই কুরাইশরা বাণিজ্য করার উদ্দেশ্য বিভিন্ন দেশে গমন করত এবং পথিমধ্যে কেউ তাদের কোনো ক্ষতি করত না। অথচ তখন সাধারণের জন্য দেশ সফর করা ছিল জীবন বিপন্ন করার নামান্তর। পরবর্তী সূরা কুরাইশে তাদের এই সফরের কথা উল্লেখ করে কৃতজ্ঞতা স্বীকার করার দাওয়াত দেওয়া হয়েছে।

শব্দ বিশ্লেষণ :

اَلْفِيْلِ : فِيْلٌ শব্দটি ইসমে জিনস। একবচন, বহুবচন فِيَلَةٌ ও اَفْيَالٌ অর্থ– হাতি।

تَضْلِيْلٍ : মাসদার, বাব تَفْعِيْل মূলবর্ণ (ض ـ ل ـ ل) জিনস مضاعف ثلاثى অর্থ– সম্পূর্ণরূপে ব্যর্থ।

اَرْسَلَ : সীগাহ واحد مذكر غائب বহছ ماضى معروف বাব اِفْعَالٌ মাসদার اَلْاِرْسَالُ মূলবর্ণ (ر ـ س ـ ل) জিনস صحيح অর্থ– তিনি প্রেরণ করলেন।

اَبَابِيْلَ : ঝাঁকেঝাঁকে, দলেদলে। আবূ উবায়দা উল্লেখ করেন, খণ্ড-খণ্ড দলকে اَبَابِيْلُ বলা হয়। যেমন, আরবরা বলে جَاءَتِ الْخَيْلُ اَبَابِيْلَ هٰهُنَا وَهٰهُنَا "এদিক সেদিক থেকে আরোহীরা দলে দলে আসছে।" ফাররার বর্ণনা মতে যেরূপভাবে عَبَادِيْدُ ও شَمَاطِيْطُ-এর একবচন হয় না, এরূপভাবে اَبَابِيْلُ এরও একবচন হয় না। দ্বিতীয় মত হলো, এর একবচন আসে। আবূ জাফর এর উক্তিমতে اَبَابِيْلَ-এর একবচন اِبَالَةٌ।

سِجِّيْلٍ : এটি ফারসী শব্দ سنگ كل থেকে পরিবর্তিত আরবি রূপ, অর্থ– কুফার।

عَصْفٍ : ভূসি, শস্যের পাতা, দমকা হওয়া, প্রবল বাতাস। তাফসীরে কাবীরে এর কয়েকটি অর্থ উল্লেখ করা হয়েছে। ১. ভূসি যা আমাদের মহিষগুলো ভক্ষণ করে। ২. পুদিনা পাতা। ৩. ভক্ষণকৃত ফলের খোসা। ইমাম কুরতুবী (র.) তার তাফসীরে লিখেন, عَصْفٌ বহুবচন আর একবচন হলো عَصَافَةٌ، عَصْفَةٌ এবং عَصِيْفَةٌ

مَاْكُوْلٍ : সীগাহ واحد مذكر বহছ اسم مفعول বাব نَصَرَ মাসদার اَلْاَكْلُ মূলবর্ণ (أ ـ ك ـ ل) জিনস مهموز فاء অর্থ- ভক্ষিত।

https://e-ilm.weebly.com/

سُوْرَةُ قُرَيْشٍ مَكِّيَّةٌ

সূরা কুরাইশ

মক্কায় অবতীর্ণ; আয়াত– ৪, রুকূ'– ১

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ○

পরম করুণাময়, দয়ালু আল্লাহর নামে শুরু করছি।

১. যেহেতু কুরাইশগণ অভ্যস্ত হয়ে পড়েছে।	لِاِيْلٰفِ قُرَيْشٍ ۝١
২. [অর্থাৎ] শীত ও গ্রীষ্মকালীন পর্যটনে অভ্যস্ত হয়ে পড়েছে। [অর্থাৎ তারা ব্যবসা-বাণিজ্য উপলক্ষে শীত ও গ্রীষ্ম উভয়কালেই দেশ ভ্রমণ করে থাকত]।	اٖلٰفِهِمْ رِحْلَةَ الشِّتَآءِ وَالصَّيْفِ ۝٢
৩. অতএব, তাদের উচিত যেন তারা এই খানায়ে কা'বার মালিকের ইবাদত করে।	فَلْيَعْبُدُوْا رَبَّ هٰذَا الْبَيْتِ ۝٣
৪. যিনি তাদেরকে ক্ষুধায় আহার্য দান করেছেন, আর ভয়-ভীতি হতে তাদেরকে নিরাপত্তা দান করেছেন।	الَّذِىْٓ اَطْعَمَهُمْ مِّنْ جُوْعٍ ۙ وَّاٰمَنَهُمْ مِّنْ خَوْفٍ ۝٤ ع ٢١

শাব্দিক অনুবাদ :

১. لِاِيْلٰفِ যেহেতু অভ্যস্ত হয়ে পড়েছে قُرَيْشٍ কুরাইশগণ।

২. اٖلٰفِهِمْ অভ্যস্ত হয়ে পড়েছে رِحْلَةَ الشِّتَآءِ وَالصَّيْفِ শীত ও গ্রীষ্মকালীন পর্যটনে।

৩. فَلْيَعْبُدُوْا অতএব, তাদের উচিত তারা যেন ইবাদত করে رَبَّ هٰذَا الْبَيْتِ এই খানায়ে কা'বার মালিকের।

৪. الَّذِىْٓ اَطْعَمَهُمْ যিনি তাদেরকে আহার্য দান করেছেন مِّنْ جُوْعٍ ক্ষুধায় وَّاٰمَنَهُمْ আর তাদেরকে নিরাপত্তা দান করেছেন مِّنْ خَوْفٍ ভয় ভীতি হতে।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

সূরাটির নামকরণের কারণ : সূরার প্রথম আয়াতের قُرَيْشٍ শব্দটি দ্বারা নামকরণ করা হয়েছে। এতে ৪টি আয়াত, ১৭টি বাক্য এবং ৭৩টি অক্ষর রয়েছে।

নাজিলের সময়কাল : এ সূরাটি কোথায় অবতীর্ণ হয়েছে এ বিষয়ে দু'টি অভিমত পাওয়া যায়। খুব কম সংখ্যক তাফসীরকার একে মাদানী সূরা বলে অভিহিত করেছেন। অধিকাংশ তাফসীরকারের মতে এ সূরাটি মক্কায়ই অবতীর্ণ হয়। কারণ সূরার দু'নম্বর আয়াতে فَلْيَعْبُدُوْا رَبَّ هٰذَا الْبَيْتِ দ্বারা মক্কায় অবতীর্ণ হওয়ার কথাই প্রমাণ হয়।

সূরাটির বিষয়বস্তু : এ সূরার মূল বিষয়বস্তু হচ্ছে একমাত্র আল্লাহ তা'আলার ইবাদতের দাওয়াত দেওয়া।

মহানবী ﷺ -এর নবুয়ত প্রাপ্তির বহুকাল পূর্ব হতেই মক্কার কুরাইশ সম্প্রদায় নানা প্রকার সামাজিক কুসংস্কার ও অনৈসলামি আকীদায় বিশ্বাসী হয়ে পড়েছিল এবং আল্লাহ তা'আলাকে ছেড়ে নানা দেব-দেবীর পূজা-অর্চনায় লিপ্ত হয়ে পড়েছিল। স্বয়ং কা'বা ঘরকেই এ শিরকের কেন্দ্রস্থলে পরিণত করেছিল। মহানবীর নবুয়ত প্রাপ্তির পূর্ব হতেই কা'বা ঘরে

https://e-ilm.weebly.com/

৩৬০টি প্রতিমা রাখা হয়েছিল; কিন্তু কুরাইশগণ এদেরকে আল্লাহ মানত না। এদের অসিলায় তারা আল্লাহর সান্নিধ্য লাভ করতে পারবে, এ আশায় তারা এদের পূজা করত। এদের নিকট অভাব-অভিযোগ ও প্রয়োজন পুরা করার প্রার্থনা করত। অথচ কুরাইশগণের সমগ্র আরবের উপর বংশীয় কৌলিন্য-আভিজাত্য, সম্মান-মর্যাদা, প্রভাব-প্রতিপত্তি ও সুনাম যশ-লাভের একমাত্র কারণ ছিল কা'বা ঘর। কা'বা ঘরের কারণেই তারা আবরাহার আক্রমণ হতে রক্ষা পেয়েছিল। তাই আল্লাহ তা'আলা তাদের প্রতি তাঁর বহুবিদ বদান্যতা ও অনুগ্রহের কথা স্মরণ করিয়ে বলেছেন-হে কুরাইশগণ! তোমরা অভ্যস্ত হয়ে পড়েছ, শীতকালীন ও গ্রীষ্মকালীন বাণিজ্যিক সফরে। তোমরা দেশ হতে দেশান্তরে নিরাপদে ও সম্মানের সাথে যাতায়াত করতে পারছ; এটা আল্লাহর ঘরের খেদমত ও সেবা করারই ফলশ্রুতি। সুতরাং তোমাদের উচিত দেব-দেবীর পূজা-অর্চনা পরিত্যাগ করে, এ ঘরের প্রতিপালকের ইবাদত-বন্দেগি করা; অভাব-অভিযোগ ও হাজত পূরণের জন্য তাঁর কাছে প্রার্থনা করা- তিনিই তো তোমাদের দুঃখ-দৈন্য দূর করে সুখী-সমৃদ্ধিশালী করেছেন এবং তোমাদের জন্য ভিতর-বাইর সর্বত্র এবং বাণিজ্যিক পথগুলোকে নিরাপদ করেছেন। তোমরা যেখানেই যাও, সেখানেই আল্লাহর ঘরের খাদেম বলে সম্মান পাচ্ছ। এমনকি আরবের দুর্বৃত্ত ও ডাকাত দলও তোমাদের ধন-সম্পদ লুণ্ঠন করে না। তোমাদের প্রতি হামলা করে না, তোমরা আল্লাহর এ সব নিয়ামত কিরূপে বিস্মৃত হতে পার? তোমাদের উচিত, যে ঘরের দ্বারা লাভবান হচ্ছ সে ঘরের প্রতিপালকের ইবাদত করা। অন্যথা তোমাদের নিকট হতে এ নিয়ামত কেড়ে নেওয়া হবে। তখন তোমরা পদে পদে অপমান ও অপদস্থ হবে।

لِاِيْلٰفِ قُرَيْشٍ اٖلٰفِهِمْ رِحْلَةَ الشِّتَاۤءِ .... الاية.

শানে নুযূল : হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা.) থেকে বর্ণিত আছে যে, রাসূল ﷺ কুরাইশদের শ্রেষ্ঠত্বের ব্যাপারে সাতটি বৈশিষ্ট্যের কথা উল্লেখ করেছেন। যা না এর আগে না এর পরে কোনো সম্প্রদায় পেয়েছে বা পাবে। বৈশিষ্ট্যগুলো হচ্ছে ১. আমি কুরাইশ বংশে জন্ম গ্রহণ করেছি। ২. নবুয়ত রিসালাত তাদেরকেই একমাত্র দান করা হয়েছে। ৩. কা'বা শরীফের খেদমত তাদের উপর অর্পিত হয়েছে। ৪. হাজীদের পানি পানের দায়িত্ব তাদেরকে দেওয়া হয়েছে। ৫. আসহাবে ফীলের উপর আল্লাহ পাক তাদেরকে বিজয়ী করেছেন। ৬. দশ বছর যাবত কুরাইশগণ ছাড়া অন্য কেউ আল্লাহর ইবাদত করেনি। (অর্থাৎ নবুয়তের প্রথম দশ বছররের মাঝে কুরাইশ বংশ ছাড়া অন্য কেউ ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করেনি।) ৭. কুরাইশদের সম্পর্কে আল্লাহ পাক পবিত্র কুরআনে একটি সূরা নাজিল করেছেন। উম্মে হানী বিনতে আবি তালেব বর্ণিত হাদীসে উল্লেখ রয়েছে যে, আমি কুরাইশ বংশে জন্ম গ্রহণ করেছি। এর স্থলে খেলাফত কুরাইশদের মাঝে সীমাবদ্ধ থাকবে ও দশ বছর ইবাদত করেনি এর স্থলে সাত বছর ইবাদত করেনি। –[মুস্তাদরাকে হাকীম ২ : ৫৩৬]

এ ব্যাপারে সব তাফসীরকারকই একমত যে, অর্থ ও বিষয়বস্তুর দিক দিয়ে এই সূরা সূরা-ফীলের সাথেই সম্পৃক্ত। সম্ভবত এ কারণেই কোনো কোনো মাসহাফে এ দু'টিকে একই সূরারূপে লিখা হয়েছিল। উভয় সূরার মাঝখানে বিসমিল্লাহ লিখিত ছিল না। কিন্তু হযরত উসমান (রা.) যখন তাঁর খেলাফতকালে কুরআনের সব মাসহাফ একত্র করে একটি কপিতে সংযোজিত করান এবং সকল সাহাবায়ে কেরামের তাতে ইজমা হয়, তখন তাতে এ দু'টি সূরাকে স্বতন্ত্র দু'টি সূরারূপে সন্নিবেশিত করা হয় এবং উভয়ের মাঝখানে বিসমিল্লাহ লিপিবদ্ধ করা হয়। হযরত উসমান (রা.)-এর তৈরি এ কপিকে 'ইমাম' বলা হয়।

لِاِيْلٰفِ قُرَيْشٍ আরবি ব্যাকরণিক গঠনপ্রণালী অনুযায়ী حَرْف لَامْ -এর সম্পর্ক কোনো পূর্ববর্তী বিষয়বস্তুর সাথে হওয়া বিধেয়। আয়াতে উল্লিখিত لَامْ -এর সম্পর্ক কিসের সাথে, এ সম্পর্কে একাধিক উক্তি বর্ণিত রয়েছে। সূরা ফীলের সাথে অর্থগত সম্পর্কের কারণে কেউ কেউ বলেন যে, এখানে উহ্য বাক্য হচ্ছে اِنَّا اَهْلَكْنَا اَصْحَابَ الْفِيْلِ অর্থাৎ আমি হস্তীবাহিনীকে এজন্য ধ্বংস করেছি, যাতে কুরাইশদের শীত ও গ্রীষ্মকালীন দুই সফরের পথে কোনো বাধাবিপত্তি না থাকে এবং সবার অন্তরে তাদের মাহাত্ম্য প্রতিষ্ঠিত হয়ে যায়। কেউ কেউ বলেছেন যে, এখানে উহ্য বাক্য হচ্ছে اَعْجَبُوْا অর্থাৎ তোমরা কুরাইশদের ব্যাপারে আশ্চর্যবোধ কর তারা কিভাবে শীত ও গ্রীষ্মের সফর নিরাপদে নির্বিবাদে করে! কেউ কেউ বলেন : এই لَامْ -এর সম্পর্ক পরবর্তী বাক্য فَلْيَعْبُدُوْا -এর সাথে। অর্থাৎ এই নিয়ামতের ফলশ্রুতিতে কুরাইশদের কৃতজ্ঞ হওয়া ও আল্লাহর ইবাদতে আত্মনিয়োগ করা উচিত। সারকথা, এই সূরার বক্তব্য এই যে, কুরাইশরা যেহেতু শীতকালে ইয়েমেনের দিকে ও গ্রীষ্মকালে সিরিয়ার দিকে সফরে অভ্যস্ত ছিল এবং এ দু'টি সফরের উপরই তাদের জীবিকা

https://e-ilm.weebly.com/

নির্ভরশীল ছিল এবং তারা ঐশ্বর্যশালীরূপে পরিচিত ছিল। তাই আল্লাহ তা'আলা তাদের শত্রু হস্তীবাহিনীকে দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি দিয়ে মানুষের অন্তরে তাদের মাহাত্ম্য প্রতিষ্ঠিত করে দিয়েছেন। তারা যে কোনো দেশে গমন করে, সকলেই তাদের প্রতি সম্মান ও শ্রদ্ধা প্রদর্শন করে।

সমগ্র আরবে কুরাইশদের শ্রেষ্ঠত্ব : এ সূরায় আরো ইঙ্গিত রয়েছে যে, আরবের গোত্রসমূহের মধ্যে কুরাইশগণ আল্লাহ তা'আলার সর্বাধিক প্রিয়। রাসূলে কারীম ﷺ বলেন : আল্লাহ তা'আলা হযরত ইসমাঈল (আ.)-এর সন্তান-সন্ততির মধ্যে কেনানাকে কেনানার মধ্যে, কুরাইশকে কুরাইশের মধ্যে এবং বনী হাশিমকে বনী হাশিমের মধ্যে আমাকে মনোনীত করেছেন। অন্য এক হাদীসে তিনি বলেন : সব মানুষ কুরাইশের অনুগামী ভালো ও মন্দে। প্রথম হাদীসে উল্লিখিত মনোনয়নের কারণ সম্ভবত এই গোত্রসমূহের বিশেষ নৈপুণ্য ও প্রতিভা। মূর্খতাযুগেও তাদের কতক চরিত্র ও নৈপুণ্য অত্যন্ত উচ্চস্তরে ছিল। সত্য গ্রহণের যোগ্যতা তাদের মধ্যে পুরোপুরি ছিল। এ কারণে সাহাবায়ে কেরাম ও আল্লাহর ওলীগণের অধিকাংশই কুরাইশের মধ্য থেকে হয়েছেন। –[মাযহারী]

رِحْلَةَ الشِّتَاءِ وَالصَّيْفِ : একথা সুবিদিত যে, মক্কা শহর যে স্থলে অবস্থিত, সেখানে কোনো চাষাবাদ হয় না, বাগবাগিচা নেই; যা থেকে ফলমূল পাওয়া যেতে পারে। এজন্যই কা'বার প্রতিষ্ঠাতা হযরত খলীলুল্লাহ (আ.) দোয়া করেছিলেন وَارْزُقْ اَهْلَهٗ مِنَ الثَّمَرَاتِ অর্থাৎ হে আল্লাহ! এতে বসবাসকারীদেরকে ফলমূলের রিজিক দান করুন। আরো বলেছিলেন : يُجْبٰى اِلَيْهِ ثَمَرَاتُ كُلِّ شَيْءٍ অর্থাৎ বাইরে থেকেও যেন এখানে ফলমূল আনার ব্যবস্থা হয়। তাই বাণিজ্যিক উদ্দেশ্যে সফর ও বিদেশ থেকে প্রয়োজনীয় জীবনোপকরণ সংগ্রহ করার উপরই মক্কাবাসীদের জীবিকা নির্ভরশীল ছিল। হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) বলেন : মক্কাবাসীরা খুব দারিদ্র্য ও কষ্টে দিনাতিপাত করত। অবশেষে রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর প্রপিতামহ হাশিম কুরাইশকে ভিনদেশে যেয়ে ব্যবসা-বাণিজ্য করতে উদ্বুদ্ধ করেন। সিরিয়া ছিল ঠাণ্ডা দেশ। তাই গ্রীষ্মকালে তারা সিরিয়ায় সফর করত। পক্ষান্তরে ইয়েমেন গরম দেশ ছিল বিধায় তারা শীতকালে সেখানে বাণিজ্যিক সফর করত এবং মুনাফা অর্জন করত। বায়তুল্লাহর খাদেম হওয়ার কারণে সমগ্র আরবে তারা ছিল সম্মান ও শ্রদ্ধার পাত্র। ফলে পথের বিপদাপদ থেকে তারা সম্পূর্ণ নিরাপদ ছিল। সরদার হাশিমের নিয়ম ছিল এই যে, ব্যবসায়ের সমস্ত মুনাফা তিনি কুরাইশের ধনী ও দরিদ্র সবার মধ্যে বন্টন করে দিতেন। ফলে তাদের দারিদ্র ও ধনীদের সমান গণ্য হতো। আলোচ্য আয়াতে আল্লাহ তা'আলা মক্কাবাসীদের প্রতি এসব অনুগ্রহ ও নিয়ামত সম্পর্কে আলোচনা করেছেন।

فَلْيَعْبُدُوْا رَبَّ هٰذَا الْبَيْتِ : নিয়ামত উল্লেখ করার পর কৃতজ্ঞতা প্রকাশের জন্য কুরাইশকে আদেশ করা হয়েছে যে, তোমরা এই গৃহের মালিকের ইবাদত কর। এই গৃহই যেহেতু তাদের সব শ্রেষ্ঠত্ব ও কল্যাণের উৎস ছিল, তাই বিশেষভাবে এই গৃহের [illegible] গুণটি উল্লেখ করা হয়েছে।

اَلَّذِيْٓ اَطْعَمَهُمْ مِّنْ جُوْعٍ وَّاٰمَنَهُمْ مِّنْ خَوْفٍ : সুখী জীবনের জন্য যা যা দরকার তা সমস্তই এ আয়াতে উল্লেখ করা হয়েছে। আল্লাহ তা'আলা কুরাইশকে এগুলো দান করেছিলেন। اَطْعَمَهُمْ مِّنْ جُوْعٍ বলে পানাহারের যাবতীয় সাজসরঞ্জাম বুঝানো হয়েছে এবং اٰمَنَهُمْ مِّنْ خَوْفٍ বাক্যে দস্যু শত্রুদের থেকে নিরাপত্তা এবং পরকালীন আজাব থেকে নিষ্কৃতি এ উভয় মর্মই বুঝানো হয়েছে।

ইবনে কাছীর বলেন : এ কারণেই যে ব্যক্তি এই আয়াতের নির্দেশ অনুযায়ী আল্লাহ তা'আলার ইবাদত করে, আল্লাহ তা'আলা তার জন্য উভয় জাহানে নিরাপদ ও শঙ্কামুক্ত থাকার ব্যবস্থা করে দেন। পক্ষান্তরে যে ব্যক্তি ইবাদতের প্রতি বিমুখ হয় তার কাছ থেকে উভয় প্রকার শান্তি ও নিরাপত্তা ছিনিয়ে নেওয়া হয়। অন্য এক আয়াতে আছে :

ضَرَبَ اللّٰهُ مَثَلًا قَرْيَةً كَانَتْ اٰمِنَةً مُّطْمَئِنَّةً يَّاْتِيْهَا رِزْقُهَا رَغَدًا مِّنْ كُلِّ مَكَانٍ فَكَفَرَتْ بِاَنْعُمِ اللّٰهِ فَاَذَاقَهَا اللّٰهُ لِبَاسَ الْجُوْعِ وَالْخَوْفِ بِمَا كَانُوْا يَصْنَعُوْنَ.

অর্থাৎ আল্লাহ তা'আলা একটি দৃষ্টান্ত বর্ণনা করেছেন। এক জনপদের অধিবাসীরা সর্বপ্রকার বিপদাশঙ্কা থেকে মুক্ত হয়ে জীবন যাপন করত। তাদের কাছে সব জায়গা থেকে প্রচুর পরিমাণে জীবনোপকরণ আগমন করত। অতঃপর তারা আল্লাহর নিয়ামতসমূহের নাশোকরী করল এবং আল্লাহ তা'আলা তাদের কৃতকর্মের কারণে তাদেরকে ক্ষুধা ও ভয়ের স্বাদ আস্বাদন করালেন।

https://e-ilm.weebly.com/

আবুল হাসান কাযবিনী (র.) বলেন : যে ব্যক্তি শত্রু অথবা বিপদের আশঙ্কা করে তার জন্য সূরা কুরাইশের তেলাওয়াত নিরাপত্তার রক্ষাকবচ। একথা উদ্ধৃত করে ইমাম জাযরী (র.) বলেন–এটা পরীক্ষিত আমল। কাযী সানাউল্লাহ (র.) তাফসীরে মাযহারীতে বলেন : আমাকে আমার মুর্শিদ 'মির্যা মাযহার জান-জানা' বিপদাপদের সময় এই সূরা তেলাওয়াত করতে বলেছেন। তিনি বলেছেন : প্রত্যেক বালামুসিবত দূর করার জন্য এটা পরীক্ষিত ও অব্যর্থ। কাজী সানাউল্লাহ (র.) আরো বলেন : আমি বারবার এর পরীক্ষা করেছি।

শব্দ বিশ্লেষণ :

إِيْلَافِ : মাসদার। বাব إِفْعَالٌ মূলবর্ণ (ى - ل - ف) জিনস مثال يائى অর্থ– আসক্ত হওয়া, পরিচিতি হওয়া, অন্তরঙ্গতা রাখা। পছন্দ করা।

قُرَيْشٍ : قَرْشٌ -এর তাসগীর, যার অর্থের ব্যাপারে অনেক উক্তি রয়েছে।

(১) قُرَيْش হল সামুদ্রিক এক ভয়ঙ্কর ও সাহসী জন্তু। কুরাইশদের মধ্যে এ সামঞ্জস্য থাকার কারণে তাদেরকে কুরাইশ বলা হয়।

(২) تَقْرِيْش -এর অর্থ– একত্র করা, জমা করা। কুসাই ইবনে কিলাব এই বিক্ষিপ্ত জাতিকে মক্কায় একত্র করেছিল বলে তাদেরকে কুরাইশ বলা হয়।

(৩) قُرَيْش -এর অর্থ كَسْب বা আয়-উপার্জনও হয়। কারণ তারা ব্যবসা করে উপার্জন ও কামাই রোজগার করত। লুটতরাজ কম করত। তাই তাদের কুরাইশ বলা হয়। কুরাইশ গোত্র ছিল আদনানের কবিলায়ে কিনানার একটি শাখা গোত্র। পরবর্তিতে এরাই কুরাইশ নামে প্রসিদ্ধি লাভ করে। রাসূলুল্লাহ ﷺ থেকে তার উর্ধ্বতন পুরুষ نَضْر পর্যন্ত তের স্তর আর এই نَضْر কেই কুরাইশ বলা হয়।

رِحْلَةَ : মাসদার। সফর করা, যাত্রা করা। কাজবা বেঁধে দেওয়া। মূলতঃ এর অর্থ হলো, উটের উপর মজবুত করে বেঁধে দেওয়া বোঝা। আর এখানে উদ্দেশ্য হলো সফর বা ভ্রমণ করা। আবার এ শব্দটি সফর করা অর্থেও ব্যবহৃত হয়। বাবে فَتَحَ।

شِتَاءِ : একবচন, বহুবচন اَشْتِيَةٌ আসে। অর্থ– শীত মৌসুম। আর কোনো কোনো আলেম شِتَاءِ কে شَتَوَةٌ - এর বহুবচন বলেছেন।

صَيْفِ : গ্রীষ্মকাল, গরমকাল। এটি شِتَاء এর বিপরীত। এটি মূলতঃ صَافَ - يَصِيْفُ -এর মাসদার। যার অর্থ, গরম মৌসুমে কোনো স্থলে অবস্থান করা। আর গরম মৌসুমের জন্য ইসমও ব্যবহার হয়।

اَطْعَمَهُمْ : সীগাহ واحد مذكر غائب বহছ ماضى معروف বাব اِفْعَالٌ মাসদার اَلْإِطْعَامُ মূলবর্ণ (ط - ع - م) জিনস صحيح অর্থ– তাদেরকে আহার্য দান করেছেন।

اٰمَنَهُمْ : সীগাহ واحد مذكر غائب বহছ ماضى معروف বাব اِفْعَالٌ মাসদার اَلْاِيْمَانُ মূলবর্ণ (أ - م - ن) জিনস مهموز فاء অর্থ– তাদেরকে নিরাপত্তাদান করেছেন।

বাক্য বিশ্লেষণ :

فَلْيَعْبُدُوْا رَبَّ هٰذَا الْبَيْتِ : এখানে فاء فصيحة টি فاء কেননা এটি উহ্য শর্তের জবাবে এসেছে লাম টি لام يَعْبُدُوْا শব্দটি امر بااللام مجزوم فعل مضارع ; واو টি فاعل আর رَبَّ হচ্ছে مفعول به এবং هٰذَا টি مضاف اليه আর بَيْتِ শব্দটি هذا হতে بدل হয়েছে। –[ই'রাবুল কুরআন, খ : ৮, পৃ. ৪২১]

https://e-ilm.weebly.com/

سُوْرَةُ الْمَاعُوْنِ مَكِّيَّةٌ

সূরা মা'উন

মক্কায় অবতীর্ণ; আয়াত- ৭, রুকূ'- ১

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ۝

পরম করুণাময়, দয়ালু আল্লাহর নামে শুরু করছি।

১. আপনি কি সেই লোকটিকে দেখেছেন, যে প্রতিফল দিবসকে অবিশ্বাস করে।	اَرَءَيْتَ الَّذِیْ یُكَذِّبُ بِالدِّیْنِ ۝١
২. অনন্তর সে তো ঐ ব্যক্তি, যে এতিমকে ধাক্কা দিয়ে তাড়ায়।	فَذٰلِكَ الَّذِیْ یَدُعُّ الْیَتِیْمَ ۝٢
৩. এবং অভাবগ্রস্তকে আহার্য দানে উৎসাহ প্রদান করে না।	وَلَا یَحُضُّ عَلٰی طَعَامِ الْمِسْكِیْنِ ۝٣
৪. অতএব, দুর্ভোগ ঐ সকল নামাজিদের জন্য।	فَوَیْلٌ لِّلْمُصَلِّیْنَ ۝٤
৫. যারা স্বীয় নামাজ সম্পর্কে উদাসীন।	الَّذِیْنَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهُوْنَ ۝٥
৬. [আর] যারা এরূপ যে, [যখন নামাজ পড়ে, তখন] লৌকিকতা প্রদর্শন করে [অর্থাৎ লোক দেখানো নামাজ পড়ে]।	الَّذِیْنَ هُمْ یُرَآءُوْنَ ۝٦
৭. এবং গৃহস্থালীর প্রয়োজনীয় ছোট-খাটো সাহায্যদানে বিরত থাকে।	وَیَمْنَعُوْنَ الْمَاعُوْنَ ۝٧ ع ٧ ٣٢

শাব্দিক অনুবাদ :

১. اَرَءَیْتَ আপনি কি সেই লোকটিকে দেখেছেন الَّذِیْ یُكَذِّبُ যে অবিশ্বাস করে بِالدِّیْنِ প্রতিফল দিবসকে।

২. فَذٰلِكَ الَّذِیْ অনন্তর সে তো ঐ ব্যক্তি یَدُعُّ الْیَتِیْمَ যে এতিমকে ধাক্কা দিয়ে তাড়ায়।

৩. وَلَا یَحُضُّ এবং উৎসাহ প্রদান করে না عَلٰی طَعَامِ الْمِسْكِیْنِ অভাবগ্রস্তকে আহার্য দানে।

৪. فَوَیْلٌ অতএব, দুর্ভোগ لِّلْمُصَلِّیْنَ ঐ সকল নামাজিদের জন্য।

৫. الَّذِیْنَ هُمْ যারা عَنْ صَلَاتِهِمْ স্বীয় নামাজ সম্পর্কে سَاهُوْنَ উদাসীন।

৬. الَّذِیْنَ هُمْ যারা এরূপ যে یُرَآءُوْنَ লৌকিকতা প্রদর্শন করে।

৭. وَیَمْنَعُوْنَ এবং বিরত থাকে الْمَاعُوْنَ গৃহস্থালীর প্রয়োজনীয় ছোট-খাটো সাহায্যদানে।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

সূরাটির নামকরণের কারণ : সূরাটির শেষ আয়াতের শেষ শব্দ "اَلْمَاعُوْنَ" (আল-মাউন)-কে এর নামরূপে গ্রহণ করা হয়েছে। এতে ৭টি আয়াত, ২টি বাক্য এবং ১১১টি অক্ষর রয়েছে।

https://e-ilm.weebly.com/

সূরাটি নাজিল হওয়ার সময়-কাল : আলোচ্য সূরা 'আল-মাউন' মাক্কী না মাদানী এ ব্যাপারে মুফাসসিরগণের মধ্যে মতভেদ রয়েছে।

১. ইবনে জুবাইর, আতা ও জাবিরসহ সাহাবা ও তাবেয়ীগণের একটি দলের মতে, আলোচ্য সূরা 'আল-মাউন' মাক্কী। হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) হতেও অনুরূপ এক বর্ণনা রয়েছে।
২. হযরত কাতাদাহ ও যাহহাকসহ সাহাবী ও তাবেয়ীগণের অপর এক দলের মতে, এ সূরাটি মাদানী। হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) হতেও অনুরূপ একটি বর্ণনা রয়েছে।

কিন্তু আলোচ্য সূরায় নামাজে গাফিলতি করা ও লোক দোখানো (আমল ও নামাজ)-এর কঠোর সমালোচনা করা হয়েছে। স্পষ্টতই তা দ্বারা মুনাফিকদের দিকে ইঙ্গিত করা হয়েছে। আর মুনাফিকদের আবির্ভাব হয়েছে মদিনায়। কাজেই এ হতে বুঝা যায় যে, সূরাটি মদিনায় নাজিল হওয়ার মতটিই অধিকতর গ্রহণযোগ্য।

বিষয়বস্তু ও সারকথা : এ সূরায় আল্লাহ তা'আলা পরকালে অবিশ্বাসী লোকদের চরিত্র কতদূর নিম্ন পর্যায়ে নেমে যায়, তার একটি চিত্র অংকন করেছেন। সর্বপ্রথমেই বলা হয়েছে– পরকাল বা দীন ইসলামে যারা বিশ্বাসী হয় না; বরং অস্বীকার করে, তাদের সম্পর্কে তোমরা কিছু জান কি? তাদের সামাজিক চরিত্র লেনদেন কতখানি নিম্নস্তরের হীন ও নীচ হতে পারে, তা শোন। তাদের প্রথম চরিত্র হলো এতিমদের হক ও অধিকারকে তারা নস্যাৎ করে। তাদের ধন-সম্পদ ও বিষয়- সম্পত্তিকে আত্মসাৎ করে তা হতে তাদেরকে বেদখল করে। তারা তা চাইতে এলে গলা ধাক্কা দিয়ে তাড়িয়ে দেয়। আর দ্বিতীয় বৈশিষ্ট্য হলো– নিজেরা তাদের খাদ্য দেওয়া তো দূরের কথা, অপরকেও খাদ্য দিতে এবং সাহায্য-সহানুভূতি করতে বলে না। তারা পার্থিব সুযোগ-সুবিধা ও স্বার্থ আদায়ের জন্য কুফরিকে গোপন রেখে নামাজি সেজে জামাতে শামিল হয় এবং প্রমাণ করতে চেষ্টা করে যে, আমরা মুসলমান। রাষ্ট্রীয় যাবতীয় সুযোগ-সুবিধায় আমাদের অধিকার রয়েছে। এ সব মুনাফিক নামাজিদের প্রতি আল্লাহর অভিসম্পাত। তারা নামাজের ক্ষেত্রে খুবই উদাসীন। নামাজের গুরুত্বকে উলব্ধি করে নামাজ পড়ে না। নামাজের প্রতি প্রকারান্তরে অবজ্ঞা দেখায়। কেবল নামাজই নয়-সমস্ত কাজকর্মই লোক দেখানোর উদ্দেশ্যে করে থাকে। এমনকি সামাজিক জীবনে নিত্য প্রয়োজনীয় দ্রব্য-সামগ্রীও অন্যকে ধার দিতে চায় না। তারা কত স্বার্থপর ও আত্মপূজারী হয় যে, অপরের জন্য কিঞ্চিৎ কষ্ট করা এবং সাধারণ একটু স্বার্থ বিসর্জন দেওয়াকেও পছন্দ করতে পারে না। এটাই হলো পরকাল ও দীন ইসলাম অস্বীকারকারীদের জীবন চরিত্রের যৎকিঞ্চিৎ রূপ।

أَرَءَيْتَ الَّذِىْ يُكَذِّبُ بِالدِّيْنِ .... اَلْاٰيَةَ.

শানে নুযূল : এ আয়াতটি কাফের সর্দার আবূ জাহেলের ব্যাপারে অবতীর্ণ হয়েছে। আবূ জাহল এমন দুরাচার লোক ছিল যে, মানুষ যখন মৃত্যু শয্যায় কাতর অবস্থায় নিপতিত হতো, তখন সে তার কাছে উপস্থিত হয়ে বলত, তুমি তোমার সন্তানাদির জন্য কোনো চিন্তা করো না। আমিই তার দেখা শুনা করব। এভাবে তাকে মিথ্যা আশ্বাস দেওয়ার মাধ্যমে তার অর্থ সম্পদ নিজের করায়ত্বে নিয়ে নিত। অতঃপর তার পরবর্তী ওয়ারিশদেরকে গলাধাক্কিয়ে বের করে দিত। তাতে এতিম অসহায় সন্তানরা নিদারুন কষ্ট উপভোগ করত। ঘটনাক্রমে এমন একজন এতিম যার ধন সম্পদ সব আবূ জাহলের কাছে রক্ষিত ছিল সে হুজুর ﷺ-এর কাছে এসে তাঁর দুর্ভোগের ব্যাপারেও নালিশ জানাল। তখন নবী করীম ﷺ আবূ জাহলের বাড়িতে যেয়ে এতিমের মাল ফেরত দেওয়ার কথা বলেন। কিন্তু আবূ জাহল প্রথমত তা দিতে অস্বীকার করে। কিন্তু শেষ পর্যন্ত সে তা দিতে বাধ্য হয়। –[আসবাবে নুযূল : ৪০৩]

فَوَيْلٌ لِّلْمُصَلِّيْنَ .... اَلْاٰيَةَ.

শানে নুযূল : এ আয়াতটি মুনাফিকদের ব্যাপারে অবতীর্ণ হয়। তারা মুসলমানদের সামনে তাদেরকে দেখানোর জন্য নামাজ আদায় করত; কিন্তু একাকী অবস্থায় নামাজ পড়ত না। আর মুসলমানদেরকে কোনো জিনিস ধার দিতেও অস্বীকার করত। এ সূরায় কাফের ও মুনাফিকদের কতিপয় দুষ্কর্ম উল্লেখ করে তজ্জন্য জাহান্নামের শাস্তি বর্ণনা করা হয়েছে। মু'মিন ব্যক্তি বিচার দিবস অস্বীকার করে না। সুতরাং কোনো মু'মিন যদি এসব দুষ্কর্ম করে, তবে তা শরিয়ত মতে কঠোর গুনাহ ও নিন্দনীয় অপরাধ হলেও বর্ণিত শাস্তির বিধান তার জন্য প্রযোজ্য নয়। এ কারণেই প্রথমে এমন ব্যক্তির কথা উল্লেখ করা হয়েছে, যে বিচার দিবস তথা কিয়ামত অস্বীকার করে। এতে অবশ্যই ইঙ্গিত আছে যে, বর্ণিত দুষ্কর্ম কোনো মু'মিন ব্যক্তি দ্বারা সংঘটিত হওয়া প্রায় অসম্ভব। এটা কোনো অবিশ্বাসী কাফেরই করতে পারে। বর্ণিত দুষ্কর্ম এই : এতিমের সাথে দুর্ব্যবহার, সামর্থ্য থাকা সত্ত্বেও মিসকীনকে খাদ্য না দেওয়া এবং অপরকেও দিতে উৎসাহ না দেওয়া, লোক দেখানো নামাজ পড়া এবং জাকাত না দেওয়া। এসব কর্ম এমনিতেও নিন্দনীয় এবং কঠোর গুনাহ। আর যদি কুফর ও মিথ্যারোপের ফলশ্রুতিতে কেউ এসব কর্ম করে, তবে তার শাস্তি চিরকাল দোজখে বাস। এ সূরায় وَيْلٌ (দুর্ভোগ) শব্দের মাধ্যমে তা ব্যক্ত করা হয়েছে।

https://e-ilm.weebly.com/

فَوَيْلٌ لِّلْمُصَلِّيْنَ الَّذِيْنَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهُوْنَ الَّذِيْنَ هُمْ يُرَاءُوْنَ এটা মুনাফিকদের অবস্থা। তারা লোক দেখানোর জন্য এবং মুসলমানিত্বের দাবি প্রমাণ করার জন্য নামাজ পড়ে। কিন্তু নামাজ যে ফরজ, এ বিষয়ে তারা বিশ্বাসী নয়। ফলে সময়ের প্রতিও লক্ষ্য রাখে না এবং আসল নামাজেরও খেয়াল রাখে না। লোক দেখানোর জায়গা হলে পড়ে নেয়, নতুবা ছেড়ে দেয়। আসল নামাজের প্রতিই ভ্রূক্ষেপ না করা মুনাফিকদের অভ্যাস এবং عَنْ صَلَاتِهِمْ শব্দের আসল অর্থও তাই। নামাজের মধ্যে কিছু ভুল-ভ্রান্তি হয়ে যাওয়া, যা থেকে কোনো মুসলমান, এমনকি রাসূলে কারীম ﷺ ও মুক্ত ছিলেন না-তা এখানে বুঝানো হয়নি। কেননা, এজন্য জাহান্নামের শাস্তি হতে পারে না। এটা উদ্দেশ্য হলে عَنْ صَلَاتِهِمْ –এর পরিবর্তে فِىْ صَلَاتِهِمْ বলা হতো। সহীহ হাদীসসমূহে প্রমাণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর জীবনেও একাধিকবার নামাজের মধ্যে ভুলচুক হয়ে গিয়েছিল।

وَيَمْنَعُوْنَ الْمَاعُوْنَ - مَاعُوْنَ শব্দের আসল অর্থ যৎকিঞ্চিৎ ও তুচ্ছ বস্তু। এমন ব্যবহার্য বস্তুসমূহকেও مَاعُوْنَ বলা হয়, যা স্বভাবত একে অপরকে ধার দেয় এবং যেগুলোর পারস্পরিক লেনদেন সাধারণ মানবতারূপে গণ্য হয়; যথা কুড়াল, কোদাল অথবা রান্না-বান্নার পাত্র। প্রয়োজনে এসব জিনিস প্রতিবেশীর কাছ থেকে চেয়ে নেওয়া দূষণীয় মনে করা হয় না। কেউ এগুলো দিতে অস্বীকৃত হলে তাকে বড় কৃপণ ও নীচ মনে করা হয়। কিন্তু আলোচ্য আয়াতে مَاعُوْنَ বলে জাকাত বুঝানো হয়েছে। জাকাতকে مَاعُوْنَ বলার কারণ এই যে, জাকাত পরিমাণে আসল অর্থের তুলনায় খুবই কম-অর্থাৎ চল্লিশ ভাগের এক ভাগ হয়ে থাকে। হযরত আলী (রা.) ও ইবনে ওমর (রা.) এবং হাসান বসরী, কাতাদাহ ও যাহহাক (র.) প্রমুখ অধিকাংশ তাফসীরবিদ এখানে এ তাফসীরই করেছেন। –(মাযহারী) বলাবাহুল্য, বর্ণিত শাস্তি ফরজ কাজ তরক করার কারণেই হতে পারে। ব্যবহার্য জিনিসপত্র অপরকে দেওয়া খুব ছওয়াবের কাজ এবং মানবতার দিক দিয়ে জরুরি কিন্তু ফরজ ও ওয়াজিব নয়, যা না দিলে জাহান্নামের শাস্তি হতে পারে। কোনো কোনো হাদীসে مَاعُوْنَ -এর তাফসীর ব্যবহার্য জিনিস দ্বারা করা হয়েছে। এর মর্মার্থ তাদের চরম নীচতাকে ফুটিয়ে তোলা যে, তারা জাকাত কি দিবে? ব্যবহার্য জিনিস দেওয়ার মধ্যে কোনো খরচ নেই– এতেও তারা কৃপণতা করে। অতএব শাস্তির বিধান কেবল ব্যবহার্য জিনিস না দেওয়ার কারণে নয় বরং ফরজ জাকাত না দেওয়াসহ চরম কৃপণতার কারণে।

শব্দ বিশ্লেষণ :

- أَرَأَيْتَ : أَ টি প্রশ্নবোধক। رَأَيْتَ সীগাহ واحد مذكر حاضر বহছ ماضى معروف বাব فتح মাসদার اَلرُّؤْيَةُ মূলবর্ণ (ر - أ - ى) জিনস مركب (ناقص يائى و مهموز عين) অর্থ– আপনি কী দেখেছেন?
- يُكَذِّبُ : সীগাহ واحد مذكر غائب বহছ مضارع معروف বাব تَفْعِيْل মাসদার اَلتَّكْذِيْبُ মূলবর্ণ (ك - ذ - ب) জিনস صحيح অর্থ- সে অবিশ্বাস করে।
- اَلدِّيْنِ : কিয়ামতের দিন। কোনো কোনো মুফাসসিরের মতে ইসলাম ধর্ম।
- يَدُعُّ : সীগাহ واحد مذكر غائب বহছ مضارع معروف বাব نَصَرَ মাসদার اَلدَّعُّ মূলবর্ণ (د - ع - ع) জিনস مضاعف ثلاثى অর্থ– যে ধাক্কা দিয়ে তাড়ায়।
- لَا يَحُضُّ : সীগাহ واحد مذكر غائب বহছ مضارع منفى معروف বাব نَصَرَ মাসদার اَلْحَضُّ মূলবর্ণ (ح - ض - ض) জিনস مضاعف ثلاثى অর্থ- উৎসাহ প্রদান করে না।
- سَاهُوْنَ : সীগাহ جمع مذكر বহছ اسم فاعل বাব نَصَرَ মাসদার اَلسَّهْوُ মূলবর্ণ (س - ه - و) জিনস ناقص واوى অর্থ– ভুলে থাকে, অসতর্ক, উদাসীন।
- يُرَاؤُوْنَ : সীগাহ جمع مذكر غائب বহছ مضارع معروف বাব مُفَاعَلَة মাসদার اَلْمُرَاءَاةُ মূলবর্ণ (ر - أ - ى) জিনস مركب (ناقص يائى و مهموز عين) অর্থ– লৌকিকতা প্রদর্শন করে।

বাক্য বিশ্লেষণ :

وَلَا يَحُضُّ عَلٰى طَعَامِ الْمِسْكِيْنِ : এখানে واو টি حرف عطف এবং لَا টি لا نافية; يَحُضُّ শব্দটি فعل مضارع তার فاعل টি উহ্য। যার উহ্য রূপ হলো هُوَ অর্থাৎ اَلَّذِىْ يَدُعُّ الْيَتِيْمَ এবং عَلٰى طَعَامِ الْمِسْكِيْنِ বাক্যটি مرفوع -এর সাথে يَحُضُّ متعلق; –[ই'রাবুল কুরআন, খ : ৮, পৃ : ৪২৩]

سُوْرَةُ الْكَوْثَرِ مَكِّيَّةٌ

সূরা কাওছার

মক্কায় অবতীর্ণ; আয়াত– ৩, রুকূ'– ১

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ○

পরম করুণাময়, দয়ালু আল্লাহর নামে শুরু করছি।

১. নিশ্চয় আমি আপনাকে [হাউজে] কাওছার দান করেছি।	اِنَّاۤ اَعْطَيْنٰكَ الْكَوْثَرَ ۞ ١
২. অতএব আপনি [এই নিয়ামতসমূহের শুকরিয়াস্বরূপ] স্বীয় প্রতিপালকের উদ্দেশ্যে নামাজ পড়ুন, আর [আল্লাহর নামে] কুরবানি করুন।	فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ ۞ ٢
৩. নিঃসন্দেহে আপনার দুশমনই নির্বংশ [নিশ্চিহ্ন হবে।]	اِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْاَبْتَرُ ۞ ٣

শাব্দিক অনুবাদ :

১. اِنَّاۤ اَعْطَيْنٰكَ নিশ্চয় আমি আপনাকে দান করেছি اَلْكَوْثَرَ কাওছার।

২. فَصَلِّ অতএব আপনি নামাজ পড়ুন لِرَبِّكَ স্বীয় প্রতিপালকের উদ্দেশ্যে وَانْحَرْ, আর কুরবানি করুন।

৩. اِنَّ شَانِئَكَ নিঃসন্দেহে আপনার দুশমনই هُوَ الْاَبْتَرُ নির্বংশ [নিশ্চিহ্ন] হবে।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

সূরাটির নামকরণের কারণ : আলোচ্য সূরার শুরুতে اَلْكَوْثَرُ শব্দ হতে তার নামকরণ করা হয়েছে سُوْرَةُ الْكَوْثَرِ। আর অত্র সূরায় حَوْضِ كَوْثَرْ সম্বন্ধে বিশেষভাবে উল্লেখ করা হয়েছে। তাই এ সূরার নাম سُوْرَةُ الْكَوْثَرِ রাখা হয়েছে। এতে ৩টি আয়াত, ১০টি বাক্য এবং ৪২টি অক্ষর রয়েছে।

অবতীর্ণ হওয়ার সময়কাল : হযরত আয়েশা (রা.) হতে সূরাটি মাক্কী বলে বর্ণিত হয়েছে। বেশির ভাগ মুফাসসিরদের মত এটাই। হযরত ইকরিমা, মুজাহিদ ও কাতাদাহ (র.) একে মাদানী বলেছেন। ইমাম সুয়ূতি (র.) একে সঠিক মত বলে উল্লেখ করেছেন। কেননা, হাদীসে আছে, নবী করীম ﷺ বলেন, 'এই মাত্র আমার প্রতি একটি সূরা নাজিল হয়েছে। পরে তিনি বিসমিল্লাহ বলে সূরা কাওছার পাঠ করলেন।' এ হাদীসটি হযরত আনাস (রা.) থেকে বর্ণিত। আর তিনি ছিলেন মদিনায়। তিনি বলেন- এ সূরাটি আমাদের উপস্থিতিতে নাজিল হয়েছে।

বিষয়বস্তু ও সারকথা : এ সূরাটি নাজিলের ঐতিহাসিক পটভূমি কি ছিল, তা সম্মুখে শানে নুযূলের আলোচনায় আমরা সামান্য উল্লেখ করেছি। অতি সংক্ষিপ্ত তিনটি আয়াতে তিনটি বক্তব্য রাখা হয়েছে। প্রথম আয়াতে নবী করীম ﷺ-এর প্রতি ইহকাল-পরকাল ব্যাপী আল্লাহ তা'আলার অজস্র নিয়ামত, প্রাচুর্য যশ-খ্যাতি, সুনাম ইত্যাদির প্রতি ইঙ্গিত করে বলা হয়েছে- আমি আপনাকে ব্যাপক প্রাচুর্য ও নিয়ামত দান করেছি, যার কোনো সীমারেখা নেই। দ্বিতীয় আয়াতে আল্লাহ তা'আলা নবী করীম ﷺ-কে জীবনের সব কাজকর্ম বিশ্ব পালনকর্তার উদ্দেশ্যে করার জন্য হেদায়েত করে বলেছেন- আপনি নামাজ ও কুরআনকে একমাত্র আল্লাহর উদ্দেশ্যে নিবেদিত করুন। তৃতীয় আয়াতে ইসলামের শত্রুগণ চিরতরে

https://e-ilm.weebly.com/

নির্মূল হওয়ার এবং উত্তরোত্তর ইসলাম ও মহানবীর শক্তি-সামর্থ্য বৃদ্ধি হয়ে পৃথিবীর সর্বত্র তাঁর আদর্শ ছড়িয়ে পড়ার ইঙ্গিত দিয়ে ভবিষ্যদ্বাণী করা হয়েছে। বলা হয়েছে– আপনি শিকড় কাটা ও নির্বংশ নন; বরং আপনার শত্রুরাই এ জগতের পাতা হতে চিরতরে মুছে যাবে। কোথাও তাদের নাম-ধাম ও বংশের পরিচয় খুঁজে পাওয়া যাবে না। পক্ষান্তরে আপনার পুত্র-সন্তান না থাকলেও আপনার যশ-খ্যাতি, সুনাম, বংশ পৃথিবীর বুকে চিরগৌরবময় হয়ে থাকবে। মানুষ আপনাকে মাথার তাজতুল্য স্মরণ করবে। এমনকি আপনার সঙ্গীগণের সাথে সম্পর্ক থাকাকেও গৌরব ও পরকালের নাজাতের বিষয় মনে করবে।

শানে নুযূল : মুহাম্মদ ইবনে আলী, ইবনে হোসাইন থেকে বর্ণিত আছে, যে ব্যক্তির পুত্রসন্তান মারা যায়, আরবে তাকে اَبْتَرُ নির্বংশ বলা হয়। রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর পুত্র কাসেম অথবা ইবরাহীম যখন শৈশবেই মারা গেল, তখন কাফেররা তাঁকে নির্বংশ বলে গালি দিতে লাগল। তাদের মধ্যে কাফের 'আস ইবনে ওয়ায়েলের' নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। তার সামনে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর কোনো আলোচনা হলে সে বলত : আরে তাঁর কথা বাদ দাও। সে তো কোনো চিন্তারই বিষয় নয়। কারণ, সে নির্বংশ। তাঁর মৃত্যু হয়ে গেলে তাঁর নাম উচ্চারণ করারও কেউ থাকবে না। এর পরিপ্রেক্ষিতে সূরা কাউছার অবতীর্ণ হয়। –[ইবনে কাছীর, মাযহারী]

কোনো কোনো রেওয়ায়েতে আছে, ইহুদি কা'ব ইবনে আশরাফ একবার মক্কায় আগমন করলে কুরাইশরা তার কাছে যেয়ে বলল : আপনি কি সেই যুবককে দেখেন না, যে নিজকে ধর্মের দিক দিয়ে সর্বোত্তম বলে দাবি করে? অথচ আমরা হাজীদের সেবা করি, বায়তুল্লাহর হেফাজত করি এবং মানুষকে পানি পান করাই। কা'ব একথা শুনে বলল : আপনারাই তদপেক্ষা উত্তম। এর পরিপ্রেক্ষিতে সূরা কাউছার অবতীর্ণ হয়। –[মাযহারী]

সারকথা, পুত্রসন্তান না থাকার কারণে কাফেররা রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর প্রতি দোষারোপ করত অথবা অন্যান্য কারণে তাঁর প্রতি ধৃষ্টতা প্রদর্শন করত। এরই প্রেক্ষাপটে সূরা কাউছার অবতীর্ণ হয়। এতে দোষারোপের জবাব দেওয়া হয়েছে যে, শুধু পুত্রসন্তান না থাকার কারণে যারা রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে নির্বংশ বলে, তারা তাঁর প্রকৃত স্বরূপ সম্পর্কে বে-খবর। রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর বংশগত সন্তান-সন্ততিও কিয়ামত পর্যন্ত অব্যাহত থাকবে যদিও তা কন্যাসন্তানের তরফ থেকে হয় অনন্তর নবীর আধ্যাত্মিক সন্তান অর্থাৎ উম্মত তো এত অধিকসংখ্যক হবে যে, পূর্ববর্তী সকল নবীর উম্মতের সমষ্টি অপেক্ষাও বেশি হবে। এছাড়া এ সূরায় রাসূলুল্লাহ ﷺ যে আল্লাহর কাছে প্রিয় ও সম্মানিত তাও তৃতীয় আয়াতে বিবৃত হয়েছে। এতে কা'ব ইবনে আশরাফ-এর উক্তি খণ্ডিত হয়ে যায়।

اِنَّا اَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ –হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) বলেন : 'কাউছার' সেই অজস্র কল্যাণ যা আল্লাহ তা'আলা রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে দান করেছেন। কাউছার জান্নাতের একটি প্রস্রবণের নাম। এ উক্তি সম্পর্কে সায়ীদ ইবনে জুবায়ের (রা.)-কে প্রশ্ন করা হলে তিনি বললেন : একথাও ইবনে আব্বাস (রা.)-এর উক্তির পরিপন্থি নয়। কাউছার নামক প্রস্রবণটিও এই অজস্র কল্যাণের মধ্যে অন্তর্ভুক্ত। তাই মুজাহিদ, কাউছারের তাফসীর প্রসঙ্গে বলেন : এটা উভয় জাহানের অফুরন্ত কল্যাণ। এতে জান্নাতের বিশেষ কাউছার প্রস্রবণও অন্তর্ভুক্ত হয়েছে।

হাউজে কাউছার : হযরত আনাস (রা.) থেকে বর্ণিত :

بَيْنَا رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَيْنَ اَظْهُرِ نَا فِى الْمَسْجِدِ اذَا اُغْفِىَ اغْفَاءَةً ثُمَّ رَفَعَ رَاسَهُ مُتَبَسِّمًا - قُلْنَا مَا اَضْحَكَكَ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ قَالَ لَقَدْ اُنْزِلَتْ عَلَىَّ انِفًا سُوْرَةٌ فَقَرَاَ بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ اِنَّا اَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ الخ ثُمَّ قَالَ اَتَدْرُوْنَ مَا الْكَوْثَرُ قُلْنَا اَللّٰهُ وَرَسُوْلُهُ اَعْلَمُ قَالَ فَاِنَّهُ نَهْرٌ وَعَدَنِيْهِ رَبِّىْ عَزَّوَجَلَّ عَلَيْهِ خَيْرٌ كَثِيْرٌ وَهُوَ حَوْضٌ تَرِدُ عَلَيْهِ اُمَّتِىْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ اٰنِيَتُهُ عَدَدُ نُجُوْمِ السَّمَاءِ فَيُخْتَلَجُ الْعَبْدُ مِنْهُمْ فَاَقُوْلُ رَبِّ اِنَّهُ مِنْ اُمَّتِىْ فَيَقُوْلُ اِنَّكَ لَا تَدْرِىْ مَا اَحْدَثَ بَعْدَكَ.

অর্থাৎ, একদিন রাসূলুল্লাহ ﷺ মসজিদে আমাদের সামনে উপস্থিত ছিলেন। হঠাৎ তাঁর মধ্যে এক প্রকার নিদ্রা অথবা অচেতনতার ভাব দেখা দিল। অতঃপর তিনি হাসি মুখে মস্তক উত্তোলন করলেন। আমরা জিজ্ঞেস করলাম : ইয়া রাসূলাল্লাহ! আপনার হাসির কারণ কি? তিনি বললেন : এই মুহূর্তে আমার নিকট একটি সূরা অবতীর্ণ হয়েছে। অতঃপর তিনি বিসমিল্লাহ সহ সূরা কাউছার পাঠ করলেন এবং বললেন : তোমরা জান, কাউছার কি? আমরা বললাম : আল্লাহ ও তাঁর রাসূল ভালো জানেন। তিনি বললেন : এটা জান্নাতের একটি নহর। আমার পালনকর্তা আমাকে এটা দিবেন বলে

https://e-ilm.weebly.com/

ওয়াদা করেছেন। এতে অজস্র কল্যাণ আছে এবং এই হাউজে কিয়ামতের দিন আমার উম্মত পানি পান করতে যাবে এর পানি পান করার পাত্র সংখ্যায় আকাশের তারকাসম হবে। তখন কতক লোককে ফেরেশতাগণ হাউজ থেকে হটিয়ে দিবে। আমি বলব : পরওয়ারদিগার! সে তো আমার উম্মত। আল্লাহ তা'আলা বলবেন : আপনি জানেন না, আপনার পরে সে কি নতুন মতপথ অবলম্বন করেছিল।–(বুখারী, মুসলিম, আবূ দাউদ, নাসায়ী) উপরিউক্ত রেওয়ায়েত উদ্ধৃত করার পর ইবনে কাছীর লিখেন :

وَقَدْ وَرَدَ فِيْ صِفَةِ الْحَوْضِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ اِنَّهٗ يُشْخَبُ فِيْهِ مِيْزَابَانِ مِنَ السَّمَاءِ مِنْ نَهْرِ الْكَوْثَرِ وَ اِنَّ اٰنِيَتَهٗ عَدَدُ نُجُوْمِ السَّمَاءِ.

অর্থাৎ, হাউজ সম্পর্কে হাদীসে আছে যে, তাতে দু'টি পরনালা আকাশ থেকে পতিত হবে, যা কাউছার নহরের পানি দ্বারা হাউজকে ভর্তি করে দেবে। এর পাত্র সংখ্যায় আকাশের তারকাসম হবে।

এ হাদীস দ্বারা সূরা কাউছার অবতরণের হেতু এবং কাউছার শব্দের তাফসীর (অজস্র কল্যাণ) জানা গেল। আরো জানা গেল যে, এই অজস্র কল্যাণের মধ্যে হাউজে কাউছারও শামিল আছে, যা কিয়ামতের দিন উম্মতে মুহাম্মদীর পিপাসা নিবারণ করবে।

এ হাদীস আরো ফুটিয়ে তুলেছে যে, আসল কাউছার প্রস্রবণটি জান্নাতে অবস্থিত এবং হাউজে কাউছার থাকবে হাশরের ময়দানে। দু'টি পরনালার সাহায্যে এতে কাউছার প্রস্রবণের পানি আনা হবে। কোনো কোনো রেওয়ায়েত থেকে জানা যায় যে, উম্মতে মুহাম্মদী জান্নাতে দাখিল হওয়ার পূর্বে হাউজে কাউছারের পানি পান করবে। এটা উপরিউক্ত রেওয়ায়েতের সাথে সামঞ্জস্যশীল। যারা পরবর্তীকালে ইসলাম ত্যাগ করেছিল কিংবা পূর্ব থেকেই মুসলমান নয়-মুনাফিক ছিল, তাদেরকেই হাউজে কাউছার থেকে হটিয়ে দেওয়া হবে।

সহীহ হাদীসসমূহে হাউজে কাউছারের পানির স্বচ্ছতা মিষ্টতা এবং কিনারাসমূহ মণি-মানিকা দ্বারা কারুকার্যখচিত হওয়া সম্পর্কে এমন বর্ণনা আছে, যার তুলনা দুনিয়ার কোনো বস্তু দ্বারা সম্ভবপর নয়।

উপরের বর্ণনা অনুযায়ী এই সূরা যদি কাফেরদের দোষারোপের জবাবে অবতীর্ন হয়ে থাকে, তবে এ সূরায় রাসূলুল্লাহ ﷺ -কে হাউজে কাউছারসহ কাউছার দান করার কথা বলে দোষারোপকারীদের অপপ্রচার খণ্ডন করা হয়েছে যে, তাঁর বংশধর কেবল ইহকাল পর্যন্তই চালু থাকবে না বরং তাঁর আধ্যাত্মিক সন্তানদের সম্পর্ক হাশরের ময়দানেও অনুভূত হবে। সেখানে তারা সংখ্যায়ও সকল উম্মত অপেক্ষা বেশি হবে এবং তাদের সম্মান আপ্যায়নও সর্বাপেক্ষা বেশি হবে।

فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ - نَحْر –শব্দের অর্থ উট কোরবানি করা। এর মজযুম পদ্ধিতি হাত-পা বেঁধে কণ্ঠনালীতে বর্শা অথবা ছুরিকা দিয়ে আঘাত করা এবং রক্ত বের করে দেওয়া। গরু-ছাগল ইত্যাদির কোরবানির পদ্ধতি জবাই করা। অর্থাৎ জন্তুকে শুইয়ে কণ্ঠনালীতে ছুরিকাঘাত করা। আরবে সাধারণত উট কোরবানি করা হতো। তাই কোরবানি বুঝাবার জন্য এখানে نَحْر শব্দ ব্যবহার করা হয়েছে। মাঝে মাঝে এ শব্দটি যে কোনো কোরবানির অর্থেও ব্যবহৃত হয়। সূরার প্রথম আয়াতে কাফেরদের মিথ্যা ধারণার বিপরীতে রাসূলুল্লাহ ﷺ -কে কাউছার অর্থাৎ ইহকাল ও পরকালের প্রত্যেক কল্যাণ তাও অজস্র পরিমাণে দেওয়ার সুসংবাদ শুনানোর পর এর কৃতজ্ঞতাস্বরূপ তাঁকে দু'টি বিষয়ের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে– নামাজ ও কোরবানি। নামাজ শারীরিক ইবাদতসমূহের মধ্যে সর্ববৃহৎ ইবাদত এবং কোরবানি আর্থিক ইবাদতসমূহের মধ্যে বিশেষ স্বাতন্ত্র্য ও গুরুত্বের অধিকারী। কেননা, আল্লাহর নামে কোরবানি করা প্রতিমা পূজারীদের রীতিনীতির বিরুদ্ধে একটি জিহাদ বটে। তারা প্রতিমাদের নামে কোরবানি করত। এ কারণেই অন্য এক আয়াতেও নামাজের সাথে কোরবানির উল্লেখ আছে– اِنَّ صَلَاتِيْ وَنُسُكِيْ وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِيْ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ –আলোচ্য আয়াতে- وَانْحَرْ -এর অর্থ যে কোরবানি, একথা হযরত ইবনে আব্বাস (রা.), আতা, মুজাহিদ, হাসান বসরী (রা.) প্রমুখ থেকে বর্ণিত আছে। কোনো কোনো তাফসীরবিদ এর অর্থ নামাজে বুকে হাত বাঁধা করেছেন বলে যে রেওয়ায়েত প্রচলিত আছে, ইবনে কাছীর সেই রেওয়ায়েতকে মুনকার তথা অগ্রহণযোগ্য বলেছেন।

اِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْاَبْتَرُ - شَانِئٌ -এর অর্থ শত্রুতাপোষণকারী, দোষারোপকারী। যেসব কাফের রাসূলুল্লাহ ﷺ -কে নির্বংশ বলে দোষারোপ করত, এ আয়াত তাদের সম্পর্কে অবতীর্ণ হয়েছে। আয়াতে অধিকাংশ রেওয়ায়েত মতে আস ইবনে ওয়ায়েল, কোনো কোনো রেওয়ায়েত মতে ওকবা এবং কোনো কোনো রেওয়ায়েত মতে কা'ব ইবনে আশরাফকে

বুঝানো হয়েছে। আল্লাহ তা'আলা রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে কাউছার অর্থাৎ অজস্র কল্যাণ দান করেছেন। এর মধ্যে সন্তান-সন্ততির প্রাচুর্যও দাখিল। তাঁর বংশগত সন্তান-সন্ততিও কম নয়। এছাড়া পয়গম্বর উম্মতের পিতা এবং উম্মত তাঁর আধ্যাত্মিক সন্তান। রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর উম্মত পূর্ববর্তী সকল পয়গম্বরের উম্মত অপেক্ষা অধিক হবে। সুতরাং একদিকে শত্রুদের উক্তি নস্যাৎ করে দেওয়া হয়েছে এবং অপরদিকে আরো বলা হয়েছে যে, যারা আপনাকে নির্বংশ বলে প্রকৃতপক্ষে তারাই নির্বংশ।

চিন্তা করুন, রাসূলে কারীম ﷺ-এর স্মৃতিকে আল্লাহ তা'আলা কিরূপ মাহাত্ম্য ও উচ্চমর্যাদা দান করেছেন। তাঁর আমল থেকে শুরু করে আজ পর্যন্ত বিশ্বের কোণে কোণে তাঁর নাম দৈনিক পাঁচবার করে আল্লাহর নামের সাথে মসজিদের মিনারে উচ্চারিত হয়। পরকালে তিনি সর্বাপেক্ষা বড় সুপারিশকারীর মর্যাদা লাভ করেছেন। এর বিপরীতে বিশ্বের ইতিহাসকে জিজ্ঞাসা করুন, আস ইবনে ওয়ায়েল, ওকবা ও কা'ব ইবনে আশরাফের সন্তান-সন্ততিরা কোথায় এবং তাদের পরিবারের কি হলো? স্বয়ং তাদের নামও ইসলামি বর্ণনা দ্বারা আয়াতসমূহের তাফসীর প্রসঙ্গে সংরক্ষিত হয়ে গেছে। নতুবা আজ দুনিয়াতে তাদের নাম মুখে নেওয়ার কেউ আছে কি? فَاعْتَبِرُوْا يَا أُولِي الْأَبْصَارِ।

শব্দ বিশ্লেষণ :

اَعْطَيْنَا : সীগাহ جمع متكلم বহছ ماضى معروف বাব اِفْعَالٌ মাসদর اَلْاِعْطَاءُ মূলবর্ণ (ع - ط - و) জিনস ناقص واوى অর্থ– আমি দান করেছি।

اَلْكَوْثَرَ : খুব বেশি। অভিধানবিদরা বলেন, كَوْثَرَ শব্দটি كَثْرَةٌ থেকে নির্গত। যেমন, نَوْفَلٌ শব্দটি نَفْلٌ থেকে। যা সংখ্যায় অনেক আর মর্যাদা শ্রেষ্ঠ হয়, আরবরা তাকে كَوْثَرٌ বলে।

মুফাসসিরীনে কেরাম كَوْثَرٌ শব্দের বিভিন্ন অর্থ উদ্দেশ্য নিয়েছেন। যথা–

(১) কাউছার জান্নাতের একটি নহরের নাম। যার পানি দুধের চেয়েও বেশি সাদা এবং মধুর চেয়েও অতি মিষ্ট।

(২) একটি হাউজের নাম, যেটিকে আল্লাহ তা'আলা হুজুর ﷺ -কে বিশেষভাবে দান করেছেন। যার থেকে কিয়ামতের দিন তিনি তার উম্মতদেরকে পানি পান করাবেন। একথা হযরত আনাস (রাযি.) থেকে মরফূরূপে মুসলিম শরীফে উদ্ধৃত হয়েছে।

(৩) কুরআন মাজীদ। (৪) মহান নবুয়ত। (৫) মাকামে মাহমূদ। (৬) অনন্ত অফুরন্ত কল্যাণ। সায়িদ বিন যুবাইর, ইবনে আব্বাস। মুজামুল কুরআনের লেখক ইবনে আব্বাস (রাযি.)-এর কওলকে প্রধান্য দিয়েছেন।

فَصَلِّ : সীগাহ واحد مذكر حاضر বহছ امر حاضر معروف বাব تَفْعِيْل মাসদার اَلتَّصْلِيَةُ মূলবর্ণ (ص- ل - ى) জিনস ناقص يائى অর্থ- আপনি নামাজ পড়ুন।

اِنْحَرْ : সীগাহ واحد مذكر حاضر বহছ امر حاضر معروف বাব فَتَحَ মাসদর اَلنَّحْرُ মূলবর্ণ (ن - ح - ر) জিনস صحيح অর্থ– কুরবানি করুন।

شَانِئٌ : একবচন, বহুবচন شَنَاءٌ অর্থ– বিদ্বেষ পোষণকারী।

اَبْتَرُ : সিফাতে মুশাব্বাহ। অর্থ- লেজকাটা, নিঃসন্তান, বিকলাঙ্গ, ত্রুটিপূর্ণ। بَتَرٌ থেকে নির্গত হয়েছে।

বাক্য বিশ্লেষণ :

اِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْاَبْتَرُ -এখানে বাক্যটি مستأنفة مؤكدة; ان টি حرف مشبه بالفعل এবং شَانِئَكَ তার اسم আর اَبْتَرُ খবর-এর। اِنَّ -এর خبر এবং বাক্যটি خبر -এর هُوَ টি ابتر আর ضمير فصل অথবা مبتدأ দ্বিতীয় টি هُوَ অথবা اِنَّ -এর خبر; –[ই'রাবুল কুরআন, খ. ৮. পৃ : ৪৭২]

https://e-ilm.weebly.com/

https://e-ilm.weebly.com/

নাজিল হওয়ার সময়কাল : হযরত ইবনে মাসউদ (রা.), হযরত ইকরামাহ (রা.) এবং হাসন বসরী (র.) বলেন, এ সূরাটি মাক্কী, হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে যোবায়ের (রা.) বলেন, এ সূরাটি মদিনায় অবতীর্ণ।

হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস এবং হযরত কাতাদাহ (রা.) হতে দু'টি মত উদ্ধৃত হয়েছে। একটি মতানুযায়ী তা মাক্কী এবং অপর একটি মতানুযায়ী মাদানী। কিন্তু অধিকাংশ মুফাস্সিরদের মতে, তা মাক্কী সূরা। আর এর বিষয়বস্তু হতেও তা মাক্কী বলে স্পষ্ট হয়ে উঠে।

মূলবক্তব্য : এক কথায় এর মূল বক্তব্য হলো, তাওহীদের শিক্ষা এবং মুশরিকদের বিরুদ্ধাচরণ ঘোষণা। অর্থাৎ কাফেরদের ধর্মমত, তাদের পূজা-উপাসনা এবং তাদের উপাস্য দেব-দেবী হতে মুসলমানগণ সম্পূর্ণরূপে যে নিঃসম্পর্ক এ কথাটি অত্র সূরা দ্বারা জানিয়ে দেওয়া-ই আল্লাহ তা'আলার উদ্দেশ্য। আর এ সূরা দ্বারা এ কথাও জানিয়ে দেওয়া হচ্ছে যে, কাফের অথবা মুশরিকদের সাথে মুসলমানরা যেন সর্বদা অনমনীয়তার পরিচয় দিয়ে থাকে। কুফরি ও দীন পূর্ণমাত্রায় পরস্পর বিরোধী, আর এ দু'টির মধ্যে কোনো একটি দিকও যে পরস্পরের সাথে হওয়ার মতো নেই, এ কথাটিও তাদেরকে সম্পষ্টভাবে জানিয়ে দেওয়া উদ্দেশ্য। বর্তমান সূরাটি এ বিষয়ের জন্য পরিপূরক।

কাজেই একে বিভিন্ন ধর্মের মাঝে সমঝোতা সৃষ্টির ফর্মূলা পেশকারী সূরা মনে করার কোনো প্রশ্নই হবে না। আর কুফর যেখানে যেরূপ অবস্থায়ই থাকুক না কেন মুসলমানদেরকে তা হতে নিজেদের কথা ও কাজের মাধ্যমে সম্পূর্ণ সম্পর্কহীনতা ও বর্জনের ঘোষণা করতে হবে।

দীনের ব্যাপারে মুসলমানরা যে কাফেরদের সাথে কোনো প্রকার সন্ধি-সমঝোতার আচরণ গ্রহণ করতে পারে না। তা কোনোরূপ খাতির-উদারতা ও সংকোচ-কুণ্ঠা ব্যতিরেকেই স্পষ্ট ভাষায় জানিয়ে দিতে হবে। আর আগুন ও পানির ন্যায় ইসলাম ও কুফরি দু'টি বিপরীতমুখি আদর্শ। কেননা ইসলাম হলো আল্লাহ প্রদত্ত একত্ববাদের ধর্ম, আর কুফরি মানব রচিত মানব মন গড়ানীতি, ইসলামের পরিপন্থি। মুসলমানদের উপাস্য একমাত্র আল্লাহ। আর কাফেরদের উপাস্য তারা ধার্য করেছিল ৩৬০টি মূর্তিকে। অতএব, মুসলমান ও অমুসলমানদের নীতি সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র। -[আশরাফী]

সূরাটির ফজিলত : অত্র সূরার বহু ফজিলত রয়েছে-

১. রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন- سُوْرَةُ الْكَافِرُوْنَ পবিত্র কুরআনের এক-চতুর্থাংশের সমান মর্যাদাশীল সূরা। -[তিরমিযী]
২. শিরক হতে পরিত্রাণ দানকারী হিসেবে এ সূরাটি প্রসিদ্ধ। কারণ রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর নিকট হযরত নওফাল (রা.) আরজ করেন হে আল্লাহর রাসূল! আমাকে এমন একটি বিষয় শিখিয়ে দিন- যা আমি শয্যাগমনকালে রাত্রিতে পড়তে পারি। তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন, সূরা কাফিরূন পড়ো, কেননা তা শিরক হতে পবিত্রতা ঘোষণা করে। -[তিরমিযী, আবূ দাউদ, দারেমী]

হযরত আয়েশা (রা.)-এর বর্ণিত রেওয়ায়েতে রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন : ফজরের সুন্নত নামাজে পাঠ করার জন্য দু'টি সূরা উত্তম-সূরা কাফিরূন ও সূরা এখলাস। -(মাযহারী) তাফসীরে ইবনে কাছীরে কয়েকজন সাহাবী থেকে বর্ণিত আছে যে, তাঁরা রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে ফজরের সুন্নত এবং মাগরিবের পরবর্তী সুন্নতে এ দু'টি সূরা অধিক পরিমাণে পাঠ করতে শুনেছেন। জনৈক সাহাবী রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর কাছে আরজ করলেন : আমাকে নিদ্রার পূর্বে পাঠ করার জন্য কোনো দোয়া বলে দিন। তিনি সূরা কাফিরূন পাঠ করতে আদেশ দিলেন এবং বললেন, এটা শিরক থেকে মুক্তিপত্র। হযরত জুবায়ের ইবনে মুত'ইম (রা.) বলেন : একবার রাসূলুল্লাহ ﷺ আমাকে বললেন : তুমি কি চাও যে, সফরে গেলে সঙ্গীদের চেয়ে অধিক সুখে স্বাচ্ছন্দ্যে থাক এবং তোমার আসবাবপত্র বেশি হয়? আমি জবাব দিলাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ ﷺ আমি অবশ্যই এরূপ চাই। তিনি বললেন : কুরআনের শেষ দিককার পাঁচটি সূরা-সূরা কাফিরূন, নছর, ইখলাস, ফালাক ও নাস পাঠ কর এবং প্রত্যেক সূরা বিসমিল্লাহ বলে শুরু কর ও বিস্মিল্লাহ বলে শেষ কর। হযরত জুবায়ের (রা.) বলেন, ইতঃপূর্বে আমার অবস্থা ছিল এই যে, সফরে আমার পাথেয় কম এবং সঙ্গীদের তুলনায় আমি দুর্দশাগ্রস্ত হতাম। কিন্তু যখন রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর এই শিক্ষা অনুসরণ করলাম, তখন থেকে আমি সফরে সর্বাধিক স্বাচ্ছন্দ্যশীল হয়ে থাকি। হযরত আলী (রা.) বর্ণনা করেন : একবার রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে বিচ্ছু দংশন করলে তিনি পানির সাথে লবণ মিশ্রিত করলেন এবং সূরা কাফিরূন, সূরা ফালাক ও সূরা নাস পাঠ করতে করতে ক্ষতস্থানে পানি লাগালেন। -[মাযহারী]

শানে নুযূল : হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) বর্ণনা করেন, ওলীদ ইবনে মুগীরা, আস ইবনে ওয়ায়েল, আসওয়াদ ইবনে আব্দুল মোত্তালিব ও উমাইয়া ইবনে খলফ একবার রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর কাছে এসে বলল : আসুন, আমরা পরস্পরে এই শান্তিচুক্তি করি যে, এক বছর আপনি আমাদের উপাস্যদের ইবাদত করবেন এবং এক বছর আমরা আপনার উপাস্যের

https://e-ilm.weebly.com/

ইবাদত করব। –(কুরতুবী) তিবরানীর রেওয়ায়েতে হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) বর্ণনা করেন, কাফেররা প্রথমে পারস্পরিক শান্তির স্বার্থে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সামনে এই প্রস্তাব রাখল যে, আমরা আপনাকে বিপুল পরিমাণে ধনৈশ্বর্য দেব, ফলে আপনি মক্কার সর্বাধিক ধনাঢ্য ব্যক্তি হয়ে যাবেন। আপনি যে মহিলাকে ইচ্ছা বিবাহ করতে পারবেন। বিনিময়ে আপনি শুধু আমাদের উপাস্যদেরকে মন্দ বলবেন না। যাদি আপনি এটাও মেনে না নেন, তবে এক বছর আমরা আপনার উপাস্যের ইবাদত করব এবং এক বছর আপনি আমাদের উপাস্যদের ইবাদত করবেন। –[মাযহারী]

আবূ সালেহ -এর রেওয়ায়েতে হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) বলেন : মক্কার কাফেররা পারস্পরিক শান্তির লক্ষ্যে এই প্রস্তাব দিল যে, আপনি আমাদের কোনো কোনো প্রতিমার গায়ে কেবল হাত লাগিয়ে দিন, আমরা আপনাকে সত্য বলব। এর পরিপ্রেক্ষিতে হযরত জিবরাঈল (আ.) সূরা কাফিরূন নিয়ে আগমন করলেন। এতে কাফেরদের ক্রিয়াকর্মের সাথে সম্পর্কচ্ছেদ এবং আল্লাহর অকৃত্রিম ইবাদতের আদেশ আছে।

শানে নুযূলে উল্লিখিত একাধিক ঘটনার মধ্যে কোনো বৈপরীত্য নেই। সবগুলো ঘটনাই সংঘটিত হতে পারে এবং সবগুলোর জবাবেই সূরাটি অবতীর্ণ হতে পারে। এধরনের শান্তিচুক্তিতে বাধা দেওয়া জবাবের মূল লক্ষ্য।

لَا أَعْبُدُ مَا تَعْبُدُوْنَ –এ সূরায় কয়েকটি বাক্য পুনঃ পুনঃ উল্লিখিত হওয়ায় স্বভাবত প্রশ্ন দেখা দিতে পারে। এ ধরনের আপত্তি দূর করার জন্য বুখারী অনেক তাফসীরবিদ থেকে বর্ণনা করেছেন যে, একই বাক্য একবার বর্তমান কালের জন্য এবং একবার ভবিষ্যৎ কালের জন্য উল্লেখ করা হয়েছে। অর্থাৎ আমি এক্ষণে কার্যত তোমাদের উপাস্যদের ইবাদত করি না এবং তোমরাও আমার উপাস্যের ইবাদত করো না এবং ভবিষ্যতেও এরূপ হতে পারে না। তাফসীরের সার-সংক্ষেপে এই তাফসীরই অবলম্বিত হয়েছে। কিন্তু বুখারীর তাফসীরে لَكُمْ دِيْنُكُمْ وَلِيَ دِيْنِ –আয়াতের অর্থ এই বর্ণিত হয়েছে যে, শান্তি চুক্তির প্রস্তাবিত পদ্ধতি গ্রহণের যোগ্য নয়। আমি আমার ধর্মের উপর কায়েম আছি এবং তোমরা তোমাদের ধর্মের উপর কায়েম আছ। অতএব এর পরিণতি কি হবে। বয়ানুল কুরআনে এখানে دِيْن অর্থ ধর্ম নয়-প্রতিদান করা হয়েছে।

ইবনে কাছীর এখানে অন্য একটি তাফসীর অবলম্বন করেছেন। তিনি এক জায়গায় مَا -কে مَوْصُوْل ধরেছেন এবং অন্য জায়গায় مَصْدَرِيَّة ধরেছেন। ফলে প্রথম জায়গায় لَا أَعْبُدُ مَا تَعْبُدُوْنَ وَلَا أَنْتُمْ عَابِدُوْنَ مَا أَعْبُدُ –আয়াতের অর্থ এই যে, তোমরা যেসব উপাস্যের ইবাদত কর, আমি তাদের ইবাদত করি না এবং আমি যে উপাস্যের ইবাদত করি তোমরা তার ইবাদত করো না। দ্বিতীয় জায়গায় وَلَا أَنَا عَابِدٌ مَّا عَبَدْتُّمْ وَلَا أَنْتُمْ عَابِدُوْنَ مَا أَعْبُدُ –আয়াতের অর্থ এই যে, আমার ও তেমাদের ইবাদতের পদ্ধতি ভিন্ন ভিন্ন। আমি তোমাদের মতো ইবাদত করতে পারি না এবং বিশ্বাস স্থাপন না করা পর্যন্ত তোমরাও আমার ইবাদত করতে পার না। এভাবে প্রথম জায়গায় উপাস্যদের বিভিন্নতা এবং দ্বিতীয় জায়গায় ইবাদত-পদ্ধতির বিভিন্নতা বিধৃত হয়েছে। সার কথা এই যে, তোমাদের মধ্যে ও আমার মধ্যে উপাস্যের ক্ষেত্রেও অভিন্নতা নেই এবং ইবাদত পদ্ধতির ক্ষেত্রেও নেই। এভাবে পুনঃ পুনঃ উল্লেখের আপত্তি দূর হয়ে যায়। রাসূলুল্লাহ ﷺ ও মুসলমানদের ইবাদত-পদ্ধিতি তাই, যা আল্লাহর পক্ষ থেকে ওহীর মাধ্যমে বলে দেওয়া হয়েছে। আর মুশরিকদের ইবাদত-পদ্ধতি হলো নিজেদের মনগড়া।

ইবনে কাছীর (র.) এই তাফসীরের পক্ষে বক্তব্য রাখতে যেয়ে বলেন : 'লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহু মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ' কলেমার অর্থও তাই হয় যে, আল্লাহ ছাড়া কোনো উপাস্য নেই। ইবাদত-পদ্ধিতি তাই গ্রহণযোগ্য, যা মুহাম্মদ রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর মাধ্যমে আমাদের কাছে পৌছেছে।

لَكُمْ دِيْنُكُمْ وَلِيَ دِيْنِ এর তাফসীর প্রসঙ্গে ইবনে কাছীর (র.) বলেন : এ বাক্যটি তেমনি যেমন অন্য আয়াতে আছে : فَإِنْ كَذَّبُوْكَ فَقُلْ لِّيْ عَمَلِيْ وَلَكُمْ عَمَلُكُمْ আরো এক আয়াতে لَنَا أَعْمَالُنَا وَلَكُمْ أَعْمَالُكُمْ-এর সারমর্ম এই যে, ইবনে কাছীর دِيْن শব্দকে ধর্মের ক্রিয়াকর্মের অর্থে নিয়েছেন এবং উদ্দেশ্য তাই যা বয়ানুল কুরআনে আছে যে, প্রত্যেককে নিজ নিজ কর্মের প্রতিদান ও শাস্তি ভোগ করতে হবে।

কোনো কোনো তাফসীরবিদ বলেন, স্থান বিশেষে সব পুনরুল্লেখ আপত্তিকর নয়। অনেক স্থলে পুনরুল্লেখ ভাষার অলংকাররূপে গণ্য হয়। যেমন– إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا আয়াতে তাই হয়েছে। এখানে পুনরুল্লেখের এক উদ্দেশ্য বিষয়বস্তুর তাকীদ করা এবং দ্বিতীয় উদ্দেশ্য একাধিক বাক্যে খণ্ডন করা। কারণ, তারা শান্তি চুক্তির প্রস্তাবও একাধিকবার করেছেন। –[ইবনে কাছীর]

https://e-ilm.weebly.com/

কাফেরদের সাথে শান্তি চুক্তির কতক প্রকার বৈধ ও কতক প্রকার অবৈধ : আলোচ্য সূরায় কাফেরদের প্রস্তাবিত শান্তি চুক্তির কতক প্রকার সম্পূর্ণ খণ্ডন করে সম্পর্কচ্ছেদ ঘোষণা করা হয়েছে। কিন্তু স্বয়ং কুরআন পাকে একথাও আছে যে, فَاِنْ جَنَحُوْا لِلسَّلْمِ فَاجْنَحْ لَهَا –অর্থাৎ কাফেররা সন্ধি করতে চাইলে তোমরাও সন্ধি কর। মদিনায় হিজরত করার পর রাসূলুল্লাহ ﷺ ও ইহুদিদের সাথে শান্তি সম্পাদন করেছিলেন। তাই কোনো কোনো তাফসীরবিদ সূরা কাফিরূনকে মনসূখ ও রহিত সাব্যস্ত করেছেন এবং এর বড় কারণ لَكُمْ دِيْنُكُمْ وَلِىَ دِيْنِ আয়াতখানি, কেননা, এটা বাহ্যত জিহাদের আদেশের বিপরীত। কিন্তু শুদ্ধ কথা এই যে, لَكُمْ دِيْنُكُمْ -এর অর্থ এরূপ নয় যে, কুফর করার অনুমতি অথবা কুফরে বহাল থাকার নিশ্চয়তা দেওয়া হয়েছে বরং এর সারমর্ম হলো 'যেমন কর্ম তেমন ফল'। অতএব অধিকাংশ তাফসীরবিদের মতে সূরাটি রহিত নয়। যে ধরনের শান্তি চুক্তি নিষিদ্ধ করার জন্য সূরাটি অবতীর্ণ হয়েছিল, তা সে সময়েও নিষিদ্ধ ছিল এবং আজও নিষিদ্ধ রয়েছে। فَاِنْ جَنَحُوْا আয়াত দ্বারা এবং রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর চুক্তি দ্বারা সে শান্তি চুক্তির অনুমতি বা বৈধতা জানা যায়, তা সে সময় যেমন বৈধ ছিল, আজও তেমনি বৈধ আছে। বৈধতা ও অবৈধতার আসল কারণ হচ্ছে স্থান-কাল পাত্র এবং সন্ধির শর্তাবলি। এক হাদীসে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর ফয়সালা দিতে যেয়ে বলেছেন : اِلَّا صُلْحًا اَحَلَّ حَرَامًا اَوْحَرَّمَ حَلَالًا অর্থাৎ সেই সন্ধি অবৈধ, যা কোনো হারামকে হালাল অথবা হালালকে হারাম করে। এখন চিন্তা করুন, কাফেরদের প্রস্তাবিত চুক্তি মেনে নিলে শিরক করা জরুরি হয়ে পড়ে। কাজেই সূরা কাফিরূন এ ধরনের সন্ধি নিষিদ্ধ করেছে। পক্ষান্তরে ইহুদিদের সাথে সম্পাদিত চুক্তিতে ইসলামের মূলনীতি বিরুদ্ধ কোনো বিষয় ছিল না। উদারতা, সদ্ব্যবহার ও শান্তিঅন্বেষায় ইসলামের সাথে কোনো ধর্মের তুলনা হয় না। কিন্তু শান্তি চুক্তি মানবিক অধিকারের ব্যাপারে হয়ে থাকে–আল্লাহর আইন ও ধর্মের মূলনীতিতে কোনো প্রকার দর কাষাকষির অবকাশ নেই।

শব্দ বিশ্লেষণ :

قُلْ : সীগাহ واحد مذكر حاضر বহছ امر حاضر معروف বাব نَصَرَ মাসদার اَلْقَوْلُ মূলবর্ণ (ق ـ و ـ ل) জিনস اجوف واوى অর্থ– আপনি বলে দিন।

اَلْكٰفِرُوْنَ : সীগাহ جمع مذكر বহছ اسم فاعل বাব نَصَرَ মাসদর اَلْكُفْرُ মূলবর্ণ (ك ـ ف ـ ر) জিনস صَحِيْح অর্থ– কাফেরগণ।

لَا اَعْبُدُ : সীগাহ واحد متكلم বহছ نفى فعل مضارع معروف বাব نَصَرَ মাসদার اَلْعِبَادَةُ মূলবর্ণ (ع ـ ب ـ د) জিনস صحيح অর্থ– না আমি উপাসনা করি।

تَعْبُدُوْنَ : সীগাহ جمع مذكر حاضر বহছ مضارع معروف বাব نَصَرَ মাসদার اَلْعِبَادَةُ মূলবর্ণ (ع ـ ب ـ د) জিনস صحيح অর্থ– তোমরা উপাসনা কর।

عَبَدْتُّمْ : সীগাহ جمع مذكر حاضر বহছ ماضى معروف বাব نَصَرَ মাসদর اَلْعِبَادَةُ মূলবর্ণ (ع ـ ب ـ د) জিনস صحيح অর্থ– তোমরা উপাসনা করেছ।

دِيْنِ : ইসম, মাসদার। একবচন, বহুবচন اديان অর্থ– ধর্ম, প্রতিফল।

বাক্য বিশ্লেষণ :

وَلَآ اَنْتُمْ عٰبِدُوْنَ مَآ اَعْبُدُ- এখানে واو টি عاطفة এবং لا টি نافيه আর اَنْتُمْ টি مبتدأ এবং عَابِدُوْنَ তার خبر; مَا টি اسم موصول আর বাক্যটি صلة অথবা مَا টি مصدرية ; [ই'রাবুল কুরআন, খ : ৮, পৃ : ৪৩১]

https://e-ilm.weebly.com/

سُوْرَةُ النَّصْرِ مَكِّيَّةٌ

সূরা নাস্‌র

মক্কায় অবতীর্ণ; আয়াত– ৩, রুকূ'– ১

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ○

পরম করুণাময়, দয়ালু আল্লাহর নামে শুরু করছি।

১. যখন আল্লাহর সাহায্য এবং [মক্কা] বিজয় এসে পৌছবে।	إِذَا جَآءَ نَصْرُ اللّٰهِ وَالْفَتْحُ ﴿١﴾
২. আর আপনি লোকদেরকে আল্লাহর ধর্মে [অর্থাৎ ইসলামে] দলে দলে প্রবেশ করতে দেখতে পাবেন।	وَرَاَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُوْنَ فِيْ دِيْنِ اللّٰهِ اَفْوَاجًا ﴿٢﴾
৩. তখন স্বীয় প্রতিপালকের তাসবীহ ও তাহমীদ পাঠ করুন, আর তার নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করুন। তিনি অতিশয় তওবা কবুলকারী।	فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَاسْتَغْفِرْهُ ۚ اِنَّهٗ كَانَ تَوَّابًا ﴿٣﴾

শাব্দিক অনুবাদ :

১. اِذَا جَآءَ যখন এসে পৌছবে نَصْرُ اللّٰهِ আল্লাহর সাহায্য وَالْفَتْحُ এবং বিজয়।

২. وَرَاَيْتَ النَّاسَ আর আপনি দেখতে পাবেন লোকদেরকে يَدْخُلُوْنَ প্রবেশ করতে فِيْ دِيْنِ اللّٰهِ আল্লাহর ধর্মে اَفْوَاجًا দলে দলে।

৩. فَسَبِّحْ তখন তাসবীহ পাঠ করুন بِحَمْدِ ও তাহমীদ رَبِّكَ স্বীয় প্রতিপালকের وَاسْتَغْفِرْهُ আর তার নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করুন اِنَّهٗ নিশ্চয় তিনি كَانَ تَوَّابًا অতিশয় তওবা কবুলকারী।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

সূরাটির নামকরণের কারণ : উক্ত সূরার প্রথম আয়াত হতেই তার নামকরণ করা হয়েছে। আর দলে দলে যখন মানুষ ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করছিল তখন তাতে ইসলামের শক্তি ও সাহায্য যথেষ্ট পরিমাণে বৃদ্ধি হচ্ছিল। এ সূরায় সে সম্পর্কেই আলোচনা করা হয়েছে। এ কারণে এ সূরার নাম দেওয়া হয়েছে سُوْرَةُ النَّصْرِ। আর অত্র সূরাকে (سُوْرَةُ التَّوْدِيْعِ) বিদায় সূরাও বলা হয়। কেননা তাতে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর বিদায় সম্পর্কীয় ইঙ্গিতও রয়েছে। এতে ৩টি আয়াত, ২৭টি বাক্য এবং ৭৭টি অক্ষর রয়েছে।

সূরাটি নাজিল হওয়ার সময়কাল : হযরত ইবনে আব্বাস (রা.)-এর মতে, এরপর আর কোনো সূরা নাজিল হয়নি; অর্থাৎ এটাই সর্বশেষ সূরা। –[মুসলিম, নাসায়ী, তাবারানী]

হযরত ইবনে ওমর (রা.)-এর মতে, এ সূরাটি বিদায় হজ কালে আইয়্যামে তাশরীকের মাঝামাঝি সময়ে 'মিনা' নামক স্থানে অবতীর্ণ হয়েছে। এরপর হুযূর পাক ﷺ তাঁর উষ্ট্রীর পৃষ্ঠে সওয়ার হয়ে বিদায় হজের ভাষণ দেন। –[তিরমিযী, বায়হাকী]

হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) বলেন, এ সূরাটি যখন নাজিল হয় তখন নবী করীম ﷺ বলেছেন যে, আমাকে আমার ইন্তেকালের সংবাদ দেওয়া হয়েছে। আমার আয়ুষ্কাল ফুরিয়ে এসেছে। –[আহমদ]

https://e-ilm.weebly.com/

উম্মুল মু'মিনীন হযরত উম্মে হাবীবাহ (রা.) বলেন, এ সূরাটি যখন নাজিল হয় তখন হুযূর ﷺ বলেন, এ বছর আমার ইন্তেকাল হবে। এ কথা শুনে হযরত ফাতিমা (রা.) কেঁদে উঠেন। হযরত মুহাম্মদ ﷺ তখন বলেন, আমার বংশধরগণের মধ্যে সর্বপ্রথম তুমিই আমার সাথে সাক্ষাৎ করবে। এ কথা শুনে হযরত ফাতিমা (রা.) হেসে উঠলেন। –[ইবনে আবী হাতেম, ইবনে মারদুবিয়াহ]

সহীহ মুসলিম শরীফে হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) হতে বর্ণনা রয়েছে যে, সূরা আন-নাসর কুরআনের সর্বশেষ অবতীর্ণ সূরা। অর্থাৎ এরপর কুরআনের পরিপূর্ণ কোনো সূরা নাজিল হয়নি।

হযরত ইবনে ওমর (রা.)-এর মতে, এরপর اَلْيَوْمَ اَكْمَلْتُ لَكُمْ دِيْنَكُمْ الخ আয়াতটি নাজিল হয়।

অতঃপর হুযূর ﷺ মাত্র ৮০ দিন জীবিত ছিলেন। এর মধ্যে আয়াতে كَلٰلَة নাজিল হয়। তখন হুযূর ﷺ -এর বয়স মাত্র ৫০ দিন বাকি ছিল।

অতঃপর لَقَدْ جَاۤءَكُمْ رَسُوْلٌ مِّنْ اَنْفُسِكُمْ عَزِيْزٌ عَلَيْهِ الخ নাজিল হয়, তখন হুযূর ﷺ-এর বয়স মাত্র ৩৫ দিন বাকি ছিল। অতঃপর وَاتَّقُوْا يَوْمًا تُرْجَعُوْنَ الخ নাজিল হয়, তারপর হুযূর ﷺ-এর হায়াত ২১/৭ দিন বাকি ছিল। তবে اِذَا جَاۤءَ نَصْرُ اللّٰهِ الخ সূরাটি فَتْحِ مَكَّة- এর পূর্বে কি পরে নাজিল হয় এ মর্মে রূহুল মা'আনী গ্রন্থে বাহরে মুহীত হতে একটি বর্ণনা উদ্ধৃত করা হয়। তাতে বর্ণিত রয়েছে, এটা খায়বার হতে ফেরার পথে নাজিল হয়। আর খায়বারের যুদ্ধ فَتْحِ مَكَّة -এর পূর্বে হয়েছিল। এটা স্বতঃসিদ্ধ কথা।

বিষয়বস্তু ও সারকথা : এ সূরার মূলবক্তব্য হচ্ছে, আরবের বুকে ইসলাম একটি অপ্রতিহত শক্তিরূপে প্রতিষ্ঠিত হওয়ার এবং আরব হতে পৌত্তলিকতা নির্বাসিত হওয়ার শুভ সংকেত দান এবং নবী করীম ﷺ-এর বিদায়কাল ঘনিয়ে আসার পূর্বাভাষ। সুতরাং বলা হয়েছে যে, আল্লাহর মদদ ও বিজয় যখন সমাগত হবে, তখন দিকে দিকে তোমরা লক্ষ্য করবে ইসলামের জয়জয়কার অবস্থা, দেখতে পাবে যে, দলে দলে ও গোত্রে গোত্রে মানুষ ইসলাম গ্রহণ করছে। চুপে চুপে ইসলাম গ্রহণের দিন শেষ হয়েছে। এখন ইসলাম আল্লাহর মদদে পুষ্ট হয়ে দিকে দিকে ছড়িয়ে পড়বে এবং সত্যের প্রতিষ্ঠা ও অসত্যের বিদায় হবে। এটা ছিল মুসলমানদের জন্য একটি ভবিষ্যত বাণী। সর্বশেষে নবী করীম ﷺ-কে আল্লাহর হামদ ও গুণগানসহ তাসবীহ পাঠের এবং ইস্তেগফার করার নির্দেশ দিয়ে প্রকারান্তরে এ কথা বলা হয়েছে– ইসলাম আরবের বুকে সমস্ত বাতিল ধর্ম ও মতাদর্শের উপর একটি বিজয়ী শক্তিরূপে প্রতিষ্ঠিত। ইসলামের এ বিজয় ডংকা পৃথিবীর সর্বত্র ছড়িয়ে পড়বে। সুতরাং নবীর দায়িত্ব শেষ হয়েছে। এখন তাঁর বিদায়ের দিন সমাগত। অতএব হে নবী! আপনার দ্বারা আল্লাহ যে এ মহৎ কাজ করালেন আপনি এ জন্য আল্লাহর প্রশংসায় তাসবীহ পাঠ করুন এবং বিনীত মস্তকে আল্লাহর নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করতে থাকুন। এখানে উল্লেখ্য যে, আমাদের দৃষ্টিতে নবী করীম ﷺ-এর ভুল-ত্রুটি বা দায়িত্ব পালনে গাফেলতি হয়নি; বরং আল্লাহর দৃষ্টিতে বান্দা সর্বদাই অপরাধী। বান্দা কোনো সময়ই নিজেকে আল্লাহর নিকট নির্দোষ বলতে পারে না। এ দৃষ্টিকোণ থেকে শুকরিয়া আদায় ও কৃতজ্ঞতা প্রকাশ এবং অতিশয় বিনয় প্রকাশের জন্যই ইস্তেগফার করতে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।

اِذَا جَاۤءَ نَصْرُ اللّٰهِ وَالْفَتْحُ .... اَلْاٰيَة.

শানে নুযূল : মক্কা বিজয়ের দিন যখন নবী করীম ﷺ বিশাল বাহিনীসহ মক্কায় প্রবেশ করেন। তখন হযরত খালেদ বিন ওয়ালীদ (রা.)-কে মক্কার নিম্নবর্তী এলাকায় কিছু সৈন্যসহ প্রেরণ করেন। তাদের সাথে কুরাইশরা যুদ্ধে লিপ্ত হয় ও পরাজিত হয়। তখন হযরত খালেদ (রা.) তাদেরকে অস্ত্র ফেলে দেওয়ার নির্দেশ দেন। তখন তারা ইসলাম গ্রহণ করে নেয়। তখন আল্লাহ পাক অত্র সূরা নাজিল করেন। –[সূত্র : কানযুন নুকূল : ১১০]

একাধিক হাদীস ও সাহাবীর উক্তিতে আছে যে, এ সূরায় রাসূলে কারীম ﷺ-এর ওফাত নিকটবর্তী হওয়ার প্রতি ইঙ্গিত আছে। বলা হয়েছে যে, আপনার দুনিয়াতে অবস্থান করার উদ্দেশ্য পূর্ণ হয়ে গেছে। অতএব আপনি তাসবীহ ও ইস্তেগফারে মনোনিবেশ করুন। হযরত মুকাতিল (র.)-এর রেওয়ায়েতে আছে, রাসূল ﷺ সাহাবীদের এক সামাবেশে সূরাটি তেলাওয়াত করলে সবাই আনন্দিত হলেন যে, এতে মক্কা বিজয়ের সুসংবাদ আছে। কিন্তু হযরত আব্বাস (রা.) ক্রন্দন করতে লাগলেন। তাঁকে ক্রন্দনের কারণ জিজ্ঞেস করলে তিনি বললেন, এতে আপনার ওফাতের সংবাদ লুক্কায়িত আছে। অতঃপর রাসূল ﷺ ও এর সত্যতা স্বীকার করলেন।

https://e-ilm.weebly.com/

হরত ইবনে আব্বাস (রা.) ও এরূপই রেওয়ায়েত করেছেন। তাতে আরো আছে যে, হযরত ওমর (রা.) একথা শুনে বললেন, এ সূরার মর্ম থেকে আমিও তাই বুঝি। –[সূত্র : কুরতুবী]

এ সূরাটি সর্বসম্মতিক্রমে মদিনায় অবতীর্ণ এবং এর অপর নাম সূরা 'তাওদী'। 'তাওদী' শব্দের অর্থ বিদায় করা। এ সূরায় রাসূলে কারীম ﷺ-এর ওফাত নিকটবর্তী হওয়ার ইঙ্গিত আছে বিধায় এর নাম 'তাওদী' হয়েছে।

কুরআন পাকের সর্বশেষ সূরা ও সর্বশেষ আয়াত : হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) থেকে বর্ণিত আছে যে, সূরা নসর কুরআনের সর্বশেষ সূরা। অর্থাৎ এরপর কোনো সম্পূর্ণ সূরা অবতীর্ণ হয়নি। কতক রেওয়ায়েতে কোনো কোনো আয়াত নাজিল হওয়ার যে কথা আছে, তা এর পরিপন্থি নয়। সূরা ফাতেহাকে এই অর্থেই কুরআনের সর্বপ্রথম সূরা বলা হয়; অর্থাৎ সম্পূর্ণ সূরা রূপে সূরা ফাতেহাই সর্বপ্রথম নাজিল হয়েছে। সুতরাং সূরা আ'লাক, মুদ্দাছছির ইত্যাদির কোনো কোনো আয়াত পূর্বে নাজিল হলেও তা এর পরিপন্থি নয়।

হযরত ইবনে ওমর (রা) বলেন : সূরা নসর বিদায় হজে অবতীর্ণ হয়েছে। এরপর اَلْيَوْمَ اَكْمَلْتُ لَكُمْ دِيْنَكُمْ আয়াত অবতীর্ণ হয়। অতঃপর রাসূলুল্লাহ ﷺ মাত্র আশি দিন জীবিত ছিলেন। রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর হায়াতের যখন মাত্র পঞ্চাশ দিন বাকি ছিল, তখন কালালার আয়াত অবতীর্ণ হয়। অতঃপর পঁয়ত্রিশ দিন বাকি থাকার সময় لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُوْلٌ مِّنْ اَنْفُسِكُمْ عَزِيْزٌ عَلَيْهِ الخ –আয়াত অবতীর্ণ হয় এবং একুশ দিন বাকি থাকার সময় اِتَّقُوْا يَوْمًا تُرْجَعُوْنَ فِيْهِ الخ আয়াত অবতীর্ণ হয়। –[কুরতুবী]

এ ব্যাপারে সকলেই একমত যে, প্রথম আয়াতে বিজয় বলে মক্কা বিজয় বুঝানো হয়েছে, তবে সূরাটি মক্কা বিজয়ের পূর্বে নাজিল হয়েছে, না পরে, এ বিষয়ে মতভেদ রয়েছে। اذ اجاء ভাষাদৃষ্টে পূর্বে অবতীর্ণ হয়েছে বলে বাহ্যত মনে হয়। রূহুল মা'আনীতে এর অনুকূলে একটি রেওয়ায়েতও বর্ণিত আছে, যাতে বলা হয়েছে যে, খায়বার যুদ্ধ থেকে ফিরার পথে এ সূরাটি অবতীর্ণ হয়। খায়বার বিজয় যে মক্কা বিজয়ের পূর্বে হয়েছে তা সর্বজনবিদিত। রূহুল মা'আনীতে হযরত কাতাদাহ (রা.)-এর উক্তি উদ্ধৃত করা হয়েছে যে, এই সূরা অবতীর্ণ হওয়ার পর রাসূলুল্লাহ ﷺ দু'বছর জীবিত ছিলেন। যেসব রেওয়ায়েত থেকে জানা যায় যে, সূরাটি মক্কা বিজয়ের দিন অথবা বিদায় হজে নাজিল হয়েছে, সেগুলোর মর্মার্থ এরূপ হতে পারে যে, এস্থলে রাসূলুল্লাহ ﷺ সূরাটি পাঠ করে থাকবেন। ফলে সবাই ধারণা করেছে যে, এটা এক্ষুণি নাজিল হয়েছে।

একাধিক হাদীস ও সাহাবীর উক্তিতে আছে যে, এ সূরায় রাসূলে কারীম ﷺ-এর ওফাত নিকটবর্তী হওয়ার প্রতি ইঙ্গিত আছে। বলা হয়েছে, আপনার দুনিয়াতে অবস্থান করার উদ্দেশ্য পূর্ণ হয়ে গেছে। অতএব, আপনি তাসবীহ ও ইস্তেগফারে মনোনিবেশ করুন। মুকাতিল (র.)-এর রেওয়ায়েতে আছে রাসূলুল্লাহ ﷺ সাহাবায়ে কেরামের এক সামাবেশে সূরাটি তেলাওয়াত করলে সবাই আনন্দিত হলেন যে, এতে মক্কা বিজয়ের সুসংবাদ আছে। কিন্তু হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) সূরাটি শুনে ক্রন্দন করতে লাগলেন। রাসূলুল্লাহ ﷺ ক্রন্দনের কারণ জিজ্ঞেস করলে তিনি বললেন : এতে আপনার ওফাতের সংবাদ লুক্কায়িত আছে। অতঃপর রাসূলুল্লাহ ﷺ ও এর সত্যতা স্বীকার করলেন। বুখারী হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) থেকে তাই রেওয়ায়েত করেছেন। তাতে আরো আছে যে, হযরত ওমর (রা.) একথা শুনে বললেন : এ সূরার মর্ম থেকে আমিও তাই বুঝি। –[কুরতুবী]

وَرَاَيْتَ النَّاسَ মক্কা বিজয়ের পূর্বে এমন লোকদের সংখ্যাও প্রচুর ছিল, যারা রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর রিসালত ও ইসলামের সত্যতা সম্পর্কে নিশ্চিত বিশ্বাসের কাছাকাছি পৌছে গিয়েছিল। কিন্তু কুরাইশদের ভয়ে অথবা কোনো ইতস্ততার কারণে তারা ইসলাম গ্রহণ করা থেকে বিরত ছিল। মক্কা বিজয় তাদের সেই বাধা দূর করে দেয়। সেমতে তারা দলে দলে ইসলামে প্রবেশ করতে শুরু করে। ইয়েমেন থেকে সাত'শ ব্যক্তি ইসলাম গ্রহণ করে পথিমধ্যে আজান দিতে দিতে ও কুরআন পাঠ করতে করতে মদিনায় উপস্থিত হয়। সাধারণ আরবরাও এমনিভাবে দলে দলে ইসলামে দাখিল হয়।

মৃত্যু নিকটবর্তী মনে হলে বেশি পরিমাণে তাসবীহ ও ইস্তেগফার করা উচিত : فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَاسْتَغْفِرْهُ –হযরত আয়েশা (রা.) বলেন : এ সূরা নাজিল হওয়ার পর রাসূলুল্লাহ ﷺ প্রত্যেক নামাজের পর এই দোয়া পাঠ করতেন : سُبْحَانَكَ رَبَّنَا وَبِحَمْدِكَ اللّٰهُمَّ اغْفِرْلِيْ –[বুখারী]

https://e-ilm.weebly.com/

হযরত উম্মে সালমা (রা.) বলেন : এ সূরা নাজিল হওয়ার পর তিনি উঠাবসা, চলাফেরা তথা সর্বাবস্থায় এই দোয়া পাঠ করতেন : سُبْحَانَ اللّٰهِ وَبِحَمْدِهِ اَسْتَغْفِرُ اللّٰهَ وَاَتُوْبُ اِلَيْهِ তিনি বলতেন : আমাকে এর আদেশ করা হয়েছে। অতঃপর প্রমাণস্বরূপ সূরাটি তেলাওয়াত করতেন।

হযরত আবূ হুরায়রা (রা.) বলেন : এ সূরা নাজিল হওয়ার পর রাসূলুল্লাহ ﷺ আপ্রাণ চেষ্টা সহকারে ইবাদতে মনোনিবেশ করেন। ফলে তাঁর পদযুগল ফুলে যায়। –[কুরতুবী]

শব্দ বিশ্লেষণ :

جَاءَ : সীগাহ واحد مذكر غائب বহছ ماضى معروف বাব ضَرَبَ মাসদার اَلْمَجِيْئُ মূলবর্ণ (ج - ى - ء) জিনস মুরাক্কাব (اجوف يائى و مهموز لام) অর্থ– এসে পৌঁছবে।

نَصْرُ : মাসদার। বাব نَصَرَ মূলবর্ণ (ن - ص - ر) জিনস صحيح অর্থ– সাহায্য।

اَلْفَتْحُ : মাসদার। বাব فَتَحَ মূলবর্ণ (ف - ت - ح) জিনস صحيح অর্থ– বিজয়।

رَأَيْتَ : সীগাহ واحد مذكر حاضر বহছ ماضى معروف বাব فَتَحَ মাসদার اَلرُّؤْيَةُ মূলবর্ণ (ر - أ - ى) জিনস মুরাক্কাব (مهموز عين و ناقص يائى) অর্থ– আপনি দেখতে পান।

يَدْخُلُوْنَ : সীগাহ جمع مذكر غائب বহছ مضارع معروف বাব نَصَرَ মাসদার اَلدُّخُوْلُ মূলবর্ণ (د - خ - ل) জিনস صحيح অর্থ– তারা প্রবেশ করবে।

اَفْوَاجًا : বহুবচন, একবচন فَوْجٌ অর্থ– দলে দলে।

سَبِّحْ : সীগাহ واحد مذكر حاضر বহছ امر حاضر معروف বাব تَفْعِيْل মাসদার اَلتَّسْبِيْحُ মূলবর্ণ (س - ب - ح) জিনস صحيح অর্থ– তাসবীহ পাঠ করুন।

اِسْتَغْفِرْ : সীগাহ واحد مذكر حاضر বহছ امر حاضر معروف বাব اِسْتِفْعَالْ মাসদার اَلْاِسْتِغْفَارُ মূলবর্ণ (غ - ف - ر) জিনস صحيح অর্থ- ক্ষমা প্রার্থনা কর।

تَوَّابًا : মুবালাগার সীগাহ। অর্থ– অতিশয় তওবা কবুল কারী।

বাক্য বিশ্লেষণ :

وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُوْنَ فِىْ دِيْنِ اللّٰهِ اَفْوَاجًا : এখানে واو টি عاطفة এবং رَأَيْتَ النَّاسَ টি فعل ماضى، فاعل، مفعول به ও الرؤية টি بصرية হতে পারে। তখন يَدْخُلُوْنَ বাক্যটি حالية হবে। আর الرؤية টি علمية ও হতে পারে। তখন বাক্যটি رَأَيْتَ-এর দ্বিতীয় مفعول به হবে। فِىْ دِيْنِ اللّٰهِ বাক্যটি يَدْخُلُوْنَ-এর সাথে متعلق এবং يَدْخُلُوْنَ-এর واو থেকে اَفْوَاجًا টি حال হয়েছে। আর اَفْوَاجًا শব্দটি فَوْجٌ (واو টি ساكن)-এর বহুবচন।

–[ই'রাবুল কুরআন, খ : ৮, পৃ. ৪৩৫-৩৬]

https://e-ilm.weebly.com/

سُوْرَةُ اللَّهَبِ مَكِّيَّةٌ

সূরা লাহাব

মক্কায় অবতীর্ণ; আয়াত– ৫, রুকূ'– ১

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ○

পরম করুণাময়, দয়ালু আল্লাহর নামে শুরু করছি।

১. আবূ লাহাবের হস্তদ্বয় ধ্বংস হোক এবং সে নিজেও ধ্বংস হোক।	تَبَّتْ يَدَآ اَبِىْ لَهَبٍ وَّتَبَّ ﴿١﴾
২. না তার ধন-সম্পদ তার কোনো কাজে এসেছে, আর না তার উপার্জন।	مَآ اَغْنٰى عَنْهُ مَالُهٗ وَمَا كَسَبَ ﴿٢﴾
৩. অচিরেই সে এক শিখাবিশিষ্ট অগ্নিতে প্রবেশ করবে।	سَيَصْلٰى نَارًا ذَاتَ لَهَبٍ ﴿٣﴾
৪. [সে নিজেও] এবং তার স্ত্রীও, যে কাষ্ঠ বহন করে আনে।	وَّامْرَاَتُهٗ ۚ حَمَّالَةَ الْحَطَبِ ﴿٤﴾
৫. [এবং দোজখে] তার গলায় একটি রশি হবে– খুব পাকানো।	فِىْ جِيْدِهَا حَبْلٌ مِّنْ مَّسَدٍ ﴿٥﴾

শাব্দিক অনুবাদ :

১. تَبَّتْ ধ্বংস হোক يَدَآ اَبِىْ لَهَبٍ আবূ লাহারে হস্তদ্বয় وَّتَبَّ এবং সে নিজেও ধ্বংস হোক।

২. مَآ اَغْنٰى عَنْهُ না তার কোনো কাজে এসেছে مَالُهٗ তার ধন-সম্পদ وَمَا كَسَبَ, আর না তার উপার্জন।

৩. سَيَصْلٰى অচিরেই সে প্রবেশ করবে نَارًا অগ্নিতে ذَاتَ لَهَبٍ এক শিখাবিশিষ্ট।

৪. وَّامْرَاَتُهٗ এবং তার স্ত্রীও حَمَّالَةَ الْحَطَبِ যে কাষ্ঠ বহন করে আনে।

৫. فِىْ جِيْدِهَا তার গলায় হবে حَبْلٌ একটি রশি مِّنْ مَّسَدٍ খুব পকানো।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

সূরাটির নামকরণের কারণ : এ সূরার নাম আবী-লাহাব। সূরার প্রথম আয়াতের শব্দ تَبَّتْ يَدَآ اَبِىْ لَهَبٍ হতে নামকরণ করা হয়েছে। আর আবূ লাহাব-এর কার্যকলাপ সম্বন্ধে অত্র সূরায় বিশেষভাবে আলোচনা করা হয়েছে। অতএব, এটাকে সূরা আবী-লাহাব নামকরণ করা স্বার্থক হয়েছে। এতে ৫টি আয়াত, ২৩টি বাক্য আবং ৭৭টি অক্ষর রয়েছে।

অবতীর্ণের সময়কাল : উক্ত সূরাটি যে মাক্কী এ বিষয়ে কোনো সন্দেহ নেই এবং মতভেদও নেই। তবে মাক্কী জীবনের বিভিন্ন সময়ের মধ্যে তা ঠিক কোন অধ্যায়ে নাজিল হয়েছে– এ কথাটি সঠিকভাবে বলা যায় না। তবে নবী করীম ﷺ এবং তাঁর ইসলামি দাওয়াত ও আন্দোলনের ব্যাপারে আবূ লাহাবের যে ভূমিকা ছিল, সে দৃষ্টিতে অনুমান করা যায় যে, যে সময়ে নবী করীম ﷺ-এর বিরোধিতা ও শত্রুতায় সে সীমালঙ্ঘন করেছিল এবং তার আচরণ ইসলামের অগ্রগতির পথে একটা বিরাট প্রতিবন্ধকতায় পরিণত হয়েছিল, ঠিক সে সময়েই এ সূরাটি নাজিল হয়েছে।

https://e-ilm.weebly.com/

আর এটাও সম্ভব যে, কুরাইশের লোকেরা যখন নবী করীম ﷺ এবং তাঁর গোটা বংশ পরিবারের সাথে সমস্ত সম্পর্ক ছিন্ন করে তাদেরকে শি'আবে আবী তালিবে অবরুদ্ধ করেছিল এবং আবূ লাহাবই কেবল এমন ব্যক্তি ছিল, যে নিজের বংশ পরিবারের লোকদের সংস্পর্শ পরিহার করে দুশমনদের পক্ষ সমর্থন করেছিল, এ সূরাটি সে সময় নাজিল হয়েছিল।

সূরাটির বিষয়বস্তু : ইসলামের কোনো শত্রুর নাম উল্লেখ করে কুরআন মাজীদে কোনো আয়াত বা সূরা অবতীর্ণ হয়নি। কেবল এ সূরাটিকেই ব্যতিক্রম দেখা যায়। এ সূরাটি আবূ লাহাব এবং তার স্ত্রীকে উপলক্ষ করে অবতীর্ণ হয়েছে। এর কারণ হলো যে, আবূ লাহাব ইসলামের শত্রুতায় আত্মীয়তার সম্পর্কও ছিন্ন করতে কুণ্ঠিত হয়নি। অথচ নবী করীম ﷺ তার শত্রুতার জবাবে কোনো দিনই কিছু বলেননি; বরং তার অত্যাচার-নিপীড়ন নীরবেই সহ্য করে আত্মীয়তার সম্পর্কের প্রতি সম্মান প্রদর্শন করেছেন। কিন্তু তার হীনতা-নীচতা, বিদ্বেষপরায়ণতা ও শত্রুতা যখন সীমা ছাড়িয়ে গেল, তখনই আল্লাহ তা'আলা তার এবং তার স্ত্রীর ভয়াবহ পরিণামের কথা উল্লেখ করে এ সূরাটি অবতীর্ণ করেন। বলা হয়েছে– আবূ লাহাব সর্বাঙ্গীনভাবে তার স্ত্রীসহ ধ্বংস হোক, চরমভাবে তার বিনাশ ঘটুক। তার বিপুল ধন-সম্পদ ও সন্তান-সন্ততি, ইহকাল ও পরকাল কোথাও উপকারে আসবে না। সে তার কর্মের বিনিময়ে অবশ্যই জাহান্নামে নিক্ষিপ্ত হবে। তার সেই স্ত্রীও, যে মহানবী ﷺ-কে কষ্ট দেওয়ার জন্য কাঁটাযুক্ত ডাল বহন করে তাঁর দুয়ারে ফেলে রাখে। পরকালে তার গলায় শৃঙ্খলের হাসুলী পড়িয়ে দেওয়া হবে। এ সূরা অবতীর্ণের পরও তারা ঈমান আনল না; বরং মহানবীর বিরোধিতায় অন্ধ হয়ে গেল এবং বকাবকি ও আবোল-তাবোল বলতে লাগল। তার কথার কোনো মূল্য নেই। তাই আস্তে আস্তে মহানবীর দিকেই মানুষের মন আকৃষ্ট হতে লাগল।

আবূ লাহাবের আসল নাম ছিল আব্দুল ওয়যা। সে ছিল আব্দুল মোত্তালিবের অন্যতম সন্তান। গৌঢ়বর্ণের কারণে তার ডাক নাম হয়ে যায় আবূ লাহাব। কুরআনপাক তার আসল নাম বর্জন করেছে। কারণ, সেটা মুশরিকসুলভ। এছাড়া আবূ লাহাব ডাক নামের মধ্যে জাহান্নামের সাথে বেশ মিলও রয়েছে। সে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর কট্টর শত্রু ও ইসলামের ঘোর বিরোধী ছিল, সে নানাভাবে রাসূল ﷺ -কে কষ্ট দেওয়ার প্রয়াস পেত। তিনি যখন মানুষকে ঈমানের দাওয়াত দিতেন, তখন সে সাথে সাথে যেয়ে তাঁকে মিথ্যাবাদী বলে প্রচার করত। –[ইবনে কাছীর]

শানে নুযূল : বুখারী ও মুসলিমে বর্ণিত আছে : وَاَنْذِرْ عَشِيْرَتَكَ الْاَقْرَبِيْنَ আয়াতখানি অবতীর্ণ হলে রাসূলুল্লাহ ﷺ সাফা পর্বতে আরোহণ করে কুরাইশ গোত্রের উদ্দেশ্যে يَا صَبَاحَاه বলে অথবা আবদে মানাফ ও আব্দুল মোত্তালিব ইত্যাদি নাম সহকারে ডাক দিলেন। (এভাবে ডাক দেওয়া তখন আরবে বিপদাশঙ্কার লক্ষণ রূপে বিবেচিত হতো)। ডাক শুনে কুরাইশ গোত্র পর্বতের পাদদেশে একত্রিত হলো। রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন : যদি আমি বলি যে, একটি শত্রুদল ক্রমশই এগিয়ে আসছে এবং সকাল বিকাল যে কোনো সময় তোমাদের উপর ঝাঁপিয়ে পড়বে, তবে তোমরা আমার কথা বিশ্বাস করবে কি? সবাই একবাক্যে বলে উঠল : হ্যাঁ, অবশ্যই বিশ্বাস করব। অতঃপর তিনি বললেন : আমি (শিরক ও কুফরের কারণে আল্লাহর পক্ষ থেকে নির্ধারিত) এক ভীষণ আজাব সম্পর্কে তোমাদেরকে সতর্ক করছি। একথা শুনে আবূ লাহাব বলল : تَبًّا لَكَ اَلِهٰذَا جَمَعْتَنَا –ধ্বংস হও তুমি, এজন্যই কি আমাদেরকে একত্র করেছ? অতঃপর সে রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে পাথর মারতে উদ্যত হলো। এই ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে সূরা লাহাব অবতীর্ণ হয়।

تَبَّتْ يَدَاۤ اَبِىْ لَهَبٍ وَّتَبَّ – يَدٌ শব্দের আসল অর্থ হাত। মানুষের সব কাজে হাতের প্রভাবই বেশি, তাই কোনো ব্যক্তির সত্তাকে হাত বলেই ব্যক্ত করে দেওয়া হয়; যেমন কুরআনে بِمَا قَدَّمَتْ يَدَاكَ বলা হয়েছে। হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) বর্ণনা করেন, আবূ লাহাব একদিন বলতে লাগল : মুহাম্মদ বলে যে, মৃত্যুর পর অমুক অমুক কাজ হবে। এরপর সে তার হাতের দিকে ইশারা করে বলল : এই হাতে সেগুলোর মধ্য থেকে একটিও আসেনি। অতঃপর সে তার হাতকে লক্ষ্য করে বলল : تَبًّا لَكُمَا مَا اَرٰى فِيْكُمَا شَيْئًا مِمَّا قَالَ مُحَمَّدٌ –অর্থাৎ তোমরা ধ্বংস হও; মুহাম্মদ যেসব বিষয় সংঘটিত হওয়ার কথা বলে আমি সেগুলোর মধ্যে একটিও তোমাদের মধ্যে দেখি না। এই ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে কুরআন আবূ লাহাবের হস্তদ্বয় ধ্বংস হোক বলেছে।

تَبَابٌ -এর অর্থ ধ্বংস ও বরবাদ হওয়া। আয়াতে বদ-দোয়ার অর্থে تَبَّتْ বলা হয়েছে। অর্থাৎ আবূ লাহাব ধ্বংস হোক। দ্বিতীয় বাক্যে وَتَبَّ -এ বদদোয়া কবুল হওয়ার খবর দেওয়া হয়েছে যে, আবূ লাহাব ধ্বংস হয়ে গেছে। মুসলমানদের ক্রোধ দমনের উদ্দেশ্যে বদদোয়ার বাক্য ব্যবহার করা হয়েছে। কারণ, আবূ লাহাব যখন রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে تَبًّا বলেছিল,

https://e-ilm.weebly.com/

তখন মুসলমানদের আন্তরিক ইচ্ছা ছিল যে, তারা তাদের জন্য বদ-দোয়া করবে। আল্লাহ তা'আলা যেন তাদের মনের কথা নিজেই বলে দিলেন। সাথে সাথে এ খবরও দিয়ে দিলেন যে, এ বদ-দোয়ার ফলে সে ধ্বংসও হয়ে গেছে। আবূ লাহাবের ধ্বংসপ্রাপ্তির এই পূর্ব সংবাদের প্রভাবে বদর যুদ্ধের সাত দিন পর তার গলায় প্লেগের ফোঁড়া দেখা দেয়। সংক্রমণের ভয়ে পরিবারের লোকেরা তাকে বিজন জয়গায় ছেড়ে আসে। শেষ পর্যন্ত এই অসহায় অবস্থায়ই তার মৃত্যু ঘটে। তিন দিন পর্যন্ত তার মৃতদেহ কেউ স্পর্শ করেনি। পঁচতে শুরু করলে চাকর-বাকরদের দ্বারা মাটিতে পুঁতে ফেলা হয়। –[বয়ানুল কুরআন]

مَا اَغْنٰى عَنْهُ مَالُهٗ وَمَا كَسَبَ –তাফসীরের সার-সংক্ষেপে مَا كَسَبَ -এর অর্থ করা হয়েছে ধনসম্পদ দ্বারা অর্জিত মুনাফা ইত্যাদি। এর অর্থ সন্তান-সন্ততিও হতে পারে। কেননা সন্তান-সন্ততিকেও মানুষের উপার্জন বলা হয়। হযরত আয়েশা (রা.) বলেন : اِنَّ اَطْيَبَ مَا اَكَلَ الرَّجُلُ مِنْ كَسْبِهٖ وَاِنَّ وَلَدَهٗ مِنْ كَسْبِهٖ –অর্থাৎ মানুষ যা খায়, তন্মধ্যে তার উপার্জিত বস্তুই সর্বাধিক হালাল ও পবিত্র এবং তার সন্তান-সন্ততিও তার উপার্জিত বস্তুর মধ্যে দাখিল। অর্থাৎ সন্তানের উপার্জন খাওয়াও নিজের উপার্জন খাওয়ারই নামান্তর। (কুরতুবী) একারণে কয়েকজন তাফসীরবিদ এস্থলে مَا كَسَبَ -এর অর্থ করেছেন সন্তান-সন্ততি। আল্লাহ তা'আলা আবূ লাহাবকে যেমন দিয়েছিলেন আগাধ ধনসম্পদ, তেমনি দিয়েছিলেন অনেক সন্তান-সন্ততি। অকৃতজ্ঞতার কারণে এদু'টি বস্তুই তার গর্ব, অহমিকা ও শাস্তির কারণ হয়ে যায়। হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) বলেন : রাসূলুল্লাহ ﷺ যখন স্বগোত্রকে আল্লাহর আজাব সম্পর্কে সতর্ক করেন তখন আবূ লাহাব একথাও বলেছিল, আমার এই ভ্রাতুষ্পুত্রের কথা যদি সত্যই হয়ে যায়, তবে আমার কাছে ঢের অর্থবল ও লোকবল আছে। আমি এগুলোর বিনিময়ে আত্মরক্ষা করব। এর প্রেক্ষাপটে আলোচ্য আয়াতখানি অবতীর্ণ হয়। অর্থাৎ আল্লাহর আজাব যখন তাকে পাকড়াও করল, তখন ধনসম্পদ ও সন্তান-সন্ততি তার কোনো কাজে আসল না। অতঃপর পরকালের অবস্থা বর্ণিত হয়েছে।

سَيَصْلٰى نَارًا ذَاتَ لَهَبٍ অর্থাৎ কিয়ামতে অথবা মৃত্যুর পর কবরেই সে এক লেলিহান অগ্নিতে প্রবেশ করবে। তার নামের সাথে মিল রেখে অগ্নির বিশেষণ ذَاتَ لَهَبٍ বলার মধ্যে বিশেষ অলংকার রয়েছে।

وَامْرَاَتُهٗ حَمَّالَةَ الْحَطَبِ আবূ লাহাবের ন্যায় তার স্ত্রীও রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর প্রতি বিদ্বেষ ভাবাপন্ন ছিল। সে এ ব্যাপারে তার স্বামীকে সাহায্য করত। সে ছিল আবূ সুফিয়ানের ভগিনী ও হরব ইবনে উমাইয়ার কন্যা। তাকে উম্মে-জামীল বলা হতো। আয়াতে ব্যক্ত করা হয়েছে যে, এই হতভাগীনিও তার স্বামীর সাথে জাহান্নামে প্রবেশ করবে। তার অবস্থা বর্ণনা প্রসঙ্গে حَمَّالَةَ الْحَطَبِ বলা হয়েছে। এর শাব্দিক অর্থ শুষ্ককাঠ বহনকারিনী। আরবের বাক-পদ্ধতিতে পশ্চাতে নিন্দাকারীকে حَمَّالَةَ (খড়িবাহক) বলা হতো। শুষ্ক কাঠ একত্র করে যেমন কেউ অগ্নি সংযোগের ব্যবস্থা করে, পরোক্ষে নিন্দাকার্যটিও তেমনি। এর মাধ্যমে সে ব্যক্তিবর্গ ও পরিবারের মধ্যে আগুন জ্বালিয়ে দেয়। রাসূলুল্লাহ ﷺ ও সাহাবায়ে কেরামকে কষ্ট দেওয়ার জন্য আবূ লাহাব পত্নী পরোক্ষে নিন্দাকার্যের সাথেও জড়িত ছিল। হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) ইকরিমা ও মুজাহিদ (র.) প্রমুখ তাফসীরবিদ এখানে حَمَّالَةَ الْحَطَبِ -এর এ তাফসীরই করেছেন। অপরপক্ষে ইবনে যায়েদ ও যাহহাক (র.) প্রমুখ তাফসীরবিদ একে আক্ষরিক অর্থেই রেখেছেন এবং কারণ এই বর্ণনা করেছেন যে, এই নারী বন থেকে কণ্টকযুক্ত লাকড়ি চয়ন করে আনত এবং রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে কষ্ট দেওয়ার জন্য তাঁর পথে বিছিয়ে রাখত। তার এই নীচ ও হীন কাণ্ডকে কুরআন حَمَّالَةَ الْحَطَبِ বলে ব্যক্ত করেছে। –(কুরতুবী, ইবনে কাছীর) কেউ কেউ বলেন যে, তার এই অবস্থাটি জাহান্নামে হবে। সে জাহান্নামে যাক্কুম ইত্যাদি বৃক্ষ থেকে লাকড়ি এনে জাহান্নামে তার স্বামীর উপর নিক্ষেপ করবে, যাতে অগ্নি আরো প্রজ্বলিত হয়ে উঠে, যেমন দুনিয়াতেও সে স্বামীকে সাহায্য করে তার কুফর ও জুলুম বাড়িয়ে দিত। –[ইবনে কাছীর]

পরোক্ষে নিন্দাকার্য মহাপাপ : রাসূলে করীম ﷺ বলেন : জান্নাতে পরোক্ষে নিন্দাকারী প্রবেশ করবে না। ফুযায়েল ইবনে আয়ায (র.) বলেন : তিনটি কাজ মানুষের সমস্ত সৎকর্ম বরবাদ করে দেয়, রোজাদারের রোজা এবং অজুওয়ালার অজু নষ্ট করে দেয়–গীবত, পরোক্ষে নিন্দা এবং মিথ্যা ভাষণ। আতা ইবনে সায়েব (র.) বলেন : আমি হযরত শা'বী (র.)-এর কাছে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর এই হাদীস বর্ণনা করলাম : لَا يَدْخُلُ الْجَنَّةَ سَافِكُ دَمٍ وَلَا مَشَّاءٌ بِنَمِيمَةٍ وَلَا تَاجِرٌ يُرْبِيْ অর্থাৎ তিন প্রকার লোক জান্নাতে প্রবেশ করবে না–অন্যায় হত্যাকারী, যে এখানের কথা সেখানে নিয়ে যায় এবং যে ব্যবসায়ী সুদের কারবার করে। অতঃপর আমি আশ্চর্যান্বিত হয়ে শা'বীকে জিজ্ঞেস করলাম : হাদীসে কথা চালনাকারীকে হত্যাকারী ও সুদখোরের সমতুল্য কিরূপে করা হলো? তিনি বললেন : হ্যাঁ, কথা চালনা করা এমন গুরুতর কাজ যে, এর কারণে অন্যায় হত্যা ও মাল ছিনতাইও হয়ে যায়। –[কুরতুবী]

https://e-ilm.weebly.com/

فِيْ جِيْدِهَا حَبْلٌ مِّنْ مَّسَدٍ - مَسَدٌ শব্দটি সীন-এর উপর সাকিনযোগে ধাতু। অর্থ রশি পাকানো, রশি মজবুত করা এবং সীন-এর উপর যবরযোগে সর্বপ্রকার মজবুত রশিকে বলা হয়।–(কামূস) কেউ কেউ আরবের অভ্যাস অনুযায়ী এর অনুবাদ করেছেন খর্জুরের রশি। কিন্তু ব্যাপক অর্থের দিক দিয়ে হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) অনুবাদ করেছেন লোহার তার পাকানো মোটা দড়ি। জাহান্নামে তার গলায় লোহার তার পাকানো বেড়ী পরানো হবে। হযরত মুজাহিদ (র.) ও তাই তাফসীর করেছেন। –[মাযহারী]

হযরত শা'বী, মুকাতিল (র.) প্রমুখ তাফসীরবিদ একেও দুনিয়ার অবস্থা ধরে নিয়ে অর্থ করেছেন খর্জুরের রশি। তাঁরা বলেন : আবূ লাহাব ও তার স্ত্রী ধনাঢ্য এবং গোত্রের সরদার রূপে গণ্য হতো। কিন্তু তার স্ত্রী হীনমন্যতা ও কৃপণতার কারণে বন থেকে কাঠ সংগ্রহ করে বোঝা তৈরি করত এবং বোঝার রশি তার গলায় বেঁধে রাখত, যাতে বোঝা মাথা থেকে পড়ে না যায়। একদিন সে মথায় বোঝা এবং গালায় দড়ি বাঁধা অবস্থায় ক্লান্ত-অবসন্ন হয়ে মাটিতে লুটিয়ে পড়ে। ফলে শ্বাসরুদ্ধ হয়ে ঘটনাস্থলেই মারা যায়। এ তাফসীর অনুযায়ী এটা হবে তার অশুভ পরিণতি ও নীচতার বর্ণনা–(মাযহারী) কিন্তু আবূ লাহাবের পরিবারের পক্ষে বিশেষত তার স্ত্রীর পক্ষে এরূপ করা সুদূর পরাহত ছিল। তাই অধিকাংশ তাফসীরবিদ প্রথম তাফসীরই পছন্দ করেনে।

শব্দ বিশ্লেষণ :

تَبَّتْ : সীগাহ واحد مؤنث غائب বহছ ماضى معروف বাব ضَرَبَ মাসদার اَلتَّبَابُ মূলবর্ণ (ت - ب - ب) জিনস مضاعف ثلاثى অর্থ– ধ্বংস হোক, ভেঙ্গে যাক।

اَبِىْ لَهَبٍ : কুনিয়ত আবূ উতবাহ। নাম আব্দুল উজ্জাহ ইবনে আব্দুল মুত্তালিব। রাসূল ﷺ -এর আপন চাচা, সে রাসূল ﷺ -এর উপর অনেক অত্যাচার করেছে।

تَبَّ : সীগাহ واحد مذكر غائب বহছ ماضى معروف বাব ضَرَبَ মাসদার اَلتَّبَابُ মূলবর্ণ (ت - ب - ب) জিনস مضاعف ثلاثى অর্থ– ধ্বংশ হোক, সে বিনষ্ট হোক।

مَا اَغْنٰى : সীগাহ واحد مذكر غائب বহছ ماضى منفى معروف বাব اِفْعَالٌ মাসদার اَلْاِغْنَاءُ মূলবর্ণ (غ - ن - ى) জিনস ناقص يائى অর্থ– না তার কোনা কাজে এসেছে।

كَسَبَ : সীগাহ واحد مذكر غائب বহছ ماضى معروف বাব ضَرَبَ মাসদার اَلْكَسْبُ মূলবর্ণ (ك - س - ب) জিনস صحيح অর্থ– সে উপার্জন করেছে।

سَيَصْلٰى : সীগাহ واحد مذكر غائب বহছ مضارع معروف বাব سَمِعَ মাসদার اَلصَّلْىُ মূলবর্ণ (ص - ل - ى) জিনস ناقص يائى অর্থ– অচিরেই সে প্রবেশ করবে।

لَهَبٍ : মাসদার। অর্থ- অগ্নি প্রজ্জলিত হওয়া। ধোঁয়া ও ধূলাবালিকেও لَهَبٌ বলা হয়। আব্দুল উয্যা ইবনে আব্দুল মুত্তালিব খুব সুন্দর মানুষ ছিল। আগুনের মতো তার শরীরের রং চমকাত। তাই তাকে এ উপাধি দেওয়া হয়েছে। বাব فَتَحَ।

حَمَّالَةَ : মুবালাগার সীগাহ, মাসদার اَلْحَمْلُ বাব ضَرَبَ মূলবর্ণ (ح - م - ل) জিনস صحيح অর্থ– যে কাষ্ঠ বহন করে আনে, কাষ্ঠ বহনকারিণী, বোঝা বহনকারিণী।

جِيْدِهَا : তার গ্রীবা, গর্দান। جِيْد -এর বহুবচন اَجْيَادٌ ও جُيُوْدٌ আসে।

مَسَدٍ : ইসম। মাসদার اَلْمَسَدُ বাব ضَرَبَ অর্থ– খুব পাকানো, রশি পাকানো, কষ্টে ফেলা। খেজুর গাছের ছাল দ্বারা পাকনো রশি।

বাক্য বিশ্লেষণ :

سَيَصْلٰى نَارًا ذَاتَ لَهَبٍ : এখানে س টি حرف استقبال আর يَصْلُ টি فعل مضارع এবং তার فاعل হচ্ছে هُوَ অর্থাৎ اَبُوْ لَهَبٍ ؛ نَارًا শব্দটি مفعول به এবং ذَاتَ لَهَبٍ শব্দটি نَارًا -এর সিফত। -[ই'রাবুল কুরআন , খ : ৮ পৃ. ৪৪১]

https://e-ilm.weebly.com/

سُوْرَةُ الْاِخْلَاصِ مَكِّيَّةٌ

সূরা ইখলাস

মক্কায় অবতীর্ণ; আয়াত– ৪, রুকূ'– ১

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ○

পরম করুণাময়, দয়ালু আল্লাহর নামে শুরু করছি।

১. আপনি [তাদেরকে] বলে দিন যে, তিনি অর্থাৎ আল্লাহ এক।	قُلْ هُوَ اللّٰهُ اَحَدٌ ۝١
২. আল্লাহ অমুখাপেক্ষী।	اَللّٰهُ الصَّمَدُ ۝٢
৩. তিনি কাউকে জন্ম দেননি এবং তাকেও জন্ম দেওয়া হয়নি।	لَمْ يَلِدْ ۙ وَلَمْ يُوْلَدْ ۝٣
৪. আর তাঁর সমতুল্যও কেউ নেই।	وَلَمْ يَكُنْ لَّهٗ كُفُوًا اَحَدٌ ۝٤

শাব্দিক অনুবাদ :

১. قُلْ আপনি বলে দিন যে هُوَ اللّٰهُ اَحَدٌ তিনি অর্থাৎ আল্লাহ এক।

২. اَللّٰهُ আল্লাহ اَلصَّمَدُ অমুখাপেক্ষী।

৩. لَمْ يَلِدْ তিনি কাউকে জন্ম দেননি وَلَمْ يُوْلَدْ এবং তাকে ও জন্ম দেওয়া হয়নি।

৪. وَلَمْ يَكُنْ لَّهٗ আর নেই তার كُفُوًا সমতুল্য اَحَدٌ কেউ।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

সূরাটির নামকরণের কারণ : কুরআন মাজীদে সমস্ত সূরাসমূহের নামই সূরা হতে চয়নকৃত একটি শব্দ দ্বারা নামকরণ করা হয়েছে; কিন্তু এ সূরাটি এর ব্যতিক্রম। সূরার কোনো শব্দ দ্বারা এর নামকরণ করা হয়নি; বরং সূরার মূলবক্তব্য ও ভাবধারা হতে এটার নামকরণ করা হয়েছে, 'আল-ইখলাস'। এর অর্থ হলো– নির্ভেজাল, নিরঙ্কুশ, একনিষ্ঠতা। কেননা এ সূরায় আল্লাহর একত্ববাদ ও অন্যান্য তাওহীদের কথা বিবৃত হয়েছে। অর্থাৎ আল্লাহর সত্তা, গুণ ও ক্ষমতায় অন্য কোনো বস্তুর সংমিশ্রণ ও ভেজাল নেই; তাঁর ক্ষেত্রে কোনো কিছু মিশ্রিত হয়নি। তিনি নিরেট নির্ভেজাল খালেস একক সত্তা। কেউ কেউ তার নাম রেখেছেন-সূরাতুল আসাস বা মৌল সূরা। অর্থাৎ ইসলামি জীবন-বিধানটি আল্লাহ কেন্দ্রিক ধ্যান-ধারণা ও বিশ্বাসের উপর স্থাপিত। সে আল্লাহর মূল ও আসল পরিচয়টি এখানে তুলে ধরা হয়েছে। এ কারণে তাকে সূরাতুল আসাস বলা হয়। আবার কেউ কেউ সূরাটির প্রথম আয়াত দ্বারা তার নামকরণ করেছেন– سُوْرَةُ قُلْ هُوَ اللّٰهُ اَحَدٌ। এতে ৪টি আয়াত, ১৫টি বাক্য এবং ৪৭টি অক্ষর রয়েছে।

সূরাটি নাজিল হওয়ার সময়কাল : এ সূরাটি মাক্কী কিংবা মাদানী এ বিষয়ে মতবিরোধ রয়েছে :

১. অনেকের মতে, তা মাক্কী। যেমন, হযরত ইবনে মাসউদ (রা.) বলেন– কুরাইশগণ নবী করীম ﷺ -কে বলল- আপনার রব-এর বংশতালিকা বলুন, তখন এ সূরাটি অবতীর্ণ হয়। এ মতের সাথে উবাই ইবনে কা'বও একমত :

২. হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) হতে বর্ণিত, ইহুদিদের একদল লোক রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর দরবারে উপস্থিত হলো, তাদের মধ্যে কা'ব ইবনে আশরাফ, হুয়াই ইবনে আখতাবও ছিল। তারা বলল– হে মুহাম্মদ! আপনার সে রব কি রকম

https://e-ilm.weebly.com/

https://e-ilm.weebly.com/

৮. খাঁটি মনে দুইশতবার করে তেলাওয়াত করলে একশত বছরের গুনাহ মাফ হয়ে যায়।

৯. তিনবার পাঠ করলে এক খতম কুরআন তেলাওয়াতের ছওয়াব পাওয়া যায়।

১০. এক হাজার বার পড়ে দোয়া করলে যে কোনো সৎ মনোবাসনা পূর্ণ হবে এবং বিপদ হতে মুক্তি পাওয়া যায়।

১১. কবরস্থানে গিয়ে পড়লে মুর্দাদের কবর আজাব মাফ হয়। যে কোনো রোগাক্রান্ত ব্যক্তিকে পড়ে দম করলে সে আরোগ্য হয়।

১২. হযরত আনাস (রা.) বলেন, জনৈক আনসার ব্যক্তি কোবা মসজিদে নামাজ পড়ালেন। প্রত্যেক রাকাতে প্রথমে [ফাতিহার পর] সূরা ইখলাস পড়া তার নিয়ম ছিল। পরে অপর কোনো সূরা পাঠ করতেন। লোকেরা তাতে আপত্তি জানিয়ে বলল– তুমি এটা কি করছ, قُلْ هُوَ اللّٰهُ সূরা পাঠের পর তাকে যথেষ্ট মনে না করে তার সাথে অন্য সূরা মিলিয়ে পাঠ করছ, এটা ঠিক নয়। হয় এ সূরাটি পড়ো অথবা তাকে বাদ দিয়ে অন্য সূরা পড়ো। তখন সে বলল, আমি তা ত্যাগ করতে পারি না। তোমরা চাইলে নামাজ পড়াবো, না হয় ইমামতি ছেড়ে দিবো; কিন্তু লোকগণ তার পরবর্তী অন্য কাউকে ইমাম বানাতে পছন্দ করল না। শেষ পর্যন্ত নবী করীম ﷺ -এর সমীপে ব্যাপারটি পেশ করা হলো। তিনি সে লোককে জিজ্ঞাসা করলেন– তোমার সাথীগণ যা চায়, তা মানতে তুমি অপারগণ কেন? তখন সে বলল– আমি এ সূরাটি খুব ভালোবাসি। তখন নবী করীম ﷺ বললেন– এ সূরার প্রতি তোমার অগাধ ভালোবাসাই তোমাকে জান্নাতী বানাবে। –[বুখারী]

এ ছাড়াও আরো অসংখ্য ফজিলতের কথা হাদীসে বর্ণিত হয়েছে।

তা'বীর : বর্ণিত আছে, যে ব্যক্তি স্বপ্নে এ সূরা পাঠ করতে দেখবে আল্লাহ তা'আলা তাকে তাওহীদের প্রতি ঈমান নসীব করবেন। তার পরিবারবর্গের সংখ্যা কম হবে। সে অধিক পরিমাণে আল্লাহর জিকির করবে এবং তার দোয়া কবুল করা হবে। –[নূরুল কুরআন]

শানে নুযূল : তিরমিযী, হাকেম প্রমুখের রেওয়ায়েতে আছে মুশরিকরা রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে আল্লাহ তা'আলার বংশ পরিচয় জিজ্ঞেস করেছিল, যার জবাবে এই সূরা নাজিল হয়। অন্য এক রেওয়ায়েতে আছে যে, মদিনার ইহুদিরা এ প্রশ্ন করেছিল। এ কারণে যাহহাক (র.) প্রমুখ তাফসীরবিদের মতে সূরাটি মদিনায় অবতীর্ণ। –[কুরতুবী]

কোনো কোনো রেওয়ায়েতে আছে যে, মুশরিকরা আরো প্রশ্ন করেছিল-আল্লাহ তা'আলা কিসের তৈরি, স্বর্ণ-রৌপ্য অথবা অন্য কিছুর? এর জবাবে সূরাটি অবতীর্ণ হয়েছে।

قُلْ هُوَ اللّٰهُ اَحَدٌ –'বলুন' কথার মধ্যে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর রিসালাতের প্রতি ইঙ্গিত রয়েছে। এতে আল্লাহর পক্ষ থেকে মানুষকে পথ প্রদর্শনের আদেশ রয়েছে। 'আল্লাহ' শব্দটি এমন এক সত্তার নাম, যিনি চিরকাল থেকে আছেন এবং চিরকাল থাকবেন। তিনি সর্বগুণের আধার ও সর্বদোষ থেকে পবিত্র। اَحَدٌ - وَاحِدٌ ও উভয়ের অর্থ এক। কিন্তু اَحَدٌ শব্দের অর্থে এটাও শামিল যে, তিনি কোনো এক অথবা একাধিক উপাদান দ্বারা তৈরি নন, তাঁর মধ্যে একাধিকত্বের কোনো সম্ভাবনা নেই এবং তিনি কারো তুল্য নন। এটা তাদের সেই প্রশ্নের জবাব, যাতে বলা হয়েছিল আল্লাহ কিসের তৈরি? এই সংক্ষিপ্ত বাক্যে সত্তা ও গুণাবলি সম্পর্কিত সকল আলোচনা এসে গেছে এবং قُلْ শব্দের মধ্যে নবুয়তের কথা এসে গেছে। অথচ এসব আলোচনা বিরাটকায় পুস্তকে লিপিবদ্ধ করা হয়।

اَللّٰهُ الصَّمَدُ - صَمَدٌ শব্দের অর্থ সম্পর্কে তাফসীরবিদগণের অনেক উক্তি আছে। তিবরানী এসব উক্তি উদ্ধৃত করে বলেন : এগুলো সবই নির্ভুল। এতে আমাদের পালনকর্তার গুণাবলিই ব্যক্ত হয়েছে। কিন্তু صَمَدٌ -এর আসল অর্থ সেই সত্তা, যার কাছে মানুষ আপন অভাব ও প্রয়োজন পেশ করে এবং যার সমান মহান কেউ নয়। সার কথা এই যে, সবাই তাঁর মুখাপেক্ষী, তিনি কারো মুখাপেক্ষী নন। –[ইবনে কাছীর]

لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُوْلَدْ –যারা আল্লাহ তা'আলার বংশ পরিচয় জিজ্ঞেস করেছিল, এটা তাদের জবাব। সন্তান প্রজনন সৃষ্টির বৈশিষ্ট্য–স্রষ্টার নয়। অতএব, তিনি কারো সন্তান নন এবং তাঁর কোনো সন্তান নেই।

وَلَمْ يَكُنْ لَّهٗ كُفُوًا اَحَدٌ –অর্থাৎ কেউ তাঁর সমতুল্য নয় এবং আকার-আকৃতিতে তাঁর সাথে সামঞ্জস্য রাখে না।

সূরা ইখলাসে তাওহীদ শিরকের পূর্ণ বিরোধিতা আছে : দুনিয়াতে তাওহীদ অস্বীকারকারী মুশরিকদের বিভিন্ন প্রকার বিদ্যমান আছে : সূরা ইখলাস সর্বপ্রকার মুশরিকসুলভ ধারণা খণ্ডন করে পূর্ণ তাওহীদের সবক দিয়েছে। তাওহীদ বিরোধীদের একদল স্বয়ং আল্লাহর অস্তিত্বই অস্বীকার করে না, কেউ অস্তিত্ব স্বীকার করে, কিন্তু তাঁকে চিরন্তন মানে না এবং কেউ উভয় বিষয় মানে, কিন্তু গুণাবলির পূর্ণতা অস্বীকার করে। কেউ কেউ সবই মানে, কিন্তু ইবাদতে অন্যকে শরীক করে। اَللّٰهُ اَحَدٌ বাক্যে সব ভ্রান্ত ধারণার খণ্ডন হয়ে গেছে। কতক লোক ইবাদতেও শরীক করে না, কিন্তু অন্যকে অভাব বরণকারী ও কার্যনির্বাহী মনে করে। صَمَدٌ শব্দে এই ধারণা বাতিল করা হয়েছে। যারা আল্লাহর সন্তান আছে বলে বিশ্বাস করে, তাদেরকে لَمْ يَلِدْ বলে জবাব দেওয়া হয়েছে।

https://e-ilm.weebly.com/

শব্দ বিশ্লেষণ :

قُلْ : সীগাহ واحد مذكر حاضر বহছ امر حاضر معروف বাব نَصَرَ মাসদার اَلْقَوْلُ মূলবর্ণ (ق - و - ل) জিনস اجوف واوى অর্থ- আপনি বলে দিন।

اَحَدٌ : একবচন, বহুবচন احاد অর্থ– এক, একক, প্রথম।

اَلصَّمَدُ : অমুখাপেক্ষি, প্রয়োজনমুক্ত, অভাবমুক্ত। উল্লেখ্য যে, মুফাসসিরগণের নিকট صَمَدٌ -এর অর্থ, নিয়ে মতবিরোধ রয়েছে। ইবনে আব্বাস মুজাহিদ, হাসান, সায়িদ, ইবনে যুবাইর প্রমুখ বলেন, صَمَدٌ হলো যার পেট নেই। শা'বী (র.) বলেন, যে পাহানার করে না। আব্দুল আলিয়া হযরত উবাই বিন কা'ব (রা.) থেকে বর্ণিত, اَلصَّمَدُ -এর পরবর্তী বাক্যই তার ব্যাখ্যা। অর্থাৎ اَلَّذِىْ لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُوْلَدْ অর্থাৎ صَمَدٌ হলো যে কাউকে জন্ম দেয়নি এবং নিজেও কারো থেকে জন্ম নেয়ননি। কারণ, যে জন্ম নেয়, সে অবশ্যই মারা যাবে এবং সে উত্তরাধিকারী হয়। অন্য লোকও তার থেকে মিরাস পায়। হযরত ইকরামা ও হযরত আলী (রা.)-এর উক্তি হলো, যার উপরে আর কেউ নেই। মোল্লা আলী কারী (র.) اَلْحِرْزُ الثَّمِيْنُ شَرْحُ الْحِصْنِ الْحَصِيْنِ -এর মধ্যে সকল অর্থের সারমর্ম বর্ণনা করেছেন–

وَحَاصِلَةُ الْغِنَى الْمُغْنِى الَّذِىْ لاَ يَحْتَاجُ اِلَى شَيْئٍ وَيَحْتَاجُ اِلَيْهِ كُلُّ اَحَدٍ

মূলকথা, সামাদ হলো, যে কোনো জিনিসের দিকে মুহতাজ নয় কিন্তু তার দিকে প্রত্যেকেই মুহতাজ হয়।

لَمْ يَلِدْ : সীগাহ واحد مذكر غائب বহছ نفى جحد بلم درفعل مستقبل معروف বাব ضَرَبَ মাসদার الولادة মূলবর্ণ (و - ل - د) জিনস مثال واوى অর্থ- তিনি কাউকে জন্ম দেননি।

لَمْ يُوْلَدْ : সীগাহ واحد مذكر غائب বহছ نفى جحد بلم درفعل مستقبل مجهول বাব ضَرَبَ মাসদার اَلْوِلاَدَةُ মূলবর্ণ (و - ل - د) জিনস مثال واوى অর্থ– তাকে ও জন্ম দেওয়া হয়নি।

كُفُوًا : ইসম। لَمْ يَكُنْ -এর খবর বা এটি لَمْ يَكُنْ -এর খবরে লাহু আর كُفُوًا হাল হওয়ার কারণে যবর হয়েছে। তখন বাক্যটির মূল দাঁড়াবে– لَمْ يَكُنْ لَهُ اَحَدٌ كُفُوًا আর কায়দা আছে, নাকেরা ইসম অগ্রবর্তী করা হলে তার মানসূবকে হালের উপর অগ্রবর্তী করতে হবে। অর্থ– সমতুল্য, সমান। বরাবর।

বাক্য বিশ্লেষণ :

قُلْ هُوَ اللّٰهُ اَحَدٌ : এখানে قُلْ শব্দটি فعل امر তার فاعل টি উহ্য। উহ্য রূপ হচ্ছে اَنْتَ يَامُحَمَّدُ ; هُوَ টি ضمير الشان আর اللّٰهُ শব্দটি مبتدأ এবং اَحَدٌ শব্দটি خبر;

اَللّٰهُ الصَّمَدُ এখানে اَللّٰهُ শব্দটি مبتدأ এবং اَلصَّمَدُ শব্দটি خبر; لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُوْلَدْ এখানে لم টি حرف نفى আর يلد শব্দটি فعل مضارع مجزوم بلم; واو টি حرف عطف এবং لم টি حرف نفى আর يُوْلَدْ শব্দটি فعل مضارع مجزوم بلم

وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا اَحَدٌ এখানে واو টি حرف عطف এবং لَمْ টি حرف نفى আর يَكُنْ শব্দটি مضارع مجزوم بلم ; لَهُ শব্দটি جارمجرور যা كُفُوًا -এর متعلق مقدم আর كُفُوًا টি اَحَدٌ -এর حال এবং اَحَدٌ শব্দটি ذوالحال

-[ই'রাবুল কুরআন. খ. ৮. প. ৪৪৬]

https://e-ilm.weebly.com/

سُوْرَةُ الْفَلَقِ مَدَنِيَّةٌ

সূরা ফালাক

মদিনায় অবতীর্ণ; আয়াত– ৫, রুকূ'– ১

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ○

পরম করুণাময়, দয়ালু আল্লাহর নামে শুরু করছি।

১. আপনি বলুন যে, আমি প্রভাতের স্রষ্টার আশ্রয় গ্রহণ করছি।	قُلْ اَعُوْذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ ۙ﴿١﴾
২. তাঁর সমস্ত সৃষ্ট বস্তুর অপকারিতা হতে।	مِنْ شَرِّ مَا خَلَقَ ۙ﴿٢﴾
৩. আর অন্ধকার রাত্রির অপকারিতা হতে যখন [তা] এসে উপস্থিত হয়।	وَمِنْ شَرِّ غَاسِقٍ اِذَا وَقَبَ ۙ﴿٣﴾
৪. আর [জাদু তাগার] গ্রন্থিসমূহের উপর পড়ে পড়ে ফুৎকারকারিণীদের অপকারিতা হতে।	وَمِنْ شَرِّ النَّفّٰثٰتِ فِى الْعُقَدِ ۙ﴿٤﴾
৫. আর হিংসা পোষণকারীর অপকারিতা হতে যখন সে হিংসা করতে থাকে।	وَمِنْ شَرِّ حَاسِدٍ اِذَا حَسَدَ ﴿٥﴾ ع

শাব্দিক অনুবাদ :

১. قُلْ আপনি বলুন যে اَعُوْذُ আমি আশ্রয় গ্রহণ করছি بِرَبِّ الْفَلَقِ প্রভাতের স্রষ্টার।

২. مِنْ شَرِّ আপকারিতা হতে مَا خَلَقَ তাঁর সমস্ত সৃষ্ট বস্তুর।

৩. وَمِنْ شَرِّ আর আপকারিতা হতে غَاسِقٍ অন্ধকার রাত্রির اِذَا وَقَبَ যখন (তা) এসে উপস্থিত হয়।

৪. وَمِنْ شَرِّ আর অপকরিতা হতে النَّفّٰثٰتِ পড়ে পড়ে ফুৎকার কারিণীদের فِى الْعُقَدِ গ্রন্থিসমূহের উপর।

৫. وَمِنْ شَرِّ আর অপকারিতা হতে حَاسِدٍ হিংসা পোষণকারীর اِذَا حَسَدَ যখন সে হিংসা করতে থাকে।

https://e-ilm.weebly.com/

https://e-ilm.weebly.com/

سُوْرَةُ النَّاسِ مَدَنِيَّةٌ

সূরা নাস

মদিনায় অবতীর্ণ; আয়াত- ৬, রুকু'- ১

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ○

পরম করুণাময়, দয়ালু আল্লাহর নামে শুরু করছি।

১. আপনি বলুন যে, আমি আশ্রয় গ্রহণ করছি মানবকুলের প্রতিপালকের।	قُلْ اَعُوْذُ بِرَبِّ النَّاسِ ۙ﴿۱﴾
২. মানববৃন্দের অধিপতির।	مَلِكِ النَّاسِ ۙ﴿۲﴾
৩. সমস্ত মানবের মা'বূদের।	اِلٰهِ النَّاسِ ۙ﴿۳﴾
৪. কুপ্ররোচনা প্রদানকারী, পশ্চাদপসরণকারীর [অর্থাৎ শয়তানের] অপকারিতা হতে।	مِنْ شَرِّ الْوَسْوَاسِ ۙ الْخَنَّاسِ ﴿۴﴾
৫. যে মানবমণ্ডলীর অন্তরসমূহে কুপ্ররোচনা প্রদান করে।	الَّذِيْ يُوَسْوِسُ فِيْ صُدُوْرِ النَّاسِ ۙ﴿۵﴾
৬. চাই সে জিন হোক অথবা মানব হোক [অর্থাৎ মানব ও জিন উভয় শ্রেণির শয়তান হতে আশ্রয় নিচ্ছি]।	مِنَ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ ﴿۶﴾ ع ١ ٢٦

শাব্দিক অনুবাদ :

১. قُلْ আপনি বলুন যে اَعُوْذُ আমি আশ্রয় গ্রহণ করছি بِرَبِّ النَّاسِ মানবকুলের প্রতিপালকের।

২. مَلِكِ النَّاسِ মানববৃন্দের অধিপতির।

৩. اِلٰهِ النَّاسِ সমস্ত মানবের মা'বূদের।

৪. مِنْ شَرِّ আপকারিতা হতে الْوَسْوَاسِ কুপ্ররোচনা প্রদানকারী الْخَنَّاسِ পশ্চাদপসরণকারীর (শয়তানের)

৫. الَّذِيْ يُوَسْوِسُ যে কুপ্ররোচনা প্রদান করে فِيْ صُدُوْرِ النَّاسِ মানবমণ্ডলীর অন্তরসমূহে।

৬. مِنَ الْجِنَّةِ চাই সে জিন হোক وَالنَّاسِ অথবা মানব হোক।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

সূরা দুটির নামকরণের কারণ : সূরা আল-ফালাক্বের নামটি গ্রহণ করা হয়েছে সূরার প্রথম আয়াতের اَلْفَلَقِ শব্দ হতে। اَلْفَلَقِ শব্দের অর্থ হচ্ছে- বিদীর্ণ হওয়া। তা দ্বারা রাতের আঁধার ভেদ করে ঊষার উদয় হওয়ার কথা বুঝানো হয়েছে। আর সূরা আন-নাস -এর নামকরণ করা হয়েছে সূরার প্রথম আয়াতের 'আন-নাস' শব্দ দ্বারা। এর অর্থ হলো মানবকুল। কতিপয় তাফসীরকার এ সূরা দু'টিকে سُوْرَةُ الْمُعَوَّذَتَيْنِ নাম রেখেছেন। এ সূরা দু'টি পাঠ করে আল্লাহর নিকট সর্বপ্রকার অনিষ্টতা হতে পানাহ চাওয়া হয়।

সূরা আল-ফালাক্বে রয়েছে ৫টি আয়াত, ২৩টি বাক্য এবং ৬৯টি অক্ষর।
আর সূরা আন-নাসে রয়েছে ৬টি আয়াত, ২০টি বাক্য এবং ৭৯টি অক্ষর।

নাজিলের সময়কাল : এ সূরা দু'টি অবতীর্ণ হওয়ার স্থান ও সময়কাল নির্ধারণে তাফসীরকারদের মধ্যে মতানৈক্য পরিলক্ষিত হয়। এক দলের অভিমত হলো, এটা মক্কা শরীফেই অবতীর্ণ হয়। হযরত হাসান বসরী, ইকরামা, আতা ও জাবির ইবনে যায়েদ (রা.) এ মতের সমর্থক। তাঁদের মতে, যখন মহানবী ﷺ চতুর্দিক দিয়ে শত্রু দ্বারা পরিবেষ্টিত হন এবং বৈরীদল তাঁর জীবন প্রদীপ নিভিয়ে ফেলার জঘন্য ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হয়, তখন তা অবতীর্ণ হয়। সূরা আল-ফালাক্বের 'রাতের অন্ধকারে অনিষ্টতা' কথাটি এ দিকেরই ইঙ্গিত বহন করে বলে অনুমিত হয়।

হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে যোবাইর ও কাতাদাহ (রা.)-এর মতে, সূরা দু'টি মাদানী সূরার অন্তর্ভুক্ত। মদিনাবাসী ইহুদি লাবীদ ইবনে আসেম জাদুমন্ত্র দ্বারা মহানবী ﷺ -এর জীবন নাশের হীন ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হয় এবং জাদুর প্রভাব মহানবী ﷺ-এর পবিত্র বদনমণ্ডলের উপর নিপতিত হয়। এ ঘটনার প্রেক্ষাপটে মদিনাতে অবস্থানকালে উক্ত সূরা দু'টি অবতীর্ণ হয়। ইবনে সা'দ ওয়াকেদীর সূত্রে বলেছেন– মহানবী ﷺ-এর জাদুগ্রস্ত হওয়ার ঘটনা ৭ম হিজরি সনের। এ সূত্র ধরে সুফিয়ান ইবনে উয়াইনা (র.) সূরা দু'টিকে মাদানী বলে মনে করেন। তবে সূরা দু'টি স্পষ্টত মক্কায় অবতীর্ণ বলে যে বর্ণনা দেওয়া হয়েছে, তা জোরালো বলে মনে হয়। পরে মদিনাতে মুনাফিক, ইহুদি ও মুশরিকদের বিরোধিতা ও ষড়যন্ত্র যখন প্রবল হয়ে উঠে, তখন নবী করীম ﷺ তা পাঠ করার নির্দেশপ্রাপ্ত হন সুতরাং শুধুমাত্র জাদু সংক্রান্ত ঘটনার সাথে সংশ্লিষ্ট করে দেওয়া সমীচীন নয়।

সূরা দু'টির বিষয়বস্তু : নবী করীম ﷺ-এর নবুয়ত প্রাপ্তির পূর্বে সমগ্র পৃথিবী, বিশেষ করে আরবের সমাজ ব্যবস্থা বাতিল শক্তি কর্তৃক নিয়ন্ত্রিত হতো। মানবিকতার সম্মানজনক অবস্থান থেকে মানবজাতি পাশবিকতার নিম্নস্তরে উপনীত হয়ে পড়েছিল। আল্লাহর সার্বভৌমত্ব ও নিরঙ্কুশ আধিপত্যকে তারা একেবারেই ভুলে গিয়েছিল। আল্লাহর আসনে সমাসীন করেছিল নানা প্রকৃতির মূর্তি, পাথর, চন্দ্র, সূর্য ইত্যাদি কল্পিত দেবতাদের। পুরোহিত শ্রেণি নানা ভেলকীবাজির দ্বারা স্বার্থসিদ্ধি লাভ করত। এক কথায় সমাজে মানবিক মূল্যবোধ, নৈতিক ও চারিত্রিক বলিষ্ঠতার চরম অবক্ষয় দেখা দিয়েছিল। এমনি নৈরাজ্যকর পরিবেশে হযরত মুহাম্মদ ﷺ তাওহীদের বাণী প্রচারে আত্মনিয়োগ করলেন। প্রচলিত সমাজ ব্যবস্থার পরিপন্থি আদর্শ প্রচার করতে গিয়ে তিনি অসহনীয় যন্ত্রণা ও অবর্ণনীয় নির্যাতনের সম্মুখীন হলেন। দৈহিক নির্যাতন, মানসিক অশান্তি ও পারিবারিক উৎপীড়ন দ্বারাও যখন তাঁর বৈপ্লবিক প্রচারণাকে স্তব্ধ করা গেল না, তখন দুনিয়ার কোল থেকে চিরতরে অপসারিত করে দেওয়ার ঝঘন্য ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হতে আল্লাহদ্রোহী শক্তি কার্পণ্য করেনি। এ সংকটজনক পরিস্থিতিতে মহানবী ﷺ আল্লাহর নির্দেশ প্রাপ্ত হলেন, দুঃখ-দৈন্য, রোগ-শোক ও ভয়-ভীতিতে তথা সর্বপ্রকার অনিষ্ট ও ক্ষয়-ক্ষতি হতে রক্ষা পাওয়ার জন্য আল্লাহর আশ্রয় প্রার্থনা ও তাঁর শরণাপন্ন হওয়ার নির্দেশ দিয়ে বলা হয়েছে– হে নবী! আপনি বলুন, উষা উদয়ের পরিচালক সর্বশক্তিমান সত্তার নিকট আশ্রয় চাচ্ছি, সৃষ্টিকুলের সর্বপ্রকার অনিষ্ট হতে; গাঢ় তমসার রজনীর অনিষ্ট ও ক্ষতি হতে -যখন তা আচ্ছন্ন হয়ে যায়............।

সৃষ্টিকুলের যাবতীয় অনিষ্ট ও ক্ষয়-ক্ষতি হতে পরিত্রাণ লাভের জন্য মহানবী ﷺ প্রত্যহ এ সূরাদ্বয় পাঠ করতেন। মুসলিম জননী হযরত আয়েশা সিদ্দীকা (রা.) বলেন– 'রাসূলে কারীম ﷺ রাত্রিকালে বিছানায় শয়নকালে দু'হাত একত্রিত করে সূরা আল-ইখলাস, আল-ফালাক্ব ও আন-নাস পাঠ করে দু'হাতের তালুতে ফুঁক দিতেন এবং সমস্ত শরীর মুছে নিতেন। হাতদ্বয় দ্বারা মোছার কাজটি মাথা হতে আরম্ভ করতেন এবং দেহের সম্মুখভাগ তিনবার মুছে ফেলতেন।'

এ সূরাদ্বয়ের আলোকে ইসলামে ঝাড়-ফুঁকের স্থান রয়েছে বলে অনুমিত হয়। অবশ্য ঝাড়-ফুঁকের বৈধতা সম্পর্কে সন্দেহের অবকাশ না থাকলেও তা সঠিকভাবে আল্লাহর উপর নির্ভরশীলতার ক্ষেত্রে অলাভজনক। কেননা বিভিন্ন সূত্রের অনেক হাদীস দ্বারা প্রমাণিত আছে, 'যে লোক দাগানোর চিকিৎসা করাল এবং ঝাড়-ফুঁক করাল সে আল্লাহর উপর তাওয়াক্কুল হতে বিচ্ছিন্ন হয়ে গেল।'–[তিরমিযী]

পরিশেষে বলা যায় যে, সৃষ্টিকুলের অনিষ্টকারিতা থেকে অব্যাহতি লাভ, আত্মরক্ষা ও একমাত্র আল্লাহকে নিরঙ্কুশ ক্ষমতাবান বলে স্বীকৃতি দেওয়া এবং ঝাড়–ফুঁককেই কেবল আরোগ্য লাভের মাধ্যম কল্পনা করা ইত্যাদি হচ্ছে আলোচ্য সূরাদ্বয়ের বিষয়বস্তু ও মূলকথা।

এ সূরা দুটি কুরআনের অংশ : শুধু হযরত ইবনে মাসঊদ (রা.) উক্ত সূরাদ্বয়কে কুরআনের সূরা হিসেবে মানতেন না। তাঁর নিকট রক্ষিত 'মাসহাফ' হতে তিনি নাকি এ সূরাদ্বয়কে মুছে ফেলেছেন। তিনি প্রায়ই বলতেন– 'কুরআনের অংশ নয় এমন সব জিনিস কুরআনের সাথে মিশাইও না। এ সূরাদ্বয় কুরআনে শামিল নয়। এটা তো নবী করীম ﷺ-এর প্রতি আল্লাহর দেওয়া একটি হুকুম মাত্র। তা দ্বারা আশ্রয় প্রার্থনার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে মাত্র।'

https://e-ilm.weebly.com/

ইবনে মাসউদ (রা.)-এর উক্ত অভিমতের জবাবে ওলামায়ে কেরাম বলেন–

১. তিনি তাঁর মাসহাফে সূরাদ্বয় শুধু উল্লেখ করেননি।
২. নবী করীম ﷺ যে এ সূরাদ্বয়কে কুরআনে শমিল করার অনুমতি দিয়েছেন, সে কথা হযরত ইবনে মাসউদ (রা.) জানতে পারেননি।
৩. এটা তাঁর নিছক ব্যক্তিগত অভিমত। এ মত অন্য কারো নয়। অন্য কোনো সাহাবীও তাঁর এ মতকে সমর্থন করেননি।
৪. হযরত ওসমান (রা.) সমস্ত সাহাবীর সম্পূর্ণ ঐকমত্যের ভিত্তিতে কুরআন মাজীদের যে অনুলিপি তৈরি করিয়েছেন, তাতে উক্ত সূরাদ্বয় শমিল ছিল।
৫. নবী করীম ﷺ উক্ত সূরাদ্বয় নামাজে পড়েছিলেন বলে সহীহ হাদীস পাওয়া যায়।

মুসনাদে আহমদ গ্রন্থে বলা হয়েছে যে, হযরত মুহাম্মদ ﷺ-এর উপর একজন ইহুদি লাবীদ ইবনুল আসিম কর্তৃক একদা জাদু করা হয়েছিল। এর প্রভাবে রাসূলুল্লাহ ﷺ খুবই অসুস্থ হয়ে পড়লেন। এ বিষয়টি হযরত জিবরাঈল (আ.)-এর মাধ্যমে হুযূর ﷺ-কে জানিয়ে দেওয়া হয়েছিল। আর জাদু যে বস্তুর মাধ্যমে করা হয়েছিল তা ছিল হুযূর ﷺ-এর চিরুনির একটি টুকরা এবং মাথা মুবারকের এক গাছি চুল সংযোজনে বনূ জুরাইজের যী আরওয়ান নামক একটি কূপের তলায় পাথর চাপা দিয়ে পুরুষ খেজুর গাছের ছড়ার আবরণে রাখা হয়েছিল।

অতঃপর হযরত মুহাম্মদ ﷺ লোক পাঠিয়ে ঐ সকল জাদুর বস্তুগুলো নিয়ে আসলেন এবং সূরা আন-নাস ও আল-ফালাক্বের এক একটি আয়াত পড়লেন এবং একটি গিরাহ খুলে ফেললেন, অতঃপর তিনি সুস্থ হয়ে গেলেন।

সহীহ বুখারী শরীফে হযরত আয়েশা (রা.) হতে এরূপ বর্ণনা রয়েছে যে, হুযূর ﷺ-এর উপর একজন ইহুদি লাবীদ ইবনুল আসিম জাদু করল, তাতে হুযূর ﷺ অসুস্থ হয়ে পড়লেন। অতঃপর একদা তিনি হযরত আয়েশা সিদ্দীকা (রা.)-এর নিকট বললেন যে, হে আয়েশা! আমার অসুস্থতা কি, তা আল্লাহ তা'আলা আমাকে অবগত করিয়ে দিয়েছেন। অর্থাৎ আমি স্বপ্নে দেখতে পেয়েছি, আমার নিকট দু'জন (ফেরেশতা) লোক মানুষের আকৃতিতে এসেছেন। একজন আমার শিহরে বসল, অপরজন পায়ের দিকে বসল। মাথার দিকের ব্যক্তি পায়ের দিকস্থ ব্যক্তিকে প্রশ্ন করল যে, এ মহামানবের অসুস্থতা কি? অপরজন বললেন, তাঁকে জাদু করা হয়েছে। আবার প্রশ্ন করলেন, কে তাঁকে জাদু করেছে? বললেন, লবীদ ইবনে আসম যে ইহুদিদের সাহায্যকারী মুনাফিক ছিল। আবার পশ্ন করলেন কিসের মধ্যে করা হয়েছে? বললেন, একটি চিরুনি ও দাঁতের মধ্যে। অতঃপর প্রশ্ন করলেন তা কোথায় রাখা হয়েছে? বললেন, তা খেজুরের ঐ গেলাপে রাখা হয়েছে যাতে খেজুর হয়। আর তা بِئْر ذَرْوَان-এর তলায় একটি পাথরের নিচে চাপা দেওয়া অবস্থায় রয়েছে। হুযূর ﷺ স্বয়ং সে কূপে গমন করে তা বের করে আনলেন। অতঃপর হযরত আয়েশা (রা.) প্রশ্ন করলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আপনি কেন তা প্রকাশ করেননি যে, অমুক ইহুদি এ বেয়াদবি করেছে? হুযূর ﷺ বললেন, আমাকে আল্লাহ শেফা দান করেছেন, আর কারো কষ্ট দেওয়া আমার পছন্দ নয়।

ইমাম ছা'লাবী (র.)-এর বর্ণনায় বলা হয়েছে, হুযূর ﷺ-এর খেদমতে একটি ছেলে ছিল, এক ইহুদি তাকে ফুসলিয়ে তার মাধ্যমে হুযূর ﷺ-এর দাঁত মোবারক ও চিরুনি মোবারক অর্জন করে এবং একটি দাঁতের সুতায় ১১টি গিরা সংযোগ করে জাদু করল। প্রত্যেকটি গিরায় একটি সুঁই লাগাল এবং চিরুনির সাথে এগুলো সংযোগ করে একত্রে খেজুর ফলের গেলাপে পাথরের নিচে চাপা দিয়ে রাখে। আল্লাহ তা'আলা سُوْرَةُ مُعَوِّذَتَيْنِ নাজিল করেছেন এবং এতে ১১টি আয়াত রয়েছে। এক এক আয়াত পড়ে হুযূর ﷺ এক একটি গিরা খুলেন এবং সুস্থতা অর্জন করেন।

জাদুর বাস্তবতা : জাদুর বাস্তবতার ব্যাপারে মতবিরোধ দেখা যায়– কারো কারো মতে, এর কোনো ভিত্তি নেই। এটা নিছক কুসংস্কার মাত্র। আবার কারো মতে, এর বাস্তবতা রয়েছে।

প্রথম দলের মতে- জাদুর কোনো বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা দেওয়া যায় না। কাজেই তাকে বাস্তব মনে করা যেতে পারে না। কিন্তু দুনিয়ার এমন বহু জিনিস আছে যা বাস্তব অভিজ্ঞতা ও পর্যবেক্ষণেই শুধু আসে; কিন্তু তা কিভাবে সংঘটিত হয় তার কোনো বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা দেওয়া সম্ভব নয়। বস্তুত যার বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা দেওয়া যায় না তার অস্তিত্বকেই অস্বীকার করতে হবে, জ্ঞান-বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে এমন কোনো কথা নেই। জাদু মূলত একটা মনস্তত্ত্বিক প্রক্রিয়া। তা মন হতে সংক্রমিত হয়ে দেহকে প্রভাবিত করতে পারে, যেমন দৈহিক প্রভাব সংক্রমিত হয়ে মনকে প্রভাবিত করে। ভয় একটা মনস্তাত্ত্বিক জিনিস: কিন্তু তা দেহে সংক্রমিত হয়ে দেহে লোমহর্ষণ ঘটে। সমস্ত শরীর কাঁপতে শুরু করে। জাদুর দ্বারা আসল ব্যাপারে পরিবির্তন ঘটে না বটে, কিন্তু তার কারণে মানুষের মন ও ইন্দ্রিয় প্রভাবিত হয়। তখন আসল ব্যাপারই পরিবর্তিত হয়ে গেছে বলে অনুভূত হয়। তবে এ কথা নিঃসন্দেহ যে, বন্দুকের গুলী ও বিমান হতে নিক্ষিপ্ত বোমার মতো জাদুর কার্যকারিতা আল্লাহর অনুমতি ছাড়া অসম্ভব; কিন্তু হাজার হাজার বছর ধরে যা মানুষের অভিজ্ঞতা ও পর্যবেক্ষণে ধরা

https://e-ilm.weebly.com/

https://e-ilm.weebly.com/

হলো, একটি চিরুনীতে। আবার প্রশ্ন হলো, চিরুনীটি কোথায়? উত্তর হলো, খেজুর ফলের আবরণীতে 'বরযরওয়ান' কূপের একটি পাথরের নিচে লুকিয়ে রাখা হয়েছে। অতঃপর রাসূলুল্লাহ ﷺ সে কূপে গেলেন এবং বললেন, স্বপ্নে আমাকে এই কূপই দেখানো হয়েছে। অতঃপর চিরুনীটি সেখান থেকে বের করে আনলেন। হযরত আয়েশা (রা.) বললেন, আপনি ঘোষণা করলেন না কেন (যে, অমুক ব্যক্তি আমার উপর জাদু করেছে)? রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন আল্লাহ তা'আলা আমাকে রোগ মুক্ত করেছেন। আমি কারো জন্য কষ্টের কারণ হতে চাই না। (উদ্দেশ্য, একথা ঘোষণা করলে মুসলমানরা তাকে হত্যা করত অথবা কষ্ট দিত)। মুসনাদে আহমদের রেওয়ায়েতে আছে রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর অসুখ ছয় মাস স্থায়ী হয়েছিল। কোনো কোনো রেওয়ায়েতে আরো আছে যে, কতক সাহাবায়ে কেরাম জানতে পেরেছিলেন যে, এ দুষ্কর্মের হোতা লবীদ ইবনে আ'সাম। তাঁরা একদিন রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর কাছে এসে আরজ করলেন, আমরা এই পাপিষ্ঠকে হত্যা করব না কেন? তিনি তাঁদেরকে সেই উত্তর দিলেন, যা হযরত আয়েশা (রা.)-কে দিয়েছিলেন। ইমাম সা'লাবী (র.)-এর রেওয়ায়েতে আছে জনৈক বালক রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর কাজকর্ম করত। ইহুদি তার মাধ্যমে রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর চিরুনী হস্তগত করতে সক্ষম হয়। অতঃপর একটি তাঁতের তাতের এগারটি গ্রন্থি লাগিয়ে প্রত্যেক গ্রন্থিতে একটি করে সুঁই সংযুক্ত করে। চিরুনীসহ সেই তার খেজুর ফলের আবরণীতে রেখে অতঃপর একটি কূপের প্রস্তর খণ্ডের নিচে রেখে দেওয়া হয়। আল্লাহ তা'আলা এগার আয়াতবিশিষ্ট এ দু'টি সূরা নাজিল করলেন। রাসূলুল্লাহ ﷺ প্রত্যেক গ্রন্থিতে এক আয়াত পাঠ করে তা খুলতে লাগলেন। গ্রন্থি খোলা সমাপ্ত হওয়ার সাথে সাথে তিনি অনুভব করলেন যেন একটি বোঝা নিজের উপর থেকে সরে গেছে। -[ইবনে কাছীর]

জাদুগ্রস্ত হওয়া নবুয়তের পরিপন্থী নয় : যারা জাদুর স্বরূপ সম্পর্কে অবগত নয়, তারা বিস্মিত হয় যে, আল্লাহর রাসূলের উপর জাদু কিরূপে ক্রিয়াশীল হতে পারে! জাদুর স্বরূপ ও তার বিশদ বিবরণ সূরা বাকারায় বর্ণিত হয়েছে। এখানে এতটুকু জানা জরুরি যে, জাদুর ক্রিয়াও অগ্নি, পানি ইত্যাদি স্বাভাবিক কারণাদির ক্রিয়ার ন্যায়। অগ্নি দাহন করে অথবা উত্তপ্ত করে, পানি ঠাণ্ডা করে এবং কোনো কানো কারনের পরিপ্রেক্ষিতে জ্বর আসে! এগুলো সবই স্বাভাবিক ব্যাপার। পয়গম্বরগণ এগুলোর উর্ধ্বে নন। জাদুর প্রতিক্রিয়াও এমনি ধরণের একটি ব্যাপার। কাজেই তাঁদের জাদুগ্রস্ত হওয়া অবান্তর নয়।

সূরা ফালাক ও সূরা নাস-এর ফজিলত : প্রত্যেক মু'মিনের বিশ্বাস এই যে, ইহকাল ও পরকালের সমস্ত লাভ-লোকসান আল্লাহ তা'আলার করায়ত্ত। তাঁর ইচ্ছা ব্যতিরেকে কেউ কারো অণু পরিমাণ লাভ অথবা লোকসান করতে পারে না। অতএব, ইহকাল ও পরকালের সমস্ত বিপদাপদ থেকে নিরাপদ থাকার একমাত্র উপায় হচ্ছে নিজেকে আল্লাহর আশ্রয়ে দিয়ে দেওয়া এবং কাজেকর্মে নিজেকে তাঁর আশ্রয়ে যাওয়ার যোগ্য করতে সচেষ্ট হওয়া। সূরা ফালাকে ইহলৌকিক বিপদাপদ থেকে আল্লাহর কাছে আশ্রয় চাওয়ার শিক্ষা আছে এবং সূরা নাসে পারলৌকিক বিপাদপদ থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্য আল্লাহর আশ্রয় প্রার্থনা করা হয়েছে। নির্ভরযোগ্য হাদীসসমূহে উভয় সূরার অনেক ফজিলত ও বরকত বর্ণিত আছে। সহীহ মুসলিমে ওকবা ইবনে আমের (রা.)-এর বর্ণিত হাদীসে রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন, তোমরা লক্ষ্য করেছ কি, অদ্য রাত্রিতে আল্লাহ তা'আলা আমার প্রতি এমন আয়াত নাজিল করেছেন, যার সতুল্য আয়াত দেখা যায় না অর্থাৎ قُلْ اَعُوْذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ ও قُلْ اَعُوْذُ بِرَبِّ النَّاسِ আয়াতসমূহ। অন্য এক রেওয়ায়েতে আছে তওরাত, ইঞ্জিল, জাবুর এবং কুরআনেও অনুরূপ কোনো সূরা নেই। এক সফরে রাসূলুল্লাহ ﷺ ওকবা ইবনে আমের (রা.)-কে সূরা ফালাক ও সূরা নাস পাঠ করালেন, অতঃপর মাগরিবের নামাজে এ সূরাদ্বয়ই তিলাওয়াত করে বললেন : এই সূরাদ্বয় নিদ্রা যাওয়ার সময় এবং নিদ্রা থেকে গাত্রোত্থানের সময়ও পাঠ কর। অন্য হাদীসে তিনি প্রত্যেক নামাজের পর সূরাদ্বয় পাঠ করার আদেশ করেছেন। –[আবূ দাউদ, নাসায়ী]

হযরত আয়েশা (রা.) বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ কোনো রোগে আক্রান্ত হলে এই সূরাদ্বয় পাঠ করে হাতে ফুঁদিয়ে সর্বাঙ্গে বুলিয়ে দিতেন। ইন্তেকালের পূর্বে যখন তাঁর রোগযন্ত্রণা বৃদ্ধি পায়, তখন আমি এই সূরাদ্বয় পাঠ করে তাঁর হাতে ফুঁক দিতাম। অতঃপর তিনি নিজে তা সর্বাঙ্গে বুলিয়ে নিতেন। আমার হাত তাঁর পবিত্র হাতের বিকল্প হতে পারত না। তাই আমি এরূপ করতাম। -[ইবনে কাছীর]

হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে হাবীব (রা.) বর্ণনা করেন, এক রাত্রিতে বৃষ্টি ও ভীষণ অন্ধকার ছিল। আমরা রাসূলুল্লাহ ﷺ -কে খুঁজতে বের হলাম। যখন তাঁকে পেলাম, তখন প্রথমেই তিনি বললেন, বল। আমি আরজ করলাম, কি বলব? তিনি বললেন, সূরা ইখলাছ ও কুল আউযু সূরাদ্বয়। সকাল-সন্ধ্যায় এগুলো তিনবার পাঠ করলে তুমি প্রত্যেক কষ্ট থেকে নিরাপদ থাকবে। -[মাযহারী]

সার কথা এই যে, যাবতীয় বিপদাপদ থেকে নিরাপদ থাকার জন্য রাসূলুল্লাহ ﷺ ও সাহাবায়ে কেরাম এই সূরাদ্বয়ের আমল করতেন। অতঃপর আয়াতসমূহের তাফসীর দেখু :

قُلْ اَعُوْذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ - فَلَقٌ -এর শাব্দিক অর্থ বিদীর্ণ হওয়া। এখানে উদ্দেশ্য নিশি শেষে ভোর হওয়া। অন্য এক আয়াতে আল্লাহর গুণ فَالِقُ الْاِصْبَاحِ বর্ণনা করা হয়েছে। এখানে আল্লাহর সমস্ত গুণের মধ্য থেকে একে অবলম্বন করার রহস্য এই

https://e-ilm.weebly.com/

হতে পারে যে, রাত্রির অন্ধকার প্রায়ই অনিষ্ট ও বিপদাপদের কারণ হয়ে থাকে এবং ভোরের আলো সেই বিপদাপদের আশংকা দূর করে দেয়। এতে ইঙ্গিত রয়েছে যে, যে তাঁর কাছে আশ্রয় চাইবে, তিনি তার সকল মসিবত দূর করে দিবেন। -[মাযহারী]

مِنْ شَرِّ مَا خَلَقَ আল্লামা ইবনে কাইয়ূম (র.) লিখেন– شَرّ শব্দটি দু'প্রকার বিষয়বস্তুকে শামিল করে এক, প্রত্যক্ষ অনিষ্ট ও বিপদ, যাদ্বারা মানুষ সরাসরি কষ্ট পায়, দুই. যা মুসীবত ও বিপদাপদের কারণ হয়ে থাকে; যেমন কুফর ও শিরক। কুরআন ও হাদীসে যেসব বস্তু থেকে আশ্রয় চাওয়ার কথা আছে, সেগুলো এই প্রকারদ্বয়ের মধ্যেই সীমাবদ্ধ। সেগুলো হয় নিজেই বিপদ, না হয় কোনো বিপদের কারণ।

আয়াতের ভাষায় সমগ্র সৃষ্টির অনিষ্টই অন্তর্ভুক্ত রয়েছে। কাজেই আশ্রয় গ্রহণের জন্য এ বাক্যটিই যথেষ্ট ছিল কিন্তু এস্থলে আরো তিনটি বিষয় আলাদা করে উল্লেখ করা হয়েছে, যা প্রায়ই বিপদ ও মুসীবতের কারণ হয়ে থাকে। প্রথমে বলা হয়েছে : وَمِنْ شَرِّ غَاسِقٍ إِذَا وَقَبَ - غَسَقٌ শব্দের অর্থ অন্ধকারাচ্ছন্ন হওয়া। হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) হাসান ও মুজাহিদ (র.) غَاسِق এর অর্থ নিয়েছেন রাত্রি। وُقُوْبٌ -এর অর্থ অন্ধকার পূর্ণরূপে বৃদ্ধি পাওয়া। আয়াতের অর্থ এই যে, আমি আল্লাহর আশ্রয় চাই রাত্রি থেকে যখন তার অন্ধকার গভীর হয়। রাত্রিবেলায় জিন, শয়তান, ইতরপ্রাণী কীটপতঙ্গ ও চোর-ডাকাত বিচরণ করে এবং শত্রুরা আক্রমণ করে। জাদুর ক্রিয়াও রাত্রিতে বেশি হয়। তাই বিশেষভাবে রাত্রি থেকে আশ্রয় চাওয়া হয়েছে। দ্বিতীয় বিষয় এই :

وَمِنْ شَرِّ النَّفّٰثٰتِ فِي الْعُقَدِ - نَفَثٌ -এর অর্থ ফুঁ দেওয়া। عُقَدٌ শব্দটি عُقْدَةٌ -এর বহুবচন। অর্থ গ্রন্থি। যারা জাদু করে, তারা ডোর ইত্যাদিতে গিঁরা লাগিয়ে তাতে জাদুর মন্ত্র পড়ে ফুঁ দেয়। এখানে نفاثات স্ত্রীলিঙ্গ ব্যবহার করা হয়েছে। এটা نُفُوْس -এরও বিশেষণ হতে পারে যাতে পুরুষ ও নারী উভয়ই দাখিল আছে। বাহ্যত এটা নারীর বিশেষণ। জাদুর কাজ সাধারণত নারীরাই করে এবং জন্মগতভাবে এর সাথে তাদের সম্পর্কও বেশি। এছাড়া রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর উপর জাদুর ঘটনার প্রেক্ষাপটে সূরাদ্বয় অবতীর্ণ হয়েছে। সেই ঘটনায় ওলীদের কন্যারাই পিতার আদেশে রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর উপর জাদু করেছিল। জাদু থেকে আশ্রয় চাওয়ার কারণ এটাও হতে পারে যে, এর অনিষ্ট সর্বাধিক। কারণ, মানুষ জাদুর কথা জানতে পারে না। অজ্ঞতার কারণে তা দূর করতে সচেষ্ট হয় না। রোগ মনে করে চিকিৎসা করতে থাকে। ফলে কষ্ট বেড়ে যায়। তৃতীয় বিষয় হচ্ছে وَمِنْ شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ অর্থাৎ হিংসুক ও হিংসা। হিংসার কারণেই রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর উপর জাদু করা হয়েছিল। ইহুদি ও মুনাফিকরা মুসলমানদের উন্নতি দেখে হিংসার অনলে দগ্ধ হত। তারা সম্মুখ যুদ্ধে জয়লাভ করতে না পেরে জাদুর মাধ্যমে হিংসার দাবানল নির্বাপিত করার প্রয়াস পায়। রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর প্রতি হিংসা পোষণকারীর সংখ্যা জগতে অনেক। এ কারণেও বিশেষভাবে হিংসা থেকে আশ্রয় প্রার্থনা করা হয়েছে।

حَسَدٌ শব্দের অর্থ কারো নিয়ামত ও সুখ দেখে দগ্ধ হওয়া তাঁর অবসান কামনা করা। এই হিংসা হারাম ও মহাপাপ। এটাই আকাশে করা সর্বপ্রথম গুনাহ এবং এটাই পৃথিবীতে করা সর্বপ্রথম গুনাহ। আকাশে ইবলীস আদম (আ.)-এর প্রতি এবং পৃথিবীতে আদমপুত্র কাবীল তদীয় ভ্রাতা হাবীলের প্রতি হিংসা করেছে। -[কুরতুবী]

حَسَدٌ তথা হিংসার কাছাকাছি হচ্ছে غِبْط তথা ঈর্ষা। এর সারমর্ম হচ্ছে কারো নিয়ামত ও সুখ দেখে নিজের জন্যও তদ্রূপ নিয়ামত ও সুখ কামনা করা। এটা জায়েজ বরং উত্তম।

এখানে তিনটি বিষয় থেকে বিশেষ আশ্রয় প্রার্থনা করা হয়েছে। কিন্তু প্রথম ও তৃতীয় বিষয়ের সাথে বাড়তি কথা যুক্ত করা হয়েছে غَاسِق -এর সাথে إِذَا وَقَبَ এবং حَاسِدٌ -এর সাথে إِذَا حَسَدَ সংযুক্ত করা হয়েছে। দ্বিতীয় বিষয় نَفّٰثٰتٌ -এর সাথে কোনো কিছু সংযুক্ত কর হয়নি। কারণ এই যে, জাদুর ক্ষতি ব্যাপক। কিন্তু রাত্রির ক্ষতি ব্যাপক নয় এবং রাত্রি যখন গভীর হয়, তখনই ক্ষতির আশংকা দেখা দেয়। এমনি ভাবে হিংসুক ব্যক্তি যে পর্যন্ত প্রতিপক্ষকে ক্ষতিগ্রস্ত করতে প্রবৃত্ত না হয়, সেই পর্যন্ত হিংসার ক্ষতি তার নিজের মধ্যেই সীমিত থাকে। তবে সে যদি হিংসায় উত্তেজিত হয়ে প্রতিপক্ষের ক্ষতিসাধনে সচেষ্ট হয়, তবেই প্রতিপক্ষ ক্ষতিগ্রস্ত হয়। তাই প্রথম ও তৃতীয় বিষয়ের সাথে বাড়তি কথাগুলো সংযুক্ত করা হয়েছে।

সূরা ফালাকে জাগতিক বিপদাপদ থেকে আশ্রয় প্রার্থনার শিক্ষা রয়েছে। আলোচ্য সূরা নাসে পারলৌকিক আপদ ও মুসীবত থেকে আশ্রয় প্রার্থনার প্রতি জোর দেওয়া হয়েছে। যেহেতু পরকালীন ক্ষতি গুরুতর, তাই এর প্রতি গুরুত্ব আরোপ করে কুরআনে পাক সমাপ্ত করা হয়েছে।

قُلْ أَعُوْذُ بِرَبِّ النَّاسِ এখানে نَاسٌ -এর দিকে এবং পূর্ববর্তী সূরায় فَلَقٌ -এর দিকে رَبٌّ -এর সম্বন্ধ করা হয়েছে। কারণ এই যে, পূর্ববর্তী সূরায় বাহ্যিক ও দৈহিক বিপদাপদ থেকে আশ্রয় প্রার্থনা করা উদ্দেশ্য এবং সেটা মানুষের মধ্যে সীমিত নয়। জন্তু-জানোয়ারও দৈহিক বিপদাপদ এবং মুসীবতে পতিত হয়। কিন্তু এ সূরায় শয়তানী কুমন্ত্রণা থেকে আশ্রয় প্রার্থনার কথা বলা হয়েছে। এটা মানুষের মধ্যে সীমিত এবং জিন জাতিও প্রসঙ্গত শামিল আছে। তাই এখানে رَبٌّ শব্দের সম্বন্ধ نَاسٌ -এর দিকে করা হয়েছে। -[বায়যাভী]

https://e-ilm.weebly.com/

مَلِكِ النَّاسِ –মানুষের অধিপতি, إِلَٰهِ النَّاسِ –মানুষের মা'বূদ। এদু'টি গুণ সংযুক্ত করার কারণ এই যে, رَبّ শব্দটি কোনো বিশেষ বস্তুর দিকে সম্বন্ধ হলে আল্লাহ ব্যতীত অপরের জন্যও ব্যবহৃত হয়; যথা رَبُّ الدَّارِ গৃহের মালিক। প্রত্যেক মালিকই অধিপতি হয় না। তাই مَلِكِ النَّاسِ বলা হয়েছে। অতঃপর প্রত্যেক অধিপতিই মা'বূদ হয় না। তাই إِلَٰهِ النَّاسِ বলতে হয়েছে। অর্থাৎ আল্লাহ মালিক, অধিপতি, মা'বূদ সবই। এই তিনটি গুণ একত্র করার রহস্য এই যে, এগুলোর মধ্যে প্রত্যেকটি গুণ হেফাজত ও সংরক্ষণ দাবি করে। কেননা, প্রত্যেক মালিক তার মালিকানাধীন বস্তুর, প্রত্যেক রাজা তার প্রজার এবং প্রত্যেক উপাস্য তার উপাসকদের হেফাজত করে। এই গুণত্রয় একমাত্র আল্লাহ তা'আলার মধ্যে একত্রিত আছে। তিনি ব্যতীত কেউ এই গুণত্রয়ের সমষ্টি নন। তাই আল্লাহ তা'আলার আশ্রয় সর্বাধিক বড় আশ্রয়। হে আল্লাহ, আপনিই এসব গুণের আধার এবং আমরা কেবল আপনার কাছেই আশ্রয় প্রার্থনা করি–এভাবে দোয়া করলে তা কবুল হওয়ার নিকটবর্তী হবে। এখানে প্রথমে رَبِّ النَّاسِ বলার পর ব্যাকরণিক নীতি অনুযায়ী সর্বনাম ব্যবহার করে مَلِكِهِمْ ও إِلَٰهِهِمْ বলাই সঙ্গত ছিল। কিন্তু দোয়া ও প্রশংসার স্থল হওয়ার কারণে একই শব্দকে বার বার উল্লেখ করাই উত্তম বিবেচিত হয়েছে। কেউ কেউ نَاسٌ শব্দটি বার বার উল্লেখ করার ব্যাপারে একটি রসালতত্ত্ব ও বর্ণনা করেছেন। তাঁরা বলেন : এ সূরায় نَاسٌ শব্দটি পাঁচবার উল্লেখ করা হয়েছে। প্রথম نَاسٌ বলে অল্পবয়স্ক বালক-বালিকা বুঝানো হয়েছে। একারণেই এর আগে رَبّ অর্থাৎ পালনকর্তা শব্দ আনা হয়েছে। কেননা অল্পবয়স্ক বালক-বালিকারাই প্রতিপালনের অধিক মুখাপেক্ষী। দ্বিতীয় نَاسٌ দ্বারা যুবক শ্রেণী বুঝানো হয়েছে। مَلِك (রাজা, শাসক) শব্দ এর ইঙ্গিত বহন করে। কেননা, শাসন যুবকদের জন্য উপযুক্ত। তৃতীয় نَاسٌ বলে সংসারত্যাগী, ইবাদতে মশগুল বুড়ো শ্রেণীকে বুঝানো হয়েছে। ইবাদতের অর্থ বাহী ইলাহ শব্দ তাদের জন্য উপযুক্ত। চতুর্থ نَاسٌ বলে আল্লাহর সৎকর্মপরায়ণ বান্দা বুঝানো হয়েছে। وَسْوَسَة শব্দ এর ইঙ্গিত বহন করে। কেননা, শয়তান সৎকর্মপরায়ণদের শত্রু। তাদের অন্তরে কুমন্ত্রণা সৃষ্টি করাই তার কাজ। পঞ্চম نَاسٌ বলে দুষ্কৃতকারী লোক বুঝানো হয়েছে। কেননা, তাদের অনিষ্ট থেকে আশ্রয় প্রার্থনা করা হয়েছে।

مِنْ شَرِّ الْوَسْوَاسِ الْخَنَّاسِ –যে বিষয় থেকে আশ্রয় প্রার্থনা করা উদ্দেশ্য অত্র আয়াতে সেই বিষয় বর্ণিত হয়েছে। وَسْوَاسٌ শব্দটি ধাতু। এর অর্থ কুমন্ত্রণা। এখানে অতিরঞ্জনের নিয়মে শয়তানকেই কুমন্ত্রণা বলে দেওয়া হয়েছে; সে যেন আপাদমস্তক কুমন্ত্রণা। আওয়াজহীন গোপন বাক্যের মাধ্যমে শয়তান মানুষকে তার আনুগত্যের আহ্বান করে। মানুষ এই বাক্যের অর্থ অনুভব করে কিন্তু কোনো আওয়াজ শুনে না। শয়তানের এরূপ আহ্বানকে কুমন্ত্রণা বলা হয়।–(কুরতুবী) خَنَّاسٌ শব্দটি خَنَسٌ থেকে উৎপন্ন। অর্থ পশ্চাতে সরে যাওয়া। মানুষ আল্লাহর নাম উচ্চারণ করলে পিছনে সরে যাওয়াই শয়তানের অভ্যাস। মানুষ গাফিল হলে শয়তান আবার অগ্রসর হয়। অতঃপর হুঁশিয়ার হয়ে আল্লাহর নাম উচ্চারণ করলে শয়তান আবার পশ্চাতে সরে যায়। এ কার্যধারাই অবিরাম অব্যাহত থাকে। রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন : প্রত্যেক মানুষের অন্তরে দু'টি গৃহ আছে। একটিতে ফেরেশতা ও অপরটিতে শয়তান বাস করে। (ফেরেশতা সৎ কাজে এবং শয়তান অসৎ কাজে মানুষকে উদ্বুদ্ধ করে)। মানুষ যখন আল্লাহর জিকির করে, তখন শয়তান পিছনে সরে যায় এবং যখন জিকিরে থাকে না, তখন তর চঞ্চু মানুষের অন্তরে স্থাপন করে কুমন্ত্রণা দিতে থাকে। –[মাযহারী]

مِنَ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ অর্থাৎ কুমন্ত্রণাদাতা জিনের মধ্য থেকেও হয় এবং মানুষের মধ্য থেকেও হয়। অতএব সারমর্ম এই দাঁড়াল যে, আল্লাহ তা'আলা রাসূলকে তাঁর আশ্রয় প্রার্থনার শিক্ষা দিয়েছেন জিন শয়তানের অনিষ্ট থেকে এবং মানুষ শয়তানের অনিষ্ট থেকে। এখন জিন শয়তানের কুমন্ত্রণা বুঝতে অসুবিধা হয় না; কারণ তারা অলক্ষ্যে থেকে মানুষের অন্তরে কোনো কথা রাখতে পারে। কিন্তু মানুষ শয়তান প্রকাশ্যে সামনে এসে কথা বলে। এটা কুমন্ত্রণা কিরূপে হলো? জবাব এই যে, মানুষ শয়তানও কারো সামনে এমন কথা বলে, যা থেকে সেই ব্যক্তির মনে কোনো ব্যাপার সম্পর্কে সন্দেহ ও সংশয় মাথাচাড়া দিয়ে উঠে। এই সন্দেহ ও সংশয়ের বিষয় সে পরিষ্কার বলে না। শায়খ ইযযুদ্দীন (র.) তদীয় গ্রন্থে বলেন : মানুষ শয়তানের অনিষ্ট বলে নফসের (মনের) কুমন্ত্রণা বুঝানো হয়েছে। কেননা, জিন শয়তান যেমন মানুষের অন্তরে কু-কাজের আগ্রহ সৃষ্টি করে তেমনি স্বয়ং মানুষের নফসও মন্দ কাজেরই আদেশ করে। একারণেই রাসূলুল্লাহ ﷺ আপন নফসের অনিষ্ট থেকেও আশ্রয় প্রার্থনা শিক্ষা দিয়েছেন। হাদীসে আছে اَللّٰهُمَّ اَعُوْذُبِكَ مِنْ شَرِّ نَفْسِىْ وَمِنْ شَرِّ الشَّيْطَانِ وَشِرْكِهٖ অর্থাৎ হে আল্লাহ! আমি আপনার আশ্রয় চাই, আমার নফসের অনিষ্ট থেকে, শয়তানের অনিষ্ট থেকে এবং তাঁর শিরক থেকেও।

শয়তানী কুমন্ত্রণা থেকে আশ্রয় প্রার্থনার গুরুত্ব অপরিসীম : ইবনে কাছীর (র.) বলেন : এ সূরার শিক্ষা এই যে, পালনকর্তা, অধিপতি, মা'বূদ–আল্লাহ তা'আলার এই গুণত্রয় উল্লেখ করে আল্লাহর কাছে আশ্রয় প্রার্থনা না করা মানুষের উচিত। কেননা প্রত্যেক মানুষের সাথে একটি করে শয়তান লেগে আছে। সে প্রতি পদক্ষেপে মানুষকে ধ্বংস ও বরবাদ করার চেষ্টায় ব্যাপৃত থাকে। প্রথমে তাকে পাপ কাজের প্রতি উৎসাহিত করে এবং নানা প্রলোভন দিয়ে পাপ কাজের দিকে

https://e-ilm.weebly.com/

নিয়ে যায়। এতে সফল না হলে মানুষের সৎকর্ম ও ইবাদত বিনষ্ট করার জন্য রিয়া, নাম-যশ, গর্ব ও অহংকার অন্তরে সৃষ্টি করে দেয়। বিদ্বান লোকদের অন্তরে সত্য বিশ্বাস সম্পর্কে সংশয় সৃষ্টির চেষ্টা করে। অতএব, শয়তানের অনিষ্ট থেকে সে-ই বাঁচতে পারে যাকে আল্লাহ বাঁচিয়ে রাখেন।

রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন : তোমাদের মধ্যে এমন কেউ নেই, যার উপর তার সঙ্গী শয়তান চড়াও হয়ে না আছে। সাহাবায়ে কেরাম আরজ করলেন : ইয়া রাসূলাল্লাহ! আপনার সাথেও এই সঙ্গী আছে কি? উত্তর হলো? হ্যাঁ, কিন্তু আল্লাহ তা'আলা শয়তানের মোকাবিলায় আমাকে সাহায্য করেন। এর ফলশ্রুতিতে শয়তান আমাকে সদুপদেশ ব্যতীত কিছু বলে না।

হযরত আনাস (রা.)-এর হাদীসে আছে, একবার রাসূলুল্লাহ ﷺ মসজিদে এতেকাফরত ছিলেন। এক রাত্রিতে উম্মুল মু'মিনীন হযরত সফিয়্যা (রা.) তাঁর সাথে সাক্ষাতের জন্য মসজিদে যান। ফেরার সময় রাসূলুল্লাহ ﷺ ও তাঁর সাথে রওয়ানা হলেন। গলিপথে চলার সময় দু'জন আনসারী সাহাবী সামনে পড়লে রাসূলুল্লাহ ﷺ আওয়াজ দিলেন, তোমরা আস। আমার সাথে আমার সহধর্মিনী সফিয়্যা বিনতে-হুয়াই (রা.) রয়েছেন। সাহাবীদ্বয় সম্ভ্রমে আরজ করলেন : সোবহানাল্লাহ ইয়া রাসূলাল্লাহ, (অর্থাৎ আপনি মনে করেছেন যে, আমরা কোনো কুধারণা করব)। রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন : নিশ্চয়। কারণ, শয়তান মানুষের রক্তের সাথে তার শিরা-উপশিরায় প্রভাব বিস্তার করে। আমি আশঙ্কা করলাম যে, শয়তান তোমাদের অন্তরে আমার সম্পর্কে কুধারণা সৃষ্টি করতে পারে। তাই আমি বলে দিয়েছি যে, আমার সাথে কোনো বেগানা নারী নেই।

নিজে মন্দ কাজ থেকে বেঁচে থাকা যেমন জরুরি, তেমনি অন্য মুসলমানকে নিজের ব্যাপারে কুধারণা করার সুযোগ দেওয়াও দুরস্ত নয়। মানুষের মনে কুধারণা সৃষ্টি হয়– এ ধরনের আচরণ থেকে বেঁচে থাকা উচিত। এমন পরিস্থিতির সম্মুখীন হয়ে গেলে পরিষ্কার কথার মাধ্যমে অপবাদের সুযোগ বন্ধ করে দেওয়া সঙ্গত। সারকথা এই যে, উপরিউক্ত হাদীস প্রমাণ করেছে যে, শয়তানী কুমন্ত্রণা অত্যধিক বিপজ্জনক ব্যাপার। আল্লাহর আশ্রয় ব্যতীত এ থেকে আত্মরক্ষা করা সহজ নয়। এখানে যে কুমন্ত্রণা থেকে সতর্ক করা হয়েছে, এটা সেই কুমন্ত্রণা, যাতে মানুষ স্বেচ্ছায় ও সজ্ঞানে মশগুল হয়। অনিচ্ছাকৃত কুমন্ত্রণা ও কল্পনা, যা অন্তরে আসে এবং চলে যায়– সেটা ক্ষতিকর নয় এবং তজ্জন্য কোনো গুনাহ হয় না।

সূরা ফালাক ও সূরা নাস -এর আশ্রয় প্রার্থনার মধ্যে একটি পার্থক্য : সূরা ফালাকে যার আশ্রয় প্রার্থনা করা হয়েছে (অর্থাৎ আল্লাহ তা'আলার), তার মাত্র একটি বিশেষণ رَبِّ الْفَلَقِ উল্লেখ করা হয়েছে এবং যেসব বিষয় থেকে আশ্রয় প্রার্থনা করা হয়েছে, সেগুলো অনেক বর্ণিত হয়েছে। সেগুলো প্রথমে مِنْ شَرِّ مَا خَلَقَ বাক্যে সংক্ষেপে এবং পরে তিনটি বিশেষ বিপদের কথা আলাদা উল্লেখ করা হয়েছে। পক্ষান্তরে সূরা নাসে যে বিষয় থেকে আশ্রয় প্রার্থনা করা হয়েছে, তা তো মাত্র একটি; অর্থাৎ কুমন্ত্রণা এবং যার আশ্রয় প্রার্থনা করা হয়েছে, তার তিনটি বিশেষণ উল্লেখ করে দোয়া করা হয়েছে। এ থেকে জানা যায় যে, শয়তানের অনিষ্ট সর্ববৃহৎ অনিষ্ট; প্রথমত এ কারণে যে, অন্য আপদ-বিপদের প্রতিক্রিয়া মানুষের দেহ ও পার্থিব বিষয়াদিতে প্রতিফলিত হয়, কিন্তু শয়তানের অনিষ্ট মানুষের ইহকাল ও পরকাল উভয়কে বিশেষত পরকালকে বরবাদ করে দেয়। তাই এ ক্ষতি গুরুতর। দ্বিতীয়ত দুনিয়ার আপদ-বিপদের কিছু না কিছু বৈষয়িক প্রতিকারও মানুষের করায়ত্ত আছে এবং তা করা হয়ে থাকে, কিন্তু শয়তানের মোকাবিলা করার কোনো বৈষয়িক কৌশল মানুষের সাধ্যাতীত ব্যাপার। সে মানুষকে দেখে, কিন্তু মানুষ তাকে দেখে না। সুতরাং এর প্রতিকার একমাত্র আল্লাহর জিকির ও তাঁর আশ্রয় গ্রহণ করা।

মানুষের শত্রু মানুষও এবং শয়তানও। এই শত্রুদ্বয়ের আলাদা আলাদা প্রতিকার : মানুষের শত্রু মানুষও এবং শয়তানও। আল্লাহ তা'আলা মানুষ শত্রুকে প্রথমে সচ্চরিত্র, উদার ব্যবহার, প্রতিশোধ বর্জন ও সবরের মাধ্যমে বশ করার শিক্ষা দিয়েছেন। যদি, সে এতে বিরত না হয়, তবে তার সাথে জিহাদ ও যুদ্ধ করার আদেশ দান করেছেন। কিন্তু শয়তান শত্রুর মোকাবিলা কেবল আল্লাহর আশ্রয় প্রার্থনার মাধ্যমে করার শিক্ষা দিয়েছেন। ইবনে কাছীর তাঁর তাফসীরের ভূমিকায় তিনটি আয়াত উল্লেখ করেছেন। এসব আয়াতে মানুষের উপরিউক্ত শত্রুদ্বয়ের উল্লেখ করার পর মানুষ শত্রুর প্রতিরক্ষায় সচ্চরিত্রতা, প্রতিশোধ বর্জন ও সদয় ব্যবহার শিক্ষা দেওয়া হয়েছে এবং শয়তান শত্রুর প্রতিরক্ষায় কেবল আশ্রয় প্রার্থনার সবক দেওয়া হয়েছে। ইবনে কাছীর (র.) বলেন : সমগ্র কুরআনে এই বিষয়বস্তুর মাত্র তিনটি আয়াতই বিদ্যমান আছে। সূরা আ'রাফের এক আয়াতে প্রথমে বলা হয়েছে : خُذِ الْعَفْوَ وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِيْنَ -এর অর্থ এই যে, ক্ষমা ও মার্জনা, সৎ কাজের আদেশ এবং তার দিক থেকে মুখ ফিরিয়ে নিয়ে মানুষ শত্রুর মোকাবিলা করা। এ আয়াতেই অতঃপর বলা হয়েছে :

https://e-ilm.weebly.com/

وَاِمَّا يَنْزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْغٌ فَاسْتَعِذْ بِاللّٰهِ اِنَّهٗ سَمِيْعٌ عَلِيْمٌ –এতে শয়তান শত্রুর মোকাবিলা করার কৌশল শিক্ষা দেওয়া হয়েছে। যার সারকথা আল্লাহ তা'আলার আশ্রয় প্রর্থনা করা। দ্বিতীয় সূরা 'কাদ আফলাহাল মু'মিনূনে' প্রথমে মানুষ শত্রুর মোকাবিলার প্রতিকার বর্ণনা করেছেন : اِدْفَعْ بِالَّتِيْ هِيَ اَحْسَنُ অর্থাৎ মন্দকে ভালো দ্বারা প্রতিহত কর। অতঃপর শয়তান শত্রুর মোকাবিলার জন্য বলেছেন : وَقُلْ رَّبِّ اَعُوْذُبِكَ مِنْ هَمَزَاتِ الشَّيٰطِيْنِ وَاَعُوْذُبِكَ رَبِّ اَنْ يَّحْضُرُوْنِ অর্থাৎ হে আমার পালনকর্তা, আমি আপনার আশ্রয় চাই শয়তানের কুমন্ত্রণা থেকে এবং তাদের আমার কাছে আসা থেকে। তৃতীয় আয়াত সূরা হা-মীম সেজদায় প্রথমে মানুষ শত্রুকে প্রতিহত করা জন্য বলার হয়েছে : اِدْفَعْ بِالَّتِيْ هِيَ اَحْسَنُ فَاِذَا الَّذِيْ بَيْنَكَ وَبَيْنَهٗ عَدَاوَةٌ كَاَنَّهٗ وَلِيٌّ حَمِيْمٌ অর্থাৎ তুমি মন্দকে ভালো দ্বারা প্রতিহত কর। এরূপ করলে দেখবে যে, তোমার শত্রু তোমার বন্ধুতে পরিণত হবে। এ আয়াতেই পরবর্তী অংশে শয়তান শত্রুর মোকাবিলার জন্য বলা হয়েছে : وَاِمَّا يَنْزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْغٌ فَاسْتَعِذْ بِاللّٰهِ اِنَّهٗ هُوَ السَّمِيْعُ الْعَلِيْمُ এটা প্রায় সূরা আ'রাফেরই অনুরূপ আয়াত। এর সারমর্ম এই যে, শয়তান শত্রুর মোকাবিলা আল্লাহর আশ্রয় প্রার্থনা ছাড়া কিছুই নয়। উপরিউক্ত তিনটি আয়াতেই মানুষ শত্রুর প্রতিকার ক্ষমা, মার্জনা ও সচ্চরিত্রতা বর্ণিত হয়েছে। কেননা, ক্ষমা ও অনুগ্রহের কাছে নতিস্বীকার করাই মানুষের স্বভাব। আর যে নরপিচশ মানুষের প্রকৃতিগত যোগ্যতা হারিয়ে ফেলে, তার প্রতিকার জিহাদ ও যুদ্ধ ব্যক্ত হয়েছে। কেননা, সে প্রকাশ্য শত্রু, প্রকাশ্য হাতিয়ার নিয়ে সামনে আসে। তার শক্তির মোকাবিলা শক্তি দ্বারা করা সম্ভব। কিন্তু অভিশপ্ত শয়তান স্বভাবগত দুষ্ট। অনুগ্রহ, ক্ষমা, মার্জনা তার বেলায় সুফলপ্রসূ নয়। যুদ্ধ ও জিহাদের মাধ্যমে তার বাহ্যিক মোকাবিলাও সম্ভবপর নয়। এই উভয় প্রকার নরম ও গরম কৌশল কেবল মানুষ শত্রুর মোকাবিলায় প্রযোজ্য–শয়তানের মোকাবিলায় নয়। তাই এর প্রতিকার কেবল আল্লাহর আশ্রয়ে আসা এবং তাঁর জিকিরে মশগুল হয়ে যাওয়া। সমগ্র কুরআনে তাই শিক্ষা দেওয়া হয়েছে এবং এই বিষয়বস্তুর উপরই কুরআন খতম করা হয়েছে।

পরিণতির বিচারে উভয় শত্রুর মোকাবিলার বিস্তর ব্যবধান রয়েছে : উপরে কুরআনী শিক্ষায় প্রথমে অনুগ্রহ ও সবর দ্বারা মানুষ শত্রুর প্রতিরক্ষা বর্ণিত হয়েছে। এতে সফল না হলে জিহাদ ও যুদ্ধ দ্বারা প্রতিরক্ষা করতে বলা হয়েছে। উভয় অবস্থায় মোকাবিলাকারী মু'মিন কামিয়াবী থেকে বঞ্চিত নয়। সম্পূর্ণ অকৃতকার্যতা মু'মিনের জন্য সম্ভবপর নয়। শত্রুর মোকাবিলায় বিজয়ী হলে তো তার কামিয়াবী সুস্পষ্টই, পক্ষান্তরে যদি সে পরাজিত হয় অথবা নিহত হয়, তবে পরকালের সাওয়াব ও শাহাদতের ফজিলত দুনিয়ার কামিয়াবী অপেক্ষাও বেশি পাবে। সারকথা, মানুষ শত্রুর মোকাবিলায় হেরে যাওয়াও মু'মিনের জন্য ক্ষতির কথা নয়। কিন্তু শয়তানের খোশামোদ ও তাকে সন্তুষ্ট করা এবং গুনাহ তার মোকাবিলায় হেরে যাওয়া পরকালকে বরবাদ করারই নামান্তর। এ কারণেই শয়তান শত্রুর প্রতিরক্ষার জন্য আল্লাহ তা'আলার আশ্রয় নেওয়াই একমাত্র প্রতিকার। তাঁর শরণের সামনে শয়তানের প্রত্যেকটি কলাকৌশল মাকড়সার জালের ন্যায় দুর্বল।

শয়তানী চক্রান্ত ক্ষণভঙ্গুর : উপরিউক্ত বর্ণনা থেকে এরূপ ধারণা করা উচিত নয় যে, তাহলে শয়তানের শক্তিই বৃহৎ। তার মোকাবিলা সুকঠিন। এহেন ধারণা দূর করার জন্য আল্লাহ তা'আলা বলেন :

اِنَّ كَيْدَ الشَّيْطَانِ كَانَ ضَعِيْفًا নিশ্চয় শয়তানের চক্রান্ত দুর্বল। সূরা নাহলে কুরআন পাঠ করার সময় আল্লাহর আশ্রয় প্রার্থনা করার আদেশ রয়েছে। সেখানে একথাও বলে দেওয়া হয়েছে যে, ঈমানদার আল্লাহর উপর ভরসাকারী অর্থাৎ আল্লাহর আশ্রয় প্রার্থনাকারীর উপর শয়তানের কোনো জোর চলে না। বলা হয়েছে :

فَاِذَا قَرَأْتَ الْقُرْاٰنَ فَاسْتَعِذْ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيْمِ – اِنَّهٗ لَيْسَ لَهٗ سُلْطَانٌ عَلَى الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَعَلٰى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُوْنَ – اِنَّمَا سُلْطَانُهٗ عَلَى الَّذِيْنَ يَتَوَلَّوْنَهٗ وَالَّذِيْنَ هُمْ بِهٖ مُشْرِكُوْنَ.

অর্থাৎ তুমি যখন কুরআন পাঠ কর, তখন বিতাড়িত শয়তান থেকে আল্লাহর আশ্রয় প্রার্থনা কর। যারা মু'মিন ও আল্লাহর উপর ভরসা করে, তাদের উপর শয়তানের জোর চলে না। তার জোর তো কেবল তাদের উপরই চলে যারা তাকে বন্ধুরূপে গ্রহণ করে ও তাকে অংশীদার মনে করে।

কুরআনের সূচনা ও সমাপ্তির মিল : আল্লাহ তা'আলা সূরা ফাতেহার মাধ্যমে কুরআন পাক শুরু করেছেন, যার সারমর্ম আল্লাহর প্রশংসা ও গুণকীর্তন করার পর তাঁর সাহায্য ও সরলপথে চলার তাওফীক প্রার্থনা করা। আল্লাহ তা'আলার সাহায্য ও সরলপথের মধ্যেই মানুষের যাবতীয় ইহলৌকিক ও পারলৌকিক কামিয়াবী নিহিত আছে। কিন্তু এ দু'টি বিষয় অর্জনে এবং অর্জনের পর তা ব্যবহারে প্রতি পদক্ষেপে অভিশপ্ত শয়তানের চক্রান্ত ও কুমন্ত্রণার জাল বিছানো থাকে। তাই এ জাল ছিন্ন করার কার্যকর পন্থা আল্লাহর আশ্রয় গ্রহণ দ্বারা কুরআন পাক সমাপ্ত করা হয়েছে।

https://e-ilm.weebly.com/

শব্দ বিশ্লেষণ :

قُلْ : সীগাহ واحد مذكر حاضر امر حاضر معروف বহছ বাব نَصَرَ মাসদর اَلْقَوْلُ মূলবর্ণ (ق - و - ل) জিনস اجوف واوى অর্থ- আপনি বলুন।

اَعُوْذُ : সীগাহ واحد متكلم مضارع معروف বহছ বাব نَصَرَ মাসদার اَلْعَوْذُ মূলবর্ণ (ع - و - ذ) জিনস اجوف واوى অর্থ- আমি আশ্রয় গ্রহণ করছি।

رَبِّ : মাসদার। অর্থ– প্রতি পালক, মালিক, রব, প্রভু।

اَلْفَلَقِ : ইসমে ফে'ল। অর্থ– প্রভাত, উষা।

شَرِّ : একবচন, বহুবচন شرور অর্থ– অপকারিতা, যার দ্বারা সকলে কষ্ট পায়।

خَلَقَ : সীগাহ واحد مذكر غائب ماضى معروف বহছ বাব نَصَرَ মাসদার اَلْخَلْقُ মূলবর্ণ (خ - ل - ق) জিনস صحيح অর্থ– তিনি সৃষ্টি করেছেন।

غَاسِقٍ : সীগাহ واحد مذكر اسم فاعل বহছ বাব ضَرَبَ মাসদার اَلْغَسْقُ মূলবর্ণ (غ - س - ق) জিনস صحيح অর্থ– অন্ধকার রাত।

وَقَبَ : সীগাহ واحد مذكر غائب ماضى معروف বহছ বাব ضَرَبَ মাসদার اَلْوَقْبُ মূলবর্ণ (و - ق - ب) জিনস مثال واوى অর্থ– অদৃশ্য হয়ে যাবে।

اَلنَّفّٰثٰتِ : সীগাহ جمع مؤنث اسم مبالغه বহছ বাব نَصَرَ মাসদার اَلنَّفْثُ মূলবর্ণ (ن - ف - ث) জিনস صحيح অর্থ- পড়ে পড়ে ফুৎকার কারিণী।

اَلْعُقَدِ : ইসমে জমা, বহুবচন, একবচন عقدة অর্থ– গ্রন্থি সমূহ, গিরা। আয়াতে وَمِنْ شَرِّ النَّفّٰثٰتِ فِى الْعُقَدِ এখানে عُقَدٌ দ্বারা উদ্দেশ্য গিরা। জাদু কারীরা চুলের বেনীতে জাদু মন্ত্র পড়ে ফুঁক দিয়ে পরে তা লাগিয়ে দেয়। তাই জাদুকারীদেরকে معقد বলা হয়।

حَاسِدٍ : সীগাহ واحد مذكر اسم فاعل বহছ বাব ضَرَبَ ও نَصَرَ মাসদার اَلْحَسَدُ মূলবর্ণ (ح - س - د) জিনস صحيح অর্থ– হিংসা পোষণকারী।

حَسَدَ : সীগাহ واحد مذكر غائب ماضى معروف বহছ বাব ضَرَبَ ও نَصَرَ মাসদার اَلْحَسَدُ মূলবর্ণ (ح - س - د) জিনস صحيح অর্থ– সে হিংসা করে।

مَلِكِ : সিফাতের সীগাহ। অর্থ- বাদশাহ, রাজা, অধিপতি, মহাবিচারক।

اِلٰهِ : فعال -এর ওযনে, ইসমে মাফউলের অর্থে। উপাস্য, প্রত্যেক কওমের নিকট উপাসনার যোগ্য যে হবে, তাকেই ইলাহ বলা হয়। চাই সে সত্য মা'বূদ হোক বা বাতিল হোক।

اَلْوَسْوَاسِ : মাসদার। বাব فَعْلَلَةٌ কখনো কখনো وَسْوَسَةٌ ও মাসদার হিসেবে আসে। অর্থ– কুপ্ররোচনা প্রদানকারী।

خَنَّاسِ : মুবালাগার সিগাহ। فَعَّالٌ -এর ওযনে। মাসদার اَلْخَنْس মূলবর্ণ (خ - ن - س) জিনস صحيح অর্থ– পশ্চাদ পসরণকারী, শয়তান।

يُوَسْوِسُ : সীগাহ واحد مذكر غائب مضارع معروف বহছ বাব فَعْلَلَةٌ মাসদার اَلْوَسْوَسَةُ মূলবর্ণ (و - س - و - س) জিনস মুরাক্কাব (مضاعف رباعى ও لفيف مفروق) অর্থ– প্ররোচনা প্রদান করে, মন্ত্রণাদেয়।

اَلْجِنَّةِ : ইসমে জমা। বহুবচন, একবচন, جِنِّىٌّ। অর্থ– জিন, জিনের দল।

https://e-ilm.weebly.com/

اَلنَّاسِ : ইসমে জমা বা বহুবচন। অর্থ– লোক, মানুষ। কিছু লোকের মতে اَلنَّاسُ মূলতঃ اُنَاسٌ ছিল। উহ্য همزة -এর পরিবর্তে ال দেওয়া হয়েছে। তাই ال টি হামযাসহ আসে না এবং اَلْاُنَاسُ বলা হবে না। (বায়যাবী) পুরুষ, মহিলা, বাচ্চা, বড়, ভালো, খারাপ, মুসলমান, কাফের সকলের ক্ষেত্রেই শব্দটিকে প্রয়োগ করা হয়। সম্মানিত, জ্ঞানীও উদ্দেশ্য হয় অর্থাৎ ঐ ব্যক্তি যে মনুষ্যত্বের সকল গুণাবলী ও বৈশিষ্ট্যবলিতে পরিপূর্ণ। আর অভিধান বিদগণ বলেন, ناس -কে نَاسَ - يَنُوْسُ نَوْسًا থেকে নেওয়া হয়েছে। যার অর্থ হলো, ব্যাকুল হওয়া, অন্দোলিত হওয়া। জনৈক ইয়েমেনী যুবরাজের চুলের গুচ্ছ বা বেনি ঝুলে থাকত, তাই তাকে ذو نواس বলা শুরু হয়। এমতাবস্থায় نَاسٌ -এর তাসগীর হবে نُوَيْسٌ আর واو টি মৌলিক বলে স্বীকৃত হবে।

বাক্য বিশ্লেষণ :

قُلْ اَعُوْذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ مِنْ شَرِّمَاخَلَقَ এখানে قُلْ শব্দটি فعل امر এবং তার فاعل টি উহ্য। যার উহ্য রূপ হচ্ছে اَنْتَ; قول বাক্যটি اَعُوْذُ -এর مقول; اَعُوْذُ শব্দটি فعل مضارع مرفوع তার فاعل টি উহ্য। যার উহ্য রূপ হচ্ছে انا; بِرَبِّ الْفَلَقِ বাক্যটি اَعُوْذُ -এর সাথে متعلق; ومن شر বাক্যটি اَعُوْذُ -এর সাথে متعلق আর ما টি اسم موصول مضاف اليه আর خَلَقَ শব্দটি صلة এবং তার عائد টি উহ্য রয়েছে। অর্থাৎ خَلَقَهُ; ما টি مصدرية হওয়ার সম্ভাবনা ও রয়েছে।

وَمِنْ شَرِّغَاسِقٍ اذَا وَقَبَ এ বাক্যটি পূর্বের বাক্যের উপর عطف হয়েছে। اِذَا টি ظرفية আর وَقَبَ শব্দটি جر -এর স্থানে পতিত হয়েছে তার দিকে اِذَا টি اضافت হওয়ার কারণে। وَمِنْ شَرِّ النَّفّٰثٰتِ فِى الْعُقَدِ এ- বাক্যটি ও পূর্বের বাক্যের উপর عطف হয়েছে। فِى الْعُقَدِ টি نَفّٰثٰت -এর সাথে متعلق হয়েছে।

وَمِنْ شَرِّ حَاسِدٍ اِذَاحَسَدَ এ- বাক্যটি ও পূর্বের বাক্যের উপর عطف হয়েছে।

قُلْ اَعُوْذُ بِرَبِّ النَّاسِ ـ مَلِكِ النَّاسِ ـ اِلٰهِ النَّاسِ এখানে قُلْ শব্দটি فعل امر তার فاعل টি উহ্য। যার উহ্য রূপ হচ্ছে اَنْتَ; قول বাক্যটি اَعُوْذُ -এর مقول; اَعُوْذُ শব্দটি فعل مضارع مرفوع তার فاعل টি উহ্য যার উহ্যরূপ হলো انا; بِرَبِّ النَّاسِ বাক্যটি اَعُوْذُ -এর সাথে متعلق হয়েছে। مَلِكِ النَّاسِ ও اِلٰهِ النَّاسِ দুটি ضمير -এর بدل অথবা عطف بيان অথবা صفت;

مِنْ شَرِّالْوَسْوَاسِ الْخَنَّاسِ এখানে مِنْ شَرِّ টি جارومجرور হয়ে اَعُوْذُ -এর সাথে متعلق হয়েছে। وَالْوَاسِ টি مضاف اليه আর الخناس টি صفت হয়েছে।

اَلَّذِىْ يُوَسْوِسُ فِىْ صُدُوْرِالنَّاسِ এখানে اَلَّذِىْ টি وَاسْوَاسٌ -এর صفت আর يُوَسْوِسُ শব্দটি فعل مضارع; فِى صُدُوْرِ النَّا টি جار ومجرور হয়ে يُوَسْوِسُ -এর সাথে متعلق হয়েছে।

مِنَ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ এ বাক্যটির দু'টি সম্ভাব না রয়েছে– ১. يُوَسْوِسُ -এর بيان হবে, আর তখন مِنْ টি بيانية হবে। ২. পৃথক বাক্য হবে। আর তখন من টি حرف جر হবে এবং يُوَسْوِسُ -এর সাথে متعلق হবে। অর্থাৎ– يُوَسْوِسُ فِىْ صُدُوْرِهِمْ مِنْ جِهَةِ الْجِنَّةِ وَمِنْ جِهَةِ النَّاسِ –[ই'রাবুল কুরআন, খ : ৮ পৃ. ৪৫৩ ও ৪৫৬]

সমাপ্ত

https://e-ilm.weebly.com/